বাংলা একাডেমি

১

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

- বাংলা ভাষার সব শব্দ একই সময়ে জন্ম নেয়নি অথবা একই সময়ে সেসব শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হয়নি। কোন শব্দ প্রথম কখন ব্যবহৃত হলো, এবং তারপর ধীরে ধীরে তার অর্থ কিভাবে বদলে গেলো, এ অভিধানে প্রধানত তা-ই দেখা যাবে। কেবল অর্থের বিবর্তন নয়, শব্দের বানান কিভাবে বদলে গেলো, সে ইতিহাসও জানা যাবে এই অভিধান থেকে।
- এই অভিধানে ভুক্তি অর্থাৎ মূলশব্দ আছে প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার। আর, এসব মূলশব্দের রূপান্তরগুলো হিসেব করলে মূলশব্দের সংখ্যা হবে প্রায় দেড় লাখ। এ ছাড়া, অর্থান্তর বোঝানোর জন্যে প্রয়োগবাক্য আছে এক লাখ ষাট হাজারের বেশি।
- আনুমানিক ১২০০ সাল থেকে শুরু করে মোটামুটি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত রচিত নানা ধরনের পুথি, দলিল-দস্তাবেজ, বই, পত্র-পত্রিকা, নথিপত্র ইত্যাদি থেকে এই অভিধানে শব্দ গৃহীত হয়েছে।
- শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই অভিধানে যেসব প্রয়োগবাক্য দেওয়া হয়েছে, তার অনেকগুলোর কালই আনুমানিক। তবে ১৭৪৩ সালের পর থেকে বেশির ভাগ প্রয়োগবাক্যের সময় সুনির্দিষ্ট।
- প্রতিটি মূলশব্দের অর্থ এবং অর্থান্তর নির্ণয় করা হয়েছে প্রয়োগবাক্য থেকে।
- প্রয়োগবাক্যগুলোর উৎস নির্দেশ করা হয়েছে কখনো গ্রন্থ, কখনো লেখক, কখনো পত্রিকা, এমনকি কখনো দপ্তরের নাম দিয়ে। এসব নামের শব্দসংক্ষেপ ছাপা হয়েছে বাঁকা হরফে।
- সাধারণভাবে ক্রিয়াপদের রূপান্তর এই অভিধানে নেই। তবে আঠারো শতকের আগেকার ক্রিয়াপদের রূপান্তরের কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি মূলশব্দের পাশে সে শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে, তা বন্ধনী [ ] চিহ্নের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো শব্দের বেলায় তা আনুমানিক। আর, আদৌ জানা না-গেলে, সেসব শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়নি। যেসব শব্দের শেষে [স] লেখা আছে, সেসব শব্দ যে সবই সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ছিলো, তা নয়। বরং সেগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণ-সিদ্ধ বলে [স] লেখা হয়েছে।
- শব্দের অর্থ যদ্দুরসম্ভব সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে।

বাংলা একাডেমির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

- প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
- প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
- ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
- বাংলা উচ্চারণ অভিধান
- বাংলা বানান-অভিধান
- ছোটদের অভিধান
- সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
- আরবি-বাংলা অভিধান
- চরিতাভিধান (তৃতীয় সংস্করণ)
- বিজ্ঞান বিশ্বকোষ
- শাহনামা
- English-Bangla Dictionary
- Bengali-English Dictionary

বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান
প্রথম খণ্ড (অ–ঞ)

বাংলা একাডেমি

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

প্রথম খণ্ড (অ–ঞ)

সম্পাদক

গোলাম মুরশিদ

সহযোগী সম্পাদক

স্বরোচিষ সরকার

বাংলা একাডেমি ঢাকা

বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান কর্মসূচি
জুলাই ২০১০ – ডিসেম্বর ২০১৩

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/ জুন ২০১৩

বাএ ৫০৬৬

মুদ্রণসংখ্যা
৬০০০ কপি

প্রকাশক
শাহিদা খাতুন
পরিচালক
প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
এক হাজার টাকা মাত্র

BIBARTANMULAK BANGLA ABHIDHAN, PRATHAM KHANDA [A Diachronic Dictionary of Bangla Language, First Volume]. Editor: Ghulam Murshid. Associate Editor: Swarochish Sarker. Publisher: Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Edition: June 2013. Price : Taka 1000.00 only, US $ 100.00

ISBN 984-07-5085-2

বাস্তবায়ক
শামসুজ্জামান খান

কর্মসূচি পরিচালক
শাহিদা খাতুন

সমন্বয়কারী
মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম

সংকলক

আসিফ আজিজ	কল্পনা ভৌমিক
জামাল উদ্দিন জাহেদি	ফারহান ইশরাক
মতিন রায়হান	মাহফুজা হিলালী
মোঃ আমিরুল ইসলাম	মোঃ মাইনুল ইসলাম
রাজীব কুমার সাহা	শামস্ নূর

প্রকাশনা সহযোগী
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম

মহাপরিচালকের কথা

বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমি কয়েকটি বড়ো মাপের কাজে হাত দিই। এর মধ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দুটি কাজ হলো: ১. প্রমিত বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন; এবং ২. বিবর্তনমূলক একটি বাংলা অভিধান সংকলন। এ দুটি কাজ এখন পর্যন্ত গোটা বাংলাভাষী অঞ্চলে কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা এককভাবে কোনো পণ্ডিত সম্পন্ন করেননি। সুখের কথা, 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' (২০১২) গ্রন্থটি ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে এবং অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে এর পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়েছে। বর্তমান অভিধানটিতে বাংলা ভাষার কোন শব্দ আমাদের সাহিত্যে প্রথমে কোথায়, কী অর্থে, কোন লেখকের লেখায়, কোন সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে তার উল্লেখ এবং পরবর্তী কালে নানা লেখকের লেখায় কীভাবে এর বিবর্তন ঘটেছে অর্থাৎ তার অর্থান্তর, অর্থ-সম্প্রসারণ বা সংকোচন বা একেবারে বিপরীত বা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কাজটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সম্পন্ন করা গেলে অভিধানখানি বাংলা অভিধানের ইতিহাসে একটি অভিনব সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে।

অত্যন্ত আনন্দের কথা, তিন বছর মেয়াদি (২০১০-১৩) অভিধানখানির প্রতিটি খণ্ড এক হাজার বা তার চেয়ে বেশি পৃষ্ঠা সংবলিত হওয়ায় তিন খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা তিন হাজার একশো ছাড়িয়ে গেছে। এদিক থেকে দেখলে বিপুলায়তনের এই গ্রন্থখানি এ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ কলেবরের অভিধান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। আর কাজটি যে-আঙ্গিক ও পদ্ধতিতে করা হয়েছে তা বাংলা অভিধান রচনার ক্ষেত্রেও পথিকৃতের মর্যাদা পাবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের সৌধ-প্রতিম অভিধান সংকলনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ-সংকলকদের সীমাহীন ধৈর্য-নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও অনুসন্ধিৎসা যেমন আবশ্যিক শর্ত, তেমনি বছরের পর বছর ধরে ভুক্তি সংকলন, অর্থানুসন্ধান, কার্ডে তা লিপিবদ্ধকরণ, বানান পরীক্ষা, উদাহরণ চয়ন এবং প্রুফ সংশোধন ইত্যাদি জীবনব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সাধনার বিষয়। আমার অনুরোধে বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন বিপুল শ্রমসাধ্য ব্যতিক্রমী এবং প্রায় দুঃসাধ্য এ-কাজের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন ডক্টর গোলাম মুরশিদ। কাজটি জটিল, ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ এবং একদল দক্ষ, মেধাবী এবং একান্ত শ্রমসহিষ্ণু গবেষণা-সহকারীর সমন্বয়েই যে-করা সম্ভব, সে-বিষয় নিয়ে ডক্টর মুরশিদের সঙ্গে আমার বিভিন্ন পর্যায়ে বিস্তৃত আলোচনার পর আমরা কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করি। বড় ধরনের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্য যথাসময়ে পাওয়া যাবে কি-না, সে-বিষয়ে প্রধান সম্পাদককে নিশ্চিত করার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আলোচনা করে আশ্বস্ত হই।

কাজ শুরুর আগে ডক্টর স্বরোচিষ সরকারকে সহযোগী সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সম্পাদক ও সংকলকদের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলা একাডেমির সহপরিচালক ডক্টর মুহম্মদ সাইফুল ইসলামকে।

সংকলক হিসেবে কাজ করেন ডক্টর কল্পনা ভৌমিক, ডক্টর মোঃ আমিরুল ইসলাম, মতিন রায়হান, মাহফুজা হিলালী, জামাল উদ্দিন জাহেদি, আসিফ আজিজ, মোঃ মাইনুল ইসলাম, রাজীব কুমার সাহা, ফারহান ইশরাক এবং শামস্ নূর। নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণে সংশ্লিষ্ট সম্পাদক-সংকলকগণ মাত্র

তিন বছর সময় পেয়েছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক অভিধানের কাজটি যে তাঁরা সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন, তা তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও অপরিসীম ধৈর্যের ফল।

শব্দসংগ্রহের কাজ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অভিধানটির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি আমরা একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করি। এই সেমিনারে যোগ দেন বিশিষ্ট আভিধানিক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কবি-নাট্যকার-ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হক, অভিধান-বিশেষজ্ঞ জামিল চৌধুরী, বাংলাপিডিয়ার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, ব্রিটেনের কবি ও গবেষক ডক্টর কেতকী কুশারী ডাইসন, পশ্চিমবঙ্গের ভাষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার, ডক্টর হায়াৎ মামুদ, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, অধ্যাপক শফি আহমেদ, ডক্টর ফিরোজ মাহমুদ, ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী, ডক্টর মাহবুবুল হক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ডক্টর জীনাত ইমতিয়াজ আলী প্রমুখ। অভিধানটির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের গঠনমূলক পরামর্শ দেন।

বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান কর্মসূচির প্রকল্প-পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন বাংলা একাডেমির অন্যতম পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কর্মসূচিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সব ধরনের সহযোগিতা দান করেন বাংলা একাডেমির সচিব জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন। প্রাতিষ্ঠানিক উপবিভাগের জনাব এ কে এম মাহবুবুল আলম, পরিকল্পনা উপবিভাগের সহপরিচালক জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার, এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপবিভাগের কর্মকর্তা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম প্রাসঙ্গিক দাপ্তরিক কাজ গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পন্ন করেন।

এই প্রথম একটি অভিধান, যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হলো। হাসিব ইসতিয়াকুর রহমানের পরিচালনায় অভিধান সংকলনের জন্য নির্ধারিত কক্ষটিকে আমরা অত্যাধুনিক ডিজিটাল যন্ত্রে সজ্জিত করি।

বাংলা একাডেমি প্রকাশিত অভিধানসমূহের প্রতি দেশবাসীর ক্রমবর্ধমান আগ্রহ বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কাজে আমাদের অনুপ্রেরণা। সেই অনুপ্রেরণায় এবং বাংলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় অভিধানের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলা একাডেমির প্রস্তাবিত বিধিমালায় অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য আলাদা বিভাগের সংস্থান রাখা হয়েছে। এটি কার্যকর করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন বাংলা একাডেমি প্রকাশিত অভিধানসমূহ হালনাগাদ করা সম্ভব হবে, পাশাপাশি সমকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী নানা ধরনের নতুন অভিধান প্রকাশ করা যাবে। বিভাগটি যাতে যথাসময়ে যথাযথভাবে হয় এবং প্রাসঙ্গিক কাজ অব্যাহত থাকে, সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ও বাংলা একাডেমির ভবিষ্যৎ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাই।

অভিধানটির পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, প্রণয়ন ও প্রকাশনাসহ যাবতীয় কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

ভূমিকা

বাংলায় লেখা প্রথম বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়েছিলো প্রায় দু শো বছর আগে – ১৮১৭ সালে। রচয়িতা – রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তারপর গত দু শতাব্দীতে ছোটোবড়ো বহু অভিধানই প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যা জানা নেই, কিন্তু কয়েক শো হওয়া অসম্ভব নয়। এসব অভিধান কমবেশি একই ধাঁচের। এগুলোতে আছে প্রচলিত-অপ্রচলিত এবং প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক শব্দ, শব্দের এক বা একাধিক অর্থ, আর শব্দগুলোর পদ-পরিচয়। অনেক অভিধানে শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তিও দেওয়া আছে। শব্দগুলো কিভাবে প্রয়োগ করা হয়, তার দৃষ্টান্তও দেওয়া আছে কোনো কোনো অভিধানে – যেমন, রাজশেখর বসুর *চলন্তিকায়*। কোনো কোনো অভিধানে আবার লেখকরা এসব শব্দ কিভাবে ব্যবহার করেছেন, তারও উদ্ধৃতি দেওয়া আছে। শুধুমাত্র তৎসম শব্দের অভিধান, অ-তৎসম শব্দের অভিধান, ব্যুৎপত্তির অভিধান, আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের অভিধান, স্ল্যাং-এর অভিধান ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের অভিধানও প্রকাশিত হয়েছে।

এই তাবৎ অভিধান-প্রণেতার এই বিপুল অবদান সত্ত্বেও, বাংলা ভাষায় *Oxford English Dictionary*-র মতো অভিধান আজও রচিত হয়নি। অক্সফোর্ড-অভিধানে শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি এবং প্রথম ব্যবহারের তারিখ ও দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। এ ছাড়া দেওয়া আছে দৃষ্টান্ত-সহ তাদের পরবর্তী অর্থান্তরসমূহ এবং রূপান্তরসমূহ। অর্থাৎ বহু শতাব্দীর পথ বেয়ে ইংরেজি শব্দ কিভাবে বর্তমান রূপ এবং অর্থ লাভ করেছে এ অভিধান ব্যবহার করে তা জানা যায়।

Oxford English Dictionary (*ওইডি*) প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯২৮ সালে। তার আগেই প্রকাশিত হয়েছিলো সুবল মিত্রের *সরল বাঙ্গালা অভিধান* (১৯০৬) এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (১৯১৭)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর অভিধানের কাজ শুরু করেছিলেন *ওইডি* প্রকাশিত হওয়ার প্রায় দু দশক আগে। সাতাশ বছর কাজ করার পরে তাঁর *বঙ্গীয় শব্দকোষের* প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। ভূমিকায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যা লিখেছেন তা থেকে মনে হয়, ১৯০৫ সাল থেকে আরম্ভ করে বাকি জীবন তিনি তাঁর অভিধান প্রণয়ন ও সংশোধনের কাজেই ব্যয় করেছিলেন। তাঁদের সামনে *ওইডির* আদর্শ না-থাকলেও, জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং হরিচরণ – উভয়েই শব্দগুলোর সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি ও যদ্দুর সম্ভব অর্থান্তর দিয়েছিলেন। শব্দও সংগ্রহ করেছিলেন প্রচুর। সর্ববৃহৎ অভিধান – জ্ঞানেন্দ্রমোহনে – শব্দের সংখ্যা প্রায় এক লাখ পনেরো হাজার। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং হরিচরণের প্রভূত পরিশ্রম এবং আন্তরিক নিষ্ঠা সত্ত্বেও তাঁদের অভিধানে অনেক অপূর্ণতাই থেকে গিয়েছিলো।

অপূর্ণতা ছাড়া, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রায় এক শো বছর এবং হরিচরণের অভিধান প্রকাশিত হওয়ার পরে আশি বছর চলে গেছে। ইতিমধ্যে হাজার হাজার নতুন শব্দ, বিশেষ করে যৌগিক শব্দ তৈরি হয়েছে এবং অন্যান্য ভাষা থেকে নতুন শব্দ আমদানি হয়েছে বাংলা ভাষায়। বিচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দের অর্থান্তরও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুলভাবে। হারিয়ে যাওয়া হাজার হাজার শব্দও আবিষ্কৃত হয়েছে অজানা ভাণ্ডার থেকে। গত এক শো বছরেরও বেশি সময় ধরে নিরন্তর গবেষণা করে পণ্ডিতেরা মধ্যযুগের বিপুল কাব্যসাহিত্য এবং আঠারো শতকের ক্রমবিকাশশীল বাংলা গদ্যের প্রচুর উপাদান আবিষ্কার করেছেন। যেমন, এক সময়ে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের রচনার কথাও তেমন জানা ছিলো না। কিন্তু আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ থেকে আরম্ভ করে অধুনাতন গবেষকের কল্যাণে বহু মুসলিম কবির কথা জানা গেছে – যাঁরা ইংরেজ-পূর্ব আমলে তাঁদের কাব্য রচনা করেছিলেন। বোধগম্য কারণেই, তাঁদের সাহিত্যে এমনসব আরবী-ফারসী-তুর্কি উপাদান পাওয়া গেছে, যার সঙ্গে

আগেকার অভিধানকারদের পরিচয় ছিলো না। মোট কথা, গত এক শতাব্দীতে বাংলা শব্দসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেসব শব্দের হদিস ও বিচিত্র অর্থ আমাদের অজ্ঞাত ছিলো এবং অভিধানে যাদের ঠাঁই ছিলো না, তেমন বহু শব্দের সঙ্গে আমাদের এখন বিলক্ষণ পরিচয় হয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ও বাংলা ভাষার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে লাখ লাখ লোক স্থায়ীভাবে চলে যান পশ্চিমবঙ্গে। এর ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক প্রামাণ্য ভাষার ওপর বাস্তুহারাদের প্রভাব পড়েছিলো নানাভাবে। বহু পূর্ববঙ্গীয় শব্দ গৃহীত হয়েছে। শব্দের অভিধাও বদলেছে। এমন কি, ব্যাকরণে সূক্ষ্ম পরিবর্তন এসেছে, বিশেষ করে ক্রিয়াবিভক্তিতে, সর্বনামে, অভিশ্রুতি/ অপিনিহিতিতে। অপর পক্ষে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং তাঁদের রচনা প্রকাশের ফলে পূর্ববাংলার ভাষায় এসেছে প্রভূত মুসলিম এবং আঞ্চলিক উপাদান, যা এর আগে প্রামাণ্য বাংলা ভাষায় অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলো। কেবল তাই নয় পাকিস্তানীকরণের সচেতন প্রয়াসের ফলেও বহু আরবী-ফারসী শব্দ মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে পুনরুদ্ধার করা হয় এবং সরকারী ভাষা উর্দু থেকে অনেক নতুন শব্দ বাংলা ভাষায় আমদানি করা হয়। এক কথায় বলা যায়, দেশবিভাগের পরে পূর্ববঙ্গের ভাষায় নতুন শব্দ ও তাদের ব্যবহারে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছিলো।

এখানেই শেষ নয়, দেশবিভাগের চব্বিশ বছরের মধ্যে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। ফলে, বাংলা ভাষা এই প্রথম একটা দেশের সরকারী ভাষায় পরিণত হলো। সেন আমল, পাঠান আমল, মোগল আমল, ইংরেজ আমল – এক হাজার বছরের মধ্যে – কোনো সময়েই বাংলা ভাষা বঙ্গদেশের সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ করেনি অথবা যথেষ্ট পরিমাণে সরকারী আনুকূল্যও পায়নি, পাঠান এবং ইংরেজ আমলে সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় কিছু অনুবাদ-কর্ম ছাড়া। ১৯৭১ সালের পর বাংলা ভাষার একটা সার্বভৌম স্বদেশ গঠিত হলো। সে দেশের লেখাপড়া এবং সরকারী কাজকর্ম সবই হতে আরম্ভ করলো বাংলা ভাষায়। এর ফলে বাংলা ভাষার পালে রাতারাতি একটা হাওয়া লাগলো। শতাধিক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হলো, হাজার হাজার বই প্রকাশিত হলো, লাখ লাখ নথি লেখা হলো বাংলায়, এবং বাংলা ভাষার উন্নতির জন্যে এমন সরকারী পৃষ্ঠপোষণা পাওয়া গেলো, বাংলা ভাষার জন্মের পর থেকে কখনোই যা দেখা যায়নি।

বস্তুত, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম বাংলা ভাষার ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করলো। দেশবিভাগের পরে পূর্ব বাংলার ভাষায় আরবী-ফারসী এবং আঞ্চলিক ভাষার উপকরণ আসতে আরম্ভ করার যে-প্রবণতা দেখা গিয়েছিলো, সেই প্রবণতা বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে বহুগুণে বৃদ্ধি পেলো। বাংলাদেশের কথ্য বাংলা প্রামাণ্য কথ্য বাংলার সীমানা লঙ্ঘন করলো। প্রামাণ্য কথ্য ভাষা, সাধু ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষা মিশে সেখানে একটা জগাখিচুড়ি ভাষা তৈরি হলো এবং শিক্ষিত লোকরা তা নিঃসংকোচে, এমন কি, সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এর উল্টো পিঠে লক্ষ করি, সরকারী কাজকর্ম এবং পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে বাংলাদেশের ভাষায় অসংখ্য সংস্কৃতভিত্তিক পারিভাষিক শব্দের অনুপ্রবেশ।

এক কথায় বলা যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং হরিচরণ যে-ভাষার অভিধান রচনা করেছিলেন, সেই বাংলা ভাষা আর এখনকার বাংলা ভাষা ঠিক এক নয় – বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও নয়। হরিচরণ তাঁর *শব্দকোষে* সংস্কৃত ভাষার প্রতি যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বাংলা ভাষার চর্চায় তার প্রাসঙ্গিকতাও এখন অনেকটা হারিয়ে গেছে – উভয় বাংলাতেই। বস্তুত, নতুন অভিধান তৈরি করা এ জন্যে একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো।

কেবল নতুন নয়, নতুন ধরনের অভিধান রচনারই আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিলো। *ওইডি*র আদলে এমন একটি অভিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো, যাতে প্রতিটি শব্দের কেবল সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তিই নয়, শব্দগুলো প্রথমবারের মতো কখন ব্যবহৃত হয়েছিলো, সে তথ্যও থাকবে। থাকবে শব্দগুলোর অর্থান্তর কিভাবে তৈরি হলো, তারও দৃষ্টান্ত। (*ওইডি*-তে শব্দসংখ্যা এখন ছ লাখ; উদ্ধৃতির সংখ্যা তিরিশ লাখ।)

শব্দের প্রথম ব্যবহারের সময় এবং তার উদাহরণ ভাষার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা দিয়ে ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস, এমন কি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসও মূর্ত হয়ে ওঠে। ভাষার বিবর্তন রীতিমতো চোখে দেখতে পাওয়া যায়। কেবল তাই নয়, এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো, একটি শব্দ প্রথমবার ব্যবহারের পর সেই শব্দের বানান এবং অর্থ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কিভাবে ধীরে ধীরে বদলে গেলো, সেই ইতিহাস। যেমন, 'অনুবাদ' বললে আমরা এখন প্রথমেই বুঝি 'তরজমা'। অথচ মধ্যযুগে 'অনুবাদ' কথাটা নানা অর্থে ব্যবহৃত হলেও, উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত তার অর্থ 'তরজমা' কখনো ছিলো না। এমন কি, এই শব্দের যে-ব্যুৎপত্তি, তাতে তার অর্থ তরজমা হওয়ার কোনো যুক্তিও নেই।

'গুরুত্বপূর্ণ' শব্দটা এখন এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকে ছাড়া আমাদের জীবন চলে না। এর প্রতিশব্দ কী? 'জরুরী'? মনে হয় না। বলতে গেলে এর কোনো প্রতিশব্দ নেই। অথচ শব্দ-গড়ার জাদুকর, রবীন্দ্রনাথের লেখায় এতো গুরুত্বপূর্ণ ঐ শব্দটা কোথাও নেই। 'জিঙ্গোবাদে'র প্রবল প্রভাবে 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটি এখন অতন্দ্র প্রহরীর সঙিনের মতো সর্বক্ষণ মাথা উঁচিয়ে থাকে, এবং তার নামে থেকে থেকে সারা বিশ্বে রক্তারক্তি হয়ে যায়। অথচ বিশ শতকের আগে বাংলা ভাষায় এ শব্দের অস্তিত্ব ছিলো না। এমন কি, 'নেশন', 'ন্যাশনালইজম' ইত্যাদি ধার-করা শব্দ দিয়ে কাজ চালিয়েছেন, 'নেশন-স্বাতন্ত্র্যে'র মতো শব্দ তৈরি করেছেন, তবু রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটা ব্যবহার করেননি অথবা ব্যবহারের সুপারিশ করেননি। 'ইজ্‌ম্'-এর বদলে '-বাদ'কে অন্তস্থ-শব্দ হিশেবে ব্যবহারেও তাঁর সায় ছিলো না। 'বাধ্যবাধকতা' শব্দটাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গমিশ্রিত তিরস্কার সত্ত্বেও, 'জাতীয়তাবাদ', '-বাদ' এবং 'বাধ্যবাধকতা' বাংলা ভাষার মঞ্চে রীতিমতো পাকাপোক্ত আসন করে বসেছে। কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা অথবা প্রভাবশালী শব্দশিল্পীর প্রভাবে ভাষায় পরিবর্তন আসে ঠিকই, কিন্তু ভাষা চলে আসলে নদীর মতো আপন গতিতে।

এই অভিধান রচনা করার সময়ে আমরা বাংলা ভাষার বিবর্তনের ধারায় কয়েকটি তরঙ্গ লক্ষ করেছি। যেমন, চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তা সংস্কৃতানুগ নয়। সে ভাষা সংস্কৃতের বন্দর ছেড়ে অগ্রসর হচ্ছিলো স্বাধীন গন্তব্যের দিকে। ফলে সংস্কৃত থেকে সে ভাষা অনেক দূরে সরে গিয়েছিলো। অথচ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অব্যবহিত পরে – ষোড়শ শতাব্দীতে – যে-বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়, তা সংস্কৃত ও সংস্কৃত থেকে আগত শব্দবহুল। এর কারণ চৈতন্যদেব সর্বজনবোধ্য বাংলায় তাঁর ধর্ম প্রচার করলেও, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগতরা, বিশেষ করে গোস্বামীরা সংস্কৃত দিয়ে তাঁদের ভাষা এবং অংশত ধর্মকে জাতে তোলার সজ্ঞান প্রয়াস চালিয়েছিলেন। বাংলা ভাষা তাই সংস্কৃতের সন্তান হিশেবেই তার পরিচয় ধরে রাখলো। মঙ্গলকাব্য খানিকটা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলো বটে, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষা তার ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছিলো কমবেশি।

মোট কথা, মোগল-শাসিত সুবেহ বাঙ্গালার রাজভাষা হলেও, ফারসীর প্রভাব বাংলা ভাষায় পড়েছিলো সীমিত পরিমাণে, তার প্রধান কারণ জনপ্রিয় বৈষ্ণব সাহিত্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম বাংলা ভাষাকে ফারসীর হামলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। প্রায় পাঁচ শো বছরের দীর্ঘ পাঠান- এবং মোগল-আমলে মাত্র আট-দশ হাজার ফারসী, এবং ফারসীর মাধ্যমে আরবী শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছিলো; আর বহুবচনীয় প্রত্যয়ের মতো দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যাকরণকেও সামান্য প্রভাবিত করেছিলো। কিন্তু বাংলা বাক্যের কাঠামো অথবা পদক্রমে ফারসী তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সুতরাং বলা যায়, মধ্যযুগে বাংলা ভাষায়, বিশেষ করে সরকারী কাজের ভাষায়, মুসলমানী ভাষার যথেষ্ট প্রভাব পড়লেও, সে প্রভাব বহিরঙ্গের অর্থাৎ শব্দের, অন্তরঙ্গের অর্থাৎ বাক্যকাঠামোর নয়।

এর পরের তরঙ্গ এসে বাংলা ভাষাকে আঘাত করে আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে – প্রধানত শাসনকর্তা বদলে যাওয়ায়। যাঁদের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন সেই মুসলমান-শাসকদের সরকারী ভাষা ফারসীকে দূর করার একটা বিকল্প হিশেবে ইংরেজরা বাংলা ভাষাকে পৃষ্ঠপোষণা দিতে আরম্ভ করেছিলেন ১৭৭০-এর দশকেই। তা ছাড়া, সরকারী কাজকর্ম ক্রমবর্ধমান মাত্রায় কাগজভিত্তিক হওয়ায় নতুন নতুন শব্দ আমদানি করার এবং সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক পরিভাষা সৃষ্টি করার প্রয়োজনও দেখা

দিয়েছিলো। এভাবে উন্মেষশীল বাংলা ভাষা আরও একবার সংস্কৃত ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়লো। বিশেষ করে সদ্যোজাত লিখিত গদ্যে কেবল সরকারী নয়, ব্যক্তিগতভাবে প্রভাব পড়েছিলো সংস্কৃত-ভক্ত ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড এবং হেনরি পিটস ফরস্টারের। আরও পরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের।

তা ছাড়া, ইংরেজ আমলে কলকাতায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় প্রামাণ্য বাংলা ভাষাটাও ধীরে ধীরে মহীরুহে পরিণত হলো তারই মাটিতে, যদিও সে ভাষার উপকরণ এসেছিলো বঙ্গদেশের অন্য অঞ্চল থেকেও। ইংরেজ আমল স্থাপিত হওয়ার প্রথম ষাট-সত্তর বছরের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক বাংলা ভাষা এবং কথ্যভাষার মাঝখানকার দেয়ালটা শক্ত করে নির্মিত হয়। হ্যালহেড আর ফরস্টারের সংস্কৃত-প্রীতির কাছে আনুগত্য বজায় রেখে উইলিয়াম কেরী তাঁর সহযোগীদের নিয়ে সাধুগদ্যের স্থায়ী বেদী বেঁধে দিলেন। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মিলে বাংলা গদ্যের সেই মঞ্চটাকে আরও সুন্দর এবং প্রশস্ত করলেন।

কিন্তু এখানেই শেষ হলো না – রবীন্দ্রনাথ এসে ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে নতুন শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং পূর্ববর্তী লেখকদের ব্যবহৃত শব্দগুলোর সঙ্গে লেজ জুড়ে দিয়ে হাজার হাজার সমাসবদ্ধ নতুন শব্দ গঠন করলেন। তদুপরি, অল্পবয়সে বিলেতে গিয়ে জ্যান্ত ইংরেজি ভাষার সংস্পর্শে আসায়, ম্লেচ্ছ প্রভাব অর্থাৎ ইংরেজি বাক্যকাঠামো এবং পদক্রমের প্রভাবও নিয়ে এলেন বাংলা ভাষার আঙিনায়। বর্তমান অভিধান রচনা করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ নতুন শব্দ ব্যবহার করেছিলেন পঁচিশ হাজার বা তার থেকেও বেশি। আর তিনি শব্দের যেসব অর্থান্তর করেছেন, তার সংখ্যা আমরা কেবল অনুমানই করতে পারি। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি বাংলা ভাষার গলুইটাকে আরও একবার ঘুরিয়ে দিলেন যদ্দুর সম্ভব স্বভূমি – বাংলার দিকে। সাধুত্ব সবটা ত্যাগ করা গেলো না, বিষয়বস্তুর কারণেই সম্ভব ছিলো না, এমন কি, বাঞ্ছনীয়ও ছিলো না, কিন্তু বাংলা ভাষা অনেকটাই নতুন চেহারা পেলো। পুরোপুরি প্রামাণ্য কথ্য ভাষাকে বরণ করার আগেই ক্রিয়াবিভক্তি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা মুখের ভাষার দিকে পা বাড়ালো। প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহে যে দুয়ারটুকু পার হতে সংশয় ছিলো, তাও অতিক্রম করে প্রামাণ্য কথ্য ভাষাকে লেখার ভাষার আসনে বসালেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাষাটাকেও লেখ্য ভাষার দিকে খানিকটা টেনে নিলেন। তাঁর দৌলতে বাংলা ভাষা প্রকাশক্ষম হলো, সহজ হলো, সুন্দর হলো, সাবলীল হয়ে উঠলো।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশার শেষ দু দশকে নজরুল ইসলামও একটা নতুন শব্দভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিলেন – আরবী-ফারসীর। তাঁর ব্যবহৃত সব শব্দ বাংলা ভাষা গ্রহণ করেনি, কিন্তু বদ্ধ ভাণ্ডারটার দরজাটা তিনি খুলে ধরলেন। সেটাই শেষ নয়, বাংলা ভাষার আরও একটা বড়ো ভাণ্ডার ছিলো, যার খবর জানা থাকলেও, যাকে আমরা অবজ্ঞা করেছি। সেই ভাণ্ডারের ঝাপ খুলে দিলেন জসীমউদ্‌দীন। অযত্নের ধুলোয় চাপা-পড়া পল্লীর অন্তহীন উপকরণ ব্যবহারের পথটা খুলে গেলো। সেখানেই শেষ হলো না – দেশবিভাগ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ও আর-এক দফা পরিবর্তন আনলো, আগেই যে কথা উল্লেখ করেছি।

বেশির ভাগ অভিধানকারই অভিধান তৈরি করেন তাঁদের পূর্ববর্তী অভিধানসমূহের ওপর ভিত্তি করে। নতুন কিছু শব্দ আসে, পুরোনো কিছু শব্দ বর্জিত হয়। অনেক সময়ে শব্দের অর্থও একই থেকে যায়। 'ক্যাঙ্গারু' মানে জন্তুবিশেষ; 'কাঁচি' হাতিয়ারবিশেষ; 'কফি' পানীয়বিশেষ। আমরা যে এসব সংজ্ঞার ব্যাপক পরিবর্তন করতে পেরেছি, তা নয়; কিন্তু অনেক শব্দের বেলায় চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া, শব্দের অর্থগুলো যদ্দুর সম্ভব সহজ এবং বোধগম্য ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছি। কুকুরের মানে 'সারমেয়' লিখে কোনো লাভ নেই। যে কুকুর চেনে না, তার কাছে কুকুর অজ্ঞাতই থেকে যাবে। শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া থাকলে, সে শব্দটা কার রচনা থেকে নেওয়া আগের অভিধানগুলোতে তা অতিসংক্ষেপে লেখা হয়েছে – যেমন, 'বচ' মানে বঙ্কিমচন্দ্র। প্রত্যেক বার পাঠকের যাতে সারণী দেখতে না-হয়, তার জন্যে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র না-লিখি, অন্তত 'বঙ্কিম' রেখেছি; অক্ষয়কুমার দত্ত, সংক্ষিপ্ত হয়েছেন, কিন্তু অন্তত 'অক্ষয়' থেকে গেছেন।

বহু শব্দের সংজ্ঞা নতুন করে দেওয়ার চেষ্টা করলেও, আমরা সব শব্দের ক্ষেত্রে তা করতে পারিনি। এমন কি, যেসব সংজ্ঞা দিয়েছি, সেগুলো যে নিখুঁত হয়েছে, সে দাবিও করবো না। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ যাবৎ যেসব অভিধান রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে আমরা সজ্ঞানে সবার আগে আমাদের অভিধানটি যাতে বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ, হিন্দু-মুসলমান – সবাই ব্যবহার করতে পারেন, সেদিকে সংকল্পিত প্রয়াস রেখেছিলাম। এ অভিধানের অন্য সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, কিন্তু এটি কোনো অঞ্চলের নয়, কোনো সম্প্রদায়েরও নয়।

আমরা যেহেতু শব্দের ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছি প্রথম ব্যবহার এবং পরবর্তী ব্যবহারসমূহের দৃষ্টান্ত খুঁজে, সে জন্যে শব্দগুলো অন্য অভিধান থেকে কাট অ্যান্ড পেইস্ট করার সহজ – চোরাই পথ অনুসরণ করিনি। বরং বই এবং পত্রপত্রিকা পড়ে আমাদের শব্দগুলো খুঁজে বের করতে হয়েছে। আমাদের যাত্রা শুরু চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে। চর্যাপদের সব শব্দ বাংলা ভাষায় টিকে থাকেনি, তবু তার সব শব্দই আমরা নিয়েছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সব শব্দও নিতে চেষ্টা করেছি। এভাবে যদি পুরো বাংলা পুথিগুলো এবং ছাপানো বইগুলো ব্যবহার করতে পারতাম, তা হলে বাংলা ভাষার তাবৎ শব্দ আমাদের জালে ধরা পড়তো। কিন্তু সেভাবে করতে গেলে তার জন্যে বিশ-তিরিশ বছর সময় লেগে যেতো হয়তো। আমাদের হাতে তেমন অঢেল সময় ছিলো না। তা ছাড়া, বই জোটানোও সম্ভব ছিলো না। তাই আমরা কেবল নির্বাচিত কিছু বইপত্রই ব্যবহার করেছি। অনেক ক্ষেত্রে একজন লেখকের সবগুলো বইও ব্যবহার করার সুযোগ পাইনি। এর ফলে যে-শব্দটা প্রথমে ব্যবহার করেছেন, ধরা যাক, আলাওল, সেটা আমরা হয়তো পেয়েছি ভারতচন্দ্রে। ভারতচন্দ্রের শব্দ হয়তো ধরা পড়েছে ঈশ্বর গুপ্তে। কাজেই আমরা প্রথম ব্যবহারের যে সময় এবং দৃষ্টান্ত দিয়েছি, সেটা সব ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবহারের হলপ-করা উদাহরণ নয়।

সংবাদপত্র নতুন শব্দের একটা বড়ো উৎস। কিন্তু আমরা সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের নির্বাচিত সংকলন ছাড়া, মূল পত্রিকা ব্যবহার করার সুযোগ পাইনি। ফলে বহু শব্দ হাস্যকর রকমের এ যুগের বলে আমরা শনাক্ত করেছি। আসলে তা হয়তো ব্যবহৃত হয়েছে অর্ধশতাব্দী আগেই। 'গুরুত্বপূর্ণ' শব্দটা যেমন আমরা নিয়েছি ১৯৪০-এর দশকের *আজাদ* পত্রিকা থেকে। অথচ তার আগেই সম্ভবত এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় না থাকলেও। ঢাকার প্রায় অজ্ঞাত *বেগম* পত্রিকা থেকেও আমরা বেশ কিছু শব্দ নিয়েছি, যা নিশ্চিতভাবে অনেক আগেই ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। *আনন্দবাজার, যুগান্তর, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ইত্তেফাক, সংবাদ* ইত্যাদি পত্রিকার পুরোনো ফাইল আমরা ব্যবহার করার সুযোগ পাইনি বলে বহু শব্দই আমাদের ফুটো জালের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমরা উপকরণ ও সময়ের যে-সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করেছি, তা বিবেচনা করলে আমাদের এই ব্যর্থতা এবং অপূর্ণতা সমালোচনার যোগ্য নয়।

যেখানটায় আমরা কৃতিত্ব দাবি করতে পারি, তা হলো আঠারো শতকের উপাদানে। ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোম্যান হরফে ছাপা যে-বাংলা অভিধান ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো, তার শব্দগুলো অন্য কোনো অভিধানে ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমরা এই বইগুলো থেকে বহু শব্দ নিয়েছি। এর থেকেও মূল্যবান আমরা যা ব্যবহার করেছি, তা এর আগে কেউই ব্যবহার করেননি। এগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে কলকাতার মেয়র্স কোর্টের কাগজপত্র। ১৭২৬ সালে কলকাতায় এই কোর্ট স্থাপিত হয়েছিলো। ১৭৫৬ সাল থেকে সেই আদালতের কাগজপত্রের মধ্যে অনেকগুলো বাংলা দলিল আমার গবেষণার সময়ে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। ন্যাথানিয়েল হ্যালহেডের সংগৃহীত ১৭৭০-এর দশকের কাগজপত্র সবার আগে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আবিষ্কার করেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই কাগজপত্রে যেসব শব্দ আছে, তা কোনো অভিধানে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। জর্জ বোগল্, জঁ ভের্লি এবং ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক ও অনুবাদক ওগুস্তঁ ওসাঁর কাগজপত্র আমার গবেষণাকালে পেয়েছিলাম। এসব কাগজপত্র থেকে অভিধানে অসংখ্য শব্দ নিয়েছি। বিশেষ করে ওসাঁর তিনটি (সম্বন্ধবিষয়ক অভিধানটি ধরলে চারটি) অভিধান এবং চিঠিপত্রের সংগ্রহকে অত্যন্ত মূল্যবান সূত্র বলে বিবেচনা করেছি।

আমার গবেষণাকালে ১৭৮৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৮০০ সাল পর্যন্ত *ক্যালকাটা গেজেট* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় দু হাজার বাংলা বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন খুঁজে পেয়েছিলাম। ১৭৮৪ সাল থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে প্রকাশিত জোনাথান ডানকান, জর্জ মেয়ার, নীল এডমনস্টোন এবং হেনরি পিটস ফরস্টারের অনূদিত উনিশটি আইনের বই এ যাবৎ অব্যবহৃত থাকলেও উৎস হিশেবে সেগুলো অমূল্য। চারটি বাদে আইনের অনুবাদগুলো আবিষ্কার করেন গ্র্যাহাম শ আর প্রথম ব্যবহার করি আমার *কালান্তরে বাংলা গদ্য* (১৯৯২) গ্রন্থে। এ ছাড়া, ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির সঙ্গে যুক্ত তাঁতিদের চিঠিপত্র (১৮৯০-৯২) খুঁজে পান এবং তার তালিকা করেন আনিসুজ্জামান। এসব কাগজপত্র থেকে আমরা অসংখ্য শব্দ উদ্ধার করেছি। তার থেকেও মূল্যবান – আবিষ্কার করেছি, আঠারো শতকের শেষ দুই দশকে বাংলা ভাষা কিভাবে সংস্কৃতের দিকে হাত বাড়িয়ে জাতে ওঠার চেষ্টা করে, অনেকের মতে, রীতিমতো জাতে ওঠে।

চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে আরম্ভ করে আমরা যেসব প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় উপাদান ব্যবহার করেছি, সেগুলোর মুদ্রিত সংস্করণের ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে। কারণ, মূল পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ এবং সময় আমরা পাইনি। এসব পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো সম্পাদক যে-পাঠ নির্ণয় করেছেন তার সঙ্গে মূলের হুবহু মিল সর্বত্র নেই। এমন কি, তাঁদের অনেকে মূলের বানানও অক্ষুণ্ন রাখেননি। সত্যি বলতে কি, অনেক সম্পাদক সজ্ঞানে বানান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষাও পরিবর্তন করেছেন। মধ্যযুগের প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের রচনা আমরা ব্যবহার করিনি – এ কথা বিবেচনা করেই। সম্পাদকরা হয়তো পঠনীয়তা ও বোধগম্যতা বিবেচনা করে এ ধরনের পরিবর্তন এনে থাকবেন। কিন্তু ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস পুনর্নির্মাণে এর থেকে বিভ্রান্তিকর উপাদান আর কিছু হতে পারে না। কারণ এর ফলে ইতিহাস বিকৃত হতে বাধ্য। তবু আমরা জেনেশুনেই মধ্যযুগের সম্পাদিত অনেকগুলো পুথি ব্যবহার করেছি। তার ফলে দারুণ অবাঞ্ছিত ভেজাল মিশেছে। কিন্তু আমাদের কিছু করার ছিলো না।

চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে আরম্ভ করে আঠারো শতক পর্যন্ত যেসব পুথি আমরা ব্যবহার করেছি, সেগুলো ঠিক কখন রচিত এবং লিপিকৃত হয়েছিলো, তা সুনির্দিষ্ট করে আমাদের জানা নেই। এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত আছে। সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তহীন বিতর্ক রয়েছে এ বিষয়ে। এমন কি, শুধু কালক্রম নিয়েও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চর্যাপদের দৃষ্টান্ত দিতে পারি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যাপদকে যেখানে একেবারে অষ্টম-নবম শতাব্দীর বলে দাবি করেছেন, সুকুমার সেন সেখানে এর কালসীমাকে টেনেছেন ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। আমরা চর্যাপদে উল্লিখিত কয়েকটি সম্ভবত অনৈতিহাসিক নাম দিয়ে এর সময় নির্ধারণ না-করে অন্য একাধিক বিষয় বিবেচনা করেছি। আমাদের মতে, চর্যাপদকে মোটামুটি ১২০০ সালের বললে সেটা এমন কিছু ভুল হবে না। কারণ যখনই রচিত হয়ে থাক, চর্যাপদের যে-পুথি পাওয়া গেছে, তা এর কয়েক শতাব্দী পরের। ততোদিনে ভাষার বিবর্তন হয়েছিলো যথেষ্ট পরিমাণে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। এর বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম। চৈতন্যদেব এর প্রশংসা করেছেন বলে জানা যায়। অথচ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের যে-দেহঘন প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার সঙ্গে চৈতন্যদেবের দ্বৈতাদ্বৈতবাদী প্রেমের সাদৃশ্য আছে সামান্যই। এ থেকে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হয়েছিলো চৈতন্যদেব তাঁর দর্শন প্রচার করার আগে। চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মীয় দর্শন প্রচার করেন ১৫০০ সালের পরে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তাই ১৫০০ সালের আগেকার। মধ্যযুগের অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে তুলনা করলেও ভাষিক কারণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে যথেষ্ট পুরোনো বলে মনে হয়। আমরা একে তাই পনেরো শতকের মাঝামাঝি বলে ধরে নিয়েছি। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের নামেই কিছু সংখ্যক পদ পাওয়া গেছে, যেগুলোর ভাষা তুলনামূলক অনেক আধুনিক। ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুসারে একে আমরা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিককার বলে অনুমান করেছি। চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস ইত্যাদি নানা ভনিতায় বিভিন্ন চণ্ডীদাসের আরও শতাধিক পদ পাওয়া গেছে। এঁদের যে সময় আমরা ধরে নিয়েছি, সবই আনুমানিক – নির্দিষ্ট করে এঁদের জন্মমৃত্যুর সময় জানা যায় না বলে। সত্যি বলতে কি, চণ্ডীদাস কজন ছিলেন, সেটাও আমাদের সঠিক জানা নেই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ষোলো শতকের মাঝামাঝি চৈতন্যচরিতামৃত লিখলেও, আমরা তাকে ১৫৮০ বলে ধরে নিয়েছি। অপর পক্ষে, বিজয়গুপ্তকে যতো প্রাচীন বলেই দাবি করা হোক, তাঁর ভাষার অর্বাচীনতা বিবেচনা করে আমরা মনসামঙ্গলকে ১৬৫০ সালের আগেকার বলে মেনে নিতে পারিনি। আসলে এ হয়তো আরও পরের পাণ্ডুলিপি।

বস্তুত, মধ্যযুগের সমস্ত বাংলা কাব্যই কমবেশি প্রক্ষিপ্ত ও বিবর্তিত উপকরণে ভরা। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো শব্দের প্রথম অথবা তার পরবর্তী ব্যবহার সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অসম্ভব। বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলী এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর কাশীরাম দাসের মহাভারত তাদের জনপ্রিয়তার কারণে পুরোনো পাঠ বজায় রাখতে পারেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাঠ পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা বরং কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরাগলী মহাভারত থেকে বেশি উপাদান নিয়েছি। বৈষ্ণব পদাবলীর মতো মঙ্গলকাব্যও গাওয়া হতো। তারও পাঠ লিপিকার আর গায়কদের কল্যাণে ব্যাপকভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলো। এমন কি, আঠারো শতকের উপকরণ সম্পর্কেও এ মন্তব্য অন্যায্য হবে না। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন এবং গরীবুল্লাহর যে-পাঠ এখন পাওয়া যায়, তা কি অবিকৃত? ভারতচন্দ্র রায় প্রায় বিশ বছর ধরে তাঁর কাব্যগুলো লিখেছিলেন। অন্নদামঙ্গল তিনি লিখেছিলেন ১৭৫২ কি ১৭৫৩ সালে। কিন্তু আমরা ভারতচন্দ্রের তাবৎ রচনার জন্যে একটাই সময় ধরে নিয়েছি – ১৭৬০ সাল। লালন ফকিরের সমস্ত গানের রচনা কালও ধরা হয়েছে ১৮৯০ – তাঁর মৃত্যুর সময়। মোটকথা, প্রাপ্ত উপকরণের ভিত্তিতে আমরা কেবল একটা আনুমানিক সময় দিতে চেষ্টা করেছি, যদিও তা করেছি যদ্দুর সম্ভব নিরাসক্তভাবে। এই সময়ের সঙ্গে অনেকেই একমত নাও হতে পারেন।

ছাপানো সূত্রগুলো এবং আঠারো শতকের পাণ্ডুলিপি ছাড়া, এ অভিধানে অন্যান্য উপকরণের যে-কাল দেওয়া হয়েছে, তা আনুমানিক হলেও ১৭৪৩ সাল থেকে আমরা যে-সময় দিয়েছি, তা মোটামুটি সঠিক। তবে, ছাপানো সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে চেষ্টা করেছি, রচনার তারিখ বের করতে; সেটা না পেলে, নিয়েছি গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ; তাও না পেলে নেওয়া হয়েছে লেখকের মৃত্যুর বছর। নজরুল ইসলামের যেসব রচনার সময় জানা যায় না, সেগুলোকে ১৯৪২ বলে ধরে নিয়েছি, যদিও তারপর তিনি আরও ৩৪ বছর বেঁচেছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও কোনো কোনো রচনার তারিখ জানা যায় না, যেমন *স্ফুলিঙ্গ*। সেসব রচনার সময় ১৯৪১ সাল বলে উল্লিখিত হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে কিছু কৈফিয়ত আছে। বানানের সঙ্গে ব্যুৎপত্তির একটা ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। সে জন্যে বানানে প্রধানত মূলের প্রতিফলন পড়ে। কিন্তু বানান তৈরি হয় শত শত বছরের ট্র্যাডিশন থেকে। এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে-বানান গঠিত হয়, তা ণত্ব-ষত্ব এবং অন্যান্য নিয়মের ধার ধারে না। এই বানান অনেক ক্ষেত্রে অযৌক্তিক হলেও, দীর্ঘদিনের ব্যবহারের ফলে যে-বানান তৈরি হয়েছে, ব্যাকরণ-সম্মত করার নামে তার সংস্কার করা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, এই সংস্কৃত বানান শাস্ত্রসিদ্ধ হতে পারে কিন্তু তা আত্মঘাতী। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে একটা শব্দের যে-ছবি পাঠকের মনের চোখে তৈরি হয়, তাকে পরিবর্তন করলে পড়ার এবং লেখার সময়ে হোঁচট খেতে হয়। লোকসান ছাড়া, তা থেকে কোনো লাভ হয় না। ইংরেজি বানান অতি অবৈজ্ঞানিক। তাকে সংস্কার করার অনেক চেষ্টাও হয়েছে। এমন কি, আইনও প্রণীত হয়েছিলো। বার্নার্ড শ-তো তাঁর টাকাপয়সাও রেখে গেছেন এই সংস্কার কাজে। তবু ইংরেজি বানান যেমন ছিলো এখনো তেমনই আছে – গত দু শো বছরে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে মার্কিন বানানকে ভিন্ন রীতির মনে হয়, কিন্তু সে প্রধানত 'ওইউআর' যেসব শব্দের শেষে আছে, তেমন শ তিনেক শব্দের ক্ষেত্রে।

অপর পক্ষে, বানান-বিপ্লবের বন্যায় বাংলা ভাষার পুরোনো নিয়ম-রীতির অনেক বেড়া, অনেক সাজসজ্জা সম্প্রতি ভেসে গেছে। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-করা বানান পদ্ধতি দিয়ে কাজকর্ম বেশ চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু বানান-বিশেষজ্ঞরা বিষয়টা নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তারই ভিত্তিতে তাঁরা কয়েকখানি বই প্রকাশ করেন বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। তাতে তাঁরা খুঁজে খুঁজে বের করেছেন, ১৯৩৬ সালের সুপারিশের ওপর তাঁরা নতুন আর কী কী সুপারিশ করতে পারেন।

অসংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে সমস্ত দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊ আর ণ-এর ব্যবহার, তাঁদের মতে, অবান্তর হয়ে গেলো। তার থেকেও বৈপ্লবিক তাঁরা যা করলেন, তা হলো: তাঁরা খুঁজে বের করলেন, কোন কোন সংস্কৃত শব্দে হ্রস্ব এবং দীর্ঘ – উভয় স্বর ব্যবহার করা যায়। যেমন, এই ভূমিকায় আমি লিখেছি 'সারণী', তাঁদের মতে এটা লেখা উচিত 'সারণি।' 'শ্রেণী' এবং 'শ্রেণি' উভয় নাকি শুদ্ধ। অতিসাম্প্রতিক কালের আগে পর্যন্ত শ্রেণীই লেখা হয়েছে। এখন 'শ্রেণী'র বদলে 'শ্রেণি' লিখলে যে-বিভ্রান্তি তৈরি হবে, তা বিবেচনা না-করেই অনেকে নতুনের কেতন ওড়ানোর আনন্দেই নতুন বানানে 'শ্রেণি' লিখতে চান। সুগন্ধী, তাঁদের মতে, সুগন্ধি। রচনাবলী, রচনাবলি। দেশী, দেশি। সার্বজনীন, সর্বজনীন। আমরা এ অভিধানে অতোটা আধুনিক হতে পারিনি। তাই বলে আমি এই ভূমিকা বিশ শতকের প্রথমার্ধের যে-বানান রীতিতে লিখেছি, তাও এ অভিধানে অনুসরণ করিনি।

নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমাদের এই অভিধানে বানানের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাবে। মূলের বানান আমরা বজায় রেখেছি। কিন্তু মূলের যে-পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ আমরা ব্যবহার করেছি, তাতেই মূল বানান রক্ষিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এর বড়ো একটা দৃষ্টান্ত। তাঁর দীর্ঘ লেখক-জীবনে বানানে অনেক বৈচিত্র্য ও বিবর্তন লক্ষ করা যায়। যখন ছাপা হয়েছে, তখন কোথাও কোথাও তিনি নিজেই বানান পরিবর্তন করেছেন, কোথাও করেছেন তাঁর সম্পাদকরা। বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংস্করণ গ্রন্থাবলী এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাবলীর বানান আলাদা। আমরা কোনটা গ্রহণ করবো? আমরা তাই যেখানে যে-বানান ছাপানো দেখেছি, সেই বানানই গ্রহণ করেছি। এর ফলে আমাদের অভিধানে চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত নানা ধরনের বানান চোখে পড়বে। আর, আমরা শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যে-বানান ব্যবহার করেছি, তা আবার খানিকটা আলাদা রকমের। তবে সে বানানটাকেও আমরা বৈপ্লবিক করিনি, কারণ তা হলে অভিধানের পংক্তিতে পংক্তিতে একাধিক রীতির বানান চোখে পড়তো।

উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করতে হয়েছে দারুণ সীমাবদ্ধতার মধ্যে। মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি দূরের কথা, আমরা বহু লেখকের ছাপানো রচনাও ব্যবহার করতে পারিনি। কারণ, সেগুলো জোটানো সম্ভব হয়নি। এমন কি, বাংলা একাডেমির লাইব্রেরির দ্বারও কার্যকারণে আমাদের কাছে রুদ্ধ ছিলো। শুনে মনে হতে পারে, এর থেকে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে! বাংলা একাডেমির কাজেও বাংলা একাডেমির লাইব্রেরি ব্যবহার করা যাবে না! কিন্তু গল্পের থেকেও বাস্তব অনেক সময়ে বেশি অদ্ভুত। কাজ যখন শুরু হয় তখন বাংলা একাডেমির লাইব্রেরি বন্ধ ছিলো। কারণ, অন্য ভবনে স্থানান্তরের জন্যে এর গ্রন্থাগারের বই এবং পত্রপত্রিকা স্থানান্তরের অনেক আগে থেকেই বাকসোবন্দী করে রাখা হয়েছিলো। সেই বাকসোগুলো যখন খোলা হলো, তখন আর তা আমাদের পক্ষে ব্যবহার করার সময় ছিলো না। তবে শেষ দিকে অল্প কিছু বই আমরা ধার করতে পেরেছিলাম। অবস্থা এমনই হয়েছিলো যে, অভিধান যাঁরা সংকলন করেছিলাম, তাঁদের নিজেদের সংগ্রহ থেকেও বইপত্র এবং পাণ্ডুলিপি ধার দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করতে হয়েছে। এ বিষয়ে স্বরোচিষ সরকার এবং মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম অশেষ সহযোগিতা করেছিলেন। আমার সংগ্রহে আঠারো শতকের যেসব উপাদান ছিলো, তার সবটাই খুব কাজে লেগেছিলো।

ইংরেজি ভাষায় ছাপার কাজ শুরু হয়েছিলো ১৪৫০-এর দশকে। ব্রিটেনের আবহাওয়াও বইপত্রের সংরক্ষণের পক্ষে খুব অনুকূল। তার মানে, ওইডির সম্পাদকরা সাড়ে চার শো বছরের ছাপানো উপাদান ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ছাপানো উপাদান থাকায় তারিখ নির্ণয়ে ভ্রান্তির আশঙ্কাও ছিলো অনেক কম। অন্যদিকে, রোম্যান হরফে একাধিক বাংলা বই পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে (১৭৪৩) ছাপা হলেও, সত্যিকারের বাংলা ছাপার কাজ শুরু হয় ১৮০০ সাল থেকে। অবশ্য তার আগে, হ্যালহেড়, ডানকান, ফরস্টার প্রমুখের অনূদিত আইনের বইগুলো আঠারো শতকের শেষ বাইশ বছরে প্রকাশিত হয়েছিলো। এসব ছাপানো উপাদান থেকে যেসব শব্দ গৃহীত হয়েছে, সেগুলো কবেকার,

আমরা তা সঠিকভাবে জানি। কিন্তু হাতের লেখা উপাদান ঠিক কবেকার, তা আমাদের জানা নেই। মধ্যযুগের যেসব উপাদান আমরা ব্যবহার করেছি, সেগুলোর সময়, আগেই বলেছি, আনুমানিক।

শব্দের বিবর্তন খুঁজতে গিয়ে আমরা যে অভিধান তৈরি করেছি, *ওইডি*-র সঙ্গে তার তুলনা করা হয়তো হাস্যকর। হাস্যকর নানা কারণে। আমরা কেবল *ওইডির* – আরও খোলাশা করে বললে – *শর্টার অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির* মডেলটা নিয়েছি, তার বিশালতা এবং সূক্ষ্মতা নেওয়ার সামর্থ্য আমাদের ছিলো না। মনে রাখা দরকার, *ওইডির* কাজ শুরু হয়েছিলো ১৮৭৯ সালে আর কাজটি শেষ হয় তার ৪৯ বছর পরে – ১৯২৮ সালে। ইতিমধ্যে, তার প্রধান সম্পাদক জেমস মারে কাজ শেষ হবার ১৩ বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন।

সবচেয়ে বড়ো প্রতিকূলতা ছিলো সময়ের অভাব। আমরা সর্বসাকুল্যে সময় পেয়েছিলাম আড়াই বছর। এতো বড়ো একটা কাজের জন্যে এই সময় নিতান্তই অপ্রতুল। তা সত্ত্বেও, আমরা এ পর্যন্ত সংকলিত বাংলা ভাষার সবচেয়ে বৃহৎ অভিধান রচনা করেছি। এই অভিধানের তিন খণ্ডের প্রথম খণ্ডে ভুক্তি এবং উপভুক্তি মিলে শব্দ আছে ৪০ হাজার ৮০৪টি আর প্রয়োগবাক্য আছে ৫৬ হাজার ৬১০টি। এই সংখ্যার মধ্যে অর্থান্তরকে আলাদা শব্দ হিশেবে গণনা করা হয়নি। এমন কি, ক্রিয়াপদগুলোর বিরাট সংখ্যক রূপান্তরকেও ধরা হয়নি। অনুমান করছি, তিন খণ্ডে মোট শব্দ সংখ্যা হবে সওয়া লাখ বা তার চেয়ে কিছু বেশি। এসব শব্দ ১৯৭২/৭৩ সাল পর্যন্ত। তারপরে যে-হাজার হাজার শব্দ আমাদের ভাষায় প্রবেশ করেছে, আমরা তা গ্রহণ করিনি।

ওইডির সম্পাদক জেমস মারে স্কুলের সীমানা অতিক্রম না করলেও তেইশটি ভাষা জানতেন খুব ভালো করে। এ ছাড়া, আরও আট-নটা ভাষা জানতেন কাজ চালিয়ে নেবার মতো। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বহুভাষাবিদ। অপর পক্ষে, বিবর্তনমূলক অভিধান তৈরি করতে গিয়ে আমরা প্রতি পদে আমাদের ভাষাজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনুভব করেছি। স্বরোচিষ সরকারের সংস্কৃত এবং পালি ভাষার জ্ঞান আমাদের খুব কাজে লেগেছিলো। স্বরোচিষ এবং আমি দুজনেই এর আগেও অভিধান রচনা করেছি। কিন্তু আমাদের অন্য সহকর্মীরা কাজ শিখেছিলেন একেবারে অ আ ক খ থেকে। তবে আমি এগারোজন কর্মীর যে-দলটি পেয়েছিলাম, তাঁদের মতো নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী এবং উদ্বুদ্ধ কর্মী আমি কমই দেখেছি। অকাতরে এবং আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করে তাঁরা মাত্র আড়াই বছরে যে এতো বড়ো কাজ করতে পেরেছেন, এ কৃতিত্ব অশেষ প্রশংসার দাবিদার।

ওইডির আদলে একটি বাংলা অভিধান রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খানের কাছে বলি ২০১০ সালের অগস্ট মাসে। তারপর এ বিষয়ে যা যা করার তিনিই করেছেন। তাঁর বিপুল উৎসাহে সেই প্রস্তাবিত অভিধান ২০১৩ সালে দিনের আলো দেখতে যাচ্ছে। তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ছাড়া এ অভিধান রচিত হতো না। অভিধান-রচয়িতাদের নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিক পরিশ্রমের থেকে তাঁর উৎসাহ এবং সহযোগিতা কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। বাংলা একাডেমির অন্য কর্মকর্তারাও অকুণ্ঠ সহায়তা দিয়েছেন।

অভিধান কখনো শেষ হয় না। শব্দের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। তা ছাড়া, নিত্যনতুন ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থান্তরের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। প্রকাশিত হওয়ার পরের দিন থেকেই আমাদের এই অভিধান পুরোনো হতে আরম্ভ করবে। এই অভিধানের অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি দূর করে এর মান আরও উন্নত করার জন্যে উচিত হবে অবিলম্বে একটি স্থায়ী অভিধান বিভাগ গঠন করা। যে বিভাগের কর্মীরা এই অসম্পূর্ণ অভিধানটিকে নিরন্তর পূর্ণতা দান করার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

গোলাম মুরশিদ
জুন ২০১৩

ব্যবহারবিধি

১. ভুক্তির পরিচয়

সাধারণভাবে প্রতিটি ভুক্তিতে আছে: শব্দ, শব্দের উৎস, পদপরিচয়, অর্থ, প্রথম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত, ব্যবহারকারী এবং কাল। যেমন নীচের ভুক্তির মূলশব্দ **'অন্দর'**। এর উপভুক্তি **'অন্দর ঘর'**। সহজে চোখে পড়ানোর জন্য মূলশব্দ 'অন্দর'কে ছাপানো হয়েছে ১৩ পয়েন্ট বোল্ড হরফে এবং তার মার্জিন মূলপাঠ থেকে খানিকটা কম। আর, উপভুক্তি 'অন্দর ঘর' ছাপানো হয়েছে ১২ পয়েন্ট বোল্ড হরফে। এর বাঁ দিকের মার্জিন মূলপাঠের সমান।

অন্দর [ফা] **১** *বি* অন্তঃপুর। 'রহিল বছর এক অন্দর ভেতরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* পরিপ্রেক্ষিত। 'তাঁহারদিগের দাবির অন্দরে ফি টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেন্ট।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

অন্দর ঘর [ফা অন্দর+পা ঘর] *বি* অন্তঃপুর। 'বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

- মূলশব্দ একাধিক হলে সাধারণত তা অকারাদিক্রমে সাজানো হয়েছে। যেমন: **অন্তরিক্ষ, অন্তরীক্ষ** [স]।
- শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে বা কিভাবে গঠিত হয়েছে, মূল শব্দের পরে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সে তথ্য তিনভাবে দেওয়া হয়েছে। যেমন: **আসন** [স], **আসমান** [ফা]; **কড়াকিআ** [স কপর্দক>+স ক্রিয়া>]; এবং **অন্দরমহল** [ফা অন্দর+আ মহল]।
- মূলশব্দের পরবর্তী তৃতীয় বন্ধনী শেষ হওয়ার পর বাঁকা বা আইটালিক্স হরফে দেওয়া হয়েছে *বি* (বিশেষ্য), *বিণ* (বিশেষণ), *ক্রি* (ক্রিয়া), *ক্রিবিণ* (ক্রিয়াবিশেষণ), *সর্ব* (সর্বনাম) ও *অব্য* (অব্যয়) ইত্যাদি পদ-পরিচয় এবং তার পরপরই সোজা হরফে দেওয়া হয়েছে শব্দের অর্থ। যেমন: **'ঝালাই** *বি* জোড়া লাগানোর কাজ।' এখানে *বি* হলো বিশেষ্য এবং 'জোড়া লাগানোর কাজ' হলো 'ঝালাই'-এর অর্থ।
- অর্থের বিবর্তন থাকলে বোল্ড হরফে সংখ্যা দিয়ে অর্থান্তর দেখানো হয়েছে, উপরের **অন্দর** ভুক্তিতে **১** ও **২** হলো এই অর্থান্তর নির্দেশকারী সংখ্যা এবং 'অন্তঃপুর' ও 'পরিপ্রেক্ষিত' হলো অর্থান্তর।
- অর্থের পরে একক উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়ে প্রয়োগবাক্য দেখানো হয়েছে। যেমন উপরের **অন্দর** ভুক্তিতে 'রহিল বছর এক অন্দর ভেতরে' ও 'তাঁহারদিগের দাবির অন্দরে ফি টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেন্ট'; এবং **অন্দর ঘর** উপভুক্তিতে 'বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর' – এগুলো হলো প্রয়োগবাক্য।
- প্রয়োগবাক্যের পরে বাঁকা হরফে শব্দটির প্রয়োগকারীর নামসংক্ষেপ ছাপা হয়েছে। উপরের ভুক্তি ও উপভুক্তিতে *গরীব* মানে হলো ফকির গরীবুল্লাহ, *দর্পণ* মানে হলো সমাচার-দর্পণ পত্রিকা, এবং *ওয়ালী* মানে হলো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
- প্রয়োগকারীর পরে দেওয়া হয়েছে মূলশব্দটি ব্যবহারের আনুমানিক কাল অথবা সুনির্দিষ্ট সাল।

এখানে ফকির গরীবুল্লাহর কালটি আনুমানিক, তবে সমাচার-দর্পণ পত্রিকা এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে দেওয়া কালটি সুনির্দিষ্ট।

- কোনো কোনো ভুক্তির শেষে দ্রষ্টব্য (দ্র) লিখে অন্য ভুক্তি দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

২. ভুক্তির ধরন

মূলশব্দের প্রকৃতি নানা রকম হওয়ায় ভুক্তি নানা রকমের হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত চারটি ধরন লক্ষ করা যায়:

- প্রথম ধরনে রয়েছে একটি মূলশব্দ, একটি অর্থ, এবং একটি প্রয়োগবাক্য। যেমন:

> **কবিয়াল** [স কবি+হি ওয়ালা>] *বি* কবিগান রচয়িতা ও গায়ক। 'ভোলা ময়রা কবিয়াল।' *তারা*, ১৯৪০।

- দ্বিতীয় ধরনে রয়েছে একাধিক বানানের মূলশব্দ, একাধিক অর্থ, ও একাধিক প্রয়োগবাক্য। যেমন:

> **আশ্চর্য, আশ্চর্য্য** [স] **১** *বি* বিস্ময়। 'শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বিস্ময়কর। 'তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* অদ্ভুত। 'ঠাকুরানী দক্ষিণে তার বড়ই আশ্চর্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বিণ* অস্বাভাবিক। 'আত্মভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বিণ* অবাক। 'মানুষকে আশ্চর্য করে দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

- যেসব ক্ষেত্রে মূলশব্দ ক্রিয়াপদ, সেখানে তৈরি হয়েছে তৃতীয় ধরন। এই জাতীয় ভুক্তিতে ক্রিয়াপদের কিছু রূপ মূল অনুচ্ছেদের মধ্যেই অকারাদিক্রমে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন:

> **কওয়া**[১] *ক্রি* করা। 'চিঅরাঅ মইঁ অহার কএলা।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০। **কইল ১** *ক্রি* করলো। 'সুনিএগা চিন্তিত কৃষ্ণ ব্যাজ না কইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* সৃষ্টি করলো। 'কে কইল কে ভাঙ্গিল কহ সিসুগন।' *মালাধর*, ১৫০০। **কইলি** *ক্রি* করলি। 'ঘৃত দধি নঠ কইলি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কইলে** *ক্রি* করলে। 'তোহ্মে নানা রূপ কইলে আসুরের খএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কইলোঁ** *ক্রি* করলাম। 'কইলোঁ খণ্ডব্রত আর জরমত তেঁ বা দুখিনী মোএঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কএ** *ক্রি* করে। 'সজনী ভল কএ পেউন ন ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কএল** *ক্রি* করলো। 'ধমিলেঁ কএল তাকর অবসাদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কএলহ** *ক্রি* করলে। 'হেরিতহু কএলহ নয়ন নিরোধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কএলা** *ক্রি* করলো। 'চিঅরাঅ মইঁ অহার কএলা।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০। **কচ্চিস** *ক্রি* করছিস। 'তুই মাগি ভারি দুষ্ট, আমার অখ্যাত কচ্চিস।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **কচ্চে ১** *ক্রি* লাগছে। 'আমার বড় শীত কচ্চে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *ক্রি* করছে। 'কচ্চে লোকে কাণাকাণি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **কচ্চেন** *ক্রি* করছেন। 'আপনি কি কিছু

লোন কচ্ছেন?' গিরিশ, ১৮৮৬। **কয়িলেঁ** *ক্রি* করলে। 'লাজ কয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িবেঁ কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কৈলোঁ** *ক্রি* করলো। 'কিবা তার কৈলোঁ অগুণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

- অর্থ আছে অথচ প্রয়োগবাক্য নেই, এমন উদাহরণ নিয়ে তৈরি হয়েছে চতুর্থ ধরন। আঠারো ও উনিশ শতকের একাধিক অভিধান থেকে শব্দ নেওয়ার ফলে এই ধরনের ভুক্তি তৈরি হয়েছে। যেমন:

আস্তা[১] [স অস্তি] *বিণ* সম্পূর্ণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আরমাদ [প আরমাডা] *বি* নৌবহর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

৩. মূলশব্দের বহুরূপতা

মূলশব্দ কখনো একটি, কখনো একাধিক। একাধিক হলে ভুক্তির শুরুতে তা কমা দিয়ে পাশাপাশি বসানো হয়েছে। আবার অনেক সময়ে একই বানানের শব্দ একাধিক ভুক্তির মূলশব্দ হয়েছে। মূলশব্দের এই বহুরূপতা ও এর কারণ নিম্নরূপ:

- কোনো শব্দের বানানে (হ্রস্ব) ই-কার ও (দীর্ঘ) ঈ-কার দুটো রূপ চালু থাকলে, মূলশব্দ হিসেবে উভয় রূপকে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন: **অনাবাদি, অনাবাদী; গন্ডি, গন্ডী**। তবে দুই রূপের কোনো একটি ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ বিবেচিত হলে, দুটো রূপকে আলাদা মূলশব্দ ধরা হয়েছে। যেমন: **কামিনি** [স কামিনী] এবং **কামিনী** [স]।
- বাংলা ভাষার বিভিন্ন কালপর্বে র্জ, র্ত, র্দ, র্ধ, র্ব, র্ভ, র্ম, র্য প্রভৃতি যুক্তবর্ণের পরিবর্তে র্জ্জ, র্ত্ত, র্দ্দ, র্দ্ধ, র্ব্ব, র্ব্ভ, র্ম্ম, র্য্য প্রভৃতি রূপ প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। প্রয়োগবাক্যে এর যে রূপই থাক না কেন, মূলশব্দের ক্ষেত্রে প্রথমেই এর বর্ণদ্বিত্বহীন রূপ রাখা হয়েছে। যেমন:

কার্যকর্ম, কার্য্যকর্ম্ম [স] *বি* দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ। 'আপন বাপের প্রষ্ঠে কার্য্যকর্ম্ম করিতেছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

এখানকার প্রয়োগবাক্যে শব্দের বর্ণদ্বিত্ব রূপটি শুধু পাওয়া যায়, কিন্তু মূলশব্দটি শুরু করা হয়েছে বর্ণদ্বিত্বহীন রূপ দিয়ে। আবার যেসব ভুক্তিতে একাধিক প্রয়োগবাক্য আছে, সেসব ভুক্তিতে উভয় রূপ পাওয়া যেতে পারে। যেমন:

অনিবার্য, অনিবার্য্য [স] **১** *বিণ* অপ্রতিরোধ্য। 'অনিবার্য্য রূপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তদ্দেশে উত্তমরূপে বাণিজ্যকর্ম্ম চলিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বিণ* অবধারিত। 'সকল ব্যবসায় তাঁহারদের হস্ত ছাড়া করণার্থে অনিবার্য্য হুকুম।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৩** *বিণ* নিবারণ করা যায় না এমন। 'অধিবেদনের অনিবার্য্য ফল দ্বারা ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ... হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৪** *বিণ* উপেক্ষা করা যায় না এমন। 'মনের মধ্যে একটা অনিবার্য আহ্বান নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৫** *বি* অপরিহার্য বিষয়। 'অনিবার্যকে তিনি অস্বীকার করেননি।' *শিব*, ১৯৫৬।

লক্ষণীয়, এই ভুক্তির মোট পাঁচটি প্রয়োগবাক্যের মধ্যে প্রথম তিনটিতে বর্ণদ্বিত্ব থাকলেও শেষের দুটিতে বর্ণদ্বিত্ব নেই।

- যুক্তবর্ণ লেখার শৈলীগত কারণেও ভুক্তিতে একাধিক মূলশব্দ তৈরি হয়। যেমন **'অনুদ্ঘাতিনী ও অনুদ্‌ঘাতিনী'**। এই ভুক্তির প্রয়োগবাক্যে দ্বিতীয় রূপটি নেই। **'উদ্ঘূর্ণা, উদ্‌ঘূর্ণা'** ভুক্তিতে মূলশব্দের প্রথম রূপটি নেই। আবার **'উদ্ঘাটন, উদ্‌ঘাটন'** ভুক্তিতে মূলশব্দের দুটো রূপেরই প্রয়োগ দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের পুরোনো রূপকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই হিসেবে প্রায় ক্ষেত্রে বর্ণস্বচ্ছ রূপটি পরে জায়গা পেয়েছে। এ জাতীয় মূলশব্দের আরো দুটি উদাহরণ: **'উদ্বধিত, উদ্‌বধিত'** এবং **'উদ্যোগ, উদ্‌যোগ'**। এইভাবে ভেঙে লেখার ফলে কোনো কোনো শব্দের ই-কারের (ি) বা এ-কারের (ে) অবস্থান যুক্তবর্ণটির মাঝখানে জায়গা পেয়েছে, সেটিও লক্ষণীয়, যেমন: **উদ্‌গার** কিন্তু **উদ্‌গিরণ**; একইভাবে **গবৃর্ত্ত** কিন্তু **গবৃর্ত্তের**।
- ঙ এবং ঙ্গ দিয়ে লেখা যায়, এমন মূলশব্দকে পাশাপাশি সাজানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমে ঙ-যুক্ত রূপ এবং পরে ঙ্গ-যুক্ত রূপ স্থান পেয়েছে। যেমন: **অবাঙালি, অবাঙালী, অবাঙ্গালী**।
- অনেক সময়ে একই বানানের মূলশব্দ দিয়ে তৈরি আলাদা ভুক্তি সুপারস্ক্রিপ্ট সংখ্যায় চিহ্নিত করা হয়েছে। শব্দের উৎস আলাদা হলে অথবা অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হলে এমনটা করা হয়েছে। এ ধরনের মূলশব্দের একটি উদাহরণ **অশোক**[১] এবং **অশোক**[২] – এখানে উৎস এক হলেও অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। **অশোক**[১] সুখী, শোকহীন, আনন্দময় ইত্যাদি চারটি অর্থ ধারণ করে; অন্যদিকে **অশোক**[২] কোনো একটি গাছের নাম। আবার **অহম**[১] এবং **অহম**[২] – এই মূলশব্দ দুটির প্রথমটি অহমিয়া ভাষার শব্দ, দ্বিতীয় সংস্কৃত উৎসের শব্দ – অর্থাৎ এখানকার তফাত উৎসগত।

৪. উপভুক্তির গঠন ও ধরন

মূলশব্দ থেকে নতুন আর একটি শব্দ তৈরি হলে, সেই নতুন শব্দ দিয়ে তৈরি ভুক্তিকে উপভুক্তি বলা হয়েছে। উপভুক্তি বিভিন্ন ধরনের। এগুলো আলাদা অনুচ্ছেদের আকারে মূল ভুক্তির নীচে অকারাদিক্রমে সাজানো রয়েছে। নিম্নে উপভুক্তির সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

- বেশিরভাগ উপভুক্তি মূলশব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সমাস হওয়ার ফলে গঠিত। ধরা যাক মূলশব্দ 'চন্দ্র'। এই নামের ভুক্তি মাত্র দুই লাইনের। কিন্তু **চন্দ্র** দিয়ে গঠিত শব্দের উপভুক্তি মোট ৬৬টি, যেমন: **চন্দ্রকর, চন্দ্রকরচ্ছায়া, চন্দ্রকরোজ্জ্বল, চন্দ্রকলা, চন্দ্রকলাপ, চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রকান্তমণি, চন্দ্রকান্তি, চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রকীট, চন্দ্রখণ্ড** ইত্যাদি।
- মূলশব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েও বহু উপভুক্তি রচিত হয়েছে। যেমন, মূলশব্দ 'গ্রাহক'-এর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে তৈরি হওয়া **গ্রাহকতা, গ্রাহকত্ব** প্রভৃতি উপভুক্তি।
- কিছু মূলশব্দের বানান কালের ব্যবধানে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। ভিন্ন রূপ পাওয়া এসব শব্দ দিয়ে উপভুক্তি করা হয়েছে। যেমন 'তেঁতুল'-এর দুটি উপভুক্তি:

> **তেঁতুল** [স তিন্তিড়ী] *বি* টক ফলবিশেষ। 'তেঁতুল পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।
>
> **তেঁতইল** [স তিন্তিড়ী] *বি* তেঁতুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।
>
> **তেঁতলী** [স তিন্তিড়ী] *বি* তেঁতুল গাছ। 'তেঁতলীর তলে বাস কৈলা গৌরহরি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

- ভুক্তির মূলশব্দ দিয়ে গঠিত বাগ্‌ধারা, প্রবাদ ও প্রবচন দিয়ে উপভুক্তি করা হয়েছে। যেমন **'কড়া'** ভুক্তির অধীনে উপভুক্তি করা হয়েছে **'কড়ায় গণ্ডায়'** বাগ্‌ধারা এবং **'কড়ায় কড়া কাহনে কানা'** প্রবাদ।

৫. ক্রিয়াজাতীয় শব্দ

পুরুষভেদে, কালভেদে, অঞ্চলভেদে, সাধু-চলিত রীতিভেদে, সাধারণ-প্রযোজক অবস্থাভেদে একটি ক্রিয়ার রূপ পাঁচশো ছাড়িয়ে যেতে পারে। উনিশ শতকের পরে ক্রিয়াপদের এই বৈচিত্র্য খুব বেশি। তবে আশার কথা, এই বৈচিত্র্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে। সেকথা মনে রেখে, উনিশ শতকের পরে তৈরি-হওয়া ক্রিয়ার রূপান্তরগুলোকে আলাদাভাবে সংকলন করা হয়নি। তবে আঠারো শতকের আগেকার সাহিত্য থেকে ক্রিয়ার রূপান্তরের কিছু নমুনা ক্রিয়া-জাতীয় মূলশব্দের অধীনে একই অনুচ্ছেদের মধ্যে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

- ক্রিয়া জাতীয় মূলশব্দের বেলায় উপভুক্তি দুই ধরনের। এক ধরনের উপভুক্তি মূল ভুক্তির মধ্যে জায়গা পেয়েছে এবং অন্য ধরনের কিছু উপভুক্তি আলাদা অনুচ্ছেদ হিসেবে জায়গা পেয়েছে। মূল অনুচ্ছেদের মধ্যে জায়গা পাওয়া উপভুক্তিগুলো আসলে ক্রিয়াশব্দগুলোর বিভক্তিযুক্ত রূপ। সেগুলো আবার প্রধানত উনিশ শতকের পূর্বকার। 'করা' ভুক্তির মধ্যে এসব উপভুক্তি জায়গা পেয়েছে এভাবে:

> **করা ১** *ক্রি* সম্পাদন করা। 'বাংধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।' *চর্যা ৪১*, ১২০০। **২** *ক্রি* নেওয়া। 'বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্ন করি কোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ... **কর** *ক্রি* করো। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা করই গুলী গুহাডা তোহৌরী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০। **করঅ** *ক্রি* করে। 'অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা।' *চর্যা ২১*, ১২০০। **করই** *ক্রি* করে। 'বাংধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।' *চর্যা ৪১*, ১২০০। **করউ** *ক্রি* করুক। 'সো করউ রস রসাণেরে কংখা।' *চর্যা ২২*, ১২০০। **করউক** *ক্রি* করুক। 'সে নিন্দা না করউক আপনারে।' *সুলতান*, ১৬৫০। **করএ** *ক্রি* করে। 'পুনরপি ভূম্যে পড়া করএ ক্রন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০। **করঙ** *ক্রি* করো। 'তবে সুবাসিত করঙ গুজরাটের ধরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ...

- বহু ক্ষেত্রে সাধারণ ও প্রযোজক রূপের ক্রিয়াবিশেষ্য আলাদা ভুক্তির মর্যাদা পেয়েছে। যেমন **'গড়া'** ও **'গড়ানো'** আলাদা মূলশব্দ হিসেবে আলাদা ভুক্তি গঠন করেছে।

- কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ রূপের ক্রিয়াবিশেষ্যকে মূলশব্দ ধরে নিয়ে ভুক্তি রচনা করা হয়েছে, প্রযোজক রূপের ক্রিয়াবিশেষ্যকে করা হয়েছে উপভুক্তি। এর উদাহরণ পাওয়া যাবে **'করা'** ভুক্তিতে। **'করানো'** এখানে **'করা'** মূলশব্দের উপভুক্তি।

- নামধাতুর বেলায় বিশেষ্য পদের পরে -আ যোগ করে মূলশব্দ গঠন করা হয়েছে। যেমন: **'আরম্ভ'** থেকে **'আরম্ভা'**, **'আলিঙ্গন'** থেকে **'আলিঙ্গনা'**, বা **'আস্বাদ'** থেকে **'আস্বাদা'**।

- বিশেষ্য জাতীয় মূলশব্দের সঙ্গে 'করা', 'হওয়া' ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যেসব সংযোগমূলক ক্রিয়া তৈরি হয়, সেগুলো ঐ শব্দের উপভুক্তি করা হয়েছে। যেমন: **'কর্তৃত্ব'** একটি মূলশব্দ, এটি নিয়ে একটি ভুক্তি রচনা করা হয়েছে, এর সঙ্গে **'করা'** যোগ করার ফলে **'কর্তৃত্ব করা'** নামে যে সংযোগমূলক ক্রিয়াটি তৈরি হলো, সেটাকে করা হলো **'কর্তৃত্ব'** ভুক্তির উপভুক্তি। একইভাবে **'কথান্তর'** একটি বিশেষ্য শব্দ, এর সঙ্গে **'হওয়া'** যুক্ত হয়ে হলো **'কথান্তর হওয়া'**। এই **'কথান্তর হওয়া'**-কে মূলশব্দ **'কথান্তর'**-এর উপভুক্তি করা হয়েছে।

- ক্রিয়াশব্দ দিয়ে তৈরি করা ভুক্তির অধীনে নানা ধরনের যৌগিক ক্রিয়া উপভুক্তির মর্যাদা পায়। এমন

একটি মূলশব্দ **'কাটা'**। এ অভিধানে এই মূলশব্দ দিয়ে তৈরি ভুক্তির মধ্যে **'কেটে পড়া', 'কেটে বসা', 'কেটে যাওয়া'** ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়া উপভুক্তি হয়েছে।

৬. বর্ণানুক্রম বা অকারাদিক্রম

বর্ণের বিন্যাস এবং কার-ফলা-যুক্তবর্ণ ইত্যাদি বাংলা বর্ণানুক্রম তথা অকারাদিক্রমকে জটিল করে তোলে। তা সত্ত্বেও অভিধান থেকে প্রয়োজনীয় শব্দ খুঁজে পাওয়ার জন্য এই বর্ণানুক্রমের বিকল্প নেই।

- এই অভিধানে অনুসৃত বর্ণানুক্রম নিম্নরূপঃ

  অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ ত (ৎ) থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ।

- স্বরবর্ণ, স্বরচিহ্ন (কার), ব্যঞ্জনবর্ণ, ফলা ও কয়েকটি অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণের ক্রমঃ

  অ আ [া] ই [ি] ঈ [ী] উ [ু] (গু রু শু হু) ঊ [ূ] (ভ্রূ রূ) ঋ [ৃ] (হৃ) এ [ে] ঐ [ৈ] ও [ো] ঔ [ৌ] ং ঃ ঁ ক (ক্ক ক্ট ক্ত ক্র ক্ষ ক্স) খ গ (গ্ধ) ঘ ঙ (ঙ্ক, ঙ্গ) চ ছ জ (জ্ঝ জ্ঞ) ঝ ঞ (ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ) ট (ট্র) ঠ ড (ড্ড) ড় ঢ ঢ় ণ (ণ্ড) ত (ৎ- ত্ত ত্থ ত্র) থ দ (দ্ধ) ধ (ধ্ব) ন (ন্ত্র ন্থ ন্ধ) [্ন] প (প্ট প্ত প্ল) ফ ব (ব্ধ ব্ব) [্ব] ভ (ভ্র) ম (ম্ভ ম্ব্র) [্ম] য [্য] য় র [্র] ল (ল্ক) [্ল] শ (শ্চ শ্ছ) ষ (ষ্ক ষ্ণ) স (স্ত স্থ স্ব) হ (হ্ন হ্ম)

- এই বিন্যাস অনুযায়ী 'ক' বর্ণ দিয়ে শুরু হওয়া কয়েকটি শব্দের অনুক্রম হবে এমনঃ

  কওম কংগ্রেস কঁকানো কক্ষ কঙ্কাল কচুরি করুণ কর্তব্য

  কাওয়ালি কাংস্য কাঁকড়া কাগজ কানন কার্ণিশ

  কিঙ্কর কীট কীর্তন

  কুঁড়েমি কুকুর কুক্ষি কুখ্যাত কুগ্রহ কুচক্র কুজো কুজ্ঝটি কুজ্ঞান কুঞ্জ কুত্তা কুৎসিত কুদরত কুযুক্তি কুয়াশা কুলহীন

  কৃতবিদ্য কৃষিজীবী কৃষ্ণ

  কেশর কেষ্ট কেস কৈশোর

  কোতোয়াল কোৎরং কোরমা কোর্স কৌতুক

  ক্বচিৎ ক্যাওট ক্যাঁক ক্যাশ ক্রন্দন ক্রিয়া ক্রীড়া ক্রেংকার ক্রেডিট ক্লান্তি ক্ষণিক ক্ষমতা ক্ষোভ

- বাংলা বর্ণমালায় অন্তঃস্থ ব বর্ণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায় এই বর্ণানুক্রমে ব-ফলাকে বর্গীয় ব হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে **'জ্বলন্ত'** এবং **'জ্যামিতি'** শব্দ দুটির মধ্যে **'জ্বলন্ত'** প্রথমে এবং **'জ্যামিতি'** পরে বসেছে।

- স্বরান্তহীন বা ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত ত এই অভিধানে ৎ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এই হিসেবে এই শব্দগুলোর বিন্যাস হবে এমনঃ **উৎকণ্ঠা উৎখাত উত্তম উত্তাপ উত্থান উৎপন্ন উৎপীড়ন উৎসব**

- অকারাদিক্রম করার সময়ে সমাসবদ্ধ মূলশব্দের হাইফেন, এবং অসংলগ্ন সমাসের ফাঁককে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। এর ফলে **প্রধান মন্ত্রী, প্রধান-মন্ত্রী** বা **প্রধানমন্ত্রী** – এই তিন রূপই এই অভিধানে অভিন্ন বিবেচিত। একইভাবে পরবর্তী শব্দ তিনটির বর্ণানুক্রম এমনঃ **আমোদ-আহ্লাদ, আমোদ করা,** এবং **আমোদক্ষেত্র**।

৭. উৎস-ভাষা ও ব্যুৎপত্তি

উৎস-ভাষা ও বিবর্তন দেখানোটা অভিধানতত্ত্বের একটা পুরোনো রেওয়াজমাত্র। কোনো ভাষায় অন্য ভাষার শব্দ ঠিক কিভাবে প্রবেশ করে ও বিবর্তিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকে না। শব্দটি লিখিত রূপ পাওয়ার পরে একটা প্রমাণ তৈরি হয় বটে, তবে শব্দটি প্রবেশের মূল সময়কে তা খুব কম ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করে।

বাংলা ভাষার বহু শব্দের উৎস হিসেবে 'স' বা সংস্কৃত দেখানোর বিষয়টি আর এক ধরনের রেওয়াজ এবং সে রেওয়াজের ভিত্তি আরো দুর্বল। যেমন এই অভিধানের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি শব্দ 'সংস্কৃত' নামে চিহ্নিত, কিন্তু তাবৎ সংস্কৃত সাহিত্যে বা 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সর্ববৃহৎ সংস্কৃত অভিধানে এর বেশির ভাগ শব্দ নেই। শব্দগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীদের হাতে তৈরি হয়েছে। তৈরি হওয়ার সময়ে তা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করেছে, শুধু এটুকুই সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এর সম্পর্ক। তাছাড়া উচ্চারণের কথা ভাবলে সংস্কৃত মনে হওয়া এসব শব্দের সিংহভাগকেই সংস্কৃত ভাষার শব্দ মনে হবে না। 'অধ্যক্ষ', 'মন', 'লক্ষ', 'সূর্য' ইত্যাদি সুপরিচিত শব্দগুলো এর প্রমাণ। সংস্কৃত ভাষায় এর উচ্চারণ যথাক্রমে: /ad^{h}yakʃa/, /mana/, /lakʃa/, /suːrya/ (আধ্ইআক্শা, মানা, লাক্শা, সূর্ইয়া); অন্যদিকে বাংলা ভাষায় শব্দগুলোর উচ্চারণ যথাক্রমে: /odd^{h}okk^{h}o/, /mon/, /lokk^{h}o/, /ʃurjo/ (ওদ্ধোক্খো, মোন্, লোক্খো, শুর্জো)। এই বিবেচনায় 'স' নির্দেশিত বাংলা শব্দগুলোকে শুধু লিখিত চেহারার দিক দিয়ে সংস্কৃত ভাষার শব্দের অনুরূপ বলা যায়, এর বেশি নয়।

উৎস হিসেবে প্রতিবেশী ভাষাগুলোর উল্লেখও প্রশ্নাতীত নয়। আপাত দৃষ্টিতে অনেক শব্দের উৎস হিন্দি-উর্দু, অহমিয়া, ওড়িয়া বা নেপালি মনে হয়। কিন্তু এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো উৎস থেকে শব্দটি অভিন্ন কালে উভয় ভাষায় জায়গা করে নিয়েছে। হিন্দি-উর্দুর সঙ্গে বাংলা শব্দের এমন সম্পর্ক খুব বেশি।

উৎস ও বিবর্তন নির্দেশের তুলনায় শব্দের ব্যুৎপত্তি বা গঠন দেখানোর কাজ অধিক যুক্তিসঙ্গত, পাশাপাশি তা সহজও বটে। তাই ব্যুৎপত্তির অংশ হিসেবে যেসব জায়গায় সমাসবদ্ধতা ভেঙে দেখানো হয়েছে, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে বলে মনে হয় না।

মূলশব্দের পরে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে এই ধরনের আনুমানিক ও যৌক্তিক যেসব তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে, নীচে একে একে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও ধরন তুলে ধরা হলো:

- উৎস ভাষার শব্দ এবং এই অভিধানের মূলশব্দ যেখানে খুব নিকটবর্তী, সেখানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শুধুমাত্র উৎস-ভাষার শব্দসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। যেমন **কবিতা** [স], **কবুল** [আ], **কম** [ফা], **কমিশন** [ই], **গামলা** [প], **ঘর** [পা] ইত্যাদি।

- কখনো শব্দের সম্ভাব্য বিবর্তন দেখানো হয়েছে, যেমন: **অকম্মা** [স অকর্ম>], **অকাট** [স অকাট্য>], **ভিখারিনী** [স ভিক্ষাকারিণী>], **কড়াকিআ** [স কপর্দক>+স ক্রিয়া>] ইত্যাদি। অন্যান্য অভিধানের মতো এখানেও এইসব বিবর্তন দেখানোর সময়ে উৎস-শব্দের পরে একটা 'থেকে' (>) সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে।

- কখনো মূলশব্দের সমাসবদ্ধতা বা প্রত্যয়যুক্ততা ভেঙে দেখানো হয়েছে, যেমন: **অগ্নি-নিশান** [স অগ্নি+ফা নিশান], **অঙ্কারূঢ়** [স অঙ্ক-আরূঢ়], **অচপল-আঁখি** [স অচপল+আঁখি], **অচলায়তন** [স অচল-আয়তন], **অঢেল** [অ+নেপালি ধের/হি ঢের], **অন্দরমহল** [ফা অন্দর+আ মহল], **জঘন্য** [স জঘন+য], **জনমজুর** [স জন+ফা মজদুর] ইত্যাদি। সমাসবদ্ধতা ভাঙার সময়ে যেসব শব্দ নিয়ে সমাস হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেগুলোর উৎস-পরিচয় দেওয়া হয়নি। সেগুলোর উৎস-পরিচয় ঐ

নামের মূলশব্দ নিয়ে রচিত ভুক্তিতে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ **অশ্বারূঢ়** মূলশব্দের 'আরূঢ়' অংশ, **অচপল-আঁখি** মূলশব্দের 'আঁখি' অংশ বা **অচলায়তন** মূলশব্দের 'আয়তন' অংশের উৎস দেখার জন্য আগ্রহী পাঠককে তাই যথাক্রমে **আরূঢ়**, **আঁখি** এবং **আয়তন** ভুক্তি দেখতে হবে।

- শব্দের মূল নিশ্চিতভাবে জানা না গেলে সাধারণত কোনো উৎস নির্দেশ করা হয়নি। অনুমান খুব নিকটবর্তী, অথচ সন্দেহমুক্ত নয়, এমন ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নচিহ্ন (?) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, **জগাতি** [আ জকাত>?]। উৎস-ভাষার শব্দরূপ অনুমাননির্ভর হলে, সেক্ষেত্রে তা তারাচিহ্ন (*) দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। যেমনঃ **অন্তউড়ি** [স *অন্তঃপুটিক]।
- ধ্বন্যাত্মক বোঝাতে বহু মূলশব্দের পরে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শুধু 'ধ্বন্যা' লিখে রাখা হয়েছে। এই ধরনের কিছু শব্দ বাংলা ভাষার একেবারেই নিজস্ব, এর মানে এগুলোর সঙ্গে সংস্কৃত, পালি, হিন্দি, আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষার সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই।
- উৎস-ভাষার শব্দরূপ দেখাতে গিয়ে প্রতিবর্ণীকরণের সরল পদ্ধতি অনুসৃত এবং (রোমান বর্ণমালার) দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সর্বত্র বাংলা বর্ণমালা ব্যবহৃত। যেমন **অদলবদল** [আ উদুল>], **অক্কা** [ফা আকা], **জাঁদরেল** [ই জেনারেল], **জানলা**[১] [প জানেলা] ইত্যাদি।

৮. পদপরিচয়

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা শব্দকে পাঁচটি শ্রেণীতে (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া) বিভক্ত করা হলেও এই অভিধানে শব্দগুলোকে মোট ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে, যথাঃ বিশেষ্য (বি), বিশেষণ (বিণ), সর্বনাম (সর্ব), ক্রিয়া (ক্রি), ক্রিয়াবিশেষণ (ক্রিবিণ), এবং অব্যয় (অব্য)। পদনির্দেশক এই শব্দসংক্ষেপগুলো সর্বত্র আইটালিক্স বা বাঁকা হরফে দেখানো হয়েছে।

- পদপরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে শব্দটির গঠনের দিকে যতো মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে বাক্যের মধ্যে শব্দটি কী পদ হিসেবে কাজ করছে, সেদিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। নীচের ভুক্তি তিনটির দিকে তাকালে বিষয়টা বোঝা যাবেঃ

কাজল [স কজ্জল] **১** *বি* অঞ্জন। 'আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* কাজলের রংবিশিষ্ট। 'কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া।' *জসীম*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* শ্যামল। 'যাবে মোর সাথে, ছোট সে কাজল গাঁয়।' *জসীম*, ১৯৩১।

কুড়ানো **১** *ক্রি* সংগ্রহ করা। 'দেখিল ছাওাল তাল কুড়াইয়া খাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* তোলা। 'একে এক কুড়াইয়া, আবার পুঁটুলি বাঁধিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *ক্রি* পাওয়া। 'না হলে, ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

মাফিক [আ মাওয়াফিক] **১** *ক্রিবিণ* অনুযায়ী। 'আমী হুকুম মাফিক দিয়াছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তাহা তোমাকে ইজারা দিলাম মাফিক পরগনা মালগুজারি করিয়া আমার মুনাফা দিয়া ... ভোগ করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'আইন মাফিক নিরিখ দে না তাতে কেন তোর ইতরপনা।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* পরিমিত। 'মাফিক বরওয়ার্দ্দ খোরাক পায় না।' *কেরি*, ১৮০২।

উপরের প্রথম ভুক্তিতে 'কাজল' শব্দটি গঠনগতভাবে বিশেষণ। ১ নং প্রয়োগবাক্যে সেই অর্থ আছে, তাই ১ নং পদপরিচয় বিশেষ্য। কিন্তু ২ নং ও ৩ নং প্রয়োগবাক্যে 'কাজল' শব্দ বিশেষণ, তাই ঐ দুই ক্ষেত্রে 'কাজল'কে বিশেষণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। 'কুড়ানো' শীর্ষক দ্বিতীয় ভুক্তিতে তিনটি অর্থই ক্রিয়াবাচক, তাই তিনটি পদই ক্রিয়া হিসেবে নির্দেশিত। অন্যদিকে তৃতীয় ভুক্তি 'মাফিক'-এ মোট চারটি বাক্য আছে। এগুলোতে মাফিক-এর অর্থ দুই ধরনের: প্রথম তিনটি বাক্যে ক্রিয়াবিশেষণ এবং শেষ বাক্যটিতে বিশেষণ বোঝায়, পদপরিচয়গুলো তাই সেভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

- অধিকাংশ বাংলা অভিধানে ধ্বন্যাত্মক মূলশব্দগুলো অব্যয় শব্দ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো কখনো বিশেষ্য (যেমন **ঝটঝট** [ধ্বন্যা] *বি* দাঁড় পতনের শব্দ। 'ঘন কেরয়াল পড়ে সুনি ঝটঝট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০), কখনো বিশেষণ (**ঝগমগ** [ধ্বন্যা] *বিণ* প্রদীপ্ত। 'পীন তার মনোভব ঝগমগ অধিক বিরাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০), এবং কখনো ক্রিয়াবিশেষণ (**ঝপঝপ** *ক্রিবিণ* ঝপঝপ শব্দে। 'ঝুমঝুম ঝপঝপ বৃষ্টি পড়ছে।' *কায়সার*, ১৯৬২) হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এই অভিধানের ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো বাক্যে প্রতিফলিত অর্থ অনুযায়ী বিশেষ্য (বি), বিশেষণ (বিণ) বা ক্রিয়াবিশেষণ (ক্রিবিণ) হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। ধ্বন্যাত্মক মূলশব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অনেক সময়ে আলাদা বিশেষণ বা আলাদা ক্রিয়া তৈরি হয়ে থাকে, যেমন **ঝকঝক** থেকে ক্রিয়া **ঝকঝকা**, আবার **ঝকঝক** থেকে বিশেষণ **ঝকঝকায়মান**, এগুলো অন্যান্য অভিধানে যেমন আছে, এই অভিধানেও তেমন।
- বাংলা একাডেমির সম্প্রতি প্রকাশিত ব্যাকরণ অনুযায়ী যেগুলো অনুসর্গ (যেমন: **চেয়ে** *অব্য* হতে; থেকে। 'কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯), যোজক (যেমন: **এবং** [স এবম্] *অব্য* ও; আর। 'লঘু ১৮ কলা পরে গুরু এবং সকলে ৬৫ পঁয়ষট্টি কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'টাকা দিবার বিষয় নাই এবং জীনিষ দিবার বিষয় নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭), এবং আবেগ (যেমন: **আঃ** [ধ্বন্যা] **১** *অব্য* বিরক্তিসূচক ধ্বনিবিশেষ। 'আঃ কিছু আর ভাল লাগতেছে না কেন?' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *অব্য* বিস্ময়, সুখ ইত্যাদি সূচক ধ্বনিবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১) – এই অভিধানে সেগুলোকে অব্যয় (*অব্য*) হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

৯. অর্থ-অর্থান্তর

অভিধানের অর্থ অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন প্রমিত ভাষায়, যথাসম্ভব সমকালীন বানানে এবং যথাসাধ্য সরল বাক্যে এইসব অর্থ লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অর্থ কখনো বর্ণনামূলক বা ব্যাখ্যামূলক বাক্যে, আবার কখনো প্রতিশব্দে প্রদান করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয়ভাবেও অর্থ দেওয়া হয়েছে। যেখানে ব্যাখ্যামূলক বাক্য ও প্রতিশব্দে একাধিক অর্থ দেওয়া হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে দুই অর্থের মধ্যে সেমিকোলন (;) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন:

> **চেরেটী** [ই চ্যারিটি] *বিণ* দাতব্য; বিনাবেতনে পড়ানো হয় এমন। 'চেরেটী স্কুল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।
>
> **জানলা** [প জানেলা] *বি* বাতায়ন; খিড়কি। 'শেষরাত্রে এই জানলা দিয়ে নেবে যাবেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

- মূলশব্দের অর্থ একাধিক হলে কালানুক্রম অনুযায়ী অর্থান্তর সংখ্যা দিয়ে তা পর পর সাজানো হয়েছে। যেমন:

> **জান**[২] [ফা] **১** *বি* প্রাণ। 'যাহা পার কর মেরা জানের তালাশ।'

গরীব, ১৭৬৫। **২** *বি* আত্মা। 'অঙ্গ ভেঙ্গে করলেন ছয়খান পাঁচ তনেতে বসালেন জান।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বি* হৃদয়। 'বিরহের ব্যথায় জানটা যখন পিয়া পিয়া বলে ফরিয়াদ করে মরে।' *নজরুল*, ১৯২২।

উপরের অনুচ্ছেদে মূলশব্দ 'জান'-এর প্রথম অর্থ হলো 'প্রাণ', দ্বিতীয় অর্থ বা অর্থান্তর হলো 'আত্মা' এবং তৃতীয় অর্থ বা অর্থান্তর হলো 'হৃদয়'। লক্ষণীয়, প্রতিটি অর্থ বা অর্থান্তর এখানে প্রয়োগবাক্য দিয়ে সমর্থিত। তাই অর্থ লিখতে কোথাও ভুল হয়ে থাকলে প্রয়োজনে ব্যবহারকারী নিজেই তা ঠিক করে নিতে পারবেন।

- অর্থবিভ্রান্তির আশঙ্কা দূর করতে অর্থ ও অর্থান্তরের ভাষায় শব্দশেষে উচ্চারিত ও-ধ্বনির লিখিত রূপকে সমর্থন করা হয়েছে। তাই 'কও' শব্দের অর্থ হিসেবে লেখা হয়েছে 'বলো'। ও-কারান্ত না লিখলে এর প্রয়োগবাক্য ('আপনে দাঁড়াইয়া কও।' *বিজয়*, ১৬৫০) থেকে সত্যিকার অর্থে বোঝা মুশকিল, লেখক এখানে তুচ্ছার্থক অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপ 'বল', নাকি সাধারণ অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপ 'বলো' বোঝাতে চেয়েছিলেন। এর সঙ্গে সমরূপতা বজায় রাখতে গিয়ে বহু ক্রিয়াপদের শেষের উচ্চারিত ও-কে ও-কার দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলা একাডেমির বানানের নিয়মের সর্বশেষ সংস্করণের ২.৩ ধারায় এই নীতির আংশিক সমর্থন খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলা একাডেমির উক্ত বানানের নিয়মে ঊর্ধ্বকমা বর্জনের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থের ভাষায় আমরা তা চেষ্টা করেছি, তবে কিছু অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বকমা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছে। কেননা অর্থ লেখার সময়ে আমাদের মনে হয়েছে: **"ক্ষতবিক্ষত ক'রে"** এবং **"ক্ষতবিক্ষত করে"** – এই দুটি বাক্যাংশে অর্থগত তফাত প্রচুর।

১০. প্রয়োগবাক্য

এই অভিধানে যেগুলোকে প্রয়োগবাক্য বলা হচ্ছে, আসলে প্রায় ক্ষেত্রেই তা অপূর্ণ বাক্য। কবিতার ক্ষেত্রে চরণ বা চরণের অংশ এবং গদ্যের ক্ষেত্রে খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশ এখানে প্রয়োগবাক্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অভিধানের পরিসরের কথা বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বাক্যের যে অংশটুকু না থাকলে ওর মধ্যকার মূলশব্দের অর্থ বোঝা যায় না, ঠিক সেই অংশটুকুকেই প্রয়োগবাক্য হিসেবে রাখা হবে। তবে যেসব ক্ষেত্রে কবিতার একাধিক চরণ না নিলে অর্থবিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে মনে হয়, সেসব ক্ষেত্রে বিকল্পচিহ্ন (/) দিয়ে চরণান্তরকে নির্দেশ করা হয়েছে। আবার বাক্য বা চরণের শুরুতে, মাঝখানে বা শেষে কিছু বাদ দেওয়া হলে ত্রিবিন্দু (...) দিয়ে তা বোঝানো হয়েছে। এই অভিধানের প্রয়োগবাক্যের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- প্রয়োগবাক্যগুলোকে একক উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে। মূল বাক্যে প্রশ্নচিহ্ন বা বিস্ময়চিহ্ন না থাকলে প্রয়োগবাক্য সবসময়ে দাঁড়ি দিয়ে শেষ করা হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ঐ দাঁড়ি মূল প্রয়োগবাক্যের। এটা আসলে প্রয়োগবাক্য সমাপ্তির যতি। যেমন একটি প্রয়োগবাক্য: 'পাণ্ডব বংশের চূড়ামণি।' এটি একটি বাক্যাংশমাত্র, তারপরেও এটি দাঁড়ি দিয়ে শেষ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নচিহ্নসহ বাক্যে ক্ষেত্রে প্রশ্নচিহ্ন দিয়েই শেষ করা হয়েছে, যেমন: 'কোথায় চূতকষায়কণ্ঠ কোকিলের কুহুকাকলি?' বিস্ময়চিহ্নের বেলাতেও এই নিয়ম।

- প্রয়োগবাক্য যে উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানকার বানান হুবহু রাখা হয়েছে। এই উৎসের মূল কখনো পুথি, কখনো রচনাবলি। পুথির পাঠ যিনি উদ্ধার করেছেন, অথবা রচনাবলি যিনি সম্পাদনা করেছেন, মূলশব্দসহ বাক্যগুলোকে তিনি যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, সংকলনের সময়ে তার কোনোরকম পরিবর্তন করা হয়নি।

১১. প্রয়োগকারী

প্রয়োগবাক্যের রচয়িতাই প্রয়োগকারী। প্রয়োগকারী হিসেবে কখনো গ্রন্থের নাম, কখনো লেখকের নাম, কখনো পত্রিকার নাম, কখনো অভিধান-সংকলকের নাম, এমনকি কখনো দপ্তরের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এসব নামের শব্দসংক্ষেপ ছাপা হয়েছে বাঁকা হরফে। এ ব্যাপারে আমাদের নীতি নিম্নরূপ:

- শব্দসংক্ষেপ এমনভাবে করা হয়েছে যাতে তালিকা না দেখেও লেখকের নাম বা গ্রন্থের নাম সহজে অনুমান করা যায়। লেখকের বেলায় এতে কখনো লেখকের মূল নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন মীর মশাররফ হোসেনের বদলে লেখা হয়েছে 'মশাররফ' বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বদলে লেখা হয়েছে 'বঙ্কিম'; কখনো লেখকের পদবি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন অগুস্তাঁ ওসাঁর জায়গায় 'ওসাঁ' বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জায়গায় 'গুপ্ত'। গ্রন্থের বেলায় 'চর্যাপদ' না লিখে লেখা হয়েছে 'চর্যা' বা 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' না লিখে লেখা হয়েছে 'চিঠিপত্রে'। একই মূল নাম একাধিক লেখকের থাকলে সেক্ষেত্রে নামের দ্বিতীয় অংশ থেকেও কিছুটা যোগ করা হয়েছে, যেমন 'সুনীল' মানে হলো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অন্যদিকে 'সুনীলমুখো' মানে হলো সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

১২. প্রয়োগবাক্যের কাল

প্রয়োগকারীর পরে কমা (,) তারপরে খ্রিস্টাব্দের অব্দসংখ্যা দিয়ে প্রয়োগকাল বসানো হয়েছে। এই কাল ব্যবহারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- মূলশব্দ সংকলনের সময়ে মূল রচনার কাল নির্ণয় করে নেওয়া হয়েছে। উৎস উপকরণে রচনার কাল খ্রিস্টাব্দে না থাকলে তা খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে। হয়তো উৎস উপকরণের রচনাকাল পাওয়া গেছে ১২১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস, সেখানে আমাদের লিখতে হয়েছে ১৮১২।
- আঠারো শতকের আগেকার কাল নির্ণয়ের সময়ে প্রয়োগবাক্যের ভাষাবৈশিষ্ট্য এবং প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির কাল বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ফলে বহু সাহিত্যের রচনাকাল এবং এই অভিধানে গৃহীত কালের মধ্যে মিল নাও থাকতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের প্রসঙ্গ তোলা যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচনাকাল ১৪৫০ সালের বহু আগেকার, কেননা চৈতন্যদেব তা উপভোগ করতেন বলে বলা হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার রচনাকাল ১৪৫০ সালের আগেকার নয়। এই বিবেচনায় এর কাল ধরা হয়েছে ১৪৫০। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের বিচ্ছিন্ন কিছু পদও পাওয়া গেছে এবং সেখান থেকেও কিছু মূলশব্দ এই অভিধানে গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলোর ভাষা অনেক আধুনিক। তাই সেগুলোর রচনাকাল ধরা হয়েছে ১৫৭০। অভিন্ন লেখকের রচনাও এভাবে একাধিক শতাব্দী অতিক্রম করে গেছে।
- আঠারো শতকের পরবর্তী কালের যেসব উৎস থেকে বাক্য নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর রচনাকাল পাওয়া গেলে তা হুবহু লেখা হয়েছে, যেমন মেয়র্স কোর্টের কাগজপত্র। রচনাকাল পাওয়া না গেলে রচনাটির মুদ্রণকাল বা প্রকাশকালকে প্রয়োগবাক্যের কাল হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে, যেমন মানোএলের অভিধান। এছাড়া উনিশ শতকের পরবর্তী বিখ্যাত লেখকদের যেসব রচনা গ্রহণ করা হয়েছে, তার অনেকগুলোর সুনির্দিষ্ট রচনাকাল পাওয়া যায়, যেমন রবীন্দ্রনাথের গান বা ছোটোগল্প। এগুলোর রচনার তারিখ দেওয়া হয়েছে।

স্বরোচিষ সরকার
সহযোগী সম্পাদক

শব্দসংক্ষেপ

অ	অসমিয়া
অক্ষয়	অক্ষয়কুমার দত্ত
অচিন্ত্য	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অতুল	অতুলপ্রসাদ সেন
অন্নদা	অন্নদাশঙ্কর রায়
অবন	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবোধবন্ধু	অবোধবন্ধু পত্রিকা
অমিয়	অমিয় চক্রবর্তী
অমৃত	অমৃতলাল বসু
অমৃতবাজার	অমৃতবাজার পত্রিকা
অযোধ্যা	অযোধ্যানাথ পাকড়াশি
অশ্বিনী	অশ্বিনীকুমার দত্ত
আ	আরবি
আইয়ুব	আবু সয়ীদ আইয়ুব
আকরম	মোহাম্মদ আকরম খাঁ
আখবার	মহাম্মদি আখবার পত্রিকা
আজাদ	আজাদ পত্রিকা
আনটুনি	হেন্‌সম্যান আনটুনি
আনিস	আনিসুজ্জামান
আনোয়ার	আলী আনোয়ার
আন্তোনিয়ো	দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো
আলাউদ্দিন	আলাউদ্দিন আল আজাদ
আলাওল	সৈয়দ আলাওল
আহমদী	আহমদী পত্রিকা
ই	ইংরেজি
ইংলিশম্যান	ইংলিশম্যান পত্রিকা
ইছলাম	নেদায়ে-ইছলাম পত্রিকা
ইব্রাহীম	ইব্রাহীম খাঁ
ইমদাদুল	কাজী ইমদাদুল হক
ইমান	নূর-অল-ইমান পত্রিকা
ইমাম	ইমাম পত্রিকা
ইলিয়াস	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
ইসলামিয়া	আখবারে ইসলামিয়া পত্রিকা
ইসলাহ	আল-ইসলাহ পত্রিকা
ইসহাক	আবু ইসহাক
ঈশান	ঈশানচন্দ্র ঘোষ
উপ	উপসর্গ
উমর	বদরুদ্দীন উমর
উমেশ	উমেশচন্দ্র মিত্র

একব	একবচন
একাডেমি	বাংলা একাডেমির নথি
এডমন	নীল এডমনস্টোন
এডুকেশন	এডুকেশন গেজেট
এনামুল	মুহম্মদ এনামুল হক
এসলাম	শরিয়তে-এসলাম পত্রিকা
ও	ওড়িয়া
ওদুদ	কাজী আবদুল ওদুদ
ওবায়দুল্লাহ	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
ওয়াজেদ	এস ওয়াজেদ আলি
ওয়ালী	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
ওরাঁও	ওরাঁও
ওল	ওলন্দাজ
ওসাঁ	অগুস্তাঁ ওসাঁ
কবীন্দ্র	কবীন্দ্র পরমেশ্বর
কমলাকান্ত	গোবিন্দ অধিকারী
কায়সার	শহীদুল্লা কায়সার
কালান্তর	কালান্তর পত্রিকা
কালীপ্র	কালীপ্রসন্ন সিংহ
কাশীরাম	কাশীরাম দাস
কৃত্তিবাস	কৃত্তিবাস ওঝা
কৃষ্ণকমল	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
কৃষ্ণচন্দ্র	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
কৃষ্ণদাস	কৃষ্ণদাস কবিরাজ
কৃষ্ণভাবিনী	কৃষ্ণভাবিনী দাস
কৃষ্ণরাম	কৃষ্ণরাম দাস
কেতকা	কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ
কেরি	উইলিয়ম কেরি
কৈলাস	কৈলাসবাসিনী দেবী
কোহিনুর	কোহিনুর পত্রিকা
কৌমুদী	সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা
ক্যালগে	ক্যালকাটা গেজেট
ক্রি	ক্রিয়া
ক্রিবিণ	ক্রিয়াবিশেষণ
ক্ষীরোদপ্রসাদ	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
গণবাণী	গণবাণী পত্রিকা
গরীব	ফকির গরীবুল্লাহ
গিরিশ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
গুপ্ত	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গুলিস্তাঁ	গুলিস্তাঁ পত্রিকা

গোপাল	গোপাল হালদার
গোবিন্দ	গোবিন্দদাস
গোরেসিও	গাসপেরূ গোরেসিও
গোলক	গোলকচরণ শর্মা
গৌর	গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার
গ্রামবার্ত্তা	গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা পত্রিকা
গ্রী	গ্রীক
ঘনরাম	ঘনরাম চক্রবর্তী
চণ্ডী	চণ্ডীদাস
চণ্ডীচরণ	চণ্ডীচরণ মুনশী
চন্দ্রিকা	সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকা
চর্যা	চর্যাপদ
চাষী	চাষী পত্রিকা
চিঠিপত্রে	চিঠিপত্রে সমাজচিত্র
চী	চীনা
চেরী	জর্জ ফ্রেডারিক চেরী
ছায়াবীথি	ছায়াবীথি পত্রিকা
ছোলতান	ছোলতান পত্রিকা
জ	জর্মন
জগদীশ	জগদীশচন্দ্র বসু
জয়তী	জয়তী পত্রিকা
জয়বাংলা	জয়বাংলা পত্রিকা
জয়ানন্দ	জয়ানন্দ
জসীম	জসীমউদ্‌দীন
জহির	জহির রায়হান
জা	জাপানি
জামায়াত	ছুন্নত অল-জামায়াত পত্রিকা
জিল্লুর	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
জীবন	জীবনানন্দ দাশ
জ্ঞান	জ্ঞানদাস
জ্ঞানান্বেষণ	জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা
জ্ঞানারুণোদয়	জ্ঞানারুণোদয় পত্রিকা
জ্যোতিরিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
ডানকান	জোনাথান ডানকান
ঢাকাপ্রকাশ	ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকা
তবলীগ	তবলীগ পত্রিকা
তমোলুক	তমোলুক পত্রিকা
তা	তামিল
তাঁতি	তাঁতিদের চিঠিপত্র
তারকচন্দ্র	তারকচন্দ্র সরকার
তারা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তারিণী	তারিণীচরণ মিত্র
তু	তুরকি
দক্ষিণা	দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
দর্পণ	সমাচার দর্পণ পত্রিকা
দর্শন	ইসলাম দর্শন পত্রিকা
দাশরথি	দাশরথি রায়
দিক্‌প্রকাশ	দিক্‌প্রকাশ পত্রিকা
দীচণ্ডী	দীন চণ্ডীদাস
দীনবন্ধু	দীনবন্ধু মিত্র
দীপিকা	দীপিকা পত্রিকা
দ্বিচণ্ডী	দ্বিজ চণ্ডীদাস
দ্বিজেন্দ্র	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
ধূমকেতু	ধূমকেতু পত্রিকা
ধূর্জটি	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ধ্বন্যা	ধ্বন্যাত্মক
নওরোজ	নওরোজ পত্রিকা
নজরুল	কাজী নজরুল ইসলাম
নজিবর	মোহাম্মদ নজিবর রহমান
নবনূর	নবনূর পত্রিকা
নবযুগ	নবযুগ পত্রিকা
নরেন্দ্র	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
নীরেন	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
প	পর্তুগিজ
পরশু	রাজশেখর বসু
পা	পালি
পাশা	আনোয়ার পাশা
পূর্ণচন্দ্র	সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকা
পূর্ণিমা	পূর্ণিমা পত্রিকা
প্যারী	প্যারীচাঁদ মিত্র
প্রচারক	প্রচারক পত্রিকা
প্রভাকর	সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা
প্রভাত	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রমথ	প্রমথ চৌধুরী
প্রা	প্রাকৃত
প্রেমেন্দ্র	প্রেমেন্দ্র মিত্র
ফ	ফরাসি
ফজলল	শেখ ফজলল করিম
ফয়জুন্নেছা	ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী
ফয়জুল্লাহ	মীর ফয়জুল্লাহ
ফররুখ	ফররুখ আহমদ
ফরস্টার	হেনরি পিটস ফরস্টার
ফা	ফারসি
ফোর্ট	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ
বঙ্কিম	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গদর্শন	বঙ্গদর্শন পত্রিকা
বঙ্গদূত	বঙ্গদূত পত্রিকা
বঙ্গনূর	বঙ্গনূর পত্রিকা
বঙ্গীয়	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
বড়ু	বড়ু চণ্ডীদাস
বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
বন্দে	বন্দে আলী মিয়া
বল্লভ	কবি বল্লভ

বাংলার মুখ	বাংলার মুখ পত্রিকা
বান্ধব	বান্ধব পত্রিকা
বামাবোধিনী	বামাবোধিনী পত্রিকা
বাসনা	বাসনা পত্রিকা
বাহরাম	দৌলত উজির বাহরাম খান
বি	বিশেষ্য
বিজয়	বিজয় গুপ্ত
বিণ	বিশেষণ
বিদ্যা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বিদ্যাপতি	বিদ্যাপতি
বিনোদিনী	বিনোদিনী পত্রিকা
বিপ্লবী বাংলাদেশ	বিপ্লবী বাংলাদেশ পত্রিকা
বিভূতি	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিমল	বিমল মিত্র
বিষ্ণু	বিষ্ণু দে
বীরেন্দ্র	বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বুদ্ধ	বুদ্ধদেব বসু
বুলবুল	বুলবুল পত্রিকা
বৃন্দা	বৃন্দাবন দাস
বেগম	বেগম পত্রিকা
বেনজীর	বেনজীর আহমদ
বোগল	জর্জ বোগল
ব্র	ব্রজবুলি
ভবানন্দ	ভবানন্দ
ভবানী	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
ভারত সংস্কারক	ভারত সংস্কারক পত্রিকা
ভেরলি	জঁ ভেরলি
মণীশ	মণীশ ঘটক
মদনমোহন	মদনমোহন তর্কালঙ্কার
মধু	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়
মধ্যস্থ	মধ্যস্থ পত্রিকা
মনসুর	আবুল মনসুর আহমদ
মনোজ	মনোজ বসু
মশাররফ	মীর মশাররফ হোসেন
মহাশ্বেতা	মহাশ্বেতা দেবী
মা	মারাঠি
মাইকেল	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মানিক	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মানিকরাম	মানিকরাম গাঙ্গুলি
মানোএল	মানোএল দা আসসুম্পসাঁও
মান্নান	সৈয়দ আবদুল মান্নান
মালাধর	মালাধর বসু
মাহমুদ	আল মাহমুদ
মাহেনও	মাহেনও পত্রিকা
মিত্রপ্রকাশ	মিত্রপ্রকাশ পত্রিকা
মিলার	জন মিলার
মিহির	মিহির পত্রিকা
মু	মুণ্ডারি, অস্ট্রিক
মুকুন্দ	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
মুক্তিযুদ্ধ	মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকা
মুখলেস	মুখলেসুর রহমান
মুজতবা	সৈয়দ মুজতবা আলী
মুজিব	শেখ মুজিবুর রহমান
মুনীর	মুনীর চৌধুরী
মুরশিদ	গোলাম মুরশিদ
মুরারী	মুরারী গুপ্ত
মুসলমান	মুসলমান পত্রিকা
মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
মেয়র	জর্জ মেয়র
মেয়র্স	মেয়র্স কোর্ট
মোজাম্মেল	মোজাম্মেল হোসেন
মোতাহার	কাজী মোতাহার হোসেন
মোতাহের	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
মোয়াজ্জিন	মোয়াজ্জিন পত্রিকা
মোসলেম	মোসলেম ভারত পত্রিকা
মোস্তফা	গোলাম মোস্তফা
মোহাম্মদী	মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা
মোহিত	মোহিতলাল মজুমদার
যোগীন্দ্র	যোগীন্দ্রনাথ সরকার
রওশন	রওশন হেদায়েৎ পত্রিকা
রঙ্গ	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রমেন্দ্র	রমেন্দ্রনাথ ঘোষ
রশীদ	রশীদ করীম
রসরাজ	সম্বাদ রসরাজ পত্রিকা
রাজ	রাজনারায়ণ বসু
রাজীব	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
রামনারায়ণ	রামনারায়ণ তর্করত্ন
রামপ্রসাদ	রামপ্রসাদ সেন
রামমোহন	রামমোহন রায়
রামরাম	রামরাম বসু
রামাই	রামাই পণ্ডিত
রূপরাম	রূপরাম চক্রবর্তী
রোকেয়া	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
লালন	লালন শাহ
শওকত	শওকত ওসমান
শক্তি	শক্তি চট্টোপাধ্যায়
শঙ্খ	শঙ্খ ঘোষ
শরৎ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শরিয়ত	শরিয়ত পত্রিকা
শরীফ	আহমদ শরীফ
শহীদুল্লাহ	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
শামসুদ্দীন	শামসুদ্দীন আবুল কালাম

শামসুর	শামসুর রাহমান	সুধাবর্ষণ	সমাচার সুধাবর্ষণ পত্রিকা
শামসুল	সৈয়দ শামসুল হক	সুধীন্দ্র	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
শাহাদাত	শাহাদাত হোসেন	সুনীল	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শিখা	শিখা পত্রিকা	সুনীলমুখো	সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
শিব	শিবনারায়ণ রায়	সুবল	সুবলচন্দ্র মিত্র
শিবরাম	শিবরাম চক্রবর্তী	সুভাষ	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
শেখর	রায় শেখর/কবি শেখর	সুলতান	সৈয়দ সুলতান
শৌভে	জন লুই শৌভে	সুলভ	সুলভ সমাচার পত্রিকা
শ্যামল	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	সেবধি	শিশুসেবধি পত্রিকা
স	সংস্কৃত	সোমপ্রকাশ	সোমপ্রকাশ পত্রিকা
সওগাত	সওগাত পত্রিকা	স্ত্রী	স্ত্রীলিঙ্গ
সংগ্রহ	বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা	স্ত্রীশিক্ষা	স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক পত্রিকা
সংবিধান	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	স্বরো	স্বরোদয় পত্রিকা
		হরপ্রসাদ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সখা	সখা পত্রিকা	হরপ্রসাদ রায়	হরপ্রসাদ রায়
সত্যার্ণব	সত্যার্ণব পত্রিকা	হাই	মুহম্মদ আবদুল হাই
সত্যেন্দ্র	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	হাকিম	আবদুল হাকিম
সৎসঙ্গ	সৎসঙ্গ পত্রিকা	হানাফী	হানাফী পত্রিকা
সনৎ	সনৎকুমার সাহা	হাফিজুর	হাসান হাফিজুর রহমান
সবুজ	সবুজপত্র পত্রিকা	হাফেজ	হাফেজ পত্রিকা
সম্বো	সম্বোধন	হাবীব	আহসান হাবীব
সাঁ	সাঁওতালি, অস্ট্রিক	হামজা	সৈয়দ হামজা
সাদত	সাদত আলী আখন্দ	হালিসহর	হালিসহর পত্রিকা
সাধনা	সাধনা পত্রিকা	হাসান	হাসান আজিজুল হক
সাধারণী	সাধারণী পত্রিকা	হি	হিন্দি
সাপ্তাহিক বাংলা	সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা	হিতৈষী	হিতৈষী পত্রিকা
সাম্যবাদী	সাম্যবাদী পত্রিকা	হিস্পা	হিস্পানি
সাহিত্যিক	সাহিত্যিক পত্রিকা	হুতোম	কালীপ্রসন্ন সিংহ
সিকান্দার	সিকান্দার আবু জাফর	হুমায়ূন	হুমায়ূন আহমেদ
সিরাজী	ইসমাইল হোসেন সিরাজী	হেদায়াত	হেদায়াত পত্রিকা
সুকান্ত	সুকান্ত ভট্টাচার্য	হেম	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সুকুমার	সুকুমার রায়	হেয়াত	হেয়াত মামুদ
সুধাকর	মিহির ও সুধাকর পত্রিকা	হোসেন	আবুল হোসেন
		হ্যালহেড	ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড

অ

অ[1] *বি* বাংলা স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণ। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। *দ্র* **অকার**

অ[2] [ধ্বন্যা] *অব্য* সম্বোধন নির্দেশক। 'অ প্রাণ সুণিআঁ কি বুলিহে বলভদ্র ভাই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অ[3] *বিণ* এই। 'সরিষার রূপ হয়্যা দুবায় লুকাইল/ অ কারণে খেতু কান্দিবার লাগিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

-অ – বাংলা বিভক্তিবিশেষ। 'সুণ মায় যশোদাঅ তোহ্মারে বুঝাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অই ১ *সর্ব* সে। 'জখনে জন্মিল অই বাপের ভবনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* ওই। 'অই ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *সর্ব* সেই। 'অই নিমিত্তে সদাই কলি মোর কর্মের ফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অইক্ষর [স অক্ষর] *বি* বর্ণ; হরফ। 'রাধা নাম অইক্ষর লেখএ নিজ অঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অইপন [স আলিম্পন] *বি* আলপনা। 'পঁউঅ নাল অইপন ভল ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অইস [স ঈদৃশ] *বিণ* এমন। 'রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।' *চর্যা*, ১২০০।

অইসন [স ঈদৃশ] *বিণ* এমন। 'অইসন চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়।' *চর্যা* ২, ১২০০।

অইসা *ক্রি* আসা। 'অইসসি জ্জাসি ডোম্বী কাহরি নাবেঁ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

অঈদ [আ ঈদ>] *বি* ঈদের অভাব। 'ঈদের আনন্দ হয় না মূর্ত, অঈদ দেয় বেদনা।' *হাই*, ১৯৪৭।

অউপকারী [অ+স উপকারী] *বিণ* উপকার করে না এমন; অনুপকারী। 'তোমা প্রতি উপকারী কিবা অউপকারী।' *সুলতান*, ১৬৫০।

অঋণী [স] *বিণ* ঋণী নয় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'তিনিও মনুষ্য জাতির নিকট অঋণী হইতে পারেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অ-এছলামী [অ+আ ইসলাম>] *বিণ* ইসলাম-বিরোধী। 'অ-এছলামী কার্য্য।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৩।

অএলা [ব্র] *ক্রি* আসা। 'চোরাবএ অএলাহু অনুচিত মোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **অএলাহু, অএলাহুঁ** *ক্রি* এসেছিলাম। 'এহনা তেজি অএলাহুঁ নিঅ গেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **অএলিহু, অএলিহুঁ** *ক্রি* এলাম। 'বারিস নিসা মঞে চলি অএলিহুঁ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কতনে জতনে ঘর অএলিহুঁ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অও *অব্য* আর। 'অও অতি সুললিত বানী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অওকা *বিণ* অন্য। 'অওকা দিস নবরস সুপুরুস পেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অওকে *সর্ব* অন্যকে। 'একক হৃদয় অওকে না পাওল তেঁ নহি ফাউলি কেলী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অংকুশ [স অঙ্কুশ] *বি* হাতি চালানোর লৌহদণ্ড। 'অংকুশ হস্তে প্যারীজান হস্তীর ঘাড়ের উপর বসিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

অংকুশ তাড়না [স অঙ্কুশ+তাড়না] *বি* অঙ্কুশ দিয়ে তাড়না। 'মুসলিম বিদ্বেষের অংকুশ তাড়না দেখতে পাওয়া যায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অংগরাখা [স অঙ্গরক্ষিকা] *বি* ঢিলা লম্বা জামাবিশেষ। 'ক্ষুধার কাফনে তার সর্বগ্রাসী মৃত্যু অংগরাখা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

অংরাখা [স অঙ্গরক্ষিকা] *বি* ঢিলা লম্বা জামাবিশেষ। 'ছেলে পিলার কাপড় খান চোপড় খান ও টুপিটা অংরাখাটা ...।' *স্ত্রীশিক্ষা*, ১৮২২।

অংশ [স] ১ *বি* অবতার। 'অবনী মণ্ডলে গীয়া নিজ নিজ অংশ হয়্যা।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* মূর্তি। 'এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০। ৩ *বি* ভাগ। 'অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা অংশ করিয়া লইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৪ *বি* প্রকার। 'অপত্যসংস্কারবিধি যথাবিধি সমাহিত হইবেক, কোনও অংশে অঙ্গহীন হইবেক না।' *বিদ্যা*, ১৮৬০।

অংশ-অবতার [স] *বি* গৌণ দৃষ্টান্ত। 'ব্যঙ্গরসিকের যত অংশ-অবতার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অংশগ্রহণ [স] *বি* যোগদান। 'অন্যে অংশগ্রহণ না করলে নালিশ চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

অংশগ্রহণকারী [স] *বিণ* যোগদানকারী। 'কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

অংশত্ব [স] *বি* খণ্ডাংশ। 'ভক্তও ঈশ্বরের অংশত্ব পাইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অংশন [স] *বি* অংশ। 'তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অংশনির্দেশ, অংশনির্দ্দেশ [স] *বি* অংশ বণ্টন। 'ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলকে নিয়ম বিশেষের বশবর্ত্তী করিয়া অংশনির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অংশপ্রত্যংশ [স] *বি* ভাগ-উপভাগ। 'আপন বিপুল অংশপ্রত্যংশ নিয়ে কেবলই নড়নড় করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অংশবিভূতি [স] *বি* অংশাবতার। 'আত্মা অন্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয় সেই গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অংশবিশেষ [স] *বি* খণ্ডাংশ। 'কন্যার পত্রের অংশবিশেষ শুনাইয়া ভর্ৎসনা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

অংশভাক [স] *বিণ* অংশের অধিকারী। 'সঞ্চয়ি মক্ষিকার সহিত চাকে থাকিয়া ফাঁকে ফাঁকে অংশভাক হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অংশভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অংশীদার। 'তোমাকে ইহার অংশভাগিনী করিব কেন?' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অংশভাগী [স] *বি* অংশীদার। 'তাহাকে বিপদের অংশভাগী করিতে যাওয়া অন্যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অংশভূত [স] *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'প্রকৃতি নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ নামক ভূভাগ।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

অংশা অংশী [স অংশ>+স অংশী] ১ *বি* অবতারের অংশ। 'অংশা অংশী গোপীগণ কহিতে অপার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ভাগাভাগি। 'বাকীর টাকাটা দেওয়ান প্রভৃতি কুঠীর যাবতীয় কর্ম্মকারক অংশা-অংশী করিয়া লইত।' *ফোর্ট*, ১৮০৮।

অংশাংশ [স অংশ-অংশ] *বি* ভাগ ভাগ। 'অংশের অংশাংশ যেই কলা তার

নাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অংশাবতার [স অংশ-অবতার] *বি* প্রতিনিধি। 'সে তখন তারই অংশাবতার।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অংশিত্ব [স] *বি* অংশীদারত্ব। 'পুস্তকালয়ের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অংশিত্বকরণ [স] *বি* অংশীদারত্ব প্রদান। 'পুস্তকালয়ের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অংশিদার [স অংশী+ফা দার] *বি* অংশের মালিক। '... সংবাদ সুধাকর নামক এক অধর্ম্মপত্রের অংশিদার হইয়াছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

অংশিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* অবতারের অংশ রয়েছে এমন। 'অংশিনী রাধার হৈতে তিন গণের বিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ স্ত্রী* অংশীদার। 'ইংরাজী ভাষায় কথায় কথায় স্ত্রীকে অংশিনী উত্তমার্দ্ধ ইত্যাদি বলে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

অংশী [স, সমাসবদ্ধতায় ও প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ততায় 'অংশি'] **১** *বি* অবতারের উৎস। 'কৃষ্ণ যদি অংশ হইত অংশী নারায়ণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অংশীদার। 'অকৃতি সহোদর কৃতি সহোদরের শ্রমার্জিত ধনের অংশী হয়েন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'ব্যাঙ্কের সহীকারি অংশিরা একত্র হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

অংশীদার [স অংশী+ফা দার] **১** *বি* ভাগী। 'আমার গুণ নেই, অথচ কেবল টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* কারবারে অংশ আছে যার। 'অংশীদারেরা শতকরা পঞ্চাশ টাকা লাভ ...।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বি* অংশ। 'যেমন উঁচু তেমনি চওড়া নাকটা, সমস্ত মুখের সে বারো-আনি অংশীদার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অংশীবাদ [স] *বি* সৃষ্টিকর্তার অংশীদার করা। 'শিরক বা অংশীবাদের একটা বড় অংশ হইতেছে নরপূজা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

অংশীবাদিতা [স] *বি* বহুদেবতাবাদ। 'দুর্গার আরাধনা, সরস্বতীর বন্দনা প্রভৃতি অংশীবাদিতায় তাহার লেখা ভরপুর।' *দর্শন*, ১৯২৬।

অংশু [স] **১** *বি* কিরণ। 'আর্দ্রা পুনর্বসু মানিঞা পরম অংশু পুষ্যা কৈল অনেক পালন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* অংশ। 'নূর মুহম্মদ হোন্তে কিছু এক অংশু।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* দীপ্তি। 'তিনি কথা কহিবার সময়ে মুখপদ্মের নিকটবর্ত্তী ভ্রমরগণকে দশনাংশু [দশন-অংশু] দ্বারা শুক্লবর্ণ করিয়া কথা কহিয়া ছিলেন।' *কাদম্বরী*, ১৮৫৩।

অংশুক [স] *বি* সূক্ষ্ম বস্ত্র। 'চীনাংশুক।' *বিদ্যা*, ১৮৫৪; 'কম্পিত অংশুক-কেতন-অঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অংশুময়ী [স] *বিণ* উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট। 'উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গমাঝে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অংশুমালা [স] *বি* সূর্য। 'দিবামুখে এক-চক্রে দিলা দরশন/ অংশুমালা গলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

অংশুমালী [স] **১** *বিণ* প্রদীপ্ত। 'দিনমণি যেন অংশুমালী।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* সূর্য। 'তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অংস[১] [স অংশ] *বি* ভাগ। 'একা প্রভু চারি অংসে অবতার করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অংসতেজ [স অংশতেজ] *বি* অংশের প্রভা। 'নারায়ন অংসতেজ জগত দিপন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অংসাঅংস [স অংশাংশ] *বি* ভাগ ভাগ। *ডানকান*, ১৭৮৫।

অংস[২] [স] *বি* কাঁধ। 'আসন করিলা তার অংস।' *কেতকা*, ১৬৫০।

অংসসংবিলম্বী [স] *বিণ* কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। 'তাঁহার অংসসংবিলম্বী কেশদামের সহিত মিশিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

অংসারূঢ় [স] *বিণ* কাঁধে ব্যবহৃত। 'তিলোত্তমার ... অংসারূঢ় চারুবাস কম্পিত করিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

অঙসিয়ান [স অ-সজ্ঞান>] *বিণ* নির্বোধ। 'আমি নিতান্ত অঙসিয়ান ছোকরা নই।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

অঁগনা [স অঙ্গন] *বি* আঙিনা। 'মোরাহি রে অঁগনা চাঁদনকেরি গছিআ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অঁগিরা [স অঙ্গীকার] *ক্রি* স্বীকার করা। 'দসমি দসা পথ অঁগিরঞো।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অঁধার [স অন্ধকার] *বিণ* অন্ধকারময়। 'জামিনি আধ অঁধার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অঁধারা [স অন্ধকার>] *বিণ* মলিন। 'জনু মুখসসি ডরে রোএ অঁধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অঁধারী [স অন্ধকার>] *বিণ* অন্ধকারময়। 'এক রাতি অঁধারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অকংগ্রেসী [অ+ই কংগ্রেস>] *বিণ* কংগ্রেস দলের নিয়ন্ত্রিত নয় এমন। 'বহুনিন্দিত অকংগ্রেসী প্রদেশগুলি হইতে দাঙ্গার কোন খবর পাওয়া যায় নাই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৭।

অকট [পা] **১** *বিণ* বিস্ময়কর। 'অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। **২** *বিণ* আশ্চর্য। 'অকুট হুঁ ভব ইঅণা।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০। **৩** *বিণ* অকাট (মূর্খ)। 'অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহ্না।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

অকটবিকট [পা অকট>] *বি* ছটফট। 'অকটবিকট করে পড়িয়া তরাসে।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০।

অকঠোর [স] *বিণ* সহজ ও স্বাভাবিক। 'বালকের মনে মৃত্যুর মূর্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অকণ্টক [স] **১** *বিণ* কাঁটা নেই এমন। 'অকণ্টক হইল বিষ্ণ অতি যুমঙ্গল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* নির্বিঘ্নে। 'পুনর্বার অকণ্টক রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪। **৩** *বিণ* নিরাপদ। 'গ্রাম অকণ্টক হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অকণ্টকে *ক্রিবিণ* নির্বিঘ্নে; নিরাপদে। 'বহুকাল অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অকথন [স] *বিণ* কথায় প্রকাশ করা যায় না এমন। 'অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

অকথনীয় [স] **১** *বিণ* বর্ণনাতীত। 'বালকদিগের আপন২ ভাষা শিখিবার জন্য অকথনীয় উপকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* অকথ্য। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অকথিত [স] **১** *বিণ* না-বলা। 'অকথিত বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* বলা যায় না এতো খারাপ। 'সর্বদা ঝগড়া করিত এবং অকথ্য গালি দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বিণ* অনুক্ত। 'শরম দিবে কি তাহারে/ অকথিত নিবেদনে/ যা আছে আমার মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অকথা [স] *বি* কুকথা; কুৎসিত কথা। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অকথ্য [স] **১** *বিণ* অবর্ণনীয়। 'যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অনুচিত। 'একি অকথ্য কথা কহা সম্ভবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* অশালীন। 'তাঁহারা অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি ... অকথ্য অশ্রাব্য শব্দসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪;

'অকথ্য-উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* গুরুতর। 'যেসব অকথ্য অত্যাচার গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪০। ৫ *বিণ* কথায় প্রকাশ করা যায় না এমন। 'সহসা অকথ্য আওয়াজ হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অকথ্যকথন [স] ১ *বি* বলা যায় না এমন কথা। 'চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্যকথন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বলার মতো নয় এমন কথা। 'উচিত কহিতে লাজ অকথ্য কথন।' *আলাওল*, ১৬৫১।

অকথ্য কথা [স] *বি* বলার মতো নয় এমন কথা। *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অকন [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এখন; এই সময়ে। 'খাঁ সাহেবের কাছে এই সতীপণার যা শুনাতে হয় তা হবে অকন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অকপট [স] ১ *বিণ* সঠিক। 'সুনত উদ্ধব কহোঁ অকপট বানি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সরল। 'অকপট মুরারিরে কহেন আপনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* ভণ্ডামিবর্জ্জিত। 'প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট অসাধুরা অকপট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* নিরপেক্ষ। 'আমাদের আত্মশাসন ব্যাপারে অপক্ষপাত সমালোচনা করিয়া অকপট চিত্তে বলনু দেখি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অকপটচিত্ত [স] *বিণ* সরলমনা। 'পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপটচিত্ত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

অকপটে [স] ১ *ক্রিবিণ* বিনা দ্বিধায়। 'আচার্য্য বলে অকপটে করহ আহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অকপটে দিব পরিচয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রিবিণ* আন্তরিকভাবে। 'তুমি হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করে অকপটে বল, ইনি কে?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অকবি [স] *বি* কবি নয় এমন ব্যক্তি। 'কবি হোক, অকবি হোক, কারো সঙ্গে তরকার করার চেয়ে ... একটা গান লেখা ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অকবিজনোচিত [স] *বিণ* রসবোধহীন। 'একটা অকবিজনোচিত কথা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অকম্প [স] *বিণ* কাঁপে না এমন। 'অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে, অকম্প চামর শিরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অকম্পিত [স] ১ *বিণ* কাঁপে না এমন। 'স্বচ্ছ সরোবরে অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* ভয়ে কাঁপেনি এমন। 'অকম্পিত বক্ষ প্রসারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অকম্প্র [স] *বিণ* স্থিরভাবে জ্বলে এমন। 'এ দায়িত্ব সেই শিল্পী এবং মনীষীরাই পালন করতে পারবেন যাদের আত্মদীপ অকম্প্র।' *শিব*, ১৯৫০।

অকম্মা [স অকর্ম>] *বি* কুঁড়ে। 'অকম্মা খালি তাড়ি গিলচে।' *হাসান*, ১৯৬০।

অকম্যুনিস্ট [ই] *বিণ* কমিউনিস্ট নয় এমন। 'অকম্যুনিস্ট দেশের আক্রমণ।' *আজাদ*, ১৯৬২।

অকর [স] *বিণ* নিষ্কর। 'অকর ভূমিকে সকর করত সহস্রকর সূর্য্যের ন্যায় কর শোষণ করিয়াছিলেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

অকরণীয় [স] *বিণ* করা উচিত নয় এমন; অকর্তব্য। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'প্রভুর অকরণীয় সমুদায় কার্য্য ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অকরুণ [স] ১ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'কিবা তুমি কর ভয় বঁধু তোর নহে অকরুণ।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বিণ* অসংবেদনশীল। 'আমার অকরুণ সমালোচক বলেছেন ...।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

অকরুণা [স] *বি স্ত্রী* করুণাহীন যে। 'অকরুণা! প্রাণ নিয়ে এ কি মিথ্যা অকরুণ খেলা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অকর্কশ [স] *বিণ* কর্কশ নয় এমন। 'প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃদু বচনে করাই শ্রেয়স্কল্প।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অকর্ণ [স] *বি* যে কানে শোনে না। 'অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

অকর্তব্য, অকর্ত্তব্য [স] ১ *বিণ* অনুচিত। 'তাহার রাজ্যে আমার কর্তৃত্ব করিয়া কার্য্য করা অকর্ত্তব্য।' *রামরাম*, ১৮০১; 'অকর্তব্য।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪। ২ *বিণ* অপারগ। 'করিতে অকর্ত্তব্য।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* অনৌচিত্য। 'কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্তব্য নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অকর্তব্যতা, অকর্ত্তব্যতা [স] *বি* ন্যায়বিরুদ্ধতা। 'বহুবিবাহের অকর্ত্তব্যতা বিষয়ে ... এক পত্র লিখিয়াছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

অকর্তব্যবুদ্ধি [স] *বি* করা অনুচিত এমন বিবেচনা-বুদ্ধি। 'অকর্তব্যবুদ্ধি মানুষের একটা মহদ্গুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অকর্তৃত [স অকর্তৃত্ব] *বিণ* কর্তৃত্বহীন। 'তিনি কি প্রথিবীর রাজ্জারে করিতে ও অধোম, অকর্তৃত ...।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অকর্তৃক [স] *বিণ* অক্রিয়। 'সেই দূরত্ববশত সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অকর্ম, অকর্ম্ম [স] ১ *বি* অবৈধ কর্ম। 'অকর্ম জাহিলি কার্যে নরকেত পড়ে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কোন অকর্ম্ম করিলে তাহার দণ্ড ... নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* খারাপ কাজ। 'এমত অকর্ম মাও কৈলা কি কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

অকর্মক [স] ১ *বি* কর্ম নেই এমন ব্যক্তি। 'আমরা অকর্মকদের মধ্যে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বিণ* সক্রিয় নয় এমন। 'এ ঐক্য বড় অকর্মক, ইহা সজীব সকর্মক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অকর্মঠ, অকর্ম্মঠ [স] *বিণ* কর্মক্ষম নয় এমন। 'স্ত্রৈণ, অকর্ম্মঠ দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অকর্মণ্য, অকর্ম্মণ্য [স] ১ *বিণ* সক্রিয় নয় এমন। 'অকর্ম্মণ্য মধুমক্ষিকা সঞ্চয়ি মক্ষিকার সহিত চাকে থাকিয়া ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* অনুর্বর। 'জলসেচনের দ্বারা অকর্ম্মণ্য ভূমিকে কর্ম্মণ্যকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ৩ *বিণ* বিকল। 'ঐ জাহাজ এইক্ষণে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৪ *বিণ* ব্যবহারের অযোগ্য। 'তদ্ভিন্ন, গণিতবিদ্যা-সংক্রান্ত আর যে সকল যন্ত্র ছিল, তাহাও অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও অকর্মণ্য!' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৫ *বিণ* কর্মক্ষম নয় এমন। 'আমার শৃঙ্গ যেমন দৃঢ়, তেমনই সুন্দর; কিন্তু, আমার পা দেখিতে অতি কদর্য্য ও অকর্মণ্য।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৬ *বিণ* কর্তব্যকর্ম করতে অক্ষম। 'দুই শত অহিফেনসেবী অকর্মণ্য সৈন্য ফেরত পাঠাইতে হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৭ *বিণ* উপযোগিতাবর্জ্জিত। 'একটা অকর্মণ্য কারুকার্য পাইলে আর কিছু চাহে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৮ *বিণ* কর্মবিমুখ। 'আমরা কুনো অকর্মণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৯ *বিণ* আলস্যপূর্ণ। 'এরকম অকর্মণ্য দশা ভালো লাগে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অকর্মণ্যতা [স] ১ *বি* অক্ষমতা। 'আমাদের অহংকার আমাদের অকর্মণ্যতার পৃষ্ঠপোষক।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বি* কর্মহীনতা। 'অলস অকর্মণ্যতার অতিরিক্ত ভদ্র পেশা যাদের আছে আঙুলে গুনিয়া ফেলা যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অকর্মণ্যভাবে [স] *ক্রিবিণ* কর্মহীন অবস্থায়। 'অকর্মণ্যভাবে কেবল

দলাদলি কানাকানি হাসাহাসি করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অকর্মণ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* কর্মে অলস। 'স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে অবিনীতা, লজ্জাহীনা ও অকর্মণ্যা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অকর্মত্ব [স] *বি* কর্মহীনতা। 'পুণ্য কর্ম অকর্মত্ব প্রাপ্ত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অকর্মা, অকর্ম্মা [স] ১ *বিণ* নিষ্কর্মা। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'বলিলেন, মূর্খ, অকর্মা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বি* ভীরু স্বভাবের লোক। 'এ দেশীয় ভাষায়, "ভালো মানুষ" শব্দের অর্থ ভীরু-স্বভাবের লোক – অকর্ম্মা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অকর্মার ধাড়ি, অকর্মার ধাড়ী *বি* নিতান্ত অলস ব্যক্তি। 'আস্ত একটা অকর্মার ধাড়ী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

অকর্মিষ্ঠ, অকর্ম্মিষ্ঠ [স] *বিণ* কর্মনিষ্ঠ নয় এমন। 'কর্ম্মিষ্ঠ এবং অকর্ম্মিষ্ঠ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অকর্ষিত [স] *বিণ* চাষ করা হয়নি এমন; অনাবাদি। 'এক বিঘা জমিও দ্বীপের কোনোখানে অকর্ষিত নাই।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অকলঙ্ক [স] ১ *বিণ* নিষ্পাপ। 'অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* দাগশূন্য। 'খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অকলুষা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্দোষ। 'যেমন সে অকলুষা শিশিরনির্মল উষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

অকল্কা [স] *বি* জ্যোৎস্না। 'এই নীল অকল্কায় নিজব্যক্তিবিম্ব দেখো নাকাল নাচার।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

অকল্পনীয় [স] *বিণ* কল্পনা করা যায় না এমন। 'দুলিহীন জীবন যে অকল্পনীয়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

অকল্পিত [স] *বিণ* কাল্পনিক নয় এমন; বাস্তবিক। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অকল্প্যেয় [স] *বিণ* অকল্পনীয়। 'শ্রেয় মেনে নিল ইতিহাস/ অকল্প্যেয় পরিহাস।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

অকল্যাণ [স] ১ *বি* অমঙ্গল। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'উপবাসী থাকিবেন? অকল্যাণ হবে যে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৩; 'মেয়ের দিদিমা অকল্যাণশঙ্কাসত্ত্বেও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* অনিষ্ট। 'প্রিয়তমে, প্রেম করে অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ দূর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অকল্যাণকর [স] *বিণ* অমঙ্গলজনক; ক্ষতিকর। 'বন্ধুজনের এতাদৃশ অকল্যাণকর বিড়ম্বনা ঘটিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অকল্যাণকরী [স] *বিণ স্ত্রী* অশুভ। 'কে তুমি গো যশস্বিনি! আলোকিত করি রূপে অকল্যাণকরী দিকে লয়েছ আশয়?' *ঈশান*, ১৯৫৮।

অকল্যাণকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অশুভকারী। 'অতি ভীষণ, অকল্যাণ-কারিণী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অকল্যাণময় [স] *বিণ* অশুভকর। 'অনেক ভূয়োদর্শনাভিজ্ঞ জ্ঞানী মনীষী ভূমিকম্পকে ... অকল্যাণময় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অকল্যাণময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অশুভকর। 'তাহারা অকল্যাণময়ী হইয়া পড়িবে।' *সওগাত*, ১৯২৯।

অকষ্টবদ্ধ [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। 'সাধুবাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি অকষ্টবদ্ধ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

অকস্মাৎ, অকস্মাত [স অকস্মাৎ] ১ *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'অকস্মাৎ আইল বুড়ি দক্ষিণ মস্যানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'অকস্মাত মীন দেখা দিল গাঙ্গদাড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *ক্রিবিণ* আকস্মিকভাবে। 'অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৩ *ক্রিবিণ* অস্বাভাবিকভাবে। 'যদি ব্যাঘ্রিণীর মতো অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিংসা লোভ যত মানবপুত্ত্রেরে কর স্নেহের লেহন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৪ *বি* আকস্মিক ঘটনা। 'ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৫ *বিণ* অচল। 'কোমরটা একেবারে ভেঙে জন্মের মতো অকস্মাৎ করে দিলেই হয়।' *কায়সার*, ১৯৬২।

অকাজ [স অকার্য] ১ *বি* অন্যায়। 'না শুনিলে মোর বোল হইব অকাজ।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বি* অনর্থ। 'দেখিয়া অকাজ হল, না দেখিলে প্রাণ কেন কান্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* অর্থহীন কাজ। 'আমার দিন অকাজেই গেল।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* ফালতু কাজ। 'সাহিত্য রচনা করা তাঁদের মতেই অকাজ।' *প্রমথ*, ১৯১৭। ৫ *বি* কর্মহীনতা। 'কেউ দেখছে অকাজকে সুন্দর।' *অবন*, ১৯২৫।

অকাজুআ [স অকার্য>] *বিণ* কাজের অনুপযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অকাট [স অকাট্য>] *বিণ* অখণ্ডনীয়। 'অকাট সত্য।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২০।

অকাট্য[1] [স অকাষ্ঠ] *বি* মূর্খতা। 'অকাট্য করিস তুই অপজসি হইব মুই।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অকাট্য[2] [স] ১ *বিণ* অখণ্ডনীয়। 'উপর্য্যুক্ত মনীষিগণের ... অকাট্যযুক্তি-সংবলিত প্রমাণপ্রয়োগের উপরি প্রতিষ্ঠিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* দৃঢ়। 'ভাবনা ও প্রকাশের মধ্যে যেরূপ অকাট্য সম্বন্ধ কল্পনা ও কাজের মধ্যে কি ঠিক তেমনি নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৩ *বিণ* কাটা যায় না এমন। 'খর মাঞ্জায় বোতলচুর কতটা মেশালে সুতো অকাট্য হয়।' *প্রমথ*, ১৯৩১। ৪ *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'আপাতস্বাচ্ছন্দ্যও একটা অকাট্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

অকাতর [স] ১ *বিণ* অকুণ্ঠ। 'জরাসিন্ধু রাজা বড় দানে অকাতর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সুস্থ। 'অকাতর দেহে আছিনু মগন সুখনিদ্রার ঘোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অকাতরচিত্ত [স] *বি* নিশ্চিন্ত মন। 'প্রসন্নমুখ নাহি কোনো দুখ অতি অকাতরচিত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অকাতরচিত্তে [স] *ক্রিবিণ* অবলীলায়। 'বি.এ. ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অকাতরে [স] ১ *ক্রিবিণ* দ্বিধাহীনভাবে। 'বীরবর, অকাতরে, পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'বলদের ভারের অনেক লাঘব হইল; তখন সে, অকাতরে চলিয়া যাইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৩ *ক্রিবিণ* আরামে। 'মেম্বাররা কপালের উপর টুপি টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অকাব্য [স] *বি* কাব্যগুণের অভাব আছে এমন রচনা। 'বড়ো বড়ো কাব্যে খানিকটা পরিমাণে অকাব্যও মেশানো থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অকাম[1] [স অকর্ম] *বি* অপকর্ম। 'মুঞি পাপি করিলুঁ অকাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

অকাম[2] [স] *বি* কামহীনতা। 'অকাম নিস্পৃহ, হায় রম্যযোনী তরল মুকুট।' *শক্তি*, ১৯৬১।

অকামিক [স আকস্মিক] ১ *ক্রিবিণ* অকস্মাৎ। 'অকামিক মন্দির ভেলি বহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রিবিণ* অকারণে। 'অতি পুলকিত

তনু বিহসি অকামিক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অকায় [স] ১ *বিণ* দেহহীন। 'যিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্যরচনা করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বিণ* আকারহীন। 'অকায়, অকঙ্কাল কম্পকাতা ছায়ামগ্ন।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

অ-কায়া [স] *বিণ* অশরীরী। 'স্বপনের মত – অস্পষ্ট, অ-কায়া।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

অকার [স] *বি* 'অ'-বর্ণ বা 'অ'-ধ্বনি। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অকারাদিক্রম [স] *বি* বর্ণানুক্রম – 'অ' থেকে 'হ' পর্যন্ত ক্রমানুসারে বর্ণ বা শব্দগুচ্ছ সাজানোর পদ্ধতি। **অকারাদিক্রমে** [স] *ক্রিবিণ* বর্ণমালার পরম্পরা অনুসারে। 'অমর সিংহকৃত অভিধান অকারাদিক্রমে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

অকারান্ত [স] *বিণ* শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনিযুক্ত। 'সমভাবে উচ্চারিত অকারান্ত শব্দের একত্রে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

অকারণ [স] ১ *বি* বিনা কারণ। 'তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ মোর পাশ আইস অকারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* বিফল। 'তুমি বিনে অকারণ জীবন যৌবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *ক্রিবিণ* উদ্দেশ্যহীনভাবে। 'অপর জন্তুদের ন্যায় অকারণ জীবপ্রাণহরণ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৪ *বিণ* ভিত্তিহীন। 'অনর্থক অসূয়া ও অকারণ সন্দেহে তিনি আপনাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ৫ *বিণ* অর্থহীন। 'শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অকারণজাত [স] *বিণ* অহেতুক তৈরি হয়েছে এমন। 'এরূপ পার্থক্য যে সকল সময়েই অকারণজাত, তাহা নহে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অকারণসঞ্জাত [স] *বিণ* অহেতুক সৃষ্ট। 'অকারণসঞ্জাত উচ্চহাসি হাসিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অকারণে [স] ১ *ক্রিবিণ* বিনা কারণে। 'তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ মোর পাশ আইস অকারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* বিনা প্রয়োজনে। 'তাঁহার অন্তকরণ অকারণে শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইবার নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অকারত [অ+ফা কার্‌+স ত] *বিণ* অনর্থক। 'হামজা বলে সব অকারত।' *হামজা*, ১৮০৭।

অকারী [স] *বিণ* অক্রিয়। 'সে ম্যুজিয়ম আমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির মতো অকারী (passive) নয়, সকারী (active)।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অকার্জ্জ, অকাজ্জ [স অকার্য] *বি* বাজে কাজ। 'প্রবাদ ফলাইল মুই করিয়া অকার্জ্জ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অকার্য, অকার্য্য [স] ১ *বি* অনৈতিক কাজ। 'শাস্ত্রকারেরা গর্হিত অকার্য্য দ্বারা সুহৃদের প্রাণরক্ষা কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন।' *কাদম্বরী*, ১৮৫৩। ২ *বি* নিরর্থক কাজ। 'তদ্ভিন্ন আর সকল ধর্মই কাল্পনিক, আর সকল কার্য্যই অকার্য্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* অসৎ কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অকার্যকর, অকার্য্যকর [স] ১ *বিণ* কার্যকর নয় এমন। 'অকার্য্যকর গ্রন্থ সকল অপেক্ষায় অনেক ভাল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* ব্যর্থ। 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাও অকার্যকর হইয়া পড়িত।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

অকাল [স] ১ *বি* অসময়। 'ধর্ম্ম হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* অসময়োচিত। 'তেঁই শুকাইল জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অকাল-অপক্ব [স] *বিণ* বয়স হওয়ার পরও অপক্ব আছে এমন। 'হয় সে অকাল-অপক্ব নয় সে অকালপক্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অকাল-অবসান [স] *বি* সময় হওয়ার আগেই শেষ। 'অকাল-অবসানের অবসাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অকাল-কাব্যানুরাগ [স] *বি* অসময়ে কাব্যের প্রতি অনুরাগ। 'এই অকাল-কাব্যানুরাগ দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অকালকুষ্মাণ্ড [স] *বিণ* অকেজো। 'ও অকালকুষ্মাণ্ড পীতাম্বরও ঘোর আহাম্মক।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

অকালপক্ব [স] ১ *বিণ* ইঁচড়ে পাকা। 'হয় সে অকাল-অপক্ব নয় সে অকালপক্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* অকালে পাকা। 'বাঙালির মন এখন অর্ধেক অকালপক্ব এবং অর্ধেক অযথা-কচি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অকালপক্বতা [স] *বি* অকালে পরিপক্বতা। 'অকালপক্বতার দরুণ গভীর বিরহের কথা ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

অকালপ্রয়াতা [স] *বিণ স্ত্রী* অকালে মারা গেছে এমন। 'কল্লোল যুগের লেখিকা এবং অকালপ্রয়াতা ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অকালবসন্ত [স] *বি* অসময়ে আসা বসন্ত। 'সেখানে হঠাৎ অকাল-বসন্তের সমাগম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অকালবৃদ্ধ [স] *বিণ* পরিণত বয়সের আগেই জরাগ্রস্ত। 'থেকো না অকালবৃদ্ধ বসিয়া একেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অকালবার্ধক্য [স] *বি* অসময়ে আগত বৃদ্ধাবস্থা। '... অনেকের যৌবনে অকালবার্ধক্য এনে দিয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অকালবৃদ্ধতা [স] *বি* অসময়ে আগত বৃদ্ধাবস্থা। 'তার পক্ষে বৃদ্ধের অভিজ্ঞতা হচ্ছে অকালবৃদ্ধতা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

অকালবৃষ্টি [স] *বি* অসময়ের বৃষ্টি। 'অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অকালবৈধব্য [স] *বি* অসময়ে বিধবার অবস্থা। 'কন্যার কুষ্টিতে যদি অকালবৈধব্যযোগ থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অকাল-বৈশাখী [স] *বি* বৈশাখি ঝড়ের অনুরূপ ঝড়। 'আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!' *নজরুল*, ১৯২২।

অকালবোধন [স] *বি* অসময়ে আহ্বান। 'প্রবৃত্তির অকালবোধন ও বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অকাল-ব্যাঘাত [স] *বি* অসময়ে বাধা। 'এ কী অকাল-ব্যাঘাত!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অকালমরণ [স] *বি* পরিণত বয়সের আগেই মৃত্যু। 'দূর কর দুর্গা মোর অকালমরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অকালমাতৃত্ব [স] *বি* ঠিক বয়সের আগেই মা হওয়া। 'অকালমাতৃত্ব সমাজ হইতে যত শীঘ্র উচ্ছিন্ন হয় ...।' *সওগাত*, ১৯২৬।

অকালমৃত [স] *বিণ* পরিণত বয়সের আগে মারা গেছে এমন। 'অনাহারজীর্ণ রোগশীর্ণ অকালমৃত সন্তানের লাশ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অকালমৃত্যু [স] *বি* পরিণত বয়সের আগেই মৃত্যু। 'আমার নিমিত্তেই স্বামীর এই অকালমৃত্যু হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অকাললুপ্ত [স] *বিণ* অসময়ে বিলীন। 'নদীর শীর্ণ সুবাস, জলের অন্তর্বাস থেকে উঠে আসা নিরেট ভারী গন্ধের মধ্যে অকাললুপ্ত হয়ে গেলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

অকালসন্ধ্যা [স] *বি* অসময়ে সন্ধ্যা। 'বর্ষার অকালসন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অকালে [স] ১ *ক্রিবিণ* অসময়ে। 'ধর্ম্ম হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।' *মালাধর,* ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* অশুভ সময়ে। 'অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন।' *কৃত্তিবাস,* ১৬৫০। ৩ *ক্রিবিণ* অপরিণত বয়সে। 'বীরচূড়ামণি বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে।' *মাইকেল,* ১৮৬১।

অকালে জাত [স] *বিণ* অসময়ে জন্ম নিয়েছে এমন। 'ডিম্ব হইতে অকালে জাত অরুণের মতো পঙ্গু হইয়াই থাকে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

অকাল্পনিক [স] ১ *বিণ* অকল্পিত । *বিদ্যা,* ১৮৬৪। ২ *বিণ* বাস্তবিক। 'সে যে অকাল্পনিক, সে যে সত্য।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩০।

অকাশ [স আকাশ] *বি* আকাশ। 'ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিআ।' *চর্যা ৫০,* ১২০০।

অকাস [স আকাশ] *বি* আকাশ। 'কবরীভয়ে শিখী গেয় গিরিকন্দরে মুখভয়ে চান্দ অকাসে।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

অকিঞ্চন [স] ১ *বিণ* দরিদ্র। 'ডাট অকিঞ্চন জন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বি* দীনহীন ব্যক্তি। 'শুন অকিঞ্চনের গোহারি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ৩ *বি* অভাব। 'আমার ধনের কিছু অধিক অকিঞ্চন নাই।' *রামরাম,* ১৮০১। ৪ *বি* অতি সাধারণ ব্যক্তি। 'অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে ... অত্যন্ত হিতের সম্ভাবনা।' *দর্পণ,* ১৮৩১। ৫ *বি* ন্যূনতা। 'এতদর্থ এই অকিঞ্চনের বোধে এই দুই নিয়মের অধিক আবশ্যক।' *দর্পণ,* ১৮৩৩। ৬ *বি* ভক্ত। 'কর দুঃখমোচন অকিঞ্চনের আকিঞ্চন।' *দাশরথি,* ১৮৪০। ৭ *বিণ* অধম। 'জনগণের মধ্যে আমি অতি হেয় ও অকিঞ্চন।' *প্যারী,* ১৮৫৮। ৮ *বি* নগণ্যজন। 'কৃপা প্রভু কর অকিঞ্চনে।' *মাইকেল,* ১৮৬১। ৯ *বিণ* নিঃস্ব। 'ছিনু আমি অকিঞ্চন।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১০।

অকিঞ্চনতা [স] ১ *বি* দীনতা; দরিদ্রতা। *বিদ্যা,* ১৮৬৪; 'ও অনায়াসে অকিঞ্চনতার স্যাকরা গাড়িতে ওর চন্দ্রমাস্টারের জুড়ি হইতে পারত।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৫। ২ *বি* দারিদ্র্যের লক্ষণ। 'যৎসামান্য ভাব ও ছিন্নবস্ত্র অকিঞ্চনতা যেন কেবল একটা মস্ত বেয়াদবি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪। ৩ *বি* তুচ্ছতা। 'বিষয়হীনের অকিঞ্চনতা তাঁদের কাছে ফস করে ধরা পড়ে গেল।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

অকিঞ্চিৎকর [স] ১ *বিণ* নিষ্ফল। 'ভক্তি বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। ২ *বিণ* অমূলক। 'তাবদ্ভারতবর্ষীয় লোকের স্নেহপাত্র যে গবর্ণমেন্ট হইবেন এই অনুভব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।' *দর্পণ,* ১৮৩৩। ৩ *বিণ* তুচ্ছ। 'সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭। ৪ *বিণ* ভিত্তিহীন। 'একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?' *রবীন্দ্র,* ১৮৭৭। ৫ *বিণ* খেলো। 'সংস্কৃত কাব্য বাংলা অনুবাদে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর শুনিতে হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫। ৬ *বিণ* অতিসামান্য। '... অকিঞ্চিৎকর হলেও যার আছে বিশেষত্ব।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৫।

অকিঞ্চিৎকরতা [স] *বি* সামান্যতা। 'বুদ্ধির অতি ক্ষুদ্রতা ও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া ... স্তম্ভিত।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

অকিঞ্চিৎকরত্ব [স] *বি* অভাব; দীনতা। 'ভোজ্যসামগ্রীর অকিঞ্চিৎ-করত্ব সম্বন্ধে ... বলিতে থাকেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

অকির্তি, অকির্ত্তি [স অকীর্তি] *বি* কুখ্যাতি। 'অকির্ত্তির ভএ পুত্র এড়িবারে চাহে।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

অকিলেস [স অক্লেশ] *বি* ক্লেশহীনতা। 'বিদ্যা করি দমকু অকিলেসেঁ।' *চর্যা ৯,* ১২০০।

অকিলেসেঁ [স অক্লেশ>] *ক্রিবিণ* বিনা বাধায়। 'বিদ্যা করি দমকু অকিলেসেঁ।' *চর্যা ৯,* ১২০০।

অকীর্তি [স] *বি* কুখ্যাতি। 'রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে, ইহলোকে অকীর্তি ও পরলোকে নরকপাত হয়।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

অকীর্তিকর [স] *বিণ* নিন্দাকর। *বিদ্যা,* ১৮৬৪।

অকীর্তিত, অকীর্ত্তিত [স] ১ *বিণ* কীর্তি বলে বিবেচিত হয় না এমন। 'অকথিত, অকীর্ত্তিত/ কর্ম মোদের যেমতি হোক।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯০৮। ২ *বিণ* অপ্রশংসিত। 'অকীর্তিত সেবার কাজে অঙ্গ হবে ক্ষীণ।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৮।

অকুণ্ঠ [স] ১ *বিণ* কুণ্ঠাহীন। 'যে দস্যুরা বিজ্ঞানের মহৎ ব্রতকে অকুণ্ঠ বর্বরতায় পর্যবসিত করিতেছে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৯। ২ *বিণ* উদার। 'ইহাকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয়।' *বেগম,* ১৯৫২।

অকুণ্ঠচিত্ত [স] *বি* কুণ্ঠাহীন মন। 'জনসাধারণ অকুণ্ঠচিত্তে পরিপূর্ণ বিদ্রোহ করতে পারে।' *নজরুল,* ১৯২৪।

অকুণ্ঠচিত্তে *ক্রিবিণ* নির্দ্বিধায়। 'জনসাধারণ অকুণ্ঠচিত্তে পরিপূর্ণ বিদ্রোহ করতে পারে।' *নজরুল,* ১৯২৪; 'আমিও একে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিতে পারি।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১।

অকুণ্ঠা [স] *বি* একনিষ্ঠতা। 'প্রাণ গেলেও যত্নে রবে অকুণ্ঠা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৮।

অকুণ্ঠিত [স] *বিণ* কুণ্ঠাহীন; দ্বিধাহীন। 'যে পুরুষ অসংশয়ে অকুণ্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০১; 'অকুণ্ঠিত চিত্ত।' *নবনূর,* ১৯০৩।

অকুণ্ঠিতচিত্ত [স] *বি* সংশয়হীন মন। 'নীরবে অকুণ্ঠিতচিত্তে মানিয়া লইল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯।

অকুণ্ঠিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* দ্বিধাহীনভাবে; জড়তাহীনভাবে। 'যে পুরুষ অসংশয়ে অকুণ্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০১।

অকুণ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* কুণ্ঠাহীন। 'উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা তুমি অকুণ্ঠিতা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

অকুতোভয় [স] *বি* নির্ভীকতা। 'অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম্ম নিয়মাচরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত।' *দর্পণ,* ১৮২২; 'আমি অকুতোভয়ে কহিতেছি।' *দর্পণ,* ১৮৩৮।

অকুতোভয়তা [স] *বি* একান্ত ভয়শূন্যতা। 'তাঁহার দয়া, সৌজন্য, অকুতোভয়তা দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই মোহিত।' *বিদ্যা,* ১৮৬৩।

অকুতোভয়ে [স] *ক্রিবিণ* নির্ভীকভাবে। 'অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম্ম নিয়মা-চরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত।' *দর্পণ,* ১৮২২।

অকুফ [আ ওয়াকুফ] *বি* কাণ্ডজ্ঞান। 'তোমার বেটার নহে আক্কেল অকুফ।' *গরীব,* ১৭৬৫।

অকুম [আ হুকুম] *বি* আদেশ। *মানোএল,* ১৭৪৩।

অকুমার [স] *বি* যুবক। 'আমার বংশের ভাগ্য বিশ্বরূপ পুত্র যোগ্য অকুমার করিল সন্ন্যাস।' *জয়ানন্দ,* ১৬৫০।

অকুমারধর্ম [স] *বি* ব্রহ্মচর্য। 'বৃথা অকুমার ধর্মে শরীর শোষয়।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

অকুমারী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* অবিবাহিত। 'অকুমারীকালে জন্ম হইল নন্দনে।' *কাশীরাম,* ১৬৫০। ২ *বিণ স্ত্রী* প্রাপ্তবয়স্ক। 'তুমি অকুমারী সতী অবশ্য চাহি তোমার পতি।' *বিজয়,* ১৬৫০। ৩ *বিণ* তরুণ বয়স্ক। 'অকুমারী রামা আম্মি বান্ধববর্জ্জিত।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। ৪ *বি*

নিষ্পাপ কুমারী। 'সে অতি উতম নির্মল সম্পূর্ণো দয়াএ বক্রপাতে অকুমারীর উদরে পরমেশর ওমত।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অকুল[১] [স অকূল] *বি* বিপদ। 'সখি হে অব অকুল শত নাহি মানি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

অকুল[২] [স] *বিণ* অকুলীন। 'কেহো কুল অকুল কেহো বড় বেহাল।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০।

অকুলান [স অকুলন] *বি* অভাব; টানাটানি। 'যে তিন হাজার টাকার অকুলান হইয়াছে ইহা দিতে অস্বীকৃত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অকুলিষ্ট [ই oculist] *বি* চক্ষুবিজ্ঞানী। 'অকুলিষ্ট – বিলেত থেকে পাশ করে এসেছেন।' *জীবন*, ১৯৩২।

অকুলীন [স] **১** *বি* কুলীন বংশে জাত নয় এমন ব্যক্তি। 'অকুলীনে দিলে সুতা সভামাঝে হেটমাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অখ্যাত। 'ভিড়ের মধ্যে একটা ছোটো রন্ধ্র দিয়ে রাজার চোখে পড়ল এক অকুলীন আমেরিকানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অকুলোন [স অকুলন] *বি* অভাব। 'পাতে যদি কিছু হত অকুলোন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অকুশল [স] **১** *বি* বিপদ। 'কিয়ে অকুশল কহ মোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* অমঙ্গল। 'আব্বাসে স্বপন শুনি অকুশল হেন জানি।' *সুলতান*, ১৭০০।

অকুস্থল [আ ওয়াকুয়াত+স স্থল] *বি* ঘটনাস্থান। 'দারোগা সাহেব একপাল পুলিশসহ অকুস্থলে হাজির হইলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

অকুস্থান [আ ওয়াকুয়াত+স স্থান] *বি* ঘটনাস্থল। 'অকুস্থানে গমন করিয়া রিলিফের কাজ করিতে লাগিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

অকূপার [স] *ক্রিবিণ* অপরিসীমভাবে; তীব্রভাবে। 'দুর্ব্বহ বাড়ব বহ্নি বহে অকূপার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অকূল [স] **১** *বিণ* তীরহীন। 'নৌকা লয় অকূল সাগরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* সমুদ্র। 'ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না, অকূল পারে নে যাই তারে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৩** *বি* আশ্রয়হীন অবস্থা। 'কূল ত্যজে হে অকূলে ভাসি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭; 'আমার দিন কি যাবে এই হালে আমি পড়ে আছি অকূলে।' *লালন*, ১৮৯০। **৪** *বি* যার কোনো আশ্রয় নেই। 'সুখ দুঃখ মাঝে দোলে, নিবিড় আঁধারে, অকূলে না কূল পায়, দারুণ শৃঙ্খল পায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৫** *বিণ* সীমাহীন। 'গাও রে আজি নিশীথ-রাতে অকূল-পাড়ির আনন্দগান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৬** *বি* অপার ভুবন। 'চলবি ছুটে অকূল পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৭** *বি* অপার শূন্য জগৎ। 'আশমানে তারা চায় – চলে আয় এ অকূল।' *নজরুল*, ১৯২৬। **৮** *বি* জানা নেই এমন স্থান। 'সকালের রূঢ় রৌদ্রে ডুবে যেত কোন অকূলে।' *জীবন*, ১৯৪২।

অকূলতা [স] *বি* কূলহীনতা। 'দৃশ্যবিহীন অকূলতায় খোলে জলের জটা।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

অকূলপাথার [স অকূল+স প্রান্তর>] **১** *বি* মহাবিপদ। 'অবশেষে অকূলপাথারে পড়িয়া দুকূল হারান।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* অসীম সমুদ্র। 'মন্ত্রীটা মরুক ডুবে অকূল পাথারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

অকূলসমুদ্র [স] *বি* মহাসঙ্কট। 'বদ্ধহস্তপদ হইয়া একেবারে অকূলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অকূলের পতি [স অকূল>+স পতি>] *বি* বিপদে ত্রাণকর্তা। 'লালন কয় অকূলের পতি কে বলবে তোমায়।' *লালন*, ১৮৯০।

অকৃত [স] *বিণ* অনিষ্পন্ন। 'তাহাতে কোন প্রকার দুষ্কর্ম্ম অকৃত থাকিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

অকৃতকর্ম [স] *বি* করা হয়নি এমন কাজ। 'প্রথম বয়সের সমস্ত অকৃতকর্মের বকেয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অকৃতকর্মা [স] *বিণ* অপটু। 'ছেলেটা অকৃতকর্মা।' *অবন*, ১৯২৫।

অকৃতকাম [স] *বিণ* অসফল। 'ম্যান্ডারিনরাও এ প্রভাবের অনতিক্রম্যতা অস্বীকারে অকৃতকাম।' *শিব*, ১৯৭৩।

অকৃতকার্য [স] *বিণ* ব্যর্থ। 'বাপ অকৃতকার্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অকৃতকার্যতা [স] *বি* ব্যর্থতা। 'ক্ষতি বা অকৃতকার্যতা ভয়ের বিষয় নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

অকৃতকীর্তি [স] *বিণ* কৃতী নয় এমন। 'সেখানকার অখ্যাতনামা অকৃতকীর্তি লোকরা তাদের সর্বাপেক্ষা পরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অকৃতদার [স] *বিণ* অবিবাহিত। 'আমি অকৃতদার।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অকৃতবিদ্য [স] *বিণ* অশিক্ষিত। *দর্পণ*, ১৮২০।

অকৃতবেশা [স] *বিণ স্ত্রী* সুসজ্জিত নয় এমন। 'অকৃতবেশা, অসংস্কৃতা মেয়েলি ছড়াগুলি দাঁড় করাইয়া দিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অকৃতাপরাধ [স অকৃত-অপরাধ] *বি* করা হয়নি এমন অপরাধ। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহার কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অকৃতার্থ [স অকৃত-অর্থ] **১** *বিণ* অসফল। 'পৃথিবীতে শত শত অকৃতার্থ জীবন পরম দুঃখে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* ব্যর্থ। 'এইজন্য পৃথিবীতে অনেক পুরুষ অকৃতার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বিণ* অকৃতকার্য। 'নিজগুণেই অকৃতার্থ হতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

অকৃতার্থতা [স] *বি* অসাফল্য। 'আমাদের দেশে এই অকৃতার্থতার কি একটা কারণ নয় মেয়েরাই?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অকৃতজ্ঞ [স] *বিণ* উপকারীর উপকার স্বীকার করে না এমন। 'আমায় নিতান্ত স্বার্থপর ও যার পর নাই অকৃতজ্ঞ ভাবিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অকৃতজ্ঞতা [স] *বি* কৃতজ্ঞতাহীনতা। 'তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়াছ, এবং ... অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অকৃতি [স অকৃতী] **১** *বিণ* অযোগ্য। 'অকৃতি অবোধ অতি নাই কিছু জ্ঞান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* অসমর্থ। 'অকৃতি সহোদর কৃতি সহোদরের শ্রমার্জ্জিত ধনের অংশী হয়েন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অকৃতিত্ব [স] *বি* কৃতিত্ব নেই এমন অবস্থা; অযোগ্যতা। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'স্ত্রী এই উক্তিতে তাঁহার অকৃতিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

অকৃতী [স] *বিণ* অযোগ্য। 'ঐ অকৃতী ভ্রাতা যদ্যপি কোন বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিতেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অকৃত্রিম [স] **১** *বিণ* খাঁটি। 'চতুর্দিকে অকৃত্রিম স্বর্ণরচিত ঝালর।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* আন্তরিক। 'অকৃত্রিম অনুরাগের দৃঢ়তর প্রমাণস্বরূপ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অকৃত্রিমতা [স] *বি* খাঁটিত্ব। 'আমার ভিতরকার সত্য যথোচিত শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিমতার সঙ্গে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অকৃপণ [স] **১** *বিণ* উদার। 'অনেক দেছেন যিনি মানবেরে অকৃপণ করে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বিণ* পর্যাপ্ত। 'শিক্ষাবিস্তারের ... অকৃপণ

অধ্যবসায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অকৃপণবর্ষণ [স] *বি* অবাধে বর্ষণ। 'অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

অকৃপণা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* উদার। 'অকৃপণা কবিপ্রতিভা তাহার প্রতিও অজস্র কল্পনাবর্ষণ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ স্ত্রী* কম প্রতিকূল। 'যেসব দেশে প্রকৃতি ইউরোপের চেয়ে অকৃপণা ...।' *সবুজ*, ১৯২০।

অকৃপা [স] *বি* নির্দয় ব্যবহার। 'বসিল রুষিয়া তাহারে অকৃপা করি।' *ভারত*, ১৭৬০।

অকৃষক [স] **১** *বি* যে কৃষিকাজের সাথে জড়িত নয়। 'কৃষকের জোত অকৃষকে কিনতে পারবে কি না।' *প্রমথ*, ১৯১৯। **২** *বিণ* কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত নয় এমন। 'লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অকৃষক পরিবারের কথা উল্লেখ করিয়াছি।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

অকৃষ্ট [স] *বিণ* চাষ করা হয়নি এমন। 'এই এক নূতন ও অকৃষ্ট ক্ষেত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অকৃষ্ণ [স] **১** *বিণ* কালো নয় এমন। 'দেহকান্ত্যে হয় তিঁহো অকৃষ্ণবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* হলুদ। 'অকৃষ্ণ বরণে কহি পীতবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* নিষ্কলঙ্ক। 'অকৃষ্ণ শান্তনুতনয়।' *কালীপ্র*, ১৮৬৬।

অকেজুয়া [স অকার্য>] *বিণ* অকাজের। 'এমন স্থূল ও অলস উদর, যে নিতান্ত অকেজুয়া।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অকেজো [স অকার্য>] **১** *বিণ* কাজে লাগে না এমন। 'ভগবান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলই অকেজো।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বিণ* অকর্মণ্য। 'কেজো ক্রমে হচ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাশ ঠেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অ-কেতাবী [অ+আ কিতাব>] *বিণ* পুঁথিগত নয় এমন। 'বলবীর কায়দাও অ-কেতাবী।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

অকৈতব [স] *বিণ* অকপট। 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অকোপ [স] *বিণ* শান্ত। 'অকোপ হঁআঁ মোর আবথা দেখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অকোপন [স] *বিণ* সহসা ক্রুদ্ধ হয় না এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অকৌশল [স] **১** *বি* বিবাদ। 'এইরূপে দুইজনে হল অকৌশল।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* অদক্ষতা। 'এই অকৌশলের সত্বর সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

অক্কা [ফা আকা] *বি* মৃত্যু। **অক্কা পাওয়া** *ক্রি* মারা যাওয়া। 'ধাক্কা খেয়ে অক্কা পেয়ে, যেতে হবে কলের ঘাটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অক্টেভ [ই] *বি* (সংগীত) অষ্টস্বর; এক 'সা' থেকে আরেক 'সা' পর্যন্ত আটটি স্বর। 'আমার অক্টেভ নীচের দিকেই বা কতদূর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অক্টোপাশ, অক্টোপাস [ই] **১** *বি* আট বাহুওয়ালা সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ। 'ভিতরকার চেহারা দেখতে পাই কুৎসিত অক্টোপাস জন্তুর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪; 'চায়ের পেয়ালায় হাত দেবার পূর্বেই অক্টোপাশের পঞ্চপাশ খসে গেল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বি* দৃঢ় বন্ধন। 'কী ভীষণ অক্টোপাশে মনে হয় গিয়েছি জড়িয়ে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

অক্টোপাশ-বন্ধন [ই অক্টোপাশ+স বন্ধন] *বি* সহজে মুক্ত হওয়া যায় না এমন বন্ধন। 'বেশী করে অক্টোপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অক্টোবর, অক্তোবর [ই] *বি* খ্রিস্টাব্দের দশম মাস। '২১ অক্টোবর ১৮২০।' *দর্পণ*, ১৮২০; '১ অক্তোবর তারিখে এক বৈঠক হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৯। *দ্র* **অক্তবর**

অক্ত [আ ওয়াক্‌ত] *বি* বেলা। 'ইচ্ছাগতে পঞ্চ অক্ত নামাজ তরফে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

-অক্ত [স] *বিণ* লিপ্ত। 'তৈলাক্ত [তৈল-অক্ত]।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অক্রিয় [স] *বিণ* নিষ্ক্রিয়। 'পর্বত বা সরোবর বিরাজ করে অক্রিয় অর্থাৎ প্যাসিভভাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অক্রূর [স] *বিণ* সরল; অকুটিল। 'অক্রূর-যানের [ভাগবত] শ্লোক পঢ়িয়া পঢ়িয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অক্রূরযান [স] *বি* ভাগবত (সোজা পথ অর্থে)। 'অক্রূরযানের শ্লোক পঢ়িয়া পঢ়িয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অক্রেয় [স] *বিণ* দুর্মূল্য; মহার্ঘ। 'যখন যে বস্তু অধিক মূল্যে কিনিতে হয়, তখন তাহাকে মহার্ঘ বা অক্রেয় বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অক্রোধ [স] **১** *বিণ* ক্রোধহীন। 'অক্রোধ পরমানন্দ মোর গৌর হরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ক্রোধহীনতা। 'অক্রোধে যে স্বামী সেবা করে, সেই স্ত্রী ভর্ত্তার ধর্ম্মভাগিনী ও হৃদয়ঙ্গমা হয়।' *স্ত্রীশিক্ষা*, ১৮২২।

অক্রোধন [স] *বিণ* ক্রুদ্ধস্বভাব নয় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অক্লান্ত [স] **১** *বিণ* ক্লান্ত নয় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'তোমারে প্রণমি আমি হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল, অক্লান্ত অম্লান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* অপার। 'তোমা-মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৩** *বিণ* বিরতিহীন। 'দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বিণ* অসীম। 'অক্লান্ত বিস্ময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'সর্বত্র অক্লান্ত শ্রমে। স্বপ্নের মৃণালে মুখ তার।' *শামসুর*, ১৯৫৯। **৫** *বিণ* নিরলস। 'তাই নিয়ে গবেষণা চলে অক্লান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অক্লান্তকর্মা [স] *বিণ* পরিশ্রমে ক্লান্তি নেই এমন। 'একজন ধীর অক্লান্তকর্মা লোক চাই।' *তারা*, ১৯৫৩।

অক্লান্তকর্মী [স] *বিণ* নিরলস কর্মদক্ষ। 'প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দুঃসাহসী, অক্লান্তকর্মী সর্বত্যাগী সংগ্রামী মানুষ বিদ্যাসাগরের।' *শরীফ*, ১৯৭০।

অক্লান্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* ক্লান্তিহীনভাবে। 'অক্লান্তভাবে প্রভুর গৃহে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

অক্লিষ্ট [স] *বিণ* ক্লান্তিহীন। 'তিনি অক্লিষ্ট অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অক্লিষ্টকর্মা, অক্লিষ্টকর্ম্মা [স] *বিণ* অনায়াসে কর্মসম্পাদনকারী। 'সেই মহাবল পরাক্রান্ত অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে অবগত হইতে সমর্থ হও নাই।' *কালীপ্র*, ১৮৬৬।

অক্লেশ [স] *বি* অনায়াস। **অক্লেশে** *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'দাদনীর টাকা অক্লেশে ফিরিয়া দিতে পারে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অক্ষ [স] **১** *বি* চক্ষু। 'কুম্ভকার চক্র যেন ঘুরে দুই অক্ষ।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* রুদ্রাক্ষের মালা। 'অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'হেরিবে তাহার অক্ষরাজিতে তোমারি সে নামমালা।' *মোহিত*, ১৯৪০। **৩** *বি* পাশাখেলা। 'পট্টমহিষীর সহিত অক্ষক্রীড়া করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৪** *বি* বিষুবরেখা থেকে মেরুর দিকে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব। 'ম্যাপে ... অক্ষ ও দ্রাঘিমা দেওয়া

আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

অক্ষক্রীড়া [স] *বি* পাশাখেলা। 'পট্টমহিষীর সহিত অক্ষক্রীড়া করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অক্ষবাট [স] *বি* কুস্তির আখড়া। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অক্ষবিদ্যা [স] *বি* পাশাখেলা। 'কুক্ষণে শিখিলা পাপ অক্ষবিদ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

অক্ষবিন্দু [স] *বি* চোখের তারা। 'সেই অক্ষবিন্দুতে দেখলুম প্রতিবিম্বিত হচ্ছে বহুজনের মুখ।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অক্ষমালা [স] *বি* রুদ্রাক্ষের মালা। 'বাঘছাল, অক্ষমালা, বিভূতি কলাপ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

অক্ষসূত্র [স] *বি* রুদ্রাক্ষের মালা। 'অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী।' *ভারত*, ১৭৬০।

অক্ষহার [স] *বি* রুদ্রাক্ষের মালা। 'অঙ্গে পরিব গৈরিক বাস, গলায় অক্ষহার।' *জসীম*, ১৯২৯।

অক্ষটি [স আখেটক] *বি* ব্যাধ; শিকারি। 'ধরিয়া অক্ষটি তার বধিল জিবন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অক্ষণ [স] *বি* অসময়। 'অদ্য অদিনে, অক্ষণে, তাহাকে কন্যাচতুষ্টয় প্রদান করিবে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অক্ষত [স] ১ *বিণ* পূর্ণ। 'অক্ষত যৌবন মোর বধু রূপবতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* কোনো রকম ক্ষত নেই এমন। 'বালক অক্ষত শরীরে গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* আতপ চাল। 'দধিপাত্র, ফল, পুষ্প ও অক্ষত ইত্যাদি যাবতীয় মঙ্গলজনক দ্যব্যসামগ্রী হস্তে করিয়া উপস্থিত হইলেন।' *কালীপ্র*, ১৮৬৬।

অক্ষতদেহ [স] *বিণ* অবিকৃত অবস্থা এমন। 'তোমার ইসলামকে অক্ষতদেহ উন্নত-শির করে রাখো।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অক্ষতযুনি [স অক্ষতযোনি] *বিণ স্ত্রী* যৌনসঙ্গম হয়নি এমন। 'পুর্ব্বে অক্ষত যুনি আছিল জে মত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অক্ষতযোনি [স] ১ *বি স্ত্রী* যৌনসঙ্গম হয়নি এমন শারীরিক অবস্থা। 'হইল অক্ষত যোনি ঋষির বচনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* যে বিবাহিত নারীর যৌনসঙ্গম হয়নি। 'অক্ষতযোনি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অক্ষবাট *দ্র* **অক্ষ**

অক্ষবিদ্যা *দ্র* **অক্ষ**

অক্ষম [স] ১ *বিণ* অসমর্থ। 'তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনে অক্ষম হইলাম।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* কর্মক্ষমতাহীন। 'যৎকালে সন্তান নিতান্ত নিরুপায় ও অত্যন্ত অক্ষম থাকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৩ *বিণ* অনুপযুক্ত। 'মুসলমান ছাত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে অক্ষম।' *প্রচারক*, ১৯০৩। ৪ *বিণ* অদক্ষ। 'অক্ষম কেরানী বা চাকুরিয়া সৃষ্টি।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪। ৫ *বিণ* চলাচলের অযোগ্য। 'সেই দেশে অক্ষম জাহাজ ...।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

অক্ষমতম [স] *বিণ* অতি অক্ষম। 'সে অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অক্ষমণীয় [স] *বিণ* ক্ষমার অযোগ্য। 'বাইরে প্রকাশ করে দেওয়ার যে দুর্বার লজ্জা আর অক্ষমণীয় অপমান ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

অক্ষমতা [স] ১ *বি* অসামর্থ্য। 'বাবুর অক্ষমতা প্রযুক্ত ইহাদের উপকার করিলেন না।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* অযোগ্যতা। 'দাক্ষায়ণী মনে করিতেন সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অক্ষমতাবশত [স] *ক্রিবিণ* অপারগতাবশত। 'রচনার অক্ষমতাবশত লোকসাধারণের চটক লাগাইবার অভিপ্রায়ে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

অক্ষমা[১] [স ক্ষমা>] ১ *বি* ক্রোধ। 'না কর অক্ষমা দুত স্থির কর মন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অসহিষ্ণুতা। 'আট মাসে রামা মনেতে অক্ষমা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

অক্ষমা[২] [স ক্ষম>] *বিণ স্ত্রী* অপটু। '... নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অক্ষমালা *দ্র* **অক্ষ**

অক্ষয় [স] ১ *বিণ* ক্ষয়হীন। 'বিষ্ণুভক্তি-আশীর্বাদ অক্ষয় অব্যয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* চিরস্থায়ী। 'চন্দ্রশেখরকে অক্ষয় সম্পত্তি দিয়া কহিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অক্ষয়তৃতীয়া [স] *বি* হিন্দুদের ব্রতবিশেষ। 'অক্ষয়তৃতীয়া, অঘোরচতুর্দশী ... ব্রত তিথিমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য।' *অবন*, ১৯১৯।

অক্ষয়বট [স] *বি* বহুকাল বেঁচে থাকে এমন বটবৃক্ষ। 'তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপন করিয়া গিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'এইসব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয়বট।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অক্ষয়ভাণ্ডার [স অক্ষয়+স ভাণ্ডাগার] *বি* অফুরন্ত ভাণ্ডার। 'প্রকৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার হইতেই ... আহরিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অক্ষয়মালা [স] *বি* রুদ্রাক্ষের মালা। 'দিল দক্ষ অক্ষয়মালা হাতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অক্ষর [স] ১ *বি* বর্ণ। 'অল্পদিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* কথা। 'অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* হাতের লেখা। 'বলে প্রিয়ে নহে পত্র আমার অক্ষর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* রচনা। 'সাধুর অক্ষর ভিনক্রি ছন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* চিঠি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৬ *বি* ছাপার হরফ; টাইপ। 'এতদ্দেশীয় ভাষা ও অক্ষরে প্রস্তুত করা।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৭ *বি* আত্মা। 'যখন প্রাকৃত গুণ সকলকে নিন্দা করিয়া পরব্রহ্মের অনুসরণ পূর্ব্বক পরমাত্মাতে মিলিত হয়েন, তখনই তাকে অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করা যায়।' *কালীপ্র*, ১৮৬৬। ৮ *বি* জিভের এক প্রয়াসে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা যায়; মাত্রা। 'বাস্তবিক ধরিতে গেলে রামপ্রসাদের ছন্দেও আটটির অধিক অক্ষর নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অক্ষরচিহ্নিত [স] *বিণ* যে ধ্বনির লিখিত বর্ণ আছে; লিখিত ধ্বনি। 'কানে শোনার দিক থেকে প্রতিটি অক্ষরচিহ্নিত ধ্বনি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট।' *শিব*, ১৯৫০।

অক্ষরচ্ছন্দ [স] *বি* শব্দ বিন্যাসের রীতি। 'ঐ পত্রের অক্ষরচ্ছন্দ এবং উত্তম বিন্যাস দ্বারা বোধ হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অক্ষরজীবী [স] *বি* লিপিকর; হরফ-সংযোজনকারী; কম্পোজিটর। 'একজন অক্ষরজীবীর আবশ্যক স্থলে সহস্র ব্যক্তি আসিয়া আবেদন পত্র অর্পণ করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

অক্ষরজ্ঞানহীন [স] *বিণ* নিরক্ষর। 'অনেক অক্ষরজ্ঞানহীন মেয়েও বেশ দু'পয়সা আয় করতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অক্ষরডম্বর [স] *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ ছন্দবিশিষ্ট। 'তাঁর অভিভাষণের ভাষা যে অক্ষর-ডম্বর এ কথা ... স্বয়ং বাণভট্ট স্বীকার করতেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অক্ষরতন্ত্র [স] *বি* লিখনপদ্ধতি। 'অক্ষরহীন মনুষ্য-প্রজাতি ...

অক্ষর-তন্ত্রের উদ্ভাবন করল।' *শিব*, ১৯৫৬।

অক্ষর-পরিচয় [স] *বি* বর্ণজ্ঞান। 'যাঁহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'অক্ষরপরিচয়ের ছাত্রী/ অভিমানে তাই ফোলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

অক্ষরপরিচয়প্রাপ্ত [স] *বিণ* সাক্ষর। 'অক্ষরপরিচয়প্রাপ্ত পাঠক-পাঠিকার অনুশীলনহীন ভোগসামর্থ্যের স্তরে নেমে এসে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

অক্ষরবিন্যাস [স] *বি* সুন্দরভাবে বর্ণ সাজিয়ে লেখা। 'এ ভুজঙ্গ-নির্ম্মোক নহে, ভূর্জ্জপত্রগত অক্ষরবিন্যাস।' *কালীপ্র*, ১৮৫৭।

অক্ষরমূর্তি [স] *বি* অক্ষররূপ মূর্তি। 'খাতার রেখাগুলো তারা চাইছে অক্ষরমূর্তিকে পেতে।' *অবন*, ১৯২৫।

অক্ষর-সংযোজন [স] *বি* ছাপার হরফ সাজানো; কম্পোজ করা। 'তিনি অক্ষর-সংযোজন ... স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অক্ষরহীন [স] *বিণ* অমুদ্রিত। 'অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিক পত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অক্ষরার্থ [স অক্ষর-অর্থ] *বি* তাৎপর্য। 'বিদূষক যখন জিজ্ঞাসা করিল, এই গানটির অক্ষরার্থ বুঝিলে কি?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অক্ষরে অক্ষরে **১** *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। 'সকল লোকেই যদি তাহাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *ক্রিবিণ* বর্ণে বর্ণে। 'এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগুনের ফোয়ারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* হুবহু। 'ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অক্ষাংশ [স অক্ষ+স অংশ] *বি* বিষুব রেখা থেকে মেরু পর্যন্ত কৌণিক দূরত্ব, যা সমান দূরত্ব জ্ঞাপক কল্পিত ৯০টি সমান্তরাল রেখা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। 'পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পরিমাণকে অক্ষাংশ কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

অক্ষার লবণ [স] *বি* সৈন্ধব লবণ। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অক্ষি [স] *বি* চক্ষু। 'আপন২ অক্ষিপাত দ্বারা তাহার মর্ম্ম বোধ করিতে সক্ষম হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অক্ষিগোলক [স] *বি* যে গোলাকার প্রত্যঙ্গ নিয়ে চোখ গঠিত। 'অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশকে চক্ষুর তারা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অক্ষিপক্ষ্ম [স] *বি* চোখের পাতার লোম। 'তবু অক্ষিপক্ষ্ম নিরুদ্যম।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

অক্ষিপাত [স] *বি* দৃষ্টিক্ষেপ। 'আপন২ অক্ষিপাত দ্বারা তাহার মর্ম্ম বোধ করিতে সক্ষম হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অক্ষিহাঁস *বি* অক্ষিরূপ হাঁস। 'গ্রাস করো হে ক্ষীরোদা অক্ষিহাঁস আঁধারে সরসী।' *শক্তি*, ১৯৬১।

অক্ষীণ [স] *বিণ* সবল। 'অক্ষীণ গোত্রের রাজা পিতা মোর মহাতেজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অক্ষুণ্ন [স] **১** *বিণ* অচর্চিত। 'জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* অটুট। 'তবু অবিরত ... অক্ষুণ্ন প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **৩** *বিণ* বজায়; অব্যাহত। 'হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম সমাজ অক্ষুণ্ন রাখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অক্ষুব্ধ [স] **১** *বিণ* ক্ষোভশূন্য। 'সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪। **২** *বিণ* নিস্তরঙ্গ। 'অবকাশ এবং অক্ষুব্ধ শান্তির মধ্যে বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরে ... পরিণত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অক্ষুব্ধচিত্ত [স] *বি* ক্ষোভহীন হৃদয়। **অক্ষুব্ধচিত্তে** *ক্রিবিণ* ক্ষোভশূন্য হৃদয়ে। 'সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'একদিন স্থিরভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে ভালোমন্দ-বিচারের সময় আসিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অক্ষেমা [স] **১** *বি* অধৈর্য। 'অষ্টমাসে রামা মনেতে অক্ষেমা ঘন মুখে উঠে হাই।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বিণ* বিষণ্ন। 'তোমাকে অক্ষেমা দেখি চিত্ত স্থির নাই।' *হেয়াত*, ১৮০০।

অক্ষোভ [স] *বিণ* ক্ষোভহীন। 'বৃক্ষে বৃক্ষ নিবারএ অক্ষোভ স্বরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অক্ষোভ্য [স] *বিণ* নিস্তরঙ্গ। 'অক্ষোভ্য জলধি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অক্ষৌহিণী [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) ২,১৮,৭০০ জন সৈন্যের দল। 'মহা সাহসিক মণি পঞ্চদশ অক্ষৌহিণী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* অসংখ্য। 'ত্র্যম্বক-পিনাকে তব শঙ্কাকুল ছিল সদা শক্র অক্ষৌহিণী।' *হেম*, ১৮৭০।

অক্সিজেন [ই] *বি* একটি মৌলিক গ্যাস; অম্লজান। 'অক্সিজেন বাষ্প সংযোগে দেহের উত্তাপ রক্ষা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অক্সিজেন বাষ্প *বি* অক্সিজেন নামক গ্যাস। 'বাতাসে অক্সিজেন বাষ্প যে আছে এ তাঁরা জানতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অখণ্ড [স] **১** *বিণ* গোটা। 'পণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* প্রবল। 'কামরস অখণ্ডরস কর অনুমান।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বিণ* অপরিবর্তিত। 'যেদেশের যেই নীতি অখণ্ড রাখিলা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'তাহার ভূরি ভূরি অখণ্ড নিদর্শন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৫** *বিণ* ভাঙা নয় এমন। 'বোতলের মধ্যে অখণ্ড শুণ্ড প্রবেশিত করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৬** *বিণ* পুরোপুরি। 'সে একাকী, অখণ্ডসম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্‌বিগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৭** *বিণ* সম্মিলিত। 'যে মিলন আমাদের সমস্ত দেশের অখণ্ড ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৮** *বিণ* নিখুঁত। 'নিখিলের সব ভাষা মিলে গেছে অখণ্ড সংগীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৯** *বিণ* পরিপূর্ণ। 'নাগরিকরা যাহাতে পূর্ণ মর্য্যাদা ও অখণ্ড শান্তির সহিত স্বদেশে স্বগৃহে বাস করিতে পারেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

অখণ্ডতা [স] *বি* সমগ্রতা। 'পরিবারের দৃঢ়তা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অখণ্ডত্ব [স] *বি* সমগ্রতা। 'আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অখণ্ডন [স] *বিণ* রচিত। 'হাসিয়া কহেন রায় মধুর বচন আমার কৃপায় গীত হবে অখণ্ডন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অখণ্ডনীয় [স] **১** *বিণ* অপরিবর্তনীয়। 'এই অখণ্ডনীয় নিয়মের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে ... কত দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* অকাট্য। 'আপনার সিদ্ধান্তকে অখণ্ডনীয় ও অন্যের সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অখণ্ডসত্য [স] *বি* পূর্ণসত্য। 'যে জ্ঞানের দ্বারা এক অখণ্ডসত্য লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অখণ্ডিত [স] ১ *বিণ* অকাট্য। 'কখন কখন অখণ্ডিত প্রমাণের দ্বারা লজ্জাতে পড়ে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* জোড়া লাগানো। 'কোনও কোনও পশুর খুর অখণ্ডিত অর্থাৎ জোড়া।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বিণ* অটুট। 'বাঁশঝাড়ের নীরবতা এবার অখণ্ডিত থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অখন [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এখন। 'মনের বাঞ্ছিত মোর পুরিব অখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অখন তাগাতে *ক্রিবিণ* এখন থেকে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অখনে *ক্রিবিণ* এক্ষণে। 'অখনে হইল পদ্মার অষ্ট যে কুমার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অখনেহ *ক্রিবিণ* এখনও। 'অখনেহ গুনী বিচারিলে জ্ঞান পাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অখল [স] ১ *বি* সরল যে। 'না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* অকপট। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বালকের অখল হৃদয়ে আমিও করেছি আরাধন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

অখলা [স] *বিণ* স্ত্রী সরল। 'হাম সে অবলা হৃদয় অখলা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

অখাত [স] *বি* উপসাগর। 'যে সাগরের অংশ ভূমির মধ্যে অধিক দূরে প্রবেশ করে তাহাকে অখাত কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

অখাদ্য [স] ১ *বি* খাওয়ার উপযোগী নয় এমন দ্রব্য। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'অন্যের অখাদ্য, বা ভোজনাবশেষ যাহা কিছু থাকিত বউ তাহাই খাইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ২ *বি* নিষিদ্ধ খাবার। 'বরং যাহা অখাদ্য, যথা বরাহ।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

অখাদ্যি [স অখাদ্য] *বি* কুখাদ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অখিল [স] ১ *বিণ* সমগ্র। 'সকল শ্রীজিলে তুমি অখিল সংসার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* জগৎ। 'অখিলের সার প্রভু গৌর চিন্তামণি।' *জ্ঞান*, ১৬০০। ৩ *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'অকিঞ্চন অনেক অখিল ভরে দি।' *শিবায়ন*, ১৭৫০। ৪ *বিণ* প্রচণ্ড। 'অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অখিলপতি [স] *বি* ঈশ্বর। 'সৃজিল অখিলপতি, যত ইতি নারী জাতি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

অখিলপ্রিয় [স] *বিণ* সর্বজনপ্রিয়। 'কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর তানে।' *কৃষ্ণচন্দ্র*, ১৮৬১।

অখৃস্ট [অ+ই ক্রাইস্ট] *বিণ* খ্রিস্টধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসারী। 'অখৃস্ট লোকদের নীতির বিরুদ্ধে এই তাঁর প্রধান যুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অখৃস্টান, অখৃষ্টান [অ+ই ক্রিশ্চিয়ান>] *বিণ* খ্রিস্টধর্মের অনুসারী নয় এমন। 'তাঁরাই অখৃষ্টান দেশবাসীদের পরিচালিত করছেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

অখেম [স অক্ষম] *বিণ* অক্ষম। 'এ জন্য শ্রীচরন দরসন করিতে জাইতে অখেম হইলাম।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৫।

অখেমা [স অক্ষমা] *বিণ* অক্লান্ত। 'ক্ষমাশীল চিত্ত ধর্ম কর্মেত অখেমা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অখেলাফতি, অখেলাফতী [অ+আ খিলাফত>] *বিণ* খেলাফত চায় না এমন; খেলাফত আন্দোলনের সমর্থক নয় এমন। 'অখেলাফতী নেতৃবৃন্দের এক সভা আহূত হইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

অখোশাল [অ+ফা খুশহাল] *বিণ* অসন্তুষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অখ্যাত [স] ১ *বি* নিন্দা। 'গুরুর দোহাই স্বরে না কর অখ্যাত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* প্রসিদ্ধ নয় এমন। 'অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* অজ্ঞাত। 'মম অখ্যাত তিমিরতলে এসো গৌরব নিশীথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অখ্যাতকুলশীল [স] *বি* সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি। 'অখ্যাতকুলশীলের ভাগ্যে লেখা ছাপানোর সুযোগ আসত কালে-ভদ্রে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অখ্যাতনামা [স] *বিণ* খ্যাতি নেই এমন। 'সেখানকার অখ্যাতনামা অকৃতকীর্তি লোকরা তাদের সর্বাপেক্ষা পরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অখ্যাতি [স] *বি* দুর্নাম। 'কর কৃপাবলোকনে যেন লোকে না হয় অখ্যাতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অগ [স অগ্র] *বি* অগ্র। 'অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুছসি নাহা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

অগঙ্গ [স] *বিণ* গঙ্গাহীন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অগচ্ছিত [স] *বিণ* অন্যের উপর ন্যস্ত নয় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অগঠিত [স] *বিণ* গঠিত হয়নি এমন। 'কত অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদি যে সেই অগঠিত পদার্থরাশিমধ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অগড় [স আগার] *বি* বহন করার জন্য ব্যবহৃত খাটিয়াবিশেষ। 'অগড়ে করিয়া গরু আনা গেল।' *চিঠিপত্রে*, ১৭২২।

অগণতন্ত্র [স] *বি* গণতন্ত্রহীন অবস্থা। 'এখানে আসল প্রশ্ন হইতেছে গণতন্ত্রের সহিত অগণতন্ত্রের বিরোধ।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

অগণতান্ত্রিক [স] *বিণ* গণতন্ত্রবিরুদ্ধ। 'অগণতান্ত্রিক ও সাধারণ বুদ্ধিবহির্ভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫১।

অগণন [স] ১ *বিণ* গুনে শেষ করা যায় না এমন; অসংখ্য। 'বিহঙ্গ পতঙ্গ অগণন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* অপরিমেয়। 'গরুগণ অগণন দুগ্ধ দান করবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

অগণনীয় [স] *বিণ* অসংখ্য। 'গমন করিয়াছিলেন ... বহুতর অন্য অগণনীয় মহাশয়েরা।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অগণিত [স] *বিণ* অসংখ্য। 'প্রতিশৃঙ্গপক্ষ মৃগ লক্ষ লক্ষ পশুগণ অগণিত।' *কাশীরাম*, ১৬৫০।

অগণ্য [স] ১ *বিণ* অবজ্ঞাত। 'কুকর্ম করিয়া অগণ্য না হইয়া বরং মান্য হইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বিণ* অশেষ। 'অস্মদ্দেশীয় বিচক্ষণাগ্রগণ্য মান্য মহাশয়েরা অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *বিণ* অনেক। 'অতিশীঘ্র শিক্ষাকরণে অগণ্য ধন্যবাদ।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ৪ *বিণ* অত্যন্ত সাধারণ। 'লিনিয়স, অত্যন্ত দরিদ্র ও অগণ্য হইয়াও, অলোকসামান্য।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অগতি [স] ১ *বি* কোনো অবলম্বন নেই এমন ব্যক্তি। 'তুমি অগতির গতি বেদে বলে বিধাতার বিধি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* গতিহীন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অগত্যা [স] ১ *ক্রিবিণ* বাধ্য হয়ে। 'ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্য কেহ না ডাকে তবে অগত্যা তাহাতেই বিক্রয় করিতে হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *ক্রিবিণ* উপায়হীন হয়ে। 'তাঁহারদিগের মনোযোগাভাবে অগত্যা প্রার্থনা ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। ৩ *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'সে পাথরের মতো অগত্যা গড়াইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অগত্যাপ্রেরিত [স] *বিণ* বাধ্যতামূলকভাবে প্রেরিত। 'আনন্দহীন অগত্যাপ্রেরিত খাটুনিতে নিযুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অগথ [স অগস্ত্য] *বি* বকফুল গাছ। 'রকত চন্দন বন অগথ কপিথ সুন্দরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অগনৃতি [স অগণিত] *বিণ* অসংখ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অগভীর [স] *বিণ* কম গভীর। 'অগভীর একটা গোল জলাধার ধার করে আনতে হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অগম [স] **১** *বিণ* প্রবেশ-অসাধ্য। 'সকলেরি অগম – দুর্গম দুর্গ যেন!' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ* গমন করা যায় না এমন। 'অদৃশ্য অগম হিমাদ্রিশিখর হতে জাহ্নবীর সম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অগমতা [স] *বি* অমর্যাদা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অগমরুদ্ধ [স] *বিণ* ভেদ করা যায় না এমন; দুর্গম। 'সে তব অগমরুদ্ধ অনন্ত নীরব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অগম্য [স] **১** *বিণ* বোধের অতীত। 'অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বহির্ভূত। 'চিরজীবনের সুগভীর আনন্দ তাদের কল্পনার অতীত, ধারণার অগম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অগম্যা [স] *বি* যে নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম বিহিত নয়। **অগম্যাগমন** [স] *বি* যৌনসঙ্গম বিহিত নয় এমন নারীর সঙ্গে সঙ্গম। 'অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অগরু *দ্র* **অগুরু**[১]

অগস্ত্য [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) জনৈক প্রাচীন মুনি। 'শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন মলয়পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কলিকালে অগস্ত্য মুনি করিতেছেন কী?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বিণ* শেষ। 'সে ভাবে যে এই আমার অগস্ত্যযাত্রা ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৩** *বিণ* অনিঃশেষ। 'অনন্ত অগস্ত্য-তৃষ্ণাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার।' *নজরুল*, ১৯২৩। **৪** *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয়ে শরৎ ঋতুর শুরু হয়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

অগস্ত্যযাত্রা [স] *বি* যে যাত্রা থেকে কেউ ফিরে আসে না। 'সে ভাবে যে এই আমার অগস্ত্যযাত্রা ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

অগা [স অজ্ঞ] *বিণ* নির্বোধ। 'বাবুরাম অগা অতি হইয়াছে ভীমরথী।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'অগা চুঙ্গিওয়ালাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তুভিটার তোয়াক্কা করে না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

অগাদ [স অগাধ] *বিণ* অতল। 'অগাদ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অগাধ [স] **১** *বিণ* গভীর। 'পড়িনু অগাধ জলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* অসীম। 'চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* বিশাল। 'অপার সমুদ্র দেখী তরঙ্গ অগাধ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বিণ* অপরিমেয়। 'যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৫** *বিণ* গাঢ়। 'তুই বিছানার মধ্যে অগাধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৬** *বিণ* অন্তহীন। 'যেখানেতে অগাধ ছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অগাধ জলে পড়া *ক্রি* ভীষণ বিপদে পড়া। 'পড়িনু অগাধ জলে।' *জ্ঞানদাস*, ১৬০০; 'সে একেবারে অগাধ জলে পড়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অগাধ জলের মকর *বি* অতিশয় চালাক ব্যক্তি। 'রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে, অগাধ জলের মকর যেমন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অগান [অ+গান] *বি* সুর তাল লয় ঠিক নেই এমন গান; যা গান হয়নি। 'তা সে গান অগান যাই হোক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অগার [স আগার] *বি* ঘর। 'দোহাই রাজার, লুঠিলি অগার, ধরিয়া খাইলি জাতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

অগিহর [স অগ্নিগৃহ] *বি* আগুনের আধার। 'বিনতি করএো সহিলোলিনি রে মোহি দেহে অগিহর সাজি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অগীত [স] *বিণ* গাওয়া হয়নি এমন। 'তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি সকল অগীত সংগীতগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অগুণ [স] **১** *বি* ক্ষতি। 'কিবা তার কৈলোঁ অগুণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অকল্যাণ। 'বিদ্যার দ্বারা অর্জিত গুণ কদাপি অগুণ কারক নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* গুণহীন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। **৪** *বি* দোষ। 'এমন কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করেছে যে তাহারা ... অশেষবিধ অগুণের আধার হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

অগুণকারক [স] *বিণ* অকল্যাণকর। 'বিদ্যার দ্বারা অর্জিত গুণ কদাপি অগুণকারক নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অগুণকারী [স] *বিণ* অকল্যাণকর। 'সাধুসঙ্গ যেমন গুণকারী, অসাধুসঙ্গ তেমনি অগুণকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অগুনতি [স অগণিত] *বিণ* গুনে শেষ করা যায় না এমন। 'পৃথিবীতে রোজ বুঝি অগুনতি ছেলেমেয়ে জন্মাচ্ছে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অগুন্তি [স অগণিত] *বিণ* অসংখ্য; গুনে শেষ করা যায় না এমন। 'ঝুড়ি ভ'রে জমা হল ভোজ্য অগুন্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অগুরু[১], **অগরু, অগুরা, অগোর, অগৌর** [স অগুরু] *বি* সুগন্ধিবিশেষ; কৃষ্ণচন্দন কাঠ। 'লক্ষনা লেপিছে গায় অগোর চন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'দেখিলাম অপরূপ সুগন্ধি অগৌর ধূপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'অগরুচন্দন চুয়া আছে কি পাইতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'জায়ফল অগুরা প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য এই স্থান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

অগুরু[২] [স] *বিণ* গুরুত্বহীন। 'সেথা কি অগুরু গর্ভে সুকুমারী কোনও নীহারিকা ... আগন্তুক দৈবেরে বহে না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

অগুসারা [স অগ্রসর>] *ক্রি* উঠানো। 'বাম চরন অগুসারল দাহিন তেজইতে লাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অগে [ধ্বন্যা] *অব্য* ওগো। 'কি কহব অগে সখি মোর অগেয়ানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অগেয় [স] *বিণ* গাওয়া হয় না এমন। 'অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অগেয়ান [স অজ্ঞান] **১** *বিণ* মোহাচ্ছন্ন। 'চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর কেনে হইলে অগেয়ান।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* আত্মহারা। 'কুটিল প্রেমা অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অগেআনি [স অজ্ঞানী] *বিণ* জ্ঞানহীন। 'বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেআনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অগো [ধ্বন্যা] *সর্ব* হে। 'শুন শুন অগো কুসবালা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অগোচর [স] **১** *বিণ* অজানা। 'সভাএ আছএ নহে কাহে অগোচর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* অদৃশ্য। 'ব্রহ্মা অগোচর নাম সভাকার কানে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বিণ* ইন্দ্রিয়ের অতীত। 'অনেকের বুদ্ধির অগোচর যে ব্রহ্মজ্ঞান ...।' *গৌর*, ১৮২২। **৪** *বিণ* বহির্ভূত। 'আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অগোচরতা [স] *বি* অপ্রকাশ্যতা। 'তার আলোকহীন প্রদেশে বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অগোচরা [স] *বি স্ত্রী* ইন্দ্রিয় দিয়ে বোধগম্য নয় যে। 'ধরা দিল অগোচরা নব নব সুরে তানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

অগোচরে [স] *ক্রিবিণ* আড়ালে; গোপনে। 'অগোচরে দূরে থাকি

মেলি দশে পাঁচে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

অগোছাল, অগোছালো [অ+স গুচ্ছ>] **১** *বিণ* এলোমেলো। 'ঘর যদি অগোছাল রাখ ... সুখ লাভে সমর্থ হবে না।' *প্রমথ,* ১৯০৫। **২** *বিণ* অবিন্যস্ত। 'অগোছালো তার কুন্তলে যেন কালো মেঘ নামিয়াছে।' *আহসান,* ১৯৫০।

অগোনা [স অগণনীয়] *বিণ* অপরিমেয়। 'অরূপের লীলা অগোনা রূপের রেখায় রেখায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৬।

অগোর [স অঘোর] **১** *বিণ* মোহিত। 'হেরইতে গো ধনী মোর/ অব তিন ভুবন অগোর।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **২** *বিণ* অচেতন। 'দিবানিশি রহত অগোর।' *গোবিন্দ,* ১৬০০।

অগোরা [স অঘোর] *ক্রি* আচ্ছন্ন করা। 'পহিল বদরিসম পুন নবরঙ্গ/ দিন দিন অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

অগৌণ [স] **১** *বি* অবিলম্ব। *বঙ্গদূত,* ১৮২৯। **২** *বিণ* মুখ্য; প্রধান। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

অগৌণে [স] *ক্রিবিণ* অবিলম্বে। 'অনুমান করিতেছি পাঠশালা অগৌণেই খুলিবেন।' *বঙ্গদূত,* ১৮২৯।

অগৌর [স] *বিণ* গৌরবর্ণ বা ফর্সা নয় এমন। 'একবস্ত্রপরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী অগৌরবর্ণা স্ত্রী।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

অগৌরবর্ণা [স] *বিণ স্ত্রী* চেহারা গৌরবর্ণ বা ফর্সা নয় এমন। 'অবগুণ্ঠনবতী অগৌরবর্ণা স্ত্রীকে কোনো অংশেই আপনার সমযোগ্য জ্ঞান করিবেন না।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

অগৌরব [স] *বি* অখ্যাতি। 'বাঙ্গালীজাতির অগৌরব করা হইল।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫; 'মগ্ন হলেম আনন্দময় অগাধ অগৌরবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬।

অগৌরবকারক [স] *বিণ* অগৌরবের। 'অগৌরবকারক কার্য্যের বারণ।' *ক্যালগে,* ১৭৯৪।

অগৌরবজনক [স] *বিণ* অমর্যাদাকর। 'জীবাত্মার এত বেশি পীড়া নিতান্ত অন্যায় অসঙ্গত এবং অগৌরবজনক বলে মনে হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

অগৌরবা [স] *বি স্ত্রী* গৌরব নেই যার। 'অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথি।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৬।

অগ্গরদানি [স অগ্রদানী] *বি* ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। 'অগ্গরদানি ভিকিরির মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন।' *হুতোম,* ১৮৬১।

অগ্নি [স] **১** *বি* আগুন। 'হরি হরে মহাক্রুদ্ধ অগ্নি উপজিল।' *মালাধর,* ১৫০০। **২** *বি* (বাউল) কাম। 'হাওয়া ধর অগ্নি স্থির কর।' *লালন,* ১৮৯০। **৩** *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'আর্দ্রা – অগ্নি – সরমা – রোহিণী – বাণরাজা ...।' *জীবন,* ১৯৩০।

অগ্নিআভা [স] *বি* আগুনের দীপ্তি। 'অগ্নিআভার আকাশে বিচিত্র বর্ণোৎসব।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

অগ্নি-উচ্ছ্বাস [স] *বি* অগ্ন্যুৎপাত। 'ভূমিকম্প অগ্নি-উচ্ছ্বাস জলপ্লাবন তুষারসংহতি কালে কালে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

অগ্নি-উৎস [স] *বি* আগুনের উৎপত্তিস্থল। 'অগ্নি-উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮২।

অগ্নি-উৎসব [স] *বি* হিন্দু সমাজে দোল-উৎসবের আগের রাতে আগুন নিয়ে পালিত আচার। 'আজ আমাদের অগ্নি-উৎসবের রাত্রি।' *নজরুল,* ১৯৩১।

অগ্নি-উদ্‌গারী [স] *বিণ* আগুন বের করে এমন। 'এই অগ্নি-উদ্‌গারী নয়নেই যেন স্নেহের সুরধুনী।' *নজরুল,* ১৯২২।

অগ্নি-উল্কা [স] *বি* আগুনের গোলা। 'অগ্নি-উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

অগ্নি-ঋষি [স] *বি* আগুনতুল্য বাণী নিয়ে এসেছেন এমন ঋষি। 'অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে।' *নজরুল,* ১৯২২।

অগ্নিকটাক্ষ [স] *বি* তীক্ষ্ণ কটাক্ষ। 'ননির দিকে অগ্নি-কটাক্ষ ফেলিয়া চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

অগ্নিকটাহ [স] *বি* অগ্নিকুণ্ড। 'দিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে পর্বতের অগ্নিকটাহের আগুনে।' *বিভূতি,* ১৯৩৭।

অগ্নিকণা [স] *বি* আগুনের ফুলকি। 'সুচারু শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা।' *মাইকেল,* ১৮৫৯।

অগ্নিকবচ [স] *বি* অগ্নিরূপ কবচ। 'উগরিবে অগ্নি বিজয়বেণু/ অগ্নিকবচে আবরি তনু।' *অশ্বিনী,* ১৯২০।

অগ্নিকর [স] *বিণ* ক্ষুধাবর্ধক। 'শীতল সুস্বাদু অতি ফল অগ্নিকর।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

অগ্নিকাণ্ড [স] *বি* ধ্বংসলীলা। 'ভালোবাসিলে কি কেহ এমন অগ্নিকাণ্ড করিতে পারে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

অগ্নিকার্য [স] *বি* আগুন সংক্রান্ত কাজ। *বিদ্যা,* ১৮৬৪।

অগ্নিকুণ্ড [স] **১** *বি* আগুনের কুণ্ডলী। 'অগ্নিকুণ্ড জ্বালি রতি সতী হৈতে চায়।' *ভারত,* ১৭৬০। **২** *বি* জ্বলন্ত আগুনের গহ্বর। 'দেদীপ্যমান অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থবোধ করিতেছেন।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

অগ্নিকেতন [স] **১** *বি* লাল পতাকা। 'আমি অগ্নিকেতন উড়াই।' *নজরুল,* ১৯২২। **২** *বি* আগুন রূপ পতাকা। 'কেহ এসেছিল পতঙ্গসম অগ্নিকেতন ঘেরি।' *নজরুল,* ১৯৩৭।

অগ্নিকোণ [স] *বি* পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ। 'অগ্নিকোণে অঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, ... ইত্যাদি দেশ।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১০।

অগ্নিকোন [স অগ্নিকোণ] *বি* পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ। 'তপুকোন পুর্ব্বকোন এবং অগ্নিকোন।' *ওসাঁ,* ১৭৮৪।

অগ্নিকোষ [স] *বি* আগুনরূপ কোষ। 'ঊর্ধ্বের ডাক আনে/ স্পর্শের বেগ/ মোর অগ্নিকোষে।' *অমিয়,* ১৯৩৮।

অগ্নিক্রীড়া [স] *বি* আতশবাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠান। 'অগ্নিক্রীড়া অর্থাৎ নানাবিধ বাজি হইয়াছিল।' *দর্পণ,* ১৮২৬।

অগ্নিগর্ভ [স] **১** *বিণ* ভিতরে আগুন আছে এমন। 'অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৮। **২** *বিণ* বিক্ষুব্ধ; বিস্ফোরণোন্মুখ। 'সর্বত্র পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠিয়াছে।' *আজাদ,* ১৯৭১।

অগ্নিগিরি [স] *বি* আগ্নেয়গিরি। 'এ হৃদয় অগ্নিগিরি দহিতেছে ধীরি ধীরি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪।

অগ্নিগৃহ [স] *বি* যে গৃহে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। 'অগ্নিগৃহে যাও, পুত্রী, ডাকো পুরোহিতে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

অগ্নিঘোড়া [স অগ্নি+ঘোড়া] *বি* অগ্নিরূপ ঘোড়া। 'অগ্নিঘোড়ার খুরে যে পরায় জলের মতন নাল।' *জীবন,* ১৯৪৪।

অগ্নিচক্র [স] *বি* অগ্নিকুণ্ড। 'রবি আজ মধ্যাহ্নমার্তণ্ডের মতো অগ্নিচক্র হয়ে উঠেছি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

অগ্নিচক্ররাশি [স] *বি* চাকার মতো আগুনের পিণ্ডসমূহ। 'দিবানিশি

যার চারিপাশে ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অগ্নিচক্ষু [স] ১ *বিণ* রোষদৃষ্টিযুক্ত। 'অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূর্চ্ছি বুঝি পড়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* অগ্নিময় চোখ। 'ইঞ্জিনের অগ্নিচক্ষুর মতোই অদূরে দুটি চক্ষু জ্বলছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অগ্নিচাকা [স অগ্নিচক্র] *বি* আগুনের বৃত্ত। 'চক্ষু দুটি কাঁপছে রাগে যেমন দুটি অগ্নিচাকা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

অগ্নি-চোখ [স অগ্নি-চক্ষু] *বি* রাগান্বিত চোখ। 'ব্যাঘ্র-কপিশ অগ্নি-চোখের শ্বাপদ চাউনি আমাকে দাও।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

অগ্নিজঠর [স] *বি* অগ্নিগর্ভ। 'সূর্যের অগ্নিজঠরে পুনঃপ্রবেশ করে আত্মহত্যা করতে চাইবেন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অগ্নিজিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আগুন-জয়কারী। 'অপমানে যার সাজায় চিতা, সে যে বাহির হয়ে এল অগ্নিজিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অগ্নিজিভা [স অগ্নিজিহ্বা] *বি* অগ্নিশিখা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অগ্নিজিহ্ব [স] *বিণ* আগুনের মতো লেলিহান। 'ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অগ্নিজ্বালা [স] *বি* আগুনের মতো যন্ত্রণা। 'হৃদয়ের অগ্নিজ্বালা সব নিবে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অগ্নিজ্বালাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* আগুনের মতো জ্বালাময়। 'চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালাময়ী অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অগ্নিঝংকার [স] *বি* তীব্র অনুরণন। 'সুরের অগ্নিঝংকার যেন অবিরাম করাত চলার মতো শব্দ করতে লাগল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অগ্নিঝরা [স অগ্নি+ঝরা] *বিণ* প্রচণ্ড তাপ বর্ষণকারী। 'এখানে অগ্নিঝরা বৈশাখ নিদ্রাহীন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

অগ্নিঢালা [স অগ্নি+ঢালা] *বিণ* আগুন ঢেলে দিচ্ছে এমন। 'দীপ্ত জ্বালা অগ্নিঢালা সুধা জয়রস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অগ্নিতপ্ত [স] *বিণ* আগুনে উত্তপ্ত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'কিছুকাল অগ্নিতপ্ত ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অগ্নিতুল্য [স] *বিণ* আগুনের মতো। 'রেশমের মূল্য অগ্নিতুল্য হইয়া উঠিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অগ্নিতেজ [স] *বি* আগুনের শক্তি। 'যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অগ্নিতেজা [স] *বিণ স্ত্রী* আগুনের মতো তেজপূর্ণ। 'আগুনে সে প্রাণ সঁপেছে অগ্নিতেজা নিষ্কলুষ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

অগ্নিদগ্ধ [স] *বিণ* অগ্নিতে দগ্ধ। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অগ্নিদর [স অগ্নি+ফা দর] *বি* চড়া দাম। 'জিনিসের অগ্নিদর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অগ্নি-দহন [স] *বিণ* আগুনে দগ্ধ। 'পার হয়েছি অগ্নিদহন জ্বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অগ্নিদান [স] *বি* মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অগ্নি প্রজ্বালন। 'জননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানার্থ অগ্নিদান করে নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অগ্নিদাহ [স] ১ *বিণ* আগুনে পোড়া। 'অগ্নিদাহ ঘাএ যেন লাগিল লবণ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* অগ্নিকাণ্ড। 'অতি ভয়ানক অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অগ্নিদীক্ষা [স] *বি* কঠোর প্রতিজ্ঞা। 'সমস্ত দেশকে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত করে দেয়!' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অগ্নিদীপ্তি [স] *বি* আগুনের শিখা। 'আরো দূরে বনের তিমির দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত-মাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অগ্নিদৃষ্টি [স] *বি* ক্রুদ্ধ চাহনি। 'মুখের দিকে তাঁহার অগ্নিদৃষ্টি স্থির রাখিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অগ্নিদেবতা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ব্রহ্মা। 'আঁকো যমরাজ, অগ্নিদেবতা।' *অবন*, ১৯৪১।

অগ্নিদ্রব [স] *বিণ* আগুনে-গলানো। 'চাই না তোমার হাতে নির্দেশের অগ্নিদ্রব হয়ে/ মূল্যবান অলঙ্কার হতে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৭।

অগ্নিধনু [স] *বি* অগ্নিরূপ ধনু। 'করেতে লইব অগ্নিধনু মাথায় মা তোর পা।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

অগ্নিধারা [স] *বি* আগুনের প্রবাহ। 'বাঁধলে যে সুর তারায় তারায় অন্তবিহীন অগ্নিধারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অগ্নিনাগ [স] *বি* অগ্নিনিঃসারক কল্পিত সাপ। 'দলে দলে অগ্নিনাগ-নাগিনীর দল।' *নজরুল*, ১৯৩২।

অগ্নিনাগিনী [স অগ্নি+হি নাগিন>] *বি স্ত্রী* অগ্নিনিঃসারক কল্পিত সাপ। 'তোমাদের আদিমাতা অগ্নিনাগিনী আজ গগনতলে বেরিয়ে এসেছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অগ্নিনির্গম [স] *বি* আগুনের উদ্‌গিরণ। 'অগ্নিনির্গমের পূর্ব্বে ভূকম্পনের ন্যায়।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

অগ্নিনির্বাপণী [স] *বিণ* আগুন নেভায় এমন। 'অগ্নিনির্বাপণী শতসহস্র তীরের মতো পানির ধারা ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

অগ্নি-নিশান [স অগ্নি+ফা নিশান] *বি* অগ্নিময় পতাকা। 'আমার হাতের ধূমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অগ্নিনিশ্বাস [স] *বি* উষ্ণ নিশ্বাস। 'কখনো ছাড়লে অগ্নিনিশ্বাস, কখনো ঝরালে জলপ্রপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অগ্নিপক্ব [স] *বিণ* আগুনে সিদ্ধ করা হয়েছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অগ্নিপন্থী [স অগ্নি+হি পন্থী] *বিণ* বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত। 'অগ্নিপন্থী দলেরই নামকরা দু-চার জনকে জানি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অগ্নিপরিধি [স] *বি* অগ্নিকুণ্ড। 'অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে।' *জীবন*, ১৯৪২।

অগ্নিপরীক্ষা [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামায়ণে বর্ণিত আগুনের সাহায্যে সীতার সতীত্ব পরীক্ষা। 'অগ্নিপরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল।' *কৃত্তিদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* কঠিন পরীক্ষা। 'সমাজশৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে ... ভারতবর্ষে থাকা উন্নত ভদ্র মনের একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অগ্নিপাথর [স অগ্নিপ্রস্তর] *বি* ঠুকে আগুন জ্বালানো যায় এমন পাথর; চকমকি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

অগ্নি পালানো [স অগ্নি+পালানো] *ক্রি* আগুন পোহানো। 'অগ্নি পালাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

অগ্নিপিণ্ড [স] *বি* আগুনের দলা। 'সূর্যকে যাহারা অগ্নিপিণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অগ্নিপুরুষ [স] *বি* বীরপুরুষ। 'দেশ আজ অগ্নিপুরুষের অহমিকা দেখিয়া ভুল করিতে চাহে না।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

অগ্নিপূজা [স] *বি* আগুনের উপাসনা। 'সে কেবলই অগ্নিপূজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অগ্নিপ্রবেশ [স] ১ *বি* চিতায় আরোহণ। 'অগ্নিপ্রবেশ করিয়া

স্বর্গলোকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত উত্তম সুখভোগ করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বি* আগুনে জীবন বিসর্জন। 'জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ ও উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অগ্নিফণা [স] *বিণ* অগ্নিরূপ ফণা তুলে আছে এমন। 'অগ্নিফণা সরীসৃপ, ছোঁড়ে মেঘনাদ।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

অগ্নিবরন [স অগ্নিবর্ণ] *বিণ* আগুনের মতো লাল। 'গগনতলে ... অগ্নিবরন নাগনাগিনী ছুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

অগ্নিবর্ণ [স] *বিণ* আগুনের মতো লাল বর্ণবিশিষ্ট। 'নৌকার মাস্তুল অগ্নিবর্ণ আকাশের গায়ে কালো আঁচড় কাটিয়া দাঁড়াইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

অগ্নিবর্ষণ [স] *বি* ক্রোধ প্রকাশ। 'মেয়েটি দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অগ্নিবর্ষী [স] *বিণ* অগ্নিবর্ষণ করে এমন। 'অগ্নিবর্ষী খররৌদ্রে কম্পমান উত্তাপতরঙ্গ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অগ্নিবলয় [স] *বি* অগ্নিকুণ্ড। 'অগ্নিবলয়ের মধ্যে গড়েছিলে প্রেমের প্রতিমা।' *শামসুর*, ১৯৭০।

অগ্নিবাণ [স] **১** *বি* আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ। 'অগ্নিবাণ বৃষ্টিবাণ শিখাইলা বহুত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* আগুনের মতো যন্ত্রণাদায়ক আঘাত। 'তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অগ্নিবাণী [স] *বি* আগুনের মতো তেজোময় কথা। 'সে অগ্নিবাণী যে ভারতবাসীর হৃদয়ে দাহিকা-শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে নাই।' *আজাদ*, ১৯৪০।

অগ্নিবাষ্প [স] *বি* অগ্নিময় ধোঁয়া। 'পাকা শিমুলফলের মতো ফেটে গিয়ে ... পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিবাষ্প ছড়িয়ে ফেলে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অগ্নিবাসর [স] *বি* অগ্নি-উৎসবের রাত। 'আয়, আজ যে অগ্নিদের অগ্নিবাসর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অগ্নিবাহী [স] *বিণ* আগুনের উত্তাপ বহন করে এমন। 'যেখানে পরেছি আমি অগ্নিবাহী বৈশাখের আলিঙ্গন-মালা।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

অগ্নিবিপ্লব [স] *বি* অগ্ন্যুৎপাত। 'বিসিউবিয়াসের অগ্নিবিপ্লব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অগ্নিবিষ [স] *বি* আগুনের ফুলকি। 'আর বজ্র, জ্বলে ওঠে আচম্বিতে অগ্নিবিষ যাহে।' *মোহিত*, ১৯৪০।

অগ্নিবীণা [স] **১** *বি* অগ্নির মতো উত্তেজক সুর ঝরায় যে বীণা। 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে।' *নজরুল*, ১৯২২।

অগ্নিভুজঙ্গম [স] *বি* আগুনের সাপ। 'হোক জটানিঃসৃত অগ্নিভুজঙ্গম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অগ্নিমএ [স অগ্নিময়] *বিণ* অগ্নিতে পূর্ণ। 'অগ্নিমএ স্রোত উঠে দেখে তৈতেক্ষন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অগ্নিমন্ত্র [স] *বি* কঠিন সংকল্প। 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলুম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অগ্নিময় [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত তপ্ত। 'অগ্নিময় মরুভূমির উপর যাতায়াত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* বিদ্যুৎ-গতি। 'অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে, অকম্প চামর শিরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৩** *বিণ* আগুনপূর্ণ। 'যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে, অগ্নিময় দশ দিশ।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৪** *বিণ* ঝাঁঝালো। 'ব্রাণ্ডিরূপ অগ্নিময় পানীয় দ্বারা এ দেশের কত অনিষ্ট সাধন হইতেছে।' *রাজ*, ১৮৭৪। **৫** *বিণ* আগুনযুক্ত। 'উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৬** *বিণ* বীরত্বব্যঞ্জক। 'তাঁহার অগ্নিময় তর্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সম্মুখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অগ্নিময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* বীরত্বব্যঞ্জক। 'বাহিরিল অগ্নিময়ী বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অগ্নিমান্দ্য [স] *বি* হজম শক্তি দুর্বল হয় এমন রোগ। 'অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, বাত ও জ্বর রোগের স্পষ্ট চিহ্ন ... !' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অগ্নিমালা [স] *বি* আগুনের মালা। 'এই তো দুখের, অগ্নিমালা, এই তো মুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অগ্নিমুখা, অগ্নিমুখো [স অগ্নিমুখ>] **১** *বিণ* মুখে অগ্নি এমন। 'অগ্নিমুখা হর বন্দো বাসি পলাসন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *ক্রিবিণ* আগুনের দিকে। 'লালন তেমনি পতঙ্গের ধারা অগ্নিমুখো ধেয়ে যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

অগ্নিমূর্তি, অগ্নিমূর্ত্তি [স] *বিণ* অত্যন্ত ক্রোধান্বিত। 'ক্রুদ্ধ রাজা তখন অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া মেঘগম্ভীরস্বরে চণ্ডালকে আজ্ঞা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'পিতার দাদ উদ্ধার করিতে একেবারে জ্বলন্ত অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'মা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কহিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অগ্নিমূল্য [স] *বি* চড়া দাম। 'শুধু চাল ব'লে নয়, দ্রব্য সমুদয়, বিকাতেছে সব অগ্নিমূল্যে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অগ্নিমৃত্যু [স] *বি* আগুনে পুড়ে মৃত্যু। 'হিন্দুশাস্ত্রেই অগ্নিমৃত্যুর ব্যবস্থা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অগ্নিযুগ [স] *বি* বিপ্লবী আন্দোলন বা বিদ্রোহের যুগ। 'বাঙলার অগ্নিযুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর ... শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু।' *নজরুল*, ১৯২২।

অগ্নির ডিঙা *বি* ফায়ার শিপ; এক রকমের রণতরী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

অগ্নিরথ [স] *বি* অগ্নিময় রথ। 'আকাশ থেকে অগ্নিরথ নেমে এল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অগ্নি-রাগ [স] *বি* আগুনের রং। 'পূর্বতোরণে অগ্নি-রাগে লেখা রহিয়াছে নবযুগ।' *নজরুল*, ১৯২২।

অগ্নিরাশি [স] *বি* অগ্নিকুণ্ড। 'ধূম্রাক্ষ; সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু-সম অগ্নিরাশি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অগ্নিরুক্ষ [স] *বিণ* অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার ফলে রুক্ষ। 'অগ্নিরুক্ষ জীবনের নির্মম দহনে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

অগ্নিলেখা [স] *বি* অগ্নিরূপ লেখা। 'আঁকিল আমার অশুভ ধূম্রমলিন অগ্নিলেখা।' *নজরুল*, ১৯৩৭।

অগ্নিশর [স] *বি* আগুনের তির; অগ্নিবাণ। 'অগ্নিদাহন তোমার কোমল তনুতে হানে সে অগ্নিশর।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

অগ্নিশর্ম [স অগ্নিশর্মা] *বিণ* অতিশয় ক্রুদ্ধ। 'প্রখরমূর্তি অগ্নিশর্ম ছাত্র মরে আতঙ্কে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অগ্নিশর্মা, অগ্নিশর্ম্মা [স] *বিণ* অত্যন্ত উত্তেজিত। 'সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭; 'অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অগ্নিশিখা [স] *বি* আগুনের শিখা। 'আগ্নেয়গিরি হইতে ধূম, ভস্ম,

অগ্নি-শিখাদি নির্গত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অগ্নিশুদ্ধি [স] *বি* আগুনের দ্বারা শোধন। 'ওর অগ্নিশুদ্ধি হয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অগ্নিশোধন [স] *বি* নরকের অগ্নিতে শোধন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অগ্নিশ্বসিত [স] *বিণ* অগ্নিময় শ্বাস ফেলছে এমন। 'অগ্নিশ্বসিত সহস্রবাহু লৌহদানবের কারাগার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অগ্নিশ্বেত [স] *বিণ* আগুনের আলোর মতো সাদা। 'অগ্নিশ্বেত নারীর মতো জেগে উঠছে স্ফুলিঙ্গের সংঘর্ষে।' *জীবন*, ১৯৪০।

অগ্নিসংযুক্ত [স] *বিণ* আগুনযুক্ত। 'অগ্নিসংযুক্ত হইলে তাহা সহসা এত বিস্তৃত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অগ্নি-সংযোগ [স] *বি* আগুন লাগানো। 'অঙ্গারের কৃষ্ণবর্ণত্ব অগ্নি-সংযোগেই নিরাকৃত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'অগ্নি সংযোগ দ্বারা ক্রমে ভস্মসাৎ করত ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অগ্নিসংস্কার [স] *বি* শবদাহ। 'অগ্নিসংস্কারার্থ গ্রামের উপান্তবর্তী শ্মশানে লইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অগ্নি-সংস্কৃত [স] *বিণ* আগুন দিয়ে পবিত্র-করা। 'সেই শূকরনিবাস অগ্নি-সংস্কৃত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দেই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অগ্নিসৎকার [স] *বি* শবদাহ। 'এবার অগ্নিসৎকার করিতে হইবে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অগ্নিসম [স] *বিণ* আগুনের মতো উত্তপ্ত। 'মধ্যাহ্নে সমুদ্রে বালু হঞাছে অগ্নিসম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অগ্নি-সমুদ্র [স] *বি* আগুনের সাগর। 'চতুষ্পার্শে রক্ত-সমুদ্রের ন্যায় ঘোর লালবর্ণ অগ্নি-সমুদ্র দেখিতাম।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

অগ্নিসাৎ [স] *বিণ* ভস্মে পরিণত। 'বিনিয়োগপত্র অনায়াসে আপনাদের হস্তগত ও অগ্নিসাৎ হইতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৬২।

অগ্নিসিন্ধু [স] *বি* আগুনের সাগর। 'অন্তরের অগ্নি-সিন্ধু ফুল হয়ে হেসে উঠে ...।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অগ্নিসুর [স] *বি* আগুনের মতো উত্তাপ ছড়ানো তীব্র সুর। 'অগ্নিসুরেও রক্ত-শিখা বাজে।' *নজরুল*, ১৯২২।

অগ্নি-সেবন [স] *বি* আগুন পোহানো। 'দ্বার রোধ করিয়া অগ্নি-সেবন করাই পরমপ্রীতিকর বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

অগ্নিস্তম্ভ [স] *বি* আগুনের শিখা। 'তমোময়, যমদেশে অগ্নিস্তম্ভসম জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অগ্নিস্নাত [স] *বিণ* আগুনে পুড়েছে এমন। 'দাউ দাউ অগ্নিস্নাত ঘরবাড়ি ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

অগ্নিস্নান [স] *বি* দহন। 'অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ [স] *বি* আগুনের ফুলকি। 'চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

অগ্নিস্রাব [স] ১ *বি* আগ্নেয় লাভা। 'বিদ্রোহের অগ্নিস্রাব উদগীরিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ২ *বি* তীব্র সমালোচনা। 'অতি সংকোচে ও সাক্ষেপে সেটি প্রকাশ করতেই যে অগ্নিস্রাব শুরু হল।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

অগ্নিস্রোত [স] *বি* আগুনের শিখা। 'অগ্নিস্রোতের ন্যায় তাহা অবিলম্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

অগ্নিহলক [স অগ্নি+আ হলকাহ্] *বি* আগুনের হলকা। 'অগ্নিহলক দেশের আশা আকাঙ্ক্ষাকে জ্বালাইয়া ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

অগ্নিহাসি [স] *বি* আগুনের ঝিলিক। 'অগ্নিহাসি উপহাসি উল্কা অভিশাপশিখা পড়িছে খসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অগ্নিহোত্র [স] *বি* বেদবিধি অনুযায়ী প্রতিদিনের যজ্ঞ। 'আদ্য ও অন্তভাগে অগ্নিহোত্র করিবেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

অগ্নিহোত্রী [স] *বিণ* প্রতিদিন করতে হয় এমন। 'মহারাজ অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ করুন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

অগ্ন্যাধান [স অগ্নি-আধান] *বি* বেদমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অগ্নিস্থাপন। 'পূর্ব্বমৃতা স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৫৫।

অগ্ন্যুত্তাপ [স অগ্নি-উত্তাপ] *বি* আগুনের উত্তাপ। 'অগ্ন্যুত্তাপ বাঁচাইয়া সবাই গিয়া যেখানে বসিয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৬।

অগ্ন্যুৎপাত [স অগ্নি-উৎপাত] *বি* আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নি ও লাভা নির্গমন। 'আগ্নেয়গিরি হইতে ধূম, ভস্ম, অগ্নি-শিখাদি নির্গত হওয়াকে অগ্ন্যুৎপাত বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অগ্ন্যুদ্গার [স অগ্নি-উদ্গার] ১ *বিণ* আগুন উদ্গিরণের মতো। 'ওই অগ্ন্যুদগার-উল্লাসে ... আর শুষ্ক বজ্র-মাঝে।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বি* আগুনের নিঃসরণ। 'ইহাদের অগ্ন্যুদ্গারে সকল আবর্জ্জনা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

অগ্ন্যুদ্গারী [স অগ্নি-উদ্গারী] *বিণ* অগ্নিময় পদার্থ নিঃসরণকারী। 'আগ্নেয় পর্ব্বতশ্রেণী অগ্ন্যুদ্গারী বিশাল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অগ্ন্যুদ্গিরণ [স অগ্নি-উদ্গিরণ] *বি* আগুন উৎক্ষেপণ। 'নিতান্ত উত্তেজিত না হলে অগ্ন্যুদ্গিরণ করে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অগ্যান [স অজ্ঞান] *বিণ* অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট। 'কামাতুর, কুবোধি, অবিচারী, হিংসক, অগ্যান, গৃহস্তো বীর্য্যের শরীর নাশী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অগ্র [স] ১ *বি* প্রথম। 'অগ্রে দিলা নিত্যানন্দস্বরূপের প্রতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* পুরোভাগ। 'রথের অগ্রেতে বৈসে বীর হনুমান।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* উপরিভাগ। 'গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অগ্রক্রয় [স] *বি* আগে ক্রয় করার অধিকার। 'জমিদারের অগ্রক্রয় ও নজরানা সম্পর্কিত বিধান দুটি বাতিল করিয়া ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

অগ্রগ [স] *বিণ* অগ্রে গমন করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'মগধরাজ সেনাগণের অগ্রগ হইয়া কহিলেন ...।' *কালীপ্র*, ১৮৬৬।

অগ্রগণ্য [স] ১ *বিণ* প্রথমেই গণ্য করতে হয় এমন। 'বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* দলপতি। 'বাবু হরচন্দ্র বসু অগ্রগণ্য অর্থাৎ দলপতি।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৩ *বিণ* সবার আগে উল্লেখযোগ্য। 'তাঁহারা ভূলোকের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অগ্রগণ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* অন্য সকলের আগে বিবেচিত হয় এমন। 'বেশ্যামহলে খ্যাতাপন্না মান্যা ধন্যা অগ্রগণ্যা ছিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অগ্রগতি [স] ১ *বি* সামনে এগিয়ে যাওয়া। 'আমার তরফের এক পা অগ্রগতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বি* উন্নতি। 'পুরুষরা বাধার সৃষ্টি করছে মেয়েদের অগ্রগতির পথে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

অগ্রগতিশীল [স] *বিণ* প্রগতিশীল। 'এছলাম একটি অগ্রগতিশীল ... ধর্ম্ম।' *আজাদ*, ১৯৬০।

অগ্রগতিশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রগতিশীল। 'এই সব অগ্রগতিশীলা মহিলাদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান একেবারে নাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অগ্রগমন [স] *বি* অগ্রগতি। 'মুছলমানের অগ্রগমনের পথে কেবল বিঘ্ন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

অগ্রগামি [স অগ্রগামী] *বিণ* অগ্রসর। 'এ কথা শুনিয়া কিঞ্চিত অগ্রগামি হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

অগ্রগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সামনে এগিয়ে যায় এমন। 'রাজ্ঞী, সেই শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, অগ্রগামিনী হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অগ্রগামিনীত্ব [স] *বি* আগে বা সামনে যাওয়ার প্রবণতা। 'একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অগ্রগামী [স] **১** *বিণ* আগে গমনকারী। 'অগ্রগামী সান্তরএ মধ্যমে কর্দম হএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* সম্মুখবর্তী। 'তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৩** *বিণ* অগ্রসরমাণ। 'স্কুলের যত ব্যাপারে তারা হত যুগপৎ অগ্রগামী ও অগ্রণী।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **৪** *বিণ* প্রাচীনতম। 'সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৫** *বিণ* উন্নত। 'প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা সমস্যা পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলোর কাছে অবান্তর।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অগ্রজ [স] **১** *বি* বড়ো ভাই। 'তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* অগ্রে জন্মগ্রহণকারী। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অগ্রজন্মা [স] *বিণ* অগ্রে জন্মগ্রহণকারী। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অগ্রজপ্রতিম [স] *বিণ* বড়ো ভাইয়ের মতো। 'অগ্রজপ্রতিম কোনো কবি-বন্ধু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অগ্রণী [স] **১** *বিণ* মুখ্য; প্রধান। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'আমাদের এই নবীন ইতিহাস চর্চায় যাঁরা অগ্রণী ...।' *সবুজ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায় কলানায়কদের অগ্রণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বি* সবার আগে গমন করে যে। 'মনে হয় অগ্রণীর পদপ্রার্থী পথ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

অগ্রণীশোভন [স] *বিণ* অগ্রণীদের উপযুক্ত। 'অগ্রণীশোভন অধ্যবসায়ের ফলাফল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অগ্রদানী, অগ্রদানি [স অগ্রদানী, সন্ধিতে ই-কার] *বি* এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। 'বৈদ্যক জনের পাশে অগ্রদানিগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বাটীর বাহিরে অগ্রদানী ... কাঙালীতে পরিপূর্ণ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

অগ্রদূত [স] *বি* পথপ্রদর্শক। 'তিনি যাত্রীদলের অগ্রদূত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অগ্রদূতী [স] *বিণ স্ত্রী* পথপ্রদর্শক। 'প্রগতির অগ্রদূতী মেয়েরা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অগ্রনায়ক [স] **১** *বিণ* অগ্রবর্তী নেতা। 'দেশের অগ্রনায়ক বীর।' *নজরুল*, ১৯২৮। **২** *বি* প্রধান নেতা। 'তুরস্কের অগ্রনায়ক গণবিচার করিয়া দেখিয়াছেন।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৩।

অগ্রনায়িকা [স] *বি স্ত্রী* অগ্রবর্তী নেত্রী। 'এই আন্দোলনের অগ্রনায়িকা হবেন এ যুগের শিক্ষিতা মহিলারা।' *বেগম*, ১৯৪৭।

অগ্রপথিক [স] **১** *বি* সৈন্যদলের অগ্রদূত। 'অগ্রপথিক হে সেনাদল।' *নজরুল*, ১৯২৮। **২** *বি* অগ্রবর্তী লোক। 'মোরা অগ্রপথিক।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অগ্রপশ্চাৎ [স] **১** *ক্রিবিণ* পূর্বাপর। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অগ্রপশ্চাৎ অনেক কারণ বিবেচনা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *ক্রিবিণ* আগাগোড়া। 'বিদ্যা সন্নিধানে পরাভূত হইয়া কালের করাল গ্রাসে অগ্রপশ্চাৎ প্রবেশ করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অগ্রবর্তিনী, অগ্রবর্ত্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পুরোগামী। 'সে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া অগ্রবর্তিনী হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; সখিনাও অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অগ্রবর্তী, অগ্রবর্ত্তী [স] *বিণ* অগ্রগামী। 'যেন আমার চেয়ে অগ্রবর্তী হওয়া লোকের পক্ষে একটা বেআদবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'সহৃদয়তা, সদালোচনা ... প্রভৃতি উন্নতিকর বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

অগ্রবাক [স উগ্রবাক্য] *বিণ* অধৈর্য। 'অহ হল্য অতীত অতিথি অগ্রবাক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অগ্রবাহিনী [স] *বিণ* অগ্রগামী। 'অগ্রবাহিনী পথিক-দল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অগ্রভাগ [স] **১** *বি* প্রথম ভাগ। 'অগ্রভাগ লয়ে ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* সম্মুখ। 'লস্কর অগ্রভাগে তাঁই করিয়া আপনি সেই স্থানে তিষ্ঠিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* প্রান্ত। 'অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুষিতে চুষিতে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অগ্রভাগে [স] *ক্রিবিণ* সামনাসামনি। 'আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ডাণ্ডাইয়া বরাবরি করিতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

অগ্রমাস [স অগ্রমাংস] *বি* যকৃতের মাংসবৃদ্ধিরূপ রোগবিশেষ। 'পিলে অগ্রমাসে মলো।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

অগ্রমূল [স] *বি* সবচেয়ে উঁচু চূড়া। 'প্রভু বলে দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অগ্রযাত্রী [স] *বিণ* সম্মুখে গমনকারী; অগ্রপথিক। 'অগ্রযাত্রী আমাদের যে কিশোর আর তরুণের দল।' *নজরুল*, ১৯২২।

অগ্রশাখা [স] *বি* আগডাল। 'গুঁড়ি হইতে অগ্রশাখা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অগ্রসর [স] **১** *বিণ* অগ্রগামী। 'অগ্রসর হএ জাঅ কহিলেন হেসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* উৎসাহী। 'শ্রোতার মনকে অগ্রসর দেখিলে তবেই গায়কের মন আপনার ক্ষমতা বিকশিত করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অগ্রসর করা *ক্রি* এগিয়ে দেওয়া। 'খাতা অগ্রসর করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অগ্রসরগতি [স] *বি* অগ্রগতি। 'সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের মন আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অগ্রসরগ্রস্ত [স] *বিণ* বেড়ে উঠছে এমন। 'সন্তান যে তার অত্যন্ত অগ্রসরগ্রস্ত।' *জীবন*, ১৯৩১।

অগ্রসরণ [স] *বি* অগ্রগমন। 'মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অগ্রসরতা [স] *বি* অগ্রগমনের অবস্থা; সম্মুখবর্তিতা। 'সেখানকার লোকে বলে অগ্রসরতা, প্রোগ্রেস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অগ্রসরা [স অগ্রসর>] *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। 'শুধিলা সুরসেনানী সুমধুর স্বরে অগ্রসরি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অগ্রসারী [স] *বিণ* অগ্রগামী। 'সুবাকে শিল্পায়িত করার ব্যাপারে হবে অগ্রসারী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অগ্রসৃত [স] *বিণ* এগিয়ে গেছে এমন। 'দুই পা অগ্রসৃত করিয়া যেভাবে ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অগ্রসৃতি [স] *বি* অগ্রগতি; উন্নতি। 'অতি ধীরে মুখশ্রীর অগ্রসৃতি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

অগ্রসৈনিক [স] *বি* সেনাপতি; পুরোগামী। 'দেখেছি উমর ফারুকের বিশ্ববিজয়ী বাহিনীর অগ্রসৈনিকরূপে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

অগ্রস্থান [স] *বি* প্রাধান্য। 'নিজেই সংশয়পিশাচকে অগ্রস্থান দেন।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

অগ্রাধিকার [স অগ্র-অধিকার] *বি* প্রাধান্য। 'সরকার দুঃস্থ নারীদের বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৬২।

অগ্রে [স] **১** *ক্রিবিণ* সামনের ভাগে। 'রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* পূর্বে। 'তব অগ্রে তারা সব গেছে স্বর্গলোকে।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। **৩** *ক্রিবিণ* নিকটে। 'দ্রোণ-গুরু-অগ্রে কহে করিয়া রোদন।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। **৪** *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'তিনি না পাছাইয়া অগ্রে বেগে গতিতে জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিলে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৫** *বিণ* আগে। 'তিন মাস অগ্রে বাঙ্কে সমাচার দিবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

অগ্রহণীয় [স] *বিণ* অগ্রহণযোগ্য। 'মুসলমান বা ক্রিশ্চানের পক্ষে অগ্রহণীয় বা আপত্তিজনক।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

অগ্রহণীয়তা [স] *বি* অগ্রহণযোগ্যতা। 'দলগুলির গ্রহণীয়তা বা অগ্রহণীয়তা বিচারপূর্ব্বক ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

অগ্রহায়ণ [স অগ্র+স হায়ন] *বি* বাংলা সনের অষ্টম মাস। 'সকল নূতন শস্য অগ্রহায়ণ মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অগ্রহায়ন [স অগ্র+স হায়ন] *বি* বাংলা মাসের নামবিশেষ; অগ্রহায়ণ। '১৯ অগ্রহায়ন বাঙ্গলা ১১৬৪ সাল।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

অগ্রাণ [অগ্রহায়ণ>] *বি* বাংলা মাসের নামবিশেষ; অগ্রহায়ণ। 'অগ্রাণ মাসে পৃথিবী নবীন শস্য ধরে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অগ্রাধিকার *দ্র* অগ্র

অগ্রাম্য [স] *বিণ* মার্জিত। 'অগ্রাম্য মনোভাব ও অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেই ...।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

অগ্রাম্যতা [স] *বি* মার্জিত ভাব। 'অগ্রাম্যতাই এ ভার বিশেষরূপে বহন করে।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

অগ্রাহ্য [স] **১** *বি* উপেক্ষা। 'তাঁহারদিগের জাতীয় ধর্ম্ম উগ্র স্বভাব হেতুক এদোষ অগ্রাহ্য করিতেই হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বিণ* অপছন্দ। 'সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং অনেকের অগ্রাহ্য হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বিণ* গ্রহণ করার অনুপযুক্ত। 'সংসার সুধারা মতে চলিতে পারে না, এ জন্যে শাস্ত্রে বিধি থাকিলেও সে বিধি অগ্রাহ্য।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

অগ্রিম [স] *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'পাদদ্বয় চাপিয়া বসিয়া অগ্রিম দক্ষিণ চরণ ভূয়ো ভূয়ঃ নাড়িয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

অঘটন [স] **১** *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'রাজা, এবম্প্রকার অঘটনঘটনা দর্শনে, হতবুদ্ধি ও লজ্জায় অধোবদন হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* বিপত্তি। 'অত কাছে গিয়া আর যদি কোনো প্রকার অঘটন সংঘটন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৩** *বি* প্রতিকূলতা। 'ধর্মব্যবসায়ে ইহাতে বড়োই অঘটন ঘটাইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বিণ* অবাস্তব। 'কোন অঘটন দেশে তার সাথে গেছে ভেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অঘটনঘটনপটীয়সী [স] *বিণ স্ত্রী* অসম্ভব সাধনে সুনিপুণ। 'লেখকগণের অঘটনঘটনপটীয়সী অসাধারণ প্রতিভা।' *আক্রম*, ১৯২৩; 'অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়ামূলক।' *অবন*, ১৯২৫।

অঘটনঘটনা [স] **১** *বি* অপ্রত্যাশিত ঘটনা। 'রাজা, এবম্প্রকার অঘটনঘটনা দর্শনে, হতবুদ্ধি ও লজ্জায় অধোবদন হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* অসাধ্যসাধন। 'ঈদৃশ অঘটন-ঘটনা ভূমণ্ডলে অতীব বিরল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অঘটনঘটনাপটু [স] *বিণ* অসাধ্য সাধনে দক্ষ। 'আমি, বহু দিন হইল, যে অঘটন-ঘটনা-পটু ঘটকদ্বয়কে ঐ উদ্দেশে পাঠাইয়াছিলাম।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অঘটনপটীয়স [স] *বিণ* অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটাতে সক্ষম। 'উদ্ভট অঘটনপটীয়স পেট্রিয়টিজমের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অঘটনা [স] *বি* অস্বাভাবিক ঘটনা। 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে ঘটায় কত অঘটনা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অঘটনীয় [স] *বিণ* ঘটা সম্ভব নয় এমন। 'তাহাদিগকে ভাল স্থান ছাড়িয়া দিবে, ইহা অঘটনীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অঘমর্ষী [স] *বিণ* দুঃখ ও ধ্বংস পছন্দ করে এমন। 'অঘমর্ষী জনতার উদ্‌গীথ-মুখর।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

অঘর [অ+পা ঘর] *বি* অযোগ্য ঘর বা বংশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অঘরে পড়া *ক্রি* অযোগ্য পাত্রে পাত্রস্থ হওয়া। 'তার বিবাহ না হইলে অঘরে পড়িবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অঘা[1] [স] *বিণ* নির্বোধ। 'বাবুরাম অঘা অতি।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

অঘা[2] [স আঘাত] *বি* আঘাত। 'মানিনি মান পিবি ও ন অঘাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অঘাটা [অ+স ঘট্ট>] *বি* তীরে ওঠার পথ নেই এমন জায়গা। 'অঘাটায় মরণ হল আমারে।' *লালন*, ১৮৯০।

অঘাটি [অ+হি ঘাটি] *বিণ* নির্দোষ। 'কুলে শীলে রূপে গুণে সকলি অঘাটি।' *শিবায়ন*, ১৭৫০।

অঘান [অগ্রহায়ণ>] *বি* অগ্রহায়ণ। 'কাত্তিক গেলে অঘান মাস বিছা রাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

অঘাসি [স অঘাস>] *বি* নিকৃষ্ট ঘাস। 'অনাদরে অঘাসি ঈশান মুখে খায়।' *ঘনরাম*, ১৭১১।

অঘুম *বি* ঘুমহীনতা। 'বাপের ছিল অঘুমের অসুখ।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

অঘোর [স] **১** *বিণ* অন্ধকার। 'অঘোর নরকতুল্য অধিক দুষ্কর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* অতি ভয়ানক। 'তাহারে মারিব কোন অঘোর পাতক।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* হিন্দু দেবতা শিব। 'অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বাঁধে ততক্ষণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৪** *বিণ* বিভোর। 'অম্বরে অম্বিকা রথে আনন্দে অঘোর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৫** *ক্রিবিণ* অচেতনভাবে। 'মাতা তখন অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অঘোরচতুর্দশী [স] *বি* ব্রতবিশেষ। 'অক্ষয়তৃতীয়া, অঘোরচতুর্দশী, ভূতচতুর্দশী, নৃসিংহচতুর্দশী ... ব্রত।' *অবন*, ১৯১৯।

অঘোরপন্থ [স] *বি* শিবোপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। 'অঘোরপন্থ সে যে শবাসন-সাধনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অঘোরপন্থা [স অঘোরপন্থ] *বি* তান্ত্রিকপন্থা। 'তন্ত্রের অঘোরপন্থা কবিত্বে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

অঘোরপন্থী [স অঘোরপন্থ] *বি* শিবের উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। 'অঘোরপন্থী সম্প্রদায়ের বিবরণ পরবর্ত্তী পত্রিকায় করা যাইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অঘোরমন্ত্র [স] *বি* শিবমন্ত্র। 'অঘোরমন্ত্রেতে শিখা বাঁধে ততক্ষণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অঘোরী [স] *বি* শৈব সন্ন্যাসীবিশেষ। 'অঘোরী হইতে হইলে, প্রথমে যথানিয়মে সন্ন্যাস লইয়া পশ্চাৎ অঘোরমন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অঘোষ [স] *বি* বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি; যে সকল বর্ণ ঘোষহীন (ক্, খ্ ...)। *জ্ঞানেন্দ্র*, ১৯১৭।

অঘোষিত [স] *বিণ* ঘোষণা করা হয়নি এমন। 'একটা অঘোষিত যুদ্ধ।' *পাশা*, ১৯৭১।

অঘ্রান, অঘ্রাণ [অগ্রহায়ণ>] *বি* অগ্রহায়ণ মাস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'নবীন ধানের আঘ্রাণে আজি অঘ্রান হল মাত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অঙ্ক[1] [স] **১** *বি* হিসাব; গণনা। 'দয মাসায় তোলা হয় অঙ্ক মাত্রাকসা।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪; 'তাঁহাকে নীচের লিখিত অঙ্ক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* বিন্দু; নোখতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* সংখ্যা। 'এই দুই অঙ্কের ঐক্যে কলির প্রথমাবধি এ পর্য্যন্ত ৪,৯০৫ বৎসর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৪** *বি* গণিতশাস্ত্র। 'হৃষ্টচিত্ত হইয়া অঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৫** *বি* কলঙ্ক। 'সতীত্ব স্ফটিককুম্ভে অঙ্ক প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। **৬** *বি* চিহ্ন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'কপট অঙ্ক রটায় আমার কত কলঙ্ক।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

অঙ্ক কষা *ক্রি* গণিত শিক্ষা করা। 'অস্থিতপঞ্চক পর্যন্ত অঙ্ক কষা শেষ করিয়াছিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

অঙ্কগণিত শাস্ত্র [স] *বি* গণিতশাস্ত্র। 'ছেলে ইঙ্গরেজী অঙ্ক গণিত শাস্ত্র ... পড়ে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

অঙ্কপাত [স] **১** *বি* অর্থের সংখ্যা। 'উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বিদায়ের অঙ্কপাত করিয়া দেন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'যখন পুস্তকে অথবা অন্য কোনও স্থানে, কেহ কোনও বস্তুর অঙ্কপাত করে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* হিসাব-নিকাশ। 'বাজেট সমালোচনা লইয়া বড়ো বড়ো অঙ্কপাত করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অঙ্কফল [স] *বি* হিসাবের ফলাফল। 'যোগবিয়োগের বিশুদ্ধ অঙ্কফলটি উদ্ধার করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অঙ্কবিদ্যা [স] *বি* গণিতশাস্ত্র। 'অঙ্কবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিদ্যার পরীক্ষা ... অতি সুন্দররূপে দিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

অঙ্কমূর্তি [স] *বি* সংখ্যা প্রতীক। '১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এই নয় অঙ্কমূর্তি ... ভারতবর্ষে সৃষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অঙ্কশাস্ত্র [স] *বি* গণিত শাস্ত্র। 'অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার তুল্য ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অঙ্কশাস্ত্রী [স] *বি* গণিতে পারদর্শী ব্যক্তি। 'নারী কোনো অঙ্কশাস্ত্রীর কবলে পড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অঙ্কাক্ষর [স অঙ্ক-অক্ষর] *বি* সংখ্যাবাচক শব্দ। 'নামাভ্যাস হইলে যথাক্রমে অঙ্কাক্ষর ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অঙ্কাতঙ্ক [স অঙ্ক-আতঙ্ক] *বি* অঙ্কভীতি। 'ঐ আর অঙ্কাতঙ্ক আমার ছেলেবেলা থেকে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অঙ্ক[2] [স] *বি* কোল। 'তিঅড্ডা চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী।' *চর্যা ৪*, ১২০০; 'শৈশবকালে বীণার ন্যায় এক অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তরে যাইতাম।' *কাদম্বরী*, ১৮৫৩।

অঙ্কবালী [স অঙ্কপালিকা] *বি* আলিঙ্গন। 'তিঅড্ডা চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

অঙ্কবিহারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* কোলে বিহার করে এমন। 'অঙ্কবিহারিণী বীণা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অঙ্কবিহারী [স] *বিণ* কোলে কোলে থাকে এমন। 'আয়ার অঙ্কবিহারী সেই আট মাসের শিশুটির খেলা দেখে আমার অনেকটা সময় কাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অঙ্কলক্ষ্মী [স] *বি* পত্নী; স্ত্রী। 'সুকুমারের অঙ্কলক্ষ্মী না হইয়া বরং যথাসর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক ইহাকে বিপদে পাতিত করিবে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অঙ্কলালিত [স] *বিণ* স্নেহসিক্ত। 'বনচ্ছায়ার অঙ্কলালিত লোকালয়-গুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অঙ্কলীন [স] *বিণ* ক্রোড়স্থ। 'তোমার অঙ্কলীন বীণাতে উন্মাদনা তুলে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

অঙ্কশায়ী [স] *বিণ* শায়িত। 'পারেনি তাহারে আজো অঙ্কশায়ী করিতে ধূলায়।' *মণীশ*, ১৯৩১।

অঙ্কস্থলী [স] *বি* কোল; আশ্রয়। 'পিতামাতার অঙ্কস্থলীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অঙ্কাগত [স অঙ্ক-আগত] *ক্রিবিণ* কাছে। 'দেবেন্দ্রকে অঙ্কাগত প্রাপ্ত হইয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

অঙ্কান্তর [স অঙ্ক-অন্তর] *বি* অন্য কোল। 'শৈশবকালে বীণার ন্যায় এক অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তরে যাইতাম।' *কাদম্বরী*, ১৮৫৩।

অঙ্কারূঢ় [স অঙ্ক-আরূঢ়] *বি* অন্তর্ভুক্ত। 'এর পরের ঘটনা আর ইতিহাসের অঙ্কারূঢ় নয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অঙ্কোপরে [স অঙ্ক-উপরি>] *ক্রিবিণ* কোলের উপরে। 'এত দিন ছিলে, বৎস, মম অঙ্কোপরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অঙ্ক[3] [স] **১** *বি* নাট্যাভিনয়। 'আজি নৃত্য করিবাও অঙ্কের বন্ধানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* নাটকের পরিচ্ছেদ বা বিভাগ। 'প্রথম অঙ্ক।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অঙ্ক[4] [স অঙ্গ] *বি* অঙ্গ। 'বেদি বনাওব হম অপন অঙ্কমে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অঙ্কা [স অঙ্কন] *ক্রি* চিত্রিত করা। 'শুভ-আলিম্পনে প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কুমে চন্দনে কল্পনার লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অঙ্কাক্ষর *দ্র* **অঙ্ক**[1]

অঙ্কাগত *দ্র* **অঙ্ক**[2]

অঙ্কাতঙ্ক *দ্র* **অঙ্ক**[1]

অঙ্কারূঢ় *দ্র* **অঙ্ক**[2]

অঙ্কিত [স] **১** *বিণ* মুদ্রিত। 'আমারদিগের বংশপরম্পরার জ্ঞাপনার্থ অঙ্কিতকরণের প্রার্থনা করি।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* চিত্রিত। '... অতি সামান্য রূপে নির্মিত ও পরিমাণচিহ্নস্থলে মসীরেখায় অঙ্কিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* চিহ্নিত। 'সেই দণ্ডের শিরোভাগে "ন্যায়"

এই অক্ষরদ্বয় অঙ্কিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অঙ্কিতকরণ [স] *বি* লিখে রাখার কাজ। 'আমারদিগের বংশ পরম্পরার জ্ঞাপনার্থ অঙ্কিতকরণের প্রার্থনা করি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অঙ্কী [স] *বিণ* কলঙ্কী। 'অঙ্কী কলানিধি।' *কাশীরাম*, ১৬৫০।

অঙ্কুট [স] *বি* চাবি। 'সিদ্ধির অঙ্কুটে সোনার স্বর্গের দ্বার খুলিত না তবু।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অঙ্কুর [স] **১** *বি* মুকুল; নবোদ্‌গত উদ্ভিদ। 'রোপিয়া প্রেমক বীজ অঙ্কুরে মোড়লি, বাঁচব কোন উপাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ভক্তিকল্পতরু তেঁহো প্রথম অঙ্কুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* উন্মেষ। 'কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বি বি* কলা। 'ক্ষীর ইক্ষু অঙ্কুরের সনে কত মুদ্‌গ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অঙ্কুর জন্মানো *ক্রি* সূচনা হওয়া। 'এই স্থানে মাত্র সাহিত্যের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

অঙ্কুরসেচন [স] *বি* অঙ্কুরে পানি দেওয়ার কাজ। 'এবম্প্রকার মিষ্ট বচনে বিবিরূপ অঙ্কুরসেচনে সযত্ন হইল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অঙ্কুরা [স অঙ্কুর>] *ক্রি* অঙ্কুরিত হওয়া। 'মৃণাল পরশে রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অঙ্কুরিত [স] **১** *বিণ* অঙ্কুর নির্গত হয়েছে এমন। 'চূতকলিকা অঙ্কুরিত ...।' *কাদম্বরী*, ১৮৫৩। **২** *বিণ* উদ্ভূত। 'যাতে প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* প্রকাশিত। 'মানুষের বহুদিনের আনন্দালোক ও অশ্রুজলবর্ষণে অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অঙ্কুরেই বিনাশ *বি* সূচনাতেই বিনষ্ট হওয়া। 'শাসনবাক্য অঙ্কুরেই বিনাশ করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়া, অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায় হওয়া *ক্রি* সূচনাতেই ধ্বংস হওয়া। 'জাতীয় বিদ্যালয় অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল।' *নজরুল*, ১৯২২; 'পূর্বরাগটা অধিকাংশ সময় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অঙ্কুরোৎপাদন [স অঙ্কুর-উৎপাদন] *বি* অঙ্কুরের উদ্ভব। 'প্রথমে তাহার অঙ্কুরোৎপাদনের শক্তি থাকে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অঙ্কুশ [স] *বি* হাতি চালনার লোহার দণ্ড। 'অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মন মাতা হাতি ছোটে দিবা রাতি নিবারি শাস্তি অঙ্কুশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অঙ্কুশাহতচিত্ত [স অঙ্কুশ-আহত-চিত্ত] *বি* আঘাতপ্রাপ্ত ব্যথিত চিত্ত। 'নিজেকে অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া অঙ্কুশাহতচিত্তে উপরে চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অঙ্কুশি [স অঙ্কুশ>] *বিণ* বিরোধী। 'স্বরাজীরা ভাবে নারাজি, নারাজি ভাবে তাহাদের অঙ্কুশি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অঙ্কোপরে *দ্র* **অঙ্ক**[২]

অঙ্গ[১] [স] **১** *বি* শরীর। 'বতিস যোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০। **২** *বি* অবতার। 'অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* আকৃতি। 'অনঙ্গের অঙ্গ দিলি।' *ভারত*, ১৭৬০। **৪** *বি* বিষয়। 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত এই উভয় অঙ্গ সুসম্পন্ন করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বি* অপরিহার্য অংশ। 'সমাজের সহিত তাহাদের সর্বপ্রকার বিচ্ছেদ দূর হইয়া তাহারা সমাজের অঙ্গ হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'বিরাম কাজেরই অঙ্গ একসাথে গাঁথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৬** *বি* ভাগ। 'মেলার এটা একটা প্রধান অঙ্গ।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অঙ্গকণ্ডুয়ন [স] *বি* অঙ্গ চুলকানির কাজ। 'সুস্থ হইয়া প্রভু করে অঙ্গকণ্ডুয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অঙ্গগন্ধ [স] *বি* দেহ থেকে উৎপন্ন ঘ্রাণ। 'তাঁহার অঙ্গগন্ধে দশদিক আমোদিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অঙ্গগ্রহ [স] *বি* গায়ের ব্যথা। 'কঠিন অঙ্গগ্রহ ও বাম বাহু এবং বামপদের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

অঙ্গচিহ্ন [স] *বি* দেহের চিহ্ন। 'স্ত্রীপুরুষের অঙ্গচিহ্ন দ্বারা ... শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অঙ্গচ্ছটা [স] *বি* দেহের রূপ-লাবণ্য। 'করে ঝলমলী শোভিছে অঙ্গচ্ছটায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অঙ্গচ্ছেদ [স] *বি* দেহের অংশ কেটে বাদ দেওয়া। 'অঙ্গচ্ছেদের ক্লেশানুভব করিতে হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অঙ্গছটা [স] *বি* শরীরের লাবণ্য। 'শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মণিময় হার গলে অঙ্গছটা উদয় তরণি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অঙ্গজ [স] **১** *বি* কেয়ূর ইত্যাদি অঙ্গভূষণ। 'নানারত্ন অঙ্গজ বলয়া দুই করে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* শরীর হতে উৎপন্ন। 'তোমার অঙ্গজ তনু রাখিব না আর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* পুত্র। 'রঘুজ অজ অঙ্গজ বিখ্যাত ভুবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অঙ্গজনু [স] **১** *বিণ* অঙ্গজাত। 'গিরিসুতা-অঙ্গজনু খর্ব-পীবরতনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পুত্র ও কন্যা। 'ভরদ্বাজ অঙ্গজনু।' *কাশীরাম*, ১৬৫০।

অঙ্গজা [স] *বি* স্ত্রী কন্যা। 'কমলে কামিনী ব্রহ্মরাজের অঙ্গজা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অঙ্গতরঙ্গ [স] *বি* দেহের কম্পন। 'তাহার অঙ্গতরঙ্গ বিভঙ্গে/ কূলে কূলে নদীজল উথলায়।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

অঙ্গ-দর্শন [স] *বি* শরীরের বিশেষ অংশ দেখা। 'ছুতোনাতায় সে গুদামে ঢোকে রমণীদের বিশিষ্ট অঙ্গ-দর্শনের লোভে।' *শওকত*, ১৯৭২।

অঙ্গদল [স] *বি* মূল দলের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দল; উপদল। 'পাঁচটি অঙ্গদল গঠন করেছে।' *বেগম*, ১৯৭৫।

অঙ্গদেশ [স] *বি* কৌশিকী নদীর দক্ষিণে ও গঙ্গানদীর পূর্বতীরস্থ দেশ। 'বঙ্গদেশের সহিত সেই অঙ্গদেশের নাম পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অঙ্গধাবন [স] *বি* শরীর ধোয়া। 'শিশিরে অঙ্গধাবন করিব।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

অঙ্গধারণ করা *ক্রি* আকারবদ্ধ হওয়া। 'কোনো না কোনো মহত্ত্ব অঙ্গধারণ করিয়া দেখা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অঙ্গপীড়া [স] *বি* অঙ্গহানি। 'কাহারও অঙ্গপীড়া ও প্রাণবধ হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ [স] *বি* দেহের বিভিন্ন অংশ। 'তাঁহারদিগকে পাকেপ্রকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখাইতে হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অঙ্গপ্রভা [স] *বি* শরীরের দ্যুতি। 'ব্রহ্ম আত্মা ভগবান অনুবাদ তিন অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয়-চিহ্ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অঙ্গবদ্ধ [স] *বিণ* ঐক্যবদ্ধ। 'সেই সময়ে দেশের লোকে যে আপনাদের একটি অঙ্গবদ্ধ স্পষ্ট সত্তা অনুভব করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অঙ্গবিক্ষেপ [স] *বি* দেহের নড়াচড়া। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'নেশা ধরা পড়ে দুই জিনিসে – অঙ্গবিক্ষেপে এবং বাক্যবিপর্যয়ে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

অঙ্গবিন্যাস [স] *বি* আঙ্গিকগত সজ্জা। 'বস্তুবিশেষের অঙ্গবিন্যাস বা রূপ-সংস্থান।' *অবন*, ১৯২৫।

অঙ্গবিভা [স] *বি* দেহের ঔজ্জ্বল্য। 'শুভ্র তোমার অঙ্গবিভা অগাধ শূন্যে মূর্চ্ছা পায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

অঙ্গবিভাগহীন [স] *বিণ* একশা; একাকার। 'ঘন লালার মতো অঙ্গবিভাগহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অঙ্গবিহীন [স] *বিণ* শারীরিক নয় এমন। 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

অঙ্গভঙ্গ [স] **১** *বি* দেহভঙ্গিমা। 'নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* শরীরের অংশ ভেঙে গেছে এমন। 'অন্যান্য দেশে অনেক লোকের অঙ্গভঙ্গ ও প্রাণসংহার হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অঙ্গভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গী [স] **১** *বি* অঙ্গ সঞ্চালন। 'হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* অঙ্গচালনার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ। 'অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক দেখাইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অঙ্গভাঙ্গ [স অঙ্গভঙ্গ] *বি* অঙ্গহানি। 'দৈব কর্ম্মের অঙ্গভাঙ্গ ফল গত তারতম্য হয়।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১০।

অঙ্গভূষণ [স] *বি* অঙ্গে পরিহিত অলংকার। 'সমাজের নিন্দা-গঞ্জনাকে করেছিলেন অঙ্গভূষণ।' *শরীফ*, ১৯৭০।

অঙ্গভূষা [স] *বি* দেহসজ্জা। 'মালা আনি অঙ্গভূষা কৈলেন সবার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অঙ্গমহিমা [স] *বি* দেহের গৌরব। 'মলিন হয় দেবতার অঙ্গমহিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অঙ্গমোড়া [স অঙ্গ>] *বি* গা মোড়া। 'অঙ্গমোড়া দিআ দেই উলটীআ পাশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অঙ্গরক্ষক [স] *বিণ* দেহরক্ষী। 'অঙ্গরক্ষক সিপাহীগণ সশস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

অঙ্গরক্ষা [স] *বি* আংরাখা; চাপকান জাতীয় লম্বা ঝুলের জামাবিশেষ। 'আঙ্গরখার (অঙ্গরক্ষা) ভিতরের জেব থেকে বগাস চিঠি বের করে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

অঙ্গরক্ষিণী [স] *বি স্ত্রী* ঝুলওয়ালা জামাবিশেষ। 'তাহাদিগের কেবল অঙ্গে এক অঙ্গরক্ষিণী ও সঙ্গে জলপাত্র থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অঙ্গরখি [স অঙ্গরক্ষিকা] *বি* বর্ম। 'গড়ে টাঙ্গি অঙ্গরখি সেল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অঙ্গরাখা [স অঙ্গরক্ষিকা] *বি* ঝুলওয়ালা জামাবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'ওড়নাখানি উড়িয়ে দেব অঙ্গরাখার পর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

অঙ্গরাগ [স] **১** *বি* দেহের প্রসাধন। 'কি কহিব রূপ গুন অঙ্গরাগ লোভে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* শারীরিক সৌন্দর্য। 'বিচিত্র বসন ভূষণে অঙ্গরাগ বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি।' *এসলাম*, ১৯১৯।

অঙ্গশোভা [স] *বি* দেহের সৌন্দর্য। 'আজ রাত্রি-অবসানে তব অঙ্গশোভা ফিরে যাবে বসন্তের অক্ষয় ভাণ্ডারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অঙ্গসংলগ্ন [স] *বিণ* দেহের সঙ্গে যুক্ত। 'বসুন্ধরার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অঙ্গসংস্থানশাস্ত্র [স] *বি* অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থাননির্দেশ সংক্রান্ত বিদ্যা; অ্যানাটমি। 'উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং অঙ্গসংস্থানশাস্ত্রে তাঁর গবেষণা সমকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।' *শিব*, ১৯৫০।

অঙ্গসঙ্গ [স] *বি* সহচর। 'অতি প্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ/ হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ।' *ভারত*, ১৭৬০।

অঙ্গ-সঞ্চালন [স] **১** *বি* ব্যায়াম। 'অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে স্ফূর্ত্তিলাভ ও হর্ষোদয় হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* অঙ্গ-চালনা। 'নৃত্যে আছে শুধু কতকগুলো অঙ্গসঞ্চালন এবং পদবিন্যাস।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

অঙ্গসন্ধিক্ষণ [স] *বি* যৌন-সঙ্গমকাল। 'অঙ্গসন্ধিক্ষণে আনন্দ আহরণ আমার কাছে অজ্ঞাত কিছু নয়।' শওকত, ১৯৬২।

অঙ্গ-সেবা [স] *বি* দেহের পরিচর্যা। 'তার সব অঙ্গ-সেবা করেন আপনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অঙ্গ-সৌরভ [স] *বি* অঙ্গের সুগন্ধ। 'আমার মনের মোহের মাধুরী মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো তোমার অঙ্গ-সৌরভে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অঙ্গসৌষ্ঠব [স] **১** *বি* অঙ্গের সৌন্দর্য। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'অঙ্গসৌষ্ঠব বলতে যা বোঝায় তার কোথাও কিছুমাত্র নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। **২** *বি* দৈহিক গঠন। 'প্রকৃতির রূপে অঙ্গসৌষ্ঠবের, রেখার-সুষমার যে অভাব …।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

অঙ্গস্পন্দন [স] *বি* শরীরের কম্পন। 'তাহার অঙ্গস্পন্দনও হইল না অবলীলাক্রমে সহগমন করিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অঙ্গস্পর্শ [স] *বি* শরীরের স্পর্শ। 'জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অঙ্গহানি [স] *বি* অঙ্গের ক্ষতি হওয়া। 'মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্য-হানির যে আশঙ্কা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অঙ্গহীন [স] **১** *বিণ* অপূর্ণ। 'আকুল হইলে পূজা হয় অঙ্গহীন।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* অশরীরী। 'অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* দেহের কোনো এক বা একাধিক অঙ্গ নেই এমন। 'কানা খোঁড়া অঙ্গহীন, যে হয় কামাধীন।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৪** *বিণ* মানসম্মত নয় এমন। 'তাহাদের আবৃত্তি ও অভিনয় এমন অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছিল যে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৫** *বিণ* ত্রুটিযুক্ত। 'একটা সংকীর্ণ নীরস অঙ্গহীন ধর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলে গ্রহণ করব – এ হতেই পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অঙ্গাপেক্ষা [স অঙ্গ-অপেক্ষা] *ক্রিবিণ* অঙ্গের তুলনায়। 'অপরাপর অঙ্গাপেক্ষা চরণের অধিকতর গৌরব।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

অঙ্গাবরণ [স অঙ্গ-আবরণ] **১** *বি* অঙ্গের আবরণবস্ত্র। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। **২** *বি* দেহের আবরণ। 'অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষগণ পরিহিত অঙ্গাবরণ।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

অঙ্গীকরণ [স] *বি* স্বীকারকরণ। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অঙ্গীভূত [স] **১** *বিণ* অংশ করে নেওয়া হয়েছে এমন। 'নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার জন্য …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বিণ* অভ্যন্তরে অবস্থিত। 'শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অঙ্গ[২] [স] *বি* প্রাচীন ভারতের একটি জনপদ। 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুরাষ্ট্র মগধ দ্রবিড় গৌড় মিথিলা কান্যকুব্জাদি ...।' *গৌর*, ১৮২২।

অঙ্গপতি [স] *বি* অঙ্গরাজ্যের প্রধান। 'হেনমতে কর্ণবীর হইল অঙ্গপতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অঙ্গরাজ্য [স] *বি* প্রাচীন ভারতের জনপদবিশেষ। 'অঙ্গরাজ্য না হএ তোহ্মার উপভোগ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অঙ্গদ [স] ১ *বি* অলংকার। 'চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দনভূষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বাজু। 'অঙ্গদ দুটি বাহুতে পরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অঙ্গন [স] *বি* আঙিনা। 'অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অঙ্গনসীমা [স] *বি* চেনা গণ্ডী। 'যে মহিমা ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অঙ্গনা [স] *বি* নারী। 'কালিদহের জলে কুমারী কমলদলে গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অঙ্গনাকুল [স] *বি* রমণীকুল। 'গড় বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অঙ্গনাদেহ [স] *বি* নারীর শরীর। 'অঙ্গনাদেহে অবয়বের অতিরিক্ত এক লাবণ্য উদ্ভাসিত হয়...।' *শিব*, ১৯৭৩।

অঙ্গাঅঙ্গীভাবে [স অঙ্গ+স অঙ্গী+স ভাব>] *ক্রিবিণ* ওতপ্রোতভাবে। '... প্রতিষ্ঠা ও অধিকারের সাথে অঙ্গাঅঙ্গীভাবেই জড়িত।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

অঙ্গাঙ্গি, অঙ্গাঙ্গী [স অঙ্গাঙ্গ>] ১ *বি* স্ব-স্ব পক্ষীয় লোকের প্রতি পক্ষপাত। 'তাহারা বড় অঙ্গাঙ্গি করে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪। ২ *ক্রিবিণ* পারস্পরিকভাবে। 'সৃষ্টি ধ্বংস এতে অঙ্গাঙ্গিজড়িত।' *ফজলল*, ১৯১৮। ৩ *বিণ* ঘনিষ্ঠ। 'রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রাখা কি বর্তমান যুগে বাঞ্ছনীয়?' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

অঙ্গাঙ্গিভাব [স অঙ্গাঙ্গী+স ভাব] *বি* আপন আপন পক্ষীয় লোকের ঘনিষ্ঠতা। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অঙ্গাঙ্গীভাবে [স] *ক্রিবিণ* ওতপ্রোতভাবে। 'রূপচর্চা স্বাস্থ্য চর্চার সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অঙ্গার [স] ১ *বিণ* কালো। 'অর্ধ অঙ্গ অর্ধ মুখ অঙ্গার বরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* কয়লা। 'জ্বলন্তাগ্নি অঙ্গাররাশিতে পরিণত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'অঙ্গার করে রেখে যায় সেথা কোনো ফল নাহি ফলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৩ *বি* কলঙ্ক। 'ওরে দুরাচার হিন্দুকুলাঙ্গার [হিন্দু-কুল-অঙ্গার] এই কি তোদের দয়া সদাচার।' *হেম*, ১৮৭০।

অঙ্গারক [স] *বি* কার্বন। 'বায়ুস্থিত অঙ্গারক অনুগুলি বিচলিত করিয়া বৃক্ষদেহ গঠিত করে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

অঙ্গারখণ্ড [স] *বি* কয়লার টুকরা। 'চক্ষু দুইটি যেন দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অঙ্গারজান [স] *বি* কার্বন। 'তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অঙ্গারবাষ্প [স] *বি* কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। 'বাতাসে যে অঙ্গারবাষ্প সাধারণভাবে আছে গাছ তাকে আত্মসাৎ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অঙ্গারমলিন [স] *বিণ* কয়লার মতো মলিন। 'হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণভূমি শংকর, করিতে চাস অঙ্গারমলিন!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

অঙ্গাররাশি [স] *বি* কয়লার স্তূপ। 'জ্বলন্তাগ্নি অঙ্গাররাশিতে পরিণত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অঙ্গারাক্সিজেনী [স অঙ্গার+ই অক্সিজেন>] *বি* কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। 'পৃথিবীর বাতাসে আছে অঙ্গারাক্সিজেনী গ্যাস সামান্য পরিমাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অঙ্গারাম্ল গ্যাস [স অঙ্গারাম্ল+ই গ্যাস] *বি* কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। 'বাতাসের অঙ্গারাম্ল গ্যাসের থেকে নিজের প্রয়োজনে অঙ্গার আদায় করে নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অঙ্গারেন [স অঙ্গার>] *ক্রিবিণ* কয়লার দ্বারা। 'পুরানো রাতের চাঁদ ক্ষয়ে উঠেছে আকাশে নতুন চাঁদ, সে চাঁদই নিভেছে কালো অঙ্গারেন।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

অঙ্গি [স অঙ্গ>] *বিণ* দেহবিশিষ্ট। 'অনঙ্গেরে করে অঙ্গি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অঙ্গিনি [স অঙ্গ>] *বি স্ত্রী* দেহধারী। 'লালমুণ্ড হাড্ডিসার অঙ্গিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

অঙ্গিকরু [স অঙ্গীকার] *বি* প্রতিশ্রুতি। 'জে হোএত সে হোঅও বরু সবে হমে অঙ্গিকরু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অঙ্গিকার [স অঙ্গীকার] *বি* প্রতিশ্রুতি। 'অঙ্গিকার করি ওঝা চলিলা বৈরাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অঙ্গী [স] ১ *বি* অংশবিশেষ। 'দুঃখসুখের জীবন মোদের তাঁরি খেলার অঙ্গী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ২ *বি* দেহধারী। 'হে পৃথুল অঙ্গী।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

অঙ্গীকরণ *দ্র* অঙ্গ[১]

অঙ্গীকার [স] ১ *বি* প্রতিজ্ঞা। 'অতএব সেই সব অঙ্গীকার করি সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অঙ্গীকার কইল শিব নিল দুর্গা পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* প্রতিশ্রুতি। 'তৈছে এই সব সবাকার অঙ্গীকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* স্বীকার। 'বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* গ্রহণ। 'ভক্ত-সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বি* সম্মতি; আদেশ। 'নৃপতির অঙ্গীকার সুড়ঙ্গ খুলিতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অঙ্গীকার করা *ক্রি* পূর্বে যা ছিল না, তা স্বীয় অঙ্গীভূত করা। 'পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতরি/ রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অঙ্গীকারপত্র [স] *বি* স্বীকৃতিপত্র। 'অনুমতি পেলেই ... অঙ্গীকারপত্র পাঠিয়ে দেবে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

অঙ্গীকারবদ্ধ [স অঙ্গীকার-আবদ্ধ] *বিণ* প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'তোমার কাছে ধর্মকে সাক্ষী করে অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অঙ্গীকৃত [স] *বিণ* অঙ্গীকার করা হয়েছে এমন; প্রতিশ্রুত। 'কোন প্রজা অঙ্গীকৃত কর না দিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অঙ্গীকৃতপত্র [স] *বি* প্রতিজ্ঞাপত্র। 'এইমত অঙ্গীকৃতপত্র লওয়া যাইবেক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অঙ্গীভূত *দ্র* অঙ্গ[১]

অঙ্গু [স অঙ্গ] *বি* শরীরের অংশ। 'অঙ্গু অঙ্গু পরশ ভোর।' *জ্ঞানদাস*, ১৬৭০।

অঙ্গুর [ফা আঙ্গুর] *বি* আঙুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অঙ্গুরি, অঙ্গুরী [স অঙ্গুরীয়] *বি* আংটি। 'অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সুবন্ন অঙ্গুরি সোভে বলয়া দুই করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অঙ্গুরীখচিত [স অঙ্গুরীয়খচিত] *বিণ* আংটিসজ্জিত। 'অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অঙ্গুরীয় [স] **১** *বি* আংটি। 'দুষ্মন্ত রাজা যে নামাক্ষরের সহিত অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* বলয়। 'এক্ষণে অঙ্গুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অঙ্গুরীয়ক [স] *বি* আংটি। 'এক২ যোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক অঙ্গুরীয়ক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

অঙ্গুল [স] *বি* আঙুল। 'করের অঙ্গুল লম্বিত বহুল।' *সুলতান*, ১৭০০।

অঙ্গুলা [স অঙ্গুল>] *ক্রি* আঙুল ব্যবহার করা। 'গলাএ অঙ্গুলিআ উদগারিল জল।' *মালাধর*, ১৫০০।

অঙ্গুলি, অঙ্গুলী [স] **১** *বি* আঙুল। 'জত দড়ি আনে অঙ্গুলি দুই নাগ্নি আঁটে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সর্ব অঙ্গে ধূলা চারি অঙ্গুলী প্রমাণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* পাতা। 'কী ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি, কার ইশারা – তৃণের অঙ্গুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

অঙ্গুলিকণ্ডুয়ন [স] *বি* মনের ভাব প্রকাশের জন্যে আঙুলের অস্থিরতা। 'যখন অঙ্গুলি-কণ্ডুয়ন উপস্থিত হয়, তখন না লিখিয়াও থাকিতে পারি না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অঙ্গুলিতর্জন [স] *বি* আঙুল তুলে শাসন। 'সহস্রের অঙ্গুলিতর্জন।' *জীবন*, ১৯২৭।

অঙ্গুলিতাড়ন [স] *বি* আঙুলের স্পর্শ। 'সেতারের তার অঙ্গুলিতাড়নে ঝংকার দিয়া উঠে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

অঙ্গুলিত্র [স] *বি* চামড়ার তৈরি আঙুলের আবরণবিশেষ। 'অর্জ্জুন অঙ্গুলিত্র ধারণ ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।' *কালী*, ১৮৬৬।

অঙ্গুলিনির্দেশ [স] **১** *বি* আঙুল দিয়ে নির্দেশ। 'সে কেবল চতুর্দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* ইঙ্গিত। 'সে যেন মরণের অঙ্গুলিনির্দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অঙ্গুলিনৃত্য [স] *বি* আঙুল চালনা। 'তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অঙ্গুলিপ্রয়োগ [স] *বি* আঙুল দ্বারা ইশারাকরণ। 'যোগী, আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক, সমীপপাতিত আসনের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অঙ্গুলি-সংকেত, অঙ্গুলিসঙ্কেত [স] *বি* আঙুলের ইশারা। 'তিনি দূর হইতে অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়াছেন।' *সবুজ*, ১৯২০; 'আমি শুধু সশ্রদ্ধ অঙ্গুলি-সংকেতে তাহাকে নির্দেশ করিয়া দিলাম।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অঙ্গুলিহীন [স] *বিণ* আঙুলহীন। 'ভিখারী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত – হস্তপদ অঙ্গুলিহীন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অঙ্গুষ্ঠ [স] *বি* বুড়ো আঙুল। 'শত খণ্ড করিলেক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অঙ্গোপাঙ্গ [স অঙ্গ-উপাঙ্গ] *বি* অঙ্গ ও উপাঙ্গ। 'অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অঙ্ঘ্রি [স] *বি* পা। 'দ্বিকর কমল কমলাঙ্ঘ্রিতল [কমল-অঙ্ঘ্রি-তল] ভুজ কমলের দণ্ড।' *কাশীরাম*, ১৬৫০।

অচক্ষু [স] *বি* দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি। 'অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

অচঞ্চল [স] *বিণ* স্থির। 'তিমির করয়ে দূর অচঞ্চল বিজুলি কপালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অচঞ্চলমন [স] *বিণ* স্থিরচিত্ত। 'রিপুদমন করে অচঞ্চলমন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অচঞ্চলা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* স্থির। 'অচঞ্চলা বিজুলী কপোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ স্ত্রী* অবিচল। 'অনুকূলা অচঞ্চলা হন আমা প্রতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অচতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* চালাক নয় এমন। 'বালা অচতুরা সরলতাময়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

অচন্দ্রচেতন [স] *বিণ* চন্দ্রালোকের প্রতি বেখেয়ালি। 'ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে অচন্দ্রচেতন যুবা ঘণ্টা দুই ব্যাডমিন্টন খেলে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৪।

অচপল [স] *বিণ* স্থির। 'হাজার হাজার সোনার প্রদীপ জ্বলে অচপল অনলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অচপল-আঁখি [স অচপল+আঁখি] *বি* স্থির দৃষ্টি; অচঞ্চল চোখ। 'অচপল-আঁখি আনত তোমার চাহিয়া পথ।' *নজরুল*, ১৯২২।

অচপলা [স] *বিণ* স্থির। 'অচপলা যেন রত্নকান্তিচ্ছটা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অচম্বিত [স আশ্চর্যান্বিত] *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'অচম্বিত ঝড়বৃষ্টি দিব চণ্ডী কৃপাদৃষ্টি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অচর [স] *বি* স্থাবর। 'বিশ্বচরাচর [বিশ্ব-চর-অচর] যেন একতন্ত্র হইয়া আমার ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে মুহূর্তে বিপথে লইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

অচরিত [স] *বিণ* অপূর্ব। 'অচরিত কাহিনী।' *গীতিকা*, ১৯০০।

অচরিতার্থ [স] **১** *বিণ* অসফল। 'সেই জন্য সে সমাজ এমন নিরানন্দ, এমন অচরিতার্থ।' *অন্নদা*, ১৯২৮। **২** *বিণ* ব্যর্থ। 'আর-এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অচরিতার্থতা [স] *বি* বিফলতা। 'একটি মহান অচরিতার্থতার ছায়া মেলেছে চারপাশে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অচল [স] **১** *বি* পর্বত। 'উচল বলিয়া অচলে চড়িনু।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২** *বিণ* গতিহীন। 'একপদ না চলে রথ হইল অচল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* স্থায়ী। 'রাজার দীর্ঘ আয়ু ও অচল রাজ্য হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৪** *বিণ* নিরুপায়। 'সন্ধ্যাবেলায় কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৫** *বিণ* অপ্রচলিত। 'একদিনে অস্পৃশ্যতাকে অচল করিয়া ও অস্পৃশ্যদিগকে সচল করিয়া লও।' *আজাদ*, ১৯৩৬। **৬** *বিণ* নির্দিষ্ট। 'মানুষের ভাষা বাঁধা পড়ে যায় না একই অচল ঠাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৭** *বি* স্থবির। 'যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৮** *বিণ* স্থগিত। 'কংগ্রেস কয়েকটি প্রদেশে শাসনতন্ত্র অচল করিয়া রাখিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪১। **৯** *বিণ* কাটতে চায় না এমন। 'অচল দিনকে প্রাণপণে ঠেলিতে হয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

অচলকুল [স] *বি* পর্বতসমূহ। 'পক্ষহীন অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

অচলচূড় [স] *বি* পাহাড়ের শিখর। 'বর্বর বায়ু চিরায়ু অচলচূড়ে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অচলশিখর [স] *বি* পর্বতশৃঙ্গ। 'রামমোহন রায় ... অভ্রভেদী অচলশিখর-প্রতিষ্ঠিত সত্য কুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অচলতা [স] ১ *বি* স্থিরতা। 'বীরবরের সপরিবারের প্রভুভক্তির প্রবলতা ও অচলতা দেখিয়া....।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* জড়ত্ব। 'তাহার অচলতার তলে কত বড়ো বড়ো শহর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অচলপ্রতিষ্ঠ [স] *বিণ* স্থিরভাবে স্থাপিত। 'অতীতকাল ধরণীর মতো আমাদের অচলপ্রতিষ্ঠ করিয়া রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

অচলশরণ [স] *বি* স্থির অবস্থান। 'কাপ্তেন যখন নাই, তখন নোঙরের অচলশরণ অবলম্বন করাই শ্রেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অচলা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* স্থির। 'ভকতি অচলা করা পূজ নিরঞ্জনে।' *রামাই*, ১৭১০। ২ *বি* পৃথিবী। 'ধারুয়ার দেবী বন্দো লোটায়্যা অচলা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বিণ* অচঞ্চলা। 'রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ৪ *বিণ* প্রশ্নাতীত। 'ব্রাহ্মণ-বেশধারী কপট সূত্রবাহীদিগের উপর অচলা ভক্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৫ *বিণ স্ত্রী* অটল। 'যারা পড়তে জানে না, লেখার উপর তাদের ভক্তি যেমন অযথা তেমনি অচলা।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

অচলাবস্থা [স] ১ *বি* কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব হওয়ার মতো পরিস্থিতি। 'রাজনৈতিক অচলাবস্থা, বিশেষভাবে কংগ্রেসী মতিগতি সম্পর্কে অনেকটা ওয়াকিফহাল।' *আজাদ*, ১৯৪১। ২ *বি* অপরিবর্তনশীল অবস্থা। 'দেশের অচলাবস্থা অবসানের ইহা ভিন্ন আর কোনো বিজ্ঞানসম্মত উপায় নাই।' *আজাদ*, ১৯৪২। ৩ *বি* স্থবির অবস্থা। 'শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব লইয়া বিতর্ক ও অচলাবস্থার পুনরাবৃত্তিতে ...।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

অচলায়তন [স অচল-আয়তন] *বি* রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান। 'এই অচলায়তনের সকলের কাছে কি আমার কম লজ্জা!' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

অচলায়তনী [স অচল-আয়তনী] *বিণ* প্রগতিহীন। 'সব সময় নব্যপন্থী, অচলায়তনী নন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অচলিত [স] ১ *বিণ* বিচলিত। 'নতুবা আমার কেন অচলিত মন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বিণ* অপ্রচলিত। 'কোন ভাষা চলিত কোন ভাষা অচলিত, তাহার কিছুই বুঝিতেন না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অচাক নির্মাণ [স অচক্রনির্মাণ] *বিণ* কুমারের চক্রে নির্মিত নয় এমন। 'আগু হাড়ি আনিবে এক অচাক নির্মাণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অচার [স আচরণ] ১ *বি* আচার। 'কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ অচারে।' *চর্যা* ১১, ১২০০। ২ *বি* চঞ্চলতা। 'ভবেঁ মুষাএর অচার তুটঅ।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

অচিকিৎসা [স] ১ *বি* কুচিকিৎসা। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। ২ *বি* চিকিৎসাহীন অবস্থা। 'নিজের মেয়ে হলে এমনি অচিকিৎসেতে ফেলে রাখতে পারতিস?' *তারা*, ১৯৫৩।

অচিকিৎসনীয় [স] *বিণ* চিকিৎসা নেই এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অচিকিৎসিত [স] *বিণ* চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়নি এমন। 'অসহায়া নারী ... অচিকিৎসিত অবস্থায় বিদায় নেয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

অচিকিৎস্য [স] *বিণ* চিকিৎসা দ্বারা যার প্রতিকার হওয়া অসম্ভব। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অচিন [স অচিহ্ন] ১ *বিণ* বহিরাগত। 'দেখিলে অচিন গজ পলায়ন্ত ডরে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* অজানা। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বিণ* পরিচয় জানা হয়নি এমন। 'তাঁর অচিন প্রিয়তম তাকে ত্যাগ করে গেলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অচিনপুর [স অচিহ্ন+স পুর] *বি* অচেনা জগৎ। 'তবু যেতে হবে তায় অসহায় – অচিনপুরে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অচিনা [স অচিহ্ন] *বিণ* অপরিচিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ভিটামাটি ছাইড়া ... অচিনা দেশের দিকে রওয়ানা হইছে?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

অচিন্ত [স অচিন্ত্য] *বিণ* অচিন্তনীয়। 'অম্হে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই।' *চর্যা* ২২, ১২০০।

অচিন্তনীয় [স] ১ *বিণ* চিন্তার অতীত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। ২ *বিণ* অত্যধিক। 'অচিন্তনীয় শক্তিধর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৩ *বিণ* বিস্ময়কর। 'গুলিচালনার সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্তনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

অচিন্তিত [স] ১ *বিণ* চিন্তা করা হয়নি এমন। 'কত অসম্ভাবিত ও অচিন্তিত বিষয় স্বপ্ন কল্পিতের ন্যায় সহসা উপস্থিত হয়।' *কাদম্বরী*, ১৮৫৩। ২ *বিণ* ভাবা যায় না এমন। 'বিজ্ঞানের নামের মন্ত্র উচ্চারণ করিলে এই দুই কাজই অনেক সময়ে কি যেন একটা শক্তির বলে অচিন্তিত উপায়ে সিদ্ধ হইয়া যায়।' *সবুজ*, ১৯১৭। ৩ *বিণ* চিন্তাহীন। 'সাগরের মতো তরঙ্গ নিয়ে অচিন্তিত।' *আহসান*, ১৯৫৯।

অচিন্তিতপূর্ব, অচিন্তিতপূর্ব্ব [স] *বিণ* পূর্বে চিন্তা করা হয়নি এমন। 'প্রকৃতির সকল চেষ্টার শক্তি ও নিয়মের জ্ঞানের অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রসার ...।' *সবুজ*, ১৯২০।

অচিন্ত্য [স] ১ *বিণ* অভাবনীয়। 'কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* কল্পনাতীত। 'অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের লোকলোকান্তরে অনন্ত শাসন যাঁর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অচিন্ত্যজ্ঞান [স] *বি* চিন্তা করা যায় না এমন জ্ঞান। 'অপরিসীম বিশ্বকার্য্যে যাঁহার অচিন্ত্যজ্ঞান, মহীয়সী শক্তি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অচিন্ত্যনীয় [স] *বিণ* অভাবনীয়। 'বহু উর্ধ্বে তাদের অচিন্ত্যনীয় চিন্তালোকে অধিষ্ঠিত।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

অচিন্ত্যপূর্ব [স] *বিণ* অভাবিত; আগে চিন্তা করা হয়নি এমন। 'সমস্ত জিনিষটাকে মোটের উপর আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অচির [স] *বিণ* সাময়িক। 'অচিরকালের বিদ্যানীতিজ্ঞা সুখপ্রভ দেদীপ্যমানা হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অচিরকাল [স] *বি* ক্ষণকাল। 'অচিরকালের বিদ্যানীতিজ্ঞা সুখপ্রভ দেদীপ্যমানা হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অচিরজাত [স] *বিণ* সদ্যপ্রসূত। 'তাহার অচিরজাত কুকুর-শাবকটাকে বুকে চাপিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অচিরতা [স] *বি* ক্ষণস্থায়িত্ব। 'থাক না তাতে তৃষিত অচিরতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অচিরপ্রসূতা [স] *বিণ স্ত্রী* সদ্য প্রসবকারী। 'রোগশূন্য অচিরপ্রসূতা অবধ্য গাভীগণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অচিরপ্রাচীনতা [স] *বি* ক্ষণস্থায়িত্ব। 'নূতনত্বের অচিরপ্রাচীনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অচিরস্থায়িত্ব [স] *বি* ক্ষণস্থায়িত্ব। 'সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের অচিরস্থায়িত্ব সম্ভাবনা হইয়াছে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

অচিরস্থায়ী [স] *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'নবাবের আমলে সবই ছিল অচিরস্থায়ী।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

অচিরে [স] *ক্রিবিণ* অনতিবিলম্বে। 'কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

অচিরাৎ [স] ১ *বিণ* অবিলম্ব। 'অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* শিগগির; অবিলম্বে। 'ঐরিদপ্ত অচিরাৎ কঠিন কামান হাত তরকচ পরিপূর্ণ বাণে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অচিরাত [স অচিরাৎ] *ক্রিবিণ* ক্ষণকালের মধ্যে। 'অচিরাত হবে গৌরী শিবের ঘরনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অচিরাতে [স] *ক্রিবিণ* অচিরে; অবিলম্বে। 'অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অচিহ্নিত [স] ১ *বিণ* চিহ্নযুক্ত নয় এমন; অঘোষিত। 'ও আছে অনাদরে অচিহ্নিত স্বাধীনতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ *বি* অপরিচিত স্থান। 'সে আজি কোথায় নিয়ে যেতে চায়/ অচিহ্নিতের পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অচীনধারিণী [স] *বিণ* চীনা অর্থাৎ রেশম বস্ত্র পরে না এমন। 'অচীনধারিণী নারীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

অচুম্বিত [স] *বিণ* চুম্বন করা হয়নি এমন। 'অচুম্বিত কুমারীগালের ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অচেৎ [স অচেতন] *বি* অচেতনা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অচেত [স] ১ *বিণ* জ্ঞানহীন; তত্ত্বজ্ঞানহীন। 'যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী/ যে জন অচেত-চিত্ত সেই সদা দুঃখী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* চেতনাহীন। 'বারবার ডাকো মন অচেত চিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অচেতচিত্ত [স] *বিণ* তত্ত্বজ্ঞানহীন। 'যেজন অচেতচিত্ত সেই সদা দুঃখী।' *ভারত*, ১৭৬০।

অচেতন [স] ১ *বিণ* চেতনাহীন। 'অচেতন হৈয়া দেবি পৃথুবিতে পড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* বাহ্যজ্ঞানশূন্য। 'অচেতন হয়্যা কান্দে হারায়্যা সর্বশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* জড়। 'বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় ... নির্দয়াচরণ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ৪ *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'তখন আপনার ক্ষুদ্র দুঃখে থাকি অচেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বিণ* অতুলনীয়। 'অচেতন সুখে চেতনা হারায়ে করিবি রে মধুপান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অচেতনতা [স] *বি* অচৈতন্য। 'তারা অচেতনতার আবরণে ক্ষণিককে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী করে রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অচেতনভাবে [স] *ক্রিবিণ* অজ্ঞাতসারে। 'ক্রমাগতই অলক্ষিত অচেতনভাবে সঞ্চয় করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অচেতনা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* বিচারবুদ্ধিশূন্য। 'হইআ অচেতনা কান্দেন খুল্লনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* চেতনাশূন্য। 'ঘুমাইছে পশুপাখি, বসুন্ধরা অচেতনা –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অচেনা [অ+স চিহ্ন>] ১ *বিণ* অপরিচিত। 'আজকে রে তুই অজানা অচেনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* যার পরিচয় জানা নেই। 'অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অচেষ্ট [স] ১ *বিণ* অসাড়। 'ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নির্লিপ্ত; চেষ্টা করে না এমন। 'আমলারা এ বিষয়ের নিবারণে অচেষ্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অচেষ্টপরতা [স] *বি* নিষ্ক্রিয়তা। 'এই অচেষ্টপরতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অচৈতন [স অচৈতন্য] *বিণ* চেতনাহীন। 'তিন দিন তিন রাত্রি অচৈতন হৈআ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অচৈতন্য [স] *বিণ* অচেতন। 'অচৈতন্য নিদ্রা যাএ ভ্রাতি মহাবল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অচৈতন্যাবস্থা [স অচৈতন্য-অবস্থা] *বি* চেতনহীন অবস্থা। 'অচৈতন্যাবস্থায় মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

অচৌর্য [স] *বি* খারাপ কাজ বা চুরি না করা। 'অচৌর্য ও সত্যপরায়ণতাও পুণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অচ্চনা [স অর্চনা] *বি* বন্দনা। 'অচ্চনা করিআ মনে ভাবি পূজ্জ নিরঞ্জনে।' *রামাই*, ১৭১০।

অচ্ছ [স] *বিণ* নির্মল। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অচ্ছর [পা] *বিণ* দুই আঙুল দিয়ে যতটুকু তোলা যায়, সেই পরিমাণ। 'এক অচ্ছর চিনি।' *ঈশান*, ১৯৫৮।

অচ্ছা [পা অচ্ছ] *ক্রি* থাকা। 'কাহেরি ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।' *চর্যা* ৬, ১২০০। **অচ্ছন্তে** *ক্রি* থাকতে। 'মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ণ পেখই।' *চর্যা* ৪২, ১২০০। **অচ্ছম** *ক্রি* আছি। 'জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস।' *চর্যা* ২৯, ১২০০। **অচ্ছসি** *ক্রি* থাকিস। 'জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদগুরু পাব।' *চর্যা* ৪১, ১২০০। **অচ্ছহু** *ক্রি* আছো। 'কাহেরি ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।' *চর্যা* ৬, ১২০০। **অচ্ছিলেঁ** *ক্রি* ছিলাম। 'এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ।' *চর্যা* ৩৫, ১২০০।

অচ্ছায় [স] *বিণ* ছায়াহীন। 'মুক্ত নীলাম্বরে অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অচ্ছিদ [স অচ্ছিদ্র] *বিণ* নিশ্ছিদ্র। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অচ্ছিদ্র [স] *বিণ* নিশ্ছিদ্র। 'কিন্তু এক প্রমাণ অচ্ছিদ্র, অখণ্ডনীয় আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অচ্ছিন্ন [স] *বিণ* খণ্ডিত নয় এমন। 'পদতলে অচ্ছিন্ন ... মেঘজাল বিস্তৃত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অচ্ছিন্নপ্রবাহা [স] *বিণ স্ত্রী* নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে এমন। 'অচ্ছিন্নপ্রবাহা গঙ্গার মত তাঁর কবিতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অচ্ছিন্না [স] *বিণ স্ত্রী* যৌনসঙ্গম হয়নি এমন। 'একজন অচ্ছিন্না কুমারী ময়লা নীল শাড়ির সৌরভে গাঁথা।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

অচ্ছুৎ [স অস্পৃশ্য] *বিণ* সামাজিকভাবে স্পর্শের অযোগ্য। 'লঘু ডেকে আনিল অচ্ছুৎ নরসুন্দে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অচ্ছেদ [স অচ্ছেদ্য] *বিণ* ছেদহীন। 'অজেয় অচ্ছেদ অস্ত্র সেইত মুদ্গর।' *মালাধর*, ১৫০০।

অচ্ছেদ্য [স] ১ *বিণ* যা ছেদ করা যায় না। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। ২ *বিণ* ছিন্ন করা যায় না এমন। 'শান্তার অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন অনুভব করিবার অবসর পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

অচ্ছেদ্যসূত্র [স] *বি* অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। 'সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অচ্ছোদ [স] *বিণ* স্বচ্ছ। 'অচ্ছোদসরসীনীরে রমণী যেদিন নামিলা স্নানের তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অছন্দ [অ+স ছন্দ] *বি* ছন্দহীনতা। 'অছন্দে কাব্যরচনার ভুক্ত করলেই ... হাততালি পাওয়ার আশা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অছা [পা অচ্ছ, স অস্] *ক্রি* থাকা। 'জইসনে অছিলেস তইসনে অছ।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। **অছ** *ক্রি* আছে। 'ভনই বিদ্যাপতি অছ পরকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **অছইতে** *ক্রি* থাকতে। 'অছইতে বধু নহি করিঅ উদাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **অছলিহু** *ক্রি* ছিলাম। 'এতদিন অছলিহু অপনে গেয়ানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **অছিলেস** *ক্রি* ছিলে। 'জইসনে অছিলেস তইসনে অছ।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

অছি [আ ওয়াসি] *বি* নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত অভিভাবক। 'হাজার টাকার জামীন দিয়া অছি মোকরর হইয়া সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অছিয়তনামা [আ ওয়াসিয়্যত+ফা নামাহ্] *বি* অন্তিম ইচ্ছাপত্র; উইল। 'অছিয়তনামা এবং অন্যান্য দলিল মীর সাহেব নিকট আছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

অছিলা [আ ওয়াসিলহ্] *বি* অজুহাত। 'তোমার তবু একটা অছিলা আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

অছিলা-অজুহাত [আ ওয়াসিলহ্+আ ওয়াজুহাত] *বি* ওজর-অজুহাত। 'সামান্য অছিলা-অজুহাতে সে ফোনের পর ফোন করতে লাগল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

অজ[1] [স] **১** *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) স্বয়ম্ভূ। 'অজ হইয়া জন্ম হইল দেব চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ছাগল। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অজ-জননী [স] *বি* ছাগ-মাতা। 'তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অজদেব [স] *বি* ঈশ্বর। 'অজদেব রক্ষা করু।' *মালাধর*, ১৫০০।

অজপুত্র [স] *বি* ছাগল-ছানা। 'অজপুত্র পেয়েছ অজের সহবাসে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অজমুণ্ড [স] *বি* ছাগলের মাথা। 'হই অজমুণ্ড আমি তবু দক্ষ রাজা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

অজা [স] *বি* ছাগল। 'অজা লয়্যা আইল রামা দিন অবশেষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অজাকার [স অজ-আকার] *বিণ* ছাগলের আকারবিশিষ্ট। 'খচ্চর সদৃশ কেহ কেহ অজাকার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

অজাগলস্তন [স অজা-গলস্তন] *বি* ছাগলের গলায় স্তনের মতো মাংসপিণ্ড। 'অজাগলস্তন-প্রায় অন্য সাধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অজাচার [স অজ-আচার] *বি* কপটতা। 'ভক্তিক্ষেত্রে অজাচার হৃদয় উচাটন।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৩।

অজাশাল [স অজশালা] *বি* ছাগলের গোয়াল। 'অজাশালে অজাগণ করিল প্রবেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অজ[2] [স আদ্য] **১** *বিণ* একেবারে। 'পরক সাহেবের পলাতকা অজ জঙ্গলা জাগা।' *বোগল*, ১৭৭৮; 'অজ বাকি ২৮২৭ চলন লেখা জায়।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **২** *বিণ* পুরোদস্তুর। 'মেয়েদের কথায় কথায় ফোঁপরদালালি – যেন অজবুড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৭। **৩** *বিণ* নিরেট। 'আপনার পদার্পণ হত না এ অজ পাড়াগাঁয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অজপাড়াগাঁ *বি* প্রত্যন্ত গ্রাম। 'চেয়ে চেয়ে দেখি অজপাড়াগাঁর চেহারা।' *মনোজ*, ১৯৫১।

অজবুড়ি [স আদ্য>+স বৃদ্ধ>] *বি* পুরোদস্তুর বুড়ি। 'মেয়েদের কথায় কথায় ফোঁপরদালালি – যেন অজবুড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অজমূর্খ [স আদ্য+স মূর্খ] *বি* নিরেট মূর্খ ব্যক্তি। 'আমি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি – তোমার মত অজমূর্খের।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

অজ[3] [আ হজ্] *বি* মুসলমানদের মক্কা-মদিনায় তীর্থ করণ। 'আমি চারবার অজ করেছি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অজগর [স] **১** *বি* বিশাল আকারের সাপবিশেষ; পাইথন। 'অজগর রূপ ধরি রহে বৃন্দাবনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* সর্বগ্রাসী। 'অজগর-অন্ধকার গিলিয়াছে তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অজগরসর্প [স] *বি* বিশাল আকারের সাপবিশেষ; পাইথন। 'গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগরসর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অজচ্ছল [স অজস্র] *বিণ* অঢেল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অজটিল [স] *বিণ* জটিল নয় এমন; সহজ। 'চরকা, অর্থাৎ ... অজটিল সহজলভ্য জীবিকা।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

অজন্তা [স] *বি* পশ্চিম ভারতের গুহাবিশেষ যা বৌদ্ধ শিল্পীদের আঁকা দেয়ালচিত্রে পরিপূর্ণ। 'অজন্তা গুহায় যারা অপ্সরার চিত্র লিখেছিল।' *অবন*, ১৯২৫।

অজন্মা [স] **১** *বি* ফসলের উৎপাদনহীনতা। 'অজন্মার সময়ে দেশের শস্য ভিন্নদেশে প্রেরিত না হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* উৎপাদনের বিঘ্নকারক। 'আমার সোনার খেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অজপা [স অজপনীয়] **১** *বি* মন্ত্রবিশেষ। 'অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ধ্যান ও জিকির। 'অজপা জপএ নিত্য নিঃশব্দ নীরব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* প্রাণবায়ু। 'পরে জায়ার সঙ্গে লীলাখেলায় অজপা ফুরায়ে গেল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অজবুগ [তু উজবক] *বিণ* মূর্খ। 'ওরা যে আমাদের অসভ্য অজবুগ মনে করে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অজমত [ফা অজ+স মত] *ক্রিবিণ* মতানুযায়ী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অজমিদার [অ+ফা জমীনদার] *বি* জমিদার নয় যে। 'জমিদার অজমিদার নির্বিচারে সর্বোচ্চ ডাককারীকেই জমির ইজারা দেওয়া হল।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

অজন্মিত [স অজন্মা>] *বিণ* জারজ; বেজন্মা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অজয্য [স] *বিণ* অজেয়। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অজয়[1] [স] *বিণ* অজেয়। 'তোমার বরদানে মুঞি অজয় তৃভূবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অজয়[2] *বি* পশ্চিমবঙ্গের নদীবিশেষ। 'সঙ্গে শত শত নায়্যা আইনু অজয় বায়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অজর [স] *বিণ* জরাহীন। 'খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অজাত অমর অনন্ত অজর।' *ভারত*, ১৭৬০।

অজরত্ব [স] *বি* জরাহীনতা। 'সে চায় অজরত্ব, নিছক অমরত্ব তার কাছে তুচ্ছ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

অজরা [স] *বিণ স্ত্রী* জরাহীন। 'অজরা অমরাবৎ আর ধর্ম্মাচরণ কেমন ...।' *গোলোক*, ১৮০১।

অজরামর [স অজর-অমর] **১** *বিণ* চিরযৌবনা ও মৃত্যুহীন। 'তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি।' *চর্যা* ২২, ১২০০। **২** *বিণ* চিরকাল বেঁচে থাকে এমন। 'কোনো কোনো গল্পও অজরামর হয়ে থাকে ঐ একই কারণে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

অজরঈল [আ] *বি* আজরাইল। 'ভয়ে অজরঈল (যমদূত) তোমাদের গাঁয়ে ঢোকে না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অজরাহ [আ] *ক্রিবিণ* কোনো অর্থ না দিয়ে। 'অজরাহ জবরজস্তি খামখায় দেহতপুরকে জালাঞা পোড়াঞা ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৭।

অজর্মন [অ+ই জর্মন] *বি* জার্মানভাষী নয় এমন ব্যক্তি। 'বহু জর্মন অজর্মন হিন্দুস্থান হৌসে আসত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

অজলমগ্ন [স] *বিণ* জলে ডুবে নেই এমন। 'জাহাজের অ-জলমগ্ন সমুদায় ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অজস [স অযশ] *বিণ* যশহীন। 'না হইব সতিত্ব ভঙ্গ অজস ...।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

অজস্র [স] **১** *ক্রিবিণ* সতত; অবিরত। *বিদ্যা,* ১৮৬৪। **২** *বিণ* খুব বেশি। 'অজস্র গাল দিতে আরম্ভ করেছেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১। **৩** *বিণ* সীমাহীন। 'যার শক্তি অজস্র সে সমস্ত দাবি মেনে নিতে আনন্দ পায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯। **৪** *বি* অনেক জন। 'অজস্রের আসঙ্গ পিপাসা মুহূর্তে এনেছে আজ সঞ্চয়ের শেষ প্রহরায়।' *আহসান,* ১৯৫৯।

অজস্রতা [স] *বি* প্রাচুর্য। 'তাহাদের প্রাণের অজস্রতা, বিকাশের উৎসব।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

অজস্রত্ব [স] *বি* বাহুল্য। 'সকল প্রকার অজস্রত্ব।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

অজস্রভাবে [স] *ক্রিবিণ* অসংখ্যভাবে। 'বিদ্রোহের সুরে আপনাকে নানা মূর্তিতে অজস্রভাবে প্রকাশ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

অজাগতিক [স] *বিণ* জগতের নয় এমন। 'সে-চোখদুটোকে তার অজাগতিক বলে মনে হল।' *ওয়ালী,* ১৯৪২।

অ-জাগন্ত [অ+স জাগ্রৎ>] *বিণ* ঘুমন্ত। 'আমার অ-জাগন্ত ভালোবাসা জাগিয়ে দিলে।' *নজরুল,* ১৯২৪।

অজাগর[১] [স অজগর] *বি* বৃহদাকার সাপবিশেষ। 'গিরিবর হস্তে যেন নামে অজাগর।' *আলাওল,* ১৬৮০।

অজাগর[২] [স>] *বিণ* চিরজাগ্রত। 'এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

অজাত[১] [স অজাতি] *বিণ* নিচু বংশের। 'হালাল হারাম জান জাত কি অজাত।' *সুলতান,* ১৭০০।

অজাত[২] [স] *বিণ* জন্মায়নি এমন। 'অজাত অমর অনন্ত অজর।' *ভারত,* ১৭৬০।

অজাতশত্রু [স] *বিণ* যার শত্রু জন্মেনি এমন। 'অমিততেজা অজাতশত্রু মণিপুরেশ্বরের অনুমাত্র আশঙ্কা নাই।' *দীনবন্ধু,* ১৮৭৩।

অজাতশ্মশ্রু [স] *বিণ* দাড়ি ওঠেনি এমন। 'আমার সভ্যেরা সমস্তই প্রায় অপ্রাপ্তবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

অজাতসংস্কার [স] *বিণ* সংস্কার গড়ে ওঠেনি এমন। 'অজাতসংস্কার, মদমত্ত, আরণ্যিক আমার যৌবন।' *সুধীন্দ্র,* ১৯২৯।

অজাতি [স] *বি* নিচু জাতি (সম্প্রদায়)। 'সুজাতি অজাতি হই আর কি করিবে।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

অজান [স অজ্ঞান] **১** *বিণ* জানার অতীত। 'অজান খবর না জানিলে কিসের ফকিরি।' *লালন,* ১৮৯০। **২** *বিণ* অচেনা; অজ্ঞাত। 'অজান-গাঁয়ের ছেলে।' *জসীম,* ১৯৩১।

অজানত [স অজ্ঞান>] **১** *বিণ* অজানা। 'অজানত আলিঙ্গনেও আমার সম্পূর্ণ পাপ হইয়াছে।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬৭। **২** *বিণ* অচেনা। 'অজানত খাদ্য দ্রব্য, ... ভক্ষকের সহসা তা স্পর্শ কত্তে ইচ্ছে করে না।' *মাইকেল,* ১৮৭৩।

অজানতে *ক্রিবিণ* অগোচরে। 'তাঁর অজানতে বড়কর্তাদের সবাই জানতেন।' *মুজতবা,* ১৯৪৯; 'নিজের অজানতেই তার অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠলাম।' *অচিন্ত্য,* ১৯৫০।

অজান্তে [স অজ্ঞান>] *ক্রিবিণ* অগোচরে। 'নিজের অজান্তে শিশিরকণা একটা পদ্য রচনা করে ফেললেন।' *বুদ্ধ,* ১৯৪৯।

অজানা [স অজ্ঞান>] **১** *বিণ* অপরিচিত। 'আজকে রে তুই অজানা অচেনা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৩। **২** *বি* অচেনা লোক। 'ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯। **৩** *বি* মৃত্যুপরবর্তী কাল। 'কোন অজানার দেশে চলে গেলেন।' *নজরুল,* ১৯২৪। **৪** *বিণ* অজ্ঞাত। 'জানি তোমার অজানা নাহি গো কী আছে আমার মনে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৬।

অজানিত [স অজ্ঞান>] **১** *বিণ* অজানা; অচেনা। 'চাহে যথা অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী।' *মাইকেল,* ১৮৬০। **২** *বিণ* অজ্ঞাত। 'এ দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার অজানিত।' *মাইকেল,* ১৮৭৩। **৩** *বিণ* অপরিচিত। 'অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিতে পারিব না।' *বিদ্যা,* ১৮৯১।

অজানিতা [স অজ্ঞান>] *বি স্ত্রী* যাকে জানা হয়নি; অচেনা ব্যক্তি। 'চলেছি সেই অজানিতার উদাস পরশ পেতে।' *নজরুল,* ১৯২৫।

অজানিতে [স অজ্ঞান>] *ক্রিবিণ* অগোচরে। 'তোমাদের অজানিতেই কি একটা গোপন তৃপ্তি তোমরা আমায় দিতেছ!' *সবুজ,* ১৯২১।

অজান্তব [স] *বিণ* নিষ্প্রাণ। 'সমুদ্রের অজান্তব জানালার গল্পের সুরভি।' *জীবন,* ১৯৩০।

অজায়গা [অ+ফা জায়গা] **১** *বি* অস্থান; কুস্থান। 'অসময়ে অজায়গায় পা পড়েছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯। **২** *বি* গন্তব্য ভিন্ন অন্য স্থান। 'মেয়েটি নেমে পড়ল অজায়গায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২। **৩** *বি* নগণ্য কাজ। 'অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

অজি [প্রা অদ্য] *ক্রিবিণ* আজ। 'অজি ভুসু(কু) বঙ্গালী ভইলী।' *চর্যা ৪৯,* ৯০০।

অজিজ্ঞাস [স] *বি* অকৌতূহল। 'তে কারণে অজিজ্ঞাসে না কহ দেখিয়া।' *হেয়াত,* ১৮০০।

অজিজ্ঞাসিত [স] *বিণ* অনির্ণীত; জিজ্ঞাসা করা হয়নি এমন। **অজিজ্ঞাসিতাভিধান** [স] *বি* অনির্ণীত সংজ্ঞা। 'পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে।' *দর্পণ,* ১৮২১।

অজিজ্ঞাস্য [স] *বিণ* প্রশ্নহীন। 'অজিজ্ঞাস্য বেকার লোকেতে উপহাস।' *আলাওল,* ১৬৮০।

অজিত [স] *বিণ* অপরাজিত। 'এই কালে অজিত ইছার কাট মাথা।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

অজিতেন্দ্রিয় [স অজিত-ইন্দ্রিয়] *বিণ* ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত নয় এমন। *বিদ্যা,* ১৮৬৪; 'যে অজিতেন্দ্রিয় সেই দুঃখী সাহসশূন্য এবং আত্মগ্লানিপূর্ণ।' *হরপ্রসাদ,* ১৮৭৮।

অজিন [স] **১** *বি* চামড়ার আসন। 'বসিলেন মহাদেব কুঞ্জর অজিনে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **২** *বি* হরিণের চামড়া। 'অজিনাসনে বসি, বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে।' *মাইকেল,* ১৮৬১। **৩** *বি* পশুচর্মের তৈরি এক ধরনের আসন। 'অজিন রঞ্জিত আহা কত শত রঙ্গে/ পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘতরু-মূলে।' *মাইকেল,* ১৮৬১। **৪** *বি* বাঘছাল। 'স্বীয় অজিনাসন ভূতলে স্থাপন করিয়া ...।' *গিরিশ,* ১৮৮৯।

অজিনাসন, অজিনআসন [স অজিন+স আসন] *বি* হরিণের চামড়া দিয়ে নির্মিত আসন। 'অজিনাসনে বসি, বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে।' *মাইকেল,* ১৮৬১; 'অজিনআসন এনে দে।' *নজরুল,* ১৯৩১।

অজিষ্ণু [স] *বিণ* পরাজিত। 'অজিষ্ণু গো আজি দানব-সংগ্রামে দানবারি!' *মাইকেল,* ১৮৬০।

অজীব [স] *বিণ* জড়। **অজীববাচক** [স] *বি* জড় বস্তু। 'এ সমস্তই একবচনের ও অজীববাচকের দৃষ্টান্ত।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৮।

অজীর্ণ [স] ১ *বিণ* দুর্বল। 'জলপানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* রান্না করা হয়নি এমন। 'অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বি* বদহজমজনিত পেটের পীড়া। 'স্ত্রী বহুদিন হইতে অজীর্ণরোগে ভুগিতেছিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৪। ৪ *বিণ* হজম হয়নি এমন। 'যুগান্তরের অজীর্ণ হলাহল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অজীর্ণতা [স] *বি* বদহজমজনিত রোগবিশেষ। 'কুষ্ঠ কুষ্ম অজীর্ণতা রোগ হরে কাশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

অজীর্ণরোগ [স] *বি* বদহজমি। 'বহুদিন হইতে অজীর্ণরোগে ভুগিতে-ছিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৪।

অজু [আ ওয়াজু] *বি* মুসলমানদের আচারিক প্রক্ষালন। 'অজু তয়ম্মুম আদি যথেক গোসল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অজুক্তি [স অযুক্তি] *বি* অযুক্তি; কুযুক্তি। 'অজুক্তি করিলা কর্ম্ম ধর্ম্ম নরান্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অজুদ [আ ওয়াজুদ] *বি* দেহ। 'বিশ গজ উচাইতে অজুদ তাহার।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

অজুহাত [আ ওয়াজুহাত] *বি* ছুতা। 'বেইজ্জতির অজুহাতে চক্ষু দুটো উষ্ণ কটাহের মতো গরম করে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অজেয় [স] *বিণ* জয় করা যায় না এমন। 'অজেয় অচ্ছেদ অস্ত্র সেইত মুদ্গর।' *মালাধর*, ১৫০০।

অজেয়তা [স] *বি* জয় করার অসমর্থতা। 'ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অজোগ্গতামস্ত [স অযোগ্য>] *বিণ* যোগ্যতাশূন্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

অজোগ্য [স অযোগ্য] *বিণ* যোগ্যতা নেই এমন। 'কেন হেন বৈলে বাপা অজোগ্য বচন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অজ্ঞ [স] ১ *বি* অজ্ঞতা। 'অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মূর্খ ব্যক্তি। 'শিশ্নোদরপরায়ণ অজ্ঞ এইরূপ কহিলে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ৩ *বিণ* জ্ঞানহীন। 'তপস্বী মহাশয়েরা ডুবাল অপেক্ষা অজ্ঞ ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* নির্বোধ। 'মনুষ্য শৈশবকালে অতি অজ্ঞ থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৫ *বিণ* অশিক্ষিত। 'উর্দ্দু ভাষায় ওয়াজে নছিহত কয়জন গ্রাম্য অজ্ঞ লোকের বোধগম্য হয়।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

অজ্ঞজন [স] *বি* নির্বোধ ব্যক্তি। 'অজ্ঞজন যখন মনে করে ওই গোরের কোন ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অজ্ঞজনোচিত [স] *বিণ* অজ্ঞজনের মতো। 'এই শ্রেণীর অজ্ঞজনোচিত অতি-আগ্রহের কল্যাণে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

অজ্ঞতা [স] *বি* মূর্খতা। 'তাহাতে কেবল নগরবাসি লোকেরদিগের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

অজ্ঞতা-অন্ধকারাচ্ছন্ন [স] *বিণ* অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'অজ্ঞতা-অন্ধকারাচ্ছন্ন ইংলণ্ডে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অজ্ঞতাজাত [স] *বিণ* অজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট। 'অজ্ঞতাজাত, অনুদার মনোভাবের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আমাদের বাঙ্গলা দেশে প্রচুর ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অজ্ঞতাপ্রসূত [স] *বিণ* অজ্ঞানতাজাত। 'এমন কথা রক্ষণশীল ও অনুদার ব্যক্তির অজ্ঞতাপ্রসূত উক্তি মাত্র।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

অজ্ঞতাবশত [স] *ক্রিবিণ* না জানার কারণে। 'গৃহপালিত পশু অনেক সময়ে পালকের অজ্ঞতাবশত হীনদশা প্রাপ্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অজ্ঞতাসুখ [স] *বি* মূর্খতাজনিত সুখ। 'অজ্ঞতাসুখে অচেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অজ্ঞমূর্খ [স] ১ *বিণ* নির্বোধ; অশিক্ষিত। 'গ্রামের অজ্ঞমূর্খ নারীরা সেই অজ্ঞই রয়ে গেল।' *বেগম*, ১৯৫২। ২ *বিণ* আনাড়ি। 'ধূমপানের ব্যাপারে সে যে একেবারে অজ্ঞমূর্খ মানুষ নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অজ্ঞোচিত [স অজ্ঞ-উচিত] *বিণ* নির্বোধের মতো। 'আমি অজ্ঞ জীব অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অজ্ঞাত [স] ১ *বিণ* অজানা। 'বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অপরিচিত। 'সেই অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালোবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অজ্ঞাতকুল [স] *বিণ* বংশ-পরিচয় অজানা এমন। 'প্রতিমার সেবাতি অজ্ঞাতকুল বাস দেবল ব্রাহ্মণ।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

অজ্ঞাতকুলশীল [স] *বিণ* উৎপত্তি জানা যায় না এমন। 'কস্মিনকালেও অজ্ঞাতকুলশীল জর্মান ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করেনি।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

অজ্ঞাতকুলশীলা [স] *বি স্ত্রী* বংশ-পরিচয় ও স্বভাব-চরিত্র জানা নেই যার। 'অজ্ঞাতকুলশীলার প্রতি ভালোবাসার ঐরূপ আচম্বিতে জন্মলাভটা স্মৃতির হিসেবে নিন্দনীয়।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

অজ্ঞাতচারী [স] *বি* অচেনা আগন্তুক। 'আমিও কেঁদে কেঁদে বলি, 'হে অজ্ঞাতচারী'।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অজ্ঞাতনামা [স] ১ *বি* অখ্যাত ব্যক্তি। 'কবিতা লেখায় যে-সমস্ত অপ্রকাশিত অজ্ঞাতনামারা ফেল করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* অপরিচিত। 'কোনো এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক কবির লিখিত কোনো-একটি শ্লোকের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

অজ্ঞাত-পরিচয় [স] *বিণ* পরিচয় জানা নেই এমন। 'অজ্ঞাত-পরিচয় ও সন্দেহজনক লোকদিগের পরীক্ষায় আর একটী সহজ উপায় আছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

অজ্ঞাতপরিচিত [স] *বিণ* অচেনা। 'অজ্ঞাতপরিচিত আর একজন আসিয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অজ্ঞাতবাস [স] ১ *বি* গোপন আবাস। 'লোকে অজ্ঞাতবাস রটনা করে দিয়েচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বি* নির্জনবাস। 'সূচীভেদ্য অন্ধকার! একা এই অজ্ঞাতবাসের শাস্তি।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

অজ্ঞাতভাগ্য [স] *বিণ* ভাগ্য জানা নেই এমন। 'কোন অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাঙ্ক্ষী এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে গিয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অজ্ঞাতভাবে [স] *ক্রিবিণ* অপরিচিত অবস্থায়। 'যে-সব জাতি প্রায় অজ্ঞাতভাবে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অজ্ঞাতযৌবনা [স] *বিণ স্ত্রী* নিজের যৌবন সম্পর্কে অসচেতন। 'অজ্ঞাতযৌবনা আর বিজ্ঞাতযৌবনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

অজ্ঞাতশক্তি [স] *বিণ* অজানা শক্তিসম্পন্ন। 'অজ্ঞাতশক্তি প্রকৃতিকে যখন সে ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অজ্ঞাতসারে [স] ১ *ক্রিবিণ* গোপনে। 'অজ্ঞাতসারে অথবা বলপূর্বক, কিংবা প্রতারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *ক্রিবিণ* অজান্তে। 'আমার অজ্ঞাতসারে বারিবিন্দু আপনকার গাত্রে পতিত হইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অজ্ঞাতস্বভাব [স] *বিণ* স্বভাব অজ্ঞাত এমন। 'অজ্ঞাতস্বভাব মৃগকে একবার সচকিত স্পর্শ করে, একবার পলায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অজ্ঞাতে [স] *ক্রিবিণ* অজান্তে। 'নীলাচলে আছি আমি তোমার অজ্ঞাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অজ্ঞান [স] ১ *বি* মূর্খতা। 'শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* চেতনাহীন। 'জেকালে যৌবন কৈল প্রয়াণ তা সনে না গেল প্রাণ অজ্ঞান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* জ্ঞানহীন। 'দেহ পরিচয় মাতা অজ্ঞান আমি অন্ধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'কান্দে রাজা সালবান মোহে হয়্যা অজ্ঞান বেহাইর ধরিআ চরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* মূর্খ। 'পণ্ডিতেরদের উপাসন্য ব্যতিরেকে অজ্ঞান লোক জানিতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৬ *বিণ* অশিক্ষিত। 'এখনকার স্ত্রীলোক প্রায় অজ্ঞান এই নিমিত্ত তাহাদের নানা দোষ ঘটিতেছে।' *গৌর*, ১৮২২। ৭ *বি* মোহ। 'এই যে আমাদের অজ্ঞান, পাপ এবং দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা, ইহার কারণ কী?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অজ্ঞানকৃত [স] *বিণ* অজ্ঞতাবশত করা হয়েছে এমন। 'কোনো-একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দণ্ডবিধান হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অজ্ঞানজনিকা [স] *বিণ* অজ্ঞানতা সৃষ্টিকারী। 'ইহা কখন অজ্ঞান জনিকা বা মন্দ ফলার্পিকা নহেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অজ্ঞানত, অজ্ঞানতঃ [স] *ক্রিবিণ* না জেনে; অজ্ঞতাবশত। 'যে ব্যক্তি অজ্ঞানত কন্যাবিক্রয়ীর মুখাবলোকন করে সেও ... প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'দেশকাল বিবেচনা না করিয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কনিষ্ঠগণের নিকট ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অজ্ঞানতা [স] *বি* অজ্ঞতা। 'অজ্ঞানতা স্ত্রীবধের প্রাবর্ত্তক।' *রামমোহন*, ১৮১৯।

অজ্ঞানতাজাত [স] *বিণ* জ্ঞানহীনতা থেকে সৃষ্ট। 'যুক্তিবর্জিত ধর্মব্যবসায়ীর রহস্যময়তা এবং অজ্ঞানতাজাত অকারণ ভীতি হতে বাঁচানোর জন্যে ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

অজ্ঞানতিমির [স] *বি* মূর্খতারূপ অন্ধকার। 'দরশনে দূরে যায় অজ্ঞানতিমির।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অজ্ঞাননাশ [স] *বি* অজ্ঞতালোপ। 'অজ্ঞাননাশ যৎসঙ্গ করণে হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অজ্ঞানবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* অজ্ঞানক্রমে। 'অজ্ঞানবশতঃ তাহাকে অবহেলা এবং দ্বেষ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অজ্ঞানবশতাপন্ন [স] *বিণ* অজ্ঞানের অধীন। 'ক্ষুদ্রবুদ্ধি অজ্ঞানবশতাপন্ন মানব আমরা সর্বতোভাবেই অসমর্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অজ্ঞানভূত [স] *বি* মূর্খতা রূপ ভূত। 'তবু আছে অজ্ঞানভূতে পেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অজ্ঞানা [স অজ্ঞান] *বিণ স্ত্রী* চেতনহীন। 'মাদক দ্রব্যাহারে অজ্ঞানা হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

অজ্ঞানান্ধ [স অজ্ঞান+স অন্ধ] *বিণ* অজ্ঞানতাবশত অন্ধ। 'অজ্ঞানান্ধ লোকে কি করিয়া তাঁহাকে ডাইনী অপবাদে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

অজ্ঞানান্ধকার [স অজ্ঞান-অন্ধকার] *বি* অজ্ঞতারূপ অন্ধকার। 'মনুষ্য হৃদয়স্থিত অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ হওয়াতে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

অজ্ঞানাবস্থা [স অজ্ঞান-অবস্থা] *বি* অচেতন অবস্থা। 'অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা ছিলেম।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

অজ্ঞানাবৃত [স অজ্ঞান-আবৃত] *বিণ* সংজ্ঞাহীন। 'অজ্ঞানাবৃত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

অজ্ঞানী [স] *বিণ* অশিক্ষিত। 'যাঁহারা অজ্ঞানী তাঁহারা স্বদেশীয় ও পরদেশীয় ভাষা ও ব্যবহারের ভেদ জ্ঞাত নহেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

অজ্ঞাপন [স] *বি* না-জানানো। 'গোবিন্দ-কাশীশ্বরে প্রভু কৈল অজ্ঞাপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অজ্ঞেয় [স] ১ *বিণ* জানা যায় না এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'বিধির বিধান-সম অজ্ঞেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* জ্ঞানাতীত। 'বিচিত্র সে, অজ্ঞেয় সে, মম মনোহর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অজ্ঞেয়তাবাদী [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে কিছু থাকলেও তা মানুষের পক্ষে জানা অসাধ্য – এমন মতবাদে বিশ্বাসী। 'পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic) ছিলেন।' *রমেন*, ১৯৭০।

অজ্ঞোচিত [স অজ্ঞ-উচিত] *বিণ* নির্বোধের মতো। 'আমি অজ্ঞ জীব অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অঝর [অ+স ধারা>] ১ *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'বড়ায়ি বড়ায়ি বুলি অঝর নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* অবিশ্রান্ত ধারায়। 'অঝর ঝরএ মোর নয়নে পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অঝরা [অ+স ধারা>] *বিণ* ঝরেনি এমন। 'আমার লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

অঝরু [স অশ্রু] *ক্রিবিণ* অবিশ্রাম। 'সদাই কাঁদনা দেখি অঝরু ঝরয়ে আঁখি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

অঝরে *ক্রিবিণ* অবিশ্রান্ত ধারায়। 'অঝরে নয়ন ঝরে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

অঝোর [অ+স ধারা>] *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'উত্তর না করে কান্দে অঝোর নয়নে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অঞ্চল [স] ১ *বি* আঁচল। 'উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল আধ পয়োধর হেরু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* এলাকা। 'সে অঞ্চল হইতে পালাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বি* বসন। 'কিশোরীরা স্খলিত অঞ্চলে ঘুমাইতেছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অঞ্চলঘাত [স] *বি* আঁচলের বাতাস। 'প্রদীপ নিবালে কেন অঞ্চলঘাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অঞ্চলছায়া [স] *বি* আঁচলের ছায়া; আঁচলের আড়াল। 'তব অঞ্চল-ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অঞ্চলপ্রান্ত [স] *বি* আঁচলের প্রান্ত। 'অনাবদ্ধ অঞ্চলপ্রান্ত উড়তে থাকে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অঞ্চলবদ্ধ [স] *বিণ* আঁচলে বাঁধা। 'উত্তমরূপে ধৌত করণান্তর অঞ্চলবদ্ধ করিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

অঞ্চলবীজন [স] *বি* আঁচলের বাতাস। 'হাওয়া দুই বোনের অঞ্চলবীজনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অঞ্চলসঙ্কেত [স] *বি* আঁচল নাড়িয়ে প্রদর্শিত সংকেত। 'অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্যসঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

অঞ্চলাশ্রিত [স] *বিণ* আঁচলের তলে লুকিয়ে থাকে এমন। 'তাদের পত্নীচালিত, মাতৃলালিত, অঞ্চলাশ্রিত এবং ধুতিচাদরপরিহিত বাতাসে হেলেদুলে চলা ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

অঞ্চলের মণি *বি* পুত্রসন্তান। 'হারা হ'য়ে অঞ্চলের মণি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অঞ্চিত [স] **১** *বিণ* পূজিত। 'বিরিঞ্চি অঞ্চিত পদ দিলা বলি মাথে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বিণ* বাঁকানো। 'অধরের অঞ্চিত কার্মুকে বিরল গুঞ্জনধ্বনি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অঞ্জন [স] *বি* কাজল। 'অঞ্জন সোভা পাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'লুচনে অঞ্জন দেখি ললাটে সিন্দুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

অঞ্জনকাঠি [স অঞ্জন+স কাষ্ঠিকা] *বি* কাজলের কাঠিবিশেষ। 'মায়ার অঞ্জনকাঠি, কাঁথা ও কল্পনা ক্রমে মেশে।' *শক্তি*, ১৯৭০।

অঞ্জনঘন [স] *বি* কালো মেঘ। 'নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জছায়ায় সংবৃত অম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অঞ্জনিয়া [স অঞ্জন>] *বিণ স্ত্রী* কাজল পরিহিত। 'ধায় কোন শশিমুখী অঞ্জনিয়া এক আঁখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অঞ্জনের পেনসিল [স অঞ্জন+ই পেনসিল>] *বি* কাজলের পেন্সিল যা দিয়ে ভুরু বা চোখ আঁকা হয়। 'অঞ্জনের পেনসিল দিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অঞ্জনি [স অঞ্জনিকা] *বি* ফোঁড়া বা ব্রণবিশেষ। 'শরীরে অঞ্জনি যেন পুত্র কুপণ্ডিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অঞ্জলা [স অঞ্জলি>] *ক্রি* জোড়হাত করা। 'বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া নিশীথগগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অঞ্জলি [স] **১** *বি* অর্চনা। 'তিরথ জানি জল অঞ্জলি দেবা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* করপুট। 'অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অঞ্জলি করিয়া নিবেদন সবিনয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* উপহার। 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৪** *বি* আলোকরশ্মি। 'আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে তোমার কোলে সুবর্ণ অঞ্জলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৫** *বি* প্রার্থনা। 'যতটুকু পাই ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে, নাই বা উচ্ছলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অঞ্জলিকা [স] *বি স্ত্রী* অঞ্জলি। 'চম্পকবন করুক রচন নব কুসুমাঞ্জলিকা [কুসুম-অঞ্জলিকা]।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

অঞ্জলিপুট [স] *বি* জোড়হাত। 'কহি গো অঞ্জলিপুটে উর গো আমার ঘটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অঞ্জলিবদ্ধ [স] *বিণ* করতলদ্বয় সংযুক্ত। 'দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

অঞ্জলিবদ্ধ [স] *বিণ* করতলদ্বয় সংযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অঞ্জীর [ফা] *বি* ডুমুর জাতীয় ফলবিশেষ। 'এক ঘটের মধ্যে অনেকগুলিন অঞ্জীর ও ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অটনী [স] *বি* ধনুকের অগ্রভাগ। 'রাজা রুষ্ট হইয়া অটনী দ্বারা তাঁহার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অটবি, অটবী [স] **১** *বি* বন। 'মৃগয়ায় অভিলাষে, কোনও অটবীতে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'অটবি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪। **২** *বি* বৃক্ষ। 'অটবী দোদুল দোলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

অটল [স] **১** *বিণ* দৃঢ়। 'চলিল কুমার যেন কুমার অটল।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* স্থির। 'অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী সে রৌরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৩** *বি* (বাউল) মনের মানুষ। 'ভাব দিয়ে খোল ভাবের তালা দেখবি সেই অটলের খেলা।' *লালন*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* স্থায়ী। 'কোনো কিশোরীর পার্শ্বসংলগ্ন হয়ে অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৫** *বিণ* নাড়ানো যায় না এমন। 'পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অটলচরণ [স] *বি* দৃঢ় পদক্ষেপ। 'যেন অটলচরণে ধীরগতিতে আগুনের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অটলতা [স] **১** *বি* স্থিরতা। 'এই বিশিষ্ট আয়ের অটলতা ও বৃদ্ধি হইবার নিমিত্তে ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭। **২** *বি* নিশ্চলতা। 'অটলতার গভীর গর্ব বাপের মনে জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

অটলনির্ভর [স] *বিণ* অত্যন্ত নির্ভরশীল। 'আশৈশব অটলনির্ভর বন্ধুত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অটলনিষ্ঠ [স] *বিণ* অবিচল নিষ্ঠাবান। 'আমার অটলনিষ্ঠ সতীপ্রেমের শুভ্র শতদলের উপর তোমার চরণ-দুখানি রাখো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অটল মানুষ [স] *বি* (বাউল) মনের মানুষ। 'ওগো অটল মানুষ রসের মানুষ।' *লালন*, ১৮৯০।

অটলশক্তি [স] *বি* স্থিরশক্তি। 'যে অটলশক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অটুট [স অত্রুটি] **১** *বিণ* অভগ্ন। 'এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট চৌদিকের চিরনীরবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* অনাহত। 'ইমান অটুট রাখারই চেষ্টা করছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অটো [ই] *বি* গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 'আমরা চাই না লেবেণ্ডর চাই না অটো।' *রজনী*, ১৯১০।

অটোক্রেসি, অটোক্রিসি [ই] *বি* স্বৈরতন্ত্র। 'ওদের রাষ্ট্র অটোক্রিসিই হোক ডেমক্রেসিই হোক, রাষ্ট্র।' *অন্নদা*, ১৯৩৭; 'অটোক্রেসি, বুরোক্রেসি, কমুনিজম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অটোগ্রাফ [ই] *বি* স্বহস্তলিপি; স্বাক্ষর। **অটোগ্রাফ-খাতা** [ই অটোগ্রাফ+ফা খাতা] *বি* যে খাতায় বা অ্যালবামে স্মরণীয় ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। 'ডেস্কেতে ... মাতা রেখেছেন অটোগ্রাফ-খাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অটোরিকশা [ই অটো+জা রিকশা] *বি* ইঞ্জিনচালিত তিন চাকার ছোটো যানবাহন। 'দামদস্তুর না করে রিকশা-অটোরিকশায় কখনো উঠতো না সে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

অট্ট [স] *বিণ* উচ্চস্বর বিশিষ্ট। 'এইমত গায় নাচে করে অট্টহাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অট্ট অট্ট *ক্রিবিণ* জোরে জোরে। 'ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা অট্ট অট্ট হাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অট্টকলহাস্য [স] *বি* উচ্চধ্বনিতে মধুর হাসি। 'কুমড়োখেতের মাচাগুলোকে অট্টকলহাস্যে ভাসিয়ে ... চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অট্টগরজ [স অট্ট+স গর্জন>] *বি* প্রচণ্ড গর্জন। 'অট্টগরজে অম্বর ভরি রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অট্টপহরী [স অষ্টপ্রহর>] *বি* সার্বক্ষণিক প্রহরা। 'আটপৌরে হল অট্টপহরী।' *তারা*, ১৯৪৬।

অট্টবিদ্রূপ [স অট্ট+স বিদ্রব] *বি* উচ্চকণ্ঠে ব্যঙ্গ। 'তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অট্টরব [স] *বি* উচ্চ শব্দ। 'উঠলো কেঁদে গুংগা বলে ভীষণ অট্টরবে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

অট্টরোল [স] *বি* উচ্চ কলরোল। 'রোষে ত্রাসে, উর্ধ্বশ্বাসে, অট্টরোলে, অট্টহাসে/ উন্মাদ গর্জনে ফাটিয়া ফুটিয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯০।

অট্টহাস [স অট্টহাস্য] **১** *বি* উচ্চস্বরের হাসি। 'এইমত গায় নাচে করে অট্টহাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* গর্জন। 'ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে ... তোমার পথের সাথী বিপুল অট্টহাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

অট্টহাসি [স অট্টহাস্য] *বি* উচ্চস্বরে হাসি। 'অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অট্টহাসিনী [স অট্টহাস>] *বিণ স্ত্রী* অট্টহাসি করছে এমন। 'বিকট অট্টহাসিনী ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অট্টহাস্য [স] **১** *বি* খুব উচ্চ বা বিকট হাসি। 'অধর্ম্ম। (অট্টহাস্য করিয়া) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কিছুই বোঝেন না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* নিষ্ঠুর পরিহাস। 'ভাগ্যের সেই অট্টহাস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অট্টালক [স] *বি* প্রাসাদের উপরে স্থাপিত ঘর। 'নাগ ভজনের সর্ব্বরত্নময় প্রাকার ও তোরণ সন্নিহিত অট্টালকগুলি দৃশ্যমান হইল।' *ঈশান*, ১৯৫৮।

অট্টালিকা [স] **১** *বি* ভবন। 'পূজার অট্টালিকায় নিভৃতি স্থানে গতি করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* (বড়ো) দালান। *দর্পণ*, ১৮২৬; 'অতি বৃহৎ এক উচ্চ অট্টালিকা দূর হইতে এমত বোধ হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অট্টালিকাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* বড়ো দালানপূর্ণ। 'কুটুম্বেরদিগের পৃথক ২ অট্টালিকাময়ী বাটী।' *রাজীব*, ১৮০৫।

অট্টালিকাশ্রেণী [স] *বি* প্রাসাদের সারি। 'মধ্যে মধ্যে ... গগনস্পর্শী চূড়াসম্বলিত মনোমুগ্ধকর অট্টালিকাশ্রেণী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অট্টালী [স অট্টালিকা] *বি* অট্টালিকা। 'অট্টালী চড়িয়া দেখে স্বগণ সহিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অঠ [স অষ্ট, পা অট্ঠ] *বিণ* আট। 'এষা অঠ মহাসিদ্ধি সিঝএ উজুবাট জাঅন্তে।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

অঠকুমারী [স অষ্টকুমারী] *বি* অষ্টকুমারী। 'তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকুমারী।' *চর্যা ১৩*, ১২০০।

অঠেল [স ঢের>] *বিণ* প্রচুর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অডিট [ই] *বি* হিসাব নিরীক্ষা। 'অডিটের রিপোর্ট দেখতে চেয়েছিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

অডিটকৃত [ই অডিট+স কৃত] *বিণ* নিরীক্ষিত; পরীক্ষা করা হয়েছে এমন। 'সভায় পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট এবং অডিটকৃত হিসাব অনুমোদন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

অডিটোরিয়াম [ই] *বি* মিলনায়তন। 'অডিটোরিয়ামে একটি সভার আয়োজন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬০।

অডিয়েন্স [ই] *বি* শ্রোতৃবর্গ। 'পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েন্স।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অডিশন [ই] *বি* কণ্ঠস্বর পরীক্ষণ। 'অডিশন নেওয়ার মত দায়িত্বশীল কাজের ভারও মেয়েরা নিয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

অড় [হি ওহার] *বি* খোল; আবরণ। 'বালিশের অড় সেলাই করিতেছিলেন।' *শরৎ*, ১৯১২।

অড়র [স আঢ়কী] *বি* অড়হর; এক ধরনের ডাল। 'অড়রের ডেলে তার তার যায় মেতে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অড়হর [স আঢ়কী] *বি* ডালবিশেষ। 'অড়হর ডালি ১ মোন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অঢেল [অ+নেপালি ধের/হি ঢের] *বিণ* প্রচুর। 'লোককে দ্যাখান চাই যে, বাবুর রূপো সোনার জিনিষ অঢেল।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মসজিদে কাল শিরনি আছিল অঢেল গোস্ত-রুটি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অঢ় [স আঢ্য] *বি* অভিমান। 'ইন্দুমুখি অঢ় ন কর পিয়হৃদয়খেদহর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অঢ়কি [স আঢ়কী] *বি* অড়হর। 'অঢ়কির তরু চারু কিবা শোভা পায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অণ [স অন্য] *বিণ* অন্য। 'অণ চাহন্তে আণ বিণঠা।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

অণহ [স অনাহত] *বিণ* অশ্রুত। 'তিণিএঁ পাটে লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।' *চর্যা ১৬*, ১২০০।

অণহা [স অনাহত] *বিণ* অশ্রুত। 'অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী।' *চর্যা ১৭*, ১২০০।

অণিমা [স] **১** *বি* যে শক্তির সাহায্যে মানুষ সকলের অলক্ষ্যে সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারে বলে মনে করা হয়। 'অণিমা করিয়া জ্ঞার আছে অষ্ট সিদ্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অণুত্ব। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। **৩** *বি* সূক্ষ্মতা। 'দিগন্তের যুগ্মগিরি শোথসান্দ্র পীবরতা পায় সূচ্যগ্র অণিমা টুটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অণীয়সী [স] *বিণ* সূক্ষ্মতর। 'বিশ্বের অণীয়সী গতিশক্তির দিকে তাকাও, সেখানেও বিরাট চলা-টানার একই ছন্দের লীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অণীয়ান [স] *বিণ* অণুর চেয়েও ক্ষুদ্র। 'অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অণু [স] **১** *বি* রেখা। 'ভুরু অণু কামধনু হেমতনু সাজে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* ক্ষুদ্র। 'ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৩** *বি* পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ; মলিকিউল। 'অণু চতুর্দিকস্থ বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অণুকণা [স] *বি* পরমাণু; অ্যাটম। 'অক্সিজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের কোটি কোটি অণুকণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অণুতম [স] *বিণ* ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। 'এই প্রাণ অণুতম কালে কণাতম শিখা লয়ে অসীমের করে আকুতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অণুপরমাণু [স] *বি* পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক; মলিকিউল ও অ্যাটম; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু। 'অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণুতে বস্তুস্বরূপের বিচিত্র লীলা বিরাজমান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'বাহিরের জগতে সমস্ত অণুপরমাণুর ভিতরেই দেখিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অণুবিদারণ [স] *বি* পারমাণবিক বিস্ফোরণ। 'অণুবিদারণে শত সহস্র মানুষ হত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অণুমাত্র [স] *বিণ* বিন্দুমাত্র। 'তাহার যথার্থতা বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অণুসূর্য [স] *বি* সূর্যের আলোকরশ্মি। 'আনন্দতড়িৎ নৃত্যে অণুসূর্য মাতে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

অণুঅনা [স অনুপপন্ন] *বিণ* অনুৎপন্ন। 'আইএ অণুঅনাএ জগরে ভাংতিএঁ সো পতিহাই।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

অণুঅর [স অনুত্তর] *বিণ* উত্তর নেই এমন। 'মাঝ নিরোহেঁ অণুঅর বোহী।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

অণুদিণ [স অনুদিন] *ক্রিবিণ* প্রত্যহ। 'অণুদিণ সবরো কিংপি ন চেবই

মহাসুহেঁ ভেলা।' চর্যা ৫০, ১২০০।

অণুবীক্ষণ [স] *বি* খালি চোখে দেখা যায় না এমন সূক্ষ্ম পদার্থ দেখার যন্ত্রবিশেষ। 'অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করিলে কীটাণুদিগের আকৃতি যেরূপ দেখায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অণুবীক্ষণতাশক্তি [স] *বি* সূক্ষ্ম বস্তু পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। 'এই অনুবীক্ষণতাশক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অণুবীক্ষণদৃশ্য [স] *বিণ* অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় এমন। 'সুদূর নক্ষত্রের গঠন উপাদান হইতে আরম্ভ করিয়া অণুবীক্ষণদৃশ্য কীটাণুর জীবন ইতিহাস পর্য্যন্ত সমস্তই ইহার জ্ঞাতব্য।' *সবুজ*, ১৯১৭।

অণ্ড [স] **১** *বি* অণ্ডকোষ। 'ভুজঙ্গের ছাল আন্য নেউলের অণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ডিম। 'বোতলের মধ্যে অখণ্ড অণ্ড প্রবেশিত করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অণ্ডকোষ [স] *বি* মুষ্ক। 'কোন পিশাচের বেটা অণ্ডকোষে খেলে ভেটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অণ্ডগোলকসীমা [স] *বি* বেলুনাকৃতি ব্রহ্মাণ্ডের সীমানা। 'ব্রহ্মাণ্ডের অণ্ডগোলকসীমা ফেঁপে উঠতে উঠতে নক্ষত্রেরা ক্রমশই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অণ্ডজ [স] *বিণ* ডিম থেকে জন্ম এমন। 'কোনও কোনও প্রাণী, পক্ষীর ন্যায় অণ্ড প্রসব করে; উহাদিগকে অণ্ডজ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অণ্ডাকার [স] *বিণ* ডিমের আকৃতিবিশিষ্ট। 'অণ্ডাকার বহুতর চানকার মধ্যে পরিষ্কার ইষ্টকচূর্ণ পথ সুরচিত ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অণ্ডর [ই আন্ডার] *বিণ* অধস্তন। 'তিনি ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করেন।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

অণ্ডরটেকর [ই] *বি* মৃতের শেষকৃত্যের আয়োজন করা যাদের পেশা। 'গোঁসাইরা অণ্ডরটেকরের (মুদ্দফরাস) কাজও করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অত [স ইয়ৎ] **১** *বিণ* ওই পরিমাণ। 'তোর বাবু অত ন্যাকরায় কাজ কি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। **২** *বি* বাড়াবাড়ি। 'আর অতয় কাজ নাই।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৩** *বিণ* অধিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অতএ [স অতএব] *অব্য* অতএব। 'তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময় অতএ তোহরি বিশোয়াসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অতএব [স] **১** *অব্য* সুতরাং। 'অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মর্ম আমি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* এ কারণে। 'অতএব এ হুকুম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

অতও *ক্রিবিণ* সেই থেকে। 'অতও সে মঝু মন জ্বলতহি অনুখন।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

অতখানি [অত+খানি] *বিণ* অতোটা। 'অতখানি বিদ্যা অমন বেশি পরিমাণে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অতশত [অত+স শত] **১** *বিণ* খুঁটিনাটি। 'অতশত কথা ভাববার দরকার দেখিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বিণ* এতো বেশি কিছু। 'অত শত ভাবা তোমার কি সাজে।' *জসীম*, ১৯৩১।

অতঃপর [স] *ক্রিবিণ* তারপর। 'অতঃপরে কোণার পাশে পীলের কিস্তি মাত হল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অতঙ্ক [স আতঙ্ক] *বি* ভয়; শঙ্কা। 'সঙ্গ হৈতে দ্রঢ়বন্ধ সংসার অতঙ্ক।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতথ্য [স] *বিণ* মিথ্যা; অসত্য। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতথ্যবাদী [স] *বিণ* মিথ্যাবাদী। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতথ্যভাষী [স] *বিণ* মিথ্যাবাদী। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতদবির [অ+আ তদবির] *বি* তত্ত্বাবধানের অভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অতনু [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) প্রেমের দেহহীন দেবতা মদন। 'মোহি বরু অতনু অতনু কএ ছাড়থু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* দেহহীন। 'ভুরু ভঙ্গী দেখি কাম হইল অতনু।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অতনুরতি [স] *বি* আসঙ্গলিপ্সা; কামরতি। 'অতনুরতি বাঁধিনি আজো মোরা।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

অতন্দ্র [স] **১** *বিণ* চৈতন্যময়। 'অতন্দ্র মূর্ত্তির রূপ সাক্ষাতে ধর্ম্মমএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* মনোযোগী। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। **৩** *বিণ* নিদ্রাহীন। 'চন্দ্র অতন্দ্র নভে জাগিছে সুপ্ত ভবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৪** *বিণ* উজ্জ্বল। 'অতন্দ্র যুগল চন্দ্র।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। **৫** *ক্রিবিণ* অনলসভাবে। 'সাম্রাজ্যেরি স্বর্গসিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্দ্র।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। **৬** *বিণ* সদাসচেতন। 'কর্ণধারদিগকে আজ সতর্ক ও অতন্দ্র দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

অতন্দ্রতা [স] *বি* সতর্কতা। 'গভীর দেশপ্রেম ও দৃষ্টির অতন্দ্রতা সম্বন্ধে ভুল করিলেও চলিবে না।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

অতন্দ্রনয়ন [স] *বি* নিদ্রাহীন চোখ। 'তাহার মাতা ... অতন্দ্রনয়নে তাহারই পানে চাহিয়া আছেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অতন্দ্রিত [স] **১** *বিণ* তন্দ্রালু নয় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। **২** *বিণ* সচল। 'শক্তিরূপ হেরো তাঁর, আনন্দিত, অতন্দ্রিত, ভূর্লোকে ভূবর্লোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। **৩** *বিণ* নিদ্রাহীন। 'বুঝিবে কি, হে সুমিতা, অতন্দ্রিত সে অমানিশীথে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অতন্দ্রিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিদ্রাশূন্য। 'নিশি অতন্দ্রিতা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

অতপ্ত [স] *বিণ* রোদে শুকানো; আতপ। 'অতপ্ত তণ্ডুল ফুল চিনি চাপাকলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতয়ে [স অতএব] *অব্য* অতএব। 'বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ বহু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অতরুণ [স] *বিণ* তারুণ্যহীন। 'কী করুণ, আহা, অতরুণ তনু সাজানো!' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

অতর্কনীয় [স] *বিণ* তর্কাতীত। 'অতর্কনীয় আত্মা তত্ত্বাদি বিষয়ের সবিশেষ মীমাংসা আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অতর্কিত [স] *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'অতর্কিত কারণে তোমার ভয় উপস্থিত হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অতর্কিতচর [স] *বিণ* ঘটতে পারে বলে কেউ ভাবেনি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতর্কিতভাবে [স] **১** *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'প্রাণীকে অতর্কিতভাবে বলপূর্ব্বক ধৃত ও উর্দ্ধে সবেগে উত্থাপিত করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *ক্রিবিণ* অপ্রত্যাশিতভাবে। 'পোষ্যপুত্রের মন অতর্কিতভাবে হরণ করিয়া লইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অতর্কিততা [স] *বি* অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি। 'যুগপৎ দুই চুরির অতর্কিততায় আড়ষ্ট হইয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

অতর্ক্য [স] *বিণ* প্রশ্নাতীত। 'তোমার হয়নি ভুল। অতর্ক্য তোমার অধিকার।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

অতর্পণীয় [স] *বিণ* তর্পণ করতে অনিচ্ছুক। 'অতর্পণীয় ধনলোভ ও শূন্যগর্ভ অভিমান।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অতল [স] **১** *বি* পাতাল। 'অতল বিতল সপ্ত রসাতল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* গভীর। 'অতল সিন্ধু ও অগ্নিময় মরুভূমির উপর যাতায়াত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* অথই; তলহীন। 'শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা অতলজলধিতলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৪** *বিণ* অনধিগম্য। 'অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৫** *বি* গভীরতা। 'সরোবরের অতলের মতো।' *আহসান*, ১৯৬২।

অতলতা [স] *বি* গভীরতা। 'সেই স্বচ্ছ অতলতা দেখেছি তোমার মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অতলস্ত [স অতলান্ত] *বিণ* গভীর; তল নেই এমন। 'অতলস্ত সিন্ধু।' *হেম*, ১৮৭০।

অতলসঞ্চারী [স] *বিণ* গভীরে বিচরণ করে এমন। 'দেখছিলেন অতলসঞ্চারী অজানা মাছ কখন পড়ে তাঁর বড়শিতে গাঁথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অতল-সমাহিত [স] *বিণ* অন্তর্গূঢ়; অতলে সমাহিত। 'অতল-সমাহিত অতিমানস চেতনা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অতলস্পর্শ [স] **১** *বিণ* তলা স্পর্শ করা যায় না এমন। 'এই অতলস্পর্শ সমুদ্রে এমত কোন ভূমি বা প্রস্তরশৃঙ্গও ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* অত্যন্ত গভীর। 'জগতের যত-কিছু অতলস্পর্শ বিষয় আছে দেখতে দেখতে তার মধ্যে তলিয়ে অন্তর্ধান করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অতলস্পর্শী [স] *বিণ* তলা স্পর্শ করা যায় না এমন। 'ঐ অতলস্পর্শী অন্ধকারসাগরে ডুবাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অতলা [স অতল] *বিণ স্ত্রী* তল নেই এমন। 'দুলিয়ে দিল জনম-ভরা ব্যথা-অতলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অতলান্ত [স অতল-অন্ত] **১** *বি* আটলান্টিক মহাসাগর। 'একদা নূতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে মোরে এনেছিল বহি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *বিণ* গভীর। 'আকন্যাকুমারীহিমাচল কপালে জ্যোৎস্নার পঙ্ক মেখে জেগে ওঠে অতলান্ত অন্ধকার সমুদ্রের থেকে।' *নীরেন*, ১৯৫৪। **৩** *বিণ* নিমজ্জিত। 'বর্ষার বন্যায় তুমি অতলান্ত।' *আহসান*, ১৯৬২।

অতলান্তিক [স অতল-অন্ত>] *বিণ* তল নেই এমন। 'দেখ গম্ভীরতায় নয় অতলান্তিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অতসী [স] *বি* তিসি। 'অতসীকুসুম তনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অতসীকুসুম [স] *বি* তিসিফুল। 'অতসীকুসুম তনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অতসীকুসুমবৎ [স] *বিণ* অতসী ফুলের মতো। 'শেষে অতসীকুসুমবৎ বর্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অতাপ [স] *বি* যন্ত্রণা। 'অতাপে তাপিনী অতি বিকলিত তনু।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অতাপিনী [স] *বিণ* ব্যথিত। 'কেউ কান্দে অতাপিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অতায়ব [স অতএব] *অব্য* অতএব। 'ছাড়িয়া গিয়াছ অতায়ব লিখি তোমরা ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

অতি [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত। 'অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'সে অতি নাগর তোঁঞে তসু তুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বিণ* একত্র। 'জীবাত্তমা পরমাত্তমা হই দুই অতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বি* আতিশয্য। 'এই অতির দেশই সকল সাহিত্যিকের স্বদেশ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অতি আধুনিক [স] *বিণ* অতি সাম্প্রতিক। 'অতি আধুনিক নাম পেতে হবে ওকে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

অতিআয়তন [স অতি-আয়তন] *বিণ* বিশাল। 'এই অতিআয়তন স্থানের মধ্যে ... অন্য কোন উপায় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অতিআশ্চর্য্য [স অতি-আশ্চর্য] *বিণ* অত্যন্ত বিস্ময়কর। 'বিশেষতঃ সূতাকাটন অতিআশ্চর্য্য অঙ্গুলির দ্বারা ...। *দর্পণ*, ১৮৩১।

অতি-আহার [স] *বি* অতিভোজন। 'অতি-আহার থেকে যার উৎপত্তি।' *তারা*, ১৯৪৩।

অতিকদক্ষর [স] *বি* অত্যন্ত কদাকার হাতের লেখা। 'সে সকল অতিকদক্ষর।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অতিকরণ [স] *বি* বাড়াবাড়ি। 'অনুকরণ প্রায় অতিকরণে পৌঁছায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অতিকর্ত্তব্য, অতিকর্ত্তব্য [স] *বি* অবশ্যকরণীয় কাজ। 'আমাদের অতিকর্ত্তব্য যে এতদ্দেশের সাধারণ উন্নতির।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অতিকায় [স] *বিণ* বিশাল দেহী। 'অতিকায় আদি শত সুতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অতিকাল [স] *বি* বহু বিলম্ব। 'অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অতিকুৎসিত [স] *বিণ* অত্যন্ত কদর্য। 'খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের লড়াই ... অতিকুৎসিত অতিবর্বর ভাবেই ঘটত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অতিকৃত [স] *বিণ* অতিরঞ্জিত। 'মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অতিকৃতি [স] *বি* অতিরিক্ত সাজ। 'বেশভূষার অতিকৃতি নিয়ে গর্ব করে জানায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অতিকৃচিৎ [স] *বিণ* অতিবিরল। 'অতিকৃচিৎ প্রণয় এসে ... হিঁচড়ে টানছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অতিক্লেশ [স] *বি* অত্যন্ত কষ্ট। 'অতিক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

অতিক্ষণিক [স] *বিণ* স্বল্পকালস্থায়ী। 'অতিক্ষণিক জন্মগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অতিক্ষীণ [স] **১** *বিণ* অতি সরু। 'তহি শোভে শুক্ল যজ্ঞসূত্র অতিক্ষীণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* খুব সামান্য। 'বায়ু অতিক্ষীণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অতিক্ষুদ্র [স] *বিণ* খুব সামান্য। 'গবর্ণমেন্টে অতিক্ষুদ্র কার্য্যের ভার লইয়া ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

অতিখ্যাত্যাপন্ন [স] *বিণ* অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন। 'অতিখ্যাত্যাপন্ন বিদ্বান এবং প্রায় আরম্ভাবধি শিক্ষকরূপে নিযুক্ত।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

অতিগূঢ় [স] *বিণ* অতিশয় গোপনীয়; অতি রহস্যময়। 'অতিগূঢ় হেতু সেহো ত্রিবিধ প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অতিগোপন [স] *বিণ* অত্যন্ত গোপনীয়। 'আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতিগোপন নির্মাণশালায় বসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অতিচেনা [স অতি+চেনা] *বিণ* খুব পরিচিত। 'অতিচেনা কণ্ঠস্বর।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

অতিচৈতন্য [স] *বিণ* চেতনার অতীত। 'মানুষের যে

অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অতিজ্জগৎ [স] *বি* জগতের উর্ধ্বে আর-এক জগৎ। 'সে সৌন্দর্য অতিজ্জগতের আলো।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

অতিজনন [স] *বি* মাত্রাতিরিক্ত জন্মদান। 'অতিজননের যে দোষ তা যদি স্থায়ী হয়।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

অতিজীবিত [স] *বিণ* দীর্ঘকালস্থায়ী। 'মধ্যযুগের অতিজীবিত সমাজব্যবস্থা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অতিতৎপরা [স] *বিণ স্ত্রী* অতি মাত্রায় তৎপর। 'শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতিতৎপরা হইয়া অতিসুখ্যাতি প্রাপ্তা হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অতিতর [স] *বিণ* অত্যন্ত প্রবল। 'দুহে প্রেম অতিতর।' *ভারত*, ১৭৬০।

অতিতীব্র [স] *বিণ* অত্যন্ত প্রবল। 'সৌন্দর্যের একটি অতিদুর্লভ উৎকর্ষের প্রতি একটি অতিতীব্র ঔৎসুক্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অতি দর্পে হত লঙ্কা – অত্যধিক অহঙ্কারে পতন। 'অতি দর্পে হত লঙ্কা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অতিদীর্ঘতা [স] *বি* বেশি দৈর্ঘ্য। 'রাতের নিঃশব্দতা ও অতিদীর্ঘতা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অতিদুঃসাধনীয় [স] *বিণ* অতীব দুঃসাধ্য। 'তবে ঈদৃশ ধর্ম্ম অতিদুঃসাধনীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অতিদুর্লভ [স] *বিণ* লাভ করা অত্যন্ত কঠিন এমন। 'সৌন্দর্যের একটি অতিদুর্লভ উৎকর্ষের প্রতি একটি অতিতীব্র ঔৎসুক্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অতিদুষ্প্রাপ্য [স] *বিণ* অত্যন্ত দুর্লভ। 'তাহার পত্তনের কারণ দর্শান বিষয় অতিদুষ্প্রাপ্য।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অতিদূর [স] *বিণ* অনেক দূরে অবস্থিত। 'অতিদূর অশথের ছায়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অতিদূরদর্শিতা [স] *বি* অতিমাত্রায় ভবিষ্যৎ বিবেচনা। 'আপনার অতিদূরদর্শিতার দ্বারা রাহাদারি মাসুল ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অতিদূরবর্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অনেক দূরে অবস্থিত। 'রাজসভা অতিদূরবর্তিনী নয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

অতিদৈব [স] *বিণ* অলৌকিক। 'অতিদৈব বিবর্তনে মনুষ্যই যেহেতু অতুল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

অতিধনী [স] *বিণ* অত্যধিক ধনসম্পত্তির অধিকারী। 'এই অতিধনী বৈশ্য শ্রেণীটি যে ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিপত্তিশালী হবে এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই।' *সবুজ*, ১৯২০।

অতিধার্মিক, অতিধার্ম্মিক [স] *বিণ* অতিশয় ধর্মপরায়ণ। 'ইঁহারা অতিধার্ম্মিক ও পুণ্যশীল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অতিনিখুঁত [স অতি>] *বিণ* অতিশয় খুঁতমুক্ত। 'যাহা অতিসৌষম্যে অতিললিত অতিনিখুঁত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অতিনিন্দা [স] *বি* অতিরিক্ত অপবাদ। 'অতিনিন্দা ও অতিপ্রশংসা উভয়ই সমান জঘন্য।' *প্রমথ*, ১৯১২।

অতিনিপুণ [স] *বিণ* খুব দক্ষ। 'ব্যবস্থাভিজ্ঞ অতিনিপুণ কোন উকীল নিযুক্ত হইতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অতিনিপুণা [স] *বিণ স্ত্রী* অতিশয় দক্ষ। 'তাঁহারা সেই ভাষায় অতিনিপুণা হইতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

অতিনিষ্কলঙ্ক [স] *বিণ* ত্রুটিমুক্ত। 'একটি অতিনিষ্কলঙ্ক হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অতিনীল [স] *বি* বর্ণালির মধ্যে বেগুনি ও নীলের মধ্যকার রং; ইন্ডিগো; গাঢ়নীল। 'পরে পরে রঙ বিছানো হয়; বেগনি, অতিনীল, নীল, সবুজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অতিনীলিম [স] *বিণ* বর্ণালির মধ্যে বেগুনি ও নীলের মধ্যকার রং। 'দেহের সেই মধ্যবিভাগে আজকাল অতিনীলিম রশ্মিপাত করে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অতিনূতন [স] *বিণ* অত্যাধুনিক। 'যে মত অতিপুরাতন এবং সেইসঙ্গে অতিনূতন সে মত ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

অতিনেশনত্ব [স অতি+ই নেশন+স ত্ব] *বি* উগ্র জাতীয়তা। 'নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশনত্বের দিকে, বিশ্বনেশনত্বের দিকে যাইতে না দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অতিপটু [স] *বিণ* অত্যন্ত দক্ষ। 'তাহারা ... বীজগণিত ও লিখন পারিপাট্য বিদ্যাতে অতিপটু।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অতিপরমাণু [স] *বি* পরমাণু গঠনকারী সূক্ষ্মতর কণা; ইলেট্রন, প্রোটন ও পজিট্রন। 'যাকে পরমাণু বলা হয়েছে তাকেও ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে পাওয়া গেল অতিপরমাণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অতিপরিচয় [স] *বি* ঘনিষ্ঠভাবে জানাশোনা। 'ইউরোপীয়দের প্রতি তাদের অপরিচয়ের ভীতি বা অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অতিপরিচিত [স] *বি* খুব চেনা বিষয় বা বস্তু। 'সাহিত্যের আলোকে আমরা অতিপরিচিতকে নূতন করিয়া দেখিতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অতিপরিপক্ব [স] *বিণ* অতিশয় পাকা। 'অনতিপক্ব সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ব চোদ্দর মতো দেখাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অতিপরিশ্রমপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত পরিশ্রম ক'রে। 'তিনি অনেক অতিপরিশ্রমপূর্বক পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

অতিপরোপকারক [স] *বিণ* অত্যন্ত পরোপকারী। 'অতিপরোপকারক বিজ্ঞান সেবধিনামক এক গ্রন্থ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অতিপাতকী [স] *বি* মহাপাপী। 'মধ্যখণ্ডে দুই অতিপাতকী মোচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অতিপাপ [স] *বি* গুরুতর পাপ। 'পশুগণ বধ হেতু আছিলা তোমার অতিপাপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অতিপারগ [স] *বিণ* অত্যন্ত পারদর্শী। 'তাহারা অতিপারগ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অতিপিনদ্ধ [স] *বিণ* অত্যন্ত আঁটসাঁট। 'বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অতিপুরাতন [স] *বিণ* অনেক দিনের। 'যে মত অতিপুরাতন এবং সেইসঙ্গে অতিনূতন সে মত ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

অতিপুষ্টি [স] *বি* অতিশয় বৃদ্ধি। 'এক অঙ্গের অতিপুষ্টি এবং অন্য অঙ্গের অতিশীর্ণতায় রোগের সৃষ্টি হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অতিপূর্বে [স] *ক্রিবিণ* অনেক আগে। 'ভারতবর্ষে অতিপূর্বেই ইন্দ্রদেব ... অর্চিত হইয়া আসিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অতিপোষকতা [স] *বি* অতিরিক্ত সহায়তা। 'যে সাধারণ নূতন পুস্তকালয় স্থাপন করিতে স্থির হইয়াছে তদ্বিষয়ক ব্যাপারের

অতিপোষকতা হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অতিপ্রকৃত [স] *বিণ* অলৌকিক। 'অপ্রকৃত অতিপ্রকৃত এবং লৌকিক জ্ঞানবিরুদ্ধ বর্ণনা।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

অতিপ্রজন [স] *বি* জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি। 'এ দেশে নির্বিচার বিবাহের ফলে অতিপ্রজন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অতিপ্রত্যক্ষ [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত স্পষ্ট। 'তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* সহজেই দৃশ্যমান। 'অতিপ্রত্যক্ষ বলিয়াই আমরা যাহাদিগকে চাহিয়া দেখি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অতিপ্রবৃদ্ধ [স] **১** *বিণ* অতিশয় বৃদ্ধ। 'অতিপ্রবৃদ্ধ যৌবনভাবে নয় ... নমস্কার-চর্চাবশত।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **২** *বিণ* অতিপ্রাচীন। 'অতিপ্রবৃদ্ধ অজ্ঞতার গর্ভে যে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে তা সুকুমার সাহিত্য নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অতিপ্রভূত [স] *বিণ* কুক্ষিগত। 'পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অতিপ্রয়োজনীয় [স] *বিণ* অত্যাবশ্যক। 'অতিপ্রয়োজনীয় ব্যাপার-গুলির দিকে ... মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

অতিপ্রশংসা [স] *বি* যতোটা প্রশংসা প্রাপ্য, তার থেকে বেশি প্রশংসা। 'তাঁহারা অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অতিপ্রসঙ্গ [স] *বি* বাহুল্য; বিস্তার। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতিপ্রাকৃত [স] *বিণ* অলৌকিক। 'জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অতিপ্রাকৃতিক [স] *বিণ* অতিলৌকিক। 'এই অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার সুস্পষ্ট নিদর্শন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

অতিপ্রাচুর্য [স] *বি* অতিশয় বাহুল্য। 'ইতরের মনভোলানো অতিপ্রাচুর্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অতিপ্রাত [স] *বি* ঊষাকাল। 'তুমি অতিপ্রাতে প্রস্তুত হইয়া আমার নিকট আসিবা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

অতিপ্রিয় [স] *বিণ* প্রীতিভাজন। 'শ্রীচৈতন্য-অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান/ আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অতিপ্রেম [স] *বি* মাত্রাতিরিক্ত প্রণয়। 'অতিপ্রেম সহে না বিধির।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

অতিবড়ো, অতিবড় [স অতি>] **১** *বিণ* অত্যধিক। 'অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *ক্রিবিণ* খুব বেশি মাত্রায়। 'তাহাতেই অতিবড় ভাবিত আছি।' *ওগাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বিণ* খুব। 'তোমার রাজা অতিবিজ্ঞ এবং নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও অতিবড় বুদ্ধিমান।' *রাজীব*, ১৮০৫। **৪** *বিণ* বিখ্যাত। 'অতিবড়ো বিলাতি-বিদ্যাভিমানীও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অতিবদ্ধমূল [স] *বিণ* অনড়। 'খৃষ্টীয় যুগে সুদ লওয়ার বিরুদ্ধে অতিবদ্ধমূল আপত্তি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অতিবর্তন [স] *বি* অতিক্রম। 'গিরিদেশে অতিবর্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্যে দিয়া সাগরোদ্দেশ প্রবাহিত হইতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

অতিবর্বর [স] *বিণ* অত্যন্ত অমানুষিক। 'খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের লড়াই ... অতিকুৎসিত অতিবর্বর ভাবেই ঘটত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অতিবস্তু [স] *বি* পরাবস্তু। 'তোমার মুখে ভর করেছিল দুরূহ দৈববাণী? ভূয়োদর্শনে ঢাকি অতিবস্তুকে, তাই আমাদের অনুভবে শুধু হানি?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

অতিবাঞ্ছনীয় [স] *বিণ* অত্যন্ত কাম্য। 'এ বিষয় অতিবাঞ্ছনীয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

অতিবাদ [স] **১** *ক্রিবিণ* অতিশয়। 'বাছুর চারিটা অতিবাদ মহার্ঘ হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বিণ* তীব্র। 'বেদনা এমন অতিবাদ হইল, যে বৈর সাধনে উন্মত্ততাতে বাগানের মধ্যে দৌড়িয়া গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* অতিকথন। 'অতিবাদ আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অতিবাদী [স] *বি* অপ্রিয় বা রূঢ় কথা বলে এমন ব্যক্তি। 'লোকে যদি তোমাকে অতিবাদী বলে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

অতিবাধ্য [স] *বিণ* অত্যন্ত অনুগত। 'আমারদিগের অতিবাধ্য করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অতিবালিকা [স] *বি* অত্যন্ত কমবয়সী বালিকা। 'কাহার অতিবালিকা কাহার কাহারও চত্বারিংশৎ অতীত হইলে বিবাহ হইতেছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

অতিবাহন [স] *বি* যাপন। 'তাহাতে সমস্ত নিদাঘকাল অতিবাহন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অতিবাহিত [স] *বিণ* অতিক্রান্ত; গত। 'এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে ... অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অতিবাহিত হওয়া *ক্রি* অতিক্রান্ত হওয়া। 'জীবন অতিবাহিত হয়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অতিবাহুল্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* আড়ম্বরপূর্ণভাবে। 'মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব অতিবাহুল্যরূপে হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অতিবিজ্ঞ [স] *বিণ* খুব বিজ্ঞ; অতিশয় জ্ঞানী। 'তোমার রাজা অতিবিজ্ঞ এবং নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও অতিবড় বুদ্ধিমান।' *রাজীব*, ১৮০৫।

অতিবিজ্ঞাপিত [স] *বিণ* অতিরিক্ত প্রচারিত। 'অতিবিজ্ঞাপিত জিনিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অতি কম।' *প্রমথ*, ১৯১২।

অতিবিদ্ধ [স অতিবৃদ্ধ] *বিণ* অত্যন্ত বয়স্ক। 'অতিবিদ্ধ মুই দেখ হেন সাদ করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতিবিনীত [স] *বিণ* অতিশয় বিনয়ী। 'অতিবিনীত সেলামের ক্ষমতা থাকিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অতিবিবর্ণ [স] *বিণ* অত্যন্ত পুরানো। 'বিধবাবিবাহের নিষেধক বচনের অন্বেষণার্থ অতিবিবর্ণ, ... গ্রন্থ উদ্ঘাটন ও পর্যালোচনা করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অতিবিবেচক [স] *বি* অতিরিক্ত সাবধানী ব্যক্তি। 'অতিবিবেচকদের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্বল করিয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অতিবিরল [স] *বিণ* অত্যন্ত দুর্লভ; অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। 'বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক অতিবিরল।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩।

অতিবিরলতা [স] *বি* অত্যন্ত সীমিত উপস্থিতি। 'আমাদের কালে যার অতিবিরলতার হেতু বিশ্লেষণ করেছেন হানা আরনট, ডেভিড রীজম্যান প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক।' *শিব*, ১৯৫৬।

অতিবিরস [স] *বিণ* সামান্যমাত্র আগ্রহ নেই এমন। 'এ রসে অতিবিরস।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অতিবিষ [স] *বি* অধিক বিষ। 'অতিবিষে নির্বিষ হইল মোর অঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অতিবিষম [স] *বিণ* মারাত্মক। 'ঈদৃশ অতিবিষম বিষম শর।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অতিবিস্তর [স] *বিণ* বিপুল সংখ্যক। 'রাজা রঘুরাম ভ্রমণ করিয়া ... দেখেন অতিবিস্তর লোক আসিয়াছে।' *রাজীব*, ১৮০৫।

অতিবিস্তৃত [স] *বিণ* অধিক প্রসারিত। 'ভারতবর্ষের অতিবিস্তৃত অতীতের মধ্যে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অতিবিস্মরণীয় [স] *বিণ* আদৌ ভুলে যাওয়ার মতো নয়। 'উভয়েরই কারুকরী অতিবিস্মরণীয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অতিবুদ্ধি [স] *বি* শঠতা। 'অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে ক্ষালন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অতিবুদ্ধিবশত [স] *ক্রিবিণ* (ব্যঙ্গার্থে) মাত্রাতিরিক্ত বুদ্ধির কারণে। 'রাম অপরাধ করিলে মানুষ অতিবুদ্ধিবশত প্রায়ই শ্যামকে লইয়া টানাটানি করে।' *তারা*, ১৯৪২।

অতিবৃদ্ধ [স] *বিণ* অতি প্রাচীন। 'অতিবৃদ্ধ ঋগ্বেদ গ্রন্থে ... ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অতিবৃষ্টি [স] *বি* অত্যধিক বর্ষণ। 'অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অতিবৃহৎ [স] *বিণ* অত্যন্ত বড়ো। 'এত অতিবৃহৎ আনুষ্ঠানিক বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অতিবেদনশীল [স] *বিণ* অত্যন্ত সংবেদনশীল। 'যাদের স্বভাব অতিবেদনশীল, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই তাদের বাঁচিয়ে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অতিবেল [স] *বিণ* অসীম। 'পক্ষান্তরে অতিবেল কারা তথা সংক্রমিত মেরু ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অতিবৈতনিক [স] *বিণ* অতিরিক্ত বেতনভুক। 'তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব – অতিবৈতনিক/ বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অতিব্যয় [স] *বি* অতিরিক্ত ব্যয়। 'কাল্পনিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও অতিব্যয়-শীলতাদি নানা প্রকার অকর্ত্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অতিব্যাঘাত [স] *বি* প্রচণ্ড বাধা। 'ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতিব্যাঘাত।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অতিভক্ত [স] *বিণ* মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শনকারী। 'তোমার আদরের অতিভক্ত আল্ট্রা-কন্সার্ভেটিভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অতিভক্তি [স] *বি* অতিরিক্ত ভক্তি। 'অনেকে পত্নীর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

অতিভক্তি চোরের লক্ষণ – মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি থেকে সন্দেহ সৃষ্টি। 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অতিভাষণ [স] *বি* অতিকথন। 'অতিভাষণের অপরিহার্যতা অনুমান করে ক্ষমা করাও আপনার পক্ষে কঠিন হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অতিভাষা [স] *বি* অত্যুক্তি। 'সেই হাসির অতিভাষা মোর বাক্যে ধরা দেবে নাই সে প্রত্যাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অতিভাষিতা [স] *বি* বাচালতা। 'মেহমানদের অতিভাষিতায় তার নিজের কথা বলিবার দরকার হইতেছে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

অতিভুল [স অতি+ভুল] *বিণ* অত্যন্ত বিভ্রান্ত। 'নেড়ীবাগা অতিভুল, ঘসামাথা ফাঁকাচুল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অতিভূষণ [স] *বি* অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা। 'নববধূ অতিভূষণে জর্জরিতা, আভূমি বিনতা।' *মুক্তবা*, ১৯৬০।

অতিভোজন [স] *বি* অতিরিক্ত খাওয়া। 'অতিভোজন করিলে ও রিপুপরতন্ত্র হইলে, যোগাভ্যাসে মনঃসংযোগ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'স্মৃতিটা যেন অতিভোজনের পরের উচ্ছিষ্টের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অতিমত্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত আসক্ত। 'পুরুষের মন অতিমত্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অতিমন্দ [স] *বিণ* খুব খারাপ। 'এ অতিমন্দ কর্ম্ম সাবধান।' *রাজীব*, ১৮০৫।

অতিমর্ত্য [স] *বিণ* অলৌকিক। 'অতিমর্ত্য পদার্থ ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অতিমস্তবড়ো [স অতি+স মস্ত+বড়ো] *বিণ* প্রকাণ্ড। 'অতিমস্তবড়ো গ্রহ বৃহস্পতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অতিমাত্র [স] ১ *ক্রিবিণ* অত্যন্ত। 'নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া দুশ্চরিত্র রূপ মহারোগ উৎপন্ন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বিণ* প্রচণ্ড। 'আমার বন্ধুর অতিমাত্র ক্রোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অতিমাত্রায় [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত বেশি পরিমাণে। 'অতিমাত্রায় হৈ চৈ আরম্ভ করিয়াছেন।' *বুলবুল*, ১৯৩৩।

অতিমানব [স] *বি* মহামানব। 'অবশ্য বহু অতিমানব এসব যুগে জন্মেছিলেন।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

অতিমানবতা [স] *বি* অতিলৌকিকতা। 'অতিমানবতার সামান্য একটু ধারণাও।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

অতিমানবত্ব [স] *বি* মহামানবের খ্যাতি। 'অতিমানবরা যে যুগে অতিমানবত্ব হারালেন।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

অতিমানবিক [স] *বিণ* মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক এমন; অলৌকিক গুণবিশিষ্ট। 'তাকে অতিমানবিক বলব কী করে?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অতিমানস [স] *বিণ* অলৌকিক কল্পনাবিশিষ্ট। 'অতল-সমাহিত অতিমানস চেতনা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অতিমানুষ [স] ১ *বিণ* মহামানবিক। 'তাহা অনৈসর্গিক এবং অতিমানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। 'যাহা অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৩ *বি* বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ। 'ছেলেকে শুধু মানুষ করে তুলতে চায় না, চায় অতি-মানুষ করতে।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

অতিমানুষবাদ [স] *বি* মহামানবকে পূজা করা হয় এমন মতবাদ। '... গুরুপূজা ও অতিমানুষবাদের তীব্রতর প্রতিবাদ করিয়াছে।' *আকরম*, ১৯২৩।

অতিমানুষিক [স] *বিণ* অপার্থিব। 'অলৌকিক অতিমানুষিক হৃদয়-প্রমাদক আনন্দ আছে বটে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

অতিমানুষী [স] *বিণ* অলৌকিক। 'অতিমানুষী শক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন পরাক্রান্ত জাতির প্রতিযোগিতার দরুণ ...।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

অতিমান্য [স] *বিণ* অতিশয় সম্মানীয়। 'তাহা পণ্ডিতেরদের কর্তৃক অতিমান্য।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অতিমিতি [স] *বি* অপরিমিতি। 'এরাও আপন অতিমিতির দ্বারাই মরছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অতিমৃদুগামী [স] *বিণ* খুব ধীরে চলে এমন। 'অনতিদ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ অতিমৃদুগামী বলিয়া তাঁহাদের ভ্রম জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অতিরঞ্জন [স] **১** *বি* অতিশয়োক্তি। 'অতিরঞ্জনে আমাদের প্রবৃত্তি নাই।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **২** *বি* বাড়িয়ে বলা। 'দিনের পর দিন অতিরঞ্জন ও অপপ্রচার।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

অতিরঞ্জিত [স] *বিণ* অতিরঞ্জন-কৃত; বাড়িয়ে বলা। 'আমাদের চিত্র অতিরঞ্জিত হইয়াছে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭; 'যে-সকল সমূলক, অমূলক ও অতিরঞ্জিত বিবরণ পাঠ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অতিরম্য [স] **১** *বিণ* খুব চাকচিক্যময়। 'অতিরম্য নগরেত কর অভিলাষ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* মনোরম। 'ইতিমধ্যে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতিরম্য স্থান।' *রাজীব*, ১৮০৫।

অতিরিক্ততা *দ্র* **অতিরিক্ত**

অতিরুদ্ধ [স] *বিণ* অত্যন্ত বদ্ধ। 'কলগান জেগে ওঠে অতিরুদ্ধ হৃদয়েতে তার।' *আহসান*, ১৯৫০।

অতিলজ্জা [স] *বি* অস্বাভাবিক লজ্জা। 'অতিলজ্জা লজ্জাকে নষ্ট করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অতিললিত [স] *বিণ* অত্যন্ত মনোহর। 'অসুন্দরের সংঘর্ষে ও সংযোগে যাহা কঠিন, যাহা অতিসৌষম্যে অতিললিত অতিনিখুঁত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অতিলালন [স] *বি* অতিশয় যত্ন। 'স্ত্রীর অতিলালনের আওতায় স্বামীর মন হয়ে পড়েছে অসাবধান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অতিলোভী [স] *বিণ* অতিমাত্রায় লোভাতুর। 'ইহাদের অতিলোভী মন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অতিলৌকিক [স] *বিণ* অপ্রাকৃত। 'অতিলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের বশ্যতা অস্বীকার করে ... অসাধ্যকে সাধ্য করে তুলেছিলেন।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

অতিশঙ্কাতুর [স] *বিণ* অতিশয় ভীত। 'ইহা ভাবিয়া অতিশঙ্কাতুর হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অতিশীঘ্র [স] *ক্রিবিণ* খুব তাড়াতাড়ি। 'দ্বারী অতিশীঘ্র গমন করিয়া দূতকে আত্মস্থানে বসাইয়া ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

অতি-শীতোষ্ণ [স] *বিণ* শীত এবং গরম উভয়ই বেশি এমন। 'রাজপুতানায় অতি-শীতোষ্ণ আবহাওয়া ও দস্যুভীতির জন্য ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

অতিশীর্ণতা [স] *বি* অতিশয় কৃশতা। 'এক অঙ্গের অতিপুষ্টি এবং অন্য অঙ্গের অতিশীর্ণতায় রোগের সৃষ্টি হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অতিশুশ্রূষণীয় [স] *বিণ* সুখশ্রাব্য। 'বিজ্ঞব্যক্তিরদের মধ্যে এই গ্রন্থ অতিশুশ্রূষণীয়।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অতিশুশ্রূষণীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* সুখশ্রাব্য। 'অতিশুশ্রূষণীয়া হইল যে তাঁহারা অনায়াসে ইঙ্গরেজী কথার মূলসুদ্ধ ব্যাখ্যা করিতে ... পারিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অতিসঙ্কট [স] *বিণ* বিপজ্জনক। 'যে পাঁচ ক্রোশ নৌকায় গমন করিতে হইত সেও অতিসঙ্কট।' *দর্পণ*, ১৮২০।

অতি-সতর্কতা [স] *বি* অতিরিক্ত সাবধানতা। 'আমি বরাবর অতি-সতর্কতার দরুন সন্দিহান।' *সুকান্ত*, ১৯৪৬।

অতিসভ্য [স] *বিণ* যান্ত্রিক (ব্যঙ্গার্থে)। 'গঙ্গার সৌন্দর্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা কার্যতৎপর অতিসভ্য উনবিংশ শতাব্দীকেই শোভা পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অতিসমারোহ [স] *বি* অত্যধিক আড়ম্বর। 'সেখানে গিয়া অতি-সমারোহ পূর্ব্বক প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

অতিসমীচীন [স] *বিণ* অত্যন্ত যথাযথ। 'সমাজ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অতিসমীচীন উপদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অতিসয় [স অতিশয়] *বিণ* অতিরিক্ত। 'হংসিরে দেখিতে চিত্তে অতিসয় লোলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতিসরল [স] *বিণ* সাদাসিধে। 'অতি সরল ও সদাশয় ছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

অতিসরলীকৃত [স] *বিণ* সাধারণীকৃত। 'স্টোইক দর্শনের প্রতি এলিয়ট-এর প্রতিন্যাস আমার কাছে কিছুটা অতিসরলীকৃত ঠেকে।' *শিব*, ১৯৬০।

অতিসাবধানতা [স] *বি* অতিশয় সতর্কতা। 'উহা অতিসাবধানতা মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অতিসাহসপূর্বক, অতিসাহসপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত নির্ভয়ে। 'অতিসাহসপূর্ব্বক আমরা কহিতে পারি।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অতিসাহসিক [স] *বিণ* অত্যন্ত সাহসী। 'অতিসাহসিক ও নৈপুণ্যরূপে ইনকোয়েরের-নামক এক সম্বাদ পত্র ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

অতিশীঘ্র [স অতি শীঘ্র] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত দ্রুত। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

অতিসুকুমার [স] *বিণ* অতিশয় লাবণ্যময়। 'অতিসুকুমার শুভ্র হাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অতিসুন্দর [স] *বিণ* উন্নত মানের। 'ঢাকায় অনুপম অতিসুন্দর তুলাসূত্রের যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অতিসুস্পষ্ট [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। 'নাটক গ্রন্থে অতি সুস্পষ্ট লিখিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অতিসূক্ষ্ম [স] *বিণ* খুব মিহি। 'ঢাকা অঞ্চলে অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

অতিসৌষম্য [স] *বি* অতি লাবণ্য। 'অসুন্দরের সংঘর্ষে ও সংযোগে যাহা কঠিন, যাহা অতিসৌষম্যে অতিললিত অতিনিখুঁত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অতিস্তুতি [স] *বি* অতিভক্তি। 'অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অতিস্ফীতি [স] *বি* অতিরিক্ত সম্প্রসারণ। 'রোমান সাম্রাজ্য অতিস্ফীতির চাপে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে।' *শিব*, ১৯৫৬।

অতিস্ফুট [স] *বিণ* পুরোপুরি উচ্চারিত। 'তাহাদের সবগুলিকে অতিস্ফুট করিয়া তুলিলে মনের সৌকুমার্য নষ্ট হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অতিহীন [স] *বিণ* অত্যন্ত তুচ্ছ। 'অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অতিক [স অতি] *বিণ* অত্যন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অতিক্রম [স] **১** *বি* লঙ্ঘন। 'নিয়ম অতিক্রম, সীমা অতিক্রম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪। **২** *বি* ডিঙানো। 'প্রবল ধিক্কার তাহার দুঃখকে অতিক্রম করিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অতিক্রমণীয় [স] *বিণ* অতিক্রম করতে পারা যায় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতিক্রমা [স অতিক্রম>] *ক্রি* অতিক্রম করা। 'অকূল, দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু অতিক্রমি, বীরত্বের ধ্বনি ব্রিটনে পসিয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অতিক্রমী [স] *বিণ* লঙ্ঘনকারী। 'এই শক্তিকে অতিক্রমী শক্তি নাম দেওয়া যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অতিক্রান্ত [স] **১** *বিণ* গত। 'শুক্ল পক্ষ অতিক্রান্ত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* লঙ্ঘিত। 'নিয়ম অতিক্রান্ত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতিত [স অতিথি] *বি* অতিথি। 'ত্তাহার ঘরেতে অতিত করে উপবাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতিতশালা [স অতিথিশালা] *বি* অতিথিশালা; সরাইখানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

অতিত-পতিত [স পতিত>] *বিণ* অনাবাদি। 'কতখানি তার অতিত-পতিত কতখানি সে জলাময়।' *লালন*, ১৮৯০।

অতিথ [স অতিথি] *বি* অতিথি। 'অতিথ আসিছে সাহা আমার আলয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অতিথশালা [স অতিথিশালা] *বি* অতিথিদের থাকার জায়গা। 'অতিথ হয়, অতিথশালায় যাক না?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অতিথ্য [স আতিথ্য] *বি* অতিথির সেবা। 'তাহাদিগের প্রতি অতিথ্য না করিয়া আপনি ভোজন করিতেন না।' *প্যারী*, ১৮৬০।

অতিথি [স] **১** *বি* অভ্যাগত। 'আমি নীচ জাতি তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* আগন্তুক। 'তোমা হেন অতিথি বা কোথায়ে পাইব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* যোগী সম্প্রদায়ের একটি অংশ। 'তাহারদের মধ্যে কতক নাথ ও কতক অতিথি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অতিথিনী [স অতিথি>] *বি স্ত্রী* অভ্যাগত জন। 'নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অতিথিপরায়ণ [স] *বিণ* আতিথেয়তা করতে ভালোবাসে এমন। 'খুব অতিথিপরায়ণ ওরা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

অতিথিপরায়ণতা [স] *বি* অতিথিসেবা। 'এদের অতিথিপরায়ণতা দেখে কবি ... বলেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৩।

অতিথিপরিচর্যা [স] *বি* অতিথিসেবা। 'তাঁরই উপর আমাদের অতিথিপরিচর্যার ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অতিথিবৎসলা [স] *বিণ স্ত্রী* অতিথির সমাদর করতে ভালোবাসে এমন। 'অতিথিবৎসলা নদী কত স্নেহভরে শুশ্রূষা করিলে আজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

অতিথিশালা [স] *বি* অতিথি থাকার ঘর। 'কলকাতায় একটা অতিথিশালা স্থাপন বিষয়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

অতিথিসৎকার [স] *বি* অতিথিকে আপ্যায়ন। 'অতিথিসৎকার করিয়া, তাহার কুলের পরিচয় লইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অতিথিসৎকারক [স] *বিণ* অতিথির সেবা করে এমন। 'অতিথি-সৎকারক হয়েও সৎই থেকে গেল চিরদিন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অতিথিসমাগম [স] *বি* অতিথির আগমন। 'অপ্রত্যাশিত অতিথি-সমাগমের আকস্মিক দায় পড়ে স্ত্রীর উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অতিথিসেবা [স] *বি* আতিথেয়তা। 'ভিক্ষা মাগি খায় না করে অতিথিসেবা।' *ভারত*, ১৭৬০।

অতিদিষ্ট [স] **১** *বিণ* বাতিলকৃত। 'একদা যে বিধি কর্তৃপক্ষের আদিষ্ট ছিল, তাহা অতিদিষ্ট হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বিণ* বর্জিত। 'বিধাতার বিধিকে একেবারে সমূলে অতিদিষ্ট করবার চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অতিদৈব [স] *বিণ* অলৌকিক। 'গরুড়ের এইরূপ অতিদৈব কর্ম দেখিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অতিন্দ্র [স অতীন্দ্রিয়] *বিণ* ইন্দ্রিয়ের অতীত। 'অতিন্দ্র মুর্ত্তির রূপ সাক্ষাতে ধর্ম্মমএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অতিপাত [স] *বি* অতিক্রম; অতিবাহিত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'যে অল্পকাল সে পুষ্পমধু পানে অতিপাত করে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অতিবর্তন [স] *বি* অতিক্রম। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'গিরিদেশে অতিবর্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্যে দিয়া সাগরোদ্দেশ ...।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

অতিবর্তনীয় [স] *বিণ* অতিক্রমণীয়। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতিবর্তিত [স] *বিণ* অতিক্রান্ত; লঙ্ঘিত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতিবর্তী [স] *বিণ* বাইরের। 'যাহা সংসারের অতিবর্তী তাহার সম্বন্ধে মানবমনের যে প্রশ্ন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অতিবস্তু [স] *বি* পরাবস্তু। 'তোমার মুখে ভর করেছিল দুরূহ দৈববাণী? ভূয়োদর্শনে ঢাকি অতিবস্তুকে, তাই আমাদের অনুভবে শুধু হানি?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

অতিবাহন [স] *বি* যাপন; কাটানো। 'সময় অতিবাহন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'তাহার প্রায় জীবনের অনেকাংশ বিধবাবৎ অতিবাহন করিতে হইত।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

অতিবাহিত [স] *বিণ* কাটানো হয়েছে এমন; অতিক্রান্ত। 'তিনি ... কার্যে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অতিরিক্ত [স] **১** *বিণ* সামর্থ্যের বেশি। 'শক্তির অতিরিক্ত বোঝা তাহার উপর চাপাইত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'ইহা সম্ভবতঃ অতিরিক্ত বর্ণনা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বিণ* নির্ধারিত হারের অধিক। 'অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়া প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩। **৪** *বিণ* অতিরঞ্জিত। 'ইন্দ্রের ভীরুতা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৫** *বিণ* যথাসাধ্য। 'উক্ত কথা বুঝিতে অতিরিক্ত মাত্রায় চেষ্টা করি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৬** *বিণ* নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের বাইরের। 'অতিরিক্ত পাঠ্য বিশ্বপরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৭** *অব্য* ব্যতীত; ছাড়া। 'অলস অকর্মণ্যতার অতিরিক্ত ভদ্র পেশা যাদের আছে আঙুলে গুনিয়া ফেলা যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অতিরিক্ততা [স] *বি* বাড়াবাড়ি। 'সকল বিষয়েরই অতিরিক্ত হাস্যজনক, এবং এই অতিরিক্ততাই প্রহসনের মূল ভিত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অতিরেক [স] **১** *বি* আধিক্য। 'বোলি পঠওলহি জত অতিরেক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* অতিরিক্ত। 'আজিকার ভিক্ষা মাতা অতিরেক নহে।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* বাহুল্য; বাড়াবাড়ি। 'অতএব ইঁহাদিগের বিষয়ে প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

অতির্থ [স অতিথি] *বি* অতিথি। 'অতির্থ আনিএগ ঘরে গেলা ভিক্ষাটনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতিশএ [স অতিশয়] *বিণ* অতিশয়। 'শিশুকাল হতে সেবা কর অতিশএ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অতিশয় [স] ১ *বিণ* অধিক। 'সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অত্যন্ত। 'রম্ভাতরু উরু অতিশয় গুরু।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বিণ* মাত্রাতিরিক্ত। 'স্বাজাত্যের অভিমানকে অতিশয় করে তোলাকেই আমরা কর্তব্য বলে স্থির করেছি।' *শিব*, ১৯৫০।

অতিশয়পন্থা [স] *বি* চরমপন্থা; কট্টরপন্থা। 'স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয়পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অতিশয়োক্তি [স অতিশয়-উক্তি] *বি* অতিরঞ্জন ক'রে বলা। 'তাঁহার অতিশয়োক্তি মনের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতিকূল এবং সত্যবিচারের বিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অতিষ্ঠ [স] ১ *বিণ* উত্যক্ত। 'আমাদের নিজের ঘরে এতই কি অতিষ্ঠ হয়েছি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* অস্থির। 'এই ভূতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অতিসঅ [স অতিশয়] *বিণ* অত্যন্ত। 'অতিসঅ রূপ মুভা গরুচনা সঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতিসয় [স অতিশয়] *বিণ* অত্যন্ত। 'অতিসয় মলিন কৃসাঙ্গ কেন দেখি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতিসার [স] *বি* উদরাময়; পেটের পীড়াবিশেষ। 'পিসির হয়েছে পীড়া জ্বর অতিসার। ভবানী, ১৮২৫।

অতিহুঁ [স অত>] *বিণ* অত্যন্ত। 'অতিহুঁ লাজ ভয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অতীত[1] [স] ১ *বিণ* শেষ। 'রজনী অতীত হলে যদি গো প্রদীপ জ্বলে ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* বিগতকাল। 'অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে দেখা দেয় অবশেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বিণ* বাইরের। 'যে শিক্ষাদানপ্রণালী আমাদের আয়ত্তের অতীত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বিণ* সমাপ্ত। 'প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড়ো একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অতীত করা *ক্রি* দিন কাটানো। 'এমন-কি, দুই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অতীতকালবর্তী [স] *বিণ* অতীতে সংঘটিত হয়েছে এমন। 'নালিশের বিবরণ অতীতকালবর্তী হলেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অতীতকালিকী [স] *বিণ* প্রাচীন কালের। 'অতীতকালিকী বিদ্যানুশীলনক্ষেত্রের সম্যক পরিচয় প্রদান করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অতীতবাহিনী [স] *বিণ* অতীতকে বহন করছে এমন; বৃদ্ধা। 'অতীতবাহিনী মহিলা, ছিপছিপে বাঁশের মতো তরুণী।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

অতীতমনস্ক [স] *বিণ* অতীতমুখী চিন্তায় মগ্ন। 'কখনো বা অতীত-মনস্ক ছিলেন তিনি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

অতীতমুখী [স] *বিণ* অতীতের প্রতি আকৃষ্ট। 'তবে এ sentimentalism অতীতমুখী, ভবিষ্যৎমুখী নয়।' *প্রমথ*, ১৯২১।

অতীত হওয়া *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'এক বৎসর এইভাবে অতীত হইল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

অতীতাবস্থা [স অতীত-অবস্থা] *বি* পূর্বের অবস্থা। 'একখানি বঙ্গমহিলার অতীতাবস্থার ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

অতীতাশ্রয়ী [স] *বিণ* অতীতচারী। 'আমার চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

অতীতী [স] *বিণ* বহুকাল আগের; প্রাচীন। 'ঝরি ঝরি পড়িতেছে অতীতী বটের ঝুরিগুলো।' *হোসেন*, ১৯৪০।

অতীত[2] [স অতিথি] *বি* অতিথি। 'যাবদীয় অতীত রাজবাটীতে উত্তরিলে সেই পুরীতে তাহারদের স্থিতি হয়।' *রামরাম*, ১৮০১।

অতীতসালা [স অতিথিশালা] *বি* অতিথিশালা। 'এক মনোরম পুরী দেখিবা সে অতীতসালা।' *রামরাম*, ১৮০১।

অতীথি করা [স আতিথ্য>+করা] *ক্রি* আতিথেয়তা করা। 'এই প্রবোধ দিয়া অতীথি করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০২।

অতীন্দ্রিয় [স] ১ *বিণ* ইন্দ্রিয়ের অগোচর। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'এই নবাগত অতীন্দ্রিয় আধিদৈবিক ভাবের সঙ্গে মিলিয়া সকলেরই মনের মধ্যে ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বি* ইন্দ্রিয়ের অতীত কিছু। 'যদি তাহার মধ্যে অসাধারণ অতীন্দ্রিয়কে না পাইলাম।' *সবুজ*, ১৯২১।

অতীন্দ্রিয়লোক [স] *বি* ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ। 'তাঁকে অতীন্দ্রিয়লোকে প্রতিষ্ঠিত করতেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অতীব [স] *বিণ* অত্যন্ত। 'ঈদৃশ অঘটন-ঘটনা ভূমণ্ডলে অতীব বিরল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অতীবা [স] *বিণ স্ত্রী* অতিশয়; অতিরিক্ত। 'অসীমচুম্বনী, তবু চুম্বনের অতীত; অতীবা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৪।

অতুচ্ছ [স] *বিণ* তুচ্ছ। 'এটা বুঝি অতুচ্ছ কথা হলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

অতুর[1] [স আতুর] ১ *বিণ* রোগা। 'সেখানে অন্ধ অতুর নাগা সন্ন্যাসী বৈরাগী।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *বিণ* অসুস্থ। 'দুঃখী গরিব কাঙাল ফতুর চাষাভুষো মুটে অনাথ অতুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অতুর[2] [স অতুল] *বিণ* অতুলনীয়। 'তিলপুষ্প গেল, অতুর হইল, কিবা দন্তপাটী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অতুল [স] ১ *বিণ* অন্তহীন। 'পাইবে পরম ব্রহ্ম অতুল আনন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* অনন্য। 'পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* বিপুল। 'আমাদের অতুল ঐশ্বর্য।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৪ *বিণ* তুলনা নেই এমন। 'কোথা সেদিনের অতুল রূপসী হৃদয়প্রেয়সীচয়?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'গমন-দোল অতুল তুল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অতুলন [স] *বিণ* তুলনাহীন। 'অতুলন তোঁহার লেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অতুলনা [স অতুলন] *বিণ* তুলনাহীন। 'রূপের নাহিক অন্ত গুণে অতুলনা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অতুলনীয় [স] *বিণ* অদ্বিতীয়; অসাধারণ। 'ইহারা জগতে এইরূপ অতুলনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অতুলনীয়ত্ব [স] *বি* অসাধারণত্ব। 'আপন অতুলনীয়ত্ব গুণে সৌন্দর্য্যপ্রিয় ... জনসমাজের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অতুলনীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* তুলনাহীন। 'দয়াতে নারী জগতে অতুলনীয়া।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

অতুলবল [স] *বিণ* অত্যন্ত বলবান। 'সেই অতুলবল বালককে দেখিয়া তাহাদের রাগ জল হইয়া গেল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অতুলশক্তিশালী [স] *বিণ* তুলনাহীন শক্তিসম্পন্ন। 'এই অতুলশক্তিশালী নব্যসভ্যতার সংঘর্ষে ভারতবাসীদের অনন্ত ...।'

প্রমথ, ১৯২০।

অতুলশোভা [স] *বি* অতুলনীয় সৌন্দর্য। 'স্বর্গোদ্যানস্বরূপ এই অতুলশোভাসম্পদ স্থানের সর্ববস্তুই অতীব মনোহর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অতুলা [স] *বিণ স্ত্রী* অতুলনীয়। 'গড় বামায়, – অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অতুলিত [স] *বিণ* অতুলনীয়। 'নয়ান গোচরে হৈলে অতুলিত সুখ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অতুল্য [স] *বিণ* তুলনাহীন। 'অখণ্ড প্রতাপ তান অতুল্য মহিমা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অতুষ্ট [স] *বিণ* অসন্তুষ্ট। 'তুষ্ট হৈয়া অতুষ্ট দেখি হইল আমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতৃপ্ত [স] **১** *বিণ* তৃপ্তি লাভ করেনি এমন। 'অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন/ অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অপূর্ণ। 'অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অতৃপ্তি [স] *বি* অসন্তুষ্টি। 'আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অতৃপ্তিকর [স] *বিণ* তৃপ্তিকর নয় এমন। 'উঠব, এত অতৃপ্তিকর জ্বালা নিয়ে?' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

অতৃপ্তিভরে *ক্রিবিণ* তৃপ্তি হয় না এমনভাবে। 'অনন্ত অতৃপ্তিভরে শত সহস্রবার প্রদক্ষিণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অতৃপ্য [স] *বিণ* তৃপ্ত করার মতো নয় এমন। 'এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অতে *অব্য* এই জন্যে। 'অতে তাহে অনুরত বরজ সমাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অতেক্ষেপ [স আক্ষেপ] *বি* আক্ষেপ। 'এত বলি বিপ্রনারি অতেক্ষেপ করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতেখাই [স আক্ষেপ] *বি* ক্ষোভ; আক্ষেপ। 'সিসু দেখি করে অতেখাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতেব [স অতএব] **১** *ক্রিবিণ* এ জন্যে। 'অতেব করেছি আশা।' *ঘনরাম*, ১৭১১। **২** *অব্য* সুতরাং। 'অতেব করিতে চাই বিপ্রের বন্দনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অত্তন্ত [স অত্যন্ত] *বিণ* খুব। 'পরম পবিত্র সব অত্তন্ত মধুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

অত্তবর [ই অক্টোবর] *বি* খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার দশম মাস – অক্টোবর মাস। 'মাল বিক্রি হইলে টাকা দিব মাহ অত্তবর।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তারিখ ৩ অত্তবর ২০ আশ্বীন।' *তাঁতি*, ১৭৯২। দ্র **অক্টোবর**

অত্ত্য [স সত্য] *বি* সত্য। 'এহা অত্ত্য করী জাণী দেহ মোরে বাঁশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অত্বর [স] *বিণ* বিলম্বিত। 'অথবা অত্বর চিঠি, মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

অত্যদূর [স অত্যধিক দূর] *বি* অধিক দূর। 'অত্যদূরে এখানকার কএক জন সৈন্য মৃগয়া ছলে যাইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০২।

অত্যদ্ভুত [স] *বি* অতিশয় বিস্ময়কর। 'অত্যদ্ভুত মাইক্রসকোপ।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অত্যধিক [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত অধিক। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। **২** *বিণ* অতিরিক্ত। 'অন্যায়রূপে অত্যধিক পরিমাণে কর আদায়।' *এডুকেশন*, ১৮৭৮।

অত্যন্ত [স] *বিণ* অতিশয়। 'দাণ্ডাইল রাজার পাশে অত্যন্ত জোগি হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

অত্যন্তানুতাপী [স অত্যন্ত-অনুতাপী] *বিণ* অত্যন্ত অনুতপ্ত। 'দেবপূজকেরদের অনুষ্ঠানবিষয়ে অত্যন্তানুতাপী হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অত্যন্তাপমাননীয় [স অত্যন্ত-অপমানীয়] *বিণ* অত্যন্ত অপমানজনক। 'অত্যন্তাপমাননীয় অর্থাৎ চর্ম্মকারের ব্যবসায়ী ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অত্যন্তাপ্যায়িত [স অত্যন্ত-আপ্যায়িত] *বিণ* অত্যন্ত খুশি। 'শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

অত্যন্তামোদী [স অত্যন্ত-আমোদী] *বিণ* অতিশয় আনন্দিত। 'তৎশ্রবণে নাট্যাসক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্তামোদী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অত্যন্তাহ্লাদিত [স অত্যন্ত-আহ্লাদিত] *বিণ* অতিশয় আনন্দিত। 'আমরা অত্যন্তাহ্লাদিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অত্যন্তোপকার [স অত্যন্ত-উপকার] *বি* যথেষ্ট উপকার। 'দীনদরিদ্র লোকেরদের অত্যন্তোপকার হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অত্যন্তর [স] *বি* নিকট। 'তোমার জন্ম সুনিঞা কৃষ্ণের অত্যন্তরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অত্যপরাধী [স] *বিণ* মারাত্মক অপরাধ করেছে এমন। 'আহা! অত্যপরাধী ব্যক্তিও মরিবার পূর্ব্বে ...।' *মধু*, ১৮৫৭।

অত্যয় [স] *বি* লোপ। 'অচিরাৎ সে অনলে পাইবে অত্যয়।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

অত্যল্প [স] *বিণ* অতি অল্প। 'অত্যল্প গ্রহণ করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অত্যল্পমূল্য [স] *বি* কম দাম। 'গ্রন্থ সুসম্পন্ন হইয়া অত্যল্পমূল্য একটি টাকা মাত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অত্যসম্ভব [স অতি-অসম্ভব] *বিণ* অত্যন্ত অসম্ভব। 'অত্যসম্ভব এতৎ-কারণে ঐ কাজীকে ... সোপর্দ্দ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

অত্যহিত [স অতি-অহিত] *বি* অতিশয় অকল্যাণ; সর্বনাশ। 'শুধু তোর লাগি ঘটে যত অত্যহিত।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অত্যাকাঙ্ক্ষা [স অতি-আকাঙ্ক্ষা] *বি* উচ্চাভিলাষ। 'অত্যাকাঙ্ক্ষার যে বিকৃতি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অত্যাকুল [স অতি-আকুল] *বিণ* অত্যন্ত আকুল। 'প্রাণভয়ে অত্যাকুল পড়ে আর উঠে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অত্যাগ-সহন [স] *বিণ* অভাব বা বিরহ সহ্য করা যায় না এমন। 'অত্যাগ-সহন বন্ধু! অভিন্ন হৃদয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

অত্যাগ্রহ [স অতি-আগ্রহ] *বি* অতি আগ্রহ। 'তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অত্যাচার [স] **১** *বি* নির্যাতন। 'ক্ষুদ্র লোকের ... অহঙ্কার জন্যে এবং অত্যাচার করে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* অন্যায়। 'তাঁকে বঞ্চিত করিলে অত্যন্ত অত্যাচার হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৩** *বি* বাড়াবাড়ি। 'বহুকাল প্রসিদ্ধ শিষ্টাচারের কি অত্যাচার বোধ হইতেছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৪** *বি* অত্যাচারী। 'টুঁটি টিপে মারো অত্যাচারে মা।' *নজরুল*, ১৯২২।

অত্যাচারকারক [স] *বিণ* অত্যাচারী। 'অত্যাচারকারক প্রজা ও স্থানীয় জমিদারদিগের ...।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

অত্যাচারকারী [স] *বিণ* উৎপীড়ক। 'অত্যাচারকারী রাক্ষসদিগের ধ্বংস করিয়া ধার্মিক বিভীষণকে রাজা করিবেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অত্যাচারঘটিত [স] *বিণ* নির্যাতন সংক্রান্ত। 'নীলকর সাহেবদিগের ভয়ানক অত্যাচারঘটিত কত সংবাদ।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

অত্যাচারপ্রপীড়িত [স] *বিণ* অত্যাচারে জর্জরিত। 'এক সময় অত্যাচারপ্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অত্যাচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* উৎপীড়ক। 'সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অত্যাচারিত [স] *বিণ* নির্যাতিত। 'হিন্দু বিধবাদিগের মত ... অত্যাচারিত জীব আর কেহ নাই।' *বামাবোধিনী*, ১৮৭০।

অত্যাচারিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্যাতিত। 'ছয় বৎসরে অত্যাচারিতা হিন্দু নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ...।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৪।

অত্যাচারী [স] *বিণ* উৎপীড়ক। 'হতভাগ্য অত্যাচারী যবনদিগের অধীনে এই রাজ্য ছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

অত্যাজ্য [স] *বিণ* পরিত্যাগের অযোগ্য। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'অত্যাজ্য ধর্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অত্যাত [স অর্থাৎ] *অব্য* অর্থাৎ। 'অত্যাত বীর্জ্জ হইল তখনে অনুবন্ধ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অত্যানন্দ [স অতি-আনন্দ] *বি* অত্যধিক আনন্দ। 'অত্যানন্দে আলাদুলা করে অনুক্ষণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অত্যাবশ্যক [স অতি-আবশ্যক] **১** *বিণ* অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 'ইহার মূল জানা অত্যাবশ্যক।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **২** *বিণ* নিত্যপ্রয়োজনীয়। 'জনসমাজের উপকারী অত্যাবশ্যক কর্ম ... করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অত্যাবশ্যকতা [স অতি-আবশ্যকতা] *বি* অবশ্য প্রয়োজনীয়তা। 'কোনো অত্যাবশ্যকতা বাংলা সমাজে ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অত্যাশ্চর্য [স অতি-আশ্চর্য] *বিণ* অতি আশ্চর্যজনক। 'এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অত্যাশ্চর্যতা [স অতি-আশ্চর্যতা] *বি* বিরাট বিস্ময়। 'খেলার অত্যাশ্চর্যতা ও অভিনবত্বের নমুনা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অত্যায়ত [স অতি-আয়ত] *বিণ* অতি বিস্তৃত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অত্যালাপ [স অতি-আলাপ] *বি* অতিকথন। 'অত্যালাপ ও ইতর ব্যবহার করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অত্যাশা [স অতি-আশা] *বি* অতিরিক্ত আশা। 'কখন বজ্র হানতে পার অত্যাশায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অত্যাশ্চর্য, অত্যাশ্চর্য্য [স অতি-আশ্চর্য] *বিণ* অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। 'সভার সৌষ্ঠব অত্যাশ্চর্য্য।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

অত্যাসক্তি [স অতি-আসক্তি] *বি* অত্যধিক আসক্তি। 'কর্তৃপক্ষের তৎপ্রতি অত্যাসক্তির ফলে ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

অত্যাসি [স অত্যাসক্তি] *বিণ* অত্যন্ত অনুরক্ত। 'তাহা ছাড়ি হএ কেহো জোগের অত্যাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অত্যুক্তি [স অতি-উক্তি] **১** *বি* অতিরঞ্জন। 'ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* অতিকথনজনিত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'তাহা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইয়া থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* অতিশয়োক্তি। 'আমরা, অত্যুক্তি অত্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৪** *বি* বাড়াবাড়ি। 'দিল্লির দরবার-নামক একটা সুবিপুল অত্যুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অত্যুক্তিদোষাঘ্রাত [স অত্যুক্তি-দোষ-আঘ্রাত] *বিণ* অতিশয়োক্তি দোষাক্রান্ত। 'কথাটা অত্যুক্তিদোষাঘ্রাত বলিয়া মনে হইতে পারে।' *শহীদুল্লাহ্*, ১৯৩১।

অত্যুক্তিশূন্য [স] *বিণ* বাড়িয়ে বলা নয় এমন। 'সহৃদয়তাপূর্ণ অত্যুক্তিশূন্য সত্যের সরলতার সুর দিচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অত্যুগ্র [স অতি-উগ্র] **১** *বিণ* অত্যন্ত প্রখর। 'অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিয়া ... রাগ থামিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* বিকট। 'অত্যুগ্র অন্যায় বলিয়া ঠেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বিণ* অত্যন্ত উগ্র। 'সে-জাদু ছিল কি শুধু ফাল্গুনের অত্যুগ্র মাতনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

অত্যুঙ্গ [স অতি+স তুঙ্গ>] *বিণ* অতি উঁচু। 'নির্ভয়ে উঠতে হবে অতিশয় অত্যুঙ্গ শিখরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

অত্যুচিত [স অতি-উচিত] *বি* অত্যন্ত উচিত; কর্তব্য। *দর্পণ*, ১৮২৯।

অত্যুচ্চ [স অতি-উচ্চ] *বিণ* বেশ উঁচু। 'সে গরু অত্যুচ্চ ও কৃষ্ণবর্ণ।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

অত্যুচ্চতা [স] *বি* অতি উচ্চতা। 'আশা-বাসনার অত্যুচ্চতার স্বাদ।' *জীবন*, ১৯৩১।

অত্যুচ্চশিখর [স] *বি* অতি উঁচু শিখর। 'পাণ্ডিত্যের অত্যুচ্চশিখর ত্যাগ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অত্যুজ্জ্বল [স অতি-উজ্জ্বল] *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'অর্দ্ধবৃত্তাকার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিময় আয়তন ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অত্যুজ্জ্বলতা [স] *বি* অত্যন্ত দীপ্তিময়তা। 'অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অত্যুৎকট [স অতি-উৎকট] *বিণ* অত্যন্ত কঠোর। 'অত্যুৎকট পরিশ্রম করিয়া, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অত্যুৎকণ্ঠিত [স অতি-উৎকণ্ঠিত] *বিণ* খুব উদ্বিগ্ন। 'এদেশীয় মহাজনেরা অত্যুৎকণ্ঠিত হইল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অত্যুৎকৃষ্ট [স অতি-উৎকৃষ্ট] **১** *বিণ* অতি উত্তম। 'সে অত্যুৎকৃষ্ট স্থান।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বিণ* অত্যন্ত সমৃদ্ধ। 'বাংলা সাহিত্যে তাহা অত্যুৎকৃষ্ট রোমান্টিকতার লক্ষণাক্রান্ত।' *হাই*, ১৯৫৪।

অত্যুত্তপ্ত [স অতি-উত্তপ্ত] *বিণ* অতিশয় উত্তপ্ত। 'অত্যুত্তপ্ত খৈএর মত।' *শরৎ*, ১৯১৬।

অত্যুত্তম [স অতি-উত্তম] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত উৎকৃষ্টরূপে। 'অত্যুত্তম কহিয়াছেন।' *গোলোক*, ১৮০১।

অত্যুত্তমা [স] *বিণ স্ত্রী* অতি উত্তম। 'মুদ্রাযন্ত্রে যে পত্রিকা মুদ্রিত হয় তাহা অত্যুত্তমা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অত্যুদ্ধত [স অতি-উদ্ধত] *বিণ* অত্যন্ত গৌরবময়। 'ব্যাবিলনের অত্যুদ্ধত সৌধচূড়ার পতনবার্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অত্যুৎসাহী [স অতি-উৎসাহী] *বিণ* অতিশয় আগ্রহী। 'অত্যুৎসাহী অফিসার ও অধিকর্তাগণের পক্ষে প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য ...।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

অত্যুৎসাহি [স অত্যুৎসাহী] *বিণ* অতি উৎসাহী। 'ঐ আকর পূর্ব্বে অত্যুৎসাহি জোন্স সাহেবের ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অত্যুন্নত [স অতি-উন্নত] **১** *বিণ* অতিশয় গৌরবান্বিত। 'জ্ঞানবিজ্ঞান-গরিমায় অত্যুন্নত বোধ করিয়া আত্মাভিমানে ও আত্মপ্রাধান্যে স্ফীত হইতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* অতিশয় উঁচু। 'কোথাও অত্যুন্নত পর্ব্বতমালা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অত্যুপকার [স অতি-উপকার] *বিণ* খুব উপকারী। 'এ অত্যুপকার কর্ম্ম।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

অত্যুপকারক [স] *বিণ* অতি উপকারী। 'এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অত্যুপযুক্ত [স অতি-উপযুক্ত] *বিণ* অতিশয় উপযুক্ত। 'চরিত্র বর্ণনকরণ অত্যুপযুক্ত বোধই হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অত্যুষ্ণ [স অতি-উষ্ণ] *বিণ* অতিশয় উষ্ণ। 'পর্বত হইতে অত্যুষ্ণ ধাতুনিস্রব নিঃসৃত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অত্র [স] *বিণ* এই স্থানের। 'অত্রত্য নিসর্গোৎপন্ন বস্তুসমুদায়ের তত্ত্বনির্ধারণ করিয়া আনিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অত্রকুশল [স] *বি* এখানকার কুশল। 'তাহাতেই অত্রকুশল বিশেষঃ অনেক দিবষ ...।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

অত্রস্থ [স] *বিণ* এখানকার। 'এইপ্রযুক্ত অত্রস্থ নিঃস্ব পরিশ্রমোপজীবি মোদক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অত্রস্ত [স] *বিণ* সন্ত্রস্ত নয় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অৎসাদা [স আচ্ছাদন>] *ক্রি* আচ্ছাদন করা। 'মায়াপাতি আৎসাদিল দেব চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অথ [স] *ক্রিবিণ* অতঃপর। 'অথ দানখণ্ডঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অথই [অ+স স্থলী] *বিণ* থৈ পাওয়া যায় না এমন। 'অথই নদীর জল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অথচ [স] **১** *অব্য* কিন্তু। 'আর শান্তচিত্ত অথচ ফলার্থী এমৎ ব্যক্তিও ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭। **২** *অব্য* অন্যদিকে। 'বিচার গৃহ নির্ম্মাণ হয়েছে ... অথচ নগরের মধ্যে খোশবাগনামে এক উদ্যান আছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩১।

অথবা [স] *অব্য* বা। 'কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

অথবেথে, অথবেথেঁ [স অস্তব্যস্ত>] *ক্রিবিণ* ব্যস্তভাবে। 'তাক দেখি বড়ায়ি পালটি অথবেথে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল চেতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অথরিটি [ই] *বি* কর্তৃপক্ষ। 'ভাগ্যক্রমে তারাই হল অথরিটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অথর্ব, অথর্ব্ব [স] **১** *বি* অথর্ববেদ; চতুর্বেদের অন্যতম। 'ঋগ যজু সাম অথর্ব্ব চারী বেদ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অথর্ব।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪। **২** *বিণ* অকার্যকর। 'আমার সেকেলে বিদ্যেসাধ্যি অত্যন্ত বেশি অথর্ব হয়ে পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৩** *বিণ* অকর্মণ্য। 'প্রাদেশিক শাখাগুলি বর্তমানে কিরূপ হাস্যকররূপে অথর্ব, তার একটী দৃষ্টান্ত ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬। **৪** *বিণ* জরাগ্রস্ত। 'অথর্ব্ব বাত-পঙ্গু বৃদ্ধরা বেলকনিতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অথর্বতা, অথর্ব্বতা [স] *বি* অক্ষমতা। 'জড়ত্ব, অথর্ব্বতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

অথর্ববান [স] *বিণ* অত্যন্ত বৃদ্ধ; জরাগ্রস্ত। 'অত্যন্ত অথর্ববান আঁঠু ধর্‌য়া উঠে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অথল [স অস্থল] *বিণ* অথৈ। 'আমার দুআরে জল হইল অথল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অথা [স অথ] *ক্রিবিণ* ওখানে। 'অথা স্বামী বিচ্ছেদে কান্দয়ে পদ্মাবতী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অথাই [স অস্থিতি] *বিণ* থই পাওয়া যায় না এমন। 'গৌরপ্রেম অথাই, ঝাঁপ দিয়েছি তাই।' *লালন*, ১৮৯০।

অথান্তর [স অবস্থান্তর] **১** *বি* প্রতিকূল অবস্থা। 'মুই পরাধিনী হেতু এই অথান্তর।' *দৌলত*, ১৬৩৮। **২** *বি* বিপর্যয়। 'অন্য অন্য দেশেত হইছে অথান্তর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অথায় [স অস্থিতি] *বিণ* থই পাওয়া যায় না এমন। 'অথায় তরঙ্গে আতঙ্গে মরি।' *লালন*, ১৮৯০।

অথি [স অতি] *বিণ* অতি। 'তবে যথ প্রজা কান্দে অথি দির্ঘ রাএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অথির [স অস্থির] **১** *বিণ* চঞ্চল। 'থির নয়ান অথির কছু ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বিণ* অধীর। 'পথিক কেন অথির হেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

অদঅভুঅ [স অদ্ভুত] *বিণ* অদ্ভুত। 'অদঅভুঅ ভব মোহারে।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

অদণ্ডনীয় [স] *বিণ* দণ্ড হওয়া উচিত নয় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অদণ্ড্য [স] *বিণ* অদণ্ডনীয়। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অদত্তা [স] *বিণ* অবিবাহিত। 'তার ঘরে থাকে যদি কন্যা সে অদত্তা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

অদন [স] *বি* ভোজন। 'বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত।' *ভারত*, ১৭৬০।

অদন্ত [স] **১** *বিণ* দন্তহীন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'অদন্ত বুড়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বি* দন্তহীন লোক। 'অদন্তের বিকট হাসি।' *অবন*, ১৯২৫।

অদবুদ [স অদ্ভুত] *বিণ* অদ্ভুত; বিস্ময়কর। 'ভন বিদ্যাপতি বিহিক ঘটন কে ন অদবুদ জানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অদভুআ [স অদ্ভুত] *বিণ* অদ্ভুত। 'উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভুআ।' *চর্যা ৩০*, ১২০০।

অদভুত, অদভূত [স অদ্ভুত] *বিণ* বিস্ময় সৃষ্টি করে এমন। 'অদভুত কনকপুতলী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অদভূত লাগে তোর সুণিআঁ বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অদভুতি [স অদ্ভুত>] *বিণ* অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট। 'সেই অঙ্গ ধুলায় অদভুতি/ এখন দেখতে পাই।' *লালন*, ১৮৯০।

অদমনীয় [স] *বিণ* দমন করা যায় না এমন। 'নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অদম্য [স] *বিণ* দমন করা যায় না এমন। 'ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শাস্ত্র জানিতেছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

অদয়[১] [আ আদা] *বি* আদায়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অদয়[২] [স] *বি* নির্দয়। 'যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে অদয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অদরকার [অ+ফা দরকার] *বি* অপ্রয়োজন। 'আমার কাছে অদরকারে কেউ আসে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

অদরকারি, অদরকারী [অ+ফা দরকার>] **১** *বিণ* গুরুত্বহীন।

'আমার মতো অদরকারি লোককে যে দরকারে লাগাবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* দরকার নেই এমন; অপ্রয়োজনীয়। 'দরকারী, অদরকারী, সাচ্চা, ঝুঁটো, ভারী ও ঠুনকো মাল ভরে দিচ্ছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

অদরসন [স অদর্শন] *বিণ* নিরুদ্দেশ। 'তিনি তিন সারটীফিকেট সহিত অদরসন হইয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

অদরিদ্র [স অদরিদ্র] *বিণ* অবস্থাসম্পন্ন। 'বসাইব অদরিদ্র ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অদর্শন [স] **১** *বি* না-দেখা। 'অদর্শনে পোড়ে মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বিলুপ্ত। 'সেই মায়া-উপবন কোথা হল অদর্শন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* অদৃশ্য। 'দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অদর্শন-তৃষা [স] *বি* না দেখার ফলে সৃষ্ট দেখার বাসনা। 'অধীর অদর্শন-তৃষা কী করুণ মরীচিকা আনে আঁখিপাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অদর্শনা [স] *বি স্ত্রী* দেখা যায় না যাকে। 'যুক্ত সে কোন গোপন সূতায় – অদর্শনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

অদর্শনীয় [স] *বি* যা দেখা যায় না। 'অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বারা মিত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অদর্শনে [স] *ক্রিবিণ* দেখা না পাওয়ায়। 'তোমার অদর্শনে প্রাণ থাকিতেও মরিতে বসিয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অদলবদল [আ উদুল>] *বি* পরিবর্তন। 'অনেক অদলবদল হইয়া আর্য অনার্যতর এবং অনার্য আর্যতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অদলীয় [স] *বিণ* নির্দলীয়। 'অদলীয় ও অসাম্প্রদায়িক করিয়া তোলার চেষ্টা।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

অদশ [স আ-দর্শ] *বি* আরশি। 'পেখু সুঅণে অদশ জইসা।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

অদহনীয় [স] *বিণ* দহন করা যায় না এমন। 'অদহনীয় দ্রব্যেতে গৃহ আচ্ছাদন করিতে হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অদাতা [স] *বিণ* দাতা নয় এমন; কৃপণ। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অদান [স] **১** *বি* মূল্যহীনতা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **২** *বি* না দেওয়া। 'অবশ্য দেয় দ্রব্যের অদান।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অদার্শনিক *বিণ* দার্শনিক নয় এমন। 'অদার্শনিক পাঠকদের কাছে তা ঘোর অশ্লীল।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

অদালত [আ] *বি* আদালত। 'আপীল অদালত ও ফৌজদারী ও কালেক্তরি ও পারমিট ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

অদিন [স] **১** *বি* নির্দিষ্ট লগ্ন নেই এমন দিন। 'কুলীন এক পাত্র পাইয়া অদ্য অদিনে, অক্ষণে, তাহাকে কন্যাচতুষ্টয় প্রদান করিবে!' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'অদিনে যার তরে বাহির হল নেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বি* খারাপ দিন। 'আজ অদিনে যেটাব আমার সাধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অদিব্য [স] *বিণ* পার্থিব। 'রূপ হল অদিব্য, রস হল দিব্য।' *অবন*, ১৯২৫।

অদিষ্ট [স অদৃষ্ট] *বি* অদৃষ্ট; ভাগ্য। 'আমার অদিষ্ট প্রসন্নপ্রযুক্ত মহারাজার আগমন হইয়াছে।' *রাজীব*, ১৮০৫।

অদিসা [অ+স দিশা] *বি* পরিবর্তন; দিশা নেই এমন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অদীক্ষিত [স] *বিণ* দীক্ষা লাভ করেনি এমন। 'অদীক্ষিত জনে দয়া না করে দেবতা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অদীন [স] **১** *বি* দীনতা নেই যার। 'আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর তুমি তাহারই প্রভু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বিণ* সমৃদ্ধ। 'যারা অকুতোভয় অদীন অপাপবিদ্ধ।' *ওদুদ*, ১৯৪৭।

অদীপ [স] *বিণ* আলো জ্বলেনি এমন। 'সারা গ্রাম জুড়ে অদীপ সন্ধ্যা।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

অদীপ্ত [স] *বিণ* দীপ জ্বালানো হয়নি এমন। 'নীচের তল অদীপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অদুল [আ উদুল] *বি* বদল; পরিবর্তন। 'হুকুম কল্লে আর অদুল কত্তে পারিনে!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অদূর [স] **১** *বি* নিকটে এসেছে এমন সময়। 'স্বাধীনতাও অদূরে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* কাছাকাছি স্থান। 'খেলিছে অদূরে জলযন্ত্র; সমীরণ বহিছে কৌতুকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৩** *বিণ* কাছের। 'বাজিবে আরতিশঙ্খ অদূর মন্দিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বিণ* খুব দূরে নয় এমন। 'অদূর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাই নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অদূরদর্শিতা [স] **১** *বি* দূরে দেখতে না পাওয়ার বৈশিষ্ট্য। 'না হে অদূরদর্শিতা প্রমাণ করে দেব অবিলম্বে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বি* ভবিষ্যৎ দেখতে না-পারার অবস্থা। 'ওয়ার্কিং কমিটীর দুর্বুদ্ধি তাহার নেতাদের অদূরদর্শিতা ও দুশ্চিন্তাপ্রসূত।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

অদূরদর্শী [স] *বিণ* অপরিণামদর্শী। 'কোন২ অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে বিব্রত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

অদূরবর্তী, অদূরবর্ত্তী [স] *বিণ* নিকটস্থ। 'প্রধান দেবালয়ের অদূরবর্তী এক উন্নত ভূভাগের উপর ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অদূর-ভবিষ্যতে [স] *ক্রিবিণ* খুব দূরে নয় এমন সময়ে। 'অদূর-ভবিষ্যতে একজন সত্যিকার গল্পী হয়ে উঠবেন।' *নজরুল*, ১৯৩২।

অদূরভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অনুচ্চ স্বরে কথা বলে এমন। 'অদূরভাষিণী তুমি, কথা বলো ফুলে আমি ঘর ছেড়ে শুধু দেখেছি বাগান।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

অদূরস্থ [স] *বিণ* দূরে নয় এমন। 'এই প্রদেশের অদূরস্থ ... কুঞ্জদ্বয়ও প্রাণমনোমোহিনী শোভার চিরনিকেতন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অদূরে [স] **১** *ক্রিবিণ* সময়ের দিক থেকে নিকটে। 'স্বাধীনতাও অদূরে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *ক্রিবিণ* কাছাকাছি স্থানে। 'খেলিছে অদূরে জলযন্ত্র; সমীরণ বহিছে কৌতুকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অদৃঢ় [স] *বিণ* কঠোর নয় এমন। 'সহজে যবন শাস্ত্র অদৃঢ় বিচার হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অদৃশ্য [স] **১** *বিণ* দেখা যায় না এমন। 'অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* পর্দানশিন। 'অদৃশ্য স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে সমন পাঠাইতে পারিবেণ।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

অদৃশ্যপ্রায় [স] **১** *বিণ* অদৃশ্য হয়ে যায় এমন। 'এ সত্যটা মাঝে মাঝে আমার মন থেকে ম্লান হয়ে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* অল্প দেখা যাচ্ছে এমন। 'ফেনার তলে অদৃশ্যপ্রায় রসগোল্লাগুলির দিকে তাকিয়ে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অদৃশ্যভাবে [স] *ক্রিবিণ* দৃষ্টির অগোচরে। 'কখনো মহামারীর মতো

অদৃশ্যভাবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

অদৃশ্যমান [স] *বিণ* দেখা যায় না এমন। 'লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃশ্যমান।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

অদৃশ্যমালা [স] *বি* দেখা যায় না এমন মালা। 'গাঁথিয়া অদৃশ্যমালা পরিছে নিবিড় কালোকেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অদৃশ্যলোক [স] *বি* আড়াল। 'দেয়ালের পাশের অদৃশ্যলোক হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অদৃশ্যশক্তি [স] *বি* দেখা যায় না এমন শক্তি। 'তাহার অদৃশ্যশক্তি অত্যন্ত প্রবল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অদৃষ্ট [স] **১** *বি* ভাগ্য। 'অদৃষ্টেতে থাকিলে সদৃষ্টে দেখা পাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* প্রচ্ছন্ন। 'ইহা ভিন্ন অদৃষ্ট কারণও অপেক্ষা করে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৩** *বি* দৈব। 'আপন পুণ্যবল ও অদৃষ্টের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বি* কপাল। 'মাথা নেড়া ও অদৃষ্টে (কপাল) এক ধ্যাবড়া চন্দন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৫** *বি* বিধাতা। 'এও চলে যায় সেও চলে যায় অদৃষ্ট বসে হাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অদৃষ্টক্রমে [স] *ক্রিবিণ* দুর্ভাগ্যক্রমে। 'অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

অদৃষ্টচর [স] *বিণ* আগে দেখা যায়নি এমন। 'আমি এক অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য দর্শন করিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অদৃষ্টদোষে [স] *ক্রিবিণ* ভাগ্যের প্রতিকূলতাবশত। 'অদৃষ্টদোষে সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার উপায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অদৃষ্টনিরূপিত [স] *বিণ* ভাগ্য-নির্ধারিত। 'মন তখন ছিল অদৃষ্টনিরূপিত তার ভাবীলোকের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অদৃষ্টপুরুষ [স] *বি* ভাগ্যবিধাতা। 'সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষাশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অদৃষ্টপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব [স] *বিণ* পূর্বে দেখা যায়নি এমন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'সে মনে মনে কোনো একটি অদৃষ্টপূর্ব মূর্তিতে পটল-চেরা চোখের সঙ্গে বাঁশির মতো নাসিকা যোজনা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'সে ছবিতে ... এক অদৃষ্টপূর্ব প্রসন্নতা।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

অদৃষ্টপ্রয়োজন [স] *বি* পরোক্ষ উদ্দেশ্য। 'তার অদৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যকর্তার কীর্তি।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

অদৃষ্টফলক [স] *বি* ভাগ্যলিপি। 'বিধাতা অদৃষ্টফলকে যাহা যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অদৃষ্টবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* ভাগ্যক্রমে। *সেবধি*, ১৮৩৯।

অদৃষ্টবাদ [স] *বি* কর্ম নয়, অদৃষ্টের উপর সবকিছু নির্ভর করে – এই মতবাদ; নিয়তিবাদ। 'অদৃষ্টবাদ অথবা অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অদৃষ্টবাদিত্ব [স] *বি* অদৃষ্টের দোহাই দেওয়ার মনোভাব। 'অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অদৃষ্টবাদী [স] *বিণ* অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। 'নিছক অদৃষ্টবাদী কুসংস্কারমূলক মনোভাব পরিহার।' *বেগম*, ১৯৬৮।

অদৃষ্টবৈগুণ্য [স] *বি* দুর্ভাগ্য। **অদৃষ্টবৈগুণ্যবশত** *ক্রিবিণ* দুর্ভাগ্যক্রমে। 'আমারই অদৃষ্টবৈগুণ্যবশত এই উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অদৃষ্টমূলক [স] *বিণ* অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল। 'ফলতঃ, সকলই অদৃষ্টমূলক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অদৃষ্টলিপি [স] *বি* ভাগ্যলিপি। 'তাহাদের অদৃষ্টলিপি আর এক বিধাতার।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

অদৃষ্টের চাকা *বি* ভাগ্যের চাকা। 'অন্ধ কালতুরঙ্গম রাশ নাহি মানে, বেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অদৃষ্টের ফের *বি* ভাগ্যের বিড়ম্বনা। 'অদৃষ্টের ফেরে ভারতে যারা ব্রাহ্মণ ও বর্ণহিন্দুর ছাপ নিয়ে আসতে পারেনি ...।' *হাই*, ১৯৪৬।

অদৃষ্টি [স] *বি* ভাগ্য। 'ভোগাভোগ সুখ মোক্ষ মূল সে অদৃষ্টি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অদেখা [স অদৃষ্ট>] **১** *বিণ* দেখা যায় না এমন। 'অদেখা ভজনা করা আঁধার ঘরে সর্প ধরা।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* না দেখা। 'মনে পড়ে, অদেখার কত সে বরষ।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বি* দেখা যায় না এমন ব্যক্তি। 'ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সাথে কথা কহি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অদেয় [স] *বিণ* দেওয়া উচিত নয় এমন। 'পাত্রানুসারে তাহাও অদেয় অপেয় হয় না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অদেষ্ট [স অদৃষ্ট] *বি* ভাগ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমার তেমন অদেষ্ট নয়, না হৌগ্‌গে, আর কাযও নেই।' *ভারত*, ১৭৬০।

অদেস [স আদেশ] *বি* আজ্ঞা; হুকুম। 'সুরপুরে জত বৈসে কৈল আমি অদেসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অদেহ [স] *বি* দেহ নেই যার। 'অদেহ ধরিল কায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অদৈন্য [স] *বিণ* দারিদ্র্যমুক্ত। 'অদৈন্য করিব তোমায় দিয়া পদ ছায়া।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

অদোষদরশী [স অদোষদর্শী] *বিণ* দোষ দেখতে পায় না এমন। 'গুণগ্রাহী অদোষ-দরশী সবা প্রতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অদোষী [স] *বিণ* নির্দোষ। 'অদোষী পুরুষে কর চিরকাল সুখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অদ্দারি *বি* রাজশক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অদ্দেক [স অর্দ্ধেক] *বিণ* অর্ধেক। 'মাছের অদ্দেক দাম না দিলে আমায় ঢুকতে দেবে না বলেছেল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অদ্ধেক [স অর্দ্ধেক] *বিণ* অর্ধেক। 'তোমায় অদ্ধেক বখরা দেব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অদ্বন্দ্ব [স] *ক্রিবিণ* বাধাহীনভাবে। 'অদ্বন্দ্বে যে ঝর্না নামে নীচে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

অদ্বয় [স] *বিণ* অদ্বিতীয়। 'আত্মার অমল দীপ্তির খনি। পৃথ্বীর মাঝে অদ্বয় গণি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

অদ্বয়বিবাহ [স] *বি* একগামিতা। 'বাণীর ছন্দের সঙ্গে ভাবের ছন্দের অদ্বয়বিবাহ অর্থাৎ মনোগেমি ছিল প্রচলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

অদ্বিতীয় [স] *বিণ* দ্বিতীয় নেই এমন। 'এক অদ্বিতীয় সে আমার সবে সঙ্গ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অদ্বৈত [স] **১** *বিণ* দ্বৈতহীন। 'জগতের অদ্বৈত মোর সে দ্বৈত মায়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* দ্বিতীয় নেই এমন। 'খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ীরা আপনাদিগকে অদ্বৈত পরমেশ্বরের উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদহীনতার সাধনা। 'তখনই মানুষ অদ্বৈতসাধনায় মনকে ভুলিয়ে রাখতে চায়।'

রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অদ্বৈতবাদ [স] *বি* জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন – এই মতবাদ। 'দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অদ্বৈতবাদী [স] ১ *বি* জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন – এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'ঈশ্বরকে কবি বলেন, কারণ আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অদ্বৈতবাদী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ২ *বিণ* অভিন্ন মনে করে এমন। 'আমরা সংস্কৃত বাংলায় অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠতে পারছি নে।' *প্রমথ*, ১৯০২।

অদ্বৈতভাব [স] *বি* জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন – এরূপ বিশ্বাসপূর্ণ ভাব। 'দ্বৈতভাবের পরিবর্তে অদ্বৈতভাব।' *হাই*, ১৯৫৪।

অদ্বৈতরূপ [স] *বি* একপক্ষীয়তা। 'আলাপের এই অদ্বৈতরূপ আমার পছন্দসই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অদ্বৈতানুভূতি [স অদ্বৈত-অনুভূতি] *বি* স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে অভিন্ন জ্ঞান। 'অদ্বৈতানুভূতির মধ্যে মুক্তি বলো, আর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অদ্ভুত [স] ১ *বিণ* চমৎকার। 'বিদগদ নাগরি আরতি অদ্ভুত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* অভিনব। 'করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* বিস্ময়কর। 'এ বড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* বিস্মিত। 'সর্ব্বলোকে দেখিয়া হইল অদ্ভুত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *বিণ* অসামান্য। 'সর্বগুণে বিশারদ রূপে অদ্ভুত।' *সুলতান*, ১৭০০। ৬ *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৭ *বিণ* হাস্যকর। 'মক্তব ও মাদ্রাসার সিলেবাস একান্ত অদ্ভুত।' *সওগাত*, ১৯২৯।

অদ্ভুতকিম্ভূত [স] *বি* আজব বস্তু। 'তারা যে সব অসংখ্য অদ্ভুতকিম্ভূতের প্রদর্শনী খুলেছিলেন, তাতে অবশ্যই অভিনবত্ব ছিল।' *শিব*, ১৯৫০।

অদ্ভুতত্ব [স] ১ *বি* উদ্ভট অবস্থা। 'ইংরেজিয়ানার মোহে আমরা অদ্ভুতত্বের চর্চা করছিলুম।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বি* অদ্ভুত অবস্থা। 'আবিষ্কারের অদ্ভুতত্ব বিষয়কেও বিস্মিত করে দেয়।' *জীবন*, ১৯৩১।

অদ্ভুতদর্শন [স] *বিণ* দেখতে অদ্ভুত। 'জীর্ণ পরিচ্ছদপরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অদ্ভুতসৃষ্টি [স] *বি* আশ্চর্য সৃষ্টি। 'অদ্ভুতসৃষ্টিকৌশলপটীয়ান জগৎপতির বিশ্বরাজ্যে যে সমুদয় স্থলবিহারী জীব নয়নপথবর্তী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অদ্ভুতা [স] *বিণ স্ত্রী* অসামান্য। 'পরম সুন্দরি রূপে গুণে অদ্ভুতা।' *মালাধর*, ১৫০০।

অদ্ভুতাকার [স] *বিণ* অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট। 'বৃহৎ শৃঙ্গ অদ্ভুতাকার দেখা যায়।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

অদ্ভুতাচারী [স] *বিণ* অদ্ভুত আচরণকারী। 'এই অদ্ভুতাচারী দেবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অদ্ভুদ [স অদ্ভুত] *বিণ* অদ্ভুত। 'ঈশ্বরের অদ্ভুদ গুণ।' *প্যারী*, ১৮৬০।

অদ্য [স] *ক্রিবিণ* আজ। 'অদ্য রবিবার ছয় দণ্ড ষষ্ঠী তিথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অদ্যকার [স] *বিণ* আজকের। 'যে অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করা গেল তাহা অদ্যকার বৈঠকের বিবরণ ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

অদ্যতন [স] *বিণ* বর্তমান দিবস সংক্রান্ত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অদ্যতনী [স] *বিণ* নবীনা। 'হইয়া অদ্যতনী ... দেখিতে ধায় সতন্তরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অদ্যপর্যন্ত, অদ্যপর্য্যন্ত [স] *ক্রিবিণ* আজও। 'ভ্রম চলিতেছে অদ্যপর্য্যন্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অদ্যপিহ [স অদ্যাপি] *ক্রিবিণ* আজ পর্যন্ত। 'অদ্যপিহ ভাল আছে করহ সমর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অদ্যবধি [স অদ্যাবধি] *ক্রিবিণ* আজ পর্যন্ত। 'অদ্যবধি শ্বান্তি করিতে পারেন নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

অদ্যাপি [স অদ্য+অপি] ১ *ক্রিবিণ* আজও। 'তথাপিও পার নাহি পায়েন অদ্যাপি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* আজ পর্যন্ত। 'তত্রাপি আমাদের অদ্যাপি সে মত হয় নাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

অদ্যাপিহ [স অদ্যাপি] *ক্রিবিণ* এখনও। 'অদ্যাপিহ অপযশ তার পরচারে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

অদ্যাবধি [স অদ্য-অবধি] ১ *ক্রিবিণ* আজ পর্যন্ত। 'অদ্যাবধি মনেতে পড়য়ে সেই বাণী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রিবিণ* আজ থেকে। 'আমি অদ্যাবধি লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া তোমার মতাবলম্বী হইলাম।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *ক্রিবিণ* এর পর থেকে। 'অদ্যাবধি না হইবা কন্যার জননী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অদ্রেষ্ট [স অদৃষ্ট] *বি* ভাগ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অদ্রিজা [স] *বি* হৈমবতী; পার্বতী। 'করপুটে কৃত্তিবাসে কহেন অদ্রিজা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অধ[১] [স অর্ধ] *বিণ* মাঝ। 'অধ নদী গেলেঁ পুণি বহে খর বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অধরাতি, অধরাতী [স অর্ধরাত্রি] *বি* মাঝরাত। 'অধরাতি ভর কমল বিকসউ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০; 'কানেট চৌরি নিল অধরাতী।' *চর্যা* ২, ১২০০।

অধ[২] [স অধঃ] *বি* নিম্নতা। 'অল্পে অল্পে বাউ তবে অধে চালাইব।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* পাতাল। 'পঞ্চমে বামনরূপে অধ নিলে বলি ভূপে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অধগতি [স অধোগতি] *বি* অবনতি। 'অধগতি কার নাঞি হয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অধমুখ [স অধোমুখ] *বিণ* মুখ নীচের দিকে এমন। 'অধমুখে উর্দ্ধপাএ নির্জ্জল কূপে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অধঃ [স] ১ *বি* নিম্নভাগ। 'উর্দ্ধ অধঃ ভিত্তি গৃহ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নিম্ন। 'অধঃপাতে যায় সর্ব ধর্ম ঘুচে তারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অধঃকৃত [স] ১ *বিণ* পরাভূত। 'বেদবিদ্রোহী বৌদ্ধযুগে অধঃকৃত হইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* অধঃপতিত। 'সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অধঃকোষ্ঠ [স] *বি* মাটির নীচের ঘর। 'যে অধঃকোষ্ঠে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্যাসাদন করা গিয়াছিল ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অধঃখণ্ড [স] *বি* নীচের অংশ। 'অণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করে তার উর্ধ্বখণ্ড দিয়ে স্বর্গ এবং অধঃখণ্ড দিয়ে পৃথিবী রচনা করেন।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

অধঃগতি [স] *বি* উচ্ছন্নপ্রাপ্তি। 'নিম্নরুচিবান জনসাধারণের রসপিপাসা নিবৃত্তি করতে যেয়ে কাব্যধারা অধঃগতি লাভ করে।' *আনিস*, ১৯৬৪।

অধঃপতন [স] ১ *বি* নৈতিক অবনতি। 'জাতি-বিশেষের অধঃপতন হইয়াছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* ঝরে যাওয়া। 'মাথার চুলগুলোর অধঃপতন রক্ষা করবার ...।' *নজরুল*, ১৯৩১। ৩ *বি* বিলুপ্তি। 'এই-সকল জীবের অধঃপতন ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অধঃপতিত [স] ১ *বিণ* পতন ঘটেছে এমন। 'এই অধঃপতিত হিন্দু জাতিও সংস্কৃত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* অবস্থার অবনতি হয়েছে এমন। 'ইউরোপে স্পার্টা রাজ্য অধঃপতিত হইল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ৩ *বি* ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে এমন ব্যক্তি। 'নিষ্পলক চোখে অধঃপতিতদের প্রতি তাকিয়ে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

অধঃপতিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নৈতিক অবনতি হয়েছে এমন। 'সভায় যোগদানকারিণী মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ অধঃপতিতা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

অধঃপথ [স] *বি* নৈতিক অবনতির পথ। 'এত অধঃপথে তুমি যেতে পারো।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অধঃপাত [স] ১ *বি* অধঃপতন। 'অধঃপাতে যায় সর্ব ধর্ম ঘুচে তারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* নৈতিক অবনতি। 'অনেক বালক এইরূপেই অধঃপাতে গিয়া থাকে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* নিম্ন দিক। 'হে মূঢ় তপন, অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অধঃপাতিআ [স অধঃপাত>] *বিণ* উৎসন্ন; নষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অধঃপেতে [স অধঃপাত>] *বিণ* অধঃপাতে গেছে এমন। 'অধঃপেতে মিনসে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অধঃমুখ [স] *বিণ* নতমুখ। 'লাজে অধঃমুখ আবু জেহেল দুর্জন।' *সুলতান*, ১৭০০।

অধঃশাখ [স] *বি* নীচের দিকে শাখাবিশিষ্ট। 'নয় কল্পতরু ঊর্ধ্বমূল, অধঃশাখ, দুর্নিরীক্ষ্য সেই মহীরুহ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অধঃশির [স] *বি* নতশির। 'অধঃশিরে তপ করত ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

অধঃশিরা [স] *বিণ* মাথা নীচের দিকে এমন। 'এক তপস্বী, অধঃশিরা ও বৃক্ষে লম্বমান হইয়া, ধূমপান করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অধঃশ্রেণীভুক্ত [স] *বিণ* নিম্নপদস্থ। 'অধঃশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া এইরূপে অল্পবেতনে রাজকর্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

অধঃসরণ [স] *বি* অধঃপতন। 'অধিকৃত বৃহৎ ভূখণ্ডে অধঃসরণ ঘটিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অধঃসাৎ [স] *বিণ* বিনষ্ট। 'সে সকলি অধঃসাৎ ক'রে শান্ত প্রসন্নতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অধঃস্থিত [স] *বিণ* নীচে আছে এমন। 'যন্ত্রের জন্যে অধঃস্থিত অশ্বদিগকে ... যাপন করিতে হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অধন [স] ১ *বি* দরিদ্র ব্যক্তি। 'নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মূল্যহীন বস্তু। 'নারীর যৌবন কেবল অধন জেমন জলের ফোঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অধন্য [স] *বিণ* অকৃতার্থ। 'অধন্য এই রাত্রি-দিনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অধম [স] ১ *বিণ* নিচু। 'উত্তম অধমে নয় বিভার মিলন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* হীন ব্যক্তি। 'প্রভু বোলে সে অধমে কিছুই না জানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* হীন। 'কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অধমা [স] ১ *বি স্ত্রী* নীচ প্রকৃতিবিশিষ্ট নারী। 'হিত কৈলে অহিত করে যেই জন অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ স্ত্রী* হীন। 'পুরুষাধমের অধমা প্রবৃত্তি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অধমর্ণ [স] *বি* দেনাদার। 'তুই আমার উত্তমর্ণ আমি অধমর্ণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

অধম্ম [স অধর্ম] *বি* অধর্ম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অধম্মিতা [স অধর্ম>] *বি* অধর্মের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অধর[1] [স] ১ *বি* নীচের ঠোঁট। 'দৃঢ় ভুজযুগে বন্ধন করিআঁ অধর দংশ দশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* উভয় ঠোঁট। 'আধো-খোলা অধরেতে তার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অধরঅমৃত [স] *বি* অধরে চুম্বন। 'অধরঅমৃত দিয়া জিয়ায় শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অধরপুট [স] *বি* ঠোঁট। 'রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অধর-রস [স] *বি* অধরসুধা। 'কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ/ সৌরভ্য অধর-রস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অধরশয়ন [স] *বি* অধররূপ শয্যা। 'হাসি তার ঘুমায়ে পড়িত সুকোমল অধরশয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অধরসংগম [স] *বি* চুম্বন। 'গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসংগমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অধর-সীধু [স] *বি* অধরসুধা। 'বিধুর অধর-সীধু যেন নিঙড়ে কাঁচা আঙুর চোয়ায়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অধরা [স] *বিণ স্ত্রী* অধরবিশিষ্ট। 'কিবা বিম্বাধরা [বিম্ব+অধরা] রামা অম্বুরাশি তলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অধরামৃত [স অধর-অমৃত] ১ *বি* অমৃতরূপ অধর। 'দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ মুখ ভরু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* উচ্ছিষ্ট। 'অধরামৃত চরণরজ ইত্যাদি গ্রহণ ও ধারণ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বি* অধরসুধা; অধর-নিঃসৃত রস। 'যুবতী অধরামৃত যুবকের কাছে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অধরামৃত খাওয়ানো *ক্রি* যৌনসম্ভোগ করা। 'দশ জন অধরামৃত খাওয়াইয়া বিলক্ষণ বৈষ্ণবী করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অধরালয় [স অধর-আলয়] *বি* মুখ। 'টপ টপ করে যা ছিল সোজন পুরিল অধরালয়ে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

অধরোষ্ঠ [স অধর-ওষ্ঠ] *বি* অধর ও ওষ্ঠ। 'অধরোষ্ঠ বেড়িয়া সমর ঝাঁঝা সনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

অধর[2] [স অধরা] ১ *বি* যাকে ধরা যায় না। 'যার নাম অধর এই সংসারে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* ধরা যায় না এমন। 'ক্ষণেক ধরা ক্ষণেক অধর, পথ ছাড়া অপথে চল।' *লালন*, ১৮৯০।

অধরচাঁদ [স অধরা-চন্দ্র] *বি* (বাউল) মুরশিদ। 'ফেরে সেই অধরচাঁদ মীনরূপে ধরিয়ে পানি।' *লালন*, ১৮৯০।

অধরা[1] *দ্র* অধর[1]

অধরা[2] [স] ১ *বিণ* (বাউল) মনের মানুষ। 'অধরাকে ধরতে পারি কই গো তারে তার।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* ধরা যায় না এমন। 'অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দবন্ধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অধরু [স অধৈর্য] *বি* অস্থির। 'অধরু আচর ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অধরোষ্ঠ *দ্র* অধর[1]

অধর্ম, অধর্ম্ম [স] ১ *বি* অনুচিত কাজ। 'পরকুচ্ছা অধর্ম্ম বিনা কেমন করে রহে গো।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* পাপ। 'সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* ধর্মবিরোধী কাজ। 'মূর্ত্তি সেবি করে নিত্য নানান অধর্ম।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* অন্যায়। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'করি করেন অধর্ম্মের শেষ।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৫ অধার্মিক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৬ *বি* অবিচার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৭ *বি* নীতিজ্ঞানহীন ব্যক্তি। 'সর্ব্বদা গীত গানে বেশ্যাভবনে অগম্যা গমনে অপেয় পানে মূর্তিমন্ত এক অধর্ম্ম।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৮ *বি* ধর্মহীনতা। 'আমাদের দেশে চারি দিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অধর্মগ্রস্ত [স] *বিণ* পাপী। 'আমি নিঃসন্দেহ অধর্মগ্রস্ত হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অধর্মজনক, অধর্ম্মজনক [স] *বিণ* অন্যায়। 'পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হওয়া অত্যন্ত অধর্ম্মজনক।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

অধর্মনিধন [স] *বি* পাপের বিনাশ। 'অধর্মনিধনে এসো অবতার নব!' *নজরুল*, ১৯৩১।

অধর্মপত্র, অধর্ম্মপত্র [স] *বি* ধর্মবিরোধী পত্রিকা। 'মুখোপাধ্যায় সংবাদ সুধাকর নামক এক অধর্ম্মপত্রের অংশিদার হইয়াছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

অধর্মমূলক [স] *বিণ* ধর্মবিরোধী। 'এই সমস্ত পরম অধর্মমূলক কার্য্য হইতে নিজ নিজ ...।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

অধর্মযুদ্ধ [স] *বি* অন্যায়যুদ্ধ। 'তাঁর শাস্ত্রশাসিত মন অধর্মযুদ্ধের একান্ত প্রতিকূল।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অধর্মশীল [স] *বিণ* পাপাচারী। 'নৃপতি অধর্মশীল দয়া নাহি এক তিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অধর্মাকর, অধর্ম্মাকর [স অধর্ম-আকর] *বিণ* অধর্মের জন্ম দেয় এমন। 'আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরাহস্তে নিপাতিত কল্যে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

অধর্মাচরণ, অধর্ম্মাচরণ [স অধর্ম-আচরণ] ১ *বি* ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। 'অধর্ম্মাচরণ।' *সেবধি*, ১৮৩৯; 'লোভের বশীভূত হইয়া অধর্ম্মাচরণ না করে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০; 'অম্বিকা তো কোন অধর্মাচরণ শিখচে না।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* অন্যায় আচরণ। 'শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণ করবার অব্যাহত অধিকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অধর্মাচারী [স অধর্ম-আচারী] *বিণ* পাপাচারী। 'কি কহিলি, পামর? অধর্মাচারী আমি?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অধর্মান্বিত, অধর্ম্মান্বিত [স অধর্ম-অন্বিত] *বিণ* বিজাতীয়। 'উত্তরদেশীয় অধর্ম্মান্বিত ম্লেচ্ছদিগের আধিপত্য করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অধর্মী [স] ১ *বিণ* পাপাচারী। 'অধর্মী রাজার কাল প্রজার পাপের ফলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ধর্মবিরোধী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বিণ* অবিচার করে এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৪ *বিণ* অন্যায়কারী। 'সমরে এবে পশি বিনাশিব অধর্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অধর্মীয় [স] *বিণ* ধর্ম সম্পর্কিত নয় এমন। 'অধর্মীয় পাঠ্যবস্তুর মধ্যে সে সংবাদপত্রই ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অধস্তন [স] ১ *বিণ* বংশপরম্পরাক্রমে পরবর্তী। 'যুধিষ্ঠিরদেবের অধস্তন ২৮ পুরুষে বংশ বিচ্ছেদ হইল এবং ... বংশরূপ চন্দ্র অস্ত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* নীচে অবস্থিত; নিম্নস্থ। 'উর্দ্ধতন সপ্তলোক, অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'জীবনের প্রথম বয়সে স্বল্পক্ষণস্থায়ী ছাত্রদশা কেটেছে অভ্রভেদী শিক্ষাসৌধের অধস্তন তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২০।

অধস্তনশ্রেণী *বি* সমাজের দরিদ্র শ্রেণী। 'জনসমাজে অধস্তনশ্রেণীর সহিত উপরিতনশ্রেণীর মিলন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অধস্তল [স] *বিণ* নিম্নস্থল। 'অপরার্দ্ধ অধস্তলে থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অধার্মিক, অধার্ম্মিক [স] ১ *বিণ* ধর্ম মানে না এমন। 'অধার্মিক হব নর দাই তিন জাত্যে ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাকে অধার্ম্মিক বলিতেছি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* গালিবিশেষ। 'অধার্ম্মিক ... ইত্যাদি আশীর্ব্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অধার্মিকতা [স] ১ *বি* নীতিবিরুদ্ধ কাজ। 'পত্নীত্যাগের অধার্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ২ *বি* অন্যায়; অনাচার। 'পূজা জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মতো অপবিত্র অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অধার্মিকত্ব, অধার্ম্মিকত্ব [স] *বি* ধর্মহীনতা। 'আপনার অধার্ম্মিকত্ব প্রকাশ হইবেক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

অধিআ [স অধিক] *বিণ* অধিক। 'অমিআ অধিআ বোলে সুমধুর বোলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অধিক [স] *বিণ* বেশি। 'তোহ্মাক দেখিল রাধা মোর অধিক রুপসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অধিকক্ষণ [স] *ক্রিবিণ* দীর্ঘক্ষণ। 'হরিত বর্ণ অধিক মনোরম ও অধিকক্ষণ দেখিতে পারা যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অধিকতম [স] *বিণ* সবচেয়ে বেশি। 'পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অধিকতর [স] *বিণ* তুলনামূলকভাবে বেশি; খুব বেশি। 'জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অধিকতা [স] *বি* আধিক্য। 'মন পীড়ার সহিত অধিকতা কি নিমিত্তে?' *তারিণী*, ১৮০৩।

অধিকভাগ [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত বেশি। 'অধিকভাগ ম্যাজিস্ট্রেটের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা উচিত।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

অধিকসংখ্যক [স] *বিণ* বেশিসংখ্যক। 'ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিকসংখ্যক পত্রই সর্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অধিকা [স] *বিণ স্ত্রী* অধিক। 'যেমত দীপিকা উজরে অধিকা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

অধিকাংশ [স অধিক-অংশ] *বিণ* বেশির ভাগ। 'যে২ জন অধ্যক্ষ হইয়াছেন তন্মধ্যে পাঠার্থিগণ অধিকাংশ আছেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

অধিকাংশত [স অধিক-অংশত] *ক্রিবিণ* অধিকাংশ ক্ষেত্রে। 'অধি-কাংশতই অকালে মরিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অধিকান্তর [স অধিক-অন্তর] *বি* বেশি দূর। 'পঞ্চাশ ক্রোশের অধিকান্তর বাস হয়।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

অধিকন্তু [স] *অব্য* আরও; উপরন্তু। 'অধিকন্তু দোষ তাহে অপেয় সে নীর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অধিকর্ত্রী [স] *বি স্ত্রী* পরিচালক। 'গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান অধিকর্ত্রী।' *বেগম*, ১৯৬৮।

অধিকর্মা [স] *বি* অধিকর্তা। 'স্বৈরিতার অপ্রচল প্রকীর্তি আস্ফালি জরাগ্রস্ত

অধিকর্মাসম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

অধিকাই [স অধিক>] *বিণ* অধিক। 'তাহা হইতে রাধা গুণ শত অধিকাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অধিকান্ত [স অধিকন্তু] *ক্রিবিণ* অধিকতর। 'সে অধিক হইয়াছে অধিকান্ত ন দোষায়।' *কেরি*, ১৮০২।

অধিকার [স] **১** *বি* কর্তৃত্ব। 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জাহার অধিকার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* যোগ্যতা। 'তার কি নহিব প্রেমযোগ-অধিকার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* দখল। 'বাহুবলে অধিকার করিল অনেক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *বি* স্বত্ব; মালিকানা। 'গুদাম মযকুর তৈয়ার হইলে কোম্পানির নিজ অধিকার হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **৫** *বি* শাসন। 'তাঁহার অধিকার মধ্যে নীলকর এবং অন্য২ প্রজা তুল্যরূপে বসবাস করিতেছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৪৪। **৬** *বি* জ্ঞান। 'এ বিদ্যায় অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৭** *বি* সুযোগ। 'এ দেশীয় লোকের মফঃস্বলস্থ মাজিস্ট্রেটদিগের নিকটে নীলকরদিগের নামে অভিযোগ করিবার অধিকার নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৮** *বি* জয়। 'উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৯** *বি* দাবি। 'জাগো অন্তর-ক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **১০** *বি* পারদর্শিতা। 'সংগীতবিদ্যা ... তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অধিকার করা **১** *ক্রি* দখল করা। 'ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত সিন্ধুনদের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *ক্রি* জুড়ে থাকা। 'আমার শরীরের চেয়ে মন ঢের বেশি জায়গা অধিকার করে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অধিকারকাল [স] *বি* শাসনকাল। 'বর্ত্তমান ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের অধিকারকালে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

অধিকারগম্য [স] *বিণ* আওতাধীন। 'এই বোধটা পরীক্ষকের পেনসিলমার্কার অধিকারগম্য নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অধিকারচ্যুত [স] *বিণ* হাতছাড়া। 'মিশর দেশ রোমানদিগের অধিকারচ্যুত হইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অধিকারতত্ত্ব [স] *বি* অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান। 'শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অধিকারবঞ্চিত [স] *বিণ* অধিকারচ্যুত। 'অধিকারবঞ্চিত হবার দুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোঝা নয় যেমন বোঝা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

অধিকারবর্তী [স] *বিণ* দখলীভূত। '... আমাদের স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকারবর্তী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

অধিকারবাদ [স] *বি* অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ। 'অধিকারবাদের লড়াই শুরু হয়েছে দুনিয়াময়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

অধিকারবান [স] *বিণ* প্রভাবশালী। 'রাজস্ব সচিব প্রভৃতি উচ্চ রাজকার্যে অধিকারবান ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অধিকারভুক্ত [স] *বিণ* দখলে এসেছে এমন। 'মেদিনীপুরও তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

অধিকারভ্রষ্ট [স] *বিণ* বেদখল। *সেবধি*, ১৮৩৯।

অধিকারমদ [স] *বি* অধিকারের নেশা। 'সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অধিকারলাভ [স] *বি* কর্তৃত্ব অর্জন। 'উচ্চতর অধিকারলাভের জন্য আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উন্মুখ হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অধিকারশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অধিকারবিশিষ্ট। 'স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অধিকারশূন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* কর্তৃত্বহীন। 'সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অধিকারসীমা [স] *বি* এলাকা। 'সর্বতন্ত্রের অধিকারসীমা হইতে নির্বাসনের আদেশপ্রদান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অধিকারস্থ [স] *বিণ* অধিকারভুক্ত; কর্তৃত্বসীমার অন্তর্গত। 'অন্য আদালতের অধিকারস্থ ... হয়।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

অধিকারি [স অধিকারী] **১** *বি* প্রভু। 'দেখিয়া জৌবন মোর বলিল অধিকারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সেবাইত। 'অধিকারিরা জন পাঁচ সাত ঐ পয়সা কাড়িয়া লইতে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ধরিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

অধিকারিণী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* অধিকারপ্রাপ্ত। 'যতকাল এই ভারতবর্ষীয় অবলারা বিদ্যার ... অধিকারিণী না হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি স্ত্রী* মালিক। 'তুমি আমার এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **৩** *বিণ স্ত্রী* যোগ্যতাসম্পন্ন। 'তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অধিকারিত্ব [স] *বি* স্বত্ব। 'সম্পত্তির অধিকারিত্বেও সমান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অধিকারী [স] **১** *বিণ* উপযুক্ত। 'পরমহংসের পথে আমি অধিকারী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* পূজা করার অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'বক্ষের স্থাপিত আমি ইঁহা অধিকারী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* রাজা। 'কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* দলপতি। 'পঞ্চশত জনের অধিকারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বি* মালিক। 'এ সকল অধিকারী নৃপ মহাবল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৬** *বি* যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। 'যথার্থ অধিকারীরা তাহার বিপরীত কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৭** *বি* শাসক। 'এ দেশের অধিকারী সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হন।' *রাজীব*, ১৮০৫। **৮** *বি* জাতি-বৈষ্ণব সম্প্রদায়। 'অধিকারীরা অশুচি তাহারা স্পর্শ করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৯** *বিণ* উপযুক্ত। 'তোমরাই এই সকল সম্ভ্রান্ত পদের অধিকারী হইতে পার।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩। **১০** *বি* উত্তরাধিকারী। 'কোন কোন দেশে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **১১** *বি* অমাত্য। 'নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত রক্ষঃশ্রেষ্ঠ।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **১২** *বি* যাত্রাদলের প্রধান। 'যেরূপ যাত্রার বালক অধিকারীর কানমলা খাইয়া গীত গায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

অধিকারীভেদ [স] *বি* যোগ্য ও অযোগ্যের মধ্যে প্রভেদ। 'কাব্যে শিল্পে অধিকারীভেদ আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অধিকৃত [স] **১** *বিণ* দখলীকৃত। 'পূর্ব্বের অধিকৃত বস্তুকেও হারাই।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* বিজিত। 'অধিকারী জাতির অধিকার নাশের সহিত ... তাঁহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* কার্যনির্বাহী। 'কেবল অধিকৃতবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অধিগমন [স] *বি* চলে যাওয়া। 'গরুর গাড়ির মন্থর অধিগমন ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

অধিগম্য [স] **১** *বিণ* জ্ঞানলাভের যোগ্য। 'তাহা আর-কোনো লোকের অধিগম্য নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* লভ্য। 'তাদের পক্ষে অধিগম্য বাড়িগুলো মনে মনে ভেবে গেলো।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

অধিত্যকা [স] *বি* পর্বতের সমতল উপরিভাগ। 'তদীয় অধিত্যকায় কুটীরনির্মাণপূর্বক, তপস্যা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অধিদেবতা [স] *বি* দেবতাদের দেবতা। 'এ মন্দিরে সকল দেবতার অধিদেবতা প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অধিদৈবত [স] *বি* অন্তর্যামী। 'ফলত অধিদৈবতের সঙ্গে তারা প্রায় অপত্য সম্বন্ধ পাতিয়েছিল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অধিনায়ক [স] *বি* নেতা; পরিচালক। 'অধিনায়করূপে নির্বাচিত করিয়া নিয়ত তাহারই আজ্ঞাধীন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অধিনায়কতা [স] *বি* নেতৃত্ব। 'পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অধিনায়কত্ব [স] **১** *বি* অধিনায়কের কাজ। 'অভিযানে তোমার অধিনায়কত্ব করতে হবে।' *নজরুল*, ১৯৩০। **২** *বি* নেতৃত্ব। 'যেখানে তাঁদের অবিসংবাদিত অধিকার সেখানে তাঁদের অধিনায়কত্ব স্বীকার করতেই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **৩** *বি* সভাপতিত্ব। 'সঙ্গীত জলশার অধিনায়কত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

অধিনী [স অধীনা] *বিণ স্ত্রী* অধীনস্থ। 'পরের অধিনী মুঞি জ্ঞান প্রভু রাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অধিনেতা [স] *বি* প্রধান নেতা। 'তুরস্ক সম্রাট সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণের অধিনেতা।' *প্রচারক*, ১৯০০।

অধিপতি [স] **১** *বি* প্রভু। 'প্রান রাখ প্রান রাখ তৃদস অধিপতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কর্তা। 'নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* শাসক। 'চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বি* রাজা। 'তাহার ভিতরে মোর পিতা অধিপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৫** *বি* সভাপতি। 'ঐ সমাজে শ্রীযুত সর জন গ্রান্ট সাহেব অধিপতি ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **৬** *বি* প্রধান। 'দেবতাবিশেষকে সর্বদেবের অধিপতি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অধিপতিত্ব [স] *বি* কর্তৃত্ব। 'একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অধিবাস [স] **১** *বি* প্রস্তুতি। 'অধিবাস করি মোহ গেল কাম বানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মাঙ্গলিক দ্রব্যে সজ্জিতকরণ। 'হেমন্ত হরিষে কন্যা অধিবাসে করিল দুন্দুভি বাজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* শুভকাজের পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান। 'আজি অধিবাস কালি পাব ছত্রদণ্ড।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০। **৪** *বি* বসবাস। 'পুরাতন মনুষ্য-জাতি ভারতবর্ষ মধ্যে অধিবাস করিয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অধিবাসন [স] *বি* গন্ধমালাদি দিয়ে দেবমূর্তি স্থাপন। 'যতেক দ্বিজ মুনি করায় বেদধ্বনি গৌরীর গন্ধাধিবাসনে [গন্ধ+অধিবাসন+এ]।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অধিবাসিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* সহবাসিন্দা। 'তাহার দুই প্রৌঢ়া অধিবাসিনী অনেক ক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া অবশেষে চুলাচুলি করিবার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **২** *বি স্ত্রী* বসবাসকারী। 'সাজে-সজ্জায় চালে-চলনে নানা ব্যঞ্জনা দিয়ে সে বস্তুলোকের প্রান্তদেশের রসলোকের অধিবাসিনী করে দাঁড় করিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অধিবাসী [স] *বি* বাসিন্দা। 'আমি বাঙ্গালার অধিবাসী।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অধিবৃত্ত [স] *বিণ* প্রায় গোল। 'অধিবৃত্তাকার কক্ষপথ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।' *ফজলল*, ১৯২৩।

অধিবেদন [স] *বি* প্রথম স্ত্রী বর্তমান সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ। 'আমাদিগের লেখনে উৎসাহী হইয়া অধিবেদনের এক ঘৃণিত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

অধিবেশন [স] **১** *বি* অনুষ্ঠান। 'প্রথম সভার অধিবেশন হইয়া সূত্র নামক বৌদ্ধশাস্ত্র সঙ্কলিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* অধিষ্ঠান। 'কাছাড়ের সিংহাসনে তোমার অধিবেশন করাইব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। **৩** *বি* সভা। 'প্রতি অধিবেশনে যাইতে আরম্ভ করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। **৪** *বি* আরম্ভ। 'সভা অধিবেশনের সময় হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৫** *বি* বৈঠক। 'ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে।' *আজাদ*, ১৯৩৬। **৬** *বি* সভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান-পর্ব। 'এবারকার সম্মেলনেও মূল অধিবেশন এবং বহু শাখা-অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৪১।

অধিরাজ [স] *বি* প্রধান রাজা। 'যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অধিরাজিত [স] *বিণ* বিরাজিত। 'সন্ধ্যাকালে নীরব-জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-অধিরাজিত অনন্ত জগতের প্রতি একটা অবজ্ঞা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অধিরূঢ় [স] **১** *বিণ* উন্নত অবস্থাপ্রাপ্ত। 'অধিরূঢ় মহাভাব তার এ বিকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সমাসীন। 'অল্পকালমধ্যে প্রধান ব্যবহারাজীবের পদে অধিরূঢ় হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* অধিষ্ঠিত। 'অদ্যাপি বাঙ্গলার রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

অধিরোহণ [স] **১** *বি* আরোহণ। 'কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* অধিষ্ঠান। 'বধূরাই উহাদিগের পদবীতে অধিরোহণ করিতেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **৩** *বিণ* উপরে ওঠা। 'সেই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক অদ্য অস্তমিত হইয়া উচ্চতর গগনে অধিরোহণ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অধিরোহণ করা **১** *ক্রি* উন্নীত হওয়া। 'কিন্তু স্বভাবতঃ যুদ্ধবিদ্যায় অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকাতে ক্রমে ক্রমে অতি প্রধান পদে অধিরোহণ করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *ক্রি* চড়া। 'ফ্লোরেন্সনামক জাহাজে অধিরোহণ করিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **৩** *ক্রি* পৌঁছা। 'কমলাদীর বয়ঃক্রম উনবিংশতিতে অধিরোহণ করিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অধিরোহিণী [স] *বি* সিঁড়ি। 'দুই জন সৈনিক পুরুষ অধিরোহিণী দ্বারা অতি কষ্টে করণ্ডক অবতীর্ণ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অধিষ্ঠা [স অধিষ্ঠান>] *ক্রি* অনুষ্ঠান করা। 'বাল্মিক নৃপতি আসী জৈজ্ঞ অধিষ্ঠিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অধিষ্ঠাতা [স] *বি* নিয়ন্তা। 'বিংসতি সহস্র রাজা জৈজ্ঞ অধিষ্ঠাতা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অধিষ্ঠাতৃ [স] *বি* সভাপতি। 'বিদ্যাবিষয়ক কমিটীর অধিষ্ঠাতৃ শ্রীযুত হেরিন্টন সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

অধিষ্ঠাত্রী [স] **১** *বিণ* অধিষ্ঠানকারী। 'এক রাক্ষস সেই পাতালস্থ নগরীর, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায়, রক্ষণাবেক্ষণ করিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ স্ত্রী* নিয়ন্তা। 'শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী বাঙ্গালের দেশে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অধিষ্ঠান [স] **১** *বিণ* উপবিষ্ট। 'অধিষ্ঠান হৈয়া তারে বলেন পার্ব্বতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অনুষ্ঠান। 'জৈজ্ঞ অধিষ্ঠান হেতু মিলিল স্বকল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* অধিষ্ঠিত। 'কৈলাসশিখর ত্যজি একবার কণ্ঠে হও অধিষ্ঠান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৪** *বি* আবাস।

'কলিকাতা নগরের ... সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৫** *বি* অবস্থান। 'তিনি কুত্রাপি অগ্নির তেজ ও জলের প্রভাব দেখিয়া তথায় দেব বিশেষের অধিষ্ঠান কল্পনা করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৬** *বি* আবির্ভাব। 'জীবের অধিষ্ঠান হইল কি প্রকারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৭** *বি* আশ্রয়। 'বৌদ্ধধর্ম্ম এতদ্দেশ হইতে দূরীকৃত হইয়া চীন ব্রহ্মে অধিষ্ঠান করিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অধিষ্ঠানভূমি [স] *বি* বাসস্থান। 'বৃহস্পতি আমাদের অধিষ্ঠানভূমি ভূ-মণ্ডল অপেক্ষায় ১৪১৪ চৌদ্দশত চৌদ্দ গুণ বৃহৎ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অধিষ্ঠিত [স] **১** *বিণ* আবির্ভূত। 'যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরস্বতী পীঠে অধিষ্ঠিত হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **৩** *বিণ* উপবিষ্ট। 'বোটের জানলার কাছে অধিষ্ঠিত হয়ে বহুদিন পরে একটু মনের শান্তি পেয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অধিষ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আসীন। 'এই মহীয়সী মহিলা এখন ... প্রদেশ-পাল পদে অধিষ্ঠিতা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অধিস্বামী [স] *বি* মালিক। 'ধর্ম্মঘট করিয়া কল-কারখানা প্রভৃতির অধিস্বামীদিগের কি না ক্ষতি করে।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

অধিস্বামিত্ব [স] *বি* নিয়ন্ত্রণক্ষমতা। 'মানুষ আজ ভাবতে সাহসী হচ্ছে যে প্রকৃতির অধিস্বামিত্ব একদিন তার পুরোপুরি লাভ হতেও পারে।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

অধীত [স] *বিণ* পঠিত। 'যে কয়েকখানি গ্রন্থ অধীত হয় তাহা তিন ভাগেই সমান।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অধীতবিদ্য [স] *বিণ* শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'হিন্দু কালেজে অধীতবিদ্য দুই জন ছাত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অধীন [স] **১** *বিণ* অনুগত। 'তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* পরাধীনতা। 'গৌড়ের অধীন হৈল দূর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* বশীভূত। 'এক সিংহ দৈবাৎ একে অধীন অনপরাধী ইন্দুরের উপর থাবা মারিল।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বিণ* করায়ত্ত। 'কোম্পানি বাহাদুরের অধীন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৫** *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'যথার্থ ব্যবস্থার অধীনে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৬** *বি* তত্ত্বাবধান। 'ঐ বিদ্যালয় এইক্ষণে শ্রীযুত জোন্সসাহেবের অধীনে আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৭** *বিণ* পরাধীন। 'বঙ্গদেশের বর্তমান অধীন অবস্থায় উহার সাহিত্যোদ্যানে যে-সকল পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৮** *বিণ* অধীনস্থ। 'গভর্ণমেন্টের অধীন বিদ্যালয় সমুদায়স্থ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অধীনদেশ [স] *বি* পরাধীন দেশ। 'অধীনদেশে এই ব্যুরোক্র্যাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অধীনস্থ [স] **১** *বিণ* শাসনাধীন। 'অধীনস্থ প্রজা।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বিণ* বশবর্তী। 'তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীনস্থ হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বিণ* নিয়ন্ত্রণাধীন। 'গভর্ণমেন্টের অধীনস্থ ভূমিগ্রহণ।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

অধীনা [স] *বিণ স্ত্রী* কারো অধীনে থাকে এমন। 'অবলা অধীনা জনে রক্ষ।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অধীনী [স] **১** *বি স্ত্রী* অধীনস্থ জন। 'কেন কর অধীনীরে এত অপমান।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বিণ স্ত্রী* প্রেমমুগ্ধ। 'রাখো অধীনী জনে, কর শান্তি দান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অধীনতা [স] **১** *বি* অধীন অবস্থা। 'কোন২ ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়ের অধীনতায় বিশেষতঃ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* আনুগত্য। 'বাঙ্গালিরা শিষ্ট, বুদ্ধিমান, অধীনতা বুদ্ধিবিশিষ্ট, অলস, ভীত, ঐক্যহীন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অধীনতাপাশ [স] *বি* পরাধীনতার বন্ধন। 'অধীনতাপাশে উত্তরোত্তর অধিকতর বাঁধিতে থাকিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অধীনতাপিষ্ট [স] *বিণ* পরাধীনতায় কাতর। 'দেশের অধীনতাপিষ্ট ... লোকের এত বুক-চড়চড়ানি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অধীর [স] **১** *বিণ* মত্ত। 'প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অস্থির। 'যুদ্ধের ঘোড়া ছিণ্ডিআ দড়া হইল অধীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* ব্যাকুল। 'আপনি অধীর হৈলা দয়ার ঠাকুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অধীর-করা *বিণ* অস্থির করে তোলে এমন। 'অধীর-করা রূপ বেসেছিলাম ভালো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

অধীরতা [স] **১** *বি* অস্থিরতা। 'একটা নিদ্রাহীন উন্মত্ত অধীরতা ভরপুর বেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* ব্যাকুলতা। 'এর মধ্যে যে-একটা আকাঙ্ক্ষার অধীরতা আছে সেও ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অধীরা[১] [স] **১** *বি* নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'ধীরা অধীরা ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'কাল-নদী ধায় অধীরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অধীরা[২] [স অধীর>] **১** *বিণ স্ত্রী* চঞ্চল। 'স্ত্রী লোকেরা অধীরা হইলেও বার্ত্তাবিদ্যা দ্বারা আপন ধন রক্ষা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *ক্রি* অস্থির করা। 'পারি আমি উপাড়িতে তরুবর ... চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে অধীরিতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৩** *বিণ স্ত্রী* ধৈর্যহীন। 'মনে করিও না আয়েষা অধীরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। **৪** *ক্রি* অস্থির হওয়া। 'হর্ষে অধীরিয়া উঠে হেরিয়া তপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অধীশ্বর [স] **১** *বি* অধিপতি। 'করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* রাজা। 'তৃতীয় জর্জ্জ ইংলণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* প্রধান। 'শিব ও বিষ্ণু সর্বদেবের অধীশ্বর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বি* উৎস। 'উষ্ণতার অধীশ্বর যে গোলক।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

অধীশ্বরী [স] **১** *বি স্ত্রী* মালিক। 'আপনি আগ্রায় একমাত্র অধীশ্বরী না হইলে যে, সকলই বৃথা হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **২** *বি স্ত্রী* রানি। 'তিনিই সেই সুবিশালরাজ্যের অধীশ্বরী হইবেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অধুনা [স] **১** *ক্রিবিণ* সম্প্রতি। 'অধুনা পঞ্চবিংশতি জন ছাত্রেরও অধিক সমাগম হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বি* বর্তমান কাল। 'অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

অধুনাতন [স] **১** *ক্রিবিণ* সম্প্রতি। 'অধুনাতন বহুসংখ্যক বঙ্গীয় ব্যক্তির শরীর নষ্ট হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* আধুনিক। 'যে অধুনাতন পণ্ডিত পূর্বনির্দিষ্ট বিলুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহার নাম নিকলাস কোপর্নিকস।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অধুনাতনী [স] *বিণ* আধুনিক। 'সনাতনী ও অধুনাতনী লেখক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অধুনাতম [স] *বিণ* সাম্প্রতিকতম। 'আধুনিক সভ্যতার অধুনাতম অধ্যায়ে ব্যক্তির অপঘাত কীভাবে ঘটেছে ...।' *শিব*, ১৯৬০।

অধুনাবিবর্তিত [স] *বিণ* সাম্প্রতিক সময়ে আগত। 'বাংলা গদ্যের অধুনাবিবর্তিত রূপের মধ্যে তাই আজও সাগরী গদ্যের সুবাস অনুভব করা যায়।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

অধুনালুপ্ত [স] *বিণ* বর্তমানে অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে এমন। 'অধুনালুপ্ত জাতির দেশে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অধৃত [স] *বিণ* ধরা পড়েনি এমন। 'কিন্তু অদ্যাবধি তিনি অধৃত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অধৃষ্য [স] *বিণ* অজেয়। 'নব আলো পড়ে খসে/ মরণ-অধৃষ্য।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

অধৈর্য, অধৈর্য্য [স] **১** *বিণ* অস্থির। 'শয়ন মন্দিরে শুয়ে শয়নে অধৈর্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* ব্যাকুল। 'রাজা অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া সিংহাসনে রোদন করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বি* অস্থিরতা। 'দুদিন কোনো কারণে চিঠি না পেলে এতটা বেশি অধৈর্য উপস্থিত হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অধৈর্যবশত [স] *ক্রিবিণ* ধৈর্যহীনতার কারণে। 'অধৈর্যবশত সে অকালে নিমন্ত্রণগৃহের সমস্ত অনুনয়বিনয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অধৈর্যশীল, অধৈর্য্যশীল [স] *বিণ* অসহিষ্ণু। 'তাহারা অধৈর্য্যশীল নন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অধৈর্যহীন [স] *বিণ* ধৈর্যশীল। 'যদিও অধৈর্যহীন – তবু আজও শিরার দড়িতে বাঁধে জীবনের প্রয়োজনে।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

অধৈর্যতা, অধৈর্য্যতা [স] *বি* ব্যাকুলতা। 'বিস্তর অধৈর্য্যতার সহিত অপেক্ষা করিয়া দেখিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অধো [স অধঃ] *বিণ* নিম্ন; নত। 'অধোমুখী হয়্যা জান দেবী মাহেশ্বরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অধোগত [স] *বিণ* নিম্নগামী। 'স্থাবরসকল ঊর্ধ্ব ও অধোগত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অধোগতি [স] **১** *বি* অধঃপতন। 'বিদ্যায় না দিআ মতি সভে জাবে অধোগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দুর্দশা। 'সে সকল সর্বতোভাবে বিফল ও অন্তে অবধারিত অধোগতির কারণ হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া *ক্রি* অধঃপতিত হওয়া। 'দিনে দিনে আমাদের দেশ অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অধোগামি [স অধোগামী] *ক্রিবিণ* অধঃপতনমুখী। 'এই পাপে ধনঞ্জয় জাবে অধোগামি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

অধোগামী [স] **১** *বিণ* অস্তগামী। 'অধোগামী এবে রবি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* নিম্নগামী। 'করেছো অমৃত অধোগামী সেঁকোবিষ।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

অধোদিক [স] *বি* নীচের দিক। 'অধোদিকে মেঘের চলাচল দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অধোদেশ [স] *বি* নিম্নাংশ। 'কাকালি অবধিমাত্র অধোদেশে বাস।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অধোবদন [স] *বিণ* নতমুখ। 'রাণী, এককালে, হতবুদ্ধি ও অধোবদন হইয়া রহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অধোবাস [স] *বি* নিম্নাঙ্গের বস্ত্র। 'হাঁটু পর্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অধোভাগ [স] *বি* নীচের অংশ; নিম্নভাগ। 'মাস্তুলের অধোভাগ, ... দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অধোমুখ [স] *বিণ* নতমুখ। 'অধোমুখ কবিবর করিলেক লাজে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অধোমুখী [স] *বিণ স্ত্রী* মুখ নত করে আছে এমন। 'অধোমুখী হয়্যা জান দেবী মাহেশ্বরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অধোমুণ্ড [স] *বি* মাথা নীচের দিকে এমন অবস্থা। 'জননীর জঠরে যখন অধোমুণ্ডে ছিলে রে মন।' *লালন*, ১৮৯০।

অধৌত [স] *বিণ* ধোয়া হয়নি এমন। 'চেহারা অধৌত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অধ্যক্ষ্য [স অধ্যক্ষ] *বি* প্রধান কর্মকর্তা। 'তাহার অধ্যিক্ষ্য নবাব ছোলেমান গররানি নাম পাঠান।' *রামরাম*, ১৮০১।

অধ্যক্ষ [স] **১** *বিণ* নেতৃস্থানীয়। 'সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুই জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* তদারককারী। 'সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* আয়োজক। 'পাতশা অধ্যক্ষ দরবার পূজাস্থান।' *ভারত*, ১৭৬০। **৪** *বি* কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'অধ্যক্ষপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও অধ্যক্ষ না করিয়া থাকে।' *ফরস্টার*, ১৮০০। **৫** *বি* কর্মকর্তা। 'কাঙ্গালি লোককে মাস২ খয়রাত দেওনের উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৬** *বি* পরিচালক। 'যে ব্যক্তিরা এই বাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৭** *বি* আমন্ত্রিত অতিথি। 'সে বিবাহের অধ্যক্ষ প্রধান২ ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৮** *বি* শিক্ষক। 'স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবদের আমার প্রতি যেমন অনুগ্রহ।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৯** *বিণ* উপদেষ্টা। 'বিদ্যাবিজ্ঞ এক সাহেবকে ... অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। **১০** *বি* সম্পাদক। 'সমাচারপত্রের নাম অধ্যক্ষের নাম।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **১১** *বি* কর্তৃত্বপ্রাপ্ত সদস্য। 'উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **১২** *বি* সভার প্রধান। 'কোম্পানি বাহাদুরের সভাপতি ঐ ভোজে অধ্যক্ষস্বরূপ উপবেশন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **১৩** *বি* মঠ-পরিচালক; মহন্ত। 'প্রত্যেক মঠের এক একজন অধ্যক্ষ থাকে, তাহার নাম মহন্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **১৪** *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'তাহার অধ্যক্ষ বা প্রহরীর স্বরূপ হইয়া তত্ত্বাবধান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **১৫** *বি* সর্দার। 'একজন সাঁওতাল-পত্নী সাঁওতালদলের অধ্যক্ষ হইয়া তাহারদিগকে চালনা করিতেছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৬। **১৬** *বি* প্রধান পরিচালক। 'এ কর্মে আপনার অধ্যক্ষ হইয়া যাহাতে নির্বাহ হয় তাহা করুন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **১৭** *বি* জাহাজের অধিনায়ক। 'জাহাজের অধ্যক্ষকে "কাপ্তেন" বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **১৮** *বি* দলনেতা। 'ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **১৯** *বি* মহাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। 'রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২০** *বি* আইন পরিষদের সভাপতি। 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধ্যক্ষ স্যার আজিজুল ...।' *নবযুগ*, ১৯৪১। **২১** *বি* বিভাগীয় প্রধান। 'বাংলা একাডেমীর সংকলন-অধ্যক্ষ।' *একাডেমী*, ১৯৬১।

অধ্যক্ষতা [স] **১** *বি* অভিভাবকত্ব। 'বিশ্বস্ত জনকে তাহার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিবেন।' *ফরস্টার*, ১৭৯৮। **২** *বি* কর্তৃত্ব। 'এই কার্য্যের অধ্যক্ষতা আমারদিগের থাকে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* উপদেষ্টার পদ। 'বিদ্যাবিজ্ঞ এক সাহেবকে ... অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৪** *বি* তত্ত্বাবধান। 'অধ্যক্ষেরা ধর্মসভার অধ্যক্ষতাপদে অভিসিক্ত করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৫** *বি* অধিকার। 'তাবদ্ব্যক্তিরদের বিবেচনাকরণের যে অধ্যক্ষতা আছে তদধ্যক্ষ-তানুসারে কার্য্যকরণে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৬** *বি* পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য। '... রায় হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইতে পারিলেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৭** *বি* তদারকি। 'বড় লোকের বাটীতে কর্ম্মকাণ্ড সময়ে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **৮** *বি* পরিচালনা। 'যে সকল ব্যক্তি কালেজের অধ্যক্ষতা ও শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অধ্যক্ষপত্র [স] *বি* কর্তৃত্ব প্রদানের পত্র। 'অধ্যক্ষপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও অধ্যক্ষ না করিয়া থাকে।' *ফরস্টার*, ১৮০০।

অধ্যক্ষা [স] *বি স্ত্রী* কলেজের প্রধান। 'গত ২৩ অক্টোবর অধ্যক্ষা ... মানের সভানেত্রীত্বে ...।' *বেগম*, ১৯৬৮।

অধ্যবসায় [স] **১** *বি* চেষ্টা। 'প্রত্যুপকার কারণে কোন অধ্যবসায় কোন মকদ্দমায় ... যে আমার আদালতে হইয়াছে।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বি* সাধনা। 'এই ঘোরতর অধ্যবসায় হইতে, বীরবরকে বিরত করা, সর্বতোভাবে, আমার উচিত ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৩** *বি* অবিরাম চেষ্টা। 'পরমেশ্বর আমারদিগকে অধ্যবসায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অধ্যবসায়শীল [স] *বিণ* নিষ্ঠাবান। 'ইহাদের মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি অধ্যবসায়শীল।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অধ্যবসায়ারূঢ় [স অধ্যবসায়-আরূঢ়] *বিণ* অবিরাম চেষ্টায় রত। 'অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া স্থিরচিত্তে গণিতে প্রবৃত্ত হইবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অধ্যবসায়ী [স] **১** *বিণ* সবসময়ে চেষ্টা করে এমন; নিরন্তর যত্নশীল। 'অধ্যবসায়ী ... ও বিশ্বস্ত সন্তানেরা তাঁহার পুত্র নামের উপযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* পরিশ্রমী। 'জবরদস্ত অধ্যবসায়ী ভীমরুল যেমন চিট লেগে থাকে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

অধ্যয়ন [স] **১** *বি* মনোযোগের সঙ্গে পাঠ। 'জজন জাজন বেদ পঠে অধ্যয়ন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শিক্ষা। 'তোমার নিকটে যাই অধ্যয়ন আশে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অধ্যয়নপ্রিয়তা [স] *বি* পড়াশুনায় অনুরাগ। 'জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যয়নপ্রিয়তাকে লাভ করিয়াছে বটে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অধ্যয়নযোগ্য [স] *বিণ* অধ্যয়ন করার যোগ্য। 'দ্বাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক যে২ ব্রাহ্মণ বালক তাহারা অধ্যয়নযোগ্য।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অধ্যয়নশালা [স] *বি* বিদ্যালয়। 'ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অধ্যয়নীয় [স] *বিণ* পাঠ করা উচিত এমন। 'সকলই অধ্যয়নীয় তত্ত্ব ইহাতে পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অধ্যা[১] [স আত্মা] *সর্ব* আপন। 'জৎপুণা হি অধ্যা তাসু পরেলা কাহি।' *চর্যা* ৪৩, ১২০০।

অধ্যা[২] [স অধ্যায়] *বি* গ্রন্থের পরিচ্ছেদ। 'এই অধ্যা লিখা আছে কাচলির চালে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অধ্যাত্ম [স] *বিণ* আত্মাবিষয়ক। 'এক অনায়ত্ত অধ্যাত্ম জগতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ব্যাকুলতা জাগে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অধ্যাত্মজ্ঞান [স] *বি* আত্মাবিষয়ক জ্ঞান। 'কোন ঈশ্বরচিন্তা বা অধ্যাত্মজ্ঞান-প্রসূত নয়।' *রমেন*, ১৯৭০।

অধ্যাত্মতত্ত্ব [স] *বি* আত্মাবিষয়ক জ্ঞান। 'যদি কাব্য ও পলিটিক্স ছেড়ে একবারে অধ্যাত্মতত্ত্ব কথায় কান দিতেন ...।' *সবুজ*, ১৯২১।

অধ্যাত্মবাদী [স] *বিণ* পরমাত্মাই সকল কিছুর মূল – এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'তারা অধ্যাত্মবাদী।' *হাই*, ১৯৫৪।

অধ্যাত্মবিদ্যা [স] *বি* পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞান। 'অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অধ্যাত্মযোগ [স] *বি* আধ্যাত্মিক সাধনা। 'তাহার যোগ কেবলমাত্র অধ্যাত্মযোগ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অধ্যাত্মরাজ্য [স] *বি* পরমার্থিক জগৎ। 'এক জ্যোতির্ময় অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার প্রদর্শন করিতেছিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

অধ্যাপক [স] **১** *বি* পণ্ডিত। 'অল্পে অধ্যাপক হৈলা সকল শাস্ত্রেতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* শিক্ষক। 'গ্রামে২ চৌবাড়ী ও পাঠসালা ও মকতবখানা ... নির্ম্মাণ করিয়া ও উপযুক্ত পাত্র অধ্যাপক ... নিযুক্ত করিয়া দিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* টোলের পণ্ডিত; আচার্য। 'তাঁহারদিগের অধ্যাপক কিঞ্চিৎ লাভার্থী হইয়া ধর্ম্ম লোপ করিতে ...।' *রামমোহন*, ১৮১৯। **৪** *বি* সদস্য। 'দলের অধ্যাপকদিগকে দান দ্বারা সন্তোষ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৫** *বি* যিনি কলেজে অধ্যাপনা করেন। 'শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষ ও কালেজের অধ্যাপকদিগের এরূপ অভিসন্ধি থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অধ্যাপকতা [স] *বি* শিক্ষকতা; অধ্যাপনা। 'ডাক্তর কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের অধ্যাপকতাপদ প্রাপ্ত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অধ্যাপকপাড়া [স অধ্যাপক+পাড়া] *বি* পণ্ডিতগণের পাড়া। 'কেহ বিধান লইবার জন্য অধ্যাপকপাড়ায় যাতায়াত করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ [স] *বিণ* অধ্যাপকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'এই মত অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ উইলসন সাহেব উদ্ভাবন করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অধ্যাপকি [স অধ্যাপকীয়] *বি* অধ্যাপকের কাজ। 'অধ্যাপকি করো আর যাই করো।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অধ্যাপকোচিত [স] *বিণ* অধ্যাপকসুলভ। 'আমি অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্যের সহিত বলিলাম।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

অধ্যাপকোবাচ [স অধ্যাপক+স উবাচ] *বি* অধ্যাপকের বক্তৃতা। 'অধ্যাপকের প্রবেশ – অধ্যাপকোবাচ – সুবোধ বালিকাদের কর্তৃক একান্ত তন্ময়ভাবে ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অধ্যাপিকা [স] *বি* কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। 'আজো ছাত্রী, অধ্যাপিকা, গ্রামের বধূরূপে যাকে চিনতে পারা যাচ্ছে ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

অধ্যাপন [স] **১** *বি* শিক্ষাদান। 'শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* পাণ্ডিত্য। 'পুরুষানুক্রমে অধ্যাপন ব্যবসায় ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অধ্যাপনরত [স] *বিণ* শিক্ষাদান করছেন এমন। 'অধ্যাপনরত নিষ্ঠাবান গুরু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অধ্যাপনা [স] *বি* ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাজ। 'চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর গিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অধ্যাপিত [স] *বিণ* পড়ানো হয়েছে এমন। 'এই সকল বিদ্যা যে এদেশে অধীত, অধ্যাপিত, আদৃত এবং অনুবাদিত হয় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অধ্যাপিকা দ্র **অধ্যাপক**

অধ্যায় [স] **১** *বি* গ্রন্থের পরিচ্ছেদ। 'জয়তি তেহধিকং অধ্যায় করেন পঠন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* পর্যায়। 'দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের নূতন অধ্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অধ্যায়ন [স] *বি* শিক্ষা। 'প্রভু কহে মূর্খ আমি নাহি অধ্যায়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অধ্যাস [স] *বি* এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা। 'গৌরীশৃঙ্গ অধ্যাস

মরীচিকা।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৩।

অধ্যুষিত [স] *বিণ* উপনিবিষ্ট। 'ঘন-অধ্যুষিত প্রাচ্যদেশে প্রত্যেক লোক বৎসরে এমনকি ২৫০ পাউণ্ড ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অধ্রুব [স] *বিণ* পরিবর্তনশীল। 'রাষ্ট্রসভা কৃত্রিম এবং অধ্রুব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অন [স অন্য] *বিণ* অন্য। 'অন উপায়েঁ পার ণ জাই।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

অন ইউরোপিয়ান *বিণ* ইউরোপের অধিবাসী নয় এমন। 'তা প্রধানত আসছে অন ইউরোপিয়ান লোকদের দেশ থেকে।' *সবুজ*, ১৯২০।

অনংশীকরণ [স] *বি* প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা। 'পৈতৃকাধিকারে অনংশীকরণ স্বরূপ দণ্ড দিবেন এমত কোন জাজসাহেব নাহি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অনক্ষণ [স অনুক্ষণ] *ক্রিবিণ* অনুক্ষণ; সর্বদা। 'আমি তোর সারথি সদত অনক্ষণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অনক্ষন [স অনুক্ষণ] *ক্রিবিণ* অনুক্ষণ; সর্বদা। 'অনক্ষন তোমা বিনে আন নাহি মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনক্ষর [স] *বিণ* নিরক্ষর। 'বালিকা অজ্ঞান, অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমা জ্ঞানে অশক্ত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অনগ্নি [স] *বিণ* আগুনে পোড়ানো হয়নি এমন। 'সজ্জন সমাজে অপরীক্ষিত বিদ্যা, অনগ্নি-পরিশোধিত সুবর্ণের ন্যায়, বিশ্বসনীয় হয় না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অনগ্রসর [স] *বিণ* অগ্রগতি লাভ করেনি এমন। 'মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর।' *বেগম*, ১৯৪৯।

অনগ্রসরতা *বি* পশ্চাৎপদতা। 'এই অনগ্রসরতার কারণ পর্দাপ্রথা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অনঘ [স] *বি* পবিত্র সত্তা। 'হে অনঘে! যে ব্যক্তি প্রাণীসমূহের নিন্দাকারী ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অনঙ্কুরিত [স] *বিণ* মুকুলিত হয়নি এমন; গুপ্ত। 'অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অনঙ্গ [স] **১** *বিণ* কামদেব সম্পর্কিত। 'ভিতরে অনঙ্গ আনল জ্বলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* যৌন কামনা। 'আঁখি রঙ্গে দৃষ্টি ভঙ্গে জিয়ায় অনঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি,বিণ* অঙ্গহীন। 'দেখি রঙ্গ হবে আজি অনঙ্গের অঙ্গ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'অঙ্গ ধরি সে-অনঙ্গস্মৃতি বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অনঙ্গদাহন [স] *বি* কামযাতনা। 'জাগো অনঙ্গদাহন নয়নের তাপ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অনঙ্গদেবতা [স] *বি* মদন; কামদেব। 'একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে, মরি মরি অনঙ্গদেবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অনঙ্গরঙ্গিণী [স] *বিণ স্ত্রী* যৌন-আবেদনময়ী। 'অনঙ্গরঙ্গিণী কিবা ত্রিদেব ঈশ্বরী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

অনঙ্গশেখর [স] *বি* সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। 'এবার আমার বিলাস শুরু অনঙ্গশেখরে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অনচ্ছ [স] *বিণ* অস্বচ্ছ। 'অনচ্ছ আলোকে।' *মোহিত*, ১৯৪০।

অনচ্ছতা [স] *বি* অস্পষ্টতা; অস্বচ্ছতা। 'তাঁদের দৃষ্টির অনচ্ছতা এবং বিজাতীয় মনোভাবের খেশারত দিয়েছেন পরবর্তী মুসলমান জেনারেশন।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

অনট চুটকী [স ছোটিকা>] *বি* রুপার তৈরি পায়ের আংটিবিশেষ। 'অনট চুটকী দরুণ সহস্ররাম বিদ্যানিধি ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৪৭।

অনটন [স] *বি* অভাব। 'কিছুই অনটন নাই, কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অনটল [অন+টলচ্ছ] *বিণ* অনড়। 'আমার কথা সর্ব্বথাই অনটল পাবেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

অনড় [স] **১** *বিণ* নড়ে না এমন। 'চিরকাল যেটাকে অনড় বলে মন নিশ্চিন্ত আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বিণ* অবিচল। 'সেই বিশ্বাসের অনড় জমিনে দেখি না ...।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

অনড়ত্ব [স] *বি* স্থবিরতা। 'কর্মজীবনের অনড়ত্ব হয়ত অনেকাংশে এড়ানো যেতো।' *সনৎ*, ১৯৭০।

অনতএ, অনতয় [স অন্যত্র] **১** *ক্রিবিণ* অন্যদিকে। 'কেলিক রভস জব সুনে। অনতএ হেরি ততহি দএ কানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রিবিণ* অন্যত্র। 'সখি লখি অনতয় চসু বরনারি।' *শেখর*, ১৬০০।

অনতহি [স] *ক্রিবিণ* অন্যত্র। 'অনতহি গমনে এতহি নিহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অনতহু [স অন্যত্র>] *ক্রিবিণ* অন্য স্থানে। 'অনতহু জাইতে এতহি নিহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অনতি [স] *বিণ* বেশি নয় এমন; স্বল্প। 'অনন্তর, অনতি-দূরবর্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্বক ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অনতি-উচ্চ [স] *বিণ* খুব বেশি উঁচু নয় এমন। 'সাহেবেরা এক অনতিউচ্চ প্রস্তরবেদীর উপরে উঠিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬; 'অনতি-উচ্চ পঙ্কিল আসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অনতিকায় [স] *বিণ* খুব বড়ো নয় এমন। 'শ্রমনিবিড় অনতিকায় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ... সমর্থন করে আসছি।' *শিব*, ১৯৫৬।

অনতিকাল [স] *বি* স্বল্পকাল। 'অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনতিকোমল [স] *বিণ* খুব নরম নয় এমন। 'নিঃস্বপ্ন ঘুমের ভিতরে একটি অনতিকোমল শরীরের স্পর্শে ...।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

অনতিক্রমণীয় [স] *বি* যাকে লঙ্ঘন করা যায় না। 'ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে নির্বাক অনতিক্রমণীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অনতিক্রমণীয়ভাবে [স] *ক্রিবিণ* অতিক্রম করা যায় না এমনভাবে। 'সে ক্ষমতা অনতিক্রমণীয়ভাবে যুক্তিবিরোধী।' *শিব*, ১৯৫০।

অনতিক্রম্য [স] *বিণ* লঙ্ঘন করা যায় না এমন। 'তারই অদম্য অনতিক্রম্য টানে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

অনতিক্রম্যতা [স] *বি* অতিক্রমের অসম্ভাব্যতা। 'ম্যান্ডারিনরাও এ প্রভাবের অনতিক্রম্যতা অস্বীকারে অকৃতকাম।' *শিব*, ১৯৭৩।

অনতিক্ষুণ্ন [স] *বিণ* খুব ক্ষুণ্ন হয়নি এমন। 'সে চক্র নিয়তি পথে অনতিক্ষুণ্ন রেখায় অহরহ চলিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অনতিক্ষুব্ধ [স] *বিণ* অতি ক্ষুব্ধ নয় এমন; অংশত শান্ত। 'উদ্দাম তেজকে শান্ত করে দিয়ে ক্ষুদ্রায়তন গ্রহরূপে পৃথিবী যে অনতিক্ষুব্ধ পরিণতি লাভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অনতিগোচর [স] *বিণ* বেশি জানা বা দেখা যায় না এমন। 'ছবি এল চোখে জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অনতিচির [স] *বিণ* দীর্ঘকাল নয় এমন। 'তিনি অনতিচির সময়ের মধ্যেই ... প্রতিপন্ন হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অনতিদীর্ঘ [স] *বিণ* বেশি লম্বা নয় এমন। 'শরীরটি অনতিদীর্ঘ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

অনতিদীর্ঘকাল [স] *বি* অল্প সময়। 'অসভ্য লোকেরা অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুবিনীত হইয়া উঠিল।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

অনতিদূর [স] *বি* অল্প দূরত্ব। 'সে ঐ স্থানের অনতিদূরে বাস করিত।' *বিদ্যা,* ১৮৫৬।

অনতিদূরবর্ত্তী [স] *বিণ* খুব দূরে অবস্থিত নয় এমন; নিকটবর্তী। 'অনন্তর, অনতিদূরবর্ত্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্বক ...।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

অনতিদ্রুতগামী [স] *বিণ* খুব দ্রুত চলে না এমন। 'অনতিদ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ অতি মৃদুগামী বলিয়া তাঁহাদের ভ্রম জন্মে।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

অনতিপক্ব [স] *বিণ* খুব পাকেনি এমন। 'অনতিপক্ব সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ব চোদ্দর মতো দেখাইত।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

অনতিপূর্ব, অনতিপূর্ব্ব [স] *বি* খুব আগে নয় এমন সময়। 'অনতিপূর্ব্বে সর্ব্বত্র এই মত প্রচলিত ছিল।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

অনতিপূর্বে, অনতিপূর্ব্বে *ক্রিবিণ* অল্পকাল আগে। 'বিবাহের অনতিপূর্বে কুসুম এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

অনতিপ্রয়োজনীয় [স] *বি* বেশি প্রয়োজন নেই যার। 'অনতি-প্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করে তোলা।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

অনতিপ্রাচীন [স] *বিণ* খুব প্রাচীন নয় এমন; নিকট অতীতের। 'অনতিপ্রাচীন গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন।' *অক্ষয়,* ১৮৪৭।

অনতিবিকসিত [স অনতিবিকশিত] *বিণ* তেমন বিকশিত হয়নি এমন। 'শিশু সন্তানদিগের অনতিবিকসিত মুখারবিন্দ বারবার অবলোকন ...।' *অক্ষয়,* ১৮৫২।

অনতিবিলম্বে [স] *ক্রিবিণ* খুব বিলম্ব না ক'রে। 'অনতিবিলম্বে, কন্যার কলেবরে মাংস শোণিত প্রভৃতির আবিষ্কার ও প্রাণসঞ্চার হইল।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

অনতিবিস্তীর্ণ [স] *বিণ* খুব বিস্তৃত নয় এমন। 'অনতিবিস্তীর্ণ দ্বীপই ইহাদের আবাসভূমি।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

অনতিব্যক্ত [স] *বিণ* খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত নয় এমন। 'অনতিব্যক্ত আশার তাড়না।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

অনতিযৌবনা [স] *বিণ স্ত্রী* নবযৌবনা। 'একটি কন্যা, অনতিযৌবনা।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

অনতিরিক্ত [স] *বিণ* অতিরিক্ত নয় এমন। 'অনতিরিক্ত তথাপি আপনার বিবেচনায় যাহা ন্যায্য।' *ঢাকাপ্রকাশ,* ১৮৭৩।

অনতিলক্ষ্য [স] *বিণ* সহজে লক্ষ করা যায় না এমন। 'কলমটা ... টেবিলের কোনো অনতিলক্ষ্য অংশে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

অনতিশয় [স] *বিণ* অতিরিক্ত নয় এমন। 'শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা আবশ্যক।' *অক্ষয়,* ১৮৫২।

অনতিশীঘ্রগামী [স] *বিণ* খুব দ্রুতগামী নয় এমন। 'অনতিশীঘ্রগামী পণ্যবাহী রথ অনায়াসে স্থগিত করা যায়।' *অক্ষয়,* ১৮৫৫।

অনতিসভ্য [স] *বিণ* যথেষ্ট সভ্য নয় এমন। 'আমার ঐ অনতিসভ্য নারায়ণসিংহের মনটি উহার শরীরের মাপে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

অনতিস্পষ্ট [স] *বিণ* খুব স্পষ্ট নয় এমন। 'অনতিস্পষ্ট সুদীর্ঘ নীল শৈলরেখা।' *বিভূতি,* ১৯৩১।

অনতিস্ফুট [স] *বিণ* আধফোটা। 'একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২।

অনতিহিংস্র [স] *বিণ* খুব হিংস্র নয় এমন। 'নিষ্কামে অনতিহিংস্র অর্থাৎ একবারে হিংসাদি বর্জ্জন না করিয়া ...।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২।

অনথ [স অনর্থ] *বিণ* অকল্যাণকর। 'অনথ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গেরস্তর একটা অকল্যাণ বাধুক।' *বিভূতি,* ১৯২৯।

অনধিক [স] *বিণ* বেশি নয় এমন। 'আট টাকার অনধিক মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের নূতন কোন কর্ম্মচারী ...।' *অক্ষয়,* ১৮৪৭।

অনধিককাল [স] *বি* অল্প সময়। 'অনধিককালের মধ্যেই তিনি ... ক্ষমতাপন্ন লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯।

অনধিকার [স] **১** *বি* অধিকার না-থাকা। 'শাস্ত্র বেদ তৎপাঠে একেবারে শূদ্রের অনধিকার।' *জ্ঞানান্বেষণ,* ১৮৩৩। **২** *বিণ* অপ্রাসঙ্গিকতা। 'সব জিনিসেরই ভালো-মন্দ অধিকার-অনধিকার আছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩। **৩** *বিণ* অধিকারবহির্ভূত। 'তার মধ্যে কোনো অনধিকার ঔদ্ধত্যের ইতিহাস নেই।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮।

অনধিকারচর্চা, অনধিকারচর্চ্চা [স] *বি* যে বিষয়ে অধিকার নেই সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ। 'অনধিকারচর্চ্চা করিও না।' *মদনমোহন,* ১৮৪৯; 'সহসা গুটিপোকার রোগ নির্ণয় করিতে বসা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অনধিকারচর্চা বলিয়া মনে হইতে পারে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯০।

অনধিকারপ্রবিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* অধিকার ছাড়া প্রবেশ করেছে এমন। 'অনধিকারপ্রবিষ্টা কোন গাভী ...।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৩।

অনধিকারলব্ধ [স] *বিণ* বিনা অধিকারে প্রাপ্ত। 'আমাদিগকে ... অনধিকারলব্ধ আরামনিদ্রার রসাতলে লইয়া ফেলিতেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

অনধিকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অধিকারহীন। 'স্ত্রীলোক অনধিকারিণী থাকিবে কেন?' *বঙ্কিম,* ১৮৭৯।

অনধিকারী [স] **১** *বিণ* অধিকার ভঙ্গকারী। 'ভৌমিক অন্যায়ক্রমে অনধিকারী হইয়াছে।' *ডানকান,* ১৭৮৫। **২** *বিণ* অধিকারবঞ্চিত; মালিকানাশূন্য। 'ডিক্রী বিনা কোন ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির অনধিকারী হইতে পারে না।' *দর্পণ,* ১৮৩১। **৩** *বিণ* অধিকার নেই এমন। 'আমি তাহাকে তদ্বিষয়ে অনধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিতাম।' *অক্ষয়,* ১৮৫১।

অনধিগম্য [স] **১** *বিণ* অবোধ্য। 'ব্রহ্মকে মায়া হইতে স্বতন্ত্র করিলে ব্রহ্ম অনধিগম্য।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২। **২** *বিণ* গমনের অযোগ্য। 'ধড়টাকে অপরের অনধিগম্য করতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছি।' *অন্নদা,* ১৯২৮।

অনধীত [স] *বিণ* অপঠিত। 'বইখানি সযত্নে প্রত্যার্পণ করলে, বলা বাহুল্য অনধীত অবস্থায়ই।' *অচিন্ত্য,* ১৯৫০।

অনধীন [স] *বিণ* অধীন নয় এমন। 'আমি দেখিয়া অবধি যুবজন-সুলভ অনধীন থাকি নাই।' *কৃষ্ণকমল,* ১৮৫৮।

অনধীনতা [স] *বি* কর্তৃত্বহীনতা। 'কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অনধীনতাতে শুক্রই কেবল মনুষ্যের সৃষ্টির প্রতি কারণ হইয়াছে।' *অক্ষয়,* ১৮৪৩।

অনধ্যায় [স] *বিণ* অধ্যয়নহীন। 'এই মহীয়সী আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, নিউটনের অনধ্যায় বৎসর সকল ...।' *বিদ্যা,* ১৮৪৯।

অননুকম্পায়ী [স] *বি* সহানুভূতিহীন ব্যক্তি। 'অননুকম্পায়ীদের সুরুচি।'

সুধীন্দ্র, ১৯৩৩।

অননুকরণীয় [স] *বিণ* অনুকরণ করা যায় না এমন। 'তাহার অননুকরণীয় চিত্রসকল রাখিয়া গিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অননুকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অনুকরণ করা যায় না এমন। 'তোমায় সম্পূর্ণ করবো পান, হে অননুকারিণী প্রেম।' *শক্তি*, ১৯৬১।

অননুগামী [স] *বিণ* অনুগামী নয় এমন। 'অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অননুগামী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অননুতপ্ত [স] *বিণ* অনুতপ্ত নয় এমন। 'অননুতপ্ত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অননুবর্তিনী [স] *বিণ* অনুসরণ করে না এমন। 'সাবলীলভাবে আমি রহস্যের অননুবর্তিনী।' *শক্তি*, ১৯৭০।

অননুভূত [স] *বিণ* অনুভব করা যায়নি এমন। 'অজ্ঞাত আকার এবং অননুভূত গন্ধের একটি নামাশ্রিত সমষ্টিমাত্র।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'অননুভূত একটা স্নেহরসে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অননুভূতপূর্ব [স] *বিণ* আগে অনুভব করা হয়নি এমন। 'তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া, অননুভূতপূর্ব, চিরাকাঙ্ক্ষিত মদনরসের আস্বাদন দ্বারা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অননুভূতি-কাল [স] *বি* অনুভূতিশূন্য সময়। 'শীতে গাছের অননুভূতি-কাল প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়া পড়ে।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

অননুমেয় [স] *বিণ* অনুমান করা যায় না এমন। 'অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অননুমোদিত [স] *বিণ* অনুমোদিত হয়নি এমন। 'কোন কথা বস্তুত অননুমোদিত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অননুসৃতি [স] *বি* অননুকরণ। 'তুমি গ্রীসদেশ, তুমি উইলিয়ম – অননুসৃতির দ্বৈপায়ন।' *শক্তি*, ১৯৭০।

অনন্ত[1] [স] *বি* বাহুতে পরার অলংকারবিশেষ। 'গরু কেনার জন্য তাহার অনন্তজোড়া বাগাইয়া লয় নাই?' *মানিক*, ১৯৩৬।

অনন্ত[2] [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) বিষ্ণু। 'মহিমা বলিতে তোমার অনন্ত না পারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* অন্তহীন। 'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা, জীবনের অনন্ত পিপাসা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *বিণ* অশেষ গুণসম্পন্ন। 'সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* অসীম যে। 'যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অনন্ত-আনন্দ [স] *বি* কখনো শেষ হয় না এমন আনন্দ। 'তাদের মধ্যে অনন্তসত্য অনন্ত-আনন্দ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনন্তকর্মা, অনন্তকর্ম্মা [স] *বিণ* অনন্তকাল ধরে যাঁর কর্ম চলতে থাকে। 'অনন্তকর্ম্মা অসীম শক্তিশালী ভগবানের বিচিত্র লীলারহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনে ... অসমর্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অনন্তকাল [স] *বি* চিরকাল। 'ইহা অনন্তকাল এইরূপ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অনন্তকালে *ক্রিবিণ* চিরকাল ধ'রে। 'অনন্তকালে তোর কোলে ত্যজিব এ দেহ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অনন্ত গগন [স] *বি* অসীম আকাশ। 'পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অনন্তগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিরবচ্ছিন্ন গমন করে এমন। 'পৃথিবী তেমনি অনন্তগামিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

অনন্তগুণ [স] *বি* অসংখ্য গুণ। 'তাঁহার অনন্তগুণ কহি দিঙ্মাত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অনন্তচক্র [স] *বি* সৌরমণ্ডল। 'মহাশক্তি অনন্ত চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

অনন্তজ্ঞানি [স অনন্তজ্ঞানী] *বি* অন্তহীন জ্ঞানের অধিকারী। 'সেই পরমাদি অনন্তজ্ঞানি।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

অনন্ত পুরুষ [স] *বি* ঈশ্বর। 'তুমি যেন অনন্ত পুরুষ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অনন্ত-প্রসারিত [স] *বিণ* অন্তহীনভাবে বিস্তৃত। 'বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অনন্তবিস্তার [স] *বিণ* সীমাহীনভাবে বিস্তৃত। 'দক্ষিণে অনন্তবিস্তার ভারতসমুদ্র।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

অনন্তবিস্তৃত [স] *বিণ* অনন্তপ্রসারী। 'তোমরা যে অনন্তবিস্তৃত লোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

অনন্তবীর্য [স] *বিণ* শক্তি কখনো ফুরিয়ে যায় না এমন। 'মানুষ যখন তুমিই অনন্তবীর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনন্তবেদনাময় [স] *বিণ* সীমাহীন বেদনাপূর্ণ। 'মিথ্যা বলেই এমন অনন্তবেদনাময় এবং এমন অসীমসুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনন্ত-যৌবনা [স] *বিণ স্ত্রী* চিরযৌবনা। 'কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অনন্ত রচনা [স] *বি* সীমাহীন সৃষ্টি। 'তুমি বিশ্বরচয়িতার অনন্ত রচনা দেখিতে চাহিয়াছ – আইস।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

অনন্তরত্নপ্রভব [স] *বিণ* অশেষ রত্নভাণ্ডার আছে এমন। 'পথিস্থ বালুকার এক এক কণা, অনন্তরত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অনন্তরসক্ষরা [স] *বিণ* অমৃতবর্ষী। 'অনন্তরসক্ষরা জ্যোৎস্না যেন দিক্‌চক্রবালে তাহারই ইঙ্গিত দিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অনন্তরাত্রি [স] *বি* শেষ নেই এমন রাত। 'ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অনন্তরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নানা রূপধারী। 'অনন্তরূপিণী রাজরিশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনন্তলীলা [স] *বি* অন্তহীন লীলাখেলা। 'প্রভুর অনন্তলীলা বুঝিতে না পারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অনন্তলোক [স] *বি* সীমাহীন জগৎ। 'গগনে অনন্তলোক জাগে ধীরে ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনন্তশয্যা [স] *বি* মৃত্যুশয্যা। 'সাড়ে তিন হাত জমিতে ... অনন্ত শয্যায় শয়ন করবার জন্যে।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'বড়ো জোর অনন্তশয্যা পর্যন্ত পৌছল সে।' *অবন*, ১৯২৫।

অনন্তশয়ন [স] *বি* মৃত্যু। 'ভেসেওঠা ভেলা জুড়ে অনন্তশয়ন লাগে ভালো?' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

অনন্তশেখর [স] *বি* নিঃসীম চূড়া। 'অনন্ত তুষারে যেন অনন্তশেখর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অনন্তসঞ্চিত [স] *বিণ* বহুকাল থেকে সঞ্চিত। 'তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অনন্তসত্য [স] *বি* চিরকালীন সত্য। 'তাদের মধ্যে অনন্তসত্য অনন্ত-আনন্দ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনন্তসীমা [স] *বি* অসীম সত্তা। 'জল দাও, জল দাও অনন্তসীমা ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অনন্তস্থ [স] *বিণ* আকাশে অবস্থিত। 'মুগ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ ... অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অনন্তস্রোতসা [স] *বিণ* চিরকাল পাওয়া যায় এমন। 'কাছেই ইঁদারা খুঁড়বে – তুলবে জল অনন্তস্রোতসা।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

অনন্তমূল [স] *বি* এক ধরনের লতা। 'অনন্তমূল হয়েছে দেখ দেখি!' *তারা*, ১৯৪০।

অনন্তর [স] **১** *ক্রিবিণ* অতঃপর। 'অনন্তর স্বর্ণকার অনুপায় বুঝিয়া সূত্রধরের বাটীতে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *অব্য* অধিকন্তু। 'অনন্তর এক ব্যক্তি দক্ষিণদেশীয় গৌড় বেহারা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অনন্তিক [স] *বি* খুব নিকটবর্তী স্থান। 'অবাক হইয়া কন অনন্তিকে আসি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অনন্দ [স নন্দ>] *বি* নিরানন্দ। 'সুখের পিরীতি অনন্দ যে রীতি দেখিতে সুন্দর হয়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

অনন্দা [স আনন্দ] *বি* আনন্দ। 'তইঅও কুমুদিনি করএ অনন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অনন্বয় [স] *বি* অমিল। 'ইহা প্রয়োগের কারণ কেবল রচনার শোভার্থে বস্তুতঃ এক প্রকার অনন্বয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অনন্বিত [স] *বিণ* অসংলগ্ন। 'অনন্বিত নিস্তেজ চিন্তারা ...।' *সিকান্দার*, ১৯৫৮।

অনন্য [স] **১** *বিণ* অসাধারণ। 'আজিম তাহান নাম অনন্য অতুল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* একাগ্র। 'কেবল অনন্য ভাবে/ একান্ত হইয়া সেবে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বিণ* অতুলনীয়। 'আর ভক্ত সুদামা অনন্য করে মানে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৪** *বিণ* বিকল্পহীন। 'অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

অনন্যকর্মা [স] **১** *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'এক্ষণে, অনন্যকর্মা হইয়া, তোমার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টায় আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* একক কর্মে রত। 'তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া কেবল পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে রত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অনন্যকাম [স] *বিণ* একক কর্মে রত। 'মহম্মদ ধর্ম্মসূত্রে ... অনন্যকাম করিয়া, তাহাদিগকে এক মহাসঙ্কল্পে ব্রতী করিতে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অনন্যগতি [স] *বিণ* অন্যত্র আশ্রয় নেই এমন। 'কুমুদিনীর একমাত্র তিনি অনন্যগতি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অনন্যগতিক [স] *বিণ* কোনো উপায় নেই এমন। 'অনন্যগতিক অনাথ নির্ধন মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকের আহার প্রদান।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

অনন্যচিত্ত [স] *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'সেই "দুই নূতন"কে ভুলিবার জন্য অনন্যচিত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অনন্যচিত্তা [স] *বিণ স্ত্রী* একাগ্রচিত্ত। 'অনন্যচিত্তা হইয়া স্থিরকর্ণে শ্রবণ কর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অনন্যচেতা [স] *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'অনন্যচেতা হয়ে বদ্ধপদ্মাসনে শুধু সাহিত্যেরই ধ্যান করব।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অনন্যতন্ত্র [স] *বিণ* মৌলিক। 'কীর্তনসংগীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনন্যতন্ত্রতা [স] *বি* মৌলিকত্ব। 'অন্যান্য প্রতিভায় যেমন ওরিজিন্যালিটি অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনন্যতন্ত্রত্ব [স] *বিণ* মৌলিক। 'অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্রত্ব প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনন্যদৃষ্টি [স] *বিণ* একাগ্রদৃষ্টি। 'বিস্ময়াবিষ্ট ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া, নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৪৭।

অনন্যধর্মা [স] *বিণ* একক ধর্মে রত। 'ঐ পুত্র ... অনন্যকর্মা ও অনন্যধর্মা হইয়া, নিরন্তর পিতামাতার সেবা করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অনন্যপরায়ণ [স] *বিণ* অন্যত্র আসক্তিহীন। 'এসো আমার অনন্যপরায়ণ হৃদয়ের মধ্যে এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অনন্যপূর্বা [স] *বিণ স্ত্রী* পূর্বে যে অন্যের ছিল না এমন; কুমারী। 'সে তবু অনন্যপূর্বা আমার যৌবনে।' *সিকান্দার*, ১৯৫৬।

অনন্যব্রত [স] *বিণ* অন্য ব্রত নেই এমন। 'অনন্যব্রত হইয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

অনন্যভাবে [স] *ক্রিবিণ* একাগ্রচিত্তে। 'পূজেন হরিষময় অনন্যভাবে ভূতনাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনন্যমন [স] *বিণ* অন্য কিছুতে লিপ্ত নয় এমন মন। 'অনন্যমনে সেই চিন্তা করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অনন্যমনা [স] *বিণ* গভীর মনোযোগী। 'অষ্ট প্রহর, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া ... ধ্যান করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অনন্যযোগিতা [স] *বি* অন্যের সঙ্গে যোগশূন্যতা। 'তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অনন্যশরণ [স] *বিণ* আশ্রয়হীন। 'অনন্যশরণ কাঙাল সেই একই চরণ আশ্রয় করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অনন্যশাসনা [স] *বিণ* সার্বভৌম। 'চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অনন্যসহায় [স] *বিণ* সহায়হীন। 'অনন্যসহায় ব্রাহ্মণেরা যে বিদ্যার আলোচনা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অনন্যসাধারণ [স] *বিণ* অসাধারণ। 'অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যাশ্রয় মহামহোপাধ্যায় মহারাজ গুরু শ্রীযুত ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

অনন্যসামান্য [স] *বিণ* অসামান্য। 'কলাবিদ্যার অনন্যসামান্য কঠিন বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

অনন্যসুন্দর [স] *বিণ* অতুলনীয় সৌন্দর্যবিশিষ্ট। 'এই অত্যুৎকৃষ্ট ও অনন্যসুন্দর পুস্তকখানি পাঠ করতে করতে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অনন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* অদ্বিতীয়। 'হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি [স অনন্য-ইন্দ্রিয়বৃত্তি] *বিণ* অন্য কোনো ইন্দ্রিয়বৃত্তি নেই এমন। 'প্রায় অনশনে, সেই বিকটান্ধকারে অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া, স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অনন্যোপায় [স অনন্য+স উপায়] *বিণ* অন্য উপায়হীন। 'স্বীয়২ ধর্ম্মরক্ষণে অনন্যোপায় নিরীক্ষণে বিলক্ষণ বিচক্ষণতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অনপকারী [স অন-অপকারী] *বিণ* উপকারী। 'তাহাদিগের মন্দ চেষ্টাকে কোন অনপকারী ছলের দ্বারা ব্যর্থকরণ কেবল নিরপরাধ নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অনপচয়িত [স] *বিণ* অপচয় হয়নি এমন। 'ক্ষমতা আছে একমাত্র

অবিলম্বিত, অনপচয়িত, সুস্থ ও শুদ্ধ যৌবনের।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অনপনীয় [স] *বিণ* মুছে যাবে না এমন; অমোচনীয়। 'ইংলণ্ডীয় লোকের যশোবিলোপি ও অনপনীয় কলঙ্ককারি বিষয় সামগ্রী।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অনপনেয় [স] *বিণ* অপসারণের অযোগ্য। 'কুয়াশার আবরণ থেকে চেয়ে দেখেছে অনপনেয় কুহেলিন।' *জীবন*, ১৯৩০।

অনপরাধ [স] *বি* নির্দোষতা; দোষহীনতা। 'তুমি জানো প্রিয় আমার অনপরাধ।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

অনপরাধী [স] *বিণ* নিরপরাধ; নির্দোষ। 'এক সিংহ দৈবাৎ এক অধীন অনপরাধী ইন্দুরের উপর থাবা মারিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অনপেক্ষ [স] *বিণ* নিরপেক্ষ; স্বাধীন। 'যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, ... অথচ সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অনপেক্ষিত [স] *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'সহসা অনপেক্ষিত ভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদপ্রতিমা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

অনবকাশ [স] *বি* অবকাশের অভাব। 'অনবকাশ-সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনবকাস [স অনবকাশ] **১** *বি* অবসরের অভাব। *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বি* স্থানের অভাব। 'অনবকাশ প্রযুক্ত ছাপান গেল না।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অনবগত [স] **১** *বিণ* জানে না এমন। 'একতার মর্ম্ম অনবগতে ... নিস্তেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* অজ্ঞাত। 'যে অর্থশাস্ত্র অনবগত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনবগুণ্ঠন [স] *বি* আচ্ছাদনহীনতা। 'উরোজের অনবগুণ্ঠনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

অনবগুণ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অনাবৃতা। 'উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা, তুমি অকুণ্ঠিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনবচ্ছিন্ন [স] *বিণ* নিরবচ্ছিন্ন; ছেদহীন। 'অনবচ্ছিন্ন যৌবনপ্রবাহের মৃত্যু একটা বাঁক, জন্ম তার উল্টোপিঠ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

অনবচ্ছেদ [স] *বি* নিরবচ্ছিন্নতা। 'সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে তাঁদের উপস্থিতির অনবচ্ছেদ প্রায় অবিশ্বাস্য।' *শিব*, ১৯৫৬।

অনবতুল [স] *বিণ* অনুপম। 'তাঁর অশেষ পরিবর্তন ও অনবতুল বৃদ্ধি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনবদ্য [স] *বিণ* ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় এমন। 'পুস্তকের অক্ষর, মুদ্রাঙ্কণ, কাগজ, সমস্তই উত্তম এবং পরিশুদ্ধতায় অনবদ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অনবদ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* অনিন্দ্য। 'কবিতা বনিতা লতা/ হবে অনবদ্যা।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

অনবদ্যাঙ্গ [স] *বিণ* অতুলনীয়। 'বিরাট বিশাল অনবদ্যাঙ্গ-মনোহর সাহিত্যসৌধ রচনা করিতে হইবে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

অনবধান [স] **১** *বি* উপেক্ষা। 'যতক্ষণ রাগের প্রাদুর্ভাব থাকে জ্ঞানের কথা প্রায় অনবধান করে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* অনায়াসসাধ্য। 'অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *বি* অমনোযোগ। 'অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অনবধানতা [স] **১** *বি* অবহেলা। 'অনবধানতাতে এবং অনিশ্চিত অপরিমিত ব্যয়প্রযুক্ত দশ জমীদারী অবশ্য নিলাম হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* অসতর্কতা। 'আপন অনবধানতা-দোষে প্রাণ-সংহারাদি যত দুর্ঘটনা ঘটে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **৩** *বি* অমনোযোগ। 'কি বেটা, আমার অনবধানতা?' *রাজনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অনবধানতা-দোষ [স] *বি* অসতর্কতা-দোষ। 'আপন অনবধানতা-দোষে প্রাণ-সংহারাদি যত দুর্ঘটনা ঘটে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অনবধানতাবশত [স] *ক্রিবিণ* সতর্ক না থাকায়। 'সংস্কৃত ভাষার মুখোশ পরে প্রবেশ করেছে, এটা নিঃসন্দেহে অনবধানতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অনবরত [স] **১** *ক্রিবিণ* সব সময়ে। 'বাবুর নিকট অনবরত হাজীর থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* অবিরাম। 'তথাতে অনবরত লোক যাত্রা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অনবরুদ্ধ [স] *বিণ* উন্মুক্ত। 'সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্ত মণির পেয়ালার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনবসর [স] **১** *বি* অবসরের অভাব। 'অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গসেবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অবসর নেই এমন। 'বাবু কোন কার্যবশতঃ অনবসর ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অনবসিত [স] *বিণ* অসমাপ্ত। 'অনবসিত ... এই সীমা।' *জীবন*, ১৯৪০।

অনবস্থচিত্ততা [স] *বি* অস্থির মন; চঞ্চলমতিত্ব। 'মূর্খোচিত দাম্ভিকতা সর্বজ্ঞতা অনবস্থচিত্ততা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

অনবহিত [স] **১** *বিণ* অমনোযোগী। 'রাজা বড় ভোগী ছিলেন; অতএব রাজব্যাপারে সর্ব্বদা অনবহিত থাকিতেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বিণ* অসতর্ক। 'তুমি এ বিষয়ে ক্ষণমাত্রও অনবহিত থাকিবে না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অনবীন [স] *বিণ* অনাধুনিক। 'সে মত প্রাচীন হলেও অনবীন নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

অনভিজাত [স] *বিণ* অভিজাত নয় এমন। 'লেখকগণও সাধারণত অনভিজাত নন।' *শরীফ*, ১৯৭০।

অনভিজাতিক [স] *বিণ* অভিজাত নয় এমন। 'হট্টমাঝে ফিরে যেন অবাধে চিৎকারি অনভিজাতিক দম্ভে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

অনভিজ্ঞ [স] **১** *বিণ* অভিজ্ঞতা নেই এমন। 'স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বিণ* অজ্ঞাত। 'জ্বরের ঔষধ বাঙ্গালী বৈদ্য মহাশয়েরা কি সেবন করাণ তাহা অনভিজ্ঞ।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বিণ* অশিক্ষিত। 'অনভিজ্ঞ সামান্য লোক দ্বারা অবজ্ঞাত ও অপমানিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৪** *বিণ* জ্ঞানহীন। 'তাহা অবলীলাক্রমে অনভিজ্ঞ বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অনভিজ্ঞতা [স] **১** *বি* অজ্ঞতা। 'এ স্থানের রীতির অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বি* অভিজ্ঞতার অভাব। 'ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর অল্পবয়স এবং সংসারতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৩** *বি* ধারণার অস্পষ্টতা। 'চারুপাঠের বিস্তারিত বর্ণনা সত্ত্বেও পুরুভুজ সম্বন্ধে আশার অনভিজ্ঞতা দূর হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৪** *বি* হাতে-কলমে কাজের জ্ঞান। 'যখন জানলুম এ কাজের ভার নেবার আর কেউ নেই, তখন অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ ভার আমি নিয়েছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

অনভিজ্ঞতাবশত [স] *ক্রিবিণ* অভিজ্ঞতা না-থাকা সত্ত্বেও। 'অক্ষমতা ও অনভিজ্ঞতা-বশত সেই ওজনটি যাঁহারা পান নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনভিজ্ঞা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* অভিজ্ঞতাহীন। 'অবলা অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোক।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **২** *বিণ স্ত্রী* অজ্ঞ। 'অরুন্ধতী দেবী কি

মিথ্যাবাদিনী? না দৈব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অনভিনিবেশ [স] *বি* অমনোযোগিতা। 'যা কিছু পেলে দীর্ঘ প্রেম, বুকে নিয়ে চলো – মড়কে, সাহিত্যে, মদ-মস্করায়, অনভিনিবেশে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

অনভিনীত [স] *বিণ* অভিনীত হয়নি এমন। 'অনভিনীত নাট্যের নেপথ্যে এখন তাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনভিপ্রায় [স] *বি* অনিচ্ছা। 'সাহেব প্রথমতঃ তাহাতে অনভিপ্রায় প্রকাশ করেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

অনভিপ্রেত [স] **১** *বিণ* বাঞ্ছিত নয় এমন। 'অনভিপ্রেত বলিলে আর রক্ষা থাকে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনভিব্যক্ত [স] *বিণ* অস্পষ্ট। 'অনভিব্যক্ত ইঙ্গিতে, গলার সুরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনভিমত [স] **১** *বিণ* অনুমতিহীনতা। 'তাহার অনভিমতে ছাপা করিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি* অসম্মতি। 'নীলকর সাহেব ... কৃষকের অনভিমতে তাহার ভূমি চিহ্নিত করিয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অনভিলষণীয় [স] *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'অনভিলষণীয় বাক্য নির্গত হইলে মম অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

অনভ্যস্ত দ্র **অনভ্যাস**

অনভ্যাস [স] **১** *বি* চর্চার অভাব। 'লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে এবং অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **২** *বি* অভ্যাসহীনতা। 'অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ... প্রবেশ করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অনভ্যাসবশত [স] *ক্রিবিণ* অনভ্যস্ততার কারণে। 'অনভ্যাসবশত ঘুম হইতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্ চড়্ করে – *যে যে-কাজে পারদর্শী নয় সে সে-কাজ করলে কাজ পণ্ড হয়। উমেশ*, ১৮৫৭।

অনভ্যস্ত [স] *বিণ* অভ্যাস নেই এমন। 'অনভ্যস্ত সাজ লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত সসংকোচে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অনভ্যস্ততা [স] *বি* অনভ্যাস। 'এত দিনের অনভ্যস্ততায় সমস্ত চারুশিল্প যেন ভুলতে বসেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪২।

অনমনীয় [স] **১** *বিণ* সহজে নোয়ানো যায় না এমন। 'অন্য দিকে বধূর মনের মধ্যে অনমনীয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* দৃঢ়। 'সহ্য করার ক্ষমতা তার অনমনীয়।' *মানিক*, ১৯৩৫। **৩** *বিণ* আপোসহীন। 'এই স্থায়ী অনমনীয় বিরক্তির কারণটা ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

অনমিত [স] *বিণ* নত নয় এমন। 'আঁখি তোলো অনমিত।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অনমীষ [স অনিমেষ] *বিণ* অপলক। 'অনমীষ নয়ন করিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অনম্বর [স] *বি* আকাশ। 'উজ্জ্বলি যথা ছোট অনম্বরে নক্ষত্র।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অনম্বরা [স] *বি স্ত্রী* বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ। 'অনম্বরা অনাসক্তা চির-একাকিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনম্য [স] *বিণ* অনমনীয়। 'অদম্য কর্মশক্তির অনম্য প্রতিমান।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অনম্র [স] *বিণ* রূঢ়। 'কঠিন অনম্র রেখার আঘাতে নানাখানা হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনম্রতা [স] *বি* অবিনয়। 'অসংগত অনম্রতা পরোক্ষে দেশের মেরুদণ্ডকেই আরো বেশি উদ্ধত করে তুললে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অনরবল [ই] *বিণ* শ্রদ্ধেয়। 'শ্রীমতী অনরবল লেডি গ্রে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অনরেবল [ই] *বিণ* শ্রদ্ধেয়। 'অনরেবল হালিডে সাহেব এই সকল বিষয় বিশিষ্ট রূপেই অবগত আছেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪।

অনরেরী [ই] *বিণ* অবৈতনিক। 'নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে দাদন, গাদন ও শ্যামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অনর্গল [স] *বিণ* অবাধ। 'অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালী [স] *বি* মুক্তবাজার পদ্ধতি। 'আধুনিক অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালী (free trade) সংস্থাপন করিয়া ব্রাইট্ ও কব্‌ডেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অনর্থ [স] **১** *বি* বিপত্তি। 'কুজি সনে কুমন্ত্রনা কেঁকই করিল অনর্থ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* অশুভ। 'অনর্থ নিবৃত্তি সতে দূরগতি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৩** *বি* বিপর্যয়। 'যাবতীয় খ্রিষ্টীয় জাতির মধ্যেও ঐরূপ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বি* ঝামেলার কারণ। 'অর্থই অনর্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৫** *বিণ* অর্থহীন। 'অর্থকে সে অনর্থ করে দিতে তবে সে নিজের কাজ চালাতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৬** *বি* চেঁচামেচি। 'গুবরে পোকা কাগজের বাক্সে এনে রাখে ... কেউ ফেলে দিতে গেলে অনর্থ বাধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৭** *বি* হাঙ্গামা। 'শুনিয়া হয়তো সে রাগিয়া অনর্থ করিবে।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৮** *বিণ* অনর্থক। 'যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অনর্থক [স] **১** *বিণ* বৃথা। 'তখন নিরপরাধের প্রবল হেতু দর্শান অনর্থক হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* অকারণ। 'আমারদিগের অনর্থক ক্রোধ আমারদিগকে অশক্ত করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *ক্রিবিণ* অযথা। 'অনর্থক হাল্কা হয়ে ফিরে যাবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অনর্থকর [স] *বিণ* অমঙ্গলকর। 'তাহলে সে যে আমারই পক্ষে অনর্থকর হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অনর্থকরী [স] *বিণ* অর্থ উপার্জনে সহায়ক নয় এমন। 'অর্থকরী পারস্য ভাষা শিক্ষা না করে অনর্থকরী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করায় ...।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

অনর্থদর্শী [স] *বি* সর্বত্র অমঙ্গল দর্শনকারী ব্যক্তি। 'অনর্থদর্শীদিগের সহিত পরামর্শ ... পরিহার করিয়াছ?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অনর্থপাত [স] *বি* অকল্যাণ। 'তাহাদের নিজেরই অনর্থপাতের সম্ভাবনা।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

অনর্থহেতু [স] *ক্রিবিণ* অকারণে। 'অনর্থহেতু দ্যূতক্রিয়াকরণে পুরুষ বৃথায়ুঃ ক্ষেপণ করে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অনর্হ [স] *বিণ* অযোগ্য। 'ছাত্রেরা হিন্দুধর্ম্মের কোন ক্রিয়া করিতে অনর্হ।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অনল [স] *বি* আগুন। 'মুগধী বড়ায়ি অনল বুলাওঁ গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অনলউদ্‌গারী [স] *বিণ* জ্বালাময়ী। 'যে কেহ তাঁর অনলউদ্‌গারী বক্তৃতা শ্রবণ করেছে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অনলকণা [স] *বি* আগুনের ফুলকি। 'আসুক ক্রোধের অনলকণা।'

ওয়ালী, ১৯৪৮।

অনলজ্বালা [স] *বি* আগুনের দাহ। 'কেশপাশ দিয়ে বাহিরিতেছিল দীপ্ত অনলজ্বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অনলতাপ [স] *বি* আগুনের দাহ। 'যে অনলতাপ যখনি সহিব আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

অনলনিশ্বাসী [স] *বিণ* নিশ্বাসে আগুন ত্যাগ করে এমন। 'লৌহবাঁধা পথে অনলনিশ্বাসী রথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অনলনিশ্বাসী রথ [স] *বি* রেলগাড়ি। 'এল লৌহবাঁধা পথে অনলনিশ্বাসী রথে প্রবল ইংরেজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অনলবর্ষণ [স] *বি* জোরালো বক্তৃতা প্রদান। 'শুধু মুখে রক্তক্ষরণ বা অনলবর্ষণ করিলে অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করা হবে না।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

অনলশিখা [স] *বি* আগুনের শিখা। 'একটি অনলশিখা জ্বলিতেছে বিশাল প্রান্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

অনলশ্বসনা [স] *বিণ স্ত্রী* আগুনের মতো শ্বাস ত্যাগকারী। 'প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে বাষ্পশিখা অনলশ্বসনা –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অনলসমুদ্র [স] *বি* আগুনের সমুদ্র। 'অনন্ত আকাশগ্রাসী অনলসমুদ্রমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অনলোজ্জ্বল [স অনল-উজ্জ্বল] *বিণ* আগুনের মতো উজ্জ্বল। 'ধূমকেতুর অনলোজ্জ্বল পুচ্ছের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অনলংকৃত [স] *বিণ* সাজসজ্জাহীন। 'অনলংকৃত নিভৃত অস্ফুটতার মধ্যে দেবমূর্তি নিস্তব্ধ বিরাজ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অনলঙ্কার [স] *বি* অলংকারহীনতা। 'শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অনলস [স] *বিণ* আলস্যহীন। '... কিন্তু তাঁহার মন তৎকাল পর্য্যন্ত অনলস ও কর্ম্মণ্য ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অনলসভাবে [স] *ক্রিবিণ* আলস্যহীনভাবে। 'রাজা যখন অনলসভাবে কায়িক বাচিক ও মানসিক বৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক ... স্বহস্তে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অনল্প [স] *বিণ* বেশি। 'এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়সাগরে অনল্প ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনশন [স] *বি* উপবাস। 'মায়ের ব্রত অনশনে মেনকার স্নেহ প্রকাশ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অনশনক্লিষ্ট [স] *বিণ* অনাহারে কাতর। 'এক দরিদ্র অনশনক্লিষ্ট ব্রাহ্মণের গৃহ বাকী কর আদায়ের জন্য ঘেরাও করিয়াছে।' *নবনূর*, ১৯০৫।

অনশনব্রত [স] **১** *বি* উপবাসরূপ ব্রত। 'এক-একদিন অভিমানে অনশনব্রত গ্রহণ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* দাবি আদায়ের জন্য না খেয়ে থাকার ব্রত। 'চল্লিশ দিন অনশনব্রত ...।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অনশনা [স] *বিণ স্ত্রী* উপবাসী। 'মাতঙ্গিনী অনশনা রহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অনশ্বর [স] *বিণ* অক্ষয়। 'অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অনসন [স অনশন] *বি* অনাহার। 'প্রতি অঙ্গে অনসনে ইসত মুদিত।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **অনশন**

অনসম্ভবতা [স] *বি* সম্ভাব্যতা। 'সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি ... অনসম্ভবতার ভাণ্ডারে নিহিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনসর [স অসরণ] *বি* স্থির অবস্থান। 'অনসর অর্থাৎ স্নানযাত্রার পর কএক দিবস ঠাকুর পীড়িত থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

অনস্তিত্ব [স] *বি* অস্তিত্বহীনতা। 'অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনস্বীকার্য, অনস্বীকার্য্য [স] *বিণ* অস্বীকার করা যায় না এমন। 'এ কথা অনস্বীকার্য যে ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

অনস্বীকার্যভাবে [স] *ক্রিবিণ* অস্বীকার করা যায় না এমনভাবে। 'রোমান্টিকতার প্রচ্ছন্ন গভীর ধারা অস্বীকৃত হয়েও অনস্বীকার্যভাবে বিদ্যমান।' *শিব*, ১৯৫০।

অনহা [স অনাঘাত] *বিণ* অনাহত। 'অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

অনহেলা [স] *বি* অবহেলা। 'অনহেলা না পুলক-লাজে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অনাআয [স অনায়াস] *ক্রিবিণ* কোনো প্রয়াস ছাড়া। *ক্যাললে*, ১৭৯৪।

অনাআসে [স অনায়াস>] *ক্রিবিণ* অবলীলাক্রমে। *ক্যাললে*, ১৭৮৮।

অনাকর্ষণীয় [স] *বিণ* আকর্ষণ করে না এমন। 'বিগতযৌবনা মেয়েটির মাধুর্যহীন অনাকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের চিৎকারে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

অনাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* অনাকাঙ্ক্ষিত। 'যারা অন্যমনা, অনাকাঙ্ক্ষী মৃত্যুর দোসর।' *আহসান*, ১৯৪৪।

অনাকার [স] *বিণ* জমাট। 'বাইরে অনাকার অন্ধকার।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

অনাকুলিত [স] *বিণ* একাগ্র। 'কিন্তু আপদ পড়িলে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অনাকুলিত চিত্তে তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করা উচিত।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অনাকূল্য [স অনানুকূল্য] *বি* অবজ্ঞা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অনাকৃষ্ট [স] *বিণ* আকৃষ্ট নয় এমন। 'মুসলিম স্থাপত্য-পদ্ধতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি অনাকৃষ্ট থাকবার বহু কারণ ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অনাক্রমণীয় [স] *বিণ* আক্রমণের অসাধ্য। 'এ-দুর্গম দুর্গে বন্দী, অনাক্রমণীয়, নিশ্চিন্ত আমার সত্তা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

অনাগত [স] **১** *বিণ* এখনো আসেনি এমন। 'ক্ষীণচন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* ভবিষ্যৎ। 'মগন করি অতীত অনাগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বি* নতুন ব্যক্তি। 'আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল।' *নজরুল*, ১৯২২।

অনাগতকাল *বি* ভবিষ্যৎকাল। 'আমার সঙ্গে সমস্ত অতীতকালের এবং অনাগতকালের যোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনাগতা [স] *বি স্ত্রী* এখনো আসেনি এমন সময়। 'হাতছানি দেয় অনাগতা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অনাগমন [স] *বি* অনুপস্থিতি। 'পুনঃ২ অনাগমন করেন তবে নিয়মপত্র হইতে তাঁহার নাম বহিষ্কৃত করা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অনাগরিকত্ব [স] *বি* নাগরিক হওয়ার আইনগত অধিকার। 'অদ্রাজ্যের যে পশ্চাৎকালিক বৈষম্য – নাগরিকত্ব এবং অনাগরিকত্ব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অনাগারিক [স] *বিণ* গৃহহীন। 'মানুষ যথার্থই অনাগারিক।' *রবীন্দ্র*,

১৯১১।

অনাগ্রহ [স] *বি* আগ্রহহীনতা। 'মেয়েদের অনাগ্রহ থাকার কথা নয়।' *বেগম*, ১৯৬৯।

অনাগ্রহশীল [স] *বিণ* অনাগ্রহী। 'সহযোগিতার প্রশ্নে অনাগ্রহশীল করিয়া তুলিতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

অনাগ্রহী [স] *বিণ* আগ্রহী নয় এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

অনাঘ্রাত [স] ১ *বিণ* অসম্পৃক্ত। 'দোষ একান্ত অনঘ্রাতচিত্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* ঘ্রাণ নেওয়া হয়নি এমন। 'পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা/ অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অনাঘ্রাতা [স] *বিণ স্ত্রী* ঘ্রাণ নেওয়া হয়নি এমন। 'অ-স্বাদিতমধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অনাঙ্গিক [স] *বিণ* দেহহীন। 'যে-চিতা নির্বাণমুখ অনাঙ্গিক পঞ্চভূতসনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

অনাচরণীয় [স] *বি* ব্যবহারের অযোগ্য যা। 'শিক্ষার জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিংবা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাইনে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অনাচার [স] ১ *বি* ভ্রষ্টাচার। 'পুত্র সব মরে মোর তোর অনাচারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অনুচিত আচার। 'তিলমাত্র অনাচার হেন ভূমি নাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অভদ্র। 'পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অনাচারী [স] ১ *বিণ* শাস্ত্রাচারবিরোধী। 'কে গো তুমি, জান না কি অনাচারী রঘু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* আচার লঙ্ঘনকারী। 'ইহারা কি তবে অনাচারী হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বি* আচার পালন করে না এমন ব্যক্তি। 'অনাচারীদের মধ্যে বাস করলেই তবে তাঁর চোখ ফুটবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৪ *বিণ* অত্যাচারী। 'অনাচারী বিষয়ী নখর নষ্ট করে গাছপাতা নারীশিশু।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

অনাছিষ্টি [অনা+স সৃষ্টি] ১ *বিণ* বাজে। 'আমি অনাছিষ্টি কাজে টাকা দিই নে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বি* অবাঞ্ছিত ঘটনা। 'এ কী অনাছিষ্টি বলো দিকি!' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বি* অমঙ্গলকারিতা। 'কি-সব অনাছিষ্টির কথা মুখে আনছ অবেলায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

অনাটন [স অনটন] *বি* অভাব। 'উদরান্নেরো অনাটন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অনাড়ম্বর [স] *বি* আড়ম্বরহীনতা। 'নীরবে ও অনাড়ম্বরে পালন করিয়া চলিতেন।' *শরৎ*, ১৯২৬।

অনাড়ষ্ট [স] ১ *বিণ* স্বচ্ছন্দ। 'তার সবল, অনাড়ষ্ট মাংসপেশী ...।' *সবুজ*, ১৯১৭। ২ *বিণ* জড়তাশূন্য। 'সে জীবন হতো অনাড়ষ্ট, অবিজড়িত, স্বাধীন।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

অনাঢ্য [স] *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'অনাঢ্য গ্রাম্য জীবনের সারল্য।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অনাত্ত [স] *বি* অঙ্গহীনতা। 'দেহের নশ্বরতা এবং অনাত্ত বিষয়ে এই জ্ঞান ...।' *শিব*, ১৯৬০।

অনাত্ম [স] *বি* পরত্ব। 'আত্ম-অনাত্মের যোগে ভালোমন্দ সকল কর্মের উদ্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অনাত্মীয় [স] ১ *বিণ* আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই এমন। 'অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অনাত্মীয়, আমা-হীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* শত্রুর ন্যায়। 'তবু মায়ের এই অনাত্মীয় ব্যবহার।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩। ৩ *বিণ* সম্পর্কহীন। 'মোনাদির এই সংসারে এক ব্যাপারে অনাত্মীয়।' *শওকত*, ১৯৫৮। ৪ *বিণ* অপরিচিত। 'পবিত্রতা বিগত সুদূর শতাব্দীর মতো অনাত্মীয়।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

অনাত্মীয়তা [স] *বি* আত্মীয়হীনতার মনোভাব। 'ইংরাজের যতটা অনাত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনাত্মীয়া [স] *বি স্ত্রী* আত্মীয়তার সম্পর্কহীন ব্যক্তি। 'অনাত্মীয়ের সঙ্গে অনাত্মীয়ার মৌখিক আলাপেই যখন বিভীষিকা দেখে ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অনাত্ম্য [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'আমার অনাত্ম্য দেহ প'ড়ে আছে মৃন্ময় নরকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অনাথ [স] ১ *বিণ* অসহায়। 'অনাথ করিয়া মোরে ছিলাত কানাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* পৃষ্ঠপোষকহীন। 'অনাথ দেখিআ নাহি কর দয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* অভিভাবকহীন। 'ভারতমণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অনাথ-আশ্রম [স] *বি* সহায়সম্বলহীনদের আশ্রয়স্থল; এতিমখানা। 'ইংলন্ডের সরকারি অনাথ আশ্রমে যারা থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অনাথমণ্ডপ [স] *বি* অনাথাশ্রম। 'নগর-চত্বর মাঝে শিবের মন্দির সাজে অনাথমণ্ডপ অন্নশালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনাথ-শরণ [স] *বি* অনাথ আশ্রম। '... বন্ধ্যা বনিতাকে পৃথক করিয়া দিয়াছে সে স্ত্রী অনাথ-শরণের অধিকারভুক্ত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অনাথা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* অসহায়। 'অনাথা নারীক সঙ্গে নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* স্বামীহারা। 'বহুনাথা থেকে একেবারে অনাথা বিধবা সাজল প্রমদা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

অনাথাশ্রম [স অনাথ+স আশ্রম] *বি* এতিমখানা। 'জয়নগর মজিলপুরে একটি অনাথাশ্রম খোলেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অনাথিনি, অনাথিনী [স অনাথা] *বি, বিণ স্ত্রী* সহায়হীন। 'রতিরে করিলে অনাথিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নিদয় বিধাতা, শুনো কাঁদে অনাথিনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

অনাথী [স অনাথা] *বিণ স্ত্রী* অভাগী। 'অনাথী গুয়ালী মোকে রক্ষা কর বিধি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অনাদর [স] ১ *বি* অবহেলা। 'হেন পুণ্য কীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* উপেক্ষা। 'দ্রোপদে করিব তাকে তবে অনাদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* অশ্রদ্ধা। 'তোমার বংশ্যেরা তোমাকে অনাদর করিবে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৪ *বি* আদরহীনতা। 'কখনো কি সহ নাই অপমানভার, অনাদর, অবিশ্বাস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৫ অসম্মান। 'অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অনাদরণীয় [স] *বিণ* আদরের যোগ্য নয় এমন। *সেবধি*, ১৮৩৯।

অনাদায়ি [অন+আ আদায়>] *বিণ* আদায় হয়নি এমন। '... কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইত মাত্র কিন্তু তাহার অনাদায়ি থাকিত না।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

অনাদি [স] ১ *বিণ* আদিহীন। 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অনাদি ঈশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* শাশ্বত। 'এই অনাদি বিদ্যা পূর্ব্ব জবনাধিকারে হিন্দুদিগের কেবল পরমার্থ প্রদর্শিকা ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৩ *বি* আদি সত্তা। 'অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি তার কি আছে কভু গোষ্ঠখেলা।' *লালন*, ১৮৯০।

অনাদিকাল [স] *ক্রিবিণ* চিরকাল ধ'রে। 'অনাদিকাল এইরূপ আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনাদিনিধন [স অনাদিনিদান] *বি* ঈশ্বর। 'প্রণমহো নারাঅন

অনাদিনিধন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনাদিস্রোত [স] *বি* চিরকালীন স্রোত। 'চলছে ভেসে মিলন-আশাতরী অনাদিস্রোত বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

অনাদিষ্ট [স] *বিণ* স্বপ্রণোদিত। 'অনাদিষ্ট হইয়া ... শাশুড়ির গৃহকার্যে সাহায্য করিতে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অনাদৃত [স] **১** *বিণ* উপেক্ষিত। 'এমনকি অনেক ভালো লেখাও অনাদৃত হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* অবজ্ঞাত। 'স্খলিতগৌরব অনাদৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বিণ* অগোছালো। 'বিছানাপত্র বিশৃঙ্খল, সাজসজ্জা অনাদৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অনাদৃতা [স] *বি স্ত্রী* আদৃতা নয় যে। 'যে-কয়টি অনাদৃতার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে তাহার মধ্যে ... আমি প্রধান স্থান দেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনাদ্দ [স অনাদ্য] *বিণ* অনাদি। 'সুনিব অনাদ্দ কথা ধর্ম্মর পুরানে।' *রামাই*, ১৭১০।

অনাদ্য [স] *বি* আদি নেই এমন সত্তা। 'আমি ধর্ম অনাদ্য তোমারে দিনু দেখা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অনাদ্যন্ত [স] *বিণ* আদি-অন্তহীন। 'ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে, যেতে নাহি দিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অনাদ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* আদি নেই এমন। 'অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বিকা অজয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

অনাধুনিক [স] *বিণ* সেকেলে। 'কোথায় যেন একটু অনাধুনিক পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

অনান্তরিকতা [স] *বি* আন্তরিকতাহীনতা। 'তার কারণ আহ্বানের অনান্তরিকতা নয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অনাপত্যাবস্থায় [স] *ক্রিবিণ* সন্তানহীন অবস্থায়। 'উভয় বাবুই অনাপত্যাবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অনাপরীক্ষাএ [অনা+স পরীক্ষা>] *ক্রিবিণ* বিনা বিচারে। 'অনাপরীক্ষাএ ছাড় কেনে আপনা আচার।' *সুলতান*, ১৭০০।

অনাবদ্ধ [স] *বিণ* খোলা। 'অনাবদ্ধ অঞ্চলপ্রান্ত উড়তে থাকে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অনাবরণ [স] *বি* অনাচ্ছাদন। 'সেই অনাবরণে তার অগৌরব থাকবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অনাবশ্য [স] *বি* আবশ্যক নয় এমন কিছু। 'অসম্ভব, আশাতীত, অনাবশ্য, অনাদৃত, এনে দাও অযাচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনাবশ্যক [স] **১** *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'বেতন দিয়া গবর্ণমেন্টের তাঁহারদিগকে নিযুক্তকরণ অনাবশ্যক।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* তুচ্ছ। 'অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বিণ* অকারণ। 'পোষ-মানা সবল প্রাণীদের উপর অনাবশ্যক উৎপীড়ন করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনাবশ্যকতা [স] *বি* অপ্রয়োজনীয়তা। 'অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অনাবাটা [পা অনাবট] *বিণ* পথহারা। 'জে জে উজূ বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

অনাবাদি, অনাবাদী [স অন+ফা আবাদ>] *বিণ* আবাদ হয়নি এমন। 'দিনগুলো হত অনাবাদি ফসলের জমির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'অনাবাদী জমি যা পড়ে আছে তার অনুপাত অল্প।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

অনাবিল [স] **১** *বিণ* মুক্ত। 'মানুষের প্রাণময় রূপটি অনাবিল আকাশে সুপ্রত্যক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* নির্ভেজাল। 'ইহা আধুনিক য়ুরোপীয় প্রজাতান্ত্রিক রাজনীতি বা ডেমোক্রেসির অনাবিল অংশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বিণ* নির্দোষ। 'তরুণ বয়সের অনাবিল আত্মম্ভরিতা।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **৪** *বিণ* অভ্রান্ত। 'তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল আমাদের মিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অনাবিষ্কার্য [স] *বিণ* আবিষ্কার করা যায় না এমন। 'তার উপকরণ অনাবিষ্কার্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অনাবিষ্কৃত [স] **১** *বিণ* অজ্ঞাত। 'রহস্যময় অনাবিষ্কৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে ... জাগিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'মাটির নীচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বিণ* অপ্রকাশিত। 'নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অনাবিষ্ট [স] *বিণ* অমনোযোগী। 'সে কাহারও কথা শুনে না। অতিশয় অনাবিষ্ট।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অনাবৃত [স] **১** *বিণ* উন্মুক্ত। 'ভাটার অপেক্ষায় সে স্থলে অনাবৃত স্থানে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **২** *বিণ* আশ্রয়হীন। 'গৃহহীন, প্রেমহীন, বিশ্রামবিহীন, অনাবৃত পৃথ্বীমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৩** *বিণ* পরিচ্ছন্ন। 'প্রভাতের আলোকের সনে, অনাবৃত প্রভাতগগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অনাবৃত্তি [স] *বি* অপ্রত্যাবর্তন। 'তার অনেকাংশেই থেকে যায় অনাবৃত্তি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অনাবৃষ্টি [অনা+স বৃষ্টি] *বি* খরা; বৃষ্টির অভাব। 'জেনক কৃসক রহে দেখি অনাবৃষ্টি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনাবেশ [স] *বিণ* অমনোযোগী। 'মদনগঞ্জন রূপ ভুবনরঞ্জন দিনে দিনে অনাবেশ সাধুর নন্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনাভিধানিক [স] *বিণ* অভিধানে নেই এমন। 'অনাভিধানিক প্রিয় সম্বোধন সকল ... নাটকে আশ্রয় লইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনাম [স] *বিণ* অচেনা; নামহীন। 'যৌবনযজ্ঞাগ্নি মোর যে-অনাম দেবতার আশে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনামক [স] *বিণ* বেনামি। 'অনামক অচিনায় কখন জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে না সম্ভবে।' *লালন*, ১৮৯০।

অনাময় [স] *বিণ* নির্মল; নীরোগ। 'ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অনামা [স] **১** *বিণ* নামহীন। 'অনামা চিঠিটার পশ্চাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বিণ* অখ্যাত; বিখ্যাত নয় এমন। 'অনামা চেয়ারম্যানমাত্র ... হয়ে ঢুকেছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

অনামিক [স] **১** *বিণ* অজানা; অচেনা। 'রেখা-লেখাহীন অনামিক পথে হইয়া আপনহারা।' *জসীম*, ১৯৩০। **২** *বিণ* নামহীন। 'অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অনামিকা [স] **১** *বি* হাতের চতুর্থ আঙুল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'অনামিকা ও মধ্যমায় দুটো করে আংটি পরে।' *মনোজ*, ১৯৬১। **২** *বিণ স্ত্রী* বেনামি। 'আজ আমি এক অনামিকা চিঠি পেয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বি স্ত্রী* নামহীন ব্যক্তি। 'অ-নামিকা, তোমারে কি খুঁজিনু বৃথাই।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অনামী [স] *বিণ* নামডাক কম এমন। 'প্রকাশকবৃন্দের অগঠিত, অনামী অস্পষ্ট অথচ কার্যকরী গোষ্ঠীর মধ্যে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

অনামুখো *বিণ* মুখ দেখলে অমঙ্গল হয় এমন। 'তাহার কাছেও আমি অনামুখো, আমার মুখ অযাত্রা।' *দক্ষিণা*, ১৯৪০।

অনায়ত্ত [স] **১** *বিণ* আয়ত্তে নেই এমন। 'নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া ... ঘুরিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বিণ* রপ্ত নয় এমন। 'ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে তাকে ভর্ৎসনা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অনায়াস [স] **১** *বি* চেষ্টাহীনতা। 'প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* সহজপন্থা। 'যাহা পুরুষেরা উপদেশ বিনা কদাচ করিতে পারেন না এই সকল অনায়াসে করেন।' *গৌর*, ১৮২২।

অনায়াসকৃত [স] *বিণ* অক্লেশে সাধিত। *সেবধি*, ১৮৩৯।

অনায়াসগম্য [স] *বিণ* অনায়াসে যাওয়া যায় এমন। *সেবধি*, ১৮৩৯।

অনায়াসগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সহজে বোধগম্য। 'ইহার ভাষা এতই সরল, সহজ, মধুর, কবিত্বপূর্ণ ও অনায়াসগামিনী যে ...।' *সওগাত*, ১৯১৯।

অনায়াসনাশ্য [স] *বিণ* অনায়াসে নাশ করা যায় এমন। *সেবধি*, ১৮৩৯।

অনায়াসপাঠ্য [স] *বিণ* সহজে পাঠ করা যায় এমন। 'সেই সকল বর্ণনা সকলেরই অনায়াসপাঠ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অনায়াসপ্রাপ্য [স] *বিণ* সহজলভ্য। 'আবশ্যকের সময় তাহা অনায়াসপ্রাপ্য হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনায়াসবোধগম্যতা [স] *বি* সহজে বোঝা যাওয়ার গুণ। 'তাহার অনায়াসবোধগম্যতা এবং ভাবব্যক্তি গুণ থাকিলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অনায়াসবোধ্য [স] *বিণ* সহজে বোঝা যায় এমন। 'অনায়াসবোধ্য কথা।' *মানিক*, ১৯৪০।

অনায়াসভাবে [স] *ক্রিবিণ* সংকোচহীনভাবে। 'ভালো অথচ পাকা কথাগুলি যদি অনায়াসভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অনায়াসলব্ধ [স] **১** *বিণ* সহজে বোধগম্য। 'এইরূপ অনায়াসলব্ধ ভাষায় স্বতঃপ্রবাহিত গতির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* সহজে প্রাপ্ত। 'উপরোক্ত পদটি অনায়াসলব্ধ।' *প্রমথ*, ১৯১২।

অনায়াসলভ্য [স] *বিণ* সহজেই লাভ করা যায় এমন। 'যে আলো-হাওয়ার মতই সহজ, একান্ত অনায়াসলভ্য।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

অনায়াস-সম্ভব [স] *বিণ* সহজে সম্ভব হয় এমন। 'সাধারণের পক্ষে অনায়াস-সম্ভব।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

অনায়াসসাধ্য [স] *বিণ* সহজে সম্পন্ন। 'অনায়াসসাধ্য চুল কাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অনায়াসে [স] *ক্রিবিণ* অবলীলায়। 'প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'যাহা পুরুষেরা উপদেশ বিনা কদাচ করিতে পারেন না এই সকল অনায়াসে করেন।' *গৌর*, ১৮২২।

অনার [ই] **১** *বি* পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্য। 'কিরণবালা দর্শনশাস্ত্রে অনার লইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বি* সম্মান। 'বরের অনারে পড়ার ছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনারবিল [ই] *বিণ* সম্মানিত। 'অনারবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। দ্র **অনারেবল**

অনারব্ধ [স] **১** *বিণ* শুরু করা হয়নি এমন। 'অনারব্ধ কার্য্যের।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* অমুকুলিত। 'তরুশাখায় নবকিশলয়ের প্রচুর উদ্‌গম অনারব্ধ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বিণ* অননুষ্ঠিত। 'অনারব্ধ সৃজনের বিশ্বকর্তা-সম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অনারাম [স অন+ফা আরাম>] *বি* আরামের অভাব; ক্লেশ। 'এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনারারী [ই] *বিণ* অবৈতনিক। 'পরে শুনিয়াছি যে, কেনীর অনারারী মাজিষ্ট্রেরের ক্ষমতা ছিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

অনারেবল [ই] **১** *বিণ* সম্মানিত। 'অনারেবল ... চৌধুরী।' *প্রচারক*, ১৯০৬। **২** *বি* ভেজাল (ব্যঙ্গ)। 'অনারেবলের গড়াগড়ি (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য-দ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি)।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

অনারোগ্য [স] *বিণ* আরোগ্যযোগ্য নয় এমন। 'মস্তিষ্কের কোনও অনারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্তজনদের বাদ দিলে সব মানুষের ভিতরেই ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

অনার্য, অনার্য্য [স] **১** *বিণ* আর্য নয় এমন। 'অনার্য্য একজাতি এই সময়ে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* অসংস্কৃত। 'অনার্য তার নামখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অনার্যতা [স] *বি* অসভ্যতা। 'আমাদের ভিতরকার অনার্যতা, অদ্ভুত লোকাচার ও অন্ধ সংস্কারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনার্স [ই] **১** *বি* সম্মান। 'ফুল মার্ক পেয়েছ, পাসড উইথ অনার্স।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বি* বিশেষ পাঠক্রম ও তার পরীক্ষা। 'বিএতে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে খেটে মরেছি মিথ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অনালাপ্য [স] *বিণ* আলাপের অযোগ্য। 'অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অনালোক [স] *বি* আলোকহীনতা। 'সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অনালোকিত [স] *বিণ* আলোকিত নয় এমন। 'ঘোমটাচ্ছন্ন-মুখচন্দ্র-শোভী অনালোকিত অন্তঃপুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অনালোচিত [স] *বিণ* আলোচিত হয়নি এমন। 'ছেলেমহলে অনালোচিত থাকেনি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

অনাসক্ত [স] **১** *বিণ* আসক্তিহীন। 'তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে অনাসক্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বিণ* উদাস। 'আসে যায় রেলগাড়ি ধায় লোকজন, সে চাঞ্চল্যে মুমূর্ষের অনাসক্ত মন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

অনাসক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* আসক্তি নেই এমন। 'অনম্বরা অনাসক্তা চির-একাকিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনাসক্তি [স] *বি* আসক্তিহীনতা। 'এখন অনাসক্তি কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অনাসঙ্গ [স] *বিণ* অনাসক্ত। 'দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ ধর্ম্মের ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনাসিষ্টি [অনা+স সৃষ্টি>] *বি* আজেবাজে জিনিস। 'কি সব অনাসিষ্টি বিছিয়ে বসেছেন।' *জীবন*, ১৯৩২।

অনাসৃষ্টি [অনা+স সৃষ্টি] **১** *বিণ* নিন্দনীয়। 'এ যে অনাসৃষ্টি অনাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* অযৌক্তিক। 'ঠিকানা নেই, বলে বাবার কাছে যাব। অনাসৃষ্টি আবদার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* বিশৃঙ্খল। 'তোদের ঘরে সকলই অনাসৃষ্টি অবস্থা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৪** *বি* অহেতুক সৃষ্টি। 'জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে, সকল অনাসৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৫** *বি* অবাঞ্ছিত ঘটনা। 'আমি সৃষ্টির অনাসৃষ্টি।' *নজরুল*, ১৯২২। **৬** *বি* সৃষ্টিছাড়া অবস্থা। 'যে-প্রকাণ্ড অনাসৃষ্টির আয়োজন

তুমি করেছ।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

অনাসে [স অনায়াসে] *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'অনাসে দেখতে পাবি কোনখানে সাঁইর বারামখানা।' *লালন*, ১৮৯০।

অনাস্থা [স] ১ *বিণ* ভরসাহীন। 'সে সমাচার প্রতি অনাস্থা হইয়া সংবাদককে সমোচিত করা গেল।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বি* অবহেলা। 'কোনটিতেই অবিশ্বাস ও অনাস্থাপ্রদর্শন করা যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* বিশ্বাস করতে না-পারার অবস্থা। 'আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি তাঁহার যতদূর গভীর অনাস্থা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

অনাস্থাভাজন [স] *বি* অবিশ্বাসের পাত্র। 'কেন্দ্রীয় সরকারের অনাস্থা ভাজন হইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

অনাস্তিক [স নাস্তিক>] *বিণ* ধর্মহীন। 'অনাস্তিক সকলে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

অনাস্বাদ [স] *বিণ* স্বাদ গ্রহণ করা হয়নি এমন। 'অনাস্বাদ আনন্দের অসহ্য জোয়ার ...।' *সিকান্দার*, ১৯৫৬।

অনাস্বাদিত [স] ১ *বিণ* স্বাদ গ্রহণ করা হয়নি এমন। 'পরিবারের সমস্ত অনাস্বাদিত মধু উজাড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* অলৌকিক। 'অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অনাহত [স] ১ *বি* তন্ত্র সাধনায় হৃদয়স্থিত কল্পিত পদ্ম। 'বার দল পদ্ম তথা অনাহত নাম।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* নিস্তরঙ্গ। 'পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* বাজানো হয়নি এমন সুর। 'আমার অনাগত, আমার অনাহত/ তোমার বীণা-তারে বাজিছে তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অনাহতা [স] *বিণ স্ত্রী* আহত হয়নি এমন। 'সুর বাজাত অনাহতা গোপন মরম-বীণার মাঝে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অনাহার [স] *বি* উপবাস। 'উর্দ্ধ পাএ অনাহারে দ্বাদস বৎসর।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনাহারক্লিষ্ট [স] *বিণ* ক্ষুধায় কাতর। 'অশিক্ষিত অনাহারক্লিষ্ট ভিক্ষুকবেশী মুসলমান।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৪।

অনাহারজীর্ণ [স] *বিণ* অনাহারে শুকিয়ে গেছে এমন। 'অনাহার-জীর্ণ রোগশীর্ণ অকালমৃত সন্তানের লাশ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অনাহারী [স] *বিণ* উপবাসী। 'তাঁহারদিগকে অনাহারী করিয়া পরিত্যাগ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অনাহিত [অনা+স হিত] *বিণ* অহিতকর। 'কিছু অনাহিত শুনাও বচন। সেমত উচিত ফল পাইবা রতন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অনাহুত [স অনাহূত] ১ *বি* অযাচিত অবস্থা। 'অনাহুতে আসি তুহ্মি চাহ বুঝিবার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'অনাহুত ব্যয়।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৩ *বিণ* বিনা নিমন্ত্রণে আগত। 'তিন শ্রেণী নিমন্ত্রণ তাহার জলপান ও বিদায় এবং অনাহুত লোকেরদিগকেও কিছু২ করিতে হবেক।' *কেরি*, ১৮০২।

অনাহুতা [স অনাহূতা] ১ *বিণ স্ত্রী* বিনা নিমন্ত্রণে আগত। 'সোল আনা অনাহুতা কোথা হইতে এক অবধৌত সন্ন্যাসি আসিয়া ছিল।' *ওস্যাঁ*, ১৭৭৬। ২ *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'খরচাস্ত ও অনাহুতা ব্যয়।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৩ *ক্রিবিণ* বিনা প্ররোচনায়; নিজের ইচ্ছায়। 'আমার স্ত্রি কেলারিন্দা বরোস আমার বাটি হইতে অনাহুতা গিয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

অনাহুতো [স অনাহূত] *বিণ* অনিয়মিত। 'ঠিকে ও অনাহুতো গোছের বাঁদন্দার নিয়েই বর্তমান কাজ চলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অনাহূত [স] ১ *বিণ* অনিমন্ত্রিত। 'রামরায় অনাহূত যে সকল লোক আসিয়াছিল তাহারদিগকে মনোনীত ধন দিয়া বিদায় করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *ক্রিবিণ* অবাঞ্ছিতভাবে। 'সেখানে যদি একটা অসংলগ্ন কথা অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অনাহূতা [স] *বিণ স্ত্রী* ডাকা হয়নি এমন। 'সে অনাহূতা, অবাঞ্ছিতা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

অনাহ্লাদ [স] *বি* অখুশি। 'ইহাতে আমার আহ্লাদ বই অনাহ্লাদ নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

অনিঃশেষ [স] *বিণ* শেষ হয় না এমন। 'ভালোমন্দের লড়াই অনিঃশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অনিকাম [স] *বিণ* কামনাযুক্ত। 'বাংলা কাব্য ও অসংলগ্ন ভাবচ্ছবির অনিকাম সংঘট্ট।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অনিকামতা [স] *বি* কামনা। 'সে অবস্থার বৈশিষ্ট্যই যেহেতু অনিকামতা ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অনিকেত [স] ১ *বিণ* গৃহহীন। 'অন্তহীন অবক্ষয়ে ... ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত না কি?' *জীবন*, ১৯৪০। ২ *বিণ* আশ্রয়হীন। 'পাতা ঝরার দিকে চেয়ে অগণ্য দিন – কীটে মৃণালকাঁটায় অনিকেত।' *জীবন*, ১৯৪০।

অনিচ্ছা [স] *বি* ইচ্ছার অভাব। 'সেখানকার লোক অনিচ্ছাপূর্ব্বক আজ্ঞাবহ ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অনিচ্ছাকৃত [স] *বিণ* অনিচ্ছা সত্ত্বেও করা হয়েছে এমন। 'কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অনিচ্ছাপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* অনিচ্ছাসত্ত্বেও। 'যদ্যপি সদ্বিচারও সুগম বটে, তত্রাপি সেখানকার লোক অনিচ্ছাপূর্ব্বক আজ্ঞাবহ ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অনিচ্ছাপ্রসূত [স] *বিণ* অনিচ্ছাসত্ত্বেও জন্মেছে এমন। 'পঞ্চম কন্যা তাঁদের মতে অপ্রয়োজনীয়, অনিচ্ছাপ্রসূত।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

অনিচ্ছিত [স] *বিণ* অনাকাঙ্ক্ষিত। 'অনিচ্ছিত অতিথির মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনিচ্ছু [স] *বিণ* ইচ্ছা নেই এমন। 'পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছু।' *রাজ*, ১৮৭৪।

অনিচ্ছুক [স] ১ *বিণ* অসম্মত। 'এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* অনাগ্রহী। 'লোকে প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে প্রায়ই অনিচ্ছুক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* প্রতিরোধী। 'তরবারি যদি অনিচ্ছুক অস্থিচর্মের মধ্যে সেইপ্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অনিত[১] [স অনিত্য] *বিণ* নশ্বর। 'এমতে অনিত হব সভে দুরাচার।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনিত[২] [স অনৃত] *বি* অসত্য; মিথ্যা। 'অনিতে সুন্য মন্দ কঠোর বচন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনিতালীয় [স অন+ই ইতালি+স ঈয়] *বিণ* ইতালীয় নয় এমন। 'অনিতালীয় সূত্র থেকে ইতালীয় রেনেসাঁস কিছু লাভ করেনি।' *শিব*, ১৯৫৬।

অনিত্য [স] *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'বিফল লাবণ্য রূপ অনিত্য শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অনিত্যতা [স] *বি* অস্থায়িত্ব; নশ্বরতা। 'রচনার নিত্যতা এবং

অনিত্যতা অনেকখানি ধরা আছে দেখি।' *অবন*, ১৯২৫।

অনিত্যবস্তুতন্ত্রতা [স] *বি* নশ্বরতাবাদ। 'নিত্যবস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে অনিত্যবস্তুতন্ত্রতার আকাশপাতাল প্রভেদ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অনিত্যলুব্ধ [স] *বিণ* অস্থায়িত্ব কামনাকারী। 'অনিত্যলুব্ধ গুরুহীন মেঘাচ্ছন্ন মানবের জ্ঞানও তেমনি।' *ফজলল*, ১৯১৩।

অনিত্যা [স] *বিণ স্ত্রী* নশ্বর। 'সে যে অনামিকা অনিত্যা মৃন্ময়ী অল্পা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

অনিদ্র [স] ১ *বিণ* ঘুমহীন। 'ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* নিদ্রাহীন যে। 'ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অনিদ্রনয়ান [স অনিদ্র-নয়ন] *ক্রিবিণ* ঘুমহীন চোখে। 'ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অনিদ্রা [স] *বি* ঘুমের অভাব। 'তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশ।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়-মন।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অনিদ্রাগ্রস্ত [স] *বিণ* ঘুম আসে না এমন। 'অনিদ্রাগ্রস্ত লোক যেমন যত বেশি ঘুমুতে চেষ্টা করে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

অনিদ্রাজনিত [স] *বিণ* ঘুমের অভাবসংক্রান্ত। 'সারারাত্রির অনিদ্রাজনিত অতৃপ্তি ... লেগে রয়েছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

অনিদ্রাশুষ্ক [স] *বিণ* নিদ্রাহীনতায় মলিন। 'পরদিন প্রভাতেই অনিদ্রাশুষ্ক হেমন্ত পাগলের মতো হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অনিদ্রিত [স] *বিণ* নির্ঘুম। 'সমস্ত রাত্রি ইতিহাস শ্রবণেতে অনিদ্রিত ছিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

অনিন্দনীয় [স] ১ *বিণ* অতুলনীয়। 'এই অনিন্দনীয় বাবু চাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* প্রশংসনীয়। 'তাহার আবৃত্তি ও অভিনয় অনিন্দনীয় হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অনিন্দনীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* নিন্দার অযোগ্য। 'অত্যন্ত অনিন্দনীয়া হতে চাইনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অনিন্দিত [স] ১ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'হর্শেল, এবংবিধ অনিন্দিত পথ অবলম্বন করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* প্রশংসনীয়। 'তাই ব'লে স্বর্গসুখ কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনিন্দিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিন্দার অযোগ্য। 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা/ তুমি অনিন্দিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনিন্দ্য [স] *বিণ* নিখুঁত। 'এই কিশোরীর অনিন্দ্য গঠন।' *শরৎ*, ১৯১৬।

অনিন্দ্যসুন্দরী [স] *বিণ স্ত্রী* অসাধারণ সুন্দর; নিন্দা করা যায় না এমন সুন্দরী। 'তাই আমি ভক্ত তব, অনিন্দ্যসুন্দরী!' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অনিপুণ [স] ১ *বিণ* অদক্ষ। 'আত্মসেবায় অনিপুণ চন্দ্রবাবুর প্রতি শৈলের একটু বিশেষ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* সাদামাটা। 'একটা সুনিপুণ বা অনিপুণ ব্যাখ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অনিপুণা [স] *বিণ স্ত্রী* অদক্ষ। 'অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অনিবার [স] ১ *ক্রিবিণ* অপ্রতিরোধ্যভাবে। 'ঠাঁই ঠাঁই প্রহরী বৈসএ অনিবার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রিবিণ* বারে বারে। 'দেবাসুর গন্ধর্ব্বে দেখএ অনিবার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *ক্রিবিণ* অনবরতভাবে। 'রক্তের পুঞ্জের নদী বহে অনিবার।' *সুলতান*, ১৭০০; 'আকাশে জল ঝরে অনিবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

অনিবারণীয় [স] ১ *বিণ* অনিবার্য। 'বনবাস ... অনিবারণীয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩। ২ *বিণ* নিবারণ করা যায় না এমন। 'মন্টুর মনে হয় নিজেকে বড়ো বেশি উদ্‌ঘাটিত, বিপন্ন ও অনিবারণীয়।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

অনিবারা [স] *ক্রিবিণ স্ত্রী* অনবরত। 'অনিবারা অশ্রুধারা বহে দুনয়নে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অনিবার্য, অনিবার্য্য [স] ১ *বিণ* অপ্রতিরোধ্য। 'অনিবার্য্য রূপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তদ্দেশে উত্তমরূপে বাণিজ্যকর্ম্ম চলিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বিণ* অবধারিত। 'সকল ব্যবসায় তাঁহারদের হস্ত ছাড়া করণার্থে অনিবার্য্য হুকুম।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৩ *বিণ* নিবারণ করা যায় না এমন। 'অধিবেদনের অনিবার্য্য ফল দ্বারা ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ... হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৪ *বিণ* উপেক্ষা করা যায় না এমন। 'মনের মধ্যে একটা অনিবার্য আহ্বান নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বি* অপরিহার্য বিষয়। 'অনিবার্যকে তিনি অস্বীকার করেননি।' *শিব*, ১৯৫৬।

অনিবার্যত [স] *ক্রিবিণ* অনিবার্যভাবে। 'তার কতকটা এ-বইতেও উপচে এসে পড়েছে ... কোথাও ইচ্ছায়, কোথাও অনিবার্যত।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

অনিবার্যতা, অনিবার্য্যতা [স] ১ *বি* অপরিহার্যতা। 'কথা শেষ হবার অনিবার্যতা উদ্দেশ্যমূলক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ২ *বি* অবশ্যই ঘটবে এমন অবস্থা। 'এক ধ্বংসের অনিবার্যতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অনিবার্যভাবে *ক্রিবিণ* অবধারিতভাবে। 'সুরমা অনিবার্যভাবে সখীর ঐশ্বর্যের নানা পরিচয় পাইতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অনিবার্যরূপে *ক্রিবিণ* অত্যাবশ্যকীয়ভাবে। 'মানুষই একমাত্র জীব ... যে অনিবার্যরূপে স্বতন্ত্র এবং অনন্য।' *শিব*, ১৯৬০।

অনিবিড় [স] *বিণ* হালকা। 'আকাশ অনিবিড় মেঘাবৃত, নক্ষত্রাবলী দেখা যাইতেছে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

অনিবৃত্ত [স] *বিণ* নিবারণ করা যায় না এমন। 'বারো আনি অনিবৃত্ত ক্ষুধাকে পুরোপুরি তৃপ্ত করবার ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

অনিবেদিত [স] *বিণ* নিবেদন করা হয়নি এমন। 'ইহারা যষ্টি ধারণপূর্ব্বক অনিবেদিত ভোগের সঙ্গে২ যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

অনিভৃত [স] *বিণ* অগোপন। 'জ্বালে অনিভৃত আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অনিমন্ত্রণ [স] *বি* অনাহূত অবস্থা। 'অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অনিমন্ত্রণে গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে ওঠবার দুঃসাহস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনিমন্ত্রিত [স] *বিণ* নিমন্ত্রণ করা হয়নি এমন। 'অনিমন্ত্রিত শশিভূষণ নৌকা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনিমিখ [স অনিমিষ>] *বিণ* অপলক। 'অনিমিখ নয়ান হইল জ্ঞানহারা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অনিমিখা [স অনিমিষ>] *ক্রিবিণ স্ত্রী* অপলকে। 'সারাদিন রজনী অনিমিখা কার পথ চেয়ে জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অনিমিখি [স অনিমিষ>] *বিণ* অপলক। 'অনিমিখি নয়ন কখন নাহি ছাড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অনিমিষ [স] *বি* চোখের পলক না পড়া। 'অনিমিষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অনিমিষে *ক্রিবিণ* চোখে পলক না দিয়ে। 'ভয়ে ভয়ে অনিমেষে

কম্পিত আলোকে বাঁধা থাকে নয়নে নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অনিমেখ [স অনিমেষ] *বি* পলকহীনতা। 'অনিমেখে লোচনে দেখেন নীলাম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'দেখি অনিমেখে, লক্ষ হৃদয়ে সাধ শূন্যে উড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অনিমেষ [স] ১ *বিণ* অপলক। 'অনিমেষনেত্রে করে নৃত্য-দরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নিশ্চিত; অবিচল। 'রমণীর অনিমেষ প্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৩ *বিণ* স্থির। 'তাঁর শুভ্র সুগোল সুচিক্কণ গ্রীবাবক্ষবাহুর উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রদীপের অনিমেষ আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অনিমেষজাগ্রত [স] *বিণ* সম্পূর্ণ সজাগ। 'অনিমেষজাগ্রত নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের মাঝখানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অনিমেষলোচন [স] *বি* অপলক দৃষ্টি। 'অনিমেষলোচনে গঙ্গারামের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

অনিমেষে [স] ১ *ক্রিবিণ* পলকহীনভাবে। 'নয়ান মেলিয়া নিরীক্ষএ অনিমেষে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রিবিণ* মুহূর্তের মধ্যে। 'অনিমেষে রূপ তার ধরি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

অনিয়ত [স] ১ *বিণ* অনির্দিষ্ট। 'কল্পনার অনিয়ত সেবা করে সরস্বতীরও শক্তি নাই যে।' *হুতোম*, ১৮৬৮। ২ *বিণ* উচ্ছৃঙ্খল। 'দিনে দুপুরে অনিয়ত আমোদ একেবারে উঠিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অনিয়ন্ত্রণীয় [স] *বিণ* নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এমন। 'প্রেরণাকে যুক্তিবিরোধী এবং অনিয়ন্ত্রিত বলা সত্ত্বেও প্লেটো গোড়ার দিকে তার যে একটা মূল্য আছে তা স্বীকার করেছেন।' *শিব*, ১৯৫০।

অনিয়ন্ত্রিত [স] *বিণ* অসংযত। 'অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অনিয়ম [স] *বি* নিয়মহীনতা। 'অনিয়মে রাজ্য নাহি রয়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'অনিয়ম এবং মতভেদ হেতু শাসন অসম্ভব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অনিয়মস্তব্ধ [স] *বিণ* অনিয়মের ফলে স্তব্ধ। 'আবার পুরাতন স্পীড ঝেটিয়ে যাচ্ছে গাছপালার সারি ... অনিয়মস্তব্ধ চা-খানা।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

অনিয়মাধীন [স অনিয়ম-অধীন] *বিণ* অনিয়মের অধীন। 'একদিকে অনিয়মাধীন উদ্দামতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অনিয়মিত [স] ১ *ক্রিবিণ* নিয়মিত নয় এমনভাবে। 'এক এক করিয়া অনিয়মিত খাইতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* অস্বাভাবিক। 'কোন ব্যক্তির প্রতি ... অনিয়মিত অথবা অশিষ্ট ব্যবহার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অনিরপেক্ষতা [স] *বি* পক্ষপাত। 'নিশ্চিত-অপরাধীকে দেখিয়ে দিলেও অনিরপেক্ষতা দোষে দোষী হতে হয়।' *সবুজ*, ১৯১৭।

অনিরাপদ [স] *বিণ* ঝুঁকিপূর্ণ। 'তাদের মাথাই সবচেয়ে অনিরাপদ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অনিরীক্ষ [স] *বিণ* অদৃশ্য। 'অন্য দেহের সন্ধানে অনিরীক্ষ লোকে ভ্রমণ করে ফিরবেন?' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

অনিরুদ্ধ [স] *বিণ* অবাধ। 'স্রোতস্বিনী দুর্নিবার অনিরুদ্ধ প্রবাহ নিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অনিরূপণীয় [স] *বিণ* নিরূপণ করা যায় না এমন। 'কত সৎকর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা অনিরূপণীয় ইত্যলং বিস্তরেণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অনিরোদ [স অনিরোধ] *বিণ* অনিবার্য। 'দ্রৌপদির পঞ্চ স্বামী হইল অনিরোদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অনির্ণীত [স] *বিণ* অনির্দিষ্ট। 'এই বোধ করিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনও অনির্ণীত হেতু বশতই হউক ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অনির্ণেয় [স] *বিণ* নির্ণয় করা যায় না এমন। 'কার বেদনা কোথায় কতটুকু তা অনির্ণেয়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬।

অনির্দিষ্ট [স] ১ *বিণ* অনির্ধারিত। 'নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদ-গভীর সংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* অনিশ্চিত। 'হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনির্দিষ্টকাল, অনির্দ্দিষ্টকাল [স] *বি* অনির্ধারিত সময়। 'দেশকে শাসনতন্ত্রবিহীন করিয়া অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ...।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

অনির্দিষ্টভাবে [স] *ক্রিবিণ* অনিশ্চিত উপায়ে। 'তাই অনির্দিষ্টভাবে চারটি পথের একটি পছন্দ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অনির্দেশ [স] *বিণ* নির্দিষ্ট করা যায় না এমন। 'অনির্দেশ অলক্ষ্যের পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অনির্দেশ্য, অনির্দ্দেশ্য [স] ১ *বিণ* নির্দিষ্ট করা যায় না এমন। 'অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* যা নির্দিষ্ট করা যায় না। 'একটা অনন্তের অনির্দ্দেশ্যের অবাঙ-মানসগোচরের ইঙ্গিত।' *সবুজ*, ১৯২১।

অনির্দেশ্যকাল [স] *বি* নির্দিষ্ট করা নেই এমন কাল। 'অনির্দেশ্যকালে স্থগিতরূপে সমস্ত রীতিকে ... চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অনির্দেশ্যতা [স] *বি* স্বাধীনতা। 'রূপের পরিমিতির সঙ্গে গতিশীল প্রাণের অনির্দেশ্যতার সঙ্গমের ফলে ছন্দের জন্ম।' *শিব*, ১৯৫০।

অনির্দেশ্যতাময় [স] *বিণ* হদিস পাওয়া যায় না এমন। 'একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে ... হারাইয়া বসিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অনির্ধারিত, অনির্দ্ধারিত [স] *বিণ* নির্ধারিত হয়নি এমন। 'মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের নূতন কোন কর্ম্মচারী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অনির্বচন [স] ১ *বি* যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 'এ পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* অনির্বচনীয়। 'তোমার ত্যাগের দাম ধরে দেব অনির্বচন অমর প্রেমে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অনির্বচনীয়, অনির্ব্বচনীয় [স] ১ *বিণ* ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন। 'ইহাতে অনির্ব্বচনীয় বিধিসৃষ্টির পরাজয়কারিণী ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'পরম রমণীয় অনির্বচনীয় দশান্তর প্রাপ্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অপরিমেয়। 'পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় মহিমা।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২। ৩ *বিণ* কল্পনাতীত। 'আমি একটা অনির্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যের আভাস পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *বিণ* বর্ণনাতীত। 'তাঁর শক্তি যত বেশি অনির্বচনীয় হোক।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অনির্বচনীয়তা [স] ১ *বি* অসাধারণত্ব। 'তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* অবর্ণনীয়তা। 'দুই চক্ষুর মধ্যে কী নিবিড় অনির্বচনীয়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অনির্বচনীয়া [স] *বি স্ত্রী* যাঁকে ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। 'কী হেরিনু? কী লভিনু? অনির্বচনীয়া।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অনির্বাচ্যা, অনির্ব্বাচ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* বর্ণনাতীত। 'অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা আপনি আপন সমা।' *ভারত*, ১৭৬০।

অনির্বাণ [স] **১** *বিণ* চির-জ্বলন্ত। 'অনির্বাণ ধর্ম-আলো সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বিণ* প্রশমিত হয় না এমন। 'অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব!' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৩** *বিণ* চিরজাগ্রত। 'তা যেন আমাদের তরুণীদের মনে অনির্বাণ থাকে।' *বেগম*, ১৯৬৭।

অনির্বাদ, অনির্ব্বাদ [স] *বি* নির্বিবাদ। 'অনির্ব্বাদে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

অনির্বৃতি [স] *বি* অসংস্থান। 'অনির্বৃতি ব্যতিরিক্ত অন্য কন্যা না থাকাতে পরিবর্ত্তও সম্ভবে না।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অনির্বেয় [স] *বিণ* প্রশমিত করা যায় না এমন। 'অনির্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অনির্বাহ, অনির্ব্বাহ [স] *বি* অভাব। 'অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

অনির্বিণ্ন, অনির্ব্বিণ্ন [স] **১** *বিণ* অসহায়। 'অনির্ব্বিণ্ন সেই বিপ্র উপবাস করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* জীবিকা নির্বাহের উপায়হীন। 'বৎসরের অর্দ্ধেক তুমি অনির্ব্বিণ্ন থাক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অনির্ভরযোগ্য [স] *বিণ* নির্ভর করা যায় না এমন। 'তার প্রাতিস্বিকতা ... অনির্দেশ্য ও অনির্ভরযোগ্য উপাদান।' *শিব*, ১৯৫৬।

অনির্ভাবিত [স] *বি* দরিদ্র ব্যক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অনিল [স] **১** *বি* বাতাস। 'অনিল অনল বম মলয়জ বীখ। জেহ ছল সীতল সেহ ভেল তীখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* শ্বাস-প্রশ্বাস। 'অনিল দুইজন।' *রামাই*, ১৭১০।

অনিশ্চয় [স] **১** *বিণ* অনিশ্চিত। 'চোখের আড়ালে হেথা সবি অনিশ্চয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বি* সংশয়। 'অহৈতুক অনিশ্চয়ে অবশেষে ধ্রুবায় প্রমিতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

অনিশ্চয়তা [স] *বি* সন্দেহ। 'মকদ্দমার ফলের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে যখন সাধারণের একটা ধারণা আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনিশ্চিত [স] **১** *বিণ* অনির্ধারিত। 'অনিশ্চিত অপরিমিত ব্যয়প্রযুক্ত দশ জমীদারী ... নিলাম হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না এমন। 'ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* আত্মবিশ্বাস-বর্জিত। 'উসখুস করিয়া অনিশ্চিত সুরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অনিশ্চিতকণ্ঠ [স] *বি* নিশ্চিত নয় এমন স্বর। 'তিনি এবার অনিশ্চিতকণ্ঠে প্রশ্ন করেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অনিশ্চিত-পানে *ক্রিবিণ* নিশ্চিত নয় এমন লক্ষ্যবস্তুর দিকে। 'নির্মম অনিশ্চিত-পানে-ধাওয়া অদৃষ্টের প্রেতচ্ছায়াসম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অনিশ্চিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* নিশ্চয়তাহীনভাবে। 'মনের কথাটা গুছাইয়া বলিব মনে করিয়া অনিশ্চিতভাবে একটু আমতা আমতা করিতেছিলাম।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অনিষিদ্ধ [স] *বিণ* নিষিদ্ধ নয় এমন। 'শাস্ত্র দ্বারা অনিষিদ্ধ ...।' *রামমোহন*, ১৮১৯।

অনিষ্ট [স] **১** *বি* অমঙ্গল। 'অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ক্ষতি। 'অসম সাহস কর্ম্ম করিল অনিষ্ট।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* অশুভ কিছু। 'অদ্য প্রাতে অনিষ্ট দর্শন হইল।' *রামরাম*, ১৮০২।

অনিষ্টকর [স] *বিণ* ক্ষতিকর। 'অনিষ্টকর নষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বহির্গত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অনিষ্টকারক [স] *বিণ* ক্ষতিকারক। 'অনিষ্টকারক ঔষধের ব্যবহার চলিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অনিষ্টকারিতা [স] *বি* ক্ষতি করার ক্ষমতা। 'সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'ইহার অনিষ্টকারিতাও সর্ব্বাপেক্ষা বেশি।' *বঙ্গনূর*, ১৯২২।

অনিষ্টকারী [স] **১** *বিণ* অমঙ্গলকারক। 'সর্ব্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী [বিশেষ+অনিষ্টকারী]।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বিণ* ক্ষতিকারক। 'শরীরস্থ অনিষ্টকারী নষ্ট পদার্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অনিষ্টজনক [স] *বিণ* অকল্যাণকর। 'কোনো দেশব্যাপী অভ্যাস – আমি অন্যায় এবং সাধারণের অনিষ্টজনক মনে করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনিষ্টনিপুণ [স] *বিণ* অনিষ্ট করতে দক্ষ। 'অনিষ্টনিপুণ, কল্পনাবিশারদ অপবাদ সহস্র মুখে ব্যাদান করিয়া প্রকাশ করিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

অনিষ্টপাত [স] **১** *বি* বিপদ। 'কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে নানা প্রকার অনিষ্টপাত হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩। **২** *বি* ক্ষতি সাধন। 'রাজার আত্মসুখের অনুরোধে কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নেই।' *বঙ্কিম*, [illegible]।

অনিষ্টময় [স] *বিণ* অমঙ্গলপূর্ণ। 'সংসার যে অনিষ্টময়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অনিষ্টাশঙ্কা [স অনিষ্ট-আশঙ্কা] *বি* অমঙ্গলের ভয়। 'তাহারই অনিষ্টাশঙ্কা আছে।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

অনিষ্ঠুর [স] *বিণ* কম কষ্টকর। 'জবাই করবার অনিষ্ঠুর উপায় উদ্ভাবন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অনিষ্পন্ন [স] *বিণ* সম্পন্ন হয়নি এমন। 'বহুকাল দুটি ডিম অনিষ্পন্ন রয়েছে বাহুতে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

অনিসলামি [অন+আ ইসলাম>] *বিণ* ইসলামের পরিপন্থী। 'জনসাধারণ ততই অনিসলামি হৈয়া পড়তেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

অনীক [স] *বি* ভাগ্য (যা দিয়ে রক্ষা পাওয়া যায় অর্থে)। 'হায় মোর কি ছিল অনীকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অনীকিনী [স] *বি* সৈন্যদল। 'সাজে রক্ষঃ অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অনীত [স নীতি>] **১** *বি* দুর্নীতি। 'অনীত দেখিয়া রত প্রলয়কারণ।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বি* অন্যায়। 'বাছা কেন কর গো মা এমন অনীত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অনীতি [স] *বি* নীতিহীনতা। 'অন্যায় অনীতি যখন বলের সহিত আপনাকে অসংকোচে প্রকাশ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনীতিধর্মী, অনীতিধর্ম্মী [স] *বিণ* কেবল নীতি অনুসারী নয়। 'হিন্দু-সমাজে নীতিধর্ম্মী মাঝারির রাজত্ব স্থাপিত হলো এবং অনীতিধর্ম্মী মহত্তেরা অন্তর্ধান করলে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অনীতিমার্গ [স] *বি* অন্যায় পন্থা। 'বীরধর্মবহির্ভূত অনীতিমার্গ অবলম্বন করে ধনঞ্জয় যুদ্ধে নিহত করেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অনীতিসূচক [স] *বিণ* অনৈতিক। 'বাজার বাণিজ্য করাই অন্যায় ও অনীতি সূচক ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫০।

অনীশাত্মা [স] *বি* যে আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর। 'কৃপাময় কল্পতরু অনীশাত্মা পুরুষ অব্যয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অনীশ্বর [স] *বিণ* ঈশ্বরহীন। 'অনীশ্বর অরাজক ভয়ার্ত জগতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অনীশ্বরীয় [স] *বিণ* ঈশ্বর নেই এমন। 'সংস্কৃত শব্দে রচিত কর্ম্ম এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে নাই সে দেশকে অনীশ্বরীয় কেন না কহা যায়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অনীহ [স] *বিণ* নিস্পৃহ। 'কিন্তু অচির আর অনীহ একই বিশেষণের প্রকারভেদ নয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অনীহা [স] *বি* নিস্পৃহা। *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'মজ্জাগত অনীহার অঙ্গীকার শুধু আমাদের আত্মপ্রসাদে বাজে না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অনু [স] ১ *ক্রিবিণ* পরে। 'ঘালি খেয়ে ঘরে যেয়ে কেহ মল অনু।' *ঘনরাম*, ১৭১১। ২ *বি* পশ্চাদ্ভাগ। 'সেন বড় সুবুদ্ধি সন্ধান করে অনু।' *ঘনরাম*, ১৭১১। ৩ *বিণ* অনুরূপ। 'যোগবল কিরণ তপন যেন অনু।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অনুঅনা [স অনুৎপন্ন] *বি* অনুৎপন্নতা। 'আই অনুঅনারে জাম মরণ ভব ণাহি।' *চর্যা ৪৩*, ১২০০।

অনুকম্পন [স] *বি* শিহরণ; স্পন্দন। 'তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন ... উপস্থিত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনুকম্পা [স] ১ *বি* সহানুভূতি। 'অনুকম্পা স্বপনে হইল অনুভব।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* অনুগ্রহ। 'তোমারই অনুকম্পায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

অনুকম্পান্বিত [স] *বিণ* অনুকম্পাপ্রাপ্ত। 'প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পান্বিত হইলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অনুকম্পায়ী [স] ১ *বিণ* সহানুভূতিশীল। 'অনুকম্পায়ী কথাটা সংস্কৃতে আছে। অনুকম্পাপ্রবণ শব্দটাও মন্দ শোনায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* সমব্যথী। 'যে অনাম তৃষা গুমরি কাঁদে, অনুকম্পায়ী জীববীণা মোর ঝংকৃত আজ সে অনুনাদে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অনুকরণ [স] *বি* অবিকল অনুসরণ। 'ভৌতিক বিষয় মাত্রের অনুকরণ করিতে যতই সমর্থ হও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অনুকরণকারী [স] *বি* অনুকরণ করে যে। 'ইংরেজ এরূপ নিরুদ্যম অনুকরণকারী নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অনুকরণপটুতা [স] *বি* অনুকরণের দক্ষতা। 'বানর হইতে অনুকরণপটুতা, এবং গর্দ্দভ হইতে গর্জ্জন, এই সকল একত্র করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনুকরণপ্রিয় [স] *বিণ* অনুকরণ করতে ভালোবাসে এমন। 'বাংলা দেশ অনুকরণপ্রিয়।' *হাই*, ১৯৫৪।

অনুকরণপ্রিয়তা [স] *বি* অনুকরণের অনুরাগ। 'অনুকরণপ্রিয়তা ছাড়া তাহাতে যে সারাংশ বা যুক্তি তর্ক কিছু আছে ...।' *এসলাম*, ১৯২০।

অনুকরণমূলক [স] *বিণ* সাদৃশ্য ভিত্তিতে করা হয়েছে এমন। 'এরূপ স্থলে শিক্ষা হইতে যে অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তাহাও অনুকরণমূলক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অনুকরণযোগ্য [স] *বিণ* অনুসরণের যোগ্য। 'এই উদারতা অনুকরণযোগ্য।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

অনুকরণরূপ [স] *বি* নকল রূপ। 'অনুকরণরূপ কোন নিরর্থক ... পরিহাস করিত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অনুকরণাত্মক [স] *বিণ* অনুকরণীয়। 'এই হ্বীপ শব্দই বলুন আর ধাতুই বলুন, যে শুদ্ধ অনুকরণাত্মক তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অনুকরণীয় [স] *বিণ* অনুকরণের যোগ্য। 'বাস্তবিক সকলগুলিই যে সকল সময়ে যোগ্য ও অনুকরণীয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অনুকর্ষ [স] *বি* অনুসরণ। 'ক্লাসিক মানস ঐতিহ্যের অনুকর্ষে মার্জিত, রোমান্টিক মানস স্বকীয়তার স্বাক্ষরে সিদ্ধিকামী।' *শিব*, ১৯৫০।

অনুকল্প [স] ১ *বি* প্রতিমূর্তি। 'সে আমারি অনুকল্প জানিব।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* পরিবর্ত। 'নীলিমার অনুকল্পে আজ যারা সয়েছে বিমান।' *জীবন*, ১৯৩৫। ৩ *বি* অপ্রধান নিয়ম। 'যে জগতে তার বাস, সেখানে স্থিতি অনুকল্প।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অনুকল্পান্তে [স] *ক্রিবিণ* পরিবর্তিত হয়ে। 'ভক্ত অনুকল্পান্তে গোসাঞি দেব নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনুকল্পনা [স] *বি* হীন কল্পনা। 'সাম্প্রদায়িক গুহাচর যে-সকল অনুকল্পনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

অনুকল্পনান্তে দ্র **অনুকল্প**

অনুকার [স] *বি* অনুকরণ। 'অনুকার, অনুকারী – imitating।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অনুকারাচ্ছন্ন [স অনুকার-আচ্ছন্ন] *বিণ* অনুকরণ দোষে দুষ্ট। 'এদেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন অনুকারাচ্ছন্ন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অনুকারী [স] *বিণ* অনুকরণকারী। 'জর্ম্মনীয়গণ অনুকারীই রহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনুকার্য [স] *বিণ* অনুকরণের যোগ্য। 'যাঁরা কবিযশঃপ্রার্থীদের অনুকার্য ছিলেন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অনুকূল [স] ১ *বি* সহায়। 'আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* আরামদায়ক। 'দখিন মলয়ানিল বহল অনুকূল কুসুমিত কানন সাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বিণ* সদয়। 'দেবসেনা ... অনুকূল জতেক দেবতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* পক্ষাবলম্বী। 'প্রজালোক ও চাকর ও সেনাগণ সমস্তই অনুকূল।' *রামরাম*, ১৮০১। ৫ *বিণ* আসক্ত। 'হেরিয়া চূতমুকুল অলিকূল অনুকূল ব্যাকুল হইল মধুলোভে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৬ *বিণ* ইতিবাচক। 'সাহেবের অতিরিক্ত অনুকূল ভাব দৃষ্টেই দুষ্ট লোক প্রশ্রয় পাইয়াছে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

অনুকূলকারী [স] *বিণ* হিতকারী। 'আমাদের পরিবার ... পরস্পরের অনুকূলকারী হইবার, একটি কারখানাবিশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনুকূলতা [স] *বি* সহায়তা। 'তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অনুকূলভাব [স] *বি* ইতিবাচক মনোভাব। 'সাহেবের অতিরিক্ত অনুকূলভাব দৃষ্টেই দুষ্ট লোক প্রশ্রয় পাইয়াছে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

অনুকূলা [স] *বিণ স্ত্রী* সদয়। 'অনুকূলা অচঞ্চলা হন আমা প্রতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অনুকৃত [স] *বি* যাকে অনুকরণ করা হয়েছে। 'অনুকরণীয়ে এবং অনুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনুকৃতি [স] ১ *বি* প্রতিরূপ। 'স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভারতবর্ষ জগতের অনুকৃতি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮। ২ *বি* অনুকরণ। 'বিদেশের অনুকৃতিকে সার্থক করিয়া তুলিব কিসের জোরে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অনুকৃতিবাচক [স] *বিণ* অনুকরণ দ্যোতক। 'ওঁ শব্দ অনুকৃতিবাচক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অনুকৃতিবাদ [স] *বি* অনুকরণ সংক্রান্ত মতবাদ। 'সেই অনুকৃতিবাদ কি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অনুক্ত [স] *বিণ* বলা হয়নি এমন। 'নারীকণ্ঠে বা স্ত্রীকটাক্ষে অনুক্ত এবং অর্ধোক্ত মতামতগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনুক্রম [স] *বি* পর্যায়ক্রম। 'তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কিরূপে পূজিতে হবে অনুক্রম কহ শুনি তার।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০।

অনুক্রমণিকা [স] *বি* ভূমিকা। 'বরাহনগরে ইঙ্গলণ্ডীয় পাঠশালা স্থাপনের অনুক্রমণিকা।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

অনুক্রমবাহী [স] *বিণ* পরম্পরাক্রমে চলে আসছে এমন। 'পুরুষানুক্রমবাহী [পুরুষ-অনুক্রমবাহী] কতশত গুণ আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে বাস করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

অনুক্রমা [স অনুক্রম>] *ক্রি* পর্যায়ক্রম অনুসরণ করা। 'কহিবে পাণ্ডবগণে কাল অনুক্রমি।' *কাশীরাম*, ১৬৫০।

অনুক্রমে [স] **১** *ক্রিবিণ* যথাযথভাবে। 'অনুক্রমে ষকল পিথিবি হৈল বস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রিবিণ* পর্যায়ক্রমে। 'অনুক্রমে লাগিলেন্ত দান করিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

অনুক্ষণ [স অনুক্ষণ] **১** *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'রাত্রিদিনে অনুক্ষণ তোমাকে ধেয়ানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* উত্তরোত্তর। 'যত পীয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অনুখণ [স অনুক্ষণ] *ক্রিবিণ* সব সময়ে। 'কি রসে রিঝায়লি সো বর নাগর অনুখণ তোহারি ধেয়ান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অনুখন [স অনুক্ষণ] **১** *বি* সকল সময়। 'অনুখনে বিকল মুরারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রিবিণ* প্রতি ক্ষণ। 'হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অনুগ [স] **১** *বিণ* অনুগামী। 'অনুজ যদি অনুগ হবার সুবিধে না পায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* অনুগত। 'বক্তা বা লেখকের মনোভঙ্গির অনুগ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

অনুগত [স] **১** *বিণ* বাধ্য। 'কাচ ঘটী অনুগত জন জেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'তোমা অনুগত বড় দেব শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* বাধ্যগত। 'অন্য বণিক জত রাম দত্তে অনুগত শুনে রামায়ণ এক চিত্তে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনুগতা [স] *বিণ স্ত্রী* অধীন। 'এখানেও পুরুষেরাই হর্তাকর্তা, স্ত্রীরা তাদের অনুগতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অনুগতানুজ [স] *বি* অনুগত ছোটো ভাই। 'হে ভ্রাতঃ এক্ষণে আপনার অনুগতানুজের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অনুগতি [স] *বি* আনুগত্য। 'ন মোয়ঁ কবহু তুঅ অনুগতি চুকলিহু বচন ন বোলল মন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অনুগম [স] *বি* অনুসরণ। 'বেদাঙ্গের অনুগম করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অনুগমন [স] **১** *বি* অনুসরণ। 'বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অনুগমন করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* পশ্চাদ্‌গমন। 'মেয়েটি আগে চলিল, সাহেবেরা তাহার অনুগমন করিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

অনুগা [স অনুগ] *বিণ* অনুগত। 'স্বজাতি অনুগা সোণাতে সোহাগা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

অনুগামিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* অনুসরণকারী। 'তাহার পত্নীও শোকে একান্ত বিকলচিত্তা হইয়া, তৎক্ষণাৎ তনয়-তনয়ার অনুগামিনী হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ স্ত্রী* সহযাত্রী। 'তিনিও অবিলম্বে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অনুগামী [স] **১** *বিণ* অনুসরণকারী। 'তাহার অনুগামী হইয়া আমরা এক্ষণে ... প্রশংসা করি।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বিণ* অধীন। 'সহজ বুদ্ধি জৈব অভ্যাসের অনুগামী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* শিষ্য। 'শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুগামীদের মতে।' *হাই*, ১৯৫৪।

অনুগুণ [স] *ক্রিবিণ* অনেকবার। 'আমার বচন তুমি বুঝ অনুগুণ আরবার লহনা পাড়এ পাছে খুন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনুগৃহ [স অনুগ্রহ] *বি* কৃপা। 'তাহাঁর অনুগৃহে মোর ত্রৈলক্যের লোক।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনুগৃহীত [স] **১** *বিণ* প্রতিপালিত। 'বাসুদেব দত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অনুগ্রহ লাভ করেছে এমন। 'সময়ক্রমে বাদসাহের অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

অনুগৃহীতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* রক্ষিতা। 'রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বিণ স্ত্রী* অনুগ্রহ লাভ করেছে এমন ব্যক্তি। 'ফুলমণি দুর্লভের বিশেষ অনুগৃহীতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অনুগ্রহ [স] *বি* দয়া। 'স্ত্রৈণ মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অনুগ্রহকরণ [স] *বি* দয়া বা করুণা করা। 'দুষ্টের পুষ্টিকরণ অথবা অযোগ্যের প্রতি অনুগ্রহকরণ ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অনুগ্রহ করে – সৌজন্যসূচক ইংরেজি 'প্লীজ' শব্দের ভাষান্তর। 'মহাশয় আমাদের অনুগ্রহ করে টিকিট দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

অনুগ্রহজীবী [স] *বি* অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকে এমন ব্যক্তি। 'অনুগ্রহজীবীদিগকে এই-সব কথাই শুনিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অনুগ্রহদান [স] *বি* উপকার করা। 'বুঝতে পারছে না সৈয়দগিন্নীর অযাচিত অনুগ্রহদানের এই উগ্র ইচ্ছাটাকে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

অনুগ্রহধর [স] *বিণ* কৃপাধন্য। 'সায়েবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দি হন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অনুগ্রহ-নিগ্রহ [স] *বি* দয়া ও নির্দয়তা। 'অনুগ্রহ-নিগ্রহের সংকীর্ণ বেড়া-দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অনুগ্রহপত্র [স] *বি* সম্মানসূচক চিঠি। 'মহাশএর অনুগ্রহপত্র পাইয়া সবিশেষঃ জ্ঞাতো হইলাম।' *ওসা*, ১৭৭৯।

অনুগ্রহপত্রি [স অনুগ্রহপত্রী] *বি* শংসাপত্র। 'জাবত অনুগ্রহপত্রি না আসিয়াছে তাবত এই রুপ থাকিতে হইল।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৫।

অনুগ্রহপাতি [স অনুগ্রহপত্রী] *বি* অনুগ্রহপত্র। 'অনুগ্রহপাতি মস্তকে রাখীলাম।' *ওসা*, ১৭৭৯।

অনুগ্রহপালিতা [স] *বিণ স্ত্রী* দয়ায় পালিত। 'কিন্তু অনুগ্রহপালিতা বলিয়া একটি কুণ্ঠিত ভীরু ভাবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অনুগ্রহপূর্বক, অনুগ্রহপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* দয়া ক'রে। 'এখন তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে মৈত্র ইচ্ছা কর।' *গোলোক*, ১৮০১।

অনুগ্রহভিক্ষুক [স] *বি* করুণাপ্রার্থী ব্যক্তি। 'অনুগ্রহভিক্ষুকদিগকে যখন পদে পদে হতাশ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনুগ্রহশূন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* দয়া থেকে বঞ্চিত। 'কন্যা ... স্নেহশূন্যা, আদরশূন্যা, অনুগ্রহশূন্যা।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

অনুগ্রহস্বরূপ [স] *ক্রিবিণ* দয়া হিসেবে। 'আবশ্যক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণদান করিয়া থাকেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনুগ্রাহী [স] *বিণ* দয়া ভিক্ষাকারী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী [স অনুগ্রহ-আকাঙ্ক্ষী] *বি* কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তি। 'অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অনুগ্রহাবলোকনপূর্বক, অনুগ্রহাবলোকনপূর্ব্বক [স অনুগ্রহ-অবলোকন-পূর্বক] *ক্রিবিণ* অনুগ্রহ ক'রে। 'অনুগ্রহাবলোকনপূর্ব্বক সমুদায়ের সদুত্তর যদি সমাচার দর্পণ দ্বারা দেন তবে আমার আনন্দ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অনুগ্রহার্থী [স অনুগ্রহ-অর্থী] *বিণ* অনুগ্রহ প্রার্থনাকারী। 'ইহা পরিগ্রহ হওয়াতেই পূর্ব্বে অনুগ্রহার্থী হইয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অনুগ্রাহক [স] *বিণ* অনুগ্রহকারী। 'অনুগ্রাহক মহাশয়েরদের অবশ্যই অনুগ্রহ হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অনুগ্রাহ্য [স] *বিণ* অনুগ্রহযোগ্য। 'মহাশয়দিগের প্রিয় এবং অনুগ্রাহ্য একেক জন অধ্যক্ষ আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অনুঘটক [স] *বিণ* প্রভাবক; ইংরেজি ক্যাটালিস্ট শব্দের প্রতিশব্দ। 'অনুঘটক।' *পরশু*, ১৯৩৬।

অনুচর [স] **১** *বি* ভক্ত। 'জয় হউ প্রভুর যতেক অনুচর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* সেবক। 'এই বড় স্তুতি যে তাহার অনুচর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* আজ্ঞাবহ। 'তবে বৃদ্ধ নৃপবর আদেসিল অনুচর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* অনুসরণকারী। 'তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭। **৫** *বি* শিষ্য। 'কর্তার অনুচরেরা ... অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৬** *বি* কর্মচারী। 'তাঁহারদিগের আদেশ অনুসারে অনুচরেরা সর্ব্বদা প্রহারাদি করে।' *প্রভাকর*, ১৮৬০। **৭** *বি* সঙ্গী। 'হজরত মোহাম্মদ অনুচরগণসহ মক্কায় অবস্থিতি করিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

অনুচর-পরিচর [স] *বি* সঙ্গী-সাথি। 'অকর্মণ্য অনুচর-পরিচরেরও অভাব নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অনুচরি [স অনুচরী] *বি স্ত্রী* সহচরী। 'জানিল আসিয়াছিল উসার অনুচরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনুচরী [স] **১** *বি স্ত্রী* সঙ্গী। 'আছেন অভয়া তার হয়ে অনুচরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি স্ত্রী* পরিচারিকা। 'অনুচরী জোগায় দুবলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনুচিকীর্ষা [স] *বি* অনুকরণ করার ইচ্ছা। 'অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনুচিত [স] **১** *বি* অযৌক্তিক কথা। 'অনুচিত না বোল বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অন্যায়। 'হমে কুলকামিনী কহইতে অনুচিত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বিণ* প্রয়োজনীয় নয় এমন। 'অনুচিত না দেই বিধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনুচিত্য [স অনুচিত>] *বিণ* উচিত নয় এমন। 'এত সুনি পাণ্ডব অনুচিত্য পরাভব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অনুচ্চ [স] *বিণ* মৃদু। 'জোহরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অনুচ্চকণ্ঠ [স] *বি* মৃদুস্বর। 'দাদাসাহেব অনুচ্চকণ্ঠে আপন মনে বলেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অনুচ্চার [স] *বিণ* উচ্চারিত হয়নি এমন। 'আমার মুখে না বলা/ অনুচ্চার অনুচ্ছলা।' *অন্নদা*, ১৯৩১।

অনুচ্চারিত [স] *বিণ* অব্যক্ত। 'অনুচ্চারিত ভাষাই তিনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনুচার্য, অনুচ্চার্য্য [স] *বিণ* উচ্চারণের অযোগ্য। 'গবাস্থি প্রভৃতি হিন্দুদিগের অনুচ্চার্য্য দ্রব্যের দ্বারা বাণিজ্য ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অনুচ্ছল [স] *বিণ* উচ্ছল নয় এমন। 'সাহারা মরুর অনেক নীচে পৃথিবীর বুক যে-পানি সঞ্চিত রেখেছে – তা কি শান্ত, অনুচ্ছল?' *শওকত*, ১৯৬২।

অনুচ্ছলা [স] *বিণ স্ত্রী* উচ্ছল নয় এমন। 'আমার মুখে না বলা/ অনুচ্চার অনুচ্ছলা।' *অন্নদা*, ১৯৩১।

অনুচ্ছেদ [স] *বি* ক্ষুদ্রাংশ। 'সাথে নিয়ে আসে মহাসত্যের অনুচ্ছেদ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

অনুজ [স] *বিণ* কনিষ্ঠ। 'তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্কর-পণ্ডিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনুজপ্রতিম [স] *বিণ* ছোটো ভাইয়ের তুল্য। 'তাঁর স্বর্গত স্বামী আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

অনুজর্মা [স অনুজন্মা] *বি* কনিষ্ঠ ভাই। 'জমক লক্ষ্মণ তার শত্রুঘ্ন পুত্র আর অনুজর্মা সমর-বিজয়ী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনুজা [স] *বিণ স্ত্রী* কনিষ্ঠ। 'অনুজা ভগিনী মোর নাম রম্ভাবতী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অনুজ্জ্বল [স] **১** *বিণ* উজ্জ্বল নয় এমন। 'শীতল হইয়া অনুজ্জ্বল হইলে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* নিঃস্পৃহ। 'উদ্দাম শৃঙ্গারযুদ্ধে গণিকারা অনুজ্জ্বল, মৃত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

অনুজ্ঞা [স] **১** *বি* আদেশ। 'অনুজ্ঞা করিল ইন্দ্র চারি জলধরে।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০। **২** *বি* অনুমতি। 'আমি তোমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অনুজ্ঞাত [স] *বিণ* আদেশপ্রাপ্ত। 'তিনি ইষ্টদেব কর্ত্তৃক এবম্প্রকার অনুজ্ঞাত হইয়া এক মন্দির প্রস্তুত করাইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অনুজ্ঞান [স] *বি* সম্বিত; চৈতন্য। 'হারাইল অনুজ্ঞান অলসে অবোল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অনুতপ্ত [স] *বিণ* কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত। 'অনুতপ্ত ও ব্যস্ত হইয়া কহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অনুতপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত। 'দুটি অনুতপ্তা রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অনুতাপ [স] *বি* অনুশোচনা। 'দেখিতে না পায় লোক করে অনুতাপ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অনুতাপক্লিষ্ট [স] *বিণ* অনুশোচনায় দগ্ধ। 'অনুতাপক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা দিন দিন দূর হইতে লাগিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

অনুতাপদগ্ধ [স] *বিণ* অনুতাপের জ্বালায় কাতর। 'অনুতাপদগ্ধ বিদ্যাপতির ক্রন্দনমুখর গলার স্বরই সেখানে কাঁপিয়া উঠিতেছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

অনুতাপবাণ [স] *বি* অনুতাপরূপ বাণ। 'অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অনুতাপবিবশা [স] *বিণ স্ত্রী* অনুশোচনায় বিহ্বল। 'সীতা কখন বিস্ময়স্তিমিতা; ... কখন অনুতাপবিবশা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনুতাপানল [স অনুতাপ+স অনল] *বি* অনুপাতের আগুন। '... অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অনুতাপিতা [স] *বিণ* অনুশোচনাকারী। 'অনুতাপিতা, মলিনা বিধবা চক্ষে অঞ্চল দিয়া বসিয়া আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

অনুতাপী [স] *বিণ* অনুশোচনাকারী। 'অনুতাপী মাবিয়া আরও অধিকতর দুঃখানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন!' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অনুৎকর্ষ [স] *বি* নিকৃষ্টতা। 'অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনুত্তর [স] *বিণ* নিরুত্তর। 'হেন জনে কী কারণে বল অনুত্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনুত্তরঙ্গ [স] *বিণ* উত্তাল তরঙ্গহীন। 'অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনুত্তরণ [স] *বি* গন্তব্যে না পৌঁছানো। 'জীবনের নদীর নাম– অনুত্তরণ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অনুত্তরণীয় [স] *বিণ* দুর্বোধ্য। 'এই লিপিবদ্ধ অনুত্তরণীয় প্রাচীন তত্ত্বসমুদ্র মধ্যে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনুত্তর সামী [স অনুত্তরস্বামী] *বি* পরম গুরু। 'পুচ্ছ তু চাটিল অনুত্তর সামী।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

অনুত্তীর্ণ [স] **১** *বিণ* অতিক্রান্ত। 'বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্ণ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮১। **২** *বিণ* অকৃতকার্য। 'পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে হৃদয়বিদারক লজ্জা ও নিরাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনুত্তেজি [স অনুত্তেজ>] *বিণ* মন্দা। 'আমারদের অনুত্তেজি বাণিজ্যের অতি অনুচিতরূপ ভার।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অনুত্তেজিত [স] **১** *বিণ* উত্তেজনাহীন। 'কেমন একটা অনুত্তেজিত অবসন্ন জ্বালা।' *মানিক*, ১৯৩৫। **২** *বিণ* কোমল। 'অনাথের মতো অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অনুৎপাদক [স] *বিণ* উৎপাদনহীন। 'রাষ্ট্রব্যবস্থায় সবচেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অনুত্যক্ত [স] *বিণ* প্রসন্ন। 'তাহারা পরমানন্দে অনুত্যক্ত চিত্তে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

অনুৎসব [স] *বি* উৎসবহীনতা। 'অবিচিত্র দিনের অনুৎসবের অনুৎসাহের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে।' *অবন*, ১৯২৫।

অনুৎসাহ [স] **১** *বি* উৎসাহের অভাব। 'আমরা প্রার্থনা করি দেশস্থ সমস্ত মহাশয়েরা তাহাতে অনুৎসাহ প্রকাশ না করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। **২** *বি* উৎসাহ না দেওয়া। 'হিতাহিতবুদ্ধি আচ্ছন্নতাকারী দ্রব্য বিক্রয়ে অনুৎসাহ দেওয়া শ্রেয়ঃকল্প।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অনুৎসাহি [স অনুৎসাহী] *বিণ* অনাগ্রহী। 'এমত বিবেচনা করিবেন না যে আমরা স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে অনুৎসাহি বলিতেছি ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

অনুৎসাহিত [স] *বিণ* উৎসাহহীন। 'অনুৎসাহিত হবার কথা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অনুৎসাহী [স] *বিণ* উৎসাহ নেই এমন। 'দমনকারীদিগকে দমন করিতে অনুৎসাহী আছেন।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

অনুৎসুক [স] *বিণ* অনাগ্রহী। 'বিস্মৃত সুখের স্বাদ হৃদি অনুৎসুক।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

অনুদাত্ত [স] *বিণ* নিম্নস্বর। 'উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতাদি স্বরপ্রক্রিয়া-পরিশোধিত কোমল মসৃণ অথচ গম্ভীর স্বরলহরীতে ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অনুদার [স] *বিণ* সংকীর্ণমনা। 'উনবিংশ শতাব্দীতে এমন নিয়ম অত্যন্ত অনুদার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অনুদারতা [স] **১** *বি* উদারতার অভাব। '... বাবুর লেখাতেও সেই অন্যায় অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* সংকীর্ণতা। 'অজ্ঞতা হইতেই হৃদয়ের অনুদারতা জন্মলাভ করে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অনুদাস [স] *বি* দাসের দাস। 'বলে প্রভু দাস অনুদাস মুঞি তোরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অনুদিন [স] **১** *ক্রিবিণ* প্রত্যহ। 'ফরই অনুদিনেঁ তৈলোএ পমাই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০। **২** *ক্রিবিণ* প্রতিনিয়ত। 'অনুদিন করিত জতন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনুদেশ [স] *বি* নির্দেশ। 'যে মনস্বী হিতাহিত জ্ঞানের অনুদেশক্রমে যুক্তির লণ্ঠন হাতে লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অনুদ্ঘাতিনী, অনুদ্‌ঘাতিনী [স] *বিণ* সমতল। 'বাঙ্গালাদেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অনুদ্ঘাতিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

অনুদ্দিষ্ট [স] *বিণ* সন্ধান বা খোঁজ নেই এমন। 'একক আত্মা – অনুদ্দিষ্ট – ঝাপসা।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

অনুদ্দিষ্টপতিক [স] *বিণ* স্বামী নিখোঁজ রয়েছে এমন। 'যে স্ত্রীলোক অনুদ্দিষ্টপতিক ও পুত্রাদিরহিত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অনুদ্দেশ [স] *বিণ* নিরুদ্দেশ। 'অনুদ্দেশ হৈল তবে তিনশত জন।' *রূপরাম*, ১৬৫০।

অনুদ্ধত [স] *বিণ* বিনীত। 'অনুদ্ধত স্বরে কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অনুদ্বিগ্ন [স] **১** *বিণ* উদ্বেগহীন। 'অনুদ্বিগ্ন, নিস্পৃহ, ধীর জীবনযাত্রা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **২** *বিণ* অব্যাকুল। 'দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মন, সুখে বিগতস্পৃহ হয়ে গিয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অনুদ্বেগ [স] *বি* উদ্বেগহীনতা। 'এই আশঙ্কাশূন্য অনুদ্বেগই রাজলক্ষ্মীর কাছে বড়ো কঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অনুদ্বেল [স] *বিণ* অচঞ্চল; স্থির। 'আরেকটি দিক অন্ধ-অসাড়, রশ্মিঘাতে অনুদ্বেল!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

অনুদ্যোগী [স] *বিণ* উদ্যমহীন। 'সে যে হউক অনুদ্যোগী পুরুষ যে হয় সে কাপুরুষ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অনুধর্মিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অনুসরণকারী। 'মেয়েরা যখন ভালোমন্দ উভয় বিষয়ে পুরুষের অনুধর্মিণী হবেই ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অনুধাবন [স] **১** *বি* উপলব্ধি। 'অনুধাবন করিবেন প্রজার সুখ বৃদ্ধি ...।' *রামরাম*, ১৮০২। **২** *বি* অনুসন্ধান। 'বিলক্ষণ অনুধাবনের পর এক ভাল হরিণ ধরিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* পর্যালোচনা। 'শিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপকেরা বিশিষ্টরূপে অনুধাবন করেন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৪** *বি* অনুভব। 'আপনি যে ধর্মের মর্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৫** *বি* অন্বেষণ। 'ভারতও শান্তির অনুধাবন করছে, চীনদেশও করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

অনুধাবনযোগ্য [স] *বিণ* পর্যালোচনার যোগ্য। 'দেশের সকল চিন্তাশীলদের অনুধাবনযোগ্য বলিয়া আমরা ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

অনুধাবনা [স] *বি* অনুসরণ। 'প্রথমে যে অনুধাবনায় আরম্ভ হয় সেই প্রথম ধাক্কাই তার যথার্থ পরিচয় নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

অনুধাবনীয় [স] *বিণ* অনুধাবন করা যায় এমন। 'শূন্যে অনুধাবনীয় পাহাড় উঠেছে।' *জীবন*, ১৯৪০।

অনুধাবনীয়তা [স] *বি* অনুধাবন করা যায় এমন অবস্থা। 'বারোটি বছর ম্লান কবিতার খাতাখানি খুলে অনুধাবনীয়তার মাঝে বসে আছি, দেখা দাও।' *শক্তি*, ১৯৭০।

অনুধ্বনি [স] *বি* প্রতিধ্বনি। 'থামাও মৃত্যুর সুর শোন জীবনের অনুধ্বনি।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

অনুধ্যান [স] *বি* নিরন্তর চিন্তা। 'তাঁহারা কেবল প্রমাণ প্রয়োগেরই বিধেয় ছিলেন, ... স্বয়ং অনুধ্যান বা বিবেচনা করিতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অনুধ্যানশীল [স] *বিণ* নিরন্তর চিন্তাশীল। 'তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও অনুধ্যানশীল ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অনুনয় [স] **১** *বি* অনুরোধ। 'কর-জোড়ে অনুনয় করে ওঝা প্রতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বিনয় প্রকাশ। 'অনুনয় করে একখানা চিঠি লিখতে হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অনুনয়প্রবাহ [স] *বি* বিনয়-ভাষণ। 'এই অনুনয়প্রবাহে শ্রীযুক্ত ক্ষিতি প্রায় গলিয়া যান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অনুনয়বাণী [স] *বি* কাতর নিবেদনযুক্ত কথা। 'কৃষককন্যা অনুনয়বাণী কহিতেছে বারম্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

অনুনয়-বিনয় [স] *বি* সকাতর প্রার্থনা। 'নিশি অনুনয়-বিনয় করিয়া, তাঁহাকে জলযোগে বসাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অনুনয়মাখা [স অনুনয়+মাখা] *বিণ* মিনতিপূর্ণ। 'সে অনুনয়মাখা গলায় বলে, 'ছেড়ে দাও পোকাগুলো ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

অনুনয়স্বর [স] *বি* বিগলিত কণ্ঠ। 'সংগীতের ব্যথা বাজে, মিশিয়াছে তার মাঝে করুণার অনুনয়স্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অনুনাদ [স] *বি* প্রতিধ্বনি। 'মূল্যহীন কয়টি কথার অনুনাদ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনুনাদী [স] *বিণ* অনুরণনশীল। 'সুবেদী সঞ্চরণ এবং অনুনাদী ধ্বনিপ্রবাহ মিলে যে প্রতিরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

অনুনাসিক [স] *বিণ* নাসিকার সাহায্যে উচ্চারণ করা হয় এমন। 'ক বর্গের অনুনাসিক ঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অনুন্নত [স] **১** *বিণ* অনুচ্চ। 'মস্তক সুগঠন, হনূদ্বয় অনুন্নত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **২** *বি* জ্ঞানেবিজ্ঞানে তেমন উন্নতি করতে পারেনি এমন। 'পদে পদেই নানা অনুন্নত জাতির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৩** *বিণ* অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনগ্রসর। 'নানাপ্রকারের অনুন্নত উপজাতি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অনুপ [স] *বিণ* উপমাহীন। 'ভুবনে অনুপ বাস।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

অনুপকার [স] *বি* উপকার না হওয়া। 'তাহা যদি অনুপকার নিমিত্তে দিব তবে কি স্বার্থ।' *রামরাম*, ১৮০২।

অনুপকারক [স] *বিণ* উপকার করে না এমন। 'অনুপকারক জ্ঞান করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অনুপকারী [স] *বিণ* ক্ষতিকারক। 'সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা অল্প অনুপকারী।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অনুপদী [স] *বিণ* অনুসরণকারী। 'মৃগ অনুপদী বীর যায় ধীরগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনুপদীনা [স] *বি* পায়ের মোজা। 'অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর, চরণে অনুপদীনা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৯।

অনুপন্থী [স অনু+হি পন্থী] *বি* অনুগামী ব্যক্তি। 'মহাপুরুষেরা যে পর্যন্ত গিয়েছেন তারও বেশি তাঁদের অনুপন্থীরা যাবেন, এই তো তাঁদের ইচ্ছা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অনুপম [স] *বিণ* অতুলনীয়। 'ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনিলোভা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অনুপমত্ব [স] *বি* উপমাহীনতা। 'নৈসর্গিক সুষমার অনুপমত্বে ... বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অনুপমেয় [স] *বিণ* তুলনীয় নয় এমন। 'এই কথা আমায় অনুপমেয় শিরশ্চালন সহকারে, বারংবার বলিতেছ।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

অনুপযুক্ত [স] **১** *বিণ* অযথার্থ। 'পিতামাতাও তাহাদের বিদ্যার জন্যে উদ্বেগ করেন না, একথা অতি অনুপযুক্ত।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বিণ* অন্যায়। 'অশ্বত্থামা গুরুপুত্র তাঁহাকে বধ করা অনুপযুক্ত।' *গৌর*, ১৮২২। **৩** *বিণ* উপযুক্ত নয় এমন। 'এতদ্দেশীয়েরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুপযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৪০। **৪** *বিণ* অসংগত। 'এ স্থলে তাঁহার বিষয়ে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক ও অনুপযুক্ত নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অনুপযুক্ততা [স] **১** *বি* অনৌচিত্য। 'দরখাস্ত দিবার উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততার বিবেচনা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **২** *বি* উপযোগিতার অভাব। 'স্বত্বাধিকার এ দেশীয়দিগকে দিবেন না, ইহা নিশ্চিত, পরন্তু আমাদের অনুপযুক্ততা ও অপ্রস্তুত অবস্থায় তাহা দেওয়াও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনুপযুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* অযোগ্য। 'অনুপযুক্তা বউটাকে জীবন হইতে ছাঁটিয়া ...।' *মানিক*, ১৯৪০।

অনুপযোগিতা [স] **১** *বি* উপযোগিতার অভাব। 'পরস্পর অনৈক্য, বিপর্য্যয় ও বাহ্য বিষয়ে অনুপযোগিতা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* অসম্পূর্ণতা। 'তীব্রভাবে আমরা অনুভব করছি শিক্ষাপদ্ধতির অনুপযোগিতা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অনুপযোগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* উপযোগী নয় এমন। '... সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগিনী করিয়া ফেলে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

অনুপযোগী [স] **১** *বিণ* অলভ্য। 'উহা মূল্যবান হওয়াতে পুরুষেরা তাহা আপনাদের অনুপযোগী ও অব্যবহার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'অনেকাংশে অনুপযোগী আর একটি কথা আনিয়া হাজির করেন।' *প্রমথ*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* অনুপযুক্ত। 'লোকের ধর্মের পক্ষে বরং তদধিক অনুপযোগী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **৪** *বিণ* অপ্রাসঙ্গিক। 'সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনুপরুদ্ধ [স] *বিণ* রুদ্ধ করে না এমন। 'অস্বার্থপর ও অনুপরুদ্ধ ইত্যাদি গুণে অম্বিত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অনুপল [স] *বি* সময় মাপার একক – বিপলের থেকেও ছোটো; মুহূর্ত। 'পলে, অনুপলে আমাদের অন্তরে এ সকল কথা জাগিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

অনুপলব্ধি [স] *বি* অননুভূতি; উপলব্ধি না করা। 'হয়তো এই অনুপলব্ধি বিদেশি শিক্ষার দ্বারা ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

অনুপলভ্য [স] *বিণ* অলভ্য। 'অসাধ্য কিছু নয়, অনুপলভ্য কিছু নয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অনুপশমিত [স] *বিণ* অপ্রশমিত। 'আজও তার বেদনার্ত তীব্রতা অনুপশমিত।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

অনুপস্থিত [স] **১** *বি* অনাগত কিছু। 'উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত প্রত্যাশা।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বিণ* গরহাজির। 'আমাদের যুবরাজ

ছিলেন অনুপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনুপস্থিতি [স] *বি* গরহাজিরা। 'উভয়ের অনুপস্থিতি সময়ে, এক সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার কেশবের গৃহে অতিথি হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অনুপাত [স] *বি* অংশভাগ। 'ক খ মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, ক-র ও খ-র স্বত্বাধিকার মধ্যে সেইরূপ অনুপাত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনুপান [স] *বি* অনুপূরক উপাদান। 'কেন তার অনুপান জোগাতে হবে, তা বুঝতে পারছি নে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

অনুপানী [স অন্নপান] *বি* খাদ্য ও পানীয়। 'অনুপানী ত্যাগি রাণী লখাই বলি কান্দে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অনুপাম [স অনুপম] *বিণ* উপমাহীন। 'দেখিতে সে অনুপাম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অনুপামা [স অনুপম] *বিণ স্ত্রী* উপমাহীন। 'মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অনুপায় [স] *বি* উপায়হীনতা; অগতি। 'আজি বড় দেখি অনুপায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

অনুপায়ী [স] *বিণ* অনধিকারী। 'তিনি কোন কীর্ত্তিকর ব্যাপারের অনুপায়ী হইয়াও তাঁহার মনের স্বাভাবিক উৎসাহ খর্ব্ব হইল না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অনুপার্জ্জিত [স] *বিণ* আয়ত্তাতীত। 'আমার দানাদি দ্বারা যথেষ্ট পুণ্য হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত অনুপার্জ্জিত বিদ্যাও হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অনুপাল্য [স] *বিণ* পোষ্য। 'অনুপাল্য তোমার আমরা সবজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অনুপূরক [স] *বিণ* সম্পূরক। 'কোরআন ও হজরতের জীবনী পরস্পরের অনুপূরক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অনুপূর্ব [স] *বিণ* অনুক্রমিক। 'অনুপূর্ব পথিকার পায়ে বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

অনুপেক্ষণীয় [স] *বিণ* উপেক্ষা করা যায় না এমন। 'কিন্তু তুলনীয়রা অনুপেক্ষণীয়।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

অনুপ্রকাশিত [স] *বিণ* অভিব্যক্ত। 'তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজেসজ্জাতেই শিশুর দেহে অনুপ্রকাশিত করে দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অনুপ্রবিষ্ট [স] **১** *বিণ* অনুপ্রবেশ করেছে এমন। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থে তেজঃস্বরূপ অনুপ্রবিষ্ট ও অন্তর্হিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* মিশে গেছে এমন। 'পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অনুপ্রবেশ [স] *বি* দেখা যায় না এমনভাবে প্রবেশ; ভিতরে ভিতরে প্রবেশ। 'দুর্নীতি আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

অনুপ্রভা [স] *বি* আলোর ক্ষীণ দ্যুতি। 'অসীম অমায় সহসা স্বরাট অনুপ্রভা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অনুপ্রাণ [স] *বি* অনুপ্রাণনা। 'সঞ্চলিত মেঘে, মাঠে, কম্পিত মাটির অনুপ্রাণে গেরুয়া পাথরে জল পড়ে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

অনুপ্রাণতা [স] *বি* প্রেরণা শক্তি। 'আমাদের অনুপ্রাণতা এক নিমেষে উঠিয়াই থামিয়া যায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

অনুপ্রাণন [স] *বি* স্বতঃপ্রণোদন। 'দশটা চারটের মধ্যে ঘের-দেওয়া কাজ নয়। এ যন্ত্রচালনা নয়, এ অনুপ্রাণন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। *বি* অনুপ্রেরণা। 'বুঝতে পারি কাছের লোকের মধ্যে আমার প্রাণের অনুপ্রাণন ঠিকমতো ঘটে ওঠেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অনুপ্রাণিত [স] **১** *বিণ* অনুপ্রেরণা লাভ করেছে এমন। 'বিভ্রান্ত অবতারবাদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত।' *সওগাত*, ১৯৩০। **২** *বিণ* উৎসাহিত। 'লোকদিগকে উহার দিকে অনুপ্রাণিত করিতেই কুণ্ঠিত।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

অনুপ্রাস [স] *বি* অলংকারবিশেষ – একই ধ্বনি বারবার ব্যবহারে সৃষ্ট সংগীতময়তা। 'বঙ্গভাষায় নানা অনুপ্রাস ও শ্লেষোক্তি ও ব্যাঙ্গোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অনুপ্রেম [স] *বি* অনুরাগ। 'লালন বলে তার অনুপ্রেমে দিন থাকতে জেনে নে না।' *লালন*, ১৮৯০।

অনুপ্রেরিত [স] *বিণ* অনুপ্রাণিত। 'অনুপ্রেরিত মঞ্চ-বক্তার মত বেগমসাহেব একদমে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

অনুবন্দ [স অনুবন্ধ] **১** *বি* সংকল্প। 'নিত্য অনুবন্দ কৈল মুনিগন আগে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* অবিরত। 'ভিমের সহিতে দ্বন্দ্ব দেখী অনুবন্দ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* অনুরোধ। 'রয়ে রয়ে সয়ে সয়ে অনুবন্দ করে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অনুবন্ধ [স] **১** *বি* অনুনয়। 'আঁচলে ধরে অনুবন্ধ করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শিক্ষা। 'মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বি* উদ্যোগ। 'মহ্য অনুবন্ধ তথা করিল নৃপবরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *বি* বিষয়বস্তু। 'এবে কহি চৈতন্যলীলার ক্রম-অনুবন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *বি* আরম্ভ। 'দক্ষ জীয়াইতে হর করে অনুবন্ধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *বি* সংকল্প। 'মাতল মধুকর পীবইতে করু অনুবন্ধে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **৭** *বিণ* একাকার। 'সেই দুই রোহিণী শশী সমুখ সদৃষ্ট বসি হরিষ বিষাদে অনুবন্ধ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৮** *বিণ* নিষিক্ত। 'অত্যাত বিৰ্জ্জ হইল তখনে অনুবন্ধ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৯** *বি* উপলক্ষ। 'কান্ত সনে করিয়া কথার অনুবন্ধ।' *ঘনরাম*, ১৭১১। **১০** *বি* চেষ্টা। 'আছাড় মারিতে ভূমে করে অনুবন্ধ।' *ঘনরাম*, ১৭১১।

অনুবন্ধন [স] *বি* চেষ্টা। 'এক প্রবীণ প্রাচীন কুক্কুট এক উঁচা ডালের উপর বসিবার অনুবন্ধন করিতেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অনুবন্ধী [স] *বিণ* অবিচ্ছিন্ন। 'অনুবন্ধী শান্তি-শান্তি; একান্তর উল্কা ও ধধূপ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

অনুবন্ধে [স] *ক্রিবিণ* প্রসঙ্গে। 'সকল সফল কৈল রতী অনুবন্ধে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অনুবর্তক, অনুবর্ত্তক [স] *বি* অনুসারী। 'তাহার অনুবর্ত্তকদের এ-হেন আত্মবিস্মৃতি বাস্তবিকই দুঃখের।' *সওগাত*, ১৯৩০।

অনুবর্তন [স] *বি* অনুসরণ। 'তাহার অনুবর্তন করিয়া নানা প্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অনুবর্তনা [স] *বি* অনুসরণ। '... প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অনুবর্তিনী, অনুবর্ত্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অনুগামী। 'তুমি স্বামির অনুবর্ত্তিনী হইবে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪; 'তাঁর অনুবর্তিনী হতে ইচ্ছা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনুবর্তী, অনুবর্ত্তী [স] **১** *বিণ* অনুগত। 'তিনি, সনাতন বেদশাস্ত্রের অনুবর্তী হইয়া ... নানাপ্রকার দণ্ড করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* অনুসারী। 'পূর্বকালীন লোকেরা বিচারের সময়

চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে পশ্চাত্তাপে তাপিত হইতে হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* সহযাত্রী। 'নক্ষত্রলোকের অনুবর্তী আকাশে যে বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **৪** *বিণ* অনুগামী। 'তাদের আজ্ঞাবহ ও অনুবর্তীও হয়ে উঠল।' *হাই*, ১৯৫৪। **৫** *বিণ* মতানুসারী। 'তাঁর অনুবর্তীরা তাঁর জন্মদিনে উৎসব করে।' *হাই*, ১৯৫৮।

অনুবল [স] **১** *বি* অনুগ্রহ। 'ইহা রাণা হাড়ি সঙ্গে সত্য অনুবল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* সহায়। 'সেই কালে কেবা মোর হবে অনুবল।' *ভারত*, ১৭৬০।

অনুবাদ [স] **১** *বি* প্রতিকূলতা। 'সাধ বহু করে, বিহি করে অনুবাদ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* ব্যাখ্যাসহ আবৃত্তি। 'এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* (ব্যাকরণ) উদ্দেশ্যপদ। 'বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত, অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* প্রশংসা। 'ধন্য ধন্য করিয়া করিল অনুবাদ।' *মাধব*, ১৬৫০। **৫** *বি* অপরাধ। 'নাহি দোষ অনুবাদ খেমা কর আমা।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৬** *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'মনে ছিল অনুবাদ পুরাল মনের সাধ।' *জ্ঞানদাস*, ১৬৭০। **৭** *বি* বর্ণনা। 'তোমার গুণানুবাদ [গুণ+অনুবাদ] রচিব কর্‍্যাচি সাধ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৮** বিতর্ক। 'সমাচার পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা বাদানুবাদ [বাদ (তর্ক)+অনুবাদ (বিতর্ক)] করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৯** *বি* তরজমা। 'বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **১০** *বি* বিরোধী। 'বেদ-পুরাণ আদি রাগের অনুবাদি [অনুবাদ (বিরোধ) + ই = অনুবাদি (বিরোধী)]।' *লালন*, ১৮৯০।

অনুবাদক [স] *বি* অনুবাদকারী। 'এই গ্রন্থের অনুবাদক মহাশয় পরিশ্রম করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

অনুবাদকর্ম [স] *বি* অনুবাদের কাজ। 'তাকে কি আর নিছক অনুবাদকর্ম বলে মনে করা যায়?' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

অনুবাদকাব্য [স] *বি* ভাষান্তরিত কাব্য। 'বিশেষ করে তথ্যনির্ভর অনুবাদকাব্যে।' *হাই*, ১৯৫৪।

অনুবাদকারি [স অনুবাদকারী] *বিণ* ভাষান্তরকারী; অনুবাদক। 'ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারি সোসৈটি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অনুবাদমূলক [স] *বিণ* ভাষান্তরভিত্তিক। 'তাঁর অনুবাদমূলক আখ্যায়িকা গ্রন্থেই নয়, বিতর্কমূলক রচনায় ...।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

অনুবাদ-সাহিত্য [স] *বি* ভাষান্তর-করা সাহিত্য। 'আমাদের চেয়ে ওদের অনুবাদ-সাহিত্য অনেক বেশি কম-জোর।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

অনুবাদি [স অনুবাদ>] *বি* বিরোধী। 'বেদ-পুরাণ আদি রাগের অনুবাদি।' *লালন*, ১৮৯০।

অনুবাদিকা [স] *বিণ স্ত্রী* ভাষান্তরকারী। 'আমরা দুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম প্রথমতঃ অনুবাদিকা।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অনুবাদিত [স] *বিণ* অনুবাদ করা হয়েছে এমন; ভাষান্তরিত। 'এক নূতন সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় ও গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ... প্রকাশিত হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অনুবাদী [স] *বিণ* (সংগীত) বিশেষ রাগ-রাগিণীতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বাদী ও সংবাদী স্বরের পরে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। 'বিবাদী সংবাদী ও অনুবাদী সুরের মধ্যে এবারকার পালায় এইটিই ছিল স্থায়ী সুর।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অনুবৃজা [স অনুব্রজ>] **১** *ক্রি* অনুসরণ করা। 'অনুবৃজি জায় রাজা বন্ধুজন লৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। 'তবে রাজা কংসাসুর অনুবৃজে কথোদুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনুবৃত্তি [স] **১** *বি* অনুকরণ। 'আপনার মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, দাসবৎ অন্যের অনুবৃত্তি করা, কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* পুনরাবৃত্তি। 'আবার সেই সকল দুঃখের অনুবৃত্তি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনুবেদন [স] *বি* জ্ঞাপন। 'তুমি অনুবেদন করিলে পাই হরি।' *শিবায়ন*, ১৭৫০।

অনুবেদনা [স] *বি* সহানুভূতি। 'হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে পরিমাণে ব্যাপক হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অনুব্যবসায় [স] *বি* স্পষ্ট ধারণা। 'আর দীর্ঘসূত্র স্বভাবে অনুব্যবসায়ের আধিক্যবশত ... এখনও গ্রন্থস্থ করিনি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩; 'পাঠকচৈতন্যে এক গূঢ় এবং তীব্র অনুব্যবসায় বিশেষের উদ্রেক করে।' *শিব*, ১৯৭৩।

অনুব্যবসায়ী [স] *বিণ* প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী। 'অনুব্যবসায়ী ক্রতু বোঝে সন্তাপেও ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীতাগ্নি বেপথু।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

অনুব্রজা [স অনুব্রজ>] *ক্রি* অনুসরণ করা। 'প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহুদূর গেলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অনুভব [স] **১** *বি* উপলব্ধি। 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* প্রভাব। 'ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিব অনুভব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* আবির্ভাব। 'কালিকা আকাশে অই অই অনুভবে এ সকল।' *ভারত*, ১৭৬০।

অনুভবগম্য [স] *বিণ* অনুভব করা যায় এমন। 'তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অনুভবগোচর [স] *বিণ* অনুভব করা যায় এমন। 'তাহাদের অনৈক্য যেমন অনুভবগোচর নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অনুভবযোগ্য [স] *বিণ* উপলব্ধির যোগ্য। 'প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অনুভবযোগ্য করে তোলবার চেষ্টা করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

অনুভবশক্তিসম্পন্ন [স] *বিণ* অনুভব করার ক্ষমতা আছে এমন। 'পুরুষের ন্যায় অনুভবশক্তিসম্পন্ন স্ত্রীজাতির এমন দুরবস্থা সত্যই অসহ্য।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

অনুভবশালী [স] *বিণ* ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন। 'যাঁহারা উত্তম বিজ্ঞ ও অনুভবশালী হইয়াছেন তাহারা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

অনুভবসম্পদ [স] *বি* ভাবের ঐশ্বর্য। 'ইয়োরোপীয় চিন্তাবৃত্তি, অনুভবসম্পদ যোগ দিয়ে নূতন সভ্যতা ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

অনুভবা [স অনুভব>] **১** *ক্রি* উপলব্ধি করা। 'অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। **২** *ক্রি* অনুভব করা। 'অনুভবি কল্পনা জাতের ধর্ম ধরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অনুভা [স অনুভাব>] *ক্রি* উপলব্ধি করা। 'সৈদ মহাম্মদ খান বিদগদ তান আজ্ঞা অনুভায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অনুভাব [স] **১** *বি* বোধ। 'অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* গভীর চিন্তা। 'অনুভাবে ভেবে কতই করি সার।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বি* ব্যঞ্জনা। 'ভাষা ভাব এবং অনুভাব তার

সরঞ্জামমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অনুভাবা [স অনুভব>] *ক্রি* অনুভব করা। 'অনুভাবি অঙ্গ পরক সমুঝাব।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

অনুভাবাক্রান্ত [স অনুভব-আক্রান্ত] *বিণ* সুখ বা আনন্দের অনুভূতিযুক্ত। 'খুব অনুভাবাক্রান্ত হয়ে ... তাকিয়ে ছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অনুভাবিত [স] *বিণ* মহিমান্বিত। 'সিস্টিন চ্যাপেলের ফ্রেস্কোর মতোই অজস্র, অনুভাবিত, আনন্দ এই আলেখ্যাবলী।' *শিব*, ১৯৫৬।

অনুভূ [স] *বি* অনুভবকারী। 'যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অনুভূত [স] **১** *বিণ* জ্ঞাত। 'শাস্ত্রে আছে যে ব্যক্তি যে বস্তু অনুভূত নহেন তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভদায়ক।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* উপলব্ধ। 'তাহা তাঁহার অনুভূত হইল না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বি* অনুভব। 'অনুভূত করাইবার সহজ পথ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনুভূতি [স] **১** *বি* উপলব্ধি। 'বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। **২** *বি* অনুভব করার অবস্থা। 'ক্ষমতা-অনুভূতির স্ফূর্তি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অনুভূতি-তরঙ্গিত [স] *বিণ* অনুভবের দোলায় আলোড়িত। 'অনুভূতি-তরঙ্গিত মন নিয়ে সে নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

অনুভূতিপ্রবণ [স] *বিণ* অনুভূতিশীল। 'ইরানের মতো অনুভূতিপ্রবণ দেশে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অনুভূতিমূলক [স] *বিণ* অনুভূতিকে ছুঁয়ে যায় এমন। 'সুন্দরের সঙ্গে একাত্মতা বোধ ও তদজনিত লীলাচাতুর্যের মধুরতম অনুভূতিমূলক প্রেম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অনুভূতিরাজি [স] *বি* অনুভূতিসমষ্টি। 'অমূল্য অনুভূতিরাজির কথা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অনুভূতিলব্ধ [স] *বিণ* অনুভূতি থেকে পাওয়া। 'তাঁর অধিকাংশ গানই অনুভূতিলব্ধ।' *হাই*, ১৯৫৪।

অনুভূতি-সময় [স] *বি* অনুভবকালীন সময়। 'অনুভূতি-সময় ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইল।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

অনুভূতিসাপেক্ষ [স] *বিণ* অনুভূতিনির্ভর। 'একত্বের জ্ঞান কেবল অনুভূতিসাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অনুভূতিহীন [স] *বিণ* অনুভব করার সামর্থ্য নেই এমন। 'এক রকম দুঃখহীন অনুভূতিহীন অসাড়তার অন্তঃশীলা ব্যথা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনুমত [স] **১** *বিণ* অনুমোদিত। 'অনুমত কর্ম ছাগল রাখিবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *ক্রিবিণ* অভিপ্রায় অনুযায়ী। 'এমনি কাটিয়ে যায় সনাতনী দিনগুলি যত/ চাটুজ্যে মশা-র অনুমত –।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অনুমতি [স] **১** *বি* অনুমোদন। 'অনুমতি কর দেওঁ হাথ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সম্মতি। 'গোবিন্দের বাক্যে গোপি অনুমতি দিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* আদেশ। 'দেহ অনুমতি হে জুঝও পঁচবান। তোঁহে সন নগর নাগর নহি আন।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০। **৪** *বি* শর্ত। 'নীলকর সাহেবের অনুমতি মান্য না করাতে নির্দয় প্রহারাদি সহ্য করিয়া ...।' *প্রভাকর*, ১৮৬০।

অনুমতিক্রমে [স] **১** *ক্রিবিণ* অনুমতি সাপেক্ষে। 'ব্যবস্থাপক সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে ... তরজমা করিয়া দিবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *ক্রিবিণ* আদেশ অনুসারে। 'কেরি সাহেবের অনুমতিক্রমে রচিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অনুমতিপত্র [স] *বি* সম্মতিপত্র। 'আমি ফাঁক তালে সদাগরের ত্বরিত গমনের অনুমতিপত্র স্বাক্ষর করে লইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

অনুমতিপ্রাপণ [স] *বি* অনুমতি পাওয়া। 'এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অনুমতিপ্রাপণের পর অবধি ঢাকা শহরের লোকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অনুমতিপ্রাপ্তি [স] *বি* আদেশ পাওয়া। 'তিনি প্রাণদণ্ড-বিষয়ক অনুমতিপ্রাপ্তির পর ত্রিশ দিন কারারুদ্ধ ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অনুমত্যনুসারে [স অনুমতি+স অনুসারে] *ক্রিবিণ* অনুমতি অনুসারে। 'ব্যক্তির অনুমত্যনুসারে মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যোগ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

অনুমরণ [স] **১** *বি* মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় মৃত্যুবরণ। 'সহমরণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে ...।' *রামমোহন*, ১৮১৮। **২** *বি* অনুগমন। 'মেঘদূতও যেত তারই সঙ্গে অনুমরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনুমান [স] **১** *বি* আন্দাজ। 'অনুমান করিবারে একঠাঞি বসি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* নির্ধারণ। 'চিত্তে করে অনুমান/ কোন দেব অধিষ্ঠান।' *কৃত্তিবাস*, ১৭২০। **৩** *বি* অনুভব। 'জবনকরণক বাদ্যোদ্যম অনুমান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অনুমানতঃ [স] *ক্রিবিণ* অনুমান থেকে মনে হয়। 'অনুমানতঃ অগস্ত্য মুনি ... অপরাপর শাস্ত্র প্রচার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অনুমানলব্ধ [স] *বিণ* অনুমান করে পাওয়া। 'আমার বিস্তর অনুমানলব্ধ অভিজ্ঞতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনুমানশক্তি [স] *বি* অনুমান করার ক্ষমতা। 'হেরম্বের অনুমানশক্তি আজ ...।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অনুমানে [স] *ক্রিবিণ* সসম্মানে। 'আপনার জেনরূপ পরে দেখ্য সেই অনুমানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনুমানা [স অনুমান>] **১** *ক্রি* ভেবে দেখা। 'জখনে জকর বাঙ্ক বিধাতা/ সব কলা অনুমান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'পুন অনুমানিঅ নাগর কান। তাকর বচনে ভেল সমাধান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* অনুমান করা। 'তবে সেই পাটরানি মনে মনে অনুমানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* চিন্তা করা। 'নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অনুমাপা [স অনুমাপ>] *ক্রি* অনুমান করা। 'বাল পয়োধর বদন সহোদর অনুমাপিয় অনুরাগে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অনুমিতি [স] *বি* অনুমান। 'জগদীশ্বর ... অনুমিতি বৃত্তি প্রদান দ্বারা তাঁহাকে এ বিষয়ে পশুদিগের ... অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অনুমিত [স] *বিণ* অনুমান করা হয়েছে এমন। 'ভিন্ন ভিন্ন স্থান পর্য্যালোচনে অনুমিত হইতেছে যে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অনুমৃতা [স] *বি স্ত্রী* সহমৃতা। 'স্বামি নাহি কার হৈলা অনুমৃতা প্রাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনুমেয় [স] *বি* অনুমান। 'অস্মদাদির অনুমেয় যে বর্ত্তমান গ্রন্থদ্বয় উত্তমাতিশয়রূপে বিখ্যাত হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অনুমোদক [স] *বিণ* সম্মতিদানকারী। 'আমি ইহার অনুমোদক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অনুমোদন [স] ১ *বি* সমর্থন। 'এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিবেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* সম্মতিদান। 'একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অনুমোদন করে।' *বেগম*, ১৯৭১।

অনুমোদনযোগ্য [স] *বিণ* সমর্থনযোগ্য। 'দেশের মহিলাদের অনুমোদনযোগ্য সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন পদ্ধতির ...।' *বেগম*, ১৯৭০।

অনুমোদিত [স] ১ *বিণ* সমর্থিত। 'সকল কার্য্য তাহারদের অনুমোদিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* অনুমোদনপ্রাপ্ত। 'উহা প্রাজ্ঞতারও অনুমোদিত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনুযাত্র [স] *বি* অনুচর। 'অজ্ঞাত শিবিরদ্বারে এলে পুনরায় অনুযাত্র সঙ্গে করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

অনুযায়িক [স] *ক্রিবিণ* অনুযায়ী। 'যে সকল সংস্কৃত শব্দ ... পুরা বাংলা হইয়া গেছে সেগুলির ধ্বনি-অনুযায়িক বানান হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনুযায়ী [স] ১ *ক্রিবিণ* অনুসারে। 'ক্ষতিপূরণ করা ৫ অনুযায়ী ৬ বিবরণ তুমার স্থানে বন্দক রাখিয়া।' *মেয়র্স*, ১৭৭২। ২ *বি* অনুচর। 'স্বীয় অনুযায়ীদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৩ *বিণ* অনুরূপ। 'শেষ ছত্রটিতে ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৪ *বিণ* অনুকূল। 'শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনুযোগ [স] ১ *বি* অভিযোগ। 'এত অনুযোগ শুনি সাধু লক্ষপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* জিজ্ঞাসা। 'লোকে করে অনুযোগ সাধুর কি হল রোগ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ব্যঙ্গ। 'বৃদ্ধ জানি মোরে অনুযোগ করে ছলে।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। ৪ *বি* তিরস্কার। 'গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অনুযোগভরে [স অনুযোগ+ভরে] *ক্রিবিণ* আক্ষেপের সঙ্গে। 'সে হাসিয়া অনুযোগভরে বলিল – ছি, ওরকম মাতলামি করতে আছে?' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অনুযোজ্য [স] *বিণ* অভিযুক্ত। 'নারদ ঠাকুরের ন্যায় যেন পরে আমি অনুযোজ্য না হই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অনুরক্ত [স] ১ *বিণ* আগ্রহী। 'তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অনুরাগী। 'ভাব কেন ওরে ভক্ত, আমি তব অনুরক্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বিণ* নিরত। 'রিপু-সেবায় অনুরক্ত হওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অনুরক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* অনুরাগী। 'পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনুরক্তি [স] *বি* অনুরাগ। 'তাঁহার ... চিত্রকর্ম্মে বিশেষরূপ অনুরক্তি ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অনুরঞ্জ [স] *বি* মনোরঞ্জন। 'সামি সমাজ হম পেমে অনুরঞ্জি কুমুদিনী সন্নিধি চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অনুরঞ্জন [স] *বি* মনোরঞ্জন। 'প্রজালোকের সর্বাঙ্গীণ অনুরঞ্জনের জন্য ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অনুরঞ্জিত [স] *বিণ* রঙিন। 'সে সভ্যতা মানুষের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া মানুষের হৃদয়ের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অনুরণন [স] ১ *বি* রেশ। 'কঠিন করস্পর্শের অনুরণন এখনো সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে রীরী করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* ঝংকার। 'ভারতীয় সঙ্গীত ওদের মনে একটা খুব বড়ো রকমের অনুরণন তুলতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৩ *বি* শিহরণ। 'রক্তে তার নামলো আশ্চর্য অনুরণন।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

অনুরণিত [স] *বিণ* প্রতিধ্বনিত। 'মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া ... পড়িতে পাইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অনুরত [স] *বিণ* অনুরক্ত। 'অতে তাহে অনুরত বরজ সমাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অনুরাগ[১] [স] *বি* (সংগীত) রাগের সহচরী। 'ছয় রাগ সদা খেলে অনুরাগ সেসব রাগিণী।' *ভারত*, ১৭৬০।

অনুরাগ[২] [স] ১ *বি* প্রেম। 'মলয়পবন সহ ভেল অনুরাগ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* ভক্তি। 'ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* ক্রোধ। 'কে আঁটে তোমার অনুরাগে।' *কেতকা*, [illegible]। ৪ *বি* [illegible]। '[illegible]' *কাশীরাম*, ১৬৫০। ৫ *বি* প্রবৃত্তি। 'তবে যাহার তাহাতে অনুরাগ হয় যে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৬ *বি* আগ্রহ। 'নানা সুদৃশ্য বস্তু আছে যে তাহাতে ঐ বাবুর যাদৃশ অনুরাগ ও বিদ্যা ... জন্মিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৭ *বি* প্রশংসা। 'অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৮ *বি* প্রেরণা। 'জ্ঞানের উন্নতি ও জ্ঞান শিক্ষায় অনুরাগ উৎপন্ন হওয়া শিক্ষাস্থানের পারিপাট্যের উপর বিস্তর নির্ভর করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৯ *বি* একাগ্রতা। 'অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়/ সে তো শুধু মুখের কথা নয়।' *লালন*, ১৮৯০।

অনুরাগদৃষ্টি [স] *বি* লালসাপূর্ণ দৃষ্টি। 'নায়েবের অনুরাগদৃষ্টি হতে আত্মরক্ষার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অনুরাগবীক্ষণ [স] *বি* প্রীতির দৃষ্টি। 'তাঁহার কাছে যে অনুরাগবীক্ষণ আছে তাহা কি কেহ হিসাবের মধ্যে আনিবেন না?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অনুরাগভাজন [স] *বিণ* প্রিয়। 'তাহারা সকলের অনুরাগভাজন হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অনুরাগরঞ্জিত [স] *বিণ* আকর্ষণীয়। 'অনুরাগরঞ্জিত একটি সন্ধ্যার আকাশকে।' *ফজলল*, ১৯১৩।

অনুরাগশূন্য [স] *বিণ* উদাসীন। 'গ্রামবাসীরা ... দেশের হিতকল্পে অনুরাগশূন্য রহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

অনুরাগা [স অনুরাগ>] *ক্রি* আসক্ত হওয়া। 'সে অনুরাগল হৃদয় উদাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অনুরাগাপন্ন [স অনুরাগ+স আপন্ন] *বিণ* প্রীতিধন্য। 'তাহাতে তাহার অনুরাগাপন্ন করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অনুরাগি [স অনুরাগী, সমাসবদ্ধে হ্রস্ব ই-কার] *বিণ* অনুরক্ত। 'স্বভাষায় অনুরাগিগণকে এবং আপন পাঠকবর্গকে অনুরোধ করুন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

অনুরাগিণী [স] ১ *বি স্ত্রী* প্রণয়ী। 'এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বিণ স্ত্রী* অনুরক্ত। 'স্ত্রীর চেয়েও এ্যাজমা ওর বেশি অনুরাগিণী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

অনুরাগী [স] ১ *বিণ* প্রেমিক। 'বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক গোপীজন অনুরাগী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* বন্ধুত্বপূর্ণ। 'কেবল হিন্দুত্বদোষে মোসলমানেরা তাঁহার প্রতি তাদৃশ অনুরাগী হইলেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *বি* সাধক। 'মরিয়ে জীবন পায় সে/ হয়ে শুদ্ধ

অনুরাগী।' *লালন*, ১৮৯০।

অনুরাগে *ক্রিবিণ* ভক্তির সঙ্গে। 'কহিলেন্ত মোর ঠাঁই বহু অনুরাগে।' *সুলতান*, ১৭০০।

অনুরাগের আঠা *বি* (বাউল) ভালোবাসার টান। 'অনুরাগের আঠা দিয়ে লাগাও গুরুর রাঙ্গা পায়।' *লালন*, ১৮৯০।

অনুরাধা [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'অদ্য ৩রা বৈশাখ, শনিবার, পঞ্চমী, অনুরাধা নক্ষত্র, যাত্রা নাস্তি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অনুরুদ্ধ [স] *বিণ* অনুরোধ করা হয়েছে এমন। 'কিছু লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনুরোধ [স] **১** *বি* প্রার্থনা। 'নাহি কাঁহাসে বিরোধ নাহি কাঁহা অনুরোধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* উপলক্ষ। 'জগন্নাথের সেবক ফিরে কার্য্য অনুরোধে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* অপেক্ষাকৃত মূল্যবান। 'যছু পদতলে হাম জীবন সোপনু তাহে কি তনু অনুরোধ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* উপরোধ। 'এরূপ বিষয়ের বিবেচনা-ক্লেশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করাতে অপরাধী হইতেছি কি না, জানি না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। **৫** *বি* প্রয়োজন। 'লঘুতার অনুরোধে ... ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৬** *বি* নিমন্ত্রণ। 'অনুরোধ পত্রসহ একজন বিচক্ষণ দূত তুরস্করাজদরবারে প্রেরিত হউক।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **৭** *বি* আমন্ত্রণ। 'রাজর্ষি সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ পেয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অনুরোধকারিণী [স] *বি স্ত্রী* প্রার্থনাকারী। 'লিখতে বসেছি সেই অনুরোধকারিণীকে নিয়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৭৫।

অনুরোধক্রমে [স] *ক্রিবিণ* অনুরোধে। 'তাঁহার অনুরোধক্রমে বঙ্গবাসীর কল্যাণ ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

অনুরোধপত্র [স] *বি* অনুরোধ জানিয়ে পাঠানো চিঠি। 'পুস্তকপাঠ ও প্রচারের জন্য অনুরোধপত্র লিখে দিলেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

অনুরোধ রাখা *ক্রি* কথা মান্য করা। 'ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইংগ্রণ্ডীয়েরদিগের যেমত অনুরোধ রাখে ইহার তুল্য ... বিষয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২০।

অনুরোধিত [স] *বিণ* অনুরোধ করা হয়েছে এমন। 'ইংলণ্ডে গমন করিতে অনুরোধিত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

অনুরোধের আসর *বি* রেডিওতে শ্রোতাদের অনুরোধের গান শোনানো হয় এমন অনুষ্ঠান। 'অনুরোধের আসর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

অনুরোধা [স অনুরোধ>] *ক্রি* অনুরোধ করা। 'দোষ অনুরোধি মোরে দিলা অভিশাপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনুরূপ [স] **১** *বিণ* সদৃশ। 'দোষ অনুরূপ কেন নাগ্রি দিলে সাঁপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* উপযুক্ত। 'চিত্তারতি অনুরূপ না পাইয়া ভাল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অনুরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অনুরূপ। 'পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনুর্বর, অনুর্ব্বর [স] **১** *বিণ* উৎপাদন-ক্ষমতাহীন। 'যেরকম অনুর্বর মরুভূমি মনে করে রেখেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* ব্যর্থ। 'তোমার পাষাণ ঘেরি করিতে নিপাত অনুর্বর অভিশাপ তব, সে আঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* উর্বর নয় এমন। 'অস্বাস্থ্যকর এবং অনুর্ব্বর পর্ব্বতের উপত্যকাসমূহেই এ দেশের অসভ্য জাতিদিগের বাস।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অনুর্বরতা [স] *বি* পরিবেশের প্রতিকূলতা। 'আফগানিস্তানের অনুর্বরতা বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তরায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অনুর্বরহৃদয় [স] *বি* অসচেতন হৃদয়। 'সেই হাল দিয়ে কি এই অনুর্বরহৃদয়, ... ফলাতে পারবে না?' *নজরুল*, ১৯৩০।

অনুর্বরা, অনুর্ব্বরা [স] *বিণ স্ত্রী* উৎপাদন-ক্ষমতাহীন। 'উর্ব্বরা ও অনুর্ব্বরা ভূমিসকলের ও অঞ্চলের গুণাগুণ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অনুলাপ [স] *বি* বারবার বলা। 'ভরে ওঠে বর্তমান নৈঃসঙ্গ্যের শ্রুতি সে প্রণাদ অনুলাপে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

অনুলাপী [স] *বিণ* পুনঃপুন ডাক দেয় এমন; অনবরত ডাকে এমন। 'কাংস্যক্রেংকারিত শিখী, বাগ্মী শুক, অনুলাপী পিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

অনুলিখন [স] *বি* অনুরূপ লিখন। 'কেহ কেহ এই অনুলিখনের সমর্থনও করিতে চান।' *সওগাত*, ১৯২৯।

অনুলিখিত [স] *বিণ* অনুরূপ লিখিত। 'ইহা অনুলিখিত হইয়াছিল মুহসিন আলী নামক আর এক কবি কর্তৃক।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

অনুলিপি [স] *বি* প্রতিলিপি। 'সাহেবের নিয়মানুসারে বাঙ্গলা কথা ইঙ্গরেজী অক্ষরে অনুলিপি করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অনুলিপিকার [স] *বি* অনুলেখক। 'অনুলিপিকারের দোষে "শেখ কবীর" যে "কবি শেখ" হইতে পারে না ...।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

অনুলিপ্ত [স] *বিণ* প্রলেপ-দেওয়া। 'লাঞ্ছনার চন্দনে আমাদের উলঙ্গ-অঙ্গ অনুলিপ্ত।' *নজরুল*, ১৯২২।

অনুলেখক [স] *বিণ* পাণ্ডুলিপি নকলকারী। 'এই অনুলেখক মুহসিন আলী।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

অনুলোম [স] **১** *বিণ* অনুকূল। 'অনুলোম উর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* হিন্দু উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহ। 'উদ্বাহ বিষয়ে এদেশীয় স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুগত অনুলোম ও বিলোমের বিষয় বিবেচনা করা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বিণ* যথাক্রম। 'কোথাও-বা অনুলোম প্রণালীতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অনুল্লঙ্ঘনীয় [স] *বিণ* লঙ্ঘন করা যায় না এমন। 'একদা রাজা, অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রয়োজনবিশেষবশতঃ, চিরঞ্জীবকে দেশান্তরে প্রেরণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অনুল্লেখ [স] *বিণ* উল্লেখ করা হয়নি এমন। 'শিলাসম ভয়ভার, অনুল্লেখ কাল।' *মণীশ*, ১৯৩১।

অনুল্লেখযোগ্য [স] *বিণ* উল্লেখযোগ্য নয় এমন। 'প্রাদেশিক পুলিশ বাহিনীর অনুল্লেখযোগ্য তৎপরতারই স্বাক্ষর বহন করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

অনুল্লেখিত [স] *বিণ* উল্লেখ করা হয় না এমন। 'এই প্রচলিত ব্যাখ্যায় পশ্চিমী রেনেসাঁসে প্রাচ্যের ভূমিকা অনুল্লেখিত।' *শিব*, ১৯৫৬।

অনুল্লেখ্য [স] *বিণ* উল্লেখযোগ্য নয় এমন। 'রেনেসাঁসের মানসসম্পদ রচনায় বণিক ব্যবসায়ীদের ভূমিকা নিতান্তই অনুল্লেখ্য।' *শিব*, ১৯৫৬।

অনুশাসন [স] **১** *বি* বিধান। 'ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্রে বিধবারদের আত্মঘাত বিষয়ে কোন এমত অনুশাসন প্রকাশ নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* অধ্যাদেশ। 'শুনিতেছি তাহার অনুশাসন জারি হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অনুশাসনপত্র [স] *বি* নীতিবাক্য সংবলিত শিলালিপি। 'অশোক

রাজার অনুশাসনপত্রে ... পালি ভাষা প্রচলিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অনুশাসিত [স] *বিণ* উদ্বুদ্ধ। 'যে শিক্ষা তাহাকে রাজনীতি-চর্চা হইতে বিরত থাকিতে অনুশাসিত করে।' *প্রচারক*, ১৯০৫।

অনুশীলন [স] **১** *বি* চর্চা। 'অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বি* পাঠ। 'গ্রন্থ যে আছে অক্ষর পরিচয়ব্যতিরেকে সে সকলের অনুশীলন কিপ্রকারে হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অনুশীলনসাপেক্ষ [স] *বিণ* চর্চানির্ভর। 'তবে এটির প্রবর্ধন এবং পূর্ণপ্রকাশ অনুশীলনসাপেক্ষ।' *শিব*, ১৯৫৬।

অনুশীলনহীন [স] *বিণ* অচর্চিত। 'অক্ষরপরিচয়প্রাপ্ত পাঠকপাঠিকার অনুশীলনহীন ভোগসামর্থ্যের স্তরে নেমে এসে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

অনুশীলনা [স] *বি স্ত্রী* চর্চা। 'তাহাদেরই কল্যাণে কাব্যানুশীলনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অনুশীলিত [স] **১** *বিণ* উত্থাপিত। 'এই গুরুতর ও বহুলোকের অনুশীলিত প্রশ্ন বিচারার্থ বিতণ্ডিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* চর্চা করা হয়েছে এমন। 'ফারসী স্বাধীন বঙ্গে ব্যাপকভাবে হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা অনুশীলিত হইত।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

অনুশোচ [স অনুশোচন] *বি* অনুশোচনা। 'নৃপতি গন্ধর্ব শুনি অনুশোচ কৈলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অনুশোচে *ক্রিবিণ* অনুতপ্ত হয়ে। 'আপনেহ অনুশোচে কান্দিল বহুল।' *সুলতান*, ১৭০০।

অনুশোচন [স] *বি* অনুতাপ। 'একটা দুর্ঘটনাবিষয়ক অনুশোচনেতে মনের এমত বৈকল্য হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অনুশোচনা [স] *বি* পরিতাপ। 'এই অনুশোচনা করিয়া, দুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অনুশোচনাপূর্ণ [স] *বিণ* অনুতপ্ত। 'কখনও অনুশোচনাপূর্ণ হৃদয়ে গানটি গাইছে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

অনুশোচনীয়া [স] *বি স্ত্রী* অনুতাপের কারণ। 'সুপাত্রে প্রদত্তা কন্যা পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

অনুষঙ্গ [স] **১** *বি* অনুকম্পা। 'তুহুঁ যদি কহসি করিয়া অনুষঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* সূত্র। 'আত্মীয়তার যে অনুষঙ্গে হেমলতার স্নেহমমতাগুলি ডালপালা মেলে ...।' বুদ্ধ, ১৯৪০। *দ্র* **অনুসঙ্গ**

অনুষঙ্গাধীন [স অনুষঙ্গ-অধীন] *ক্রিবিণ* প্রসঙ্গক্রমে। 'অনেক যুবকের প্রবোধার্থে অনুষঙ্গাধীন স্বদেশের প্রীতি প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অনুষঙ্গী [স] *বিণ* সহচর। 'আনন্দ হল সৃষ্টির অনুষঙ্গী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। *দ্র* **অনুসঙ্গী**

অনুষ্টুপ [স] *বি* সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। 'রামায়ণ প্রায় অনুষ্টুপ নামক প্রাচীন সহজ ছন্দে বিরচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অনুষ্টুভ [স] *বি* সংস্কৃত ছন্দের নাম। 'কবে শুনিয়াছ ত্রিষ্টুভ অনুষ্টুভ এই পাপমুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

অনুষ্ঠান [স] **১** *বি* আয়োজন। 'অবনিমণ্ডলে জাব তোমার কিঙ্করী হব করিব পূজার অনুষ্ঠান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ক্রিয়াকর্ম। 'সৃষ্টির মনে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিত।' *গৌর*, ১৮২২। **৩** *বি* পালন। 'পরম পুরুষার্থ বোধে প্রগাঢ় যত্নের সহিত তাহারা অনুষ্ঠান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৪** *বি* চর্চা। 'আমারদিগের দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে পরদেশীয় কোন লোক যাহা বলুক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বি* প্রচলন। 'দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিবাদ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৬** *বি* কর্তব্য-কর্ম। 'আজকাল আমরা যে-সমস্ত অনুষ্ঠান করিতেছি তাহার মধ্যে লক্ষ্মীর হস্ত নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অনুষ্ঠানগত [স] *বিণ* অনুষ্ঠানসর্বস্ব। 'আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অনুষ্ঠানপত্র [স] **১** *বি* অনুষ্ঠান-পরিচিতি। 'যে অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করা গেল তাহা অদ্যকার বৈঠকের বিবরণ ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* বিজ্ঞাপন। 'অনুষ্ঠানপত্রাবলোকনে দেখিলাম যে বালকের বয়ঃক্রমের বিবেচনা...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৩** *বি* প্রচারপত্র। 'অনুষ্ঠানপত্র চাহিয়া পাঠাইলে তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

অনুষ্ঠানবহুল [স] *বিণ* নানা আচার-অনুষ্ঠানে পূর্ণ। 'দেবদেবীবহুল, কাহিনীবহুল, অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনুষ্ঠেয় [স] *বিণ* অনুষ্ঠানযোগ্য। 'আমারদিগের পূর্ব্ব২ পুরুষ কর্তৃক সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় ছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

অনুষ্ণ [স] *বিণ* হৃদয়ের উত্তাপহীন। 'অনুষ্ণ চিঠির জওয়াবে সালেহা ততোধিক আবেগহীন এক চিঠি লিখে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অনুসঙ্গ [স] **১** *বি* সম্বন্ধ। 'তুহুঁ জদি কহসি করিএ অনুসঙ্গ। চৌরি পিরীতি হএ লাখ গুন রঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* সাহচর্য। 'তারা স্ত্রীকে চায় স্ত্রীরূপেই, তারা চায় যুগলের অনুসঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। *দ্র* **অনুষঙ্গ**

অনুসঙ্গী [স] *বিণ* সহচর। 'সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন থেকে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। *দ্র* **অনুষঙ্গী**

অনুসন্ধান [স] **১** *বি* সংবাদ। 'এই মতে ঢেঁড়ি দিতে২ ইহারা দুই ভ্রাতা অনুসন্ধান পাইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* জিজ্ঞাসা। 'তাহাদিগের অনুসন্ধানের কামনা সিদ্ধি হইল না।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* খোঁজখবর। 'ইহার বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া ...।' *গৌর*, ১৮২২। **৪** *বি* বিবেচনা। 'প্রশংসাকারিদিগকে জিজ্ঞাসা করি অনুসন্ধান করিবেন এ সকল সত্য কি নহে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **৫** *বি* গবেষণা। 'তাহারই কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অনুসন্ধান-কার্য [স] *বি* খোঁজার কাজ। 'কয়েক মিনিট ধরে অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অনুসন্ধানতৎপর [স] *বিণ* অনুসন্ধিৎসু। 'শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত, কর্মশীল, অনুসন্ধানতৎপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনুসন্ধান-প্রণালী [স] *বি* গবেষণা পদ্ধতি। 'নব নব অনুসন্ধানপ্রণালী উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

অনুসন্ধানরত [স] *বিণ* অনুসন্ধান করছে এমন। 'অনুসন্ধানরত হইয়া আমি উদ্ভিদ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছি।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

অনুসন্ধানার্থী [স অনুসন্ধান+স অর্থী] *বিণ* অনুসন্ধানকারী। 'আমি অনুসন্ধানার্থী দূত নহি।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

অনুসন্ধায়কতা [স] *বি* অন্বেষণ। 'আদাম সাহেবকে পুনর্ব্বার বিদ্যাধ্যাপনের অনুসন্ধায়কতা কর্ম্মে প্রেরণ করা উচিত নয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অনুসন্ধিৎসা [স] *বি* খুঁজে বের করার ইচ্ছা। 'অন্তর্দৃষ্টি এবং অবিরাম অনুসন্ধিৎসা দ্বারা সুকঠিন সমস্যাসমূহ কি প্রকারে পূরিত হয়।'

জগদীশ, ১৯২৫।

অনুসন্ধিৎসু [স] *বিণ* অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক। 'ভুবাল শৈশবাবধি অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অনুসর [স] *বি* পশ্চাদ্‌গমন। 'পুনর্ব্বার অনুসর হইতে অত্যন্ত খেদ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অনুসরণ [স] **১** *বি* অনুকরণ। 'বঙ্গদেশী বাক্য অনুসরণ করিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* পশ্চাদ্‌গমন। 'এক মৃর সেনাপতির অনুসরণ করে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অনুসরণকারী [স] *বি* অনুসরণ করে যে। 'অনুসরণকারীরা ফিরে এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অনুসরণপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* পিছু পিছু ধাওয়া ক'রে। 'শশকশিশুর অনুসরণপূর্বক তাহাকে ধরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অনুসরণপ্রিয়তা [স] *বি* অনুকরণপ্রিয়তা। 'চিরাগত প্রথার অনুসরণ-প্রিয়তা।' *অবন*, ১৯২৫।

অনুসরণযোগ্য [স] *বিণ* অনুসরণের উপযুক্ত। 'যেসব ব্যক্তিকে তিনি ... অনুসরণযোগ্য মহাজন হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন তাঁরা সকলেই প্রতীচ্যের মানুষ।' *শিব*, ১৯৫৬।

অনুসরা [স অনুসরণ>] *ক্রি* অনুসরণ করা। **অনুসরঈ** *ক্রি* অনুসরণ করে। 'খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ। খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **অনুসরী** *ক্রি* অনুসরণ ক'রে। 'আইলো তোর বৃন্দাবন তোক্ষা অনুসরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **অনুসরে** *ক্রি* অনুকরণ ক'রে। 'বৈষ্ণব জন জেন বিষ্ণু অনুসরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনুসর্গ [স] *বি* যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতুর পরে বসে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। 'ধাতু, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, বিভক্তি ইত্যাদি।' *হাই*, ১৯৫৪।

অনুসার [স] **১** *বি* অনুক্রম। 'চায়্যা ভ্রমি সুত অনুসারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অনুসরণ। 'এমন কৃষ্ণের লীলা করি অনুসার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* অভিমুখ। 'চলি গেল মহামতি রণ অনুসার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বি* (বাউল) সন্দেহ। 'গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে/ যাবে তার সব অনুসার।' *লালন*, ১৮৯০।

অনুসারা [স অনুসার>] *ক্রি* অনুসরণ করা। 'চলিলা তাহার পাছু অশ্ব অনুসারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনুসারি [স অনুসার>] *ক্রিবিণ* অনুযায়ী। 'ধর্ম্ম সাস্ত্র অনুসারি নহে অনুচিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অনুসারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অনুযায়ী; অনুরূপ। 'য়ুরোপ কেবল যদি নিজের প্রকৃতি-অনুসারিণী শিক্ষা লাভ করত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনুসারে [স] **১** *ক্রিবিণ* অনুযায়ী। 'আগ্যা অনুসারে দুত দস দিগে যাব।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *অব্য* জন্যে। 'ভিক্ষার অনুসারে ফিরেন ঘরে ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* প্রসারিত ক'রে। 'জল দেহ বলে মুনি হস্ত অনুসারে।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০।

অনুসিক্ত [স] *বিণ* আর্দ্র। 'প্রেমরসে অনুসিক্ত হয়ে জীবনের প্রতি ভাব-মুহূর্ত ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অনুসিদ্ধান্ত [স] *বি* সহজে গ্রহণ করা যায় এমন সিদ্ধান্ত। 'পূর্ব বাংলা, অনুসিদ্ধান্ত হিশেবে, বহু অন্যায় অবিচারের ভাগী হয়েছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

অনুসৃত [স] **১** *বিণ* অনুসরণ করা হয়েছে এমন। 'সেই বিদ্যার অনুসৃত প্রণালীটাকে সব তালার একমাত্র চাবী মনে করিয়া ...।' *সবুজ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* গৃহীত। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসৃত নীতি, কার্য্যপদ্ধতি এবং আচরণ।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

অনুসৃতি [স] *বি* অনুসরণ। 'লোকের নানা অনুরোধ পূর্ব্বারব্ধ কর্মের অনুসৃতি সমস্তই আমার দরজা পর্যন্ত পথ করে নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অনুসেবা [স অনুসেবা>] *ক্রি* আচরণ করা। 'দেখিয়াত বসুদেব কৈল তারে অনুসেব।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনুস্নায়ু [স] *বি* সূক্ষ্ম নাড়ি। 'তার স্নায়ু-অনুস্নায়ু হঠাৎ কেমন এক নতুন সুরে ঝংকৃত হয়ে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

অনুস্বর [স] *বি* অনুনাসিক ধ্বনি বা বর্ণবিশেষ; ং। 'পাকা হাতে পাকা অক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুস্বর বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'এক শ্রেণীর কাছে বাঙ্গলা ভাষা বলতে বোঝায় অনুস্বর বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৯। দ্র **অনুস্বার**

অনুস্বর-বিসর্গ [স] *বি* সংস্কৃত ভাষা। 'নিষেধ, বিধান, অনুযোগ, অনুস্বর-বিসর্গের ঘটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

অনুস্বার [স] *বি* অনুনাসিক ধ্বনি/ বর্ণবিশেষ; ং। **অনুস্বারবাদী** [স] *বি* সংস্কৃতপন্থী পণ্ডিত; বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উপকরণ ব্যবহারের পক্ষপাতী ব্যক্তি। 'বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বার-বাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। দ্র **অনুস্বর**

অনুস্বার-বিসর্গ [স] *বি* খুঁটিনাটি। 'শুচি সংস্করণে যাতে অনুস্বার-বিসর্গের ভুলচুক না থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা [স অনুস্বার-বিসর্গ+হি ওয়ালা] *বিণ* বিশুদ্ধতাবাদী। 'তাদের এই অপকীর্তনের অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা ঢাকি জুটল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনুহিত [স অনুচিত] *বিণ* অনুচিত। 'অনুহিত পাপ ছাড়ি যাবি অপমানে।' *রামাই*, ১৭১০।

অনূঢ় [স] *বিণ* অবিবাহিত। 'কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অনূঢ়া [স] *বিণ স্ত্রী* অবিবাহিত। 'অনূঢ়া পতিহীনা বিরহিণীদিগের মনের ব্যথা অনেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অনূদিত [স] *বিণ* ভাষান্তরিত। 'এই দুই কেন্দ্র থেকে বালপাঠোপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা অনূদিত ও স্বাধীনভাবে রচিত হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

অনৃত [স] **১** *বি* মিথ্যা। 'নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* গুরুত্বহীন। 'ধর্মজ্ঞানহীন, মন্ত্রহীন স্ত্রীগণ অনৃত, মিথ্যাপদার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনেক [স] **১** *বিণ* প্রবল। 'নারিল পুরিতে ধনুক অনেক সকতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* নানা চেষ্টা। 'অনেক করিল তবু না হয় চেতন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* বিবিধ। 'গুরুবাক্যে দিআ কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* অপার। 'নিশ্চএ নিরেখ রেখ অনেক বিভূতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৫** *বিণ* নানা। 'অনেক আশ্বাস দিল সম্ভাষা প্রকার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৬** *বি* জগৎ। 'অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।' *ভারত*, ১৭৬০। **৭** *সর্ব* বহু লোক। 'সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অনেক অনেক [স] *বিণ* অনেক সংখ্যক। 'অনেক অনেক ব্যাকরণনবীশ ও স্মৃতিওয়ালা ভট্টাচার্য্য আসিয়াছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অনেককাল [স] **১** *বি* দীর্ঘদিন। 'তখন অনেককাল হইয়াছিল।'

তারিণী, ১৮০৩। ২ *ক্রিবিণ* অনেক দিন আগে। 'উভয়েই অনেককাল স্বর্গীয় হয়েছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অনেকক্ষণ [স] *বি* দীর্ঘ সময়। 'তাহারি আলোড়নে অনেকক্ষণ থাকেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

অনেকখানি [স অনেক+খানি] *বি* যথেষ্ট পরিমাণ। 'তেমন করে হাত বাড়ালে সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অনেকগুলা *বিণ* বহুসংখ্যক। 'চশমার ভিতর দিয়া কেবল অনেকগুলা খুঁত এবং খুঁটিনাটি চোখে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

অনেকটা ১ *ক্রিবিণ* প্রচুর। 'মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মেয়েদের অনেকটা মেহনত করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *ক্রিবিণ* খানিকটা। 'ইহাদের দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের ডিঙ্গীর মত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

অনেকবার [স] *ক্রিবিণ* বহুবার। 'জননীর নিকট অনেকবার শুনিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অনেকবিধ [স] *বিণ* নানাপ্রকার। 'শ্রেষ্ঠী জামাতাকে, অনেকবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও প্রচুর অর্থ দিয়া ... বিদায় করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অনেকরকম [স অনেক+আ রকম] *বিণ* বিভিন্ন ধরনের। 'বিলেতে আরো অনেকরকম মেয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট – এক কাজে বহু বিশেষজ্ঞ জুটলে মতভেদের কারণে কাজ পণ্ড হয়। 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট সংপ্রতি তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

অনেকে *সর্ব* অনেক ব্যক্তি। 'এতদ্ভিন্ন অনেকে স্ব২ ব্যয় করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অনেকাংশ [স অনেক+অংশ] *ক্রিবিণ* অনেকটা সময়। 'তাহার প্রায় জীবনের অনেকাংশ বিধবাবৎ অতিবাহন করিতে হইত।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

অনেকানেক [স অনেক+স অনেক] ১ *বিণ* বহু সংখ্যক। 'সেই মত অনেকানেক গাজনে নানাবিধ সং সাজিয়া আসিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* প্রচুর। 'অনেকানেক লোপ্ত্র দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

অনেকার্থক [স] *বিণ* অনেকগুলো অর্থ প্রকাশ করে এমন। 'এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে আমরা অনেকার্থক শব্দ বলিব।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

অনেয্য [স অন্যায্য] *বিণ* অসঙ্গত। 'এক টাকা চাঁদা ধরাটা অনেয্য হয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

অনৈক্য [স] ১ *বি* গরমিল। 'প্রজারা যে মত কহে তাহাতে কিছু অনৈক্য হয়।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বি* মতভেদ। 'এই যে অনৈক্য না হইলে দল হয় না।' *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বিণ* একতা নেই এমন। 'বাঙ্গালিদের অনৈক্য ও ভীরু স্বভাব কাহার না বিদিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অনৈক্যতা [স] ১ *বি* একতার অভাব। 'ভদ্রলোকের অনৈক্যতার কারণ কি।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বি* বিচ্ছিন্নতা। 'অনৈক্যতা সাধনপূর্ব্বক আত্মবশে আনিতেছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

অনৈতিকতা [স] *বি* নীতিহীনতা। 'কোন ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তির অনৈতিকতা ও অসম্মতি দৃষ্ট হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অনৈতিহাসিক [স] ১ *বিণ* প্রাগৈতিহাসিক। 'অনৈতিহাসিক সময়স্থ প্রাচীন-দিগের যে রূপ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* ইতিহাস-সমর্থিত নয় এমন। 'বঙ্কিম মহাভারতবর্ণিত যে-সকল ঘটনাকে অনৈতিহাসিক মনে করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* ঐতিহাসিক নয় এমন। 'কি ঐতিহাসিক কি অনৈতিহাসিক জড়বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে ...।' *সবুজ*, ১৯১৭।

অনৈসর্গিক [স] ১ *বিণ* কৃত্রিম। 'তথায় অনৈসর্গিক বর্ণভেদে ও কৃত্রিম বংশমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* অস্বাভাবিক। 'অনৈসর্গিক পাপের আভাস-ইঙ্গিতও আছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অনৈসলামিক [স অন+আ ইসলাম+স ইক] *বিণ* ইসলাম অনুমোদন করে না এমন। 'মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্লীল ভাব।' *সওগাত*, ১৯১৯।

অনৈসলামিকতা [স অন+আ ইসলাম+স ইক+স তা] *বি* ইসলামের পরিপন্থী বিষয়। 'মুসলমান সাহিত্যে অনৈসলামিকতা ও হিন্দুয়ানীর প্রভাব।' *সওগাত*, ১৯১৯।

অনৈস্লামিক [স অন+আ ইসলাম+স ইক] *বিণ* ইসলাম সম্পর্কিত নয় এমন। 'বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি অনৈস্লামিক।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

অনোচিত [স অনুচিত] *বিণ* অনুচিত। 'জথা তথা উপস্থিত দুহাঁকার অনোচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনৌচিত্য [স] *বি* শ্রেয়তার অভাব। 'ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য [ঔচিত্য-অনৌচিত্য] কিছুই নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অনৌদার্য [স] *বি* অনুদারতা। 'শিক্ষাবিস্তার লইয়া অধৈর্য ও অনৌদার্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনৌপাধিক [স] *বিণ* নিঃস্বার্থ। 'অনেক২ বিশিষ্ট সন্তানেরদের অনৌপাধিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

অন্ত [স] ১ *বিণ* শেষ। 'মাআমোহা সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।' *চর্যা* ১৫, ১২০০। ২ *বি* প্রান্ত। 'অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী।' *চর্যা* ১৮, ১২০০। ৩ *বিণ* নিকট। 'তুরিতে চলহ ধনি কুঞ্জক অন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৪ *ক্রিবিণ* জুড়ে। 'ফুটল কুসুম সকল বন অন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৫ *ক্রিবিণ* শেষ পর্যন্ত। 'অন্তে নরকে গমন।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। ৬ *বিণ* বিনষ্ট। 'রিসিপুত্র সাপে পাণ্ডব হইল অন্ত।' *রুবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৭ *ক্রিবিণ* শেষে। 'হে কোম্পানি আমি যাহাতে অন্তে সুখ পাই সেরূপ অনুমতি কর।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অন্তকাল [স অন্তঃকাল] *বি* শেষ সময়। 'অন্তকালে জাবে নর বৈকুণ্ঠভুবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অন্তদন্তহীন [স] *বিণ* মাড়ির শেষ দাঁতটিও পড়ে গেছে এমন। 'এখন তিনি অন্তদন্তহীন হয়েছেন, তবু পেলে ছাড়েন না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অন্তপর্ব [স] *বি* শেষ অধ্যায়। 'শেষকথা: অন্তপর্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অন্তবান [স] *বিণ* সীমাবদ্ধ। 'তোমার সত্য তো অন্তবান হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অন্তবিশিষ্ট [স] *বিণ* শেষ আছে এমন। 'আকার যে অন্তবিশিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অন্তবিহীন [স] *বিণ* শেষ নেই এমন। 'তোমার অন্তবিহীন যতনখানি বহন করে মাথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অন্তভাগ [স] *বি* শেষাংশ। 'ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ বঙ্গভাষাতে অনূদিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অন্তমিল [স] *বি* অন্ত্যমিল। 'গুচ্ছে গুচ্ছে মিল এসেছিলো

অন্তমিলও।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

অন্তস্থিত [স] *বিণ* হৃদয়গত। 'তাদের অন্তস্থিত মূল্য কি কিছু কমেছে?' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অন্তহারা [স] **১** *বিণ* অন্তহীন। 'মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা, বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* চিরন্তন। 'সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অন্তহীন [স] *বিণ* শেষ নেই এমন। 'দেখিত সে অন্তহীন জগতবিস্তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অন্তে [স অন্ত>] **১** *বি* প্রতিবেশী। 'যত অন্তে থাকে জিজ্ঞাসিলুঁ একে একে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রিবিণ* শেষে; মৃত্যুর আগে। 'মৈলে জীবনান্ত যার অন্তে রহে নাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অন্তের শয়ন *বি* মৃত্যু। 'অন্তের শয়নে নিদ্রা গেলা অভিমন্যু।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অন্তউড়ি [স *অন্তঃপুটিক] *বি* গর্ভফুল। 'ফেটলিউ গোমাএ অন্তউড়ি চাহি।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

অন্তঃ [স] *বিণ* অভ্যন্তরস্থ। 'তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অন্তঃকরণ [স] *বি* অন্তর; হৃদয়; মন। 'আমরা অবশ্যই অন্তঃকরণের সহিত স্বীকার করি।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

অন্তঃকরণবর্তি, অন্তঃকরণবর্ত্তি [স অন্তঃকরণবর্তী] **১** *বিণ* সন্তোষজনক। *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বিণ* অন্তঃকরণের অধীন; বিশ্বাসযোগ্য। 'কর্ত্তাসাহেবেরদিগকে দর্শাইয়া তাহারদিগের অন্তঃকরণ-বর্ত্তি করিতে পারে।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **৩** *বিণ* হৃদয়ে ধারণ করা হয় এমন। 'বাহাদুরের বিচ্ছেদ অন্তঃকরণবর্ত্তি করিয়া কাতর হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

অন্তঃকরণীয় [স] *বিণ* আন্তরিক। 'আপনার অন্তঃকরণীয় বার্তা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অন্তঃকরণেচ্ছুক [স অন্তঃকরণ-ইচ্ছুক] *বিণ* অন্তরে ইচ্ছা করে এমন। 'সেবানিতান্ত অন্তঃকরণেচ্ছুক হইয়া কান্যকুব্জনিবাসি সেবাত ব্রাহ্মণ দ্বারা ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

অন্তঃকর্ণ [স] *বি* মর্ম। 'আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অন্তঃকাল [স] *বি* মৃত্যুর সময়। 'মুখে বিভু-পদে মন, এদের, অন্তঃকালে হবে কি?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অন্তঃকুহর [স] *বি* মনের মাঝখান। 'ওর মনটিও তেমনি ওর অন্তঃকুহরটির মধ্যে দিব্যি গট হয়ে বসে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অন্তঃকেন্দ্র [স] *বিণ* অভ্যন্তরভাগ। 'তার অন্তঃকেন্দ্রের উপাদান লোহার চেয়ে নিবিড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অন্তঃপট [স] **১** *বি* কৌপিন। 'তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* পর্দা। 'অন্তঃপট করি কৈন্যা আনিল তখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অন্তঃপরিবর্তন [স] *বি* মনোগত পরিবর্তন। 'গোটা মানুষটারই একটা অন্তঃপরিবর্তন ঘটে যায়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অন্তঃপাতী [স] *বিণ* অন্তর্গত। 'কলিকাতার অন্তঃপাতী নয় বিচারস্থান।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

অন্তঃপুর [স] **১** *বি* অন্দরমহল। 'ভালমতে শোধ সব অন্তঃপুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অন্তঃপুরে থাকিবা জেমন করি স্থীর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* আড়াল। 'রবি যেদিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* হৃদয়। 'আমার অন্তঃপুরের ভিতরে যেন কে একজন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্তঃপুরচারিণী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* প্রত্যন্ত অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। 'বাংলাদেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এমন। 'অন্তঃপুরচারিণী অসূর্য্যম্পশ্যা মহিলাদিগের প্রকাশ্য দরবারে প্রবেশ।' *সওগাত*, ১৯১৯।

অন্তঃপুরচারী [স] *বিণ* অন্দরমহলে অবস্থান করে এমন। 'কর্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

অন্তঃপুরবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* স্ত্রীলোক। 'অন্তঃপুরবাসিনীদিগের মধ্যে কেহ ভর্ত্তার বিশেষ অনুগ্রহ পাত্রী হইলে সর্ব্বনাশ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অন্তঃপুরস্থ [স] *বিণ* অন্দরমহলে থাকে এমন। 'অনেক অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী এই কুদৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অন্তঃপুরিকা [স] *বি স্ত্রী* অন্তঃপুরে বাস করে যে। 'রামের অভিষেক-মঙ্গলাচরণের আয়োজনে যেদিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অন্তঃপুরী [স] *বি* অন্দরমহল। 'ক্রন্দনের রোল তবে শুনি অন্তঃপুরী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অন্তঃপ্রকৃতি [স] *বি* অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। 'অন্তঃপ্রকৃতি নির্ব্বিশেষে একরূপ ছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অন্তঃশিল [স অন্তঃশীল] *বি* অভ্যন্তর ভাগ। 'এ সওয়ায় বিস্তর অন্তঃশিলে সরঞ্জামও প্রস্তুত আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অন্তঃশীল [স] *বিণ* অভ্যন্তরে প্রবাহিত। 'তবু রবে অন্তঃশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অন্তঃশীলতা [স] *বি* গোপনীয়তা। 'চারুর প্রকৃতিতে ও সুগভীর হৃদয়াবেগের অন্তঃশীলতার পরিচয় পাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অন্তঃশীলা [স] **১** *ক্রিবিণ স্ত্রী* নিভৃতে। 'কত শোক দুঃখ নৈরাশ্য নীচে অন্তঃশীলা বহে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ স্ত্রী* অপ্রকাশিত; গোপন। 'এক রকম দুঃখহীন অনুভূতিহীন অসাড়তার অন্তঃশীলা ব্যথা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অন্তঃশূন্য [স] *বিণ* খালি। 'পরে অন্তঃশূন্য কলসী পূর্ণতোয় হইলে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অন্তঃশূন্যতা [স] *বি* অন্তঃসারতা। 'কাঠঠোকরা ... অরণ্যের অন্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অন্তঃসত্ত্বা [স] *বি* গর্ভাবস্থা। 'স্ত্রীলোকের অন্তঃসত্ত্বা কালীন শরীর ও মনঃসম্বন্ধীয় অবস্থানুসারে সন্তানের শুভাশুভ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অন্তঃসলিলা [স] *বি স্ত্রী* লোকচক্ষুর আড়ালে প্রবাহিত হয় যা। 'অন্তঃসলিলা বহিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

অন্তঃসাৎ [স] *বিণ* বিলুপ্ত। 'অনেক শক্ত নিয়ম অজ্ঞাতসারে আপনি অন্তঃসাৎ হয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অন্তঃসার [স] *বি* সারবস্তু। 'যুকতি এখন যতো খালি অন্তঃসার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অন্তঃসারশূন্য [স] **১** *বিণ* ভিতরে সারবস্তু নেই এমন। 'মুখাকৃতি বিকৃত, শরীর অন্তঃসারশূন্য অস্থিপুঞ্জের সমাবেশ।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **২** *বিণ* ফাঁকা। 'আমাদের দেশে তাহা অন্তঃসারশূন্য

হাস্যকর আতিশয্যে পরিণত হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বিণ* মিথ্যা। 'এদের কথা, কাজ সমস্তই অন্তঃসারশূন্য।' *জীবন*, ১৯৩৩। **৪** *বিণ* সহায়-সম্বলহীন। 'এরা তোকে অন্তঃসারশূন্য করে দেবে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

অন্তঃসারশূন্যতা [স] *বি* সারবস্তুহীনতা। 'সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

অন্তঃসারহীন [স] *বিণ* অসার। 'বাণী সবই অন্তঃসারহীন।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

অন্তঃস্তর [স] *বি* ভিতরের স্তর। 'তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অন্তঃস্থ [স] *বি* ভিতরের কথা। 'অন্তঃস্থ না জানি বৃথা ক্রুদ্ধা হয়ে অতি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

অন্তঃস্থ বর্ণ [স] *বি* স্পৃষ্টবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যবর্তী য র ল ব এই চারটি বর্ণ। 'সবুজ বর্ণমালার অন্তঃস্থ বর্ণ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অন্তঃস্থল [স] *বি* গভীরতম স্থান বা তল। 'বুকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৬।

অন্তঃস্বভাব [স] *বি* অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য। 'তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে, সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও হয়নি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অন্তঃস্মিত [স] *বিণ* মন খুশি করে এমন। 'আমাদের নিকুঞ্জে ওই অন্তঃস্মিত গন্ধরাজমুকুলে প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

অন্তঃস্রোত [স] *বি* অব্যক্ত ভাবের ক্ষরণ। 'দুই জনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে দুটি অন্তঃস্রোত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

অন্তক [স] *বিণ* নাশক; সংহারক। 'যাহা লাগি অন্তক হইয়াছিলা মোর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অন্তকপুর [স] *বি* হিন্দু পুরাণোক্ত যমপুর। 'এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতিরোধ তার!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অন্তকরণ [স অন্তঃকরণ] *বি* সম্পর্ক। 'তোমার সহিত আমার আর অন্তকরণ নহে।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৪।

অন্ততপক্ষে [স] *ক্রিবিণ* নিদেনপক্ষে। 'অন্ততপক্ষে পাশ ফিরাইতে পারিলেও একটুখানি আরাম পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অন্তধ্যান [স অন্তর্ধান] *ক্রি* অদৃশ্য হওয়া। 'কান্দেতে উঠিতে কৃষ্ণ অন্তধ্যান হৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

অন্তপুর [স অন্তঃপুর] *বি* অন্দরমহল। 'অন্তপুরে না রাখে বনিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অন্তর [স] **১** *বি* হৃদয়। 'অন্তরে বাঢ়এ মোর দারুণ মদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* ব্যবধানে। 'দশ দিন অন্তর বা কি এখানে আমি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* পৃথক। 'মুখামুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* বিতাড়ন। 'চরণ প্রহার দিয়া করিল অন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৫** *ক্রিবিণ* দৃষ্টির অগোচরে। 'বানর মারিয়া গঙ্গা হইল অন্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৬** *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'আহ্মা হোন্তে অন্তর না হএ কোন পাকে।' *সুলতান*, ১৭০০। **৭** *বি* স্থানান্তর। 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে বংশবাটী গ্রামে অন্তর হইবার নিশ্চয় হওয়াতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৮** *বিণ* আলাদা। 'এই ব্রহ্মর্ষিদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে অন্তর নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৯** *বিণ* দূরবর্তী। 'তাহাদের অন্তঃকরণ পরস্পর যত অন্তর, ভূতল হইতে অন্তরিক্ষও তত অন্তর নহে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **১০** *বি* অভ্যন্তর। 'বাহুদ্বয় ধরিয়া উর্দ্ধোত্তোলন করিলে, অন্তরস্থ বায়ুকোষ স্ফীত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **১১** *বিণ* অন্তর্হিত। 'তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **১২** *বিণ* অন্তরালবর্তী। 'প্রিয়বস্তুকে একেবারে চক্ষের অন্তর করিতে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **১৩** *বি* ভিতর। 'সেগুলো এত অন্তরে বসতি করে যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্তর-আকাশ [স] *বি* মনরূপ আকাশ। 'উপরে নির্লিপ্ত শান্ত অন্তর-আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অন্তর-আঙিনা [স অন্তর+স অঙ্গন>] *বি* মন। 'নিজের অন্তর-আঙিনায় গড়ে তুললে অপূর্ব মূর্তিখানি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অন্তরকথা [স] *বি* মনের কথা। 'দোঁহার অন্তরকথা দোঁহে সে বুঝিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অন্তরকুহর [স] *বি* হৃদয়গহ্বর। 'ওর মনটি ওর অন্তরকুহরটির মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্তরক্ষেত্র [স] *বি* হৃদয়মন্দির। 'জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অন্তরখনন [স] *বি* অন্তরের বেদনা। 'তার অন্তরখনন গভীরতর হতে থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

অন্তর-গ্লানি [স] *বি* মনের গ্লানি। 'অন্তর-গ্লানি সংসার-ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অন্তরজয়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অন্তরকে জয় করেছে এমন। 'অন্তরে লুকায়ে বসিয়া হবে অন্তরজয়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অন্তরজামিনি, অন্তর্জ্জামিনি [স অন্তর্যামিনী] *বিণ স্ত্রী* মনের কথা জানে এমন। 'অন্তরজামিনি গোসাঞি জানিলা তখন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অন্তর্জ্জামিনি গোসাঞি সকলি জানিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

অন্তরজ্বালা [স] *বি* মনোবেদনা। 'চিরসঞ্চিত নীরব নালিশ অন্তরজ্বালার সহিত উদ্গীর্ণ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্তর টিপনি [স অন্তরটিপন>] *বি* কারো হৃদয়ে গোপনে আঘাত। 'অন্তর টিপনি – খাবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

অন্তরটিপুনি [স অন্তরটিপন>] *বি* অন্যের অগোচরে কারো মনে গোপন আঘাত। 'তারা অন্তরটিপুনি দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অন্তরতম [স] *বি* অন্তরে বিরাজকারী। 'ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অন্তরতমা [স] *বি স্ত্রী* হৃদয়ে অবস্থানকারী। 'অন্তরে রহিল যাহা, অন্তরতমারই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অন্তরতর [স] **১** *বিণ* অন্তরঙ্গ। 'এই ভূমা-ঐক্যের অন্তরতর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্র মানবের সহিত মিলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* মনোগত। 'তাহার পবিত্রতা অন্তরতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বি* অন্তর্যামী। 'হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অন্তরতল [স] *বি* হৃদয়ের ভূমি। 'অন্তরতল মন্থন করে ছন্দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অন্তরদেউল [স অন্তর+স দেবকুল] *বি* মনের মন্দির। 'তার অন্তরদেউলে প্রবেশ করতে হবে ভাই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অন্তরদেশ [স] *বি* মন। 'সব চেয়ে দূর আর দুর্গম হল বন্ধুজনের অন্তরদেশ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

অন্তরধন [স] *বি* মনের ঐশ্বর্য। 'ওগো অন্ধকারের অন্তরধন দাও ঢেকে মোর পরান মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অন্তরনিবাসী [স] *বি* মনের মানুষ। 'অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনায়

মানসপ্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অন্তরপুরুষ [স] *বি* আরাধ্য সত্তা। 'তাতে জীবনের গভীরতর স্তরের ধ্যানকল্পনার সম্পূর্ণ প্রকাশ ব্যাহত হয় এবং নিভৃতবাসী অন্তরপুরুষের সাক্ষাৎ সম্ভব হয় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অন্তরপ্রাঙ্গণ [স] *বি* হৃদয়মন্দির। 'তার অভিষেক হল না আমার অন্তরপ্রাঙ্গণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অন্তরফলক [স] *বি* হৃদয়পট। 'অঙ্গুরি-মুদ্রার গুপ্ত সংকেত অঙ্কিত হয় অন্তরফলকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অন্তরবর্ত্তি, অন্তরবর্ত্তি [স অন্তরবর্তী] *বিণ* দূরবর্তী। 'তিন চারি ক্রোশ অন্তরবর্ত্তি এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অন্তরবাসী [স] *বি* অন্তরে বাস করে যে। 'অন্তরবাসীকে ... কোনোমতেই ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অন্তর-বেদন [স] *বি* মনোবেদনা। 'মম গম্ভীর অন্তর-বেদনে জাগে কে জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অন্তরবেদনা [স] *বি* হৃদয়ের ব্যথা। 'তব অন্তরবেদনা চিরন্তন হয়ে থাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অন্তরব্যাপিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অন্তর জুড়ে আছে এমন। 'অন্তরমাঝে শুধু তুমি একা একাকী তুমি অন্তরব্যাপিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অন্তরভেদী [স] *বিণ* অন্তরকে ভেদ করে এমন। 'আবার সেই অন্তরভেদী হায়! হায় রব!!' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অন্তরমহল [স অন্তর+আ মহল] *বি* অভ্যন্তরীণ বাসস্থান। 'তেতলা হচ্ছে অন্দরমহল, মানে অন্তরমহল।' *অবন*, ১৯৪১।

অন্তরযামিনী [স অন্তর্যামিনী] *বিণ স্ত্রী* মনের কথা জানে এমন। 'অন্তরযামিনী ধর্ম জানিল তখন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অন্তরযামী [স অন্তর্যামী] *বি* অন্তরে থাকে এবং অন্তরের কথা জানে যে। 'আছি আমি বিন্দুরূপে হে অন্তরযামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অন্তররহস্য [স] *বি* হৃদয়ের মর্ম। 'নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অন্তর-রাজ্য [স] *বি* অন্তর্জগৎ; অন্তররূপ রাজ্য। 'আচার ও বিচারের সংঘর্ষটা মানবের এই অন্তর-রাজ্যের অন্তর্গত।' *সবুজ*, ১৯১৭।

অন্তররুদ্ধ [স] **১** *বিণ* ভেতরে চাপা। 'অন্তররুদ্ধ দাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বিণ* অন্তরকে স্পর্শ করেনি এমন। 'একটি অন্তররুদ্ধ অব্যক্ত হুঁ বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অন্তরলক্ষ্মী [স] *বি* মানসী। 'খেলাক্ষেত্র হতে কখন অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অন্তরলোক [স] *বি* মনোজগৎ। 'অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠল অন্তরলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অন্তরশায়িনী [স] *বি স্ত্রী* অন্তরে স্থিত থাকে যে। 'হে পূর্ণপূর্ণিমা, অনন্তের অন্তরশায়িনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অন্তরস্থ [স] **১** *বিণ* হৃদয়গত। 'তাহাদের অন্তরস্থ আত্মাকে ধরিতে পারেন না।' *প্রমথ*, ১৮৯০। **২** *বি* গলাধঃকরণ। 'জগদ্ধাত্রীপূজায় শ্যাম্পেন-প্রসাদ ভূরিপরিমাণেই অন্তরস্থ করতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অন্তরাকাশ [স অন্তর-আকাশ] *বি* হৃদয়রূপ আকাশ। 'ভাবরাশি তাঁহার অন্তরাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

অন্তরানুভূতি [স] *বি* হৃদয়ের উপলব্ধি। 'সেটা ছিল মহাকবির সুগভীর অন্তরানুভূতি ও মানবচরিত্রে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ মহাসত্য।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

অন্তরাসন [স] *বি* হৃদয়ের অভ্যন্তর। 'তার স্থান নহে নারীর অন্তরাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অন্তরে [স অন্তর>] **১** *অব্য* জন্যে। 'তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **২** *ক্রিবিণ* মনে মনে। 'শুনিয়া জাহ্নবী দেবী লজ্জিত অন্তরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রিবিণ* তফাতে। 'ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিল অন্তরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *ক্রিবিণ* ভিতরে। 'পড়িনু অন্ধ মুঞি খাদের অন্তরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৫** *বিণ* দূরে। 'অনুমান দেড় ক্রোশ অন্তরে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

অন্তরে অন্তরে **১** *ক্রিবিণ* মনের ভিতরে। 'বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *ক্রিবিণ* ভিতরে ভিতরে। 'অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজি জাতির প্রতি ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অন্তরেন্দ্রিয় [স] *বি* হৃদয়। 'যতদিন দেহ মধ্যে অন্তরেন্দ্রিয় ধারণ করিবেন এবং চিন্তাকালীন ভাষা প্রয়োগ করিবেন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অন্তরঙ্গ [স] **১** *বিণ* ঘনিষ্ঠ। 'দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তোরে অন্তরঙ্গ জানি।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* অন্তরের সঙ্গে যুক্ত। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'মহারাজার কুটুম্ব অন্তরঙ্গ রহিবার স্থান।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** ইয়ার। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **৪** *বিণ* ভারী। 'রেখেছিল ঘিরি অন্তরঙ্গ ঘটাটোপে অবিচল সে-মানসগিরি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। **৫** *বি* অন্তর। 'আমার অন্তরঙ্গে সৌন্দর্য দাও।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অন্তরঙ্গতা [স] *বি* ঘনিষ্ঠতা। 'সিংহ রাজার সহিত প্রতাপাদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

অন্তরঙ্গা [স] *বিণ* অন্তরনিহিত। 'অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অন্তরঙ্গী [স অন্তরঙ্গ>] *বি* অন্তরঙ্গতা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

অন্তরা[1] [স] *অব্য* বিনা; ব্যতিরেকে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অন্তরা[2] [স] *বি* গানের 'ধুয়া' ও 'আভোগে'র মধ্যবর্তী অংশবিশেষ। 'অন্তরা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া অন্তরা-সুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্তরাকাশ দ্র **অন্তর**

অন্তরাত্মা [স] **১** *বি* হৃদয়। 'কাহার না অন্তরাত্মা সন্তোষ সাগরে সন্তরণ করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* বিবেক। 'আমার সংকুচিত অন্তরাত্মা সমস্ত শরীরের ভিতর যেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্তরায় [স] *বি* বাধা; প্রতিবন্ধকতা। 'নিরুৎসাহ মনোহরণকার্যের একটি প্রধান অন্তরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অন্তরায়ণ [স] *বি* মৃত্যু। 'তিনজন পুরুষের একসঙ্গে অন্তরায়ণ হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অন্তরায়িত [স] *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'বিধাতা কেবলমাত্র ভারতবর্ষকেই সেই সলিটারি সেলে অন্তরায়িত করিয়া রাখিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্তরাল [স] *বি* আড়াল। 'অন্তরালে মোহ তইসা।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০।

অন্তরালবর্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আড়ালে আছে এমন। 'অন্তরালবর্তিনী রানিকে শুষ্ক কণ্ঠে সম্মান জানিয়ে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

অন্তরালবর্তী [স] *বিণ* দৃশ্যমান নয় এমন। 'চর্মচক্ষুর অন্তরালবর্তী মনোনেত্রের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*,

১৯০০।

অন্তরালস্থিত [স] *বিণ* আড়ালে অবস্থিত। 'তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অন্তরাসন *দ্র* **অন্তর**

অন্তরিকা [স] *বি* অন্তরে অবস্থান করে যে। 'কোন অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি যেন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অন্তরিক্ষ, অন্তরীক্ষ [স] **১** *বিণ* আকাশমুখী। 'বলিয়া চলিলা দেবি অন্তরিক্ষ গতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* আকাশ। 'অন্তরীক্ষে থাকি সব দেখে দেবগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অন্তরিত [স] **১** *বিণ* দূরবর্তী। 'কলিকাতা হইতে ২০ ক্রোশ অন্তরিত টাকি অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* দূরীভূত। 'অন্তর হইতে ... অন্তরিত নও।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **৩** *বিণ* বিতাড়িত। 'স্নেহাস্পদ সন্তানকে অন্তরিত করিয়া বলপূর্ব্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। **৩** *বিণ* অন্তর্গত। 'কাম – হায়, বিষম অনল অন্তরিত!' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৪** *বিণ* অন্তর্নিহিত। 'গিরি দেখিলা লড়িছে অন্তরিত পরাক্রমে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অন্তরিন্দ্রিয় [স] *বি* মন। 'অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্বিষয়ের সাক্ষাৎসংযোগ অসম্ভব।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অন্তরীক্ষ *দ্র* **অন্তরিক্ষ**

অন্তরীণ [স] *বি* গৃহবন্দি। 'জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অন্তরীণাবদ্ধ [স অন্তরীণ-আবদ্ধ] *বিণ* গৃহবন্দি। 'অন্তরীণাবদ্ধ যুবকদিগের অন্ন-সমস্যা সমাধানে খুবই তৎপর।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

অন্তরীপ [স] *বি* সমুদ্রমুখী ক্রমশ সরু স্থলভাগ। 'পাইণ্ট পালময়রাস নামে যে অন্তরীপ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

অন্তরীয় [স] *বি* পরিধেয় বস্ত্র। 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা মানি, সর্বশেষ অন্তরীয়খানি, নিজেরে উজাড় করি, নিষ্কবচ করি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

অন্তরেন্দ্রিয় *দ্র* **অন্তর**

অন্তর্গত [স] **১** *বিণ* অভ্যন্তরস্থ। 'অথ ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'প্রেরয়িতব্য দরখাস্তের অন্তর্গত হইল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৩** *বিণ* অবস্থিত। 'জন্মভূমিতে অন্তর্গত থাকিয়া কালযাপন করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বিণ* অংশভুক্ত। 'পোলণ্ডের অন্তর্গত অস্ট্রোগথিয়ার হ্রদ ইত্যাদি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৫** *বি* অংশ। 'দেশপ্রীতি ঈমানের অন্তর্গত।' *এসলাম*, ১৯১৯। **৬** *বিণ* পর্যায়ভুক্ত। 'উপন্যাস মানবসমাজের মঙ্গলদায়ক, হিতজনক ও উপকারী বস্তুসমূহের অন্তর্গত নহে।' *এসলাম*, ১৯২০। **৭** *বিণ* সংযুক্ত। 'সোভিয়েট সম্মিলনীর অন্তর্গত কতকগুলি রিপাব্লিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অন্তর্গতা [স] *বিণ স্ত্রী* অভ্যন্তরস্থ। 'বঙ্গভাষার অন্তর্গতা যে সকল সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বত্র চলিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

অন্তর্গমনশীল [স] *বিণ* ভিতরের দিকে গমন করে এমন। 'নি উপসর্গযোগে তাহাই [নিশ্বাস] অন্তর্গমনশীল শ্বাস বুঝাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্তর্গামী [স] *বিণ* ভিতরের দিকে যায় এমন। 'নিশ্বাস অর্থে অন্তর্গামী শ্বাস বুঝায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্তর্গূঢ় [স] **১** *বিণ* ভিতরে লুক্কায়িত। 'অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* অপ্রকাশিত। 'অন্তর্গূঢ় সমস্ত শুভচেষ্টা নির্মুক্ত হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অন্তর্ঘন [স] *বিণ* আন্তরিকতাপূর্ণ। 'অন্তর্ঘন ভাবের আবেগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অন্তর্ঘাতী [স] *বিণ* হৃদয়ে আঘাত করে এমন। 'কর্কশ, নীরস, অন্তর্ঘাতী, মর্ম্মপীড়িত নিদারুণ বাক্য-রোগে সর্ব্বদা বন্দীদিগকে জর্জ্জরিত করিতে থাকে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

অন্তর্চক্ষু [স] *বি* দিব্যদৃষ্টি। 'দেখিবার প্রাণ চাই – অন্তর্চক্ষু চাই।' *ফজলল*, ১৯১৩।

অন্তর্জগৎ [স] **১** *বি* মনোজগৎ। 'পর কেবল বহির্জগতের কর্তা – অন্তর্জগতের আমি কর্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* ভাবলোক। 'অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* ভিতরের জগৎ। 'জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্তর্জল [স] *বি* জলের ভিতর ভাগ। 'জলস্থলে শরীর স্থাপনপূর্ব্বক অন্তর্জলে সহোদর সকলে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অন্তর্জলি, অন্তর্জ্জলি, অন্তর্জ্জলী [স অন্তর্জল>] *বি* হিন্দুমতে পরকালের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মুমূর্ষুর শরীরের নীচের অংশ গঙ্গা নদীর জলে নিমজ্জিত করার প্রথা। 'অত্যাশ্চর্য্যরূপে গঙ্গালাভ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্জলি পর্য্যন্ত দিব্য জ্ঞান ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'ঐ একটা বুড়ীকে অন্তর্জ্জলি করছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'সহজ তরঙ্গের সরল নির্দ্দোষ অন্তর্জ্জলী।' *জীবন*, ১৯৩২।

অন্তর্জীবন [স] *বি* ভিতরের জীবন। 'জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্তর্দংশ [স] *বিণ* মর্মন্তুদ। 'তাহা তাহার অন্তরে অন্তরে অন্তর্দংশ বেদনা আনয়ন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্তর্দর্শন [স] *বি* নিজের মনোভাব বিচার। 'অন্তর্দর্শন অর্থাৎ নিজের মানসিক অবস্থা পুরাপুরি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হলে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অন্তর্দাহ, অন্তর্দ্দাহ [স] *বি* মনস্তাপ। 'গতানুশোচনারূপ অন্তর্দাহের উদ্রেক হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা, মনে করে অন্তর্দ্দাহ কর্চ্চে ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অন্তর্দাহকারী [স] *বিণ* অন্তর পোড়ায় এমন। 'অন্তর্দাহকারী বিষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

অন্তর্দীপ্ত [স] *বিণ* অন্তরের আলোয় উজ্জ্বল। 'আঁখি তব, নিবিড়, রহস্যময়, অন্তর্দীপ্ত, দ্রব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অন্তর্দৃষ্টি [স] *বি* সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের ক্ষমতা। 'ফরাসি জাতির দিব্যদৃষ্টি অপেক্ষা বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি ঢের বেশি তীক্ষ্ণ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ [স] *বিণ* মনের গভীর অনুভূতি থেকে সৃষ্ট। 'অন্তরানুভূতি ও মানবচরিত্রের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ মহাসত্য।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দ্দৃষ্টিসম্পন্ন [স] **১** *বিণ* সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের ক্ষমতাসম্পন্ন। 'আসলে লোকটা খুব জ্ঞানী আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।' *মানিক*, ১৯৪০। **২** *বিণ* মানস দৃষ্টি আছে এমন। 'অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪১।

অন্তর্দেবতা [স] **১** *বি* হৃদয়ের অধীশ্বর। 'আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* অন্তর্যামী। 'হে বিদ্রোহী অন্তর্দেবতা!' *নজরুল*, ১৯২৪।

অন্তর্দেশ [স] *বি* উপত্যকা। 'সেই অনাবিষ্কৃত অন্তর্দেশের পথ অনুসন্ধান করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্তর্দেশবাসী [স] *বিণ* অভ্যন্তরবাসী। 'বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালিদের সুখদুঃখের কথা এ পর্যন্ত কেহই বলেননি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্তর্দেহ [স] *বি* মন। 'বাইরের শরীর আমাদের বাঁধা ছাঁচে ঢালা আর অন্তর্দেহটি ছাঁচে ঢালা একেবারেই নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

অন্তর্দ্বন্দ্ব [স] *বি* অভ্যন্তরীণ বিরোধ। 'লীগের ভিতর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

অন্তর্ধান, অন্তর্দ্ধান [স] ১ *বি* অদৃশ্য। 'শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'এত বলি অনাদ্য হইল অন্তর্ধান।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* মৃত্যু। 'চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈল অন্তর্দ্ধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* গমন। 'অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* আড়াল। 'প্রভু-কৃপা পাঞা অন্তর্ধানে রহিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বিণ* বিলীন। 'অন্তর্দ্ধান হইল দেব দক্ষিণের পতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৬ *বিণ* লুপ্ত। 'তাহাদিগের মান সম্ভ্রমও অন্তর্ধান হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

অন্তর্ধ্যান [স অন্তর্ধান] *বিণ* অন্তর্ধান; অদৃশ্য। 'এ বলিয়া জাহ্নবী হইল অন্তর্ধ্যান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অন্তর্নিবিষ্ট [স] *বিণ* আত্মনিমগ্ন। 'তাঁহার সেই সময়কার অন্তর্নিবিষ্ট শান্ত মুখশ্রী বিনয় একদৃষ্টে দেখিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অন্তর্নিহিত [স] ১ *বিণ* দূরীভূত। 'তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তর্নিহিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বিণ* ভিতরে নিহিত আছে এমন। 'যে অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা কবিতার ভাব ...।' *প্রমথ*, ১৮৯৭।

অন্তর্বত্নী, অন্তর্ব্বত্নী [স] *বিণ* গর্ভবতী। 'রাজকুমারী অন্তর্বত্নী হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'অন্তর্ব্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

অন্তর্বর্তী, অন্তর্ব্বর্তী, অন্তর্ব্বর্ত্তী [স] ১ *বিণ* অন্তর্গত। 'বঙ্গদেশের অন্তর্বর্তী সমস্ত পল্লীগ্রামস্থ মনুষ্যের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* মধ্যবর্তী। 'অন্তর্ব্বর্তী গভর্ণমেন্টে লীগের যোগদানের সিদ্ধান্ত।' *আজাদ*, ১৯৪৬; 'পূর্ব্ববর্ত্তী মোছলেম লীগ, অন্তর্ব্বর্ত্তী আওয়ামী লীগ এবং বর্তমানের ...।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

অন্তর্বর্তীকাল [স] *বি* মধ্যবর্তী সময়। 'বিধ্বস্ত প্রাচীন ও গঠনীয় নবমূল্যবোধহীন অন্তর্বর্তীকাল – সমাজতন্ত্রে যাকে বলে anomy।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

অন্তর্বর্তীকালীন [স] *বিণ* মধ্যবর্তী কালের। 'অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে মহিলাদের কতকগুলো বিশেষ ...।' *বেগম*, ১৯৫৩।

অন্তর্বাণিজ্য [স] *বি* অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। 'আধুনিক কালে অন্তর্বাণিজ্য হওয়াতে শহরবাসীদের অনেক সুবিধা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

অন্তর্বিপ্লব [স] *বি* অভ্যন্তরীণ বিপ্লব। 'একশো বৎসরের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ফ্রান্স ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

অন্তর্বিপ্লববশতঃ [স] *ক্রিবিণ* অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের কারণে। 'রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান যে অনেক সময়ে অন্তর্বিপ্লববশতঃ আপনা থেকেই ভেঙ্গে পড়ে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

অন্তর্বিরোধ [স] *বি* অভ্যন্তরীণ কোন্দল। 'ঝাঁসি-দতিয়া রাজ্যের অন্তর্বিরোধের জন্যও রানিকেই দায়ী করা হয়েছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

অন্তর্বিষয় [স] *বি* অন্তরের বিষয়। 'মানস প্রত্যক্ষের বিষয় – অন্তর্বিষয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অন্তর্বিষয়ী [স] *বিণ* অভ্যন্তরীণ। 'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

অন্তর্বেগ [স] *বি* মনের কষ্ট। 'অজানা অন্তর্বেগে আচ্ছন্ন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অন্তর্বেদ [স] *বি* দুই নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ। 'বিশেষতঃ দোয়াব অর্থাৎ অন্তর্বেদ দিয়া আপনি এক নূতন পথ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অন্তর্বেদনা [স] *বি* মনের ব্যথা। 'অবশেষে একদিন হঠাৎ অন্তর্বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অন্তর্ভাগ [স] *বি* ভিতরের অংশ। 'তাহার অন্তর্ভাগ ও মেজ্যে শ্বেতবর্ণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অন্তর্ভুক্ত [স] *বিণ* অন্তর্গত। 'গরিলা সাধারণত বানরশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অন্তর্ভুক্তি [স] *বি* অন্তর্ভুক্তকরণ। 'মন্ত্রিসভায় বেগম জি এ খানের অন্তর্ভুক্তির জন্য ...।' *বেগম*, ১৯৫৭।

অন্তর্ভূত [স] *বিণ* অন্তর্গত। 'এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তিথিতত্ত্বের অন্তর্ভূত কর্মলোচন নামক এক গ্রন্থ ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

অন্তর্ভেদী [স] *বিণ* অন্তর ভেদ করে এমন। 'নির্জন অন্তর্ভেদী সমভিব্যাপী দয়ার উজ্জ্বলতায় ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অন্তর্ভৌম [স] *বিণ* অন্তরে প্রোথিত। 'চিত্ত হতে ফেলে দিও তুলে প্রাণহীন প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভৌম মূল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

অন্তর্মনস্ক [স] *বিণ* অন্তর্মুখী। 'চরম চেষ্টাচালিত সভ্যতাযন্ত্রকে আমাদের অন্তর্মনস্ক দেশীয় স্বভাবে যন্ত্রণাজ্ঞান করত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্তর্মুখিতা [স] *বি* নিবিষ্টচিত্ততা। 'প্রকাশভঙ্গিমায় ও নিতান্ত অন্তর্মুখিতায় তা অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর ও মধুর।' *হাই*, ১৯৫৪।

অন্তর্মুখিন [স] *বিণ* আত্মমগ্ন। 'অন্তর্মুখিন মন খাড়া দেয়াল টপকে বাইরে এল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

অন্তর্মুখী [স] ১ *বিণ* কেন্দ্রানুগ। 'একটা আবর্তের দুটো গতি আছে, সে দুটি হচ্ছে বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বিণ* ভিতরকার। 'অন্তর্মুখী জীবনচর্চা পরিণতিতে প্রতিটি গ্রামকে ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

অন্তর্যাতনা [স] *বি* মানসিক কষ্ট। 'অবনতমস্তকে অন্তর্যাতনা ভোগ করিতে হইবে?' *মশাররফ*, ১৯০৮।

অন্তর্যামী, অন্তর্য্যামী [স] ১ *বিণ* মনের ভাব জানে এমন। 'অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ঈশ্বর। 'অন্তর্য্যামী যিনি, আমি কহিতে অক্ষম।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'অশ্রুময় যে প্রার্থনাগুলি আর কেহ শুনে নাই অন্তর্যামী ছাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ৩ *বিণ* অবচেতন। 'অন্তর্যামী মন কহিল – মেয়েটি সুবিধার নহে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অন্তর্যামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মনের ভাব জানে এমন। 'অন্তর্যামিনী ধর্ম জানিলা ধেয়ানে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অন্তর্যামী পুরুষ [স] *বি* ঈশ্বর। 'নিজের অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অন্তর্লক্ষ্মী [স] *বি* অন্তরে বাসকারী চেতনা। 'কবি তাঁর অন্তর্লক্ষ্মীর বন্দনায়

মর্মস্পর্শী শব্দের মালা গেঁথে চলেছেন।' *হাই*, ১৯৪৭।

অন্তর্লঘু [স] *বিণ* হালকা খোলবিশিষ্ট। 'অন্তর্লঘু ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অন্তর্লব্ধ [স] *বিণ* অন্তরে উপলব্ধ। 'নিজের অন্তর্লব্ধ সত্যের পতাকাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অন্তর্লীন [স] ১ *বিণ* অস্পষ্ট। 'দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *বিণ* প্রায় অদৃশ্য। 'দূরে দূরান্তরে দু-একটি অন্তর্লীন তারা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫। ৩ *বি* অব্যক্ত। 'কথার মধ্যে অন্তর্লীন ভয় আর সন্ত্রস্ততার সুর সে ঢাকতে পারল না।' *হাসান*, ১৯৬০।

অন্তর্লোক [স] ১ *বি* অন্তরজগৎ। 'তাতে কী? অন্তত ছিল আমার নিভৃত অন্তর্লোকে।' *শামসুর*, ১৯৫৯। ২ *বি* অভ্যন্তর। 'জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তর্লোকে প্রবেশের ক্ষমতা অর্জন করে।' *বেগম*, ১৯৭৫।

অন্তর্হিত [স] ১ *বিণ* দূরীভূত। 'কোন্ ব্যক্তি রামমোহন রায়কে অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* অপসৃত। 'তদ্বিষয়ক সমুদায় দ্বৈধ অন্তর্হিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* অগোচরে চলে গেছে এমন। 'এই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যথার্থ তত্ত্ব আমাদের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৪ *বিণ* অদৃশ্য। '... সেই স্বর্ণময় ও রজতময় কুঠার দুই খানি তাহাকে দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অন্তর্হিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অদৃশ্য। 'সে দেশের অধিকার দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অন্তল [স অন্তর] *বি* মন। 'পড়িয়া অন্তল রূপ ফাঁদে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অন্তশ্চক্ষু [স] *বি* মনের চোখ। 'প্রাণপণে অন্তশ্চক্ষু বুজি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

অন্তশ্চর [স] ১ *বি* অন্তরাল। 'আমিনা শুনিল সব থেকে অন্তশ্চরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'সিসিদের বিদ্বদ্গোষ্ঠীর অন্তশ্চর নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি অর্থাৎ জানাশোনার দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অন্তস্পুর, অন্তস্পুর [স অন্তঃপুর] *বি* ভিতরবাড়ি। 'বধু সমে কুন্তি দেবি গেল অন্তস্পুরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'অন্তস্পুর মধ্যে যদি আইল মহামতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

অন্তস্পুরী, অন্তস্পুরী [স অন্তঃপুর] *বি* ভিতরবাড়ি। 'জৈজ্ঞ সেস চরু লইয়া গেল অন্তস্পুরী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'শতদলে অন্তস্পুরী আলীপুরে তার কাচারি।' *লালন*, ১৮৯০।

অন্তস্তল [স] ১ *বি* হৃদয়ের তলদেশ। 'মৃণালিনীর অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইল ... "কেন আসিলেন না?"।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮। ২ *বি* সবচেয়ে গভীর তল। 'দেশের নিগূঢ় অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া চিরকাল ধরিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অন্তস্পট [স অন্তঃপট] *বি* পর্দা। 'সমুখে মঙ্গল ঘট ঘুচাইল অন্তস্পট দুই জনের শুভ দরশন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অন্তস্থিত, অন্তহারা, অন্তহীন *দ্র* **অন্ত**

অন্তহীন [স] *বিণ* শেষ নেই এমন। 'আদিহীন অন্তহীন কাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

-অন্তি *ক্রিয়াবিভক্তি*। 'ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অন্তিক [স] *বি* নৈকট্য। 'কিছু না কহিএ আলুম অন্তিকে তোমার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অন্তিম [স] *বিণ* শেষ। 'অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অন্তিমকাল [স] ১ *বি* মৃত্যুর সময়। 'আমাদের তো অন্তিম কাল উপস্থিত হয় নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বি* পরকাল। 'লালন বলে অন্তিমকালে চরণ দিবেন সিরাজ সাঁই।' *লালন*, ১৮৯০।

অন্তিম-পঙ্ক্তি [স] *বি* সমাপ্তি। 'আমার জাহাজের চিঠি তার অন্তিম পঙ্ক্তির দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অন্তিমপ্রতিম [স] *বিণ* চূড়ান্ত। 'একটা অন্তিমপ্রতিম অর্থ অবধান করে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অন্তিমশয্যা [স] *বি* মৃত্যুশয্যা। 'দুর্ভাগাগণের অন্তিমশয্যা হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্তিমাক্ষর [স অন্তিম-অক্ষর] *বি* শেষ বর্ণ। 'এতৎ সংগ্রহে পর্য্যায়গত সংস্কৃত শব্দের অন্তিমাক্ষর এবং লিঙ্গপ্রভেদক চিহ্ন ... বিন্যস্ত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

অন্তে *দ্র* **অন্ত**

অন্তেবাসি [স অন্তেবাসী] ১ *বিণ* সমাজ-বহির্ভূত। 'আর বোল বলিলে আমি অন্তেবাসি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অন্ত্যজ শ্রেণী। 'আরবি ও পারস্য ভাষাভ্যাসি অন্তেবাসি সমূহ যদ্যপিও অদ্যাপি শ্রেণীবদ্ধ হন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অন্ত্যজ [স] ১ *বিণ* অব্রাহ্মণ। 'আর আর খণ্ড সকলের মধ্যে অন্ত্যজ লোকের বসতি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* গুরুত্বহীন। 'টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ, নহলা-দহলারা অন্ত্যজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অন্ত্যজ জাতি [স] *বি* ব্রাহ্মণ্য সমাজ বহির্ভূত জনগোষ্ঠী। 'যেহেতু অন্ত্যজ জাতি বৈষ্ণব হইলে সেও বিশ্বপবিত্রকারক হয়।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

অন্ত্যদেশ [স] *বি* শেষপ্রান্ত। 'বাঙলা শব্দের অন্ত্যদেশে অনুস্বার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অন্ত্যলীলা [স] *বি* শেষ জীবনের কাহিনি। 'এই অন্ত্যলীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া [স] *বি* মৃতের সৎকার। 'যখন পিতামাতার পরলোকপ্রাপ্তি হয় তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে কুৎসিত কর্ম্ম বোধ করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

অন্ত্যেষ্টিসৎকার [স] ১ *বি* অন্তিমকালীন অনুষ্ঠান। 'কন্যার অন্ত্যেষ্টি-সৎকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* সমাপ্তি। 'বিলিতি ব্যবসার অন্ত্যেষ্টিসৎকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অন্ত্র [স] *বি* নাড়িভুঁড়ি। 'বিদরিয়া বক্ষঃ মহাবলে, ছিন্নভিন্ন করে অন্ত্র।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অন্ত্রনালী [স] *বি* পাকস্থলীর নীচে থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত নালিগুচ্ছ। 'অসহ্য গরম ভেদ করে অন্ত্রনালী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

অন্ত্রাপত্য [স অন্ত্র-অপত্য] *বি* অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা। 'মহারাণীর অন্ত্রাপত্য ইহাতে সকলেরি মন প্রফুল্ল।' *রামরাম*, ১৮০১।

অন্দর [ফা] ১ *বি* অন্তঃপুর। 'রহিল বছর এক অন্দর ভেতরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* পরিপ্রেক্ষিত। 'তাঁহারদিগের দাবির অন্দরে ফি টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেন্ট।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

অন্দর ঘর [ফা অন্দর+পা ঘর] *বি* অন্তঃপুর। 'বাহির ঘর, অন্দর ঘর,

গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

অন্দরবাড়ি [ফা অন্দর+স বাটী] *বি* অন্তঃপুর। 'অন্দরবাড়ির অসুখ-বিসুখে ডাক্তার সাহেবের উপদেশের জন্য ... দাসী-বান্দী পাঠাইতেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

অন্দরমহল [ফা অন্দর+আ মহল] *বি* অন্তঃপুর। 'চাকর অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

অন্দরে *ক্রিবিণ* জন্যে। 'প্রতি লাটের কিস্মতের অন্দরে ফিসদ ১০ দশ টাকা নগদ।' *ক্যালগে*, ১৮০১।

অন্ধ [স] **১** *বি* দৃষ্টিহীন ব্যক্তি। 'পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বিভোর। 'বিনা মূল্যে দেয় গন্ধ/ গন্ধ দিয়া করে অন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* বিবেচনাহীন। 'বিচারে হইআ অন্ধ পদ-গলে দিআ বন্ধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* অজ্ঞান। 'মুনি বোলে অন্ধ হইয়া আছিলা তখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বিণ* যুক্তিহীন। 'মেয়েদের মনে অনেক অন্ধ সংস্কার থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৬** *বি* হতাশায় আক্রান্ত যে। 'এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৭** *বিণ* নিয়ন্ত্রণহীন। 'অন্ধ প্রভুত্বচর্চাকে বাধাবিহীন করে তুলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৮** *বিণ* দুঃসময়ে পরিপূর্ণ। 'আজ অন্ধ শতাব্দীর শতচ্ছিদ্রতার ভিতরে।' *জীবন*, ১৯৪০।

অন্ধ অনুকরণ [স] *বি* নির্দ্বিধায় অনুসরণ। 'শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের অন্ধ অনুকরণ নহে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

অন্ধ আবেগ [স] *বি* যুক্তিহীন ভাবপ্রবণতা। 'অন্ধ আবেগে বৈতরণীতে ডোবে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

অন্ধক জনের নড়ি *বি* অন্ধজনের সম্বল। 'অন্ধক জনের নড়ি কৃপণ জনার কড়ি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অন্ধকাল [স] *বি* শিক্ষা ও সভ্যতার অভাববশত যে যুগ অন্ধকারতুল্য। 'তৎখণ্ডের লোক সেই কালের অন্ধকাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অন্ধকুটুরি [স অন্ধ+স কোষ্ঠ>] *বি* শিক্ষা ও সভ্যতার অভাবে সমাজের অন্ধকারতুল্য অংশ। 'তারা সমাজের অন্ধকুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অন্ধকুপ [স অন্ধকূপ] *বি* এঁদো কুয়া। 'অন্ধকুপ দুই আঁখি গভির তাহার।' *মালাধর*, ১৫০০।

অন্ধকূপ [স] **১** *বি* এঁদো কুয়া। 'আমাকে এক অন্ধকূপে ফেলিয়া দিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* আলোহীন অপরিসর গহ্বর। 'জগৎকে যে ভালবাসিতে শিখে নাই সে ব্যক্তি অন্ধকূপের মধ্যে আটকা পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অন্ধগতি [স] *ক্রিবিণ* দিশাহীনভাবে। 'চলে ক্যারাভান ধূসর আঁধারে অন্ধগতি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

অন্ধজন [স] *বি* দৃষ্টিহীন ব্যক্তি। 'সৌদামিনী যথা অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অন্ধতম [স] **১** *বিণ* একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'স্বদেশের স্মরণাতীত অন্ধতম প্রাচীন কালিক পুরাবৃত্ত সমস্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অন্ধতমস [স] *বি* গাঢ় অন্ধকার। 'রাত্রিকাল এরূপ অন্ধতমসে সমাবৃত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অন্ধতমিস্র [স] *বিণ* গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'অন্ধতমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অন্ধতা [স] **১** *বি* দৃষ্টিহীনতা। 'শেষ দশায় তিনি অন্ধতা, বধিরতা, নিদ্রার অভাব ... বিকল হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বি* বিচার-বিবেচনাহীনতা। 'সেখানেও এই অন্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বি* অজ্ঞতা। 'সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র অন্ধতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বি* কুসংস্কার। 'অন্ধতাকে ... বিশ্বাস করব না।' *জীবন*, ১৯৩৩।

অন্ধতাবশত [স] *ক্রিবিণ* অজ্ঞতাহেতু। 'ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অন্ধতাবশত উড়িয়ে দিলেই যে এ উড়ে যাবে তা মনেও করবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অন্ধতামস [স] *বি* গাঢ় অন্ধকার। 'এই ঘোর রজনী, সৃষ্টি-সংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

অন্ধতামসী [স] *বিণ স্ত্রী* ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'আজি অন্ধতামসী নিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অন্ধত্ব [স] *বি* দৃষ্টিহীনতা। 'অন্ধত্ব ও বধিরতার বুকেই সব শান্তি।' *নজরুল*, ১৯২২।

অন্ধপ্রথাশৃঙ্খলবর্তিতা [স] *বি* যুক্তিহীন প্রথার অনুগামিতা। 'কোনো কালেই অন্তঃপুরের বাহিরে আনিবার চেষ্টা না করা অত্যন্ত অন্ধপ্রথাশৃঙ্খল-বর্তিতার পরিচায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

অন্ধপ্রদীপ [স] *বি* নিভানো বাতি। 'আমার অন্ধপ্রদীপ শূন্য পানে চেয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অন্ধপ্রাচীর [স] *বি* দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল। 'ইংরেজি-জাননেওলা আর ইংরেজি না-জাননেওলার মাঝখানে সেই প্রাচীন অন্ধপ্রাচীর।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

অন্ধপ্রায় [স] *বিণ* অন্ধের মতো। 'যদি মোরে কর অন্ধপ্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অন্ধপ্রায়া [স] *বিণ স্ত্রী* অন্ধের মতো। 'কাত্যায়নীর বচন শ্রবণে আহ্লাদে অন্ধপ্রায়া হইয়া, একের মস্তক অন্যের শরীরে যোজিত করিয়া দিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অন্ধবাধ্যতা [স] *বি* যুক্তিহীন বশ্যতা। 'যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধবাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অন্ধবিশ্বাস [স] *বি* অযৌক্তিক বিশ্বাস। 'চোখ বুঁজে অন্ধবিশ্বাসে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অন্ধবুদ্ধি [স] *বি* বিবেচনাহীন বুদ্ধি। 'অন্ধবুদ্ধি ফিরিছে আকুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অন্ধবেগ [স] *বি* তীব্র আবেগ। 'মধুসূদনও কোনো মেয়েকে নিয়ে অন্ধবেগে মেতে উঠতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অন্ধভক্ত [স] *বি* নির্বিচারে ভক্তি করে যে। 'এরা অন্ধভক্ত, চোখওয়ালা ভক্ত নয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অন্ধভক্তি [স] *বি* নির্বিচার আনুগত্য। 'এরূপ অসামান্য অন্ধভক্তি সকলের কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অন্ধভীতি [স] *বি* অযথা ভয়। 'অন্ধভীতির মুহূর্তটিই একমাত্র সত্য।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অন্ধল [স] **১** *বিণ* অন্ধ। 'নয়ান থাকিতে মোর হৈলুঁ অন্ধল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'সেই পন্থে অন্ধলের মরণ

সম্ভব।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অন্ধলোক [স] *বি* অজ্ঞ ব্যক্তি। 'এ-সব অন্ধলোক দিয়ে কোনো কাজ হবে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অন্ধশক্তি [স] *বি* বিবেচনাবোধহীন শক্তি। 'অমন সব ছেলেদের কোন্ অন্ধশক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অন্ধশ্লীলতা [স] *বি* অযৌক্তিক সম্ভ্রম। 'সমাজ জীবনের অন্ধশ্লীলতা রক্ষার জন্য।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অন্ধসংস্কার [স] *বি* অযৌক্তিক বিশ্বাস। 'তাহাদের অন্ধসংস্কার, তাহাদের আসক্তি, তাহাদের ঈর্ষা, তাহাদের কৃপণতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অন্ধসংস্কারবশত [স] *ক্রিবিণ* অন্ধবিশ্বাসের কারণে। 'অন্ধসংস্কার-বশত একটি অসংগত ভক্তি না থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অন্ধসংস্কারবিমুক্ত [স] *বিণ* যুক্তিহীন বিশ্বাস থেকে মুক্ত। 'অন্ধ-সংস্কারবিমুক্ত যথার্থ জ্ঞানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অন্ধস্নেহ [স] *বি* যুক্তিহীন বাৎসল্য। 'পিতার অন্ধস্নেহের কিছুটা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অন্ধস্মৃতি [স] *বি* বিবেচনা না-করে পোষণ-করা স্মৃতি। 'সেই একান্ত অন্ধস্মৃতিটার ব্যথা ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অন্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* অন্ধ। 'ইহার মধ্যে এক অন্ধা বালিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

অন্ধানুকরণ [স অন্ধ+স অনুকরণ] *বি* যুক্তিহীন অনুসরণ। 'মূল্যহীন, অর্থহীন, ইয়োরোপের অন্ধানুকরণ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অন্ধের নড়ি *বি* একমাত্র অবলম্বন। 'তোমার জননীর তুমি অন্ধের নড়ি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

অন্ধের মৃগয়া *বি* অসম্ভব কল্পনা। 'সকলই অন্ধের মৃগয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অন্ধের যষ্টি *বি* একমাত্র অবলম্বন। 'অন্ধের যষ্টির ন্যায়, তুমি আমাদের ... আছ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অন্ধকার [স] **১** *বিণ* আঁধারময়। 'সঙ্গহি উগল পাছু কএ অন্ধকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* পাপ। 'নিজ দাসে খণ্ডে অন্ধকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* মূঢ়তা। 'ফলত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান মানসিক অন্ধকার।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৪** *বি* অজ্ঞানতা। 'আমরা যে নিবিড়তর অন্ধকারে অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৫** *বিণ* কালো বর্ণের। 'কর্তা আধবুড়ো লোক, অত্যন্ত অন্ধকার মূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৬** *বি* জ্ঞানহীন। 'অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৭** *বি* ধাঁধা। 'অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৮** *বিণ* আচ্ছন্ন। 'বনচ্ছায়া গাঢ়তর শোকে অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৯** *বিণ* ছায়া-ঢাকা। 'আমগাছ বটগাছের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে নৌকো বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **১০** *বিণ* অজ্ঞাত। 'অন্ধকার অমরতাকে লক্ষ্য করে আমি অনেকগুলো ঢিল ছুঁড়তে বসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **১১** *বি* অচেনা জায়গা। 'সুরে সুরে খুঁজি তারে অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **১২** *বি* কলঙ্ক। 'জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার।' *জীবন*, ১৯৪২। **১৩** *বি* বিষ। 'প্রবল ছোবলে তুমি যতটুকু ঢালো অন্ধকার।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

অন্ধকারঘন [স] *বিণ* অন্ধকারময়। 'অন্ধকারঘন হৃদয় অঙ্গনে আসে সখা মম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অন্ধকারচারী [স] *বিণ* অন্ধকারে চরে বেড়ায় এমন। 'ছিরু ছুটিয়া চলে অন্ধকারচারী হিংস্র চিতাবাঘের মত।' *তারা*, ১৯৪২।

অন্ধকারতম [স] *বিণ* গোপনতম। 'অন্ধকারতম স্রোতের ভিতর থেকে জেগে উঠে।' *জীবন*, ১৯৩২।

অন্ধকারপ্রিয় [স] *বিণ* অন্ধকার পছন্দ করে এমন। 'তোমরা কি অন্ধকারপ্রিয়?' *শামসুর*, ১৯৬৬।

অন্ধকারপ্লাবন [স] *বি* অন্ধকারের গাঢ়তা। 'সেই অন্ধকারপ্লাবনে নববধূর মুখখানিকেও যেন কালিমালিপ্ত করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অন্ধকারভীরু [স] *বিণ* অন্ধকারে ভয় পায় এমন। 'অন্ধকারভীরু কমলা রমেশের বাহুপাশে তাহার বক্ষপট আশ্রয় করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

অন্ধকারময় [স] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'অন্ধকারময় ভারতবর্ষকে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করিতে যত্নবান হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

অন্ধকারময়ী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* অনালোকিত। 'দৈত্যপুরী একবারে অন্ধকারময়ী হয়ে রয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। **২** *বিণ স্ত্রী* অন্ধকারে পরিপূর্ণ। 'তাঁহার সমদুঃখিনী হইয়া অন্ধকারময়ী রজনী উপস্থিত হইল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অন্ধকারমাখা [স অন্ধকার+মাখা] *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, মধুর, একটু অন্ধকারমাখা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অন্ধকারা [স অন্ধকার] *বি* অন্ধকার। 'জোই ভুসুকু হেড়ভই অন্ধকারা।' *চর্যা ৩০*, ১২০০।

অন্ধকারাচ্ছন্ন [স অন্ধকার-আচ্ছন্ন] *বিণ* অন্ধকারে ঢাকা। 'এই সব অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটীরে কুটীরে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া।' *বেগম*, ১৯৪৭।

অন্ধকারাবৃত [স অন্ধকার-আবৃত] **১** *বিণ* অপ্রকাশিত। 'প্রকৃত হিতকরণবিষয় সকল এক প্রকার অন্ধকারাবৃতই থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* অন্ধকারে ঢাকা। 'সেই অন্ধকারাবৃত আবহাওয়ায় বংশীর পেছনে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল।' *বিমল*, ১৯৫৩।

অন্ধকারিক [স] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'কখনও বা অন্ধকারিক, নাক্ষত্রিক।' *জীবন*, ১৯৪০।

অন্ধকারে ঢেলা/ ঢিল মারা *ক্রি* আন্দাজে কাজ করা। 'অধিকাংশ স্থলে অন্ধকারেই ঢেলা মারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'চাহিদা সম্বন্ধে অন্ধ থাকিয়া অন্ধকারে ঢিল মারিতে বাধ্য হয়।' *আজাদ*, ১৯৪১।

অন্ধকারে থাকা *ক্রি* শিক্ষাহীন থাকা। 'অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য২ সকল লোক অন্ধকারে থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

অন্ধকারে হাতড়ানো *ক্রি* অনুমানের উপর নির্ভর করে অনুসন্ধান করা। 'সে যে অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

অন্ধল *দ্র* **অন্ধ**

অন্ধা *দ্র* **অন্ধ**

অন্ধানুকরণ *দ্র* **অন্ধ**

অন্ধারী [স অন্ধকার] **১** *বিণ* অন্ধকারময়। 'নিসিঅ অন্ধারী মুসা চটারা।' *চর্যা ২১*, ১২০০। **২** *বি* অন্ধকার। 'ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিআ।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

অস্থিসন্ধি [স সন্ধি>] *বি* হদিস। 'বিশ্বপ্রেমেরও কোনো অস্থিসন্ধি খুঁজিয়া পাইলাম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অন্ধীভূত [স] *বিণ* আচ্ছন্ন। 'এক্ষণে আমরা যে নিবিড়তর অন্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া রহিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অন্ধ্র [স] ১ *বি* দক্ষিণ ভারতীয় দেশবিশেষ। 'অন্ধ্র দেশোৎপন্ন বা তজ্জাতীয় অন্য ভাষা হইতে উৎপন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'অন্ধ্র, পুলিন্দ ... ইত্যাদি আর্য্যজাতির নাম পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অন্ধ্ররন্ধ্র [স] *বি* অলিগলি। 'হৃদয়ের অন্ধ্ররন্ধ্র করুণায় ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অন্ন [স] ১ *বি* ভাত। 'যজ্ঞপত্রির স্থানে অন্ন মাগিয়া খাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আহার্য। 'অন্ন সজ্জা করিলা রসুলে খাইবার।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* জীবিকা। 'ডাক ঘরের কতকগুলি নেড়ে প্যায়দাদের অন্ন গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অন্নকষ্ট [স] *বি* খাদ্যের অভাবজনিত দুর্ভোগ। 'পরিবারগণ যে এক্ষণ অন্নকষ্ট পায়।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩।

অন্নকূট [স] *বি* খাদ্যের স্তূপ। 'অন্নকূট করে সবে হরষিত হইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অন্নক্লিষ্ট [স] *বিণ* অন্নকষ্টে জর্জরিত। 'অন্নক্লিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অন্নক্ষেত্তর [স অন্নক্ষেত্র] *বি* ভোজন-অনুষ্ঠান। 'ঠাকুর বাবুর বাড়িতে যে বছর বছর একটা অন্নক্ষেত্তর হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অন্নক্ষেত্র [স] *বি* অন্নসংস্থান। 'ধ্যানদৃষ্টির সামনে প্রসারিত রয়েছে বাঁধা মাইনের অন্নক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অন্নগত [স] *বিণ* আহার্য ছাড়া বাঁচে না এমন। 'অন্নগত এ প্রাণ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

অন্নগ্রাস [স] *বি* মুখে দেওয়ার জন্য গৃহীত খাবার। 'প্রজারা মুখের অন্নগ্রাস পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া রাজাকে করদান করে।' *সুলভ*, ১৮৭০।

অন্নচক্র [স] *বি* খাদ্য সংগ্রহের লড়াই। 'এই হল মানুষের সভ্যতার অন্নচক্র থেকে মুক্তির পথ।' *সবুজ*, ১৯১৭।

অন্নচিন্তা [স] *বি* জীবিকার জন্য উদ্বেগ। 'অন্নচিন্তায় একান্ত ব্যাসক্ত হইয়াও...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অন্নছত্র [স অন্নসত্র] *বি* যে স্থানে অন্ন বিতরণ করা হয়। 'অন্নছত্র জলাশয় প্রভৃতি করিলে পরকালে প্রচুর রত্ন লাভ হয়।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭০।

অন্নজল [স] ১ *বি* খাদ্য। 'অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* জলখাবার। 'বৈষ্ণবের অন্নজল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অন্নজীবী [স] ১ *বিণ* ভাত খেয়ে বাঁচে এমন; ভেতো। 'নবাগতদের নিতান্ত অন্নজীবী বাঙালি মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* যারা অন্ন গ্রহণ করে। 'ওদের পরিবারে যে-সকল আশ্রিত অন্নজীবী ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অন্নত্যাগ [স] *বি* অভুক্ত থাকা। 'অনন্তর অন্নত্যাগ, রোদন, কপালে আঘাত, স্বামির নিকট নালিশ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অন্নদা [স] *বিণ স্ত্রী* (পুরাণ) যে দেবী অন্নদান করে; হিন্দুদেবী দুর্গা। 'অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।' *ভারত*, ১৭৬০।

অন্নদাতা [স] *বি* খাদ্য দানকারী প্রভু। 'তারে তুমি ব্রহ্ম বল অন্নদাতা যিনি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অন্নদান [স] *বি* সর্বসাধারণের মধ্যে খাদ্য বিতরণ। 'বস্ত্রদান নবমে দশমে অন্নদান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অন্নদাস [স] *বি* অন্নের জন্য পরের দাসত্ব করে এমন ব্যক্তি। 'যাঁহারা বিনাপরিশ্রমে অন্নদাস হইয়া অথবা যৎকিঞ্চিত উপস্বত্ব পাইয়া ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

অন্নদোষ [স] *বি* অস্পৃশ্যের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণের অপরাধ। 'অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অন্নপাক [স] *বি* ভাতরান্না। 'কুটীরের বাহিরে বসিয়া অন্নপাক করিতেছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

অন্নপাত্র [স] *বি* খাবারের থালা। 'তার পানপাত্র অন্নপাত্র সুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অন্ন-পান [স] *বি* খাওয়ার ও পান করার সামগ্রী। 'মিষ্ট অন্ন-পানেতে পুরিয়া দিল থাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অন্নপানি [স অন্ন+পানীয়>] *বি* খাদ্য। 'অন্নপানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অন্নপাপ [স] *বি* অন্য জাতের অন্নগ্রহণজনিত পাপ। 'অন্নপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৭৫।

অন্নপায়ী [স] *বিণ* আহার্য বস্তুও পান করে এমন অলস। 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অন্নপূর্ণা [স] ১ *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'জগতের অন্নপূর্ণা যে লক্ষ্মীর নাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ স্ত্রী* সর্বগুণসম্পন্ন। 'বড় ভাজ অন্নপূর্ণা।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৩ *বিণ স্ত্রী* অন্নে পরিপূর্ণ। 'এক সময়ে ভারতভূমি অন্নপূর্ণা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অন্নপ্রাশন [স] *বি* শিশুর প্রথম ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠান। 'অন্নপ্রাশন কৈল দিআ ছাগ মেষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অন্নপ্রাসন [স অন্নপ্রাশন] *বি* শিশুর প্রথম ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠান। 'পুত্রের অন্নপ্রাসন করিলেক।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

অন্নবস্ত্র [স] *বি* খাদ্য ও কাপড়চোপড়। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'অন্নবস্ত্র অভাবে নিজ পরিবার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অন্নবস্ত্রাদী [স অন্নবস্ত্রাদি] *বি* খাদ্য ও কাপড়চোপড়। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

অন্নবান [স] ১ *বিণ* ধনী। 'ক্ষুধাতুর যবে অন্নের লাগি অন্নবানের দ্বারে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বিণ* খাদ্যপূর্ণ। 'নিজের চারিদিককে অমলিন অন্নবান অনাময় করে রাখতে পারে না যে বর্বরতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

অন্নব্যঞ্জন [স] *বি* ভাত ও রান্না করা তরকারি। 'লেহ্য পেয় চস্য চর্ব্য জত অন্ন ব্যঞ্জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অন্নভাণ্ডার [স অন্ন+ভাণ্ডার] *বি* খাদ্যভাণ্ডার। 'তার অন্নভাণ্ডারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অন্নভূমি [স] *বি* খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় এমন জমি। 'সব অন্নভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের চাষ ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অন্নভোজন [স] *বি* ভাত ইত্যাদি খাওয়া। 'তাঁহারদের অন্নভোজনে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ হউক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

অন্নময় কোষ [স] *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের স্থূল শরীর। 'যথা, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্নযোগ [স] *বি* খাদ্য গ্রহণ। 'তাহারা জ্ঞাত্যংশেও যেমন আর অন্নযোগ স্বচ্ছন্ন আছে।' *কেরি*, ১৮০২।

অন্নরস [স] ১ *বি* তরল খাদ্য। 'ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্নরসের দ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ২ *বি* খাদ্য। 'তণ্ডুল প্রভৃতি স্বাভাবিক অন্নরস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

অন্নরিক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* অন্নহীন। 'অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অন্নশালা [স] *বি* অভুক্তরা অন্ন পায় এমন স্থান। 'নগর-চত্বর মাঝে শিবের মন্দির সাজে অনাথমণ্ডপ অন্নশালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অন্নসংস্থান [স] *বি* খাদ্যের জোগাড়। 'অন্নসংস্থান না থাকিলে, সাংসারিক নিয়মানুসারে কায়িক পরিশ্রম করিয়া উপার্জনের চেষ্টা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

অন্নসচ্ছলতা [স] *বি* পর্যাপ্ত খাদ্যের জোগান। 'অন্নসচ্ছলতা আছে ব'লেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অন্নহারা [স] *বিণ* উপবাসী। 'অন্নদা তোর ছেলে মেয়ে/ অন্নহারা ফেরে ধেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

অন্নহীন [স] *বিণ* নিরন্ন। 'যে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অন্নাতুর [স] *বিণ* ক্ষুধার্ত। 'তোমাদের এই অন্নাতুর কান্না কেন?' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

অন্নাভাব [স অন্ন-অভাব] *বি* খাদ্যের অভাব। 'তাহারদিগের অন্নাভাব হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অন্নাভাবাপন্ন [স অন্ন-অভাব-আপন্ন] *বিণ* খাদ্যের অভাব হয়েছে এমন। 'কোদালি হস্তে হইল এক্ষণে অন্নাভাবাপন্ন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অন্নার্থী [স] *বিণ* খাবার প্রার্থী। 'সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া/ পসারি ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অন্নাশন [স অন্ন-অশন] *বি* শিশুর মুখে প্রথম ভাত দেওয়ার অনুষ্ঠান। 'ছয় মাসে দিল অন্নাশন।' *কেতকা*, ১৬৫০।

অন্নাশ্রিত [স অন্ন-আশ্রিত] *বিণ* অন্নে প্রতিপালিত। 'মা আর বোনেরা আমার অন্নাশ্রিত হয়েই রইল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

অন্বয় [স] *বি* পদের পরস্পর সম্বন্ধ। 'দ্বিতীয়াদির অর্থের ক্রিয়ার সহিত অন্বয় থাকা আবশ্যক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

অন্বয়াগত [স] *বিণ* যৌথ। 'আমাদের অন্বয়াগত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছি।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

অন্বিত [স] *বিণ* সম্পর্কিত। 'দ্বিতীয়া অন্বিত অষ্টাহ সঙ্গীত বিসর্জ্জন নবমীতে।' *ভারত*, ১৭৬০।

অন্বিষ্ট [স] *বিণ* আকাঙ্ক্ষিত। 'যার স্পর্শ পাই ... অন্বিষ্ট সে নয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অন্বীক্ষা [স] *বি* ন্যায়শাস্ত্র। 'অন্বীক্ষার উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃত্তিকায় খাড়া?' *জীবন*, ১৯৩০।

অন্বেষক [স] *বিণ* অন্বেষণকারী। 'অন্নদাশঙ্কর সেই মহৎ আর্টের অন্বেষক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অন্বেষণ [স] *বি* খোঁজ। 'সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেষিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বিদ্যার না কৈলা অন্বেষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অন্বেষণার্থ [স অন্বেষণা-অর্থ] *ক্রিবিণ* খোঁজার জন্য। 'বিধবাবিবাহের নিষেধক বচনের অন্বেষণার্থ অতিবিবর্ণ, ... গ্রন্থ উদ্ঘাটন ও পর্যালোচনা করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অন্বেষা [স অন্বেষণ>] *ক্রি* অন্বেষণ করা। 'আমা অন্বেষয়ে কেহ না পায় দেখিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অন্বেষ্য [স] *বিণ* খোঁজা হচ্ছে এমন। 'তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অন্য[১] [স] ১ *সর্ব* অপর। 'ভক্ত বিনু থাকিতে না পায় অন্যজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ভিন্ন। 'অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* ভিন্নতা। 'এখন অন্যও দেখা যায়।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

অন্য অন্য [স] *বিণ* অপরাপর। 'এই নিবন্ধ ও অন্য২ নিবন্ধ দ্বারা সে জ্ঞানোদয় হইবে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

অন্যকাম [স অন্যকর্ম] *বি* অপর কাজ। 'যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে না করি অন্যকাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অন্যগ্রামী [স] *বি* অন্য গ্রামের অধিবাসী। 'অন্যগ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অন্যজনা [স অন্যজন>] *সর্ব স্ত্রী* অপর জন। 'অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অন্যতমা [স] *বিণ স্ত্রী* বহুর মধ্যে এক। 'মানব সমাজের অন্যতমা কর্মী সে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪; 'প্রগতিশীলা নারীদের মধ্যে অন্যতমা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অন্যতর [স] ১ *সর্ব* অন্যজন। 'দুই বংশের রাজাদের মধ্যে একতর সম্রাট হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* অপর। 'একপক্ষে উৎপথগামী হইলে অন্যতর পক্ষের উভয় অনিষ্ট।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

অন্যতা [স] *বি* ভিন্নতা। 'প্রেমের অন্যতা নয়, তৃষ্ণার অন্যতা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অন্যত্তর [স অন্যত্র] *ক্রিবিণ* অন্যত্র। 'সেই স্থান ছাড়ি চণ্ডী জান অন্যত্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অন্যত্র [স] *ক্রিবিণ* অন্য স্থানে; অন্য কোথাও। 'ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।' *ভারত*, ১৭৬০।

অন্যত্রস্থিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অন্য জায়গায় অবস্থানকারী। 'অন্যত্রস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অন্যত্রিকতাশ্রয়ী [স] *বিণ* লক্ষ্যচ্যুত; কেন্দ্রচ্যুত। 'নেতৃত্বের উদ্বায়ী, অন্যত্রিকতাশ্রয়ী বাস্তববোধবর্জিত ক্রিয়াকলাপ – এসবই তো রেনেসাঁসী সাধনার প্রতিসারী।' *শিব*, ১৯৫৬।

অন্যথা [স] ১ *বি* ভিন্ন। 'চণ্ডীদাস কহে অন্যথা নয়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* অন্য রকম। 'কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* অন্য কারণ। 'ইথে কিছু নাহিক অন্যথা।' *কেতকা*, ১৬৫০। ৪ *বি* পরিবর্তন। 'সংপ্রতি তাহা অন্যথা হইল।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

অন্যথাচরণ [স] ১ *বি* বিপরীত আচরণ। 'স্ববাক্যের অন্যথাচরণ কদাচ না হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* ব্যতিক্রম। 'তাহার অন্যথাচরণ হইলে অপযশের আর সীমা থাকিত না।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

অন্যথাবৃত্তি [স] ১ *বিণ* উদাসীন। 'মন যখন নানা ভোগে জীর্ণ হয়ে অলস ও অন্যথাবৃত্তি হয়ে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ২ *বি* স্বাতন্ত্র্য। 'অন্যথাবৃত্তি হল আর্টের এবং রচনার পক্ষে মস্ত জিনিস।' *অবন*, ১৯২৫।

অন্যদিন [স] *বি* অপর একদিন। 'নিয়মানুসারে অন্যদিন স্থির করিতে পারিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অন্যদীয় [স] *বিণ* অন্যের। 'অন্যদীয় আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অন্যদেশীয় [স] ১ *বিণ* ভিন দেশের। 'বাহলীক দেশজ এবং অন্যদেশীয় লক্ষ ২ অশ্বোত্তমেতে পরিবৃত হইয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। ২ *বি* অন্য দেশের নাগরিক। 'অন্যদেশীয়দিগের যাহাতে ভাল হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

অন্যনিরপেক্ষ সংখ্যাগুরু [স] *বিণ* নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরু। 'মদ্রাজেও কংগ্রেস দল অন্যনিরপেক্ষ সংখ্যাগুরু নয়।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

অন্যন্তর [স অন্যত্র] *ক্রিবিণ* অন্য স্থানে। 'জমুনা ছাড়িয়া কালি পাঠায় অন্যন্তরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অন্যপক্ষে [স] *ক্রিবিণ* অন্যদিকে। 'অন্যপক্ষে পাকিস্তানের জমিদারী প্রথা ইত্যাদি তুলিয়া দিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

অন্যপরতন্ত্রা [স] *বি স্ত্রী* অন্যের শৈলী। 'সেই আয়োজনের অনুকরণে চললেই যে অন্যপরতন্ত্রা এসে তাকে ধরা দেবেন ...।' *অবন*, ১৯২৫।

অন্যবাস [স] *বি* অন্যের বাড়ি। 'যোগের ও ভোগের অভিলাষে অন্যবাসে প্রবাস করিলে তাঁহার স্ববাসের সাধ্বীও অসাধ্বী হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অন্যবিধ [স] *বিণ* ভিন্ন রকম। 'দাম্পত্য ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অন্যব্রত [স] *বি* অন্য রকম ব্রতাদি করে এমন জাতি। 'ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যেরা যাদের দেখা পেলেন, তাদের ডাকলেন তাঁরা অন্যব্রত বলে।' *অবন*, ১৯১৯।

অন্যভাষী [স] *বি* ভিন্ন ভাষায় কথা বলে এমন ব্যক্তি। 'এই সকল নিঃশব্দতার ধ্বনি অন্যভাষীদের নিকট কিরূপ জানি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্যমত [স] *বি* ভিন্ন মত। 'বিশ্ববীজ ব্রহ্মময় বেদান্তে ব্রহ্মাদি কয় অন্যমতে প্রধান পুরুষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অন্যমন [স] *বিণ* অন্যমনস্ক। 'অন্যমন না হইয়া সুন সাবধানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অন্যমনস্ক [স] *বিণ* আনমনা; অমনোযোগী। 'একটু অন্যমনস্ক হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'অন্যমনস্ক হয়ে চলে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অন্যমনস্কতা [স] *বি* অমনোযোগিতা। 'অদ্ভুত আমার অন্যমনস্কতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অন্যমনস্কভাবে [স] *ক্রিবিণ* আনমনাভাবে। 'অল্পসময়ের জন্যে অন্যমনস্কভাবে যোগ দিয়ে উকিল সাহেব ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

অন্যমনস্কা [স] *বিণ স্ত্রী* উদাসীন। 'অন্যমনস্কা হইলাম।' *রাজীব*, ১৮০৫।

অন্যমনস্কে [স] *ক্রিবিণ* আনমনা অবস্থায়। 'বাঙ্গালের কথায় অন্যমনস্কে লিখে ফেল্লেম।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

অন্যমনা [স অন্যমন>] ১ *বিণ* উদাসী। 'দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্যমনা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ভ্রান্ত। 'বিদ্যা বিনে নহে অন্যমনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* অমনোযোগী। 'ক্ষণেক অন্যমনা হইয়া হা!' *উমেশ*, ১৮৫৭।

অন্যমনে [স] ১ *ক্রিবিণ* উদাসীনভাবে। 'অন্যমনে, দারিদ্র্যদুঃখ ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *ক্রিবিণ* অলক্ষ্যে। 'আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

অন্যরকম [স অন্য+আ রকম] *বিণ* আলাদা। 'সবসুদ্ধ ঘরের চেহারা অন্যরকম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অন্যরকমভাবে [স] *ক্রিবিণ* ভিন্নভাবে। 'অন্যরকমভাবে সাড়া দিয়ে বসে রয়েছে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

অন্যরূপ [স] *বি* ভিন্ন রকম। 'দেশের অবস্থা অন্যরূপ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

অন্যরূপী [স] *বিণ* ভিন্নরূপ ধারণ করেছে এমন। 'মৃত খোকাদের অন্যরূপী আবির্ভাব।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অন্যে [স] *সর্ব* অপর জনকে। 'কেহ অন্যে করে দান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অন্যে অন্যে *ক্রিবিণ* পরস্পরে। 'অন্যে অন্যে দৃষ্টিভাবে দর্শিলেক দোঁহে।' *সুলতান*, ১৭০০।

অন্যের *বিণ* অপরের। 'জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অন্য[২] [স অন্ন] *বি* ভাত। 'সোকে অন্য না খাএ চক্ষুত নিদ্রা নাহি আইসে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অন্যত্র, অন্যথা *দ্র* **অন্য**[১]

অন্যাএ [স অন্যায়] ১ *বি* অনুচিত কাজ। 'তস্কর অন্যাএ ভয় রাজ চক্র ছত্র।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* অনিষ্ট। 'সর্বো দয়া করেন, সর্বো জিৎ, তিনি কারো অন্যাএ না করেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অন্যান্তর [স] *ক্রিবিণ* অন্য স্থানে। 'সেই স্থান ছাড়ি গৌরী যান অন্যান্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অন্যান্য [স] ১ *বিণ* অপরাপর। 'বিদ্যাপেক্ষা যে অন্যান্য দানের শ্রেষ্ঠত্ব আছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ২ *বি* অন্য ব্যক্তিবর্গ। 'সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ...।' *বেগম*, ১৯৭৩।

অন্যায্য [স] *বিণ* অন্যায়। 'তাঁহাদিগের অন্যায্য উৎপাতে প্রজারা বিরক্ত।' *গ্রামবার্ত্তা*, ১৮৭৩।

অন্যায্যতা [স] *বি* ন্যায়বিরুদ্ধতা। 'অন্যায্যতার ওপর খানিকটা প্রতিষ্ঠিত।' *জীবন*, ১৯৩২।

অন্যায় [স] ১ *বি* ন্যায়বিরুদ্ধতা। 'অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'প্রজা লোকেরদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* অনৈতিক। 'আপাতত অন্যায় ও অসঙ্গত বোধ হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৩ *বি* অবিচার। 'অপর ব্যক্তি কহিল, না ভাই! তাহা হইলে অন্যায় হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৪ *বিণ* অনাবশ্যক। 'আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব।' *রোকেয়া*, ১৯০৪। ৫ *বিণ* অসংগত। 'ছাত্রীদের পাঠনিষ্ঠায় অন্যায় পরিমাণ আতিশয্য দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৬ *বি* অনিয়ম। 'আমি অন্যায়, আমি উল্কা।' *নজরুল*, ১৯২২।

অন্যায়কারী [স] *বিণ* অনুচিত কাজ করে এমন। 'তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অন্যায়কৃৎ [স] *বি* অন্যায়কারী। 'রাগ প্রকাশের সুবিধা পাই বলেই আমরা অন্যায়কৃৎকে শাস্তি দিতে ছুটে যাই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অন্যায়পরতা [স] *বি* অনৈতিকতা। 'নিন্দা অতি অন্যায়পরতার কাজ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অন্যায়বিচার [স] *বি* অবিচার। 'সে প্রবলের অন্যায়বিচার অগত্যা সহ্য করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্যায়যুদ্ধ [স] *বি* ন্যায়বিরুদ্ধ যুদ্ধ। 'অবশ্য অন্যায়যুদ্ধ করিবে দানব পাপাচার।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অন্যায়রকম [স অন্যায়+আ রকম] *ক্রিবিণ* অনুচিতভাবে। 'বুড়ো ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অন্যায়-রণ [স] *বি* অন্যায্য যুদ্ধ। 'অন্যায় রণে যারা যত দড়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অন্যায়রূপে [স] *ক্রিবিণ* অন্যায়ভাবে। 'অন্যায়রূপে অত্যধিক পরিমাণে কর আদায়।' *এডুকেশন*, ১৮৭৮।

অন্যায়সহিষ্ণুতা [স] *বি* অন্যায়কে সহ্য করার ক্ষমতা। 'এত অন্যায়সহিষ্ণুতা, এত পরমুখাপেক্ষিতা, দৈবাৎ পাছে পরপুরুষের ছোঁয়া লাগে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

অন্যায়াচরণ [স অন্যায়-আচরণ] *বি* অনুচিত ব্যবহার। 'তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত ঐ গ্লানি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

অন্যায়াপরাধী [স অন্যায়-অপরাধী] *বিণ* অন্যায় অপরাধ করেছে এমন। *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

অন্যায়ার্জিত, অন্যায়ার্জ্জিত [স অন্যায়-অর্জিত] *বিণ* অন্যায়ভাবে অর্জিত। 'কোন মনুষ্য ধার্ম্মিক হইলে অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যে সন্তুষ্ট হয়েন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অন্যায়ী [স] *বিণ* অন্যায়কারী। 'বিষয়াসক্তির মোহে মানুষ যত অন্যায়ী যত নিষ্ঠুর হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অন্যায়োপজীবী [স অন্যায়-উপজীবী] *বিণ* অন্যায় উপায় অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহকারী। 'ন্যায়পথাশ্রয়ী সরলস্বভাব কৃষক, অন্যায়োপজীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরণীয় ও পূজনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অন্যাসন [স অন্বেষণ] *বি* খোঁজ। 'তাহারদিগের প্রত্যেকের অন্যাসন করিয়া ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

অন্যূন [স] *ক্রিবিণ* কমপক্ষে। 'বিদ্যালয়ে অন্যূন পাঁচ শত করিয়া বালক।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অন্যেশণ, অন্যেষণ [স অন্বেষণ] *বি* খোঁজ। 'অন্যেশণ করিতে২ দেখেন সে পড়িয়া রহিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১; 'অন্যেষণ করিতে২ দক্ষিণ দেশে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

অন্যোন্য [স] *ক্রিবিণ* একে অন্যের। 'অন্যোন্যে সভার বদন সভে চায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অন্যোন্যজাতিক [স] *বিণ* পরস্পর জাতিগত। 'অন্যোন্যজাতিক শান্তি-স্থাপনার জন্যে গড়ে তোলা লীগ অব নেশনস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অন্যোন্যনির্ভর [স] *বিণ* পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। 'স্ত্রী-পুরুষ অন্যোন্যনির্ভর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অন্যোন্যবাধক [স] *বিণ* পরস্পরবিরোধী। 'জন্ম-মৃত্যু অন্যোন্যবাধক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

অন্যোন্যস্তুতি [স] *বি* পরস্পর প্রশংসা। 'একেই বলে অন্যোন্যস্তুতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অপ [স] *বি* পানি। 'বাতাবর্তে সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথর ডইষ।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

অপইঠান [স অপ্রতিষ্ঠান] *বিণ* অধিকারহীন। 'অপইঠান মহাসুহলীণে দুলখ পরম নিবাণেঁ।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০।

অপকথা [স] *বি* কুকথা; খারাপ কথা। 'অপকথার স্পষ্ট আভা দেখা যায়।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

অপকর্ম, অপকর্ম্ম [স] **১** *বি* অসৎ কাজ। 'সৎ কর্ম জানাইমু অপকর্ম নিষেধিমু।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* ক্ষতিকর কাজ। 'ইহাতে অপকৃষ্ট অপকর্ম্ম করাতেও পৌরুষই আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

অপকর্ষ [স] *বি* অবনতি। 'সাগর-দ্বীপের শীতাতপের অপকর্ষ অনুমান করিতে পারেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অপকর্ষতা [স] *বি* নিকৃষ্টতা। 'তাহারা স্ব২ ভূমির উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা সম্বন্ধে সহস্র আপত্তি ... দর্শাউক।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

অপকার [স] *বি* ক্ষতি। 'হৃদি অরজল অপজস অপকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপকারক [স] *বিণ* অপকার করে এমন। 'উপকারক না হইয়া অপকারক হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অপকারিতা [স] *বি* অনিষ্টতা। 'ক্ষমতা ও সম্পদ কতিপয় লোকের কুক্ষিগত থাকার অপকারিতা সম্পর্কে ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

অপকারী [স] *বিণ* ক্ষতি করে এমন। 'ধর্মনাশা অপকারী অসত্য বচন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অপকার্য, অপকার্য্য [স] *বি* অর্থহীন কাজ। 'এই অপকার্য্য করিতে গিয়া তাহারা যে পরিমাণ ঋণ করিয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

অপকাশ [স] *বি* অবকাশ। 'এই অপকাশক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্জ্য করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

অপকীর্তন [স] *বি* দুর্নাম। 'তাদের এই অপকীর্তনের অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা ঢাকি জুটল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অপকীর্ত্তি [স] *বি* কুকর্ম। 'মায়ের মলিনমূর্তি আপনার অপকীর্তি দেখিল সপনে অবিশাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপকৃষ্ট [স] **১** *বিণ* নিকৃষ্ট। 'ইহাতে অপকৃষ্ট অপকর্ম্ম করাতেও পৌরুষই আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **২** *বিণ* অনুর্বর। 'উৎকৃষ্ট ভূমিগুলি ... দিয়া অপকৃষ্ট ভূমি গ্রহণ করিতে হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৮২। **৩** *বিণ* নিম্নমানের। 'অপকৃষ্ট উপমা নির্জুল উপমা উৎকৃষ্ট উপমা বেরসিকের উপমা – এসব কিছুর কোনো মূল্য থাকে না।' *অবন*, ১৯২৫।

অপকৌশল [স] *বি* কূটচাতুর্য। '... নিকষ অপকৌশলে ধরে ফেলেছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অপক্ব [স] **১** *বিণ* অপরীক্ষিত। 'ঐ নিয়মসকল কেবল সংপ্রতিকার এইপ্রযুক্ত অপক্ব।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* অপূর্ণ। 'আমার অপক্ব নিদ্রা পরিত্যক্ত হইল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* অপরিপক্ব। 'সুপক্ব এবং অপক্ব রম্ভা বৃক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অপকৃতা [স] *বি* অদক্ষতা। 'স্বজাতীয় বিদ্যায় অপকৃতা রহিল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

অপক্ষপাত [স] ১ *বি* পক্ষপাতহীনতা। 'তোমার অমাত্যেরা ত অপক্ষপাতে ব্যবহার পর্যালোচনা করিয়া থাকেন?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* নিরপেক্ষ। 'আমাদের আত্মশাসন ব্যাপারে অপক্ষপাত সমালোচনা করিয়া অকপট চিত্তে বলনু দেখি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অপক্ষপাতি [স অপক্ষপাতী] *বিণ* নিরপেক্ষ। 'যথার্থ বাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইঁহাকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে আমোদ করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অপক্ষপাতিতা [স] *বি* নিরপেক্ষতা। 'অপক্ষপাতিতা দেখাইবার প্রলোভনটুকু সংবরণ করিতে পারেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অপক্ষপাতিত্ব [স] *বি* নিরপেক্ষতা। 'মোকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বরূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

অপক্ষপাতী [স] *বিণ* নিরপেক্ষ। 'কাগজ নির্ব্বাহকেরা অপক্ষপাতী হইয়া প্রকাশ করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

অপক্ষপাতে [স] *ক্রিবিণ* নিরপেক্ষভাবে। 'তোমার অমাত্যেরা ত অপক্ষপাতে ব্যবহার পর্যালোচনা করিয়া থাকেন?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অপক্ষয় [স] *বি* বিনাশ। 'যশোধনেরা ... অবিনশ্বর যশঃশরীরের অপক্ষয় করেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অপগত [স] ১ *বিণ* দূরীভূত। 'আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* অপসৃত। 'দিবসের ভার যত তবে হয় অপগত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অপগমন [স] *বি* প্রস্থান। 'আঁধারের অপগমন ও আলোকের আগমন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপঘন [স] *বি* দেহ। 'দুই তনু এক অপঘন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপঘাত [স] ১ *বিণ* দুর্ঘটনাজনিত। 'মার অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁদে এক বারোইয়ারি পূজো করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। *বি* বিপত্তি। ২ *বি* ঝামেলা। 'অভ্যাসের বাহিরে কোনো নূতন অবস্থা এসে পড়লে অপঘাত ঘটায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বি* মৃত্যুতুল্য আঘাত। 'অপঘাত যতক্ষণ তাদের পেয়াদার মতো এসে জোর করে টেনে নিয়ে যায় ততক্ষণ তারা দুই হাতে আসন আঁকড়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বি* প্রবল বিরোধিতা। 'জানি বাংলা দেশের গোঁড়া মক্তবেও ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে এ রকম অপঘাত ঘটবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৫ *বি* দুর্ঘটনা। 'রেলগাড়ি আর মোটরের যুগে বহু অপঘাত চলিয়াছি ভুগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৬ *বি* অন্যায় আঘাত। 'পণপ্রথার অপঘাতে একই সমাজের কোন একটি পরিবার ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অপঘাতমৃত্যু [স] *বি* আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু। 'অবস্থাগত বৈষম্য সেখানে প্রতিযোগিতা অপঘাতমৃত্যুর কারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অপঙ্কিল [স] *বিণ* ক্লেদাক্ত নয় এমন। 'তারা সর্বদা পবিত্র গঙ্গাধারার মতো কখনও কখনও পঙ্কিলতা বহন করেও অপঙ্কিল।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অপঙ্কিলতা [স] *বি* ক্লেদাক্ত নয় এমন অবস্থা। 'পঙ্কিলতা, অপঙ্কিলতার প্রতি ধার্মিকের দৃষ্টি নেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অপচএ [স অপচয়] *বি* ক্ষতি। 'তোহ্মার অপচএ চিন্তি আপনে মরিব।' *সুলতান*, ১৭০০।

অপচয় [স] ১ *বি* ক্ষতি। 'অপচয় করি পলাইল কোন খানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অবনতি। 'তাহারদিগের উপচয় না হইয়া অপচয় হইয়াছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৩ *বি* হ্রাস। 'বিদ্যা ... না ব্যয়েই ক্ষয় হয় না অন্য কোন উপাধি দ্বারাই অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ৪ *বি* অপব্যয়। 'যথারুচি অপচয় করিব সে-ধন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অপচয়পূরণ [স] *বি* ক্ষতিপূরণ। 'এখন কি উপায়ে অপচয়পূরণ করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অপচয়শীল [স] *বিণ* ক্ষতিকর। 'একটা অপচয়শীল অনিশ্চিত প্রেম জীবনটাকে ছাই করে দিয়ে চলে যাবে।' *জীবন*, ১৯৩১।

অপচয়িত [স] *বিণ* অপচয় করা হয়েছে এমন। 'এতদিন জীবনটা অপচয়িত হয়ে গেছে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অপচয়ী [স] *বিণ* অস্তায়মান। 'অপচয়ী সূর্য তার সবটুকু সোনা কী করে ওড়ায়।' *নীরেন*, ১৯৫৮।

অপচিত [স] *বিণ* অপব্যয়িত। 'আমারদিগের দুই লক্ষ টাকা অপচিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

অপচার [স] ১ *বি* বদহজম। 'হজম করিতে পারেন নাই; সুতরাং, অপচার ও উদরাধ্মান হইয়া রহিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বি* অন্যায় আচরণ। 'ব্যতিক্রম, অপচার নিষিদ্ধ সে-নৈরাজ্যে নিশ্চয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

অপচারী [স] *বিণ* অহিতাচারী। 'তার অপেরণে অপচারী দ্রষ্টাই প্রকট।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অপচিত *দ্র* অপচয়

অপচিন্তা [স] *বি* নেতিবাচক ভাবনা। 'চিন্তা বা অপচিন্তার ছটফটানির ভিতর এসবের স্থানই-বা কোথায়?' *জীবন*, ১৯৩১।

অপচেষ্টা [স] ১ *বি* অন্যায় তৎপরতা। 'যে-সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* মন্দ অভিপ্রায়। 'তাঁদের অপচেষ্টার সমর্থনে একটি প্রস্তাবও পাশ করাইয়া লইয়াছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

অপচেষ্টাকারী [স] *বি* মন্দ কাজ করতে চেষ্টা করে যে। 'এই অপচেষ্টাকারীরা দমিয়া গিয়াছিলেন কি?' *আজাদ*, ১৯৫৭।

অপছন্দ [অ+ফা পসন্দ] *বি* পছন্দ না করা। 'তাঁর খুদে দেওর-কবির অপছন্দ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অপছর [স অপ্সরা] *বি* সুরসুন্দরী। 'দেবতা গন্ধর্ব্ব কীবা অপছর কিন্নর।' *মালাধর*, ১৫০০।

অপছরি, অপছরী [স অপ্সরা] *বি* সুরসুন্দরী। 'জগত মোহিনি কন্যা রূপে অপছরি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কিবা দেব কৈন্যা তুক্ষি নওবা অপছরী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অপছায়া [স] *বি* বিকৃত ছায়া। 'দ্বেষের অপচ্ছায়া।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

অপজনন [স] *বি* অধঃপতন। 'সংযত আর্য আদর্শ লঙ্ঘন করে কামনার অনুসরণে অসাম্যে অপজনন ঘটাচ্ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অপজস [স অপযশ] ১ *বি* বদনাম। 'হুহি অরজল অপজস অপকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* কলঙ্ক। 'তোমা সিসু বধিলে মোর হব অপজস।' *মালাধর*, ১৫০০।

অপজষ [স অপযশ] *বি* নিন্দা। 'এক্ষানে আমার এমত অপজষ করিয়া আক্ষতি করিতেছেন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১৫।

অপজসি [স অপযশ>] *বিণ* নিন্দিত; কলঙ্কিত। 'অকাট্য করিস তুই

অপজসি হইব মুই।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অপজাত [স] *বিণ* হীন। 'যাহার আপজাত্য ঘটিয়াছে সে অপজাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

অপজাতি [স] *বি* নিকৃষ্ট প্রজাতি। 'যাহা অপজাতির গৃহপালিত বিড়াল কুক্কুরাদি ভোজন করিয়া থাকে।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

অপটিকস, অপটিক্স [ই] *বি* আলোকবিজ্ঞান। 'চক্ষুতত্ত্ব কোনো অপটিকস শাস্ত্রে আজ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই।' *প্রমথ*, ১৮৯৮; 'লেন্স ও অপটিক্সের বই।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অপটু [স] **১** *বিণ* অক্ষম। 'অশ্বকে চালাইতে অপটু হয় ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯। **২** *বিণ* পটু নয় এমন। 'তাহারা ... কৃষিকার্য্যাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়েই অপটু ও অনভিজ্ঞ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অপটুতা [স] *বি* অদক্ষতা। 'তাহাদের পটুতা অপটুতা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'স্ত্রীর পক্ষে এমন অপটুতার পরিচয় আর কী দিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অপটুত্ব [স] *বি* অনিপুণতা। 'লেখার অপটুত্ব ও বানান-ভুলে ভরা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অপঠিত [স] *বিণ* পড়া হয়নি এমন। 'কবি বঙ্গীয় পাঠকসমাজে অপরিচিত, তাঁহার কাব্য অপঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপড় [স অপতন] *বিণ* পড়ে না এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অপণ [স আত্মন] *সর্ব* নিজ। 'আইল পরাহক অপণে বহিআ।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

অপণা *সর্ব* নিজের। 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

অপণেহি *সর্ব* নিজেই। 'অপণেহি তবেঁ রাধা দিবোঁ মাহাদাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অপণ্ডিত [স] *বি* পাণ্ডিত্য নেই এমন ব্যক্তি। 'অপণ্ডিতকে পণ্ডিতরূপে কহা ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

অপণ্য [স] *বিণ* বিক্রয়ের অযোগ্য; অচল। 'অপণ্য দ্রব্যের ভারে যবে মোর তরী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অপতিত [স] *বিণ* বিরতিহীন। 'তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অপত্য [স] **১** *বি* সন্তান। 'কুমার কুমারি কীবা অপত্য হইব।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* পুত্রসন্তান। 'অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অপত্যবৎসল [স] *বিণ* সন্তানের প্রতি স্নেহশীল। 'পুত্রের আগমন উপলক্ষ্য করে অপত্যবৎসল পিতা বেশ অসোয়াস্তি বোধ করছিল।' *শওকত*, ১৯৭৩।

অপত্যস্নেহ [স] *বি* সন্তানের প্রতি ভালোবাসা। 'কিন্তু, রাজা ... অপত্যস্নেহবিস্মরণপূর্বক, অকৃত অপরাধে, কন্যাকে নির্বাসিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অপত্যোৎপাদিকা [স অপত্য-উৎপাদিকা] *বিণ* সন্তান উৎপাদনকারী। 'অল্প বয়সে দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে সম্পূর্ণরূপ চরিতার্থ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অপথ [স পথ>] **১** *বি* কুপথ। 'অপথে চলনিয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* দিশাহীন। 'হেরিনু নিশায় তরী অপথ সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৩** *বি* অবাঞ্ছিত পথ। 'অপথে বিপথে চলাকেই 'একস্ট্রিমিজম' বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অপথুয়া [স অপথ>] *বিণ* বিপথগামী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অপথ্য [স] *বি* প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যাকে ভালো বিবেচনা করা হয় না এমন খাবার।। 'চিনাবাদাম-ভাজা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অপদ [স অপদ>] **১** *বি* অস্থান। 'আবে অপদহু হরি তেজ অনুরোধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* খোঁড়া ব্যক্তি। 'অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

অপদস্থ [স] *বিণ* অসম্মানিত। 'কোন স্থানে অপদস্থ হয় নাই।' *রামরাম*, ১৮০২।

অপদস্থ করা *ক্রি* অসম্মানিত করা। 'ভট্টাচার্য্যকে অপদস্থ করা হইবে না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

অপদার্থ [স] **১** *বিণ* অকর্মণ্য। 'তাহাকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বিণ* অযোগ্য। 'তুমি অতি অপদার্থ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; *বি* অযোগ্য ব্যক্তি। 'একজন অপদার্থ অনেক উমেদারি করিয়াও গবর্নমেন্টে কাজ পায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বিণ* অসার। 'রুদ্রচণ্ড হীন অপদার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বিণ* অশিক্ষিত। 'বর্ণজ্ঞানবিহীন অপদার্থ পেটুকের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি?' *মশাররফ*, ১৯০৮। **৫** *বিণ* মূল্যহীন। 'নিজ দেশের বিদ্যা বলিয়া পদার্থ নাই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বলিলেই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৬** *বিণ* অর্থহীন। 'একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অপদার্থতা [স] *বি* অযোগ্যতা। 'তাতে তাদের অপদার্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অপদৃষ্টি [স] *বি* ক্ষতিকর দৃষ্টি। 'সেই ঈর্ষাপরায়ণা দেবীর অপদৃষ্টির ভয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অপদেব [স] *বি* নিকৃষ্ট দেবতা। 'দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অপদেবতা [স] **১** *বি* ভূত প্রেত ইত্যাদি। 'তবে কেমন দেবতা? অপদেবতা?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* অশুভ শক্তি। 'যে-সমস্ত অপদেবতা সকল রকম দুষ্কর্ম করে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৩** *বি* অশুভ মনোভাব। 'অপদেবতা কেমন করে আমার উপর ভর করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অপদোষ [স] *বি* অপরাধ। 'অপদোষ কলঙ্কে চণ্ডিকা জিয়াইয়া দে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অপন [স আত্মন] *সর্ব* নিজ। 'এতদিন অছলিহু অপনে গেয়ানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'বিদ্যাপতি কহ অপনেহি আউতি/ সিরি সিবসিংহ লাগি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপনক *সর্ব* নিজের। 'কুচকুম্ভ কহি গেল অপনক আস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপনুক *সর্ব* নিজের। 'অপনুক অভিমত উকুতি বুঝাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপনোঞ *সর্ব* নিজের। 'অপনোঞ হৃদয় বুঝাবএ আন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপনয় [স] *বি* অবসান। 'তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবস্থার অপনয় অতি আবশ্যক।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

অপনয়ন [স] *বি* অপসারণ। 'বিজ্ঞান প্রভাবে অনায়াসেই তাহার অপনয়ন করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অপনীত [স] ১ *বিণ* দূরীভূত। 'অপনীত অবারোহ করিয়ে সকলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* লুপ্ত। 'তাঁহাদের এ কলঙ্ক কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* অপসারিত। 'কতকগুলির দোষে জমিদারশ্রেণির এই কলঙ্ক অপনীত হইতেছে না।' *এডুকেশন*, ১৮৭২। ৪ *বিণ* হ্রাসপ্রাপ্ত। 'বাবুদের মদ্যাশক্তি এবং বেশ্যাসক্তি অনেক অপনীত হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অপনোদন [স] *বি* দূরীকরণ। 'পাত্র মন্ত্রীরা নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য কহিয়া রাজার শোকাপনোদন [শোক+অপনোদন] করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

অপনোদিত [স] *বিণ* দূরীভূত। 'ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অপন্যায় [স] *বি* অন্যায় ব্যবহার। 'তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অপপাঠ [স] *বি* ভুল পাঠ। 'উদ্বেগের মসি প্রাগূষার পাণ্ডু মুখে অনর্থের অপপাঠ লিখে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অপপ্রচার [স] ১ *বি* অন্যায় উদ্দেশ্যমূলক প্রচার। 'দিনের পর দিন অতিরঞ্জন ও অপপ্রচার।' *আজাদ*, ১৯৪৭। ২ *বি* অমূলক প্রচার। 'এসব অপপ্রচার ব্যর্থ করার জন্যে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অপপ্রচেষ্টা [স] *বি* অন্যায় চেষ্টা। 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে পঙ্গু করার অপচেষ্টারই নামান্তর।' *বেগম*, ১৯৬৩।

অপপ্রতিভা [স] *বি* দুষ্টবুদ্ধি। 'আমাদের জীবনের উতরোল অপপ্রতিভাকে ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

অপপ্রয়াস [স] *বি* অন্যায় চেষ্টা। 'সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধির অপপ্রয়াসের পেছনে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

অপপ্রয়োগ [স] ১ *বি* অশুদ্ধ ব্যবহার। 'ক্লীবলিঙ্গপ্রয়োগ সম্পূর্ণ ব্যাকরণবিরুদ্ধ, সুতরাং নিতান্ত অপপ্রয়োগ।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* অন্যায় প্রয়োগ। 'শক্তির অপপ্রয়োগ হচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অপবর্গ [স] *বি* মোক্ষ। 'ঔদাসীন্যভাব প্রাপ্ত হইলেই অপবর্গ লাভ হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অপবাদ [স] ১ *বি* বদনাম। 'কি কারণে পদ্মা এত অপবাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ মিথ্যা 'অপবাদুয়া [অপবাদ+উয়া]।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* কলঙ্ক 'যদি কোন ব্যক্তি দোষী বা অপবাদগ্রস্ত হয় তবে দলপতি ...।' *ভবানী*, ১৮২৩। ৪ *বি* দোষারোপ। 'অজ্ঞতার অপবাদ লেখকের নামে পৌছাইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অপবাদগ্রস্ত [স] *বিণ* নিন্দায় আক্রান্ত হয়েছে এমন। 'যদি কোন ব্যক্তি দোষী বা অপবাদগ্রস্ত হয় তবে দলপতি ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

অপবাদ দেওয়া *ক্রি* মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা। 'অপবাদ দিলি এই দুগ্ধের কুমারে?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অপবাদসূচক [স] *বিণ* বদনামসূচক। 'তাহাকে লোকে হিসাবী, বিষয়ী, সংকীর্ণমনা প্রভৃতি অপবাদসূচক কথা বলিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অপবাদারোপ [স অপবাদ-আরোপ] *বি* কলঙ্ক আরোপ। 'তাহাতেও লোকে ব্যাপিকা অপবাদারোপ করিয়া থাকেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

অপবাদী [স] *বিণ* দোষের ভাগী। 'এই শব্দ তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া তাহার প্রাণ দণ্ড করিবেক তাহাতে সে অপবাদী না হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

অপবাদুয়া [স অপবাদ>] *বিণ* মিথ্যুক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অপবিত্র [স] ১ *বিণ* অশুদ্ধ। 'অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অশুচি। 'আপনার জিহ্বাকেও পাপ কথায় অপবিত্র করিও না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অপবিত্রকরণ [স] *বি* কোনো বস্তুর পবিত্রতা বিনষ্ট করা। 'হিন্দুমন্দির অপবিত্রকরণ, হিন্দু সংবাদপত্র ও সভাসমিতিতে বাধাদান ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

অপব্যবহার [স] *বি* অন্যায়ভাবে প্রয়োগ। 'সকল জমীদার তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার ... করিয়াছেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

অপব্যয় [স] ১ *বি* বাজে খরচ। 'অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পরপুরন্দর অত্যন্ত নির্দ্ধন হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* অবাঞ্ছিত ব্যয়। 'তাহাদিগের শিক্ষাসাধন রূপ অতিমাত্র আবশ্যক বিষয়ে ব্যয় করা এক প্রকার অপব্যয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার। 'সৃষ্টিই কি অপব্যয় নয়। গানে কি কারো কোনো লাভ আছে। চিত্রকলায় কি অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৪ *বি* ক্ষতি। 'মানবজীবনের এমন নির্মম অপব্যয় আর-কিছুই হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৫ *বি* বাহুল্য। 'কাজের প্রণালীর মধ্যে অনাবশ্যক সংঘর্ষ ও অপব্যয় লেশমাত্র নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অপব্যয়কারী [স] *বি* বাজে খরচ করে এমন ব্যক্তি। 'অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলিয়া ঘোষণা ...।' *এসলাম*, ১৯৩১।

অপব্যয়িত [স] *বিণ* অপব্যয় করা হয়েছে এমন। 'গৃহ কর্ম্ম সাধনে অনেক সময় অপব্যয়িতও হইতে দেখা যায়।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

অপব্যয়ী [স] ১ *বিণ* অপচয়কারী। 'শুধু যাচে পার্থিব সুরার ফেনা অপব্যয়ী বিলাসের কাছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০। ২ *বিণ* অপব্যয়কারী। 'অপব্যয়ী প্রকৃতির অরক্ষিত দানসত্র।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* অবিবেচনা করে ব্যয় করে এমন। 'অপব্যয়ী সন্তান কর্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃভাণ্ডার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৪ *বিণ* ক্ষতিকর। 'কি এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন।' *জীবন*, ১৯৪২।

অপভাগ [স] *বিণ* অভিন্ন। 'প্রমদার অঙ্গরাগ দুই অঙ্গে অপভাগ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপভাষা [স] *বি* অমার্জ্জিত ভাষা। 'ভাষা শিক্ষা যাদৃশ হউক কিন্তু অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অপভ্রংশ [স] ১ *বি* মূল শব্দের বিকৃত রূপ। 'কোন ভাষাকে ... অপভ্রংশপ্রাপ্ত ভাষা বলা যায় না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* ভারতীয় আর্যভাষায় প্রাকৃত স্তরের পরবর্তী স্তরের ভাষা। 'বানান সংস্কারের নযীর পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে পাওয়া যাবে।' *সওগাত*, ১৯২৯। ৩ *বি* বিকৃতি। 'সংস্কৃতের অপভ্রংশ/ মুখ থেকে ভ্রষ্ট হবার পূর্বেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অপভ্রংশতা [স] *বি* বিকৃতি। 'তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপভ্রষ্ট [স] *বিণ* বিকৃত। 'কোন শব্দ ভাষান্তরে অপভ্রষ্ট হইয়া প্রবেশ করিলে দুই তিন রূপ ধারণ করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অপমান [স] ১ *বি* লাঞ্ছনা। 'বড় অপমান পাইলোঁ এবে খাইবোঁ বিসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অসম্মান। 'মিছা কেহে করে কাহাঞিঁ মোর অপমান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* ক্ষতি। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বি* ছোটো। 'আপনার সমস্ত সাধুপ্রকৃতিকে অপমান করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অপমানকর [স] *বিণ* অপমানজনক। 'লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অপমানক্ষত [স] *বি* লাঞ্ছনার চিহ্ন। 'প্রজাহৃদয়ে অপমানক্ষত সর্বদা জাগাইয়া রাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অপমানগ্রস্ত [স] *বিণ* অপমানিত। 'নিরপরাধে অপমানগ্রস্ত হইয়া আপন কোষ হইতে খড়্গ লইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অপমানজনক [স] *বিণ* অসম্মানকর। 'অনুপযুক্ত বা অন্যায় বা অপমানজনক।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অপমানজ্ঞান [স] *বি* মান-অপমান বোধ। 'অপমানজ্ঞান আছে তোমার?' *মানিক*, ১৯৪০।

অপমানদংশিত [স] *বিণ* অপমানে জর্জরিত। 'কোনো মহীয়সী মহিলা অপমানদংশিত দ্রুতবেগে দৃঢ় পদক্ষেপে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

অপমানসূচক [স] *বিণ* অসম্মানজনক। 'এর মতন অপমানসূচক সম্বন্ধ মানুষের পক্ষে দুটি নেই।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

অপমানাহত [স অপমান+স আহত] *বিণ* অপমানে আহত। 'অপমানাহত ক্রুদ্ধ চিত্ত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অপমানি [স অপমান>] *বি* অপমান। 'আরো কতরূপ অপমানি করিলে।' *লালন*, ১৮৯০।

অপমানিত [স] *বিণ* অসম্মানিত। 'যদি এখানকার রীতিজ্ঞ না হইতে পার তবে ... অপমানিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৩।

অপমানিতা [স] *বিণ স্ত্রী* লাঞ্ছিত। 'সভাতলে দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অপমানী [স] *বিণ স্ত্রী* অসম্মানিত। 'গ্রহণ করিয়ে এত হৈনু অপমানী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

অপমার্গ [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'অপমার্গ বাঘনলা সাঞী তোলে ভ্রঙ্কলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপমিত [স] *বিণ* অপমৃত। 'এক জন্তু এক বড়শিঙ্গা হরিণের দ্বারা অপমিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অপমৃত [স] *বিণ* অস্বাভাবিক মৃত্যুপ্রাপ্ত। 'অপমৃত বিধাতার লগ্নভ্রষ্ট প্রেত যেন কাঁদে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অপমৃত্যু [স] *বি* অস্বাভাবিক মৃত্যু। 'বিষপানে কাহার না অপমৃত্যু ঘটে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অপযশ [স] **১** *বি* অপবাদ। 'আদ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* কলঙ্ক। 'তোহারি বচনে কৈছে করব পিরীত। হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বি* নিন্দা। 'যাহার লাগেয়া সব তেয়াগিনু লোকে অপযশ কয়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **৪** *বি* অখ্যাতি। 'অপযশে কোন দিগন্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপযশশূন্য [স] *বিণ* নিন্দাযোগ্য নয় এমন। 'রামচন্দ্র হনূমানের অপযশশূন্য, ব্যাকরণশুদ্ধ, বিশুদ্ধ শিষ্টালাপের ... প্রশংসা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অপয়মন্ত [স] *বিণ* অপয়া। 'আমি তো শিশুকাল হইতেই অপয়মন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

অপয়া [স] *বিণ* অশুভজনক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তুই বড় অপয়া।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অপর [স] **১** *বিণ* অন্য। 'তপন দক্ষিণ অপর চন্দ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** এদিকে। 'অপর মোকাম কলিকাতা হইতে আমার তলবে লোক আসিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *অব্য* তাছাড়া। 'অপর কোন অধ্যক্ষের সমভিব্যাহারে গমনব্যতীত উক্ত সভাতে প্রবেশ হইবার রীতি নাই।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

অপরঞ্চ [স] **১** *অব্য* আরও। 'তুমি জল তুমি স্থল অপরঞ্চ বুদ্ধিবল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *অব্য* তাছাড়া। 'অপরঞ্চ দিন যাপনের এক সুনিয়ম করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

অপরতন্ত্র [স] *বিণ* স্বাধীন। 'তাঁহারা ... স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে সুখসমৃদ্ধি লাভ করিয়া অপরতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অপরন্তু [স] *অব্য* আরও। 'অপরন্তু কোন২ সম্বাদ পত্র কত সংখ্যক লোক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অপরপক্ষ [স] *বি* অন্য পক্ষ। ' একপক্ষ হইতে ইঁট এবং অপরপক্ষ হইতে পাটকেল বর্ষণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অপরপক্ষে *ক্রিবিণ* অন্য দিকে। 'একেই বলে জড়তত্ত্ব ... অপরপক্ষে পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে বিপদের লক্ষণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অপরবিধ [স] *বিণ* অন্যপ্রকার। 'মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অপরবোধ্য [স] *বিণ* অন্যের বোধগম্য। 'র‍্যাম্বো এবং রিল্‌কে-কেও তাঁদের কবিতা অপরবোধ্য ভাষায় লিখতে হয়েছে।' *শিব*, ১৯৭৩।

অপরমুখী [স] *বিণ* অন্যের সঙ্গে মিশতে চায় এমন। 'আসঙ্গের অনারত, অনিবার্য, জৈব অভিকর্ষে ব্যক্তিমাত্রই অপরমুখী।' *শিব*, ১৯৫৬।

অপরা [স অপর>] **১** *বিণ* অপর। 'অভয়বরদ অপরা হাত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *সর্ব স্ত্রী* অপর। 'প্রফুল্ল অপরাকে তখন বলিল, তোমার নাম কি গা?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অপরাপর [স অপর-অপর] *বিণ* অন্যান্য। 'প্রণয়ের স্থলে অপমান, প্রবঞ্চনা ও অপরাপর অনিষ্ট ঘটনার অসম্ভাবনা ভাবিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অপরবশ্য [স] *বিণ* স্বাধীনচেতা। 'তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ, অপরবশ্য স্বভাব, নিজত্ব সম্পর্কে চৈতন্য ...।' *রমেন*, ১৯৭০।

অপরশ [স স্পর্শ>] *ক্রিবিণ* স্পর্শহীনভাবে। 'অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অপরাগ [স] *বিণ* অনাগ্রহী। 'হিন্দুরা চিরকাল রণে অপরাগ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অপরাজিত [স] **১** *বিণ* অদমিত। 'তাঁহাদের দল এখনও অপরাজিত ও অক্ষুণ্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* পরাজিত হয়নি যে জন। 'ভাঙিলে দ্বার কোণ সে ক্ষণ অপরাজিত হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* হার মানে না এমন। 'সায়ান্স, তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের জন্যে অপরাজিত যত্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অপরাজিতা [স] **১** *বি স্ত্রী* হিন্দুদের দেবী দুর্গা। 'অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ফুলবিশেষ। 'কাঞ্চন কস্তূরী বক, অপরাজিতা চম্পক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অপরাজেয় [স] **১** *বিণ* পরাজিত হয়নি এমন। 'সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৬। **২** *বিণ* পরাজিত করা যায় না এমন। 'সত্যদর্শীর দৃষ্টি লইয়া অপরাজেয় বীর!' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৩** *বিণ* খ্যাতিমান। 'প্রায় অপরাজেয়

কথাশিল্পীদের মতোই বানাতে পেরেছিলে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অপরাদ [স অপরাধ] *বি* পাপ; দোষ। 'এই অপরাদে ব্রত হইব বিফলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অপরাদ্ধ [স অপরাধী] *বিণ* অপরাধী। 'মহা অপরাদ্ধ হৈলা শান্তিপুরনাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অপরাধ [স] **১** *বি* অন্যায়। 'আবে দিনে দিনে পেম ভেল থোল/ কএ অপরাধ বোলব কত বোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* অনুশোচনা। 'ব্যর্থ বাক্যব্যয় করে অপরাধ পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* দোষ। 'অপরাধ ক্ষম পূর্ব্বে যে কৈনু নিন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অপরাধ ক্ষম কৃপাময়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপরাধক্ষয় [স] *বি* পাপক্ষয়; দোষনাশ। 'প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অপরাধ গড়া *ক্রি* অপরাধ করা। 'অপরাধ গড়িয়া তুলিতেছে অনেকে মিলিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ইহারাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপরাধগ্রস্ত [স] *বিণ* অপরাধী। 'জ্বালের অপরাধগ্রস্ত হইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অপরাধজনিত [স] *বিণ* অপরাধমূলক। 'অপরাধজনিত কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

অপরাধতত্ত্ববিদ [স] *বি* অপরাধবিষয়ক বিশেষজ্ঞ। 'এ জন্য অপরাধতত্ত্ববিদ, মনস্তাত্ত্বিক, আইনজ্ঞ, ডাক্তার ...।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

অপরাধপ্রবণতা [স] *বি* আইনবিরুদ্ধ কাজে আসক্তি। 'সকল স্তরে অপরাধপ্রবণতা বিরোধী হাওয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

অপরাধবোধ [স] *বি* অপরাধ হয়েছে এমন বোধ। 'লক্ষণের যে প্রচণ্ড ক্ষোভ, গভীর দুঃখ আর অপরাধবোধ ...।' *মুখলেস*, ১৯৭৫।

অপরাধব্যূহ [স] *বি* অপরাধবেষ্টনী। 'অপরাধব্যূহ হইতে নির্গমনের কূটকৌশল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অপরাধভীরু [স] *বি* অপরাধ করার কারণে ভীত ব্যক্তি। 'বাড়িতে সর্বদাই অপরাধভীরুর মতো যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অপরাধমূলক [স] *বিণ* অপরাধবিশিষ্ট। 'অশ্লীল ও অপরাধমূলক ছবি প্রচার।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

অপরাধমোচন [স] *বি* দোষস্খালন। 'তবু অপরাধ মোচন হইবে, বাধা জীর্ণ হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপরাধহীন [স] *বি* নিরপরাধ ব্যক্তি। 'নিষ্ঠুর অন্যায় ঘটে অপরাধহীনের প্রতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অপরাধিন [স অপরাধিন্] *বি* অপরাধী ব্যক্তি। 'এই গুরুতর অপরাধিন যেন পরম দয়ালু খোদাতালার ক্ষমার পাত্র হন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

অপরাধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দোষী। 'তাঁহার নিকট ... অপরাধিনী হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অপরাধী [স] **১** *বিণ* দোষী। 'মোর বাড়া আর প্রভু নাহি অপরাধী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'অপরাধী না রাখ মোহোরে তোরা সবে।' *সুলতান*, ১৭০০; 'ইহারা অত্যন্ত অপরাধী হইলেও, বধার্হ নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* অভদ্র। 'এরূপ বিষয়ের বিবেচনা-ক্লেশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করাতে অপরাধী হইতেছি কি না, জানি না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। **৩** *বি* দোষারোপ। 'মিথ্যা আমি অপরাধী করেছি তোমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৪** *বি* আসামি। 'অপরাধী খালাস পাইলেও ক্ষতি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অপরাপর *দ্র* অপর

অপরাবিদ্যা [স] *বি* বিজ্ঞান; ব্যবহারিক সত্য। 'অপরাবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলে কারো পক্ষে পরাবিদ্যা লাভের ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

অপরাভক্তি [স] *বি* গৌণ ভক্তি। 'আমাদের মতে ভক্তি পরাপ্রীতি, আর প্রীতি অপরাভক্তি।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

অপরামর্শ [স] *বি* খারাপ পরামর্শ। 'নাগা সৈন্য সংগ্রহ করা অপরামর্শ নহে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অপরার্ধ, অপরার্দ্ধ [স] *বিণ* বাকি অর্ধেক। 'কেবল টাকার শ্রাদ্ধ, মেলে হবে অপরার্দ্ধ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অপরাস্ত [স] *বি* অপরাজিত জন। 'চিনেও চেনে না স্বাবলম্বী অসহিষ্ণু/ সমবায়ী অপরাস্তে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অপরাহত [স] *বিণ* অপরাজিত। 'দুরূহ নিরুপায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া অপরাহত ধৈর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অপরাহ্ণ [স] *বি* বিকাল। 'অপরাহ্ণে আসিয়া হইল পরকাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অপরাহ্ণকাল [স] *বি* বিকাল বেলা। 'অপরাহ্ণকালে, জলসেক করিতাম তরু-আলবালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অপরাহ্ণবেলা [স] *বি* শেষ সময়। 'আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অপরাহ্ণিক [স] *বিণ* বৈকালিক। 'কর্তা অন্তঃপুরমধ্যে অপরাহ্ণিক নিদ্রার সুখে অভিভূত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অপরিচয় [স] *বি* পরিচয়ের অভাব। 'পরস্পরের মাঝখানে অপরিচয়ের দূরত্ব নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অপরিচিত [স] **১** *বিণ* অচেনা। 'এক অপরিচিত ব্রাহ্মণতনয়কে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* অজানা। 'হিন্দু পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী মহাশয়েরা এ বিষয়ে অপরিচিত রাখিলেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অপরিচিতা [স] *বি স্ত্রী* পরিচিত নয় এমন ব্যক্তি। 'জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য-ডোরে তোমা সাথে হে অপরিচিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অপরিচ্ছন্ন [স] **১** *বিণ* পরিপাটি নয় এমন। 'রাত্রিবস্ত্র প'রে ... অর্ধসভ্যতার অপরিচ্ছন্ন শৈথিল্য এবং আরাম উপভোগ করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* অপরিষ্কার। 'আবর্জনাময় অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ঘরে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

অপরিচ্ছন্নতা [স] **১** *বি* পরিপাটি নয় এমন অবস্থা। 'একান্ত অপরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়েও নবাবী আমলের চেহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বি* অস্বচ্ছতা। 'চিন্তার আবেগময়তা এবং অপরিচ্ছন্নতার জন্যে সে ভুল অনেকের কাছে ...।' *উমর*, ১৯৬৭।

অপরিচ্ছিন্ন [স] *বিণ* অসীম। 'এই এক সিদ্ধান্ত তাঁহাদের বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, পৃথিবী অচলা ও অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্রভূতা।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অপরিজ্ঞাত [স] *বিণ* অজ্ঞাত; জানা নেই এমন। 'সেই অপরিজ্ঞাত কালে হিন্দু জাতি কতদূর সভ্যতারূঢ় ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অপরিজ্ঞেয় [স] *বিণ* অজ্ঞেয়; ভালোভাবে জানা যায় না এমন। 'অপরিজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরই মানব-জাতির পরম ভক্তিভাজন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অপরিণত [স] **১** *বিণ* পরিণত হয়নি এমন। 'তাঁর ক্ষুদ্র অপরিণত নাসিকাটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* অপরিপক্ব। 'ভাব যতক্ষণ মনের মধ্যে অস্ফুট অপরিণত আকারে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বিণ* অর্বাচীন। 'বাংলা অপেক্ষাকৃত অপরিণত ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৪** *বিণ* অদক্ষ। 'বিদেশী নাবিক মাতাল এবং অপরিণত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অপরিণতবুদ্ধি [স] *বিণ* বুদ্ধি বিকশিত হয়নি এমন। 'ক্লাসিক রোমান্টিককে অবজ্ঞা করেন অপরিণতবুদ্ধি বলে।' *শিব*, ১৯৫০।

অপরিণতি [স] *বি* অপূর্ণতা। 'একটুখানি অপরিণতি তার গোলটার মধ্যে থেকেই যায়।' *অবন*, ১৯২৫।

অপরিণামদর্শী [স] **১** *বিণ* ভবিষ্যতের কথা ভাবে না এমন। 'অপরিণামদর্শী ... কুসন্তানেরা জন্মভূমিকে উহাদিগের নিকট বিক্রয় করিল!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* অবিবেচক; পরিণাম বিবেচনা করে না এমন। 'অপরিণামদর্শী ক্ষুৎক্ষামোদর অনেক জমিদার।' *গ্রামবার্ত্তা*, ১৮৭৩।

অপরিণামদর্শিতা [স] *বি* পরিণামের কথা বিবেচনা না করা। 'তাঁদের অপরিণামদর্শিতা ও একগুয়েমীই এর প্রধান কারণ।' *সওগাত*, ১৯২৯।

অপরিণীতা [স] *বিণ স্ত্রী* অবিবাহিতা। 'অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অপরিতৃপ্ত [স] **১** *বিণ* অতৃপ্ত। 'আমাদের হৃদয় অপরিতৃপ্ত থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* অপূর্ণ। 'ইচ্ছাটা অপরিতৃপ্ত থাকলেও তার ভিতরে এক রকম সুখ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অপরিতৃপ্তি [স] *বি* অতৃপ্তি। 'এই-সমস্ত সুলভ আনন্দের অপরিতৃপ্তি জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অপরিতোষণীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* অতৃপ্ত। 'অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অপরিত্যাজ্য [স] *বিণ* পরিত্যাগ করা যায় না এমন। 'গ্রাম্য মনের অপরিত্যাজ্য সংস্কারে ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অপরিপক্কতা [স] *বি* অভিজ্ঞতার অভাব। 'অক্ষমতা এবং অপরিপক্বতা পদে পদে প্রকাশ পাইবার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অপরিপাটী [স] *বিণ* অগোছালো। 'লোকটি নেহাৎ অসজ্জিত ঢিলেঢালা অপরিপাটী –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অপরিপুষ্ট [স] *বিণ* পুষ্ট হতে পারেনি এমন। 'ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অপরিপুষ্টিতা [স] *বি* পরিপুষ্টির অভাব। 'শিশুদের অপরিপুষ্টিতা ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দিচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৭১।

অপরিপূর্ণতা [স] *বি* অসম্পূর্ণতা। 'এরা রবীন্দ্রনাথের "ঐকতান" কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে রবীন্দ্রনাথের অপরিপূর্ণতা প্রমাণ করতে চান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অপরিবর্ত, অপরিবর্ত্ত [স] *বি* অপরিবর্তনীয়তা। 'লোকে তাহাই অপরির্ত্তসহ সর্ব্বোত্তম বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অপরিবর্তন [স] *বিণ* আগের মতো; পূর্ববৎ। 'অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অপরিবর্তনীয়, অপরিবর্ত্তনীয় [স] **১** *বিণ* পরিবর্তন করা যায় না এমন। 'তাহারা অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'এসলাম ধর্ম্মের সহিত অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধবদ্ধ ওজু, গোছল ...।' *ইমান*, ১৯০০। **২** *বিণ* চিরন্তন। 'অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপরিবর্তনীয়তা [স] *বি* পরিবর্তন হয় না এমন অবস্থা। 'তার মধ্যে এমন একটা অপরিবর্তনীয়তা থাকা সম্ভব।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অপরিবর্তিত [স] *বিণ* পরিবর্তনহীন। 'মনুষ্যের দশা এ জগতে সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে না।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অপরিমাণ [স] **১** *বিণ* অঢেল। 'বাংলার কয়লা অপরিমাণ।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বিণ* অনন্ত। 'তা আমার ওই অপরিমাণ ক্ষুধারই কল্যাণে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অপরিমার্জিত, অপরিমার্জ্জিত [স] *বিণ* অমার্জিত। 'এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অপরিমিত [স] **১** *বিণ* অঢেল। 'অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়াও ...।' *কেরি*, ১৮১২। **২** *বিণ* বেহিসেবি। 'আপনারদের অপরিমিত ব্যয়ে দরিদ্র হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৩** *বিণ* অধিক। 'অধ্যক্ষগণেরা অপরিমিতরূপে নিযুক্ত হইবেন প্রতি শনিবার সভা স্থাপন করিবেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

অপরিমিতরূপে *ক্রিবিণ* অধিক হারে। 'এই প্রত্যাশা যে ইংগ্লণ্ডীয় বিদ্যা তদধ্যক্ষগণ মধ্যে অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অপরিমিতি [স] *বি* অসীমতা। 'আর্টিস্টের অন্তর্নিহিত অপরিমিতি (বা ইনফিনিটি) আর্টিস্টের স্বতন্ত্রতা ...।' *অবন*, ১৯২৫।

অপরিমেয় [স] *বিণ* পরিমাণ স্থির করা যায় না এমন। 'অপরিমেয় প্রণয়রসাস্বাদে প্রফুল্লচিত্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অপরিমোচনীয় [স] *বিণ* মোছা যায় না এমন। 'অপরিমোচনীয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অপরিম্লান [স] *বিণ* মলিন নয় এমন। 'চিরবালকটির হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অপরিরক্ষণ [স] *বি* অসংরক্ষণ। 'মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দশ রাজদোষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অপরিশুদ্ধ [স] *বিণ* পরিশুদ্ধ নয় এমন। 'সমুদয় বিদ্যাই প্রথমে অপরিশুদ্ধ ভ্রান্তিসঙ্কুল থাকিয়া লোকের অন্তঃকরণ কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ করিয়া রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অপরিশোধনীয় [স] *বিণ* পরিশোধ করা কঠিন এমন। 'কৃতজ্ঞতার অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ।' *নবনূর*, ১৯০৬; 'উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অপরিশোধ্য [স] *বিণ* পরিশোধ করা যায় না এমন। 'জগৎকে অপরিশোধ্য ঋণে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' *ফজলল*, ১৯১৩।

অপরিশ্রান্ত [স] *বিণ* অক্লান্ত। 'সেই রৌদ্রে অপরিশ্রান্ত ভাবে মুহূর্ত বিশ্রাম না করিয়া অশ্বারোহণে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

অপরিষ্কার [স] **১** *বি* পরিষ্কার করা হয়নি এমন অবস্থা। 'দুই তীর্থ স্থান অপরিষ্কারে জঙ্গল হইয়া লুপ্তপ্রায়।' *দর্পণ*, ১৮২০। **২** *বি* অস্পষ্টতা। 'তাহার চিত্রে কিছুই অপরিষ্কার নাই।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

অপরিসর [স] *বিণ* সংকীর্ণ। 'অপরিসর বালুময় নাবাল জমির ওপারে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অপরিসীম [স] *বিণ* সীমাহীন। 'তদ্দর্শনে অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া ...।'

বিদ্যা, ১৮৪৯।

অপরিসীমানা [স] *বি* স্বাধীনতা; সীমানা থেকে মুক্তি। 'সৃষ্টি – যা অভিজ্ঞতার অপরিসীমানা চায়।' *জীবন*, ১৯৩১।

অপরিস্ফুট [স অপরিস্ফুট] **১** *বিণ* অস্পষ্ট। 'অপরিস্ফুট বচনে পুনঃপুন কহিতে লাগিল।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* অফুটন্ত। 'কুঁড়ির ক্ষীণ সবুজটি সাদা চোখে এখনো অপরিস্ফুট।' *কায়সার*, ১৯৬২।

অপরিস্ফুটতা [স] **১** *বি* অসম্পূর্ণতা। 'তাহা হইলে মানুষের অপরিস্ফুটতা সমস্ত প্রাণীসংসারে কোথাও পাওয়া যাইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* ফুটে না ওঠার অবস্থা। 'যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অপরিস্ফুরণ [স] *বি* অস্ফুটতা; বিকাশের অভাব। 'তাহা বুদ্ধিবৃত্তির অপরিস্ফুরণমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অপরিহরণীয় [স] *বিণ* এড়ানো যায় না এমন। 'দীর্ঘকাল নরলোকবাসিনী হইলে, অপরিহরণীয় পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

অপরিহার্য, অপরিহার্য্য [স] **১** *বিণ* অপরিত্যাজ্য। 'উক্ত সাহেব অপরিহার্য্য অনিবার্য্য স্বীয় গুণ সমূহ সংঘোষণা ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮। **২** *বিণ* ব্যবহার না করে পারা যায় না এমন। 'অতএব নবন্যাস কথাটি সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* না করে পারা যায় না এমন। 'যথার্থ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে প্রচারকার্য অপরিহার্য হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৪** *বিণ* স্বাভাবিক। 'বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক ও অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৫** *বিণ* অবশ্যপালনীয়। 'মুছলমানের পক্ষে ফরজ বা অপরিহার্য্য ধর্ম্মবিধান।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

অপরিহার্যতা, অপরিহার্য্যতা [স] *বি* প্রয়োজনীয়তা। 'গণতন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ার অপরিহার্য্যতাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

অপরিহার্যতাবোধ, অপরিহার্য্যতাবোধ [স] *বি* অত্যাবশ্যকতার বোধ। 'ঐক্যের অপরিহার্য্যতাবোধ রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

অপরীক্ষিত [স] *বিণ* যাচাই করা হয়নি এমন। 'অসম্পূর্ণ বা অপরীক্ষিত জ্ঞানকে নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাচাই ক'রে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

অপরুব [স অপরূপ] *বিণ* অতিসুন্দর। 'অপরুব কথা মোএঁ কহিবোঁ কাহারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অপরূপ [স] **১** *বিণ* খুব সুন্দর; অতুলনীয়। 'সুধামুখী কো বিহি নিরমিল বালা। অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল ত্রিভুবন বিজয়ী মালা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* অপূর্ব। 'দেখ বিমল সরসী-আরসীর পরে অপরূপ রূপরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অপরূপ গতি [স] *বি* বিস্ময়কর চলাচল। 'তরুণ তরুণী বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অপরূপতা [স] **১** *বি* বিহ্বলতা। 'তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* অতুলনীয় রূপ। 'ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রকৃতির অপরূপতার সঙ্গে অভিন্নভাবে দেখেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তার মহিমা।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

অপরূপধারী [স] *বিণ* অপরূপকে ধারণ করে এমন। 'কত রূপ ধর তুমি অপরূপধারী।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

অপরূপরূপ [স] *বিণ* অপূর্ব সুন্দর। 'অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল ত্রিভুবন বিজয়ী মালা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* অপূর্ব। 'রূপে রূপে, অপরূপা, খুঁজেছি তোমায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অপরূপশী [স অপ+স রূপীয়সী>] *বি* অতিরূপসী। 'এ অপরূপশী কো নিরমালয় কো বিধি বিদগ্ধরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপরেন্দ্রিয় [স] *বি* অন্যের ইন্দ্রিয়। 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিকে অপরেন্দ্রিয় প্রীতিরূপে অনুভব করেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

অপরোক্ষ [স] *বিণ* প্রত্যক্ষ; সরাসরি। 'ঘেরিল তম্বীর তনু অপরোক্ষ স্নেহে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

অপরোক্ষানুভূতি [স] *বি* প্রত্যক্ষ অনুভূতি। 'ব্রহ্মসত্যের অপরোক্ষানুভূতি তখনও তাঁর কাছে মূল্যবান ছিল।' *শিব*, ১৯৫০।

অপর্চুনিটি [ই] *বি* সুযোগ। 'ঠাকুরদাদার বয়সী হইয়াও নেতৃত্বের অপর্চুনিটি পাইতেছেন না।' *মনসুর*, ১৯৪০।

অপর্ণ [স] *বিণ* পাতাহীন। 'কালবৈশাখীর প্রহারে প্রহারে অপর্ণ সে-উপবন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অপর্ণা [স] *বি স্ত্রী* (পাতাও ভক্ষণ করেননি যিনি) হিন্দুদেবী দুর্গা। 'অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।' *ভারত*, ১৭৬০।

অপর্ণাব্রত *বি* গাছের পাতা পর্যন্ত খাওয়া যায় না এমন ব্রত। 'জাত যাবার ভয়ে তিনি সেই যাওয়া-আসাটা সেরেছিলেন নিরম্বু, অপর্ণাব্রতে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

অপর্যাপ্ত, অপর্য্যাপ্ত [স] **১** *বিণ* প্রচুর। 'অপর লোকও অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বিণ* অঢেল। 'সেই সমস্ত বর্ণনা করিতে করিতে অপর্যাপ্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* প্রবল। 'অপর্যাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন, আ মরে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৪** *বিণ* অনন্ত। 'তারা আঁট-কালের মানুষ এসে পড়েছে অপর্যাপ্ত-কালের দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অপর্যাপ্ত-কাল [স] *বি* অনন্তকাল। 'তারা আঁট-কালের মানুষ এসে পড়েছে অপর্যাপ্ত-কালের দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অপর্যাপ্তি [স] *বি* ব্যাপকতা। 'আমাদের ভূতং ভবিষ্যৎ সেই সত্তারই অপর্যাপ্তিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অপলক [স] *বিণ* পলকহীন। 'সে কার মেঘ-ভরা বেদনাপ্লুত অপলক দৃষ্টি।' *নজরুল*, ১৯২২।

অপলাপ [স] **১** *বি* অস্বীকার। 'কি জানি সে ছোট লোক, সোনার লোভে পাছে অপলাপ করে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *বি* গোপন। 'বাদীর সাক্ষী কোন বিষয় অপলাপ করিলে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **৩** *বি* অবমাননা; বিকৃতি। 'স্বার্থসিদ্ধির জন্যই লোকে সত্যের অপলাপ করে।' *প্রমথ*, ১৯১২; 'স্থূল মাটির কাছে ঘটিয়ো না তোমার সত্যের অপলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অপলাপী [স] *বিণ* অবমাননাকর। 'ফিরেছি ধনীর দ্বারে অপলাপী চীবরে সজ্জিত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অপশব্দ [স] *বি* অশালীন শব্দ। 'অপশব্দ ব্যবহার করিও না।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

অপশরী [স অপ্সরা] *বি* অপ্সরা। 'যক্ষ পরী অপশরী মানব মধ্যেতে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

অপসঞ্চয় [স] *বি* অতিরিক্ত সঞ্চয়। 'অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে অপসঞ্চয়ও তেমনি একটি উৎপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

অপসর[১] [স অবসর] **১** *বি* অপেক্ষা। 'দ্বাদস দিবস এথা অপসর করি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সুযোগ। 'অচিরাৎ অপসরে আবার আসিব।'

মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ *বি* কর্মহীন। 'এখন অপসর হইরাছী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

অপসর[২] [স অপ্সরা] *বি স্ত্রী* অপ্সরা। 'সুরাসুর রাক্ষস গন্ধর্ব অপসর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অপসরী [স অপ্সরা] *বি স্ত্রী* অপ্সরা। 'সুর অপসরী কিয়ে লগ কুমারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপসর[৩] [স অপসরণ] *বিণ* অপসৃত। 'পরাশর অপসর তোরে জন্ম দিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

অপসরণ [স] *বি* সরে যাওয়া। 'এই পশ্চাৎ অপসরণের রীতি থামুক নিমেষ লাগি।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

অপসারণ [স] ১ *বি* দূরীকরণ। 'আন্তরিক যাতনাভোগের সম্পূর্ণরূপ অপসারণ করিয়াছ।' *বিদ্যা*, ১৮৯২। ২ *বি* স্থানান্তরিতকরণ। 'রেললাইনের অপসারণ ও গতি পরিবর্তনের কথা কতবার ঘোষিত হইল।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

অপসারা [স অপসারণ>] *ক্রি* দূর করা। 'রমণ কাতর লাজভয় অপসারিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'বিঘ্ন দাও অপসারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অপসারিত [স] ১ *বিণ* দূরীকৃত। 'সহসা বোধসুধাকরের উদয় হওয়াতে, সন্ন্যাসীর মোহান্ধকার অপসারিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* বিতাড়িত। 'এইরূপে পিসানগর হইতে অপসারিত হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অপসাহিত্য [স] *বি* বিকৃত রুচির সাহিত্য। 'আমাদের জিহাদ করতে হবে এই অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

অপসিদ্ধান্ত [স] *বি* ভুল সিদ্ধান্ত। 'আমরা অপসিদ্ধান্ত বোধ করিলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ অভ্রান্ত হইতে পারে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অপসিদ্ধান্তমূলক [স] *বিণ* ভুল সিদ্ধান্তমূলক। 'এই শ্রেণীর প্রশ্নগুলিকেও আমরা অপসিদ্ধান্তমূলক বা falacious বলিয়া মনে করি।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

অপসৃত [স] ১ *বিণ* প্রস্থান করেছে এমন। 'তথা হইতে অপসৃত হইয়া স্বামীর নিকটে গিয়া কহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* দূরীভূত। 'বিষের তেজ শরীর হইতে একেবারে যে নির্দ্দোষভাবে অপসৃত হইয়াছে, ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বিণ* বিলুপ্ত। 'পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অপসৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রস্থান করেছে এমন। 'তথা হইতে অপসৃতা হইয়া, গবাক্ষদ্বার দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অপসৃয়মাণ [স] *বিণ* সরে যাচ্ছে এমন। 'ওর অপসৃয়মাণ ছায়াটির দিকে তাকিয়ে ...।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

অপসৃষ্টি [স] *বি* অশুভ সৃষ্টি। 'মানুষের মনে যুদ্ধ প্রবৃত্তি কি ঐ জাতীয় একটা প্রক্ষিপ্ত অপসৃষ্টি?' *প্রমথ*, ১৯২১।

অপস্মার [স] *বি* মৃগী রোগ। 'তাঁহার অপস্মার রোগ অর্থাৎ মৃগী রোগ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অপহত [স] ১ *বিণ* নিহত। 'কোন গাড়ীর কোন বস্তু গাত্রে লাগিয়া আহত ও অপহত হইবার সম্ভাবনা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বিণ* দূরীভূত। 'অপহত শঙ্কা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

অপহরণ [স] ১ *বি* জোর করে কেড়ে নেওয়া। 'আপনাদিগের কালহরণ ও দিনপাত প্রায় অপহরণ ও লুটতরাজের দ্বারা করিত।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬। ২ *বি* চুরি। 'তাহা কোন নষ্ট লোকে অপহরণ করিয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* আত্মসাৎ। 'শেষে নিজ পত্নীর গাত্রের অলঙ্কারাদি অপহরণ করিবার মনঃস্থ করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* মোচন। 'স্বয়ং মহাদেব নিজে সব দোষ অপহরণ করেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

অপহরণকারী [স] *বি* যে অপহরণ করে। 'শিশু অপহরণকারীদের মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দানের দাবি।' *বেগম*, ১৯৬৩।

অপহরণনৈপুণ্য [স] *বি* লুণ্ঠনদক্ষতা। 'অপহরণনৈপুণ্যে নিজের সংযমে আমি নিজেই বিস্মিত হই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অপহরা [স অপহরণ>] ১ *ক্রি* লোপ করা। 'পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু বলে কভু আক্রমিছে অপহরি জ্ঞান তার।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *ক্রি* দূর করা। 'ভয় অপহরি রাখো এ জনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ৩ *ক্রি* অপহরণ করা। 'সামান্য যা আছে আমার লয় তা অপহরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অপহর্তা [স] *বি* অপহরণকারী। 'তবে অপহর্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না?' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

অপহারক [স] *বি* লুণ্ঠনকারী। 'টাকা অপহারক বলিতেছে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অপহারী [স] *বি* অপহরণকারী। 'আপনার ... জয়নাব-কুসুমের বিধিসঙ্গত অপহারী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অপহৃত [স] ১ *বিণ* লুণ্ঠিত। 'বিদ্যা দস্যুকর্তৃক অপহৃত হইতে পারে না।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ২ *বিণ* গ্রাসকৃত। 'নিশাকর দ্বারা অপহৃত প্রযুক্ত ঐ শুভ্রবর্ণ আকাশের সঙ্গে সম্মিশ্রিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

অপহৃত-চেতনা [স] *বিণ* অচেতন। 'শৈবলিনী অপহৃত চেতনা হইয়া, অর্দ্ধ নিদ্রাভিভূত, অর্দ্ধ জাগ্রত্যবস্থায় রহিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অপহৃত-মানস [স] *বিণ* মনকে হরণ করে এমন। 'জুলিয়ার মনোহারী বদনশোভা দর্শন করিলে কেই বা অপহৃত-মানস না হইত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অপহৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* অপহরণ করা হয়েছে এমন। 'অপহৃতা নারীটাও মুসলমান।' *বুলবুল*, ১৯৩৩।

অপহেলা [স অবহেলা] ১ *বি* উপেক্ষা। 'তাহার পরামর্শ অপহেলা করিয়া এ বিষয়ে আপনারা কিছু পরিশ্রম করিলেক না।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* অবজ্ঞা। 'নারী জাতি অপহেলার পাত্রী।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

অপহ্নব [স] ১ *বি* অস্বীকার। 'তাহাও আমরা অপহ্নব করিতে পারি না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বি* মিথ্যাচারিতা। 'কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে অপহ্নবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

অপহ্নবকারী [স সন্ধিতে ই-কার] *বি* সত্যের অপলাপকারী; অসৎ ব্যক্তি। 'ঐ অপহ্নবকারিদিগের অবিহিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অপহ্নুতি [স] *বি* কাব্যালঙ্কারবিশেষ। 'অপহ্নুতি, শুদ্ধাপভ্রংশ, শাব্দী, কালসার প্রহেলিকা প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অপা [স আত্মা] *বি* আত্মা। 'অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

অপাংক্তেয় [স] ১ *বিণ* একঘরে। 'আবদুর রহমান বরঞ্চ অপাংক্তেয় হতে

পারে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* বেমানান। 'এক কোণে একটি আলু অপাংক্তেয় হওয়ার দুঃখে ডুবে মরার চেষ্টা করছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **৩** *বিণ* অগ্রহণযোগ্য। 'অবিমিশ্র শব্দাবলীর ব্যবহার বাংলায় অপাংক্তেয়।' *হাই*, ১৯৫৪। **৪** *বিণ* নিম্নমানের। 'তাদের ভাষাও ছিল অপাংক্তেয়।' *হাই*, ১৯৫৪। *দ্র* **অপাঙ্‌ক্তেয়**

অপাক [স] **১** *বি* রান্না করা উচিত নয় এমন খাবার। 'নব বিবি ... স্বপাকে অপাক আহার করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* বদহজম। 'কেবল অরুচি এবং অপাক হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অপাকা [স অপক্ব] *বিণ* পাকা নয় এমন। 'অপাকা কঠিন ফলের মতন,/ কুমারী, তোমার প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অপাঙ্‌ক্তেয় [স] *বিণ* অসমকক্ষ। 'স্টীমারের কোণে অপ্রতিভ, অপাঙ্‌ক্তেয়, অনাহূত অতিথির মতো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। *দ্র* **অপাংক্তেয়**

অপাঙ্গ [স] **১** *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'ওকড়া ধুথুরা কাটে অপাঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* কটাক্ষ। 'ময়মত্ত-তৃণ অপাঙ্গবাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* চোখের প্রান্ত। 'অপাঙ্গ ইঙ্গিতে হএ মুনি মন ভঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অপাঙ্গবাণ [স] *বি* কটাক্ষরূপ তির। 'ময়মত্ত-তৃণ অপাঙ্গবাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিণী [স] *বি স্ত্রী* কটাক্ষ বাণ নিয়ে খেলা করে যে। 'অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিণী, আমার চিরকৌমার্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, "আহা আমি যদি কাণা হইতাম!"' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অপাঙ্গলোচন [স] *বি* আড়চোখ। 'অপাঙ্গলোচনে দেখি/ মোহযুতা বিধুমুখী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অপাজ্জ [স অপার্য] *বিণ* অসমর্থ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অপাজ্জমান [স অপার্যমাণ] *বিণ* অসমর্থ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অপাট [স] *বি* অনিয়ম। 'আমি অপাট করেছি তাই বুঝি ঠাকরুণ খেতে দেবে না?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

অপাঠ [স] *বি* পাঠ না-করা। 'অনেক২ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

অপাঠ্য [স] **১** *বিণ* পাঠের অযোগ্য। 'যাহারদিগের অপাঠ্য বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তাহাসকল ত্যাগ করুন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* পড়া উচিত নয় এমন। 'যাহা অপাঠ্য, তাহা বালক প্রণীত হউক বা বৃদ্ধ প্রণীত হউক, তুল্যরূপে পরিহার্য্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৫১। **৩** *বিণ* পাঠ্যপুস্তক নয় এমন। 'অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সামনে আছে খোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অপাণ্ডুর [স] *বিণ* পাণ্ডুর নয় এমন। 'বিরহ-তপ্ত অপাণ্ডুর ক্লান্ত ভালে তাঁর ঈষতার্দ্র মল্লিকাধর স্পর্শ করে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অপাতক [স] *বিণ* নিষ্পাপ। 'অপাতক হৃতচিত্তে দেহ কুতূহল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপাতিয়ান [স অপ্রত্যয়>] *বিণ* অবিশ্বাস্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অপাতিয়ারা *বিণ* অবিশ্বাসী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অপাত্র [স] **১** *বি* অসৎ পাত্র। 'মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পাত্রে নাহি দিল দান অপাত্রে করিল মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দুর্জ্জন। 'অপাত্রে বিশ্বাস করিলে, অবিলম্বেই প্রতিফল পাইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৩** *বি* অযোগ্য পাত্র। 'অপাত্র। বিলক্ষণ! আপনাদের মতো সৎপাত্র পাব কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অপান [স] *বি* (যোগ) মানবদেহের কল্পিত পঞ্চবায়ুর অন্যতম। 'প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

অপান বায়ু [স] *বি* নিম্নগামী বাতাস। 'বাতায়ন-পথে যাহা বহিতেছে, তাহা অপান বায়ু।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অপাপ [স] *বিণ* নিষ্পাপ। 'খুল্লনারে ধনপতি বুঝিল অপাপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপাপপুরুষ [স] *বি* নিষ্পাপ ব্যক্তি। 'ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি এসেছি পাপের কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অপাপবিদ্ধ [স] *বিণ* নিষ্পাপ। 'যিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অপাপবিদ্ধা [স] *বি স্ত্রী* নিষ্পাপ নারী। 'গৃহিণী নিজেকে মনে করেছে গৃহত্যাগিনীর তুলনায় দেবী, অপাপবিদ্ধা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

অপাবৃণু [স] *বি* আবরণহীন। 'হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, হে অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অপাবৃত [স] *বিণ* আবরণমুক্ত; উন্মোচিত। 'এই কালে তনু মেঘাবরণদ্বারা শশী অপাবৃত হইলেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অপায় [স] **১** *বিণ* নিঃশেষিত। 'মধুমাস অপায় মাধব পরবেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অমঙ্গল। 'উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপার [স] **১** *ক্রিবিণ* সীমাহীনভাবে। 'সভে পাষণ্ডীয়ে মন্দ বোলয়ে অপার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অসীম। 'প্রভুর সন্তোষ অপার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অপার সংসার নাহি পার পার।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* অনিঃশেষ। 'তোমার মহিমা/ অপার অসীমা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অপারক [স] *বিণ* অপারগ; অসমর্থ। 'আমি ইহাতে অপারক নহি।' *রামরাম*, ১৮০১।

অপারগ [স] **১** *বিণ* অসমর্থ। 'জমীদারের আমলা মসীজীবী গ্রামের প্রজা কৃষিজীবী অস্ত্রধারণে অপারগ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* অদক্ষ। 'মৃত্যু হল সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তবু, অপারগ ধাত্রীর হাতে।' *জীবন*, ১৯৩০।

অপারণ [স অপর>] *সর্ব* অপর। 'ইহাতে অপারণ সাধারণ দরোবস্ত লোকেরি আনন্দ।' *রামরাম*, ১৮০১।

অপারনিমান *বি* অপমান। 'এহাতে তোমারদিগের শাস্ত্রে অপারনিমান নাহি?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অপারমিতা [স] *বিণ* অপরিমেয়। 'অলোকসম্ভব তাঁর সাধনা, অপারমিতা তাঁর প্রতিভা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অপারী [স অপারী] *বি* পার হতে পারে না যে। 'দয়ালচাঁদের দয়া হইলে পারে যায় অপারী।' *লালন*, ১৮৯০।

অপারেটর [ই] *বি* যে যন্ত্রাদি চালনা করে। 'অপারেটর খবর দিল, ফোনে কে ডাকছে ...।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

অপারেশন [ই] *বি* অস্ত্রোপচার। 'অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থা-পত্রের ছড়াছড়ি।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

অপারেশন করা [ই অপারেশন+করা] *ক্রি* অস্ত্রোপচার করা। 'জেলার ডাক্তার এসে অপারেশন করল শেষটায়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অপারেশন টেবিল [ই] *বি* অস্ত্রোপচারের টেবিল। 'অপারেশন

টেবিলে শুইয়া গোপি কপিলার হাত শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অপার্থিব [স] ১ *বিণ* স্বর্গীয়। 'প্রেমের দুই মূর্তি – অপার্থিব ও পার্থিব।' *ফজলল*, ১৯১৩। ২ *বিণ* অলৌকিক। 'পিতার যত্ন স্নেহ ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

অপার্থিবা [স] *বিণ স্ত্রী* পৃথিবীর বস্তুস্পর্শশূন্য। 'নারী হয়ে রক্তমাংসহীন অপার্থিবা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৪।

অপার্থিয়া [স প্রার্থনা>] *বিণ* হাঘরে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অপাল্য [স] *বিণ* পালন করা যায় না এমন। 'এ অনুরোধ অপাল্য।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অপি [স] *অব্য* পুনরায়। 'আত্মারামা অপি অপি গর্হা অর্থ কয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অপিক্ষা [স অপেক্ষা] *বি* দেরি। *ক্যালগে*, ১৭৯২; 'সর্ব্বনাশ হওয়ার সময় উপস্থিত জানিও তাহারও আর বিস্তর কাল অপিক্ষা নেই।' *রামরাম*, ১৮০১।

অপিক্ষে [স অপেক্ষা] *বি* অপেক্ষা। 'দোষ নয় তো যেন সাবান হাতে তুলে গায়ে মাখার অপিক্ষে।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

অপিচ [স] *অব্য* অধিকন্তু। 'অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্বাদপত্র সম্পাদক হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অপিধান [স] *বি* আড়াল। 'অন্তরে রাখিল মোরে অপিধান করি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অপিনিয়ন [ই] *বি* মতামত। 'কৌন্সেলির নিকট হইতে অপিনিয়ন লইতে হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অপিস [ই] *বি* দফতর। 'তিনি বোট অপিসের মাঝি ছিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অপিস-টাইম [ই] *বি* অফিসে কাজের সময়। 'সবারই অফিস-টাইম এখন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

অপুত্র [স] *বিণ* পুত্রহীন। 'একমাত্র অপুত্রে বঞ্চিত মনোরথ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অপুত্রক [স] *বিণ* পুত্র সন্তান নেই এমন। 'সুনিঞা অপুত্রক রাজা তারে আইল দেখিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অপুত্রবতী [স] *বিণ স্ত্রী* পুত্রসন্তান নেই এমন। 'শশীকে যে অপুত্রবতী রমণী গভীরভাবে স্নেহ করে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অপুত্রা [স অপুত্র] *বিণ* পুত্রহীন। 'অপুত্রা নৃপতিএ পাউক পুত্রবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অপুরন [স অপূর্ণ] *বি* অপূর্ণ থাকা; বাকি থাকা। 'জে অপুরন হয় সমাচার লিখিবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

অপুরুব [স অপূর্ব] *বিণ* খুব সুন্দর। 'অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অপুষ্ট [স] *বিণ* পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এমন। 'আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অপুষ্টাঙ্গী [স অপুষ্ট+স অঙ্গী] *বিণ* রোগা-পটকা। 'কিন্তু তাই বলে অপুষ্টাঙ্গী নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

অপুষ্টিকর [স] *বিণ* পুষ্টি কম আছে এমন। 'অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

অপুষ্পক [স] ১ *বিণ* ফুলহীন। 'ফণিমনসায় ধরিল যে-অপুষ্পক শীষ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* নিষ্ফল। 'অপুষ্পক সময় বইছে, পুনর্জন্ম নেই আর।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

অপূজ্য [স] *বিণ* পূজার অযোগ্য। 'লোকের নিকট অপূজ্য হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অপূরণীয় [স] *বিণ* পূরণ করা যায় না এমন। 'এরূপ একজন নেতাকে হারাইয়া দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অপূর্ণ [স] ১ *বিণ* অনূর্ধ্ব। 'অপূর্ণ ষোড়শ বৎসর বয়স্কপর্য্যন্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বিণ* পরিপূর্ণ নয় এমন। 'অপূর্ণ স্বপন-সৃষ্ট মানুষেরা ... এই আশা, এই তার একমাত্র পণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* অসমাপ্ত। 'দুর্বল মোরা, কত ভুল করি, অপূর্ণ সব কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বি* অপূর্ণতা। 'অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অপূর্ণতা [স] *বি* পূর্ণতার অভাব। 'আছে এক সীমাহীন অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অপূর্ণাঙ্গ [স অপূর্ণ–অঙ্গ] *বিণ* পূর্ণাঙ্গ নয় এমন। 'স্বামীর সহায়তা ছাড়া স্ত্রীর জীবন অপূর্ণাঙ্গ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অপূর্ব, অপূর্ব্ব [স] ১ *বিণ* অভূতপূর্ব। 'বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব সমস্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অত্যন্ত সুস্বাদু। 'অপূর্ব্ব মোচার ঘন্ট তাহা যে খাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* চমৎকার। 'দেখিল অপূর্ব্ব কত দ্রব্য ঠাঞি ঠাঞি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *বিণ* অতি উৎকৃষ্ট। 'আমাকে এই অপূর্ব্ব নীতি কহিয়া গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বিণ* আশ্চর্য। 'তাঁহার আর এক অপূর্ব যুক্তি দেখ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৬ *বিণ* সুন্দর। 'সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব নূতন রূপে হয় সে সফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৭ *বি* ভবিষ্যৎ। 'ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অপূর্বকলা, অপূর্ব্বকলা [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগ বরাড়ী। অপূর্ব্বকলা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

অপূর্বতা [স] *বি* অভিনবত্ব। 'তাহার অপূর্বতা প্রবন্ধে প্রকাশ করা কঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অপূর্বত্ব [স] *বি* অভিনবত্ব। 'একটি সামান্য নারীমাত্র অবশিষ্ট রহিল – তাহার কোনো অপূর্বত্ব রহিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

অপূর্বলব্ধ [স] *বিণ* অভূতপূর্বভাবে অর্জিত। 'জ্যোতির্ময় অভিজ্ঞান, অপূর্বলব্ধ বৈভব।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অপূর্বসুন্দরী, অপূর্ব্বসুন্দরী [স] *বিণ* অত্যন্ত রূপসী। 'এক অপূর্ব্বসুন্দরী অপ্সরাকে ... অবলোকন করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

অপেক্ষন [স অপেক্ষণ] *বি* তত্ত্বাবধান। 'বুঝিয়া শ্রীরাম তার কৈল অপেক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অপেক্ষমাণ [স] *বিণ* অপেক্ষা করছে এমন। 'মুখোমুখি দেখা করবার জন্যে অপেক্ষমাণ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

অপেক্ষা[১] [স] ১ *বি* প্রতীক্ষা। 'সহিতে অপেক্ষা বিষম পরীক্ষা দিলাও যুবতিজনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* খাতির। 'তোমার অপেক্ষা হেতু ক্ষমি শুধু আমি।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* আপ্যায়ন। 'উপযুক্ত অন্য কালে অপেক্ষা আদর।' *ঘনরাম*, ১৭১১। ৪ *অব্য* চেয়ে; থেকে। 'তাহা অপেক্ষা বড়।' *কেরি*, ১৮০২। ৫ *বি* তুল্য। 'এ বিবাহে তোমার তাহার অপেক্ষা নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৬ *বিণ* অবশিষ্ট। 'আর যদি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও হইয়া উঠিবেক।' *ভবানী*,

১৮২৫। **৭** *বি* প্রত্যাশা। 'কমিটি হইতে যে লিপির অপেক্ষা আছে তাহার অভাবে এই পুস্তকে অনেক উপকার হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৮** *বি* প্রয়োজন। 'এদেশের বিষয়ে আরও কিছু বিবেচনা করিবার অপেক্ষা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অপেক্ষাকৃত [স] *ক্রিবিণ* তুলনামূলকভাবে। 'ইতিহাসাদি অধ্যয়নের সময় যে অপেক্ষাকৃত অল্প তাহার সন্দেহ নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অপেক্ষাতুর [স] *বিণ* অপেক্ষা করছে এমন। 'আলোর মুখে অপেক্ষাতুর বসে থাকা।' *জীবন*, ১৯৪০।

অপেক্ষারতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রতীক্ষা করে আছে এমন। 'পাতা আর ফুলে নক্সা বানায়ে তারি অপেক্ষারতা।' *জসীম*, ১৯৫১।

অপেক্ষার্থী [স] **১** *বিণ* অপেক্ষারত। 'কোন এক অনুঘটকের অপেক্ষার্থী।' *শওকত*, ১৯৪৬। **২** *বিণ* অপেক্ষাকারী। 'আর কী যেন প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষার্থী।' *শওকত*, ১৯৭২।

অপেক্ষী [স] *বিণ* প্রতীক্ষারত। 'কোথাও প্রাচীন ছায়াবটের তলে খেয়াতরীর অপেক্ষী দুটি চারিটি পারের যাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

অপেক্ষা[২] [স অপেক্ষণ>] *ক্রি* অপেক্ষা করা। 'স্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমা-তরে আজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অপেয় [স] *বিণ* পানের অযোগ্য। 'অধিকন্তু দোষ তাহে অপেয় সে নীর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অপেয়পান [স] *বি* নিষিদ্ধবস্তু পান। 'সর্ব্বদা গীত গানে বেশ্যাভবনে অগম্যা গমনে অপেয় পানে মূর্তিমন্ত এক অধর্ম্ম।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অপেরণ [স] *বি* নৈতিক বিচ্যুতি। 'তার অপেরণে অপচারী দ্রষ্টাই প্রকট।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অপেরা [ই] *বি* গীতিনাট্য। 'সেদিন "মানভঞ্জন" অপেরা অভিনয় হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অপেরাগ্লাস [ই] *বি* নাটক অথবা অপেরা দেখার জন্যে ব্যবহৃত ছোটো দূরবিন। 'আমি অপেরাগ্লাস আনাইয়া দেখিলাম।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অপেরাপার্টি [ই] *বি* যাত্রাদল। 'বিনোদিনী অপেরাপার্টি ... অভিনয় করার সময়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অপেরাদী [স অপরাধী] *বিণ* অপরাধী। '... সেইয়া রাজাই এ অপেরাদী তাহা মাথা কাটে না।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অপোগণ্ড [স] **১** *বিণ* অল্পবয়স্ক। 'অপোগণ্ড বালকের ধন রক্ষণে নিযুক্ত করিতেছেন ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯। **২** *বি* শিশু। 'ভদ্রলোকের সাত ছেলে-মেয়ে এবং অপোগণ্ড কোলে একজন ঝি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

অপোজিশন [ই] *বি* বিরোধী পক্ষ। 'সে-ই অপোজিশন লিড করছে মুসলমান তরফ থেকে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অপোরাদ [স অপরাধ] *বি* অপরাধ। 'আমার অপোরাদ কি?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অপৌরুষ [স] **১** *বিণ* কাপুরুষতা। 'আমাদের অপৌরুষ করে না কি ক্ষমা গৃধ্নু নিষাদের হাতে বারংবার তোমার নিপাত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* অলৌকিক। 'সংক্ষিপ্ত চেষ্টাই রটে অপৌরুষ বিবর্তের দুনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

অপৌরুষেয় [স] **১** *বিণ* আলৌকিক। 'মীনরূপধারণ করিয়া, ধর্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* অতিমানবিক। 'এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অপৌরুষেয়ত্ববাদ [স] *বি* অলৌকিক বিশ্বাসনির্ভর মতবাদ। 'অপৌরুষেয়ত্ববাদ, সম্মতিবাদ, এবং অনুকৃতিবাদ এ তিনটি যুক্তিসঙ্গত হইয়া ওঠে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অপৌরুষেয়া [স] *বিণ স্ত্রী* অলৌকিকভাবে আগত। 'ভাষা অপৌরুষেয়া বা ঈশ্বর প্রদত্তা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অপ্যাণা [স আত্মন] *সর্ব* নিজ। 'দিসই পর অপ্যাণা।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

অপ্রকট [স] *বিণ* অস্পষ্ট। 'এ প্রকার সন্ধি সঙ্কট ঘটনার বিকট রচনায় প্রকট ভাষাও অপ্রকট হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অপ্রকটিত [স] *বিণ* অপ্রকাশিত। 'এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

অপ্রকল্প্য [স] *বিণ* কল্পনা করা যায় না এমন। 'তাহার পর কত সৌর-জগৎ পার হইয়া নিবাত ... নিঃশব্দ, অপ্রতর্ক্য, অপ্রকল্প্য, শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অপ্রকাশ [স] **১** *বি* গোপন। 'কি নিমিত্ত অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বিণ* অপ্রকাশিত। 'সুতরাং এমত মহাপুরুষের "জীবনচরিত" অপ্রকাশ থাকাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইতে পারেন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

অপ্রকাশরূপে *ক্রিবিণ* গোপনে। 'অপ্রকাশরূপে পুষ্পবনে পশ্চিমাস্য হইয়া ও কাছা খুলিয়া যবনের মত নমাজ করিতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

অপ্রকাশলোক [স] *বি* অদৃশ্যমান জগৎ। 'প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ ক'রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অপ্রকাশিত [স] **১** *বিণ* সুপ্ত। 'তাঁহার গুণ ও বিজ্ঞতা অনেককাল পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত থাকিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* গোপন। 'মন্ত্রণা, ষট্ কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে, অপ্রকাশিত থাকে না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অপ্রকাশিতব্য [স] *বিণ* প্রকাশ করার অনুপযুক্ত। 'পছন্দ না থাকাই কর্তব্য এবং থাকলেও তা অপ্রকাশিতব্য।' *বেগম*, ১৯৪৭।

অপ্রকাশ্য [স] **১** *বি* গোপন। 'কোন সন্ধানে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ... হাত না দিবে।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বিণ* গোপনীয়। 'তাহা অপ্রকাশ্য থাকাই উচিত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অপ্রকৃৎ [স অপ্রকৃত] *বিণ* অসত্য। 'কোন নালিস অপ্রকৃৎ ঠাহরিলে সমোচিত সাস্তি হবেক।' *চেরী*, ১৭৯২।

অপ্রকৃত [স] **১** *বিণ* যথার্থ নয় এমন। 'এ কিছু অপ্রকৃত কার্য্য নহে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* মিথ্যা। 'তাহার মধ্যে অধিকাংশ কথা অপ্রকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অপ্রকৃতানুমান [স অপ্রকৃত-অনুমান] *বি* অপ্রকৃত ধারণা। 'তদনানুমান অপ্রকৃতানুমান জ্ঞান করেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

অপ্রকৃতিস্থ [স] **১** *বিণ* অস্বাভাবিক। 'কর্তব্যের নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছে যে। 'ছবি অপ্রকৃতিস্থের মতো বলল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

অপ্রকৃতিস্থা *বিণ স্ত্রী* অস্বাভাবিক। 'সেই অপ্রকৃতিস্থা প্রকৃতির শঙ্কা, বেদনা, ভীতি।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

অপ্রকৃষ্ট [স] *বিণ* নিকৃষ্ট। 'মোক্তারেরা অবিরত অপ্রকৃষ্ট কার্য্যে রত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

অপ্রখর [স] *বিণ* প্রখর নয় এমন। 'একতারার মতো অপ্রখর নদী-স্রোতের মৃদুল গুঞ্জন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অপ্রগল্‌ভ [স] **১** *বিণ* সম্ভ্রম রক্ষা করে কথা বলে এমন। 'কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়ান না, তাঁরা অপ্রগল্‌ভ অপ্রমত্ত ধীর হন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বিণ* অপ্রকট। 'তাঁর এই সহায়তা ছিল অপ্রগল্‌ভ, কিন্তু সকল প্রকারেই খুব খাঁটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৩** *বিণ* লাজুক। 'অপ্রগল্‌ভ সূর্যাস্ত-আভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অপ্রগল্‌ভা [স] *বিণ স্ত্রী* অল্পভাষী। 'যে স্ত্রী ... প্রিয়ভাষিণী ও অপ্রগল্‌ভা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অপ্রচল [স] *বিণ* অচল। 'স্বৈরিতার অপ্রচল প্রকীর্তি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

অপ্রচলন [স] *বি* অচলন। 'ছবির মূর্তির অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা বোঝাও দুঃসাধ্য।' *অবন*, ১৯২৫।

অপ্রচলিত [স] *বিণ* প্রচলিত নয় এমন। 'সেই কথা-কয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপ্রচার [স] *বিণ* প্রচলিত নয় এমন। 'হিন্দু বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অপ্রচুর [স] *বিণ* সামান্য। 'কিন্তু তা হলেও সমস্যার তুলনায় এ প্রচেষ্টা কত অপ্রচুর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অপ্রজ্বল [স] *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'যা ছিল অপ্রজ্বল ধোঁয়ার গোপন আচ্ছাদনে তাও নিবল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অপ্রণয় [স] **১** *বি* বিবাদ। 'তাহার সহিত শিবানন্দের অপ্রণয় হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* অসদ্ভাব। 'বিদ্বানের সহিত প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধর্ম-ব্যবসায়ীর আন্তরিক অপ্রণয় উৎপন্ন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বি* বিদ্বেষ। 'অপ্রণয় হয় এবং প্রজাগণও বিদ্রোহ মত আশ্রয় করিতে চলে।' *সুলভ*, ১৮৭৩। **৪** *বি* প্রেমহীনতা। 'কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব সেও আমি সব অকাতরে, রোষানল লব বক্ষ পাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

অপ্রতর [স] **১** *বিণ* স্রোতহীন। 'আপনারে করেছি একেলা, নিঃস্ব অপ্রতর পরিখার মাঝে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* বদ্ধ। 'তবু স্তব্ধ বিধাতাকে সাধি – মেনে নিতে পারি যেন অপ্রতর অসীমের ব্যূহ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অপ্রতর্ক্য [স] *বিণ* তর্ক দ্বারা স্থির করতে পারা যায় না এমন। 'তাহার পর কত সৌর-জগৎ পার হইয়া ... নিঃশব্দ, অপ্রতর্ক্য, অপ্রকল্প্য, শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অপ্রতিখণ্ডিত [স] *বিণ* খণ্ডন করা হয়নি এমন। 'অভিযোগ আজও কম-বেশি অপ্রতিখণ্ডিত রয়ে গেছে।' *শিব*, ১৯৫০।

অপ্রতিগ্রহ [স] *বিণ* দানগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এমন। 'জনসন বিদ্যাসাগরের মতই অপ্রতিগ্রহ এবং স্বকীয়তন্ত্রী ছিলেন।' *রমেন*, ১৯৭০।

অপ্রতিজ্ঞা [স] *বি* অঙ্গীকারের অভাব। 'ওরকম সব প্রতিজ্ঞা অপ্রতিজ্ঞার কোনো মানে নেই।' *জীবন*, ১৯৩১।

অপ্রতিদ্বন্দ্ব [স] *বিণ* প্রশ্নাতীত। 'যাঁরা... বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্ব বিকাশ ঘটান তাঁদের সকলেরই ইংরেজি ভাষার দখল ছিল।' *শিব*, ১৯৫৬।

অপ্রতিদ্বন্দ্বিত [স] *বিণ* অপ্রতিহত। 'এমন অতুলনীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বিত ক্ষমতার অধিপতিকে কবিসম্রাট বলা যায় বৈকী।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী [স] *বিণ* সমকক্ষতাহীন। 'দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকে আমিও তদ্রূপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৫।

অপ্রতিবন্ধ [স] *বিণ* অসংযত। 'দুই বাংলাতেই প্রাকচিন্তাহীন, অপ্রতিবন্ধ জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

অপ্রতিবিধেয় [স] **১** *বিণ* প্রতিবিধান করা যায় না এমন। 'স্বীয় প্রিয় বয়স্যের এবংবিধ অপ্রতিবিধেয় স্মরদশার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, নিরতিশয় বিষণ্ণমনা হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* নিবারণ করা যায় না এমন। 'দেবতারা যে এদের প্রতিকূল, এই-ই দেখছি অপ্রতিবিধেয় ব্যাধি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অপ্রতিভ [স] **১** *বিণ* বিব্রত। 'অপ্রতিভ না হইয়া জিজ্ঞাসকের উপরে রাগাসক্ত।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* অপ্রস্তুত। 'স্বীয় ক্ষমতায় অপ্রতিভ ও বিস্ময়ে একান্ত স্তম্ভিত হইয়া পড়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* বিরক্ত। 'হাস্যপরিহাস করতেন তা হলে তিনি মহা অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠতেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অপ্রতিভভাবে [স] *ক্রিবিণ* অপ্রস্তুতভাবে। 'ভদ্রলোক অপ্রতিভভাবে মিটিমিটি চাহিতে লাগিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অপ্রতিভমুখ [স] *বি* অপ্রস্তুত মুখ। 'অপ্রতিভমুখে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অপ্রতিভতা [স] *বি* অপ্রস্তুত অবস্থা। 'অপু এবার একটু অপ্রতিভতার সুরে বলিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

অপ্রতিম [স] *বিণ* অতুলনীয়। 'তাহা সঙ্কলিত ও গ্রথিত করিয়া অপ্রতিম ধর্মবিগ্রহের কণ্ঠদেশে লম্বমান করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অপ্রতিযোগ্য [স] *বিণ* প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য। 'আপনাকে আপন অরির অপ্রতিযোগ্য জানিয়া এক মনুষ্যের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অপ্রতিরথ [স] *বিণ* অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'পত্রসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিরথ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অপ্রতিরোধ [স] *বি* কোনো রকম বাধা না দেওয়া। 'অনেকের ধারণা অপ্রতিরোধের দ্বারা শত্রুর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারা সম্ভব।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

অপ্রতিরোধ্য [স] *বিণ* বাধাহীন। 'উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি কিছুটা অপ্রতিরোধ্য রূপেই দেখা দেয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

অপ্রতিষ্ঠ [স] *বিণ* ক্ষমতাহীন। 'আর্তির সংক্রাম কেটে গেল ... রাজপথ থেকে স্ফীত বুকে অপ্রতিষ্ঠ পৌরুষেরে ঝেড়ে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

অপ্রতিহত [স] **১** *বিণ* বাধাহীন। 'অপ্রতিহত প্রভাবে ... মানসম্ভ্রম ও ধনৈশ্বর্য্য বিভূষিত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* অব্যর্থ। 'অপ্রতিহত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে কল্পনা করিয়া, ঐরূপ পাঠ তুলিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **৩** *বিণ* প্রতিহত করা যায় না এমন। 'জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধানে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অপ্রতিহতগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অবাধে চলে এমন। 'অপ্রতিহত-গামিনী ভাষা ও ভাবের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপ্রতিহতচিত্ত [স] *বিণ* বাধা মানে না এমন মনের অধিকারী। 'পূর্ব্বকালে অপ্রতিহতচিত্ত মহোৎসাহী হিন্দুরা স্থলপথে ও জলপথে ... গমনাগমন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অপ্রতীত [স] *বিণ* অদ্ভুত। 'গ্রাম্য পদের ন্যায় অপ্রতীত পদ কাব্যে অব্যবহার্য।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

অপ্রতুল [স] **১** *বি* অভাব; টানাটানি। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বিণ* কমতি।

'তোমার কাযের কোন বিষয় অপ্রতুল হবে না।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* অনটন। 'নবাব সাহেবের নিকট আত্মরাজ্যের অপ্রতুল নিবেদন করিয়া ...।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৪ *বিণ* অসমৃদ্ধ। 'ঘুমন্ত কুঁড়ির মতো কতদিন রবে তুমি শান্ত অপ্রতুল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অপ্রতুলতা [স] *বি* অপর্যাপ্ততা। 'রাজকোষের অপ্রতুলতা দূরকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অপ্রত্যক্ষ [স] *বিণ* সরাসরি দৃষ্টিগোচর নয় এমন। 'অপ্রত্যক্ষ পুরুষের শক্তিকে কল্পনা করা সে ব্যর্থ মাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

অপ্রত্যক্ষীভূত [স] *বিণ* অগোচর। 'নভোমণ্ডলে নরলোকের অপরিজ্ঞাত ও অপ্রত্যক্ষীভূত থাকিয়া, ... ভ্রমণ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অপ্রত্যয় [স] *বি* অবিশ্বাস। 'কাক কেহ অপ্রত্যয় নাহিক সর্বথাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

অপ্রত্যাশিত [স] ১ *বিণ* প্রত্যাশা করা হয়নি এমন। 'অপ্রত্যাশিত এই কণ্ঠস্বরে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বিণ* আকাঙ্ক্ষিত নয় এমন। 'একেবারে অপ্রত্যাশিত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অপ্রত্যাশিততা [স] *বি* আকস্মিকতা। 'তৃতীয় কারণ, চিঠিটার অপ্রত্যাশিততা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৩।

অপ্রত্যাশিতভাবে ১ *ক্রিবিণ* আকস্মিকভাবে। 'সেই কথাটাই আজ অর্ধরাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে কে মধুসূদনকে দিয়ে বলিয়ে নিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *ক্রিবিণ* অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে। 'শস্যসংগ্রহ-কাল ছাড়া বা অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

অপ্রধান [স] *বিণ* মুখ্য নয় এমন। 'কৃষি জিনিষটিও আজ ইউরোপের চোখে অতি অপ্রধান শিল্প।' *সবুজ*, ১৯২০।

অপ্রফুল্ল [স] *বিণ* নিরানন্দ। 'কুমুদিনীরও চন্দ্রস্পর্শে অপ্রফুল্ল থাকা তো উচিত নয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

অপ্রফুল্লকর [স] *বিণ* প্রফুল্লকর নয় এমন। 'অপ্রফুল্লকর স্থানে নবকুমার সঙ্গিগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

অপ্রবল [স] *বিণ* দুর্বল। 'ভাববাদের প্রভাব এখানে অপেক্ষাকৃত অপ্রবল।' *শিব*, ১৯৫০।

অপ্রবুদ্ধ [স] *বিণ* অনুপলব্ধ। 'নিজের নিকটে অপ্রবুদ্ধ এবং বাহিরের নিকটে অজ্ঞাত হইয়া বিরাজ করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপ্রবৃত্ত [স] *বিণ* নিরুৎসাহী। 'অসম্বন্ধ, অপ্রবৃত্ত, ইতোভ্রষ্ট, স্ততোনষ্ট – যা মনে আসে বলে যাও।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

অপ্রবৃত্তি [স] ১ *বি* অনিচ্ছা। 'সে সকল বিষয়ে অপ্রবৃত্তি ও অশ্রদ্ধা জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* অরুচি। 'নিজের পেশার ওপর তার অপ্রবৃত্তি জন্মে গেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

অপ্রমতা [স অপ্রমত্ত] *বিণ* প্রমাদ নেই এমন। 'বিকল হইয়া চিত্ত কহে অপ্রমতা তত্ত্ব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অপ্রমত্ত [স] ১ *বিণ* সংযমী। 'রাজদণ্ড ফিরে যাক নিজ অপ্রমত্ত মর্ত-অধিকার-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* নিরাসক্ত। 'অপ্রমত্ত দর্শক চারি দিকের সংসারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার বীভৎসতা বুঝিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* বিবেচনাপ্রসূত। 'অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অপ্রমাণ [স] ১ *বি* মিথ্যা কথা। 'অপ্রমাণ নাহি কহি সভার ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* বাতিল। 'দলীল অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৩ *বিণ* অপ্রমাণিত। 'তাঁহাদের কথা অপ্রমাণ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অপ্রমাণিক [স অপ্রামাণিক] *বিণ* নকল। 'সে ব্যক্তি অপ্রমাণিক নহে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৪৪।

অপ্রমাদ [স] *বি* সুবিবেচনা। 'তাহাদের বুদ্ধিতে অপ্রমাদ, তাহাদের কল্পনাবৃত্তিতে সুসংযম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অপ্রমিত [স] *বিণ* অপরিমেয়। 'বর্ণন না যায় যার গুণ অপ্রমিত।' *কাশীরাম*, ১৬৫০।

অপ্রমুদিত [স] *বিণ* বিষাদপূর্ণ। 'আমাদের মন সংকুচিত বা অপ্রমুদিত হয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অপ্রমেয় [স] ১ *বিণ* অপরিমেয়। 'চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় পাতে পাতে অপ্রমেয়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* প্রমাণ করা যায় না এমন। 'তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অপ্রযুক্ত [স] *বিণ* অনুচিত। 'অপ্রযুক্ত দণ্ড এ যে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

অপ্রযোজ্য [স] *বিণ* প্রযোজ্য নয় এমন; অপ্রাসঙ্গিক। 'প্রথম কারণ আমাদের দেশে অপ্রযোজ্য।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অপ্রয়োগ [স] *বি* অপ্রচলন। 'মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অপ্রয়োজনীয় [স] ১ *বিণ* অনাবশ্যক। 'বাবুর প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* অগুরুত্বপূর্ণ। 'প্রয়োজনের সময় কোনোপ্রকার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার দেখিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অপ্রশংসা [স] *বি* নিন্দা। 'আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা করিতেছি।' ১৮৭৫।

অপ্রশস্ত [স] ১ *বিণ* প্রতিকূল। 'এ অনুকূল গলহস্ত, অপ্রশস্ত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* প্রশস্ত নয় এমন। 'বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়াবলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ৩ *বিণ* সংকীর্ণ। 'হৃদয় অপ্রশস্ত অন্ধকার গভীরতা খুঁজে ক্রমাগত যেতেছিল রসাতল পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৪ *বিণ* সরু। 'একটি অপ্রশস্ত খামখেয়ালী ঝরনা নানা ভঙ্গীতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অপ্রশস্ততা [স] *বি* সংকীর্ণতা। 'গৃহ সমুদায়ের অপ্রশস্ততা ও অস্বচ্ছলতা, এ রাজধানীর উৎসেদ দশা প্রাপ্তির উপক্রম হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অপ্রসন্ন [স] ১ *বিণ* অনাগ্রহী। 'রসিকতার প্রতি বড় অপ্রসন্ন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* অসন্তুষ্ট। 'ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবেন না।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ* প্রতিকূল। 'কবি ভাবে, বিধি অপ্রসন্ন, বিপদ আজিকে হেরি আসন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অপ্রসন্নতা [স] *বি* ১ *বি* দুর্যোগ। 'আকাশে যখন অপ্রসন্নতা তখন তার আর শান্তি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ অসন্তোষ। 'উপকারিতার অভাব লইয়া অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* বিদ্বেষ। 'মনের মধ্যে অপ্রসন্নতা রেখো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অপ্রসন্নতাব্যঞ্জক [স] *বিণ* অপ্রসন্নতা প্রকাশ করে এমন। 'তাদের অপ্রসন্নতাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী দেখে...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অপ্রসিদ্ধ [স] ১ *বিণ* অপ্রতিষ্ঠিত। 'স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা কোন কালেই অপ্রসিদ্ধ ...।' ভবানী, ১৮২৮। ২ *বিণ* অজ্ঞাত। 'যে সপ্তাহে প্রেরিতপত্র না আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বিণ* অপ্রামাণ্য। 'অযুক্ত, অপ্রসিদ্ধ, কাল্পনিক বাক্যেতে পরিপূর্ণ যে

পত্রিকা তাহার অভিপ্রায় সকল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

অপ্রস্তুত [স] ১ *বিণ* বিহ্বল। 'অপ্রস্তুত করএ অতি সকরুণা ভাষে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* অসম্পূর্ণ। 'অপ্রস্তুত মেপের মূল্য ৮ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৩ *বিণ* (কোনো অবস্থার জন্যে) তৈরি নয় এমন। 'আমরা অর্থাৎ খোশনবীস কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত নহি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৪ *বিণ* বিব্রত। 'করুণা অপ্রস্তুত হইয়া ভেবাচেকা খাইয়া আরো কতকগুলি ভুল করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৫ *বিণ* অপ্রতিভ। 'তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আমার অজ্ঞতা মাপ করবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৬ *বি* বিব্রতকর অবস্থা। 'মাঝে থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পড়ে যেতেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অপ্রস্তুতমুখে [স] *ক্রিবিণ* কথা বলতে প্রস্তুত নয় এমন মুখে। 'গৃহিণীর নিকট প্রায় প্রত্যহই বকুনি খান এবং অপ্রস্তুতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অপ্রাকৃত [স] ১ *বিণ* অপার্থিব। 'অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সৎ প্রকৃতির। 'অপ্রাকৃত ব্যক্তিকেই যথার্থ সাধু বলা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* অযথার্থ। 'ব্রাহ্মণ শূদ্র অপ্রাকৃত বৈষম্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৪ *বিণ* অবাস্তব। 'অন্যদেশী সমালোচক তাঁহাদের কাব্যবিচারের আদর্শ-অনুসারে অপ্রাকৃত বলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বিণ* অস্বাভাবিক। 'বাঙ্গলা তাঁদের হাতে অপ্রাকৃত হলেও, সংস্কৃত তাঁদের হাতে বিকৃত হয়নি।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

অপ্রাকৃতিক [স] *বিণ* অলৌকিক। 'তার মহিমার প্রধান পরিচয় এই যে, সে অপ্রাকৃতিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অপ্রাচীন [স] *বিণ* নিকট-অতীত। 'অপ্রাচীন দার্শনিক যুগে যে দেশে অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না।' *সবুজ*, ১৯১৭।

অপ্রাচুর্য, অপ্রাচুর্য্য [স] ১ *বি* অভাব। 'ইংলণ্ডীয় সকলেতেও এ দৃষ্টান্তের অপ্রাচুর্য্য ছিল না।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* স্বল্পতা। 'আর ভুলবেন না গ্রেভির অপ্রাচুর্য হলে, সব সময়ই ওটা আলাদা করে অর্ডার দেওয়া যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

অপ্রাণ [স] *বি* রক্ষণশীলতা। 'অতি গুরুভার অপ্রাণ চারি দিকে গদা উদ্যত করে দাঁড়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অপ্রাণ লোক [স] *বি* অতীন্দ্রিয় জগৎ। 'মানুষ যেন প্রাণীরাজ্যের রাজা হলেও অপ্রাণ লোকেরই অধিবাসী।' *সবুজ*, ১৯১৭।

অপ্রাণী [স] *বি* প্রাণ নেই যার। 'বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিতে প্রাণী ও অপ্রাণীর ভেদ একান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপ্রাপঞ্চিক [স] *বিণ* মায়া সৃষ্টি করে না এমন। 'প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যেরূপ অস্মদাদি আছে তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়যুক্ত মানিতে হবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অপ্রাপণীয় [স] *বি* যা পাওয়া যায় না। 'অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘনিশ্বাস, দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অপ্রাপণীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* পাওয়া যায় না এমন। 'ভ্রমর অপ্রাপণীয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অপ্রাপ্ত [স] *বিণ* অপ্রাপ্তবয়স্কের মতো। 'অপ্রাপ্ত ব্যবহার।' *দর্পণ*, ১৮২০।

অপ্রাপ্ত-বয়ঃ [স] *বিণ* অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'অপ্রাপ্ত-বয়ঃ-পৌর-কন্যা ... কাছেই আদর পায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অপ্রাপ্তবয়স্ক [স] *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি এমন। 'আমার সভ্যেরা সমস্তই প্রায় অপ্রাপ্তবয়স্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অপ্রাপ্তবয়স্কা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাপ্তবয়স্ক নয় এমন। 'অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে লইয়া স্বাধীন গৃহস্থাপন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অপ্রাপ্তব্য [স] *বিণ* পাওয়ার মতো নয় এমন। 'যে অপ্রাপ্তব্য অলঙ্ঘ্য– যার মুখ দেখা যায় না প্রত্যক্ষ-চক্ষে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অপ্রাপ্ত ব্যবহারাশ্রম [স] *বি* কোর্ট অব ওয়ার্ডস; যে কর্তৃপক্ষ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের সম্পদাদি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। 'অপ্রাপ্ত ব্যবহারাশ্রম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অপ্রাপ্তি [স] ১ *বি* অভাব। 'অপ্রাপ্তি নিমিত্তে মানস পূর্ণ হইতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বি* অসন্তোষ। 'ইহাতেও ঐ সকল লোকের অপ্রাপ্তি।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অপ্রাপ্য [স] ১ *বিণ* পাওয়া যায় না এমন। 'এই পুস্তক এ দেশে অপ্রাপ্য।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* অলভ্য। 'দান্তের ন্যায় তাঁহার লরাও অপ্রাপ্য অনধিগম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* অনধিগম্য। 'আমাকে বেষ্টন করে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা। তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অপ্রাপ্যতা [স] ১ *বি* অভাব। 'পয়সার অপ্রাপ্যতা প্রযুক্ত দীন দুঃখিরদিগের অতিশয় ক্ষতি হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* অপ্রাপ্তি। 'পুরাতন স্মৃতির যে সৌন্দর্য তাহা কেবল অপ্রাপ্যতা-নিবন্ধন নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অপ্রামাণিক [স] *বিণ* কোনো প্রমাণ নেই এমন। 'আমি যে অপ্রামাণিক বাক্য সকল কহিয়াছিলাম সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অপ্রামাণ্য [স] ১ *বিণ* ভুল প্রমাণিত। 'এ সমাচার অপ্রামাণ্য হইল।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বিণ* ভিত্তিহীন। 'তিনি সূর্যসিদ্ধান্ত ও জ্যাতকার্ণবের যে রচনাকাল নির্ণয় করিয়াছেন তাহা উভয়ই অপ্রামাণ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অপ্রামাণ্যহেতু *ক্রিবিণ* প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায়। 'এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্যহেতু দোষকথন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অপ্রার্থনীয় [স] *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'এই অপ্রার্থনীয় অবস্থার নিমিত্ত একা ছোট কর্ত্তাই দায়ী।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

অপ্রার্থিত, অপ্রার্থিত [স] ১ *বিণ* তুলনামূলক কম বাঞ্ছিত। 'আলকিমিটাই তাহার মনোগত উদ্দেশ্য, কেমিস্ট্রি তাহার অপ্রার্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বিণ* অনাকাঙ্ক্ষিত। 'এই অপ্রার্থিত অপর্যাপ্ত সৃষ্টি আর রস ...।' *অবন*, ১৯২৫; 'অপ্রার্থিত, অনাবিষ্কৃত, এই, এইই চায় সে।' *জীবন*, ১৯৩১।

অপ্রাসঙ্গিক [স] ১ *বিণ* পারম্পর্যহীন। 'এ স্থলে তাঁহার বিষয় কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক ও অনুপযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অসঙ্গত। 'অন্যান্য বহুবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক দোষত্রুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* বাড়তি। 'টাকা করিবার পথে তাহার অনেক অপ্রাসঙ্গিক বাধা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বিণ* আলোচ্য বিষয়ের বাইরে। 'অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবার জো থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপ্রাসঙ্গিকতা [স] *বি* অবান্তর অবস্থা। 'প্রশ্নের অপ্রাসঙ্গিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

অপ্রিয় [স] ১ *বিণ* অপছন্দের। 'যম ... এ আমার প্রিয়, এ আমার অপ্রিয়, বিবেচনা কিছুই করেন না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* রূঢ়। 'অপ্রিয় সত্য কহিবেক না।' *সেবধি*, ১৮৩৯। ৩ *বিণ* অরুচিকর। 'আমি ... এরূপ ভূরি ভূরি অপ্রিয় ব্যাপার আর কত দেখাইব?' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* ভর্ৎসনামূলক। 'গুরু লোক প্রীতিভরে অপ্রিয় কথা বলেন বটে কিন্তু ... সমাদরও করিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৫ *বিণ*

বিরোধিতাপূর্ণ। 'তাঁহারা অপ্রিয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অপ্রিয়তা [স] *বি* অপ্রীতিকর অবস্থা। 'সে কোনো অপ্রিয়তাকে ডরায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অপ্রিয়দর্শন [স] *বিণ* দেখতে প্রীতিকর নয় এমন। 'এরকম বিকলাঙ্গ ও অপ্রিয়দর্শন বহু লোক আছে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

অপ্রিয়বাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অপ্রিয় কথা বলে এমন। 'অপ্রিয়বাদিনী যৌবন ধন্ধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপ্রিয়বাদী [স] *বিণ* কটুভাষী। 'সেইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী, আত্মমতভক্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অপ্রীত [স] *বিণ* অসন্তুষ্ট। 'প্রীতি বহি অপ্রীত নাহিক কোন ক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অপ্রীতি [স] **১** *বি* বিরাগ। 'অপ্রীতি করিতে পারি কাম কামকামিনী।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* অসদ্ভাব। 'তাহারদিগের অপ্রীতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৩** *বি* মনোমালিন্য। 'উভয়ের অপ্রীতি ও তেজোহানি ঘটিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **৪** *বি* ঘৃণা। 'কুকুরের প্রতি আমার যে পরিমাণ অপ্রীতি ছিল।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

অপ্রীতিকর [স] **১** *বিণ* প্রীতিকর নয় এমন। 'এই প্রকার অপ্রীতিকর ব্যাপার সমুদায় দৃষ্টি করিয়া আমি অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* খুব দৃষ্টিনন্দন নয় এমন। 'কেমন একটা অপ্রীতিকর মেটে লাল রং।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অপ্রীতিপাত্র [স] *বিণ* বিরাগভাজন। 'তাঁহার বিশেষ অপ্রীতিপাত্র হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অপ্রীতিভাজন [স] *বিণ* বিরাগভাজন। 'বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন হইব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অপ্রেম [স] **১** *বি* অসন্তোষ; বিরাগ। 'তাহাদের যে বদ্ধমূল অপ্রেম প্রকাশ হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* প্রেমহীনতা। 'প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।' *জীবন*, ১৯৪২।

অপ্রেমিক [স] *বি* প্রেমহীন ব্যক্তি। 'অপ্রেমিক অধার্ম্মিক এ জগতে একপ্রকার সুখী।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

অপ্রেমিকা [স] *বি স্ত্রী* প্রেম নেই যার। 'নিজেকে অপ্রেমিকার উপেক্ষিত স্বামী বোধ করে।' *জীবন*, ১৯৩২।

অপ্রৌঢ়া [স] *বি* যুবতী। 'অপ্রৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অপ্সর [স অপ্সরা] *বি* সুরসুন্দরী। 'অপ্সর কিন্নর কিবা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অপ্সর-রমণী [স অপ্সরা+স রমণী] *বি* অপ্সরা। 'শব্দময়ী অপ্সর-রমণী গেল চলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অপ্সরা [স] **১** *বি* সুরসুন্দরী; স্বর্গবেশ্যা। 'ইন্দ্রের সভাতে গন্ধর্ব্বেরা গান করিতেছে এবং অপ্সরারা নৃত্য করিতেছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* সুন্দরী। 'যত অপ্সরারা আছেন সকলি প্রায় নৃত্য করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অপ্সরাকুল [স] *বি* সুরসুন্দরীবৃন্দ। 'নাচিত অপ্সরাকুল, যবে শচীপতি, স্বরীশ্বর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অপ্সরাচয় [স] *বি* সুরসুন্দরীরা। 'অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অপ্সরী [স অপ্সরা] **১** *বি* স্বর্গসুন্দরী। 'কিবা দেব কন্যা তুম্হি নওবা অপ্সরী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* সুরসুন্দরীর মতো। 'লক্ষ্মী আপনি, অপ্সরী কি কিন্নরী!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

অপ্সুদীক্ষা [স অপ্সু+স দীক্ষা] *বি* খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের অনুষ্ঠান; জর্ডন নদীর জল দিয়ে পবিত্রীকরণ; ব্যাপ্টিজম। 'অপ্সুদীক্ষা বা ব্যাপটিজম্ হবার পূর্বে কোনো শিশুর মৃত্যু হলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অফ করা [ই অফ+করা] *ক্রি* নিভানো। 'সুইচ অফ করে এখন শুলেই হয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

অফ-ডিউটি [ই] *বিণ* দায়িত্বরত নয় এমন। 'যারা এ সময়ে অফ-ডিউটি তারাও উর্দি পরে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অফর [ই] *বি* প্রস্তাব। 'আর যদি আমার অফর গ্রহণ না করে আমাকে ইন্সল্ট কর ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

অফলন্ত [স] *বিণ* শস্য বা ফল ধরেনি এমন। 'অফলন্ত, ফলন্ত এবং সুপক্ব শস্যের উৎসব-অনুষ্ঠান।' *অবন*, ১৯১৯।

অফলপ্রসূ [স] *বিণ* নিষ্ফল। 'জবরদস্তি অবশ্য নিন্দনীয় এবং শেষ পর্যন্ত অফলপ্রসূ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

অফলা [স] **১** *বিণ* ফল ধরে না এমন। 'অফলা গাছের মতো আমাদের ডালে পালায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* ফল ধরবে না এমন। 'ডানদিকেতে অফলা এক পিচের শাখা ভরে ফুল ফোটে আর ফুল পড়ে যায় ঝরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বি* ফল ধরে না এমন উদ্ভিদ। 'অফলার মূলে ঢেলেছি জল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

অফলিত [স] *বিণ* কোনো ফল হয়নি এমন। 'অফলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্যপথে চলিয়াছে বাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অফসাইড [ই] *বি* (ফুটবল) বল ও খেলোয়াড়দের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো খেলোয়াড়ের নিয়মবিরুদ্ধ অবস্থানে থাকা। 'মোহনবাগান হুইসেল দিয়েছে অফসাইড বলে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অফিত [আ ফাতাহ্>] *বিণ* অজেয়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অফিস [ই] *বি* কার্যালয়। 'সিংগি বাবু সে সময় অফিসে বেরুচ্ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অফিসনিষ্ঠ [ই অফিস+স নিষ্ঠ] *বিণ* অফিসের প্রতি নিষ্ঠাশীল। 'এমন যে অফিসনিষ্ঠ সুব্রত, সে পর্যন্ত হার মানল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

অফিস-ফেরত [ই অফিস+ফেরত] *বিণ* অফিস থেকে ঘরে ফিরেছে এমন। 'অফিস-ফেরত কেরানি বাবুরা কোনোমতে তাদের ক্লান্ত চরণ টেনে টেনে গৃহের সোপানে তুললেন।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

অফিসার [ই] *বি* কর্মকর্তা। 'নিম্নশ্রেণীর সামরিক অফিসার, খাজাছারা, গোয়েন্দা কর্ম্মচারী প্রভৃতি ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৮; 'আমার কমাণ্ডিং অফিসার সাহেব বলেছেন...।' *নজরুল*, ১৯২২; 'অফিসারকে দেখে জওয়ান দুজন মিলিটারি কায়দায় স্যালুট দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল...।' *শওকত*, ১৯৭২।

অফিসিয়াল [ই] *বিণ* অফিস-সংক্রান্ত। 'অফিসিয়াল ভিজিট যা তা না।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

অফিসিয়েট [ই] *বি* বিকল্প। 'সোনার চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অফিসিয়েট হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অফিসিয়েটিং [ই] *বিণ* কারও অনুপস্থিতিতে তার দায়িত্ব পালন করে এমন। 'লর্ড জ্যাকব দেশের অফিসিয়েটিং লাট হলেন।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

অফিসিয়েল [ই] *বি* আমলা। 'প্রধান-প্রধান অফিসিয়েল ও গণ্যমান্য

ভদ্রলোকেরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

অফিসী [ই অফিস>] *বিণ* কার্যালয়ে কর্মরত। 'ভীরু অফিসী কেরানীরা আর নাবলোনা ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

অফুট [স অস্ফুট] ১ *বিণ* অপ্রস্ফুটিত। 'বারমাস গোলাপ অফুট।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* আবছা। 'দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ৩ *বিণ* না-ফেলা। 'তাহার চেয়ে অনেক মধুর প্রেমিক-জনের শ্বাস অফুট।' *নজরুল*, ১৯৪১।

অফুটো [স অস্ফুট] *বিণ* ফোটেনি এমন। 'সোনেলা আঙ্গুলগুলি, অফুটো চাঁপার কলি।' *অমৃতলাল*, ১৯০০।

অফুরন্ত [অ+ফুরা>] ১ *বিণ* শেষ হয় না এমন। 'অফুরন্ত প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ২ *বিণ* সীমাহীন। 'দুধারে শুধু অফুরন্ত জলাভূমি।' *জহির*, ১৯৬৪।

অফুরান [অ+ফুরা>] ১ *বিণ* ক্লান্ত। 'অফুরান হল গৃহ-কাজে।' *দ্বিচন্ত্রী*, ১৬০০। ২ *বিণ* অশেষ; অন্তহীন। 'অফুরান পথ, অফুরান রাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* অম্লান। 'পাথেয় দোহার সঙ্গ অফুরান হয়ে রবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৪ *বিণ* অনির্বাণ। 'তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে অফুরান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অফেন্সিভ [ই] *বিণ* আক্রমণাত্মক। 'অফেন্সিভ খেলা খেলতে শুরু করে দিলাম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অফেরু *বি* এক রকমের ফল। 'চেরু বেরু অফেরু।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অ-ফোটা *বিণ* ফোটেনি এমন। 'মনস্কামনার ফুল, বলে, হায় অ-ফোটা কোরক!' *শক্তি*, ১৯৬১।

অব [স] *ক্রিবিণ* এখন। 'তৈখন লঘু গুরু কিছু নহি গুনল অব পচতাবকে জাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবং *বিণ* নিরেট বোকা। 'কেউ বলে, উ একটা অবং।' *হাসান*, ১৯৬২।

অবংস [স অব-অংস] *বি* নিচু-কাঁধ। 'অভিমুখ অবংসে হইয়া চড়বড়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অবকল্পনা [স] *বি* সুপ্ত কল্পনা। 'মাল্যবানের অবকল্পনা আছে, অবপ্রতিভাও।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অবকাশ [স] ১ *বি* স্থান। 'ভণই তাড়ক এবু নাহি অবকাশ।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। ২ *বি* বিরাম। 'বিবাদাস্পদ দ্রব্য হরণ করিতে অবকাশ দেয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* সুযোগ। 'যখন অবকাশ পাইব তখন কএক বিগ্রহ চুরি করিব।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৪ *বি* অবসর। 'তাহারদের এত ধন নাই ও এত অবকাশ নাই।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৫ *বি* ছুটি। 'অধ্যাপকেরা তাহাদিগকে রচনা করিবার সময়ে বাটী যাইতে অবকাশ দিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৬ *বি* ফাঁক। 'গোলযোগের অবকাশে ফেরুরা পুলিসের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৭ *বি* ব্যবস্থা। ঘরে আছে সময়ের অবসর, ঘরে আছে স্থানের অবকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৮ *বি* বিশ্রাম। 'হৃদয় অবকাশ দাবি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অবকাশক্রমে [স] *ক্রিবিণ* অবসরকালে। 'অবকাশক্রমে ঐ দুই দিন অবশ্যই এই চিকিৎসালয়ে গিয়া তৎকর্ম্ম শিক্ষা করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

অবকাশপথ [স] *বি* ফাঁকা স্থান। 'তরুশ্রেণীর অবকাশপথে অনেকখানি সবুজমাঠ চোখে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অবকাশপ্রাপ্ত [স] *বিণ* সুযোগপ্রাপ্ত। 'পরিচিত হইতে অবকাশপ্রাপ্ত হয় নাই।' *নবনূর*, ১৯০৩।

অবকাশভোগী [স] *বি* অবকাশযাপনকারী। 'অবকাশভোগীর দল একেবারে অন্তর্ধান করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অবকাশযাপন [স] *বি* অবসর সম্ভোগ। 'চিত্তবিনোদন ও অবকাশযাপন করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অবকাশরঞ্জন [স] *বি* অবসরযাপন। 'হুতোমের নক্‌শা আদর করে পড়ে সর্ব্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অবকাশরঞ্জিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অবসর যাপনের উপযোগী। 'মনে রাখা উচিত যে, যা অবকাশরঞ্জিনী তা কাব্য নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

অবকাশশূন্য [স] *বিণ* ফাঁক নেই এমন। 'কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তরীয় নির্ম্মল বায়ু অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহশ্রেণী দ্বারা প্রতিবদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অবকাশ-সম্ভোগ [স] *বি* অবকাশযাপন। 'কুলির পিঠের উপর চাপিয়েছি নিজেদের সম্পদ থেকেই অবকাশ-সম্ভোগের উপকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অবকাশহারা [স] *বিণ* অবকাশ নেই এমন। 'শোনো তুমি অবকাশহারা গূঢ় ব্যথায় আরক্ত-চিত্ত।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

অবকাশে [স] *ক্রিবিণ* অবসর সময়ে। 'পাঠকবর্গেরা অবকাশে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও যদ্যপি এই পত্র অবলোকন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অবকীর্ণ [স] *বিণ* বিকৃত। 'সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটকখানি শোভিত করেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অবক্তব্য [স] *বিণ* ব্যক্ত করা যায় না এমন। 'মহাকৌশলীর লীলা অবক্তব্য।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অবক্র [স] *বিণ* সোজা। 'নির্ভয়ে অবক্রপথে গমন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

অবক্রপথ [স] *বি* সোজা পথ। 'নির্ভয়ে অবক্রপথে গমন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

অবক্ষয় [স] *বি* ক্ষয়প্রাপ্তি। 'অন্তহীন অবক্ষয়ে ... ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত না কি?' *জীবন*, ১৯৪০।

অবক্ষর *বি* হেফাজত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অবক্ষীণ [স] *বিণ* ক্ষীণতর। 'জীবনের সঙ্গে যোগ হারিয়ে জীবন হল বিশীর্ণ, অবক্ষীণ।' *শিব*, ১৯৭৩।

অবক্ষেপ [স] *বি* নিম্নে নিক্ষেপ। 'অনন্ত অপ্ ব্যোমের অবক্ষেপে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অবগত [স] *বিণ* জ্ঞাত। 'তোমার বিবরণ অবগত কর আমাকে তবে আমার প্রাণ স্থির হয়।' *রামরাম*, ১৮০১।

অবগত হওয়া [স অবগত+হওয়া] *ক্রি* জানা। 'অবগত হইয়া যে বাকি আপনকার বিচার সম্মত হয় দেওয়াইয়া দিবেন।' *রামরাম*, ১৮০২।

অবগতি [স] ১ *বি* বিশ্বাস। 'ইতিহাসে কর অবগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শ্রবণ। 'অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* অধোগতি; অধোগমন। 'শিখতে হবে এর নানারকম গতি অবগতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অবগম [স অবগত] *বিণ* জ্ঞাত। 'ইঙ্গলণ্ড হইতে শেষ সম্বাদ পহুঁছিয়াছে তদ্দ্বারা অবগম হইল যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অবগন্ধি *বি* সুগন্ধি কাঠবিশেষ। 'মহাপ্রভু বাহির হইলে অবগন্ধি নামে সুগন্ধিকাষ্ঠ বাহির করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

অবগা ১ *ক্রি* শান্ত করা। 'এহি কর দেখি রোখ অবগাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* বিশ্রাম করা। 'বোলইতে বচন অলপ অবগাই।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

অবগাঢ় [স] *বিণ* নিবিড়। 'অবগাঢ় শর্বরীর গ্রন্থের পাতায় ...।' *সিকান্‌দার*, ১৯৪৬।

অবগাঢ়া [স অবগাঢ়] *ক্রি* অভিভূত হওয়া। 'শুনলু সতী পতিভয় অবগাঢ়ি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবগাহ [স] *বি* ডুব দিয়ে স্নান। 'ঘুচায় কর্মের ক্লেদ পল্লীস্ত্রীর সান্ধ্য অবগাহ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

অবগাহন [স] *বি* শরীর ডুবিয়ে স্নান। 'গঙ্গাস্নানে ... পুরুষের সাক্ষাতে স্ত্রীলোকেরা দর্শনাবগাহন [দর্শন+অবগাহন] করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩; 'নদী মধ্যে অবগাহনে ... নানাবিধ জলক্রীড়া করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

অবগাহন করা *ক্রি* নিমগ্ন হওয়া। 'আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অবগাহনস্নান [স] *বি* গোটা দেহ ডুবিয়ে স্নান। 'সকালের আকাশে ওদের এই অবগাহনস্নান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অবগাহনি [স অবগাহন>] *বিণ* অবগাহন করায় এমন। 'এ কী স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া নয়ন-অবগাহনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অবগাহা [স অবগাহন>] **১** *ক্রি* অবগাহন করা। 'অপনেহু মনে হুনি বুঝ অবগাহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* অনুধাবন করা। 'এতদিন অছলহু আন ভান হম অব বুঝল অবগাহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবগাহিত [স] *বিণ* স্নাত। 'অপরিমাণ প্রীতির উৎস-ধারায় অবগাহিত শুদ্ধ ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অবগুণ্ঠন [স] **১** *বি* ঘোমটা। 'অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া ... দৃষ্টি করিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। **২** *বি* মেঘের ঢাকনা। 'এবার অবগুণ্ঠন খোলো, গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

অবগুণ্ঠনবতী [স] *বিণ* ঘোমটা দ্বারা আবৃত। *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তিনি অবগুণ্ঠনবতীও ছিলেন না।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অবগুণ্ঠনবিরহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ঘোমটাহীন। 'চঞ্চলা, চপলা, উগ্রা, অবগুণ্ঠনবিরহিতা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

অবগুণ্ঠনাবৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* ঘোমটা-দেওয়া। 'সার্দ্ধেক হস্তপরিমিত-অবগুণ্ঠনাবৃতা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

অবগুণ্ঠবতী [স] *বিণ স্ত্রী* ঘোমটার দ্বারা মুখ আবৃত রয়েছে এমন। 'শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠবতী, বেপমানা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

অবগুণ্ঠিকা [স] *বি* ঘোমটা। 'লজ্জাকে আবাহন করিয়া অবগুণ্ঠিকার মধ্যে স্থান দিয়া ...।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

অবগুণ্ঠিত [স] **১** *বিণ* আবৃত। 'রাত্রি হইল, ক্রমশঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গাঢ়তর তিমিরে অবগুণ্ঠিত হইতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* ঢেকে আছে এমন। 'এখানে দূরের দৃশ্যগুলি প্রায়ই বাষ্পে অবগুণ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অবগুণ্ঠিতা [স] *বি স্ত্রী* যে ঘোমটায় আবৃত। 'হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা! তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অবগ্রহ [স] *বি* অনাবৃষ্টি। 'অবগ্রহপ্রযুক্ত প্রায় যাবদ্দেশে কোন শস্য না জন্মিবাতে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অবচনীয় [স] *বিণ* কথা দিয়ে বোঝানো যায় না এমন। 'তত বড় অবচনীয় অবসাদ।' *জীবন*, ১৯৩২।

অবচয়া [স অবচয়>] *ক্রি* সংগ্রহ করা। 'দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

অবচেতন [স] **১** *বিণ* চেতনার আড়ালে থাকা অস্পষ্ট চেতনাবিশিষ্ট। 'মধুসূদন তার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* অর্ধচেতন। 'সাহিত্য অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অবচেতনগত [স] *বিণ* অবচেতন মন থেকে জাত। 'সন্তানবতী নারীদের উপর বন্ধ্যা পত্নের একটা অবচেতনগত হিংসা আছে।' *তারা*, ১৯৪২।

অবচেতনিক [স] *বিণ* অবচেতন মনের। 'তার আভিধানিক অর্থ তখন গৌণ হয়ে অবচেতনিক ব্যঞ্জনা মুখ্য হয়ে ওঠে।' *শিব*, ১৯৭৩।

অবচেতনা [স] **১** *বি* সুপ্ত চেতনা। 'অবচেতনার তলে গুমরে কী জাতিস্মর কথা?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বি* অর্ধচেতনা। 'শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অবচেতনিক *দ্র* **অবচেতন**

অবচ্ছায় [স] *বি* আড়াল। 'জীবন হবে ব্যয় অখ্যাতির অবচ্ছায়ে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অবচ্ছিন্ন [স] **১** *বিণ* ব্যর্থ। 'তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা, সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বিণ* ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন। 'অবচ্ছিন্ন তারারাশি, ওরা চিরদিনকার চেনা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অবছায়া [স অপচ্ছায়া] *বি* আবছায়া; ছায়ামূর্তি। 'মুড়ি ভাজে ময়রাণী দেখে অবছায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অবজননকর [স] *বিণ* প্রজননে বাধা প্রদানকারী। 'দমনপ্রাপ্ত না হইলে যে সকল অবজননকর শক্তি লোক ধ্বংস করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অবজস [স অপযশ] *বি* কলঙ্ক। 'জুদ্ধে পলাইলে অবজস ঘুসিব সংসার।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবজান [স অবজ্ঞান] *বি* অবজ্ঞা। 'বুঝিআ কার্যের তত্ত্ব নিবেদয়ে ভাঁড়ুদত্ত পশ্চাৎ করিআ অবজান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবজিত [স অবজ্ঞাত] *বিণ* উদ্ধত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অবজেকটিভ [ই] *বিণ* বস্তুনিষ্ঠ। 'কবিতা আগাগোড়া অবজেকটিভ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

অবজেকশন [ই] *বি* আপত্তি। 'ডাকাতিতে আমার মরাল অবজেকশন নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অবজেক্ট ড্রইং [ই] *বি* বাস্তব বিষয় নিয়ে আঁকা ড্রইং। 'স্যার বলেন অবজেক্ট ড্রইং।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

অবজ্ঞা [স] **১** *বি* উপেক্ষা। 'অবজ্ঞা করিয়া বাপে পুজা না করিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* উপেক্ষা করা। 'অবজ্ঞিয়া অন্ধ অবজ্ঞারে/ ঐশ্বর্যের ছদ্মবেশী ধূলির দুঃসহ অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অবজ্ঞাজনক [স] *বিণ* অপমানজনক। 'ইহা কিরূপ অবজ্ঞাজনক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অবজ্ঞাত [স] **১** *বিণ* অবজ্ঞা করা হয়েছে এমন। 'সামান্য লোক দ্বারা অবজ্ঞাত ও অপমানিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **২** *বিণ* অবহেলিত। 'যে ভাষা দেশের উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞাত ছিল।'

শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

অবজ্ঞান [স] *বি* অবজ্ঞা। 'ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অবজ্ঞানজনিত [স] *বিণ* তাচ্ছিল্যকর। 'সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞানজনিত নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

অবজ্ঞাপরতা [স] *বি* তাচ্ছিল্য। 'এইরূপ রূঢ়তা ও অবজ্ঞাপরতার বিরুদ্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবজ্ঞাপরায়ণ [স] *বিণ* তাচ্ছিল্যপ্রবণ। 'তার ভিত্তি অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ পার্থক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অবজ্ঞাপূর্ণ [স] *বিণ* তাচ্ছিল্যপূর্ণ। 'অনেকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাসের সহিত বলিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অবজ্ঞাপ্রসূত [স] *বিণ* অবজ্ঞাজনিত। 'অবজ্ঞাপ্রসূত প্রাদেশিক বিদ্বেষ তাহলে ঘুচবে কবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

অবজ্ঞাভরে *ক্রিবিণ* অবহেলার সাথে। 'বই কাড়িয়া লইয়া অবজ্ঞাভরে দূরে ফেলিয়া দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অবজ্ঞাভাজন [স] ১ *বিণ* তাচ্ছিল্যের পাত্র। 'ভদ্রজনের অবজ্ঞাভাজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* অশ্রদ্ধেয়। 'উচ্চতম সত্যের কথা অবজ্ঞাভাজন হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অবজ্ঞাসূচক [স] *বিণ* তাচ্ছিল্যপূর্ণ। 'অনুগৃহীতদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগ-পূর্বক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবজ্ঞেয় [স] *বিণ* অবজ্ঞার যোগ্য। 'তাঁহারা অবজ্ঞেয় নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবঞ্চক [স] *বিণ* প্রবঞ্চনা করে না এমন। 'তথাপি তাহারা ভালো মানুষ অবঞ্চকস্বভাব এবং অতিথিপরায়ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবণা গবণা, অবণাগমণ, অবণা গমণা [স *অয়নক-গমনক] *বি* আনাগোনা। 'জেঁণ তুটঅ অবণা গবণা।' *চর্যা* ২১, ১২০০; 'ঘোরিঅ অবণাগমণ বিহুন।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০; 'তবেঁ তুটই অবণা গমণা।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০।

অবতংস [স] ১ *বি* অলংকার। 'কর্ন্নে অবতংস করি কন্যার ফুলে রহিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'ত্রিভুবনে অবতংস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবতংসা [স অবতংস] *ক্রি* শ্রেষ্ঠ করা। 'ভাবে তুয়া শুদ্ধমতি সেই জন মহাসতি রাখ সতিজন অবতংসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবতত [স] *বিণ* সংহত। 'তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অবতরণ [স] *বি* নামা। 'সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নদীতে অবতরণ করিয়া আপনার ও সন্তানের অঙ্গ প্রক্ষালণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অবতরণশীল [স] *বিণ* নামতে উদ্যত। '... পর্বত হইতে অবতরণশীল শস্ত্রপাণি তেজসিংহের মূর্তি।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

অবতরণিকা [স] ১ *বি* সূচনার আভাস। 'আলোকের অবতরণিকা পূর্ব আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* ভূমিকা। 'পুরানো কথা দিয়ে অবতরণিকা শেষ করে বললেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অবতরা [স অবতরণ>] ১ *ক্রি* অবতরণ করা। 'ভাগবত অবতরি হিতের কারন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* অবতীর্ণ হওয়া। 'আমি দেব শ্রীহরি/ মথুরাতে অবতরি।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* আবির্ভূত হওয়া। 'আপনী গোধিকা বেশে অবতরি বনদেশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **অবতরে** *ক্রি* অবতরণ করে। 'ভক্তের ইচ্ছাই অবতরে ধর্ম্মসেতু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **অবতরি** *ক্রি* অবতরণ ক'রে। 'পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানারঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অবতার [স] ১ *বি* অবতরণ। 'আল রাধা পৃথিবীত কর অবতার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* হিন্দু মতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। 'বেদ উদ্ধারিতেঁ কৈলোঁ মীন অবতার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* বর্ষণ। 'সব ঘরে অন্ন বৃষ্টি কর অবতার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* প্রস্তাব। 'মূঢ় না বুঝয়ে গূঢ় অবতার।' *শেখর*, ১৬০০। ৫ *বি* জন্ম। 'যাবৎ না হয় কার্ত্তিকের অবতার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বি* ইংরেজ। 'ডাঙামেজাজি রাঙানেত্র, রাঙাকলেবর অবতারেরা।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। ৭ *বি* ত্রাণকর্তা। 'নীলকর সায়েবরা দ্বিতীয় রিভোলিউসন হবে বিবেচনা করে ... অবতার হয়ে পড়লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৮ *বি* আবির্ভূত বিশিষ্ট ব্যক্তি; কেউকেটা। 'সহরের হঠাৎ অবতার।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৯ *বি* সংস্করণ। 'রবিনহুডের নব অবতার ফিরিয়া বেড়াইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবতারতত্ত্ব [স] *বি* অবতারবাদ। 'এই অবতারতত্ত্ব ও বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তির বন্যায় সেদিন ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

অবতারত্ব [স] ১ *বি* জীবদেহ নিয়ে দেবতার পৃথিবীতে আবির্ভাবের ধারণা। 'ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্ভব কি না এ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* মূর্তিমানতা। 'মহাত্মার আর তাঁর অবতারত্বের প্রমাণ।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অবতারবাদ [স] *বি* ঈশ্বরের মানুষ হিসেবে জন্মলাভ, এই হিন্দু বিশ্বাস। 'জাতিভেদ, পুনর্জন্মবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ...।' *সওগাত*, ১৯২৮।

অবতারলীলা [স] *বি* দেবতার দেহ ধারণ ও জীবনযাপন। 'দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহাও নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অবতারা [স অবতার] *বি* অবতার। 'গগনে উগয়ে কত তারা। চাঁদ আনহি অবতারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবতারী [স অবতার] *বিণ* অবতরণ করেছে এমন। 'অবতারী কৃষ্ণ যৈছে কর অবতার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অবতারণ [স] *বি* উত্থাপন। 'অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অবতারণা [স] *বি* উপস্থাপনা। 'করুণ ও হাস্যরসের অবতারণায় বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অবতীন্তো [স অবতীর্ণ] ১ *বিণ* অবতীর্ণ। 'দৈবোবাণী ছিলো, যে পূর্ণো ব্রর্মো অবতীন্তো হইলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বি* অংশ-অবতার। 'আর আর অবোতার অল্পো কার্যো করিয়াছিলো, একারোণ কহিলাম অবতীন্তো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অবতীর্ণ [স] ১ *বিণ* আবির্ভূত। 'যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* উপস্থিত। 'তাঁহারা স্বর্গগত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণিতেও অনেক পণ্ডিত মহাশয়গণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অবতীর্ণ করানো *ক্রি* নামানো। 'দুই জন সৈনিক পুরুষ অধিরোহিণী দ্বারা অতি কষ্টে করণ্ডক অবতীর্ণ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অবতীর্ণা [স] *বিণ স্ত্রী* আবির্ভূত। 'এতাদৃশী বাকপটুতা বোধ হয় স্বয়ং

বাগদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'পাপত্মার পরিত্রাণ হেতু আপনি কি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে অবনীতে অবতীর্ণা হলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

অবথা [স অবস্থা>] *বি* অবস্থা। 'দিবসে দিবসে থিনী বালী চান্দ অবথাঞে জাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবদমিত [স] *বিণ* অজ্ঞাতসারে স্বাভাবিক ইচ্ছা দমন হয়েছে এমন। 'কণ্ঠস্বরের অবদমিত নিম্নতায় এবং আকস্মিক বিক্ষুব্ধ এবং বিস্ফোরণে ...।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

অবদাত [স] **১** *বিণ* গুণান্বিত। 'তার সুত রঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* উজ্জ্বল। 'দশদিক হইল অবদাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবদীর্ণ [স] *বিণ* ভগ্নদশায় আক্রান্ত। 'গ্রামের কেন্দ্রে প্রাচীন এবং অবদীর্ণ অট্টালিকা সমুচ্চয়ের ঊষালোকে ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

অবদ্ধ [স] *বিণ* মুক্ত। 'লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন, নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবদ্ধ ভাষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অবদ্য [স অবধ্য] *বিণ* বধের অযোগ্য। 'দেবতার অবদ্য হই এই বর মাগিলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবধা [স প্রবোধ] *ক্রি* প্রবোধ দেওয়া। 'অবধিয়া বান রাজা হরসিত মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবধান [স] **১** *বি* বিবেচনা। 'আহ্মার বচনে তোহ্মে কর অবধান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শ্রবণ। 'সুপুরুখ বচন কএল অবধান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বি* অবগতি। 'দুঃখ করো অবধান দুঃখ করো অবধান আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* সম্মানিত ব্যক্তিকে অভিবাদন; প্রণাম। 'কর্ত্তা মহাশয় অবধান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৫** *বি* খেয়াল। 'বুকের উপর দিয়া যাস তুই মাড়াইয়া, কিছু না করিস অবধান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অবধারণ [স] **১** *বি* বরাদ্দ। 'সংসারাধ্যক্ষেরা অন্যূন ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিতে অবধারণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* অনুসরণ। 'প্রাচীন অধ্যাপকেরা যাহা স্থির করিয়া দেন সেই ধারাই অবধারণ করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫। **৩** *বি* উপলব্ধি। '... এই চমৎকার কৌশল অবধারণ করিতে পারেন নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। **৪** *বি* নিরূপণ। 'ঐ সমুদয় সম্প্রদায়ের মতে, তাহার আর অধিক অবধারণ করিবার সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অবধারা [স অবধারণ>] **১** *ক্রি* বুঝতে পারা। 'হমে অবধারল সুন সুন কাহ্নু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* ধারণা করা। 'সরস কবি বিদ্যাপতি গাওল নিঅ মনে অবধারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবধারিত [স] **১** *বিণ* নির্ধারিত। 'কি প্রকারে ইহা অবধারিত হইল।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। **২** *বিণ* নিশ্চিত। 'যত দিন অবধারিত না হয় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

অবধি [স] **১** *বিণ* অবশিষ্ট। 'তিন বানে মদন জিতল তিন ভুবনে অবধি রহল দউ বানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* চূড়ান্ত। 'রূপের অবধি তুমি গুনের সে সিমা।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রিবিণ* পর্যন্ত। 'তাহার সেবিব পদ জনম অবধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* আধার। 'সুবর্ণের পুষ্প সেই গন্ধের অবধি।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। **৫** *বি* সুযোগ। 'মোকাবিলায় অবধি হইতেছে না।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৬** *ক্রিবিণ* এক সময় থেকে অন্য সময় পর্যন্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৭** *বি* সীমা। 'পালমিরার যশসৌরভ ও ধন সম্পত্তির অবধি ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৮** *ক্রিবিণ* তখন থেকে। 'মেয়েটি অন্ধ দেখিয়া অবধিই আমার সন্দেহ হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অবধুত [স অবধূত] *বি* যোগী। 'রাজার বচন সুনি অবধুত হাসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবধূই [স অবধূতী] *বি স্ত্রী* মহাসুখাধার নাড়ি; সুষুম্না। 'চালিউঅ ষষহর মাগে অবধূই।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

অবধূত [স] **১** *বি* সংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসী। 'ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* যোগী। 'কেহ অবধূত হই/ সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া ছাই ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* শৈব সম্প্রদায়বিশেষ। 'কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী অবধূত জটাধর হে।' *ভারত*, ১৭৬০। **৪** *বি* হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'পঞ্চ অবধূত যে টাকা আনিয়াছে সকল জমা খরচ করিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৬১।

অবধূতী [স] *বি স্ত্রী* মহাসুখাধার নাড়ি; সুষুম্না। 'অণহা দাপ্তী বাকি কিঅত অবধূতী।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

অবধৌত [স অবধূত>] *বি* সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। 'আমি অবধৌত জন হরিভক্তি মোর মন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবধ্য [স] **১** *বি* বধের যোগ্য নয় এমন প্রাণী। 'অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বধের অযোগ্য। 'যদ্যপি অবধ্য হও বধিমু তোমারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অবনত [স] **১** *বিণ* বিনম্র। 'অবনত আনন কএ হম রহলিহু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* নোয়ানো। 'পুচ্ছ অবনত স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৩** *বিণ* ব্যতিব্যস্ত। 'জননীর প্রতিনিধি কর্মভারে-অবনত অতি ছোটো দিদি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৪** *বিণ* বিনত। 'সবিষাদে অবনত নয়ন তাহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৫** *বিণ* নুয়ে পড়েছে এমন। 'ভারে তাই সে অবনত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অবনতমস্তকে [স] *ক্রিবিণ* মাথা নিচু ক'রে। 'অবনতমস্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিশ্রদ্ধা সম্বলিত প্রণিপাত সহকারে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অবনত মুখ [স] *বি* নোয়ানো মুখ। 'উর্ধ্বমুখে, কখনো বা অবনত মুখে, বিগলিত কেশপাশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অবনতশির [স] *বিণ* মাথা নিচু হয় এমন। 'যেখানেই তা দেখতে পেয়েছেন সেখানেই শ্রদ্ধায় অবনতশির হয়েছেন।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অবনতশিরে *ক্রিবিণ* মাথা নিচু ক'রে। 'অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনতশিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অবনতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* বিনতা। 'জীবন-লতা অবনতা তব চরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ স্ত্রী* অবনমিত। 'ধৈর্যে অবনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অবনতি [স] *বি* অনুন্নতি। 'রোষযুত ভগবতী হৈলে মোর অবনতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবনতিকর [স] *বিণ* হানিকর। 'সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অবনতিশীল [স] *বিণ* অবনতির দিকে এগোচ্ছে এমন। 'উন্নতিশীলই হই আর অবনতিশীলই হই – আমরা গতিশীল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অবনমিত [স] **১** *বিণ* নত। 'বৃদ্ধ সস্নেহে শ্রদ্ধাভরে ঈষৎ অবনমিত হইয়া নীরবে মনোযোগ সহকারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বিণ* অবনত করা হয়েছে এমন। 'উচ্চতাকে অবনমিত করেননি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অবনমিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অবনত হয়েছে এমন। 'অবনমিতা উমা

সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অবনম্র [স] *বিণ* বিনয়ী। 'তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অবনি, অবনী [স] **১** *বি* পৃথিবী। 'অবনী মণ্ডলে গীয়া নিজ্জ নিজ্জ অংশ হয়্যা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ভূভাগ। 'ময়না নগর বাড়ী দক্ষিণ অবনী।' *ঘনরাম*, ১৭১১। **৩** *বি* মাটি। 'কৃতাঞ্জলি হয়ে অবনি লোটায়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অবনিতল [স] *বি* পৃথিবী। 'নাচএ অবনিতলে প্রেত ভূত দানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবনিমণ্ডল, অবনীমণ্ডল [স] *বি* ভূমণ্ডল। 'অবনিমণ্ডলে যশ বাড়িল বিশাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'অবনীমণ্ডলে সভে পাইল পুষ্পজল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অবনীনাথ [স] *বি* রাজা। 'অবনীনাথ। এ অধীনের একটি নিবেদন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

অবনিবনা [অ+হি বনিবনাও] *বি* মিলমিশ হচ্ছে না এমন অবস্থা। 'তার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অবনিবনায়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অ-বনিবনাও [হি বনিবনাও] *বি* মিলমিশের অভাব; মনোমালিন্য। 'শিক্ষিতদের ক্রমশই একটি অ-বনিবনাও হইয়া আসিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবন্তিকা [স] *বি স্ত্রী* অবন্তীবাসী নারী। 'এমনি করেই দেখা দিত অন্যযুগের অবন্তিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অবন্ধ [স অবন্ধ্য] *বিণ* সফল। 'অশয় শয়নে সদা অবন্ধ দিবস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অবন্ধনা [স, সম্বোধনে-এ] *বিণ স্ত্রী* বন্ধনহীন। 'তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে/ অয়ি অবন্ধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অবন্ধিত [স] *বিণ* মুক্ত। 'কাব্যে বন্ধনকেই অবন্ধিত করে রূপকে ত্যাগ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অবন্ধু [স] **১** *বি* বন্ধু নয় যে। 'আমার সেই অন্দরের ঘরটাকেও আমার বন্ধু, অনতিবন্ধু ও অবন্ধুরা দুর্গম বলে গণ্য করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* খারাপ বন্ধু। 'বন্ধুভাগ্য যেমন ওঁর বেশি, অবন্ধুও কম নয়।' *অবন*, ১৯৪১। **৩** *বিণ* বন্ধুসুলভ নয় এমন। 'অবন্ধু সংসারের নির্দয় রুক্ষতায় পদে-পদে বিপন্ন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অবন্ধুত্ব [স] *বি* বন্ধুহীনতা। 'রমণী-সমস্যা নয়, অর্থকষ্ট অবন্ধুত্ব তোমাদের হোক।' *শক্তি*, ১৯৬১।

অবন্ধুর [স] *বিণ* উঁচু-নিচু নয় এমন। 'পথ চলেছে এঁকেবেঁকে সেটা মোটর-রথের পক্ষে প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত অবন্ধুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অবন্ধ্য [স] **১** *বিণ* সার্থক। 'নিজের রূপকে অবন্ধ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* উৎপাদনশীল। 'অর্থব্যবহারশাস্ত্র শ্রমকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে – বন্ধ্য এবং অবন্ধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অবপ্রতিভা [স] *বি* সুপ্ত প্রতিভা। 'মাল্যবানের অবকল্পনা আছে, অবপ্রতিভাও।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অবপ্রাণনা [স] *বি* অনুপ্রেরণা। 'প্রথম অবপ্রাণনায় জেগে ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

অববাহিকা [স] *বি* নদীর উভয় পাশের যে ভূমির উপর দিয়ে এসে জল নদীতে পড়ে। 'পৃথিবীর রাজপথে – রক্তপথে – অন্ধকার অববাহিকায়।' *জীবন*, ১৯৪২।

অবভাসিত [স] *বিণ* প্রতীয়মান। 'অত্যন্ত অবিহিত চরিত্র অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান অবভাসিত হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অবমন্তা [স] *বি* অবজ্ঞাকারী; তিরস্কারকারী। 'অবমন্তা ঋণমুক্ত হবে অপমানে।' *সিকান্দার*, ১৯৪২।

অবমর্দিত [স] *বিণ* অবদলিত। 'সেই শক্তি নিরশনক্ষীণতায় অবমর্দিত হলে, তাতে শুধু ভারতকে কেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অবমান [স] **১** *বি* অপমান। 'শাস্ত্রে তো বলে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ" তার আবার মান অবমান কি?' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বি* অসম্মান। 'করিতেছ অবমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৩** *বিণ* ছোটো। 'তোমারে আপন সাথে করিয়া সমান/ যে বামণগণ করে অবমান/ কে তাদের দেবে মান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৪** *বিণ* অবনমিত। 'সত্যের এরূপ অবমান দশায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবমানন [স] *বি* অসম্মান। 'প্রাণের দারুণ অবমানন/ ঘটিয়ে দিলি জড়ের হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অবমাননা [স] *বি* অসম্মান। 'তাঁহার পদচ্যুতি ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া ... দুঃখিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অবমাননাকর [স] *বিণ* অসম্মানজনক। 'অবমাননাকর শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অবমানিত [স] **১** *বিণ* অসম্মানিত। 'তুমি যে অবমানিত হইয়াছ তাহার প্রতিকারার্থ কোন বর প্রার্থনা কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'অবমানিত করিয়াছেন?' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **২** *বিণ* মর্যাদাহীন। 'যাহা আমাদের ছিল তাহাকে অবমানিত করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বিণ* মানহীন। 'যে অবমানিত, তাহাকে আরও অবমানিত করিতে লোকে কুণ্ঠিত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বি* অপমানিত ব্যক্তি। 'আমি অবমানিতের মরম-বেদনা ...।' *নজরুল*, ১৯২২। **৫** *বিণ* অবমানতাজনিত। 'ডুবিল তারই সাথে অবমানিত দুঃখভার অবহেলার রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৬** *বিণ* ম্লান। 'কুয়াশার জড়িমায় অবমানিত হেমন্তের বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অবমানিতা [স] *বি স্ত্রী* যাকে অপমান করা হয়েছে। 'ধূলিলুণ্ঠিতা অবমানিতারে অপমান তুমি কোরো না আর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অবয়প্রাপ্তা [স অবয়ঃপ্রাপ্তা] *বিণ স্ত্রী* নাবালিকা। 'উক্ত নফরচন্দ্র সিংহ আত্মজা অবয়প্রাপ্তা অবিবাহিতা সদুহিতাদ্বয় ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৪।

অবয়ব [স] **১** *বি* আকৃতি। 'শূন্য অবয়ব তার প্রাণ তোমা ঠামে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* অঙ্গ। 'অন্ধকারে যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন হস্ত ও অন্যান্য অবয়ব দ্বারা স্পর্শ করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অবয়বধারী [স] *বিণ* দেহধারী। 'ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে অবয়বধারী জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অবয়বহীন [স] **১** *বিণ* সুনির্দিষ্ট আকারহীন। 'পুরুভুজ জাতীয় আদিম জীব অবয়বহীন, ইংরেজিতে যাকে বলে amorphous। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **২** *বিণ* দেহহীন। 'অবয়বহীন কালো পাহাড়ের মত কখনো তাকে দেখা যায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

অবয়বিক [স] *বিণ* আকৃতিগত। 'সেই নায়িকার সঙ্গে কোনোপ্রকার অবয়বিক সদৃশতা এই দুর্বিনীত বিশ্বাসের হেতু নয়।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

অবর [স অপর] *অব্য* আর; এবং। 'তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গেতা।' *চর্যা ১০*, ১২০০; 'রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

অবরিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বরণ করা হয়নি এমন। 'অবরিতা নৃপবালা হেন।'

সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

অবরুদ্ধ [স] **১** *বিণ* বাধাপ্রাপ্ত। 'একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ... এই স্রোতের গতি অবরুদ্ধ হইতে পারিবে না।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* আটক। 'টেলর সাহেবের নিকট অবরুদ্ধ আছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **৩** *বিণ* বিধি-নিষেধে আবদ্ধ। 'শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অবরুদ্ধকণ্ঠ [স] *বিণ* বাকরুদ্ধ। 'এই অবরুদ্ধকণ্ঠ ভক্তের হয়ে আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অবরুদ্ধস্বর [স] *বি* অস্ফুট স্বর। 'পার্বতী দেবদাসের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অবরেণ্য [স] *বি* যা বরণীয় নয়। 'মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অবরে সবরে [ফা আবর+আ সবর] *ক্রিবিণ* কালেভদ্রে; কখনো কখনো। 'হাত কাটারি মানুষ থাকিলে অবরে সবরে হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

অবরোধ [স] **১** *বি* বেষ্টন। 'এক প্রবল প্রতিপক্ষ রাজা, চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া, তদীয় রাজধানীর অবরোধ করিলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* অন্তঃপুর। 'স্ত্রীলোকপরম্পরা সকলে অবরোধ-মধ্যে সতত অবরুদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৩** *বি* আটক। 'যবন ... মাধ্যমিকদিগকে অবরোধ করিয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৪** *বি* পর্দা। 'আমাদের ত বিশ্বাস যে অবরোধের সহিত উন্নতির বেশী বিরোধ নেই।' *রোকেয়া*, ১৯০৪। **৫** *বিণ* রুদ্ধ। 'দাঁড়িয়েছে আজ মাথা তুলে পথ অবরোধ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৬** *বি* বাধা। 'আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৭** *বি* আড়াল। 'তেমনি সোনার ফসল চলে গেল অন্ধকারের অবরোধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অবরোধঘেরা [স] *বিণ* নিষেধের বেড়া-দেওয়া। 'আমাদের এই অবরোধ-ঘেরা সমাজে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অবরোধদশা [স] *বি* অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ অবস্থা। 'সংরক্ষণশীলতা আসে নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে, আসে অবরোধদশা থেকে।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

অবরোধপ্রথা [স] *বি* নারীদের অন্তঃপুরে বাস করার রীতি। 'পূর্ব্বে অবরোধপ্রথা সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল, সুতরাং তাহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ন ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবরোধবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* অন্তঃপুরে বাস করে যে। 'প্রকাশ্য রাজপথে পুরজন সমক্ষে উক্ত অবরোধবাসিনীগণের বহিরাগমনের যে পার্থক্য।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অবরোধমূলক [স] *বিণ* চার দেয়ালের বাইরে যাওয়া যাবে না এমন। 'সমাজের অবরোধমূলক মনোভাব ও রক্ষণশীলতা ... সর্ববিধ প্রগতির অন্তরায় হয়ে রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫১।

অবরোধা [স অবরোধ>] *ক্রি* অবরুদ্ধ করা। 'অবরোধে যথা কুলবধূ ললিতা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অবরোপিত [স] *বিণ* অপসারিত। 'আমাদের এই অতি মনোহর আশাবৃক্ষ ... যুক্তিক্ষেত্রে অবরোপিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অবরোহণ [স] *বি* অবতরণ। 'তাহাতে আরোহণ ও তাহা হইতে অবরোহণ করা কর্ত্তব্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অবরোহী [স] **১** *বি* অবতরণকারী। 'অবরোহীদের মধ্যে অক্ষয়ের চিহ্ন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **২** *বিণ* নিম্নমুখী। 'ঘটেছিল কম্প্র তাপে অবরোহী আলোর বিকার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। **৩** *বিণ* আবির্ভূত। 'অবরোহী সন্ধ্যার শিশিরে অনুপূর্ব অভ্যুদিত মানুষের চিত্তের প্রসাদ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০। **৪** *বিণ* অধম। 'নিখিল সর্বনাশ কোন অবরোহী পাতকের শাস্তিতে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

অবর্জনীয় [স] *বিণ* বর্জন করা যায় না এমন। 'কোনো দুঃখকেই অবর্জনীয় বলিয়া উদাসীন হওয়া মনুষ্যোচিত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অবর্ণনীয় [স] *বিণ* বর্ণনা করা শোভন নয় এমন। 'কতকগুলি রমণীয় চিত্র – কিন্তু কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত – অবর্ণনীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অবর্ণনীয়তা [স] *বি* বর্ণনা করা যায় না এমন অবস্থা। 'দাঁতগুলোর আকাট অবর্ণনীয়তায় ... তাকিয়ে রইল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অবর্ণনীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* বর্ণনাতীত। 'বাসররাতের মতোই অবর্ণনীয়া হয়ে উঠেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

অবর্ণ্য [স] *বিণ* বর্ণনাতীত। 'অলক্ষ্য অবর্ণ্য রূপ সেই এক কর্তা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অবর্তমান, অবর্ত্তমান [স] **১** *বি* মৃতাবস্থা। 'আমি অবর্ত্তমানে তুমি মালিক হইবে।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬। **২** *বিণ* মৃত। 'ঐ রায় মজ্ঞকুর অবর্ত্তমান হৈলে পর তাঁহার পুত্র ... ভোগ করিলেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০০। **৩** *বি* অনুপস্থিতি। 'ওসাগ্নেসি সাহেবের অবর্ত্তমানে কিমিয়া বিদ্যাতে ছাত্রেরদিগকে ইঙ্গরেজী ভাষায় শিক্ষা দিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। **৪** *বিণ* অস্তিত্বহীন। 'ধন ও অধনের একটা মস্ত বিভেদ তখন ছিল অবর্তমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৫** *বিণ* উধাও। 'যে পথ্যটা অর্ধ বিশেষ রুচিকর ... হঠাৎ দেখা যায় অবর্তমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অবর্তমানতা, অবর্ত্তমানতা [স] *বি* অনুপস্থিতি। 'কাপ্তান থোর্সবি ... কর্ণল কব সাহেবের অবর্ত্তমানতায় ... নিযুক্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অবর্তমানাবস্থা [স অবর্তমান-অবস্থা] *বি* বেঁচে নেই এমন অবস্থা। 'ভ্রমরের অবর্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্ধাংশ পাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অবর্তমানে, অবর্ত্তমানে [স] *ক্রিবিণ* মারা যাওয়ার পর। *মেয়র্স*, ১৭৬৬।

অবর্ষ [স] *বিণ* বর্ষাকাল নয় এমন। 'অবর্ষ সময় উত্তর ও পশ্চিম হইতে যত দ্রব্য কলিকাতায় আইসে তাহারা ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

অবল [স] **১** *বিণ* অক্ষম। 'অবল হৈলোঁ তোর সখি করি পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* দুর্বল। 'কুঠিয়াল সাহেবেরাই অবল প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

অবলঙ [ই] *বিণ* চারকোনা; আয়তাকার। 'বিস্তৃত প্রাসাদে তারা দেয়ালের অবলঙ ছবি।' *জীবন*, ১৯৪২।

অবলম্ব *দ্র* **অবলম্বন**

অবলম্বন [স] **১** *বি* আশ্রয়। 'তুঅ পদপল্লব করি অবলম্বন তিল এক দেহ দীনবন্ধু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* সমর্থন। 'বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *বি* নির্ভর। 'তাহাকে কৃষিকর্ম অবলম্বন করিতে হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৪** *বি* গ্রহণ। 'স্থলযাত্রীরা আপনাদিগের সুবিধার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৫** *বি* পদক্ষেপ গ্রহণ। 'প্রজার হিতার্থে নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯। **৬** *বি* বিশ্বাস। 'লেখক নিজেই এই প্রবন্ধের সকল কথা আন্তরিক অবলম্বন করেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৭** *বি* অনুসরণ। 'লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৮** *বি* মাধ্যম। 'জর্মান

ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৯ *বি* সম্বল। 'কালীসিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত আমার অবলম্বন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবলম্ব [স অবলম্বন] *বি* অবলম্বন। 'কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব। ইহ্‌কি খীন উন্‌কে অবলম্ব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবলম্বন করা ১ *ক্রি* আশ্রয় করা। 'তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করেন সে পথ ত্যাগ করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বি* অনুসরণ। 'এই গ্রন্থে সেই রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অবলম্বনকারী [স] ১ *বিণ* নির্ভরশীল। 'প্রথম প্রথা অবলম্বনকারী বৃদ্ধ মনুষ্যের সহিত ...।' *রাজ*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* গ্রহণ করে এমন। 'জীবিকার জন্য তাঁরা ... কোনও না কোনও নির্দিষ্ট পেশা অবলম্বনকারী।' *শিব*, ১৯৫৬।

অবলম্বনশূন্য [স] *বিণ* সহায়হীন। 'অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অবলম্বনস্বরূপ [স] *বিণ* সম্বলরূপ। 'ব্রাহ্মসমাজের ভাবী অবলম্বনস্বরূপ জ্ঞান করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অবলম্বনহীন [স] ১ *বিণ* সহায়হীন। 'অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভালো লাগে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বিণ* তলহীন। 'সে গহ্বরের সিক্ত অতল, আর তার অবলম্বনহীন অনন্ত সোপানাবলী।' *সবুজ*, ১৯২১।

অবলম্বনীয় [স] ১ *বিণ* অবলম্বন করার যোগ্য। 'যুদ্ধই একমাত্র অবলম্বনীয়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। ২ *বিণ* আশ্রয় করতে হয় এমন। 'কেবল নীচবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৩ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অবলম্বিত [স] ১ *বিণ* দীক্ষা নিয়েছেন এমন। 'রাজা ... অবলম্বিত অভিনব ধর্মের বহুল প্রচার করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অনুসৃত। 'উইলসনের অবলম্বিত বিচারপদ্ধতি অনুসারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* নির্ভর করা হয়েছে এমন। 'শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্ট রূপে অবলম্বিত হইতেছে না।' *রাজ*, ১৮৭৪। ৪ *বিণ* সমর্থিত। 'এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৫ *বিণ* গৃহীত। 'তিনি ... অবলম্বিত বৃত্তি দ্বারা অবলীলাক্রমে, দিনপাত করিতে পারিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৬ *বিণ* অন্তর্নিহিত। 'কবির সহিত কবিতার অবলম্বিত বিষয়টির প্রত্যক্ষ পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অবলম্বী [স] ১ *বিণ* অনুসারী। 'এই ধর্ম্মের অবলম্বী জাতিরা এক্ষণে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* অবলম্বনকারী। 'শুধু যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও বিবেকের ওপরে নির্ভর না করে শাস্ত্রীয় প্রাধিকারমূলক বিচার-প্রণালীর অবলম্বী।' *শিব*, ১৯৫৬।

অবলম্ব্য [স] *বিণ* অবলম্বন করা হয়েছে এমন। 'সাহিত্যে অবলম্ব্য বিষয়ের প্রতি ততটা মনোযোগ দেয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অবলা [স] ১ *বিণ* অসহায়; দুর্বল। 'একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* গৃহিণী। 'প্রেমবতী ব্যাধের অবলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* নারী। 'চলিল অবলা, পরে কাণবালা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অবলাকুল [স] *বি* নারী জাতি। 'অবলাকুলের প্রতি যতদূর সাধ্য কঠিন নিয়ম।' *বামাবোধিনী*, ১৮৭০।

অবলাজন [স] *বি* নারীকুল। 'পবন জিনিআ অতি বেগে বহে নীর কেমতে অবলাজন ইথে হয় স্থির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবলাজাতি [স] *বি* নারী জাতি। 'সহজ মধুর সুনিশ্চিত ভাবে অবলাজাতির সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অবলাত্ব [স] *বি* নারীসুলভ অসহায়তা। 'অবলাত্বের গণ্ডি আমরা এখনো অতিক্রম করতে পারিনি।' *বেগম*, ১৯৪৭।

অবলাবান্ধব [স] *বিণ* নারীদরদি। 'অবলাবান্ধব পত্রিকা'। *দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি*, ১৮৬৯; 'কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা করছিল পুরুষদের।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অবলিপ্ত [স] *বিণ* আবৃত। 'সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অবলীন [স] *বিণ* সম্পূর্ণ লয়প্রাপ্ত। 'ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অবলীল [স] *বিণ* স্বচ্ছন্দ। 'সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিচ্ছন্দে বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অবলীলা [স] ১ *বি* অসংকোচ। 'করি চণ্ডী অবলীলা বুকের ঘুচাইল শিলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* স্বচ্ছন্দ। 'নিজ গুণে অবলীলা রাধিকা সুন্দরী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অবলীলাক্রমে [স] ১ *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'তাহার অঙ্গস্পন্দনও হইল না, অবলীলাক্রমে সহগমন করিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *ক্রিবিণ* অসংকোচে। 'তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অবলীলায় *ক্রিবিণ* অতি সহজে। 'আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে অবলীলায়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

অবলীলায়িত [স] *বিণ* অনায়াসজাত। 'সমস্তটা ব্যঙ্গের সুরে অবলীলায়িত ভঙ্গীতে লিখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অবলুণ্ঠন [স] *বি* গড়াগড়ি। 'বিজন বনছায়ায় তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হোলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

অবলুণ্ঠিত [স] *বিণ* ভূলুণ্ঠিত; গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন। 'তাহার অবলুণ্ঠিত মাথায় দুই হাত বুলাইয়া কহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অবলুণ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন। 'মধুকরভরকুণ্ঠিতা লুব্ধপবন-ক্ষুব্ধ-লোভন মল্লিকা অবগুণ্ঠিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অবলুপ্ত [স] *বিণ* ঢেকে গেছে এমন; অদৃশ্য। 'নিশীথের তারা শ্রাবণগগনে ঘন মেঘে অবলুপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অবলুপ্তি [স] *বি* বিলুপ্তি। 'এর অবলুপ্তির কারণ ছিল সুচিন্তিত বিরাট ধ্বংসকাণ্ড।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অবলেপ [স] *বি* তেজ। 'ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অবলেপন [স] *বি* প্রলেপন। 'তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

অবলেশ [স] ১ *বিণ* চূড়ান্ত। 'অকবির অবলেশ আমি।' *জীবন*, ১৯৪০। ২ *বি* সামান্যতম উপস্থিতি। 'একটিও বোলতার নেই অবলেশ।' *জীবন*, ১৯৪২। ৩ *বি* অংশ। 'এ-রকম ভাবনার কিছু অবলেশ তাদের হৃদয়ে আছে হয়তো বা।' *জীবন*, ১৯৪৪।

অবলেহ [স] *বি* লেহন; জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন। 'আজও করি অবলেহ!' *নজরুল*, ১৯২৮।

অবলেহন [স] *বি* জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন; চাটা। 'সেই হস্ত গৃহপালিত কুরঙ্গিণী আনন্দে অবলেহন করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

অবলোকন [স] **১** *বি* দর্শন। 'এক অপূর্ব্বসুন্দরী অপ্সরাকে দেখিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইয়া মুহুর্ম্মুহু অবলোকন করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* পর্যবেক্ষণ। 'মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চারি দিক অবলোকন করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

অবলোকিত [স] *বিণ* দৃষ্ট। 'অথচ অঙ্কুর পর্যন্ত অবলোকিত হইল না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অবশ [স] **১** *বিণ* অসাড়। 'অবশ শরীর হৃদয় অস্থির।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বিণ* অবাধ্য। 'প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্য্য।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **৪** *বিণ* বিকল। 'এক হাত এক পা অবশ হইয়া পড়িল।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **৫** *বিণ* বিহ্বল। 'শোকে ভয়ে অবশ সে সুকোমল হিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯। **৬** *বিণ* শক্তিহীন। 'আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অবশচিত্ত [স] *বিণ* অসাড় চিত্ত এমন। 'অবশচিত্ত এবং সমবেত চেষ্টা ও শৌর্য্য প্রকাশে অসমর্থ হইয়া আসিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অবশতা [স] *বি* নিশ্চলতা। 'এক অদ্ভুত অবশতা ছাড়া আর কিছুই নয়।' *হাই*, ১৯৪৬।

অবশাঙ্গ [স] *বিণ* ক্লান্তদেহী। 'ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অবশীভূত [স] *বিণ* অবাধ্য। 'ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শাস্ত্র জানিতেছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

অবশেন্দ্রিয় [স] *বিণ* ইন্দ্রিয় দমনে শক্তি নেই এমন। 'আমিও অতি অধম ও অবশেন্দ্রিয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অবশিষ্ট [স] *বিণ* বাকি। 'যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অবশিষ্টাংশ [স] *বি* বাকি অংশ। 'প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অবশেখ [স অবশেষ] *বিণ* চূড়ান্ত। 'এ সুন্দরী দেখ বিরহীর অবশেখ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অবশীভূত *দ্র* **অবশ**

অবশেন্দ্রিয় *দ্র* **অবশ**

অবশেষ [স] **১** *বি* যা উচ্ছিষ্ট। 'কেহ বলে আমি অবশেষ নাহি চাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অবশিষ্ট। 'চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *ক্রিবিণ* অবশেষে। 'দ্বাদশ বর্ষ বেদাধ্যয়ন করিয়া অবশেষে দারপরিগ্রহ করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অবশেষে [স] **১** *ক্রিবিণ* শেষ পর্যন্ত। 'অবশেষে বড় সরা পুর‍্যা দিল কাঁজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রিবিণ* অবসানকালে। 'বেলী অবশেষে আইল দেশব ষড়ানন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রিবিণ* সব শেষে। 'মনোযোগ দিলেন অবশেষে যে পাদরি হইলেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

অবশ্য [স] **১** *ক্রিবিণ* নিশ্চয়। 'অবশ্য করিব প্রতিকার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *অব্য* তবে। 'অবশ্য, সেটা প্রমাণ এবং ইংরাজ জজ ও জুরির বিচার ও বিশ্বাসের কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবশ্যই *ক্রিবিণ* নিশ্চিতরূপে। 'ইহাতে অবশ্যই সুফল দর্শিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অবশ্যকরণীয় [স] *বিণ* না করে পারা যায় না এমন। 'নানাবিধ লৌকিক-আচার ধর্ম্মের অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া পড়ে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অবশ্যকর্তব্য, অবশ্যকর্ত্তব্য [স] *বি* অবশ্য করণীয় কাজ। 'তিনি এমত লিখিয়া গেলেন যে সতীরীতি নিবারণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'আমোদপ্রমোদ করে কাটানো এখানকার পরিবারের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অবশ্যকর্তব্যতা [স] *বি* অবশ্যই পালনীয় দায়িত্ব। 'অবশ্যকর্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়েই চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অবশ্যকৃত্য [স] *বিণ* অবশ্যই করতে হবে এমন। 'compulsory হল অবশ্যকৃত, voluntary হল স্বেচ্ছাকৃত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অবশ্যকৃত্যতা [স] *বি* অবশ্যকর্তব্যতা। 'বিবাহ করার অবশ্যকৃত্যতা সম্বন্ধে কন্যা ও বরের অবস্থার অসাম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

অবশ্যগ্রহণীয় [স] *বিণ* অবশ্যই গ্রহণীয়। 'তবে তাহা শুধু অবশ্যগ্রহণীয় নয়।' *এসলাম*, ১৯৩৫।

অবশ্যপাঠ্য [স] *বিণ* পাঠ না করে পারা যায় না এমন। 'তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অবশ্যপাঠ্য করেনি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

অবশ্যপ্রতিপাল্য [স] *বিণ* অবশ্য পালন করতে হয় এমন। 'তাহাকে নিতান্তই অবশ্যপ্রতিপাল্য একটি অকর্মণ্য ছোটো ভাইয়ের মতো গ্রহণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অবশ্যপ্রয়োজনীয় [স] *বিণ* অত্যন্ত জরুরি। 'উপাদান ও অবস্থার সমাবেশ... তার পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা [স] *বি* অপরিহার্যতা। 'বাহিরের কোনো-কিছুরই যে অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অবশ্যবাধ্যতা [স] *বি* বাধ্যবাধকতা। 'সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে এমন কোনো অবশ্যবাধ্যতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অবশ্যভাবী [স অবশ্যম্ভাবী] *বিণ* নিশ্চিত। 'মৃত্যু অবশ্যভাবী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অবশ্যযোগ [স] *বি* অনিবার্য যোগ। 'পরস্পরের মধ্যে কোনো অবশ্যযোগ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অবশ্যরূঢ়তা [স] *বি* অনিবার্য রূঢ়তা। 'এই অবশ্যরূঢ়তাটুকু যদি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অবশ্যশিক্ষা [স] *বি* বাধ্যতামূলক শিক্ষা। 'একদা মহাত্মা গোখলে যখন সার্বজনিক অবশ্যশিক্ষার প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অবশ্যসম্ভব [স] *বিণ* নিশ্চয় ঘটতে পারে এমন। 'মৃত্যু যখন প্রত্যেক জীবের পক্ষে অনিবার্য অবশ্যসম্ভব ঘটনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অবশ্যসম্ভাবনা [স] *বি* নিশ্চয় ঘটবে এমন অবস্থা। 'অবশ্যসম্ভাবনার বিরুদ্ধে বৃথা পরিতাপ পরিত্যাগ করে আপনাকে ... সমস্ত কার্যের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অবশ্যসহচর [স] *বিণ* নিত্যসঙ্গী। 'কোমলতার অবশ্যসহচর দুর্বলতা দ্বারা তাহারা অসহায় এবং পরাধীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অবশ্যসহ্য [স] *বিণ* সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই এমন। 'বিধির বিধানের স্বরূপ নীরবে অবশ্যসহ্য বলিয়া স্থির করিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবশ্যস্বীকার্য [স] *বিণ* অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এমন। 'এ কথা

অবশ্যস্বীকার্য যে, আগে আসে খনিকার, তারপর মণিকার।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অবশ্যম্ভব [স] *বিণ* নিশ্চয় ঘটবে এমন। 'গ্রন্থের এই বিচিত্র পরিণাম অবশ্যম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অবশ্যম্ভাবিতা [স] *বি* নিশ্চিততা। 'বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধির অবশ্যম্ভাবিতা কে নিবারণ কত্তে পারে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অবশ্যম্ভাবী [স] *বিণ* নিশ্চয় ঘটবে এমন। 'কর্ণধার-বিহীন ঝটিকাগ্রস্ত তরণীর ন্যায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অবশ্যি [স অবশ্য] *অব্য* অবশ্য। ' তোর অদৃষ্টে যদি কোনো নিমাই থাকে তা হলে অবশ্যি তাকে ভালোবাসবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অবষ্যপোষ্য [স অবশ্যপোষ্য] *বিণ* অবশ্যই পোষণ করতে হবে এমন। 'তৃতীয় অবষ্যপোষ্য শ্রীদয়ারামদাষ।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

অবস [স অবশ্য] *ক্রিবিণ* অবশ্য। 'অবস করিআ ভববল জিতা।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

অবসই *ক্রিবিণ* নিশ্চয়। 'হংস সরোবর পাইলেঁ অবসই হরিএঁ ভুঞ্জে কমল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অবসউ *ক্রিবিণ* অবশ্য। 'অবসউ দিন এক দেত বিহসিয়া।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবসও *ক্রিবিণ* অবশ্য। 'অবসও রহব আঁউধি ভই লাজে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবসত [অ+স বসতি] *বি* নির্জন দেশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অবসন্ন [স] **১** *বিণ* অবসাদগ্রস্ত। 'বহির্দেশে গমন করিয়া সেখান হইতে আসিয়া কহিলেন আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **২** *বিণ* অবলুপ্ত। 'সত্য কি কদাপি মিথ্যা দ্বারা অবসন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৩** *বিণ* বিষণ্ণ। 'কিছু অবসন্ন হইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **৪** *বিণ* শক্তিহীন। 'তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অবসন্নতা [স] *বি* ক্লান্তি; অবসাদ। 'জীবনযাত্রার ভার বাড়িয়া গেছে বলিয়াই যে এতটা অবসন্নতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবসন্না [স] *বিণ স্ত্রী* অবসান। 'রজনী অবসন্না হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অবসর [স] **১** *বি* ফুরসত; সুযোগ। 'নিশাশ এড়িতেঁ মোকে দেহ অবসর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বিশ্রাম। 'খুব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অবসরক্লান্ত [স] *বিণ* অবসরে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়েছে এমন। 'শিল্পচর্চা অবসরক্লান্ত মানুষের বিলাসিতা নয়।' *উমর*, ১৯৬৮।

অবসরচিন্তা [স] *বি* অবসরের চিন্তা। 'যা অবসরচিন্তা তা দর্শন নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

অবসরদৈত্য [স] *বি* অবসররূপ দৈত্য। 'অবসরদৈত্য তার মনে চেপে আছে বিপুল ভারিত্বে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৬।

অবসর-প্রতীক্ষা [স] *বি* সুযোগের অপেক্ষা। 'বক্তৃতার অবসর-প্রতীক্ষায় আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অবসরপ্রাপ্ত [স] *বিণ* চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছে এমন। 'ঐ কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অবসরপ্রাপ্তি [স] *বি* অবসর গ্রহণ। 'অবসরপ্রাপ্তিতে তাই তাঁর আনন্দের সীমা থাকে নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অবসরবিলাসী [স] *বিণ* অবসরপ্রিয়। 'আজকের সাহিত্য অবসরবিলাসীর চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

অবসরভোগী [স] *বি* অবসর যাপনকারী। 'খেজুর বীথির পাশে পাশে এই দৃশ্য অবসরভোগীর আশীর্বাদ।' শওকত, ১৯৬২।

অবসরমত [স] *ক্রিবিণ* সুযোগ অনুযায়ী; ফাঁক বুঝে। 'অবসরমত একটা খবরের কাগজে ... সংবাদ পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অবসরে *ক্রিবিণ* সুযোগে। 'সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অবসরের বেড়া *বি* অবকাশের বেষ্টনী। 'কোনো জিনিস যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অবসরি জাওয়া [স অপসরিতং যাতি] *ক্রি* অপসৃত হওয়া। 'দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

অবসা [স অবশ] *বিণ* অবশ। 'কি কথা কহিব তবে অবসা পরাণী।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

অবসাদ [স] **১** *বি* পরাজয়। 'কোই না মানই জয় অবসাদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* মনোবেদনা। 'আজি পাঠাইব তারে দিয়া অবসাদ।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* দুঃখ। 'অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* বিষণ্ণ ভাব। 'সাত মাসে বন্ধুগণ দেই তারে সাদ নয় মাসে প্রসববেদনা অবসাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বি* অপমান। 'নাগরথে গেলা দেবী হয়্যা অবসাদ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অবসাদ করা *ক্রি* পরাজিত করা। 'ধমিলেঁ কএল তাকর অবসাদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবসাদক [স] *বিণ* অবসাদজনক। 'অবসাদক পদার্থ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অবসাদগ্রস্ত [স] *বিণ* শ্রান্ত। 'তাহার পর শরীর মনটা কিছু অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অবসাদভগ্ন [স] *বিণ* *বিণ* শ্রান্তিবশত শক্তিহীন। 'অবসাদ-ভগ্ন ডানা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অবসাদ-প্রদায়ক [স] *বিণ* অবসাদ প্রদান করে এমন। 'অবসাদ-প্রদায়ক ঔষধ প্রয়োগে বৃক্ষে রসচাপের হ্রাস পায়।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

অবসাদিত [স] *বিণ* অবসাদাক্রান্ত। 'অন্য স্থল অবসাদিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

অবসান [স] **১** *বিণ* অবসন্ন। 'পাসরিতে সরীর হোয়ে অবসান। কহইত ন লয় বুঝহ অবধান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রিবিণ* অবশেষে। 'ভাল মন্দ দুঅ বুঝ অবসান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বি* শেষ। 'লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নির্মাণ করিতে হইল নিশি অবসান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* অন্তেবাসী। 'দেশের বাহিরে যেন অবসান জাতি।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। **৫** *বিণ* গত। 'বসন্ত অবসান, কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অবসান-গান [স] *বি* সমাপ্তি সংগীত। 'অবসান-গান আশেপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অবসানদশা [স] *বি* লুপ্তাবস্থা। 'মহৎপ্রতাপের অবসানদশার জন্য একটি স্নিগ্ধ করুণা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অবসানা [স অবসান] *বি* শেষ। 'কত চতুরানন মরি মরি জাওত ন তুয়া আদি অবসানা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবসিত [স] *বিণ* অবসান হয়েছে এমন। 'উদারতার সীমা উদরের

চারি পার্শ্বের মধ্যেই অবসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

অবসার [স] *বি* অবমূল্যায়ন। 'তাঁরা আপন-আপন নির্ণায়ক প্রয়োগের দ্বারা রেনেসাঁসী উত্তরলব্ধির অবসারে প্রবৃত্ত।' *শিব*, ১৯৫৬।

অবসৃত [স] *বিণ* অবসরপ্রাপ্ত। 'পেন্সন লইয়া স্বকর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

অবসৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* অবসর দেওয়া হয়েছে এমন। 'গৃহকার্য্য হইতে তাহাকে অবসৃতা করা হইল।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

অবসৃতি [স] *বি* অবনতি। 'হিন্দুদের অগ্রগতির ইতিহাস এবং মুসলমানদের অবসৃতির।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অবসেখ [স অবশেষ] *বি* নিঃশেষ। 'মারতি রহত পোখ অবসেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবস্কর [স] *বি* জঞ্জাল। *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'ধরিত্রীর ভার অনশ্বর অবস্করে পরিপুষ্ট করিবে আবার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অবস্তু [স] *বি* অনুভব করার বিষয়। 'শব্দ স্বাদ বর্ণ প্রভৃতি অবস্তুর কি নাম নেই?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অবস্থা [স] **১** *বিণ* দুর্দশাগ্রস্ত। 'অবস্থা করিল মোকে সেই জগন্নাথে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* দশা। 'বাঙ্গলা পাঠশালা সকলের বর্তমান অবস্থা যতকাল থাকিবে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনের যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* আর্থিক সচ্ছলতা। 'যে অল্প ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ অবস্থা ..।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বি* মান। 'অধ্যাপনার রীতি পদ্ধতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বি* পরিস্থিতি। 'এই শোচনীয় অবস্থা নিরাকরণের প্রতি গবর্নমেন্টের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৬** *বি* মর্যাদা। 'বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অবস্থা সেকালে কি রূপ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবস্থাগত [স] *বিণ* পরিস্থিতিজাত। 'যেখানে প্রকৃতিগত এবং অবস্থাগত বৈষম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অবস্থাগতিকে [স] *ক্রিবিণ* পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। 'অবস্থাগতিকে যখন রাধিকাও আসছেন না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অবস্থাঘটিত [স] *বিণ* অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। 'সেটা বাহ্য অবস্থাঘটিত ব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অবস্থাদৈন্য [স] *বি* অবস্থার দীনতা। 'সে আছে তার অবস্থাদৈন্যের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবস্থাধীন [স অবস্থা+স অধীন] *বিণ* অবস্থার অধীন। 'বাঙ্গালী কার্য্যকারকেরা তদ্রূপ অবস্থাধীন তাদৃক্ বটেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অবস্থান্তর [স অবস্থা-অন্তর] *বি* অন্য অবস্থা। 'বাঙ্গালি কর্ম্মকারিরা যাবৎ দুরবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অবস্থান্বিত [স অবস্থা-অন্বিত] *বিণ* অবস্থাপ্রাপ্ত। 'তাতার, তুর্কমান ও তাদৃশ অবস্থান্বিত অপরাপর অনেক জাতির মধ্যে এইরূপ ব্যবহার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অবস্থাপন্ন [স অবস্থা-আপন্ন] **১** *বিণ* অবস্থাপ্রাপ্ত। 'সুলোচনাকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* আর্থিক সংগতিপূর্ণ। 'ছোটবৌয়ের ভাইয়েরা অবস্থাপন্ন।' *শরৎ*, ১৯১৬।

অবস্থাপিত [স] *বিণ* সন্নিবিষ্ট। 'সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

অবস্থা ফেরানো *ক্রি* উন্নতি সাধন করা। 'শরীরের জোরেই মোটামুটি অবস্থা ফিরিয়েছে নিজের।' *শওকত*, ১৯৭৩।

অবস্থাবচ্ছেদে [স অবস্থা-অবচ্ছেদে] *ক্রিবিণ* অবস্থাগতিকে; অবস্থার প্রেক্ষিতে। 'অবস্থাবচ্ছেদে যাবতীয় জমিদার এই সমস্ত অত্যাচারে দূষিত নহেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

অবস্থাবিপাকে [স] *ক্রিবিণ* ঘটনাক্রমে। 'অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে ... সেইটেই সত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অবস্থাবিশেষে [স] **১** *ক্রিবিণ* অবস্থাগতিকে। 'অবস্থা বিশেষে পুরুষের ২৮ বৎসরে ... বিবাহ হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *ক্রিবিণ* বিশেষ অবস্থায়। 'অবস্থাবিশেষে তাও দীর্ঘকাল হইয়া ওঠে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অবস্থাবৈগুণ্য [স] *বি* অবস্থার প্রতিকূলতা। 'অবস্থাবৈগুণ্যে এ রকম মনের ভাব ঘটে সে কথা স্বীকার করা যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অবস্থাভিজ্ঞ [স অবস্থা-অভিজ্ঞ] *বিণ* অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'পাছে সমস্ত অবস্থাভিজ্ঞ অম্বিকাচরণ তাহার কোনো অনিষ্ট করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অবস্থাভেদ [স] *বি* অবস্থার পার্থক্য। 'উভয়ের এরূপ অবস্থাভেদের কারণ কি।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

অবস্থাভেদে *ক্রিবিণ* অবস্থাবিশেষে। 'অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অবস্থাশালী [স] *বিণ* ধনী। 'গ্রামের সকলে বিশেষ করিয়া অবস্থাশালী।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

অবস্থাসংকট [স] *বি* দুর্গতি। 'তাহার এই অকস্মাৎ অবস্থাসংকট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অবস্থাহীন [স] *বিণ* বিত্তহীন। 'দরিদ্র ও অবস্থাহীন কৃষকগণ পাটের আবাদ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কম করিলেও ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

অবস্থোন্নতি [স] *বি* অবস্থার উন্নতি। 'আমাদের বর্ত্তমান অবস্থোন্নতির পথ প্রদর্শক হইবে।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

অবস্থান [স] **১** *বি* স্থিতি। 'কণ্ঠাম্বুজবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* বিরাজ। 'বর্তমান কাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৩** *বি* বিন্যাস। 'ভাবভঙ্গি সমস্ত লইয়া কেশের অবস্থান এবং পদাঙ্গুলির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অবস্থানভূমি [স] *বি* অবস্থান করার জায়গা। 'অন্যদিকে কয়েদীর অবস্থানভূমি।' *শওকত*, ১৯৬২।

অবস্থিত [স] **১** *বিণ* অবস্থানরত। 'রামমোহন রায় যে সময়ে লিবরপুলনগরে অবস্থিত ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বিণ* অবস্থান করছে এমন। 'যাহারা সমাজের নিম্নতলে অবস্থিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অবস্থিতি [স] **১** *বি* নিবাস। 'কি নাম তোমার কোন দেশে অবস্থিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অবস্থান। 'সমস্তেরি অবস্থিতি যশহরে হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* স্থিতি; স্থিরতা। 'জ্যোতিষ্কের গতি ও অবস্থিতির ভিতরে রয়েছে একটা বিরাট শৃঙ্খলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অবস্থিতি করা *ক্রি* বাস করা। 'আবাসবাটী সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তাহার মধ্যে সুখে অবস্থিতি করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অবস্থোন্নতি *দ্র* **অবস্থা**

অবস্য [স অবশ্য] *ক্রিবিণ* নিশ্চয়। 'অবস্য তাঁহার ঠাঞি জাইতে জুয়ায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবস্যপোস্য [স অবশ্যপোষ্য] *বিণ* অবশ্যপালনীয়। *বোগল*, ১৭৭০।

অবহনীয় [স] *বিণ* বহন করা যায় না এমন। 'জীবন তাঁহার পক্ষে অবহনীয়, অসহনীয় ভার হইয়া উঠিয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অবহিত [স] **১** *বিণ* নিবিষ্ট। 'একান্ত অবহিতভাবে শাস্ত্রাদি-আলোচনায় তাঁহারা জগৎসংসারে অনেকটা বেশি নির্লিপ্ত ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* অবগত। 'প্রাণ-অণুর সন্ধান করা ও তাহার স্পন্দনের স্বরূপ অবহিত হওয়া আবশ্যক।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

অবহিতি [স] *বি* জ্ঞান। 'এই অবহিতিটা সম্বন্ধে একটু বিশেষ সজাগ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অবহু *ক্রিবিণ* এখনও। 'অবহু মধু ঋতু সকল শুভ হেতু দখিনে উয়ল দ্বিজরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবহুঁ *ক্রিবিণ* আবার। 'অবহুঁ পলটি ন আইসএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অবহেলন [স] *বি* উপেক্ষা। 'ভগবদ্গীতাকে অবহেলন করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অবহেলা [স] **১** *বি* অবজ্ঞা। 'দিল তোরে দিব্য মালা তারে কর অবহেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* তুচ্ছজ্ঞান করা। 'অবহেলে পাণিপুটে পান কৈলে কালকূটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* অমান্য। 'পুত্র হয়ে পিতার আজ্ঞা অবহেলা করে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **৪** *বি* অযত্ন। 'শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৫** *ক্রি* পরোয়া না করা। 'অবহেলি জলধির ভৈরব গর্জন।' *নজরুল*, ১৯২২।

অবহেলাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। 'অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

অবহেলিত [স] **১** *বিণ* অবজ্ঞাত। 'সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, কিন্তু তবু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* অবহেলা করা হয়েছে এমন। 'আহার-নিদ্রা অবহেলিত হইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

অবাঁধা [স অবন্ধন] *বিণ* ফ্রেমে আটকানো নয় এমন। 'বাঁধা-অবাঁধা ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং প্রভৃতি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অবাক [স] **১** *বিণ* বিস্মিত। 'অবাক হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* বিচলিত। 'অবাক হউক পৃথ্বী সভয়ে, বিস্ময়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯। **৩** *বিণ* নির্বাক। 'নীরদ অবাক রহি কিছুক্ষণ পরে বালিকারে সম্বোধিয়া কহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯। **৪** *বিণ* বিস্ময়কর। 'অবাক শ্যামলতার তলে শিখর হতে শাখে শাখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অবাক-জলপান *বি* কয়েক প্রকার খাদ্যবস্তুকে ভেজে মরিচ, লবণ, মশলা প্রভৃতি মিশ্রণে প্রস্তুত হালকা খাবারবিশেষ। 'অবাক-জলপান কিনিয়া খাইয়া ... অবাক হইয়া গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অবাকপটু [স] *বিণ* কথা বলায় অদক্ষ। 'লজ্জাবনত বধূ নহে, অবাকপটু বালিকাও নহে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অবাক-পারা [স অবাকপ্রায়] *ক্রিবিণ* বিস্মিত। 'একে একে সাঁঝের তারা গান শুনে তার অবাক-পারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অবাক মানা *ক্রি* অবাক হওয়া। 'চেয়েছি অবাক মানি তার পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অবাঙালি, অবাঙালী, অবাঙ্গালী [অ+স বঙ্গ>] **১** *বিণ* বাংলা ভাষায় কথা বলে না এমন। 'কতিপয় অ-বাঙ্গালী মোসলমান ...।' *এসলাম*, ১৯১৭। **২** *বিণ* বাংলা ভাষায় চালু নেই এমন। '"সুখে"র এ-কারকে অবাঙালি রীতিতে দীর্ঘ করা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বি* বাঙালি ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের লোক। 'বাংলার বাইরে বহু অবাঙালির মুখে শুনেছি।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'বাঙ্গালা বাঙ্গালীর নয়, সম্পূর্ণ অবাঙ্গালীর হাতে।' *জামায়াত*, ১৯৩৭; 'কারবার বেশীর ভাগ অ-বাঙালীর হাতে।' *যুক্তবো*, ১৯৪৯।

অবাঙালিত্ব [অবাঙালি+স ত্ব] **১** *বি* বাঙালির বৈশিষ্ট্য নেই এমন পরিচয়। 'তাতে করে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না; তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **২** *বি* বাংলাভাষী না হওয়া। 'যেহেতু অবাঙালিত্বই ছিলো তখন আভিজাত্যের মাপকাঠি।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

অবাঙ্গালী *দ্র* **অবাঙালি**

অবাঙ্মানসগোচর [স] **১** *বি* যা ভাষা ও বোধের অগোচর। 'একটা অনন্তের অনির্দেশ্যের অবাঙ্মানসগোচরের ইঙ্গিত।' *সবুজ*, ১৯২১। **২** *বি* বাক্য ও মনের অগোচরতা। 'নির্গুণ অবাঙ্মানসগোচরে ব্রহ্মা যেমন ...।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অবাঙ্মুখ [স] *বিণ* নতমুখ। 'অবাঙ্মুখ হয়ে বসে থাকতে-থাকতে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

অবাঙ্শাখ [স] *বিণ* নিম্নমুখী শাখাযুক্ত। 'আমাদের শাস্ত্রে বলে, সংসারটা ঊর্ধ্বমুখ অবাঙ্শাখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অবাচী [স] *বি* দক্ষিণ দিক। 'ছড়ায়ে রয়েছে প্রাচী, অবাচীর, উদীচীর দিকে।' *জীবন*, ১৯৩০।

অবাচ্য [স] *বিণ* অকথ্য। 'অবাচ্য উচ্চ বাচ্য যাহা মুখে আসিত তাহাই কহিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অবাছাই [অ+বাছাই] *বি* উচ্ছিষ্ট। 'ফরাসী সরকার কেচ্ছানবাবীর অবাছাই কুড়াইতেছেন মাত্র।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

অবাঞ্ছনীয় [স] **১** *বিণ* কাম্য নয় এমন। 'ইউরোপীয় হালচাল আমি ... অবাঞ্ছনীয় মনে করি।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **২** *বিণ* অনাকাঙ্ক্ষিত। 'ইহা তাঁহাদের পক্ষে অবাঞ্ছনীয়।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

অবাঞ্ছিত [স] *বিণ* অকাম্য। 'অবাঞ্ছিত চাটুলুব্ধ জনতায় যে তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'ভাবল কোথা থেকে অবাঞ্ছিত কাঙালটারে আনল ঘরে ডেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অবাঞ্ছিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অকাম্য। 'সে অনাহূতা, অবাঞ্ছিতা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

অবাধ [স] **১** *ক্রিবিণ* বিরতিহীনভাবে। 'এমন এমন লোকও আছে, যে অবাধে শত বৎসর পরিশ্রম করিলেও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* মুক্ত। 'যত গীতগন্ধ লয়ে বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *বিণ* সীমাহীন। 'মিশে যাব অবাধ সুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৪** *বিণ* অগাধ। 'ওর ভালোবাসার উপর অবাধ ভরসা মনকে করেছে রসসিক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৫** *বিণ* বাধাহীন। 'রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অবাধগতি [স] *বিণ* বাধাহীন গতিসম্পন্ন। 'পাণ্ডবেরা স্ফীত, অখণ্ড, অবাধগতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অবাধ-বাণিজ্য [স] *বি* মুক্তবাজার; বিধিনিষেধহীন বাণিজ্য। 'দুর্ভিক্ষের সময়ে যাহাতে অবাধ-বাণিজ্য রহিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অবাধসঞ্চরণ [স] *বি* বাধাহীন চলাফেরা। 'আমার অবাধসঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অবাধিত [স] *বিণ* বাধাহীন। 'অবাধিতরূপে ঐ সকল বিদেশীয় যাত্রিকেরদের উপর আপন পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে।' *দর্পণ*,

১৮২৪।

অবাধে *ক্রিবিণ* অবিরাম। 'পুস্তক নিয়মমতে অবাধে বিতরণ করিতেছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

অবাধ্য [স] ১ *বিণ* বিদ্রোহী। 'অল্পকালেই তোমার মন্ত্রীগণ অবাধ্য হইয়া উঠিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'হাতে তুলে লব বিজয়বাদ্য, আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* অমান্য করে এমন। 'নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৩ *বিণ* কথা শোনে না এমন। 'তুমি আমার অবাধ্য।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ৪ *বিণ* প্রবল। 'অন্তরিন্দ্রিয়ের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অবাধ্যতা [স] *বি* আদেশ অমান্যকরণ। 'অবাধ্যতারূপে সে স্ত্রী আত্মপ্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়া রহিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

অবাধ্যতামূলক [স] *বিণ* বাধ্যবাধকতা নেই এমন। 'আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অবাধ্যপনা [স] *বি* অবাধ্যতা। 'অবাধ্যপনায় নফরকেষ্ট রেগে গেল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

অবাধ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* অনুগত নয় এমন। 'সাধ্য সাধনা করিলেও কাহার সাধ্য যে অবাধ্যাকে বাধ্য করিয়া রাখে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অবাধ্যি [স অবাধ্য>] *বিণ* অন্যথা। 'জমীদার যা বলেন কোন মতেই তার অবাধ্যি হইতে পারে না!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অবান্তর [স] ১ *বি* বৃত্তান্ত। 'জানিল দেবতাগণ সব অবান্তর।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* সংবাদ। 'শুনিয়া হনুর মুখে সে সব অবান্তর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বিণ* অপ্রধান। 'আর আর অবান্তর সম্রাট্ রাজাদের প্রত্যেক বিবরণ সম্প্রতি লিখি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বিণ* অপ্রাসঙ্গিক। 'কেহবা অবান্তর কলহের কাহিনী ... করেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২। ৫ *বিণ* ভিত্তিহীন। 'অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবান্তরিত [স] *বিণ* অন্তর্হিত। 'দেশাত্মবোধ জাগ্রত হলে 'ছোট আমি' অবান্তরিত হবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

অবায়ু [স] *বিণ* বায়ুশূন্য; বাতাসহীন। 'যেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু চিরায়ু মহাশূন্যের যাত্রী।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

অবায়ুস্পর্শ [স] *বিণ* গায়ে বাতাস লাগেনি এমন। 'অসূর্য্যম্পশ্যরূপ অবায়ুস্পর্শদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অবারণ [স] ১ *বিণ* নিষেধহীন। 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বিণ* অনাবিল। 'নির্ঝরিণী অকারণ অবারণ সুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৩ *বিণ* বিপুল। 'অবারণ বেদনার ভার ঘনায়ে এসেছে তব মনের সীমায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অবারা [স অবারণ>] *ক্রি* মুক্ত করা। 'এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

অবারিত [স] ১ *বিণ* উন্মুক্ত। 'সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিবসে অবারিত দ্বার।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *ক্রিবিণ* অবাধে। 'রাজারদিগের মস্তকে আমি অবারিত বইসি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* বিশাল। 'কুঠির সম্মুখবর্ত্তী অবারিত শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অবারিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* বাধাহীনভাবে। 'অবারিতভাবে ঝড়-ঝাপটা, ধূলি-ধোঁয়া আসিয়া তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অবারোহ [স] *বি* গাছের ঝুরি; ডালপালা। 'অপনীত অবারোহ করিয়ে সকলে/ সাঁগা দিয়ে তুলে লয়ে শাল ঘরে ফেলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অবাস্তব [স] ১ *বিণ* বাস্তবতাবর্জিত; কাল্পনিক। 'অনেকে কেবল অবাস্তব উপাখ্যান অধ্যয়ন করাইতেই ভালবাসেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* মায়া। 'সেই সৃষ্টিকেই যদি অবাস্তব বল তা হলে অনাসৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৩ *বিণ* যুক্তিহীন। 'বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবিটাকে অবাস্তব ও তুচ্ছ বলিয়া..।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অবাস্তবতা [স] ১ *বি* বাস্তবের সঙ্গে অসঙ্গতি। 'আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ২ *বি* অসত্যতা। 'তাতে তার অবাস্তবতা আরো বেশি করেই ঘোষণা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অবাস্তবিক [স] *বিণ* বাস্তব নয় এমন। 'অবাস্তবিক বিধি লইয়া যাঁহারা তর্কবিতর্ক করেন ... তাঁহারাই ধন্য!' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অবিকম্প [স] *বিণ* অবিচল। 'সাড়া দেয় অবিকম্প মন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অবিকম্পিত [স] *বিণ* কম্পিত নয় এমন। 'অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অবিকল [স] ১ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'অবিকল সকল রচনা করে অজ।' *শিবায়ন*, ১৭৫০। ২ *বিণ* হুবহু। 'ইহা দেখে কবিতা রচিবে অবিকল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'অনুবাদ অবিকল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৩ *বিণ* অন্ধ। 'একদিকে অবিকল অনুকরণ, একদিকে উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবিকলেন্দ্রিয় [স অবিকল-ইন্দ্রিয়] *বিণ* ইন্দ্রিয় বিকল নয় এমন; অবিকলাঙ্গ। 'অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা যদ্রূপ আপনার জীবনোপায় কর্ম্মক্ষম।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অবিকার [স] *বিণ* অচঞ্চল। 'জগৎরূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অবিকৃত [স] ১ *বিণ* বিকৃত নয় এমন। 'মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শত ছাগ মুণ্ড ও দ্বাদশ মহিষ মুণ্ড ইত্যাদি অবিকৃত আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বিণ* অপরিবর্তিত। 'আস্ত একটা প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অবিক্রয় [স] *বিণ* বিক্রি হয়নি এমন। 'শর্করাঘটিত মিষ্টান্ন অবিক্রয় হওয়াতে অতিদুর্দশা ঘটিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অবিক্রীত [স] *বিণ* বিক্রয় করা হয়নি এমন। 'অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪।

অবিক্রেয় [স] *বিণ* সহজে বিক্রয়যোগ্য নয় এমন। 'সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অবিক্ষুব্ধ [স] *বিণ* ক্ষুব্ধ নয় এমন। 'একটা বড় কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ করে এরা নিজেদের অবিক্ষুব্ধ রাখে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অবিগীত [স] *বিণ* প্রশংসিত। 'চিরকালানুষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চতুর্বর্ণ ধর্ম্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

অবিচল [স] ১ *বিণ* দ্ব্যর্থহীন। 'অবিচল বচন আক্ষার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* বিচলিত নয় এমন; অটল। *এডমন*, ১৭৯০।

অবিচলপত্র [সা] *বি* দলিল। 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা অবিচল পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৬১।

অবিচলিত [স] ১ *বিণ* স্থির। 'তাঁহারা পরস্পর অবিচলিত সম্ভাবে ... কালযাপন করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* দৃঢ়। 'হাঁড়ির মতো গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* কুণ্ঠাহীন। 'লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, অজ্ঞাতশত্রু ছিল তিনজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অবিচার [স] ১ *বি* নির্বিচার। 'এখনী পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অবাঞ্ছিত। 'এক রাজ্যে দুই রাজা বড় অবিচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* অন্যায্য বিচার। 'অবিচারে জন্মেজয় প্রতিজ্ঞা করিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* অনাচার। 'কালে কালে কি হইল, একি অবিচার।' *এডুকেশন*, ১৮৫৭।

অবিচারক [স] *বিণ* বিচার-বিবেচনাহীন। 'রাজ্যাধিপতিকে অধার্ম্মিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভর্ৎসনাকরণে কি তাৎপর্য্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অবিচারপ্রসূত [স] *বিণ* অবিবেচনাজাত। 'আমরা এই অবিচারপ্রসূত সুপারিশের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার মেয়েদের প্রতিবাদ জানাতে অনুরোধ করি।' *বেগম*, ১৯৫১।

অবিচারমূলক [স] *বিণ* বিবেচনাহীন। 'বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষী করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি অবিচারমূলক।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

অবিচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অবিচারকারী। 'সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অবিচারিত [স] *বিণ* অবিবেচিত। 'সর্ব্বদা অবিচারিত কর্ম্ম অকর্ত্তব্য।' *রামরাম*, ১৮০২।

অবিচারী [স] ১ *বিণ* ব্যভিচারী। 'কামাতুর, কুবোধি, অবিচারী, হিংসক, অগ্যান, গৃহস্তো বীর্যের শরীর নাশী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* বিচারহীন। 'বোঝে না মন আপন মরণ একি অবিচারী।' *লালন*, ১৮৯০।

অবিচারে [স] *ক্রিবিণ* নির্বিচারে; না জেনেই। 'অবিচারে মার যদি দৈবেতে মরিব।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অবিচিত্র [স] *বিণ* বৈচিত্র্যহীন। 'এই ভাবের অবিচিত্র জীবনযাত্রা অনেক মানুষকে যে নির্বাহ করতে হচ্ছে না তা নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

অবিচ্ছিন্ন [স] ১ *বিণ* অবিরাম। 'অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্বলোকে করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নিবিড়। 'উচ্চ এবং নীচের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* অবিচ্ছেদ্য। 'রাজা ও প্রজা উভয়েরই প্রকৃতি স্বার্থ অবিচ্ছিন্ন অবিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অবিচ্ছিন্নতা [স] *বি* ধারাবাহিকতা। 'গতিবেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া ... পথ অনুসরণ করিতে হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অবিচ্ছিন্নভাবে [স] *ক্রিবিণ* বিরামহীনভাবে। 'এই বর্বর দম্পতি অর্ধনগ্ন দেহে অবিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অবিচ্ছেদ [স] ১ *ক্রিবিণ* অবিরাম। 'মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বিরামহীনতা। 'সর্বকাল ভক্তিভেদে লেখিলেন অবিচ্ছেদে।' *মানিক-রাম*, ১৭৮১। ৩ *ক্রিবিণ* ছেদহীনভাবে। 'মিটায়ে মনের খেদ গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে মিছে মন-গড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অবিচ্ছেদ্য [স] *বিণ* নিবিড়; প্রগাঢ়। 'এরকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ-পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অবিচ্ছেদ্যভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* অভিন্নরূপে। 'একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট সংসর্গ আমরা লাভ করি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *ক্রিবিণ* অপরিহার্যভাবে। 'প্রতীকতন্ত্রী মালার্মে ব্যঞ্জনাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করলেন বৈদগ্ধের সঙ্গে।' *শিব*, ১৯৭৩।

অবিচ্যুত [স] *বিণ* অবিচলিত। 'তবু সুরেশ অবিচ্যুত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অবিজিত [স] *বিণ* অপরাজিত। 'ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত অবিজিতই রহিয়া গেল।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

অবিজ্ঞেয় [স] *বিণ* জ্ঞান নেই এমন। 'কোন ক্রূর পিশাচের অবিজ্ঞেয় অঙ্গুলিনির্দেশে।' *জীবন*, ১৯৩০।

অবিতর্ক [স] *বি* নিঃসংশয়। 'গণ্ডিটুকু অবিতর্কে রক্ষিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অবিদগ্ধ [স] *বিণ* অচতুর। 'অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জান সৃজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অবিদগ্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* সংস্কৃতিমনা নয় এমন। 'আমাদের অভিনেত্রীরা অবিদগ্ধা, বাঈজী আর ভাস্কর্য আমাদের নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অবিদিত [স] *বিণ* অজানা। 'তোহ্মা অবিদিত/ নাহিক কিঞ্চিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'অবিদিত নেই তো তোমার রবিকাকা কুঁড়ের হদ্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অবিদূর [স] *বি* নিকট। 'এই গালিচার অবিদূরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অবিদ্বান [স] ১ *বিণ* (বিনয়) অপণ্ডিত। 'আমি অবিদ্বান।' *প্রমথ*, ১৯২৭। ২ *বি* যে বিদ্যাহীন। 'বিদ্যার সাহায্যে বিদ্বান অনেক বেশি শক্তিশালী হয় অবিদ্বানের চেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অবিদ্য [স] *বিণ* অপণ্ডিত। 'অবিদ্য সবিদ্য যত ব্রাহ্মণ সমান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অবিদ্যা [স] ১ *বি* মায়া। 'যে যশ শ্রবণে আদি অবিদ্যা বিনাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অজ্ঞানতা। 'পুস্তকানুশীলনদ্বারা ইউরোপীয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস ও অবিদ্যা নাশ ও মনের উল্লাস হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বি* অজ্ঞতা। 'অবিদ্যায় অবসন্ন মানবের মন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৪ *বি* ইহজাগতিকতা। 'যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারকর্ম্মের উপাসনা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৫ *বি* ভ্রমজ্ঞান। 'তাঁরা কস্মিনকালেও অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলে ভুল করেন নি।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

অবিদ্যা-বন্ধন [স] *বি* মায়ার বন্ধন। 'যার দৃষ্টি মাত্র ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অবিদ্যমান [স] *বি* অনুপস্থিতি; অভাব। 'এই সকলের অবিদ্যমানে কলির কিরূপে অবস্থান হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

অবিধি [স] ১ *বিণ* শাস্ত্রবিরুদ্ধ; অবৈধ। 'আমিষ অবিধি বোলে যে করেছে গোল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* অনুচিত। 'ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৩ *বিণ* নিয়মবিরুদ্ধ। 'তাহার উত্তর অন্তর্থ প্রত্যয় করা অবিধি।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৪ *বি* অন্যায়। 'বিধি ও অবিধির নির্যাতনে নিপীড়িত জাতি।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

অবিধেয় [স] ১ *বিণ* বেআইনি। 'অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশপর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিরত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বিণ* অপ্রাসঙ্গিক। 'তরঙ্গমালার আলোচনা অবিধেয় নয়।'

বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ *বিণ* অনুচিত। 'ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অবিনএ [স অবিনয়] *বি* অবিনয়; বিনয়ের অভাব। 'মোরি অবিনএ যত পরলি খেএাব তত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবিনয় [স] ১ *বি* অনাদর। 'সেবকের ঠাঞী কি প্রচুর অবিনয়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* সহৃদয়তার অভাব। 'অবিনয় বা অস্নেহ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৩ *বি* বেয়াদবি। 'সে বিনয় এত কঠিন যে অবিনয় তাহা অপেক্ষা অধিক কঠিন নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৪ *বি* ঔদ্ধত্য। 'এটাকে রাজসভায় যদি অবিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৫ *বি* সৌজন্যের অভাব। 'আশ্চর্য হয়েছ আমার অবিনয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অবিনয়া [স] *বিণ স্ত্রী* উদ্ধত; অশিষ্ট। 'অবিবেকী অবিনয়া আদরভাজন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অবিনয়ী [স] *বিণ* অভদ্র। 'অনন্তর মত এমন দাম্ভিক অবিনয়ী ছেলে আর নেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

অবিনশ্বর [স] ১ *বিণ* ধ্বংস হয় না এমন। 'আচারব্যবহার প্রকাশক অবিনশ্বর কীর্ত্তিপতাকা মহারত্ন বেদ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* চিরন্তন। 'ধনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* চিরস্থায়ী। 'ইজিপ্ট মৃতদেহকে অবিনশ্বর করিবার চেষ্টা করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অবিনশ্বরতা *বি* অমরত্ব। 'আত্মার অবিনশ্বরতা বুঝবার জন্য তাঁকে অন্য উপমার আশ্রয় খুঁজতে হত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

অবিনাশ [স] ১ *বিণ* বিনাশহীনতা। 'আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ হিত ... বাসনা করি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অবিনাশপুর [স] *বি* স্বর্গ। 'ঝাটেত অবিনাশপুরে করিতে গমন।' *সুলতান*, ১৭০০।

অবিনাশী [স] ১ *বিণ* অবিনশ্বর। 'অবিনাশী চন্দ্রকলা থাকে যেই স্থান।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* চিরস্থায়ী। 'কৃপার শাস্তোর পালিবেক, নিজো-নাম অবিনাশী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ৩ *বিণ* বিনাশ নেই এমন। 'এ দিকে আপনাকে অবিনাশী অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, ওদিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অবিনিবিলম্বিত [স অবনী+স বিলম্বিত] *বিণ* বিস্তীর্ণ। 'অলিকুলচুম্বিত অবিনিবিলম্বিত বনি বনমাল বিটঙ্ক।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

অবিনীত [স] ১ *বিণ* বিনীত নয় এমন। 'বাঁদেলারোষ-নিবাসী অবিনীত অসভ্য লোকেরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* ঔদ্ধত্যপূর্ণ। 'উপেক্ষাপূর্ণ অবিনীত ব্যবহার করিয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অ-বিন্দু [স] *বি* (বাউল) শুক্র। 'অ-বিন্দু উথলিয়ে নীর হয়েছিল নৈরাকার।' *লালন*, ১৮৯০।

অবিন্যস্ত [স] ১ *বিণ* অগোছালো। 'সব যেন অবিন্যস্ত, উঁচু-নিচু ...।' *আহসান*, ১৯৫৯। ২ *বিণ* সুসংবদ্ধ নয় এমন অগোছালো। 'নিতান্ত শ্রীবর্জ্জিত, অবিন্যস্ত ও ভারসাম্যহীন বাঙলা গদ্য ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথম ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

অবিবাদ [স] *বি* নির্বিবাদ। 'আপনি অবিবাদে কাছাড় রাজত্ব অর্পণ কত্তে সম্মত হলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অবিবাদী [স] *বিণ* নির্বিরোধ; শান্ত। 'ওই দ্যাখো কয়েকটি অবিবাদী স্থির অভিন্নকল্পনাবুদ্ধি যুবক-যুবতী হেঁটে যায়।' *নীরেন*, ১৯৬১।

অবিবাদে [স] *ক্রিবিণ* নির্বিবাদে। 'আপনি অবিবাদে কাছাড় রাজত্ব অর্পণ কত্তে সম্মত হলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অবিবাহ [স] *বিণ* অবিবাহিত। 'অবিবাহ কুন্তি দেবি কুন্তভোজ ঘরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অবিবাহিত [স] ১ *বিণ* বিয়ে হয়নি এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'দর্পণপত্রের স্থানান্তরে অবিবাহিত ব্রাহ্মণস্য ইতিস্বাক্ষরিত যে এক পত্র দৃষ্ট হইবে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০; 'অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতাদের সঙ্গে মিশে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বিণ* কুমারী। 'কন্যা যতদিন অবিবাহিত থাকে তাহাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ৩ *বিণ* অবিবাহিত অবস্থাকালীন। 'এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অবিবাহিতা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* বিয়ে হয়নি এমন। 'একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ২ *বিণ* কুমারী। 'অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতাদের সঙ্গে মিশে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

অবিবাহী [স] *বিণ* অবিবাহিত। 'যোগ্য কন্যা অবিবাহী।' *কেতকা*, ১৬৫০।

অবিবেক [স] *বি* বিবেকহীনতা। 'যৌবন ধন সম্পত্তি অবিবেক ইহার যদি এক থাকে।' *গোলোক*, ১৮০১।

অবিবেকতা [স] *বি* বিবেকহীনতা। 'অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভৃতি অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অবিবেকী [স>] ১ *বিণ* বিবেকহীন। 'অবিবেকী প্রমাদবিশিষ্ট আর বিত্তনিমিত্ত অজ্ঞানেতে আচ্ছন্ন যে লোক তাহারা ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭। ২ *বিণ* অবিবেচক। 'অবিবেকী অন্তর্যামী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অবিবেচক [স] ১ *বি* যে বিবেচনা করে না। 'তাঁহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন ইহার তুল্য অবিবেচক আর নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিণ* বিচারবুদ্ধিহীন। 'ক্ষীণবুদ্ধি অবিবেচক অধিকাংশ লোক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

অবিবেচনা [স] ১ *বি* বিবেকহীনতা। 'আমি, সবিশেষ ... অবিবেচনার কর্ম করিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* অবিচার। 'ন্যায়রত্নের পক্ষে অবিবেচনা হয়েছে এই বলিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৩ *বি* বিচার বুদ্ধির অভাব। 'সমস্তই আপনার অবিবেচনার ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৪ *বি* পরিণাম বিচার না করা। 'যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে আকাশ হইতে ... তাহাদের মধ্যে সেই দুরন্ত অবিবেচনা কাজ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৫ *বি* অন্যায়। 'সে-বাগানে আমাদের মন যদি উৎসাহিত না হয় তা হলে মালী সেটাকে আমাদের অবিবেচনা মনে করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অবিবেচনাপ্রসূত [স] *বিণ* অপরিকল্পিত। 'কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত যে একান্তই অবিবেচনাপ্রসূত।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

অবিবেচনীয় [স] *বিণ* অগ্রহণযোগ্য। 'এই অবিবেচনীয় ব্যবহারে ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

অবিভক্ত [স] ১ *বিণ* ভাগ করা নেই এমন। 'দণ্ড প্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর-একবার ঘুমাইয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* অখণ্ড। 'এ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল যুগ যুগ আগে অবিভক্ত ভারতে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

অবিভাই [স অবিবাহী] *বিণ* অবিবাহিত। 'এত বড় যোগ্য কন্যা কেন অবিভাই।' *কেতকা*, ১৬৫০।

অবিভাজ্য [স] *বিণ* ভাগ করা যায় না এমন। 'অ্যাটম অর্থাৎ পরমাণুকে

জগতের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য উপাদান বলে মনে করা হতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অবিভাজ্যতা [স] *বি* অখণ্ডতা। 'সত্তার অবিভাজ্যতা আরও কঠিনতর সত্য।' *উমর*, ১৯৬৮।

অবিভাতি [স] *বিণ* অবিবাহিত। 'অবিভাতি কন্যা প্রায় লয় মোর মনে।' *কাশীরাম*, ১৬৫০।

অবিভীষিকা [স] *বি* অভয়। 'ঘোরতর বিভীষিকা সামনে দেখছি, আবার অবিভীষিকা কোথায়!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

অবিমর্ষা [স] *ক্রি* আনন্দিত হওয়া। 'অবিমর্ষি কহি বাণী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অবিমিশ্র [স] ১ *বিণ* খাঁটি। 'অবিমিশ্র বিমল সত্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ২ *বিণ* বিশুদ্ধ। 'অবিমিশ্র উচ্চ ধর্মতত্ত্ব রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৩ *বিণ* কেবলমাত্র। 'অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ৪ *বিণ* নির্ভেজাল। 'অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ৫ *বিণ* নিরবচ্ছিন্ন। 'আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৬ *বিণ* আন্তরিক। 'এমন অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, অবিচলিত অকৃত্রিম প্রীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অবিমিশ্রিত [স] *বিণ* একান্ত। 'সে অসীমের দিকে চাহিলে যে অবিমিশ্রিত সুখ হয় তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

অবিমিশ্রতা [স] *বি* বিশুদ্ধতা। 'রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখতে পাই, তা হলে বর্বর জাতির মধ্যে যেতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

অবিমৃশ্য, অবিমৃষ্য [স] *বিণ* অসহনশীল। 'অবিমৃশ্য জন্মের জঞ্জালে বিষায়ে সংকীর্ণ সৌধ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

অবিমৃষ্যকারিতা [স] *বি* হঠকারিতা। 'অবিমৃষ্যকারিতা ও অর্বাচীনতায় তাহা হইতে ... বঞ্চিত হতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অবিমৃষ্যকারী [স] ১ *বিণ* অবিবেচক। 'নবানুরাগপরবশ যুবকজনের মত উদ্ধত ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* গোঁয়ার। 'অবিমৃষ্যকারীর মত ছুটে গিয়ে তার কোদালটা নিয়ে ফিরে আসে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

অবিম্বধারী [স] *বিণ* ছায়াহীন। 'শুনেছি মা তুমি অবিম্বধারী।' *লালন*, ১৮৯০।

অবিয়াত [স অবিবাহিত] *বিণ* অবিবাহিত। 'পাইলে কি আর নিজে অবিয়াত থাকি মিয়া।' *জহির*, ১৯৬৪।

অবিরক্ত [স] *বিণ* বিরক্তিহীন। 'একে একে তৎপরীক্ষণ অবিরক্ত চিত্তে করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অবিরত [স] *ক্রিবিণ* অনবরত। 'প্রলয়কালের মত ঝড়বৃষ্টি অবিরত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবিরল [স] ১ *ক্রিবিণ* বিরতিহীনভাবে। 'অবিরল নয়ন গলএ জলধার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'ঢেলে দিস অবিরল ছোটো মনখানি ভরে ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* সারাক্ষণ। 'চন্দ্র সূর্য জাগে অবিরল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *ক্রিবিণ* অব্যাহতভাবে। 'অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৫ *বিণ* অন্তহীন। 'অবিরল ঘাস শুধু ছড়ায়ে রয়েছে মাটি-কাঁকড়ের পর।' *জীবন*, ১৯৩২; 'অবিরল গুপুরির সারি।' *জীবন*, ১৯৩২। ৬ *বিণ* বিশ্রামহীন। 'অবিরল কয়েকটি কাক।' *আহসান*, ১৯৬২।

অবিরাজ [স] *বিণ* অদৃশ্য। 'মহরমের চান্দ মাঝ/ দশদিন অবিরাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অবিরাম [স] ১ *ক্রিবিণ* অনবরত। 'স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সমস্ত। 'প্রাণে তার খেলাতেম অবিরাম নিশি নিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* বিরতিহীন। 'আনন্দের লীলা অবিরাম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৪ *ক্রিবিণ* বিশ্রামহীনভাবে। 'অমঙ্গল কাক যেথা ডাকে অবিরাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বি* সার্বক্ষণিক। 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৬ *ক্রিবিণ* শ্রান্তিহীভাবে। 'আকাশে উঠিছে অবিরাম অমেয় প্রেমের মন্ত্র – বুদ্ধের শরণ লইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অবিরোধ [স] *বি* বিরোধহীনতা। 'অবিরোধে চল বেটা পাটসাল ছাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবিরোধী [স] ১ *বিণ* বিরোধহীন। 'লেখা আছে যে কোন লোক ধনী অবিরোধী অজাতভুল্য এবং সন্তানকে অধিক স্নেহ করে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* শত্রুহীন। 'ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র অতিশিষ্ট অবিরোধী প্রিয়ভাষী।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *বিণ* বিরোধিতাহীন। 'রাজা ও প্রজা উভয়েরই প্রকৃত স্বার্থ অবিচ্ছিন্ন অবিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৪ *বিণ* বিরোধ নেই এমন। 'সুন্দর অবিরোধী উপমা বাংলায় – ডানা-কাটা পরী।' *অবন*, ১৯২৫।

অবিলম্ব [স] *বি* বিলম্বহীনতা। 'অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'অবিলম্বে চলি গেল চান্দের গোচর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অবিলম্বিত [স] *বিণ* মাত্র এসেছে এমন। 'ক্ষমতা আছে একমাত্র অবিলম্বিত, অনপচয়িত, সুস্থ ও শুদ্ধ যৌবনের।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অবিলম্বে [স] ১ *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রিবিণ* অবশ্যই। 'স্পর্শ করিলে তোমাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, কিন্তু শঠতা করো, ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অবিলাম [স অবিলম্ব] *ক্রিবিণ* অবিলম্বে; দেরি না করে। 'মায়ের তাহার ভীষণ অসুখ আসে যেন অবিলাম।' *জসীম*, ১৯৫১।

অবিলাস [স অভিলাষ] *বি* অভিলাষ; ইচ্ছা। 'সর্ব্বক্ষন বিরোদ অবিলাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অবিশদ [স] *বিণ* সংক্ষিপ্ত; বিস্তৃত নয় এমন। 'ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের যেরূপ নিগূঢ় ভাব ও তাহার রচনা যেরূপ অস্পষ্ট ও অবিশদ, তাহা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অবিশাল [স] *বিণ* বিরাট। 'এইহেতু চণ্ডী রণ কৈল অবিশাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০

অবিশুদ্ধ [স] ১ *বিণ* মলিন। 'শতরঞ্জের আনন্দ অবিশুদ্ধ হয় কিসে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* ত্রুটিপূর্ণ। 'আর ইংরেজি যে অবিশুদ্ধ তাও নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অবিশেষ [স] *বিণ* বিশেষ নয় এমন; সাধারণ। 'আমাদের অন্ধকার আলো এনেছে অনেক কিছু অবিশেষ, অকিঞ্চিৎকর।' *জীবন*, ১৯৩০।

অবিশ্বাস [স] *বি* বিশ্বাসের অভাব। 'চিত্তে তান কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অবিশ্বাসনীতি [স] *বি* অবিশ্বাসের নীতি। 'ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাসনীতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অবিশ্বাসপ্রবণতা [স] *বি* অবিশ্বাস করার স্বভাব। 'এ যুগের মানুষের অবিশ্বাসপ্রবণতা ...।' *মানিক*, ১৯৩৮।

অবিশ্বাসযোগ্য [স] *বিণ* বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন। 'পুরাণের বংশকীর্ত্তন এককালে অবিশ্বাসযোগ্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অবিশ্বাসি [স অবিশ্বাসী] *বিণ* বিশ্বাসঘাতক। 'অনঙ্গ কহিছে হাসি, নাহি ছিলে অবিশ্বাসি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অবিশ্বাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিশ্বাসঘাতক। 'অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর মা আর বোনেরা আমার অন্নাশ্রিত হয়েই রইল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

অবিশ্বাসী [স] **১** *বিণ* বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন। 'অবিশ্বাসী উত্তর।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **২** *বি* বিশ্বাসঘাতক। 'স্ত্রীলোককে সর্ব্বশাস্ত্রেই অবিশ্বাসী ও খল কহিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* অবিশ্বাসকারী। 'অবিশ্বাসী গদ্যজীবী লোকেরা এতটা কবিত্ব বিশ্বাস করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বিণ* ধর্মে বিশ্বাস করে না এমন। 'সেই সময়ে ধর্ম্মবিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যে হউক ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৫** *বিণ* বিশ্বাস নেই এমন। 'অবিশ্বাসী ভীরু, অসত্যভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকেদের লইয়া ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৬** *বিণ* বিশ্বাস বিচূর্ণ করে দেয় এমন। 'পদচিহ্নগুলি পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৭** *বি* অবিশ্বাসকারী ব্যক্তি। 'বৈহাসিক অবিশ্বাসী ঢালে যদি বিষাক্ত বিদ্রূপ ... তবুও কেমনে, কবি, অস্বীকার করিবি সুন্দরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

অবিশ্বাস্য [স] *বিণ* বিশ্বাসের অযোগ্য। 'কথাটা অবিশ্বাস্য হইলেও তাহার মনিব তাহাই শুনিতে চাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অবিশ্যি [স অবশ্য>] **১** *ক্রিবিণ* নিশ্চয়। 'যদি চন্দ্র যত্ন করে তবে কি পদ্মিনীকে দেক্‌তে পায় না? অবিশ্যি পায়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *অব্য* তবে। 'সমুদ্রপীড়া কাকে বলে অবিশ্যি জানো কিন্তু কী রকম তা জান না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *অব্য* অবশ্য। 'আজকাল অবশ্যি সুদূর পল্লী অঞ্চলেও স্ত্রী শিক্ষা প্রসার লাভ করেছে।' *বেগম*, ১৯৭০।

অবিশ্রান্ত [স] **১** *ক্রিবিণ* অনবরত। 'অবিশ্রান্ত পড়ে চোট করে হানা ...' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **২** *বিণ* শ্রান্তিহীন। 'গরম ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত নৃত্যে রত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *বিণ* অক্লান্ত। 'কৃষককুল অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রম করিয়া ..' *প্রভাকর*, ১৮৯২। **৪** *বিণ* বিরতিহীন। 'অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ভেসে যায় রে দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৫** *বিণ* অব্যাহত। 'ঝড় অবিশ্রান্ত, তুমি পান্থ আমি পান্থ জয়, জয়, জয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অবিশ্রান্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* ক্লান্তিহীনভাবে। 'দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

অবিশ্রাম [স] *ক্রিবিণ* অবিরাম। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কায়মনে প্রভুক ভাবিলা অবিশ্রাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

অবিশ্রামগতি [স] *বি* বিরতিহীন গতি। 'অবিশ্রামগতিতে ... গদ্যপদ্যের জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অবিষণ্ণ [স] *বিণ* বিষণ্ণ নয় এমন। 'তিনি অবিষণ্ণ-হৃদয়ে ... নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া কালহরণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অবিষ্ট [স অভীষ্ট] *বি* বাসনা। 'তোহ্মার অবিষ্ট জেন বাঞ্ছা পূর্ণ করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অবিষ্টী [স অভীষ্ট] *বি* ইষ্টদেব। 'আমি আপন বিত্তি আপন অবিষ্টীকে দিএাছি।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১৬।

অবিসংবাদিত, অবিসম্বাদিত [স] *বিণ* মতভেদ নেই এমন; সর্বসম্মত। 'এ উক্তি অবিসংবাদিত সত্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'তরুণ বাঙ্গলা সাহিত্যের অবিসম্বাদিত নায়ক নজরুল ইসলাম।' *সওগাত*, ১৯৪১।

অবিসংবাদিতরূপে [স] *ক্রিবিণ* সর্বসম্মতভাবে। 'প্রকৃত কারণ অবিসংবাদিতরূপে স্থিরীকৃত হওয়া দুঃসাধ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অবিসংবাদীভাবে [স] *ক্রিবিণ* অবাধভাবে। 'দিদির চেয়ে ঢের বেশ অবিসংবাদী ভাবে লাভ করতে পারত।' *জীবন*, ১৯৩১।

অবিসম্বাদী [স] **১** *বিণ* সর্বসম্মত। 'যার রূপ নেই তা যে কাব্য নয়, এ কথা অবিসম্বাদী।' *প্রমথ*, ১৯২৯। **২** *বিণ* সন্দেহাতীত। 'কোনো অবিসম্বাদী ভালবাসার অঙ্কুরকে চেপে রাখতে পারে না।' *জীবন*, ১৯৩১। **৩** *বিণ* অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'মোছলেম-ভারতের অবিসম্বাদী নেতা মিঃ জিন্না।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

অবিসার [স অভিসার] *বি* কর্মোদ্যোগ। 'পাঠাইলেন আমাকে করিতে অবিসার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অবিস্রাম [স অবিশ্রাম] *ক্রিবিণ* অবিরাম। 'বিরহসাগরে দুঃখ ভুঞ্জি অবিস্রাম।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবিস্স [স অবশ্য] *ক্রিবিণ* অবশ্য। 'অবিস্স তাহার কাজ সিদ্ধ হএ ফলে।' *রামাই*, ১৭১০।

অবিহিত [স] **১** *বিণ* অবৈধ। 'অবিহিত গতি তোর হব খিতিতলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* অনুচিত। 'ঐ অপহ্নবকারিদিগের অবিহিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৩** *বিণ* অবাঞ্ছিত। 'সকলের সঙ্গে কৌতুকের সহিত হাস্যালাপ করিয়া আসিতে, কিছুই মনে হইত না, আজ তাহা অবিহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অবীরা [স অবীর>] **১** *বি স্ত্রী* নিঃসন্তান বিধবা নারী। 'কর্পূর কহেন অবীরার কণ্ঠহার।' *ঘনরাম*, ১৭১১। **২** *বিণ স্ত্রী* অভিভাবক নেই এমন। 'একদিন তিনি ঐ অবীরা কন্যা সমভিব্যাহারে করিয়া গুরু-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অবুজ [স বুধ্>] *বিণ* অবুঝ; নির্বোধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অবুঝ [স বুধ্>] **১** *বি* নির্বোধ ব্যক্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এখানকার লোকেরা আমাকে নিতান্ত অবুঝের মতো মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* প্রবোধ মানে না এমন। 'বড়ো অবুঝ মন বাবা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৩** *বি* দুরন্ত তরুণ। 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অবুদ্ধি [স বুদ্ধি>] **১** *বি* কুবুদ্ধি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* নির্বোধ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কোন অবুদ্ধি বালক পথের দিশা করতে পারেনি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

অবুদ্ধিমান [স] *বিণ* বোকা। 'অসার, অবুদ্ধিমান, উচ্ছ্বাসসর্বস্ব তো এই ছেলেটি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অবুদ্ধিয়া [স অবুদ্ধি>] *বিণ* অবুঝ। 'কৃপজলে ডুবি মরে অবুদ্ধিয়া নরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

অবুদ্ধিলোক [স] *বি* বুদ্ধিহীনতা। 'লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবদ্ধ ভাষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অবুধ [স অবোধ] **১** *বিণ* অবুঝ। 'আগুলত না ধরহ গুণ অবুধ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* নির্বোধ। 'না কর আরতি এ অবুধ নহে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবুধি [স অবুদ্ধি] *বিণ* বুদ্ধিহীন। 'তবধরি অবুধি মুগুধি হম নারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবৃত্তিভোগি [স অবৃত্তিভোগী] *বিণ* অর্থসাহায্য পায় না এমন।

'গবর্ণমেন্টের অবৃত্তিভোগি পূর্ব্ব২ পণ্ডিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অবৃষ্টি [স] *বিণ* বৃষ্টিহীন। 'অবৃষ্টিসংরম্ভ সমারোহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অবৃষ্টিসংরম্ভ [স] *বিণ* বৃষ্টির সম্ভাবনাহীন। 'আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো একটি আসন্ন প্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অবৃহৎ [স] *বিণ* ক্ষুদ্র। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অবে *ক্রিবিণ* এখন। 'তুহুঁ মান ধএলি অবিচারে। অবে কী করব প্রতিকারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবেক্ষণ [স] *বি* দর্শন। 'দুই জায়া ঘরে মোর নাহী অবেক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবেক্ষা [স] *বি* পর্যবেক্ষণ। 'সসম্ভ্রম আদর অবেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অত্যালাপ ও ইতর ব্যবহার করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অবেদন [স] *বিণ* বেদনাহীন। 'অবেদন বিশ্ব, নির্লিপ্তি, রুক্ষ দ্বারে তব তৃপ্তি।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

অবেদ্য [স] *বিণ* অবোধ্য; বুদ্ধির অগম্য। 'অবেদ্য বিস্ময় তারে ক'রে দিক অনির্বচনীয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অবেভার [স অব্যবহার] *বি* অশালীন ব্যবহার। 'কেন নির্দ্দয় হইয়া বল অবেভার।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবেলা [স] **১** *বি* অসময়। 'অবেলায় রাখ পায় ঘুচাও বিষাদ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বি* অমঙ্গলজনক সময়। 'তাহাকে অবেলা অযাত্রা প্রভৃতি জুজুর ভয় দেখাইয়া শান্ত করিয়া রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৩** *বি* শেষ বেলা। 'অবেলায় যদি এসেছ আমার ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অবৈজ্ঞানিক [স] *বিণ* বিজ্ঞানসম্মত নয় এমন। 'এ মতও অবৈজ্ঞানিক ও অগ্রাহ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অবৈতনিক [স] *বিণ* বিনা বেতনের। 'এইস্থানে দুইটা অবৈতনিক পাঠশালা।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অবৈদিক [স] *বিণ* বেদানুসারী নয় এমন। 'বৌদ্ধধর্ম অবৈদিক ধর্ম।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

অবৈধ [স] **১** *বিণ* বৈধ নয় এমন। 'অবৈধ পাণিগ্রহণের ফল কেবল দম্পতীর দুঃখ ভোগ মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* নিষিদ্ধ। 'যদি অবৈধ অপবিত্র আমোদ হইত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বিণ* বেআইনী। 'উনপঞ্চাশ পবনের চপেটাঘাতকে, বৈধ বা অবৈধ আন্দোলনের দ্বারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বিণ* অসমীচীন। 'অন্তস্বর লোক করা অবৈধ হবে বলে মনে করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অবৈধ্য [স অবধ্য] *বিণ* বধ করা যায় না এমন। 'অবৈধ্য ব্রাহ্মণ জাতি কি করিব তোকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অবৈয়াকরণ [স] *বিণ* ব্যাকরণ জ্ঞানহীন। 'মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অবৈষ্ণব [স] *বিণ* বৈষ্ণব নয় এমন। 'সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অবৈস্য [স অবশ্য] *ক্রিবিণ* নিশ্চিতভাবে। 'আহুতিলে অবৈস্য করিতে চাহিরন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অবৈহিত [স] *বিণ* অবৈধ। 'অবৈহিত ধন ও উৎকোচ।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অবোধ [স] **১** *বিণ* অশিক্ষিত। 'মিশ্র বলে তুমি তো অবোধ বিপ্রসুতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* নির্বোধ। 'সে তোমাকে অবোধজ্ঞান করিয়া অবশ্যই বলে তাহার মূল্য একটা কলিকার তুল্য নহে।' *ভবানী*, ১৮২৩। **৩** *বি* মূর্খ। 'কএক জন অবোধ এবং কএক জন ধনহীন কেহ বা তাঁহার অধীন ঐ মতাবলম্বী হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৪** *বিণ* বোধগম্য নয় এমন। 'কষ্টিপাথরের সেই ছেলেবেলা, অবোধ আড়াল।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

অবোধগম্য [স] *বিণ* বোধগম্য নয় এমন। 'নবকুমারের অবোধগম্য কোন উপায়ে একখণ্ড কাষ্টে অগ্নি জ্বালিত করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

অবোধতা [স] *বি* অজ্ঞানতা। 'জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবোধতা দূর হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অবোধতাসূচক [স] *বিণ* অবোধ্য। 'আমরা তাঁহারদের কিছু অবোধতাসূচক উক্তি প্রকাশ করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অবোধসম [স] *বিণ* নির্বোধের ন্যায়। 'রব অবোধসম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অবোধা [স অবোধ>] *ক্রি* অবোধের মতো করা। 'আমি কি এমন বাক্যে অবোধিয়ে ভুলি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অবোধিনি [স অবোধিনী, সম্বোধনে ই-কার] *বিণ স্ত্রী* অবোধ। 'প্যারি, প্রেমময়ি, অবোধিনি!' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অবোধিয়া [স অবোধ>] *বিণ* বোধহীন। 'অবোধিয়া জরাসন্দ মহাসন্য লইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবোধ্য [স] *বিণ* দুর্বোধ্য। 'সেটা ... বক্তৃতার চেয়েও অবোধ্য হয়ে উঠেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অবোল [অ+হি বোল] *বি* কুকথা। 'অবোল বুলিতেঁ তাক নাহি কিছু ভঞ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অবোলা [অ+হি বোল>] **১** *বিণ স্ত্রী* অসহায়। 'তেঞি যে অবোলা নারী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* বাকশক্তিহীন। 'অবোলা দুর্বল জীব প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *বি* বোল বা বাক্য নেই যার। 'ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

অবজেকসন [ই] *বি* আপত্তি। 'এতে দেখছি কারো অবজেকসন নাই।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অব্দ [স] *বি* বৎসর। 'এই মতে একাদশ অব্দ গঞি গেল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অব্দি [স অবধি] *অব্য* পর্যন্ত। 'এমন মাড়োয়াড়ি অব্দি নেই।' *জীবন*, ১৯৩২।

অব্ধি [স অবধি] *বি* সমুদ্র। 'একে একে পার হয়ে সপ্ত অব্ধি, চলিলা মরুৎকুলনিধি অবিশ্রান্ত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অব্বর [স অভ্র] *বি* অভ্র। 'প্রথমে কাগজের ও অব্বরের হাত ঝাড়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অব্যক্ত [স] **১** *বিণ* গোপন। 'অব্যক্ত হইয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুন সংহতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* অর্থহীন। 'কেবল এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ ও চীৎকার করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৩** *বি* বলা হয়নি যা। 'অব্যক্ত থেকে ব্যক্তি, অসমাপ্ত থেকে সমাপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বিণ* অস্পষ্ট। 'অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠেছে গুমরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অব্যক্তকণ্ঠ [স] *বি* অস্ফুট স্বর। 'বিছানার উপরে পড়িয়া অব্যক্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অব্যক্তব্য [স] *বি* প্রকাশ করার মতন নয় এমন বিষয় বা কথা। 'ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অব্যক্তস্বর [স] *বি* অস্পষ্ট বাক্য। 'সে অব্যক্তস্বরে কহিল।' *শরৎ*,

১৯১৭।

অব্যক্তি [স] *বি* অপ্রকাশ। 'অব্যক্তির শবাচ্ছাদে দুরাশার কঙ্কাল আবরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

অব্যক্তিক [স] *বিণ* ব্যক্তিনিরপেক্ষ। 'সরকারের অব্যক্তিক উদ্যমের দ্বারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অব্যতিরিক্ত [স] *বিণ* তুলনামূলক বড়ো। 'আত্মহৃদয় হইতে অব্যতিরিক্ত মনে করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অব্যবচ্ছেদ [স] *বিণ* সাবলীল। 'ভাষার অনাবিল ভাব, অব্যবচ্ছেদ গতি ও বর্ণনা কৌশলে ঈরাণীকুঞ্জ মনে পড়ে।' *ছোলতান*, ১৯২৪।

অব্যবধান [স] *বি* ব্যবধানহীনতা। *সেবধি*, ১৮৩৯।

অব্যবসায়ী [স] **১** *বি* ব্যবসায়ী নয় এমন ব্যক্তি। 'ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বিণ* অনভিজ্ঞ। 'আমি সমাজসংস্কার ব্যাপারে অব্যবসায়ী।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অব্যবস্থ [স] *বিণ* অস্থির। 'অব্যবস্থ মন কি করে একাগ্র হবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অব্যবস্থচিত্ততা [স] *বি* অস্থিরমতিত্ব। 'বুদ্ধিজীবীদের এই অব্যবস্থ-চিত্ততা সম্বন্ধে পূর্ববাংলার, বোধহয় সবচেয়ে সাহসী, সংস্কৃতিসেবী ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

অব্যবস্থা [স] **১** *বি* অসন্তোষজনক বন্দোবস্ত। 'আমার পিতার কাছে অব্যবস্থা হইবে তবে আর কোথায় সুব্যবস্থা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* বিশৃঙ্খলা। 'এই দ্বন্দ্ব অশান্তি অব্যবস্থা ও দুর্বলতার কারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বি* অরাজকতা। 'এখন যা চলছে তার নাম অব্যবস্থা।' *অন্নদা*, ১৯৩৭। **৪** *বি* অনিয়ম। 'ক্যান্টিনে নানা অব্যবস্থা।' *বেগম*, ১৯৭০।

অব্যবস্থিত [স] **১** *বিণ* চঞ্চল। 'বেঙেরা, যাহাদিগের জাতি অস্থির, অধৈর্য্য এবং অব্যবস্থিত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* বিশৃঙ্খল। 'মহাশয় তাঁহার অব্যবস্থিত গৃহ পরিষ্কৃত ও সজ্জিত করিবার নিমিত্ত নানা ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৩** *বিণ* অদম্য। 'অব্যবস্থিত ইচ্ছাশক্তির বড়ো একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অব্যবস্থিতচিত্ত [স] **১** *বিণ* অস্থির। 'পশুর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অব্যবস্থিত-চিত্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* অস্থিরচিত্ত। 'আমরা যে কতদূর অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ে পড়েছি তার প্রমাণ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অব্যবস্থিতচিত্ততা [স] *বি* অস্থিরচিত্ততা। 'সীতার পরিগ্রহণ করবার সিদ্ধান্তকে রামের অব্যবস্থিতচিত্ততা সাব্যস্ত করে।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

অব্যবহার [স] **১** *বি* অনাচার। 'তোমা বিদ্যমানে কেন হেন অব্যবহার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অপপ্রয়োগ। 'সৃষ্টিশক্তির এমন চরম অব্যবহার আর অপচয়ের জন্যে কত আফশোস করে মরেছি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

অব্যবহার্য, অব্যবহার্য্য [স] **১** *বিণ* ব্যবহারের অনুপযোগী। 'আমাকে অব্যবহার্য্য করিবে।' *দর্পণ*, ১৮২০। **২** *বিণ* ব্যবহার করা অনুচিত এমন। 'পুরুষেরা তাহা আপনাদের অনুপযোগী ও অব্যবহার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বিণ* অচল। 'কে বলিতে পারে, সভ্যাভিমানী ইউরোপীয়দিগের বর্ত্তমান নিয়মসমূহ সময়ে অব্যবহার্য্য হইবে না।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

অব্যবহিত [স] **১** *বিণ* ব্যবধানহীন। 'উক্ত রূপান্তর প্রকাশানন্তর পাঠকবর্গের নিশ্চয় সন্তোষকর হইবেক যেহেতুক অব্যবহিত পুরা মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থদ্বয়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* স্বল্প। 'সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৩** *বিণ* ঠিক। 'ইহার অব্যবহিত উত্তরপ্রান্তে গগনচুম্বী ... কারাকোরামনাম্নী শাখা অবস্থিতা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বিণ* যথাযথ। 'তাহার যেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অব্যবহিত পরে *ক্রিবিণ* ঠিক পরক্ষণে। 'সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অব্যবহিতপূর্ব [স] *ক্রিবিণ* ঠিক আগে। 'স্নানের অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক বারণশক্তির উত্তেজনা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অব্যভার [স অব্যবহার] *বি* অভদ্রতা। 'সবে একখানি করিয়াছ অব্যভারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অব্যভিচারী [স] *বিণ* অবিচ্যুত। 'অব্যভিচারী দায়িত্ববোধ আর তারই সঙ্গে... পরিবেশের... অনুকূলতা।' *শিব*, ১৯৫৬।

অব্যয় [স] **১** *বিণ* অশেষ। 'আচার্য্যগোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* (ব্যাকরণ) বাক্যে ব্যবহারের সময়ে যে পদের কোনো রূপান্তর হয় না। 'প্রশ্নসূচক অব্যয় সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৩** *বিণ* অনন্ত। 'অব্যক্তের অব্যয় আবাসে।' *মণীশ*, ১৯৩৯। **৪** *বিণ* কালজয়ী। 'রয়েছে অব্যয় ছবি তিন জন চার জন একান্ত শিল্পীর।' *জীবন*, ১৯৪০।

অব্যয়ধ্বনি [স] *বি* আবেগপ্রকাশক ধ্বনি। 'চারিদিক থেকে মাঝে-মাঝেই শিস, চীৎকার, অব্যয়ধ্বনি, উৎসাহদান উত্থিত হতে লাগলো।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

অব্যয়ীভাব [স] *বি* ক্ষয়হীনতার প্রবণতা। 'শক্তির অব্যয়ীভাবে তুল্যমূল্য ঘাত-প্রতিঘাত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

অব্যর্থ [স] **১** *বিণ* লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি এমন। 'ধনুর্বাণ অব্যর্থ দ্বিরদ সৈন্য ভেদি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* অমোঘ। 'আমরা পুনঃপুনঃ তাঁহার অব্যর্থ আজ্ঞা অবহেলন করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বিণ* কখনো বিফল হয় না এমন। 'একেবারে একটা ব্রহ্ম অস্ত্র অব্যর্থ সন্ধানে ত্যাগ করুন দেখি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৪** *বিণ* নিশ্চিতভাবে কার্যকর। 'চুল-উঠে-যাওয়া-নিবারক অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৫** *বিণ* স্থিরলক্ষ্য। 'সঁপিয়া অব্যর্থ গতি সহস্র চেষ্টায় এক নিত্য ভক্তিবলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৬** *বিণ* লক্ষ্যভেদী। 'অব্যর্থ বাণের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **৭** *বিণ* সার্থক। 'এতবড় অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৮** *বিণ* অনড়। 'নিয়ম একেবারে অব্যর্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অব্যর্থভাবে [স] *ক্রিবিণ* কখনো বিফল হয় না এরূপে। 'স্পন্দন জাগিয়ে অব্যর্থভাবে যে স্টিমার এসেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

অব্যর্থ-লক্ষ্য [স] **১** *বিণ* নিশানা অনুযায়ী শিকারে ব্যর্থ হয় না এমন। 'দুঁদে ও অব্যর্থ-লক্ষ্য আলভারেজ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **২** *বি* কখনো বিফল হয় না এরূপ লক্ষ্য। 'অব্যর্থলক্ষ্য শব্দটি সরাসরি চাঁদমারি বিদ্ধ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অব্যর্থসন্ধান [স] *বিণ* লক্ষ্যবস্তুতে নির্ঘাৎ আঘাত হানতে সক্ষম। 'অব্যর্থসন্ধান গ্রীক বীরগণের শরাদি অস্ত্রক্ষেপে ভীত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অব্যহার [স অব্যবহার] *বি* অনাচার। 'অব্যহার জত কর কহিতে না জাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

অব্যাকুল [স] *বিণ* স্থির; শান্ত। 'গ্রোশ্যসের পত্নী অব্যাকুল চিত্তে উত্তর করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অব্যাকুলচিত্ত [স] *বি* দুশ্চিন্তাহীন মন। 'দুই-এক গ্রাস ঘাস পাতা ছিঁড়ে নিয়ে অব্যাকুলচিত্তে মৃদুমন্দগমনে খানিকটা দূরে সরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অব্যাকুলিত [স] *বিণ* ব্যাকুল নয় এমন। 'অব্যাকুলিত স্থিরচিত্তে এ সকল বর্ণনা করা কাহার সাধ্য?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অব্যাখ্যাত [স] *বিণ* ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না এমন। 'সে দৃষ্টির অর্থ তবু অব্যাখ্যাত থেকে যাবে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

অব্যাখ্যান [স] *বি* নিন্দা। 'অব্যাখ্যান কহিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

অব্যাঘাত [স] **১** *বি* বাধাহীন অবস্থা। 'অব্যাঘাতে ও অনাকুলিত চিত্তে এই সমস্ত বিদ্যায় কৃতকার্য হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *ক্রিবিণ* বাধাহীনভাবে। 'সুচরিতার পড়াশুনা অব্যাঘাতে চলিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অব্যাজ [স] *ক্রিবিণ* অবিলম্বে। 'রিপুবধ কর অব্যাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

অব্যামোহী [স ব্যামোহ>] *বিণ* সহজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অব্যাহত [স] **১** *বিণ* সক্রিয়। 'অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* চলমান। 'অভ্রান্ত সত্যবৎ বর্ণনা করিবার অধিকার তাঁহাদের অবাধ ও অব্যাহত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* অসীম। 'রৌদ্রালোকিত প্রাতঃকাল, মুক্ত বাতায়ন, অব্যাহত আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৪** *বিণ* বাধাহীন। 'দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৫** *বিণ* বজায়। 'সংসারের কল্যাণ অব্যাহত রেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৬** *বিণ* অপ্রতিহত। 'দরদ নাই অথচ ক্রোধ আছে এবং শক্তিও অব্যাহত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৭** *বিণ* প্রতিবন্ধকতাহীন। 'শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণ করার অব্যাহত অধিকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অব্যাহতভাবে [স] *ক্রিবিণ* বিরতিহীনভাবে। 'সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অব্যাহতি [স] **১** *বি* ক্ষমা। 'দোসে সাঁপ হৈল গোসাঞি কর অব্যাহতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মুক্তি। 'ঘরে বসে চিন্তে তা সভার অব্যাহতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পায়ে তাহে অব্যাহতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ক্ষান্তি। 'মহাবীর রণে অব্যাহতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* নিস্তার। 'কিন্তু দালালের অব্যাহতি নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৫** *বি* পরিত্রাণ। 'ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অব্যাহতি পাওয়া *ক্রি* নিস্তার পাওয়া। 'আমার একটা কর্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অব্যুৎপত্তিকৃত [স] *বিণ* জ্ঞানবর্জিত। 'অব্যুৎপত্তিকৃত দোষে তার রস ফিকে, তার প্রতীয়মানতা ক্ষীণ।' *শিব*, ১৯৭৩।

অব্রণ [স] *বিণ* নিখুঁত। 'এ কল্পনা নিত্য, অজর, অব্রণ।' *শিব*, ১৯৫০।

অব্রাহ্ম [স] **১** *বিণ* ব্রাহ্ম-সমাজ ভুক্ত নয় এমন। 'লোককে যদি আপনি অব্রাহ্ম বলে দেখেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* ব্রাহ্মসম্বন্ধীয় নয় এমন। 'পৃথিবীতে কোন জিনিসটা ব্রাহ্ম এবং কোনটা অব্রাহ্ম ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অব্রাহ্মণ [স] *বি* ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি। 'ব্রাহ্মণের দোষ অব্রাহ্মণেই কহিয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অব্রুবাণ [স] *বিণ* কথা বলতে পারে না এমন। 'যদি অব্রুবাণ সন্তানগণকে প্রতিপালন করা কর্তব্য হয় ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অভকত [স অভক্ত] *বিণ* ভক্ত নয় এমন। 'পুত্র যদি হয় শত ভক্ত কিবা অভকত ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অভক্ত [স] *বিণ* ভক্ত নয় এমন। 'অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না প্রবেশ তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অভক্ত সন্ন্যাসী নহে তার সমান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অভক্তি [স] **১** *বি* অশ্রদ্ধা। 'অভক্তিতে বিস্তর দিলে সেই অপমান।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অভক্তি। 'মাহুদ্যার অভক্তিয়ে অর্ধ অঙ্গ জ্বলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বি* বিরক্তি। 'নিজের প্রতি তাহার অভক্তি জন্মিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অভক্তিয়া [স অভক্তি>] *বিণ* নিন্দার্হ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অভক্ষ [স অভক্ষ্য] *বি* খাওয়ার অযোগ্য এমন দ্রব্য। 'মুণ্ডাইল ভাঁড়ুর মুণ্ডে অভক্ষ ভরিআ ভুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অভক্ষ্য [স] *বি* খাওয়ার অযোগ্য বস্তু। 'অভক্ষ্য খাইল হেন জানিঅ নিশ্চএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

অভগ্ন [স] *বিণ* ভেঙে পড়েনি এমন। 'এখনও দুই চারিটা ঘর অভগ্ন আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অভঙ্গ [স] *বিণ* বিরামহীন। 'নিজেকে নিজে নিয়ে বসে রইবার একটা অভঙ্গ অবসর।' *জীবন*, ১৯৩১।

অভদ্দর [স অভদ্র] *বিণ* অসভ্য। 'যে দেশের ভদ্দর লোকেরা এখনও এমন অভদ্দর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অভদ্র [স] **১** *বি* অশিষ্ট। 'অভদ্রের সহবাস ত্যাগ করা উচিত।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* ভদ্র নয় এমন; অসভ্য। 'যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন ... ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। *বিণ* অশালীন। 'আগাগোড়া এক প্রকার অভদ্র ভঙ্গি দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভদ্রজনোচিত [স] *বিণ* অভদ্র ব্যক্তির উপযুক্ত। 'অভদ্রজনোচিত শব্দ প্রয়োগ করেন এবং অশোভন উক্তি করেন।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

অভদ্রতা [স] *বি* ভদ্রতার অভাব; অসৌজন্য। 'তাহারদিগকে সেই অভদ্রতা হইতে কেন না মুক্ত কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

অভদ্র-দর্শন [স] *বিণ* অমার্জিত। 'চোয়াড়ে চেহারার অশিক্ষিত অভদ্র-দর্শন একটি লোক।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

অভদ্রপনা [স] *বি* অসভ্যতা। 'ফের যদি অমন অভদ্রপনা কর, তোমাকে এমন দূরে পাঠিয়ে দেব ...।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

অভদ্রোচিত [স] *বিণ* অভদ্রসুলভ। 'এরূপ জঘন্য, অশ্লীল ও অভদ্রোচিত উক্তি করাকে "চরম ধৃষ্টতা" ছাড়া আর কিই-বা বলা যাইতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

অভব [স] *বিণ* অজাগতিক। 'ভব মধ্যে অভব ভাবেত মনোভব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অভব্য [স] *বি* অশিষ্টতা। 'ভোজরাজ অভব্য ও লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া মৌনেতেই সম্মতি দিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

অভব্যতা [স] **১** *বি* সৌজন্যহীনতা। 'মেয়ের এই অভব্যতা দেখে মনে মনে ভারি চটলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫। **২** *বি* অভদ্রতা। 'তখন নিজের অভব্যতায় চকিত হয়ে উঠে সিকান্দার সাইফার দৃষ্টি অনুসরণ করে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

অভয় [স] **১** *বি* সাহস। 'সভাকে অভয় দিল দেব গদাধর।' *মালাধর*,

১৫০০। **২** *বি* অনুগ্রহ। 'দেবের অভয় তারে আছয়ে নিশ্চয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* ভয়হীন। 'চারু অতি চারি কর ধরয় অভয়বর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *বিণ* ভয়মুক্ত। 'ভয় বাধা সব অভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৫** *বিণ* অভয় দেয় এমন। 'অভয় চরণ কাড়লি কই?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৬** *বি* আশ্রয়। 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৭** *বি* নির্ভয়তা। 'অভয় দাও তো বলি আমার উইশ কি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অভয়-আশ্রয় [স] *বি* নিরাপদ ঠাঁই। 'ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অভয়ংকর [স] *বিণ* অভয়জনক। 'আনো অভয়ংকর শুভ বারতা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অভয়-কবচ [স] *বি* অভয়রূপ কবচ। 'তাহারই নিকটে মৃত্যুঞ্জয়ী অভয় কবচ আছে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

অভয়ঙ্কর [স] *বিণ* শঙ্কাহীন। 'ছুটিতে আছিনু মাভৈ-মন্ত্রী ঘোষি অভয়ঙ্কর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অভয়-চিত্ত [স] *বিণ* নির্ভয় হৃদয়বিশিষ্ট। 'অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা, শুন!' *নজরুল*, ১৯২৮।

অভয়-তরবারি [স] *বি* যে তরবারি শত্রুভয়কে দূর করে। 'এই ভূমিকম্পের কম্পিতা ধরণিকে অভয়-তরবারি এনে সান্ত্বনা দেবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অভয়দান [স] *বি* সাহস দেওয়া। 'মাজিস্ট্রেটকে জানানোতে তিনি অভয়দান করিয়াছেন।' *সাধারণী*, ১৮৭৪।

অভয়পত্রী [স] *বি* বিশ্বস্ততা। 'আমাকে নির্বাচন করার মধ্যেই আমার সম্বন্ধে একটি অভয়পত্রী প্রচ্ছন্ন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভয়প্রদান [স] *বি* সাহস দেওয়া। 'তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অভয়বরদ [স] *বিণ* অভয় বরদাতা। 'অভয়বরদ অপূর্ব্ব হাত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অভয়বাণী [স] *বি* আশ্বাসসূচক কথা। 'যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে যে-সকল অভয়বাণী অমৃতবাণী উৎসারিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অভয়-মন [স] *বি* নিঃশঙ্ক চিত্ত। 'অভয়-মনে কণ্ঠ ছাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অভয়মূর্তি [স] *বি* নির্ভীক রূপ। 'গম্ভীর অভয়মূর্তি মরণের/ তব কলধ্বনিমাঝে গান ঢেলে দিক তরণের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অভয়-শঙ্খ [স] *বি* অভয়সূচক শঙ্খের ধ্বনি। 'অভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে সুগম্ভীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অভয়া [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'জয় মা, অভয়া, জয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'মা অভয়া এসেছে রে দশ হাতে তাঁর বর।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

অভয়ে *ক্রিবিণ* নির্ভয়ে। 'যুঝিব আমরা অভয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অভরন, অভরণ [স আভরণ] *বি* অলংকার। 'অঙ্গে হৈতে খসিয়া পড়ে জত অভরন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পরিধান বাঘছাল গলাএ রঙ্গিল মাল চারি ভুজে নানা অভরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অভরস [অ+হি ভরসা>] *বি* অবিশ্বাস। 'অভরস না কর সত্য আক্ষে বুইল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অভরসা [অ+হি ভরসা] *বি* ভয়। 'মুই থাকিতে তোমার কিসের অভরসা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অভাগ [স অভাগ্য] *বিণ* ভাগ্যহীন। 'ভাবে ভণই অভাগে লই আ।' *চর্যা*, ১২০০।

অভাগতজন [স] *বি* যিনি গৃহে এসেছেন। '"এটা আপনার বাড়ি" বলার পর অভাগতজন আদেশ করবেন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অভাগলি [স অভাগিনী] *বিণ স্ত্রী* ভাগ্যহীন। 'মোয়েঁ অভাগলি নহি জানল রে সঙ্গহি জইতঁহ সেহ দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অভাগা [স] **১** *বিণ* হতভাগ্য। 'অভাগা উম্যেদওয়ারেরা যে যত টাকা আনিয়াছিলেন তাহা খরচ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* নিন্দুক। 'অভাগা মাগীগুলা কতই কয়; এত কি প্রাণে সয়।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বিণ* দুর্ভাগা। 'অভাগা দেশের হইবে কি!' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯০০। **৪** *বিণ* ভাগ্যহীন। 'যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অভাগি [স অভাগী] *বিণ স্ত্রী* হতভাগ্য। 'পাসরিলে অভাগি খুল্লনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অভাগিনি [স অভাগিনী] *বিণ স্ত্রী* ভাগ্যহীন। 'অভাগিনি নারি আমি গোসাঞি বঞ্চিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

অভাগিনী [স] **১** *বি স্ত্রী* হতভাগা। 'মুঞি অভাগিনীর এইমাত্র দরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এথ দুঃক্ষ পাই মুই দিমু অভাগিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* ভাগ্যহীনা। 'কেন এলে অভাগিনী রমণীর কোমল হৃদয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *বিণ স্ত্রী* দুর্ভাগা। 'পিতা কন্যার বিবাহের পণ সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি করিলে অভাগিনী কন্যাকে তাহার জন্য বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভাগিয়া [স অভাগ্য] **১** *বিণ* হতভাগ্য। 'আবদুল্লাহ্ দিনার ছিল বড় অভাগিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* অভাবগ্রস্ত যে। 'বেচিয়া খাইলে গিধি বড় অভাগিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

অভাগী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* হতভাগা। 'রাজা যদি বধে/ শুনিয়া কেমতে/ জীবেক বিদ্যা অভাগী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ স্ত্রী* ভাগ্যহীন। 'অপরাধ ক্ষেমা কর অভাগী দেখিয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অভাগ্য [স] **১** *বিণ* হতভাগ্য; ভাগ্যহীন। 'অভাগ্য করিয়া মানে আপন জিবন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* দুর্ভাগা। 'আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে ব্যর্থ সাধনখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অভাজন [স] **১** *বিণ* হতভাগ্য। 'আমি অভাজন না কইল পালন ছাগল রাখিলে বনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* শ্রদ্ধার অযোগ্য। 'জায়া হয়্যা হইল অভাজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* অবাধ্য। 'অভাজন পুত্র হইলে ছাড়ে বাপ মায়।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৪** *বিণ* তুচ্ছ। 'তুক্ষি ভাগ্যধর আক্ষি নহি অভাজন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৫** *বি* সাধারণ মানুষ। 'আমি অভাজন, বক্তৃতা দিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অভাব [স] **১** *বি* অনস্তিত্ব। 'ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।' *চর্যা* ২৯, ১২০০। **২** *বি* অনটন। 'লোকেরা অত্যন্ত অভাব বা কোন আপদে পড়িলে ... ধার করে।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫। **৩** *বি* শূন্যতা। 'তাতে কেবল আমারই অভাবের অভাব প্রকাশ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বি* অপ্রেম। 'মানুষের যদি এইরূপ ভাবের দ্বারা অভাব ঢাকিবার ক্ষমতা না থাকিত তবে এতদিনে সে পশুর অধম হইয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অভাব অনটন [স] *বি* দারিদ্র্য। 'অভাব অনটন সমস্ত সংসারকে

গিলে ধরেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

অভাব-অভিযোগ [স] **১** *বি* আর্থিক টানাটানি ও অসুবিধা। 'তখন গ্রামের লোকদের অভাব-অভিযোগ ... নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। *বি* দারিদ্র্য। 'সাময়িক অভাব-অভিযোগ মিটবে।' *বেগম*, ১৯৪৭; **২** *বি* চাহিদা। 'মেয়েদের সুখসুবিধা, অভাব-অভিযোগ মেয়েরাই ভাল বোঝেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অভাব-ক্লিষ্ট [স] *বিণ* অভাবে জর্জরিত। 'বলো বেদনাতুর অভাব-ক্লিষ্ট নর-নারী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অভাবগ্রস্ত [স] *বিণ* দরিদ্র। 'যাহাতে অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে কৃষিঋণ, টেষ্টরিলিফ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

অভাবগ্রস্তা [স] *বিণ স্ত্রী* দরিদ্র। 'যে-শ্রেণীতেই থাকুক তারা সমানভাবে অভাবগ্রস্তা।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

অভাব-ছোঁওয়া *বিণ* অভাবী। 'অভাব-ছোঁওয়া সংসারে এই মূক পশুরাই তাহাদের সম্বল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

অভাবজনিত [স] *বিণ* অভাবের কারণে উদ্ভূত। 'তাহার রবিপ্রকাশের অভাবজনিত কোন অসুবিধা অস্বচ্ছন্দই ভোগ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অভাবজীর্ণ [স] *বিণ* দৈন্যজীর্ণ। 'এই অপরিচ্ছন্ন মলিন অভাবজীর্ণ অকিঞ্চনতার মধ্যে কিছুতেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অভাবতঃ [স] *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'সুরাণী সকল গণিলে অভাবতঃ ২৪টি সুর হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অভাবতাড়িত [স] *বি* দৈন্যপীড়িত। 'আত্মার তৃপ্তিকর কর্ম, কিন্তু অভাবতাড়িতের কর্ম নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অভাবত্রুটি [স] *বি* অভাবজনিত দুর্বলতা। 'অভাবত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অভাব-দস্যু [স] *বি* অভাবরূপ ডাকাত। 'অভাব-দস্যু স্বেচ্ছায় ফিরে সব লুণ্ঠন করে।' *জসীম*, ১৯৫১।

অভাবপূরণ [স] *বি* অভাব নিরসন। 'অভাবপূরণ করিয়া লইবার জন্য ... আসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অভাববশত [স] **১** *ক্রিবিণ* আর্থিক অনটনের কারণে। 'যদি কোনো বিষয়ে কিছু ত্রুটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি কোনোমতেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **২** *ক্রিবিণ* স্বল্পতার কারণে। 'জ্ঞানের অভাববশত আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অভাববোধ [স] *বি* অভাবের অনুভূতি। 'যাহাদের অভাববোধ অল্প, যাহারা আপনার চারিদিকের অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ বনিবনাও করিয়া থাকিতে পারে ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অভাবমুক্ত [স] *বিণ* সচ্ছল। 'অভাবমুক্ত, প্রসন্নচিত্ত মুসলমানের বুকে কোনো বেদনার সঞ্চার হইতেছে কিনা।' *জয়তী*, ১৯৪৫।

অভাবমোচন [স] *বি* অভাব দূরীকরণ। 'নিজের দেশের অভাবমোচন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অভাবহরা [স] *বিণ* অভাব দূরকারী। 'মা'র আঁচলের পরশ যেন সকল অভাব-হরা।' *জসীম*, ১৯৫১।

অভাবহেতু [স] *ক্রিবিণ* অভাবের কারণে। 'নিরাপত্তার অভাবহেতু অসভ্যদের ভেবে-চিন্তে চলার সময় নেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অভাবাত্মক[১] [স অভাব+আত্মক] *বিণ* নেতিবাচক। 'এমন একটা অভাবাত্মক গুণসমষ্টির সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

অভাবার্থক [স অভাব-অর্থক] *বিণ* নেতিবাচক। 'এই দিকটা অভাবার্থক, এই দিকে তার ক্ষতির বিভাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অভাবার্থসূচক [স অভাব-অর্থ-সূচক] *বিণ* নাস্তি নির্দেশক; না-বাচক। 'ই উ যফলা ঋফলা ক্ষ পরে থাকিলেও অভাবার্থসূচক অ-এর বিকার হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভাবী [স] *বিণ* অভাবগ্রস্ত। 'ওরা অভাবী লোক।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অভাবনীয় [স] **১** *বিণ* ভাবা যায় না এমন। 'এমন অহ্লাদজনক অভাবনীয় বিষয়ে কোলাকুলি করি।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* কল্পনাতীত। 'অভাবনীয় লাবণ্য বিস্ফুরিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৪** *বি* ভাবনাতীত বিষয়। 'এমন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অভাবনীয়তা [স] *বি* ভাবা যায়নি এমন অবস্থা। 'হাস্যরসের প্রধান দুটি উপাদান, অবাধ দ্রুতবেগ এবং অভাবনীয়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'কোনো অভাবনীয়তা নেই।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

অভাবাত্মক[২] [অ+স ভাবাত্মক] *বিণ* ভাবের অভাবসূচক। 'প্রেম-পদার্থটি ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভাবার্থক, অভাবার্থসূচক *দ্র* **অভাব**

অভাবিত [স] **১** *বি* ভাবা হয়নি যা। 'নইলে অভাবিতের দেখা ঘটত না সে কোনোমতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'কেন দয়িতের মিনতিকে অভাবিত উচ্চহাস্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* ভাবা হয়নি এমন। 'পরিচয়ধারা-মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের অভাবিত রহস্যের ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অভাবিতপূর্ব, অভাবিতপূর্ব্ব [স] **১** *বিণ* পূর্বে ভাবা হয়নি এমন। 'ইহা মহেন্দ্রের পক্ষে অভাবিতপূর্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'তাহা বাংলার ইতিহাসে অভাবিতপূর্ব্ব বলা যাইতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৪২। **২** *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব একটা কিছু ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অভাবী *দ্র* **অভাব**

অভাব্য [স] *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অভালবাসা [স] *বি* ভালোবাসাহীনতা। 'অবিচার, অভালবাসা যদি শুকিয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অভালবাসিত [স] *বিণ* কারো ভালোবাসা পায়নি এমন। 'অভালবাসিত, বিড়ম্বিত মানুষ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অভাষিক [স] *বি* যার এখনো ভাষা ফোটেনি। 'হে অভাষিক, হে আধুনিক, এই আমার বুঝতে-পারা-ভাষার সহজ সীমানা থেকেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অভিকর্তা [স] *বি* অভিভাবক। 'অন্নদাতা অভিকর্তা আমার আপনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অভিক্রম [স] *বি* অগ্রগতি। 'সরল হইতে ক্রমে দুরূহে অধিরোহণ করাই শিক্ষার অভিক্রম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২০।

অভিক্ষেপ [স] *বি* গতিপথ। 'জমাট মেঘ উড়ে এল, যার অভিক্ষেপগুলো কৌণিক ও তীক্ষ্ণ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

অভিখ্যা [স] *বি* উপাধি। 'নিজেকে তরুণ বলে অভিখ্যা দিলে।' *অচিন্ত্য*,

১৯৫০।

অভিগত [স] *বিণ* সন্নিহিত। 'কেহই আমার নয়। আমি কার অভিগত রেখা?' *শক্তি*, ১৯৬১।

অভিগমন [স] *বি* সম্মুখে গমন। 'ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায় তদ্রূপ এই বায়ুর প্রতি অভিগমন করে।' *অবন*, ১৯২৫।

অভিগ্রস্ত [স] *বিণ* আক্রান্ত। 'অভিগ্রস্ত তার পদশব্দ শোনা যায়।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

অভিঘাত [স] **১** *বি* আঘাত। 'ঘৃণার অভিঘাত পাইয়া তাহার মনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* আক্রমণ। 'বর্বর জাতির অভিঘাতে তাহা ভাঙিয়া টুকরা হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বি* বিনাশ। 'অপরাধের অভিঘাত ব্যতীত মঙ্গল তাহার শাশ্বত দীপ্তি ও শক্তি লাভ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অভিচার [স] *বি* নিজের কল্যাণ এবং অন্যের অকল্যাণ সাধনের তান্ত্রিক প্রক্রিয়া। 'ব্রহ্ম-পরিমর-কর্ম প্রভৃতি অভিচারের দ্বারাই সে কামনা সিদ্ধ হত।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

অভিচারী [স] *বিণ* অনিষ্টকারী। 'অভিচারী বাতাসে বুক লবণ-বিলুণ্ঠিত হলে আবার আমার কাছে।' *জীবন*, ১৯৪০।

অভিজাত [স] **১** *বিণ* সশ্রদ্ধ। 'তাঁহাকে অভিজাতপ্রণাম করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* আভিজাত্যবিশিষ্ট। 'প্রাচীন অভিজাত শব্দ বাংলাদেশে অপরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বি* বনেদি বংশে জাত ব্যক্তি। 'রাজা বল, পণ্ডিত বল, অভিজাত বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৪** *বিণ* বিদগ্ধ। 'তাঁর অভিজাত মনের অনন্যতা, গাঁথা হয়েছে উজ্জ্বল ভাষার শিল্পে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অভিজাততন্ত্র [স] *বি* সর্বোত্তমের দ্বারা শাসন। 'যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

অভিজাতবংশীয় [স] *বিণ* বনেদি বংশের। 'তখন অভিজাতবংশীয় মুসলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুকে শ্রদ্ধা করত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'আমি প্রাচীন অভিজাতবংশীয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অভিজাতসুলভ *বিণ* আভিজাত্যোচিত। 'এমন অভিজাতসুলভ ঔদাসীন্যভরে দিলে যে, কিসমিসকুমারী আত্মহারা হয়ে গেলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অভিজিৎ [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ; ভেগা নক্ষত্র। 'কালপুরুষ অভিজিৎ সিরিয়াস যেন লণ্ঠন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অভিজ্ঞ [স] **১** *বিণ* প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী। 'বিষয়কার্যে সেরূপ অভিজ্ঞ ও অনুরক্ত নহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* জ্ঞানী। 'সে ব্যক্তি বনচারী সিংহ ও শাখারূঢ় বিহঙ্গ অপেক্ষায় অধিক অভিজ্ঞ নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* বিশেষজ্ঞ। 'নানাভাষা ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **৪** *বিণ* বহুদর্শী। 'স্বদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের কাছে তাহারা পরামর্শ চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৫** *বিণ* ঝানু। 'যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৬** *বিণ* হাতেকলমে পূর্বজ্ঞান আছে এমন। 'যাঁরা অভিজ্ঞ গ্রামের রোগ নিবারণ কাজে তাঁহারা সহায়তা করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

অভিজ্ঞতা [স] **১** *বি* প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। 'গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপাতত কিছু বলব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* হাতে-কলমে কাজ করার জ্ঞান। 'বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বি* লব্ধবিদ্যা। 'তখনকার অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বি* সম্যক ধারণা। 'আরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য [স] *বিণ* অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝা যায় এমন। 'সেটি কেউ যুক্ত ও অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য বৈশদ্যে ব্যাখ্যা করেছেন বলে জানা নেই।' *শিব*, ১৯৫৬।

অভিজ্ঞতানির্ভর [স] *বিণ* অভিজ্ঞতাজাত। 'মানুষের জ্ঞান অভিজ্ঞতানির্ভর।' *শিব*, ১৯৫৬।

অভিজ্ঞতাপ্রসূত [স] *বিণ* অভিজ্ঞতালব্ধ। 'কাউন্সিল বর্জনের দাবি ... অভিজ্ঞতাপ্রসূত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অভিজ্ঞতাবিহীন [স] *বিণ* অভিজ্ঞতা নেই এমন। 'বিবাহের অভিজ্ঞতাবিহীন ভালো একটা কুমার বর।' *মানিক*, ১৯৪০।

অভিজ্ঞতাসন্নিবেশ [স] *বি* অভিজ্ঞতার বিন্যাস। 'অভিজ্ঞতা-সন্নিবেশের পদ্ধতিগুলি পরিমার্জিত হওয়ার ফলে...।' *শিব*, ১৯৫৬।

অভিজ্ঞতাসমষ্টি [স] *বি* অভিজ্ঞতার সমাহার। 'কোনও অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতাসমষ্টি বিশ্বপ্রকৃতির... সীমাহীন বিস্তৃতিকে আত্মস্থ করতে পারে না।' *শিব*, ১৯৫৬।

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন [স] *বি* অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের কথায়ই আপনি কান পাতবেন, অভিজ্ঞতাহীনদের কথায় নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ [স] *বিণ* অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। 'গৃহকর্মশিক্ষা নিয়ত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অভিজ্ঞাত [স] *বিণ* অভিজ্ঞতালব্ধ। 'অন্যের অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অভিজ্ঞান [স] **১** *বি* স্মারক; নিদর্শন। 'বেঁধেছ আমারে তুমি; অভিজ্ঞানরূপে।' *মাইকেল*, ১৮৬২। **২** *বিণ* পরিচয়সূচক। 'কাবুল রেডিয়ো দুই সন্ধ্যা আপন অভিজ্ঞান-বাণী প্রচারিত করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অভিজ্ঞানপত্র [স] *বি* পরিচয়পত্র। 'বের করো অভিজ্ঞানপত্র – আইডেন-টিফিকেশন কার্ড!' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

অভিদ্যোতিত [স] *বিণ* প্রকাশিত। 'তাঁর বাস্তবমূর্তি অভিদ্যোতিত হল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অভিধর্ম [স] *বি* বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটকের তৃতীয় পিটক। 'মহাস্থবির প্রজ্ঞাকারের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন অভিধর্ম।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অভিধা [স] *বি* শব্দের মূল অর্থের বোধ। '... একটা-একটা শব্দের সঙ্গে একটা-একটা অভিধা গায়ের জোরে চাপিয়ে দেয় না।' *অবন*, ১৯২৫।

অভিধা-বৃত্তি [স] *বি* শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। 'অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অভিধেয় [স] **১** *বি* অভিধা। 'সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম। এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সংজ্ঞাযুক্ত। 'এই সমুদয়ের অভিধেয় বৃত্তান্ত দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছে যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অভিধান [স] **১** *বি* নাম। 'এই হেতু অপর্ণা ধরিলা অভিধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* শব্দকোষ। 'কাছাড়িল অমর জুমর অভিধান।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বি* পরিচয়। 'পোস্টমাস্টার বাবু তখন আপনার

উচ্চপদ ও ডিপুটি অভিধান স্মরণপূর্বক অতিশয় গম্ভীর হইয়া বসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯৪।

অভিধানতিরস্কৃত [স] *বিণ* অভিধান-বহির্ভূত। 'ছবি খুঁজিতে হইলে আমাদের অভিধানতিরস্কৃত শব্দগুলি ঘাঁটিয়া দেখিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভিধান-বর্জিত [স] *বিণ* অভিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন। 'অভিধান-বর্জিত বলে মানে আমাদের কাছে সাদা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অভিধানসম্মত [স] *বিণ* অভিধান-অনুমোদিত। 'তাঁহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধানসম্মত ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অভিধানে-ধরা *বিণ* অভিধানে রয়েছে এমন। 'অভিধানে-ধরা নানা কথার মতো।' *অবন*, ১৯২৫।

অভিধাবিত [স] *বিণ* সামনের দিকে গমন করেছে এমন। 'অনেক নদ দুই মুখে বিভক্ত ও অভিধাবিত হয়ে পরিশেষে সাগরদ্বারে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অভিন [স অভিন্ন] *বিণ* অভিন্ন। 'সুন করুণরি অভিনচারেঁ কাঅবাক্‌চিঅ।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

অভিনন্দন [স] ১ *বি* আনন্দবার্তা। 'হিন্দুরাজারা তদ্বিষয়ে অভিনন্দন প্রদানার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* সংবর্ধনা। 'এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* উৎসাহিত। 'আকাঙ্ক্ষাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ৪ *বি* প্রশংসা। 'তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৫ *বি* অভিনন্দনপত্র। 'দ্রুতবেগে কারামুক্তির অভিনন্দন পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অভিনন্দনপত্র [স] ১ *বি* প্রশংসাপত্র। 'তাহার আলাপী পরিচিত অনেকে তাহাকে অভিনন্দন-পত্র লিখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'একখানি সম্মানসূচক অভিনন্দনপত্র পাঠালেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬। ২ *বি* কারো আগমন বা বিদায় উপলক্ষে দেওয়া মানপত্র। 'অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন।' *বেগম*, ১৯৭২।

অভিনন্দিত [স] ১ *বিণ* অভ্যর্থনাপ্রাপ্ত। 'শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসের দ্বারা সর্বাঙ্গমনে অভিনন্দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* আনন্দের সঙ্গে অনুমোদিত। 'তাহারা বঙ্গে মুসলিম শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছে।' *এনামুল*, ১৯৫৫। ৩ *বিণ* প্রশংসিত। 'যে বিধি জারি করা হইয়াছে তাহা সর্বত্র অভিনন্দিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

অভিনব [স] ১ *বিণ* অপূর্ব। 'অভিনব তোর রূপ যৌবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* নতুন। 'প্রতিঘরে গীত নাট অভিনব জেন দ্বারাবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* তরুণ (বয়স)। 'অভিনব কাল হতে বুদ্ধি মতিমন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বিণ* অভূতপূর্ব। 'বংশিধ্বনি পুনঃপুন কর্ণগোচর হওয়াতে অভিনব উৎসাহ সঞ্চার ও সাহসবৃদ্ধি হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ *বিণ* নব। 'কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব আষাঢ়ের জলদ মন্দ্রের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৬ *বিণ* নিত্যনতুন। 'চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব এ-বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অভিনবত্ব [স] *বি* নূতনত্ব। 'অভিনবত্ব প্রযুক্ত ভূরি ভূরি শ্রোতৃসমাগম হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অভিনবপত্র [স] *বি* নতুন সংবাদপত্র। 'উক্ত সম্বাদ সৌদামিনীসংজ্ঞক অভিনবপত্র প্রকাশকরণে উদ্যোগানন্তর।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অভিনবিত [স] *বিণ* অভিনব। 'কবির কল্পিত আশীর্ব্বাদ বা অভিনবিত পুরস্কারের পরিবর্তে তাঁহার ভাগ্যে কি ভয়াবহ অভিসম্পাত নামিয়া আসিত।' *দর্শন*, ১৯২০।

অভিনয় [স] ১ *বি* অঙ্গভঙ্গি। 'শ্রীহস্ত-যুগে করে গীতের অভিনয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* কৃত্রিম ভাব প্রকাশ। 'মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* নাটকের মঞ্চায়ন। 'এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৪ *বি* নাটকের কোনো চরিত্রের রূপদান। 'একটি অভিনেত্রীকে যেমন সুন্দর দেখতে তিনি তেমনি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বি* ভান। 'দেশে বিদেশে রাজভক্তির অভিনয় ও আড়ম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অভিনয়শিল্প [স] *বি* অভিনয়কলা। 'অভিনয়শিল্প ছাড়া সাহিত্য-ক্ষেত্রেও বনানীর সৃজনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

অভিনয়ের আখড়া [স অভিনয়>+আখড়া] *বি* মহড়াকক্ষ। 'অভিনয়ের আখড়ায় দেখা দিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অভিনীত [স] ১ *বিণ* অভিনয় করা হয়েছে এমন। 'দুটিই এক সময়ে ও একই স্থলে অভিনীত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* মঞ্চায়িত। 'বাল্মীকিপ্রতিভা গীতি-নাট্য বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে রচিত ও অভিনীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অভিনেতা [স] ১ *বি* অভিনয়শিল্পী। 'আমিও এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলের সুবিপুল গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে দাঁড়িয়ে পেলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* ভানকারী। 'সংস্কারের অভিনেতারূপে কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত।' *বঙ্গনূর*, ১৯২২।

অভিনেতৃ [স] *বি* অভিনেতা। 'ভুবন বিজয়ী অভিনেতৃগণ, সময়ের গর্ভে হইয়াছে লয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অভিনেত্রী [স] *বি স্ত্রী* অভিনয়শিল্পী। 'একটি অভিনেত্রীকে যেমন সুন্দর দেখতে তিনি তেমনি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অভিনেয় [স] *বিণ* অভিনীত। 'তাহাদের অভিনেয় অংশকে ...।' *সুলভ*, ১৮৭৩।'

অভিনিবিষ্ট [স] *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'অভিনিবিষ্ট স্থিরকর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অভিনিবিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* একাগ্রচিত্ত। 'ব্রতনিবদ্ধ অভিনিবিষ্টা মোহিত পরম মণিকার মূর্তি।' *জীবন*, ১৯৩২।

অভিনিবেশ [স] ১ *বি* আগ্রহ। 'বিষয়তে খুবি অভিনিবেশ অতএব ইহাকে দরবার করণের ছলে দিল্লিতে পাঠাও।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* একাগ্রতা। 'অভিনিবেশ পূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ *বি* মনোনিবেশ। 'বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ... আলোচনায় অভিনিবেশ করিতে পারা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অভিনির্দেশ [স] *বি* আকর্ষণ। 'তৎপ্রতি লোকের মনোযোগ অভিনির্দেশ করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভিন্ন [স] ১ *বিণ* হুবহু। 'অভিন্ন কার্তিক যেন সর্বাঙ্গসুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ভিন্ন নয় এমন। 'জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভিন্ন স্বরূপ অঙ্গীকার করিতে পারেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অভিন্নকল্পনাবুদ্ধি [স] *বিণ* একই রকম ধ্যান-ধারণাসম্পন্ন। 'ওই দ্যাখো কয়েকটি অবিবাদী স্থির অভিন্নকল্পনাবুদ্ধি যুবক-যুবতী হেঁটে যায়।' *নীরেন*, ১৯৬১।

অভিপ্রায় [স] ১ *বি* উদ্দেশ্য। 'ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায়।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অভিপ্রায় বীরের বুঝিআ ভগবতী আকাশ বিমানে বসি বলেন ভারতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গমন। 'অভিপ্রায় করি তারে দিলেন উত্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *অব্য* অর্থাৎ। 'অভিপ্রায়, আমরা আপন আপন অসাবধানের মন্দ ফল প্রযুক্ত সর্ব্বদা কপালের দোষ দিতে প্রস্তুত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* বক্তব্য। 'কাল্পনিক বাক্যেতে পরিপূর্ণ যে পত্রিকা তাহার অভিপ্রায় সকল বিশেষ রূপে খণ্ডন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৫** *বি* ইচ্ছা। 'তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৬** *বি* মতামত। 'উত্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর অভিপ্রায় জানতে পারলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৭** *বি* বাসনা। 'প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলই তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অভিপ্রাএ [স অভিপ্রায়] *বি* অভিপ্রায়; উদ্দেশ্য। 'অভিপ্রাএ বুঝিআ আইলা ভগবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অভিপ্রায়-চালিত [স] *বিণ* ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত। 'কর্মীরা ছিলেন প্রবর্তনাদাতা সে ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়-চালিত নিমিত্তমাত্র।' *শরীফ*, ১৯৭০।

অভিপ্রায়বিরুদ্ধ [স] *বিণ* ইচ্ছার পরিপন্থী। 'আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অভিপ্রায়মতে [স] *ক্রিবিণ* ইচ্ছানুযায়ী। 'আপন অভিপ্রায়মতে সেই রিণের পরিসোধ।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

অভিপ্রায়সিদ্ধি [স] *বি* ইচ্ছাপূরণ। 'হিংসা অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অভিপ্রায়ানুসারে [স অভিপ্রায়+স অনুসারে] *ক্রিবিণ* ইচ্ছা অনুসারে। 'এই পরম অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিলে এ দেশের বিস্তর উপকার দর্শিত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অভিপ্রায়ি [স অভিপ্রায়>] *বি* ইচ্ছা। 'কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় রাজবিদ্রোহ অভিপ্রায়িস্বরূপ জ্ঞান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অভিপ্রেত [স] **১** *বিণ* ইচ্ছামতো। 'সকলের অভিপ্রেত না হওয়াতে সে বিষয় স্থির হইল না।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* বাঞ্ছিত। 'অভিপ্রেত পথ দিয়া জল নির্গত হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৩** *বি* লক্ষ্য। 'ডুবাল ... আপন অভিপ্রেত একপ্রকার সিদ্ধ করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৪** *বি* উদ্দেশ্য। 'ম্যুনিসিপ্যাল-বিল পাস করা যদি কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত হয় তবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৫** *বিণ* অভীষ্ট। 'কথাটি বলে শ্রোতার মনে তার অভিপ্রেত একটি ফল জন্মিয়ে দেওয়াই তাঁর মুখ্য অভিপ্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভিপ্রেতা [স] *বিণ স্ত্রী* বাঞ্ছিত। 'যে আমার চিরদিন অভিপ্রেতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

অভিবন্দনা [স] **১** *বি* বন্দনা। 'চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২** *বি* অভিনন্দন। 'মুগ্ধচিত্তে আমার অভিবন্দনা জানাতে পারলাম।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

অভিবাদন [স] **১** *বি* সম্মান-জ্ঞাপন। 'অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। **২** *বি* সম্মান। 'অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বি* অভিনন্দন। 'আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন পাঠায়ে দিলাম তার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৪** *বি* স্বাগত জানানো। 'হে নবঘনশ্যাম আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এস, এস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অভিব্যক্ত [স] *বিণ* প্রকাশিত। 'কার্য্য রূপে এবং কারণ রূপে অভিব্যক্ত সকলের ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অভিব্যক্তি [স] **১** *বি* উদ্বর্তন। 'অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* বিবর্তন। 'তা হলে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি কেবল একটা শব্দমাত্র হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। **৩** *বি* প্রকাশ। 'ব্যক্তিগত মতের অভিব্যক্তি হয়নি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অভিব্যক্তিতত্ত্ব [স] *বি* বিবর্তনবাদ। 'ডারউইনিয়ান অভিব্যক্তিতত্ত্ব প্রভৃতির নিদর্শন তাঁর রচনায় যথেষ্টই পাওয়া যায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অভিব্যক্তিবাদ [স] *বি* ক্রমবিবর্তনের মতবাদ। 'অদৃষ্টবাদ অথবা অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অভিব্যক্তিবাদী [স] *বি* সমস্ত সৃষ্টি বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ লাভ করেছে – এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'যেরকম বদলেছে, তার সঙ্গে বোধহয় অভিব্যক্তিবাদীর জন্মান্তরই তুলনীয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অভিব্যঞ্জনা [স] **১** *বি* দ্যোতনা। 'তাঁহার বিশেষ ভাবটির প্রকাশ বা অভিব্যঞ্জনা।' *সবুজ*, ১৯২০। **২** *বি* অভিব্যক্তি। 'মুখে কোনো অভিব্যঞ্জনা নেই।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অভিব্যজ্যমান [স] *বিণ* প্রকাশমান। 'যিনি অভিব্যজ্যমান নন, যিনি আপনাতে পরিসমাপ্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অভিব্যাপ্ত [স] *বিণ* সর্বতোভাবে বিস্তৃত। 'অভিব্যাপ্ত ক্ষুধা মম অবরোধে ঘিরেছে তাহারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অভিভব [স] *বিণ* পরাজিত। 'বিশাল মানবপ্রাণ মোর মাঝে বর্তমান দেশ কাল করি অভিভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অভিভাব [স] *বি* ভাবাবেশ। 'রেণু, বেণু, কদাচ ধেনুও, মিলে, ক্রমাগত অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অভিভাবক [স] **১** *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'পিতা কিম্বা অভিভাবকেরদিগের আনন্দজনক হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **২** *বি* পুরুষ। 'মেয়ের পুরী, একটা কি অভিভাবক আছে?' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **৩** *বি* পরিচালক। 'দেশের যারা অভিভাবক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অভিভাবকতা [স] *বি* অভিভাবকত্ব। 'উকিলের অভিভাবকতায় কলেজে পড়াশুনা করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অভিভাবকত্ব [স] **১** *বি* মালিকানা। 'সম্পত্তির অভিভাবকত্ব লইয়া বিভিন্ন শরীকে মামলা মোকদ্দমা করিয়া ...।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৪। **২** *বি* অভিভাবকের গুণ। 'নিজের স্নেহবলিষ্ঠ অভিভাবকত্বের গুণে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। **৩** *বি* অভিভাবকসুলভ ভাব। 'অভিভাবকত্ব ঘুচে গেল।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

অভিভাবকবিহীন [স] *বিণ* অভিভাবক নেই এমন। 'মেয়েরা এখন একা বা অভিভাবকবিহীন।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

অভিভাবকশূন্য [স] *বিণ* অভিভাবক নেই এমন। 'অভিভাবকশূন্য নিঃসহায় অবস্থা তাঁর।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

অভিভাবকসুলভ [স] *বিণ* অভিভাবকের মতো। 'ছাত্রদের প্রতি তাহারা প্রকৃত অভিভাবকসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিন।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

অভিভাবকস্বরূপ [স] *বিণ* অভিভাবকের মতো। 'হারানবাবু তাহার অভিভাবকস্বরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অভিভাবকহীন [স] *বিণ* আশ্রয়দাতাহীন। 'অসহায় এবং অভিভাবক-হীন নারীর সমস্যাই সমাজের চোখে প্রধান সমস্যা।' *বেগম*, ১৯৭১।

অভিভাবিকা [স] *বি স্ত্রী* তত্ত্বাবধায়ক। 'তারাপদর একটি প্রবীণা

অভিভাবিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অভিভাবনা [স] *বি* ব্যাকুলতা। 'ফিরে গিয়ে – অভিভাবনায়।' *জীবন*, ১৯৪০।

অভিভাষণ [স] *বি* বক্তৃতা। 'অভিভাষণের উপসংহারে বলিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অভিভুক [স অভিভাবক] *বি* অভিভাবক। 'রচিল মানিক নিজ অভিভুক সদা সখা নিরঞ্জন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অভিভূত [স] **১** *বিণ* মোহিত। 'আমি ... মিথ্যা শঙ্কা-পিশাচীতে অভিভূত হইয়া এমন হতবুদ্ধি হইলাম যে, ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বিণ* আক্রান্ত। 'এক ব্যক্তি জ্বররোগেতে অভিভূত হইয়া নয় দিবস পর্য্যন্ত শয্যাগত।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বিণ* কাতর। 'বুভুক্ষায় অভিভূত হইয়া, ক্রোধভরে এই শাপ দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৪** *বিণ* নিমজ্জিত। 'তাহারা অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বিণ* বিহ্বল। 'এক প্রতিবেশী, তাহাকে শোকে অভিভূত ও নিতান্ত কাতর দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৬** *বিণ* দুর্বল। 'এত অভিভূত হইলেন, যে আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৭** *বিণ* কাবু। 'এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অভিভূতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* অবশ। 'ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বিণ স্ত্রী* বিহ্বল। 'অভিভূতা মাতা শুধু করুণ-কাতর চক্ষে পুত্রের পানে চাহিয়াছিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অভিভূতি [স] *বি* বিহ্বলতা। 'তখন অভিভূতির ভাব কাটিয়া গিয়া আমরা মাথা তুলিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভিভোজন [স] *বি* অতিরিক্ত আহার। 'মনুষ্যের ন্যায় পুনঃপুনঃ অভিভোজন করিয়া পীড়িত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অভিমত [স] **১** *বিণ* মনের মতো। 'ভনই বিদ্যাপতি নারী সোভাব। অপনুক অভিমত উকুতি বুঝাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* উদ্দেশ্য। 'অভিমত সিদ্ধ হউক বর তারে দিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* সম্মতি। 'শাস্ত্রোক্ত বলিয়া তাহাতেই অভিমত প্রকাশ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৪** *বি* মত। 'লেখকের অভিমত কিনা তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভিমতরূপ [স] *ক্রিবিণ* ইচ্ছানুসারে। 'হাত পায়ের গতিও ঠিক অভিমতরূপ হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অভিমতি [স] *বি* সম্মতি। 'তাঁহারদের তাবতেরই উক্ত বিষয়ে অভিমতি আছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩১।

অভিমাত্রা [স] *বি* অতিরিক্ততা। 'গাছ ফলমূল-উৎপাদনের অভিমাত্রায় নিজের শক্তিকে নিঃশেষিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অভিমান [স] **১** *বি* লজ্জা। 'কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অহঙ্কার। 'সুরেশ্বর অভিমানে তোমা না চিনিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* বিবেচনা। 'তোমা সবাকে করোঁ মুঞি বালক অভিমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* মনের ক্ষোভ। 'দুবলার বচনে লহনা অভিমান মন দিআ দুয়া মোর সাধহ সম্মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বি* মর্যাদাবোধ। 'লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে এবং অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **৬** *বি* দুঃখ। 'অভিমানের কারণ হইয়া ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯। **৭** *বি* প্রিয়জনের অনাদরে সাময়িক রাগ। 'যদি কেহ অভিমানকে স্পর্শমাত্র করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার বৈরনির্যাতন করিতে উদ্যত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'যদি পত্নী অভিমানে নিরুত্তরা থাকে তবে অভিমান ভঞ্জনার্থ দুই চারিটা মিষ্ট কথা কহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৮** *বি* মিথ্যা সম্মানবোধ। 'আজ ছাড়ি অভিমান, তেয়াগিয়া লাজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৯** *বি* অন্তঃসারশূন্য বড়ো কথা। 'এ সমস্তই কন্‌গ্রেসি চাল – কেবল মুখের অভিমান, কেবল বাক্যের বড়াই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **১০** *ক্রিবিণ* বিচার-বিবেচনাবর্জ্জিত সম্মানবোধ। 'নিজের দক্ষতার প্রতি অন্ধ-অভিমানবশত যে যুগে এবং যে ক্ষেত্রে সত্যকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **১১** *বি* আমিত্ববোধ। 'হার মানাদে গো, ভাঙিলে অভিমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অভিমানক্রন্দন [স] *বি* অভিমান মিশ্রিত কান্না। 'পিছু অভিমান-ক্রন্দন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অভিমানক্ষুণ্ণ [স] *বিণ* অভিমানে ব্যথিত। 'কমলার অভিমানক্ষুণ্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া সে ধীরে ধীরে আপন কক্ষে চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

অভিমান-ক্ষোভ [স] *বি* অভিমানের ক্ষোভ। 'এই হিম-নিরেট প্রাণ অভিমান-ক্ষোভে গুমরিয়া উঠিতে পারিত না।' *নজরুল*, ১৯২২।

অভিমানতপ্ত [স] *বিণ* অভিমানপূর্ণ। 'অভিমানতপ্ত চিঠি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অভিমানত্যাগী [স] *বিণ* স্বাজাত্যবোধহীন। 'জাতির বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই nonsense কহে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

অভিমানবশে *ক্রিবিণ* অভিমানে আহত হয়ে। 'অভিমানবশে ভবভূতি লিখেছিলেন পৃথিবী বিপুল এবং কাল নিরবধি।' *শিব*, ১৯৭৩।

অভিমানবিধুর [স] *বিণ* অভিমানে কাতর। 'এই অভিমান-বিধুর অকরুণ কথার উৎস কোথায় দেখতে পেতে।' *নজরুল*, ১৯২২।

অভিমানভরা *বিণ* অভিমানপূর্ণ। 'তরুণী গৃহিণীর অভিমানভরা মিষ্ট মুখখানির খাতিরে 'যা থাকে কপালে' বলিয়া...।' বনফুল, ১৯৩৬।

অভিমানভরে *ক্রিবিণ* মনোবেদনা সহকারে। 'দীপ্তি অভিমানভরে কহিল –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অভিমানমলিন [স] *বিণ* অভিমানে ম্লান। 'ব্যথিত বালিকার অভিমানমলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অভিমানরুদ্ধ [স] *বিণ* অভিমানে গলা আটকে-যাওয়া। 'নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

অভিমানি [স অভিমানী] *বিণ* অহংকারী। 'তদনুরূপ অভিমানি তৎসংসর্গি গড্ডলিকা বলিকাবৎ ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অভিমানিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অভিমান করে আছে এমন। 'হা অভিমানিনী নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অভিমানী [স] **১** *বিণ* প্রিয়জনের আচরণে ব্যথিত। 'রামা অভিমানী শেষ নিশীথিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অহংকারী। 'যৌবন গরবে নাচ হইআ অভিমানী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* ক্ষুব্ধ। 'অভিমানী হয়্যা নাচ করিয়া কল্পনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৪** *বিণ* অল্পতেই মনে কষ্ট পায় এমন। 'অভয় কিছু অভিমানী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

অভিমানোক্তি [স অভিমান-উক্তি] *বি* খেদোক্তি। 'তবে ভবভূতির অভিমানোক্তির যাথার্থ্য কোথায়?' *শিব*, ১৯৭৩।

অভিমুখ [স] **১** *বি* উদ্দেশ। 'সূর্য অভিমুখ কর‍্যা গমন সত্বর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* সম্মুখীন। 'আমাদিগকে সেই ঐক্যের আশ্রয়ের অভিমুখ করিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অভিমুখতা [স] *বি* আগ্রহ। 'একান্ত অভিমুখতা এবং একান্ত বিমুখতায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভিমুখিন [স] *বিণ* সম্মুখীন। 'একই লক্ষ্যের অভিমুখিন করিয়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অভিমুখী [স] ১ *বিণ* উদ্দেশে গমনশীল। 'সকলেরই মানসিক গতি একই কেন্দ্রের অভিমুখী হওয়া চাই।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *ক্রিবিণ* দিকে। 'একের অভিমুখী আর-এক এই নিয়ে চলল কাজ বিশ্বরচনার।' *অবন*, ১৯২৫।

অভিযাত্রী [স] *বিণ* ভ্রমণকারী। 'তাদের এই অভিযাত্রী স্বভাব বদলায়নি, বদলাবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অভিযান [স] ১ *বি* আবিষ্কারের জন্য সদলবলে যাত্রা। 'নতুন পথের পথিক চালাও অভিযান।' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বি* যাত্রা। 'দেশকালের বুক চিরে অতলস্পর্শের উপর দিয়ে তার অভিযান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বি* অভিযাত্রা। 'কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে অভিযান হয়েছিল, সে সহজ হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অভিযুক্ত [স] *বিণ* অভিযোগ করা হয়েছে এমন। 'অনেকেই অস্বচ্ছ চিন্তা করার দায়ে অভিযুক্ত করবেন।' *উমর*, ১৯৬৭।

অভিযোক্তা [স] *বিণ* অভিযোগকারী। 'অভিযোক্তা অথবা প্রতিপক্ষ ব্যক্তির মধ্যে যদি কোন সন্দেহের কারণ ঘটিত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অভিযোগ [স] ১ *বি* আপত্তি। 'তাহার কি অভিযোগ হইতে নিধন।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* নালিশ। 'অভিযোগ করিতে গেলে তিনি নানা কৌশলে তাহাদিগকে ক্লেশ প্রদান করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অভিযোগকারী [স] *বি* বাদী। 'বিচার বিলম্বিত হইতে থাকিলে যথার্থই অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয়েই দুর্ভোগ ভুগিতে থাকে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

অভিযোগপত্র [স] *বি* অভিযোগ ক'রে লেখা দরখাস্ত। 'তাদের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগপত্র।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

অভিযোজন [স] *বি* উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগীকরণ। 'অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞা মতই স্পষ্ট হোক না কেন; তার মর্যাদা অভিযোজনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৬০।

অভিরত [স] *বিণ* অত্যন্ত যত্নবান। 'কি প্রকারে ... জাতি ধ্বংস করিবেন তাহাতেই অবিরত অভিরত আছেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

অভিরাজ [স] *বিণ* মনোহর। 'ভুরুযুগ অভিরাজ সীমা হৈল দুই মাঝ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অভিরাম [স] *বিণ* মনোহর। 'অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কালা গায়ে হেমহার গলে অভিরাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অভিরামা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দরী। 'কি আরে নব জৌবন অভিরামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অভিরুচি [স] ১ *বি* ইচ্ছা। 'যেমন অভিরুচি হয় তেমত করিতে অবধান হউক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বি* প্রবৃত্তি। 'মনুষ্যেরা আপন আপন অভিরুচি বা নিপুণতানুসারে ... উপভোগ্য বস্তু উৎপন্ন করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* পক্ষপাত। 'স্মৃতির চেয়ে আসলটিতেই আমার অভিরুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৪ *বি* মর্জি। 'সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে!' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৫ *বি* বাসনা। 'হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি, কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৬ *বি* মত। 'আমার অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে দেখলুম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অভিরোষ [স] *বি* অভিমানজনিত ক্রোধ। 'দূর কর অভিরোষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অভিরোস [স অভিরোষ] *বি* অভিমানজনিত ক্রোধ। 'নাহি করি তার দোস তবে কেন অভিরোস।' *মালাধর*, ১৫০০।

অভিলাষ [স] *বি* বাসনা। 'অভিলাষ পুরিল জৌতুকে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অভিলষণীয় [স] *বিণ* বাঞ্ছনীয়; কাম্য। 'অশন, বসন, অথবা অন্যবিধ অভিলষণীয় বস্তু লাভ বিষয়ে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অভিলষিত [স] ১ *বিণ* কাঙ্ক্ষিত। 'আপনার অভিলষিত শাস্ত্র পড়িবার নিমিত্তে সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকের নিকটে নিযুক্ত হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* আগ্রহী। 'অনেকেই তদ্দর্শনে অভিলষিত হইয়াছেন।' *হুতোম*, ১৮৬৮। ৩ *বিণ* ঈপ্সিত। 'অভিলষিত কণ্ঠে মালাও উঠিল না, অভিলষিত মুখে চোখও তুলিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অভিলাষি [স অভিলাষী] *বিণ* আগ্রহী। 'হইয়া বিদ্যার অভিলাষি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অভিলাষিণী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* আগ্রহী। 'রাজকুমারী, উপবনবিহারে অভিলাষিণী হইয়া, পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ স্ত্রী* ইচ্ছুক। 'পুরবাসিনীগণ সচরাচর তাহা দেখিতে অভিলাষিণী হন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অভিলাষী [স] ১ *বিণ* আগ্রহী। 'দুই পুত্র তিন দাসী দেখি হর অভিলাষী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* পেতে ইচ্ছুক। 'আগমন বিদ্যা অভিলাষী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অভিলাস [স অভিলাষ] *বি* বাসনা। 'পুত্র অভিলাসে রাজা হইছে ব্রহ্মরিসি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অভিশপ্ত [স] ১ *বিণ* ভর্ৎসিত। 'কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* অভিশাপ দেওয়া হয়েছে এমন। 'এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বিণ* ঘৃণিত। 'চলে যাব তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অভিশপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* শাপগ্রস্ত। 'অভিশপ্তা অহল্যার মতো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

অভিশাপ [স] *বি* শাপ। 'দোষ অনুরোধি মোরে দিলা অভিশাপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অভিশাপগ্রস্ত [স] *বিণ* অভিশপ্ত। 'অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অভিশাপশিখা [স] *বি* অভিশাপরূপ আগুন। 'দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপশিখা দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অভিশাপশ্বাস [স] *বি* অভিশাপপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস। 'অভিশাপশ্বাস দমকা বাতাস।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অভিসাঁপ [স অভিশাপ] *বি* অভিসম্পাত। 'খেলায় উন্মত্ত সুত কইল জত পাপ আজি অবশ্য হর দিব অভিসাঁপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অভিশেক [স অভিষেক] *বি* সিংহাসনে আরোহণের অনুষ্ঠান। 'মহারাজার অভিশেক করিয়া চকের মধ্য স্থলে ... আসন করাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

অভিশ্রুতি [স] *বি* (ব্যাকরণ) শব্দের অভ্যন্তরীণ একাধিক স্বরধ্বনির পরিবর্তন প্রক্রিয়া। 'রাইখ্যা (অপিনিহিত) > রেখে (অভিশ্রুতি)। ... বাঙ্গালা চলিত-বাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই অভিশ্রুতি।' *সুনীতি*, ১৯৩৯।

অভিষিক্ত [স] ১ *বিণ* অধিষ্ঠিত। 'মালুয়াদেশের রাজত্বে ভর্তৃহরিকে

অভিষিক্ত করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* (কোনো কর্মে) নিযুক্ত। *দর্পণ*, ১৮১৯; 'তিন জন য়োরোপীয় মহাশয় তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৩ *বিণ* সিক্ত। 'সমস্ত গাত্র ও বস্ত্র শোণিতে অভিষিক্ত হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৪ *বিণ* স্নাত। 'একটি ভাঙা মন্দির শান্তিময় সুন্দর মহিমায় অভিষিক্ত হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অভিষেক [স] ১ *বি* সিক্তকরণ। 'কি করব জল অভিষেকে।' *মুরারি*, ১৫৭০। ২ *বি* স্নান। 'অভিষেক করিতে সভার হৈল মন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* দায়িত্ব গ্রহণের অনুষ্ঠান। 'অভিষেক করাইল বসাইয়া খাটে ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* অধিষ্ঠান। 'মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৫ *বি* অভিবাদন। 'চির শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে, লও সেই অভিষেক ললাট 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অভিষেখ [স অভিষেক] *বি* রাজসিংহাসনে বসার অনুষ্ঠান। 'উগ্রসেনে অভিষেখ মথুরা নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অভিসংযোগ [স] *বি* ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'ইহারা প্রতিকূল অবস্থার সহিত অভিসংযোগ সাধনের সুবিদিত দৃষ্টান্তস্থল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অভিসঞ্চারী [স] *বিণ* বিচরণকারী। 'জননীর সন্তান, পিতার আত্মজ, গৃহ-সংসারে অভিসঞ্চারী তাঁর রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষের দেহ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অভিসন্ধি [স] ১ *বি* অভিপ্রায়। 'অকপটে কহ বন্দি নিজ অভিসন্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গুপ্ত মতলব। 'তাহারা তাঁহার অনুকম্পা সূচক অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* খারাপ উদ্দেশ্য। 'যদি তাহার কোনো অভিসন্ধি থাকে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বি* কৌশল। 'চাঁদেরে করিতে বন্দী মেঘ করে অভিসন্ধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অভিসম্পাত, অভিসম্পাৎ [স] *বি* অভিশাপ। 'প্রতাপাদিত্যকে অভিসম্পাত করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'গোঁড়া ব্রাহ্মণের অভিসম্পাৎ ও চোখরাঙ্গানিকে ভয় না করিয়া ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

অভিসার [স] ১ *বি* গোপন মিলনের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত স্থানে যাওয়া। 'চল চল সুন্দরি হরি অভিসার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* দূরীভূত। 'প্রকাশিত অঙ্গ যনু অতি মনোহর তনু তপন তরণি অভিসার।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* যাত্রা। 'সেজেগুজে রেলপথে করো অভিসার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বি* আগমন। 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরান সখা বন্ধু হে আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৫ *বি* গন্তব্য। 'তার ঠিকানা নেই, তার অভিসার দিগন্তের পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৬ *বি* মিলন। 'ওগো ক্ষণিকা, পুব-অভিসার ফুরাল কি আজি তব।' *নজরুল*, ১৯২৯।

অভিসারক [স] *বিণ* অগ্রগামী। 'জয় কপালধারক কপালমালক চিতাভিসারক শুভঙ্কর।' *ভারত*, ১৭৬০।

অভিসারকামী [স] *বিণ* অভিসার কামনা করছে এমন। 'অভিসারকামী নরনারীর মাঝ দিয়ে কি ভাবে মেঘ ঘুরে ফিরে যায়।' *হাই*, ১৯৪৯।

অভিসার-যাত্রাপথ [স] *বি* যে-পথে অভিসারে যাওয়া হয়। 'অয়ি মালবিকা অভিসার-যাত্রাপথে কখনো বহনি দীপশিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অভিসারযাত্রী [স] *বিণ* অভিসারে যাত্রা করেছে এমন। 'সম্মুখে যোজন-যোজন অভিসারযাত্রী প্রান্তর।' *শওকত*, ১৯৫৮।

অভিসারিকা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* মিলনের জন্যে গমনকারী। 'সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের অভিসারিকা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ২ *বি স্ত্রী* গোপন-মিলনের উদ্দেশ্যে গমনকারী। 'কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অভিসারিণী [স] *বি স্ত্রী* প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে গমনকারী। 'যে সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অভিসেখ [স অভিষেক] *বি* স্নান। 'সুরভির দুগ্ধে কৃষ্ণে অভিসেখ কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

অভিসেচন [স] *বি* সিঞ্চিতকরণ। 'শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই এক ইঞ্চিমাত্র ভিজিয়ে দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভিহত [স] *বিণ* আঘাত পেয়েছে এমন; আহত। 'অপমানে বারংবার অভিহত হইতেই হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অভিহিত [স] ১ *বিণ* সংজ্ঞায়িত। 'আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ নামে অভিহিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* বিবেচিত। 'প্রেম সাধারণ ভালোবাসা নামে অভিহিত হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* পরিচিত। 'আমরা বাক্যবাগীশ নামে অভিহিত হইতে রাজি আছি, তথাপি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভীক [স] *বিণ* নির্ভীক। 'অভীক তোমার চটুল তোমার সহজ প্রাণের বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অভীত [স] *বিণ* অশঙ্কিত। 'সমরে অভীতচিত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অভীপ্সা [স] *বি* প্রবল বাসনা। 'রানীরে দুর্জ্জেয় জেনে বাঁদীর সন্ধানে ফিরিব অভীপ্সা ভুলে সমীকর আঁধারের নীচে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অভীপ্সিত [স] *বিণ* প্রার্থিত। 'আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অভীষ্ট [স] ১ *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'মনের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়ে মোর বরে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* বাসনা। 'কেবল নিষ্ঠাবৃত্তি শিখিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* উদ্দিষ্ট। 'পত্রের বিহারীই যে বিনোদিনীর অভীষ্ট বিহারী, এ কথা মনে করিবার কোনো হেতু ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৪ *বিণ* কাঙ্ক্ষিত। 'আপনি সর্ব্বদা আমাদিগকে অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অভীষ্টপূরণ [স] *বি* মনোবাসনা পূরণ। 'সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অভীষ্টসাধন [স] *বি* ইচ্ছাপূরণ। 'আপনার অভীষ্টসাধনের পথ পরিষ্কার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

অভুক্ত [স] ১ *বিণ* অনাহারী। 'যেন কেহ অভুক্ত থাকে না।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বি* ক্ষুধার্ত যে। 'বেশবিন্যাস পূর্ব্বক অভুক্ত উত্তম গাড়িতে আরোহণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অভুগ্ন [স] *বি* শীর্ণ। 'বিশীর্ণ গোলকচাঁপা-গাছে পাতাশূন্য ডাল অভুগ্নের ক্লিষ্ট ইশারার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অভুঞ্জিত [স] *বিণ* অনাস্বাদিত। 'প্রভাতে অভুঞ্জিত সুধাভাণ্ড অর্পিলাম মোহিনীর হাতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অভূতপূর্ব, অভূতপূর্ব্ব [স] ১ *বিণ* অতুলনীয়। 'শান্তিসরোবরে অবগাহন করিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* পূর্বে ঘটেনি এমন। 'তাঁহার অন্তঃকরণ কি অভূতপূর্ব চমৎকার ও অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'যখনি কোনও একটা বিদ্যার হঠাৎ অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে ...।' *সবুজ*,

১৯১৭। ৩ *বিণ* আগে শোনা যায়নি এমন। 'সন্তানদের জন্যে অভূতপূর্ব নূতন নাম চেয়ে পাঠান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* পূর্বে দেখা যায়নি এমন। 'অভূতপূর্ব ব্যবহারের কোনো তাৎপর্য বুঝিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৫ *বিণ* অদ্ভুত। 'মহেন্দ্রের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারে অভিমানিনী মাতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৬ *বিণ* নতুন। 'অভূতপূর্ব কোনো-একটা কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৭ *বিণ* নজিরবিহীন। 'হৈমই এরূপ অভূতপূর্ব স্পর্ধায় আমাকে প্রবর্তিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৮ *বিণ* অসাধারণ। 'তুরস্কের যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হয়েছে সে কথা বললেই সব বলা হলো না।' *সওগাত*, ১৯৩৩। ৯ *বিণ* বিরল। 'অভূতপূর্ব প্রেরণা।' *উমর*, ১৯৬৮।

অভূষিত [স] *বিণ* ভূষণহীন। 'যদি অভূষিত ধূলিমলিন শিশুটিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অভেজাল [অ+ভেজাল] *বিণ* প্রকৃত। 'জেরুজালেমের অভেজাল ঐতিহাসিক মূল্যও আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

অভেদ [স] *বিণ* অভিন্ন। 'নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদশরীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অভেদবর্ণ [স] *বি* মৌলিক বর্ণ। 'ভেদবর্ণ সুবন্ত অভেদবর্ণ পড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অভেদাঙ্গ [স] *বিণ* অভিন্ন শরীরবিশিষ্ট। 'অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারম্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অভেদাত্মা [স] *বিণ* একাত্ম। 'সেখানে সূর্য আর সূর্যমণি ফুলে অভেদাত্মা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অভেদ্য [স] ১ *বিণ* ভেদ করা যায় না এমন। 'অভেদ্য কিনিল বর্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অবিচ্ছিন্ন। 'রাজ্যের মন্ত্রিপুত্রের অভেদ্য প্রণয় ছিল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অভোজ্যান্ন [স] *বি* অখাদ্য খাবার। 'অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অভৌতিক [স] *বিণ* অলৌকিক। 'জলধারায় এমন অভৌতিক জাদুশক্তির সঞ্চার হয় যাতে স্নানকারীর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অভ্যগ্র [স] *বিণ* নিকটস্থ। 'হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অভ্যঙ্গ মর্দন, অভ্যঙ্গ মর্দ্দন [স] *বি* তেলজাতীয় পদার্থ দ্বারা অঙ্গমর্দন। 'স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দ্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অভ্যন্তর [স] *বি* ভিতর। 'অভ্যন্তরে গিয়া তবে দেব শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অভ্যন্তরপ্রদেশ [স] *বি* তলদেশ। 'সমুদ্রজলের উপরিভাগ ও অভ্যন্তরপ্রদেশ দিয়া গমনাগমনকারী বহুবিধ জলযান পরিচালিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অভ্যন্তরভাগ [স] *বি* মধ্যবর্তী অঞ্চল। 'ভারতীয় এলাকার অভ্যন্তরভাগেই তাহাদের যুদ্ধ চলিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

অভ্যন্তরীণ [স] *বিণ* ভিতরের। 'আফগানপতি স্বীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উন্নতির কার্য্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

অভ্যবহার [স] *বি* ভোজন; আহার। '... দৌহিত্রমুখ নিরীক্ষণের পূর্ব্বে জামাতৃগৃহে অভ্যবহারেও বিমুখ থাকেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অভ্যর্থন [স] *বি* সাদরে আহ্বান। 'রিক্ত করে শূন্য ঘরে করো অভ্যর্থন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

অভ্যর্থনা [স] ১ *বি* সাদরে আহ্বান। 'অভ্যর্থনা করিয়া বাবুকে নিয়মিত সিংহাসনরূপ মছলন্দী মসনদে বসাইলে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সমাদর। 'পানওয়ালী মোগলের অভ্যর্থনা জন্য তাহা সজ্জিতকরণে প্রস্তুত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বি* স্বাগত সম্ভাষণ। 'স্নিগ্ধ হাসে আমাকে করিল অভ্যর্থনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৪ *বি* সাজসজ্জা। 'ফুলের ভাষায় করি তার অভ্যর্থনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৫ *বি* শুভেচ্ছা। 'অজানার অভ্যর্থনা নিয়ে আসে ঘরের দুয়ারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ৬ *বি* সংবর্ধনা। 'টাকা পয়সা অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদিকার নিকট পাঠাইতে হইবে।' *বেগম*, ১৯৪৯। ৭ *বি* আচরণ। 'মেয়েরা পরিবারের বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করতো।' *বেগম*, ১৯৬৮।

অভ্যর্থনা কমিটি [স+ই] *বি* সংবর্ধনা দেওয়ার জন্যে গঠিত কমিটি। 'টাকাপয়সা অভ্যর্থনা সম্পাদিকার নিকট পাঠাইতে হইবে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

অভ্যর্থনাসজ্জা [স] *বি* সংবর্ধনা দেওয়ার সাজ। 'বৎসরের পর বৎসর অভ্যর্থনাসজ্জা সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

অভ্যর্থিত [স] *বিণ* অভ্যর্থনা করা হয়েছে এমন। 'সহস্র মুসলমান কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া।' *প্রচারক*, ১৯০৬; 'রবীন্দ্রনাথকে পারস্যবাসী কর্তৃক অভ্যর্থিত হইতে দেখিয়া ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

অভ্যস্ত [স] ১ *বিণ* নিত্য ব্যবহৃত। 'অভ্যস্ত নানা আয়ুধের অনুশীলন করিয়া মল্লশালাতে ব্যায়াম করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* সহনীয়। 'সকল ক্লেশের ন্যায় শোকও অভ্যস্ত হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* আয়ত্ত। 'কৌশলটি অভ্যস্ত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'বেহারাদের সংসর্গে যেটুকু হিন্দী অভ্যস্ত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৪ *বিণ* চিরাচরিত। 'শুচিতা কেবল চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'প্রত্যহের অভ্যস্ত কথার মূল্য যায় ঘুচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৫ *বিণ* স্বচ্ছন্দ। 'ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৬ *বিণ* পরিচিত। 'এই রসের অভ্যস্ত নেশার জন্যেও সেইরকম নানা প্রকার আয়োজন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৭ *বিণ* প্রচলিত। 'প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অভ্যাগত [স] ১ *বি* অতিথি। 'প্রভু বোলে আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* আগন্তুক। 'অতীত অভ্যাগত লোকেরদেরও উত্তরণের স্থান।' *রামরাম*, ১৮০১।

অভ্যাগতজন [স] *বি* অতিথি। 'অভ্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অভ্যাগতা [স] *বি স্ত্রী* অতিথি। 'অভ্যাগতাদের জন্য সেমাইসহ জলযোগের সুব্যবস্থা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

অভ্যাগম [স] *বি* আগমন। 'বসন্তের প্রথম অভ্যাগমে যখন বনভূমিতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অভ্যাস [স] ১ *বি* অনুশীলন। 'কাব্যপ্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* জ্ঞান। 'কিতাব কোরানে কিছু আছেত অভ্যাস।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বি* নিত্য আচরণজাত স্বভাব। 'আরবের অভ্যাস হাঁটিতে দুই কর মুষ্ট বান্ধিয়া রাখে পৃষ্ঠের উপর।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* শিক্ষা। 'আমি লাটিন অভ্যাস করিলাম তিন বৎসর।' *কেরী*, ১৮০১।

অভ্যাসক্ষেত্র [স] *বি* মহড়া। 'হার মানিয়া অভ্যাসক্ষেত্রে ললিতাকে বাদ দিয়াই কাজ চালাইতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অভ্যাসগত [স] *বিণ* অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত। 'তৎকারণ পরিশ্রমে

অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অভ্যাসদোষ [স] *বি* স্বভাবগত দোষ। 'ওটাই আমি অভ্যাসদোষ বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অভ্যাসপরতা [স] *বি* প্রতিদিনকার আচরণজাত স্বভাব। 'সেই অন্তঃকরণের কাছে তার পুরো দাবি, জড় অভ্যাসপরতার কাছে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অভ্যাস পাকা *ক্রি* অভ্যাস আয়ত্ত হওয়া। 'তাঁহাদের অনুরোধের উত্তরে ''না'' বলিবার অভ্যাস এখনো পাকে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অভ্যাসবশত, অভ্যাসবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* স্বভাববশত। 'অভ্যাস-বশত সামান্যকে আমরা তুচ্ছ বলিয়াই জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'আমি অভ্যাসবশতঃ কেবলি আলোর কথা বলে ফেলি।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

অভ্যাসবিরুদ্ধ [স] *বিণ* স্বভাবের প্রতিকূল। 'বুদ্ধির ভাষা মান্য করা যদি বহুদিন থেকে দেশের অভ্যাসবিরুদ্ধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অভ্যাসমতো [স] ১ *ক্রিবিণ* চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী। 'বালির লোকেরা অভ্যাসমতো যেসব পূজানুষ্ঠান করে তার মানে তারা কিছুই বোঝে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *ক্রিবিণ* অভ্যাসবশত। 'বরাবরকার অভ্যাসমতো শোবার ঘরের কেদারায় গিয়ে বসলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অভ্যাসরচিত [স] *বিণ* চর্চা দ্বারা সৃষ্ট। 'প্রত্যেক পথই যে আমার অভ্যাসরচিত পথ তা না হতেও পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অভ্যাসশূন্য [স] *বিণ* অভ্যাস নেই এমন। 'অভ্যাসশূন্য ব্যক্তি যেমন পলাণ্ডু ভোজনে বিরক্ত ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অভ্যাসা [স অভ্যাস>] *ক্রি* চর্চা করা। 'নানা বিদ্যা অভ্যাসিল মন্ত্রের প্রধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অভ্যাসাশ্রয়িতা [স অভ্যাস+স আশ্রয়িতা] *বি* অভ্যাস নির্ভরতা। '...উৎকর্ষের মহৎ আকাঙ্ক্ষা যাকে কখনও তামসিক অভ্যাসাশ্রয়িতায় নামতে দেয় না।' *শিব*, ১৯৬০।

অভ্যাসাশ্রয়ী [স অভ্যাস+স আশ্রয়ী] *বিণ* অভ্যাসনির্ভর। 'তাঁর রচনায় কাজকর্মে রক্ষণশীল জাত্যাভিমান এবং অভ্যাসাশ্রয়ী ধর্মসংস্কারের মনোভাব... চোখে পড়ে।' *শিব*, ১৯৫০।

অভ্যাসিক [স] *বিণ* অভ্যাসগত। 'নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাসিক যৌথ জতুঘরে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

অভ্যুক্ষণ [স] *বি* সেচন। 'গঙ্গা জলের অভ্যুক্ষণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অভ্যুত্থান [স] ১ *বি* সম্মানার্থে আসন থেকে ওঠা। 'ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* বিদ্রোহ। 'যদি একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৩ *বি* জাগরণ। 'যদি সামান্য অন্তরায়গুলি নষ্ট করিয়া ভাষা ও সাহিত্যসূত্রে বাঙালির সহিত মিশিতে পারে, তবে বাঙালি জাতির অভ্যুত্থান আশাজনক হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* উত্তরোত্তর উন্নতি। 'অমলের যখন অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল তখন মন্দার একটু চমক লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৫ *বি* আবির্ভাব। 'ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অভ্যুত্থানকারী [স] *বি* বিদ্রোহী। 'এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিল অভ্যুত্থানকারীরা তিনবছর বাদে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

অভ্যুত্থিত [স] *বিণ* অভ্যুত্থান করানো হয়েছে এমন। 'প্রজাদিগকে রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থিত করিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অভ্যুৎপাত [স] *বি* দুর্বিপাক। 'আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বুদ্ধি মানতে চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অভ্যুদয় [স] ১ *বি* আবির্ভাব। 'পশ্চিমদিক হইতে এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হইল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* উদয়। 'রাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৩ *বি* বিকাশ। 'ইউরোপে অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ৪ *বি* উত্থান। 'কন্সার্ভেটিব গবর্মেন্ট গিয়া লিবারেল গবর্মেন্টের অভ্যুদয় হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অভ্যুদয়শালী [স] *বিণ* উন্নত। 'অনেক অভ্যুদয়শালী মহাজাতির পতন হয়েছে অহংকারে অন্ধ হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অভ্যুদিত [স] *বিণ* উত্থিত। 'অবরোহী সন্ধ্যার শিশিরে অনুপূর্ব অভ্যুদিত মানুষের চিত্তের প্রসাদ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

অভ্যুদ্যত [স] *বিণ* অভিমুখে উদ্যত। 'নৃপতি যখন আত্মকর্ত্তব্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি বিধানে অভ্যুদ্যত কিন্তু শারীরিক ব্যাপার বিরহিত ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অভ্যেস [স অভ্যাস] *বি* চর্চা। 'কাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যেসে দুরস্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অভ্র [স] ১ *বি* সাদা রঙের খনিজ পদার্থবিশেষ; মাইকা। 'মধ্যে মধ্যে অভ্র পাঁতি জিনিয়া দর্পণ জ্যোতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* মেঘ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অভ্র-আবিরি [স অভ্র+আ আবীর>] *বিণ* আবিরে রাঙানো। 'জ্বলিয়া উঠিল অভ্র-আবিরি ফাগুয়ায় হোমশিখা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অভ্রংলিহ [স] *বিণ* গগনস্পর্শী। 'মানুষের প্রগল্‌ভতা ডুবায় চকিতে অভ্রংলিহ পরাক্রমে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

অভ্রচিকণ [স অভ্র+স চিক্কণ] *বিণ* অভ্রের মতো উজ্জ্বল। 'অভ্র-চিকণ টিকলি জলের ঝলমলিয়ে যায় বাতাসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

অভ্রচুম্বিত [স] *বিণ* মেঘচুম্বিত। 'অভ্রচুম্বিত আলোকমালার প্রাসাদ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

অভ্রবিজ্ঞান [স] *বি* মেঘ সংক্রান্ত বিদ্যা। 'অভ্রবিজ্ঞানের পুঁথিতে আবর্ত সংবর্ত ইত্যাদি নামরূপ দিয়ে মেঘগুলো ধরা হয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

অভ্রভেদ [স] *বি* আকাশভেদ। 'একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

অভ্রভেদী [স] ১ *বিণ* আকাশচুম্বী। 'উপাদি অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে ঝড়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বিণ* বিশাল। 'অভ্রভেদী মানবহৃদয়ের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বিণ* অসীম। 'তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৪ *বিণ* আকাশের মতো সুউচ্চ। 'নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৫ *বিণ* আকাশজোড়া। 'হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত তরঙ্গিয়া চলিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অভ্রান্ত [স] ১ *বিণ* নির্ভুল। 'ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* সঠিক। 'পশ্চিমের শিক্ষা ভ্রান্ত শিক্ষা, মনু অভ্রান্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বিণ* নিরাসক্ত। 'এ বিষয়ে অভ্রান্ত বিচার করা আমার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভ্রান্তরূপে *ক্রিবিণ* নির্ভুলভাবে। 'ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যেমন স্বভাষা অভ্রান্তরূপে সংগ্রহপূর্ব্বক লেখেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অভ্রান্তিকতা [স] *বি* নির্ভুলতা। 'গুরুবাক্যের অভ্রান্তিকতার উপরে স্বাধীন বুদ্ধি জয়লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অমঙ্গল [স] **১** *বি* বিপদ। 'যত অমঙ্গল সকল যাউক দূরে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* অকল্যাণ। 'কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* অনিষ্ট। 'ইহা ভাবিয়া কেহ কেহ পিতা মাতারও অমঙ্গল ইচ্ছা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বিণ* অশুভ। 'অদিন ও অক্ষণে যাত্রা করিলে রোগাদি অমঙ্গল ঘটনা, ও দেবতা বিশেষের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বি* অনিষ্টপাত। 'ঈশ্বরের যে বিষয়ক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে তদ্দ্বারা সেই বিষয় ঘটিত অমঙ্গল হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩। **৬** *বিণ* অমঙ্গলসূচক। 'অমঙ্গল কাক যেথা ডাকে অবিরাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৭** *বিণ* মন্দ। 'অমঙ্গল ও মঙ্গলকে, শয়তান ও ঈশ্বরকে দুই বিপরীত শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অমঙ্গলকর [স] *বিণ* অকল্যাণকর। 'ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্ত্তব্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অমঙ্গলজনক [স] *বিণ* অশুভ। 'ধূমকেতু বাস্তবিকই অলক্ষুণে বা অমঙ্গলজনক।' *নজরুল*, ১৯২২।

অমঙ্গলবিশিষ্ট [স] *বিণ* অকল্যাণজনক। 'যে স্থানে কলের দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় সেই২ দেশ পশ্চাৎ অবশ্যই অমঙ্গলবিশিষ্ট হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অমঙ্গলময়ী [স] *বি স্ত্রী* অমঙ্গল করে যে। 'ভস্ম করে দেবে ওই অশুচি, অমঙ্গলময়ীকে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

অমঙ্গলসূচক [স] *বিণ* অকল্যাণ বয়ে আনে এমন। 'তাঁর ওই ঢেঁকি অমঙ্গলসূচক ছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অমঙ্গুলে [স অমঙ্গল>] *বিণ* অলক্ষুণে। 'এ বেটা অমঙ্গুলে, যোগভঙ্গের অনুসন্ধান করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অমজবুত [অ+আ মজবুত] *বিণ* মজবুত নয় এমন। 'ক্ষেমঙ্করীর দেহ-গ্রন্থিগুলি কেমন যেন অমজবুত ধরনের।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অমণ [স মন>] *বিণ* অন্যমনস্ক। 'গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধাণ।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

অমত [স] **১** *বি* অসম্মতি। 'এরিয়ানার প্রস্তাবে অমত ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বি* আপত্তি। 'হিতবাদমতে অমত করি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* অপছন্দ। 'তোমাদের যদি এতে এতই অমত হয় তা হলে অন্য জায়গাতেই বাড়ি ভাড়া করতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অমত্ত [স] *বিণ* স্থির; অচঞ্চল। 'চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অমধুর [স] **১** *বিণ* একঘেয়ে। 'সারা দিনমান শুনি ওই সুর লাগে না যেন গো কভু অমধুর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* রূঢ়। 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে আসবে অমধুর ভাষায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অমন *বিণ* অতোটা। 'বাদসাহের নিকট অমন পরিচিত নহেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

অমনতরো, অমনতর **১** *বিণ* ঠিক ওই রকম। 'তুমি অমনতরো দুপুরবেলা আকাশের দিকে গদ্‌গদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বিণ* ও রকম। 'অমনতরো নাম তো শুনিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'অমনতর রূপলোক ফুটিয়া উঠে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অমনযোগী [স অমনোযোগী] *বিণ* মনোযোগী নয় এরূপ। 'তাঁহার পিতৃব্য, তাঁহাকে অলস ও অমনযোগী স্থির করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। *দ্র* **অমনোযোগী**

অমনস্ক [স] *বিণ* আন্তরিকতাহীন। 'অমনস্ক যান্ত্রিক বাহ্যিক আচারের বিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অমনস্যত্ত [স অমনুষ্যত্ব] *বিণ* অমানবিক। 'অমনস্যত্ত কৃয়ার বারণ।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

অমনি **১** *ক্রিবিণ* তখনই। 'ধমকে অমনি ভূত ভাগে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'অমনি ৩/৪ হাজার লোক তাহাদিগের অনুগত হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩। **২** *ক্রিবিণ* অমন। 'গোড়াসুদ্ধ উপাড়ে অমনি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *ক্রিবিণ* সে রকমই। 'তারার বাঁশ দেওয়ালের গায়ে অমনি লাগান আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৪** *ক্রিবিণ* কোনো প্রয়াস ছাড়া। 'হাতের কাছে অমনি এল, অমনি যাবে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৫** *ক্রিবিণ* এমনিতেই। 'পুসিদার ভেদ জানতে পারলে/ নবুয়ত তার অমনি মেলে।' *লালন*, ১৮৯০।

অমনি অমনি *ক্রিবিণ* কোনোভাবে। 'তোমরা তাকে অমনি অমনি বিদায় করে দিতে পার নি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অমনিবাস, অম্নিবাস [ই] **১** *বি* বড়ো মোটরবাস। 'মোটর-রথ, মোটর-বিশ্বম্বহ (অম্নিবাস), মোটর-মালগাড়ি লণ্ডনের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'অভিসারে যেতে হয় পটলডাঙার অমনিবাসে চড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* বৃহদায়তন গ্রন্থসংকলন। 'কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ যার মালেক নয় এমন একটা রচনা পেলেই সেটাকে অম্নিবাস গাড়ি করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অমনুষ্যত্ব [স] *বিণ* মনুষ্যত্বহীনতা। 'তাঁহার মর্ম্ম বেদনা প্রদান করা নিতান্ত অমনুষ্যত্ব।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

অমনোনিবেশ [স] *বি* উদাসীনতা। 'পুরুষনারী হারিয়ে গেছে শস্প নদীর অমনোনিবেশে।' *জীবন*, ১৯৪০।

অমনোনীতা [স] *বি স্ত্রী* অনির্বাচিত যে। 'তুমি মনোনীতাই হয়েছ, অমনোনীতাদের দলে পড়নি?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

অমনোমত [স] *বিণ* মনের মতো নয় এমন। 'রেফারি যদি একটা অমনোমত রায় দেয় অমনি আবার উচ্চঘোষ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অমনোযোগ [স] *বি* মনোযোগের অভাব। 'যাহা মহৎ ব্যক্তির কর্ত্তব্য তাহা কেবল অমনোযোগ মাত্র।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অমনোযোগিতা [স] *বি* যত্নের অভাব। 'ইহা তো কেবল অমনোযোগিতা, কিন্তু গার্ডেরা ইহা অপেক্ষাও অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অমনোযোগিতাময় [স] *বিণ* অনবধানতাপূর্ণ। 'সকল মুহূর্তে এক অমনোযোগিতাময় সিঁড়ি আমারে উদ্ধার দিতে বারংবার কাছে এসেছিলো।' *শক্তি*, ১৯৭০।

অমনোযোগী [স] **১** *বিণ* অনাগ্রহী। 'বিষয় কর্ম্ম আর অন্য প্রকরণে সুপ্তি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বিণ* অযত্নবান। 'তাহার প্রতি আর অমনোযোগী না হইয়া ... বিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য করুন।' *সুলভ*, ১৮৭১। **৩** *বিণ* অন্যমনস্ক। 'স্কুলে এতবড় নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৪** *বিণ* উদাসীন। 'কাজকর্মের অবকাশকালে ... প্রণয়চর্চায় অমনোযোগী ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৫** *বিণ* অসহানুভূতিশীল। 'রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অমন্ত্র [স] *বিণ* মন্ত্রপাঠহীন। 'যিনি অমন্ত্র ও সমন্ত্র শরপ্রয়োগ করিতে সমর্থ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অমন্দ্র [স] *বিণ* অগম্ভীর। 'অমন্দ্র শঙ্খধ্বনিতে বাণী এল – প্রস্তুত হও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অময়াসন [স অমায়া+আসন] *বি* অকপট যোগ (যম আসন)। 'জপিলে অময়াসন আর প্রনামে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অমর [স] ১ *বি* অমরত্ব। 'জে বর মাগহ সবে অমর এড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* মৃত্যুহীন; চিরজীবী। 'বিষ হয় জীর্ণ দেহ হয়ত অমর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কেহই অমর নহে, সকলকেই মরিতে হইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বিণ* অসীম। 'অমর সাহসে সবে শূর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *বিণ* চিরস্মরণীয়। 'অমরকীর্ত্তি পাণ্ডুপুত্র ও যুদ্ধদুর্মদ রাজপুত্রদিগের নামোচ্চারণ মাত্র ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *বিণ* সর্বকালীন। 'অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অমর লেখকগণ উদিত হইতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৬ *বি* দেবতা। 'অমরবৃন্দ যার ভুজবলে কাতর।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৭ *বিণ* জীবন্ত। 'মরার পরে চাইরে ওরে অমর হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৮ *বিণ* উজ্জীবিত। 'অমর হব আঁখির তব সুধার স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অমরকারিণী [স] *বি স্ত্রী* অমর করে যে। 'অমর করিলা তোমা অমরকারিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অমরকীর্তি, অমরকীর্ত্তি [স] *বিণ* চিরঞ্জীব। 'অমরকীর্ত্তি পাণ্ডুপুত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ রাজপুত্রদিগের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অমরকোষ [স] *বি* অমরসিংহ প্রণীত সংস্কৃত শব্দকোষ। 'ইংরেজী সমেত অমরকোষ ছাপা হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অমরতা [স] ১ *বি* অবিনশ্বরতা। 'হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ২ *বি* চিরকালের স্মরণযোগ্যতা। 'গানের সুরের দ্বারা তুচ্ছ কথাগুলো যেমন অমরতা প্রাপ্ত হয়' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অমরতালোক [স] *বি* মৃত্যুহীনতার জগৎ। 'মরণের অমরতালোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অমরত্ব [স] ১ *বি* অমরতা। 'স্বকীয় পুণ্যবলে শ্রীবৃদ্ধি পাইয়া অমরত্ব-পদ প্রাপ্ত হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* স্থায়িত্ব। 'তুমি আমার নামকে যে অমরত্ব দিয়াছ, তাহাতে যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এমন আর কিছুতে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বি* মৃত্যুহীনতা। 'অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অমরত্বলাভ [স] *বি* চিরস্মরণীয় হওয়া। 'সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের দুর্বল কামনা বা অমরত্বলাভের বাসনা থেকে তাঁর কর্মে প্রবৃত্তি জন্মেনি।' *শরীফ*, ১৯৭০।

অমরপুর [স] *বি* স্বর্গ। 'অমরপুরত নাহি হএ হেন রামা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অমরপুরী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গ। 'দেবতারা অমরপুরীতে স্ফূর্তিতে বাস করেন।' *প্রমথ*, ১৯০২।

অমরফল [স] *বি* অমরত্ব লাভ হয় যে ফল খেলে। 'তিনি, আপন উপাস্য দেবতার নিকট বরস্বরূপ এক অমরফল পাইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অমরবাঞ্ছিত [স] *বিণ* অমরত্বের কামনাযুক্ত। 'অমরবাঞ্ছিত এই সুন্দরী-নগরী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অমরবাণী [স] *বি* চিরন্তন বা শাশ্বত বাণী। 'সাধকের অমরবাণী-ধারা প্রবাহিত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অমরলোক [স] *বি* স্বর্গ। 'তেজিলে অমরলোক মাতা তোমার করে শোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অমরসুন্দর [স] *বিণ* চিরসুন্দর। 'একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অমরী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* কখনো মৃত্যু হয় না এমন। 'যথা অমরী ব্রততী, অমর সুতরুকুল।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* দেবী। 'হে অমরী অমর করিয়া দাও মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অমরখ [স অমর্ষ] *বি* ক্রোধ। 'সুপুরুস বচন সবহুঁ বিধি ফ্দুর। অমরখে বিমরখ ন করিঅ দূর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অমরা [স] *বি* স্বর্গ; অমরাবতী। 'মনোভব মনোরম অমরা নগর সম সাধু সৎ অনেক নিবাস।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অমরাপুরি [স অমরাপুরী, সম্বোধনে ই-কার] *বি* স্বর্গলোক। 'রে অমরাপুরি, কনক-নগরি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অমরাপুরী [স] *বি* স্বর্গলোক। 'কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অমরাবতী [স] ১ *বি* স্বর্গলোক। 'অমরাবতীর তুল্য মনোহর স্থান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* জগৎ। 'ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী– আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বি* সুখ। 'অন্তরের মাঝে আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৪ *বি* সভা। 'নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে তোমার অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে মুক্তদ্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অমরারি [স অমরা+স অরি] *বি* স্বর্গের শত্রু; অসুর। 'তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অমর্ত[১] [স অমৃত] *বিণ* সুধাময়। 'অমর্ত গুটিকা দিলা জোড়া নারিকল।' *রামাই*, ১৭১০।

অমর্ত[২]**, অমর্ত্য** [স] ১ *বিণ* অপার্থিব। 'মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বি* স্বর্গ। 'কোন পথে নিয়ে যাবে টানি/ অমর্ত্যের আলোক সন্ধানী।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। ৩ *বিণ* অবিনাশী। 'সব স্মৃতি সেই প্রাণে বুঝি মুছে যায় যে-প্রাণ হারায় সেই অমর্ত্য গানে।' *নীরেন*, ১৯৫১।

অমর্তলোক [স] *বি* পরলোক। 'অমর্তলোকের বিশ্বাসে, অমৃত-তত্ত্বের সাধনায় অপ্রামাণ্য সত্তায় যে জীবন কাটে ...।' *রমেন*, ১৯৭০।

অমর্দিত, অমর্দ্দিত [স] *বিণ* মাড়াই করা হয়নি এমন। 'ইত্যবসরে শৃগাল অমর্দ্দিত শুষ্ক শস্যস্তূপে ... লুক্কাইত হইয়া থাকিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

অমর্যাদা, অমর্য্যাদা [স] ১ *বি* অবজ্ঞা। 'তাহা যদি না মানেন তবে আমার যথেষ্ট অমর্য্যাদা।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* অসম্মান। 'ভালো জিনিসের অমর্যাদা করা হয়।' *রবীন্দ্র* ১৯০৮।

অমর্যাদাপন্ন, অমর্য্যাদাপন্ন [স] *বিণ* অসম্মানজনক। 'আপন লাভের নিমিত্ত অমর্য্যাদাপন্ন করে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

অমর্ষ [স] *বি* ক্রোধ। 'কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অমল [স] ১ *বিণ* পরিষ্কার। 'প্রসাদ বলে আমার হৃদয় অমল কমল সাঁচ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* বিশুদ্ধ। 'তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* প্রশান্ত। 'নেই যে কোথাও সান্ত্বনার অমল উদ্যান।' *শামসুর*, ১৯৭২।

অমল-ছবি [স] *বি* শুভ্রমূর্তি। 'হেথায় সাড়া পেল বাহির হল অমল-ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অমলধারা [স] *বিণ* নির্মল প্রবাহবিশিষ্ট। 'অমলধারা ঝরনা যেমন স্বচ্ছ তোমার প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অমলবরণী [স অমলবর্ণ>] *বিণ স্ত্রী* ফরসা রঙবিশিষ্ট। 'অমলবরণী নবনীত জিনি – জিনি বরফের গুঁড়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

অমলশুভ্র [স] *বিণ* ধবধবে সাদা। 'অমলশুভ্র শাড়িটি মাথার উপর টেনে দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অমলশ্বেতকান্তি [স] *বিণ* সম্পূর্ণ সাদা রঙের। 'দুই অমলশ্বেতকান্তি বলদ ঐ শকট বহন করিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অমলা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* অমলিন। 'অমলা কমল হৈল পদ্মা করিবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ স্ত্রী* নির্মল। 'অমলা পদ্মাবতী লইআ তুরা গতি।' *রামাই*, ১৭১০।

অমলকি, অমলখি [স আমলকী] *বি* আমলকী। 'তুলসি মালতি জাতি অমলকী কুন্দ জুতি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'লয়্যা তৈল অমলখি স্নান কর গিআ নদীজলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অমলতা [স] *বি* শুভ্রতা। 'সেই মল্লিকার অমলতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অমলা *দ্র* **অমল**

অমলিন [স] *বিণ* নিষ্কলঙ্ক। 'দশ দিকে দেও মন যথা পাও অমলিন কুল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অমলিনা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* নিষ্কলঙ্ক। 'সে সম্পদ থাক অমলিনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ স্ত্রী* অম্লান। 'গরবিনী, তাই সেই শক্তি গেছে ঘুচি আপনার অন্তরে রহিতে অমলিনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অমলিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিষ্কলঙ্ক। 'অমলিনী নারী, গ্রাসে করী ধরি নিয়ত নেহারে মন।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

অমলেট [ই] *বি* ডিম ভাজা। 'চায়ের সঙ্গে রুটিটোস্ট, অমলেট ... খাইতে কথাটা পাড়লে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অমহিমা [স] ১ *বি* অখ্যাতি। 'ঘরে অকুমারী কন্যা বড় অমহিমা।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* অসম্মান। 'এমত কথাএ অমহিমা পরমেশ্বরের।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অমা [স] ১ *বি* অমাবস্যা। 'ভেদি অমা নিশীথের গাঢ় অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* রাত্রি। 'নিবিড় অমা-তিমির হতে দোল লেগেছে এবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অমাতট [স] *বি* অমাবস্যার অন্ধকার। 'দীপহীন অমাতটে নাচে একা প্রাণ-খদ্যোতিকা!' *জীবন*, ১৯৩০।

অমানিশা [স] *বি* অমাবস্যার রাত। 'একের পৌর্ণমাসীরজনী, অন্যের ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমানিশা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অমানিশি [স] *বি* অমাবস্যার অন্ধকার। 'সম্মুখেতে চির অমানিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অমানিশীথ [স] *বি* অমাবস্যার রাত্রি। 'অমানিশীথের বার্তা আনিছে বহিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অমাবিভাবরী [স] *বি* অমাবস্যার রাত। 'আমি অমাবিভাবরী আলোকহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অমা-ভরা [স অমা+ভরা] *বিণ* অন্ধকারপূর্ণ। 'মৃত্যুর অমা-ভরা শত শত কৃষ্ণ পতাকা।' *নজরুল*, ১৯২২।

অমামঃ [স] *বিণ* অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'ভারতের অমাময় স্পন্দহীন বিহ্বল শ্মশানে।' *জীবন*, ১৯২৭।

অমাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অমাবস্যায় আচ্ছন্ন। 'অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়।' *জীবন*, ১৯৪০।

অমামেঘ [স] *বি* অমাবস্যার রাতের মতো অন্ধকার মেঘ। 'আমার নিদাঘদাহে অমামেঘের নীল অমিয়া ঢালো।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অমাযামিনী [স] *বি* অমাবস্যা রাত্রি। 'অরুণে জাগায় অমাযামিনীর কোলে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অমারজনী [স] *বি* অমাবস্যার রাত। 'অমারজনীর মদিরায় নেই নীড়-আকাশ।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

অমারাত [স অমারাত্রি] *বি* অন্ধকার রাত। 'পুচ্ছে পুচ্ছে খুঁজব না অমারাতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অমারাতি [স অমারাত্রি] *বি* অমাবস্যার রাত। 'সূর্য যেন গো দেখিয়াছে – তার পিছনের অমারাতি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অমারাত্রি [স] *বি* অমাবস্যার রাত্রি। 'আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অমাকা *বিণ* অত্যাচারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অমাতৃভাষা [স] *বি* ভিন্নজাতির ভাষা। 'অমাতৃভাষা উর্দ্দু আমদানী করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

অমাত্য [স] ১ *বি* পারিষদ। 'ভৃত্য অমাত্য সম্বাষিয়া আনন্দ পুরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সহচর। 'ঐ স্থানে সৈন্য ও সামন্ত ও অমাত্য ও ভৃত্য ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* মন্ত্রী। 'নৃপতি আপন এক অমাত্যকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অমাত্য-প্রধান [স] *বি* প্রধানমন্ত্রী। 'যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অমাত্যসুত [স] *বি* মন্ত্রীপুত্র। 'তাহান অমাত্যসুত মুই সে পামর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অমান *বি* কৃতঘ্নতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অমানবিক [স] ১ *বিণ* মানুষের জন্যে অনুকূল নয় এমন। 'বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ২ *বিণ* মানুষের জন্য স্বাভাবিক নয় এমন। 'রাগের কারণ থাকলে রাগ না করাটা অমানবিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৩ *বিণ* অমানুষিক। 'অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অমানবিকতা [স] *বি* মনুষ্যত্বহীনতা। 'চারি দিকে থেকে থেকে মানব ও অমানবিকতা।' *জীবন*, ১৯৪০।

অমানান [অ+ফা মানান্দ] *বি* পার্থক্য। 'প্রচলিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে যাদের অমানান বিস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অমানুষ [স] ১ *বিণ* মনুষ্যত্বহীন। 'অমানুষ সন্তানের জন্য দেশত্যাগী!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* খারাপ মানুষ। 'এতবড়ো অমানুষ আমি নই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৩ *বিণ* মনুষ্যেতর। 'মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৪ *বিণ* বর্বর। 'একদিন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অমানুষতা [স] *বি* পাশবিকতা। 'নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অমানুষি [অ+স মানুষ>] ১ *বিণ* অমানুষিক। 'যত অমানুষি কর্ম নিরবধি করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অসামান্য। 'দেখি অতি অমানুষি বিবাহসম্ভার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অমানুষিক [স] ১ *বিণ* অসহ্য। 'হতভাগ্য মরণ-যন্ত্রণায় অমানুষিক কাতরস্বরে শব্দ করিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮। ২ *বিণ* অমানবিক। 'যদিও আমি প্রভু হোসেনের সহিত অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বিণ* অলৌকিক। 'অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ *বিণ* পাশবিক। 'তাঁদের যে একটা অমানুষিক শক্তিই রয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অমানুষিকতা [স] ১ *বি* অমানবিক আচরণ। 'নিজ পুত্রদিগের অমানুষিকতায় গাত্রস্থিত অলঙ্কারগুলি পরায়ত্ত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* নিষ্ঠুরতা। 'এমন জনকে রিক্তহস্তে বিদায় করা অমানুষিকতা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

অমানুষী [স] *বিণ* মনুষ্যত্বহীন। 'বর্তমান যুদ্ধ নিতান্ত অমানুষী ব্যাপার।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অমান্য [স] ১ *বিণ* পূজনীয় নয় এমন। 'আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অবাধ্য। 'সেই দাঁত অমান্য হইল যে অহার কারণ এক গ্রাসও চাবাইব না।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* উপেক্ষা। 'সব ঠাঁই আদর অমান্য নাই কভু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৪ *বি* অবজ্ঞা। 'তাকে অমান্য করা দীনতা এ কথা জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অমান্যকারী [স] *বিণ* লঙ্ঘনকারী। 'আইন-অমান্যকারীর দল যতদিন থাকবে।' *শরিয়ত*, ১৯৩৩।

অমান্যি [স অমান্য] *বি* অসম্মান। 'এঁচড়ে পাকা ছেলের মত একটু ঠাট্টা-অমান্যির হাসি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অমাবস্যা, অমাবশ্যা [স] *বি* চান্দ্রমাসের যে তিথিতে রাতে চাঁদ সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে। 'চতুর্দশী অমাবস্যা হৈল।' *সুলতান*, ১৭০০; *বিণ* 'অমাবশ্যা রাত হৈল জানিবে অধিক।' *গরীব*, ১৭৬৫।

অমায়া [স] *বি* কাতরতা প্রকাশ। 'এতরূপে লাউসেন করেন অমায়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অমায়ায়ে *ক্রিবিণ* সরলভাবে। 'সেই দিন অমায়ায়ে কহিলেন কথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অমায়িক [স] ১ *বিণ* সরল। 'অমায়িক স্বভাব, অমায়িক মুখশ্রী মিসেস ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* নিরহঙ্কার। 'বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত, অমায়িক, পরোপকারী ... দেখিতে পাওয়া যায় না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* ভদ্র ও আন্তরিকতাপূর্ণ। 'আহা, কী অমায়িক প্রকৃতি!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বিণ* চোখজুড়ানো। 'শিশিরে উজ্জ্বল কোনো অমায়িক পাখির মতন আমি আসি।' *জীবন*, ১৯৩০। ৫ *বিণ* মমতাময়ী। 'অমায়িক দেবী যেন এক।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

অমায়িকভাবে [স] *ক্রিবিণ* অকপটভাবে। 'অমায়িকভাবে তিনি হাসেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অমায়িকতা [স] ১ *বি* ভদ্রতা। 'এই কি অমায়িকতা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বি* মধুর ব্যবহার। 'স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদগুণ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১ । ৩ *বি* অনুকূল অবস্থা। 'এ ঘরের আবহাওয়ার অমায়িকতা যেন নিশ্বাসে গ্রহণ করা যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অমারজনী *দ্র* অমা

অমার্জনীয়, অমার্জ্জনীয় [স] *বিণ* ক্ষমার অযোগ্য। 'শব্দের কোনোরূপ অসংগত প্রয়োগ সেকালে অমার্জনীয় দোষ বলে গণ্য হত।' *প্রমথ*, ১৯১২; 'এ গাফলতি অমার্জ্জনীয়।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

অমার্জনীয়তা [স] *বি* ক্ষমার অযোগ্যতা। 'রামলোচনকেও সে সকল দোষের অমার্জনীয়তা স্বীকার করিয়া অবিলম্বে তাহাকে ছাড়াইয়া দিতে হয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অমার্জিত [স] ১ *বিণ* অবিন্যস্ত। 'গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া গৃহের যেরূপ দুরবস্থা দেখিলেন – সমস্ত অমার্জিত, মলিন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* অশিষ্ট; অভব্য। 'নিজের অর্জিত অমার্জিত রুক্ষতা তাকে স্পর্শ করেনি।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অমিঅ [স অমৃত] *বি* অমিয়; সুধা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অমিআ [স অমৃত] *বি* সুধা। 'অমিআ আচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসিরে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

অমিখিয় [অনিমিখ] *বি* পলকহীনতা। 'আহা মরি অমিখিয়ে জুড়াইল আঁখি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অমিঞা [স অমৃত] *বি* সুধা। 'অমিঞা সভার চিত্ত কাম রতিপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অমিত [স] *বিণ* অপরিমেয়। 'অমিত ধনরাশি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অমিততেজা [স] *বিণ* অসীম ক্ষমতাবান। 'অমিততেজা অজাতশত্রু মণিপুরেশ্বরের অনুমাত্র আশঙ্কা নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অমিতপরাক্রম [স] *বিণ* অপরিমিত শক্তির অধিকারী। 'কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নায়করা তাই শক্তিমান সৈনিক – অমিতপরাক্রম।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

অমিতবলধারী [স] *বিণ* অত্যধিক শক্তির অধিকারী। 'রামায়ণের অমিতবলধারী বীর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অমিতবারি [স] *বি* প্রচুর বৃষ্টিপাত। 'এমন অমিতবারি আর কখনও বুঝি নেমে আসেনি পৃথিবীতে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

অমিতবিক্রম [স] *বিণ* অপরিমেয় শক্তির অধিকারী। 'তুমিই অমিতবিক্রম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অমিতব্যয়িতা [স] ১ *বি* বেহিসাবি খরচের অভ্যাস। 'পিতা ... উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতা দ্বারা নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া গিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *বি* অপচয়। 'আশু কর্তব্যের বাইরে অন্য কর্তব্যের মধ্যে নিজেকে জড়িত করা শক্তির অমিতব্যয়িতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বি* অযথা কালক্ষেপণ। 'পাঙ্কচুয়াল হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতব্যয়িতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অমিতব্যয়ী [স] *বিণ* বেহিসাবি। 'আত্মসুখরত, অমিতব্যয়ী জীব।' *নবনূর*, ১৯০৩।।

অমিতভাষণ [স] *বি* সংযমহীন কথাবার্তা। 'তাহার অমিতভাষণেই প্রমাণ হয় তাহার অমূলকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অমিতমানব [স] *বি* মুক্ত মানুষ। 'তার মধ্যে আছে অমিতমানব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অমিতাচার [স] *বি* অসংযম। 'তখন তার সেই অমিতাচারে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অমিতাচারী [স] *বিণ* অসংযমী। 'সেই অমিতাচারী বালকটি দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবার ধুতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য করিয়া তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অমিতোদ্যম [স অমিত-উদ্যম] *বিণ* সীমাহীন উৎসাহপূর্ণ। 'কী অমিতোদ্যম স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা!' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অমিতাভ [স] ১ *বি* অমিত আভা যার; বুদ্ধ। 'চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* তেজোময়। 'ধ্যানী বুদ্ধ, কঙ্কালসার বুদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ – যত রকমের মূর্তি চান।'

মুজতবা, ১৯৪৯।

অমিতি [স] *বি* অপরিমিতি। 'অমিতির অখণ্ড মণ্ডল নিরুপাখ্য কী আনন্দে ভরা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

অমিতোদ্যম দ্র **অমিত**

অমিত্র [স] *বি* শত্রু। 'আমি কি তোর অমিত্র, মনে তব ছিল পুত্র।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

অমিত্রাক্ষর [স অমিত্র-অক্ষর] *বি* যে পয়ার ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস ও যতির নিয়ম রক্ষিত হয় না। 'মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অমিয় [স অমৃত] *বি* অমিয়; সুধা। 'অমিয় ভখঅ মুসা করঅ আহারা।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

অমিয়-কণ্ঠ [স অমৃত-কণ্ঠ] *বিণ* সুধাময় কণ্ঠের অধিকারী। 'তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে!' *নজরুল*, ১৯২৫।

অমিয়মাখা [স অমৃত+মাখা] *বিণ* অমৃত-মাখানো। 'ভাসিয়া যাই ধীরে, পিক কুহরে তীরে অমিয়মাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অমিয়রচন [স অমৃত-বচন] *বি* অমৃত রচনা। 'অমিয়রচন সোহাগবচন অনেক রয়েছে বাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অমিয়া [স অমৃত>] *বি* সুধা। 'অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

অমিয়াময়ী [স অমৃতময়ী] *বিণ* অমৃততুল্য। 'মরি কী অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অমিরতি [স অমৃত] *বি* মিষ্টিবিশেষ; অমৃতি। 'অমিরতি দেই?' *শামসুল*, ১৯৬২।

অমিল [স] **১** *বিণ* অমূল্য। 'সে সবে অমিল নীধি দএ সন্দেস[illegible]' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* মিল না থাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; '[illegible] এইরকম অমিল অথচ সংসার বেশ চলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, [illegible]। **৩** *বি* দ্বিমত। 'একটা খুব গোড়ার কথা আমাদের হয়তো অমিল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বি* অসঙ্গতি। 'জীবনতন্ত্রে একটা জায়গায় আমাদের গভীরতর অমিল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৫** *বি* অসদ্ভাব। 'জ্ঞাতের অমিল নিয়ে এ সংসারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৬** *বিণ* দুর্লভ। 'চাকরী ত' এক রকম অমিল হয়ে পড়েছে।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

অমিল-কণ্ঠ [স] *বি* পরস্পরের সঙ্গে সুরের মিলহীন কণ্ঠ। 'আমাদের এই অমিল-কণ্ঠ সমবায়ের চোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অমিলা [স] *বি* মিলিত না হওয়া। 'মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

অমিশুক [অ+মিশুক] *বিণ* অসামাজিক। 'তেমনতরো অমিশুক নয় – মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকেই তার পরিচয় চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অমিশ্র [স] *বিণ* নির্ভেজাল। 'রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অমিশ্রিত [স] **১** *বিণ* ভেজালহীন। 'অমিশ্রিত রৌপ্য, মুদ্রা ও মদ্য এই সকল দ্রব্য লইয়া আসিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* বিশুদ্ধ। 'বাঙ্গালী অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য্য নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অমীবা [ই] *বি* আদি এককোষী প্রাণী। 'সেইগুলির একশ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েচে অমীবা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অমীমাংসা [স] *বি* মীমাংসাহীনতা। 'সাম্প্রদায়িক সমস্যার অমীমাংসা।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

অমীমাংসিত [স] *বিণ* সমাধান হয় না এমন। 'কিছুই অমীমাংসিত থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অমুক [স/পা] **১** *সর্ব* অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'অমুকের স্থানে বিক্রয় করিয়াছে।' *ক্যাল্গে*, ১৭৮৫। **২** *সর্ব* বিশেষ একজন; ফলনা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বিণ* নাম জানা নেই এমন। 'অমুক পরগণায় পলাইয়া গিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০২।

অমুকস্য [স] *বিণ* অমুকের। 'এই লিখিতং শ্রী অমুকস্য।' *মেয়ার*, ১৭৮৬।

অমুখ[1] [স] *বি* অপ্রসন্ন মুখ। 'অমুখে বিরূপ হল্যা বিক্রোধে কালিকা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অমুখ[2] [পা অমুক] *বিণ* অনির্দিষ্ট। 'প্রতিবাদীগণের সহিত জোটবদ্ধ হইয়া অমুখ তারিখে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অমুছলমান [অ+ফা মুসলমান] *বি* ইসলাম ধর্মের অনুসারী নয় এমন ব্যক্তি। 'ট্যাক্সদাতাদিগের মধ্যে অমুছলমানের তুলনায় মুছলমানের সংখ্যা কম কখনই নহে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২। দ্র **অমুসলমান**

অমুছলমানী [অ+ফা মুসলমান>] *বিণ* অমুসলিম। 'মুছলমান চিত্রতারকা অমুছলমানী নাম গ্রহণ করে ...।' *জামায়াত*, ১৯৪২।

অমুদ্রিত [স] *বিণ* মুদ্রিত বা ছাপা হয়নি এমন। 'অমুদ্রিত সাহিত্য [illegible]টি কি?' *প্রমথ*, ১৯১২।

অমুদ্রিতব্য [স] *বিণ* মুদ্রণের অনুপযোগী। 'এই লোকটি বিশ্রী অমুদ্রিতব্য দুর্বাক্য উচ্চারণ করে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

অমুর্দ্ধ [স অমূল্য] *বিণ* মূল্য দিয়ে কেনা যায় না এমন। 'অমুর্দ্ধ রত্তন ছাড়ি কিসের ফুড়ান।' *মালাধর*, ১৫০০।

অমুসলমান [অ+ফা মুসলমান>] *বি* যারা মুসলমান নয়। 'অমুসলমান মনে করিতে পারি।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৩। দ্র **অমুছলমান**

অমুসলমানী [অ+ফা মুসলমান>] *বিণ* ইসলাম সমর্থিত নয় এমন। 'তাহাদের মধ্যে প্রাচীন রীতি ... আচার, ব্যবহার প্রভৃতি অনেক অমুসলমানী বস্তু প্রচলিত থাকে।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

অমুসলিম [অ+আ মুসলিম] *বি* যারা মুসলমান নয়। 'তাহারও বেশীর ভাগ আজ অমুসলিমদের শাসনাধীনে চলিয়া গিয়াছে।' *সওগাত*, ১৯২৮।

অমূক [পা অমুক] *বিণ* অনির্দিষ্ট। 'আমার যে কিছু সংস্থান আছে, অমূক অমূক ভূমিতে সন্ধান করিলে, পাইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অমূর্ত [স] **১** *বিণ* অদৃশ্য। 'জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* নিরাকার। 'একটা কোন অনির্দিষ্ট অমূর্ত মিথ্যার স্বপ্নের, অন্ধকারের জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৩** *বিণ* মূর্তিহীন। 'অমূর্ত উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বিণ* দেহহীন। 'ওই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন অমূর্ত আঁধারে ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অমূর্ততা [স] *বি* বিমূর্ততা। 'রসের অমূর্ততা মূর্তকে যেখানে মুক্ত করেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

অমূর্ত-বিজ্ঞান [স] *বি* পরোক্ষ বিজ্ঞান। 'কি মূর্ত-বিজ্ঞান, কি অমূর্ত-বিজ্ঞান ... আত্মসাৎ করতে পারেনি।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

অমূর্তি [স] *বি* নিরাকার যিনি। 'ভালোমন্দ সব মূর্তির মধ্যে অমূর্তি বিরাজ করছেন।' *অবন*, ১৯২৫।

অমূল [স অমূল্য] *বিণ* অমূল্য। 'অমূল মণি নূপুর বাজের গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অমূল রতনে রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অমূলক [স] ১ *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'তাহাতে অনেক অমূলক বিষয় লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'অন্যান্য প্রকার অমূলক সংস্কার অনেকের অশেষ অসুখের হেতু হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* ভিত্তিহীন। 'ভাষার শোধন কি প্রকারে সম্ভব এ সন্দেহ অমূলক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বিণ* মিথ্যা। 'এই সকল কথা অমূলক।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *বিণ* কাল্পনিক। 'ভূতের ভয়, ডাইনের আশঙ্কা, অমূলক অলক্ষণ, শুভাশুভ দিন ক্ষণ ... ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ *বিণ* সফল হওয়ার মতো নয় এমন। 'কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অমূলকতা [স] *বি* ভিত্তিহীনতা। 'পরামর্শের অমূলকতা অতিশয় প্রকাশ পাইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

অমূলজ [স] *বিণ* দেশে যার মূল নেই এমন। 'জবনদিগের অমূলজ ভাষা প্রচলিত রাখিয়া কেন ঢেরা সহী দেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অমূলতরু [স] *বি* শিকড়হীন গাছ; পরগাছা। 'দুঃখের মান্ধাতা, ফটোগ্রাফ/ অমূলতরুর ফুল সবই কত তুচ্ছ, মূল্যবান!' *শক্তি*, ১৯৬৯।

অমূল্য [স] ১ *বিণ* মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় না এমন। 'হৃদএ মুকুতা হার অমূল্য রতন।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বিণ* মূল্যহীন। 'কারখানার যে জিনিসপত্র তাহাও অমূল্য নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বিণ* মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় না এমন। 'সেই সর্বলভ্য সুখ অমূল্য দুর্লভ সবচেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *বিণ* অত্যন্ত মূল্যবান। 'যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অ-মূল্য [স] *ক্রিবিণ* মূল্যহীনভাবে। 'যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অমূল্যতর [স] *বিণ* অতিশয় মূল্যবান। 'অমূল্যতর জীবনের ওপর প্রতীক্ষিত সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

অমূল্যতা [স] *বি* অমূল্য হওয়ার বৈশিষ্ট্য। 'মূল্যের সঙ্গে অমূল্যতার সামঞ্জস্য হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অমৃত [স] ১ *বি* সুধা (যা খেলে অমরত্ব লাভ করা যায়)। 'দ্বাদসে ধন্বন্তরি অমৃত মথিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ২ *বিণ* অতি মধুর। 'আমি প্রীতিরূপ অমৃতরসে অভিষিক্ত হইলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* অমর। 'মৃতকে অমৃত করে অমৃতের কোষ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৪ *বিণ* অমৃততুল্য সুখকর। 'পুরিবে সকল কাম নিভৃত অমৃত আলয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৫ *বি* মধু। 'আর কি পারিবি ঢালিবারে তুই অমৃত আমার চিতে?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৬ *বিণ* চিরন্তন। 'সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ৭ *বি* স্বর্গ। 'খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ইপ্সিতেরে তার।' *জীবন*, ১৯৪২।

অমৃতগন্ধ [স] *বি* সুগন্ধ। 'গোপন মিলন অমৃতগন্ধ ঢালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

অমৃতগুটিকা [স] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'পিঠাপানা অমৃতগুটিকা দেহ ভক্তগণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমৃতচরিত [স অমৃতচরিত্র] *বি* দেবচরিত্র। 'শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃতচরিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমৃতছবি [স] *বি* অমৃতরূপ ছবি। 'বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অমৃততরঙ্গ [স] *বি* অতি সুন্দর আলোড়ন। 'ঈষৎ হর্সিতকান্তি অমৃততরঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমৃতত্ব [স] *বি* অমরতা। 'তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অমৃতধারা [স] *বি* অমিয়ধারা। 'দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকেই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অমৃতধুনী [স] *বি* অমৃতনদী। 'পাইয়া অমৃতধুনী পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমৃত-নদী [স] *বি* অমৃতময় নদী। 'অপূর্ব্ব অমৃত-নদী বহে তোমার মুখে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমৃতনিন্দক [স] *বিণ* অমৃতের চেয়ে ভালো। 'অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমৃতনির্ঝর [স] *বি* সুধার ঝরনাধারা। 'ব্যথিত করুক স্নান তোমার নয়নে, করুণার অমৃতনির্ঝরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অমৃত-নিষ্যন্দী [স] *বিণ* অমৃত ক্ষরণকারী। 'দরবেশের সে ব্যাকুল বাণী অমৃত-নিষ্যন্দী।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

অমৃতপথ [স] *বি* স্বর্গপথ। 'জাগিল অমৃতপথযাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

অমৃতপরশ [স অমৃত+স স্পর্শ] *বি* অমৃতের স্পর্শ। 'তোমারি ওই অমৃতপরশে আমার হিয়াখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

অমৃতপাত্র [স] *বি* অমৃতপূর্ণ পাত্র। 'হয় সে অমৃতপাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অমৃতপায়ী [স] *বিণ* অমৃত পান করে এমন। 'নয়নের জল মোছ, মা! তুমি যে/ অমর অমৃতপায়ী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

অমৃতপিপাসা [স] *বি* অমৃতের জন্যে পিপাসা। 'অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য একটি প্রধান অন্তরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'শাশ্বত আত্মার অমৃতপিপাসা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অমৃতফল [স] *বি* আম। 'কেহ ক্ষুধাতুর, পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অমৃতবমন [স] *বি* সুধানিঃসরণ। 'সর্প বিষোদ্গার ব্যতিরেকে অমৃতবমন কদাচ করে না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অমৃতবর্ষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অমৃত বর্ষণকারী। 'সই অমৃতবর্ষিণী মধুর ভাষা ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

অমৃতবর্ষী [স] *বিণ* অতিশয় মধুর। 'তুমি, এই অমৃতবর্ষী মনোহর বাক্য দ্বারা আমায় প্রাণদান করিলে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অমৃতবাণী [স] *বি* অমৃতময় বাণী। 'করো ত্রাণ, মহাপ্রাণ, আনো অমৃতবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

অমৃতবারি [স] *বি* সঞ্জীবনী সুধা। 'ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি মৃত্যুর আড়ালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃতবারি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অমৃতভরা [স অমৃত+ভরা] *বিণ* সুধাময়; সুধাপূর্ণ। 'আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা মুহূর্তগুলিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অমৃতভাণ্ড [স] *বি* অমৃতপূর্ণ ভাণ্ড। 'লক্ষ্মীর হাতে অমৃতভাণ্ড।'

নজরুল, ১৯৩০।

অমৃতভাষিণী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* মিষ্টভাষী। 'নিদ্রাদেবী তবে উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ স্ত্রী* দেবী সরস্বতী। 'কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণী!' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অমৃতমণ্ডা [স] *বি* মিষ্টি স্বাদের লাড়ুবিশেষ। 'অমৃতমণ্ডা ছানার বড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমৃতমধুর [স] *বিণ* অমৃতের ন্যায় মিষ্ট। 'পাকিল যে প্রেমফল অমৃতমধুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমৃতমন্ত্র [স] *বিণ* অমরত্বের বাণী। 'বিশ্বের তরে অমৃতমন্ত্র বীর-বাণী গেলে থুয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অমৃতময় [স] *বিণ* সুধাপূর্ণ। 'বাহ্যে বিষজ্বালা ভিতরে অমৃতময় কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমৃতময়তা [স] *বি* অমৃতের মতো স্বাদ। 'উপলব্ধি করলুম ওর সঙ্গে কথা বলার অমৃতময়তা।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

অমৃতময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সুধাময়ী। 'আয় মা অমৃতময়ী!।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অমৃতমাখা [স অমৃত+মাখা] *বি* সুধা মিশ্রিত আছে এমন গান। 'দোয়েল দুলায়ে শাখা/ গাহিছে অমৃতমাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অমৃতমুরতিমতী [স অমৃতমূর্তিমতী] *বিণ স্ত্রী* অপরূপ। 'নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি, অমৃতমুরতিমতী বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অমৃতযোগ [স] *বি* শুভক্ষণ। 'সমস্ত অমৃতযোগের অন্তরীক্ষে।' *জীবন*, ১৯৪০।

অমৃত-রস [স] **১** *বি* সুধা। 'কাব্যরূপ অমৃতরসের আস্বাদন ও সজ্জনের সহিত সমাগম।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* অধরসুধা। 'গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া, মাখিয়া অমৃতরসে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৩** *বি* বাউলদের গুহ্য সাধনাবিশেষ। 'কীসে হবে নাগিনী বশ সাধবে কবে অমৃত-রস।' *লালন*, ১৮৯০।

অমৃতরেখা [স] *বি* অপরূপ ঝিলিক। 'হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে একটি অমৃতরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অমৃতলক্ষ্মী [স] *বি* অমৃতরূপ লক্ষ্মী। 'আমার পণ এই অমৃতলক্ষ্মী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অমৃতলোক [স] *বি* স্বর্গ। 'অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অমৃতসদন [স] *বি* অমৃতের উৎস; অমৃতের আলয়। 'মধুর বদন অমৃতসদন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

অমৃতসুধা [স] *বি* মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা। 'তোমার মাটির পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃতসুধা?' *নজরুল*, ১৯২৫।

অমৃতসূর্য [স] *বি* মৃত্যুঞ্জয়ী আলোর উৎস। 'অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে, দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।' *জীবন*, ১৯৪২।

অমৃতস্নান [স] *বি* অমৃতের সুধায় স্নান। 'প্রেমের অমৃতস্নানে সে যে, অয়ি প্রিয়ে, হারায়েছে সীমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অমৃতাঞ্জন [স অমৃত-অঞ্জন] *বি* অমৃতরূপ অঞ্জন। 'নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন পরশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

অমৃতান্ন [স অমৃত+স অন্ন] *বি* অতি মধুর অন্ন। 'এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা।' *ভারত*, ১৭৬০।

অমৃতাভিলাষী [স অমৃত+স অভিলাষী] *বিণ* অমৃত লাভের আকাঙ্ক্ষা আছে এমন। 'অমৃতাভিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মধুতে তৃপ্তি জন্মে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

অমৃতাভিষিক্ত [স অমৃত+স অভিষিক্ত] *বিণ* অমৃত দ্বারা সিক্ত হয়েছে এমন। 'ঐ বাক্যে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া সেই ঘাটে গেল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অমৃতাভিসারী [স অমৃত+স অভিসারী] *বিণ* অমৃত সন্ধান করে এমন। 'আমি অমৃতাভিসারী, মরণ ভয় আমার নেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অমৃতের পুত্র *বি* ঈশ্বরের সন্তান। 'শোনো বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ দিব্যধামবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অমৃতোপম [স অমৃত+উপমা] *বিণ* অমৃততুল্য। 'সংসার-বৃক্ষের অমৃতোপম ফল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

অমৃতি, অমৃতী [স অমৃত>] **১** *বি* জিলাপির মতো মিষ্টি খাদ্যবিশেষ। 'ডালিমা মরিচালাড়ু নবাত অমৃতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* গলা-সরু পাত্রবিশেষ। 'এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয়।' *ভারত*, ১৭৬০; 'অমৃতি ১।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৪।

অমেধ্য [স] **১** *বিণ* অপবিত্র। 'অমেধ্য সদ্রস বস্তু তাহা নাহি গুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মলমূত্রাদি। 'সর্ব্ব অঙ্গে অমেধ্য পঙ্কের পরকাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অমেয় [স] **১** *বিণ* অপরিমেয়। 'অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* সীমাহীন। 'আকাশে উঠিছে অবিরাম অমেয় প্রেমের মন্ত্র বুদ্ধের শরণ লইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অমেরতো [স অমৃত] *বি* অমৃত। 'অমেরতেরে অমেরতো কহি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অমোঘ [স] **১** *বিণ* অসাধারণ খ্যাতিসম্পন্ন। 'অমোঘপণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অব্যর্থ। 'বিসেস অমোঘ অস্ত্র দিলেন্ত তাহারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* অদম্য। 'অমোঘ ইচ্ছাবলে কখনো কখনো বৃষ্টি কখনো বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বিণ* অটল। 'ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঙ্গিতের দ্বারা চালনা করেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৫** *বিণ* অনড়। 'ইহা বস্তুসৃষ্টির মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অমোঘতা [স] *বি* অব্যর্থতা। 'অস্ত্র সঞ্চালনের অমোঘতা দর্শনে অবশিষ্ট পর্তুগীজ ও হিন্দু দস্যুগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

অমোঘত্ব [স] *বি* চিরন্তনতা। 'ধার্মনীতিক নিয়মের অমোঘত্বে য়ুরোপ শ্রদ্ধা হারাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অমোঘ বাণী [স] *বি* অব্যর্থ কথা। 'উচ্চারণ করেছিলেন সেই অমোঘ বাণী।' *পাশা*, ১৯৭১।

অমোছলমান [অ+ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান বাদে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। 'অমোছলমানদিগের একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে।' *এসলাম*, ১৯১৯। দ্র **অমুসলমান**

অমোছলমানী [অ+ফা মুসলমান>] *বিণ* মুসলিম বিধান-বিরুদ্ধ। 'অমোছলমানী পোষাক।' *ছোলতান*, ১৯২৪।

অম্নি *ক্রিবিণ* তখনই। 'জল পাই যেন অম্নি সুসাম্য হইলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অম্নিবাস [ই] *বি* বাস গাড়ি। মোটর-রথ, মোটর-বিশ্বম্বহ (অম্নিবাস) মোটর মালগাড়ি লন্ডনের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অম্নিবাস গাড়ি [ই অম্নিবাস+হি গাড়ি] *বি* (অমনিবাসের মতো) বৃহদায়তন রচনা-সংগ্রহ; রচনাবলি। 'একটা রচনা পেলেই সেটাকে অম্নিবাস গাড়ি করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অম্বর[1] [স] **১** *বি* আকাশ। 'শর ছাড়িয়া দিতে দেবী উঠিলা অম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পোশাক। 'পরিধান শতছিণ্ডা মলিন অম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* আবরণ। 'ছিন্ন করে ফেলো ওই চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৪** *বি* বিশ্ব। 'তব নির্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অম্বর-ডঙ্কা [স] *বি* আকাশরূপ ঢাক। 'অম্বর-ডঙ্কার ডামাডোল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অম্বরতল [স] *বি* ভূমি। 'শিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অম্বরপথ [স] *বি* আকাশপথ। 'উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান মহাবেগে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অম্বরব্যাপী [স] *ক্রিবিণ* আকাশজুড়ে। 'অম্বরব্যাপী ঝরে তব কৃপা-বিন্দু।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

অম্বরসাগর [স] *বি* আকাশরূপ সমুদ্র। 'রজত কনক দ্বীপ অম্বর-সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অম্বরি[1] [স অম্বর] *বিণ* বসনা; বসনযুক্ত। 'মৌলি অম্বরি বিহল নায়রি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অম্বরি[2] [আ আম্বরী] *বিণ* অম্বর দ্বারা সুবাসিত। 'অম্বরি তামাকের ধোঁয়ার একটি ক্ষীণ ধারা বেরোচ্ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

অম্বল [স অম্ল] **১** *বি* টক। 'জরুয়া দেখিয়া যেন রুচক অম্বল।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* এক প্রকার টক স্বাদযুক্ত ঝোল। 'অম্বল খাইয়া পিলা জল ঘটী ঘটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* অম্লরোগ। 'অম্বলের ব্যামোটি বাধাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অম্বলিআ [স অম্ল>] *বিণ* অম্লরসযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অম্বষ্ঠ [স] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; বৈদ্য। 'কেহ বিশুদ্ধ আর্য্য, যেমন অম্বষ্ঠ, কায়স্থ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অম্বিকামঙ্গল [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গার মঙ্গলগীত। 'অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অম্বু [স] *বি* জল। 'নিনাদ ভৈরব, অম্বু-উথলা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

অম্বুজ [স] *বি* পদ্ম। 'যথা অম্বুজের শিখা পক্ষী যেন ধরে পাখা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অম্বুজনয়ন [স] *বি* পদ্মের মতো চোখ। 'অনিবার বহে ধারা অম্বুজনয়নে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অম্বুদ [স] *বি* মেঘ। 'অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ নিনাদে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অম্বুনিধি [স] *বি* সমুদ্র। 'বারিদ যেমতি অম্বুনিধি সেবি সদা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অম্বুপতি [স] *বি* সমুদ্র। 'কিম্বা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর স্বননে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অম্বুবতী [স] *বি* স্ত্রী বারুণী; সুরা দেবী। 'আর পশ্চে সমুদ্রে আছে অম্বুবতী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অম্বুবাচন [স] *বি* মেঘগর্জন। 'এদিকে অম্বুবাচীর আকাশ অম্বুবাচনে মুখর হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অম্বুবাচী [স] *বি* হিন্দু আচারবিশেষ। 'অম্বুবাচীতে সেখানে দুধ খেলে সাপের ভয় ঘোচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অম্বুবালা [স] *বি* লক্ষ্মী। 'হীনা, সদা মতি চঞ্চলা, অম্বুবালা হও মা অচলা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

অম্বুবিম্ব [স] *বি* জলবিম্ব; জলের বুদ্বুদ। 'কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অম্বুভৃৎ [স] *বি* মেঘ। 'অম্বুভৃৎ সঙ্গে রঙ্গে আনন্দে ঐমনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অম্বুরাশি [স] *বি* জলরাশি; সমুদ্র। **অম্বুরাশি-রব** [স] *বি* সমুদ্রের গর্জন। 'নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অম্বুরি, অম্বুরী [স অম্বর>] *বি* সুগন্ধি তামাকবিশেষ। 'আদি হুকা পানদান গুল টীকা তামাকু ভেলসা অম্বুরি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'যে উত্তম২ তামাকু ভেলসা অম্বুরী, কড়া, মিঠেকড়া সাজিয়া আলবোলাগুড়গুড়ি হুকা ... যোগাইতে থাকিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অম্বুরী তামাক *বিণ* সুবাসিত তামাক। 'এক ছিলিম অম্বুরী তামাক।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অম্ভ [স] *বি* জল। 'প্রলয়জলধি অম্ভ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অম্হে [স অস্মাভিঃ] *সর্ব* আমি। 'অম্হে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই।' *চর্যা* ২২, ১২০০।

অম্ভোজা [স] *বিণ* সমুদ্র হতে উত্থিতা। 'সাজিল মেনকা; আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

অম্ভোরাশি [স] *বি* জলরাশি; সমুদ্র। 'স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি গাঙ্গেয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অম্ভোরুহঅঙ্ঘ্রি [স] *বি* পাদপদ্ম; চরণরূপ পদ্ম। 'অম্ভোরুহঅঙ্ঘ্রি যুগে আমার প্রণাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অম্রসার [স] *বি* আমের পাতা বা শাখা। 'দরজার দুই দিগে পূর্ণকুম্ভ ও অম্রসার দেওয়া হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অম্ল [স] **১** *বি* টক। *ওস্াঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* টক স্বাদযুক্ত খাবার। 'বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বিণ* টক স্বাদযুক্ত। 'তেঁতুল অম্ল বোধ হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৪** *বি* অম্লরোগ। 'তুষ্ট জরদাব জুড়ায় অম্লের জ্বালা কণ্টকিত দ্বারদেশে বসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অম্লগন্ধী [স] *বিণ* টক গন্ধযুক্ত। 'তরকারির গন্ধে বাতাস অম্লগন্ধী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অম্লজান [স] *বি* অক্সিজেন। 'বায়ুতে অম্লজান ও যবক্ষারজানের সামান্য যোগ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অম্লত্ব [স] *বি* টক স্বাদ। 'প্রথম অবস্থায় তীব্র অম্লত্ব পক্ব অবস্থায় পরিহার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অম্লমধুর [স] *বিণ* মিষ্ট কিন্তু ঈষৎ অম্লস্বাদযুক্ত। 'নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু, পুরাতনে অম্লমধুর একটুকু ঝাঁঝালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অম্লরসিক [স] *বি* টক পছন্দ করে যে। 'বাঁদরের মতো অম্লরসিকও

যদি এ আম খাইতে সাহস করে বোবা হইয়া যাইবে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অম্লরোগ [স] *বি* পাকস্থলীতে শরীরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যাসিড তৈরি হয় এমন রোগ। 'বাঙালি জাতির অম্লরোগ হইল বলিয়া বাঙালি কেরানিগিরি ছাড়িতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

অম্লরোগী [স] *বি* অতিরিক্ত অ্যাসিড-জনিত পেটের পীড়া হয়েছে এমন ব্যক্তি। 'অম্লরোগী নিষ্কর্মা জমিদারও নয়।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অম্লশূল [স] *বি* অম্লের আধিক্যজনিত পেটের ব্যথা। 'বাংলা দেশে, পিলে যকৃত অম্লশূল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অম্লস্বাদ [স] *বি* টকস্বাদ। 'অম্লস্বাদ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলোৎপত্তি হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অম্লান [স] **১** *বিণ* অমলিন। 'অম্লান বদনে ও অক্রোধে স্বামিসেবা যে করে ...।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বিণ* উজ্জ্বল। 'কতিপয় যুবা পুরুষ অম্লান বদনে কহিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* উদ্দীপ্ত। 'ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য অম্লান ভাবে প্রসন্ন মনে বিরাজ করিতেছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বিণ* নির্মল। 'শেষ নিমেষের পেয়ালা ভরা অম্লান সান্ত্বনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৫** *বিণ* অক্ষয়। 'অতি বৃহৎ বিশ্ব, অম্লান তার মহিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৬** *বিণ* উজ্জ্বল। 'বিদায় নেবার কালে এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অম্লানকুসুম [স] *বি* অমলিন ফুল। 'অবশেষে স্বপ্নাকাশের অম্লানকুসুমে পরিণত হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অম্লানপ্রফুল্লা [স] *বিণ স্ত্রী* অম্লানভাবে প্রস্ফুটিত। 'লাবণ্যলেখা ... অম্লানপ্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অম্লানবদন [স] *বি* অমলিন মুখ। 'অম্লান বদনে ও অক্রোধে স্বামিসেবা যে করে ...।' *গৌর*, ১৮২২।

অযতন [স অযত্ন] *বি* যত্নহীনতা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আগেতে আমার, আমার, শেষে অযতন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

অযতনে [স] *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'অযতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অযত্ন [স] **১** *বি* অবহেলা। 'যদি স্বামীর প্রতি অযত্ন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* যত্নের অভাব। 'অধ্যক্ষদিগের অযত্ন ও অমনোযোগ অতি স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অযত্নপ্রসূত [স] *বিণ* অবহেলায় সৃষ্ট। 'অক্ষম হস্তের অযত্নপ্রসূত গান।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

অযত্নবান [স] *বিণ* নিশ্চেষ্ট। 'রাজা ... ব্রাহ্মণের অন্নসংস্থানের পক্ষে অযত্নবান হইতেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অযত্নবিন্যস্ত [স] *বিণ* অগোছালো। 'সকলেরই শিরে অযত্নবিন্যস্ত কেশভার।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অযত্নম্লান [স] *বিণ* যত্নের অভাবে মলিন। 'একটি অযত্নম্লান ফোটোগ্রাফ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অযত্নরক্ষিত [স] *বিণ* অনাদরে রাখা হয়েছে এমন। 'দুটি অযত্নরক্ষিত খাতা নিয়ে দেখতে দিলেন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অযত্নলালিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিনা যত্নে লালন করা হয়েছে এমন। 'সেই অযত্নলালিতা অনাথার মস্তকে স্বামী স্বহস্তে লক্ষ্মীর মুকুট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অযত্নশীল [স] *বিণ* যত্নহীন। 'অধিকাংশ লোক কন্যার প্রতি বড়ই অযত্নশীল।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

অযত্নসুলভ [স] *বিণ* অবহেলিত। 'কিন্তু এ-সব অনুপ্রাস অযত্নসুলভ।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

অযথা [স] **১** *বিণ* অপ্রকৃত। 'কোনও জন্তুকেই অযথা নামে ডাকা উচিত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বিণ* যথার্থ নয় এমন। 'ভক্তি ভালোবাসা স্নেহ অযথা পরিমাণে এবং অযোগ্য পাত্রে পড়লেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অযথা-কচি [স অযথা+কচি] *বিণ* অযৌক্তিকভাবে অপরিণত। 'বাঙালির মন এখন অর্ধেক অকালপক্ক এবং অর্ধেক অযথা-কচি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অযথাভূত [স] *বিণ* নিয়ম বহির্ভূত। 'মানদণ্ডকে অযথাভূত রূপে চালনা করিয়া পোনর কাঠায় বিঘা মাপিয়া জমা বৃদ্ধি করা হয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

অযথারূপে *ক্রিবিণ* অসঙ্গত উপায়ে। 'তোমরাও কি আমাদিগকে অযথারূপে বাড়াইয়া তুলিতেছ না?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অযথার্থ [স] **১** *বিণ* অনুচিত। 'অধিক মাসুল ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে লওয়া অযথার্থ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বিণ* মিথ্যা। 'তাহা যে অযথার্থ নহে ইহা কহিতে আমারদের সঙ্কোচ নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অযথার্থতা [স] *বি* অবাস্তবতা। 'যুক্তির অযথার্থতা ভালোরূপেই শেখানো হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অযথার্থোক্তি [স অযথার্থ+স উক্তি] *বি* অন্যায্য কথা। 'জানিয়া শুনিয়া কোন অযথার্থোক্তি করিব না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অযশ [স] *বি* অখ্যাতি; অপযশ। 'তোহ্মার অযশ অতি ভরিল ভুবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অযশস্কর [স] *বিণ* নিন্দা বা অপবাদ হয় এমন। 'ইহাকে তাঁহাদের অত্যন্ত অযশস্কর অধর্মের মধ্যে গণিত করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অযাচক [স] *বিণ* প্রার্থনা করে না এমন। 'অযাচক লক্ষ লক্ষ বাসনা সাযুজ্য মোক্ষ ভক্ষণ কেবল মাত্র বায়ু।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অযাচিত [স] **১** *বিণ* অপ্রার্থিত। 'অযাচিত ক্ষীরপ্রসাদ যদি অল্প পাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* চেয়ে নিতে হয় না এমন। 'পাই জননীর অযাচিত স্নেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৩** *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'কোথায় এখানকার বিম্বোষ্ঠ-নিঃসৃত অজস্র মধুধারা, যা অযাচিতভাবে মদিরার মতো শিরায় শিরায় প্রবেশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'বয়ের অযাচিত সম্ভাষণে আমি চমকে যাই।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

অযাচিতবৃত্তি [স] *বি* ভিক্ষাবৃত্তি। 'অযাচিতবৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইবে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অযাচিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* গায়ে প'ড়ে। 'গহর মিস্ত্রী একদিন অযাচিতভাবে আলাপ আরম্ভ করিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

অযাত্রা [স] *বি* অশুভ যাত্রা। 'জনেক যমদর্শক চিকিৎসক সহকারে অযাত্রা।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

অযাত্রিক [স] *বিণ* যাত্রা অশুভের লক্ষণযুক্ত। 'সুবর্ণ গোধিকা দেখি চিত্তে বীর হইলা দুখী অযাত্রিক পাপ দরশন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অযুকত [স অযুক্ত] *বিণ* অযৌক্তিক। 'অযুকত কথা কহে উন্মত আহ্মার।' *সুলতান*, ১৭০০।

অযুক্ত [স] ১ *বিণ* অন্যায্য। 'অযুক্ত অশাস্ত্র কর্ম্ম পুনঃ২ প্রচার হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বিণ* মৌলিক। 'এই তাবৎ বর্ণ ইঙ্গরেজী ২৪ অযুক্ত বর্ণের দ্বারা প্রতিরূপিত হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বিণ* যুক্তিহীন। 'অযুক্ত বিবেচনা বিলুপ্ত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ৪ *বিণ* কাল্পনিক। 'অসম্ভব ও অযুক্ত বর্ণনাদি যথোপযুক্তরূপে পরিত্যাগ করা অবশ্য বিবেচনার কর্ম্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অযুক্তধর্ম, অযুক্তধর্ম্ম [স] *বি* অযৌক্তিক ধর্ম। 'অযুক্তধর্ম্ম বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অযুক্তধর্মি, অযুক্তধর্ম্মি [স অযুক্তধর্মী] *বি* অযৌক্তিক মত পোষণ করে যে। 'সেই বিদ্যায় নিপুণ ঐ অযুক্তধর্ম্মি অথচ স্বীয় মতমাত্রে আসক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অযুক্তি [স] *বিণ* যুক্তিহীন। 'এমত অযুক্তি শাস্ত্র কদাচ করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

অযুক্তিমূলক [স] *বিণ* যুক্তিহীন। 'অশেষবিধ অযুক্তিমূলক ক্রিয়াকলাপের কল্পনা করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অযুক্তো [স অযুক্ত] *বিণ* অযোগ্য। 'সকোল কার্য্যো অযুক্তো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অযুত [স] ১ *বিণ* দশ হাজার। 'দিলীপ করিল তপ অযুত বৎসর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* সংখ্যাহীন। 'সুপ্ত পীতাম্বর শিরে অনন্ত যেমতি (ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অযুতো [স অযুক্ত] *বিণ* অযৌক্তিক। 'তোমি জিগাসো কোনো কার্য্যো কৃষ্ণো অযুতো করিয়াছেন, আমি বুঝাই।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অযুদ্ধশীল [স] *বিণ* যুদ্ধ-সংঘাত করে না এমন। 'অযুদ্ধশীল দেশের শান্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অযুধ্যমান [স] *বিণ* যুদ্ধরত নয় এমন। 'যে নিরস্ত্র, যে অযুধ্যমান, তাকেও মারবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অযোগ [স অযোগ্য] *বিণ* অক্ষম। 'হেন তিরী মারিতেঁ অযোগ বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অযোগ্য [স] ১ *বিণ* অনুপযুক্ত। 'এভোঁহো অযোগ্য বোল রাধা পরিহর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অনুচিত। 'সেই দেবতার প্রতি অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* অক্ষম। 'আপনাদিগের পরিত্রাণার্থ অধিকতর বল-বীর্য্য প্রকাশে অযোগ্য হওয়ায় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অযোগ্যতম [স] *বি* যা অতিশয় অযোগ্য। 'আমাদের অযোগ্যতমকেও একমনে পূজা করিয়া আসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অযোগ্যতর [স] *বিণ* অতিশয় অযোগ্য। 'অন্তর দিয়ো না তারে যে তব অযোগ্যতর।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অযোগ্যতা [স] ১ *বিণ* অন্যায়। 'এমত মজনু সনে অযোগ্যতা কাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* অক্ষমতা। 'মানুষের অযোগ্যতার সেই একটা প্রধান লক্ষণ – অকৃতজ্ঞতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অযোগ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* অনুপযুক্ত। 'আমি অযোগ্যা তাই তার মান রাখতে পারিনি।' *মুনীর*, ১৯৬১।

অযোনি [স] ১ *বিণ* স্বয়ম্ভু। 'হে বিভো জগৎযোনি, অযোনি আপনি, জগদন্ত নিরন্তক।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* (বাউল) পরমেশ্বর। 'অযোনি সহজ রূপ সংস্কার স্বরূপে দুই রূপ হয় নিহার।' *লালন*, ১৮৯০।

অযোনিজ [স] *বিণ* স্ত্রীজননেন্দ্রিয় জাত নয় এমন। 'স্বয়ং মহেন্দ্র, অযোনিজ অগ্নি, কালান্তক যম।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

অযোনিসম্ভবা [স] *বিণ স্ত্রী* গর্ভজাত নয় এমন। 'অযোনিসম্ভবা তুমি কল্যাণদায়িনী।' *কেতকা*, ১৬৫০।

অযোনিঅ [গ্রীক] *বি* গ্রীক জাতি। 'গ্রীক অযোনিঅ, হিব্রু যবন, পারসীক ও আরবী যুনানি, প্রাচীন পারসীক যুনা, পালি যোন, এবং সংস্কৃত যবন শব্দ এক গ্রীক প্রতিপাদক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অযৌক্তিক [স] *বিণ* যুক্তিহীন। 'অযৌক্তিক মত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

অযৌক্তিকতা [স] *বি* যুক্তিবিরুদ্ধতা। 'তখনও তিনি, সেই অযথাভূত দর্শনশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অযৌক্তিকতাবাদ [স] *বি* ভাববাদ। 'বর্তমানকালের অযৌক্তিকতা-বাদের মন্ত্রদাতা তিনি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

অয়ন [স] ১ *বি* সূর্যের গতির নির্দিষ্ট সময়কাল। 'হইল ঋতু অয়ন বৎসর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* রাস্তা। 'অশ্ব রাখেন লাউসেন অয়নে উতারি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অয়নাংশ [স] *বি* বিষুব রেখার উত্তরে ও দক্ষিণে সাড়ে ২৩ ডিগ্রি পর্যন্ত সূর্যের আপাত চলাচলের অংশ। 'অয়নাংশ মতে আষাঢ়মাসান্ত দিনে মাধ্যাহ্নিক ছায়ার শূন্যত্বহেতুক ছায়া পাদতলে আসিয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

অয়রান [আ হায়রান] ১ *বিণ* নাজেহাল; পীড়িত। 'যে নিষ্ঠুরতা ও শক্তি করিত সেকারণ উচ্ছট ও অয়রান হইত।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬। ২ *বিণ* বিধ্বস্ত। 'কুমার বাহাদুর পিতার মৃত্যুর মাসেকের মধ্যে বাগানখানি অয়রান করে ফেল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অয়স্কঠিন [স] *বিণ* কঠোর। 'অয়স্কঠিন ব্রত কোনো জন্ম নিতে চায়।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

অয়স্কান্ত [স] *বি* লোহা আকর্ষণকারী গুণবিশিষ্ট মণিবিশেষ। 'সতীত্ব, কুলমহিলার অয়স্কান্ত মণি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

অয়ি [ধ্বন্যা] *অব্য* স্নেহসূচক সম্বোধনবিশেষ। 'অয়ি বালিকে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অয়ে [ধ্বন্যা] *অব্য* ভক্তিসূচক সম্বোধনবিশেষ। 'অয়ে বুড়া বামন তোমারে ভয় নাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অয়েল [ই] ১ *বিণ* তেলতেলে। 'অয়েলক্লথের উপর দিয়ে যেরকম জল গড়িয়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বি* তেল। 'ইঞ্জিন রুমের অয়েলম্যান।' *কায়সার*, ১৯৬২।

অয়েলকাপড় [ই অয়েল+কাপড়] *বি* পানি নিরোধক কাপড়বিশেষ; অয়েলক্লথ। 'অয়েলকাপড়ে গন্ধ, বিষ!' *শক্তি*, ১৯৬১।

অয়েলক্লথ [ই] *বি* জল প্রবেশ করতে পারে না এমন কাপড়। 'অয়েলক্লথের উপর দিয়ে যেরকম জল গড়িয়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অয়েলপেন্টিং, অয়েলপেন্টিং [ই] *বি* তেলরঙের চিত্র। 'দেয়ালে পূর্বপুরুষদের অয়েলপেন্টিং।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'দেওয়ালে প্রকাণ্ড কয়েকটা অয়েলপেন্টিং।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অয়েলম্যান [ই] *বি* ইঞ্জিনে তেল সরবরাহের কাজ করে যে। 'ইঞ্জিন রুমের অয়েলম্যান।' *কায়সার*, ১৯৬২।

অয়েল্ড [ই] *বিণ* তৈলচর্চিত; তেল মাখানো। 'সেই আবার রোজই 'অয়েল্ড' হচ্ছে, তার কোথাও একটু জং ধরে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

অয়োময় [স] *বিণ* লৌহময়। 'সংস্কৃতে এই সকল শব্দের স্থলে অয়োময়, সোঢ়া, সোঢা ইত্যাদি প্রচলিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অরংসাই [ফা আওরঙ্গ+ফা শাহ্‌] *বি* আওরঙ্গজেবের আমলের মুদ্রা। 'সিক্যা তিন অরংসাই।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৫১।

অরকিড [ই] ১ *বি* ফুলবিশেষ। 'সরলা ঘরে ঢুকল। তার হাতে একটি অরকিড।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* গাছবিশেষ। 'তারি মাঝে এ বালক অরকিড-তরুকার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অরকেরিয়া [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'ডালিয়া, বিগোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া আনিয়া পুতিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অরকেষ্ট্রা, অরকেস্ট্রা [ই] *বি* ঐকতান। 'অরকেষ্ট্রা গঠন করিতে সময় সময় আড়াই শত হইতে তিন শত লোকের ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭; 'অরকেস্ট্রা কিন্তু ঢাক ঢোল কত্তাল বাজিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২। দ্র **অর্কেস্ট্রা**

অরক্ষণশীল [স] *বিণ* মুক্তমনা; পরিবর্তনপন্থী। 'যারা অরক্ষণশীল তারা হল শ্যাম-পন্থী।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

অরক্ষণীয় [স] ১ *বিণ* অস্থির। 'আমাকেও তিনি প্রায় অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* যা রক্ষা করা যায় না। 'তিনি অরক্ষণীয়ের সৃষ্টি করেন কেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অরক্ষণীয়া [স] ১ *বিণ স্ত্রী* মা-বাবাহারা এবং বিবাহযোগ্য। 'তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ স্ত্রী* বিবাহযোগ্য। 'যদি অরক্ষণীয়া হয়ে থাকেন তো আমি আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বিণ স্ত্রী* বয়স বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না এমন। 'অরক্ষণীয়া।' *শরৎ*, ১৯১৬; 'অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকলে মায়ের মহা বিপদ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অরক্ষা [স] *বিণ* অনিরাপত্তাজনিত। 'নইলে অরক্ষাভয়ের কান্না কোনোমতেই থামবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অরক্ষিত [স] ১ *বিণ* নিরাপদ নয় এমন। 'বাস্তবিক মনুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* প্রহরাবিহীন। 'আমাদের হৃদয়ের প্রবেশ-দ্বার অরক্ষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে চেয়ে থাকে মা-র প্রত্যাশায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বিণ* অসুস্থতাপ্রবণ। 'পুষ্টি-অভাবে আমাদের শরীর অরক্ষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৫ *বিণ* নিরাপত্তাহীন। 'তখন মনুষ্যসমাজ অনেকটা অসহায় অরক্ষিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অরগুণ *বি* ভালো গুণ। 'বড় মানুষদের মধ্যে অনেকের অরগুণ নাই বরগুণ আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অরচিত [স] *বিণ* এখনো সৃষ্টি হয়নি এমন। 'তার তরে কোথা রচে ঠাঁই অরচিত দূর যজ্ঞভূমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অরজল [স অর্জন] *বি* অর্জন। 'হুহি অরজল অপজস অপকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অরণি [স] *বি* যে কাঠ ঘষে আগুন জ্বালানো হয়। 'আদি অরণির যুগ থেকে শুরু।' *জীবন*, ১৯৪২।

অরণ্য [স] *বি* বন। 'অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্বথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অরণ্যকম্পিত [স] *বিণ* অরণ্য কেঁপে ওঠে এমন। 'তৃষ্ণার্ত নিশায় শুনি অরণ্যকম্পিত ডাক শিরায় শিরায়।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

অরণ্যচর [স] *বি* বনবাসী। 'সরলস্বভাব, শ্রমশীল অরণ্যচরগণ তুঙ্গগিরিচ্যুত নদের ন্যায়।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

অরণ্যচারী [স] ১ *বিণ* বন-জঙ্গলে বিচরণকারী। 'আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। ২ *বিণ* বনে বাসকারী। 'অরণ্যচারী কবি বনের দুটি সুন্দর ডানাওয়ালা পাখির মতো করিয়া সসীমকে ও অসীমকে গায়ে গায়ে মিলাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অরণ্যজ [স] *বিণ* বনজ। 'অবিশ্যি অরণ্যজ শীতলতা এখানে আরামদায়ক।' *শওকত*, ১৯৭২।

অরণ্যতট [স] *বি* বনভূমি। 'প্রাণের অরণ্যতট হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অরণ্যদেবতা [স] *বি* অরণ্যের কল্পিত নিয়ন্ত্রকসত্তা। 'অরণ্যদেবতার প্রাচীন বনস্পতি মূর্তিটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।' *অবন*, ১৯২৫।

অরণ্য-নিবিড় [স] *বিণ* বনের মতো ঘন। 'ছায়াঘন, অরণ্য-নিবিড় আমাকে দেখ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

অরণ্যফুল [স] *বি* বনফুল; বনে ফোটা ফুল। 'রচিল অরণ্যফুলে অদৃশ্যের পূজা-আয়োজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অরণ্যবাস [স] *বি* অরণ্যে বসবাস। 'এ নির্জন অরণ্যবাস হইতে মুক্তি পাইব।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অরণ্যবাসর [স] *বি* বনের মধ্যে অবস্থান। 'কণ্টকিত প্রতীক্ষায় আমাদের অরণ্যবাসর।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

অরণ্যবাসী [স] *বিণ* বনবাসী। 'অরণ্যবাসী হিংস্র পশুদিগের আশঙ্কায় ... দিবাভাগেও লোক গতায়াত করিতে শঙ্কিত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অরণ্যভূমি [স] *বি* বনভূমি। 'সুন্দরী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অরণ্যমতী [স] *বিণ স্ত্রী* বনে থাকে এমন। 'দেয়ালে টানানো হরিণের ছালে অরণ্যমতী জীবনের গাঢ় কান্না।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

অরণ্যময় [স] *বিণ* জঙ্গলাকীর্ণ। 'অরণ্যময় অঞ্চলে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অরণ্যলোক [স] *বি* বনাঞ্চল। 'কার সঙ্গীতে কাঁপে অরণ্যলোক।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

অরণ্যশীর্ষ [স] *বি* বনের উপরিভাগ। 'অরণ্যশীর্ষে হালকা মেঘের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

অরণ্যসঙ্কুল [স] *বিণ* জঙ্গলাকীর্ণ। 'সেই অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়ে বাঘের ভয় অত্যন্ত বেশি!' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

অরণ্যসমাচ্ছন্ন [স] *বিণ* অরণ্যে ঢাকা। 'আফ্রিকার নিভৃত অরণ্যসমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অরণ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* অরণ্যে বাস করে এমন। 'ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্যা/ নাচে গিরিকন্যা চঞ্চল ঝরনা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

অরণ্যাকীর্ণ [স অরণ্য+স আকীর্ণ] *বিণ* জঙ্গলপূর্ণ। 'বিরাট অরণ্যাকীর্ণ উপত্যকা।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

অরণ্যানী [স] *বি* বিশাল বন। 'পরিশেষে সেই অরণ্যানীতে প্রবেশিয়া দেখিলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অরণ্যে ক্রন্দন *বি* বৃথা অনুনয়। 'অরণ্যে ক্রন্দন সে তো বালকের কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

অরণ্যে রোদন *বি* বৃথা অনুনয়। 'তাহারদিগের এ আকিঞ্চন কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

অরণ্যে রোদিত [স] *বিণ* নিষ্ফল। 'কৃষ্ণনামাবিশিষ্টমন সদা হরিদাস / অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব-প্রকাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অরতি [স] *বি* অপ্রেম। 'নামুক অরতি অতএব মোর শরীরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অরতী [স রতি>] *বি* যৌনকামনা। 'অরতী বাধিত হৰ্আ পাপ করিবেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অরথিত [স অর্থিত] ১ *বিণ* উপযাচিত। 'অপন অপন কাজ কহইত অধিক লাজ অরথিত আদর হানী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* প্রার্থিত। 'তঁই অরথিত উপচিত ভেলি সে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অরন্ধন [স] *বি* বিশেষ দিনে রান্না না করার হিন্দু আচারবিশেষ; ভাদ্রসংক্রান্তি। 'শ্রীরামপুরের পঞ্জিকামতে ভাদ্রে অরন্ধন সংক্রান্তির সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অরন্য [স অরণ্য] *বি* বন; জঙ্গল। 'সকল অরন্য ভ্রমিঞা না পাইল জল।' *মালাধর*, ১৫০০।

অরপা [স অর্পণ] *ক্রি* অর্পণ করা। 'আপনার স্বর্ণবীণা অরপিলা করে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অরফ্যান [ই] *বিণ* অনাথ; এতিম। 'অরফ্যান ছেলের দল এবারেও ক্যাম্প পেতেছিলো।' *শক্তি*, ১৯৭০।

অরব [স] *বিণ* নিঃশব্দ। 'সেই বিজয়শঙ্খ রেখে গেছে অরব ধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অরবিন্দ [স] *বি* পদ্ম। 'তহিক লাগি ফুলল অরবিন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অরবিন্দবদনী [স] *বি স্ত্রী* পদ্মের মতো সুন্দর মুখ যে নারীর। 'অরবিন্দবদনীর মুখ অরবিন্দ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

অরমণীয় [স] *বিণ* অসুন্দর। 'এ উপত্যকাভূমিতে যে নিতান্ত অরমণীয় তাও নয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

অররু [স] *বি* শত্রু। 'কে আছে সীতার আর এ অররু-পুরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অরসজ্ঞ [স] *বিণ* রসজ্ঞানশূন্য। 'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অরসিক [স] ১ *বিণ* আরাধ্যের প্রতি আসক্তিহীন। 'অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* রসিকতা জ্ঞানহীন। 'মহাশয় আমি অরসিক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অরসিকতা [স] *বি* ব্যর্থ রসিকতা। 'সামান্য রসিকতা কিম্বা অরসিকতাতেও লোকেরা, মেয়েরা হো হো করে দমকা হাসি ছাড়ছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

অরসিকা [স] *বিণ স্ত্রী* রসবোধহীন। 'চারুর ইচ্ছা নহে অরসিকা মন্দার কাছে অমল পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অরসী [স আদর্শিকা] *বি* দর্পণ। 'আবে তোহি সুন্দরি মনে নহি লাজ। হাথক কাকন অরসী কাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অরহর [স আঢ়কী] *বি* কলাই জাতীয় শস্য। 'ধান চালু মাষ মুগ ছোলা অরহর।' *ভারত*, ১৭৬০।

অরা *সর্ব* তারা। 'পূজার নামে অরা তাঁদেরে অপমান করছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অরাজক [স] ১ *বিণ* বিশৃঙ্খল। 'রাজ্য হইল অরাজক নাহিক নৃপতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* রাজা নেই এমন। 'অরাজক কে বলিবে? সহস্ররাজক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৩ *বিণ* শাসনহীন। 'স্বর্গ ও মর্তের মাঝখানে একটা অনির্দেশ্য অরাজক স্থান আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৪ *বিণ* অত্যাচারী। 'মম বিষ-নিশ্বাসে মারীভয় হানে অরাজক যত রাজায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

অরাজকতা [স] ১ *বি* নৈরাজ্য। 'অরাজকতানিবন্ধ ভদ্রলোকের ধন প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩। ২ *বি* বিশৃঙ্খলা। 'বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘটেছে। কী করে লিখব, ভালো মনে আসছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৩ *বিণ* বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। 'তাঁর স্নেহ না পেলে সেই অরাজকতা-কালে আমাকে বিষম দুঃখ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অরাজকতানিবন্ধন [স] *ক্রিবিণ* বিশৃঙ্খলার জন্যে। 'অরাজকতা-নিবন্ধন ভদ্রলোকের ধন প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

অরাজকত্ব [স] *বি* শাসনশূন্য অবস্থা। 'অস্থানে তাঁর অরাজকত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অরাজনৈতিক [স] *বিণ* রাজনীতি বিষয়ক নয় এমন। 'অরাজনৈতিক দাবী সম্পর্কেই বা কনভেনশন মোছলেম লীগের নীতি ও ভূমিকা কি?' *আজাদ*, ১৯৬৮।

অরাজি, অরাজী [অ+আ রাজি] *বিণ* অসম্মত। 'সেও অরাজি নয়।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'অতসীর স্বামী ছেলের বাবা হতে অরাজী হয়েছেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

অরাতি [স] *বি* শত্রু। 'অরাতি অবধি পক্ষ অচেতন জনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অরাতিকুল [স] *বি* শত্রুপক্ষ। 'বীরগণের বামপার্শ্বে ঝুলিয়া অরাতিকুলের সন্ধান লইতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

অরাধা [স আরাধন>] *ক্রি* আরাধনা করা। 'জনম জনম হরগৌরি অরাধলোঁ সিব ভেল সকতি বিভোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অরাল [স] *বিণ* বাঁকা। 'লীলায়িত অরাল ভুজের আলিঙ্গনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

অরি [স] *বি* শত্রু। 'আপনার দন্তদুটা আপনার অরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অরি-দমী [স] *বিণ* শত্রু নাশ করে এমন। 'গন্ধর্ব-কুলের রাজা চিত্ররথ রথী/ কামিনীর মনোরথ, নিত্য অরি-দমী দৈত্য-রণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

অরিদল [স] *বি* শত্রুদল। 'চলো চলো অরিদল করিছে ভ্রমণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

অরিপুর [স] *বি* শত্রুপুরী। 'তাহে অরিপুরে কেহ নাহি তাঁর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অরিজিনাল [ই] *বিণ* অভিনব; মৌলিক। 'ভারী অরিজিনাল আইডিয়া তো।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অরিজিন্যালিটি [ই] *বি* মৌলিকত্ব। 'সাহিত্যে যাহার অরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অরিন্দম [স] *বি* শত্রুদমনকারী। 'পরে বিনাশিয়া পিতৃ-অরি অরিন্দম।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

অরিষ্ট [স] ১ *বিণ* অমঙ্গলের। 'উল্কাপাত হইল কীবা অরিষ্ট লক্ষণ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* উপদ্রব। 'সেই কালে অরিষ্ট হইল বহুতর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* সূতিকাগার। 'অরিষ্ট আলয় আলো কৈল অঙ্গচ্ছবি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অরিষ্ট-আলয় [স] *বি* সূতিকাগার। 'অরিষ্ট আলয় আলো কৈল অঙ্গচ্ছবি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অরিষ্টবাস [স] *বি* সূতিকাগার। 'আভায় অরিষ্টবাস অন্ধকারে আল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অরু[১] [পা অরু (আঘাত)] *বি* রাগবিশেষ। 'রাগ অরু।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

অরু[২] [হি ঔর] *বি* আর। 'অরু দিন নাম ধর মুরলি বাজায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৮০।

অরুগী [স রোগ>] *বিণ* রোগহীন। 'মুমীন যেহেন অরুগী জীবন্ত।' *সুলতান*, ১৭০০।

অরুগ্ন, অরুগ্ণ [স] *বিণ* সুস্থ। 'রোগের বীজ আহরণ করে তারা অরুগ্ণ চোখে গিয়ে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'অরুগ্ন উল্লাসে আত্মপ্রকাশের আশায় ভবিষ্যতের পথ চেয়ে ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

অরুচি [স] **১** *বি* খাওয়ায় অনিচ্ছা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'অরুচিতে আহার করা জানতে পায় সে সব ধারা।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* বিতৃষ্ণা। 'বে অরুচির রুচি, যদি পাই রূপার কুচি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অরুচিকর [স] **১** *বিণ* বিরক্তিকর। 'ইংরাজের কাছে অত্যন্ত অধিক এবং অরুচিকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* বিস্বাদ। 'বেবুনের মাংস অসহ্য ও অরুচিকর হয়ে উঠেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

অরুঝা **১** *ক্রি* জড়ানো। 'ভাঁগি জাইতি মনসিজে ধরি রাখলি ত্রিবলি লতা অরুঝাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* যুক্ত করা। 'তা অরুঝাএল হারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অরুণ [স] **১** *বিণ* ভোরের সূর্যের আলোর মতো লাল; রক্তবর্ণ। 'দেহকান্তি গৌর কম্বু দেখিয়ে অরুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'উর্ধ্বমুখে দৃষ্টি কৈল অরুণ লোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সূর্য। 'রতন কুণ্ডল কর্ণে ঝলমল অরুণের যেন জ্যোতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বিণ* রক্তিম। 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অরুণ-আলো [স] *বি* সূর্যের আলো। 'অরুণ-আলোর আশিস লয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অরুণকর [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'অরুণকর দিয়ে মুকুট দেন শিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অরুণকিরণকণিকা [স] *বি* লাল আলোর কণা। 'তাহার অরুণকিরণ-কণিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অরুণ-চন্দ্রাপীড় [স] *বি* অরুণরূপ শিরোভূষণ। 'হারানো প্রিয়ারে খুঁজিছে আকাশে অরুণ-চন্দ্রাপীড়।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

অরুণ-চরণ [স] *বি* অরুণরূপ চরণ। 'এসো অরুণ-চরণ কমল-বরন তরুণ উষার কোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

অরুণচ্ছটা [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'নবপ্রভাতের অরুণচ্ছটার যে স্তবগান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অরুণতরী [স] *বি* সূর্যের আলো। 'অরুণতরী তব পুরবে ছেড়ে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অরুণদীপ্ত [স] *বিণ* নবোদিত সূর্যের আলোয় দীপ্তিমান। 'কী জাগে অরুণদীপ্ত আভাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অরুণধূসর [স] *বিণ* ভোরের আবছা আলোয় ধূসর। 'এমন সময়ে অরুণধূসর পথে তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অরুণ-বরন [স অরুণবর্ণ] *বিণ* সূর্যরাঙা। 'অরুণবরন পারিজাত লয়ে হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অরুণবরনী [স অরুণবর্ণ>] *বিণ* ভোরের সূর্যের মতো লাল রঙের। 'পবন হত সুরার মতো সুরভি – পরান হত অরুণবরনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অরুণবসন [স] *বি* রক্তিম পোশাক। 'সূর্য্য-শত-সম-কান্তি অরুণবসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অরুণবহ্নি [স] *বি* সূর্যের আগুন। 'অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে –।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অরুণবীণা [স] *বি* অরুণরূপ বীণা। 'সুর উঠেছে অরুণবীণার তারে তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অরুণময় [স] *বিণ* লাল রঙে পূর্ণ। 'অশোক ফুলে অরুণময় ক্ষেত্র!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

অরুণময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সূর্যের দীপ্তিপূর্ণ। 'অরুণময়ী তরুণী উষা জাগিয়ে দিল গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অরুণ-যান [স] *বি* অরুণরূপ যান। 'রবির পথ অরুণ-যান কিরণ-পথ ডুবায় মেঘ মহার্ণব।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অরুণরথ [স] *বি* সূর্যরূপ রথ। 'অরুণরথচূড়া আধেক যায় দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অরুণরথচূড়া [স] *বি* সূর্যরথের চূড়া। 'অরুণরথচূড়া আধেক যায় দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অরুণরাগ [স] *বি* সূর্যের মতো লাল রং। 'রক্ত আমার রঙিয়ে আছে তব অরুণরাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'তারি লাগি আকাশ রাঙা আঁধার-ভাঙা অরুণরাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অরুণ-রাঙা [স অরুণ+রাঙা] *বিণ* উদীয়মান সূর্যের মতো লাল। 'অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অরুণরাঙিমা [স অরুণ+রাঙা>] *বি* সূর্যের লাল আভা। 'অরুণরাঙিমা দিগন্তে গেল ঘুচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অরুণরুচি [স] *বিণ* ভোরের সূর্যের মতো উজ্জ্বল। 'অরুণরুচি আসনে চরণ তব বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

অরুণরেখা [স] *বি* লাল রেখা। 'সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অরুণরেণু [স] *বি* সূর্যের রক্তিম আলো। 'তোমার সুর অশোকশাখে অরুণরেণুরাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অরুণলিখা [স] *বি* নবোদিত সূর্যের আলো। 'নতুন অরুণলিখা যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অরুণলেখা [স] *বি* সূর্যোদয়কালীন আলোক-রেখা। 'নূতন উষার প্রথম-অরুণলেখাটির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অরুণসারথি [স] *বি* অরুণরূপ সারথি। 'তোমরা তাহারই অরুণ-সারথি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অরুণসুধা [স] *বি* আলোকরূপ অমৃত। 'করুণ আঁখি করিছে প্রাণে/ অরুণসুধা দান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অরুণাম্বর [স অরুণ-অম্বর] *বি* লাল বসন। 'অরুণাম্বরবসনা অরুণলেখা সেদিন হাস্যে লজ্জায় এবং অলংকারে আড়াল হইতে ঝকমক করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অরুণালোক [স অরুণ-আলোক] *বি* প্রভাত সূর্যের আলো। 'স্বামী স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অরুণোজ্জ্বল [স অরুণ-উজ্জ্বল] *বিণ* সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল। 'লেখাগুলিকে আরও অরুণোজ্জ্বল করে দিলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অরুণোদয় [স অরুণ-উদয়] *বি* সূর্যোদয়। 'অরুণোদয় কালে হৈল প্রভুর আগমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অরুণিত [স] *বিণ* রক্তবর্ণ-প্রাপ্ত। 'মণি-মঞ্জীর বাজে অরুণিত চরণে সখী।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

অরুণিম [স অরুণিমা] *বিণ* অরুণাভ। 'অরুণিম অধরে সুধারস বরিখত বচন অমিয়া তছু মাঝ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অরুণিমা [স] **১** *বি* লালচে আভা। 'নতুন পাতার অরুণিমা সবুজ থেকে ক্রমে শুকনো পাতারা গেরুয়াতে গিয়ে পৌঁছয়।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* উজ্জ্বলতা। 'প্রণয়ের অরুণিমা আনিত জীবনে তার স্বপনের আকাশ-কুসুম।' *আহসান*, ১৯৪৪।

অরুন্তুদ [স] *বিণ* মর্মান্তিক। 'পাওয়ার ব্যথাটাই হচ্ছে সবচেয়ে অরুন্তুদ।' *নজরুল*, ১৯২২।

অরুন্ধতী [স] *বি* সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র। 'অরুন্ধতী নক্ষত্র তাহার নয়নে পড়িল না।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

অরুস [স অরোষ] *বি* ক্রোধ। 'অরুসে যুগল আঁখি অরুণ বরণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'ঐমনি অরুসে অনল বরিষে দশনে অধর দাপে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অরূন, অরুন [স অরুণ] *বি* সূর্য। 'তাহি নব পল্লব অরুনক ভাঁতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'রাঙ্গামুখ খান তার অরূন কীরন।' *মালাধর*, ১৫০০;

অরূপ [স] **১** *বিণ* নিরাকার। 'স্বরূপ অরূপ প্রভু অনন্ত সুরতী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* রূপোত্তীর্ণ। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বি* যার কোনো রূপ নেই। 'অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৪** *বিণ* অলৌকিক। 'ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৫** *বিণ* অদৃশ্য। 'আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপমধু পান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৬** *বিণ* অপরূপ। 'তোমার প্রেমের অরূপ মূর্তি দেখাও ভুবনতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অরূপ-ফাঁসি [স অরূপ+স পাশ] *বি* অরূপের বন্ধন। 'শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অরূপরতন [স অরূপ+স রত্ন] *বি* পরমব্রহ্ম। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অরূপলোক [স] *বি* নিরাকার জগৎ। 'নবপ্রভাতের উদয়সীমায়/ অরূপলোকের দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* নিরাকার। 'অরূপা লো! রতি হয়ে এলে মনে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অরূপী [স] *বিণ* নিরাকার। 'পুরুষের প্রাধান্য গণনায় অরূপী ব্রহ্ম কহেন এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব সম্পাদন ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অরে [ধ্বন্যা] *অব্য* ওরে। 'কবি ভন বিদ্যাপতি অরেরে সুনু জুবতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অরেখ [স] *বিণ* রেখাহীন। 'অরেখ সাদার বুকের উপর যেখানে রেখা-কালীর নৃত্য সেখানে এই রংগুলি যোগিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অরেঞ্জ [ই] *বি* কমলালেবু। **অরেঞ্জস্কোয়াশ** [ই] *বি* কমলালেবুর রস। 'লেমোনেড, ভীমটো, অরেঞ্জস্কোয়াশ এই সব।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অরেটরি [ই] *বি* বাগ্মিতা। 'পশ্চিমে ডিনারের পর স্পীচ, লাঞ্চের পর অরেটরি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অরেরে [ধ্বন্যা] *অব্য* ওরে। 'ভনই বিদ্যাপতি অরেরে গোআরি/ বড়ে পুনে সম্ভব আদর মুরারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অরোগী [স] **১** *বি* সুস্থ ব্যক্তি। 'ধনীকে দান দেয় তবে তাহার ফল হয় যেমত অরোগীকে ঔষধ দেওন।' *রামরাম*, ১৮০২। **২** *বিণ* রোগমুক্ত। 'জাহাজে অন্য দেশে যাইয়া অরোগী হইয়া আইসেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

অরোগি [স অরোগী] *বি* সুস্থ মানুষ। 'এপাশে ওপাশে রোগি-অরোগিতে মহা-কলরব করে।' *জসীম*, ১৯৫১।

অরোচক [স] *বি* রুচিহীনতা। 'অরোচক ইত্যাদি গর্ভের চিহ্ন নির্গত হইল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অরোচী [স অরুচি] *বি* রুচি না থাকা; খাওয়ার ইচ্ছা লোপ পাওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮২।

অরোরা [ই] *বি* মেরুজ্যোতি; মেরু অঞ্চলে আকাশে দেখা যায় এমন আলোকবিশেষ। 'আকাশে যখন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অর্ক [স] *বি* সূর্য। 'অর্ক চন্দ্র পরশএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অর্কফলা [স] *বি* শিখা; টিকি। 'তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

অর্কহীন [স] *বিণ* আলোকহীন। 'পরস্পর প্রতিশ্রুত ছিন্নভিন্ন আমি অর্কহীন চাই উর্দ্ধগা।' *শক্তি*, ১৯৬১।

অর্কিড [ই] *বি* রজনীগন্ধার মতো ডাঁটাবিশিষ্ট বিচিত্র রঙের ফুলবিশেষ। 'বিচিত্র রঙের অর্কিড।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অর্কেস্ট্রা [ই] *বি* ঐকতান। 'অর্কেস্ট্রা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

অর্গল [স] **১** *বি* দরজা। 'ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। **২** *বি* খিল। 'যার দ্বারে অর্গল নেই সেই অগত্যা চোরকে সাধুভাবে ধর্মোপদেশ দিতে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অর্গলবদ্ধ [স] *বিণ* খিল দেওয়া হয়েছে এমন। 'সীতারাম দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

অর্গলহীন [স] *বিণ* খিলবিহীন। 'এই অর্গলহীন কাশডাঁটার বেড়ার আগড়-দেওয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অর্গলিত [স] *বিণ* দরজা বন্ধ আছে এমন। 'ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

অর্গান, অর্গ্যান [ই] *বি* হারমোনিয়ামের মতো কিন্তু হারমোনিয়ামের চেয়ে অনেক বড়ো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'একটা প্রশস্ত আশার সংগীত শুনতে পাই, যেন দূরে আকাশব্যাপী একটা অর্গান থেকে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'তারপর বেজে ওঠে অর্গ্যান।' *শামসুল*, ১৯৬২।

অর্গানস [ই] *বি* শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিষয়ক বিদ্যা। 'নিজেই অর্গানস, ফিজিওলজি ... পড়াতেন।' *শামসুল*, ১৯৬২।

অর্গানাইজ করা [ই অরগানাইজ+করা] *ক্রি* সংগঠিত করা। 'লীডাররা ফ্রন্টে যাবে তো অর্গানাইজ করবে কারা?' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

অর্গানাইজার [ই] *বিণ* সংগঠক। 'বোম্বে মিউচুয়েল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড'-এর অর্গানাইজার।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

অর্গানিজেশন [ই] *বি* সংস্থা। 'একটা লটারি অর্গানিজেশন।' *জীবন*, ১৯৩২।

অর্গোর [স অগুরু] *বি* সুগন্ধিবিশেষ। 'গঙ্গাজল বিল্বদল অর্গোর চন্দন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অর্গ্যান দ্র **অর্গান**

অর্ঘ্য [স] **১** *বি* তর্পণ। 'পিতৃগনে অর্ঘ্য আমি মরুতে পবন।' *মালাধর*, ১৫০০; **২** *বি* পা ধোওয়ার জল। 'পাদ্য অর্ঘ্যে আচমনী দিলেক আসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* উপহার। 'এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৪** *বি* পূজার উপচার। 'মানুষ মানবসমাজকে অর্ঘ্য সাজাইয়া পূজা করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৫** *বি* সম্মান। 'সেই উপহারে পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল সুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৬** *বি* আত্মসমর্পণ। 'অরণ্য তাহারি তলে উর্ধ্বে বাহু মেলি আপন শ্যামল অর্ঘ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অর্ঘ্য-উপচার [স] *বি* পূজার উপকরণাদি। 'নিত্যনূতন পূজাপদ্ধতি, অর্ঘ্য-উপচার আর মন্দিরের বেদী স্পর্শ করবে না।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

অর্চক [স] *বি* আরাধনাকারী। 'ঈশ্বর-চিন্ত অর্চকের তপোবলে নির্দোষ হয়ে ওঠে।' *অবন*, ১৯২৫।

অর্চনা, অর্চ্চনা [স] **১** *বি* পূজা। 'সপ্তদ্বীপে যুগে যুগে তোমার অর্চনা আগে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* উপাসনা। 'দেবালয়ে যাইয়া দেবতারদের পূজা অর্চ্চনা করি।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **৩** *বি* আহ্নিক। 'সন্ধ্যা-অর্চনা কিছুই করো না?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৪** *বি* আনন্দ সংগীত। 'আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ন মূর্ছনা, আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অর্চনীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* পূজনীয়। 'এই অর্চনীয়া বধূটির অনুগত ঠাকুরপো হয়ে সে যাবে বুড়িয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

অর্চা [স অর্চন>] *ক্রি* বন্দনা করা। 'দ্রোপদে অর্চিল পঞ্চ পাণ্ডব নন্দন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অর্চ্চন, অর্চ্চেন [স অর্চন] *বি* পূজা। 'ক্ষান্তমতি হয়ে আছে দেবের অর্চ্চেনে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অর্জনস্পৃহা, অর্জ্জনস্পৃহা [স] *বি* লাভের আশা। 'ধন লোভ দ্বারা অর্জ্জনস্পৃহা ক্ষণকালের নিমিত্ত চরিতার্থ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অর্জনীয় [স] *বিণ* অর্জন করতে হয় এমন। 'বাস্তবিকতা চিত্রকলায় অর্জনীয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

অর্জা [স অর্জন] *ক্রি* অর্জন করা। 'বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

অর্জিত, অর্জ্জিত [স] **১** *বিণ* প্রয়াস দ্বারা প্রাপ্ত। 'কি প্রকারে তাহা অর্জ্জিত হইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **২** *বিণ* সঞ্চিত। 'রাখে সে অর্জিত নিত্যকালের রতন-কণ্ঠহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অর্জুত, অর্জ্জুত [স অযুত] *বিণ* দশ হাজার। 'পুনরপি অর্জ্জুত পন বলদেব কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

অর্জ্জুতেক, অর্জ্জুতেক [স অযুত+স এক] *বিণ* এক অযুত; দশ হাজার। 'অর্জ্জুতেক ধেনু দিলাও দুহাঁর চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অর্জুন, অর্জ্জুন [স] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'অর্জ্জুন খর্জুর খিরি গয়া আম্বত বোহারি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'একটা অর্জুন গাছের ডালে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অর্জ্যা [স আর্যা] *বি স্ত্রী* মাননীয়। 'তুমি গো সেনের তরুণী অর্জ্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অর্ডর, অর্ডার [ই] **১** *বি* ফরমাশ। 'বিলেত থেকে অর্ডর দিয়ে সাজ আনিয়ে প্রতিমে সাজান হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* নির্দেশ। 'হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিয়া ফিরিয়া অর্ডার দিল।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বি* ফরমাশ। 'কয়েকটা বড় অর্ডার এসেছিল।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

অর্ডার দেওয়া [ই অর্ডার+দেওয়া] *ক্রি* আদেশ দেওয়া। 'ছারপোকার অর্ডার দেব।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

অর্ডার-সাপ্লাই [ই] *বি* ফরমাশ সরবরাহ। 'সে অর্ডার-সাপ্লায়ের কাজ করে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অর্ডিনারী [ই] *বিণ* সাধারণ। 'দু একটা জামা-কাপড় মাত্র ... অর্ডিনারী চার্জে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

অর্ডিন্যান্স [ই] *বি* অধ্যাদেশ। 'যে অর্ডিন্যান্সের খড়্গ খাড়া করিয়াছেন তদ্দ্বারা পাটচাষীদের যে কি উপকার হইবে ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

অর্ণব [স] **১** *বি* সমুদ্র। 'রাজা অর্ণবপ্রবাহে লম্ফপ্রদানপূর্বক, অল্পক্ষণমধ্যে, ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* অসীম আধার। 'কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে রবাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অর্ণবকূল [স] *বি* সমুদ্রের তীর। 'প্রত্যাগমনকালে অর্ণবকূলে এক অপূর্ব দেবালয় দেখিতে পাইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অর্ণবতরী [স] *বি* সমুদ্রগামী জাহাজ। 'এই ভগ্ন ভেলাই সেই অর্ণবতরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

অর্ণবতীর [স] *বি* সমুদ্রের পাড়। 'উভয়ে ... অর্ণবতীরে উপস্থিত হইয়া, সেই দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অর্ণবপোত [স] *বি* সমুদ্রগামী জাহাজ। 'আমি, কতিপয় অর্ণবপোত লইয়া, সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অর্ণবপ্রবাহ [স] *বি* সমুদ্রের প্রবাহ। 'রাজা অর্ণবপ্রবাহে লম্ফপ্রদানপূর্বক, অল্পক্ষণমধ্যে, ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অর্ণববাহন [স] *বি* সমুদ্রগামী জাহাজ। 'ভাসানো নেই কারো কোনো অর্ণববাহন।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

অর্ণবযান [স] *বি* সমুদ্রগামী জাহাজ। 'বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান ও বাষ্পীয় পোত প্রস্তুত করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অর্ণা [স অরণ্য>] *বিণ* বুনো বা বুনো জন্তুর ন্যায় বিশাল আকৃতির। 'তিনটে বড় বড় অর্ণা মোষ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অর্থ [স] **১** *বি* বক্তব্য। 'ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* শব্দের মানে বা অর্থ। 'কেহ না বুঝিল অর্থ সবে চমকিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* টাকাপয়সা। 'আর আর যুগেতে অর্থ ব্যয় যতঃ করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; *মেয়ার*, ১৭৮৯; 'অর্থই অনর্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বি* সার। 'সিরাজ সাঁই কয় অর্থবচন [সার কথা]।' *লালন*, ১৮৯০। **৫** *বি* তাৎপর্য। 'সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান/ কোনো অর্থ তাহার কে জানত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অর্থ-অনর্থ [স] *বি* অর্থ ও অনর্থ। 'কেই বা অর্থ-অনর্থ নিয়ে মাথা ঘামায়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অর্থই অনর্থের মূল – সম্পদই সংসারে সব দুঃখের কারণ। 'চিরপ্রবাদ আছে যে, সময় বিশেষে অর্থই অনর্থের মূল হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অর্থউজীর [স অর্থ+আ ওয়াজির] *বি* অর্থমন্ত্রী। 'অর্থউজীর জনাব ...।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

অর্থকথা [স] *বি* মর্মার্থ। 'ইহার অর্থকথা পালিভাষায় সিংহলদ্বীপবাসীগণের জন্য প্রস্তুত করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অর্থ করা *ক্রি* তাৎপর্য বের করা। 'রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে / পূর্ব্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অর্থকরী [স] *বিণ* অর্থ উপার্জনে সহায়ক। 'অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।' *ভবানী*, ১৮২৩।

অর্থকরীবৃত্তি [স] *বি* টাকাপয়সা উপার্জনের পেশা। 'অর্থকরীবৃত্তিকে প্রধান বৃত্তি বলিয়া জানেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অর্থকৃচ্ছ্রতা [স] *বি* আর্থিক টানাটানি। 'এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে দেখিতে দেখিতে বাঙ্গলার বুকে অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল।' *হেদায়েত*, ১৯৩৫।

অর্থগত [স] *বিণ* অর্থ লাভ হয় না এমন। 'খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থাৎ অর্থগত নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

অর্থগর্ভ [স] *বিণ* অন্তর্নিহিত অর্থ আছে এমন। 'তাই অর্থগর্ভ ও ব্যঞ্জনাবহ নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

অর্থগৃধ্নু [স] *বিণ* টাকাপয়সার প্রতি অত্যন্ত লোভী। 'চোর স্বভাবতঃ অর্থগৃধ্নু।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'জমিদারেরা এমত অর্থগৃধ্নু হইয়া পড়িয়াছেন।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

অর্থগৃধ্নুতা [স] *বি* টাকাপয়সার প্রলোভন। 'অর্থগৃধ্নুতাও তাই – কিন্তু এসব মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তিরই ফল।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অর্থগৌরব [স] *বি* অর্থের গভীরতা; ব্যঞ্জনা। 'তার অস্পষ্ট আভাস নাটকটির অর্থগৌরব আরো বাড়িয়ে তোলে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

অর্থগ্রহ [স] *বি* অর্থ উপলব্ধি। 'কেবল তিনজন লোক গানের অর্থগ্রহ করিয়াছিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অর্থগ্রাহী [স] *বিণ* অর্থগ্রহণকারী। 'তাঁহারও এক২ জন সামান্য অর্থগ্রাহী নহেন।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

অর্থগ্রাহ্য [স] *বিণ* অর্থপূর্ণ। 'তা হলেই শব্দ বা বাক্য অর্থগ্রাহ্য হয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

অর্থচিন্তা [স] *বি* টাকাপয়সার চিন্তা। 'চিন্তার মধ্যে অর্থচিন্তাটাই সবচেয়ে বড়ো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অর্থতত্ত্ব [স] *বি* অর্থনীতি। 'অর্থতত্ত্বেও তাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অর্থতাত্ত্বিক [স] *বিণ* ধনতন্ত্রী। 'বলগর্বিত অর্থতাত্ত্বিক কোনো জারের মুখেই শোভা পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অর্থদণ্ড [স] *বি* জরিমানা। 'অর্থদণ্ডসহ তিন বৎসর মিয়াদ দিয়াছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

অর্থদান [স] *বি* স্বত্ব ত্যাগ করে অর্থ দেওয়া। 'ভাগ্যবান মহাশয়েরা ... অর্থদান করিতে ইচ্ছুক হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

অর্থদোহন [স] *বি* অর্থসম্পদ আত্মসাৎকরণ। 'ভারতবর্ষের অর্থদোহন করিয়া বহু দূরস্থ সম্বন্ধবিহীন জাঞ্জিবারের দাসবিক্রয় প্রথা ...।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

অর্থদ্বৈধ [স] *বি* দ্ব্যর্থবোধকতা; দু রকমের অর্থের দ্বন্দ্ব। 'ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অর্থনাশ [স] *বি* টাকাপয়সার অপচয়। 'মোকদ্দমা করিয়া অর্থনাশ, সর্ব্বনাশ।' *নব্যনূর*, ১৯০৩।

অর্থনীতি [স] *বি* অর্থনৈতিক অবস্থা। 'অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞানবিস্তারের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অর্থনীতিক [স] **১** *বিণ* অর্থ সংক্রান্ত। 'অর্থনীতিক ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত মুসলমান।' *আজাদ*, ১৯৩৬। **২** *বিণ* অর্থনীতিবিদ। 'অর্থনীতিক ডাঃ খানোভিকার হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকে ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

অর্থনীতিবিদ [স] *বি* অর্থনীতিজ্ঞ। 'অর্থনীতিবিদেরা বুঝতে পারলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অর্থনীতিশাস্ত্র [স] *বি* অর্থনীতি সম্পর্কিত বিদ্যা। 'অর্থনীতিশাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়েরাও আবিষ্কার করতে পারবেন না।' *সবুজ*, ১৯২০।

অর্থনৈতিক [স] **১** *বিণ* অর্থনীতি-সংক্রান্ত। 'তাহা রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* অর্থ-সংক্রান্ত। 'অর্থনৈতিক বৈষম্য ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

অর্থনৈতিক সাম্য [স] *বি* সম্পদের সমবণ্টন ব্যবস্থা। 'অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই ...।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অর্থ-পিপাসা [স] *বি* অর্থের লোভ। 'তদ্ভিন্ন তাঁহার অর্থ-পিপাসা সম্যক চরিতার্থ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অর্থপিশাচ [স] **১** *বিণ* অর্থ উপার্জনে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না এমন। 'চোরেরা অর্থপিশাচ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি,বিণ* দারুণ অর্থলোভী। 'তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'দিকে দিকে আজ অর্থপিশাচ খুঁড়িয়াছে গড়খাই।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অর্থপুস্তক [স] *বি* নোট বই; সহায়ক গ্রন্থ। 'অর্থপুস্তক দেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

অর্থপূর্ণ [স] **১** *বিণ* অর্থযুক্ত। 'তাহার সে অর্থপূর্ণ হিজিবিজি ছাপা হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* সার্থক। 'মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি অর্থপূর্ণ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বিণ* তাৎপর্যপূর্ণ। 'সমস্তই প্রশস্ত হয়ে সত্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৪** *বিণ* ইঙ্গিতবহ। 'সে হাসি যেন অর্থপূর্ণ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অর্থবচন [স] *বি* সার কথা। 'সিরাজ সাঁই কয় অর্থবচন।' *লালন*, ১৮৯০।

অর্থবর্ষণ [স] *বি* অর্থাগম। 'তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অর্থবল [স] *বি* ধনবল। 'বাহুবল, অর্থবল লইয়া মূর্খেরাই দর্প করে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অর্থবহতা [স] *বি* অর্থপূর্ণতা। 'তার ভিতরে ... মানবীয় অর্থবহতা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।' *শিব*, ১৯৫৬।

অর্থবাদ [স] *বি* ব্যাখ্যা। 'শুনি এক পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অর্থবান [স] **১** *বিণ* অর্থসম্পদের অধিকারী। 'প্রজাদের তুলনায় কোটিগুণে অর্থবান।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৮২। **২** *বিণ* অর্থবিশিষ্ট। 'গদ্যে প্রধানত অর্থবান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে কাজে লাগাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'স্বরবর্ণ কেবল যে অর্থবান শব্দের বানানের কাজে লাগে তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অর্থবিচার [স] *বি* শব্দের তাৎপর্য নির্ণয়। 'শব্দগঠন, বাগ্‌বিধি,

অর্থবিচার এবং প্রয়োগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অর্থবিজ্ঞান [স] *বি* অর্থনীতি। 'অর্থবিজ্ঞানের নিয়ম ধরেই তাতে মায়াঞ্জন লাগিয়ে তিনি তার দিক নির্ণয় করেছেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

অর্থবিত্তশালী [স] *বিণ* ধনবান। 'অর্থবিত্তশালী অযোগ্য লোকদের জন্য কোন কনডোলেন্স না হয়।' *মনসুর*, ১৯৪০।

অর্থবিহীন [স] **১** *বিণ* অর্থশূন্য। 'বিধাতার এক অর্থবিহীন প্রলাপবচন-সম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* তাৎপর্যশূন্য। 'অর্থবিহীন কথার ছন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অর্থ-বৈচিত্র্য [স] *বি* অর্থের বিভিন্নতা। 'যখন অজস্র Norman শব্দ তাদের নানা অর্থ-বৈচিত্র্য নিয়ে ...।' *সবুজ*, ১৯১৭।

অর্থবোধ [স] *বি* অর্থ অনুধাবন। 'ইহাতে সকলেই অনায়াসে অর্থবোধ করিতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

অর্থব্যক্তি [স] *বি* অর্থপ্রকাশ। 'গদ্যের যা কিছু গুণ অর্থব্যক্তি, প্রসাদগুণ, ওজস্বিতা, গাঢ়বদ্ধতা ...।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

অর্থব্যঞ্জনা [স] *বি* শব্দের অর্থপ্রকাশক গুণ। 'পদটি বিভিন্ন অর্থব্যঞ্জনা দান করেছে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

অর্থব্যয় [স] *বি* টাকা-পয়সা খরচ। 'অর্থব্যয় করা হোক আমার তাতে আপত্তি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অর্থব্যাখ্যা [স] *বি* অর্থের বিশদ বিবরণ। 'স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ-ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'পাঠোদ্ধার করে তার অর্থব্যাখ্যা করে দিতে পারবেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অর্থভাণ্ডার [স অর্থ-ভাণ্ডাগার] *বি* কোষাগার। 'অর্থভাণ্ডার ও নৃত্যশালা প্রভৃতির শোভা বৰ্দ্ধন করিয়া রাখিতেছেন।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

অর্থময় [স] *বিণ* অর্থপূর্ণ। 'যে চায় অশ্রুর বুকে জীবনের অর্থময় ভাষা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

অর্থমাধুর্য [স] *বি* অর্থগত সৌন্দর্য। 'শব্দ সংযোজন যে অর্থমাধুর্য সৃষ্টি করে।' *হাই*, ১৯৫৪।

অর্থমোহ [স] *বি* অর্থের জন্য লোভ। 'জমিদারেরা অর্থমোহে অন্ধ হইয়া তাহার কিছুই গ্রাহ্য করেন না।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

অর্থরত্ন [স] *বি* অর্থরূপ রত্ন। 'নাহি জানি চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে অর্থরত্ন-লোভে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অর্থরাশি [স] *বি* বিপুল অর্থ। 'মোক্তারদের কুপরামর্শে তোমরা অর্থরাশির শ্রাদ্ধ করিতেছ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

অর্থলগ্নি [স] *বি* বিনিয়োগ। 'অর্থলগ্নি করার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক নূতন ... নীতি অনুসরণ করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

অর্থলাভ [স] **১** *বি* আর্থিক লাভ। 'অন্যজন অর্থলাভ মাত্র অভিলাষ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বি* অর্থ উপার্জন। 'অর্থলাভ জ্ঞানলাভ এবং সৌন্দর্যভোগ সম্বন্ধে আমাদের একটা ঔদাসীন্যজড়িত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অর্থলালসা [স] *বি* টাকাপয়সার প্রতি লোভ; ধনলোভ। 'ইহুদের অর্থলালসা অত্যন্ত প্রবল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'রাজনীতির নির্মল ক্ষেত্র স্বার্থপরতা, অর্থলালসা ও আত্ম-পিপাসার পূতিগন্ধময় পঙ্কে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অর্থলিপ্সা [স] *বি* টাকাপয়সার প্রতি লোভ। 'তাহাদের অর্থলিপ্সার সার্থকতা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অর্থলোভ [স] *বি* অর্থের লালসা। 'অর্থ-লোভে আসে কত জন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অর্থলোভী [স] **১** *বিণ* টাকাপয়সার প্রতি লোভ আছে এমন। 'আমি তোমার মত স্বার্থপর অর্থলোভী নহি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বিণ* শব্দের অর্থ খুঁজে বেড়ায় এমন। 'ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অর্থলোলুপ [স] *বিণ* অর্থলোভী। 'কতকগুলি স্বার্থান্ধ তোষামোদপ্রিয় অর্থলোলুপ পারিষদবর্গ।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

অর্থশক্তি [স] *বি* টাকা-পয়সার ক্ষমতা। 'প্রজা ও জমিদারের অর্থশক্তির কথা।' *তারা*, ১৯৪২।

অর্থশালী [স] *বিণ* ধনবান। 'কোন কোন সময় দুই একজন অর্থশালী ভোগবিলাসী মহোদয়ের মুখে শুনা যায় যে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

অর্থশাস্ত্র [স] *বি* অর্থনীতি। 'সেই অর্থশাস্ত্রবিদ উপাধ্যায় সুধস্বার ত অবমাননা কর না?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অর্থশাস্ত্রবিৎ [স] *বি* অর্থনীতিবিদ। 'যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অর্থশাস্ত্রবিদ [স] *বি* অর্থনীতিক। 'সেই অর্থশাস্ত্রবিদ উপাধ্যায় সুধস্বার ত অবমাননা কর না?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অর্থশাস্ত্রবেত্তা [স] *বি* অর্থনীতিক। 'এই তিনটি নিয়মের দ্বারা অর্থশাস্ত্রবেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অর্থশাস্ত্রিক [স] *বি* অর্থনীতিবিদ। 'এই চিত্তবৃত্তি অর্থশাস্ত্রিকের না, রাষ্ট্রতাত্ত্বিকের নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অর্থশাস্ত্রিকতত্ত্ব [স] *বি* অর্থনীতিসংক্রান্ত তত্ত্ব। 'কাপড় ব্যবহার বা বর্জন ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রিকতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অর্থশূন্য [স] **১** *বিণ* অর্থহীন। 'গানের কথা অত্যন্ত শ্রীহীন এবং অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* হাস্যকর। 'অর্থশূন্য অঙ্গভঙ্গিময় ভাঁড়ামি হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বিণ* অকারণ। 'দৌড়াদৌড়ি আগাগোড়া অর্থশূন্য এবং উদ্দেশ্য-বিহীন।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **৪** *বিণ* অযৌক্তিক। 'যেরূপ বিকৃত ও অর্থশূন্য বানান করিয়া বাঙ্গালায় লিখিতেছেন।' *ছোলতান*, ১৯২৩। **৫** *বিণ* ব্যর্থ। 'জীবনকে কতখানি অর্থশূন্য করে ফেললে।' *জীবন*, ১৯৩২।

অর্থশোষণ [স] *বি* জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে অর্থ গ্রহণ। 'যেমত বলেন, তদনুসারে অর্থশোষণ করিয়া থাকেন।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

অর্থসংগীত [স] *বি* তাৎপর্যময় ভাবগম্ভীর সংগীত। 'কাশীতে সর্বক্ষেত্রেই অর্থসংগীত ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

অর্থসংগ্রহ [স] *বি* টাকাকড়ি আদায়। 'তখন রক্ষকটি সঙ্গে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অর্থ-সঙ্কট [স] *বি* টাকাপয়সার অভাবজনিত সমস্যা। 'অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইলে, বিজ্ঞ-লোকেই সর্ব্বতোভাবে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অর্থসঙ্গতি [স] *বি* অর্থ সঞ্চয়। 'ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিত অর্থসঙ্গতি করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অর্থসচিব [স] *বি* অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকর্তা। 'অর্থসচিব শ্রীযুক্ত ওয়েস্টল্যান্ড বাহাদুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'অর্থসচিব ... রোল্যান্সের কয়েক বার আলোচনাও চলিয়াছিল।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

অর্থসঞ্চয় [স] *বি* ধনসংগ্রহ। 'কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয় করিয়া ...।' *বিদ্যা*,

১৮৬৩।

অর্থসমৃদ্ধ [স] *বিণ* অর্থপূর্ণ। 'এই অর্থসমৃদ্ধ রূপ কি মানুষের সৃজনক্ষম ব্যক্তিসত্তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?' *শিব*, ১৯৬০।

অর্থসমৃদ্ধি [স] *বি* ব্যঞ্জনা। 'ভাষান্তরের ফলে ঐ শব্দদুটির অর্থসমৃদ্ধি খণ্ডিত হবার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি।' *শিব*, ১৯৫০।

অর্থসম্পদ [স] *বি* অর্থের গভীরতা। 'শুধু অর্থসম্পদের দ্বারাও কোনও বাক্য পাঠককে আনন্দ দিতে পারে।' *শিব*, ১৯৭৩।

অর্থসম্পন্ন [স] *বিণ* সার্থক। 'জীবনটাকে অর্থসম্পন্ন করে তুলতাম।' *জীবন*, ১৯৩২।

অর্থসাধ্য [স] *বিণ* ব্যয়সাধ্য। 'এ সকল ব্যাপার অর্থসাধ্য।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

অর্থসামর্থ্য [স] *বি* অর্থ জোগানের ক্ষমতা। 'ইহার যৌবনধন ও অর্থসামর্থ্য সমস্ত ব্যর্থ হইয়া এক্ষণে অনর্থ ঘটিল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অর্থসৌন্দর্য [স] *বি* অর্থগত সৌন্দর্য। 'বাগ্বিধির অর্থসৌন্দর্যও সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি।' *হাই*, ১৯৫৪।

অর্থহারা [স] **১** *বিণ* সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই এমন। 'যাহা মুখে আসে অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* গুরুত্বহীন। 'অর্থহারা বাঁধনগুলোর গর্বে, ঠাকুর, থাকো তুমি কঠিন হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অর্থহীন [স] **১** *বিণ* ধনহীন। 'প্রজাকুল অর্থহীন – অর্থহীন বলিয়া তাহারা সহায়হীন।' *সাধারণী*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* তাৎপর্যহীন। 'অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'নিজের শরীরের চারি দিকেই অর্থহীন জিনিষপত্রের ঘেঁষাঘেঁষিটা বড়ো শ্রান্তিজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বিণ* অবাস্তব। 'রেসপনসিবিলিটি উইদাউট রাইট নিতান্তই অর্থহীন।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

অর্থহীনতা [স] *বি* অনর্থকতা। 'অর্থহীনতায় ভয়ংকর।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

অর্থহীনভাবে [স] *ক্রিবিণ* অকারণে। 'চোখে আরো পানি আসে, হু হু করে, অর্থহীনভাবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

অর্থহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* গুরুত্বহীন। 'রেখা অপ্রগল্ভা, অর্থহীনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অর্থাংশ [স অর্থ-অংশ] *বি* সারাংশ। 'বক্তৃতার অর্থাংশ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অর্থাকাঙ্ক্ষী [স অর্থ-আকাঙ্ক্ষী] *বিণ* টাকাপয়সা কামনা করে এমন। 'পরিবারদিগের উদর ভরণ পোষণার্থে কিঞ্চিৎ অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

অর্থাগম [স অর্থ-আগম] *বি* ধনপ্রাপ্তি। 'তৎকালে বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকের বেতন এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোনও প্রকার অর্থাগম ছিল না ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অর্থাঞ্জলি [স অর্থ-অঞ্জলি] *বি* দুহাত ভরা অর্থ। 'অর্থাঞ্জলি না পাইলে আর প্রজার দিকে দৃকপাত করেন না।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯।

অর্থাত্মক [স অর্থ-আত্মক] *বিণ* অর্থ আছে এমন। 'ইংরেজি ভাষার desolate প্রভৃতি অর্থাত্মক শব্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অর্থানুকূল্য [স] *বি* অর্থসাহায্য। '... মজুমদারের অর্থানুকূল্যে এ মুদ্রণকার্য শুরু হতে পেরেছিল।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

অর্থান্তর [স অর্থ-অন্তর] *বি* অন্য অর্থ। 'অন্য এক দেশ হইলে অর্থান্তর হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অর্থান্বিত [স অর্থ-অন্বিত] *বিণ* অর্থপূর্ণ। 'একটি সম্পূর্ণ অর্থান্বিত শব্দ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অর্থান্বেষণ [স অর্থ-অন্বেষণ] *বি* টাকাপয়সার খোঁজ। 'তাহারা তাহার কাছে অর্থান্বেষণ করিত।' *বিভূতি* ১৯২৯।

অর্থাপত্তি [স অর্থ-আপত্তি] *বি* প্রকারান্তরে আপত্তি। 'স্পষ্ট অথবা অর্থাপত্তিক্রমে স্ত্রীদের লিখন পঠনকরণ নিষেধ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অর্থাপহরণ [স অর্থ-অপহরণ] *বি* বলপ্রয়োগ করে অর্থ কেড়ে নেওয়া। 'প্রবঞ্চনা করিয়া তাহারদিগের নিকট হইতে অর্থাপহরণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অর্থাভাব [স অর্থ-অভাব] *বি* টাকাপয়সার অভাব। 'বহুকষ্ট শ্রেষ্ঠে অর্থাভাবে সাপ্তাহিক বঙ্গদূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৯; 'অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্বটাকেও কেড়ে নেয় শেষে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অর্থাভাবপ্রযুক্ত [স অর্থ-অভাব-প্রযুক্ত] *ক্রিবিণ* টাকা পয়সার অভাবের কারণে। 'বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে শখ মিটাইতে পারে নাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অর্থাভাবী [স অর্থ-অভাবী] *বিণ* অর্থের অভাব আছে এমন। 'দরিদ্র অর্থাভাবী কৃষককুলের বাস্তবিক পাট-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কোনও উপকার গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

অর্থাভিমান [স অর্থ-অভিমান] *বি* ধনসম্পদের অহংকার। 'তাঁহাদের অর্থাভিমান এত প্রবল হইয়া উঠে যে ... প্রজার দিকে দৃকপাত করেন না।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯।

অর্থের শ্রাদ্ধ হওয়া *ক্রি* টাকাপয়সার অপচয় হওয়া। 'বিদেশী রকমে ঘর সাজানোতে যে আমাদের কি পর্যন্ত অর্থের শ্রাদ্ধ হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

অর্থোৎপত্তি [স অর্থ-উৎপত্তি] *বি* আর্থিক উৎপাদন। 'দেশে শিক্ষাদান এবং অর্থোৎপত্তির ব্যবস্থা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অর্থোদ্ধার [স অর্থ-উদ্ধার] *বি* লেখার অর্থ নির্ণয়। 'বাঙ্গালী পণ্ডিত তাহার পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধার করিতেছে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

অর্থোপপত্তি [স অর্থ-উপপত্তি] *বি* অর্থগত মীমাংসা। '... ঘটনা-সংসৃতির অর্থোপপত্তিই প্রকৃতপক্ষে ব্যহৃত হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

অর্থোপার্জন, অর্থোপার্জ্জন [স অর্থ-উপার্জন] *বি* রোজগার। 'ইহাদের নানারূপ ক্রীড়াপ্রদর্শন দ্বারা অর্থোপার্জন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'তাহারা বেশ অর্থোপার্জ্জন করিত।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

অর্থাৎ [স] *অব্য* এর মানে। 'অর্থাৎ আমদানী খরচ জমা এ সকল বড়ো লেঠা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

অর্থি [স অর্থী] *বিণ* যাচক; অভিলাষী। 'অর্থি প্রার্থি কংসনারি মগধকুমারী।' *মালাধর*, ১৫০০।

অর্থী [স] **১** *বিণ* অভিলাষী। 'অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* প্রার্থী। 'অর্থীজনের দীন প্রার্থনা যে পার পূরণ কর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

অর্থোৎপত্তি, অর্থোদ্ধার, অর্থোপার্জন, অর্থোপার্জ্জন *দ্র* **অর্থ**

অর্দ, অর্দ্দ [স অর্ধ] *বিণ* আধা। 'জলে মজাইআ সভ অর্দ্দ মড়া করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অর্দচন্দ্র, অর্দ্দচন্দ্র [স অর্ধচন্দ্র] *বি* অর্ধচন্দ্র; অর্ধ প্রকাশিত চন্দ্র। 'কপালেত অর্দ্দচন্দ্র শ্রীবৎস উজ্জ্বলা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অর্দন, অর্দ্দন [স] *বি* হন্তা। 'কৈটভ অর্দ্দন গোপিকাগণ মোহন।' *ভারত*, ১৭৬০।

অর্ধ, অর্দ্ধ [স] **১** *বিণ* অর্ধেক। 'পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* আধা। 'জলে মজ্জাইআ সব অর্দ্ধ মড়া করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অর্ধঅবিশ্বাস [স অর্ধ-অবিশ্বাস] *বিণ* পুরোপুরি অবিশ্বাস্য নয় এমন। 'অর্ধবিশ্বাস অর্ধঅবিশ্বাসে তাহা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অর্ধ-অচেতনভাবে *ক্রিবিণ* প্রায় অচেতনভাবে। 'বলিতেছিনু, কী জানি, প্রেয়সী, অর্ধ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি স্বপ্নমুগ্ধ-মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অর্ধ-অনুভব [স] *বি* আংশিক অনুভূতি। 'শুধু অর্ধ-অনুভব তারি ব্যাকুল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অর্ধ-অভুক্ত [স] *বিণ* প্রায় অনাহারী। 'ছাত্ররা অধ্যাপকেরা অর্ধ-অভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা কিছু রক্ষাযোগ্য জিনিস সমস্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অর্ধ-উপবাসী [স] *বিণ* প্রায় অনাহারী। 'অর্ধ-উপবাসী দরিদ্রের রিক্ত উদরের উপরে লাথি বসিয়ে দাও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অর্ধ-উলঙ্গ [স] *বিণ* প্রায় উলঙ্গ। 'আদিম অর্ধ-উলঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ মানুষ বসতি বাঁধিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪০।

অর্ধকায়, অর্দ্ধকায় [স] *বি* রাহু। 'নগরেত সুরগুরু মিথুনে অর্দ্ধকায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

অর্ধকুক্কুটী-ন্যায়, অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় [স] *বি* একটি মুরগির অর্ধেক কম বয়সী এবং অর্ধেক বেশি বয়সী – এমন অসঙ্গত যুক্তি। 'অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় তোমার প্রমাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অর্ধক্ষিপ্ত, অর্দ্ধক্ষিপ্ত [স] *বিণ* অর্ধ উন্মাদ। 'ইংলণ্ড ... অর্দ্ধক্ষিপ্ত রুসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হবার জন্য ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অর্ধগজ [স অর্ধ+ফা গজ] *বিণ* এক হাত বা ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ। 'অর্ধগজ দীর্ঘল আছিল তার দাড়ি।' *সুলতান*, ১৭০০।

অর্ধগুপ্ত [স] *বিণ* অর্ধেক গোপন থাকে এমন। 'অর্ধগুপ্ত অনাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অর্ধঘণ্টা, অর্দ্ধঘণ্টা [স] *বি* আধ ঘণ্টা। 'অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অর্ধঘুমন্ত [স] *বিণ* তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'তার অর্ধঘুমন্ত মুখে সে চুলের বাহার।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অর্ধচক্র [স] *বিণ* অর্ধবৃত্তের ন্যায়। 'দর্শকেরা অর্ধচক্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অর্ধচক্রাকার [স অর্ধচক্র+স আকার] *বিণ* অর্ধবৃত্তের আকারবিশিষ্ট। 'অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

অর্ধচন্দ্র, অর্দ্ধচন্দ্র[১] [স] **১** *বি* অর্ধচন্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট বাণবিশেষ। 'অর্দ্ধচন্দ্রে কাটে কারে কারে বিন্ধে বুকে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* আধখানা চাঁদের মতো। 'ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।' *ভারত*, ১৭৬০।

অর্ধচন্দ্র[২]**, অর্দ্ধচন্দ্র**[২] *বি* গলাধাক্কা। 'কেবল অর্দ্ধচন্দ্রের ভয়েতে ঘুস খাও না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'সমাংশ করিয়া, দুইজনকেই, এক এক অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা উচিত।' *বিদ্যা*, ১৮৮৪; 'চাইলুম চাঁদা, পেলুম অর্ধচন্দ্র!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত [স] *বিণ* খণ্ডিত চাঁদকে হার মানায় এমন। 'তাহার শূন্য নত শিরে আবার অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণশিখ ফেজের রক্ত-রাগ।' *নজরুল*, ১৯২২।

অর্ধচন্দ্রাকার [স অর্ধচন্দ্র+স আকার] *বিণ* আধখানা চাঁদের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। 'সামনে সমুদ্রের অর্ধচন্দ্রাকার তটসীমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অর্ধচন্দ্রালোক [স অর্ধচন্দ্র+স আলোক] *বি* পূর্ণরূপে প্রকাশিত নয় এমন চাঁদের আলো। 'জীবনের কত দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে, কৃষ্ণপক্ষের অর্ধচন্দ্রালোকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অর্ধজগৎ, অর্দ্ধজগৎ [স] *বি* অর্ধেক জগৎ। 'এক কটাক্ষে অর্দ্ধজগৎকে অবলোকন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

অর্ধজাগ্রত, অর্দ্ধজাগ্রত [স] *বিণ* অর্ধচেতন। 'শৈবলিনী অপহৃত চেতনা হইয়া, অর্দ্ধ নিদ্রাভিভূত, অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থায় [অর্দ্ধ-জাগ্রত-অবস্থায়] রহিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অর্ধজীবী [স] *বিণ* আধমরা। 'বদ্ধ সমাজের অর্ধজীবী নারীনর এহেন সত্য অস্বীকার করবে জানি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অর্ধতাল, অর্দ্ধতাল [স] *বি* (সংগীত) অর্ধমাত্রা। 'দুই স্তম্ভের মধ্যে লিখিত হইলে অর্দ্ধতাল অথবা দ্ব্যর্দ্ধ তাল ইত্যাদি বুঝাইবেক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অর্ধত্যক্ত [স] *বিণ* অর্ধেক পরিত্যক্ত। 'ভক্তেরা উপস্থিত সমুৎপন্ন সর্বনাশে অর্ধত্যক্ত পরশ্ব কুড়াতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অর্ধদগ্ধ [স] *বিণ* অর্ধেক পোড়া। 'নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী; টাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

অর্ধদণ্ড, অর্দ্ধদণ্ড [স] *বি* আধ ঘণ্টা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

অর্ধনগ্ন, অর্দ্ধনগ্ন [স] *বিণ* প্রায় উলঙ্গ। 'অশিক্ষিত ভারতবাসীর মনের এ চেহারা নয় – সে মূর্ত্তি হচ্ছে অর্দ্ধনগ্ন।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'মহিলাদের অর্দ্ধনগ্নভাবে বিলাতী পোষাক পরাইয়া মাঠে ময়দানে ছাড়িয়া দিতেছেন।' *এসলাম* ১৯৩৪।

অর্ধনগ্নরূপ [স] *বি* আধা উলঙ্গ চেহারা। 'যে অভিনেত্রীর অর্ধনগ্নরূপ একমাস ধরিয়া দেওয়ালে দেওয়ালে কাগজে কাগজে ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অর্ধনমিত, অর্দ্ধনমিত [স] *বিণ* অর্ধেক নামানো। 'পতাকা অর্দ্ধনমিত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অর্ধনারী [স] *বিণ* নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। 'আমি অর্ধ-নারী বলে পুরুষালি রাজ্যের চিন্তা নিয়ে মরি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অর্ধনারীশ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বর [স] **১** *বি* অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারী এমন মূর্তি; হরগৌরী। 'তাঁহাদের মুদ্রাসমূহে ... অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভৃতির আকার অঙ্কিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* অর্ধেক নারী এবং অর্ধেক পুরুষ। 'দেশ বৃদ্ধশিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর – নারীপুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অর্ধনারীশ্বর গড়া *ক্রি* জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা। 'এর আধখানা এবং ওর আধখানা জোড়া দিয়ে অর্ধনারীশ্বর গড়া হেগেলের পদ্ধতি নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অর্ধনিঃস্ব, অৰ্দ্ধনিঃস্ব [স] *বিণ* প্রায় সম্বলহীন। 'আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে – তারা অৰ্দ্ধনিঃস্ব।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

অর্ধনিদ্রিত, অৰ্দ্ধনিদ্রিত [স] *বিণ* তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'অৰ্দ্ধনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অর্ধনিমগ্ন [স] *বিণ* অর্ধাংশ ডুবে আছে এমন। 'একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অর্ধ-নিমীলিত [স] *বিণ* আধ-বোজা। 'বক্ষ বাঁধি বাহুপাশে স্কন্ধে মুখ রাখি হাসিয়ো নীরবে অর্ধ-নিমীলিত আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অর্ধনিলীন [স] *বিণ* চোখ আধখোলা এমন। 'মেয়েরা অর্ধনিলীন অবস্থায় কেউ বা নভেল পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অর্ধনিশি [স] *ক্রিবিণ* মাঝরাতে। 'পড়িবারে লাগিলা উঠিয়া অর্ধনিশি।' *সুলতান*, ১৭০০।

অর্ধপক্ব [স] *বিণ* কষানো; কম রান্না-করা। 'কেহ অর্ধপক্ব মাংস পছন্দ করে, কেহ পূর্ণপক্ব।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

অর্ধপথ [স] *বি* মাঝপথ। 'অর্ধপথে উপস্থিত হইলে, শবাবিষ্ট বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্ধপথ হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অর্ধপরিচিত [স] *বিণ* সামান্য পরিচিত। 'পরিচিত ও অর্ধপরিচিত অনাত্মীয় মানুষগুলির উত্তেজনাই যেন ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

অর্ধ-পরিষ্কৃত [স] *বিণ* খুব পরিচ্ছন্ন নয় এমন। 'অর্ধ-পরিষ্কৃত ন্যাকড়ায় প্রস্তুত কাঁথার উপর যেন পদ্মফুল ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

অর্ধপৃথিবীশ্বরী [স] *বিণ স্ত্রী* পৃথিবীর অর্ধাংশের রানী। 'অর্ধপৃথিবীশ্বরী মহারানির মনে শান্তি ছিল না।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

অর্ধপ্রবিষ্ট [স] *বিণ* অর্ধেকটা প্রবেশ করেছে এমন। 'সে শীতকালের সাপের মতো বিবরের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় প্রতিদিন ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অর্ধপ্রস্ফুটিত [স] *বিণ* পুরোপুরি ফোটেনি এমন। 'এমন চাঁদিনী-রাতে কৈশোরের সেই অর্ধপ্রস্ফুটিত প্রণয়প্রসূন সহসা পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইতে পারে কি?' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অর্ধবয়সী [স] *বিণ* মাঝবয়সী; প্রৌঢ়। 'একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অর্ধবাহ্য, অৰ্দ্ধবাহ্য [স] *বিণ* আধো আধো; বাধো বাধো। 'কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার অৰ্দ্ধবাহ্য হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অর্ধবিকশিত [স] *বিণ* আধ-ফোটা। 'সকল ফুল অর্ধবিকশিত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অর্ধবিদগ্ধ [স] *বিণ* পুরোপুরি বিদগ্ধ নয় এমন। 'অর্ধবিদগ্ধ পাঠকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মর্ম উপলব্ধি সম্ভব হয় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অর্ধবিবৃত [স] *বিণ* অর্ধেক প্রকাশ করে এরূপ। 'সংবৃত স্বরধ্বনি ই বা উ তার পূর্ববর্তী অর্ধবিবৃত ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

অর্ধবিশ্বাস [স] *বি* আংশিক বিশ্বাস। 'অর্ধবিশ্বাস অর্ধঅবিশ্বাসে তাহা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অর্ধবিশ্বাস্য [স] *বিণ* পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন। 'আমার অর্ধবিশ্বাস্য স্মরণশক্তি বলেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

অর্ধবিস্মৃত [স] *বিণ* পুরো মনে নেই এমন। 'কলেজের অর্ধবিস্মৃত সেই দিনগুলি আবার মনের মধ্যে ভিড় করিতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অর্ধবৃত্ত [স] *বি* অপূর্ণ বৃত্ত। 'স্থলের দর্প প্রবালপুঞ্জে চূর্ণ: অর্ধবৃত্ত অবশেষে পরিপূর্ণ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অর্ধবৃত্তাকার, অৰ্দ্ধবৃত্তাকার [স অর্ধবৃত্ত-আকার] **১** *বিণ* আধখানা বৃত্তের আকারবিশিষ্ট। 'অৰ্দ্ধবৃত্তাকার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিময় আয়তন ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* আধখানা বৃত্তের আকার। 'অর্ধবৃত্তাকারে তারা নাচে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

অর্ধবৃদ্ধ [স] *বিণ* আধবুড়ো। 'অর্ধবৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথই অবশ্য তাঁর বানপ্রস্থের আবাসভূমির মায়া কাটিয়ে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর [স অর্ধ+বা বেনে+স রাজেশ্বর] *বি* অর্ধেক বেনে অর্ধেক রাজেশ্বর যে। 'যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অর্ধভুক, অৰ্দ্ধভুক [স] *বিণ* আধখানা খাওয়া। 'এজন্য অৰ্দ্ধভুক ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অর্ধভুক্ত [স] *বিণ* অর্ধেক খাওয়া হয়েছে এমন। 'স্বামী অর্ধভুক্ত ভাতের থালা ফেলিয়া রাখিয়া।' *শরৎ*, ১৯১৬।

অর্ধমগ্ন [স] *বিণ* অর্ধেক ডুবন্ত। 'আমাদের বোট অর্ধমগ্ন ধানের উপর দিয়া সর সর শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অর্ধমনস্ক [স] *বিণ* কম মনোযোগী; অসচেতন। 'অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অর্ধমলিন [স] *বিণ* আধময়লা। 'অর্ধমলিন-পরিচ্ছদধারী এক ভদ্রলোক বলিলেন ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অর্ধমাগধী [স অর্ধমাগধীয়] *বি* প্রাচীন কালের পূর্ব-ভারতের প্রাকৃত ভাষাবিশেষ। 'মাগধী, অর্ধমাগধী, দাক্ষিণাত্যা, উৎকলী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অর্ধমুদ্রিত [স] *বিণ* অর্ধেক বুজে আছে এমন। 'চোখ অর্ধমুদ্রিত।' *বিমল*, ১৯৫৩।

অর্ধমুষ্টি [স] *বিণ* আধা-মুঠা পরিমাণ। 'অর্ধমুষ্টি তণ্ডুলও স্বদেশবলিস্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অর্ধমৃত, অৰ্দ্ধমৃত [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'অৰ্দ্ধমৃত জর্মাণী আর অৰ্দ্ধক্ষিপ্ত রুসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হবার জন্য ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অর্ধমৃতবৎ [স] *ক্রিবিণ* অর্ধেক মরে গেছে এমন অবস্থায়। 'পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্ধমৃতবৎ আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অর্ধমৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রায় মৃত। 'বিবশা জননী ঘৃণালজ্জায় অর্ধমৃতা।' *মণীশ*, ১৯৩১।

অর্ধরতি [স] *বিণ* অতিসামান্য পরিমাণ। 'তোমার বুদ্ধি নাই কো অর্ধরতি।' *লালন*, ১৮৯০।

অর্ধরাত [স অর্ধরাত্রি] *বি* মাঝরাত। 'অর্ধরাতে দীপ-নেবা অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অর্ধরাত্র, অৰ্দ্ধরাত্র [স] *বি* মাঝরাত। 'অৰ্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভুর স্থানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তিনি, অর্ধরাত্র সময়ে, নগরে প্রবেশ করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অর্ধরাত্রি, অৰ্দ্ধরাত্রি [স] **১** *ক্রিবিণ* মাঝরাতে। 'ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বি* রাত দুপুর। 'অৰ্দ্ধরাত্রি অবধি তাহাদের কত গল্প হইত।' *প্রভাত*, ১৮৯৬; 'প্রত্যূষ হইতে অর্ধরাত্রি

পর্যন্ত সারগম সাধিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বি* অর্ধেক রাত। 'হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে অর্ধরাত্রি কেটে গেল বন্ধুজন সনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অর্ধ-লিবারেল [স অর্ধ+ই লিবারেল] *বিণ* পুরোপুরি উদারপন্থী নয় এমন। 'চরমপন্থী নব্যদল যাঁরা রামমোহনকে কেবল অর্ধ-লিবারেলরূপে আখ্যায়িত করেছেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

অর্ধলুপ্ত [স] ১ *বিণ* অনেকাংশে লোপ পেয়েছে এমন। 'আমাদের সঙ্গীত সে-দেশে আপন অর্ধলুপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। ২ *বিণ* প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'জরা-জীর্ণ অর্ধলুপ্ত বাড়ির নীচে লুকনো।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অর্ধশত *বিণ* পঞ্চাশ সংখ্যক। 'অর্ধশতবর্ষ ধরে এই শঙ্খধ্বনি।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৭।

অর্ধশতক [স] *বি* শতাব্দীর অর্ধেক – পঞ্চাশ বছর। 'অর্ধশতক করে যাবে উত্যক্ত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

অর্ধশতাব্দীকাল [স] *বি* আধাশতক সময়। 'প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে সে দেশে যে নবীন ভাবান্দোলন প্রবল ...।' *শিব*, ১৯৫০।

অর্ধশব্দস্ফুট [স] *বিণ* অর্ধ শব্দযুক্ত। 'অর্ধশব্দস্ফুট একটি বিশেষ হাসি আছে সুবোধের।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অর্ধশয়ন, অর্দ্ধশয়ন [স] *বি* আধশোয়া। 'বারান্দায় ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় আলবোলার নলটি মুখে দিয়া ...।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

অর্ধশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত [স] *বিণ* স্বল্পশিক্ষিত। 'আমাদের দেশস্থ অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ।' *হাফিসহর*, ১৮৭১; 'যে দেশের লোক অর্ধসভ্য, অর্ধশিক্ষিত, যাহাদের ধর্মনীতির আদর্শ উন্নত নহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অর্ধশিক্ষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অল্পশিক্ষিত। 'শিক্ষিতা, অর্ধশিক্ষিতা এবং সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা, সর্ববিধ মেয়েরাই ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অর্ধশুষ্ক [স] *বিণ* অর্ধেক শুকিয়ে গেছে এমন। 'একটু বন্যঝাউ এবং অর্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অর্ধশূন্য [স] *বিণ* অর্ধেক খালি। 'সামনে অর্ধশূন্য কফির পেয়ালা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

অর্ধশেষ, অর্দ্ধশেষ [স] *বিণ* আধা সমাপ্ত। 'কোন দ্রব্য অর্দ্ধশেষ করিয়া রাখে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

অর্ধসত্য [স] ১ *বি* যা অংশত সত্য। 'প্রতিদিন অসত্য ও অর্ধসত্য আমাদের তত গুরুতর অনিষ্ট করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* আংশিক সত্য। 'স্বদেশ আমাদের কাছে অর্ধসত্য হয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অর্ধসভ্য[1] [স] *বিণ* পুরোপুরি সভ্য নয় এমন। 'যে দেশের লোক অর্ধসভ্য, অর্ধশিক্ষিত, যাহাদের ধর্মনীতির আদর্শ উন্নত নহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অর্ধ-সভ্য[2] [স] *বি* পূর্ণ সদস্যপদ পায়নি যে। 'সভ্য শ্রেণীভুক্ত না হলেও অর্ধ-সভ্য হিসাবে কিছু খাতির ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

অর্ধসভ্যতা [স] *বি* অনানুষ্ঠানিকতা। 'জিনের রাত্রিবস্ত্র প'রে ... অর্ধসভ্যতার অপরিচ্ছন্ন শৈথিল্য এবং আরাম উপভোগ করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অর্ধসমাপ্ত [স] *বিণ* অর্ধেক লেখা হয়েছে এমন। 'আজ একটি অর্ধসমাপ্ত পোলিটিকাল প্রবন্ধ শেষ করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অর্ধসম্বিত [স] *বিণ* অর্ধচেতন। 'সেই অর্ধসম্বিতেও আমার মনে হল প্রসন্ন অভিবাদন জানালেন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অর্ধসিক্ত [স] *বিণ* অর্ধেক ভিজে গেছে এমন। 'ভিজা ছাতা মুড়িয়া অর্ধসিক্ত অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অর্ধস্তিমিত [স] *বিণ* আধবোজা। 'অর্ধস্তিমিত-লোচনে ধীরে ধীরে চোয়াল নাড়িতে লাগিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অর্ধস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট [স] ১ *বিণ* আধফোটা। 'শৈশব কালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতাপিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* অস্পষ্ট উচ্চারিত। 'অর্দ্ধস্ফুট সুমিষ্ট শব্দ সকলও শ্রুত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'অনেক কথা অর্ধস্ফুট আকারে আসে যায় মিলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* অর্ধেক প্রকাশিত। 'পরশিল মোর ভাল চুপে চুপে অর্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্তিরূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৪ *বিণ* খানিকটা। 'তার চোখেমুখে লেগে রয়েছে অর্ধস্ফুট হাসি।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

অর্ধ-হতজ্ঞান [স] *বিণ* প্রায় জ্ঞান হারিয়েছে এমন। 'গোলমালে অর্ধ-হতজ্ঞান হইয়া বালিসে ঠেস দিয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অর্ধার্ধি, অর্দ্ধার্দ্ধি [স অর্ধ>] *বিণ* অর্ধেক অর্ধেক। 'তাহা দুহে অর্দ্ধার্দ্ধি দিব।' *ওঝা*, ১৭৮২।

অর্ধাংশ, অর্দ্ধাংশ [স অর্ধ-অংশ] *বি* অর্ধেক অংশ। 'তাহার অর্দ্ধাংশ ... স্বকীয় দোষে উৎপাদিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ভ্রমরের অবর্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্ধাংশ পাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অর্ধাঙ্গ, অর্দ্ধাঙ্গ [স অর্ধ-অঙ্গ] ১ *বিণ* অর্ধেক নগ্ন। 'হইআ রামা অর্দ্ধাঙ্গ কৈল মোর ব্রতভঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* শরীরের অংশতুল্য। 'মনুষ্য হইয়া অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীকে যে পশুভাবে রাখা এ কোন্ ধর্ম্ম।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। ৩ *বি* শরীরের অর্ধেক। 'আমার মতো পাঁচটা অর্ধাঙ্গ জুড়িলেও তাহ্যর আয়তনে কুলায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বি* স্বামী। 'অতএব এ স্থলে আমার অর্ধাঙ্গের সরাই ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অর্ধাঙ্গিনী [স অর্ধ-অঙ্গিনী] *বিণ স্ত্রী* অর্ধাঙ্গের মতো। 'স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অর্ধাঙ্গী, অর্দ্ধাঙ্গী [স অর্ধ-অঙ্গী] *বি স্ত্রী* অর্ধাঙ্গের মতো যে; স্ত্রী। 'তিনি রামচন্দ্রের অর্দ্ধাঙ্গী।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

অর্ধাবৃতা [স অর্ধ-আবৃতা] *বিণ স্ত্রী* অর্ধেক আবৃত। 'স্ত্রীমূর্তি অর্ধাবৃতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অর্ধাশন, অর্দ্ধাশন [স অর্ধ-অশন] *বি* অর্ধভোজন; আধপেটা আহার। 'অর্দ্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অর্ধাশনক্লিষ্ট [স অর্ধ-অশনক্লিষ্ট] *বিণ* আধপেটা খেয়ে কাতর। 'বহুকালের অর্ধাশনক্লিষ্ট মানুষ সামগ্রিকতার কাছ থেকে ... ।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

অর্ধাশনশীর্ণ [স অর্ধ-অশনশীর্ণ] *বিণ* আধপেটা আহারে শুকিয়ে গেছে এমন। 'দেশের অর্ধাশনশীর্ণ পাঠকের মুখে জল আসবার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অর্ধাহারী, অর্দ্ধাহারী [স অর্ধ-আহারী] *বি* আধপেটা খেতে পায় যে। 'অনাহারী-অর্দ্ধাহারীদের পেট ভরিবে না।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

অর্ধেক, অর্দ্ধেক [স অর্ধ-এক] ১ *বিণ* দুই ভাগের এক ভাগ। 'অর্দ্ধেকখান খাইব তৈলেতে ভাজিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০, 'অর্ধেক যে আছিল কথা করিমু প্রচার।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* আধখানা অংশ।

'খরিদা অর্দ্ধেকের রওয়ানা ও ছাড় চিঠী ঢাকা মোকামের ...।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

অর্ধোৎপাটিত [স অর্ধ-উৎপাটিত] *বিণ* অর্ধেক উপড়ে গেছে এমন। 'প্রচণ্ড ঝড়ে অর্ধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে।' *তারা*, ১৯৪২।

অর্ধোলঙ্গ [স অর্ধ-উলঙ্গ] *বিণ* পরনে অল্প কাপড় আছে এমন; অর্ধনগ্ন। 'অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

অর্নচিত্ত [স অন্যচিত্ত] *বি* অপরের হৃদয়। 'অর্নচিত্ত চুর করি কুন সকি বোলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অর্ন্ন [স অন্ন] *বি* ভাত। 'মিষ্ট অর্ন্নপান দিয়া ভূঞ্জাইল তারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অর্ন্নপানি [স অন্ন+পানি] *বি* দানাপানি। 'তেজিয়াছো অর্ন্নপানি তাহ্যর ধেআনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অর্ন্নর্থ [স অনর্থ] *বি* অনিষ্ট। 'নহে পুনি অর্ন্নর্থ হইব তবে জলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অর্পণ [স] *বি* প্রদান। 'মহাবিদ্যা গুরু তারে করিল অর্পণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অর্পিত [স] **১** *বিণ* অর্পণ করা হয়েছে এমন। 'তেমন পাত্র না হইলে অর্পিত দ্রব্যাদির হানি হয়।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বিণ* আরোপিত। 'তাঁহারদের প্রতি কোন দোষ অর্পিত হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অর্পা [স অর্পণ] **১** *ক্রি* সমর্পণ করা। 'ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *ক্রি* প্রেরণ করা। 'অর্পিলেন মাতা মোরে তোমার চরণে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৩** *ক্রি* নিবেদন করা। 'শূন্যভবনে বসি তব পায়ে অর্পিব আপনারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অর্বাচীন, অর্ব্বাচীন [স] **১** *বিণ* বুদ্ধি পাকা নয় এমন। 'অর্ব্বাচীন অহঙ্জ্ঞানমূঢ় মনুষ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* বিবেচনাশক্তিহীন; বোকা। 'অতি অপদার্থ তুমি অতি অবাচীন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **৩** *বিণ* অপরিণতবুদ্ধি। 'অজ্ঞাত-শ্মশ্রুদিগকে অর্বাচীন জ্ঞান করেন, অবশ্যই তাহার মূল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বিণ* কমবয়সের। 'নিতান্ত অর্বাচীন হইতে ভীমরতিগ্রস্ত পর্যন্ত কাহাকেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৫** *বিণ* আধুনিক। 'অর্বাচীন বাংলার ইতিহাস ব্যাখ্যায় ওই শব্দটির প্রযোজ্যতা নিয়ে বিচার সহজতর হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

অর্বাচীনতা, অর্ব্বাচীনতা [স] *বি* মূর্খতা। 'অর্ব্বাচীনতায় তাহা হইতেও ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অর্বুদ, অর্ব্বুদ [স] **১** *বিণ* কোটি কোটি। 'অনন্ত অর্বুদ লোক গেল দেখিবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অসংখ্য। 'অর্বুদ অর্বুদ লোক শুনি সেইক্ষণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়া ঘাটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* দশ কোটি। 'ইহা ভিন্ন অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব প্রভৃতি আরও কতকগুলি সংখ্যা আছে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অর্যমা [স] *বি* সূর্য। 'বিধি হরিহর তুমি অর্যমা অনন্ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অর্শ [স] *বি* পয়োনালির রোগবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বাত অর্শ হরে করে বল বিতরণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অর্শা, অর্সা [ফা ওয়ারিশ] **১** *ক্রি* খাটা। 'যাহার উপর এই আইন না অর্শিবে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *ক্রি* বর্তানো। 'স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইন মত অর্সায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অর্হ [স] *বি* অর্জন। 'তাহারদিগের আলস্য কিম্বা হঠতা ঘটায় তাহাই তাহারা অর্হে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অর্হনীয় [স] *বিণ* পূজনীয়। 'আগুন তাই অর্হনীয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অর্হা [স অর্হ>] *ক্রি* মান্য করা। 'অবোধ পুরুষদিগকে বই আর কাহাকে অর্হিতে পারে।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

অলংকার[১] [স] *বি* গয়না। 'দিব্ব অলংকার সোভে সোন্দর সরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অলংকারশিল্প [স] *বি* গহনার নির্মাণকলা। 'অলংকারশিল্পে এই সুদৃশ্য রেখা ব্যবহার করা হয়।' *অবন*, ১৯২৫।

অলংকার[২], অলঙ্কার [স] **১** *বি* উপমা। 'সেটাকে আবার আর-একটা বলিলে তাহাকে একটা অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* কাব্যের উপমা-রূপকাদি। 'অলংকারশাস্ত্রে কৃত্রিম আইনের জোরেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। দ্র **অলঙ্কার**

অলংকারশাস্ত্র [স] *বি* কাব্য বা সাহিত্যের অলংকারসংক্রান্ত বিদ্যা। 'অলংকারশাস্ত্রে কৃত্রিম আইনের জোরেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অলংকৃত [স] *বিণ* সজ্জিত। 'অলংকৃত সুসজ্জিত সহাস্য শ্রেণীবদ্ধ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অলংঘনীয় [স] *বিণ* লঙ্ঘন করা যায় না এমন। 'ব্যাঙ্কের এই অলংঘনীয় ব্যবস্থা।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

অলংঘ্য [স] *বিণ* লঙ্ঘন করা অসম্ভব এমন। 'অলংঘ্য দেবীর বর/ তবু প্রাণনাথ মোর ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অলক [স] **১** *বি* কানের পাশ, কপাল ও গাল ছুঁয়ে থাকা ছোটো চুল। 'অলক কপোলে যেন কমলেত অলি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'আঁধার-অলক কপোলের শোভা করিতেছিল গো পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **২** *বি* শরীরে লাগানো কুমকুম। 'অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অলকগোছা [স অলক+গোছা] *বি* চুলের গুচ্ছ। 'কস্তুরীর মতো কালো পশমিনা অলকগোছা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

অলকতিলক [স] *বি* অলকের কাছে আঁকা তিলক। 'অলক তিলক করে কেহো পরএ কজ্জল।' *মালাধর*, ১৫০০।

অলকদাম [স] *বি* কানের পাশের চুলের গুচ্ছ। 'অলকদাম রত্নরাজিতে শোভিত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অলক-বন্ধন [স] *বি* খোঁপা। 'আমার লতার একটি মুকুল ... রেখো তোমার অলক-বন্ধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অলকবিলম্বিত [স] *বিণ* কপাল ও কপোলের দু ধারে ঝুলে থাকে এমন। 'সুরেশ্বরী শচীর অলকবিলম্বিত মুক্তার মালার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অলকস্তবক [স] *বি* চুলের গোছা। 'অলকস্তবক অতৃপ্ত নিঃশ্বাসে শুষে বললুম ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অলকান্ত [স অলক-অন্ত] *বি* কেশগুচ্ছের প্রান্তভাগ। 'হেরি সুন্দরীরে, ত্বরা অলকান্ত তুলি, রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অলকাতিলক, অলকাতিলকা [স অলক>+স তিলক] *বি* অলকের কাছে কপালে অঙ্কিত তিলক। 'পহিলহি অলকাতিলকা করি সাজ

বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'অলকা তিলক কিবা ভালের উপারে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

অলকাবলী [স অলক-আবলী] *বি* কেশরাশি। 'মুক্ত অলকাবলী উড়িয়া উড়িয়া দোল খাইতেছে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

অলকা[1] [স আলেখ্য] **১** *বি* কপালে ব্যবহৃত অলঙ্করণ-বিশেষ। 'মৃগমদ পঙ্ক অলকা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* অলক। 'কপোলে দুলিছে কিবা শ্যামল অলকা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অলকা[2] [স] *বি* (পুরাণ) হিমালয়ের উপরে অলকানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত কুবেরের পুরী। 'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অলকা-ভবন [স] *বি* কুবেরের বাড়ি। 'বাহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অলকানন্দা [স] *বি* পুরাণোক্ত স্বর্গে অবস্থিত নদীবিশেষ। 'আশার অলকানন্দা বহায়িলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

অলকাপুরী [স] *বি* পুরাণোক্ত ধনদেবতা কুবেরের পুরী। 'সে আমাকে কোন অলকাপুরীতে, কোন চিরযৌবনের রাজ্যে ... আকর্ষণ করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অলকাতিলকা *দ্র* **অলকা**[2]

অলকুস *বি* আলজিভ। 'গুনিনের অলকুসের উপরে চাইপা বইল।' *হাসান*, ১৯৬৪।

অলকখ [স অলক্ষ্য] *বিণ* অগোচরীভূত। 'সঅসম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলক্খলক্খণ ন জাই।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

অলক্ত [স] *বি* আলতা। 'এক ঘটি জলে কিঞ্চিৎ অলক্ত গুলিয়ে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অলক্ত-আভাস [স] *বি* আলতা রঙের আভাস। 'নিঃশব্দে পড়িবে ধরা আরক্তিম অলক্ত-আভাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অলক্তরাগ [স] *বি* লাল আভা। 'অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অলক্তাক্ত [স] *বিণ* আলতায় রঞ্জিত। 'অলক্তাক্ত ভাল ভাগ কার কাছে পাও হে।' *ভারত*, ১৭৬০।

অলক্তক [স] *বি* আলতা। 'চুপড়িতে ঘসা ঝামা আর অলক্তক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অলক্তকরঞ্জিত [স] *বিণ* আলতা-রাঙা। 'অলক্তকরঞ্জিত চরণ দুইখানির সরম-মন্থর গমন-ভঙ্গিমা ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অলক্ষ[1] [স অলক্ষ্য] *বিণ* অগোচরীভূত। 'অলক্ষলখচিত্তা মহাসুহেঁ।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

অলক্ষ[2] [স অলক্ষ্মী] *বিণ* শ্রীহীন। 'পুর্ব্বরূপ সোভা নাঞি অলক্ষ চরিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

অলক্ষণ [স] **১** *বিণ* অশুভ। 'অতএব সখি একি অলক্ষণ রীতি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বি* অশুভ লক্ষণ। 'ভূতের ভয়, ডাইনের আশঙ্কা, অমূলক অলক্ষণ, শুভাশুভ দিন ক্ষণ ... ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; ইংরেজেরা এক টেবিলে তেরোজন খাওয়া অলক্ষণ মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অলক্ষণা [স] *বিণ* অপয়া। 'কিবা শুভ ক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর।' *ভারত*, ১৭৬০।

অলক্ষণী [স অলক্ষণীয়] *বিণ স্ত্রী* [illegible] অলক্ষণী বলা রীতি আছে।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

অলক্ষণে [স অলক্ষণ>] *বিণ* অলক্ষণযুক্ত। 'হিজড়ের মুখ দেখে যাত্রার মতো অলক্ষণে কোনো কিছু আছে কিনা জানি না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অলক্ষন [স অলক্ষণ] *বি* কুলক্ষণ। 'খণ্ডিব সকল মিথ্যা অসুভ অলক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অলক্ষিত [স] **১** *বিণ* দিশেহারা। 'কোন দিকে যাইমু আহ্মি হই অলক্ষিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* নজরে পড়েনি এমন। 'বিপক্ষবর্গের অলক্ষিত হইয়া কাফররাজের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

অলক্ষিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* অগোচরে। 'ভিতরে ভিতরে অলক্ষিতভাবে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অলক্ষিতে [স] *ক্রিবিণ* অজ্ঞাতসারে। 'যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা/ অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অলক্ষিতে সুর্জ্জ আসী মিলিল পাসএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অলক্ষুণে, অলুক্ষুণে, অলুক্ষুনে [স অলক্ষণ>] **১** *বিণ* অপয়া। 'অলক্ষুণে মেয়ে। দেখো না মাঠের মতো কপাল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪; 'কি অলুক্ষুণে ডাক।' *বনফুল*, ১৯৩৬। **২** *বি* যার লক্ষণ খারাপ এমন ব্যক্তি। 'অলুক্ষুনের চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে মা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অলক্ষ্মী [স] **১** *বি স্ত্রী* দুর্ভাগ্য। 'অলক্ষ্মী ধাইল লৈয়া যত দুঃখ ক্লেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ স্ত্রী* কুলক্ষণযুক্ত। 'আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা কিছু করতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অলক্ষ্মী-আশ্রিত [স] *বিণ* দুষ্ট। 'কোন অলক্ষ্মী-আশ্রিত বালক ইহার রেণুমাত্র নষ্ট না করিতে পারে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অলক্ষ্মী বিদায় [স] *বি* পূজাবিশেষ। 'ঘরের বাহিরে একটি পূজা চলে; তাকে বলা হয় অলক্ষ্মী বিদায়।' *অবন*, ১৯১৯।

অলক্ষ্মীয়া [স অলক্ষ্মী>] *বিণ* অলক্ষুণে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

অলক্ষ্য [স] **১** *বিণ* লক্ষগোচর নয় এমন। 'মহাতেজ ধরি বেশ অলক্ষ্য লক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* অদৃশ্য। 'কোনো অলক্ষ্য কেন্দ্রের চতুস্পার্শ্বে আবর্তক্রমে ... ক্রমাগত ঘুরিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **৩** *ক্রিবিণ* অগোচরে। 'এক সময় অলক্ষ্যে কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৪** *বিণ* অজ্ঞাত। 'অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাসই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৫** *বি* শূন্য। 'ছন্দে গানে উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৬** *বি* যাকে দেখা যায় না। 'হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি মাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৭** *বি* যা দেখা যায় না। 'বারবার হাঁকে, চাই, আমি চাই। ছোটে অলক্ষ্য পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৮** *বিণ* অজানা। 'সাজো সাজো, ডাকে কোনো অলক্ষ্য আদেশ।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

অলক্ষ্যত [স অলক্ষ্য>] *ক্রিবিণ* অলক্ষ্যে। 'বিচিত্র দাবি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লক্ষ্যত অলক্ষ্যত ধনীরা মিটিয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অলক্ষ্যতম [স] *বিণ* লক্ষ করা অত্যন্ত কঠিন এমন। 'বিশ্বের সূক্ষ্মতম পদার্থের অলক্ষ্যতম মর্ম বিদীর্ণ করবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অলক্ষ্যপুর [স] *বি* অন্তস্তল। 'ওর চিত্তের অলক্ষ্যপুরে এসরাজে মুলতানের মিড়ে মূর্ছনায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

[illegible] লক্ষ্যহীনভাবে। 'একটিমাত্র আইডিয়া

অলক্ষ্যভাবে ... অধিকার করিয়া আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অলক্ষ্যে [স] *ক্রিবিণ* অগোচরে। 'অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অলখ [স অলক্ষ্য] **১** *বিণ* দৃষ্টির অগোচর। 'অলখ নিরঞ্জন মহারব উঠে বন্ধন টুটে করে ভয়ভঞ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* দেখা যায় না এমন। 'চাঁদের মতো অলখ টানে জোয়ারে ঢেউ তোলাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বিণ* অচেনা। 'অলখ দেশে হৃদয় টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **৪** *বিণ* গোপন। 'নয় ওরে খুঁজে বেড়ায় পায় না ঠিকানা, অলখ পথেই যাওয়া আসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

অলখডোর [স অলক্ষ্য>] *বি* অদৃশ্য বন্ধন। 'মালিকাটি নিয়ে মোর/ একী বাঁধিলে অলখডোর।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

অলখবিহারী [স অলক্ষ্যবিহারী] *বিণ* দৃষ্টির বাইরে বিচরণকারী। 'তিমিরবিদারী অলখবিহারী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অলখিত [অলক্ষিত] *বিণ* আড়ালে আছে এমন। 'বাজে অলখিত তারি চরণে ... নূপুর ধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অলখিতে [অলক্ষিতে] *ক্রিবিণ* অজান্তে। 'অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোর। জনি রয়নি ভেল চাঁদ উজোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অলঙ্কার[1] [স] **১** *বি* গহনা। 'নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* গৌরব। 'উক্ত সাহেব আসিয়াটিক সোসৈটির বহুকালাবধি অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৩** *বি* উপহার। 'তোমার বুকে শোভা পাবে আমার দুখের অলঙ্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। দ্র **অলংকার**

অলঙ্কারপত্র [স] *বি* গয়নাগাঁটি। 'বিয়েতে যৌতুক দেবার জন্য অলঙ্কারপত্র তৈরী করিয়ে রাখেন।' *বেগম*, ১৯৬৮।

অলঙ্কৃত [স] *বিণ* সজ্জিত। 'নানাবিধ জন্তুর প্রতিমূর্তিতে অলঙ্কৃত ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অলঙ্কারা [স অলঙ্কার] *ক্রি* অলঙ্কৃত ক'রে। 'অলঙ্কারি কর্ণমূলে কুবলয়-দলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অলঙ্কার[2] [স] *বি* ভাষার সৌন্দর্য বাড়ায় এমন গুণাবলি । 'কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

অলঙ্কারগ্রন্থ [স] *বি* অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অলঙ্কারপ্রিয় [স] *বিণ* সাজসজ্জা পছন্দ করে এমন। 'অসভ্যমাত্রেই অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অলঙ্কারবর্জিত [স] *বিণ* কারুকার্যহীন। 'কবরটি ... এতই অলঙ্কারবর্জিত যে তার বর্ণনা দিতে পারেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অলঙ্কারবাগীশ [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

অলঙ্কারভক্ত [স] *বিণ* সাজসজ্জাপ্রিয়। 'পুরুষেরাও যথেষ্ট পরিমাণে অলঙ্কারভক্ত।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অলঙ্কারশাস্ত্র [স] *বি* কবিতার অলঙ্কার সংক্রান্ত বিদ্যা। 'অলঙ্কারশাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮২২; 'তুমি যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের ছাত্রদেরও ছাড়িয়ে উঠলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অলঙ্কৃত [স] **১** *বিণ* ভূষিত। 'দিয়া মাল্য চন্দন নানা রত্ন-আভরণ অলঙ্কৃত করিব সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* গুণান্বিত। 'তিনি যেন সর্বগুণে অলঙ্কৃত হন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অলঙ্গ [স অনঙ্গ] *বি* কামভাব। 'অঙ্গনার অলঙ্গে উলঙ্গ হয় গা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অলঙ্ঘনীয় [স] **১** *বিণ* লঙ্ঘন করা যায় না এমন। 'বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধির অবশ্যম্ভাবিতা কে নিবারণ কত্তে পারে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* অবশ্য পালনীয়। 'তাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অলঙ্ঘ্য [স] **১** *বিণ* লঙ্ঘন করা কঠিন এমন। 'অলঙ্ঘ্য সাগর রহিতে নাহী স্থল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'অলঙ্ঘ্য নিয়মপথে ভ্রমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* লঙ্ঘন করা অনুচিত এমন। 'অলঙ্ঘ্য পন্থেত মুঞি করিলুঁ প্রবেশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

অলজ্জ [স অলজ্জা] *বিণ* নির্লজ্জ। 'বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অলজ্জতা [স অলজ্জা>] *বি* নির্লজ্জতা। 'আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অলজ্জা [স] *বি* লজ্জাহীনতা। 'ত্রস্ত অলজ্জায় চেয়েছিলে অযাচিত উপহার দিতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অলজ্জ্যা [স অলজ্জা] *বি* লজ্জাহীনতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অলঞ্জাল [স অলম্+জাল] *বি* উপদ্রব; উৎপাত। 'ছাড়হ অলঞ্জাল না কর কচাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অলড়িত [স অ-নটিত] *বিণ* অনড়। 'ধন্ধ হই রহিল শরীর অলড়িত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অলপ [স অল্প] *বিণ* কম। 'ধনী অলপ বয়সী বালা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অলবড্যা [স অল্পবুদ্ধি] *বিণ* কাজ ফেলে রাখে এমন; অলস। 'মেয়ে বড় অলবড্যা।' *প্যারী*, ১৮৬০।

অলবণ [স] *বিণ* লবণহীন; আলুনি। 'হাসিআ পরশে অলবণ রান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অলব্ধ [স] *বি* পাওয়া যাবে না যা। 'অলব্ধ লাভের চেষ্টা উচিত নয়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অলব্ধব্য [স] *বিণ* লাভ করা যায় না এমন। 'যে অপ্রাপ্তব্য অলব্ধব্য – যার মুখ দেখা যায় না প্রত্যক্ষ-চক্ষে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অলভ্য [স] *বিণ* অপ্রাপ্য। 'সিদ্ধিমাত্রেই আমাদের অলভ্য।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

অলমতি বিস্তরেণ [স] *বি* চিঠির সমাপ্তিসূচক শব্দ। 'অলমতি বিস্তরেণ।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

অলম্পট [স] *বিণ* লম্পট নয় এমন। 'মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত/ অলম্পট শুদ্ধ দান্ত/ ধনভোগে নাহি অভিমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অলমণ্ডিআ *বিণ* এলোমেলো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অলম্বুষ [স] *বি* পৌরাণিক রাক্ষসবিশেষ (গালি হিসেবে ব্যবহৃত)। 'এই কি প্রণয়-নিবেদন রীতি/ জংলি বাঁদর অলম্বুষ!' *নজরুল*, ১৯৩৯।

অলম্বুষা [স] *বি* (তন্ত্র) দেহের দশটি নাড়ির মধ্যে একটি। 'গান্ধারী পুষ্যা হস্তী জিহ্বা যশস্বীণা অলম্বুষা কুণ্ডলিনী আর শঙ্খিনী এই দশ নাড়ী হোন্তে প্রধান দুই পুনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

অলরাইট [ই] – *ঠিক আছে*। 'অলরাইট! গুড মর্নিঙ স্যার, বলে এস্টেসন মাষ্টার নিশেনটা তুল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অলরাউন্ড [ই] *বিণ* সব বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'যিনি সবার উপরওয়ালা

সবসেরা অলরাউন্ড ফিজিসিয়ান।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

অলর্জা [স অলজ্জা] *বিণ* নির্লজ্জ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অলস [স] **১** *বি* আলস্য। 'তথাতথা সয়ন অলস সুবেস কত।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অলসে অবশ অঙ্গ।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* উদ্যমহীনতা। 'অতনু অলসে, রহিল বসি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* অকর্মণ্য। 'তাহারা সাতিশয় ভোগশালী অলস মনুষ্যদিগের ভোগ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বিণ* মন্থর। 'কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী দূরে বাজায় অলস বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৫** *বিণ* মৃদু। 'দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া পেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণ কলস্বরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৬** *বি* অবসর। 'অলস-বেলার খেলার সাথি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'ভালোবাসা আহ্লাদের অলস সময়।' *জীবন*, ১৯৩৬। **৭** *বিণ* অচল। 'অলস যেন না রয় ডানা দুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৮** *বিণ* কাজকর্ম নেই এমন। 'অলস দুপুর ধীরে-ধীরে চলে গড়িয়ে।' *নীরেন*, ১৯৫০।

অলসতা [স] *বি* আলসেমি। 'স্বীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অযত্ন ও অলসতা।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

অলসপনা [স অলস-পণ] *বি* অলসতা। 'তাইতে কি অলসপনা দেখি তারে।' *লালন*, ১৮৯০।

অলস-পাখা [স অলসপক্ষ] *বিণ* গমনে মন্থর। 'লালসে অলস-পাখা অলির মতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অলসবেলা [স] *বি* কাজহীন সময়। 'রৌদ্র-মাখানো অলসবেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অলসিত [স] **১** *বিণ* আলস্যপূর্ণ। 'মুদিত নয়ানে দুটি উলসিত অলসিত অরবিন্দের মতো, শ্যামের কোলে রাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **২** *বিণ* জড়িমাজড়িত। 'এখনো কেন অলসিত অঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অলস্টার [ই আলস্টার] *বি* দীর্ঘ শীতবস্ত্র; ওভারকোট। 'আয়ের অলস্টারটা একবার খুলে মকিং ক্যাপটা মাথায় ভালো করে এঁটে দিলাম।' *সাদত*, ১৯৬৭।

অ-লাজুক [অ+লাজুক] *বিণ* লজ্জাহীন। 'লাজুক ও অ-লাজুক।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

অলাত [স] *বি* জ্বলন্ত কয়লা। 'চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত আকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অলাতচক্র [স] *বি* জ্বলন্ত কাঠ বা অঙ্গার ঘোরালে আগুনের যে চক্র সৃষ্টি হয়। 'জানি, জানি, এই অলাতচক্রে চঙ্ক্রমণ।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

অলাদ [আ আওলাদ] *বি* সন্তান। 'শ্রীফাজীল অলাদে নিজাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

অলাবু [স] *বি* লাউ। 'অলাবুর সহ তার অধিক প্রণয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অলাভ [স] **১** *বি* অপ্রাপ্তি। 'প্রিয়তমার অলাভে হতাশ।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **২** *বি* লোকসান; ক্ষতি। 'প্রজাদের প্রকৃত প্রস্তাবে অলাভ হয় নাই।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

অলাভজনক [স] *বিণ* লাভ নেই এমন। 'পাট-চাষ কৃষকের পক্ষে অলাভজনক কারবার হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য।' *সওগাত*, ১৯৪৩।

অলালচি [স অলালস] *বিণ* নির্লিপ্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অলি[১] [পা আলি (বাঁধ)] *বি* শ্বাস। 'অলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।' *চর্যা ৭*, ১২০০।

অলি[২] [স] *বি* ভ্রমর। 'ধাওল অলিকুল মাধবি পন্থ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অলিকুল [স] *বি* ভ্রমরের ঝাঁক। 'ধাওল অলিকুল মাধবি পন্থ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অলিজাল [স] *বি* ভ্রমরপুঞ্জ। 'বিচিত্র করবি-মাল ফিরে তায় অলিজাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অলিদল [স] *বি* ভ্রমরের ঝাঁক। 'জুটল অলিদল লুটল পরিমল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অলিপঙ্‌ক্তি [স] *বি* ভ্রমরের দল। 'অনুচর, জোগাইয়া বিবিধ ভূষণ / অলিপঙ্‌ক্তি – রতিপতি-ধনুকের গুণ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অলিরাজ [স] *বি* বড়ো ভ্রমর। 'অলিরাজ আইল কি বা নব জলধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

অলি[৩] [আ] *বি* দরবেশ। 'যথ নবী অলিগণ সব পূজ্যমান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অলি[৪] [স গল>] *বি* সংকীর্ণ পথ। 'সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ীর দোকান।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

অলিকুল দ্র **অলি**[২]

অলিখিত [স] **১** *বিণ* লিখিত নয় এমন। 'অলিখিত মহাশাস্ত্র, নীল পত্রগুলি দিক হতে দিগন্তরে নাহি রাখি খুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **২** *বিণ* যা এখনো লেখা হয়নি। 'বঙ্গের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অলিখিত পৃষ্ঠায় এই-সকল ঘটনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বিণ* মৌখিক। 'নিশ্চয়ই তাহার একটা অলিখিত নিয়ম আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বিণ* শূন্য। 'জন্মের প্রথম গ্রন্থ নিয়ে আসে অলিখিত পাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অলিখিত লিপি [স] *বি* বাণী। 'কোন অলিখিত লিপি দক্ষিণের উদ্ভ্রান্ত সমীর এনেছিল চিত্তে তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অলিগলি [ই অ্যালি? +হি গলি] **১** *বি* শব্দদ্বৈতের নমুনা। 'বিকৃতিটা আগে এবং মূলশব্দটা পরে, যেমন: আশপাশ অন্ধিসন্ধি অলিগলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* শিরা-উপশিরা। 'মগজের অলিগলি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। **৩** *বি* গলিঘুঁজি। 'যে সকল অলিগলি জানিনি কখনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **৪** *বি* গহীন কোণ। 'খুঁজে নেব মানসের সব অলিগলি।' *আহসান*, ১৯৪৪।

অলিনী [স] *বি* ভ্রমরী। 'সঙ্গেতে অলিনী নিবাস নলিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অলিন্দ [স] *বি* বারান্দা। 'মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অলিন্দ-ওয়ালা [স অলিন্দ+হি ওয়ালা] *বিণ* বারান্দাযুক্ত। 'অলিন্দ-ওয়ালা কুঞ্জকুটিরটি আমার ভারি মনে লেগে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অলিভ [ই] *বি* জলপাই। 'ছিন্ন অলিভ শাখা নিয়ে এসে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অলিভ ওয়েল [স] *বি* জলপাইয়ের তেল। 'স্নেহ জাতীয় পদার্থ সংযোগ করতে গিয়ে অলিভ ওয়েল ঢাল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

অলিয়েম [আ] *বি* অলি; দরবেশ। 'কোরানে ছাপ শুনিতে পাই অলিয়েম মুরশিদ সাঁই।' *লালন*, ১৮৯০।

অলীক [স] **১** *বিণ* অমূলক। 'সকলি অলীক তুই বড় ঠেঁটা লোক।' *কেরি*, ১৮০২; 'কথাটি অলীক বলিয়া মনে করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* অসার। 'ঐ সকল অলীক আনন্দ।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* মিথ্যা। 'অলীক বারতা কহিয়া বিজয় কারা হতে বাহিরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৪** *বিণ* কৃত্রিম। 'দামিনী, তুমি কি মোরে ভালোবাসা বালা? অলীক-শরম-রোষে ভ্রূকুটি করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*; ১৮৮৩।

অলীকত্ব [স] *বি* অসারত্ব। 'ধর্ম্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অলীকভাষী [স] *বিণ* মিথ্যাবাদী। 'তাহারা অলীকভাষী কিংবা অজ্ঞ অন্ধ অচেতন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

অলীন [স] *বি পুং* ভ্রমর। 'অলীন ভ্রমর তার কোলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অলুক্ষুনে, অলুক্ষুণে *দ্র* **অলক্ষুণে**

অলুণ্ঠিতব্য [স] *বিণ* লুট করা যায় না এমন। 'কুবেরের অলুণ্ঠিতব্য ধনাগার।' *সিকান্দার*, ১৯৬৩।

অলুব্ধ [স] *বিণ* লোভহীন। 'অলুব্ধভাবে সমাজের এই পরমধনটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অলূনা [অ+স লবণ>] *বি* লবণ খায় না যারা। 'যাঁহারা লবণবর্জ্জিত ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে সচরাচর অলূনা বলিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অলেখক [স] *বি* লেখক নয় এমন ব্যক্তি। 'অলেখকদের ঠাট্টায় আমাদের কিছু এসে যায় না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

অলেখিকা [স] *বি স্ত্রী* যে লেখালেখি করে না। 'অলেখিকার কাছ থেকে লেখা আদায়ের দুশ্চেষ্টা ছেড়ে দিলাম।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

অলেখা [স] **১** *বিণ* অদৃশ্য। 'সেই পদ্ম পরে শোভে অলেখা ভ্রমর।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* লেখা হয়নি এমন। 'অর্ধেক পড়া বইগুলি তার লেখা ও অলেখা খাতা।' *জসীম*, ১৯৫১।

অলো [ধ্বন্যা] *অব্য* (সম্বোধন) ওলো। 'বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

অলোক [স] *বিণ* অসাধারণ; অলৌকিক। 'অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অলোকসম্ভব [স] *বিণ* অসাধারণ। 'অলোকসম্ভব তাঁর সাধনা, অপরিমিতা তাঁর প্রতিভা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অলোকসাধারণ [স] *বিণ* অসাধারণ। 'অলোকসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অলোকসামান্য [স] *বিণ* অসাধারণ। 'অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি, মহোৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অলোকসামান্যতা [স] *বি* অসামান্যতা। 'কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অলোকসামান্যা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* অসাধারণ। 'তাঁহার অলোকসামান্যা সর্বগুণালঙ্কৃতা রূপবতী এক কন্যা ছিল।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* লোকেদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না এমন। 'এত বড়ো অলোকসামান্যা ন্যায়ভীরুতা আমার নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অলোকসুন্দরী [স] *বি স্ত্রী* অসামান্য সুন্দর। 'তোমার গানে সেই অলোকসুন্দরীকে দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অলোন্দাজ [ফা] *বি* ওলন্দাজ; ডাচ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **অলোন্দাজের বিলাত** [ফ >+আ বিলায়ত] *বি* হল্যান্ড। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

অলোভ [স] *বিণ* লোভ নেই এমন। 'সাধ্য ধৃতি ক্ষমা অলোভ।' *রামরাম*, ১৮০২।

অলৌকিক [স] **১** *বিণ* অস্বাভাবিক। 'অতি অসম্ভব অলৌকিক সব।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* অদ্ভুত। 'অলৌকিক শব্দ কেহ উচ্চ করি বোলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* লৌকিক নয় এমন। 'অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অলৌকিকতা [স] **১** *বি* অভদ্রতা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* অপার্থিব অবস্থা। 'অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অলৌকিকত্ব [স] *বি* লৌকিক নয় এমন ক্ষমতা। 'পীর পয়গম্বরদের মাজেজা ও অলৌকিকত্ব।' *হাই*, ১৯৫৪।

অল্টারনেটিভ [ই] *বি* বিকল্প বিষয়। 'চিন্তা কৈরা কোন অল্টারনেটিভ বাইর করতে পারি নাই।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

অল্প [স] **১** *বিণ* কম। 'জেহেন অর্জ্জুন দেখি সিসু অল্প বএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* অসম্ভ্রান্ত। 'আমরাও নাহি অল্প মানুষের সুত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* সামান্য। 'অকস্যাত সাক্ষাতে দেখিলা অল্প পাপ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বিণ* স্বল্পমেয়াদি। 'অল্প পাঠার্থিদিগের ২ টাকা কিন্তু কেতাব ছাড়া।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **৫** *বিণ* সীমিত; সীমাবদ্ধ। 'মানুষের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৬** *বি* সীমিত সঞ্চয়। 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অল্প অল্প [স] **১** *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'অল্প অল্প তিন বারে পিঅন কুশল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রিবিণ* আবছাভাবে। 'বাপকে অল্প অল্প মনে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অল্পকাল [স] *বি* কম সময়। 'অতি অল্পকালে মদন পাইবেক যৌবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অল্পকালে *ক্রিবিণ* কম সময়ের মধ্যে। 'এই প্রযুক্ত যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকালে পরলোক গত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

অল্পক্ষণ [স] *বি* কিছু সময়। **অল্পক্ষণমধ্যে** [স] *ক্রিবিণ* কিছু সময়ের মধ্যে। 'রাজা অর্ণবপ্রবাহে লম্ফপ্রদানপূর্বক, অল্পক্ষণমধ্যে, ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অল্পছিদ্র [স] *বি* সামান্য দোষ-ত্রুটি। 'সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অল্পজল [স] *বিণ* সামান্য জল আছে এমন। 'অল্পজল নদী পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অল্পজানা *বিণ* কম শিক্ষিত। 'অল্পজানা ও বেশিজানা তৃষিত গর্দভ গেল সরোবরতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

অল্পজীবী [স] *বিণ* অল্পকাল স্থায়ী। 'তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অল্পজ্ঞতা [স] *বি* অল্প জ্ঞান। 'ধর্ম্মশাস্ত্রে ... অল্পজ্ঞতা ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অল্পজ্ঞান [স] *বিণ* কম বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সেহ জদি অল্প জ্ঞান করিল আমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অল্পতা [স] **১** *বি* স্বল্পতা। 'বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বি* ঘাটতি। 'পিতামাতার মনোযোগের অল্পতা আছে বটে।' *ভবানী*, ১৮২৩। **৩** *বি* অগভীরতা। 'জলের অল্পতাপ্রযুক্ত, তাহার কোনও চেষ্টাই সফল হইল না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৪** *বি* কম মাত্রা। 'তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৫** *বি* অভাব। 'কেবলমাত্র অনুভাবকতার অল্পতা তাহার কারণ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

অল্পদর্শী [স] *বিণ* অদূরদর্শী। 'অল্পদর্শী পণ্ডিতাভিমানিদিগের প্রগল্ভ

বচন শ্রবণে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অল্পদিন [স] **১** *বি* কিছুদিন। 'অল্পদিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* কিছু কাল। 'অল্পদিনে অতিসুকঠিন সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অল্পদূর [স] *বি* নিকট। 'স্টেশন হইতে অল্পদূরে একটি বস্তি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অল্পপ্রসবী [স] *বিণ* কম সন্তান প্রসব করে এমন। 'হস্তীর অপেক্ষা অল্পপ্রসবী কোন জীবই নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অল্পপ্রাণতা [স] *বি* অল্পকাল বাঁচে এমন অবস্থা। 'কেউ তবু হাড়ে হাড়ে আমাদের অল্পপ্রাণতাকে চিনে জেনে নিতে গিয়ে ব্যথিত করেনি।' *জীবন*, ১৯৩০।

অল্পবয়স [স] *বি* তরুণ বয়স। 'অল্প বয়সে জামাঞি হইয়াছ চেটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অল্পবয়সী [স] *বিণ স্ত্রী* তরুণী। 'অল্পবয়সী বউয়ের অন্তহীন ন্যাকামি।' *মানিক*, ১৯৪০।

অল্পবয়স্ক [স] **১** *বি* কমবয়সী ব্যক্তি। 'অল্পবয়স্ক কিমাব বাতুল অথবা আজন্ম অজ্ঞান রহে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৮। **২** *বিণ* কমবয়সী। 'একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অল্পবয়স্কা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* কমবয়সী। 'একটি অতি অল্পবয়স্কা কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বিণ* অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যা একাদশীর দিবস উপবাস করিবে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

অল্পবিত্ত [স] *বিণ* দরিদ্র। 'অল্পবিত্ত মুমূর্ষুদের জন্যে কটা আরোগ্যাশ্রম আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অল্পবিদ্যা [স] *বি* অপূর্ণ শিক্ষা। 'তবে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

অল্পবিস্তর [স] *বিণ* কমবেশি। 'তাহার অল্পবিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সকলেই অল্পবিস্তর বিলেতি মধু পান করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

অল্পবিস্তরেণ [স] *বিণ* কমবেশি। 'মুছে নেবো ছোটখাটো পাপবোধ অল্পবিস্তরেণ ...।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

অল্পবুদ্ধি [স] **১** *বি* সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'বিমর্ষি চাহিলুঁ পাছে মুঞি অল্পবুদ্ধি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন; বোকা। 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন।' *রামমোহন*, ১৮১৯।

অল্পবৃষ্টি [স] *বি* কম বৃষ্টি। 'এর মধ্যবর্তী দেশ অল্পবৃষ্টির দেশ।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

অল্পবেতনভুক্ত [স] *বিণ* অল্প বেতনে নিযুক্ত। 'অল্পবেতনভুক্ত এদেশীয় কর্মচারীদিগকে সততই অসুস্থ দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

অল্পবৈতনিক [স] *বিণ* কম বেতনে কাজ করে এমন। 'অল্পবৈতনিক কাজে নিযুক্ত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অল্পব্যয়ী [স] *বিণ* অল্প ব্যয় করে এমন। 'ওলন্দাজেরা পরিশ্রমী, অল্পব্যয়ী, এবং পরিচ্ছন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

অল্পভাষী [স] *বিণ* অল্প কথা বলে এমন। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'অল্পভাষী দিবাকরের কথার গুরুত্ব বুঝিতেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অল্পমতি [স] *বিণ* অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। 'তিহোঁ তোমার দাস মানুষ অল্পমতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অল্পমসৃণ [স] *বিণ* খুব মসৃণ নয় এমন। 'তক্তপোষের উপর পাতা মাদুরের অল্পমসৃণ সমতল ...।' *শওকত*, ১৯৭৩।

অল্পমাত্র [স] *বিণ* কমসংখ্যক। 'এরূপ কৃষক এদেশে অল্পমাত্র দৃষ্ট হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

অল্পমূল্য [স] *বি* কম মূল্য। 'ন্যায়দর্শন প্রভৃতি সকল দর্শন টীকা সহিত অল্পমূল্যে পাওয়া যায়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

অল্পযায়ী [স] *বিণ* অস্থায়ী। 'সৌরভ অল্পযায়ী বা অল্পজীবী নয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অল্পরাত্র [স] *বি* সন্ধ্যার পরবর্তী সময়। 'মজলিস অল্পরাত্রে বরখাস্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অল্পশিক্ষা [স] *বি* সামান্য পরিমাণ শিক্ষা। 'অল্প শিক্ষা ও অল্প বলের ... সহজ নিয়ম আর খাটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

অল্পশিক্ষিত [স] *বিণ* কম শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অল্পশিক্ষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বেশি শিক্ষিত নয় এমন। 'রূপেও তিনি তাহাকে এই অল্পশিক্ষিতা মেয়েটির কাছে ম্লান করিতে চান।' *রবীন্দ্র*, [illegible]।

অল্পশ্রমী [স] *বিণ* কম পরিশ্রমী। 'বহুশ্রমী এবং অল্পশ্রমী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অল্পসংখ্যক [স] *বিণ* কম সংখ্যক। 'মসজিদটি ছিল কলিকাতার অল্পসংখ্যক আহলে-হাদিস মসজিদের অন্যতম।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

অল্পসময় [স] *বি* কিছুক্ষণ। 'অল্পসময়ের জন্যে অন্যমনস্কভাবে যোগ দিয়ে উকিল সাহেব।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

অল্পস্বল্প [স] *বিণ* সামান্য। 'অল্প-স্বল্প মাহিনাতে একজন মাস্টার দিতে পারো?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

অল্পা [স] *বিণ স্ত্রী* সামান্যা। 'সে যে অনামিকা অনিত্যা মৃন্ময়ী অল্পা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

অল্পাক্ষরে [স অল্প-অক্ষর] *ক্রিবিণ* সংক্ষেপে। 'বক্তব্যবাহুল্য গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অল্পাধিক [স অল্প-অধিক] *বিণ* কম-বেশি। 'এই আইনের অল্পাধিক আলোচনা হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অল্পাবশিষ্ট [স অল্প-অবশিষ্ট] *বিণ* অল্প বাকি আছে এমন। 'পরে যাহা বাকি রহিল – অল্পাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অল্পায়াস [স অল্প-আয়াস] *বি* কম পরিশ্রম। 'ব্যক্তিরদিগের অল্পায়াসে তদুপকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

অল্পায়াসসাধ্য [স অল্প-আয়াস-সাধ্য] *বিণ* অল্প চেষ্টায় করা যায় এমন। 'যাহা অল্পায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অল্পায়ু [স অল্প-আয়ু] *বিণ* অল্প আয়ুবিশিষ্ট। 'অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে।' *ভারত*, ১৭৬০।

অল্পাশী [স অল্প+স আশ>] *বিণ* অল্প আশা আছে এমন। 'এরূপ অল্পাশী ব্যক্তিরা অনশনে প্রাণত্যাগ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অল্পাহার [স অল্প-আহার] *বি* অল্প আহার। 'সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যক।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২।

অল্পাহারী [স অল্প-আহারী] *বিণ* অল্প আহার করে এমন। 'প্রণয় নিমিত্ত তিনি অল্পাহারী।' *তমোলুক,* ১৮৭৪।

অল্পে অল্পে *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'অল্পে অল্পে বাউ তবে অধে চালাইব।' *মালাধর,* ১৫০০।

অল্পের উপর দিয়া যাওয়া – তুলনামূলক কম ক্ষতি হওয়া। 'এবারে বোধহয় অল্পের উপর দিয়ে যাবে।' *সুকান্ত,* ১৯৪৪।

অল্পোন্নত [স অল্প-উন্নত] *বিণ* বেশি উঁচু নয় এমন। 'উচ্চভূমি এবং অল্পোন্নত মেঘও ...।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

অল্পেয়ে [স অল্প>] *বিণ* অল্পায়ু। 'ও রে বুড়ো আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।' *ভারত,* ১৭৬০।

অশক্ত [স] **১** *বিণ* শক্তিহীন। 'নাড়িতে নারএ হস্ত অশক্ত হইল।' *বাহরাম,* ১৬৫০। **২** *বিণ* মজবুত নয় এমন। *ওসাঁ,* ১৭৮৫। **৩** *বিণ* অক্ষম। *ওসাঁ,* ১৭৮৫; 'আপনার কাজ আপনি করিতে অশক্ত।' *তারিণী,* ১৮০৩; 'বাষ্পের গুণ অনভিজ্ঞ থাকাতে দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোত নির্মাণে অশক্ত ছিলেন।' *অক্ষয়,* ১৮৫০। **৪** *বি* ভিতু ব্যক্তি। 'হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস পিছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪। **৫** *বিণ* দুর্বল। 'বাহিরে অশক্ত সে শিশুচিত্ত মা খুঁজিয়া ফেরে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১।

অশক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* অসমর্থ। 'শ্রান্তা শবরী অশক্তা বহিবারে।' *মণীশ,* ১৯৩৯।

অশক্তি [স] *বি* দুর্বলতা। 'লাগলে সেবায় অশক্তি তোর আপনি হবে মিছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

অশক্য [স] **১** *বিণ* অসত্য। 'কহিতে অশক্য কথা না যাএ কহন।' *আলাওল,* ১৬৮০। **২** *বিণ* অসাধ্য। 'যদি সে অশক্য কর্ম করিবারে পারে।' *সুলতান,* ১৭০০।

অশঙ্ক [স] *বিণ* শঙ্কাহীন। 'কণ্টক-অশঙ্ক রে নির্ভীক।' *নজরুল,* ১৯২৪।

অশঙ্কিনী [স] *বিণ স্ত্রী* শঙ্কাহীন। 'আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

অশঙ্কিত [স] *বিণ* শঙ্কিত নয় এমন। 'তথাপি তিনি, অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে, শিষ্যদিগকে আনুষঙ্গিক সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা,* ১৮৪৯।

অশঙ্কেত [স অসঙ্কেত] *বিণ* পূর্বনির্ধারিত (মিলনস্থান)। 'তথাঁহো চাহিআঁ চাইহ অশঙ্কেত থানে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

অশথ [স অশ্বত্থ] *বি* অশথ গাছ। 'অতিদূর অশথের ছায়ে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৩।

অশথতল [স অশ্বত্থতল] *বি* অশথ গাছের তলা। 'পথের ধারে অশথতলে মেয়েটি খেলা করে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৬।

অশন [স] **১** *বি* আহার। 'পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ।' *ভারত,* ১৭৬০। **২** *বি* খাদ্য। 'যদি তাঁহারদিগের নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব কর্তৃক অশন বসনের উপায় হয়।' *দর্পণ,* ১৮৩৬।

অশনপ্রথা [স] *বি* ভোজনপ্রণালি। 'ধন্যাঢ্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২।

অশনবসন [স] *বি* অন্নবস্ত্র। 'ঘরে যেরূপ অশনবসনের প্রথা তাহাতে খুব যে বেশি ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

অশনা [স] *বি* ক্ষুধা। 'হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা অশনায় পীড়িত!' *মাইকেল,* ১৮৬০।

অশনি [স] **১** *বি* বজ্র। 'মহাযোগী অশনি সহিতে পারে বুকে।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০। **২** *বি* বিপদ। 'অশনি সংকেত।' *বিভূতি* ১৯৫৯।

অশনিনিনাদ [স] *বি* বজ্রপাতের শব্দ। 'গভীর অশনিনিনাদে সমস্ত অবনীমণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

অশনিপাত [স] *বি* বজ্রপাত। 'ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৬।

অশনি-মহানিনাদ [স] *বি* বজ্রের ভয়ানক শব্দ। 'গাও রে শত অশনি-মহানিনাদে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৭৮।

অশনি-রণ [স] *বি* বজ্রের যুদ্ধ। 'শনির সহিত অশনি-রণ।' *নজরুল,* ১৯৩০।

অশনি সঙ্কেত [স] **১** *বি* ভয়ানক সংকটের আভাস। 'অশনি সঙ্কেত।' *বিভূতি,* ১৯৪৪। **২** *বি* বিজলির আলো। 'পার হতে পারো যদি একবার অশনি সঙ্কেতে।' *মাহমুদ,* ১৯৬৬।

অশনিসম্পাত [স] *বি* বজ্রপাত। 'অশনিসম্পাতশব্দ হইতে ... ভীমতর কোলাহল।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

অশব্দ [স] *বিণ* শব্দ নয় এমন। 'অনেক স্বর আমাদের নিকট অশব্দ।' *জগদীশ,* ১৮৯৫।

অশমিত [স] *বিণ* অপ্রশমিত। 'অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৮।

অশরিফ [অ+আ শরিফ] *বিণ* সম্ভ্রান্ত নয় এমন। 'অশরিফ মোছল-মানগণকে ...।' *এসলাম,* ১৯১৯।

অশরীর [স অশরীরী] *বিণ* দেহহীন। 'যাহা অশরীর ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৪।

অশরীরি [স অশরীরী] *বিণ* নিরাকার। *সেবধি,* ১৮৩৯; 'প্রেতনীর অশরীরি হাসির মতো ভয়ঙ্কর।' *হাফিজুর,* ১৯৫৩।

অশরীরী [স] **১** *বিণ* নিরাকার। 'এমন অশরীরী আত্মার বক্ষঃস্থল কিরূপে যে অশ্রুজলে অর্দ্র হইয়াছিল ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৭৭। **২** *বি* কায়াশূন্য যা। 'অনন্তকে অশরীরীকে অতীন্দ্রিয়কে তিনিও এই সকলের মধ্য দিয়াই ফুটাইয়া ধরিয়াছেন।' *সবুজ,* ১৯২১। **৩** *বিণ* বাস্তবতাহীন; কল্পিত। 'প্রেম নামক আকাশকুসুমের অশরীরী গন্ধে আমরা ঈষৎ মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলুম।' *প্রমথ,* ১৯৩৩।

অশাত [স অসত্য] *বিণ* নিদারুণ। 'শুনিয়া স্বামীর তুণ্ডে বচন অশাত।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

অশান্ত [স] **১** *বিণ* ভয়ানক। 'অশান্ত বসন্ত রোগের আগমন।' *দর্পণ,* ১৮২৭। **২** *বিণ* অস্থির। 'ভ্রান্ত ও অশান্ত স্বান্ত হইয়া ... চৌর্য্যাদি বৃত্তিতেই বীর্য্য প্রকাশ করেন।' *ভবানী,* ১৮২৮। **৩** *বিণ* আবেগ-আকুল। 'রুধিয়া রেখেছি আমি অশান্ত হৃদয়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৬। **৪** *বি* চাঞ্চল্যপূর্ণ তরুণ। 'আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৬।

অশান্তি [স] **১** *বি* শান্তি নেই যেখানে। 'বিব্রত হয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চলে এসে বেঁচেছি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১। **২** *বি* অস্থিরতা। 'মনের ভিতরে একটা অশান্তি এবং বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩। **৩** *বি* কষ্ট। 'তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিঘ্নবিপদ সহ্য করে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭। **৪** *বি* সংক্ষুব্ধ অবস্থা। 'পারিবারিক অশান্তির মূল কারণ আমাদের অদূরদর্শিতা।' *বেগম,* ১৯৪৭।

অশান্তি-ঐশ্বর্য [স] *বি* অশান্তিরূপ ঐশ্বর্য। 'প্রবাল হার পরা নীলাক্ষী

নীলামুঞ্জের ঝড়-ঝঞ্ঝার অশান্তি-ঐশ্বর্য আমি চাইনি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অশান্তিকর [স] ১ *বিণ* যন্ত্রণাদায়ক : 'একটু অশান্তিকর বলেই মনে হয়।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বিণ* অশান্তিপূর্ণ। 'অশান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে থাকে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অশান্তি-ভরা [স অশান্তি+ভরা] *বিণ* কলহপূর্ণ। 'বেড়ার ও ধারে অশান্তি-ভরা মস্ত সংসারটি।' *মানিক*, ১৯৪০।

অশান্তিমন্ত্র [স] *বি* অশান্তি সৃষ্টির মন্ত্র। 'অশান্তিমন্ত্র পেয়েছ তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অশান্তিময় [স] *বিণ* অস্থিতিশীল। 'পূর্ব্বোক্ত দেশগুলি অশান্তিময়; অন্তর্বিপ্লব, অরাজকতা প্রভৃতি ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

অশান্তির আগুন *বি* অস্থিরতার যন্ত্রণা। 'অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে গেলে আমার প্রাণে।' *নজরুল*, ১৯২২।

অশালীন [স] ১ *বিণ* অশিষ্ট; অশোভন। 'অশালীন হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ...।' *বেগম*, ১৯৬৯। ২ *বিণ* ক্ষতিকর। 'পা থেকে মাথায় ওঠে অশালীন বীজাণুবিস্তার।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩। ৩ *বিণ* অশ্লীল। 'কলিম আওড়াল কয়েকটি অশালীন শব্দ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৫।

অশালীনতা [স] *বি* অভদ্রতা। 'সর্ব্বপ্রকার অশ্লীলতা, অশালীনতা ও বেহায়াপনার কঠোরভাবে মূলোৎপাটন করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

অশাসনীয় [স] *বিণ* শাসন করা যায় না এমন। 'প্রাকৃতিক শক্তিসকল অতি প্রবল, স্থির, অশাসনীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অশাসিত [স] *বিণ* শাসনবহির্ভূত। 'অশাসিত রাজ্যের ন্যায় বহুগ্রাম এবং সৎপল্লী রাজধানীত্যাদিতে স্বেচ্ছাচার।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

অশাস্ত্র [স] *বিণ* শাস্ত্রবিরুদ্ধ। 'অনেক লোক অশাস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অশাস্ত্রজ্ঞ [স] *বিণ* শাস্ত্র জানে না এমন। 'এ বিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অশাস্ত্রীয় [স] ১ *বিণ* শাস্ত্রসম্মত নয় এমন। 'অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ব্যবহার দুষ্ট বলিয়া মানা করান।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *বিণ* ধর্মবিরোধী। 'এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহও তেমনি অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* চিকিৎসাশাস্ত্রে অনুমোদিত নয় এমন। '... যতরকম অশাস্ত্রীয় চিকিৎসার সন্ধানে উৎসাহী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অশাস্ত্রীয়তা [স] *বি* শাস্ত্রবিরুদ্ধতা। 'বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অশিক্ষা [স] ১ *বি* লেখাপড়া না-জানা। 'অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া পরিহাস করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ২ *বি* বিকৃতি। 'নিয়মিত বেসুরো গান শোনা মানুষের পক্ষে যেমন অশিক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* শিক্ষার অভাব। 'তুমি বলিবে সেটার কারণ অশিক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অশিক্ষাপটু [স] *বিণ* শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও দক্ষ। 'অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অশিক্ষিত [স] *বিণ* শিক্ষা নেই এমন। 'তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অশিক্ষিতপটু [স] *বিণ* আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া না-থাকা সত্ত্বেও দক্ষ। 'আদিম যুগের অশিক্ষিতপটু সভ্যতা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অশিক্ষিতপটুত্ব [স] *বি* শিক্ষাহীন দক্ষতা। 'তাহার অশিক্ষিতপটুত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অশিক্ষিতা [স] ১ *বি স্ত্রী* যার শিক্ষা লাভ হয়নি। 'অশিক্ষিতা পক্ষপাতময়ী বঙ্গভূমিতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিল।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫। ২ *বিণ স্ত্রী* শিক্ষা পায়নি এমন। 'তাঁহার অশিক্ষিতা গৃহকার্যরতা স্ত্রীর অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধি রূপগুণ সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অশিথিলীকৃত [স] *বিণ* শিথিল বা মন্থর করা হয়নি এমন। 'অশিথিলীকৃত বেগে চলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

অশিব [স] *বিণ* অমঙ্গল আনয়নকারী; অশুভ। 'অশিবমন্ত্র পড়তে পড়তে রাস্তা দিয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অশিবনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অশুভকে ধ্বংসকারী। 'অশিবনাশিনী চণ্ডীরূপ।' *নজরুল*, ১৯২২।

অশিষ্ট [স] ১ *বিণ* অভব্য। 'নর সব ভোলাই কহে বচন অশিষ্ট।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* শিষ্টাচারবর্জ্জিত। 'পর্ব্বতস্থ চোয়াড় লোকেরা নিতান্ত অশিষ্ট।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬। ৩ *বিণ* উগ্র। 'অশিষ্ট অপ্রিয় ব্যবহার যাদের স্বভাবত আসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অশিষ্টতা [স] *বি* অভদ্রতা। 'গ্রিফিন যখন সেই অশিষ্টতা অবলম্বন করিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অশিষ্টাচার [স অশিষ্ট-আচার] *বি* অভদ্র আচরণ। 'তিনি যে মহারাজের সহিত এরূপ উন্মার্গগামী জনের ন্যায় অশিষ্টাচার করেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অশীতি [স] *বিণ* আশি। 'ইহার মূল্য অশীতি টাকা হইবে।' *কেরি*, ১৮১২।

অশীতিপর [স] *বিণ* আশি বছরেরও বেশি বয়সী। 'যদি একটি অশীতিপর বৃদ্ধও হয় তবু আপত্তি নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

অশীতিবর্ষবয়স্ক [স] *বিণ* আশি বছর বয়সী। 'অশীতিবর্ষবয়স্ক ঐ যাত্রা মহোৎসব ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অশীল [স] *বিণ* অশালীন। 'অশীল নটীপনা জেগেছে প্রাণে প্রাণে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

অশুচি [স] ১ *বি* অপবিত্র ব্যক্তি। 'শচী আসি কহে কেনে অশুচি ছুঁইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* তথাকথিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। 'অধিকারীরা অশুচি ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

অশুচিজ্ঞান [স] *বি* অপবিত্র মনে করা। 'অশুচিজ্ঞানে গঙ্গাতীরে অবগাহন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অশুচিতা [স] ১ *বি* অপবিত্রতা। 'এই প্রায়শ্চিত্ত কেবল জেলখানার অশুচিতার প্রায়শ্চিত্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বি* অপরাধ। 'এই দুঃখভোগের যে তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অশুচিবোধ [স] *বি* অপবিত্রতার অনুভূতি। 'এই অশুচিবোধ অনেকটা কাটিয়া গেল।' *মানিক*, ১৯৪০।

অশুদ্ধ [স] ১ *বিণ* ভুল। 'অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এহি সে অশুদ্ধ কর্ম কর তোরা সব।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* সঙ্গত নয় এমন। 'নানান কুযুক্তি দিয়া অশুদ্ধ কার্যেত নিয়া ...।' *সুলতান*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* ভ্রমপূর্ণ। 'সমুদায় অশুদ্ধ বিষয়ে বিরাগ জন্মে, শিক্ষালয় সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েরই সেইরূপ বিধান করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বিণ* অশুচি। 'ইহাতে তোমাদের

মহাভারত কি অশুদ্ধ হইল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ভাগীরথী উদার ধারায় সমুদ্রে এসে মিলেছে, তার সঙ্গে পথে বহু উপানদীর মিশ্রণ ঘটেছে বলে অশুদ্ধ ও অপবিত্র ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৫** *বিণ* ব্যাকরণসম্মত নয় এমন। 'গা'ব শব্দটিকে অশুদ্ধ প্রয়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৬** *বিণ* নিখুঁত নয় এমন। 'নিশ্চয়ই তোমাদের মন্ত্র-উচ্চারণ অশুদ্ধ হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অশুদ্ধতা [স] **১** *বি* ভ্রান্তি। 'শিশুর ভাষার এই অশুদ্ধতা এবং সংকীর্ণতা দেখে যদি শাসন করে দেওয়া যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বি* অপবিত্রতা। 'সেটা মনের আময়, অশুদ্ধতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অশুদ্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* ভুল। 'তৎসম্পাদক কি নিমিত্ত এ অশুদ্ধা কবিতা ব্যবহার করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অশুভ [স] **১** *বি* অমঙ্গল। 'অশুভ নিকটে আইলে নানা দৈব লাগে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বিণ* খারাপ। 'এই অশুভ সম্বাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৩** *বিণ* ক্ষতিকর। 'অশুভপ্রবৃত্তি প্রয়োজনটুকু সিদ্ধ করিয়াই অন্তর্ধান করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বিণ* অকল্যাণকর। 'এই লক্ষণ অশুভ নহে।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২। **৫** *বিণ* অমঙ্গলজনক। 'ধ্বনিতেছে যেন কি এক অশুভ বাণী।' *জসীম*, ১৯৩৩।

অশুভগমন [স] *বি* অকল্যাণকর যাত্রা। 'অশুভগমনের প্রতীক্ষায় নিজেকে পথের কাঙাল করিয়া রাখে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অশুভত্ব [স] *বি* অনিষ্টকরতা। 'কখন২ কালের অশুভত্বপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অশুভবিষয় [স] *বি* অমঙ্গলজনক বিষয়। 'ঐ নাম করিলে তাবৎ অশুভবিষয় স্মরণে আইসে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অশুভানুধ্যায়ী [স অশুভ-অনুধ্যায়ী] *বিণ* অকল্যাণকামী। 'ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কি আমার অশুভানুধ্যায়ী?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অশুষ্ক [স] *বিণ* সজল। 'হাস্যমুখরা তরল উষার গালের একটেরে এক কণা অশুষ্ক অশ্রুর মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

অশেষ [স] **১** *বিণ* অনেক। 'অশেষ মঙ্গলধাম খুল্লনা যুবতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অন্তহীন। 'কত অমূলক আশা, কত অশেষ কামনা।' ১৮৯৪। **৩** *বিণ* সীমাহীন। 'স্ত্রী যদি পতিপ্রাণা না-হয়, তবে অশেষ অসুখের কারণ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বিণ* অনিঃশেষ। 'আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব; ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৫** *বি* অসীম সত্তা। 'অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৬** *বি* পরম সত্তা। 'আমি যে অশেষের পূজারী।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অশেষতঃ [স] *ক্রিবিণ* সীমাহীনভাবে। 'ঐ পত্রের সৃষ্টি হইয়া ... হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষতা অশেষতঃ প্রকাশ হইতেছে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

অশেষপ্রকার [স] *বিণ* নানা প্রকার। 'অন্তঃকরণে অশেষপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অশেষবিধ [স] *বিণ* নানা প্রকার। 'আমি তোমার সবিশেষ পরিচয় দিয়া ও অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অশেষ-বিশেষ [স] **১** *বি* বিবিধ কৌশল। 'চূর্ণ করোঁ মায়া তার অশেষ বিশেষে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* নানা উপায়। 'সর্ব্ব শেষে অশেষবিশেষাবশে বাবু বাই বিবি সঙ্গে লইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

অশেষ-বিশেষে [স] *ক্রিবিণ* বিবিধ প্রকারে; বিলক্ষণরূপে। 'তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অশেষমতে *ক্রিবিণ* দারুণভাবে। 'অশেষমতে খরচান্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অশেষশাস্ত্রার্থবেত্তা [স অশেষ-শাস্ত্র-অর্থবেত্তা] *বিণ* অনেক শাস্ত্রে পণ্ডিত। 'হে মহারাজ! আপনি অশেষশাস্ত্রার্থবেত্তা, আপনি যে এরূপ ব্যবহার করেন সে বড় আশ্চর্য্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

অশেষোপকার [স অশেষ-উপকার] *বি* বহু উপকার। 'তাহা প্রকাশ হইলে অনেকের অশেষোপকার হইবার সম্ভাবনা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অশেস [স অশেষ] *বিণ* সীমাহীন। 'দিগম্বর হইয়া অশেস মন্দ বোলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অশোক[১] [স] **১** *বিণ* সুখী। 'যে সুখের কণালেশে সবেই অশোক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* শোকহীন। 'অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়, কাঁদিতে দেয় না অবসর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *বিণ* আনন্দময়। 'অশোক অভয় তব প্রেমমুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৪** *বি* প্রাচীন ভারতের মগধ রাজ্যের প্রসিদ্ধ সম্রাট। 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে।' *জীবন*, ১৯৪২।

অশোক[২] [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'অশোক কিংশুক চুআ চিতা খগ্তী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অশোক-কানন [স] *বি* অশোক বন। 'একাকিনী-শোকাকুলা, অশোক-কাননে, কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অশোকতবক [স অশোকস্তবক] *বি* অশোক ফুলের গুচ্ছ। 'অশোকতবক করযুগলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অশোকফুল [স অশোক+ফুল] *বি* গাঢ় লালবর্ণের ফুলবিশেষ। 'তুলনা কি হয় কভু তার অশোকফুলের সাথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অশোকবন [স] *বি* অশোক বৃক্ষে পরিপূর্ণ বন। 'সীতাকে ... সে অশোকবনে রেখেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অশোকরঙা [স অশোক+রঙা] *বিণ* অশোক ফুলের মতো গাঢ় লাল। 'শ্বেত-পদ্মিনীর কপোলে অশোকরঙা লজ্জার মতো।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অশোকস্তম্ভ [স] *বি* সম্রাট অশোক কর্তৃক স্থাপিত অনুশাসনলিপিযুক্ত প্রস্তর স্তম্ভ। 'প্রাচীন তাম্রশাসন, অশোকস্তম্ভ ও অন্যান্য জয়স্তম্ভ লিপি ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অশোচ্যতা [স] *বি* আনন্দ। 'অট্টালিকায় আপনি যেমন অত্যুত্তম অশোচ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিত।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অশোভন [স] **১** *বিণ* শোভাহীন। *সেবধি*, ১৮৩৯। **২** *বিণ* অনাকাঙ্ক্ষিত। 'অশোভন অশ্রুজলার্দ্র বিলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বিণ* বেমানান। 'মেয়েরা রসিকতা করতে গিয়ে যদি মুখরা হয়ে পড়ে তবে সেটা ভারী অশোভন দেখতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৪** *বিণ* অশিষ্ট। 'আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ থাকতে আমার অগ্রসর হওয়া অশোভন হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'তার প্রতি অশোভন মুগ্ধবিকৃতি করা, যে-কোনো মানুষ না পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অশোভনতা [স] *বি* শোভা পায় না এমন আচরণ। 'সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীরমনকে সংকুচিত করে তুলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অশোভনভাবে *ক্রিবিণ* নির্লজ্জভাবে। 'অশোভনভাবে সেলাম করিতেছে, কোথায় বসিবে ভাবিয়া পাইতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অশোভনরূপে [স] *ক্রিবিণ* দৃষ্টিকটুভাবে। 'কথায় ও কাজে অশোভনরূপে বাহির হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অশোয়ার [ফা শুমার>] *বিণ* অসংখ্য। 'অশোয়ার পেলে বাণ কালকেতু

লোফে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অশোয়াস [স আশ্বাস] *বি* আশ্বাস। 'বহুল লজ্জিত তানে দিবা অশোয়াস।' *সুলতান*, ১৭০০।

অশৌচ [স] **১** *বি* মৃতের জন্যে পালনীয় হিন্দু আচারবিশেষ। 'অশৌচের চিহ্নার্থে কেবল চুলধারণ মাত্র করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বি* অশুদ্ধিকাল। 'ততক্ষণ আমাদের অশৌচ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

অশৌচগ্রস্ত [স] *বিণ* গ্লানিযুক্ত। 'লোকমাতা বসুন্ধরাকে বারম্বার অশৌচগ্রস্ত করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অশৌচদশা [স] *বি* আপনজনের মৃত্যুজনিত কারণে দেহ অপবিত্র এমন অবস্থা। 'পিতৃবিয়োগে ধোবা-নাপিত-বর্জিত অশৌচদশার মতো শয্যাসনশূন্য ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অশ্চন [স অর্চন] *বি* অর্চনা। 'সাক্ষাতে সেই প্রভু করহ অশ্চন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অশ্ব [স] **১** *বি* ঘোড়া। 'অশ্বপতি গজপতি নর নৌকাপতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'আইসন্ত রাউত সব অশ্বে আরোহণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* যন্ত্রের শক্তি পরিমাপের একক; হর্স পাওয়ার। 'বিশেষতঃ দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অশ্বকুশলতা [স] *বি* ঘোড়া চালানোর দক্ষতা। 'আপ্তের অশ্বকুশলতার সম্বন্ধে নানা কাহিনী শোনা যায়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

অশ্বক্ষুরধ্বনি [স] *বি* ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। 'অবিরাম অশ্বক্ষুর-ধ্বনি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

অশ্বচর্য্যা [স] *বি* ঘোড়ার নাচ। 'যাঁহারা অশ্বচর্য্যা অর্থাৎ ঘোড়ার নাচ দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অশ্বচিকিৎসক [স] *বি* ঘোড়ার চিকিৎসা করে যে। 'তাঁর আদেশে অশ্বচিকিৎসক এলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

অশ্বডিম [স অশ্বডিম্ব] *বি* কাল্পনিক বস্তু; ঘোড়ার ডিম। 'গোলটেবিল করবে সার্ভ অশ্বডিম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অশ্বডিম্ব [স] *বি* অলীক কল্পনা; ঘোড়ার ডিম। 'একটি অস্বাভাবিক অশ্বডিম্বে পরিণত করিয়া বসেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

অশ্বতর [স] *বি* খচ্চর। 'সে জাতে অশ্ব হলেও গুণে অশ্বতর ছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অশ্বতরী *বি স্ত্রী* খচ্চরী। 'হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি যে শিল্প সমস্তই দেবশিল্পের অনুকরণমাত্র।' *অবন*, ১৯২৫।

অশ্বতুল্য [স] *বিণ* ঘোড়ার ন্যায়। 'অশ্বতুল্য বল এই যন্ত্রের।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অশ্বনিদ্রা [স] *বি* আধো ঘুম। 'ভোজনান্তে একবার অশ্বনিদ্রার ন্যায় গড়াগড়ি যান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অশ্বপতি [স] *বি* অশ্বারোহী। 'অশ্বপতি গজপতি নর নৌকাপতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অশ্বপাল [স] *বি* ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়ক। 'দুষ্ট অশ্বপাল, লাভের লোভে, অশ্বের আহারদ্রব্য প্রত্যহ ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অশ্বপৃষ্ঠ [স] *বি* ঘোড়ার পিঠ। 'কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে অশ্বপৃষ্ঠে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

অশ্ববল্গা [স] *বি* ঘোড়ার লাগাম। 'অশ্ববল্গা দন্তে আবদ্ধ করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অশ্ববার [স] *বি* অশ্বারোহী। 'মহাবেগে সরাকে চালাই অশ্ববার।' *সুলতান*, ১৭০০।

অশ্ববিদ্যা [স] *বি* ঘোড়ায় চড়া ও নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল। 'বক্রেশ্বর অশ্ববিদ্যায় অদ্বিতীয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অশ্বমেধ [স] *বি* কোনো রাজার সার্বভৌমত্ব প্রমাণের উদ্দেশে কৃত যজ্ঞবিশেষ। 'কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম-সম যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ত্রিপাদ ধরণী দান আইলা দৈত্যরাজ-ধাম অশ্বমেধ অবসান-দিনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অশ্বরশ্মি [স] *বি* ঘোড়ার লাগাম। 'বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অশ্বারূঢ়া [স] *বিণ স্ত্রী* ঘোড়ায় চড়ে আছে এমন। 'অশ্বারূঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অশ্বশাল [স] *বি* আস্তাবল। 'অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অশ্বশালা [স] *বি* আস্তাবল। 'অশ্বশালা পতিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অশ্বশ্বসা [স] *বিণ* ঘোড়ার নিশ্বাস উঠে যায় এমন। 'শ্রান্ত অশ্বশ্বসা-গতি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অশ্বসেনা [স] *বি* অশ্বারোহী সৈনিক। 'পদাতিক, অশ্বসেনা, শস্ত্রপুঞ্জ, শিবির, বাহক আমাদের সকলই প্রস্তুত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অশ্বসৈন্য [স] *বি* ঘোড়সওয়ার বাহিনী। 'কয়েক দল অশ্বসৈন্য অগ্রগামী সৈন্যদলের সহিত আসিয়া বিদ্রোহীদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে।' *হিতৈষি*, ১৮৯৫।

অশ্বস্বামী [স] *বি* ঘোড়ার মালিক। 'ইহা দেখিয়া, অশ্বস্বামী উহাকে কৃষিকর্মে নিযুক্ত করিয়া দিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অশ্বারূঢ় [স অশ্ব-আরোহী] *বিণ* ঘোড়ায় চড়ে আছে এমন। *সেবধি*, ১৮৩৯।

অশ্বারোহী [স অশ্ব-আরোহী] *বি* ঘোড়ায় আরোহণকারী। '... এবং অশ্বারোহী সহিত, নদীতে লম্ফ প্রদান করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অশ্বথ [স অশ্বত্থ] *বি* অশথ গাছ। 'লইল অশ্বথপাত বিশাশয় ঠুলি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অশ্বত্থ [স] *বি* অশথ গাছ। 'চতুর্দিগে অশ্বত্থমণ্ডলী মনোহর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অশ্বত্থগাছ [স অশ্বত্থ+গাছ] *বি* বট জাতীয় গাছবিশেষ; অশথ গাছ। 'অশ্বত্থগাছের তলে কোন্‌ দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অশ্বিনী [স] **১** *বি স্ত্রী* ঘোড়া। 'অশ্বিনী তর্জন করি ধাইল ইন্দ্রাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অশ্বিনীকুমার [স] *বি* হিন্দুপুরাণমতে স্বর্গের চিকিৎসক যমজ দুই ভাই। 'অশ্বিনীকুমার মহাশয়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অশ্বিনীনাগর [স] *বি* চন্দ্র। 'সোনার বরণ তনু অশ্বিনীনাগর জনু।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অশ্বেত [স] **১** *বিণ* শ্বেতাঙ্গ নয় এমন। 'নানা জাতির অশ্বেত মানুষদের একেবারে নির্মূল করে উচ্ছেদ করতে পারে।' *সবুজ*, ১৯২০। **২** *বিণ* রং সাদা নয় এমন; যা পুষতে বেশি ব্যয় হয় না। 'ভারতের শ্বেত-অশ্বেত হস্তীগুলিকে পুষিবার জন্য ...।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

অশ্মরী [স] *বি* পাথুরি নামক রোগ। 'ওর অশ্মরী হয়েছে স্যার।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

অশ্রদ্ধা [স] **১** *বি* বিরক্তি। 'অশ্রদ্ধা করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'অশ্রদ্ধা হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* ঘৃণা। 'বিদ্যার চর্চা থাকিলে পাপ কর্ম্মে অশ্রদ্ধা ও ধর্ম্মে মতি হয়।' *গৌর*, ১৮২২। **৩** *বি* তাচ্ছিল্য। 'তাঁহার প্রতি কোনও প্রকারে অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যিশু আমাদের মধ্যে দীনতমের প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেননি যখন তিনি বলেছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৪** *বি* অবহেলা। 'জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বি* অভক্তি। 'অধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৬** *বি* বিরাগ। 'ধর্মব্যবসায়ীদিগেরও স্বীয় ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৭** *বি* অসম্মান। 'একটা আন্তরিক অশ্রদ্ধা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অশ্রদ্ধাকর [স] *বিণ* অসম্মানজনক। 'এমনতরো অদ্ভুত অশ্রদ্ধাকর আচরণে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অশ্রদ্ধিত [স] *বিণ* অশ্রদ্ধেয় । 'ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই মত ক্রমশঃ অশ্রদ্ধিত হইয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অশ্রদ্ধেয় [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত আপত্তিকর। 'এ প্রকার অশ্রদ্ধেয় হেয় অভিপ্রায় উল্লিখিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫১। **২** *বিণ* শ্রদ্ধার অযোগ্য। 'তাঁহারা অবশ্য দয়ার পাত্র, অশ্রদ্ধেয় নহেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

অশ্রদ্ধেয়তা [স] *বি* অশ্রদ্ধার ভাব। 'স্বামীর এই অশ্রদ্ধেয়তা শর্মিলাকে রোগের বেদনার চেয়েও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অশ্রান্ত [স] **১** *বিণ* অক্লান্ত। 'জল অশ্রান্ত – অনন্ত – ক্রীড়াময়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* বিরামহীন। 'তখনও অশ্রান্ত বৃষ্টি চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* শ্রান্ত নয় এমন। 'করুণ মিনতিস্বরে অশ্রান্ত কোকিল অন্তরের আবেদনে ভরিছে নিখিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

অশ্রান্তি [স] *বি* ক্লান্তিহীনতা। 'প্রত্যেক আনন্দের সঙ্গে একটা অশ্রান্তি এবং অতৃপ্তি এবং অসীমতার আস্বাদ দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অশ্রাব্য [স] **১** *বিণ* শোনা অনুচিত এমন। 'হিন্দুর অশ্রাব্য যে সব বিষয় তাহাই কেবল উদিত হইতেছে।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। **২** *বিণ* শোনা অপ্রীতিকর এমন। 'তাঁহারা অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি ... অশ্রাব্য শব্দসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* শোনার অযোগ্য। 'খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বিণ* অশ্লীল। 'পাহারাওয়ালার দল তাহাকেও অশ্রাব্য গালি দিতেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অশ্রু [স] *বি* চোখের জল। 'অশ্রু কম্প লোমহর্ষ সঘন হুঙ্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অশ্রু-আবিল [স] *বিণ* অশ্রুভারাক্রান্ত। 'তাঁহার দুই চক্ষু পুনঃ পুনঃ অশ্রু-আবিল হইয়া উঠিতে লাগিল।' *শরৎ*, ১৯২৬।

অশ্রু-আর্দ্র [স] *বিণ* অশ্রুসিক্ত। 'আমাদের অশ্রু-আর্দ্র এ স্মরণখানি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অশ্রুকণা [স] *বি* অশ্রুবিন্দু। 'রাতের দুচোখে ঝরে শবনাম অশ্রুকণা তার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

অশ্রুকাতর [স] *বিণ* অশ্রুতে কাতর। 'যে প্রশংসা-ভরা স্নেহকল্যাণময় অশ্রুকাতর দৃষ্টি।' *নজরুল*, ১৯২২।

অশ্রু-কুহেলি [স] *বি* অশ্রুরূপ কুয়াশা। 'তোদের সে-আলো আমার অশ্রু-কুহেলি-মলিন চোখে/ লইলাম পুরি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

অশ্রুগঙ্গা [স] *বি* চোখের অবিরাম জল; অশ্রুরূপ নদী। 'আউলায় সর্ব্ব-অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা বয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অশ্রুগদগদ, অশ্রুগদ্গদ [স] *বিণ* শোকাতিশয্যে প্রায় রুদ্ধ। 'বড়দিদির বাড়ি গিয়া অশ্রুগদগদ কণ্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে সাড়া দিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অশ্রুগলিত [স] *বিণ* শুনে কান্না পায় এমন। 'মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অশ্রুঘন [স] *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'অশ্রুঘন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অশ্রুচোখ [স অশ্রু-চক্ষু] *বি* অশ্রুসিক্ত চোখ। 'নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অশ্রুজড়িত [স] *বিণ* অশ্রুমাখা। 'বোলো অশ্রুজড়িত কণ্ঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অশ্রুজল [স] *বি* চোখের জল। 'অশ্রুজলে করে সম্মার্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অশ্রুজলবর্ষণ [স] *বি* অশ্রুপাত। 'মানুষের বহুদিনের আনন্দালোকও অশ্রুজলবর্ষণে অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অশ্রুজল-লেখা [স] *বি* চোখের জলের চিহ্ন। 'খোকার কপালে পড়া তার মায়ের অশ্রুজল-লেখা মুছিয়ে দিলে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অশ্রুজলস্নাত [স] *বিণ* চোখের জলে ভেজা। 'শ্রীশের প্রতি অশ্রুজলস্নাত কটাক্ষপাত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অশ্রুঢালা [স অশ্রু+ঢালা] *বিণ* অশ্রুধৌত। 'সহসা ঝরনা নামিল অশ্রুঢালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অশ্রুতপ্ত [স] *বিণ* উষ্ণ অশ্রু মেশানো। 'এস বীর এস, ললাটে এঁকে দি অশ্রুতপ্ত লাল রুধির।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অশ্রুতরঙ্গ [স] *বি* অশ্রুরূপ তরঙ্গ। 'একটা অশ্রুতরঙ্গ পলকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অশ্রুধার [স] **১** *বি* চোখের জলের ধারা। 'নাম লৈলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* জলধারা। 'হৃদয় চাতক হয়ে চাবে অশ্রুধার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অশ্রুধারা [স] *বি* চোখের পানির প্রবাহ। 'চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রুধারা পতিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

অশ্রুধারাপ্লাবিত [স] *বিণ* চোখের পানিতে ভেসে গেছে এমন। 'সংশয়বিহীন অশ্রুধারাপ্লাবিত দুই চক্ষুর সম্মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অশ্রুধৌত [স] *বিণ* অশ্রুসিক্ত। 'অনন্ত আকাশ তাহার অশ্রুধৌত অন্তঃকরণের মধ্যে নিঃশব্দ শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

অশ্রুনদী [স] *বি* প্রবল দুঃখের নদী। 'অশ্রুনদীর সুদূর পারে ঘাট দেখা যায় ঐ ওপারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

অশ্রুনয়ন [স] *বি* সজল চোখ। 'অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি/ যাত্রায় নাহি দিব বাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অশ্রুনয়ান [স অশ্রুনয়ন] *বি* সজল চোখ। 'চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রুনয়ান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অশ্রুনিঝর [স অশ্রুনির্ঝর] *বি* অশ্রুর ঝরনা। 'এমনি টুটিয়া মর্মপাথর ছুটিবে আবার অশ্রুনিঝর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অশ্রুনিমগন [স] *বিণ* অশ্রুতে নিমগ্ন। 'প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহারা অশ্রুনিমগন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অশ্রুনিরুদ্ধ [স] *বিণ* কান্নায় রুদ্ধ হয়েছে এমন। 'মাতার অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠ আবদুল্লাহকে বিচলিত করিয়া তুলিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

অশ্রুনিষিক্ত [স] *বিণ* চোখের জলে সিক্ত। 'বিবশ বিহ্বল হইয়া সেই অশ্রুনিষিক্ত বিম্বাধরে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অশ্রুনীর [স] *বি* চোখের জল। 'কেন নিবাইবে এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'নিঃশব্দে পৈলিতে চাহে রুদ্ধ অশ্রুনীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

অশ্রুনেত্রে [স] *বি* সজল চোখ। 'মায়ের হাত ধরিয়া অশ্রুনেত্রে কহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অশ্রুপতন [স] *বি* অশ্রুপাত। 'শ্রবণ অথবা কীর্তন মাত্রেই অশ্রুপতন ও রোমাঞ্চ হইতে থাকে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

অশ্রুপরিষিক্ত [স] *বিণ* অশ্রুভেজা। 'অশ্রুপরিষিক্ত বাৎসল্যের কী অপরূপ দৃশ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অশ্রুপাংশু [স] *বিণ* অশ্রুতে বিবর্ণ। 'বসুধার অশ্রুপাংশু আতপ্ত সৈকত।' *জীবন*, ১৯২৭।

অশ্রুপাত [স] **১** *বি* চোখের পানি। 'দিবাকরে অর্ঘ্য দেই বহে অশ্রুপাত।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* কান্না। 'নীলকরের দৌরাত্ম্য শ্রবণ করিলে পাষাণ সদৃশ মনুষ্যেরও অশ্রুপাত হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

অশ্রুপাথার [স অশ্রু+স প্রান্তর] *বি* অশ্রুর সমুদ্র। 'পউষ এল অশ্রুপাথার হিমপারাবার পারায়ে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অশ্রুপূজাঞ্জলি [স] *বি* চোখের জলে পূজার নৈবেদ্য। 'স্নেহপূজার ভোগ দেব মা, অশ্রুপূজাঞ্জলি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

অশ্রুপূর্ণ [স] *বিণ* জলপূর্ণ। 'চিত্রের পুত্তলির ন্যায় দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।' *রামরাম*, ১৮০১।

অশ্রুপূর্ণনেত্রে [স] *বি* জলভরা চোখ। 'রাজা ... অতিশয় করুণাবিষ্ট ... হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে মন্ত্রী প্রভৃতির দিগে চাহিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

অশ্রুপ্লাবিত [স] *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'অশ্রুপ্লাবিত দুই চক্ষু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অশ্রুপ্লুত [স] *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'সমালোচকের চক্ষু অশ্রুপ্লুত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অশ্রুবদ্ধ [স] *বিণ* কান্নাজড়িত। 'কম্পিত কাতর কণ্ঠে অশ্রুবদ্ধ বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

অশ্রু-বন্যা [স] *বি* অশ্রুধারা। 'সৃজনের বুকে আনে অশ্রু-বন্যা ব্যথা উতরোল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অশ্রুবর্ষণ [স] **১** *বি* কান্না; ক্রন্দন। 'কিছু পূর্বে সে অশ্রুবর্ষণ করিয়া লইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* অশ্রুজল বিসর্জন। 'অশ্রুবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অশ্রুবারি [স] *বি* চোখের জল। 'মূক ব্যক্তিও বাক্‌শক্তির অভাবে অশ্রুবারি বিসর্জন ... করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'নেত্রে অশ্রুবারি ঝরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। *একটি* বিরল অশ্রুবারি ধীরে ওঠে, ধীরে ঝরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অশ্রুবারিধার [স] *বি* চোখের জলধারা। 'মুছ অশ্রুবারিধার।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ও করুণ নয়নের অশ্রুবারিধার একবারো মনে নাহি পড়িল আমার?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অশ্রুবারিধারা [স] *বি* চোখের জলের প্রবাহ। 'আয় রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দু-দিন বই এ পবিত্র অশ্রুবারিধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অশ্রুবাষ্প [স] *বি* চোখের জল। 'সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অশ্রুবিকৃত [স] *বিণ* অশ্রুরুদ্ধ হয়ে বিকৃত। 'অশ্রুবিকৃত রোদনের কণ্ঠে বলিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৬।

অশ্রুবিন্দু [স] **১** *বি* চোখের জলের ফোঁটা। 'অশ্রুবিন্দু, ইন্দ্রের চরণে শোভিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* মুক্তা। 'ঝিনুকের দুটি খোলা, মাঝখানটুকু ভরা থাক একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অশ্রুবিসর্জন [স] *ক্রি* চোখের জল ফেলা; কান্না। 'অশ্রুবিসর্জন করিয়া বিদায় লইলেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অশ্রুবিহীন [স] *বিণ* অশ্রু নেই এমন। 'অশ্রুবিহীন বিপুল দুখে/শুকায়ে উঠিছে বিপুল হুতাশে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

অশ্রুবৃষ্টি [স] *বি* অশ্রুবর্ষণ। 'অশ্রুবৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইতেছে।' *বামা*, ১৮৮২।

অশ্রুব্যাকুল [স] *বিণ* কান্নায় আকুল। 'অশ্রুব্যাকুল স্বরে কহিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অশ্রুভরা [স] **১** *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'একটি নোলকপরা অশ্রুভরা ছোটোখাটো মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* সকরুণ। 'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* ক্রন্দনোন্মুখ। 'ভোরের বেলায় অশ্রুভরা অধীর অভিমান ভৈরবীতে জাগিয়েছিল গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৪** *বিণ* অশ্রুভারাক্রান্ত। 'ভীরু মেয়ে মনের কোণে কখন গেছে আঁকি অবর্ষিত অশ্রুভরা ডাগর দুটি আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অশ্রু-ভাঙা [স অশ্রু+ভাঙা] *বিণ* অশ্রুঝরা। 'আশাহীন ভালোবাসা, ভাষা অশ্রু-ভাঙা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অশ্রুভার [স] *বি* চোখের জলের ভার। 'কভু ঢুলে পড়া আঁখি কভু অশ্রুভারে নত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অশ্রুভারাক্রান্ত [স] *বিণ* চোখের জলে ভারী। 'মাতা অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অশ্রুভারাতুর [স] *বিণ* অশ্রুভারাক্রান্ত। 'হৃদয় অলস উদাস করা অশ্রুভারাতুর।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

অশ্রুমণি [স] *বি* অশ্রুরূপ মণি। 'অশ্রুমণির হার গেঁথেছি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অশ্রুমতি [স অশ্রুমতী] *বি স্ত্রী* ক্রন্দনরত নারী। 'মার চোখের অশ্রুমতির জলে।' *জসীম*, ১৯৫১।

অশ্রুমতী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* কান্নারত। 'অশ্রুমতী।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৭৯। **২** *বি* যে কান্না করে। 'সায়রে দুলে আমার অশ্রুমতী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অশ্রুমন্থর [স] *বিণ* অশ্রুর কারণে মন্থর। 'অশ্রুমন্থর বাতাসে বাতাসে তোমার হৃদয় টলটল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অশ্রুময় [স] ১ *বিণ* জলপূর্ণ। 'কাঁদিয়া কাঁদিয়া, নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'পথিকেরও আঁখিদ্বয় হল আহা অশ্রুময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* করুণ। 'অশ্রুময় সে প্রার্থনাগুলি আর কেহ শুনে নাই অন্তর্যামী ছাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অশ্রুময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অশ্রুপূর্ণ। 'সেই জেব-উন্নিসা এখন বিনীতা, দর্পশূন্যা, স্নেহশালিনী, অশ্রুময়ী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অশ্রুমাখা [স] *বিণ* অশ্রুসিক্ত। 'বৃষ্টিধৌত প্রভাতের আলোকহিল্লোলে অশ্রুমাখা হাসি তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

অশ্রুমিনতি [স অশ্রু+আ মিন্নত>] *বি* অশ্রুপূর্ণ প্রার্থনা। 'পায়ের নীচে এক তরুণী অশ্রুমিনতি-ভরা ভাষায় সাধছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অশ্রুমুকুতা [স অশ্রু+স মুক্তা] *বি* মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু। 'ঢেকেছ মোতির জালে দেহ-বেদী তার/ অশ্রুমুকুতা-সমতুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

অশ্রুমুখ [স] *বিণ* অশ্রুসিক্ত। 'পরের দেখিয়া দুঃখ হই আমি অশ্রুমুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অশ্রুমুখী [স] *বিণ স্ত্রী* ছলছল চোখ এমন। 'বিদায় বিলম্ব দেখি ধনপতি অশ্রুমুখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অশ্রুমোচন [স] *বি* চোখের জল বিসর্জন। 'পোলাণ্ডের দুঃখে অশ্রুমোচন করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'অন্ধকার-কারাগৃহে অশ্রুমোচন করিয়া আসিয়াছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অশ্রুযমুনা [স] *বি* অশ্রুরূপ যমুনা। 'বহিছে উজান অশ্রুযমুনায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অশ্রু-রাঙা [স অশ্রু+রাঙা] *বিণ* অশ্রু দ্বারা রঞ্জিত। 'হিংসা-রক্ত-আঁখি মোর অশ্রু-রাঙা বেদনার রসে যেত ছেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অশ্রুরুদ্ধ [স] *বিণ* কান্নার আবেগে চাপা। 'অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

অশ্রুরেখা [স] *বি* চোখের জলের দাগ। 'চোখে তার অশ্রুরেখা একটু দেছে কি দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অশ্রুলোর [স] *বি* চোখের পানি। 'তুই মায়ের আশিস, মাথার মানিক, চোখ ছেপে বয় অশ্রু-লোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অশ্রুসংবরণ [স] *বি* চোখের জল নিবারণ। '... অশ্রুসংবরণ করিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অশ্রুসজল [স] *বিণ* চোখের জলে ভেজা। 'আষাঢ়ের অশ্রুসজল ঘনঘোর শ্যামল মেঘের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অশ্রুসঞ্চার [স] *বি* অশ্রুবর্ষণ। 'সুন্দরী যোড়শীর নয়নপল্লবে অশ্রুসঞ্চারের কারণ প্রেম হইতে পারে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অশ্রুসমুজ্জ্বল [স] *বিণ* অশ্রুতে উজ্জ্বল। 'অশ্রুসমুজ্জ্বল বিজয়মাল্য।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অশ্রুসাগর [স] *বি* চোখের জলের সাগর। 'যাহার লাগি চক্ষু বুজে বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অশ্রুসায়র [স অশ্রুসাগর] *বি* অশ্রুসাগর। 'অশ্রুসায়রে তুমি অমল-শরীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

অশ্রুসিক্ত [স] *বিণ* চোখের জলে ভেজা। 'সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায় দীর্ঘকাল, ব্রাহ্ম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অশ্রুহারা [স] *বিণ* অশ্রুহীন। 'অশ্রু-হারা কঠিন আঁখি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অশ্রুহাসি [স] *বি* অশ্রুপূর্ণ হাসি। 'অশ্রুহাসির অভ্র আবীর আঁখির আলোয় উজ্জ্বলি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

অশ্রুহিম [স] *বিণ* চোখের জলের মতো ঠাণ্ডা। 'বাসে না অশ্রুহিম কুহেলিরে ভালো।' *জীবন*, ১৯৩০।

অশ্রুহীন [স] ১ *বিণ* নিরাবেগ। 'তাহা বিষাদকে গুরুভার এবং নৈরাশ্যকে অশ্রুহীন করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* অশ্রুহারা। 'এই অশ্রুহীন কান্নার তিক্ত বিষ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অশ্রুত [স] ১ *বিণ* আগে শোনা যায়নি এমন। 'যে অশ্রুত বাক্য অর্থাৎ সুখ সে আমারদিগের দত্ত।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *বিণ* শোনা যায় না এমন। 'অশ্রুত কোন গানের ছন্দে অদ্ভুত এই দোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বিণ* শ্রবণের অতীত। 'অশ্রুত সেই তালে বাজে করতালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

অশ্রুতচর [স] *বিণ* আগে শোনা যায়নি এমন। 'তোমার অদৃষ্টচর আচরণ দর্শনে ও অশ্রুতচর বচন শ্রবণে ... পুলকিত হইয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অশ্রুতপূর্ব [স] *বিণ* পূর্বে কখনও শোনা যায়নি এমন। 'আমি এক অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য দর্শন করিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অশ্রুত-বাণী [স] *বি* শোনা হয়নি এমন কথা। 'শুনলেম অশ্রুতবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অশ্রুতিগম্য [স] *বিণ* শোনা যায় না এমন। 'তাহাও আমাদের মনের সহিত যুক্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অশ্রেয় [স] *বিণ* অশুভ। 'পঞ্চালাধিপতির প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া নিতান্ত অশ্রেয় কার্য।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অশ্রেয়স্কর [স] *বিণ* অকল্যাণকর। 'রাজপরিবারের আজ্ঞা অবহেলা করা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রেয়স্কর।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অশ্রোতব্য [স] *বিণ* শ্রবণযোগ্য নয় এমন। 'নিঃসন্দেহে অশ্রোতব্য শ্রোতব্য হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অশ্রোতব্যভাবে [স] *ক্রিবিণ* শ্রুতিগোচর হয় না এমনভাবে। 'শব্দগুলি অনর্গল ধারায় কিন্তু অশ্রোতব্যভাবে ঝরতে থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অশ্লীল [স] ১ *বিণ* অশিষ্ট। 'কাহারও অশ্লীল ও অসাধু ভাষা মুখে আনা উচিত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* অশ্রাব্য। 'যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* যৌনতাক্রান্ত। 'ভারতচন্দ্র অশ্লীল; কেননা তা কেবল আংশিক অনাবরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অশ্লীলতম [স] *বিণ* সবচেয়ে অনৈতিক। 'পণ্ণের জন্য কদর্যতম অশ্লীলতম ভবিষ্যৎ উপজীবিকার ...।' *তারা*, ১৯৪২।

অশ্লীলতা [স] ১ *বি* অশোভনতা। 'ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা, অশ্লীলতা ... দমন করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* অশিষ্টতা। 'এই আবরণের নিষ্ফল চেষ্টাতেই প্রকৃত অশ্লীলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অশ্লীলতাদোষ [স] *বি* অশালীনতাজনিত ত্রুটি। 'অশ্লীলতা দোষের উদাহরণ পাওয়া যাইবে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অশ্লেষা [স] *বি* অশুভ সূচনাকারী কল্পিত নক্ষত্র। 'অশ্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দেও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অষুধ [স ঔষধ] *বি* ঔষধ। 'একটু ভাল অষুধ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

অষুসার [স অসুসার] *বি* অসুবিধা; টানাটানি। 'খরচপত্রে জখন অষুসার হইবেক আমাকে লিখীবা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

অষুস্ত [স অসুস্থ] *বিণ* অসুস্থ। 'আমী অষুস্ত হইয়াছি।' *মেয়র্স*, ১৭৭০।

অষুস্থ [স] *বি* অসুস্থতা। 'বাটীর সকলের অষুস্থের কথা ষুনিয়া বড়ই ভাবিত হইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

অষ্ট [স] *বিণ* আট সংখ্যক। 'কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অষ্ট-অঙ্গ [স] *বি* মাথা, গলা, বুক, পাঁজর, পিঠ, পেট, হাত ও পা – এই আট অঙ্গ। 'অষ্ট অঙ্গ সুলক্ষণ ভুবন মোহন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অষ্টকুলাচল [স] *বি* পুরাণে উল্লিখিত আটটি পর্বত। 'ধরণী তরণি বন্দো অষ্ট কুলাচল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অষ্টকুষ্টি [স কুষ্ঠ; ও আণ্ঠুকুড়া] *বি* কুষ্ঠরোগী; মেয়েলি গালিবিশেষ। 'চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্টির পুত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অষ্টতাল [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'ফুল সমে অষ্টতাল গন্ধে সুবাসিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

অষ্টদল [স] *বিণ* আট পাপড়িযুক্ত। 'গোময়েঁ লেপি সদ্ম অষ্টদল পদ্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অষ্টধাতু [স] *বি* সোনা, রুপা, তামা, পিতল, কাঁসা, রাং, সীসা ও লোহা – এই আট ধাতু। 'ব্রজ ধাতু! অষ্টধাতুই ত জানি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অষ্ট-নায়িকা [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গার অষ্টরূপ – উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা এবং চণ্ডবতী। 'পুজিল অষ্ট নায়িকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অষ্টপ্রহর [স] **১** *বি* দিনরাত। 'অষ্টপ্রহরের পর এককালে তাঁহার অধিক বৃদ্ধি দেখিয়া চিত্তে আনন্দ জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *ক্রিবিণ* সর্বক্ষণ; সর্বদা। 'রোজ অষ্টপ্রহর কষ্ট ভুগে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অষ্টবর্গ [স] *বি* জন্মকালীন শুভাশুভ ফলসূচক চক্রবিশেষ। 'ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অষ্টবিধ [স] *বিণ* আট প্রকার। 'অষ্টবিধ কুলীনদিগের ঊনবিংশতি পুত্রের সমীকরণ করেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অষ্টবেকি [স অষ্ট-বক্র>] *বিণ* আট স্থানে বাঁকানো। 'অষ্টবেকি গুজরি কড়া, পায়েতে ঘুঙ্গুর জড়া।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

অষ্টভুজা [স] *বিণ স্ত্রী* আট হাতবিশিষ্ট। 'অষ্টভুজা রূপধরি বলএ রাজারে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।' *ভারত*, ১৭৬০।

অষ্টভুজাকার [স] *বিণ* আট বাহুবিশিষ্ট (ক্ষেত্র)। 'বাম ভাগ চতুর্ভুজাকার, ডান ভাগ অষ্টভুজাকার।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

অষ্টমঙ্গলা [স] *বি* দুর্গা দেবী। 'অষ্ট মঙ্গলারে ষোড়শ উপচারে নৃপতি পুজে পুণ্যবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অষ্টমাংস [স] *বি* আট ভাগ। 'আপন মুনাফা থেকে অষ্টমাংস ফেলে দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

অষ্টমাস [স] *বি* আটমাস। 'অষ্টমাস রহি ভিক্ষা দেন কোন দিনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অষ্টলোকপাল [স] *বি* ইন্দ্রাদি অষ্ট দিকপালগণ। 'অষ্টলোকপাল আইলা জুর্দ্ধ দেখিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অষ্টসিদ্ধি [স] *বি* হিন্দুমতে অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব – যোগের এই অষ্ট অঙ্গ। 'তাহাতে অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অষ্টআশি, অষ্টআশী [স অষ্টাশীতি] *বিণ* ৮৮ সংখ্যক। 'এগারো জনে অষ্টআশী টাকার সহী করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'বয়স হল অষ্টআশি চিমসে গায়ে ঠুনকো হাড়।' *সুকুমার*, ১৯২০।

অষ্টচত্বারিংশৎ [স] *বিণ* আটচল্লিশ সংখ্যক। 'অষ্টচত্বারিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অষ্টত্রিংশৎ [স] *বিণ* আটত্রিশ সংখ্যক। 'অষ্টত্রিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অষ্টদশ [স অষ্টাদশ] *বি* ১৮ সংখ্যা। 'অষ্টদশ ভেদিলে সে সিদ্ধি পদ পাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

অষ্টবিংশ [স] *বি* ২৮ সংখ্যা। 'অষ্টবিংশ ভেদিলে হএ যেহেন গোচর।' *সুলতান*, ১৭০০।

অষ্টবিংশতি [স] *বিণ* আটাশ সংখ্যক। 'অষ্টবিংশতি কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অষ্টম [স] *বিণ* আট সংখ্যার পূরক। 'যে হৈবেক দৈবকীর গর্ভ অষ্টম।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অষ্টমমাসীয় জীবদিগকে অস্ত্রাঘাতে ... নষ্ট করে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'অষ্টম শ্রেণীর ৪০,০০০ তারা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অষ্টমে *ক্রিবিণ* অষ্টমত। 'অষ্টমে রামচন্দ্র পুরীর আগমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অষ্টমে তোহ্মার গুণ সদাএ নীরব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অষ্টমেত *ক্রিবিণ* অষ্টমত। 'অষ্টমেত জড়রূপে ভরথ অবতরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অষ্টমী [স] **১** *বি স্ত্রী* তিথিবিশেষ। 'অষ্টমীত রহে চান্দ নাভি কুণ্ডলে।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* অষ্টম তিথির। 'অষ্টমী চাঁদ হেরিয়া হেলিয়া ওপারে হইল গত।' *জসীম*, ১৯২৯।

অষ্টমি [স অষ্টমী] *বি স্ত্রী* তিথিবিশেষ। 'ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমি সুভতিথি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অষ্টাক্ষর [স অষ্ট-অক্ষর] *বি* অবশ্যপাঠ্য আটটি শব্দরূপ। 'সর্বক্ষণ চিন্ত্য চণ্ডী অষ্টাক্ষর পড়ু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অষ্টাঙ্গ [স অষ্ট-অঙ্গ] *বি* দেহের আটটি অঙ্গ (দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ, কপাল, বক্ষ)। 'অষ্টাঙ্গে প্রনিপাত কৈল বিসাদিত হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম [স অষ্ট-অঙ্গ-প্রণাম] *বি* শরীরের আটটি অঙ্গ ভূমিতে লাগিয়ে প্রণাম; সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। 'অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে লুটিয়া ভূমিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

অষ্টাদশ [স] *বিণ* আঠারো সংখ্যক। 'অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সেই ঘর্মে অষ্টাদশ হাজার আলাম/ সৃজন করিল প্রভু অতি অনুপাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

অষ্টাদশবর্ষীয় [স] *বিণ* আঠারো বছর বয়সী। 'অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক পুত্র ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অষ্টাদস [স অষ্টাদশ] *বিণ* আঠারো সংখ্যক। 'অষ্টাদসে শ্রীরাম রূপে দসরথের ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অষ্টাধ্যায়ী [স] *বিণ* আট অধ্যায়বিশিষ্ট। 'এই অষ্টাধ্যায়ী ইতিহাসের প্রথম দু অধ্যায় বাণরচিত।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

অষ্টাপদ [স] *বি* সোনা। 'কাঠের সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টাপদ।' *ভারত*,

১৭৬০।

অষ্টাবক্র [স] ১ *বি* হিন্দু পুরাণে বর্ণিত বিকলাঙ্গ মুনিবিশেষ। 'অষ্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* বহু স্থানে বাঁকা। 'এরা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অষ্টাশী [স অষ্টাশীতি] *বিণ* আটাশি সংখ্যক। 'একবাণে অষ্টাশী যোজন বেন্ধেছিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অষ্টাসি [স অষ্টাশীতি] *বিণ* আটাশি সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অষ্টাহ [স অষ্ট-অহ] *বি* আট দিন। 'দ্বিতীয়া অন্বিত অষ্টাহ সঙ্গীত বিসর্জ্জন নবমীতে।' *ভারত*, ১৭৬০।

অষ্টোত্তরশত [স অষ্ট-উত্তর-শত] *বিণ* একশত আট সংখ্যক। 'চাণক্য মুনিকৃত প্রচলিত অষ্টোত্তর শত শ্লোক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অষ্ট্রেলীয় *দ্র* **অস্ট্রেলীয়**

অস্ম [স অশ্ব] *বি* অশ্ব। 'অস্মহস্তি দেখিয়া ব্রাহ্মন বিস্মিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

অষ্যজ্জ্য [স ঐশ্বর্য] *বি* ধনসম্পদ। 'আমার পিতা অষ্যজ্জ্য রহিত ছিলেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

অসংকুচিত [স] *বিণ* জড়তাহীন; কুণ্ঠাহীন। 'অতি অসংকুচিত স্বরে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অসংকোচ [স] ১ *বিণ* উদ্ধত; নির্লজ্জ। 'সাদা মুখ আর উগ্র অসংকোচ সৌন্দর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* সঙ্কোচহীন। 'স্বাধীন সে অসংকোচ বল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অসংকোচে *ক্রিবিণ* নির্দ্বিধায়। 'অসংকোচে বলে যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অসংক্ষত, অসংক্ষাত [স অসংখ্যাত] *বিণ* অগণিত। 'এক সুর্য্য জল ভির্ম্বে অসংক্ষত ছায়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অসংক্ষাত পানি পাদ সসক্ষাত সির।' *মালাধর*, ১৫০০।

অসংখ্য [স] ১ *বিণ* অনেক। 'উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ও চরণে আমার অসংখ্য দণ্ডবত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* অতিশয়। 'তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বিণ* বিবিধ। 'অসংখ্যপ্রকার নয়নমনোহর সুরম্য পুষ্পও এই নিসর্গসুন্দর স্থানের রমণীয়তা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বি* সর্বজন। 'আমার সে নয়, সে অসংখ্যের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অসংখ্যক [স] *বিণ* বহু। 'অসংখ্যক পাঠকের মধ্যে কেহ লিখিয়া ব্যক্ত করিলে উপকৃত হইব।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

অসংখ্যগুণ [স] *বি* অনেক গুণ। 'নেত্রীর চাইতে নেতার সংখ্যা অসংখ্যগুণে বেশি।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অসংখ্যতা [স] *বি* অজস্রতা। 'সংসারের অসংখ্যতাও যে জায়গায় মানুষকে লেশমাত্র সঙ্গ দিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অসংখ্যাত [স] *বিণ* অগণিত। 'ঈশ্বর-ইচ্ছায় দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অসংখ্যেয় [স] *বিণ* অসংখ্য; অগণ্য। 'রাজা কাশীশ্বর অসংখ্যেয় সেনা সহিত ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

অসংগত [স] ১ *বিণ* অযৌক্তিক। 'ইঁহার মন্ত্রশিষ্য বলিলে অসংগত হয় না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* অবান্তর। 'এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* বেমানান। 'কুয়ো থেকে, ঘাট থেকে জল তুলে নিয়ে যাওয়া কোনো কালেই মেয়েদের পক্ষে অসংগত মনে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* অস্বাভাবিক। 'সতীশ কিছুই অসংগত মনে করিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অসংগতি [স] *বি* হেরফের; সংগতির অভাব। 'তাহার অসংগতি আমাদের কাছে পীড়াজনক হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অসংঘট [স] *বিণ* অঘটনীয়। 'অসংঘট কাজ পুন সংঘট করাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অসংঘটিত [স] *বিণ* ঘটেনি এমন। 'ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনীয় ... বিপ্লব ইতালিতে রেনেসাঁসের পরেও দীর্ঘকাল অসংঘটিত।' *শিব*, ১৯৫৬।

অসংজ্ঞাত [স] *বিণ* অনিরূপিত। 'ভয়ানককে মেনে নিতে অসংজ্ঞাত প্রতিরোধ রয়ে গেল নাটকের শেষ পাতা পর্যন্ত।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

অসংবদ্ধ [স] ১ *বিণ* পূর্বাপর সম্পর্করহিত। 'শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়। এর কারণ হচ্ছে, অসংবদ্ধ মানুষ সত্য নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ২ *বিণ* বিহ্বল। 'নিকুণে মুমূর্ষার প্ররোচনা অসংবদ্ধ প্রাণের গহনে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* হতবাক। 'অবাক অসংবদ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

অসংবৃত [স] *বিণ* এলোমেলো; বেসামাল। 'অসংবৃত, কপিশ অলক চুম্বন বিথারি যায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অসংবৃতি [স] *বি* নগ্নতা। 'উত্তরচ্ছদে অসংবৃতির সীমানা এখন আলজ্জতার অভিমুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অসংযত [স] ১ *বিণ* সংযমহীন। 'হৃদয়ের সৌন্দর্য লইয়া যদি এই সমাজের মধ্যে এই অসংযত কার্যস্তূপের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বিণ* অশান্ত। 'আমাদের দুজনকে অসংযত করে না তোলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* অনিয়ন্ত্রিত। 'বিদ্যুৎশিখার মতো বিশৃঙ্খল অসংযত উদ্দেশ্যহীন।' *অবন*, ১৯২৫। ৪ *বিণ* অবিন্যস্ত। 'কটা ফিকে দাড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

অসংযত-গোছ [স অসংযত+গোছ] *বিণ* অগোছালো। 'নেহাত তেড়াবাঁকা অসংযত-গোছ হইয়া বিদায় লইতে বিলম্ব করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অসংযম [স] ১ *বি* সংযমের অভাব। 'অসংযম ... প্রাণসংশয়করী অবস্থার মধ্যে পাতিত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* অনিয়ন্ত্রণ। 'গড়িয়া তুলিতে সংযম দরকার হয়, নষ্ট করিতে অসংযম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* ধৈর্যহীনতা। 'এমন অসংযম তো সে পূর্বে কোনোদিন প্রকাশ করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অসংযমিত [স] *বিণ* অবিন্যস্ত। 'অসংযমিত চূর্ণকুন্তল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অসংযমী [স] *বি* উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি। 'কূপমণ্ডুক 'অসংযমীর' আখ্যা দিয়াছে যারে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

অসংযুক্ত [স] *বিণ* বিযুক্ত। 'পরস্পর অসংযুক্ত নানা খণ্ডদেশ।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

অসংলগ্ন [স] ১ *বিণ* এলোমেলো; পারম্পর্যবিহীন। 'যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাহারই ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* অর্থহীন; অপ্রাসঙ্গিক। 'বাজে-বকুনি-ভরা অসংলগ্ন প্রকাণ্ড অপাঠ্য গ্রন্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অসংলগ্নতা [স] *বি* পারম্পর্যহীনতা। 'জোয়ার ফুলে ওঠে, ভেসে চলে

ফেনিয়ে-ওঠা অসংলগ্নতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অসংশয় [স] *বিণ* সংশয়হীন। 'মনের সমস্ত বাসনা ভাবনা, ভালোই হোক মন্দই হোক, বেশ অসংশয় অসংকোচ এবং প্রশস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অসংসক্ত [স] *বিণ* ঝুরঝুরে। 'বালুকারাশি পরস্পর অসংসক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অসংসারী [স] *বিণ* সংসারধর্ম পালন করে না এমন। 'তোমাকে অসংসারী দেখিয়াই কি আমাকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

অসংসাহসিক [স] *বিণ* অত্যন্ত সাহসী। 'এই অসংসাহসিক নির্দেশ কেবল ... উন্মত্তপ্রয়াস মাত্র।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

অসংসাহসী [স] *বিণ* খুব সাহস আছে এমন। 'সারস তাহার আপন অত্যন্ত লম্বা গলা তাহার গলার ভিতর প্রবেশ করিতে অসংসাহসী করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অসংস্কার [স] *বি* কুসংস্কার। 'সর্ব্বসাধারণ কর্ম্মে অজ্ঞতা অথবা অসংস্কার প্রযুক্ত অধীনদের সহিত ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অসংস্কৃত [স] **১** *বিণ* অবিন্যস্ত। 'অসংস্কৃত কুন্তলরাশি ও লম্বমান মুক্তকেশ সমূহ ধারণ করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* অমার্জিত। 'মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তি ... অত্যন্ত অসংস্কৃত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বি* ভর্ৎসনা। 'সংস্কৃত বাক্যে অসংস্কৃত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৪** *বিণ* সংস্কৃত ভাষার নয় এমন। 'নবদ্বীপবাসীর ব্যবহৃত অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৫** *বিণ* বৈদগ্ধবর্জিত। 'সেই চেনা সংসারে অসংস্কৃত পল্লীরূপসীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অসংস্কৃতি [স] *বি* অপসংস্কৃতি। 'তাই তাদের জীবন ও [illegible] অসংস্কৃতির গন্ধমুক্ত হতে পারে না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অসংহতি [স] *বি* অনৈক্য। 'হয়তো অমনই অঙ্গভঙ্গি চিত্রার্পিত অসংহতির সঙ্গী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অসকাল [স] **১** *বি* সন্ধ্যা। 'বেলি অসকালে দেখিনু ভালে পথেতে যাইতে সে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* সুসময় নয় এমন। 'পার কর সদাগরে অসকাল বেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অসখ্য [স] *বি* শত্রু। 'ঢেকুরের ইছা ঘোষ আমার অসখ্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অসঙ্কুচিত, অসংকুচিত [স] **১** *বিণ* সংকোচহীন; স্বতঃস্ফূর্ত। 'তথাপি তিনি, অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে, শিষ্যদিগকে আনুষঙ্গিক সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* স্বাভাবিক। 'ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুগণ তার সঙ্গে অতি অসংকুচিত স্বরে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *বিণ* অকুণ্ঠিত। 'পৃথিবীর বুকে গতি তার অসঙ্কুচিত।' *তারা*, ১৯৪৩।

অসঙ্কোচ [স] **১** *বিণ* সংকোচহীন। 'অন্তঃকরণে ... অসঙ্কোচ অনির্ব্বচনীয় সন্তোষের উদ্রেক হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **২** *ক্রিবিণ* বিনা সংকোচে। 'যা বলবার বলতে পারেন আমায় অসঙ্কোচে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

অসঙ্কোচে *ক্রিবিণ* দ্বিধাহীনভাবে। 'খাঁটি মানুষ অসঙ্কোচে দোষঘাট স্বীকার করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অসঙ্গত [স] **১** *বিণ* অনুচিত। 'তবে তাহার বিচার সেই হিসাবের অসঙ্গত।' *ডানকান*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* অন্যায্য। 'অসঙ্গত নালিশ।' *ফরস্টার*, ১৭৯৮। **৩** *বিণ* অমানুষিক; নৃশংস। 'রাজপুরুষেরা যেরূপ অসঙ্গত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১। **৪** *বিণ* অযৌক্তিক। 'অসঙ্গত অর্থ সম্পর্ক থাকাতে, ... বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিতেছে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

অসঙ্গতরূপে [স] *বিণ* সামঞ্জস্যহীনভাবে। 'খাজনা অসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

অসঙ্গতি [স] *বিণ* অমিল। 'ঐ অনুমানের সহিত তাঁহার কথার অসঙ্গতি হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'নাকে নস্য দিলে তো হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার সহিত কার্যের অসঙ্গতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অসঙ্গতিপূর্ণ [স] *বিণ* সঙ্গতিহীন। 'যে বৈষম্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তা খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ।' *বেগম*, ১৯৭০।

অসচরাচর [স] *বিণ* অসাধারণ। 'অসচরাচর গ্রীসের হাজার হাজার বছরের শৌখিন সমাধিস্তবক।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

অসচ্চরিত্রা [স] *বিণ স্ত্রী* মন্দ স্বভাববিশিষ্ট। 'এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী কি আর দুটি আছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

অসচ্ছল [স] *বিণ* সচ্ছল নয় এমন। 'ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অসচ্ছলতা [স] **১** *বি* অসচ্ছল অবস্থা। 'গৃহ সমুদায়ের অপ্রশস্ততা ও অসচ্ছলতা, এ রাজধানীর উৎসেদ দশা প্রাপ্তির উপক্রম হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* অভাব। 'তার অনিশ্চয়তা ও অসচ্ছলতা সে দূর করেছে নিজের লাঙলের চাষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অসজ্জন [স] *বিণ* সজ্জন নয় এমন। 'স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অসজ্জিত [স] *বিণ* সাজানো নয় এমন। 'সে অত্যন্ত অসজ্জিত এলোমেলো আটপৌরে ভাবেই মেয়ের ভালোবাসার কাছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অসজ্জিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সাজগোজ নেই এমন। 'এই অসজ্জিতা সুন্দরীর মহিমা ওকে বিস্মিত করে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অসৎ [স] **১** *বিণ* অপরাধমূলক। 'অসৎক্রিয়া না হইতে পারিবার কারণ।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬। **২** *বিণ* অসাধু। 'কিন্তু সকলে অসৎ।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বিণ* মিথ্যা। 'প্রকৃত যে শরীর, সেই বস্তু সৎ; ... প্রতিবিম্বের ন্যায় জীববস্তু অসৎ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৪** *বিণ* অসংগত। 'আপনাদের অসৎ বাসনা সম্পাদনরূপ বিষমব্রতে তাহাদিগকে ব্রতি করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বিণ* অনৈতিক। 'অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া তৎপ্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বিণ* খারাপ। 'অসৎ অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া অনেক বিজ্ঞ অনেক সৎকার্যকে অঙ্কুরে দলিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৭** *বিণ* অপ্রকৃত। 'জগৎটা প্রকৃতপক্ষে অসৎ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৮** *বিণ* গ্লানিযুক্ত। 'অসৎ স্বাক্ষরিত অস্পষ্টতাকে নিঃশেষ করবার জন্যে।' *জীবন*, ১৯৪০।

অসৎক্রিয়া [স] *বি* অনুচিত কাজ। 'অসৎক্রিয়া না হইতে পারিবার কারণ।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

অসৎপরামর্শ [স] *বি* মন্দ উপদেশ। 'আমি কখনো সাধ্যমত অসৎপরামর্শ দিতে পারিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অসৎসঙ্গ [স] *বি* খারাপ লোকের সঙ্গ। 'অসৎসঙ্গ এবং অসাধু দৃষ্টান্ত বিষম অনর্থের মূল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

অসত [স অসৎ] *বিণ* অসাধু। 'অসত অশেষ দোষ যার।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অসতর্ক [স] *বিণ* অসাবধান। '... কথাটাই অসতর্ক মুহূর্ত ছাড়া উচ্চারিত হয় না।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

অসতী [স] ১ *বিণ* কুলটা। 'না হবি অসতী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* স্ত্রী সতীত্ব নেই এমন। 'নলিনী অসতী বড়, নাহি করে মুখ দরশন।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫; 'স্ত্রী অসতী হইলে আমরা ইচ্ছামত তাহাকে ত্যাগ করিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অসতীত্ব [স] ১ *বি* অসততা। 'এই অশুচিতার মধ্যে, এই আন্তরিক অসতীত্বে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* সতীত্বের হানি। 'ওর যে সম্বন্ধ বাবা স্বয়ং স্থির করে দিয়েছেন তার প্রতি খাঁটি না হতে পারাকে ও অসতীত্ব বলে মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অসতীপণা [স অসতী+স পণ>] *বি* অসতীর কাজ। 'তার পরে চায় সারা দেশময় অসতীপণা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অসত্য [স] ১ *বিণ* মিথ্যা। 'অসত্য না বোলোঁ বোলোঁ সত্য পরমান।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কবিগণ নির্দোষের সহিত অসত্য বর্ণন করিতে পারিতেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ২ *বি* ভ্রান্তি। 'অনাদিপরম্পরা ক্রমে অসত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* অলীক। 'যে-সমস্ত অসত্য বিষয়ে তাহার যেরূপ বিশ্বাস আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

অসত্যকলঙ্ক [স] *বি* মিথ্যা অপবাদ। 'অসত্যকলঙ্ক ... লোপ করিতেই বা কেন পরাঙ্মুখ হইবে?' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অসত্য-জাল [স] *বি* অসত্যরূপ জাল। 'অসত্য-জাল দ্বারা কি সত্যকে একেবারে আচ্ছন্ন রাখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অসত্যতা [স] *বি* ভ্রান্তি। 'শাস্ত্রের অসত্যতা প্রমাণ দর্শাইবার জন্য।' *সুধাকর*, ১৮৯৩।

অসত্যপরতা [স] *বি* অসততা। 'অসত্যপরতা দূষণীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অসত্যপাশ [স] *বি* মিথ্যার বন্ধন। 'আনন্দে যারা চলিতে চাহিছে ছিঁড়ি অসত্যপাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অসত্যবাদী [স] *বিণ* মিথ্যাবাদী। 'আমি অতিশয় অসত্যবাদী পামর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অসত্যভাষী [স] *বিণ* মিথ্যাবাদী। 'এমন কি অসত্যভাষীও কখন হয়েছে তাও নিজেই জানে না।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

অসত্যমূলক [স] *বিণ* মিথ্যার উপর নির্ভরশীল। 'তাহা অসত্যমূলক ও অধর্ম্মময়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অসদভিপ্রয়াস [স অসৎ-অভিপ্রয়াস] *বি* অসৎ ইচ্ছা। 'অসদভিপ্রয়াস-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।' *গ্রামবার্ত্তা*, ১৮৭৩।

অসদভিসন্ধি [স অসৎ-অভিসন্ধি] *বি* অসাধু মতলব। 'এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অসদভিসন্ধিৎসু [স অসৎ-অভিসন্ধিৎসু] *বিণ* খারাপ ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অন্বেষণকারী। 'অসদভিসন্ধিৎসু নর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অসদাচরণ [স অসৎ-আচরণ] *বি* মন্দ আচরণ। 'তাদৃশ অসদাচরণে দূষিত হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'বুড়া বয়সে এরূপ অসদাচরণ করিতে লজ্জা করেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

অসদালাপ [স অসৎ-আলাপ] *বি* মন্দ কথা। 'অসদালাপ দ্বারা ক্রমে২ ঐ পথবর্ত্তী হন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

অসদুপদেশ [স অসৎ-উপদেশ] *বি* কুমন্ত্রণা। 'কাব্যে অসদুপদেশ দেওয়া অকর্ত্তব্য।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

অসদুপায় [স অসৎ-উপায়] *বি* নিন্দনীয় পন্থা। 'এইসব অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা কেন তার?' *মানিক*, ১৯৩৬।

অসদ্ব্যবহার [স অসৎ-ব্যবহার] *বি* অসৌজন্যমূলক আচরণ। 'কিন্তু তা বলে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসদ্ব্যবহার করা উচিত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অসদ্ব্যয় [স অসৎ-ব্যয়] *বি* অযথার্থভাবে ব্যয়। 'পৈতৃক ধন কি২ রূপ অসদ্ব্যয়ে না নষ্ট করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অসদ্ভাব [স অসৎ-ভাব] ১ *বি* অভাব। 'আমার কোন হর্ষের অসদ্ভাব না থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই?' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫; 'সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য দ্রব্যের অসদ্ভাব ঘটিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* বিরূপ মনোভাব। 'যখন ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং অসদ্ভাব যতদূর হইতে হয় হইয়াছে, তখন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* মনোমালিন্য। 'তিনি অসদ্ভাবও করেন না, অতএব তাঁহাকে সকলেই ভক্তি করে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ৪ *বি* সদ্ভাব নেই এমন অবস্থা। 'আপনাদের প্রতি অসদ্ভাব কল্পনা করে এঁদের আরো লজ্জিত করবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অসদ্ভাবহেতু [স অসৎ-ভাব-হেতু] *ক্রিবিণ* অভাববশত। 'প্রমাণের অসদ্ভাবহেতু এ কিংবদন্তিতে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

অসদৃশ [স] *বিণ* মিল নেই এমন। 'দুটো অসদৃশ স্বরবর্ণকে ঠেলে দিয়ে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অসন্তুষ্ট [স] *বিণ* নাখোশ। 'তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অসন্তুষ্টি [স] *বি* সন্তোষের অভাব। 'অসন্তুষ্টি দর্শাইয়া কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল হরকরা নামক ইংরাজী সমাচার পত্রে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

অসন্তোষ [স] ১ *বি* বিরাগ। 'অদ্বৈতে বলিলেন আই কোন অসন্তোষে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* ক্ষোভ। 'ছাগল রাখিলে বনে অসন্তোষ পায়্যা মনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'পদ্মা বলে বেউলা তুমি কেনে অসন্তোষ।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৪ *বিণ* অখুশি। 'ইষ্টগণে তোহ্মাকে হইবে অসন্তোষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অসন্তোষজনক [স] *বিণ* বিরক্তিকর। 'কত অসন্তোষজনক বস্তু মন্দ হইলেও আমরা তাহা সহ্য করি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অসন্দিগ্ধ [স] *বিণ* সন্দেহহীন। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'যাঁহারা অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহাকে পতিসমভিব্যাহারে কারাগারে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অসন্দিগ্ধচিত্ত [স] *বি* সংশয়হীন মন। 'তৎক্ষণাৎ অসন্দিগ্ধচিত্তে কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অসন্ধান [স] *বি* নির্খোজ। 'অতৃপ্ত তৃষা তথা কুতূহল, এবং দুরাপ, দূর দিগন্ত – মূর্ত অসন্ধান।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

অসফলতা [স] *বি* ব্যর্থতা। 'অসহযোগ আন্দোলনের অসফলতার অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানে বোঝা যাইতেছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অসবর্ণ [স] ১ *বিণ* পাত্র ও পাত্রী উভয় একই বর্ণের নয় এমন। 'অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'অসবর্ণ বিবাহে তোমার আপত্তি থাকে, তবে পূর্ব্বরাগমূলক বিবাহকে খবরদার প্রশ্রয় দিও না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ২ *বি* ভিন্ন বর্ণের ব্যক্তি। 'বৈধ বিবাহ ব্যতীতও

অসবর্ণ সংযোগে সন্তানাদি জন্মিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অসবর্ণবিবাহ [স] *বি* ভিন্ন বর্ণে বিবাহ। 'আমি অসবর্ণবিবাহ পছন্দ করিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অসবুদ্ধি [স] *বি* খারাপ চিন্তা। 'অসবুদ্ধিতে পরপুরুষের নামোচ্চারণ না করে।' *প্যারী*, ১৮৬০।

অসব্য [স] *বি* ডান দিক। 'অসব্য রহিল গ্রাম দীঘি উচালন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অসভ্য [স] **১** *বিণ* সভ্য নয় এমন। 'এতদ্দেশীয় লোক অসভ্য ও অভব্য ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'প্রচলিত রীতি রক্ষা করিলে কি তাহাকে অসভ্য কহিতে হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বিণ* অশিষ্ট। 'অসভ্য মূর্খ ভরত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৩** *বিণ* অনুন্নত। 'অসভ্য অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য অপেক্ষাকৃত লঘু ও ক্ষণস্থায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বিণ* অসামাজিক। 'এমনি আমি স্বভাবতঃ অসভ্য – মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অসভ্যতা [স] *বি* অভদ্রতা। 'অসভ্যতা ও অজ্ঞতা লোপপূর্ব্বক সভ্যতা ও জ্ঞানোদয় হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

অসভ্যাবস্থা [স অসভ্য-অবস্থা] *বি* সভ্যতাবর্জিত অবস্থা। 'অনুচিতরূপে চিরদিন অসভ্যাবস্থায় থাকা সম্বন্ধে সমর্থন ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অসম [স] **১** *বিণ* অস্বাভাবিক। 'অসম সাহস তিন অতুল গভির।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* অসমান। 'অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অসমকক্ষ [স] *বিণ* অসমান। 'ইহারা আমাদের অসমকক্ষ নহে – আমরাও দুর্বল, ইহারাও দুর্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অসমকক্ষতা [স] *বি* শক্তির অসমতা। 'অসমকক্ষতা আছে বলিয়াই যে মার খায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অসমতল [স] *বিণ* উঁচুনিচু। 'সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্যপথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অসমতা [স] *বি* বৈষম্য। 'দুর্বলের দিকে চাপান দিয়া যে-একটা অসমতার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অসমবয়সী [স] *বিণ* অসমান বয়স্ক। 'অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অসমসাময়িক [স] *বিণ* সময়ের তুলনায় অগ্রগামী। 'বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অসমসাহস [স] *বি* অতুলনীয় সাহস। 'তোমার মতো অসমসাহস আমার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অসমসাহসিক [স] *বিণ* নির্ভীক। 'তিনি এক প্রকার অসমসাহসিক কর্ম্ম করিয়া উঠেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অসমসাহসিকতা [স] *বি* অতুলনীয় সাহসিকতা। 'অচিন্ত্য অপূর্ব অসমসাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করছে দারা।' *নজরুল*, ১৯২২।

অসমসাহসী [স] *বিণ* কোনো কিছুতে ভয় করে না এমন। 'অসমসাহসী লেখকের পক্ষে ঠিক তার উলটো।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

অসমজ্ঞা [স] *বি* অবজ্ঞার পাত্র। 'না পারিলে পাছে লোকে হয় অসমজ্ঞা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অসমঞ্জস [স] *বিণ* অসংগত। 'আপনকার নিকটে কোন বিষয় অসমঞ্জস হইতে পারিবে না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

অসমন্বিত [স] *বিণ* সমাজচ্যুত। 'অসমন্বিত এক তাঁতির সমস্বয় করিবার কারণ ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অসময় [স] **১** *বি* দুঃসময়। 'অসময় কালে পদ্মা হওত সদয়।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* অনুপযুক্ত সময়। 'ওলো এর কি আর সময়-অসময় আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অসময়ী [স] *বিণ* উপযুক্ত সময়ের নয় এমন। 'শীতের সন্ধ্যায় এ অসময়ী ঝড়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অসময়ে *ক্রিবিণ* দুঃসময়ে। 'আমি তোমায় অসময়ে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অসময়োপযোগী [স অসময়-উপযোগী] *বিণ* সময়োচিত নয় এমন। 'এ ধরনের একটি অসময়োপযোগী চেষ্টা অযোগ্য।' *আজাদ*, ১৯৭০।

অসমর্থ [স] **১** *বিণ* অক্ষম। 'নিতান্ত অসমর্থ হইয়া ... শুইয়া থাকিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* ব্যর্থ। 'সসম্ভ্রমে কালযাপন করিতে অসমর্থ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অসমর্থতা [স] *বি* সামর্থ্যহীনতা। 'দ্রুত মাল খালাসে অসমর্থতাই এ সমস্যার ...।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

অসমর্থা [স] *বিণ স্ত্রী* সামর্থ্য নেই এমন। 'তাহা বর্ণনে বর্ণাভাবপ্রযুক্ত লেখনী অসমর্থা।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

অসমাজতান্ত্রিক [স] *বিণ* সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু নেই এমন। 'মেয়েরা সমাজের দরিদ্র অংশ। ধনী-নির্ধন সকল অসমাজতান্ত্রিক দেশে।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

অসমাধ্য [স] *বিণ* সমাধানের অনুপযুক্ত। 'সর্ব্বাপেক্ষা অসমাধ্য সমস্যা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

অসমান [স] **১** *বিণ* অনুপাত সমান নয় এমন। 'ছবির হাত পা, দেহের পরিমাণ, খুব অসমান আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* সমান নয় এমন। 'ভাগটা ওজনে অসমান হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অসমানতা [স] *বি* সমান নয় এমন অবস্থা। 'আমরা যাহাকে নিটোল গোল বলি তাহাকে সহস্রগুণ বাড়াইয়া দেখিলে তাহার অসমানতা ধরা পড়িয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অসমাপিকা [স] *বিণ স্ত্রী* সমাপ্ত করে না এমন। 'একটা অসমাপিকা ক্রিয়ার মতো এই হাতে-খড়ি ব্যাপারটা।' *অবন*, ১৯২৭।

অসমাপ্ত [স] **১** *বিণ* অসম্পূর্ণ। 'মাথার মধ্যে কত টুকরো টুকরো লাইন এবং কত অসমাপ্ত ভাব যাতায়াত করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* শেষ হয়নি এমন অবস্থা। 'অব্যক্ত থেকে ব্যক্তি, অসমাপ্ত থেকে সমাপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অসমাপ্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* অসম্পূর্ণরূপে। 'তাহার অত্যন্ত বৃহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তাহাকে অসমাপ্তভাবেই দেখাইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অসমাপ্তি [স] *বি* শেষ হয় না এমন অবস্থা। 'অমরতা অসমাপ্তিই তাহার সর্বপ্রধান যাথার্থ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অসমীচীন [স] *বিণ* সমীচীন বা উচিত নয় এমন। 'ইহাদিগকে আমিষাশী প্রাণীদলমধ্যে গণ্য করা অযৌক্তিক ও অসমীচীন নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অসম্পন্ন [স] *বিণ* অসম্পূর্ণ। 'ওবর্লিন পরোপকাররূপ পবিত্রব্রতের কোন অঙ্গ অসম্পন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অসম্পর্কীয় [স] *বিণ* অনাত্মীয়; সম্পর্কহীন। 'নিতান্ত অসম্পর্কীয় কিংবা দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অসম্পাদকীয় [স] *বিণ* সম্পাদকের উপযুক্ত নয় এমন। 'অসম্পাদকীয় বেশে নজরুল বসে আছে তক্তপোশে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অসম্পূর্ণ [স] **১** *বিণ* অপূর্ণ। 'রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি, এ দুই বিদ্যা অদ্যাপি অতি অপকৃষ্ট ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* অসমাপ্ত। 'সাম্যতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া সে বৈষম্য না দেখাইলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অসম্পূর্ণতা [স] **১** *বি* সম্পূর্ণতার অভাব। 'বৈদিক ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* অপূর্ণতা। 'স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *বি* খুঁত। 'ভালো করিয়া দেখিলে পৃথিবীর দ্রব্যে নাকি নানা প্রকার অসম্পূর্ণতা দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অসম্পৃক্ত [স] *বিণ* সংযোগচ্ছিন্ন। 'উদ্‌গাতা জ্যোতিষ্ক যেন বৃত্তির নিজস্বে পূর্ণ করে অসম্পৃক্ত অয়নাংশ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অসম্বদ্ধ [স] **১** *বিণ* অসংলগ্ন। 'দুই একজন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বদ্ধ গীতিশব্দ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* আপাতদৃষ্টিতে পারম্পর্যহীন। 'কবিতার মধ্যে যাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ, যাহার অর্থ হয় না, লোকে তাহার মধ্যে মাধুর্য কল্পনা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অসম্বদ্ধতা [স] *বি* অসংলগ্নতা। 'সুন্দর অসম্বদ্ধতা – সুন্দর অযত্নবিন্যাস।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অসম্বরণীয় [স] **১** *বিণ* সংযত করা যায় না এমন। 'অসম্বরণীয় বেগে ছুটিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* সংবরণ করা যায় না এমন। 'আমার অসম্বরণীয় অশ্রু রুখতে গিয়ে দেখলুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

অসম্বরা [স অসম্বরণ] *বিণ* সংবরণ করতে পারেনি এমন। 'কোন্ আবিষ্কারের অসম্বরা বাণী তাঁর কণ্ঠভেদ ক'রে আপনি ফুটেছিল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অসম্বৃত [স] **১** *বিণ* অনাবৃত। 'ভদ্রলোকদের অর্ধেক রাত্রে ঊর্ধ্বশ্বাসে অসম্বৃত অবস্থায় বিছানার বাইরে দৌড় করানো কি কম মজা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* যথেষ্ট পরিমাণে বিন্যস্ত নয় এমন। 'বাঙালি স্ত্রীলোক যথেষ্ট আবৃত নহে এবং সর্বদাই অসম্বৃত – তাহার কারণ, সে ঘরেই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বিণ* বেসামাল। 'কেহ বা অসম্বৃত অবস্থায় নদীর জলের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৪** *বিণ* অসংযত। 'কি অসম্বৃত অশ্রু ঝরে পড়ছিল তোমার।' *নজরুল*, ১৯২২। **৫** *বিণ* অনাচ্ছাদিত। 'অসম্বৃত সুনীল জলধি।' *জীবন*, ১৯২৭। **৬** *বিণ* উদ্দাম। 'অসম্বৃত কামনার কারাগারে বারবার হারায়েছে দিশা।' *জীবন*, ১৯৩০।

অসম্বৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* শরীরের কাপড় এলোমেলো এমন। 'অসম্বৃতা তার লুণ্ঠিত চঞ্চল অঞ্চল সম্বৃত হলো।' *নজরুল*, ১৯২২।

অসম্ভব [স] **১** *বিণ* সম্ভব নয় এমন। 'অতি অসম্ভব অলৌকিক সব।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* অভাবনীয়। 'তাহার অসম্ভব লভ্য সংখ্যা করে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* অত্যন্ত। 'অসম্ভব প্রশংসার সহিত তাহাকে পুরস্কার দিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বিণ* অকল্পনীয়। 'যাঁহার সহকার ভিন্ন সৃষ্টির উপক্রমই অসম্ভব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৫** *বিণ* হওয়া সম্ভব নয় এমন। 'অসম্ভব ও অযুক্ত বর্ণনাদি যথোপযুক্তরূপে পরিত্যাগ করা অবশ্য বিবেচনার কর্ম্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৬** *বিণ* অবাস্তব। 'শরীর না থাকিলে অশ্রুজল থাকা অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৭** *বিণ* অবিশ্বাস্য। 'সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৮** *বিণ* শক্ত। 'ইহার বাংলা অনুবাদ অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অসম্ভবতা [স] *বি* অস্বাভাবিকতা। 'কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অসম্ভবপ্রায় [স] *বিণ* অসম্ভবের মতো। 'এমন অসম্ভবপ্রায় কথা কোনো একজন ক্ষীণকায় মানুষ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অসম্ভবরকম [স অসম্ভব+আ রকম] **১** *বিণ* খুব। 'আমার ছুটির নথিও অসম্ভব রকম ভারী হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* প্রয়োজনের অতিরিক্ত। 'ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব-রকম বেশি পড়েছি যে, পাশ করতে পারিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এত অসম্ভবরকম ব্যয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অসম্ভবরূপ [স] *বিণ* অস্বাভাবিক রকম। 'অনেকে আবার অসম্ভবরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অসম্ভব্য [স] *বিণ* অলৌকিক। 'কৃষ্ণো বিস্তর কার্যো করিয়াছেন অসম্ভব্য।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অসম্ভাবনা [স] *বি* সম্ভাবনাহীনতা। 'বিনাশ হইবে ইহারই বা অসম্ভাবনা কি আছে।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

অসম্ভাবনীয় [স] *বিণ* ঘটার সম্ভাবনা নেই এমন। 'নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অসম্ভাবনীয় নরচরণচিহ্ন দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন চিত্তে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অসম্ভাবিত [স] **১** *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'প্রভুর এবম্ভূত অসম্ভাবিত ভাবি অমঙ্গল শ্রবণে বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* অবাস্তব। 'সেই-সকল অসম্ভাবিত কল্পনার পথে সুখালোচনাকে সুদীর্ঘ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

অসম্ভাব্য [স] *বিণ* অসম্ভবপর। 'চৈতন্যচন্দ্রের কিছু অসম্ভাব্য নহে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অসম্ভাল [হি] *বি* বেসামাল অবস্থা। 'অসম্ভালে ছিল রাজা গদাজুদ্ধ জিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অসম্ভাষ [স] *বি* ক্ষমতা হ্রাস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অসম্ভূত [স] *বিণ* অভূতপূর্ব। 'তুমি, আমি আর এ আদিম অরণ্যানি ... অসম্ভূত রাত একা জাগে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অসম্ভূতি [স] *বি* যার উৎপত্তি নেই; অনুৎপত্তি। 'অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক করে জানলেই তবে সত্য জানা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অসম্ভ্রম [স] **১** *বি* অসম্মান। 'এমত দুষ্কর্ম করি নাই যে আমার অসম্ভ্রম করেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* প্রত্যাখ্যাত। 'এক দ্বারে অসম্ভ্রম হইলে সুতরাং অন্যদ্বারে অসম্ভ্রম হইতে পারে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বি* নির্ভয় অবস্থা। 'ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে ! কহ, হে আমারে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৪** *বি* অন্যায়। 'চন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া তাহার মিথ্যা আদর বৃদ্ধি করিতে গেলেই তাহার প্রতি অসম্ভ্রম করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৫** *বি* সম্মানহানি। 'এমন কোনো মহিলা নেই আমাদের অপরিচ্ছন্নতায় যাঁর অসম্ভ্রম হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২০।

অসম্ভ্রান্ত [স] *বিণ* অপমানিত। 'বেশ্যারদিগের নিকট অসম্ভ্রান্ত হইয়া বাঁশতলার গলি নিবাসিনী পতিতপাবন কারিণী ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অসম্মত [স] **১** *বিণ* নারাজ। 'কিন্তু উভয় পক্ষীয় মধ্যস্থ সাহেবেরা অসম্মত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* অনাগ্রহী। 'সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অসম্মতা [স] *বিণ স্ত্রী* সম্মত নয় এমন। 'সে তাহাতে অসম্মতা হইয়া কহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অসম্মতি [স] ১ *বি* সম্মতির অভাব। 'কাহাকেও অসম্মতিতে বলক্রমে পৌস্তের চাস না-করাইবার ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৮। ২ *বি* ভিন্নমত। 'এক এক করিয়া সকলেই এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* অনিচ্ছা। 'কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অসম্মান [স] *বি* অপমান। 'কেবল দেবতা নহে মানবচরিত্রের পক্ষেও কতখানি অসম্মানজনক তাহা কি পাঠকেরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

অসম্মানকর [স] *বিণ* সম্মানহানিকর। 'স্ত্রীলোকের পক্ষে অসম্মানকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অসম্মানজনক [স] ১ *বিণ* অপমানজনক। 'কেবল দেবতা নহে মানবচরিত্রের পক্ষেও কতখানি অসম্মানজনক তাহা কি পাঠকেরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ২ *বিণ* সম্মানহানিকর। 'ব্যাপারটা লাবণ্যর কাছে বিস্বাদ ও অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়াল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* সম্মান ক্ষুণ্ন করে এমন। 'এইরূপ অসম্মানজনক পত্রাদি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অসম্মানসূচক [স] *বিণ* অপমানজনক। 'পেছনে এমন অসম্মানসূচক কথা আজহার পছন্দ করে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

অসম্মিলন [স] *বি* অনৈক্য। 'দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অসরল [স] *বিণ* কপট। 'অনেকে তাহারদিগকে অসরল এবং কুনীতিবিশিষ্ট কহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

অসরলতা [স] *বি* কপটতা। 'চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবল।' *রাজ*, ১৮৭৪।

অসর্বজ্ঞ, অসর্ব্বজ্ঞ [স] *বিণ* সব বিষয় জানে না এমন। 'যিনি বদ্ধ, তিনি অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অসর্বজ্ঞতা, অসর্ব্বজ্ঞতা [স] *বি* সব বিষয়ে অজ্ঞতা। 'এই অসম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল – অসর্ব্বজ্ঞতার ফল নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অসসথ [স অশ্বত্থ] *বি* অশথ। 'অসসথ বেল পলাস মোউলর পাত।' *রামাই*, ১৭১০।

অসস্যয় *বিণ* নিক্ষিপ্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অসহ [স] ১ *বিণ* অসহ্য। 'এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* বিরক্ত। 'অসহ যোগীও করিবে না তাড়া রে।' *নজরুল*, ১৯২৪। ৩ *বিণ* তীব্র। 'তাহার সুরেতে ছিল অসহ উচ্ছ্বাস।' *আহসান*, ১৯৪৪।

অসহকার [স] *বি* অসহযোগ। 'আজ অসহকার আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অসহনিয়া [স অসহনীয়] *বিণ* অসহ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অসহনীয় [স] ১ *বিণ* অসহ্য। 'মুখদর্শন তাঁহার অসহনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* তীব্র। 'তোমাকে পাবার ইচ্ছা আমার অসহনীয়।' *আহসান*, ১৯৫৯।

অসহমান [স] *বিণ* অসহ্য। 'রাজা দেখিয়া, একান্ত অসহমান হইয়া ... তথায় উপস্থিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অসহযোগ [স] ১ *বি* সংযোগহীনতা। 'কালের রাজত্বে থেকেও কালের সঙ্গে যার অসহযোগ সে কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* সহযোগিতার অভাব। 'দ্বৈরাজ্য – সেইটের বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৩ *বি* অসহযোগিতামূলক মনোভাব। 'বাঙালি মহিলাকে পুলিস-সার্জেন্ট দিলে ধাক্কা। মুহূর্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৪ *বিণ* রাজনীতিতে অসহযোগিতামূলক। 'মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৫ *বি* যোগাযোগের অভাব বা ঘাটতি। 'যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের আমাদের শিক্ষার অসহযোগ সেইখানেই আমাদের পরাভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অসহযোগ আন্দোলন [স] *বি* রাষ্ট্রশাসনে সরকারকে সহায়তা না করার আন্দোলন। 'মহাত্মাজিকে বললে এখনি তিনি লাগিয়ে দেবেন অসহযোগ আন্দোলনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬; 'অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'তোমাদের নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন – এ সবের কোনটা দিয়ে তুমি মধ্যযুগে ক্ষমতায় যেতে পারতে শুনি।' *পাশা*, ১৯৭১।

অসহযোগকারী [স] *বিণ* অসহযোগ আন্দোলন করছে এমন। 'অহিংস অসহযোগকারী বীর কংগ্রেসের দেশ সেবকেরা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অসহযোগপন্থী [স] *বিণ* অসহযোগ আন্দোলনকারী। 'অসহযোগপন্থী কংগ্রেস বাংলার আমলাতন্ত্র গবর্ণমেন্টের সহিত সহযোগ করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

অসহযোগিতা [স] *বি* সহযোগিতার অভাব। 'অসহযোগিতার মৌসুম না আসিলেও।' *নজরুল*, ১৯২২।

অসহযোগী [স] *বি* অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে যে। 'এসেছে শুধু আত্মত্যাগী অহিংস অসহযোগীদের জন্যে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অসহজতা [স] *বি* অসরলতা। 'একটা আলঙ্কারিক অসহজতায় – অস্বাভাবিকতাও বিরক্ত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অসহন [স] *বিণ* অধীর। 'কোন দুর্গম দূর পাহাড়ের ডাকে অসহন হল কারা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

অসহযোগ, অসহযোগী *দ্র* **অসহ**

অসহায় [স] *বিণ* সহায়হীন। 'এই বলিয়া, বাঘ ঐ অসহায়, দুর্বল মেষশাবকের প্রাণসংহার করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অসহায়তা [স] ১ *বি* অসহযোগিতা। 'তাহাদিগের অসহায়তায় সে উপবাস করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* সহায়হীনতা। 'নারী জীবনে প্রত্যহ অসহায়তা বা দুঃস্থতার প্রশ্ন না থাকতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

অসহায়ত্ব [স] *বি* সহায়হীনতা। 'নারীর এই অসহায়ত্বকেই তার সবচাইতে বড় গুণ ও মাধুর্য্য বলে ঘোষণা করেছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অসহায়া [স] *বিণ স্ত্রী* সহায়হীন। 'তাদের সামনে পঙ্গু অসহায়া স্ত্রীর এই দশা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অসহায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিঃসঙ্গ। 'এই যুবতী, অসহায়িনী হইয়া, নিশীথ সময়ে, নির্ভয়ে কোথায় যাইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অসহিষ্ণু [স] ১ *বিণ* সহ্য করা যায় না এমন। 'অসহিষ্ণু শিরোবেদনার সহিত জ্বরের আরম্ভ ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বিণ* সহ্যশক্তিহীন। 'আমাদের অসহিষ্ণু লেডি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বিণ* অধৈর্য। 'ইহাকেই আমরা বাসনার দৌরাত্ম্য বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অসহিষ্ণুতা [স] *বি* সহনশক্তিহীনতা। 'পরপ্রশংসার অসহিষ্ণুতা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অসহ্য [স] *বিণ* অসহনীয়। 'অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অসহ্যতর [স] *বিণ* অতিশয় অসহ্য। 'অসহ্য হতে অসহ্যতর হয়ে উঠেছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

অসাংসারিক [স] *বিণ* সংসার সম্পর্কিত নয় এমন। 'দুটো অসাংসারিক কথা বলবার অবকাশ যেন পাই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

অসাক্ষাৎ [স] **১** *বি* অনুপস্থিতি। 'আমার অসাক্ষাতে যাহা হয় তাহা আমাকে জানাইও।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* কাছে নেই এমন। 'বন্ধু অসাক্ষাৎ, শীত দূরীভূত/ কে করিবে আলিঙ্গনে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। **৩** *বি* অগোচরতা। 'পিতার অসাক্ষাতে ফেলনাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অসাক্ষাত [স অসাক্ষাৎ] *বিণ* অনুপস্থিত। 'অসাক্ষাত সাক্ষির সাক্ষিপত্রের দ্বারায় প্রমাণ হয়।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

অসাক্ষাতে [স] *ক্রিবিণ* অনুপস্থিতিতে। 'আমি ওঁর অসাক্ষাতে ছেলেকে ডেকে শাসন করে দিলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

অসাচ্ছল্য [স] *বি* অনটন; দারিদ্র্য। 'আর্থিক অসাচ্ছল্য এবং সাংসারিক বিপর্যয় ...।' *তারা*, ১৯৪২।

অসাজন্ত [ফা সাজ>] **১** *বিণ* বেমানান; সামঞ্জস্যহীন। 'ক্রীড়া কৌতুকের এক অসাজন্ত কৃত্রিমতার সহিত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* অযোগ্য। 'আমি কি প্রাণ ধরে অসাজন্ত বরে দিতে পারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

অসাড় [স] **১** *বিণ* অচল। 'লেখনী অসাড় হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বিণ* চেতনাহীন। 'বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অসাড়তা [স] *বি* চেতনাহীনতা। 'এক রকম দুঃখহীন অনুভূতিহীন অসাড়তার অন্তঃশীলা ব্যথা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অসাড়ে *ক্রিবিণ* অঘোরে। 'অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

অসাদ্য [স অসাধ্য] *বিণ* করা সম্ভব নয় এমন। 'কোন কার্জ্জ অসাদ্য তোক্ষার প্রিথিবিতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অসাধ [স] *বি* অনিচ্ছা। 'আমার কি অসাধ যে, তোমায় নিয়ে ঘর করি?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অসাধারণ [স] **১** *বিণ* আন্তরিক। 'ডেবিড হের সাহেব ... অসাধারণ ধন্যবাদ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **২** *বিণ* অসামান্য। 'অনেকানেক অসাধারণ গুণ অপেক্ষা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* অকল্পনীয়। 'এ অসাধারণ অজ্ঞান নিরাকরণ না হইলে এ দেশের মঙ্গোলন্নতি জন্য কোন চেষ্টা সফল হইবে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বিণ* অতুলনীয়। 'আপনাদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্য্যোদ্ভব রচনা সকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বিণ* অভিনব। 'পরন্তু আর এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৬** *বিণ* অতিরিক্ত। 'পরিবারের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না হইয়া বরং অসাধারণ বৈরিতা এবং ভয়ানক জ্ঞাতিবিরোধ জন্মে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৭** *বিণ* অস্বাভাবিক। 'হাঁ-কে বড়ো করিয়া না করা যায় এ কথা বিশ্বাস করিতে যেরূপ অসাধারণ মানসিক প্রকৃতির আবশ্যক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৮** *বিণ* অগাধ। 'সঙ্গীতের জ্ঞান অসাধারণ ছিল কিন্তু আমার সেই কাঁচা বয়সের রচিত ছেলেমানুষি গান তিনি আদর করে শুনতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অসাধারণতা [স] *বি* অসামান্যতা; বিশেষত্ব। 'শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অসাধারণত্ব [স] **১** *বি* বিশিষ্টতা। 'আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* অসামান্যতা। 'অন্তত এ ব্যাপারে তোমার অসাধারণত্ব স্বীকার করতে হয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

অসাধু [স] **১** *বিণ* অকথ্য। 'উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* গর্হিত। 'অসৎসঙ্গ এবং অসাধু দৃষ্টান্ত বিষম অনর্থের মূল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৩** *বিণ* অসৎ। 'তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৪** *বিণ* চলিত। 'আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অসাধুতা [স] *বি* অসততা। 'অসাধুতা ও অনাচারের সমবায়ে সত্য সত্যই এ জীবন আস্তাবলে পরিণত হইয়া আছে।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

অসাধুবাদ [স] *বি* অপবাদ; নিন্দা। 'লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অসাধুভাষা [স] **১** *বি* অমার্জিত ভাষা। 'অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাস্পদ না হয়েন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বিণ* চলিত। 'আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অসাধুসঙ্গ [স] *বি* অসাধুর সংস্পর্শ। 'সাধুসঙ্গ যেমন গুণকারী, অসাধুসঙ্গ তেমনি অগুণকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অসাধূপদেশ [স অসাধু-উপদেশ] *বি* কুপরামর্শ। 'অসাধূপদেশেরও কাব্যে স্থান আছে।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

অসাধ্বী [স] *বিণ* অসতী। 'যোগের ও ভোগের অভিলাষে অন্যবাসে প্রবাস করিলে তাঁহার স্ববাসের সাধ্বীও অসাধ্বী হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

অসাধ্য [স] **১** *বিণ* চেষ্টা করেও করা যায় না এমন; চেষ্টার অতীত। 'সখীর অসাধ্যসাধ্য সুন্দরের ভয়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* সহজে আয়ত্ত হয় না এমন। 'য়ুরোপে গলা সাধাটাই মুখ্য, সেই গলার স্বরে তাহারা অসাধ্য সাধন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অসাধ্যসাধক [স] *বিণ* অসাধ্য সাধনকারী। 'শিশিরকুমার যে কত বড় অভিনেতা, কত বড় অসাধ্যসাধক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অসাধ্য-সাধন [স] *বি* অসম্ভবকে সম্ভব করা। 'অসাধ্য সাধন যত তপস্যায় হয় কত।' *ভারত*, ১৭৬০।

অসাধ্যি [স] *বিণ* করতে পারে না এমন। 'সাজসও হতে পা'রে, মদেরও অসাধ্যি কাজ নেই।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

অসান [স অসাড়] *বিণ* বোধশূন্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অসাফল্য [স] *বি* ব্যর্থতা। 'অসাফল্যের কালো ছায়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অসাবধান [স] **১** *বিণ* অসতর্ক। 'আপন কপালের প্রতিকূল্য হইতে অসাবধান হইয়া পড়ি।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* বেখেয়ালি। 'স্বভাবত ভোলামন অসাবধান লোক; এই জন্য আশার প্রতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৩** *বিণ* অমনোযোগী। 'ইন্দ্রিয়কে এমন অলস এবং বুদ্ধিকে এমন অসাবধান করিয়া রাখিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৪** *বিণ* অসতর্ক। 'অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অসাবধানতা [স] *বি* অসতর্কতা। 'রক্ষকের অসাবধানতাহেতুক উক্ত পত্রপ্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

অসাবধানী [স] **১** *বি* অসতর্ক ব্যক্তি। 'অনেক অসাবধানী এমন

আলগা করিয়া তাস ধরেন, তাঁহাদের ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* অসতর্ক। 'অসাবধানী পাঠকের অন্তরে তাঁর যে ব্যক্তিত্ব রচনা করে, তা শুষ্ককঠিন পাণ্ডিত্যের।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

অসাব্যস্ত [স] *বিণ* অমীমাংসিত। 'আদালতের সাহেবানের কর্ত্তৃত্ব আছে জে তাহা সাব্যস্ত রাখা কি অসাব্যস্ত করা।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

অসামঞ্জস্য [স] **১** *বি* বিশৃঙ্খলা। 'সেখানে অসামঞ্জস্য অনেক উপস্থিত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২০। **২** *বি* অমিল। 'দুই ভাবের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য যে, উভয়ে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁসি থাকিয়াও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *বি* যোগাযোগের স্বল্পতা। 'সারথির সঙ্গে গাড়িঘোড়ার এমন অসামঞ্জস্য যে কী বলব!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বি* অসঙ্গতি। 'কথার অসামঞ্জস্য বাংলার গণবিবেক সম্যকভাবে বুঝিতে পারিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

অসাময়িক [স] **১** *বিণ* অসময়ের। 'কিন্তু এ অসাময়িক স্মরণের কারণটি অনুভূত হচ্ছে না।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* চিরন্তন। 'আরণ্যসমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বিণ* অকাল। 'যজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৪** *বিণ* সময়ের জন্যে বেমানান। 'পুরাতন দস্যু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার আবির্ভাব নিতান্ত অসাময়িক হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৫** *বিণ* অসমকালীন। 'মনুর সময়ে যাহা সাময়িক আমাদের সময়ে তাহা অসাময়িক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৬** *বিণ* সাময়িক নয় এমন। 'সাময়িক পত্র, অসাময়িক পত্র, চাঁদার খাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অসামরিক [স] *বিণ* সামরিক নয় এমন। 'তোমাদের অসামরিক লোকের পক্ষে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অসামর্থ্য [স] **১** *বি* অপারগতা। 'টাকা দেওনের অসামর্থ্য জন্যে ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বি* সীমাবদ্ধতা। 'বুদ্ধির অসামর্থ্য, আশার হতসিদ্ধি ও একটা কার্য-সূত্রের হঠাৎ মাঝখানে ছেদ হওয়ার নাম comedy।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বি* অক্ষমতা। 'সে দুর্ভাগ্যের দারিদ্র্য অসামর্থ্য কাহারও অগোচর ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অসামাজিক [স] **১** *বিণ* অশিষ্ট। 'অশুদ্ধ ও অসামাজিক বিবেচনা করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। 'আমরা বড় অসামাজিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৩** *বিণ* লৌকিতার অভাব আছে এমন। 'তাদের কাছ থেকে নিতান্ত অসামাজিকভাবে দূরেও থাকেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৪** *বিণ* সৌজন্যহীন। 'ললিতার এই অসামাজিক হঠকারিতায় রাগ করিবেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৫** *বিণ* সমাজস্বীকৃত নয় এমন। 'সার্থক হোক দুজনের অন্যায় অসামাজিক প্রেম।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৬** *বিণ* অমিশুক। 'অসামাজিক বলে তার মনের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অসামাজিকতা [স] **১** *বি* নিয়মের ব্যত্যয়। 'ত্রাস শব্দটা চলতি ভাষার সামগ্রী নয়, এই জন্যে ওর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসামাজিকতা ডিমক্রাসিও খাতির করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **২** *বি* অভদ্রতা। 'সেটা অসামাজিকতা হল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অসামান্য [স] **১** *বিণ* অসাধারণ। 'কেরি সাহেবেকে অসামান্য গুণবান করিয়া সামান্যরূপে সকলেই জ্ঞাত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* অতিশয়। 'ইংরেজি বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বিণ* মহাপ্রাণ। 'বাংলাদেশের এই একজন অসামান্য মনস্বী পুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনো সম্মান লাভ করেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বিণ* মনোমুগ্ধকর। 'কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অসামান্যতা [স] **১** *বি* অতুলনীয়তা। 'অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* সামান্য নয় এমন অবস্থা। 'পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির অসামান্যতা অনুভব করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অসামান্যতাহীন [স] *বিণ* অতি সাধারণ। 'অসামান্যতাহীন স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অসামান্যা [স] *বি* স্ত্রী সাধারণ নয় যে। 'পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অসামাল [অ+হি সম্ভাল>] **১** *বিণ* সামলানো যায় না এমন; অসংবৃত। 'আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পরি, ছেড়ে দিন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বিণ* অনিয়ন্ত্রিত। 'কিন্তু, মধ্যে মধ্যে, বিলক্ষণ অসামাল হয়ে পড়ে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **৩** *বিণ* দিশেহারা। 'মানুষের নাকি ওটা অবৈধ পাওনা, এই জন্যে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৪** *বিণ* অসংযত। 'দুধের বাটিটার পরেও তার অসামাল রকমের টান ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অসামুরিয়া *বিণ* বেসুরো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অসাম্প্রদায়িক [স] **১** *বিণ* সম্প্রদায়নিরপেক্ষ। 'দারাশিকো সংস্কার-বর্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এমন। 'এর মূল ছিল তার অসাম্প্রদায়িক অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তির মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অসাম্প্রদায়িকতা [স] *বি* সম্প্রদায় নিরপেক্ষতা। 'পাঁচথুপির বাণীমন্দির : অসাম্প্রদায়িকতার পীঠস্থান।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অসাম্য [স] **১** *বি* অসমতা। 'অবস্থার অসাম্য থাকিবেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* ভেদাভেদ। 'শক্তির অসাম্য মানুষের অন্তর্নিহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **৩** *বি* অর্থনৈতিক অসমবন্টন। 'আজকের দিনে যে অসাম্য ও দুর্নীতির অভিশাপ আমাদের জীবনকে রাহুগ্রস্ত করে রেখেছে।' *বেগম*, ১৯৭০।

অসার [স] **১** *বিণ* কুটিল। 'অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* মূল্যহীন। 'নীচজাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* অবোধ। 'তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত অসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বিণ* অর্থহীন। 'তোমার বিহনে মম অসার জীবন।' *কেতকা*, ১৬৫০। **৫** *বি* অক্ষম ব্যক্তি। 'অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন সার।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **৬** *বিণ* তুচ্ছ। 'এ অসার সংসার স্বভাবতঃ শোক দুঃখেতেই পরিপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৭** *বিণ* নিকৃষ্ট। 'ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশ্চান ও মোসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৮** *বিণ* ভিতরে ফাঁপা এমন। 'স্ত্রীলোক এমন অসারই বটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৯** *বিণ* অপুষ্টিকর। 'ভাত অতি অসার খাদ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **১০** *বিণ* বাজে। 'কোন্ যুক্তি বলে গোকুল রক্ষকগণ এরূপ অসার তর্ক উপস্থিত করিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

অসারতা [স] **১** *বি* দুর্বলতা। 'তাহার অসারতা বুঝিতে পারিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বি* তুচ্ছতা। 'ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অসারত্ব [স] *বি* তুচ্ছতা। 'সংসারের অসারত্ব।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অসারবত্তা [স] *বি* অসারতা। 'তোমরা ... আপনাদের অসারবত্তাও প্রকাশ করিতে সমর্থ হও।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অসারবান [স] *বিণ* অর্বাচীন। 'নবপ্রেমমুগ্ধ অসারবান যুবকের কথা।'

বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অসার্থক [স] ১ *বিণ* অসফল। 'মহিলা দেহনিবদ্ধ সতীত্বের অত্যাচারে সমাজছাড়া হয়ে প্রেম ও সম্মানের অভাবে অসার্থক হচ্ছেন।' *অন্নদা*, ১৯২৮; 'শব্দকে বৃহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়। বৃহ শব্দটা এখানে অসার্থক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ২ *বিণ* ব্যর্থ। 'অসার্থক অপব্যয়ে আপনারে ঘিরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* অযৌক্তিক। 'পাঁচিলের দরজা পেরিয়ে এক চিলতে জায়গা, যাকে ঠিক উঠোন বলা অসার্থক।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

অসার্থকতা [স] *বি* ব্যর্থতা। 'এ অসার্থকতা ব্যথা একান্তই তার নিজের।' *জীবন*, ১৯৩২।

অসাহস [স] *বি* বোকামি। 'অমন অসাহসের কাজ করিতে গিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অসাহসী [স] *বিণ* সাহসহীন। 'পশু অচরিতার্থ অসাহসী জীবনের জানালার ভিতর দিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

অসাহিত্য [স] *বি* সাহিত্যগুণহীন রচনা। 'এক সময়ে 'গল্পগুচ্ছ' বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অসাহিত্যিক [স] *বি* সাহিত্যিক নন এমন ব্যক্তি। 'এর উত্তরে অসাহিত্যিকরা বলবেন, – এ সব দর্শনের কথা, অর্থাৎ গাঁজাখুরি।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

অসি [স] *বি* তলোয়ার। 'নন্দি চলিলা অসি লইয়া খুরধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অসিকোষ [স] *বি* তলোয়ারের খাপ। 'সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অসিচর্ম [স] *বি* তলোয়ার ও ঢাল। 'রাজপুত-হস্তে অসিচর্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

অসিজীবী [স] *বিণ* অস্ত্রধারণ করে জীবিকা নির্বাহকারী। 'থানার আমলারা অসিজীবী।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অসিধার [স] *বি* তরবারির ধার। 'আর দেখ কার হস্তে থাকে অসিধার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অসিবর্ণ [স] *বিণ* স্বচ্ছ। 'তার কণ্ঠে ঢেলে দেয় অসিবর্ণ ওজস্বী মদিরা।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

অসিমুক্ত [স] *বিণ* তরবারিহীন। 'অসিমুক্ত মসিলিপ্ত হস্তে সদর্পে তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অসিমুণ্ড [স] *বিণ* তরবারি ধরে আছে এমন। 'অসিমুণ্ড বাম কর দক্ষিণে অভয়বর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অসিলতা [স] *বি* তরবারির ফলা। 'যে হস্ত অসিলতা ধারণ করিয়া প্রাণ সংহার করিতে যায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

অসিত [স] *বিণ* কালো। 'শিরোরুহ অসিত চামর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অসিতচর্ম [স] *বিণ* কালো চামড়ার। 'সেই জনসমষ্টির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার অসিতচর্ম মানুষও আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অসিদ্ধ [স] ১ *বিণ* যুক্তিতর্কের দ্বারা সমর্থিত নয় এমন। 'এই কথা কেহ অসিদ্ধ বলিতেও পারিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিণ* সিদ্ধ করা হয়নি এমন। 'অসিদ্ধান্ন ও সামান্য শাকাদি ভোজনেই সংতৃপ্ত।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* অশুদ্ধ। 'গুড ইভনিং স্যর বললে তোমাদের হিঁদু শাস্ত্র অসিদ্ধ হয়ে যাবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৪ *বিণ* অসফল। 'আত্মনির্ভরে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম, আত্মকল্যাণসাধনে অসিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৫ *বিণ* বিফল। 'দলে দলে যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অসিদ্ধান্ন [স অসিদ্ধ-অন্ন] *বি* অসিদ্ধ ধান থেকে উৎপন্ন চালের ভাত। 'অসিদ্ধান্ন ও সামান্য শাকাদি ভোজনেই সংতৃপ্ত থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪।

অসিদ্ধি [স] *বিণ* অসফল; ব্যর্থ। 'অসিদ্ধি হইলে কেবল শ্রমই থাকে।' *গৌর*, ১৮২২।

অসিলা [আ ওয়াসিলা] *বি* বাহানা। 'অসিলা করে হাজারবার আমাদের বাড়ি আসা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অসীম [স] ১ *বিণ* সীমাহীন। 'কৃষ্ণের প্রভাবে রাজা মহিমা অসীম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সীমাহীনতা। 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বি* অনন্ত শক্তি। 'সসীমকে ও অসীমকে গায়ে গায়ে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বি* যার সীমা নেই। 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৫ *বি* অসীমতা। 'রূপেরে আনিল ডাকি অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃসীমা আঁকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অসীমক [স] *বিণ* সীমাহীন। 'ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্ব্বাক ... ইঙ্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

অসীমকাল [স] ১ *বি* অনন্তকাল। 'অসীমকাল পর্য্যন্ত পরপুরুষের নিবাসের সম্ভাবনা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* চিরন্তনতা। 'অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অসীমচুম্বনী [স] *বিণ স্ত্রী* অসীমকে চুম্বন করে আছে যে। 'অসীমচুম্বনী, তবু চুম্বনের অতীত; অতীবা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৪।

অসীমতর [স] *বিণ* সীমাহীন। 'অসীম দুঃখকে আত্মসাৎ করে সে অসীমতর আপনাকে জানতে জানতে চললো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

অসীমতা [স] *বি* সীমাহীনতা। 'তাঁহার করুণার অসীমতা জানিয়া ... নিরাশতা নাই।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অসীমদেশ [স] *বি* অনন্ত জগৎ। 'জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অসীমনীল [স] *বিণ* সীমাহীন নীল। 'তাহার অসীমনীল ললাটে বুদ্ধির রেখামাত্র নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অসীমশক্তিশালী [স] *বিণ* সীমাহীন শক্তির অধিকারী। 'অসীম-শক্তিশালী ভগবানের বিচিত্র লীলারহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অসীমশরণ [স] *বি* চির-আশ্রয়। 'তাপহরণ তোমার চরণ অসীমশরণ দীনজনার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অসীমসুন্দর [স] *বিণ* সীমাহীন সুন্দর। 'মিথ্যা বলেই এমন অনন্তবেদনাময় এবং এমন অসীমসুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অসীমা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সীমাহীন। 'তোমার মহিমা/ অপার অসীমা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ননীলিমা স্থির হাসিখানি উষালোকসম অসীমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ *বি স্ত্রী* সীমাহীনতা। '(মোরা) দুটি নয়ন-প্রদীপ জ্বেলে/ খুঁজি সেই অসীমার সীমা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

অসীমায়তনতা [স] *বি* অসীমতা। 'তাহা অসীমায়তনতা বা আয়তনের অসীম অভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অসু [স] *বি* প্রাণ। 'জীবের জীবিকা দিয়া রক্ষা করে অসু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অসুক্ষণ [স অসুখ>] *বিণ* দুঃখিত। 'শুনে চিত্ত হলো অসুক্ষণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অসুখ [স] **১** *বি* দুঃখ। 'কেন অসুখ রাজা ইন্দ্র জদি হয়।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অস্বস্তি। 'যে আঘ্রাণে অসুখ ও ঘৃণাবোধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৩** *বি* সুখের অভাব। 'প্রতিবেশীদিগের মধ্যে সর্বদা সদ্ভাব থাকা উচিত, পরস্পর কলহ ও বিবাদ করিলে অসুখের বৃদ্ধি হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৪** *বি* রোগ। 'মা গুইগে বড় অসুখ করেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৫** *বি* অশান্তি। 'পরিণতবয়স্কা স্ত্রী বিবাহ করিলে একান্নবর্তী পরিবারে অসুখ ঘটিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৬** *বিণ* অসুস্থ। 'আমার অসুখ অবস্থায় স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অসুখকর [স] *বিণ* আরামদায়ক নয় এমন। 'ইংরেজি পোশাক আমাদের পক্ষে শুধু যে অসুখকর এবং দৃষ্টিকটু ...।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

অসুখবিসুখ [স] *বি* রোগব্যাধি। 'আমার একটু অসুখবিসুখ হলে তিনি ভয়ে কাঁপতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অসুখিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখী। 'সর্বজীব সুখী, তখন আমরা অসুখিনী হব কেন?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অসুখী [স] **১** *বিণ* অতৃপ্ত। 'ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুর-নাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বিপদগ্রস্ত। 'রাজত্বের ভার লইয়া অসুখী হইব, আর গাছের উপর প্রধানত্ব করিব?' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* দুঃখী। 'মুহূর্তসুখের তোরে দিয়া প্রলোভন অসুখী করিবে কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **৪** *বিণ* ব্যথিত। 'তোমাকে কখনো সুখী, কখনো অসুখী করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

অসুচ [স অশুচি] *বিণ* অপবিত্র। 'অসুচ অসুভ স্বপ্ন দেখিল বিকটে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অসুজনতা [স] *বি* অসৌজন্যতা। 'দত্ত বাবুর সহিত আত্মীয়তা বা অসুজনতা কিছুই প্রকাশ পায় নাই।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

অসুতিয়া *বিণ* বেসুরো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অসুদ [স ঔষধ] *বি* বিস্বাদের বস্তু। 'স্কুল যাওয়া বাপ মার ভয়ে অসুদ গেলা গোছ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অসুন্দর [স] **১** *বিণ* যা সুন্দর নয় এমন। 'যাহা সুন্দর তাহাই বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* সৌন্দর্যহীনতা। 'অসুন্দরের সংঘর্ষে ও সংযোগে যাহা কঠিন, যাহা অতিসৌষম্যে অতিলিপ্ত অতিনিখুঁত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বিণ* কুৎসিত। 'কাঁটার মতো দেশের চারদিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে-কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। **৪** *বি* অশোভনতা। 'আসছে নবীন – জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন।' *নজরুল*, ১৯২২। **৫** *বি* সুন্দর নয় যে। 'অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৬** *বি* জীবনের কদর্য দিক। 'শেষ ব্যঙ্গ নাহি হানে জীবনের পানে অসুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অসুন্দরী [স] *বি স্ত্রী* সুন্দরী নয় যে। 'বিশেষত যদি চরণপাত বেছে বেছে অসুন্দরীদের হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অসুবিধা [স] **১** *বি* ঝামেলা। '... তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিত।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* প্রতিকূলতা। 'পার্বত্য যুদ্ধে তাহাতে অসুবিধা হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *বি* অমত। 'যাঁহারা গুণ দেখিয়া কন্যা বিবাহ করিতে চান, বাল্যবিবাহে তাহাদের সম্পূর্ণ অসুবিধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বি* টানাটানি। 'যখন দেখিলেন জলের অসুবিধা তখন তিনি রন্ধন একেবারে ছাড়িয়াই দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৫** *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'ইহাতে কিছু অসুবিধা আছে বটে কিন্তু সহজ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা আরো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৬** *বি* সমস্যা। 'বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, সবুজপত্রে প্রকাশিত সাধু ভাষায় লিখিত পাঠ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অসুবিধাকর [স] *বিণ* অসুবিধা হয় এমন। 'বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা সুবিধাকর কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অসুবিধাজনক [স] **১** *বিণ* বাধা সৃষ্টি করে এমন। 'রোদ জিনিসটা প্রহারকারীর পক্ষে অত্যন্ত অপ্রিয় এবং অসুবিধাজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বিণ* প্রতিকূল। 'বর্ত্তমান যুদ্ধের অসুবিধাজনক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

অসুবিধাবোধ [স] *বি* ঝামেলার সৃষ্টি। 'তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অসুভ [স অশুভ] *বিণ* অমঙ্গলজনক। 'অসুচ অসুভ স্বপ্ন দেখিল বিকটে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অসুর [স] **১** *বি* দেবতাদের শত্রুদল (হিন্দুপুরাণ)। 'দেব অসুর নরগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আর্য নয় এমন জাতিবিশেষ। 'আদিমবাসী দস্যু, রাক্ষস, অসুর, বা পিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্ব্বরজাতিদিগকে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অসুরত্ব [স] *বি* দানবত্ব। 'অসুরত্বের বদনামটুকু সহ্য করে নিতে হয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অসুরদল [স] *বিণ* অসুরকে দলনকারী। 'আক্ষে অসুরদল কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অসুরনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দেবকুলের শত্রু বিনাশকারী। 'অসুরনাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্‌বোধনে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অসুরপুর [স] *বি* শত্রুর শিবির। 'অসুরপুরে শোর উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

অসুরবিনাশী [স] *বিণ স্ত্রী* অসুর বিনাশকারী। 'অসুরবিনাশী উদ্যত অসি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অসুরভাব [স] *বি* অসুরসুলভ স্বভাব। 'এমন কি অসুরভাবের কথা পর্য্যন্ত যিনি ভুলিতে বলিয়াছেন।' *সবুজ*, ১৯২০।

অসুরমারণ [স] *বি* দানব হত্যা। 'আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুরমারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অসুরা [স] *বি স্ত্রী* অসুর। 'মারিব অসুরা আজি বাছুর ছাওাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

অসুরারি [স অসুর-অরি] *বি* (হিন্দু পুরাণ) ইন্দ্র। 'হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে মগ্ন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অসুরী [স] *বি স্ত্রী* অসুর। 'তারা তো অসুরী নন।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

অসুলভ [স] *বিণ* সহজলভ্য নয় এমন। 'ঈদৃশ অসুলভ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অসুসার [অ+সুস্বর] *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'বাসরঘরে অসুসার গেল না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অসুস্ত, অসুস্ত [স অসুস্থ] *বিণ* অসুস্থ। 'অসুস্ত।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'আমি সংকটাপন্ন অসুস্ত কি জানি কোন ভদ্রাভদ্রি হয়।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

অসুস্থ [স] **১** *বিণ* রোগাক্রান্ত। 'সুস্থ মর্ম জানএ অসুস্থ যার গাএ।'

আলাওল, ১৬৮০। **২** *বিণ* পীড়াদায়ক। 'শ্রান্ত হৃদি দিবানিশি করে হাহাকার! অসুস্থ আশার সেই মুমূর্ষু-নিশ্বাসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৩** *বিণ* অশান্ত। 'শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন ছিল অসুস্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৪** *বিণ* অপ্রকৃতস্থ। 'তার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না বলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিকৃতি ঘটে তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অসুস্থকর [স] *বিণ* বিকারগ্রস্ত। 'যেখানে যাহা কিছু অসুস্থকর অস্বস্তিকর ...।' *সবুজ*, ১৯২০।

অসুস্থতা [স] *বি* রোগগ্রস্ততা। 'রাজার অসুস্থতাজনিত অব্যবস্থিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

অসুস্থতাজনিত [স] *বিণ* অসুস্থতার ফলে সৃষ্ট। 'রাজার অসুস্থতাজনিত অব্যবস্থিত অবস্থার সুযোগ ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

অসুস্থ হওন *বি* অসুস্থ হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

অসুস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* অসুস্থ। 'কল্যাণ আমার পাছে অসুস্থা হন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অসূয়া [স] *বি* হিংসা; দ্বেষ। 'জনসমাজের অসূয়া।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অসূয়াদীর্ণ [স] *বিণ* ঈর্ষাকাতর। 'হয়নি অসূয়াদীর্ণ, তারও চোখ রূপ খোঁজে, অথচ আপন মুখ ভয়ে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

অসূয়াপরবশ [স] *বিণ* ঈর্ষান্বিত। 'সে ব্যক্তি নীচপ্রকৃতি ও অসূয়াপরবশ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

অসূর্য [স] *বি* অন্ধকার। 'তবু পরিবর্তনে তোমার অসূর্য পেয়েছে ছাড়া।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

অসূর্যম্পশ্য [স] **১** *বিণ* সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখা হয়নি এমন। 'অসূর্যম্পশ্যরূপ অবায়ুস্পর্শদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রিবিণ* সূর্যের মুখও না দেখে। 'বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে বিবিধ বর্ণের লেখা, তারি অন্তরালে রহিয়া অসূর্যম্পশ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অসূর্যম্পশ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখেনি এমন; অন্তঃপুরবাসিনী। 'অন্তঃপুরচারিণী অসূর্যম্পশ্যা মহিলাদিগের প্রকাশ্য দরবারে প্রবেশ।' *সওগাত*, ১৯১৯।

অসূর্যলোক [স] *বি* অন্ধকার জগৎ। 'আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিদুটি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অসূর্য্যম্পশ্যরূপা [স] *বি* সূর্য দেখেনি এমন রূপবতী নারী। 'অসূর্য্যম্পশ্যরূপারা ক্রমে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রস্নাত রেলওয়ে-মঞ্চে গিয়া দেখা দিতেছেন।' *সবুজ*, ১৯১৭।

অসৃষ্ট [স] *বিণ* সৃষ্টি হয়নি এমন। 'সেই অসৃষ্ট সামগ্রীই বোধ হয় ঐশী শক্তির সীমানির্দেশক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অসেতুবন্ধ্য [স] *বিণ* ঘোচানো সম্ভব নয় এমন। 'যাঁরা মনে করেন ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে অসেতুবন্ধ্য ব্যবধান ..।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

অসেতুসম্ভব [স] *বিণ* সেতুবন্ধনযোগ্য নয় এমন। 'যুক্তিবাদী ও ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে অসেতুসম্ভব বিরোধ স্বাভাবিক।' *শিব*, ১৯৫৬।

অসেব্য [স] *বিণ* সেবন করা উচিত নয় এমন। 'যাহা অপকারী তাহাই অসেব্য।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

অসেস [স অশেষ] *বিণ* অন্তহীন। 'অসেস গভির আমি তোমার প্রীজিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

অসৈনিক [স] *বিণ* অসামরিক। 'অসৈনিক জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অসৈরণ [স স্বৈরিণী>] *বি* রীতিবহির্ভূত আচার-ব্যবহার। 'অসৈরণ সইতে নারী মহাশয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অসোক, অসোগ [স অশোক] *বি* অশোক। 'কুন্দবল্লী তরু ধএল নিসান। পাটল তূন অসোক দল বান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'অরুন অসোগ দীপ দীহু আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অসোয়াস [স আশ্বাস] *বি* আশ্বাস। 'সত সম্ভাসে ন বচন পরগাসব জেহন কৃপন অসোয়াসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অসোয়াস্ত [স অস্বস্তি] *বি* অস্বস্তি। 'লইয়া বিকল মন ... চিন্তিতে মনেতে অসোয়াস্ত।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অসোয়াস্তি [স অস্বস্তি] *বি* অস্বস্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সে হোটেলেও বোধ করি তেমনি অসোয়াস্তি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অসোয়াস্তিকর [স] *বিণ* স্বস্তিকর নয় এমন। 'বর্তমান পরিস্থিতি তার কাছে অসোয়াস্তিকর ঠেকে।' *শওকত*, ১৯৭২।

অসোস্তি [স অস্বস্তি] *বি* শারীরিক উদ্বেগ বা অস্বাচ্ছন্দ্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

অসৌজন্য [স] **১** *বি* অশিষ্টতা। 'এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* রূঢ়তা। 'তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অসৌন্দর্য্য [স] *বি* সৌন্দর্যহীনতা। 'সমাজ বা অর্থনীতির কথা ভেবে সে নিজের অসৌন্দর্য্যকে ক্ষমা করে না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অসৌভাগ্য [স] *বি* দুর্ভাগ্য। 'আপনার অসৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান/ জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অসৌহৃদ্য [স] *বি* সহৃদয়তার অভাব। 'আসিরিয়ার লোকের অসৌহৃদ্য উপস্থিত হইলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অস্খলিত [স] *বিণ* বিচ্যুত হয়নি এমন। 'অস্খলিতসঙ্কল্পে সে মাতার আজ্ঞাপালনার্থে ধীরে ধীরে যাইতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

অস্ট্রিচ [ই] *বি* উটপাখি। 'অস্ট্রিচ পাখি যে-রকম ভয় পেয়ে বালুতে মাথা গুঁজে ভাবে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

অস্ট্রিয়ান, অস্ট্রীয়ান [ই] **১** *বিণ* অস্ট্রিয়ার অধিবাসী। 'সে ডাক জর্মান শুনেছে, ইংরাজ শুনেছে, ফরাসি শুনেছে, বেলজিয়াম শুনেছে, অস্ট্রিয়ান শুনেছে, রাশিয়ান শুনেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বিণ* অস্ট্রিয়া সম্পর্কিত। 'প্রথম মহাসমরের পূর্ব্বেকার অস্ট্রীয়ান-সাম্রাজ্য ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

অস্ট্রেলিয়ান [ই] *বি* অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। 'নিঃসহায় দুর্বল অস্ট্রেলিয়ানদের মেয়েদের পর্যন্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অস্ট্রেলীয় [ই অস্ট্রেলিয়া+স ঈয়] *বিণ* অস্ট্রেলিয়ার। 'অস্ট্রেলীয় সরকারের আমন্ত্রণ।' *বেগম*, ১৯৬৩।

অস্ত [স] **১** *বি* অবসান। 'দিন অস্ত গেল নিশি প্রথম প্রহর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ডোবা। 'হেন কালে নিশি হইল অস্ত গেল রবি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* শেষ। 'আশঙ্কার সময় অস্ত হইতেছে।' ১৮৪৪।

অস্ত-অচল [স] *বি* সূর্য যেখানটায় অস্ত যায় বলে মনে হয়। 'চেয়ে দেখো ওই অস্ত-অচলের পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অস্ত-আকাশ [স] *বি* অস্তায়মান সূর্যের আভাযুক্ত আকাশ। 'সোফায় বসিয়া অস্ত-আকাশের রং-এর খেলা দেখিতে লাগিল।' *নজরুল*,

১৯৩১।

অস্তকাল [স] *বি* সূর্য ডোবার সময়। 'মধ্যাহ্ন কালাবধি অস্তকাল পর্যন্ত।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২।

অস্তগগন [স] *বি* সূর্যাস্তের সময়ের আকাশ। 'ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন অস্তগগন রে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬।

অস্তগত [স] *বিণ* অস্তাচলগত। 'দিনমণি অস্তগতে নলিনী মুদিত।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

অস্তগতা [স] *বিণ স্ত্রী* অস্ত গিয়েছে এমন। 'কোটি তারকা কি হয়নি অস্তগতা।' *অন্নদা,* ১৯২৭।

অস্তগমন [স] *বি* ডুবে যাওয়া। 'নিতান্ত উৎসুক চিত্তে, সূর্যদেবের অস্তগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

অস্তগমনছায়া [স] *বি* অস্তমিত হওয়ার সময়। 'জীবনসূর্যের অস্তগমনছায়ায় বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে।' *হাই,* ১৯৫৪।

অস্তগামি [স অস্তগামী] *বিণ* অস্ত যাচ্ছে এমন। 'অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি।' *মাইকেল,* ১৮৬৬।

অস্তগামী [স] *বিণ* অস্ত যাচ্ছে এমন। 'অস্তগামী তপনেরে করিব বীক্ষণ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮০।

অস্তগিরি [স] *বি* সূর্যাস্তের স্থান হিসেবে কল্পিত পাহাড়। 'মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

অস্তগোধূলি [স] *বিণ* সূর্য ডোবার সময়কার। 'জাগো অস্তগোধূলি-বেলা দিবাঅবসান।' *নজরুল,* ১৯৩০।

অস্তঘাট [স] *বি* অস্ত যাওয়ার স্থান। 'সেই মিলনের ভরাট পুলক অস্তঘাটে ডুবে।' *নজরুল,* ১৯২৩।

অস্তচাঁদ [স অস্ত+স চন্দ্র] *বি* ডুবে যাওয়া চাঁদ। 'অস্তচাঁদের বাসনা ভোলাতে অরুণ অনুরাগে।' *নজরুল,* ১৯৩৫।

অস্ত-তারা [স] *বি* সন্ধ্যাতারা। 'আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না।' *নজরুল,* ১৯২৩।

অস্ততোরণ [স] *বি* বিদায়ের দরজা। 'অস্ততোরণ হতে আমি তাকে যে বিস্মিত ...।' *নজরুল,* ১৯৩৮।

অস্তদিগন্ত [স] *বি* শেষ বয়স। 'মানুষের আয়ুতে ষাটের কোঠা অস্তদিগন্তের দিকে হেলে-পড়া।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

অস্তদিঘি [স অস্ত+স দীর্ঘিকা] *বি* অস্তদিগন্ত। 'মৃত্যু তোমায় ভয় পেয়েছে, রাত্রি এল অস্তদিঘির পার।' *শঙ্খ,* ১৯৫৫।

অস্তদেশ [স] *বি* যেদিকে সূর্য অস্ত যায়; পশ্চিম দিক। 'পুবের পরিরে নিয়া অস্তদেশ পানে।' *নজরুল,* ১৯২৫।

অস্তপথ [স] **১** *বি* অস্তাচলের পথ। 'কেন অস্তপথ-পানে সঙ্গে নাহি নিয়ে গেল ছায়ার মতন?' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৯। **২** *বি* পশ্চিম আকাশ। 'ধূসর প্রদোষে আজি অস্তপথ জুড়ে নিশাচর মিথ্যা চলে উড়ে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

অস্ত-পল্লী [স] *বি* অস্তাচল। 'আকাশ পথ বেয়ে অস্ত-পল্লীর পথে চলতে লাগল।' *নজরুল,* ১৯২৪।

অস্তপাট [স] *বি* সূর্য যেখানটাতে অস্ত যায় বলে ধারণা করা হয়; অস্তাচল। 'আজও আছ অস্তপাট আলো করি আমাদেরই রবি।' *নজরুল,* ১৯২৯।

অস্তপার [স] *বি* অস্তাচল। 'অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে।' *নজরুল,* ১৯২৩।

অস্তপ্রায় [স] **১** *বিণ* ডুবে যাচ্ছে এমন। 'পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯০। **২** *বিণ* প্রায় শেষ। 'তখন পারস্য শিক্ষা অস্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯।

অস্ত-বাতায়ন [স] *বি* অস্তাচল। 'আকাশের অস্ত-বাতায়নে অনন্ত দিনের কোন্ বিরহিণী কনে।' *নজরুল,* ১৯২৩।

অস্তমান [স] *বিণ* অস্ত যাচ্ছে এমন। 'শুকতারা স্নেহমাখা করুণ-নয়ানে চেয়ে থাকে অস্তমান যামিনীর পানে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১; 'অস্তমান রবি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৬।

অস্তমিত [স] **১** *বিণ* অস্ত গিয়েছে এমন। 'দিবাকর অস্তমিত হইল প্রদোষ।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০। **২** *বিণ* বিগত। 'গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিম দিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪। **৩** *বিণ* সাঙ্গ। 'তাহার জীবন অস্তমিত হইল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

অস্ত যাওয়া [স অস্ত+যাওয়া] *ক্রি* সূর্য ডোবা। 'সূর্য অস্ত গেলেন।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৮।

অস্তযাত্রা [স] *বি* অস্ত যাওয়ার উদ্দেশে যাত্রা। 'সূর্যের অস্তযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

অস্তরবি [স] *বি* অস্তগামী সূর্য। 'অস্তরবির সোনার কিরণে নতুন বরনে লেখা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

অস্তরবিকর [স] *বি* অস্তগামী সূর্যের আলো। 'অস্তরবিকরে সুবর্ণ-সমুদ্রসম সমতলভূমি গেছে চলে নিরুদ্দেশ কোন বিশ্ব-পানে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

অস্তরাগ [স] **১** *বি* সূর্যাস্তকালের রং। 'অস্তরাগের মেঘের চুমায় রেঙে।' *জীবন,* ১৯২৭। **২** *বি* সমাপ্তি লগ্ন। 'জেনেছি আজন্ম তাই মুমুক্ষু কালের অস্তরাগে।' *শামসুর,* ১৯৫৯।

অস্তশিখর [স] *বি* অস্তাচল। 'অস্তশিখরশিরে চাইল রবি শেষ-চাওয়া তার।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৭।

অস্তশিখরী [স] *বি* অস্তাচল। 'কোথায় তোমার উদায়চল, কোথায় বা তোমার অস্তশিখরী তাহা প্রশ্ন করিতও সকলে বিস্মৃত হইল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

অস্তসবিতা [স] *বি* অস্তায়মান সূর্য। 'উঠিছে রক্তিম হ'য়ে রক্তরাগে অস্তসবিতার।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৫।

অস্তসাগর [স] *বি* যে সাগরের অন্তরালে সূর্য অস্ত যায়। 'আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া অস্তসাগর পারায়ে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০।

অস্তসিন্ধু [স] *বি* সমুদ্ররূপ যে স্থানে সূর্য অস্ত যায়। 'পৃথিবীর মাঝখানে উদয়সমুদ্র হতে অস্তসিন্ধুপানে প্রসারিয়া আপনারে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

অস্তসূর্য [স] *বি* অস্তায়মান সূর্য। 'আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য আকাশে এঁকে দিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯২২।

অস্তহীন [স] **১** *বিণ* কখনো অস্তমিত হয় না এমন। 'ভোরের অস্তহীন – অবর্ণনীয় জলের বেবিলন।' *জীবন,* ১৯৩২। **২** *বিণ* অন্তহীন। 'নিয়ত স্পন্দিত করি দ্যুলোকের অস্তহীন রাত।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

অস্তারক্ত [স] *বিণ* অস্তগামী সূর্যের মতো রক্তিম। 'পাগড়ি বেঁধে অস্তারক্ত আলোকে।' *জীবন,* ১৯৪০।

অস্তাচল [স অস্ত-অচল] *বি* পশ্চিম দিকের কল্পিত পর্বত, সূর্য যেখানে আড়াল হয়। 'পূর্ব্বে উদয়ে গিরি বন্দম পশ্চিমে অস্তাচলে।' *বিজয়,*

১৬৫০।

অস্তাচলচূড়াবলম্বী [স অস্ত-অচল-চূড়াবলম্বী] *বিণ* অস্তাচলে যাচ্ছে এমন। 'সূর্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অস্তায়মান [স] *বিণ* অস্ত যাচ্ছে এমন। 'অস্তায়মান সূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে সূর্যাস্তকালীন দৃশ্য পরিস্ফুট করতে হয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

অস্তোন্মুখ [স] *বিণ* অস্ত যাচ্ছে এমন। 'আমার যশঃসূর্য পশ্চাতে অস্তোন্মুখ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অস্তর [স অস্ত্র] **১** *বি* অস্ত্র বানানোর ছুরি। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* অস্ত্র। 'অস্তরের মধ্যে টেবিল ও পেননাইফ ব্যবহার করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **অস্ত্র**

অস্তি [স] *বি* বিদ্যমানতা। **অস্তি-নাস্তি** [স] *বি* থাকা না-থাকা। 'অস্তি-নাস্তি ন জানাস্তি আমি বেটা মরি খেটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অস্তিকোটর [স] *বি* মাথা। 'অস্তিকোটরের মধ্যে দুঃখ-নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অস্তিবাদী [স] **১** *বিণ* আস্তিক। 'সম্প্রতি সে অস্তিবাদী, গ্রন্থে ভরপুর, উসকো খুসকো চুল।' *শামসুর*, ১৯৬৮। **২** *বিণ* রক্ষণশীল। 'আমাদের সর্ব কারুকাজে, অস্তিবাদী জিরাফেরা বাড়িয়েছে ব্যক্তিগত গলা।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

অস্তিবাচক [স] *বিণ* ইতিবাচক। 'বাক্যগুলিকে অস্তিবাচক করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অস্তিত্ব [স] **১** *বি* বিদ্যমানতা। 'আকারশূন্য পরমাণুসমষ্টির অস্তিত্ব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* সত্তা। 'তাহার হৃদয়ে সন্ধ্যার একটি স্বতন্ত্র জীবন্ত অস্তিত্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* উপস্থিতি। 'অমঙ্গলের মধ্যেও যে মঙ্গলের অস্তিত্ব দেখা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বি* ছড়াছড়ি। 'আমাদের সমাজে এরূপ শাশুড়ির বিশেষ অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অস্তিত্বগত [স] *বিণ* অস্তিত্ব সম্পর্কিত। 'ব্যক্তির অস্তিত্বগত বোধবুদ্ধি, কল্পনা, ইচ্ছা, উদ্যম পরিবর্তনের একটি প্রধান উৎস।' *শিব*, ১৯৫৬।

অস্তিত্বজ্ঞান [স] *বি* বিদ্যমান আছে এমন বোধ। 'যে জ্ঞানের নিমিত্ত মনুষ্যেরা ... ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ...' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

অস্তিত্বতন্ত্রী [স] *বিণ* অস্তিত্ববাদী। 'শেষ পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্বতন্ত্রী শিল্পী-প্রকৃতিই জয়ী হলো।' *শিব*, ১৯৫০।

অস্তিত্বতাত্ত্বিক [স] *বিণ* অস্তিত্ববাদ সম্পর্কিত। 'রেনেসাঁসের এই অস্তিত্বতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গোয়েটের উপরে বর্তায়।' *শিব*, ১৯৫০।

অস্তিত্বধারা [স] *বি* অস্তিত্বমানতা। 'অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি আলোকোদ্ভাসিত মানবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া ...' *হাই*, ১৯৫৪।

অস্তিত্ব-পট [স] *বি* সত্তার পর্দা। 'ব্যথা হয়ে বাজে মাঝে মাঝে তারও চোখ আমার অস্তিত্ব-পটে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

অস্তিত্ব-প্রতিপাদক [স] *বিণ* যুক্তি দ্বারা বিদ্যমানতা নির্ণায়ক। 'উপরিকথিত নির্ম্মাণ-কৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রতিপাদক হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অস্তিত্ব-বাচক [স] *বিণ* ইতিবাচক। 'প্রথম বাক্যের দুই অংশই অস্তিত্ববাচক, শেষ বাক্যের দুই অংশই কর্তৃত্ববাচক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অস্তিত্ববাদ [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা আছেন এই মতবাদে বিশ্বাস। 'গোলা দাগেন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদের উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অস্তিত্ববিহীন [স] *বিণ* অস্তিত্বশূন্য। 'সেই গতিহারা ঝঞ্ঝা ধূলিলীন অস্তিত্ববিহীন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

অস্তিত্বশূন্য [স] *বিণ* অস্তিত্বহীন। 'সত্ত্বশূন্য সময়ঘড়ির অস্তিত্বশূন্য আলোর দেশ।' *জীবন*, ১৯৩২।

অস্তিত্বহীন [স] *বিণ* অস্তিত্বশূন্য। 'অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে সে বয়ে বেড়িয়েছে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অস্তিত্বহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* অস্তিত্ব নেই এমন। 'এক অত্যাশ্চর্য অস্তিত্বহীনা মানবী।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অস্তির [স অস্থির] *বিণ* অস্থির। 'এমত কাঁচা ছাওয়াল বর্বর অস্তির।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

অস্তীতিবাদী [স] *বিণ* অর্থহীন জগতে মানুষ স্বাধীনভাবে এবং নিজের দায়িত্বে যা কিছু করতে পারে এমন ধারণায় বিশ্বাসী। 'তাঁর মানবতাবোধ অস্তীতিবাদী বললে বোধ হয় অতিকথন হয় না।' *রমেন*, ১৯৭০।

অস্তুত [স স্তুতি] *বি* স্তুতি। 'কহি গুণ যত করিয়া অস্তুত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অস্তেব্যস্তে [স অস্তব্যস্ত] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'অস্তেব্যস্তে গেলা নারী ছাওয়ালের কাছে।' *সুলতান*, ১৭০০।

অস্তেয় [স] *বি* অন্যায়ভাবে পরদ্রব্য গ্রহণ না করা; চুরি না করা। 'সত্য, ক্ষমা, দয়া, অস্তেয় প্রভৃতি কতিপয় ঈশ্বর বিহিত ধর্ম্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অস্তোন্মুখ দ্র **অস্ত**

অস্ত্যর্থ [স] *বিণ* বিদ্যমান। 'অস্থিমধ্যে অস্ত্যর্থ জীবন।' *ভারত*, ১৭৬০।

অস্ত্যর্থ [স] *বিণ* আছে এই অর্থবোধক। 'তাহার উত্তর অস্ত্যর্থ প্রত্যয় করা অবিধি।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

অস্ত্র [স] **১** *বি* হাতিয়ার। 'অজেয় অচ্ছেদ অস্ত্র সেইত মুদ্গর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ধৈর্যই সৌন্দর্যের অস্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহারের উপযোগী অবলম্বন। 'খলতা আর অন্যায় ক্ষমতার অস্ত্র ধারণ।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* যুদ্ধাস্ত্র। 'পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের অস্ত্র পরীক্ষা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বি* উপায়। 'দেহ হইতে সেই প্রাণটুকু স্বতন্ত্র বাহির করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য কোনো অস্ত্র বাহির হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৫** *বি* প্রতিকার। 'এই ঘৃণাই তখন অস্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অস্ত্রকরণ [স] *বি* রক্তপাত ঘটানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

অস্ত্র করা [স অস্ত্র+করা] *ক্রি* অস্ত্রোপচার করা। 'রাত্রেই গোপীর হাঁটুতে আবার অস্ত্র করা হয়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অস্ত্রকার [স] *বি* অস্ত্রনির্মাতা। 'নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অস্ত্রক্ষেপ [স] *বি* অস্ত্র ক্ষেপণ। 'অব্যর্থসন্ধান গ্রীক বীরগণের শরাদি অস্ত্রক্ষেপে ভীত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অস্ত্রখেলা [স] *বি* অস্ত্র চালনা। 'পিতা হাতে তার দ্যান হাতিয়ার শেখান অস্ত্রখেলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

অস্ত্রচালনা [স] *বি* যুদ্ধ। 'আমেরিকাবাসিরা এই সমুদায় দুঃসহ দুর্ব্ব্যবহার অসহমান হইয়া অস্ত্রচালনা দ্বারা এ বিবাদের নিষ্পত্তি করণার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অস্ত্রচিকিৎসা [স] *বি* শল্যচিকিৎসা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্রচিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়।' *রবীন্দ্র*,

১৯১৭।

অস্ত্রজাতি [স] *বি* ক্ষত্রিয়। 'জল মৈদ্ধে প্রবেসিয়া দেখিলা অস্ত্র জাতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অস্ত্রত্যাগ [স] *বি* অস্ত্রসমর্পণ। 'অস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক বশীভূত হইয়া গবর্ণমেন্টের প্রসাদ লইবেক।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

অস্ত্রদীক্ষা [স] *বি* অস্ত্রচালনার শিক্ষা। 'রামের অস্ত্রদীক্ষা যেমন বিশ্বামিত্রার কাছে থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অস্ত্রধারণ [স] *বি* হাতিয়ার গ্রহণ। 'এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে অস্ত্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অস্ত্রধারি [স অস্ত্রধারী] *বিণ* সশস্ত্র। 'অস্ত্রধারি লোক স্থানে২ নিয়োজিত হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

অস্ত্রধারী [স] *বিণ* সশস্ত্র। 'চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিক রাখে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অস্ত্রপরীক্ষা [স] *বি* অস্ত্রচালনার দক্ষতা পরীক্ষা। 'দুই বিবাহেরই গোড়ায় অস্ত্রপরীক্ষা অথচ সেই পরীক্ষা বিবাহযোগ্যতা প্রসঙ্গে নিরর্থক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অস্ত্রবরিষণ [স অস্ত্রবর্ষণ] *বি* অস্ত্রনিক্ষেপ। 'চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া অবিরত অস্ত্র বরিষণ করিতে লাগিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

অস্ত্র-বর্ম-সজ্জিত [স] *বিণ* অস্ত্র ও বর্ম দিয়ে সাজানো। 'ইংরেজ শাসকদের অস্ত্র-বর্ম-সজ্জিত কোন প্রহরী অন্তত কিছুদিন তাহাদের সন্ধান পাইবে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

অস্ত্রবর্ষণ [স] *বি* অস্ত্রনিক্ষেপ। 'নিরস্ত্র শত্রুদের প্রতি বায়ুরথ থেকে অস্ত্রবর্ষণ প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অস্ত্রবল [স] *বি* অস্ত্রের শক্তি। 'অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অস্ত্রবিদ্যা [স] *বি* অস্ত্র ব্যবহার বিদ্যা। 'সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় অস্ত্রবিদ্যাতেও তৎপর।' *রামরাম*, ১৮০১।

অস্ত্রবৈদ্য [স] *বি* শল্যচিকিৎসক। *ওর্সা*, ১৭৮২।

অস্ত্রমণি [স] *বি* শ্রেষ্ঠ অস্ত্র; তলোয়ার। 'অস্ত্রমণি উপরে উদ্যান দিয়া কাঁপে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অস্ত্রলেখা [স] *বি* আঘাতের চিহ্ন। 'পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অস্ত্রশস্ত্র [স] **১** *বি* আক্রমণ করা এবং আক্রমণ ঠেকানো যায় এমন বিবিধ অস্ত্র। 'রাজপুরুষ অস্ত্রশস্ত্রাদি সম্বলিত বহুলোক সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* যন্ত্রপাতি। 'চর্ম্মকারের ... স্বীয় ব্যবসায়ের অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া জীবিকার্থ যত্ন পাইতেছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অস্ত্রশালা [স] *বি* অস্ত্রাগার। 'এই দেশে টুলো নামক স্থানে, সৈন্যসংক্রান্ত অস্ত্রশালা ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অস্ত্রশস্ত্র [স] *বি* অস্ত্রাদি। 'অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ অতুল প্রমাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অস্ত্রসঞ্চালন [স] *বি* অস্ত্র চালনা। 'অস্ত্রসঞ্চালনপূর্ব্বক ঐ বিচারাগার আক্রমণ করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

অস্ত্রসস্ত্র [স অস্ত্রশস্ত্র] *বি* অস্ত্রশস্ত্র। 'অস্ত্রসস্ত্র বিশারদ মহিমা অপার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অস্ত্র হওয়া [স অস্ত্র+হওয়া] *ক্রি* অস্ত্রোপচার হওয়া। 'ছেলেবেলায় অস্ত্র হবার দরুন বাঁ পা টা একটু টেনে চলত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অস্ত্রহীন [স] *বিণ* অস্ত্র নেই এমন। 'নারী, অস্ত্রহীন, বলহীন, নিরুপায়, অসহায় – আমি কি ভীষণ এত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অস্ত্রাগার [স অস্ত্র-আগার] *বি* অস্ত্র রাখার ভবন। 'সকল চিত্র, অস্ত্রাগার, চিত্রিত বস্ত্র ... আমার অন্তঃকরণকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

অস্ত্রাঘাত [স অস্ত্র-আঘাত] **১** *বি* অস্ত্রের আঘাত। 'অষ্টমমাসীয় জীবদিগকে অস্ত্রাঘাতে ... নষ্ট করে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বি* অস্ত্রোপচার। 'অস্ত্রাঘাতে ক্ষতচিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের ... ইষ্টসাধন করিতে হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অস্ত্রালয় [স অস্ত্র-আলয়] *বি* অস্ত্রশালা। 'ধায় ব্যাধ যথা অস্ত্রালয়ে, বাছি বাছি লইতে সত্বরে ...।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অস্ত্রী [স] **১** *বিণ* অস্ত্রধারী। 'অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* অস্ত্র চালনাকারী। 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অস্ত্রোপচার [স অস্ত্র-উপচার] *বি* দেহে ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি অস্ত্র চালিয়ে চিকিৎসা; শল্যচিকিৎসা। 'রাষ্ট্রবিপ্লবের অস্ত্রোপচারই করো, পৃথিবীর জোয়ান জাতিগুলোর সঙ্গে সব বিষয়ে পাল্লা দিয়ে ...?' *অন্নদা*, ১৯২৮।

অস্থ [স অস্তাগ] *বিণ* গভীর। 'তার অস্থ তুষ্টি-রুষ্টি যন্ত্রবৎ সমানুপাতিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

অস্থান [স] *বি* অনুপযুক্ত জায়গা। 'অস্থানে পতিত ভালো জিনিসও জঞ্জাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অস্থাবর [স] **১** *বিণ* এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় এমন। 'অস্থাবর তাবৎ সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বিণ* অস্থির। 'অস্থাবর প্রমোদের শব অনুর্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অস্থায়ী [স] *বিণ* সাময়িক। 'অস্থায়ীভাবে নিম্ন বেতনের চাকুরী।' *দর্শন*, ১৯২৪।

অস্থায়িত্ব [স] *বি* স্থায়ী না হওয়া। 'জগতের অস্থায়িত্ব বুঝিয়া নশ্বর মানব-শরীর ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অস্থি [স] *বি* হাড়। 'অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ছয় মাসের পচামড়া অস্থি আর মাংস ছাড়া।' *কেতকা*, ১৬৫০।

অস্থিচর্ম [স] *বি* হাড় ও চামড়া। 'পেশী স্নায়ু অস্থিচর্ম বৃহৎ স্থান অধিকার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অস্থিচর্মসার, অস্থিচর্ম্মসার [স] *বিণ* কেবল হাড় ও চামড়া অবশিষ্ট আছে এমন। 'বিবর্ণ হইলা শচী অস্থিচর্ম সার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সেই সব পিতৃ মাতৃহীন অস্থিচর্ম্মসার শিশুদিগের প্রতি ...।' *সবুজ*, ১৯২১।

অস্থিজ [স] *বিণ* অস্থি থেকে জাত। 'সেই অস্থিজ জীবকে আবার মানুষ করবার জন্য উদগ্রীব।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

অস্থিজর্জর [স] *বিণ* হাড়জীর্ণ। 'একজন অস্থিজর্জর অর্ধ-উপবাসী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অস্থিদাহকারী [স] *বিণ* অতি জ্বালাতনকারী; অতি দুষ্ট। 'এই অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অস্থিপঞ্জর [স] *বি* হাড়গোড়। 'তাহার অস্থিপঞ্জর ঢাকা দিবার সময় কোথায়?' *শরৎ*, ১৯১৬।

অস্থিবিদ্যা [স] *বি* অস্থিবিষয়ক শাস্ত্র। 'ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অস্থি-বুদ্‌বুদ [স] *বি* মগজ। 'দুশ্চিন্তা, দুরাশা, অনিদ্র ও শিরঃপীড়া ঐ মাথার খুলিগুলোর ঐ গোলাকার অস্থি-বুদ্‌বুদ্‌গুলোর মধ্যে থেকে অব্যাহতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অস্থিমজ্জা [স] **১** *বি* মনোলোক। 'কিছু-না-কিছু লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮। **২** *বি* অভ্যন্তর। 'দেশের দুরবস্থার কারণ তাহার অস্থি-মজ্জার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অস্থিমজ্জাগত [স] **১** *বিণ* সর্বাঙ্গীণ। 'দেশের অস্থি-মজ্জাগত উন্নতি হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* সহজাত ও বদ্ধমূল। 'অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অস্থিময় [স] *বিণ* হাড়সর্বস্ব। 'স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অস্থিমাংস [স] *বি* অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। 'নিজের অস্থিমাংস দিয়ে সেই প্রতাপের ইন্ধন জোগায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অস্থিমালা [স] *বি* হাড়ের তৈরি মালা। 'সেই অস্থিমালা গলে দেহ ফুলমালা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অস্থিমাস [স অস্থিমাংস] *বি* হাড় ও মাংস। 'আত্মা আমার! খুলতে যদি পারতিস এই অস্থিমাস।' *নজরুল*, ১৯২৯।

অস্থিশুষ্ক *বিণ* হাড়ের মতো শুষ্ক। 'এই অস্থিশুষ্ক খরভূমিতে পল্লবঘন বীথিকা নির্মাণ করতে পেরেছিল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

অস্থিসংস্থান [স] *বি* অস্থির বিন্যাস। 'এ কথা বলার অর্থ তাঁর অস্থিসংস্থান, পেশীর বন্ধন প্রভৃতি।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

অস্থিসঞ্চারিণী [স] *বি* ভাঙা হাড় জোড়া লাগানোর ঔষধিবিশেষ। 'মৃত্যুসঞ্জীবনী নাম অস্থিসঞ্চারিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অস্থিসন্ধি [স] *বি* হাড়ের জোড়া। 'অস্থিসন্ধি ছুটিল চর্ম্ম করে নড়বড়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অস্থিসর্বস্ব *বিণ* কঙ্কালসার। 'দুর্বল, অস্থিসর্বস্ব, শিরাওঠা বিনীত সেই হাতটা।' *হাসান*, ১৯৬৬।

অস্থিসার [স] *বিণ* হাড় ও ত্বক-সর্বস্ব। 'শরীর শুখাইয়া অস্থিসার হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অস্থিতপঞ্চ [স] *বি* কঠিন সমস্যা। 'অস্থিতপঞ্চে পড়িচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

অস্থিতি [স] *বি* অনুপস্থিতি। 'তাহলেও তোমার অস্থিতি নিয়েছে হরণ ক'রে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থ প্রমিতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

অস্থির [স] **১** *বিণ* ছত্রভঙ্গ। 'লড়িল তাড়নে দৈস্য করিল অস্থির।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* কাতর। 'নিতে নারে ডেড়ি ভার হইল অস্থির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* অপ্রস্তুত। 'আমীর শুনিয়া হইল লজ্জায় অস্থির।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বিণ স্ত্রী* চঞ্চল। 'কদাপি পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় অস্থিরা হইয়া গবাক্ষ দ্বারে দৃষ্টি করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। **৫** *বিণ* অধৈর্য। 'তিনিও বিরক্ত ও অস্থির হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৬** *বিণ* উদ্বিগ্ন। 'তাঁহারা সর্বদাই অস্থির আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৭** *বিণ* অতিষ্ঠ। 'দুঃসহ গাত্রদাহে ... অস্থির হইয়া মুহুর্মুহু পার্শ্বপরিবর্তন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৮** *বিণ* ছটফট। 'অস্থির বিকট শব্দ নিশার নিশ্বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৯** *বিণ* ব্যস্ত। 'বীরত্ব ফলাইবার জন্য সকলেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **১০** *বিণ* ব্যস্তব্যাকুল। 'বেশবিন্যাসে আলপিনটি কম হইলে বাস্তবিক অস্থির হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **১১** *বিণ* এলোমেলো। 'অস্থির পবনে গাছপালা দুলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **১২** *বিণ* আকুল। 'শুনে কথা জগৎমাতা কাঁদিয়া অস্থির।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **১৩** *বিণ* চিন্তিত। 'আমরা ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'আমার লেখা কে পড়িল, কে কী বলিল, ইহা লইয়া অস্থির হইয়া উঠা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **১৪** *বিণ* বিচলিত। 'নাহি মরে উপেক্ষায় অপমানে না হয় অস্থির।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **১৫** *বিণ* পরিবর্তনশীল। 'অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **১৬** *বিণ* গতিশীল। 'উদ্দেশ্যহীন জোয়ার-ভাঁটায় অস্থির নীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **১৭** *বিণ* কুটিকুটি। 'তুমি তো হেসে অস্থির।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **১৮** *বিণ* প্রলুব্ধ। 'হেঁশেলের পন্থার ব্যঞ্জন-চিন্তায় অস্থির মন তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **১৯** *বিণ* প্রবল। 'বাতাসে অস্থির দোলা লেগেছে পাশাপাশি দুটি নারিকেলশাখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অস্থিরচিত্ত [স] *বিণ* অস্থির মানসিকতা প্রকাশ পায় এমন। 'ইহা অপেক্ষা বৃটিশ সরকারের দুর্ব্বল ও অস্থিরচিত্ত নীতির পরিচয় আর কী হইতে পারে?' *আজাদ*, ১৯৪১।

অস্থিরতা [স] **১** *বি* স্থিরতার অভাব। 'অস্থিরতা ও ফেরফার না হইয়া।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। **২** *বি* অনিশ্চয়তা। 'কোনও সমাজই এখন আর সাম্পর্কিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত নয়।' *শিব*, ১৯৫৬। **৩** *বি* বিহ্বলতা। 'অশান্তির অস্থিরতা চিরদিন সূর্যের প্রপাতে।' *আহসান*, ১৯৫৯।

অস্থিরবুদ্ধি [স] *বিণ* চিন্তা-ভাবনায় স্থির নয় এমন। 'তাঁদের অসংযমী কি অস্থিরবুদ্ধি বলে অভিযুক্ত করা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নয়।' *শিব*, ১৯৫০।

অস্থিরা [স] *বিণ স্ত্রী* চঞ্চলা। 'সুস্থিরা লক্ষ্মী অস্থিরা হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অস্থিরী [স অস্থির>] *বি* অস্থিরতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

অস্থৈর্য, অস্থৈর্য্য [স] *বি* অস্থিরতা। 'মানসিক অস্থৈর্য্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'অন্তিম অস্থৈর্য মোর চাহিব না করিতে গোপন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অস্নাত [স] *বিণ* স্নান করেনি এমন। 'অস্নাত অনাহারী গোবিন্দলাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অস্নেহ [স] **১** *বি* ভালোবাসার অভাব। 'অবিনয় বা অস্নেহ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* প্রীতিহীনতা। 'অণুমাত্র অস্নেহ বা অনাদরের আস্পদ হইতে হইল না।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

অস্পন্দ [স] *বিণ* স্পন্দনহীন; অনড়। 'বক্ষঃস্থল অস্পন্দ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অস্পর্শ্য [স] *বিণ* ছোঁয়া যায় না এমন। 'যত পুরুষ যত নারী সকলেই পরস্পরের কাছে অলক্ষ্য অস্পর্শ্য।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অস্পষ্ট [স] **১** *বিণ* পলাতক। 'সে ব্যক্তি অস্পষ্ট হইয়াছে।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বিণ* গোপন। 'আপন নাম সেই জিনিষ যে বিক্রয় করিয়াছে তাহার নিকট অস্পষ্ট রাখে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। **৩** *বিণ* চুপচাপ। 'কিছুদিন অস্পষ্ট থাকহ।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৪** *বিণ* স্পষ্ট নয় এমন। 'তাহার রচনা যেরূপ অস্পষ্ট ও অবিশদ, তাহা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৫** *বিণ* হালকা। 'কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অস্পষ্ট ছায়া *বি* ঝাপসা ছায়া। 'ডানার অস্পষ্ট ছায়া বাদুড়ের ক্লান্ত হয়ে চলে যদি।' *জীবন*, ১৯৩২।

অস্পষ্টত [স] *ক্রিবিণ* অস্পষ্টরূপে। 'স্পষ্টত অথবা অস্পষ্টত মিশ্রিত থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অস্পষ্টতর [স] *বিণ* ঝাপসা। 'আমার স্মৃতিপথ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে কুহেলিকাময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অস্পষ্টতা [স] ১ *বি* অস্বচ্ছতা। 'অস্পষ্টতার মধ্য হইতে আপনিই একটি মানসরূপ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* রহস্যময়তা। '... সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বি* মায়া। 'রঙিন আভার অস্পষ্টতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৪ *বি* অনিশ্চয়তা। 'অসৎ স্বাক্ষরিত অস্পষ্টতাকে নিঃশেষ করবার জন্যে।' *জীবন*, ১৯৪০।

অস্পষ্টভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* মৃদুভাবে। 'প্রাণশব্দে স্পষ্ট ভাবে হৌক অস্পষ্টভাবে হৌক এই মিথুন নির্দিষ্ট হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রিবিণ* আবছাভাবে। 'তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত।' *বিভূতি*, ১৯২৯। ৩ *ক্রিবিণ* অপরিস্ফুটভাবে। 'অস্পষ্টভাবে তাঁর ঠোঁট নড়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অস্পৃশ্য [স] ১ *বিণ* হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা অনুযায়ী স্পর্শের অযোগ্য। 'অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* স্পর্শহীন। 'তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকামক্রোধাদির অস্পৃশ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ৩ *বি* অস্পৃশ্যতা অনুযায়ী স্পর্শের অযোগ্য মানুষ। 'অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অস্পৃশ্যতা [স] *বি* কোনো কোনো জাতের মানুষকে স্পর্শ করলে কোনো কোনো জাতের মানুষের অপবিত্রতা জন্মে বলে হিন্দুসমাজের প্রচলিত বিশ্বাস। 'এইখানেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অস্পৃশ্যতাজনিত [স] *বিণ* স্পর্শের অযোগ্যতাবশত। 'দারিদ্র্যের অস্পৃশ্যতাজনিত জীবনের সঙ্কোচনেই সে বেশী নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।' *তারা*, ১৯৪৩।

অস্পৃশ্যশ্রেণী [স] *বি* অস্পৃশ্যতার সংস্কার অনুযায়ী স্পর্শের অযোগ্য পেশাজীবী সম্প্রদায়। 'সমাজ যাদের অস্পৃশ্যশ্রেণীতে গণ্য করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অস্পৃশ্যা [স] *বিণ* স্ত্রী স্পর্শের অযোগ্য। 'অস্পৃশ্যা নারীর মতো বর্ণশ্রম শৃঙ্খলে পীড়িত।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

অস্ফুট [স] ১ *বিণ* পুরোপুরি ফোটেনি এমন। 'অস্ফুট কদম্ব কলি শিহরিল গা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* অস্পষ্ট। 'একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বিণ* অনুচ্চারিত। 'অস্ফুট বচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অস্ফুটকণ্ঠ [স] *বি* অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। 'সে অস্ফুটকণ্ঠে প্রশ্ন করলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

অস্ফুটতা [স] ১ *বি* অস্পষ্টতা। 'প্রেম অস্ফুটতামাখা, অস্ফুটতা স্বপ্নমাখা, স্বপ্নে-মাখা অস্ফুটিত জ্যোতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* না-ফোটা অবস্থা। 'অস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতা, বিচ্ছিন্নতা হইতে সংশ্লিষ্টতার জন্য আমাদের মনে ভিতরে যেন লাগিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অস্ফুটিত [স] *বিণ* না-ফোটা। 'ফুটায়েছে হৃদয়ের অস্ফুটিত কলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

অস্বচ্ছ [স] ১ *বিণ* অস্পষ্ট। 'তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকলে অস্বচ্ছ দেয়ালের মতো আমাদের চার দিক থেকে রুদ্ধ করে রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* আলো চলাচল করতে পারে না এমন। 'ইট-পাটকেল অস্বচ্ছ।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* কুয়াশাচ্ছন্ন। 'হেমন্তের অস্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি বাষ্পাচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৪ *বিণ* অপরিচ্ছিন্ন। 'বিক্ষুব্ধ নিদ্রার আলোড়নে ধ্যান তার অস্বচ্ছ আবিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অস্বচ্ছতা [স] *বি* আলো চলাচল করতে পারে না এমন অবস্থা। 'সেই অস্বচ্ছতা, সেই অস্পষ্টতার আবছায়া ডিংগিয়ে জেগে ওঠে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

অস্বচ্ছন্দ [স] *বি* স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। 'তাহারা রবিপ্রকাশের অভাবজনিত কোন অসুবিধা অস্বচ্ছন্দই ভোগ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অস্বচ্ছন্দতা [স] ১ *বি* জড়তা। 'মনের অস্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হয় ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *বি* আড়ষ্টতা। 'নির্বাক নিশ্চলতায় কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫। ৩ *বি* স্বতঃস্ফূর্ততা নেই এমন অবস্থা। 'যুবক শিক্ষক বসে, মনে অস্বচ্ছন্দতা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অস্বত [স অশ্বত্থ] *বি* অশথ গাছ। 'বিদ্যামধ্যে বিদ্যা আমি তরুতে অস্বত।' *মালাধর*, ১৫০০।

অস্বতন্ত্র [স] *বিণ* পরাধীন। 'কি করিব প্রভু মুঞি অস্বতন্ত্র মতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অস্বভাবত [স] *ক্রিবিণ* অস্বাভাবিকভাবে। 'স্বভাবত দূরত্ব বাঁচানো, না অস্বভাবত?' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অস্বভাবী [স] *বিণ* প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। 'বিশ শতকের অস্বভাবী ও স্বাভাবিক একজন ভাঁড়ের পরিচয়-চিহ্ন।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

অস্বরন *বি* মতভেদ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অস্বরাজী [অ+স স্বরাজ>] *বিণ* স্বরাজ চায় না এমন। 'অস্বরাজী ও অখেলাফতী নেতৃবৃন্দের এক সভা আহূত হইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

অস্বস্তি [স] ১ *বি* অস্বাচ্ছন্দ্য। 'তাহার মনের মধ্যে ভারি একটা অস্বস্তি এবং সংকোচ বোধ হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'বসিয়া থাকিতেও যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বি* অসামঞ্জস্য। 'এর পিঠের উপর যেমন-তেমন করে যুগ্মধ্বনির সওয়ার চাপালে অস্বস্তি ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৩ *বি* উদ্বেগ। 'অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে দেখছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

অস্বস্তিকর [স] *বিণ* অশান্তি সৃষ্টি করে এমন। 'যেখানে যাহা কিছু অসুস্থকর অস্বস্তিকর ...।' *সবুজ*, ১৯২০।

অস্বহস্তি [স অশ্বহস্তী] *বিণ* ঘোড়া এবং হাতি চালিত। 'নানা রত্নে অস্বহস্তি রথ মনোহর।' *মালাধর*, ১৫০০।

অস্বাচ্ছন্দ্য [স] *বি* অস্বস্তি। 'অভিব্যক্তিতে সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।' *জীবন*, ১৯৩২।

অস্বাচ্ছন্দ্যকর [স] *বিণ* অস্বস্তিকর। 'অস্বাচ্ছন্দ্যকর দীপ্ত নীল আভা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অস্বাদিত [স] *বিণ* স্বাদ গ্রহণ করা হয়নি এমন; অনাস্বাদিত। 'অস্বাদিত মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অস্বাধ্যায় [স] *বিণ* বেদপাঠ নিষিদ্ধ এমন। '... অমাবস্যা পূর্ণিমা এই কয়েক অস্বাধ্যায় দিনে পাঠ নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

অস্বাভাবিক [স] ১ *বিণ* স্বাভাবিক নয় এমন। 'যাঁহারদিগের এরূপ অস্বাভাবিক ও বিপরীত রীতি হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* অসঙ্গত। 'তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাই নে।' *রবীন্দ্র*,

১৮৮১। ৩ *বিণ* কৃত্রিম। 'অন্যের কাছে অস্বাভাবিক আতিশয্য বলে মনে হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অস্বাভাবিকতা [স] *বি* স্বাভাবিক নয় এমন অবস্থা। 'অস্বাভাবিকতা আমার ভাল লাগে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

অস্বামিক [স] *বিণ* মালিকহীন; বেওয়ারিশ। 'অস্বামিক ধন প্রাপ্ত হইলে ঐ ধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারণ নিমিত্ত তিন বর্ষ পর্য্যন্ত কাল দেওয়া যাইত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অস্বার্থপর [স] *বিণ* নিঃস্বার্থ। 'স্বার্থপর, অস্বার্থপর নানাবিধ প্রবল বিরোধীভাবমালা যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হইয়া ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অস্বাস্থকর [স অস্বাস্থ্যকর] *বিণ* স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। 'অস্বাস্থকর স্থান সূতিকালয়ে রমণীগণের অকাল মৃত্যু।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

অস্বাস্থ্য [স] ১ *বি* পীড়া। 'খাপরেল ঘরে অধিক তাপ লাগে বা অস্বাস্থ্য জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বি* অসুস্থতা। 'আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ-সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অস্বাস্থ্যকর [স] ১ *বিণ* স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। 'সেখানকার জল ও বায়ু অতিশয় অস্বাস্থ্যকর।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *বিণ* স্বাস্থ্যসম্মত নয় এমন। 'গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* অস্বস্তিকর। 'অস্বাস্থ্যকর অনুভূতি তাহাকে বিষণ্ন ও খিটখিটে করিয়া রাখিল।' *মানিক*, ১৯৪০। ৪ *বিণ* প্রতিকূল। 'এক অদ্ভুত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সম্মুখীন হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অস্বাস্থ্যগ্রস্ত [স] ১ *বিণ* অসুস্থ। 'বর্ষা ঋতুতে অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* রোগাক্রান্ত। 'অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া সাহেবের ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

অস্বাস্থ্যতা [স] *বি* অপরিচ্ছন্নতা। 'সেই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যতা নিবৃত্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

অস্বাস্থ্যদায়ক [স] *বিণ* স্বাস্থ্যের উপযোগী নয় এমন। 'অস্বাস্থ্যদায়ক বায়ুসেবন ইত্যাদি ভূরি ভূরি কারণে কলিকাতার লোক রুগ্ন ও জীর্ণশরীর হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অস্বাস্থ্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* রোগা। 'নারী জাতিই যদি অশিক্ষিত ও অস্বাস্থ্যবতী থাকে তবে দেশের উন্নতি কিছুতেই হতে পারে না।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অস্বীকর্ত্তব্য [স] *বিণ* স্বীকার করা যায় না এমন। 'অস্বীকর্ত্তব্য দুষ ধাতুর গুণ হইয়াই দোষ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অস্বীকার [স] ১ *বি* অসম্মতি প্রকাশ। 'রাধাকান্ত সরাসরি একথা অস্বীকার করেন।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *বিণ* অসম্মত। 'তিনি ... তা আমাদের কাছে বলতে অস্বীকার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অস্বীকৃত [স] *বিণ* অসম্মত। 'যে তিন হাজার টাকার অকুলান হইয়াছে ইহা দিতে অস্বীকৃত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অস্বীকৃতা *বিণ স্ত্রী* মতের বিরুদ্ধ। 'পিতার অস্বীকৃতা হইলাম।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

অস্বীকৃতি [স] ১ *বিণ* অসম্মত। 'তুমি অস্বীকৃতি হইয়াছ।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। ২ *বি* অগ্রহণ। 'পৃথিবীর দেয়ালি-উৎসবে ভারতের যে প্রদীপ জ্বলবে সেই প্রদীপশিখার যেন অস্বীকৃতি না ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৩ *বি* অসম্মতি জ্ঞাপন। 'ভিগরস্ প্রোটেস্ট জানাচ্ছি, বলবান অস্বীকৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৪ *বি* অস্বীকার। 'অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অস্ব্যন *বিণ* বিত্তহীন; দরিদ্র। '... কুমার ঠাকুর অস্ব্যন নহেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অস্মৎ [স] *সর্ব* আমাদের। 'অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণদ্বারা সভা ভঙ্গে ভীত।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অস্মৎকালে [স] *ক্রিবিণ* বর্তমান কালে। 'অস্মৎকালেও সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অস্মদ [স] *সর্ব* আমাদের। 'অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা অবগত নহেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অস্মদাদি [স] ১ *সর্ব* আমাদের। 'অতএব অস্মদাদির সদৃশ মরণ তুল্য অপমানগ্রস্ত ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বি* আমিত্ব। 'প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যেরূপ অস্মদাদি আছে তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়যুক্ত মানিতে হবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অস্মদীয় [স] *সর্ব* আমাদের। 'অস্মদীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু জনেরা সভাদিদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অস্মদ্দেশ [স] *বি* এই দেশ। 'অস্মদ্দেশে এই এক নূতন সৃষ্টির দৃষ্টি হইল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অস্মদ্দেশীয় [স] *বিণ* এই দেশের। 'অস্মদ্দেশীয় ভাষা ও অক্ষর।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

অস্মর্য্যমান [স] *বিণ* স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন। 'সম্প্রদায়বিচ্ছেদে বেদকর্ত্তা অস্মর্য্যমান।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অস্মহস্তি [স অশ্বহস্তি] *বি* ঘোড়া এবং হাতি। 'অস্মহস্তি দেখিয়া ব্রাহ্মন বিস্মিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

অস্মাদৃশ [স] *বিণ* আমাদের মতো। 'জগতীতল এক্ষণে অস্মাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে নিজতাপ সমূহ সমর্পিত করিয়াই কি স্বয়ং সুশীতল হইল?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অস্মিতা [স] *বি* আমিত্ব। 'এ কখানা জীর্ণ কাঠে অস্মিতার অসম্ভব দাবি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অস্মিতামণ্ডিত [স] *বিণ* বুদ্ধির অনন্যতায় বিশিষ্ট। '... প্রভৃতি চারিত্রিক বেশ কয়েকজনকে যেভাবে অস্মিতামণ্ডিত করেছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

অস্মিতাময় [স] *বিণ* ব্যক্তিত্বপূর্ণ। 'তাঁর অস্মিতাময় চোখের পানে তাকিয়ে মনে শ্রদ্ধা জাগে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

অস্মিতাসূচক [স] *বিণ* ইতিবাচক। 'দুঃখের তীব্র উপলব্ধি আনন্দকর কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অহংকার [স] ১ *বি* অহমিকা; গর্ব। 'অহংকার করিয়া বোলে জিনিমু বসতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বলিয়া অহংকার করিয়া বেড়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* আমিত্ব-সচেতনতা। 'সে রাহুটি আর কেহ নহে, সে তার অঙ্গহীন আমি, তার অপরিতৃপ্ত ক্ষুধিত অহংকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বি* নিজেকে বড়ো মনে করার ভাব। 'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। *দ্র* **অহঙ্কার**

অহংকারবশত [স] *ক্রিবিণ* গর্বের কারণে। 'নিতান্ত অহংকারবশতই পারিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অহংকৃত [স] *বিণ* অহমিকাসম্পন্ন। 'দাউদ মদে মত্ত হইয়া অতিশয় অহংকৃত হইলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

অহংকেরে [স অহংকার>] *বিণ* অহংকারী। 'ঐ যে তোমার অহংকেরে পাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অহংজ্ঞান [স] *বি* অহংবোধ। 'অর্ব্বাচীন অহংজ্ঞানমূঢ় মনুষ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অহংজ্ঞানমূঢ় [স] *বিণ* অহংকারে অন্ধ। 'অর্ব্বাচীন অহংজ্ঞানমূঢ় মনুষ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অহংতেজ [স] *বি* অহংকারবোধ। 'এমন-ই অহংতেজে সে-চটি প্রদীপ্ত ছিল।' *রমেন*, ১৯৭০।

অহংবৃত্তি *বি* দম্ভ করার প্রবৃত্তি। 'যাবতীয় ইচ্ছার মূলেই রয়েছে অহংবৃত্তি।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

অহং-বেড়া [স অহং+বেড়া] *বি* অহংকারের বাধা। 'তাকে অহং-বেড়ায় বিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ করে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অহংবোধ *বি* অহংকারের চেতনা। 'আমার অহংবোধ ব্যর্থ।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

অহংভাব [স] *বি* আমিত্ব ভাব। 'বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অহংমন্যমান [স] *বিণ* অহংকার করছে এমন। 'কেবল এম-এ, কেবল বি-এ, কেবল অহংমন্যমান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

অহংসীমা [স] *বি* আমিত্বের সীমানা। 'অহংসীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অহংসীমাবদ্ধ [স] *বিণ* অহংকারে গণ্ডীবদ্ধ। 'যে পাপ অহংসীমাবদ্ধ স্বভাবের তার থেকে বিরত হলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অহঙ্কার [স] *বি* অহমিকা; গর্ব। 'ভাঙ্গিল আমার পূজা করি অহঙ্কার।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **অহংকার**

অহঙ্কারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অহংকার করে এমন। 'ঐ অহঙ্কারিণী ব্রাহ্মণকন্যাকে কি কুমুদিনী বলা যায়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

অহঙ্কারিয়া [স অহঙ্কার>] *বিণ* অহঙ্কারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অহঙ্কৃত [স] *বিণ* অহঙ্কারী। 'অতি ক্ষুদ্র লোকেরা প্রায় অতি অহঙ্কৃত হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অহদেদার [আ আহদ+ফা দার] *বি* চুক্তিবদ্ধ ভূমির মালিক। 'কোন প্রকারের ভৌমিক ও ইজারাদার ও তালুকদার ও অহদেদার।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

অহনা [স] *বি* উষা। 'সুমধ্যমা কুমারী, অহনা, আর ফিরে আসিবে না অলজ্জিত স্বচ্ছ শ্বেতাম্বরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অহনিস [স অহর্নিশ] *ক্রিবিণ* দিনরাত্রি। 'অহনিস জপ হরি নাম তোহারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অহনিসি [স অহর্নিশ] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'কারন অহনিসি সিরোস্থিতা শ্রীযুত ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

অহন্যেক [স অনেক] *বিণ* দ্রুত। 'গোসাঞী পণ্ডিত আইল অহন্যেক গতি।' *রামাই*, ১৭১০।

অহম[১] [অ] *বি* অহমিয়া ভাষা। 'আসামদেশে শৌমারপীঠ ও কামপীঠ নামে দুই ভাগে ... ভাষাতে দুই ভাগকে অহম ও ঢেকেরি কহে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

অহম[২] [স] *বি* আমিত্ব। 'এই অহম-জ্ঞান আত্মজ্ঞান অহংকার নয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অহমণি [স] *বি* সূর্য। 'অহমণি জ্যোতিহানি ভ্রষ্ট সন্ধ্যারাগে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অহমিকা [স] **১** *বি* অহঙ্কার। 'নিউটন পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অহমিকাশূন্য আচরণ দ্বারা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বি* গর্ব। 'যৌবনের মত্ত অহমিকা মুহূর্তে মিলায়ে গেল মায়াকুহেলিকা খররৌদ্রকরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৩** *বি* আমিত্ব। 'আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ... লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বি* আত্মসম্মানবোধ। 'হৃদয়ের অহমিকা পৃথিবীর সবকিছুর উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অহমিকাতৃপ্তি [স] *বি* অহঙ্কার প্রকাশের ফলে অনুভূত আনন্দ। 'একথা প্রমাণ করতে চাওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে অহমিকাতৃপ্তি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অহমিকাবাণী [স] *বি* অহঙ্কারপূর্ণ কথা। 'তখন চেতনাসঞ্চারের জন্য অহমিকাবাণীর দরকার হয়ে পড়ে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অহমিকামুক্তি [স] *বি* অহঙ্কার থেকে মুক্তি। 'কেননা সংস্কৃতি মানেই অহমিকামুক্তি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অহমিকাস্ফীতি [স] *বি* অহঙ্কারের আতিশয্য। 'তাদের কাছে সাধারণতঃ বড় হয়ে ওঠে আল্লার হুকুম আর অহমিকাস্ফীতি, সত্যকার মনুষ্যত্বপ্রীতি নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অহরহ, অহরহঃ [স] **১** *বিণ* নিত্য। 'তাঁহার ভৃত্যেরা অহরহর্ভক্ষণীয় [অহরহঃ+ভক্ষণীয়] প্রস্তুত করে।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'অহরহঃ পঞ্চসহস্র ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব লোককে অন্নদান ও ধনদান।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *ক্রিবিণ* নিরন্তর। 'বিশ্বের সমস্ত চলা অহরহ চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **৩** *ক্রিবিণ* বিশ্রামহীনভাবে। 'কী তাহারে মন্ত্র দেয়, নারী একমনে ধায় অহরহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অহরাত্র [স অহোরাত্র] *ক্রিবিণ* দিনরাত। 'মহাশএর শ্রীচরণ সুভানুধ্যান অহরাত্রদিবা করিতেছী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

অহর্নিশ [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'অহর্নিশ বাল্যভাবে বাহ্য নাহি জানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অহর্নিশি [স] *ক্রিবিণ* সারাক্ষণ। 'লায়লীর রূপ নিরীক্ষএ অহর্নিশি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অহর্নিসি [স অহর্নিশ] *ক্রিবিণ* দিনরাত। 'অহর্নিসি রতি করে না পুরএ আস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অহল্যা [স] *বিণ* হাল চালনার অনুপযোগী; অনাবাদি। 'অহল্যা ভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অহা *সর্ব* সে; উহা। 'সেও অহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অহাকে *সর্ব* তাকে। 'সেও অহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অহাদিগের *সর্ব* তাদের। 'জিহ্বা দুষ্ট ভাষাতে অহাদিগের দুঃখ বিস্তারিত কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অহার *সর্ব* তার। 'তবে আর অতি ক্ষুধার্ত্ত ঝাঁক অহার পশ্চাৎ আসিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

অহার [স আহার] *বি* খাদ্য গ্রহণ। 'চিঅরাঅ মঁই অহার কএলা।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

অহারা [স আহার>] *ক্রি* আহার করা। 'তুলা ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ।' *চর্যা ২৬*, ১২০০; 'মই অহারিল গঅণত পণিআঁ।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

অহারী [স আহারিত] *বিণ* আহারকৃত। 'মোহভণ্ডার লই সঅলা অহারী।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

অহাস [স অহাস্য] *বিণ* বিরক্ত। 'কি করি এখন বল পারণ করিলে ভাল অহাস অতিথি হল্য প্রায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অহি[১] [স] *বি* সাপ। 'আশ্রয় করিয়া অহি শয়ন করিলা নারায়ণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অহি-নকুল [স] *বি* সাপ ও বেজি; দারুণ শত্রুতা। 'অহি-নকুলের যে বিষম বিদ্বেষ ভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অহিনকুলভাব [স] *বি* শত্রুতা। 'হিন্দু মুসলমানের অহিনকুলভাব ক্রমশঃই বর্ধিত হইতে লাগিল।' *এডুকেশন*, ১৮৮৫।

অহিপতি [স] *বি* সাপের রাজা। 'বাসুকী তক্ষক লিখে শেষ অহিপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অহিমুণ্ড [স] *বি* সাপের মাথা। 'জানতে পারে রসিক যারা অহিমুণ্ডে উভয় ধীর হলে।' *লালন*, ১৮৯০।

অহিরাজ [স] *বি* সর্পরাজ। 'সুরধুনী শিখরে বিহরে অহিরাজ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অহি[২] *সর্ব* সেই। 'তবে অহি নারী আসি মনেত গৌরব বাসি আবদুল্লাক হেরিতে লাগিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

অহি[৩], **অহী** [আ] *বি* ওহি; (ইসলামি শাস্ত্রমতে) সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত বাণী; দৈববাণী। 'যাহাকে এহলাম কিম্বা অহি বলে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

অহিংস [স] **১** *বিণ* বল প্রয়োগে অনিচ্ছুক। 'এসেছে শুধু আত্মত্যাগী অহিংস অসহযোগীদের জন্যে।' *নজরুল*, ১৯২৩। **২** *বিণ* হিংসাপন্থী নয় এমন। 'কোনো বাঙালি মহিলাকে পুলিস-সার্জেন্ট দিলে ধাক্কা। মুহূর্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'এটা অহিংস, বিপ্লবী ভাবে, নয় চরকার গান কেন গাবে?' *নজরুল*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* রক্তপাতহীন। 'তোমার সঙ্গে অহিংসযুদ্ধ করা চলে না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অহিংসক [স] *বিণ* হিংসাহীন। 'অহিংসক আপ্তশূন্য মর্যাদা অধিক।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'জীবনের পবিত্রতা ও প্রাণহিংসার অকর্তব্যতা সম্বন্ধে অহিংসক ভারতবর্ষকে উপদেশ দিতে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অহিংসা [স] **১** *বি* দ্বেষহীনতা। 'অহিংসা, মনুষ্যের পক্ষে, সর্বপ্রধান ধর্ম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* হিংসাহীন। 'ইঁহাদের অহিংসাধর্ম্ম জগদ্বিখ্যাত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* সংঘাতে না যাওয়ার নীতি। 'কাজেই এই অহিংসার অবতারের কাছে বেহুদা দৌড়াইয়া লাভ আছে?' *আজাদ*, ১৯৩৯।

অহিংসামূলক [স] *বিণ* হিংসাবর্জিত। 'জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি অহিংসামূলক ধর্ম।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অহিংসার অবতার [স অহিংসা+স অবতার] *বি* অহিংসা-বাণীর প্রচারক। 'এই অহিংসার অবতারের কাছে বেহুদা দৌড়াইয়া লাভ আছে?' *আজাদ*, ১৯৩৯।

অহিংস্র [স] *বিণ* অন্যের ক্ষতি বা আঘাত করে না এমন। 'তথায় গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস্র পশুগণই বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অহিংস্রক [স] *বিণ* অন্যের ক্ষতি বা আঘাত করে না এমন। 'আমাদের অহিংস্রক শিকারীদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অহিংস্রভাব [স] *বি* হিংসা করে না এমন ভাব। 'তার প্রতি অহিংস্রভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অহিক [স] *বিণ* ঐহিক। 'মহাশয় আমার অহিক পার্থিকের মালিক।' *ওসা*, ১৭৮২।

অহিণিসি [স অহর্নিশ] *ক্রিবিণ* দিনরাত। 'অহিণিসি সুরঅ পসংগে জাঅ।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

অহিত [স] **১** *বি* অশুভ কথা। 'অহিত না বোলোঁ মোএঁ রাধা ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ক্ষতি। 'নিতান্ত প্রাণান্ত সম করেছে অহিত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৩** *বি* অমঙ্গল। 'গৃহবিচ্ছেদের মতো এতবড়ো অহিত আর কিছুই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অহিতকর [স] **১** *বিণ* ক্ষতিকারক। 'দেশের অহিতকর হইলেও ... ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* অনিষ্টকর। 'ঐ বায়ু অতিশয় অহিতকর।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* অমঙ্গলজনক। 'এইরূপ প্রেমগানের প্রচার সাধারণ লোকের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সমাজের পক্ষে অহিতকর হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অহিতকারী [স] *বিণ* ক্ষতি বা অপকার করে এমন। 'বড়ই অহিতকারী তুই এ ভুবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অহিতজনক [স] *বিণ* অকল্যাণকর। 'তাহা সমাজের হিতকর কি অহিতজনক ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

অহিতবন [স] *বি* অশুভ জঙ্গল। 'দহিতে অহিতবন ছিল দারা হুতাশন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অহিতবুদ্ধি [স] *বি* অশুভ মনোবৃত্তি। 'মানুষের আপন অহিতবুদ্ধি তাঁদেরও দেবতার ধারণাকে কিরকম নিদারুণভাবে অধিকার করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অহিতসাধন [স] *বি* অপকার। 'তাহার অহিতসাধন করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অহিতাচরণ [স অহিত-আচরণ] **১** *বি* অসৌজন্যমূলক আচরণ। 'কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্যে এবং অহিতাচরণপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় যোত্রহীন শ্রোত্রিয় ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **২** *বি* অপকর্ম। 'ইহারদিগের অহিতাচরণে তদ্দেশস্থ তাবল্লোক জীবিতাবস্থায় শবাকার হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

অহিতাচার [স অহিত-আচার] **১** *বি* খারাপ অভ্যাস। 'কর্জ্জের সুদ সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন ... এবং তাহাতে অহিতাচার ও মহা ক্লেশ উভয়ই জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* অনিষ্টকর আচরণ। 'কুলোকদিগের কুহক চক্রে ও কুপরামর্শে এই অহিতাচারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

অহিনকুলভাব *দ্র* **অহি**[১]

অ-হিন্দি [অ+ফা হিন্দি] *বিণ* হিন্দি ভাষাভাষী নয় এমন। 'অ-হিন্দি অঞ্চলের আপন ভাষা – যথা বাংলা, মারাঠি, দক্ষিণী ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

অহিন্দু [স অ+ফা হিন্দু] *বি* হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বী। 'হিন্দুধর্ম্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অহিপতি *দ্র* **অহি**[১]

অহিফেন, অহিফেণ [আ অফইয়ন] *বি* আফিম। 'বাণিজ্যোপযোগি দ্রব্য চিনি চাউল এবং লবণ অহিফেণ প্রভৃতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'চীনেশ্বরের হিতবাক্য অবহেলনপূর্ব্বক তাহার প্রজাদিগকে অহিফেনরূপ বিষম বিষ ভক্ষণ করাইয়া কি মহাপাপই করিতেছেন।'

অক্ষয়, ১৮৫০।

অহিফেনসেবী *বিণ* আফিমে আসক্ত। 'সাহিত্যসেবী এবং অহিফেনসেবী একই শ্রেণীর জীব নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

অহী [স আভীর] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। *আলাওল*, ১৬৮০। দ্র **অহি**

অহুআরী [স বধূ>] *বি* যুবতী বধূ। 'বড়ার অহুআরী তোহ্মে আইহনের রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অহে [ধ্বন্যা] *অব্য* সম্বোধন অর্থে; ওহে। 'অহে রাম অহে কৃষ্ণ করহ উপাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

অহেই [স আখেট] *বি* মৃগয়া। 'ত্তই তুম্‌হে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহ সি পঞ্চজণা।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

অহেতু [স] *বিণ* অকারণ। 'সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ।' *ভারত*, ১৭৬০।

অহেতুক [স] *বিণ* অকারণ। 'অহেতুক নেচে-চলা ঘূর্ণিবায়ু-পারা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অহেতুকি, অহেতুকী [স অহেতুক>] *বিণ স্ত্রী* অকারণ। 'এই সৃষ্টিকাব্য ভগবানের অহেতুকী-আনন্দ হতে জন্মলাভ করেছে।' *সবুজ*, ১৯১৭; 'আমাদের এই অহেতুকি মাথাব্যথা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অহের [স আখেট] *বি* শিকার। 'হামজা আব্বাস গিয়াছিল মৃগের অহেরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

অহেরী [স আখেটিক] *বিণ* শিকারি। 'খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরী।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

অহৈতুক [স অহেতুক>] *বিণ* অকারণ। 'এই অহৈতুক পালনে এবং অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অহৈতুকি [স অহেতুক>] *বিণ স্ত্রী* কারণশূন্য। 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর একটা অহৈতুকি প্রেম ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অহৈতুকী [স অহেতুক>] **১** *বিণ* নিষ্কাম। 'এই যাঁহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ স্ত্রী* উদ্দেশ্যহীন। 'এ অনুরাগ অহৈতুকী প্রীতি হওয়া চাই।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **৩** *বিণ স্ত্রী* অকারণ। 'আমার ঐ বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ ... অহৈতুকী আনন্দের বর্ণে তা রঞ্জিত।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অহো [ধ্বন্যা] **১** *বি* সম্বোধনসূচক শব্দ। 'অহো মহাশয় আপনি কোথায় গিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *অব্য* খেদ, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব প্রকাশক ধ্বনি। 'অহো আস্পর্ধা এ কী তোদের নরাধম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অহোনিশি [স অহর্নিশ] *ক্রিবিণ* সারাক্ষণ। 'অহোনিশি দহে সকল পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অহোন্নিসি [স অহর্নিশি] *ক্রিবিণ* অহর্নিশি। 'অহোন্নিসি গোপিগন তোমা চিন্তে মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অহোরাত্র [স] *ক্রিবিণ* রাতদিন। 'আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অহোরাত্রি [স] *ক্রিবিণ* দিনরাত। 'অহোরাত্রি করে জেবা হরিসংকীর্তন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অহোর্নিসি [স অহর্নিশি] *ক্রিবিণ* দিনরাত; সবসময়। 'অহোর্নিসি দেখএ সপনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অহোভাগ্য [স অহো+স ভাগ্য] *বিণ* দুর্ভাগ্যজনক। '... অম্লান মুখে অহোভাগ্য জ্ঞানে উদর পূরণ করিয়া থাকেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

অহ্মি *সর্ব* আমি। 'অহ্মি কি করিতে পারি বাক্য না ধরিলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অ্যা *সর্ব* এ ব্যক্তি। 'স্মরণসাধন শিক্ষা অ্যা হতে কি হবে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান [ই] *বি* ব্রিটিশ ও ভারতবর্ষীয় পিতামাতার মিশ্র সন্তান। 'এমন একজন ভারতদ্বেষী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানও করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অ্যাংলো-স্যাকসন [ই] *বি* প্রাচীন ইংরেজি ভাষা। 'অ্যাংলো-স্যাকসন এবং নর্মান-ফ্রেঞ্চ, এই দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

অ্যাক [স এক] *বিণ* এক। 'অ্যাক দিন সে আর নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না।' *হুতোম*, ১৮৬২।

অ্যাকচেটে [স এক+চাট>] *বিণ* প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। 'বেসির ভাগই অ্যাকচেটে।' *হুতোম*, ১৮৬২।

অ্যাকবার [স এক+স বার] *ক্রিবিণ* একবার। 'অ্যাকবার ক্যান, শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বল্‌বো।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

অ্যাকটর [ই] *বি* অভিনয়শিল্পী। 'থিয়েটারে একজন নূতন অ্যাকটর এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অ্যাকটিং [ই] *বি* অভিনয়। 'অ্যাকটিং করবি আর কি!' *শিবরাম*, ১৯৭০।

অ্যাকশান [ই] *বি* নাটকীয়তা। 'বহু বহু ছড়া স্রেফ হাস্যরস, তাতে অ্যাকশান নেই, গল্প নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

অ্যাকসেন্ট [ই] *বি* উচ্চারণের ঝোঁক। 'না দিলেন কোনো অ্যাকসেন্ট না কোনো ভাব বা কিছু।' *অবন*, ১৯৪১।

অ্যাকাউন্ট [ই] *বি* হিসাব। 'কোনো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছি না হয়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

অ্যাকাউন্টেন্ট [ই] *বি* হিসাবরক্ষক। 'শীটখানা ঠিকমত টানতে পারেন ক'টি ঝানু অ্যাকাউন্টেন্ট।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

অ্যাকুডক্ট [ই aqua duct] *বি* জলপ্রণালি। 'দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে অ্যাকুডক্টের উপর বার দিয়ে বসেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অ্যাকৌন্ট [ই] *বি* হিসাব। 'প্রণামীর টাকা বাবুর অ্যাকৌন্টে ব্যাঙ্কে জমা হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অ্যাক্ট [ই] *বি* অভিনয়। 'অ্যাক্ট করার প্রতিভা আছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অ্যাক্রোব্যাট [ই] *বি* সার্কাসের কসরতবাজ। 'আমি কি কম অ্যাক্রোব্যাট।' *জীবন*, ১৯৩১।

অ্যাখনকার *বিণ* এখনকার। 'পূর্ব্বকার দুর্গোৎসব ও অ্যাখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অ্যাঙ্গল [ই অ্যাংলো] *বি* ইংরেজ; নর্মানবিজয়ের পূর্ববর্তী ইংল্যান্ডের অধিবাসী। 'কেল্ট রোমান অ্যাঙ্গল জুট ডেন স্যাক্সন নর্মান প্রভৃতি বিচিত্র ভিন্ন জাতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অ্যাঙ্গেল [ই] *বি* কোণ। 'বেদান্ত শিরোমণি ওকে রাইট অ্যাঙ্গেলে স্থাপন করে বললেন "যা বলেছ"।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

অ্যাজিটেশন [ই] *বি* বিক্ষোভ। 'তুমি ওঠো, পোলিটিকাল অ্যাজিটেশন করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অ্যাটটুন [এতটুকুন] *বিণ* এই সামান্য। 'আমি যত বড় কেন অ্যাটটুন বড়

লেখকও নই।' মুজতবা, ১৯৬৬।

অ্যাটম [ই] **১** *বি* পরমাণু। 'য়ুরোপীয় শাস্ত্রে বলে অ্যাটম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বি* পারমাণবিক বোমা। 'নিনেভে রোম হিরোশিমায় পৌঁছে অ্যাটমের ...।' *জীবন*, ১৯৫০।

অ্যাটম বোমা [ই] *বি* পারমাণবিক বোমা। 'অ্যাটম বোমা! – বুঝলে? অ্যাটম বোমা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

অ্যাটমসফিয়ার [ই] *বি* পরিবেশ। 'সেখানকার অ্যাটমসফিয়ার কেমন?' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অ্যাটর্নি, অ্যাটর্নী [ই] *বি* উকিল। 'হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ির প্যায়দা ও মালী পর্যন্ত আইনবাজ।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'অ্যাটর্নি আপিসের বাবুদের সঙ্গে স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অ্যাটাচি কেস, অ্যাটাচে কেশ [ই অ্যাটাশে কেইস] *বি* চামড়ায় তৈরি এবং হাতে বহনের উপযোগী বাক্সবিশেষ। 'চামড়ার ছোট অ্যাটাচে কেশ।' *জীবন*, ১৯৩২; 'বাক্স তোরঙ্গ নাড়াচাড়া করে যেন অ্যাটাচি কেস।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অ্যাডভান্স [ই] *বি* অগ্রিম হিসেবে প্রদত্ত অর্থ। 'অ্যাডভান্সের অঙ্ক শুনে আর এগোননি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

অ্যাডভার্টিজমেন্ট [ই] *বি* বিজ্ঞাপন। 'তার অ্যাডভার্টিজমেন্ট পড়লে মনে যা হয়, তার নাম লোভ।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

অ্যাডভেঞ্চার [ই] **১** *বি* দুঃসাহসিকতা। 'মনের কোনও অ্যাডভেঞ্চার নেই।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২** *বি* দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর অভিযান। 'ভাবছিল তার জীবনের এই অ্যাডভেঞ্চারের কথা।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন [ই] *বি* প্রশাসন। 'আইবি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এমনটি আর ঘটেনি কখনো।' *সাদত*, ১৯৬৭।

অ্যাডিশনাল [ই] *বি* পরিশিষ্ট সংকলন। 'আনসিন প্যাসেজ তো আমাদের থাকে অ্যাডিশনালে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

অ্যাডিশনাল জজ [ই] *বি* অতিরিক্ত বিচারক। 'যিনি নূতন অ্যাডিশনাল জজ হইয়া আসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অ্যাড্রেস [ই] *বি* বক্তৃতা। 'অ্যাড্রেস-শ্রবণ তদুত্তরে বিনতিপ্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অ্যাত [এতো] *বিণ* অনেক। 'অ্যাত ঘরঘ্যাঁশা করে এনেও।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

অ্যাদ্দিন [এতোদিন] *ক্রিবিণ* এতোদিন। 'তিনি অ্যাদ্দিন সহরে আচেন ... তাও তিনি জানেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অ্যানথ্রপলজি [ই] *বি* নৃবিজ্ঞান। 'অ্যানথ্রপলজি নামক বিজ্ঞান আমি জানিনে।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

অ্যানথ্রপলজিস্ট [ই] *বিণ* নৃবিজ্ঞানী। 'আজ এক অ্যানথ্রপলজিস্ট যা বলেন।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

অ্যানাটমি [ই] *বি* অঙ্গসংস্থান-বিদ্যা। 'তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অ্যানার্কি [ই] *বি* ব্যক্তিক বিশৃঙ্খলা; নৈরাজ্য। 'ইনডিভিজুয়ালিজমের পরিণতি হল অ্যানার্কিতে এবং স্টেট মিলিটারি সোশ্যালিজমে গিয়ে দাঁড়ালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

অ্যানার্কিস্ট [ই] *বিণ* নৈরাজ্যবাদী। 'তুই বুঝি অ্যানার্কিস্ট?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অ্যান্টিক [ই] *বিণ* পুরানো ধাঁচের। 'অ্যান্টিক কাগজে ছাপা কবিতার বই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অ্যান্টিকংগ্রেস [ই] *বিণ* কংগ্রেসবিরোধী। 'লোকটা শুনেছি অ্যান্টিকংগ্রেস প্রোপাগান্ডা করছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট, অ্যাপয়েন্টমেন্ট [ই] *বি* সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্টকরণ। 'মিঃ মিত্রের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'আমাদের খুব জরুরি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' *নীরেন*, ১৯৬৩।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার [ই] *বি* চাকরিতে নিয়োগের পত্র। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আনিয়ে দিচ্ছি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অ্যাপলজি [ই] *বি* ক্ষমা প্রার্থনা। 'একটা রিটন অ্যাপলজি আগে দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অ্যাপলিকেশন [ই] *বি* আবেদন। 'ছুটির জন্যে অ্যাপলিকেশন করেছি যে ...।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অ্যাপেনডিসাইটিস, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস [ই] *বি* উপাঙ্গের প্রদাহ। 'একজনের অ্যাপেণ্ডিসাইটিস ... একজনের আলস্যর।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'বছর দুই আগে একবার অ্যাপেনডিসাইটিস হয়েছিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অ্যাপোলো [ই] *বি* (গ্রীক পুরাণ) সূর্যদেব। 'তুমি পাষাণ অ্যাপোলো।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অ্যাপ্রন [ই] *বি* উর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র আচ্ছাদনকারী ঢোলা জোব্বা।

অ্যাপ্রনসুন্দরী [ই] *বি* সেবিকা; নার্স। 'দুজন আছেন অ্যাপ্রনসুন্দরী।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

অ্যাপ্রিনটিস, অ্যাপ্রেনটিস, অ্যাপ্রেন্টিস [ই] *বি* শিক্ষানবিশ। 'বামুনরা আপ্রিনটিস নিতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'সেক্রেটারিয়েট আপিসের অ্যাপ্রেন্টিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'কেবল খাওয়াপরার চুক্তিতে অ্যাপ্রেনটিস নিযুক্ত হয়ে গেল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অ্যাপ্রেন্টিসি [ই] *বি* শিক্ষানবিশির কাজ। 'আজ পর্যন্ত ও অ্যাপ্রেন্টিসি শুরু করেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অ্যাপ্রুভড [ই] *বিণ* অনুমোদিত। 'অ্যাপ্রুভড লিস্টে নাম উঠল।' *সাদত*, ১৯৬৭।

অ্যাফিডেভিট [ই] *বি* শপথনামা। 'অ্যাফিডেভিট করে যে নাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন।' *পাশা*, ১৯৭১।

অ্যাবডিকেট করা [ই অ্যাবডিকেট+করা] *ক্রি* ক্ষমতা ত্যাগ করা। 'সিংহাসন থেকে ওরা অ্যাবডিকেট করলেন একে একে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অ্যাবসেন্ট [ই] *বিণ* অনুপস্থিত। 'পরদিন সমীর ফের অ্যাবসেন্ট।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

অ্যাবস্ট্রাক্ট [ই] *বিণ* বিমূর্ত। 'অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অ্যাবস্ট্রাকশনস [ই] *বি* বিমূর্ত ভাব। 'আমরা কংক্রিটের জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্তে পাই শুধু অ্যাবস্ট্রাকশনস।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অ্যাবাউট-টার্ন [ই] *ক্রি* পিছন ফেরা। 'তার অ্যাটেনশান, তার অ্যাবাউট-টার্ন, তার ফলইন সে যে কি জিনিষ, না দেখলে বোঝা যায় না।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

অ্যাভয়েড করা [ই] *ক্রি* এড়িয়ে চলা। 'তাকে খালি অ্যাভয়েড করেছে।'

শ্যামল, ১৯৬৭।

অ্যামন কি *অব্য* অধিকন্তু। 'অ্যামন কি, অ্যাত ঘরধ্যাঁশা করে এনেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নকশায় চিনতে পারেন না।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

অ্যামিবা [ই] *বি* ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী। 'জলে হয়তো অ্যামিবা আত্মপ্রত্যয়ে নিজেকে বিভক্ত করে ফেলেছে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অ্যামেরিকান [ই] *বিণ* আমেরিকার নাগরিক। 'ব্রিটিস সহবাসে, ব্রিটিস শিক্ষায় ও ব্যবহারেও অ্যামেরিকানদের মত হতে পারেননি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অ্যাম্বার [ই] *বি* স্বচ্ছ হলুদাভ বাদামি পাথরবিশেষ। 'প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অ্যাম্বিশন, অ্যামবিসন [ই] *বি* তীব্র আকাঙ্ক্ষা; উচ্চাকাঙ্ক্ষা। 'ব্রাহ্মধর্ম কাঁদতে লাগলেন দেখে ... অ্যামবিসন হাঁসতে লাগলেন!' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আমার একটি মাত্রই অ্যাম্বিশন।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

অ্যাম্বুলেন্স [ই] *বি* রোগীবাহী যান। 'অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আনাইয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অ্যায়সা *অব্য* এমন। 'অ্যায়সা চাটনি বানায় শলুপ মেখে টোকো কুলে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

অ্যারাইভ্যাল [ই] *বি* পৌছানো। 'ত্যামন ত্যামন আত্মীয় স্থলে (সেফ অ্যারাইভ্যালের জন্য) রেজষ্টরী করে পাঠান যাবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অ্যারারুট [ই] *বি* অ্যারারুট গাছের কন্দ থেকে তৈরি খাদ্যের উপকরণ। 'অ্যারারুট ও ময়দা সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল।' *শরৎ*, ১৯১২।

অ্যারিস্টক্রাট, অ্যারিস্টোক্রাট [ই] *বি* অভিজাত শ্রেণীর লোক। 'খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; (বিদ্রূপে) 'আমরা এই তথাকথিত অ্যারিস্টোক্রাট বা 'আড়ষ্ট-কাক' ছিলুম না।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অ্যারিস্টক্রেসি [ই] *বি* অভিজাততন্ত্র। 'ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অ্যারিস্টোক্রাটিক [ই] *বিণ* আভিজাত্যপূর্ণ। 'সেকালের সভ্যতা ছিল অ্যারিস্টোক্রাটিক।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

অ্যারেস্ট [ই] *বি* গ্রেফতার। 'ওরা খুব সম্ভব আমায় অ্যারেস্ট করবে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অ্যারোড্রাম [ই] *বি* বিমানবন্দর। 'মৌলানা বউকে নিয়ে অ্যারোড্রামে গেলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অ্যারোপ্লেন [ই] *বি* উড়োজাহাজ। 'সাহেব অ্যারোপ্লেন নিয়ে হিন্দুস্থান চলে গিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

অ্যালকোহল [ই] *বি* মদ। 'সেও ভি আচ্ছা, মরব পিষে মৃত্যু-শোণিত-অ্যালকোহল!' *নজরুল*, ১৯২৪।

অ্যালজেব্রা, অ্যালজাব্রা [ই] *বি* বীজগণিত। 'অ্যালজেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'আমাকে এখন অ্যালজাব্রার ফরমুলা জিজ্ঞেস করাও যা, প্রেমের গল্প বলতে বলাও তাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অ্যালফাবেট [ই] *বি* বর্ণমালা। 'অ্যালফাবেটের অনেকগুলি অক্ষর জোড়া তাঁর নাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অ্যালবাম, অ্যালবম [ই] *বি* ছবি লাগিয়ে রাখার খাতা। 'অ্যালবম খুলে ছবি দেখানো ইত্যাদি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'একটা অ্যালবাম, ছবি কেটে কেটে জুড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অ্যালসেশিয়ান, অ্যালসেসিয়ান [ই] *বি* নেকড়ের মতো দেখতে এক জাতের বড়ো কুকুর। 'অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে দোকানীর ঘাড়ে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'বারান্দায় অ্যালসেসিয়ান আর চেঁচালো না।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

অ্যালাউয়েন্স, অ্যালাওয়েন্স [ই] **১** *বি* অনুমতি। 'পূজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠ্‌বার অ্যালাওয়েন্স থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* ভাতা। 'ভালো খবর দিলে অ্যালাউয়েন্স বাড়ানো যাবে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

অ্যালায়েন্স [ই] *বি* জোট; কতোগুলো দেশ বা সংগঠনের জোট। 'অ্যালায়েন্স হয়েও হল না, বিরোধ ঘটল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

অ্যালার্ম [ই] *বি* নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়ির সংকেতধ্বনি। 'অ্যালার্ম দিয়ে রাখবি।' *শামসুল*, ১৯৬২।

অ্যালুমিনিয়াম, অ্যালুমিনিয়ম [ই] *বি* ধূসর-শ্বেতবর্ণের হাল্কা ধাতু-বিশেষ, যা দিয়ে বিশেষ করে হাঁড়ি তৈরি করা হয়। 'অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর এক বেলুন প্রস্তুত করেন।' *জগদীশ*, ১৮৯৫; 'অ্যালুমিনিয়মের গেলাশে ... খানিকটা জল গড়িয়ে নিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

অ্যালোপ্যাথ [ই] *বি* রোগ নিরাময়ের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাপদ্ধতি। 'অ্যালোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ সকল রকমের চিকিৎসক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অ্যালোপ্যাথি [ই] *বি* রোগ নিরাময়ের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। 'আপনি কি অ্যালোপ্যাথি-মতে চিকিৎসা করাচ্ছেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অ্যাশট্রে, অ্যাসট্রে [ই] *বি* সিগারেটের ছাইদানি। 'গ্লাস ও অ্যাশট্রেগুলো লাফিয়ে ঝনঝনাৎ করে উঠল।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'সিগারেটের ছাই অ্যাসট্রেতে ঝেড়ে ...।' *সাদত*, ১৯৬৭।

অ্যাসিড [ই] *বি* রাসায়নিক অম্লবিশেষ। 'অ্যাসিড দিয়া পোড়াইয়াছি।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

অ্যাসিডিটি [ই] *বি* অম্বল। 'শ্যামপেন খেয়েচ অ্যাসিডিটি হবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

অ্যাসিস্টেন্ট, অ্যাসিস্টান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট [ই] **১** *বিণ* সহকারী। 'দিদিমণি তোমার অ্যাসিস্টেন্ট মালী নাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* সহায্য করে যে। 'ডাক্তারের অ্যাসিস্টান্ট এসে জানালো রুগী এসেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'ব্যামো হইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট-সার্জনকে ডাকা হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অ্যাসেট [ই] *বি* সম্পদ। 'অ্যাসেটটা অন্তত আপনাদের দেখানো তো দরকার।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অ্যাস্ট্রনমার [ই] *বি* জ্যোতির্বিদ। 'অ্যাস্ট্রনমার ভুল বলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অ্যাস্ট্রনমি [ই] *বি* জ্যোতির্বিদ্যা। 'আজকাল কি তুমি ডাক্তারি ছেড়ে অ্যাস্ট্রনমি ধরেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আ

আ[1] *বি* বাংলা স্বরবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। দ্র **আকার**[২]

আ[2] [ধ্বন্যা] **১** *অব্য* ক্রোধ, বিরক্তি, খেদ প্রভৃতি প্রকাশে ব্যবহৃত শব্দ। 'আ মর! টগরে ছোড়া বলে বেড়ায় দাদা কুসঙ্গ ছাড়লে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *অব্য* আনন্দ প্রকাশে ব্যবহৃত শব্দ। 'আ মরি কমলপুতলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *অব্য* প্রশংসাসূচক শব্দ। 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি। বাংলা ভাষা।' *অতুল*, ১৯৩৪।

আঅড় [স অন্তরাল>] *বি* আড়াল। 'চক্ষের আঅড় তিল না করেন যার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আঅন [স আত্মন্] *বিণ* আপন; আপনার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঅর [স অপর] *অব্য* আর। 'আঅর গাহ্নিআঁ নৈল মাহ্নী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আই[1] [স আদি] *বি* আদি। 'আইএ অণুঅনাএ জগরে ভাংতিএঁ সো পতিহাই।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

আই[2] [স আর্যিকা] *বি* মাতা। 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীআই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আই[3] [স আয়ু] *বি* আয়ু। 'হইআ প্রসন্ন যারে দিব অন্ন/ তার বাড়িবেক আই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আই আই [ধ্বন্যা] *অব্য* হায় হায়। 'আই আই পড়েছে রূপে কাজরের শোভা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আইএ [ই] *বি* ইন্টারমেডিয়েট আর্টস; উচ্চমাধ্যমিক। 'সতেরো সবে পেরিয়েছে। এই বছরেই আই. এ. দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আইও [স অবিধবা] *বি* এয়ো। 'লইয়া শতকে আইও জাত পাতাইল্।' *কেতকা*, ১৬৫০।

আইকন [ই] *বি* (খ্রিস্টান সমাজ) পুণ্যবান ব্যক্তির পবিত্র মূর্তি। 'আইকনের সামনে বিড়বিড় করে নানা মন্ত্র পড়বেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আইজকাইল [স অদ্য-কল্য] *ক্রিবিণ* আজকাল; বর্তমান কালে। 'আইজকাইল আর তেমন কোনও চর্চা নাই।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

আইট [স অষ্ট] *বিণ* আট। 'আইট থানে লইবু ফোটা ধর্ম্মপূজার কালে।' *রামাই*, ১৭১০।

আইটেম [ই] *বি* তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা স্বতন্ত্র বস্তু। 'দিবাস্বপ্নে তো বিলকুল এ আইটেমটা স্থান পায়নি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

আইডিয়া [ই] **১** *বি* অভিনব ধারণা। 'আমাদের দেশে যার মাথায় দুটো-চারটে আইডিয়া আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* ভাবনা। 'আইডিয়াকে রিয়্যালিটির চেয়ে কম সত্য মনে করা আমাদের একটা মোহ মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বি* পরিকল্পনা। 'আইডিয়াটা এত সুন্দর যে সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বি* কল্পনা। 'তাঁহারা মনে করেন এ-সমস্ত নিছক আইডিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৫** *বি* অবাস্তব চিন্তা। 'কী আইডিয়া! গ্র্যাণ্ড! আমার আসন রাখে পেতে নিদ্রাগহন মহাশূন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আইডিয়া-বাহী [ই আইডিয়া+স বাহী] *বিণ* নতুন নতুন ধারণা বহনকারী। 'পুরুষকে আমাদের সমাজ আইডিয়া-বাহী কল করেনি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

আইডিয়াল [ই] *বি* আদর্শ। 'খুব যে একটা উঁচু আইডিয়াল তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আইডিয়ালিজম [ই] **১** *বি* ভাববাদ। 'আইডিয়ালিজমের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েই ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বি* আদর্শবাদ। 'ওর আইডিয়ালিজম যে গোপনে ডিম পাড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আইডিয়ালিস্ট [ই] **১** *বিণ* ভাববাদী। 'একাধারে রিয়ালিস্ট এবং আইডিয়ালিস্ট।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বিণ* আদর্শবাদী। 'একজন আইডিয়ালিস্ট ছোকরা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আইডেন্টিটি [ই] *বি* পরিচয়। 'আমার বন্ধুর আইডেন্টিটি ধরা পড়ল ...।' *সাদত*, ১৯৬৭।

আইঢাই [স অস্থির] **১** *বি* ছটফট। 'আইঢাই করে খাই পাখার বাতাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* ব্যাকুল। 'আই ঢাই মার প্রাণ।' *জসীম*, ১৯২৭।

আইদ [স আদ] *বিণ* আদি। 'আইদ গাঁঠি উরধ গাঁঠি বজ্রগাঁঠি মূলে।' *রামাই*, ১৭১০।

আইদ্য [স আদ্য] *অব্য* ইত্যাদি। 'গুল্ম আইদ্য খারুয়া তোরল বিরাজিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আইন [আ আইন] **১** *বি* বিধিবিধান। 'আইনের মতে নির্দ্দিষ্টিয়া জারী করিলেন।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'কোন২ মনস্য আইন ও দস্তুরের বেতিক্রমে ঐ দিপে দাষতে বিক্রী হইয়াছে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। **২** *বি* সরকারপ্রণীত অবশ্য পালনীয় বিধি। 'লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান ও কৃতকার্য্য হয়েন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। **৩** *বি* ওকালতি বিদ্যা। 'আইন পড়িতেছ, ডাক্তারির তুমি কী বোঝ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আইনওয়ালা [ফা আইন+হি ওয়ালা] *বি* আইন শাস্ত্রবিদ; আইনজ্ঞ। 'তিনজন আইনওয়ালা মিলে দলিলপত্র ঘেঁটে...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আইন-কানুন [ফা আইন+আ কানুন] **১** *বি* বিধি-ব্যবস্থা। 'তখনকার গ্রেপ্তারি পরওয়ানার জন্য বড় আইন-কানুন খুঁজিতে হইত না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বি* ধরাবাঁধা নিয়ম। 'সেখানে কোনো আইন কানুন নেই – মেঘরাজ্যের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আইনকারক [ফা আইন+স কারক] *বিণ* আইন প্রণয়নকারী। 'কোথাও আইনকারক ঢেঁকি...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আইন খবরদার [ফা আইন+আ খবর+ফা দার] *বিণ* আইন বিশেষজ্ঞ। 'আদালতের রীতিজ্ঞ অর্থাৎ আইন খবরদার হয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আইনগত [ফা আইন+স গত] *বিণ* আইনসংক্রান্ত। 'অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দুসমাজপতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

আইনঘটিত [ফা আইন+স ঘটিত] *বিণ* আইনি। 'আইনঘটিত ত্রুটি থাকাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আইনজীবী [ফা আইন+স জীবী] *বি* আইন ব্যবসায়ী। 'তিনি কর্মশূন্য উমেদার ও মক্কেলশূন্য আইনজীবী নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আইনজ্ঞ [ফা আইন+স জ্ঞ] *বি* আইনশাস্ত্রবিদ। 'পক্ষের আইনজ্ঞরা

আশা দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আইনত [ফা আইন+স ত] *ক্রিবিণ* আইন অনুযায়ী। 'তাকেই আইনত সাদা বাজার বলা হয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

আইনপেশা [ফা আইন+ফা পেশাহ্] *বি* আইন ব্যবসা। 'আইনপেশার পেশকারিতে মানটা গেল ঘেটে।' *হেম*, ১৮৭০।

আইনবহির্ভূত [ফা আইন+স বহির্ভূত] *বিণ* আইনের অন্তর্গত নয় এমন। 'যা ইসলামের আইনবহির্ভূত।' *বেগম*, ১৯৬৩।

আইনবাজ [ফা] *বি* আইনজ্ঞ। 'হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ির প্যায়দা ও মালী পর্যন্ত আইনবাজ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আইনবিরুদ্ধ [ফা আইন+স বিরুদ্ধ] *বিণ* আইন ভঙ্গ হয় এমন অবস্থা। 'আমি লজ্জা সরম ও আইনবিরুদ্ধের নিমিত্ত ... প্রকাশ করিতে পারিলাম না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

আইনবেত্তা [ফা আইন+স বেত্তা] *বি* আইনজ্ঞ। 'আইনবেত্তা বলল গুরু পাপে লঘু দণ্ড।' *কায়সার*, ১৯৬২।

আইন-ভাঙা [ফা আইন+ভাঙা] *বিণ* বিধি লঙ্ঘনকারী। 'আইন-ভাঙা কয়েদীদের কয়েদখানায় পৌঁছে দেবার যন্তর নেই।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

আইনমন্ত্রী [ফা আইন+স মন্ত্রী] *বি* আইনবিষয়ক মন্ত্রী। 'তখন আইনমন্ত্রী ছিলেন তিনি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

আইনমাফিক [ফা আইন+আ মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* যথানিয়মে। 'আইনমাফিক নিরিখ দে না তাতে কেন তোর ইতরপনা।' *লালন*, ১৮৯০।

আইনসঙ্গত [ফা আইন+স সঙ্গত] *বিণ* আইন অনুযায়ী। 'আমিই তোমার আইনসঙ্গত পিতা।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

আইনসভা [ফা আইন+স সভা] *বি* সংসদ। 'এখানকার এই আইন-সভার স্বাধীনতা অসীম হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আইনসম্মত [ফা আইন+স সম্মত] *ক্রিবিণ* আইন অনুসারে। 'আইনসম্মত রাজার যে দণ্ড বিহিত হয় তাহা এড়াইতে চাহেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

আইনসিদ্ধ [ফা আইন+স সিদ্ধ] *বিণ* আইন অনুযায়ী বৈধ। 'প্রজা-শোষণের এই উপায়টিকে কেন আইনসিদ্ধ করা হইলে ...।' *সওগাত*, ১৯২৮।

আইনহীন [ফা আইন+স হীন] *বিণ* আইন নেই এমন। 'আইনহীন রসাতলের নিরালোক ধামে পাঠানো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

আইনানুগ [ফা আইন+স অনুগ] *বিণ* আইনসম্মত। 'সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে আইনানুগ কাঠামো স্থির করা হবে ...।' *বেগম*, ১৯৭০।

আইনানুসারে [ফা আইন+স অনুসারে] *ক্রিবিণ* আইনের ধারা অনুসারে। 'উপরোক্ত আইনানুসারে কত জমিদারের কত আদালতে শাস্তি হইয়া গিয়াছে।' *সমাচার*, ১৮৭০।

আইনী-বেআইনী [ফা আইন>] *বিণ* বৈধ ও অবৈধ। 'আইনী-বেআইনী সকল উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে।' *চাষী*, ১৯৩৬।

আইনে-বাঁধা [ফা আইন>+বাঁধা] *বিণ* বিধিসম্মত। 'ভারী ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আইনের শাসন [ফা আইন>+স শাসন] *বি* আইন অনুযায়ী শাসন। 'আইনের শাসন যদি না চলে।' *পাশা*, ১৯৭১।

আইন্দা [ফা আয়ান্দা>] *বিণ* আগামী। 'তাতিলোককে কহিবা আইন্দা দাদনের টাকা আড়ঙ্গে পাঠাইতে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

আইন্দাতে [ফা আয়ান্দা>] *ক্রিবিণ* আগামীতে। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

আইন্দাম [ফা আয়ান্দা>] *বিণ* অগ্রিম। 'আইন্দাম জমা খরচী কাজ দূর করিবার কারন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আইপন্থ [স আর্যিকাপন্থ] *বি* গোরক্ষনাথ যোগীর মতবিশেষ। 'আইপন্থ ও লহরিপা ও কনিপা ও রপটনাথ ও মঙ্গলনাথ ও হুগুনাথ ইত্যাদি দ্বাদশ মত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

আইবড়, আইবড়ো, আইবুড়, আইবুড়া, আইবুড়ি, আইবুড়ো [স অব্যূঢ়] **১** *বি স্ত্রী* অবিবাহিত নারী। 'আইবড়র চুলের জল আঁশী-হাটার লোন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বৈঠকখানা লোকারণ্য ... উমেদার, কন্যাদায়, দালাল, আইবুড়, অন্নদাস গিস গিস কচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ও লো হিমের চুমু হার মেনেছে এইটুকু আইবুড়িকে।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* যে অবিবাহিত। 'যত আদবুড়া ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৩** *বিণ* অবিবাহিত। 'আইবুড়ো থেকে মোর বয়স হইল ভোর।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'আইবড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আইবড় ভাত, আইবুড় ভাত [স অব্যূঢ়+ভাত] *বি* হিন্দুদের বিবাহের পূর্বে পাত্রপাত্রীর অবিবাহিত অবস্থায় সর্বশেষ অন্নগ্রহণের অনুষ্ঠান। 'প্রদীপ জ্বেলে, শাঁক বাজিয়ে আইবুড় ভাত খাবার মত ... কুটুম্ব বন্ধু বান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড়-ভাত পাঠানো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আইবুড়ো ভাত খাওয়া *ক্রি* অশিষ্ট আমোদ-প্রমোদ করা। 'এগোনের গারনাল সাহেব কুটি২ আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়য়েলো ক্যামন করে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

আইভি [ই] *বিণ* (আইভি লতার মতো) গাঢ় সবুজ। 'মাথায় আইভি মুকুট পরে সগর্বে দুলতে লাগল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আইমা [স আর্যিকা>+মা] *বি স্ত্রী* মায়ের মা; মাতামহী। 'আমার আইমার বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আইয [স অদ্য] *ক্রিবিণ* আজ। 'কি বলে জানিঞা আইয তোমার ছোট মা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আইযাম [আ আইয়াম] *বি* সময়। 'ফয়সল কারন ত্রিষা আবরিল যুদ্ধা তোমাকে আইযামের ফোরসত।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আইয় [স আয়ুষ্মতী>] *বি* সধবা স্ত্রীলোক; এয়ো। 'আইয় মুখ্য শত শত আনিলা ডাকিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

আইয়তি [স আয়ুষ্মতী>] *বিণ* সধবা। 'আইয়তি লক্ষণ তোর শরীরে প্রকটে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আইয়াত [স আয়ুষ্মতী>] *বি* সধবার চিহ্ন। 'অপরাধ ক্ষেমি রাখ দাসীর আইয়াত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আইয়াম [আ] *বি* সময়। 'তোমাকে আইয়ামের ফোরসত খুব মিলিবেক [তোমার সময় যথেষ্ট মিলবে]।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আইরন-সেফ [ই] *বি* লোহার আলমারি। 'দেখলেন আইরন-সেফ খোলা।' *পাশা*, ১৯৭১।

আইরিশ [ই] *বি* আয়ারল্যান্ডবাসী। 'গোল আলু যেমন আইরিশদিগের প্রধান আহার ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

আইরিশম্যান [ই] *বি* আয়ারল্যান্ডের অধিবাসী। 'এক আইরিশম্যান আরেক আইরিশম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আইরিস [ই] *বি* একটি গ্রহাণুর নাম। 'প্রধান নয় গ্রহ ব্যতিরিক্ত ফোরা, ... আইরিস ... ক্ষুদ্র গ্রহ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আইল [স আল] *বি* জমির বাঁধ। 'আইল ছাড়া হইলে জল যেমন।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

আইশব্দ [স আর্যিকা+স শব্দ] *বি* মায়ের ভাষা; মাতৃভাষা। 'আইশব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আইশা *ক্রি* আসা। 'আইশহ তবে মারা পড়িবে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **আইশে** *ক্রি* আসে। 'অদ্যাবধি আইশে নাই মনে করি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আইশাশ [স আর্যিকা+স শ্বশ্রূ] *বি* শাশুড়ির মা। 'এ বড় আনন্দ মাসী আইশাশ হবে।' *ভারত*, ১৭৬০।

আইষা *ক্রি* আসা। 'গ্রামের কোটাল নিকট আইষে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৬।

আইস[1] [স ঈদৃশ] *বিণ* এমন। 'আইস সহাবেঁ জই জগ বুঝমি তুট বাষণা তোরা।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

আইস ভাবে *ক্রিবিণ* এমনভাবে। 'আইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই।' *চর্যা* ৪২, ১২০০।

আইস[2] [আ আইশ] *বি* আরাম; আয়েশ। 'তপস্যায় ছাড়ি সরির আইস করিলাম।' *মালাধর*, ১৫০০।

আইস[3] [ই] *বি* বরফ। 'কেবল চাইস ভরা আইসের পরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আইসক্রিম, আইসক্রীম [ই] *বি* ঠাণ্ডা করে জমানো দুধের খাবারবিশেষ। 'আইসক্রীম খাইয়ে আনবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'আইসক্রিম একে একে আসছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

আইসক্রিমঅলা [ই আইসক্রিম+হি ওয়ালা] *বি* আইসক্রিম বিক্রেতা। 'আইসক্রিমঅলা সওদা নিয়ে হাজির।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

আইসবার্গ [ই] *বি* সমুদ্রে ভাসমান বিশাল হিমশিলা। 'মনোজ্যোতি আইসবার্গ ভাঙনের গভীর আর্তনাদ।' *হোসেন*, ১৯৪০।

আইস ব্যাগ [ই] *বি* রোগীর শুশ্রূষায় ব্যবহারযোগ্য বরফের থলে। 'টের পাইলাম, সেটা আইস ব্যাগ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

আইসা[1] *ক্রি* আসা। **আই** *ক্রি* আয়। 'বাপ বলি ডাকে কেহ বলে আই ভাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **আইঅ** *ক্রি* এসো। 'আইঅ সব মেলি করিয়া হুলাহুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আইছি** *ক্রি* এসেছি। 'সরযূর কুলে আমি দিতে আইছি খেওয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। **আইনু** *ক্রি* এলাম। 'শুনিয়া আইনু মুঞি পাতকী এথায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **আইয়** *ক্রি* এসো। 'আগে আইয় চল যাই লখাইতে বরিতে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **আইয়া** *ক্রি* এসে। 'গণক আইয়া নাম থুইল কালকেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আইল** *ক্রি* এলো। 'আইল গরাহক অপণে বহিআ।' *চর্যা* ৩, ১২০০। **আইলঁ** *ক্রি* এলো। 'নিদান দেখিয়া আইলঁ পুন।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **আইলা ১** *ক্রি* এলো। 'জে জে আইলা তে তে গেলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০। **২** *ক্রি* এলে। 'কথা হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* এলাম। 'তে কারণে চলি আইলা একদসি লক্ষে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আইলাও** *ক্রি* এলাম। 'দুত হৈয়া আইলাও তোমার নগরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **আইলাঙ** *ক্রি* এলাম। 'জানিএগ্রা আইলাঙ এথা আমিত সত্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **আইলাত** *ক্রি* এলো। 'আইলাত জথা গোবিন্দাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **আইলাম** *ক্রি* এলাম। 'ভালে আইলাম আমি জগৎ তারিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **আইলাহা** *ক্রি* এলে। 'আহ্মার/ থানক আইলাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আইলাহোঁ** *ক্রি* এলাম। 'বিহাণ আইলাহোঁ হৈল সাঁঝ উপসন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আইলী** *ক্রি* এলো। 'ঘরক আইলী বড়ায়ি আতি বড় ঝাঁটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আইলু** *ক্রি* এলাম। 'আইলু মুঞি বড় আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আইলুঁ** *ক্রি* এলাম। 'হারিয়া আইলুঁ জুর্দ্ধ নারিলুঁ সহিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **আইলে** *ক্রি* এলে। 'কোন দেশ হইতে আইলে দেহ পরিচয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **আইলেঁ** *ক্রি* এসেছো। 'জথাঁ আইলেঁ সি তথা জ্ঞানী।' *চর্যা* ৪৪, ১২০০। **আইলেক** *ক্রি* এলো। 'হেন কালে রথখানি আইলেক দ্বারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আইলেন** *ক্রি* এলেন। 'আইলেন সন্য মাঝে পথব্রজ হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **আইলেন্ত** *ক্রি* উপস্থিত হলেন। 'অলক্ষিতে আইলেন্ত আবদুল্লার ঘরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **আইলো** *ক্রি* এলাম। 'কিকে আইলো বড়ায়ি গো।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আইলোঁ** *ক্রি* এলাম। 'তেকারণে আইলোঁ মোএঁ যমুনার তীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আইস** *ক্রি* এসো। 'আইস রাধা/ কহোঁ তোহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আইসক** *ক্রি* এসো। 'দেখিয়া আইসক শীঘ্র মোর রায়বার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **আইসন ১** *ক্রি* আসেন। 'আইসন।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রি* আসা। *ডানকান*, ১৭৮৪। **আইসন্ত** *ক্রি* আসে। 'আইসন্ত নৃপছায়া তল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **আইসহ** *ক্রি* এসো। 'আইসহ প্রাণের সই বৈস গো বহিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আইসিবে** *ক্রি* আসবে। 'কালি আইসিবে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **আইসিষ** *ক্রি* আসিস। 'বুড়ি আইসিষ আমার পিতৃ-শ্রাদ্ধ দিনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আইসু** *ক্রি* আসুক। 'ছত্র ধরি আইসু কাহ্নাঞি দিবোঁ আলিঙ্গণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আইসে ১** *ক্রি* আসে। 'দধি দুধ বিকণিআঁ রাধা আইসে ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* এসে। 'আর রাত্রেতে আইসে উপস্থিত হইবো।' *মিলিটে*, ১৭৯৭। **আইসেন** *ক্রি* আসেন। 'জখন আইসেন কৃষ্ণ গোওয়ালের সঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০। **আএ** *ক্রি* আগমন করো। 'কেহ বলে রহো রহো ফিরিয়া ঘরে আএ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **আএল** *ক্রি* এলো। 'সামর সুন্দর এ বাট আএল তাঁ মোরি লাগলি আঁখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **আও** *ক্রি* এসো। 'ঝট জানি আও তবে চলিব আপনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **আওব** *ক্রি* আসবে। 'আওব ঐসে হমর মন মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **আওল** *ক্রি* এলো। 'বসন্ত আওল ফুটল মাধবী লতা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আওল ঋতুপতি রাজবসন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **আয়িলা** *ক্রি* এসেছিলে। 'আয়িলা দেবের সুমতি শুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আয়িলাহোঁ** *ক্রি* এলাম। 'কাহ্ন বিণি আয়িলাহোঁ আহ্মে কদম্বের তল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আয়িস** *ক্রি* এসো। 'আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আয়ে** *ক্রি* আসে। 'নেতা বলে ধনপতি লড়ে ধাইয়া আয়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আইসা[2] *বি* আগমন। 'যদ্যপি সাক্ষির আইসা যাওয়াতে খরচান্ত হয় ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

আইসিএস [ই] *বি* ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। 'নামটা ভবতোষ মজুমদার আই. সি. এস., ঠিকানা ছাপরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আই-স্পেশ্যালিষ্ট [ই] *বি* চক্ষু-বিশেষজ্ঞ। 'হ্যাঁ, আই-স্পেশ্যালিষ্ট তিনি।' *জীবন*, ১৯৩২।

আউ [স আয়ুঃ] **১** *বি* প্রাণ। 'আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আয়ু। 'আচার করিলে আউ হয় চিরকাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

আউই [আ আওয়াল] *বি* পর্বের প্রথম দিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আউচ [স আদিত্য] *বি* এক রকমের ফুল; আচ। 'আউচ চাঁপা কাঞ্চন কেশর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আউঙ্গালি *বিণ* উত্তাল। 'গঙ্গা বড় আউঙ্গালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আউট[1] [স অর্ধচতুর্থ] *বিণ* সাড়ে তিন। **আউটহস্ত** [স অর্ধচতুর্থ+স হস্ত] *বিণ* সাড়ে তিন হাত। 'আউটহস্ত প্রমান আমার সরিরে।' *মালাধর*,

১৫০০।

আউট[২] [ই] ১ *বিণ* বখাটে। 'ও ছেলে একেবারে আউট হয়ে গেছে।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বি* ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানের বাদ পড়া। 'খেলতে গেলে ক্রিকেট সে/ প্রথম বলেই আউট!' *অন্নদা*, ১৯৪১।

আউট করা [ই আউট+করা] *ক্রি* ফুটবল খেলায় বল মাঠের বাইরে মারা। 'কর্নারের বল কেড়ে নিয়ে আমিই আউট করে দিই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

আউটডোর [ই] *বিণ* হাসপাতালের বহির্বিভাগ সংক্রান্ত। 'আউটডোর ডিউটিটাই বোধ হয় বেশি আপনার এখানে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

আউটপোস্ট [ই] ১ *বি* পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ি। 'আউটপোস্টের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ২ *বি* রাস্তার পাশে স্থাপিত দিকনির্দেশক ফলক। 'রাস্তার আউটপোস্ট মোটরের পথ নির্দেশ করে দিচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

আউটানো [স আবর্তন>] ১ *ক্রি* জ্বাল দেওয়া। 'তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ঘন করা। 'পিতল আউটি কৈল হেম দশবান।' *আলাওল*, ১৬৮০। **আউটিয়া** *ক্রি* ঘন ক'রে রান্না করা। 'উদর পূরিয়া খাইত আউটিয়া জাউ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আউড় [স অন্তরাল] *বি* আড়াল। 'সত্যভামাকে বাউ করেন সখির আউড় হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

আউড়ানো [স আবর্তন>] *ক্রি* বারবার আবৃত্তি করা। 'অনেকেই শুষ্কভাবে অভ্যস্ত মন্ত্র আউড়িয়ে কল-টেপা আর্গিনের মতো গান গেয়ে যাচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আউড়ে যাওয়া *ক্রি* বলে যাওয়া। 'আউড়ে গেছে কতো সত্যপীর।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

আউড়ি [স অন্তরাল>] *বি* শস্যাদির আধার-বিশেষ। 'আউড়ি খরিদ' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৯।

আউদড়, আউদর [স আকুল] *বিণ* আলুলায়িত; আলুথালু। 'সুনিঞা ধাইল রাজা আউদড় চুলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

আউদরচুলি [স আকুল+চুল>] *বিণ* চুল খোলা এমন। 'ঘটক দেখিল তারে আউদরচুলি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

আউন [স অগ্নি] *বি* আগুন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আউনি [স অগ্নি>] *বি* পৌষ সংক্রান্তির আগের রাতের হিন্দু আচারবিশেষ। 'বাউনি আউনি ঝড়া পোড়া আখ্যা আর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আউন্স [ই] *বি* পরিমাণবিশেষ; প্রায় ২৭ গ্রাম। 'দশ আউন্স ওজনে ভারি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

আউয়াল, আউয়ল [আ] ১ *বি* প্রথম। 'আউয়ালে তাহার নাম পুরুষ পুরান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'একখানা আউয়ল জমি।' *তারা*, ১৯৪২।

আউয়াস [স আবাস] *বি* আবাস। 'হরিষ হইয়া লখাই চলিল আউয়াসে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আউরত, আউরথ [আ আওরত] *বি* নারী। 'আউরথ মরধ এক সাথ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'এই আউরত পয়লা গোনাহ করেছে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

আউরানো [স অন্তরাল>] *ক্রি* শুকিয়ে যাওয়া। 'আউরে গেছে মু খানি ওর।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আউরি [স আবর্তন>] *বি* চক্রবৃদ্ধি। 'ঐ টাকার শুদ শকলের আউরি দিব।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৭।

আউল[১] [স আকুল] ১ *বিণ* উৎসুক। 'আউল নয়ন তরঙ্গে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* এলোমেলো। 'অরুণ বরণ আঁখি আউল চিকুর।' *সুলতান*, ১৭০০।

আউলেকেশী [স আকুল>+স কেশী] *বিণ* কেশ এলোমেলো এমন; হিন্দুদেবী কালী। 'লালন কয় সে আউলেকেশী বুকে পা দিয়ে কিসের লাগি।' *লালন*, ১৮৯০।

আউল[২] [স অন্তরাল] *বি* গর্ত। 'আউল ভাঙ্গিতে [সন্তান প্রসব করতে]।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আউল[৩] [আ আউলিয়া] ১ *বি* ধর্মোপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। 'কলিকাতার শ্যামবাজারে কতকগুলি আউলের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* ঐশী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'নবি আউল-আখের-বাতেন-জাহের।' *লালন*, ১৮৯০।

আউলিয়া [আ] *বি* দরবেশ। 'আউলিয়া সবের বহুল গোরস্থান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আউলা, আউলা [স আকুল>] ১ *ক্রি* এলোমেলো হওয়া। 'বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* এলোমেলো করা। 'আপনার গুণ কহ আউলাআঁ রান্ধন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* আকুল হওয়া। 'আউলায় সর্ব্ব-অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা বয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *ক্রি* উতলা হওয়া। 'দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।' *জ্ঞান*, ১৬০০; 'দরশে পরশে মোর আউলাইবে গা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

আউলি [আ আকুল>] ১ *বি* বিশৃঙ্খলা। 'হাসেন চণ্ডিকা দেখি ঠাটের আউলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* লাবড়া; ঘণ্ট। 'সূপ ঘন্ট মোচা ঘন্ট কদলীর আউলি।' *অবন*, ১৯২৫।

আউলিয়া *দ্র* **আউল[৩]**

আউষ [স আশু>] ১ *বিণ* আগে উৎপন্ন। 'আউষ ধানের ক্ষেতের উপর খুব সজল শ্যামল অবনত মেঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* বর্ষাকালে উৎপন্ন হয় এমন এক প্রকার ধান। 'আউষের ক্ষেত জলে ভরভর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আউস [স আশু>] *বি* বর্ষাকালে উৎপন্ন এক প্রকার ধান। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জল হতে মাথা তুলে, আউস হরষে দুলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

আউস্মান [স আয়ুষ্মান] *বি* শুভক্ষণবিশেষ। 'সিত পক্ষ ত্রিয়োদশী ... তথি যোগ নাম আউস্মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আএ[১] [স অহম] *সর্ব* আমি। 'কাকুতি করিয়া বলে আএ পুণ্যবান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আএ[২] [ধ্বন্যা] *অব্য* ওহে। 'কহে সৈদ সুলতান আএ নরগণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

আএত [আ আয়াত] *বি* শ্লোক; বাক্য বা বাক্যাংশ। 'অনেকেই পবিত্র কোরাণশরীফের আএত দ্বারা সপ্রমাণ ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

আএব [আ আয়ব] *বি* ত্রুটি। 'বুনিবার সময় ভরনিরখুতেও কোন ফড়্যাদিগর আএব না থাকে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আএস [আ আইশ] *বি* আরাম; আয়েশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আওআজ [ফা] *বি* শব্দ; বুলি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আওআজি [ফা আওয়াজ>] *বি* ছোটো জানালা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আওকাত [আ] *বি* অবস্থা। 'নিজের আওকাতের কি সে আন্দাজ পাইছিল

না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আওজন [স আয়োজন] *বি* উদ্যোগ। 'আওজন নাশিতে হইল বীরের প্রয়াণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আওট [স আবর্তন>] *বিণ* গভীর। 'আওট রাতি চন্দ্র হএ শুন তার কথা।' *সুলতান*, ১৭০০।

আওটন [স আবর্তন>] *বি* মন্থন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আওটানো [স আবর্তন>] *ক্রি* জ্বাল দিয়ে গাঢ় করা। 'বিকালে আনিয়া দুগ্ধ আওটিয়া দিব।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আওড় [স আবর্তন>] *বি* জলের আবর্ত বা পাক। 'সেখানে একটা আওড় আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আওড়া [স আবর্তন>] **১** *ক্রি* আবৃত্তি করা। 'আসর গরম করা গোটা কতক কথা শিখে আসেন, তাই আওড়ান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। **২** *ক্রি* বারবার বলা। 'মনুষ্যত্বের উচ্চ অধিকার লইয়া মুখস্থ বুলি আওড়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আওতা [আ ইহাতাহ] **১** *বি* ছায়া। 'তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* প্রভাব। 'এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *বি* অধীন। 'বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রকাণ্ড মূলধন এক জায়গায় মস্ত করিয়া তাহার আওতায় ছোটো ছোটো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৪** *বি* পরিধি। 'প্রকৃতির আওতা ছাড়িয়ে যতই সে বাড়ে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

আওতাত [আ আহ্‌াতাত] *ক্রিবিণ* আওতায়; সাধ্যের মধ্যে। 'পইদাষ খুব কিফাতের আওতাত বটে।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

আওতাভুক্ত [আ ইহাতাহ+স ভুক্ত] *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'সরকারী অনুষ্ঠানাদিকে ইহার আওতাভুক্ত করা না হইলেও ...।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

আওনা-যাওনা *বি* আসা যাওয়া; যাতায়াত। 'আজগুবি তার আওনা-যাওনা কারণবারির যোগ বিশেষে।' *লালন*, ১৮৯০।

আওবাস [স আবাস] *বি* আবাসস্থল। 'ধান চালু সরিসাতে পুরিবে আওবাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আওয়া *ক্রি* আসা। **আউতি** *ক্রি* এসো। 'বিদ্যাপতি কহ অপনেহি আউতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **আও** *ক্রি* আগমন করো। 'নিতি নিতি নিওর আও।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **আওব** *ক্রি* আসবো। 'অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আওয়াজ [ফা] **১** *বি* শব্দ। 'আওয়াজ বন্দুকের।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* চিৎকার। 'তলওয়ার মারিতে আলী আওয়াজ করিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* আদেশ। 'তখন আমার দীনবন্ধু আওয়াজ করে এ ভেদ বলতে মানা।' *লালন*, ১৮৯০।

আওয়াদানি [ফা আওয়াজ>] *বি* হৈচৈ। 'সকাল সাতটা থেকেই শুরু হয়ে যায় ওদের আওয়াদানি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

আওয়াম [আ] *বিণ* সাধারণ। 'আওয়াম লোককে হেদায়েত করিবার জন্য ...।' *মনসুর*, ১৯৫০।

আওয়ামীলীগার [আ আওয়ামী+ই লিগ>] *বি* যারা আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে। 'বুদ্ধিজীবী, আওয়ামীলীগার, কমিউনিস্ট ও হিন্দু।' *পাশা*, ১৯৭১।

আওয়ারি [স আবারিক] *বি* আবাসস্থান। 'দেখিতে সুসারি সারি ব্রাহ্মণের আওয়ারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আওয়াল[১] [স অন্তরাল] *বি* আড়াল। 'আরের আওয়ালে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আওয়াল[২] [আ আওয়াল] *বিণ* প্রথম। 'সকালে আওয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামাজ পড়িয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

আওয়াস [স আবাস] *বি* আবাস। 'উত্তম আওয়াস শিবে দিল হেমদান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আওর [হি] *অব্য* আর। 'তোর মুখে সুণী রাধিকার রূপ আওর নব যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আওরাত, আওরাৎ [আ আওরত] *বি* স্ত্রীলোক। 'লায়েক আওরত যে ছাড়িল নেক্‌কারে।' *গরীব*, ১৭৫০; 'আওরাৎ তো বাবু বন গিয়া।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

আওরাত-লোলুপ [আ আওরত+স লোলুপ] *বিণ* নারীর প্রতি লালায়িত। 'আওরাত-লোলুপ রাইফেলধারিদের আবির্ভাব।' *পাশা*, ১৯৭১।

আওল[১] [আ আউয়াল] **১** *বিণ* উত্তম। 'আওল সুরত আল্লা পয়দা কৈল তারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* আদিম। 'সত্য যুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

আওল[২] [স আকুল] *বিণ* এলোমেলো। 'আওল বিছানা পড়ে বৈসে গিয়া তার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আওলা [স আর্দ্রল] *বিণ* অপরিচ্ছন্ন। 'বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

আওলাৎ [আ হাওয়ালাহ্‌] **১** *বি* ফলবান বৃক্ষাদি। 'পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ী।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আওলাদ [আ] *বি* সন্তান-সন্ততি। 'নবীর আওলাদ মদিনায় আছে যত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আওলানো [স আকুল>] *বিণ* অবিন্যস্ত; এলোমেলো। 'দেয়ালের হুকে যার আওলানো শাড়ি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

আওহাল [আ আহওয়াল] *বি* দশা। 'আমার এই আওহাল, তোমরা সব আপনারা রয়ে বসে বেচে কিনে নাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

আওারি [স আবারিক] *বি* বসতবাড়ি। 'আড়কুলি কত কৈল আওারি আওারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আওাষ [স আবাস] *বি* বাসস্থান। 'তুরুকের আওাষে রহিয়া হিন্দুয়ানি মানে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আংকল [ই] *বি* পিতৃব্য। 'আংকল মানে খুড়ো।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

আংকোরা [হি আনকোরা; ই এন্‌কোর] *বিণ* সম্পূর্ণ নতুন। 'এক ঘণ্টার মধ্যে আংকোরা মশারি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

আংটা [স অঙ্গুষ্ঠ] *বি* লোহার বলয় বা অর্ধবৃত্তাকার হাতল। 'বালতির আংটায় মজবুত দড়ি বাঁধিয়া উহা কুয়ার মধ্যে নামাইয়া দিল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

আংটি, আংটী [স অঙ্গুরীয়] *বি* অঙ্গুরী। 'হীরার আংটি ইত্যাদি প্রদান করিয়া তুষ্ট করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'দু হাতে দশটা আংটী।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আংটিশূন্য [স অঙ্গুরীয়-শূন্য] *বিণ* আংটিবিহীন। 'আংটিশূন্য অনামিকাটা উঁচু করে দেখাল সেবা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

আংরা [স অঙ্গার] *বিণ* ছারখার। 'সমস্ত দেশ আংরা হয়ে গেল।' *ফজলল*, ১৯১৮।

আংরাখা [স অঙ্গরক্ষা] *বি* লম্বা ও ঢোলা জামাবিশেষ। 'গায়ে তোমার আজকেরি মতো ফুলো-আংরাখা।' *মণীশ*, ১৯৩১।

আংরেজ [প ইংলেজ] *বিণ* ইংরেজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আংরেজ হারামখোর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আংশিক [স] *বিণ* খানিকটা। 'তাহা আংশিক আলোচিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

আংশিকভাবে [স] *ক্রিবিণ* অংশত। 'তাদের আমরা আংশিকভাবে দেখি, তারা যতটুকু প্রতীয়মান কেবল ততটুকু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আঃ [ধ্বন্যা] **১** *অব্য* বিরক্তিসূচক ধ্বনিবিশেষ। 'আঃ কিছু আর ভাল লাগতেছে না কেন?' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *অব্য* বিস্ময়, সুখ ইত্যাদি সূচক ধ্বনিবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

-আঁ অসমাপিকা ক্রিয়াবিভক্তি। 'মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঁইস [স আমিষ] *বি* আঁশ। 'মৎস্যের ... ছালের উপর মসৃণ চিক্কণ শল্ক অর্থাৎ আঁইস আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

আঁউড় [স অন্তরাল] *বি* আড়াল। 'কুমকুম পাহাড়ে তাহারে দেখে চাঁদ আঁউড়ে গেল গো।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আঁউধি [স অন্ধ] *বিণ* অন্ধ। 'অবসও রহব আঁউধি ভই লাজে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আঁউমাউ [ধ্বন্যা] *বি* উঁচুস্বরে কান্না। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁউরানো [স অন্তরাল>] *ক্রি* শুকিয়ে যাওয়া। 'থলকমলি আঁউরে যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই।' *নজরুল*, ১৯২৫।

আঁও [স অনীষিত] *বিণ* নতুন। 'আঁও হাঁড়ি আঁও সরা আড়াই হালী বেনা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

আঁও মাঁও [ধ্বন্যা] *বি* উঁচুস্বরে কান্না। 'দুই-একজন পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ শুনিবামাত্র আঁও মাঁও করিয়া উঠল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আঁওলা [স আমলক] *বি* আমলকী গাছ। 'আঁওলা কমলা পাণিআল লবলী বদরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঁক[১] [স অঙ্ক] *বি* কোল। 'আঁকম নামে রহএ হিঅ হারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আঁক[২] [স অঙ্ক] **১** *বি* আঁচড়; দাগ। 'কালির আঁক পাড়লে ধার কর্জ্জ হয় জানিস নে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* অঙ্ক; সংখ্যাসূচক চিহ্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'মদনমোহন কি রকম আঁক শেখায় রে?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

আঁক কষা **১** *ক্রি* সংখ্যাবিষয়ক প্রশ্নের সমাধান করা। 'খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রি* হিসাব করা। 'আঁক কষে আমার ঠিক বয়েস বলে দিলেন।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

আঁককষা *বিণ* চূড়ান্ত। 'একেবারে আঁককষা সত্য।' *প্রমথ*, ১৯২২।

আঁককাটা *বিণ* দাগযুক্ত। 'তাকে বিচিত্র আঁককাটা অজানা একটি প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

আঁকজোঁক [স অঙ্ক>+মু জোকা] *বি* এলোমেলো দাগ। 'যে সমস্ত আঁকজোঁক পড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আঁকড় [স অঙ্কোট] *বি* ওষধি গাছবিশেষ। 'আঁকড় কাটে সিঅলি নেহালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঁকড়া [স আকর্ষণী] **১** *বি* এঁটে বাঁধার উপকরণ; বাকল্‌স। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* বড়শি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* কড়া; আংটা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁকড়াআকড়ি [স আকর্ষণী>] *বি* জড়াজড়ি; টানাটানি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁকড়ানো [স আকর্ষণী>] *ক্রি* জড়িয়ে ধরা। 'বাহু প্রসারিয়া চলিতে চলিতে নিজেরে আঁকড়ি ধর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আঁকড়ি [স আকর্ষণী] *বি* আঁকশি। 'পড়িয়ে ধরি গেড়ে গুড়ি ছেঁচলে কত আঁকড়ি।' *লালন*, ১৮৯০।

আঁকনপট [স অঙ্কনপট] *বি* ছবির পট হিসেবে ব্যবহৃত মোটা কাপড়। 'তব আঁকনপটের পরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আঁকপাঁক [স অঙ্কবঙ্ক] *বি* অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ। 'বহু দিন ধরি করি আঁকপাঁক।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আঁকর [স অক্ষর] *বি* অক্ষর; বর্ণ। 'ঠিকুজি খানা জীর্ণ হয়েছে, আঁকর বোঝা যায় না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আঁকশলী [স অক্ষশলাকা] *বি* যে দণ্ডকে আশ্রয় করে ঢেঁকি ওঠানামা করে। 'আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি।' *ভারত*, ১৭৬০।

আঁকশি, আঁকসি [স আকর্ষণী] **১** *বি* কণ্টা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* ফুল-ফল-লতা ইত্যাদি পাড়ার জন্য আংটা লাগানো বা মাথা বাঁকানো দণ্ড। 'আঁকসি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আঁকশি যোগাড় করিয়া আনিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আঁকা [স অঙ্কন>] **১** *বিণ* অঙ্কিত। 'বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *ক্রি* অঙ্কন করা; রেখা টানা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁকাজোকা, আঁকাজোখা [স অঙ্কন>+মু জোকা] *বি* পারম্পর্যহীনভাবে অঙ্কিত রেখা। 'হিজিবিজি আঁকাজোকা ব্লটিঙের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'তোর কি ঐ-সব আঁকাজোখা ... সত্যিই ভালো লাগে?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আঁকাড়ানো [স আকর্ষণী>] *ক্রি* জড়িয়ে ধরা। 'বীর আঁকাড়ি করিয়া আটি ভাঙ্গিল পাঁজরকাঠি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঁকাবাঁকা [স অঙ্কবঙ্ক>] **১** *বিণ* এদিক ওদিক। 'আহা কেবল পাড়াপড়সির মেয়্যাছেলে দেখে আঁকাবাঁকা করিলে কি হবে।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বিণ* প্যাঁচানো। 'শতলক্ষ আঁকাবাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *ক্রি* বেঁকেচুরে যাওয়া। 'একে একে খুলে পাক, আঁকিবাঁকি কোথা যায় ভাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৪** *ক্রিবিণ* এঁকেবেঁকে। 'সাপ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৫** *বিণ* বিভিন্ন স্থানে বাঁকা। 'আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আঁকি-জুঁকি [স অঙ্কন>] *বি* আঁক-জোঁক। 'এক টুকরা কাগজে আঁকি-জুঁকি করিতেছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আঁকি-জুঁকি করা *ক্রি* হিজিবিজি দাগ কাটা। 'এক টুকরা কাগজে আঁকি-জুঁকি করিতেছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আঁকিবুঁকি [স অঙ্কবঙ্ক>] **১** *বি* কারুকার্য। 'আকাশে মেঘের খেলাঘরে কত রঙ কত ছাঁদ কত আঁকিবুঁকি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০। **২** *বি* আঁকজোঁক। 'মুহূর্তের মধ্যে হিজিবিজি আঁকিবুকির মধ্যে প্রবেশ করেছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

আঁকিবুকি কাটা *ক্রি* ছবি আঁকা। 'ব্যথা-বেদনা আঁকিবুকি কাটে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

আঁকিয়ে [স অঙ্কন>] **১** *ক্রি* এঁকে। 'জোছনা মাখিয়ে কে রেখেছে আঁকিয়ে

আ মরি কমলপুতলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* চিত্রশিল্পী। 'কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন আঁকিয়ের লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আঁকুড়ি [স আকর্ষণী] *বি* বাঁকা দণ্ড। 'সাজী আঁকুড়ি হাতে চলিলা কানন পথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঁকুপাঁকু, আঁকুপাকু [স অঙ্কবঙ্ক] ১ *বি* ব্যাকুলতাসূচক ভাব। 'কিয়ৎকাল আঁকুপাঁকু করিয়াছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৬০। ২ *বি* ছটফট। 'মধুসূদনের মা আঁকুপাকু করছেন।' *মনোজ*, ১৯৬১।

আঁকুবাঁকু [স অঙ্কবঙ্ক] ১ *বি* উদ্বেগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* উচাটন। 'মনের মধ্যে প্রবেশলাভের জন্য আঁকুবাঁকু করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আঁকুর [স অঙ্কুর] *বি* অঙ্কুর। 'মদন আঁকুর ভাঁগু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আঁকুশি, আঁকুষি [স আকর্ষণী] *বি* ফল-ফুল পাড়ার জন্য বাঁকামুখো লাঠি। 'বড় শুভদিন আজি লইয়া আঁকুশি সাজি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'ভারী আঁকুষিটা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

আঁকোড় [স অঙ্কোট] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঁকোস্মাত [স অকস্মাৎ] *ক্রিবিণ* হঠাৎ; আকস্মিক। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আঁক্ষ, আঁক্ষি [স অক্ষি] *বি* চোখ। 'আঁক্ষের কটাক্ষে ভাঙ্গি আনে সর্ব পাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আঁক্ষি স্থির হলে প্রাণ করিবে গমন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আঁখ [স অক্ষি] *বি* চোখ। 'অবিচার অঞ্জন খঞ্জন আঁখে দিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আঁখর [স অক্ষর] ১ *বি* কীর্তন গানে মূল গীতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া পদ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আমরা পদাবলীর মর্মগত ভাবরসটিকেই মানী আঁখরের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *বি* হরফ; বর্ণ। 'আঁধারের বুকে সোনার আঁখর চলিল টানি।' *জসীম*, ১৯৩৩। ৩ *বি* রেখা; ছাপ। 'আলতা-ছোপান পায়ের আঁখর টানি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

আঁখরবন্দি [স অক্ষরবন্দী] *বিণ* অক্ষরবন্দি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁখরিয়া [স অক্ষর>] *বি* লিপিকর। 'শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আঁখরিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আঁখি [স অক্ষি] *বি* চোখ। 'সামর সুন্দর এ বাট আএল তঁ মোরি লাগলি আঁখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'আঁখির নিমিসে তোর কাটি পাড়োঁ মাথা।' *মালাধর*, ১৫০০।

আঁখি কাড়া *ক্রি* দৃষ্টি আকর্ষণ করা। 'কাড়িতে জানে না তারা পথিকের আঁখি উদাসীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আঁখি-ছায়া [স অক্ষি>+স ছায়া] *বি* চোখের দৃষ্টি। 'তব রাগ-অরুণ-আঁখি-ছায়া।' *নজরুল*, ১৯২৩।

আঁখিজল [স অক্ষি>+স জল] *বি* অশ্রু। 'কেন আজ আঁখিজল দেখা দিল নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

আঁখিজলপাত [স অক্ষি>+স জল+স পাত] *বি* অশ্রুপাত। 'করিব কি তাহে আঁখিজলপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আঁখিজল মোছা *ক্রি* সান্ত্বনা দান। 'আঁখিজল মুছাইলে জননী – অসীম স্নেহ তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আঁখিজ্যোতি [স অক্ষি>+স জ্যোতি] *বি* চোখের আলো। 'আঁখিজ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন তিমির রাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আঁখিঠার [স অক্ষি>+ঠার] *বি* চোখের ইঙ্গিত। 'আঁখিঠার অনুসারে ধনী কহে বড়াইরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঁখি ঠারা *ক্রি* আড়চোখে ইশারা করা। 'এল কি চলে গেল দেখো আঁখি ঠেরে।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

আঁখিতারকা [স অক্ষি>+স তারকা] *বি* চোখের মণি। 'অক্ষিগোলকের সাথে আঁখিতারকার সব সমাহার এক দেখে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আঁখিতারা [স অক্ষি>+স তারা] *বি* চোখের মণি। 'ইহাতে নিবিড় কেশভার, ঘনকৃষ্ণ আঁখিতারা, সুগোল মৃণাল ভুজ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আঁখিতে আঁখিতে ১ *ক্রিবিণ* সবসময় চোখের সামনে। 'রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রিবিণ* চোখে চোখ রেখে। 'কবে আর হবে থাকিতে জীবন আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

আঁখি-দীপ [স অক্ষি>+স দীপ] *বি* চোখরূপ প্রদীপ। 'পূজারিণী! আঁখিদীপে-জ্বালা তব সেই স্নিগ্ধ সকরুণ আলো।' *নজরুল*, ১৯২৩।

আঁখিধারা [স অক্ষি>+স ধারা] *বি* অশ্রুধারা। 'বিষাদের আঁখিধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আঁখি না ফিরা *ক্রি* মুগ্ধতার কারণে কোনোকিছু থেকে চোখ ফেরাতে না পারা। 'তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আঁখিনীর [স অক্ষি>+স নীর] *বি* চোখের জল। 'সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'হাসি যাবে পুন আঁখি-নীরে ভেসে।' *নজরুল*, ১৯২২।

আঁখিপল্লব [স অক্ষি>+স পল্লব] *বি* চোখের পাতা। 'আঁখিপল্লব বাষ্পসজল, তাই সে রোমাঞ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

আঁখিপাখি, আঁখিপাখী [স অক্ষি>+স পক্ষী>] *বি* আঁখিরূপ পাখি। 'নীল নীড়ে হায় আঁখি-পাখীর আছে কি বাসা?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

আঁখিপাত [স অক্ষি>+স পত্র] ১ *বি* চোখের পাতা। 'ঘুম এনে দেয় আঁখিপাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* দৃষ্টিপাত। 'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ, ফিরো না তবে ফিরো না, করো করুণ আঁখিপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আঁখিপাতা [স অক্ষি>+স পত্র] *বি* চোখের পাতা। 'ঈষৎ মেলিয়া আঁখিপাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আঁখিপুট [স অক্ষি>+স পুট] *বি* চোখের পাতা। 'কখনো ফুল্ল দুটো আঁখিপুট মেলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আঁখি ফোটা *ক্রি* চোখ খুলে যাওয়া। 'ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আঁখিবারি [স অক্ষি>+স বারি] *বি* অশ্রু। 'দুজনের আঁখিবারি গোপনে গেল বয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'সতিনীর আঁখিবারি অমৃতের ধার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

আঁখি ভেঙে আসা *ক্রি* চোখ বুঁজে আসা। 'ঘুমে আঁখি আসে ভাঙিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

আঁখিয়া [স অক্ষি>] *বি* চোখ। 'আধমুকুলিত আঁখিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আঁখির কোণে ডাকা *ক্রি* চোখের ইশারায় আহ্বান করা। 'মনে হল

আঁখির কোণে আমায় যেন ডেকে গেছে সে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আঁখির পলকে *ক্রিবিণ* অতি অল্প সময়ের জন্যে। 'ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আঁখির সুধা *বি* চোখের সৌন্দর্য। 'কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

আঁখিলোর [স অক্ষি>+স লোর] *বি* অশ্রু। 'নিশীথে বহাবে আঁখিলোর।' *নজরুল*, ১৯২৯।

আঁখি শীতল করা *বি* চোখ জুড়ায় যে। 'এসো হে এসো পিপাসা-হরা, এসো হে এসো আঁখি শীতল করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আঁখিসলিল [স অক্ষি>+স সলিল] *বি* অশ্রু। 'এখন হতে আমার পূজা লহো গো আঁখিসলিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আঁগ [স অগ্নি] *বি* আগুন। 'দোজখের আঁগরে কি ডরাও না?' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

আঁচ[1] [স অঞ্চ>] ১ *বি* আভাস; ইঙ্গিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* প্রভাব। 'বড়দিদির অদৃষ্টের আঁচ লেগেছে আর-কি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সর্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানবভাবের কোনো আঁচ লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৩ *বি* ছোঁওয়া। 'একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *বি* উত্তেজনা। 'তারপর লোকে যাকে বলে গপ্পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৫ *বি* নাগাল। 'সাবধানে তুই রাখিস যেন না কেউ পায় তার আঁচ।' *জসীম*, ১৯৫১। ৬ *বি* অনুমান। 'আগেই জামাল সাহেবরা আঁচ করেছিলেন।' *পাশা*, ১৯৭১।

আঁচ[2] [স অর্চিঃ] ১ *বি* জ্বাল। 'নরম আঁচে সদ্য-দুধের ফেনার রাশি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* উষ্ণতা। 'তারি তপ্ত আঁচ লাগছে আমার মনে।' *ওয়ালী*, ১৯৩৯। ৩ *বি* উত্তাপ। 'যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে কামনার তপ্তবাষ্পে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আঁচড় [স আকর্ষ>] ১ *বি* নখের আঘাত। 'চরণে কন্টক ভুকে শতেক আঁচড় বুকে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* লেখা। 'মেয়েমানুষের কলমের এক আঁচড়েই উড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *বি* শাড়ির প্রান্তভাগ; আঁচল। 'ও শাড়ির আঁচড়ে উজোর সোনা লুকানো আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৬। ৪ *বি* প্রভাব। 'ওর উপরে দুঃসময়ের আঁচড় পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৫ *বি* দাগ। 'পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৬ *বি* রেখা। 'নওয়াসের দুই ঠোঁটে হঠাৎ মৃদু হাসির আঁচড় দেখা গেল।' *শওকত*, ১৯৬২।

আঁচড় কাটা *ক্রি* সামান্য চেষ্টা করা। 'আমাদের দেশের মতো এ দেশের জমিতে আঁচড় কাটলেই শস্য হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আঁচড়কাটা [স আকর্ষ>] *বিণ* দাগ কেটে কেটে আঁকা। 'আঁচড়-কাটা সেই হিসাবের খাতা, সেই কখানা পাতা, আজকে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'কালি-কলমে একখানা আঁচড়কাটা ছবি আঁকছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আঁচড়-পিচড় [স আকর্ষ>] *বি* দৌড়ঝাঁপ। 'আঁচড়-পিচড় করিয়া একেবারে সেই বেড়ার উপর ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

আঁচড়াআঁচড়ি [স আকর্ষ>] *বি* খামচাখামচি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁচড়াওন [স আকর্ষ>] *ক্রি* আঁচড়ানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আঁচড়ে কামড়ে *ক্রিবিণ* ক্ষতবিক্ষত ক'রে। 'আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আঁচড়া, আঁচড়ানো[1] [স আকর্ষ>] ১ *ক্রি* চুল পরিপাটি করা। 'করেতে চিরুনি ধরি আঁচড়এ কেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায় লম্বা চুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *ক্রি* চাঁছা। 'আঁচড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *ক্রি* নখ দিয়ে আঁচড় কাটা। 'এক ছোট কুকুরের ডাকে এবং মাটি আঁচড়নে ত্রাসিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৪২। ৪ *ক্রি* চাষ করা। 'মাটি আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৫ *বিণ* আঁচড়িয়ে পরিপাটি করা হয়েছে এমন। 'চুলটি বেশ পরিষ্কার করে আঁচড়ানো থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *ক্রি* বিশ্লেষণ করা। 'শব্দকে আঁচড়ালেই তার ভিতর থেকে আহ্লে বিলেতি ভাব বেরিয়ে পড়ে।' *প্রমথ*, ১৯২২। **আঁচড়এ** *ক্রি* আঁচড়ায়। 'করেতে চিরুনি ধরি আঁচড়এ কেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আঁচড়িআ** *ক্রি* আঁচড় কেটে। 'লাফে লাফে ধায় বাঘা আঁচড়িআ খিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আঁচড়িয়া** *ক্রি* চিরুনি দ্বারা কেশবিন্যাস ক'রে। 'আঁচড়িয়া কুন্তল করিল সমতুল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **আঁচড়ে** *ক্রি* নখাঘাত ক'রে। 'আথালি পাথালি তার সর্বাঙ্গ আঁচড়ে ...।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আঁচমন [স আচমন] *বি* আচার অনুযায়ী জল দ্বারা হিন্দুদের দেহশুদ্ধি করণ; আচমন। 'আঁচমন আসন আদি ধেয়ান সমাধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আঁচর [স অঞ্চল] *বি* আঁচল। 'আধ আঁচর খসি আধ বদন হসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আঁচল [স অঞ্চল] ১ *বি* শাড়ির বেরিয়ে-থাকা প্রান্তভাগ। 'আঁচলে না ধর কাহ্নু ডরেঁ কাঁপে গাত্র।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দেখানো পথ। 'প্রাচীন কবিদের আঁচল ধরিয়া থাকিব ... পরিবর্তনের কোনো প্রভাব লক্ষিত হইবে না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৩ *বি* আচ্ছাদন। 'মরণের অমরতালোকে ধূসর আঁচল মেলি ফিরে তারা গেরুয়া আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আঁচল-আড় [আঁচল+স অন্তরাল>] *বি* আঁচলের আড়াল। 'আঁচল-আড়ে দীপের মতো একটুখানি হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আঁচলকোণ [আঁচল+স কোণ] *বি* আঁচলের প্রান্ত। 'লাজে সাজুর ইচ্ছা করে লুকায় আঁচলকোণে।' *জসীম*, ১৯২৯।

আঁচলচাপা [আঁচল+চাপা] *বিণ* ঢাকা। 'সে যে কিছুতেই আঁচলচাপা থাকবে না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আঁচলধরা *বিণ* একান্ত অনুগত; স্ত্রৈণ। 'একেবারে স্ত্রীর আঁচলধরা হয়ে পড়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

আঁচল পূর্ণ করা *ক্রি* দারিদ্র্য মোচন করা। 'যদি ইংরেজ-রাজ আমাদের জীর্ণ আঁচল পূর্ণ করিয়া দান করেন তবু কি আমরা যথার্থ বড়ো হইব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আঁচলবাঁধা *বিণ* কোমরে-জড়ানো রুমালবিশেষ। 'এখানকার দাসীদের কোমরে এক আঁচল-বাধা থাকে, সেইটি দিয়ে তারা না পোছে, এমন পদার্থ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

আঁচল-বাঁধা করা *ক্রি* করায়ত্ত করা। 'এই ভয়ে সেটিকে এমন আঁচলবাঁধা করেন।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

আঁচল-বীণ [আঁচল+স বীণা] *বি* আঁচলরূপ বীণা। 'আঁচল-বীণ চাবির রিং।' *নজরুল*, ১৯২৩।

আঁচল লুটানো *ক্রি* আচ্ছন্ন করা। 'এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে, এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আঁচলের নিধি *বি* স্বামী। 'কোন প্রাণে তুই কেড়ে নিয়ে গেলি তার

আঁচলের নিধি।' *জসীম*, ১৯২৯।

আঁচলা [আঁচল>] *বি* আঁচল। 'পাতনী পাত্যাছে তথি পামরি আঁচলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঁচলাদার [আঁচল>+ফা দার] *বিণ* আঁচলবিশিষ্ট। 'কুসুমে রঙ্গান ভাল বড় আঁচলাদার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আঁচা¹ [স আচমন>] *ক্রি* খাওয়ার পর হাত-মুখ ধোওয়া। 'এখানকার লোকেরা খাবার পরে আঁচায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

আঁচা² [ফা আন্দাজ] *ক্রি* আন্দাজ করা। 'আঙুল ফুলে কলাগাছ কিনা – সেটাও এঁচো ভাই।' *অবন*, ১৯২৫।

আঁচা³ [স আচ্ছাদ>] *বি* নারকেলের মালা। 'একটা বাঁশের মাথায় নারিকেলের আঁচা বাঁধিয়া ...।' *জসীম*, ১৯৬০।

আঁচাআঁচি [স আচমন>] *বি* পরস্পরের মনের ভাব বিনিময়ের মাঝে নিজ কাজ সফলের ইঙ্গিত। 'কথার পেঁচাপেচিতে যেন আসল কর্ম্মের আঁচাআঁচি থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আঁচানো [স আচমন>] ১ *ক্রি* খাবার পর হাত মুখ ধোয়া। 'আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যদেব অস্ত যেতেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* আঁচানো হয়েছে এমন। 'এখানকার লোকেরা আঁচায় না, কেননা আঁচানো-জল মুখ থেকে পড়ছে সে অতি কুশ্রী দেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

আঁচিল [স চর্মকীল] *বি* ব্রণের মতো ছোটো মাংসপিণ্ড। 'বামনাসা উপরে আঁচিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঁচিলওয়ালা [আঁচিল+হি ওয়ালা] *বিণ* শরীরে আঁচিল আছে এমন। 'বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটি ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

আঁচুড়ানো [স আকর্ষ>] *ক্রি* আঁচড়ানো। 'আঁচুড়ে চাঁচর চুলে বাঁধিল লোটন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আঁচোর [স অঞ্চল>] *বি* আঁচল। 'কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ ভরি আঁচোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আঁচোরা [স অঞ্চল>] *বি* আঁচল। 'আঁচোরা না গায়ে দিব, চলে গরমি হাওয়া।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

আঁছু [স অশ্রু>] *বি* অশ্রু। 'তাদের আঁছু কায়েদের শরীর ভিজিয়ে দিবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আঁজন [স অঞ্জন] *বি* কাজল। 'শাওনের দেয়া বঁধু নীল আঁজনে।' *শাহাদাত*, ১৯৪০।

আঁজল¹ [স উজ্জ্বল] *বিণ* রঞ্জিত। 'অলপে কাজরে নয়ন আঁজল ননুমি দেখিয় আঁখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আঁজল² [স অঞ্জলি>] *বি* অঞ্জলি। 'আঁজল ভরে সোনা দিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আঁজলা [স অঞ্জলি] ১ *বি* দুহাত। 'রফা করিব তায়, আঁজলা পূরে দিতে চায়।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* অঞ্জলি। 'আঁজলা ভরে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আঁজি, আঁজী [স আদ্য>] *বি* দাগ। 'তাঁতি যখন কাপড়ের কিনারায় নানা রঙের আঁজী টানে।' *অবন*, ১৯২৫; 'সবুজ আর রাঙা আঁজি কাটা গায়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

আঁজির [ফা আনজির] *বি* পেয়ারা গাছ; পেয়ারা ফল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁট¹ [স আনদ্ধ] ১ *বিণ* কঠিন। 'স্বর্গের কপাট অতি বড় আঁট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে এমন টানটান মাপের; আঁটসাঁট। 'আজকাল নোবিলিটি আঁট প্যান্টলুন পরেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'পরতে গেলে আঁট হবে যে আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *বি* কষণ। 'আঁট বেঁধে একটিমাত্র সূচ্যগ্র বিন্দুতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বিণ* দৃঢ়। 'যখনই তাহার মনুষ্যত্বের উপর বন্ধন আঁট হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৫ *বিণ* অস্বস্তিকর। 'মাসির বাড়ি দামিনীর পক্ষে ভয়ংকর আঁট হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৬ *বি* বাঁধন। 'আগে বড়ো শক্ত আঁট ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৭ *বিণ* জমাট। 'জল আঁট হয়ে হিমালয়ের চূড়ায় বসে রইলো।' *অবন*, ১৯২৫। ৮ *বিণ* শক্ত। 'আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো, যেন ধানের গায়ে তুষ?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৯ *বিণ* পর্যাপ্ত। 'তারা আঁট-কালের মানুষ এসে পড়েছে অপর্যাপ্ত-কালের দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ১০ *বিণ* যুক্ত। 'দুতিনটে শব্দ পাশাপাশি আঁট করে দিয়ে তাদের বিশেষ ব্যবহারে লাগিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আঁট করা *ক্রি* শক্ত করা। 'আঁট করে দ্বিগুণ টানিলা আর বড়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আঁটঘাট বাঁধা *ক্রি* জোরেশোরে প্রস্তুতি নেওয়া। 'সারা দিনমান আঁট ঘাট বেঁধে জটিলা কুটিলা ঘোরে।' *জসীম*, ১৯৩০।

আঁটন *বি* দৃঢ়বন্ধন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁটনি *বি* দৃঢ় বাঁধুনি। 'গাঁথনি আঁটনি কত।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আঁট বাঁধা ১ *ক্রি* দৃঢ় হওয়া। 'কোনোমতে কিছুই আঁট বাঁধে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *ক্রি* জমাটবদ্ধ হওয়া। 'সমস্ত যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণা আঁট বেঁধে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আঁটবাঁধা [স আনদ্ধ>+স বন্ধন>] *বিণ* শক্ত গাঁথুনিবিশিষ্ট। 'ধ্বনি নিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আঁটসাঁট, আঁটসাঁটো ১ *বিণ* মজবুত। 'ছিপছিপে লম্বা – আঁটসাঁট, অনেকটা ইংরেজ মেয়েদের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* ঢিলা নয় এমন। 'তেরপালের মতো মোটা নীলচে কাপড়ের আঁটসাঁটো প্যান্ট ...।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

আঁট হওয়া *ক্রি* কষে লেগে থাকা। 'গলায় একটি রূপার হার আঁট হয়ে আছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

আঁট² [স আত্ম>] ১ *বি* দম্ভ। 'মনে ভয় মাথা হেঁট মুখে করে আঁট।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* যত্ন; মনোযোগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁটকুড়া, আঁটকুড়ি, আঁটকুড়ী, আঁটকুড়ে, আঁটকুড়ো [ও আণ্টকুড়া] ১ *বিণ* নিঃসন্তান। 'আঁটকুড়া সোমঘোষ বংশ নাঞি কোলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০: 'রাজার সভায় ভাই আঁটকুড়ি কয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'কোথা হতে এলো মড়া ঘটাইল ঘটক আঁটকুড়ো।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'রাজ-দম্পতির আঁটকুড়ে নাম ঘুচাইয়া মনোহরের জন্ম হয়।' *এনামুল*, ১৯৫৫। ২ *বিণ* ফলাফলহীন। 'খেলা তখনো আঁটকুড়ী – গোল হয়নি।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

আঁটা¹ [স আনদ্ধ>] ১ *ক্রি* যথেষ্ট হওয়া। 'জত দড়ি আনে জসোদা বান্ধিতে না আঁটে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* পারা। 'তা সবান মহিমা কহিতে নহি আঁটি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *ক্রি* মানিয়ে নিতে পারা। 'বলে না আঁটি আক্ষি এ সব সহিতে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *ক্রি* বাঁধা। 'কবরী আঁটিল ধান্য কামনী জটায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৫ *ক্রি* বিঁধানো। 'বিশ্বকর্ম্মা পাটে পাটে লোহার পেরেক আঁটে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৬ *ক্রি* জুড়ে দেওয়া। 'মুণ্ড দক্ষস্কন্ধে দিলেক আঁটিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ৭ *ক্রি* উদ্ভাবন করা। 'মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'এখন বুঝি এ-সমস্ত মতলব আঁটা হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৮ *ক্রি* আঁটসাঁট করে

বাঁধা। 'জামাটা আলগা হয়ে গিয়েছে, এঁটে দিচ্ছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৯** *বিণ* বন্ধ রয়েছে এমন। 'পোষ-মানা এ প্রাণ, বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **১০** *ক্রি* ধরানো; কুলানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **১১** *ক্রি* আটকানো। 'ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **১২** *ক্রি* রুদ্ধ করা। 'কণ্ঠ আমার যতই আঁটো বলব তবু উচ্চ সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **১৩** *ক্রি* পরা। 'বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'চশমা আঁটা, এক কোণে তার ফেটে গেছে বাঁয়ের পরকলাটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **১৪** *ক্রি* লাগানো। 'ময়দা দিয়া আঁটা সরা-ঢাকা হাঁড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'একখানি ছবি সিদ্ধিদাতা গণেশের দরজার পরে আঁটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আঁটিয়া উঠা *ক্রি* পেরে ওঠা। 'তাঁহার সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আঁটা[২] [স আনদ্ধ>] **১** *বিণ* বন্ধ-করা। 'ছিপি-আঁটা মসীপাত্র উল্টাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **২** *বিণ* আবদ্ধ। 'নানা প্রয়োজনে আঁটা, আমির পর্দাটাকে মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তখনই চার দিকে দেখতে পাব জগৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৩** *বিণ* মোড়ানো। 'পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে গালেতে গালপাট্টা। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আঁটাআঁটি [স আনদ্ধ>] **১** *বি* জোরাজুরি। 'একান্ত আঁটাআঁটি করিলে পেটের সাড়া জানাইবা।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ* টানাটানির। 'খরচের এই আঁটাআঁটি সময়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *বি* কড়াকড়ি। 'বিলক্ষণরূপে দলের আঁটাআঁটি থাকিতে পারে তাহা হইলে লোক কুপথগামী হইতে পারে না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩। **৪** *বি* অপরিবর্তনীয় নিয়ম। 'কুলের বড়ই আঁটাআঁটি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৫** *বি* কষাকষি। 'আঁটাআঁটি সব মোর কর্ম্ম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৬** *বি* বিধিনিষেধ। 'বাবা, এত আঁটাআঁটি!' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আঁটাল [স আনদ্ধ>] *বিণ* শক্ত; কঠিন; আঁটযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁটি[১] [স গ্রন্থি>] **১** *বি* ধান, খড় ইত্যাদির গোছা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'চারা উপড়ে নিয়ে আঁটি করে করে বাঁধছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* ঐক্য। 'নচেৎ দলের আঁটি থাকে না।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

আঁটিবাঁধা [স গ্রন্থি>+বাঁধা] *বিণ* গুচ্ছ করে বাঁধা। 'আঁটিবাঁধা কতকগুলো শুকনো কাঠ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

আঁটি[২], **আঁঠী** [স অস্থি>] **১** *বি* ফলের বিচি। 'আঁঠী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আঁটি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* হোতা। 'আঁটি তারা বজ্জাতের।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আঁটিসার ক'রে [স অস্থি>+স সার>] *ক্রিবিণ* আঁটি মাত্র অবশিষ্ট রেখে; নিঃশেষিত ক'রে। 'চুষিয়া আঁটিসার করিয়া খাইবার ক্ষমতা রাখে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আঁটীর বাঁশী [স অস্থি>+স বংশী>] *বি* আঁটি দিয়ে বানানো বাঁশি। 'সে যে আমের আঁটীর বাঁশীটিরে।' *জসীম*, ১৯২৭।

আঁটু[১] [স আনদ্ধ>] *বি* বন্ধন। 'কণ্ঠে আঁটু দিয়া বির তার প্রান লএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

আঁটু[২] [স অষ্ঠি] *বি* হাঁটু। 'সমরের মাজে জুজে পাত্যা দুই আঁটু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঁটুনি [স আনদ্ধ>] *বি* দৃঢ়বন্ধন। 'আঁটুনি করিয়া আর চোরেরে লুকায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো – কাজের আয়োজনে কড়াকড়ি হলেও পরিণামে শিথিল অবস্থা। 'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে!' *নজরুল*, ১৯৩১।

আঁটুবাঁটু [স অষ্ঠি>] *বি* বার্ধক্যজনিত কারণে জড়সড় ভাব। 'পাকা পাকা গোঁফ দাড়ি/ পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি/ চলনে কতক আঁটুবাঁটু।' *ভারত*, ১৭৬০।

আঁটো [স আনদ্ধ>] *বিণ* শক্ত। 'তারপর ওপর নিচু দুসারি দাঁত আঁটো হয়ে বসে যায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

আঁঠালো [স গ্রন্থি>] *বিণ* আঠাযুক্ত। 'জোনাক পোকায় আঁঠালো লতায় বেঁধে মালা করে পরবো সুন্দর।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

আঁঠি [স অস্থি>] **১** *বি* ফলের মধ্যস্থ বড়ো বীজ। 'আঁঠিতে যে গাছটা হয়েছে, সেটা বিষম টেকো ও পোকা-খেকো।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **২** *বি* আঁটি; বোঝা। 'ভিজে কাঠের আঁঠি বেঁধে/ চলছে ছুটে কাঠুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আঁঠিয়া [স অস্থি>] *বিণ* আঁটিযুক্ত। 'বত্রিশা আঁঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আঁঠ্যা [স অস্থি>] *বিণ* আঁটিওয়ালা। 'আঁঠ্যা চোপা খাইলে নহে কুলের বাঁখার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঁঠু *বি* [স অষ্ঠি] *বি* হাঁটু। 'চণ্ডীর কৃপায় হইল এক আঁঠু জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঁঠ্যা *দ্র* **আঁঠি**

আঁড়িআ[illegible] [স অণ্ড] *বি* এঁড়ে বাছুর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁত[১] [স অন্ত্র] **১** *বি* পেট। 'উত্তরি আঁতের নাড়ি কুঞ্জরচর্মের শাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* নাড়িভুঁড়ি। 'কোঠরের পেঁচা আন্য গোধিকার আঁত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঁত উঠা *ক্রি* বমির ভাব হওয়া। 'বাঘছাল পরে বুড়া আঁত উঠে গন্ধে।' *ভারত*, ১৭৬০।

আঁতে আঁতে *ক্রিবিণ* ভিতরে ভিতরে। 'সন্দেহ ছিল ওর আঁতে আঁতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আঁত[২] [স আত্ম] *বি* মন। 'হাতের মার আর আঁতের মারে তফাত কী।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

আঁতকা, আঁৎকা, আঁতকানো [স আতঙ্ক>] **১** *ক্রি* আতঙ্কিত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আতঙ্কে আঁৎকাইয়া উঠিয়া ...।' *দর্শন*, ১৯২৪; 'দেখে যেই আঁতকে ওঠা কুকুরও জুড়ল ছোটা।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *ক্রি* চমকানো। 'হঠাৎ দেখলে আচমকা আঁতকে উঠতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখটি করে গোল।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

আঁতটান [স অন্ত্র>+টান] *বি* রক্তের টান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁতড়ি, আঁৎড়ী [স অন্ত্র>] *বি* নাড়িভুঁড়ি। 'মড়ার আঁতড়ি কেহ করিয়া উত্তরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তোমার হাসি থামাও, নচেৎ এখনই তোমার আঁৎড়ী বেরিয়ে পড়বে।' *শওকত*, ১৯৬২।

আঁতর [স অন্তর] **১** *বি* ব্যবধান। 'হৃদয়হু হার আঁতর নহি দেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* অকর্ষিত জমির অভ্যন্তর ভাগ। 'না পারে চষিতে খোড়া সাত বাড়ি করে জোড়া আঁতরে পাঁতরে রোপে কলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঁতাত [ফ] *বি* পারস্পরিক সমঝোতা। 'ফ্রান্স স্পেন করি আঁতাত ... হায়ওয়ান সাথে মিলাল হাত।' *নজরুল*, ১৯২৯।

আঁতিপাঁতি [স অন্ত>+স প্রান্ত>] *বিণ* তন্ন তন্ন। 'প্রত্যেকের শরীর

আঁতিপাঁতি করে খুঁজলো।' *হাসান*, ১৯৭৪।

আঁতিপাতি করে খোঁজা *ক্রি* পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা। 'আঁতিপাতি করে খুঁজেও সেই খাতাটা আবিষ্কার করতে পারনি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

আঁতুড় [স অন্তঃকুটী] *বি* সূতিকা ঘরের অগ্নিকুণ্ড। 'চাল খড়ে আঁতুড় জ্বালিল সন্নিধান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আঁতুড়ঘর [স অন্তঃকুটী+ঘর] *বি* সন্তান প্রসবের ঘর। 'আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আঁতুড়ঘর করা *ক্রি* সন্তান প্রসব করে আলাদা ঘরে কয়েকদিন থাকা। 'মা বছরের সাত-আট দিন আঁতুড়ঘর করে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

আঁতুড়-ঘরেই মারা যাওয়া *ক্রি* অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়া। 'তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আঁতুড়-ঘরেই মারা যাইবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

আঁতুড়ি [স অন্তঃকুটী] *বি* সূতিকা ঘরের অগ্নিকুণ্ড। 'চালের পাড়িয়া খড় জ্বালিল আঁতুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঁতুড়িআ [স অন্তঃকুটী>] *বিণ* আঁতুড় সম্বন্ধীয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁতুড়ে [স অন্তঃকুটী>] *বিণ* সদ্যোজাত। 'আঁতুড়ে ছেলের হাঁটিয়া বেড়াইবার কথা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

আঁদাড় [স আধার] *বি* আস্তাকুঁড়। 'প্রয়োজন-মতো বাড়ে গো/ সমানে আঁদাড়ে বনে ও বাদাড়ে পগারে পুকুরপাড়ে গো!' *নজরুল*, ১৯৩১।

আঁদাড়-পাঁদাড় [স আধার] *বি* খারাপ জায়গা। 'আঁদাড়ে পাঁদাড়ে রিদয়কে দেখে।' *অবন*, ১৯২৫।

আঁদার [স অন্ধকার] *বি* আঁধার; অন্ধকার। 'না ভাই, যে আঁদার, বড় ডর লাগে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আঁদি [হি আঁধী] *বি* ঝড়ো হাওয়া। 'নৌকা আঁদিতে এগিয়ে পড়ে, মাঝিরা কিছুই ঠাহর করতে পারে নাই।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আঁদিসাঁদি [স অন্ধি-সন্ধি] *বি* শৃঙ্খলা। 'ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।' *ভারত*, ১৭৬০।

আঁধমহল [ফা অন্দর>+আ মহল] *বি* ভিতরবাড়ি। 'দে দৌড় চোঁ চাঁ আঁধমহলে পাঁচিল হতে নেমে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আঁধল [স অন্ধ>] *বিণ* অন্ধ। 'দুই আঁখি মিলিলেন্ত আঁধল আকৃতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আঁধলা [স অন্ধ>] *বি* অন্ধ ব্যক্তি। 'আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য।' *ভারত*, ১৭৬০।

আঁধা [স অন্ধ>] **১** *বিণ* অন্ধ। 'কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা আজি গো শ্যামের রাধা।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ধুলায় যবে নয়ন আঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২** *বিণ* পরিত্যক্ত। 'আঁধা পুকুরের পচা কাল জলে।' *জসীম*, ১৯৩১। **৩** *বিণ* কানা; এক-মাথা বন্ধ। 'ইংরাজি ভাষায় যাকে আঁধা গলি বলে জীবিকাসাধনার পক্ষে এ সেরকম পথ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আঁধার [স অন্ধকার] **১** *বিণ* অন্ধকার। 'সূর্য নাহি উদয় করে ভুবন আঁধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* রাত। 'ডুবিছে তপন, আসিছে আঁধার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *বিণ* কালো। 'আঁধার কাকের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বি* দুঃখময়তা। 'এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ ... শান্তি কোথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৫** *বিণ* ম্লান। 'ওগো মৃত্যু, ... তার সব ভালোবাসা আঁধার করিতে চাস তুই ভালোবেসে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৬** *বিণ* বিষণ্ণ। 'আমার আঁধার মনে ক্ষীণ আলো ফেলে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৪।

আঁধার-অঞ্জন [আঁধার+স অঞ্জন] *বি* অন্ধকাররূপ কাজল। 'উজ্জ্বল আলোর চোখে আঁকা হবে আঁধার-অঞ্জন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

আঁধার-করা **১** *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'ভাঙন-ধরা আঁধার-করা পিছন-পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বিণ* অন্ধকার করা হয়েছে এমন। 'এসো, দুজনেই আঁধার-করা টেবিলের তলে সেঁধিয়ে পড়ি।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

আঁধার ঘরের রাজা *বি* অন্ধকার দূর করে যে-প্রিয়তম। 'গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আঁধার-জড়ানো [আঁধার+জড়ানো] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'আকাশ-হারানো আঁধার-জড়ানো দিন।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

আঁধার-ঢালা [আঁধার+ঢালা] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'নিবিড়-আঁধার-ঢালা আমবাগানের ফাঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আঁধার-পরপার *বি* আঁধারের ওপার। 'দৃষ্টি তার আঁধার-পরপারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আঁধারবরণ [আঁধার+স বর্ণ>] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'আঁধারবরণ সেই আফ্রিকাকেও জানি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

আঁধার-ভরা *বিণ* রহস্যময়। 'শুনব বসে আঁধার-ভরা গভীর বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

আঁধার-ভাঙা [আঁধার+স ভঙ্গ>] *বিণ* আঁধারকে দূর করেছে এমন। 'তারি লাগি আকাশ রাঙা আঁধার-ভাঙা অরুণরাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আঁধারমাণিক [আঁধার+স মাণিক্য] *বি* অন্ধকারে উজ্জ্বল যে মানিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁধারমুখী [স অন্ধকারমুখী] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'গহন জলদে দিবা হয়েছে আঁধারমুখী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আঁধার-শালা [স অন্ধকারশালা] *বি* অন্ধকার ঘর। 'দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার-শালায়।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

আঁধারা[1] [স অন্ধকার>] **১** *ক্রি* অন্ধকার করা। 'কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে প্রেম-দীপ।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *ক্রি* অন্ধকার হওয়া। 'পথ আঁধারিয়া পড়েছে সমুখে নিজের দেহের ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আঁধারা[2] [আঁধার>] *বিণ স্ত্রী* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'রজনী আঁধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আঁধারি [স অন্ধকার>] *বি* অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা। 'আঁধারিটা যেন থিতিয়ে গেছে ওদের চোখে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

আঁধি[1] [স অন্ধ>] *বি* চামচিকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আঁধি[2] [তুল হি আন্ধী>] **১** *বি* ধুলার ঝড়। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ঘুম ভাঙ্গাইবার আঁধি তুমি নিজে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বি* অন্ধকার। 'ধুলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বি* দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে এমন বস্তু। 'সেই তো আঁধি, সেই তো ধাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আঁধিআর [স অন্ধকার] **১** *বি* অন্ধকার। 'এ রে মানিনি পলটি নিহার। অরুন পিবএ লাগল আঁধিআর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* অন্ধকারময়। 'কখন আসিবে আঁধিয়ার রাতি/ আঁধারে আর্দ্র নিশাস ফেলে?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

আঁধিয়ারা [স অন্ধকার>] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'আঁধিয়ারা হয়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন-ঝারা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আঁধুলি [স অন্ধ>] *বি* ঘোর। 'মসানে আঁধুলি লাগে সভার নয়ানে।'

মুকুন্দ, ১৬০০।

আঁব [স অম্র] *বি* আম। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কথায় বলে আঁব ফুরালে আমশী যৌবন ফুরালে কাঁদ্দে বসি।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

আঁববাগান [স আম্র+বাগান] *বি* আমবাগান। 'তুই সাঁজের বেলা ঐ আঁববাগানে যাস।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আঁবর [স অম্বর] *বি* আকাশ। 'বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর।' *রামাই*, ১৭১০।

আঁবুই [স অম্বা>] *বি* ভাই বা বোনের শাশুড়ি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঁমসি [স আম্রপেশী] *বি* শুকনো আমের টুকরা। 'প্রাণ পাই পাইলে আঁমসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঁশ[1], **আঁষ, আঁস** [স আমিষ>] *বি* মাছের শল্ক; মাছের গায়ের শক্ত আবরণ। 'আঁষ।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'প্রাণে নাহি দেরি সয় কাঁটা আঁশ বাছ্য।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'আঁস।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

আঁশটে, আঁসটে [স আমিষ>] *বিণ* মাছের গন্ধযুক্ত। 'আধসেদ্ধ মাছ – আঁশটে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'মেঝেতে আঁসটে গন্ধ।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

আঁশবঁটি [স আমিষ>+মু বইনটি] *বি* যে বঁটিতে মাছ কোটা হয়। 'পাঁচি। আঁশবঁটি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

আঁশি [স আমিষ>] *বি* মাছের আঁশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আঁষটে [স আমিষ>] *বিণ* মাছের গন্ধযুক্ত। 'পুকুরের পানা শ্যালা – আঁষটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

আঁষরান্না [স আমিষ>+রান্না] *বি* মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ রান্না। 'সকালবেলার আঁষরান্নাটা।' *শরৎ*, ১৯১৬।

আঁশ[2] [স অংশু] *বি* ফল বা বীজের তন্তুযুক্ত অংশ যা রস ধরে রাখে। 'সমস্ত আঁঠি আঁশ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আঁশমানি [ফা আসমান>] *বিণ* আকাশি নীল। 'আঁশমানি রঙের কাপড় পরা।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

আঁশু [স অশ্রু] *বি* চোখের জল। 'উজাড় করে দেওয়া আঁশুয়ে ভেজা উপাধান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আঁসু[1] [স অংশু] *বি* আঁশ। 'তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

আঁসু[2] [স অশ্রু] **১** *বি* চোখের জল। 'নয়ন বেয়ে আঁসু ঝরছে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'আঁসু চোখ দুটি তার যাচ্ছে ভেসে।' *নজরুল*, ১৯২২।

আঁস্তাকুড় [স উৎসৃষ্টকুণ্ড>] **১** *বি* আবর্জনা বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলার স্থান। 'বাবু আঁস্তাকুড়ের কুকুরের মত ইচ্ছা অনুসারে আসে পাশে মুক দিচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* আবর্জনা। 'আগুন জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁস্তাকুড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আঁস্তাকুড়ে সোণার চাঙ্গড় *বি* অস্থানে দুর্লভ বস্তুর জন্ম। 'এ যে আঁস্তাকুড়ে সোণার চাঙ্গড়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আক [স ইক্ষু] *বি* আখ। 'মহৎ কে আছে আর আকের মতন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আকের টিকলি *বিণ* নীরস। 'তোমার কথাগুলিন যেন আকের টিকলি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

আককারা [স অক্রেয়] *বি* দুর্মূল্যতা। 'সবাই বাজার আককারার কথা বলছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

আকক্ষ [স] *ক্রিবিণ* পেট পর্যন্ত। 'দুজন পৈড়োর আয়মাদার আকক্ষ লম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু সহ বিরাজ করায় ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আকচার [আ আকসার] *ক্রিবিণ* হরহামেশা। 'বানরের আকচার ছোলাভাজা চিবোবার মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আকছা-আকছি [আ আখজ>] *বি* রেষারেষি। 'হেডমাস্টারের ছেলের সঙ্গে আমার একটু আকছা-আকছি ছিল।' *সুনীল*, ১৯৭০।

আকছার [আ] *ক্রিবিণ* হরহামেশা; প্রায়ই। 'হাসপাতালে আকছার ছানি কাটিয়ে আসছে লোকে।' *তারা*, ১৯৪২।

আকট [ই] *বি* অ্যাক্ট; আইন। '১৮৩৫ সালের ১৭ আকট।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

আকটবিকট [স আকৃতি-বিকৃতি] *বি* মুখবিকৃতি। 'আকট বিকট করে পাইয়া তরাসে।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০।

আকটী [স আক্রোশ] *বি* নাছোড় আবদার। 'শিশুর আকটী হর ভাঙ্গিতে নারিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আকটোবর [ই] *বি* অক্টোবর। '১১ আকটোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

আকড়া [স অক্ষবাট>] *বি* যেখানে যাত্রা-থিয়েটার সম্প্রদায় গীত-অভিনয় অনুশীলন করে; আখড়া। 'ওদিকে আকড়াঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রত্যুত্তর হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আকড়াধারী [স অক্ষবাট>+স ধারী] *বিণ* আখড়ার প্রধান। 'ফকীর আকড়াধারী প্রভৃতি পঞ্চাশ হাজার।' *দর্পণ*, ১৮২২।

আকণ্ঠ [স] **১** *বিণ* কণ্ঠ পর্যন্ত। 'কৃষক তাঁহাকে মেষপুরীষরাশিতে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া রাখিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *ক্রিবিণ* কণ্ঠ পর্যন্ত ডুবে গেছে এমন। 'অছিমদ্দি যখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* সর্বোচ্চ। 'নিজেরা "মজাসে" আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে থাকিয়া ...।' *নজরুল*, ১৯২২। **৪** *ক্রিবিণ* কানায় কানায়। 'জাহাজ আকণ্ঠ বোঝাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আকণ্ঠপূর্ণ [স] *বিণ* সবকিছু গ্রাস করে ফেলেছে এমন। 'আকণ্ঠপূর্ণ দানবের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আকণ্ঠমগন [স] *বিণ* কণ্ঠদেশ পর্যন্ত ডুবন্ত। 'অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠমগন করিছে কৌতুকালাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আকতা [ফা আখতা] *বিণ* অণ্ডকোষ ছিন্ন করা হয়েছে এমন। 'আকতা ঘোড়া।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আকদ দ্র **আক্‌দ**

আকন [তু আখুন্‌চি; ফা আখন্দ] *বি* বিদ্যালয়ের শিক্ষক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আকনি [ফা য়খনী] *বি* পোলাও রান্না করার জন্য মসলা-সিদ্ধ পানি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আকন্দ [স] **১** *বি* অর্ক ফল। 'আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব হরিতাল বদলে হিরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ফুলবিশেষ; অর্ক ফুল। 'সব পিছে রহিলে আকন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আকন্দফুল [স] *বি* আকন্দ গাছের ফুল। 'আকন্দফুলের কালো ভীমরুল।' *জীবন*, ১৯৩২।

আকন্দাঞ্জলি [স] *বি* আকন্দ ফুলের অঞ্জলি। 'বিশীদার যদি ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তবে আমার আকন্দাঞ্জলির প্রয়োজন হয়ে

যেতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

আকন্যাকুমারীহিমাচল [স] *বিণ* হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আকন্যাকুমারীহিমাচল কপালে জ্যোৎস্নার পঙ্ক মেখে জেগে ওঠে অতলান্ত অন্ধকার সমুদ্রের থেকে।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

আকপট [স অকপট] *ক্রিবিণ* অকপটে। 'তোর থানে আকপট কহিলোঁ সরূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আকবত, আখবত [আ আকিবাত] **১** *বি* পরিণাম। 'আপন ঈমান গুণে/ দুঃখ পায় জনে জনে/ আকবতে হবে পেরেশান।' *হামজা*, ১৮০৭। **২** *বি* পরকাল। 'তাতে আর কারুর আখবতের কাজ হবে না।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

আকবরী [আ আকবর>] **১** *বিণ* সম্রাট আকবরের নামাঙ্কিত। 'আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* আকবরের নামে প্রচলিত। 'আকবরী পোলাওয়ের নাম গল্পে শুনিয়াছিলাম, আজ তা পেটে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

আকবার [আ আখবার] *বি* খবরের কাগজ। 'ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের দরবারের আকবারে ... এই লেখে যে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

আকম্পমান [স] *বিণ* ঈষৎ কম্পনশীল। 'নার্সের আকম্পমান অধর দুইটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

আকম্পিত [স] **১** *বিণ* ঈষৎ কম্পমান। 'আকম্পিত ঘনপল্লববিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বিণ* প্রতিধ্বনিত। 'ঝিল্লিরবে আকম্পিত সন্ধ্যাবেলাকার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৩** *বিণ* বেঁকে-যাওয়া। 'আমার এ চৈতন্যের শেষ সূক্ষ্ম আকম্পিত রেখার এ ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আকর[১] [স] **১** *বি* কারণ। 'সভে হয় দোষের আকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* উৎস। 'দোষের আকরসুদ্ধ উৎপাটন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। 'পুণ্যবান কবি-কাব্য পুণ্যের আকর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *বি* খনি। 'তোমরা এই সমুদায় ধাতুর আকর ও মণির খণি খনন করিও না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বি* আধার। 'কফ শুক্র আম পিত্ত চেয়ে আকর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আকরজাত [স] *বিণ* খনিজাত। 'গন্ধক, প্লাটিনম প্রভৃতি যাবতীয় প্রকার আকরজাত বস্তু সঙ্কলন করিয়া রাখা বিধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আকর স্থান [স] **১** *বি* প্রাপ্তিস্থান। 'পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেন্ট সংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দির।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* উৎপত্তিস্থান। 'অনেক ভাগে তাহারও আকর স্থান ভারতবর্ষ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আকরস্বরূপ [স] *বিণ* খনিতুল্য। 'জ্ঞানরূপ মহারত্নের আকরস্বরূপ বিদ্যামন্দির।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আকরিক [স] **১** *বিণ* খনিজ। 'যিনি ... আকরিক বস্তুর মূল্য নির্ধরণ বিষয়ে পটু।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *বি* খনি-কর্মী। 'আকরিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আকরীয় [স] *বিণ* খনিজ। 'তথায় কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কি কি আকরীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আকর[২] [আ আখবার] *বি* লিখিত সংবাদ। 'তোমার আকর চাহিএ তাহাতে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৬৫।

আকর্ণ [স] *ক্রিবিণ* কান পর্যন্ত। 'বাঘ দেখি আকর্ণ পূরিত কৈল বাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আকর্ণন [স] **১** *বি* শ্রবণ। 'বিলাপবাক্য আকর্ণন করিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বি* উপলব্ধি। 'কটা কথা লিখেছেন ভাব আকর্ণনে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

আকর্ণ-পূরিত [স] *বিণ* কান পর্যন্ত বিস্তৃত। 'বিংশতি কোটি লোক আকর্ণ-পূরিত গোঁফ নাপিতের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া রাখিবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আকর্ণবিশ্রান্ত [স] *বিণ* কান পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

আকর্ণ-বিস্তৃত [স] *বিণ* কান পর্যন্ত প্রসারিত। 'নিজের আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন মেলিয়া দিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

আকর্ন [স আকর্ণ] *ক্রিবিণ* কান পর্যন্ত। 'চক্ষু আকর্ন পর্য্যন্ত।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আকর্ষ [স আকর্ণ] *ক্রিবিণ* কান পর্যন্ত। 'কাটিল সন্ডার অস্ত্র আকর্ষ পুরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

আকর্ষক [স] *বিণ* আকর্ষণ করে এমন। 'যতই উজ্জ্বল ও দৃষ্টি-আকর্ষক হউক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আকর্ষণ [স] **১** *বি* টান। 'সময়ক্রমে কল আকর্ষণ করিলে পুল উঠিয়া দ্বার বন্ধ করে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* শোষণ। 'সূর্য্য আটমাস পৃথিব্যাশ্রিত বৃক্ষাদি যাহাতে নষ্ট না হয় এমন করিয়া পৃথিবী হইতে রসের আকর্ষণ করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বি* প্রেমের টান। 'গেটে লিলির সবল আকর্ষণ তো ছিঁড়িলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বি* মাধুর্য। 'শূন্যগর্ভ কথার কোনো আকর্ষণ নাই – না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কাণে মিঠা লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৫** *বি* আহ্বান। 'পুনশ্চ আকর্ষণ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আকর্ষণ করা **১** *ক্রি* টানা। 'হেয় বিকৃত অমরতা লাভ করিয়া সে তলে তলে সমাজকে ধ্বংসের পথে আকর্ষণ করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *ক্রি* প্রভাবিত করা। 'যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আকর্ষণকেন্দ্র [স] *বি* ভরকেন্দ্র। 'এক-একজন কবির কল্পনা এক-একটি আকর্ষণকেন্দ্রের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আকর্ষণজীবী [স] *বিণ* শোষণজীবী। 'কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আকর্ষণবিকর্ষণ [স] *বি* সমমুখী ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বা টান। 'আকর্ষণবিকর্ষণ-গ্রহণবর্জনের নিয়মে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আকর্ষণ-মন্ত্র [স] *বি* কাছে টানার মন্ত্র। 'উচ্চারিছে আকর্ষণ-মন্ত্র কোন গুণী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আকর্ষণময় [স] *বিণ* আকর্ষণীয়। 'আপনি সব দিক থেকে ভয়ানক আকর্ষণময়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

আকর্ষণশক্তি [স] *বি* আকর্ষণ করার ক্ষমতা। 'ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

আকর্ষণশীল [স] *বিণ* আকর্ষণীয়। 'মন থাকে অত্যন্ত আবেদনময়, ছন্দময় ও আকর্ষণশীল।' *বেগম*, ১৯৭২।

আকর্ষণী [স] *বিণ স্ত্রী* আকর্ষণ করে এমন। 'আকর্ষণী শক্তি বলে গৃহাভিমুখে ধাবিত হও।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

আকর্ষণীয় [স] *বিণ* মনকে আকৃষ্ট করে এমন। 'সহজ ও আকর্ষণীয় সমাজবুদ্ধি যে আলোড়ন তোলে।' *হাই*, ১৯৫৪।

আকর্ষণীয়তা [স] **১** *বি* আকর্ষণ-শক্তি। 'রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা ও আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি পাবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* আকর্ষণ করার গুণ। 'উভয়কেই আকর্ষণীয়তা, আদর্শ-পরায়ণতা, সমস্রোতা ও সহযোগিতা শিখিতে হইবে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

আকর্ষা [স আকর্ষণ>] *ক্রি* আকর্ষণ করা। 'শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আকর্ষিক [স] *বিণ* আকর্ষিত। 'তাহা নিকটবর্তী এক বা একাধিক নক্ষত্র দ্বারা আকর্ষিক হইতেছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

আকর্ষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আহ্বান করা হয়েছে এমন। 'সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

আকর্ষী [স] *বি* আঁকশি; অঙ্কুশের মতো আগাবিশিষ্ট লম্বা লাঠি। 'অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আকল [আ] ১ *বি* যাচাই। 'আকল করিয়া দেখ হএ কি না হএ।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* বুদ্ধি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আকলা [আ আকল>] *ক্রি* বিবেচনা করা। 'আপনাকে সব হৈতে হীন আকলিও।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'মনেত আকলি যুক্তি কহিলা সত্বর।' *সুলতান*, ১৭০০।

আকলিয়া [আ আকল>] *বিণ* বুদ্ধিমান। 'প্রাণে না মারিল ধাই বড় আকলিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আকল্প [স] *বি* কল্পনা। 'মন্দিরের স্বর্ণচূড়া পশ্চিম দিগন্তে যায় দেখা, চিনিতে পারে নিজেদেরই মনের আকল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আকসার [আ] *ক্রিবিণ* প্রায়ই। 'সে কথাটা কথাবার্তায় চালচলনে আকসারই অস্বীকার ক'রে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

আকসির [আ] ১ *বি* পরশমণি। 'তৌহিদের কল্যাণে মাটি তখন হয় আকসিরে পরিণত।' *মোস্তফা*, ১৯৪২। ২ *বি* মহৌষধ। 'তার শ্রান্তির আকসির জানো তুমি।' *ফররুখ*, ১৯৬৬।

আকসীকোরান [আ] *বি* মুদ্রিত কোরান। 'তাই একটা আকসীকোরান দেওয়া হয়েছে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

আকসী[1] [আ আকসী] *বিণ* মুদ্রিত। 'একটা আকসী কোরান দেওয়া হয়েছে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

আকসী[2] [স আকর্ষী] *বি* ফুল-ফল পাড়ার কাজে ব্যবহৃত লাঠিবিশেষ। 'আকসী দিয়ে পাড়তে পারি চাঁদের চুমো।' *জসীম*, ১৯৫১। *দ্র* **আঁকশি**

আকস্মিক [স] ১ *বিণ* হঠাৎ। 'তড়িৎপ্রবাহের আকস্মিক গতিপরিবর্তনাদি হইতেই ইহার আবির্ভাব সংঘটিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'সৃষ্টি ব্যাপারটা আকস্মিক মহামারীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* অভাবিত। 'এই আকস্মিক গৃহবিপ্লবের কোনো তাৎপর্য না বুঝিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৪ *বিণ* ব্যতিক্রমী। 'কেবল দুই-একটা আকস্মিক অবস্থার উপর ইহার নির্ভর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'ভয়জাত আকস্মিক দুর্বলতার কথাও গ্রহণযোগ্য।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪। ৫ *বিণ* চকিত। 'আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৬ *বিণ* অস্বাভাবিক। 'যেসব বাঙালি ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৭ *বিণ* কাকতালীয়। 'যে চৈতন্যজ্যোতি প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরগগনে নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আকস্মিকতা [স] *বি* প্রত্যাশা করা হয়নি এমন অবস্থা। 'প্রয়োজনের কিংবা আকস্মিকতার ছুতোটুকু পর্যন্ত রাখলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

আকস্মিকভাবে [স] *ক্রিবিণ* হঠাৎ ক'রে। 'চোখেও আকস্মিকভাবে বৃষ্টির ঝাপটার মতো পানি আসে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

আকস্মিক রশ্মি [স] *বি* মহাজাগতিক রশ্মি। 'কসমিক রশ্মি। বলা যেতে পারে আকস্মিক রশ্মি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আকা[1] [স উখা] *বি* চুলা। 'সে তোমার মুখে বাসি আকার ছাই তুলে দেয় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

আকা[2] *বি* আসামের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দফলা কুকী ... সভ্য, অসভ্য জাতি আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

আকাইলেক [স অকায়িক] *বিণ* আলুলায়িত। 'আকাইলেক কেশ তোর মুঠি এক মাঝা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আকাঁড়া [স অ+স কণ্ড>] ১ *বিণ* ভালোভাবে ভানা হয়নি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আ-কাঁড়া চালের অন্ন-লবণ।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* অমার্জিত। 'মোর মামা একটা আকাঁড়া চাষা।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

আকাঙ্ক্ষা [স] ১ *বি* ইচ্ছা। 'গঙ্গাএ আকাঙ্ক্ষা কপি মনস্কাম করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সঙ্গলাভের ইচ্ছা। 'আপন পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের আকাঙ্ক্ষা করেন তাহাকেই ছেনাল কহেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ *বি* প্রত্যাশা। 'তিনি প্রজাবর্গের চিত্তে ... আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত করিয়া দেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বি* তৃষ্ণা। 'যত পান করিতেছি, আমার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইতেছে না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৫ *বিণ* বাসনার। 'তাই ডুবিতেছি অতল আকাঙ্ক্ষা পারাবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৬ *বি* লক্ষ্য। 'দেশহিতের আকাঙ্ক্ষা সত্য হয়ে মনের মধ্যে জেগে ওঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৭ *বি* বাসনা। 'একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্র কণ্ঠে আজ ফুটে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আকাংক্ষা, আকাংক্ষ্যা [স আকাঙ্ক্ষা] *বি* আশা। 'দুষ্টমতি আকাংক্ষ্যা করিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আমরা আকাংক্ষা করি।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

আকাঙ্ক্ষা-পাখি *বি* আকাঙ্ক্ষারূপ পাখি। 'আকাঙ্ক্ষা-পাখি মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জরপিঞ্জরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ [স] *বিণ* প্রত্যাশাপূর্ণ। 'তাহার মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মানবহৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আকাঙ্ক্ষাহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* আকাঙ্ক্ষা নেই এমন। 'বধূকেও কেন সে এমন দীনা আকাঙ্ক্ষাহীনা থাকতে বলবে?' *জীবন*, ১৯৩২।

আকাঙ্ক্ষি [স আকাঙ্ক্ষী] *বিণ* আকাঙ্ক্ষাকারী। 'ভদ্র মহাশয়েরা দেশের ভদ্র আকাঙ্ক্ষি হন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

আকাঙ্ক্ষিত [স] ১ *বিণ* ইচ্ছুক। 'অনেকে তদ্‌গ্রন্থ গ্রহণে আকাঙ্ক্ষিত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বিণ* বাঞ্ছিত। 'উক্ত ব্যবসায়ীর আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত মূল্য প্রদানে সমর্থ হইতেছেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* প্রার্থিত। 'তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আকাঙ্ক্ষিতা [স] *বি স্ত্রী* যাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা হয়। 'আমার সেই গোপন আকাঙ্ক্ষিতার বাষ্পরুদ্ধ চাপাকান্নার আকুলতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* অভিলাষী। 'খ্যাতির আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

আকাঙ্ক্ষীয় [স আকাঙ্ক্ষা] *বিণ* কাম্য। 'আকাঙ্ক্ষীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

আকাঙ্খা [স আকাঙ্ক্ষা>] *ক্রি* আকাঙ্ক্ষা করা। 'আকাঙ্খিয়া পতিব্রতা করিল শয়ন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আকাচা [অকাচা>] *বিণ* ধোয়া হয়নি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আকাট [স অকাষ্ঠ>] **১** *বিণ* অত্যন্ত; নিরেট। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দাঁতগুলোর আকাট অবর্ণনীয়তায় ... তাকিয়ে রইল।' *জীবন*, ১৯৪৮। **২** *বিণ* নির্ভেজাল। 'প্রুফ কপির আকাট লাবণ্য।' *অবন*, ১৯২৫। **৩** *বিণ* পুরোপুরি। 'আকাট চাষা।' *তারা*, ১৯২৯।

আকাটমূর্খ [স অকাষ্ঠ>+স মূর্খ] *বিণ* নিরেট মূর্খ। 'পড়াশোনায় এতই ডডনং এবং আকাটমূর্খ ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আকাটা [স অকর্তন>] *বিণ* কাটা হয়নি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আকাদেমি, আকাদিমি [ফ] *বি* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'মৃত ড্রজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনকরণ বিষয়ে পারেস্তাল আকাদেমিতে অনেকের সমাগম হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'শান্তিপুরের আকাদিমি।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

আকাম কুকাম [স অকর্ম-কুকর্ম] *বি* নিন্দনীয় কাজ। 'আকাম কুকাম কইরো না মেঞা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

আকামত [আ ইকামত] *বি* উদ্বোধন। 'বিপুল সমারোহের সহিত নূতন মসজিদের আকামত পর্ব শেষ হইল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

আ-কামানো [স অকর্ম>] *বিণ* দাড়ি কামানো হয়নি এমন। 'আ-কামানো মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আকার[১] [স] **১** *বি* আকৃতি। 'চরণযুগল থলকমল আকারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* মতো। 'মড়ার আকার হইয়া রহিলাম ছুতায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* ছবি। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বি* মূর্তি। 'যাহাদিগের অতি কুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বি* লক্ষণ। 'বাঁচিবার আকার নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **৬** *বি* চেহারা। 'কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিষণ্ন আকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **৭** *বি* অবয়ব। 'বর্তমান ত্রিসংখ্যক সাধনা হইতে গ্রাহকগণ ত্রৈমাসিক সাধনার আকার আয়তন খানিকটা বুঝিতে পারিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৮** *বি* গড়ন। 'কিন্তু তাহার সেই শোভন গন্ধ, সেই শোভন আকার কোথায়?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৯** *বি* স্পষ্টতা। 'পূর্ণাঙ্গ ইউরেপীয়ান স্বপ্ন এঁদের চেতনায় আকার পায়নি।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

আকার-ইঙ্গিত [স] *বি* আভাস-ইশারা। 'চিরবিচিত্র আকার-ইঙ্গিতে কেবলমাত্র সারসংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আকারগ্রাসী [স] *বিণ* অবয়বকে গ্রাস করে এমন। 'রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়-গ্রাসী নিঃশব্দ মহাগোধূলিরাশির মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আকারধারণ [স] *বি* রূপ গ্রহণ। 'প্রাচীন আকার ধারণ করে তিনি তাহা নানাবিধ উপায়ে পরীক্ষা করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

আকার প্রকার [স] **১** *বি* চেহারা ও বৈশিষ্ট্য। 'সে ব্যক্তির আকার প্রকার বয়ঃক্রম ঐ ব্যক্তি হইতে দেড় হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি* ভাবভঙ্গি। 'তাঁহারদের আকারপ্রকার ও শিষ্টালাপেতে কলিকাতাস্থ পাঠশালার ছাত্রেরদের অপেক্ষাও উত্তম বোধ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

আকারপ্রকারবিহীন [স] *বিণ* বৈশিষ্ট্যবর্জিত। 'কোনো সভ্যতাই আকারপ্রকারবিহীন হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আকারপ্রকারহীন [স] *বিণ* বৈশিষ্ট্যবর্জিত। 'নির্বস্তুক শব্দগুলো আকার-প্রকারহীন গুণদোষের আকর।' *হাই*, ১৯৫৪।

আকারপ্রাপ্ত [স] *বিণ* মূর্ত। 'তাহা সুস্পষ্ট জীবন্ত এবং আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আকারবদ্ধ [স] *বিণ* ছন্দবদ্ধ; কাঠামো-দেওয়া। 'তাকে আকারবদ্ধ করা হল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আকারবিশিষ্ট [স] *বিণ* অবয়ববিশিষ্ট। 'সে একটি দৃশ্যমান আকারবিশিষ্ট মানুষ মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আকারশূন্য [স] *বিণ* নিরাকার। 'আকারশূন্য পরমাণুসমষ্টির অস্তিত্ব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আকারে-প্রকারে *ক্রিবিণ* চালচলনে। 'আকারে-প্রকারে বিশেষ যে মিল তাও নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আকার[২] [স] **১** *বি* 'আ' নামের স্বরবর্ণ। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* কারচিহ্ন ' া '। 'আকার ই-কারের অনুপস্থিতি এখনও আমার চোখে লাগে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

আকারণ [স অকারণ] *ক্রিবিণ* কারণ ছাড়াই। 'ভার এড়িতেঁ তোহ্মে চাহ আকারণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আকাল[১] [স অকাল] **১** *বি* দুর্ভিক্ষ। *ওর্সা*, ১৭৮২; '৭৩/৭৫ সালে আমাদের দেশে যে দুই আকাল গিয়াছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩; 'দেশে যেবার আকাল, মগের মুলুক থেকে চাল আনিয়ে বেচে ওর টাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* অভাব। 'বাজারে ফুলের আকাল পড়ে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আকালিক [স] *বিণ* অসময়ে আগত। 'তপোবনে আকালিক বসন্ত উদয়।' *মোহিত*, ১৯৪০।

আকাশ [স] **১** *বি* গগন। 'বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশে ফুলিলা।' *চর্যা ৪১*, ১২০০। **২** *বি* স্বর্গ। 'লাফ দিআঁ থণে আকাশ ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* অতি দুর্লভ বস্তু। 'আকাশবাণীতে হাতে পাইলা আকাশ।' *ভারত*, ১৭৬০। **৪** *বিণ* দৈব। 'সত্যের জয়! সত্যের জয়! বলিয়া ঘন ঘন আকাশ বাণী হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বি* ভুবন। 'নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৬** *বি* নড়াচড়ার অবকাশ। 'তাহার পক্ষে অনেকখানি ফাঁকা অনেকখানি আকাশ আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৭** *বি* উচ্চতা। 'ইমারতের আকাশ হইতে আলী মজহার খাঁর বংশধরেরা আজ খড়োঘরের মাটিতে নামিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

আকাশ হাতে পাওয়া – অতি কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা। 'আকাশবাণীতে হাতে পাইলা আকাশ।' *ভারত*, ১৭৬০।

আকাশ-আঁচড়া [স আকাশ>+স আকর্ষ>] *বিণ* আকাশস্পর্শী। 'নিউইয়র্কের আকাশ-আঁচড়া বাড়ি আমাদের পলিমাটির উপরে বসিয়ে দিলে সেটা তার অধিবাসীদের কবর হয়ে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আকাশকুসুম [স] **১** *বিণ* অবাস্তব। 'সে আমার আকাশকুসুম বোধ হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে আকাশকুসুমবনে স্বপন চয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* কল্পনার ফসল। 'আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে, তাই আকাশকুসুম করেছি চয়ন হতাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* অযৌক্তিক ব্যাপার। 'আপনাকে যদি তাহার রচনা করিতে হয় তবে সে একটা পাগলামি, একটা আকাশকুসুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আকাশকোণ [স] *বি* আকাশের প্রান্ত। 'আকাশ-কোণে যায় শোনা কি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আকাশগঙ্গা [স] **১** *বি* ছায়াপথ। 'আকাশগঙ্গা অবশ্য কাল্পনিক পদার্থ।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বি* আকাশের অন্ধকার। 'আকাশ-গঙ্গা নামিয়া এসেছে সন্ধ্যারানীর রূপে।' *নজরুল*, ১৯৩১। **৩** *বি* আকাশরূপ গঙ্গা। 'আমার লীলার কর্ণধার তারার ফেনা ফেনিয়ে তোলে আকাশগঙ্গার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আকাশ-গরাসী [স আকাশ-গ্রাস>] *বিণ* আকাশ গ্রাস করে এমন। 'গ্রাসিতে এসেছে তোরে আকাশ-গরাসী তার কায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আকাশ-গলা [স আকাশ+গলন>] *বিণ* আকাশ থেকে গলে পড়ছে এমন; স্বর্গীয়। 'চিত্তে নামে আকাশ-গলা আনন্দিত মন্ত্র রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আকাশ-গাঙ [স আকাশগঙ্গা] *বি* আকাশগঙ্গা। 'আকাশ-গাঙে জাগবে জোয়ার।' *নজরুল*, ১৯২৮।

আকাশগামী [স] *বিণ* শূন্যগামী। 'বিদ্যাসাগর আকাশগামী ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আকাশগুহা [স] *বি* মহাশূন্যের গহ্বর। 'সে প্রেম দেউল রচি আকাশগুহায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আকাশগেহ [স আকাশগৃহ] *বি* আকাশরূপ গৃহ। 'চলিব যখন তোমার আকাশগেহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

আকাশগোলক [স] *বি* আকাশরূপ গোলক। 'পূর্বযুগে আকাশগোলক যখন সংকীর্ণ ছিল তখন তারায় তারায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আকাশগ্রন্থি [স] *বি* জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। 'বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি।' *জীবন*, ১৯৪২।

আকাশগ্রাসী [স] *বিণ* আকাশ গ্রাস করে এমন। 'অনন্ত আকাশগ্রাসী অনলসমুদ্রমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আকাশ-ঘণ্টা [স] *বি* আকাশরূপ ঘণ্টা। 'বাজিল আকাশ-ঘণ্টা, বসুধা-কাঁসর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আকাশচর [স] *বিণ* আকাশে উড়ে বেড়ায় এমন; আকাশচারী। 'আকাশচর কল্পনা উড়ে গেল মেঘের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আকাশ-চাওয়া [স] *বিণ* আকাশের দিকে চেয়ে অপেক্ষমাণ। 'অনেক দিনের আকাশ-চাওয়া/ আসবে ছুটে দখিন হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আকাশচারণ [স] *বি* আকাশে চলাচল। 'কাকপক্ষীর আকাশচারণও হবে অসম্ভব।' *উমর*, ১৯৬৮।

আকাশচারী [স] ১ *বিণ* আকাশে বিচরণকারী। 'পূর্বে আমি এক আকাশচারী বিদ্যাধর ছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বিণ* কাল্পনিক। 'সমস্ত আকাশচারী পরিকল্পনা ও দাবীকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

আকাশচিহ্ন [স] *বি* আকাশের ছবি। 'রক্তিম আকাশচিহ্ন সবেগে প্রস্থান করে যূথ ব্যঞ্জনায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

আকাশচুমী [স আকাশচুম্বী] *বিণ* আয়ত্তের বাইরে। 'সরষের ফুল দেখছ চোখে/ মূল্য আকাশচুমী।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

আকাশচেরা [স আকাশ>+স চীর্ণ>] *বিণ* আকাশ বিদীর্ণ করে এমন। 'আকাশচেরা চিৎকারের এতটুকু কী তাঁর কানে গেল না?' *নজরুল*, ১৯২৪।

আকাশচ্যুত [স] *বিণ* আকাশ থেকে পতিত। 'নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতো পিছনে ফেলে/ আকাশচ্যুত এক উদ্ধত চিলকে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

আকাশ-ছাওয়া *বিণ* সমস্ত আকাশজুড়ে বিস্তৃত। 'ঐ আকাশ-ছাওয়া কাহার চাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

আকাশ-ছেঁচা *বিণ* আকাশ সিঞ্চন-করা। 'আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

আকাশছোঁয়া [স আকাশ+ছোঁয়া] *বিণ* গগনস্পর্শী। 'আকাশছোঁয়া বালাখানার এক-একখানা ইট ... একেবারে ধসিয়া পড়ে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আকাশ ছোঁয়ান [স আকাশ+ছোঁয়া>] *বিণ* আকাশচুম্বী; অনেক উঁচু। 'আকাশ ছোঁয়ান তাল গাছগুলি।' *জসীম*, ১৯৩১।

আকাশচারী [স] *বিণ* আকাশে উড়ে বেড়ায় এমন। 'আকাশচারী মনটা মাঝে মাঝে আবার যদি এই ভূচর মনের সঙ্গে মিলতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আকাশ-জড়ানো *বিণ* আকাশস্পর্শী। 'আকাশ-জড়ানো ঘন বন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আকাশজুড়ে [স আকাশ-যুক্ত>] *ক্রিবিণ* সমস্ত আকাশব্যাপী। 'আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে তোমারি নাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

আকাশ-জোড়া [স আকাশ-যুক্ত>] ১ *বিণ* আকাশ-ভরা। 'আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রিবিণ* আকাশজুড়ে। 'সমস্ত আকাশজোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আকাশ-ঠেকা *বিণ* আকাশ স্পর্শ করেছে এমন। 'সামনে বিরাট শত্রু পাহাড় আকাশ-ঠেকা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

আকাশডাঙা *বি* আকাশমণ্ডল। 'আকাশডাঙা বনবনানী শান্তি বাঁধে শান্তি বাঁধে কার।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

আকাশতল [স] *বি* আকাশপট। 'আকাশতলে উঠল ফুটে আলোর শতদল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আকাশ থেকে পড়া *ক্রি* বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া। 'তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে!।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আকাশ থেকে পাড়া *ক্রি* উপর থেকে টেনে নামানো। 'আকাশ হৈতে পাড়িয়া তার প্রাণ হরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আকাশদুহিতা [স] *বি* প্রতিধ্বনি। 'বংশীধ্বনি শুনি ধনী – আকাশ-দুহিতা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আকাশদেশ [স] *বি* মহাশূন্য। 'তিনি স্বদেশ বিদেশ এবং আকাশদেশের রাজা হতে পারতেন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

আকাশনন্দিনী [স] *বি* প্রতিধ্বনি। 'বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ আকাশনন্দিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আকাশনিম [স] *বি* গাছবিশেষ, যাতে সবুজাভ সাদা ফুল ফোটে। 'যে আকাশনিম বীথিকার তলায় রেবতী রবিবার কাটায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আকাশনীলা [স] *বি* আকাশের নীল; নীলিমা। 'অচেনা আকাশনীলা অতিক্রম করার প্রয়াসে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

আকাশপট [স] *বি* আকাশের আঙিনা। 'নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

আকাশপতিতাগত [স] *বিণ* আকাশ থেকে পড়েছে এমন। 'জমি কি আকাশপতিতাগত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

আকাশপথ [স] ১ *বি* আকাশে চলাচলের পথ। 'গন্ধর্বসেন ... দেবদেহ হইয়া আকাশপথে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* আকাশমণ্ডল। 'যাকে চোখে দেখা যায় না সেই উত্তাপ কখন আকাশপথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আকাশপদ্ম [স] *বি* আকাশরূপ পদ্ম। 'আকাশ পদ্মের মাঝে একান্ত

একেলা বসে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আকাশপরিধি [স] *বি* আকাশের সীমানা। 'নিহিত পাতালছায়া ভরে ছিল আকাশপরিধি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

আকাশপরিপ্লাবী [স] *বিণ* আকাশ প্লাবিত করে এমন। 'এই আকাশ-পরিপ্লাবী অজস্র আলোককে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আকাশপাড়া [স আকাশ+স পাটক] *বি* আকাশমণ্ডল। 'আকাশ-পাড়ার শ্যাম-সায়রে যায় বলাকা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

আকাশপাত [স] *বি* আকাশের আঙ্গিনা। 'এমন কত-না প্রাতে চাহিয়া আকাশপাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আকাশপাতাল [স] **১** *বিণ* সর্ব্বত্রবিস্তৃত। 'তাহাতে কি করে তোমার আকাশপাতাল নাম আছে।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* আকাশ ও পাতালের পার্থক্য। 'পূর্ব্বাবস্থা আর বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যার আলোচনা উপলব্ধি করিলে আকাশ পাতালের ন্যায় প্রভেদ জ্ঞান করা উচিত হয়।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৩** *বিণ* বিস্তর। 'উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *ক্রিবিণ* অসংলগ্নভাবে। 'আকাশপাতাল গল্প কর দিনরাত।' *জীবন*, ১৯৩২। **৫** *ক্রিবিণ* সমস্ত বিষয়ে। 'আকাশ-পাতাল গবেষণা করলেও তার শ্রেণীচরিত্রের ...।' *উমর*, ১৯৬৮।

আকাশপাতাল প্রভেদ [স] *বি* দুস্তর পার্থক্য। 'শিষ্য হওয়া এবং দাস হওয়ার ভিতর আকাশপাতাল প্রভেদ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

আকাশ পাতাল ভাবনা – এলোমেলো চিন্তা। 'প্রস্তাবিত বিষয় পাঠ করিয়া আকাশ পাতাল ভাবনা করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

আকাশপানে [স আকাশ>+স প্রবণ>] *ক্রিবিণ* শূন্যের দিকে। 'আকাশপানে চাহিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আকাশপার [স] *বি* আকাশের অন্য প্রান্ত। 'আকাশ-পারে কে যেন ব'সে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আকাশপুর [স] *বি* আকাশ। 'পালিয়ে যখন যায় সে দূরে আকাশ পুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

আকাশপ্রদীপ [স] **১** *বি* (হিন্দু-আচার) দণ্ডের মাথায় উঁচুতে তুলে দেবতার উদ্দেশে জ্বালানো প্রদীপ। 'আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **২** *বি* চাঁদ। 'নির্জন সেই আকাশপ্রদীপে, শিশিরের জল কাঁপছে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

আকাশপ্রমাণ [স] *বিণ* আকাশচুম্বী। 'আকাশপ্রমাণ লঙ্কার গড়।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আকাশ-প্রার্থনা [স] *বি* আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা। 'ঊর্ধ্বমুখী এতক্ষণ বসেছিল। হয়ত কোনো আকাশ-প্রার্থনায়।' *শওকত*, ১৯৭২।

আকাশ-প্রিয়া [স] *বি* আকাশরূপ প্রিয়া। 'চাঁদের শাম্পানে চড়ি চলিছে আকাশ-প্রিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৮।

আকাশপ্লাবিনী [স] *বিণ* আকাশকে প্লাবিত করে এমন। 'জ্যোৎস্না যতই আকাশপ্লাবিনী হোক না কেন ...।' বনফুল, ১৯৩৬।

আকাশফাটা [স আকাশ+ফাটা] *বিণ* গগনবিদারী। 'স্থানে স্থানে অভাব অনটনের আকাশ-ফাটা ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

আকাশবাণী [স] **১** *বি* দৈববাণী। 'শুনিয়া আকাশবাণী সর্ব ভক্তগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আকাশবাণীতে হাতে পাইলা আকাশ।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* বেতারসংকেত। 'সেই ঢেউ বেয়ে চলে আকাশবাণী, যাকে বলে রেডিয়োবার্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আকাশবিমান [স] *বি* আকাশচারী দেবরথ। 'আকাশবিমানে বসি বলেন ভারতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আকাশবিহারী [স] **১** *বিণ* আকাশে বিচরণশীল। 'আমার নয়ন-কোণে আকাশ-বিহারী ধূমকেতুর আবির্ভাব হইতে লাগল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩; 'আকাশবিহারী পাখি উড়িত আকাশে – মাটি হতে ব্যাধ তারে মারিয়াছে বাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বিণ* কাল্পনিক। 'আকাশে বাস করবার চেষ্টা করলে আকাশবিহারী দেবতার সয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৩** *বিণ* কল্পনাপ্রবণ। 'সৃষ্টিকালে শিল্পী আকাশবিহারী হন।' *উমর*, ১৯৬৮।

আকাশ-বীণা [স] *বি* আকাশরূপ বীণা। 'আকাশ-বীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আকাশ-বেঁধা [স আকাশ+বেঁধা] *বিণ* আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে এমন। 'আকাশ-বেঁধা শুভ্র চূড়া করেছে নির্ব্বাক!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

আকাশব্যাপী [স] *বিণ* আকাশজুড়ে বিস্তৃত। 'একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক "বাইসন" মোষ যেন ক্ষেপে উঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আকাশভরা [স আকাশ>+ভরা] *বিণ* আকাশজুড়ে বিস্তৃত। 'এই আকাশ-ভরা সোনার রৌদ্রেটি আজ আমারও মনের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আকাশ-ভাঙা [স আকাশ>] *বিণ* আকাশ ভেঙে পড়ছে এমন। 'আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া – আকস্মিক বিপদে পতিত হওয়া। 'হেন বাক্য হইল যদি অভয়ার তুণ্ডে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আকাশভীরু [স] *বিণ* আকাশকে ভয় পায় এমন। 'পাখিকে খাঁচায় বন্দী করে তাকে আকাশভীরু করে তোলা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আকাশভীরুতা [স] *বি* আকাশকে ভয় পাওয়ার ভাব। 'আকাশভীরুতা তার স্বভাব নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আকাশ ভেঙে পড়া *ক্রি* বিপদে পড়া। 'সকলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।' *হাই*, ১৯৫৪।

আকাশভেদী [স] *বিণ* আকাশ ভেদ করে যাবে এমন। 'ছেলেগুলো আকাশভেদী চীৎকারশব্দে বানরের মতো ডালে ডালে লুটপাট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

আকাশমণি [স] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'আকাশমণির চারা, দেখে গেছো সেগুন-মঞ্জরী।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

আকাশমণ্ডপ [স] *বি* আকাশমণ্ডল। 'চতুর্দিকের আকাশমণ্ডপে কালো মেঘের পর্দা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আকাশমণ্ডল [স] **১** *বি* দৃশ্যমান আকাশ বা বায়ুস্তর। 'ধূলিতে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* আকাশ পথ। 'আকাশ-মণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ... বর্ষিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

আকাশমণ্ডলী [স] *বি স্ত্রী* নভোমণ্ডল। 'যথা আকাশমণ্ডলী নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তিশ্বেরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আকাশময় [স] *ক্রিবিণ* আকাশজুড়ে। 'সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আকাশমার্গ [স] *বি* আকাশপথ। 'ব্যোমযান অর্থাৎ বেলুনযন্ত্র আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

আকাশমুখী [স] **১** *বি* উর্ধ্বমুখে থাকেন এমন সন্ন্যাসী। 'উর্দ্ধবাহু, আকাশমুখী, পঞ্চধুনী প্রভৃতি বিবিধ উপাধি গ্রহণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* আকাশের দিকে মুখ করে আছে এমন। 'চিত্ত মোর নিমেষগত, উর্ধ্বমুখী শিখার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আকাশযাত্রা [স] *বি* আকাশভ্রমণ; আকাশে উড়া। 'তাঁহাদের আকাশ-যাত্রার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পুলকিত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আকাশযান [স] *বি* উড়োজাহাজ। 'আজ যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে পড়িয়া চুরমার হইয়া মরিতেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আকাশরাশি [স] *বি* সীমাহীন আকাশ। 'ঝাঁপ দিয়েছি আকাশ-রাশিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

আকাশরেখা [স] *বি* দিগন্তরেখা। 'কোন দূর – নীরব – আকাশরেখার সীমানায়।' *জীবন*, ১৯৪৪।

আকাশলেখ [স] *বি* আকাশের লেখা। 'পুনর্বার তুলেছি দ্যাখো আকাশলেখ তীক্ষ্ণ কনীনিকা।' *শক্তি*, ১৯৬১।

আকাশসভা [স] *বি* আকাশমণ্ডল। 'ধোঁয়াটে রঙের আবরণ দিয়ে আকাশসভার তৈজসপত্র দিল মুড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আকাশ-সম্ভবা [স] *বি স্ত্রী* প্রতিধ্বনি। 'শুনি আকাশ-সম্ভবা – ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আকাশ-সাগর [স] *বি* আকাশরূপ সাগর। 'আকাশেরই আবর্ত জগৎরূপে আকাশ-সাগরে ভাসিয়া রহিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

আকাশসিন্ধু [স] *বি* আকাশরূপ সাগর। 'যেন আকাশসিন্ধুর ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড়ের পর পাহাড় হয়ে উঠেছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

আকাশস্থ [স] *বিণ* আকাশে অবস্থিত। 'মুগ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ, আকাশস্থ, ব্রহ্মাণ্ডস্থ, অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

আকাশস্পর্শী [স] *বিণ* আকাশ স্পর্শ করে এমন উঁচু। 'মনে আবার আকাশস্পর্শী আশা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

আকাশ হতে পড়া – রাতারাতি। 'বিলাতি য়ুনিভার্সিটিগুলাও একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া ... পূর্ণপরিণত হইয়া উঠে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আকাশ-হারানো [স আকাশ>+হারানো] *বিণ* আকাশ অদৃশ্য হয়ে গেছে এমন। 'সকাল থেকেই বৃষ্টির পালা শুরু, আকাশ-হারানো আঁধার-জড়ানো দিন।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

আকাশী [স] **১** *বিণ* আকাশস্পর্শী। 'আকাশী স্বপ্ন সে ছুঁয়েছে তার মাটিতে গড়া দুই হাতে।' *নীরেন*, ১৯৫৬। **২** *বিণ* স্বপ্নজগতের। 'দেখে রাখি আকাশী কোন বিষণ্ণতা ছড়িয়ে যায় দিকে-দিকে।' *নীরেন*, ১৯৫৭।

আকাশীয় [স] *বিণ* আকাশ সম্বন্ধীয়। 'আকাশীয় তরল পদার্থের ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আকাশে আকাশে *ক্রিবিণ* বিস্তৃত শূন্য জুড়ে। 'কোথা হতে যেন শুনতে পাই/ আকাশে আকাশে বলে, যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

আকাশের ফুল *বি* দুর্লভ বস্তু। 'যখন পাওয়া যায়, যায় অতি সহজেই, আবার কখনো কখনো সে আকাশের ফুল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

আকাস [স আকাশ] *বি* শূন্য। 'কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আকাসবানি [স আকাশবাণী] *বি* দৈববাণী। 'হইল আকাস বানি সুনিল ষকলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আকিক, আকীক [আ] *বি* মূল্যবান পাথরবিশেষ। 'দুয়জে আকিক এক জুতিমন্ত অতি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'আকীকের অঙ্গুরি রাখিআ নিজ করে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আকিকা, আকীকা [আ] *বি* মুসলিম রীতিতে নবজাতকের নামকরণ অনুষ্ঠান। 'আকিকা দিবেক তার গায়ের বসন।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'আকীকা কোরবাণীর রেওয়াজ আজও ... পুরোদস্তুর বজায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আকিঞ্চন [স] **১** *বি* অভিলাষ। 'সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা আকিঞ্চন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* চেষ্টা। 'বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **৩** *বি* নির্ধনতা; দীনতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আকিঞ্চন্য [স] *বি* নিঃস্বতা। 'আমরা কি আকিঞ্চন্যের সেই চরম বর্বরতায় এসে ঠেকেছি যার কেবল অভাবই আছে ঐশ্বর্য নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

আকির [আ আখির] *বি* শেষ। 'আকিরের মকর্দ্দমা দুই এক রোজের মর্দ্ধে হইবেক।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৯।

আকীম [আ হাকীম] *বি* হাকিম; বিচারক। 'জদ্যবি ইস্তবা দিয় তবে আকীম কহিবেক তুমি কাইল ...।' *ওগাঁ*, ১৭৭৯।

আকীর্ণ [স] **১** *বিণ* পূর্ণ। 'এই সভা নানা গুণরত্নমণ্ডিত পণ্ডিত জনে আকীর্ণ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* উজ্জ্বল। 'সন্ধের সময় সেগুলো আলোয় আকীর্ণ হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আকুঞ্চন [স] **১** *বিণ* কোঁচকানো। 'কলেবর আকুঞ্চন টিপ দিয়া টান।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* সংকোচন। 'সকলই জড় পদার্থের আকুঞ্চন সম্প্রসারণ মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আকুঞ্চা [স আকুঞ্চন>] *ক্রি* কোঁচকানো। 'ভুরু কেন আকুঞ্চিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আকুঞ্চিত [স] **১** *বিণ* বিকৃত। 'বড়ো-মানুষের ঘরের দাসী প্রতি মুহূর্তে মনে মনে নাসাগ্র আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* সংকুচিত। 'তাহার হস্ত পদ আকুঞ্চিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৭। **৩** *বিণ* ভাঁজ হয়ে থাকা। 'আকুঞ্চিত দুটি হাতে আঙুলে আঙুলে তুমি টেনে নেবে গান।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

আকুড়সি [স অঙ্কুশ] *বি* আঁকশি। 'রুপার আকুড়সি হাথে রুপার পুষ্পসাজি।' *রামাই*, ১৭১০।

আকুতি [স] **১** *বি* অভিপ্রায়। 'কি হেন আকুতি তার বামভিতে লইয়া বসাএল মোরে।' *জ্ঞান*, ১৬০০। **২** *বিণ* আকুল। 'তাঅ নেবে তুলি পদ্ম হইএ আকুতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বি* আবেদন। 'আজ তোমার সাজের মধ্যে কোনো আকুতি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৪** *বি* আকুলতা। 'আত্মনিবেদনের অশ্রুগদ্‌গদ আকুতি থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৫** *বি* প্রবণতা। 'গুটিকয়েক রঙের বোধকে ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করায় বাংলা ভাষার একটা আকুতি দেখতে পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৬** *বি* নিবেদন। 'নীপকুঞ্জের জানাল আকুতি রেণুভাবে মন্থর পবন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আকুতিমিনতি [স আকুতি+আ মিন্নত>] *বি* আকুল প্রার্থনা।

'কান্নাসজল কণ্ঠের আকুতি-মিনতি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

আকুল [সং ১ *বিণ* আচ্ছন্ন। 'নিন্দে আকুল গোকুলের লোক ভৈল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বিণ* অভিভূত। 'দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বিণ* উতলা। 'বিরহে পুড়িয়া কান আকুল বিকল।' বড়ু, ১৫৭০। ৪ *বিণ* অশান্ত। 'দুকূল আকুল ভবনদী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৫ *বিণ* কাতর। 'অসহায় শিশুর প্রতি আমাদের যেরূপ মমতা জন্মে, ভয় ও বিষাদে আকুল ইন্দ্র বেচারীর উপর আমাদের সেইরূপ জন্মিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৬ *বিণ* সারা। 'মাধবী মালতী কেঁদে আকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৭ *বিণ* বিভোর। 'গন্ধে পথ আকুল হয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৮ *বিণ* অবিশ্রাম। 'কালকে ছিল এমন ঘন রাত, আকুল ধারে এমন বারিপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৯ *বিণ* উত্তাল। 'তোমায় নিয়ে একলা নায়ে পার হব না ওই আকুল যমুনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ১০ *বিণ* অঝোর। 'কাঁদি আকুল ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ১১ *বিণ* হতভম্ব। 'এ কথা স্মরিলে মনে মহান বিস্ময় আকুল করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ১২ *বিণ* ব্যাকুল। 'অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ১৩ *বিণ* দিশেহারা। 'ফুল নেব, না অশ্রু নেব ভেবে হই আকুল।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

আকুলচিত্ত [সং *বিণ* অস্থিরমনা। 'এই আশঙ্কায় আকুলচিত্ত হইয়া … বারংবার বলিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

আকুলতা [সং ১ *বি* ঔৎসুক্য। 'কত কী কাহিনী তার কত আকুলতা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ *বি* চঞ্চলতা। 'এই যে আলোর আকুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আকুলনয়ন [সং *বি* কোনো কিছু দেখার জন্যে ব্যস্ত চোখ। 'আমি নিশি-নিশি কত রচিব শয়ন আকুলনয়ন রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আকুল হওয়া *ক্রি* উচ্ছ্বসিত হওয়া। 'সুদূর হইতে সুদূরে উঠিয়া আকুল হইয়া চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আকুলা [স আকুল>] ১ *ক্রি* আকুল হওয়া। 'হরিতে কাঁচুলি অধিক আকুলি উঠিল কামিনী কাঁপিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রি* উচ্ছ্বসিত হওয়া। 'আকুলি উঠেছে প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আকুলি, আকুলী [স আকুল>] *বিণ* ব্যাকুল। 'বিরহে আকুলী ভৈলা আপণার দোষে।' বড়ু, ১৪৫০; 'স্বামীর গমনে রামা পরম আকুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আকুলিত [সং *বিণ* ব্যাকুল। 'শোকে অভিভূত অশ্রুজলে আকুলিত হইতে হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

আকুলি বিকুলি [স আকুল>] ১ *বি* উৎকণ্ঠা। 'আকুলি বিকুলি কত চুকুলির লাগি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* টগবগ। 'একটা চাপা উত্তেজনা আকুলি বিকুলি করতে থাকে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

আকুশ [স অঙ্কুশ] *বি* নোঙর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আকুষি [স আকর্ষী] *বি* আঁকশি। 'সত্য সত্য বেগুনগাছে আকুষি দিবে না কি?' *রাজ*, ১৮৭৪।

আকূল[1] [স আকুল] *বিণ* ব্যাকুল। 'সো জন আকূল তুয়া লাগি সুন্দরি কী ফল কঠিন স্বভাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আকূল[2] [স অকূল] *বিণ* কূলহীন। 'ডুবিলুম আকূল সাগরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আকূলা [সং *বিণ স্ত্রী* উত্তাল। 'অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকূলা অকূলা রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আকৃতি [সং ১ *বি* চেহারা। 'জেমত আকৃতি জার জেমন বএসে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* আকারের। 'নখর আকৃতি ছুরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ধরন। 'বাঙ্গালিরা এক আকৃতিরই হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৪ *বি* অবয়ব। 'আকৃতিসামঞ্জস্যহেতু ইহারা বিড়ালশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আকৃতিগত [সং *বিণ* গঠনগত। 'শব্দসকলের আকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য যত সুস্পষ্ট তাহার অর্থও সেই পরিমাণে …।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

আকৃতিধারী [সং *বিণ* আকার ধারণ করে আছে এমন। 'সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিছাড়া ভুলে দেহের আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আকৃতিপ্রকৃতি [সং *বি* চেহারা ও স্বভাব। 'সেই শিক্ষকের নামধাম আকৃতিপ্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আকৃতিবান [সং *বিণ* আকারবিশিষ্ট। 'বনস্পতির দেহ বিচিত্ররূপে আকৃতিবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আকৃতিবিশিষ্ট [সং *বিণ* আকারসম্পন্ন। 'তারকা আকৃতিবিশিষ্ট দুর্গটিকে গোলাবারুদ, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির গুদাম …।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

আকৃতিবিহীন [সং *বিণ* নিরাকার। 'আকৃতিবিহীন কুজ্ঝটিকা হইতে পরিণত নক্ষত্রের এবং …।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

আকৃতিমতী [সং *বিণ স্ত্রী* আকারবিশিষ্ট। 'স্থানে স্থানে দৈবাৎ এক-একটা আকৃতিমতী মূর্তির মতো দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আকৃতিমান [সং *বিণ* আকারবিশিষ্ট। 'আমাদের চৈতন্যকে গতিমান আকৃতিমান করে তুলছে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আকৃতিসামঞ্জস্য [সং *বিণ* গড়নে সাদৃশ্য আছে এমন। 'আকৃতি-সামঞ্জস্যহেতু ইহারা বিড়ালশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আকৃতিহীন [সং *বিণ* নিরাকার। 'আর প্রকাশের আকৃতিহীন রূপ নিষ্প্রাণ।' *শিব*, ১৯৫০।

আকৃষ্ট [সং ১ *বিণ* অনুরাগী। 'মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* চাষ করা হয়নি এমন। 'গ্রামে একটি লোক নাই, ভূমি আকৃষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বিণ* আকর্ষণ করা হয়েছে এমন। 'আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* মুগ্ধ। 'তখন আমার সমস্ত চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং উপকার হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আকৃষ্টচিত্ত [সং *বি* মুগ্ধচিত্ত। *সেবধি*, ১৮৩৯।

আকৃষ্টিপরতা [সং *বি* নিবিড় সংশ্লিষ্টতা। 'ইহাই জীবনের প্রতি কীটের আকৃষ্টিপরতা সপ্রমাণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

আকেডেমিক [ই অ্যাকাডেমিক] *বিণ* শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান সম্বন্ধীয়। 'পারেন্টল আকেডেমিক ইনষ্টিচুসন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

আকেলদার [আ আকল+ফা দার] *বিণ* বুদ্ধিমান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আকৈশোর [সং *ক্রিবিণ* কিশোর বয়স থেকে। 'আমার আকৈশোর বন্ধু …।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

আকোরল [স অক্ষোট] *বি* আখরোট। 'আকোরল জিঙ্গালরু দ্রাক্ষা সুদর্শন।' বড়ু, ১৪৫০।

আক্কারা [স অক্রেয়] *বিণ* দুর্মূল্য। 'সোনার প্রদীপটাই আক্কারা ঠেকছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আক্কেল [আ আকল] ১ *বি* বুদ্ধি। 'দেখিল দুনিয়া বিচে আক্কেল হইতে।'

গরীব, ১৭৬৫। **২** *বি* শিক্ষা। 'মণিরামপুরের ব্যাপারেতে ভালো আক্কেল পাইছি।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বি* দুর্বুদ্ধি। 'মগজে গজিয়ে উঠে আক্কেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বি* নির্বুদ্ধিতা। 'তোরও তো বেশ আক্কেল দেখিতেছি!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৫** *বি* কাণ্ডজ্ঞান। 'তুমি বুড়ো বয়সে আক্কেল খুইয়ে বসেছ!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আক্কেল খোয়ানো [আ আকল>] *ক্রি* কাণ্ডজ্ঞান হারানো। 'মিনসে তুমি বুড়ো বয়সে আক্কেল খুইয়ে বসেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

আক্কেল গুড়ুম [আ আকল+ধ্বন্যা গুড়ুম] *বি* হতভম্ব অবস্থা; অবাক হওয়া। 'পূজা অবধি বিবাহ পর্য্যন্ত ব্যয়ের খাতা দেখিলে বা শুনিলে আক্কেল গুড়ুম হয়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

আক্কেল দাঁত [আ আকল+দাঁত] *বি* পরিণত বয়সে-ওঠা মাড়ির প্রান্তবর্তী দাঁত। 'আক্কেল দাঁত যখন ঠেলিয়া উঠিতে থাকে তখন বেদনায় অস্থির করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আক্কেলদাঁত ওঠা *ক্রি* পরিণত বুদ্ধির অধিকারী হওয়া। 'আক্কেলদাঁত উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আক্কেলমন্ত [আ আকল+ফা মন্দ] *বিণ* বুদ্ধিমান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আক্কেলমন্দ [আ আকল+ফা মন্দ] *বিণ* বুদ্ধিমান। 'সরদার জ্ঞানী আক্কেলমন্দ লোক।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আক্কেলমিঞা [আ আকল+ফা মিয়াঁ] *বি* (ব্যঙ্গ) অতি-বুদ্ধিমান। 'জবাব দিতে আক্কেলমিঞা একেবারে আক্কেলহারা।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৪০।

আক্কেলসেলামি [আ আকল+আ সালাম>] *বি* বোকামির শাস্তি। 'উপযুক্তরূপ আক্কেলসেলামি পাইয়া ... আক্রমণ করিতে সাহস হইত না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আক্কেলহারা [আ আকল+স হার>] *বিণ* (ব্যঙ্গ) বুদ্ধি লোপ পেয়েছে এমন। 'জবাব দিতে আক্কেলমিঞা একেবারে আক্কেলহারা।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৪০।

আক্টোবর [ই অক্টোবর] *বি* খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার দশম মাস। 'চাটিগ্রামে ১৩ আক্টোবর অবধি বিশ দিন পর্য্যন্ত চারিবার ভূমিকম্প হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

আক্তি [স আসক্তি] *বি* আসক্তি। 'নিজ আক্তি মধুবৃত্তি কৈলে মাত্র দোষ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আক্দ, আকদ [আ আক্‌ত] *বি* বিবাহ-বন্ধন। 'পরে বিবাহের শর্তে আমার আক্দ হইল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

আক্দবস্ত [আ আক্‌ত+ফা বস্ত] *বি* বিবাহের চুক্তি। 'আক্দবস্ত-এর তিন বৎসর পরে হাজী সাহেব জামাতাকে লিখিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

আক্রম [স] **১** *বি* বিক্রম। 'বিপুল আক্রমে নাশ তারে।' *মাইকেল*, ১৮৬২। **২** *বি* আক্রমণ। 'ব্যাঘ্রের আক্রমে মৃগসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আক্রমা [স আক্রমণ>] *ক্রি* আক্রমণ করা। 'বায়ুসখা সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে কে পারে রোধিতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'কহি–ফুলসখে শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি এ পোড়া অধর পুনঃ ...।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

আক্রমিত [স] *বিণ* আক্রান্ত। 'পক্ষাঘাত রোগে আক্রমিত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৫।

আক্রমণ [স] **১** *বি* জোরাজুরি। 'ইহার কারণ কাহারো পর আক্রমণ না করিবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বি* আটক। 'ছোকরাদিগকে আক্রমণ করিয়া আনা গিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* হামলা। 'সেখান হইতে এক ভয়ানক আক্রমণ তাহার নাসিকারন্ধ্রে করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* অধিকার করার উদ্দেশ্যে অভিযান। 'তাহারা দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করিতে পারে নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৫** *বি* প্রভাব। 'অধর্ম্মের আক্রমণ নিরাকরণার্থ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৬** *বি* বিরূপ সমালোচনা। 'বঙ্কিমবাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৭** *বি* বিস্তার লাভ। 'সংক্রামক ভাব যদি সমাজের সর্ব্বত্রই আক্রমণ করিয়া থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৮** *বিণ* আঘাত। 'মিথ্যা ও অন্যায় চারদিক থেকে তাদের আক্রমণ করলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

আক্রমণকারী [স] *বিণ* হামলাকারী। 'আক্রমণকারী বৈদ্যুতের দলকে ছিটকে ফেললে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আক্রমণমূলক [স] *বিণ* আক্রমণাত্মক। 'আক্রমণমূলক পন্থা আরম্ভ করা সমীচীন হইবে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

আক্রমণাত্মক [স] *বিণ* আক্রমণ করতে চায় এমন। 'কোন আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে লিখিনি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আক্রমা *দ্র* **আক্রম**

আক্রা [স অক্রেয়] *বিণ* দুর্মূল্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ধানের দর পাঁচ সিকে-দেড় টাকা, আর অন্য জিনিসপত্র আক্রা।' *তারা*, ১৯৪২।

আক্রান্ত [স] **১** *বিণ* পীড়িত। 'যাহাতে অদ্যাবধি আমি আক্রান্ত ছিলাম।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* আক্রমণ করা হয়েছে এমন। 'পুরুষ আক্রান্ত হইয়া ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

আক্রান্তজন [স] *বি* আক্রান্ত ব্যক্তি। 'ব্যাধির দ্বারা আক্রান্তজনদের বাদ দিলে সব মানুষের ভিতরেই মননের সামর্থ্য বিদ্যমান।' *শিব*, ১৯৫৬।

আক্রান্তহৃদয় [স] *বিণ* ব্যথিতচিত্ত। 'আজ অপমানের গোপনভারে আক্রান্তহৃদয় হইয়া কমলা চুপ করিয়া তরকারি কুটিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আক্রান্তা [স] *বিণ স্ত্রী* নিমজ্জিত। 'মহা-পাপে আক্রান্তা জাএদার ভার সকাতরে সহ্য করিবে?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

আক্রাম [আ ইকরাম] *বি* আয়োজন। 'জখন জেমত হুকুম করিয়াছেন তদ অনুরূপ আক্রাম করিয়াছি।' *ভেরলি*, ১৭৯৪।

আক্রোশ [স] **১** *বি* আক্রমণ। 'ব্যাধির আক্রোশ সহিবার কোন আবশ্যক নাই।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। **২** *বি* রাগ। 'আমার অণুমাত্র আক্রোশ নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'সেটার উপরে তিনি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আক্রোশধৃত [স] *বিণ* রাগ করে ধরা হয়েছে এমন। 'তার ডান হাতে শাণিত টাংগিটি আক্রোশধৃত।' *হাসান*, ১৯৬৭।

আক্রোশবাক্য [স] *বি* ক্রোধপূর্ণ উক্তি। 'ভয়ানক আক্রোশবাক্যটির চেয়ে বহুগুণ উচ্চ একটি মেঘগর্জন।' *হাসান*, ১৯৬৭।

আক্রোশিত [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'এত শুন্যা আক্রোশিত ইছাই সুন্দর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আক্ষ [স ইক্ষু] *বি* আখ। 'এখানে আক্ষের ক্ষেত্র নহে।' *কেরি*, ১৮০২।

আক্ষটি [স আখেটক] **১** *বি* শিকারি। 'দেখিল ছাওাল বন্দি আক্ষটির স্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* শিকারজীবী। 'প্রথমে কলির অংশে জন্মাবে আক্ষটি বংশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আক্ষতি [স অখ্যাতি] *বি* অখ্যাতি। 'এক্ষানে আমার এমত অপজষ করিয়া আক্ষতি করিতেছেন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১৫।

আক্ষমা [স অক্ষমা] *বি* ক্রোধ। 'মারিতে না পারে দৈস্য আক্ষমা সে করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

আক্ষরিক [স] **১** *বিণ* কেতাবি। 'পাণ্ডিত্য দুর্লভ নয়, যে পাণ্ডিত্য আক্ষরিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। **২** *বিণ* আনুষ্ঠানিক। 'আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই।' *তারা*, ১৯৪২। **৩** *বিণ* সত্যিকার। 'প্রচ্ছন্ন স্বপন মোর আক্ষরিক মিথ্যার পাষাণ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

আক্ষি [স অক্ষি] *বি* চোখ। 'ছল২ আক্ষিতে রোদন করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

আক্ষিপ্ত [স] *বিণ* বিক্ষিপ্ত। 'এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী-আকার করিয়া তুলিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আক্ষেপ [স] **১** *বি* আফসোস; দুঃখ। 'আপন মন্দ কপালের প্রতি আক্ষেপ।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* ক্ষোভ। 'এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৩** *বি* খিঁচুনি। 'গ্রহণী রোগীর ন্যায় তাঁহার হাতে পায়ে আক্ষেপ ধরিতে থাকে, গলার শির ফুলিয়া ওঠে, চোখ দুটা বাহির হইয়া আসিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বিণ* ক্ষুব্ধ। 'যে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা গালি নহে তাহা আক্ষেপ উক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আক্ষেপজনক [স] *বিণ* খেদপ্রসূত। 'আমারদিগের এই আক্ষেপজনক সদুপদেশে বিরক্ত হইবেন না।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

আক্ষেপবাক্য [স] *বি* খেদোক্তি। 'রাজকুমারের ঈদৃশ আক্ষেপবাক্য কর্ণগোচর করিয়া ... বিবেচনা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

আক্ষেপা [স আক্ষেপ>] **১** *ক্রি* হাত পা ছোঁড়া। 'আক্ষেপিয়া কান্দিতে লাগিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রি* আক্ষেপ করা। 'কর্ণের আক্ষেপি বোলে সুনএ সমাজ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আক্ষেপোক্তি [স] *বি* খেদোক্তি। 'ঐ একটা আক্ষেপোক্তি মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আখ [স ইক্ষু] *বি* ইক্ষু। 'আখের গুড় জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

আখপেষা [আখ+পেষা] *বিণ* মাড়াই করা আখের মতো পিষ্ট। 'আখপেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারি মানবদল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

আখমাড়া [আখ+মাড়াই>] *বিণ* আখ মাড়াই করা হয় এমন। 'আখমাড়া কলের মধ্য দিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আখখুটে [স আখেটক] *বিণ* সহজে ছাড়ে না এমন। 'কী রকম আখখুটে মেয়ে আমি ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

আখছা-আখছি [আ আখজ] *বি* শত্রুতা। 'কাজের নেশাতে এতেই এত মারামারি, কাটাকাটি, আখছা-আখছি ...।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৫০।

আখছার [আ আকসার] *ক্রিবিণ* সচরাচর। 'এমনি তো আখছার হচ্ছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

আখটি [স অখট্টিকা] *বি* ঝগড়া। 'কড়ি পাইবারে কত করিনু আখটি।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

আখড়া [স অক্ষবাট>] **১** *বি* মল্লবিদ্যা অভ্যাসের স্থানবিশেষ। 'করিআ আখড়া ঘরে দণ্ডযুদ্ধ কেহ করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* উনিশ শতকের কলকাতায় প্রচলিত কবিগানের অনুরূপ প্রশ্নোত্তরমূলক গানবিশেষ। 'বাটীতে আখড়া গানের দুই দলে যুদ্ধ হইয়াছিল ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৩** *বি* আশ্রম। 'আখড়ায় থেকে আজি বাবাজীর বেশে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৪** *বি* বাউল বা বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের মিলনকেন্দ্র। 'দশনামী সন্ন্যাসীদের আখড়ার গুরু দত্তাত্রেয়ের পদচিহ্ন থাকে শুনিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বি* অনুশীলন কেন্দ্র। 'জিমন্যাস্টিক আখড়ার মাস্টার।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৬** *বি* ঘাঁটি। 'বিদেশী সওদাগরদের প্রধান আখড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আখড়াই [স অক্ষবাট>] **১** *বি* আঠারো ও উনিশ শতকের নবদ্বীপ ও কলকাতাকেন্দ্রিক বৈঠকী গানবিশেষ। কবিগানের অনুরূপ এই গান নিধুবাবুর হাতে উৎকর্ষ লাভ করে। 'মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* মহড়া। 'মনের সুখে সাহিত্যিকগিরির আখড়াই দেওয়া।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আখড়াধারী [স অক্ষবাট>] **১** *বি* মঠ বা আশ্রমের প্রধান। 'আখড়াধারী বসে আছে অতি বড় সৎ।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* আখড়াবাসী। 'কোন কোন আখড়াধারী বাউল বিগ্রহস্থাপন করিয়া থাকে বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আখড়াফেরত [স অক্ষবাট>+হি ফিরত] *বিণ* আখড়া হতে প্রত্যাগত। 'কুস্তির আখড়াফেরত পালোয়ানের মত।' *তারা*, ১৯৪৩।

আখণ্ড [স] **১** *বিণ* অখণ্ডিত। 'বাসন্তিকা আখণ্ড শ্রীফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অচ্ছিন্ন। 'আখণ্ড কলার পাতে অষ্ট উপহার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আখণ্ডল [স] *বি* দেবরাজ ইন্দ্র। 'আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে প্রলয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আখণ্ডল-ধনু [স] *বি* রংধনু; ইন্দ্রধনু। 'আখণ্ডল-ধনু লাজে পালাবে অমনি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আখতা [ফা আখতাহ্] *বিণ* ছিন্নাণ্ড। 'বিটী আখতা ভাতারের [illegible]' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

আখন[১] [এই+স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এখন। 'আখন আমি সভারে করিব নিস্তার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আখন[২] [তু আখুনচি; ফা আখন্দ] *বি* শিক্ষক। 'বালকে ফারসী পড়ে আখন হুজুরে ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আখনজী [তু আখুনচি] *বি* আখুনজি; বিদ্যালয়ের শিক্ষক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আখবার [আ] *বি* খবরের কাগজ। 'আখবারে এসলামিয়া।' *আখবার*, ১৮৭৭।

আখর [স অক্ষর] **১** *বি* অক্ষর; বর্ণ। 'কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* কথা। 'একই আখরে মো বুঝিলোঁ তোর ঠাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* কীর্তন গানে মাধুর্যের জন্য সংযোজিত অতিরিক্ত পদ। 'আখরই দিন আর যাই দিন ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **৪** *বি* লেখা। 'হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

আখর দেওয়া *ক্রি* কীর্তন গানের সময়ে গায়ক-গায়িকা কর্তৃক ভাবব্যাখ্যামূলক অতিরিক্ত কথা বা পদ জুড়ে দেওয়া। 'ওঁর ভাবোল্লাস হয়েছে তাই উনি আখর দিচ্ছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

আখরিয়া [স অক্ষর>] *বি* লিপিকার; নকলনবিশ। 'শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আখরিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আখরাজাত [আ খরজ] *বি* খরচসমূহ। 'তাহার লোকসান ও আখরাজাত প্রথম খরিদারানকে লাগিবেক।' *ক্যালগে*, ১৮০১।

আখরোট [স অক্ষোট] *বি* একপ্রকার পার্বত্য ফল ও বৃক্ষ। 'আখরোট ফল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আখা [স উখা] *বি* উনান। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এরে আজ চালা করে ধরাইব

আখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আখাম্বা [স স্তম্ভ>] *বিণ* দীর্ঘাকৃতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'অসুরের মতো আখাম্বা ঢ্যাঙা সাহেব।' *পরশু*, ১৯৪০।

আখায়িল [স আক্ষালিত] *বিণ* ধৌত। 'আখায়িল ঘাঅত বিষ জ্বালিল কাহাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আখাল *বি* গোয়াল। 'বাপুর আখালে আছে দুগ্ধবতী গাই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আখি, আখী [স অক্ষি] *বি* চোখ। 'ঘাট ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ।' *চর্যা ১৫*, ১২০০; 'এবেঁ দেখ মোর মুখ তুন্সী দুয়ি আখী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আখি-ঠার [স অক্ষি>+স স্তার>] *বি* চোখের ইশারা। 'আখি-ঠারে লহনা সইয়ের সনে হাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আখিনি [স উখা>] *বিণ* ভাপে রান্না। **আখিনি পলাহু** *বিণ* ভাপে রান্না করা পোলাও। 'আখিনি পলাহু রান্ধে ঘৃতের মিশাল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আখিরি [আ আখির] *বি* অবসান। 'যৌবনের আখিরি করিয়া ফারখতি লইতে পারি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আখিরি কবচ [আ আখির+আ কবজ] *বি* ছাড়পত্র। 'বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

আখু [স] *বি* ইঁদুর। 'গণেশের কাছে পুনঃ আখু চল্যা যাকু।' *কেতকা*, ১৬৫০।

আখুজী [আ আখজ] *বি* শত্রুতা। 'আখুজী করিল বেনে তাহার কারণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আখুট [স অখট্টিকা] *বি* জেদ। 'একটু বেশি আহ্লাদি হয়েছে মেয়েটা — বড্ড আখুট।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

আখুটি [স অখট্টিকা] *বি* জেদ। 'যে আখুটি করে তা ঈশান সমায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আখুটে [স অখট্টিকা] *বিণ* আবদারে। 'কাল-ভোলা মেয়েলিপনা আর আখুটে অভিমান আমায় জোড়া হাতেই বেঁধেছে আজ।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

আখুট্টি [স অখট্টিকা] *বি* আখুটি; বায়না; আবদার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আখুরিয়া [স অক্ষর>] *বিণ* নকলনবিশ। 'নীলকরদের তৈয়ারি ও প্রসাদাবশিষ্ট খোট আখুরিয়া গোমস্তারা।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

আখেআতি [স অখ্যাতি] *বি* দুর্নাম। 'না পাইল কুণ্ডল বড় হইল আখেআতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আখেজ [ফা খাওয়াহিশ] **১** *বি* অভিমান। 'ধর্ম্মের পর আখেজ করিয়া বৃন্দাবন হইতে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৩১। **২** *বিণ* বাঞ্ছনীয়। 'নামের একতা সর্ত্তি আখেজ।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **৩** *বি* শত্রুতা; আক্রোশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আখেট [স আখেটক] **১** *বি* শিকার। 'আখেটে করএ গতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* শিকার-করা প্রাণী। 'আখেটের মাংস বিনে ভোজনে নাহিক আনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আখেটি [স আখেটক] *বি* ব্যাধ। 'আখেটির ফাঁদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আখের [আ আখির] **১** *বিণ* শেষ। 'আখের রসুল এহি জান সর্বজন।' *সুলতান*, ১৬৫০। **২** *বি* পরিণাম। 'একা আমি কি করিব আখেরে অবলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বি* অন্তিম কাল। 'আমার প্রায় আখের হইয়া আইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বি* পরকাল। 'নবি আউল আখের বাতেন জাহের।' *লালন*, ১৮৯০।

আখেরতক [আ আখির+হি তক] *ক্রিবিণ* শেষ পর্যন্ত। 'গলা সাফ করিয়া ... আখেরতক পাঠ করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

আখেরে *ক্রিবিণ* শেষ পর্যন্ত; অন্তিমে। 'আখেরে তাহার নাম রহিম নিধান।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'পড়াশুনো করবে না? আখেরে ওর হবে কী?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আখেরাত [আ আখিরাত] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী পরকাল। 'আমার দুনিয়া ও আখেরাত দুই হবে বরবাদ।' *নজরুল*, ১৯৪০।

আখেরাতের গেট [আ আখিরাত>+ই গেইট] *বি* কবরস্থান। 'গাড়ী টেনে নিয়ে চললো আখেরাতের গেট কবরপুরের দিকে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আখেরি, আখেরী [আ আখির>] *বিণ* শেষ। 'আখেরী পয়গম্বর।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'বাকি দালালের জিম্মে আখেরি মৌশুমে হইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আখেরী জামানা [আ আখির>+আ জমানাহ] *বি* শেষ যুগ; কলিকাল। 'আমাদের আখেরী জামানার পয়গাম্বর মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালাম।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

আখোট [স অখট্টিকা] *বি* আবদার। 'অকারণ আখোট করে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আখোটি [স অখট্টিকা] *বি* আবদার। 'যেন কতকালের আখোটি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আখোলা [অ+খোলা] *বিণ* খোলা হয়নি এমন। 'একটি আখোলা চিঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আখ্যা [স] **১** *বি* সংজ্ঞা। 'স্ত্রীর নামেও ঐ আখ্যাতে প্রতিপাদ্য হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি* পদবি। 'কতিপয় আখ্যা আছে ও এই প্রকার এক নামমালাও আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৩** *বি* অভিধা। 'ইহাদের এই অপরূপ রূপই সম্ভবতঃ ইহাদের এইরূপ দিব্যবিহঙ্গ আখ্যায় আখ্যাত হইবার কারণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বি* উপাধি। 'বাবুর এমন উপযুক্ত আখ্যা আর কোনখানে শুনি নাই।' *রাজ*, ১৮৭৪।

আখ্যাত [স আখ্যায়িত] **১** *বিণ* সংজ্ঞায়িত। 'মনীষিগণ ... এই ষট্‌প্রবৃত্তিকে ষড়রিপু নামে আখ্যাত করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* অভিহিত। 'ইহাদের এই অপরূপ রূপই সম্ভবতঃ ইহাদের এইরূপ দিব্যবিহঙ্গ আখ্যায় আখ্যাত হইবার কারণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* কথিত। 'একারণ সেই স্থান "পেঁড়োর গড়" নামে আখ্যাত হইয়াছিল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

আখ্যাধারী [স] *বিণ* উপাধিধারী। 'ভদ্র এই আখ্যাধারী মহাশয়েরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আখ্যাপত্র [স] *বি* বইয়ের শুরুতেই যে পৃষ্ঠায় বই ও লেখকের নাম থাকে। 'গ্রন্থের আখ্যাপত্রে লেখকের নাম না থাকার জন্য ...।' *গৌর*, ১৮২২।

আখ্যাদিম [গ্রি অ্যাকাদেমিয়া] *বি* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'ইণ্ডিয়ান আখ্যাদিমের ছাত্রেরদের ... পরীক্ষা হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

আখ্যান [স] **১** *বি* কাহিনি। 'অতঃপর কহি কিছু পুরাণ আখ্যান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* নাম। 'লুইচন্দ্র বল্যে তার থুইবে আখ্যান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আখ্যানকাব্য [স] *বি* কাহিনিকাব্য। 'আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আখ্যানবর্ণনা [স] *বি* কাহিনির বিবরণ। 'ছন্দ থাকলে তাতে আখ্যানবর্ণনা চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আখ্যানবস্তু [স] *বি* কাহিনির বিষয়। 'তার সঙ্গে সংখ্যার ও আখ্যানবস্তুর সম্বন্ধ আছেই আছে, অন্তত পটভূমিতে তো রয়েইছে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩৫।

আখ্যানভাগ [স] *বি* কাহিনি অংশ। 'আখ্যানভাগ কোনো সমাজবিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আখ্যায়িকা [স] **১** *বি* কাহিনি। 'সংস্কৃত আখ্যায়িকা গ্রন্থের নীতিকথা।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* বৃত্তান্ত। 'যুদ্ধবিগ্রহাদি সম্পর্কীয় নানা আখ্যায়িকা হইতেই ইতিহাসের সূত্রপাত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আগ[1] [ধ্বন্যা] *অব্য* ওগো। 'কি না বিধি আগ বড়ায়ি লেখিল কপালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগ[2] [স অগ্নি] *বি* আগুন। 'বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগ[3] [স অগ্র] **১** *ক্রিবিণ* সামনে। 'আগ পাছ করি কাজ কর মাহাজন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অগ্রভাগ। 'কেশের আগ চুম্বয়ে টাগ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৩** *বিণ* উঁচু। 'যেন আগডালের পাতার মধ্যে এক জন মানুষ নড়িতেছে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

আগওরা [স অগ্র] *বিণ* অগ্রিম। 'পরান দাসের আগওরা খাজনা।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৭৪।

আগডাল [স অগ্র>+ডাল] *বি* মগডাল; গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল। 'যেন আগডালের পাতার মধ্যে এক জন মানুষ নড়িতেছে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

আগপাছ [স অগ্রপশ্চাৎ] **১** *বি* পূর্বাপর বিবেচনা। 'আগ পাছ করি কাজ কর মাহাজন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* পূর্বাপর। 'এখন সেই হস্তে বিষ দিতেও একটু আগপাছ চাহিতেছি না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

আগ বাড়া *ক্রি* এগিয়ে যাওয়া। 'গ্রাম ছাড়িয়ে আগ বাড়িয়ে নামল মাঠে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

আগবাড়ান [স অগ্র>+বাড়ানো] *বি* এগিয়ে নেওয়া। 'হাজারদশেক সেনা তাহার আগবাড়ান জন্য পাঠান গেল।' *রামরাম*, ১৮০২।

আগ বাড়িয়ে বলা *ক্রি* যেচে আলাপ করা। 'কারও সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলবেন না।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

আগে তুলা দিয়া সহাই পাছে লোহা দিয়া বহাই – ধীরে ধীরে গা-সওয়া করে তোলা। 'আগে তুলা দিয়া সহাই পাছে লোহা দিয়া বহাই।' *গৌর*, ১৮২২।

আগতোলা [স অগ্র>+তোলা] *বিণ* চূড়াকৃতির। 'ময়রা দুর্গামণ্ডা ও আগতোলা সন্দেশের ওজন দিতে আরম্ভ কল্লে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আগক [স অগ্র>] *ক্রিবিণ* সামনে। 'কংসের আগক নারদ মুনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগডুম-বাগডুম [মালয়ালম আগডম-বাগডম] *বি* খেলাবিশেষ। 'আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আগড় [স অর্গল] **১** *বি* বহন করার জন্য ব্যবহৃত খাটিয়াবিশেষ। 'আগড়ে করিয়া [illegible] দাগাইয়া দিলাম।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৭। **২** *বি* ঢাকনা। 'প্রস্তর ও [illegible]পাতে ... ঝনৎ শব্দে আগড় খুলিয়া গেল।' *মধু*, ১৮৫৭। **৩** *বি* দরজার পরিবর্তে ব্যবহৃত ঝাঁপ। 'গোহালঘরের আগড়ের [illegible] উঁকি মারিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৪** *বি* বাধা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'নানা আগড় অতিক্রম করে ...।' *মনোজ*, ১৯৫১। **৫** *বি* দরজার খিল। 'রাজবাড়িতে আগড় দেওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আগড়-বাগড় *বিণ* আবোল-তাবোল। 'আগড়-বাগড় কথা।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

আগড়ম-বাগড়ম [হি আওড়ম-বওড়ম] *বি* অর্থহীন অসংলগ্ন কথা। 'আগড়ম-বাগড়ম যা কিছু বলেছেন, তার উত্তর দেবার দায় আর আপনার রইল না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

আগড়া [স অগ্র] *বি* তুষ; ভুসি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আগত[1] [স অগ্র>] **১** *অব্য* থেকে। 'আহ্মার আগত বীর নাহি কোণ জন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *অব্য* কাছে। 'তোহ্মার আগত সত্যেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগত[2] [স] **১** *বিণ* এসেছে এমন। 'আগত মাত্রেতে ইন্দ্র সুবিষ্টি হইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* আগামী। 'আগত ২৯ কার্ত্তীক সোমবার ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৭০।

আগত কল্য [স] *ক্রিবিণ* আগামীকাল। 'আগত কল্য যে কার্য্য হইবে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

আগত কাল [স আগত+স কল্য] *বি* আগামীকাল। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

আগতপ্রায় [স] *বিণ* আসন্ন; প্রায় এসে গেছে এমন। 'মধ্যাহ্নকাল আগতপ্রায়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

আগত হওয়া *ক্রি* আসা। 'ঐ ক্ষুদ্র বাষ্পের জাহাজ প্রথম আগত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

আগতা [স] *বিণ স্ত্রী* উপস্থিত। 'দিবাবসান হইয়া বিভীষিকাময়ী রজনী আগতা হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আগতি [স আগত>] *বি* আগমন। 'পতির আগতি বার্তা শুনি দূতমুখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আগতি-বার্তা [স আগত>+স বার্তা] *বি* আগমনের খবর। 'তোমার আগতি-বার্তা পাইআ লহনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আগত্রা [স আগত>] *বিণ* অগ্রিম। 'তাহার আগত্রা টাকা জে লাগে তাহার কারন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৯।

আগন্তুক [স] **১** *বিণ* নবাগত। 'নগরের মধ্যে আগন্তুক লোক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *বি* নবাগত ব্যক্তি। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'বাহির থেকে কোনো আগন্তুক এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৩** *বিণ* ভাবী। 'আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৪** *বি* অতিথি। 'আগত ও আগন্তুকদের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৫** *বি* দর্শনার্থী। 'এমন সময়ে যদি অন্য আগন্তুক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পাঠায়...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৬** *বি* অপরিচিত দূত। 'আমি আগন্তুক, আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক। খোলো দ্বার বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আগম[1] [স] *বি* শৈবশাস্ত্র। 'সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

আগম নিগম [স] *বি* তন্ত্র বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র। 'আগম নিগমে শুনি পতিত পাবনী তুমি।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

আগম পোথী [স আগম+পুস্তিকা] *বি* আগম-পুথি। 'আগম পোথী ইষ্টামালা।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

আগম বে [স আগম+বেদ] *বি* আগম ও বেদ। 'সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

আগম[২] [স] *বিণ* প্রাথমিক। 'প্রেমের আগম পন্থ অতি মনোরম।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

আগমন [স] **১** *বি* উপস্থিত। 'হেনকালে নারদ মুনি কইল আগমন।' *মালাধর,* ১৫০০। **২** *বি* আসা। 'তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

আগমন করা *ক্রি* প্রাদুর্ভাব হওয়া। 'ওলাওঠা রোগ আগমন করিয়াছে।' *দর্পণ,* ১৮২৫।

আগমনপূর্বক, আগমনপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* আসার পর। 'বাবুর বাটীতে আগমনপূর্ব্বক ...।' *দর্পণ,* ১৮৩৩।

আগমনবার্তা [স] *বি* উপস্থিতির সংবাদ। 'সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪।

আগমনানন্তর [স আগমন-অনন্তর] *ক্রিবিণ* আগমনের পর। 'সকলের আগমনানন্তর অপূর্ব্ব গান বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল।' *দর্পণ,* ১৮২৪।

আগমনান্তরে [স] *ক্রিবিণ* আগমন শেষে। 'সকলের আগমনান্তরে বাবু জনসমাজ পূজ্যা বারাঙ্গনাগণধন্যা।' *ভবানী,* ১৮২৫।

আগমনাবধি [স আগমন-অবধি] *ক্রিবিণ* আগমনের সময় থেকে। 'ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আগমনাবধি লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমল পর্য্যন্ত ...।' *দর্পণ,* ১৮৩২।

আগমনী [স আগমন>] **১** *বি* হিন্দুদেবী দুর্গার স্বামীগৃহ থেকে পিতার গৃহে আগমনের গান। 'হিন্দুরা আগমনী শুনিলে কাঁদেন।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২। **২** *বি* জমিদারিতে অবস্থান উপলক্ষে নিরূপিত কর। 'কিছুদিন জমিদারিতে থাকিবেন, আগমনী দিতে হইবে।' *সুলভ,* ১৮৭৩। **৩** *বিণ* আগমন সম্বন্ধীয়। *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'গাহিছে মুহু মুহু আগমনী কুহু।' *নজরুল,* ১৯৩১। **৪** *বি* আগমনের বার্তা। 'নীরব তোমার চরণধ্বনি শুনায় তারে আগমনী।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮। **৫** *বিণ* আগমনের। 'আমার সংসারে, বক্ষে মোর আগমনী পদধ্বনি বাজে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

আগমোন [স আগমন] *বি* আগমন। 'কীজন্য আগমোন হইয়াছে এখানে।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩।

আগয়ান [স অজ্ঞান] *বিণ* অবোধ। 'কেনে হইলে আগয়ান।' *চণ্ডী,* ১৫৫০।

আগর[১] [স অগুরু] *বি* সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ; অগুরু। 'আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

আগরবাতি [স অগুরু+প্রা বত্তি] *বি* ধূপকাঠি। 'চারিদিকে আগরবাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল।' *মনসুর,* ১৯৩৫।

আগর[২] [স আগার] *বিণ* আধার। 'তুহুঁ রস আগর নাগর টীট।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

আগর[৩] [স অগ্র>] *বিণ* প্রধান। 'সে নর নাগর আগর সব গুণে।' *জ্ঞান,* ১৬০০।

আগরওয়ালা [হি] *বি* ভারতের হরিয়ানার (পূর্ববর্তী পাঞ্জাবের) আগর অঞ্চল থেকে উদ্ভূত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ। 'ইহারাই ... আর্য্যাবর্ত্তে আগরওয়ালা বা মারওয়ারি বা কাঁইয়া।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২।

আগর-বাগর [হি অগড়বগড়] *বি* নানা প্রকার বাজে জিনিস। 'দুদিন ধরে আগর-বাগর হচ্ছে নানান জোগাড় তারি।' *জসীম,* ১৯৩৩।

আগরি[১]**, আগরী** [স অগ্র>] *বিণ* প্রধান। 'সে হেন সুন্দরী রূপে গুণে আগরী।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

আগরি[২] [স উগ্র] *বি* উগ্রক্ষত্রিয় নামের হিন্দু জাতিবিশেষ। '... কুরী কামার কুমার আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।' *ভারত,* ১৭৬০।

আগরী[১] *দ্র* **আগরি**

আগরী[২] [স অঘোর] *বিণ* অচেতন। 'পরশে নাগরী হইলা আগরী পড়িলা বেণ্যানী কোড়ে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

আগরু [স অগরু] *বি* অগুরু চন্দন। 'দেবদারু আগরু।' *বড়ু,* ১৪৫০।

আগল[১] [স আকর] **১** *বিণ* প্রধান। 'নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **২** *বিণ* পটু। 'তুমি বিবাদে আগল।' *বিজয়,* ১৬৫০।

আগল[২] [স অলগ্ন] *বিণ* আলগা। **আগল-ছাঁদ** [স অলগ্ন+স ছন্দ] *বিণ* শিথিল ছন্দের। 'বেণীর বাঁধ আগল-ছাঁদ।' *নজরুল,* ১৯২৩।

আগল[৩] [স অর্গল] **১** *বি* খিল। 'এল যেই এল আমার আগল টুটে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭। **২** *বি* বন্ধন। 'যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে ভাই আগল যাবে সরে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯। **৩** *বি* পার্থক্য। 'তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ।' *রবীন্দ্র,* ১৯১১। **৪** *বি* বেড়া। 'কুঞ্জদুয়ারে আগল পড়েছে আঁধারিয়া বনতলে।' *শাহাদাৎ,* ১৯৪০। **৫** *বি* লাগাম। 'মুখের তোমার কোনো আগল নেই।' *নরেন্দ্র,* ১৯৪৪।

আগল-ছাড়া [স অর্গল+ছাড়া] *বিণ* বন্ধনহীন। 'ঝড়ো হাওয়ার সাথে মেতে আগল-ছাড়া পাগল মেঘের ঐ একরোখা শব্দ, রিম-ঝিম-রিম।' *নজরুল,* ১৯২২।

আগলভাঙা [স অর্গল+ভাঙা] *বিণ* খিলভাঙা। 'হাওয়ার ঠেলায় শব্দ করে আগলভাঙা দ্বার।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৯।

আগলানো [স অর্গল>] **১** *ক্রি* পাহারা দেওয়া। 'শস্যক্ষেত আগলিছে চাষি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯০। **২** *ক্রি* রক্ষণাবেক্ষণ করা। 'তপোবন আগলানোর জন্য স্বয়ং ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭। **৩** *ক্রি* রোধ করা। 'ওদের পথ আগলানো হবে না?' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯। **৪** *ক্রি* সামলানো। 'মহড়া নিয়ে দরজা আগলাচ্ছে দেখা যায়।' *শিবরাম,* ১৯৫০।

আগলা[১] [স অলগ্ন] **১** *বি* ঝুড়ি। *মানোএল,* ১৭৪৩। **২** *বিণ* মুক্ত; খোলা। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

আগলা[২] [স অগ্র] *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'এক লক্ষ ছাগল নিল উরণ আগলা।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

আগলি[১]**, আগলী** [স অগ্র>] **১** *বিণ স্ত্রী* বেশি। 'ডোংবিত আগলি ণাহি ছিণালী।' *চর্যা ১৮,* ১২০০। **২** *বিণ স্ত্রী* শ্রেষ্ঠ। 'সব গুণে আগলী।' *বড়ু,* ১৪৫০। **৩** *বিণ স্ত্রী* অগ্রগণ্য। 'সৌভাগ্য আগলি হৈল্যে জিনিঞা সতিনি।' *মালাধর,* ১৫০০। **৪** *বিণ* অগ্রবর্তী। 'ভাল মন্দ না বুজিব বিবাদে আগলি।' *বিজয়,* ১৬৫০।

আগলি[২] [স অলগ্ন] *বি* ঝুড়ি। *মানোএল,* ১৭৪৩।

আগস [ফা আগাজ] *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'আগস নাহিক অনুমতি করি আমি।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

আগস্ট [ই] *বি* খ্রিস্টাব্দের অষ্টম মাসের নাম। 'আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস/ এবারের মতো মুছে যাক ইতিহাসে।' *সুকান্ত,* ১৯৪৮।

আগস্ত [ই] *বি* আগস্ট মাস। '১৭৫৪ সালের ১৪ আগস্ত শ্রীক্রপারাম মিত্র বিবি রাষ সাহেবের নিকট গিয়া...।' *মেয়র্স,* ১৭৫৭; '১৮১৮ সালে ২২ আগস্ত সাধারণ ঘরে এই বিষয় এক সম্প্রদায় নিযুক্ত হইল।' *দর্পণ,* ১৮১৮।

আগা [স অগ্র] ১ *বি* অগ্রভাগ। 'যত পুষ্পের আগা ভাঙ্গে মোচড়ে কলিকা।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* ভূমিকা। 'কিতাবের আগায় ...।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* মাথা। 'নিন্দুকের কলমের আগার মত ঠোঁটটাকে খরধার করিয়া আসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বি* অগ্রভাগ। 'যে কথাটা মুখের আগার কাছে এসে থেমে যেত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

আগাগোড়া [স অগ্র>] ১ *ক্রিবিণ* প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। 'আগাগোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণত। 'আগাগোড়াই মিথ্যে কথা, মিথ্যেবাদীর কোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বি* আকার। 'কী যে দেখেছিনু মনে নাহি পড়ে, ছিল নাকো আগাগোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *ক্রিবিণ* সমস্তটা জুড়ে। 'আগাগোড়া কেবল রাজনীতি আর সমাজনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৫ *বিণ* পুরোপুরি। 'বাতাস যখন স্তব্ধ তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৬ *ক্রিবিণ* আপাদমস্তক। 'আজ তুমি রাঙাচেলি দিয়ে মোড়া আগাগোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আগা গোড়া পান্তলা – অগ্র-পশ্চাৎ বিষয়। 'কর্ত্তারা ... তাহার আগা গোড়া পান্তলা কিছুই দৃষ্টি করেন না।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

আগাতোলা [স অগ্র>+তোলা] *বিণ* চূড়া-করা। 'চণ্ডীমণ্ডপে বারকোসের উপর আগাতোলা মোণ্ডাওয়ালা নৈবিদ্দি সাজান হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আগাপাছা [স অগ্রপশ্চাৎ] *ক্রিবিণ* আগাগোড়া। 'আগা পাছা সুঠান করি স্যাজাইল নাও।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আগাপাশতলা [স অগ্র-পশ্চাৎ-তল] *বি* আপাদমস্তক। 'উৎপলার আগাপাশতলায় চোখ দুটোকে বেশ খানিকক্ষণ ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আগামাথা [স অগ্র+স মস্তক] *বি* বিষয়বস্তু। 'সে গল্প আগামাথা কিছুই মতি বুঝিতে পারে না।' *মানিক*, ১৯৩৬।

আগাঁথা [স অগ্রন্থন>] *বিণ* গাঁথা হয়নি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আগাছা [অগাছ>] ১ *বি* অপ্রয়োজনীয় গাছ বা লতাপাতা। 'নিকটবর্ত্তি আগাছা সকল ছেদন করা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* জঞ্জাল। 'সাময়িকী পত্রিকায় কবিতার যে আগাছা দেখেছিলাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

আগাড় [স অগ্র>] *বি* মরা নদীর শেষভাগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আগাড়ি [স অগ্রিম] ১ *বি* ঘোড়ার সামনের পায়ে বাঁধা দঁড়ি। 'আগাড়ি পিছাড়ি দড়ি ঘুড়ীর এলায়।' *ঘনরাম*, ১৭১১। ২ *বিণ* অগ্রিম। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আজই তোমাকে টাকা দিয়ে যাব আগাড়ি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আগাতোলা *দ্র* **আগা**

আগানবাগান [বাগান>] *বি* স্থান ও অস্থান। 'দিনে রাতে আগানেবাগানে সব সময়ই টুই টুই করে ঘুরছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

আগানো [স অগ্রসর>] *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। 'গরগর করে ঘন আগায় পিছায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'চললেন গুরু আগিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **আগাই** *ক্রি* অগ্রসর হই। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **আগানি** *ক্রি* অগ্রসর হয়ে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আগাপাশতলা *দ্র* **আগা**

আগাম [স অগ্রিম] ১ *বিণ* অগ্রিম। 'মুই আগাম টাকা দিব তাকে।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *ক্রিবিণ* আগেই। 'তোকে তো গোটছড়াটা আগাম দিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *বিণ* আগে থেকে দেওয়া। 'সেথায় আগাম-বায়না-নেওয়া খেলনা যত আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৪ *বিণ* আগামী। 'আগাম হপ্তায় দরগায় যেতে হবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। ৫ *বি* বায়না। 'একমাত্র আগামের টাকাটারই ব্যবস্থা হয়েছে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

আগামি[১] [স আগামী] *বিণ* পরবর্ত্তী। 'আগামি মাষের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিতে চাহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আগামিতে [স আগামী>] *ক্রিবিণ* ভবিষ্যতে। 'ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ পাইবেক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

আগামি[২], **আগামী** [স অগ্রিম] ১ *বিণ* অগ্রিম। 'কেহ আগামি মাহিনা খরচ করিবে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *ক্রিবিণ* আগেই। 'আগামী কিছু গ্রহণ কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

আগামিক [স অগ্রিম] *বিণ* আসছে এমন। 'উদ্দেশে নিজেরে সঁপে আগামিক প্রেমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ভবিষ্যৎ। 'আগামিনী যামিনীর আভাস মলিন।' *মোহিত*, ১৯৪০।

আগামী[১] [স] ১ *বিণ* ভবিষ্যতে আসবে এমন। 'আগামী বৎসর কথা গণক বুঝানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* পরবর্ত্তী। 'আগামী বারে আমি অমুক অমুক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

আগামী কল্য [স] *ক্রিবিণ* আগামীকাল; আগামী দিন। 'কন্যাকে আগামী কল্য সায়ংকালে রাজপুরীতে প্রেরণ করবেন।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

আগামী[২] *দ্র* **আগামি**[২]

আগার [স] ১ *বি* গৃহ। 'ঝাট নির্মাইআ দেহ জৌয়ের আগার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* দপ্তর। 'মোক্তারদিগের আগার ও ঘাট, বাট, বাজার।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ৩ *বি* স্থান। 'কেমনে বা পিশাচিনী এল এ আগারে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

আগার-পাগার [আগার+স প্রাকার>] *বি* উঁচু নিচু স্থান। 'আগার পাগার আছে তোমার ঠিকেতে ঠিক করা।' *লালন*, ১৮৯০।

আগারি [স অগ্র>] *বিণ* অগ্রিম। 'ম্যানেজার বললে একশ টাকা লাগবে, আগারি কিছু চাইলে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ।' *জীবন*, ১৯৩২।

আগালে [স আগার] *বি* মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত ঝুড়ি। 'নিয়ে আয় দিকি ঐ বড় আগালেডা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

আগি [স অগ্নি] ১ *বি* আগুন। 'ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০। ২ *বিণ* অগ্নিমূর্তি। 'ঘরে গুরু দুরুজন ননদিনী আগি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আগিছা [ফা বাগিচা] *বি* বাগান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আগিনা [স অঙ্গন>] *বি* অঙ্গন; উঠান। 'ফটিকের স্তম্ভ সব বিচিত্র আগিনা।' *মালাধর*, ১৫০০।

আগিনী [স অগ্নি] *বি* আগুন। 'সঘন ঘটাঘট বিজুলী ছটাছট দশদিশ বরিক্ষয় আগিনী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আগিল [স অগ্র>] *বিণ* অগ্রিম। 'আদরে জানিঅ আগিল কাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আগিলা [স অগ্র>] ১ *বিণ* প্রথমে জাত। 'আগিলা কুসুম অধিক অভিলাষ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* সামনের। 'আগিলা ঘাটে সে নায়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আগিলাহু [স অগ্র>] *বিণ* আগেকার। 'আগিলাহু পেম দেখিঅ অবে

আধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আগী [স অগ্নি>] *বি* আগুন। 'চীর চাঁদন ভেল্প আগী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আগু [স অগ্র] **১** *বিণ* অগ্রগামী। 'আগু হউ রাধা পাছেঁ লইউ আহ্মে ভার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* আগে। 'আগু গেলি সত্বর গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রিবিণ* সামনে। 'আগু করী বড়ায়িক চন্দ্রবালী জ্জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *বিণ* প্রথম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আগুআন **১** *বিণ* অগ্রসর। 'একলি চললি ধনি হোই আগুআন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'আগুআন লড় মুনি ক্ষুব্ধ দেখিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

আগুআনী *বিণ* অগ্রগামী। 'কেহ্নে তাহাত হয়িলা আগুআনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগুছিআঁ [স অগ্র>] *ক্রিবিণ* আগে এসে। 'আগুছিআঁ বাটে তবেঁ কাহ্নাঞিঁ রহাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগুদল [স অগ্রদল] *বি* সম্মুখবর্তী দল। 'আগুদলে যুবরাজ ধায় লঘুগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আগু পাছ [স অগ্রপশ্চাৎ] *ক্রিবিণ* পূর্বাপর। 'গুণী আগু পাছ আপণ মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগুপাছু [স অগ্রপশ্চাৎ] *ক্রিবিণ* আগেপিছে। 'আগুপাছু জায় ভার দেখ্যা লোকে চমৎকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আগুপিছু [স অগ্রপশ্চাৎ] **১** *বি* আগামাথা। 'কেহ তার নাহি বুঝে আগুপিছু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* অগ্রপশ্চাৎ। 'পা দুখানা ... গুটিয়ে রাখব কি ছড়িয়ে রাখব কি আগুপিছু করে রাখব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আগুবড়ি [স অগ্র>] *ক্রিবিণ* আগেভাগে। 'আগুবড়ি বাটি আনিবারে পাঠাএ নরপতী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আগুবাড়া [স অগ্র>] **১** *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। 'ইন্দ্র আদি দেব আইসে আগুবাড়ান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এথা হোন্তে এক কাঞ্চি আগুবাড়ি যবে।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *ক্রি* এগিয়ে আসা। 'বশিষ্ঠ বহুদূর হইতে তাঁহাকে আগু বাড়াইয়া লইয়া আসিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

আগু বাড়ানো *ক্রি* এগিয়ে যাওয়া। 'আগু বাড়িয়ে নিতে এসে গাঁজা টেনে চিৎ হয়ে আছে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

আগুবাড়ি [স অগ্র>] *ক্রিবিণ* এগিয়ে গিয়ে। 'আগুবাড়ি আসিয়া করিলা দরশন।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'নৃপতি কুমার সবে আগু বাড়ি আনি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আগুবাঢ়া [স অগ্র>] *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। 'আগু বাঢ়ায়িআঁ থোএ যমুনার কূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগুবালি [স অগ্র>] *ক্রিবিণ* এগিয়ে গিয়ে। 'আট দিকে আগুবালি পড়ে বজ্র দাবা সিলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আগুয়ান **১** *ক্রিবিণ* অগ্রসর হ'য়ে। 'কার্তিক আইলা আগুয়ান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অগ্রবর্তী। 'কে আছ জওয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।' *নজরুল*, ১৯২৬। 'কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।' *নজরুল*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* মুখোমুখি। 'কাফের সহিত গিয়া হও আগুয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আগুয়ানী [স অগ্রবর্তিনী] *বিণ* অগ্রবর্তিনী। 'তোহ্মে কেহ্নে তাহাত হয়িলা আগুয়ানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগুয়ানো [স অগ্রসর>] *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। 'আগুয়াইল তবকী নামে রণজিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আগুয়াইতে** *ক্রি* অগ্রসর হইতে। *মানোএল*, ১৭৪৩। **আগুয়াইল** *ক্রি* এগিয়ে গেল। 'আগুয়াইল তবকী নামে রণজিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আগুয়াওঁ** *ক্রি* অগ্রসর হও। *ওর্সা*, ১৭৮২। **আগুয়ায়** *ক্রি* এগিয়ে যায়। 'ক্ষেনে আগুয়ায় রাখাল ক্ষেনে পাছুয়ায়।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আগুয়ে পাছুয়ে *ক্রিবিণ* এগিয়ে পিছিয়ে। 'সাহস করিয়া নাচে আগুয়ে পাছুয়ে আঁটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আগুড়ি [স অগ্র>] *ক্রিবিণ* নির্দিষ্ট সময়ের আগে। 'ছাপানো নকল আগুড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আগুণ [স অগ্নি] **১** *বি* আগুন। 'একে দহদহ ঘসির আগুণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দুঃখের জ্বালা। 'শূল ধরে সে বাতুল কপালে আগুণ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। দ্র **আগুন**

আগুণি, আগুণী, আগুনি [স অগ্নি] *বি* আগুন। 'আগুণি জ্বালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'খেড় আগুণী এক করিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বিশ্বরূপ হৈয়া কৃষ্ণ পিলেন আগুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আগুত [স অগ্রতঃ] *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগুন [স অগ্নি] **১** *বি* অগ্নি। 'মশল্লা আনিনু আগুনে চড়ানু বিছুরিনু আপন ভার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* জ্যোতি। 'অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোনো গুণ নাই তার কপালে আগুন।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* অগ্নিপিণ্ড। 'হারেস উপরে পরে আগুন মতন।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৪** *বি* দুর্ভোগ। 'মরণ নাহিক মোর কপালে আগুন।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৫** *বিণ* উজ্জ্বল। 'শর্ষের ক্ষেতে বিকশিত শর্ষে ফুল একেবারে যেন আগুন করে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৬** *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু বলিয়া খেপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৭** *বি* রুদ্র; স্রষ্টার রুদ্ররূপ। 'ওরে আগুন আমার ভাই, আমি তোমারি গান গাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৮** *বি* নেশা। 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **৯** *বি* অগ্নিশিখা। 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য কর দহন-দানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **১০** *বিণ* অগ্নিমূর্তি। 'আগুন হয়ে বাপ/ বারে বারে দিলেন অভিশাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **১১** *বি* উত্তাপ। 'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **১২** *বি* আলো। 'তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারা রাত।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। **১৩** *বি* রোদের তাপ। 'ক্ষুধাতুরতৃষ্ণাতুর যাত্রীদের মাথার উপরে আগুন ঢালছিল।' *মণীশ*, ১৯৫৭। **১৪** *বি* ধ্বংস। 'দেশ আগুনের পথে যাহাতে যাইতে না পারে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

আগুন-খই [আগুন+খই] *বি* আগুনের গোলা; বোমা। 'আশমান হতে রীফবাসীর শিরে ছড়াইল আগুন-খই।' *নজরুল*, ১৯২৯।

আগুন খাওয়া *ক্রি* সহমরণে যাওয়া। 'একদিন পদ্মলোচনের বাপ মলেন, তাঁর মা আগুন খেয়ে গ্যালেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আগুনখাকি [আগুন+খাকি] *বিণ* *স্ত্রী* আগুন খায় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আগুন-খেলা [আগুন+খেলা] *বি* আগুনের মতো যন্ত্রণাদায়ক খেলা। 'আপন মনে আগুন-খেলা পরানমন-দাহনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আগুন-ছোড়া *বিণ* জ্বালাময়ী। 'বহু বক্তা আগুন-ছোড়া বক্তৃতা করেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আগুন-জ্বলা [আগুন+জ্বলা] *বিণ* রাগান্বিত; রাগে লাল রং ধারণ করেছে এমন। 'দুটো আগুন-জ্বলা চোখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আগুনঝুরি [আগুন+ঝুরি] *বি* আগুনের স্ফুলিঙ্গ। 'পাগলা আবেগের হাউই-ফাটা আগুনঝুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আগুন ঢালা *ক্রি* উত্তাপ বর্ষণ করা। 'মাথার উপরে সূর্য আগুন ঢালিতেছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

আগুনতাঁতা [স অগ্নিতপ্ত] *বিণ* আগুনে উত্তপ্ত। 'আগুনতাঁতা সাঁড়াশি দিয়ে তোমরা উপড়ে ফেলো আমার দুটি চোখ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

আগুনতাতা [আগুন+স তপ্ত>] *বিণ* আগুনের তাপের মতো উত্তাপযুক্ত। 'মশারির ভেতর আগুনতাতা রাতে ... সে অঘোরে ঘুমিয়ে এসেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

আগুনদরিয়া [আগুন+ফা দরিয়া] *বি* আগুনের সমুদ্র; অসীম দাহ। 'বুকের আগুনদরিয়া যাবে কোথায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আগুনদানা [আগুন+ফা দানাহ্] *বি* আগুনের ফুলকি। 'আগুনদানা ফাটে।' *জীবন*, ১৯২৭।

আগুন ধরা *ক্রি* উত্তপ্ত হওয়া। 'আমার রক্তে যেন আগুন ধরে যেত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আগুনপূজক [আগুন+স পূজক] *বিণ* আগুনের উপাসক। 'এভাবেই আগুনপূজক ইরানির ভাষা হয় ইসলামি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

আগুন পোয়ানো *ক্রি* আগুনের কাছে বসে তাপ নেওয়া। 'তারপর যত খুশি আগুন পোয়াবেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আগুন-বরন [আগুন+স বর্ণ>] *বিণ* আগুনের মতো লাল রঙের। 'ললাট-নেত্র আগুন-বরন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আগুন-বাতাস [আগুন+হি বতাস] *বি* আগুনের মতো উত্তপ্ত বাতাস। 'আগুন-বাতাসে সূর্য কাঁপে, সন্ধ্যা নামবে কখন।' *নীরেন*, ১৯৪৪।

আগুন-বোমা [আগুন+ই বোমা] *বি* ফাটার সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে এমন বোমা। 'কোথায় ফাটছে আগুন-বোমা।' *নীরেন*, ১৯৫[illegible]।

আগুনভরা [আগুন+ভরা] ১ *বিণ* জাগিয়ে দেয় এমন। 'আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বিণ* তেজোদ্দীপ্ত। 'খাকি পোশাকের ম্লান আবরণে এ কোন আগুনভরা প্রাণ চাপা রয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৪। ৩ *বিণ* রোষযুক্ত। 'আগুনভরা দুচোখ হতে গোলা বারুদ যায় উড়িয়া।' *জসীম*, ১৯২৯।

আগুনরঙ [আগুন+রঙ] *বি* আগুনের মতো রং। 'উজ্জ্বল আগুনরঙ মাজাদার (জানে না অনেকে)।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

আগুনরাঙা [আগুন+রাঙা] *বিণ* আগুনের মতো রংবিশিষ্ট। 'আগুনরাঙা ফুলে ফাগুন লালে-লাল।' *নজরুল*, ১৯৩২।

আগুন লাগা *ক্রি* বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়া। 'দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

আগুনশিখা [আগুন+স শিখা] *বি* আগুনের শিখা। 'আগুনশিখা কি মন্তরে খেলছে শরীরময়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

আগুনী [স অগ্নি>] *বি* আগুন। 'আগুনী জ্বালিল দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগুনে ১ *বিণ* অগ্নিময়। 'কলিকাতার উপর হাজার হাজার আগুনে বোমা পড়িতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৪০। ২ *বিণ* প্রচণ্ড উত্তাপযুক্ত। 'শীতরাতে শাস্তর মার আগুনে খাপরার মত কেমন একটা ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আগুনে-গড়া *বিণ* আগুনের তৈরি। 'কেউ যেন আগুনে-গড়া হাতের আঙুলের ঘা মেরে বাজিয়ে দেয় ...।' *তারা*, ১৯৪৬।

আগুনে জ্বলা *বিণ* রক্তিম। 'সূর্য তার তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে – আগুনে-জ্বলা যে-সব রঙের আভা ফুটে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আগুনে পোড়া *বিণ* অগ্নিদগ্ধ। 'গরম হয়ে ওঠে আগুনে-পোড়া লোহার মতো।' *তারা*, ১৯৪৬।

আগুনের খাপরা *বি* আগুন রাখার পাত্র। 'চিরটা কাল আগুনের খাপরা বুকে নিয়ে কাল কাটাতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আগুর [স অগ্র] *ক্রিবিণ* নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে। 'আগুর বুনেছে যেই ক্ষেতে তায় বাড়িয়া উঠেছে গাছ।' *বন্দে*, ১৯৬০।

আগুলানো [স অর্গল] ১ *ক্রি* রোধ করা। 'কুর্দ্ধ হৈয়া গুরুজন পথ আগুলিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* বেষ্টন করা। 'চৌদিকে রাজার সেনা আগুলে স্বরণি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *ক্রি* রক্ষণাবেক্ষণ করা। 'প্রভুর দ্রব্য সামগ্রী অতি সাবধানে আগুলিত।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। ৪ *ক্রি* দেখাশোনা করা। 'এই বাড়ী আগুলিয়া কত কষ্টে, কতদিন খাইয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯। ৫ *ক্রি* এগিয়ে আসা। 'বাহু আগুলিয়া লইল আমারে।' *সুফিয়া*, ১৯৫১।

আগুলি [স অগ্র>] *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

আগুল্ফ [স] *ক্রিবিণ* গোড়ালি পর্যন্ত। 'সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

আগুল্ফবিলম্বিত [স] *বিণ* গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। 'নিজে তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ, তৎপশ্চাৎ আগুল্ফবিলম্বিত পিঙ্গল বর্ণ জটাজুটভার।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

আগুল্ফলম্বিত [স] *বিণ* গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। 'সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

আগুসর, আগুসার [স অগ্রসর] ১ *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'কহিল কুমার আগুসার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অগ্রসরণ। 'কেনি বা তোমার আগুসার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* অগ্রসর। 'বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন হও আগুসর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আগুসরা, আগুসারা [স অগ্রসর>] *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। 'আগুসরি আসি কানু বলে এস রাই।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

আগুসারি, আগুসারী [স অগ্রসর>] *ক্রিবিণ* অগ্রসর হয়ে। 'এমত বিনয় করি কহে ধর্ম্ম আগুসারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'জামাতাকে আগুসারি আনিতে সত্বর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'শুনে তাড়াতাড়ি, হয়ে আগুসারী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

আগে [স অগ্র>] ১ *ক্রিবিণ* সামনে। 'তোহ্মে গেলা আহ্মার আগে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'কেন সব সখীগণে আগে কৈলে পার।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৩ *ক্রিবিণ* কাছে। 'নৃপ আগে মিথ্যা কহে কাহার শকতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *ক্রিবিণ* পরে। 'যাহারা বিভাও করে তাহারা বিভাওর আগে কী করিবে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *ক্রিবিণ* শুরুতে। 'তোমার অর্চনা আগে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৬ *ক্রিবিণ* পূর্বে। 'তাঁহার আগে ফাহিয়ান্ নামক চীনযাত্রী আসিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *ক্রিবিণ* সামনের দিকে। 'আগে চল ভাই! পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৮ *ক্রিবিণ* প্রাক্কালে। 'বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আগে আগে *ক্রিবিণ* সামনে সামনে। 'যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু ক্ষীণালোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আগেঁ [স অগ্রে] *ক্রিবিণ* সম্মুখে। 'আগেঁ সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগেকার [স অগ্র>] *বিণ* অতীত কালের। 'আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপর লোকেদের অনুরাগ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৬; 'আগেকার মতো করে স্নেহে তার নাম ধরে উচ্ছ্বসিবে বসন্তপবন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আগেপিছে [স অগ্রপশ্চাৎ] ১ *ক্রিবিণ* পূর্ববর্তী ও পরবর্তী। 'তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট সে কি আগে-পিছে কেহ রবে না?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *ক্রিবিণ* সামনে ও পিছনে। 'কোমরে দড়ি বাঁধিয়া আগেপিছে দুই জন পুলিস ... আদালতের দিকে লইয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আগেভাগে [স অগ্র>] *ক্রিবিণ* পূর্বেই। 'খরচের টাকা আগেভাগে চাহিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আগেয়ানী [স অজ্ঞানী>] *বিণ* অজ্ঞান। 'বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ আগেয়ানী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আগো [স অঘো; ধ্বন্যা] *সর্ব* ওগো। 'গোবিন্দ কহেন হেসে গোপীগণ আগো।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আগোছালো [স অ+স গুচ্ছ>] *বিণ* এলোমেলো। 'পুরুষ মানুষ খানিকটা আগোছালো।' *বেগম*, ১৯৪৮।

আগোড়-বাগোড় [হি অগড়বগড়] *বি* এটা ওটা। 'চিনি সন্দেশ আগোড়-বাগোড় এই গে ধরো বারো।' *জসীম*, ১৯২৯।

আগোনা [স গণনা>] *ক্রিবিণ* হিসাব ছাড়া। 'মোল্লার ঘরে আগোনা খাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

আগোরা [স অর্গল>] ১ *ক্রি* আবৃত করা। 'কোরে আগরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* বেষ্টন করা। 'আগোরল বটে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আগোরি [স অগ্র>] *বি স্ত্রী* ডালি। 'হেদেলো সুন্দরি প্রেমের আগোরি, শুনহ নাগর কথা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আগোলা [স অর্গল>] *ক্রি* রোধ করা। 'মিছাই কাহ্নাঞি তোঁ আগোলসি বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আগ্নিক [স] *বি* অগ্নি উপাসক। 'প্রাচীন কালে দ্রুইড, পোপ, পাদরি, আগ্নিক ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

আগ্নেয় [স] ১ *বিণ* আগুনচালিত। 'আগ্নেয় ব্যোমযান বর্ষেল হইতে প্রেরণ করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* উষ্ণ। 'একদিন একটা সমারোহের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উদ্‌গীরিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* উত্তেজক। 'পাপড়ি যায় না দেখা, আজ শ্রান্ত ধমনীর আগ্নেয় উৎসব।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

আগ্নেয়গিরি [স] *বি* আগ্নের গহ্বর। 'আগ্নেয়গিরি হইতে ধূম, ভস্ম, অগ্নি-শিখাদি নির্গত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

আগ্নেয়তা [স] *বি* আগুনের বৈশিষ্ট্য; পোড়ানোর ক্ষমতা। 'দাহ্যবস্তু থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আগ্নেয় পর্বত [স] *বি* যে পর্বত থেকে আগুন, লাভা ইত্যাদি উৎক্ষিপ্ত হয়। 'সেই সকল পর্বতের নাম আগ্নেয় পর্বত।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

আগ্নেয়বাণ [স] *বি* মশাল। 'আগ্নেয়বাণ বনশাখাতলে জ্বলিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আগ্নেয়স্রাব [স] *বি* লাভা। 'এ এসেছে যেন অগ্নিগিরির আগ্নেয়স্রাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আগ্নেয়াদ্রি [স] *বি* আগুন, লাভা ইত্যাদি উদ্‌গিরণকারী পাহাড়; আগ্নেয়গিরি। 'আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি।' *নজরুল*, ১৯২২।

আগ্নেয়াস্ত্র [স] *বি* অগ্নিবর্ষী অস্ত্র। 'বর্ত্তমানকালীন সমরব্যাপারে আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির প্রচলনে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আগ্নেয়ী [স] *বি স্ত্রী* পুরাণোক্ত অগ্নির স্ত্রী স্বাহা। 'অগ্নি উগারি ওড়ে আগ্নেয়ী জুড়িয়া নীলাম্বর।' *নজরুল*, ১৯৪১।

আগ্যা [স আজ্ঞা] *বি* আদেশ; হুকুম। 'আগ্যা অনুসারে দূত দস দিগে যাব।' *মালাধর*, ১৫০০।

আগ্যানো [স অগ্রসর>] *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। 'কর্পূর আগ্যায়্যা আস্যা দিলেন সংবাদ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আগ্র [স] ১ *বিণ* অগ্রবর্তী। 'তাহারা আগ্র হইয়া তাহাকে, জিজ্ঞাসিলেক এ কি পাখি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* আগ্রহী। 'বড় আগ্র হইয়া সম্মত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

আগ্রণ [স অগ্র+হায়ন] *বি* বাংলা মাসের নাম। 'আগ্রণের শেষ পৌষ আর অর্ধ মাঘ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আগ্রহ [স] ১ *বি* উৎসাহ। 'তাঁহার হস্তাক্ষর সকলে আগ্রহ করিয়া লইল।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'তার কথা শুনতে মানুষের অসীম আগ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ *বি* লোভ। 'পান্তোয়া আছে, বোঁদে আছে। ... তার খাবার আগ্রহ দেখিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

আগ্রহপূর্ণ [স] *বিণ* আগ্রহ আছে এমন। 'আগ্রহপূর্ণ চঞ্চল হাতের পীড়নে প্রথমে তাহা কুঞ্চিত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আগ্রহবেগ [স] *বি* আগ্রহের তীব্রতা। 'কর্মের ক্ষেত্রে মিলনের জন্য আগ্রহবেগ দেশের ভিতরে জাগ্রত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আগ্রহভরা [স আগ্রহ+ভরা] *বিণ* আগ্রহপূর্ণ। 'তাহার আগ্রহভরা কাব্যপ্রীতি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আগ্রহভরে *ক্রিবিণ* সাগ্রহে। 'কঠিন আগ্রহভরে ধরি তারে প্রাণপণে আগ্রহভরে – মুঠির ভিতরে টুটি যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

আগ্রহশীল [স] *বিণ* আগ্রহী। 'আমরা কাহারও চাইতে কম আগ্রহশীল নই।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

আগ্রহশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* আগ্রহী। 'অধিকার লাভের জন্য আগ্রহশীলা।' *বেগম*, ১৯৫৩।

আগ্রহসম্পন্ন [স] *বিণ* আগ্রহী। 'আগ্রহসম্পন্ন লোকদিগকে সমিতির কার্যকলাপে দীক্ষিত করিয়া।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

আগ্রহসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* আগ্রহ আছে এমন। 'জীবনে কোনো আগ্রহসম্পন্না আত্মীয়ও জোটেনি তার।' *জীবন*, ১৯৩২।

আগ্রহসহকারে [স] *ক্রিবিণ* আগ্রহের সঙ্গে। 'আগ্রহসহকারে তথায় গমনে সম্মত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

আগ্রহাতিশয্য [স আগ্রহ-আতিশয্য] *বি* অতিশয় আগ্রহ। 'সে আগ্রহাতিশয্যে সুফি সাহেবের হাত চাপিয়া ধরিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

আগ্রহাতিশয় [স আগ্রহ-অতিশয়] *বি* অতিশয় আগ্রহ। 'আগ্রহাতিশয় ও শঙ্কার কারণে ঘন ঘন গুরুশ্বাস বহিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

আগ্রহান্বিত [স আগ্রহ-অন্বিত] *বিণ* আগ্রহী। 'সকলকেই তিনি আগ্রহান্বিত করে তুলেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আগ্রহোজ্জ্বল [স আগ্রহ-উজ্জ্বল] *বিণ* অত্যন্ত উৎসুক। 'আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আগ্রহায়ণ [স অগ্র+হায়ন] *বি* বাংলা মাসের নাম; অগ্রহায়ণ। 'গত সোমবার ৩ আগ্রহায়ণ।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

আগ্রিকলতুরাল [ই এগ্রিকালচারাল] *বিণ* কৃষিবিষয়ক। 'আগ্রিকলতুরাল সোসৈটির সংস্থাপকই তিনি ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

আগ্রীবা [স] *ক্রিবিণ* ঘাড় পর্যন্ত। 'এই বেদনার কপট কাঁধে আগ্রীবা মুখ গুঁজে আমি তখন।' *শক্তি*, ১৯৬১।

আঘরি [স উগ্র] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ: আগুরী। 'আঘরি নিবসে পুরে আপনার বৃত্তি করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঘাট[1] [স অঘাত] *বিণ* নিরাপদ। 'মনসার বরে তুমি আঘাট আফুট।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আঘাট[2] [স অঘট্ট] *বি* পরিত্যক্ত ঘাট। 'মর গিয়া আলো বিদ্যা আঘাটে উলিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আঘাটা [স অঘট্ট>] *বি* ব্যবহারের অযোগ্য ঘাট। 'ঘাটে আঘাটায় লাগায় ভাবের ভরা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

আঘাটী [স অঘট্ট>] *বি* অব্যবহার্য ঘাট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঘাত [স] **১** *বি* করাঘাত। 'কপালে আঘাত হানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* কামড়। 'দশন আঘাত করি বধিয়া দুরন্ত অরি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বি* চোট। 'চক্ষু অতি কোমল বস্তু, অতএব কি জানি কোন অল্প আঘাত দ্বারা তাহার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৪** *বি* কেটে দেওয়া। 'সেই বৃক্ষে আঘাত করিলে খুব পরিষ্কার জল নির্গত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩। **৫** *বি* দুঃখ। 'আঘাতক্লেশ, শারীরিক পীড়া, ... নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটনা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৬** *বি* শব্দ। 'কোনো অতিথি রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৭** *বি* কষ্ট। 'পাছে তাহার মনে আঘাত লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৮** *বি* ব্যথা। 'আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৯** *বি* হতাশা। 'আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **১০** *বি* অভিমান। 'তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাই কো অবহেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩; 'আঘাত করে নিলে জিনে, কাড়িলে মন দিনে দিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **১১** *বি* প্রণয়াঘাত। 'আঘাত খেয়ে বাঁচি কিম্বা আঘাত খেয়ে মরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **১২** *বি* টোকা। 'আমার বীণাতারে তোমার আঘাত লাগল বারে বারে, তাই তো আমার নানা সুরের তালে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আঘাতজনক [স] *বিণ* কষ্টদায়ক। 'আমার নির্জনজীবনের পক্ষে ভারী আঘাতজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আঘাত-জর্জর [স] *বিণ* আঘাতে জর্জরিত। 'আঘাত-জর্জর জলধারার বুকে জেগে রইল রক্তের লাল।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

আঘাত লাগা *ক্রি* ক্ষতি হওয়া। 'দেশীয় লোকদিগের স্বার্থে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আঘাতন [স] *বি* আঘাতকরণ। 'তীক্ষ্ণ তীর আঘাতনে ধরণী ফাটিল।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

আঘাতি [স আঘাত>] *বিণ* আঘাতপ্রাপ্ত; আহত। 'শত্রুঅস্ত্রে আঘাতি হইয়া শাহানা বেশ!' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

আঘাতিত [স] *বিণ* আহত। 'একজন ভদ্রলোক এক আঘাতিত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আঘাতিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আঘাতপ্রাপ্ত। 'নতুবা সব্যঞ্জনাধার তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া আঘাতিনী হয়েন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

আঘাতী [স] *বিণ* আহত; আঘাতপ্রাপ্ত। 'ভূমিকম্পে ... তিন শত বিশ লোক আঘাতী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

আঘাসা [স অঘাস>] *বি* হীনজাতীয় ঘাস। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঘূর্ণিত [স অঘূর্ণিত] *বিণ* আবর্তনরত। *সেবধি*, ১৮৩৯।

আঘোর [স অঘোর] *বিণ* ঘোর। 'আঘোর পার্পে তোঞে গায় বেআপিবেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঘ্রাণ [স] **১** *বি* গন্ধগ্রহণ। 'তদ্রূপ আঘ্রাণ শক্তি যদি অধিক হইত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। **২** *বি* সুবাস। 'অলি কি মধুমালতীর আঘ্রাণে পলায়ন করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'নবীন ধানের অঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হল মাত।' *নজরুল*, ১৯২৮। **৩** *বি* আদর। 'হেরি তারে বক্ষে টানি আঘ্রাণ করিয়া শির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

আঙ [স অঙ্গ] **১** *বিণ* কাঁচা। 'আঙসরা আনে আর গন্ধবের দই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অঙ্গ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঙসরা [স আম+স সরাব] *বি* কাঁচা মাটির সরা। 'আঙসরা আনে আর গন্ধবের দই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঙহাড়ি [স আম+স হণ্ডী] *বি* আপোড়া হাঁড়ি। 'আঙহাড়ি আনিবে এক অচাক নির্মাণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আঙট [স অখণ্ড] *বিণ* অখণ্ড। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঙটা [স অঙ্গুরীয়] *বি* আংটা; লোহার বা পিতলের কড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঙটি, আঙটী [স অঙ্গুরীয়] *বি* আংটি; আঙুলে পরার অলঙ্কার-বিশেষ। 'হীরের আঙটী তো তোমায় দিতেই হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'আঙটি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আঙড়া [স অঙ্গার] *বি* জ্বলন্ত কয়লা। 'হাঁড়ির ভেতরে আঙড়া আগুনের দুটো গোলা জ্বলছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আঙন [স অঙ্গন] *বি* আঙিনা; প্রাঙ্গণ। 'ভাঙন-ভরা আঙনে তোর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আঙরটানা [স অঙ্গার] *বি* জ্বলন্ত কয়লা টেনে জড়ো করার হাতিয়ারবিশেষ; চিমটা। 'তারপর আঙরটানা দিয়ে আগুন বার বার ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আঙরা [স অঙ্গার] *বি* জ্বলন্ত কয়লা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পুড়ে আঙরা উঠবে যে।' *শরৎ*, ১৯১২।

আঙরাখা [স অঙ্গরক্ষা] *বি* ঢিলা জামাবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'শ্যামের ... গায়ে আঙরাখা।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

আঙলা[1] [স আমলক] *বি* আমলকী। 'আঙলা বকুল মালি মধুকর করে কেলি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আঙলা[2] [স অঙ্গার] *বি* কয়লা। 'হাটে হাটে তোর বাপে বেচিত আঙলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঙলা[3] [স অঙ্গুলি] *বি* আঙুল। 'খ্যাঙরা-কাটি আঙলাগুলো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আঙার [স অঙ্গার] *বি* জ্বলন্ত কয়লা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঙার-ধানী [স অঙ্গারধানী] *বি* জ্বলন্ত কয়লা রাখার পাত্র। 'যেন আঙার-ধানীর বাষ্প বিভোল শ্বসিছে সকল খানে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

আঙিনা [স অঙ্গন>] **১** *বি* উঠান। 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বি* ঘর। 'ছিন্নশয়ন টেনে এসে আঙিনা তোর সাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৩** *বি* প্রান্তর। 'আশমানের

আঙিনা।' *নজরুল*, ১৯২২। **৪** *বি* প্রান্ত। 'অকালে যখন বসন্ত আসে শীতের আঙিনা পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **৫** *বি* চারপাশ। 'সত্যের সুরে মধুময় করুক আঙিনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।। **৬** *বি* এলাকা। 'বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আঙিনা-ঘেরা *বিণ* চারদিকে বারান্দা-বিশিষ্ট। 'আঙিনা-ঘেরা চৌকো বারান্দা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আঙিয়া [স অঙ্গরক্ষিকা] *বি* ছোটো জামা। 'ডোরা লাগান আঙিয়া তোমাকে দিতেছি।' *মধু*, ১৮৫৭।

আঙুঠি [স অগ্নি>] *বি* লোহার তৈরি আলগা চুলা। 'ঘরের ভিতর একটা প্রকাণ্ড আঙুঠি জ্বালিয়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

আঙুর [ফা আংকুর] *বি* সুমিষ্ট ফলবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আঙুর, বেদানা প্রভৃতি ফল কাবুল হইতে আইসে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

আঙুর-পেষা [ফা আংকুর+স পেষণ>] *বিণ* আঙুর পিষ্ট-করা। 'এই পৃথিবীরে মনে হয় যেন শিরাজি আঙুর-পেষা।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

আঙুর-মউ [ফা আংকুর+স মধু>] *বি* আঙুর থেকে তৈরি সুরা বা মদ। 'হায় যদি সে গিলতে পেত বিন্দু-প্রমাণ আঙুর-মউ।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

আঙুরলতা [ফা আংকুর+স লতা] *বি* আঙুর ফলের লতা। 'তার কপাটের মাথায় আঙুরলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আঙুল [স অঙ্গুলি] *বি* হাতের প্রত্যঙ্গবিশেষ; অঙ্গুলি। 'বেঙের পায়ের আঙুল।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

আঙুল ফুলে কলাগাছ – রাতারাতি আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি। 'আঙুল ফুলে কলাগাছ হলে এমনই করে মানুষ!' *মানিক*, ১৯৩৬।

আঙুল-মটকানো [স অঙ্গুলি+ধ্বন্যা মট>] *ক্রি* আঙুল টেনে বা মোচড় দিয়ে মটমট শব্দ করা। 'হাঁচি কাশি তুড়ি আঙুল-মটকানো প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আঙোটজুতি [স অখণ্ড>+স জ্যোতি>] *বি* কলাগাছের অখণ্ড পাতা। 'গোটা গ্রামের লোকের আঙোটজুতি আমাকে সারা বছর যোগাতে হয়।' *তারা*, ১৯৪২।

আঙ্ক *বি* অনুনাসিক বর্ণ সহযোগে গঠিত যুক্তবর্ণ; যেমন ঙ্ক, ঙ্গ। 'পড়এ সাধুর বালা ক খ আঠার ফলা আঙ্ক আস্ক সিদ্ধ বানান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঙ্কল [ই] *বি* পিতা-মাতার ভাই বা বন্ধু। 'আমি কেবল তারই আঙ্কল আর্থার হই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আঙ্কিক [স] *বি* গণিতবিদ। 'আঙ্কিক বলছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আঙ্কুড়ী [স অঙ্কুশ] *বি* আঁকশি। 'মোর বনতরুডালে সজায়িআঁ আঙ্কুড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঙ্কুরা, আঙ্কোরা [স অঙ্কুশ] *বি* আঁকশি; বগল্স। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আঙ্কুশ [স অঙ্কুশ] *বি* হাতি তাড়ানোর লৌহদণ্ড। 'লাজ আঙ্কুশে তাক নিবারিতেঁ নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঙ্গ [স অঙ্গ] *বি* দেহ। 'আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঙ্গটি [স অঙ্গুরীয়] *বি* আংটি। 'আপনার হাতে আঙ্গটি আছে?' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

আঙ্গটিয়া [স *অঙ্গেষ্ঠিক] *বিণ* আস্ত। **আঙ্গটিয়া পাত** [স *অঙ্গেষ্ঠিক-পত্র] *বি* কলাগাছের অখণ্ড পাতা। 'বত্রিশ আঁঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আঙ্গণ [স অঙ্গন] *বি* অঙ্গন। 'আঙ্গণ ঘরপণ সুনভো বিআতী।' *চর্যা* ২, ১২০০।

আঙ্গদ [স অঙ্গদ] *বি* বাহুর অলঙ্কার। 'আঙ্গদ যুগল হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঙ্গনা [স অঙ্গন>] *বি* গাছবিশেষ। 'সিমুলি ছাতিন আঙ্গনা নিম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঙ্গভঙ্গ [স অঙ্গভঙ্গি] *বি* অঙ্গভঙ্গি। 'আঙ্গভঙ্গ কৈলেঁ কেহ্নে মোর বিদ্যমানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঙ্গরখা [স অঙ্গরক্ষা] *বি* আঙরাখা; চাপকানজাতীয় লম্বা ঝুলের জামাবিশেষ। 'আঙ্গরখার (অঙ্গরক্ষা) ভিতরের জেব থেকে বগাস চিঠি বের করে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

আঙ্গরাখা [স অঙ্গরক্ষা] *বি* জামা। 'মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

আঙ্গস্তরী [ফা] *বি* আংটি; অঙ্গুরীয়। 'কোন কুহকিনী আঙ্গস্তরী স্মৃতি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

আঙ্গস্থা [স অঙ্গার>] *বি* আগুনের পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আঙ্গা [স আজ্ঞা] *বি* আদেশ। 'আঙ্গা দিল দিনমণি ভুবন ঈশ্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আঙ্গাম [ফা হাঙ্গামা] *বি* হাঙ্গামা। 'গজশালে গজ মরে হাত্যারা আঙ্গাম করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঙ্গার [স অঙ্গার] *বি* কয়লা। 'দেখি পল্লব শয়নে আঙ্গাররাশি সমানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঙ্গারা [স অঙ্গার] *বি* কয়লা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আঙ্গারিক [স] *বিণ* অঙ্গার সংক্রান্ত। 'সেই হল কার্বনের অর্থাৎ আঙ্গারিক বস্তুর পরমাণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আঙ্গারিক গ্যাস [স আঙ্গারিক+ই গ্যাস] *বি* কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। 'ওখানে যে গ্যাসের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায় সে হচ্ছে আঙ্গারিক গ্যাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আঙ্গিক [স] **১** বহিরঙ্গ। 'আর্টের একটা বাইরের দিক আছে সেটা হচ্ছে আঙ্গিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* অঙ্গসম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য। 'ভাবার আঙ্গিক নয়; ভাবার আনুষঙ্গিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আঙ্গিনা [স অঙ্গন] *বি* উঠান। 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

আঙ্গিয়া[১] [স অঙ্গী>] *ক্রিবিণ* অঙ্গীকার ক'রে। 'জবন রাজার সঙ্গে জুদ্ধ সে আঙ্গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

আঙ্গিয়া[২] [স অঙ্গরক্ষিকা] *বি* মেয়েদের পরিধেয় চেলির মতো বস্ত্রবিশেষ। 'আঙ্গিয়া, বিলিতি সোণার শীল আংটি ও চুলের গার্ড চ্যেনেরও অসঙ্গত খদ্দের।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আঙ্গুটি, আঙ্গুটী [স অঙ্গুরীয়] *বি* আংটি। 'আঙ্গুটী।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'হীরার আঙ্গুটি হাতে দিয়া সাহেব ভদ্র সমাজে ফিরিতে লাগিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আঙ্গুঠী [স অঙ্গুরীয়] *বি* আংটি। 'হাথের শিরি আঙ্গুঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঙ্গুর [ফা আংকুর] *বি* মিষ্টি রসালো ফলবিশেষ। 'চিনি আদি সর্করা আঙ্গুর খোরমান।' *সুলতান*, ১৭০০।

আঙ্গুরের খেত *বি* যে খেতে আঙুর চাষ করা হয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আঙুল [স অঙ্গুলি] ১ *বি* আঙুল। 'সাপের মুখেতে কেহে আঙুল দেসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* এক ইঞ্চি পরিমাণ। 'আঙুল।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আঙুল চালানো *ক্রি* হাত বোলানো। 'স্বামীর মাথার চুলে একটু আঙুল চালিয়েও দিতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

আঙুল ফুলিয়া কলা গাছ হওয়া – *হঠাৎ* ধনী হওয়া। 'এ আঙুল ফুলিয়া কলা গাছ হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

আঙুলহীন [স অঙ্গুলিহীন] *বিণ* আঙুল নেই এমন। 'তার সামনে আঙুলহীন হাত বাড়াইয়া ভিক্ষা মাগিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আঙুলের ফাঁসা দিয়ে জল না গলা – অত্যন্ত কৃপণতা করা। 'সংসারের তো প্রতুল এই, তাহাতে আবার কর্ত্তাটির আঙুলের ফাঁসা দিয়া জল গলে না।' *গৌর*, ১৮২২।

আঙুলি, আঙুলী [স অঙ্গুলি] *বি* আঙুল। 'জংঘ পদ আঙুলিত সাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আঙুলী চম্পককলিকাজালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঙুষ্টি [ফা আঙ্গস্তরী] *বি* আংটি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আঙেটি [স অখণ্ড] *বি* মালসা। 'খাটিয়ার নীচে আঙেটি।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

আঙোটপাত [স অখণ্ড-পত্র] *বি* অখণ্ড পাতা। 'রত্নগর্ভা জননী আঙোটপাত পেতে বসলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

আচকান [ফা] *বি* এক ধরনের লম্বা জামা। 'আমাদের দেশের আচকানকে সম্পূর্ণ মনের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আচক্রবালবিস্তৃত [স] *বিণ* দিগন্তবৃত্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। 'তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

আচট *বিণ* আচষা; অকর্ষিত। 'শুন নাই আচট ভূমের ভাঙ্গে শীর্ষ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

আচড় [স আকর্ষ>] *বি* নখাঘাত। 'সিংহ চাহে কোপদৃষ্টে বীরের আচড়ে পিষ্টে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আচড়ানো[১] [স আকর্ষ>] *ক্রি* আঁচড় কাটা। 'মার্জারী আসিয়া কোলে/ আচড়িল পয়োধরযুগে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আচড়ানো[২] [স চপেট] *ক্রি* চড়ানো। 'আচড়াইতে'; 'চড়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আচড়াপিচড়ি [আ আসার>] *বি* গড়াগড়ি। 'তোমার সেই ভাঙ্গা ঘরের মেজেয় পড়ে কামিনীর আচড়াপিচড়ি করে কান্না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

আচণ্ডাল [স] *ক্রিবিণ* উচ্চ-নীচ জাতিনির্বিশেষে। 'আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ লৈয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আচমকা [হি আচানক] ১ *ক্রিবিণ হঠাৎ*। *বিদ্যা*, ১৮৯১; '*হঠাৎ* দেখলে আচমকা আঁতকে উঠতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* ব্যতিক্রমী। 'যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৩ *ক্রিবিণ* অপ্রত্যাশিতভাবে। 'যেখানে সেখানে আচমকা আমাকে বক্তৃতা করতে বলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আচমন [স] ১ *বি* হিন্দুরীতি অনুযায়ী দেহ শুদ্ধ করার জল। 'পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিল হেম আসন নিবেদন করিল অঞ্জলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* খাওয়ার পর হাতমুখ ধোয়া। 'পিতলের ডাবরে করিল আচমন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আচমন করা *ক্রি* হিন্দুধর্মমতে জল দ্বারা দেহ পরিশুদ্ধ করা। 'ব্রাহ্মণ পূজা সমাপনপূর্বক, আচমন করিয়া দেবীর সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

আচমনি, আচমনী [স আচমনীয়] *বি* হাত-মুখ ধোয়ার জল। 'পাদ্য অর্ঘ্যে আচমনী দিলেক আসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'আচমনি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আচম্বিত [স আশ্চর্যান্বিত] *ক্রিবিণ হঠাৎ*। 'আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আচম্বিতে [স আশ্চর্যান্বিত>] *ক্রিবিণ হঠাৎ*। 'আচম্বিতে বনে আজ রাখাল আইল।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০।

আচম্বিত [স সম্বিত] *বি* চেতনা; বোধোদয়। 'জাঁহার প্রসাদে মোর হৈল আচম্বিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

আচর[১] [স অঞ্চল>] *বি* আঁচল। 'আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

আচর[২] [স আকর্ষ>] *বি* আঁচড়। 'নখের আচর দেখি পয়োধর বেড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আচরণ [স] ১ *বি* শিষ্ট ব্যবহার। 'তুমি বাবু কর আচরণ।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* ব্যবহার। 'কি জানি অন্য কেহ তাঁহার এই আচরণ দৃষ্টি করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বি* চালচলন। 'বিশেষতঃ গুরুজনদিগের যেরূপ আচরণ দেখিতে পায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বি* অভ্যাস। 'পানদোষ আপনার দল বল সহকারে কি অহিত আচরণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বি* ভাব। 'তাহাদের সমক্ষে সতত তদনুরূপ আচরণ প্রকাশ করিতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩। ৬ *বি* পালন। 'আজ হতে শুদ্ধচিত্তে উপবাসব্রত করো আচরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আচরণবিধি [স] *বি* ব্যবহারবিধি। 'নির্বাচনী আচরণবিধি যদি গ্রহণ করা হয়।' *আজাদ*, ১৯৭০।

আচরণীয় [স] ১ *বি* অনুসরণীয়। 'আমরা শিক্ষার জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিংবা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাইনে।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বিণ* আচরণের যোগ্য। 'ব্যাঙ জীবটা ভদ্র কবিতায় জল-আচরণীয় নয়, এ কথা মানবার দিন গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। ৩ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'এমনকি পারিভাষিক শব্দও আচরণীয় কিনা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩। ৪ *বিণ* পালনীয়। 'তাদের আদর্শচরিত্র ও সমাজের আচরণীয় বিধিবিধান।' *হাই*, ১৯৫৪। ৫ *বিণ* ব্যবহৃত। 'উচ্চবর্ণের হিন্দুর আচরণীয় দেবভাষা থেকে মহাভারতের বিষয়বস্তু।' *হাই*, ১৯৫৪।

আচরন [স আচরণ] *বি* ব্যবহার। 'কোন ধর্ম্মে থাকী কেমন আচরন করিব।' *মালাধর*, ১৫০০।

আচরা [স আচরণ>] ১ *ক্রি* আচরণ করা। 'আর যদি নিন্দা-কর্ম কভু না আচর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* পালন করা। 'পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

আচরিজ [স আশ্চর্য] *বিণ* অবাক। 'হেন আচরিজ বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আচরিত[১] [স চরিত্র>] *বিণ* অতিশয়। 'ফকিরে কহিল তুই দুষ্ট আচরিত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আচরিত[২] [স] *বিণ* অনুসৃত। 'পিতৃপিতামহাদির আচরিত ও ব্যবহৃত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

আচর্যো [স আশ্চর্য] *বিণ* আশ্চর্য। 'হএ, এ বরো আচর্যো নহে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

আচল [স অঞ্চল] *বি* বসনের প্রান্তভাগ; আঁচল। 'ফুটকলাই কিনি দিল

বড়াই আচল।' *মালাধর*, ১৫০০।

আচসা [স অকর্ষিত] *বিণ* আচষা: চাষ করা হয়নি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আচা [স আচ্ছাদ] *ক্রি* নারকেলের মালা। 'নারিকেলে জলের সঞ্চার আচায় কি বাহার।' *লালন*, ১৮৯০।

আচানক [হি] ১ *ক্রিবিণ* আকস্মিকভাবে। 'হেনকালে আচানক আইল এক উট।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* আকস্মিকভাবে আগত। 'আচানক (হঠাৎ) পীরের উদ্দেশ্যে রোজা রাখা হয়।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

আচানো [স আচমন>] *ক্রি* আহারান্তে হাত ধোয়া। 'ছেলে পিলে খাওয়াইয়া আচিয়া দেয়।' *কেরি*, ১৮০২।

আচান্ত [স আচমন] *বিণ* পরিশুদ্ধ। 'আসন করিয়্যা বসে আচান্ত হইয়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আচাভুআ, আচাভুঞা, আচাভুয়া [স অত্যদ্ভুত] ১ *বিণ* অদ্ভুত। 'মোর আগে চলি যাও বড় আচাভুঞা।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'ওঝা ধন্বন্তরি বেটা বড় আচাভুয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বিণ* হতবুদ্ধি; নির্বোধ। 'আচাভুআ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আচাভো [স অত্যদ্ভুত] *বিণ* কিম্ভূতকিমাকার। 'আচাভো বোম্বাচাক প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আচাভো বোম্বাচাক [স অত্যদ্ভুত>] *বি* অদ্ভুত বিষয়। 'আচাভো বোম্বাচাক প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আচায্য [স আচার্য] *বি* গুরু। 'ঐ সকল গ্রামের স্ত্রীয়া সকলের আচায্য বরন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৮।

আচার[১] [প] *বি* রুচিবর্ধক খাবার। 'সহস্র প্রকার ব্যঞ্জন আচার রাই সমাপন করে।' *শেখর*, ১৬০০।

আচার[২] [স] ১ *বি* আচরণ। 'এ তোর কমণ আচার এ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রীতি। 'বুঝিনু পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ৩ *বি* সংস্কার। 'করিল জতেক কর্ম্ম নারির আচার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আচার অনুষ্ঠান [স] *বি* উৎসব। 'সামাজিক আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষে নির্বিবাদে রাস্তাঘাটে বাজনা বাজায়।' *উমর*, ১৯৬৮।

আচারতত্ত্ব [স] *বি* শাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধিবিধান সম্পর্কিত জ্ঞান। 'শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ঠিক সূক্ষ্মবিচারে তাহার উৎসাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আচারদ্রোহিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নিয়মভঙ্গকারী। 'আচারদ্রোহিণী মাকেই গোরা তাহার জীবনের সমস্ত ভক্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আচারনিষ্ঠ [স] ১ *বিণ* আচারের প্রতি নিষ্ঠাবান। 'শ্বশুরগণ আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* রক্ষণশীল। 'কৃষ্ণদয়াল ঘোরতর আচারনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *বিণ* আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাসী। 'আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আচারনিষ্ঠতা [স] *বি* আচারের প্রতি আনুগত্য। 'আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ বলেই দেবতার চেয়ে পাণ্ডার পা-পূজার পরে আমাদের ভরসা বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আচারনিষ্ঠা [স] *বি* আচারের প্রতি আনুগত্য। 'ওর পিসির আচারনিষ্ঠা একেবারে নিরেট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আচারপরায়ণ [স] *বিণ* আচারসর্বস্ব। 'তাঁহারা অতিশয় আচারপরায়ণ।' *শরৎ*, ১৯২৬।

আচারপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* আচারসর্বস্ব। 'এই আচারপরায়ণা হতভাগিনীকে আজ সে নূতন চক্ষে দেখিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

আচারপ্রধান [স] *বিণ* অন্যকিছুর তুলনায় আনুষ্ঠানিকতাই প্রাধান্য পায় এমন। 'চিরদিন আমাদের ধর্ম আচারপ্রধান হইয়া থাকিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আচারবন্ত [স] *বিণ* আচারযুক্ত। 'এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিরদিগের স্কান্দ ও মহাভারত বচনানুসারে কি বক্তব্য।' *দর্পণ*, ১৮২২।

আচারবাঁধা [স আচার>] *বিণ* আচার-অনুষ্ঠান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। 'এইরকম নিরেট আচারবাঁধা সনাতনী ঘরের ফাটল ফুঁড়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আচারবাদী [স] *বিণ* আচারের প্রতি নিষ্ঠাবান। 'লক্ষ লক্ষ আচারবাদী তাকে যদি সংকুচিত করে, খণ্ড খণ্ড করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আচারবান [স] *বিণ* আচারের প্রতি অনুগত। 'এ ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্রবিহিত আচারবান নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আচার-বিচার [স] ১ *বি* বাছবিচার। 'আচার-বিচার আর কিছুই না করে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* শাস্ত্রসম্মত বাছবিচার। 'যার নাই আচার বিচার বেদ পড়িয়ে গোল বাধায়।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* ধর্মীয় রীতিনীতি। 'উভয় জাতির আচারবিচার-পূজাপদ্ধতি মিশিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আচার ব্যবহার [স] ১ *বি* রীতিনীতি। 'দেশের রীত্যনুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* স্বভাবচরিত্র। 'আচারব্যবহার প্রকাশক অবিনশ্বর কীর্ত্তিপতাকা মহারত্ন বেদ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বি* আচার-আচরণ। 'তোমাদের আচার-ব্যবহার কথাবার্তা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আচার-ব্যাভার [স আচার-ব্যবহার] *বি* আচার-ব্যবহার; চালচলন। 'মুসলমানের আবার আচার-ব্যাভার?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

আচার-ভীরু [স] *বিণ* আচারকে ভয় পায় এমন। 'আচারভীরু নারী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আচার-ভ্রংশ [স] *বি* প্রথাচ্যুতি। 'আচার-ভ্রংশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আচারভ্রষ্ট [স] *বিণ* শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘনকারী। 'অনেক লোক আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

আচারমুক্ত [স] *বিণ* প্রথাহীন; সংস্কারহীন। 'ওরা ... আচারমুক্ত, ওরা সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আচারহীনতা [স] *বি* ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি অমান্য করার অবস্থা। 'আচারহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আচারা [স আচরণ>] *ক্রি* আচরণ করা। 'কাটারী গ্রহিয়া ধৈর্য আচারি রহিল।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'শিশুসম আচারে প্রবীণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

আচারিক [স] ১ *বিণ* আচারমূলক। 'আমাদের আচারিক ও আনুষ্ঠানিক ইসলামের কথা।' *শরীফ*, ১৯৬৮। ২ *বিণ* সংস্কারমূলক। 'বিশ্বাসী মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় শাস্ত্রীয় শাসনে ও আচারিক আনুগত্যে।' *শরীফ*, ১৯৭০।

আচারী [স] *বি* আচার পালনকারী। 'বহুরূপী হইয়ো নারে, কপট আচারী।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

আচার্য, আচার্য্য [স] ১ *বি* শিক্ষাগুরু। 'আচার্য্য হইলা কেহ উপগতগতা।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বুঝিলেন আচার্য হইলা শান্তচিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* দৈবেজ্ঞ; গণক ব্রাহ্মণ। 'উজানিতে পদবী আচার্য রত্নাকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* মহন্ত। 'চারি মঠের প্রত্যেকের এক

একটি আচার্য্য ও ব্রহ্মচারী নির্দ্দিষ্ট আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৪** *বি* পথপ্রদর্শক। 'বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৫** *বি* অধ্যাপক। 'মনে ভাবছি মরলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের আচার্য হয়ে জন্মাতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৬** *বি* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক প্রধান। 'আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৭** *বি* বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। 'আচার্য লেডির বিদায়ের পূর্বে তাঁকে সম্বর্ধনা করা হলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

আচার্যগৃহ [স] *বি* গুরুর বাড়ি। 'চলিলা আচার্যগৃহে গঙ্গায়ে ভাষিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আচিতা [স] *বিণ* মারাত্মক। 'কে চাইবে রোদ আচিতা অনল, কে চিরবৃষ্টি?' *শক্তি*, ১৯৬১।

আচির [স প্রাচীর] *বি* বেড়া। 'ফুলের আচির ফুলের প্রাচীর ফুলেতে ছাইল ঘর।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আচেতন [স অচেতন] *বিণ* অজ্ঞান। 'সুণিআঁ নন্দ যশোদা ভৈলা আচেতন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আচেনতা [স চেতনা>] *বি* চিত্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আচোট **১** *বিণ* বাধাহীন। 'সকালবেলার আচোট আলোয় আসছে পাহাড় ফুঁড়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বিণ* অক্ষত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কি লিখি ভেবে না পাই আচোট পাতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। **৩** *বিণ* অনাহত। 'আচোট হৃদি যে আৎকে উঠিছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

আচ্চর্যি [স আশ্চর্য] *বিণ* বিস্ময়কর। 'ওমা কি আচ্চর্যি, ইরি মদ্যি ভাত খাবি লিকিন?' *হাসান*, ১৯৬২।

আচ্ছন্ন [স] **১** *বিণ* আবিষ্ট। 'তাতে ধর্মমায়া তায় হয়েছে আচ্ছন্ন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* সমাচ্ছন্ন। 'তাহার ধূলিতে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বিণ* লুক্কায়িত। 'অসত্য জাল দ্বারা কি সত্যকে একেবারে আচ্ছন্ন রাখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৪** *বিণ* বিশেষরূপে বিস্তৃত। 'অগ্নিশিখায় সমস্ত স্থান এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **৫** *বিণ* অস্পষ্ট। 'তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমারাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৬** *বিণ* ঢাকা। 'তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন, উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৭** *বিণ* তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'ঘুমিয়ে পড়েছিল, আচ্ছন্ন হয়েছিল।' *শামসুল*, ১৯৫৬। **৮** *বি* ঘোরের মধ্যে আছে এমন ব্যক্তি। 'আচ্ছন্নের মতো ঘরময় পায়চারী করতে থাকি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

আচ্ছন্নতা [স] *বি* আবেশ। 'একটা আচ্ছন্নতায় চিত হয়ে পড়ে রইল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আচ্ছন্নতাকারী [স] *বিণ* আচ্ছন্ন করে এমন। 'হিতাহিতবুদ্ধি আচ্ছন্নতাকারী দ্রব্য বিক্রয়ে অনুৎসাহ দেওয়া শ্রেয়ঃকল্প।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আচ্ছন্না [স আচ্ছন্ন] *বিণ স্ত্রী* আড়াল হয়ে থাকে এমন। 'স্তম্ভের দ্বারা আচ্ছন্না থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

আচ্ছা[১] *ক্রি* থাকা। 'অমিআ আচ্ছন্তে বিস গিলেসিরে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

আচ্ছা[২] **১** *অব্য* সম্মতিসূচক উক্তি; ভালো। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তোর নাম কি রে? ... শ্রীকান্ত? আচ্ছা।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* নিয়ন্ত্রণহীন। *ভবানী*, ১৮২৩; 'ঐ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বিণ* আশ্চর্যজনক। 'আব্বা আচ্ছা মানুষ যা হোক।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আচ্ছা করিয়া *ক্রিবিণ* খুব ভালো ক'রে। 'মনের মধ্যে আমদ করিয়া আচ্ছা করিয়া লিখনপড়ন সিখীবা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আচ্ছাদন [স] **১** *বি* আবরণ। 'আচ্ছাদন পদ্মদলে থুইল পূজার স্থলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* ঢাকা যায় এমন। 'আচ্ছাদন থালখানি দিলেন উপরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ছাউনি। 'ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে বিষ্টি জলে ডিঙ্গা বুড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* ছায়া দান। 'মেঘের ছত্তর সদাএ করে আচ্ছাদন।' *সুলতান*, ১৭০০। **৫** *বিণ* আবৃত। 'কি কারণে সে বদনে করে আচ্ছাদন।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **৬** *বি* পোশাক। 'আচ্ছাদন-বিভূতি কেবল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৭** *বি* ব্যবধান। 'সবাই মিলে দিই ঘুচিয়ে পুরানো আচ্ছাদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৮** *বি* মলিনতা। 'সদ্য গেছে নামি সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৯** *বি* অন্ধকার। 'আবার সে আচ্ছাদন মাঝে-মাঝে নেমে আসে স্বপ্নের সংকেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আচ্ছাদনী [স] *বি* চাঁদোয়া। 'ঘাসের মাথায় যেন আচ্ছাদনী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে!' *তারা*, ১৯৪০।

আচ্ছাদা [স আচ্ছাদন>] *ক্রি* আচ্ছাদন করা। 'নিজ অঙ্গ আচ্ছাদিয়া রাখন্ত সম্বরি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'আর হাথে ফলাখানা আচ্ছাদিল মাথে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আচ্ছাদিত [স] **১** *বিণ* অবরুদ্ধ। 'গুজরাটে ধায় সেনা আচ্ছাদিত পথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* আচ্ছন্ন; ছেয়ে ফেলেছে এমন। 'পুরোহিতের শরীর ধূমেতে আচ্ছাদিত হয়।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৩** *বিণ* ঢাকা। 'মৎস্য সকল মাংসেতে আচ্ছাদিত বড়িশী অজ্ঞানতা প্রযুক্ত খাইয়া বিপদে পড়ে।' *গৌর*, ১৮২২।

আচ্ছি [হি] *বিণ* খুব। 'ওলো এ আচ্ছি যে লো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আছওয়ার [ফা সওয়ার] *বি* অশ্বারোহী সৈন্য। 'রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলুং রাজ আছওয়ার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আছড়ানো [আ আসার] **১** *ক্রি* আছাড় দেওয়া। 'শুণ্ডে ধরি মাতঙ্গ গজ আছড়িআ মারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* খড় থেকে ধান আলাদা করা। 'ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

আছড়ে পড়া *ক্রি* তীব্র বেগে এসে আঘাত করা। 'দু-কানের তীরে এসে বারবার আছড়ে পড়ে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

আছমান [ফা আসমান] *বি* আকাশ। 'আছমান জমিন আদি চৌদ্দ ভুবন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আছলী [আ আসল>] *ক্রিবিণ* আসলে। 'ভাদ্র মাস থেকে ছায়া আছলী এক-এক কদম করে বেড়ে যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

আছা *ক্রি* থাকা। 'আছহুঁ চউখণ সংবোহী।' *চর্যা* ৪৪, ১২০০। **আছ** *ক্রি* রয়েছো। 'কি কারণে দ্বাদশ বৎসর আছ বন্দি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আছউক** *ক্রি* থাকুক। 'আছউক ভোলাইমু উম্মত তাহান।' *সুলতান*, ১৭০০। **আছএ** *ক্রি* আছে। 'তোহ্মাত আছএ যবেঁ রতি পতিআস।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আছএত মনিরত্ন আমার মন্দিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **আছন্ত** *ক্রি* আছে। 'এহী মতে কত্তকাল কৌতুকে আছন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আছম** *ক্রি* আছি। 'কান্দিতে আছম মুঞি হইয়া বিকল।' *সুলতান*, ১৭০০। **আছয়** *ক্রি* আছে। 'রাজাগন আনিতে এক উপায় আছয়।' *মালাধর*, ১৫০০। **আছয়ে** *ক্রি* আছে। 'তোমার চরণে জার আছয়ে ভকতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আছহুঁ** *ক্রি* আছি। 'আছহুঁ চউখণ সংবোহী।' *চর্যা* ৪৪, ১২০০। **আছহ** *ক্রি* আছো। 'কুশলে কি আছহ নাতিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আছি** *ক্রি* রয়েছি। 'আছি গোপরূপ ধরী।'

বড়ু, ১৪৫০। **আছিনু** *ক্রি* ছিলাম। 'আছিনু কাঁচা নিন্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আছিল** *ক্রি* ছিলো। 'শকত আছিল নাঅ এখনে।' বড়ু, ১৪৫০। **আছিলা** ১ *ক্রি* ছিলো। 'পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ছিলে। 'মুনি বোলে অন্ধ হইয়া আছিলা তখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আছিলাঙ** *ক্রি* ছিলাম। 'আছিলাঙ একাকিনী বসিয়া কাননে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আছিলাম** *ক্রি* ছিলাম। 'তারি স্নেহবশে রাত্রিদিন আছিলাম আপনা-বিস্মৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **আছিলাহা** *ক্রি* ছিলো। 'কথা না আছিলাহা হেন আছিদর ভারী।' বড়ু, ১৪৫০। **আছিলাহোঁ** *ক্রি* ছিলাম। 'যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী।' বড়ু, ১৪৫০। **আছিলুঁ** *ক্রি* ছিলাম। 'পুরুষ আছিলুঁ নারী কি কারণে হৈলুঁ।' *সুলতান*, ১৭০০। **আছিলে** *ক্রি* ছিলে। 'কৌতুকে শুতি আছিলে দৈবকীর কোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আছিলেক** *ক্রি* ছিলো। 'আছিলেক চিরকাল হইয়া কুণ্ডলী।' *সুলতান*, ১৭০০। **আছিলোঁ** *ক্রি* ছিলো। 'আছিলোঁ বা তোর নারী।' বড়ু, ১৪৫০। **আছীল** *ক্রি* ছিলো। 'সর্প আর গড়ুরে আছীল দুই ভাই।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আছু** *ক্রি* থাকুক। 'আছু নর লোক/ দেব লোক তোষে।' বড়ু, ১৪৫০। **আছু** *অব্য* আর। 'আছু আন কাম তাক না করোঁ যতনে।' বড়ু, ১৪৫০। **আছুক** *ক্রি* থাকুক। 'মনুস্যের কাজ আছুক দেবতাএ ত্রাস।' *মালাধর*, ১৫০০। **আছে** ১ *ক্রি* অবস্থান করছে। 'বকুলতলাতে আছে সে সুন্দরী সতী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* বিদ্যমান আছে। 'ঘরের সামী মোর/ সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর/ আছে সুলক্ষণা দেহা।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* জীবিত আছে। 'কি হে রেজিষ্ট্রার, নন্দী বুড়ো গেছে না আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **আছেএ** *ক্রি* আছে। 'আছেএত পুজা জোগ্য তৃদস ইশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **আছেন্তে** *ক্রি* আছে। 'তলাত বসিআঁ/ আছেন্তে নাগর কাহ্নে।' বড়ু, ১৪৫০। **আছের** *ক্রি* আছে। 'কত না রাগ রাধা আছের মনে।' বড়ু, ১৪৫০। **ছিত** *ক্রি* ছিলো। 'ছিত অভাগির এক পেটরাড় পো পাষুরিব কেমনেতে তাহার মায়া মো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছিতে** *ক্রি* থাকতে; বিদ্যমানেতে 'তোঁ হেন বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ডরে।' বড়ু, ১৪৫০। **ছিনু** *ক্রি* ছিলাম। 'এই হেতু দ্বাদশ বৎসর ছিনু বন্দি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছিল, ছিলো** *ক্রি* ছিলো। 'কথা ছিল আছিদর কাহ্নে।' বড়ু, ১৪৫০; 'দৈবোবাণী ছিলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **ছিল ঢেঁকি হল তুল, কাটতে কাটতে নির্মূল** – বৈষয়িক অবস্থার ক্রম-অবনতি। *নজরুল*, ১৯৩১। **ছিলা** *ক্রি* ছিলে। 'এত ধন কথা ছিলা।' বড়ু, ১৪৫০। **ছিলাম** *ক্রি* আছ ক্রিয়ার অতীতকালের উত্তম পুরুষের রূপ। 'কোকিলা বলিয়া পুষে ছিলাম উহারে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **ছিলুম, ছিলেম** *ক্রি* ছিলাম। 'মায়ের অত্যন্ত ব্যামো হয়েছে, তাঁর নিকটেই কএক দিন ছিলেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'আমি একবার এখানকার একটি বোট-যাত্রা ও পিকনিক পার্টিতে ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **ছুক** *ক্রি* থাকুক। 'ধিক ছুক কাহ্নাঞিঁ সে কালীনাগে।' বড়ু, ১৪৫০।

আছাঁটা [স অশাত] ১ *বিণ* ছাঁটা বা কাঁড়ানো হয়নি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* কাটা হয়নি এমন। 'ঘাড়ের চুল আছাঁটা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

আছাড় [আ আসার] ১ *বি* পিছলে পড়া। 'আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* উপরে তুলে মাটিতে সজোরে নিক্ষেপ। 'পায়ে ধরি পাক দিয়া মারিল আছাড়।' *ঘনরাম*, ১৭১১।

আছাড় খাওয়া ১ *ক্রি* পা পিছলে মাটি বা নীচে পড়ে যাওয়া। 'আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *ক্রি* বিপদে পড়া। 'পদে-পদে আছাড় খায়, দুঃখ পায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

আছাড় মারা *ক্রি* উপরে তুলে মাটিতে জোরে নিক্ষেপ করা। 'এক্ষণি আছাড়া মারে যায় যমঘর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'উপরে তুলিয়া ... আছাড় মারিয়া ফেলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আছাড়-লাগা *বিণ* বেগে পতিত হয়েছে এমন। 'যেন মাস্তুল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আছাড়ানো [আ আসার>] ১ *ক্রি* উপরে তুলে সজোরে নীচে ফেলা। 'কংশে কন্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ছোড়াছুড়ি করা। 'হাত পা আছাড়ি রাজা ছাড়িল সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

আছাড়িপিছাড়ি, আছাড়ি-বিছাড়ি [আ আসার>] *বি* মাটিতে গড়াগড়ি। 'নিস্তেল দীপের মতো মানুষের নিরাশ্রয় মন আছাড়ি-বিছাড়ি নেবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'ছোট বউ কাঁদিয়া কাটিয়া আছাড়ি পিছাড়ি খাইয়া উত্তর করিল।' *জসীম*, ১৯৬০।

আছান [ফা আহসান] *বি* নিরাময়। 'ফুক দিতে আছান খাতিরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আছানা [স শাবক>] *বিণ* ছানা হয়নি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আছিত্ব [আছি+স ত্ব] *বি* অস্তিত্ব। 'লোপ পেয়ে যায় তার আছিত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আছিদর [স অছিদ্র] *বিণ* ধূর্ত। 'আতিবড় হৈলা আছিদর।' বড়ু, ১৪৫০।

আছিদরী [স অছিদ্র>] *বিণ স্ত্রী* চতুর। 'তীন ভুবনে নাহি হেন আছিদরী।' বড়ু, ১৪৫০।

আছী *ক্রি* 'আছি' শব্দের বানানভেদ। 'আমী কবুল আছী।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

আছুক [হি অচানক] *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'আছুক চড়িমু সে পরস না করিব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আছোঁয়া [স অস্পর্শ>] *বিণ* অমলিন। 'শুধু ধপধপ করছে আছোঁয়া শাদা বরফ।' *অবন*, ১৯২৫।

আছোলা [অছোলা>] *বিণ* খোসা ছাড়ানো হয়নি এমন। 'আছোলা আলুর ঘেঁট।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আজ[১] [স আর্য] *বি* আর্য। 'আজদেব নিরালে রাজই।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

আজ[২] [স অদ্য] ১ *ক্রিবিণ* অদ্য। 'বধিএ তোমাকে আজ বাড়ির নির্বৃতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* বর্তমান। 'নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে, যেখানে আজ আছে কাল নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আজকা [স অদ্য>] *ক্রিবিণ* আজ। 'দেখুম আজকা তর হগল পুংটামি।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

আজকাল [স অদ্য>] *ক্রিবিণ* ইদানীং। 'ঠাকুরঝিকে আজকাল ভাল করে দেখেছ?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

আজ-কাল করা *ক্রি* তালবাহানা করা। 'এতদিন কোনোমতে আজ-কাল করে চালিয়ে আসছি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আজকালকার [স অদ্য>] *বিণ* এই সময়ের। 'বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি.এ.।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আজকেকার [স অদ্য>] *বিণ* এখনকার। 'আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আজো *ক্রিবিণ* এখন পর্যন্ত; আজও। 'আজো তোমার কিরণপাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আজগবি, আজগাবী [ফা আজ্ঞ+আ গায়বী] ১ *বিণ* রহস্যময়। 'ভাবের আজগবি রূপ গৌরচাঁদের ঘরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* অদ্ভুত।

বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ *বিণ* অবিশ্বাস্য। 'এমনতর আজগবি ফন্দি খাটায় যে আমাদের কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া ঠেকিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* আকস্মিক। 'হঠাৎ এক-এক জায়গায় একটা আজগবি ঘূর্ণি বাতাস দাঁড়িয়ে উঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বিণ* অবাস্তব। 'অসংখ্য আজগবী গল্প।' *সওগাত*, ১৯২৯।

আজগায়েব [ফা আজ+আ গায়বী] *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'আজগায়েব সেইখানে আইল দুই সাপ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আজগুব [ফা আজ+আ গায়বী] *বিণ* ভিত্তিহীন। 'কলকেতার নিত্য নতুন নতুন হুজুক, সকল গুলিই সৃষ্টি ছাড়া ও আজগুব!' *হুতোম*, ১৮৬১।

আজগুবি, আজগুবী [ফা আজ+আ গায়বী] ১ *বিণ* ভিত্তিহীন। 'বাঙ্গালা কাগজ ওয়ালারা ... আজগুবী কথায় কাগজ পোরাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আজগুবি কথা লইয়া ভিরকুটি করে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮। ২ *বিণ* কল্পিত। 'আজগুবী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত।' *এসলাম*, ১৯১৯।

আজগৈবি [ফা আজ+আ গায়বী] *বিণ* আজগুবি। 'উঠেছে রে আজগৈবি আওয়াজ/ সাত তালা ভেদিয়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

আজড়ানো [হি উজাড়না] *ক্রি* প্রকাশ করা। 'পল্লীকাহিনী না আজড়াইয়া মনের ফাঁপর দূর করিতে পারিল না।' *ওদুদ*, ১৯৫১।

আজদাহা [ফা] ১ *বিণ* বিশাল ও ভয়ানক। 'বড়ই আজদাহা সাপ দম নাহি ছাড়ে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* বড়ো সাপবিশেষ। 'রোষে ফুলে ওঠে কালাপানি যেন সুবিশাল আজদাহা।' *ফররুখ*, ১৯৬৬।

আজনম [স আজন্ম] ১ *ক্রিবিণ* চিরকাল। 'কেহ আজনম না রহে অধম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *ক্রিবিণ* জন্ম থেকে। 'পদে পদে বাধা আজনম – বুঝি আমরণ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

আজনাই [অ আজিনাই] *বি* টিকটিকিজাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'কাকলাস ধেড়ে মূষা ছুঁচা আজনাই।' *ভারত*, ১৭৬০।

আজন্ম [স] ১ *ক্রিবিণ* জন্ম থেকে। 'আজন্ম কাশীতে বাস সত্বেই যশস্বী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* আজীবন। 'অল্পবয়স্ক কিম্বা বাতুল অথবা আজন্ম অজ্ঞান রহে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৮।

আজন্মকাল [স] *ক্রিবিণ* সারাজীবন ধ'রে। 'আজন্মকাল তোমার চেলা হয়ে আমি থাকব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

আজন্মপরিচিত [স] *বিণ* চিরচেনা। 'এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা হইতে পিতৃপিতামহসেবিত আজন্মপরিচিত বাস্তুগৃহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আজন্মবিধবা [স] *বিণ* শিশুকাল থেকে বিধবা। 'আজন্মবিধবা তারি একপ্রান্তে রয়েছি একাকী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আজন্মলব্ধ [স] *বিণ* জন্ম থেকে প্রাপ্ত। 'স্বধর্মের ও স্বদেশের আজন্মলব্ধ বিশ্বাস সংস্কার তিনি গায়ে-লাগা ধুলোর মতো ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছিলেন।' *শরীফ*, ১৯৭০।

আজন্মাবধি [স] *ক্রিবিণ* জন্ম থেকে। 'আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্বেষী যথার্থালাপী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

আজব [আ] *বিণ* অদ্ভুত। 'বাহিরে দেখিনু এক আজব ছুরত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আজবঘর [আ আজব+ঘর] *বি* জাদুঘর। 'সুদূর পশ্চিমে উহাকে আজবঘর বলে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

আজবতর [আ আজব+স তর] *বিণ* অতিবিস্ময়কর। 'বিধাতার এক আজবতর সৃষ্টি।' *মোজাম্মেল*, ১৯৬০।

আজবোজ [আড়+বোঝ] *বিণ* অবুঝ। 'বুঝিল বেটা আজবোজ।' *ভারত*, ১৭৬০।

আজমাইস [ফা আজমায়িশ] *বি* পরীক্ষা; গবেষণা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আজমানো [ফা আজমান>] *ক্রি* পরীক্ষা করা। 'আজমাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আজমুদা [ফা আজমুদান] *বিণ* পরীক্ষিত। 'বড়ই আজমুদা দারু কহি তেরা ঠাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আজরাইল [আ] *বি* (ইসলামি মতে) মৃত্যুদূত। 'আজরাইল কহে নবী শুন দিল দিয়া।' *গরীব*, ১৭৫০।

আজরাল [আ আজরাইল] *বি* (ইসলামি মতে) মৃত্যুদূত। 'আজরাল যদি সামনে দাঁড়ায়।' *জসীম*, ১৯৩৩।

আজল [স আদর] *বিণ* ন্যাকা। 'হেন সে আজল দেবরাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আজলকাজল *বিণ* ঘন কালো। 'নীলনীলিমা ললাট এমন আজলকাজল অন্ধকারে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

আজলা [স অঞ্জলি] *বি* অঞ্জলি। 'মেয়ের কলসি থেকে আজলা ভরে পানি খাচ্ছেন।' *শামসুল*, ১৯৬২।

আজলী *বিণ* আদরিণী। 'আজলী রাধা তোঁ আবালী বড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আজা [স আর্যক] ১ *বি* মাতামহ। 'চক্রবর্তী সম্বন্ধে হাম আজা করি মানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পিতামহ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'শুন্যাছি বাপার মুখে কয়েছিস আজা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আজাজিল, আজাজীল [আ] *বি* শয়তান। 'আজরাইলও সে পারেনি এগুতে যে আজাজিলের আগে।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'টুটি চেপে ধরি, জ্বালাই, উড়াই, মাড়াই দিগ্বিদিকে কোটি আজাজীল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আজাড় [হি উজাড়] *বিণ* শূন্য; খালি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আজাড়া [হি উজাড়>] *ক্রি* শূন্য করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আজাড়ি [হি উজাড়] *বিণ* শূন্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আজাদ [ফা] ১ *বিণ* মুক্ত। 'এক দাসী কিনি তবে করিব আজাদ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* সার্বভৌম। 'স্বাধীন এ দেশ! আজাদ মোরা!' *নজরুল*, ১৯২২।

আজাদি, আজাদী [ফা] ১ *বি* স্বাধীনতা। 'আজাদীর কথা ভুলায় কে?' *সাধনা*, ১৯২১; 'এই আজাদির সাড়া না পাইলে আমাদের জীবনে ... স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিত না।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* মুক্তি। 'ফিরে আসে আজাদ পাকিস্তানে নারীর আজাদী।' *বেগম*, ১৯৪৭। ৩ *বিণ* স্বাধীনতা সম্পর্কিত। 'আগামী সংখ্যা বিশেষ আজাদী সংখ্যারূপে আগস্টের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হচ্ছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আজান[1] [আ] *বি* মুসলমানদের পাঁচ বেলা উপাসনার জন্য আহ্বান। 'বহু পুণ্য পঞ্চ অক্ত আজান কহিলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আজান[2] *বি* এক জাতের ধান। 'আজানে সাজান কৈল তাড় দুই বাহে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আজান[3] [স অজ্ঞাত] *বিণ* অচেনা; অজ্ঞাত। 'আজান গাঁয়ের কৃষাণ কুমারী।' *জসীম*, ১৯৩১।

আজানা [স অজ্ঞাত] *বিণ* অজ্ঞাত; অপরিচিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আজানু [স] *বিণ* হাঁটু পর্যন্ত। 'আজানু লম্বিত বাহু সাজে বনমালা।' *মালাধর*, ১৫০০।

আজানুচুম্বিত [স] *বিণ* হাঁটু স্পর্শ করেছে এমন। 'এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আজানুবাহু [স] *বিণ* হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত বাহুবিশিষ্ট। 'মহাবল, পরাক্রান্ত আজানুবাহু।' *কেরি*, ১৮১২।

আজানুলম্বিত [স] *বিণ* হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ। 'আজানুলম্বিত বনমালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আজানুলম্বিতবাহু [স] *বি* হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ হাত যার। 'আজানু-লম্বিতবাহু দূর্বাদলশ্যাম।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০।

আজানুসমুত্থিত [স] *বিণ* হাঁটু পর্যন্ত তোলা। 'আজানুসমুত্থিত বুট কিনিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আজাব [আ] *বি* শাস্তি। 'বহুত আজাব পাইবে মউত নিদানে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আজার [ফা] ১ *বি* আঘাত। 'আজার জ্বলনে মর্দ্দ যায় গড়া গড়ি।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* দুঃখ। 'ইউছুফ পুছিল তুঝে কি আছে আজার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আজারি[1] [ফা আজার>] *বি* মোটা ও তালি-দেওয়া। 'আজারির কাপড়।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আজারির কাপড় *বি* ক্যানভাস; তালি-দেওয়া মোটা কাপড়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আজারি[2] [ফা] *বি* রোগ; অসুস্থতা। 'এমন সময় এল মুসাফির গায়ে আজারির চিন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

আজারিয়া [ফা আজার>] *বিণ* অদরকারি। '... প্রগতির ফলে বাতিল হতে পারেন এমন প্রস্তাব নেহায়েতই আজারিয়া।' *শিব*, ১৯৫৬।

আজালা [স জ্বাল>] *বিণ* জ্বালা হয়নি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আজি[1], **আজী** [স অদ্য>] ১ *ক্রিবিণ* এখন। 'আজি হৈতেঁ বড়ায়ি দেব বনমালী তোহ্মার ভয়িলা দাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* আজ। 'আজী না সুনিমু আহ্মি কার সমাচার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'সে মাল আজী তাগাদী বিক্রি হয়ে নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তবে আজি যাও, কল্য আসিও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

আজিকার, আজীকার [স অদ্য>] ১ *বিণ* আজকের। 'আমাকে মারিবারে হৈল আজিকার রাতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* এখনকার। 'আজীকার প্রজার স্থানে খাজানা ওয়াসীল করা বড় দায় হইয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আজি কালি, আজী কালী [স অদ্য>+স কল্য>] ১ *ক্রিবিণ* সম্প্রতি। 'আজী কালী যদি না দেখাও মহাবীর খড়্গেতে কাটিয়া তোরে করিব দুই চির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রিবিণ* আজকের দিনে। 'বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দ্দশা আজি কালি হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

আজি কালিকার [স অদ্য>+স কল্য>] *বিণ* সাম্প্রতিক কালের। 'আজি কালিকার, বৌ ঝিরা রন্ধনকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

আজী নাগদী *ক্রিবিণ* আজ পর্যন্ত। 'অসুস্ত হইয়াছেন আজী নাগদী তিন মাহা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

আজি[2] [স আর্যিকা] *বি* পিতামহী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আজিকা [স অদ্য>] *বিণ* আজকে। 'রাজাকে ভেটিবে আমি আজিকা বৈকালে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আজিগিস [স আজিগীষ] *বি* জয়ের আকাঙ্ক্ষা। 'অপরঞ্চ ধনুঃশর আজিগিস চড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আজিজ [আ] *বিণ* কাহিল। 'আপন মুনাফার জন্যে তাতির খতরা করিয়া তাহাদিগকে আজিজ করিয়াছে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। দ্র **আজেজ**

আজিজি, আজিজী [আ আজিজ] ১ *বি* বিনয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* প্রীতি; খাতির। 'আজিজি করিনু তব না রাখিলা বাত।' *হামজা*, ১৮০৭।

আজিম [আ] *বিণ* খুব বড়ো। 'আজিম দরখত এক দেখিবারে পায়।' *হামজা*, ১৮০৭।

আজিমাবাদি *বিণ* আজিমাবাদের। 'পাচ সিন্দুক আফিম আজিমাবাদি।' *ক্যাল্গে*, ১৭৮৭।

আজির [ফা আনজির] *বি* ডুমুর জাতীয় ফল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আজী, আজীকার, আজী কালী, আজী নাগদী দ্র **আজি**

আজীব[1] [স] *বি* জীবিকা। 'আমাদিগের আজীব, আরাম ও সৌকার্য্যার্থে যে সকল বস্তু আবশ্যক, পৃথিবীতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

আজীব[2] [আ আজব] *বিণ* আজব। 'আজীব ছিল মোদের আগে এই দুনিয়ার হাল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আজীবক [স] *বি* ভিক্ষুক। 'একজন আজীবক সন্ন্যাসী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আজীবন [স] *ক্রিবিণ* জীবনব্যাপী। 'আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আজীবনকাল [স] *বি* সারা জীবন। 'অপর মানুষের সঙ্গে যোগসাধন না ঘটলে ... প্রত্যেকে আজীবনকাল ... আপন আপন কক্ষেই ঘুরে মরতাম।' *শিব*, ১৯৫৬।

আজু [স অদ্য] *বিণ* আজকের। 'শুন সখী আজু নিশি স্বপ্নে অতুলিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আজুক [স অদ্য>] *বিণ* আজকের। 'কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আজুকা [স অদ্য>] *ক্রিবিণ* আজ। 'আজুকা খণ্ডিল কর্ণ চক্ষের বিবাদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আজুকার [স অদ্য>] *বিণ* আজকের; এই সময়ের। 'কহিলাম এই আজুকার বিবরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আজুগার [স অদ্য>] *বিণ* আজকের। 'দ্বাদস বৎসর অন্ত আজুগার দিনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আজুদিন [স অদ্য>+স দিন] *বি* আজকের দিন। 'আজুদিনে সুরঙ্গ করিয়া সাবধানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আজুনিশি [স অদ্য>+স নিশি] *ক্রিবিণ* আজ রাতে। 'আজুনিশি না শুনিলুঁ তাম্রচূড় নাদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আজুরা [আ আজর] *বি* মজুরি। 'আজুরা না লই যদি এই কর্ম করে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আজেজ [আ আজিজ] ১ *বিণ* দুর্বল। 'নেহাত আজেজ আছে নবী পয়গম্বর।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* হতবুদ্ধি। 'আজেজ হইল মর্দ হয়বতে পড়িয়া।' *হামজা*, ১৮০৭।

আজেবাজে [ফা বাজে>] *বিণ* তুচ্ছ; নিরর্থক। 'কোনোদিন আজেবাজে লিখে সময় নষ্ট করিনি।' *জীবন*, ১৯৩১।

আজেলিয়া [ই] *বি* রডোড্রেনডন গোত্রের বড়ো আকারের গোলাপি, বেগুনি, সাদা বা হলুদ ফুল। 'হাসি বহি দেখা দিল আজেলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

আজৈন *বি* আচার ইত্যাদি রাখার পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আজ্ঞপ্ত [স] *বিণ* আদিষ্ট। 'ইহাও আজ্ঞপ্ত হইল যে, কোনও ব্যক্তি উপঢৌকন লইতে পারিবেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আজ্ঞা [স] **১** *বি* আদেশ। 'প্রসেনেরে দিয়া কৈল আজ্ঞা লংঘনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ইচ্ছা। 'সাহেব খামীন্দ সাক্ষ্যাত তজবিজ আজ্ঞা হএ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *বি* সম্মতি। 'আসতে আজ্ঞা হউক বসতে আজ্ঞা হউক।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আজ্ঞা করা *ক্রি* আদেশ করা। 'বাবুজী কত টাকা চাহি আজ্ঞা করুন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আজ্ঞাকারি [স আজ্ঞাকারী] *বি* আদেশ পালন। 'কার তেজ ধর তুমি কর আজ্ঞাকারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আজ্ঞাকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* আদেশ পালনকারী। 'যদি প্রিয়তমের আজ্ঞাকারিণী থাকি তবে স্বামী ত্যাগ করিবেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

আজ্ঞাকারী [স] **১** *বিণ* বাধ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তারাই সবে ইন্দ্র রাজার আজ্ঞাকারী।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* আদেশদাতা; নির্দেশক। 'কহে কোন নারী হয় আজ্ঞাকারী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'তব পাশে সদা আমি আছি আজ্ঞাকারী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

আজ্ঞাধারী [স] *বি* আদেশ পালনকারী। 'সদা আজ্ঞাধারী তার মদন আপনি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

আজ্ঞাধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আদেশের অধীন। 'তব আজ্ঞাধিনী আজ্ঞা পালিব যতনে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

আজ্ঞাধীন [স] *বিণ* আদেশের অধীন। 'একটিকে অধিনায়করূপে নির্বাচিত করিয়া নিয়ত তাহারই আজ্ঞাধীন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আজ্ঞানুবর্তন, আজ্ঞানুবর্ত্তন [স] *বি* আজ্ঞা অনুসারে চলা। 'পিতৃ মাতৃ রাজপ্রভৃতির আজ্ঞানুবর্ত্তন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

আজ্ঞানুবর্তী, আজ্ঞানুবর্ত্তী [স, সমাসে ই-কার] **১** *বিণ* আদেশ পালন করে এমন; অনুগত। 'নবাব সাহেবেরদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া প্রাধান্য রূপে পুরুষানুক্রমে কালক্ষেপণ করিতেছি।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'আমার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে যেমন বলি তেমন চলো।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* অনুগত যে। 'কতলু খাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তিগণ এই লিপি প্রতিপালন করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

আজ্ঞানুবর্তিনী, আজ্ঞানুবর্ত্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আদেশ পালনকারী। 'আমি তোমার আজ্ঞানুবর্তিনী হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'পত্যনুরক্তা – আজ্ঞানুবর্ত্তিনী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

আজ্ঞানুসারী [স] *বিণ স্ত্রী* আদেশ পালনকারী; বাধ্যগত। 'স্বামির আজ্ঞানুসারী হইতেন।' *গৌর*, ১৮২২।

আজ্ঞানুসারে [স] *ক্রিবিণ* আদেশ অনুযায়ী। 'সত্যবতীর আজ্ঞানুসারে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮০২।

আজ্ঞাপত্র [স] *বি* চিঠি (বিনয়ে)। 'মহাশএর আজ্ঞাপত্র পাইয়া সবিশেষ জ্ঞাতো হইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আজ্ঞাপত্রি [স আজ্ঞাপত্রী] *বি* হুকুমনামা; আদেশপত্র। 'আজ্ঞাপত্রি।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

আজ্ঞাপাল [স] *বিণ* আজ্ঞা পালনকারী। 'আশ্রিত আল্লার হই আজ্ঞাপাল দাস।' *সুলতান*, ১৭০০।

আজ্ঞাপেক্ষা করা [স আজ্ঞা-অপেক্ষা>] *ক্রি* অনুমতি লাভের চেষ্টা করা। 'স্ত্রী সহগমন করণার্থে আজ্ঞাপেক্ষা করিয়া তথাকার জজ সাহেবের নিকটে আসিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

আজ্ঞাপ্রতিপালন [স] *বি* নির্দেশ পালন। 'আজ্ঞাপ্রতিপালন, সুখ্যাতি সুযশ, শত সহস্রকণ্ঠে ঘোষিত হইতে থাকে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

আজ্ঞাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* আদেশ পেয়েছে এমন। 'শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

আজ্ঞাবর্তী, আজ্ঞাবর্ত্তী [স] *বিণ* আজ্ঞাবহ। *সেবধি*, ১৮৩৯।

আজ্ঞাবহ [স] *বিণ* অনুগত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সেখানকার লোক অনিচ্ছাপূর্ব্বক আজ্ঞাবহ ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

আজ্ঞাবাহী [স] *বিণ* আদেশ পালনকারী। 'পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

আজ্ঞাবিরোধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নির্দেশ অমান্যকারী। 'আজ্ঞাবিরোধিনী রসিকতাপ্রয়াসিনী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

আজ্ঞামতে [স আজ্ঞা>] *ক্রিবিণ* আদেশ অনুযায়ী। 'আদালতের আজ্ঞামতে সে ব্যক্তির সাক্ষীর খরচ ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

আজ্ঞা হওয়া *ক্রি* ইচ্ছা হওয়া। 'আসতে আজ্ঞা হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আজ্ঞে [স আজ্ঞা>] *অব্য* সম্মতিসূচক শব্দ। 'নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আজ্ঞেয়িক [স] *বিণ* অজ্ঞেয়বাদী। 'নাস্তিক বা আজ্ঞেয়িকও কেহ কেহ থাকিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

আজ্য [স] *বি* ঘি। 'আজ্য আর আগুনে জীবন জেন জ্বলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আঝর [স অজস্রধার] *ক্রিবিণ* অবিরাম। 'আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঝাড়া [অঝাড়া>] *বিণ* অপরিষ্কৃত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'অন্ধকার ঘরে আঝাড়া বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়ল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

আঝালা *বিণ* ঝালশূন্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঞ্চল [স অঞ্চল] *বি* আঁচল। 'রাধার আঞ্চলে ধরি মনে মনে হাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঞ্চলিক [স] *বিণ* অঞ্চল সংক্রান্ত। 'ধর্মীয় প্রভাবের মতো আঞ্চলিক প্রভাবও মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরী।' *উমর*, ১৯৬৭।

আঞ্চলিকতা [স] *বি* কোনো অঞ্চলের প্রতি পক্ষপাত। 'যারা প্রাদেশিকতা ও আঞ্চলিকতার প্রতি দোহাই দেন।' *বেগম*, ১৯৫২।

আঞ্জন [স অঞ্জন] *বি* কাজল। 'শ্রবণে কুণ্ডল আদি নয়ানে আঞ্জন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আঞ্জনেয় [স] *বি* হনুমান। 'তাহলেও আঞ্জনেয়রা সরস্বতীর পুত্র নয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আঞ্জমন, আঞ্জমান [ফা আঞ্জুমান] *বি* সংগঠন; সমিতি। 'ইহার প্রযত্নে ক্রমান্বয়ে ৪টি আঞ্জমান স্থাপিত হইয়াছে।' *প্রচারক*, ১৮৯৯; 'নগরের মুসলমান আঞ্জমনসমূহ ... ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছে।' *প্রচারক*, ১৯০৭। দ্র **আঞ্জুমান**

আঞ্জলী [স অঞ্জলি] *বি* অঞ্জলি। 'আঞ্জলী বান্ধিআঁ/ সম্মারে কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঞ্জাম [আ] ১ *বি* আয়োজন। 'অর্দ্ধেক জে সাহেব কাজের আঞ্জাম করিয়াছে সেই পাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'আপন সাধ্যক্রমে ... তাহার সরবরাহ ও আঞ্জাম করিব।' *ডানকান*, ১৭৮৫। ২ *বি* ব্যবস্থা। 'আমা দিয়া ইহার আঞ্জাম কি মতে হইতে পারে।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* সামগ্রী। 'তাঞ্জাম ভরা আঞ্জাম এ যে কিছুই রাখোনি বাকি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আঞ্জাম-আয়োজন [আ আঞ্জাম+স আয়োজন] *বি* বন্দোবস্ত; জোগাড়-যন্ত্র। 'অনেক আঞ্জাম-আয়োজন করিয়া এদিক ওদিক চাইয়া।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আঞ্জি [স আদ্য] *বি* মাঙ্গলিক চিহ্ন (৭)। 'ছেলেরা আঞ্জি ক খ পড়ে।' *দক্ষিণা*, ১৯৪০।

আঞ্জিবৃক্ষ [ফা আঞ্জীর+স বৃক্ষ] *বি* ডুমুর জাতীয় ফলের গাছ। 'আঞ্জিবৃক্ষ বীজ হোস্তে অঙ্কুর প্রচার।' *সুলতান*, ১৭০০।

আঞ্জির, আঞ্জীর [ফা] *বি* ডুমুর জাতীয় সুমিষ্ট ফল। 'আঞ্জীর বদরী বৃক্ষ অতি বহুতর।' *সুলতান*, ১৭০০; 'আঞ্জির শাখার মতো অন্ধকারে তুমি।' *জীবন*, ১৯৩০।

আঞ্জুমান [ফা] *বি* সমিতি। 'মওলানা সাহেব আঞ্জুমনে-তবলিগুল ইসলাম নামক একটি আঞ্জুমান কায়েম করিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫। *দ্র* **আঞ্জমন**

আট [স অষ্ট, পা অট্‌ঠ] *বিণ* ৮ সংখ্যক। 'আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি, এই পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীর আট আনা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

৮ *বিণ* আট সংখ্যক। 'আগামি মঙ্গলবার ৮ জুন...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

আটই *বিণ* অষ্টম (দিন)। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

আটকড়াইয়া [আট+স কলায়>] *বি* শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে আট প্রকার কলাই ভাজা বিতরণের লৌকিক সংস্কার। 'আট দিনে আট কড়াইয়া করিল ধর্মকেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আটকলা *বি* আট রকমের ছল-চাতুরী। 'আট কলা হেকমত আমাদের মনে মনে।' *জসীম*, ১৯৬৪।

আটকলাইআ [আট+স কলায়>] *বি* শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে আট প্রকার কলাই ভাজা বিতরণের লৌকিক সংস্কার। 'আটকলাইআ তার কইল আট দিনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আটকুঠরী *বি* দেহের আট মোকাম; লাহুদ, নাসুদ, মালকুত, জবরুদ, মোকাম আরোয়া প্রভৃতি। 'আটকুঠরী নয় দরজা আঁটা।' *লালন*, ১৮৯০।

আটচালা [আট+স চাল] ১ *বি* আট চালাবিশিষ্ট ঘর। 'মাঝে আটচালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* উৎসবাদির জন্য নির্মিত আট চালাবিশিষ্ট মণ্ডপ। 'এক আটচালা পরিপূর্ণ পিত্তলের বাসন উৎসর্গ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮; 'নূতন আটচালা বাঁধিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আটতালা [আট+স তাল>] *বি* সংগীতের তালবিশেষ। *বড়ু*, ১৪৫০।

আটনম্বরী [আট+ই নম্বর>] *বি* আট নম্বর মাপে তৈরি (জুতো)। 'আমার ছনম্বরী পা-কে আটনম্বরী পরাতে যাব নাকি?' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

আটপলা [আট+ফা পহল>] *বিণ* আটটি পরতবিশিষ্ট। 'কিবে গিলে-করা গলা/ ঢেউ-তোলা আট-পলা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

আটপহুরে [স অষ্টপ্রহর>] *বিণ* আটপৌরে; সবসময়ে ব্যবহৃত। 'আটপহুরে নামটাতে দোষ কী হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আট-পেজি [আট+ই পেজ>] *বিণ* আট পৃষ্ঠাবিশিষ্ট। 'ওর ভিতরও আট-পেজি, বারো-পেজি, ষোলো-পেজি আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

আটপ্রহর [স অষ্টপ্রহর>] *ক্রিবিণ* সারাক্ষণ। 'দিবানিশি আট প্রহরে একরূপে চার রূপ ধরে।' *লালন*, ১৮৯০।

আটহাতি *বিণ* আট হাত মাপের। 'পরনে খদ্দরের আটহাতি ধুতি, পায়ে চাপলি।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

আট-হেতো *বিণ* আট হাত দৈর্ঘ্যের। 'রেলির লাট্টুমার্কা আট-হেতো কোরা ধুতি ...।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

আটকল *বি* হিংসা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটকলা[১] *বিণ* নির্বাচিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটকলা করা *ক্রি* নির্বাচন করা। 'আটকলিতে আটকল করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটকলা[২] *দ্র* **আট**

আটক [হি] ১ *বিণ* বাধাগ্রস্ত। 'কাম ক্রোধ প্রবেশিত হইল আটক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* বাধা। 'যাইতে আটক তায় না করে দরানি ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* বন্দি করে রাখা। 'ফাটকে আটক আটাআটী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'আঁধার আলয়ে তার হয়েছে আটক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৪ *বি* সঞ্চয়। 'রাজ্য রক্ষণের নিমিত্তে আমাদিগের ধনাংশ আটক করি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বিণ* আবদ্ধ। 'মাল থানায় আটক করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৬ *বি* গোপন। 'কথাখানি আগে আটক করে রাখব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৭ *বি* পথরোধ। 'একসার গোরুর গাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৮ *বি* আটকে পড়া। 'শৈবালেতে আটক পড়ল তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৯ *বিণ* বন্ধ। 'এক ফের ফিরিতেই তালওয়ালা পথ আটক করিয়া বসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ১০ *বিণ* অবরুদ্ধ। 'প্রাচীন অনেক পুঁথি মঠে মঠে আটক পড়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ১১ *বি* প্রতিরোধ। 'সোডিয়াম গ্যাস সূর্যের আলো আটক করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আটক করা *ক্রি* মজুদ করা। 'তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

আটকা[১] [হি আটক>] ১ *বিণ* আটককৃত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* আবদ্ধ। 'আটকা বস্তু।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটকা[২], **আটকানো**[১] [হি আটক>] *ক্রি* আটক করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **আটকিআ** *ক্রি* আটক ক'রে। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **আটকে-পড়া** *বিণ* অবরুদ্ধ। 'আমার সেই আটকে-পড়া দিনটির গায়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **আটকে যাওয়া** *ক্রি* বন্ধ হওয়া। 'শ্লেষে কথা আটকে গেল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৬। **আটকে রাখা** ১ *ক্রি* বন্দি করা। 'কেবল আটকে রাখাতে অথবা নজরবন্দী করায় কি হইতে পারে?' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* ধরে রাখা। 'লতা তারে আটকে রেখে তারি কাছে হাসতে শেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আটকানো[২] [হি আটক>] *বিণ* বন্ধ। 'দরজাটা আটকানো ছিল।' *জীবন*, ১৯৩৩।

আটকিল *বিণ* আঁটসাঁট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটকুটে [ও আঁটকুড়া] *বিণ* আটকুঁড়ে; নিঃসন্তান। 'যত জুটছে আটকুটে বরা খুরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

আটকুড়া, আটকুড়ে [ও আঁটকুড়া] ১ *বিণ* সন্তান হয় না এমন। 'আটকুড়া দোষ কর দূর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। ২ *বি* যার সন্তান হয় না। 'চুরি করুক আটকুড়ের বেটি।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

আটকৌড়ি [স অষ্ট+স কলায়>] *বি* সন্তান জন্মের পর অষ্টম দিনে ছোলা, মটর, বরবটি, বীরি, মুগ, মুসুর, হুনমুনে ও মাষকলাই, সাধারণত এই আট প্রকার কলাইভাজা বিতরণের হিন্দু আচারবিশেষ। 'প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকৌড়ির নেমন্তন্নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আটকৌড়ে [স অষ্ট+স কলায়>] *বি* সন্তান জন্মের পর অষ্টম দিনে পালিত হিন্দু আচারবিশেষ। 'আমার ছেলের আটকৌড়ের দিন আসিস।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

আটখানা [স অষ্ট>] *বিণ* অতি উৎফুল্ল। 'আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলতে এসেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

আটঘাট [স অষ্ট>+স ঘট্ট>] *বি* বিস্তৃত বিবরণ। 'জানি সব আটঘাট, গেজেটে করেছি পাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আটঘাট ঘেরা *ক্রি* সমস্ত পথ বন্ধ করা। 'কারও পালাবার পথ কি রেখেছ? আটঘাট ঘিরে ফেলেছ যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আটঘাট বাঁধা ১ *ক্রি* সমস্ত পথ বন্ধ করে রাখা। 'কাহাকেও কাছে আসিতে দিত না, সে আপনার চারিদিকে আটঘাট বাঁধিয়া রাখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ২ *বিণ* সুসংবদ্ধ। 'তত্ত্বেও সিদ্ধান্তের মত ছাঁটাছোঁটা, চাঁছাছোলা, আটঘাট-বাঁধা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* বিধিবিধান দিয়ে বন্দি। 'রাধাকৃষ্ণের সমাজবিদ্রোহ প্রেমগান যে আমাদের এই আটঘাট বাঁধা সমাজের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *ক্রি* বিচার-বিবেচনা করা। 'আপনি আটঘাট বেঁধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যেও কোথা থেকে কিন্তু এসে ঢুকে পড়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আটচল্লিশ, আটচল্লিষ [পা অট্‌ঠচত্তালীসা] *বিণ* ৪৮ সংখ্যক। 'আট চল্লিষ তঙ্কা আমী বিবির নামে খরচ লিখি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'আটচল্লিশ হাজার টাকা লাগিবে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

আটত্রিস [পা অট্‌ঠতিংসা] *বিণ* ৩৮ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আটন *বি* ঘরের চালে ব্যবহৃত বাখারিবিশেষ। 'পিরীত আটন পিরীতি ছাটন পিরীতির দুখানা চাল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

আটপউরে [স অষ্টপ্রহর>] *বিণ* সর্বদা ব্যবহারের উপযুক্ত। 'আনিলা থেকে একখানি আটপউরে কাপড় নিয়ে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

আটপহুরে *দ্র* আট

আটপিঠে *বিণ* নানা ধরনের কাজে দক্ষ। 'নিরুপম সত্যিই আটপিঠে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

আটপৌরে [স অষ্টপ্রহর>] ১ *বিণ* সব সময়ে ব্যবহৃত। 'অমনি সে আটপৌরে ধুতি চাদর ছাড়িয়া বৃন্দাবনী চাপকানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ২ *বিণ* গতানুগতিক। 'আটপৌরে লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* শ্রেণীভেদহীন। 'আটপৌরে কাপড়ে শ্রেণীভেদ থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৪ *বিণ* যেমন-তেমন। 'একলার ব্যবহারে সে আটপৌরে, দলের ব্যবহারে সুসজ্জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। *দ্র* আটপহুরে

আটম্বরী [স আত্মম্ভরী] *বি* বাগাড়ম্বর। 'পাঁচ পণ বেচিতে এক পণ করে চুরি সভা মাঝে বসিআ নুন্যার আটম্বরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আটরু *বি* আট দিন। 'কলে বলে কিবা আটরু রয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আটলাই *বি* একপ্রকার ধানবিশেষ। 'হাসি কলমি আর আটলাই, পাশপাই ধান।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

আটলান্টিক, আটলান্টিক [ই] *বি* একদিকে আফ্রিকা-ইউরোপ ও অন্যদিকে আমেরিকা – এর মধ্যবর্তী মহাসাগর। 'আটলান্টিক বা উত্তর মহাসাগর অতিক্রম করিয়া জর্মানি দেশে উপনীত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'আটলান্টিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩০ মাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আটসট্টি [পা অট্‌ঠসট্‌ঠি] *বিণ* ৬৮ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আটসাট্যা *বিণ* আঁটসাঁট; সংক্ষিপ্ত। 'রকমওয়ারি আটসাট্যা ফর্দ্দ এ পত্র পাইয়া পাচ রোজের মধ্যে তৈয়ার করিয়া পাঠাইবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

আটহত্তরি [স অট্‌ঠসত্ততি>] *বিণ* ৭৮ সংখ্যক। 'তিন শত আটহত্তরি টাকা দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

আটা[1] [স অট্ট] ১ *বি* চালের গুঁড়া। 'নির্মাণ করিত পিঠা বিশা দরে কিনে আটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গমের গুঁড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'চাল ডাল লবণ আটা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আটা[2] ১ *ক্রি* জিততে পারা। 'তাইফার লোকে যদি রণে না আটিল।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* স্থান সংকুলান করতে পারা। 'মক্কার গৃহেত আর মনুষ্য না আটে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *ক্রি* টেকা। 'থাকুক মানুষ দেও না পারে আটিতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *ক্রি* আঁটা। 'যোএ পেয়ে মহামদা সেনে কয় এটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আটাআটী *বি* বাঁধাবাঁধি; চাপাচাপি। 'ফাটকে আটক আটাআটী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

আটাইশ, আটাইস [পা অট্‌ঠবীসতি] *বিণ* ২৮ সংখ্যক। 'আটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'আটাইস।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আটাকাঠি *বি* পাখি ধরার জন্য আঠাযুক্ত দণ্ডবিশেষ। 'আটাকাঠিটা পেলে ঠিক হতো কিন্তু রিদয়ের বাবা সেটা চালের মটকায় তুলে রেখেছেন।' *অবন*, ১৯২৫।

আটাগাঁটি [স অষ্টগ্রন্থি] *বি* অষ্টগ্রন্থি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটাত্তর [পা অট্‌ঠসত্ততি] *বিণ* ৭৮ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আটানব্বই [পা অট্‌ঠনবুতি] *বিণ* ৯৮ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

৯৮ *বি* সংখ্যা আটানব্বই। 'ফারেনহাইটের তাপমান অনুসারে রক্তের তাপাংশ ৯৮ আটানব্বই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আটানয়ি [পা অট্‌ঠনবুতি] *বিণ* আটানব্বই। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

আটান্ন [পা অট্‌ঠপঞ্ঞাসা] *বিণ* ৫৮ সংখ্যক। 'আটান্ন প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আটার [পা অট্‌ঠারস] *বিণ* ১৮ সংখ্যক। 'আটার হাজার টাকা হয় সর্ব্ব শুদ্ধা।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

আটাল [হি আঁটা] *বিণ* আঠাযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আটালা *বি* আড়ম্বর। 'উচ্ছ্বেবের আটালায় আঁটে না।' *দক্ষিণা*, ১৯৪০।

আটাশ [পা অট্‌ঠবীসতি; স অষ্টাবিংশ] *বিণ* ২৮ সংখ্যক। 'চারিসাতে রচিল আটাশপদী গীতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

২৮ *বিণ* আটাশ সংখ্যক। 'যুধিষ্ঠিরদেবের অধস্তন ২৮ পুরুষে বংশ বিচ্ছেদ হইল এবং ... বংশরূপ চন্দ্র অস্ত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

আটাশপদী [স>] *বিণ* আটাশ চরণবিশিষ্ট ছন্দের। 'চারিসাতে রচিল আটাশপদী গীতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আটাসি [পা অট্‌ঠাসীতি] *বিণ* ৮৮ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আটি ১ *বিণ* একত্র। 'বীর আঁকাড়ি করিয়া আটি ভাঙ্গিল পাঁজরকাঠি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* তৃণ বা শস্যাদির গুচ্ছ; গোছা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বোঝার উপর শাক আটিটার মত ...।' *গৌর*, ১৮২২।

আটু [স অষ্টি] *বি* হাঁটু। **আটুজল** [স অষ্টি+স জল] *বি* হাঁটু পরিমাণ জল।

'রহিল গোপিকা সব রহিল আটুজল।' *মালাধর,* ১৫০০।

আটুনি *বি* আঁটুনি। 'কোটাল রুষিয়া বলে করিয়া আটুনি।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

আটুয়ালি [স অষ্টপদী] *বি* এঁটুলি। *মানোএল,* ১৭৪৩।

আটুম্বি [স অষ্টপদী] *বি* আঠার মতো লেগে থাকে যে কীট। 'সাপের আটুম্বি আনে খুজ্যা বাদ্যাঘরে রুহিত মৎস্যের পিত্ত মঙ্গল বাসরে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

আটেকা *বিণ* আঁটো। *মানোএল,* ১৭৪৩।

আটেলা *বি* অনুসন্ধান। 'পাছবাড়ি আটেলা কর মনচোরা রে চিনে ধর।' *লালন,* ১৮৯০।

আটোপ [স] *বিণ* অহঙ্কারপূর্ণ। 'শুনয়ে মুরারিগুপ্ত আটোপ টঙ্কার।' *বৃন্দা,* ১৫৮০; 'ক্রোদ হইয়া বিস্য কৈল আটোপ টঙ্কার।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

আটোপ টঙ্কার [স] *বি* আস্ফালন। 'শুনয়ে মুরারিগুপ্ত আটোপ টঙ্কার।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

আট্টা [পা অট্‌ঠ] *বি* আট ফোঁটাবিশিষ্ট তাস। 'চারি রঙ্গ যদি এইরূপেই হইল, তবে সাত্তা আট্টা এ সব কি?' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২।

আঠ [পা অট্‌ঠ] *বিণ* আট। 'আঠ চারি বরিষের বালা।' *বড়ু,* ১৪৫০।

আঠকপালী [স আর্তকপাল>] *বিণ* হতভাগী। 'আক্ষে দুখমতী নারী আঠকপালী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

আঠতালা [পা অট্‌ঠ+স তাল] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। *বড়ু,* ১৪৫০।

আঠা [হি আঁট] *বি* আঠালো পদার্থ। *মানোএল,* ১৭৪৩; 'কোনও কোনও বৃক্ষের নির্যাস বা আঠা অনেক প্রয়োজন লাগে।' *বিদ্যা,* ১৮৫১।

আঠাকাঠি [হি আঁট>+কাষ্ঠ>] *বি* পাখি ধরার জন্য আঠাযুক্ত কাঠি। *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'হাতে আমার বাঁশের নল ও আঠা-কাঠি।' *বিভূতি,* ১৯৩৮।

আঠারো, আঠার [পা অট্‌ঠারস] **১** *বিণ* ১৮ সংখ্যক। 'দেহলা পাতিল আঠার খালি জুলি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০; 'আমল আঠারো ভাটীর।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০; 'এক সও ছয় বিঘা আঠারো কাঠা জমিন লাখেরাজি।' *ক্যালগে,* ১৭৮৪। **২** *বি* তারুণ্য। 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।' *সুকান্ত,* ১৯৪৮।

১৮ *বিণ* আঠারো সংখ্যক। 'লঘু ১৮ কলা পরে গুরু এবং সকলে ৬৫ পঁয়ষট্টি কলা।' *বড়ু,* ১৫৭০; 'জমিদারদিগের ১৮ ইঞ্চ মাপ প্রচলিত।' *সমাচার,* ১৮৭৩।

আঠারঞি [পা অট্‌ঠারস>] *বি* আঠারো তারিখ। 'আঠারঞির আজ্ঞামতে।' *ডানকান,* ১৭৮৪।

আঠার মোকাম [আঠারো+আ মাকাম] *বি* (বাউল) লোম, রক্ত, চামড়া, মাংস, হাড়, রগ, মগজ, শুক্র, দৃষ্টি, বাক, শ্রবণ, ঘ্রাণ, জ্ঞান, মন, বুদ্ধি, তেজ, শক্তি ইত্যাদি। 'আঠার মোকামে তাই কায়েমী।' *লালন,* ১৮৯০।

আঠারোই, আঠারই [পা অট্‌ঠারস>] *বিণ* আঠারোতম (তারিখ)। *ওসাঁ,* ১৭৮৫।

আঠারো-ভাটী [আঠারো+অ ভাটী] *বি* গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত দক্ষিণ বঙ্গ। 'আমল আঠারো ভাটীর।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

আঠালি[1] [স অষ্টপদী] *বি* এঁটুলি। *মানোএল,* ১৭৪৩।

আঠালি[2] *বি* নোনা আতা। *মানোএল,* ১৭৪৩।

আঠালু [স অষ্টপদী>] *বি* পশুর শরীরে লেগে থাকা এক ধরনের কীট; এঁটুলি। 'উকুন আঠালু ঠোকরিয়া খায় লেজের পালক নেড়ে।' *বন্দে,* ১৯৬০।

আঠালুয়া *বি* সাপের নাম। 'উদয় নাগ আঠালুয়া পানক প্রধান।' *ফয়জুন্নেসা,* ১৮৭৬।

আঠাষ [পা অট্‌ঠবীসতি; স অষ্টাবিংশ] *বিণ* আটাশ সংখ্যক। 'এক সও আঠাষ মোন পচিষ সের।' *বোগল,* ১৭৭৩।

আঠাসি [পা অট্‌ঠাসীতি] *বিণ* আটাশি। 'উপবাসী আছি খাইআ আঠাসি কোটি মড়া।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

আঠিয়াকুড় [স উৎসৃষ্ট-কুণ্ড] *বি* আঁস্তাকুড়। *মানোএল,* ১৭৪৩।

আঠু [স অষ্ঠি] *বি* হাঁটু। 'সৃগালিত আগু জাএ আঠু এক পানি।' *মালাধর,* ১৫০০।

আঠুলে [আঠালো>] *বিণ* এঁটেল। 'আঠুলে মাটি।' *অচিন্ত্য,* ১৯৫০।

আঠ্যা [স স্থা] *ক্রিবিণ* শক্ত ক'রে। 'উর্ধ্বমুখে চাহে শাখী বধে নানাজাতি পাখি সাতনলা জাল আঠ্যা ফান্দে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

আডর [ই অর্ডার] *বি* ড্রাফটের অনুরূপ অর্থ দেওয়ার আদেশপত্র। 'দ্রাপ ও তেরেজরি আডর।' *ক্যালগে,* ১৭৮৫।

আড্ডা [হি] **১** *বি* ঘাট। 'কোন২ স্থানে ইহার আড্ডা হইবেক।' *দর্পণ,* ১৮২৫। **২** *বি* স্টেশন। 'কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত আড্ডায়২ এক২ ঘর ...।' *দর্পণ,* ১৮২৬। **৩** *বি* বসতি। 'সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আড্ডার মধ্যে যাইয়া একটা উত্তম সুসজ্জিত বাটী ভাড়া লইল।' *মধু,* ১৮৫৭। **৪** *বি* মজলিস। 'আড্ডায় পা দিবামাত্র ধুনি জ্বালাইয়া দিতেন।' *প্যারী,* ১৮৫৯। **৫** *বি* থাকার জায়গা। 'একটা আড্ডা ত আছে?' *বঙ্কিম,* ১৮৭৪। **৬** *বি* আখড়া। 'পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে এক এক কুস্তির আড্ডা ছিল।' *রাজ,* ১৮৭৪। **৭** *বি* একত্র অবস্থান। 'তারই উপর যত লম্বচঞ্চু মাছরাঙার আড্ডা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫। **৮** *বি* কেন্দ্র। 'কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটি কেবল দিশি লোকের আড্ডা হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮। **৯** *বি* মিলনস্থান। 'আমাদের দুইজনের সেখানে গল্প করিবার আড্ডা ছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২; 'তার ঘরে বড়ো ছেলেদের আড্ডা ছিল – যতরকম অদ্ভুত অসম্ভব খোশগল্প করতে এর জুড়ি কেহ ছিল না।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯। **১০** *বি* আস্তানা। 'সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে জায়গায় আমাদের আড্ডা পড়িল।' *শরৎ,* ১৯১৭। **১১** *বি* আসর। 'ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে, যেখানে ওদের নেশার আড্ডা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৪। **১২** *বি* বিমানবন্দর; বিমানছাউনি। 'দমদমে উড়ো জাহাজের আড্ডা ঐ দেখা যায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৬। **১৩** *বি* গল্পগুজব। 'খালি আড্ডা আর খাওয়া।' *শামসুল,* ১৯৬২।

আড্ডা করা *ক্রি* ঘাঁটি গাড়া। 'তাহারাও আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আড্ডা করিল।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

আড্ডাখানা [হি আড্ডা+ফা খানাহ্‌] *বি* আস্তানা। 'দুর্বৃত্তদের গুপ্ত আড্ডাখানায় আকস্মিকভাবে হানা দিয়া ...।' *আজাদ,* ১৯৭০।

আড্ডা গাড়া *ক্রি* বাসা বাঁধা। 'যেখানেতে বাস একটা নিজ আড্ডা গেড়ে।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

আড্ডাগোত্র [হি আড্ডা+স গোত্র] *বি* আড্ডা দেয় এমন লোকের দল। 'আড্ডাগোত্রের মিশরী নিকষ্যি মহাশয়রা বলেন।' *মুজতবা,* ১৯৫২।

আড্ডা দেওয়া *ক্রি* আশ্রয় গ্রহণ করা। 'বৃন্দাবন থেকে এক বাবাজি এসে হঠাৎ আমার হেড কনস্টেবলের বাড়িতে আড্ডা দিলে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১।

আড্ডাধারী [হি আড্ডা+স ধারী] *বিণ* আড্ডায় অংশগ্রহণ করে

এমন। 'বৈঠকের আড্ডাধারী সবাই বাইরের বারান্দায় জমায়েত হয়েছেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

আড্ডাবাজ [হি আড্ডা+ফা বাজ] *বিণ* গল্পগুজব করতে ভালোবাসে এমন। 'পাঠানরা বড্ড আড্ডাবাজ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আড্ডা মারা *ক্রি* গল্পগুজব করা। 'কেবল আড্ডা মারে দেখলাম।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

আড় [স অর্ধ] **১** *বিণ* বাঁকা। 'চাহিল রাধা কাহ্নক আড় নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* আড়াআড়ি ধরে বাজাতে হয় এমন। 'নান্দের নান্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* আড়াল। 'না করে আঁখির আড় নিজ পতি জন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৪** *বিণ* অন্য। 'আড়কুলি কত কৈল আওারি আওারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৫** *বি* বাঁধ। 'সমুদ্রের আড়ে আইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৬** *বি* লুকানোর জায়গা। 'উকটিয়া ঝোপঝাড় নেহালি পর্বত আড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৭** *বি* প্রস্থ। 'আড়ে দশ বেণ্ড দিঘে প্রমাণ বিশাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৮** *বিণ* লম্বা। 'আড় হইয়া বোড়া ক্ষেত্রমধ্যে পড়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৯** *বি* পাড়। 'চানক দিল মানিক ভাণ্ডার পুখুর আড়র উপর।' *রামাই*, ১৭১০। **১০** *বি* জড়তা। 'এই দুই জাতির জিহ্বায় অবশ্য কোনরূপ আড় থাকিবে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **১১** *বিণ* তেরছা। 'সোফায় অত্যন্ত আড় হয়ে বসতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **১২** *বিণ* আড়াআড়ি। 'মাঝখানে আড়-করা একটা করে পা রাখবার কাঠের টুকরো বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আড়কাটা [আড়+স কাষ্ঠ>] *বি* কড়িকাঠ। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

আড়কাটি [আড়+স কাষ্ঠ>] *বি* কুলির ঠিকাদার। 'নির্ব্বিরোধী ভারত-প্রজা আড়কাটিদের অত্যাচারে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আড়কাঠ [আড়+স কাষ্ঠ>] *বি* কড়িকাঠ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আড়কাঠি [আড়+স কাষ্ঠ>] *বি* নৌযান চলাচলের পথপ্রদর্শক। 'ষ্টীমার লাইনের আড়কাঠি – টেলিগ্রাফের কোড ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

আড়কুলি [আড়+স কুল>] *বি* অন্যদিক। 'আড়কুলি কত কৈল আওারি আওারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আড়কোলা [আড়+স ক্রোড়>] *ক্রিবিণ* পিঠ ও জানুর নীচে ধরে কোলে ক'রে। 'বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আড়খেমটা [আড়+খেমটা] *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'আমারদিগের সর্ব্বাঙ্গে বিবস্ত্র করিয়া খেমটা আড়খেমটা চৌতাল ঝাঁপতাল বাজাইলে ছেনাল বলে না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আড়খেয়া [আড়+খেয়া] *বি* পারাপারের ছোটো খেয়া। 'আড়খেয়া পাটুনীরা সিকি পয়সায় ও আধপয়সায় পার কত্তে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আড়গড়া [আড়+স ঘোটক] *বি* ঘোড়া রাখার জায়গা। 'ঘোড়া ধরিয়া আড়গড়ায় পাঠাইয়া দিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

আড়ঘোমটা [আড়+স গুণ্ঠন>] *বি* অর্ধেক ঘোমটা। 'সেও সুন্দরী, মুখে আড়ঘোমটা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

আড়চক্ষ [আড়+স চক্ষু] *বি* বাঁকা দৃষ্টি। 'আড় চক্ষে চাচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আড়চোখ [আড়+স চক্ষু] **১** *বি* কটাক্ষ। 'ইতিমধ্যে আড়চোখে একবার দেখে নিলুম।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **২** *বি* তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'আড়চোখে ব্যাপারির পানে তাকিয়ে দেখে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

আড়চোখো [আড়+স চক্ষু>] *বিণ* বাঁকা দৃষ্টিপূর্ণ। 'ঈষৎ আড়চোখো চাউনিতে আমাদের মাথা একেবারে বিগড়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আড়নয়ন [আড়+স নয়ন] *বি* বাঁকা দৃষ্টি। 'আড় নয়নের চাউনি গেল কোথায়?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

আড়পার [আড়+স পার] *বি* অপর তীর। 'চন্দনপুরের আড়পারে চৌকীদার শ্রীমাধব রাজবংশী নিতিকা হইলে।' *ভেরলি*, ১৭৮০।

আড়বাঁকা [আড়+স বক্র>] *বিণ* আংশিক বাঁকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আড়বাঁশি, আড়বাঁশী [আড়+স বংশী] *বি* আড়াআড়ি ক'রে ভূমির সমান্তরাল রেখে বাজানো হয় এমন বাঁশি। 'নান্দের নান্দ কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সে আড়বাঁশি বাজায় আড় চোখে তাকায়।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

আড়বাড়ি [আড়+স বৃদ্ধি>] *বি* দরজার খিল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আড়বেড়ি [আড়+স বেষ্টনী>] *বি* বন্দিদের আটকে রাখার লোহার বেষ্টনীবিশেষ। 'দুহাতে দুপায়ে আড়বেড়ি দেওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৮।

আড়ভাঙা [আড়+স ভঙ্গ>] *বিণ* সোজা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আড়ভাঙ্গা [আড়+স ভঙ্গ>] *বিণ* আবাদযোগ্য। 'আড়ভাঙ্গা সালি জমী।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৫।

আড়ভাবে [আড়+স ভাব>] *ক্রিবিণ* তির্যকভাবে। 'অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড়ভাবে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আড়মাদলা [আড়+স মধ্য>] *বিণ* যা দৈর্ঘ্যে ও আড়ে প্রায় সমান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আড়মাল *বিণ* খ্যাপা। 'মনটা আড়মাল ষাঁড়ের মতো রুখে ওঠে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

আড়মোড়া *বি* শরীরের আড়ষ্টভাব বা জড়তা। 'একবার আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আড় হয়ে পড়া *ক্রি* উদারভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া। 'তাদের কোন দায় দফা পড়লে বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আড়হাতে [আড়+স হস্ত>] *ক্রিবিণ* উঠেপড়ে। 'বাবুর দল আড়হাতে লাগিয়াছেন।' *এসলাম*, ১৯১৭।

আড়-হাসি [আড়+স হাস্য>] *বি* বাঁকা হাসি। 'মুখে পড়ল একটা আড়-হাসির রেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আড়ে আড়ে *ক্রিবিণ* আড়ালে আবডালে। 'বাই আড়ে আড়ে চেয়ে হাসচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আড়ে ওড়ে *ক্রিবিণ* আড়ালে লুকিয়ে। 'নজদিকে না আইসে কেহ থাকে আড়ে ওড়ে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আড়ে গেলা *ক্রি* সম্পূর্ণ গিলে ফেলা বা অর্ধেক চিবানো অবস্থায় গিলে ফেলা। 'দালালেরা শীকার ধরে আনে – বাবু আড়ে গেলেন!' *হুতোম*, ১৮৬১।

আড়েদিগে *ক্রিবিণ* আড়েদিঘে; দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। 'চারিদিকে দশ ক্রোশ প্রমাণে আড়েদিগে চল্লিশ ক্রোশ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

আড়ে-দিঘে [স অর্ধ>+স দীর্ঘ>] *ক্রিবিণ* দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। 'একটা আড়ে-দিঘে প্রমাণ ঘর।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আড়েহাতে ১ *ক্রিবিণ* সজোরে; বিষমভাবে। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *ক্রিবিণ* উৎসাহের সঙ্গে। 'শিক্ষিত সম্প্রদায় সাহিত্য হতে তৎসম শব্দের উচ্ছেদের জন্য যে আড়েহাতে লেগেছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

আড়কাট *বি* আওরঙজেবের রাজত্বকালে মদ্রাজের আরকাটে তৈরি রৌপ্যমুদ্রা-বিশেষ। '৭৫০ সাড়ে সাত সও টাকা আড়কাট মাল রাখহ।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট।' *ভারত*, ১৭৬০।

আড়ঙ, আড়ঙ্গ [ফা আওরঙ্গ] ১ *বি* আড়ত; গঞ্জ। 'সদর আড়ঙ্গ দ্বারহাটায় তুমি আপন দস্তে দালাল কিম্বা দালালের গোমাস্তার মোকাবিলায় তাতিকে দাদনি করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'আড়ঙ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* মেলা। 'ভাদ্দর মাসের আড়ঙ্গটি বড় ধুমে হইয়া যাবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই।' *জসীম*, ১৯৩০।

আড়চক্ষু, আড়চোখ দ্র আড়

আড়ত, আড়ৎ [হি] ১ *বি* ক্রয়-বিক্রয়ের বড়ো কেন্দ্র। 'হাটখোলায় গদি; দশ বারটা খন্দ মালের আড়ত।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* গুদাম; মালখানা। 'মারণাস্ত্র খোঁজে ওরা অলিতে গলিতে, গাছতলায়, আড়তে, ছায়াচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে, পুকুরে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

আড়তদার [হি আড়ত+ফা দার] *বি* যে ব্যক্তি অন্যের মাল নিজের গোলায় রেখে বিক্রির ব্যবস্থা করে। 'এবার তেলেঙ্গার জাহাজের আড়তদার হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

আড়তদারি, আড়তদারী [হি আড়ত+ফা দারি] *বি* আড়তদারের পেশা। 'বাণিজ্য, তেজারাতি, আড়ৎদারী ... লাগিয়া যাও।' *রওশন*, ১৯২৫; 'হঠাৎ সে আড়তদারি ফেঁদে বসল কিসে।' *মনোজ*, ১৯৫১।

আড়তিয়া [হি আড়ত] *বিণ* আড়তদার। 'আড়তিয়া সাহেবান' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

আড়দ্দার [হি আড়ত+ফা দার] *বি* যে অন্যের মাল নিজের গোলায় রেখে দালালি বা কমিশনের বিনিময়ে বিক্রি করে। 'আড়দ্দার, মহাজন, এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আসিয়া শ্যামপুরে অধিষ্ঠান করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

আড়ন [হি] *বি* ঢাল। 'রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন রোমাবলী কিরিপানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আড়নয়ন, আড়বাঁকা, আড়বাঁশি, আড়বাঁশী, আড়বাড়ি, আড়বেড়ি, আড়ভাঙা, আড়ভাঙ্গা, আড়-মাদলা, আড়মাল, আড়মোড়া দ্র আড়

আড়মাছ [স অণ্ড-মৎস্য] *বি* মাছবিশেষ। 'আড়মাছের ভাজা সুক্ত।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

আড়ম্ব [স আড়ম্বর] *বিণ* গর্জন। 'সিংহের আড়ম্ব দর্পে আইসে মহাবলী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আড়ম্বর [স] ১ *বি* রণবাদ্য। 'গড়ের আড়ম্বর শুনিঞা বীরবর বাহির হইল সত্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* জাঁকজমক। 'গজপীঠে বাজে দামা সাজিল রাজার মামা আড়ম্বরে পুরিআ গগন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* সমারোহ। 'বাণিজ্যের আড়ম্বর, মনোহর শোভা, জন-সমারোহ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* বাগাড়ম্বর। 'আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৫ *বি* গর্ব। 'যাহার যোগ্যতা যত অল্প তাহার আড়ম্বর তত বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৬ *বি* বাড়াবাড়ি। 'বিহারীকে বশে রাখিবার জন্য অন্নপূর্ণা স্নেহের আড়ম্বর করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৭ *বি* অতিরঞ্জন। 'তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৮ *বি* বাহ্যাড়ম্বর। 'হয় সত্যই তপস্যা করো, নয় তপস্যার আড়ম্বর ছাড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৯ *বি* বিলাসিতা। 'নিজের কোনো আরাম, কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আড়ম্বরপূর্ণ [স] ১ *বিণ* সমারোহপূর্ণ। 'অকারণ গায়ে পড়া রূঢ় ব্যবহার ও আড়ম্বরপূর্ণ আস্ফালনের সামান্য অবসর পাইলেই আপনাদিগকে মহাবীর বলিয়া মনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ জাঁকজমকপূর্ণ। 'স্থানীয় অধিবাসীদের পোষাক স্বল্প হলেও আড়ম্বরপূর্ণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আড়ম্বরপূর্বক, আড়ম্বরপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* গুরুত্বের সঙ্গে। 'প্রেরিত পত্র প্রণালীতে বিশেষ আড়ম্বরপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

আড়ম্বরপ্রিয়তা [স] *বি* বিলাসিতা। 'আড়ম্বরপ্রিয়তাও অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আড়ম্বররহিত [স] *বিণ* অনাড়ম্বর। 'আড়ম্বররহিত পোষাক ব্যবহার করিবেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

আড়ম্বরশূন্যতা [স] *বি* বাহুল্যহীনতা। 'আর্টের একটা লক্ষণ আড়ম্বরশূন্যতা।' *অবন*, ১৯২৫।

আড়ম্বরহীন [স] *বিণ* সাদাসিধা। 'আড়ম্বরহীন পোশাকে ধনুক হস্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মান।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

আড়ম্বরি [স আড়ম্বর>] *বি* গর্জন; হুংকার। 'আড়ম্বরি করে উঠে বৃক্ষের উপর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আড়ম্বরী [স আড়ম্বর>] *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'আড়ম্বরী আদর অভ্যর্থনা।' *সাদত*, ১৯৬৭।

আড়ম্ভিল [স আরম্ভ>] *ক্রি* আরম্ভ করলো। 'তবেত দ্রৌপদ রাজা জৈজ্ঞ আড়ম্ভিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আড়ষ্ট [স] ১ *বিণ* অসাড়। 'সঙগুলির মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* জড়সড়। 'আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বিণ* অসন্তুষ্ট। 'আপনার প্রতি আড়ষ্ট হয়েছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

আড়ষ্টকর [স] *বিণ* অবশকারী। 'আড়ষ্টকর পাকে জড়িত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

আড়ষ্টতা [স] ১ *বি* অসৌন্দর্য। 'প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে-আড়ষ্টতা, তাই উৎকট হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি* কুণ্ঠা। 'কোথাও ... অক্ষমতা, ও আড়ষ্টতা না থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বি* দৈন্য। 'নেই ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা কল্পনার আড়ষ্টতা চিন্তার জড়তা।' *জীবন*, ১৯৩২।

আড়ষ্টতামুক্ত [স] *বিণ* অসাড়তামুক্ত। 'দুটি গ্রন্থকেই অনুবাদ গ্রন্থের আড়ষ্টতামুক্ত করে স্বাধীন রচনার পর্যায়ে উন্নীত করেছে।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

আড়া[১] [স আঢ়ক] ১ *বি* ধান ইত্যাদি মাপার ধামা জাতীয় পাত্র। 'আড়ায় ভরিআ ধান নিলেক মাপিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আকৃতি; গড়ন। 'হাসি হাসি মুখখানি অপরূপ আড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আড়া[২] [হি ওয়ার] ১ *বি* বাঁধ। 'চারিখান আড়া কৈল জেন মহীধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পাড়। 'আছএ শুখান শুধু সরোবর-আড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আড়া[৩] *ক্রি* ঘিরে রাখা। 'বনে গিয়া জাল আড়ি ঝাড়ে মারে বাড়ী।' *মুকুন্দ*,

১৬০০।

আড়া[৪] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী মল্লার – তাল আড়া।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

আড়াঠেকা *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'তাল আড়াঠেকা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

আড়া[৫] [স অর্ধ] **১** *বি প্রস্থ*। 'যে জমির নাই আড়া-দিঘলতা/ কীরূপ কালি করে সেথা।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* আড়াআড়ি বসানো কাঠ। 'আড়া থেকে ঝুলছে কয়েক জোড়া বার্নিশের জুতো।' *অবন*, ১৯২৫।

আড়াআড়ি [স অর্ধ>] **১** *ক্রিবিণ* তির্যকভাবে। 'ভারত কহে আড়াআড়ি ...।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* প্রতিযোগিতা। 'কিছু দিনের জন্য, আড়াআড়ি মুলতুবি রাখিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **৩** *বি* শত্রুতা। 'পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেই রকম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৪** *বি* দ্বন্দ্ব। 'অভিমানটি নিয়ে শুধু জীবন-ভরে চলল আড়াআড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

আড়া কাঠ [স অর>+স কাষ্ঠ] *বি* দরজার খিল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আড়াই [স অর্ধতৃতীয়] *বিণ* দুই ও আধ। 'টাকা আড়াই আনি কম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আড়াই কাটি [আড়াই+স কাষ্ঠ>] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'গম্ভীর নিনাদে সাঁওতালের আড়াইকাটি বাজিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

আড়াই গজী আড়াই+ফা গজ>] *বিণ* খুব লম্বা এমন। 'এ-রকম আড়াইগজী শব্দ মুখস্থ করতে পারবো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

আড়াইটা *বিণ* দুইটা বেজে ত্রিশ মিনিট; ২.৩০। 'তখন রাত্রি আড়াইটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আড়াইসেরি [আড়াই+সের>] *বিণ* আড়াইসের ওজনের। 'একটা প্রায় আড়াইসেরি কালিবোস মাছ ধরেছিলাম।' *সুনীল*, ১৯৭০।

আড়াকাঠ *দ্র* আড়া[৫]

আড়াঠেকা *দ্র* আড়া[৪]

আড়ানা *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। **আড়ানাবাহার** *বি* রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী আড়ানাবাহার – তাল আড়খেমটা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আড়ানি, আড়ানী [হি] *বি* বড়ো পাখা। 'ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।' *ভারত*, ১৭৬০; 'আড়ানি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আড়ামোড়া [স>] *বি* আলস্য। 'আড়ামোড়া দিয়ে উঠে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

আড়াল [স অন্তরাল] **১** *বি* ঢাল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* আবডাল। 'যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয় আড়াল হইতে শুনিও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। **৩** *বি* পর্দা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **৪** *বি* তুচ্ছতা। 'প্রতিদিনের আড়াল ভেঙ্গে কবে আমি দেখব তাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৫** *বি* আবরণ। 'মাটির আড়াল করে ভেদন, স্বর্গলোকের আনে বেদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আড়াল-আবডাল [স অন্তরাল>] **১** *বি* অন্তরাল। 'বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বি* রাখঢাক। 'দামিনীর কাছে আর আড়াল-আবডাল রহিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আড়ালকারী [স অন্তরাল>+স কারী] *বিণ* আড়াল করে এমন। 'যদি আড়ালকারী নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল না হত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আড়ালবাঁক [স অন্তরাল>+স বক্র>] *বি* নদীর বাঁকের আড়াল। 'আড়ালবাঁকে কিশোরী চাল, ছিটকে সরে মুখের জ্যোতি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

আড়াল হওয়া *ক্রি* আত্মগোপনে থাকা। 'এখন একটু আড়াল হওয়াই ভাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

আড়ালে ঢোকা *ক্রি* লুকিয়ে পড়া। 'তেমন তেমন দেখলে, বাবা, ঢুকবো আড়ালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আড়ালা *বিণ* আতপ। 'আড়ালা চাউলের ভাত ক্ষীর নদীর পানি।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

আড়ালি [স অন্তরাল] *বি স্ত্রী* আড়ালে আছে যে। 'শুনে কোন আড়ালির ডাক।' *নজরুল*, ১৯২৮।

আড়াসি [স অন্তরাল] *বি* আড়ি। 'এই বেলা গিয়ে ঘুলঘুলিতে আড়াসি পেতে বসে থাকি।' *অবন*, ১৯২৫।

আড়ি[১] [স আলি] *বি* আইড় মাছ। 'মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।' *ভারত*, ১৭৬০।

আড়ি[২] [স অন্তরাল] **১** *বি* শত্রুতা। 'করিছে দারুন আড়ি কমজাত কুফরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* জুয়াখেলার বাজি। '... আড়ি ঘুড়ি কানন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বি* আড়াল। 'ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাত্তে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৪** *বি* জেদ। 'স্বর্গের উপর আড়ি করে, আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৫** *বি* অভিমান। 'সোনামণির সহিত চারুর মর্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৬** *বি* ক্রোধ। 'অবুঝ হইয়া হউক আর আড়ি করিয়াই হউক ...।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৮। **৭** *বি* কথা না বলার প্রতিজ্ঞা। 'সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা কন, আড়ি চাচা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আড়িতোলা *বি* শত্রুতাসাধন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আড়ি দেওয়া *ক্রি* কথাবার্তা বন্ধ করা। 'তোর সাথে এবার দেখচি সত্যিকার আড়ি দিতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আড়ি পাতা *ক্রি* আড়াল থেকে গোপনে অন্যের কথা শোনা। 'ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাত্তে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আড়িমারা *ক্রি* গোপনে অন্যের কথা শোনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আড়ি[৩] [স আঢ়ক] **১** *বি* মাপবিশেষ। 'দর সাড়ে ১০ আড়ি।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৬। **২** *বি* পাত্রবিশেষ। 'টাকার আড়ি হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

আড়ুলি [স অর্ধ>] *বি* নদীর পাড়। 'পেরুতে আড়ুলি ভাঙ্গি পড়ে যেন জলে।' *ঘনরাম*, ১৭১১।

আড়্যা [স অণ্ড>] *বি* এঁড়ে; বলদ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

আঢাকা [অঢাকা>] *বিণ* খোলা; ঢাকা নয় এমন। 'একটা আঢাকা পাথরের খোরায়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

আঢুল [স অদোল>] **১** *বিণ* মৃদু। 'অলস আঢুল হাওয়া।' *জীবন*, ১৯২৭। **২** *বিণ* তন্দ্রালস; ঢুলুঢুলু। 'মোর দেহ ছেনে গেছে অলস – আঢুল কুমারী আঙুল।' *জীবন*, ১৯২৭।

আঢেল [স অ+নেপালি ধের, হি ঢের] *বিণ* প্রচুর। 'আঢেল শিরনি দিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

আঢ্য [স] *বি* **১** পদবিবিশেষ। 'দয়ালচাঁদ আঢ্য অনেক দিবস পূজার সময়ে নাচ করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* ধনী। 'আঢ্য

লোক সুখে থাকে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

আঢ্যপরিষদ [স] *বি* ধনাঢ্য সমিতি বা সংসদ। 'কোনো-একটি আঢ্যপরিষদের শাসনাধীন থাকিলে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

আঢ়ক [স] *বি* সরু আমন ধান। 'আঢ়ক হাতে লক্ষ্মী ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আঢ়য়ি *বি* পিচ জাতীয় গাছ। 'কড়য়ি আঢ়য়ি রাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঢ়াই [স অর্ধতৃতীয়] *বিণ* দুই এবং আধ। 'তণ্ডুল আঢ়াই সের দিব গুজন প্রতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আণব [স] *বিণ* অণুসংক্রান্ত; আণবিক। 'আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি/ আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আণুতু [স অনুত্তর] *বিণ* অনুত্তর। 'উতুকে কিঅ আণুতু ধাম।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

আণবিক [স] *বিণ* অণু সংক্রান্ত। 'আলো পতিত হইলে সহসা আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

আণবিক বোমা *বি* আণবিক শক্তিবিশিষ্ট মারণাস্ত্র-বিশেষ। 'আণবিক বোমার আঘাতেই মিছমার হলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আণা [স আনয়ন>] *ক্রি* আনা; আনয়ন করা। 'তবেঁ তাক আণো গোআলিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আণাওঁ** *ক্রি* আনয়ন করো। 'ঝাঁট গিআঁ আণাওঁ আইহন কংস রাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আণায়িলি** *ক্রি* আনলি। 'আকারণে এহা পথে আণায়িলি মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আণি** *ক্রি* এনে। 'মোহোর করমেঁ তোহ্মা আণি দিল বিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আণিআঁ** *ক্রি* এনে। 'কাহ্নাঞিঁ মোরে আণিআঁ দে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আণিআর** *ক্রি* আনয়ন করো। 'মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী/ আনিআর বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আণিএঁা** *ক্রি* এনে। 'আণিএঁা মেলাইলোঁ তোর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আণিবার** *ক্রি* আনার। 'যমুনাক যাই ছলে পাণী আণিবার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আণিবোঁ** *ক্রি* আনবো। 'জৈসাণে রতি জাণিবোঁ/ তেসাণে কাহ্নু আণিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আণিল** *ক্রি* আনলো। 'বসুল আণিল ঘরে যশোদার বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আণিলেঁ** *ক্রি* আনলে। 'মিছাই আণিলেঁ বড়ায়ি তার ফুল পানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আণিলেহেঁ** *ক্রি* আনয়ন করলে। 'ভাল ভারী আণিলেহেঁ সংসারে বাছিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আণো** *ক্রি* আনো। 'তবেঁ তাক আণো গোআলিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আণুকুল [স অনুকূল] *বি* আনুকূল্য; সহযোগিতা। 'তখন কি বুঝিআঁ না কৈলেঁ আণুকুল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আণুবীক্ষণিক [স] **১** *বিণ* অতি ক্ষুদ্র। 'আণুবীক্ষণিক জীব জৈবনিকাদি কিছুই দেখিতে পাই না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* সূক্ষ্ম। 'আকাশকে আরও অনেক বেশি আণুবীক্ষণিক করে দেখতে পারলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আণুমতী [স অনুমতি] *বি* অনুমতি। 'তোহ্মাক দেখাওঁ লআঁ কর আণুমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আণ্ডা [স অণ্ড] *বি* ডিম। 'সাহেবের মুর্গি আণ্ডা ঘৃত দুগ্ধ জোগাইতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আণ্ডাওয়ালা [স অণ্ড+হি ওয়ালা] *বি* ডিম বিক্রেতা। 'ওখানে একদিন রুটিওয়ালা আণ্ডাওয়ালা আর থাকবে না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

আণ্ডাওলা [স অণ্ড+হি ওয়ালা] *বি* ডিম বিক্রেতা। 'গ্রামের লাকড়ীওলা, সবজীওলা, আণ্ডাওলা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আণ্ডাবাচ্চা [স অণ্ড>+স বৎস>] *বি* ছোটো ছেলেমেয়ে। 'ঘরের আণ্ডাবাচ্চা মায় বাড়ির ঝি পুঁটি ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আণ্ডা বাচ্ছা [স অণ্ড>+স বৎস>] *বি* ছোটো ছেলেমেয়ে। 'আণ্ডা বাচ্ছা কাউকে ছাড়তাম না।' *নজরুল*, ১৯২৫।

আণ্ডাময় [স অণ্ডময়] *বিণ* ডিমওয়ালা; ডিমে পূর্ণ। 'বাপ রে সে কি বিরাট মাছ উদর আণ্ডাময়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

আণ্ডালু *বিণ* ডিম দিচ্ছে এমন। 'চারটে আণ্ডালু হাঁস বিক্রি করে দিয়েছে।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

আণ্ডার [ই] *বিণ* অনুত্তীর্ণ। 'গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট মহিলা উপস্থিত ছিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

আণ্ডারওয়্যার [ই] *বিণ* অন্তর্বাস। 'মায় আণ্ডারওয়ার তল্লাশি করিবার পর।' *মনসুর*, ১৯৪০।

আণ্ডারওয়ার্ল্ড [ই] *বি* অপরাধজগৎ। 'টেরোরিস্টদের আণ্ডারওয়ার্ল্ডের মতো গুপ্ত খবর।' *সাদত*, ১৯৬৭।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড [ই] *বি* আত্মগোপন। 'যুবক-যুবতীরা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে লুকিয়েছে।' *সাদত*, ১৯৬৭; 'পালাতে হলে তো আণ্ডারগ্রাউন্ডে যেতে হয়।' *পাশা*, ১৯৭১।

আণ্ডিআ [স অণ্ড>] *বিণ* একগুঁয়ে; জেদি। 'পুরুষে আধিক তিরী আণ্ডিআ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আণ্ডিস [ই] *বি* আন্দিজ পর্বতমালা। 'আণ্ডিস বা হিমাদ্রি, আলটাই বা আল্লেঘ।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

আণ্ডীল [স আণ্ডীর] *বিণ* ধনবান। 'প্রিয় বস্তু পরকে ব্যবহার করতে দিয়ে আজ আণ্ডীল হয়ে অনেক চাল চালচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আৎ [স রাত্রি] *বি* রাত। 'নমীর আৎ বুঝি পোয়ালো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

আতকা *ক্রিবিণ* হঠাৎ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আতঙ্ক [স] *বি* ত্রাস। 'দেবপুরে হইল আতঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আতঙ্কগ্রস্ত [স] *বিণ* আতঙ্কিত। 'দেখিলাম আতঙ্কগ্রস্ত কাফ্রিরা ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আতঙ্কজনক [স] *বিণ* ভয়াবহ। 'তেমনই ভীষণ আতঙ্কজনক।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

আতঙ্কা *বি স্ত্রী* ভয়। 'তদ্রূপ ঐ গৃহস্থ চন্দ্রবদনার কুসঙ্গিনী চণ্ডালিনী দূতীর আতঙ্কা হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আতঙ্কিত [স] *বিণ* ভীত। 'ক্ষমতা দেখিয়া মহাভয়ে আতঙ্কিত হইলেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

আতঙ্গ [স আতঙ্ক] *বি* ভয়; বিস্ময়। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তোর কথায় কথায় আতঙ্গ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

আতঙ্গা *ক্রি* বিস্মিত হওয়া। 'আতঙ্গিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আতজিআ *বি* গাছবিশেষ। 'আতভড়ি আতজিআ আপৃত বণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আতণ্ডি *বি* গাছবিশেষ। 'বেউচ সাওড়া কাটিল আতণ্ডি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আতত [স অতথ্য] *বিণ* অসত্য। 'তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আততায়ী [স] **১** *বি* দস্যু। 'ব্রাহ্মণাদি আততায়ী হইলেও বধের যোগ্য নহে।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* দুর্বৃত্ত। 'আততায়ির দমন নিমিত্ত ক্রোধ দিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* আঘাতকারী অথবা প্রাণনাশী ব্যক্তি। 'আততায়ীর শঙ্কা আর নাই।' *শরৎ*, ১৯১৭।

আততি [স] *বি* বিস্তৃতি। 'আততির আবর্ত ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৩।

আতনু [স] *ক্রিবিণ* শরীর পর্যন্ত। 'তোমার শোভাতে আতনু মগন থাকি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

আতপ [স] **১** *বি* সূর্যের তাপ। 'আতপে তাপিত সীতল জানি কন্থু/ সেওল মলয়গিরি ছাহে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* সিদ্ধ করে প্রক্রিয়াজাত নয় এমন। 'আতপ তণ্ডুল ফুল লুচি ও পক্বান্ন।' *কেতকা*, ১৬৫০। **৩** *বি* রৌদ্র। 'চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৪** *বি* যন্ত্রণা। 'বিষের আতপে নীল প্রাণাধার করে থরো থরো।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

আতপক্লান্ত [স] *বিণ* রোদের তাপে ক্লান্ত। 'তথায় উপস্থিতি মাত্র, শ্রান্ত ও আতপক্লান্ত ব্যক্তির শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

আতপচ্ছায়া [স] *বি* আলো ও ছায়া। 'মধ্যাহ্ন কালে আতপচ্ছায়ার প্রভেদ যে প্রকার পরিষ্কৃত রূপে দৃষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

আতপতণ্ডুল [স] *বি* অসিদ্ধ ধানের চাল। 'আর সন্ধ্যাকালে সিদ্ধপক্ব আতপতণ্ডুলের অন্ন আহার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আতপতপ্ত [স] *বিণ* সূর্যের তাপে পীড়িত। 'আতপতপ্ত পুরুষ-পথিকের পথে মরূদ্যান রচনা করছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আতপতাপ [স] *বি* রৌদ্রের উষ্ণতা। 'চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

আতপত্র [স] *বি* রোদ থেকে রক্ষাকারী ছাতা। 'আতপত্রে শোভে রাঙ্গা ভাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আতপ্ত [স] *বিণ* অল্প গরম। 'আতপ্ত পবনে তীর উপবন হতে কভু আসে বহি আম্রমুকুলের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আতভড়ি [স অত্র>] *বি* আতমোড়ি গাছ। 'আতভড়ি আতজিআ আপত্র বণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আতয়ী *বি* পাপড়ি। 'রোমরাজী তাত আতয়ীগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আতর [আ আতর] **১** *বি* সুগন্ধিবিশেষ। 'লোবান সিপন্থ আর আবীর আতর।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* সুগন্ধ। 'আতর বিলায় বায়ু বাতাবি নেবুর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

আতরওয়ালা [আ আতর+হি ওয়ালা] *বি* আতরবিক্রেতা। 'আতরওয়ালা, তামাকওয়ালা, দানাওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনরা বাইরে বারাণ্ডায় ঘুচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আতরগন্ধী [আ আতর+স গন্ধী] *বিণ* আতরের গন্ধযুক্ত। 'তাঁর ব্যবহারের আতরগন্ধী জল নেবার জন্য ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

আতরদান [আ আতর+ফা দান] *বি* সুগন্ধির পাত্র। 'দুলিচা গালিচা আদি শোভাযুত আতরদান গোলাপপাশ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আতরদানি [আ আতর+ফা দানি] *বি* আতরের পাত্র। 'আনো আতরদানি গুলবাগে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

আতরমাখা *বিণ* সুগন্ধিযুক্ত। 'গলায় ... আতরমাখা রুমাল জড়ানো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

আতর-সিক্ত [আ আতর+স সিক্ত] *বিণ* আতরে ভেজা। 'সুফি সাহেব আতর-সিক্ত মুখমণ্ডলের ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

আতরাফ, আৎরাফ [আ] **১** *বি* (মুসলমান সমাজে) নিম্নশ্রেণীর জনগোষ্ঠী। 'আশরাফ আতরাফের পার্থক্য বঙ্গদেশীয় মুসলমান সমাজে অত্যন্ত প্রবল।' *এসলাম*, ১৯১৯। **২** *বি* অঞ্চল। 'সে-আতরাফের লোকজনেরা খবর পাইয়া সেখানে আসিয়া ভিড় করিল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

আতলস্পর্শ [স] *বিণ* তলা পর্যন্ত পরিষ্কার। 'মাল্যবানের আতলস্পর্শ বেকুবি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আতশ [ফা আতিশ] **১** *বি* তুবড়ি, হাউই, পটকা প্রভৃতি বাজি। 'গান ও বাদ্য ও আতশ নানাবিধ।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* আগুন। 'মুসলমান পঞ্চভূতের পরিবর্তে আব, আতশ, খাক, বাত এই চারিটি ভূত বিশ্বাস করে।' *দর্শন*, ১৯২১।

আতশ কাঁচ [ফা আতিশ+স কাচ] *বি* যে কাচে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে আগুন জ্বালানো যায়; কনকেভ লেনস। 'চোখে আতশ কাঁচের চশমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আতশবাজি, আতশবাজী [ফা আতিশ+ফা বাজী] *বি* তুবড়ি, হাউই ইত্যাদি বাজি। 'আমরা আতশবাজির মতো এক মুহূর্তে ভারতভূতল পরিত্যাগ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'আতশবাজী, ব্যান্ড পার্টি না হইলে ধনী দরিদ্র কাহারও উৎসব জমে না।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

আতশি, আতশী [ফা আতিশ>] *বিণ* অগ্নিময়। 'আয় প্রতি আতশী আলাপন।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'জিবরাইলেরই আতশি পাখা সে ভেঙে যেন খানখান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আতশী কাঁচ [ফা আতিশ+স কাচ] *বি* যে কাচে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে আগুন জ্বালানো যায়; কনকেভ লেনস। 'একখানা আতশী কাঁচের জোরে সূর্যরশ্মিকে তেজস্কর ওষুধে পরিণত করে ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

আতস [ফা আতিশ] *বি* আগুন। 'আতসে বোলএ আব হৈলে মোর মনস্তাপ বাতে না ফুকে মোরে নিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

আতসগড়া [ফা আতিশ>] *বিণ* আগুনের তৈরি। 'শোকের আতসগড়া তুমি কী সুন্দর মজ্জাহীন।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

আতসবাজি, আতসবাজী [ফা আতিশ+ফা বাজি] *বি* তুবড়ি, হাউই ইত্যাদি বাজি। 'বায়ু করি বল আপনি অনল হইলা আতস বাজি।' *ভারত*, ১৭৬০; 'এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্ঠব নাচ তামাসা বাদ্য রোশনাই আতস বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'বিনা পয়সায় ভোজন আর রাত্রিকালে আতসবাজী দর্শন।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

আতা [প] *বি* ফলবিশেষ। 'ফলসা বাদাম আতা নেয়া ও পেয়ারা ...।' *কেরি*, ১৮০২।

আতাফল [প আতা+স ফল] *বি* পর্তুগিজদের-আনা গুটিবিশিষ্ট মিষ্টি ফলবিশেষ; কাস্টার্ড আপেল। 'রসশস্যপূর্ণ আতাফল পাকানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আতাবন [প আতা+স বন] *বি* আতা গাছের বাগান। 'যেখানে গভীর ভোরে নোনাফল পাকিয়াছে – আছে আতাবন।' *জীবন*, ১৯৩২।

আতাই [স আত্যয়িক] **১** *বি* শঙ্খচিল। 'দেখে চেয়ে আতাই শাবকে লয়ে যায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* রাগ-সংগীতের শিল্পীবিশেষ। 'কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ, রবাব ... ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আতান্তর [স অবস্থান্তর] **১** *বি* মতবিরোধ। 'তাহে কেন এত আতান্তর।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* বিপদ। 'নৈলে কি এরকম আতান্তর ফেলে কেউ বিদেশে যায়?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

আতাম্র [স] *বিণ* ঈষৎ তাম্রবর্ণ। 'আতাম্রকুন্তলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আতি [স অতি] *বিণ* অত্যধিক; অতিশয়। 'আতি নেহেঁ করিআঁ চুম্বনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আতি ক্ষেপে সদাগরে নাহি করে ভূষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আতিপাঁতি *বিণ* তন্ন তন্ন। 'চারদিকের ঝোঁপ জঙ্গল আতিপাঁতি করে খুঁজতে লেগেছি আমরা।' *সাদত*, ১৯৬৭।

আতিত[1] [স অতি] *বিণ* অতিশয়। 'আতিত প্রচণ্ড তেজ সহিবারে নারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আতিত[2] [স অতিথি] *বি* অতিথি। 'কহিলেন আমি আতিত।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আতিথেয় [স] *বিণ* অতিথির সেবা করে এমন। 'নারোয়ের লোক অসভ্য কিন্তু আতিথেয় এবং নীতিজ্ঞ।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

আতিথেয়তা [স] *বি* অতিথি সেবা। 'আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীতে কোনও জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

আতিথেয়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অতিথিপরায়ণ। 'তুমি এমনই আতিথেয়ী, যে সম্ভাষণ দ্বারাও, আমার সংবর্ধনা করিলে না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

আতিথ্য [স] **১** *বি* অতিথির সেবাযত্ন। 'তাঁর যথাবিধি আতিথ্য করা হয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বি* নিমন্ত্রণ। 'তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমনগৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্তে হয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **৩** *বি* আতিথেয়তা। 'তাঁহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৪** *বি* গ্রহণযোগ্যতা। 'সকলের প্রাণের মধ্যেই যে ব্যক্তি আতিথ্য পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **৫** *বি* সমাদর। 'আজ রাজপুরুষ তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন, অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সংকুচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৬** *বি* আশ্রয়। 'কত কাল এই বসুন্ধরা আতিথ্য দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আতিথ্যবাস [স] *বি* অতিথি-আবাস। 'এ শৈল-আতিথ্যবাসে বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আতিথ্যসংকার [স] *বি* অতিথিসেবা। 'বিশ্বামিত্র তাঁহাকে মহাসমাদরে আপন শিবিরে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে তাঁহার আতিথ্যসংকার করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

আতিথ্যস্বীকার [স] *বি* আতিথেয়তা গ্রহণ। 'আপাতত মনোভাব গোপন করিয়া আতিথ্যস্বীকার করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

আতিথ্যাভিলাষ [স আতিথ্য-অভিলাষ] *বি* অতিথি হওয়ার ইচ্ছা বা বাসনা। '... পথশ্রান্ত পথিকের ন্যায় আতিথ্যাভিলাষে কি পশ্চিমাচল-চূড়ার প্রতি ধাবমান হইতেছেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আতিপাতি [স অতিব্যস্ত] *ক্রিবিণ* তন্নতন্ন। 'হৃদয় পরাণ আতিপাতি করি ধরিতে তোমারে পারিব নাকি?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

আতিবড় [স অতি>+বড়] *বিণ* অতিশয় বড়ো। 'আতিবড় হৈলা আছিদর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আতিবিতি [স অতিব্যস্ত] *ক্রিবিণ* অতি তাড়াতাড়ি। 'আতিবিতি লইলাম বেসাতি ফুরায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আতিশয্য [স] **১** *বি* সংখ্যাতিরিক্ততা। 'দ্রব্যাদির আতিশয্যের সীমা কি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **২** *বি* অতিরেক। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'যখন আমাদের কার্য্যকালে কোন বৃত্তির আতিশয্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* সংখ্যাধিক্য। 'তাহারা উৎসাহ সহকারে অন্যের মাংস ভোজন করিয়া জীবসংখ্যার আতিশয্য নিবারণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বি* বাড়াবাড়ি। 'এক পক্ষে আত্মশ্লাঘাপ্রবৃত্তির উৎকট আতিশয্য।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'পাঠনিষ্ঠায় অন্যায় পরিমাণ আতিশয্য দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৫** *বি* বৃদ্ধি। 'গোবর্ধন তাহার প্লীহার আতিশয্য লইয়া চুলায় যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৬** *বি* অতিরিক্ততা। 'ভালো সন্দেশে যেমন চিনির আতিশয্য থাকে না, তেমনি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৭** *বি* অতিরঞ্জন। 'সকল জাতির মধ্যেই অত্যুক্তি ও আতিশয্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আতিশয্যচক্র [স] *বি* একটার পর একটা আতিশয্য; রুটিনবদ্ধ আতিশয্য। 'যে-সব আতিশয্যচক্র হয়ে গেছে উৎপলার জীবনে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আতিশয্যতা [স] *বি* বাহুল্য। 'ইঁহারদিগের বিচক্ষণতা ও স্বধর্ম্মপরিপালকতা ও পরিশ্রমের আতিশয্যতা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

আতিশয্যবিকার [স] *বি* আতিশয্যের বিকার। 'তাহার আতিশয্যবিকার দূর হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আতিশয্যবিহীন [স] *বিণ* বাড়াবাড়িহীন। 'বিচলিত রাজার মনোভাব আতিশয্যবিহীন, সংযত ভাষায় প্রকাশ করেছেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

আতিশয় [স অতিশয়] *বিণ* অতিরিক্ত। 'যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আতী [স অতি] *বিণ* অতি। 'নাসা তিলফুল তোর আতী আনুপামা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আতুড় [স অন্তঃকুটী] *বি* জন্মস্থান। 'আবাল্য শুনেছি মেয়ে বাংলাদেশ জ্ঞানীর আতুড়।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

আতুড়ি [স অন্তঃকুটী] *বি* সূতিকাঘরের অগ্নিকুণ্ড। 'ফেড়িআ চালের খড়ু জ্বালিল আতুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আতুর [স] **১** *বি* আর্তজন। 'বাতুল আতুর যথ পালিলেন্ত অবিরত দান ধর্ম করিলা বিশেষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* পঙ্গু। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **৩** *বিণ* কাতর। 'সাংসারিক সুখার্থে আতুর হইয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৪** *বি* বিকলতা। 'কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এ সমস্ত ত আমার শরীরের আভরণ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আতুরতা [স] *বি* কাতরতা। 'সে তাকানোতে ... কী নিদারুণ আতুরতা!' *মুজতবা*, ১৯৫২।

আতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* কাতর। 'রাজকন্যা স্বামীবিরহে অত্যন্ত আতুরা ছিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

আতুরাশ্রম [স আতুর-আশ্রম] *বি* আর্তপীড়িতদের বিনামূল্যে থাকার স্থান। 'আতুরাশ্রমের কোণে কোণে মুমূর্ষুদের হিক্কা-দিয়া নাভিশ্বাস উঠিয়াছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

আতুরি [স অন্ত্র>] *বি* নাড়িভুঁড়ি। 'বের করে দেন আতুরিটা।' *শামসুল*, ১৯৬২।

আতুরী[1] [স আতুর>] *বিণ* আকুল। 'খঞ্জন-গমনী হৈল বিরহে আতুরী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আতুরী[2] *বি* মাদকবিশেষ। 'নবীন আতুরী, আনিস, রম ও গাঁজার ভার নিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আতুল [স অতুল] *বিণ* তুলনাহীন। 'আতুল মহন্ত পাইলা জ্ঞান-সত্য-বল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আতুলি [স অতুল>] *বিণ* তুলনাহীন। 'শুক বিদারিদ যুকত কামিনী সোহি হরিল আতুলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আতুলিত [স অতুলিত] *বিণ* তুলনাহীন; তুলনা করা হয়নি এমন। 'ত্রিভুবন মোহিনী সহজে আতুলিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আতেক্কা *বিণ* হঠাৎ। 'আতেক্কা আক্রমণে মানুষের যা হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

আতেক্ষেপ [স আক্ষেপ] *বি* ক্ষোভ; আক্ষেপ। 'এত বলি বিপ্রনারি আতেক্ষেপ করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

আতেখাই [স আক্ষেপ] *বি* ক্ষোভ; আক্ষেপ। 'সিসু দেখি করে আতেখাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

আতোর [আ ঈতর] *বি* সুগন্ধিবিশেষ। 'বাবু আতোর, পান, গোলাব ও তোররা দিয়ে খাতির কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আতোষ [স তোষণ>] *বি* অসন্তোষ। 'যত কিছু করিলোঁ মোঞ রাধার আতোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আত্তমা [স আত্ম>] *বি* আত্মীয়। 'দেখিলা আত্তমাগণ তথা পাইলা দরশন।' *সুলতান*, ১৭০০।

আত্তার [আ আতর>] *বি* আতরবিক্রেতা। 'আত্তারগণ প্রত্যেক লোকের জন্য উৎকৃষ্ট গোলাবী আতর সাজাইয়া রাখিয়াছে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

আত্তি [স আর্তি] *বি* আগ্রহ। 'পরছিদ্র আত্তি করি শুনে যেই জন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আত্তীকরণ [স] *বি* আত্মস্থকরণ; অঙ্গীভূতকরণ। 'একদিক থেকে এটা অনুকরণ, আর এক দিক থেকে এটা আত্তীকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আত্তো [স আত্ম] *বি* নিজ। **আত্তো বিক্রী** [আত্মবিক্রয়] *বি* নিজেকে বিক্রি করা; ক্রীতদাস হওয়া। 'মাহমদের এস্থানে আত্তো বিক্রী হইয়া লইয়া মাহাজোনের কর্জ্জ আদায় করিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

আত্বাম [স আত্মা] *বি* আত্মা। 'তাহার আত্বাম সেই ব্যতে মহা কালেতে লইয়া গেলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

আত্ম [স] *বিণ* নিজের। 'দুঠ মন মিছ দেখে আত্ম সম পর দেখে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আত্ম-অগোচর [স] *বিণ* নিজের অজানা। 'কোন তরুণ প্রাণে করিয়াছে ভর, অন্তর্গূঢ় সে প্রহর আত্ম-অগোচর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আত্ম-অপকার [স] *বি* নিজের ক্ষতি। 'স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আত্ম-অপমান [স] *বি* নিজের অপমান। 'কেহ ভালোবাসে, কেহ নাহি বাসে ... আত্ম-অপমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আত্ম-অবমান [স] *বি* নিজের অপমান। 'দণ্ডে পলে পলে এই আত্ম-অবমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

আত্ম-অবহেলা [স] *বি* নিজের প্রতি অবহেলা। 'তাহার আত্ম-অবহেলা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আত্ম-অবিশ্বাস [স] *বি* নিজের প্রতি আস্থাহীনতা। 'আমাদের আত্ম-উপহাস আত্ম-অবিশ্বাস অতি অনায়াসে তিরস্কৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আত্ম-অবিশ্বাসী [স] *বিণ* নিজের প্রতি সন্দিগ্ধ। 'আমরা আত্মায় কৃপণ রয়েছি, আত্ম-অবিশ্বাসী না হই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

আত্ম-অভিজ্ঞতা [স] *বি* নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতা। 'অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আত্ম-অভিমান [স] *বি* অহংকার। 'অতি তীক্ষ্ণ অতিক্ষুদ্র আত্ম-অভিমান সহিতে পারে না হায় তিল অপমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আত্ম-আদর্শ [স] *বি* নিজের আদর্শ। 'ভারতবর্ষের যে পরাভব সে তাহার আত্ম-আদর্শ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আত্ম-আবিষ্কার [স] *বি* নিজেরর পরিচয় উপলব্ধি। 'আপন অক্ষমতা সম্বন্ধে আত্ম-আবিষ্কার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আত্ম-আহুতি [স] *বি* আত্মবিসর্জন। 'কত বীর দিল আত্ম-আহুতি, ভগ্ন শঙ্খ শাঁখা।' *জসীম*, ১৯৫১।

আত্ম-ইচ্ছা-প্রণোদিত [স] *বিণ* নিজের ইচ্ছায় উদ্ভূত। 'আত্ম-ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অযাচিত ও অকস্মাৎ এ আইনের অবতারণা করেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আত্ম-উৎকর্ষ [স] *বি* আত্মোন্নতি। 'সমজদারির হাতেই আত্ম-উৎকর্ষের ভার, ক্রিয়েটিভিটির হাতে নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

আত্ম-উদ্দীপনা [স] *বি* নিজের প্রেরণা। 'আত্ম-উদ্দীপনার গান ওরে ঝড় নেমে আয়, আয়রে আমার শুকনো পাতার ডালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আত্ম-উপলব্ধি [স] *বি* আত্মজ্ঞান। 'আত্ম-উপলব্ধির ... চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

আত্ম-উপহাস [স] *বি* নিজেকে অবজ্ঞা। 'আমাদের আত্ম-উপহাস আত্ম-অবিশ্বাস অতি অনায়াসে তিরস্কৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আত্মঋণ [স] *বি* নিজের ঋণ। 'যবে শুধিবেন তিনি নিজহস্তে আত্মঋণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আত্মকথা [স] **১** *বি* নিজের বানানো কথা। 'দুই-একটি আত্মকথা এবং আসল কথার আলোচনা করিয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* নিজের জীবনকথা। 'সংগোপনে যদি দুই-একটি আত্মকথা এবং আসল কথার আলোচনা করিয়া থাকি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

আত্মকন্যা [স] *বি* নিজের মেয়ে। 'সমাদ্বার আত্মকন্যার ন্যায় রাণীকে পালন করিতে প্রবর্ত্ত।' *রাজীব*, ১৮০৫।

আত্মকরুণা [স] *বি* নিজের প্রতি নিজের কৃপা। 'আমরা সবাই ... ভাবালু আত্মকরুণায় আছি মগ্ন।' *বুদ্ধ*, ১৯৪২।

আত্মকর্তৃত্ব [স] **১** *বি* আত্মবিশ্বাস। 'আত্মকর্তৃত্বের উপর নিষ্ঠা হারাবার এমন সাধনা আর নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বি* নিজের অধিকার। 'তিনি তখন এমনি আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে বসেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আত্মকলহ [স] *বি* নিজেদের মধ্যে বিবাদ। 'তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ।' *রামরাম*, ১৮০১।

আত্মকল্যাণ [স] *বি* নিজেদের কল্যাণ। 'আত্মকল্যাণসাধনে অসিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আত্মকাহিনী [স আত্ম+স কথনিকা] *বি* নিজের কাহিনি। 'আত্মকাহিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আত্মকিরণ [স] *বি* নিজের রশ্মি। 'চন্দ্র ষোড়শকলাতে সম্পূর্ণ হইয়া আত্মকিরণ বিতরণ করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

আত্মকীয়তা [স] *বি* আপন স্বরূপ। 'আত্মার চরম সত্য তথ্যে নয়, আত্মার আত্মকীয়তায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আত্মকুল [স] *বি* প্রেতাত্মাসকল। 'দেখাইব আজি হে তোমারে কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আত্ম-কেন্দ্র [স] *বিণ* নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। 'সারাদেশ ঘিরে আছে আত্ম-কেন্দ্র চিন্তার বিলাস।' *সিকান্দার*, ১৯৫৮।

আত্মকেন্দ্রিক [স] *বিণ* নিজেকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'তোমার আদর্শবাদী সুবিধাবাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার অজুহাতে?' *মানিক*, ১৯৪৭।

আত্মকেন্দ্রিত [স] *বিণ* নিজেকে ঘিরে আবর্তিত। 'এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানারূপে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আত্মকেন্দ্রী [স] *বিণ* স্বার্থপর। 'আত্মকেন্দ্রী এবং পরবিমুখ।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

আত্মক্ষতি [স] *বি* নিজের ক্ষতি। 'পরিতাপহীন আত্মক্ষতি মিটায় জীবনযজ্ঞে মরণের ক্ষুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আত্মক্ষয় [স] *বি* আত্মহত্যা। 'আত্মক্ষয় মহাপাপ বিরহ বিউগ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আত্মক্ষয়ী [স] *বিণ* আত্মঘাতী। 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে যে সব আত্মক্ষয়ী প্রবণতা দেখা দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬২।

আত্মখণ্ডন [স] **১** *বি* নিজেকে বিভক্তকরণ। 'জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* আত্মবিচ্ছেদ। 'এ কি অদ্ভুত আত্মখণ্ডন!' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আত্মগত [স] **১** *বিণ* আপনাতে নিমগ্ন। 'আত্মগত হৃদয়ের তীব্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* আত্মকেন্দ্রিক। 'আত্মগত ক্লিষ্ট জীবনের কুহেলিকা তাহার বিশ্বের দৃষ্টিকে করিছে হরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আত্মগরিমা [স] **১** *বি* অহংকার। 'আত্মগরিমা-পরবশ ... ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* আত্মগৌরব। 'আমাদের মধ্যে আত্ম-গরিমা প্রকাশের ইদানীং ইয়ত্তা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আত্মগর্ব, আত্মগর্ব্ব [স] *বি* অহঙ্কার। 'যাহা বলি তাহাতে মনঃ-সংযোগ কর, কেবল আত্মগর্ব্বে থাকিলেই কি হবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

আত্মগুণ [স] *বি* নিজের গুণ। 'আত্মগুণ তার দোষ ...।' *জয়ন্ত*, ১৭৬০।

আত্মগোপন [স] **১** *বি* লুকিয়ে থাকা। 'আত্মগোপন করা তাহার অভ্যাস নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'সাধ্যানুসারে আত্মগোপন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বি* নিজেকে জাহির না-করা। 'সেখানে কেবল নম্রতা অথচ দৃঢ়তা, আত্মগোপন ও আত্মত্যাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বি* অপ্রকাশ। 'তাঁর মধ্যে কতবড়ো একটা জোর আত্মগোপন করিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৪** *বি* নিজেকে গোপন করা। 'তোমার কাছে আর আত্মগোপন করব না।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

আত্মগোপনকারী [স] *বিণ* গা ঢাকা দিয়েছে এমন। 'আত্মগোপনকারী নেতাদের মধ্যে ৮ জনকে গ্রেফতার করে নেয়।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

আত্মগৌরব [স] *বি* অহঙ্কার। 'এই জাতই ... ইংরাজদের কপি করেন ও আত্মগৌরবে অন্ধ হন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আত্মগৌরবী [স] *বি* অহঙ্কার। 'তাঁহার আত্মগৌরবী জন্য অন্ধতা ক্রমশঃ নষ্ট হয়।' *প্যারী*, ১৮৬০।

আত্মগ্রাস [স] *বি* আত্মসাৎ। 'কর্পোরেশনের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া তিনি আত্মগ্রাস নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।' *দর্শন*, ১৯২৪।

আত্মগ্লানি [স] *বি* আফসোস। 'তাহার তখন আর কোনরূপ আত্মগ্লানি থাকে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আত্মগ্লানিপূর্ণ [স] *বিণ* অনুশোচনায় কাতর। 'যে অজিতেন্দ্রিয় সেই দুঃখী সাহসশূন্য এবং আত্মগ্লানিপূর্ণ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

আত্মঘাই [স আত্মঘাতী] *বি* আত্মহত্যা; নিজ হাতে নিজের প্রাণনাশ। 'বিসাদ করিয়া দিজ করে আত্মঘাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

আত্মঘাত [স] **১** *বি* আত্মহত্যা। 'বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* নিজের শরীরে আঘাত। 'ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আত্মঘাতি [স আত্মঘাতী] *বি* আত্মহত্যা। 'ভাসিআ লোচনজলে করে আত্মঘাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আত্মঘাতিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আত্মহত্যাকারী। 'দগ্ধা হইয়া মরিলে আত্মঘাতিনী হইবা ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

আত্মঘাতী [স] **১** *বি* আত্মহত্যা। 'দিবওঁ পরাণ মোঁ করিবো আত্মঘাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* নিজেকে হত্যা করে এমন। 'সকলেই এক এক করিয়া আত্মঘাতী হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* আত্মঘাতের সময়কার। 'ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বিণ* নিজেকে আঘাত করে এমন। 'চিত্তের গহনে যেথা দুরন্ত কামনা লোভ ক্রোধ আত্মঘাতী মত্ততায় করিছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আত্মঘোষণা [স] *বি* আত্মপ্রচার। 'ইংরাজ কবি কেবল আত্মঘোষণা করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মঘ্ন [স] *বিণ* আত্মঘাতী। 'জরাবিগলিত দেহে আত্মঘ্ন যন্ত্রণা বিজিগীষা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

আত্মচরিত [স] *বি* আত্মজীবনী। 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আত্মচিন্তা [স] *বি* নিজের সম্পর্কে চিন্তা। 'একটু আত্মচিন্তা কর তো বাপু।' *মানিক*, ১৯৩৫।

আত্মচেতনা [স] *বি* সচেতনতা। 'সমাজের আত্মচেতনা তাহাকে অবলম্বন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আত্মচৈতন্য [স] *বি* আত্মজ্ঞান। 'এবারে আমার আত্মচৈতন্য লোপ পেয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

আত্মজ [স] *বি* পুত্র। 'এই বালকদ্বয়ই বীরবর মোসলেমের হৃদয়ের সার, প্রিয় আত্মজ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

আত্মজন [স] *বি* স্বজন। 'কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি উর্দ্ধডাক ডাকি আত্মজনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আত্মজনা [স আত্মজন] *বি স্ত্রী* আপনার লোক। 'আত্মজনার কর গতি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

আত্মজয় [স] *বি* নিজেকে জয়। 'আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

আত্মজা [স] *বি স্ত্রী* কন্যা। 'উক্ত লফরচন্দ্র সিংহ আত্মজা অবয়ঃপ্রাপ্তা অবিবাহিতা সদুহিতাদ্বয় পত্নী শ্রীমত্যা হরসুন্দরী দাস্যা ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৪।

আত্মজাগরণ [স] *বি* বোধোদয়। 'এদের আত্মজাগরণ হয়নি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আত্মজাগৃতি [স] *বি* আত্মজাগরণ। 'এ আমাদের দেহভোগের বিলাস লালসা নয় – এ আমাদের আত্মজাগৃতির দাবী।' *বেগম*, ১৯৬৩।

আত্মজাতি [স] *বি* স্বজাতি। 'মনুষ্যেরা সর্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

আত্মজাহির [স আত্ম+আ জহির] *বি* নিজেকে বড়ো করে প্রকাশ। 'কত ভাবে করতে চাইলো আত্মজাহির।' *হাই*, ১৯৪৭।

আত্মজীবন [স] *বি* নিজের জীবন। 'আপন পতি বলিয়া জানিয়া তাহার নিকট মনে মনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আত্মজীবনচরিত [স] *বি* নিজের জীবনের ইতিহাস। 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আত্মজীবনাত্মক [স] *বিণ* আত্মজীবনীমূলক। 'কাহিনীটি আবীরচাঁদ রূপচাঁদের আত্মজীবনাত্মক।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

আত্মজীবনী [স] *বি* নিজের জীবনী। 'আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আত্মজীবনীমূলক [স] *বিণ* আত্মজৈবনিক। 'রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক রচনা গোয়েটের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত।' *শিব*, ১৯৫০।

আত্মজৈবনিক [স] *বিণ* আত্মজীবনীমূলক। 'সমালোচকরা ভেবে পাচ্ছেন না ঠিক কী বলবেন। একটা কিছু সংজ্ঞা দিতে হবে, তাই বলছেন আত্মজৈবনিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'তাঁর এখনকার লেখা হয়তো একটু ক্লেশকর রকমের আত্মজৈবনিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আত্মজ্ঞান [স] **১** *বি* স্বার্থচিন্তা। 'গৃহবাস তেজিল তেজিল আত্মজ্ঞান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* আত্মা ও পরমাত্মা-বিষয়ক জ্ঞান বা তত্ত্ব। 'এই স্থির করিয়া মোক্ষপ্রতিপাদক শুদ্ধধর্মের বীজরূপ আত্মজ্ঞানের আরোপণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

আত্মজ্যোতি [স] *বি* নিজস্ব আলো। 'কাদাবালি মেখে সস্তা তারায় আত্মজ্যোতি।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

আত্মতত্ত্ব [স] *বি* আত্মা সম্পর্কিত জ্ঞান। 'অন্য গোলমাল ছাড় আত্মতত্ত্ব বিচার ধোড়।' *লালন*, ১৮৯০।

আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান [স] *বি* নিজের অস্তিত্ব, আত্মা ও অধ্যাত্মবাদ। 'তদীয় সাহায্যে তর্ক বিদ্যা, আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান ও ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ হইত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

আত্মতা [স] *বি* চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আত্মতান্ত্রিক [স] *বিণ* স্বার্থপর। 'সে দেশে কবিকে আত্মতান্ত্রিক বলে নিন্দা করা বড়োই আশ্চর্যের বিষয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

আত্মতুল্য *বিণ* নিজের অবস্থানের সমান। 'বয়স, ধন এবং গৃহ বিষয়ে আত্মতুল্য, অর্থাৎ আমাদিগের তুল্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আত্মতুষ্ট [স] *বিণ* অহংকারী। 'দাবী লইয়া ইংরেজ জাতি যদি আত্মতুষ্ট হইয়া উঠিত।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

আত্মতুষ্টি [স] *বি* নিজেকে নিয়ে তুষ্ট। 'ব্যর্থ আত্মতুষ্টির ওপর বসায় মর্চের দাগ।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

আত্মতৃপ্ত [স] *বিণ* নিজে পরিতৃপ্ত। 'সেই আত্মতৃপ্ত মানবাত্মার বিরাট বিপুল শান্তি আকাশকে অধিকার করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আত্মতৃপ্তি [স] *বি* নিজের সন্তুষ্টি। 'পবিত্র কার্য করিতে গেলে যে-আত্মতৃপ্তি অনুভব করা যায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

আত্মত্যাগ [স] **১** *বি* নিজের প্রাণ উৎসর্গ। 'ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* নিজের স্বার্থ রিসর্জন। 'কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আত্মত্যাগী [স] **১** *বিণ* নিজের জীবন উৎসর্গকারী। 'আত্মত্যাগী সাধকরাই আনিবেন।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বিণ* নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে যে। 'এই সরল আত্মত্যাগী মানুষটিকে আমরা ভালোবেসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আত্মদমন [স] *বি* আত্মসংযম। 'আত্মদমন করিয়া ... বসিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আত্মদম্ভ [স] *বি* দেমাক। 'কথাটায় আত্মদম্ভ লক্ষ করে একটু লজ্জিত হয়ে যোগ দেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

আত্মদর্শন [স] *বি* নিজ আত্মার স্বরূপ বোধ। 'আত্মদর্শন (Introspection) থেকেই আমাদের এ ধারণা গড়ে ওঠে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আত্মদান [স] **১** *বি* অন্যের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গকরণ। 'নবধা দানের মাঝে আত্মদান বড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* আত্মত্যাগ। 'তখন আত্মদানের উচ্ছ্বাসে তরুলতা পাগল হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আত্মদাহ [স] *বি* অনুশোচনা। 'থাক আত্মদাহ, থাক বিচার বিবেক!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আত্মদাহী [স] *বিণ* নিজেকে দগ্ধকারী। 'আত্মদাহী কল্পনায় খেলায়েছি কত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আত্মদীনতা [স] *বি* নিজস্ব হীনম্মন্যতা; নিজেকে ছোটো মনে করার মনোভাব। 'মেয়েদের মধ্য থেকে আত্মদীনতার এই ভাবটিকে দূর করবার জন্যে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

আত্মদীপ [স] *বি* নিজের জ্ঞানবুদ্ধিতে চলা যায় এমন সামর্থ্য। 'এ দায়িত্ব সেই শিল্পী এবং মনীষীরাই পালন করতে পারবেন যাদের আত্মদীপ অকম্প্র ...।' *শিব*, ১৯৬০।

আত্মদুঃখ [স] *বি* আপন মনস্তাপ। 'আমরা আত্মদুঃখ নিবেদন করিতে শিখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মদৃষ্টি [স] *বি* নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে বোধ। 'চিত্তদর্শী সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মদৃষ্টি দ্বারাই হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

আত্মদেশ [স] *বি* প্রেতলোক। 'দেখাইব আজি হে তোমারে কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আত্মদ্বন্দ্ব [স] *বি* নিজেদের মধ্যে বিরোধ। 'আমরা আত্মদ্বন্দ্ব, আত্মকলহ, সামাজিক বাদ প্রতিবাদ এবং পরস্পর দ্বেষ ও হিংসা বহ্নিতে দগ্ধীভূত হইতেছি।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

আত্মদ্রোহ [স] *বি* আত্মপীড়ন। 'বিশুদ্ধ আত্মদ্রোহের স্বাদ তো পেলে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আত্মধন [স] *বি* নিজের সম্পদ। 'তদীয় আশৈশবকাল পর্যন্ত সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মধন নির্ব্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

আত্মধিক্কার [স] *বি* নিজের প্রতি ধিক্কার। 'তুমি আমাকে আত্মধিক্কার থেকে বাঁচিয়েছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আত্মধ্বংস [স] *বি* আত্মহত্যা। 'অন্যথায় আত্মধ্বংসই হবে সার।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

আত্মন [স] *সর্ব* স্বয়ং। 'হে আত্মন, করো উন্মোচন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আত্মনাশ [স] *বি* আত্মঘাত। 'আত্মনাশ করে।' *ফজলুল*, ১৯১৩।

আত্মনাশী [স] *বিণ* আত্মঘাতী। 'বনবাসী আত্মনাশী উন্মত্ত উন্মাদ।'

বাহরাম, ১৬৫০।

আত্মনিগ্রহ [স] *বি* আত্মপীড়ন। 'তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আত্মনিন্দা [স] *বি* নিজের নিন্দা। 'আত্মনিন্দা করি দৈল প্রভুর শরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আত্মনিন্দুক [স>] *বি* নিজের নিন্দা করে যে। 'আত্মনিন্দুক দলেরা অধিকাংশ এই শ্রেণীর লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আত্মনিবেদন [স] **১** *বি* বিনয় প্রকাশ। 'ক্রমে ২ রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্মনিবেদন করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* সমর্পণ। 'মহাদেবের নিকট দাসীভাবে আত্মনিবেদন করা পার্ব্বতীর পৌরাণিক চরিত্রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৩** *বি* সবকিছু বিসর্জন করে নিজেকে সমর্পণ করা। 'বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আত্মনিবেদনপরা [স] *বিণ স্ত্রী* আত্মনিবেদনশীল। 'নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আত্মনিমগ্ন [স] *বিণ* নিজের ভাবে বিভোর। 'আমার এই কল্পনাপ্রিয় অকর্মণ্য আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত-আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আত্মনিমগ্নতা [স] *বি* আত্মমগ্নতা। 'আত্মনিমগ্নতার অন্য পিঠ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবোধ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

আত্মনিয়ন্ত্রণ [স] *বি* নিজেকে নিয়ন্ত্রণ। 'লীগের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী অস্বীকার করিতে যাওয়াও অনুচিত।' *আজাদ*, ১৯৪২।

আত্মনিয়ন্ত্রণশীল [স] *বিণ* নিজেরা নিজেদের পরিচালনা করতে পারে এমন। 'তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণশীল এক একটি রাজ্যের (Dominion) অধিকার দেওয়া দরকার।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার [স আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকার] *বি* নিজেকে নিজে পরিচালনা করার ক্ষমতা; স্বাধিকার। 'পাকিস্তান-প্রস্তাবে ভারতীয় মুছলমান জাতির যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

আত্মনিয়োগ [স] *বি* নিজেকে নিয়োজিত করা। 'কর্ম যতই বিচিত্র, বৃহৎ এবং প্রবল, আত্মনিয়োগ এবং আত্মচর্চা ততই অধিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মনিরোধ [স] *বি* আত্মসংযম। 'এই অর্ন্তদ্বন্দ্ব আর আত্মনিরোধের অন্ত কবে হবে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৩।

আত্মনির্বাসন [স] *বি* স্বেচ্ছায় চলে যাওয়া। 'শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আত্মনির্ভর [স] *বি* স্বনির্ভরতা। 'ঘরের ছেলের প্রাণ যখন কণ্ঠাগত তখন আত্মনির্ভর সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আত্মনির্ভরক্ষম [স] *বিণ* স্বাবলম্বী। 'পরবর্তী তিন শতকেও ইতালিতে পুঁজিবাদী শ্রেণী ও সংস্কৃতির আত্মনির্ভরক্ষম ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটেনি।' *শিব*, ১৯৫৬।

আত্মনির্ভরতা [স] *বি* স্বাবলম্বন। 'স্বজাতিভক্তি এবং আত্মনির্ভরতা তাহাতে বাড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আত্মনির্ভরতাশূন্য [স] *বিণ* পরনির্ভর। 'তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল সাহিত্যসৌখিন এবং আত্মনির্ভরতাশূন্য।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

আত্মনির্ভরপর [স] *বিণ* আত্মনির্ভরশীল। 'আত্মনির্ভরপর উন্নতবলিষ্ঠ চরিত্রের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আত্মনির্ভরশীল [স] *বিণ* স্বনির্ভর। 'দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

আত্মনির্ভরশীলতা [স] *বি* আত্মনির্ভরতা। 'এই আত্মনির্ভরশীলতাই ভারতীয় জীবনযাত্রার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।' *উমর*, ১৯৬৬।

আত্মনির্ভরশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বাবলম্বী। 'সে আত্মনির্ভরশীলা হইতে শিখে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

আত্মনির্ভরশূন্য [স] *বিণ* নিজের উপর ভরসা নেই এমন। 'সে অন্যমনস্ক, আত্মনির্ভরশূন্য।' *শরৎ*, ১৯১৩।

আত্মনির্যাতন [স] *বি* নিজের উপর পীড়ন। 'তার জীবনে আত্মনির্যাতন আছে, আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

আত্মনিষ্কৃতি [স] *বি* নিজের মুক্তি। 'ইহারা পরম্পরা সম্বন্ধে রাজকর দিয়া আত্মনিষ্কৃতি সম্পাদন করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

আত্মনিষ্ঠ [স] *বিণ* আত্মমগ্ন। 'যার কাছে শ্রেয়স্কর আত্মনিষ্ঠ অনন্তের চেয়ে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আত্মপক্ষ [স] *বি* নিজের পক্ষ। 'ধর্মাধিকরণে প্রথম বারেই এমন অসাধারণ রূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন যে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

আত্মপঞ্চজন [স] *বি* পঞ্চেন্দ্রিয়। 'ঘরে আছে পাঁচপাঞ্জাতন, ওরে আত্মপঞ্চজন আত্মায় আত্মার করে ভজন।' *লালন*, ১৮৯০।

আত্মপতন [স] *বি* নিজের অধঃপতন। 'শৃগালের মতো আত্মপতনের বীজ লক্ষই করিনি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

আত্মপদ [স] *বি* পদাশ্রয়। 'আত্মপদ যারে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আত্মপবিত্রতা [স] *বি* নিজের পরিশুদ্ধি। 'আত্মপবিত্রতা হেতু লিখিল কত জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আত্মপর [স] **১** *বি* শত্রুমিত্র। 'সর্ব্বভূতে সমভাব আত্মপর দয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* আপন ও পর। 'বসিয়া বসিয়া আত্ম-পরের মধ্যে সহস্র সেতু নির্মাণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আত্মপরতা [স] *বি* স্বার্থপরতা। 'আত্মপরতা অপেক্ষা স্বদেশপ্রেম যাহার বেশি সেই প্রাণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'সেটাও নঈমার অলসতাজনিত আত্মপরতা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আত্মপরায়ণ [স] *বিণ* স্বার্থপর। 'তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আত্মপরায়ণতা [স] *বি* আত্মকেন্দ্রিকতা। 'বিলাসিতা ও আত্মপরায়ণতা পূর্ণ মাত্রায় রাজত্ব করিত।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

আত্মপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বার্থপর। 'সে স্ত্রী এমনই সক্ষম ও আত্মপরায়ণা যে ...।' *তারা*, ১৯৫৩।

আত্মপরিচয় [স] **১** *বি* নিজের পরিচয়। 'দূত আত্মপরিচয় দিয়া কহিল তুমি মহারাজকে সম্বাদ দেহ।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* নিজের পরিচয়। 'মহাকবি রামের মুখে অনেক স্থলে "ভিখারী" বলে আত্মপরিচয় বসিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বি* জাতিসত্তা। 'তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

আত্মপরিতৃপ্ত [স] *বিণ* আত্মতৃপ্তিপূর্ণ। 'এই আত্মপরিতৃপ্ত মিলনটিকে লক্ষ্য করেই গীতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আত্মপরিতৃপ্তি [স] *বি* নিজের সন্তুষ্টি। 'ইংরেজ আত্মপরিতৃপ্তির জন্য পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি খরচ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মপরিবর্ধনা [স] *বি* নিজের বৃদ্ধি। 'সজীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা-আত্মপরিবর্ধনার তত্ত্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মপরিবার [স] *বি* নিজের পরিবার। 'কৃষিকার্য্য করিয়া আত্মপরিবার ... অলীক ব্যয়ভার সহ্য করিতে পারে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

আত্মপরীক্ষা [স] *বি* নিজের দোষগুণ ও সামর্থ্যাদি বিচার। 'যুগে যুগে নূতন করে আত্মপরীক্ষা দেবার জন্যে যুবকদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

আত্ম-পিপাসা *বি* স্বার্থপরতা। 'আত্ম-পিপাসার পূতিগন্ধময় পঙ্কে কলুষিত হইতে দেওয়া কিছুতেই কর্তব্য নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আত্মপীড়ক [স] *বিণ* নিজেকে পীড়ন করে এমন। 'আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব ...।' *বঙ্কিম*, ১৯৪০।

আত্মপীড়ন [স] *বি* নিজেকে কষ্ট দেওয়া। 'ধর্ম্ম আত্মপীড়ন নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

আত্মপীড়া [স] *বি* নিজেকে কষ্ট দেওয়া। 'কেন এত আত্মপীড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

আত্মপুত্র [স] *বি* নিজের ছেলে। 'রাজা প্রজাকে আত্মপুত্র সদৃশ জ্ঞান করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

আত্মপুষ্টি [স] *বি* নিজের বিকাশ। 'কথা বলে লোককে চমকে দেওয়ার জন্য তারা বই পড়ে, আত্মপুষ্টির জন্য নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

আত্মপ্রকটন [স] *বি* নিজেকে প্রকাশ। 'বিক্ষুব্ধ সম্পাতে করে আত্মপ্রকটন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

আত্মপ্রকাশ [স] **১** *বি* প্রবেশ। 'প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের আমোদপ্রমোদ এবং কার্যসভায় সর্বদা আত্মপ্রকাশ করতে দিলে তাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* নিজেকে প্রকাশ। 'আত্মপ্রকাশের তৃপ্তির জন্য এই-সমস্ত বাজে কাণ্ড করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বি* আত্মবিকাশ। 'ত্যাগের দ্বারাই আমাদের আত্মপ্রকাশ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আত্মপ্রকাশধর্মী [স] *বিণ* আত্মপ্রকাশে আগ্রহী। 'বেশ কিছু ব্যক্তির আত্মপ্রকাশধর্মী সার্থক প্রয়াসের একটি সাধারণ নাম ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

আত্মপ্রকাশহীন [স] *বিণ* আত্মস্ফুরণ থেকে বিরত; গোপন। 'যে জনমন একদা ছিল অখ্যাত আকারে আত্মপ্রকাশহীন অকৃতিত্বে লুপ্তপ্রায়, সে আজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মপ্রকৃতি [স] *বি* নিজের স্বভাব। 'সে আত্মপ্রকৃতিতেই সফল হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আত্মপ্রচার [স] *বি* নিজের বিষয়ে প্রচার। 'আমি আত্মপ্রচার করিতে আসি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আত্মপ্রচারণা [স] *বি* নিজের বিষয়ে প্রচার। 'আত্মপ্রচারণার কোনো অসদুদ্দেশ্য এর পিছনে ছিলো না।' *শরীফ*, ১৯৭০।

আত্মপ্রতারক [স] *বিণ* নিজের সাথে প্রতারণাকারী। 'সে আত্মপ্রতারক মূর্খ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আত্মপ্রতারণা [স] *বি* আত্মবঞ্চনা। 'যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

আত্মপ্রতিজ্ঞা [স] *বি* নিজ সংকল্প। 'অবাধ্যতারূপে সে স্ত্রী আত্মপ্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়া রহিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

আত্মপ্রতিবাদ [স] *বি* নিজের ভিতর থেকে প্রতিরোধ। 'আজ হঠাৎ আত্মপ্রতিবাদের যে কোনো কারণ ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মপ্রতিষ্ঠা [স] *বি* নিজের গৌরব। 'আত্মলাভ আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে দূরে রাখিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী [স] *বিণ* নিজ প্রতিষ্ঠা লাভে ইচ্ছুক। 'আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী মানুষের প্রাণে সত্যবার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এই পথেই।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

আত্মপ্রতিষ্ঠিত [স] *বিণ* নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত। 'নারীকে সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দেওয়া যে ন্যায়সঙ্গত ...।' *বেগম*, ১৯৫৯।

আত্মপ্রত্যয় [স] *বি* আত্মবিশ্বাস। 'আত্মপ্রত্যয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রত্যয় সে বিষয়ে তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আত্মপ্রত্যয়হীনতা [স] *বি* আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। 'সর্বত্র ... আত্মপ্রত্যয়হীনতা, হৃতসামর্থ্য প্রথাপ্রকরণের নির্বোধ অনুসরণ, জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলহীনতা।' *শিব*, ১৯৫৬।

আত্মপ্রবঞ্চক [স] *বিণ* নিজের সঙ্গে প্রতারণাকারী। 'বলে সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আত্মপ্রবঞ্চনা [স] *বি* নিজেকে ঠকানো। 'ও কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

আত্মপ্রবঞ্চিত [স] *বিণ* নিজেকে প্রতারণা করে এমন। 'তাঁহারা ভ্রান্ত, আত্মপ্রবঞ্চিত।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

আত্মপ্রবর্তনা [স] *বি* নিজের ভিতরকার উদ্দীপনা। 'মনুষ্যোচিত সেই আত্মপ্রবর্তনার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আত্মপ্রবৃত্তি [স] *বি* নিজের কামনা-বাসনা। 'এই আত্মপ্রবৃত্তিসকলকে ... সুনিয়ন্ত্রিতভাবে রক্ষা করাই আত্মসংযম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আত্মপ্রয়োগ [স] *বি* নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ। 'সত্য আত্মপ্রয়োগে তাহাকে খাটাইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মপ্রসন্ন [স] *বিণ* আত্মতুষ্ট। 'বড়লোকের নাম নিয়ে আত্মপ্রসন্ন হতে ভালো লাগে না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

আত্মপ্রসাদ [স] *বি* আত্মতৃপ্তি। 'ইহাতে কি প্রকারেই বা আত্মপ্রসাদ ও মনস্তুষ্টি লাভ করেন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আত্মপ্রসার [স] *বি* আত্মবিস্তার। 'কাশী তার সেই আত্মপ্রসার-উদ্যমের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থান হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আত্মপ্রসূতা [স] *বিণ স্ত্রী* স্ব-উদ্ভূত। 'বাঙ্গালা ভাষা আত্মপ্রসূতা নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

আত্মপ্রস্তুতি [স] *বি* নিজেকে প্রস্তুতকরণ। 'আত্মপ্রস্তুতি সচেতন প্রয়াসসাপেক্ষ।' *শিব*, ১৯৫০।

আত্মপ্রাধান্য [স] *বি* নিজের গুরুত্ব। 'মনের স্ফীত ভাব বা উন্মত্ত ভাব নিয়ত আত্মপ্রাধান্যের স্থাপনে উদ্যুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আত্মপ্রীতি [স] *বি* নিজের প্রতি ভালোবাসা। 'জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'আর্যজাতির মনে দেশপ্রীতির চাইতে আত্মপ্রীতি ঢের বেশি।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

আত্ম-প্রেস্টিজ [স আত্ম+ই প্রেস্টিজ] *বি* আত্মগৌরব। 'এক পক্ষের

আত্মসম্মানের চেয়ে অপর পক্ষের আত্ম-প্রেস্টিজ বেশী।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

আত্মবঞ্চক [স] *বিণ* নিজেকে বঞ্চিত করে এমন। 'আত্মবঞ্চক ও মর্ত্যকাম এদের নায়ক-নায়িকারা অস্তিত্বের মধ্যে শুধু জরা আর মৃত্যুকেই ...।' *শিব*, ১৯৬০।

আত্মবঞ্চনা [স] *বি* নিজের সঙ্গে বঞ্চনা। 'তপস্যা করিয়া কেবল আত্মবঞ্চনা করিলাম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

আত্মবৎ [স] *বিণ* নিজের মতো। 'কেহ ... আত্মবৎ সেবার অনুষ্ঠান দ্বারা, তদীয় প্রসন্নতা লাভার্থে উৎসুক হইতেছেন।' *অক্ষয়*,, ১৮৫৫।

আত্মবধ [স] *বি* আত্মহত্যা; নিজেকে হত্যা। 'কোন ব্যক্তি ইচ্ছাধীন এমত সঞ্চিত ধন জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবধ করিতে চাহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আত্মবধি [স আত্মবধী] *বিণ* নিজেকে বধকারী। 'বুলিলেন্ত আত্মবধি নহ কদাচিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

আত্মবধী [স] *বিণ* নিজেকে বধকারী। 'আত্মবধী হইমু নিশ্চএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আত্মবর্গ [স] *বি* আপনজন। 'অধিবাস করিলেন আত্মবর্গগণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আত্মবল [স] *বি* নিজের শক্তি। 'আত্মবলে ... প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সচেষ্ট হও।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

আত্মবলি [স] *বি* নিজেকে বলি দেওয়া। 'আত্মবলি দিয়া দিয়া আপনারে করেছি নিঃশেষ।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'শাখায় শাখায় মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আত্মবলিদান [স] *বি* নিজেকে মহৎ কাজে উৎসর্গ করা। 'তাহার নিষ্ঠা অত্যন্ত আশাহীন আত্মবলিদানের ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আত্মবশ [স] *বিণ* নিজের বশবর্তী। 'আত্মবশ হইয়া স্নেহ ও বাৎসল্য বিসর্জ্জন করা গর্হিত কর্ম্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

আত্মবশ হওয়া *ক্রি* নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। 'আত্মবশ হওয়া সুখের বিষয় বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আত্মবান [স] *বি* উদারচিত্ত ব্যক্তি। 'এ পথে আত্মবানের আত্মাকে রক্ষা নয়, আত্মাকে প্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আত্মবাসনা [স] *বি* নিজের ইচ্ছা। 'কোন ভক্তিভাজন দণ্ডি-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আত্মবাসনা অবগত করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আত্মবিকার [স] *বি* নিজের বিকৃতি। 'মধুপানে আত্মবিকার হইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

আত্মবিকাশ [স] *বি* আত্মস্ফুরণ; নিজের বিকাশ। 'সমাজের প্রত্যেক লোকের আত্মবিকাশ আচ্ছন্ন হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আত্মবিক্রয় [স] **১** *বি* নিজেকে সমর্পণ। 'সে যদি এখন তাঁহার নিকট আত্মবিক্রয় করে, তবে কি তিনি আনন্দিত হইবেন না?' *সিরাজী*, ১৯১৮। **২** *বিণ* আত্মমর্যাদা ত্যাগ। 'ভদ্র-সম্প্রদায় আত্মবিক্রয় করে শহরে উঠে এসেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'ত্যাগের মহিমাকে মলিন করিল না আত্মবিক্রয়ের অর্থ দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আত্মবিক্রীত [স] *বিণ* অন্যের নিকট নিজেকে উৎসর্গ করার মতো কৃতজ্ঞ। 'কিংবা যদি ... স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আত্মবিখণ্ডিত [স] *বিণ* বিক্ষিপ্ত। 'এ-খোঁজার শেষ হবে না শুধু তাই নয়, শেষ হবে এমন চিন্তাই আত্মবিখণ্ডিত।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

আত্মবিঘাতক [স] *বিণ* আত্মঘাতী। 'আমি এ আত্মবিঘাতক অপবাদে কলুষিত হয়ে আর কি ... লীলাবতীর দিকে দৃষ্টিপাত কত্তে পারি?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

আত্মবিচ্ছেদ [স] *বি* অভ্যন্তরীণ কোন্দল। 'আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আত্মবিড়ম্বনা [স] *বি* নিজেকে ঠকানো। 'অযোগ্যের কত আরাধনা, সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আত্মবিদ্রোহ [স] **১** *বি* অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ। 'ঘরে-বাইরে প্রতিকূলতা, তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ সমর্থন করবার জন্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বি* আত্মসংযম ভেঙে যাওয়ার অবস্থা। 'কোনো কোনো মেয়ের আত্মবিদ্রোহ দেখা দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আত্মবিনাশী [স] *বিণ* নিজেই নিজের ধ্বংস করে এমন। 'আত্মবিনাশী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কোনোদিনও পারবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

আত্মবিনোদন [স] *বি* আত্মতৃপ্তি। 'কলহ অক্ষমের উত্তেজনা-প্রকাশ, তাহা অকর্মণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আত্মবিপ্লব [স] *বি* নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। 'মানবধর্মের মধ্যে যে-আত্মবিপ্লব ঘটে, তাতে দাসেরই যদি জয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আত্মবিবরণ [স] *বি* নিজের পরিচিতি। 'বীজগণিতের ভূমিকায় ... আত্মবিবরণ লিখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আত্মবিমুখী [স] *বিণ* উদাসীন। 'বর্তমান পরমুখী ও আত্মবিমুখী মানসিকতার জন্য ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

আত্মবিরহী [স] *বিণ* স্বেচ্ছায় বিরহ বরণকারী। 'রয়েছ আত্মবিরহী গৃহকোণে বিরহের ব্যথা নেই মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আত্মবিরোধ [স] **১** *বি* নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। 'দেবতার ইচ্ছা ক্রমে এক রাত্রি দাউদের লস্করে আত্মবিরোধ উপস্থিত।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* স্ববিরোধিতা। 'এরূপ অদ্ভুত আত্মবিরোধ কেন দেখিতেছি?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৩** *বি* অসঙ্গতি। 'স্বভাবে একটা আত্মবিরোধ ছিল – ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ, কিন্তু ঘরের কাজে বিষয়বুদ্ধি ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আত্মবিরোধী [স] *বিণ* স্ববিরোধী। 'ফাসিজমের জন্মভূমিই হচ্ছে সভ্যতার আত্মবিরোধী এই-সব জেলখানায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আত্মবিলয় [স] *বি* আত্মনাশ। 'নির্বিকার ও নির্বিচার আত্মসমর্পণ তথা আত্মবিলয় দাবী করতে পারে না।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

আত্মবিলুপ্তি [স] *বি* নিজের কর্তৃত্ব লোপ। 'স্বেচ্ছায় আত্মবিলুপ্তিই কি শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা নয়?' *সওগাত*, ১৯৪৪।

আত্মবিলোপ [স] **১** *বি* স্বার্থত্যাগ। 'লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* আত্মলোপ। 'দুর্বলের নিয়তি আত্মবিলোপে, সবলের তৃপ্তি আত্মোল্লাসে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

আত্মবিশ্বাস [স] *বি* নিজের শক্তির উপরে আস্থা। 'ক্রমে ক্রমে আমাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়া, আমাদের আশা উদ্রেক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'নিকটবর্তী দেশসমূহে আত্মবিশ্বাস ও আশার আলো জ্বালিয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আত্মবিশ্বাসহীন [স] *বিণ* আত্মপ্রত্যয়হীন। 'জনসাধারণের আত্মবিশ্বাসহীন চিরাচরিত চলার পথ।' *হাই*, ১৯৫৪।

আত্মবিশ্লেষণ [স] *বি* আত্মসমালোচনা। 'নিজের রচনা উপলক্ষে আত্মবিশ্লেষণ শোভন হয় না। তাকে অন্যায় বলা যায় এইজন্যে যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আত্মবিষয় [স] *বি* নিজের বিষয়। 'আত্মবিষয়ে যত্ন, ও স্বাধীনতাতে অনুরাগ সঞ্চার ইত্যাদি বিষয়ের নিমিত্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আত্মবিষয়ক [স] *বিণ* নিজের সম্বন্ধীয়। 'আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্যকর্ম্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আত্মবিষয়ীকৃত [স] *বিণ* নিজের ক'রে-নেওয়া। 'সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আত্মবিসর্জন [স] **১** *বি* নিজের ক্ষতি স্বীকার। 'পরের জন্য আত্মবিসর্জন ...।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫। **২** *বি* আত্মত্যাগ। 'আমরা যখন খুব বড়ো রকমের আত্মবিসর্জন করি সেটা কেন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আত্মবিসর্জনপর [স] *বিণ* আত্মোৎসর্গপরায়ণ। 'তাঁহার সেই আত্মবিসর্জনপর মধুর নম্রতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আত্মবিস্তার [স] *বি* নিজের বিকাশ। 'দুর্বলের ধর্ম আত্মসংকোচন আর সবলের বিলাস আত্মবিস্তারে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

আত্মবিস্মরণ [স] **১** *বি* নিজেকে ভুলে থাকা। 'যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* আত্মবিস্মৃতি। 'হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ, মধুর মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আত্মবিস্মৃত [স] **১** *বিণ* আপন-ভোলা। 'আনন্দে আছেন আত্মবিস্মৃত হইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* নিজের সম্বন্ধে অচেতন। 'স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে নিতান্ত আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আত্মবিস্মৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিজেকে ভুলে আছে এমন। 'আত্মবিস্মৃতা সৌন্দর্যলক্ষ্মী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আত্মবিস্মৃতি [স] *বি* নিজেকে ভুলে থাকা। 'যদি কোনোদিন কোনো আত্মবিস্মৃতির দুর্যোগে এঁর দেখা না পাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আত্মবিহারী [স] *বিণ* হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত। 'আত্মবিহারী তিনি, হৃদয়ে উদয় তাঁর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আত্মবিহ্বল [স] *বিণ* আত্মবিভোল। 'একজন সুন্দরী ... ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আত্মবুদ্ধি [স] *বি* নিজের বুদ্ধি। 'জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আত্মবুদ্ধে [স আত্মবুদ্ধি>] *ক্রিবিণ* নিজের বুদ্ধিতে। 'আত্মবুদ্ধে পরবুদ্ধে ব্রহ্মস্ব জেই হরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

আত্মবৃত্তান্ত [স] *বি* নিজের কথা; নিজের বৃত্তান্ত। 'আমার নিকট আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

আত্মবৃত্তি [স] *বি* নিজপেশার মাধ্যমে আয়। 'আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব-ভরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আত্মবেদ [স] *বি* আত্মজ্ঞান। 'তার অনভ্যস্ত অভ্যাঘাতে অতর্কিত বুদ্ধির আত্মবেদ ঘোচেনি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আত্মবোধ [স] **১** *বি* আত্মজ্ঞান। 'আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* নিজস্ব চেতনা। 'সমস্ত দেহের আত্মবোধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বোধের সম্মিলনে সম্পূর্ণ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৩** *বি* নিজস্বতা বোধ। 'আমাদের আত্মবোধ যত প্রবল, গণবোধ তত সাবলীল নয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

আত্মভর্ৎসন [স] *বি* অনুশোচনা; নিজেকে তিরস্কার। 'বিকট আর্তনাদ ও উৎকট আত্মভর্ৎসন আরম্ভ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

আত্মভাব [স] *বি* নিজের মনের ভাব। 'হেনমতে মুরারিগুপ্তেরে আত্মভাব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আত্মভাবতন্ময়তা [স] *বি* নিজ চিন্তায় বিভোরতা। 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মভাবতন্ময়তা প্রভৃতি।' *আনিস*, ১৯৬৪।

আত্মভাষা [স] *বি* মাতৃভাষা। 'আত্মভাষা অপেক্ষা পরভাষা শিক্ষার নিমিত্তে চতুর্গুণ ধনের প্রয়োজন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আত্মভাষাপ্রেমিক [স] *বিণ* নিজ ভাষাকে ভালোবাসে এমন। 'পুরাবৃত্তবেত্তারা আত্মভাষাপ্রেমিক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আত্মভোলা [স আত্মবিহ্বল] *বি* নিজের মধ্যে ডুবে আছে যে। 'ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

আত্মমগ্নতা [স] *বি* নিজের ভাবে বিভোর থাকা। 'ভাল লাগে না আমার এই প্রাণস্পর্শহীন আত্মমগ্নতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

আত্মমঙ্গল [স] *বি* নিজের কুশল। 'আত্মমঙ্গল সমাচার লিখিয়া লিখিয়াছেন ভাই সাহেবের এক পত্র পাইয়া পরম ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

আত্মমত [স] *বি* নিজের মত। 'যাহার যেমত স্বেচ্ছা হয় সেইমত আত্মমত জানিয়া প্রেমালিঙ্গন দিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আত্মমর্যাদা, আত্মমর্য্যাদা [স] *বি* নিজের মর্যাদা; আত্মসম্মান। 'আমাদিগের আত্মমর্য্যাদাবোধ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'আমাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে; তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব স্বজাতিকে ভাই বলিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'লেখায় যদি বা কোনো কারণে উদারতার অভাব লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্যে একটা সংযত আত্মমর্যাদা থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মমর্যাদাজ্ঞান [স] *বি* আত্মসম্মানবোধ। 'তখন আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্যাদাজ্ঞান বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মমর্য্যাদাবোধ [স] *বি* নিজের মানমর্যাদা সম্পর্কে ধারণা। 'আমাদিগের আত্মমর্য্যাদাবোধ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সকলেরই রাজপুরুষ নির্বাচনের অধিকার জন্মিয়াছে। প্রত্যেকেরই আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন [স] *বিণ* আত্মসম্মানবোধ আছে এমন। 'আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোক এই অবস্থায় ওজারতের গদি আঁকড়াইয়া থাকিতে পারেন না।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

আত্মমান [স] *বি* নিজের মর্যাদা। 'রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মমানের গৌরব যথেষ্ট জন্মাইলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

আত্মমার্জিতি [স] *বি* আত্মপরিশীলন। 'আত্মমার্জিতির দিকে নয়, আত্মপ্রকাশের দিকেই সকলের ঝোঁক।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

আত্মমুখ [স] *বি* নিজের মুখ। 'বাগ্‌যুদ্ধে স্ত্রীকে আত্মমুখে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আত্মমুখিনতা [স] *বি* নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার প্রবণতা;

আত্মকেন্দ্রিকতা। 'কার্তিক, তোমার আত্মমুখিনতা তুচ্ছ হয়ে গেলো।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

আত্মমূর্তিধ্যান [স] *বি* নিজের স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা। 'সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই আত্মমূর্তিধ্যান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আত্মমূল্য [স] *বি* নিজের মূল্য। 'আত্মমান আত্মমূল্য চেতনায় বেশ খুশি।' *জীবন*, ১৯৩২।

আত্মম্ভর [স] *বিণ* স্বার্থপর। 'তবু লিখছি তোমাকে আজ : লিখছি আত্মম্ভর আশায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

আত্মম্ভরি [স] *বিণ* অহংকারী। 'তার জন্য যদি তাকে আত্মম্ভরি বল তাতে তিনি আত্মনির্ভরতা ত্যাগ করবেন না।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

আত্মম্ভরিতা [স] **১** *বি* স্বার্থপরতা। 'কোম্পানির কর্ম্মকারদিগের আত্মম্ভরিতা দোষে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'আত্মম্ভরিতা কোথাও এসে বলতে জানে না. "এইবার বস্ হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* গর্ব। 'তাঁহার মনে বড়লোকের আত্মম্ভরিতাটুকু পুরামাত্রায় বিরাজ করিত।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

আত্মম্ভরী [স আত্মম্ভরি] *বি* আত্মসাধনে ব্যস্ত। 'আমরা আত্মম্ভরী আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আত্মম্মন্যতা [স] *বি* আত্মনিমগ্নতা। 'আন্তরিকতার আত্মম্মন্যতা নিয়ে ... তলিয়ে গিয়েছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আত্মরক্ষণক্ষম [স] *বিণ* নিজেকে রক্ষায় সক্ষম। 'সেটা যতক্ষণে না সবল ও আত্মরক্ষণক্ষম হয়ে উঠবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আত্মরক্ষণেচ্ছা [স] *বি* আমিত্ব রক্ষার ইচ্ছা। 'সে যে ক্ষুদ্র আত্মরক্ষণেচ্ছার নিকট আত্মসম্মান বলি দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মরক্ষা [স] *বি* নিজেকে বাঁচানো। 'আত্মরক্ষা মহাধর্ম কর সুখে ভোগ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আত্মরক্ষামূলক [স] *বিণ* নিজকে রক্ষা করার বিষয়সম্পর্কিত। 'আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আক্রমণের প্রকারভেদ করা সম্ভব নহে।' *আজাদ*, ১৯৬২।

আত্মরচিত [স] *বিণ* নিজের তৈরি। 'আত্মরচিত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মরতি [স] *বি* আত্মমগ্নতা। 'আত্মরতি নিগ্রহের পথে ঘুমের আবেশ।' *জীবন*, ১৯৩২।

আত্মরূপ [স] *বি* নিজের রূপ; স্বরূপ। 'তাহার আত্মরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের কলেবরের সহিত একাত্ম হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আত্মরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) ব্রহ্মময়ী। 'আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

আত্মরূপান্তর [স] *বি* নিজের পরিবর্তন। 'মানুষই একমাত্র জীব যার ... আত্মরূপান্তরের ক্ষমতা অপরিসীম।' *শিব*, ১৯৬০।

আত্মরোল [স] *বি* বিপদগ্রস্ত অবস্থায় চিৎকার। 'সবে করে আত্মরোল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আত্মলাঘব [স] *বিণ* আত্মমর্যাদা হানিকর। 'সেটাতে লাবণ্যকে বড়ো বেশি আত্মলাঘব-দুঃখ দিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আত্মলাভ [স] *বি* নিজের উন্নতি। 'আত্মলাভ, দম্ভ, খাদ্যসুখ, যশোলাভ প্রভৃতিকে ইহার মূলকারণ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

আত্মলোক [স] *বি* নিজের জগৎ। 'এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আত্মলোপী [স] *বিণ* আপন ভোলা। 'চরাচরে আত্মলোপী অলীক নির্দেশে। শাশ্বত সে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

আত্মশক্তি [স] *বি* নিজের ক্ষমতা। 'আত্মশক্তি একটি বিশেষ স্থানে সঞ্চয় করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আত্মশক্তিপ্রতিষ্ঠ [স] *বিণ* নিজের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। 'যুগ যুগ ধরিয়া আত্মশক্তিপ্রতিষ্ঠ মানুষ বিচরণ করিয়া আসিয়াছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

আত্মশক্তিহীন [স] *বিণ* নিজের শক্তি নেই এমন। 'তখন যে-সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আত্মশত্রুতা [স] *বি* নিজেদের মধ্যে শত্রুভাব। 'আত্মশত্রুতা খোঁপা আর এলোচুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আত্মশাসন [স] **১** *বি* নিজেকে দমন। 'স্থানীয় আত্মশাসন ত স্থানবিশেষে আত্মশাসন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। **২** *বি* স্বায়ত্তশাসন। 'আমাদের আত্মশাসন ব্যাপারে অপক্ষপাত সমালোচনা করিয়া অকপট চিত্তে বলনু দেখি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আত্মশ্লাঘা [স] **১** *বি* আত্মপ্রশংসা। 'বিশেষ কহাতে আত্মশ্লাঘা পরগ্লানি হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* আত্মগৌরব। 'বাবুর নিকট আত্মশ্লাঘাপূর্ব্বক কহিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* অহংকার। 'আত্মশ্লাঘা করিয়া কি হইবে, যদি তুই সম্মুখযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিস, তবেই তোর বলবীর্যের পরিচয় পাইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

আত্মশ্লাঘী [স] *বিণ স্ত্রী* নিজের প্রশংসা নিজে করে এমন; অহংকারী। 'নিজেরে জানান দেয় তীব্রকণ্ঠে আত্মশ্লাঘী সতী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আত্মসংকোচ [স] *বি* নিজের জড়তা। 'যে আত্মসংকোচ নিত্য গুপ্ত হয়ে রয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আত্মসংকোচন [স] *বি* নিজেকে গোটানো। 'আত্ম-সংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্মপ্রসারণের উদ্বোধন চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আত্মসংবরণ [স] *বি* নিজেকে নিয়ন্ত্রণ। 'তাড়াতাড়ি নিজেকে আত্মসংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আত্মসংবৃত [স] *বিণ* নিজেকে লুকিয়ে রাখে এমন। 'আত্মসংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আত্মসংযম [স] *বি* নিজেকে নিয়ন্ত্রণ। 'এই আত্মপ্রবৃত্তিসকলকে ... সুনিয়ন্ত্রিতভাবে রক্ষা করাই আত্মসংযম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আত্মসংযমী [স] *বি* নিজেকে নিয়ন্ত্রণকারী। 'তাহাকে বিক্ষুব্ধ করিবার জন্য প্রলোভন প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই আত্মসংযমী অবিচলিত রহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

আত্মসংলাপ [স] *বি* নিজের সঙ্গে কথোপকথন। 'সবাই আত্মসংলাপে মগ্ন।' *শওকত*, ১৯৭২।

আত্মসচেতন [স] **১** *বিণ* ভিতরে চেতনা আছে এমন। 'মনুষ্যের আত্মসচেতন পদার্থ, যত দূর বিকৃত হইতে পারে, আমাদের বিষয়ে তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* নিজের সম্পর্কে সচেতন। 'এ-পরিবারে আত্মসচেতন হবার যেমন উপায় নেই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

আত্মসচেতনতা [স] *বি* নিজের অবস্থা সম্পর্কে গর্ব। 'স্বল্পকালীন ধনসম্পদের আত্মসচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহংকারের সঙ্গে

...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আত্মসদৃশ [স] *বিণ* নিজের মতো। 'সুরাসক্ত স্ত্রীগণ আত্মসদৃশ সন্তান সকল প্রসব করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আত্মসন্তান [স] *বি* নিজের সন্তান। 'আত্মসন্তানের ন্যায় সপত্নী সন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আত্মসন্তোষ [স] *বি* আত্মতৃপ্তি। 'আত্মরক্ষা ও আত্মসন্তোষই মনুষ্যের সমুদায় কার্য্যের প্রয়োজন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আত্মসমর্থন [স] **১** *বি* আত্মরক্ষা। 'এই শক্তি নিতান্ত ক্ষীণ হত তবে তার সাহিত্য ভালো করে আত্মসমর্থন করতে পারত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **২** *বি* নিজের পক্ষ অবলম্বন। 'রসিকের মনে অনুতাপ, আত্মসমর্থন, দ্বিধা ... আলোড়ন চলিতেছিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

আত্মসমর্পণ [স] *বি* নিজেকে অন্যের কাছে সমর্পণ করা। 'তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আত্মসমর্পণজনিত [স] *বিণ* নিজের সমর্পণ সংশ্লিষ্ট। 'বিশ্বস্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণজনিত তাঁহার শেষ পদটি।' *হাই*, ১৯৫৪।

আত্মসমস্যা [স] *বি* নিজের সমস্যা। 'মন আত্মসমস্যা লইয়া ব্যাপৃত থাকে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আত্মসমালোচনা [স] *বি* নিজের সমালোচনা। 'আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন হয়েছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

আত্মসমাহিত [স] **১** *বিণ* আত্মমগ্ন। 'বিনোদিনীর আত্মসমাহিত মূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বিণ* নিজের দ্বারা নিজে নিয়ন্ত্রিত। 'রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি আত্মসমাহিত হইয়া উঠে।' *হাই*, ১৯৫৪।

আত্মসমাহিতি [স] *বি* আত্মমগ্নতা। 'ন্যায়-সিদ্ধ জীবনের আত্মসমাহিতি।' *আহসান*, ১৯৫৯।

আত্মসমীক্ষণ [স] *বি* নিজেকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ। 'বস্তুদিক এই দেশে তেমন যথার্থ আলো নেই ... নেই আত্মসমীক্ষণ।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

আত্মসমীপস্থ [স] *বিণ* নিজের কাছে সমর্পিত। 'যে ব্যক্তি আত্মসমীপস্থ লোকেরদিগকে নিজ তুল্য করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

আত্মসমৃদ্ধি [স] *বি* আত্মবিকাশ। 'আত্মসমৃদ্ধির জন্য একদিকে চাই প্রকৃতির সঙ্গে ব্যাপক এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

আত্মসম্বন্ধ [স] *বি* নিজের ব্যাপার। 'আত্মসম্বন্ধে সর্বদা একটা সন্দেহ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আত্মসম্বন্ধী [স] *বিণ* আত্ম-সংশ্লিষ্ট। 'বস্তুতঃ ধর্ম্মকে আত্মসম্বন্ধী এবং পরসম্বন্ধী, এরূপ বিভাগ করা উচিত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

আত্মসম্বরণ [স] *বি* নিজের আবেগ দমন। 'তাহার কিরূপ মেজাজ হইয়া যায় কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আত্মসম্ভ্রম [স] *বি* নিজের সম্মান। 'ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পূর্বাপেক্ষা চারগুণ খরচ পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আত্মসম্মান [স] **১** *বি* নিজস্ব গৌরব বা মর্যাদা। 'কিন্তু আমাদের যথার্থ আত্মসম্মান তলে তলে নষ্ট করে ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* নিজের সম্মান। 'জাতীয় সম্মান বিক্রয় করিয়া আত্মসম্মান ক্রয় করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মসম্মানজ্ঞান [স] *বি* আত্মমর্যাদাবোধ। 'তোমাদের আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

আত্মসম্মানবত্তা [স] *বি* আত্মমর্যাদাবোধ। 'মুখের ওপর আত্ম-সম্মানবত্তার এমন সুস্পষ্ট ছাপ অন্য কোনো জাতের মধ্যে লক্ষ্য করিনি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

আত্মসম্মানবোধ [স] *বি* আত্মমর্যাদার জ্ঞান। 'আমাদের যথার্থ আত্ম-সম্মানবোধের উদ্রেক হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আত্মসম্মানশূন্য [স] *বিণ* নিজের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এমন। 'আত্মসম্মানশূন্য ঘৃণ্য কাপুরুষের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

আত্মসম্মানহীন [স] *বিণ* আত্মসম্মান নেই এমন। 'পল্লীবাসীর মন অসহায় ও আত্মসম্মানহীন হয়ে পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

আত্মসম্মানী [স] *বিণ* আত্মসম্মানবোধ আছে এমন। 'আত্মসম্মানী খুড়োও নবাবগঞ্জের জমিদারবাড়িতে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

আত্মসর্বস্ব [স] *বিণ* স্বার্থই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমন। 'আত্মসর্বস্ব পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের নিষ্ঠুরতা প্রলয়ংকর বিপদের দিকে চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আত্মসাৎ [স] **১** *বিণ* আয়ত্ত। 'এ তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছে আত্মসাৎ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* হস্তগত। 'নন্দবংশজাত বিশারদ ... তাঁহার মন্ত্রী রাজকীয় যাবৎ লোককে আত্মসাৎ করিয়া আপনি রাজা হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বি* স্বীকরণ। 'পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আত্মসাৎ করা *ক্রি* খাওয়া। 'ফলমূল যাহা আছে, আত্মসাৎ করিতে পার।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

আত্মসাৎকৃত [স] *বিণ* অন্যায়ভাবে হস্তগত করা হয়েছে এমন। 'তাহাদের নিকট হইতে আত্মসাৎকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত লইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

আত্মসাধনা [স] *বি* ব্যক্তিনিষ্ঠতা। 'সমগ্র প্রাচ্যই আত্মসাধনা ও অধ্যাত্মবাদের দিক দিয়ে মৃতপ্রায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আত্মসান্ত্বনা [স] *বি* নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া। 'অভ্যাস আর আত্মসান্ত্বনার খেলা।' *মানিক*, ১৯৩৫।

আত্মসুখ [স] *বি* নিজের সুখ। 'লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আত্মসুখে বিশ্বসুখকে বাদ দিলে আত্মসুখ অতি ক্ষুদ্র হইয়া ...। *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আত্মসুখরত [স] *বিণ* নিজে সুখে থাকে এমন। 'আত্মসুখরত, অমিতব্যয়ী জীব।' *নবনূর*, ১৯০৩।

আত্মসেবা [স] **১** *বি* নিজের সেবা। 'সে ত আমাদের আত্মসুখ, আমাদের আত্মসেবা, তাহাতে দেবতার কর্মসাধন হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* স্বার্থপরতা। 'নিজের বাপ-মারে নিয়া ব্যস্ত থাকাটা আমার কাছে আত্মসেবার শামিল ঠেকতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আত্মসৌজন্য [স] *বি* নিজের প্রশংসা। 'পাঠকগণ আত্মসৌজন্যে বিরক্তি বোধ না করিয়া শ্রবণ করিবেন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

আত্মস্তুতি [স] *বি* নিজের প্রশংসা। 'আত্মস্তুতি কড়া মাল।' *মণীশ*, ১৯৩১।

আত্মস্ত্রী [স] *বি* নিজের স্ত্রী। 'উদ্ধত যুবা পুরুষও অনায়াসে আত্মস্ত্রী বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হইত না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

আত্মস্থ [স] *বিণ* আত্মগত। 'তাকে যে ধীরেরা আত্মস্থ দেখেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বিণ* আপনাতে নিমগ্ন। 'সুবিশাল সময়কে সেবা করে আত্মস্থ হতাম।' *জীবন*, ১৯৪০।

আত্মস্বার্থরহিত [স] *বিণ* নিজ স্বার্থ নিয়ে মগ্ন নয় এমন। 'নির্লোভ ও শিষ্ট ও ধর্ম্মবিশিষ্ট ও আত্মস্বার্থরহিত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

আত্মহত্যা [স] *বি* নিজেকে হত্যা। 'যদি প্রাণত্যাগ করি তাহলে এককালে আত্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যা এই দুই মহাপাপ হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

আত্মহত্যাকারী [স] *বি* স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশ করে যে। 'আত্মহত্যাকারীরা সাধারণত যা লিখে যায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

আত্মহত্যে [স আত্মহত্যা] *বি* আত্মহত্যা। 'যতদিন আমি রয়েছি বর্তে দেব না করতে আত্মহত্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আত্মহা [স] *বিণ* আত্মঘাতী। 'কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আত্মহানি [স] *বি* নিজের ক্ষতিসাধন। 'যে চেষ্টা রোগের অবস্থায় সর্বদেহের শত্রুহননে নিজেদের আত্মহানিও ঘটায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আত্মহারা [স] **১** *বিণ* বিহ্বল। 'নাহি চাও আত্মহারা প্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* আত্মবিস্মৃত। 'আত্মহারা হইয়া জড়বৎ দণ্ডায়মান থাকিতে হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **৩** *বিণ* উত্তাল। 'বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

আত্মহারানো *বিণ* আত্মভোলা; আত্মবিহ্বল। 'হে নিঃশঙ্কিতা, আত্মহারানো রুদ্রতালের নূপুর ঝংকৃতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আত্মহারাবৎ [স] *বিণ* আত্মভোলার ন্যায়। 'ওই কারা আত্মহারাবৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আত্মহিত [স] *বি* নিজের কল্যাণ। 'তোমাদের আত্মহিত ও সংসারের উপকারার্থে সচেষ্ট হওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আত্মহীন [স] *বিণ* স্বার্থহীন। 'দিনের পর দিন এই আত্মহীন কঠিন শুশ্রূষা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আত্মহৃদয় [স] *বি* নিজের মন। 'আত্মহৃদয় হইতে অব্যতিরিক্ত মনে করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আত্মহোম [স] *বি* মুক্তির জন্যে আত্মাহুতি। 'আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

আত্মাদর [স আত্ম-আদর] *বি* স্বার্থপরতা। 'আত্মাদর ... বৃত্তি যে পরহিত চেষ্টার প্রতি কারণ নহে, তাহা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আত্মাধিকার [স আত্ম-অধিকার] *বি* নিজস্ব অধিকার। 'তাহাদের পূর্ণ আত্মাধিকার দেওয়া উচিত।' *বেগম*, ১৯৪৯।

আত্মানুকরণ [স আত্ম-অনুকরণ] *বি* নিজেকে অনুকরণ। 'সে আত্মানুকরণ করে মাত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

আত্মানুগ [স আত্ম-অনুগ] *বিণ* নিজ ইচ্ছার অনুরূপ। 'তিনি শেষ পর্যন্ত একান্ত আত্মানুগ সৌন্দর্য সাধনা থেকে নিজেকে অনেকটা মুক্ত যে না করতে পেরেছেন তা নয়।' *হাই*, ১৯৫৪।

আত্মানুভূতি [স আত্ম-অনুভূতি] *বি* নিজস্ব উপলব্ধি। 'বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে প্রবল আত্মানুভূতি।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১; 'এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আত্মানুরূপ [স আত্ম-অনুরূপ] *বিণ* নিজের পছন্দমতো। 'কাম্বেল সাহেব আত্মানুরূপ ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আত্মান্বেষণ [স আত্ম-অন্বেষণ] *বি* নিজেকে জানা। 'আত্মগ্লানির তীব্রতা ও আত্মান্বেষণে ব্যাকুলতা...।' *সনৎ*, ১৯৭০। পৃ. ১০৬।

আত্মাপহারক [স আত্ম-অপহারক] *বি* নিজেকে অপহরণ করে যে। 'সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের প্রভু, বার্ধক্যের আত্মাপহারক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

আত্মাবনতি [স আত্ম-অবনতি] *বি* নিজের হীনাবস্থা। 'এই আত্মাবমাননাজনক আত্মাবনতিকর মোহ থেকে সর্বপ্রকারে দূরে থাকা উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আত্মাবনতিকর [স আত্ম-অবনতিকর] *বিণ* নিজের অবনতি ঘটায় এমন। 'এই আত্মাবমাননাজনক আত্মাবনতিকর মোহ থেকে সর্বপ্রকারে দূরে থাকা উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আত্মাবমাননা [স আত্ম-অবমাননা] *বি* নিজের অসম্মান। 'বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

আত্মাবমাননাজনক [স আত্ম-অবমাননা-জনক] *বিণ* নিজেকে অসম্মান করে এমন। 'এই আত্মাবমাননাজনক আত্মাবনতিকর মোহ থেকে সর্বপ্রকারে দূরে থাকা উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আত্মাভিমান [স আত্ম-অভিমান] *বি* অহংকার। 'আত্মাভিমানে পূর্ণ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

আত্মাভিমানী [স আত্ম-অভিমানী] *বিণ* অহংকারী। 'শত শত আত্মাভিমানী বহুভাষী ছাত্র এই শ্রেণীতে ভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'কেহ কেহ এমন আত্মাভিমানী আছে যে, নিজেকেই সমস্ত কথা সমস্ত কাজের লক্ষ্য মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আত্মাভিষেক [স আত্ম-অভিষেক] *বি* নিজেকে কর্মে নিযুক্তকরণ। 'মৃতা সতীনের শূন্য সিংহাসনে আত্মাভিষেকের আয়োজনে।' *মানিক*, ১৯৪০।

আত্মাহুতি [স আত্ম-আহুতি] *বি* আত্মবিসর্জন। 'আমার আত্মাহুতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনো কোন দুর্গম নির্জন যজ্ঞবেদীতে ঊর্ধ্বশিখা হইয়া জ্বলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আত্মেন্দ্রিয় [স আত্ম-ইন্দ্রিয়] *বি* নিজের ইন্দ্রিয়। 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আত্মোক্তি [স আত্ম-উক্তি] *বি* আত্মকথা। 'রাধিকার দেহদানের নিঃসঙ্কোচ আত্মোক্তি ও সাজসজ্জার সমারোহের মধ্যে।' *হাই*, ১৯৫৪।

আত্মোৎসর্গ [স আত্ম-উৎসর্গ] *বি* আত্মত্যাগ। 'আত্মোৎসর্গের চরমোৎকর্ষের একান্ত পক্ষপাতী।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

আত্মোৎসর্জন [স আত্ম-উৎসর্জন] *বি* আত্মোৎসর্গ। 'এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

আত্মোন্নত [স আত্ম-উন্নত] *বিণ* নিজ গুণে সমৃদ্ধ। 'আত্মোন্নত শিক্ষিতা নারী কখন সতিনের ঘর করতে রাজি হবে না।' *বেগম*, ১৯৫২।

আত্মোন্নতি [স আত্ম-উন্নতি] *বি* নিজের উন্নতি। 'এইরূপে সকলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আত্মোন্নতি সমাজোন্নতি মনুষ্যোন্নতি সাধনার্থ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'নিজেদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আত্মোন্নতি সাধনের যথার্থ উপায় নির্ণয় হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আত্মোন্মোচন [স আত্ম-উন্মোচন] *বি* নিজেকে প্রকাশকরণ। 'আত্মোন্মোচনের তার আর দ্বিতীয় পথ ছিল না।' *মানিক*, ১৯৪০।

আত্মোপকার [স আত্ম-উপকার] *বি* নিজের উপকার। 'আত্মোপকার অধিক হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২২।

আত্মোপলব্ধি [স আত্ম-উপলব্ধি] *বি* নিজেকে উপলব্ধি। 'ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধি একটা সত্যসাধনা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আত্মা [স] ১ *বি* আপন সত্তা। 'ব্রহ্মপরকাসে আত্মা আপনি ধেআব।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* চিত্ত। 'ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাদের আত্মা ... কি?' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* প্রাণ। 'আত্মা ও মায়ার এ দুয়ের প্রাধান্য সমান।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৪ *বি* বিবেক। 'আমার আত্মা বলিতেছে – তিনি আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

আত্মা-পাখী [স আত্মা+পাখি] *বি* আত্মারূপ পাখি। 'দেহখাঁচা ভেঙ্গে গেলে যদি আত্মা-পাখী সত্যিই উড়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯২১।

আত্মাপুরুষ [স] *বি* প্রাণ। 'তাঁহার আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

আত্মাপ্রাণী [স] *বি* আত্মারূপ প্রাণী। 'তার বুকের ভিতরও আত্মাপ্রাণী কাঁদতে শুরু করে দিল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

আত্মারাম [স] ১ *বি* প্রাণ। 'তত্তৎপদ প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রাণরূপ পাখি। 'মনকে ডাকি, হে আত্মারাম, ছুটুক তোমার কবিত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হওয়া *ক্রি* অতিশয় বিচলিত হওয়া; প্রাণ চলে যাওয়ার মতো হওয়া। 'আমার আত্মারাম তো খাঁচা-ছাড়া হবার যো হয়েছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আত্মিক [স] ১ *বিণ* আত্মা সম্বন্ধীয়। 'মানুষের আত্মিক সৃষ্টি কেন, প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* হৃদয়গত। 'কিন্তু এ বেদনা আত্মিক।' *জীবন*, ১৯৪৪।

আত্মীয় [স] ১ *বি* স্বজন। 'নিতান্ত আত্মীয় অন্তরঙ্গ লোকের উপকার করা আছে।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* রক্ত অথবা বিবাহসূত্রে সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তি। 'আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শক্রমে রাজদ্বারেও ইহার প্রতীকার-চেষ্টা করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* কল্যাণকামী। 'যিনি তোমার সহিত আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন, তিনি আপনি আপনার আত্মীয় কি না, বিচার করিয়া দেখ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বি* আপনজন। 'যাঁহাকে তুমি খুব ভালোবাস, যাঁহাকে নিতান্ত আত্মীয় মনে করা যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৫ *বিণ* অন্তরের সঙ্গে যুক্ত। 'আমাদের হৃদয়ের দূর সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৬ *বিণ* মমতার। 'তরুলতা পশুপাখীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্পর্ক স্বাভাবিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৭ *বি* কাছের মানুষ। 'তাঁকে আত্মীয় এবং স্তুতি-নিন্দায়-সর্বদা-কম্পিত রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে করতে কল্পনাশক্তি বাধা পায়।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

আত্মীয়কুটুম্ব [স] *বি* আত্মীয়স্বজন। **আত্মীয়কুটুম্বপরিপূর্ণ** [স] *বিণ* আত্মীয়স্বজনে ভরা। 'এ কথা লইয়া আত্মীয়কুটুম্বপরিপূর্ণ বাড়িতে একটা টী টী পড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আত্মীয়কুটুম্বিতা [স] *বি* আত্মীয়তা। 'লোকলৌকিকতা-আত্মীয়কুটুম্বিতা পরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আত্মীয়জন [স] *বি* আপনজন। 'মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মীয়জনের প্রতি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

আত্মীয়তা [স] ১ *বি* কুটুম্বিতা। 'জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা সুধারস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ভীত ব্যক্তি কদাচিত আত্মীয়তার যোগ্য নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* বন্ধুত্ব। 'যিনি তোমার সহিত আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* জ্ঞাতিত্ব। 'সেই আত্মীয়তা কোন নবদ্বৈপায়ন আবিষ্কার করিবে। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* সম্পর্ক। 'যার সনে আত্মীয়তা নাই স্বচ্ছন্দ দেহের কিংবা স্বতন্ত্র বুদ্ধির।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৫ *বি* হৃদয়ের যোগ। 'মানুষের ও জগতের সহিত আমাদের আত্মার আত্মীয়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আত্মীয়তাবোধ [স] *বি* আত্মীয় বলে বিবেচনা করার মনোভাব। 'এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আত্মীয়পরশহীন [স আত্মীয়+স স্পর্শ+স হীন] *বিণ* আত্মীয়তার সংস্পর্শ নেই এমন। 'যেতে হবে আত্মীয়পরশহীন দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আত্মীয়পরিজন [স] *বি* জ্ঞাতিতুল্য আপন লোকজন। 'তাহার আত্মীয়পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আত্মীয়বৎসলতা [স] *বি* আত্মীয়ের মতো স্নেহ বা অনুরাগ। 'এই পৃথিবীর উপর আমার যে-একটি আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আত্মীয়বন্ধু [স] *বি* আত্মীয়স্বজন। 'বিনয় যে আত্মীয়বন্ধু সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আত্মীয়বর্গ [স] *বি* আত্মীয়স্বজন। 'পাত্র মিত্র আত্মীয়বর্গের সমূহ আনন্দ হইল।' *রাজীব*, ১৮০৫।

আত্মীয়বিচ্ছেদ [স] *বি* আত্মীয় থেকে বিচ্ছিন্নতা। 'সমস্ত নিন্দাগ্লানি ও আত্মীয়বিচ্ছেদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আত্মীয়মহল [স] *বি* আত্মীয়স্বজন; আত্মীয়সমাজ। 'আত্মীয়মহলের যুবক সম্প্রদায় ভাবের যেসব ফানুস উড়িয়ে দিত।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

আত্মীয়সংহার [স] *বি* আপনজনকে বিনাশ। 'তাই সে আত্মহা আজ, তার ধর্ম আত্মীয়সংহার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

আত্মীয়সন্দর্শন [স] *বি* আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'ভগিনীপতি আত্মীয়সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আত্মীয়সমাজ [স] *বি* আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ। 'আত্মীয়সমাজে পটল নামে খ্যাত এই মেয়েটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আত্মীয়সম্পর্ক [স] *বি* আত্মীয়তার বন্ধন। 'উভয়ের মধ্যে একটি আত্মীয়সম্পর্ক বাঁধিয়া দিতে ইচ্ছা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আত্মীয়স্বজন [স] *বি* রক্ত অথবা বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত আপনজন। 'আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আলাপ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

আত্মীয়-স্বজনপ্রিয় [স] *বিণ* আত্মীয়স্বজনকে ভালোবাসে এমন। 'আত্মীয়-স্বজনপ্রিয় ওর চেয়ে কাউকে জানি না।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

আত্মীয়-স্বজাতি [স] *বি* আত্মীয় ও স্বজাতির লোক। 'আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজাতি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আত্মীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* আপনজন। 'একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আত্মীয়াজন [স আত্মীয়জন] *বি স্ত্রী* আত্মীয়স্বজন। 'অন্যান্য আত্মীয়াজনের অসহ্য হইয়া উঠিল।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

আত্মীয়াধিক [স আত্মীয়-অধিক] *বিণ* আত্মীয়ের চেয়েও প্রিয়।

'আমার শ্রেয়তম আত্মীয়াধিক বন্ধু।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আত্মৌপম্য [স] *বি* নিজের সদৃশতা। 'আমি যাব আত্মৌপম্য সমাহিত সন্ততিতে রেখে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

আত্যন্তিক [স] **১** *বিণ* নিতান্ত। 'আপনার সুখের কারণ অনেকের আত্যন্তিক মন্দ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮০২। **২** *বিণ* অত্যন্ত বেশি। 'ইংরাজি ভাষার যেরূপ আত্যন্তিক চর্চা ও অনুশীলন হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৩** *বিণ* বেশি মাত্রায়। 'রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়োরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৪** *বিণ* প্রবল। 'ফেনিয়ে গল্পবলার আত্যন্তিক নেশা কাটে না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

আত্যন্তিকতা [স] *বি* প্রগাঢ়তা। 'যে পদার্থ প্রাণত্যাগ করে তাহার সহিত প্রীতির আত্যন্তিকতা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

আত্যন্তিকী [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যধিক। 'গণিকার সহিত রাজ্ঞীর আত্যন্তিকী প্রীতি ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

আত্যি *বি* আত্তি; সমাদর। 'তার আত্যির সীমানা ত খুব ছোট।' *শওকত*, ১৯৪৬।

আৎরাফ *দ্র* **আতরাফ**

আৎলান্তিক [ই] *বি* আটলান্টিক মহাসাগর। 'করে না কি স্বচ্ছন্দে নিক্ষেপ উন্মত্ত, উদ্বেল আৎলান্তিকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

আৎসা [স আচ্ছাদন] *ক্রি* আবৃত করা। 'দক্ষিন হস্ত গোপিগন স্তন আৎসা দিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

আৎসাদা [স আচ্ছাদন] *ক্রি* আচ্ছাদন করা। 'মায়াপাতি আৎসাদিল দেব চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আৎসাদিত [স আচ্ছাদিত] *বিণ* আবৃত। 'মেঘে আৎসাদিত হৈল গগন মণ্ডল।' *মালাধর*, ১৫০০।

আথ [স অস্ত] *বি* অস্ত। 'পুবের সুরুজ্জ পশ্চিমে আথ জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আথাই [অথৈ>] *বিণ* অথৈ; থই পাওয়া যায় না এমন। 'আথাই পানির কোনো দিশপাশ নেই।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

আথান্তর [স অবস্থান্তর] *বি* দুশ্চিন্তা। 'আজী কৈলি আথান্তর করিবেক রাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আথাল [স অস্থল] *বি* গোয়ালঘর। 'আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি।' *জসীম*, ১৯২৭।

আথালি পাথালি [স অস্থল প্রস্থল] *ক্রিবিণ* চারদিকে। 'আথালি পাথালি কাটি মুণ্ডন মালা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আথালি-পাথালি খাওয়া *ক্রি* ছোটাছুটি করা। 'হাজার আথালি-পাথালি খেয়েও পথ পাবে না পলিয়ে যাবার।' *কায়সার*, ১৯৬২।

আথিবিথি [স অতিব্যস্ত] *বিণ* ব্যস্তসমস্তভাবে। 'আথিবিথি সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

আথেনীয় *বিণ* অ্যাথেন্সের। 'আথেনীয় নগররাষ্ট্রের যে আদর্শ রূপটি প্রতিফলিত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বতঃসিদ্ধতা তার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

আথে ব্যথে [স অতিব্যস্ত] *ক্রিবিণ* অস্থিরভাবে। 'আথে ব্যথে নারীগণ জয় জয় পুরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আদ[1] [স আদি] *বিণ* আদি; মূল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আদ[2] *অব্য* হ্যাঁ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আদ[3] [স অর্ধ] *বিণ* অর্ধেক। 'যোগিনী মাগএ ভিক্ষা আদখানি লাউ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আদকপালিআ [স অর্ধকপাল>] *বি* কপালের একদিকে ব্যথা এমন রোগ; মাইগ্রেন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আদখান [স অর্ধ>] *বিণ* অর্ধেক। 'বাতা আদখান।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

আদখানি [স অর্ধ>] *বিণ* অর্ধেক পরিমাণ। 'যোগিনী মাগএ ভিক্ষা আদখানি লাউ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আদখেঁচরা [স অর্ধ>] *বিণ* অসম্পূর্ণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আদপথ [স অর্ধপথ] *বি* মাঝামাঝি পথ। 'আনন্দে তরলমনা আদপথে লোফে দানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আদবইসি [স অর্ধবয়সী] *বিণ* মধ্যবয়স্ক। 'আদবইসি মাগিরা খাতায় খাতায় ... রাস্তা যুড়ে চলেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আদবুড়া, আদবুড়ো [স অর্ধবৃদ্ধ>] *বিণ* প্রায় বৃদ্ধ। 'যত আদবুড়া ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'আদবুড়ো বেত্তোরা মর্নিং ওয়াকে বেরুচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আদমারা [স অর্ধমৃত] *বিণ* আধ-মরা। 'আগে খাঁচার ভিতর যাক, তার পর খুঁচয়ে আদমারা করবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

আদঅ[1] [স অদয়া] *বিণ* দয়াহীন। 'আদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

আদঅ[2] [স অদ্বয়] *বিণ* অদ্বিতীয়। 'আদঅ ফিটি টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

আদড়া [স আদর্শ>] *বি* নকশা। 'বিশ্বকর্মা ভারতবর্ষের আদড়াটা প্রায় শেষ করেছিলেন।' *অবন*, ১৯২৫।

আদত[1] [আ আদত] *বি* স্বভাব; অভ্যাস। *ভবানী*, ১৮২৩; 'শরিফ ঘরের মেয়ের উপযুক্ত আদত-খাসিয়ত অনুসারে বিনা কলহে স্বামীর ঘর করিতেছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

আদত-মাফিক [আ আদত+আ মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* স্বভাবমতো। 'আমার চীনা বন্ধুটি আদত-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

আদত[2], আদৎ [আ আদত] **১** *বিণ* বড়ো। 'নাতিদের একটা পণি, আর আদত চারিটা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *ক্রিবিণ* গোড়ায়। 'আদত তিনি যাহা ছিলেন তাহাই থাকিবেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮। **৩** *বিণ* মৌলিক। 'ওর মধ্যে আদত কথা কিছুই নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৪** *বিণ* আসল; প্রকৃত। 'আদত কথা বলতে গেলে, আমাদের আবিষ্কার করলেন বাংলার পণ্ডিতমশাই।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০; 'বাঁকড়ো জেলায় ছেল আদৎ বাড়ি।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

আদতে *ক্রিবিণ* আসলে। 'আদতে কিন্তু সবচেয়ে জরুরি।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

আদদ [আ আদত] *বিণ* আসল। 'কএক আদদ জড়াও দ্রব।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'আদদ জড়াও দ্রব্য ও হিরা ও জমরদ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

আদনা *বিণ* সামান্য; তুচ্ছ। 'তাহাদের দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ, বিষয় সম্পত্তিগত নেহাৎ আদনা ব্যাপার লইয়া।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

আদপ [আ আদত] *বি* বাস্তবতা। 'কংগ্রেস ও খিলাফতের এই মিলনটার ভিতর সহৃদয়তা আদপেই নেই।' *প্রমথ*, ১৯২০।

আদব [আ] **১** *বিণ* সবিনয়। 'পুছিলে উত্তর দিব আদব প্রমাণে।' *আলাওল*, ১৬৫৯। **২** *বি* সম্মান। 'এই লোকটিকে রীতিমতো আদব

করে চলতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বি* সম্মান প্রদর্শন। 'কররে আদব হেথায় হাফিজ।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৪০।

আদবকায়দা [আ আদব-কায়দাহ্] ১ *বি* শিষ্টাচার। 'লেডি তাঁদের আদবকায়দায় তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে ... অভিভূত হন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* রীতিনীতি। 'এখানকার আদব-কায়দা আমার ভালো জানা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

আদবকেতা [আ আদব+আ কিতাহ্] *বি* আদবকায়দা। 'আদবকেতা তোমায় মানায় না।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

আদব বাজানো *ক্রি* কুর্নিশ করা। 'রাজা প্রতাপপাদিত্য আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

আদবী [আ আদব>] *বিণ* শিষ্টাচারসম্পন্ন। 'আদবী মানুষ।' *ওঁসা*, ১৭৮৫।

আদবে *ক্রিবিণ* মোটেই। 'সেগুলো খেতে আদবেই ভালো লাগত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আদবইসি *দ্র* আদ[৩]

আদবুড়া, আদবুড়ো *দ্র* আদ[৩]

আদভূত, আদভুত [স অদ্ভুত] *বিণ* বিস্ময়কর। 'আতি আদভুত বড়ায়ি কাহ্নের কাহিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আর আদভূত/ দেখোঁ চন্দ্রবালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আদম [আ] ১ *বি* ইহুদী, খ্রিস্টীয় ও ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী আদিমানব। 'আদমেত দিলা প্রভু এ সব সম্পদ।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* মানুষ। 'যন্ত্রের মতো বসে বসে পাখা টানতে গেলেই আদমের সন্তানের চোখে ঘুম আসবেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আদমগাড়ি [আ আদম+গাড়ি] *বি* মানুষে টানা রিকশা। 'আমার দিনগুলো ... আদমগাড়ির মতন একঘেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আদমশুমারী [আ আদম+ফা শুমার>] *বি* লোকগণনা। 'আদমশুমারীর রিপোর্টে literacy বা বর্ণজ্ঞানের যে হিসাব...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

আদম-সুমারি [আ আদম+ফা শুমার>] *বি* লোকগণনা। 'তাহার আদম-সুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আদমসুরাত, আদমসূরাত [আ আদম+আ সুরাত] *বি* মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ; কালপুরুষ। 'সেই স্ত্রীলোক চন্দ্র ও আদম সুরাতের (নরাকার নক্ষত্রের) প্রতি বার বার দৃষ্টিপাত করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'মরু-শর্বরী পাড়ি দিয়ে যবে নেমে এল নীচে আদম-সূরাত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

আদমি, আদমী [আ আদম>] ১ *বি* মানুষ। 'আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* স্বামী। 'একটা নামজাদা লোকের বেটি না আনলে আদমির কাছে বহুত শরমের বাত।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'আমার আদমি একথা টের পাল্যি আমাগো দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আদর [স] ১ *বি* মর্যাদা। 'তাহার বোলত কেহে তোক্ষার আদর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* যত্ন। 'বহুবিধ আদরে পহুক কাতর লখি ...' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৩ *বি* কদর। 'নিশাকালে দীপের আদর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* সুসম্পর্ক। 'বন্ধুর সহিত বন্ধুর নাহিক আদর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৫ *বি* স্নেহ; সোহাগ। 'জত্নে আদরে পুত্র পালিবা সাগরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৬ *বি* আসক্তি। 'সুধায় আদর নাই খুধা গেল তল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৭ *বিণ* পছন্দের। 'কুকুরকে আদরের অতি উত্তমপদ ভোগ করিতে দেখিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৮ *বি* আগ্রহ। 'নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

আদর-অভ্যর্থনা [স] *বি* সমাদর ও যত্ন। 'খুব আদর-অভ্যর্থনা করিল সকলে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আদর-আপ্যায়ন [স] *বি* আতিথেয়তা। 'গেলে খুব আদর-আপ্যায়ন করে কমলারা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

আদর-আবদার [স আদর+ফা আবদার] *বি* সোহাগ ও বায়না। 'প্রতিদিন মান-অভিমান আদর-আবদারের অন্ত ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আদর কাড়া *ক্রি* স্নেহ আদায় করা। 'মধুসূদন ভাবলে এ সমস্ত কেবল আদর কাড়বার জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আদর কুড়োনো *বিণ* আদর পাওয়া। 'ওগুলো লোকের আদর কুড়োনো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আদরণীয় [স] ১ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'তদবধি তিনি তন্নগরের অতি আদরণীয় চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* সম্মানিত। 'বিদ্বান লোক আদরণীয় হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* আদরের যোগ্য। 'ন্যায়-পথাশ্রয়ী সরলস্বভাব কৃষক ... আদরণীয় ও পূজনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বিণ* মূল্যবান। 'নিজের অপেক্ষা আর কিছুকেই আদরণীয় মনে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আদরণীয়তা [স] *বি* শ্রদ্ধা; ভক্তি। 'ব্যবহারে তাদের সম্বন্ধে আদরণীয়তার তারতম্য থাকলেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আদরণীয়া [স] *বিণ* স্নেহময়ী। 'তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন – কন্যা কিরূপ আদরণীয়া।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

আদরন [স আদর] *বিণ* গৃহীত। 'এখানে জে মকদ্দমা সালিসি আদরন হইয়াছে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৫।

আদরভাজন [স] *বিণ* আদরের যোগ্য। 'অবিবেকী অবিনয়া আদরভাজন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আদর-যত্ন [স] *বি* খাতির যত্ন। 'আদর-যত্ন করেই রাখব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আদরশূন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* আদর হতে বঞ্চিত। 'কন্যা ... স্নেহশূন্যা, আদরশূন্যা, অনুগ্রহশূন্যা।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

আদরসিংহাসন [স] *বি* ব্রতবিশেষ। 'আদরসিংহাসন ব্রত, একটি সম্পূর্ণ মেয়েলি ব্রত।' *অবন*, ১৯১৯।

আদরসিক্ত [স] *বিণ* আদরের। 'তোমার আদরসিক্ত ছোটোভাই, নুরু।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আদরিআ [স আদর>] *বিণ* অন্যের নিকট আদর পায় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আদরিণি [স আদরিণী, সম্বোধনে ই-কার] *বি স্ত্রী* স্নেহ বা আদরের পাত্রী। 'কাঁদ কেন আদরিণি আনন্দ-আননি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

আদরিণী [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহ বা আদরের যোগ্য। 'তোদের ছোটো বোন আদরিণী কিশরী কোথায় রে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আদরিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সমাদৃত। 'যাঁহারা পুরুষের নিকটে কখন আদরিতা না হন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

আদরী [স] *বিণ* আদরের। 'মণির মোহন মালা মানিক আদরী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আদরে *ক্রিবিণ* সম্মানের সঙ্গে। 'আসিয়াছে দূত তোরে লইতে

আদরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

আদরের ১ *বিণ* পছন্দের। 'সারা দিন বসে পাশে/ একটি শুধু আদরের গান গায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* প্রিয়। 'বনপুষ্প সকল নন্দনকাননের পুষ্প হইতেও আদরের।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

আদরা[1] [স আদর>] *ক্রি* আদর করা। 'শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ কেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সিধ্যাগন বচনে প্রমাণ আদরিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আদরা[2] [স আদর্শ>] *বি* নকশা। 'আদরা শুধু আধটা দেখি ঘুমতী নদীর তীর ঘুরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আদর্য্য [স] *বিণ* আদরণীয়। 'মহা আদর্য্য কত২ লোক তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

আদর্শ [স] ১ *বি* দৃষ্টান্ত। 'যাহাতে তাহার আদর্শ গ্রহণ করিয়া কুপথগামি না হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ২ *বিণ* অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি। 'তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক ও জীবিতবান আদর্শ স্বরূপ হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বি* উদাহরণ। 'এরূপ আদর্শ দর্শাইয়া কি কখন কোন জাতিকে স্বধর্ম্মাবলম্বী করা যায়?' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আদর্শক [স] *বিণ* পথপ্রদর্শক। 'রামমোহন রায়কে আদর্শক জ্ঞান করিয়া ... মহাশয়েরা যে ইঙ্গলণ্ড দেশে আগমন করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

আদর্শচরিত্র [স] *বি* অনুকরণীয় চারিত্রিক গুণাবলী। 'সর্বত্রই একটি গাম্ভীর্য, সৌন্দর্য ও ঔদার্য রক্ষা না করাতে বর্ণনীয় আদর্শচরিত্রের উজ্জ্বলতা নষ্ট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আদর্শচ্যুত [স] *বিণ* আদর্শভ্রষ্ট; *লক্ষ্যচ্যুত*। 'কোম্পানির লাগিই আমি আমার জীবনের আদর্শচ্যুত হৈছি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আদর্শচ্যুতি [স] *বি* আদর্শ থেকে পতন। 'একদিকে মানসিক দাসত্ব অন্যদিকে স্পর্ধিত ঔদ্ধত্য। সর্বপ্রকার আদর্শচ্যুতিই ইহার কারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আদর্শদাতা [স] *বিণ* আদর্শ প্রতিষ্ঠাকারী। 'রবীন্দ্রনাথের মূল্য সৌন্দর্যস্রষ্টা হিসেবেই, নীতি প্রচারক বা আদর্শদাতা হিসেবে নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

আদর্শনিষ্ঠ [স] *বিণ* আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান। 'নিস্বার্থপর, নির্লোভ, আদর্শ-নিষ্ঠ ... নেতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আদর্শনিষ্ঠা [স] *বি* আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। 'তাঁহার বড় ভাল লাগে এই ধারার আদর্শনিষ্ঠার কথা।' *তারা*, ১৯৪০।

আদর্শ-পরায়ণতা [স] *বি* আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। 'উভয়কেই আকর্ষণীয়তা, আদর্শ-পরায়ণতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা শিখিতে হইবে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

আদর্শপাগল [স] *বিণ* আদর্শবাদী। 'সে বরাবরই আদর্শপাগল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আদর্শপুরুষ [স] *বি* অনুসরণযোগ্য গুণ আছে এমন ব্যক্তি । 'পরমযোগী আদর্শপুরুষ কোনো উত্তর করিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'তিনি তখন সিদ্ধপুরুষ, রবীন্দ্র-মানসের আদর্শপুরুষ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

আদর্শপূত [স] *বিণ* আদর্শভাবাপন্ন। 'আমাদের কাজ কেবল সাহিত্য সৃষ্টি – ইসলামী আদর্শপূত সাহিত্য সৃষ্টি।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

আদর্শবাদ [স] ১ *বি* উচ্চ আদর্শ ও নীতি দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করার মতবাদ। 'আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারকের হাতে সর্বদাই দেখতে পাই আদর্শবাদের নিক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। ২ *বি* শ্রেয়তাবোধ। 'এইটুকু আদর্শবাদ ও রোমান্টিকতা প্রচ্ছন্ন না থাকলে সাহিত্যের উদ্দেশ্যই যাবে ব্যর্থ হয়ে।' *শরীফ*, ১৯৭০। ৩ *বি* সবকিছুর বিনিময়ে আদর্শসিদ্ধির উগ্রবিশ্বাস। 'আদর্শবাদের নামে মনুষ্যত্ব বিসর্জন ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

আদর্শবাদিতা [স] *বি* মহৎ আদর্শ ও নীতি দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করার মতবাদ। 'সদিচ্ছা, আদর্শবাদিতার অভাব না থাকিলেও ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

আদর্শবাদী [স] ১ *বিণ* উচ্চ আদর্শ ও নীতিসম্পর্কিত। 'কিন্তু এই আদর্শবাদী, ভাবাশ্রয়ী ... আলোচনার বিপদ এইখানেই।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। ২ *বিণ* কোনো বিশেষ মতবাদ অথবা আদর্শে বিশ্বাসী। 'তাঁদের চেষ্টার মধ্যে বাস্তববাদীর বুদ্ধি যতখানি ছিল, তার চাইতে অনেক বেশী ছিল আদর্শবাদীর স্বাপ্নিকতা।' *আজাদ*, ১৯৩৬। ৩ *বিণ* উচ্চ আদর্শ ও নীতির অনুসারী। 'স্যার সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন আদর্শবাদী মানুষ।' *আজাদ*, ১৯৪১।

আদর্শবিচ্যুত [স] *বিণ* আদর্শ থেকে সরে গেছে এমন। 'আদর্শবিচ্যুত জাতি জীবন্মৃত জাতিরই নামান্তর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আদর্শবিরোধী [স] *বিণ* নীতির পরিপন্থী। 'প্রচার যন্ত্রগুলিকে ... জাতির আদর্শবিরোধী ভূমিকায় সবিশেষ তৎপর দেখা গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

আদর্শবোধ [স] *বি* নীতিবোধ। 'জ্বলন্ত আদর্শবোধ ও সুষ্ঠু পুরকল্পনা লইয়া লীগের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

আদর্শভিত্তিক [স] *বিণ* সুনির্দিষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। '... একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

আদর্শ-ভূমি [স] *বি* তীর্থস্থান। 'অশিক্ষিত পুরাণপুরির উৎসাহ ... তোমাদের আদর্শ-ভূমি হইয়া রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

আদর্শভ্রষ্ট [স] *বিণ* আদর্শ থেকে বিচ্যুত। 'নকল করিতে হইলে, আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কিম্ভূতকিমাকার একটা ব্যাপার হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আদর্শমূলক [স] ১ *বিণ* আদর্শভিত্তিক। 'মহারাষ্ট্রী নামক পদ্য ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশ অপেক্ষা প্রাচীন আদর্শমূলক হওয়া অসম্ভব নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* উন্নত আদর্শবাদী। 'আদর্শমূলক সাহিত্য দূরবীক্ষণের মত লেখকের ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* দৃষ্টিভঙ্গিভিত্তিক। '... আদর্শমূলক ঐক্য।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

আদর্শরূপে [স] *ক্রিবিণ* উন্নতরূপে। 'জাতিকে আবার আদর্শরূপে গড়িয়া তুলিবে।' *এসলাম*, ১৯৩৫।

আদর্শলোক [স] *বি* আদর্শের জগৎ। 'সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আদর্শশিল্প [স] *বি* মানোত্তীর্ণ শিল্প। 'প্রতিভাহীন কবিরা আদর্শ শিল্পকলার সেবা দ্বারা অমরত্ব লাভের প্রয়াস না করে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আদর্শসম্মত [স] *বিণ* আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'তা কতখানি ইসলামের আদর্শসম্মত।' *আনিস*, ১৯৬৪।

আদর্শস্থল [স] *বিণ* আদর্শস্থানীয়। 'যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আদর্শস্থানীয় [স] *বিণ* উন্নত আদর্শ আছে এমন। 'তাঁহাকে অনেক পরিমাণে আমাদের আদর্শস্থানীয় করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আদর্শস্বরূপ *বিণ* অনুসরণীয়; আদর্শরূপে গণ্য। 'তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক ও জীবিতবান আদর্শ স্বরূপ হইয়া ...।' *অক্ষয়*, **১৮৪৮**।

আদর্শানুযায়ী [স আদর্শ-অনুযায়ী] *ক্রিবিণ* আদর্শ অনুসারে। 'মনোগত আদর্শানুযায়ী এক একটি গুণের ভার বহন করে চলেছে।' *আনিস*, **১৯৬৪**।

আদর্শিক [স] *বিণ* আদর্শবাদী। 'আদর্শিক কাজ, যা মানবের/ নয় রক্তপূজা কালীর অথবা কলির।' *অমিয়*, **১৯৩৯**।

আদল [আ] **১** *বি* সাদৃশ্য। 'পূর্বেকার মহেন্দ্রের কোনো আদল আছে কিনা।' *রবীন্দ্র*, **১৮৮৫**। **২** *বি* রূপ। 'ডুবে মধ্যদিনের সূর্য ভীমা অমাবস্যার আদলে।' *সুধীন্দ্র*, **১৯৩২**।

আদলি [স অর্ধ>] *বি* অর্ধভঙ্গ হাঁড়ি। 'আদলি উপরে কেবা কদলী রোপল রে।' *দ্বিজ*, **১৬০০**।

আদষা [স আদেশ>] *ক্রি* দয়া করা। 'দাসী বলি রাখিবে আদষি।' *মুকুন্দ*, **১৬০০**।

আদা[১] [স আর্দ্রক] *বি* মসলা হিসেবে ব্যবহৃত কন্দবিশেষ। 'দেউল-প্রসাদ আদা চাকি লেম্বু সলবণ।' *কৃষ্ণদাস*, **১৫৮০**; 'মান বেসারি আদা ঝাল।' *মুকুন্দ*, **১৬০০**।

আদাজল খাওয়া *ক্রি* যথাসাধ্য চেষ্টা করা। 'টাকা তোল তোরা আদাজল খেয়ে।' *নজরুল*, **১৯৩১**।

আদাজল খেয়ে লাগা *ক্রি* প্রবল উৎসাহ নিয়ে কাজ করা। 'তাহারা আদাজল খাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন।' *মশাররফ*, **১৮৮৯**।

আদারস [স আর্দ্রক-রস] *বি* বাটা আদার রস। 'মরিচ গুড় দিআ আদারসে।' *মুকুন্দ*, **১৬০০**।

আদা[২] [স অর্ধ>] *বিণ* অর্ধেক। 'মারে মণ্ডা আদা ছেনা, সদা থাকে বাবুআনা।' *ভবানী*, **১৮২৫**।

আদাএ [আ আদায়] *বি* আদায়। 'ফরিজা আদাএ কর হই এক মতি।' *আলাওল*, **১৬৮০**।

আদাওত [আ] *বি* শত্রুতা। 'রাশিয়া লালচ ও আদাওতের সববে রুমের 'পরে চড়াই করিয়াছে।' *আখবার*, **১৮৭৭**।

আদাওতি [আ] *বি* শত্রুতা। 'যেইরূপে কাফের করিল আদাওতি।' *গরীব*, **১৭৬৫**।

আদাখ্যাচড়া [স অর্ধ>+স খেচর>] *বি* তালবাহানা। 'দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচড়া কল্লে ...।' *দীনবন্ধু*, **১৮৬০**।

আদাগা [ফা দাগ>] *বিণ* দাগানো হয়নি এমন; অচিহ্নিত। *বিদ্যা*, **১৮৯১**।

আদাড় [স আধার] *বি* আস্তাকুঁড়। 'তাকে ঢুকতে হলো শ্বাসরুদ্ধ করা ঘেরাটোপে, আর পড়লো আদাড়ের জঞ্জালের পর্যায়ে।' *মাহেনও*, **১৯৪৯**।

আদাড়মালী *বি* গাছবিশেষ। 'ঝোকড়া ঝাউ কাটে আদাড়মালী।' *মুকুন্দ*, **১৬০০**।

আদান [স] *বি* গ্রহণ। 'কুলীনেরা যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন।' *দর্পণ*, **১৮৩০**; 'দান চোখে দেখা যায়, কিন্তু আদান হৃদয়ের ভিতর লুকানো।' *রবীন্দ্র*, **১৯০৬**।

আদানপ্রদান [স] **১** *বি* মেলামেশা। 'যাত্রাওয়ালার সহিত আদান প্রদান ...।' *দর্পণ*, **১৮২৫**। **২** *বি* লেনদেন। 'কুলীনেরা যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন।' *দর্পণ*, **১৮৩০**। **৩** *বি* যোগাযোগ। 'প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপে ...।' *রবীন্দ্র*, **১৯৩৮**।

আদাব [আ] *বি* অভিবাদন। 'জিবরিল নবীর আগে রাখিল আদাব।' *গরীব*, **১৭৬৫**।

আদায় [আ] **১** *বি* পরিশোধ। 'যখন টাকা আদায় করিতে পারি।' *হ্যালহেড*, **১৭৭২**; 'জদ্যপি বাকি মযকুরে আদায় না করে ... তবে নিলামে বিক্রী হবেক।' *ক্যালগে*, **১৭৮৭**। **২** *বি* উদ্ধার। 'মবলগ বাকি পড়িয়াছে তাহার কিছুই আদায় করিতে পারে না।' *হ্যালহেড*, **১৭৭৩**।

আদায় করা *ক্রি* প্রার্থনা করে পাওয়া। 'বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি।' *রবীন্দ্র*, **১৯২০**।

আদায়কারিণী [আ আদায়+স কারিণী] *বিণ স্ত্রী* আদায় করে এমন। 'জরিমানা আদায়কারিণী বউকে এরকম কেউ কি দেয়?' *মানিক*, **১৯৪০**।

আদায়কারী [আ আদায়+স কারী] *বিণ* সংগ্রহকারী। 'মাদ্রাসার চাঁদা আদায়কারী মৌলবী সাহেব।' *আলাউদ্দিন*, **১৯৫৯**।

আদায়-তশিল [আ আদায়+আ তাহসীল] *বি* খাজনা আদায়। 'তোমার নয় আদায়-তশিল, ধারকর্জ।' *শক্তি*, **১৯৬৯**।

আদায়পত্র [আ আদায়+স পত্র] *বি* সংগ্রহের কাজ। 'গোমস্তার উপর আদায়পত্রের ভার ছিল।' *ইমদাদুল*, **১৯২০**।

আদায়বিদায় [আ] *বি* আয়-ব্যয়। 'প্রচুর ওদের জমিজমা, গোরুবাছুর, জনমজুর, পালপার্বণ, আদায়বিদায়।' *রবীন্দ্র*, **১৯২৯**।

আদায়ীকৃত [আ আদায়+স কৃত] *বিণ* সংগ্রহ করা হয়েছে এমন। 'সাহায্যবাবদ আদায়ীকৃত ২৩০ টাকা।' *বেগম*, **১৯৪৯**।

আদার [স অর্ধাহার] **১** *বি* মাছ ধরার জন্যে ব্যবহৃত টোপ। *মানোএল*, **১৭৪৩**। **২** *বি* হাঁসমুরগির খাবার। 'হাঁড়ি-পাতিল ধোয়া, হাঁস-মুরগির আদার দেয়া –।' *কায়সার*, **১৯৬২**।

আদার দেওয়া *ক্রি* মাছ ধরার জন্য টোপ ফেলা। *মানোএল*, **১৭৪৩**।

আদার-পাঁদাড় [স আধার>] *বি* চলাচল করা কষ্টকর এমন পথ। 'আমি কত কাদামাঠ আদার-পাঁদাড় ভেঙে প্র্যাকটিস করেছি।' *জীবন*, **১৯৩২**।

আদালত [আ] **১** *বি* বিচারের স্থান; বিচারালয়। 'সেই কাগজ আদালতে দাখিল আছে।' *মেয়র্স*, **১৭৫৭**; 'আদালতের রষুম কারণ পঞ্চতুরা হিসাবে ফিসতে ৫ পাচ টাকার হিসাবে ১০ দষ টাকা লইলাম।' *ওসাঁ*, **১৭৮১**। **২** *বি* বিচার। *ওসাঁ*, **১৭৮৫**; 'সুপ্রীমকোর্টে তাহার আদালত হইল।' *দর্পণ*, **১৮২২**। **৩** *বি* বিচার কাজ। 'ভূমিকর, ষ্টাম্পের কর, আদালতের খরচা, লবণের কর, আফিমের কর, বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা যে বিপুলার্থ উপার্জ্জন হইয়া থাকে ...।' *প্রভাকর*, **১৮৫০**।

আদালত কর্তা, আদালত কর্ত্তা [আ আদালত+স কর্তা] *বি* বিচারক। *এডমন*, **১৭৯৩**।

আদালতখরচা [আ আদালত+আ খরজ>] *বি* মামলা পরিচালনার খরচপত্র। 'আদালতখরচা তিনিই বহন করিবেন।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯৪**।

আদালতজীবী [আ আদালত+স জীবী] *বি* আদালতে কাজ ক'রে যে জীবিকা অর্জন করে। 'আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯২**।

আদালত সাহেব [আ আদালত+আ সাহিব] *বি* (সম্মানার্থে)

আদালতের বিচারক। 'আদালত সাহেব মেহেরবানগি করিয়া আমার হিসাবি বাকী ১৪২৫ তঙ্কা আড়কাট ব্যাজযুদ্ধা দেওয়াইয়া দেও।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'আমার পাওনা আদালতসাহেব দেওয়াইয়া দেও।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

আদালত সাহেব লোক [আ আদালত+আ সাহিব+হি লোক] *বি* আদালত কর্তৃপক্ষ; বিচারক। 'আদালত সাহেব লোক তজবিজ করিবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

আদালতের অপমান *বি* আদালতের অবমাননা। 'যদি কেহ আদালতের অপমান করে।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

আদি[১] [স] **১** *বি* সূচনা। 'কত চতুরানন মরি মরি জাওত ন তুয়া আদি অবসানা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* পূর্ব। 'যে যশ শ্রবণে আদি অবিদ্যা বিনাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* প্রথম। 'অতএব আদিখণ্ডে গণি চারি ভেদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আদিঅন্ত [স আদি-অন্ত] *ক্রিবিণ* প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। 'নিবেদিলুঁ মরম বেতন আদিঅন্ত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আদি-অন্ত-শূন্য [স] *বিণ* শুরু ও শেষ নেই এমন। 'রহস্যময় আদি-অন্ত-শূন্য প্রশ্নোত্তরহীন নিরুদ্দেশ মহাসমুদ্রের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আদিঅন্তহীন [স] *বিণ* শুরু ও শেষ নেই এমন। 'এখনই যা-কিছু বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আদি-অন্তহীন বিশৃঙ্খলতায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আদি আন্ত [আদি-অন্ত] *ক্রিবিণ* আদ্যন্ত। 'আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আদিকবি [স] *বি* প্রথম কবি। 'বাল্মীকিচরণ বন্দো মহা আদিকবি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আদিকর্তা [স] *বি* প্রথম রাষ্ট্রপতি। 'নব জর্মানির আদিকর্তা ফ্রেডারিক দি গ্রেট।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

আদিকল্পক [স] *বিণ* প্রথম পরিকল্পনাকারী। 'শ্রীযুত হেয়র সাহেব কালেজের আদিকল্পক।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

আদিকাল [স] *বি* প্রাচীনতম কাল। 'প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও আদিকাল থেকে মূল আদর্শের সঙ্গে বাহ্য প্রকাশের সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

আদি-ক্ষেত্রি [স আদি-ক্ষত্রিয়>] *বি* মুখ্য বীর। 'আদি-ক্ষেত্রি তুমি বাঘ কে তোমার পায় লাগ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আদিগঙ্গা [স] **১** *বি* গঙ্গা নদীর পুরানো ধারা। 'কালীঘাটের নীচবর্ত্তি আদিগঙ্গা।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* মূলধারা। 'চিন্তাস্রোত ভাবস্রোত প্রাণস্রোতের আদিগঙ্গা শুকাইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আদিছন্দ [স] *বি* ভালোবাসার সুর। 'আদিছন্দ আছে অনাবিল আমাদের মিল/ তোমার আমার মর্মতলে/ একটি সে সুর চলে/ প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আদিজাতি [স] *বি* আদিম নৃগোষ্ঠী। 'আদিজাতিদের বাদ দিলে কোনও সমাজের ঐতিহ্যই কি সমস্তত্?' *শিব*, ১৯৫৬।

আদিজ্যোতি [স] *বি* সৃষ্টির প্রথম আলো। 'উদয়শিখরে তার দেখো আদিজ্যোতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আদিদেব [স] *বি* আদিম দেবতা। 'আদিদেব খুলিলা নয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আদিপর্ব [স] *বি* প্রথম অধ্যায়। ' কেবল আছে, আদিপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব ...। *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আদি-পাপ [স] *বি* মধ্যপ্রাচ্যের তিন প্রধান ধর্মের মতে, স্বর্গে নিষেধ অমান্য করে আদমের আপেল খাওয়ার পাপ। 'তারে বলো আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান।' *নজরুল*, ১৯২৫।

আদি-পিতা [স] *বি* প্রথম পূর্বপুরুষ। 'এই বংশের তিনিই আদি-পিতা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

আদিপুরুষ [স] **১** *বি* ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী প্রথম মানুষ। 'আদম – যিনি আদিপুরুষ ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বিণ* জনক। 'নব্যবঙ্গের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের দূরপ্রসারিত বিষাদদৃষ্টি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আদিপ্রাণ [স] *বি* প্রাণের সূচনা। 'তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ: ঊর্দ্ধশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আদিপ্রেম [স] *বি* প্রথম ভালোবাসা। 'সেই আদিপ্রেমের জের বরাবরই টেনে এনেছি।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

আদিবাসী [স] *বি* আদিবাসিন্দা। 'কলিকাতার কয়েকটী অঞ্চলের আদিবাসীরা কিছুকাল যাবৎ জলাভাব জনিত বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৪১।

আদিমানবী [স] *বি* প্রাচীন রমণী। 'সাঁওতালসঙ্ঘের আদিমানবীর চোখ।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

আদিমূল [স] *ক্রিবিণ* আগাগোড়া। 'তবেসি কহিহ সব কথা আদিমূল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আদিযাত্রী [স] *বি* আদিম মানব। 'পরিবর্তনের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদিযাত্রীরা চলে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আদিযুগ [স] *বি* প্রথম যুগ। 'হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী! আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আদিরস [স] **১** *বি* যৌনতা। 'আদিরসঘটিত যে২ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* শৃঙ্গার রস। 'এইজন্যই ত শাস্ত্রে আদিরসকে রসশ্রেষ্ঠ বলেছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

আদিরস-ঘটিত [স] *বিণ* আদিরসাত্মক। 'তিনি ইহার আদিরস-ঘটিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আদি-সম্ভূতা [স] *বি* পৃথিবী। 'হে আদি-সম্ভূতা, আজি বন্দিব তোমায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

আদি সমুর *বি* প্রথম শ্বশুর। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আদিসুপ্তি [স] *বি* আদিম নিদ্রা। 'ধরণীর আদিসুপ্তি ভেঙে দিয়ে যেথা যাও চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আদিস্রষ্টা [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'আদিস্রষ্টা নারী জাতিকে সৃজন করিয়াছেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

আদিহীন [স] *বিণ* অনাদি। 'আদিহীন অন্তহীন কাল!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আদি[২] [স] **১** *অব্য* প্রমুখ। 'কেশি আদি আসুর পাঠাইল আনন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *অব্য* ইত্যাদি। 'কাসন্দি আদি আচার অনেক প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আদিআনা *বি* সংগীত। 'স্বর্গে আদিআনা বসে যথেক দেবতা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আদিখ্যেতা [স আধিক্যতা] **১** *বি* বাড়াবাড়ি। 'তোমাদের সব আদিখ্যেতা।' *শরৎ*, ১৯১৬। **২** *বিণ* লোক-দেখানো। 'এমন আদিখ্যেতার সাঁতারে আমায় আজ্ঞ আর ভাসতে হবে না।' *শক্তি*,

১৯৬৯।

আদিগন্ত [স] *ক্রিবিণ* দিগন্ত পর্যন্ত। 'নীচে আদিগন্ত মুক্ত সুদূর, তারও নীচে বাঘবন্দী নকশার মতো জমিগুলি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

আদিতেয় [স] *বি* দেবতা। 'আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে, বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আদিত্ত [স আদিত্য] *বি* সূর্য। 'বার আদিত্ত বার ভাই।' *রামাই*, ১৭১০।

আদিত্য [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কশ্যপপত্নী অদিতির গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্র। 'কুণ্ডলে আদিত্য যেহ্ন রবির সংঘাত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আদিবস [স অদিবস] *বি* কুক্ষণ। 'কেহ্নে হেন কৈলে কাহ্নাঞি মোর আদিবসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আদিম [স] ১ *বিণ* সভ্যতাপূর্ব সময়কার; প্রাগৈতিহাসিক। 'আদিম মানবাচার ও পশ্বাচারের কি কোন প্রভেদ ছিল না?' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* প্রাক-আধুনিক কালের। 'আমেরিকার আদিম লোক, নিগ্রো ও অন্যান্য অসভ্য জাতীয় স্ত্রীদিগের অত্যল্প ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* প্রথম। 'গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ *বিণ* আদি। 'আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৫ *বিণ* বন্য। 'বাঁশির বর্বর কান্না, মৃদঙ্গের আদিম উচ্ছ্বাস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। ৬ *বিণ* জান্তব। 'সহসা আদিম স্পন্দ সঞ্চরিল তোর রক্তস্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৭ *বিণ* বার্ধক্যপীড়িত। 'তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৮ *বিণ* বর্বর। 'আদিম বন্যতা তার উদ্যারিয়া উদ্দাম নখর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৯ *বিণ* তীব্র। 'কোথা আছে ঘুমের আফিম আদিম ক্লান্তিতে যেটা আমার শরীর বেয়ে নামে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

আদিমতা [স] ১ *বি* প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। 'ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি* প্রাগৈতিহাসিকতা। 'কবিতাটি আদিম বা তাহার মধ্যে আদিমতা আছে বলিলে ঠিক ভাবটি বোঝায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বি* প্রাচীনত্ব; বন্যতা। 'অস্ট্রেলীয় জাতির আদিমতা আর ঘুচল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ৪ *বি* রহস্যময়তা। 'উপরে শান্ত নভোমণ্ডল আদিমতার দুর্জ্ঞেয় শ্লোক-গাথার সঙ্গীত পরিবেশন করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আদিমধর্মী [স] *বিণ* আদিম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন; জান্তব। 'অমার্জিত আদিমধর্মী মানুষও হার মানলে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

আদিম-নিবাসী [স] *বি* আদিকাল থেকে বসবাস করছে এমন। 'তাহারাই আদিম-নিবাসী বলিয়া উল্লিখিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আদিমবাসী [স] *বিণ* আদিবাসী; আদিকাল থেকে বাস করে আসছে এমন। 'তাহারা দাক্ষিণাত্যের আদিমবাসী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

আদির্ত্ত [স আদিত্য] *বি* সূর্য। 'আদির্ত্ত উদয় ভেল আখি মেলি চাঅ।' *মালাধর*, ১৫০০।

আদিষ্ট [স] ১ *বিণ* আদেশ দেওয়া হয়েছে এমন। 'এই সকল নিয়ম রাজকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া একেবারে দেশমধ্যে ব্যবস্থার ন্যায় দৃঢ় হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* আদেশপ্রাপ্ত। 'তারা ... সাহেবের আদিষ্ট হয়ে দ্বারদেশে অপেক্ষা করে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আদিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* আদেশপ্রাপ্তা। 'অরুন্ধতী কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আদী [স আদি] *অব্য* ইত্যাদি। *মেয়ার*, ১৭৮৯।

আদুড় [স উদার] *বিণ* অনাবৃত। 'হিয়ায় কাপড় নাহী দেয় আদুড় মাথার কেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আদুরি [স আদর>] *বিণ* প্রিয়। 'দাদুরির আদুরি কাজরি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আদুরিআ [স আদর>] *বিণ* অতি আদরের। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আদুরে [স আদর>] ১ *বিণ* অতি আদরের। 'বদমেজাজি বা আদুরে মেয়ে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* শৌখিন। 'যদি তাহার সম্বন্ধে একটা সামান্য অপ্রিয় কথা বলে, অমনি আদুরে স্বদেশানুরাগ ফুলিয়া, ফাঁপিয়া, কাঁদিয়া, মুষ্টি উত্তোলন করিয়া অনর্থপাত করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* আবদেরে। 'প্রয়োজনের জোগান দেওয়ার দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৪ *বিণ* স্নেহযুক্ত। 'বাবা এমন আদুরে গলায় ডাকতে পারেন।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

আদুল [স উদার] ১ *বিণ* খালি। 'আদুল গায়ে যাচ্ছে কারা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'ভেজা পাতায় ওই কাঁপে তার আদুল ঢলঢল কায়া।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ *বিণ* অবিন্যস্ত। 'আদুল চুলের খোঁপাটি ঘেরিবে আমার বিনুনী দিয়া।' *বন্দে*, ১৯৬০।

আদুলি [স অর্ধ>] *বি* এক টাকার অর্ধেক মূল্যের মুদ্রা। *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'পয়সা বা সিকি আদুলি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

আদৃত [স] ১ *বিণ* আদরের যোগ্য। 'যে বস্তু কাজুয়া নহে তাহা প্রকৃত আদৃত নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* সম্মানিত। 'কিম্বা আদৃত অতিথি হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* গৃহীত। 'অনেক চেষ্টাতে শত্রুবৃদ্ধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

আদৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* আদরণীয়া। 'পিতামাতার ক্রোড়ে আদৃতা রহিয়া ... লালিতা হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

আদৃশ [স আদর্শ] *বি* আদর্শ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আদেক [স অর্ধেক] *বিণ* অর্ধেক; আধাআধি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আদেখ [স অ+স দৃশ্>] *বিণ* অদৃশ্য। 'এখনে কেমনে বড়ায়ি হয়িল আদেখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আদেখা [স অ+স দৃশ্>] *বিণ* দেখা হয়নি এমন। 'কতক দেখা নিই, কতক আদেখা নিই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

আদেঙ্গা *বিণ* অসম্পূর্ণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আদেশ [স] ১ *বি* হুকুম। 'আইহনের মাএর আদেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দাবি। 'সমাজের আদেশ : দশের মধ্যে এক হও, এগারো হয়ো না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

আদেশক্রমে [স] *ক্রিবিণ* আদেশ অনুসারে। 'রাজকুমারের আদেশক্রমে পারসীক ভাষাতে উদ্ধৃত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আদেশনামা [স] *বি* বিজ্ঞপ্তি। 'আট শো স্কুল উঠিয়ে দেওয়ার আদেশনামা জারি করেছেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

আদেশপালক [স] *বিণ* আদেশ পালনকারী। 'আমি আদেশপালক ভৃত্য মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আদেশবিরুদ্ধ [স] *বিণ* আদেশের বিপক্ষে যায় এমন। 'উহা খোদাতালার আদেশবিরুদ্ধ না হয়।' *মোসলেম*, ১৯২৮।

আদেশমত *ক্রিবিণ* আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। 'রাজার আদেশমত প্রজাদের অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নক্ষত্ররায় স্বয়ং ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আদেশা [স আদেশ>] *ক্রি* নির্দেশ করা; আদেশ দেওয়া। 'যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০;

'আবু জেহেল সভানে আদেশিলা।' *সুলতান*, ১৭০০; 'সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আদেশাধীন [স আদেশ-অধীন] *বিণ* আজ্ঞা পালনকারী। 'সদাসর্বদা আদেশাধীন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

আদেশানুসারে [স আদেশ-অনুসারে] *ক্রিবিণ* আদেশ অনুযায়ী। 'তদীয় আদেশানুসারে নানা দেশ ভ্রমণ ... সাকার দেবতার উপাসনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আদেস [স আদেশ] *বি* হুকুম। 'রাজার আদেসে তৃনাবর্ত্ত মহাসুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

আদেসা [স আদেশ>] *ক্রি* আদেশ করা। 'দ্রোনাচার্জ্জে আদেসিল করিবার রন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আদেষ্টা [স] *বি* আদেশ দানকারী। 'আদেষ্টা প্রশস্তি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আদো [স আদ্য>] *অব্য* পত্রের আরম্ভসূচক শব্দ। 'দণ্ডবতৎ প্রণামা নিবেদনঞ্চ আদো ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২২।

আদৌ [স] *ক্রিবিণ* মোটেই। 'শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

আদ্দাশ, আদ্দাস [আ আরজ+ফা দাশ্‌ত] ১ *বি* আবেদন। 'হনুমানে বলে কিছু বিনয় আদ্দাস।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* অভিযোগ। '... হৌসের সম্মুখে আসিয়া রোদন বদনে অতিশয় কাতর হইয়া কাকুক্তি দ্বারা আদ্দাস করিয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫২; 'আদ্দাশ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আদ্দি [স আর্ধিক] *বি* সূক্ষ্ম ও মিহি কাপড়বিশেষ। 'তাঁর পরনে ফর্সা আদ্দির পাঞ্জাবি।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

আদ্দেক [স অর্ধ>] *বি* অর্ধেক। 'আধুলিটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে আমার আদ্দেক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আদ্ধা [স অর্ধ>] *বি* ষোলো মাত্রার তালবিশেষ। 'পিলু-বারোয়াঁ আদ্ধা কাওয়ালি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

আদ্য[১] [স] ১ *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'তাহাতে মগণ আদ্যে বুঝ কবি কুল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'এই ভূমণ্ডলই সমগ্র মানবজাতির আদ্য পুস্তক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৩ *বিণ* আদিম। 'লালন কয় আদ্য ধরম আদম চিনলে হয়।' *লালন*, ১৮৯০।

আদ্যকাল [স] *বি* আদিম কাল। 'আদ্যকালে ... মুনি ঋষিদিগের আশ্রম সমস্ত সংস্থাপিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আদ্যকালীন [স] *বিণ* প্রাচীনকালের। 'আদ্যকালীন মনুষ্যেরা অনেক বিষয়ে অজ্ঞ ও কুসংস্কার পাশে বদ্ধ ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আদ্যকৃত্য [স] ১ *বি* হিন্দুদের আদ্য শ্রাদ্ধ। 'মধুসূদন পালের মাতার আদ্যকৃত্য হইয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ২ *বি* বিনাশ। 'একটু ব্রান্ডি খাও অ্যাসিডিটির আদ্যকৃত্য হয়ে যাবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। ৩ *বি* প্রথমে করণীয় কাজ। 'কেউ ধরে নেয় যে নিরীহনিগ্রহের প্রতিবিধানই হিতৈষণার আদ্যকৃত্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আদ্যপূজা [স] *বি* আদ্য শ্রাদ্ধ; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিশেষ আচার। 'মদনা তাহার রাণী চক্ষে না পড়িল পানি আদ্যপূজা দিল সাবধানে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আদ্য-বরা [স আদ্য-বরাহ] *বি* আদি বরাহ। 'ধরণী লোটাইয়া কান্দে বীর আদ্য-বরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আদ্যমূল [স] *ক্রিবিণ* প্রথমত। 'আদ্যমূল রসুল মহিমা কল্পতরু।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আদ্যরস [স] *বি* অকুলীন কায়স্থ কর্তৃক কুলীন কায়স্থদের (ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র) জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছে কন্যা সমর্পণ। 'আদ্যরস প্রায় উঠে গেল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। দ্র **আদ্যিরস**

আদ্যশক্তি [স] *বি* আদি শক্তি। 'তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি অনাদির আদ্যশক্তি।' *লালন*, ১৮৯০।

আদ্যশ্রাদ্ধ [স] *বি* অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অংশ হিসেবে হিন্দুসমাজে প্রচলিত মৃতের উদ্দেশে করা আচারবিশেষ। 'তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধে ও সপিণ্ডীকরণে সাত লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

আদ্যস্থান [স] *বি* জন্মস্থান। 'বিক্রমপুর বন্দিব তোমার আদ্যস্থান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আদ্য[২] [স] *অব্য* ইত্যাদি। 'জাজপুর আদ্যের দেহারা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আদ্যক্ষর [স] *বি* প্রথম অক্ষর। 'আপন নামের আদ্যক্ষর ত্যাগ করিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

আদ্যন্ত [স] *ক্রিবিণ* আগাগোড়া। 'চন্দ্র হেন তেজ তার আদ্যন্ত উঝল।' *সুলতান*, ১৭০০।

আদ্যন্তমধ্য [স] *বি* আদি অন্ত এবং মধ্যভাগ। 'ভারতবর্ষের আদ্যন্তমধ্যে অশান্তির আক্ষেপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আদ্যন্তমধ্যে *ক্রিবিণ* শুরু, শেষ এবং মাঝখানে। 'আদ্যন্তমধ্যে আমরা একসঙ্গে সকলে অনুভব করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আদ্যপান্ত [স আদ্যোপান্ত] *বি* আগাগোড়া বিষয়। 'সে সকল আদ্যপান্ত আপনার মনুস্য জবানীতে জ্ঞাত হবেন।' *বোগল*, ১৭৭০।

আদ্যা [স] *বি* হিন্দুদেবী চণ্ডী। 'আদ্য আদ্যা সনে/ তিরোধান মনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আদ্যাশক্তি [স] ১ *বি* মহামায়া। 'আদ্যাশক্তি আরাধি ধরিব সেই দ্বার।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* প্রেরণা-শক্তি। 'নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আদ্যাপিহো [স অদ্যাপি>] *ক্রিবিণ* আজও। 'আদ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আদ্যিকাল [স আদ্যকাল] *বি* পুরানো কাল। 'তুমি তো আমাদের আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো তোমার সঙ্গে কার তুলনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আদ্যিকালীন [স আদ্যকালীন] *বিণ* প্রাচীন। 'আদ্যিকালীন কাব্যের নারীর রূপ-বর্ণনায় রূপ প্রত্যক্ষ করা দূরে থাক ...।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

আদ্যিরস [স আদ্যরস] *বি* অকুলীন কায়স্থ কর্তৃক কুলীন কায়স্থদের (ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র) জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছে কন্যা সমর্পণ। 'আমি আদ্যিরস কত্তে চাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। দ্র **আদ্যরস**

আদ্যোপলীয় [স আদ্য-উপলীয়] *বিণ* আদি পাথর-যুগের। 'সেখানে যা দুর্লভ তা এক বিশেষ প্রকৃতির অনুভব – অনতিক্রম্য শূন্যতার, আদ্যোপলীয় আপজ্ঞাত্যের, ট্রাজিক বিষঙ্গের।' *শিব*, ১৯৫০।

আদ্যোপান্ত [স] ১ *ক্রিবিণ* প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'আদ্যোপান্ত সমুদায় একেবারে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* খুঁটিনাটি বিষয়। 'আদ্যোপান্ত তোর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া একটা প্রাণপণ আবশ্যকীয় কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *ক্রিবিণ* পা থেকে মাথা পর্যন্ত। 'নারায়ণসিংটি তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একখানি আস্ত নারায়ণসিং।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আদ্রক [স আর্দ্রক] *বি* আদা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আধ [স অর্ধ] *বিণ* অর্ধেক। 'আনত কপাল তার আধ শশি জিনী।' *বড়ু*,

১৪৫০।

আধ আধ *বি* অস্ফুট কথা। 'কচি মুখে আধ আধ কথা পড়িতেছে ফুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আধআনী [আধ+স আনক>] *বি* দুই পয়সার মুদ্রাবিশেষ। 'বহুকালাবধি শ্লেজকী অর্থাৎ সিকি দোআনী আনী আধআনী প্রভৃতি সোণা রূপার চলিত ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

আধকপালি, আধকপালী [আধ+স কপাল>] **১** *বি* মাথা-ধরা রোগবিশেষ; মাইগ্রেন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* কপালের অর্ধেক জুড়ে আছে এমন। 'আধকপালী দরদ।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আধকপালী ব্যথা।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আধকপালে *বিণ* আধ-কপালের। 'শিরোর্দ্ধবেদনা অর্থাৎ আধকপালে বেদনা বোধ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

আধকাঁচা [আধ+কাঁচা] *বিণ* পুরোপুরি শুষ্ক নয় এমন। 'আধকাঁচা ঘাস ও বাঁশের গন্ধ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

আধকামারিয়া [আধ+স কর্ম>] *বিণ* অর্বাচীন। 'ইহাকে একজন আধকামারিয়া উকিল বলিয়া জানিতাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

আধখানা [স অর্দ্ধ>] **১** *বি* অর্ধেক। 'আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* খণ্ডিত। 'আমরা দেশটাকে আধখানা করে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৩** *বিণ* অর্ধেকমাত্র। 'একতারাতে আধখানা গান গাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

আধখানি [স অর্দ্ধ>] *বিণ* অর্ধেক। 'মিলনের বাসনার মাঝে আধখানি চাঁদের বিকাশ –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আধখেঁচড়া *বিণ* এলোমেলো। 'আধখেঁচড়া শিকারের জন্য দু'চার দল পাখিও আস্তে আস্তে ফিরে আসছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আধখোলা [আধ+খোলা] **১** *বিণ* অর্ধেক খোলা। 'তাতে যেন আধ খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* পুরোপুরি খোলা নয় এমন। 'প্রাণের আধখোলা জানলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আধঘণ্টা [আধ+স ঘণ্টা] *বি* ত্রিশ মিনিট সময়। 'গহ্বরটি উত্তীর্ণ হতে প্রায় আধঘণ্টা লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আধঘণ্টা-টাক *বি* আধঘণ্টা খানেক। 'আধঘণ্টা-টাক কেটে যাওয়ার পর লা মার্তা ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

আধ-ঘুম [আধ+ঘুম] *বি* আংশিক ঘুমন্ত অবস্থা। 'আধ-ঘুমে সে শুনতে পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'আধ-ঘুমে আধ-জাগায় মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পস্টারিটির পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

আধ-ঘুমানো [আধ+ঘুম>] *বিণ* অর্ধেক ঘুমন্ত। 'আধ-ঘুমানো অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে থাকে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

আধঘুমো [আধ+ঘুম] *বিণ* পুরোপুরি ঘুমন্ত নয় এমন। 'তখন ছিল দখিন হাওয়া/ আধ-ঘুমো আধ-জাগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আধঘোমটাওয়ালা [স অর্ধগুণ্ঠন>+হি ওয়ালা] *বিণ* অর্ধেক ঢাকা এমন। 'তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা চামড়ার আধঘোমটা-ওয়ালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আধ-চেনা [আধ+চেনা] *বি* অল্প জানাশুনা। 'তোমার আমার মাঝখানে ছিল আধ-চেনার যবনিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আধছেঁড়া *বিণ* প্রায় ছিঁড়ে গেছে এমন। 'পরনে ... ময়লা-পড়া আধছেঁড়া কাপড়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

আধ-জাগা [আধ+জাগা] *বিণ* পুরোপুরি জাগ্রত নয় এমন। 'তখন ছিল দখিন হাওয়া/ আধ-ঘুমো আধ-জাগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আধ-ডাঁশা [আধ+ডাঁশা] *বিণ* আধপাকা। 'রোদ-পাকা আধ-ডাঁশা ডালিম।' *নজরুল*, ১৯২৫।

আধ-ঢাকা [আধ+ঢাকা] *বিণ* অর্ধেক আবৃত। 'আধ-ঢাকা কুঞ্চিত জোড়া ভুরু।' *নজরুল*, ১৯২২।

আধ-নিমীলিত [আধ+স নিমীলিত] *বিণ* আধবোজা। 'আধ-নিমীলিত পাপড়ি আমার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

আধ-ন্যাংটা [আধ+স নগ্নাট>] *বিণ* পরনে অল্প কাপড় আছে এমন; অর্ধনগ্ন। 'আধ-ন্যাংটা বেগুনসিদ্ধ মৃত মুখওয়ালা চাষা মজুর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আধপয়সা [আধ+পয়সা] **১** *বি* টাকাপয়সা। 'স্বজাতির ধর্ম-তহবিলের সিকিপয়সা আধপয়সা আগালাইয়া বসিয়া আছেন। *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* ছোটোখাটো বিষয়। 'এ দেশের আধপয়সা পাইপয়সা প্রভৃতি তাঁহার জানা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

আধপর [আধ+স প্রহর] *বিণ* দিন বা রাতের মাঝামাঝি। 'শিমুলের গাছে আধপর রাতে শকুনী ঝাপটে ডানা।' *বন্দে*, ১৯৬০।

আধপাগল [আধ+স পাগল] **১** *বি* প্রায়-পাগল। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* পাগলাটে। 'ইংরেজের কাছে সে আধ-পাগল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আধ-পাগলা *বিণ* পাগলাটে। 'পুরোহিতের আধপাগলা ছেলেটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'আমার বন্ধু আধ-পাগলা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আধ-পুরনো *বিণ* প্রায় পুরানো। 'আলনা থেকে নামিয়ে নিল নিজের আধ-পুরনো সাদা সেমিজটা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

আধপেটা [স অর্ধ>+স পেট>] *বিণ* অর্ধেক পেট ভ'রে। 'ভাত, লুণ, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

আধপোড়া [আধ+পোড়া] **১** *বিণ* ঝলসানো। 'একটু আধপোড়া মাংসে পেট ভরে?' *অবন*, ১৮৯৬। **২** *বি* ছ্যাঁকা। 'যুবক-দুটোকে দেখা দিয়ে আধপোড়া করে ছেড়ে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বিণ* আংশিক নিঃশেষিত। 'ঘাসে আধপোড়া সিগারেট, অদূরে নিশ্চুপ ঝারি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

আধপোষা [আধ+পোষা] *বিণ* পুরোপুরি পোষমানা নয় এমন। 'তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আধফালি আধ+স ফালি] *বিণ* অর্ধেক। 'ললাটের আধফালি ঘোমটায় ঢেকে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আধফুট [স অর্ধস্ফুট>] *বিণ* অর্ধেক ফুটেছে এমন। 'আধফুট জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

আধফুটন্ত [স অর্ধস্ফুট>] *বিণ* অর্ধেক প্রস্ফুটিত। 'আধফুটন্ত রক্তলাল ফুলের সমারোহ নিয়ে ... মাটিতে এসে নামলো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

আধফোটা [স অর্ধস্ফুট>] **১** *বিণ* অর্ধেক ফুটেছে এমন। 'চুমিয়া চুমিয়া ফুটাইব আধফোটা হাসির কুসুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* অর্ধেক উন্মুক্ত। 'আধফোটা অধরে হাসি ফুটিবে কি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আধবয়সী **১** *বিণ* মধ্যবয়সী। 'আপনি বুড়ো আধবয়সী ভাঙধুতুরায় মত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* অল্পবয়সী। 'একটা আধবয়সী মেয়ে বেরিয়ে এলো ডিপা হাতে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

আধবয়েসি [স অর্ধবয়সী>] *বিণ* মধ্যবয়স্ক। 'আধবয়েসি

মেয়েমানুষ?' *জীবন*, ১৯৩২।

আধবুড়ো [আধ+স বৃদ্ধ>] *বিণ* প্রায় বৃদ্ধ; মাঝবয়সী। 'ডাক্তার ম – একজন আধবুড়ো চিকিৎসাব্যবসায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আধবোজা [আধ+বোজা] *বিণ* পুরোপুরি বন্ধ নয় এমন। 'সিংহের মতো আধবোজা চোখে আমি কেবলি দেখছি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

আধবোতল [আধ+ই বোতল] *বি* অর্ধেক বোতল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আধবোনা [আধ+বোনা] *বিণ* অর্ধাংশ বোনা হয়েছে এমন। 'আধবোনা চাটাইটা বিছিয়ে নিল চৌকির সুমুখে মাটির মেঝেতে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

আধভাঙা [আধ+ভাঙা] *বিণ* প্রায় ভেঙে গেছে এমন। 'আধভাঙা গাড়ি চড়ে শহর দেখতে বের হলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আধভাষী [আধ+স ভাষী] *বিণ* নতুন কথা বলতে শিখছে এমন। 'আধভাষী শিশু।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আধ-ভিজা [আধ+ভিজা] *বিণ* ঈষৎ সিক্ত। 'আধ-ভিজা গামছা দিয়া মুছিতে-মুছিতে একটি জলচৌকি নিয়া আসে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আধভেজানো [আধ+ভেজানো] *বিণ* পুরোপুরি বন্ধ নয় এমন। 'আধভেজানো জানালায় নিঃসঙ্গ একটি আলো।' *মানিক*, ১৯৪০।

আধমণি [আধ+আ মন>] *বিণ* আধ মন ওজনবিশিষ্ট; প্রায় ১৯ কিলোগ্রাম। 'আধমণি পাথর আবার কোথায়?' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

আধমন [আধ+আ মন] *বিণ* এক মনের অর্ধেক পরিমাণ; ২০ সের পরিমাণ; প্রায় ১৯ কিলোগ্রাম পরিমাণ। 'রাখালবাবুর বাড়ি আধমন চাল নিয়েছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

আধময়লা [আধ+ময়লা] *বিণ* প্রায় অপরিষ্কার। 'আধময়লা কাপড় পরনে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আধমরা [আধ+মরা] **১** *বিণ* মৃতপ্রায়। 'এক নেকড়িয়া ক্ষীণ ক্ষুধাতে আধমরা অসাবধানে এক সামর্থী পুষ্ট কুকুরের পথে উপস্থিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* নির্জীব। 'আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আধরশি [আধ+আ রিশা] *বিণ* অর্ধেক রশি পরিমাণ; প্রায় ৪৫ হাত পরিমাণ। 'আধরশি পথের ব্যবধানে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

আধ-রাত [আধ+স রাত্রি>] *বি* মধ্যরাত। 'ব্যথা-গীত গেয়েছিনু সেই আধ-রাতে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

আধ-লেংটা [আধ+স নগ্নাট] *বিণ* অর্ধউলঙ্গ। 'কঙ্কালসার আধ-লেংটা হাজার হাজার নর-নারী।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

আধল্যাংটা *বিণ* পরনে অল্প কাপড় আছে এমন। 'সে জনতা প্রায় সবাই আধল্যাংটা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আধশুকনো *বিণ* অর্ধেক শুকিয়ে গেছে এমন। 'আধশুকনো খাল, অজন্মা ও অনাবাদী ...।' *হাসান*, ১৯৭৪।

আধসেদ্ধ [আধ+স সিদ্ধ] *বিণ* অর্ধেক সিদ্ধ। 'আধসেদ্ধ মাছ – আঁশটে।' *জীবন*, ১৯৩২।

আধসের [আধ++প্রা সের] *বি* এক সেরের অর্ধেক; প্রায় ৪৭৫ গ্রাম। 'বাজার হইতে আনিয়াছি তাই আধসের খানি গজা।' *জসীম*, ১৯২৯।

আধস্পষ্ট [স অর্ধস্পষ্ট] *বিণ* অস্পষ্ট। 'অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কয়েকটি কথা আধস্পষ্ট গুঞ্জরিত শুধু হয় নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

আধ-হাঁড়ি *বিণ* হাঁড়ির অর্ধেক পরিমাণ। 'যে গাছ থেকে রস পড়তো আধ-হাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলা-হাঁড়িতে উঠতো।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

আধ-হাত [স অর্ধহস্ত] *বিণ* ৯ ইঞ্চি লম্বা। 'মাটি হইতে আধ-হাত উঁচু।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আধম [স অধম] *বিণ* অধম। 'যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আধর [স অধর] *বি* নীচের ঠোঁট। 'চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আধলা [স অর্ধ>] **১** *বি* আধপয়সা। 'একজন তাহাকে পয়সা অথবা আধলা দেয়।' *মানিক*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* অর্ধেক ভাঙা। 'করোগেটে আধলা ইট চাপিয়ে ছাদ বানানো।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

আধলা-পয়সা *বি* আধপয়সা। 'একটা আধলা-পয়সা দেও বাবু।' *বিমল*, ১৯৫৩।

আধা [স অর্ধ>] *বিণ* অর্ধেক। 'রাধা সুতনু তনুর আধা।' *ভারত*, ১৭৬০।

আধা-আধি [স অর্ধ>] **১** *বিণ* অসম্পূর্ণ। 'মনে আমাদের যে ছবিটা উদয় হয় তা প্রায় আধাআধি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* অর্ধেক পরিমাণ। 'চোখ দু'টো আধাআধি নষ্ট হয়ে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

আধা-ইংরেজ [আধা+প ইংলেজ] *বি* ইংরেজি চালচলন অনুকরণকারী ভারতবর্ষীয়। 'পাশে বসেছে একজন আধা-ইংরেজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আধাকালা *বিণ* প্রায় বধির। 'আধাকালা মানুষের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কইতে হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আধা-খেঁচড়া [আধা+স খেচর>] **১** *বিণ* অর্ধসম্পাদিত। 'কোনো গতিকে সেইটেই আধা-খেঁচড়া ক'রে করে যেতে পারলেই লোকে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* কোনোমতে নিষ্পন্ন। 'কোনো কাজ হাতে নিয়ে তা আধাখেঁচড়া ভাবে করা ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬। **৩** *বিণ* বিশৃঙ্খল। 'আধাখেঁচড়া ব্যবস্থা।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

আধাডজন [আধা+ই ডজন] *বিণ* ছয়টি। 'অন্তত আধাডজন দোকানে সাইনবোর্ডে বাখরখানী লেখা রয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

আধাপরিচিত [আধা+স পরিচিত] *বিণ* আংশিক পরিচয় আছে এমন। 'পরিচিত, আধাপরিচিত – ভবেশ যার দিকেই তাকায় মনে হয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

আধাবয়সী [আধা+স বয়সী] *বিণ* মাঝবয়সী। 'একজন আধাবয়সী লোক কাছে আসিয়া বলিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আধাবৃত্ত [স অর্ধবৃত্ত] *বি* অর্ধবৃত্ত। 'পাঁচজনে একটা আধাবৃত্ত বানিয়ে নেয়।' *হাসান*, ১৯৭৪।

আধা বেকার [আধা+ফা বেকার] *বিণ* প্রায় কর্মহীন। 'তোমার ব্যাঙ্ক যাওয়ার পর এখন তো প্রায় আধা বেকার হয়ে আছ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

আধাসরকারি, আধাসরকারী [আধা+ফা সরকার>] *বিণ* সম্পূর্ণরূপে সরকারি নয় এমন। 'উহার উপরও সরকারী ও আধাসরকারী ভাগ আছে।' *ইছলাম*, ১৯৪৫; 'এই নীতি সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।' *বেগম*, ১৯৭২।

আধা স্বায়ত্তশাসিত [স অর্ধ>+স স্বায়ত্তশাসিত] *বিণ* নিজস্ব আইনে পরিচালিত হলেও কিছু সরকারি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন। 'এই নীতি ... স্বায়ত্তশাসিত এবং আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।' *বেগম*, ১৯৭২।

আধান [স] ১ *বি* ধারণ। 'গৌরী কোলে করিল আধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সঞ্চার। 'প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আধানশক্তি [স] *বি* ধারণ করার শক্তি। 'উত্তানবায়ুর সঙ্গে আধানশক্তির যোগ হয়ে যখন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আধা বাধা [স বাধা>] *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'আধা বাধা কাজে কাজে দূরীভূত হবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

আধার[১] [স] ১ *বি* আশ্রয়। 'তুমি সর্ব্ব আধার তুমি সাগর পর্ব্বত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অবলম্বন। 'আধার হন।' *সেবধি*, ১৮৩৯। ৩ *বি* আশ্রয়স্থল। 'তত্ত্বজ্ঞানের আধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৪ *বি* কাঠামো। 'আমার কাব্যজিজ্ঞাসায় আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

আধার[২] [স অর্ধাহার] *বি* খাদ্য। 'ছায়ের জন্যে আনিলাম আধার।' *লালন*, ১৮৯০।

আধারি [স অন্ধকার] *বি* কুঁড়েঘর। 'আধারি এড়িয়া পাইলা উহারি মেহারি।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৭৫০।

আধালা, আধিলি [স অর্ধ>] *বি* অর্ধ আনার মুদ্রা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

আধি[১] [স] ১ *বি* বিপদ। 'ভনহি বিদ্যাপতি আর নহ আধি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* ঝড়। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* দুশ্চিন্তা। 'ব্যাধির চেয়ে আধি হলো বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

আধি[২] [স অর্ধ>] *বি* ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে অন্যকে দিয়ে জমি চাষের ব্যবস্থা। 'জমি বর্গা বা আধি দিয়া যে শস্যাদি প্রাপ্ত হন' *নজিবর*, ১৯২০।

আধিক [স অধিক] *বিণ* অধিক। 'আক্ষাত আধিক কোণ দেহ আছে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আধিকার [স অধিকার] ১ *বি* আধিপত্য; শাসন। 'এ তীন ভুবনে তোক্ষার আধিকার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অধিকার। 'তোক্ষে এথাঁ দিলেঁ আধিকার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আধিকারী [স অধিকার>] *বিণ* অধিকারী। 'আক্ষে ত্রিভুবনে আধিকারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আধিকেঁ [স আধিক্য>] *ক্রিবিণ* অধিকভাবে। 'আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আধিক্য [স] *বি* আতিশয্য। 'উদ্বেগের মধ্যে অতি আধিক্য অপেক্ষা সুখের সহিত নির্ধনত্ব ভাল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

আধিক্যতা [স] *বি* বাহুল্য। 'একে এই ন্যূনতা তাহাতে ভিন্ন দেশে দ্রব্যাদি প্রেরণের এই আধিক্যতা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

আধিখ্যিতা [স আধিক্যতা] *বি* আদিখ্যেতা; বাড়াবাড়ি। 'সতর্ক সজাগ থাকা বেহায়াপনা, আধিখ্যিতা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

আধিক্ষীণা [স] *বিণ স্ত্রী* মনোবেদনায় কাতর। 'আধিক্ষীণা দুঃখিনী তাঁহার পানে চাহে কি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

আধিছিরি [স আধি>] *বি, বিণ* আধপাগল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আধিজৈবিক [স] *বি* জাগতিক বিষয় বা বস্তু। 'অতএব সে সময়ে আধিজৈবিকের ধ্যান অত্যাবশ্যক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আধিদৈবিক [স] ১ *বিণ* স্বাভাবিক। 'তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদরপূর্ত্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* দৈবজাত। 'এই নবাগত অতীন্দ্রিয় আধিদৈবিক ভাবের সঙ্গে মিলিয়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটাইয়া উঠিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

আধিন [স অধীন] *বিণ* অধীন। 'কাহারো আধিন নহে দেব বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আধিপতী [স অধিপতি] *বি* প্রভু; মালিক। 'তেঁসি না চিহ্নসি আক্ষা দেব আধিপতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আধিপত্য [স] ১ *বি* কর্তৃত্ব। 'কল্পতরু তুল্য ভূপ, আধিপত্য নানারূপ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* রাজত্ব। 'গ্রীকেরা যখন দক্ষিণ এসিয়াতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* অধিকার। 'মঠের উপর তদীয় মহন্তের সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আধিব্যাধি [স] ১ *বি* অসুখ-বিসুখ। 'আধিব্যাধি নাহি হয় সর্পের দংশন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শারীরিক ও মানসিক রোগ। 'মহাত্মব্যক্তির শরীর সর্বদা স্বোপার্জ্জিত পুণ্যে পবিত্র, তাহাতে আধিব্যাধির বাধা কদাচ সম্ভবে না বটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আধিব্যাধিজীর্ণ [স] *বিণ* মানসিক ও শারীরিক রোগে জর্জরিত। 'আধিব্যাধিজীর্ণ হতাশাপ্রপীড়িত অবসাদগ্রস্ত ইন্দ্রিয়ের লীলা ক্ষেত্র এই আমাদের আধুনিক জগতের প্রতিনিধি।' *সবুজ*, ১৯২১।

আধিভব [স আধি+অভিভব>] *বি* অসম্মান; গ্লানি। 'বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আধিভব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আধিভৌতিক [স] *বিণ* পার্থিব; ইহজাগতিক। 'বিশ্বের আধিভৌতিক নিয়ম যৎকিঞ্চিৎ যাহা জ্ঞাত আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আধিমানসিক [স] *বিণ* বুদ্ধিবৃত্তিক। 'আধিমানসিক ও রাজনৈতিক অবস্থা।' *উমর*, ১৯৬৮।

আধিয়ার [স অর্ধ>] *বি* বর্গাচাষি। 'উত্তরবঙ্গের একজন দরিদ্র ভূমিহীন আধিয়ার।' *উমর*, ১৯৬৭।

আধুনিক [স] ১ *বিণ* হালের। 'এই গ্রন্থ আধুনিক বাবুজী মহাশয়েরদিগের নিকটে লইয়া গেলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বিণ* নতুন। 'পূর্ব্বের ব্যবহারাতিরিক্ত আধুনিক ব্যবহার করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩। ৩ *বিণ* এ-কালের। 'আধুনিক বঙ্গীয় কবিতা দেশকালপাত্র-বহির্ভূত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

আধুনিক গান [স] *বি* সমকালে জনপ্রিয় লঘুসংগীতবিশেষ। 'আধুনিক গানের মত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আধুনিকতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত বেশি আধুনিক। 'তবুও অধিক আধুনিকতর চরিত্রের বল।' *জীবন*, ১৯৪০।

আধুনিকতা [স] ১ *বি* সাম্প্রতিক সময়। 'আধুনিকতা নামত অপরূপ পদার্থকে গুরু করিয়া তাহার নিকট হইতে কতগুলা বাঁধা মন্ত্রকে কানে লয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* বর্তমান সময়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়। 'আধুনিকতা সেখানে সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

আধুনিকতাবোধ [স] *বি* আধুনিক চেতনা। 'উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতাবোধ হতে সৃষ্ট।' *সনৎ*, ১৯৭০।

আধুনিকত্ব [স] *বি* আধুনিকতা। 'সে কেবল সেই তন্ত্রের আধুনিকত্বের নিদর্শন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আধুনিক সঙ্গীত [স] *বি* লঘু সংগীত। 'উচ্চাঙ্গ ও আধুনিক সঙ্গীত।'

বেগম, ১৯৬৮।

আধুনিকা [স] **১** *বি স্ত্রী* সাম্প্রতিক কালের নারী। 'আধুনিকার চোখ নেই তার।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* চলাফেরার প্রচলিত রীতিকে অগ্রাহ্যকারী। 'একটি আধুনিকা মেয়ে কবি গত যুগের সুন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে-সম্ভাষণ করেছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আধুনিকায়ন [স] *বি* যুগোপযোগী করা। 'শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্যে দিনরাত চিন্তা করেছেন।' *উমর*, ১৯৭০।

আধুনিকী [স] *বিণ* সাম্প্রতিক। 'আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আধুনিকীকরণ [স] *বি* বর্তমানের উপযোগী করা। 'ইহার আধুনিকী-করণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

আধুনিকোত্তম [স আধুনিক-উত্তম] *বিণ* সবচেয়ে আধুনিক। 'এক কথায় তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আধুলি, আধুলী [স অর্ধ>] *বি* আধ-টাকার মুদ্রা। 'রেজকীর মধ্যে কেবল আধুলি সিকিমাত্র আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০; 'দাখলে প্রতি এক আধুলী।' *জসীম*, ১৯৩৩।

আধূলিলম্বিত [স] *বিণ* ধুলা পর্যন্ত প্রসারিত; অসাধারণ প্রভাববিশিষ্ট। 'তাঁর বাহু আধূলিলম্বিত ছিল সে পরিচয় পূর্বেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

আধেক [স অর্ধেক] *বিণ* অর্ধেক। 'আধেক রজনী গেল।' *দ্বিজ্ঞ*, ১৬০০।

আধেক-অজানা *বিণ* অর্ধেক জানা নেই এমন। 'তাদের হৃদয়খানি আধো-জানা আধেক-অজানা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আধেক-আঁখি *বি* অর্ধেক চোখ। 'পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক-আঁখির কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

আধেকখানি *বিণ* অর্ধেকমাত্র। 'কোলে আধেকখানি মালা গাঁথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আধেক-খোলা *বিণ* অর্ধেক খোলা আছে এমন। 'অনাহত দাঁড়িয়ে আছ আধেক-খোলা বাতায়নের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আধেক-চাওয়া *বিণ* পুরোপুরি চাওয়া হয়নি এমন। 'আধেক-চাওয়ায় ভুলে যাওয়ায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আধেক-জানা *বিণ* পুরোপুরি জানা নয় এমন। 'গেছে সুদূর পানে আধেক-জানা সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আধেক-দুয়ার *বি* আধখানা দরজা। 'শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার ওই খোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

আধেক-দেখা *বিণ* অর্ধেক দেখা হয়েছে এমন। 'ছায়ায়-ঢাকা আধেক-দেখা তোমার বাতায়নে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আধেক পোড়া *বিণ* অর্ধেক পুড়ে গেছে এমন; আধপোড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আধেকলীন [স অর্ধেক-লীন] *বিণ* অর্ধেক লুপ্ত হয়ে গেছে এমন। 'আধেকলীন – হৃদয়ে দূরগামী ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

আধেকলীনা [স অর্ধেক-লীন>] *বিণ স্ত্রী* অর্ধেক দেখা যাচ্ছে এমন। 'সুন্দরী আধেকলীনা, দ্বিতীয়ার চক্ররেখা চাঁদ বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

আধেক শশী *বি* আধখানা চাঁদ। 'রাতে যখন আধেক শশী তারার মধ্যখানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আধেয় [স] *বি* বিষয়বস্তুর ভাব। 'আমার কাব্যজিজ্ঞাসায় আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

আধো [স অর্ধ>] **১** *বিণ* অস্ফুট। 'শরমের আধো হাসি সোহাগের আধো বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রিবিণ* আংশিক। 'তাই আধো শুয়ে আধো বসিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বিণ* সামান্য। 'নিয়ে আধো-লাজ আধো-ভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* অর্ধেক। 'আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ/ রহস্যনিলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৫** *বিণ* মধ্য। 'আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়, চাঁদ নেহারিয়া প্রিয়।' *নজরুল*, ১৯৩৫। **৬** *বিণ* পুরোপুরি নয় এমন। 'আমাদের আধোচেনা ... পৃথিবী।' *জীবন*, ১৯৪০।

আধো-অচেতন [স অর্ধ-অচেতন] *বিণ* প্রায় চেতনাশূন্য। 'ঘরের মধ্যে শুধু দুজন আধো-অচেতন ছটকুবাবু আর শশী।' *বিমল*, ১৯৫৩।

আধো আধো **১** *বিণ* অসম্পূর্ণ। 'আধো আধো বচনরচন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* প্রায়। 'আধো-আধো ঘুমঘোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

আধো-ভেজা *বিণ* অর্ধেক ভিজা এমন। 'তারই চাটাইয়ে আটকে গেছে বাণুর আধো-ভেজা শাড়ি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আধোমুখ [স অর্ধমুখ] *বি* অর্ধেক ঢাকা মুখ। 'রামা হাসে লাজ বাসে/ আধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

আধোলীন [স অর্ধলীন] *বিণ* অর্ধেক বিলুপ্ত এমন। 'ডুবিয়াছিল নদীর ধার আকাশে আধোলীন।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

আধো-শোয়া *বিণ* আংশিক শুয়ে আছে এমন। 'আধো-শোয়া ভাবে কি একটা বই পড়ছিল চিন্মোহন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৩।

আধ্যাত্মিক [স] **১** *বিণ* আত্মিক। 'অন্যান্য ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসর্গিক নিয়মের ফল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* পারমার্থিক। 'জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন আধ্যাত্মিক সভ্যতায় উন্নীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বিণ* মানসিক। 'আমার আধ্যাত্মিক অসুবিধা হয়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ [স] *বি* আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে জ্ঞানী। 'বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আধ্যাত্মিকতা [স] **১** *বি* অন্তর্মুখিতা। 'আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ Wordsworth।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* অসীমের অনুভূতি। 'অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আধ্যাত্মিকতাবাদ [স] *বি* পরমাত্মা সবকিছুর মূল এই মতবাদ। 'বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ধর্মপ্রীতির আতিশয্যের উৎস আধ্যাত্মিকতাবাদ।' *উমর*, ১৯৬৬।

আধ্যাত্মিকতামুক্ত [স] *বিণ* আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসেছে এমন। 'এ দৃষ্টি স্পষ্ট করেই আধ্যাত্মিকতামুক্ত।' *শিব*, ১৯৫৬।

আধ্যাত্মিকী [স] *বিণ* অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন। 'সেই পুচ্ছ আধ্যাত্মিকী ... সেই টিকি ... কালো ঝিকিমিকি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আন[১] [স অন্ন] *বি* অন্ন। 'আন পাণী বুকে/ একো না ভাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আন[২] [স অন্য] **১** *বিণ* অন্য। 'বড়ায়ি চলিলী আন পথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অন্যথা। 'তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* অধিক। 'বড় ভাই রত্নেশ্বর বুদ্ধি হৈল আন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আনকথা [স অন্যকথা] *বি* চাতুর্যপূর্ণ বাক্য। 'আনকথাতে মন গলে না।' *সুকুমার*, ১৯২০।

আনগতি [স অন্যগতি] *বি* অন্যগতি; অন্য পথ। 'মুঞ্চি বিনে উম্মতের নাহি আনগতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আনচর [স অন্যচর] *বি* অন্য চর। 'চর হতে আনচরে সেই গান গাই।' *নজরুল*, ১৯২৯।

আনছল [স অন্য+স ছল] *বি* গোপন; অন্য ছল। 'আনছলে পুন চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৫।

আনজন [স অন্য-জন] *বি* অন্য লোক। 'আমি সব থাকীতে পাঠায় আনজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

আন জনম [স অন্য-জন্ম] *বি* পরজন্ম। 'হাম সাগরে তেজব পরাণ আন জনমে হোয়ব কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আনপথ [স অন্যপথ] *বি* বিপথ। 'বিরামবিহীন রাত্রি ও দিন পথ হতে আনপথে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

আনবাড়ী *বি* অন্য প্রেমিকার নিকট। 'আমার বঁধুয়া আনবাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

আনরূপ [স অন্যরূপ] *বিণ* নবরূপপ্রাপ্ত। 'আনরূপ ব্যাধসুত দিবসে দিবসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আনস্থান [স অন্যস্থান] *বি* অন্য জায়গা। 'কেহ কিনে কেহ বেচে যাএ আনস্থান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আন[৩] [ফা আইন] *বিণ* বাধ্য। 'তোমাকে বেআন আন করিতেছে।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

আনইন্টারেস্টিঙ [ই] *বিণ* আগ্রহব্যঞ্জক নয় এমন। 'সেটা অত্যন্ত আনইন্টারেস্টিঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আন-এমপ্লয়মেন্ট [ই] *বি* বেকারত্ব। 'তখন আন-এমপ্লয়মেন্ট প্রধান প্রবলেম হয়ে উঠেছে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

আনওান [আ আন+ফা আইন>] *বি* আইন। 'আনওান মত কাইক সাজাই করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আনকথা *দ্র* **আন**[২]

আনকা [হি অনোখা] *বিণ* অভিনব। 'একটি কথা আনকা শুনি পিতা-পুত্রে এক রমণী।' *লালন*, ১৮৯০।

আনকো [হি অনোখা] *বিণ* অস্পষ্ট। 'আনকো আলোয় যায় দ্যাখা ওই পদ্মকলির হাই তোলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আনকোরা [হি] ১ *বিণ* সম্পূর্ণ নতুন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ওষুধ দিয়ে আনকোরা একটা ব্যারামের আমদানি না করলে কি।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ *বিণ* টাটকা। 'স্বামীর খুনের ছোপ-দেওয়া, তায় ডগডগে আনকোরা।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বিণ* অনভিজ্ঞ। 'আনকোরা যত নন-ভায়োলেন্ট ননকো-র দলও নন খুশি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আনখ [স] *ক্রিবিণ* নখ থেকে। 'আমি তারে যত জানি আনখ-সমুদ্দুর।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

আনখা [হি অনোখা] *বিণ* অদেখা; অপরিচিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আনগতি *দ্র* **আন**[২]

আনগ্ন [স] *বিণ* প্রায় নগ্ন। 'বাহিরায় মদনাগ্নি জ্বালি আনগ্ন নাগরীসাথে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

আনচর *দ্র* **আন**[২]

আনচান [স অন্য+স ছন্ন] ১ *বি* প্রলাপ। 'উঠিআঁ সব বোলে আনচান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ছটফট। 'জীউ করে আনচান।' *মুরারি*, ১৫৭০। ৩ *বি* আকুলি বিকুলি। 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আনজাম [ফা] *বি* আয়োজন। 'চলে আনজাম দোলে তানজাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আনজির [ফা] *বি* ডুমুর জাতীয় সুমিষ্ট ফল। 'কাটা শাশা, পাপিতা, কাটা আনজির, কাগজি লেবু, আদা ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

আনট [স অঙ্গুষ্ঠ] *বি* পায়ের আঙুলের আংটি। 'শোভিত নেপুর রত্ন আনট বিছিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আনত [স] ১ *বিণ* অবনত। 'আনত কপাল তার আধ শশি জিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* অন্যদিকে। 'আনত হেরি ততই দেই কানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আনত-আনন [স] *বিণ* মুখ নত করে আছে এমন। 'আনত আননে বালা ফুলদল গুণিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আনত দৃষ্টি [স] *বি* নিচু চোখে চাওয়া। 'হাসিমাখা তব আনত দৃষ্টি আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

আনতনয়ন [স] *বি* কিছুটা অবনত চোখ; ঈষৎ নত চোখ। 'চেয়ে শুধু রোস মুখপানে অনিমেষ আনত নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আনতমুখ [স] *বি* অবনত মুখ। 'পার্বতী বসিল না, আনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

আনতশির [স] *বিণ* অবনতমস্তক। 'লজ্জায় আনতশির ক্ষত্রিয়সমাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আনতাঙ্গী [স] *বিণ স্ত্রী* শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে আছে এমন। 'আনতাঙ্গী বালিকার শোভাসৌভাগ্যের সার নয়নযুগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আনদ্ধ [স] *বিণ* চামড়ায় তৈরি বাদ্যযন্ত্র থেকে উদ্ভূত। 'কাজ নাই আনদ্ধ ঝঙ্কারে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আনন [স] ১ *বি* মুখ। 'অবনত আনন কএ হম রহলিহু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* মুখমণ্ডল। 'সেই হাসিটি তাহার সমস্ত আনন তার রাখিত উজ্জ্বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বি* হাসি; আনন্দ। 'এই দুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়া দেন – নহিলে তিনি আনন ঢালিবেন কোনখানে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আননশোভা [স] *বি* মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য। 'রূপসুষমার আননশোভা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আনন্তর [স অনন্তর] *অব্য* অতঃপর। 'কেশি আদি আসুর পাঠাইল আনন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনন্তিক [স] *বিণ* অসীম। 'আনন্তিক প্রাণের রাস্তাঘাট সংসার।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

আনন্ত্য [স] *বি* অসীমতা; অমরত্ব। 'যাহারা স্বর্গ বা আনন্ত্য কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আনন্দ [স] ১ *বি* স্ফূর্তি। 'বিসঅ বিশুদ্ধি মই বুঝ্‌ঝিঅ আনন্দে।' *চর্যা* ৩০, ১২০০। ২ *বি* পুলক। 'পাইবে পরম ব্রহ্ম অতুল আনন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* উল্লাস। 'তাঁহার সকল আনন্দ ও সমুদায় উৎসাহ নষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* পরমানন্দ। 'নিষ্কলঙ্ক রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া অন্তঃকরণ অপার আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ *বি* বিশ্বব্যাপী অবিষাদ। 'আনন্দধারা বহিছে

ভুবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৬ *বি* মনের ভারমুক্ত অবস্থা। 'মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অনুভব করি না সেই অবস্থাটাকে বলি আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৭ *বিণ* আনন্দময়। 'জীবনের আনন্দ দীপালি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আনন্দ-অমৃত [স] *বি* আনন্দরূপ অমৃত। 'তখন আনন্দ-অমৃতে তব ধন্য হব চিরদিনের তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

আনন্দ-আননি [স আনন্দ-আনন>] *বি স্ত্রী* হাসিমাখা মুখের অধিকারী। 'কাঁদ কেন আদরিণি আনন্দ-আননি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

আনন্দ-উৎস [স] *বি* আনন্দ আসে যেখান থেকে। 'স্বাধীন আনন্দ-উৎস হইতে উৎসারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আনন্দকর [স] *বিণ* আনন্দজনক। 'দয়াসিন্ধুর নিয়ম সুদ্ধ আনন্দকর।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

আনন্দকলহ [স] *বি* মধুর ঝগড়া। 'তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আনন্দকানন [স] *বি* আমোদ-ফূর্তি করতে ব্যবহৃত বাগান। 'সেই আনন্দকাননেই দিবারাত্র আহারবিহার হইতে পারে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আনন্দকারী [স] *বিণ* আনন্দময় করে এমন। 'ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১।

আনন্দকোলাহল [স] *বি* খুশির কলরব। 'ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দকোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আনন্দগান [স] *বি* আনন্দের গান। 'গাও রে আজি নিশীথ-রাতে অকূল-পাড়ির আনন্দগান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আনন্দ-গীত [স] *বি* আনন্দের গান। 'সে কোন দেশের আনন্দ-গীতি বাজল তারই কানে।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

আনন্দগুঞ্জন [স] *বি* হর্ষধ্বনি। 'কলকল ছলছল কি এক আনন্দগুঞ্জন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

আনন্দ-গুল [স আনন্দ+ফা গুল] *বি* আনন্দের ফুল। 'আনন্দ-গুল প্রস্ফুটিত করতে পারে ঘুম কি তোর?' *নজরুল*, ১৯৪২।

আনন্দগৌরব [স] *বি* আনন্দ মেশানো গৌরব। 'আজিকার আনন্দগৌরব প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আনন্দঘন [স] *বিণ* আনন্দে পূর্ণ। 'আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

আনন্দচঞ্চল [স] *বিণ* খুশিতে ব্যাকুল। ' নোঙরটাকে গভীর পঙ্কতল হইতে তুলিয়া আনন্দচঞ্চল তরঙ্গের পথে হাল ধরিয়া বসিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আনন্দচিত্ত [স] *বি* আনন্দপূর্ণ মন। 'সে আনন্দচিত্তে কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আনন্দজনক [স] ১ *বিণ* আনন্দ পাওয়া যায় এমন। 'আনন্দজনক শব্দ উচ্চারণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বিণ* সুখকর। 'পিতা কিম্বা অভিভাবকেরদিগের আনন্দজনক হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ৩ *বিণ* তৃপ্তিকর। 'আনন্দজনক কোমল চন্দ্রকিরণ তাহাকে দূরীকরণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ৪ *বিণ* আনন্দদায়ক। 'প্রবল অনুভূতি মাত্রই আনন্দজনক, কেননা সেই অনুভূতি দ্বারা প্রবলরূপে আমরা আপনাকে জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আনন্দতড়িৎ [স] *বিণ* খুশির ঝিলিকপূর্ণ। 'আনন্দতড়িৎ নৃত্যে অণুসূর্য মাতে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

আনন্দতরঙ্গ [স] *বি* আনন্দের ঢেউ। 'এই তুমুল আনন্দতরঙ্গে সেই কানাকানি চাওয়াচাওয়ি ভাঙিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আনন্দদান [স] *বি* মনোরঞ্জন। 'স্ত্রীলোকেরও প্রধান কার্য আনন্দদান করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আনন্দদায়ক [স] *বিণ* আনন্দ দেয় এমন। 'ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আনন্দদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দদান করে এমন। 'মনোহরা শারদপূর্ণিমা কাহার না আনন্দদায়িনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আনন্দদীপ [স] *বি* আনন্দরূপ প্রদীপ। 'মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আনন্দদুলালি [স আনন্দ+হি দুলালী] *বি* আনন্দময়ী। 'মায়ার এ খেলাঘর/ ভেঙে দে মা আনন্দদুলালি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

আনন্দধন [স] *বি* আনন্দের ধন। 'সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আনন্দধাম [স] ১ *বি* সুখের আশ্রয়। 'ভূমণ্ডল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধাম ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* শান্তির আলয়। 'আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

আনন্দধারা [স] *বি* আনন্দের স্রোত। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আনন্দধ্বনি [স] ১ *বি* আনন্দসূচক ধ্বনি। 'মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বি* আনন্দের গান। 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আনন্দনন্দিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

আনন্দনর্তন [স] *বি* আনন্দপূর্ণ নাচ। 'আনন্দনর্তনপর ভোঁদরের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আনন্দনাড়ু [স আনন্দ+স লড্ডুক>] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'ঢেঁকিতে আনন্দনাড়ু কাটিতে শুরু করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আনন্দনিকেতন [স] *বি* আনন্দের কেন্দ্র। 'বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিই ছিল আনন্দনিকেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আনন্দ-নিনাদ [স] *বি* আনন্দধ্বনি। 'শুনি পুনঃ বিহঙ্গের আনন্দ-নিনাদ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

আনন্দনিশ্বাস [স] *বি* আনন্দপূর্ণ নিশ্বাস। 'চারি দিক হতে এল তোমা-'পরে আনন্দনিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আনন্দনীর [স] *বি* আনন্দরূপ নীর। 'বিশুদ্ধ সুখ-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইব।।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আনন্দপরিধি [স] *বি* আনন্দের সীমা। 'মনুষ্যত্বের আনন্দপরিধির বিপুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আনন্দপারাবার [স] *বি* আনন্দের সাগর। 'নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দপারাবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আনন্দপ্রদ [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'একদিকে যেমন আনন্দপ্রদ ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

আনন্দপ্রবাহ [স] *বি* সুখের সাগর। 'বহুদিনের পর, রাজসন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

আনন্দ-প্রেয়সী [স] *বি* আনন্দ দানকারী প্রিয়তমা। 'কোন আনন্দ-

প্রেয়সীরে পেয়ে, হে চির-ব্রহ্মচারী!' *নজরুল*, **১৯৪১**।

আনন্দবন্ধন [স] *বি* সুখের বাঁধন। 'এ যে আনন্দ-বন্ধন, ক্রন্দন নয়।' *নজরুল*, **১৯৩১**।

আনন্দবন্যা [স] *বি* আনন্দরূপ বন্যা। 'জীবনে আনন্দ বন্যার লহর ছোটে।' *হাই*, **১৯৪৭**।

আনন্দবর্ধক [স] *বিণ* আনন্দ বৃদ্ধি করে এমন। 'আমরা পৃথিবীমধ্যে যে যে বিষয়কে আনন্দবর্ধক বলিয়া জানি ...।' *অক্ষয়*, **১৮৪২**।

আনন্দবর্ধন [স] *বি* আনন্দের বৃদ্ধি। 'জনক-জননীর শোকাপনোদন ও আনন্দবর্ধন কর।' *বিদ্যা*, **১৮৬৩**।

আনন্দবর্ষণকাব্য [স] *বি* আনন্দের উদ্রেক করে এমন কাব্য। 'আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তার।' *রবীন্দ্র*, **১৯১৪**।

আনন্দবাজার [স আনন্দ+ফা বাজার] *বি* আনন্দময় বাজার, এখানে পৃথিবী। 'আনন্দবাজারে এলে ব্যাপারে লাভ করব বলে।' *লালন*, **১৮৯০**।

আনন্দবাণ হানা [স আনন্দবাণ>] *ক্রি* রোমাঞ্চিত করা। 'বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো।' *রবীন্দ্র*, **১৯১৪**।

আনন্দবাণী [স] *বি* আনন্দময় কথা। 'আকাশের আনন্দবাণী হৃদয় মাঝে বেড়ায় ঘুরে।' *রবীন্দ্র*, **১৯১৪**।

আনন্দবাদী [স] *বিণ* সৌন্দর্যবাদী। 'রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী।' *ওদুদ*, **১৯৪৬**।

আনন্দবায় [স আনন্দবায়ু] *বি* মধুর বায়ু। 'চিত্তকমল ফুটিল আনন্দবায়ে।' *রবীন্দ্র*, **১৯০৩**।

আনন্দবারতা [স আনন্দবার্তা] *বি* খুশির খবর। 'ভুবনময় জানিয়ে দিতে চায় ওর এই আনন্দবারতা।' *কায়সার*, **১৯৬২**।

আনন্দবারি [স] *বি* আনন্দরূপ বারি। 'বিগলিত প্রেমের আনন্দবারি সে যে, এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।' *রবীন্দ্র*, **১৯১২৫**।

আনন্দবিকার [স] *বি* খুশিতে বিহ্বল। 'বেণুকে মানি নিজজাতি/ আর্যের যেন পুত্র-নাতি/ বৈষ্ণব হৈল আনন্দবিকার।' *কৃষ্ণদাস*, **১৫৮০**।

আনন্দবিধান [স] *বি* আনন্দ দান। 'তাঁহারা ছেলেদের আনন্দবিধান করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, **১৯১২**।

আনন্দবিধায়ক [স] *বিণ* আনন্দ দেয় এমন। 'বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছাক্রমে যাহা সুন্দর ও আনন্দবিধায়ক হইয়াছে।' *অক্ষয়*, **১৮৫৪**।

আনন্দবিধায়কত্ব [স] *বি* আনন্দ দেয় এমন গুণ। 'তাহার সে সৌন্দর্য্য আনন্দবিধায়কত্ব বিনষ্ট হইবার নহে।' *অক্ষয়*, **১৮৫৪**।

আনন্দবিধায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দ দান করে এমন। 'লক্ষ্মীস্বরূপিণী আনন্দবিয়িনী অন্নপূর্ণা।' *রবীন্দ্র*, **১৮৮৪**।

আনন্দবিপ্লব [স] *বি* আনন্দের অতিশয়তা। 'তরুণী উষার শিশিরস্নানের কালে/ আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে।' *রবীন্দ্র*, **১৯৪০**।

আনন্দ-বিলাসী [স] *বিণ* সুখভোগে রত। 'এঁরা সকলেই আনন্দ-বিলাসী।' *নজরুল*, **১৯৩০**।

আনন্দবিহীন [স] *বিণ* নিরানন্দ; বিষাদময়। 'কেমন যেন আনন্দবিহীন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।' *সিরাজী*, **১৯১৮**।

আনন্দবিহ্বল [স] *বিণ* আনন্দে বিভোর। 'বাহিরে জড়িয়া অন্তরে আনন্দবিহ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, **১৫৮০**; 'অধিরথ আনন্দবিহ্বল।' *রবীন্দ্র*, **১৯০০**।

আনন্দবিহ্বলতা [স] *বি* উল্লাসে আত্মহারা অবস্থা। 'আসেকজান আনন্দবিহ্বলতায় বিস্মৃত হইয়াছিল।' *শওকত*, **১৯৫৮**।

আনন্দবেদনা [স] *বি* সুখদুঃখ। 'সেই মুহূর্তের আনন্দবেদনা বেজে উঠল কালের বীণায়।' *রবীন্দ্র*, **১৯৩৫**।

আনন্দবোধ [স] *বি* আনন্দ অনুভব। 'ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোলিটিকাল হিসাবে আনন্দবোধ করিবে না ...।' *রবীন্দ্র*, **১৯০৫**।

আনন্দ-ব্যথা [স] *বি* আনন্দযুক্ত কষ্ট। 'জাগিল আনন্দ-ব্যথা জাগিল জোয়ার।' *নজরুল*, **১৯২৮**।

আনন্দব্রহ্ম [স] *বি* উচ্চমার্গীয় আনন্দ। 'যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের, আনন্দব্রহ্মের রাজ্য।' *রবীন্দ্র*, **১৯৩৩**।

আনন্দ ভবন [স] *বি* আনন্দের আবাস। 'কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯২**।

আনন্দভাণ্ডার [স আনন্দ+স ভাণ্ডাগার] *বি* সুখের আধার। 'অফুরন্ত আনন্দভাণ্ডারের এক অণুর সন্ধান পাইয়া ...।' *বিভূতি*, **১৯২৯**।

আনন্দভাব [স] *বি* পুলকিত ভাব। 'একটা অভূতপূর্ব ব্যথাবিদীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে।' *ওয়ালী*, **১৯৪৮**।

আনন্দভূমি [স] *বি* আনন্দের স্থান। 'তোমার শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া আনন্দভূমি বিষাদক্ষেত্রে পরিণত হয়।' *অক্ষয়*, **১৮৪৮**।

আনন্দভোজ [স] *বি* প্রীতিভোজ। 'উপরের মহালে আনন্দভোজের মনোহর আয়োজন করিতেছেন।' *অক্ষয়*, **১৮৫৪**।

আনন্দমগ্ন [স] *বিণ* আনন্দে বিভোর। 'গম্ভীর আনন্দমগ্ন স্বরে আমি বললাম।' *আলাউদ্দিন*, **১৯৬০**।

আনন্দমঠী [স] *বিণ* আনন্দমঠ উপন্যাসবর্ণিত। 'অবশেষে আনন্দমঠী আদর্শের পূর্ণ জয়-জয়াকার।' *বঙ্কিম*, **১৮৮২**; 'মুসলমানকে প্রকাশ্য-ভাবে আনন্দমঠী পরিকল্পনার ধমক দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।' *আজাদ*, **১৯৩৬**।

আনন্দমন্ত্র [স] *বি* আনন্দরূপ মন্ত্র। 'বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দমন্ত্র – 'ভালোবাসি'।' *রবীন্দ্র*, **১৯৩৫**।

আনন্দমন্দির [স] *বি* আনন্দপূর্ণ জগৎ। 'অনন্তের আনন্দমন্দিরে ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে।' *রবীন্দ্র*, **১৯৩৫**।

আনন্দময় [স] **১** *বিণ* আনন্দে পরিপূর্ণ। 'জগৎ আনন্দময় দেখি মনে সবিস্ময়।' *কৃষ্ণদাস*, **১৫৮০**। **২** *বি* আনন্দস্বরূপ মনের মানুষ। 'সরোবরে আসন করে রয়েছে আনন্দময়।' *লালন*, **১৮৯০**। **৩** *বি* ঈশ্বর। 'আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯৬**।

আনন্দময় কোষ [স] *বি* বেদান্ত দর্শনে পরমাত্মার পঞ্চকোষের মধ্যে অন্যতম। 'বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ।' *র[illegible]*, **১৮৯৪**।

আনন্দময়ী [স] **১** *বিণ* আনন্দোজ্জ্বল। 'আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, **১৮৮৩**। **২** *বিণ স্ত্রী* আনন্দপূর্ণ। 'বিবাহসভা সম্পূর্ণরূপেই আনন্দময়ী।' *মশাররফ*, **১৮৮৫**। **৩** *বিণ* আনন্দ জাগায় এমন। 'আনন্দময়ী মদিরা সম্মুখে।' *মশাররফ*, **১৮৯০**। **৪** *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'আয় এবার আনন্দময়ী।' *নজরুল*, **১৯২২**।

আনন্দমর্মর [স] *বি* আনন্দের ধ্বনি। 'কানে কানে রটাইবে আনন্দমর্মর।' *রবীন্দ্র*, **১৯০১**।

আনন্দমাখা [স আনন্দ>] *বিণ* আনন্দিত। 'তোমার আনন্দমাখা নয়ন

বলচে জারজ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

আনন্দমুখর [স] *বিণ* আনন্দপূর্ণ। 'আনন্দমুখর উদ্‌বোধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আনন্দমুগ্ধ [স] *বিণ* আনন্দে অভিভূত। 'একজন দেখে – দূরে – কখনো দেখেনি আগে/ এমন আনন্দমুগ্ধ দেশ।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

আনন্দমেলা [স আনন্দ+মেলা] *বি* আনন্দমুখর সমাবেশ। 'কতকগুলো ক্ষ্যাপা লোকের আনন্দমেলা নেই!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আনন্দ যজ্ঞ [স] *বি* আনন্দময় মহোৎসব। 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আনন্দরশ্মি [স] *বি* ভালো লাগার বোধ। 'একটা নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশলাভ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আনন্দরস [স] *বি* আনন্দরূপ রস। 'অন্তঃকরণে স্বতঃই আনন্দরসের সঞ্চার হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আনন্দরাগ [স] *বি* আনন্দপূর্ণ সংগীত। 'মিলনের আনন্দরাগ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আনন্দরাশি [স] *বি* একরাশ আনন্দ। 'কি আনন্দ রাশি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

আনন্দরূপ [স] *বি* আনন্দঘন রূপ। 'সত্যের আনন্দরূপ এই তো জাগিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আনন্দলহরী [স] *বি* আনন্দের ঢেউ। 'যে পরম আনন্দলহরী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আনন্দলাভ [স] **১** *বি* পুলক অনুভব। 'সেইজন্যই স্ত্রীলোক স্তুতিবাদে বিশেষ আনন্দলাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* তৃপ্তিলাভ। 'অথচ তাঁহারই অভিন্ন সত্তার নিকট হইতে আনন্দলাভ করিতেছেন।' *হর*, ১৯৫৪।

আনন্দলীলা [স] *বি* আনন্দপূর্ণ কার্যকলাপ। 'জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতররূপে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আনন্দলোক [স] **১** *বি* আনন্দময় সুন্দর ভুবন। 'আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্য সুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বি* আনন্দের কল্পলোক। 'কবির আনন্দলোকে নাই দুঃখ-শোক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আনন্দশক্তি [স] *বি* আনন্দরূপ শক্তি। 'আমাদের আনন্দশক্তি রসের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আনন্দসংবাদ [স] *বি* খুশির সংবাদ। 'বীর্যশালী বাহুর নববিজয় মহিমার আনন্দসংবাদ।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

আনন্দসঞ্চয় [স] *বি* আনন্দের সঞ্চিতি। 'আমার দুর্লভ জীবনের আনন্দসঞ্চয়গুলি যেন জন্মজন্মান্তরের অক্ষয় হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আনন্দ-সদন [স] *বি* আনন্দদায়ক বাড়ি। 'কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আনন্দসন্ধ্যা [স] *বি* আনন্দপূর্ণ সন্ধ্যা। 'আজি এ আনন্দসন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে, আহা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আনন্দ-সভা [স] *বি* আনন্দের সমারোহ। 'বাহিরের আনন্দ-সভায় – সুরে সুরে যেত মোরে ডাকি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আনন্দসম্ভোগ [স] *বি* আনন্দ উপভোগ। '... অনুভব করিয়া আনন্দসম্ভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আনন্দসলিল [স] *বি* মদ। 'পান করি আনন্দসলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আনন্দসাগর [স] *বি* আনন্দরূপ সাগর। 'আনন্দসাগরে পূর্ণ হই করে স্তুতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আনন্দসিন্ধু [স] *বি* খুশির সাগর। 'সহসা আনন্দসিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আনন্দ-সুধা [স] *বি* আনন্দরূপ সুধা। 'জ্ঞানামৃত-রস সম্বলিত অপর্য্যাপ্ত আনন্দ-সুধা পান করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

আনন্দসূর্য [স] *বি* আনন্দরূপ সূর্য। 'মেঘে বাতাসে মর্মরিত আনন্দসূর্য।' *জীবন*, ১৯৩২।

আনন্দস্তোত্র [স] *বি* আনন্দময় শ্লোক। 'ঋতুসংহার প্রকৃতির আবেগপ্রাবল্যের স্তোত্রও বটে আনন্দস্তোত্রও বটে।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

আনন্দস্বর [স] *বি* আনন্দময় সুর। 'এ আনন্দস্বরে কে রয়েছে ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

আনন্দস্মৃতি [স] *বি* আনন্দময় স্মৃতি। 'সেই আনন্দস্মৃতিতে পবিত্র ঘরটিতে মহেন্দ্র অপমান করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আনন্দস্রোত, আনন্দস্রোতঃ [স] *বি* আনন্দধারা; অপরিমেয় আনন্দ। 'সেই আনন্দস্রোতঃ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী, অনুচর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।' *তমোলুক*, ১৮৭৪; 'নূতন আনন্দস্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আনন্দহাস্য [স] *বি* উল্লাস। 'বর্ষার কয়েক মাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আনন্দহীন [স] *বিণ* নিরানন্দ। 'মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

আনন্দাঙ্গন [স আনন্দ-অঙ্গন] *বি* আনন্দময় আঙিনা। 'জয়ধ্বনি বেজে উঠেছে বেহেশতের আনন্দাঙ্গনে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

আনন্দাতিশয্য [স আনন্দ-আতিশয্য] *বি* আনন্দের অতিশয়তা। 'আনন্দাতিশয্যে পরস্পরকে প্রীতি আলিঙ্গন করেন।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

আনন্দানুভূতি [স আনন্দ-অনুভূতি] *বি* সুখানুভূতি। 'এক অব্যক্ত আনন্দানুভূতি অনুভব করছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

আনন্দামৃত [স] *বি* আনন্দরূপ অমৃত। 'অন্তঃকরণ আনন্দামৃতরসে অভিসিক্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আনন্দার্ণব [স আনন্দ-অর্ণব] *বি* আনন্দরূপ সাগর। 'আশ্চর্য কৌশল অবগত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আনন্দালোক [স আনন্দ-আলোক] *বি* খুশির ঝলক। 'মানুষের বহুদিনের আনন্দালোক ও অশ্রুজলবর্ষণে অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আনন্দাশ্রু [আনন্দ-অশ্রু] *বি* আনন্দজনিত অশ্রু। 'নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

আনন্দি [স আনন্দ>] *বি* হর্ষ; আহ্লাদ। 'দেখিআ শ্রীপতি হইল হৃদএ আনন্দি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আনন্দিত [স] *বিণ* পুলকিত; আহ্লাদিত। 'আনন্দিত হৈয়া রহে গোপগোপিগন।' *মালাধর*, ১৫০০।

আনন্দিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দে পূর্ণ। 'শুভবার্তা পাইআ রামা হইল

আনন্দিতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আনন্দিতা হওয়া *ক্রি* খুশি হওয়া। 'পুত্রের সম্বাদ শুনিয়া আনন্দিতা হইলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

আনন্দিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দময়ী। 'তবু আনন্দিনী নন্দিনী মোর দেয় রে করতালি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

আনন্দীত [স আনন্দিত] *বিণ* খুশি। *ওর্সা*, ১৭৮২।

আনন্দে আটখানা হওয়া [স] *ক্রি* আনন্দে উচ্ছ্বসিত হওয়া। '... দেখিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা আনন্দে আটখানা হইয়া পড়িয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

আনন্দে ভাসা *ক্রি* আনন্দে প্লাবিত হওয়া। 'শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে, তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আনন্দোচ্ছ্বাস [স আনন্দ-উচ্ছ্বাস] *বি* আনন্দের ভাবাবেগ। 'সহসা আনন্দোচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আনন্দোজ্জ্বল [স আনন্দ-উজ্জ্বল] ১ *বিণ* আনন্দে উচ্ছলিত। 'আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* অতিশয় আনন্দিত। 'কন্যার আনন্দোজ্জ্বল মুখ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আনন্দোত্থিতা [স আনন্দ-উত্থিতা] *বিণ স্ত্রী* আনন্দে অভিভূত। 'সীতা কখন বিস্ময়স্তিমিতা; কখন আনন্দোত্থিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আনন্দোৎফুল্ল [স আনন্দ-উৎফুল্ল] *বিণ* অত্যন্ত আনন্দিত। 'তাহার আনন্দোৎফুল্ল মূর্তি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

আনন্দোৎসব [স আনন্দ-উৎসব] *বি* আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান। 'এমনি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আনন্দোদয় [স আনন্দ-উদয়] *বি* আনন্দের উদ্রেক। 'বিন্দুমাত্রও তাহার আনন্দোদয় হইল না।' *শরৎ*, ১৯১৬।

আনন্দোদ্ভব [স আনন্দ-উদ্ভব] *বিণ* আনন্দজনক। 'কর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আনন্দোন্মত্ত [স আনন্দ-উন্মত্ত] *বিণ* আনন্দে উন্মত্ত। 'আমারদিগে এতো আনন্দোন্মত্ত করিতে কখন ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

আনন্দোন্মত্ততা [স আনন্দ-উন্মত্ততা] *বি* খুশির উৎফুল্লতা। 'রাধিকা হৃদয়ের আনন্দোন্মত্ততার সঙ্গে।' *হাই*, ১৯৫৪।

আনন্দোল্লাস [স আনন্দ-উল্লাস] *বি* পরম আনন্দ। 'বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপে তাদের সাড়ম্বর আনন্দোল্লাস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আনবেঁধা [স অবিদ্ধ] *বিণ* অগ্রথিত। 'যথ পাইল আন-বেঁধা মুক্তা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আনমন [অন্যমনস্ক] *বি* উদাস মন। 'শুয়ে শুয়ে আনমনে দিবানিশি তাই শুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আনমননী [স অন্যমনস্ক] *বি স্ত্রী* আনমনা। 'উছলিতে থাকে একতানে/ আনমননীর কানে কানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আনমনা [স অন্যমনস্ক] ১ *বিণ* অন্যমনস্ক। 'খ্যাপার মতন আছি চিরদিন উদাসীন আনমনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *ক্রিবিণ* অন্যমনস্কভাবে। 'ঘাটে বসে আছি আনমনা যেতেছে বহিয়া সুসময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বি* উদাসীন যে। 'আনমনা, আনমনা, তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৪ *বিণ* বিষণ্ণ। 'মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৫ *বিণ* শিথিল। 'আনমনা কলমের কালিপড়া ফ্রেস্কো দিয়েছে বিস্তর দাগ ভূতুড়ে রেখার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৬ *বিণ* অন্যমনস্কভাবে রচিত। 'যখন বীণায় মোর আনমনা সুরে গান বেঁধেছিনু বসি একা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আনমনাভাব [স অন্যমনস্ক] *বি* অবনিবনা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আনমনে ১ *ক্রিবিণ* নির্লিপ্তভাবে। 'কত ভাবিতেছে আনমনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রিবিণ* অন্যমনস্কভাবে। 'আর্ধেক-আনমনে তোকে চিঠি লিখে যাচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আনমিখ [স অনিমেষ] *বিণ* অনিমেষ। 'আনমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে তিরপিত ন হয়ে নয়ান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আনমিত [স] ১ *বিণ* আনত। 'তব আনমিত মুখখানি সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* নিচু। 'সমীর অত্যন্ত বিনম্রমনোহর হাস্যে গ্রীবা আনমিত করিয়া কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আনম্র [স] *বিণ* বিনীত। 'তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে আনম্র সুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আনম্রসুন্দর [স] *বিণ* নম্রতার কারণে সুন্দর। 'আমাকে আনম্রসুন্দর নমস্কার করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আনয়ন [স] *বি* আনা। 'লোকেরদিগকে আদর পূর্ব্বক সপরিবারে আনয়ন করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

আনয়নকারী [স] *বিণ* উত্থাপনকারী। 'অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজ্যও মরেছে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

আনয়নপূর্বক, আনয়নপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* নিয়ে এসে। 'নানাজাতি প্রমোদিনী বিবিধ বিলাসিনী বারাঙ্গনা আনয়নপূর্ব্বক আপন খুসি করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আনয়নার্থ [স] *ক্রিবিণ* নিয়ে আসার জন্য। 'কৃষ্ণকে আনয়নার্থ তাঁহার নিকট সখী প্রেরণ করিলেন।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

আনরবল, আনরবিল [ই] *বিণ* সম্মানিত। 'শ্রীযুত আনরবিল সর এডবার্ড রৈয়ন সাহেবের।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'বহরমপুরে গবরনর জেনরল বাহাদুরের এজেন্ট শ্রীযুত আনরবল ডবলিউ মেলবিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

আনরিলায়েবল [ই] *বিণ* নির্ভরযোগ্য নয় এমন। 'ব্ল্যাক বুকেও নাম উঠে গেল আনরিলায়েবল বলে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

আনর্থ্য [স] *বি* ব্যর্থতা। 'তার এই আনর্থ্য ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আনল [স অনল] ১ *বি* অগ্নি। 'তাত হৈতেঁ আনল শীতলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সূর্য। 'পূর্বে থু আনল উঠি পশ্চিমে যাইব।' *সুলতান*, ১৭০০।

আনলকুণ্ড [স অনলকুণ্ড] *বি* অগ্নিকুণ্ড। 'আনলকুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনলমুখ [স অনলমুখ] *বি* আগুনের মুখ। 'জব কোই বেরি আনলমুখ আনি/ খীর দণ্ডে দেই নিরসত পানি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আনল সাগর [স অনল-সাগর] *বি* আগুনের সাগর। 'আনলসাগর মধ্যে হইল মরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আনলিক [স] *বিণ* অগ্নিজাত। 'কি বৈদ্যুতিক, কি আনলিক যে কোন আলোকের সাহায্যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আনলা [স আলম্বন>] *বি* কাপড় রাখার আসবাববিশেষ; আলনা। 'আনলা থেকে একখানি আটপউরে কাপড় নিয়ে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

আনসাড়ে [স সার>] *বিণ* সারহীন। 'সেথায় পদার্থ হীন উইপোকারা ...

আনসাড়ে আরসুলোর দল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আনসার [আ আনসার] *বি* স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীবিশেষ। 'একটি মহিলা আনসার ... গঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৫২।

আনসারী [আ আনসার] *বি* সাহায্যকারী। 'আনসারী সকল যদি হয়ন্ত সহাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

আনসেফ [ই] *বিণ* ঝুঁকিপূর্ণ। 'ওঁকে রিমুভ করা আনসেফ হয়ে পড়বে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

আনা[১] **১** *ক্রি* নিয়ে আসা। 'আইহন আনাআঁ তোর লইবোঁ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* রুজু করা। 'ট্রেসপাসের দাবি দিয়ে পুলিস-কেস আনব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **আন** *ক্রি* নিয়ে এসো। 'আন গিআঁ চন্দ্রাবলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আনয়ে** *ক্রি* নিয়ে আসে। 'সাঁজুড়িয়া পালে পালে আনয়ে চামরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আনল** *ক্রি* আনলো। 'আনল অনুরোধি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **আনলি** *ক্রি* আনলো। 'কতি সয়ঁ রূপ ধনি আনলি চোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **আনহ** *ক্রি* আনো। 'আমার নাম করিয়া অর্দ্ধ আনহ মাগিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **আনাআঁ** *ক্রি* এনে। 'আইহন আনাআঁ তোর লইবোঁ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আনাইআঁ** *ক্রি* আনিয়ে; এনে। 'আনাইআঁ যানাইল সব গোআলিনী সহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আনাইব** *ক্রি* নিয়ে আসবো। 'আনাইব জননি তব সত্ত-মায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আনাইব** *ক্রি* আনবো। 'কোন ছলে আনাইব আপনভবন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **আনাইবা** *ক্রি* কারও মাধ্যমে নিয়ে আসবে। 'নিমন্ত্রণ করিয়া বাগানে আনাইবা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **আনাইবোঁ** *ক্রি* আনাবো। 'বৃন্দাবন মাঝে আনাইবোঁ দামোদরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আনাইলেক** *ক্রি* আনয়ন করালেন। 'একারণ আপন প্রিয়তমকে এইখানে আনাইলেক।' *চণ্ডী*, ১৮০৫। **আনাও** *ক্রি* নিয়ে এসো। 'আনাও ধর্ম্মরাজ বিলম্বে নাইক কাজ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আনা গিয়াছে** *ক্রি* নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। 'ছোকরাদিগকে আক্রমণ করিয়া আনা গিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **আনানো** *ক্রি* কারো মাধ্যমে নিয়ে আসা। 'নিমন্ত্রণ করিয়া বাগানে আনাইবা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **আনায়া** *ক্রি* আনিয়ে। *বোগর্ষ্ট*, ১৭৭০। **আনায়িল** *ক্রি* আনলো। 'ডাক দিআঁ আনায়িল বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আনাহ** *ক্রি* আনো। 'আনাহ সকল সখিজন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আনি** *ক্রি* এনে। 'পরতেক দেখাইল আনি সেই নারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **আনিঅ** *ক্রি* নিয়ে এসো। 'মোর কাছে ছাওয়াল আনিঅ প্রতিদিন।' *সুলতান*, ১৭০০। **আনিআ** *ক্রি* এনে। 'শুভযোগে নক্ষত্রের আনিআ ন-কার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **আনিঙা** *ক্রি* এনে। 'আনিঙা দুহার কৈল নাম করন।' *মালাধর*, ১৫০০। **আনিছিল** *ক্রি* এনেছিলো। 'আজ নিশি আনিছিল আকাশ উপর।' *সুলতান*, ১৭০০। **আনিঞা** *ক্রি* এনে। 'আনিঞা সিত্যাএ রাম পরিক্ষাএ সুধিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **আনিঞাঁ** *ক্রি* এনে। 'চাহিলে আনিঞাঁ দেই দেঘর্য্যা ব্রাহ্মণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আনিঞাছি** *ক্রি* এনেছি। 'আনিঞাছি হরিণ দিআ দধি এক জাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আনিনু** *ক্রি* আনলাম। 'মশল্লা আনিনু আগুনে চ্যানু বিছুরিনু আপন ভার'। *চণ্ডী*, ১৫৭০। **আনিনুঁ** *ক্রি* আনলাম। 'তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিনুঁ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **আনিব** *ক্রি* আনবো। 'কাটীয়া আনিব কাষ্ঠ রাজ্জা সর্ব্বদাএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আনিবম** *ক্রি* আনবো। 'তবে সর্ব্ব আনিবম জিনি বিভীষণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আনিবার** *ক্রি* আনবার। 'রাম কৃষ্ণ আনিবারে সড়ঙ্গে পুজিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **আনিবার** *ক্রি* নিয়ে আসার। 'পাণ্ডু আনিবার তরে পাঠাইল দূত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আনিমু** *ক্রি* আনবো। 'সে তাহানে মর্ত্ত হোন্তে আনিমু এথাত।' *সুলতান*, ১৭০০। **আনিয়** *ক্রি* এনো। 'সেই কন্যা না আনিয় কহিল নিশ্চএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আনিয়া** *ক্রি* এনে। 'সান্তনুরে আনিয়া নিশ্চিতে কৈল সজ্জ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আনিয়াছে** *ক্রি* এনেছে। 'গোপীনাথ লাগি আনিয়াছে গৌড় হৈতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **আনিল ১** *ক্রি* আনলো। 'অতি ভয়ঙ্কর সপ্ত বলদ আনিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* স্থাপন করলো। 'আম্মি সব রসুলত আনিল ইমান।' *সুলতান*, ১৭০০। **আনিলা** *ক্রি* নিয়ে এলো। 'পুত্রক আনিলা ঘরে যতন রচনে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **আনিলে** *ক্রি* আনলে। 'কোণ বিবুধি/ এহেন পথে/ আনিলে দারুণী বুঢ়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আনিলেক** *ক্রি* আনলে। 'অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **আনিলোঁ** *ক্রি* আনলো; নিয়ে এলো। 'আনিলোঁ আনিলোঁ বলি ডাকে বার বার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **আনী** *ক্রি* নিয়ে আসি। 'দেশের বারতা আনী সাত দিনে উজবনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আনীয়া ছিলাম** *ক্রি* 'আনিয়াছিলাম'-এর অপ্রচলিত বানান। *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **আনু** *ক্রি* এলাম। 'প্রায় পুণ্য ফলে প্রাণ লয়ে আনু ভগবান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **আনে** *ক্রি* আনয়ন করে। 'ঘরে ঘরে আনে দড়ি বান্ধে তার পেটে।' *মালাধর*, ১৫০০। **আনেছে** *ক্রি* এনেছে। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **আন্তে** *ক্রি* আনতে। 'তুই ভাই আন্তে পারিস ...।' *কেরি*, ১৮০২। **আন্য** *ক্রি* আনো। 'ঘরদল হয় জদি আন্য মোর পুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আন্যা** *ক্রি* এনে। 'অবিলম্বে আন্যা দিব তোমার কোঙর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আন্যাছি** *ক্রি* এনেছি। 'বদলাশে নানাধন আন্যাছি সিংহল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **এনু** *ক্রি* এলাম। 'জুড়াইতে আমি এনু তাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **এনেছিলুম** *ক্রি* এনেছিলাম। 'সাহিত্যের মধ্যে দুটি মাত্র গল্পের বই এনেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **এন্যা** *ক্রি* এনে। 'তৈল নাই ঘরে তবে এন্যা এঠেল মাটী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আনা[২] [ফা আনি] *বি* এক টাকার ষোলো ভাগের এক ভাগ। 'টাকা দ্রব্য দশ দশ আনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আনাতিনেক *বি* প্রায় তিন আনা। 'ভুলেছি জ্যোৎস্না হারিয়ে হরিৎ ধান্য/ এখানে বন্দী আনাতিনেকের বাল্বে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

আনাগোনা ১ *বি* যাওয়া-আসা। 'তাহারা কেবল আনাগোনা করিয়া ও নজর সেলামী দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* আদান-প্রদান। 'প্রেমের প্রথম আনাগোনা, সেই হাতে হাতে ঠেকা, সেই আধো চোখে দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আনাচ [আ কুনাসাহ>] **১** *বি* আড়াল। 'আনাচে কানাচে ঘুরিয়া মরে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* কোণ। 'মনের আনাচে, কানাগলিতে গজিয়ে উঠেছে বিশ্রী চিন্তার চারাগাছ।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

আনাচ কানাচ [আ কুনাসাহ>] **১** *বি* আড়াল-আবডাল। 'আনাচে কানাচে ঘুরিয়া মরে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *ক্রিবিণ* আশেপাশে। 'দোষ যারই থাক, খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৩** *বিণ* লাগোয়া। 'একটি কুঁড়ের আনাচেকানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৪** *ক্রিবিণ* লুকানো জায়গায়। 'তখন ভূতপ্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৫** *বি* গলিঘুঁজি। 'দফতরের আনাচে-কানাচে ঘোরার কটু দৃশ্য দেখতে হয় না বলে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

আনাজ [স অন্ন>] *বি* শাকসবজি; কাঁচা তরকারি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এই সমে আনাজ সকল করিবেক জমা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আনাজঘর *বি* রান্নাঘর। 'পাশের জানালা দিয়ে দেখা যায় আনাজঘরের এক টুকরো মেঝে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

আনাড় [স অজ্ঞান>] *বিণ* গুপ্ত; নিভৃত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আনাড়ি, আনাড়ী [স অজ্ঞানী>] *বিণ* দক্ষ নয় এমন; অপটু। 'তাহা

নিতান্ত আনাড়ির মত হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'নিতান্ত আনাড়ী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আনাড়ীপনা [স অজ্ঞানী>] *বি* আনাড়ির আচরণ। 'আনাড়ীপনার দরুন কথার মধ্যে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আনাথ [স অনাথ] *বিণ* অসহায়। 'গোপযুবতী সব আনাথ করিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনাথী [স অনাথী] *বিণ স্ত্রী* অনাথ; অসহায়। 'আনাথী নারীক কত থাকে অভিমান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনান [স আনয়ন>] *বি* আনানো; নিয়ে আসা। 'বধুকে এ বাটীতে ... আনান গিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আনাম [আ] *বিণ* সম্পূর্ণ। 'একটা আনাম রসগোল্লা গিলতে গিয়ে গলায় ঠেকে।' *ইব্রাহীম*, ১৯৬০।

আনায় [স] *বি* জাল। 'যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দূল, আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে –।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আনায়ণ [স আনয়ন] *বি* আনয়ন। 'পৃথিবীর যাবতীয় রাজকুমারকে আনায়ণ করিব।' *প্যারী*, ১৮৬০।

আনার [ফা] *বি* ডালিম। 'আনারে লইয়া হাত ইমামেরে দিলেন রাছুল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আনারকলি [ফা] *বি* ডালিমের কুঁড়ি। 'ছুটছে নিখিল মক্ষী হয়ে তোমার আনন-আনারকলির।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আনারস [প আনানাস] *বি* পর্তুগিজদের নিয়ে-আসা মিষ্টি রস্যালো ফলবিশেষ। 'আম্র ও আনারস ...।' *কেরি*, ১৮০২; 'আনারস ফুলে ভোমরা উড়িছে শুনি।' *জীবন*, ১৯৩২।

আনারসঝোপ [প আনানাস+ঝোপ] *বি* আনারস গাছের ঝাড়। 'আনারস-ঝোপে ঐ মাছরাঙা।' *জীবন*, ১৯৩২।

আনারসা [প আনানাস>] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'পুরাণপুরী, শ্রীপুড় এবং আনারসা ভোজন করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

আনাল হক [আ] *বি* আমিই সত্য। 'আগে জান গা কালুল্লা আনাল হক আল্লা যারে মানুষ বলে।' *লালন*, ১৮৯০।

আনি[১], আনী [ফা] **১** *বি* এক টাকার ষোলো ভাগের এক ভাগ। 'টাকা আড়াই আনি কম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ সিকি দোআনী আনী আধআনী প্রভৃতি সোণা রূপার চলিত ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বি* কোনো কিছুর ষোলো ভাগের এক ভাগ। 'দশানি ছয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ পত্র ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

আনি[২] *ক্রি* কালি। 'কুচাগ্রেতে আনি পড়ে পেটে নড়ে ছেলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আনি[৩] *বি* ব্যূহ; সৈন্যসমাবেশ। 'সাহেবের লাঠীয়ালেরা ... আপন আপন আয়ত্ত ও সুবিধা মত আনি বান্ধিয়া দাঁড়াইয়াছিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

আনিস [ফ anisette] *বি* এক প্রকার মদ। 'নবীন আতুরী, আনিস, রম ও গাঁজার ভার নিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আনীত [স] *বিণ* আনা হয়েছে এমন। 'জলপথে আনীত বাণিজ্যদ্রব্যের মাসুল বিষয়ে নতুন আইন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

আনীল [স] *বিণ* নীলাভ। 'অধিকাংশ আনীল নয়ন নিদ্রাবিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'আ-নীল গগনগম্বুজ-ছোঁয়া।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আনীললোচনা [স] *বি স্ত্রী* নীলাভ চোখবিশিষ্ট। 'আনীললোচনা দুগ্ধফেনশুভ্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আনীস [ফ anisette] *বি* এক প্রকার মদ। 'আমিরিকান রম (মার্কিন আনীস) নামক মদে জল দেবামাত্র সাদা দুদের মত হয়ে যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আনু [স অন্য] *বিণ* অপর। 'এতদিনে আনু ভানে ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আনুকা [হি আনোখা] *বিণ* নতুন। 'এ গাঁয়ে তার আনুকা আগমন সকলের চোখে পড়েছে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

আনুকূল [স অনুকূল] *বি* সম্মতি। 'কাহ্নাঞির বচনে তোক্ষে দেহ আনুকূল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনুকূল্য [স] **১** *বি* সহায়তা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এ কর্ম্মের আনুকূল্য করিলে উত্তম হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **২** *বি* সহযোগিতা। 'উভয়পক্ষের পরস্পর আনুকূল্য দ্বারা সাধারণ সমাজের মধ্যেও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৩** *বি* সাহায্য। 'অনেকের অনুরাগ ও আনুকূল্য দ্বারা ইহা স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* অনুগ্রহ। 'কবিদিগকে সেরূপ কাহারও আনুকূল্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বি* উপকার। 'ধন, ঐশ্বর্য্য ও সুখ-সৌভাগ্য সমুন্নতি বিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বি* সুসঙ্গতি। 'আমার অন্তর্জগতের সঙ্গে আমার বহির্জগতের পরস্পর আনুকূল্য নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৭** *বি* অনুকূল পরিবেশ। 'তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইবার আনুকূল্য পায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৮** *বি* পৃষ্ঠপোষকতা। 'প্রত্যেক সমিতির আনুকূল্য ও শুভ ইচ্ছা আদান-প্রদানের জন্য চেষ্টিত হইয়াছি।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

আনুকূল্যার্থ [স] *বি* সাহায্যের জন্য। '১১৩ ব্যক্তি পাঠশালার আনুকূল্যার্থে ... এককালীন দান স্বীকার করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

আনুকূল্যে [স] *ক্রিবিণ* সহায়তায়। 'ইংগ্লণ্ডীয় স্ত্রীগণের আনুকূল্যে কন্যারদিগের পাঠার্থে যে পাঠশালা হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

আনুক্রম [স অনুক্রম] *বি* যথাক্রম। 'তাহারদের বরার্দ্দ আনুক্রমে চালু সরু মোটা আতপ উসনা কলাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

আনুখর [স অনক্ষর] *বি* কটুকথা। 'ঝাঁট গেলে কেহো না বুলিব আনুখর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনুগতী [স অনুগত>] *বিণ স্ত্রী* অনুগত। 'আনুগতী ভকতী আনাথি আক্ষি নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনুগত্য [স] **১** *বি* বশ্যতা। 'কিন্তু যথেষ্ট আনুগত্য ও সম্ভ্রমের বাহুল্য ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* অন্ধ অনুসরণ। 'উপকার প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আনুগত্যহীন [স] *বিণ* অনুগত নয় এমন। 'দলের প্রতি আনুগত্যহীন না হয়ে ইহা সহজেই করতে পারতেন।' *বেগম*, ১৯৫৫।

আনুচর্য [স] *বি* আনুগত্য। 'আমি থাকি এই ইচ্ছার আনুচর্য সমস্ত বিশ্ব করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আনুপাতিক [স] **১** *বিণ* সঙ্গতিপূর্ণ। 'আমরা যেভাবে জীবন-নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* অনুপাতভিত্তিক। 'আনুপাতিক হিসাবে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হউক।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

আনুপাম [স অনুপাম] *বিণ* অতুলনীয়। 'সাতগুটি বিন্ধ তাত করি

আনুপাম।' বড়ু, ১৪৫০।

আনুপামা [স অনুপাম] *বিণ স্ত্রী* অতুলনীয়। 'নাসা তিলফুল তোর আতী আনুপামা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনুপূর্ব, আনুপূর্ব্ব [স] *ক্রিবিণ* ধারাবাহিকভাবে। 'আনুপূর্ব্ব।' *সেবধি*, ১৮৩৯; 'তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব – অতিবৈতনিক/ বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আনুপূর্বক, আনুপূর্ব্বক [স আনুপূর্বিক] ১ *ক্রিবিণ* আগাগোড়া। 'সকল বক্তব্য আনুপূর্বক কহিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *ক্রিবিণ* প্রথম থেকে। 'আনুপূর্ব্বক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।' *রামরাম*, ১৮০১।

আনুপূর্বিক, আনুপূর্ব্বিক [স] ১ *বিণ* আগাগোড়া। 'তাহারই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ করা শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যার প্রয়োজন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'আনুপূর্বিক আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* ধারাবাহিক। 'একটা ঘটনার মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার সমস্ত আনুপূর্বিক পরম্পরা আমাদের মনে মুদ্রিত হইয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আনুপূর্বিকতা [স] *বি* পরম্পরা; ধারাবাহিকতা। 'তা সমস্তই ভারতবর্ষের সেই ঐতিহাসিক অন্ধরজনীর কাহিনী; তাহার আনুপূর্বিকতা প্রচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'তিনি শুধু সভ্যতার আনুপূর্বিকতা দেখিয়েছেন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আনুপূর্বী, আনুপূর্ব্বী [স] *বিণ* আগাগোড়া। 'বৈঠকের আনুপূর্ব্বী তাবৎ বৃত্তান্ত বিশেষ২ করিয়া লিখিতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

আনুবন্ধে [স অনুবন্ধ] *ক্রিবিণ* অবিচ্ছেদে। 'আতি চির আনুবন্ধে রতি কৈল নানা বন্ধে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **অনুবন্ধ**

আনুভব্য [স] *বিণ* অনুভব করার উপযুক্ত। 'এমত ভাব কোন মতে আনুভব্য নহে।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

আনুমতী [স অনুমতি] *বি* আদেশ। 'উচিত মজুরী দিতেঁ কর আনুমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনুমতীএঁ *ক্রিবিণ* সম্মতির আশায়। 'তোক্ষার আনুমতীএঁ মাণিকে হিরা বিন্ধে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনুমানিক [স] ১ *বিণ* মোটামুটি। 'তবে আনুমানিক সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে ...।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* অনুমানভিত্তিক। 'এ-সমস্ত সম্পূর্ণ আনুমানিক কালনির্দেশ আমরা অসংগত জ্ঞান করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* অনুমান-করা। 'গৃহ যাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পত্যধর্মে আনুমানিক কাল্পনিক কলঙ্কও লেশমাত্র স্পর্শ না করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

আনুযাত্রিক [স] *বি* পিছনে পিছনে আসে যে। 'সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল আনুযাত্রিক থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আনুযায়ি [স অনুযায়ী] *ক্রিবিণ* অনুসারে। 'পুত্রদের আরজদাস্ত আনুযায়ি কাননগো দপ্তরে মুহরিগিরিতে পদার্পণ হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

আনুরক্তি [স অনুরক্তি] ১ *বি* আনুগত্য। *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *বি* অনুরাগ। 'এক বিষয়ে প্রবৃত্তি ও এক কার্য্যে আনুরক্তি থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

আনুরূপ [স অনুরূপ] *বিণ* অনুরূপ; উপযুক্ত। 'সুপুরুষ গর্ব্ভ ধরল আনুরূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনুরূপ্য [স] *বি* অনুরূপতা; সাদৃশ্য। 'বিশেষ যখন স্বরূপে ঘটে আনুরূপ্য।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আনুশ্রবিক [স] *বিণ* বেদবিহিত। 'তপঃস্বাধ্যায়াদি আনুশ্রবিক ক্রিয়াকলাপে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকাতে ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

আনুষঙ্গ [স] *বিণ* গৌণ। 'আনুষঙ্গ ফল করে সংসারের ক্ষয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আনুষঙ্গিক [স] ১ *বিণ* গৌণ। 'আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* প্রাসঙ্গিক। 'কেবল জ্ঞান কাণ্ডবিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আনুষঙ্গিক কর্ম্ম কাণ্ড বিষয়ক কিছু প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বিণ* একই সময় হয় এমন। 'আনুষঙ্গিক ঝড়, বৃষ্টি ও কখন কখন শিলাবৃষ্টিও হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৪ *বিণ* সম্পর্কযুক্ত। 'জাভার আঙ্গিক নয়; জাভার আনুষঙ্গিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৫ *বি* সংশ্লিষ্ট বিষয়। 'আনুষঙ্গিকের তাড়নায় ...।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

আনুসঙ্গিক [স আনুষঙ্গিক] *বিণ* সংশ্লিষ্ট। 'আনুসঙ্গিক সাময়িক বাত্যা।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩।

আনুষ্ঠানিক [স] ১ *বিণ* বিহিত অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত। 'তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম্মসকল নির্ব্বাহকরণার্থ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিণ* প্রাতিষ্ঠানিক। 'যে-সকল তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক হিসাবে এত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আনুষ্ঠানিকতা [স] *বি* অনুষ্ঠানের আচার প্রথা ইত্যাদি। 'বুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল আনুষ্ঠানিকতার বন্ধন-বিমুক্ত মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

আনুষ্ঠানিকী [স] *বিণ* বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হয় এমন। 'এইরূপ শিক্ষা দান করাই আনুষ্ঠানিকী প্রণালীর উদ্দেশ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আনুসর [স অনুসরণ] *বি* অনুগমন। 'দূর আনুসর সুন্দরি রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনুসারে *ক্রিবিণ* অনুসারে। 'জাইবোঁ তার আনুসারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনেওয়ালা *বি* যারা আসছে। 'আনেওয়ালাদের নির্বিচারে পাতে পড়তে দিয়ো, নিশ্চিত হবে উপাদেয় অর্থাৎ ইন্টারেস্টিং।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আনেক [স অনেক] *বিণ* প্রচুর। 'আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আনের [স অন্য>] *সর্ব* অন্যের। 'তার সনে কিরূপে আনের হৈব মেল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আনোআনি *বি* পক্ষাপক্ষ। 'আনোআনি গালাগালী দুই বীর রোষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আনোনা *বিণ* লবণাক্ত নয় এমন। 'একেবারে আনোনা হয়ে যায়নি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

আন্ডার-ওয়্যার [ই] *বি* অন্তর্বাস। 'খাসা আন্ডার-ওয়্যার হবে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

আন্ডারগ্রাউন্ড [ই] *বিণ* মাটির তল দিয়ে বাহিত। 'ট্রেন চালু হলেই আন্ডারগ্রাউন্ড কানেকশন দেবে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

আন্ডারগ্রাজুয়েট [ই] *বি* স্নাতক উত্তীর্ণ হয়নি যে। 'আন্ডারগ্রাজুয়েটের অভাব নাই।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

আন্ডারলাইন [ই] *বি* কোনো লেখার নীচে টানা রেখা। 'মোটা পেন্সিলে আন্ডারলাইন করা হয়েছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আন্ত [স অন্ত] ১ *বি* তীর। 'দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০। ২ *বিণ* শেষ। 'আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে।'

বড়ু, ১৪৫০।

আন্তঃ [স] *বিণ* অভ্যন্তরস্থ। **আন্তঃকক্ষ** [স] *বিণ* কক্ষের ভিতরে। 'কলেজের মহিলা আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ...।' *বেগম*, ১৯৬৮।

আন্তঃপ্রাণিক [স] *বিণ* প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক। 'আজ যে আন্তঃপ্রাণিক ও আন্তর্জৈবিক যুগে তার যোগ্য আসন ...।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

আন্তঃপ্রাদেশিক [স] *বিণ* প্রদেশসমূহের পারস্পরিক। 'আন্তঃ-প্রাদেশিক চাকুরী-বাকুরীর ব্যাপারও আছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

আন্তঃসত্তা [স] *বি* হৃদয়জাত সত্তা। 'এভাবে বাগ্‌বদ্ধ হয় মানুষের আন্তঃসত্তা।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

আন্তঃস্কুল [স আন্তঃ+ই স্কুল] *বিণ* সব স্কুলের মধ্যে অনুষ্ঠিত। 'আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে ...।' *বেগম*, ১৯৬৯।

আন্তর [স অন্তর] **১** *বি* হৃদয়। 'মদনে বেধিল আন্তর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ভিতর: অন্দর। 'আন্তর হতে সদাগর হইল বাহির।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* দূর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আন্তরসত্তা [স] *বি* নিজস্বতা। 'প্রত্যেক জিনিষের বাহ্যিকতার উর্ধ্বে তার আন্তরসত্তাকে তুলে ধরেছেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আন্তরে *অব্য* জন্যে। 'দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ বলুক বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আন্তরিক [স] **১** *বিণ* হৃদয়গত। 'প্রেম যাহা করিতে হয় তাহা মনুষ্য সকলের আন্তরিক নহে প্রায় বাচনিকই।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ* অভ্যন্তরীণ। 'দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহারদের হস্তে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৩** *বিণ* নিগূঢ়। 'তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহাদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বিণ* মানসিক। 'আন্তরিক ক্লেশের বিস্তর লাঘব দেখিয়া তাহার সবিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বিণ* সত্যিকার। 'তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে তাহার সেই আন্তরিক প্রেম প্রকাশ পায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'আমার যা মত অধিকাংশ লোকেরই আন্তরিক তাহাই মত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **৬** *বিণ* নিজস্ব। 'এই কথাগুলো নিজের আন্তরিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৭** *বিণ* সহৃদয়। 'মনুষ্যত্বের প্রতি কী সুগভীর আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আন্তরিকতা [স] **১** *বি* সহৃদয়তা। 'চাহিয়াছি স্বর্গ, পাইয়াছি নরক; চাহিয়াছি আন্তরিকতা, পাইয়াছি বাহ্যাড়ম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **২** *বি* অন্তরঙ্গতা। 'আমরা পরস্পরের যে শুভকামনা করি তার ভিতর ... আন্তরিকতাও থাকে।' *প্রমথ*, ১৯২০। **৩** *বি* অকৃত্রিমতা। 'লীলার আন্তরিকতা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আন্তরিকতাপূর্ণ [স] *বিণ* আন্তরিকতা আছে এমন। 'আন্তরিকতাপূর্ণ কোন রকম ... আয়োজন হয় নাই।' *বেগম*, ১৯৫৩।

আন্তরিকতাহীনতা [স] *বি* আন্তরিকতা না থাকার অবস্থা। 'সমস্তটাই আন্তরিকতাহীনতা ... ও প্রহসনে পরিণত হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

আন্তরীণাবদ্ধ [স অন্তরীণ-আবদ্ধ] *বিণ* গৃহবন্দি। 'আন্তরীণাবদ্ধ যুবকদিগের অন্ন সমস্যা সমাধানে খুবই তৎপর।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

আন্তর্জাতিক, আন্তর্জ্জাতিক [স] **১** *বিণ* বিভিন্ন জাতি সম্পর্কিত। 'রাজারা জয়েপরাজয়ে, রাজচক্রবর্তী হয়েও, এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।' *ব্রজেন্দ্রনাথ শীল*, ১৯২১। **২** *বিণ* সব জাতি বা রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচলিত। 'তার উচ্চারণেরও একটা আন্তর্জ্জাতিক বিধি আছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'মহিলা সমিতির আন্তর্জাতিক ক্লাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

আন্তর্জাতিকতা [স] *বি* বিভিন্ন জাতির মধ্যকার ঐক্যমূলক আদর্শ। 'গোরা দারোগাকে দেখে ব্যাখ্যা করে আন্তর্জ্জাতিকতা।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য [স] বি বৈদেশিক বাণিজ্য। 'তার কৃষিপণ্যও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে ইংল্যান্ডে রপ্তানি হতে থাকলো।' *সনৎ*, ১৯৭০।

আন্তর্জৈবিক, আন্তর্জ্জৈবিক [স] *বিণ* জীবজগতের মধ্যে পারস্পরিক। 'আজ যে আন্তর্প্রাণিক ও আন্তর্জ্জৈবিক যুগে তার যোগ্য আসন ...।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

আন্তর্দেশিক [স] *বিণ* এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যোগাযোগ আছে এমন; আন্তর্জাতিক। 'আন্তর্দেশিক বাণিজ্য ... প্রবলভাবে চলিতেছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আন্তর্দ্বৈপিক [স] *বিণ* দুই দ্বীপের মধ্যকার। 'তাহাদের আন্তর্দ্বৈপিক পণ্যবিনিময় প্রথা হিন্দুস্থানী অথবা ইংরেজীয় মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

আন্তর্ভৌম [স] *বিণ* অভ্যন্তরীণ। 'দেশের আন্তর্ভৌম প্রাণধারা ভাবধারা অকস্মাৎ একটা কোনো ফাটল দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আন্তর্মানবিক, আন্তর্ম্মানবিক [স] *বিণ* মানুষের মধ্যে পারস্পরিক। 'সঙ্গীত-শিল্প আন্তর্ম্মানবিক ও আন্তর্জ্জাতিক যুগ অতিক্রম করিয়া আজ ...।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

আন্তিকে [স অন্ত>] *ক্রিবিণ* শেষ পর্যন্ত। 'আন্তিকে রব তব যোগাইয়া জল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আন্ত্রিক [স] *বিণ* অন্তরের। 'মহৎ ব্যক্তিদের আন্ত্রিক গুণ ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

আন্দ বিশ্বাস [স অন্ধ বিশ্বাস] *বি* যুক্তিহীন বিশ্বাস। 'সে কথা থাক, আন্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলো?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

আন্দর [ফা] **১** *বিণ* অন্দর। 'হেতাল কান্ধেত করি চলিল আন্দর বাড়ি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* আস্তানা। 'সেইত গ্রামেতে আছে গাজির আন্দর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'জে উসুল হইবেক তাহা সাবেক দালালের দিগের বাকীর আন্দরে জমা করিয়া লইবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আন্দাজ [ফা] **১** *বি* অনুমান। *ওস্যাঁ*, ১৭৮২; 'আন্দাজ করি ভূমি বিঘা চল্লিশেক হইতে পারে।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* পরিমাণ। 'যে আন্দাজ নমকের দাদনি লইয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **৩** *বিণ* প্রায়। 'তারপর নিজে যেটা খেলুম বারো-আনা আন্দাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আন্দাজি, আন্দাজী [ফা আন্দাজ>] **১** *বিণ* আনুমানিক; আন্দাজকৃত। 'আন্দাজী ৯০০০ টাকা তাতিলোকের জিম্মে আছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বিণ* ভিত্তিহীন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৩** *বিণ* আন্দাজ-নির্ভর। 'আন্দাজি অভিযোগ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৪** *বিণ* প্রমাণিত হয়নি এমন। 'এ সকল আন্দাজি মতকে নিশ্চিত প্রমাণের মধ্যে ধরে নেওয়া চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া – অনুমানে কিছু বলা। 'আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ি যদি, হয় ত আমার গায়েই লাগবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। *তুলনীয়ঃ* 'আন্দাজে শেল নিক্ষেপ করিয়া গ্রামময় তাহার সন্ধান করিতেছে।'

রবীন্দ্র, ১৯৩০।

আন্দাম [ফা] *বি* শরীর। 'বারেক আন্দাম ঠাণ্ডা হইলে কাফের।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আন্দামান *বি* বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে ব্রিটিশ আমলে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্যে অপরাধীদের পাঠানো হতো। (এখানে) আন্দামানের মতো নিরানন্দ স্কুল। 'দশটা-চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আন্দামানফেরত [আন্দামান+ফেরত] *বিণ* বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপে কারাদণ্ড ভোগ করে ফিরে এসেছে এমন। 'লেঠেল দুজনেই আন্দামানফেরত।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

আন্দামান হওয়া *ক্রি* শাস্তি হিসেবে আন্দামানে নির্বাসিত হওয়া। 'আঠার বছর বয়সে আন্দামান হয়েছিল।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

আন্দারমানিক [স অন্ধকার>+স মাণিক্য>] *বি* আতশবাজিবিশেষ। 'ওজোনের আন্দারমানিক –।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৮।

আন্দাস [ফা আন্দাজ] *বি* অনুমান। 'গৌড়ে হৈতে আনে সেনা আন্দাস করিয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আন্দি [স অন্ধ] *বি* অন্ধ ব্যক্তি। 'দেখলি তো ভাই, কানা আন্দি কত টাকা পেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আন্দিশা [ফা আন্দীশাহ্] *বি* ভাবনা। 'বহুৎ আন্দিশা করেও তিনি কোনো ফৈসালা করে উঠতে পারলেন না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

আন্দেশা, আন্দেসা [ফা আন্দীশাহ্] **১** *বি* দুশ্চিন্তা। 'হোসেন কাতর হইল না কর আন্দেসা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* সন্দেহ। 'আন্দেসা।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে তত জাগে আন্দেশা।' *নজরুল*, ১৯৪২। **৩** *বি* চিন্তা। 'কোনো কৌশলে দুটো ডাব কিংবা চারটি ডালিম পাঠানো যায় কিনা তার আন্দেশা করতেন।' *মুজতবা* ১৯৫২।

আন্দোলন [স] **১** *বি* আলোড়ন। 'সম্বাদের আন্দোলন হইয়াছিল তাহার কোন প্রসঙ্গ করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* খোঁজাখুঁজি। 'বিষয় অন্বেষণ করিতে হইলে নানা গ্রন্থ আন্দোলন করিতে হইত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫। **৩** *বি* আলাপ-আলোচনা। 'সেই সময়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনের আন্দোলন হইতেছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৪** *বি* হৈচৈ। 'স্বদেশের মঙ্গলোন্নতি জন্য কত আন্দোলন ও কত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৫** *বি* মন্থন। 'অন্তঃকরণে নানারূপ ভাবের আন্দোলন করিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৬** *বি* কম্পন। 'নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ উৎক্ষেপণবৎ গতিসহ পৃথিবীতলের মুহুর্মুহুঃ আন্দোলন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৭** *বি* বিচার। 'এক কচ্ছপ ... মনে মনে আন্দোলন করিয়া, স্থির করিল, যদি কেহ আমায় ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৮** *বি* উত্তেজনা। 'আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৯** *বি* নাড়ানো। 'ট্রেন ছাড়বার সময়ে আমাদের সহযাত্রিগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি রুমাল আন্দোলন, অনেক চুম্বন-সংকেত-প্রেরণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **১০** *বি* লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম। 'কংগ্রেসের ... গত পাঁচ বছরের আন্দোলনের ইতিহাসে প্রমাণ হয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২৬। **১১** *বি* দোলা। 'মন মোর ধায় তারি মত্ত প্রবাহে ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

আন্দোলন করা *ক্রি* দোলানো। 'সেই হতভাগ্যেরা বারবার মুণ্ড আন্দোলন করে বলছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আন্দোলনকারী [স] *বি* বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আলোচনা এবং বিক্ষোভের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টিকারী। 'আন্দোলনকারীদের সক্রিয় ভূমিকার কথা কারো ভুলে যাওয়া উচিত নয়।' *বেগম*, ১৯৭০।

আন্দোলন-তরঙ্গ [স] *বি* রাজনৈতিক অসন্তোষের ঢেউ। 'পুলিস রেগুলেশন বিলে বিস্তৃত আন্দোলনতরঙ্গ উত্তোলন করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আন্দোলা [স আন্দোলন>] *ক্রি* আন্দোলিত করা। 'মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি চন্দ্রাননা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আন্দোলিত [স] **১** *বিণ* দোলায়িত। 'তদ্বিষয়ে আন্দোলিত চিত্ত থাকিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বিণ* উত্তেজিত। 'ক্ষোভ, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি রিপুর আক্রমণে তাঁহারদিগের চিত্ত যেরূপ আন্দোলিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৩** *বিণ* কম্পিত। 'সহসা জাহাজ আন্দোলিত হইলে ... পতিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **৪** *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'তখন ভয়াবহ বিপ্লবে সমগ্র ইংলন্ড আন্দোলিত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৫** *বিণ* বিচলিত। 'আমরা জন্মমরণের অধীন। আমরা স্তুতিনিন্দায় আন্দোলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৬** *বিণ* চঞ্চল। 'সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৭** *বিণ* স্পন্দিত। 'রাত্রিদিন সংগীত তরঙ্গে আন্দোলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আন্দোলিতহৃদয় [স] *বিণ* অন্তরে দোলাচল আছে এমন। 'আশা ও নিরাশায় আন্দোলিতহৃদয় রাম মনে মনে এইরূপ প্রচুর তর্ক বিতর্কের পর স্থির করলেন ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

আন্ধকার [স অন্ধকার] *বিণ* অন্ধকার। 'নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আন্ধল [স অন্ধ] *বিণ* অন্ধ। 'কামে আন্ধল হঞাঁ বাট নাহি দেখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আন্ধসন্ধি [স সন্ধি>] *বি* ফাঁকফোকর। 'এত আন্ধসন্ধি, এত এন্তেজাম আয়োজন করার দরকারই বা কি আছে!' *আজাদ*, ১৯৬৪।

আন্ধাচক্কর [স অন্ধকার+স চক্র] *বি* গোলকধাঁধা। 'তিনি যেন আন্ধাচক্করে পড়িয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আন্ধার [স অন্ধকার] *বি* অন্ধকার। 'খুড়া দেখি ঘুচিল আন্ধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আন্ধারী [স অন্ধকার] *বিণ* অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আন্ধিআরী, আন্ধিয়ারি [স অন্ধকার] *বিণ* অন্ধকারময়। 'নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রজনী ভীম আন্ধিয়ারি।' *বাহরাম*, ১৬৫০

আন্ধেলা [স অন্ধ>] *বি* অন্ধকার। 'আন্ধেলায় চক্ষু যেন দিলেক খোদায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আন্নাকালী [আর-না-কালী] *বি* আর যেন কন্যাসন্তান না জন্মায় – হিন্দুদেবী কালীর কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে সর্বসাম্প্রতিক কন্যার নামকরণ। 'যত বলি আন্নাকালী ততই কি আমদানি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

আন্নিদার *বি* নারীর পোশাকবিশেষ। 'আপন২ পসন্দ মত পোষাক বিবিধ প্রকার প্রস্তুত করে, যথা পাজামা, কুরতি, দোপাট্টা, ... আন্নিদার জোড়া।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আন্বীক্ষিকী [স] *বি* ন্যায়শাস্ত্র। 'আন্বীক্ষিকী ও জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবিদ্যা ও পারমার্থিকবিদ্যা যাহা পূর্ব্বে জ্ঞানবান লোকেরা সংগ্রহ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

আপ[1] [স অপ] *বি* জলরাশি। 'পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আপ[1] [হি] ১ *সর্ব* নিজ। 'সকলের কার্য আপে করিছে সুসম।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* প্রধান পূজনীয়। 'গোসাঞী আপকি কহে আপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আপে হতে *সর্ব* আপন। 'আপে হতে আপনি অভেদ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আপকরা *বি* পাত্রবিশেষ। 'আপকরা ১টী –।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৪।

আপক্ক [স] *বিণ* প্রায় পাকা। 'এক দিকে আপক্কধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আপক্ষিত [স অপেক্ষা>] ১ *বিণ* নন্দিত। 'পরম সাচার সর্ব লোকে আপক্ষিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অপেক্ষমাণ। 'দুর্জ্জোধন আপক্ষিত থাকে সর্ব্বদাএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আপচয় [স অপচয়] *বি* ক্ষতি। 'সব ঠাঁয়ি আপচয় কৈল মোর হরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপচ্ছান্তি [স আপৎ+স শান্তি] *বি* বিপদের মধ্যে শান্তির কথা। আমার অন্তরে হৃদয় বলে পদার্থটি নেই। আপচ্ছান্তি।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

আপজাত্য [স] *বি* বংশীয় উৎকর্ষ থেকে বিচ্যুতি। 'আজ যে এতটা আপজাত্য ঘটছে তার মূল কারণ হচ্ছে ধর্ম-সম্বন্ধে অজ্ঞতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

আপটুডেট [ই] *বিণ* অত্যাধুনিক। 'মেয়েটি বেশ স্মার্ট। আপটুডেট ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

আপণ[1] [স আত্মন্] *সর্ব* স্বয়ং। 'মাএর গর্ব্ভপাত ছল করিআঁ/ আপণে রহিলা রোহিণীগর্ব্ভ গিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপণ আপণে *ক্রিবিণ* পরস্পর। 'সঙ্কে আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপণা *সর্ব* নিজ। 'আপণাক রাখি/ যে কাজ করে/ তাক বুলিএ সিআনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপণার *বিণ* নিজের। 'নাহি জ্ঞাণ এবেঁ তোঁ আপণার নাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপণে *সর্ব* নিজে। 'আসিআঁ নারদ তবেঁ সত্বরে আপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপণেঞিঁ *সর্ব* নিজেই। 'আপণেঞিঁ গুণ কাহ্নাঞিঁ আপণ হৃদএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপণ[2] [স] *বি* দোকান। 'মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াধিক্যের জন্য সুসজ্জিত আপণশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

আপণশ্রেণী [স] *বি* সারিবদ্ধ দোকান। 'মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াধিক্যের জন্য সুসজ্জিত আপণশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

আপতিক [স] *বিণ* আকস্মিক। *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'সে-বিস্ময় আপতিক অধৈর্যের দান।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

আপতিত [স] ১ *বিণ* সাময়িক। 'একটা আপতিত নিরবচ্ছিন্নতার ভেতর ... ডুবে যেতে লাগল।' *জীবন*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* সহসা সংঘটিত। 'খেলার মতই আপতিত হচ্ছে কী সহজে।' *জীবন*, ১৯৪৮। ৩ *বিণ* নিপতিত। 'অগ্নিকারুকার্যের ভেতরে আপতিত শিশির-ফোঁটার মতো খচিত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আপৎকাল [স] *বি* বিপদের সময়। 'আপৎকালে অসহযোগ করো, না হয় ঘরে বসে মরবে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

আপত্তি [স] ১ *বি* অসম্মতি। 'তাহাতে কাহারো আপত্তি নাই।' *রামমোহন*, ১৮১৭। ২ *বি* অভিযোগ। 'আমার যে২ আপত্তি আছে তাহা পশ্চাৎ লিখিব।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* বিধিনিষেধ। 'পুস্তকালয়ের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ৪ *বি* দ্বিমত। 'গ্রীকেরা যে যবন জাতি তাহার প্রতি কোন আপত্তি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আপত্তিকর [স] ১ *বিণ* আপত্তিজনক। 'আপত্তিকর জিনিসটে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য।' *প্রমথ*, ১৯১২। ২ *বিণ* বিতর্কিত। 'আপত্তিকর ধর্মকর্ম ও আচার অনুষ্ঠানগুলি ত্যাগ করিতে হইবে।' *বঙ্গনূর*, ১৯১৯। ৩ *বিণ* সমর্থনের অযোগ্য। 'যেসব কথা নিতান্ত আপত্তিকর বা গোপনীয় সেসব কথা আমি আন্দাজেই বুঝে নেব।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আপত্তিকারী [স] *বি* দ্বিমত পোষণ করে যে। 'কোন কোন আপত্তিকারী তাহাও স্বীকার করিতে পারেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আপত্তিজনক [স] *বিণ* আপত্তিকর। 'আমার তো আরও ঐটেই সর্বাপেক্ষা আপত্তিজনক মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আপত্তিমাত্র [স] *বি* একটুও অসম্মতি। 'তোমার মুখে যে একটি আপত্তিমাত্র শুনি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আপত্য [স আপত্তি] *বি* অসম্মতি। 'যে কথার পর বিষয়ের আপত্য বুঝা-জায়।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

আপদ [স] ১ *বি* বিপদ। 'অধিক আপদ ধৈরজ করব/ কবি বিদ্যাপতি ভান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সকল আপদ খণ্ডে মোহর স্মরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* ঝামেলা। 'গেছে যদি আপদ গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আপদকাল [স] *বি* বিপদের সময়। 'সরিয় আপদকালে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আপদগ্রস্ত [স] *বিণ* বিপদে পড়েছে এমন। 'লোক আপদগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু প্রার্থনা করে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

আপদ ঘুচা *ক্রি* বিপদমুক্ত হওয়া। 'এবার বোধ হয় সে আপদ ঘুচিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আপদ ছোটা *ক্রি* আপদ দূর হওয়া। 'গান ভোলা তুই গান ফিরে নে, যাক সে আপদ ছুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

আপদ বালাই [স আপদ+আ বালা] ১ *বি* বিপদ ও ঝামেলা। 'খুড়র আপদ বালাই লইয়া, এই দণ্ডে মরিয়া যাই।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বি* বিরক্তিকর ব্যক্তি। 'আপদবালাই একটা কোত্থেকে এসে জুটেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

আপদ-বিপদ [স] *বি* নানা রকম বিপত্তি। 'আপদ বিপদ যথ খণ্ডিব নিশ্চএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আপদ মেটা *ক্রি* দুর্দশা দূর হওয়া। 'এখানে আসিয়াও আপদ মিটিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আপদুদ্ধার [স আপদ-উদ্ধার] *বি* আপদ থেকে উদ্ধার। 'তাহার আপদুদ্ধারের চেষ্টা করেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

আপন [স আত্মন্] ১ *বিণ* নিজের। 'রাখহ আপন মাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আপনহি পেম তরুঅর বাঢ়ল/ কারণ কিছু নহি ভেলা!' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* একান্ত নিজের। 'তখন সাদি আপনার সুকোমল মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *সর্ব* নিজেকে। 'অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থবোধ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৪ *বি* আত্মকেন্দ্রিকতা। 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আপন আপন *বিণ* নিজ নিজ। 'আপন আপন পাপানুযায়ী শাস্তি পাইবেক।' *ফরস্টার*, ১৮০১।

আপনকার *সর্ব* নিজের। 'জে বাকী থাকীবেক আপনকার পাওনায় লইবেন ইহাতে জে কমী হয় আমাকে খালাষ দিবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৭০; 'অত্র কুসল আপনকার কুসল মঙ্গল হামেসা বাঞ্ছাতেই অত্রানন্দ।' *বোগল*, ১৭৭০।

আপনকারা *সর্ব* আপনারা। 'আপনকারা আমাকে অনুমতি করিতেছেন পরামর্শ দিতে।' *রাজীব*, ১৮০৫।

আপনকৃত [আপন+স কৃত] *বিণ* নিজে করেছে এমন। 'ঈশ্বরও আপনকৃত কার্য্যসকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূন্য করিতে পারেন নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

আপনগড়া [আপন+গড়া] *বিণ* নিজের তৈরি। 'অনাসৃষ্টি সৃষ্টি আপনগড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আপনজন [আপন+স জন] *বি* আত্মীয়স্বজন। 'আয়রে আমার ... আপনজনহারা মুক্ত খ্যাপার দল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

আপনজনহারা [আপন+স জন+স হারা] *বিণ* আপনজন হারিয়েছে এমন। 'আয়রে আমার ... আপনজনহারা মুক্ত খ্যাপার দল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

আপনদেশ [আপন+স দেশ] *বি* নিজের মাতৃভূমি। 'স্বার্থানুরোধে আপনদেশ ও আপনাদিগকেও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আপনধ্বনি [আপন+স ধ্বনি] *বি* নিজের গুণকীর্তন। 'ধনী মহাশয়েরা চতুর্দ্দিক হইতে আপনধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতেই ভালবাসেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আপনপুরুষ [আপন+স পুরুষ] *বি* স্বামী। 'তোর ভাই! যেমন কথা, – পরপুরুষ আপনপুরুষ, কি লো?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আপন বশ [আপন+স বশ] *বিণ* নিজের অধীন। 'আপন বশে থাকিব।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আপন-বিভোল [আপন+স বিহ্বল] *বিণ* আত্মভোলা। 'আয়রে পাগল আপন-বিভোল খুশির খেয়ালি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আপনভবন [আপন+স ভবন] *বি* নিজ বাড়ি। 'কোন ছলে আনাইব আপনভবন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আপনভাবে ১ *ক্রিবিণ* নিজের মতো। 'সকলে আপনভাবে জানে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **২** *ক্রিবিণ* ঘনিষ্ঠভাবে। তাহাদের সঙ্গে আপনভাবে মিলিয়া কথাবার্তা কওয়া আমাদের শিক্ষিতলোকদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আপন-ভাষণ [আপন+স ভাষণ] *বি* নিজের কথা। 'কবিতা কি আপন-ভাষণ?' *শামসুল*, ১৯৬৯।

আপন ভাষা [আপন+স ভাষা] *বি* স্বদেশীয় ভাষা; মাতৃভাষা। 'সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা ... আবশ্যক হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

আপন-ভোলা [আপন+ভোলা] **১** *বিণ* নিজেকে ভুলিয়ে দেয় এমন। 'আপনভোলা স্বপন এসে সকল পণই গেল ভেসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বিণ* আত্মবিস্মৃত। 'আপন-ভোলা মধুর ভুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **৩** *বিণ* আত্মহারা। 'ইরাবতীর মোহানামুখ কেন আপন-ভোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আপন মনে [আপন+স মন] **১** *ক্রিবিণ* মনে মনে। 'কুজ্ঞান উদয় হইলে আপন মনে বিচার করিল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *ক্রিবিণ* নিজ মনে। 'আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *ক্রিবিণ* একান্ত মনে। 'টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন-মনে ... নিমগ্ন হয়ে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আপনমুগ্ধ [আপন+স মুগ্ধ] *বিণ* নিজেকে বিমোহিত করে এমন। 'এমন আপনমুগ্ধ ঢঙ নামে, তার পাশে/ এমন শরীরসঙ্গহারা।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

আপন-রচা [আপন+স রচনা>] *বিণ* নিজের রচিত। 'আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

আপন-লীন [আপন+স লীন] *বিণ* নিজের ভেতরে বিলীন। 'জানি নে কিছু, আছি আপন-লীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আপনলোক [আপন+স লোক] *বি* স্বজন। 'যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

আপনসৃষ্ট [আপন+স সৃষ্ট] *বিণ* নিজ বংশধর। 'আপনসৃষ্ট নাতনিও তাঁর ছিল অনেকগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আপনহারা [আপন+স হারা] **১** *বিণ* আত্মহারা। 'আনন্দে হল রে আপন-হারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* আত্মভোলা। 'এসো হে আপনহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আপনা [স আত্মন্>] **১** *সর্ব* স্বয়ং। 'আপনা পাসরিলা জাতে দেব নারায়নে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* আপনা আপনি; নিজে নিজে। 'তাহারা আপনারা পরমেশ্বরের নিয়মকে অবহেলা করিয়া ক্ষান্ত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৩** *সর্ব* নিজ। 'আপনা হইতে অগ্র হইয়া ইহার কার্য্যসিদ্ধি জন্য যত্ন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৪** *সর্ব* আপনাকে। 'উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য বিস্মৃত হয়ে আপনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আপনা-আপনি ১ *ক্রিবিণ* সহজে। 'আপনা আপনি মন বুঝাইতে পরতীত নাহি হয়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *ক্রিবিণ* স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। 'আপনা আপনি এই কথা কহিতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *ক্রিবিণ* নিজে নিজে। 'বসি একাকিনী আপনা-আপনি কহিতাম ধীরে কত কথা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

আপনা-আপনিই *ক্রিবিণ* নিজে নিজেই। 'এক রকমের সাড়া আছে যাহা আপনা-আপনিই হইয়া থাকে।' *জগদীশ*, ১৯২০।

আপনাকে *সর্ব* নিজেকে। 'আপনাকে আপনি চিন্তে জোগে মন দিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

আপনাগোর *সর্ব* আপনাদের। 'আপনাগোর মত লোক পালি তো সে বাঁচি যায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

আপনাদিগের *সর্ব* নিজেদের। 'আপনাদিগের কালহরণ ও দিনপাত প্রায় অপহরণ ও লুটতরাজের দ্বারা করিত।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

আপনাদের *সর্ব* নিজেদের। 'সেখানে আপনাদের অনেক শক্রপক্ষ লোকেরা বিপক্ষতা করণের উদ্দত্ত।' *রামরাম*, ১৮০১।

আপনা নেওয়া *ক্রি* নিজেকে আলাদা করা। 'আপনা নিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আপনাপন [আপন+আপন] *বিণ* নিজ নিজ। 'লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে ...' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আপনা-বিভোল [আপন>+স বিহ্বল] *বিণ* আত্মভোলা। 'উল্লাসে নাচি আপনা-বিভোল, নব আশায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

আপনা-বিস্মৃত [আপন>+স বিস্মৃত] *বিণ* নিজেকে ভুলে যায় এমন।

'তারি স্নেহবশে রাত্রিদিন আছিলাম আপনা-বিস্মৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আপনা ভুলা *ক্রি* উদাসীন হওয়া। 'কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও আপনা ভুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আপনা-ভোলা [আপন>+ভোলা] ১ *বিণ* আত্মহারা। 'আপনা-ভোলা সরল হাসি ঝরে পড়েছে রাশি রাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* উদাসীন। 'আপনা-ভোলা মনখানি তার অধীর হয়ে উঁকি মারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আপনা-মতলবী [আপন+আ মতলব>] *বিণ* স্বার্থপর। 'লোকটা আপনা-মতলবী না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আপনা-মাঝারে *ক্রিবিণ* নিজের অন্তরে। 'আপনা-মাঝারে গোপন রাজারে মন যেন তোর পায় রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আপনা হতে *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছায়। 'আপনা হতে এসেছে যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আপনাহারা [আপন>+স হারা] *বিণ* আত্মভোলা। 'চেয়ে আছেন মোদের পানে আপনাহারা?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

আপনে *সর্ব* নিজ। 'আপনে লড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আপনার [আপন>] ১ *বিণ* নিজের। 'সুস্থ কর আপনার হিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* আত্মীয়। 'তোমরা আপনার জন তাই বলি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

আপনার করা *ক্রি* আপন করে নেওয়া। 'প্রথমটা তাকে পোষ মানিয়ে আপনার করে নিতে কিছু সময় যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আপনার জন *বি* আপনজন। 'তোমরা আপনার জন তাই বলি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

আপনার টিপেয় কুকুর রাজা – নিজের ঘরে শক্তিশালী। *নজরুল*, ১৯২৭।

আপনারদিগকে *সর্ব* আপনাদেরকে। 'আমি সাধনা করি আপনারদিগকে বিদায় করুন ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

আপনার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা – নিজের সর্বনাশ নিজে করা। 'তার মনে জাগছিল আপনার মাথায় কাঁঠাল ভাঙার কথা।' *হাই*, ১৯৫৩।

আপনার লোক *বি* আপনজন। 'ওরা মোর আপনার লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আপনারা *সর্ব* নিজেরা। 'আপনারা সকলে থাকিয়া গতি করিবো।' *ওসাঁ*, ১৭৭৬।

আপনারে *সর্ব* নিজেকে। 'নরস্তান আপনারে সভার জনিল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আপনি [স আত্মন্] ১ *সর্ব* নিজে। 'আপনি হানি জে কুলক লাঘব/ কিছু ন গুনল তবে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'আপনিত অবতার শ্রীহরি করিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তিনি আপনি আপনার আত্মীয় কি না, বিচার করিয়া দেখ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *সর্ব* সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষ বা শ্রোতাপক্ষ; তুমি। 'আপনি কোন জায়গায় গহনাগাটী বন্দক রাখিয়া ... বাটীর খরচ করিবা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আপনি শিক্ষক নহেন, কেবল ব্যাখ্যাতা মাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *ক্রিবিণ* অকারণে। 'কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আপনি-নিমগন [আপনি+স নিমগ্ন] *বিণ* স্বয়ং-নিমগ্ন। 'আপন-সুরে আপনি নিমগন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম – পরের কথা ভাবার আগে নিজের স্বার্থ দেখা। 'আমি শপথ করেছি বটে আর মদ ছোঁব না, কিন্তু প্রাণটাতো বাঁচাতে হবে? আপনি বাঁচলে বাপের নাম!' *প্যারী*, ১৮৫৯।

আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে – নিজের শোয়ার জায়গা মেলে না এ অবস্থায় অন্যকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ডেকে আনা; অবিবেচনা। 'আক্কেল দেখ না! আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

আপনী [স আত্মন্>] ১ *সর্ব* নিজে। 'আপন সাক্ষিতে বেটা হারিল আপনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *সর্ব* সম্মানীয় মধ্যম পুরুষ। 'আপনী সেইরূপ তত্ত করিবেন এই করারে টরনীনামা পত্র দিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬।

আপনে [স আত্মন্>] ১ *সর্ব* নিজে। 'লেখা করে কাহ্নাঞিঁ আপনে খড়ী পাড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* আপনি। 'আপনে না ভুঁজ পরাক না কর দানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপনে আপনি *ক্রিবিণ* নিজ থেকে; স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। 'ছায়াময়ী মূর্তিখানি আপনে আপনি মিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আপন্ন [স] *বিণ* বিপন্ন। 'দুই হাতে আপন্ন সংসার ...।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

আপমান [স অপমান] *বি* লাঞ্ছনা। 'সুণহ নটক কাহ্ন কেহ্নে কর আপমান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপযশ [স অপযশ] *বি* কলঙ্ক; কুখ্যাতি। 'আপযশ থাকিল তোর তীন ভুবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপর [স অপর] *বিণ* অন্য। 'পুরুব আপর কথা রাধা মণে গুন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপরাধ, আপরাধা [স অপরাধ] *বি* দোষ। 'দূতী আপরাধ কৈল/ আম্মারে কেহ্নে না বুইল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নাহি করোঁ কিছু আপরাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আপরাধেঁ** *ক্রিবিণ* অপরাধের কারণে। 'কোণ আপরাধেঁ মাইলেঁ চন্দ্রাবলী রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপরুচি [হি] *বিণ* নিজের পছন্দমতো। 'পেট আপনার সেখানে আপরুচি খানা।' *অবন*, ১৯২৫।

আপরেল [ই এপ্রিল] *বি* খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার চতুর্থ মাস; এপ্রিল। '১৭৮৪ সনের আপরেল মাসের পহিলা তক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। *দ্র* **এপ্রিল**

আপশোশ, আপশস, আপশোষ [ফা আফসোস] *বি* অনুশোচনা; খেদ। 'আমার বড়ই আপশস হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'এ কী রে আপশোশ থোড়া, এল বুড়ো।' *গিরিশ*, ১৮৮৩; 'এ নিতান্তই আপশোষের কথা।' *প্রমথ*, ১৯১৭। *দ্র* **আপসোস**

আপস [ফা] ১ *বি* আপোস; মীমাংসা। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'আমরা আপসে শ্রীরামদেব হালদার ও শ্রীরামকানাই নন্দী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* সমাধান। 'তিনি এমন একটা আপস করিতে চেষ্ট করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল না, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। *দ্র* **আপোস**

আপসনিষ্পত্তি [ফা আপস+স নিষ্পত্তি] *বি* উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমস্যার সমাধান। 'এই আপসনিষ্পত্তি সবল-দুর্বলের একান্ত ভেদ থাকলে হতেই পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আপসরফা [ফা আপস+আ রিফা] *বি* মিটমাট। 'বোঝাপড়া, আপসরফা, যাই করতে হয় মাস্টার করুক।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

আপসে নিষ্পত্তি *বি* উভয়ের সম্মতিতে সমাধান। 'সেই রফা-অনুসারে আপসে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

আপসা-আপসি *বি* লুকোচুরি। 'কী তোর প্রেম যে তাই নিয়ে হর-হামেশা আপসা-আপসি করছিস।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

আপসানো [ফা আফশান] *ক্রি* আস্ফালন করা। 'রেগে ডানা আপসে ঘোড়া এমনি তেজে উড়ে চললো যে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

আপসে-আপ *ক্রিবিণ* নিজ থেকে। 'সময়ে সেগুলি আপসে-আপ মিলাইয়া যাইবে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

আপসেট [ই] *বিণ* বিচলিত। 'আজ একেবারেই আপসেট।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

আপসোস [ফা] *বি* খেদ; মনস্তাপ; অনুশোচনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সেটা যে কেবল ঘরের পক্ষে আপসোসের বিষয় হয় তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আপা [তু] *বি* বড়ো বোন। 'আপা না বলিয়া বুবু বলিয়াই ডাকে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আপাং, আপাঙ [স অপাঙ্গক] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'এক জায়গায় ছিল কয়েকটা আপাং।' *খগেন্দ্র*, ১৯৫০; 'আপাঙ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আপাত, আপাতঃ [স] **১** *বিণ* বাহ্যত। 'এই সকল আপাত অনর্থক অঙ্গ হতেই অনুমান করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বিণ* সাময়িক। 'আদর্শকে কোনরূপ আপাতঃ সুবিধার দিকে সংযুক্ত করার বিরোধী।' *আজাদ*, ১৯৪৭। **৩** *ক্রিবিণ* আপাতত। 'পথের আপাতঃ কোন বিরোধ নাই।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

আপাতদৃষ্টিতে [স] *ক্রিবিণ* বাহ্যদৃষ্টিতে। 'আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বসারধারণের কাছে যাহা অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া খ্যাত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আপাতক [স আপাততঃ] *ক্রিবিণ* আপাতত। 'আপাতক একজন বাঙ্গালী ওস্তাদ তত্ত্ব করিয়া আনো।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আপাতত [স আপাততঃ] **১** *ক্রিবিণ* এখনকার মতো। 'আপাতত ফল কিছু হইয়াছে মাত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আপাতত অস্থায়ী সুখই আমার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রিবিণ* এখন। 'আপাতত বজ্রপাত মস্তকেতে সয়।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

আপাততঃ [স] **১** *ক্রিবিণ* এ মুহূর্তে। 'আপাততঃ তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *ক্রিবিণ* এখনকার মতো। 'বস্তু সকল স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয় ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

আপাত দৃঢ়তা [স] *বি* বাহ্যিক কাঠিন্য। 'তাঁর ভাষার আপাত দৃঢ়তা, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

আপাতদৃশ্যমান [স] *বিণ* আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় এমন। 'সমাজের বুকে আপাতদৃশ্যমান এই ভাঙাগড়ার খেলা কি ইতিহাসের মূল ধারাতে কোন জলোচ্ছ্বাস ঘটায়।' *সনৎ*, ১৯৭০।

আপাতদৃশ্যমানতা [স] *বি* আপাত দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া। 'ঘটনাপ্রবাহের আপাতদৃশ্যমানতা অনেক সময়ে ছদ্মবেশী প্রতারক।' *সনৎ*, ১৯৭০।

আপাতদৃষ্টি [স] *বি* সাধারণভাবে দেখা; বাহ্যদৃষ্টি। 'আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের বিপুলায়তন দেহ অতি প্রকাণ্ড।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বসাধারণের কাছে যাহা সত্য বলিয়া খ্যাত, তাহাকেই কঠিন প্রমাণের দ্বারা বারংবার বিচিত্রভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আপাত-নিরীহ [স] *বিণ* আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ মনে হয় এমন। 'এঁদের বহু আপাত-নিরীহ সামাজিক আন্দোলনের মৌল প্রেরণা রাজনৈতিক বুদ্ধিসঞ্জাত।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

আপাতপ্রতীয়মান [স] *বিণ* বাহ্যত মনে হয় এমন। 'সমস্ত আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও দৃঢ়ভাবে যে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আপাতপ্রত্যক্ষ [স] *বিণ* বাহ্যত চোখে পড়ে এমন। 'আপাতপ্রত্যক্ষ প্রসাদের উপরও আর আস্থা রাখা চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আপাতবিশৃঙ্খল [স] *বিণ* সাধারণভাবে বিশৃঙ্খল মনে হয় এমন। 'বর্তমানের আপাতবিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতা সমুচ্চয়ের বিশ্লেষণ করে তা থেকে অর্থের আবিষ্কার...।' *শিব*, ১৯৫৬।

আপাতমূর্খতা [স] *বি* বাহ্যত নির্বুদ্ধিতা। 'উৎপলার আপাতমূর্খতার অতৃপ্তিতে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আপাতসুলভ [স] *বিণ* আপাতদৃষ্টিতে সহজলভ্য। 'কেননা আপাতসুলভ জ্ঞানে এ বিশ্ব একটি ভাঙাচোরা ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

আপাতাল [স] *ক্রিবিণ* পাতাল পর্যন্ত। 'গ্রন্থরহস্য মধ্যে মন্দার পর্বতের মতো আপাতাল-নিমজ্জিত হওয়ারই নাম অন্তরঙ্গ পর্যালোচনা।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

আপাতাল-নিমজ্জিত [স] *বিণ* পাতাল পর্যন্ত নিমগ্ন; গভীরভাবে নিমগ্ন। 'গ্রন্থরহস্য মধ্যে মন্দার পর্বতের মতো আপাতাল-নিমজ্জিত হওয়ারই নাম অন্তরঙ্গ পর্যালোচনা।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

আপাদ [স] *বিণ* পা পর্যন্ত। 'আপাদলম্বিত কেশ কস্তুরী সৌরভ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আপাদকবরী [স] *ক্রিবিণ* পা থেকে চুল পর্যন্ত। 'স্বয়ং আপাদকবরী প্রেমরসার্দ্রা হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

আপাদ-গ্রীবা [স] *ক্রিবিণ* পা থেকে গলা পর্যন্ত। 'আপাদ-গ্রীবা সতরঞ্চি মুড়ি দিয়ে উবু হয়ে বসল।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

আপাদমস্তক [স] *ক্রিবিণ* পা থেকে মাথা পর্যন্ত। 'আপাদমস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০।

আপাদমাথা [স আপাদমস্তক] *ক্রিবিণ* পা থেকে মাথা পর্যন্ত। 'পরাজয়ে হয় না আপাদমাথা কালো।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

আপাদলম্বিত [স] *বিণ* পা পর্যন্ত লম্বা। 'আপাদলম্বিত কেশ কস্তুরী সৌরভ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আপামর [স] *বিণ* সকল শ্রেণীর। 'আপামর সাধারণ লোক নানাবিধ ভক্ষণ সামগ্রীতে তৃপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'তদ্দেশবাসি আপামর সাধারণ লোক।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

আপামরজন [স] *বি* সমস্ত লোকজন। 'আপামরজনে আমি কহাইব আজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আপামরসাধারণ [স] *বি* উঁচু-নিচু সকল শ্রেণীর লোক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আপামরসাধারণ সবাই আজ রাতারাতি বড়োমানুষ হতে চায়।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

আপার[1] [স অপার] *বিণ* অত্যন্ত। 'একসরী বনে ভয় পাইলোঁ আপারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপার[2] [ই] *বিণ* অপেক্ষাকৃত উঁচু। 'আপার শিলঙে বেড়াতে যাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আপার হাউস [ই] *বি* সংসদের উচ্চতর কক্ষ। 'মন্ত্রণা পরিষদ, আপার হাউস, লোয়ার হাউস, স্পীকার, প্রেসিডেন্ট।' *হাই*, ১৯৫৮।

আপিম [আ আফিউন] *বি* আফিম। 'চুপিচুপি আপিমের ব্যবসা করে হোসেন?' *মানিক*, ১৯৩৬।

আপিল, আপীল [ই অ্যাপিল] **১** *বি* আবেদন। 'সদর দেওয়ানি আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য্য হইয়াছিল।' *ডানকান*, ১৭৮৪; 'সে মকদ্দমা বিলাত আপীল হইয়া …।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* পুনরায় বিচারের আবেদন। 'সেই আপীলের দরখাস্তী আরজী।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫। **৩** *বিণ* পুনরায় বিচার হয় এমন। 'সদর দেয়ানী কোর্ট আপিল প্রভৃতি আদালতে গমন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আপিলান্ট [ই] *বি* রায় পুনর্বিবেচনা করার জন্যে আবেদন জানায় যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১। দ্র **আপীলেন্ট, আপেলান্ট**

আপিলি [ই অ্যাপিল>] *বিণ* আপিল বিষয়ক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আপীলহীন [ই অ্যাপিল+স হীন] *বি* পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেই এমন। 'এমন আপীলহীন ফল বেরুত।' *শওকত*, ১৯৪৬।

আপিশ [ই অফিস] *বি* দাপ্তরিক কাজকর্ম। 'এক জামা পরে সপ্তাহের ছ'দিন আপিশ করবেন।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯। দ্র **আপিস**

আপিশ করা *ক্রি* দাপ্তরিক কাজকর্ম করা। 'এক জামা পরে সপ্তাহের ছ'দিন আপিশ করবেন।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

আপিস, আপীস [ই অফিস] *বি* দপ্তর। 'এই আপিসে আসিয়া সওদা করহ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকট।' *দর্পণ*, ১৮১৮। দ্র **আপিশ**

আপিস-কোটা [ই অফিস+স কোষ্ঠ] *বি* অফিস-ঘর। 'বিষম রাক্ষস ওটা, মেলিয়া আপিস-কোটা গ্রাস করে গোটা গোটা বন্ধুবান্ধবেরে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আপিসঘর [ই অফিস+ঘর] *বি* অফিসকক্ষ। 'এখন ইহা আমারই আপিস-ঘর বৈঠকখানা-দরদালানের শামিল হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আপিস-সম্রাট [ই অফিস+স সম্রাট] *বি* অফিসের প্রধান। 'হোতো ভদ্র বাঙালীর বড়ো কর্তা, আপিস-সম্রাট।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

আপিসর [ই অফিসার] *বি* কর্মকর্তা; অফিসার। 'এক জন আপিসর … অনেক ধন প্রদান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

আপিসী [ই অফিস>] *বিণ* অফিসে পরার উপযোগী। 'সারাদিনের আপিসী কাপড় চোপড়ের উষ্ণ সুখস্পর্শ …।' *হাই*, ১৯৫৮।

আপিসোর [ই অফিসার] অফিসার। *ক্যালগে*, ১৮০০।

আপীল, আপীলহীন দ্র **আপিল**

আপীলেন্ট [ই] *বি* যে আপিল করেছে; আবেদনকারী। 'তাহাতে যদি সেই আপীলেন্ট তাহার মোকদ্দমা …।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫।

আপু [স আত্মন্>] *সর্ব* স্বয়ং; আপনি। 'সবে পরীহরি তোহি ইহ হরি আপু সরাহরি পুন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আপুণী [স আত্মন্>] *সর্ব* নিজে। 'কাহ্নের সকল দোষণ খণ্ডিবোঁ আপুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপুনি [স আত্মন্>] *সর্ব* স্বয়ং। 'কংসের পাপ চেষ্টা দেখিয়া আপুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আপুষ্ট [স অপুষ্ট] *বিণ* অপক্ব। 'মর্ম্মর উঠিছে কভু আপুষ্ট শস্যের শীষে শীষে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

আপুষ্যপুত্র [স পোষ্যপুত্র] *বি* পুষ্যপুত্র। 'শ্রীমোহনলাল মণ্ডলকে সোপরোর্দ্ধ করি আপুষ্য পুত্র রাখিলাম।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০১।

আপূত *বি* গাছবিশেষ। 'আতভড়ি আতজিআ আপূত বণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপূনি [স আত্মন্>] *সর্ব* স্বয়ং। 'কেবল আপূনি একা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আপে [স আত্মন্>] *সর্ব* নিজে। 'আপনা রূপের ভাবে আপে হৈল লীন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আপেক্ষা [স অপেক্ষা>] *ক্রি* তত্ত্বাবধান করা। 'তুহ্মি তানে আপেক্ষি রাখিবা যত্ন করি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'প্রথমে আপনা ভগ্নী রাখ আপেক্ষিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

আপেক্ষিক [স] **১** *বিণ* অন্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। 'ভ্রান্তি শুধু আপেক্ষিক, নির্বিকার প্রকৃতি প্রমেয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বিণ* তুলনামূলক। 'ধর্ম-অধর্ম সবই আপেক্ষিক গুণাগুণ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আপেক্ষিক গুরুত্ব [স] *বি* পরস্পর ওজন সম্পর্কে তুলনা। 'আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে পদার্থের ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি সংখ্যা কিংবা কম।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

আপেক্ষিক তত্ত্ব [স] *বি* আইনস্টাইনের মতবাদ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত গতি তুলনামূলক এবং মহাশূন্যের চতুর্থ মাত্রা হলো সময় – এই মতবাদ। 'আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণ করতে বসবে।' *মানিক*, ১৯৩৮।

আপেক্ষিকতা [স] *বি* পরস্পর নির্ভরশীলতা। 'জ্ঞানমাত্রেরই আপেক্ষিকতা লইয়া …।' *পরশু*, ১৯৪০।

আপেনাশ [স আপ্তনাশ] *বিণ* বিলুপ্ত। 'তার সঙ্গে মন্দ কর্ম আপেনাশ হৈল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আপেল [ই অ্যাপ্‌ল্] *বি* ফলবিশেষ। 'আপেল পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধরে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আপেলান্ট [ই] *বিণ* আবেদনকারী। 'আপেলান্ট অর্থাৎ হিন্দুরদের সপক্ষে ডাক্তর … সাহেবেরা বিতণ্ডাকারী।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

আপোঙষ [স অপযশ] *বিণ* অপমানিত। 'মোএঁ আপোঙষ হৈবোঁ তোহ্মে জাইবেঁ মার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপোদ [স আপদ] *বি* বিপদ। 'সে অনুমতিপত্রখান ছিঁড়ে ফেল, আপোদ যাক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

আপোন [স আত্মন্>] *সর্ব* আপন। 'আপোন ইচ্ছায় তাহারে যত পাড়ে গালি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আপোনার *সর্ব* আপনার। 'নাগরথে চড়িয়া গেলা আপোনার ঘর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আপোষ[১] [স আপোষ্য] **১** *বি* প্রহার। 'সুণিলেঁ আইহন মোরে করিব আপোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* বিতাড়িত। 'কংসে সুধি পাইলেঁ হইবেঁ তোহ্মে আপোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আপোষ[২], **আপোস** [ফা আপস] *বি* পারস্পরিক সম্মতি। 'বিবাদ আপোসে মিটাইয়া দেওয়া পরামৃশ্য।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

আপোষ-নিষ্পত্তি [ফা আপস+স নিষ্পত্তি] *বি* মীমাংসা। 'নূতন নূতর অবস্থার সম্বন্ধে নূতন করে বারে বারে আপোষ-নিষ্পত্তি না করলে…।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

আপোষবিহীন [ফা আপস+স বিহীন] *বিণ* মীমাংসা না ক'রে। 'আপোষবিহীন সংগ্রাম চালাইবার জন্য আবেদন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

আপোষহীন [ফা আপস+স হীন] *বিণ* আপস করতে অসম্মত। 'আরেকটি দিকে আপোষহীন, পাকাবুড়ি ছাড়া চাকরাণী রাখেন না।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

আপোষহীনভাবে [ফা আপস+স হীনভাবে] *ক্রিবিণ* মীমাংসাহীন-ভাবে। 'ততদিন তাঁদিগকে আপোষহীনভাবে কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

আপোসনামা [ফা] *বি* উভয় পক্ষের সম্মতিতে লিখিত শর্তযুক্ত দলিল। 'এই শর্তে আপোসনামা লেখাপড়া হইয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আপোষ-রফা [ফা আপস+আ রিফা] *বি* আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান। 'গবর্ণমেন্ট আপোষ-রফার সুখ-স্বপ্নই দেখিয়াছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৪২।

আপ্ত [স] **১** *বি* আত্মীয়। 'ধাইয়া আইলা সবে যত আপ্তগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *সর্ব* আঘাত। 'আপনার শিরে সাধু করে আপ্তঘাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* গুমরে ওঠে এমন। 'হৃদএ জন্মিল আপ্তরোল।' *বাহরাম*, ১৭০০। **৪** *বিণ* গোপন। 'আপ্ত কথা ব্যক্ত কৈল্যা এই দুখে মরি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৫। **৫** *বিণ* স্বতঃসিদ্ধ। 'তিনি সেই শাস্ত্রকেই পরমেশ্বরের প্রণীত অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৬** *বি* আত্মা। 'আপ্ততত্ত্বে ফাজেল যে জনা সেই জানে সাঁইজির নিগূঢ় কারখানা।' *লালন*, ১৮৯০।

আপ্তকাম [স] *বিণ* মনস্কামনা চরিতার্থ হয়েছে এমন। 'তাতে সে আপ্তকাম নয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আপ্তঘাত [স] *বি* আত্মহত্যা। 'আপ্তঘাত মহাপাপ সংসার ভিতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আপ্তঘাতি [স আপ্তঘাত>] *বিণ* আঘাত। 'আপনার শিরে সাধু করে আপ্তঘাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আপ্ততত্ত্ব [স] *বি* আত্মতত্ত্ব; আত্মা সম্পর্কিত জ্ঞান। 'আপ্ততত্ত্বে ফাজেল যে জনা সেই জানে সাঁইজির নিগূঢ় কারখানা।' *লালন*, ১৮৯০।

আপ্ততা [স] *বি* আত্মীয়তা। 'যেন মিত্র রাখিয়া আপ্ততা হৌক ভঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৫১।

আপ্তনাশ [স] *বি* আত্মবিনাশ; নিজের সর্বনাশ। 'প্রেম ফান্দে বাজিলে মুক্তি নাহি আশ। যবে করে ভাবকে সমূলে আপ্তনাশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আপ্তবাক [স] *বি* নির্ভুল বলে দাবিকৃত। 'পালমহাশয়ের আপ্তবাক আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য নই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

আপ্তবাক্য [স] *বি* প্রশ্ন না করে নির্ভুল সত্য বিবেচনা করে পালনীয় আদেশ। 'তিনি সেই শাস্ত্রকেই পরমেশ্বরের প্রণীত অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যে মোহ তার কেটে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আপ্তবাণী [স] *বি* অপৌরুষেয় বাণী। 'আমাদের জ্ঞান আপ্তবাণীর ভাষ্যে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

আপ্তবিশ্রুতি [স] *বি* আত্মবিস্মৃতি। 'আমার আপ্তবিশ্রুতি হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

আপ্তভাব [স] *বিণ* আত্মীয়ের মতো। 'কামিলা না পায়্যা তথা আমারে পাঠাইলে এথা আপ্তভাব করিআ তোমারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আপ্তভাষী [স] *বিণ* প্রামাণিক তত্ত্বদর্শী। 'অসামান্য ধী-শক্তিসম্পন্ন তর্কদর্শী পণ্ডিতদিগকেও ভ্রান্তিশূন্য আপ্তভাষী বলিয়া বিশ্বাস করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আপ্তরক্ষা [স] *বি* আত্মরক্ষা। 'আপ্তরক্ষার নিমিত্তে যে কোন দুটি যুক্তি এবং ছল ব্যবহার করিতে পারি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

আপ্তরোল [স] *বি* চাপাকান্না। 'হৃদএ জন্মিল আপ্তরোল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আপ্তশ্রুতি [স] *বি* কিংবদন্তি। 'এরূপ আপ্তশ্রুতি আছে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

আপ্তোপদেশ [স আপ্ত-উপদেশ] *বি* নির্বিচারে গ্রহণীয় বিধান। 'বেদেই আপ্তোপদেশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আপ্তারে *বি* আতশবাজিবিশেষ। 'ওজোনের আপ্তারে।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৮।

আপ্তোপদেশ *দ্র* **আপ্ত**

আপ্যায়ন [স] **১** *বি* আতিথেয়তা। 'আপ্যায়নের ত্রুটি দেখিয়ে বেইজ্জতির অজুহাতে চক্ষু দুটো উষ্ণ কটাহের মতো গরম করে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* ভদ্রতার কথাবার্তা। 'আহার ও আলাপ-আপ্যায়ন সেরে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা রাজার সঙ্গে তাঁর মোটরগাড়িতে চড়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বি* স্বাগত জানানো। '... মুখে আপ্যায়নের মেকি হাসি নেই।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

আপ্যায়িত [স] **১** *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* তুষ্ট। 'আপ্যায়িত হওয়া গেল।' *রামরাম*, ১৮০২। **৩** *বিণ* অভ্যর্থিত। 'সর্ব্বত্র তদভিজ্ঞ জনকে প্রদানপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'গবর্ণমেন্ট নিমন্ত্রণে যান, বিনীত সম্ভাষণে আপ্যায়িত হন, লন্টেনিস খেলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* আনন্দিত। 'এ বিষয়ে কুত্রাপি কাহারও যত্ন দেখিলে পরম আপ্যায়িত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আপ্রাণ [স] *বিণ* যথাসাধ্য। 'চোখের জল মুছবার জন্য সত্যিই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

আপ্রিল [ই] *বি* খ্রিস্টাব্দের চতুর্থ মাস; এপ্রিল। 'গত ১ আপ্রিল অবধি কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্র প্রত্যহ প্রকাশ হইতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। *দ্র* **এপ্রিল**

আপ্রেল [ই] *বি* খ্রিস্টাব্দের চতুর্থ মাস; এপ্রিল। '১ আপ্রেল ১৮৩৭ অবধি।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

আপ্লাবিত [স] *বিণ* সিক্ত। 'অঙ্গ হল্য আপ্লাবিত নয়নের লোহে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আপ্লুত [স] *বিণ* ভিজা; সিক্ত। 'গন্ধর্ব্বসেন জল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া জলেতে আপ্লুত গর্দ্দভশরীরেতে সভার মধ্যে উপস্থিত ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

আফওয়াই [আ] *বি* গুজব। 'সহর বাজারে মিলে ওড়িল আফওয়াই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আফগান [ফা] **১** *বিণ* আফগানিস্তানে অনুষ্ঠিত। 'আফগান যুদ্ধের বিষয়ে তুমি কী বিবেচনা কর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* আফগানিস্তানের অধিবাসী। 'আফগান মারে ঘাপটি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আফগানি, আফগানী [ফা] **১** *বিণ* আফগানি-সুলভ। 'দারাজ দিলীর আফগানি দিল।' *নজরুল*, ১৯২৮। **২** *বি* আফগানিস্তানের অধিবাসী। 'জাতিভাই আফগানীদিগকে নিমন্ত্রণ দিয়ে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৯।

আফত, আফৎ [আ] **১** *বি* বিপদ। 'আফত ঘটিবে আজ আমা সবাকার।' *হামজা*, ১৮০৭। **২** *বি* দুর্দশা। 'আফৎগুলি মুসলমানকে পাইয়া বসিতে লাগিল।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২। *দ্র* **আফদ**

আফতা [ফা আফতাবা] *বি* কলস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আফতাব [ফা] *বি* সূর্য। 'ইমামের মুখেতে লাগে আফতাবের তাফ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আফতাবা [ফা] *বি* পানির পাত্র। 'চিলমচী আনিল বান্দি আফতাবায় পানি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আফদ [স আপদ] *বি* আপদ। 'আফদ তো মরদের হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আফলন্ত [স অফলবন্ত>] *বিণ* ফল হয় না এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আফলা [স ফল>] *বিণ* ফল ধরে না এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আফলাতুন [ফা] *বিণ* বুদ্ধিমতী। 'এ আফলাতুন মেয়ের জুলুমে মায়েরও পরমার্থ-চিন্তা অনেক কমাতে হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আফশাঁ [আ ইফশা] *বি* সূক্ষ্ম সোনালি বা রুপালি চূর্ণবিশেষ। 'আটা সংযোগে আফশাঁ ও চুমকি বসান হইয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

আফসা [ফা আফশান; আ ইফশা] *বি* সূক্ষ্ম রুপালি বা সোনালি গুঁড়া, যা স্ত্রীলোকেরা প্রসাধনীরূপে মুখে ব্যবহার করে। 'গাল দুটি আফসা জড়িত হইয়া ঝকমক করিতেছে।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

আফশোশ, আফশোস, আফশোষ [ফা আফসোস] **১** *বি* অনুশোচনা; খেদ। *ভবানী*, ১৮২৩; 'আফশোশ করে আর ফল কি এখন।' *শিবরাম*, ১৯৪০। 'অপচয়ের জন্যে কত আফশোস করে মরেছি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬। **২** *বি* অনুতাপ। 'হুকুম মানে না ঘোড়া! অন্তর শুষিছে আফশোষ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

আফসোস [ফা] **১** *বি* অনুতাপ। 'আফসোস করে দেবরাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* দুঃখ। 'মহাদুঃখে জার জার কাদেন আফসোসে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* আক্ষেপ। 'তোমার দৌলতে আমার মনো আফসোস মিটুক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আফাটা [অফাটা>] **১** *বিণ* ফাটা নয় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* মন্দ। 'আটকুড়ে কোটালের আফাটা কপাল।' *দক্ষিণা*, ১৯৪০।

আফার [আ আফা>] *বি* লোকসান; বিনাশ। 'পাইলেঁ মূল আফারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আফালি *বি* লাফানি; লাফঝাঁপ। 'খানিক পরে চালের উপর যথারীতি মাছের আফালি।' *মনোজ*, ১৯৬১।

আফিং, আফিঙ, আফিঙ্গ [আ আফিউন] *বি* পোস্ত ফল থেকে তৈরি মাদকদ্রব্য; আফিম। 'আর কাজী খাইছে আফিঙ্গ।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'আফিঙ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তার চেয়ে খানিকটা আফিং তুঁতের জলে গুলে হরতেল মিশিয়ে খান-না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিঙের ঘুম ঘুমাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। *দ্র* **অহিফেন, আফিম**

আফিংখোর [আ আফিউন+ফা খোর] *বি* আফিম সেবনকারী। 'ছোটো-ছোটো রাজ্যের রাজারা সব রাজপুত, আর সকলেই আফিংখোর।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

আফিডেবিট [ই] *বি* এফিডেভিট; হলফনামা। 'আফিডেবিট অর্থাৎ হলফনামারূপে এক লিপি প্রস্তুত করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

আফিণ [আ আফিউন] *বি* আফিম। 'আফিণের দ্বারা সরকারের যে আয় আছে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭। *দ্র* **আফীন**

আফিম [আ আফিউন] *বি* মাদকবিশেষ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'ডেড় ভরি আফিম, ডেড় শ ছিলিম গাঁজা।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **আফিং**

আফিমখোর [আ আফিউন+ফা খোর] *বি* আফিম-আসক্ত। 'ঝিমোচ্ছে নিঃশব্দে কোনো আফিমখোরের মতো।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

আফিমি [আ আফিউন>] *বিণ* আফিমের; আফিম সম্পর্কিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আফিস [ই অফিস] *বি* সরকারি দফতর। 'কলিকাতার পুলিস আফিসের জষ্টীষ সাহেবান হুকুম দেন।' *মিলার*, ১৭৯৭।

আফিসর [ই] *বি* কর্মকর্তা। 'এক আফিসরের হিস্যার মধ্যে।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

আফীন [আ আফিউন] *বি* আফিম। 'আফীন হইতে নিষেধের আইন।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬; 'কোম্পানি বাহাদুরের তরফ আফীনের কর্ম্মের দেওয়ান ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। *দ্র* **আফিণ**

আফুটা [অফুটা>] *বিণ* ফোটেনি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আফুলা [স অফুল্ল>] *বিণ* ফুল ধরে না এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আফীস [ই] *বি* অফিস; দফতর। *দর্পণ*, ১৮২৮।

আফোত [আ] *বি* বিপদ। 'বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। *দ্র* **আফত, আফদ**

আফ্রিকা [ই] *বি* এশিয়ার পশ্চিমে এবং ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত মহাদেশ। 'আফ্রিকা ও আমেরিকা বাসী ... ব্যবসায় করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আফ্রিকানিবাসী [ই আফ্রিকা+স নিবাসী] *বি* আফ্রিকায় বাসকারী। 'আফ্রিকানিবাসীরা তাহাদিগকে ভর্জন করিয়া ভক্ষণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আফ্রিদি *বি* পাকিস্তানের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আফ্রিদি যদি হতাম আমি রে আজ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আব[১] [ফা] *বি* জল। 'কাপড় উপরে খোরা ঢেলে দেও আব।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আব[২] [হি] *ক্রিবিণ* এখন; এই মুহূর্তে। 'সব-কুছ আব দূর রহো!' *নজরুল*, ১৯২২।

আব[৩] [অর্বুদ] **১** *বি* গাছের কাণ্ডের কোথাও ফুলে ওঠা অংশ। 'বাওবাব গাছ ... গায়ে যেন বড় বড় আঁচিল কি আব বেরিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৩। **২** *বি* অর্বুদ; টিউমার;। 'টাকের উপর আলুর মতো বড় আবটি দেখিয়া হাসি পায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

আবওয়াব, আবওাব [আ আবোয়াব] *বি* জমিদারদের একপ্রকার অনৈতিক আদায়। 'বেহারের মোকররি আবওাব বেসী।' *এডমন*, ১৭৯৩; 'আবওয়াব অর্থাৎ বাজে আদায় দ্বারা অনেক লাভ করিয়া থাকেন।' *সুলভ*, ১৮৭০।

আবকারি, আবকারী [ফা আবগারি] *বিণ* মাদকদ্রব্য বিষয়ক। 'লোভ ভারী আবকারী যুক্ত করি কর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'হিন্দু রাজাদিগের আমলে আবকারির আইন ... প্রচার হইত না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। *দ্র* **আবগারি**

আবক্ষ [স] *ক্রিবিণ* বুক পর্যন্ত। 'আবক্ষ ডুবায়ে জলে বসিয়া সুন্দরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আবখুদি [হি আপ+ফা খোদ>] *বিণ* জেদি; নিজের ইচ্ছায় চলে এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আবখোরা [ফা আবখোরাহ্] *বি* পানি পানের পাত্রবিশেষ। 'তিনি মহাব্যস্তে আবখোরা পরিষ্কার করিয়া সোরাহীর শীল ভগ্ন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

আবগারি, আবগারী [ফা আবগারি] *বিণ* মাদকদ্রব্য ব্যবসায় সংক্রান্ত। 'গরলময় আবগারিতন্ত্র আমাদিগের সর্ব্বনাশের হেতু ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **আবকারি**

আবগারিতন্ত্র [ফা আবগারি+স তন্ত্র] *বি* মাদকদ্রব্যাদি ব্যবহারের রীতি। 'গরলময় আবগারিতন্ত্র আমাদিগের সর্ব্বনাশের হেতু ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আবগাহা [স অবগাহন] *ক্রি* জলে নিমজ্জিত হওয়া। 'মোর বোল সুণ আবগাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবছা [স অপচ্ছায়া] **১** *বিণ* অস্পষ্ট। 'বেহেশেতে কে আনলে এমন আবছা ব্যথার রেশ।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* হালকা। 'আবছা-হলুদ লালচে-হলুদ।' *জসীম*, ১৯৩১। **৩** *বিণ* অস্পষ্ট। 'উপছায়া-চলা বনে বনে মন আবছা পথের যাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

আবছা-আবছা *ক্রিবিণ* অস্পষ্টভাবে। 'আবছা-আবছা নজরে পড়ে ঘাটে বাঁধা ছইশূন্য ভারি খেয়া নৌকাটা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

আবছা-দেখা *বিণ* অস্পষ্টভাবে দেখা যায় এমন। 'আবছা-দেখা সড়কের জগৎ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

আবছায়া [স অপচ্ছায়া] **১** *বিণ* অস্পষ্ট। 'নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* অস্পষ্ট আকার। 'এ যেন আর-কোনো-একটা দিনের আবছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আবছায়াবাজি [স অপচ্ছায়া>+ফা বাজি] *বি* আলো আঁধারির খেলা। 'জাতিকে অতীতের আবছায়াবাজির তামাসা দেখাতে পারা ...।' *অবন*, ১৯২৫।

আবছায়াভরা [স অপচ্ছায়া>] *বিণ* রহস্যময়। 'ও বড় আবছায়াভরা শব্দ।' *জীবন*, ১৯৩২।

আব-জমজম [আ] *বি* জমজম কূপের পানি। 'কাঁখের কলসে কাওসর ভর, হাতে আব-জম-জম-জাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আবজোস [ফা আবজোশ] *বি* সিদ্ধ করে প্রস্তুত কোনো জিনিসের ঘন নির্যাস। 'আবজোস কিসমিস খোরমা বহে বোঝা বোঝা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

আবডাল [স অন্তরাল] **১** *বি* আড়াল। 'পেত্র আবডাল হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* ফাঁক-ফুকর। 'বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আবতার [স অবতার] **১** *বি* আবির্ভূত দেবতা। 'এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অবতরণ। 'আবতার করি করে ধরণীত কেলি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবথা [স অবস্থা] *বি* দুর্দশা। 'অকোপ হআঁ মোর আবথা দেখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবদার [ফা] *বি* অযৌক্তিক অনুরোধ। 'বিপিন আবদার নিচলো তাকে শান্ত কর্যে বাইরে দিয়ে এলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

আবদার করা *ক্রি* অসঙ্গত অনুরোধ করা। 'রাখাল বালকেরা এসেছ ... আবদার করতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আবদারমাখা *বিণ* আবদেরে। 'বধূর আবদারমাখা কণ্ঠস্বর।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

আবদার-মিশ্রিত [ফা আবদার+স মিশ্রিত] *বিণ* বায়নাপূর্ণ; সবিনয়। 'সকলের কাছ থেকে আবদার-মিশ্রিত ফরমায়েস এল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

আবদারি [ফা আবদার>] *বি* আবহাওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আবদারিআ [ফা আবদার>] *বিণ* আবদার বা বায়না ধরে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আবদেরে [ফা আবদার>] *বিণ* আবদার করে বা বায়না ধরে এমন। 'বড় আবদেরে গো বড় আবদেরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

আবদেরেপনা [ফা আবদার>] *বি* যথেচ্ছ আবদার। 'ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করার মধ্যে একপ্রকার শিশুসুলভ আবদেরেপনা আছে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

আবদ্ধ [স] **১** *বিণ* যুক্ত। 'দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* ঐক্যবদ্ধ। 'বর্ণবিভিন্নতা প্রচলিত ... ভারত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* বাধিত। 'তাঁহারা হিন্দুদিগের নিকট নানা বিষয়ে ... ঋণপাশে আবদ্ধ আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বিণ* আটক। 'রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৫** *বি* বন্ধক। 'নিজের বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেষ্টা করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৬** *বিণ* বাঁধা। 'বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৭** *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'সমস্ত কথা ... অনতিকাল পরেই গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৮** *বিণ* জড়িত। 'সহৃদয়তা কুহক-জালেও আর আবদ্ধ হইতে হয় না।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **৯** *বিণ* সঞ্চিত। 'হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় যে ধনধারা আবদ্ধ আছে, ভগীরথের মতো সমতলভূমিতে নামিয়ে এনে তাকে...।' *মোতাহের*, ১৯৫৩।

আবদ্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* অবরুদ্ধ। 'আমি দাসীত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধা।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

আবদ্ধি [স আবদ্ধ] *বি* ঢাকনা। 'আবদ্ধি দিয়া পুষ্পের সাজি ঢাকিল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আবদ্ধীয় [স] *বিণ* বন্ধক আছে এমন। 'তাঁহার নিকট আবদ্ধীয় জমির সংলগ্ন হইয়া চর উঠিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪০।

আবধৌতিক [স] *বিণ* সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-বিশেষ। 'কবিরাজিও নারাজ হবে তখন আবধৌতিকের বড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অ-বনেদি [অ+ফা বুনিয়াদ>] *বিণ* সম্ভ্রান্ত নয় এমন। 'অ-বনেদি মেয়েদের আবেষ্টনীর মধ্যে যামিনীকে মানুষ হইতে হইয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

আবয়া [স আয়তি>] *ক্রি* আসা। 'জাই ণ আবয়ি রে ণ তঁহি ভাবাভাব।' *চর্যা ৪৩*, ১২০০।

আবর[১] [স অবর] *বিণ* অবোধ। 'সাধিলে সিদ্ধির ঘরে/ আবর শুনি পায় না তারে।' *লালন*, ১৮৯০।

আবর[২] [স] *বি* আবরণ। 'একটি মেঘের আবর আসিয়া সুরুজের মুখ ঢাকিয়া দিল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

আবরক [স] *বিণ* রক্ষক। 'বাল্যকালে পিতা, যৌবনে পরিণেতা, এবং পতির লোকান্তর হইলে পুত্রগণ, স্ত্রী জাতির আবরক হইবে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আবরণ [স] **১** *বি* আড়াল। 'চন্দ্রবিম্বের আবরণ দ্বারা সূর্য গ্রহণের সংঘটনা হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* আবৃত। 'সর্ব্বাঙ্গের আবরণ বস্ত্র কম্পিত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* ঢাকনা। 'চক্ষুর উপর দুইখানি আবরণ আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৪** *বি* পর্দা। 'এ মোহ আবরণ খুলে দাও, দাও হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৫** *বি* উপকরণ। 'শাস্ত্রে আছে অনেকগুলি আবরণের দ্বারা আমরা নির্মিত।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯৪। ৬ *বি* রাখঢাক। 'মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আবরণবিরলতা [স] *বি* বসন-স্বল্পতা। 'এখানে আবরণবিরলতার স্বাভাবিক আবরু সুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আবরণমুক্ত [স] *বিণ* খোলা। 'আবরণমুক্ত আবছা পা দুটো দেখে হৃৎপিণ্ড ঢিব ঢিব করে উঠল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

আবরণ-শূন্য [স] *বিণ* ছাউনি নেই এমন। 'বাষ্পীয় রথ-শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে কতকগুলি আবরণ-শূন্য শকট থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আবরণহীন [স] *বিণ* অকৃত্রিম। 'এদের স্বভাব প্রথম যুগের আদম ইভের মতো আবরণহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আবরণী [স] *বি* ঢাকনা। 'কুম্ভের আবরণী উন্মুক্ত করিল।' *পরশু*, ১৯৪০।

আবরা [স আবরণ>] ১ *ক্রি* ঢাকা। 'বাউ মেঘে আবর গিআ গোকুল নগর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* ঘিরে রাখা। 'এই মতে শিশু আবরিয়া সর্বজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* আবৃত করা। 'আবরি বদন আমি ঘোমটায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **আবর** *ক্রি* আবরণ করো। 'বাউ মেঘে আবর গিআ গোকুল নগর।' *মালাধর*, ১৫০০। **আবরি** *ক্রি* ঢাকি। 'আবরি বদন আমি ঘোমটায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **আবরিয়া** *ক্রি* ঘিরে রেখে। 'এই মতে শিশু আবরিয়া সর্বজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **আবরিল** *ক্রি* আবৃত করলো। 'দ্রোন্ন অস্ত্র সাঙ্কিল আবরিল ভুমিতল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আবরে** *ক্রি* আবৃত করে। 'সর পুঞ্জে ধন পুঞ্জে আবরে ষকল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আবরেন** *ক্রি* আবরণে জড়ায়। 'অভেদ্য কবচে ধর্ম আবরেন তারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আবরিত [স] *বিণ* আবৃত। 'আবরিত যাতে আমি হব অচিরাৎ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

আবরিল[1], আবরীল [ই এপ্রিল] *বি* এপ্রিল। 'ফয়সল কারনু তিষা আবরিল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'ইঙ্গরেজী সন ১৭৯২ তারিখ ২৫ আবরীল।' *তাঁতি*, ১৭৯২। *দ্র* **এপ্রিল**

আবরু [ফা] *বি* পর্দা; আবরণ। 'পরিধানে মলিন বসনা আবরু।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

আবরুপর্দাহীন, আবরুপর্দ্দাহীন [ফা আবরু-পর্দা+স হীন] *বিণ* আবরণহীন। 'ইহাকে আবরুপর্দ্দাহীন নির্লজ্জ বস্তুতান্ত্রিকতা ছাড়া আর কোন নাম দিতে ইচ্ছা করে কি?' *সবুজ*, ১৯২০।

আবর্জন [স] *বি* বর্জন। 'স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আবর্জনা, আবর্জ্জনা [স] ১ *বি* বর্জ্য পদার্থ। 'মানবগৃহের আবর্জনা সমস্ত চার দিকে ভাসতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* তুচ্ছ দ্রব্যাদি। 'ধূলিময়লা আবর্জ্জনা – প্রকৃত সুসন্তান পক্ষে স্বর্ণ রজত অপেক্ষাও মূল্যবান।' *মশাররফ*, ১৯০৮; 'দুহাত ভরিয়া ছিটাইছে পথে/ মলিন আবর্জনা।' *নজরুল*, ১৯৩০। ৩ *বি* অবাঞ্ছিত অংশ। 'ভালোবাসার আবর্জনা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

আবর্জনাকুণ্ড [স] *বি* ময়লার স্তূপ। 'সারভাগ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

আবর্জনাময় [স] *বিণ* ময়লাযুক্ত। 'আবর্জনাময় অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ঘরে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

আবর্জনাশকট [স] *বি* আবর্জনা বহন করার গাড়ি। 'ম্যুনিসিপালিটির আবর্জনাশকট পরিপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আবর্জনাস্তূপ [স] *বি* জঞ্জাল। 'সেই আবর্জনাস্তূপ সরিয়ে দিয়ে গতিধারাকে মুক্ত করাই প্রগতির কাজ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

আবর্জ্জিত [স] *বিণ* বর্জিত। 'আমার রচনার আবর্জ্জিত অংশ অনেকদিন আমি প্রচ্ছন্ন রেখেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আবর্ত, আবর্ত্ত [স] ১ *বি* মেঘের নামবিশেষ। 'আবর্ত মেঘরাজ্ঞ করহ চণ্ডীর কাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ঘূর্ণি। 'সাগর বা মহাসাগরের জল যে স্থানে অত্যন্ত ঘূর্ণায়মান হয় সেই স্থানকে আবর্ত্ত কহ্য যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত আবিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আবর্ত-আঘাত [স] *বি* আবর্তজনিত আঘাত। 'ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে উড়ে হোক ক্ষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আবর্তক, আবর্ত্তক [স] ১ *বিণ* আবৃত্তিকার। 'পিটর পিণ্ডরের কাব্য আবর্ত্তক হরিহর মুখোপাধ্যায় যেরূপে আবৃত্তি করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* মেঘের নাম। 'কোথায় পুষ্কর, আবর্তক – ঘনেশ্বর?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আবর্তচঞ্চলা [স] *বিণ* জলের পাকে অশান্ত। 'আবর্তচঞ্চলা নর্মদা ভ্রূকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আবর্তন, আবর্ত্তন [স] ১ *বি* ঘোরাঘুরি। 'তাজি আবর্ত্তন হই আগুয়ান।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* ঘূর্ণন। 'চন্দ্রও ... পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ... আবর্ত্তন করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* পরিভ্রমণ। 'বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আবর্তন-গতি [স] *বি* ঘূর্ণনগতি। যে সম্পদ পাচ্ছে তারা তা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন-গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আবর্তন-বিবর্তন [স] *বি* পরিবর্তন। 'রাজনৈতিক আবর্তন বিবর্তনের সহিত ভাষার আবর্তন বিবর্তন বিশেষভাবে বিজড়িত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আবর্তবহ্নি [স] *বি* ঘূর্ণায়মান অগ্নি। 'দক্ষিণ আবর্তবহ্নি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আবর্তবিভ্রম [স] *বি* ঘটনাচক্রের ভ্রান্তি। 'এত কাণ্ড, এত গোল, বিচিত্র এ কলরোল সংসারের আবর্তবিভ্রমে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আবর্তশালী [স] *বিণ* ঘূর্ণায়মান। 'যমুনায় আবর্তশালী বিষম করালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আবর্তসঙ্কুল [স] *বিণ* আলোড়নযুক্ত। 'আবর্তসংকুল বহু দীর্ঘ কালস্রোতের সকল পরীক্ষা সকল সংকট উত্তীর্ণ হয়েও যদি তার এগিয়ে চলা বন্ধ না হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আবর্তা [স আবর্তন>] ১ *ক্রি* বারে বারে বলা। 'গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্তিয়া মুখে নব ছন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *ক্রি* আবর্তন করা। 'আবর্তিছে বহ্নিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আবর্তিত [স] *বিণ* ঘুরপাক খাচ্ছে এমন। 'লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ ... আবর্তিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আবল-তাবল [হি আনবোল] *বি* অর্থহীন বাক্য। 'আবল-তাবল বকতে বকতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ঘাড়টি কাৎ করে বলে।' *নজরুল*, ১৯২২। *দ্র* **আবোল তাবোল**

-আবলি, -আবলী [স] ১ বহুবচনসূচক প্রত্যয়। 'গাত্রময় লোমাবলি [লোম+আবলি] প্রযুক্ত তাহারা শীত দ্বারা ক্লিষ্ট হয় না।' *অক্ষয়*,

১৮৪৩; 'তুঙ্গ শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* দল। 'ওরা যেমন আবলি ভেঙে এপাশ ওপাশ ছুটে থমকে দাঁড়ায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

আবলিত [স] *বিণ* বাঁকা। 'বনকরীযূথের ন্যায় রাজগণ মুখ আবলিত করিয়া তদভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আবলুশ, আবলুস [আ আবলুস] **১** *বি* কালো রঙের ভারী ও শক্ত কাঠবিশেষ। 'আবলুস।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'দারুচিনি, মুক্তা, আবলুস কাষ্ঠ ... প্রভৃতি পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'একটি আবলুশকাঠের ক্রুশে আঁটা রুপোর ক্রাইস্ট তার বুকের উপর অষ্টপ্রহর ঝুলত।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **২** *বিণ* আবলুশ কাঠের মতো কালোরঙের। 'পীচঢালা রাস্তার আবলুশ বুকটা।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

আবলুস-ঘন [আ আবলুস+স ঘন] *বিণ* আবলুশ কাঠের ন্যায় কালো। 'আবলুস-ঘন আঁধারে পেখম খুলেছে রাতের শিখী।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

আবল্লি [স অবল>] *বি* অবসাদজনিত তন্দ্রার ভাব। 'যেন একটু আবল্লির মত এসেছে।' *অমৃত*, ১৯০০।

আবশেষ [স অবশেষ] *বিণ* সমাপ্ত। 'রতী আবশেষ ভৈল রাধার তরাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবল্য [স অবল>] *বি* দৌর্বল্য। 'তখন আবল্য থেকে নিজেকে টেনে বের করতে আমাদের আর ইচ্ছাও থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আবশ্যক [স] **১** *বিণ* প্রয়োজনীয়। 'সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে এই ক্রিয়া আবশ্যক।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫। **২** *বি* প্রয়োজন। 'দিল্লিতে আমার কর দেওনের আবশ্যক নাই।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* কর্ত্তব্য। 'তাহাদের প্রতিপালনও তোমার আবশ্যক।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বিণ* অপরিহার্য। 'প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা ও এই২ লেখা পড়া আবশ্যক।' *কেরি*, ১৮০২।

আবশ্যকতা [স] **১** *বি* প্রাসঙ্গিকতা। 'সেই ব্যক্তির সাক্ষী এ বিষয় আবশ্যকতা রাখে ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বি* চাহিদা; দাবি। 'তৃতীয় ভাগ আমার আলয়ের আবশ্যকতা প্রযুক্ত ছাড়িতে পারি না।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* প্রয়োজনীয়তা। 'তাহা বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৪** *বি* গুরুত্ব। 'পৃথিবীতে সেই ভালোবাসার আবশ্যকতা কি নাই?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আবশ্যকত্ব [স] *বি* প্রয়োজনীয়তা। 'তরজমার আবশ্যকত্ব স্থাপনা করে এখন কি উপায়ে আমরা সে বিষয়ে কৃতকার্য হব।' *প্রমথ*, ১৯১২।

আবশ্যকবাদী [স] *বিণ* প্রয়োগবাদী। 'তোমরা তো আবশ্যকবাদী, আবশ্যকের এক ইঞ্চি এদিক ওদিক যাও না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আবশ্যকহীন [স] *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'যত বড়ো তত শূন্য, তত আবশ্যকহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আবশ্যকাতিরিক্ত [স] *বিণ* প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। 'আমাদের যা আবশ্যকাতিরিক্ত তাই আমরা বর্জন করবো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

আবশ্যকি [স আবশ্যক>] *বিণ* দরকারি। 'সাহেব আবশ্যকি চাকর এই কয় জন ... .।' *কেরি*, ১৮০২।

আবশ্যকীয় [স] **১** *বিণ* প্রয়োজনীয়। 'আবশ্যকীয় খাদ্য অধিকাংশ লোকেই সংগ্রহ করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* অবশ্যকরণীয়। 'আদ্যোপান্ত তোর কাছ পাঠিয়ে দেওয়া একটা প্রাণপণ আবশ্যকীয় কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আবশ্যিক [স] *বিণ* দরকারি। 'শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোনো আবশ্যিক পন্থা রাখা হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আবশ্যিকতা [স] *বি* প্রয়োজনীয়তা। 'মানুষ যাতে মুক্ত হয় একান্ত আবশ্যিকতা থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আবশ্যকরণীয় [স] *বিণ* অপরিহার্য। 'পুলিশ বাহিনীর কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি কাজ আবশ্যকরণীয় হইয়া রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

আবসই [স অবশ্য] *ক্রিবিণ* অবশ্যই। 'এত খনে আবসই হৈত দরসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবসি [স অবশ্য] *ক্রিবিণ* নিশ্চিতরূপে। 'এবেঁ মোর হাথে তোর আবসি মরনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবসে [স অবশ্য] *ক্রিবিণ* অবশ্যই। 'রাধার বচন আহ্মে পালিব আবসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবন্তী *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... দাক্ষিণাত্যা পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

আবস্থা [স অবস্থা] *বি* দুর্গতি। 'হিন জনে কৈল মোর সংগ্রামে আবস্থা।' *মালাধর*, ১৫০০।

আবস্থানিক [স] *বিণ* অবস্থানগত। 'নারীদের আবস্থানিক উন্নতি।' *বেগম*, ১৯৫০।

আবস্যক [স আবশ্যক] *বিণ* দরকারি। *ডানকান*, ১৭৮৬।

আবহ [স] **১** *বি* বায়ুমণ্ডল। 'পৃথিবীর আবহ-আস্তরণের মতোই তার সব কাজ, সব দান সকলকে নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **২** *বি* চারপাশের ভাব-পরিমণ্ডল। 'সেই নামে প্রশান্ত আবহে অদ্য আমি পূর্ণকাম।' *আহসান*, ১৯৫০। **৩** *বি* বোধ। 'জীবনে নতুন আবহ আনা।' *বেগম*, ১৯৫৩। **৪** *বি* পরিবেশ। 'বাসি ফুলের মত হয়ে থাকে যেন সারাটা আবহ।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

আবহতত্ত্ব [স] *বি* আবহাওয়া সংক্রান্ত বিদ্যা। 'এশিয়ার দুর্গম মরুপ্রদেশে আবহতত্ত্ব পর্যবেক্ষণের উপায় করবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আবহমান [স] **১** *বিণ* চিরপ্রচলিত। *সেবধি*, ১৮৩৯। **২** *বিণ* আগে থেকে চলে এসেছে এমন। 'আবহমান কাল পর্য্যন্ত ভূপতিগণ আপন আপন রাজ্যের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। *দ্র* **আবহোমান**

আবহমানকাল [স] *ক্রিবিণ* চিরকাল। 'আবহমানকাল বলবীর্য্যবিশিষ্ট দুর্দ্ধর্ষ লোকে বীর্য্যহীন ক্ষীণ লোকের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার ... করিয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আবহসঙ্গীত [স] *বি* নেপথ্যসংগীত। 'অতি প্রত্যুষে বাতাস জটিল আবহসঙ্গীতের ন্যায় ঘুরঘুর।' *হাসান*, ১৯৬৭।

আবহাওয়া [ফা] **১** *বি* জলবায়ু। 'প্রায় আবহাওয়া নিয়ে কথার আরম্ভ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বি* সময়। 'যে রকম আবহাওয়া পড়েছে তাতে য়ুরোপে বিবাহিত নারীর পদবী পরিবর্তন বেশিদিন টিকবে বলে বোধ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৩** *বি* পরিস্থিতি। 'পাইতেছি সেই একই অধ্যাত্ম জগৎ, রহস্যলোক মিস্টিক আবহাওয়া।' *সবুজ*, ১৯২১। **৪** *বি* পরিবেশ। 'ওদের বাড়ির আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানো উর্মির পক্ষে বিশেষ দরকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আব-হায়াত [আ] *বি* সঞ্জীবনী সুধা। 'সন্ধান তার মিলবে আশেক দিল-পিয়ারার ওষ্ঠ চুমায়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আবহোমান [স আবহমান] *বিণ* চিরস্থায়ী। 'পাট্টা মোকররি আবহোমান।'

মেয়ার, ১৭৮৭। দ্র **আবহমান**

আবা[১] *ক্রি* আসা। 'ভব জাই ণ আবই এসু কোই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০। **আব** *ক্রি* আসবে। 'রাখবি রস জনু পুন পুন আব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **আবই** *ক্রি* আসে। 'ভব জাই ণ আবই এসু কোই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০। **আবথি** *ক্রি* আসে। 'রাহু দূরি বসু নিয়রো না আবথি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আবা[২] *বি* গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বুক খোলা এক প্রকার জামা। 'বজরা, পাগড়ী ও আবা, কাবা দেখিলেই মুগ্ধ হয়।' *দর্শন*, ১৯২০।

আবাঁধা [স বন্ধন>] *বিণ* খোলা। 'আবাঁধা চুল উড়তেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আবাঁধানো [স বন্ধন>] *বিণ* ধাতব পাত দিয়ে বাঁধানো নয় এমন। 'কোন রকম হুঁকোয় কার সম্মান রক্ষা হয় – বাঁধানো, আবাঁধানো, না গুড়গুড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আবাগী [স অভাগ্য>] *বিণ স্ত্রী* হতভাগা। 'তুই আবাগী কোন দিন মজাবি দেকচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'কোন চোখখাগী আবাগীর বেটীর বুকে বসে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আবাগে [স অভাগ্য>] *বি* হতভাগা যে। 'ও আবাগের বেটা ভূত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আবাছা [অবাছা>] *বিণ* বাছা হয়নি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আবাজ [ফা আওয়াজ] *বি* আওয়াজ; শব্দ। 'গম গম তোপ আবাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

আবাদ [ফা] **১** *বি* বাসযোগ্য করণ। 'মুল্লুক আবাদ কর শহর বাজার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* চাষাবাদ। 'আবাদ করলে ফলত সোণা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বি* বসতি স্থাপন। 'সুন্দরবন আবাদ করিয়া আপন মুক্তিয়ারিতে ... করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। **৪** *বি* চাষযোগ্য জমি। 'সুন্দরবনে একখানি আবাদ রাখিয়া গিয়াছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

আবাদযোগ্য [ফা আবাদ+স যোগ্য] *বিণ* আবাদের উপযোগী। 'আবাদযোগ্য হইবার আগেই ... সরকার চরটি পত্তন লইয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আবাদান [ফা আবাদ>] *বি* চাষবাস। 'জোত আবাদান করিয়া ভোগ করহ।' *চিঠিপত্রে*, ১৬১০।

আবাদী [ফা আবাদ>] *বিণ* চাষযোগ্য। 'আর মহল আবাদি কি গর আবাদি।' *কেরি*, ১৮০২।

আবাবিল [আ] *বি* ছোটো আকারের পাখিবিশেষ। 'আবাবিলের প্রস্তর-বৃষ্টি হইল না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আবার [স অপর>+ফা বার>] **১** *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'অষ্টম গর্ভে তার জন্ম হব আবার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *অব্য* অধিকন্তু। 'একে ত রাজকন্যা স্বামীবিরহে অত্যন্ত আতুরা ছিলেন, তাহাতে আবার চৌকিদারেরা ঘর ঘেরিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

আবাল [স] *বিণ* বালক। 'আবাল গোপাল না কর জঞ্জাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবালবৃদ্ধবনিতা [স] *বি* বালক, বৃদ্ধ ও নারীসহ সকল ব্যক্তি। *দর্পণ*, ১৮২৩; 'তদ্বিস্তার এতদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

আবালবৃদ্ধরমণী [স] *বি* বালক-বৃদ্ধ-স্ত্রীলোক পর্যন্ত সকলেই। 'মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষুদ্র খুলেছে জীবনযজ্ঞ রুদ্র আবালবৃদ্ধরমণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আবালী [স আবাল্য] *বিণ স্ত্রী* অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'আজলী রাধা তোঁ আবালী বড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবাল্য [স] *ক্রিবিণ* বাল্যকাল থেকে। 'বিনোদিনীর আবাল্য পরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আবাল্য-পরিচিত [স] *বিণ* বাল্যকাল থেকে চেনা। 'বিদায়কালে আবাল্য-পরিচিত গৃহাঙ্গন, স্বহস্তে রোপিত দু'চারটি ফুল ও ফলের গাছ ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

আবাস [স] **১** *বি* বাসের ঘর। 'সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বসবাসের স্থান। 'বহুল করিব মান্য দিবেক আবাস।' *সুলতান*, ১৭০০।

আবাস-গ্রহ [স] *বি* পৃথিবী। 'আমাদের আবাস-গ্রহের তরুণাবস্থায় বোধহয় এই কীটগণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আবাসবাটী [স] *বি* বসতবাড়ি। 'আবাসবাটী সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তাহার মধ্যে সুখে অবস্থিতি করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আবাস-ব্যবস্থা [স] *বি* বাসস্থানের ব্যবস্থা। 'এই যে চাষীদের জন্যে আবাস-ব্যবস্থা হয়েছে।" *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আবাসভবন [স] *বি* বসবাসের ঘর। 'এক বিরাট বিস্তৃত আবাসভবন নির্মাণ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আবাসভূমি [স] *বি* বসবাসের জায়গা। 'ভারতমহাসাগর মধ্যবর্তী ... দ্বীপই ইহাদের আবাসভূমি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আবাসস্থল [স] *বি* বাসস্থান। 'বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আবাসিক [স] *বিণ* বাসস্থান সংবলিত। 'আবাসিক ছাত্রদের বেতন কুড়ি টাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আবাহন [স] **১** *বি* অভ্যর্থনা। 'সখা ভাই ব্যঞ্জন শয়ন আবাহন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* আহ্বান। 'চল সহচরী সবে কুথা আছে সে মাধবে সঙ্কেত লই আবাহন।' *দ্বিজ*, ১৬০০।

আবাহনা [স আবাহন] *বি* আহ্বান। 'স্বস্তিক বাচন করএ দ্বিজগণ গণেশ কৈল আবাহনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আবাহনী [স] *বি* অভ্যর্থনা-সংগীত। 'বন্ধ দ্বারে বসন্তের বৈতালিক যবে উচ্চারিবে আবাহনী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭; 'যখন ডাকব তোমাকে ঘরে সে হবে যেন আবাহনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আবি [আ আবীর] *বি* আবির; রং। 'কেহ২ বিলাতী বক মসলিন ও মলমল এবং পেয়াজি, ধনি, আবি বসন্তি, ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আবিচারে [স অবিচার>] *ক্রিবিণ* অলক্ষিতে। 'আবিচারে হারায়িবি পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবিতি [স অবিবাহিত] *বিণ* অবিবাহিত। 'লুন্দরের কিন্তু সব আবিতি মেয়ে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

আবিয়াস্ত [স অবিবাহিত] *বিণ* অবিবাহিত। 'স্ত্রী আবিয়াস্ত।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আবির, আবীর [আ] **১** *বি* রঙিন গুঁড়াবিশেষ। 'দ্বিজ চণ্ডীদাস আবীর যোগাওত সকল সখিগণ সাথে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* সূর্যের লাল আলো। 'আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বি* সুগন্ধি রঞ্জক দ্রব্য। 'আবির দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর রক্তবর্ণ হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

আবিরাক্ত [আ আবির>] *বিণ* আবিরে রাঙানো হয়েছে এমন।

'তাহারদের গাত্রও আবিরাক্ত করিল।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

আবির্ভাব [স] ১ *বি* জন্ম। 'আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আগমন। 'নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বর্ষার আবির্ভাব।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* উদয়। 'তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে-সকল ভাবের আবির্ভাব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* প্রকাশ। 'যার মধ্যে দেশের ব্যাপক আবির্ভাব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আবির্ভূত [স] ১ *বিণ* বশবর্তী। 'লোভে আবির্ভূত মতি বিকর্মে সভায় গতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* হাজির। 'তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া এখানে আবির্ভূত হইয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* উদিত। 'এই বিস্ময়াবহ আলোকজ্যোতি তত্রত্য গগনমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বিণ* প্রকাশিত। 'আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আবির্ভূতা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* অবতীর্ণ। 'ভগবতী কাত্যায়নী, তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ স্ত্রী* প্রকাশিত হয়েছে এমন। 'আবির্ভূতা হৃদপদ্মাসনে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ স্ত্রী* উপস্থিত। 'আবির্ভূতা বনে বনদেবী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

আবিল [স] ১ *বিণ* ঘোলা। 'কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত আবিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* কলঙ্কিত। 'কলিকাতার কলুষে আবিল করি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বিণ* ম্লান। 'আঁধারে আলো আবিল করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৪ *বিণ* ফিকে। 'প্রাগ্রসর রক্তিম মশাল অমাকে আবিল করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আবিলতা [স] *বি* মলিনতা। 'কলকাতার আবিলতার মধ্যে সেই মায়াশক্তি কোথায় অন্তর্ধান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আবিলবুদ্ধি [স] *বিণ* কলুষিত বুদ্ধিসম্পন্ন। 'আবিলবুদ্ধি মূঢ়মতি পুরুষ দেশে যে কম আছে তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আবিশ্ব [স] *ক্রিবিণ* বিশ্বময়। 'আবিশ্ব জিজ্ঞাসা এক চোখে মুখে ছড়ায় রঙিন/ সংশয় স্পন্দিত স্বপ্ন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

আবিষ্কার [স] ১ *বি* উদ্ভাবন। 'টেলিস্কোপের আবিষ্কার অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বি* অজ্ঞাত কিছুর সন্ধান। 'অসৎ অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া অনেক বিজ্ঞ অনেক সৎকার্যকে অঙ্কুরে দলিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ৩ *বি* উপলব্ধি। 'হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় যে, বহুপূর্বেই সে আমার কথাটা বুঝিয়া লইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আবিষ্কারক [স] *বি* কোনো কিছুর প্রথম সন্ধানদাতা। 'গ্রহগতির নিয়ম-আবিষ্কারক কেপলারই সর্বপ্রধান ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আবিষ্কার করা ১ *ক্রি* উপলব্ধি করা। 'তুমি আমাকে আবিষ্কার করিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ২ *ক্রি* দেখতে পাওয়া। 'কী মূল্য করেছে আবিষ্কার আপন সহজ বোধে মানবস্বরূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আবিষ্কারকর্তা [স] *বি* উদ্ভাবক ব্যক্তি। 'আবিষ্কারকর্তার অধিকার সকলের উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আবিষ্কৃত [স] ১ *বিণ* উদ্ভাবিত। 'এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* প্রকাশিত। 'আঘাতের ভিতর দিয়ে, সত্যকে নূতন করে আবিষ্কৃত হতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আবিষ্কৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* আবিষ্কার করা হয়েছে এমন। 'কলম্বস-আবিষ্কৃতা, বিদেশিনী মহাশ্বেতা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

আবিষ্কৃতি [স] *বি* আবিষ্কার। 'এই সহজ কথার নতুন আবিষ্কৃতির দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আবিষ্ক্রিয়া [স] *বি* উদ্ভাবন। 'নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য আবিষ্ক্রিয়া ও রচনার উৎপত্তি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আবিষ্ট [স] ১ *বিণ* মগ্ন। 'হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* আবেগাপ্লুত। 'জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* আচ্ছন্ন। 'কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় ... স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৪ *বিণ* মজা। 'আবিষ্ট পুকুর থেকে সিঙাড়ার ফল।' *জীবন*, ১৯৪২। ৫ *বিণ* মুগ্ধ। 'আবিষ্ট নয়নে চেয়ে দেখে ... দরোজাটি বন্ধ হয়ে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬।

আবিষ্টতা [স] *বি* বিহ্বলতা। 'স্পর্শে এমন আবিষ্টতা কিন্তু চোখের জল ছাড়া কি আর কোন ভাষা রাবেয়ার জানা নেই?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

আবিস্বক [স আবশ্যক] *বিণ* প্রয়োজনীয়। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

আবিস্যক [স আবশ্যক] *বি* প্রয়োজন। 'অতি সুন্দর মতে বনাইতে আবিস্যক আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

আবুধ [স অবোধ] *বিণ* অবুঝ। 'ভালমতেঁ বোধাহ আবুধ বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবুধী [স অবুদ্ধি] *বিণ স্ত্রী* বুদ্ধিহীন। 'তোহ্মে ত গোআলী রাধা বড়ই আবুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবুয়াব [আ আবোয়াব] *বি* নির্ধারিত করের অতিরিক্ত দেয় কর। 'উচিত খাজনার উপর নানারূপ বে-আইনী আবুয়াব, তহরী ও চাঁদা প্রভৃতি ধরিয়া ...।' *এসলাম*, ১৯৩২। *দ্র* **আবোয়াব**

আবৃত [স] ১ *বিণ* পর্দাঘেরা। 'ধাররাজ ... নারীগণকে আবৃত স্থানে রাখাইয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* পরিব্যাপ্ত। 'সপ্ত গ্রহের সপ্ত কক্ষাতে ও নক্ষত্র-মণ্ডল কক্ষাতে উপরিভাগে আবৃত পাঞ্চভৌতিক এই ভূমিপিণ্ড।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* আচ্ছন্ন। 'অজ্ঞানে যে আবৃত তাহাকে পথ প্রদর্শন ব্যর্থই হয়।' *রামমোহন*, ১৮১৯। ৪ *বিণ* নিয়োজিত। 'গৃহ মার্জনাদি কর্মে আবৃত থাকেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩। ৫ *বিণ* সমাচ্ছন্ন। 'অসীম-সম বিস্তারিত মরুভূমি ঘোরতর রজনীচ্ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সমুদ্র চিরান্ধকারে আছিল আবৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বিণ* ঢাকা। 'আমাদের গাত্র চর্মে আবৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৭ *বিণ* আচ্ছাদিত। 'তাহাদিগকে ঘন লোমাবলি দ্বারা আবৃত করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

আবৃতমুখী [স] *বিণ* মুখাচ্ছাদিত। 'জীবনে যে আবৃতমুখী মৃত্যুতে সে উন্মোচিতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আবৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* ঢাকা। 'কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

আবৃতি [স] *বি* আবরণ। 'সব ভয় ভ্রম ভাবনার চরমা আবৃতি হে নমি নমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আবৃত্তি [স] ১ *বি* পাঠ। 'বালকেরা ব্যাকরণের অর্দ্ধেক ও ত্র্যংশ ও চতুর্থাংশ আবৃত্তি করিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* চর্চা। 'কেবল শ্রুতির আবৃত্তি মাত্রেই লোক তত্ত্বজ্ঞানী হয় না।' *রামমোহন*, ১৮২৩। ৩ *বি* মুখস্থ পাঠ। 'পুস্তক না দেখিয়া ... আবৃত্তি করিতে পারিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বি* পুনরুক্তি। 'তাহা হয়তো দশের মতো অভ্যস্ত আবৃত্তিমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আবৃত্তিকর্তা [স] *বি* আবৃত্তিকার। 'আবৃত্তিকর্তার আকার দেখিয়া রাজকুমারের কিছু কৌতুক জন্মিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

আবৃত্তিকার [স] *বি* আবৃত্তি করে যে। 'বাঙালি আবৃত্তিকার সাধুভাষা-প্রচলিত ছন্দেও নিজের উচ্চারণসম্মত মাত্রা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আবৃত্তিকারক [স] *বি* যে আবৃত্তি করে। 'কবিতা আবৃত্তিতে ভালো আবৃত্তিকারকের সম্বন্ধে শ্রোতার মনে একটা বিশেষ মোহ উৎপন্ন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আবৃত্তিপ্রসূত [স] *বিণ* মুখ দিয়ে উচ্চারণের ফলে সৃষ্ট। 'পরীক্ষার্থীর মুখভঙ্গী সহকারে লিখিত বিষয়ের আবৃত্তিপ্রসূত বিড়বিড় শব্দ।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

আবৃত্তি-ভাবাপন্ন [স] *বিণ* কথার ঢঙে উচ্চারিত। 'কতকটা আবৃত্তি-ভাবাপন্ন হলেও স্বরের ব্যঞ্জনা থাকাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত নির্জীব ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

আবে [হি] *ক্রিবিণ* এখন। 'আবে মোরা মরম লাগল পঁচবানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আবে-কওসর [আ] *বি* (ইসলামিমতে) স্বর্গীয় সরোবর। 'এ-তৃষ্ণা আবে-জমজম আবে-কওসরেও মিটবার নয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আবেক্ষণ [স অবেক্ষণ] *বি* মনোযোগ। 'আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আবেগ [স] *বি* তীব্র অনুভূতি। 'প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আবেগতীব্র [স] *বিণ* আবেগাপ্লুত; আবেগে অভিভূত। 'তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আবেগপরিপূর্ণ [স] *বিণ* উৎকণ্ঠাপূর্ণ। 'সুচরিতা আবেগপরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আবেগপ্রধান [স] *বিণ* আবেগ মুখ্য এমন। 'ভক্তি প্রেম ও আবেগ-প্রধান সাধনার পথ।' *হাই*, ১৯৫৪।

আবেগপ্রবণ [স] *বিণ* ভাবপ্রবণ। 'আবেগপ্রবণ ছাত্রসমাজকে হয়ত আইন ভঙ্গের জন্য ... প্ররোচনা দেওয়া হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

আবেগপ্রবাহ [স] *বি* আবেগের ধারা। 'সংগীতমুখর সেই আবেগপ্রবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আবেগপ্লাবিত [স] *বিণ* ভাবাচ্ছন্ন। 'সৈনিকের আদর্শ মনোবৃত্তি আবেগপ্লাবিত ভাবভূমিতে পড়ে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

আবেগবন্ধুর [স] *বিণ* আবেগরুদ্ধ। 'সপ্তর্ষি প্রশ্ন কোটি হৃদয়ে আবেগবন্ধুর জিজ্ঞাসার অনুরণন তোলে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

আবেগবিলাসী [স] *বিণ* আবেগপ্রবণ। 'তার মন কেড়েছিলেন আবেগবিলাসী দেশপ্রেমী কবি শিলার।' *শিব*, ১৯৫০।

আবেগ-বিহ্বল [স] *বিণ* আবেগ-আপ্লুত। 'বাতাসের আকুলতাকে আর একটু আবেগ-বিহ্বল করে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

আবেগবিহ্বলতা [স] *বি* আবেগআপ্লুত অবস্থা। 'সঙ্গীতে এমন একটু আবেগবিহ্বলতা আছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

আবেগ-ভরা [স আবেগ+ভরা] *বিণ* আকুলতাপূর্ণ। 'নঈমার সুরে আবেগ-ভরা মিনিতি ফুটিয়া উঠে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আবেগভরে *ক্রিবিণ* আবেগময় কণ্ঠে। 'ভবেশ আবেগভরে 'স্বর্গ হতে বিদায়' আবৃত্তি করিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

আবেগমথিত [স] *বিণ* আবেগে আন্দোলিত। 'আবেগমথিত স্বরে প্রবীর তাহাকে ভালবাসিতে থাকে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

আবেগময় [স] *বিণ* ব্যাকুল; আবেগপূর্ণ। 'শুধু আবেগময় অহংকারে মাতিয়া কখনো এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্যকে লঘু করিয়া ফেলিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আবেগময়তা [স] *বি* ব্যাকুলতা। 'চিন্তার আবেগময়তা এবং অপরিচ্ছন্নতার জন্যে সে ভুল অনেকের কাছে সাধারণতঃ ধরা পড়ে না।' *উমর*, ১৯৬৭।

আবেগময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অনুভূতির প্রাবল্যযুক্ত। 'এক গভীর আবেগময়ী আনন্দের সমুদ্রে ডুবিয়ে রাখে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

আবেগরুদ্ধ [স] *বিণ* আবেগহীন। 'তারপর হঠাৎ আবেগরুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

আবেগসর্বস্ব [স] *বিণ* আবেগই একমাত্র উপজীব্য। 'চৈতন্যের মধ্যে তাহা আবেগসর্বস্ব হইয়া উঠিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

আবেগহীন [স] *বিণ* আবেগশূন্য। 'অমন নিরুত্তেজ আবেগহীন অবস্থায় কী করিয়াছিল?' *মানিক*, ১৯৪০।

আবেগাতিশয্য [স আবেগ-আতিশয্য] *বি* আবেগের অতিশয়তা। 'ভাষার মধ্যে যখন আবেগাতিশয্যে দ্রবীভূত হৃদয়ের ওঠানামা অনুভব করা যায় ...।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

আবেগার্দ্র [স আবেগ-আর্দ্র] *বিণ* আবেগে আপ্লুত। 'আবেগার্দ্র শোনাল ওর গলা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

আবে-জমজম [আ] *বি* মুসলমানদের কাছে পবিত্র-বিবেচিত মক্কার জমজম কূপের পানি। 'এ-তৃষ্ণা আবে-জমজম আবে-কওসরেও মিটবার নয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আবেদন [স] **১** *বি* চাকরির জন্য দরখাস্ত। 'কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদিগকে তদর্থ আবেদন করিতে বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **২** *বি* অনুরোধ। 'অপরাপর সকলের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* নিবেদন; আর্জি। 'হুঙ্গেরি নিবাসীগণ অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৪** *বি* প্রার্থনা। 'কহ, জানাইব তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৫** *বি* আকুলতা। 'অশ্রান্ত কোকিল অন্তরের আবেদনে ভরিছে নিখিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৬** *বি* আকর্ষণ। 'সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আবেদনকারী [স] *বি* প্রার্থী; প্রার্থনাকারী। 'কাগজে আবেদনকারীর নাম লিখে দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আবেদন-নিবেদন [স] *বি* অনুনয়-বিনয়। 'সভা-সমিতি আবেদন-নিবেদন আলোচনা-আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদে ... মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আবেদনপত্র [স] *বি* দরখাস্ত। 'এক আবেদনপত্র সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করিতে অনুরোধিত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

আবেভার [স অব্যবহার] *বি* কুব্যবহার; কদাচরণ। 'গুরুগর্ব্বিতে মন্দ বলি আবেভার।' *মালাধর*, ১৫০০।

আবেশ [স] **১** *বি* আচ্ছন্নতা। 'রতি রসের আবেশে/ রাধা অঙ্গ সে পরশে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* আবেগ। 'এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* অভিনিবেশ। 'মিছা কাজে করিলে আবেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* আসক্তি। 'শিশুকাল হইতে তার কোন্দলে আবেশ।' *ভারত*, ১৭৬০। **৫** *বি* নেশা। 'কী আবেশে কিসের কথায় ফিরেছি হে যথায় তথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আবেশ-বন্ধ [স] *বি* ভাবাবেশের বন্ধন। 'মুগ্ধ প্রাণের আবেশ-বন্ধ টুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আবেশবশ [স] *বিণ* ভাব্যবেগের অধীন। 'সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান আলসরসে/ আবেশবশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আবেশবাণ [স] *বি* আবেশরূপ বাণ। 'জর্জর আবেশ-বাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আবেশবিহ্বল [স] *বিণ* ভাবোন্মত্ত। 'কেন আন বসন্তনিশীথে আঁখিখরা আবেশ-বিহ্বল – যদি বসন্তের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আবেশভর [স] *বি* বিহ্বলতার ভার। 'আবেশভরে ধুলায় পড়ে কতই করে ছল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আবেশ-হিল্লোল [স] *বি* আবেশরূপ তরঙ্গ। 'তুমি বসন্তের আবেশ-হিল্লোলে পুষ্পদল চুমি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আবেশাচ্ছন্ন [স আবেশ-আচ্ছন্ন] *বিণ* বিহ্বলতাপূর্ণ। 'তার শীর্ণমুখ আবেশাচ্ছন্ন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

আবেশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিহ্বল। 'প্রেম পরশমণি, পরশে আবেশিনী।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

আবেশী [স আবেশিক] *বি* রাতের অতিথি। 'হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।' *চর্যা ৩৩*, ১২০০।

আবেস [স আবেশ] *বিণ* ভাবাবেগপূর্ণ। 'কৃষ্ণের বিরহে গোপি হইলা আবেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

আবেষ্টন [স] *বি* ঘের; ছায়া। 'সে আছে কলকাতায়, দাদার নির্মল স্নেহের আবেষ্টনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আবেষ্টনী [স] **১** *বি* বেড়া। 'এই আবেষ্টনীর মধ্যে দুই পাশে দুইখানি ...।' *তারা*, ১৯২৯। **২** *বি* পারিপার্শ্বিক অবস্থা। 'এ কি অসঙ্গতি নন্দ ও নন্দর আবেষ্টনীর মধ্যে?' *মানিক*, ১৯৩৬। **৩** *বি* বন্ধনী। 'সর্বাঙ্গীণ বিপন্নতার আবেষ্টনীতে অভিনেতার মুখের মতো।' *মানিক*, ১৯৩৭। **৪** *বি* পরিধি। 'সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

আবেস *দ্র* **আবেশ**

আবেস্তা [ফা আবিস্তা] *বি* প্রাচীন পারস্যে জারাথুস্ত্র প্রবর্তিত ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ। 'বহু সহস্র চর্মপত্রে রূপালি সোনালি অক্ষরে তাদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আবে-হায়াত, আবে হায়াৎ [আ] *বি* [ইসলামিমতে] জীবনবারি। 'এই অজ্ঞানার এই যে হাত আনতে পারে আবে-হায়াত।' *নজরুল*, ১৯২২; 'আবে-হায়াৎ বিলিয়ে দিয়ে জহর নিজে পান করলে।' *শওকত*, ১৯৬২। *দ্র* **আব-হায়াত**

আবোয়াব [আ] *বি* নির্ধারিত খাজনা অথবা করের অতিরিক্ত কর। 'হরবার আবোয়াবে ঐ জমার দেড়া দ্বিগুণ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। *দ্র* **আবওয়াব**

আবোল [আ+হি বোল] **১** *বি* খারাপ কথা; বাজে কথা। 'নিকট না আইস লোক বুলিব আবোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* বাকহীন। 'সদয় ব্যবহারের মূল্য আবোল পশুর জৌলুশ মাখানো চকচকে চামড়ার পরতেও নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আবোল তাবোল **১** *বি* এলোমেলো অর্থহীন কথা। 'কি আবোল তাবোল বকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* শৈথিল্য; অসম্বদ্ধতা। 'লেখার বেশ একটি বাঁধুনি আছে, আবোল তাবোল নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *ক্রিবিণ* বেসুরোভাবে। 'আয়রে পাগল আবোল তাবোল মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।' *সুকুমার*, ১৯১৬।

আব্দার [ফা আবদার] *বি* বায়না। 'ছেলে মানুষ, আব্দার করেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। *দ্র* **আবদার**

আব্দারে *বিণ* আব্দারপূর্ণ। 'আব্দারে গলায় আয়েশা নাজমাকে ডাকলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২। *দ্র* **আবদেরে**

আব্বা [আ আব] *বি* পিতা। 'রেখেছে আব্বা ইবরাহিম সে আপনা রুদ্র পণ!' *নজরুল*, ১৯২২।

আব্রহ্ম [স] *ক্রিবিণ* ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত সৃষ্টি। 'আব্রহ্ম পর্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আব্রু [ফা] **১** *বি* আড়াল। 'সেইটেই একটা আব্রু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বি* আভিজাত্য। 'জীবনে আব্রু, মরণে পর্দা নাই।' *মোহিত*, ১৯৪০। **৩** *বি* পর্দা। 'মাথায় কাপড় নেই। আব্রুর কোনো বালাই নেই আর।' *শওকত*, ১৯৬২।

আভ [স অভ্র] **১** *বি* মেঘ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আকাশ আসিয়া আভে ঘিরিল।' *দক্ষিণা*, ১৯৪০। **২** *বি* অভ্র। 'কোথায় নাকি খনি পেয়েছে আভের।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আভএ [স অভয়] *বি* অভয়। 'আহ্মারে দিলেঁ আভএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আভঙ্গ *বি* এক প্রকার জনপ্রিয় মারাঠী ভক্তিগীতি। 'মারহাট্টারা গাইতেন আভঙ্গ।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

আভয় [স অভয়] *বি* ভয় নেই – এই আশ্বাস। 'আপণার মুখে মোকে দিআর আভয়।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আভরণ [স] **১** *বি* অলঙ্কার। 'রবিশশি কুণ্ডল কিউ আভরণে।' *চর্যা ১১*, ১২০০। **২** *বি* সম্পদ। 'ইহাই তাঁহার প্রধান আভরণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৩** *বি* শৃঙ্খল। 'দীনবেশ ফেলে যেয়ো পাছে, দাসত্বের আভরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৪** *বি* পোশাক। 'দীনহীন বেশ ফেলে যেয়ো পাছে, দাসত্বের আভরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৫** *বি* সৌন্দর্য। 'সরলতা স্বচ্ছতা আর্টের যথার্থ আভরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৬** *বি* ফুল ও পাতা। 'আজ গাছপালা তাহার সমস্ত আভরণ খসাইয়া ফেলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

আভরণহীন [স] *বিণ* অলঙ্কারশূন্য। 'ছায়াসম বিষাদ-বিলীন নববধূ সীতা আভরণহীন উঠিলা বিদায়-রথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আভা [স] **১** *বি* প্রভা; উজ্জ্বলতা। 'ভুরুর বলনী কামধনু জিনি ইন্দ্রধনুকের আভা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বি* শোভা। 'শতবান সোনা জিনি চরণের আভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* আলো। 'উহার উপর সূর্য্যের আভা পতিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বি* আলোকচ্ছটা। 'বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আভাখানি *বি* আভাস। 'আমার কথার আভাখানি পেয়েছ কি মনে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আভান্বিত [স] *বিণ* দীপ্তিময়। 'সে তো আভান্বিত করে না, কম্পান্বিত করে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

আভাময় [স] *বিণ* দীপ্তিময়। 'আভাময় যার চারু-রত্ন-কান্তিচ্ছটা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আভাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* দীপ্তিমান। 'ত্রিদিবের শোভা, ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা আভাময়ী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আভাযুক্ত [স] *বিণ* দীপ্তিযুক্ত। 'কতকগুলি পীতের আভাযুক্ত লোহিতবর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আভাগিনী [স অভাগিনী] *বিণ স্ত্রী* দুর্ভাগা। 'কাহ্ন বিনী আভাগিনী গোপযুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আভাগী [স অভাগী] *বিণ স্ত্রী* ভাগ্যহীন। 'তোহ্মাক না পাইল মোঞ ত বড়

আভাগী।' বড়ু, ১৪৫০।

আভাগ্যা [স অভাগ্য>] *বিণ* হতভাগা। 'মর আভাগ্যা।' *কেরি*, ১৮০২।

আভাঙ [স অভ্যঙ্গ] *বি* অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তেল মাখা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আভাঙা, আভাঙ্গা [স অভঙ্গ] **১** *বিণ* অপরিবর্তিত। 'আভাঙা সংস্কৃত শব্দ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বিণ* অটুট; অখণ্ড। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আভাঙা আলস্য।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। **৩** *বিণ* আসল। 'লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

আভাত [স] *বিণ* প্রতিফলিত। 'কবিতায় বিপ্লব আভাত হয়েছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আভানা [স আহ্বান>] *বিণ* আহ্বান করা। 'এত বলি ধীরে কল্পনারানী/ বীণায় আভানি তান/ বাজাইল বীণা আকাশ ভরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আভাষ [স] *বি* ভূমিকা। 'যদ্রূপ করিতে মনস্থ করিয়াছি তাহার আভাষ লিখিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

আভাষণ [স] *বি* ইঙ্গিত। 'তার আভাষণ ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আভাস [স] **১** *বি* পরিধি। 'বিদ্যার আভাস দেখি হইল বিস্ময়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **২** *বি* ইঙ্গিত। 'আভাসে কিঞ্চিত হল শাস্ত্র আলাপন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বি* আবির্ভাব। 'সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন জ্যোতির্ময় তোমার আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৪** *বি* অস্পষ্ট প্রকাশ। 'হয়তো আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মতো প্রকাশ পেয়ে থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৫** *বি* ঝিলিক। 'আমার চোখের 'পরে আভাস দিয়ে যখনি যাও গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

আভাসমাত্র [স] *বি* ইঙ্গিত। 'রবীন্দ্রজীবনীতে কিছু কিছু আভাস আছে, কিন্তু তা শুধু আভাসমাত্র।' *শিব*, ১৯৫০।

আভাসমান [স] *বিণ* প্রতীয়মান। 'তাহার অভ্যন্তরে এক পুরুষচ্ছায়া প্রত্যক্ষবৎ আভাসমান হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আভাসমুক্ত [স] *বিণ* চিহ্নমুক্ত। 'ভ্রান্তিবিলাস পরাশ্রয়িতার আভাসমুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

আভাসা [স আভাস>] *ক্রি* স্পষ্ট হওয়া। 'কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী নয়নে উঠে গো আভাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আভাসিত [স] *বিণ* প্রকাশিত। 'আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আভাসিনী [স] *বিণ* ইঙ্গিতবহ। 'যখন প্রহর শান্ত, মধ্যম, নিবিড় আভাসিনী।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

আভিঘাত [স অভিঘাত] *বি* অভিঘাত; বিঘ্ন। 'যেজন আমার আসরে করে আভিঘাত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আভিজাতিক [স] **১** *বিণ* কুল বা বংশ পরিচায়ক। 'ডুবাল কহিলেন ... কুলাদর্শনুযায়ী ভাষায় নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন করুন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* আভিজাত্য প্রকাশক। 'বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আভিজাত্য [স] **১** *বি* বংশমর্যাদা। 'আভিজাত্য আছে বড় মানুষের পুত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* মর্যাদা। 'যাহার সম্ভ্রম ও আভিজাত্য ও অবস্থা মতে ... মানহানি হয়।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **৩** *বি* সংযত সৌন্দর্য। 'তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৪** *বি* বড়োলোকি। 'মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল-পোস্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো – এসব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করতে সাহস হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৫** *বি* উন্নত রুচি। 'মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য; যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৬** *বি* উন্নত অবস্থা। 'মোটর হাঁকাইয়া বেড়ানোর ফ্যাশন প্রচলিত করার আভিজাত্য এ পথটির নাই।' *মানিক*, ১৯৩৭।

আভিজাত্য-অভিমান [স] *বি* বংশমর্যাদার অহংকার। 'আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ নাই ... আভিজাত্য-অভিমান নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

আভিজাত্যচ্ছায়া [স] *বি* ঘন আচ্ছাদন। 'আসন-গাঁথা বৃদ্ধ মহানিম, নিবিড় গম্ভীর তার আভিজাত্যচ্ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আভিজাত্যবোধ [স] *বি* মর্যাদাবোধ। 'পরভাষাশ্রিত আভিজাত্য-বোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আভিজাত্যমত্ত [স] *বিণ* বংশমর্যাদা নিয়ে গর্ব করে এমন। 'আভিজাত্যমত্ত পরিবারের মেয়েদের বাইরের লোক পায়ের নখ পর্যন্তও যদি দেখে ফেলে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

আভিধানিক [স] **১** *বিণ* অভিধানসম্মত। 'গাথা শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ সঙ্গীত বা গেয়-শ্লোক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* অভিধানসম্পর্কিত। 'উত্তর কালে (আভিধানিক কালে) পণ ধাতুর চিহ্ন পর্যন্ত রাখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *বিণ* ব্যুৎপত্তিগত। 'আধ্যাত্মিক শব্দের আভিধানিক অর্থ "আত্মা সম্বন্ধীয়"।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বিণ* পণ্ডিতী। 'প্রদোষ ব্যবহার করবার আভিধানিক দোষ কেটে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আভিমান [স অভিমান] *বি* অহঙ্কার। 'আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আভিমানবাণী [স অভিমানবাণী] *বি* অভিমানের কথা। 'আনেক বুইল মোরে আভিমানবাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আভিমুখ্য [স] *বি* দিকনির্দেশনা। 'তার ভিতরে অভিমুখ্য, মানবীয় অর্থবহতা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।' *শিব*, ১৯৫৬।

আভিরোষ [অভিরোষ] *বি* রাগ। 'কিকে কর আভিরোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আভিল [স ভী>] *বি* ভীতি; আশঙ্কা। 'তুমি বন্দী হতে হল আমার আভিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আভিলাস [অভিলাষ] *বি* বাসনা। 'পুরী চির আভিলাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আভিসার [অভিসার] *বি* মিলনের জন্যে পূর্ব নির্ধারিত গোপন স্থানে গমন। 'তোর রতি আশোআশে গেলা আভিসারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আভিহাস [স অভিলাষ] *বি* অভিলাষ; বাসনা। 'কেহ্নে করহ হেন আভিহাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আভীর [স] *বি* গোয়ালা জাতি। 'অনার্য আভীর গোপজাতির লোকপ্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আভীরবালা [স] *বি* গোপকন্যা। 'আভীর-বালারা দুধাল গাভীরে দোহায় না, কাঁদে শুয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

আভীরী [স আভীর>] **১** *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'আভীরী শ্রাবন্তী দ্রাবিড়ী ঔড্রীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহ্লিক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* গোপ নারী। 'সৈরিন্ধ্রী, নাগকন্যা, আভীরী ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

আভূমি [স] *ক্রিবিণ* ভূমিসংলগ্ন; ভূমি পর্যন্ত। 'আভূমিপ্রণত সেলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'ওমরাহ দল আভূমি তসলিম করিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আভূমিনত [স] ১ *ক্রিবিণ* ভূমি পর্যন্ত নত হয়ে। 'লম্বা লম্বা ঋণের গুণ টেনে আভূমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ভক্তি জ্ঞাপক। 'একদল দিল্লী এসে আভূমিনত প্রণতি জানালেন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

আভূমিপ্রণত [স] *বিণ* মাটিতে গড় হয়ে ভক্তি জ্ঞাপক। 'আভূমিপ্রণত সেলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আভোগ *বি* ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের চতুর্থ তুক বা স্তবক। 'বাজাও তো একটি নটনারায়ণ– আস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ, সঞ্চারী পুরোপুরি ?' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

আভোগী *বি* ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের চতুর্থ স্তবক বা অংশ। 'হঠাৎ আভোগীতে কোমল ধৈবত।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

আভ্যন্তরিক [স] ১ *বিণ* অন্তর্গত। 'সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান বা সহজ জ্ঞান। 'কান্তীয় আভ্যন্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী জন স্টুয়ার্ট মিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* অভ্যন্তরীণ। 'বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কি করিয়া জানিব।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* স্বভাবজাত। 'শকুন্তলার সরলতা আভ্যন্তরিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বিণ* বাহ্যিক। 'তাতে আভ্যন্তরিক তৃপ্তিটা কিছু বেশি হয়েছে। *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৬ *বিণ* মানসিক। 'এক দল আভ্যন্তরিক বলে বলী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আভ্যুদয়িক [স] *বি* হিন্দু বিবাহাদি উপলক্ষে করণীয় শ্রাদ্ধবিশেষ। 'জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আম[1] [স আম্র] *বি* ফল বা বৃক্ষবিশেষ। 'ফলহীন আম জাম কাটিল কুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আমও যাবে, ছালাও যাবে – সর্বস্ব হারাতে হবে। 'সাবধান হতে হয়। না হলে আমও যাবে, ছালাও যাবে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

আমওয়ালা [আম+হি ওয়ালা] *বি* আম বিক্রেতা। 'আমওয়ালা বুড়ো হে/ আম ভরা ঝাঁকা।' *অন্নদা*, ১৯৬৪।

আমকাঠ [স আম্রকাষ্ঠ] *বি* আমগাছের কাঠ। 'কখন কারা এসে আমকাঠে।' *জীবন*, ১৯৩২।

আমচুর [স আম্রচূর্ণ] *বি* কাঁচা আমের শুকনা ফালি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমসত্ত্ব আমচুর; সের-দুই দুধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আমপল্লব [স আম্রপল্লব] *বি* আমের পাতা। 'আমপল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্পে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আমবন [স আম্রবন] *বি* আম গাছের বন। 'অন্যপারে বাঁশবন, আমবন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আম[2] [স] *বিণ* কাঁচা। 'প্রায় আম মাংস আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আমমাংস [স] *বি* কাঁচা মাংস। 'নরমাংস, আমমাংস ও মৃত্তিকা ভোজন করা।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আমমাংসভোজী [স] *বিণ* কাঁচা মাংস খায় যে । 'আর্যজাতি এককালে ছিল আমমাংসভোজী।' *অবন*, ১৯২৫।

আম[3] [স] *বি* আমাশয়। 'কফ শুক্র আম পিত্ত চেরের আকর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আমজ্বর [স] *বি* আমাশয়ের ফলে সৃষ্ট জ্বর। 'কফ আমজ্বর হরে শুদ্ধ করে মুখ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আমবাত [স] *বি* সাধারণত কোনো কিছুর প্রতি দেহের অসহনীয় অবস্থাহেতু চামড়ায় তীব্র চুলকানি-সহ ফোলাফোলা যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই রোগ; নেট্‌ল র‍্যাশ; আর্টিকেরিয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

আমরক্ত [স] *বি* রক্ত-আমাশয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আম[4] [আ] *বিণ* সাধারণ। **আম দরবার** [আ আয়াম+ফা দরবার] ১ *বি* সাধারণ সভা। 'মহারাজ আম দরবার বরখাস্ত করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বি* সর্বসাধারণের প্রবেশযোগ্য বৈঠকখানা। 'এদের শৌখিনতার আমদরবারে দানদাক্ষিণ্য, খাসদরবারে ভোগবিলাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আমমোক্তার [আ] *বি* বিষয়সম্পত্তি-সংক্রান্ত কাজ দেখাশোনার জন্য আইন অনুসারে নিযুক্ত কর্মচারী। 'দাঁ মহাশয়ের আমমোক্তার কানাইধন বাবু।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আমগ্ন [স] *বিণ* বিশেষভাবে মগ্ন। 'সহসা আমগ্ন কি স্বপ্নাবিষ্ট ঘুমে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আমজাম [ফা আনজাম] *বি* আয়োজন। 'তাহা আমজাম হইল না।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩০।

আমট [স আম্র>] *বি* আমসত্ত্ব। 'উত্তম আমটের আমদানি আসিয়াছিল।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৬।

আমটবিছা [স আম্র>] *বি* কটিভূষণবিশেষ। 'আমটবিছা –।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৫৭।

আমড়া [স আম্রাতক] *বি* টক ফলবিশেষ। 'আমড়া বয়ড়া হরিড়া ধব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আমড়াগাছিআ *বিণ* চাটুকর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আমড়াগাছী *বি* চাটুকারিতা। 'লোকটির চেষ্টা ছিল, আপনাকে খুব আমড়াগাছী করে ...।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

আমড়াতলা [আমড়া+স তল] *বি* আমড়া গাছের মূল-সংলগ্ন স্থান। 'আমড়াতলায় পাড়ার প্রৌঢ়দের তাসপাশার আড্ডা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আমড়াভাতে করা *ক্রি* সৌন্দর্যহীন করা। 'ন্যাড়া করে দেয় মাথা হায় আমড়াভাতে করে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

আমতা[1] [স আম্র>] *বি* আমসত্ত্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আমতা[2] [আমি+তা>] *বি* ইতস্তত ভাব। **আমতা-আমতা** [আমি+তা>] *বিণ* ইতস্তত। 'সরবরাহমন্ত্রী আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

আমতা আমতা ক'রে *ক্রিবিণ* ইতস্তত করা। 'মাপ তাকে চাইতেই হল নতশিরে আমতা আমতা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আমদ[1] [স আমোদ] ১ *বি* আনন্দ; উৎসাহ। 'মনের মধ্যে আমদ করিয়া ... লিখনপড়ন সিখীবা।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ২ *বিণ* সুরভিত। 'পুষ্প তাহাতে সুগন্ধ আমদ করে।' *রামরাম*, ১৮০১।

আমদ[2] [ফা আমদ] *বি* আমদানি। 'গঙ্গার আমদ রপ্তিতে।' *ক্যাল্গে*, ১৭৮৯।

আমদানি, আমদানী [ফা] *বি* ১ পণ্যের সমাগম। 'এ সন কলিকাতায় বিস্তর কাপড়ের আমদানি।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ২ *বি* অন্য দেশ বা জায়গা থেকে পণ্য নিয়ে আসা। 'আপন মুলুকে আমদানি হবেক।' *চেরী*, ১৭৮৮; 'বেবাক আমদানী হইয়া সদর দাখীল অবস্য হইতে

চাহি।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ৩ *বি* আয়। 'অর্থাৎ আমদানী খরচ জমা এ সকল বড়ো *লেঠা* ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ৪ *বি* আগমন। 'পড়াশুনা আরম্ভ হইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বি* আনা। 'যতখানি দুগ্ধ আমদানী হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

আমদানি কর [ফা>] *বি* অন্যদেশ থেকে আমাদানি করার জন্যে প্রদত্ত কর। 'আমদানি-কর এবং মাঞ্চিষ্টারের মন রাখবার জন্য এ দেশে এক্সাইজ কর বসাইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আমদানিকারক, আমদানীকারক [ফা আমদানি+স কারক] *বিণ* বিদেশ থেকে মাল আমদানিকারী। 'আমদানীকারক, ডিলার প্রভৃতি পর্যায় অতিক্রম করার পর উহা ক্রেতাদের হাতে আসে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

আমদানি শুল্ক [ফা আমদানি+স শুল্ক] *বি* অন্যদেশ থেকে আমাদানি করার জন্যে প্রদত্ত কর। 'ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর আদমানি শুল্ক সংস্থাপনে সজীব জাতির যেরূপ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আমন [স হৈমন] *বিণ* আমন ধানের চাল। 'আসু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে।' *ভারত*, ১৭৬০।

আমন ধান, আমনধান্য [স হৈমন-ধান্য>] *বি* হেমন্ত কালে পাকে এমন ধানবিশেষ। 'মাঠের চারিদিকে নতুন আমন ধান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'গাঢ় শ্যামল আমনধান্যের আন্দোলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আমনা গমনা [স আগমন নির্গমন] *বি* আসা যাওয়া। 'যেই ভাবে ভাবি করে আমনা গমনা।' *সুলতান*, ১৭০০।

আমনি [স অমুস্মিন্>] *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'সাংসুর ভোক্তা আমনি।' *রামাই*, ১৭১০।

আমনুষ্য [স অমনুষ্য] *বিণ* অমানুষ। 'আমনুষ্য অন্তরে অভাগী কেঁদে মরি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আমন্ত্রণ [স] ১ *বি* নিমন্ত্রণ। 'প্রিথিবির জত রাজা কৈল আমন্ত্রণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* গান। 'এখানে বুলবুলের আমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বি* আকর্ষণ। 'আনন্দ-উৎসবে আমন্ত্রণ করে এনেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বি* নিমন্ত্রণ। 'আমন্ত্রণ আমি পূর্বেই গ্রহণ করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ৫ *বি* ডাক। 'পথেরও ছিল আমন্ত্রণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৬ *বি* আহ্বান। "অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আমন্ত্রণক্রমে *ক্রিবিণ* নিমন্ত্রণ অনুযায়ী। '... ছাত্র সমিতির আমন্ত্রণ-ক্রমে তাদের এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ...।' *বেগম*, ১৯৬৬।

আমন্ত্রণ-দিন [স] *বি* যে দিনের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। 'আমন্ত্রণ-দিনে, শ্রাবণের ঝিল্লিমন্দ্রঘন সন্ধ্যায়, মুখরিত প্লাবনের অশান্ত নিশীথ রাত্রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

আমন্ত্রণ-পত্র [স] *বি* নিমন্ত্রণ-জানানো চিঠি। 'শাস্ত্রী মহাশয়ের আমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

আমন্ত্রণ-বিছানো *বিণ* আমন্ত্রণে ঢাকা। 'পাহাড়ের উপত্যকা-নিচে সবুজের আমন্ত্রণ-বিছানো পাতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আমন্ত্রণলিপি [স] *বি* আমন্ত্রণপত্র। 'আপনার সাদর আমন্ত্রণলিপি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আমন্ত্রণা [স আমন্ত্রণ] *ক্রি* আমন্ত্রণ করা। 'বিষ্ণুমন্ত্র আমন্ত্রিয়া জুড়িল ধনুতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আমন্ত্রিত [স] *বিণ* আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এমন। 'আমন্ত্রিত দেবদেবীগণ, সায়নাচার্যের ভাষ্য, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের পুরাতত্ত্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'অনুসন্ধান প্রণালী প্রদর্শন করাইবার জন্য আমন্ত্রিত হই।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

আমন্থর [স মন্থর>] *বিণ* মৃদুমন্দ। 'গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন-রসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আমন্থা [স মন্থন] *ক্রি* মন্থন করা। 'পেয়েছি অমিত সুধা আমন্থিয়া কালের বারিধি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আমপারা [আ আম+ফা পারাহ্] *বি* কোরানের ত্রিশতম অধ্যায়। 'আমপারা ও পান্দেনামা হাতে লইয়া মাদুরাসন হইতে উঠিয়া আসিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'আমপারা-পড়া হামবড়া মোরা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আমবাত দ্র আম[৩]

আমব্রা [ই] *বি* কোনো গ্রহ বা উপগ্রহের ছায়ার কেন্দ্রীয় গাঢ় অন্ধকার অঞ্চল। 'এর কেন্দ্রপ্রদেশ ঘোর কালো, তার নাম আমব্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আমমোক্তার দ্র আম[৪]

আময় [স] *বি* রোগ। 'সেটা মনের আময়, অশুদ্ধতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আময়দা [ফা] *বিণ* প্রচুর; অনেক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আময়দা আমদানীওয়ালা স্বামীর বন্ধ্যা স্ত্রীর অন্তরে ভবিষ্যতের ...।' *কেদার*, ১৯৫০।

আমরণ[১] [স] *ক্রিবিণ* মরণ পর্যন্ত। 'আমরণ তিনি রাম বা যুধিষ্ঠিরকে দেবতা বলিয়া মনে মনে উপাসনা করিতেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

আমরণান্ত [আ] *ক্রিবিণ* মরণ পর্যন্ত। 'আমরণান্ত বিধবা করিতে থাকিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

আ-মরণ[২] [স মরণ>] *অব্য* বিস্ময়সূচক শব্দ। 'আ-মরণ! পোড়াকপালী বলে কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আমরা [স অস্মাকম্>] *সর্ব* আমি এবং আমার সঙ্গী। 'গোপজাতি আমরা অরণ্যে করি ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০।

আ মরি [স মরণ>] ১ *অব্য* বিস্ময়সূচক শব্দ। 'আ মরি যেমন গুরু তেমন চেলা।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *অব্য* প্রশংসাসূচক শব্দ। 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি, বাংলা ভাষা।' *অতুলপ্রসাদ*, ১৯৩৪।

আমরিতি [স অমৃত] *বি* জিলিপি জাতীয় খাবারবিশেষ। 'জুম্মার নামাজের পর এই মসজিদে জিলিপি কখনো-বা আমরিতি বা বালুশাহী শিন্নির মতো বিলি করা হতো।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

আমরিষ [স অমর্ষ] *বি* ক্রোধ। 'কিকে কাহ্ন করে আমরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আমরুদ *বি* পেয়ারা। 'কোলের কাছে আমরুদ বা কালোজাম।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

আমরুল [স অম্ললোনী] *বি* মুখরোচক শাকবিশেষ। 'আমরুল শাকের বনে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আমরুলী [স অম্ললোনী] *বি* মুখরোচক শাকবিশেষ। 'পানাপুকুরের চারধার আমরুলী শাকের সবুজ পাতায় ছেয়ে গিয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

আমর্দন [স অমর্দন] *বি* পিষ্টকরণ। 'তিনবার আলিঙ্গিলা আমর্দন করি।' *সুলতান*, ১৭০০।

আমল [আ] ১ *বি* শাসনকাল। 'রুছি রাজ্য যত আর হিন্দুর আমল।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত

গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* ইবাদত। 'মদিনা শহরে যে আমল গিয়া করে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* দখলি জমি। 'আমার মুনাফা দিয়া আমল আবাদ করিয়া পরম সুখে ভোগ করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **৪** *বি* জমিদারের অধীনস্থ কর্মচারী। 'ইজারাদার ও আমল কোন দফাতে প্রজালোকের উপর আখজ ও বেশি করিতে না পারিবেক।' *মেয়ার*, ১৭৮৭। **৫** *বি* দখল। 'নিখরচা বাটী আমল পাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯১। **৬** *বি* বিবেচনা। 'দাউদের আসন্ন কালক্রমে তাহা আমলে আনিল না।' *রামরাম*, ১৮০১। **৭** *বি* সময়। 'আপনার আমলে আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৮** *বি* অধিকার। *ভবানী*, ১৮২৩। **৯** *বি* নেশা। 'কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **১০** *বি* সম্মান; গুরুত্ব। 'ততক্ষণ ওদের কাছে আমার কোনো আমল নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **১১** *বি* প্রশ্রয়। 'বাহিরের ক্ষুদ্র লালিত্যকে যাঁহারা আমল দিতে চান না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **১২** *বি* গুরুত্ব। 'তাহলে তাকে একদিনও আমল দিল না কেন?' *হাসান*, ১৯৬৩।

আমলদার [আ আমল+ফা দার] *বিণ* ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনকারী। 'ইমানদার ও আমলদার হও।' *রওশন*, ১৯২৫।

আমলদারি, আমলদারী [আ আমল+ফা দারি] **১** *বি* শাসন। 'আমলদারি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ইংরাজ আমলদারীর প্রথম সময় হইতেই চালাইয়া আসিতেছেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮। **২** *বি* শাসনামল। 'ইহা ইংরেজ আমলদারীর বিগত শতাব্দীর গড়ান বাঙ্গালা ভাষার নূতন সংস্করণ নামে অভিহিত হইতে পারে।' *এসলাম*, ১৯১৫। **৩** *বি* কার্যপ্রণালী। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলদারীতে বাঙ্গলা ভাষার মোছলেমীকরণ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

আমল দেওয়া *ক্রি* পাত্তা দেওয়া। 'বিনোদিনী আমল দিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আমলনামা [আ আমল+ফা নামাহ] *বি* সম্পত্তি ভোগ দখল নেওয়ার লিখিত আদেশপত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আমল পাওয়া *ক্রি* সুযোগ পাওয়া। 'গান না শিখলে তো আর তোমার সন্ন্যাসী দলে আমল পাওয়া যাবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আমল লওয়া *ক্রি* মেনে নেওয়া। *ওঁসা*, ১৭৮৫।

আমলে আনা *ক্রি* বিবেচনা করা। 'দাউদের আসন্ন কালক্রমে তাহা আমলে আনিল না।' *রামরাম*, ১৮০১।

আমলকি [স আমলকী] **১** *বি* ছোটো টক ফলবিশেষ। 'চুয়া যে চন্দন আমলকি বর্তন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* চুল পরিচর্যার জন্য ব্যবহৃত বাটা আমলকির গুলি। 'শিরে দিআ আমলকি তোলা জলে স্নান করায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আমলকী [স] *বি* ছোটো টক ফলবিশেষ। 'তুলসি মালতি জাতি আমলকী কুন্দ জুতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আমলকীদ্বাদশী [স] *বি* ব্রতবিশেষ। 'কামনা চরিতার্থ করবার উপায় ও অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া অনেকটা একই, যেমন – আমলকীদ্বাদশী ব্রত।' *অবন*, ১৯১৯।

আমলা[১] [স আমলক] *বি* আমলকী। 'আমলা কমল হইল পদ্মা করিকর হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আমলা[২] [আ] **১** *বি* জমিদার অথবা সরকারের কর্মচারী। 'গোমাস্তা ও কোটীর দোসরা আমলাহায়ের সঙ্গে এক এতফাক হইয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* আদালতের কর্মচারী। 'যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা গামলা ভাঙ্গে না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বি* কেরানি। 'আসামী, ফৈরাদি, সাক্ষী, কয়েদী, উকিল ও আমলা সকলেই উপস্থিত আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আমলাতন্ত্র [আ আমলা+স তন্ত্র] **১** *বি* সরকারি কর্মচারী নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থা। 'আমলাতন্ত্র অর্থাৎ ব্যুরোক্রেসি উঁচুদরের জিনিস হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বি* রাজকর্মচারীদের শাসন। 'আমলাতন্ত্র হইতেছে ছাগল!' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বি* রাজকর্মকর্তা। 'কংগ্রেসওয়ালারা আমলাতন্ত্রের কাছে কখনো নিয়ে যেতেন না আবেদন-নিবেদনের ডালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আমলাতন্ত্রমূলক [আ আমলা+স তন্ত্রমূলক] *বিণ* রাজকর্মচারীদের শাসনভিত্তিক। 'তখনকার যুগের ভারতীয়েরা আমলাতন্ত্রমূলক ইংরেজ-শাসনকে ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

আমলাতান্ত্রিক [আ আমলা+স তান্ত্রিক] *বিণ* আমলা কর্তৃক পরিচালিত। 'এ নিয়মের বিরুদ্ধে সেরেস্তায় একটু আমলাতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

আমলাদার [আ আমলা+ফা দার] *বি* কর আদায়কারী। 'আমলাদারানং চাকেলে মুরাদাবাদ হদ্দ নাগাদি রাজগঞ্জ প্রতিবেদানন্দ।' *ওঁসা*, ১৭৮২।

আমলা ফয়লা [আ] *বি* ছোটো বড়ো কর্মচারী, কেরানি প্রভৃতি। 'পশ্চাৎ আমলা ফয়লা ও ঘরজামাইয়ে ভগিনীপতিরা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আমলা হায় [আ আমলা+ফা বহুবচনজ্ঞাপক বিভক্তি হায়] কর্মচারীরা। 'তুমি ও নাএব ও আমলা হায় জে কেহ সরকারে মাহিনা পায় ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আমলাতি [স আমলকী] *বি* আমলকী। 'আদেষ পাকড়ি গাছ হাই আমলাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আমলেট [ই] *বি* অমলেট; ভাজা মাছ। 'ভেটকী ভাঙন বাটা পারিসার ঝাঁক/ আমলেট আদি করি মাছের কি জাঁক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আমশী [স আম্রপেশী] *বি* কাঁচা আমের শুকনা ফালি। 'কথায় বলে আঁব ফুরালে আমশী যৌবন ফুরালে কাঁদে বসি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। *দ্র* **আমসি**

আমসত্ত, আমসত্ব, আমসত্ত্ব [স আম্রসত্ত্ব] *বি* আমের মণ্ড রোদে শুকিয়ে তৈরি করা মিষ্টি খাদ্য। 'আম আমসত্ব আর আমসী আচার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'আমসত্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমসত্ত্ব আমচুর; সের-দুই দুধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আমসত্ত্বভাজা [স আম্রসত্ত্ব+ভাজা] *বি* পাকা আমের রস শুকিয়ে প্রস্তুত খাবারবিশেষ। 'অবশ্য আমসত্ত্বভাজা কী তা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

আমসি [স আম্রপেশী] **১** *বি* কাঁচা আমের শুকনা ফালি। 'কুল জোন্দা আমসি আচারে যায় মন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বিণ* নীরস। 'শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।' *পরশু*, ১৯৪০। *দ্র* **আমশী**

আমসিপানা [স আম্রপেশী>] *বিণ* কাঁচা আমের শুকনা ফালির মতো। 'বুড়ির আমসিপানা মুখখানা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

আমসিপারা [আ আম্+ফা সিপারা] *বি* কোরানের ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 'ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। *দ্র* **আমপারা**

আমস্তক [স] *বিণ* মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আমস্তক কপালে যেন টাকা ও টাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আমা [স অস্মদ্] **১** *সর্ব* আমাকে। 'কান্ধে করি লেহ আমা বলিল তোমারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *সর্ব* আমার। 'আমা সনে কানাঞি তেজু পরিহাস।' *বড়ু*, ১৫৭০।

আমাএ *সর্ব* আমাকে। 'আমাএ ভকতি করি বড় তপ কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

আমাক *সর্ব* আমাকে। 'উগ্রতপে অনেক কাল আমাক পূজিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আমাকার *সর্ব* আমার। 'যুনহ রাধিকা তুমি আমাকার কথা।' *মালাধর*, ১৫০০।

আমাকে *সর্ব* কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'আমি' শব্দের রূপ। 'আমাকে না কর কানাঞি অধিক যতন।' *বড়ু*, ১৫৭০।

আমাগত *বিণ* আমার সঙ্গে একাত্ম। 'আমাগত শৈবলিনীর জীবন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

আমাত *সর্ব* আমার। 'লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আমাতে *সর্ব* আমাকে। 'কৃষ্ণ উপদেশি কৃপা করহ আমাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আমাদিগের *সর্ব* আমাদের। 'কালকালাতি আমারা কিম্বা আমাদিগের ওয়ারিষ কেহ কোন দাওয়া করি ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

আমাদের *সর্ব* আমিসহ এক বা একাধিক ব্যক্তির। 'নূর মুহম্মদ হোন্তে কিছু এক অংশু আমাদের ললাটেত হৈল অবতংস।' *সুলতান*, ১৭০০।

আমাপ্রতি *ক্রিবিণ* আমার প্রতি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আমায় **১** *সর্ব* আমাকে। 'তুমি সৃজিলে আমায় খলরূপ করি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *সর্ব* আমি। 'তস্যপর তোমায় আমায় পৃথক হইয়া পূর্ব্ব ফারখত উভয়ত করিয়াছী।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

আমার *সর্ব* সম্বন্ধকারকে ষষ্ঠী প্রত্যয় যোগে "আমি" শব্দের রূপ। 'ভাঙ্গিল আমার পূজা করি অহঙ্কার।' *মালাধর*, ১৫০০।

আমারত্ব *বি* নিজস্বতা; স্বকীয়তা। 'সেইটেই আমার প্রকৃত আমারত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আমারদিগকে *সর্ব* আমাদেরকে। 'আমারদিগের অনর্থক ক্রোধ আমারদিগকে অশক্ত করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

আমারদিগের *সর্ব* আমাদের। 'পিতা আমারদিগের।' মানোএল, ১৭৪৩।

আমারদের *সর্ব* আমাদের। 'আমারদের পুত্র রাজা হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

আমারা *সর্ব* আমরা শব্দের পুরানো বানানভেদ। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আমারে **১** *সর্ব* আমার; নিজের। 'বিরূপ দেখিয়া হাসি পাইল আমারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* আমার উপর। 'তুষ্ট হৈয়া অতুষ্ট দেবি হইল আমারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *সর্ব* আমাকে। 'অতি জ্ঞানহীন তাহে অভাজন আমারে ত্যাজিও নাঞি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আমাসনে *ক্রিবিণ* আমার সাথে। 'আমাসনে ইৎসা আছে কৃড়া করিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

আমা সভা *সর্ব* আমাদের। 'আমা সভা বান্দি দিতে পাণ্ডবের স্থান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আমাংলা *বিণ* অযাচিত। 'বৌকে পাঠালে অনেক আমাংলা কথা শোনাতে লাগল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

আমাড়া [স অমৃষ্ট>] *বিণ* মাড়াই করা হয়নি এমন ধান। 'খামারে গিয়া খোলায় আমাড়া ধানের গাদির আড়ে মেইর নিকটে লুকাইয়া থাকিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

আমাত্য [স অমাত্য] *বি* রাজকর্মচারী। 'আমাত্য আইল তার পরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আমান[১] [স অমান্য] *বি* উপেক্ষা। 'কেহে আমান করসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আমান[২] [আ] *বি* আশ্রয়। 'সাবানের চন্দ্র ভরি মাগিব আমান।' *আলাওল*, ১৬৬৩।

আমান[৩] *বিণ* অখণ্ড। 'বড় বড় আমান হরফে তার কাছে যে পত্র লেখতা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আমানত [আ] **১** *বিণ* জমা; সঞ্চিত; গচ্ছিত। 'মেং এঙ্গ সাহেবের স্থানে আমানত কাপড় হরেক রকমের।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *বি* অর্পিত দায়িত্ব। 'আমার নিকট মনজুর আমানতে খেয়ানত করহ নিসা করীবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **৩** *বি* গচ্ছিত বস্তু। 'সমর্পিত তার হাতে নবীজীর পুণ্য আমানত।' *সিরাজী*, ১৯২৩।

আমানতকারী [আ আমানত+স কারী] *বি* সঞ্চয়কারী। 'ব্যাঙ্কের বড় একজন আমানতকারী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আমানতি, আমানতী [আ আমানত>] *বিণ* আমানত রাখা হয়েছে এমন; গচ্ছিত। 'বিমার আমানতী টাকাদৃষ্টে তাহার মূল্য দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮; 'আমানতি সদরখাজনা, অথবা আমলাবর্গের বেতন প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আমানি, আমানী [স অম্লপানীয়] *বি* পান্তা ভাতের পানি। 'এক শ্বাসে তিন হাণ্ডি আমানী উজাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ওলো তুই বুঝিস না। বড় হাঁড়ির আমানি ভাল।' *গৌর*, ১৮২২।

আমান্ন [স আতপ-অন্ন] **১** *বি* অসিদ্ধ চাল। 'মোদক রসাল আমান্নে পুরি থাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* আতপ চাল। 'সিন্দুর শ্বেতধান্য আমান্ন আদি অন্ন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আমাবস্যা [স অমাবস্যা] *বিণ* অমাবস্যা রাতের মতো কালো। 'বর্ণে আমাবস্যা নিশাহারে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আমামা [আ] *বি* পাগড়ি। 'চাপকান, পাজামা, পাপোষ, পাগড়ী আমামা, লাড়ুদার, মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আমায় *দ্র* **আমা**

আমার *দ্র* **আমা**

আমারি, আমারী, আমিরী [আ আমারি] *বি* হাতির পিঠের আসনবিশেষ। 'করিবর উপর আমিরীমাঝে বসি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'হাতীর আমারী ঘরে বসিয়া আমীর।' *ভারত*, ১৭৬০; 'হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

আমারিঘর [আ আমারি+ঘর] *বি* হাতির পিঠের উপর চারদিক ঘেরা ও ছাউনিযুক্ত আসন। 'প্রবল সিফাইবর উপরে আমারিঘর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আমাল *বি* নিশান। 'শুভক্ষণে বান্ধিল আমাল।' *সুলতান*, ১৭০০।

আমাশয় [স] *বি* পেটের রোগবিশেষ। 'শনিবার রাত্রিতে আমাশয়াদি রোগোপলক্ষে সুরধুনী তীরনীরে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*,

১৮২৯।

আমাশা, আমাসয় [স আমাশয়] *বি* আমাশয়; অন্ত্রাশয়ের রোগবিশেষ। 'আমাসয়।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পেটে কৃমি হবে, আমাশা হবে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

আমি, আমী [স অহম্] **১** *সর্ব* আমরা। 'সুরপুরে জত বৈসে কৈল আমি অদেসে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *সর্ব* ব্যক্তিসূচক সর্বনাম-বিশেষ; বক্তা নিজে। 'নিজোজি তোমারে আমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'অশুচে কেমনে আমী দিব কন্যা দান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* আমিরূপ অহংকার। 'ওগো মরুক না এই আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৪** *বি* আমিত্ব। 'সেই যে আমার কাছে আমি ছিলো সবার চেয়ে দামি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। **৫** *বি* সত্তা। 'ব্যক্তির ভেতরের 'আমি'কে সুন্দর করে তোলাই তার কাজ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

আমিতর [স অহম্>+স তর] *বিণ* একান্তই আমি। 'তাহার মধ্যে আমি যেন আমিতর হইয়া উঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আমিত্ব [স অহম্>+স ত্ব] **১** *বি* নিজত্ব। 'তবে আমার আমিত্ব একেবারে বস্তুশূন্য হয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বি* অহমিকা। 'আমিত্ব বলে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৩** *বি* নিজস্বতা। 'আমার আমিত্বকে এপথ থেকে মুখ ফিরাতে দেব না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আমিত্ববোধ [স অহম্>+স ত্ব+স বোধ] *বি* অহংকার। 'যার ফল আমার আমিত্ববোধ, ব্যক্তিসত্তা।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

আমি-ময় [স অহম্>+স ময়] *বিণ* 'আমি'তে পরিপূর্ণ। 'আমি-ময় সে আমার/ আমারে সে-ময় করেছে রে।' *ক্ষীরোদ*, ১৯২৫; 'সে হৃদয়ে আমার ছবি, সকল হিয়া আমিময়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

আমিহ **১** *সর্ব* আমিও। 'আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *সর্ব* আমিই। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আমিআঁ [স অমৃত] *বি* সুধা। 'আধরে আমিআঁ পীওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আমিন[1], আমীন [আ] **১** *বি* যে জমি জরিপ করে; যে জমি মাপে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'নিষ্কর ভূমি মাল বলিয়া আমীন লিখিয়া লইয়াছে।' *সাধারণী*, ১৮৭৪। **২** *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'মোং হরিপাল আমিন ও গোমাস্তা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আমিনি [আ আমিন>] *বিণ* আমিনের কাজ; পেশা। 'সরকারকে আমিনি কাজে বহাল করিয়া পাঠান জাইতেছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

আমিন[2] [আ] **১** *অব্য* তাই হোক; প্রার্থনা পূর্ণ হোক। 'বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে লোকে আমিন বলে বসে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* বিশ্বাসী। 'যুবক নবীরে আমিন বলিয়া ডাকিত।' *নজরুল*, ১৯২২। *দ্র* **আমেন**

আমিনী [স কামিনী] *বি* ধর্মপূজার সহায়িকা। 'শিরে বন্দো রাউলের বত্তিশ আমিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আমিয়া [স অমৃত] *বি* সুধা। 'আমরা সরল পিরীতি গরল লাগিল আমিয়াময়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আমির, আমীর [আ] **১** *বি* বাদশা। 'আমীর উমরা হৈলা যত অবতার।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* বিত্তবান। 'আমির লোক ও মনছবদার ও রাজোড়া লোক অনেকের সহিত পরিচয় হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* সেনাপতি। 'পুত্র জন্মিলে তাহাকে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের উপরে আমীর করিব।' *দর্পণ*, ১৮২১।

আমির-ওমরা [আ] *বি* প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। 'বাঙালি কমিশনারগণ দেশের আমির-ওমরাও দলের না হইতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আমিরজাদি [আ আমির+ফা জাদি] *বি* বড়োলোকের মেয়ে। 'তোমরাই ওকে অমন আমিরজাদির মতন শাহানশাহি মেজাজের করে তুলেছ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আমিরানা [আ আমির>] *বি* নবাবি; বড়োলোকি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আমিরানাশান [আ আমির+ফা আনা+আ শান] *বিণ* অভিজাতসুলভ। 'ময়লা কাপড় ছেড়ে খুব আমিরানাশানের জামা জোড়া পরে আসে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আমিরি, আমীরি [আ আমির>] **১** *বি* বড়লোকি। 'পরের ধন হলে অত আমিরি করে? *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'আমার মতো গরীবের পক্ষে অতটা আমীরি পোষায় না।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'গরিবের চোখে দেখা দিল হাল-আমলের আমিরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *বিণ* আমিরের মতো। 'মেয়েরা এখনো শেখেনি আমিরী দুস্তর কোনো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; আমিরী ভঙ্গীতে ইব্রাহিম লাগাম ধরে জুড়ি চালাচ্ছে।' *বিমল*, ১৯৫৩; 'মাথায় একটি আমিরি ধরনের উঁচু টুপি।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

আমিরি-চাল [আ আমির>+স চাল] *বি* আমিরসুলভ হাবভাব। 'মৌলবি সাহেব ... আমিরি-চালে যাইয়া বসিলেন।' *জসীম*, ১৯৬০।

আমিরী [আ আমির>] *বি* আমিরের কাজ। 'কুফাতে আসিয়া তুমি করহ আমিরী।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আমিরিকান [ই] *বিণ* আমেরিকায় উৎপন্ন। 'আমিরিকান রম (মার্কিন আনীস) নামক মদে জল দেবামাত্র সাদা দুদের মত হয়ে যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আমিল [আ আমোয়াল] **১** *বি* সম্পত্তির মালিক। *মেয়ার*, ১৭৮৭। **২** *বি* কর্মচারী। 'ঢাকায় দেওয়ান বকসীর আমিলরূপে কাটাইয়া চিত্রিস্যারের গৃহে ফিরিলেন।' *গোপাল*, ১৯৬০।

আমিষ [স] **১** *বিণ* মাছের গন্ধযুক্ত; আঁষ্টে। 'গায়ের আমিষ গন্দ জোজনেক জায়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* মাছ-মাংস-ডিমজাতীয় খাদ্য। 'আমিষ ভোজনের প্রতিষেধক পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

আমিষধারা [স] *বি* আমিষ থেকে বেরনো তরল। 'দরবিগলিত দুর্গন্ধ আমিষধারায় পণ্ডিতের নাক মুখ চোখ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিল...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

আমিষভোজন [স] *বি* আমিষ খাবার গ্রহণ। 'আমিষভোজন আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তির অভিপ্রেত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আমিষভোজী [স] *বিণ* মাছ-মাংস-ডিম আহারকারী। 'অধিক সংখ্যক আমিষভোজীর খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে।।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

আমিষলোলুপতা [স] *বি* আমিষের লোভ। 'আমিষলোলুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

আমিষাশী [স] **১** *বিণ* মাছ-মাংস-ডিমভোজী। 'একটি প্রবল আমিষাশী জাতির দেহমনের সাতিশয় পুষ্টি অস্থিমজ্জায় অনুভব করিয়া আসিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* মাছ-মাংস সংক্রান্ত। 'আমিষাশী তরবার হয়ে তার প্রভাতকে কাটে।' *জীবন*, ১৯৩০।

আমিষ্য [স] *বিণ* আমিষযুক্ত। 'কেমনে আমিষ্য অন্ন করিব ভোজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আমিস [স আমিষ] *বি* আমিষ। 'মায়ের আইয়ত হাথে ভোজন আমিস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আমিস্য [স আমিষ] *বি* আমিষ। 'ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিস্য।' *রামাই*, ১৭১০।

আমী[২] [আ আম>] *বিণ* সর্বসাধারণের। 'আমী জমি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আমীন *দ্র* **আমিন**[১]

আমীরী [আ আমির>] *বি* নবাবি। 'জমীদারী ও জমাদারী ও আমীরী।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

আমীলিত [স] *বিণ* সামান্য খোলা। 'কুররীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়নে রোমন্থ করিতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আমুণ্ডনখাগ্র [স] *ক্রিবিণ* মাথা থেকে নখের প্রান্ত পর্যন্ত। 'মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠছে আমুণ্ডনখাগ্র সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

আমুদে [স আমোদ>] *বিণ* কৌতুকপ্রিয়। 'সুলোচনা ভাই বড় আমুদে মানুষ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

আমুলিঅ [স আমলক] *বি* আমলকী। 'ধাতকী আমুলিঅ করবীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আমূল[১] [স অমূল্য] *বিণ* অমূল্য। 'নেহ আমূল রতনে পালহ মোর বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আমূল[২] [স] ১ *বিণ* আদ্যোপান্ত মহিমা। 'মুঞি পাপী কি কহিমু তোহ্মার আমূল।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* মূল পর্যন্ত; পুরো। 'চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাহার হৃদয়ে নিহিত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বিণ* আগাগোড়া। 'যাঁহারা আমূল-সংস্কারপ্রিয়, তাঁহারা সকলই ভাঙিতে চান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আমূলত [স] *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণত। 'প্রথম দল যখন কোনো একটা লোকাচার আমূলত বিনাশ করিতে চায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আমূলভাবে [স] *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণভাবে। 'জীবনযাপনের ভিত্তিকেই আমূলভাবে পরিবর্তন করা।' *উমর*, ১৯৬৮।

আমূল সংস্কারক [স] *বি* সম্পূর্ণ সংস্কারকারী। 'ইহাই দেখিয়া অদূরদর্শীগণ আমূল সংস্কারকদিগকে বলিয়া থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আমূলক[১] [স অমূলক] *ক্রিবিণ* অমূলক। 'আমূলক অবান্তর কহিল সকল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আমূলক[২] [স] *ক্রিবিণ* আদ্যোপান্ত। 'অষ্টদিন আমূলক পড়্যা অভিধান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আমৃত [স অমৃত] ১ *বি* অমৃত। 'বেকত আমৃত তোর মধুর বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অতি সুস্বাদু। 'বাঙ্গী আমৃত কাক্কড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আমৃত্যু [স] *বিণ* মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। 'আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আমৃশ [স আমৃষ্ট] *বি* আলিঙ্গন। 'আমৃশে অবনিপতি আনন্দে আত্মজে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আমেজ [ফা আমিজ] ১ *বি* ভাব। 'তার মধ্যে না-পাওয়ার আমেজ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'একটু দেয় নতুনের আমেজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বি* রেশ। 'এ পর্যন্ত দাদার গায়ে বসন্তের আমেজ লাগল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৩ *বি* স্পর্শ। 'ভিজল কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ হিম-শিশিরের আমেজ পেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৪ *বি* আভাস। 'ভুলে-যাওয়া খবরের আমেজ আসে এমন লাইনও পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আমেন [হিব্রু] *অব্য* (ইহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রার্থনার শেষে উচ্চারিত: ইসলামিমতে 'আমীন') তাই হোক। 'আমেন যেশুস।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আমেরিকা [ই] *বি* মার্কিন দেশ। 'আফ্রিকা ও আমেরিকা বাসী ... ব্যবসায় করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আমেরিক [ই] *বি* আমেরিকার অধিবাসী। 'আমেরিকগণের মতো উৎসাদিত হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আমেরিকাখণ্ড [ই আমেরিকা+স খণ্ড] *বি* আমেরিকার নানা দেশ। 'আমেরিকাখণ্ডে যে কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে?' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আমেরিকান [ই] ১ *বি* আমেরিকার অধিবাসী। 'একবার একজন আমেরিকান পাদ্রি কাইফংফু নগরে গিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* আমেরিকা দেশীয়। 'বহি পড়িয়া আমেরিকান সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আমেরিকানী [ই আমেরিকান+স ঈ] *বি* মার্কিন নারী। 'রাজার চোখে পড়ল এক অকুলীন আমেরিকানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

আমেরিকানিবাসিনী [ই আমেরিকা+স নিবাসিনী] *বিণ স্ত্রী* আমেরিকায় বাস করে এমন। 'আমেরিকানিবাসিনী ... বিদ্যাবতী অবলাদিগকে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আমেরিকাবাসিনী [ই আমেরিকা+স বাসিনী] *বিণ স্ত্রী* আমেরিকায় বাস করে এমন। 'ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাবাসিনী খ্রীষ্টান-মহিলাগণের সাহায্যে অন্তঃপুরবাসিনী বয়স্থা রমণীগণ পাঠ ও শিল্প-কার্য্য শিখিতেছেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

আমেরিকাবাসী [ই আমেরিকা+স বাসী] *বি* আমেরিকার অধিবাসী। 'ইংরাজেরা ... আমেরিকাবাসীদিগের ওপর অত্যাচার করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আমেরিকীয় [ই আমেরিকা+স ঈয়] *বিণ* আমেরিকা দেশীয়। 'আমেরিকীয় কার্পাস।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

আমেল [আ আমোয়াল] *বি* সম্পত্তির মালিক। 'আমেল ও তহসিলদার ও এতমামদার কিম্বা আর যে কেহ।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

আমেশা [ফা হামীশাহ] *ক্রিবিণ* হামেশা। 'তথাচো মুক্তি পথ না থাকাএ আমেশা মন্দো রাএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

আমোছলমান [স অ+ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান নয় যে। 'চিরকাল আমোছলমান মোছলমান হইয়াছে।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

আমোদ [স] ১ *বি* সুগন্ধ। 'আমোদ অগুরুমেদ মৃগমদবেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* আনন্দ। 'সংকীর্তনে আমোদ প্রমোদ সদাকাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বিণ* আনন্দিত। 'বাসন্ত আমোদ মন পূরি নিরন্তরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ৪ *বি* মজা। 'শান্তিরক্ষকেরা কি চুপ করিয়া আমোদ দেখিতেছেন?' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

আমোদ-আহ্লাদ [স] ১ *বি* ক্রীড়াকৌতুক। 'বাড়ীটা যেন শান্ত হইয়াছে। করুণার আমোদ-আহ্লাদ থামিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ২ *বি* ফুর্তি। 'বিলাতী সঙ্গীদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আমোদ করা *ক্রি* আনন্দ করা। 'তাঁর মেয়ে আর বৌ লুকয়ে এসে, সমস্ত রাত কত আমোদ করলে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

আমোদক্ষেত্র [স] *বি* উৎসবের স্থান। 'বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র

হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

আমোদজনক [স] **১** *বিণ* আকর্ষণীয়। 'স্ত্রীলোকদের শিল্পগঠন বড় আমোদজনক হয়।' *প্যারী*, ১৮৬০। **২** *বিণ* কৌতুককর। 'বালকের কাছ থেকে উপদ্রব অনেক সময় আমোদজনক লীলার মতো মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* আনন্দময়। 'শৌখিন চোর দুটির চৌর্যপরিহাস মন্দার কাছে আমোদজনক বোধ হইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

আমোদপ্রমোদ [স] **১** *বি* প্রদর্শনী। 'চারি পাঁচ স্থানে ইহার আমোদপ্রমোদ হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **২** *বি* ফুর্তি। 'আমোদপ্রমোদ প্রায় সর্ব্বদা হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বি* আনন্দ। 'নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ ও হাস্যকৌতুক করতঃ পরম সুখে কাল যাপন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আমোদ-শামোদ [স আমোদ>] *বি* আনন্দ-উৎসব। 'প্রজারা বছরে একবার একটু আমোদ-শামোদ করুক।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আমোদস্ফূর্তি [স] *বি* আনন্দ-উল্লাস। 'হাসিঠাট্টা আমোদস্ফূর্তির বেলায় যেন আর এক মানুষ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

আমোদা [স আমোদ>] *ক্রি* স্ফূর্তি করা। **আমোদি** *ক্রি* আনন্দিত করে। 'কোকিল গাইল কলে আমোদি কানন।' *মাইকেল*, ১৮৬৫। **আমোদিছে** *ক্রি* গন্ধে ভরে যাচ্ছে। 'ধূমদানে পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি কুসুম-বাসের সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **আমোদিয়া** *ক্রি* আমোদিত হয়ে। 'মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আমোদিত [স] **১** *বিণ* সুরভিত। 'ধূপে আমোদিত করে স্থলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* প্রফুল্ল। 'নলিনী আমোদিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* উৎসবমুখর। 'তা২ থৈ২ নৃত্য গীতে আমোদিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

আমোদিনি [স আমোদ>] *বি স্ত্রী* আনন্দ দেয় যে। 'আমোদিনি, জান না জান না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

আমোদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দিত। 'শোকার্ত এ ভূমি করো আমোদিনী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

আমোদী [স আমোদ>] **১** *বিণ* আনন্দিত। 'মুখে আমাদের রব, অধিক আমোদী সব।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* আমুদে; কৌতুকপ্রিয়। 'সরল প্রকৃতি এবং ঘোর আমোদী।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

আমোনিয়া [ই] *বি* তীব্র গন্ধযুক্ত শক্তিশালী বর্ণহীন গ্যাস। 'জলজানে আমোনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী ঔষধ হইয়া থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আম্ব [স আম্র] *বি* আম। 'আম্ব ডালিম্ব ডৌহাকু।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আম্বডাল [স আম্র+ফা ডাল] *বি* আম গাছের শাখা। 'আম্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আম্বক [আ আহমক] *বিণ* নির্বোধ। 'কোপে কহেন গাজী কাঁহাকা আম্বক পাজি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। দ্র **আহাম্মক, আহাম্মুক**

আম্বড়া [স আম্রাতক] *বি* আমড়া। 'জাম্বু জাম্বীর আম্বড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আম্বর, আম্বরী [আ আম্বর] *বিণ* সুগন্ধি। 'কর্পূর কস্তুরী আদি আম্বর আতর।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কোথা দূর হতে আম্বরী ঘ্রাণ আসে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

আম্বল [স অম্ল] *বিণ* টক। 'ঘৃত দুধ নঠ হয়ে আম্বল দহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আম্বলিয়া [স অম্ল>] *বিণ* দুষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আম্বা [স অহম্ভাব>] *বিণ* বড়াই। 'আম্বা করি পুনঃ ঢালিলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আম্বাজী [স অহম্ভাব>] *বিণ* তেজস্বী। 'সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের আম্বাজী সৈন্যগণ সুদক্ষ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

আম্বাড়া *বিণ* বীরত্বসূচক। 'সিক্তকেশ শুকিয়ে বেঁধেছেন আম্বাড়া ছন্দে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

আম্বারি [আ আমারি] *বি* উটের পিঠে রাজকীয় আসন। 'আম্বারির চারিদিকে কতিবের বেড়া।' *সুলতান*, ১৬৫০।

আম্বিয়া [আ] *বি* ধর্মগুরুগণ। 'নবী আদি আউলিয়া আম্বিয়া রসুলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আম্বিলি [স অম্ল] *বি* তেঁতুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আম্বু [স আম্র] *বি* আম। 'আম্বু লেম্বু ডালিম্ব।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আম্মারি [আ আমারি] *বি* উটের পিঠে রাজকীয় আসন। 'আম্মারিতে নারীগণ হইলেন্ত আরোহণ।' *সুলতান*, ১৬৫০।

আম্মা [স অম্বা, হি অম্মা] *বি* মা। 'আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

আম্র [স] **১** *বি* আম। 'দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাৎ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* আমগাছ। 'এ সব সিদ্ধান্তরস আম্রের পল্লব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আম্র-আঁঠা *বি* আমের কষ। 'কৃষ্ণ-তনু যেন আম্র-আঁঠা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আম্রকানন [স] *বি* আম গাছের বাগান। 'তীরে আম্রকাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আম্রকূট [স] *বি* পর্বতবিশেষ। 'কোথা আছে সানুমান আম্রকূট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আম্রছায়া [স] *বি* আম গাছের ছায়া। 'আম্রছায়ায় কালো দিঘিটায় এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়েছো ঠায়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

আম্রবৃক্ষ [স] *বি* আম গাছ। 'নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আম্রমঞ্জরী [স] *বি* আমের মুকুল; বোল। 'আম্রমঞ্জরী ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

আম্রমুকুল [স] *বি* আমের মঞ্জরী; বোল। 'ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আম্রসার [স] *বি* আমের পাতা। 'পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আম্রাতক [স] *বি* আমড়া। 'কিঞ্চিত অজীর্ণ দোষ আম্রাতক ধরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আম্ল [স অম্ল] *বি* টক। 'তার এক ব্যঞ্জন করিলা আম্লনাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আযগৈবী [ফা আজ+আ গায়েব] *বিণ* অবিশ্বাস্য; আজগুবি। 'আযগৈবী অনেক গল্পও তিনি এই সঙ্গে ছড়াইয়া দেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫। দ্র **আজগুবি**

আযল [আ] *বি* অদৃষ্ট। 'আযলের লেখা ঘোরে কিভাবে পশ্চাতে।' *ফররুখ*, ১৯৬৬।

আযা [স অদ্য] *বি* আজ। 'জ্ঞান নবী আযা হোন্তে হইলা সুধীর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আযাত্রা [স অযাত্রা] *বি* অশুভক্ষণে যাত্রা। 'আযাত্রাএঁ গোকুল কইলেঁ গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আযিযি [আ] *বি* অনুনয়-বিনয়। 'কারুন আযিযি করিয়া আরেকটা দিন সময় চাইলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

আযুগত [স অযুক্ত] *বিণ* অনুচিত। 'এবেঁ আযুগত রাধা বিলম্ব গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আযোগ [স অযোগ] *বিণ* আযুক্ত; নিযুক্ত। 'আজ্ঞা মাত্র এখুনি আযোগ হব কাছে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আযোড় যোড়ন [স যোগ>] *বি* যা জোড়া লাগার নয়, তাকে জোড়া লাগানো। 'আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আয় [স] *বি* উপার্জন। 'ফুরায় নদীর বালি আয় বিনে যদি করি পণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আয়কর [স] *বি* আয়ের উপর ধার্য কর। 'তাহার উপর আবার আয়কর, শবকণ্ঠে খড়্গাঘাত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

আয়করদাতা [স] *বি* আয়কর প্রদান করে যে। 'আয়করদাতাদিগের মধ্যে মুছলমানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

আয়ঞ্জন [স আয়োজন] *বি* আয়োজন। 'একটী সিব স্থাপন বাটীতে করিব বাসনা করিয়া আয়ঞ্জন করিয়াছী।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৪।

আয়ড় [স অন্তরাল] *বি* আড়াল। 'চিত্রসেনে না করিবে চক্ষের আয়ড়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আয়ড়ে *ক্রিবিণ* আড়ালে। 'ওষধির আয়ড়ে আছিল চূড়াধর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আয়ত[1] [স আয়ুষ্মতী] *বি* এয়ো; সধবা নারী। 'আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।' *ভারত*, ১৭৬০।

আয়ত[2] [স] **১** *বি* টানাটানা। 'আয়ত অরুণ দুই লোচনের ভাঁতি।' *কৃত্তি*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বিস্তৃত। 'বন এমত আয়ত যে তাহার প্রায় সীমা করা যায় না।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

আয়তক্ষেত্রাকার [স] *বিণ* আয়তক্ষেত্রের আকৃতিবিশিষ্ট। 'সাধারণ আয়তক্ষেত্রাকার বা বর্গ ক্ষেত্রাকার না করে জ্যামিতিক নিয়মে এদের নমুনা করা হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আয়তচক্ষু [স] *বি* বড়ো চোখ। 'সে আয়তচক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আয়তনেত্র [স] *বি* টানাটানা চোখ। 'আয়ত নেত্র অধিকতর বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

আয়তলোচনা [স] *বিণ স্ত্রী* টানাটানা চোখবিশিষ্ট। 'কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা ... আয়তলোচনা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আয়তসুন্দর [স] *বিণ* টানাটানা ও সুন্দর। 'আরতির আয়তসুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

আয়তন [স] **১** *বি* বিস্তার। 'তাহার দীর্ঘ প্রস্থ এক২ দিগে পাঁচ২ ক্রোশ আয়তন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* দেবালয়। 'কামাখ্যা দেবীর আয়তনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৩** *বি* ক্ষেত্রমান। 'সেখানে একটা লুপ্তপ্রায় বাটী আছে তাহার আয়তন অতিবড়।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৪** *বি* ঘনফল। 'উহার আয়তন সমুদায় গ্রহের আয়তন-সমষ্টির প্রায় ৬০০ গুণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৫** *বি* পরিসর। 'ইহা অর্দ্ধবৃত্তাকার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিময় আয়তন ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৬** *বি* আকার। 'আয়তন বৃহৎ হইলেই কিছু তাহাকে মহাকাব্য বলা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **৭** *বি* মাপ। 'পটের আয়তন তো ছোটো, অথচ ছবির বিষয় বিচিত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

আয়তনখর্বতা [স] *বি* আয়তনের স্বল্পতা। 'পরমাণুর সেই আয়তনখর্বতা অনুসারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আয়তনবান [স] *বিণ* প্রসারিত। 'আয়তনবান এই দশ দিক বায়বীয় স্বরে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

আয়তনহীন [স] *বিণ* সীমাহীন। 'আয়তনহীন এই দশ দিকে আজ আর আমার দুঃখের কোনো ভারতবর্ষ নেই।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

আয়তি[1], **আয়তী** [স আয়ুষ্মতী] *বি* এয়ো; সধবা নারী। 'ব্রাহ্মণ যত জন আশিস ঘনে ঘন আয়তি দিল জয়জয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'জন্মযুগ আয়তী। কে তুমি।' *দক্ষিণা*, ১৯৪০।

আয়তি[2] [স আয়ত>] *বিণ* বিস্তৃতি। 'বনস্পতির অঙ্গের আয়তি ঐ তো দেয় বাড়িয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আয়ত্ত [স] **১** *বিণ* অধিকৃত। 'ইংলণ্ডীয় সৈন্য কর্তৃক গোয়াহাটী আয়ত্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বিণ* বশীভূত। 'অপরাপর সমুদায় বৃত্তি তাহাদের আয়ত্ত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* অর্জন। 'বুদ্ধি ও ধর্ম্মের আয়ত্ত না করিয়া বিদ্যামদে গর্ব্বিত হইয়া প্রাচীন লোকদিগকে অনাদর করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৪** *বি* রপ্ত। 'সেও নববধূর ন্যায় প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৫** *বি* শিক্ষা। 'সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল আয়ত্ত করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আয়ত্ত করা **১** *ক্রি* বশবর্তী করা। 'আয়ত্তও করতে পারিনে, অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রি* চর্চার মাধ্যমে আত্মস্থ করা। 'ইতিমধ্যে পাণিনি অমরকোষ এবং ধাতুপাঠ আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আয়ত্তগত [স] *বিণ* আয়ত্তে আছে এমন। 'অবসরগুলিকে আপনার আয়ত্তগত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আয়ত্তগম্য [স] **১** *বিণ* বশ করা যায় এমন। 'আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্তগম্য নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* অধিগম্য। 'তাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আয়ত্তগোচর [স] *বিণ* আয়ত্তাধীন। 'সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আয়ত্তচ্যুত [স] *বিণ* নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন। 'আয়ত্তচ্যুত এই মেয়েটির মোহ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আয়ত্তাতীত [স আয়ত্ত-অতীত] *বিণ* আয়ত্ত করা যায় না এমন। 'তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আয়ত্তাধীন [স আয়ত্ত-অধীন] *বিণ* আয়ত্তের মধ্যে আছে এমন। 'যত কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাই যে রাখালের আয়ত্তাধীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আয়ত্তের অতীত *বিণ* অধিকারের বাইরে এমন; নাগালের বাইরে এমন। 'গুপ্ত নির্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আয়ত্তি [স আয়ত্ত] *বি* আয়ত্ত। **আয়ত্তিগম্য** [স আয়ত্তগম্য] *বিণ* আয়ত্তাধীন। 'তাহাকে বিশেষ আয়ত্তিগম্যরূপে সহজ করিতে চেষ্টা করিতে গেলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আয়ত্তিসাধ্য [স আয়ত্তসাধ্য] *বিণ* আয়ত্ত করা যায় এমন। 'আপেক্ষিক সত্য মানুষের আয়ত্তিসাধ্য।' *শিব*, ১৯৫০।

আয়ন [স অয়ন] *বি* পৃথিবী নিজের কক্ষের ওপর খানিকটা হেলে সূর্য প্রদক্ষিণ করার সময়ে পৃথিবী থেকে লক্ষিত সূর্যের আপাতগতি। 'শ্রাবণ সংক্রান্তিতে দক্ষিণে আয়ন।' *সুলতান*, ১৭০০।

আয়না [ফা আইনাহ্] *বি* আরশি। 'আয়না, দেয়ালগিরি ইত্যাদি সামগ্রী রহিয়াছে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

আয়ব্যয় [স] **১** *বি* লেনদেন। 'বহুকালাবধি রেজকী ... চলিত ছিল তাহাতে লোকের আয় ব্যয় বিষয়ের সুবিধা হইত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বি* জমাখরচ। 'সংসারে আয়ব্যয়ের ধারাটা বইত একই খাদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আয়ব্যয় বিদ্যা [স] *বি* হিসাবশাস্ত্র। 'ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যা আয় ব্যয় বিদ্যা ইঙ্গরেজী রচনা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

আয়মা [আ আইম্মা] *বি* মুসলমান ধার্মিক ব্যক্তিকে দেওয়া নিষ্কর জমি। 'দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও মহোত্রাণ ও আয়মা ও লাখরাজ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আয়মাদার [আ আইম্মা+ফা দার] *বি* শাসকের কাছ থেকে পাওয়া নিষ্কর জমি ভোগ করে যে মুসলমান। 'দুজন পেঁড়োর আয়মাদার আবক্ষ লম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু সহ বিরাজ করায় ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আয়র [হি আওর] *অব্য* আর। 'না জাণো আয়র কিবা করএ আন্ধারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আয়রণ, আয়রন [ই] *বিণ* লোহার তৈরি। 'ব্যাগটি লইয়া তখনই আয়রন-সেফের মধ্যে রাখিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আয়রণচেষ্ট [ই] *বি* লোহার তৈরি সিন্দুক। 'হোটেলের ক্যাশবাক্সে এবং ক্যাশবাক্স হইতে আয়রণচেষ্টে।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

আয়রিশ [ই] *বি* আয়ারল্যান্ডের অধিবাসী। 'আয়রিশ অর্থাৎ আয়র্লণ্ডীয়েরা সাহসী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

আয়র্লণ্ডীয় [ই] *বি* আয়ারল্যান্ডের অধিবাসী। 'আয়রিশ অর্থাৎ আয়র্লণ্ডীয়েরা সাহসী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

আয়লা [স আল>] *বি* আগুন রাখার মাটির পাত্র। 'ঘরের বারান্দায় আয়লায় আগুন তাপাইতেছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

আয়সী [স] *বি* বর্ম। 'আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আয়া [প] *বি স্ত্রী* শিশুর পরিচারিকা। 'আয়ার কোলে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে নিদ্রা আরম্ভ করে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

আয়াত[১] [স আয়ুষ্মতী>] *বি* এয়োতি; সধবাত্ব। 'চারি ছুঁড়ি বধূর আয়াত ঘুচে করে।' *ঘনরাম*, ১৭১১।

আয়াত[২] [আ] **১** *বি* কোরানের বাক্য বা বাক্যাংশ। 'আয়াত পড়িল দুইটি নয়ন জলেতে ভরি।' *জসীম*, ১৯৩৩। **২** *বি* মন্ত্র। 'চাষীর মত এ সমস্ত প্রাকৃতিক আয়াত শিখেছি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

আয়াষা [স আকাশ] *বি* আকাশ। 'ক্রমে ক্রমে বাড়ে অগ্নি জুড়িল আয়াষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আয়াস [স] **১** *বি* ক্লান্তি। 'আয়াস খণ্ডিল কিছু শীতল পবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আরাম। 'আয়াস অলস ঘুমে প্রেমালাপে বাসধামে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* খাটুনি। 'ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তে অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বি* চেষ্টা। 'ইহার ফলভোগ করা অতিশয় আয়াস-সাধ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বি* যত্ন। 'লেখক অনায়াসেই লিখিতে পারে, কিন্তু লিখিবার জন্য পদে পদে আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

আয়াসলঙ্ঘ্য [স] *বিণ* লঙ্ঘন করতে কষ্ট হয় এমন। 'আয়াসলঙ্ঘ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

আয়াস-সাধ্য [স] *বিণ* কষ্টসাধ্য। 'তাহা অত্যল্প আয়াস-সাধ্য হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

আয়াসিলী [স আয়াস>] *বিণ স্ত্রী* শ্রান্ত। 'আয়াসিলী ভৈলা আজি তোক্ষে কি কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আয়ি [স আর্যিকা] *বি* পিতামহী। 'নাতিনী আয়ি ফেলিয়া বৌ দেখিতে গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

আয়ি বুড়ি *বি* দাদি। 'আয়ি বুড়ি একেবারে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

আয়িন [ফা] *বি* আইন। 'যে আয়িন প্রস্তুত করিয়াছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

আয়িলা, আয়িলাহোঁ, আয়িস *দ্র* **আইসা**

আয়ী [স আর্যিকা] *বি* মাতা। 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আয়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আয়ু, আয়ুঃ [স] *বি* জীবনকাল। 'চৌ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আপন আয়ুঃশেষ জানিয়া কালীঘাটে আগমনপূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

আয়ুঃক্ষয় [স] *বি* জীবনের সময় ব্যয়। 'তাহাতে তিনি অনেক আয়ুঃক্ষয় ও ধন ব্যয় করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

আয়ুঃশেষ [স] *বি* মৃত্যু। 'থাকে যদি আয়ুঃশেষ বিস্তারিব লীলাশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আয়ুকাল [স আয়ুষ্কাল] *বি* জীবনকাল। 'মানুষের আয়ুকালের তুলনায় তার প্রাগৈতিহাসিক যুগ তার ঐতিহাসিক যুগের চেয়ে অন্তত লাখ গুণ বেশী লম্বা।' *সবুজ*, ১৯২১।

আয়ুক্ষয় [স] *বি* জীবনীশক্তি ব্যয়। 'পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে ... আমাদের দেশের সুকুমারী বালিকাদেরও আয়ুক্ষয় করিতে থাকিবে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আয়ুক্ষয়কর [স] *বিণ* আয়ু কমিয়ে দেয় এমন। 'আয়ুক্ষয়কর অনিয়মটা ঘটবে কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

আয়ুক্ষীণ [স] *বিণ* ক্ষীণজীবী; অতি দুর্বল। 'আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আয়ুরেখা [স] *বি* আয়ুর লক্ষণসূচক হাতের রেখা। 'আয়ুরেখা তেলোর ইসপার উসপার, হেড-লাইন নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আয়ুর্দায় [স আয়ুঃ-দায়] *বি* বেঁচে থাকার সময়সীমা। 'তোমার আয়ুর্দায় সম্পূর্ণ ভোগ হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

আয়ুর্ব্বল [স আয়ুঃ-বল] *বি* জীবনীশক্তি। 'আমরা আয়ুর্ব্বলে কোন প্রকারে পলাইয়া প্রাণ পাইয়াছি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

আয়ুর্ভোগ [স আয়ুঃ-ভোগ] *বি* জীবনযাপন। '৬৯ বৎসর ৭ মাস ১৫ দিন আয়ুর্ভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

আয়ুষ্কর [স] *বিণ* পরমায়ুবর্ধক। 'ইহা আয়ুষ্কর।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

আয়ুষ্কাল [স আয়ুঃ-কাল] *বি* জীবনকাল। 'আজ আমার আয়ুষ্কাল শেষপ্রায়, পথের অন্য প্রান্তে পৌঁছে পথের আরম্ভসীমা দেখবার সুযোগ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

আয়ুষ্মতী [স আয়ুঃ+স মতুপ্] *বিণ স্ত্রী* দীর্ঘায়ু। 'মা, আয়ুষ্মতী হও।'

রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আয়ুষ্মন্ [স আয়ুঃ+মতুপ, সম্বোধন অ] *বি* দীর্ঘ জীবনের অধিকারী। '(স-উল্লাসে) হে আয়ুষ্মন্! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরজয়ী করুন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

আয়ুষ্মান [স আয়ুঃ+মতুপ] *বিণ* জীবনকালসম্পন্ন; জীবনযুক্ত। 'যদি পরমেশ্বর ইহাঁকে অধিক আয়ুষ্মান্ করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

আয়ুস্রোত [স আয়ু-স্রোত] *বি* জীবনস্রোত। 'আয়ুস্রোতে ভাসি যবে আঁধারে আলোতে তীরে তীরে অতীত কীর্ত্তির পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আয়ু-হরণকারী [স] *বিণ* জীবনীশক্তিকে ধ্বংস করে এমন। 'আর কতকাল আমরা এমনি নিঃশব্দে ডাকব/ আয়ু-হরণকারী তিল তিল অপঘাতকে?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

আয়ুহীন [স আয়ু-হীন] *বিণ* আয়ু কমে যাচ্ছে এমন। 'দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

আয়ুধ [স] *বি* অস্ত্র। 'নানা আয়ুধের অনুশীলন করিয়া মল্লশালাতে ব্যায়াম করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

আয়ুর্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ [স] *বি* ভারতবর্ষীয় চিকিৎসাবিদ্যা; কবিরাজি চিকিৎসা। 'চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ।' *ভারত*, ১৭৬০; 'আয়ুর্বেদ যেরকম লিখেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

আয়ুর্বেদনিষিদ্ধ [স আয়ুর্বেদ-নিষিদ্ধ] *বিণ* আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ এমন। 'সুরাপান বেদবিহিত এবং আয়ুর্বেদনিষিদ্ধ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

আয়ুর্বেদশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র [স আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র] *বি* কবিরাজি চিকিৎসাবিদ্যা। 'ঐ বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রাধ্যাপনার্থে এক পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

আয়ুর্বৈদিক [স আয়ুর্বেদ+ইক] *বিণ* আয়ুর্বেদ সম্বন্ধীয়। 'সম্প্রতি মল্লিক কোম্পানির আয়ুর্বৈদিক বাগানে দেখে এসেছে জলতোলা হাওয়াযন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

আয়েত, আয়েৎ [আ আয়াত] *বি* বাক্য বা বাক্যাংশ। 'কোরাণ হইতে গৃহীত কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়েৎ খোদিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'তাঁহারা কোরানের আয়েত অনুসারে ফাছেক, জালেম, কাফের।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

আয়েন্দা [ফা] *বিণ* আগামী। 'আয়েন্দা জুম্মার দিনে হইবেক বেহা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আয়েব [আ] **১** *বি* দোষ। 'ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* বদনাম। 'বাপ-মায়ের বাড়িতে বেশি দিন থাকা আয়েব বটে।' *নজরুল*, ১৯২৭। দ্র **আএব**

আয়েশ, আয়েস [আ আয়েশ>] **১** *বি* আনন্দ। 'আমরা এখন রং চাই – মজা চাই – আয়েস চাই।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* আরাম। 'তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বি* স্বাচ্ছন্দ্য। 'হেঁটে যায় সহজ আয়েসে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

আয়েশী [আ আয়েশ>] *বিণ* আরামপূর্ণ। 'পার হয়ে যাও আয়েশী রাতের ফাঁদ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

আয়েস-শূন্য [আ আয়েশ>+স শূন্য] *বিণ* প্রয়াসহীন। 'সহসা সে আবিষ্কার করে একটা আয়েস-শূন্য সন্তর্পণ সাবধানতা।' *মানিক*, ১৯৩৭।

আয়েসি [আ আয়েশ>] *বি* আরামপ্রিয় যে। 'যে সমাজের আয়েসির দলও কাব্যকলার আদর করে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

আয়ো [স আয়ুষ্মতী] *বি* সধবা। 'আয়ো শয্যা কৈল সবে হরষিত মতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আয়োজন [স] **১** *বি* প্রস্তুতি। 'নানা আয়োজন বিবিধ প্রকারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সংগৃহীত খাদ্যসামগ্রী। 'ঘরে জায় ধর্মকেতু চাহিয়া আনিল অয়োজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ব্যবস্থা। 'উহার অপেক্ষা ভাল আয়োজন করা একেবারে অসম্ভব।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

আয়োজন করা *ক্রি* উদ্যোগ করা। 'শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আয়োজনভার [স] *বি* আয়োজন সম্ভার। 'জাদু করিবার কত পুষ্পপত্র আয়োজনভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আয়োজিত [স] *বিণ* আয়োজন করা হয়েছে এমন। 'ক্লাব হলে আয়োজিত এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ... সংগৃহীত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

আয়োডিন [ই] *বি* রাসায়নিক মৌল পদার্থবিশেষ। 'অথ আয়োডিন-ঘটিত।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

আয়োধন [স] *বি* যুদ্ধ। 'আয়োধন দেখিতে উরিলা সিংহরথে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আয়্য [স আয়ুষ্মতী>] *বি* এয়ো; সধবা। 'আয়্য নাম আর্তি কয়্যা শুন বন্ধুজন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আয়্যাত [স আয়ুষ্মতী] *বি* সধবার চিহ্ন। 'মায়ের আয়্যাত হাতে আমিষ ভোজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

-আর = -র, -এর; ষষ্ঠী বিভক্তি। 'তরগন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

আর [স অপর; হি আওর] **১** *অব্য* এবং। 'চাম্পা নাগেশর আর নেআলী মাল্লী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *অব্য* পুনরায়। 'না দেখোঁ আর তোর মুখ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* অন্য। 'আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *অব্য* এর চেয়ে বেশি। 'আমরা সকল তবে না সহিব আর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বিণ* আরও। 'আগু হইয়া আর বর মাগিল সত্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৬** *সর্ব* কার। 'আরের আওয়ালে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৭** *ক্রিবিণ* এমন পরিমাণ। 'সরস চরস ও মোহনী গাজা আর দিবেক যে সে ধুমে যেন মহাধুম লাগিয়া যায়।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৮** *ক্রিবিণ* অন্য। 'এ কাজ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'তুমি আর-কাউকে আদর করলে আমি কোনোদিন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আর আর *ক্রিবিণ* অন্যান্য। 'আর আর যুগেতে অর্থব্যয় যতঃ করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আর এক **১** *ক্রিবিণ* অন্য একটি। 'অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অন্য একজন। 'আর এক ঢঙ্গ বিপ্র থাকে সেই খানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আর একটা *বিণ* অন্য একটা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

আরও *বিণ* এবং। 'নেআলী মাল্লী আরও নানা ফুল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আরখান *সর্ব* অন্যটি। 'একখান কাচিয়া পিন্ধে আরখান মাথায় বান্ধে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আরজন *সর্ব* অপরজন। 'আরজন ফিরাইয়া আনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আর জনম [আর+স জন্ম] *বি* পূর্বজন্ম। 'মোরা আর জনমে হংস-মিথুন ছিলাম।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

আরজন্ম [আর+স জন্ম] *বি* অন্য জন্ম। 'আরজন্মে দুই জনে সেবিল চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আর জন্মে *ক্রিবিণ* অন্য জন্মে। 'এ জন্মে না পাই যদি পাব আর জন্মে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

আরদিন *ক্রিবিণ* অন্য দিন। 'আরদিনে মৌনজজ্ঞ করিল গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

আর বছর [আর+স বৎসর>] *ক্রিবিণ* বিগত বছরে। 'মুই আর বছর তার বাড়ী কাষ করিয়াছিলাম।' *কেরি*, ১৮০২।

আর বৎসর [আর+স বৎসর] *ক্রিবিণ* বিগত বৎসরে। 'বাঙ্গালায় পৌঁছিলাম আর বৎসর শ্রাবণ মাসে।' *কেরি*, ১৮০২।

আরবার ১ *ক্রিবিণ* আবার। 'তোক দেখি আরবার মন না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি সে মহা আনন্দমন্ত্র ...। *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *ক্রিবিণ* বার বার। 'নূতন করিয়া লহো আরবার চিরপুরাতন মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'বাঁশী বাজে আর নোলক যে দোলে, বউ কহে আর বার।' *জসীম*, ১৯২৯।

আরক [আ] ১ *বি* ঝাঁঝওয়ালা নির্যাস। 'ডাক্তার সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* রাসায়নিক-বিশেষ। 'ক্যামেরা মেরামত করিয়া আরক কিনিয়া ছবি তুলিতে শুরু করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *বি* চোয়ানো মদ। 'পিপা পিপা সুরা আরক উজাড়ি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আরকলি *বি* ঘোড়ার প্রজাতিবিশেষ। 'সুমন্দ আরকলি লকুম একহর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আরকুলি [স অন্য কূল] *বি* অন্যকূল। 'এককুলি আরকুলি দিসা নাহি পাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

আরক্ত [স] *বিণ* রক্তিম। 'ক্রোধে আরক্ত চক্ষুর্দ্বয়ে ব্যাঘ্রীর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া ...। *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'অভাবিত মিলনের আরক্ত আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আরক্তচিত্ত [স] *ক্রিবিণ* আহত হৃদয়ে। 'শোনো তুমি অবকাশহারা গূঢ় ব্যথায় আরক্ত-চিত্ত।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

আরক্তবর্ণ [স] *বিণ* রক্তবর্ণ। 'এই যে সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে দেখিতে আরক্তবর্ণ হইল!' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আরক্তমুখ [স] *বি* রক্তিম আভাপূর্ণ মুখ। 'চারু আরক্তমুখে ভূপতির হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

আরক্তিম [স] *বিণ* লালচে। 'রোষে আরক্তিম মুখখানি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

আরক্তিমা [স] *বি* রক্তের ন্যায় বর্ণ। 'দুই চক্ষু আরক্তিমাতে রুদ্যমান হইয়া পুটাঞ্জলি রূপেতে নিবেদন করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

আরজ [আ] *বি* আর্জি; প্রার্থনা। 'ইংরেজীতে আরজ ষুনিবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

আরজ দাস্ত [আ আরজ+ফা দস্ত] ১ *বি* রাজা বা কর্মকর্তার পত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* আবেদনপত্র; স্মারকপত্র। 'পুত্রদের আরজদাস্ত আনুযায়ি কাননগো দপ্তরে মুহরিগিরিতে পদার্পণ হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

আরজবেগ [আ আরজ+তু বেগ] *বি* আদালতের পেশকার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আরজবেগী [আ আরজ+তু বেগ>] ১ *বিণ* বিচারকের সামনে দরখাস্ত পড়ে শোনায় বা বাদী প্রতিবাদীর উক্তি জানায় এমন। 'আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* বাগ্মী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আরজি, আরজী [আ আরজ>] ১ *বি* অনুরোধ; প্রার্থনা। 'আরজীর আটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'আরজি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* আবেদনপত্র; দরখাস্ত। 'তাতিলোকের আরজীতে খবর মালুম হইল।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

আরণ [স অরণ্য] *বি* জঙ্গল। 'যবেঁ কাড়ায়িলি বাট দুসহ আরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আরণ্য [স] ১ *বিণ* অরণ্যের। 'আরণ্য রাজা তাহারদিগের কথায় কৃপাপূর্ব্বক মনোযোগ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* অরণ্যে বাস করে এমন। 'পর্ব্বতীয় ও আরণ্য বিকটাকৃতি মনুষ্য সকল বিদ্যমান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বি* বন্য প্রাণী। 'সম্রাট এবং আরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আরণ্যপ্রদেশ [স] *বি* বনভূমি অঞ্চল। 'আরণ্যপ্রদেশ, কর্ষণোপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিতে যে সময় লাগিত।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

আরণ্যসমাজ [স] *বি* বনজীবী সমাজ। 'আরণ্যসমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আরণ্যক [স] ১ *বিণ* পৃথিবী যখন অরণ্যপূর্ণ ছিল সে রকম। 'সেই আরণ্যক যুগের বর্বর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যই প্রবল দেহ নিয়ে আজ দেখা দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বি* অরণ্যে স্থাপিত শিক্ষাকেন্দ্র। 'পূর্বে যে সঙ্ঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা-সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতী-রূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৩ *বি* নিভৃতচারী। 'যদিচ স্বভাবত আমি আরণ্যক তবু আমার কর্মস্থানের কুগ্রহ সকৌতুকে আমাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। ৪ *বি* অরণ্যবাসী। 'একদল আরণ্যক।' *অবন*, ১৯২৫। ৫ *বি* আদিম। 'এর চেয়ে আরণ্যক তীব্র হিংসা সেও শতগুণে শ্রেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৬ *বিণ* বুনো। 'কঙ্কার শব্দের শর আরণ্যক আত্মার আদেশ।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

আরণ্যিক [স] ১ *বিণ* অরণ্য সম্বন্ধীয়। 'অরণ্যের মাটি তাই হয়ে ওঠে আরণ্যিক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* অমার্জিত। 'অজাতসংস্কার, মদমত্ত, আরণ্যিক আমার যৌবন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

আরতা [স আরতি>] *ক্রি* আরতি করা। 'তোহ্মার কারণে আরতিল জগন্নাথ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আরতি, আরতী [স অরতি>আর্তি] ১ *বি* রতির আকাঙ্ক্ষা। 'আরতি লয়িআঁ কাহ্নু মাঝ বৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অনুরাগপূর্ণ। 'এখনে তেজহ কাহ্নাঞি আরতী বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* প্রার্থনা। 'উসার আরতি দেখি চিত্রলেখা জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ *বি* প্রদীপ ধূপধুনা ও প্রণাম সহযোগে হিন্দুধর্মীয় বিধিবিশেষ। 'আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।/ প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বি* আদেশ। 'পান দিআ ভগবতী দিলেন আরতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বি* আবদার। 'পুরাওস্ত পিতাবর পুত্রের আরতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৭ *বি* কামনা। 'স্বইচ্ছাএ কর দিতে সবার আরতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৮ *বি* আর্তি; আগ্রহ। 'কৈলাসে জানিশ্মা ধর্ম সেনের আরতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৯ *বি* স্তব। 'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব-মানব বন্দে চরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ১০ *বি* অরুচি। 'বটের ফলে আরতি তার, রয়েছে লোভ নিমের তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আরতিঘণ্টা [স] *বি* প্রার্থনার আহ্বানে বাজানো ঘণ্টা; শঙ্খধ্বনি। 'আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন রাজদেবালয় ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আরতিদীপ [স] *বি* পূজার প্রদীপ। 'মোর জীবন হবে আরতিদীপ।'

নজরুল, ১৯৩৫।

আরতিশঙ্খ [স] *বি* উপাসনার মঙ্গলধ্বনি। 'একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতিশঙ্খ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আরদালি, আরদালী [হি] *বি* চাপরাশি; পিয়ন। 'আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'উকিল, মোক্তার, পেস্কার, কনস্টেবল, চাষা, আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

আরদ্র [স হরিদ্রা] *বি* হলুদ। 'আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

আরন্দ [স অরন্ধন] *বি* অরন্ধন। 'ভাদ্দর মাসের আরন্দটি বড় ধূমে গ্যাচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আরন্ধ [স অরন্ধন] *বি* যে দিন রান্না নিষেধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আরপা [স আরোপ>] *ক্রি* স্থাপন করা। 'আরপিল হেম পাট শোভের জঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আরফাত [আ] *বি* ময়দান। 'এই বাংলায় তোমরা আনিয়ো মুক্তির আরফাত।' *নজরুল*, ১৯৪২।

আরব[১] [স] ১ *বি* শব্দ। 'অপূর্ব আরব করে আর পক্ষবৃন্দে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* উচ্চধ্বনি; গর্জন। 'কাঁপিল বসুধা; দেশ পূরিল আরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আরব[২] [আ] ১ *বি* আরব দেশের অধিবাসী; আরবি ভাষী। 'আরব সবেরে আবু জেহেল কহিল।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* আরব দেশের। 'তিনি ... আরব লোককে গ্রীশ দেশীয় গণিতবিদ্যা প্রথমতঃ উপদেশ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আরবদেশীয় [আ আরব+স দেশীয়] *বিণ* আরব দেশের। 'তিনি আরবদেশীয় লোকদিগকে হিন্দুগণিত শাস্ত্রের উপদেশ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আরববাসী [আ আরব+স বাসী] *বি* আরবদেশের অধিবাসী। 'আরববাসীদিগের আহারের দৃষ্টান্ত ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

আরবভূম [আ আরব+স ভূমি] *বি* আরবদেশ। 'আমীর এ বৎসর পবিত্র হজ্জব্রত সম্পাদনের জন্য আরবভূমে গমনেচ্ছুক ছিলেন।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

আরব-রবি [আ আরব+স রবি] *বি* আরব অঞ্চলে উদিত সূর্য। 'লোহিত সাগরে সিনান করিয়া/ উদিল আরব-রবি।' *নজরুল*, ১৯৪১।

আরবাভিমুখ [আ আরব+স অভিমুখ] *বিণ* আরবের উদ্দেশে গমনোদ্যত। 'একটি আরবাভিমুখ, অপরটি ভারতাভিমুখ।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

আরবি, আরবী [আ আরব>] ১ *বি* আরব দেশের অধিবাসী। 'আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রুমী খোরাসানী উজবেকী সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* আরব দেশের ভাষা। 'আরবী ফারসী আদ্য নসরানি এহুদী।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'পারসি আরবি কয়, কভু নাহি মৃত্যু ভয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

আরবীগ্রন্থ [আ আরব>+স গ্রন্থ] *বি* আরবি ভাষায় লেখা বই। 'আরবীগ্রন্থ অনুসারে তাঁহার গ্রন্থ সকল প্রায় ১১৫০ শকে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আরবীয় [আ আরব+স ঈয়] ১ *বিণ* আরব দেশীয়। 'পারস্যেতেও আরবীয় রীতিক্রমে ব্যাকরণ রচিত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* আরবি ভাষা। 'বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটি আরবীয় ও সংস্কৃত ও পারস্য অধ্যয়নকরণবিষয়ে যে সাহায্য করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বি* আরব দেশের লোক। 'আরবীয়েরা ইহার দুগ্ধ পান করে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

আরবীয়তা [আ আরব+স ঈয়তা] *বি* আরব দেশীয় বৈশিষ্ট্য। 'তারা ... আরবীয়তা থেকে সবলে মুক্ত হতে চায়।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

আরবান [ফা] *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'তবেত দেলে মেরা না থাকে আরবান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আরব্ধ [স] ১ *বি* আরম্ভ। 'ওস্তাদের নিকট পঠিতে আরব্ধ করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* অনুষ্ঠিত। 'যুবা মহাশয়েরদের কর্তৃক আরব্ধ হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে স্থগিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বিণ* উন্মুখ। 'অশ্লীল আরব্ধ বিষ তুলেছে ফণায়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

আরব্বি, আরব্বী [আ আরব>] ১ *বি* আরবের অধিবাসী। 'হাকিয়া কহিল শুন আরব্বী সবায়।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* আরবি ভাষায় রচিত। 'বালক আরব্বী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

আরব্য [আ আরব+স য] ১ *বিণ* আরবদেশে প্রচলিত। 'আরব্য ভাষা।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বি* আরব জাতি। 'আরব্য, তুরকী এবং পাঠান এই তিন জাতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* আরবি ভাষা সংক্রান্ত। 'আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ *বিণ* আরবদেশে সৃষ্ট। 'সোনালী-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বিণ* আরবীয়। 'পারস্য এবং আরব্য দেশ, ডামাস্ক, সমরকন্দ, বুখারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আরব্য উপন্যাস [আ আরব>+স উপন্যাস] *বি* আরব্য রজনীর গল্প। 'সোনালী-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আরব্য সাগর [আ আরব>+স সাগর] *বি* ভারতের পশ্চিম উপকূল ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী সাগর। 'আরব্য সাগর হইতে যে রাশি রাশি ধন আসিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আরমাণি [হি] *বি* আরমেনিয়ার ভাষা। 'বাঙ্গলা ইঙ্গরেজী লেটিন আরমাণি জর্ম্মণি ফ্রান্সিস ফিরিঙ্গিসকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

আরমাদ [প আরমাডা] *বি* নৌবহর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আরমান [ফা] *বি* ইচ্ছা। 'দেখিতে ইমামের শির করিল আরমান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আরমানি, আরমানী [হি] ১ *বি* আরমেনিয়ার ভাষা। 'নাগরী ফিরিঙ্গী আরমানি ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* আরমেনিয়া জাতি সংক্রান্ত। 'চুঁচুড়াতে এক আরমানী গ্রিজাঘর আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'আরমানিরদিগের আরমানি গোরস্থান।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

আরমেনিয়ান [ই] *বিণ* আর্মেনিয়া সংক্রান্ত। 'ইংলিশ, আর্মেনিয়ান, জার্ম্যান।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

আরম্ভ [স] *বি* সূত্রপাত। 'জুদ্ধে আসি সাম্ভাইল করিয়া আরম্ভ।' *মালাধর*, ১৫০০।

আরম্ভ-অংশ [স] *বি* প্রারম্ভিক ভাগ। 'অত্যন্ত বেসুরে একটা মেঠো-রাগিণীর আরম্ভ-অংশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আরম্ভ করণ [স] *বি* আরম্ভ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

আরম্ভকাল [স] *বি* সূচনাকাল। 'এই দ্বন্দ্ব মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকেই প্রবলবেগে চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আরম্ভণ [স] *বি* আরম্ভ। 'বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ভণ।'

মুকুন্দ, ১৬০০।

আরম্ভন [স আরম্ভণ] *বি* আরম্ভ। 'কৃষ্ণ অবতার খেলা করে আরম্ভন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আরম্ভ-রেখা [স] *বি* সূচনারেখা। 'দুই দিকের পার পৃথিবীর দুটি আরম্ভ-রেখার মতো বোধ হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আরম্ভাবধি [স আরম্ভ-অবধি] *ক্রিবিণ* শুরু থেকে। 'এইরূপে কলির আরম্ভাবধি শকাদিত্য পাহাড়ীয়া রাজার সাম্রাজ্য পর্যন্ত ... বৎসর গত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'শুক্লপক্ষের আরম্ভাবধি চন্দ্রের কলা যদিও প্রতি নিমেষে বৃদ্ধি পায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

আরম্ভা [স আরম্ভ>] **১** *ক্রি* আরম্ভ করা। 'ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* সূচিত হওয়া। 'আরম্ভিছে শীতকাল পরিছে নীহারজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **আরম্ভনে** *ক্রি* আরম্ভ করে। 'শুভ কাজ আরম্ভনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **আরম্ভিয়া** *ক্রি* শুরু ক'রে। 'সে সবে বারতা পাইলে যুদ্ধ আরম্ভিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **আরম্ভিল** **১** *ক্রি* আরম্ভ করলো। 'ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* আরম্ভ হলো। 'বেচাকেনা আরম্ভিল বাজার বিস্তর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **আরম্ভিলা** *ক্রি* আরম্ভ করলে। 'শুনিয়া কীর্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আরশ [আ] *বি* সিংহাসন; ইসলামি মতে খোদার আসন। 'আরশ কুরসী যথ ভুবন ছাপান।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছি চিরবিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতৃর।' *নজরুল*, ১৯২২।

আরশ-ধাম [আ আরশ+স ধাম] *বি* (ইসলামিবিশ্বাস অনুযায়ী) যেখানে আল্লাহর আসন রয়েছে। 'ওই নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি লোহ আরশ-ধাম।' *নজরুল*, ১৯৩২।

আরশি [স আদর্শিকা] **১** *বি* আয়না। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বিপুল আরশি সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির।' *নজরুল*, ১৯২৮। **২** *বি* প্রতিফলন। 'সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। *দ্র* **আরসি, আরসী**

আরশিনগর [স আদর্শ>+স নগর] *বি* কাঙ্ক্ষিত স্থান। 'বাড়ীর পাশে আরশিনগর সেথা এক পড়শী বসত করে।' *লালন*, ১৮৯০।

আরশুলা, আরশুলো, আরশোলা [স অস্রপদা] *বি* তেলাপোকা। 'ফড়িঙের কটা ঠ্যাং, আরশুলা কি কি খায়।' *সুকুমার*, ১৯১৮; 'ফরফর করে আরশোলা উড়ছে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'রাতে আমাদের সাথী ছারপোকা, মশা আর আরশুলো।' *নজরুল*, ১৯৪১; *দ্র* **আরসুলা, আরসোলা**

আরশোলাময় [আরশোলা+স ময়] *বিণ* তেলাপোকায় পরিপূর্ণ। 'মাকড়সা, আরশোলাময় অন্ধকার ঘরে বসে।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

আরসা [স রস>] *বিণ* নীরস; রসহীন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আরসি, আরসী [স আদর্শিকা>] *বি* আয়না। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'নকশাখানিকে আমি একদিন আরসি বলে পেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আরসী ধত্তে আর সাহস হয় না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আরসীর মুখ দেখা – আয়নাতে নিজেই নিজের মুখ দেখা। 'ইহাকেই বলে, আরসীর মুখ দেখা।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

আরসোলা, আরসুলা [স অস্রপদা] *বি* তেলাপোকা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'উড়ি উড়ি আরসুলা দ্যায় তুড়িলাফ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'ছিল শুধু ইঁদুর ও ছুঁচো, টিকটিকি ও আরসোলা।' *প্রমথ*, ১৯৩৭। *দ্র* **আরশুলা**

আরহণ [স আহরণ] *বি* আহরণ। 'ফল-মূল কাষ্ঠ আরহণ করেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

আরাকড় [ফা আরাকশ] *বি* করাতি। 'আরাকড় খরচ –।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৭০।

আরাকান *বিণ* আরাকান দেশীয়। 'ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নূতন নামকরণ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আরাত্রিক [স] *বি* আরতি। 'পূজাদি কর্ম্ম ও আরাত্রিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আরাধন [স] *বি* অনুশীলন। 'নৃত্য গিত বাদ্য সভে করিল আরাধন।' *মালাধর*, ১৫০০।

আরাধনা [স] **১** *বি* পূজা। 'কুলদেবতার আরাধনা করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বি* উপাসনা। 'ধর্ম্মের আরাধনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* উপরোধ। 'তুমি জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আরাধনা করে নিয়ে এসেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

আরাধনাশীল [স] *বিণ* আরাধনারত। 'মনীষার বইগুলো আরো স্থির-শান্ত-আরাধনাশীল।' *জীবন*, ১৯৪০।

আরাধনার্থে [স আরাধনা-অর্থে] *ক্রিবিণ* আরাধনার লক্ষ্যে। 'ঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টাচারি লোকসকলের...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

আরাধা [স আরাধন>] *ক্রি* আরাধনা করা। 'নিরাহারে তপ করি আরাধে সঙ্করে।' *মালাধর*, ১৫০০। **আরাধনে** *ক্রি* আরাধনা ক'রে। 'দেব আরাধনে কৈন্যা পাইছি বিসিস্ট।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আরাধি** *ক্রি* উপাসনা করি। 'না জানি কি ক'রে আরাধি হে বিশ্বারাধ্য তোমায়।' *মাইকেল*, ১৮৬৩। **আরাধিয়া** *ক্রি* আরাধনা ক'রে। 'অধিক সাধিয়া ধর্ম আরাধিয়া/ পাইলুঁ গুণের ধাম।' *বাহরাম*, ১৭০০। **আরাধিলা** *ক্রি* আরাধনা করলা। 'পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **আরাধিলুঁ** *ক্রি* আরাধনা করলাম। 'জনমে জনমে দেব-ধর্ম আরাধিলুঁ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **আরাধে** *ক্রি* আরাধনা করে। 'নিরাহারে তপ করি আরাধে সঙ্করে।' *মালাধর*, ১৫০০। **আরাধেন্ত** *ক্রি* আরাধনা করে। 'নৃপ কুলে বহু যত্নে দেব আরাধেন্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আরাধিত [স] *বিণ* আরাধনা করা হয়েছে এমন। 'পবিত্র সুন্দর শিশু আরাধিত কাঙ্ক্ষিত সন্ততি।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

আরাধ্য [স] **১** *বি* আরাধনা। 'চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধ্য করি জানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* আরাধনার যোগ্য। 'পরমেশ্বরই মানবজাতির পরম ভক্তিভাজন আরাধ্য বস্তু।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৩** *বিণ* উপাস্য। 'জগতে আরাধ্য গুরু, চরণ তোমার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

আরাধ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* আরাধনার যোগ্য। 'আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

আরান্দো [স অরন্ধন] *বি* ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠেয় হিন্দু পর্ববিশেষ। 'তোর বাবুর বাড়ী কি আমি আরান্দো খেতে এইচি?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

আরাব [স] **১** *বি* রব; শব্দ। 'নাচে বিদ্যাধরী ত্রিলোকসুন্দরী আরাব করয়ে গান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* উচ্চধ্বনি। 'পশিল সে স্থলে আরাব; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আরাবি, আরাবী [আ আরাব] **১** *বিণ* আরবি ভাষাভাষী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* আরবদেশীয়। 'একটা বড় সুবুদ্ধী সিংহির বাচ্ছা আরাবী মুলুকের ইহার কিম্মত সিক্কা ২০০০।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

আরাম [ফা] **১** *বি* শান্তি। 'রাছুলের আজ্ঞার বড়া নাহিক আরাম।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* আয়েশ। 'সেখানে কিছু আরাম বোধ হইবাতে অদ্য দিবস পাচ ছয় বাটীকে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৯। **৩** *বি* বিশ্রাম। 'আমি ঘরে গিয়া কিছু খাইয়া আরাম কর্‍্যা কাপড় পরিয়া আশীবো।'

মিলার, ১৭৯৭। **৪** *বিণ* আরোগ্য। 'তোপচিনি মারকুরি প্রভৃতি খাইয়া আরাম হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম; তাহারে ধরিল জ্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৫** *বি* সুখ। 'অপূর্ব্ব আরাম, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, শোভন সভা, মনোহর বস্ত্র, উত্তমা স্ত্রী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৬** *বি* স্বস্তি। 'ভারি আরাম পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আরাম-আমোদ *বি* আয়েশ ও আনন্দ। 'আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আরাম-আয়েস [ফা আরাম+আ আয়েশ] *বি* সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। 'আরাম-আয়েস এবং বিলাসব্যাসন ত্যাগ করে ... যেতে হবে ঘরে ঘরে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

আরাম করণ [ফা আরাম+স করণ] *বি* আরাম করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

আরাম-কামরা [ফা আরাম+প কামরা] *বি* বিশ্রামকক্ষ। 'বাইরের আরাম-কামরাতেই রোগীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আরাম-কুর্সী [ফা আরাম+আ কুরসী] *বি* ইজি চেয়ার; আরাম-কেদারা। 'একখানা আরাম কুর্সীতে বসিয়া ভাবিতেছেন।' *সিরাজী*, ১৯২৩।

আরাম-কেদারা [ফা আরাম+প কেদারা] *বি* ইজি চেয়ার। 'আরাম-কেদারার উপরে পা ছড়িয়ে দিয়ে অর্ধশয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আরামচৌকি [ফা আরাম+স চতুষ্কী>] *বি* আরামে বসার চেয়ার; ইজি চেয়ার; সোফা। 'শেখর একটা গদিআঁটা আরাম চৌকির উপর হেলান দিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৪।

আরামজনক [ফা আরাম+স জনক] **১** *বিণ* সুখকর। 'আমাদের অলস মনের আরামজনক বিশ্বাস-সকল বিজ্ঞানের ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বিণ* স্বস্তিদায়ক। 'অত ইতর লোকের সংঘর্ষটা আমার পক্ষে তেমন আরামজনক হয়নি।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

আরামদায়ক [ফা আরাম+স দায়ক] *বিণ* আয়েশি; সুখকর। 'একটা আরামদায়ক অবসাদে অবশ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

আরামদায়ী [ফা আরাম+স দায়ী] *বিণ* সুখদায়ক। 'ভালর ভাল সে সর্ব্ব কালের/ চরমে আরামদায়ী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

আরামনিদ্রা [ফা আরাম+স নিদ্রা] *বি* আরামদায়ক ঘুম। 'আরামনিদ্রার রসাতলে লইয়া ফেলিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আরামপুলক [ফা আরাম+স পুলক] *বি* স্বস্তিকর আনন্দ। 'গ্রামগুলি এমন একটি আরামপুলকের ভাব প্রকাশ করছে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আরামপ্রদ [ফা আরাম+স প্রদ] *বিণ* সুখ প্রদানকারী। 'গাড়িটার স্বচ্ছন্দ গতির চেয়েও সহজ ও আরামপ্রদ।' *মানিক*, ১৯৩৭।

আরামপ্রিয় [ফা আরাম+স প্রিয়] *বিণ* আয়েশি; আরামে থাকতে চায় এমন। 'বৈশ্যযুগে মানুষ আরামপ্রিয় ও ভোগবিলাসী হয়ে পড়ে।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'শুনতে পাই, এখানকার পুরুষরা অলস ও আরামপ্রিয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

আরামপ্রিয়তা [ফা আরাম+স প্রিয়তা] *বি* বিলাসিতা। 'মায়ের আরামপ্রিয়তা আর অসাবধানতায় সন্তান যদি জীবনে ব্যর্থ হয়।' *বেগম*, ১৯৪৭।

আরামবাগ [ফা] *বি* প্রমোদ-উদ্যান। 'শহরে সাধারণের জন্য একটি আরামবাগ খোলা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আরামবিদ্যা [ফা আরাম+স বিদ্যা] *বি* চিকিৎসাবিদ্যা। 'কৃষিবিদ্যা ও আরামবিদ্যা বর্দ্ধনার্থক ... অতিবাঞ্ছনীয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

আরামবোধ [ফা আরাম+স বোধ] *বি* সুখ অনুভব। 'সুচরিতা অত্যন্ত আরামবোধ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আরামব্যারাম [ফা আরাম+ফা বে-আরাম] *বি* সুখ ও অসুখ। 'ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরামব্যারাম ... এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আরাম-ভাঙা *বিণ* আরাম ভেঙে দেয় এমন। 'আরাম-ভাঙা উদাস সুরে আমার বাঁশির শূন্য হৃদয় কে দিল আজ ব্যথায় পূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

আরামসিক্ত [ফা আরাম+স সিক্ত] *বিণ* আরাম বোধ হচ্ছে এমন। 'গরুটার চোখে যেমন আরামসিক্ত ঘুম আসছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

আরামস্পৃহা [ফা আরাম+স স্পৃহা] *বি* আয়েশ কামনা। 'আমাদের আরামস্পৃহা, আমাদের সৌন্দর্যবোধ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আরামি [ফা আরাম>] *বিণ* সুখী। 'পায়ের মাংস আরামি লোকের কায়দায় ফুলে থাকে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

আরামচেয়ার [ই আর্মড চেয়ার] *বি* হাতলওয়ালা চেয়ার। 'ঘরে ঘরে সেই ভ্রমণবিলাসী ভাবনা/ আরামচেয়ারে আনে দুপুরের নিদ্রা।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

আরাম্ভ [স আরম্ভ] *বি* আরম্ভ; শুরু। *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

আরাস্তা [ফা] *বিণ* সজ্জিত। 'বেহেশত সব আরাস্তা আজ, সেথা মহা ধুম-ধাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আরাহ [স আরাধন>] *ক্রি* আরাধনা করা। 'সরস কবি সুরস ভনে প্রকৃতির চতুরপনে নারি আরাহিঅই পঞ্চবানা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আরি[১] [স আলি] *বি* পাড়; তীর। 'ও আরিতেঁ পার হঞাঁ বিকণিবোঁ দধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আরি[২] [স অরি] *বি* শত্রু। 'হিত মিত তুমি সে আরি।' *আলাওল*, ১৬৮০। দ্র **আরী**

আরিন্দা [ফা আরিন্দাহ] *বি* পেয়াদা। 'মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আরিন্দা খরচা [ফা আরিন্দাহ+আ খরজ] *বি* পাঠানোর খরচ। 'তবে তোর আরিন্দা খরচা দিতে হবেক।' *কেরি*, ১৮০২।

আরিন্দাগিরি [ফা আরিন্দাহ+ফা গিরি] *বি* পেয়াদাগিরি। 'গৌড়ে রহে পাৎশা আগে আরিন্দাগিরি করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আরিয়ল খাঁ *বি* নদীর নামবিশেষ। 'আরিয়ল খাঁ নদীর ধারে ছোট্ট গ্রাম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আরী [স অরি] *বি* শত্রু। 'তোহ্মে দেব কংশের আরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আরু [অ] *অব্য* আরও। 'উল্লুক বোলেন্ত আরু সুনহ নারাঅন।' *রামাই*, ১৭১০।

আরুচা [স অরুচি] *বি* অরুচি। 'আরুচা করিল বল উদন বেগুন জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আরুষ [স রোষ>] *বি* রোষ। 'কৈটভে বধিতে যেন কৃষ্ণের আরুষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আরূঢ় [স] **১** *বিণ* আবির্ভূত। 'তখন, পূর্বকৃত মানসিক স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে ... এই আলোচনা করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* আরোহণ করেছে এমন। 'শিক্ষার্থীবৃন্দ ... পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াই মনে করেন, তাঁহারা উন্নতিমার্গে আরূঢ় হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; কৃতসংকল্প। 'এইরূপ অধ্যবসায়ে আরূঢ়

হইয়া ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

আরে[১] [ধ্বন্যা] ১ *অব্য* সম্বোধনে (বিস্ময়ে)। 'আরে কে না জ্বালে ফুকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *অব্য* ওগো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আরে[২] [হি আওর] *ক্রিবিণ* তার উপরে। 'একে দেবদাসী আরে সুন্দরী তরুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আরেঁ [আর>] *সর্ব* অন্যজনকে। 'একেঁ চাহিলেঁ আরেঁ পায়িলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আরেক [আর+স এক] *বিণ* অন্য এক। 'দেখতে দেখতে আরেকটা উৎসব এসে পড়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

আরেকজন [আর+স এক+জন] *বি* অন্য একজন। 'রামপ্রসাদ সেন আরেকজন পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গীতি কবি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আরেকজনা [আর+স এক+স জন>] *বি* অন্য ব্যক্তি। 'আর আরেকজনা গোপনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আরো [তুল. অ আরু] *বিণ* অধিকতর। 'উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আরোক [আ] *বি* পথ্য। 'তোমাকে যে আরোক দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নিব্ব্যাধি হইবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

আরোগ্য [স] ১ *বিণ* সুস্থ। 'কেহ বা স্নান দ্বারা আরোগ্য করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিণ* রোগমুক্ত। 'বর্তমান পীড়া কিসে আরোগ্য হয়, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* নিরাময়। 'দেহ ভগ্ন হইলে একটি পীড়া আরোগ্য করিবার সময় অন্য পীড়া আসিয়া পড়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* সুখ। 'তাহা পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বি* রোগমুক্তি। 'রোগীকে বধ করে রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতরো আরোগ্য?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৬ *বি* রোগহীনতা। 'দেহে আরোগ্য, জীবনযাত্রায় জড় বাধার উপর কর্তৃত্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আরোগ্যকামী [স] *বিণ* রোগমুক্তি লাভে ইচ্ছুক। 'আরোগ্যকামী বহু যাত্রী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আরোগ্যতত্ত্ব [স] *বি* রোগমুক্তিবিষয়ক তত্ত্ব। 'সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আরোগ্য-নিকেতন [স] *বি* চিকিৎসালয়। 'আরোগ্য-নিকেতন অর্থাৎ চিকিৎসালয়।' *তারা*, ১৯৫৩।

আরোগ্যবিধান [স] *বি* রোগমুক্তির বিধান। 'নিশ্চেষ্টপ্রায় থাকত তার আরোগ্য বিধান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আরোগ্যভবন [স] *বি* চিকিৎসালয়। 'আসন্নতা ভিত্তি গড়ে আরোগ্যভবনে, শিশুকেন্দ্রে, কৃষিসমবায়ে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

আরোগ্যলক্ষ্মী [স] *বি* রোগনিরাময়ের দেবী। 'বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আরোগ্যান্তে [স আরোগ্য-অন্তে] *ক্রিবিণ* সুস্থ হওয়ার পরে। 'আরোগ্যান্তে আলী আবার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

আরোগ্যালয় [স আরোগ্য-আলয়] *বি* রুগ্নদের নিরাময়ের নিবাস। 'এই স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আরোগ্যালয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আরোগ্যাশ্রম [স আরোগ্য-আশ্রম] *বি* আরোগ্য লাভের আশ্রম; চিকিৎসালয়। 'অল্পবিত্ত মুমূর্ষুদের জন্যে কটা আরোগ্যাশ্রম আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আরোগ্য-সুখ [স] *বি* সুস্থতাজনিত সুখ। 'অনুপম আরোগ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে অবশ্যই সমর্থ হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আরোজ [আ আরজ] *বি* আবেদন। 'ইহা আরোজ করিলাম।' *ভেরলি*, ১৮০০।

আরোপ [স] ১ *ক্রি* স্থাপন করো। 'চরণপল্লব আরোপ রাধা মোর মাথার উপরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* লেপন। 'তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কলঙ্ক আরোপ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* অর্পণ। 'আমরা তাহাতে মনঃকল্পিত মূর্তি আরোপ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* চাপিয়ে দেওয়া। 'এরূপ কলঙ্ক আরোপ করা সম্পূর্ণ অমূলক ও অন্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ৫ *বি* ধারণা। 'মানুষের স্পর্শে অশুচিতার আরোপ করে অবশেষে সেই স্পর্শে দেবতারও শুচিতানাশ কল্পনা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আরোপণ [স] ১ *বি* স্থাপন। 'স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রবর্তন। 'এই স্থূল শরীর যে, সেই আত্মা – এই নিশ্চয় করিয়া ... দেহাত্মবাদের আরোপণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* চাপিয়ে দেওয়া। 'অসত্যকলঙ্ক আরোপণপূর্ব্বক সুখ্যাতি লোপ করিতেই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

আরোপা [স আরোপ>] ১ *ক্রি* স্থাপন করা; রাখা। 'এথাগ্রিঁ শিয়রে বাঁশী আরোপিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* শয়ন করা। 'আপণে আরোপ গিআঁ পল্লবশয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* অর্পণ করা। 'শিরে আরোপিআ পাণি চণ্ডী দিলা কোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রি* ধারণ করা; পরিধান করা। 'অঙ্গুলেতে আরোপিলা কেশ কুশাঙ্গরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আরোপ** *ক্রি* শয়ন করো। 'আপণে আরোপ গিআঁ পল্লবশয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আরোপি** *ক্রি* স্থাপন ক'রে। 'জলের উপরে ক্ষিতি আরোপি ভুবনপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আরোপিআ** *ক্রি* অর্পণ ক'রে। 'শিরে আরোপিআ পাণি চণ্ডী দিলা কোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আরোপিআঁ** *ক্রি* রেখে। 'এথাগ্রিঁ শিয়রে বাঁশী আরোপিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আরোপিব** *ক্রি* আরোপ করবো। 'আরোপিব রঘুকুলে কলঙ্ক কেমনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আরোপিয়া** *ক্রি* আরোপ ক'রে। 'আজ্ঞি এথা থাকিব কতুক আরোপিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আরোপিল** *ক্রি* স্থাপন করলো। 'প্রভূর চরন লৈয়া বুকে আরোপিল।' *মাল্যধর*, ১৫০০। **আরোপিলা** *ক্রি* পরলে। 'অঙ্গুলেতে আরোপিলা কেশ কুশাঙ্গরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আরোপী** *ক্রি* ধারণ ক'রে। 'একপদে আরোপী নূপুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আরোপিত [স] ১ *বিণ* কল্পিত। 'যেখানে আরোপিত কথা প্রবেশ করে সেখানে জ্ঞান গোচর লোপ পায়।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* নিয়োজিত। 'পরমেশ্বর ... ইক্ষ্বাকুনামে অশ্বত্থবৃক্ষ রূপে রাজাকে সত্যযুগে প্রথমতঃ আরোপিত করিয়াছিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* চাপিয়ে-দেওয়া। লর্ড এলগিন ইঙ্গিতে বোধ হয় মাঞ্চিষ্টারের ইষ্ট সিদ্ধির আরোপিত পক্ষপাতকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আরোয়া *বিণ* আতপ চাল থেকে প্রস্তুতকৃত। 'চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া রাখিলা ডাহিনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আরোস [ফা আরাইশ] *বি* প্রলেপ। 'মেহেদী কি অন্য কোন প্রকারে আরোস শরীরে লেপন, যাহাতে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

আরোহক [স] *বি* আরোহণকারী। 'আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি ঠিক মেলে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

আরোহণ [স] ১ *বি* উপরে ওঠা বা চড়া। 'আরোহণ বৃষবরে সিঙ্গা ডম্বুর করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অতিক্রম। 'আমরা সেই সকল সোপান আরোহণ করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* বিকাশ। 'মানসিক

উন্নতি বলিতে গেলে, মনের বর্ত্তমান জ্ঞানস্তরের উপরিতন স্তরসমূহে পরপর আরোহণই নির্দেশ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বি* উন্নতি। 'অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধিসোপানে আরোহণ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৫** *বি* অধিষ্ঠান। 'উইলিয়াম যখন নর্ম্যাণ্ডির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আরোহণক্লেশ [স] *বি* উপরে ওঠার কষ্ট। 'তাহারা আরোহণক্লেশ ও প্রখর রৌদ্র ভোগে একান্ত ক্লান্ত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আরোহণপূর্বক, আরোহণপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* চ'ড়ে। 'একজন সাংগ্রামিক কর্ম্মচারীকে সমভিব্যাহারে করিয়া, ব্যোম-যান আরোহণপূর্ব্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আরোহা [স আরোহণ>] *ক্রি* আরোহণ করা। 'আরোহিল তীর গাণ্ডিব লইআ হাতে।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'মৃদু মন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আরোহি [স আরোহী, সন্ধিতে হ্রস্ব ই] *বি* আরোহণকারী। 'আরোহিবর্গ ... স্বপদস্থ হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। *দ্র* **আরোহী**

আরোহিণী [স] *বি স্ত্রী* আরোহণকারী। 'ওই ভেসে-যাওয়া পারের খেয়ার আরোহিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আরোহিত [স] **১** *বিণ* চড়ানো হয়েছে এমন। 'তিন দিন, শূলে আরোহিত ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* আরোহণ করা হয়েছে এমন। 'হতভাগা নারী শিশু সন্তান সহিত নৌকায় আরোহিত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

আরোহী [স] *বি* যাত্রী। 'কোনও আরোহীর একটি অতি অল্পবয়স্কা কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

আর্কফলা [স] *বি* টিকি। 'বাবাজীর মস্তকোপরি আর্কফলা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

আর্কমার্কা [স আর্ক+প মার্কা] *বিণ* টিকিওয়ালা। 'আমাদের আর্কমার্কা পণ্ডিতমশাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আর্কিটেক্ট [ই] *বি* স্থপতি। 'আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন কোম্পানি-আগাগোড়া বাড়িখানা তার।' *জীবন*, ১৯৩২।

আর্গিন [ই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; অর্গান। 'একটা নিয়মের হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

আর্চ [ই] *বি* দরজা-জানালার উপরকার অর্ধবৃত্তাকার খিলান। 'জানালার আর্চ হতে বাদুড়ের হাতে এ-রাত্রি ভরেছে অকস্মাতে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

আর্জব, আর্জ্জব [স] *বি* ঋজুতা। 'সাধুগণের পূজা, বেদাধ্যয়ন ও আর্জ্জব, এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম্ম।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

আর্জা, আর্জ্জা [স আর্য>] *বি* হেঁয়ালি ছড়া। 'আর্জ্জা তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আর্জি, আর্জ্জি [আ] **১** *বি* আবেদনপত্র। 'আর্জ্জি ও খত ও টর্ণিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **২** *বি* আবেদন। 'নিদ-মহলে বন্ধু! আমার আর্জ্জি হবে পেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

আর্জুন, আর্জ্জুন [স অর্জুন] *বি* অর্জুন গাছ। 'জমল আর্জ্জুন তরু উপাড়িল আচ্ছে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আর্জেন্ট [ই] **১** *বিণ* জরুরি। 'একটি আর্জেন্ট টেলিগ্রাম আনিয়া দিল।' *রোকেয়া*, ১৯২২। **২** *বি* জরুরিভাবে করতে হবে যা। 'আর্জেন্ট আর ইমিডিয়েটের ভিড় বাড়ে সন্ধ্যের পর।' *সাদত*, ১৯৬৭।

আর্ট [ই] **১** *বি* ললিতকলা। 'আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'সুন্দররূপে জীবন ধারণ করাটাকে যদি একটা আর্টের মধ্যে গণ্য করতে হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* চিত্রসংক্রান্ত। 'ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্ট স্টুডিয়োর রঙকরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* কৌশল। 'চিঠি লেখাটারও একটা আর্ট আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বি* সৌন্দর্যচর্চা। 'দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৫** *বি* সৌন্দর্য। 'দেহ নিয়েই নানারকম ব্যাপার ... তার ভিতরেও কোনো আর্ট নেই।' *জীবন*, ১৯৩৩। **৬** *বি* চারুকলা। 'আর্ট স্কুলের ছাত্রী সে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

আর্টকলেজ [ই] *বি* চিত্রাঙ্কন মহাবিদ্যালয়। 'ইউনিভার্সিটি ও আর্টকলেজসমূহে মুছলমান ছাত্রসংখ্যা শতকরা ১৪.২ হইতে ১৩.৩ জনে নামিয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

আর্টপিপাসু [ই আর্ট+স পিপাসু] *বিণ* চিত্রকলা উপভোগ করে এমন। 'বিজ্ঞানীর চোখে আর্টপিপাসুর দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আর্টপেপার [ই] *বি* ছবি ছাপার চকচকে কাগজ। 'মূল্যবান আর্টপেপারে ছাপা এই এশতেহারটি ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

আর্টপ্রদর্শনী [ই আর্ট+স প্রদর্শনী] *বি* চিত্রপ্রদর্শনী। 'হপ্তায় দুটো করে আর্টপ্রদর্শনী।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

আর্টশিক্ষা [ই আর্ট+স শিক্ষা] *বি* চারু ও সুকুমার শিল্পকলার চর্চা। 'ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় যা আর্টশিক্ষার আনুকূল্য করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আর্টশূন্য [ই আর্ট+স শূন্য] *বিণ* শিল্পগুণ নেই এমন। 'নিতান্ত হালকা ও আর্টশূন্য।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৯।

আর্ট-সরস্বতী [ই আর্ট+স সরস্বতী] *বি* শিল্পকর্মের কল্পিত দেবী। 'আর্ট-সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আর্টস্কুল [ই] *বি* ললিতকলা বিদ্যালয়। 'যে ছেলের কিছু হবার নয় তাকে আর্টস্কুলে পাঠানো হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

আর্ট স্টুডিয়ো [ই] *বি* চিত্রশিল্পীর কর্মস্থান। 'আর্ট স্টুডিয়োর রঙকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আর্টহীন [ই আর্ট+স হীন] *বিণ* সৌন্দর্যরসহীন। 'প্রথম তিন শত বৎসরের ফরাসি সাহিত্য আর্টহীন।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

আর্টিকেল [ই] *বি* প্রবন্ধ। 'ইংরাজি কাগজে আর্টিকেল লেখেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আর্টিকেল্স ক্লার্ক [ই] *বি* সলিসিটর হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণরত কেরানি। 'উনি মেডিকেল কলেজে ঢুকলেন, আমি আর্টিকেল ক্লার্ক হলেম।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

আর্টিষ্ট [ই] *বি* অভিনয় শিল্পী। 'তেমন জোর বই নেই – আর্টিষ্টও নেই।' *জীবন*, ১৯৩২।

আর্টিস্ট [ই] **১** *বি* শিল্পী। 'সেইটুকু ছেঁকে নেওয়া, সাজিয়ে তোলা আর্টিস্টের কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* চিত্রশিল্পী। 'আর্টিস্ট লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির একটা সৌন্দর্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আর্টিস্টিক, আর্টিসটিক [ই] *বিণ* শৈল্পিক। 'ইংরেজের হাতগড়া জিনিস প্রায়ই আর্টিস্টিক হয় না।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'ভাঙন কিন্তু আর্টিসটিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আর্টীলরি [ই] *বি* গোলন্দাজ বাহিনী। '৭ সংখ্যক আর্টীলরি দলের ৫ কোমপানি।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

আর্ত, আৰ্ত্ত [স] ১ *বিণ* কাতর। 'বহুদূর হইতে আইলাম হঞা বড় আর্ত্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বিপন্ন। 'আর্তের ভিক্ষা আর কি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বি* দুঃখী মানুষ। 'যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

আর্তকণ্ঠ [স] *বি* কাতর স্বর; বিপদসূচক ক্রন্দনধ্বনি। 'তাদের আর্তকণ্ঠ নীরব হইবার পর।' *মানিক*, ১৯৪০।

আর্তকোলাহল [স] *বি* আর্তচিৎকার। 'মর্তলোকের বহু যুগের বহু দুঃখের আর্তকোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আর্তজন [স] *বি* পীড়িত ব্যক্তি। '... শব্দটা কোনো আর্তজনের।' *শওকত*, ১৯৭২।

আর্তত্রাণ [স] *বি* বিপন্নকে রক্ষা। 'আর্তত্রাণের জন্যে যে কৃপাণ খুলেছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আর্তত্রাণব্রত [স] *বি* দুর্গতদের ত্রাণ করার ব্রত। 'আর্তত্রাণব্রত গ্রহণ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আর্তধ্বনি [স] *বি* আর্তের চিৎকার। 'আজ অগণন ক্ষুধিত মুখের আর্তধ্বনি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

আর্তনাদ, আর্ত্তনাদ [স] ১ *বি* কাতর চিৎকার। 'আর্ত্তনাদ সুনি কৃষ্ণ ধাইলা সত্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* চিৎকার। 'পাগল চরিত্র কেহ করে আর্তনাদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আর্তনাদী [স] ১ *বিণ* আর্তনাদযুক্ত। 'শোকে আর্তনাদী মড়াকান্না জুড়েছেন।' *মানিক*, ১৯৩৮। ২ *বিণ* আর্তনাদ করছে এমন। 'আর্তনাদী বন্ধুবর্গের এবং তাঁহাদের ভাড়াটিয়া তর্জ্জাওয়ালাদের খেউড়ে-রুচিহীনতায় তাহা ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

আর্তপীড়িত [স] *বিণ* বিপন্ন। 'আর্তপীড়িত কোটি কোটি মজলুম ফরিয়াদ করছে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

আর্তমানবতা [স] *বি* বিপদগ্রস্ত মানবতা। 'এই প্রথম আর্তমানবতার সেবা-কার্যের জন্য ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

আর্তরব, আর্ত্তরব [স] *বি* বিপদগ্রস্তের ভয়সূচক চিৎকার। 'উঠল কেঁপে আর্তরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'শুনেছে মনের কানে মুমূর্ষু জনের আর্ত্তরব।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

আর্তরাগিণী [স] *বি* কাতর সুর। 'শুনতে পায় এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আর্তরোল [স] *বি* কাতর চিৎকার। 'শুনি সবে সেই রোল কান্দি সবে আর্তরোল।' *সুলতান*, ১৭০০।

আর্তস্বর [স] ১ *বি* ভয়ার্ত চিৎকার। 'অনেকগুলো আর্তস্বর উঠতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* কাতরোক্তি। 'যদি জননীর স্নেহ মনে তোর আসে শুনি আর্তস্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

আর্তি, আৰ্ত্তি [স] ১ *বি* কাতরতা। 'প্রভুর দেখিয়া আর্তি কান্দে সর্বজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আকুতি। 'হৃদয়ের আর্তিতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

আর্তিচ্ছেদ [স] *বি* দুঃখ মোচন। 'আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্পসাহিত্যের পালন-পোষণের উপর নির্ভর করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আর্তিকা [স] *বিণ স্ত্রী* কাতর। 'এত শুনে কানড়া আর্তিকা শোকমনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আর্থগ্রেফি [ই] *বি* ভূগোলবিদ্যা। *দর্পণ*, ১৮২৫; 'আর্থগ্রেফি অর্থাৎ ভূগোল বিদ্যা ও এষ্ট্রানামক খগোল বিদ্যা এবং অন্যান্য ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

আর্থনীতিক [স] *বিণ* অর্থনীতি সংক্রান্ত। 'দেশের আর্থনীতিক প্রাণকেন্দ্র।' *পাশা*, ১৯৭১।

আর্থরাজনৈতিক [স] *বিণ* অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। 'এই বোধ উদারতান্ত্রিক সমাজদর্শনের এবং আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আকার পেতে থাকে।' *শিব*, ১৯৫০।

আর্থি [স আর্ত] *বিণ* ব্যাকুল; পীড়িত। 'আর্থি হৈয়া ইন্দ্র আসি লইল সরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

আর্থিক [স] *বিণ* ধনসম্পদ বিষয়ক। 'আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আর্দালি, আর্দ্দালী [ই অর্ডারলি] *বি* চাপরাশি। 'আর্দ্দালীরা দূর থেকে হাঁক দিয়া বলিল, গাড়ী তফাৎ রাখ।' *প্যারী*, ১৮৫৯; 'বড় সাহেবের আর্দালি আসিয়া জানায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আর্দাশ, আর্দ্দাশ [আ আরদ+ফা দাশ্‌ত] *বি* আবেদন। 'তাদের আর্দ্দাশ নাহি শুনিলেন কানে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আর্দাস [আ আরদ+ফা দাশ্‌ত] *বি* অভিযোগ। 'আর্দাস করএ জত চামরির ঘটা ভাবএ বিষাদ নেজ সভাকর কাটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আর্দ্ধ [স অর্ধ] *বিণ* অর্ধ। 'হর আৰ্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আর্দ্র [স] ১ *বিণ* ভেজা। 'আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* করুণ। 'এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* মমতাপূর্ণ। 'তৎকালের দুরবস্থা অবলোকন করিয়া চিত্ত অর্দ্র হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৪ *বিণ* সিক্ত। 'ভারতবর্ষের লোক কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র রহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৫ *বিণ* ভক্তিপূর্ণ। 'জগদীশ্বরের প্রেমামৃত রসে চিত্ত অর্দ্র রাখা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৬ *বিণ* জল-ভেজা। 'যেন আর্দ্র সমীরণে তোমার আহ্বান বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৭ *বিণ* সিক্ততার ফলে কোমল। 'স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো – দুধে আর্দ্র।' *জীবন*, ১৯৪২।

আর্দ্রচিত্ত [স] ১ *বিণ* কোমল হৃদয়সম্পন্ন। 'স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* আবেগপূর্ণ। 'শৌখিনদের মতো ভাবালুতায় আর্দ্রচিত্ত নই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আর্দ্রা [স] *বিণ স্ত্রী* সিক্ত। '... দীন দুঃখিদিগের দুঃখ বিবরণ বর্ণন করিতে আমারদিগের কাষ্ঠের লেখনী করুণা রসে আর্দ্রা হইতেছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

আর্দ্রীভূত [স] ১ *বিণ* স্নেহসিক্ত। 'তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত আরও অর্দ্রীভূত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বিণ* সিক্ত। 'কাব্যরসে আর্দ্রীভূত হইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

আর্দ্রা[1] [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ; কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্যতম নক্ষত্র। 'আর্দ্রা পুনর্বসু মানিঞা পরম অংশু পুষ্যা কৈল অনেক পালন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আর্দ্রা[2] *দ্র* **আর্দ্র**

আর্ধেক [স অর্ধেক] *বিণ* অর্ধেক। 'আমি আমার আর্ধেক রাজত্ব দিয়ে ফেলতে পারতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আর্ম-চেয়ার [ই] *বি* হাতলওয়ালা চেয়ার। 'কখনও আর্ম-চেয়ারে বসে আমার কাছের চেয়ারটা ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

আর্মানি, আর্ম্মানি [ই] ১ *বি* তুরস্ক ও ইরাকের পড়শি দেশ আর্মেনিয়া।

'স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আর্মানি দেশে গিয়া বসতি করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* আরমানি দেশের অধিবাসী। 'বাহ্লীক প্রদেশে জর্জীয় আর্মানিগণ যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আর্মারি [ই] *বি* অস্ত্রাগার। 'ব্যাঙ্ক লুট, আর্মারি লুট।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আর্য, আর্য্য [স] **১** *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'বিপ্র বলে মিশ্র তুমি জগতের আর্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* রাগী। 'বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* দক্ষ। 'প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০; 'আর্য সনাতন জিষ্ণু ইন্দ্র অজ মহাবিষ্ণু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৪** *বি* প্রাচীনকালে ইরান থেকে ভারতে আগত জাতিবিশেষ। 'আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া শূদ্র নামক অনার্য্য জাতিবিশেষকে আপনাদের সমাজভুক্ত করিয়া লন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

আর্যকুল, আর্য্যকুল [স] *বি* আর্যজাতি। 'আদিম জাতি অর্থাৎ আর্য্যকুলের পুরাবৃত্তের প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকটিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

আর্যত্ব [স] **১** *বি* আর্যজাতির বৈদগ্ধ্য। 'দেহে মনে ও সমাজে কতক পরিমাণ আর্যত্ব আরোপিত হয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বি* আর্যজাতির বিশিষ্টতা। 'দেশের ম্লেচ্ছত্বদোষ কিংবা আর্যত্বগুণ নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

আর্যধর্ম, আর্য্যধর্ম্ম [স] *বি* আর্য জাতির ধর্ম। 'আর্য্যধর্ম্ম সেইরূপ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'আমি আর্য – আর্যধর্ম সম্বন্ধে লিখব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আর্যনারী [স] *বি* আর্য জাতিভুক্ত নারী। 'আর্যনারীর এ কেমন প্রথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আর্যপদলেহী [স] *বিণ* আর্যদের অন্ধ অনুকারী। 'অন্যান্য নিষাদেরা তাহাকে আর্যপদলেহী গৃহশত্রু বলিয়া সন্দেহ করিতেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

আর্যপুত্র, আর্য্যপুত্র [স] *বি* (সম্বোধনে) স্বামী। 'আর্য্যপুত্র! এই আমি আসিলাম, আজ্ঞা করুন কি করিব?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আর্যবংশ [স] *বি* আর্যজাতি। 'আপনিও তো ভুবনবিদিত আর্যবংশে জন্মগ্রহণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আর্যবংশীয়, আর্য্যবংশীয় [স] **১** *বিণ* আর্য বংশের। 'আদিম আর্য্যবংশীয়দিগের ধর্মের অবস্থা ... পরিজ্ঞাত হইলে ভাল হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বি* আর্যবংশের লোকজন। 'আর্যবংশীয়েরা তেল মাখার পূর্বে অশ্বত্থামাকে স্মরণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আর্যভাষা, আর্য্যভাষা [স] *বি* আর্য জাতির ভাষা; প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা। 'আর্য্যবংশীয়দিগের আদিম আর্য্যভাষা ... বিভিন্ন প্রকার ভাষায় পরিণত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

আর্যভূমি, আর্য্যভূমি [স] *বি* আর্যজাতির আবাসস্থল। 'পশ্চিমে মিডিয়া পূর্ব্বে এরিয়া বা আর্য্যভূমি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আর্যরক্ত [স] *বি* আর্যজাতির রক্ত। 'স্বাভাবিক আর্যরক্তের তেজে আমি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আর্যশোণিত [স] *বি* বংশগৌরব; আর্যরক্ত। 'উভয়পক্ষেরই আর্যশোণিত আকস্মিক উন্মাদনায় মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

আর্যশ্রেষ্ঠ [স] *বিণ* (ব্যঙ্গে) বিশিষ্ট পণ্ডিত। 'আপনি আর্যশ্রেষ্ঠ কুসুমশায়ের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনতে দিলেন না!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আর্যসত্য [স] *বি* জগৎ দুঃখময় – এই মত। 'বিসংবাদ, বিকর্ষণ আর্যসত্য জাগ্রত জগতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আর্যসভ্যতা [স] *বি* আর্যদের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা: 'আর্যসভ্যতায় বিকার উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আর্যসমাজসম্মত [স] *বিণ* আর্যসমাজ নামক শুদ্ধবাদী হিন্দু আন্দোলন কর্তৃক অনুমোদিত। 'সে আর্যসমাজসম্মত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আর্যসমাজী [স] *বি* আর্যসমাজ নামক শুদ্ধবাদী হিন্দু সংগঠনের সদস্য। 'গো-রক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক আর্যসমাজীরা হিন্দুদিগকে বলিল ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

আর্যসমাজীয় [স] *বি* আর্যসমাজ নামক হিন্দু সংগঠনের সদস্য। 'আর্যসমাজীয়দের আগে সে ভাষাকে শুদ্ধ করতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯২২।

আর্যেতর [স আর্য-ইতর] *বিণ* আর্য নয় এমন। 'আর্যেতর যাঁরা তাঁদের সঙ্গে আর্যগণ কীরূপ সম্বন্ধে বদ্ধ তারও সাক্ষ্য দিচ্ছে চতুর্বেদ।' *অবন*, ১৯২৫।

আর্যা[1], আর্য্যা[1] [স] **১** *বি স্ত্রী* শ্রদ্ধেয় নারী। 'অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা/ জগৎপূজিতা আর্য্যা/ নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি স্ত্রী* (সম্বোধনে ব্যবহৃত) মাননীয়। 'দেখুন আর্যা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আর্যা[2], আর্য্যা[2] [স] *বি* ছড়ার আকারে রচিত গণিতের সূত্র। 'নামতার আর্যার মত সে টাকা বেড়ে উঠেছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

আর্যাচ্ছন্দ [স] *বি* সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। 'সূর্যের দিকে মুখ করিয়া সারঙ্গ রাগিণীতে আর্যাচ্ছন্দে স্তোত্র পাঠ করিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

আর্যাবর্ত, আর্য্যাবর্ত্ত [স] *বি* আর্য অধ্যুষিত প্রাচীন ভারতের উত্তরাঞ্চল। 'উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্ব্বে পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃসীমাবদ্ধ যে দেশ তাহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'আর্যাবর্তে ভরত মুনি হচ্ছেন গানের প্রথম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আর্যাবর্তীয়, আর্য্যাবর্ত্তীয় [স] *বিণ* আর্যবর্তের অন্তর্গত। 'আর্য্যাবর্ত্তীয় লোকের বাসস্থাপনের এতদ্রূপ আখ্যান সকল প্রাপ্ত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আর্যামি, আর্যামী [স আর্য>] **১** *বিণ* (ব্যঙ্গ) রক্ষণশীল হিন্দুয়ানির ভাববিশিষ্ট। 'আর্যামী এবং সাহেবিয়ানা পুস্তিকাখানি আমরা পাঠকগণকে পড়িতে সবিনয় অনুরোধ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* আর্যত্ব নিয়ে বড়াই; আর্যের ভাব (ব্যঙ্গ)। 'আর জীবনে হয় সাহেবিয়ানা নয় আর্যামি করি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

আর্যেতর *দ্র* **আর্য**

আর্শি, আর্শী [স আদর্শিকা] *বি* আয়না। 'চুপড়ি মালা আর্শি চিরণ কৌটা ইত্যাদি এ সকল দ্রব্যের মাসুল আমদানি কালে মহাজনেরা দিয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১; 'চাঁদের আর্শী!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। *দ্র* **আরশি, আরসি, আর্সি**

আর্ষ [স] **১** *বিণ* ঋষিপ্রদত্ত। 'আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি এইসব দোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ঋষির ব্যাকরণবিরুদ্ধ উক্তি। 'একটিও আর্ষ প্রয়োগ থাকত না।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

আর্সলা [স অস্রপদা] *বি* তেলাপোকা। 'আর্সলা সপরিবারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। *দ্র* **আরশুলা, আরসোলা,**

আর্সি [স আদর্শিকা] *বি* আয়না। 'আমি আর্সি আমার বাক্সে রাখবো।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

আর্সুলা [স অস্রপদা] *বি* তেলাপোকা। 'অজাগর ক্ষুধিত হলে আর্সুলা খায় না।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

আর্সেনিক [ই] *বি* খনিজ যৌগিক পদার্থবিশেষ, যা এক প্রকার তীব্র বিষ; সেঁকো। 'জলে খনিজ আর্সেনিক মেশানো আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

আল১ [ধ্বন্যা] *অব্য* সম্বোধনে 'ওগো।' 'আল জানাও রতি সকল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আল২ [স আলোক] *বিণ* আলোকিত। 'মদনমোহন রূপে ঘর করিয়াছে আল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আল৩ [স] ১ *বি* দরজার কব্জা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* বিধনাস্ত্র। 'চর্মখণ্ডকে মসৃণ করিয়া কাগজ করিয়া লইতাম, এবং ভোঁতা আল লইয়া কলম করিতাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৩ *বি* কাঁটা। 'রেখে গেলে গলার আল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আল৪ [স অল>] ১ *বি* জমির সীমানার ছোটো বাঁধ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এখনো সাধ আছে তোমার আল ঠেল বলে।' *লালন*, ১৮৯০; 'মানুষ মাঠের আলে আলে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ *বি* দেয়াল। 'তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ ভেঙেছ মাটির আল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বি* উঁচু পথ। 'উঠছে আলে নামছে গাড়ায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বি* তীর। 'গঙ্গার আলে বসত আমরা বাঙ্গালী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আল-আমিন [আ] *বিণ* বিশ্বস্ত। 'মরু মক্কার চোখের মণি সে সত্য দীপ্ত আল-আমিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

আলএ [স আলয়] ১ *বি* উৎস। 'নয়ান হইল তান জলের আলএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* গৃহ; বাড়ি। 'পুত্র লইয়া গেল রাজা আপনা আলএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আলংকারিক [স] *বিণ* অলংকার শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। 'শাস্ত্রকার মনু রঘুচন্দন নয়; আলংকারিক দণ্ডী বিশ্বনাথ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

আলক [স অলক] *বি* কপাল এবং দু-কানের পাশে লেগে-থাকা চুলের গুচ্ছ। 'বদন কমল শোভে আলক ভষল।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **অলক**

আলকপাঁতী [স অলক+স পঙ্‌ক্তি] *বি* কপাল এবং দু কানের পাশে লেগে-থাকা চুলের গুচ্ছ। 'কাল আলকপাঁতী শোভএ কপোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আল করা *ক্রি* এলোমেলো করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আলকাতরা [প] *বি* কয়লা থেকে তৈরি ঘন কালো তরলবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'গুড় আলকাতরায় অভিষেক হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

আল-কিমিয়া [আ] *বি* মধ্যযুগের আরবদের রসায়নশাস্ত্র। 'মুক্তি পাবে মদখোরের এই আল-কিমিয়ার পাত্র চেটে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আলকুশি, আলকুশী [স আল+স শুক্র>] *বি* হুলের মতো আলযুক্ত লতাগাছ। 'আলকুশি দেও তায় বালিশ ধরিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'হাত দিও না হাত দিও না – আলকুশী আলকুশী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

আলকুসি [স আল+স শুক্র>] *বি* শুঁয়াপোকার রোঁয়ার ন্যায় কাঁটাযুক্ত ফলের লতাগাছ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আলকে তিলক [স অলক+তিলক] *বি* কপাল এবং দু কানের পাশে লেগে-থাকা চুলের গুচ্ছের নীচে আঁকা তিলক। 'আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলখাল্লা, আলখিল্লা, আলখেল্লা [আ আলখলক] *বি* লম্বা ঢিলা জামাবিশেষ। 'আলখেল্লা দিয়া ও ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'আলখাল্লার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাষ্পগদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'আলখাল্লা-পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'আলখিল্লা পরে তসবীহ টিপতে থাকলেই যে সে আমাদের সেজদার পাত্র হয়ে ওঠে।' *সওগাত*, ১৯২৯।

আলগ [স অলগ্ন>] ১ *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে গরজায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* শিথিল; ঢিলা। 'করিবে আলগ প্রেমের বাঁধন খোঁপার গিরা।' *নজরুল*, ১৯৩১। দ্র **আলগা**

আলগছ [স অলগ্ন>] *বিণ* অবলম্বনহীন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আলগরজ [আ] *ক্রিবিণ* সংক্ষেপে। 'আলগরজ, ইহাও খোদার এক শানে-আজিম।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আলগল *বি* বৃষরাশির একটি নক্ষত্রবিশেষ। 'আলগলের ম্লানিমা লক্ষ্য করিয়া ঘড়ি ঠিক করিয়া লইতে পারেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

আলগা [স অলগ্ন] ১ *বিণ* শিথিল; অদৃঢ়। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'মনে হল গ্রন্থি হয়েছে আলগা গুরুর কৃপায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* পৃথক। 'ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য কিছু আলগা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বিণ* উদাসীন। 'ছোট পুত্রটি হিন্দুয়ানী বিষয়ে আলগা আলগা রকম।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* অতিরিক্ত। 'গদ্য যেন এক বস্তা আলগা জিনিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৫ *বিণ* খুলে গেছে এমন; ছাড়ানো। 'তার আলগা পাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৬ *বিণ* বাড়তি। 'দামী থাকলে চেহারায় একটা আলগা লালিত্য আসে।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২। ৭ *বিণ* মেকি; লোক দেখানো। 'মুখে মুখে আলগা দরদ।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

আলগা-মলাট [আলগা+স মলপট্ট>] *বিণ* মলাট খোলা। 'আলগা-মলাট বইয়ের দাগি পাতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আলগামুখ [আলগা+স মুখ] *বিণ* বেশি কথা বলে এমন। 'আজ আলগামুখ হয়ে মনে মনে নাস্তানাবুদ হচ্ছিলেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

আলগুছি [স অলগ্ন] *বি* বাতিদান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আলগোছ [স অলগ্ন>] ১ *বিণ* দূরত্ব বজায় থাকে এমন। 'ইংরেজ দেশীয় সমাজ হতে আলগোছ হয়ে থাকেন।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বিণ* অস্পষ্ট। 'মনে হয় নেই অথচ কেমন আলগোছে অবশ্য রয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

আলগোচে *ক্রিবিণ* উপর উপর। 'চটের থলিয়াতে পোরা চিঠি পত্রাদি আলগোচে আলগোচে লইয়া গেল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

আলগোছে [স অলগ্ন>] ১ *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'আলগোছে এমত রান্ধিলে কোনমতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* অতি সাবধানে। 'অত্যন্ত আলগোছে আছেন পাছে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোনোদিক থেকে নিয়মভঙ্গের কণামাত্র ধুলো তাতে স্পর্শ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *ক্রিবিণ* সযত্নে। 'আলগোছে কেবল তাহার উচ্চতাটুকু লইয়া বাকি আর সমস্তই আড়াল করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আলগোছি [স অলগ্ন>] *বি* শিশুর প্রথম দাঁড়ানো। 'আলগোছি দেয় দশ মাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আলঙ্কার [স অলঙ্কার] *বি* অলঙ্কার। 'আর নঠ না করিহ সব আলঙ্কারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলঙ্কারহীন [স অলঙ্কারহীন] *বিণ* অলঙ্কারহীন। 'আলঙ্কারহীন কৈল মোর সব দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলঙ্কারিক [স] ১ *বি* অলঙ্কার শাস্ত্রের পণ্ডিত। 'এক কবি ও

আলঙ্কারিক ও এক অন্ধ পণ্ডিত।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* অতিশয়োক্তিপূর্ণ। 'নিত্যনূতন-নামক যে শব্দটা কবিরা ব্যবহার করিয়া থাকেন সেটাটি নিতান্ত একটা কথার কথা, একটা আলঙ্কারিক উক্তি মাত্র!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আলঙ্গ [ফা] *বি* আস্তানা। 'উমরা সবারে দিল আলঙ্গ বাটিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আল চাউল [স আতপ তণ্ডুল] *বি* আলোচাল; আতপ চাল। 'আল চাউল বেঁড়ে কলা ভুলাইয়া খায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

আল-চালু [স আতপ-তণ্ডুল] *বি* আতপ চাল। 'আল-চালু ডালি বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আলজিভ, আলজিহ্ব [স অলিজিহ্বা] *বি* উপজিহ্বা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'হাঁ করো, আ-আলজিভ চুমু খাও, শব্দ হোক ব্রহ্মাণ্ড পাতালে।' *সুনীল*, ১৯৬৬; 'সেটি এতই ব্যাদিতবদন যে তার আলজিহ্বা পর্যন্ত দেখা যায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

আলজেবরী [ই] *বি* বীজগণিত। 'ফিলাসফি মেথেমেটিক্স এণ্ড আলজেবরী ... ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপে শিক্ষার্থে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

আলজ্জ [স] *বিণ* ঈষৎ লজ্জিত। 'দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনুতলে আরক্তিম আলজ্জ আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আলজ্জতা [স] *বি* ঈষৎ লজ্জাশীলতা। 'উত্তরচ্ছদে অসংবৃতির সীমানা এখনো আলজ্জতার অভিমুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আলজ্জিত [স] *বিণ* ঈষৎ লজ্জিত। 'নলিনাক্ষ আলজ্জিত হেমনলিনীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আলজ্জিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* ঈষৎ লজ্জিতভাবে। 'আলজ্জিতভাবে খাইতে বসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আলটপকা [হি টপকা] *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'একটা ঢিল তুলে নেয় আলটপকা আর সজোরে ছুঁড়ে মারে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আলটিমেট [ই] *বিণ* চূড়ান্ত। 'গণবিপ্লবই আপনের আলটিমেট গোল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আল্ট্রা [ই] *বিণ* অতিরিক্ত; উগ্র। 'আমাদের এই আল্ট্রার এত সংকোচ কিসের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আলট্রা-ঐতিহাসিক [ই আল্ট্রা+স ঐতিহাসিক] *বিণ* (ব্যঙ্গ) অতি-ঐতিহাসিক। 'তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলব না, সে আলট্রা-ঐতিহাসিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আলট্রা কনসার্ভেটিব [ই] *বি* অতিরক্ষণশীল যারা। 'কেবল আল্ট্র কনসার্ভেটিভ বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আলট্রা ভায়োলেট [ই] *বি* অতিবেগুনি রশ্মি। 'এই রোদে আলট্রা ভায়োলেট ঢের আছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

আলত পালত [হি ফালতু>] *বিণ* আজেবাজে। 'আলত পালত কথাতেই পত্র পুরুতেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আলতা [স অলক্ত] *বি* পায়ের পাতা সাজানোর জন্যে ব্যবহৃত লাল রঙের তরল পদার্থ। 'চরণ যুগল জিনিয়া কমল আলতা রঞ্জিত তায়।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

আলতা-চরণ [আলতা+স চরণ] *বি* আলতা-রাঙানো পা। 'এবারও সেই আলতা-চরণ দেখতে প্রথম পায়নি নয়ন!' *নজরুল*, ১৯২৫।

আলতা-ছোপান *বিণ* আলতা দিয়ে রাঙানো। 'আলতা-ছোপান পায়ের আঁখর টানি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

আলতাপরা *বিণ* আলতা রাঙানো। 'আলতাপরা ছোট পায়ের গুজরী পঞ্চম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আলতাপাটি [আলতা+স পঙ্‌ক্তি>] *বিণ* লাল প্রান্তবিশিষ্ট। 'মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে/ আলতাপাটি শিম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আলতাপাত [আলতা+স পত্র>] *বি* আলতা রাখার বাটি। 'ছোঁয় গোপনে তোমার হাত/ সিঁদুর কৌটা আলতাপাত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আলতি *বি* একপ্রকার কচু। 'আলতি ১ এক মণ লইআ আসীবে।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৭৩।

আলতু-ফালতু [হি ফালতু] *বিণ* আজেবাজে। 'আলতু-ফালতু লোকের পোল্যাপান এলেবিলে পাস করছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

আলতো [মালয়ালম আলঙ্গ>] **১** *বিণ* হালকা। 'আলপনা দেয় আলতো বাতাস ভোরাই সুরে মনভোলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বিণ* আলগোছ। 'মসৃণ কপালে ছোঁয়াবে আলতো হাত।' *শামসুর*, ১৯৬০।

আলনা [স আলম্বন] **১** *বি* কাপড়-চোপড় রাখার দীর্ঘ পায়াযুক্ত দণ্ডবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আলনার উপরে হিমাংশুর স্কুলের ছাড়াকাপড় ঝুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* আড়া। 'উঠানে বাঁশের আলনায় মাছ ধরিবার জাল শুকাইতে দিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আলপ [স অল্প] *বিণ* অল্প। 'আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলপ কাল [স অল্পকাল] *বি* অল্প বয়স। 'গুরু পাপে বেঢ়িলের আলপ কালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলপমতীঞঁ [স অল্পমাত্র] *ক্রিবিণ* কেবলমাত্র। 'আলপমতীঞঁ তোহ্মাতে শরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলপথ [স] *বি* জমির সীমানা নির্দেশকারী বাঁধ। 'কালিজিরা ধানশালি রূপশালির ক্ষেতের আলপথ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আলপনা [স আলিম্পন] **১** *বি* আতপ চালের গুঁড়া, চক, রং ইত্যাদির মণ্ড দিয়ে ঘরের মেঝে, আঙ্গিনা ইত্যাদিতে অঙ্কিত নকশা। 'ছাঁদনা তলায় ... আলপনা দিয়ে একটি পীড়ে রাখা হয়েছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* মৃদু গুঞ্জন। 'বাতাসে আঁকছে শব্দের অস্ফুট আলপনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৩** *বি* হাতছানি। 'ছাদের উপর সারি সারি গাছের ছায়া যেন স্বপ্নের আলপনা। *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৪** *বি* নকশা। 'ঝিনুকের গায়ে আলপনা।' *জীবন*, ১৯৪২।

আলপনা-কাটা *বিণ* আলপনা-অঙ্কিত। 'জলের উপর সূর্যাস্তের আলপনা-আঁকা আসনটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

আলপাউ [স অল্প+আয়ু] *বিণ* ক্ষণজীবী। 'হেন সে যৌবন রাধা সব আলপাউ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলপাকা [ই] **১** *বি* ছাগজাতীয় পশু। 'আমেরিকায় আলপাকা নামে একপ্রকার জন্তু আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* আলপাকা নামক প্রাণীর লোম থেকে প্রস্তুত বস্ত্রবিশেষ। 'এই লোমে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকেও আলপাকা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

আলপিন [প] *বি* পিন; সূক্ষ্ম ও অতিক্ষুদ্র কীলকবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বেশবিন্যাসে আলপিনটি কম হইলে বাস্তবিক অস্থির হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আলফা-কণা [ই আলফা+স কণা] *বি* তেজস্ক্রিয় আলোককণাবিশেষ। 'সেই জোর আছে আলফাকণার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আলফাজ [আ] *বি* শব্দ। 'দরকারবশতঃ লম্বা চৌড়া আরবী ফার্সী

আলফাজ এস্তেমাল করিতেও বিন্দুমাত্র কসুর করিব না।' *এসলাম*, ১৯১৭।

আলফাটা *বিণ* প্রচণ্ড। 'আলফাটা হাসিতে ফেটে পড়লেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আলফারশ্মি [ই আলফা+স রশ্মি] *বি* তেজস্ক্রিয় রশ্মিবিশেষ। 'আলফারশ্মিতে সে যে কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আলফা সেন্টারাই [ই] *বি* আকাশের তৃতীয় উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, পৃথিবী থেকে ৪.৩ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। 'আলফা সেন্টারাই নামক নক্ষত্রের প্রভাবশালিতা সূর্য্যের ২.৩২ গুণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আলবৎ, আলবাত [আ] *অব্য* অবশ্যই। 'ইমাম এজিদ জঙ্গ হইবে আলবত।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আলবৎ হুজুর, আলবৎ।' *নজরুল*, ১৯২৪। *দ্র* **আলবাত**

আল-বদর [আ] *বি* বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে পাকিস্তানী বাহিনীকে সহায়তাকারী গোষ্ঠীবিশেষ। 'পাকবাহিনীর দোসর আল-বদর বাহিনীর সদস্যরা ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

আলবলা [ফা] *বি* দীর্ঘ নলওয়ালা হুঁকাবিশেষ। 'হুক্কাবরদার আলবলা আনিয়া দিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। *দ্র* **আলবোলা**

আলবাঁধা [স আল+বাঁধা] *বিণ* মাটির উঁচু সীমানা চিহ্নিত। 'আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আলবাটী *বি* পিকদানি। 'দুই দিকে আলবাটী জলে পুর্‍্যা গাড়ু ঘটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আলবাত [আ আলবাত্তাহ্] *অব্য* নিশ্চয়। 'হেমেন বললে, আলবাত খাবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

আলবাট্রোস [ই] *বি* অ্যালবাট্রস নামক লম্বা চঞ্চুবিশিষ্ট সামুদ্রিক পাখিবিশেষ; সমুদ্রশকুন। 'সারেঙরা মজা দেখার জন্য আলবাট্রোস পাখীদের ধরে পাটাতনের ওপরে ছেড়ে দেয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

আলবাল [স অল্প>] *বি* গাছের গোড়ায় জল ধরে রাখার জন্য চারধারে যে বাঁধ দেওয়া হয়। 'তেঁই শুখাইল জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আলবুরুজ [আ] *বি* মিনারবিশেষ। 'আলবুরজের চূড়া যেন এক উড়ে আসে কালো ঢেউ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

আলবোলা [ফা] *বি* হুঁকাবিশেষ। 'কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে, কেহ গুড়গুড়িতে, কেহবা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। *দ্র* **আলবলা**

আলম [আ] *বি* দুনিয়া। 'আলম তামাম কান্দে আরব শহর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আলমানাক [ই অ্যালম্যানাক] *বি* বর্ষপঞ্জী। 'দাদুর নাকে টাঙাতে আলমানাক গজাল ঠুকে দেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আলমারি, আলমারী [প আরমারিও] *বি* কাপড়চোপড়-সহ ঘরের জিনিসপত্র রাখার কপাট-লাগনো উঁচু বড়ো বাক্সবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কারণ কতকগুলি পুস্তক প্রস্তুত করিয়া আশ্চর্য্য আলমারির মধ্যে রাখিয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'বাক্‌স, আলমারী যাহা পূর্ব্ব হইতে জরাজীর্ণ ছিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

আলমাস [আ] *বি* হীরা। 'আনি আলমাস, গওহর লুটে আনি জামরুদ লাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

আলমোশ *বি* উদ্ভিদবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আলম্পনা, আলম্পানা [আ আলম+ফা পানাহ্] *বি* বাদশাহ; জাহাঁপনা। 'আলম্পনা সালমত কহি জনাবেতে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'শুন শুন আলম্পানা বাদশা নামদার।' *হামজা*, ১৮০৭।

আলম্ব [স] *বি* নিশান। 'ধবল আলম্ব উড়ে ধর্ম্মর দুআরে।' *রামাই*, ১৭১০।

আলম্বন [স] **১** *বি* আশ্রয়। 'যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* আলিঙ্গন। 'কতক দয়িতা করে স্কন্ধ-আলম্বন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আলম্বা [স আলম্বন] *ক্রি* জড়িয়ে ধরা। 'হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আলম্বিত [স] **১** *বিণ* ঝুলে পড়েছে এমন। 'তাঁহার কর্ণোৎপল ঈষৎ আলম্বিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* দীর্ঘ। 'আলম্বিত রাতের আকাশ আলোয় অন্বেষণ।' *জীবন*, ১৯৪০।

আলয় [স] **১** *বি* বাড়ি। 'যাত্রা করি আইলেন আচার্য আলয়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* বাসা। 'সুখের আলয় পাতার কুঁড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **৩** *বি* আশ্রয়। 'আমারি বুকে আলয় পেয়ে/ হাসিয়া কুটিকুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বি* সদন। 'জীবনের অনন্ত আলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৫** *বি* পৃথিবী। 'ওরে আলয়ে আজ মহালয়া, মা এসেছে ঘর।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

আলল [স অনল] *বি* আগুন। 'প্রদিপ আলল সাক্ষি জত দেবগন।' *মুক্তিধর*, ১৫০০।

আলস[1] [স অলস] **১** *বিণ* ঢুলু ঢুলু। 'আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আলস্য। 'যমের ভিতরে আলসের বসতি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আলসভরে **১** *ক্রিবিণ* অলসভাবে। 'এই-যে মধুর আলস-ভরে মেঘ ভেসে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *ক্রিবিণ* আলস্যের সঙ্গে। 'বাদলভরা আলসভরে ঘুমায়ে আছে রাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আলসরস [স আলস্য-রস] *বি* অলসতা। 'সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান আলসরসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আলসিয়া [স অলস>] *বিণ* আলসেমি করে এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আলসে [স আলস্য] *বিণ* অলস। 'এলায়ে কোমল তনু কমল কাননে/ আলসে দিকের বালা মগন স্বপনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আলসেখানা [স অলস+ফা খানাহ্] *বি* অলসপুরী। 'খোরপোষ দিয়ে আলসেখানায় নাম করা আলসে পুষে রাখতেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আলসেমি [স আলস্য>] *বি* কুঁড়েমি। 'চিঠিটা ... আলসেমি করে আর ডাকে দিইনি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আলস[2] [স আলি>] *বি* ছাদের প্রান্তস্থ অনুচ্চ প্রাচীর। 'আমি এই উচ্চ আলসের উপর বসে ... চিন্তামনির ধ্যান করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

আলসার [ই] *বি* শরীরের ভেতরের বা বাইরের ক্ষত; অম্লের আধিক্যবশত পাকস্থলীর পীড়া। 'একজনের অ্যাপেণ্ডিসাইটিস, ... একজনের আলসার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আলস্টার [ই আয়ারল্যান্ডের আলস্টার শহরের নামানুসারে] *বি* শীতের মোটা লম্বা পোশাকবিশেষ; ওভারকোট। 'গরমের সময় আলস্টার নেবার কোনো দরকার থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আলস্য [স] *বি* অলসতা। 'গাজ মোড়িএ কাহ্নাঞিঁ আলস্য কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আলস্য তেজিয়া জাল দিবে দুই দণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আলস্য-কটাক্ষ [স] *বি* আলস্য জড়িত আড়চোখের দৃষ্টি। '...

আলস্য-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

আলস্যক্রমে [স] *ক্রিবিণ* অলসতাবশত। 'আলস্যক্রমে পোস্ট-মাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আলস্যক্লান্ত [স] *বিণ* অবসাদপূর্ণ। 'অনেক আলস্যক্লান্ত দিনরজনীর উপেক্ষিত ছিন্নখণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আলস্যজাল [স] *বি* অলসতার বন্ধন। 'আলস্যজালে বিজড়িত মুসলমানগণ জাগরিত হইয়া ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

আলস্যদোষ [স] *বি* কুঁড়েমি। 'কেবল আলস্যদোষ নয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

আলস্য-পরতন্ত্র [স] *বিণ* আলস্যের অধীন। 'ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তি আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া শান্তিসমুদায় প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আলস্যপরতা [স] *বি* আলসেমি। 'এ দেখা তো নিষ্ক্রিয় আলস্যপরতা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

আলস্যপরায়ণ [স] *বিণ* অলস; শ্রমবিমুখ। 'আলস্যপরায়ণ হওয়ায় দীনদুঃখীর ন্যায় ... কালাতিপাত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আলস্যপ্রসূত [স] *বিণ* অলসতাজনিত। 'অসংখ্য মানসিক আলস্যপ্রসূত বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

আলস্যভরা [স] *বিণ* অলসতাপূর্ণ। 'আলস্যভরা ভঙ্গিতে আছি শুয়ে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

আলস্যমন্থর [স] *বিণ* ধীরগতিবিশিষ্ট। 'নৌকাটি সমস্তদিন আলস্যমন্থর গমনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আলস্যময় [স] *বিণ* অবসাদগ্রস্ত। 'কোনো কোনো দিন বিকেলে আলস্যময় হাত।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

আলস্য-মুখর [স] *বিণ* কর্মহীন। 'আলস্য-মুখর অদ্ভুত বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা আজহার খাঁর মেরুদণ্ডে ঘা দিয়া গেল।' *শওকত*, ১৯৫৬।

আলস্যস্রোত [স] *বি* আলস্যরূপ স্রোত। 'আমার দিনগুলি রথীর কাগজের নৌকোর মতো আলস্যস্রোতে একটি একটি করে ভাসিয়ে দিচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আলস্যি [স আলস্য>] *বি* অলসতা। 'বে কর্ত্তে কি আলস্যি হয়?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আলা[১] [স আলোক] ১ *বি* আলোক। 'আলার ভিতরে কালাটি রয়েছে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* আলোকিত। 'তাম্বুল সাজালুঁ দীপ উজ্জারলুঁ মন্দির হইল আলা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

আলা[২] [স আকুল>] ১ *বিণ* পরিশ্রমবিহীন; পড়ে-পাওয়া। 'ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট বলে শালা আলা টাকা মোর।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* সম্পর্করহিত। 'ভালোবেসে হয়েছি আলা।' *হেম*, ১৮৭০। ৩ *বিণ* ক্লান্ত; অবসন্ন। 'একটুখানি রূপের হাসি আঁধারেতে ঘুমিয়ে আলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আলা[৩] [আ] *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'যেদিন আজরাইলে আলা তেজিবে চোপদার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আলাআলি [স আল>] *বি* বিরোধ। 'দুই দলে আলাআলি চুলাচুলি গালাগালি বরযাত্রী দেউটী না ছাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আলাইবালাই [আ ইল্লত+আ বালা] *বি* আপদ-বিপদ। 'তোমার আলাইবালাই লইয়া মরি এই আমার বাঞ্ছা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আলাগন [স অলগ্ন] *বিণ* অসংলগ্ন। 'হেন আলাগন কথা শুণী কোণ রাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলাজালা, আলাঝালা [স অলকম্ জালকম্] ১ *বি* বাজে আড়ম্বর; জালজঞ্জাল। 'জো মণগোএর আলাজালা।' *চর্যা ৪০*, ১২০০। ২ *বিণ* এলোমেলো। 'রচিলু পুস্তক বহু নানা আলাঝালা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আলাগ্গা [স অলগ্ন] *ক্রি* এলিয়ে। 'আলাগ্গা দিয়াছে বেণী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আলাতপালাত [ও আলতপালত] *বিণ* অসংলগ্ন; এলোমেলো। 'আলাতপালাত কথায় পত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

আলাতপালাত কথা *বি* এলোমেলো কথা। 'আলাতপালাত কথায় পত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

আলাদা [আ আলাহিদা] ১ *বিণ* পৃথক। 'সেখানকার আলাদা কোটী ছাড়াইয়া দ্বারহাটার সামিল করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বিণ* ভিন্ন প্রসঙ্গের। 'থাক, সে হল আলাদা কথা।' *জীবন*, ১৯৩৩।

আলাদা করণ *বি* আলাদা করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আলাদিন [আ] *বি* আরব্যরজনী নামে পরিচিত উপাখ্যানের বিখ্যাত চরিত্র। 'বোগদাদে তাই যাবে আলাদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আলাদিনের প্রদীপ *বি* (আরব্যরজনীর কাহিনি অবলম্বনে) আশ্চর্য জাদুময় প্রদীপ, যা দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যায়। 'অক্ষমের লোভ আলাদিনের প্রদীপের গুজব শুনলেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আলাদুলা [হি আলাল>] *বি* ঢলাঢলি। 'অত্যানন্দে আলাদুলা করে অনুক্ষণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আলান [স] ১ *বি* নৌকা বাঁধবার খুঁটি। 'রাখ ডিঙ্গা পুতিআ আলান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বেঁধে রাখার খুঁটি। 'কালিপদ মরকত আলানে মন কুঞ্জরের বাঁধ এঁটে ...।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

আলানো [স আকুল] *ক্রি* খোলা। 'সাধুর নিকটে তার আলাইও পাঁজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আলাপ [স] ১ *বি* কথাবার্তা। 'পাসও আলাপে কিবা কৃষ্ণ পাসরিলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আলোচনা। 'যোগীর নিয়ম ধর্ম আলাপ করিয়া ...।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* সংগীতের সুর ভাঁজা। 'নানা যন্ত্র বাদ্যলীলা আলাপে দরবে শিলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *বি* যোগাযোগ। 'তাহারদিগের সহিত বড় আলাপ করিবা [না] তাহারা কেবল প্রতারক।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৫ *বি* (সংগীত) রাগের বিস্তার। 'রাগরাগিণী আলাপ, ভাষাহীন সংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বি* আভাস। 'তারি লাগি পাখির গানে নবীন আশার আলাপ জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আলাপ-আলোচনা [স] ১ *বি* দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তা। 'বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ২ *বি* ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। 'যেসব নগ্নমনস্তত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমেও তার কালিমা আবৃত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আলাপ করা ১ *ক্রি* আলোচনা করা। 'যোগীর নিয়ম ধর্ম আলাপ করিয়া ...।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* কথা বলা। 'তাহার সহিত আর আলাপ করিলেন না।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'ব্যভিচারিণী স্ত্রীর সহিত আলাপ করিবে না।' *গৌর*, ১৮২২।

আলাপচারী [স] *বি* কথাবার্তা। 'দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে আলাপচারী করা গৃহিণীর কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

আলাপ জোড়া *ক্রি* সংগীতে রাগের বিস্তার করা। 'শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আলাপন [স] **১** *বি* কথোপকথন। 'রামানন্দের গলা ধরি করেন আলাপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* পরিচয়। 'কোনকালে দেখা নাই, যেন কত আলাপন আছে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বি* সংগীতের সুর ভাঁজা। 'ধ্রুপদের আলাপনে অকস্মাৎ ধরেছি খেউড়।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

আলাপ-নিপুণা [স] *বিণ স্ত্রী* আলাপচারিতায় দক্ষ। 'তবু ধনী আমি, আমি রূপবতী,/ আলাপ-নিপুণা, হাস্যরতা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

আলাপনিরত [স] *বিণ* আলাপরত। 'পরস্পর-আলাপনিরত ক্ষিপ্র পশু।' *নীরেন*, ১৯৬৪।

আলাপ-পরিচয় [স] *বি* পারস্পরিক জানাশোনা। 'আলাপ-পরিচয় ও দেখা-সাক্ষাৎ হইলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আলাপ-প্রলাপ [স] *বি* বহু লোকের আলাপ; আবোল-তাবোল আলাপ। 'আলাপ-প্রলাপ চলে দেদারই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আলাপ বিলাপ [স] *বি* আলাপ-আলোচনা। 'একাসনে বসিয়া আলাপ বিলাপ করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

আলাপ-সালাপ [স আলাপ>] *বি* পরস্পর কথোপকথন। 'খাওয়ার আগেতক মামুলী আলাপ-সালাপ চলে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আলাপা [স আলাপ>] **১** *ক্রি* আলাপ-আলোচনা করা। 'এইসভ আলাপিতে দিবস হইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* গান করা। 'আলাপিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *ক্রি* সংগীতের সুর ভাঁজা। 'রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিমরাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আলাপি [স আলাপী] *বিণ* মিশুক। 'আলাপি ফিমেল ফ্রেণ্ডেরা নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **আলাপী**

আলাপিত [স] *বিণ* পরিচিত। 'আত্মীয় অন্তরঙ্গ আলাপিত যে কেহ আছে প্রায় সকলেরই স্থানে কিঞ্চিৎ২ ঋণ হইল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আলাপিতা [স] *বি স্ত্রী* আলাপ-পরিচয় আছে এমন কেউ। 'যে কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা বলে বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আলাপিনী [স] *বি* সংগীতের একটি শ্রুতি। 'আলাপিনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

আলাপী [স] **১** *বি* কথাবার্তা বলার উপযোগী বন্ধুস্থানীয় লোক। 'আমাদের দুই-একটি করে আলাপী হতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* বাকপটু। 'পুরোনো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিভের তরে।' *জীবন*, ১৯৪৪। **৩** *বিণ* মিশুক। 'এমন আলাপী বউ পাড়ায় আর নেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮। দ্র **আলাপি**

আলাপী লোক [স] *বি* পরিচিত ব্যক্তি। 'প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আলাপ্য [স] *বিণ* আলোচনাযোগ্য। 'অসৎ লোক কদাচ আলাপ্য নহে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

আলাপমতী [স অল্প+মতি] *বিণ* কম বুদ্ধিসম্পন্ন। 'আলাপমতীঞঁ তোহ্মাতে শরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলাভোলা [হি] *বিণ* বোকা। 'নরই সরই নুলা ঝুলা/ পেঁচ পচী আলাভোলা।' *লালন*, ১৮৯০।

আলাম[১] [স আলম্ব] *বি* দণ্ড। 'ধবল আলাম উড়ে ধবল পতাকা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আলাম[২] [আ আলিম] *বি* জ্ঞানীলোক। 'সেই ঘর্মে অষ্টাদশ হাজার আলাম/ সৃজন করিল প্রভু অতি অনুপাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

আলামত [আ] **১** *বি* নিদর্শন। 'তবে শেষে আলামত দেখিবি।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* অলৌকিক কাণ্ড। 'গাছের ওপরে সন্ন্যাসী তারা দেখিয়াছে আলামত।' *বন্দে*, ১৯৬০।

আলালা [স আলুল্>] *ক্রি* এলায়িত করা। 'আলালিলা পদ্মজা কেন হাথ পা।' *রামাই*, ১৭১০।

আলালি ভাষা, আলালী ভাষা [হি আলাল>] *বি* প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) গ্রন্থে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তার অনুরূপ ভাষা। 'আলালী ভাষা সম্প্রদায় বিশেষ মনোরঞ্জিকা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'আলালি ভাষাকে আমাদের শোধন করে নিতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

আলাহিদা, আলাহীদা [আ] *বিণ* আলাদা; ভিন্ন। 'আলাহিদা হরিএক জায়গা হইতে মাসাহেরার তঙ্কা অৰ্দ্ধেক নগদ ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬; 'মোকাম মজকুরের কাপড় আলাহীদা ইনবাসে সদর চালান হইয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। দ্র **আলাদা**

আলি[১] [স আল] *বি* জমির সীমানা নির্দেশক বাঁধ; আইল। 'কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলি[২] [স আলি] *বি* সখী। 'আলি আলিঙ্গন চাহে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আলি[৩] [আ আলী] *বিণ* উদার। 'গুরুদাসের মেজাজ আলি হয়ে গ্যাচে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আলিখিত [স লিখিত] *বিণ* অঙ্কিত। 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই শ্লোক দ্বারা আলিখিত যান ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

আলিঙ্গণ [স আলিঙ্গন] *বি* প্রীতিভরে বুকে জড়িয়ে ধরা। 'কাহ্নাঞিঁ পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলিঙ্গন [স] **১** *বি* প্রীতিভরে বুকে জড়িয়ে ধরা। 'আলিঙ্গন কৈল কাহ্নাঞিঁ নানা পরকার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* স্পর্শ। 'উতল বাতাস আসি করে আলিঙ্গন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৩** *বি* বেষ্টন। 'স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন সফেন চঞ্চল নৃত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৪** *বি* মিলন। 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৫** *বি* আভাস। 'সেই গন্ধে পায় মন বহুদিনরজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আলিঙ্গনপাশ [স] *বি* আলিঙ্গন বন্ধন। 'সে আলিঙ্গনপাশে ধরা না দিয়া কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আলিঙ্গন-মালা *বি* আলিঙ্গনরূপ মালা। 'যেখানে পরেছি আমি অগ্নিবাহী বৈশাখের আলিঙ্গন-মালা।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

আলিঙ্গনসুধা [স] *বি* আলিঙ্গনরূপ সুধা। 'অন্তরালে থেকে আমারে করিছ দান অমূল্য চুম্বনরত্ন, আলিঙ্গনসুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আলিঙ্গনাবদ্ধ [স আলিঙ্গন-আবদ্ধ] *বিণ* বাহুবন্ধ। 'ঈষৎ স্থূলাঙ্গী এক রমণীর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ...।' *মানিক*, ১৯৪০।

আলিঙ্গনা [স আলিঙ্গন>] *ক্রি* আলিঙ্গন করা। 'কাহ্নু আলিঙ্গিআঁ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আলিঙ্গনে** *ক্রি* আলিঙ্গন করে। 'কেহ বেশ্যামুখ চুম্বনে কেহ আলিঙ্গনে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **আলিঙ্গয়ে** *ক্রি* আলিঙ্গন করে। 'আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **আলিঙ্গি** *ক্রি* আলিঙ্গন ক'রে। 'আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **আলিঙ্গিয়া, আলিঙ্গিআঁ** *ক্রি*

আলিঙ্গন ক'রে। 'কাহ্ন আলিঙ্গিআঁ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁ।' বড়ু, ১৪৫০; 'কর্ণবীর আলিঙ্গিয়া বলিল বিস্তর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **আলিঙ্গিয়ে** *ক্রি* আলিঙ্গন ক'রে। 'আলিঙ্গিয়ে বাদশায়, লয়ে যান করিয়া বিনয়।' রঙ্গ, ১৮৫৮। **আলিঙ্গিল** *ক্রি* আলিঙ্গন করলো। 'ধ্বজ দিয়া হনুমন্তে তাকে আলিঙ্গিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আলিঝালি [স আকুল] ১ *ক্রিবিণ* অস্পষ্টভাবে। 'হয়তোবা তাকে আলিঝালি দেখল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। ২ *ক্রিবিণ* এলোমেলোভাবে। 'প্রথম বিয়ের প্রাণমাতোয়ারা উন্মাদনার কথা স্মরণ হয় আলিঝালি।' *ওয়ালী*, ১৯৬০।

আলি নসিব [আ আলি+আ নসিব] *বি* সৌভাগ্য। 'আলি নসিব মিয়ার সব দিক দিয়েই আলি নসিব।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আলিপন [স আলিম্পন] *বি* আলপনা। 'চিত্রলিখায় জানি আমি জানি তব আলিপনলিপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। দ্র **আলপনা**

আলিপনলিপ্তি [স আলিম্পন+স লিপ্ত>] *বি* আলপনা লেপন। 'চিত্রলিখায় জানি আমি জানি তব আলিপনলিপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আলিপনা [স আলিম্পন] *বি* মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি স্থানে অঙ্কিত নকশা। 'গোময়ে লেপিআ মাটি আলিপনা পরিপাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **আলপনা**

আলিম, আলীম [আ] *বি* পণ্ডিত। 'মোল্লা আলীম ফকির।' *দৌলত*, ১৬৩৮; 'আলিম সবের মনে অমূল্য মাণিক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আলিমকুল [আ আলীম+স কুল] *বি* (ইসলাম) ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানী সম্প্রদায়। 'যদি আমাদের আলিমকুল কুফুরী ফৎওয়ারূপ প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

আলিমপন [স আলিম্পন] *বি* আলপনা। 'অপরাহ্ণ যখন আমাদের বাড়ির বারান্দায় আলোছায়া – আলিমপনের মাদুর বিছিয়ে দিত।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

আলিম্পন [স] *বি* আলপনা। 'শুভ-আলিম্পনে প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কুমে চন্দনে কল্পনার লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আলিম্পনলিপি [স] *বি* আলপনার ছবি। 'রবিকরেরেখা লেপিল আলিম্পনলিপি-লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

আলিম্পনা [স আলিম্পন] *বি* আলপনা। 'তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। দ্র **আলপনা**

আলিয়া *বি* তাওয়া বা কড়াই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আলিশ [স আলস্য] *বি* আলস্য। 'সম অবলম্বন বালিশ আলিশ।' *ভারত*, ১৭৬০।

আলিশা [স আলি>] *বি* কার্নিশ। 'আলিশার উপরে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

আলিশান [আ আলী-শান] *বিণ* বিরাট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সাত আলিশান চাঁদোয়ার নীচে যেন এ গোর আজাব।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

আলিস[1] [স আলস্য] ১ *বি* জড়তা। 'আলিসের পরসাদেঁ দুখমুখ নাহি জাণ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* আলস্য। 'বালিশ শুয়ে আলিস করে মানুষের কাজ হাঁটা।' *নজরুল*, ১৯২২। দ্র **আলিসা**[1]

আলিস[2] *বি* তাওয়া বা কড়াই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আলিসা[1] [স আলস্য] *বিণ* অলস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। দ্র **আলিস**[1]

আলিসা[2] [স আলি>] *বি* কার্নিশ। 'ছাদের আলিসার উপর হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

আলিসান [আ আলী-শান] *বিণ* মহামহিম। 'এক্তুনে সাহেবাণ আলিসান ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১১। দ্র **আলিশান**

আলিসাবিহীন [আলিসা+স বিহীন] *বিণ* ছাদের প্রান্তস্থ অনুচ্চ প্রাচীরবিহীন। 'আলিসাবিহীন নেড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াইতে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আলিসিয়া [স আলস্য] *বি* অলস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আলিস্য, আলিস্যি, আলিস্যো [স আলস্য] *বি* আলস্য। 'লোভ মোহ মদো মার্থিয়ো আলিস্যো এহার কিছুই নাহি?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'তুমি আমার কর্ম্মে আলিস্য করিতেছ।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'এখন ওঠ: আর আলিস্যি করিস নে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। দ্র **আলস**[1]

আলিহুকুম [আ আলি+আ হুকুম] *বি* দরাজ অনুমতি। 'এত আলিহুকুম উচিত আজি নয়।' *ঘনরাম*, ১৭১১।

আলী [আ] *বিণ* উদার। 'গুরুদাসের মেজাজ আলী হয়ে গ্যাছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আলী-আলী [ধ্বন্যা, আ আলী] *বি* (মুসলমানদের) রণধ্বনিবিশেষ। 'চলল পাছে হাজার লেঠেল, আলী-আলী শব্দ করি।' *জসীম*, ১৯২৯।

আলীবকসী [আ আলী+ফা বখশী] *বি* আলীবক্স-সৃষ্ট। 'তাজখানী খেয়াল কিংবা আলীবকসী খেয়াল গাওয়া হতো।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

আলীম দ্র **আলিম**

আলীশান [আ আলি>] *বিণ* বিরাট। 'যাবদীয় সাহেবান আলীশান ও বহরমপুরী ওগয়রহ ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। দ্র **আলিশান**

আলু [মু আরু] ১ *বি* মেটে আলু। 'পটোল বার্তাকু থোড় আলু শাক মান।' *মুকুন্দ*, ১৫৮০। ২ *বি* গোল আলু। 'তাহারা আলু পটলের মত ক্রয় বিক্রয় করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'বিলাতি আলু, কপি, কাবুলি মেওয়া প্রভৃতিও এখন বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আলু-গোস্ত [মু আরু+ফা গোশ্ত] *বি* আলু দিয়ে রান্না করা মাংস। 'ঢাকাই পরোটা, মুরগী-মুসল্লম, আলু-গোস্ত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আলুদম [মু আরু+ফা দম] *বি* মসলাযোগে তৈরি আলুর ব্যঞ্জনবিশেষ। 'নাই রুটি, নাই আলুদম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। দ্র **আলুর দম**

আলুদোষ [মু আরু+স দোষ] *বি* চরিত্রদোষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আলু পটল [মু আরু+স পদতল>] *বি* সহজলভ্য বস্তু। 'তাহারা আলু পটলের মত ক্রয় বিক্রয় করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

আলু-পোস্তা [মু আরু+ফা পুস্ত>] *বি* আলু বিক্রয়ের আড়ত। 'আলু-পোস্তায় আলুর চালান লইয়া আসে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আলুফিস [মু আরু+ই ফিস] *বি* আলু-সহযোগে রান্না মাছের ব্যঞ্জন। 'করি ডিম আলুফিস ডিসপোরা কাছে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আলুভাজা [মু আরু+ভাজা] *বি* আলুর ব্যঞ্জনবিশেষ। 'আরো কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুগনি।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

আলুভাতে [মু আরু+ভাত>] *বি* আলুভর্তা। 'আলুভাতে ডিমভাতে আর ভাত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আলুমূল [মু আরু+স মূল] *বি* আলু জাতীয় খাবার। 'গোঁফ ফুলাইয়া সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, আলুমূল খাওয়া হচ্ছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

আলুর চপ *বি* আলু ও বিভিন্ন মসলাযোগে তৈরি তেলেভাজা বড়াবিশেষ। 'মস্ত তাওয়ায় বিছিয়ে রাখা আলুর চপ দেখছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

আলুর দম *বি* স্বল্প ঝোলবিশিষ্ট আলুর একপ্রকার ব্যঞ্জন। 'সঙ্গে ছিল লুচি, আলুর দম আর পাঁঠার মাংস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। দ্র **আলুদম**

আলুহাটা [মু আরু>+হাট>] *বি* আলুর বাজার। 'বালুর চরে আলুহাটা – হাতে বেতের চুপড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আলুটী *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী বাগশ্রী। আলুটী।' *বড়ু*, ১৫৭০।

আলুতা *বিণ* এঁটো। 'আলুতা চারটী থাল আছিল।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৩।

আলুথালু [স আলুলায়িত] **১** *বিণ* অবিন্যস্ত। 'আলু থালু কেশ বাস ঘন ঘন বহে শ্বাস।' *ভারত*, ১৭৬০; 'আলুথালু চুল একটু পরিপাটি করতে করতে বললে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* সুপরিকল্পিত নয় এমন। 'আলুথালু অবকাশের অবুঝ লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৩** *বিণ* অসম্বদ্ধ। 'ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক – আলুথালু ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৪** *ক্রিবিণ* এলোমেলো ক'রে। 'সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ, তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু করে হতাশ বনস্পতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৫** *বিণ* ঝিমিয়ে পড়া। 'ধড়মড় করে জেগে ওঠে আলুথালু স্টেশন।' *হোসেন*, ১৯৪০।

আলুথালুবসনা [স আলুলায়িত-বসনা] *বিণ স্ত্রী* পোশাক এলোমেলো এমন। 'আলুথালুবসনা মিসেস বোস পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

আলুদা [ফা] *বিণ* মাখানো। 'জহর আলুদা তীর মারিল কাফির।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আলুনি [স অলবণ>] **১** *বিণ* লবণহীন। 'মনে আছে সব আলুনি?' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২** *বিণ* লাবণ্যহীন। 'যদি মেয়েগুলোর শরীর ভাল থাকে, আলুনি না হয়ে যায়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আলুপটল, আলুপোস্ত, আলুপোস্তা, আলুফিস *দ্র* আলু

আলুবখরা [ফা আলুবুখারাহ্] *বি* টক স্বাদের ফলবিশেষ; প্রুন। 'আলুবখরার টকও তেম্নি।' *জীবন*, ১৯৩২।

আলুবুখারা, আলুবোখারী [ফা আলুবুখারাহ্] *বি* আফগানিস্তানের টক স্বাদের ফলবিশেষ। 'আখরোট কিসমিস আলুবুখারা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আপেল এপ্রিকট, আলুবোখারী খেয়েছি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আলুমিনা [ই অ্যালুমিনিয়াম] *বি* একপ্রকার হালকা রুপালি ধাতু। 'সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অম্লজানের সংযোগ নানাবিধ মৃত্তিকা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আলুয়া [আ] *বি* হালুয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আলুয়ানো [স আলুলায়িত>] **১** *ক্রি* শিথিল হওয়া। 'অবধানে আলুয়ায় দৃঢ়বন্ধন দড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* এলোমেলো করা। 'আলুয়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আলুলায়িত [স] *বিণ* এলোমেলো। 'আলুলায়িত কেশ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

আলুলায়িতকুন্তলা [স] *বিণ* কেশরাশি এলোমেলো এমন। 'শ্লথবসনা, আলুলায়িতকুন্তলা শ্রীমতী রাধামণি।' *সাদত*, ১৯৬৭।

আলুলায়িতা [স] *বিণ স্ত্রী* এলোমেলো। 'এক গোধূলি-লগ্নে সদ্যস্নাতা আলুলায়িতা-কেশা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আলুস্থালু [স আলুলায়িত>] *বিণ* আলুথালু; এলোমেলো। 'প্রথম ফুল ফোটার দিনে একঝলক কিশোরীর আলুস্থালু অলিগলি পেরিয়ে পেয়েছিলাম তোমার, কবিতার সিঁড়ি।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

আলুন [স] *বিণ* সম্পূর্ণ ছেদ করা হয়েছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আলে [স অলেন] *ক্রিবিণ* বৃথা। 'আলে গুরু উএসই সীস।' *চর্যা ৪০*, ১২০০।

আলেকম *সর্ব* আপনাকে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আলেক লতা [স আলোকলতা] *বি* স্বর্ণলতা। 'এই মানুষে মানুষ গাঁথা গাছে যেমন আলেক লতা।' *লালন*, ১৮৯০।

আলেখিয়া *বি* বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অনুসারী ধর্মসম্প্রদায়। 'ইহারা অলখ্ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসীকে ভোজন করায়, এই নিমিত্ত ইহাদের নাম আলেখিয়া।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আলেখ্য [স] **১** *বি* চিত্রপট; ছবি। 'বস্তু সকলকে স্বভাবতঃ যেরূপ দেখা যায়, আলেখ্যে অর্থাৎ চিত্রপটে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* প্রতিমূর্তি। 'কোনও নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা, সেই অবস্থার ব্যঞ্জক এক আলেখ্য প্রস্তুত করাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

আলেখ্যদর্শন [স] *বি* চিত্র দর্শন। 'আলেখ্যদর্শন বিষয়টি রামায়ণে নেই।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

আলেখ্যলোক [স] *বি* চিত্র; চিত্র-ভুবন। 'অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে আনিয়াছি তোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আলেফ [আ আলিফ] *বি* আরবি বর্ণমালার প্রথম হরফ। 'আজ পড়েগা আলেফ বে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আলেম [আ আলিম] **১** *বি* ইসলাম ধর্মের তত্ত্বজ্ঞ; পণ্ডিত। 'মুসলমান আলেম মণ্ডলীও যে জাতীয় দুর্গতি নিবারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৬। **২** *বি* মাদ্রাসা শিক্ষায় মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক সমমানের পরীক্ষা। '... এ বৎসর আলেম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

আলেম-ওলামা [আ আলিম+উলেমা] *বি* ইসলাম ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিতবর্গ। 'আলেম-ওলামাদের তরফ থেকে বহু সমালোচনা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আলেমদার [আ এলেম+ফা দার] *বিণ* বিদ্বান। 'ফার্সিতে সত্যই আলেমদার।' *গোপাল*, ১৯৬০।

আলেমান [আ আলিম] *বি* পণ্ডিতবর্গ। 'মধ্য থেকে আলেমান কোত্থেকে এসে জুটল।' *প্রমথ*, ১৯২২।

আলেয়া[১] [স আলোক>] **১** *বি* জলাভূমিতে মিথেন গ্যাসের আলো। 'আলেয়া-সংক্রান্ত নানাবিধ অদ্ভুত কথা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* প্রহেলিকা। 'আঁধার মুহূর্ত-তরে হাসে যথা প্রাণপণে/ আলেয়ার হাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আলেয়াশিখা [স আলোকশিখা] *বি* মায়াময় আলোর শিখা। 'আলেয়াশিখা আজও জ্বলিতেছে।' *জীবন*, ১৯৪০।

আলেয়া[২] *বি* (সংগীত) আলাহিয়া রাগ, যা পূর্বাহ্ণে গাওয়া হয়। 'শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আলো[১] [ধ্বন্যা] *অব্য* ওহে। 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।' *চর্যা ১০*, ১২০০।

আলোএ [ধ্বন্যা] *অব্য* ওলো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আলো[২] [স আলোক] **১** *বি* আলোকিত। 'শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়।' *শিবায়ন*, ১৭৫০। **২** *বি* দীপ। 'আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* জ্ঞানালোক (উপহাসে)। 'অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৪** *বি* সূর্য। 'দেখো না গহনে, রূপের কিরণে/ গগনে উঠিছে আলো।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। **৫** *বিণ* উজ্জ্বল। 'সোনার লতাটি আহা বন করেছিল

আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৬ *বি* বিদ্যুতিক যোগাযোগ। 'পোস্টে চড়ে তার এসেছে – কিন্তু আলো আসেনি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

আলো-আঁধার [স আলোক+স অন্ধকার] *বিণ* খানিকটা আলোকিত এবং খানিকটা অন্ধকারময়। 'আলো-আঁধার পর্দা টেনে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

আলোআঁধারি, আলোআঁধারী [স আলোক+স অন্ধকার>] ১ *বিণ* দুর্বোধ্য। 'আলোকে আলো-আঁধারি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'সেই ফরিয়াদই অস্পষ্ট আলোআঁধারী ভাষাতে নিষ্ফল।' *হাই*, ১৯৫৪। ২ *বি* অস্পষ্ট আলো। 'আলোআঁধারিতে রাস্তার মোড়ে সে দাঁড়িয়ে থাকতে আরম্ভ করল।' *হাসান*, ১৯৬২।

আলো আঁধারি লাগা *ক্রি* আলো-আঁধারের মিশ্রণে ধাঁধা লাগা। 'দেখ যেন আলো আঁধারি লাগে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

আলো-আহত [স আলোক-আহত] *বিণ* আলোকতাড়িত; আলোর স্পর্শ পেয়েছে এমন। 'আলো-আহত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ পরিবর্তিত হয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

আলোওলা *বিণ* আলোযুক্ত। 'জ্বলজ্বলে আলোওলা পোড়ারমুখো মোটর এসে সামনে দাঁড়াল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

আলো-করা *বিণ* আলোকিত। 'এরি গোপন হৃদয়-পরে স্বর্গ বিরাজ করে দুঃখে আলো-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আলোগ্রস্ত [স আলোকগ্রস্ত] *বিণ* আলোকিত। 'আলোগ্রস্ত ঘরবারান্দা।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

আলোচাল [স আলোক>+চাল] *বি* আতপ চাল। 'আপনি আলোচাল হাতে করো মোর ক্ষেত্রমণিরি দেকতি আসবেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

আলোছায়া [স আলোক-ছায়া] *বি* আলো ও আঁধার। 'হাসিকান্না লঘুকায়া শরতের আলোছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আলোদীপ্ত [স আলোকদীপ্ত] *বিণ* আলোকোজ্জ্বল। 'সে-পথের আলোদীপ্ত প্রাণদ ঈগল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

আলো-ধরা [স আলোক+ধরা] *বিণ* আলোকে শোষণ করে এমন। 'ফোটোগ্রাফ-ফলকের আলো-ধরা শক্তি চোখের শক্তির চেয়ে ঢের বেশি স্থায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আলো-নকিব [স আলোক>+আ নকিব] *বি* সূর্য। 'এই আগমনের খবরটি জানাতে আলো-নকিবের মিনিট আষ্টেক দেরি হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আলো-বছর [স আলোক+স বৎসর] *বি* দূরত্বের এককবিশেষ; এক বছরে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে (১৮৬০০০x৬০x৬০x ২৪x৩৬৫ মাইল); আলোকবর্ষ। 'আমাদের নক্ষত্রজগতের ব্যাস আন্দাজ একলক্ষ আলো-বছরের মাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আলো-বীণা [স আলোক+স বীণা] *বি* আলোরূপ বীণা। 'কাঁপবে তোমার আলো-বীণার তালে সে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আলোময় [স আলোকময়] *বিণ* আলোকিত; উজ্জ্বল। 'কালো মুখ তার হলো আলোময়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

আলো-মুখ [স আলোক+স মুখ] *বি* উজ্জ্বল মুখ। 'ভয়ে কালো হয়ে গেল আলো-মুখ তার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আলোয়-পাগল *বিণ* আলোক-বিহ্বল। 'আলোয়-পাগল প্রভাত-হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

আলোয়-ভরা *বিণ* আলোকিত। 'সন্ধ্যাবেলায় এমন আলোয়-ভরা লোকজন-ভরা শহরের পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

আলোসাগর [স আলোক+স সাগর] *বি* আলোর সাগর। 'আলোসাগরের গান।' *জীবন*, ১৯৩০।

আলোস্নাত [স আলোকস্নাত] *বিণ* আলোকিত। 'সম্মুখে কোথাও অন্ধকার আছে বলে কী এই নদীর স্রোতদল শহরের আলোস্নাত এক জায়গায় থমকে দাঁড়ায়?' *শওকত*, ১৯৬২।

আলোহীন [স আলোকহীন] ১ *বিণ* আলোকবঞ্চিত। 'আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে আমার বিজন বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* বিভ্রান্ত। 'আলোকতীর্থ পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৩ *বিণ* আশাহীন। 'আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৪ *বিণ* আলো নেই এমন। 'যেখানে অখণ্ড দিন আলোহীন অন্ধকারহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আলোক [স] ১ *বি* দীপ্তি। 'সমাচার চন্দ্রিকার আলোকে আলোকিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* অবলোকন। 'গত ১২ ফালগুণ চন্দ্রিকায় আলোক করা গিয়াছে ঐ কাগজে তৎপ্রকাশকের নাম প্রকাশ হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* জ্যোতি। 'নিউটন আলোক ও বর্ণ এই দুই পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৪ *বি* সত্যতা। 'সত্যের আলোক আমার নিকটে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৫ *বি* বাতি। 'জ্বলিছে আলোক বাজিছে বাজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ৬ *বি* প্রভাব। 'সাহিত্যসূর্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ পর্বতের শিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আলোকগম্য [স] *বিণ* অনায়াসে আলো ঢুকতে পারে এমন। 'বায়ু ও আলোকগম্য বাসযোগ্য সুদৃঢ় গৃহই আইডিয়াল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আলোক-ঘটা *বি* আলোর মালা। 'আলোক-ঘটা নানাবর্ণ ভূষিত ও সর্ব্বলোকের সুখদৃশ্য করিয়া, বিকীর্ণ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আলোকচর [স] *বিণ* আলোতে বিচরণ করে এমন। 'বিজ্ঞ লোকেরা নিশাচর পাপকে আলোকচর সাধুতার অপেক্ষা বেশি বাস্তব বলিয়া তাহার গুরুত্ব অনুভব করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আলোকচিত্র [স] *বি* আলোর সাহায্যে তোলা ছবি; ফোটোগ্রাফ। 'আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ নামে অভিহিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আলোকচিত্রাঙ্কন [স] *বি* আলোর সাহায্যে ছবি তোলা। 'পূর্ব্বে সূর্য্যালোক সাহায্যেই এই আলোকচিত্রাঙ্কন সমাহিত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আলোকচিত্রাঙ্কনবিদ্যা [স] *বি* আলোর সাহায্যে ছবি তোলার জ্ঞান; ফোটোগ্রাফি। 'আলোকচিত্রাঙ্কনবিদ্যার আবিষ্কারের পর হইতে ... সাধিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আলোক-চোরা [স আলোক+স চোর>] *বি* আলোকে ভয় করে যে। 'আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আলোকচ্ছটা [স] ১ *বি*. আলোকরশ্মি। 'এই জ্যোতির্ম্ময়ী আলোকচ্ছটার বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তর ধারণ করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* জ্যোতি। 'প্রভাত আলোকচ্ছটা শুভ্র তব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আলোকচ্যুত [স] *বিণ* দীপ্তিহীন। 'আত্মার আলোকচ্যুত জড়তা-শিলায়।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

আলোক-ছায়া [স] *বি* আলো ও অন্ধকার। 'আলোক-ছায়ার সিংহাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আলোক-জ্বালা [স] *বিণ* আলোকোজ্জ্বল। 'চিরদিনের আলোক-জ্বালা নীল আকাশের নীচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আলোকজ্যোতি [স] *বি* আলোর পিণ্ড। 'এই বিস্ময়াবহ আলোকজ্যোতি তত্রত্য গগনমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আলোকটিকা [স আলোক-তিলক] *বি* আলোর তিলক। 'নৈরাশ্যের কুহেলিকা উষার আলোকটিকা ক্ষণে ক্ষণে মুছে দিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আলোকতত্ত্ব [স] *বি* আলোক বিজ্ঞান। 'আলোকতত্ত্বের চর্চা করা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আলোকতরঙ্গ [স] *বি* আলোক-রশ্মি। 'যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ ... নানা দিকে আঘাত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আলোক-তরবারি [স] *বি* আলোক রূপ তরবারি। 'যখন আনেন তমোহারী আলোক-তরবারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আলোকতীর্থ [স] *বি* আলোক রূপ তীর্থ। 'আলোকতীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আলোকত্ব [স] *বি* দীপ্তিময়তা; আলোকের গুণ। 'ঈশ্বরের কম্পনে মানুষ আলোকত্ব আরোপ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আলোকদাতা [স] *বিণ* আলো দেয় এমন। 'আমাদের আলোকদাতা সবিতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

আলোকদাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* আলো দানকারী। 'বিশ্ববিধাত্রী আলোকদাত্রী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

আলোক-দিঠি [স আলোকদৃষ্টি] *বি* আলোর দৃষ্টি। 'তব পলকহারা আলোক-দিঠি মরম-'পরে রাখো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আলোকদূতী [স] *বিণ স্ত্রী* আলোর দূত। 'আলোকদূতী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের নামোল্লেখ করতে পারি।' *বেগম*, ১৯৫১।

আলোকধারা [স] *বি* আলোর প্রবাহ। 'তোমার আকাশ উদার আলোকধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আলোক-ধেনু [স] *বি* আলোকরূপ ধেনু। 'এই তো তোমার আলোক-ধেনু সূর্যতারা দলে দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আলোকনিষ্ঠ [স] *বিণ* নিরবচ্ছিন্ন আলো দিচ্ছে এমন। 'আমরা দিগন্তগ্রাসী তামসিকতার মাঝখানে আলোকনিষ্ঠ প্রদীপের মতো জ্বলবো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

আলোক-পাখা [স আলোকপক্ষ] *বি* আলোকরূপ পাখা। 'তখনো ধ্যানের আলোক-পাখায় মহাজ্ঞান করো অন্বেষণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

আলোকপাত [স] **১** *বি* জ্ঞান পরিবেশন। 'তাঁদের মতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে পুরাতনের পরে নূতন আলোকপাতের চেষ্টা – অনধিকারচর্চা।' *প্রমথ*, ১৯১৭। **২** *বি* আলো এসে পড়া। 'তার অস্ফুট চিত্তকমলের উপর আলোকপাত হয়েছে, তাকে উদ্‌বোধিত করবার প্রয়াসের বিশ্রাম নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। **৩** *বি* দৃষ্টি দেওয়া। 'এই দিকটাতেই কিছু আলোকপাতের চেষ্টা করব।' *বেগম*, ১৯৪৮।

আলোক-পারাবার [স] *বি* আলোকরূপ সমুদ্র। 'তোমারি দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক-পারাবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

আলোকপিপাসু [স] *বিণ* আলোপ্রত্যাশী। 'অন্ধ দাঁড়িয়ে তার আলোকপিপাসু দুই চক্ষুর সূর্যের দিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আলোকপিয়াসী [স আলোকপিপাসী] *বিণ* আলো-প্রত্যাশী। 'মধুর বেদনায় আলোকে পিয়াসী অশোক মুঞ্জরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আলোকপূর্ণ [স] *বিণ* আলোময়। 'সূর্য্য ... প্রখর কিরণ বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিক আলোকপূর্ণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আলোকপ্রপাত [স] *বি* আলোর ক্রমাগত বিচ্ছুরণ। 'পরিপূর্ণ সত্যমুক্তির আলোকপ্রপাত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আলোকপ্রাপ্ত [স] **১** *বিণ* আলোকিত। 'শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যুগে তথাকথিত আতরাফরা যখন শিক্ষার আলোক পাইতে লাগিলেন।' *বেগম*, ১৯৪৮। **২** *বি* শিক্ষিত ব্যক্তি। 'মার্জ্জিত আলোকপ্রাপ্তরা কালচারের মারফতেই নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

আলোকপ্রাপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* আলোকিত। 'যাঁরা আধুনিক শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্তা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

আলোকপ্রিয়তা [স] *বি* বাস্তবতাপ্রীতি। 'এই আলোকপ্রিয়তার ফলে সে সাহিত্য অপূর্ব স্বচ্ছতা ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

আলোকপ্লাবন [স] *বি* আলোর বন্যা; আলোর প্রাচুর্য। 'হেমন্তের তুষারনির্মল আলোকপ্লাবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আলোকবর্তিকা [স] *বি* প্রদীপ। 'কর্তব্য হচ্ছে, তাদের মধ্যে আলোকবর্তিকা বয়ে নিয়ে যাওয়া।' *বেগম*, ১৯৪৭।

আলোকবর্ষ [স] *বি* জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত দূরত্বের এককবিশেষ; এক বছরে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে (১৮৬০০০x৬০x ৬০x২৪x৩৬৫ মাইল)। 'অবহিত আলোকবর্ষের নক্ষত্রেরা।' *জীবন*, ১৯৪০।

আলোকবসনা [স] **১** *বি স্ত্রী* আলোরূপ বস্ত্র পরিধানকারী। 'আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ স্ত্রী* প্রভাময়ী। 'বিশ্বজগতের আলোকবসনা সতীলক্ষ্মী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আলোকবিন্দু [স] *বি* আলোকরশ্মি। 'গ্রামে দু-একটি আলোকবিন্দু সঞ্চরণ করছে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

আলোকবিন্দুবৎ [স] *বিণ* আলোকবিন্দুর মতো। 'আত্যন্তিক দূরতাবশতঃ আলোকবিন্দুবৎ দেখায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আলোকবোধ [স] *বি* আলো সম্পর্কিত ধারণা। 'জন্মান্ধের যেমন আলোকবোধ থাকে না আমাদের তেমনি নারীবোধ নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

আলোকব্যগ্রতা [স] *বি* আলোর জন্য ব্যাকুলতা। 'দেখিলাম শূন্যমাঝে আঁধারের আলোকব্যগ্রতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আলোক-মণ্ডল [স] *বি* আলোক রশ্মি। 'শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল শোভিল আকাশে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আলোকময় [স] **১** *বিণ* আলোকপূর্ণ। 'জলাভূমিতে ও সমাধিক্ষেত্রে সচরাচর যে আলোকময় বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* উদ্ভাসিত। 'আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আলোকময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* আলোকজ্জ্বল। 'সুর-সুরধুনী আলোকময়ী, উজলি কনক বালুকারাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

আলোক-মাতাল [স] *বিণ* আলোকাচ্ছন্ন। 'ওই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আলোকমালা [স] *বি* মালার মতো পাশাপাশি সজ্জিত বাতি। 'রঙ্গমঞ্চের সম্মুখবর্তী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আলোকরশ্মি [স] *বি* আলোকচ্ছটা। 'নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আলোকরাজ্য [স] *বি* আলোর রাজ্য। 'চারিদিকে বেল্লুরের ঝড়ে প্রতিভাত হইয়া এক অভিনব আলোকরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

আলোকরেখা [স] *বি* আলোর রেখা। 'নয়নে আঁধার রবে, ধেয়ানে আলোকরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

আলোকলতা [স] *বি* হলুদ রঙের পরজীবী লতাবিশেষ; স্বর্ণলতা। 'হৃদয়তরুর শাখায় শাখায় আলোকলতা জড়িয়েছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আলোকলোক [স] *বি* গগনমণ্ডল। 'ধূলি ও মাটি সেই তো খাঁটি, আলোকলোক ফাঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আলোকশিখা [স] **১** *বি* প্রদীপ। 'একটি আলোকশিখা সমুখে ধরিলে নীরবে করে সে পলায়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* আগুনের শিষ। 'একটা অনাবৃত আলোকশিখা দেখে দৃষ্টিগুলো যেন ... লক্ষ দিয়ে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আলোকসজ্জিত [স] *বিণ* আলোক দ্বারা সাজানো হয়েছে এমন। 'তখন নগরীর পথ আলোকসজ্জিত।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

আলোক-সপ্তক [স] *বি* সাত রঙের আলোর সমষ্টি। 'গতির সঙ্গে সঙ্গে আলোক-সপ্তকের সুরও একটু ওঠা-নামা করে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

আলোকসভা [স] *বি* আলোর সমাবেশ। 'প্রভাতে প্রভাতে আনন্দে আলোকসভা মাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আলোকসম্পাত [স] **১** *বি* আলোকপাত। 'শিখরে যখন আলোকসম্পাত হয় তখন নিম্নভূমি গভীর অন্ধকারে আবৃত থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বি* আলো ফেলা; অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত করা। 'প্রকৃত ঘটনার উপর আলোক সম্পাত করার চেষ্টা করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

আলোকসাগর [স] **১** *বি* আলোকরূপ সাগর। 'সুখে পশি আলোকসাগরে, কর বাস।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* দিনের আলো। 'আলোকসাগরে আকাশের তারা তেয়াগে কায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

আলোকসুধা [স] *বি* আলোরূপ সুধা। 'অন্তরে তার গভীর ক্ষুধা, গোপনে চায় আলোকসুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

আলোকসুন্দরী [স] *বিণ স্ত্রী* আলোর ন্যায় উজ্জ্বল সুন্দর। 'স্বপ্নসম্ভবা আলোকসুন্দরী রাজকুমারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আলোকস্তম্ভ [স] *বি* বাতিঘর। 'ঐখানেতে আলোকস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে ঢের।' *জীবন*, ১৯৪০।

আলোক-স্নান [স] *বি* আলোতে স্নান। 'আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আলোকহারা [স] *বিণ* আলোবিহীন। 'তোমাদের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল/ নয়ন আলোকহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আলোকহীন [স] *বিণ* অন্ধকার। 'সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আলোকা [স আলোক] **১** *ক্রি* আলোকিত করা। 'গগন-অঙ্গন-আলোকে উদার দীপ-দীপ্তিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *ক্রি* আলোকিত হওয়া। 'সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

আলোকাকীর্ণ [স আলোক-আকীর্ণ] *বিণ* আলোকিত। 'প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আলোকাভা [স আলোক-আভা] *বি* আলোর দীপ্তি। 'হৃদয়ের অন্ধকার দূরে সরিয়া উজ্জ্বল আলোকাভা ফুটিয়া ওঠে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

আলোকিত [স] *বিণ* উজ্জ্বল। 'সমাচার চন্দ্রিকার আলোকে আলোকিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

আলোকীয় [স] *বিণ* আলোক সম্বন্ধীয়। 'আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্ত্তমান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আলোকোদ্ভাসিত [স আলোক-উদ্ভাসিত] *বিণ* আলোকোজ্জ্বল। 'অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি আলোকোদ্ভাসিত মানবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

আলোচক [স] *বি* আলোচনাকারী। 'এতদূর উৎকর্ষ সত্ত্বেও আলোচকের ক্ষোভ নিবারণ হয় না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

আলোচনা [স] **১** *বি* চর্চা। 'কার্য্যের অবকাশে আগে যাহা শিখিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া বেড়াইতে পারে।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* অনুভব। 'মনোমধ্যে পুনঃপুন তাহা আলোচনা করিয়া সুখী হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৩** *বি* কথোপকথন। 'ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির বিষয় আলোচনা করিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* ব্যাখ্যা। 'প্রাচীন কালিক পুরাবৃত্ত সমস্ত আলোচনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৫** *বি* পর্যালোচনা। 'এই সমস্ত উপাখ্যান আলোচনা করিলে তাহারা অসভ্য নরজাতি ব্যতীত আর কি সম্ভব হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৬** *বি* বিবেচনা। 'বিরলে বসিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিলে বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৭** *বিণ* রচনা। 'বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যত কিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আলোচনাধীন [স] *বিণ* আলোচিত হচ্ছে এমন। 'একটি সংশোধনী মুসাবিদা বর্ত্তমানে আইন পরিষদের আলোচনাধীন আছে।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

আলোচনাপরায়ণ [স] *বি* আলাপরত ব্যক্তি। 'কর্তামা এই দুটি আলোচনাপরায়ণের যে অনুরাগ লক্ষ্য করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আলোচনামূলক [স] *বিণ* আলোচনাধর্মী। 'এই বিতর্ক আলোচনামূলক ও শিক্ষামূলক।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

আলোচনীয় [স] *বিণ* আলোচনার যোগ্য; আলোচ্য। 'বিবিধ আলোচনীয় পুস্তক প্রত্যহ পাঠ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

আলোচা [স আলোচনা>] *ক্রি* আলোচনা করা। 'আনেক যতন করি আলোচিআঁ কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলোচিত [স] **১** *বিণ* বিবেচনাকৃত। 'ভোগ্যদ্রব্যসমূহের অকিঞ্চিৎ-করতা ... আলোচিত প্রত্যালোচিত করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* চর্চা করা হয়েছে এমন। 'তাহা আংশিক আলোচিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

আলোচ্য [স] **১** *বিণ* বলা হবে এমন। 'অনুমান হয় আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার পূর্ব্বে লিখিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* আলোচনার যোগ্য। 'আলোচ্য গ্রন্থ সকলের পৌর্ব্বাপর্য্য এইরূপ অবধারিত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৬। **৩** *বিণ* বিবেচনাধীন। 'মৌলিক মহাভারতে তাঁহার কিরূপ চরিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের আলোচ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৬। **৪** *বি* আলোচনার বিষয়। 'কোন বিধানকর্তা কী বলিয়াছেন তাহাই আলোচ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আলোছায়া *দ্র* আলো

আলোড়ন [স] ১ *বি* আবর্তন। 'তাহারি আলোড়নে অনেকক্ষণ থাকেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* মন্থন। 'বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস কিছু স্থির হইতে পারে বলিয়া আমরা এ বিষয়ের আলোড়ন করিতেছি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বি* উৎসবমুখর পরিবেশ; উৎসবের আমেজ। 'সীজ্নের সময় লন্ডনে এইরকম আলোড়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আলোড়া [স আলোড়ন>] ১ *ক্রি* আবর্তন করা। 'রাধিকা চাহিল কাহ্নু আলোড়িআঁ জলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* আলোড়ন তোলা। 'আকাশে আলোড়ি শিখার শুণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আলোড়িত [স] ১ *বিণ* অনুপুঙ্খ গবেষণা করা হয়েছে এমন। 'ইউরোপের প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোড়িত করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* আন্দোলিত। 'সহসা আনন্দোচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* আবর্তিত। 'মা মা ক্রন্দন ... বালকের অন্তরে কেবলি আলোড়িত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* শিহরিত। 'তরুণ দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৫ *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আলোদীপ্ত *দ্র* **আলো**

আলোনা [স অলবণ>] *বিণ* লবণহীন। 'এখানে আলোনা মাটিতে সমুদ্রের স্পর্শমাত্র নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আলোপ [স অ+স লোপ>] *বিণ* লোপ পেয়েছে এমন। 'কুহু রাহু করে চন্দ্র আলোপ গরাস।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আলোপন [স অ+স লোপ>] *বিণ* অদৃশ্য। 'ধাত্রির কোলেথু শিশু হৈল আলোপন।' *সুলতান*, ১৭০০।

আলোপা [স অ+স লোপ>] *ক্রি* অদৃশ্য হওয়া। 'বুলিলা ছাওয়াল কোল হোন্তে আলোপিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

আলো-পোলো [স পলব>] *বি* মাছ ধরার পোলো-বিশেষ। 'আলো-পোলোয় শাল-শোল, বান-বোয়াল শেষ।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

আলোয়ান [আ] *বি* চাদরবিশেষ। 'ছিঁড়লে সেদিন আস্ত আলোয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আলোল [স লোল>] *বিণ* অসংযত। 'কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আলোল বিলোল [স অ+স লোল+স বি+স লোল] *বিণ* চঞ্চল। 'মধুর মূরতি পতি আলোল বিলোল গতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আলোসাগর *দ্র* **আলো**

আল্ট্রামডার্ন [ই] *বিণ* অত্যাধুনিক। 'সঙ্গে এক আল্ট্রামডার্ন যুবতী।' *সাদত*, ১৯৬৭।

আল্প [স অল্প] *বিণ* অল্প। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আল্পস [ই আল্প্স্] *বি* ইউরোপের সবচেয়ে বড়ো পর্বতমালা। 'আন্ডিস বা হিমাদ্রি, আলটাই বা আল্পস।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

আল্পাকা [ই] *বি* প্রধানত দক্ষিণ অ্যামেরিকার পেরু, চিলি ইত্যাদি এলাকায় পালিত মেষের মতো জন্তুবিশেষ, এর লোম দিয়ে পশম তৈরি হয়। 'আস্তীন আল্পাকা চাপকান।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

আল্বানো [স আলুল>] *ক্রি* শিথিল করা। 'অবধানে আল্বাইল দ্রঢ়বন্ধন দড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আল্যা [স আহ্লাদ] *বি* আদর। 'আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।' *ভারত*, ১৭৬০।

আল্যানো [স আলুল>] ১ *ক্রি* এলোমেলো করা। 'বসন আল্যায় সোম আপনি পরায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *ক্রি* আলুথালু করা। 'আল্যায়া মাথার কেশ মুখে মাথে ধুলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আল্লা [আ আল্লাহ] *বি* (ইসলাম ধর্মমতে) সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান; আল্লাহ। 'ইছিলাম তোমার মৃত্যু গোচরে আল্লার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। *দ্র* **আল্লাহ**

আল্লার ঘর [আ আল্লাহ>+ঘর] *বি* মক্কায় অবস্থিত কাবাঘর। 'দেখিতে আল্লার ঘর চলিলেন্ত পয়গাম্বর নিশঙ্কাএ বহু মনুরঙ্গে।' *সুলতান*, ১৭০০।

আল্লাদি [স আহ্লাদী] *বিণ* আদুরে। 'ফুফুর আল্লাদী দরদী এই ভাইজিটি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আল্লাবাল্লে *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'আবেরাওয়াঁ, আল্লাবাল্লে, তাঞ্জেব, তরন্দাম, তুনসুক বা নয়নসুক।' *যাহেনও*, ১৯৪৯।

আল্লাহ [আ] *বি* (ইসলাম ধর্মমতে) সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান; ঈশ্বর। 'আল্লাহর গৌরবদৃষ্টি তাহার উপরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। *দ্র* **আল্লা**

আল্লাহতালা [আ আল্লাহ+আ তায়ালা] *বি* (ইসলাম ধর্মমতে) সর্বশক্তি-মান ঈশ্বর; আল্লাহ। 'পরম দয়াময় আল্লাহতালা।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

আশ[১] [স আশা] ১ *বি* আশা। 'রাধিকা মানাআঁ বড়ায়ি পুর মোর আশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আশ্বাস। 'এতেক বুলিআঁ তার না পাইলোঁ আশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* ভরসা। 'শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ/ চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'ভঙ্গী নব শিখিবার আশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আশ[২] [স অংশু] *বি* (মাকড়শার) জাল। 'মাকড়ার আশে বন্দী সে জল।' *লালন*, ১৮৯০।

আশংসা [স] *বি* সন্দেহ; সংশয়। 'প্রাচীনেরদের সর্ব্বজ্ঞত্ব বিষয়ে আশংসা করিলে মহাপাপ জ্ঞান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

আশক [আ আশেক] ১ *বি* আসক্তি। 'বাবুরদিগের মনের আশক মেটে।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* আসক্ত। 'বিবিরা যদি কেউ দেখে হয় আশক।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আশকারা [ফা আশকার] ১ *বি* রহস্য উদ্‌ঘাটন। 'চুরির কোনো আশকারা হল না কি?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বি* প্রশ্রয়। 'ওকে আর আশকারা দিতে হবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

আশক্তি [স শক্তি>] *বি* গভীর অনুরাগ। 'সুযোগে আশক্তি যারে টলাইতে নারে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

আশঙ্ক [স শঙ্কা] *বি* আশঙ্কা; ভয়। 'গুরুএ দেখিব অঙ্গ মনেত আশঙ্ক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আশঙ্কা [স] ১ *বি* ভয়। 'অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সন্দেহ। 'তথাপি আমারদিগের এই আশঙ্কা যে ... একেবারে সমূলোৎপাটন করা অসাধ্য।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* সংশয়। 'এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদক্ষেপণ কত্যেও আশঙ্কা হচ্যে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আশঙ্কাকুল [স] *বিণ* ভয়ে আকুল; শঙ্কিত। 'ভাসমান সন্তানদের জন্য ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আশঙ্কাজনক [স] *বিণ* ভীতিকর। 'এই আশঙ্কাজনক অবস্থার মাঝখানে বিনয়ের সুকুমার শীলতার পরিচয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আশঙ্কাজনকরূপে [স] *ক্রিবিণ* ভয়ঙ্কররূপে। 'প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আশঙ্কাজনকরূপে তৎপর হয়ে উঠেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৩।

আশঙ্কাবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* ভীত হয়ে। 'সৈন্য সংগ্রহ অনুমোদন করচি কিন্তু ব্রহ্মভূপতির সেনাসংখ্যার অধিকতা আশঙ্কাবশতঃ নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

আশঙ্কাশূন্য [স] *বিণ* সংশয়হীন। 'এই আশঙ্কাশূন্য অনুদ্বেগই রাজলক্ষ্মীর কাছে বড়ো কঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আশঙ্কিত [স] *বিণ* ভয় করা হচ্ছে এমন। 'মহিষীকে স্বপ্নের কথা ও আশঙ্কিত উৎপাতের কথা বলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০এ

আশঙ্কিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সংশয়িত। 'মিসেস কেনী ভয়ে ভীতা ও আশঙ্কিতা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

আশনাই [ফা] **১** *বি* পরিচয়। 'আপনার নাম কহ আমাকে আশনাই দেহ।' *হামজা*, ১৮০৭। **২** *বি* অবৈধ প্রণয়। 'আমার শহিত আশনাই হওাতে গব্ভ হইআছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৮। **৩** *বি* প্রেম। 'মন যত বলে আশা নাই, হৃদে তত জাগে আশনাই।' *নজরুল*, ১৯৪২। **৪** *বি* বন্ধুত্ব। 'আতরওয়ালার সঙ্গে আশনাই হলে গায়ে কিঞ্চিৎ খুশবাই লাগবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

আশপড়শী [স পার্শ্ব-প্রতিবেশী] *বি* পাড়া-প্রতিবেশী। 'আশপড়শীগণ গুরুগরবিত জন।' *ভবানন্দ*, ১৮০০।

আশপাশ [স পার্শ্ব>] **১** *বিণ* নিকটে অবস্থিত। 'আশ-পাশ লোক যত ভিজিল সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* নিকটস্থ। 'আশপাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আশে পাশে [স পার্শ্ব>] **১** *ক্রিবিণ* কাছাকাছি। 'প্রভুকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাএগ্রা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* চারদিকে। 'আশে পাশে পড়ে শ্বেত চাঁমরের বা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আশ পাস [স পার্শ্ব>] *ক্রিবিণ* এদিক ওদিক। 'আশ পাস থেকে মেয়েরা উঁকী মাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আশবাব [আ আসবাব] *বি* আসবাব; ঘরসজ্জার উপকরণ। 'এই আশবাব-ঠাশা হাঁশফাঁশ-করা গুমোট ঘরে!' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

আশমান[1] [স অসম্মান] *বি* অবহেলা। 'তভোঁ মোর আশমান কৈলেঁ বারে বারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আশমান[2] [ফা আসমান] *বি* আকাশ। 'জমীন আশমান ফারাক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

আশমান-ঠেকা [ফা আসমান+ঠেকা] *বিণ* অত্যন্ত উঁচু; আকাশে ঠেকে গেছে এমন। 'সেটাকে বাড়িয়ে আশমান-ঠেকা করে ছাড়লে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আশমানি [ফা আসমান>] *বিণ* আকাশী বা নীল রঙের। 'শাড়ি তার আশমানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আশ মেটা [স আশা>] *ক্রি* ইচ্ছা পূরণ হওয়া। 'আর ভাই এত ঘুমও ছিল, ঘুমুয়ে আর আশ মেটে না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

আশয় [স] **১** *বি* অভিপ্রায়। 'তোমার দ্বারা করাইবেন বুঝিল আশয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* চিত্ত। 'নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* সুনাম। 'ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৪** *বি* আশা। 'অনেক আশয় করে করেছি পালন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৫** *বি* চিত্ত। 'আশয়ে অরুষ হএ তোমার মস্তক লয়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আশয়হীন [স] *বিণ* ধন-সম্পত্তি নেই এমন। 'আশয়হীন লোককে মহাশয় বললে গাল দেওয়া হয়।' *তারা*, ১৯৪০।

আশরত [আ] *বি* স্ফূর্তি। 'কেটেছে নরম আয়েশে আশরত বহুদিন।' *ফররুখ*, ১৯৬৬।

আশরফ [আ] *বি* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। 'তান পাত্র আশরফ লস্কর উজীরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আশরফি, আশরাফী [আ আশরফ>] *বি* স্বর্ণ মুদ্রা; মোহর। 'কলস বাদশাহি আশরফিতে পূর্ণ।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'মুঠা মুঠা আশরাফী রাস্তার দুদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আশরুপি, আশরোপি [আ আশরফ] *বি* স্বর্ণ মুদ্রা; মোহর। 'শত আশরুপি কাঙ্গালি লোকেরদিগকে দিয়া জলযোগ করিত।' *রামরাম*, ১৮০১; 'যে ভাল করবে, লাখ আশরোপি দিব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

আশরাফি [ফা আশরফ] *বি* স্বর্ণমুদ্রা। 'এখন আশরাফিগুলো আমাকে দিতে হুকুম হয় হুজুরের।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

আশরীর [স] *ক্রিবিণ* সমস্ত শরীর নিয়ে। 'ওরা আশরীর চমকে উঠলো সবাই।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

আশশেওড়া, আশশ্যাওড়া [স আস্যশাখোট] *বি* শেওড়া গাছ। 'আশশেওড়া বনে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'বেত আশশ্যাওড়া ভাঁটের জঙ্গলের ভিতর।' *জীবন*, ১৯৩২।

আশা[1] [স] **১** *বি* ইচ্ছা। 'এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ভরসা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দেশহিতৈষী ব্যক্তির চিত্তে স্বদেশের সৌভাগ্যের আশা প্রবল হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। **৩** *বি* প্রার্থিত বস্তু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন বিশ্বাস। 'অনন্তকালেও পরিত্রাণ পাইবার আশা ও ভরসা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৪** *বি* লোভ। 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৫** *বি* মনোবাঞ্ছা। 'ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা করেছিনু আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৬** অবাস্তব বাসনা। 'মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আশা-আকাঙ্ক্ষা [স] *বি* সাধ-আহ্লাদ। 'দুনিয়ায় কি তোর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটে গেছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

আশা-আশঙ্কা [স] *বি* প্রত্যাশা ও ভীতি। 'মানুষের হাসিকান্না আশা আশঙ্কা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আশা-কুসুম [স] *বি* আশারূপ ফুল। 'হায় ঝরে যায় মোর আশা-কুসুম বারেবারে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

আশা-গীতি [স] *বি* আশা জাগানিয়া গান। 'উৎসারিত নব জীবন-নির্ঝর উচ্ছ্বাসিত আশা-গীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আশাজনক [স] *বিণ* আশা জাগায় এমন। 'দ্বিতীয় অবস্থাটা আমাদের পক্ষে আশাজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আশাজীবী [স] *বিণ* ইচ্ছে পূরণের আশায় বেঁচে থাকে এমন। '... আশাজীবী লোকের সংশিত মানসাকাশে ইষ্টচন্দ্রের উদয় হয় না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

আশা-ঝুলি [স আশা+মু ঝোলা] *বি* আশারূপ ঝুলি। 'আশা-ঝুলি স্কন্ধের উপর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আশা-তরিকা [স] *বি* আশারূপ নৌকা। 'তটভূমি টেনে চলে তব আশা-তরিকার গুণ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

আশাতরী [স] *বি* আশারূপ তরী। 'যদি এজিদের জয়নাব লাভে... আশাতরী বিষাদ-সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিতে চাও।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

আশাতিরিক্ত [স আশা-অতিরিক্ত] *বিণ* প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। 'হাওয়াটা কিছু বেশি খাইয়ে দিলে, একেবারে আশাতিরিক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আশাতীত [স আশা-অতীত] *বিণ* যা আশা করা হয়েছিলো তার চেয়ে বেশি। 'খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আশাতৃষা [স] *বি* প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'কোনো মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আশা দান [স] *বি* আশ্বাস দান। 'লোকে করি আশা দান, কেবল লোকের অপমান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আশা দান করা *ক্রি* আশ্বস্ত করা। 'লোকে করি আশা দান, কেবল লোকের অপমান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আশাদীপ [স] *বি* আশার আলো। 'তোমার তারায় মোর আশাদীপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আশাধারী [স] *বিণ* আশা ধারণ করে আছে এমন। 'পাব বলে প্রাণ আছে হয়ে আশাধারী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

আশানুরূপ [স আশা-অনুরূপ] *বিণ* যেমন আশা করা যায় তেমন। 'আমগাছগুলা কাটিয়া ফেলিয়া আপেলগাছ রোপণ করিলে তবেই আমরা আশানুরূপ ফললাভ করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আশানৈরাশ্য [স] *বি* আকাঙ্ক্ষা ও হতাশা। 'আমার আশানৈরাশ্য হইতে সে বহুদূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আশান্বিত [স] *বিণ* আশায় উৎসাহিত। 'তাহা দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠা অক্ষমের লুব্ধতামাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আশাপট [স] *বি* বাসনারূপ পট। 'আমাদের আশাপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আশাপথ [স] **১** *বি* ভবিষ্যতের পথ। 'করে প্রেমব্রত, চেয়ে আশাপথ ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বি* অপেক্ষার পথ। 'এই আশাপথ চেয়ে বসেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আশাপূর্ণ [স] *বিণ* আশান্বিত; আশাযুক্ত। 'আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আশাপ্রদ [স] *বিণ* আশার সঞ্চার করে এমন। 'আমরা সকলে মিলিয়া আপত্তি তুলিয়াছি বলিয়া সেটা যে আমাদের পক্ষে আশাপ্রদ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আশাবতী [স] *বিণ স্ত্রী* আশা করে এমন। 'যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

আশাবরি, আশাবরী [আ আশাওয়ারি] *বি* (সংগীত) প্রভাতী রাগবিশেষ। 'সিন্ধুরা বা আশাবরি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'আশাবরী-সুরে ঝুরে সানাই।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'তার সুরটি আশাবরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আশাবাক্য [স] *বি* আশার কথা। 'হয় ত বজ্রই অনুকূল হয়ে আমার আশাবাক্যের পোষকতা কল্লে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

আশাবাণী [স] *বি* আশার কথা। 'এই আশাবাণী অন্তরে মানি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

আশা-বাতি [স আশাবর্তিকা] *বি* আশার প্রদীপ। 'বুকে যে জ্বলে মরে হেথা মোর আশা-বাতি।' *নজরুল*, ১৯৪১।

আশাবাদ [স] **১** *বি* প্রত্যাশা। 'পুরুষের এই আশাবাদকে অব্যাহত রাখিতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৭। **২** *বি* আশাজ্ঞাপক উক্তি। 'যুক্ত বিবৃতিতে এই আশাবাদ প্রকাশ করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬২।

আশাবাদিতা [স] *বি* আশাবাদ। 'শিকায় তোলা আশাবাদিতার একটি কণাও মুসলিম সমাজ জীবনে ...।' *ইসলাম*, ১৯৪৫।

আশাবাদী [স] *বিণ* আশা পোষণ করে এমন। 'সে খুব আশাবাদী ... মেয়ে বলে নয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

আশাবায়ু [স] *বি* আশারূপ বায়ু। 'নাপিত আশাবায়ুতে মুগ্ধ হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আশা-বাসনা [স] *বি* আশা-আকাঙ্ক্ষা। 'আশা-বাসনার অত্যুচ্চতার স্বাদ।' *জীবন*, ১৯৩১।

আশাবৃক্ষ [স] *বি* আশারূপ বৃক্ষ। 'আমাদের এই অতি মনোহর আশাবৃক্ষ ... আমাদের প্রকৃতিমূলক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

আশাব্যঞ্জক [স] *বিণ* আশাপ্রদ। 'বর্ত্তমান অবস্থা আশাব্যঞ্জক নহে।' *এসলাম*, ১৯৩৫।

আশাভঙ্গ [স] *বি* নিরাশ। 'গবর্মেন্ট যে মাঝে মাঝে আমাদের আশাভঙ্গ করিয়া দেন, আমাদের প্রার্থনা বিফল করিয়া দেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আশাভরসা [স] **১** *বি* আশা-আকাঙ্ক্ষা। 'উহার উন্নতির আশাভরসা একেবারে বিনষ্ট হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বি* আশার স্থল। 'আমাদের কিছুই নাই এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

আশাভরসাবিহীন [স] *বিণ* নিরাশ। 'নিতান্ত আশাভরসাবিহীন হইয়া ভগ্নচিত্ত হইয়াছিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

আশাভরা [স আশা+ভরা] *বিণ* আশাপূর্ণ। 'যেন আঁখিদুটি মোর পানে ফুটি আশা-ভরা দুটি কথা কয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আশা মরা *ক্রি* নিরাশ হওয়া। 'আমাদের আশা কোনোক্রমেই মরিতে চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আশা-মুকুলিকা [স] *বি* আশারূপ ছোটো কুঁড়ি। 'সীতার আশা-মুকুলিকা বৃন্তচ্যুত হল।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

আশা-মুখর [স] *বিণ* আশায় চঞ্চল। 'বিচিত্র আশা-মুখর মাশুক খুলতো না তার রুদ্ধ দিল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

আশাযুক্ত [স] *বিণ* আশাবাদী। 'অন্য প্রকার আশাযুক্ত লোকের ধনই প্রাণ।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

আশায় বুক বাঁধা *ক্রি* আশান্বিত হওয়া। 'আজও কি তাঁহারা এই আশায় বুক বাঁধিয়া আছেন।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

আশায়াত [স আশা>] *বিণ* আশান্বিত। 'দেখিয়া সেনেকার মন বড় আশায়াত।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আশার ছলনা *বি* প্রলোভন। 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'বাসনা নয়তো বশে, বোঝে না আশার ছলনা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

আশার বচন *বি* আশা দেয় এমন কথা। 'আশার বচন গেছে রেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আশালতা [স] *বি* আশারূপ লতা। 'তাঁহাদিগের আশালতা কদাচ ফলবতী হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

আশালুব্ধ [স] *বিণ* আশান্বিত। 'প্রতারিত করেছ ওঁদের আশালুব্ধ মনকে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আশালোক [স] *বি* স্বপ্নের জগৎ। 'ছেলেদের তরে কোন সুখনীড় আঁকিছে বা আশালোকে।' *জসীম*, ১৯৫১।

আশাশীল [স] *বিণ* আশাপূর্ণ। 'আশাশীল রাত্রি আসে চিরায়িত আশা ভালোবেসে।' *জীবন*, ১৯৪০।

আশাশূন্য [স] *বিণ* আশা নেই এমন। 'আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

আশাসিন্ধু [স] *বি* আশারূপ সিন্ধু। 'আশাসিন্ধু এখনও পার হই নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

আশাস্পদ [স] *বি* আশা-ভরসার স্থল। 'ভারতবর্ষের এই-সমস্ত ভাবী আশাস্পদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আশাহারা [স] *বি* আশা হারিয়ে ফেলেছে যে। 'আশাহারা বিচ্ছেদের তাপ দুঃসহ দাহনে তার দীপ্ত করি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আশাহীন [স] **১** *বিণ* নিরাশ। 'মন-উদাসীন ওই আশাহীন/ ওই ভাষাহীন কাকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* ফলবতী হওয়ার আশা নেই এমন। 'আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আশাহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* হতাশাপূর্ণ। 'বুকে বাজে আশাহীনা ক্ষীণ-মর্মর বীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

আশা² [আ] **১** *বি* লাঠি। 'সাপ মারিবারে যায় আশা হাতে লইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* রাজদণ্ড। 'তদঙ্গীভূত আশা শোটা প্রভৃতি নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

আশাওল [আ আসা+হি ওয়ালা] *বি* লাঠিয়াল। 'আশাওল মল্ল ঢালী চেলা খানেজাদ।' *ভারত*, ১৭৬০।

আশাবরদার [আ আশা+ফা বরদার] *বি* রাজদণ্ড বহনকারী। 'বহুসংখ্যক চোপদার ও আশাবরদার বড় জাঁকের পোষাক করিয়া...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

আশাসোঁটা, আশাসোটা [আ আসা+স যষ্টি] *বি* মাথায় গুটলিযুক্ত ছোটো লাঠিবিশেষ। 'পেয়াদা ও চোপদারেরা বল্লম, আশাসোঁটা, তলোয়ার ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'এক হাতে আশাসোটা আর একহাতে চামর।' *জসীম*, ১৯৬১।

আশা³ *ক্রি* আগমন করা। **আশিতেছী** *ক্রি* আসছি। 'তুরাতেই আশিতেছী মহাশয়।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **আশীবেক** *ক্রি* আসবে ('আসিবেক' শব্দের বানানভেদ)। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **আশীয়া** *ক্রি* এসে। 'আশীর্ব্বাদ করিবেন জেন ভালয় ভালয় দেশে আশীয়া পৌছি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **আশীয়াছি** *ক্রি* এসেছি। 'শ্রীযুত জগন্নাথ মিত্রকে নিকট রাখিয়া আশীয়াছি।' *বোগল*, ১৭৭০। **আশ্চে** *ক্রি* আসছে। 'তদবধি এই বার বৎসর, রামলীলার ম্যালা চলে আশ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আশান [ফা আসান] *বি* উদ্ধার। 'হেথায় তোমার আশান।' *জীবন*, ১৯২৭।

আশি, আশী [স অশীতি] *বিণ* আশি সংখ্যক। 'আশীখান চলিয়াছে সোনার চৌদল।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'আশি।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আশিক [আ] *বি* প্রেমিক। 'মাশুকের বাহু ছাড়ায়ে আশিক কসম করিছে হবে শহিদ!' *নজরুল*, ১৯২৮।

আশিন [স আশ্বিন] *বি* বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী ষষ্ঠ মাস – আশ্বিন মাস। 'আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আশিয়া [ই] *বি* এশিয়া। 'ইউরোপ, আশিয়া এবং আফ্রিকাখণ্ডের ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

আশিরগোড়ালিনখ [স আ-শির+গোড়ালি+স নখ] *ক্রিবিণ* মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। 'এ কি আলিঙ্গন? এ কি সভ্যতার জড়ানো চণ্ডালে আশিরগোড়ালিনখ।' *শক্তি*, ১৯৭০।

আশির্বাদ, আশির্ব্বাদ [স আশীর্বাদ] *বি* মঙ্গল কামনা। 'তোরে আশির্ব্বাদ প্রিয়ে পরম পিরিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **আশীর্বাদ**

আশিষ [স আশিস] *বি* আশীর্বাদ। 'কেমনে আশিষ আমি করি মহাশয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আশিস [স] *বি* আশীর্বাদ। 'আশিস করিআ ঘরে জাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আশিস-বচন [স] *বি* আশীর্বাদ-বাক্য। 'পাব না শুনিতে আশিস-বচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আশিসবৃষ্টি [স] *বি* আশীর্বাদরূপ বৃষ্টি। 'নিত্য তার অভিষেক নিখিলের আশিসবৃষ্টিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আশিসমধু [স] *বি* আশীর্বাদরূপ মধু। 'মাগো ... দাও আশিসমধু!' *নজরুল*, ১৯৩১।

আশিসা [স আশিস>] *ক্রি* আশীর্বাদ করা। 'আশিসিয়া বোলে শিব বৈস তপোবন।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'আশিসি দিলেন চণ্ডী থাকিবে আনন্দে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'সেইক্ষণে পরম গরবে বীর বল্গি যে তোমারে ওগো বীরমণি, আশিসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আশী¹ [স] *বি* সাপ। 'তাঁর শমনস্বরূপ আশীবিষ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

আশীবিষ [স] *বি* সাপের বিষ। 'তাঁর শমনস্বরূপ আশীবিষ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

আশী² *দ্র* **আশি**

আশীর্বচন [স] *বি* আশীর্বাদ বাণী। 'তাহার আশীর্বচন শ্রবণার্থে অপেক্ষা করিলেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আশীর্বাণী [স] *বি* আশীর্বচন। 'রঙ্গালয় পত্রিকার প্রতি আশীর্বাণী।' *নজরুল*, ১৯২৫।

আশীর্বাদ, আশীর্ব্বাদ [স] *বি* কল্যাণ কামনা। 'সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্বাদ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'দেখি বালকের মূর্ত্তি আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আশীর্বাদক, আশীর্ব্বাদক [স] *বিণ* আশীর্বাদকারী। 'আমি তোমার নিয়ত আশীর্ব্বাদক।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'এ আশীর্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আশীর্বাদনীর [স] *বি* আশীর্বাদরূপ জল। 'ধ্যানমগ্ন গিরিতপস্বীর বিগলিত করুণার প্রবাহিত আশীর্বাদনীর তোমারে দিতেছে প্রাণধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আশীর্বাদপত্র, আশীর্ব্বাদপত্র [স] *বি* আশীর্বাদপুষ্ট পত্র। 'মহাশএর আশীর্ব্বাদপত্র পাইয়া এ খরিদানফর বড়ই ভিতু হইল।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আশীর্বাদবঞ্চিত [স] *বিণ* আশীর্বাদহীন। 'তাদের আশীর্বাদবঞ্চিত দাম্পত্য-জীবনও কি সুখের হবে?' *বনফুল*, ১৯৩৬।

আশীর্বাদমালা [স] *বি* আশীর্বাদস্বরূপ মালা। 'এই আশীর্বাদ মালা পেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আশীর্বাদস্বরূপ [স] *ক্রিবিণ* আশীর্বাদের মতো। 'নিপীড়িত মানবতার নিকট ইসলাম হইয়াছিল বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ।' *হাই*, ১৯৫৪।

আশীর্বাদী, আশীর্ব্বাদী [স] **১** *বিণ* (ব্যঙ্গ) শুভকামনাযুক্ত। 'না শুনিলেই ম্লেচ্ছ ... আশীর্ব্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* আশীর্বাদের সঙ্গে দেওয়া হয় এমন।

'সন্ন্যাসী ... বাবুর মাথায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* আশীর্বাদপুষ্ট। 'করি শির নত দেবতার আশীর্বাদী কুসুমের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

আশীর্বাদা [স আশীর্বাদ>] *ক্রি* আশীর্বাদ করা। 'আশীর্বাদি যাহ সবে চলি নিজ স্থানে, প্রাণীদল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আশীর্ভাষণ [স] *বি* আশীর্বাদ। 'এস বজ্র মহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

আশীষ [স আশিস্] ১ *বি* আশীর্বাদ। 'দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সম্ভাষণ। 'তফাত থাকিয়া আশীষ ফোকারিলে মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

আশীষা [স আশিস্>] *ক্রি* আশীর্বাদ করা। 'বালকেরে আশীষিয়া সর্ব নারীগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আশু[1] [হি আঁসু] *বি* চোখের জল। 'রাত দিন আশু বহে জয়নাব কারণে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আশু[2] [স] ১ *ক্রিবিণ* সদ্য। 'আশু ভাবিকালে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *ক্রিবিণ* সম্প্রতি। 'নব্য সম্প্রদায় যাহারা পাঠশালা হইতে আশু নির্গত ও স্বাভাবিক রাগত ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৩ *বিণ* সাময়িক। 'পূজা নৃত্য গীতাদি নানা আশু সন্তোষক ব্যাপার।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৪ *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'মিথ্যাচরণের অভ্যাসে আশু নিপুণ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *ক্রিবিণ* সত্বর। 'আশু কোন ফল হবে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ৬ *ক্রিবিণ* তাৎক্ষণিক। 'যাহার কর্মের ফলাফল সকল সময় আশু প্রত্যক্ষগোচর নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আশুকারণ [স] *বি* প্রধান কারণ। 'এই রকম অমানুষিক দুর্ব্যবহারের আশুকারণ যাই হোক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আশুগ [স] *বিণ* শীঘ্রগামী। 'তখনি প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি আশুগ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আশুগতি [স] ১ *বিণ* দ্রুত গতিবিশিষ্ট। 'কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত? উচ্চৈঃশ্রবাঃ হয়েশ্বর, আশুগতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* যার গতি ক্ষিপ্র। 'আঁখির নিমিষে চলি গেলা আশুগতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আশুচেতন [স] *বিণ* অকালপক্ব। 'আশুচেতন শিশু প্রথমে বিবশ বালকে পরিণামে বিদ্রোহী যুবকে বদলাতে বাধ্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আশুতর [স] *বিণ* ক্ষিপ্রতর। 'পবন অমনি চালাইয়া আশুতরে সে শব্দবাহকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আশুতোষ [স] ১ *বি* দ্রুত আনন্দ। 'তাঁহার আশুতোষ হইল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* অল্পে তুষ্ট। 'লোকে তাঁহাকে আশুতোষ কহে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আশুদৃষ্টি [স] *বি* দ্রুত পদক্ষেপ। 'আমরা বৃটিশ সরকারের আশুদৃষ্টি কামনা করিতেছি।' *এসলাম*, ১৯৩৭।

আশুমুক্ত [স] *বিণ* শীঘ্র মুক্তিপ্রাপ্ত। 'ক্রমবর্ধিষ্ণু দ্রব্যমূল্যের চাপ হইতে আশুমুক্ত করা প্রয়োজন।' *আজাদ*, ১৯৬০।

আশুশুক্ষণি [স আশু+স শুক্ষ>] *বি* আগুন। 'চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি দক্ষিণে আশুশুক্ষণি দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আশু সমাধান [স] *বি* দ্রুত সমাধান। 'জল সমস্যার আশু সমাধানের বিশেষ কোনো ভরসা পাইতেছি না।' *আজাদ*, ১৯৪১।

আশুরা [আ] *বি* মহরম মাসের দশ তারিখ। 'আরফা আশুরা জুম্মা দুই ঈদ নিশি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আশুষ্ক [স অশুষ্ক>] *বিণ* সামান্য শুষ্ক। 'আশুষ্ক পুরীষস্তূপকে শূকর উল্টেপাল্টে দিলে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

আশেক [আ] ১ *বি* আসক্তি। 'নিন্দের আশেকে শুইয়া রহে গাছ তলা।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* প্রণয়ী; প্রেমিক। 'সত্যিকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে 'আশেক'কে কষ্ট দেব না।' *নজরুল*, ১৯২২।

আশেষে বিশেষে [স অশেষ বিশেষ] *ক্রিবিণ* বিলক্ষণরূপে। 'এতেকেঁ এ সব কাজের প্রকার জাণহ আশেষে বিশেষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আশৈশব [স] *ক্রিবিণ* শিশুকাল থেকে। 'আশৈশব পরকালের কাজ করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আশৈশবকাল [স] *ক্রিবিণ* শৈশবকাল। 'তদীয় আশৈশবকাল পর্যন্ত সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

আশোআর [স অশ্ববার] *বি* ঘোড়সওয়ার। 'দেখি লাগএ ধন্ধা তুরগ তবল-বন্ধা আশোআর কবচমণ্ডিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আশোআশ *দ্র* **আশোয়াস**

আশোক [স অশোক] *বি* অশোক; রক্তিম ফুলবিশেষ। 'আশোক কিংশুক চুআঁ চিতা থণ্ডী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আশোকতবক [স অশোকস্তবক] *বি* অশোকগুচ্ছ। 'আশোকতবক করযুগলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আশোয়ার, আশোবার [স অশ্ববার] *বি* অশ্বারোহী। 'আশোয়ার ছুটায় ঘোড়া দানাগণে লোফে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'দেখিয়াছি আশোবার অনেকে অনেক।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

আশোয়ারি [আ আশাওয়ারি] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ; আশাবরী। 'শানাইতে আশোয়ারি রাগিণী ভাঁজছিল।' *নজরুল*, ১৯২২। *দ্র* **আশাবরী**

আশোয়াস, আশোআশ [স আশ্বাস] ১ *বি* আশ্বাস; প্রবোধ। 'আশোআশ দিআঁ তোক্ষে হৈলা এক ভীতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আশ্বস্ত। 'যব ধনী পাওল হই আশোয়াস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আশ্চয্যি [স আশ্চর্য] *বিণ* আশ্চর্য। 'আর সবচেয়ে আশ্চয্যি হচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আশ্চর্য, আশ্চর্য্য [স] ১ *বি* বিস্ময়। 'শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বিস্ময়কর। 'তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অদ্ভুত। 'ঠাকুরানী দক্ষিণে তার বড়ই আশ্চর্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* অস্বাভাবিক। 'আত্মভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *বিণ* অবাক। 'মামাকে আশ্চর্য করে দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

আশ্চর্যকর [স] *বিণ* বিস্ময়কর। 'সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্যকর নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আশ্চর্য জানা *ক্রি* বিস্ময় প্রকাশ করা। 'রমেশ আশ্চর্য জানাইয়া কহিল, বল কী? বইয়ে লেখা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আশ্চর্যজ্ঞান করা, আশ্চর্য্যজ্ঞান করা *ক্রি* বিস্ময়কর মনে করা। 'সকলেই আশ্চর্য্যজ্ঞান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

আশ্চর্যতর [স] *বিণ* আরও বিস্ময়কর। 'আশ্চর্য এই নিম্নমধ্যবিত্ত মন, আর আশ্চর্যতর এদের সম্ভ্রমবোধ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

আশ্চর্যবোধ [স] *বি* বিস্ময়ের অনুভূতি। 'জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্যবোধ হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আশ্চর্যবোধক চিহ্ন, আশ্চর্য্যবোধক চিহ্ন [স] *বি* বিস্ময়সূচক চিহ্ন। 'জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্যবোধক চিহ্ন ... অবগত হইবার উপকার হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

আশ্চর্যরকম [স আশ্চর্য+আ রকম] *বিণ* বিস্ময়ের উদ্রেক করে এমন। 'পূর্বেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্যরকম গোপন করে রেখেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

আশ্চর্যরূপ, আশ্চর্য্যরূপ [স] *বি* বিস্ময়কর রূপ। 'আশ্চর্য্যরূপ যেন সেই স্থানকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

আশ্চর্যান্বিত, আশ্চর্য্যান্বিত [স আশ্চর্য-অন্বিত] *বিণ* বিস্মিত। 'শুনিয়া আশ্বচর্য্যান্বিত হইলাম।' *গ্রামবার্ত্তা*, ১৮৭৩।

আশ্চর্যি [স আশ্চর্য] *বি* অবাক করা ব্যাপার। 'এ তো ভারি আশ্চর্যি।' *মানিক*, ১৯৩৯।

আশ্চর্য্য মানা *ক্রি* বিস্মিত হওয়া। 'শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আশ্ব [স আশা] *বি* আশা। 'এহা জাণী ছাড় কাহাঞিঁ আহ্মার আশ্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আশ্বস্ত [স] *বিণ* আশ্বাস পেয়েছে এমন। 'অগত্যা, চোরকে আদর আশ্বস্ত করিয়া পালঙ্কে বসাইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'প্রিয়াসমাগমপাশে আশ্বস্ত হইয়া সহর্ষে কহিলেন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

আশ্বস্তা [স] *বিণ স্ত্রী* ভরসা পেয়েছে এমন। 'রাম তাহাকে আশ্বস্তা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আশ্বস্তি [স] *বি* সান্ত্বনা। 'কনখলের মনে আশ্বস্তির প্রলেপ পড়ে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

আশ্বাষ [স আশ্বাস] *বি* প্রবোধ। 'তাহার আশ্বাষ আছে [তিনি আশ্বাস দিয়েছেন]।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আশ্বাস [স] **১** *বি* আশা দান। 'এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* আশ্বস্ত। 'এত কহি তারে রাখিল আশ্বাস করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* ভরসা। 'সবংশে মজিলাম মাতা তোমার আশ্বাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* উৎসাহ। 'তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

আশ্বাস-গান [স] *বি* আশ্বাসপূর্ণ গান। 'সেই হারা-ক্রন্দনের আশ্বাস-গান শুনে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আশ্বাসন [স] *বি* আশ্বাস দান। 'তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল আশ্বাসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আশ্বাসনা [স] *বি* সান্ত্বনা বাণী। 'তাদের সেবিকাদের মুখে আশ্বাসনা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

আশ্বাসপত্র [স] *বি* ভরসা-দেওয়া চিঠি। 'আমাদের একটা আশ্বাসপত্র দিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আশ্বাসবাণী [স] *বি* আশ্বাসের বাক্য। 'প্রতি পলে পলে আসিবে না আর/ সেই আশ্বাসবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আশ্বাসা [স আশ্বাস>] **১** *ক্রি* আশ্বাস দেওয়া। 'আশ্বাসিয়া মহাবীর সব জনে করে স্থির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* শেখানো। 'তাহাকে আনিআ ধনুর্বিদ্যা আশ্বাসিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আশ্বাসিকা [স] *বিণ স্ত্রী* আশ্বাস দান করে এমন। 'আগুনই জ্বালালে এবার আশ্বাসিকা শিখা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আশ্বাসিত [স] *বিণ* আশ্বস্ত। 'মদনসেনার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া, বিশ্বসিত মনে, গৃহে গমন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

আশ্বিন [স] *বি* বাংলা পঞ্জিকার ষষ্ঠ মাস। 'আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা প্রতি ঘরে ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আশ্রএ [স আশ্রয়] *বি* আশ্রয়। 'বৃক্ষের আশ্রএ জল সমীর শীতল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আশ্রদ্ধা [স অশ্রদ্ধা] *বি* বিপরীত ভাব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আশ্রম [স] **১** *বি* থাকার জায়গা। 'উত্তম আশ্রম দিল রত্ন বস্ত্রদান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* আস্তানা। 'তাহার দক্ষিনে জম পুরির আশ্রম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* মঠ। '... সম্মুখে একটা মনোরম আশ্রম।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আশ্রমপালিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আশ্রমে পালিত হয়েছে এমন। 'আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নবযৌবনা শকুন্তলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আশ্রমবালক [স] *বি* আশ্রমে থাকে এমন বালক। 'আশ্রমবালক-বালিকাদের দিনকৃত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আশ্রমবাস [স] *বি* আশ্রমে বসবাস। 'এখন আশ্রমবাসের খরচ জোগানো ছেলে দুটির পক্ষে অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আশ্রমবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আশ্রমের অধিবাসী। 'ইহারা আশ্রমবাসিনী।' *বিদ্যা*, ১৮৫৪।

আশ্রমবাসী [স] *বিণ* আশ্রমে বাস করে এমন। 'আমি তপস্বীর আচার পরিহার করি, এবং আশ্রমবাসী হই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

আশ্রমমৃগ [স] *বি* আশ্রমে পালিত হরিণ। 'এ আশ্রমমৃগ; বধ করিবেন না, বধ করিবেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৪।

আশ্রমলক্ষ্মী [স] *বি* আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'আমাদের আশ্রমলক্ষ্মী বোধ হয় আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার বিদেশ যাওয়া কাটিয়ে দিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আশ্রমাচার [স আশ্রম-আচার] *বি* আশ্রমধর্ম। 'তথাপি অশ্রমাচার না করেন কেনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আশ্রমিক [স] *বিণ* আশ্রমবাসী। 'এখানকার জন্য আশ্রমিক পশুপাখির সঙ্গে বর্ণভেদ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আশ্রমী [স] *বিণ* আশ্রমনিবাসী। 'তোমার জননীর মতো করে তুমি আশ্রমী হও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

আশ্রয় [স] **১** *বি* ঠাঁই। 'তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করয়ে আশ্রয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* রক্ষক। 'বৈষ্ণবনিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* রক্ষণ। 'সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়, এই ছয় রাজগুণে ... অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৪** *বি* আধার। 'আপনি সকল গুণের আশ্রয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৫** *বি* সহায়। 'সত্য আমারদিগের আশ্রয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৬** *বি* আনুকূল্য। 'ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকেরাও ... ঐশী শক্তির আশ্রয় লাভে সমর্থ হন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৭** *বি* অবলম্বন। 'ইতিহাস আশ্রয় করে পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আশ্রয় করা **১** *ক্রি* অবস্থান করা। 'বেতাল সে দেশে আশ্রয় করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *ক্রি* গ্রহণ করা। 'বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

আশ্রয়গ্রহণকারী [স] *বি* আশ্রয়ী। 'এই সময় ইহারা আশেপাশের ঘর-বাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণকারীদের উপরও হামলা চালায়।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

আশ্রয়চ্যুত [স] *বিণ* নিরাশ্রয়। 'আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি।'

রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আশ্রয়দণ্ড [স] *বি* যার উপরে দাঁড়ানো যায়: দাঁড়। 'আমাদের ন্যায় হীনবীর্য ভীরুদের পক্ষে একটি অভয় আশ্রয়দণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আশ্রয়দাতা [স] *বি* আশ্রয় দেন যিনি। 'চির স্নেহশীল মুরুব্বি এবং আশ্রয়দাতা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

আশ্রয়দাত্রী [স] *বি স্ত্রী* আশ্রয় দেয় যে। 'আশ্রয়দাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী যাহাকে জানিত ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

আশ্রয়প্রাপ্ত [স] *বিণ* আশ্রিত। 'তাহার পেটকাপড় হইতে একটি ময়লা ছিটের থলির মধ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া ...।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

আশ্রয়প্রার্থিনী [স] *বি স্ত্রী* আশ্রয় প্রার্থনা করে যে। 'সমস্ত ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থিনীর জায়গা হতে পারত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আশ্রয়প্রার্থী [স] *বিণ* আশ্রয়ের জন্য আবেদন করে এমন; শরণার্থী। 'তাঁহাদের উচিত যাহারা আশ্রয়প্রার্থী তাহাদের আশ্রয় দেওয়া।' *আজাদ*, ১৯৪১।

আশ্রয়বঞ্চিত [স] *বিণ* আশ্রয়চ্যুত। 'নিরাশ্রয় হারেস মায়ের আশ্রয়বঞ্চিত।' *শওকত*, ১৯৪৬।

আশ্রয়ভিখারি [স আশ্রয়+ভিখারি] *বি* আশ্রয় ভিক্ষা করে যে। 'অমৃত আশ্রয়ভিখারি হইয়া আসে নাই।' *মানিক*, ১৯৩৭।

আশ্রয়ভিখারিনি [স আশ্রয়+ভিখারিনি] *বি স্ত্রী* আশ্রয় ভিক্ষা করে যে। 'লতার মতো আশ্রয়ভিখারিনি।' *মানিক*, ১৯৩৮।

আশ্রয়ভূত [স] *বিণ* অন্তর্গত। 'সকল কর্মের আশ্রয়ভূত কর্মনীতিকেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আশ্রয়ভূমি [স] *বি* আবাসস্থল। 'আশ্রয়ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামঞ্জস্যবোধ পীড়িত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আশ্রয়রহিত [স] *বিণ* আশ্রয়হীন। 'শুদ্ধ অতি শব্দশাস্ত্র আশ্রয়রহিত।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

আশ্রয়-স্তম্ভ [স] *বি* আশ্রয়স্থল। 'যে-রাষ্ট্রবুদ্ধি জমিদারকে আশ্রয়-স্তম্ভ ভেবে প্রাণপণে তাকেই বাঁচাবার চেষ্টা করে এসেছে।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

আশ্রয়স্থল [স] **১** *বি* জীবনস্বরূপ। 'প্রেম রমণীর পক্ষে বাস্তবিক আশ্রয়স্থল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **২** *বি* অবলম্বন। 'হিংসাই যদি জগতের আশ্রয়স্থল হইত, তবে জগৎ এক মুহূর্তও বাঁচিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বি* ভরসা। 'তাহাদের আর্তনাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ব্রিটিশ প্রজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৪** *বি* বাহন। 'শিল্প ও বাণিজ্যই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান আশ্রয়স্থল।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **৫** *বি* বাসস্থান। 'বিভিন্ন শ্রেণীর ভিক্ষুকদের জন্য ছয়টি আশ্রয়স্থল নির্ম্মিত হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

আশ্রয়হারা [স] *বিণ* আশ্রয়হীন। 'গরিব কাঙাল নিরন্ন বস্ত্রহীন আশ্রয়হারা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

আশ্রয়হীন [স] **১** *বিণ* অবলম্বনহীন। 'উৎসাহ যেন আশ্রয়হীন লতার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* নিরাশ্রয়। 'তাহারা গ্রীকদের দ্বারা অত্যাচারিত, অন্নহীন, গৃহহীন, আশ্রয়হীন।' *সওগাত*, ১৯২৬।

আশ্রয়হীনা [স] *বিণ স্ত্রী* নিরাশ্রয়। 'স্বামী অভাবে সংপূর্ণ রূপে আশ্রয়হীনা হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

আশ্রয়া [স আশ্রয়>] *ক্রি* অবলম্বন করা। 'আশ্রয়ি পুখুর-আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আশ্রয়াগার [স] *বি* আশ্রয়কেন্দ্র। 'দুঃস্থ ও অসহায়া মেয়েদের জন্যে একটি আশ্রয়াগার ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

আশ্রয়ার্থী [স] *বিণ* আশ্রয়প্রার্থী। 'কিন্তু আম্বিয়া আশ্রয়ার্থী, সে ধীরে ধীরে দরিয়াবিবির পাশে আসিয়া বসিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

আশ্রয়ী [স] *বিণ* নির্ভর করে আছে এমন। 'ন্যায়পথাশ্রয়ী সরলস্বভাব কৃষক ... সহস্রগুণে আদরণীয় ও পূজনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আশ্রয়ে *ক্রিবিণ* আড়ালে। 'এ ঘনঘটার বারি নহে – স্বর্গীয় শান্তিবারি মেঘের আশ্রয়ে ঝরিতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

আশ্রিত [স] **১** *বিণ* আশ্রয় পেয়েছে এমন। 'তোমরা আমার আশ্রিত।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* আশ্রয় পেয়েছে যে জন। 'দয়াময়, আশ্রিতেরে স্মরণে কি নাই?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

আশ্রিতজন [স] *বি* আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি। 'আশ্রিতজনের প্রতি তোমার সত্যই বড় কৃপা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

আশ্রিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আশ্রয়প্রাপ্ত। 'পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

আশ্রা[১] [স আশ্রয়>] *ক্রি* আশ্রয়লাভ করা। 'সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আশ্রা[২] [স আশ্রয়] **১** *বি* উপবেশন। 'ইমামের বুকেত বসিল আশ্রা দিআ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* আশ্রয়। 'সতীত্ব রহিব মোর তার আশ্রা লৈলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আশ্রাএ [স আশ্রয়] *বি* আশ্রয়। 'বিনে আশ্রাএ কিছু রহে না।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

আশ্রুত [স] *বিণ* প্রতিশ্রুত। 'আশ্রুত তারক অন্যত্রও অনাগত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

আশ্লিষ্ট [স] **১** *বিণ* জড়িত। 'আমি, সেই শাপে, এই পাপে আশ্লিষ্ট ছিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* আলিঙ্গনাবদ্ধ। 'প্রাণ আর জড় আবার তাদের মধ্যে আশ্লিষ্ট অশ্লীল সহবাসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আশ্লেষ [স] *বি* আলিঙ্গন। 'ভোগবতী ধারার আশ্লেষে।' *জীবন*, ১৯২৭।

আশ্লেষধন্য [স] *বিণ* আলিঙ্গন তৃপ্ত। 'কবিতার লেখে-লেখে সুন্দর-আশ্লেষধন্য মেঘকুঞ্জ কথার প্রণয়ী।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

আষন [স আসন] *বি* আসন। 'অপূর্ব্ব আষন বশীতে দীলেন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। দ্র **আসন**

আষরফি [ফা আশরাফি] *বিণ* মোহর। 'বাঙ্গালার আষরফি জরব টাকসালে মওকুপ হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। দ্র **আশরাফি**

আষা [আ আসা] *বি* লাঠিবিশেষ: আসা। 'তবে আবু জেহেলে লইয়া আষা করে/ সপ্তবার সে মূর্তি প্রদক্ষিণ করে।' *সুলতান*, ১৭০০। দ্র **আশা**, **আসা**

আষাঢ় দণ্ড [আ আসা+স দণ্ড] *বি* সন্ন্যাসীর ব্যবহৃত লাঠি। 'করঙ্গ, আষাঢ় দণ্ড, জটা বিলম্বিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

আষাড় [স আষাঢ়] *বি* আষাঢ় মাস। 'আষাড়ে গর্জ্জএ ঘন নাচএ মউর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আষাড়িয়া [স আষাঢ়>] *বিণ* আষাঢ়ে। 'আষাড়িয়া মেঘমাঝে জেমন বিজুলি সাজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আষাঢ় [স] *বি* বাংলা পঞ্জিকার তৃতীয় মাস। 'আষাঢ় শ্রাবণ মাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আষাঢ়স্য [স] *বিণ* আষাঢ় মাসের। 'আষাঢ়স্য চতুর্থ দিবসীয় স্বীয়

পত্রে হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে উপহাস ...।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

আষাঢ়ান্ত [স আষাঢ়-অন্ত] *বিণ* আষাঢ়ের শেষ। 'আষাঢ়ান্ত বেলার সন্ধ্যার মত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আষাঢ়িয়া [স আষাঢ়>] *বি* আষাঢ় মাসে জন্মে যা। 'একে একে ভাঙ্গে আষাঢ়িয়া যেন ভ্রূকুণ্ডা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আষাঢ়ীয় [স আষাঢ়>] *বিণ* আষাঢ় মাসে ঘটে এমন। 'গত ১৭ আষাঢ়ীয় চন্দ্রিকায় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

আষাঢ়ে [স আষাঢ়>] **১** *বিণ* অবিশ্বাস্য। 'নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যে আষাঢ়ে হুজুক তুলবে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* অমূলক। 'পড়াশুনো করো, ছাড়ো শাস্ত্র আষাঢ়ে, মেজে ঘষে তোল রে বাপু স্বভাব চাষাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *বিণ* আষাঢ় মাসের। 'অম্লান প্রাণটিকে দেখলেম এই আষাঢ়ে সকালে, ওই বটগাছটিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৪** *বিণ* আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হয় এমন। 'আষাঢ়ে রথযাত্রা হিন্দুর সর্বজনীন উৎসব।' *তারা*, ১৯৪২।

আষাঢ়ে গল্প *বি* অবিশ্বাস্য কাহিনি। 'এমন আষাঢ়ে গল্প তোমায় কে শোনায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

আষুরা [আ আশুরা] *বি* শিয়া মুসলমানদের শোক অনুষ্ঠানবিশেষ। 'জমীদারেরা ... আষুরা খরচ তলপ করে।' *তাঁতি*, ১৭৯২। *দ্র* **আশুরা**

আষ্ট [স] *বিণ* অষ্ট; আট (৮) সংখ্যক। 'বিহড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আষ্ট ধাতু [স অষ্টধাতু] *বি* সোনা, রুপা, তামা ইত্যাদি আট রকমের ধাতুর সমাহার। 'বিহড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আষ্টম [স অষ্টম] *বিণ* আট সংখ্যার পূরক। 'আষ্টম গরভে হৈব দেব নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আষ্টমী [স অষ্টমী] *বিণ স্ত্রী* অষ্টমী। 'রোহিণী আষ্টমী তিথি পা...।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আষ্টেক [স অষ্ট+স এক] **১** *বিণ* আট সংখ্যক। 'আনা আষ্টেক করে দিন পোষায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* আটখানার মতো। 'ওরে, খান-আষ্টেক পিঠে দিয়ে যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আষ্টেপিষ্টে [স অষ্ট-পৃষ্ঠ>] *ক্রিবিণ* আচ্ছামতো। 'তোকে আষ্টেপিষ্টে গাল দিয়ে তবে ক্ষান্ত হতাম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আষ্টেপৃষ্ঠে [স অষ্ট-পৃষ্ঠ>] **১** *ক্রিবিণ* সারা গায়ে। 'আষ্টেপৃষ্ঠে কত ছাপ নিয়েই বেচারা ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রিবিণ* ওতপ্রোতভাবে। 'বাহির হইতে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন পড়িয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আষ্বিন [স আশ্বিন] *বি* আশ্বিন। 'মাহ আষ্বিনের তলবে খাজনায় দাখিল করিয়া দিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৭৪।

আষ্বিনের তলব *বি* আশ্বিন মাসে দিতে হবে এই শর্ত। 'মাহ আষ্বিনের তলবে খাজনায় দাখিল করিয়া দিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৭৪।

আস[১] [স আশা] **১** *বি* আশা। 'এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।' *চর্যা* ১, ১২০০। **২** *বি* আশ্রয়। 'গুনরাজ খাঁন বলে হরিপদে আস।' *মালাধর*, ১৫০০।

আস[২] [স আশু] *বি* আউশ। 'যখন আসধানের পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

আস-ইষু [স] *বি* তীর-ধনুক। 'আস-ইষু গদার প্রহারে গদাধর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আসওয়ার [ফা সওয়ার] **১** *বিণ* আরোহী। 'বোরাকের পূর্বে নবী হৈল আসওয়ার।' *হেয়াত*, ১৮০০। **২** *বি* অশ্বারোহী। 'হাইদরি-হাঁক হাঁকি দুলদুল-আসওয়ার।' *নজরুল*, ১৯২২।

আসক [স আসক্ত] *বি* আসক্তি। 'আসক উকত সবে দূরগত।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

আসকারা [ফা আশকার] *বি* প্রশ্রয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আসকিআ *বি* পিঠাবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আসক্ত [স] **১** *বিণ* ব্যাপৃত। 'আফিনের ক্রয় ও বিক্রয়াদি ব্যাপারে আসক্ত হইলে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭। **২** *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'তিনি অত্যন্ত স্ত্রীসম্ভোগে আসক্ত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বিণ* অতিশয় অনুরক্ত। 'পরমপ্রিয় মিত্ররত্নে প্রগাঢ় রূপে আসক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বিণ* সংলগ্ন। 'ইন্দু-কিরণচ্ছটার ন্যায় একটি শুভ্র কেতকীপত্র আসক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৫** *বিণ* আকৃষ্ট। ' সে কি তলে তলে সকলের চেয়ে ধনের প্রতি আসক্ত নয়?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৬** *বিণ* অভ্যস্ত। 'বিলাসে আসক্ত হয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আসক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* অনুরক্ত। 'ঐ স্ত্রী কোন অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

আসক্তি [স] *বি* লিপ্সা; ভোগবিলাস। 'যাহাতে আসক্তি যাঁর, সেই শক্তি সঙ্গে তাঁর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আসক্তিবিহীন [স] *বিণ* নিরাসক্ত। 'ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন ... বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আসগাড়ু পাসগাড়ু [স পার্শ্ব>+স গড়ু>] *বি* আশপাশের বালিস। 'আসগাড়ু পাসগাড়ু সিয়রে মেচলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আসঙ্কা [স আশঙ্কা] *বি* সংশয়। 'এই আসঙ্কা প্রযুক্ত তোমাকে লিখিয়া দিতেছী।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

আসঙ্গ [স] **১** *বি* মিলন। 'নাসিকা মন্দমন্দ/ ঘন [যেন] আসঙ্গ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* আসক্ত। 'ঘূর্ণচক্র জনতাসংঘ/ বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আসঙ্গপ্রসঙ্গ [স] *বি* ভোগবিলাস। 'ইংরাজ তাহাদের আমোদপ্রমোদ আহারবিহার আসঙ্গপ্রসঙ্গ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আসঙ্গলিপ্সা [স] *বি* সঙ্গ-কামনা। '[স্বামী-স্ত্রী] আসঙ্গলিপ্সার বিষয় মিত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আসছে *বিণ* আগামী। 'আসছে বারে যেদিন এই রকম ঘটনা হবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আসছে-বার *ক্রিবিণ* পরবর্তী বার। 'আসছে-বার যখন দেখা হবে চর পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আসটা [ধ্বন্যা] *অব্য* ইত্যাদি। 'ইয়ার বক্সির লিভারটা আসটাও আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

আসত [স আশা>] *ক্রিবিণ* আশায়। 'আসত নিফল দুখ সহন না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসতাড়া [স আস-তাড়ন] *বি* অস্ত্র চালনা। 'এইরূপ অনেক করিল আসতাড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আসত্তিদোষ [স] *বি* বাক্যে পরস্পর অন্বিত পদসমূহের সন্নিহিত অবস্থান। 'আমার প্রার্থনা যদি গ্রন্থমধ্যে বর্ণভ্রম ও আসত্তিদোষ থাকে তবে ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

আসন[১] [স] **১** *বি* বসার স্থান। 'গুরুর আসনে কিবা চাপিয়াঁ বসিলোঁ।'

বড়ু, ১৪৫০। **২** *বি* মর্যাদা। 'নিজ নব দলে করু আসন দান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বি* সিংহাসন। 'ব্যাস দেখী নরপতী এড়িল আসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* অবস্থান। 'কোথা হৈতে আসন আসন কোন ঠাঁই।' *ভারত*, ১৭৬০। **৫** *বি* পিয়াল গাছ। 'তুঁত, আসন প্রভৃতি গাছের পাতায় গুটিপোকা অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৬** *বি* যোগের প্রক্রিয়াবিশেষ। 'যে কটা আসন ছিল, তা মেরে দেওয়া গিয়েছে; যোগের আর বাকি কি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৭** *বি* স্বাগত জানানোর আয়োজন। 'গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৮** *বি* স্থান। 'তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর, পূর্ণ কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আসন গ্রহণ [স] *বি* উপবেশন। 'হাউসের সভ্যেরা আসন গ্রহণ করলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আসন দান করা *ক্রি* সাদরে গ্রহণ করা। 'পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আসন পাতা *ক্রি* আয়োজন করা। 'গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

আসন-পিঁড়ি [স আসন+পিঁড়ি] *বিণ* এক পায়ের উপর অন্য পা মুড়ে বসেছে এমন। 'আসন-পিঁড়ি হয়ে সব ষষ্ঠী বুড়ি সেজে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আসনপীড়া [স] *বি* আসনের কষ্ট। 'এই আইনের অধীনে যতক্ষণ পয়ারের এলাকায় থাকি ততক্ষণ আসনপীড়া ঘটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আসনবেদী [স] *বি* আসনপাতা মঞ্চ। 'উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসনবেদী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আসনশুদ্ধি [স] *বি* ব্রতের অংশবিশেষ। 'প্রথমে সামান্যকাণ্ড – যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন ... আসনশুদ্ধি।' *অবন*, ১৯১৯।

আসন-সংখ্যা [স] *বি* কতোজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা। 'গ্রাম্য প্রতিনিধিদের আসন সংখ্যা অধিক করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

আসনা [স আসন>] *বিণ স্ত্রী* আসনবিশিষ্ট। 'জগতকমলবনে কমল-আসনা কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আসন[২] *বি* আগমন। 'কোথা হৈতে আসন আসন কোন ঠাঁই।' *ভারত*, ১৭৬০।

আসন-যাওন *বি* আসা-যাওয়া। 'মধ্যে তারি আসন-যাওন করছে জেলের হিয়া।' *জসীম*, ১৯২৭।

আসনা [স অংশু] **১** *বি* তুলা থেকে সুতা তৈরির যন্ত্র। 'আসনা ও চরকায় সুতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **২** *বিণ* আঁশযুক্ত। 'স্ত্রীলোকেরা চর্কা ও আসনা সুতা কাটে।' *প্যারী*, ১৮৬০।

আসনাই [ফা আশনাই] *বি* প্রেম; বন্ধুত্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আসন্ন [স] **১** *বিণ* ঘনিষ্ঠ। 'দুর্দশাপন্ন আসন্ন জ্ঞাতিসন্তানকে অন্ন দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বিণ* প্রায় এসে গেছে এমন। 'ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগজামিনের তাড়া ঢের বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আসন্ন কাল [স] **১** *ক্রিবিণ* আগত সময়ে। 'দাউদের আসন্ন কালক্রমে তাহা আমলে আনিল না।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* মৃত্যুর কাছাকাছি অবস্থা। 'তাহার আসন্নকাল উপস্থিত।' *রামরাম*, ১৮০২।

আসন্নতা [স] *বি* নিকটবর্তিতা। 'আসন্নতা ভিত্তি গড়ে আরোগ্যভবনে, শিশুকেন্দ্রে, কৃষিসমবায়ে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

আসন্নপরাভব [স] *বি* আশু পরাজয়। 'ওলন্দাজ-আক্রমণে আসন্নপরাভবের আশঙ্কা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আসন্নপ্রসবা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রসবকাল নিকটবর্তী এমন অবস্থায় উপনীত। 'তাঁর স্ত্রী আসন্নপ্রসবা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আসন্নবর্ষণ [স] *বিণ* শিগগিরই বৃষ্টি হবে এমন। 'আসন্নবর্ষণ কোন শ্রাবণপ্রভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আসন্নবিচ্ছেদশঙ্কিত [স] *বিণ* বিচ্ছেদ আসন্ন ভেবে শঙ্কিত। 'আজ আসন্নবিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আসন্ন-মৃত্যু [স] *বিণ* মুমূর্ষু। 'প্রায় আসন্ন-মৃত্যু রোগীর মত চেরা-কণ্ঠে ইয়াকুব ডাকিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

আস পাশ [স পার্শ্ব>] **১** *ক্রিবিণ* আশে পাশে। 'আসপাশ চৌদিগের সমস্ত পরগনায় ঢেঁড়ি দিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* চারপাশ। 'আস পাশ আলো করে ... চলে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বি* এদিক ওদিক। 'দাঁড়িপালা, চ্যাটা, কুলো ও চালুনীরে গণি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আস পাশ থেকে উঁকী ঝুকী মাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আসব [স] *বি* চোলাই করা মদ। 'তন্মধ্যে নরকপালপূর্ণ আসব রহিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

আসব মাতা [স আসব+মত্ত] *বিণ* মদমত্ত। 'কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।' *চর্যা ৯*, ১২০০।

আসবরিক্ত [স] *বিণ* নেশাহীন। 'বৃত্রের জিঘাংসা আজ পর্জন্যের সর্বশক্তি কাড়ে বাসব আসবরিক্ত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আসবাব [আ] **১** *বি* ফরমায়েশি বস্তু। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* দৈহিক বৈশিষ্ট্য। 'জগদম্বার আসবাবের মধ্যে মুলো দাঁত, আর মনিপুরী নাক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। **৩** *বি* সরঞ্জাম। 'কতমতো লেখার আসবাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আসবাব-আড়ম্বর [স] *বি* বিলাসিতা। 'আমাদের সাজসজ্জা আসবাব-আড়ম্বরে কমতি পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আসবাবনিরপেক্ষ [আ আসবাব+স নিরপেক্ষ] *বিণ* আসবাবের উপর নির্ভর করে না এমন। 'কিন্তু আসবাবনিরপেক্ষ হয়ে কী করে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

আসবাবপত্র [আ আসবাব+স পত্র] *বি* গৃহসজ্জার উপকরণ। 'ঘরে অল্পস্বল্প যে সমস্ত আসবাবপত্র ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আসবাবপাঁতি [আ আসবাব+স পঙ্ক্তি] *বি* গৃহসজ্জার উপকরণাদি। 'বাড়ির সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম আসবাবপাঁতি ক্রোক হইল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আসবাববিহীন [আ আসবাব+স বিহীন] *বিণ* তৈজসপত্রছাড়া। 'নেবানো চুল্লীর জন্য কারো খেদ, কেউ আসবাববিহীন।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

আসমান [ফা] *বি* আকাশ। 'আফিঙ্গ খাইয়া তারা আসমান হাতে পায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আসমানগামী [ফা আসমান+স গামী] *বিণ* আকাশচারী। 'এখানে মতামত নামক আসমানগামী ডানা দুটো খোলসা আছে বটে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আসমান চাপা [ফা আসমান+স চাপ>] *ক্রি* সীমাহীন ভার পড়া। 'আসমান চাপিল যেন ছাতির উপর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আসমান জমিন [ফা] **১** *বি* সমগ্র পৃথিবী। 'আসমান জমিন বরাবর

একজন।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* দারুণ, আকাশ-পাতাল। 'জিনিস দুইটায় কিন্তু আসমান-জমিন তফাত।' *নজরুল*, ১৯২২।

আসমানদার [ফা] *বিণ* বাস্তবতাবর্জিত। 'কবিতা নিতান্তই আসমানদার নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আসমানদারি [ফা] *বি* কল্পনাবৃত্তি। 'আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আসমান-ফাটা [ফা আসমান+ফাটা] *বিণ* গগনবিদারী। 'আসমান-ফাটা জিকির দিয়া মিছিল করিয়া ফিরিয়া চলে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আসমান ফাটানো *ক্রি* প্রচণ্ড জোরে শব্দ করা। 'আল্লাহু-আকবর ধ্বনি আসমান ফাটাইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

আসমান-মুখো [ফা আসমান+স মুখ>] *বিণ* আকাশের দিকে মুখ করে আছে এমন। 'একজন পাগলা আসমান-মুখো হয়ে শুধু লাফ মারছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

আসমানশুদ্ধ [ফা আসমান+স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* আকাশসমেত। 'আইজ বুঝিন আসমানশুদ্ধ ভাইঙ্গা পড়ব।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

আসমানি, আসমানী [ফা] **১** *বিণ* নীল। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বিণ* ধর্মীয়। 'আসমানি এক আইন দিয়ে আমাদের সব আনলে রাহে।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বি* অলৌকিক। 'এক আসমানি চোর ভবের শহর লুটছে সদাই।' *লালন*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* হালকা নীল রঙের। 'বসনখানি বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আসমানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৫** *বিণ* স্বর্গীয়। 'আসমানী সেই রাজ-দাবাড়ে চালায় যেমন চলছি তাই।' *নজরুল*, ১৯৪১।

আসমুদ্র [স] **১** *ক্রিবিণ* সমুদ্র পর্যন্ত। 'ইহাতে সুখ্যাতির ধ্বনি দেশ বিদেশ আসমুদ্র হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আপন প্রচণ্ড বলে আসমুদ্র আহিমাচল বিপুল ভারতভূমিকে করতলন্যস্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আসমুদ্রবিস্তৃত [স] *বিণ* সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আসমুদ্রবিস্তৃত নদীপর্বত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

আসমুদ্রহিমাচল [স] *বিণ* সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদেশি শাসকের ধ্বজা সুদৃঢ় আশ্বাসে প্রোথিত।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

আসমুসি *বিণ* অস্থিরচিত্ত। 'তোর পারা আসমুসি কে আছে সংসারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আসম্মতী [স অসম্মতি] *বি* অমত; অস্বীকার। 'কাহ্নু কিকে কর আসম্মতী ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসর[1] [আ আশর] **১** *বি* মজলিশ। 'উর ধর্ম আমার আসরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* জলসা। 'আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রথমতঃ বাগবাজারবাসিরা গানারম্ভ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

আসর[2] [আ আসর] *বি* মুসলমানদের বৈকালিক নামাজের সময়। 'আসরেত 'আসসুরা ও' বেআ, মাগরিবে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আসর[3] [আ আছর] *বি* আশ্রয়। 'মেয়েলোকের উপর জিনের আসর হইলে তিনি জিন ছাড়াইতে পারিতেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

আসরফি, আসরফী [ফা আশরফ] *বি* স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ। 'আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত।' *ভারত*, ১৭৬০; 'হাজার আসরফি জরিমানা দিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। দ্র **আশরাফি**

আসল [আ] **১** *বি* মূল বস্তু। 'নানামতে সাবধানে রাখিল আসল।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* মূল। 'নকল বমজীম আসল।' *বোগল*, ১৭৭০। **৩** *বিণ* খাঁটি; সত্যিকার; নকল নয় এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৪** *বি* মূলধন। 'রিণের সুদ আসল হইতে অধিক।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **৫** *বিণ* প্রকৃত। 'আসল কথা, আমার চারি দিকে আমি একটি সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য দেখতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আসলে *ক্রিবিণ* প্রকৃতপক্ষে। 'আসলে কুশল নাই শুধু উঁকিঝুঁকি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আসশেওড়া [স আস্যাশাখোট] *বি* এক ধরনের জংলা গাছ। 'আসশেওড়ার-বেড়া-দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আস-সরদার [ফা সরদার>] *বি* প্রধান লাঠিয়াল। 'চুঙ্গিঘরের পাইক বরকন্দাজ, ডাণ্ডা-বরদার, আস-সরদার বেবাক চাকর-নফর বিলকুল বেমালুম গায়েব।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

আসসালাম [আ] *বি* অভিনন্দন। 'ঈদ মোবারক! আসসালাম!' *নজরুল*, ১৯২৮।

আসসালামু আলাইকুম [আ] ইসলামি রীতি অনুযায়ী শান্তিকামনা প্রকাশক অভিবাদনবিশেষ। 'আসসালামু আলাইকুম বলিয়া সুফি সাহেব সোজা ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

আসহন [স অসহনীয়] *বিণ* অসহ্য; সহ্য যায় না এমন। 'আসহন বোলহ সকলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসহাবা [আ] *বি* সঙ্গী। 'জন চার-পাঁচেক আসহাবা লইয়া তীরবেগে গ্রামে তশরিফ আনিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

আসা[1] [আ] *বি* দণ্ড; লাঠি। 'অভিশাপ 'আসা' গর্জিয়া আসে।' *নজরুল*, ১৯২৮। দ্র **আশা**[1] **আবা**

আসাবরদার [আ আসা+ফা বরদার] **১** *বি* লাঠিয়াল। 'চকের মুড়া পর্য্যন্ত দোকাতারি আসাবরদার ও চাপদার।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* রাজদণ্ড বহনকারী। 'সোটাবরদার আসাবরদার ও বাণবরদার ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

আসাবাড়ি [আ আসা>] *বি* ফকিরের লাঠি বা দণ্ড। 'অপূর্ব অদ্ভুত মূর্তি আসাবাড়ি হাতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আসাসোটা [আ আসা+স শৌণ্ড] **১** *বি* রাজদণ্ড। 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ ... রাস্তায়, পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* সোনার বা রুপার দণ্ডবিশেষ; মাথায় গুটলিযুক্ত ছোটো লাঠিবিশেষ। 'সেকালের সব জিনিসপত্র আসাসোটা-গুলো চমরছত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

আসা[2] [স আশা] *বি* আশা। 'আসা বহল পাতহ বাহা।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

আসা[3] **১** *ক্রি* আগমন করা। 'উদ্দেশ্য আসার মূল এথা আছ তুমি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* গর্ভ হওয়া। 'গণ্ডারের বাচ্চা আসিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *ক্রি* আহ্বানে সাড়া দেওয়া। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৪** *ক্রি* সৃষ্টি হওয়া। 'রাতের বেলা গান এল মোর মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **আলঙ** *ক্রি* এলাম। 'বিভা করিবারে আলঙ তোমার নগর।' *মালাধর*, ১৫০০। **আলি** *ক্রি* এলি। 'ছিলি কোথা আলি হেথা।' *লালন*, ১৮৯০। **আলিছিল** *ক্রি* এসেছিল। 'আল আলিছিল নান্দের নন্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আলুম** *ক্রি* এলাম। 'কিছু না কহিএ আলুম অন্তিকে তোমার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **আলেন** *ক্রি* এলেন। 'থুরথুরে বুড়ো কিন্তু টাকা পেলে বে করতে আলেন না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **আল্য** *ক্রি* এলো। 'ফুল্লরা করুণ ভাষে আল্য বীর সকাশে প্রিয়ভাষে বলেন বচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আল্যা** *ক্রি* এলে। 'বরুণের পুরি হৈতে দুহেঁ আল্যা ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০। **আসবার** *ক্রি* আসার। 'ভূত আসবার

প্রোগ্র্যাম স্থির হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **আসম** *ক্রি* আসতাম। 'মুঞি সে আসম যাম তা সবার কাছে।' *সুলতান*, ১৭০০। **আসি ১** *ক্রি* এসেছি। 'গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* এসে। 'দৈবযোগেঁ আসি এবার রাধা পড়িলা আহ্মার হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আসিআঁ** *ক্রি* এসে। 'আসিআঁ নারদ তবেঁ সত্বরে আপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আসিআছ** *ক্রি* এসেছো। 'কি কারণে আসিআছ জিজ্ঞাসা করিলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **আসিআছিল** *ক্রি* এসেছিলো। 'বীরঘাঁটা আদি জত আসিআছিল দানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আসিইয়া** *ক্রিবিণ* এসে। 'আনন্দে আসিইয়া ইন্দ্র কুন্তিএ প্রবেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আসিএ** *ক্রিবিণ* এসে। 'একজনা পণ্ডিত আসিএ উপনীতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **আসিএন** *ক্রি* আসেন। 'আসিএন উগ্রসেন জুদ্ধ করিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **আসিছ** *ক্রি* এসেছো। 'সুত পুত্র হইয়া কেনে আসিছ রনেতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আসিছি** *ক্রি* এসেছি। 'আসিছি গৌড় দেশে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **আসিছেনি** *ক্রি* অবতীর্ণ হয়েছে কি। 'আসিছেনি কিতাব বোল তান বিদ্যমান।' *সুলতান*, ১৭০০। **আসিঞা** *ক্রিবিণ* এসে। 'আসিঞা মুনিগণ করিল শুভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আসিতে** *ক্রিবিণ* আসতে। 'পাশে আসিতে কেন চাহসি আমার।' *বড়ু*, ১৫৭০। **আসিব** *ক্রি* আসবো। 'কংসে শুনী আসিব সাজিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আসিবা** *ক্রি* আসবে। 'তা সবা লইয়া তুমি আসিবা সত্বর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **আসিবাম** *ক্রি* আসবো। 'দূত গেলে আসিবাম সুন নরনাথ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আসিবার** *ক্রিবিণ* আসার জন্য। 'আসিবার বেলেঁ দিবোঁ রতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আসিবোঁ** *ক্রি* আসবো। 'তবেঁ কেহ্নে আসিবোঁ মো তোহ্মার সংহতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আসিয়** *ক্রি* এসো। 'প্রভাতে আসিয় তুহ্মি এহী গঙ্গা তীর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আসিয়া** *ক্রিবিণ* এসে। 'আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **আসিয়াছে** *ক্রি* এসেছে। 'কেহো জানি আসিয়াছে বাড়ির ভিতরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **আসিয়ে** *ক্রিবিণ* এসে। 'রসনায় রঙ্কিণী আসিয়ে করে খেলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **আসিলাম** *ক্রি* এলাম। 'প্রভু কহে হেন দেশে আসিলাম কেনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **আসিহ** *ক্রি* এসো। 'আসিহ মোহোর কাছে নামাজ গুজারি।' *সুলতান*, ১৭০০। **আসী** *ক্রি* আসি। 'তোর সঙ্গে নিতী আসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আসী** *ক্রি* এসে। 'বুলিতেঁ চাহিলোঁ আসী রাধার দোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আসীয়** *ক্রি* আসে। 'পঞ্চদস বৎসর বহি আসীয় সর্গেতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **আসীয়াছীলা** *ক্রি* এসেছিলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **আসু** *ক্রি* আগমন করুক। 'হাথে ধরী ধনু বাণে কাহ্নু আসু বিদ্যমানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আসে** *ক্রি* আগমন করে। 'ধৈর্য নাই ধ্বনি শুনে সকলে ধেয়ে আসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **আস্য** *ক্রি* এসো। 'ভাত নাহি খায় কেন নাঞি আস্য ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০। **আস্য আস্য** *ক্রি* এসো এসো। 'কমল ওরে সনাতন আস্য আস্য বাপধন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **আস্যহ** *ক্রি* এসো। 'আস্যহ সুন্দরী বয্য লেখা করি দান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **আস্যা** *ক্রি* এসে। 'আশ পূরি হের আস্যা ধনি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **আস্যাছি** *ক্রি* এসেছি। 'বৈদিশী সাধু আমি আস্যাছি সিংহল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আস্যাছিল** *ক্রি* এসেছিলো। 'শঙ্খদত্ত আদি জেবা আস্যাছিল এথা অন্তরে গণিঞা সভে হেট কৈল মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **আস্যাছে** *ক্রি* এসেছে। 'আস্যাছে তোমার পতি/ সুন্দর সুন্দর অতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **আস্যে** *ক্রি* আসে। 'গলে মুনি দিয়া আস্যে দ্বারিকা নগর।' *মালাধর*, ১৫০০। **আহিল** *ক্রি* এলো। 'উপকার জুঝিতে আহিল মোহাসয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **এয়েছে** *ক্রি* এসেছে। 'এয়েছে রবির কর!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **এলি** *ক্রি* 'এলে' ['আসিলে' ক্রিয়ার তুচ্ছার্থ রূপ]। 'কোথা হতে কাল এলি তুই ভেড়ের ভেড়ে।' *কেতকা*, ১৬৫০। **এলুম** *ক্রি* এলাম। 'সকলই তো বলেছি আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **এলেন** *ক্রি* আগমন করলেন। 'সমীপে এলেন দ্বিজ সাক্ষাৎ শমন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **এলেম** *ক্রি* এলাম। 'পবার আঠার ষোল যুগে যুগে এলেম ভাল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **এল্যা** *ক্রি* এলে। 'পুনর্বার পরাৎপর পূর্বরূপে এল্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **এল্যাম** *ক্রি* এলাম। 'আমিহ এল্যাম তিনি রহিলেন বসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **এসেচেন** *ক্রি* এসেছেন। 'পায়ে দিয়ে এসেচেন।' *হুতোম*, ১৮৬৮। **এস্য** *ক্রি* এসো। 'মরি এস্য দুভায়ে গলায় দিয়ে কাতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **এস্যাচি** *ক্রি* এসেছি। 'সেই যে এস্যাচি না গেলাম অদ্যাবধি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আসতে কাটে যেতে কাটে – সব দিক দিয়ে ক্ষতি করে। 'ওরা তো তাই চায়, আসতে কাটে যেতে কাটে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

আসাপথ [আসা+স পথ] *বি* আগমনের পথ। 'অনুজার আসাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

আসামাত্র *ক্রিবিণ* আসার সঙ্গে সঙ্গে। 'কেবল আশার আশা ভবে আসা আসামাত্র হলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

আসা-যাওয়া *বি* যাতায়াত। 'এত কাছাকাছি করে আসা-যাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

আসিবামাত্র [আসিবা+স মাত্র] *ক্রিবিণ* আসার সঙ্গে সঙ্গে। 'আসিবামাত্র হৃষ্টচিত্ত হইয়া প্রিয়তমার নিকট গমন করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

এসে দাঁড়ানো *ক্রি* উপস্থিত হওয়া। 'যদি তার বিচরণের স্থানে মানুষ এসে দাঁড়ায় তা হলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

এসে পড়া ১ *ক্রি* বিনা ডাকে আসা। 'আলয় না পেয়ে পড়েছে আসিয়ে আমার প্রাণের পর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* উপস্থিত হওয়া। 'সে জায়গায় হঠাৎ মানুষ এসে পড়লে ভারী একটা গোলোযোগ বেধে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আসাঁতলা, আসাঁতলান [স সন্তল>] *বিণ* তেলে ভাজা হয়নি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আসাড় [স আষাঢ়] **১** *বি* আষাঢ়। 'জৈঠ গেলে আসাড় মাস মিথুন রাসি।' *রামাই*, ১৭১০। **২** *বি* আষাঢ় মাস। 'সন ১২৪৯ সাল – তাং ২০ আসাড়।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪২।

আসাড়িআ [স আষাঢ়>] *বিণ* আষাঢ় মাসে জন্মে এমন। 'শ্রীমন্তের অঙ্গে একে একে ভঙ্গে জেন আসাড়িআ ভুরকুণ্ডা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আসাঢ় [স আষাঢ়] *বি* আষাঢ়। 'আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসাঢ়িআ [স আষাঢ়>] *বিণ* আষাঢ়ে জাত। 'আস্লই আসাঢ়িআ ভূমিচম্পক চম্পক।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসান[1] [ফা] **১** *বিণ* সহজ। 'আসান বস্ত।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* শান্তি। 'নেকাল্লিব জান তার করিয়া আসান।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* মুক্তি। 'মাবিয়া আজ্জার হইতে আসান পাইল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৪** *বি* সুবিধা; স্বস্তি। 'তাঁতিলোকের আসানের কারণ।' *মেয়ার*, ১৭৮৭। **৫** *বি* শৈথিল্য। *ভবানী*, ১৮২৩।

আসান[2] *বি* গাছবিশেষ। 'উঠানের চারিধারে বড় বড় আসান ও অর্জুন গাছ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

আসানকাঠ [আসান+স কাষ্ঠ] *বি* সহজে জ্বলে এমন কাঠ। 'আসানকাঠের ডালপালা জ্বালাইয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

আসাব্বা [আ আসহাব] *বি* নবির সঙ্গী। 'কোন কোন আসাব্বা রহিব সেহিক্ষণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আসামি[১], আসামী[১] [আ] ১ *বি* অভিযুক্ত যে। 'জামিন দেয়া তাগাদি আসামিকে কয়েদ থাকিতে হবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। 'তলবচিঠী ফরিয়াদি ও আসামী যাহার নিবেদনে লেখাজায়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ৩ *বি* দাতা। *দর্পণ*, ১৮২২; 'আসামী – আদদ – রুপেয়া –।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৪। ৪ *বিণ* প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'বিদ্যালয়ের ব্যয়ার্থে যিনি যত টাকা স্বাক্ষর করিলেন তাহার বিবরণ। আসামী পরগণে বৈকুণ্ঠপুরের রাজা শ্রীযুত সর্ব্বদে রায়কত … ৩০০ …।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

আসামিওার [আ আসামি>] *ক্রিবিণ* ঋণগ্রহীতা অনুযায়ী। 'লিখিবা মাষ২ কতো দাদনি করহ তাহার আসামিওার নামনবিসি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

আসামিহায় [আ আসামি>] *বি* ঋণগ্রহীতারা। 'সে টাকা লইয়া আসামিহায়ের দিগে পত্তন জাত করিয়াছি।' *ওগাঁ*, ১৭৭৯।

আসামীয়ান [আ আসামি>] *বি* অপরাধীবৃন্দ; ঋণগ্রহীতারা; ক্রেতারা। *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

আসামি[২], আসামী[২] *বি* আসামের অধিবাসী। 'মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী … সকলে আপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আসার[১] [স অসার] *বিণ* বৃথা। 'এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসার[২] [স] ১ *বি* বৃষ্টি। 'নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি দাবানল।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* জলপ্রবাহ। 'ভাসিতাম দিবানিশি নয়ন-আসারে।' *কায়কো*, ১৯০৪।

আসাসোটা *দ্র* আসা[১]

আসি, আসী [স অশীতি] *বিণ* আশি সংখ্যক। 'আসি তোলায় সের হয়।' *ওগাঁ*, ১৭৮৪; 'আড়কাট ৮০ আসী তঙ্কা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'কলিকাতায় বাজারী ৮০ আসী সিক্কা ওজন।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

আসিংহল [স] *ক্রিবিণ* সিংহল পর্যন্ত। 'কীর্ত্তি খ্যাতি জাগছে তোমার আসিংহল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আসিক [আ আশিক] *বিণ* প্রেমিক। 'চির পিপাসুক, তব প্রেম-বারি আসিক, চাতক, শ্রীজালাল ভিক্ষুক।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

আসিকা [স আসেকিম] *বি* পিঠাজাতীয় খাবার। 'আসিকা পীযূষী পুরী পুলী।' *ভারত*, ১৭৬০।

আসিখ [স আশিস] *বিণ* আশিস। 'দ্বিজকুল আন পঢ় আসিখ মন্ত্র।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আসিড [ই অ্যাসিড] *বি* তীব্র অম্ল রাসায়নিকবিশেষ। 'কার্ব্বলিক আসিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আসিন [স আশ্বিন] *বি* বাংলা পঞ্জিকার ষষ্ঠ মাস – আশ্বিন। 'ভাদ্দর গেলে আসিন মাস কন্না রাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

আসিয়া [ই] *বি* এশিয়া মহাদেশ। 'ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা এই চারি খণ্ডের তাবৎ শিষ্ট ও পণ্ডিত লোকদিগের নিকট সে অক্ষর বিদিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

আসিয়াখণ্ড [ই এশিয়া+স খণ্ড] *বি* এশিয়া ভূখণ্ড। 'আসিয়াখণ্ডের বহুস্থান থসিন (সংস্কৃত চীন) নামে খ্যাত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আসিয়াটিক [ই] ১ *বি, বিণ* এশীয়; হিন্দু। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* এশিয়াটিক; এশিয়া সংক্রান্ত। *দর্পণ*, ১৮২২; 'আসিয়াটিক রিসর্চ্চ গ্রন্থের দ্বাদশ খণ্ডের …।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আসিরিয়া [ই] *বি* প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার উত্তরাংশ। 'আসিরিয়ার লোকের অসৌহৃদ্য উপস্থিত হইলে …।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আসিরীয় [ই আসিরিয়া>] *বিণ* প্রাচীন ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যসম্পর্কিত। 'আসিরীয়, পারসিক ও আলেক্জাণ্ডারের সাম্রাজ্যকে কোনো নেশনের সাম্রাজ্য বলা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ইউফ্রেটিস টাইগ্রিসের পারে আসিরীয় বেবিলনীয় সভ্যতা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

আসির্ব্বাদ [স আশীর্বাদ] *বি* মঙ্গল কামনা। 'পুত্রক তুষিয়া দেবি আসির্ব্বাদ করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* আশীর্বাদ

আসিলা [আ ওয়াসিলা] *বি* বাহানা; উপলক্ষ। 'তোরা হাজার ছল-ছুতো আসিলা করে খুব মস্ত মাথা নাড়া দিয়ে …।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আসিষ [স আশিস] *বি* আশীর্বাদ। 'আসিষ করিতে আইলা দনাই পণ্ডিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **আশিস**

আসিষ্টাণ্ট, আসিস্টেন্ট [ই] *বিণ* সহকারী। 'তাঁহারা আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকের কর্ম্মে নিযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'ম্যানেজার বা তাঁর আসিস্টেন্ট দৌড়ে নিকটস্থ হয়ে বোজাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আসীন [স] ১ *বিণ* উপবিষ্ট। 'সন্ন্যাসী, যোগাসনে আসীন হইয়া, দুই হস্তে দুই নরকপাল লইয়া, বাদ্য করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* উন্নীত। 'জাঙ্গলিকতা পরিহার পূর্ব্বক সভ্যতাসনে আসীন হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

আসীনা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* আসনে বসে আছে এমন; উপবিষ্টা। 'কমলাসনে আসীনা দেউলে ভারতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৩। ২ *বিণ স্ত্রী* স্থিত। 'থাক হৃদয়-আসীনা অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

আসুই *বি* পিয়াশাল গাছ। 'আসুই আসাঢ়িআ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসুখ [স অসুখ] *বি* দুঃখ। 'আসুখ না কর তোহ্মে শুন গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসুখিল [স অসুখী] *বিণ* অসুখী। 'আসুখিল হআঁ মোক পাঠায়িল কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসুখিলী *বিণ স্ত্রী* অসুখী। 'আসুখিলী হেন দেখি কমণ কারণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসুদা [ফা আসুদাহ] *বিণ* তৃপ্ত। 'তারা সকলে আসুদা হইয়া নিয়ামত খাইল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

আসুভ [স অশুভ] *বিণ* অমঙ্গলজনক। 'কোণ আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসুর [স অসুর] *বি* দানব। 'তোহ্মে নানা রূপ কইলে আসুরের খএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসুরিক [স] ১ *বিণ* বিশালাকৃতির। 'ডেকান্টর নামে আসুরিক ঘটে সংস্থাপিতা হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* অতি ভীষণ। 'চেয়েছিলি করিতে নির্মাণ সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা; আসুরিক সে মহাপ্রয়াস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বিণ* অসুরের মতো। 'প্রচণ্ড আসুরিক শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৪ *বিণ* বিপুল। 'কারখানায় আসুরিক উৎপাদন,/ অথচ ক্ষুধার্ত শ্রমিক।' *হোসেন*, ১৯৪০।

আসুরিকতা [স] *বি* অসুরের ভাব। 'সমস্ত আসুরিকতার বলে সর্বজয়াদের জীর্ণ কোঠাটার পিছনে ধাক্কা দিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

আসুরীয় [ই অ্যাসিরিয়ান] *বি* প্রাচীন ইরাক অঞ্চলের জাতিবিশেষ। 'আসুরীয় মিদি প্রভৃতি কোন জাতিই ... ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

আসেক [আ আশিক] *বি* প্রেমভাব। 'আসেক হইয়াছে তার কমলার উপর।' *জহির*, ১৯৬৪।

আসেপাশে, আসে পাসে [স পার্শ্ব>] *ক্রিবিণ* চারদিকে। 'আসেপাশে সমুখে সব নৃত্যকী নাচএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আসে পাসে বান্ধ্যা দিল বিচিত্র দাপনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আসেব [ফা আসীব] *বি* প্রেতাত্মা। 'বলে আসেবের আসর হয়েছে উহার উপরে দেখ চেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আসেস [স অশেষ] *বিণ* সমস্ত; অনেক। 'তেজিলোঁ সুখ আসেস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আসেসরী [ই অ্যাসেসর] *বি* কর নির্ধারক কর্মচারীর পদ। 'ছেলেপুলের আসেসরী ও ডেপুটী মেজেষ্টরীর জন্য সাদা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আসোআর *দ্র* **আসোয়ার**

আসোআস্ত [স আশ্বস্ত] *বি* ভরসা। 'জেহের দক্ষিনা বাত সেহ করে আসোআস্ত।' *মালাধর*, ১৫০০।

আসোয়াস্তি [স আশ্বস্ত] *বি* অস্বস্তি। 'সাহেবসুবোদের সঙ্গে এক গাড়িতে যেতে আসোয়াস্তি বোধ করি।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

আসোমার [ফা শুমার] *বিণ* অসংখ্য। 'জবনিঞা আসোমার জবন সওয়ার ... করে মার মার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আসোয়ার, আসোআর [ফা সওয়ার; স অশ্ববার] *বি* অশ্বারোহী। 'রোসাঙ্গে আসিআ হৈলুঁ রাজ আসোআর।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কর নিগ্রহিয়া রাখে সেই আসোয়ার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আসোয়ারী [আ] *বি* (সংগীত) প্রভাতী রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০। *দ্র* **আশাবরি**

আসোর [আ] *বি* আসর। 'কোন দোষে .. আসোরে এলেন?' *হুতোম*, ১৮৬৮।

আস্ক *বি* উষ্মবর্ণাদি সহযোগে গঠিত যুক্তবর্ণ। 'পড়এ সাধুর বালা ক খ আঠার ফলা আঙ্ক আস্ক সিদ্ধ বানান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আস্কন্দা [স] *ক্রি* লাফিয়ে চলা। 'মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'আস্কন্দিল হয়বৃন্দ; ঝনঝনিল কৃপাণ পিধানে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

আস্কারা [ফা আশকার] ১ *বি* প্রশ্রয়। 'তাতেই ত তোমার দাসী আস্কারা পেলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। ২ *বি* রহস্য উদ্‌ঘাটন। 'কিন্তু চুরির আস্কারা হইল না।' *নজিবর*, ১৯২০। *দ্র* **আশকারা**

আস্কে [স আসেকিম] *বি* পিঠাবিশেষ। 'একটা আস্কে পিঠে গড়বার মুচি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আস্ত[1] [স অন্ত] *বি* অন্ত। 'আস্ত জাএ সূর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আস্ত[2] [স অস্তি>] ১ *বিণ* সম্পূর্ণ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পড়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* গোলাকার। 'একজন বালক যদি অসাধারণ কাল্পনিক হয়, তবে পূর্ণচন্দ্রকে একটি আস্ত লুচি ও অর্ধচন্দ্রকে ক্ষীরপুলি মনে করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৩ *বিণ* পুরোদস্তর। 'আমাদের জাহাজে একটি আস্ত জনবুল ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বিণ* নিরেট। 'এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৫ *বিণ* অচূর্ণ। 'মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনের স্বাদ দিতে পারেন ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বিণ* পূর্ণাঙ্গ। 'আমাদের এখনই একটি আস্ত বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৭ *বিণ* অখণ্ড। 'ছিঁড়লে সেদিন আস্ত আলোয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

আস্ত আস্ত *বিণ* বড়ো বড়ো। 'আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আস্ত না রাখা *ক্রি* নির্মমভাবে প্রহার করা। 'তোর চুল বাঁধা টিপ পরা দেখলে কাকেও আস্ত রাখবেন না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

আস্তবল [আ ইস্তবল; ই স্টেবল] *বি* আস্তাবল। 'সামগ্রী রাখিবার ঘর ও আস্তবল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

আস্তবেস্ত [স অস্তব্যস্ত] *ক্রিবিণ* খুব ব্যস্ততার সঙ্গে। 'আস্তবেস্ত হয়া খুলে মাথার পাগুড়ি।' *হেয়াত*, ১৮০০।

আস্তব্যস্তে [স অস্তব্যস্ত>] *ক্রিবিণ* তটস্থভাবে। 'সেইক্ষণে আস্তব্যস্তে হাট মদ্যে গিআ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। *দ্র* **আস্তেব্যস্তে**

আস্তর [ফা অস্তর] ১ *বি* পলেস্তারা; ইটের উপর সিমেন্ট ও বালির আবরণ। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* স্তর। 'চার-পাঁচ আস্তর চুন লাগিয়ে গেছিল কদম।' *কায়সার*, ১৯৬২।

আস্তরণ [স] ১ *বি* আবরণ। 'শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পরে, উহার আস্তরণাদি তুলিয়া বায়ু সেবিত করা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* পদার্থের প্রলেপ। 'কৌশলবিশেষ দ্বারা উক্ত প্রতিবিম্বিত প্রতিরূপকে বিশেষ আস্তরণের উপরে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* পোশাক। 'আমার ক্ষুদ্রতা যত ঢাকিয়াছ আজ তব রাজ-আস্তরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আস্তরণোপরি [স] *ক্রিবিণ* আস্তরণের উপরে। 'একটি যন্ত্রের প্রতিরূপ-প্রতিবিম্বন আস্তরণোপরি চত্বারিংশৎ-কোটি পরিমাণ নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতিরূপ অঙ্কিত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আস্তা[1] [স অস্তি] *বিণ* সম্পূর্ণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আস্তা[2] [স আস্থা] *বি* বিশ্বাস। 'এই ধর তীর্থজল আস্তা কর্‍্যা খা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আস্তাই [স অস্তি] *বিণ* সম্পূর্ণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আস্তাকুঁড় [স উৎসৃষ্ট-কুণ্ড] *বি* উচ্ছিষ্ট বা আবর্জনা ফেলবার জায়গা। 'আস্তাকুঁড় ধ'রে দেও করুক আহার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আস্তান [ফা আস্তানা] *বি* আস্তানা। 'কালিনী বাহিল যদি দেখি দারিকেশ্বর নদী বামদিগে পীরের আস্তান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আস্তানা [ফা] ১ *বি* আখড়াবিশেষ; খানকা। 'ভূস্বামীরা নিজে স্থান দিয়া পীরের আস্তানা প্রস্তুত করিয়া দেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* বাসস্থান। 'সেখানটা বিষাক্ত সাপের আস্তানা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

আস্তানা-ভূমি [ফা আস্তানা+স ভূমি] *বি* আখড়া। 'পীর সাহেবের বহুবিস্তৃত আস্তানা-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

আস্তানি [ফা আস্তিন] *বি* জামার আস্তিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আস্তাবল [আ ইস্তবল, তুল ই স্টেবল] ১ *বি* ঘোড়া রাখার ঘর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ঐ বাটীর অন্তঃপাতি গুদাম ও বাবুর্চিখানা ও আস্তাবল প্রভৃতি আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'আস্তাবলে কাঠের মেঝের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বি* পশু রাখবার স্থান। 'বাড়ীর বাইরে আস্তাবল ... ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

আস্তাবলবাড়ি [আ ইস্তবল+গাড়ি] *বি* ঘোড়া রাখার ঘর। 'আস্তাবলবাড়ির কার্নিসের ওপর একটা চিল চুপ করে বসে ছিল।'

বিমল, ১৯৫৩।

আস্তিক[1] [স] **১** *বিণ* পরকালে বিশ্বাসী। 'স্নান করি জপ করে আস্তিক জননী।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বিণ* স্থির। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* সাধু। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। **৪** *বি* বিশ্বাসী। 'তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আস্তিকতা [স] *বি* ধর্মপরায়ণতা। 'কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

আস্তিক্য [স] *বি* স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস। 'আস্তিক্যধর্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

আস্তিক্যচিহ্নিত [স] *বিণ* আস্তিকতার লক্ষণযুক্ত। 'এমনকি তাঁর শেষযুগের কবিতাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আস্তিক্যচিহ্নিত।' *শিব*, ১৯৫০।

আস্তিত্বিক [স] *বিণ* বিশ্বাসগত। 'রেনেসাঁসী নায়ক সব মানুষের আস্তিত্বিক পারস্পরিকতার প্রতি ... উদাসীন।' *শিব*, ১৯৬০।

আস্তিক[2] [স আত্মীয়>] *বি* আপ্যায়ন; যত্নআত্তি। 'না, চাচী, আমারে এমন আস্তিকের কোনোই প্রয়োজন নাই।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

আস্তিন [ফা] *বি* কোর্তা, জামা ইত্যাদির হাতা। 'প্রবেশ করউক গিয়া আস্তিন ভিতরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

আস্তিনহীন [ফা] *বিণ* হাতা নেই এমন। 'গায়ে আস্তিনহীন নিমা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আস্তৃত [স] *বিণ* আস্তীর্ণ; আচ্ছাদিত। 'তাহার তলদেশ নিরন্তর হরিৎ শস্পাস্তরণে আস্তৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আস্তে [ফা আহিস্তা] **১** *ক্রিবিণ* ধীরে। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রিবিণ* অনুচ্চ স্বরে। *ওগাঁ*, ১৭৮২। **৩** *ক্রিবিণ* ক্রমে। 'আস্তে আস্তে ... ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

আস্তে আস্তে **১** *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'জয়হরি পুনঃপুনঃ নিরাশ হইয়া হেদো পুষ্করিণীর তীরে আস্তে আস্তে পাইচারি করিতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **২** *ক্রিবিণ* নিঃশব্দে; নীরবে। 'এই নিস্তব্ধতার মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। *দ্র* **আস্থে আস্থে**

আস্তেধীরে [ফা আহিস্তা+স ধীরে] *ক্রিবিণ* তাড়াহুড়া না ক'রে। 'নাস্তা খাওয়ার পর আস্তেধীরে বেরুলাম।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

আস্তেব্যস্তে, আস্তে বেস্তে [ফা আহিস্তা>] **১** *ক্রিবিণ* ব্যগ্রভাবে। 'আস্তেব্যস্তে জানাইল কংস বরাবরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'আস্তে-ব্যস্তে ... তাকে লৈল কোলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শিবের বচনে নন্দী যায়ে আস্তে বেস্তে।' *বিজয়*, ১৬৫০। *দ্র* **আস্তব্যস্তে**

আস্ত্রিচ [ই অস্ট্রিচ] *বি* উটপাখি। 'আস্ত্রিচ নামক পক্ষির পক্ষ ক্রয় করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

আস্থবেস্থ [ফা আহিস্তা>] *বিণ* অতিশয় ব্যস্ত। 'আস্থবেস্থ দুলিআ চৌদল করে কান্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **আস্তব্যস্তে, আস্তেব্যস্তে**

আস্থা [স] **১** *বি* বিশ্বাস। 'যাহারা আস্থা রাখিলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **২** *বি* নির্ভরতা; ভরসা। 'ভূপতির আস্থা আছে, যাতায়াত নিত্য কাছে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

আস্থাজ্ঞাপন [স] *বি* নির্ভরতা প্রকাশ। 'জ্যোতিষে বিশ্বাসস্থাপন, ভবিষ্যদ্বাণীতে আস্থাজ্ঞাপন, শীতলা প্রভৃতির পূজা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

আস্থাবান [ই] *বিণ* বিশ্বাসী। 'অধিকাংশই প্রচলিত খৃষ্টানধর্মে আস্থাবান নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'উক্ত রূপকথায় কি এতই আস্থাবান যে উক্ত পরিহাস তাঁদের অসহ্য।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

আস্থাভাজন [স] *বিণ* বিশ্বস্ত। 'তাঁহারা জনসাধারণের আস্থাভাজন ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

আস্থাশীল [স] *বিণ* ভরসা রাখতে পারে এমন। 'নির্ব্বাচন সম্পর্কে জনসাধারণ অনেকটা আস্থাশীল হইয়া উঠিতে পারিবে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

আস্থাশূন্য [ই] *বিণ* আস্থাহীন। 'সনাতন বেদাদি শাস্ত্রে আস্থাশূন্য হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

আস্থাহীন [স] *বিণ* অবিশ্বাসী। 'বিদ্যাসাগর আবাল্য দেব-দ্বিজে আস্থাহীন।' *শরীফ*, ১৯৭০।

আস্থাহীনতা [ই] **১** *বি* অবিশ্বাস। 'আস্থাহীনতা নহে।' *ইসলাম*, ১৯০৪। **২** *বি* আত্মবিশ্বাসের অভাব। 'মজ্জায় মজ্জায় আপনার 'পরে আস্থাহীনতার দৈন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আস্থায়ী [স স্থায়ী>] *বি* (সংগীত) গানের প্রথম কলি; গানের শুরুর যে অংশ বারবার গাওয়া হয়। 'এক-একটা গান যেমন আছে যার আস্থায়ীটা বেশ, কিন্তু অন্তরাটা ফাঁকি –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আস্থি [স অস্থি] *বি* হাড়। 'আস্থি চর্ম্ম মাত্র আছে।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

আস্থে আস্থে [ফা আহিস্তা>] *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'আস্থে২ নবাবজাদার সঙ্গে এ দুহার বড়ই এক হৃদতা হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। *দ্র* **আস্তে আস্তে**

আস্নই *বি* পিয়াশাল বৃক্ষ। 'আস্নই আসাড়িআ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আস্পদ [স] *বি* পাত্র। 'তাহার ন্যায় প্রেমের আস্পদ ... আর কোথায় পাইব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আস্পর্দ্দা *দ্র* **আস্পর্ধা**

আস্পর্ধা, আস্পর্দ্ধা [স স্পর্ধা] *বি* স্পর্ধা। 'আস্পর্দ্ধা করিয়া দেবতার আরাধনা করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'তবে সেটা তার পক্ষে আস্পর্ধা হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

আস্পর্দ্দা [স স্পর্ধা] *বি* অহঙ্কার। 'তোর এতদূর আস্পর্দ্দা?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

আস্পেক্ট [ই] *বি* রূপ; দিক। 'হঠাৎ হজুরের কম্যান্ডিং আস্পেক্ট দেখে অ্যাক্‌দিন "ইনি কে হে?" বলে অভ্যাগত লোকে পরস্পর হুইস্‌পর কত্তে পারে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আস্ফাল [স] *বি* জোরে সঞ্চালন। 'লেজে দেই কুম্ভীর সঘনে আস্ফাল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আস্ফালন [স] *বি* অহংকার; দম্ভ। 'আস্ফালন দূরে গেল হইল বিমুক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আস্ফালা [স আস্ফালন>] **১** *ক্রি* আস্ফালন করা। 'বহু আস্ফালয়ে ভিম বিক্রমেত অসীম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'আস্ফালিয়া কহে আবু জেহেল দুর্মতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *ক্রি* দম্ভের সঙ্গে প্রকাশ করা। 'ধর্মরাজ ফিরে জনশ্রুত স্বৈরিতার অপ্রচল প্রকীর্তি আস্ফালি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

আস্ফালিত [স] *বিণ* সঞ্চালিত। 'বেত্রখণ্ড জোরে জোরে আস্ফালিত করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

আস্ফোট [স] **১** *বি* মল্লক্রীড়ায় তাল ঠোকা। 'সহস্র বাহুর আস্ফোটে বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮০। **২** *বি* প্রতিধ্বনি।

'একমুঠো উড়ন্ত ধুলোয় আজ সময়ের আস্ফোট রয়েছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আস্বচ্ছ [স অ+স স্বচ্ছ] *বিণ* অংশত স্বচ্ছ। 'হেমন্তের পক্ব পত্রসম, আস্বচ্ছ বসন তব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

আস্বত [স অশ্বত্থ] *বি* অশথ গাছ। 'অৰ্জ্জুন খৰ্জ্জুর খিরি গয়া আস্বত বোহারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আস্বাদ [স] **১** *বি* স্বাদ। 'তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আস্বাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অনুভূতি। 'মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* স্বাদগ্রহণ। 'তামাক কাহারো আস্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আস্বাদন [স] **১** *বি* উপভোগ। 'আস্বাদন করে রসিক যারা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'যে ঋষি ব্রহ্মের অমৃতরস আস্বাদন করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* স্বাদ গ্রহণ; খাওয়া। 'এই মহাপ্রসাদ অন্ন করে আস্বাদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* স্বাদ। 'ভুলিতে না পারে আর তার আস্বাদন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৪** *বি* নেশা। 'ভারতবর্ষে আসিয়া যে এক সুতীব্র ক্ষমতা-মদিরার আস্বাদন পায় তাহাতেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৫** *বি* ভোগ। 'বীরপুরুষ একবার ব্যতীত আর মৃত্যু আস্বাদন করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আস্বাদনশক্তি [স] *বি* রস অথবা স্বাদ গ্রহণ ক্ষমতা। 'যে-কোন ব্যক্তির আস্বাদনশক্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আস্বাদময় [স] *বিণ* স্বাদপূর্ণ। 'তাই বিষাক্ত আস্বাদময় এ মর্তলোক।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

আস্বাদযোগ্য [স] *বিণ* উপভোগ্য। 'স্বাদু কাব্য সাধারণের আস্বাদযোগ্য না হওয়াতে ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

আস্বাদস্নিগ্ধ [স] *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'সমস্ত শরীরকে আস্বাদস্নিগ্ধ করে ... নিশ্বাস ছাড়তে লাগল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আস্বাদা [স আস্বাদন] *ক্রি* স্বাদ গ্রহণ করা। 'রস আস্বাদিতে দোঁহেন হৈলা এক ঠাঁই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কৃষ্ণাধরামৃতের ফল শ্লোক আস্বাদিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আস্বাষ [স আশ্বাস] *বি* ভরসা; আশা। 'আস্বাষ করিয়া বলে মধুর বচন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। *দ্র* **আশ্বাস**

আস্বীন [স আশ্বিন] বাংলা পঞ্জিকার ষষ্ঠ মাস। 'আস্বীন মাহাতে বাটীর সকলের পরিধেয় বস্ত্র পাঠাইব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

আস্বোস [ফা আফসোস] *বি* আফসোস। 'চিন্তায়ে মনেতে আস্বোস।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আস্য[১] [স] **১** *বি* মুখ। 'হের আস্য বিনোদিনি পরিহর লাজ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* মুখগহ্বর। 'মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া তপস্বীর আস্যে অর্পিত করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

আস্যগহ্বর [স] *বি* মুখের ভিতর। 'সেগুলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়াগ্রস্ত অধরোষ্ঠে এবং আস্যগহ্বরেও নিরন্তর যাতায়াত ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

আস্রএ [স আশ্রয়] *বি* বাসস্থান; সহায়। 'অস্রএ না দেখি আসি সিতা রূপবতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আস্রা [স আশ্রয়] *ক্রি* আশ্রয় করা। 'প্রকির্ত্তি আস্রিয়া তেন যত মোর মায়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

আহআল [আ আহওয়াল] *বি* অবস্থা; সমাচার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আহওয়াল [আ] *বি* অবস্থা। 'বুঝাইয়া কহ মোরে তাহার আহওয়াল।' *হামজা*, ১৮০৭।

আহকাম [আ] *বি* আইনের বিধান। 'তাঁতিলোকের আসানের কারণ আহকাম মকরর।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

আহকাম-আরকান [আ] *বি* বিধিবিধান। 'তিনি শরিয়তের আহকাম-আরকান বুঝতে পারেন নাই।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

আহঙ্কার [স অহঙ্কার] *বি* অহঙ্কার। 'বারেঁ বারেঁ তোক যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহড় [স অন্তরাল] *বি* আড়াল। 'রহে ব্যাধ ঝোড়ের আহড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আহড়ে বিহড়ে *ক্রিবিণ* আড়ালে আবডালে। 'আহড়ে বিহড়ে কপি মারে ঝাকিঝুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আহত [স] **১** *বিণ* আঘাতপ্রাপ্ত। 'অশেষ শুভ-সাধক বাষ্পীয় রথেও ... অনেক ব্যক্তি হত ও আহত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* ব্যথিত। 'আহত স্বরে বললুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আহতজন [স] *বি* আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি। '...ধরাধরি করে আহতজনকে পোস্তার উপরে তুললে।' *শওকত*, ১৯৭২।

আহদ [আ] *বিণ* অদ্বিতীয়। 'ঘোষিল ওহদ, আল্লা আহদ!' *নজরুল*, ১৯২৮।

আহদেনামা [ফা] *বিণ* চুক্তিবদ্ধ। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

আহব [স] *বি* যুদ্ধ। 'অন্তরীক্ষে আহবে অনিল যেন ছুটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আহমক [আ] *বি* নির্বোধ। 'জুতার মালা গলায় দুলাইয়া আমরা আহমকের মতো দুনিয়ার স্বাধীন জাতিদের সামনে দাঁড়াইয়া ...।' *নজরুল*, ১৯২২। *দ্র* **আহাম্মক, আহাম্মুক**

আহমকি [আ আহমক>] *বি* বোকামি; মূর্খতা। 'উম্মতরা নিজেদের আহমকি বুঝিতে পারিল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

আহমদী [আ] *বি* উনিশ শতকে পাঞ্জাবের কাদিয়ানে উদ্ভূত মুসলিম সম্প্রদায়বিশেষ। 'কাদিয়ানী বনাম আহমদী মতবাদের অভিযান।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

আহম্মক [আ আহমক] *বিণ* নির্বোধ। 'তুমি তো বলছ আহম্মক।' *জীবন*, ১৯৩২।

আহম্মুখী [আ আহমক] *বি* বোকামি। 'এইসব আহম্মুখী ... তৈরি হয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

আহয়াল [আ আহওয়াল] *বি* অবস্থা; পরিস্থিতি। 'সেই আহয়ালে কুম্পানি ইংরেজ বাহাদুরের আমলাদিগকে সোপরদ্ধ করিবেন।' *এডমন*, ১৭৯৩।

আহরণ [স] **১** *বি* সংগ্রহ। 'শীতকালে শিশিরাভিসিক্ত পুষ্পাদি আহরণ।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'আমি যাহার জন্য এই কপিসৈন্য আহরণ করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **২** *বি* অর্জন। 'লন্ডনে গিয়া সেখানকার বিজ্ঞান-আচার্য উপাধি আহরণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

আহরণরত [স] *বিণ* সংগ্রহে নিয়োজিত। 'মিষ্টরস আহরণরত এই সব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালকবালিকা ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

আহরণীয় [স] *বিণ* সংগ্রহ করা হয় এমন। 'কষ্টে আহরণীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

আহরা [স আহরণ>] *ক্রি* আহরণ করা। 'আহরিয়া কতমত, সবে

হয়ে সুখাম্বিত, নানামত লাগিল খাইতে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

আহরিত [স] *বিণ* সংগৃহীত। 'আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

আহর্ত্তা [স] *বি* জোগানদাতা। 'আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

আহল কলম [আ] *বি* কোম্পানির আইনি কেরানি। 'তবে জনেক আহল কলম সাহেব কোম্পানির চাকরে মধ্যে ঐ বিষয়েতে প্রবর্ত্ত হবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

আহল বিহল [স অন্তরাল] *বি* আড়াল আবডাল। 'আহল বিহল খোঁজে আন্ধারিআ কোণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আহলুদিআ [স হরিদ্রা>] *বিণ* সামান্য হলুদ মিশ্রিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আহলে-হাদিস [আ] *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'মসজিদটি ছিল কলিকাতার অল্পসংখ্যক আহলে-হাদিস মসজিদের অন্যতম।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

আহা[1] [স আশা] *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'সুরত সংভোগে তার না পুরিবে আহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহা[2] [ধ্বন্যা] ১ *অব্য* আক্ষেপসূচক শব্দ। 'আহা/ তোহ্মে জল তোহ্মে থল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *অব্য* শ্লেষসূচক শব্দ। 'গর্দ্দভ উটের রূপ দেখিয়া কহিল, আহা এ কি রূপ!' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *অব্য* আনন্দসূচক শব্দ। 'দেখি সভাজন 'আহা-আহা' করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আহা উহু [ধ্বন্যা] *অব্য* আক্ষেপসূচক শব্দ। 'আহা উহু করি জে কিছু কহল তাহা কি বিছুরি পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আহামরি *বিণ* অতিশয় প্রশংসনীয়। 'ঠিক যেন সদাশিব, আহামরি কেমন সুন্দর।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আহাকার [স হাহাকার] *বি* হাহাকার। 'আহাকার শব্দ হইল বুক্তা সৈন্য বেড়ি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আহাজারি [আ] *বি* বিলাপ; শোকালাপ। 'শুনিতেছ নাকি সাহারার আহাজারি?' *নজরুল*, ১৯২৮।

আহাদ [আ] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'আহাদ আছিল এক।' *দৌলত*, ১৬৩৮।

আহাদনামা [আ আহাদ+ফা নামা] *বি* চুক্তিপত্র। 'নেপালের মহারাজার সহিত জে তেজারতের আহাদনামার তরজমা।' *ক্যানগে*, ১৭৯২।

আহা-দিল [আ আহা+ফা দিল] *বিণ* হৃদয় থেকে উৎসারিত। 'আমার নূরুকে কোনো আহা-দিল বদ-দোয়া দিসনে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

আহাম্মক [আ আহমক] *বিণ* নির্বোধ। 'দুই-একজন লোক এমনি আহাম্মক আছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

আহামক [আ আহমক] *বিণ* নির্বোধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আহামকি [আ আহমক>] *বি* বোকামি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আহাম্মকি, আহাম্মকী [আ আহমক] *বি* বোকামি। 'বহুব্যয়সাধ্য আচার-ব্যবহারের অভ্যাস করা আহাম্মকি তো বটেই।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক আহাম্মকীর রেকর্ড আছে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

আহাম্মখ [আ আহমক] *বিণ* নির্বোধ। 'শুনরে আহাম্মখ গিধি মেরি এক বাত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আহাম্মুক [আ আহমক>] ১ *বিণ* হতবাক। 'বিশ্বজগৎকে একদম আহাম্মুক বানিয়ে দিয়েছে।' *মুজতবা* ১৯৫২। ২ *বি* নির্বোধ লোক। 'আমার মত কোন কোন আহাম্মুক এখনও ভুলতে পারেনি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

আহাম্মুকি [আ আহমক>] ১ *বিণ* নির্বুদ্ধিতামূলক। 'আহাম্মুকি কাণ্ড দেখে হেসেই আমি খুন।' *সুকুমার*, ১৯২০। ২ *বি* দারুণ বোকামি। 'আমার আহাম্মুকির পরিমাণ অনুধাবন ক'রে ...।' *সাদত*, ১৯৬৭।

আহার [স] ১ *বি* খাদ্য। 'আযাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আহার টুটান মাতা দিবসে দিবসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাক পিক পক্ষী আদি/ শিবা সেজা চতুষ্পদী/ যোগাইলা সভান আহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* শোষণ। 'আমরা প্রত্যহ কৃষকদিগের পরিশ্রম আহার করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

আহারআশ্রম [স] *বি* লঙ্গরখানা। 'সুসজ্জিত সুন্দর রমণীয় আহার-আশ্রম খোলা হইয়াছে।' *সিরাজী*, ১৯২৩।

আহারদাতা [স] *বি* অন্নদাতা। 'রাজ্জাক আহারদাতা পালএ সয়াল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আহারদ্রব্য [স] *বি* খাদ্যসামগ্রী। 'অশ্বের আহারদ্রব্যের কিয়ৎ অংশ বেচিয়া, বিলক্ষণ লাভ করিত।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

আহারনিদ্রা [স] *বি* খাওয়া ও ঘুম। 'চিন্তায় তাহারদিগের আহারনিদ্রা হয় না।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪।

আহার-পদ্ধতি [স] *বি* খাদ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া। 'খড়ের উপর বসিয়া আমজাদ বাবার আহার-পদ্ধতি নিরীক্ষণ করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

আহারপরিতৃপ্ত [স] *বিণ* খাদ্য গ্রহণ করে তৃপ্ত। 'অদূরে আহারপরিতৃপ্ত পরিপুষ্ট গাভী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আহারপর্ব [স] *বি* খাওয়ার আয়োজন। 'আহারপর্ব শুরু হয়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

আহারপুষ্ট [স] *বিণ* খাবার খেয়ে পরিপুষ্ট। 'দুর্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইয়া মরিতেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক যদি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আহারপ্রণালী [স] *বি* খাবারপ্রণালী। 'সকলে ঘিরিয়া বসিয়া আহারপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আহারবিহার [স] *বি* ভোজন ও বিশ্রাম। 'আহারবিহারাদি ব্যাপারে তাহাদেরই তুল্য ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আহাররত [স] *বিণ* খাদ্যগ্রহণ করছে এমন। 'আহাররত বুভুক্ষুদের কাতারে কাতারে হাটিয়া ... পরিচয় করাইয়া দেয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আহাররহিত [স] *বিণ* খাদ্য গ্রহণে অক্ষম। 'দিন২ ক্ষীণ ও আহাররহিত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

আহারসামগ্রী [স] *বি* খাদ্যবস্তু। 'কেহ কণামাত্র আহারসামগ্রী অর্পণ করিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

আহারস্থান [স] *বি* খাবার জায়গা। 'চারু পাখা হাতে আহারস্থানে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

আহারা[1] [স আহার] *বি* আহার। 'অমিয় ভখঅ মুসা করঅ আহারা।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

আহারা[2] [স আহার>] *ক্রি* আহার করা। 'সুধরূপ শশধরে আহারিল গ্রাসি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আহারাদি [স আহার-আদি] *বি* খাওয়া-দাওয়া। 'স্বামি কাছে সুতে

গেল আহারাদি করিয়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আহারান্ত [স আহার-অন্ত] *বি* ভোজন শেষ। 'সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আহারান্তে [স আহার-অন্তে] *ক্রিবিণ* খাওয়া শেষে। 'আহারান্তে দড়িতে ঝুলানো চাপকানটি পরিয়া, এক ছিলিম তামাক পানের সহিত ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আহারান্বেষণ [স আহার-অন্বেষণ] *বি* খাদ্য অন্বেষণ। 'পশুরা বনে বনে আহারান্বেষণ করে।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

আহারাবসান [স আহার-অবসান] *বি* খাবার গ্রহণের কাজ সমাপ্ত করা। 'নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আহারাবসানে শয়নমাত্রেই ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আহারার্থ [স আহার-অর্থ] *ক্রিবিণ* আহারের জন্য। 'ব্যাঘ্রদিগের আহারার্থে শরীরদান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

আহারীয় [স] **১** *বিণ* খাওয়ার যোগ্য। 'আকাঙ্ক্ষীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *বি* খাদ্য। 'নানাবিধ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া ভূপতিকে সংবাদ দিল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

আহারোপযোগী [স আহার-উপযোগী] *বিণ* আহারের যোগ্য। 'তাহার আহারোপযোগী দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া, চোর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মান রহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

আহার্য, আহার্য্য [স] **১** *বি* আহারের যোগ্য বস্তু। 'কোথায় গেলে আহার্য সামগ্রী পাইব অনুমতি করুন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **২** *বিণ* খাওয়ার উপযোগী। 'সে গাছে আহার্য ফল না ধরলেও চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আহার্যতত্ত্ব, আহার্য্যতত্ত্ব [স] *বি* ভোজ্যবস্তু সংক্রান্ত জ্ঞান। 'আহার্য্যতত্ত্ব, প্রাথমিক চিকিৎসা ও শিক্ষামূলক চিত্ত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

আহার্যদ্রব্য [স] *বি* খাদ্যদ্রব্য। 'আহার্যদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করবার কোনোই দরকার নেই।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

আহাহা [ধ্বন্যা] *অব্য* অনুকম্পা বা আনন্দ প্রকাশক শব্দ। 'আহাহা বাহা বাহা কহিছে কানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আহিকপার্থিক [স ঐহিক-পারত্রিক] *বি* ইহকাল ও পরকাল। 'আহিকপার্থিকের অধর্ম্ম ইহা জানিবে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

আহিড়ি [স আখেট] *বি* শিকারি। 'উভমুখে ধাব সাধু জেমত আহিড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আহিতাগ্নিক [স] *বি* অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ। 'জয় পুরোহিত আহিতাগ্নিক।' *জীবন*, ১৯২৭।

আহিমাচল [স] *বিণ* হিমাচল পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আপন প্রচণ্ড বলে আসমুদ্র আহিমাচল বিপুল ভারতভূমিকে করতলন্যস্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আহির, আহীর [স আভীর] *বিণ* গোয়ালা জাতের। 'আহীর বালক মিলি করস্ত যে রাস কেলি।' *আলাওল*, ১৭৫০। 'আহির।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

আহিরিনী [স আভীর>] *বি স্ত্রী* গোয়ালা। 'রাস-বিলাসিনী আমি আহিরিনী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

আহির ভৈরব *বি* (সংগীত) প্রাতঃকালীন রাগবিশেষ। 'আহির ভৈরব তেতালা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

আহুকা *ক্রি* ছিটানো। 'মুকুট ধুয়িআঁ আহুকিতে ভাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহুঠ [স অর্দ্ধচতুর্থ] *বিণ* সাড়ে তিন। 'আহুঠ হাথ নাঅখানী তোর পাঁচ পাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহুড়ি [স আহূত] *বিণ* দ্রুতগামী বার্তাবাহক। 'বিষম কটাক্ষ আহুড়ি-ঘাতক।' *আলাওল*, ১৬৫১।

আহুতা [স আহূতি>] *ক্রি* আহ্বান করা। 'পাণ্ডব আজ্ঞাএ কুন্তি ধর্ম্ম আহুতিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আহুতি [স] **১** *বি* মহৎকাজে আত্মোৎসর্গ। 'বিপক্ষ নাশিতে ভৃগু দিলেক আহুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* (হিন্দুদের) পূজার হোম। 'জনম যজ্ঞের কুণ্ডে ... সম্প্রদানে না কইল আহুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* বিসর্জন। 'তুমি প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর আহুতি দিবা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

আহুতিদান [স] *বি* দেবতার আশীর্বাদ লাভের জন্য আগুনে ঘি ঢালার হিন্দু আচার। 'অগ্নিতে আহুতিদান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

আহূত [স] *বি* নিমন্ত্রিত। 'আহূত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'মুকুট গ্রহণের জন্য আহূত হন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

আহৃত [স] *বিণ* সংগৃহীত। 'তৎসমস্ত আহৃত হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

আহের[1] [স অহোরাত্র] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'আহেররাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহেরিয়া [স অহোরাত্র>] *বি* বসন্তের প্রথম দিনে উদ্‌যাপিত রাজপুতনার শিকার উৎসব। 'আহেরিয়া-উৎসবে দীর্ঘবর্শা হাতে ঘোড়ায় চড়িয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

আহেরা [স অহোরাত্র] *ক্রিবিণ* দিনে-রাতে। 'মাধব মনমথ ফিরত আহেরা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

আহের[2] [স আখেট] **১** *বিণ* শিকারের। 'সম্মুখে আহের মৃগী যদি লাগ পায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* সংগ্রহ। 'ঐ জমী পুর্ব্ব মাটে আহের ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৪।

আহেল [আ আহল] *বিণ* খাঁটি। 'আহেল বেলাত খাস করেছো বাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'তাঁরা আহেল বিলেতি ইঙ্গবঙ্গদের মতে কেন্দ্রভ্রষ্ট।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

আহেল বিলাত, আহেল বেলাত [আ আহল+আ বিলায়ত] **১** *বি* নতুন দেশ। 'আহেল বেলাত খাস করেছো বাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* খাঁটি বিলেতিয়ানার ভক্ত। 'আহেল বিলাত নবিশ সাহেব ধর্ম অবতার।' *হেম*, ১৮৭০।

আহেলা [আ আহল] *বিণ* খাঁটি। 'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

আহেলী [আ আহল] *বিণ* খাঁটি। 'আহেলী বিলাতি বোল।' *হেম*, ১৮৭০।

আহোআল [আ] *বি* অবস্থা; দশা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আহোনিশি, আহোনিশী [স অহর্নিশ] *ক্রিবিণ* অহর্নিশ; সবসময়ে। 'আহোনিশি দহে সকল পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোহ্মা চিন্তি ঝুরোঁ আহোনিশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহ্নিক [স] **১** *বিণ* প্রাত্যহিক। 'যে ব্যক্তি আহ্নিক, মাসিক, অথবা বার্ষিক নিয়মে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের কর্ম্ম করে, তাহাকে ভৃত্য কহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* হিন্দুদের প্রতিদিনের ধর্মীয় আচার। 'আহ্নিকের সময় থ্যালবার তাসের মত চ্যাটালো সোণার ইষ্টি কবচ পরে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

আহ্নিক গতি [স] *বি* পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর ২৪ ঘণ্টার আবর্তন। 'পৃথিবী যে গতি দ্বারা ২৪ ঘটিকায় ... একবার।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

আহ্বান [স] **১** *বি* আমন্ত্রণ। 'বঙ্গজ কায়স্তেরদিগকে আদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* টান। 'সত্যের মধ্যে একটা অনিবার্য আহ্বান নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আহ্বানগীত [স] *বি* নিমন্ত্রণবার্তা। 'যে শুনেছে কানে তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আহ্বানধ্বনি [স] *বি* উপাসনার ডাক। 'প্রার্থনার আহ্বানধ্বনিকে বিদ্রুপ করাতে ... পরিহাস করিত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

আহ্বানপত্র [স] *বি* নিমন্ত্রণপত্র। 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানপত্রের দ্বারা আগমন করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

আহ্বান-বাণী [স] *বি* ডাক। 'কত না আহ্বান-বাণী শুনিতাম লতা-পুষ্প-ঘাসে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আহ্বানময় [স] *বিণ* প্রলুব্ধকর। 'আহ্বানময় প্রত্যাখ্যান অপরূপ।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

আহ্বানলিপি [স] *বি* আমন্ত্রণবাণী। 'জননী, তোমার আহ্বানলিপি পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আহ্বানা [স আহ্বান>] *ক্রি* ডাকা। 'কহে সদা গদারে আহ্বানি কর কিরা পর্শি মোর পাণি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

আহ্বানার্থ [স আহ্বান-অর্থ] *ক্রিবিণ* আমন্ত্রণ জানাতে। 'পণ্ডিত ও ভাগ্যবান লোকেরদের আহ্বানার্থ এক২ পত্র গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

আহ্বায়ক [স] *বি* আহ্বানকারী। 'আহ্বায়ক শহীদ।' *মনসুর*, ১৯৪০।

আহ্বায়িকা [স] *বি স্ত্রী* সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের সভা আহ্বান করতে পারে এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। 'আহ্বায়িকা করে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

আহ্মা [স অহম্‌] *সর্ব* আমাকে। 'আহ্মা এড়ি কেনমতেঁ ধরিলে পরাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহ্মাক *সর্ব* আমাকে। 'আহ্মাক রুষ্ট বচনে/ তোম্বিহ রাধার মনে/ আহ্মে যবেঁ রোখিব বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহ্মাকে *সর্ব* আমাকে। 'আহ্মাকে পাঠায়িলে রাধা নান্দের নন্দনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহ্মাত *সর্ব* আমায়; আমাকে। 'মুনিএ অশক্য কথা কহিল আহ্মাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আহ্মার *সর্ব* আমার। 'শুন তোহ্মে আহ্মার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহ্মারা *সর্ব* আমাদের। 'সাফল্য জনম জান আহ্মারা সভান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আহ্মি, আহ্মী [স অহম্‌] *সর্ব* আমি। 'গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আহ্মী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহ্মি সবের *সর্ব* আমাদের। 'মন দিয়ে শুন আহ্মি সবের বচন।' *সুলতান*, ১৭০০।

আহ্মিসভ *সর্ব* আমরা। 'রাজ্যলোভে আহ্মিসভ তোহ্মা না ভজিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আহ্মে [স অস্মাভিঃ] *সর্ব* আমি। 'ভণই লুই আহ্মে সাণে দিঠা।' *চর্যা* ১, ১২০০।

আহ্মেহো *সর্ব* আমিও। 'আহ্মেহো ভাল গারুড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহ্নো *ক্রিবিণ* আরও। 'আহ্নো গালী দেহ মোরে রাধিকা নাগরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আহ্লাদ [স] **১** *বি* আনন্দ। 'নিজপ্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রায় মজুমদারের আহ্লাদ।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* তৃপ্তি। 'প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি / আহারে আহ্লাদ পান যত মিশনরি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

আহ্লাদজনক [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'যে যে কর্ম্ম এক ব্যক্তিতে আহ্লাদজনক ও সাজন্ত হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩।

আহ্লাদপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* আনন্দের সঙ্গে। 'এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

আহ্লাদ-সাগর [স] *বি* আনন্দের সাগর। 'শ্লোক শুনিবামাত্র কর্ত্তা আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

আহ্লাদসৃষ্টি [স] *বি* সোহাগ সঞ্চার। 'শব্দ এবং অর্থ দুয়ের মধ্যেই আহ্লাদসৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।' *শিব*, ১৯৭৩।

আহ্লাদি, আহ্লাদী [স আহ্লাদিত] **১** *বিণ* আমোদপ্রিয়। 'আহ্লাদি পিসি তাই শুনে হেসে যেন ফুটিফাটা হয়ে যান।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বিণ* আদুরে। 'মর তুই আহ্লাদী মেয়ে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

আহ্লাদিত [স] *বিণ* খুশি। 'আহ্লাদিত হইয়া সে চারিদিকে চায়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

আহ্লাদিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দিত। 'সে অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

আহ্লাদিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* আনন্দিত। 'আহ্লাদে আহ্লাদিনী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* মানুষের অন্যতম মানসিক বৃত্তি। 'কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বলা যাউক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আহ্লাদিয়া [স আহ্লাদ>] *বিণ* আমুদে। 'আহ্লাদিয়া লোকের নিকট থাকিলেই আহ্লাদে হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

আহ্লাদীয় [স] *বিণ* আনন্দের। 'ইহার তুল্য পৃথিবীর বিবরণের মধ্যে আহ্লাদীয় বিষয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২০।

আহ্লাদে *বিণ* আদুরে। 'যে ব্যক্তি নিজেকে জগতের আদুরে ছেলে মনে করে তাহাকে আহ্লাদে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

আহ্লাদে আটখানা *বি* খুশিতে আত্মহারা। 'আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা।' *অমৃত*, ১৯০০।

আহ্লাদের ফুটো ঘটি – আনন্দ ধরে রাখেতে পারে না যে। *মুজতবা*, ১৯৬০।

আহ্‌লেখানা [আ আহল+হি খানা] *বি* দুস্থ অনাহারী মানুষের খাদ্য; লঙ্গরখানা। 'আহ্‌লেখানা দেখে কান্দে শোকে ছাতি ফাটে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ই

ই[১] ১ *বি* বাংলা স্বরবর্ণের তৃতীয় বর্ণ। 'তদ্ভিন্ন অন্য অন্য সমুদায় স্থলেই হ্রস্ব ইকারান্ত লিখিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩। ২ *বি* 'ই'-এর কারচিহ্ন "ি"। 'অপরিচিত অক্ষরগুলি .. স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। *দ্র* **ই-কার**

-ই[২] *বিভক্তি*। ১ *প্রথমা বিভক্তি*। 'কানেট চৌরি [চৌর+ই] নিল অধরাতী।' *চর্যা* ২, ১২০০। ২ *পঞ্চমী বিভক্তি*। 'দিবসই বহুড়ী কাউই [কাউ+ই] ডরে ভাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। ৩ *সপ্তমী বিভক্তি*। 'দিবসই [দিবস+ই] বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। ৪ *বি* পূরণবাচক প্রত্যয়বিশেষ। '৭ই অক্টোবর।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

-ই[৩] [স অপি, হি ভি] ১ *অব্য* সর্বনাম পদের শেষে জোর নির্দেশক। 'নগর বারিহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি [তোহোর+ই] কুড়িআ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। ২ *অব্য* ক্রিয়ার শেষে জোর নির্দেশক। 'রঅণহু সহজে কহেই [কহে+ই]।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

ই[৪] ১ *বিণ* এই। 'ই বোল বলিতে কান না বাসসি লাজ।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *সর্ব* এটা। 'ই বড় বিষম গণ্ডগোল।' *রামাই*, ১৭১০।

-ইআঁ *ক্রিয়াবিভক্তি*। 'পাণি ভরায়িআঁ ঘাটত উঠিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ইআদ [ফা] *বি* স্মরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **ইয়াদ**

ইআদদস্ত [ফা] *বি* স্মারকলিপি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **ইয়াদদস্ত**

ইআর [ফা] *বি* ইয়ার; বন্ধু। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **ইয়ার**

ইআরকি [ফা ইয়ারগি] *বি* ইয়ারকি; রসিকতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইউকেলেলি [ই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ইউকেলেলির বুক স্পর্শ করা ঝংকার।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

ইউক্যালিপটাস, ইউকেলিপটস [ই] *বি* বিরাট বৃক্ষবিশেষ। 'ইউক্যালিপটাস আর দেবদারু তরুঘেরা।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'সিগারেটে একফোঁটা ইউকেলিপটস তেল ঢেলে সেই সিগারেট ফুঁকে দেখুন।' *মুজতবা* ১৯৫২।

ইউজ [ই] *বি* গ্রহণ। 'ডাক্তারের রেকমেন্ডেসেন ছাড়া কি মিট, ড্রিঙ্ক লোকে কিছুই ইউজ করে না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ইউজলেস [ই] *বিণ* অর্থহীন। 'তোমাকে এসব কথা বলা ইউজলেস।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ইউটিলিটি [ই] *বি* উপযোগিতা। 'এদের নগর-স্থাপত্যে বিউটির চেয়ে বড় কথা ইউটিলিটি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ইউটোপিয়া [ই] *বি* স্বপ্নরাষ্ট্র। 'এক-ভারতবর্ষ হচ্ছে এ যুগের শিক্ষিত লোকের ইউটোপিয়া।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ইউনান [আ] *বি* গ্রীসের প্রাচীন নাম। 'ইউনান (গ্রীস) নিকটে না হউক ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

ইউনানি, ইউনানী [আ য়ুনানী] *বি* গ্রীক। 'ইউনানিভাষে তারে সুশোভিত কৈলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ইউনিট [ই] *বি* শাখা। 'মহিলা সমিতির ... পূর্ব্ব পাকিস্তান ইউনিটের কার্য্য।' *বেগম*, ১৯৫০।

ইউনিটি [ই] ১ *বি* সামঞ্জস্য। 'একেই আর্টের ভাষায় বলা হয় ইউনিটি।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বি* ঐক্য। 'পাঞ্জাবী গো মইধ্যে দারুণ ইউনিটি।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ইউনিফর্ম, ইউনিফরম [ই] *বি* কোনো দল বা বাহিনীর নির্দিষ্ট পোশাক। 'আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'আমারও সৈনিক ছিল কিছু ... সবুজ ইউনিফরম পরা।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ইউনিবর্সিটি [ই ইউনিভার্সিটি] *বি* বিশ্ববিদ্যালয়। 'সাইন্স বিদ্যায় উপদেশ প্রদানার্থে ইউনিবর্সিটি স্থাপন করিবেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। *দ্র* **ইউনিভার্সিটি**

ইউনিভার্সিটি, ইউনিভারসিটি, ইউনিভারসিটী [ই] *বি* বিশ্ববিদ্যালয়। 'যদি ইউনিভারসিটিতে বিএ ও বিএলের মত ফলারের ডিগ্রী স্থির হয় ...।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটির তৃতীয় হয়েন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ইউনিয়ন [ই] ১ *বি* পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম নিয়ে নির্দিষ্ট প্রশাসনিক এলাকা। 'মহকুমা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য পরিষদ গঠনের চেষ্টা করিবেন।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* ঐক্য। 'বাংলার মুছলমান সর্ব্বভারতীয় ইউনিয়নে সংযুক্ত থাকিতে প্রস্তুত নয়।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

ইউনিয়ন জ্যাক [ই] *বি* ব্রিটিশ পতাকা। 'ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে সাদা-সবুজ রাঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে ঘরে ঘরে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ইউনিয়ন বোর্ড [ই] *বি* ইউনিয়ন পরিষদ। 'ইউনিয়ন-বোর্ড, লোকাল-বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

ইউফর্বিয়া [ই] *বি* ফুলের গাছবিশেষ। 'জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ইউফ্রেটিস [ই] *বি* ইরাকের নদীবিশেষ; ফোরাত। 'টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের বদ্ধ মোহনাগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ইউরিয়া [ই] *বি* স্বচ্ছ সাদা নাইট্রোজেন-বহুল জৈব পদার্থ। 'ইউরিয়া স্টিবামাইন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ইউরেকা [ই] *অব্য* আনন্দসূচক ধ্বনিবিশেষ – পেয়েছি! 'ইউরেকা! ইউরেকা! ... পেয়েছি তার দেখা!' *অন্নদা*, ১৯৪২।

ইউরেনাস, ইউরেনস [ই] *বি* সৌরজগতের সপ্তম গ্রহ; শনি ও নেপচুনের মধ্যবর্তী গ্রহ। 'ইউরেনস নামক অতি দূরবর্ত্তী গ্রহের ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ইউরেশিয়া [ই] *বি* ইউরোপ এবং এশিয়ার মিলিত ভূখণ্ড। 'সে বস্তু ... ইউরেশিয়াতেই জন্মলাভ করেছে।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

ইউরেশীয় [ই ইউরেশিয়া+স ঈয়] *বিণ* এশিয়া ও ইউরোপের মিশ্রণে উদ্ভূত। 'সেখানে এক ইউরেশীয় শিকারী।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

ইউরোপ [ই] *বি* এশিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত মহাদেশের নাম। 'ইউরোপে এমত ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যাদানের যে উপায় সৃষ্টি হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। *দ্র* **ইয়ুরোপ, য়ুরোপ, য়োরোপ**

ইউরোপ-এজিদ [ই ইউরোপ+আ ইয়াজিদ] *বি* ইউরোপরূপ এজিদ। 'তব হাত হতে আব-হায়াত/ লুটে নিল ইউরোপ-এজিদ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ইউরোপখণ্ড [ই ইউরোপ+স খণ্ড] *বি* ইউরোপের নানা দেশ। 'পূর্ব্বদেশীয় পণ্য সামগ্রী সীরিয়াবাসীর দ্বারা ইউরোপখণ্ডে প্রেরিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ইউরোপখণ্ডস্থ [ই ইউরোপ+স খণ্ডস্থ] *বিণ* ইউরোপীয়। 'বীজগণিতের যে সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত ইউরোপখণ্ডস্থ পণ্ডিতদিগের অজ্ঞাত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ইউরোপস্থ [ই ইউরোপ+স স্থ] *বিণ* ইউরোপের। 'ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ইউরোপিয়ান [ই] *বিণ* ইউরোপ সম্পর্কিত; ইউরোপবাসী। 'তা প্রধানত আসছে অন ইউরোপিয়ান লোকদের দেশ থেকে।' *সবুজ*, ১৯২০।

ইউরোপীয় [ই ইউরোপ+স ঈয়] *বিণ* ইউরোপে বসবাসকারী। 'ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকের গমনাগমনে অতিশয় উপকার।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ইউরোপীয়ান [ই] *বি* ইউরোপের অধিবাসী। 'অনেক মান্য ইউরোপীয়ান ... গমন করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ইওল *বিণ* শীতল। 'নদীর বুকের উপর থেকে ইওল বাতাস ভেসে আসে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ইংগ্রেজি [প ইংলেজ] *বিণ* খ্রিস্টাব্দ। 'যে নিয়ম ও ধারা ইংগ্রেজি ১৭৭২ সনের আগস্ত মাসে বাঙ্গালা ১১৭৯ সালের ৮ ভদ্র নিরূপণ করিয়াছিলেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

ইংগ্লণ্ড [ই] *বি* ইংল্যান্ড। 'শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডরাজার কৌন্সেলে আপীল করুন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ইংগ্লণ্ডীয় [ই ইংল্যান্ড+স ঈয়] **১** *বি* ইংল্যান্ডের অধিবাসী। 'অনেক ভাগ্যবন্ত ইংগ্লণ্ডীয় ও হিন্দু মুসলমান আসিয়া ... শুনিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **২** *বিণ* ইংল্যান্ডের। 'ইংগ্লণ্ডীয় নিউষপেপারে ছাপা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বিণ* ইংল্যান্ড থেকে আগত। 'ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের অধিকারস্থ হইয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ইংগ্লেণ্ডীয় [ই ইংল্যান্ড+স ঈয়] *বিণ* ইংল্যান্ডের। 'সে বিবাহের অধ্যক্ষ প্রধান২ ইংগ্লেণ্ডীয় সাহেবেরা ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ইংরাজ [প ইংলেজ>] *বি* ইংল্যান্ডের অধিবাসী; ইংরেজ। 'অনেক২ ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ... একত্রিত হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ইংরাজটোলা [প ইংলেজ>+হি টোলা] *বি* ইংরেজপাড়া। 'ইংরাজটোলায় গেলে নয়ন জুড়ায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ইংরাজরাজ [প ইংলেজ>+স রাজ] *বি* ইংরেজ শাসক। 'কলিকাতাস্থ ইংরাজরাজ আমাদের ... অনুমোদন করিবেন।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

ইংরাজরাহু [প ইংলেজ>+স রাহু] *বি* ইংরেজরূপ রাহু। 'ইংরাজরাহু কর্তৃক জমিদারদের যদি অর্দ্ধগ্রাস হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইংরাজি, ইংরাজী [প ইংলেজ>] **১** *বি* ইংরেজি ভাষা। *রামমোহন*, ১৮১৬; 'ইংরাজী ভাষা ও এক২ শব্দের দুই তিন প্রকার অর্থ।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বিণ* ইংল্যান্ডে তৈরি। 'তাহার মূল্য ইংরাজী কাগজে এক শত টাকা ও পাটনাই কাগজে আশী টাকা।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বিণ* ইরেজি ভাষা শেখানো হয় এমন। 'ইংরাজী বিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রদিগের জ্ঞানাভ্যাসে যে ব্যয় হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বিণ* ইংরেজি ভাষায় লেখা। 'উত্তমোত্তম ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বিণ* ব্রিটিশ। 'ইহার মূল কারণ ইংরাজি রাজনীতি।' *অমৃতবাজার*, ১৮৬৯। **৬** *বিণ* ইংরেজ; ইংরেজি ভাষার। 'এই জন্য ইংরাজি কবি মিলটন হইতে তাহার আংশিক সাদৃশ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৭** *বিণ* রোমান। 'ইংরাজি বৎসরের আরম্ভের ইংরাজি প্রথা অনুসারে পরস্পরকে কুশল-লিপি প্রেরণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৮** *বিণ* ইংরেজসুলভ। 'বাংলা সাহিত্যযোগে ইংরাজিভাব যখন ঘরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৯** *বি* ইংরেজি ভাষায়। 'ইংরাজি-শিক্ষিত অনেকের এমন মত আছে যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইংরাজিতরো [প ইংলেজ>+আ তরহ্] *বিণ* ইংরেজের মতো। 'ধরন ধারণে অতি অকারণে ইংরাজিতরো গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ইংরাজীওয়ালা [প ইংলেজ>+হি ওয়ালা] *বিণ* ইংরেজিভাষী। 'ঐরূপ সভায় ইংরাজীওয়ালারা পরস্পর এই বলিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিতেন ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ইংরিজি, ইংরিজী [প ইংলেজ>] **১** *বি* ইংরেজি। 'কেউ ইংরিজি লেখাপড়া শিখে বড় চাকরি বা স্বাধীন রোজগার পেয়ে ...।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* বিলাতি। 'এর পিছনে রাঙ্গা মুখো ইংরিজী বাজনা, সাজা সায়েব তুরুক সওয়ার।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'কাফ্রি চেহারা, ইংরিজি দাঁত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ইংরেজ [প ইংলেজ>] *বি* ইংল্যান্ডের অধিবাসী। 'মিথিলার নিবাসীদিগকে মৈথিল, ইংলণ্ডের নিবাসীদিগকে ইংরেজ ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ইংরেজত্ব [প ইংলেজ+স ত্ব] *বি* ইংরেজের বৈশিষ্ট্য। 'আসল ইংরেজত্ব হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ইংরেজনবিশ [প ইংলেজ+ই নবিস] *বিণ* ইংরেজি ভাষা চর্চাকারী। 'ইংরেজনবিশ আর্য-সন্তানরাই বুঝতে পারেন না।' *প্রমথ*, ১৯১২। *দ্র* **ইংরেজিনবিশ**

ইংরেজনী [প ইংলেজ>] *বি স্ত্রী* ইংরেজ নারী। 'এক ইংরেজনী এসে ... অভিবাদন করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ইংরেজরাজ [প ইংলেজ>+স রাজ] *বি* ইংরেজ শাসক। 'ইংরেজরাজের প্রভূত শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ইংরেজশাসিত [প ইংলেজ>+স শাসিত] *বিণ* ইংরেজদের শাসনাধীন। 'আমরা ইংরেজশাসিত বাঙালিরাও সেই ভাবে বলছি, 'নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ইংরেজি, ইংরেজী [প ইংলেজ>] **১** *বিণ* ইংরেজি ভাষায় রচিত। 'নানাপ্রকার ইংরেজী কবিতা দ্বারা পরীক্ষা দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* ইংরেজি ভাষা। 'বড় বড় ইংরেজিনবীশ আসিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ইংরেজিওয়ালা [প ইংলেজ>+হি ওয়ালা] *বিণ* ইংরেজি-জানা। 'দুটো দুর্ধর্ষ ইংরেজিওয়ালা নাস্তিককে দলে জুটাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ইংরেজিনবিশ, ইংরেজিনবীশ [প ইংলেজ+ই নবিস] *বিণ* ইংরেজি চর্চাকারী। 'বড় বড় ইংরেজিনবীশ আসিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'এই ইংরেজিনবিশ লেখকদিগের হস্তে ... নূতন মূর্তি ধারণ করিল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ইংরেজি-পড়া [প ইংলেজ>+পড়া] *বিণ* ইংরেজি শিখেছে এমন। 'এদের মধ্যে একজন ছিল ইংরেজি-পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ইংরেজিপ্রীতি [প ইংলেজ>+স প্রীতি] *বি* ইংরেজির প্রতি টান। 'বৈষয়িক উন্নতির আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষা থেকে এই ইংরেজিপ্রীতির জন্ম।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ইংরেজিবাগীশ, ইংরেজীবাগীশ [প ইংলেজ>+স বাগীশ] *বিণ* ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে দক্ষ। 'ইংরেজীবাগীশ ছোঁড়ারা বলে

পাইন্ট।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ইংরেজিবেশী [প ইংলেজ>+স বেশী] *বিণ* ইংরেজের ন্যায় পোশাক পরিহিত। 'ইংরেজিবেশী বাঙালির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইংরেজিয়ানা [প ইংলেজ>+ফা আনা] *বি* সাহেবিয়ানা। 'ইংরেজিয়ানার মোহে আমরা অদ্ভুতত্ত্বের চর্চা করছিলুম।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

ইংলণ্ড [ই ইংল্যান্ড] *বি* ইংল্যান্ড। 'ইংলণ্ডবাসীদিগের দুর্ব্ব্যবহার এ বিষয়ের এক প্রধান উদাহরণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ইংলণ্ডভূমি [ই ইংল্যান্ড+স ভূমি] *বি* ইংল্যান্ড ভূখণ্ড। '... কুমারের প্রাণদণ্ড হইয়া ইংলণ্ড-ভূমিকে অনপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ইংলণ্ডীয় [ই ইংল্যান্ড+স ঈয়] ১ *বিণ* ইংল্যান্ডে প্রচলিত। 'ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতেছে বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ২ *বিণ* ইংল্যান্ডের। 'ইংলণ্ডীয় লোকের অর্থাৎ ইংরেজদিগের ভাষা, ইংরেজী।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বিণ* ইংল্যাণ্ড থেকে আগত। 'ইংলণ্ডীয় সৈন্য দুই তিন পলটন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

ইংলিশ [ই] ১ *বিণ* ইংরেজ। 'অনুরূপকেরা সুসভ্য ইংলিশ সমাজের উদাহরণ স্বরূপ।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১। ২ *বিণ* ইংল্যান্ডীয়। 'স্কটিশ চার্চে ও ইংলিশ চার্চে প্রভেদ থাকিলেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ *বি* ইংরেজি ভাষা। 'সকালে পড়তে হত ইংলিশ রীডার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ইংলিশ চ্যানেল [ই] *বি* ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী প্রণালী। 'আর বঙ্গ-উপসাগর তো ইংলিশ চ্যানেল নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ইংলিস [ই ইংলিশ] ১ *বিণ* ইংরেজি। 'নিজে তিনি গুণী বড় ইংলিস ভাষায়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ২ *বিণ* ইংল্যান্ডে প্রচলিত। 'ইংলিস লা [ল = আইন] যে সকল গ্রন্থ তাহা ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বিণ* বিলাতি। 'যে সকল বাঙালীর ইংলিস ফ্যাসন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ইংলী *বি* ফলবিশেষ। 'ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে।' *অবন*, ১৮৯৬।

ইঁচড় [স ইক্ষ্বাক>] *বি* কাঁচা কাঁঠাল। 'ইঁচড়ের আচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ইঁচড়ে-পাকা [স ইক্ষ্বাক>] *বিণ* অকালপক্ব। 'কলিকাতার ইঁচড়ে-পাকা ছেলেদের মতো সকল জিনিসকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ইঁচা [স ইক্ষ্বাক>] *বি* খুব ছোটো চিংড়ি। 'অন্য মাছ ধর না ধর, দুটো ইঁচা মাছ ধরবাই।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ইঁচোড় [স ইক্ষ্বাক>] *বি* কাঁচা কাঁঠাল। 'কতগুলি কেবল ইঁচোড়ই থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ইঁট [স ইষ্টক] *বি* আগুনে পোড়ানো মাটির শক্ত খণ্ড। 'ইঁটসুরকি, কড়িবরগা, বালিচুন যখন পর্বতপ্রমাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইঁটখোলা [স ইষ্টক>+খোলা] *বি* মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরির মাঠ। 'ইঁটখোলাটাকেই একটা পুকুর কাটিয়ে দিই।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ইঁট-বের-করা [স ইষ্টক>] *বিণ* পলেস্তারা খসে ইট বের হয়ে আছে এমন। 'ইঁট-বের-করা সেই পাঁচালির 'পরে ছিল তার প্রত্যক্ষ কাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ইঁটসুরকি [স ইষ্টক+ফা সুরখী] *বি* ইটের গুঁড়া। 'ইঁটসুরকি, কড়িবরগা, বালিচুন যখন পর্বতপ্রমাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইঁদ [আ] *বি* ঈদ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইঁদারা [স ইন্দ্রাগার] *বি* গভীর কুয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমাদের ইঁদারার জন্যে আমেরিকা থেকে একটা বায়ুচল চক্রযন্ত্র এনেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ইঁদুর [স উন্দূর] *বি* ধারালো দাঁতবিশিষ্ট ছোটো প্রাণীবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দৈবাৎ এক ইঁদুর, সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ইঁদুরছানা [স উন্দূর-শাবক] *বি* ইঁদুরের বাচ্চা। 'ইঁদুরছানার নাকের ডগা এ মদে একবার চুবিয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ইঁদুরেবুদ্ধি *বিণ* ইঁদুরের মতো বুদ্ধি আছে এমন। 'গণেশ-ভক্ত ইঁদুরেবুদ্ধি/ হস্তীকীর্ণ লম্বোদর।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ইঁন্দুর [স উন্দূর] *বি* ইঁদুর। 'নগরীয় ও গ্রাম্য ইঁন্দুরের কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ইঁমা [আ] *বি* ইমান; ধর্মীয় বিধানে বিশ্বাস। 'ইঁমা আনি না বুঝিলে মহাস্ত খবর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ইঁহা *সর্ব* ঐ। 'এখন ইঁহার এই অবস্থা উপস্থিত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **ইঁহাদের** *সর্ব* এঁদের। 'ইঁহাদের জন্য মন উচাটন হইতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **ইঁহারা** *সর্ব* এঁরা। 'ইঁহারা পরদেশের ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ইঁহো *সর্ব* ইনি। 'পরের দ্রব্য ইঁহো করিতে চাহেন বিনাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইকড়ি *বি* একপ্রকার গুল্ম। 'শর নল খাকড়া ইকড়ি টাঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইকড়ি মিকড়ি [আ ইকরার>] *বি* শিশুতোষ খেলাবিশেষ। 'ইকড়ি মিকড়ি, ঘুঁটি খেলার সময় আসত।' *অবন*, ১৯২৭।

ইকনমি [ই] *বি* অর্থনীতি। 'ইকনমি সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিতে পারিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইকনমিক [ই] *বিণ* অর্থনৈতিক। 'ইকনমিক সিস্টেমের নিন্দা করলে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ইকনমিকস, ইকনমিক্স [ই] *বি* অর্থনীতি। 'পলিটিক্সের ভিতর যখনই ইকনমিক্সের সমস্যা এসে পড়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'কার্ল মার্কসের ইকনমিকস-এর অঙ্ক। গোর্কি আজ ক্লান্ত শ্রান্ত।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ইকনমিস্ট, ইকনমিষ্ট [ই] *বি* অর্থনীতিবিদ। 'ইকনমিষ্ট এই মতাবলম্বী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'বিশুদ্ধ ইকনমিস্ট হতে পারলাম না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ইকরারনামা [আ ইকরার+ফা নামাহ্] *বি* চুক্তিপত্র। 'ইকরারনামা পত্র লিখিয়া দিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ই-কার [স] ১ *বি* স্বরবর্ণ 'ই'। 'তদ্ভিন্ন অন্য অন্য সমুদায় স্থলেই হ্রস্ব ইকারান্ত লিখিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩। ২ *বি* স্বরবর্ণ 'ই'-এর কারচিহ্ন ' ি'। 'অপরিচিত অক্ষরগুলি .. স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ই-কারান্ত [স] *বিণ* 'ই' বর্ণ শেষে আছে এমন। 'তদ্ভিন্ন অন্য অন্য সমুদায় স্থলেই হ্রস্ব ইকারান্ত লিখিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

ইকুটী [ই] *বি* সমতা বিধানের মামলা। 'তিন চারটি "ইকুটী" দুটী

"কমনলা" আদালতে ঝুলছে।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **ইকুয়িটি**

ইকুন [স উৎকুণ] *বি* উকুন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইকুয়িটি [ই] *বি* সমভাবিধানের আইন। 'হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মার-প্যাঁচ বোঝে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। দ্র **ইকুটী**

ইকোয়েশন [ই] *বি* সমীকরণ। 'একটা ইকোয়েশন কষতে লেগে যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ইক্ষু [স] *বি* আখ। 'মত্তগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বালকে যেমন কাটে ইক্ষুর দণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইক্ষুক্ষেত্র [স] *বি* আখখেত। 'সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ইক্ষুদণ্ড [স] *বি* আখের দণ্ড। 'চৈতন্যচরিত্র এই ইক্ষুদণ্ড সম/ চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইক্ষুপীড়ন [স] *বি* আখ মাড়াইয়ের কাজ। 'ইক্ষু পীড়নের মজুর খরচ –।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৩।

ইক্ষুবন [স] *বি* আখখেত। 'মত্তগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইক্ষুরস [স] *বি* আখের রস। 'মুগসুপে ইক্ষুরস কই ভাজে গণ্ডা দশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইখর *বি* নল-খাগড়া জাতীয় তৃণবিশেষ। 'অন্যদিকে ইখরের বেড়ার ভাঙাঘরে রাতের অনিশ্চয়তা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ইগ্নোরেন্ট [ই] *বিণ* অজ্ঞ। 'ইংরাজীতে ইগ্নোরেন্ট বলিলে মূর্ছাপ্রাপ্ত হন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইঙ্গবঙ্গ [ই অ্যাংলো+স বঙ্গ] *বি* ইংরেজের সাজসজ্জা ও চালচলন অনুকরণকারী বাঙালি। 'একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর বাড়ির মেয়েদের মেজদিদি সেজদিদি বলে ডাকতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ইঙ্গবঙ্গসমাজ [ই অ্যাংলো+স বঙ্গ+স সমাজ] *বি* ইংরেজ প্রভাবিত বাঙালিসমাজ। 'একদিন সেই ইঙ্গবঙ্গসমাজে একটা পার্টি হবে।' *অবন*, ১৯৪১।

ইঙ্গবঙ্গসম্প্রদায় [ই অ্যাংলো+স বঙ্গ+স সম্প্রদায়] *বি* ইংরেজ ভাবাপন্ন বাঙালিসমাজ। 'সেই ইঙ্গবঙ্গসম্প্রদায়ের লোকেরাও যে আজ বাংলা বলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ইঙ্গভারতীয় [ই অ্যাংলো+স ভারতীয়] *বিণ* ইংরেজ ও ভারতীয় মিশ্রবর্ণের; অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। 'ইঙ্গভারতীয় বিধবাটি প্রাতরাশ খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ইঙ্গরাজ [প ইংলেজ> রাজ শব্দের প্রভাবে] *বি* ইংরেজ। 'বিলাতে নিবাস জাতে ইঙ্গরাজ।' *রাজীব*, ১৮০৫।

ইঙ্গরাজী [প ইংলেজ>] *বি* ইংরেজি। *মেয়র্স*, ১৭৭১; 'তাঁহারা সকলে ইঙ্গরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

ইঙ্গরেজি, ইঙ্গরেজী [প ইংলেজ] *বি* খ্রিস্টাব্দ; ইংরেজ জাতির ব্যবহৃত। 'ইঙ্গরেজী ১৭৫৬ তারিখ ২২ মাঘ ২ ফেবরিল।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬; 'ওগয়রহ মতাবকে তপসিল জয়েল জদি ইঙ্গরেজি সন ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

ইঙ্গলণ্ড [ই] *বি* ইংল্যান্ড। 'ইঙ্গলণ্ড দেশে যে প্রকার বস্ত্র সুমূল্যে নির্ম্মিত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ইঙ্গলণ্ডীয় [ই ইংল্যান্ড+স ঈয়] ১ *বিণ* ইংল্যান্ডের অধিবাসী। 'ইঙ্গলণ্ডীয় বহুবিধ লোকের সমাগমন হইয়াছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ২ *বিণ* ইংল্যান্ডের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। 'বরাহনগরে ইঙ্গলণ্ডীয় পাঠশালা স্থাপনের অনুক্রমণিকা।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ৩ *বিণ* ইংরেজি। 'গবর্ণমেন্ট ইঙ্গলণ্ডীয় উত্তম জ্ঞানি বোধ করিয়া যাহাকে নিযুক্ত করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

ইঙ্গলা [হি ইংগলা] *বি* ইড়া নাড়ি (শরীরের বামদিকে অবস্থিত আছে বলে কল্পিত)। 'ইঙ্গলা পিঙ্গলা আছে দুই তাহা বেড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইঙ্গিচা [স হিলমোচিকা] *বি* হিংচা শাক। 'ইঙ্গিচা পলতা গিমা বোআলি ঘাঁটিয়া কর পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইঙ্গিত [স] ১ *বি* ইশারা। 'ইঙ্গিতকারে হারিল রাধা কাহ্নের বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শিবের ইঙ্গিত পায়া পাছে নন্দী যায় ধায়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সুপারিশ। 'অর্ধরাজ্য দিব বাপে করায়্যা ইঙ্গিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* পূর্বাভাস। 'জোর্ডন সাহেবকে ইঙ্গিত দ্বারা তৎসমুদায় অবগত করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আলেয়া তারই ইঙ্গিত।' *নজরুল*, ১৯৩১। ৪ *বি* আভাস। 'নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৫ *বি* সংকেতধ্বনি। 'তবু ভোর পাঁচটায় ঘড়ি করে ইঙ্গিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ইঙ্গিতকার [স] *বি* আকার ইঙ্গিত। 'ইঙ্গিতকারে হারিল রাধা কাহ্নের বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ইঙ্গিতগ্রাম [স] *বি* সাংকেতিকতা। 'বোদলেয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিত-গ্রামকে শব্দার্থের নিখুঁত অর্কেস্ট্রায় অভিব্যক্ত করে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

ইঙ্গিতজ্ঞ [স] *বিণ* ইঙ্গিতেই মনের ভাব বুঝতে পারে এমন। 'বর ইঙ্গিতজ্ঞ পণ্ডিতের যথাপ্রদর্শিত অভিনয় দ্বারা উত্তর করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

ইঙ্গিতপাশ [স] *বি* ইঙ্গিতরূপ বন্ধন। 'মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইঙ্গিতভরা [স ইঙ্গিত+ভরা] *বিণ* সংকেতপূর্ণ। 'ওই দেখাটা যেন কেমন আশঙ্কা জাগানো ইঙ্গিতভরা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ইঙ্গিতভাষা [স] *বি* সাংকেতিক ভাষা; সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। 'বুঝা যায় যেন কিছু কিছু মর্ম তার – বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইঙ্গিতভাষা-হেন *বিণ* সাংকেতিক ভষার মতো। 'বুঝা যায় যেন কিছু কিছু মর্ম তার – বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইঙ্গিতময় [স] *বিণ* সংকেতপূর্ণ। 'কোটনা-কুটনীর চোখের ঠারে বাঁকা হাসিতে ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ইঙ্গিতমাত্র [স] *ক্রিবিণ* ইশারা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। 'নতুবা ইঙ্গিতমাত্র তারা যারে করে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

ইঙ্গিতরস [স] *বি* ইশারার মর্ম। 'ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইঙ্গিতলীন [স] *বিণ* চিহ্নহীন। 'দিগ্বলয়ের ইঙ্গিতলীন...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ইঙ্গিতাবহ [স ইঙ্গিত-আবহ] *বিণ* ইঙ্গিতপূর্ণ। '...শব্দদ্বয়ের অনুপ্রাস নিঃসন্দেহে কৌতুককর এবং ইঙ্গিতাবহ।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ইঙ্গিতেঁহে *ক্রিবিণ* ইঙ্গিতে। 'ইঙ্গিতেঁহে দেউ রাধা সুরতীর আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ইঙ্গিলা [হি ইংগলা] *বি* শরীরের বামদিকে অবস্থিত কল্পিত নাড়িবিশেষ;

ইড়া। 'ইঙ্গিলাত গেলে মন চৈতন্য করাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ইঙ্গের [প ইংলেজ] *বিণ* ইংরেজ। 'এখানে ইঙ্গেরের সহিত কাপড় সওদা করিয়াছি।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯১।

ইচা [স ইণ্ড্রাক] *বি* খুব ছোটো চিংড়ি। 'তাপি আর ইচা মৎস্য না খাএ সুজনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ইচলি [স ইণ্ড্রাক] *বি* খুব ছোটো চিংড়ি। 'থোড় উডুম্বর ইচলি মাছে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইচাড়, ইচড় [স ইণ্ড্রাক] *বি* কাঁচা কাঁঠাল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইচাড়পাকা [স ইণ্ড্রাক>+স পক্ব>] *বিণ* অকালপক্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইচ্ছন [স ইচ্ছা>] *বি* অঙ্গীকার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ইচ্ছনি [স ইচ্ছা>] *বিণ* অঙ্গীকৃত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ইচ্ছা[1] [স ইচ্ছা>] **১** *ক্রি* ইচ্ছা করা। 'তাহা সভাকে কেন তুমি না ইচ্ছিলে বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* পছন্দ করা। 'হাছনে ইচ্ছিআ নিল নীল রঙ্গখানি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *ক্রি* কামনা করা। 'আপনার নিধন আপনে না ইচ্ছিমু।' *সুলতান*, ১৭০০। **ইচ্ছ** *ক্রি* কামনা করো। 'সন্তোষ হইয়া ইচ্ছ আপনা নিধন।' *সুলতান*, ১৭০০। **ইচ্ছসি** *ক্রি* ইচ্ছা করছো। 'আউ থাকিতে কানাঞি মরণ ইচ্ছসি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **ইচ্ছি** *ক্রি* ইচ্ছা করি। 'আমি এই ইচ্ছি চিতে/ ভাষা-ছন্দ বিরচিতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ইচ্ছিআ** *ক্রিবিণ* পছন্দ ক'রে। 'হাছনে ইচ্ছিআ নিল নীল রঙ্গখানি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ইচ্ছিমু** *ক্রি* কামনা করবো। 'আপনার নিধন আপনে না ইচ্ছিমু।' *সুলতান*, ১৭০০। **ইচ্ছিল** *ক্রি* ইচ্ছা হলো। 'অখণ্ড মণ্ডলাকারে খণ্ডিতে ইচ্ছিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **ইচ্ছিলা** *ক্রি* ইচ্ছা করলে। 'নয়ান অন্তরে পত্র রাখিতে ইচ্ছিলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ইচ্ছিলুম** *ক্রি* ইচ্ছা পোষণ করলাম। 'খণ্ডিতে উম্মতের পাপ/ ইচ্ছিলুম দোহন তাপ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ইচ্ছিলে** *ক্রি* ইচ্ছা করলে। 'তাহা সভাকে কেন তুমি না ইচ্ছিলে বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **ইচ্ছিলেন্ত** *ক্রি* ইচ্ছা করলেন। 'ইচ্ছিলেন্ত নিজ রূপ করিতে প্রচার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ইচ্ছেন** *ক্রি* ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে যথাবিধি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ইচ্ছা[2] [স] **১** *বি* প্রবৃত্তি। 'প্রভু বোলে তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* অভিলাষ। 'যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* উইল; সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে নির্দেশ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ইচ্ছা করা **১** *ক্রি* আগ্রহ হওয়া। 'আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *ক্রি* গ্রহণ করা। 'মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইচ্ছাকৃত [স] *বিণ* নিজে সব জেনে করেছে এমন। 'ও কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ইচ্ছাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* ইচ্ছা অনুযায়ী। 'দেবতার ইচ্ছাক্রমে এক রাত্রি দাউদের লস্করে আত্মবিরোধ উপস্থিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

ইচ্ছাক্ষেত্র [স] *বি* ইচ্ছারূপ ক্ষেত্র। 'জানি এ লেহন বণিকের ইচ্ছাক্ষেত্রে দীপ্ত হয়ে আছে।' *আহসান*, ১৯৪৪।

ইচ্ছাচালনা [স] *বি* মনোবাসনা। 'প্রজাদের ইচ্ছাচালনার পথ ভিন্ন আকারে নানা উপায়ে প্রকাশ পাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইচ্ছাতরী [স] *বি* ইচ্ছারূপ তরী। 'ইচ্ছাতরী ঘাটে এসে হায় গো ডুবে যায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয় – চেষ্টা থাকলে সাফল্য আসে। 'ইচ্ছা থাকিলেও উপায় হয়, আদতে আমরা ইচ্ছাই করিব না।' *নজরুল*, ১৯২২।

ইচ্ছাধারা [স] *বি* ইচ্ছারূপ প্রবাহ; সকল ইচ্ছা। 'বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ইচ্ছাধীন [স ইচ্ছা-অধীন] *বিণ* ইচ্ছার অধীন; স্বাধীন। 'কোন্ ব্যক্তি ইচ্ছাধীন এমত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ইচ্ছানন্দময় [স ইচ্ছা-আনন্দময়] *বিণ* স্বেচ্ছা-আনন্দপূর্ণ। 'সে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইচ্ছানিচ্ছা [স ইচ্ছা-অনিচ্ছা] *বি* ইচ্ছা ও অনিচ্ছা। 'আমাদের মতামত ইচ্ছানিচ্ছার দ্বারা রাজশাসন নিয়মিত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইচ্ছানিরপেক্ষ [স] *বিণ* ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে না এমন। 'আর আমাদের ইচ্ছানিরপেক্ষ বহিঃস্থিত সামান্য কতকগুলা জড় ঘটনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইচ্ছানুবর্তিনী, ইচ্ছানুবর্ত্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অনুগত; বাধ্য। 'সে সময় তাঁহার ইচ্ছানুবর্ত্তিনী কিঙ্করীর ন্যায় থাকিতে হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ইচ্ছানুযায়ী [স ইচ্ছা-অনুযায়ী] *ক্রিবিণ* ইচ্ছানুসারে। 'উপরিস্থ ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী ভূমিস্বত্ব ক্রীতদাসত্বের আইনসঙ্গত নামান্তর মাত্র।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ইচ্ছানুরূপ [স ইচ্ছা-অনুরূপ] *ক্রিবিণ* প্রত্যাশা অনুসারে। 'তোমায় ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

ইচ্ছানুসারে [স ইচ্ছা-অনুসারে] *ক্রিবিণ* পছন্দ অনুযায়ী। 'আপনার ইচ্ছানুসারে পড়িতে পারিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ইচ্ছান্ধতা [স ইচ্ছা-অন্ধতা] *বি* স্বেচ্ছা-অন্ধত্ব। 'আমাদের মনের ইচ্ছান্ধতা ইচ্ছাবধিতার শক্তি আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইচ্ছান্বিত [স ইচ্ছা-অন্বিত] *বিণ* ইচ্ছুক; অভিলাষী। 'আমরা এই সভার সাফল্য হয় ইহাতে অতিশয় ইচ্ছান্বিত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

ইচ্ছাপত্র [স] *বি* সম্পত্তি দানের আনুষ্ঠানিক পত্র; দানপত্র। 'উইল বা ইচ্ছাপত্র অর্থাৎ আপন সম্পত্তি যাঁহাকে দেয় তাহা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ইচ্ছা-পানি [স ইচ্ছা-পানীয়] *বি* আশীর্বাদরূপ জল। 'ভক্তিকল্পতরু হইল সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইচ্ছাপূর্বক, ইচ্ছাপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* সাধ ক'রে। 'কিছু ঝোল পড়িয়াছিল তাহা বড়ই ইচ্ছাপূর্ব্বক চাটিতেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'সে ইচ্ছাপূর্বক নহে, ঘটনাধীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ইচ্ছাবতী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* ইচ্ছুক। 'উপযোগে রুক্মিণী হল্যান ইচ্ছাবতী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* ইছামতী নদী। 'সিংহনগরের নীচে ইচ্ছাবতী অর্থাৎ ইছামতী নদী।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

ইচ্ছাবধিরতা [স] *বি* স্বেচ্ছা-বধিরতা; ইচ্ছা করে না-শোনা। 'আমাদের মনের ইচ্ছান্ধতা ইচ্ছাবধিরতার শক্তি আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইচ্ছাবল [স] *বি* ইচ্ছাশক্তি। 'অমোঘ ইচ্ছাবলে কখনো বৃষ্টি কখনো বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ইচ্ছাবিরুদ্ধ [স] *বিণ* অনিচ্ছুক। 'ইচ্ছাবিরুদ্ধ হইলেও ভর্ত্তার আজ্ঞায় সাজিতে প্রস্তুত আছেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

ইচ্ছাব্যাকুলতা [স] *বি* বাসনার আকুতি। 'ইচ্ছাব্যাকুলতাঃ যেন তাকে নিয়ে থাকি।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

ইচ্ছামত [স ইচ্ছা+স মন্ত>] *ক্রিবিণ* খেয়ালমাফিক। 'সজীব পদার্থের মধ্যে যাহারা ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে প্রাণী বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ইচ্ছামতী [স] **১** *বি* ইছামতি নদী। 'রামমোহনের পরিবারবর্গ তাঁহাকে প্রত্যূষে ইচ্ছামতী তীরে গমন করিতে নিষেধ করিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬। **২** *বিণ* নিজের খেয়ালখুশি মতো চলে এমন। 'এখন তুমি কোথায় আছো জানি/ ইচ্ছামতী, সুদূরে রাজধানী এবং আছে ট্রেন।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

ইচ্ছাময় [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

ইচ্ছাময়ী [স] *বি স্ত্রী* যার ইচ্ছায় সব কাজ হয়। 'পাষাণতনয়া ইচ্ছাময়ী, সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ইচ্ছামাত্র [স] *ক্রিবিণ* ইচ্ছা অনুযায়ী। 'তাহাকে ইচ্ছামাত্র সকল দিকে চালনা করা যায়?' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ইচ্ছামৃত্যু [স] *বি* স্বেচ্ছায় মৃত্যু। 'ইচ্ছামৃত্যু হোক তোর পৃথিবি ভিতর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ইচ্ছাশক্তি [স] *বি* ইচ্ছারূপ শক্তি। 'আমাদের ইচ্ছাশক্তিরও একটা গর্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ইচ্ছাসংযম [স] *বি* ইচ্ছাধীন সংযম। 'যে দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইচ্ছাসকল [স] *বি* ইচ্ছাসমূহ। 'ভৃত্যদের কর্তৃক তার দুরন্ত বেগবান ইচ্ছাসকল ক্রমাগত প্রতিহত হয়ে প্রতি মুহূর্তেই তীব্র আর্তনাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য [স] *বি* ইচ্ছার স্বকীয়তা। 'নিজের দৃঢ় ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য প্রয়োগ করতে চেয়েছেন।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

ইচ্ছাহীন [স] *বিণ* নিয়ন্ত্রণহীন। 'সে সকলি ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ইচ্ছিত [স] *বিণ* ঈপ্সিত। 'অনেকের ইচ্ছা আমাদের মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ইচ্ছুক [স] **১** *বিণ* আগ্রহী। 'ইসপিসিএল অর্থাৎ বিশেষ জুরি হইতে ইচ্ছুক হন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বিণ* সম্মত। 'ভাগ্যবান মহাশয়েরা ... অর্থদান করিতে ইচ্ছুক হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ইচ্ছে [স ইচ্ছা] *বি* বাসনা। 'বেঁধে রাখিবার ইচ্ছে! মনে রাখতে যে মেলাই কাঠ-খড় চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ইচ্ছেজোয়ার [স ইচ্ছা+জোয়ার] *বি* কামনার উচ্ছ্বাস। 'ইচ্ছেজোয়ারে ভেসে-ভেসে তুমি ট্রেনের পথে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

ইছবগুল [ফা ইসপ-গুল] *বি* ঔষধি বীজবিশেষ। 'ভিজানো ইছবগুলের দানার মতো জলভরা।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ইছবি [আ ঈসা>] *বিণ* খ্রিস্টীয়। 'সতের শও সাতাশী ইছবি সালের জানের মাস।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

ইছর্গ [স উৎসর্গ] *বি* উৎসর্গ। 'জমী এক বিঘা ইছর্গ করিয়া দিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৬৯।

ইছা[1] [স ইচ্ছা>] **১** *ক্রি* ইচ্ছা করা। 'আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* কামনা করা। 'সবে পরীহরি তোহি ইছ হরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *ক্রি* গ্রহণ করা। 'অঙ্গের ভূসন করি ইছিয়া লইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ইছ** *ক্রি* কামনা করো। 'সবে পরীহরি তোহি ইছ হরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ইছয়ে** *ক্রিবিণ* ইচ্ছায়। 'যদি আপনি ইছয়ে মহী ইন্দ্রের কুমার ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ইছসি** *ক্রি* ইচ্ছা করো। 'আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ইছাএ** *ক্রিবিণ* ইচ্ছায়। 'ষোল শত গোপী জাএ আপণ ইছাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ইছিয়া** *ক্রিবিণ* ইচ্ছা ক'রে। 'অঙ্গের ভূসন করি ইছিয়া লইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ইছিয়াছি** *ক্রি* ইচ্ছা করছি। 'অঙ্গের ভূসন করি ইছিয়াছি চির্ত্তে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ইছিলা** *ক্রি* ইচ্ছা করলাম। 'সেহি গতি ইছিলা আমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ইছিলাম** *ক্রি* কামনা করলাম। 'ইছিলাম তোমার মৃত্যু গোচরে আল্লার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ইছিলে** *ক্রি* ইচ্ছা করলো। 'হেন সব নৃপবর না ইছিলে মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইছা[2] [স ইচ্ছা>] *বি* ইচ্ছা। 'শাক খাইতে ইছা হইয়াছে মোর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ইছা[3] [স ইক্ষ্বাক] *বি* চিংড়ি মাছ। **ইছা মাছ** [স ইক্ষ্বাক+স মৎস্য] *বি* চিংড়ি মাছ। 'কইয়া একডালা ইছামাছ দিলেন।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ইছামতি, ইছামতী [স ইচ্ছামতী] *বি* নদীবিশেষ। 'তাহারা ইছামতি নদী দিয়া শিবনিবাস পর্য্যন্ত আইসে।' *দর্পণ*, ১৮১৮; 'সিংহনগরের নীচে ইচ্ছাবতী অর্থাৎ ইছামতী নদী।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

ইছায়ী [আ ঈসা] *বিণ* ঈসায়ী; খ্রিস্টীয়। 'ইছায়ী সাল চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে কাশ্মীর কাশ্মীরিদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ইজম [ই] *বি* মতবাদ। 'কোনো সে ইজম কোনোরূপ রাজনীতি।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ইজমালি [আ] *বিণ* সকলের। 'সাজরে তামাক, নামুক দেয়া, দুঃখু তো ইজমালি।' *নজরুল*, ১৯৩৫। দ্র **এজমালি**

ইজা [ফা] *বি* জের। 'ইজা – ১৭।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৭।

ইজাজত [আ] *বি* সম্মতি। 'জীবদ্দশায় তাঁকে ইজাজত দেননি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ইজাদার [আ ইজারা+ফা দার] *বি* ইজারাদার। 'ধুল্যাপুর মৌজার ইজাদার কে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৮।

ইজাফা [আ ইজাফাহ্] *বিণ* অধিক। 'তিন সন ইজাফা দিয়াছি রাজ করে।' *ঘনরাম*, ১৭১০।

ইজাব [আ] *বি* প্রস্তাব। 'বিবাহের মূল কথাই এই যে, প্রস্তাব আর স্বীকার (ইজাব কবুল)।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ইজাব কবুল [আ] *বি* বিবাহের প্রস্তাবে কন্যার সম্মতিসূচক বাক্য ও বরের গ্রহণে স্বীকারোক্তি। 'ইজাব কবুল ... প্রভৃতি খোশ-মেজাজে বহাল তবীয়তে হাজারো বৎসর যাবত বিবাহ-মজলিসে বিরাজমান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ইজার [আ] *বি* পাজামা। 'সদাই টুপী দেই মাথে ইজার পরয়ে দড় নাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইজারবন্দ [আ ইজার+ফা বন্দ] *বি* পায়জামা বাঁধার ফিতা। 'রেশমী ইজারবন্দ আরও জরির ঝালর লাগাইয়া লম্বা কর।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ইজারবন্ধ [আ ইজার+ফা বন্দ] *বি* পায়জামা বাঁধার ফিতা। 'জড়িত ইজারবন্ধ অধিক উজ্জ্বল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ইজারদার [আ ইজারা+ফা দার] *বি* যে ইজারা নিয়েছে। 'এক সালিস সদর ইজারদার করিয়া দিবে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ইজারদারি [আ ইজারা+ফা দার>] *বি* ইজারা নেওয়া জমিতে চাষাবাদের অধিকার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইজারা [আ] **১** *বি* খাজনার বিনিময়ে জমির মেয়াদি বন্দোবস্ত; ঠিকা। 'পরগণে মনোহর সাহি ওগয়রহ আপনকার ইজারা ছিল ইস্তক ...।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭। **২** *বি* খামার। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **৩** *বি* একচেটিয়া অধিকার। 'বাবুরামবাবু হুঁকা সম্মুখে পাইয়া একেবারে যেন ইজারা করিয়া লইলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস গ্রহণ। 'চাবির থেলো ও রুমালের জন্য ... দুখানি চৌকী ইজারা নেওয়া হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইজারা দখল [আ ইজারা+আ দখল] *বি* একচেটিয়া অধিকার। 'ওঁর ওপর খুকির তখন ইজারা দখল!' *নজরুল*, ১৯২৭।

ইজারাদার [আ ইজারা+ফা দার] **১** *বি* খামার মালিক। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **২** *বি* যে ইজারা নিয়েছে। 'উপর্যুপরি জমিদার, পত্তনীদার, ইজারাদার ও দরইজারাদার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ইজারা-মহল [আ ইজারা+আ মহল] *বি* বিশেষ অধিকারভুক্ত সম্পত্তি। 'ব্রজেশ্বর ... সাগরের ইজারা-মহল হইয়া রহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ইজার্দার [আ ইজারা+ফা দার] *বি* ইজারাদার। 'সেই গ্রামের ইজার্দার জমি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

ইজিচেয়ার [ই] *বি* আরাম কেদারা। 'ইজিচেয়ারে পা ছড়াইয়া দিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

ইজিপশিয়ন [ই] *বিণ* মিশরের তৈরি। 'সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভুবনবিখ্যাত।' *মুজতবা* ১৯৫২।

ইজিপ্ট [ই] *বি* মিশর। 'অধীনস্থ ইজিপ্ট আক্রমণে বাধা দিবার অধিকার ইংরাজের নাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ইজের [আ ইজার] *বি* পাজামা। 'ইজের পেন্টেলুন পরিলি তাহা মাফ করিলাম।' *রাজ*, ১৮৭৪। *দ্র* **ইজার**

ইজেরা [আ ইজারা] *বি* নির্দিষ্ট খাজনায় জমির মেয়াদি বন্দোবস্ত। 'ওগুলো ইজেরা দিয়ে দিও।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ইজেল [ই] *বি* ছবি আঁকার সময় ক্যানভাস ধরে রাখার কাঠের ফ্রেম। 'আমি ছিলাম ইজেলে সাঁটানো ক্যানভাসের সামনে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

ইজ্জত, ইজ্জৎ [আ] **১** *বি* সম্মান। 'আমার কত হুরমত – কত ইজ্জত।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'যুদ্ধের সময় ... ইংরাজের ইজ্জৎ রক্ষা করেন।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* সম্ভ্রম। 'এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জত মাত্যি চায়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ইজ্জতমন্ত [আ ইজ্জত+ফা মন্দ] *বিণ* মানসম্মান আছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইজ্জুৎ [আ] *বি* সম্মান। 'ইজ্জুৎযুক্ত তাজ প্রভু দিলা মোর শিরে।' *আলাওল*, ১৬৮০। *দ্র* **ইজ্জত**

ইঞ্চ [ই] *বি* ইঞ্চি; মাপের এককবিশেষ; এক ফুটের বারো ভাগের এক ভাগ। '২৪ ইঞ্চ মাপ অতীব কৌতুকাবহ ও সৃষ্টিছাড়া।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

ইঞ্চলা *বি* উচ্ছিষ্ট; এঁটো। 'ইঞ্চলা খার্আ কাহ্ন বার পাড়িবে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ইঞ্চি [ই] *বি* দৈর্ঘ্য মাপার একক; এক ফুটের বারো ভাগের এক ভাগ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'ইঞ্চিদুই পলিমাটি 'পরে হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। *দ্র* **ইঞ্চ**

ইঞ্জিন [ই] *বি* রেলগাড়ি, কারখানা ইত্যাদি চালানোর যন্ত্র। 'ইঞ্জিনের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে যখন কানে তালা লাগিতেছিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

ইঞ্জিনম্যান [ই] *বি* ইঞ্জিনের চালক। 'সিপাইরা আর ইঞ্জিনম্যান কথা বলছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনীয়ার [ই] *বি* প্রকৌশলী। 'অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার বা পূর্ত্ত-বৈজ্ঞানিক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন কোম্পানি – আগাগোড়া বাড়িখানা তার।' *জীবন*, ১৯৩২।

ইঞ্জিনিয়ারিং, ইঞ্জিনীয়ারিং [ই] **১** *বি* প্রকৌশলবিদ্যা। 'যাহাতে তাহারা ইঞ্জিনিয়ারিং, খনির কাজ এবং অন্যান্য বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে।' *রোকেয়া*, ১৯২৯। **২** *বি* প্রকৌশল। 'নতুন কালের ইঞ্জিনীয়ারিং-এর নিদর্শন।' *তারা*, ১৯৫৩।

ইঞ্জিরি [প ইংলেজ>] *বি* ইংরেজি। 'দুপাতা ইঞ্জিরি পড়া ইঁচড়ে পাকা ডেঁপো ছেলেরা গুরুজনের ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ইঞ্জিল [আ] *বি* বাইবেল। 'ইঞ্জিল কিতাব অতি পড়িয়া আছিল সতী।' *সুলতান*, ১৭০০।

ইঞ্জেকশন, ইঞ্জেকশান [ই] *বি* তরল পদার্থ ও ওষুধ ইত্যাদি সিরিঞ্জের সাহায্যে শরীরের মাংসপেশী অথবা ধমনীতে ঢোকানো; অন্তঃক্ষেপণ। 'সমাজ সংস্কারের ইঞ্জেকশানই দাও আর রাষ্ট্রবিপ্লবের অস্ত্রোপচারই করো।' *অন্নদা*, ১৯২৮; 'আবার ইঞ্জেকশন!' *সুনীল*, ১৯৭০।

ইট [স ইষ্টক] *বি* ইষ্টক। 'নানা ইট করএ নির্মাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইটখোলা [স ইষ্টক>+খোলা] *বি* ইট তৈরি করার ও পোড়ানোর স্থান। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ইটখোলার ছবি অপুর মনে উদয় হইত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ইটগাড়া [স ইষ্টক>+আ গাড়>] *বি* পাকা ভবন নির্মাণ বাবদ কর। 'প্রজা ... আপনার ভিটায় ইট গাড়িবে, ইটগাড়া বলিয়া প্রণামী দিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

ইট পাটকেল [স ইষ্টক>+স পাটলখণ্ড] *বি* আস্ত ও টুকরা ইট। 'কখন বা পথিকদিগকে ইট পাটকেল মারিয়া পিট্টান দিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ইটপাথর [স ইষ্টক+স প্রস্তর] *বি* ইট ও পাথর। 'সেইসব শহরের ইটপাথর।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ইটবাঁধানো *বিণ* পাকা। 'ইটবাঁধানো উঠোনের ওপর ... একফালি আলো এসে পড়েছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ইট ভিটা [স ইষ্টক+স ভিত্তি>] *বি* বসতভিটা। 'তবে কি তোর ইট ভিটা কিছু থাকিবে।' *কেরি*, ১৮০২।

ইটাল [স ইষ্টক>] *বি* ইটের খণ্ড বা ঢিল। 'গোহাড় ইটাল দিয়া ইট শূন্য হৈতে পড়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ইটের পরিবর্তে পাটকেল চলা – আঘাত-প্রত্যাঘাত করা। 'ইটটির পরিবর্তে পাটকেলটি চলিতেছেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইটা [স ইষ্টক] *বি* আগুনে পুড়িয়ে তৈরি শক্ত মাটির খণ্ড। 'গোলমালের কারিগর ইটা মারে মুরুব্বির গায়।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ইটা খেত [স ইষ্টক+স ক্ষেত্র] *বি* ঢিলযুক্ত জমি। 'পথ থুয়ে রূপা

বেপথে চলিল, ইটা খেতে পাও মেলি।' *জসীম*, ১৯২৯।

ইটাখোলা *বি* ইটের ভাটি। 'একটা ইটাখোলার সব ইট লাগিয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ইটার্নাল [ই] *বিণ* চিরন্তন। 'টাইবারের পারে সেই ইটার্নাল সিটিতে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ইটালিক [ই] ১ *বিণ* বাঁকা (হরফ)। 'ইঙ্গরেজী বর্ণমালায় বড় অক্ষর ও ইটালিক বর্ণ লিখনের দ্বারা ... প্রকাশ করিবার অধিক সুগম আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* ইতালীয়; ইটালি দেশের। 'তিনি ইটালিক ভাষায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ইটালিয়ান [ই] ১ *বি* ইতালির নাগরিক। 'এ-পাশ থেকে ফরাসিরা ও-পাশ থেকে ইটালিয়ানরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ইতালীয়। 'জর্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান – তিন ভাষার সঙ্গেই ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ইটালীয় [ই ইটালি+স ঈয়] ১ *বিণ* ইটালি দেশীয়। 'ইটালীয় লোক সঙ্গীত, কবিতা, এবং চিত্রবিদ্যায় অতি নিপুণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ২ *বিণ* ইটালির অধিবাসী। 'ইটালীয়, এবং বর্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ইটি-উটি [স ইতি>] *বি* বিচিত্র বিষয়। 'আমাদের কত টুকিটাকি, কত ইটি-উটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ইটি সিটি *সর্ব* এটা সেটা। 'লয়ে পুঁথি দু-চারিটি নেড়ে চেড়ে ইটি সিটি/ এইমত কাটে দিনরাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইটেল [স ইষ্টক>] *বিণ* এঁটেল; পিচ্ছিল ও চটচটে। 'ইটেল মাটির হোঁচট লেগে।' *জসীম*, ১৯৩১।

ইট্টাও *বি* বাড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ইডুকেটেড [ই] *বিণ* বিদ্বান। 'বিলাতের ইডুকেটেড।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ইডিটর [ই] *বি* সম্পাদক। 'ইডিটর কলিকাতা জয়নেল আফিসে এক নূতন কাগজ প্রকাশ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ইডিবিডি *ক্রিবিণ* যেনতেন প্রকারে। 'এ ইডিবিডি করা নয়।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ইডিয়ট, ইডিয়েট [ই] *বিণ* নির্বোধ। 'সেই ইডিয়টটার, মাস্টারির খর্পরে গিয়ে তো পড়তে পারেন না আর।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'তুমি একটা ইডিয়েট।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ইডিয়ম [ই] *বি* কোনো দেশ, এলাকা, জনগোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তিবিশেষের বাগ্‌রীতি। 'বাঙাল ভাষার আসল জোর তার বাক্যভঙ্গী বা ইডিয়মে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ইডিয়মসমৃদ্ধ [ই ইডিয়ম+স সমৃদ্ধ] *বিণ* অনুবাক্যে সমৃদ্ধ। 'সুন্দর ইডিয়মসমৃদ্ধ বাংলায় নিজেদের ভাব প্রকাশে নিতান্তই অক্ষম।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

ইডিয়োলজি [ই] *বি* ভাবাদর্শ। 'পণ্ডিতেরা ভাজেন নজির/ খই ফোটে ইডিয়োলজির।' *অন্নদা*, ১৯৪২।

ইডেন [ই] *বি* স্বর্গের বাগান। 'আদম ও হাওয়া পূর্ব্বে ইডেন উদ্যানে থাকিতেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

ইড়কি *বি* দ্রুত চলার জন্যে ঘোড়ার পাঁজরে আঘাতকরণ। 'ইড়কি দিতে চলে ইসারাতে।' *ঘনরাম*, ১৭১১।

ইড়বিশ [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* ম্যাজ ম্যাজ। 'আবার জ্বর এল? ইড়বিশ ইড়বিশ করছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

ইড়া [স] *বি* শরীরের তিন কল্পিত নাড়ীর অন্যতম। 'ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সঙ্গী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ইড়া-পিঙ্গলা [স] *বি* শরীরের তিন কল্পিত নাড়ীর মধ্যে দুটি, এখানে চেতনাপ্রবাহ। 'আমার ভেতর এই পূর্ব-পশ্চিমের ইড়া-পিঙ্গলা বইছে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ইড়িক *বি* হিড়িক। 'সে সব সরণি মধ্যে খেলায় ইড়িক।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ইণ্টারভিউ [ই] *বি* সাক্ষাৎকার। 'আলো একফাঁকে কাকাতুয়াটার ইন্টারভিউ নিতে সরে পড়েছিল।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ইণ্টারমিডিয়েট [ই] *বিণ* উচ্চমাধ্যমিক। 'আমাদের দেশে এমন হাই স্কুল কমই আছে যার সাথে এক বছর জুড়ে দিলে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ইণ্ডাইটমেণ্ট [ই] *বি* অপরাধ করার অভিযোগ। 'প্রথমতঃ গ্রাণ্ডুরি, যাহারা পুলিশ-চালানি ও অন্যান্য লোক যে ইণ্ডাইটমেণ্ট করে তাহা বিচারযোগ্য কি না ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল [ই] *বিণ* শিল্প সম্বন্ধীয়। 'হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স [ই] *বি* স্বাধীনতা; নিজস্বতা। 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আমি য়্যাপ্রুভ করি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ইণ্ডিয়ান [ই] *বিণ* ভারতীয়। 'ইণ্ডিয়ান আখ্যাদিমের ছাত্রেরদের ... পরীক্ষা হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ইতঃক্ষিপ্ত [স] *বিণ* ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। 'চারিদিকে ইতঃক্ষিপ্ত নরমিছিল।' *শওকত*, ১৯৪৬।

ইতঃপর [স] *অব্য* অতঃপর। 'শিবের বিবাহ শুন ইতঃপর।' *ভারত*, ১৭৬০।

ইতঃপূর্বে [স] *ক্রিবিণ* এর আগে। 'সিংহ, ইতঃপূর্বে, যে ইঁদুরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ইতফাক [আ ইত্তিফাক] ১ *বি* জোট। 'ভাই ভায়াদ মহাপাত্রর্দ্দের সহিত এক ইতফাক হইয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১১। ২ *বি* মিল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইতবার [আ ইতিবার] *বি* বিশ্বাস। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **এতবার**

ইতবারি [আ ইতিবার>] *বি* বিশ্বস্ততা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইতর [স] ১ *বিণ* সাধারণ। 'ইতর জন নারিবে বুঝিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সাড়ে পনেরো-আনা লোক যে ইতর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বিণ* অপর; অন্য। 'এতেক করিল যুক্তি ইতরে অধিকা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বিণ* দুর্গম। 'আনন্দে ইতর পথে হেসে নেচে যায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৪ *বিণ* নিচু শ্রেণীভুক্ত। 'আমরা বিশিষ্ট লোক অমুক ইতর লোক।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৫ *বিণ* অমার্জিত। 'ইদানীং ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮: 'তাদের কাছে সম্মান রাখতে হলে ইতরের রাস্তাই ধরতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৬ *বিণ* নীচ। 'ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আহার বিহারাদি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *বিণ* কুরুচিপূর্ণ। 'ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতরগান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইতর-কথা [স] *বি* অভদ্রজনোচিত কথা। 'তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ইতরজন [স] *বি* নীচ শ্রেণীর লোক। 'তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ইতরতা [স] *বি* নীচতা। 'বাড়াবাড়ি জিনিসটা সব ক্ষেত্রেই ইতরতার

পরিচায়ক।' *প্রমথ*, ১৯১২।

ইতরপনা [স ইতর>] **১** *বি* অবহেলা। 'আইনমাফিক নিরিখ দে না/ তাতে কেন তোর ইতরপনা।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* ইতরামি। 'তারা আগে থেকে খবর দিয়ে ডাকাতি করত, ইতরপনা করত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ইতর বিশেষ [স] **১** *বি* পার্থক্য; ভিন্নতা। 'ব্যবহারে এবং বাক্যে কিছুই ইতর বিশেষ হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* বিশেষ তফাত। 'বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর-বিশেষই শ্রেণীভেদের মূলীভূত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* কোনো পার্থক্য। 'সকলে সমান নাই ইতর-বিশেষ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ইতরবৃত্তি [স] *বি* নিম্নশ্রেণীর পেশা। 'এই ইতরবৃত্তিপরায়ণ কায়স্থের কন্যা কে বিবাহ করিবে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ইতরলোক [স] *বি* গুরুত্বহীন লোক। 'ইতরলোক অপেক্ষা মান্যলোকের কথা প্রায় সর্ব্বত্রই অধিক মান্য।' *দর্পণ*, ১৮২৭; 'ব্যাখ্যাত হোক, ইতরলোকের নিন্দাপ্রশংসার অতীত হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ইতর শব্দ [স] *বি* অশিষ্ট শব্দ। 'সকল ভাষাতেই গ্রাম্য ইতর শব্দ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

ইতরসাধারণ [স] *বি* সাধারণ মানুষ। 'ইতরসাধারণের প্রতি নিজের একান্ত ঔদাসীন্য ঘোষণা করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ইতরাঙ্গ [ই ইতর-অঙ্গ] *বিণ* ইতর পর্যায়ের। 'কেহবা ইতরাঙ্গ রাগরঙ্গের বাহুল্য না করিয়া মুখ্যাঙ্গ হোম যাগ ... করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ইতরামি [স ইতর>] *বি* নীচতা; অমার্জিত লোকের মতো ব্যবহার। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'আমাদের দেশের আজকালকার ইতরামি যে কী অসহ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ইতরা [স ইতর>] *ক্রি* ইতরামি করা। 'ইতরিআ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইতল বেতল *বি* ফুলবিশেষ। 'ইতল বেতল দুই ফুলে।' *অবন*, ১৯১৯।

ইতলাক[১] [আ ইত্তিলা] *ক্রি* জানানো। *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ইতলাক[২] *বি* সুদ। 'তোমাকে ডাণ্ডা সেওয়ায় রোজ ইতলাক সমেত ১০ দস টাকা দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ইতস্তত, ইতস্ততঃ [স] **১** *ক্রিবিণ* এখানে-সেখানে। 'ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া। বিষাদ করয়ে কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* এদিকে ওদিকে। 'সচকিত নেত্রে ইতস্ততঃ পুনঃ পুনঃ অবলোকন করত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'কাতরভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদয়কে পদার্থ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'ইতস্তত দেয়ালের আয়নার উপর গ্যাসের আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বিণ* এদিক-সেদিক। 'তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার জো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৫** *বি* দ্বিধা। 'তখন আমি অনেক ইতস্তত করেছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইতস্তত করা *ক্রি* কুণ্ঠা বোধ করা। 'তখন আমি অনেক ইতস্তত করেছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইতস্ততো [স ইতস্ততঃ] *ক্রিবিণ* এখানে-সেখানে। 'ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

ইতালিয়ান [ই] *বিণ* ইতালির অধিবাসী। 'একটি ইতালিয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্র আমাদের গাড়ির গতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'কেউ ইংরেজ কেউ জার্মান কেউ হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান ফিন ইতালিয়ান ওলন্দাজ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ইতালীয় [ই ইতালি+স ঈয়] *বিণ* ইতালি দেশের। 'ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ইতালীয়া [ই ইতালি+স ঈয়>] *বিণ স্ত্রী* ইতালির অধিবাসী। 'মাথায় রঙিন রুমাল বাঁধা ঐ ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হচ্ছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইতি[১] [স] *অব্য* সমাপ্তিসূচক শব্দ। 'ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ইতি[২] [স] *বি* ইত্যাদি। 'বিস্যক জানাইল গীয়া জত সভ ইতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ইতিউতি [স ইতি] *ক্রিবিণ* এদিক সেদিক। 'স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত ইতিউতি চায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ইতিকথা [স] **১** *বি* বৃত্তান্ত। 'কাল রাত্রে সেদিনকার ইতিকথার ছিন্নলিপি যখন পড়ে দেখছিলুম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **২** *বি* উপকথা। 'কেবল ইতিকথার দূরাগত ধ্বনিমাত্র।' *হাই*, ১৯৫৪।

ইতিকর্তব্য, ইতিকর্ত্তব্য [স] *বি* কর্তব্যকর্ম। 'বর্ত্তমান সঙ্কট-পরিস্থিতিতে মোছলেম ভারত ইতিকর্ত্তব্য সম্পর্কে যে-নির্দ্দেশের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৪২; 'সে ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেলেছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

ইতিকর্তব্যতা, ইতিকর্ত্তব্যতা [স] **১** *বি* যথার্থতা। 'যাত্রার ইতিকর্ত্তব্যতা বেশভূষা বস্ত্র বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* কর্মের ঔচিত্য। 'বেদবেদাঙ্গ পুরাণোপপুরাণাদি শ্লোকের প্রকৃতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদির ইতিকর্ত্তব্যতা।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বি* করণীয় কাজ। 'এ বিষয়ের ইতিকর্তব্যতা এখন আপনাকেই স্থির কর্তে হবে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **৪** *বি* আদব-কায়দা। 'সভ্যসমাজের সহস্রবিধ সম্বন্ধের ইতিকর্তব্যতা বিষয়ে তাহারা নিরলস ও সতর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

ইতিপূর্বে, ইতিপূর্ব্বে [স ইতঃপূর্বে] *ক্রিবিণ* এর আগে। 'ধর্ম্ম বিষয়ে ইতিপূর্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'তিনি ইতিপূর্বে মায়াকাননের নাম এবং দেবীপ্রতিমার মাহাত্ম্য শুনেছিলেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ইতিবাচক [স] *বিণ* হ্যাঁ-বোধক। 'শেষোক্ত দুই প্রশ্নের উত্তরে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই রূপই বলাইয়া লইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

ইতিবাদী [স] *বিণ* ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করে এমন। 'আমি একটু ইতিবাদী, কথার বেলা নয় অবশ্য।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ইতিবৃত্ত [স] **১** *বি* ইতিহাস। 'বর্ত্তমান সভ্য জাতিদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* বিবরণ। 'তাঁহার জীবনের শ্লাঘ্যতম ভাগ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তের চিরস্মরণীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ইতিবৃত্তান্ত [ই] *বি* সমস্ত বিষয়; খবরাখবর। 'আপিসের ইতিবৃত্তান্ত কিছুই জানে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ইতিমধ্যে [স ইতোমধ্য>] **১** *ক্রিবিণ* এর মধ্যে। 'ইতিমধ্যে লোভিষ্ট অনেক জন আছে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* এই সময়ের মধ্যে। 'ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ইতিসূচক [স] *বিণ* ইতিবাচক। 'ইতিসূচক স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ইতিস্বাক্ষরিত [ই] *বিণ* চিঠির শেষে সইযুক্ত। 'হরকরাপত্রের সুধারাবিশিষ্ট

এক জন হিন্দু ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রেরক লেখেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ইতিহ [স] *বিণ* ঐতিহ্যগত। 'ইতিহ-ভাগ্য জড়াক-না নাগপাশে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

ইতিহাষ [স ইতিহাস] *বি* ইতিহাস। 'দান বিতরণ জ্ঞত ইতিহাষ কথন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ইতিহাস [স] **১** *বি* প্রাচীন কথা। 'পাঠকসিংহ পড়ে ইতিহাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* তথ্য। 'তোমার বাপের কিছু জানি ইতিহাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* কুষ্ঠিগণনা। 'মহাজন ইতিহাসে কহিছে ভবিষ্য।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* বিভিন্ন দেশ, জাতি ও সভ্যতার কালানুক্রমিক বিবরণ। 'ভূগোল বৃত্তান্ত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। **৫** *বি* কাহিনি। 'আদিপর্বে এ প্রকার ইতিহাস আছে যে, দ্রোণ স্বীয় শিষ্যগণ দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৬** *বি* সাক্ষ্য। 'লোকদিগের মুখে ইতিহাস লইলে আপনাদের সংশয় দূর করিতে পারিবেন।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭০। **৭** *বি* ইতিহাস-গ্রন্থ। 'সমস্ত ইতিহাসখানাই পোকায় কেটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইতিহাস-কথা [স] *বি* ইতিহাস বর্ণিত কাহিনি। 'ইতিহাস কথায় বিরহীদিগের যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাওয়া যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইতিহাসকার [স] *বি* ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যে; ঐতিহাসিক। 'সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ যে কৃতিত্ব এককভাবে বঙ্কিমচন্দ্রে আরোপ করেন ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ইতিহাসখ্যাত [স] *বিণ* ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত। 'ইতিহাসখ্যাত চৈত সিংহের যুদ্ধঘটনাজড়িত প্রাসাদের ...।' *সুকান্ত*, ১৯৪৪।

ইতিহাসগত [স] *বিণ* ইতিহাসের সূত্রে পাওয়া। 'নিজের কাছে নিজের পরিচয়টাকে বড়ো করবার চেষ্টাই সভ্যজাতির ইতিহাসগত চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ইতিহাসচর্চা [স] *বি* ইতিহাস অধ্যয়ন। 'পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসচর্চায় গণদাদার অসাধারণ অনুরাগ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ইতিহাসজ্ঞ [স] *বিণ* ইতিহাস জানে এমন। 'ইতিহাসজ্ঞ সুকুমারমতি বালকেরাও উহার উত্তর প্রদানে সক্ষম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ইতিহাসদর্শন [স] *বি* ঐতিহাসিক দৃষ্টি। 'ইতালির মানস-ইতিহাসের এই সুসম্বদ্ধ বিবরণে বুর্কহার্টের ইতিহাসদর্শন পরিব্যাপ্ত।' *শিব*, ১৯৫৬।

ইতিহাসপর্ব [স] *বি* ঐতিহাসিক কালপর্যায়। 'ঐতিহাসিকরা ... বঙ্গদেশের উনিশ শতকী ইতিহাসপর্বকে রেনেসাঁস আখ্যায় চিহ্নিত করেন।' *শিব*, ১৯৫৬।

ইতিহাসপলাতক [স] *বিণ* ইতিহাসে স্থান পায়নি এমন। 'ইতিহাসপলাতক কাহিনীর কত সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ইতিহাসপ্রিয় [স] *বিণ* ইতিহাসের প্রতি গভীর টান রয়েছে এমন। 'ইতিহাসপ্রিয় তাদের চেয়ে অনেকগুণ বেশী।' *হাই*, ১৯৫৮।

ইতিহাস-প্রীতি [স] *বি* ইতিহাসের প্রতি টান। 'ইংরেজের ইতিহাস-প্রীতির কথা বলতে গেলে শুধু মূর্তি কিংবা ভাস্কর্যেই তার পরিচয় শেষ হয় না।' *হাই*, ১৯৫৮।

ইতিহাসবিদ [স] *বি* ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি। 'পরিণতির চেহারা দেখাইয়া দেওয়াই ইতিহাসবিদের কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ইতিহাসবিদ্যা [স] *বি* ইতিহাসবিষয়ক বিদ্যা। 'ইতিহাসবিদ্যার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ইতিহাসবিশ্রুত [স] *বিণ* ইতিহাসখ্যাত। 'ইতিহাসবিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ইতিহাসবেত্তা [স] *বি* ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। 'রোমীয় ইতিহাসবেত্তাদিগের পুস্তকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ইতিহাসব্যাখ্যাতা [স] *বি* ইতিহাস বিশ্লেষক। 'ইতিহাসব্যাখ্যাতারা জোর দিয়েছিলেন মনস্বিতার ভূমিকা এবং ... তার প্রকাশের ওপরে।' *শিব*, ১৯৫৬।

ইতিহাসভণিতা [স] *বি* ইতিহাসের প্রারম্ভিক কথা। 'হয়ে যেত – তবুও নারীরা আজ ইতিহাসভণিতার থেকে।' *জীবন*, ১৯৪০।

ইতিহাসভিত্তিক [স] *বিণ* ইতিহাসনির্ভর। 'এ শতাব্দীর ভাষা আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইতিহাসভিত্তিক।' *হাই*, ১৯৫৪।

ইতিহাসমরু [স] *বি* ইতিহাসরূপ মরু। 'এই অগৌরবের ইতিহাসমরুতে রাজপুতদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ইতিহাস-যবনিকা [স] *বি* পর্দা। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস-যবনিকা সবলে ছিন্ন করিয়া উদ্ঘাটন করিল মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ইতিহাসলিপিহারা [স] *বিণ* ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই এমন। 'ওদের এনেছ ডেকে আদিসমীরণে/ ইতিহাসলিপিহারা যেই কাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ইতিহাস-লেখক [স] *বি* ইতিহাস লেখেন যিনি। 'তিনি আধুনিক বাঙালি ইতিহাস-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইতিহাস-সংস্কার [স] *বি* ইতিহাস সংশোধন। 'ইতিহাস-সংস্কারব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ইতিহাস হওয়া *ক্রি* বিলুপ্ত হওয়া। 'আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাব আশীর্বাদ, তারপর হব ইতিহাস।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ইতিহাসহারা [স] *বিণ* জন্মবৃত্তান্ত লেখা নেই এমন। 'কত জাতি নামহীন, ইতিহাসহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ইতিহাসাত্মক [ইতিহাস-আত্মক] *বিণ* ইতিহাস বিষয়ক। 'পঞ্চবিংশতি ইতিহাসাত্মক বেতাল পঞ্চবিংশতি।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ইতী [স ইতি] *অব্য* সমাপ্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ইতুরে [স ইতর>] *বিণ* সাধারণ মানুষের কথিত। 'সাধু ভাষার সহিত ইতুরে কথার মিশ্রিত খিচুড়ী পাকাইলে ...।' *দর্শন*, ১৯২১।

ইতে *অব্য* এতে। 'আপনি ভাবিয়া বুঝ ইতে দোষ নাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ইতোভ্রষ্ট [স] *বিণ* ইতস্তত বিপথগামী। 'অসম্বদ্ধ, অপ্রবৃত্ত, ইতোভ্রষ্ট, স্ততোনষ্ট – যা মনে আসে বলে যাও।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ইতোভ্রষ্ট ততো নষ্ট *বিণ* এলোমেলো। 'তারা ইতোভ্রষ্ট ততো নষ্ট অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ইতোমধ্যে [স] *ক্রিবিণ* এ সময়ের মধ্যে। 'ইতোমধ্যে গন্ধর্ব্বসেন আপন অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া ... কহিতে লাগিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ইত্তেহাদ [আ ইত্তিহাদ] *বি* বন্ধুত্ব। 'মুসলমানে মুসলমানে এক জামাত, আত্মীয়তা আর ইত্তেহাদ।' *হাই*, ১৯৪৭।

ইৎফাক [আ ইত্তিফাক] *বি* প্রণয়। *ভবানী*, ১৮২৩।

ইত্যপকাশে [স ইত্যবকাশে] *ক্রিবিণ* ইতিমধ্যে। 'ইত্যপকাশে রাজা প্রতাপাদিত্য ... যশহর পুরী প্রবেশ করিলে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ইত্যবধানে [স ইত্যবধান>] **১** *ক্রিবিণ* এ নিয়মে। 'ইত্যবধানে বিহিত করিবা।' *রামরাম*, ১৮০২। **২** *ক্রিবিণ* এরকম বিষয় অনুধাবনপূর্বক। 'ইত্যবধানে নব বিবিকে কহিতেছেন যে, বাছা তোমার আর তালিম লইবার প্রয়োজন নাই।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ইত্যবসরে [স] **১** *ক্রিবিণ* এই সুযোগে। 'ইত্যবসরে কন্যা পুত্রকে বাটীর মধ্যে আনাইয়া ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *ক্রিবিণ* ইতোমধ্যে। 'ব্রাহ্মণ ... স্নান করিতেছেন, ইত্যবসরে গন্ধর্ব্বসেন ... কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ!' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ইত্যবসান [স] *বিণ* সমাপ্ত; গ্রন্থ শেষ। *ফরস্টার*, ১৮০০।

ইত্যাকার [স] **১** *বিণ* এইরূপ। 'ইত্যাকার নানাপ্রকার কথোপকথনের পর ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* নানা রকমের। 'ইত্যাকার দুশ্চিন্তায় তীব্র তাম্রকূটবাসিত পরের কম্বলের উপর কাষ্ঠাসনে রাত্রি যাপন করলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১

ইত্যাকারক [স] *বিণ* এই রকম। 'এই ধর্ম্ম ইত্যাকারক দৃষ্ট জ্ঞান হইয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ইত্যাদি [স] **১** *অব্য* প্রভৃতি। 'সর্গের বিতরে সমুদ্রো, প্রথিবী আর যতো ইত্যাদি দেখি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **২** *অব্য* এইসব। 'ইত্যাদি বুঝিবা নায়কের অষ্ট অঙ্গ।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *সর্ব* অন্যান্য। 'কাপ্তেন ও কর্ম্মচারী ইত্যাদিরা ইংরাজ।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ইত্যাদি ইত্যাদি [স] *বিণ* এরকম আরও। 'ডবলকে ডবল ইত্যাদি ইত্যাদি বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ইত্যাদিক [স] *ক্রিবিণ* ইত্যাদি। 'ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইত্যি আদি [স ইত্যাদি] *বি* নানা বিষয়। 'ইত্যি আদির শুভ খবর দিনে দিনে যায় যে গাহি।' *জসীম*, ১৯৩১।

ইত্যুপলক্ষে [স] *ক্রিবিণ* এই উপলক্ষে। 'ইত্যুপলক্ষে উক্তস্থানস্থ সুপ্রসিদ্ধ গায়কদিগকে আহ্বান ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

ইৎসা [স ইচ্ছা] *বি* বাসনা; ইচ্ছা। 'অনিরুদ্ধে বিভা দিতে মনে ইৎসা কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **ইচ্ছা**

ইৎস্যাপত্রী [স ইচ্ছাপত্র>] *বি* উইল। 'উইল সব্দ ইঙ্গরেজী ইহার বাক্যার্থ বাঙ্গলা সব্দে ইৎস্যাপত্রী।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

ইথার, ইথর [ই] **১** *বি* স্পিরিটের মতো তরল রাসায়নিকবিশেষ। 'ষ্টপর হীন ইথরের মত একেবারে উপে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিজ্ঞান অনুযায়ী মহাশূন্যকে যা বাতাসের মতো পূর্ণ করে রেখেছে এবং যার মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ ভ্রমণ করে। 'হৃদয়বিদারক সুরকে ইথার যেখানেই বয়ে নিয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ইথি[1] *অব্য* এই। 'ইথি দুহু মাঝ ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ইথে **১** *ক্রিবিণ* এতে। 'ইথে কিছু নাহিক সন্দেহ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* এই বিষয়ে। 'অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *ক্রিবিণ* এখানে। 'তোমা বিনে ইথে মোর কে আছে সহায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইথি[2] [স অত্র] *সর্ব* এর। 'ইথি লাগি আগে করি তাহার বিবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইথু *ক্রিবিণ* এখানে; অত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইথে *দ্র* **ইথি**[1]

ইথং [স ইত্থম] *অব্য* এই প্রকার। 'ইথং শব্দের ভিন্ন অর্থ গুণ ...।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইথম্ভূত [স ইত্থম্ভূত] *বিণ* এই প্রকার জাত। 'ইথম্ভূতগণ শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইদ [আ] *বি* মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। 'কি ইদ, কি মহরম কোন মোসলমান ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। *দ্র* **ঈদ**

ইদং[1] [স] *বি* জগৎ। 'ম্লেচ্ছ ভাষায় যাকে দুনিয়া বলে, হিন্দু দর্শনের ভাষায় তার নাম ইদং।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ইদং[2] [স] *সর্ব* এটা। 'ইদং অর্থাৎ এই-যে বলে যাকে স্বীকার করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ইদজ্জহা [আ] *বি* ঈদুল আজহা; ইসলাম ধর্মমতে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির উদ্দেশে পশু কোরবানির উৎসব। 'সাধারণে জানে যে ইদজ্জহায় গুরু কোরবাণী না করিলে ধর্ম্ম বজায় থাকে না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

ইদম [স] *বিণ* জানা আছে এমন। 'সেই ডিমটাই তার একমাত্র ইদম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ইদানিং [স ইদানীং] *ক্রিবিণ* আজকাল। 'ইদানিং, একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া ... অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৯২। *দ্র* **ইদানীং**

ইদানী [স ইদানীং] *ক্রিবিণ* ইদানীং; আজকাল। 'ইদানী অন্য জনোপজীবনে জীবিত কালযাপন কর ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

ইদানীং [স] *ক্রিবিণ* আজকাল। 'ইদানীং যাহারা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১; 'আমাদের মধ্যে আত্ম-গরিমা প্রকাশের ইদানীং ইয়ত্তা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ইদানীংকার *বিণ* বর্তমান কালের। 'পাশাপাশি বসে শুনতে লাগলাম সাগরপুর এম. ই. স্কুল আর তাঁর ইদানীংকার ইতিহাস।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ইদানীন্তন [স] **১** *বিণ* আজকালকার। 'ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানি ... ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* আধুনিক। *সেবধি*, ১৮৩৯।

ইদিকে *ক্রিবিণ* এদিকে। 'আমারও ইদিকে বছর বছর মাইনে বেড়ে যাচ্ছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ইদূর [স উন্দূর] *বি* ইঁদুর। 'ইহারা ইদূর ধরিয়া খায়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

ইদ্দত [আ] *বি* বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীর পুনর্বিবাহের পূর্ববর্তী মুসলিম শরিয়ত নির্দিষ্ট কাল। 'এ মারফতি নিকায় ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হইবে না।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ইনইসটিটিউসন [ই] *বি* ইনস্টিটিউট; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'হের সাহেবের স্কুল বেনিবোলেন্ট ইনইসটিটিউসন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

ইন্‌এফিসিয়েন্ট [ই] *বিণ* অদক্ষ। 'মামাতো ভাইরা অকেজো, ইন্‌এফিসিয়েন্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ইন্‌কম্‌ট্যাক্স, ইন্‌কমটেক্স [ই] *বি* আয়কর। 'রসরাজ পুনরায় প্রচার হবার পূর্ব্বে ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের হুজুক ওঠে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ইন্‌কম টেক্স তোমার কলঙ্ক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। *দ্র* **ইনকামট্যাক্স**

ইনকাম, ইনকম [ই] *বি* উপার্জন। 'ইনকম ট্যাক্স – জমিদারের ইনকম ট্যাক্স আদায় জন্য।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪; 'আপনার অন্য মেলা সোর্স আছে ইনকামের।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

ইনকাম ট্যাক্স, ইনকাম টেক্স [ই] *বি* আয়কর। 'জমিদারের ইনকম ট্যাক্স আদায় জন্য...।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪; 'ইনকামটেক্স অফিসারকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ইনকিলাব [আ] *বি* বিপ্লব। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ইনকোয়ারি [ই] *বি* তদন্ত। 'ইনকোয়ারির আদেশ না দিয়েই রিটায়ার করে গেছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ইনক্রিমেন্ট [ই] *বি* বেতন বৃদ্ধি। 'চাকরিগত সুযোগ সুবিধা চায়, প্রমোশন চায়, ইনক্রিমেন্ট চায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ইনচার্জ [ই] *বিণ* দায়িত্বে নিয়োজিত। 'ইনচার্জ অফিসারকে ততৎক্ষণাৎ জানাতে হবে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ইনছান [আ ইনসান] *বি* মানুষ। 'জিন ইনছান কোটি সন্তান গাহিল যে মহা গান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ইনজাংশন, ইনজাংকেশন [ই] *বি* আইনী নিষেধাজ্ঞা। 'উচ্চ আদালত থেকে ডেপলিসের পিঠের উপর এক ইনজাংশন জারি হয়ে গেল।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'কোর্ট থেকে যদি ইনজাংকশন আনতে পারেন।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ইনজেকশন [ই] *বি* সুচের সাহায্যে দেহে ওষুধ প্রয়োগ। 'অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থা-পত্রের ছড়াছড়ি।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

ইনজেক্ট করা [ই ইনজেক্ট+করা] *ক্রি* সিরিঞ্জ দিয়ে প্রবেশ করানো। 'এ মন্ত্র ইনজেক্ট করতে পারবি তোরা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ইনটেলেকচুয়াল [ই] *বিণ* মননশীল। 'অত্যন্ত বেশি ইনটেলেকচুয়াল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ইনডিভিজুয়াল [ই] **১** *বি* স্বতন্ত্র ব্যক্তি। 'রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে স্টেট ও ইনডিভিজুয়ালে বিরোধ বেধেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **২** *বিণ* ব্যক্তিক। 'প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে গ্রুপ পার্সোনালিটি এবং ইনডিভিজুয়াল পার্সোনালিটি জাগ্রত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ইনডিভিজুয়ালইজম [ই] *বি* ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। 'ইনডিভিজুয়ালিজমের পরিণতি হল অ্যানার্কিতে এবং স্টেট মিলিটারি সোশ্যালিজমে গিয়ে দাঁড়ালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ইনডেকসিং [ই] *বি* নির্ঘণ্ট তৈরি। 'টাইপ হয়ে এলে ইনডেকসিং ও ফাইলিং ...' *সাদত*, ১৯৬৭।

ইনতেজাম [আ ইনতিজাম] *বি* ব্যবস্থা। 'ইনতেজাম ভালোই ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ইনতেজারী [আ ইনতিজার] *বি* প্রতীক্ষা। 'লেফটেন্যান্ট ... আমার জন্য ইনতেজারী করছিলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ইনফরমার [ই] *বি* গুপ্তচর। 'ইনফরমার হিসেবে ছেলে কটির নাম দিয়ে এসেছে পুলিশে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ইনফেকশন [ই] *বি* রোগজীবাণুর সংক্রমণ। 'এই বয়সেই তো ইনফেকশনে ধরে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ইনফেন্ট [ই] *বি* শিশু। 'শিশুদিগের শিক্ষার্থ নেটীব ইনফেন্ট নামক এক পাঠশালা।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ইনফ্লুয়েঞ্জা [ই] *বি* ঠাণ্ডা লাগার কারণে জ্বর। 'অম্বিকাচরণ ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়িলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ইনফ্লুয়েন্স [ই] *বি* প্রভাব। 'তোমার বাবা এত বড় ডাক্তার, অনেক ইনফ্লুয়েন্স তাঁর।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ইনফ্যান্ট ক্লাস [ই] *বি* শিশু শ্রেণী। 'সেই সব নিচু ইনফ্যান্ট ক্লাসের, অ আ ক খ কিংবা বি এল এ ব্লে থেকে শুরু করতে হবে নাকি।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ইনবাস [ই ইনভয়েস] *বি* বিক্রির চালান। 'এক ইনবাস করিয়া কাপড় পাঠাইতে ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ইনভেলপ, ইনভেলাপ [ই] *বি* খাম। 'তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলল ইনভেলপ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'একটি ইনভেলাপে পত্র আসিয়াছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ইনভেলিড [ই] *বি* শারীরিকভাবে অক্ষম যে। 'কি ইয়ারগোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল!' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইনভ্যালিড পেনসন [ই] *বি* শারীরিক অথবা অন্য কোনো কারণে কর্মক্ষমতা হারালে যে পেনসন দেওয়া হয়। ইনভ্যালিড পেনসন নিয়ে প্রাকটিসে নামা যাবে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ইনভেস্টিগেশন [ই] *বি* তদন্ত। 'এখানে চাই সায়ান্টাফিক ইনভেস্টিগেশন।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ইনশালবেন্ট, ইনশালভেন্ট [ই] **১** *বিণ* দেউলিয়া; ঋণ পরিশোধে অসমর্থ। 'ইনশালবেন্ট অর্থাৎ যোত্রহীনের ব্যবস্থার উপকারে উপকৃত হওনের যোগ্য হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* দেউলিয়া ঘোষণা। 'শেষে ইনশালভেন্ট নিয়ে ফরেশডাঙ্গায় গিয়ে বাস করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **ইনসালবেন্ট**

ইনশিওর করা [ই] *বিণ* বিমাকৃত। 'তাঁহার ইনশিওর করা পত্র আসিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

ইনশিওরেন্স [ই] *বি* বিমা। 'এঁরা হয়ত ... কলেজে পড়ে, কেরানীগিরি করে, বেকার, কিংবা ইনশিওরেন্স এজেন্ট।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ইনষ্টিচুসন [ই] *বি* প্রতিষ্ঠান। 'পারেন্টল আকেডেমিক ইনষ্টিচুসন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ইনষ্টিটিউসন [ই] *বি* প্রতিষ্ঠান। 'হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউসন।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

ইনসপিরেশন [ই] *বি* প্রেরণা। 'সেটাতে আমার ইনসপিরেশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ইনসপেকটর *দ্র* **ইনস্পেক্টর**

ইনসমনিয়া [ই] *বি* অনিদ্রা রোগ। 'ডাক্তার বাবু অনিদ্রা না বলে যদি ইনসমনিয়া বলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ইনসান [আ] *বি* মানুষ। 'বাংলার ইনসানের অবস্থা আজ ভয়াবহ।' *হাই*, ১৯৪৭।

ইনসাপ, ইনসাফ, ইনসাব [আ ইনসাফ] *বি* সুবিচার। 'জবাব দেখিয়া হক ইনসাব করিয়া দিবেন ইহা আরজ করিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'ধর্ম অবতার গরিবের ভাগে হক ইনসাপ করিবেন।' *ওস্যা*, ১৭৮২; 'বিমজ্জিম নেক ইনসাফ ... হুকুম।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

ইনসালবেন্ট [ই] *বি* দেউলে ঘোষণা। 'জান সাহেব ইনসালবেন্ট লইয়া দালালি কর্ম আরম্ভ করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। *দ্র* **ইনশালবেন্ট**

ইনসাল্ট [ই] *বি* অপমান। 'আপনিই না জেনে শুনে তাকে ইনসাল্ট করেছেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ইনসাল্লাহ [আ] *ক্রিবিণ* মুসলমানদের ভরসাসূচক উক্তি – আল্লাহ যদি চান। 'আমি হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যেই বা পরেই কলকাতা যাব, ইনসাল্লাহ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ইনসিওর [ই] *বি* বিমা। 'গুদাম ইনসিওর করা ছিল তো?' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ইনসিওরেন্স [ই] *বি* বিমা। 'সমীর আজকাল ইনসিওরেন্সের বড়

দালাল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ইনস্টলমেন্ট [ই] *বি* কিস্তি। 'তোমার গাড়ির ইনস্টলমেন্টের বদলে গাড়ি খানাও কোম্পানির নামেই কিনা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ইন্স্ট্রুমেন্ট [ই] *বি* সরঞ্জাম। 'অঙ্কের ইন্স্ট্রুমেন্ট বাক্সটা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ইনস্পেকটর, ইনসপেকটর [ই] *বি* পরিদর্শক। 'স্কুলসমূহের এডিসনাল ইনস্পেকটর।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৮; 'সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটর, ইনসপেকটর।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ইনস্পেকশন-বাংলা [ই ইনস্পেকশন+হি বাংলো] *বি* পর্যটন বাংলো। 'তাঁহাদিগকে ইনস্পেকশন-বাংলায় স্থান দেওয়া হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ইনস্পেক্টর [ই] *বি* পরিদর্শক। 'ইনস্পেক্টরের সহিত আবু মোল্লার প্রবেশ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। দ্র **ইন্সপেক্টর**

ইনা *বিণ* এই। 'কার তরে ইনা বেশে কর‍্যাছ পয়ান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইনাম [আ] *বি* পুরস্কার। 'ইনাম বাড়ি তোলা ঘরে ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইনার সার্কেল [ই] *বি* ঘনিষ্ঠ মহল। 'পার্টির ইনার সার্কেলের মেম্বার ছিল সে ছোকরা।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ইনি *সর্ব* এই ব্যক্তি। 'ইনি নইলে উনি।' *ওস্যাঁ*, ১৭৮৫।

ইনিয়ে *ক্রিবিণ* অনুনয় ক'রে। 'ইনিয়ে সেই ফাঁদের কথা ...।' *লালন*, ১৮৯০।

ইনিয়ে-বিনিয়ে ১ *ক্রিবিণ* ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। 'প্রত্যেক কথায় কথায় ইনিয়ে-বিনিয়ে লতিয়ে-লতিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রিবিণ* গুছিয়ে। 'ভাবগুলিকে খুব মনের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রকাশ করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইনিশিয়াল [ই] *বি* নামের আদ্যক্ষর। 'নীচে আবার ইনিশিয়াল আর ডেট দিয়ে টাকাটা পকেটে ফেলে ...।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ইনিষ্টিটিউশান, ইনিষ্টিটিউসন [ই] *বি* প্রতিষ্ঠান। 'গত বুধবার মেকানিকস ইনিষ্টিটিউসনের ষাণ্মাসিক সভা হইয়াছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯; 'এই নগর মধ্যে শিল্পবিদ্যার উপদেশ প্রদানার্থ মিকানিক ইনিষ্টিটিউশান নামক এক সভা হইয়াছিল।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

ইনিস্পেক্টর, ইনিস্পেক্টার, ইনেস্পেক্টর [ই] *বি* পরিদর্শক। 'এ প্রদেশের ইনিস্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্জন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'পুলিসের ইনিস্পেক্টারদের অনেক টাকা দিয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'ইনেস্পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ইন্টার [ই] *বিণ* আন্তঃ। **ইন্টার ক্লাশ, ইন্টার ক্লাস** [ই] *বি* ট্রেন ও জাহাজে ডেক এবং উচ্চশ্রেণীর মাঝখানকার শ্রেণী। 'আসাম মেলের একটা ইন্টার ক্লাস কামরায়।' *জীবন*, ১৯৩১।

ইন্টারন্যাশনাল [ই] *বিণ* আন্তর্জাতিক। 'জার্মানিও এই বিশ্বাসের জোরে ইন্টারন্যাশনাল আইনকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ইন্টারন্যাশনালিজম [ই] *বি* আন্তর্জাতিকতাবাদ। 'তাদের উচ্চ সাধনার বিষয় হচ্ছে ইন্টার-ন্যাশনালিজম।' *প্রমথ*, ১৯০৫;

ইন্টারপ্রিটর [ই] *বি* দোভাষী। 'বহুকাল সুপ্রিম কোর্টের ইন্টারপ্রিটর থাকাতে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ইন্টারফিয়ার [ই] *বি* হস্তক্ষেপ। 'আমাদের কাজে বিশেষ ইন্টারফিয়ার করেন না।' *তারা*, ১৯৪৩।

ইন্টারভিউ [ই] *বি* সাক্ষাৎকার। 'বিনা দর্শনীতে কাউকে ইন্টারভিউ দিব না।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ইন্টারভ্যাল [ই] *বি* বিরতি। 'থামো। ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলুক।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ইন্টারেস্টিং, ইন্টারেষ্টিং ১ *বিণ* আগ্রহব্যঞ্জক। 'সবজেক্টটা ইন্টারেস্টিং, পরে শুনে নেব তোর কাছ থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বিণ* উপভোগ্য। 'বেশ ইন্টারেষ্টিং করতে পারেন।' *জীবন*, ১৯৩২।

ইন্ডস্ট্রীয়ালিজম [ই] *বি* শিল্পতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। 'য়ুরোপে ইন্ডস্ট্রীয়ালিজম গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ইন্ডাস্ট্রিজ [ই] *বি* শিল্পকারখানা। 'পূর্ববঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিজ তেমন কিছু ছিল না।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ইন্ডিয়া, ইন্‌ডিয়া [ই] *বি* ভারত। 'ইন্‌ডিয়া অথবা বেঙ্গল কৌন্সিলে আসন পাবার সম্মান যে একবার পেয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইন্ডিয়ান [ই] *বিণ* ভারতীয়। 'বর্ণধর্ম-আচার-নির্বিশেষে এক বলে ধরা হয়েছে, সে ইন্ডিয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ইন্তিহাম [আ ইমতিহান] *বি* পরীক্ষা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। দ্র **ইস্তেহাম**

ইন্তেকাল [আ ইনতিকাল] *বি* মৃত্যু। 'আজমের ইন্তেকাল ও পরবর্তী চল্লিশ দিবস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ইন্তেজাম [আ ইনতিজাম] *বি* ব্যবস্থাপনা। 'প্রোপাগাণ্ডার আয়োজন – ইন্তেজামের ভারও তাঁদেরই উপর পড়ল।' *মনসুর*, ১৯৩৫। দ্র **ইন্তেযাম**

ইন্তেজার [আ ইনতিজার] *বি* আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা। 'মুসা চুপ করিয়া তার পাশে ইন্তেজার করিতে লাগিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

ইন্তেহাম [আ ইমতিহান] *বি* পরীক্ষা। 'এই ইন্তেহামেতে বালকেরা ইংরাজী ভাষায় উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৮। দ্র **ইন্তিহাম**

ইন্দর [স উন্দুর] *বি* ইঁদুর। 'অপেক্ষা করিয়া দেখিলেক যে ইন্দর নির্গত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ইন্দারা [স ইন্দ্রাগার] *বি* বড়ো পাকা কুয়া। 'ইন্দারা খননের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮।

ইন্দি [স ইন্দ্রিয়] *বি* ইন্দ্রিয়। 'মণতরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

ইন্দিঅবণ [স ইন্দ্রিয় পবন] *বি* ইন্দ্রিয় ও চিত্ত। 'জহি মণ ইন্দিঅবণ হো ণঠা।' *চর্যা ৩১*, ১২০০।

ইন্দিআল [স ইন্দ্রিয়জাল] *বি* ইন্দ্রিয়ের ফাঁদ। 'জাসু সুণন্তে তুট্টই ইন্দিআল।' *চর্যা ৩০*, ১২০০।

ইন্দিজানী [স ইন্দ্রিয়াণি] *বি* ইন্দ্রিয়। 'দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দিজানী।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

ইন্দিয় [স ইন্দ্রিয়] *বি* ইন্দ্রিয়। 'এগশান বনিতা তুমি ইন্দিয় সকল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ইন্দিরা [স] *বি* (হিন্দুদেবী) লক্ষ্মী। 'কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী ইন্দিরা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ইন্দীবর [স] *বি* নীলপদ্ম। 'ইন্দীবর বর গরব বিমোচনা লোচন মনমথ ফান্দে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

ইন্দু[১] [স] *বি* চাঁদ। 'হরিন ইন্দু অরবিন্দ করিনি হেম পিক বুঝল অনুমানী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'আকাশে সাজিল ইন্দু শশাঙ্ক বাহিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ইন্দুকিরণ [স] *বি* চাঁদের আলো। 'ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ইন্দুনিভা [স] *বিণ স্ত্রী* চাঁদের মতো সুন্দর মুখবিশিষ্ট। 'মৌন শিখা স্পর্শে তব করেছিলে ইন্দুনিভা কত শত রূপসীর বদন পাণ্ডুর।' *জীবন*, ১৯৩০।

ইন্দুনিভাননী [স] *বি* চাঁদের মতো মুখমণ্ডলবিশিষ্ট নারী। 'শিখণ্ডিবাহন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ইন্দীবরাক্ষী ইন্দুনিভাননী ব্যতীত সহধর্ম্মিণী করবেন না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ইন্দুবদন [স] *বি* চাঁদের মতো মুখমণ্ডল। 'চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ইন্দুমল্লী [স] *বি* চন্দ্রমল্লিকা। 'দক্ষিণের বাতায়নতলে মঞ্জরিত-ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ইন্দুমুখি [স ইন্দুমুখী, সম্বোধনে ই-কার] *বি* চাঁদের মতো মুখমণ্ডলবিশিষ্ট নারী। 'ইন্দুমুখি অঢ় ন কর পিয়হৃদয়খেদহর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ইন্দুলেখা [স] *বি* চাঁদের কলা বা রূপ। 'নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ইন্দু[২] [ফা হিন্দু] *বি* হিন্দু। 'কিবা ইন্দু কিবা মোসোলমান কিবা কুচর।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ইন্দুর [স উন্দূর] *বি* ইঁদুর। 'কতেক ইন্দুর করয়ে দুরদুর গনারি মূষার পাকে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইন্দো-ইরানিয়ান [ই] *বিণ* ভারত ও ইরান-সংলগ্ন। 'আফগান ও ইন্দো-ইরানিয়ান ভূমি পারস্যের মধ্যে কোনো সীমান্তভূমি ছিল না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ইন্দ্র [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ মতে) দেবতাদের রাজা। 'কেন অপুর্ব্ব রাজা ইন্দ্র জদি হয়।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ইন্দ্রের কুমার মালাধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* একপ্রকার গাছ। 'সেবতি কর্কন্তি জুতি ইন্দ্র মূল তোলে জাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* সূর্য। 'কিবা ইন্দ্র কিবা চন্দ্র কিবা পঞ্চবাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ইন্দ্রচাপ [স] *বি* রংধনু। 'ইন্দ্রচাপ রূপ ধরি/ মেঘরাজ ধ্বজোপরি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ইন্দ্রজাল [স] **১** *বি* ভোজবাজি। 'কীবা ইন্দ্রজাল কীবা কৃষ্ণের কারন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মায়া। 'বিস্ময়ে ভরিল মন, এ কী এ প্রেমের ইন্দ্রজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বি* জাদু। 'আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ইন্দ্রজালক [স] *বি* জাদুকর। 'ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ইন্দ্রজালবিদ্যা [স] *বি* মায়া বিস্তার করার বিদ্যা। 'সংগীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ইন্দ্রজালিক [স] *বি* জাদুকর। 'পরশে কি তোর, ইন্দ্রজালিক, শূন্যে মিলাবে দানবী অলীক?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

ইন্দ্রত্ব [স] **১** *বি* স্বর্গের আধিপত্য। 'নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। **২** *বি* অমরত্ব। 'একদা যে এঁকেছিলে ইন্দ্রত্বের টিকা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বি* ইন্দ্রের পদ বা ঐশ্বর্য। '(তুই) সুরাসুরে ভুলিয়ে রাখিস ইন্দ্রত্বের মোহে।' *নজরুল*, ১৯৩৫। **৪** *বি* কর্তৃত্ব। 'স্কুলের ইন্দ্রত্ব কিছুতেই সে ছাড়তে রাজী নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ইন্দ্রদেব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ মতে) দেবতার রাজা। 'ভারতবর্ষে অতি পূর্বেই ইন্দ্রদেব ... অর্চিত হইয়া আসিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ইন্দ্রধনু [স] *বি* রংধনু। 'কাঁহা সে চূড়ার ঠাম শিখিপুচ্ছের উড়ান/ নবমেঘ যেন ইন্দ্রধনু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দেখব তাদের যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ফুটে, সূর্যরশ্মি তার ললাটে পরায়ে ইন্দ্রধনু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ইন্দ্রধনুক [স] *বি* রংধনু। 'ভুরুর বলনী কামধনু জিনি ইন্দ্রধনুকের আভা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

ইন্দ্রনীল [স] *বি* নীলকান্তমণিবিশেষ; নীলা, স্যাফায়ার। 'তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ইন্দ্রপাত [স] *বি* ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। 'একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ইন্দ্রপুর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ মতে) স্বর্গ। 'ইন্দ্রপুরে গিয়া তবে আনিল অর্জ্জুন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইন্দ্রপুরি [স ইন্দ্রপুরী] *বি* স্বর্গলোক। 'জেন ইন্দ্রপুরি দেখী কুবের বরুণ লিখি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ইন্দ্রপ্রস্থ [স] **১** *বি* স্বর্গলোক। 'জুক্তি করি ইন্দ্রপ্রস্থে জতগৃহ করে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মহাভারতে উল্লিখিত স্থান – প্রাচীন দিল্লি। 'এবে – ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ইন্দ্রপ্রিয়া [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ইন্দ্রপত্নী। 'ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী পীনপয়োধরা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ইন্দ্রবারি [স] *বি* বৃষ্টি। 'প্রেম-ইন্দ্রবারি ...।' *লালন*, ১৮৯০।

ইন্দ্রব্রত [স] *বি* রাজধর্মবিশেষ; রাজা ধন দিয়ে রাজভাণ্ডার পূর্ণ করার ব্রত। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, সূর্য্যব্রত, ... পৃথিবীব্রত; এই সপ্ত ব্রত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ইন্দ্রলোক [স] *বি* স্বর্গলোক। 'ইন্দ্রলোকের রীত এ কি!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ইন্দ্রসভা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবরাজ ইন্দ্রের সভা। 'লাল পরী গো! লাল পরী! ইন্দ্রসভার সুন্দরী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ইন্দ্রাণী [স] **১** *বি* নদীর নাম। 'উপনীত ইন্দ্রাণীর তটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* (হিন্দুপুরাণ) ইন্দ্রের স্ত্রী। 'নররূপে জন্মিয়াছে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ইন্দ্রালয় [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবগৃহ। 'এমন ইন্দ্রালয় (ফিরদোস্ত) ইহার ভাড়া দশ টাকা!' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

ইন্দ্রতত্ত্ব [স ইন্দ্রিয়তত্ত্ব] *বি* কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় ইত্যাদি তত্ত্বের জ্ঞান। 'পঞ্চ ইন্দ্রতত্ত্ব তিহোঁ ভাঙ্গিয়া কহিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইন্দ্রিয় [স] *বি* দেহের চোদ্দটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শক্তি যা দিয়ে বাইরের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও অনুভূতি জন্মে এবং কর্ম সম্পন্ন করা যায়। 'সকল ইন্দ্রিয়কেই সুখনিমিত্ত আপন আপন কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য [স] *বি* যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করা যায় না। 'ইন্দ্রিয়অগ্রাহ্য কি কোনোদিন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে?' *জগদীশ*, ১৯২০।

ইন্দ্রিয়কার্য, ইন্দ্রিয়কার্য্য [স] *বি* ভোগবিলাস। 'ইন্দ্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করাই জীবনের সমুদয় কার্য্য বোধ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ইন্দ্রিয়গোচর [স] *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'এই জগতের কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

ইন্দ্রিয়গ্রাম [স] *বি* ইন্দ্রিয়সমূহ। 'প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামে মনঃসংযোগ করা চাই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়পরায়ণ। 'স্ত্রীপুত্র ও বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী স্থির পূর্ব্বক বিভুত্ব মানিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য [স] *বিণ* ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভূত; প্রত্যক্ষ। 'ক্রমে যখন ভাবশান্তি হইয়া বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইল, তখন দেখিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা [স] *বি* ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধির অবস্থা। 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার স্তরে বিচার করলে দেখা যাবে যে, আমূল বিরোধ সত্ত্বেও মানুষের জীবনে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

ইন্দ্রিয়চেতনা [স] *বি* ইন্দ্রিয়ানুভূতি। 'রূপলোকে ইন্দ্রিয়চেতনার পরিচয় পাওয়া গেলেও, ইন্দ্রিয়পরতার পরিচয় পাওয়া যায় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ইন্দ্রিয়-ছলনা [স] *বি* ইন্দ্রিয়ের মোহ। 'বুঝ না – বুঝ না, ইন্দ্রিয় ছলনা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ইন্দ্রিয়জ [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়জাত। 'ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ইন্দ্রিয়জাত [স] *বিণ* ইন্দ্রিয় দ্বারা সৃষ্ট। '... ইন্দ্রিয়জাত আবেগকে ভাবধৃত আবেগে রূপান্তরিত করে।' *শিব*, ১৯৭৩।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি [স] *বি* ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখলাভ; সম্ভোগ। 'সুখবোধ ক্রমশ করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ক্রমে প্রসারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইন্দ্রিয়দোষ [স] *বি* কামপ্রবৃত্তির প্রাবল্য; লাম্পট্য। 'সম্প্রদায়প্রবর্তক ইন্দ্রিয়দোষের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ইন্দ্রিয়দ্বার [স] *বি* ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। 'কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকে ... ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিবার চেষ্টা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ইন্দ্রিয়নির্ভর [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে এমন। 'এখানে শব্দ একাধারে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়নির্ভর।' *শিব*, ১৯৫৬।

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র [স] *বিণ* অতিরিক্ত ভোগবিলাসী। 'কোন রাজা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, – অন্তঃপুরেই বাস করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ইন্দ্রিয়পরতা [স] *বি* ভোগবিলাসিতা। 'উদাহরণ, ঔদরিকতা একজাতীয় ইন্দ্রিয়পরতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত। 'তিনি অতি নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ইন্দ্রিয়পরায়ণতা [স] *বি* ভোগসুখে আসক্তি। 'উগ্র ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিকৃত সমাজদৃষ্টি এবং কুৎসিত মনোবৃত্তির সৃষ্টি।' *উমর*, ১৯৬৮।

ইন্দ্রিয়বন্ধ [স] *বি* বোধশক্তি; ইন্দ্রিয়ের বাঁধন। 'এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইন্দ্রিয়বশ্যতা [স] *বি* ইন্দ্রিয়ের অধীনতা। 'তাহা হইলে বুঝা যাইত যে ইন্দ্রিয়বশ্যতা (Sensuality) এই দুষ্প্রবৃত্তিরই নাম কাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ইন্দ্রিয়-বিকার [স] *বি* ইন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিকতা। 'ভালোবাসার গিল্টি করা ইন্দ্রিয়-বিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ইন্দ্রিয়বুদ্ধি [স] *বি* বোধবুদ্ধি। 'মাঝখানের আয়তনটিই হইতেছে আমাদের পরিচিত ইন্দ্রিয় বুদ্ধির পরিচিত আয়তন।' *সবুজ*, ১৯২১।

ইন্দ্রিয়বৃত্তি [স] *বি* ইন্দ্রিয়ের শক্তি বা ক্রিয়া। 'ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিজনিত বিহিত সুখেও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ইন্দ্রিয়বোধ [স] *বি* ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। 'দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বোধ, স্মরণ, চিন্তন ও তুলনাদির বুদ্ধি শক্তি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ইন্দ্রিয়ভীতি [স] *বি* ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ক্ষতিকর এমন ভয়। 'ইন্দ্রিয়ভীতি সত্ত্বেও মানুষ ইন্দ্রিয়সর্বস্বতার দিকে ঝুঁকলে ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ইন্দ্রিয়সংযম [স] *বি* ইন্দ্রিয়দমন। 'তাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযম ও রিপুদমন অবশ্যকর্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ইন্দ্রিয়সর্বস্বতা [স] *বি* ভোগসর্বস্বতা। 'ইন্দ্রিয়ভীতি সত্ত্বেও মানুষ ইন্দ্রিয়সর্বস্বতার দিকে ঝুঁকলে ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ইন্দ্রিয়-সুখ [স] *বি* বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান ও বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের প্রসার ও বিকাশে যে আনন্দ। 'আমাদের ইন্দ্রিয়-সুখেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত [স] *বিণ* ইন্দ্রিয় দিয়ে যে সুখভোগ করা যায়, তাতে আসক্ত। 'ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ভোগবিলাসী ব্যক্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ইন্দ্রিয়-সেবন [স] *বি* ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুখ ভোগ করা। 'অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ইন্দ্রিয়সেবা [স] *বি* ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিসাধন। 'নির্ধন লোক তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সেবা সমাধার্থে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ইন্দ্রিয়স্বভাব [স] *বি* ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বা ক্রিয়া। 'মনুষ্য মাত্রেরই অঙ্গসংস্থান ও ইন্দ্রিয়স্বভাব এক প্রকার।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ইন্দ্রিয়স্বরূপ [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়ের মতো। 'ভাষা যদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া সেইটেকেই দেখাইতে পারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে অনুভব করা যায় না এমন। 'ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত কোন জিনিস নাই ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ইন্দ্রিয়াতীত [স] *বি* যা ইন্দ্রিয়ের অগোচর। 'তাহারই উপর ভর দিয়া কি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীতে উঠিয়া গিয়াছেন।' *সবুজ*, ১৯২১।

ইন্দ্রিয়াসক্ত [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়পরায়ণ। 'ইন্দ্রিয়াসক্ত মনুষ্যের সহিত ইতর প্রাণীর পার্থক্য কিসে?' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ইন্দ্রিয়াসক্তি [স] *বি* ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্তি। 'ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ইন্ধন [স] **১** *বি* রান্নার কাঠ। 'বংশ কেরয়াল ইন্ধন পতবাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অনুপ্রেরণার ভিত্তি। 'ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৩** *বি* উদ্দীপনা। 'শপথে শপথে যোগাও ইন্ধন তার লাগি?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

ইনফ্লুয়েনসল [ই] *বিণ* প্রভাবশালী। 'তুলোওয়ালা ইনফ্লুয়েনসল রিফরমড খোট্টার দলের সঙ্গেও সেখানে বাবুর সাক্ষাৎ হতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইনফ্লুয়েন্স [ই] *বি* প্রভাব। 'আমার পার্সোনাল ইনফ্লুয়েন্সের দ্বারা অনেকটা উপকার সাধন করতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ইন্ ভাগান্ত শব্দ [স] *বি* ইন্ (ঈ) প্রত্যয় শেষে আছে এমন শব্দ, যেমন, যোগিন্ (যোগী)। 'ইন্ ভাগান্ত শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে তাহার অন্যথা করা কোনরূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

ইন্‌ষ্টিচুসেন [ই] *বি* প্রতিষ্ঠান। 'নেটিব মেডিকাল ইন্‌ষ্টিচুসেন অর্থাৎ চিকিৎসালয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ইন্‌স্‌টিংক্‌ট [ই] *বি* সহজাত প্রবৃত্তি। 'যাহাকে ইংরেজিতে ইন্‌সটিংক্‌ট বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ইন্সটিটিউশন [ই] *বি* প্রতিষ্ঠান; সংস্থা। 'অল ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স, অমুক ইন্সটিটিউশন, অমুক এসোসিয়েশন ইত্যাদি।' *রোকেয়া*, ১৯১৮।

ইন্সট্রাকশন [ই] *বি* নির্দেশ। 'অনেক ইন্সট্রাকশন দিতে লাগলেন।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ইন্সপায়ার করা [ই ইন্সপায়ার+করা] *ক্রি* অনুপ্রাণিত করা। 'তোমার ভাবী ... এসব ব্যাপারে খুব ইন্সপায়ার করে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ইন্‌সপিরিশন, ইন্‌স্পিরেশন [ই] *বি* অনুপ্রেরণা। 'ইংরেজিতে ইন্‌স্‌পিরিশন বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'মেয়েরা পুরুষের ইন্‌স্পিরেশন জাগাতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ইন্সপেকসন [ই] *বি* পরীক্ষণ। 'নীচে অন্ধকারে ঢোকে, ইন্সপেকসন।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ইন্সপেক্টর, ইন্‌স্‌পেক্টার [ই] *বি* পরিদর্শক; পুলিশ কর্মকর্তা। 'ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার সাহেব, ইন্সপেক্টর ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ইন্‌স্‌পেক্টার বিজয়বাবু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ইন্সপেক্টরি [ই+বা ই] *বি* পরিদর্শকের কাজ। 'সে স্কুল-ইন্সপেক্টরি কাজে পেনসন নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ইন্সপেক্ট্রেস [ই] *বি স্ত্রী* নারী পরিদর্শক। 'স্কুলের ইন্স্‌পেক্ট্রেস মহোদয়া।' *রোকেয়া*, ১৯২৭।

ইন্সলভেন্ট, ইন্সালবেন্ট [ই] ১ *বি* দেউলিয়াত্ব। 'ইজারাদারেরাও ইন্সালবেন্ট লইতে বাধ্য হইবেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩। ২ *বিণ* দেউলিয়া সংক্রান্ত। 'এর মধ্যে একটি ইন্সলভেন্ট কেস পেয়েছিলাম।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। দ্র **ইনশলবেন্ট, ইনসলবেন্ট**

ইন্সোরেন্স [ই] *বি* বিমা। 'ইন্সোরেন্স কোম্পানি নামক এক নূতন বিমা করিবার আপিস ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ইপিকা [ই] *বি* দক্ষিণ আমেরিকার ওষধিবিশেষের মূলের নির্যাস। 'তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ইপ্তার [আ ইফতার] *বি* ইফতার। 'উষ্ণকাল হইলে ইপ্তার কর জলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ইফতার [আ] *বি* ইসলামধর্ম মতে সারাদিন উপবাস করে সূর্যাস্তের পর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ। 'শরবত-শির্ণী-ইফতার-ওয়ালা রোজা নয়...।' *বেনজীর*, ১৯৪৫। দ্র **এফতার**

ইফতারি [আ ইফতার+বা ই] *বি* ইফতারের খাদ্য। 'প্রতি সন্ধ্যায় তার ইফতারি।' *হাই*, ১৯৪৭।

ইব[1] [স] *বিণ* মতো। 'রাম রম্ভা ইব অতি সুগঠন উরু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ইব[2] [ই] *বি* ইভ; ইহুদী, খ্রিস্ট ও ইসলামধর্ম অনুযায়ী প্রথম মানবী; হাওয়া। 'এই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবের কথা আছে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। দ্র **ইভ**

ইবনে [আ] *বি* অমুকের পুত্র। 'শ্রীগদারাম দত্ত ইবনে শ্রীরামদুলাল দত্ত [রামদুলালের পুত্র গদারাম]।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। দ্র **এবনে**

ইবলিশ, ইবলিস [আ ইবলিস] ১ *বি* (ইসলাম-ধর্মমতে) শয়তান। 'রোয়ে ওযযা-হোবল ইবলিস খারেজিন, – কাঁপে জিন।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* দুষ্ট প্রকৃতির। 'সব চেয়ে ভাই ইবলিশ হয় যে ছেলেদের ঘাড় কোঁতা।' *নজরুল*, ১৯২৬। দ্র **ইব্লিশ**

ইবলিশী [আ ইবলিস>] *বিণ* বদ; মন্দ। 'এই ধরনের ইবলিশী খেয়ালের চিরাবসান কামনা করি।' *বেগম*, ১৯৫১।

ইবশালি [ফা ইমসাল] *বিণ* বর্তমান বছরের। *এডমন*, ১৭৯৩। দ্র **ইমশাল, ইমসন**

ইবার *ক্রিবিণ* এখন; এবার। 'রাখিব ইবার ইহোঁ পুত্র তোমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইবে ১ *ক্রিবিণ* এখন। 'ইবে পাপ কাজ লাগি সাধ মহাদানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* এটা। 'বলহ বড়াই ইবে কোন বুদ্ধি করি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

ইব্লিশ, ইব্লিস [আ] *বি* (ইসলাম-ধর্মমতে) শয়তান। 'ইব্লিস পাপিষ্ঠ তাকে ভোলাইতে নারিব।' *সুলতান*, ১৭০০; 'ইব্লিশ অর্থাৎ সয়তানের জন্যও পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।' *প্রভাত*, ১৮৯৭। দ্র **ইবলিশ, ইবলিস**

ইভ[1] [স] *বি* হাতি। 'কোপে সেন অগ্নি হেন ইভ যে জন বাটং।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ইভ[2] [ই] *বি* ইহুদী, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী প্রথম মানবী; হাওয়া। 'আডাম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বে যে সহজ বেশে ভ্রমণ করিতেন...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। দ্র **ইব**[2]

ইভনিং ওয়াক [ই] *বি* সান্ধ্যকালীন হাঁটা। 'এই ইভনিং ওয়াকে এসেছিলাম।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ইভোলিউশন [ই] *বি* বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া। 'এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ইমতিহান [আ] *বি* পরীক্ষা। 'উইলসন সাহেব কর্তৃক ছাত্রেরদের ইমতিহান সম্পন্ন হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। দ্র **ইস্তিহাম, ইস্তেহাম**

ইমন[1] [আ] *বি* ঘোড়া। 'পুনরপি ইমনে চলিল শীঘ্রগতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ইমন[2] [আ ইয়মন] *বি* (সংগীত) সন্ধ্যাকালীন রাগিণীবিশেষ। 'ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

ইমনকল্যাণ [আ ইয়মন+স কল্যাণ] *বি* ইমন ও কল্যাণ সুরের মিশ্রণে উদ্ভাবিত রাতের প্রথম প্রহরে গাওয়ার রাগ। 'মুলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ইমনকানড়া [আ ইয়মন+কানড়া] *বি* ইমন ও কানড়া যোগে উদ্ভাবিত রাগিণীবিশেষ। 'বাগশ্রী – ইমনকানড়া এবং বিলাওলের যোগে উৎপন্ন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ইমপ্রেস করা [ই] *ক্রি* মনে দাগ কাটা; কারও মনে অনুকূল ধারণা সৃষ্টি করা। 'মেয়েদের যদি ইমপ্রেস করতে চাও ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

ইমসন [ফা ইম +আ সন] *ক্রিবিণ* এই বছর। 'আড়ঙ্গ মজকুরে ইমসন ফরমাইশ মবলগে ২৪৪০ থান।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ইমান [আ] *বি* ইমান; ধর্মীয় বিধানে বিশ্বাস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ইমান ধন আখেরের পুঁজি।' *লালন*, ১৮৯০।

ইমানদার [আ ইমান+ফা দার] *বিণ* ধর্মবিশ্বাসী। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ইমানদার ও আমলদার হও।' *রওশন*, ১৯২৫।

ইমানদারী [আ ইমান+ফা দারি] *বি* ধর্মশীলতা। 'চোখ বুঁজিয়া অনাচার দর্শন করার নাম ইমানদারী নহে।' *জামায়াত*, ১৯৪১।

ইমাম [আ] ১ *বি* মুসলমানদের নামাজ (উপাসনা) পরিচালনা করেন যিনি। 'আপনে ইমাম নবী পাছে সর্বজন।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* ধর্মীয় নেতা। 'বন্দিনু ইমাম বার চৌদ্দ মাসুমে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ইমামতি [আ ইমামত>] *বি* নামাজ বা উপাসনা পরিচালনার কাজ। 'ব্যঙ্গ ইমামতি কিবা শিশুরে পড়াএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ইমামবারা [আ ইমাম+ফা বারা] *বি* মহরমের অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত গৃহবিশেষ। 'এক ইমামবারা।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ইমারত [আ] ১ *বি* অট্টালিকা; বড়ো দালান। 'ক্ষেতি পরে ইমারত করিল বিস্তর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* বাড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ইমারত ও রাস্তা ও পুল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ইমারতখানা [আ ইমারত+ফা খানাহ্] *বি* সৌধ। 'প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে ইমারতখানা তৈরি করেছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ইমারতি, ইমারতী [আ ইমারত>] ১ *বিণ* বাড়ি সংক্রান্ত। 'ইমারতী খরচ ১৬০০০।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* দালান নির্মাণ বিষয়ক। 'ইমারতি কর্ম্ম।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ইমার্জেন্সি, ইমার্জেন্সী, ইমার্জ্জেন্সী [ই] ১ *বিণ* জরুরি। 'ইমার্জ্জেন্সী ফোর্সও মুছলমানশূন্য।' *আজাদ*, ১৯৪৭। ২ *বি* হাসপাতালের জরুরি বিভাগ। 'ইতিমধ্যে ইমার্জেন্সীতে এসে গেছি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ইমিডিয়েট [ই] *বি* অবিলম্বে করতে হবে যা। 'আর্জেন্ট আর ইমিডিয়েটের ভিড় বাড়ে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ইমোশনাল [ই] *বিণ* আবেগতাড়িত। 'আমাদের মূল ক্রুটি হচ্ছে, আমরা বড়ো একপেশে – ইমোশনাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ইম্পার্সোনাল, ইম্পার্সোন্যাল [ই] *বিণ* ব্যক্তিনিরপেক্ষ। 'ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'আমার স্বভাবটা ইম্পার্সোন্যাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ইম্পীরিয়ল [ই] *বিণ* রাজকীয়। 'ইম্পীরিয়ল রথযাত্রার লম্বা দড়িতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ইম্পীরিয়ালিজম [ই] *বি* রাজনৈতিক প্রভাব এবং সামরিক শক্তির সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিশ্বে কোনো দেশের প্রভাব বিস্তারের নীতি; সাম্রাজ্যবাদ। 'ইম্পীরিয়ালিজম স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ইম্প্রেশনিস্ট [ই] *বিণ* ধারণাবাদী। 'নবযুগের সমালোচকেরা নিজেদের ইম্প্রেশনিস্ট বলে পরিচয় দেয়।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ইয়ামী [ফা] *বি* ফসল দিয়ে প্রদত্ত খাজানা। *ওসাঁ*, ১৭৮২। 'প্রজা কহে আমাদিগের ফসল ইয়ামী তলব সাবেক ইজার্দ্দার লইত।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ইয়ং বেঙ্গল, ইয়ং বাঙাল, ইয়ং বাঙ্গাল [ই ইয়ং+ই বেঙ্গল] *বি* ১৮৩০-৪০ দশকের ইংরেজিশিক্ষিত পাশ্চাত্যপন্থী তরুণ বাঙালি সম্প্রদায়। 'সোনার বাঙাল করে কাঙাল, ইয়ং বাঙাল যত জনা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে খাওয়া, পেন্টুলন (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতি কট্ চাপকান পরা।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এঙ্গুরা বা ইয়ং বেঙ্গলেরাই অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে ... আন্দোলনের সূচনা করেন।' *শরীফ*, ১৯৭০।

ইয়ংবেঙ্গালি [ই ইয়ং+ই বেঙ্গল>] *বিণ* ইয়ংবেঙ্গলসুলভ। 'ইয়ংবেঙ্গালি ঘুসি খেয়ে ... একেবারে ঘুরে পড়লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইয়ঙ্গ ম্যান [ই] *বি* পাশ্চাত্যপন্থী তরুণ। 'শুনলেম, আপনী একজন এডুকেটেড ইয়ঙ্গ ম্যান।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ইয়ৎ [স] *বিণ* এই। 'নীচে লিখিতব্য ইয়ৎ২ সংখ্যা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ইয়ত্তা [স] ১ *বি* সংখ্যা। 'ইহাতে ইয়ত্তা পরিমাণ কিছু নাই ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বি* পরিমাপ। 'সমুদ্রের জলের ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বি* সীমা। 'আমাদের মধ্যে আত্ম-গরিমা প্রকাশের ইদানীং ইয়ত্তা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বি* আন্দাজ। 'একটি মানুষের সমস্ত কে ইয়ত্তা করিতে পারে? *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ইয়ল *বি* কুয়াশা। 'না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাগিয়া।' *অবন*, ১৯১৯।

ইয়া *বিণ* এই। 'সাধক ইয়া রূপ রহিলা ধেয়াই।' *সুলতান*, ১৭০০।

ইয়া উয়া *বি* এটা সেটা। 'ইয়া উয়া পরে সেজেছ সং।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ইয়াকুত [আ] *বি* পদ্মরাগ মণি; চুনি। 'জড়ো করি লাল, পোখরাজ আর ইয়াকুত ভরা দিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

ইয়াঙ্কি [ই] *বি* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। 'এক জন ইয়াঙ্কি আমার কাছে এসে দুঃখ করছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

ইয়াত্তা [স ইয়ত্তা] *বি* হিসাব। 'কত জননী সন্তান হারা হল তার ইয়াত্তা নেই।' *বেগম*, ১৯৫২।

ইয়াদ [ফা] ১ *বি* স্মরণ। 'এলাহীর বাত তুমি না কর ইয়াদ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* যত্ন। 'খুব ইয়াদ রাখিয়া কার্য্য করিবা।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ইয়াদদস্ত, ইয়াদদাস্ত [ফা ইয়াদদাস্ত] ১ *বি* স্মারকলিপি। 'ইয়াদদস্ত।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বিণ* লিপিবদ্ধ। 'উহাতে ইয়াদদাস্ত করিয়া রাখিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ইয়াদ রাখা *ক্রি* খেয়াল রাখা। 'বুজীয়া কার্য্য করিবা এবং ইয়াদ রাখীবা।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ইয়াদা [ফা ইয়াদ] *বি* খেয়াল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইয়াদি, ইয়াদী [ফা ইয়াদ>] *বি* চিঠি শুরু করার গতবিশেষ। 'ইয়াদি ... সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ পাল তেলি সুচরিতেষু।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

ইয়াদিদাস্ত [ফা ইয়াদদাস্ত] *বি* স্মারকলিপি। 'ইয়াদিদাস্ত সাধুশ্রী তিলকরাম পাল সুচরিতেষু ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

ইয়াদীকির্দ্দ – (দলিলপত্রে ব্যবহৃত শব্দ) মনে থাকে যেন। 'ইয়াদীকির্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীলালবেহারী দাস।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ইয়ার [ফা] ১ *বি* বন্ধু। 'ইমামের এই লেখা তোমার ইয়ার দেখা।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* অন্তরঙ্গ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বি* রসিক। 'ইয়ার গোচের ব্রাহ্মণেরা শহর-ঘেঁষা।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ইয়ারগিরি [ফা] *বি* বন্ধুত্ব। 'আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ইয়ারঘেঁষা [ফা ইয়ার+ঘেঁষা] *বিণ* বন্ধুদের সঙ্গে চলে এমন রঙ্গ-রসিকতাপূর্ণ। 'ডিয়ারটাও একটু ইয়ার-ঘেঁষা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ইয়ার-দুস্ত [ফা ইয়ার+ফা দোস্ত] *বি* ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব। 'ইয়ার-দুস্ত এইসব ছাইড়া যাবার পার নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ইয়ারবক্সি, ইয়ারবক্সী [ফা ইয়ার+ফা বখশী] *বি* তুচ্ছ ও হালকা আনন্দে বা কাজে সাহায্যকারী বন্ধুর দল। 'বরের সব ইয়ার বক্সি চলিয়াছে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'ইয়ারবক্সীর সঙ্গে শুকনো রুটি চিবনো ভালো।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ইয়ারবর্গ [ফা ইয়ার+স বর্গ] *বি* বন্ধুরা। 'খুড় মহাশয় উত্তর দানে বিমুখ হন, দুণ্ড দুণ্ড বলিয়া, হাত তালি দিয়া ইয়ারবর্গ লইয়া কিয়ৎক্ষণ আনন্দে নৃত্য করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ইয়ারলোক [ফা ইয়ার+স লোক] *বি* বন্ধুজন। 'তাঁহারা ... দশজন চেটক ও যোটক ইয়ারলোক লইয়া গাঁজা চরস খান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ইয়ারি [ফা ইয়ার>] *বিণ* ইয়ার বা বন্ধুসম্পর্কিত। 'চার ইয়ারি কথা।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

ইয়ারকি [ফা] *বি* রসিকতা; ফাজলামি। 'তুই টিপ কেটে আঁচল ধরে ইয়ারকি দিতে এইচিস।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। দ্র **ইয়ার্কি**

ইয়ারকি দেওয়া *ক্রি* বন্ধুর মতো মেলামেশা করা। 'মা যদি টের পান যে আমি একটি কালো লোকের সঙ্গে ইয়ারকি দিই ... বাড়ি ছাড়তে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ইয়ার ফোন [ই] *বি* কানে লাগিয়ে শোনার যন্ত্র। 'তাদের জন্য ঘরে ঘরে ইয়ার ফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ইয়ারবুক [ই] *বি* বর্ষপঞ্জী। 'নোট লেখেন, ইয়ারবুক সংকলন করেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

ইয়ারিং [ই] *বি* কানের দুল। 'নায়েবের স্ত্রীর একজোড়া ইয়ারিং বাহির হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ইয়ার্কি [ফা] *বি* লঘু রসিকতা; ফাজলামি। 'দীনবন্ধুর ইয়ার্কি মুখস্থ করে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

ইয়ার্কি কাটা [ফা ইয়ার>+কাটা] *ক্রি* হাসি-তামাসা করা। 'সিগারেট টানছে, ইয়ার্কি কাটছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ইয়ার্ড [ই] **১** *বি* জাহাজ তৈরির কারখানা। 'ইহা মিং জেমস স্কাট কোম্পানির ইয়ার্ড অর্থাৎ জাহাজের কারখানা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* বন্দর-ঘাট। 'ব্রজর সম্প্রতি ইয়ার্ডে কর্ম্ম হয়েছে বয়সও অল্প।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইয়ুনিটেরিয়ান [ই] *বি* ট্রিনিটি অর্থাৎ ত্রিত্বের পরিবর্তে এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী খ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। 'খ্রিষ্টীয় ধর্মও রূপান্তরিত ও পরিশোধিত হইয়া ক্যাথলিক, প্রটেষ্টান্ট, ইয়ুনিটেরিয়ান প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ইয়ুরোপ [ই ইউরোপ] *বি* ইউরোপ। **ইয়ুরোপীয়** [ই ইউরোপ+স ঈয়] *বিণ* ইউরোপ মহাদেশের। 'ইয়ুরোপীয় লোকের বুদ্ধিবৃত্তি ... মার্জ্জিত হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ইয়ে [ধ্বন্যা] *অব্য* মনে পড়ছে না এমন শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ। 'একটু ইয়ে হয়েছে বটে, বিশেষ কিছু নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইয়েসমেন [ই ইয়েস-ম্যান] *বি* অন্ধ অনুসারী; মোশায়েব। 'দু-চারটে মোসাহেব ইয়েসমেন ছিল সন্দেহ নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ইয়োগুর্ৎ [ই ইয়োগার্ট] *বি* দই। 'ইয়োগুর্ৎ (দই) চিংড়ি, স্টাফট অলিভ, সিরকার পেঁয়াজ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ইয়োরোপ [ই] *বি* এশিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত মহাদেশ। 'ইয়োরোপ গ্রীস হতেছে উজ্জ্বল খৃষ্টান।' *জীবন*, ১৯৪২। দ্র **ইউরোপ, য়োরোপ**

ইউরোপীয়ন [ই] *বি* ইউরোপের অধিবাসী। 'এটা ইউরোপীয়নদের জন্য।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ইয়োরোপীয় [ই ইউরোপ+স ঈয়] *বিণ* ইউরোপীয় ঢঙে চালিত। 'রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি ইয়োরোপীয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ইরম্মদ [স] **১** *বি* মেঘ। 'উড়ুপতি গেল যেন ইরম্মদে ঢাকা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* বজ্রাগ্নি। 'যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জনে, দেবকলেবর কাঁপে করি থরথর।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৩** *বি* হাতি। 'ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৪** *বি* বজ্র। 'ইরম্মদ-তেজা মর্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

ইররেগুলর [ই ইরেগুলার] *বিণ* অনিয়মিত। 'রামগর ইররেগুলর কাবেলরী দলের কিয়দংশ।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

ইরশাল, ইরসাল [আ ইরসাল] *বি* খাজনার চালান। 'আজি ত সবার শির করিব ইরসাল।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'খাজনার টাকা, আদায় ইরশাল, হস্তবুদ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ইরাকি, ইরাকী [আ ইরাক] *বি* ইরাকের অধিবাসী। 'ইরাকি তুরকি তাজী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।' *ভারত*, ১৭৬০।

ইরাণি, ইরাণী, ইরানি, ইরানী [ফা] *বিণ* ইরানীয়। 'থামে বাঁধা কত বাজী, ইরাণি তুরকি তাজি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'অম্বুরি ও ইরানী তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৫৮; 'ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরানি দূরানি তুর্কির।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'মিসরী, তুর্কী, তাতারী, তুরাণী, ইরাণী, কাবুলী সবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ইরাবতী [স] *বি* মিয়ানমারের নদীবিশেষ। 'ইরাবতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে সঙ্গল নামে এক নগরের নাম উক্ত করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ইরূপ *বি* এই রূপ। 'ইরূপ দেখিআ কেহ না মেলিল আখি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইরেগুলারিটি [ই] *বি* অনিয়ম। 'এ সময় ইরেগুলারিটি ভালো হবে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ইরেজার [ই] *বি* পেন্সিলের দাগ মোছা যায় এমন রবার-খণ্ডবিশেষ। 'রবার বোলো না, বোলো ইরেজার।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ইর্চা, ইর্চ্চা [স ইচ্ছা] *বি* বাসনা। 'তাহানে দেখিতে জাব ইর্চ্চা থাকে মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

-ইল *প্রত্যয়, ক্রিয়াবিভক্তি*। 'ফুটিল কদমফুল ভরে নোআইল ডাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ইলম [আ] *বি* বিদ্যা; জ্ঞান। 'তোমার চেয়ে অনেক বেশি ইলম বখশিশ করিয়াছি।' *মনসুর*, ১৯৫০। দ্র **এলেম**

ইলশা [স ইলীশ>] *বি* মাছবিশেষ; ইলিশ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। দ্র **ইলসা, ইলিশ**

ইলশা-কাটা [স ইলীশ>] *বিণ* কুটিকুটি করে কাটা এমন। 'বাবুর্চিখানার বঁটি দিয়া কোপাইয়া ইলশা-কাটা করিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ইলশেগুঁড়ি [স ইলীশ>] *বি* গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। 'কেয়া-ফুলের রেণুর সাথে ইলশে-গুঁড়ির কোলাকুলি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ইলসা [স ইলীশ] *বি* ইলিশ মাছ। 'ইলসা মাচের ভাজা ... ।' *কেরি*, ১৮০২।

ইলসে গুড়ুনি [স ইলীশ>] *বি* গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। 'কখনও মুষলের ধার, কখনও ইলসে গুড়ুনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ইলাস্টিক [ই] *বিণ* স্থিতিস্থাপক; রাবারের তৈরি। 'পাজামার ইলাস্টিক ব্যাণ্ড আলগা করে টেনে নাবিয়ে আনল।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

ইলাহি, ইলাহী [আ] **১** *বি* প্রভু। 'ইলাহির সনে দেখা হৈল নি তোক্ষার।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* বর্ষপঞ্জির নাম। 'মোগল সম্রাট আকবর, হিজিরা নামের পরিবর্তে ঐ শালকে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৩** *বিণ* বিরাট। 'ইলাহি ঘর, আশ্চর্য সব আসবাবে সাজানো।' *শিবরাম*, ১৯৫০। *দ্র* **এলাহি**

ইলাহি ব্যাপার [আ ইলাহি+স ব্যাপার] *বি* বিরাট আয়োজন। 'গিয়ে দেখেন হৈহৈ রৈরৈ, ইলাহি ব্যাপার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ইলিবিলি [আ ইলাহ>] *বিণ* হাবিজাবি। 'কথা কয় ইলিবিলি, মুখেতে পানের খিলি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ইলিমিলি [আ ইলাহ>] *বি* অস্পষ্ট মন্ত্র। 'ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ইলিশ, ইলিস [স ইলীশ] *বি* সাদা আঁশযুক্ত প্রধানত লোনাপানির সুস্বাদু মাছবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'অসময়ের ইলিস মৎস্য।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'বিরহ বিষাদিনী, মন দুঃখে কিনিল ইলিশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

ইলিশা [স ইলীশ] *বি* সাদা আঁশযুক্ত প্রধানত লোনাপানির সুস্বাদু মাছবিশেষ। 'খরশুল্লা তপসিয়া পাঙ্গাস ইলিশা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ইলিশাস্থি [ই ইলীশ+অস্থি] *বি* ইলিশ মাছের কাঁটা। 'ফলে ইলিশাস্থি তাঁহার গলাস্থ হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

-ইলেঁ *ক্রিয়াবিভক্তি*। 'এত কাল হাউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

ইলেকটিরি [ই ইলেট্রিক] *বি* বৈদ্যুতিক মাধ্যম। 'পূর্ব পশ্চিমে যেন দেখন-হাসি, ইলেকটিরিতে খবর পাঠাল, না বয়স্কাউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ইলেকটোরাল [ই] *বিণ* নির্বাচনসংক্রান্ত। 'ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যদের মনে এই প্রত্যয়।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

ইলেকটোরেট [স] *বি* নির্বাচকমণ্ডলী। 'ভোট, ভেটো, নির্বাচন, ইলেকটোরেট ... নিত্য শুনে থাকি।' *হাই*, ১৯৫৮।

ইলেকট্রন [ই] *বি* পরমাণুর অবিভাজ্য তিন রকমের উপাদানের অন্যতম (অন্য দুটি প্রোটন ও পজিট্রন)। 'ইলেকট্রন-কণা যে বৈদ্যুতের বাহন সে নেগেটিভধর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ইলেকট্রিক, ইলেট্রিক [ই] **১** *বিণ* বৈদ্যুতিক। 'তড়িদুৎপাদক যন্ত্র ইংরাজী ভাষায় ইলেকট্রিক ব্যাটারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'অপিচ ভারতবর্ষে ইলেট্রিক নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে ... ।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩; 'যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বিণ* বিদ্যুৎ-চালিত। 'ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান।' *রোকেয়া*, ১৯২১। **৩** *বি* বিদ্যুৎ বা বিদ্যুতের লাইন। 'ওপারে ইলেকট্রিক এসেছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ইলেকট্রিক ট্রেন [স] *বি* বিদ্যুৎ-চালিত রেলগাড়ি। 'ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হলেই ... ।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ইলেকট্রিক বেল [স] *বি* বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। 'ইলেকট্রিক বেল পর্যন্ত নেই।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ইলেকট্রিক্যাল [ই] *বিণ* বৈদ্যুতিক। 'তাঁর ইলেকট্রিক্যাল গুডস-এর কারবার।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ইলেকট্রিসিটি [ই] *বি* বিদ্যুৎ। 'ইলেকট্রিসিটি ঠোকা-ঠুকির দরুনই এই বজ্র উৎপাতের সৃষ্টি।' *নজরুল*, ১৯২২।

ইলেট্রিক ব্যাটারি [ই] *বি* বিদ্যুৎ-উৎপাদক রাসায়নিক ব্যবস্থা। 'এই তড়িদুৎপাদক যন্ত্র ইংরাজী ভাষায় ইলেট্রিক ব্যাটারি নামে খ্যাত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ইলেকশন, ইলেকশান [ই] *বি* ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়া। 'ইলেকশন ব্যাপারটার অর্থ কী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'তারাও পিছু হটলেন সামনের ইলেকশানে জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ইলেমান [ফ] *বিণ* জর্মন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ইল্যান্ড [ই] *বি* এক জাতের হরিণ। 'ইল্যান্ড হরিণ শিকার করি।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

ইল্লত [আ] *বিণ* নোংরা। 'ইল্লত স্বভাব হলে পানিতে যায় না রে ধুলে।' *লালন*, ১৮৯০।

ইল্লত যায় ধুলে, আর খসলৎ যায় মলে – স্বভাবদোষ সবচেয়ে বড় দোষ। 'ইল্লত যায় ধুলে, আর খসলৎ যায় মলে এই ডাক-পুরুষে কথা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ইশ্‌ক [আ] *বি* প্রেম। 'খাই ইশ্‌কের, ঘাত-শমশের ফের নিই বুক নাঙ্গায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

ইশকা [ওল স্কোপেন] *বি* ইশকাপন। 'তুমিও এলে ইশকার বিবির মতন।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ইশকাপন, ইশকাফন [ওল] *বি* একটি বিশেষ রঙের তাসের নাম। 'ইশকাফন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এই হরতন, চিরিতন, রুহিতন, ইশকাপনের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে লটকে দিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ইশকুল [ই] *বি* বিদ্যালয়। 'সেই কবে ইশকুলের রোল নম্বরের স্মৃতি নিয়ে বেরিয়েছি পথে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ইশতিহার, ইশতাহার, ইশতেহার, ইশতহার [আ ইশতিহার] **১** *বি* বিজ্ঞাপন; নোটিস। 'অতএব ইশতহার দেওা জাইতেছে জে কেহো কড়ি ময়ুকুর মাষ২ খরিদ করিতে চাহো।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'জিনিসের আবশ্যক হইলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিক্রেতারদিগকে আহ্বনার্থ ইশতেহার দেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'লোকের সন্ধানে খবরের কাগজে ইশতাহার দিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'ঝটপট ইশতিহার বেরিয়ে গেল।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* অনুলিপি। 'ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশতেহার প্রকাশ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১। *দ্র* **ইস্তাহার**

ইশর [স ঈশ্বর] *বি* পরমেশ্বর। 'হেন মনে পরিভাব জগত ইশর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ইশারা [আ] **১** *বি* ইঙ্গিত। 'ইশারা পাইয়া পড়ে কুফর মাঝার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ব্যঞ্জনা। 'আমাদের ভাষার ইশারা নিয়েছে নূতন অর্থ তোমাদের মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বি* আভাস। 'সবুজের গায়ে গায়ে এঁকে দিল হলদের ইশারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৪** *বি* আহ্বান। 'শুধু অসীমের ইশারা তাহারা এনেছে আঁখির কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৫** *বি* কটাক্ষ। 'কলকাতার লোকে যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৬** *বি* হাতছানি। 'অবোধ বালকের পশ্চাতে প্রান্তরের ইশারা মাথা কুটিতে থাকে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ইশারাপাত [আ ইশারা+স পাত] *বি* ইঙ্গিত প্রদান। 'আমাকে ইশারাপাত করে গেলে।' *জীবন*, ১৯৪০।

ইশ্চা [স ইচ্ছা>] *ক্রি* ইচ্ছা করা। 'বাহিনী সহিতে সাহা চলিতে ইশ্চিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ইশ্বর [স ঈশ্বর] *বি* ওষধি গাছবিশেষ। 'শিয়রে আছে মোর ঔষধের ঝুলি দেওলি বান্ধুলি আর ইশ্বরের মুলি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ইশ্বরপরায়ন [স ঈশ্বরপরায়ণ] *বিণ* ঈশ্বরভক্ত। 'ইশ্বরপরায়ন সত্ত্ব ক্ষয়কারী শ্বরনাপন্ন রক্ষিতা মহাশয়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ইষ [স ঈষা] *বি* লাঙলের ফলা। 'ইষ সম বিকটদশনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইষকপট *বি* চেতনা। 'তারের খবর ইষকপটে সহজ হলে হয় উদয়।' *লালন*, ১৮৯০।

ইষকারি [স ঈর্ষাকারী] *বিণ* হিংস্র। 'ইষকারি কুত্তা চলে দিতে চাহে ছোপ।' *বিজয়*, ১৭০০।

ইষকোয়ের [ই Esquire] *বি* নামের শেষে ব্যবহার্য সম্মানসূচক পদবি। 'আমি কখন জান হালবেল ইষকোয়ের সাহেবের স্থানে কখন কোনো রেসম খরিদ করি নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

ইষপাত [প] *বি* কার্বন মিশিয়ে শক্ত-করা লোহা; ইস্পাত। 'ইষপাত ও লোহা ও নোঙ্গর ও স্বাফিল ইহাতে সকলে ১২৫০ তঙ্কা হইয়াছিল।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

ইষারা [আ ইশারা] *বি* ইঙ্গিত। 'ইষারা করিবে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ইষিত [স ঈষৎ] *বিণ* ঈষৎ। 'ইষিত হাসিয়া তাকে দিলেক উত্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ইষু[1] [স] *বি* বাণ। 'প্রলয়ে যেমতি পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ইষুকার [স] *বি* যে তির তৈরি করে। 'মেধাবী তারে কল্পনা শিখা ইষুকারের তীরের প্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ইষু[2] [ই] *বি* ইস্যু; বিচার্যবিষয়। 'সে যুগের ভাষার মামলার ইষু ছিল সবে একটি।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ইষ্ট [স] **১** *বি* আত্মীয়। 'ইষ্ট মিত্র কাহো নাহি চিহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* উপাস্য। 'তুমি ইষ্ট তুমি মৈত্র দেব নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বিণ* পছন্দসই। 'মুদগবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট/ ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* কল্যাণ। 'অনিষ্ট হইতে যে ইষ্ট লাভ হয় সে প্রাপ্তি ভাল নহে।' *রামরাম*, ১৮০২। **৫** *বি* ইচ্ছা। 'এইক্ষণে তাঁহারদের ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ইষ্টকামনা [স] *বি* মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা। 'তব ইষ্টকামনায় করেছি পীড়ন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ইষ্টকামী [স] *বিণ* কল্যাণ প্রত্যাশী। 'তোমরা যারা ইষ্টকামী।' *অন্নদা*, ১৯৫৪।

ইষ্টকুটুম [স ইষ্ট+স কুটুম্ব] *বি* আত্মীয়স্বজন। 'আমোদের ইষ্টকুটুম আমার সব।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ইষ্টগোষ্ঠী [স] *বি* আত্মীয়স্বজন। 'ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি না করিহ রোষে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইষ্টচিন্তা [স] *বি* পারলৌকিক ভাবনা। 'এখন ইষ্টচিন্তা করিয়া কাল কাটাইবার সময়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ইষ্টদেব [স] *বি* উপাস্য দেবতা। 'ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ইষ্টদেবতা [স] *বি* আরাধ্য দেবতা। 'ইষ্ট দেবতা সদয় ও সুপ্রসন্ন।' *রামরাম*, ১৮০১।

ইষ্টনাম [স] *বি* সৃষ্টিকর্তার নাম। 'সিংহগণ এই লোমহর্ষক সংঘর্ষের সাংঘাতিক পরিণতি চিন্তা করিয়া সভয়ে রুদ্ধশ্বাসে ইষ্টনাম জপ করিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ইষ্টনিষ্ঠ [স] *বিণ* ধর্মীয় আচারাদির প্রতি নিষ্ঠাবান। 'অত্যাচারী ইংরাজগণও ধার্মিক ইষ্টনিষ্ঠ ভট্টাচার্যকে আদর করিত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ইষ্টবর [স] *বি* উপযুক্ত আশীর্বাদ। 'খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইষ্টমন্ত্র [স] *বি* উপাস্য মন্ত্র। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী আমাদের ইষ্টমন্ত্র।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ইষ্টমিত্র [স] *বি* আত্মীয়স্বজন। 'ইষ্টমিত্র সভান উল্লাস।' *সুলতান*, ১৭০০।

ইষ্টলাভ [স] **১** *বি* সফলতা লাভ। 'অধর্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে ... কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বি* কল্যাণ লাভ। 'ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ইষ্টসাধনা [স] *বি* মনোবাসনা পূরণ। 'শৈবদিগের সম্বিদাসেবন ইষ্টসাধনার একটি অঙ্গবিশেষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ইষ্টসিদ্ধ [স] *বি* মনোবাসনা পূরণ। 'এইক্ষণে তাঁহারদের ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ইষ্টসিদ্ধি *বি* বাসনার সফলতা। 'মার্টিনসাহেবের ইষ্টসিদ্ধি হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ইষ্টানিষ্ট [স ইষ্ট-অনিষ্ট] *বিণ* ভালো-মন্দ। 'ইহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনাব্যতিরেকে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ইষ্টাপত্তি [স ইষ্ট-আপত্তি] *বি* লাভ। 'বালকের প্রাণবধ করায় উহাদের কোন ইষ্টাপত্তি দেখিতেছি না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ইষ্টইণ্ডিয়া [ই] *বিণ* ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত। 'ইউরোপীয় বা ইষ্টইণ্ডিয়া ব্যক্তি।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি [ই] *বি* ১৬০০ সালে ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত ভারতকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। 'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুরোণো বছরের মত বিদেয় হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইষ্টক [স] *বি* ইট। 'স্থানে২ মৃত্তিকার মধ্যে ইষ্টক ও প্রস্তর আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

ইষ্টকজর্জর [স] *বিণ* ইট ধ্বসে পড়েছে বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এমন। 'গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর ... বাড়িগুলির।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ইষ্টকনির্মিত [স] *বিণ* ইটের তৈরি। 'ইহাও একটি অত্যুৎকৃষ্ট ইষ্টকনির্মিত অট্টালিকা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ইষ্টকপাত [স] *বি* ইট স্থাপন। 'নূতন মৃত্তিকালেপ ও নূতন ইষ্টকপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইষ্টকবদ্ধ [স] *বিণ* ইটের তৈরি। 'তাহার জলপ্রণালী সকল ইষ্টকবদ্ধ ও সমতল নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ইষ্টকবন্ধন [স] *বি* ইটের তৈরি সবকিছুর বাঁধন। 'কলিকাতার ইষ্টকবন্ধন হইতে বাগানের মধ্যে ছাড়া পাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ইষ্টকময় [স] *বিণ* ইটের তৈরি। 'তাহার মধ্যে এক ইষ্টকময় মঞ্চ।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ইষ্টকশুণ্ড [স] *বি* ইটের তৈরি চিমনিবিশেষ, যা দিয়ে ধোঁয়া বের হয়। 'কল-কারখানার ধূমোদ্গারী বৃংহিতধ্বনিত উর্ধ্বমুখ ইষ্টকশুণ্ড নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইষ্টকাচ্ছাদন [স ইষ্টক-আচ্ছাদন] *বি* ইটের তৈরি আবরণ। 'প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী তদুপরি বিস্তৃত সমস্থলী তদুপরি স্তম্ভ সমূহোপরি ইষ্টকাচ্ছাদন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

ইষ্টকিং [ই] *বি* সুতি বা উলের তৈরি লম্বা মোজা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইষ্টাম্প [ই] *বি* স্ট্যাম্প; রাজস্ব-টিকিট। 'নূতন ইষ্টাম্প বিষয়ক আইন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ইষ্টাম্প আপীস [ই] *বি* দলিলপত্রের স্ট্যাম্প বিক্রয়ের অফিস। 'ইষ্টাম্প আপীস এতদ্রূপ ... কাগজ ক্রয় করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ইষ্টার মনডে [ই] *বি* খ্রিস্টীয় পর্ববিশেষ; ঈস্টার রবিবারের পরের দিন। 'তাদের গুডফ্রাইডে, ইষ্টার মনডে, কৃসমাস এ সব আছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

ইষ্টাশীন [ই] *বি* স্টেশন। 'জেলা বিরভূমের অন্তর্গত ইষ্টাশীন বোলপুর হইয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৭০।

ইষ্টি [স ইষ্ট] *বি* মন্ত্রদাতা গুরু। 'ইষ্টি আর পুরোহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইষ্টি কবচ [স ইষ্ট-কবচ] *বি* ইষ্টনাম সংবলিত কবচ। 'আহ্নিকের সময় খ্যাংরার তাসের মত চ্যাটালো সোণার ইষ্টি কবচ পরে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইষ্টি দেবতা [স ইষ্টদেবতা] *বি* পূজিত দেবতা। 'তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্টি দেবতা?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ইষ্টিক [ই] *বি* লাঠি। 'নানা রকম বেশ কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, ... কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট, হাতে ইষ্টিক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইষ্টিমার [ই] *বি* বাষ্পীয় জাহাজ। 'সেই ইষ্টিমারে আমিও পার হয়েছিলাম।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইষ্টুপিড [ই] *বি* নির্বোধ ব্যক্তি। 'এ ইষ্টুপিড কে?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ইষ্টুর [ই স্টোর] *বি* ভাণ্ডার। 'কোম্পানির গেরিসনের ইষ্টুরের মধ্যে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

ইষ্টেট [ই] *বি* বিষয়সম্পত্তি। 'নিমাইচরণ মল্লিকের ইষ্টেট সংক্রান্ত যত টাকা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ইষ্টেটমেণ্ট [ই] *বি* প্রমাণপত্র; বিবরণপত্র। 'মাষ্টরের নিকট ঐ ছয় বাবুরা ... ইষ্টেটমেণ্ট দাখিল করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ইষ্টেসন [ই] *বি* যানবাহন ছাড়ার বা থামার নির্ধারিত স্থান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইষ্টেসিয়ান [ই] *বি* স্টেশন। 'বহরমপুরে ইষ্টেসিয়ান অর্থাৎ ছাউনি হওয়াতে এ পর্য্যন্ত শহর আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ইষ্টিশান-মাস্টার [ই স্টেশন-মাস্টার] *বি* স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তি; স্টেশন মাস্টার। 'রাত্রি কেটে গেলে ভোর যদি ইষ্টিশান-মাস্টারের মেয়ের মতন মনে হয়!' *শক্তি*, ১৯৬১।

ইষ্টোর [ই স্টোর] *বি* গুদাম; স্টোর। 'ইষ্টোরের মধ্যে হরেক জিনিশ ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

ইস্পীচ [ই] *বি* বক্তৃতা। 'ইস্পীচ ও গ্রামার ওগয়রহ ও ইস্পেলিং প্রভৃতি নানাপ্রকার পরীক্ষা।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ইস্পেলিং [ই] *বি* বানান। 'গ্রামার ওগয়রহ ও ইস্পেলিং প্রভৃতি নানাপ্রকার পরীক্ষা।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ইষ্বাস [স ইষু+আস] *বি* তির ও ধনুক। 'আয়ুধ আসার ইনি লইল ইষ্বাস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ইস[1] [স ঈষা] *বি* লাঙ্গলের অগ্রভাগ। 'লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইস[2] [স ঈশ] *বি* প্রভু। 'উদর রাখুন দেব ইসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইস[3] [ধ্বন্যা] *অব্য* বিস্ময়সূচক ধ্বন্যাত্মক শব্দ। 'কিসের ইসের আড়ম্বর বাখানি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ইসকাতর [প] *বি* লেখার টেবিল। 'ইসকাতর ২।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

ইসকুল [ই] *বি* বিদ্যালয়। 'আরাতুন পিতৎরুস, ডিকরুস, কালস ইত্যাদি সাহেবের ইসকুলে গমনাগমন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ইসত, ইসদ [স ঈষৎ] *বিণ* সামান্য। 'বৎসক মারিল কৃষ্ণ ইসত লিলাএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে ইসদ হাসিআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইসপাত [প] *বি* রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শক্ত-করা লোহা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইসপার উসপার [হি] **১** *বি* শেষ মীমাংসা। 'আর রক্ষে নেই ... একবারেই ইসপার উসপার।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* ওলটপালট। 'সব ইসপার উসপার হয়ে পড়লো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ইসপার কি উসপার – ভালো কিংবা মন্দ। 'ইসপার কি উসপার! তার চানভানুকে চাই-ই-চাই।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ইসপিস [ধ্বন্যা] *বি* অস্থিরতা নির্দেশক শব্দ। 'আমার গা ইসপিস করছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ইসপিসিএল [ই] *বিণ* স্পেশাল; বিশেষ। 'ইসপিসিএল অর্থাৎ বিশেষ জুরি হইতে ইচ্ছুক হন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ইসবি [আ ঈসা+ফা ঈ] *বিণ* খ্রিস্টীয়। '১৭৮৬ সাল ইসবি।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

ইসভ *বিণ* এইসব। 'ইসভ জিনিয়া ধন আনিল বিস্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ইসমনবিশী [আ ইসম+ফা নবিশী] *বিণ* নামঘোষক; চাটুকার। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

ইসমুঠা [স ইষু>] *বি* তির রাখার আধার। 'অসি ঢাল ধনুক ইসমুঠা তীর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ইসর *বি* ওষধি গাছ। 'আছিল ইসর মূল তথি এক ফালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইসরাফিল [আ] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী যে ফেরেশতা প্রলয়ের শিঙ্গা বাজাবেন।। 'যতদিন না ইসরাফিলের প্রলয়-বিষাণ বাজে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'ইসরাফিলের শিঙ্গার মহাহুঙ্কার।' *নজরুল*, ১৯২২।

ইসলাম [আ] **১** *বি* বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় বিশ্বাস। 'দীন ইসলাম আর আয়ুভাগ্য বলে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* মুসলমান। 'যে সবে ইসলাম হৈল সে সবের সনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ইসলাম-অবলম্বী [আ ইসলাম+স অবলম্বী] *বিণ* ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী। 'ইসলাম-অবলম্বী ইরাক ইরান মিশর তুর্কী ...।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ইসলামসঙ্গত [আ ইসলাম+স সঙ্গত] *বিণ* ইসলাম ধর্মের সঙ্গে

সঙ্গতিপূর্ণ। 'প্রাচ্যজগতের নারীকুলের জন্য ইসলামসঙ্গত পর্দ্দা ব্যবস্থাই হইবে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ইসলামসম্মত [আ ইসলাম+স সম্মত] *বিণ* ইসলাম সমর্থিত। 'বর্তমানে প্রচলিত পর্দা প্রথা ইসলামসম্মত নয়।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ইসলামি, ইসলামী [আ ইসলাম>] **১** *বিণ* ইসলাম সম্বন্ধীয়। 'শরীয়ত, তরীকত, ইসলামী দ্বীন।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইসলামি গান রেকর্ড করে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বিণ* ইসলামের আইন মেনে চলে এমন। 'ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের ব্যাঙ্কসমূহে।' *উমর*, ১৯৬৮।

ইসলামিক *বিণ* ইসলামি ভাবধারাপুষ্ট। 'এদেশের ভাষার মধ্যে ইসলামিক ভাষা প্রবেশ করাইয়া ...।' *হেদায়েত*, ১৯২৬; 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ইসলামী সাহিত্য *বি* ইসলামি ভাবধারাপুষ্ট সাহিত্য। 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ইসলামীয় [আ ইসলাম+স ঈয়] *বিণ* ইসলামী বিষয় সংশ্লিষ্ট। 'বিরাট ইসলামীয় কালচার গড়ে তুলেছিল।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ইসলামিয়া [আ] *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'ইসলামিয়া (খোজা) সম্প্রদায়ের নেতা।' *ইসলাম*, ১৯০৩।

ইসশর, ইস্বর [স ঈশ্বর] *বি* আরাধ্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ইসাই [আ ইসা>] *বিণ* ঈসা অর্থাৎ খ্রিস্ট-অনুসারী। 'বোধ করি ইসাই সমাজের ...।' *সুধাকর*, ১৮৯৩।

ইসাদ [আ ইশাদ] *বি* সাক্ষী। 'ইসাদ থাকিও কর্ম্ম কার্য্যকালে পাইব।' *ভারত*, ১৭৬০।

ইসাদী [আ ইশাদ] *বি* সাক্ষী। *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

ইসান [স ঈশান] *বি* উত্তর-পূর্ব কোণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

ইসানকোন [স ঈশানকোণ] *বি* উত্তর-পূর্ব কোণ। 'তদকোনা উত্তর কোন এবং ইসানকোন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

ইসারা [আ ইশারা] *বি* ইঙ্গিত। 'ইসারায় উপপতি পিকডাকে ডাকিল।' *ভারত*, ১৭৬০। *দ্র* **ইশারা**

ইসিত [স ঈষৎ] *বিণ* ঈষৎ। 'এতেক সুনিয়া কৃষ্ণ ইসিত হাসিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ইসিদা *বিণ* আশ্চর্যজনক; অবিশ্বাস্য। 'তরঙ্গে ভাসত গোপি ইসিদা লিলাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইসবগুল *দ্র* **ইসুবগুল**

ইসুমন্ত্র [প ইউসু+স মন্ত্র] *বি* যিশুর মন্ত্র; খ্রিস্টীয় ধর্ম। 'রণজিৎ সিংহের পুত্র ... ইসুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইসেদ [স ঈষৎ] *বিণ* অল্প। 'বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে ইসেদ হাসিআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইসেরা [আ ইশারাহ] *বি* ইঙ্গিত। 'হু আমি ইসেরায় বুঝে নিচ্ছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। *দ্র* **ইশারা**

ইস্কাতর [প] *বি* লেখার ডেস্ক। *মেয়র্স*, ১৭৬২; *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ইস্কাপান, ইস্কাবন [ওল ইস্কাপান] *বি* তাসের রং-বিশেষ। 'ইনি ইস্কাবনের দশ দিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'ইহারা কোন গোত্র – ইস্কাবন, চিড়েতন, হরতন অথবা রুহিতন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ইস্কাপানের টেক্কা [ওল ইস্কাপান+হি টিক্কী] *বি* কালো পানের ছবি-আঁকা সর্বোচ্চ মানের তাস। 'বাবা ইস্কাপানের টেক্কায় হরতনের বিবি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ইস্কাবনের গোলাম [ওল ইস্কাপান+আ গুলাম] *বি* কালো পানের ছবি-আঁকা তাসবিশেষ। 'গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ইস্কুল [ই] *বি* স্কুল; বিদ্যালয়। *দর্পণ*, ১৮২৬; 'ইস্কুলে ছুটি হলে আমরা বাড়িতে।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **স্কুল**

ইস্কুল-ঘর [ই স্কুল+ঘর] *বি* বিদ্যালয়-গৃহ। 'পশ্চিমের বারান্দার সব-শেষের ঘরে আমাদের ইস্কুল-ঘর ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ইস্কুল-পালানো [ই স্কুল+পালানো] *বিণ* স্কুল থেকে পালিয়ে-যাওয়া। 'আমি ইস্কুল পালানো ছেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ইস্কুলবয় [ই] *বি* বিদ্যালয়ের ছাত্র। 'তা হলে ইস্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তানাবুদ হতে পেত না।' *হুতোম*, ১৮৬২।

ইস্কুল মাষ্টার, ইস্কুলমাস্টার [ই] *বি* বিদ্যালয়ের শিক্ষক। 'সেই হিড়ীকে এক জন ইস্কুল মাষ্টার ... দলে বাড়লো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ইস্কুলমাস্টারি [ই ইস্কুলমাস্টার>] *বি* স্কুলে শিক্ষকতার কাজ। 'বরাবর ইস্কুলমাস্টারি করে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ইস্ক্রু কল [ই স্ক্রু>] *বি* চাপ দিয়ে পাটের গাঁট বাঁধার কারখানা। 'গহনার ইষ্টিমারে অসংখ্য লোক ওঠাতে বাবাজীরা লোকের চপটানে ষ্টীমপ্রেসের ফরমার ও ইস্ক্রু কলের গাঁটের মত জাঁত সহ্য করে ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইস্ক্রুপ [ই] *বি* প্যাঁচকাটা পেরেক। 'দাও এঁটে ইস্ক্রুপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। *দ্র* **স্ক্রু**

ইস্টণ্ডিং [ই] *বিণ* স্ট্যান্ডিং; স্থায়ী। 'ইস্টণ্ডিং কমিটীতে অর্পণ করা যায়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। *দ্র* **স্ট্যান্ডিং**

ইস্টাম্প [ই] *বি* ডাকটিকিট। 'লেফাফা ফাটিয়া পড়ে, বেড়ে যায় ইস্টাম্পের দাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। *দ্র* **স্ট্যাম্প**

ইস্টিমার [ই] *বি* বাষ্পচালিত জলযান; জাহাজ। 'কালিদাসের সময়ে যখন রেলগাড়ি ইস্টিমার পোস্ট-আপিস ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। *দ্র* **স্টিমার**

ইস্টিশান, ইস্টিশন, ইস্টেশন [ই] *বি* স্টেশন; রেলগাড়ি ইত্যাদি থামার নির্দিষ্ট স্থান। 'ইস্টিশনে লোক পাঠিয়ে দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'ওদিকে কি ইস্টিশান?' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'ভোর হতে ধৈর্য ধরি বসি ইস্টেশনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। *দ্র* **স্টেশন**

ইস্টুপিড [ই] *বিণ* বোকা। 'ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা পাজি ছুঁচো ড্যাম শুয়ার ইস্টুপিড।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইস্টেশন [ই] *বি* রেলগাড়ি থামার নির্ধারিত স্থান। 'রেলওয়ে টেলিগ্রাফেরও শেষ গম্যস্থান হচ্ছে মানুষ – কোনো স্থানীয় ইস্টেশন বিশেষ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। *দ্র* **স্টেশন**

ইস্তক [হি] **১** *অব্য* অবধি। 'কুরঙ্গ ইস্তক সবে নাচএ গোচর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *ক্রিবিণ* পর্যন্ত। 'আপনকার ইজারা ছিল ইস্তক ১১৬৯ উনসত্তার সন নাগাদী।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪। **৩** *বি* তাস খেলায় রঙের সাহেব বিবি। 'তাস খেলায় বিস্তি আছে, পঞ্চাশ আছে, শ আছে, ও ইস্তক আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। *দ্র* **ইস্তিক**

ইস্তক নাগাদ [হি ইস্তক+আ লাগায়াত] *ক্রিবিণ* প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। 'জে২ দফা পাওনা ছিল ইস্তক নাগাদ অবধি টাকা ও

কাগজপত্র ... বুঝিয়া পাইলাম।' *ভেরলি*, ১৭৮৯।

ইস্তফা, ইস্তাফা [আ ইস্তিয়াফা] ১ *বি* পদত্যাগপত্র। 'কাজের ইস্তফা লিখিয়া পাঠাইলেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'কোম্পানির কাজে আমার ইস্তাফা দেওয়া উচিত।' *মনসুর*, ১৯৫৫। ২ *বি* পদত্যাগ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'কর্ম্মে ইস্তফা দিলে।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *বি* ক্ষান্তি; বিরতি। 'জোট বেঁধে কাজে ইস্তফা দেব, দেখি তুমি নৌকো চালাও কী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। দ্র **ইস্তেফা, ইস্তবা**

ইস্তবা [আ ইস্তিয়াফা] ১ *বি* ইস্তফা। 'জদ্যবি ইস্তবা দিয় তবে আকীম কহিবেক তুমি কাইল ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। ২ *বি* ত্যাগ করা; প্রত্যাহার করা; ছেড়ে দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২। দ্র **ইস্তফা**

ইস্তহার, ইস্তাহারনামা দ্র **ইস্তাহার**

ইস্তাদার [আ ইস্তিমরার+ফা দার] *বি* জমির স্থায়ী মালিক। 'ইস্তাদার সাহেব বরাবরেষু।' *ভেরলি*, ১৭৮৯।

ইস্তাফা দ্র **ইস্তফা**

ইস্তাহার [আ ইশতিহার] *বি* বিজ্ঞপ্তি। 'গবরনমেন্ত গেজেটে ইস্তাহার দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'ম্যাজিস্ট্রেট ইডেনের ইস্তাহারে ... রোগ সারতে পারেন?' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইস্তহার [আ ইশতিহার] *বি* বিজ্ঞপ্তি। 'সকল লোককে ইস্তহার দেয়া জাইতেছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ইস্তহারনামা [আ ইশতিহার+ফা নামাহ] *বি* বিজ্ঞপ্তিপত্র। 'ব্যবস্থাপক সাহেব ইহার ইস্তহারনামা বাঙ্গলা ও পারসির অক্ষর লিখিয়া ... প্রকাশ্য স্থানে টানাইবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

ইস্তাহারি [আ ইশতিহার>] *বিণ* নিলাম বিক্রয় সম্বন্ধীয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইস্তিক, ইস্তেক [হি ইস্তক] ১ *অব্য* পর্যন্ত। 'বিয়ে করে ইস্তিক সুখ কাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *অব্য* এমনকি। 'ইস্তেক জর্মনিতে পাস-করা ইহুদি ডাক্তারও বোম্বাইয়ে আছেন।' *মুজতবা* ১৯৫২।

ইস্তেফা [আ ইসতিফা] *বি* ত্যাগপত্র। 'চাকরিতে ইস্তেফা পাঠাইয়া দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ইস্তেমাল [আ ইসতিমাল] *বি* অনুশীলন। 'সমস্ত কায়দাগুলি ইস্তেমাল করিতেছে।' *জসীম*, ১৯৬৪।

ইস্ত্রি [প] ১ *বি* ধোয়া জামা-কাপড় মসৃণ করার জন্য তৈরি ধাতব যন্ত্রবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* ধাতব যন্ত্র দিয়ে মসৃণ করা হয়েছে এমন অবস্থা। 'আমাদের সমস্ত দেশটাকে ঝেড়ে ঝেড়ে ধুয়ে নিঙড়ে ভাজ করে পাট করে ইস্ত্রি করে নিজের বাক্সর মধ্যে পুরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'শার্টে ইস্ত্রি নাই।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ইস্ত্রিট [ই] *বি* স্ট্রিট; শহরের চওড়া রাস্তা। 'এক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় উইলিন্টন ইস্ত্রিটে স্থাপিত।' *দর্পণ*, ১৮৩০। দ্র **স্ট্রিট, স্ট্রীট**

ইস্পাত [প] ১ *বি* কার্বনসহ ভিন্ন ধাতুর খাদ মিশিয়ে শক্ত-করা লোহা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫: 'ইস্পাত নির্ম্মিত অস্ত্র, যন্ত্র, কাচ, মৃৎপাত্র, কাগজ ... বহুবিধ দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ২ ইস্পাতের ধারালো হাতিয়ার। 'রূপা, সোনা বা আর কোনো ধাতু চাহি না, আমি এখন শাণিত ইস্পাত চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ইস্পাতকঠিন [প ইস্পাত+স কঠিন] *বিণ* ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ়। 'মাতৃভূমির আজাদী রক্ষার ইস্পাতকঠিন সংকল্প।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

ইস্পাত-দৃঢ় [প ইস্পাত+স দৃঢ়] *বিণ* ইস্পাতের মতো অটল। 'ইস্পাত-দৃঢ় কঠিন শপথ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ইস্পাত-বাঁধানো *বিণ* ইস্পাতের তৈরি। 'দুর্বলের বুকের উপর দিয়ে প্রবলের ইস্পাত-বাঁধানো বড়ো রাস্তা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ইস্পাতী *বিণ* ইস্পাতের মতো ভারী। 'দারুণ ইস্পাতী গন্ধ ভাসে শহরে ও গ্রামে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ইস্পাতের দৃষ্টি *বি* কঠোর দৃষ্টি। 'ইস্পাতের দৃষ্টি নিয়ে নেমে এলো যারা।' *আহসান*, ১৯৪৪।

ইস্‌পিচ [ই] *বি* বক্তৃতা। 'ইংরাজি ইস্‌পিচ ও টেবিল চাপড়ান চল্লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **স্পিচ**

ইস্পিশাল [ই] *বিণ* স্পেশাল; বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'এসব জাহাজ ইস্পিশাল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ইস্প্রীং [ই] *বি* ধাতুর তৈরি স্থিতিস্থাপক এক প্রকার বলয়। 'ইস্প্রীংওয়ালা কৌচ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইস্বর [স ঈশ্বর] *বি* হিন্দুমতে কৃষ্ণ। 'এত বলি ইস্বর সভাকে বুঝাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইস্রাফিল [আ] *বি* ইসলামি মতে অন্যতম ফেরেশতা। 'ইস্রাফিল আজ্রাইল হৈল দুই সাক্ষী।' *সুলতান*, ১৭০০।

ইহ [স] *বিণ* এই। 'ইহ জরমে কে বা পাতিআএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ইহকাল [স] *বি* পার্থিব জীবনকাল। 'যে স্ত্রী ... লজ্জিতা ও পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মশীলা সে স্ত্রী ইহকালে ও পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ইহজন্ম [স] *বি* এই জীবন; পার্থিব জীবন। 'ইহজন্ম, পরজন্ম, বহুজন্ম পরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ইহজীবন [স] *বি* জীবিতকাল। 'রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ইহধাম [স] *বি* ইহলোক। 'কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

ইহপরকালহীন [স] *বিণ* চিরকালীন। 'ইহপরকালহীন বর্বর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ইহভূম [স] *বি* ইহজগৎ। 'সে রঙ ইহভূমের আর্টিস্টের পেলেটে তো নেই।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ইহমুখী [স] *বিণ* জাগতিক। 'আধুনিকতার কয়েকটি মূল লক্ষণ সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি এক – যেমন ইহমুখী দৃষ্টিভঙ্গি।' *শিব*, ১৯৫০।

ইহলোক [স] *বি* মর্ত্যলোক; পৃথিবী। 'ইহলোকে পরলোকে তুমি যে রক্ষিতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ইহলোকে পরমেশ্বরের জ্ঞান ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ইহলৌকিক [স] *বিণ* পার্থিব। 'সে ইহলৌকিক চিত্তক্ষুধাদাহে একবারেই ভুলিয়া বসিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ইহসংসার [স] *বি* জগৎসংসার; ইহকাল। 'তবে ইহসংসারেও যশের ভাজন হইতে পারেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ইহরাম [আ ইহরাম] *বি* হজের সময়ে হাজিদের পরার জন্য দুই টুকরা সাদা কাপড়। 'ইহরাম সমস্ত নরনারীকে তুল্য অবস্থায় রাখে – পুরুষ ও নারীর স্থান সমান।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

ইহা [স ইদম্>] ১ *সর্ব* এটা। 'বড়রূপে রাখিয় ইহা করিয়া সঙ্গতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* এই কথা। 'ইহা জানি একমনে পূর মোর আশে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **ইহাকে** *সর্ব* একে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ইহাদিগের *সর্ব* এদের। 'ইহাদিগের মকর্দ্দমা রফা করিয়া দেও।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **ইহাদের** *সর্ব* এদের। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **ইহানে** *সর্ব* একে; এই ব্যক্তিকে। 'ইহানে ত তাহা থুইবার যোগ্য নয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ইহায়** *সর্ব* একে। 'কোন ভাগ্যবতি ইহায় উদরে ধরিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ইহার** *সর্ব* এর। 'ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ইহারদের** *সর্ব* এদের। 'আমার পরে ইহারদের মধ্যে আত্ম কলহ যথেষ্ট হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১। **ইহারা** *সর্ব* এরা। 'মান্ধাতা সগর দিল্লিপ ভরত ভগীরথ ইহারা সকলে পৃথিবীপতি।' *রামরাম*, ১৮০১। **ইহারার** *সর্ব* এদের। 'ইহারার পর বেরক্ত নহিবেন।' *বোগল*, ১৭৭০।

ইহাঁ [স ইদম্] **১** *সর্ব* এঁর। 'তে কারনে কৃষ্ণনাম থুইল ইহাঁর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* এখানে। 'ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইহুদখানা [আ ইয়াহূদী+ফা খানা] *বি* ইহুদিদের প্রার্থনাগৃহ; সিনাগগ। 'মসজিদ মন্দির গির্জায় ইহুদখানায় মাদ্রাসায়।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

ইহুদী [আ ইয়াহূদী] *বি* পশ্চিম এশিয়ার একটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়। 'যেই ইহুদীর সঙ্গে ছিল বিসম্বাদ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'ইহুদি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ক্রমে এই মন্দির এমন একটি স্থান হইল যে, প্রত্যেক খাঁটি ইহুদী উৎসুক দৃষ্টিসহকারে তাহার দিকে তাকাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ইহুদীত্ব [আ ইয়াহূদী+স ত্ব] *বি* ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য। 'এর মধ্যে ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে ... আছে মার্কিনত্ব, চৈনিকত্ব, ইহুদীত্ব।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ইহেঁত *সর্ব* এটা। 'ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইহেঁত দোষায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইহো [স ইদম>] *ক্রিবিণ* এই জন্য। 'ইহো ভিমসেন ইহোঁ অর্জ্জুন মহামতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইহোঁ [স ইদম>] *সর্ব* এই। 'রাখিব ইবার ইহোঁ পুত্র তোমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঈ বাংলা স্বরবর্ণবিশেষ। 'উহার সকল বিভক্তি ও সকল বচনেই দীর্ঘ ঈকারান্ত লেখা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

ঈকার [স] *বি* 'ঈ' বর্ণ ও 'ঈ' বর্ণের কারচিহ্ন। **ঈকারান্ত** [স] *বিণ* 'ঈ' বর্ণ শেষে আছে এমন। 'উহার সকল বিভক্তি ও সকল বচনেই দীর্ঘ ঈকারান্ত লেখা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

ঈইন্দ্র *বিণ* স্বচ্ছন্দ। 'বিরহূঁ ঈইন্দ্রে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

ঈক্ষণ [স] *বি* দেখা; নিরীক্ষণ। 'নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঈগল [ই] *বি* অত্যন্ত ধারালো চঞ্চুবিশিষ্ট বৃহৎ আকারের বাজপাখির আকৃতিবিশিষ্ট শিকারি পাখিবিশেষ। 'অনন্তর সে এক ঈগল পক্ষীর নিকটে গিয়া কহিল, ভাই!' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল পক্ষী যেমন স্বভাবতই ... শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয় ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ঈগলস্বভাব [ই ঈগল+স স্বভাব] *বিণ* ঈগলের মতো হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট। 'ঈগলস্বভাব তোর পূর্বপুরুষেরা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ঈঙ্গুদী [স ইঙ্গুদ>] *বি* কাঁটাযুক্ত গাছবিশেষ; তাপসতরু। 'ঈঙ্গুদী তরুমূলে সতর্ক রাত্রি যাপন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঈজিপ্ট [ই] *বি* আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত দেশ – মিশর। 'ঈজিপ্ট-অভিযানে তখন তাঁর অনুপস্থিতিকালে সৌমতে বলে এক ব্যক্তি নিজেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঈজিপ্সীয় [ই] *বিণ* মিশরীয়। 'হে সিগার ঈজিপ্সীয়! ঈপ্সিত সুন্দর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ঈড়া [স ইড়া] *বি* (আয়ুর্বেদ অনুযায়ী) শরীরের নাড়িবিশেষ। 'দক্ষ পৃষ্ঠে পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ঈথর, ঈথার [ই] *বি* প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিজ্ঞান অনুযায়ী মহাশূন্যে আলোকতরঙ্গ প্রবাহের কাল্পনিক মাধ্যম। 'বিশ্বব্যাপী ঈথর-সমুদ্রে যথোপযুক্ত তরঙ্গ উঠিলে তবে আমাদের চক্ষে আলোক প্রকাশ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'উদ্বেল বিক্ষোভ তার পরিণত বিদেহ ঈথারে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ঈদ [আ] *বি* মুসলমানদের সবচেয়ে প্রধান ধর্মীয় উৎসব। 'জুম্মা দুই ঈদ আর আরফা সিনান।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'রমজানেরই রোজার শেষে এল খুশির ঈদ।' *নজরুল*, ১৯৩২। *দ্র* **ইদ**

ঈদ-অল-ফিতর [আ] *বি* রমজানের পর পালনীয় মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। 'ঈদ-অল-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ঈদগা [আ ঈদ+ফা গাহ্] *বি* ঈদের নামাজ পড়ার স্থান। 'ঈদগার মাঠে ইলেকশনের সভা হইয়া গিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ঈদগাহ্ [আ ঈদ+ফা গাহ্] *বি* যে স্থানে ঈদের নামাজ পড়া হয়। 'শহিদী ঈদগাহে দেখ আজ জমায়ত ভারি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ঈদজ্জোহা [আ] *বি* মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব; ঈদ উল আযহা। 'ঈদজ্জোহার তকবির শোন ঈদগাহে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ঈদ মোবারক [আ ঈদ+আ মুবারক] *বি* শুভ ঈদ; ঈদের অভিনন্দন। 'ঈদ মোবারক! আসসালাম!' *নজরুল*, ১৯২৮।

ঈদরাত [আ ঈদ+স রাত্রি>] *বি* উৎসবমুখর রাত। 'ঈদরাত কভু দেয় নি যে হায় দেখা।' *জীবন*, ১৯২৭।

ঈদুজ্জোহা [আ] *বি* মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। 'পবিত্র ঈদুজ্জোহা উপলক্ষে মহিলাদের জামাত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৮।

ঈদুল আজহা [আ] *বি* মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। 'ঈদুল আজহার দিনকেই ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

ঈদৃশ [স] *বিণ* এরূপ। 'ঈদৃশ পরোপকারতা তোমার যদি থাকে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ঈদৃশী [স] *বিণ স্ত্রী* এ রকম। 'কি কারণে তোমার ঈদৃশী দশা ঘটিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ঈপ্সা [স] *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'ঈপ্সা বনাম সামর্থ্যে হবে লড়াই।' *শক্তি*, ১৯৬১।

ঈপ্সিত [স] *বিণ* আকাঙ্ক্ষিত। 'সবারই ঈপ্সিত মিলে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঈভ [ই] *বি* বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিজগতের প্রথম নারী। 'ঈভের মতো আজ হও না চঞ্চল।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩। *দ্র* **ইভ**

ঈভনিং [ই] *বিণ* সান্ধ্য। 'একটা ঈভনিং পার্টিতে মিস – আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

ঈভনিং পার্টি [ই] *বি* সান্ধ্য অনুষ্ঠান। 'ঈভনিং পার্টিতে পরেশবাবুর মেয়েদের দ্বারা অভিনয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ঈভিল [ই] *বিণ* অশুভ। 'তবু সেটাকে কেউ ঈভিল বলে না, কারণ তা চিকিৎসার অঙ্গ, স্বাস্থ্যোদ্ধারের উপায়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ঈমান [আ] ১ *বি* বিশ্বাস। 'এক করতার জানি আনিল ঈমান।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থা। 'নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য আর ঈমানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া।' *আজাদ*, ১৯৩৬। *দ্র* **ইমান**

ঈমানদার [আ ইমান+ফা দার] *বিণ* বিশ্বস্ত। 'আদর্শ-নিষ্ঠ, দৃঢ়-চিত্ত, ঈমানদার ... নেতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঈমানদারী [আ ইমান+ফা দারি] *বি* বিশ্বস্ততা; ধর্মশীলতা। 'ঈমানদারীর নতুন রঙে রেঙে উঠুক প্রাণ!' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঈমান-হারা [আ ইমান+স হারা] *বিণ* অবিশ্বাসী। 'আমরা যদি ঈমান-হারা, নও তুমি দিলদার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঈমাম *দ্র* **ইমাম**

ঈয়াক [ই] *বি* চমরি গাই। 'ঈয়াকের দুধ থেকে লজেন্স সম্পূর্ণ হলে পরে বড়োরাও চুষে থাকে।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

ঈরাণী *বিণ* ইরান দেশীয়; ইরানি। 'কোথায় ঈরাণী গুল্ এ ফুলের সমতুল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ঈর্ষা [স] ১ *বি* হিংসা; দ্বেষ। 'ক্ষেত্রপতির উপর ঈর্ষা করিয়া দ্রোহ করিতে তার খামারে গিয়া ... লুকাইয়া থাকিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বি* প্রতিযোগিতা। 'নগরস্থ ধনি লোকেরা বিবাহোপলক্ষে ঈর্ষা করিয়া বাজী পোড়াইতে ক্রটি করিতেন না।' *দর্পণ*, ১৮২৬। *দ্র* **ঈর্ষ্যা**

ঈর্ষাকাতর [স] *বিণ* বিদ্বেষপরায়ণ। 'সেই কারবারে যে-মূলধন খাটছে তা ঈর্ষাকাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ঈর্ষাকালিমা [স] *বি* ঈর্ষার কলঙ্ক। 'ঈর্ষাকালিমা হইতে মুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঈর্ষাকুটিল [স] *বিণ* ঈর্ষাপরায়ণ। 'যুবকটি তাদের দিকে তখনো ঈর্ষাকুটিল চোখে তাকিয়ে আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ঈর্ষাজর্জর [স] *বিণ* ঈর্ষায় কাতর। 'ঈর্ষাজর্জর মহেন্দ্র একবার প্রতিজ্ঞা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঈর্ষাজাত [স] *বিণ* হিংসা থেকে উৎপন্ন। 'আমার মনের ঈর্ষাজাত লোভক্ষোভের জ্বালা জুড়োল।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ঈর্ষাতুর [স] *বি* অন্যের মঙ্গল সহ্য করতে পারে না যে। 'ঈর্ষাতুরের কুমন্ত্রণায় কোথায় যাবে?' *নজরুল*, ১৯৩০।

ঈর্ষানল [স ঈর্ষা-অনল] *বি* ঈর্ষার আগুন। 'দ্বেষ ও ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ঈর্ষান্বিত [স] *বিণ* ঈর্ষায় কাতর। 'যে আমাকে বাইরের সংশ্রবে আসতে দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঈর্ষান্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* পরশ্রীকাতর। 'সে ঈর্ষান্বিতা হয়ে কৈকেয়ীকে গিয়ে বললে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'কেহ বা দুঃখ ক্ষোভে ঈর্ষান্বিতা হইলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

ঈর্ষাপঙ্ক [স] *বি* ঈর্ষারূপ পঙ্ক। 'ঈর্ষাপঙ্কে পঙ্কজ হয়ে ফুটুক এদের প্রাণ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ঈর্ষাপর [স] *বিণ* ঈর্ষাকাতর। 'মদস্রাবী, ঈর্ষাপর, সর্বনাশা কুঞ্জরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঈর্ষাপরবশ [স] *বিণ* বিদ্বেষপরায়ণ। 'জমিদারদের প্রতি ঈর্ষাপরবশ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

ঈর্ষাপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বভাবত ঈর্ষাকাতর। 'ইহা সেই ঈর্ষাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঈর্ষাপাত্র [স] *বি* ঈর্ষণীয় ব্যক্তি। 'স্বদেশীয় লোকেরদের ঈর্ষাপাত্র ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ঈর্ষাফেনিল [স] *বিণ* ঈর্ষামথিত ফেনাপূর্ণ। 'সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঈর্ষাবশত [স] *ক্রিবিণ* ঈর্ষার কারণে। 'ইহা অন্যের উপরে অবজ্ঞা বা ঈর্ষাবশত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঈর্ষাবৃত্তি [স] *বি* হিংসামূলক প্রবৃত্তি। 'তিনি কোন গুপ্ত ঈর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ...।' *সওগাত*, ১৯১৯।

ঈর্ষাবোধ [স] *বি* হিংসাবোধ। 'ওকে দেখে দশ বছর পর সেই ঈর্ষাবোধ কিলবিল করে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ঈর্ষাভাজন [স] *বি* ঈর্ষার পাত্র। 'তিনি দেবতাদের ঈর্ষাভাজন হলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঈর্ষাসন্তপ্ত [স] *বিণ* ঈর্ষাযুক্ত। 'সেই সমাজের সূচিমুখ কণ্টকখচিত ঈর্ষাসন্তপ্ত আসনে যাঁহাকে আসীন হইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঈর্ষ্যা [স] **১** *বি* হিংসা। 'তাঁহাকে ... লেখা পড়া করিতে দেখিয়া, তাহাদের অতিশয় ঈর্ষ্যা জন্মিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বি* বিদ্বেষ। 'কি কাজ ঈর্ষ্যায়?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। দ্র **ঈর্ষা**

ঈর্ষ্যাপরবশ [স] *বিণ* বিদ্বেষপরায়ণ। 'নিউটনের নব নব আবিষ্ক্রিয়া নিবন্ধন অসাধারণ সম্মান দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ঈশ [স] *বি* ঈশ্বর। 'সে প্রভুরে অজ ভব আদি ঈশগণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ঈশ-গান [স ঈশ+গান] *বি* ঈশ্বরের গুণকীর্তন। 'পাখীরা ঈশ-গান গাহিতে গাহিতে জগৎ জাগাইয়া তুলিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

ঈশক [আ ইশক] *বি* প্রেম; প্রণয়। 'ঝড়ের মতন সারা তনুমন কাঁপে ঈশকের আগুন লেগে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬। দ্র **ইশক, এশেক**

ঈশর [স ঈশ্বর] *বি* ঈশ্বর। 'দেবাসুর নর ঈশর কাহ্নের না ভাঁগে আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঈশান [স] **১** *বি* উত্তর-পূর্ব কোণ। 'ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডধর জলাধিপ নিশাকর ঈশান কুবের সমীরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* শিব। 'সরস গান সহ ঈশান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* হিন্দুমতে প্রলয়ের দেবতা। 'মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

ঈশানকোণ [স] *বি* পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী কোণ। 'যে ঈশানকোণ পৃথিবী হইতে নক্ষত্ররাশিতে ভরা-ভরা দেখা যাইত ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ঈশানী [স] *বি স্ত্রী* দুর্গাদেবী। 'আনো আনো হিমালয়, ঈশানী ঈশান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঈশুমন্ত্র [স ইষু+স মন্ত্র] *বি* তান্ত্রিক বিশ্বাস অনুযায়ী বাণের মন্ত্র। 'বাক্যের কুহক-যোগে ঈশুমন্ত্র ছেড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঈশ্বর [স] **১** *বি* প্রভু। 'ত্রিদশ ঈশ্বর হর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* স্বত্বাধিকারী। 'সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* প্রেমিক। 'পাইয়া ঈশ্বর-পত্র লায়লী অস্থির।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বি* আল্লাহ; সর্বশক্তিমান। 'যেই দিনে ঈশ্বরে দিলেক পয়গম্বরী।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তিনি কাহার প্রত্যক্ষ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৫** *বি* উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। 'আমার অফিসের ঈশ্বরের কাছে হাত কচলাই।' *হাসান*, ১৯৬৩।

ঈশ্বরকৃত [স] *বিণ* ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে এমন। 'আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্মের বন্ধনবশত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঈশ্বরচিন্তা [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা বিষয়ক ভাবনা। 'কোন ঈশ্বরচিন্তা বা অধ্যাত্মজ্ঞান-প্রসূত নয়।' *রমেন*, ১৯৭০।

ঈশ্বরচেষ্টা [স] *বি* ঈশ্বরের কৃপা লাভের ইচ্ছা। 'অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা বাহিরে নির্দম্ভ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঈশ্বরতত্ত্ব [স] *বি* ঈশ্বরের স্বরূপ। 'ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের একটি কথা বাকি রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ঈশ্বরত্ব [স] *বি* ঈশ্বরের গুণ। 'সেই পত্রীতে লিখিয়াছেন এই ত লিখন ঈশ্বরত্বে আচার্যেরে করিয়াছে স্থাপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঈশ্বরত্রয় [স] *বি* খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী তিন ঈশ্বর – ট্রিনিটি। 'জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বর, এই ঈশ্বরত্রয় খ্রীষ্টানদিগের উপাস্য দেবতা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ঈশ্বরদত্ত [স] *বিণ* ঈশ্বরের দেওয়া; ঈশ্বরপ্রদত্ত। 'ঈশ্বরদত্ত হাস্য যাহা না থাকিলে এ সংসার বিষাদময় হইত।' *সাধারণী*, ১৮৮০।

ঈশ্বরনাম [স] *বি* বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী হরিনাম। 'হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঈশ্বরনির্দিষ্ট [স] *বিণ* ঈশ্বরকর্তৃক নির্ধারিত। 'ইচ্ছেমত চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার মনে করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঈশ্বরপদ [স] *বি* স্রষ্টার পা। 'হৃদয়ে-ঈশ্বরপদ বিরাজিত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ঈশ্বরপরায়ণ [স] *বিণ* ধার্মিক। 'অনেক ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ঐ দর্শনের ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ঈশ্বরপূজক [স] *বি* ঈশ্বরের পূজা করে যে। 'তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকেরদিগের নিকটে গমন করিয়া ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ঈশ্বরপ্রতিম [স] *বিণ* দেবতাতুল্য। 'ঈশ্বরপ্রতিম তারা, স্বদেশ-প্রেমের দীপ্ত মহিমায়।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৭১।

ঈশ্বরপ্রদত্ত [স] *বিণ* ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত। 'ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্ত্তব্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ঈশ্বরপ্রদত্তা [স] *বিণ স্ত্রী* ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত। 'ভাষা অপৌরুষেয়া বা ঈশ্বরপ্রদত্তা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ঈশ্বরপ্রাপ্তি [স] *বি* মৃত্যু। 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইল।' *রাজীব*, ১৮০৫।

ঈশ্বরবাদ [স] *বি* ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃতমূলক মত। 'গীতায় ঈশ্বরবাদ এর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ... বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করেছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১২।

ঈশ্বরবাদী [স] *বিণ* ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। 'যাঁহারা ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্ত্তব্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ঈশ্বরবৃত্তি [স] *বি* করবিশেষ; ব্যবসাদার লাভের যে অংশ ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে। 'বাবুরা হালে টাকায় এক পয়সা ঈশ্বরবৃত্তির প্রচলন করিয়াছেন।' *তারা*, ১৯৪২।

ঈশ্বরসেবা [স] *বি* স্রষ্টার আরাধনা। 'ঈশ্বরসেবার কল্পনায় তিনি জীবসেবা করেননি।' *রমেন*, ১৯৭০।

ঈশ্বরানুগৃহীত [স] *বিণ* ঈশ্বর কর্তৃক অনুগৃহীত।। 'এঁরা কেউ বা ব্রহ্মজ্ঞানী, কেউ বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ।' *শিব*, ১৯৫০।

ঈশ্বরানুগ্রহ [স ঈশ্বর-অনুগ্রহ] *বি* ঈশ্বরের দয়া। 'ঈশ্বরানুগ্রহে কিঞ্চিৎকাল স্বাস্থ্য পাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ঈশ্বরানুপ্রাণিত [স] *বিণ* ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরানুপ্রাণিত পুরুষ বলে আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হননি।' *আনিস*, ১৯৬৪।

ঈশ্বরারাধনা [স] *বি* ঈশ্বরের উপাসনা। 'পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঈশ্বরারাধনার বিধি দেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ঈশ্বরী [স] **১** *বি* প্রেমিকা। 'সৌরভ ঈশ্বরী বিনে গরল সমান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* আরাধ্যা দেবী। 'অম্বুয়ার ঘাটে বন্দো কালিকা ঈশ্বরী।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরী।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *বিণ* অধিকারিণী। 'ভকতিবৎসলা তুমি ভুবন ঈশ্বরী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৪** *বি* যিশুর মাতা মেরি। *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

ঈশ্বরী গঙ্গা [স] *বি* পবিত্র গঙ্গানদী। *ডানকান*, ১৭৮৫।

ঈশ্বরেচ্ছা [স ঈশ্বর-ইচ্ছা] *বি* ভবিতব্যের ইচ্ছা। 'ঈশ্বরেচ্ছায় শীঘ্রই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদ্বয়ের দৃষ্টি নিপতিত।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

ঈশ্বরোপাসনা [স ঈশ্বর-উপাসনা] *বি* ঈশ্বরের আরাধনা। 'তাঁহার ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ঈষৎ [স] *বিণ* সামান্য। 'ঈষৎ আজ্ঞায় মাত্র সর্ব নবদ্বীপ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ঈষত [স ঈষৎ] *বিণ* ঈষৎ; কিঞ্চিৎ। 'মনত হরিষ কর ঈষত হাসিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঈষতার্দ্র [স] *বিণ* সামান্য ভেজা। 'বিরহ-তপ্ত অপাণ্ডুর ক্লান্ত ডালে তাঁর ঈষতার্দ্র মল্লিকাধর স্পর্শ করে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ঈষৎক্লিষ্ট [স] *বিণ* সামান্য ক্লেশপ্রাপ্ত। 'একটি ঈষৎক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঈষৎ-তপ্ত [স] *বিণ* হালকা গরম। 'একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঈষত্তপ্ত [স] *বিণ* হালকা তাপযুক্ত। 'ঈষত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঈষৎরঙ্গপ্রিয় [স] *বিণ* কিছুটা কৌতুকপ্রিয়। 'ঐ যে নয়ন ... ঈষৎরঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ঈষৎলক্ষিত [স] *বিণ* সামান্য দেখা যায় এমন। 'অন্তঃপুরের গবাক্ষদ্বারের মধ্য দিয়া ঈষৎলক্ষিত অসূর্য্যম্পশ্যাদিগের সহিত।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ঈষৎ হাস্য [স] *বি* স্মিত হাসি। 'অনুকম্পা পুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ঈসত [স ঈষৎ] *বিণ* হাস্যময়। 'ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী।' *বড়ু*, ১৫০০।

ঈষদ্ [স] *বিণ* ঈষৎ। 'কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ্ হাসিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঈষদাস্য [স ঈষদ্-হাস্য] *বিণ* ঈষৎ হাস্যযুক্ত। 'ঈষদাস্য বদনে বলেন কাত্যায়নী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঈষদুষ্ণ [স ঈষদ্-উষ্ণ] *বিণ* অল্প গরম। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঈষদোজ্জ্বল [স ঈষদ্-উজ্জ্বল] *বিণ* খানিকটা দীপ্তিপূর্ণ। 'উত্তাপ ও তড়িতালোকিত বাষ্প-রাশির ঈষদোজ্জ্বল ভাতি।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ঈষদ্দীর্ঘ [স ঈষদ্-দীর্ঘ] *বিণ* অল্প লম্বা। 'সে ঈষদ্দীর্ঘ বপুর মনোমোহন ভঙ্গী।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

ঈষদ্দৃষ্টান্ত [স ঈষদ্-দৃষ্টান্ত] *বি* ছোটো দৃষ্টান্ত। 'তাহারা ঈষদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে কি অগ্রসর হয়েন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ঈষদ্ধাস্য [স ঈষদ্-হাস্য] *বিণ* স্মিত; অল্প হাসিযুক্ত। 'সূত্র। (ঈষদ্ধাস্যমুখে) স্ত্রীজাতি অতি অবোধ প্রিয়ে!' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ঈসাই [আ] *বিণ* ঈসা প্রবর্তিত; খ্রিস্টীয়। 'ঈসাই দীন কবুল করিয়াছে।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

ঈস্ট ইন্ডিজ [ই] *বি* ভারতবর্ষ। 'কালা আদমি, বোধ হয় ঈস্ট ইন্ডিজের।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

ঈহুদী [আ] *বি* পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম প্রধান ধর্মসম্প্রদায়। 'তিনি সামান্য মানুষ নন, হয় হরি নয় পীর নয় ঈহুদীদের ভাবী মেসায়া।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উ

উ[১] 'উ' স্বরবর্ণ এবং এর কারচিহ্ন (ু)। 'আমরা প্রকৃতিকে কতকটা প্রক্রিতি বলি, তাঁহারা লঘু উকার যোগ করিয়া বলেন। প্রক্রুতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উ[২] [ধ্বন্যা] **১** *সর্ব* ও; সে। 'উ বেলি না জাইহ মথুরার হাটে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *সর্ব* যে। 'চির সময় সঞ্চিত উ ভয় তোর মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উআদা [আ ওয়াদা] *বি* অঙ্গীকার। 'পরিসোদের উআদা নিজ্জ সনের মাহ ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪২।

উআর [স পার] *বি* ওপার। 'পার উআরেঁ সোই গজিই।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

উই[১] [স উপদীকা] *বি* পিঁপড়ার মতো এক রকমের ক্ষুদ্র কীট। 'উইচারা খাই পশু নাম ভল্লুক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'উকুন, ছারপোকা, পিপীলিকা, উই প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কীট জাতি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

উইচারা [স উপদীকা] *বি* উইপোকা। 'উইচারা খাই পশু নাম ভল্লুক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উইটিপি, উইঢিবি [স উপদীকা>] *বি* উইপোকার বাসা বা স্তূপ। 'উইটিপি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; '... উইঢিবি, বৈঁচিবনের প্রেক্ষাপটে।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'উইটিপি সগৌরবে জুড়ে রয় পর্বতের স্থান।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

উইপোকা [স উপদীকা>] *বি* সাদা রঙের পিপীলিকা জাতীয় কীটবিশেষ। 'উইপোকা গায়ের উপর বাসা করিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

উই-লাগা *বিণ* উইয়ে ধরেছে এমন। 'মস্ত বড়ো দালান-বাড়ির উই-লাগা ওই কড়ির ফাঁকে।' *নজরুল*, ১৯২২।

উই[২] *অব্য* ঐ; ওই (কোনো কিছু নির্দেশে)। 'উই যে কালো মত বাঁদিকে দেখা যায় ওটা চড়া।' *শরৎ*, ১৯১৭।

উইআ [স উদিত] *বিণ* উদিত। 'সঅল ধাম উইআ তবেঁ।' *চর্যা* ৪৪, ১২০০।

উইক এণ্ড [ই] *বি* শনি-রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটি; সপ্তাহান্ত। 'ইংলণ্ড থেকেই উইক এণ্ডের প্রথা।' *হাই*, ১৯৫৮।

উইকনেস [ই] *বি* দুর্বলতা। 'তা ভাই ওর কেমন উইকনেস।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

উইকেট কীপার [ই] *বি* ক্রিকেটে উইকেটের পেছনে বল ধরার জন্য দণ্ডায়মান খেলোয়াড়; উইকেটরক্ষক। 'উত্তম উইকেটকীপার, এমন কী, না-ব্যাটসম্যান না-বোলার সুদ্ধমাত্র ফীল্ডার ... দু-একজন রাখতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

উইজ্জগা [স উপজায়] *ক্রি* উৎপন্ন হওয়া। 'কাহ্নু ভণই তরু পুণ ন উইজ্জগ।' *চর্যা* ৪৫, ১২০০।

উইণ্ড-স্ক্রীন [ই] *বি* গাড়ির সামনের কাচের আবরণ। 'ভঙ্গুর কাঁচ সে তার উইণ্ড-স্ক্রীন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

উইন্ডমিল [ই] *বি* বায়ুচালিত কল। 'উইন্ডমিলকে ডন মনে করেন দৈত্য।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

উইত্তা [স উদিত] *বিণ* উদিত। 'উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভুআ।' *চর্যা* ৩০, ১২০০।

উইদাউট [ই] *অব্য* ছাড়া। 'উইদাউট কেয়ার বিলকুল লোপাট।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

উইমেন্‌স [ই] *বিণ* মেয়েদের। 'উইমেন্‌স হল শাখা।' *বেগম*, ১৯৬৩।

উইল [ই] *বি* দানপত্র; মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের ইচ্ছাপত্র। 'রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে উইল করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

উইলো [ই] *বি* গাছবিশেষ। 'যেমন বটবৃক্ষের তুলনায় উইলো, কি সাইপ্রেস ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

উইশ ইউ গুড লাক – তোমার সৌভাগ্য কামনা করি। 'ছোট্ট করে বলবেন, উইশ ইউ গুড লাক।' *সাদত*, ১৯৬৭।

উইস্টারিয়া [ই] *বি* সৌন্দর্যবর্ধক লতাবিশেষ। 'গেটে উইস্টারিয়া লতা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

উএখী [স উপেক্ষা] *ক্রি* উপেক্ষা করা। 'মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅণ সএল উএখী।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

উএস [পা উপদেস] *বি* উপদেশ। 'উআরি উএসঁ কাহ্নু নিঅড় জিনউর।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

উএসী [স উপদেশ>] *ক্রি* উপদেশ দেওয়া। 'আলে গুরু উএসই সীস।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

উংলি *বি* আঙুল। 'হাত পাওয়ের উংলি ভি বান্দে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

উঃ [ধ্বন্যা] *অব্য* বিস্ময় ক্রোধ ভয় ইত্যাদি সূচক শব্দ। 'উঃ! বেটা যেন ঠিক যমদূত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

উঁ উঁ [ধ্বন্যা] *বি* ব্যথায় মুখনিঃসৃত ধ্বনি। 'বলব কী আর বলব খুড়ো – উঁ উঁ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

উঁকি[১] [স উদঙ্কি] **১** *বি* গুঁড়ি মেরে অবস্থান। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* আড়াল থেকে দেখা। 'আনন্দ করিয়া খাইতেছিল, উঁকি মারিয়া কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উঁকিঝুঁকি, উঁকীঝুঁকী *বি* আড়াল থেকে ক্রমাগত এদিক-সেদিক তাকানো। 'আসলে কুশল নাই শুধু উঁকিঝুঁকি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'দাঁড়িপালা, চ্যাটা, কুলো ও চাল্‌নীরে গণি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আস পাশ থেকে উঁকী ঝুঁকী মাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উঁকি দেওয়া *ক্রি* আড়াল থেকে দেখা। 'বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

উঁকি মারা *ক্রি* আড়াল থেকে মুখ বের করা। 'আনন্দ করিয়া খাইতেছিল, উঁকি মারিয়া কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উঁকি[২] [ধ্বন্যা] *বি* হেঁচকি। 'পাশ থেকে ওলাউঠো রুগীর বমির ভূমিকার মত উঁকির শব্দ শোনা যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উঁচকপালে [স উচ্চ-কপাল>] *বিণ* উন্নাসিক। 'গণপতির চরেরা তাঁকে যদি উঁচকপালে বলে বিদ্রুপ করে তা তাঁর সয়।' *শিব*, ১৯৭৩।

উঁচকপালেপনা *বি* উন্নাসিকতা। 'কাব্যসৃষ্টি এবং কাব্যসম্ভোগের মাঝখানে এ ব্যবধানের জন্য আধুনিক কবিদের উঁচকপালেপনা যতটা দায়ী ...।' *শিব*, ১৯৫০।

উঁচকে [স উচ্চ>] **১** *ক্রিবিণ* উদ্ধত ভঙ্গিতে। 'আসে জোর উঁচকে ধেয়ে।'

নজরুল, ১৯২৬। ২ *বিণ* উঁচু। 'গাইতি-দেঁতো, উঁচকে কপাল ... পুঁচকে গোপাল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

উঁচা [স উচ্চ>] *বিণ* উঁচু। 'পর্বত সমান ঘোড়া উঁচা অতিশয়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

উঁচাই [স উচ্চ>] *বি* উচ্চতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উঁচানিচা *বিণ* এবড়োখেবড়ো। 'দেয়ালগুলি চতুর্দিকেই ভাঙা উঁচানিচা।' *হাসান*, ১৯৬৭।

উঁচানো, উঁচোনো [স উচ্চ>] ১ *ক্রি* উঠানো। 'সাহেব বেত উচাইবামাত্র সকলে দৌড় দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* উঁচু করে ধরা হয়েছে এমন। 'বন্দুক উঁচোনো সিপাইদের মতো সারি বেঁধে এলেন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

উঁচু [স উচ্চ>] *বিণ* উচ্চতাবিশিষ্ট। 'হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উঁচু কথা [উঁচু+স কথা] *বি* রূঢ় কথা। 'কারুকে উঁচু কথা বোলো না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

উঁচুকেতা [উঁচু+আ কিতআহ্] *বিণ* উন্নত ফ্যাশন বা রীতিসম্পন্ন। 'সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা এখন দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বস্ট'।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উঁচুগলা [উঁচু+স গল>] *বি* চড়া গলা। 'উঁচুগলায় তার গুণগান করবার ভিতর কোনো বিপদ নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

উঁচু চিন্তা [উঁচু+স চিন্তা] *বি* উন্নত চিন্তা। 'যে সমাজে যত উঁচু চিন্তা করতে মানুষ অভ্যস্ত।' *উমর*, ১৯৬৮।

উঁচুজাত [উঁচু+স জাতি] *বি* উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়। 'অধিকাংশই এসেছেন হিন্দু সমাজের পরম্পরাস্বীকৃত উঁচু জাতের কোঠা থেকে।' *শিব*, ১৯৫৬।

উঁচুদর [উঁচু+ফা দর] *বি* উন্নত শ্রেণী। 'খুব যে উঁচুদরের বীরত্বময় মহত্ত্বপূর্ণ তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

উঁচুদরের [উঁচু+ফা দর>] *বিণ* পাকা। 'মুখার্জ্জি যে একজন উঁচুদরের মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

উঁচুনিচু, উঁচুনীচু [স উচ্চনীচ] ১ *বি* বাজেকথা। 'বক্রেশ্বর ... নীতি শেখান অথচ জল উঁচু নীচু বলনের শিরোমণি।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* অসমান। 'গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচুনিচু রাস্তার ভিতর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বি* অসংলগ্নতা। 'পুরুষের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর উঁচুনিচু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উঁচোনো দ্র উঁচা

উঁট [স উষ্ট্র] *বি* উট। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'উঁট এদেশে নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

উকটা [স উৎকট] ১ *ক্রি* ফেটে যাওয়া। 'আপনে রসে উকট কুসিয়ার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* খোঁজ করা। 'উকটিল কত ঠাঞি খুজি লাগ নাহি পাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **উকটএ** *ক্রি* খোঁজে। 'চিত্রের ঘুচায়া ধন্দ উকটএ কাটা কন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০। **উকটিয়া** *ক্রি* অন্বেষণ ক'রে। 'সব ব্রজ উকটিয়া নন্দ নাহি পাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **উকটিল** *ক্রি* খুঁজলো। 'উকটিল কত ঠাঞি খুজি লাগ নাহি পাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **উকটে** *ক্রি* তন্ন তন্ন করে খোঁজে। 'দশ বিশ মাঝি মেলি উকটে মুসার ধূলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উকত [স উক্ত] *বিণ* আগত। 'আসক উকত স্রবে দুরগত।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

উকথা [স কথা>] *বি* ওই কথা। 'একথা উকথা কহি দেব গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

উকন্যা *বি* গন্ধতৃণবিশেষ। 'উকন্যা বিরুনা ববাই লআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উকালতি [আ ওয়াকিল>] *বি* উকিলের কাজ। 'কেন আসছেন আজ জমিদারি রক্ষার লাগি উকালতি করবার?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

উকাসা [স প্রকাশিত] *ক্রি* মুক্ত হওয়া। 'হাতে গলে বান্ধি মোরে রাখিয়াছে নারি উকাসিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উকি[১] [স উল্কা] *বি* আগুন। 'অন্তরে জ্বালায় উকি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

উকি[২] [ধ্বন্য] *বি* উদ্‌গার; হেঁচকি। 'দিয়ে খিল হয়ে মিল মুখে উঠে উকি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

উকিনি [স উৎকুণ] *বি* উকুন। 'মোর মাথে গোটা কথো দেখহ উকিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উকিল, উকীল [আ ওয়াকিল] ১ *বি* মুসলিম বিয়েতে যে ব্যক্তি কনের সম্মতি বরকে জানায়। 'হইলেন্ত মিকাইল উকিল নিশ্চএ।' *সুলতান*, ১৬৫০। ২ *বি* মধ্যস্থতাকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'গুপ্তে রাজমহলে পৌছিয়া অস্পষ্ট উকিল পাঠাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* প্রতিনিধি। 'উকীল আছিল যারা কীলে সারা হৈল তারা।' *ভারত*, ১৭৬০। ৪ *বি* আইনজীবী। 'শ্রীসেখ আতাউল্লা উকীল সুচরিতেষু লিখিতংঃ' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। ৫ *বি* অনুচর। 'এ সংবাদ পূর্ব্বে দাউদের উকিল হেন্দোস্থান হইতে দাউদকে লিখিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

উকিলপাড়া, উকীলপাড়া [আ ওয়াকিল+স পাটক>] *বি* উকিলদের আবাসিক এলাকা। 'উকীলপাড়া – 'খুদিরাম উকীল' সাইনবোর্ট খোদা আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উকিলি, উকিলী [আ ওয়াকিল>] ১ *বি* উকিলের কাজ; উকিলের পেশা। 'উকিলিতে মোকরর করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮১; 'উকিলী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'উকিলিতে আজকাল অনেক লোক হইয়াছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বিণ* উকিলসুলভ। 'উকিলিবুদ্ধি রাজনীতির ক্ষেত্রে সব সময়ে খাটে না।' *প্রমথ*, ১৯২০।

উকীলোচিত [আ ওয়াকিল+স উচিত] *বিণ* উকিলসুলভ। 'উকীলোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত পত্রখানি অত্যন্ত সাবধানে পাঠ করিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

উকুতি [স উক্তি] *বি* বক্তব্য। 'অপনুক অভিমত উকুতি বুঝাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উকুন [স উৎকুণ] *বি* চুলের ক্ষুদ্র পোকা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'উকুন, ছারপোকা, পিপীলিকা, উই প্রভৃতি ... কীট জাতি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

উকুন খসানো *ক্রি* উকুন বাছা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উকুল [স অকূল] *বি* সমুদ্র। 'উকুলের ঢেউ এল দুকূল ভরিয়া।' *রামাই*, ১৭১০।

উকো [স উৎঘর্ষ>] *বি* ধাতুদ্রব্য ধারালো করবার কাজে ব্যবহৃত লোহার রেত; ফাইল। 'ধাক্কার চেয়ে গুঁতো ভালো উকোর চেয়ে ঝামা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

উক্কা [আ হুক্কাহ্] *বি* হুঁকা। 'পাও মেইল্যা বইসা উক্কায় মারেন টান।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

উক্ত [স] *বিণ* উল্লিখিত। 'অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উক্ত কর্ম নির্বাহ করেছেন।' *গৌর*, ১৮২২।

উক্তরূপ [স] *বিণ* এরূপ। 'যাঁহারা উক্তরূপ দান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

উক্তাত্যাচার [স উক্ত-অত্যাচার] *বি* বর্ণিত অত্যাচারের কথা। 'মহাশয় এতৎপত্র দর্পণার্পণে চিরবাধিত করিয়া উক্তাত্যাচার রাজাপ্রজা উভয়ের সুগোচর করাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

উক্তি [স] *বি* কথা। 'গোপীগণ সহ বিহার হাস্যপরিহাস/ কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উখ [স ইক্ষু] *বি* আখ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উখড়ানো [স উৎখল>] *ক্রি* সমূলে উৎপাটন করা। 'তরু উপাড়িয়া গিরি উখাড়িয়া।' *ভারত*, ১৭৬০; সুলেমান পর্বত জড়শুদ্ধ উখড়িয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯২২।

উখলি [স উদূখল>] *বি* শস্যাদি পেষার পাত্র; হামানদিস্তা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উখা [স উৎঘর্ষ>] *বি* হাতিয়ার ধার করার রেত; ফাইল। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

উখাড়া [স উৎখল>] ১ *ক্রি* উদ্‌গত হওয়া। 'বাট উখুড়িবে প্রচুর তৈল বেলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* উপড়ে ফেলা। 'দুহাথে উখাড়ে যেন মকরের মৃণা।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বড় এক গাছ গিধি লিল উখাড়িয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

উখি *বি* খুশকি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উখুনপাশী [স উৎক্ষেপণ>] *বি* শস্য পরিষ্কার করার দণ্ডবিশেষ; উকুনবাড়ি। 'জোয়ালে কোদালে ফাল দা উখুনপাশী।' *শিবায়ন*, ১৭৫০।

উখৈল [স উদূখল] *বি* হামানদিস্তা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উখো [স উৎঘর্ষ>] *বি* ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি ধার করার বা ঘষার যন্ত্রবিশেষ; রেতি। 'উখো দিয়ে দাঁত ঘষে ছুঁচালো করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উগ [স উগ্র] *বিণ* উগ্র। 'হিমকর উগ হতে দিনকরা তেজ।' *জ্ঞানদাস*, ১৬০০।

উগড়ানো [স উদ্‌গিরণ] *ক্রি* বমি করা। 'রক্তবমির মতো উগড়ে উঠলো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

উগরানো [স উদ্‌গিরণ] *ক্রি* উদ্‌গিরণ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'উগরিবে অগ্নি বিজয়বেণু/ অগ্নিকবচে আবরি তনু।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

উগলানো [স উদ্‌গিরণ] *ক্রি* বমি করা। 'পেট ভরে গেলে, উগলে ফেলে দিবি।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

উগা [স উদ্‌গতি] ১ *ক্রি* উদিত হওয়া। 'জনি সুমেরু উপর মিলি উগল চাঁদ বিহিন সব তারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* বের হওয়া। 'স্বেদ বিন্দু ললাটেত উগএ যখন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **উগএ** ১ *ক্রি* উদিত হয়। 'না জানে কোথাত উগএ রবি শশী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* বের হয়। 'স্বেদ বিন্দু ললাটেত উগএ যখন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **উগথিক** *ক্রি* উদিত হয়। 'রবি সসি উগথিক পাশে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উগল** *ক্রি* উদিত হলো। 'জনি সুমেরু উপর মিলি উগল চাঁদ বিহিন সব তারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উগিলেক** *ক্রি* উদিত হলো। 'সংসার প্রকাশ করি উগিলেক সুর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উগারা [স উদ্‌গিরণ>] *ক্রি* বমি করা। 'উগারিয়া পেলে কৃষ্ণ নিজরূপ ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **উগারএ** *ক্রি* বমি করে। 'এক মুখে উগারএ আর মুখে খায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **উগারিয়া** *ক্রি* বমি ক'রে। 'উগারিয়া পেলে কৃষ্ণ নিজরূপ ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **উগারে** *ক্রি* বমি করে। 'পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

উগি[১], **উগী** [স উদক্ষি>] *বি* উঁকি। 'জতেক রাখালগণে উগী দিয়া চায়।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'ডালে মাথা নাড়ি পেঁচা উগি দিয়া চায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'উগি দিয়ে চেয়ে দেখে দ্বারে দিয়ে হাত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উগি[২] [স অগ্নি] *বি* সূর্যকিরণ। 'কার্তিকে অখণ্ড উগি শুখাইল নীর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উগোল *বি* টাকি মাছের মতো এক প্রকার মাছ। 'উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

উগ্র [স] ১ *বিণ* অসহিষ্ণু। 'উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবে চঞ্চল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* নির্দয়। 'আমার কর্মের গতি উগ্র হইল মোর পতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'উগ্রতপ করে উগ্র করিতে অপার।' *ভারত*, ১৭৬০। ৪ *বিণ* রূঢ়। 'হিংসক পশু বিবাদে প্রবর্ত হইয়া উগ্ররূপে কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বিণ* তীব্র; প্রবল। 'নতুন-গড়া রাজাদের পারিবারিক মর্যাদাবোধ খুবই উগ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উগ্রক্ষত্রিয় [স] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উগ্রগৌর [স] *বিণ* অত্যন্ত ফরসা। 'ঈষৎ দীর্ঘ পাতলা দেহ, উগ্রগৌর দেহবর্ণ।' *তারা*, ১৯৪০।

উগ্রচণ্ড [স] *বিণ* প্রচণ্ড; তীব্র। 'উগ্রচণ্ড সুখে পুচ্ছ সাপটি খেলা করে।' *নজরুল*, ১৯২২।

উগ্রচণ্ডা [স] *বি স্ত্রী* চণ্ডিকাদেবী। 'চলিতে যুঝিতে যেন উগ্রচণ্ডা চলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

উগ্রচণ্ডী [স] *বিণ* হঠাৎ রেগে যায় এমন। 'আম্বরির এমন উগ্রচণ্ডী রূপ কখনো দেখেনি ও।' *কায়সার*, ১৯৬২।

উগ্রতপ [স] *বি* কঠোর তপস্যা। 'হেন উগ্রতপ দেবি কর কি কারন।' *মালাধর*, ১৫০০।

উগ্রতপা [স] *বিণ স্ত্রী* কঠোর তপস্যাকারী। 'জয় অগ্নিহোত্রী অগ্নি দীপ্তা উগ্রতপা জ্যোতির্ময়ী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

উগ্রতর [স] *বিণ* তীব্রতর। 'ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উগ্রতা [স] ১ *বি* ঔদ্ধত্য। 'তোমার কথাক্রমে কিঞ্চিৎ উগ্রতা প্রকাশ করেছিলেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ২ *বি* প্রচণ্ডতা। 'দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উগ্রতাশূন্য [স] *বিণ* ঔদ্ধত্য নেই এমন। 'অপুর প্রকৃতি আরও শান্ত, উগ্রতাশূন্য ও উদার।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

উগ্রপন্থী [স] *বিণ* চরমপন্থী। 'ডিরোজীও-পন্থী ও অন্যান্য উগ্রপন্থীর ...।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

উগ্রপ্রকৃতি [স] *বিণ* উদ্ধত। 'কুন্দ শীতল প্রকৃতি, হীরা উগ্রপ্রকৃতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

উগ্রবীর্য [স] *বিণ* অত্যন্ত ঝাঁঝালো। 'সে আনন্দ উগ্রবীর্য সুরার মতো নেশার ঘোর আনে।' *বিভূতি*, ১৯৪০।

উগ্রভাব [স] *বি* উদ্ধত আচরণ। 'পূর্বকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

উগ্রমূর্তি, উগ্রমূর্ত্তি [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ ও ভয়ানক চেহারাবিশিষ্ট। 'তুমি দুর্দান্ত উগ্রমূর্তি উগ্রসেনের হন্তা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩; 'বিপক্ষদলের

যেরূপ রুদ্রভাব, উগ্রমূর্ত্তি দেখিতেছি।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

উগ্ররূপ [স] *বি* রুদ্র মূর্তি। 'যখন তাকে দেখিয়েছেন তাঁর উগ্ররূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উগ্ররূপে [স] *ক্রিবিণ* রূঢ়ভাবে। 'হিংসক পশু বিবাদে প্রবর্ত্ত হইয়া উগ্ররূপে কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উগ্রশীল [স] *বিণ* ভয়ংকর স্বভাববিশিষ্ট। 'ইহারা অত্যন্ত উগ্রশীল ও কলহপ্রিয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

উগ্রসুখ [স] *বি* ঔদ্ধত্যপূর্ণ সুখ। 'কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

উগ্রস্বভাব [স] *বিণ* উদ্ধত। 'সকলেই যে বৃদ্ধ দশায় এইরূপ উগ্রস্বভাব হইয়া থাকেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

উগ্রা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* ঔদ্ধত্যপূর্ণ। '... চঞ্চলা, চপলা, উগ্রা, অবগুণ্ঠনবিরহিতা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **২** *বি* সংগীতের একটি শ্রুতি। 'উগ্রা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

উঘাড় [স উদ্‌ঘাটন>] *বিণ* খোলা। 'উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উঘাড়া [স উদ্‌ঘাটন>] **১** *ক্রি* সম্পূর্ণ প্রকাশ করা। 'আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* উপড়ে যাওয়া। 'যেন মহাবৃক্ষ উঘাড়িছে উগ্রবায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **উঘাড়ি** *ক্রি* সম্পূর্ণ প্রকাশ ক'রে। 'রাত্র্যে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উঘারা [স উদ্‌ঘাটন>] *ক্রি* অনাবৃত করা। 'কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উঘারী *বিণ স্ত্রী* বিবস্ত্র। 'অপজস হোঁ এত জগৎ ভরি হে জনু কমিনী উঘারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উগুাচুগুা [ধ্বন্যা] *বি* উচ্চধ্বনি। 'উগুাচুগুা করিয়া কান্দএ কন্যা খানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

উঙ্গুর [ফা আংকুর] *বি* আঙুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উচ [স উচ্চ] *বিণ* উঁচু। 'হোর ফুল আতি উচে।' *বড়ু*, ১৪৫০

উচকপালি [স উচ্চ+স কপাল>] *বিণ* উঁচু কপালবিশিষ্ট। 'আমার উচকপালি চিরুনদাঁতির কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

উচঁ [স উচ্চ] *বিণ* উঁচু। 'নবীর পদের খোস নীচ হই রহে উচঁ।' *সুলতান*, ১৭০০।

উচকথা [হি উচক্কা] *ক্রিবিণ* হঠাৎ; আচমকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উচক্ক [হি উচক্কা] *বিণ* উঠতি। 'উচক্ক বয়স এত মনে নাহি আসে।' *ভারত*, ১৭৬০।

উচক্কা [হি] **১** *বিণ* নির্লজ্জ। 'মেয়েটার রকম ভাল ঠেকে না, কেমন উচক্কা উচক্কা বোধ হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বিণ* অবাধ্য। 'আক্কাস কিছুটা উচক্কা ধরনের ছেলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

উচল [স উচ্চ>] *বিণ* উচ্চ। 'উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

উচা [স উচ্চ] *বিণ* উঁচু। 'আর জে সকল জিনিষ ছিল তাহার জায়দাদ সিন্দুক লম্বা ১২ ইঞ্চি চৌড়া ৯ ইঞ্চি উচা ৭ ইঞ্চি।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

উচানীচা [স উচ্চনীচ] *বিণ* উঁচুনিচু; অসমান। 'তাহাতে পথ গভীর আর উচানীচা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উচাটন [স উচ্চাটন] **১** *বিণ* ব্যাকুল। 'মন উচাটন নিশ্বাস সঘন।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বি* মন্ত্রবিশেষের নাম। 'মারণ-উচাটন-মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উচিৎ [স উচিত] *বি* যথার্থ কথা। 'উচিৎ কহিতে কেহ নাহিক সভার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। দ্র **উচিত**

উচিত [স] **১** *বিণ* উপযুক্ত। 'সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোএ দেব মুরারী মোএ তোর মোর উচিত সে নেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* যথাযথ। 'পাইয়া উচিত নাম কেশবভারতী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* বাঞ্ছনীয়। 'উপায় চিন্তিয়া দেখ যে হএ উচিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বিণ* আবশ্যক। 'শিখিতে উচিত যাহা শিখিয়াছ সব।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৫** *বিণ ঠিক*। 'না না হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বিণ* কাম্য। 'উহাদিগের আতিশয্য নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উচ্ছেদ চেষ্টা কখনই উচিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৭** *বিণ* সত্য। 'আমরা উচিত কথা বলিলাম।' *সুলভ*, ১৮৭৩। **৮** *বিণ* শ্রেয়। 'রাবণের ক্রন্দন করা উচিত কি না তাহা দেখিতে চান না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

উচিত-অনুচিত [স] *বি* কর্তব্য ও অকর্তব্য। 'মহেন্দ্রের উচিত-অনুচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

উচিতকর্ম [স] *বি* করা কর্তব্য এমন কাজ। 'তাঁহার উল্লিখিতরূপ অশেষ প্রকার উপকার সম্পাদন করা আমাদের উচিতকর্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উচিতপথ [স] *বি* ন্যায়ের পথ। 'শিশুদিগের অন্তঃকরণকে উচিতপথে নিয়োজিত ... করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

উচিতমত, উচিতমতো [স উচিত+মতো] **১** *ক্রিবিণ* যথাযোগ্যভাবে। 'শত বৎসরেও তাহা উচিতমত প্রচারিত হওয়া দুরূহ হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *ক্রিবিণ* সত্যিকারভাবে। 'বাঙলাদেশকে উচিতমতোভাবে কখনো স্বদেশ মনে করেননি।' *উমর*, ১৯৬৮।

উচিতহু [স উচিত>] *বি* উচিত। 'বোলি পঠওলহি জত অতিরেক। উচিতহু ন রহল তহিক বিবেক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উচিতানুচিত [স উচিত-অনুচিত] *বিণ* ন্যায়-অন্যায়। 'অমাত্য, অপত্যস্নেহের আতিশয্যবশতঃ, উচিতানুচিত-বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উচীত [স উচিত] *বিণ* ঠিক। 'নাগর জনের হেন না হএ উচীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **উচিত**

উচু [স উচ্চ] *বিণ* উঁচু। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

উচু কথা [স উচ্চ-কথা>] *বি* কটু কথা। 'ও মা আমি তোকে কবে উচু কথা বলেছি!' *উমেশ*, ১৮৫৭।

উচুর [স প্রচুর] *বিণ* অধিক। 'বেলা হৈল উচুর প্রচুর ভয় মনে।' *ভারত*, ১৭৬০।

উচ্চ [স] **১** *বিণ* উঁচু। 'উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* জোরে। 'অলৌকিক শব্দ কেহ উচ্চ করি বোলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* সম্ভ্রান্ত। 'উচ্চ নিচ্চ নাহি পরিচয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* উর্দ্ধ। 'বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৫** *বিণ* উপরের দিককার। 'কালেজের উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর প্রাত্যহিক পাঠের নিয়ম অবগত করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বিণ* উন্নত। 'বিষয় যত উচ্চ, বলবার লোকের ক্ষমতাও তত বেশি হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৭** *বিণ* বয়সে বড়ো। 'সে যে আমার অনেক উচ্চে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

উচ্চ-অঙ্গ [স] **১** *বি* উঁচু মান। 'সমস্ত উচ্চ-অঙ্গের আনন্দ মাত্রই

পুতুল-খেলা।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪*। **২** *বিণ* (সংগীত) রাগপ্রধান। 'যাহা উচ্চ-অঙ্গের সংগীত তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭*।

উচ্চ-আশ [স] *বিণ* উচ্চ আশা আছে এমন। 'উচ্চ-আশ নারী রাখে কিবা?' *গিরিশ, ১৮৮৭*।

উচ্চ আশা [স] *বি* উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। 'ইহা হ'তে উচ্চ আশা নাহি কিছু আর।' *গিরিশ, ১৮৮৭*।

উচ্চ আসন [স] *বি* অত্যন্ত সম্মানজনক অবস্থান। 'ইনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন।' *অক্ষয়, ১৮৪৯*।

উচ্চইতর [স] *বিণ* অতি উঁচু। 'প্রস্তরের রচিত এক উচ্চইতর দিব্য মঞ্চ।' *রামরাম, ১৮০১*।

উচ্চ উচ্চ [স] *বিণ* বড়ো বড়ো। 'এক্ষণে ... ইংরাজিতে উচ্চ উচ্চ উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়, ১৮৫৫*।

উচ্চকণ্ঠ [স] **১** *বি* উঁচু স্বর। 'সিঁড়ি হইতে সতীশের উচ্চকণ্ঠে "মাসিমা" ধ্বনি শুনা গেল।' *রবীন্দ্র, ১৯০৯*। **২** *বিণ* জোরালো কণ্ঠ এমন। 'তোমার উচ্চকণ্ঠ উল্লাসকে কোন শর্তে আনন্দ বলো।' *মাহমুদ, ১৯৬৩*।

উচ্চকথা [স] *বি* কড়া কথা। 'যে জননী আমাকে কখন উচ্চকথা কহেন নাই।' *উমেশ, ১৮৫৭*।

উচ্চকুচ [স] *বি* উন্নত স্তন। 'মনিমুক্তাযুতা, গলে হারলতা, উচ্চকুচ ভূষিতে হাসিছে।' *ভবানী, ১৮২৫*।

উচ্চকুটুম্বিতা [স] *বি* বড়োলোকের ঘরে আত্মীয়তা। 'উচ্চকুটুম্বিতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, রূপখ্যাতির মোহ।' *রবীন্দ্র, ১৯০০*।

উচ্চগলা [স] *বি* উচ্চকণ্ঠ। 'উচ্চগলা করিয়া কহিলেন।' *কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮*।

উচ্চঘোষ [স] *বি* উঁচুস্বরে ধ্বনি। 'রেফারি যদি একটা অমনোমত রায় দেয় অমনি আবার উচ্চঘোষ।' *অচিন্ত্য, ১৯৫০*।

উচ্চচূড় [স] *বিণ* উঁচু চূড়াবিশিষ্ট। 'ঈদৃস প্রকারে প্রায় চতুর্দিকে উচ্চচূড় পর্বতনিচয়ে পরিবৃত।' *অক্ষয়, ১৮৫৪*।

উচ্চজাতীয় [স] *বিণ* উচ্চবর্ণের। 'অনেক-ঘর গৃহস্থ আছে কিন্তু তাহারা উচ্চজাতীয় নহে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২*।

উচ্চজ্ঞান [স] *বি* উচ্চতর জ্ঞান। 'তিনি চাইতেন উচ্চজ্ঞান।' *বিভূতি, ১৯৩১*।

উচ্চতট [স] *বি* তীরের উচ্চভূমি। 'উচ্চতটে অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীতপালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭*।

উচ্চতন [স] *বিণ* ঊর্ধ্বতন। 'তাহার উচ্চতন কর্মচারীর নিকট সে লাঞ্ছিত হইল।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭*।

উচ্চতম [স] **১** *বিণ* ঊর্ধ্বতন। 'এটি হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন উচ্চতম কর্ম্মচারীদিগের অজ্ঞাত।' *অক্ষয়, ১৮৪৬*। **২** *বিণ* সর্বোচ্চ। 'যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাতে শিক্ষার উচ্চতম বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন ...' *অক্ষয়, ১৮৫৫*।

উচ্চতর [স] **১** *বিণ* লম্বা। 'অতি বৃদ্ধ অতি স্থুল অতি উচ্চতর।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*। **২** *বিণ* অতিশয় উঁচু। 'পাথরের গড় উচ্চতর বড়।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **৩** *বি* বেশি উঁচুমানের। 'উচ্চতর কবির কবিত্বের নিকট তাঁহার নিজের ভাব "হংসমধ্যে বক যথা" হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র, ১৮৭৬*। **৪** *বিণ* উঁচু মানের। 'যথার্থ উচ্চতর সমালোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন।' *হরপ্রসাদ, ১৮৮৬*। **৫** *বিণ* মহত্তর। 'এর চেয়ে উচ্চতর আদর্শের যথার্থ উপলব্ধি।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪*। **৬** *বিণ* আদর্শনীয়। 'তাহার ইন্দ্রিয়ের রাশ টানিয়া ধরিবে এমন কোনো উচ্চতর বিচারবুদ্ধি নাই।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭*। **৭** *বিণ* ঊর্ধ্ব। 'সেই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক অদ্য অস্তমিত হইয়া উচ্চতর গগনে অধিরোহণ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র, ১৯০৮*।

উচ্চতা [স] **১** *বি* উপরের দিকের দৈর্ঘ্য। 'কেহ কেহ দূর হইতে কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শনমাত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করেন।' *অক্ষয়, ১৮৪৯*। **২** *বি* উচ্চমান। 'ইংরাজি সাহিত্য উচ্চতা কঠিনতা এবং একটা নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭*।

উচ্চদর [স উচ্চ+ফা দর] *বি* উঁচুমান। 'সে ভাবটুকু উচ্চদরের না হইতে পারে।' *রবীন্দ্র, ১৯০২*।

উচ্চধ্বনি [স] *বি* জোরালো শব্দ। 'মণিমা বলি করে উচ্চধ্বনি।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*।

উচ্চধ্যান [স] *বি* সুগভীর মগ্নতা। 'উচ্চধ্যান, শূন্যদৃষ্টি প্রকাশ করছে।' *গিরিশ, ১৮৮৭*।

উচ্চনীচ [স] *বিণ* উঁচু-নিচু। 'দেশের উচ্চনীচ সকল স্তরেই শিক্ষা নানা সহজ প্রণালীতে ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০৫*।

উচ্চনীচতা [স] *বি* উচ্চতা এবং নীচতা। 'সংসারে উচ্চনীচতা যখন আছেই।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭*।

উচ্চপদ [স] *বি* গুরুত্বপূর্ণ পদ। 'কোন উচ্চপদে অন্য জাতিকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন না।' *অক্ষয়, ১৮৫৬*।

উচ্চপদস্থ [স] **১** *বিণ* ঊর্ধ্বতন পদাধিকারী। 'হুকুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না।' *দর্পণ, ১৮৩৮*। **২** *বিণ* উচ্চস্থানে স্থিত। 'অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্থ।' *বঙ্কিম, ১৮৭৪*।

উচ্চপদারূঢ় [স] *বিণ* উচ্চপদে আসীন। 'উচ্চপদারূঢ় সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পদচ্যুত ... করা উচিত নহে।' *অক্ষয়, ১৮৪৬*।

উচ্চ পরিষদ [স] *বি* দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদের উচ্চ কক্ষ। 'বঙ্গীয় উচ্চ পরিষদের ডাইরেক্ট ইলেকশনের ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে।' *আজাদ, ১৯৪০*।

উচ্চপর্বত, উচ্চপর্ব্বত [স] *বি* পাহাড়ের উঁচু চূড়া। 'তিনি বাসনাবর্ত্মে চন্দ্রমণ্ডলে উপনীত হইয়া উচ্চপর্ব্বত ... অবলোকন করিতে পারেন।' *অক্ষয়, ১৮৪৯*।

উচ্চপাঠ [স] *বি* উচ্চতর পড়াশোনা। 'পড়েনি'ক উচ্চ পাঠ অল্পে মারে তুড়ি।' *গুপ্ত, ১৮৫৮*।

উচ্চপ্রাণা [স] *বিণ স্ত্রী* মহান হৃদয়ের অধিকারী। 'মিথ্যা কহ অভ্যাসের দোষে উচ্চপ্রাণা কেবা তব সম।' *গিরিশ, ১৮৯৬*।

উচ্চপ্রাসাদ [স] *বি* বহুতল ভবন। 'তাঁহারা ক্রমে যথার্থ মহত্ত্বরূপ উচ্চপ্রাসাদে আরোহণ করিতে পারেন।' *অক্ষয়, ১৮৫৫*।

উচ্চবংশ [স] *বি* সম্ভ্রান্ত বংশ। 'উচ্চবংশের কথা।' *বঙ্কিম, ১৮৮৪*।

উচ্চবংশীয় [স] *বিণ* বংশমর্যাদায় উঁচু। 'উচ্চবংশীয় জাতির অমনতরো নাম।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৩*।

উচ্চবর্ণ [স] *বি* শাস্ত্রনির্দেশিত উচ্চতর মর্যাদা আরোপিত হিন্দু সম্প্রদায়। 'উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৮*। 'পরবর্ত্তীকালে উচ্চবর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে মার্জ্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল।' *শহীদুল্লাহ, ১৯৩১*।

উচ্চবাচ্য [স উচ্চাবচ] **১** *বি* রূঢ় কথা। 'অবাচ্য উচ্চবাচ্য যাহা মুখে আসিত তাহাই কহিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *বি* প্রতিবাদ। 'আমি আর উচ্চবাচ্য করলুম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *বি* বিশেষ কোনো কথাবার্তা। 'জাহাঙ্গীর উচ্চবাচ্য না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

উচ্চবিত্ত [স] *বিণ* ধনী। 'উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরদিগকে ইউরোপীয় নানা বিদ্যা ইঙ্গরেজী ভাষাতে শিক্ষয়ণার্থ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

উচ্চবৃত্তি [স] *বি* উদার ভাব। 'সৌখীনজনের মনোহারী ঐশ্বর্য্য, পুণ্যহৃদয়ের উচ্চবৃত্তি মহৎ করুণা প্রভৃতির দিকে যে তাকাইয়া দেখে নাই।' *সবুজ*, ১৯২০।

উচ্চ ব্যক্তি [স] *বি* ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। 'উচ্চ অট্টালিকা উচ্চ ব্যক্তি হইতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

উচ্চভাব [স] *বি* উন্নত ধারণা। 'যতটা পারা যায় উচ্চভাব রাখাই ভাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উচ্চ ভাষা [স] *বি* উচ্চকণ্ঠের কথা। 'ভয়জনক উচ্চ ভাষাও কহিবানা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

উচ্চভাষী [স] *বিণ* প্রবল গর্জ্জনকারী। 'উচ্চভাষী সাগরের/ পিতা যিনি আমাদের।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

উচ্চভূমি [স] **১** *বি* পাহাড়ি এলাকা। 'উচ্চভূমি এবং অল্পোন্নত মেঘও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* উঁচুতে অবস্থিত ভূমি। 'অদূরে উচ্চভূমিতে একটা প্রাচীরবেষ্টিত একতালা কোঠাবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উচ্চমধ্যবিত্ত [স] *বিণ* মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অধিকতর অর্থশালী। 'উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বার্থের তাগিদে অধিকতর শক্তিশালী।' *উমর*, ১৯৬৮।

উচ্চরক্ত-চাপ [স] *বি* রক্ত চলাচলের রোগবিশেষ, যা থাকলে হৃৎপিণ্ডকে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি জোরে রক্ত পাম্প করতে হয়। 'আমার উচ্চরক্ত-চাপ নিয়ে তোমাদের তেতলায় উঠি গিয়ে?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

উচ্চরব [স] *বিণ* উচ্চধনিবিশিষ্ট। 'উচ্চরব দামা সব গর্জ্জিত আকাশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উচ্চরা [স উচ্চারণ] *ক্রি* বলা। 'সংগ্রামের মধ্যে গিয়া তাকে উচ্চরাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

উচ্চললাট [স] *বিণ* উন্নত ললাটবিশিষ্ট। 'উচ্চললাট প্রসন্ন-প্রশান্ত-মূর্তি ব্রাহ্মণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উচ্চ লাফ [স উচ্চলম্ফ] *বি* উঁচুতে লাফ দেওয়ার খেলা। 'উচ্চ লাফ।' *বেগম*, ১৯৭০।

উচ্চলোক [স] *বি* মর্যাদাসম্পন্ন স্থান। 'যাহারা দ্বিতীয় তলের উচ্চলোকে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উচ্চশব্দ [স] *বি* উচ্চকণ্ঠ। 'সঙ্গীত কেবল উচ্চশব্দের উত্তেজনা আশ্রয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উচ্চশাখা [স] *বি* গাছের উঁচু ডাল। 'কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

উচ্চশিক্ষা [স] *বি* উচ্চতর শিক্ষা। 'যে সকল ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের উচ্চশিক্ষার গুণে বঙ্গভাষার কবি, নাটককার ... হইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক। 'তাহাদের অল্পসংখ্যকই উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী।' *মুক্ততবা*, ১৯৫৯।

উচ্চশিক্ষিত [স] *বিণ* উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'হাকিমবাবু ছিলেন অতিশয় ভদ্রলোক, উপরন্তু উচ্চশিক্ষিত।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

উচ্চশিক্ষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা শধু ঘর-সংসার ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

উচ্চশৃঙ্গ [স] *বি* পর্বতের উঁচু চূড়া। 'বিবাদ করিয়া ধবলগিরির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

উচ্চশ্রেণী [স] **১** *বিণ* উচ্চপদস্থ। 'উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের পুরস্কারের জন্য ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* উন্নত জাত। 'যে গাছের পাতা সবুজ নয় সে গাছ উচ্চশ্রেণীর গাছ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বি* উচ্চমান। 'নাটকখানি যে উচ্চশ্রেণীর সে কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৪** *বি* উচ্চ সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদাসম্পন্ন সম্প্রদায়। 'এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে দেড় শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'যে ভাষা দেশের উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞাত ছিল।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। **৫** *বি* রেলগাড়ি ইত্যাদিতে বিলাসিতাপূর্ণ শ্রেণী। 'সে উচ্চশ্রেণীতে পরিভ্রমণ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

উচ্চশ্রেণীয় [স] *বি* উচ্চ সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদাসম্পন্ন সম্প্রদায়। 'উচ্চশ্রেণীয়রা নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উচ্চশ্রেণীস্থ [স] *বিণ* উচ্চশ্রেণীতে অধিষ্ঠিত। 'অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উচ্চসংগীত [স] *বি* শাস্ত্রীয় সংগীত; উচ্চাঙ্গ সংগীত। 'উচ্চ সংগীতের ব্যয়সাধ্য চর্চার ক্ষেত্র ছিল ধনশালীদের বৈঠকখানায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উচ্চসপ্তক [স] *বি* (সংগীত) সা থেকে নি পর্যন্ত সাতটি স্বরকে সপ্তক বলে। সংগীতে তিনটি সপ্তক ব্যবহৃত হয়। এই তিনটি সপ্তকের মধ্যে উপরের সপ্তককে তারা বা উচ্চসপ্তক বলে। 'নিম্নসপ্তক থেকে উচ্চসপ্তক পর্যন্ত উদারা মুদারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উচ্চসমাজ [স] *বি* উচ্চবর্ণের সমাজ। 'সেই পূজাই কি কালক্রমে উচ্চসমাজে প্রবেশলাভ করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

উচ্চস্তর [স] *বিণ* মহৎ। 'এই জন্য সংস্কৃতিকে একটা আলাদা ধর্ম্ম, উচ্চস্তর ধর্ম্ম বলা হয়েছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

উচ্চস্তূপ [স] *বি* উচ্চশ্রেণী। 'দিনযামিনী সমাজের উচ্চস্তূপ ধনহরণ করিয়া দরিদ্রের ঘরে বিতরণ করিতেছেন।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

উচ্চস্থ [স] *বিণ* উপরে অবস্থিত। 'সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থ দুই সংপ্রদায়েরা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

উচ্চস্থল [স] *বি* ডাঙ্গা। 'জদি উচ্চস্থল পায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উচ্চস্থান [স] *বি* উঁচু জায়গা। 'উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলে কি পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে উত্থিত হওয়া নিয়মবিরুদ্ধ ও অসম্ভব?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উচ্চস্বর [স] **১** *বি* জোরালো শব্দ। 'গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* উচ্চকণ্ঠে। 'প্রেমভাবে কান্দিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উচ্চস্বরে [স উচ্চ-স্বর>] *ক্রিবিণ* উচ্চকণ্ঠে; জোর গলায়। 'কুশহস্তে লয়্যা দান উচ্চস্বরে বেদ গান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উচ্চ হওয়া *ক্রি* মহিমান্বিত হওয়া। 'উহার কাছে যদি খুব উচ্চ হইয়া না বসিয়া রহিলাম, পূজা না গ্রহণ করিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উচ্চহাস [স] *বি* অট্টহাসি। 'নাই লজ্জা নাই ত্রাস আকাশে ছড়ায়ে উচ্চহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উচ্চহাসি [স উচ্চহাস্য] *বি* উচ্চস্বরের হাসি। 'অকারণসঞ্জাত উচ্চহাসি হাসিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উচ্চহাস্য [স] *বি* উচ্চস্বরের হাসি; অট্টহাসি। 'ধর্ম্ম। (উচ্চহাস্যমুখে) আপনি কত সংসার করিয়াছেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা [স উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা] *বি* উচ্চাভিলাষ। 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জেগে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী [স উচ্চ-আকাঙ্ক্ষী] *বিণ* উচ্চাভিলাষী। 'অসাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীরসিংহ দেব ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

উচ্চাঙ্গ [স উচ্চ-অঙ্গ] *বি* উঁচু মান। 'ভারতের পূর্ব্ববৈষয়িক অবস্থার বর্ণনা অধিকতর উচ্চাঙ্গের হওয়া বিধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত [স] *বি* সুবদ্ধ সংগীত। 'বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খুব চর্চা হত সে কথা তোমরা সবাই জানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

উচ্চাধিকারী [স উচ্চ-অধিকারী] *বি* সমঝদার। 'একদিকে উচ্চাধিকারীর জন্য যেমন বাণীবিহীন সুরই যথেষ্ট ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

উচ্চাবস্থা [স উচ্চ-অবস্থা] *বি* আর্থিক স্বচ্ছলতা। 'স্থানীয় লোকের উচ্চাবস্থা জ্ঞান হইলে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উচ্চাভিলাষ [স উচ্চ-অভিলাষ] *বি* উচ্চাকাঙ্ক্ষা। 'সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

উচ্চাভিলাষি [স উচ্চ-অভিলাষী] *বিণ* উচ্চাকাঙ্ক্ষী। 'সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহারদের মন উচ্চাভিলাষি।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

উচ্চাভিলাষিণী [স উচ্চ-অভিলাষিণী] *বিণ স্ত্রী* উচ্চাকাঙ্ক্ষী। 'দুর্লৈয়া অসাধারণ উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

উচ্চাভিলাষী [স] *বিণ* উচ্চাকাঙ্ক্ষী। 'গ্রামের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেই আপনার গ্রাম্যতা ঘুচাইবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিতে ছাড়েন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

উচ্চাশয় [স উচ্চ-আশয়] *বিণ* উদার প্রকৃতির। 'কমলাকান্ত শর্মা উচ্চাশয় কবি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

উচ্চাশা [স উচ্চ-আশা] *বি* অতিরিক্ত আশা। 'পুরুষ স্বার্থপরতা ও উচ্চাশার দাস।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

উচ্চাসন [স উচ্চ-আসন] *বি* সম্মানের আসন। 'তুমি উচ্চাসনে বসিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উচ্চে [স উচ্চ>] *ক্রিবিণ* গর্বভরে। 'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

উচ্চকিত [স] ১ *বিণ* উৎকণ্ঠিত; ত্রস্ত। 'ঘনায় ছায়া মোহন মায়া উচ্চকিত ঐ রবে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'করিবে তাহারে উচ্চকিত, আতঙ্কিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* শিহরিত। 'উচ্চকিত প্রতি রোমকূপে অকস্মাৎ জেগেছিল প্রাণদ, প্রণব প্রতিধ্বনি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* অনুরণিত। 'আঘাতে তার ঐকমাত্রিক ধ্বনিগুলি উচ্চকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৪ *বিণ* কোলাহলপূর্ণ। 'উচ্চকিত পৃথিবীর দুর্বার প্রতাপ তুচ্ছ করে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

উচ্চণ্ড [স] *বিণ* প্রচণ্ড; প্রতাপশালী। 'সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উচ্চল [স] *বিণ* মর্যাদাসম্পন্ন। 'গুরুজনদের মতো করি যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম শক্তির উচ্চল পায়ে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা *দ্র* **উচ্চ**

উচ্চাঙ্গ *দ্র* **উচ্চ**

উচ্চাটন [স] ১ *বিণ* ব্যাকুল। 'জননি স্মঙরি হইল মন উচ্চাটন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* উৎপীড়ন। 'এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বি* তন্ত্রমতে চঞ্চলকরণ। 'তিনি তন্ত্রমন্ত্র, গুণকরণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, তুকতাক, জাদু, ভেলিক ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভালো জানেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

উচ্চাবচ [স] *বিণ* উঁচু-নিচু। 'উচ্চাবচ বক্রপথে সারা বিশ্ব পরিক্রমা ক'রে যে জীবন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উচ্চাভিলাষ *দ্র* **উচ্চ**

উচ্চারণ [স] ১ *বি* বলা। 'রামনাম মুখে যেই করে উচ্চারণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* পাঠ। 'উক্ত সমাজের নামগত বর্ণবাহুল্যপ্রযুক্ত অনেকেই উচ্চারণে অসমর্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* আবৃত্তি। 'তাঁহারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

উচ্চারণ করা *ক্রি* উক্তি করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'জন্মভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহপাত্র সকল মনেতে উদয়!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উচ্চারণদুষ্ট [স] *বিণ* অশুদ্ধ উচ্চারণবিশিষ্ট। 'কম্পিতস্বরে উচ্চারণদুষ্ট সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ করিতেছিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

উচ্চারণপূর্বক, উচ্চারণপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* উচ্চারণ ক'রে। 'কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

উচ্চারণভঙ্গি [স] *বি* উচ্চারণের ধরন। 'আমরা দক্ষিণবঙ্গের সেই পূর্বপ্রচলিত উচ্চারণভঙ্গিই মুখে মুখে রক্ষা করে আসছি।' *প্রমথ*, ১৯১২।

উচ্চারণমাত্র [স] *ক্রিবিণ* বলার সঙ্গে সঙ্গে। 'ক উচ্চারণমাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া প্রহ্লাদ কাঁদিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উচ্চারণ-রীতি [স] *বি* উচ্চারণের নিয়ম। 'বাঙ্গলাদেশে সংস্কৃত ভাষার যেরূপ উচ্চারণ-রীতি প্রচলিত আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

উচ্চারণসম্মত [স] *বিণ* উচ্চারণনির্ভর। 'বাঙালি আবৃত্তিকার সাধুভাষা-প্রচলিত ছন্দেও নিজের উচ্চারণসম্মত মাত্রা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

উচ্চারা [স উচ্চারণ>] ১ *ক্রি* মুখে প্রকাশ পাওয়া। 'তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* উচ্চারণ করা। 'বেদ উচ্চারিল স্বস্তিবাচকাদি তবে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'দক্ষিণে বসিয়া দ্বিজ উচ্চারে পদ্ধতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *ক্রি* ঘোষণা করা। 'উচ্চকণ্ঠে উচ্চারো আজ – মানুষ মহীয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৮।

উচ্চারিত [স] ১ *বিণ* পঠিত। 'যাত্রানুষ্ঠায়িক কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বিণ* উল্লিখিত। 'অন্য এক পণ্ডিতের নাম 'বাখর' বলিয়া উচ্চারিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* স্মরণ করা হয়েছে এমন; বলা হয়েছে এমন। 'এখনও তাঁহার নাম উচ্চারিত হয় নাই বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বিণ* কথিত। 'আমার এই নূতন-উচ্চারিত আদেশ ঈশ্বরাদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৫ *বিণ* ধ্বনিত। 'একটি অমৃতমন্ত্র কোনো-এক শুভক্ষণে উচ্চারিত হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উচ্চার্যমান, উচ্চার্য্যমান [স উচ্চার্যমাণ] *বিণ* উচ্চারিত হচ্ছে এমন।

'সর্ব্বদা ব্যবহারে উচ্চার্য্যমান যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

উচ্চিংড়া, উচ্চিংড়ে, উচ্চিঙুড়ে, উচ্চিঙ্গড়া [স উচ্চিঙ্গট] *বি* পোকাবিশেষ। 'উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'উচ্চিঙড়ে উদয় হলেন গাছের বাকল কেটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'দাওয়াইখানায় শিঙাড়া বানায়/ উচ্চিংড়েটা লাফ দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'একটা উচ্চিংড়া ভিতরে কোন ফোঁকড় হইতে ডাকাডাকি করিয়া ...।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

উচ্চুণ্ডে [স উচ্চণ্ড>] *বি* পোকাবিশেষ। 'কুৎসিত উচ্চুণ্ডে জীবনবীজ ছড়িয়েছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

উচ্চৈঃশ্রবা [স উচ্চৈঃশ্রবা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ইন্দ্রের বাহন রূপে পরিচিত ঘোড়া। 'উচ্চৈঃশ্রবা ভাবে বোলে সহস্রলোচন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উচ্চৈঃস্বর [স] *বি* উচ্চ শব্দ। 'প্রান্তরে রোদন করে করি উচ্চৈঃস্বর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উচ্চৈঃস্বরে [স] ১ *ক্রিবিণ* উচ্চকণ্ঠে। 'এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বাপ বাপ বলি পম্মা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *ক্রিবিণ* চিৎকার ক'রে। *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'উচ্চৈঃস্বরে কান্না ছাড়া ... আর-কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *ক্রিবিণ* জোর গলায়। 'উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

উচ্চোট [স উচ্চাট] *বি* হোঁচট। 'চলিতে চরণে উচ্চোট কত খায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

উচ্চ্য [স উচ্চ] *বিণ* উচ্চ। 'উচ্চ্য শিখর দেখী উচ্ছ্বাস কতুক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উচ্ছন্ন [স] ১ *বিণ* বিনষ্ট। 'ষকল ইন্দ্রের বন করিব উচ্ছন্ন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উচ্ছন্ন যাওয়া *ক্রি* ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া। 'তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

উচ্ছব [স উৎসব] *বি* উৎসব। 'নবমেত অল্প ভক্ষ্য অনেক উচ্ছব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উচ্ছবীয় [স উৎসব>] *বিণ* উৎসবে অংশগ্রহণকারী। 'উচ্ছবীয় বাদ্যকরেরা আপন২ জন্ত্রে সুনাদ করিতে প্রবর্ত্ত।' *রামরাম*, ১৮০১।

উচ্ছর্গা [স উৎসর্গ] *ক্রি* উৎসর্গ করা। 'ঠাকুরের নাম করি উচ্ছর্গিয়া দিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

উচ্ছল [স] ১ *বিণ* উচ্ছ্বাসময়। 'অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* চঞ্চল। 'উচ্ছল পাগল নীরে তালে তালে ফিরে ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

উচ্ছলতা [স] *বি* স্ফীতি। 'উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

উচ্ছলা[1] [স উচ্ছল>] ১ *ক্রি* ছাপিয়ে পড়া। 'আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। ২ *বিণ* প্রাণবন্ত হওয়া। 'আপনারে দেয় ঝরনা আপন ত্যাগরসে উচ্ছলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ৩ *ক্রি* উচ্ছ্বাসময় হওয়া। 'গভীর কী উৎস হতে/ উচ্ছলিছে আলোকঝলা কথাবলা স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *ক্রি* প্লাবিত ক'রে। 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

উচ্ছলা[2] [স] *বিণ* *স্ত্রী* উচ্ছ্বাসময়; চঞ্চল। 'মেজো ভাবি যে এত উচ্ছলা ...।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

উচ্ছলিত [স] ১ *বিণ* উথলিত। 'তাঁহার হৃদয়কন্দর কৃতজ্ঞতা প্রবাহে উচ্ছলিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'নামোচ্চারণ করিবামাত্র প্রেম-সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* অশান্ত; আটকে রাখা যায় না এমন। 'বর্ষাবিস্ফোরিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

উচ্ছাদ [স উচ্ছেদ] *বি* বিনাশ। 'এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উচ্ছাদ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উচ্ছাস [স উচ্ছ্বাস] *বি* পরিচ্ছেদ। 'জ্ঞানকর মিশ্র নলোদয়ের চতুর্থ উচ্ছাসের বিংশতি শ্লোক অনুসারে তাহার টীকাতে অক্ষবিদ্যাকে এই গণনার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

উচ্ছিত্তি [স] *বি* উচ্ছেদ। 'অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখ নিবারণের উপায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

উচ্ছিন্ন [স] ১ *বিণ* বিলুপ্ত। 'এই সময়ে নাস্তিকমতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* উচ্ছেদ হয়েছে এমন। 'জমিদারগণ কর্তৃক প্রজাগণ উচ্ছিন্ন গেল।' *অমৃতবাজার*, ১৮৬৯।

উচ্ছিন্নপ্রায় [স] *বিণ* বিলুপ্তপ্রায়। 'এই সময়ে নাস্তিকমতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

উচ্ছিষ্ট [স উৎসৃষ্ট] ১ *বি* এঁটো। 'তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পরিত্যক্ত। 'উচ্ছিষ্ট অন্নের লোভে ... হানাহানি।' *আহসান*, ১৯৪৪।

উচ্ছিষ্টকণা [স] *বি* ভুক্ত-পরিত্যক্ত অংশ। 'উহা ইংরাজের উচ্ছিষ্টকণা মাত্র।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

উচ্ছিষ্ট-বিচার [স] *বি* খাদ্য সংক্রান্ত শুচিতা-অশুচিতার ধারণা। 'ভোজন বিষয়ে ইহাদের জাতিভেদ ও উচ্ছিষ্ট-বিচার নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

উচ্ছিষ্টভোগী [স] *বিণ* মুখাপেক্ষী। 'আমি কেন তোমার শৌর্যের ফল লইয়া পরের উচ্ছিষ্টভোগী হইব।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

উচ্ছিষ্টমার্জন, উচ্ছিষ্টমার্জ্জন [স] *বি* এঁটো পরিষ্কার করার কাজ। 'রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন/ উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদসংবাহন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উচ্ছুগ্গু, উচ্ছুগ্গো [স উৎসর্গ>] ১ *বি* উৎসর্গ। 'সমধর্ম্মা কৃষ্ণ মোহন কন্যা উচ্ছুগ্গু করে দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* বিসর্জন। 'দশ পার্সেন্ট উচ্ছুগ্গো করাতে তারা কী পরিমাণ আত্মোৎসর্গ করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

উচ্ছৃঙ্খল [স] ১ *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'নরপিশাচ নাদের শাহ ও উচ্ছৃঙ্খল আরঙ্গজেবের ন্যায় শাসকগণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* বিচ্ছৃঙ্খল; অনিয়ন্ত্রিত। '... অতিশয় চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৩ *বিণ* অসংযত। 'উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তাকে একটি সুন্দর সমগ্রতা গড়ে তুলতে দেয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র [স] *বিণ* শৃঙ্খলাহীন স্বভাবের অধিকারী। 'রামেশ্বর নিজে উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র।' *তারা*, ১৯৪০।

উচ্ছৃঙ্খলতা [স] *বি* শৃঙ্খলার অভাব। 'বরং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'অর্থনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি [স] *বিণ* শৃঙ্খলাহীন স্বভাবের। 'সে এই উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উচ্ছৃঙ্খলভাবে [স] *ক্রিবিণ* গোলমেলে। 'দুষ্টপ্রবৃত্তির দুরন্তপনাকে অবারিতভাবে উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখাইবার যে প্রলোভন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উচ্ছে [স উচ্চতৃক>] *বি* করলার চেয়ে ছোটো আকৃতির তিতা স্বাদবিশিষ্ট সবজিবিশেষ। 'কাজল উচ্ছেভাজা খায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

উচ্ছেদ [স] **১** *বি* বিলুপ্তি। 'আত্মভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* দূরীভূত। 'এই সন্দেহ উচ্ছেদকরণের প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

উচ্ছেদকারী [স] *বিণ* ধ্বংসকারী। 'মুসলমান রাজত্ব উচ্ছেদকারী মুসলমান-কলঙ্ক মীরজাফর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উচ্ছেদসাধন [স] *বি* উৎপাটন। 'সেগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন করিয়া ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

উচ্ছেদ্য [স] *বিণ* উৎপাটনযোগ্য। 'ভীরু অন্যায় প্রাণ-বন্যায় জেনো আজ উচ্ছেদ্য।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

উচ্ছোষণ [স উৎ+স শোষণ] *বিণ* অতিরিক্ত শোষণের। 'ভুলে যাবে বল-দর্প উচ্ছোষণ খেলা।' *সিকানদার*, ১৯৪২।

উচ্ছ্বসা [উচ্ছ্বাস>] *ক্রি* উচ্ছ্বসিত হওয়া। 'উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'আগেকার মতো করে স্নেহে তার নাম ধরে উচ্ছ্বসিবে বসন্তপবন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'অঙ্গ ভরি অবিরাম উঠিছে উচ্ছ্বসি ছন্দ-ভরা ঘন গন্ধভার।' বনফুল, ১৯৩৬; 'যতটুকু পাই ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে, নাই বা উচ্ছ্বলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উচ্ছ্বসিত [স] **১** *বিণ* উচ্ছ্বসপূর্ণ। 'অগ্নি-উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **২** *বিণ* আবেগপ্রাপ্ত। 'অন্যের অনুবৃত্তিময় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **৩** *বিণ* উদ্বেলিত। 'ভৃত্যদের কর্তৃক তার দুরন্ত বেগবান ইচ্ছাসকল ক্রমাগত প্রতিহত হয়ে প্রতি মুহূর্তেই তীব্র আর্তনাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৪** *বিণ* আনন্দে আপ্লুত। 'অশ্বত্থামা একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে সে মুক্তহস্ত।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

উচ্ছ্বসিতহৃদয় [স] *বি* আবেগাপ্লুত মন। 'একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

উচ্ছ্বসিতা [স] *বিণ স্ত্রী* উচ্ছ্বাসপূর্ণ। 'রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

উচ্ছ্বাস [স] *বি* উল্লাস; প্রবল ভাবাবেগ। 'উচ্চ্য শিখর দেখী উচ্ছ্বাস কতুক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উচ্ছ্বাসপূর্ণ [স] *বিণ* উচ্ছ্বাসরঞ্জিত। '... কাছ হইতে এ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিস্তারিত রিপোর্ট পাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

উচ্ছ্বাসবর্জিত [স] *বিণ* আবেগবর্জিত। 'আমার চিঠি সাধারণত একটু উচ্ছ্বাসবর্জিত।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

উচ্ছ্বাসময় [স] *বিণ* উচ্ছ্বাসপূর্ণ। 'অধীর উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

উচ্ছ্বাসসর্বস্ব [স] *বিণ* কেবল উচ্ছ্বাসপূর্ণ। 'অসার, অবুদ্ধিমান, উচ্ছ্বাসসর্বস্ব তো এই ছেলেটি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

উচ্ছ্বাসহীন [স] *বি* ভাবাবেগহীন। 'আজ সে কেমনই উচ্ছ্বাসহীন।' *জীবন*, ১৯৩২।

উচ্ছ্বাসিত [স] *বিণ* উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রকাশিত। 'উৎসারিত নব জীবন-নির্ঝর উচ্ছ্বাসিত আশা-গীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

উচ্ছ্রা [স উচ্ছ্রয়>] *ক্রি* উদ্বেলিত হওয়া। 'উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উচ্ছ্রিত [স] **১** *বিণ* উদ্বেলিত; উচ্ছ্বসিত। 'উৎসাহে আনন্দধ্বনি উচ্ছ্রিত করিয়া তুলিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বিণ* বেরিয়ে পড়েছে এমন; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'এক দিকে বাসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছ্রিত রাঙা পাড়টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৩** *বিণ* শিহরিত। 'উদ্বেল-যৌবনা উচ্ছ্রিত তার দেহবল্লরী।' *আহসান*, ১৯৫০।

উচ্য [স উচ্চ] *বিণ* মহৎ। 'তাহাকে অধিক উচ্য মোর বাপ কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **উচ্চ**

উচ্যরাএ [স উচ্চরব] *ক্রিবিণ* উচ্চকণ্ঠে। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি নন্দ ডাকে উচ্যরাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

উচ্যস্বরে [স উচ্চরব>] *ক্রিবিণ* উচ্চকণ্ঠে। 'ত্রাসে কাল কাল রাজা বলে উচ্যস্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উছগ্য [স উৎসর্গ] *বি* দান। 'শ্রীশ্রী ঁপৃতে উছগ্য করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

উছট, উছটা [স উচোট] *বি* হোঁচট। 'উছটে ছিণ্ডিল নখ রক্ত পড়ে ধারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বাহির হইতে সাধু বাজিল উছটা নেতের আঁচলে লাগে সেয়াকুল-কাঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উছন্ন [স উচ্ছন্ন] *বি* উচ্ছেদন; উৎপাটন। 'লতা বৃক্ষ ভাঙ্গী সভ করি উছন্ন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উছর [স উচ্ছুর] *বিণ* অতিরিক্ত। 'উছর হয়েছে বেলা খেলা কর পাছু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উছর্গ [স উৎসর্গ] *বি* বিসর্জন। 'ঘোষালকে বসতি কারন জমি এক বিঘা উছর্গ করিয়া দিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৬৯; *ওসাঁ*, ১৭৮২।

উছল [স উচ্ছল>] *বিণ* জাগ্রত। 'ব্যথারে মোর উছল করি নয়নে যায় ভেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

উছলানো [স উচ্ছল>] *ক্রি* উছলে পড়া। 'গোকুলে উছলল করুনাক রোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উছলিআঁ** *ক্রি* উছলে। 'জঅ জঅ দুংদুহি সাদূ উছলিআঁ।' *চর্যা* ১৯, ১২০০। **উছলিছে** *ক্রি* উথলে ওঠা। 'কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **উছলিতে** *ক্রি* উছলে পড়তে। 'সুনীল শাড়ি মোহনকারী উছলিতে দেখি পাশ।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **উছলিয়া** *ক্রি* উচ্ছ্বসিত হয়ে। 'তাঁহার আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **উছলে ওঠা** *ক্রি* ফুলে ওঠা। 'উছলে উঠল রসের ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উছসা [স উচ্ছ্বাস>] *ক্রি* উচ্ছ্বসিত হওয়া। 'তার পরে মহা হাসি/ উছসিল রাশি রাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উছারা [স উৎসারক] *বি* শেষ বেলা। 'বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইলা উছারা।' *চর্যা* ১৪, ১২০০।

উছাস [স উচ্ছ্বাস>] *বি* উচ্ছ্বাস। 'সেই হৃদয়-উছাস নয়ন-কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

উছাসা [স উচ্ছ্বাস>] **১** *ক্রি* উৎফুল্ল হওয়া। 'নব রাগ-রাগিণী উছাসিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রি* উচ্ছ্বাস করা। 'অটবী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *ক্রি* উথলে ওঠা। 'তার পরে মহা হাসি উছসিল রাশি রাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উছাহ [স উৎসাহ] *বি* উৎসাহ। 'নিধন কা জগ্রো ধন কিছু হো করএ চাহ উছাহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উছুগ্গ [স উৎসর্গ] *বি* উৎসর্গ। 'একটি পুস্কর্নি আমার বাটীর পশ্চীমে আছে তাহাও উছুগ্গ করিব।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

উছুর [স উৎসর] *বি* বিলম্ব। 'সিদ্ধি কার্য্যে তবে কেন এতেক উছুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

উছেদ [স উচ্ছেদ] *বি* উচ্ছেদ। 'ভালো এহা তো উছেদ করিলা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

উজন [স উদ্ধান] *বি* বিপরীত স্রোত। 'এখন উজনের জল বহুত আসিতেছে।' *কেরি*, ১৮০২।

উজবক, উজবুক [তু] **১** *বি* মধ্য এশিয়ার দেশ উজবেকিস্তানের নাগরিক। 'যবন কিরাত শক আগুদলে উজবক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* নির্বোধ ব্যক্তি। 'লোকেও তাঁহাকে একটা উজবুক ... মনে করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বিণ* অনভিজ্ঞ। 'আমাকে উজবুক পেয়ে সে তার কর্তব্য ... স্থির করে নিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

উজবেকী [তু উজবক] *বি* উজবেক দেশের অধিবাসী। 'তুরকী হাবসী রূমী খোরাসানী উজবেকী সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উজবেগ [তু উজবক] *বি* উজবেক অঞ্চলের লোক। 'উজবেগ রোহেল রাজপুত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

উজর[1] [স উজ্জ্বল] *বিণ* উজ্জ্বল। 'উজর চান্দনী রাতি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

উজরা [স উজ্জ্বল>] *ক্রি* উজ্জ্বল হওয়া। 'যেমত দীপিকা উজরে অধিকা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

উজর[2] [আ] *বিণ* শূন্য; ফাঁকা। 'কেবল উজর মালুম হইল।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

উজল [স উজ্জ্বল] **১** *বিণ* উজ্জ্বল। 'আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* জ্যোতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উজলা [স উজ্জ্বল>] **১** *বিণ* উজ্জ্বল। 'মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* উজ্জ্বল হওয়া। 'উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

উজলাই [স উজ্জ্বল>] *বি* দীপ শিখা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

উজলী, উজলি [স উজ্জ্বল>] *বিণ* উজ্জ্বল। 'মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ্ন বিজুলী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নগর উজলি ভেল পীতর রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উজাগার [স অজাগর] *বি* নিদ্রাহীনতা। 'উপবাসে উজাগারে দুর্ব্বল শরীর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

উজাড় [হি] **১** *বিণ* জনশূন্য। 'বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ধ্বংস। 'এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* শূন্য; খালি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম তোমার বরণ ডালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। **৪** *বিণ* নিঃস্ব। 'মনে হয় যেন একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয় হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৫** *বিণ* নিঃশেষিত। 'পরিবারের সমস্ত অনাস্বাদিত মধু উজাড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উজাড়া [হি উজাড়>] **১** *ক্রি* খালি করা। 'এক শ্বাসে তিন হাণ্ডি আমানী উজাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* নির্মূল করা। 'মুড়া উজাড়িয়া করিল নাশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* ধ্বংস করা। 'উজাড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

উজান [স উদ্ধান] **১** *ক্রিবিণ* স্রোতের বিপরীত গতিতে। 'যদি গাঙ্গ উজান বহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* প্রতিকূল। 'উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

উজান ঠেলা *ক্রি* স্রোতের প্রতিকূলে চলা। 'চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার, দিকপ্রান্তে নামে অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উজান-পথ [উজান+স পথ] *বি* প্রতিকূল পথ। 'উজান-পথে চলা সম্ভবপর নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

উজান ভাঁটা *বি* জোয়ার ভাটা। 'হেথা উজান ভাঁটা চলে কানে কান।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

উজান-মুখে *ক্রিবিণ* পিছন দিকে। 'তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজান-মুখে গিয়া পুরাবৃত্তের দুর্গম ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উজান স্রোত [উজান+স স্রোত] *বি* বিপরীত স্রোত। 'আসবে মাঝি ওপার হতে উজান স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উজানী [স উজান>] **১** *বিণ* বিপরীত স্রোত বইছে এমন। 'উজানী নদীর ঢেউয়ে ভেসে আসে সোনা।' *জীবন*, ১৯২৭। **২** *বিণ* উত্তরমুখী। 'দক্ষিণ হাওয়ায় ভেসে মুসাফির উজানি-পবন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

উজানো [স উজান>] **১** *ক্রি* স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া। 'কুল লই খরে সোন্তে উজাঅ।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০। **২** *ক্রি* অগ্রগামী হওয়া। 'আঁধারে আঁধারে নিঃশব্দে উজাইয়া যাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **৩** *ক্রি* পার হওয়া। 'নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুরপাড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

উজার [হি উজাড়] *বিণ* খালি। 'ভাঙ্গিয়া সম্পদ-গৃহ করিলা উজার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উজারা [স উজ্জ্বল>] *ক্রি* জ্বালানো। 'দীপ উজারলুঁ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

উজাল [স উজ্জ্বল>] *বিণ* উজ্জ্বল। 'রতন মসাল জ্বলিছে উজাল অন্ধকার পলাইল দূর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

উজালা [স উজ্জ্বল] **১** *বি* দীপ্তি। 'নামাজের উজালা বিনে গতি নাই আর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *ক্রিবিণ* আলোতে। 'কাগজকে উজালা ধরিলে সাফ দেখা জায়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **৩** *বিণ* উজ্জ্বল। 'দোওয়া করো তোমরা সবে, হয় যেন গো মুখ উজালা।' *নজরুল*, ১৯২২।

উজিআলা [স উজ্জ্বল] *বিণ* উজ্জ্বল। 'দশন পাতাল মোতি অতি উজিআলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উজিয়ালি [স উজ্জ্বল] *বিণ* উজ্জ্বল। 'জাতিএ পদ্মিনী বালী/ অতিশয় উজিয়ালি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উজির, উজীর [আ ওয়াজির] **১** *বি* মন্ত্রী। 'বিপ্র বোলে – রাজার উজীর ছিল দুই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'উজির হইল রায়জাদা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* রাজমর্যাদাপূর্ণ উপাধিবিশেষ। 'লক্ষ্মৌয়ের নবাব গাজুদ্দীন হয়দর বাহাদুর পূর্ব্বে উজীর নবাব নামে খ্যাত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

উজিরজাদি, উজীরজাদী [আ ওয়াজির+ফা জাদী] *বি স্ত্রী* উজিরের কন্যা। 'আরব্য উপন্যাসের উজিরজাদিই বলুন।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'হে উজীর-জাদী! আজ তুমি আর শুনো না কারুর মানা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

উজিরসভা [আ ওয়াজির+স সভা] *বি* মন্ত্রীসভা। 'পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে উজির সভার পর উজিরসভা গঠিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

উজিরে-আজম, উজীরে আজম [আ] *বি* প্রধানমন্ত্রী। 'মিসরের বাদশার উজিরে-আজম ছিলেন আজিজ মিসরী।' *মনসুর*, ১৯৫০।

উজীর-নাজির [আ] *বি* কেউ-কেটা। 'লাট-বেলাট, উজীর-নাজির এমন কি হাইকোর্টের লর্ডশিপেরা।' *সাদত*, ১৯৬৭।

উজীরে আলা [আ] *বি* মুখ্যমন্ত্রী। 'সদরে রিয়াসত, উজীরে আলা, উজীরে আজম নিত্য শুনে থাকি।' *হাই*, ১৯৫৮।

উজু [পা] *বিণ* সোজা। 'সরহ ভণই বপা উজু বাট ভাইলা।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

উজোন [স উদ্ধান] *বি* স্রোতের বিপরীত দিক; উজান। 'আমি একলা এত স্রোতে উজোন বাইতে পারিনে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

উজোর [স উজ্জ্বল] *বিণ* উজ্জ্বল। 'অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোর।/ জনি রয়নি ভেল চাঁদ উজোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। দ্র **উজার**

উজোলা [স উজ্জ্বল] *ক্রি* উজ্জ্বল হওয়া। 'গঅণহ জিম উজোলি চান্দে।' *চর্যা* ৩০, ১২০০। দ্র **উজালা**

উজ্জট [আ হুজ্জত] *বি* ঝামেলা; ঝগড়াবিবাদ। *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

উজ্জয়িনী [স] *বি* প্রাচীন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। 'এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা।' *জীবন*, ১৯৩২।

উজ্জল [স উজ্জ্বল] *বিণ* দীপ্তিমান; শোভমান। 'সিথার সিন্দুর মোর আছএ উজ্জল।' *মালাধর*, ১৫০০।

উজ্জলি [স উজ্জ্বল] *বিণ* উজ্জ্বল। 'কানে উজ্জলি কনক বউলি শোভিছে তোর কুণ্ডলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উজ্জাপন [স উদ্‌যাপন] *বি* পালন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উজ্জীবন [স] *বি* সঞ্চার। 'সুখানুভূতির উজ্জীবন ঘটায়।' *পাশা*, ১৯৭১।

উজ্জীবন্ত [স] *বিণ* নবজীবনপ্রাপ্ত। 'শুধু বিশ্বাসেই তাহারা উজ্জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

উজ্জীবিত [স] *বিণ* নবজীবনপ্রাপ্ত। 'আমাদের সাহিত্য য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উজ্জু [পা উজু, স ঋজু] *বিণ* সোজা। 'উজ্জুরে উছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

উজ্জোগ, উজ্জুগ [স উদ্যোগ] ১ *বি* আয়োজন। 'আপনি উজ্জোগ যদি কর তুমি গৌরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* উপক্রম। 'কাকগুলো কা কা করে বাসা ছেড়ে উড়বার উজ্জুগ কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উজ্জ্বল [স] ১ *বিণ* ঝলমলে। 'শত শত শুক্ল চামর দর্পণ উজ্জ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* আলোকময়। 'বসিলেন্ত সমাজেত অধিক উজ্জ্বল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* চকচকে। 'ধুইয়া করিল ভাগ অধিক উজ্জ্বল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বিণ* জোরালো। 'ইতিহাসে ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২০। ৫ *বিণ* আনন্দঘন। 'আত্মোপলব্ধির উজ্জ্বল মুহূর্তে খেয়ালি কবি তাঁহার যোগ্য সঙ্গী নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৬ *বিণ* স্পষ্ট। 'ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৭ *বিণ* তীব্র। 'বেরিলমণির মতো তরঙ্গের উজ্জ্বল আঘাতে মৃত্যু।' *জীবন*, ১৯৪৮।

উজ্জ্বলকৃষ্ণ [স] *বিণ* চকচকে কালো। 'সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্তসজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

উজ্জ্বলকোমল [স] *বিণ* দীপ্ত ও কমনীয়। 'হেমনলিনীর মুখে একটি উজ্জ্বল-কোমল আভা পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

উজ্জ্বলতর [স] *বিণ* অধিক উজ্জ্বল। 'ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হোক।' *শরৎ*, ১৯১৭।

উজ্জ্বলতরো [স উজ্জ্বলতর] *বিণ* অধিক উজ্জ্বল। 'গ্রহ-তারা দীপ জ্বালে যেন দিনের স্মৃতিকে মধুরতরো, উজ্জ্বলতরো করবার উদ্দেশ্যেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

উজ্জ্বলতা [স] ১ *বি* প্রখরতা। 'সাধুলোক সঙ্গে বুদ্ধি উজ্জ্বলতা পায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ঔজ্জ্বল্য। 'প্রতিবারেই তার উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উজ্জ্বলন্ত [স] *বিণ* প্রদীপ্ত। 'প্রতিহিংসার শোভামান উজ্জ্বলন্ত উপশম।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

উজ্জ্বলবরণ *বিণ* ফরসা। 'কোটিচন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বলবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উজ্জ্বলা[1] [স উজ্জ্বল>] *বিণ স্ত্রী* উজ্জ্বল; দীপ্তিমান। 'কপালেত অর্দ্ধচন্দ্র শ্রীবৎস উজ্জ্বলা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উজ্জ্বলা[2] [স উজ্জ্বল>] *ক্রি* আলোকিত করা; 'উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

উজ্জ্বলালোকময়ী [স উজ্জ্বল-আলোকময়ী] *বিণ স্ত্রী* উজ্জ্বল আলোবিশিষ্ট। 'বিমানের কৃষ্ণতাশূন্যা উজ্জ্বলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

উজ্জ্বলিত [স] *বিণ* আলোকিত। 'কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

উজ্জ্বালিত [স] *বিণ* প্রজ্বালিত। 'জেনেছে আজ তারার বক্ষে উজ্জ্বালিত সৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

উঝড়োখাগি *বি* গালিবিশেষ। 'তুই আবার কে লো উঝড়োখাগি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

উঝর, উঝল [স উজ্জ্বল] *বিণ* দীপ্তিমান। 'মহিমা হোন্তে পন্থ করহ উঝল।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'আদমের ললাটেত আছিল উঝর।' *সুলতান*, ১৭০০।

উঝলিত [স উজ্জ্বলিত] *বিণ* আলোকিত। 'দশদিশ উঝলিত সুরঙ্গ শোভিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উঝা [স উপাধ্যায়] *বি* ওঝা। 'গৌররূপের কালে যারে দংশায় সে বিষ কি উঝাতে পায়।' *লালন*, ১৮৯০।

উঝালা [পা উজ্ঝতি] *ক্রি* বমি করা। 'উঝালি ফেলিল ভূমে যেন ক্রুদ্ধ হঞা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উঞ্চ [স উচ্চ] *বিণ* উঁচু। 'অধিক বয়স, ধনী, অতি উঞ্চ গোত্র।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উঞ্চতর [স উচ্চতর] *বিণ* উচ্চতর। 'এ বুলিয়া মিম্বর বান্ধিলা উঞ্চতর।' *সুলতান*, ১৭০০।

উঞ্চস্বর [স উচ্চস্বর] *বি* উঁচু কণ্ঠ। 'রসুলে কলেমা কহিলা উঞ্চস্বরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

উঞ্চা [স উচ্চ] *বিণ* উঁচু। 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

উঞ্চল[1] [স অঞ্চল] *বি* আঁচল। 'নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছলে/ পরএ উঞ্চল রোলে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উঞ্চল[2] [স উচ্চল] *বিণ* উঁচু। 'গিরিশৃঙ্গে উঞ্চল পাথর জলমএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উঞ্ছলতর [স উচ্চলতর] *বিণ* অধিক উচ্চ। 'চৌদিকে পর্বত গড়/ অধিক উঞ্ছলতর ...।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উঞ্ছ [স] **১** *বি* উচ্ছিষ্ট খাবার। 'পরের উঞ্ছ অঞ্চলে লয়ে ঢালিনু জঠরহুতাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ* নীচ। 'উঞ্ছ কটাক্ষের ভিক্ষা হ'য়ে গেছে সারা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

উঞ্ছজীবী [স] **১** *বিণ* তুচ্ছ কাজ ক'রে জীবিকা নির্বাহকারী। 'শুধু আমি দুঃখভীরু হব উঞ্ছজীবী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বি* অন্যের মুখাপেক্ষী যে। 'স্মৃতিভ্রষ্ট উঞ্ছজীবী চলে কোন মতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

উঞ্ছবৃত্ত [স] *বিণ* তুচ্ছ কাজ ক'রে জীবনধারণকারী। 'উঞ্ছবৃত্ত দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

উঞ্ছবৃত্তি [স] **১** *বি* অসম্মানজনক কাজ। 'উঞ্ছবৃত্তিতে অতিকষ্টে কালক্ষেপণ করে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **২** *বি* উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবনধারণ। 'উঞ্ছবৃত্তির উৎসাহে ঘুরে বেড়ায় দিশি কুকুরগুলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বি* বিকৃত লুব্ধ দৃষ্টি। 'তার দেখাটা যেন চোখের উঞ্ছবৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উঞ্ছলোভী [স] *বিণ* খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খাদ্য সংগ্রহে আগ্রহী। 'উঞ্ছলোভী মূষিকে সে সিদ্ধিদাতার বাহন করে!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

উট [স উষ্ট্র] **১** *বি* মরুভূমিতে চলাচল করে এমন কুঁজওয়ালা, উঁচু গলা, পা লম্বা প্রাণীবিশেষ। 'উট গাধা খেম খাবে রাজার নফর হবে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* উট আকৃতির। 'সাব্লিমিটি'র সঙ্গে কমিক্যালিটি'র একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে – সেই জন্যে হাতি কমিক, উট কমিক, জিরাফ কমিক, স্থূলতা কমিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

উটপক্ষী [স উষ্ট্রপক্ষী] *বি* উটপাখি; উটের মতো লম্বা গলাবিশিষ্ট বড়ো পাখিবিশেষ। 'আফ্রিকা-দেশে উটপক্ষী নামে একপ্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

উটপাখি [স উষ্ট্রপক্ষী] *বি* উটের মতো লম্বা গলাবিশিষ্ট বড়ো পাখিবিশেষ। 'উটপাখি সারা দিন দিবারৌদ্রে ফিরে।' *জীবন*, ১৯৩০।

উটমুখো [স উষ্ট্র+স মুখ] *বিণ* উটের মতো লম্বা মুখবিশিষ্ট। 'উটমুখো সে সুঁটকো হাশিম।' *নজরুল*, ১৯২৬।

উটে চাকর [স উষ্ট্র>+ফা চাকর] *বি* উট টেনে নিয়ে যায় এমন ভৃত্য। 'আনন্দে টানে উটের রশ্মি, উটে চাকর!' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

উটকানো *ক্রি* ওলট পালট করে খোঁজা। 'মরা-প্রাণ উটকে দেখাই/ ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

উটকো **১** *বিণ* বাড়তি। 'সিগরেট বিক্রয় চৈতরামের উটকো ব্যবসা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। **২** *বি* ফালতু। 'উটমুখো হয়ে উটকোর মতোই আবার তুমি উঠানামা করো।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

উটজ [স] *বি* পাতা দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘর। 'মধুসূদন, ভস্মরাশিসংগ্রহ ও উটজনির্মাণ পূর্বক শ্মশানবাসী হইয়া, যথার্থ প্রণয়ীর কার্য করিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উটনো [পা উট্‌ঠান] *বিণ* বাকি। 'এক জালা তাড়ী রোজকী মৌতাতের উটনো বন্দবস্ত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উটনোওয়ালা [উটনো+হি ওয়ালা] *বিণ* ধারে বিক্রয়কারী। 'পাওনাদার, বিলসরকার, উটনোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উটা [পা উট্‌ঠান] **১** *ক্রি* ওঠা। 'চমকি উটএ কেহ আঁখি মুদি রএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* আরোহণ করা। 'নৌকাতে উটঅ আসি সব গোপিগন।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* দাঁড়ানো। 'উটিআ বড়াই বোলে এবে পাইল ফল।' *মালাধর*, ১৫০০। **উট** *ক্রি* উঠ। 'উট বাছা উপদেশ বলে যাই তোরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **উটঅ** *ক্রি* আরোহণ করো। 'নৌকাতে উটঅ আসি সব গোপিগন।' *মালাধর*, ১৫০০। **উটএ** *ক্রি* ওঠে। 'চমকি উটএ কেহ আঁখি মুদি রএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **উটিআ** *ক্রি* উঠে; দাঁড়িয়ে। 'উটিআ বড়াই বোলে এবে পাইল ফল।' *মালাধর*, ১৫০০।

উটান [পা উট্‌ঠান] **১** *বি* গোরস্তান। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* আঙিনা। *মানোএল*, ১৭৪৩; *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

উঠতি *বিণ* কৈশোর থেকে তারুণ্যে উত্তীর্ণ হচ্ছে এমন। 'উঠতি বয়সেই দাদার যে রকম মতিগতি ...। *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উঠতি কাল *বি* কৈশোর থেকে তারুণ্যে উত্তীর্ণ হচ্ছে এমন সময়। 'এই রকম উঠতি কালেই ক্যান যে এমন করিয়া আউলাইয়া গেলা।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

উঠতি-পড়তি *বি* ওঠা-নামা। 'ইস্পাতের খাড় পড়া মোলাটার দ্রুত উঠতি-পড়তির মুখে সাবধানে রাখে হাতখানি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

উঠনো [পা উট্‌ঠান>] *বিণ* ধার হিসেবে দেওয়া যায় এমন। 'রক্ত কম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের, নুন তেলের মত উঠনো বরাদ্দো আছে!' *হুতোম*, ১৮৬১।

উঠন্ত *বিণ* উদীয়মান। 'উঠন্ত জাতি হিসাবে বাঙালী মুসলমানেরাও এই নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

উঠন্তি [পা উট্‌ঠান>] *বিণ* উঠছে এমন। 'উঠন্তি পুষ্পসবর অগ্নির ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উঠবন্দী [পা উট্‌ঠান>+ফা বন্দোবস্ত>] *বি* জমি চাষের জন্য চাষিদের সঙ্গে মালিকের মেয়াদি চুক্তি। 'এই উঠবন্দী বন্দোবস্ত হইলে তবে নীলচাষের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৮২।

উঠসার কিস্তি [উঠ+সারা+ফা কাশত] *বি* দাবাখেলায় শুধু বড়ে (সবচেয়ে ছোটো ঘুঁটি) দিয়ে কিস্তি। 'তাহার সর্বনাশ উপস্থিত, উঠসার কিস্তিতেই মাত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

উঠা [পা উট্‌ঠান>] **১** *ক্রি* ঢোকা। 'পঞ্চ নালেঁ উঠি গেল পাণী।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০। **২** *ক্রি* ওঠা। 'উঠ উঠ জলে হৈতেঁ নান্দের নন্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* জাগ্রত হওয়া। 'উঠিআ বসিল বড়াই নিদ্রা ঘুচাহিআ।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *ক্রি* নিঃশেষ করা। 'একলে উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *ক্রি* গাত্রোত্থান করা। 'চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **৬** *ক্রি* দাঁড়ানো। 'ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে ক্ষেণে পারে লড়।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৭** *ক্রি* উত্তোলন করা। 'দশবার দশ চিজ উঠাব দেওয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৮** *ক্রি* তৈরি করা। 'উপযুক্ত ঘর উঠান গেল।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৯** *ক্রি* পরিশোধ করা। 'নিজ আবাদে খরচ খরচা বাদে খাজনা উঠানো ভার হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **১০** *ক্রি* আরোহণ করা। 'যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।' *মাইকেল*, ১৮৬৫। **১১** *ক্রি* চলা; নড়া। 'চরণ যেন উঠিছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **১২** *ক্রি* জাগিয়ে তোলা। 'উঠাইছে মহা-হৃদে মহা এক স্বপনসঙ্গীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **১৩** *ক্রি* তোলা। 'এতটুকু বিশ্রাম নাই যে ... একটিমাত্র কচি স্নিগ্ধ শ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **১৪** *ক্রি* স্মরণ হওয়া। 'এমন তর্ক আমাদের মনেও ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **১৫** *ক্রি* সঞ্চারিত হওয়া। 'প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **১৬** *ক্রি* অবস্থান করা। 'যে হোটেলে উঠিয়াছিল।' *মানিক*,

১৯৩৬। **১৭** *ক্রি* উর্ধ্বমুখী হওয়া। 'যে সব থাম সমীচীন মিস্তিরির হাত থেকে উঠে গেছে বিদ্যুতের তারে।' *জীবন*, ১৯৪২। **উঠতে থাকা** *ক্রি* ক্রমে উদিত হওয়া। 'সূর্য পূর্বাকাশে উঠিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **উঠতে-বসতে** *ক্রিবিণ* সদা-সর্বদা। 'আর এই এক জীর্ণ ঘরে ছেঁড়া মাদুরে উঠতে-বসতে লজ্জিত হয়ে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **উঠা পড়া** *ক্রি* ওঠা-নামা করা। 'স্নায়ুগুলো কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **উঠা বসা** *ক্রি* চলাচল করা। 'উঠিতে বসিতে সকলের নৌকার দরকার হয়।' *মানিক*, ১৯৩৬। **উঠি-কি-পড়ি** *ক্রিবিণ* ব্যস্তসমস্তভাবে। 'উঠি-কি-পড়ি ছুটেছে তারা।' *মনোজ*, ১৯৬১। **উঠিব উঠিব করা** *ক্রি* ওঠার কথা ভাবা। 'ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **উঠিয়া যাওয়া ১** *ক্রি* স্থায়ীভাবে চলে যাওয়া। 'তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *ক্রি* লোপ পাওয়া। 'খামখেয়ালী উঠে যাবার কথা, কেন উঠে গেল।' *অবন*, ১৯৪১। **উঠিয়ে দেওয়া** *ক্রি* বাতিল করা। 'সভা থেকে চিরকুমারব্রতের নিয়মটা উঠিয়ে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **উঠে দাঁড়ানো** *ক্রি* আলস্য-অবসন্নতা ইত্যাদি ত্যাগ করা। 'উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **উঠে পড়া ১** *ক্রি* বমি হয়ে বের হওয়া। 'কেমন অরুচি হয়েছে, কিছু খেতে পারিনে, যা খাই তাই উঠে পড়ে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *ক্রি* গড়ে ওঠা। 'যন্ত্রতন্ত্রসহ এক সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন উঠিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **উঠেপড়ে লাগা ১** *ক্রি* পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগা। 'শাবাশ দাদা, একবার উঠেপড়ে লাগো তো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *ক্রি* প্রাণপণে চেষ্টা করা। 'সুচরিতা তাহাকে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **উঠে-হেঁটে** *ক্রিবিণ* সক্রিয়ভাবে। 'যাহাকে করিয়া-কর্মিয়া নড়িয়া-চড়িয়া উঠিয়া-হাঁটিয়া ফিরিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **উঠ্যা** *ক্রি* উঠে। 'বিপাকে চতুর প্রজা উঠ্যা দিল রড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উঠাও [পা উট্‌ঠান>] *বিণ* উত্তোলিত। *ভবানী*, ১৮২৩।

উঠাঞা *ক্রি* নিঃশেষ করা। 'একলে উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উঠান, উঠোন [পা উট্‌ঠান] *বি* আঙিনা। 'স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০: 'উঠোনে প্রথমে খড়, তার উপর দরমা।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'উঠোনে একটা গোরু বাঁধা, দেয়ালে গোবর দেওয়া, বারান্দা থেকে ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

উঠানওয়ালা [পা উট্‌ঠান+হি ওয়ালা] *বিণ* বিত্তশালী। 'কাঙ্গালীদের বিদেয় করবার জন্য প্রতিবাসী ও বড় বড় উঠানওয়ালা লোকেদের বাড়ী পোরা হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উঠোন-জোড়া *বিণ* উঠোনময়। 'উঠোন-জোড়া জাজিম ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উঠানে পাড়া *ক্রি* উঠানে ফেলা। 'স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উঠোন-প্রাঙ্গণ *বি* আঙিনা। 'কাদায় রাস্তা-ঘাট, উঠোন-প্রাঙ্গণ সব ছেয়ে যায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

উঠোনভর *বিণ* আঙিনাবর্তি। 'সেই উঠোনভর লোকের সামনেই ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে চুমু খায়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

উঠোনময় [পা উট্‌ঠান>+স ময়] *ক্রিবিণ* আঙিনা জুড়ে। 'সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

উঠানি [পা উট্‌ঠান>] *বি* আঁতুড়ঘর থেকে শিশুর বাসঘরে ওঠানোর অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সাত দিনে উঠানি করে শাস্ত্রের বিহিত।' *বিজয়*, ১৬৫০।

উঠি-উঠি *বিণ* হয়ে উঠছে এমন। 'বুদ্ধি পেকে উঠি-উঠি হতেই আবার কাঁচিয়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

উঠিত [পা উট্‌ঠান>] *বি* চাষের উপযোগী জমি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উঠু ডুবু [ধ্বন্যা] *বি* হাবুডুবু। 'উঠু ডুবু করে ঘোড়া অগাধ সলিলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উঠোন *দ্র* **উঠান**

উড [ই] *বি* কাঠ। **উডকাট** [ই] *বি* কাঠ-খোদাই। 'দেশী, বিদেশী তৈল চিত্র, জলরঙ, প্যাস্টেল পটের ছবি, পোরট্রেট, একরঙা ছবি, উডকাট ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

উডপেনসিল [ই] *বি* কাঠ পেনসিল। 'উডপেনসিল দিয়ে ... লতাপাতার নক্সা আঁকতে লাগল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪২।

উডেন প্যানসীল [ই] *বি* কাঠ পেনসিল। 'কাণে উডেন প্যানসীল গুঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তোন্নো সেরে যান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উড্ডীন [স] *বিণ* উড়ছে এমন। 'বাত্যাবেগে উড্ডীন ফেনরাশি ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

উড্ডীয়মান [স] **১** *বিণ* উড়ছে এমন। 'উড্ডীয়মান পতাকা শোভা পাইতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* শূন্যে বিচরণকারী। 'অজ্ঞান মেঘ বহুকালাবধি ... প্রবল বায়ু দ্বারা উড্ডীয়মান হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

উড্ডীয়মানা [স] *বিণ স্ত্রী* উড়ছে এমন। 'সহস্র ২ পতাকা রক্ত পীত শুভ্র নীল ইত্যাদি উড্ডীয়মানা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

উড় [উড়্>] *বিণ* উড়ছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উড়কি [স ওড়িকা] *বি* খই। 'দুদের উড়কি এনিচিস?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

উড়কি ধান [স ওড়িকা+স ধান্য] *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'শাশুড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে ...।' *অবন*, ১৮৯৬।

উড়তি, উড়তী *বিণ* উড়ে এসেছে এমন। 'মুছলমান ভারতের উড়তী বালাই নহে।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

উড়তি ঘুরতি *বি* উড়াউড়ি। 'ফিঙেটির উড়তি ঘুরতির বিচিত্র খেলা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

উড়ন[১] [হি ওড়না] *বি* ওড়না। 'পৈরিলেক পাটাম্বর নেতের উড়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

উড়ন[২], **উড়োন** [উড়্>] *বি* ওড়া।

উড়নচণ্ডী, উড়োনচণ্ডী [উড়্>+স চণ্ডী] **১** *বিণ* অপব্যয়ী। 'জলও ক্রমশ উড়োন চণ্ডীর টাকার মত জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ওরা যে উড়নচণ্ডী, ওরা ওড়াতেই জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বিণ* উচ্ছৃঙ্খল। 'একেবারে বেহিসেবী, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

উড়ন-তখত [উড়্>+ফা তখত] *বি* উড়ন্ত সিংহাসন। 'সুলেমান সম উড়ন-তখতে চলিলে করিতে দিগবিজয়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

উড়ননদী *বি* উঁচু থেকে নেমে আসা পাহাড়ি নদী। 'অল্প নীচে বুকের জমি ভরে যাবার উড়ননদী।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

উড়নশক্তি [উড়্>+স শক্তি] *বি* আকাশে ভেসে থাকার শক্তি।

'হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে আকাশযানগুলোর উড়নশক্তির জোগান দেওয়া হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

উড়নশীল [উড়্>+স শীল] *বিণ* উড্ডয়নশীল; উড়ন্ত। 'জাহাজের পিছনের সেই উড়নশীল জলচর।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

উড়নি [হি ওঢ়না] *বি* একপাটা চাদর। 'পরিধান দিব্য জোড়া উড়নি ঘুরনি পরিপাটী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

উড়ন্ত [উড়্>] *বিণ* উড্ডীয়মান। 'তাহারা কহিলেক কতগুলিন উড়ন্ত জীব।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উড়ম্বর [স উদুম্বর] *বি* ডুমুর। 'উড়ম্বর পিডরা বন-বাগান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উড়সড়কি [উড়্>+সড়কি] *বি* (উড়ন্ত) বর্শা; বল্লম। 'কেনীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া উড়সড়কি এমন কৌশলে নিক্ষেপ করিল ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

উড়া[১], উড়ানো [উড়্>] **১** *ক্রি* ওড়া। 'পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বাতাসে ভাসা। 'তুলা সব উড়ি যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* কাটানো। 'বাই সঙ্গে মজা করিয়া উড়ায়েছি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৪** *ক্রি* শূন্যে ভাসিয়ে দেওয়া। 'উড়ানি উড়াইয়া পলায়ন করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **৫** *ক্রি* লোপ পাওয়া। 'কাজের বেলা বুদ্ধি যায় উড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৬** *ক্রি* উদ্ধার করা। 'তুমি না উড়ালে কে উড়ায় হে নাথ।' *লালন*, ১৮৯০। **৭** *ক্রি* অপব্যয় করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'টাকাকড়ি নিয়ে ঝগড়া করে, আর সবই উড়িয়ে দেয়।' *বেগম*, ১৯৪৭। **উড়ই** *ক্রি* উড়তে। 'লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার। মধু মাতল কিএ উড়ই না পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উড়এ** *ক্রি* ওড়ে। 'সে দুঃখ চিন্তিতে মনে উড়এ পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **উড়ায়েছি** *বি* কাটিয়েছি। 'বাই সঙ্গে মজা করিয়া উড়ায়েছি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **উড়াল** *ক্রি* উড়ালো। 'পিয়াল ফুলের উড়াল চুল বকুল বনে আঁচল পাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **উড়ি** *ক্রি* উড়ে। 'কোথাহ পক্ষগণ আকাসে উড়ি জায়।' *মালাধর*, ১৫০০। **উড়িতাঙ** *ক্রি* উড়তাম। 'আকাশে উড়িতাঙ যদি পাঙ আর পাখা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **উড়িতে** *ক্রি* উড়তে। 'মূষক উড়িতে নারে একমনে স্তব করে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **উড়িয়া** *ক্রি* উড়াল দিয়ে। 'মজনু সাক্ষাতে পুনি উড়িয়া আইলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **উড়িল** *ক্রি* উড়লো। 'মেঘখান উড়িল জেন ডুবিয়া আকাস।' *মালাধর*, ১৫০০। **উড়ী** *ক্রি* উড়ে। 'পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উড়ে** *ক্রি* ওড়ে। 'নেতের পতাকা উড়ে সুবর্ন্ন কলসে।' *মালাধর*, ১৫০০। **উড্যা** *ক্রি* উড়ে। 'উড্যা জায় সারিশুক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উড়তে না পেরে পোষ মানা – নিরুপায় হয়ে কোনো কাজ করতে বাধ্য হওয়া। 'কথায় বলে উড়তে না পেরে পোষ মানে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

উড়িয়ে দেওয়া, উড়াইয়া দেওয়া **১** *ক্রি* পাত্তা না দেওয়া; অগ্রাহ্য করা। 'ভালোবাসাকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *ক্রি* দ্রুত খরচ করে ফেলা। 'তোমার বিষয়ের লোভে কেউ তোমাকে বিবাহ করে, তার পরে মদ খেয়ে অসৎ ব্যয় করে উড়িয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *ক্রি* গুরুত্বহীন বিবেচনা করা। 'তিনি এ সমস্ত ডাকাইতি বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮। **৪** *ক্রি* দূরীভূত করা। 'তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

উড়ে এসে জুড়ে বসা – অযাচিতভাবে এসে সর্বেসর্বা হওয়া। *নজরুল*, ১৯২৭।

উড়ে যাওয়া **১** *ক্রি* উড়াল দেওয়া; উড্ডয়ন করা। 'শিস দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *ক্রি* দ্রুত খরচ হওয়া। 'হাতের পয়সা নানারকমে উড়িয়া যাইতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

উড়া[২] [উড়্>] *ক্রিবিণ* উড়ু উড়ু। 'চিত্ত উড়া করে মোর ঐ বন্ধুর লাগিয়া।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

উড়াকল [উড়া+স কল] *বি* উড়োজাহাজ। 'অথচ মানুষ যখন উড়াকলে আকাশে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

উড়া পাক *বি* উড়ন্তভাবে পাক খাওয়া। 'উড়া পাক সঘনে আগুনে সব ঢালি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উড়ামাছ *বি* উড়তে পারে এমন মাছ। 'এখন সত্যসত্যই সেই উড়ামাছ দেখিতেছি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

উড়ানচণ্ডী *দ্র* উড়ন[২]

উড়ানি, উড়ানী [হি ওঢ়না] **১** *বি* ওড়না। 'উড়ানি উড়াইয়া পলায়ন করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৭; 'কেরেপের উড়ানীতে ... ফরফর করতে থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* একপাটা চাদর। 'কোমরে বাঁধা উড়ানিই তা ঘোষণা করে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

উড়ানো *দ্র* উড়া

উড়াল [উড়্>] **১** *বিণ* উড়ন্ত। 'উদাসী বাতাস ফিরিছে উড়াল ধূলায় আঁচল ধরে।' *জসীম*, ১৯৩১। **২** *বি* শূন্যে উড়া। 'তুই শুধু উড়াল শিখলি না।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

উড়াল দেওয়া *ক্রি* ওড়া। 'হঠাৎ উড়াল দিয়ে/ পাখী যদি আসে।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

উড়ি[১] [স ওড়িকা] *বি* ধানবিশেষ। **উড়িধান, উড়িধান্য** [স ওড়িকা-ধান্য] *বি* মুড়ির উপযোগী বিশেষ জাতের ধান। 'উড়িধান্য ছড়াইয়া দিলেন।' *গোলোক*, ১৮০১; 'উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

উড়ির তণ্ডুল [স ওড়িকা-তণ্ডুল] *বি* উড়ি ধানের চাল। 'উড়ির তণ্ডুল ঘৃত মধু চিনি খণ্ড।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উড়ি[২] [উড়্>] *বিণ* উড়ন্ত। **উড়ি উড়ি** *বি* ছটফট। 'তরুণ মনগুলো উড়ি উড়ি করতে শুরু করেছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

উড়ি পথ [উড়্>+স পথ] *বি* আকাশপথ। 'ঠোটে করি বিস্তর পক্ষি আইসে উড়ি পথে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উড়িয়া [ও ওড়িশা] **১** *বি* ওড়িশা। 'যে হুসেন সাহা সর্ব উড়িয়ার দেশে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* উড়িষ্যার লোক। 'উড়িষ্যা দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৩** *বি* ভারতের উড়িষ্যার ভাষা। 'কালক্রমে উড়িয়া, বাংলা ও আসামীরূপ ত্রিমূর্তি ধারণ করেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

উড়িস্যা [ও ওড়িশা] *বি* ওড়িষ্যা। 'সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যা প্রভৃতি এই দেশবাসীয় মনুষ্য ও প্রজাবর্গের ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

উড়ু [উড়্>] *বিণ* উড়ন্ত। **উড়ু উড়ু** [উড়্>] **১** *বিণ* অস্থির। 'সর্বদা মন উড়ু উড়ু।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* অনাবশ্যক ঘোরাফেরা। 'যখন-তখন উনপঞ্চাশ বায়ু-বেগে চতুর্দিকে উড়ু-উড়ু করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উড়ুউড়ু করা *ক্রি* চঞ্চল হওয়া। 'তবু সে সর্বদা উড়ুউড়ু করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উড়ুক্কু [উড়্>] *বিণ* উড়তে পারে এমন। 'উড়ুক্কু সাপের কথা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

উড়ুক্ষু [উড়্>] *বিণ* উড়ছে এমন। 'পর্দার মতো উড়ুক্ষু জিনিস।'

রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উডু *বি* নক্ষত্র। 'নিরখিয়া নিশাপতি হইল লজ্জিত/ উডুগণ পলাইল প্রাণপতি সঙ্গে।' *ঘনরাম*, ১৭১০।

উডুকুল [উডু+স কুল] *বি* নক্ষত্রমণ্ডলী। 'ইন্দুকে বেড়িয়া যেন উডুকুল আভা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উডুগ্রহপতি [উডু+স গ্রহপতি] *বি* নক্ষত্র ও গ্রহগণের অধিপতি; সূর্য। 'উদয় পশ্চিমে হল উডুগ্রহপতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উড়নচড়ে [উড়্>+চণ্ডী>] *বিণ* অপব্যয়মূলক। 'উড়নচড়ে কাজে সমাজের নাম নিতে নেই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

উড়নি, উড়নী [উড়্>] *বি* চাদর। 'ছুতরেরা গুলদার ঢাকাই উড়নিতে কাঠের কুচো বাঁদতে আরম্ভ কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'শান্তিপুরের ডুরে উড়নী আর সীমলের ধুতীর কল্যাণে রাস্তায় ছোট ভদ্দর লোক আর চেনবার যো নেই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উড়ুপ [উড়্>] *বি* ছোটো নৌকা। 'চীন দেশ হতে যাত্রা করিয়া/ যাত্রী উড়ুপে চড়ি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

উড়ুপুড়ু [উড়্>] *বি* আনচান; উড়ু উড়ু। 'উড়ুপুড়ু করে প্রান কেমনে তোমা দেখি।' *মালাধর*, ১৫০০।

উড়ুম্বর [স উদুম্বর] *বি* ডুমুর গাছ। 'উড়ুম্বর বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উড়ুষ [স উদ্দংশ] *বি* ছারপোকা। 'উড়ুষ কৎস্যবগুলা সসা জেন মসাগুলা ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উড়ে [উড়িয়া>] **১** *বিণ* ওড়িশার। 'কালামুখ কুৎসিত চেহারা ভেড়ার স্বর উড়েমেড়া।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* ওড়িশার অধিবাসী। 'ঝুটি বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উড়েনী *বি স্ত্রী* ওড়িয়া নারী। 'উড়েরা বেহারা হয় উড়েনী অবলা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

উড়েবামুন *বি* ওড়িশার রাঁধুনি ব্রাহ্মণ। 'একটা উড়েবামুন বেহারা এবং একটা চাকরের বন্দোবস্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

উড়ে বেহারা *বি* ওড়িশার পালকিবাহক। 'উড়ে বেহারারা ... তিন লক্ষ টাকা আপন দেশে লইয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

উড়ো [উড়্>] **১** *বিণ* উড়ছে এমন। 'উড়ো পাখীর লাগল পরশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বিণ* উড়িয়ে নিয়ে যায় এমন। 'কাল-বৈশাখীর উড়ো ঝঞ্ঝার মতো।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বিণ* উৎস জানা নেই এমন। 'আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৪** *বিণ* অবান্তর। 'জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট হয়ে ওঠে সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৫** *বিণ* উদাস। 'ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

উড়োউড়ি *বি* ঘোরাফেরা। 'একপাল মার্শাল উড়োউড়ি করছে, ছোঁ মেরে আপনারি কাঁচামাল বিলেত নিয়ে গিয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

উড়ো-উড়ো *বিণ* উদাস। 'বুড়ো হয়ে উড়ো-উড়ো মন মানায় না আর।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

উড়োকল *বি* উড়ে চলার যান; উড়োজাহাজ। 'উড়োকল সৃষ্টি না করে উড়ে পড়ল আকাশে।' *অবন*, ১৯২৫।

উড়ো খই গোবিন্দায় নম – প্রতিকূল অবস্থায় বাধ্য হয়ে কোনো সৎকাজ করা। 'ওরে "উড়ো খই গোবিন্দায় নম" এই ব্যবস্থা ধরি সবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

উড়োখবর [উড়্>+আ খবর] *বি* লোকমুখে শোনা সংবাদ। 'আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

উড়োগাড়ি *বি* উড়োজাহাজ। 'নিজের পকেট কিঞ্চিৎ হালকা করলেই ও উড়োগাড়িতে অনায়াসে ...।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

উড়োজাহাজ [উড়্>+আ জাহাজ] *বি* বিমান। 'যুদ্ধের জন্য ভাসান-জাহাজ, ডুব-জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, এ-সমস্ত তৈরি করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উড়ো বিপত্তি *বি* বাড়তি ঝামেলা। 'একটা উড়ো বিপত্তি।' *সাদত*, ১৯৬৭।

উড়োনচণ্ডী *দ্র* উড়ন[২]

উণাদি [স] *বি* উণ্-প্রভৃতি প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠিত শব্দ। 'সেই সকল প্রত্যয় যোগনিষ্পন্ন শব্দকেও উণাদি বলে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

উণুই *বি* উৎস। 'তার চেয়ে অসম্ভব ... জলের উণুই বার করা।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

উতকট [স উৎকট] *বিণ* মারাত্মক। 'ভনই বিদ্যাপতি উতকট সঙ্কট ...।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০।

উতঙ্গ [স উত্তুঙ্গ] *বিণ* অতি উঁচু। 'গ্রহপতি মেঘেত উতঙ্গ প্রজ্জ্বলিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উতপত [স উত্তপ্ত] *বিণ* উত্তপ্ত। 'উতপত স্বাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উতপতি, উতপতী [স উৎপত্তি] *বি* জন্ম। 'উতপতি ভৈল তোর উত্তম কুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'গোআল জরম আহ্মে শুণ দধি দুধে উতপতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উতপন [স উৎপন্ন] *বি* জন্ম। 'যে রূপে আদম সফি হইল উতপন।' *সুলতান*, ১৭০০।

উতপল [স উৎপল] *বি* পদ্ম। 'কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উতপাত [স উৎপাত] *বি* ঝামেলা; উপদ্রব। 'উতপাত দেখিয়া মনে চিন্তে চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

উতপুতানো [স উৎপাত>] *ক্রি* অস্থির হওয়া। 'উদমো ছেলে ছটফটে খুব একটুকুতেই উতপুতায়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

উতম [স উত্তম] *বিণ* উত্তম। 'তোমোরা বরো উতম ভজোনা ভজো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

উতর [স উত্তর] *বি* জবাব। 'ককে ন রভসে হসি কিছু ন উতর দেসি ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উতরখানা *বি* সরাইখানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

উতরপুতোনি *বি* ধুকধুকি। 'মনের উত্তরপুতোনি মিটচে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

উতরল [স উত্তল] *বিণ* অতিশয় চঞ্চল। 'উতরল ভৈলা মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উতরলমতী [স উত্তল>+স মতী] *বিণ* অতি চঞ্চলমনা। 'আতি উতরলমতী ভৈল জগন্নাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উতরাই [হি] *বি* পাহাড়ের ঢাল। 'কত চড়াই কত না উতরাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

উতরানো [স উত্তরণ>] **১** *ক্রি* আকুল হওয়া। 'মাধব মন্দিরে যাই

উতরিল সব।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *ক্রি* গন্তব্যে পৌঁছানো। 'উতরাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *ক্রি* অবতরণ করা। 'যে কেহ গঙ্গ মজকুরে উতরিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। **৪** *ক্রি* অবসান হওয়া। 'পকেট ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গেছে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৫** *ক্রি* নামা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৬** *ক্রি* উত্তীর্ণ হওয়া। 'আধার পাল্টে চলেছি নতুনে উতরে ... ভেদাভেদ গড়ি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

উতরালি [স উত্তর>] *বি* উত্তর দিকের বাতাস। 'জলিলের কানের কাছে উতরালি বয়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

উতরোল [স উত্তরল] **১** *বিণ* আকুল। 'অলিকুল মধু পিবি পিবি উতরোল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* ব্যগ্র। 'শুনিয়া ভাঁড়ুর বোল কালকেতু উতরোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** অশান্ত। 'ধ্বনিতে ধ্বনিতে আর্দ্র উতরোল বায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৪** *বি* উচ্ছ্বাস। 'পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

উতরোলি *বি* কোলাহল। 'উত উতরোলি, ঘন করতালি।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

উতল [স উত্তল] **১** *বিণ* আনন্দিত। 'দুবাহু বাড়ায়ে পরান উতল/ কবিরে লইল বুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* অশান্ত। 'উতল-ধারা বাদল ঝরে সকলবেলা একা ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৩** *বিণ* উত্তাল। 'উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৪** *বিণ* ব্যাকুল। 'চাউনি তাহার উতল হলো অকারণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **৫** *বিণ* চঞ্চল। 'উতল উৎসবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উতলরোল [স উত্তল+স রোল] *বি* উচ্চ শব্দ। 'উতলরোলে কল্লোলে পথের গান গেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

উতলা [স উত্তল>] **১** *বিণ* অস্থির। 'এত উতলা হইস কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* উৎকণ্ঠিত। 'তোরা তো বড় উতলা গো।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *বিণ* চঞ্চল। 'তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

উতাপা [স উত্তপ্ত] *ক্রি* উত্তপ্ত করা। 'চাঁদ চন্দন তনু অধিক উতাপএ বনে উতরোল অলিকুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উতাপিত [স উত্তপ্ত] **১** *বিণ* ব্যাকুল। 'নিশিদিশি পুত্রহীন উতাপিত মন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* দুঃখিত। 'অকারণে পুত্রবর কেন উতাপিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উতাপিনী [স উত্তাপ>] *বিণ* উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। 'কাম উতাপিনী নব বিয়োগিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উতার [স উত্তীর্ণ>] *বি* প্রতিষেধক; প্রতিকার। 'এ যাদুর উতার আমি জানি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

উতারা [স উত্তীর্ণ] **১** *ক্রি* খোলা। 'উতারে কাঁচলি হার ছিঁড়এ হামারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* উদ্ধার করা। 'তখ্‌ত আজ উতারিবে আলীর খাতির।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *ক্রি* অবতরণ করা। 'অশ্ব রাখেন লাউসেন অয়নে উতারি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৪** *ক্রি* মোচন ক'রে। 'সেই আবরণ দেখরে উতারিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **উতার** *ক্রি* খোলো। 'গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গি উতার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **উতারিআ** *ক্রি* খুলে। 'অঙ্গে হৈতে উতারিআ দিল খাসা জোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **উতারিবে** *ক্রি* উদ্ধার করবে। 'তখ্‌ত আজ উতারিবে আলীর খাতির।' *গরীব*, ১৭৬৫। **উতারিয়া** **১** *ক্রি* নেমে; অবতরণ ক'রে। 'উতারিয়া অশ্বরাজে লাউসেন সভামাঝে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *ক্রি* খুলে। 'কণ্ঠ হতে উতারিয়া যৌবনের মালা দুইটি আঙুলে ধরি তুলি দেয় গলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **উতারে** *ক্রি* খোলে। 'উতারে কাঁচলি হার ছিঁড়এ হামারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উতালা [স উত্তল] *বিণ* অশান্ত। 'নিভৃত ঘরে পরান-মন একান্ত উতালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উতোর [স উত্তর] *বি* উত্তর; জবাব। 'ওদিকে আকড়াঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রস্তুত হচ্ছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উতোরোল [স উত্তাল] *বিণ* চঞ্চল। 'আকুল কুন্তলপাশ লোচনযুগল উতোরোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উৎকট [স] **১** *বিণ* বিকট। 'সুনি কৃষ্ণের বাক্য উৎকট হাসি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অতি উৎকট জুর্দ্ধ ঘোর দরসন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* তীব্র। 'চিন্তায় উৎকট হল জ্বর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'উৎকট অসুখের অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৩** *বিণ* রূঢ়। 'অত্যন্ত উৎকট সত্যের মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বিণ* কট্টর। 'লোকটি হাফেজ এবং উৎকট পরহেজগার।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। **৫** *বি* উগ্র। 'যাহার প্রেম উথলিয়া উঠিয়াছে হীনকে কদর্য্যকে উৎকটকে দেখিয়া দেখিয়া।' *সবুজ*, ১৯২০। **৬** *বিণ* অস্বাভাবিক। 'আমাদের কানে অত্যন্ত বেসুরো এবং উৎকট ঠেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উৎকটানন্দ [স উৎকট-আনন্দ] *বি* অধিক আনন্দ। 'উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

উৎকটাপরাধ [স উৎকট+স অপরাধ] *বি* গুরুতর অপরাধ। *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

উৎকণ্ঠ [স] *বিণ* ব্যাকুল। 'উৎকণ্ঠ চকোর-সম বিরহতিয়াষ বহিয়া আনিছে এই পুষ্পপরিমল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উৎকণ্ঠা [স] **১** *বি* আশঙ্কা। 'দৈন্য উদ্বেগ আদি উৎকণ্ঠা সন্তোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* উদ্বেগ। 'কাহারও বা কোন দুরাশা পূর্ণ না হওয়াতে অবিরতই অসুখ ও উৎকণ্ঠা থাকে'। *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উৎকণ্ঠিত [স] **১** *বিণ* ব্যাকুল। 'মহাপ্রভু দেখিতে তার উৎকণ্ঠিত মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* চিন্তাগ্রস্ত। 'নতুবা আমি যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* ব্যগ্র; অতি আগ্রহী। 'অনাদ্যন্ত দিনযান, উৎকণ্ঠিত নিশা শুনিবারে তব পদধ্বনি?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

উৎকণ্ঠিতচিত্ত [স] *বি* উদ্বেগপূর্ণ মন। 'নৌকায় আসিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে প্রতি মুহূর্তে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

উৎকণ্ঠিতা [স] *বিণ* যে নায়িকা নায়কের জন্য উতলা। 'পঞ্চমে উৎকণ্ঠিতা কলহান্তা ষষ্ঠমে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'অবনত হল দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উৎকপালী [স উচ্চ-কপাল>] *বিণ* উঁচু কপালবিশিষ্ট। 'এই উৎকপালী বিড়ালাক্ষী মায়াবিনীর সহিত ...।' *পরশু*, ১৯৪০।

উৎকর্ণ [স] **১** *বিণ* সজাগ। 'উৎকর্ণ চৈতন্য মম শুনেছিল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* কান-খাড়া। 'শুনিবার জন্য সে হইয়া থাকে উৎকর্ণ।' *মানিক*, ১৯৩৬।

উৎকর্ণ হওয়া *ক্রি* কান পাতা। 'চোখ বন্ধ করে উৎকর্ণ হোন।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

উৎকর্ষ [স] **১** *বি* উন্নতি। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'আমাদিগের সমাজ ও অবস্থা কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* শ্রেষ্ঠত্ব। 'মনুষ্যের স্বভাবের উৎকর্ষই বা কি?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* গৌরব। 'ইটালির, প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

উৎকর্ষতা [স উৎকৃষ্টতা] *বি* শ্রেষ্ঠত্ব। 'তাহারা স্ব২ ভূমির উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা সম্বন্ধে সহস্র আপত্তি ... দর্শাউক।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

উৎকর্ষবান [স] *বিণ* সংস্কৃতিবান। 'উৎকর্ষবান ফরাসী বিশেষ যত্নশীল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

উৎকর্ষবৃদ্ধি [স] *বি* মানোন্নয়ন। 'শিক্ষার কাজই হচ্ছে বুদ্ধির উৎকর্ষবৃদ্ধি, পরিমাণবৃদ্ধি নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

উৎকর্ষলক্ষণ [স] *বি* শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। 'এ কথাটা জীবনধর্মের হানিকর, কিন্তু মানবধর্মের উৎকর্ষলক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উৎকর্ষলাভ [স] *বি* উন্নতি লাভ। 'ভবিষ্যতে উৎকর্ষলাভ করিতে পারেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

উৎকর্ষসাধন [স] *বি* মান উন্নত করা। 'শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিলে মানববর্গের ক্রমাগতই শ্রীবৃদ্ধি হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উৎকর্ষাপকর্ষ [স উৎকর্ষ+স অপকর্ষ] *বি* দোষগুণ। 'পরিধেয় বস্ত্রের উত্তমাধম বিবেচনা না করিয়া পুরুষের উৎকর্ষাপকর্ষে লোকে পুরুষ মান্যামান্য হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

উৎকল [স] *বি* ওড়িশা দেশ। 'প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকল দেশে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উৎকীর্ণ [স] *বিণ* খোদাইকৃত। 'উহাতে উত্তমরূপে তিনটি মুখ উৎকীর্ণ আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

উৎকুণ [স] *বি* উকুন। 'কেশে উৎকুণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

উৎকৃষ্ট [স] **১** *বিণ* উত্তম। 'ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া এ পৃথিবীর রাজা হইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* যথাযোগ্য। 'ধনাভাবে তাহারা উৎকৃষ্টরূপ শিক্ষাও প্রাপ্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বিণ* আশ্চর্যজনক। 'এক পরিচারক তদপেক্ষায়ও উৎকৃষ্ট কৌতুক প্রদর্শন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বিণ* উন্নত। 'উহাকে এক উৎকৃষ্ট রাজ্যের ব্যবস্থা-প্রণালী বলিলেও বলা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৬** *বিণ* উন্নত জাতের। 'ঘোড়াগুলি অতি উৎকৃষ্ট। আধঘণ্টার অল্প সময়ে আমরা ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৭** *বিণ* উন্নত প্রযুক্তির। 'চাষবাসের যে-রীতিপদ্ধতি সে খুব উৎকৃষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৮** *বিণ* উন্নত মানের। 'উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানী সংগীত আমি ভালোবাসি বলেছি বারবারই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

উৎকৃষ্টতম [স] *বিণ* অতি উত্তম। 'উৎকৃষ্টতম ইস্কুলও তার পক্ষে কাঁচের ঝাড়ের মতো কৃত্রিম।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

উৎকৃষ্টতর [স] *বিণ* উত্তম; অতিশয় উৎকৃষ্ট। 'বিশিষ্ট রূপ যত্ন প্রকাশ অপেক্ষায় ... উৎকৃষ্টতর উপায় আর কিছুই নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

উৎকৃষ্টতা [স] *বি* শ্রেষ্ঠত্ব। 'মধুর মিষ্টত্ব ও উৎকৃষ্টতা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উৎকৃষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* উর্বর। 'ভূমি উৎকৃষ্টা করণ বিষয়েও মনোযোগ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

উৎকৃষ্টোচ্চারণ [স উৎকৃষ্ট-উচ্চারণ] *বি* উচ্চমানের উচ্চারণ। 'যুবাছাত্রেরা উৎকৃষ্টোচ্চারণ পূর্ব্বক মুখস্থ আবৃত্তি করিল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

উৎকেন্দ্রিক [স] *বিণ* কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন। 'এক দিকে তিনি হয়ে ওঠেন উৎকেন্দ্রিক, অন্য দিকে শুভনাস্তিক।' *শিব*, ১৯৭৩।

উৎকোচ [স] *বি* ঘুষ। 'রাজাদের উপাসনায় যেমন উৎকোচ ...' *রামমোহন*, ১৮১৭।

উৎকোচগ্রহণ [স] *বি* ঘুষ গ্রহণ। 'যাহারা উৎকোচগ্রহণ করে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

উৎকোচগ্রহণকারী [স] *বি* ঘুষখোর। 'যৌনব্যভিচারী যেমন সমাজের চক্ষুশূল, উৎকোচগ্রহণকারী বা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার তেমনটি নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

উৎকোণ [স] *বিণ* তির্যক। 'শতায়ু ওকের পাটা তেজস্ক্রিয় উৎকোণ পটলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

উৎক্রমণ [স] *বি* উত্তরণ। 'হিমালয় পর্ব্বত বেষ্টনপূর্ব্বক সিন্ধুনদী উৎক্রমণ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উৎক্রোশ [স] *বি* ঈগল জাতীয় পাখিবিশেষ। 'মুক্তপক্ষ নভশ্চারী উৎক্রোশের দিকে ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৬০।

উৎক্ষিপ্ত [স] **১** *বিণ* উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে এমন। 'আকাশ-মণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ... বর্ষিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **২** *বিণ* ছড়ানো-ছিটানো। 'পাথরের টুকরো চষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উৎক্ষুব্ধ [স] *বিণ* অতিশয় আলোড়িত। 'নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎক্ষুব্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

উৎখাত [স] **১** *বি* নির্বাসন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* উচ্ছেদপ্রাপ্ত। 'সে হইতে উৎখাত হইয়া গৌড়ে রাজধানী স্থানে গতি করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* উৎপাটিত। 'রেলের পথ সব উৎপাটিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উৎখাতন [স] *বি* বিলোপ। 'ঐ পদ একেবারে উৎখাতন করিবেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

উৎঘাটিত [স] *বিণ* উন্মোচিত। 'তিনটি গূঢ় রহস্য উৎঘাটিত হইয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯২৫।

উত্তত [স] *বিণ* ঊর্ধ্বমুখী। 'মানুষ উত্ততভঙ্গি নিয়েছে বলে তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উত্তপ্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত গরম। 'প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

উত্তম [স] **১** *বিণ* খুব ভালো। 'আর কিছু দেহ কাহ্নাই উত্তম সন্দেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* উচ্চ শ্রেণীভুক্ত। 'উত্তম হৈয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* সুস্বাদু। 'সুবর্ণ-থালির অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বিণ* সুযোগ্য। 'পাইবা উত্তম পুত্র চলহ সংহতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বিণ* মনোহর। 'করিল উত্তম ঘর কনকে রচিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৬** *বিণ* মোহিত। 'নর্ত্তনে উত্তম কৈল সবাকার মন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৭** *বিণ* জ্ঞানী। 'উত্তম ব্যক্তি সকল যেখানে অশুদ্ধ দেখিবেন তাহার পরিশোধ করিবেন।' *রামমোহন*, ১৮১৫। **৮** *বিণ* সুন্দর। 'চন্দ্রতুল্য উত্তম পুত্র জন্মিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৯** *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'তাহার উত্তম কৈফিয়ত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **১০** *বিণ* উপকারী। 'হজমের পক্ষে অতি উত্তম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **১১** *বি* (ব্যাকরণে পুরুষের ক্ষেত্রে) প্রথম। 'উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ সর্বনাম শব্দে কী এক বচনে কী বহুবচনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

উত্তম অধম [স] *বি* ভালোমন্দ। 'উত্তম অধম কিছু না করে বিচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উত্তমতা [স] **১** *বি* উৎকর্ষ। 'সুখ ব্যতিরেক উত্তমতা কি জন্যে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* মেরামত। 'গ্রামের মধ্য দিয়া যে সকল রাস্তা গিয়াছে তাহার উত্তমতা করিবার জন্যে জমীদারদিগের সাহায্য করিতে

হইবেক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৩** *বি* উন্নতি; উন্নয়ন। 'কল স্থাপিত হওয়াতে আমারদিগের দেশের অতি উত্তমতাপ্রাপ্ত এবং সুখজনক হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৪** *বি* কল্যাণ।'তাহারদিগের যে উত্তমতা হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০। **৫** *বি* মানসম্পন্নতা। 'বঙ্গভাষায় নানা অনুপ্রাস ও শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

উত্তমধীষণা [স] *বিণ স্ত্রী* বুদ্ধিমতী। 'শুন গো খুল্লনা উত্তমধীষণা খঞ্জন-গঞ্জনি রামা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উত্তম পথ [স] *বি* শ্রেষ্ঠ উপায়। 'সতত বিষয় ব্যাপৃত লোকেরদের ক্ষণেক আলস্য ত্যাগেরও এই এক উত্তম পথ।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

উত্তম পুরুষ [স] **১** *বি* সুপুরুষ। 'সেই স্থলে আসিয়া উত্তম পুরুষ দেখিয়া কহিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বি* (ব্যাকরণ) প্রথম পুরুষ। 'উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ সর্বনাম শব্দে কী এক বচনে কী বহুবচনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

উত্তম মধ্যম [স] **১** *বি* শারীরিক নির্যাতন; মারধর। 'ইহার মতের অন্যথা কহিলে উত্তম মধ্যম হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* ভালো-মন্দ। 'লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তা হলেও বুঝি, যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম ফল পাওয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

উত্তমরূপ [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠতর। 'অমনি ধন গ্রহণ করণাপেক্ষা তাহা উত্তমরূপ জীবিকা বলা যাইত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

উত্তমরূপে *ক্রিবিণ* খুব ভালোভাবে। 'বেদ, ব্যাকরণাদি, বেদাঙ্গ ... উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

উত্তমা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* সর্বশ্রেষ্ঠ। 'সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা রাধিকা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বৈষ্ণবশাস্ত্রে নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত উত্তমা তাহার নাম বলয়ে পণ্ডিত।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বিণ স্ত্রী* সুন্দরী। 'অপূর্ব্ব আরাম, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, শোভন সভা, মনোহর বস্ত্র, উত্তমা স্ত্রী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

উত্তমাক্ষর [স উত্তম-অক্ষর] *বি* উৎকৃষ্ট হরফ। 'উত্তম কাগজে এবং উত্তমাক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

উত্তমাঙ্গ [স উত্তম-অঙ্গ] **১** *বি* মাথা। 'শাস্ত্রকারেরা মস্তকের নাম উত্তমাঙ্গ রাখিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। 'তাহার সকলই শাস্ত্রমতে উত্তমাঙ্গ হইতে পারে না।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

উত্তমাতিশয়রূপে [স উত্তম-অতিশয়-রূপে] *ক্রিবিণ* উৎকৃষ্ট রূপে। 'অস্মদাদির অনুমেয় যে বর্ত্তমান গ্রন্থদ্বয় উত্তমাতিশয়রূপে বিখ্যাত হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

উত্তমাধম [স উত্তম-অধম] *বি* ভালোমন্দ বৈশিষ্ট্য। 'পরিধেয় বস্ত্রের উত্তমাধম বিবেচনা না করিয়া পুরুষের উৎকর্ষাপকর্ষে লোকে পুরুষ মান্যামান্য হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

উত্তমাবস্থা [স] *বি* ভালো অবস্থা। 'উত্তমাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

উত্তমার্ধ, উত্তমার্দ্ধ [স উত্তম-অর্ধ] **১** *বি* মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত অংশ। 'শরীরের উত্তমার্দ্ধ বস্ত্রাবৃত করা ইহাদের মতে অসম্মানের বিষয়।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* ভালো অর্ধেক। 'ইংরাজী ভাষায় কথায় কথায় স্ত্রীকে অংশিণী উত্তমার্দ্ধ ইত্যাদি বলে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

উত্তমাশা অন্তরীপ [স] *বি* আফ্রিকা মহাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত অন্তরীপ; কেইপ অব গুডহোপ। 'উত্তমাশা অন্তরীপ বা উত্তর মহাসাগর গমনপূর্ব্বক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

উত্তমীকৃত [স] *বিণ* উত্তমরূপে করা হয়েছে এমন। 'তাহা কত অধিক বা উত্তমীকৃত না হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

উত্তমোত্তম [স উত্তম-উত্তম] *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'উত্তমোত্তম ব্রহ্মপ্রতিম শ্যামসুন্দর হলধর গোপীনাথ গোপাল ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

উত্তম্মন্যতা [স] *বি* নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা; অহমিকা। 'তাদের উত্তম্মন্যতা শাসিতের প্রতি হয়ত অবজ্ঞার সৃষ্টি করেছিল।' *শরীফ*, ১৯৭০।

উত্তমর্ণ [স উত্তম-ঋণ] *বিণ* ঋণ দেয় এমন। 'তুই আমার উত্তমর্ণ আমি অধমর্ণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

উত্তমর্ণতা [স] *বি* উৎকর্ষ। 'সাফল্যের উত্তমর্ণতা তার জীবনে কোনোদিন ঘটে উঠত কি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

উত্তর [স] **১** *বি* জবাব। 'আপণার মুখে বড়ায়ি কহ তোঁ উত্তর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সাড়া। 'লজ্জায়ে রহিলা কিছু না করে উত্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* চার দিকের অন্যতম দিক। 'উত্তরে হিমালয়ে দক্ষিণে ক্ষীর নদী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৪** *ক্রিবিণ* পরে। 'রাজা গৌড়েশ্বর কথা শুনিব উত্তরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৫** *বিণ* উর্ধ্ব। 'মেয়েদের উত্তর অঙ্গ অনাবৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৬** *বিণ* উত্তীর্ণ। 'ভুলে যাই উত্তরচত্বারিংশ আমি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

উত্তর উত্তর *ক্রিবিণ* ক্রমে ক্রমে। 'করুণাকটাক্ষ চয় উত্তর উত্তর।' *ভারত*, ১৭৬০।

উত্তরকাণ্ড [স] *বি* রামায়ণের শেষ অধ্যায়। 'নূতন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উত্তরকাল [স] *বি* ভবিষ্যৎ কাল। 'পাঠশালার ব্যয়ার্থ ... উত্তরকালে ঐ মহাশয়েরদের নিজ হইতে দান করিতে হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

উত্তরকালীন [স] *বিণ* ভবিষ্যতের। 'ভারতবর্ষের উত্তরকালীন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

উত্তরকালীয় [স] *বিণ* পরবর্তী কালের। 'তাঁহার উত্তরকালীয় পণ্ডিতেরা অনেক বিষয়ে প্রায় আমাদিগের বর্ত্তমানকালীয় বীজগণিতবেত্তাদিগের তুল্য ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

উত্তরখণ্ড [স] *বি* উত্তরাংশ। 'স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার উত্তরখণ্ডে গিয়া বসতি করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

উত্তর-চিরা [স] *বিণ* উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত। 'ফুল পাতা যত খসে পড়ে, বহে উত্তর-চিরা বায়ু।' *নজরুল*, ১৯২৪।

উত্তরচ্ছদ [স] *বি* চাদর। 'অল্পে অল্পে তাহার ধূসর উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট আস্তরণ বিস্তার করিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

উত্তরচ্ছলে [স] *ক্রিবিণ* উত্তর দিতে গিয়ে। 'এই প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে নানামতে কথাবার্ত্তা হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

উত্তরজীবন [স] *বি* পরবর্তী জীবন; বেশি বয়স। 'উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

উত্তরতর [স] *বিণ* পূর্ণতর। 'দেহশক্তির সঙ্গে বিরাট ভৌতিক শক্তির সংযোগকে উত্তরতর করে তুলবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উত্তর-তিরিশ *বিণ* তিরিশ বছরের বেশি বয়সী। 'উত্তরতিরিশ।'

বুদ্ধদেব, ১৯৪২।

উত্তরদাতা [স] *বি* উত্তর দেয় এমন ব্যক্তি। 'উত্তরদাতা বলেন – এতদপ্যযুক্তং।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

উত্তর দেওন *ক্রি* উত্তর দেওয়া; সাড়া দেওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

উত্তর দেওয়া *ক্রি* জবাব দেওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮২।

উত্তরদেশ [স] *বি* পৃথিবীর উত্তরপ্রান্তের দেশ। 'উত্তরদেশ অর্থাৎ সাইবেরিয়া সমতলভূমি।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

উত্তরদেশীয় [স] *বিণ* উত্তর দিকস্থ দেশের। 'উত্তরদেশীয় সম্রাট।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

উত্তরপক্ষ [স] *বি* পরবর্তী প্রজন্ম। 'যে দেশের পূর্বপক্ষ একেশ্বরবাদী সে দেশের উত্তরপক্ষ নাস্তিক।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

উত্তরপুরুষ [স] *বি* পরবর্তী বংশধর। 'পূর্ব-পুরুষের কাছ থেকে যে প্রাণ সে পেয়েছে উত্তরপুরুষকে সেই প্রাণ সে দিয়ে যাবে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

উত্তর-প্রত্যুত্তর [স] *বি* তর্ক-বিতর্ক। 'অবিশ্রাম উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উত্তরপ্রান্ত [স] *বি* উত্তর দিক। 'ইহার অব্যবহিত উত্তরপ্রান্তে গগনচুম্বী ... কারাকোরামনাম্নী শাখা অবস্থিতা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উত্তরফাল্গুনী [স উত্তরফল্গুনী] *বি* নক্ষত্রবিশেষ; বারো রাশিস্থ সাতাশটি প্রধান নক্ষত্রের মধ্যে দ্বাদশ নক্ষত্র। 'গণিএগ্রা নির্ণয় কৈল উত্তরফাল্গুনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উত্তরবংশীয় [স] *বি* পরবর্তী প্রজন্ম। 'উত্তরবংশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উত্তরবঙ্গ [স] *বি* বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল। 'আমরা উত্তরবঙ্গের লোক।' *প্রমথ*, ১৯১২।

উত্তরবর্তী [স] *বি* পরবর্তী লোক। 'আমাদের উত্তরবর্তীগণ ইহাঁদের শিক্ষকতার ভার আজও কেহ গ্রহণ করে নাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

উত্তরবাচক [স] *বিণ* জবাবসূচক। 'সম্পর্কবাচক প্রশ্ন ও তার উত্তরবাচক প্রস্তাবটিও সচেতনভাবে সীমাবদ্ধ।' *শিব*, ১৯৫৬।

উত্তরবাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* উত্তরদিকে প্রবাহিত। 'উত্তর ভাগের সকল নদী উত্তরবাহিনী।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

উত্তরভাদ্রপদ [স] *বি* রাশিস্থ সাতাশটি প্রধান নক্ষত্রের মধ্যে ২৬তম নক্ষত্র। 'রেবতীর উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র।' *মানিক*, ১৯৩৮।

উত্তরমুখী [স] *বিণ* উত্তরদিক অভিমুখী। 'উত্তরমুখী বাসের যাত্রাপথ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

উত্তরমুখো [স উত্তরমুখী] *বিণ* উত্তর দিকে সদর দরজা এমন। 'উত্তরমুখো লম্বাটে ঘর।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

উত্তরমেরু [স] *বি* পৃথিবীর সর্বোত্তর প্রান্ত। 'কতক্ষণে উত্তরমেরুতে বীর উতরিলা আসি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

উত্তরযোগ্য [স] *বিণ* জবাব দেওয়ার উপযুক্ত। 'সকল প্রশ্নের মধ্যে এক প্রস্তাবকেই আমরা উত্তরযোগ্য বোধ করিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

উত্তর-রাবীন্দ্রিক [স] *বিণ* রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী। 'উত্তর-রাবীন্দ্রিক বাংলার ন্যায় সঙ্গতি যদিও খুব প্রশংসনীয় নয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫০।

উত্তরলব্ধি [স] *বি* পরবর্তী প্রভাব। 'এই যুগের প্রেরণা ও উত্তরলব্ধি ছাড়া যে আধুনিক যুগের বিকাশ অকল্পনীয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

উত্তরলী [স উত্তরল] *বিণ স্ত্রী* ব্যাকুল। 'উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উত্তরসাধক [স] **১** *বিণ* উত্তরবর্তী হয়ে কার্য সম্পাদনে সহায়তাকারী। 'যাহারা তাহার উত্তরসাধক সঙ্গী থাকে।' *ফরস্টার*, ১৮০১। **২** *বি* মুখ্য সহকারী। 'কোন উপদেষ্টা কিম্বা উত্তরসাধক ব্যতিরেক, কৌতূহল স্থলে উপস্থিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* সাহস ও প্রেরণা দানকারী সত্তা। 'বিদ্রোহীর অন্তরের মধ্যে উত্তরসাধক অবিচলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উত্তরসাধিকা [স] *বি স্ত্রী* শিষ্য। 'আমি হলুম সংগীতসাধক আর তিনি হলেন উত্তরসাধিকা।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

উত্তরসূরী [স] *বি* পরবর্তী বংশধর। 'উত্তরসূরীদের তুলনায় তিনি ছিলেন ইংরেজের পরম বন্ধু।' *আনিস*, ১৯৬৪।

উত্তরাভিমুখ [স উত্তর-অভিমুখ] *বি* উত্তরদিক। 'উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

উত্তরাভিমুখী [স উত্তর-অভিমুখী] *বিণ* উত্তর দিকে যাচ্ছে এমন। 'উত্তরাভিমুখী নৌকাগুলি ... ভাসিয়া যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

উত্তরার্ধ [স উত্তর-অর্ধ] *বি* শেষ অর্ধেক। 'যারা সকল্পন বাক্যের পূর্বার্ধ বলে উত্তরার্ধ নির্ণয় করে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

উত্তরাস্য [স উত্তর-আস্য] *বিণ* উত্তরমুখী। 'উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন।' *ভারত*, ১৭৬০।

উত্তুরে [স উত্তর>] *বিণ* উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা; উত্তুরে। 'বিকালে হয়তো উত্তরে বাতাসে জলে স্থলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

উত্তরের তারা [স উত্তর>+তারা] *বি* ধ্রুবতারা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উত্তরোত্তর [স উত্তর-উত্তর] **১** *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'বরং অতিশয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।' *কেরি*, ১৮১২। **২** *ক্রিবিণ* দিনে দিনে। 'উত্তরোত্তর সমুজ্জ্বল হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

উত্তুরে [স উত্তর>] *বিণ* উত্তর দিক থেকে আসা। 'তুমি উত্তুরে বাতাসের কথা বলিতেছ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উত্তরঙ্গ [স উৎ-তরঙ্গ] *বিণ* তরঙ্গময়। 'কেবল অন্তর মোর উত্তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হাহাকারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

উত্তরণ [স] *বি* সাময়িক অবস্থানের জায়গা। 'অতীত অভ্যাগত লোকেরদেরও উত্তরণের স্থান।' *রামরাম*, ১৮০১।

উত্তরা[১] [স উত্তরণ>] **১** *ক্রি* পৌঁছানো। 'কত দিনে রেমুনায় উত্তরিল আসিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'উত্তরিলা সদাগর সমুদ্রের কূলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* উপনীত হওয়া। 'উত্তরিনু নিছনি নগরে।' *কেতকা*, ১৬৫০। **৩** *ক্রি* অতিক্রম করা। 'তিমিরে মিলালে তুমি দীপান্বিত দেহলী উত্তরি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। **৪** *ক্রি* উত্তরণ করা। 'উত্তরিয়ো বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর।' *নজরুল*, ১৯২৮। **উত্তরিছে** *ক্রি* উপস্থিত হয়েছে। 'লুহন্দ গ্রামে আসি উত্তরিছে আজি নিশি।' *সুলতান*, ১৭০০। **উত্তরিনু** *ক্রি* উপস্থিত হলাম। 'উত্তরিনু নিছনি নগরে।' *কেতকা*, ১৬৫০। **উত্তরিব** *ক্রি* বাধা পেরিয়ে পৌছাবো। 'উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে দুঃখহীন নিকেতনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **উত্তরিবা** *ক্রি* পৌছে দেবে। *ওর্সা*, ১৭৮২। **উত্তরিয়া** *ক্রি* উপস্থিত হয়ে। 'গৌড় হইতে রাজমহলে উত্তরিয়া মাশুম খাঁকে বড়ই একটা দেলাসা করিল।' *রামরাম*, ১৮০১। **উত্তরিল** **১** *ক্রি* পৌছালো। 'কত দিনে রেমুনায় উত্তরিল আসিয়া।' *কৃষ্ণদাস*,

১৫৮০। **২** *ক্রি* উপস্থিত হলো। 'সাত ডিঙ্গা লয়ে কালীদহে উত্তরিল।' *কেতকা*, ১৬৫০। **উত্তরিলা** *ক্রি* পৌঁছালো। 'উত্তরিলা সদাগর সমুদ্রের কূলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **উত্তরিলেন** *ক্রি* পৌঁছালেন। 'স্থানে স্থানে অতিথি হইয়া ও ভিক্ষা মাঙ্গিয়া তিন মাসের পর বারানসীতে উত্তরিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

উত্তরা[২] [স উত্তর>] *ক্রি* জবাব দেওয়া। 'উত্তরিল খনিত্র আসিয়া অবিরম্ব।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

উত্তরাধিকার [স] **১** *বি* স্বত্বাধিকার। 'এক বাঙ্গলা ঘর উত্তরাধিকারাভাবে গবর্ণমেন্টে বাজেআপ্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* পূর্বপুরুষের কাছ থেকে যা পাওয়া যায়। 'জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'পিতামহদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৩** *বি* সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। 'যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৪** ইতিহাস। 'সভ্যতার অপব্যয়ের চোটে তাদের আদিকালের উত্তরাধিকার একেবারে ফুঁকে দিয়ে বসেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উত্তরাধিকারত্ব [স] *বি* পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া মালিকানা। 'উত্তরাধিকারত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য বিচারালয়ে মোকদ্দমা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

উত্তরাধিকারসূত্র [স] *বি* বংশগত অধিকারের সূত্র। 'মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দামী গয়না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উত্তরাধিকারি [স উত্তরাধিকারী] *বি* আত্মীয়ের মৃত্যুর পরে সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি। 'আপন ধন মৃত্যুকালে যথাশাস্ত্র বিবেচনামতে উত্তরাধিকারিদিগের দেয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। *দ্র* **উত্তরাধিকারী**

উত্তরাধিকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* উত্তরাধিকারী। 'রজনীই উত্তরাধিকারিণী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উত্তরাধিকারিতা [স] *বি* উত্তরাধিকার স্বত্ব। 'সম্পত্তির বৈশেষিকত্ব এবং উত্তরাধিকারিতাও ইহাদের অনুমত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

উত্তরাধিকারিত্ব [স] *বি* উত্তরাধিকার স্বত্ব। 'ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

উত্তরাধিকারিস্বত্ব [স] *বি* উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মালিকানা। 'উত্তরাধিকারিস্বত্বে আমি এখন তার মালিক।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

উত্তরাধিকারী [স] **১** *বিণ* আত্মীয়তার সূত্রে মৃতের সম্পত্তিতে অধিকারী। 'কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইয়া নালিস করে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* উত্তরপুরুষ। 'সীরিয়া যখন সেলিউকসের উত্তরাধিকারী-দিগের অধীন ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বি* পূর্বপুরুষের সম্পদের অধিকারী যে। 'তাঁহার সমস্ত ধন মান যশ প্রভাব গৌরবের একমাত্র উত্তরাধিকারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

উত্তরাপথ [স] *বি* ভারতবর্ষের উত্তরস্থ হিমালয় অঞ্চল। 'এই দুয়োর দিয়েই বোধ হয় উত্তরাপথের লোক দক্ষিণাপথে প্রবেশ করত।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

উত্তরায়ণ [স] *বি* নিজ কক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আপাতদৃষ্টিতে সূর্যের উত্তর দিকে গমন। 'এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উত্তরার্ধ *দ্র* **উত্তর**

উত্তরাস্য *দ্র* **উত্তর**

উত্তরী[১] [স উত্তর>] **১** *ক্রিবিণ* উত্তর দিকে। 'কেহ বলে মোর লএগ পলায় উত্তরী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত। 'আমি উত্তরী-বায়ু।' *নজরুল*, ১৯২২।

উত্তরি-বায়ু [স উত্তর>+স বায়ু] *বি* উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা বাতাস। 'উত্তরি-বায়ু গো।' *নজরুল*, ১৯২৫।

উত্তরী[২], **উত্তরি** [স উত্তরীয়] *বি* চাদর। 'উত্তরি আঁতের নাড়ি কুঞ্জরচর্মের শাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

উত্তরি সূতা [স উত্তরীয়সূত্র] *বি* গলায় পরার জন্য আধোয়া মোটা সুতোর মালাকৃতি গোছা। 'নূপুর পায়ে উত্তরি সূতা গলায় ... ঢাকের সংগতে নাচতে লেগেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উত্তরী-অংশু [স] *বি* ওড়নার আঁচল। 'তৃণস্তরে দিল সে বিছায়ে উত্তরী-অংশুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উত্তরীয়[১] [স] *বি* চাদর; উড়ানি। 'পীতাম্বর জোড় পরে উত্তরীয় করিয়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

উত্তরীয়[২] [স উত্তর>] *বিণ* উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত। 'উত্তরীয় বাতাসে বেলুনকে দক্ষিণ দিগে লইয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

উত্তরে *দ্র* **উত্তর**

উত্তরোত্তর *দ্র* **উত্তর**

উত্তল [স] *বি* কচ্ছপের পিঠের মতো বাঁকানো। 'আকাশের উত্তলে হেলান দেয় উত্তরের দিকে মুখ করে মকরক্রান্তির সূর্য।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

উত্তলিত [স] *বিণ* উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে এমন। 'ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তলিত।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

উত্তলিআ পড়া [স উত্তাল] *ক্রি* উথলে পড়া। 'দুগ্ধ উত্তলিআ পড়ে নাঞি দেহ পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উত্তান [স] **১** *বিণ* উপরমুখী। 'মুখে লালাফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উন্মীলিত। 'উৎফুল্ল উত্তান চোখে চেয়ে আছ মুখপানে প্রীতির আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

উত্তাননয়ন [স] *বিণ* চোখ ওল্টানো অবস্থায় আছে এমন। 'মরা রূপ ধরি রহে উত্তাননয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উত্তানশায়ী [স] *বিণ* চিত হয়ে শায়িত। 'উত্তানশায়ী শিবের বুকের উপরে মহামায়ার নাচ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উত্তাপ [স] **১** *বি* উষ্ণতা; তাপ। 'শীতকালে, কেবল আগুনের তাত ও রৌদ্রের উত্তাপ ভাল লাগে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *বি* ঝাঁজ। 'সেই অসম্পূর্ণ পাণ্ডিত্যে কেবল প্রচুর উত্তাপ দিত, কিন্তু যথেষ্ট আলো দিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উত্তাপতরঙ্গ [স] তীব্র রোদে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দৃশ্যমান তরঙ্গ। 'অগ্নিবর্ষী খররৌদ্রে কম্পমান উত্তাপতরঙ্গ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

উত্তাপবিহীন [স] *বিণ* উত্তেজনাবর্জিত। 'তার মধ্যে একটা উত্তাপবিহীন সুকোমল সৌন্দর্যের আনন্দ মিশ্রিত থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উত্তাপলাগা *বিণ* উত্তাপ লেগেছে এমন; উত্তেজিত। 'উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে-কেঁপে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

উত্তাপহীন [স] *বিণ* নিরুত্তাপ। 'কে মোরে ঢেকেছে উত্তাপহীন বিপুল পক্ষপুটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

উত্তাপিত [স] *বিণ* উত্তেজিত। 'উত্তাপিত করিলে হৃদয়স্পন্দন অতি দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

উত্তারা [স উত্তরণ>] *ক্রি* নামানো। 'উত্তারি আনিতে পারে নির্ঝরিত রসসুধা স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

উত্তাল [স] ১ *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* প্রবল। 'আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে আজি নবঘন-বিপুল-মন্দ্রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বিণ* অশান্ত। 'আমাদের দেশেও যে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বিণ* উদ্দাম। 'বক্ষে তোমার আঘাত করে উত্তাল নর্তনে রক্ততরঙ্গিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৫ *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'আমি উত্তাল, আমি তুঙ্গ ভয়াল মহাকাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

উত্তালতা [স] *বি* উত্তাল অবস্থা। 'হৃদয়স্পন্দী আনন্দের উত্তালতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

উত্তিষ্ঠিত [স] *বিণ* উত্থিত। 'তাহাদের উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত রবে –।' *নজরুল*, ১৯২২।

উত্তীর্ণ [স] ১ *বিণ* কৃতকার্য। 'ঐ কালেজের সাহেবেরা ইস্তাহামে উত্তীর্ণ হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *বিণ* নিষ্কৃতি পেয়েছে এমন। 'চাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কন্যাকে সিন্দুর দান করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৩ *বিণ* উপনীত। 'তিনি নির্ব্বিঘ্নে ইঙ্গলণ্ডের তটে উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *বিণ* অবতীর্ণ। 'যখন পর্ব্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ *বিণ* মুক্ত। 'আমরা আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সন্তোষ অবলম্বন করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ *বিণ* অতিক্রান্ত। 'বহুতর ঝড়-ঝঞ্ঝা উত্তীর্ণ হইয়া এক পরম শোভাকর দেবমন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উত্তীর্ণা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* কৃতকার্য। 'নিষ্কলঙ্কী হইয়া উত্তীর্ণা হইতে পারিলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ২ *বিণ স্ত্রী* পার হয়েছে এমন। 'রাত্রি বহুক্ষণ যাবৎ দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণা।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

উত্তুঙ্গ [স] ১ *বিণ* অতি উঁচু। 'তাঁহারা ... মনোহর উত্তুঙ্গ প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* অত্যন্ত। 'নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে, নিঃশব্দ নিভৃতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* প্রবল। 'শৈলবালার আহ্লাদ অতিশয় উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* অতিলৌকিক। 'বিদ্যাধারা কোনো উত্তুঙ্গ মানবচিত্তের উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৫ *বিণ* প্রচণ্ড। 'উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে।' *জীবন*, ১৯৪২।

উত্তুঙ্গতা [স] *বি* অতি উচ্চতা। 'তাঁর ব্যক্তিত্ব হিমালয়ের উত্তুঙ্গতা লাভ করেছিল।' *শরীফ*, ১৯৭০।

উত্তুরে *দ্র* **উত্তর**

উত্তেজ [স] *বি* তীব্র তেজ। 'যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

উত্তেজক [স] ১ *বিণ* উস্কানিদাতা। 'তিনি তীতুমীর প্রভৃতিকে প্রধান উত্তেজক ও অপরাধী ... বিশদরূপে ব্যক্ত করিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* উদ্রেককারী। 'এ স্বর্গীয় সুরা ... প্রেমভাব উত্তেজক।' *মশাররফ*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* চাঙ্গাকারী। 'একটা উত্তেজক ঔষধ তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ধরিতেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

উত্তেজনক [স] *বিণ* উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। 'ইদানীন্তন ইউরোপে উত্তেজনক নানাকর্ম্ম হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

উত্তেজনা [স] ১ *বি* অস্থিরতা। 'স্বীয় মানসের উত্তেজনাতে আরব্ধ এক কর্ম্ম।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বি* উদ্দীপন। 'ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের ক্রোধ রিপুর উত্তেজনা করা কর্তব্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* বিরক্ত। 'কোম্পানির লোক তদর্থে তাহাদিগকে উত্তেজনা করিলে তাহাকে উৎকোচ দিয়া বিদায় করিয়া দিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বিণ* বিদ্রোহের। 'ইহাও বিশ্বাস্য যে, বঙ্গের নিরীহ প্রজাদিগের উত্তেজনা ভাব সহজে সংঘটিত হয় না।' *এডুকেশন*, ১৮৯০। ৫ *বি* উদ্যম। 'অবসর এবং উত্তেজনা অল্পে অল্পে চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উত্তেজনাজনক [স] *বিণ* উত্তেজনাকর। 'অধিকতর উত্তেজনাজনক আর একটা ঘটনা ঘটিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

উত্তেজনা-প্রবাহ [স] *বি* চেতনাপ্রবাহ। 'স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কের বিশেষ অংশকে আলোড়িত করে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

উত্তেজনাবর্জিত [স] *বিণ* উত্তেজনা নেই এমন। 'উত্তেজনাবর্জিত নির্মল শুভবুদ্ধি তাঁকে এই কাজে আকৃষ্ট করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

উত্তেজনাময় [স] *বিণ* চাঞ্চল্যকর। 'এখনো শিল্পে রুচি জন্মে নাই, উত্তেজনাময় হীন আমোদেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

উত্তেজনামূলক [স] *বিণ* উত্তেজনা উদ্রেক করে এমন। 'ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক উত্তেজনামূলক উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উত্তেজনার আগুন [স উত্তেজনা+আগুন] *বি* আবেগের উত্তাপ। 'এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

উত্তেজনাশীল [স] *বিণ* উত্তেজিত স্বভাবের। 'আমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বভাবত কিছু অধিক উত্তেজনাশীল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উত্তেজিত [স] ১ *বিণ* প্রবল। 'অর্জ্জনস্পৃহা উত্তেজিত হইয়া আসিতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* উদ্দীপিত। 'তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* চাঙা। 'কল্পনা উত্তেজিত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৪ *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'ক্ষুধার্ত বা উত্তেজিত সিংহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৫ *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'সুপ্রিয়া এক মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠল।' *মানিক*, ১৯৩৫। ৬ *বিণ* মুগ্ধ। 'মাইকেল বাংলা-সাহিত্যে নূতন সম্পদের ভাণ্ডার উদ্ঘাটিলেন – তা নিয়ে প্রবীণরা খুব বেশি উত্তেজিত না হতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উত্তেজিত করা *ক্রি* উদ্দীপ্ত করা। 'তাঁহার মহাকাব্যের মান ভাব দ্বারা সমস্ত য়োরোপমণ্ডল উত্তেজিত করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

উত্তোলন [স] ১ *বি* উঁচু করা। 'কাণ মলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে হস্ত উত্তোলন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বিণ* উত্থিত। 'পুলিস রেগুলেশন বিলে বিস্তৃত আন্দোলন তরঙ্গ উত্তোলন করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

উত্তোলিত [স] *বিণ* তোলা হয়েছে এমন। 'তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উত্ত্যক্ত [স] *বিণ* বিরক্ত। 'ইহাতে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উত্ত্যক্ত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উত্ত্যক্তকারী [স] *বিণ* বিরক্তকারী। 'মেয়েদের উত্ত্যক্তকারী এই বখাটে ছেলেদের বেশীর ভাগই ... অবস্থাপন্ন পরিবারের।' *বেগম*, ১৯৬৫।

উত্থা [স উত্থান>] *ক্রি* ওঠা। 'লইয়া উত্থান থালা এক ভাবে উত্থে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উত্থান [স] ১ *বি* দাঁড়ানো। 'দক্ষ দেখি দেবগণ করিল উত্থান।' *মুকুন্দ*,

১৬০০। **২** *বি* আবির্ভাব। 'হরির উত্থান হইল কার্ত্তিক মাসেতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* উন্নতি। 'পতন ও উত্থান যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* বিদ্রোহ। 'ধর্ম্মঘট ও জমিদারের বিরুদ্ধে উত্থান।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩। **৫** *বি* অবস্থান। 'পারিস নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৬** *বি* উদয় হওয়া। 'মেঘমালার অন্ধকার হইতে যেমন ধীরে ধীরে সূর্য উত্থান করিতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৭** *বি* অভ্যুদয়। 'আমি উত্থান, আমি পতন।' *নজরুল*, ১৯২২। **৮** *বি* উন্মেষ। 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থানের যুগে।' *হাই*, ১৯৫৪।

উত্থানপতন [স] *বি* উন্নতি-অবনতি। 'জীবনের উত্থানপতন-ঘাতপ্রতিঘাত উপন্যাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

উত্থানপতনশীল [স] *বিণ* কখনো উত্থিত কখনো পতিত হয় এমন। 'উত্থান-পতনশীল কালের তরঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উত্থান শক্তি [স] *বি* ওঠার ক্ষমতা। 'শ্রীনাথ রায় যে প্রহারিত হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত উত্থান শক্তি রহিত হইয়া অচৈতন্য প্রায় ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

উত্থানশক্তিরহিত [স] *বিণ* ওঠার শক্তি নেই এমন। 'গৃহমধ্যে রুগ্নশয্যায় উত্থানশক্তিরহিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

উত্থানা [স উত্থান>] *ক্রি* ওঠা। 'আনন্দ অবিসারে উত্থানিল বরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উত্থাপন [স] **১** *বি* অবতারণা। 'অসম্ভব আশা উত্থাপন করা রীতকর্ম্মকে হাস্যাস্পদ করা মাত্র।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* উল্লেখ। 'তদ্বিষয় উত্থাপন করিলে সভ্যদিগের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।' *কৌমুদী* ১৮৩০। **৩** *বি* জাগ্রতকরণ। 'সংপ্রতি অনেক দিবসের পর যেরূ অচৈতন্যতা হইতে এতদ্দেশীয় লোকেরা মন উত্থাপন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৪** *বি* উপস্থাপন। 'আপত্তি উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে একবার বিবেচনা করা উচিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৫** *বি* প্রস্তাব। 'তবে তোমার পিতার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৬** *বি* রুজু। 'মকদ্দমা উত্থাপন করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৭** *বি* প্রকাশ। 'গোমস্তাদের কাছে যাহা উত্থাপন করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

উত্থাপিত [স] **১** *বিণ* উত্থাপন করা হয়েছে এমন। 'যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* উপরে উঠে গেছে এমন। 'বাষ্পরূপে উত্থাপিত হইয়া মেঘরূপে আকাশে স্থিতি করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৩** *বিণ* উপস্থাপিত। 'আপত্তি উত্থাপিত করায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৪** *বিণ* উপস্থিত। 'তাহাদের বিরুদ্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

উত্থাপিত করা *ক্রি* প্রস্তাব করা। 'বক পুরস্কারের কথা উত্থাপিত করিবা মাত্র ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

উত্থিত [স] **১** *বিণ* উল্লিখিত। 'কত প্রকার দয়ার কথা উত্থিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বিণ* দণ্ডায়মান। 'বোঝাই হইবা মাত্রেই আপনি উত্থিত হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। **৩** *বিণ* উপরে উঠেছে এমন। 'উল্লিখিত সোপান পরম্পরা আরোহণ না করিলে, উক্ত মঞ্চে উত্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বিণ* সৃষ্ট। 'জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **৫** *বিণ* উচ্চারিত। 'কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

উৎপতন [স] **১** *বি* উপরের দিকে লাফ। 'সেই অনুপজাত-উৎপতনশক্তি শাবকগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বি* উদ্গিরণ। 'তারার গ্যাস জ্বলনের উৎপতন আজ আমাদের চোখে পড়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

উৎপতনশক্তি [স] *বিণ* উর্ধ্বে লাফাতে সক্ষম। 'সেই অনুপজাত-উৎপতনশক্তি শাবকগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

উৎপতিত [স] *বিণ* উদিত। 'বায়বীয় পদার্থসকল উৎপতিত হইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

উৎপতি [স উৎপত্তি] *বি* জন্ম। 'বামন রূপে জন্ম লইল উৎপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

উৎপত্তি [স] **১** *বিণ* আবির্ভূত। 'বেদ উদ্ধারিতে বিষ্ণু হইল উৎপত্তি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* উদ্ভব। 'কি বিষময় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* সমাগম। 'অর্থের উৎপত্তি, উপার্জ্জন, বিনিময় ... ইত্যাদি কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৪** *বি* বিকাশ। 'অন্যান্য বিদ্যারও কোন অলৌকিক কারণে উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৫** *বি* সূত্রপাত। 'আমরা ইতিপূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি শুনিয়াও সচকিত হই নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৬** *বি* উৎস। 'এই "গুলা" শব্দের উৎপত্তি অনুসন্ধান করা আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৭** *বি* জন্ম। 'বিশ্ব-কাঁপানি হাঁচি থেকেই আমাদের উৎপত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

উৎপত্তিসম্ভাবনা [স] *বি* নতুন সৃষ্টির সুযোগ। 'অনেক নক্ষত্রেরই ছিন্ন অংশ থেকে গ্রহের উৎপত্তিসম্ভাবনা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

উৎপত্য [স] *বিণ* উৎপন্ন। 'বাঙ্গালার উৎপত্য আফিঙ্গের কনট্রাক্ট।' *এডমন*, ১৭৯৩।

উৎপথগামী [স] *বিণ* বিপথগামী। 'একপক্ষে উৎপথগামী হইলে অন্যতর পক্ষের উভয় অনিষ্ট।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

উৎপন [স উৎপন্ন] *বিণ* উদ্ভূত। 'ভাবিতে ভাবিতে সব হইব উৎপন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উৎপন্ন [স] **১** *বিণ* জাত। 'কুন্তি গর্ব্বে জন্ম পাণ্ডু বংসে উৎপন্ন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* উৎপাদিত। 'ইহাতে অতিশয় শস্য উৎপন্ন হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* আয়। 'পর্য্যষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৪** *বি* আদায়। 'দিল্লীর সন্নিহিত স্থানে পূর্ব্বে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৫** *বিণ* আবির্ভূত। 'মতিমান ব্যক্তি সকল উৎপন্ন হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

উৎপন্নকারী [স] *বিণ* উৎপাদনকারী। 'ধান যখন উহার উৎপন্নকারী কৃষকের হাতছাড়া হইল।' *জামায়াত*, ১৯৪৩।

উৎপন্নমতি [স] *বিণ* উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সাহেব আপনারা উৎপন্নমতি ও বুদ্ধিমন্ত ...।' *কেরি*, ১৮০২।

উৎপন্নমতিত্ব [স] *বি* উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা। 'জয়শ্রী, উৎপন্নমতিত্ববলে, এক উপায় স্থির করিয়া কহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উৎপন্নীয় [স] *বিণ* আদায়কৃত। 'তিন সুবা উৎপন্নীয় ধন দিয়া সৈন্য প্রচুর রাখিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

উৎপল [স] *বি* পদ্ম। 'অতি রম্য সরোবর কমল উৎপল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।
উৎপল রাতা *বি* পদ্মফুলের মতো লাল। 'অতি শোভা করে যেন উৎপল রাতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উৎপলাক্ষী [স] *বিণ স্ত্রী* পদ্মের মতো সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'উৎপলাক্ষী চপলা কুমারী কমলা ওই।' *নজরুল*, ১৯২২।

উৎপাটন [স] **১** *বি* উচ্ছেদ। 'নূতন বাজার অবিলম্বে স্বহস্তে উৎপাটন

করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **২** *বি* উপড়ানো। 'ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

উৎপাটনযোগ্য [স] *বিণ* উৎপাটন করতে হবে এমন। 'দেহের দুর্গম গহনে বিপদ আছে বদ্ধমূল, সেটা উৎপাটনযোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উৎপাটনশীল [স] *বি* উন্মূল করে যে। 'ইহারা রক্ষণশীল দলভুক্ত হইয়াও উৎপাটনশীলদিগকে সাহায্য করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

উৎপাটিত [স] *বিণ* সমূলে তুলে ফেলা হয়েছে এমন। 'বলপূর্বক উৎপাটিত করিয়া লইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

উৎপাত [স] **১** *বি* দৈব নিগ্রহ। 'ব্রহ্ম সাঁপ লক্ষ করি উৎপাত করিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* উপদ্রব। 'সেদিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* অত্যাচার। 'নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষে দুইবার পুলিসকে ঠেঙাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৪** *বি* আস্তানা। 'বাড়িটাতে ভূতের উৎপাত আছে বলিয়া গুজব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৫** *বি* বিপদ। 'সেখানে যাও উৎপাত সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

উৎপাতক [স] *বিণ* উৎপাতকারী। 'চাপা-দেওয়া পার্থক্য একটা উৎপাতক পদার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উৎপাতগ্রস্ত [স] *বিণ* ঝামেলাগ্রস্ত। 'বালককে দেশ হইতে আনিয়া ঐ কালেজে নিযুক্ত করিলাম তাহাতে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

উৎপাতমাত্র [স] *বি* উপদ্রবমাত্র। 'সমস্তই উৎপাতমাত্র, অপমান নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

উৎপাতহীন [স] *বিণ* উপদ্রব নেই এমন। 'মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

উৎপাদন [স] **১** *বি* সৃষ্টি। 'ধূমল পিতাদি অন্য অন্য মনোহর বর্ণও উৎপাদন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* উদ্ভাবন। 'তিনি গতি বিধান বাষ্প উৎপাদন, তদ্দ্বারা বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ নির্মাণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বি* উদ্রেক। 'শুভাশুভ দিনক্ষণ তাহার কতই আশঙ্কা ও কতই উদ্বেগ উৎপাদন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বি* জন্মদান। 'মনুষ্যের মত কন্যাপুত্র উৎপাদন পূর্বক তাহাদিগের ভরণ-পোষণার্থ ভারগ্রস্ত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

উৎপাদন করা **১** *ক্রি* জ্বালানো। 'আলোক উৎপাদন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *ক্রি* ফলানো। 'তরিতরকারী মেয়েরাই বেশির ভাগ উৎপাদন করে।' *বেগম*, ১৯৭৩।

উৎপাদনবিচ্ছিন্নতা [স] *বি* উৎপাদনবিমুখতা। 'সমাজে নতুন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের উৎপাদন বিমুখতা অথবা উৎপাদনবিচ্ছিন্নতা।' *সনৎ*, ১৯৭০।

উৎপাদনবিধি [স] *বি* উৎপাদন-কাজের পদ্ধতি। 'প্রাচীন উৎপাদনবিধি ও পুরোহিতকুলের আধিপত্য এক পাপচক্র সৃষ্টি করে ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

উৎপাদনব্যবস্থা [স] *বি* উৎপাদনরীতি। 'নতুন কোন উৎপাদনব্যবস্থা দৃঢ়মূল না হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে কতটা নিরাবলম্ব ও শোচনীয় হয়ে পড়ে ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

উৎপাদনভিত্তিক [স] *বিণ* উৎপাদনকেন্দ্রিক। 'উৎপাদিকাশক্তির ব্যবহার প্রণালী যেমন ছিল, তেমনি থাকে, উৎপাদনভিত্তিক সমাজ-সম্পর্ক।' *সনৎ*, ১৯৭০।

উৎপাদনী [স] *বিণ* উৎপাদন সংক্রান্ত। 'জমির অনুর্বরতা কঠিন প্রযত্নের দ্বারা দূর করে তবে ফসল ফলাতে হয়, তবেই তার উৎপাদনী শক্তি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

উৎপাদনীশক্তি [স] *বি* উৎপাদন করার ক্ষমতা। 'শ্রমের উৎপাদনীশক্তি তাতে বিন্দু মাত্র বাড়ে না।' *সনৎ*, ১৯৭০।

উৎপাদিকা [স] *বিণ স্ত্রী* উৎপাদন করতে সমর্থ। **উৎপাদিকাশক্তি** [স] *বি* উৎপাদন-ক্ষমতা। 'পৃথিবীতে তৎসমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি এবং শ্রমের অপচয়ের সংক্ষেপণের দ্বারাই ... প্রযুক্তির প্রগতি নির্ণীত হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

উৎপাদিত [স] **১** *বিণ* উৎপন্ন। 'স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদিই দুর্মূল্য হইবার কি কারণ।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* সংঘটিত। 'যত বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহার অর্দ্ধাংশ ... স্বকীয় দোষে উৎপাদিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উৎপাদিতব্য [স] *বিণ* উৎপাদিত হবে এমন। 'উৎপাদিতব্য পাটের পরিমাণ-হ্রাস দ্বারা তার মূল্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাওয়াই মন্ত্রিসভার কর্ত্তব্য ছিল।' *সওগাত*, ১৯৪৪।

উৎপাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* উৎপাদনক্ষম। 'শুষ্ক ভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উৎপাদ্য [স] *বিণ* উৎপাদনযোগ্য। 'যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

উৎপিঞ্জর [স] *বিণ* বন্ধনহীন। 'উৎপিঞ্জর তারুণ্যের লাস্যময় লীলায় মুখর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

উৎপীড়ক [স] *বিণ* অত্যাচারী। 'প্রথম উৎপীড়ক জমিদার।' *সুলভ সমাচার*, ১৮৭০।

উৎপীড়ন [স] **১** *বি* উত্যক্ত করা। 'বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করাতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বি* অত্যাচার। 'অনেক স্থলে এই সমস্ত ঘৃণাকর উৎপীড়ন ঘটিতেছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

উৎপীড়নকারী [স] *বি* পীড়নকারী। 'উৎপীড়নকারীর পৃষ্ঠদেশে মুখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উৎপীড়িত [স] **১** *বিণ* অত্যাচারিত। 'অপমানিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **২** *বি* অত্যাচারিত ব্যক্তি। 'উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।' *নজরুল*, ১৯২১।

উৎপীড়িতা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যাচারিত। 'উৎপীড়িতা মেয়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

উৎপীড়িষা [স] *বি* উৎপীড়নের ইচ্ছা। 'উৎপীড়িষা, জিজীবিষা, জিঘাংসা প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

উৎপূর্ণ [স] *বিণ* পূর্ণমাত্রায় ভরা। 'আঙুরের গুচ্ছের মতো, অমনি একটি বৃন্তভরা অজস্র সুডোল সৌন্দর্য, যৌবনরসে অমনি উৎপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উৎপ্রেক্ষা [স] *বি* অভেদ কল্পনা করা হয় এমন অর্থালঙ্কার [যেমন, 'তুমি আমার নয়নমণি।' 'জীবন একট স্বপ্ন।' কিন্তু 'তুমি আমার নয়নমণির মতো' অথবা 'জীবন একটা স্বপ্নের মতো' উৎপ্রেক্ষা নয়, উপমা]। 'এমন ক্ষীণ জাল বুননকুশলের সহিত উৎপ্রেক্ষা করিতে কিছু ভয়ের বিষয় নাহি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উৎপ্রেরণা [স] *বি* প্রবল প্রবৃত্তি। 'মানুষের মনে পীড়া দেওয়ার আর্ট যাঁদের বংশগত উৎপ্রেরণা বিশেষ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

উৎপ্লব [স] *বি* তরী। 'তোমাদের উন্মাদ জীবন-উৎপ্লব দেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উৎফুল্ল [স] *বিণ* উল্লসিত। 'ভবিষ্যতে অধিক অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া, বিধবা সেই দিন হইতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

উৎফুল্লতা [স] *বি* আনন্দ; স্ফূর্তির ভাব। 'মনের ভেতর একটা উৎফুল্লতা।' *জীবন*, ১৯৩১।

উতৃম [স উত্তম] *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'উতৃম অধম মধ্যম তৃবিধ প্রকারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উতৃর [স উত্তর] ১ *বি* কথা। 'আর কেহো নাহি জানে এসব উতৃর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* উত্তর দিক। 'দক্ষিনে হইল উভা উতৃর দিগ নিনা।' *মালাধর*, ১৫০০।

উতৃরা [স উত্তরণ>] *ক্রি* উপস্থিত হওয়া। 'স্ত্রি পুত্র সহিত সভে উতৃরিলা গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

উত্যক্ত [স] *বিণ* বিরক্ত। 'এক সময় বৃক্ষেরা আপন নিঃশঙ্ক আর সমতাবস্থা যাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগে রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উত্যক্ত হইয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উৎরাই *বি* ঢাল। 'কোথাও চড়াই আবার কোথাও উৎরাই।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

উৎরানো ১ *ক্রি* অবতরণ করা। 'জাহাজকে বিদায় দিয়া গণ্ডোলায় করিয়া বেনিসে উৎরাইলাম।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *ক্রি* পার হওয়া; শেষ হওয়া। 'সেদিন সন্ধ্যা উৎরেছে রাবেয়া আসেনি।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

উৎরে যাওয়া *ক্রি* উত্তীর্ণ হওয়া। 'দেখে নিও আমি মহাপুরুষের ভূমিকায় ঠিক উৎরে যাবো একদিন।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

উত্রাস [স] *বি* ত্রাস; ভয়। 'উত্রাস ভীম।' *নজরুল*, ১৯২৫।

উত্রি [স উত্তরীয়] *বি* উত্তরীয়; চাদর। 'উক্ত মত করে ক্রিয়া [illegible] উত্রি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। দ্র **উত্রী**

উৎলানি *বি* আন্দোলন। 'সুরের উৎলানিতে নীহারকে কেমন যেন একরকম অভিভূত করে রেখেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

উৎশিষ্ট [স] *বিণ* উদ্বৃত্ত। 'ভূমা থেকে উৎশিষ্ট যে শ্রেষ্ঠতার কথা অথর্ববেদে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উৎশেষ [স] *বি* চূড়ান্ত সমাপ্তি। 'যাকে অথর্ববেদ বলেছেন সীমার উদ্বৃত্ত, সকল শেষের উৎশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উৎস [স] ১ *বি* প্রবাহ। 'আত্মার মধ্যে তাহার অনন্ত উৎস দেখিতে পান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ২ *বি* উৎপত্তিস্থল। 'প্রীতি ও শ্রদ্ধারূপ রমণীয় উৎস হইতে তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য ও মনন উৎসারিত হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৩ *বি* ফোয়ারা। 'স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বি* উৎপত্তিস্থল। 'অগ্নি-উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৫ *বি* সাগর। 'উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

উৎসজল [স] *বি* সাগরের জল। 'উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

উৎসতীর্থ [স] *বি* তীর্থভূমি; তীর্থস্থান। 'তীর্ত অর্থাৎ তীর্থ আম্পুল মানে উৎস – উৎসতীর্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উৎসধারা [স] *বি* ঝরনার প্রবাহ। 'আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গলঘট ভর গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উৎসমুখ [স] *বি* উৎপত্তিস্থান। 'যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

উৎসমূল [স] *বি* উৎপত্তিস্থল। 'সে হল জীবনের উৎসমূলে অবগাহন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

উৎসস্থল [স] *বি* উৎপত্তিস্থান। 'এর উৎসস্থল বৃহত্তর ভারতীয় আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে।' *উমর*, ১৯৬৬।

উৎসস্রোত [স] *বি* উৎস থেকে আগত স্রোত। 'অমৃতের উৎসস্রোতে চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উৎসঙ্গ [স] ১ *বি* কোল। 'উৎসঙ্গে লীনা বীণা সে মুক্তস্বরা।' *অবন*, ১৯৩০। ২ *বি* আলিঙ্গন। 'জন্ম ও মৃত্যুর ভাবী উৎসঙ্গে যত আছে রূপ-রাগ নিল সেই সঙ্গে।' *মোহিত*, ১৯৩০।

উৎসঙ্গ-প্রদেশ [স] *বি* কোল। 'উৎসঙ্গ-প্রদেশে, ধূর্জটির পাদপদ্ম পড়িছে সঘনে অশ্রুবারি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

উৎসন্ন [স] ১ *বিণ* ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমুদায় একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বিণ* অধঃপাতিত। 'বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* বিনষ্ট। 'সাধারণের সম্পত্তি উৎসন্ন করিতেছে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

উৎসন্ন যাওয়া *ক্রি* গোল্লায় যাওয়া। 'বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উৎসব [স] ১ *বি* আনন্দানুষ্ঠান। 'শুনে তারা উৎসবের কথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আনন্দ। 'তুমি আজ্ঞা দিলে আমি যাই পিতৃবাস / বাপের উৎসব দেখি বড় অভিলাষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* মেলা। 'এই গ্রামে একটি উৎসব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বি* পরিতৃপ্তি। 'বস্তুত গর্ভিণী রমণীর যে কান্তি সেটাতে চোখের উৎসব তেমন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উৎসব-কার্য্য [স] *বি* উৎসবের আয়োজন। 'যজ্ঞাদি উৎসব-কার্য্যে সমাদরপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উৎসব-কৌতুক [স] *বি* আমোদ-আহ্লাদ। 'মত্তসবে উৎসব-কৌতুকে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

উৎসবক্ষণ [স] *বি* উৎসবের মুহূর্ত। 'পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

উৎসব-দীপ [স] *বি* উৎসবের প্রদীপ। 'কার তরে জ্বালো উৎসব-দীপ?' *নজরুল*, ১৯২৪।

উৎসব-বালক [স] *বি* উৎসবে গান গায় যে বালক। 'উৎসব-বালকেরা আজ গান গেয়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

উৎসববিলাসী [স] *বিণ* উৎসব নিয়ে অতিশয় উৎসাহী। 'উৎসববিলাসী সৌন্দর্যপ্রিয়তাকে আনন্দের সঙ্গে দেখেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উৎসবমুখর [স] *বিণ* উৎসবের আনন্দে পরিপূর্ণ। 'এই অঞ্চল এবং সন্ধ্যাবেলার উৎসবমুখর বাড়ি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

উৎসবরাজ [স] *বি* বসন্ত ঋতু। 'উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলা রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

উৎসবরাতি [স উৎসব+স রাত্রি] *বি* উৎসবের রাত। 'ঘরেতে বারবার এসেছে বিবাহ-উৎসবরাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

উৎসবরীতি [স] *বি* আনন্দানুষ্ঠানের ধরন। 'বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর উৎসবরীতির সাধারণ তারতম্য অনুসারে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

উৎসব-লক্ষ্মী [স] *বি স্ত্রী* উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী। 'হিমানীর কারাদুর্গতলে

প্রাণের উৎসবলক্ষ্মী বন্দী ছিল তন্দ্রার শৃঙ্খলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উৎসব-সঙ্গীত [স] *বি* উৎসবাদিতে গাওয়া হয় এমন গান। 'স্বভাববর্ণন ও ঋতুপরিক্রমা থেকে আরম্ভ করে ধর্মসঙ্গীত প্রেম-সঙ্গীত স্বদেশী-সঙ্গীত, উৎসব-সঙ্গীত ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

উৎসব-সভা [স] *বি* আনন্দানুষ্ঠান। 'আমাদের কথোপকথন-সভা সেই উৎসব-সভা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উৎসব-সভাতল [স] *বি* উৎসবের স্থান। 'ছন্দের উৎসবসভাতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

উৎসবহীন [স] *বিণ* উৎসব নেই এমন। 'উৎসবহীন কৃষ্ণপক্ষে আমার বক্ষোমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উৎসবান্তে [স] *ক্রিবিণ* উৎসবের শেষে। 'উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উৎসবার্থ [উৎসব-অর্থ] *ক্রিবিণ* উৎসবের জন্য। 'উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উৎসরণ [স] *বি* পতন। 'পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই।' *জীবন*, ১৯৪৮।

উৎসর্গ [স] **১** *বি* দান। 'আটচালা পরিপূর্ণ পিত্তলের বাসন উৎসর্গ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **২** *বি* নিবেদন। 'সকল দানাদি উৎসর্গ হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

উৎসর্গ-করা [স উৎসর্গ+করা] *বিণ* উৎসর্গ করা হয়েছে এমন। 'এক-একটা দিন পুরা পাগলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উৎসর্গ-সামগ্রী [স] *বি* দানবস্তু। 'পবিত্র উৎসর্গ-সামগ্রীর মতো তুলিয়া ধরিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উৎসর্গা [স উৎসর্গ>] *ক্রি* উৎসর্গ করা। 'কন্যা উৎসর্গিয়া দিস ততক্ষণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

উৎসর্গিত [স] *বিণ* উৎসর্গ করা হয়েছে এমন। 'সমাজের উন্নয়নের সাধনায় ফাতেমা জিন্নার জীবন উৎসর্গিত।' *বেগম*, ১৯৪৯।

উৎসর্গীকৃত [স] *বিণ* উৎসর্গ করা হয়েছে এমন। 'খান বাহাদুর সমাজসেবায় দেহমন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

উৎসর্গীকৃতপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে এমন। 'স্বাধীনতার জন্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মহাপুরুষ।' *সাদত*, ১৯৬৭।

উৎসর্জন [স] *বি* উৎসর্গ। 'শত লক্ষ ধিক্কারলাঞ্ছনা উৎসর্জন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

উৎসাত [স] *বিণ* উচ্ছন্ন; বিনষ্ট। 'ভাঙ্গিল তরুবর উড়িল কত ঘর উৎসাত হইল গৌড়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উৎসাদ [স] *বি* ধ্বংস। 'এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উৎসাদন [স] *বি* উচ্ছেদ। 'য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উৎসাদিত [স] *বিণ* বিতাড়িত। 'আমেরিকগণের মতো উৎসাদিত হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উৎসারা [স উৎসারণ>] *ক্রি* উৎসারিত হওয়া। 'উৎসারিছে প্রাণের ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

উৎসারিত [স] *বিণ* নির্গত। 'পূর্ণ উৎসের মতো গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

উৎসাহ [স] **১** *বি* উদ্দীপনা। 'পরম উৎসাহ সবে হৈলা যত্নবান।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* আগ্রহ। 'প্রবৃত্তির উৎসাহ বৃদ্ধি হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **৩** *বি* প্রেরণা। 'উৎসাহ দেওয়া সুকৌশল বোধ করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উৎসাহজনক [স] *বিণ* উৎসাহ জাগায় এমন। 'উৎসাহজনক কোন সামান্য ব্যাপার উপস্থিত হইলেই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

উৎসাহতরঙ্গ [স] *বি* উৎসাহরূপ তরঙ্গ। 'আশ্চর্য উৎসাহতরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উৎসাহদাতা [স] *বিণ* উৎসাহ প্রদানকারী। 'ইনি সাহিত্যব্যবসায়ীদিগের সহায়, উৎসাহদাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

উৎসাহদাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* উৎসাহ প্রদানকারী। 'দেবী মেরী তাহার উৎসাহদাত্রী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

উৎসাহপরায়ণ [স] *বিণ* আগ্রহী। 'বিধি ও ব্যবস্থা রক্ষা করতে উৎসাহপরায়ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উৎসাহপূর্ণ [স] *বিণ* আনন্দমুখর। 'চতুর্দ্দিকই উৎসাহপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উৎসাহপূর্বক, উৎসাহপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* উৎসাহ নিয়ে। 'ইহারা উৎসাহপূর্ব্বক কহিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

উৎসাহপ্রদ [স] *বিণ* উৎসাহ জাগায় এমন। 'মাটিটি নরম তাই উৎসাহপ্রদ – যেন বা তেজবর্ধক।' *হাসান*, ১৯৬৭।

উৎসাহবর্ধন, উৎসাহবর্দ্ধন [স] *বি* উৎসাহ বৃদ্ধি। 'কৃষিজীবীদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থে একটি কৃষিসমাজ সংস্থাপন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উৎসাহবাণী [স] *বি* প্রেরণামূলক বার্তা। 'তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

উৎসাহবান [স] *বিণ* আগ্রহী। 'ইহাদের মধ্যে ... উৎসাহবান দেশ-পর্য্যটকও হইয়া গিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

উৎসাহবোধ [স] *বি* আগ্রহ অনুভব। 'বিলাতি রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুরূপ মনে করিয়া উৎসাহবোধ করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উৎসাহব্যঞ্জক [স] *বিণ* উৎসাহ প্রদান করে এমন। 'প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচী বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে মেয়েদের ভূমিকাও একান্ত উৎসাহব্যঞ্জক।' *বেগম*, ১৯৬২।

উৎসাহশীল [স] *বিণ* উদ্যোগী। 'স্বভাব সদা উৎসাহশীল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

উৎসাহসম্পন্ন [স] *বিণ* উদ্যমী। 'উৎসাহসম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান ভ্রাতৃগণ।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

উৎসাহহীন *বিণ* উৎসাহ নেই এমন। 'চতুর্দিকব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উৎসাহহীনতা [স] *বি* উদ্দীপনাহীনতা। 'এই ভাবকেই উৎসাহহীনতা ও ঔদাসীন্য বলিয়া গণ্য করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উৎসাহা [স উৎসাহ>] *ক্রি* উৎসাহিত হওয়া। 'নবীনবদনে অভয়কিরণ/ জ্বলি ওঠে উৎসাহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

উৎসাহান্বিত [স] *বিণ* উৎসাহিত। 'এতাদৃশ পরোপকারে উৎসাহান্বিত হইয়া প্রবর্ত্ত হইয়াছেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

উৎসাহাভাব [স উৎসাহ-অভাব] *বি* উৎসাহের অভাব। 'উৎসাহাভাবে দুর্বলের মতো প্রতিভাত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উৎসাহিক [স] *বিণ* উৎসাহী। 'সে কেবল দুটি-একটি অত্যুৎসাহিকের ধ্যানের মধ্যেই ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উৎসাহিত [স] **১** *বিণ* উৎসাহ পেয়েছে এমন। 'তাঁহাকে মৃগয়াতে উৎসাহিত করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বিণ* আগ্রহী। 'ভূপতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৩** *বিণ* অনুপ্রাণিত; উদ্বুদ্ধ। 'পরস্পরকে প্রাণপণে উৎসাহিত করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উৎসাহী [স] **১** *বিণ* উদ্যমী। 'কদাচ তাঁহারা দেশের মঙ্গলার্থে উৎসাহী উদ্যোগী হইবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বিণ* অগ্রণী। 'যদি গভর্ণমেন্ট উৎসাহী হইয়া সকল গ্রামের মধ্যে এক এক চাঁদা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৩** *বিণ* আগ্রহী। 'তাঁহারা সেই আস্বাদন-সুখ অন্যদিগকে দিবার জন্য উৎসাহী হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৪** *বিণ* উৎসাহিত। 'মেয়েলি ব্রত গ্রন্থআকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৫** *বিণ* তৎপর। 'যতরকম অশাস্ত্রীয় চিকিৎকার সন্ধানে উৎসাহী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উৎসাহোন্মুখ [স উৎসাহ-উন্মুখ] *বিণ* উৎসাহান্বিত; উদ্যমী। 'এই উৎসাহোন্মুখ যুবককে সবিশেষ অবগত করাইয়া পূর্ব্বেই সতর্ক করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

উৎসুক [স] **১** *বিণ* আগ্রহান্বিত। 'অপূর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক২ বিজ্ঞ লোক উৎসুক ...' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* কৌতূহলী। 'ক্রমে এই মন্দির এমন একটি স্থান হইল যে, প্রত্যেক খাটি ইহুদী উৎসুক দৃষ্টিসহকারে তাহার দিকে তাকাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৩** *বিণ* উৎকণ্ঠিত। 'আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উৎসুকচিত্ত [স] *বি* আগ্রহী মন। 'উৎসুকচিত্তে তিনি গোরার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উৎসুকতা [স] *বি* ব্যগ্রতা। 'এই প্রবৃত্তির উৎসুকতা অনেকের মধ্যে আজকাল দেখা যায়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

উৎসুকদৃষ্টি [স] *বি* কৌতূহলী দৃষ্টি। 'পৃথিবীর দিকে উৎসুকদৃষ্টিতে হৃদয় মেলিয়া দিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

উৎসুক হওয়া *ক্রি* উদ্‌গ্রীব হওয়া। 'তোমায় দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া ... চলিয়া আসিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উৎসুকা [স] *বিণ স্ত্রী* আগ্রহান্বিত। 'শকুন্তলা নিতান্ত উৎসুকা হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৪।

উৎসৃষ্ট [স] **১** *বি* এঁটো। 'আমারই উৎসৃষ্ট খাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। **২** *বিণ* উৎসর্গীকৃত। 'তাহারই উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উৎসৃষ্টপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাণ উৎসর্গ করেছে এমন। 'ইসলামের ইজ্জৎ রক্ষায় উৎসৃষ্টপ্রাণ মওলানার কাগজে ...' *সওগাত*, ১৯২৮।

উৎসেদ [স] *বি* ধ্বংস। 'এ রাজধানীর উৎসেদ দশা প্রাপ্তির উপক্রম হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উৎসেধ [স] *বি* উচ্চতা। 'তরঙ্গের উৎসেধ কিছু কিছু বাড়িতে লাগিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

উৎস্রাবা [স উৎস্রাবণ] *ক্রি* উছলানো। 'আপনারে দেয় উৎস্রাবিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উথল পাথাল [স উত্তাল>] **১** *বিণ* উদ্বেলিত। 'সারা গায়ে তার স্নেহ ও মমতা উথল পাথাল করে।' *জসীম*, ১৯২৭। **২** *বিণ* অতি উত্তাল; প্রবল ঢেউযুক্ত। 'নিম্নে নদী উথল পাথাল।' *জসীম*, ১৯৩১।

উথলা [স উত্তাল>] **১** *ক্রি* উপচে পড়া। 'হৃদয়ে আনন্দ-সিন্ধু উথলিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* স্ফীত হওয়া। 'নদী খালে বৃষ্টি জলে উথলে মগরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* আবেগাপ্লুত হওয়া। 'উথলএ বিরহ হিল্লোল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'দুই দিগে উথলায় সংগ্রাম তরঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৫** *ক্রি* উপচে পড়া। 'অনল সহিতে তথা উথলিল জল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৬** *ক্রি* সক্রিয় হওয়া। 'উথলিল সেই বিষ আল্লার ফরমানে ...' *সুলতান*, ১৭০০। **৭** *ক্রি* [তরল পদার্থ] সিদ্ধ হওয়া। 'উথলাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৮** *ক্রি* জেগে ওঠা। 'বলিবে কি উথলিল পুরাতন সুখ।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৯** *ক্রি* ঝরে পড়া। 'কি ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে উথলে নয়ন-বারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **১০** *ক্রি* ফুটে ওঠা। 'আমার হিয়াখানি হারালো সীমা বিপুল হরষে, উথলি উঠে বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **১১** *ক্রি* বের হওয়া। 'মোর ডাকে কেন এত উথলায় চোখে তব জল?' *নজরুল*, ১৯২৩। **উথলএ** *ক্রি* আবেগাপ্লুত হয়। 'উথলএ বিরহ হিল্লোল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **উথলি** *ক্রি* উথলে উঠলো। 'উথলি উঠিল জল দেখিতে অপার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **উথলি উথলি** *ক্রিবিণ* মাঝে মাঝে। 'নিতি প্রতি শব্দ করে উথলি উথলি।' *সুলতান*, ১৭০০। **উথলিয়া** *ক্রি* স্ফীত হয়ে। 'অমনি প্রেমের সিন্ধু উথলিয়া উঠে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **উথলিয়ে** *ক্রিবিণ* উপচে। 'অ-বিন্দু উথলিয়ে নীরে হয়েছিল নৈরাকার।' *লালন*, ১৮৯০। **উথলিল** **১** *ক্রি* স্ফীত হয়ে উঠলো। 'উথলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* সক্রিয় হলো। 'উথলিল সেই বিষ আল্লার ফরমানে।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *ক্রি* মনে পড়লো। 'বলিবে কি উথলিল পুরাতন সুখ।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **উথলে** *ক্রি* স্ফীত হয়। 'উথলে সাগর জল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **উথলে ওঠা** *ক্রি* ফেঁপে বা ফুলে ওঠা। 'অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

উথলিত [স উত্তাল>] *বিণ* উচ্ছলিত। 'চন্দ্রকান্তে উথলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উথা *ক্রিবিণ* সেখানে; ওখানে। 'উথা কংস নৃপবরে ভগিনি আনিএগ ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উথাত *ক্রিবিণ* ওখানে। 'উথাত অর্জ্জুন গেলা হস্তিনা নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উথাআঁ পাথাআঁ [স উৎ+স্থা, প্রস্থা>] *ক্রিবিণ* উদ্বুদ্ধ করিয়ে। 'উথাআঁ পাথাআঁ আক্ষা আণিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উথালানো [স উত্তাল>] *ক্রি* উথলে ওঠা। 'মহাকুণ্ড উথালিয়া করে টলমল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উথালি-পাথালি [স উত্তাল>] *বিণ* অস্থির। 'এ বুঝি জোয়ানকির উথালি-পাথালি নাচন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

উথাসে *ক্রিবিণ* ওখানে। 'উথাসে নারদ মুনি গিয়া কৃষ্ণ ঠাঞিঃ।' *মালাধর*, ১৫০০।

উদঅ [স উদয়] *বিণ* পূর্ব। 'উদঅ দুআরে উপনীত।' *রামাই*, ১৭১০।

উদআ [স উদয়>] *ক্রি* উদিত হওয়া। 'উদইছে যেন শশী রবি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'আদমের পৃষ্ঠেত উদএ পূর্ণ শশী।' *সুলতান*, ১৭০০।

উদক[১] [স] *বি* পানি। 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিছা।' *চর্যা ২৯*, ১২০০।

উদকচান্দ [স উদক-চন্দ্র] *বি* পানিতে প্রতিফলিত চাঁদ। 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিছা।' *চর্যা ২৯, ১২০০।*

উদকযন্ত্র [স] *বি* জলযানাদি। 'দুর্গসকল ত ধন ধান্য উদকযন্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন।' *বঙ্কিম, ১৮৮৭।*

উদক[২] [স] *বি* উত্তরাভিমুখ। 'মাঘ মাসে নিশাকালে উদকে শয়ন।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

উদগত [স উদ্গত] *বিণ* উৎসুক। 'সব খন পরদারে উদগত মতী।' *বড়ু, ১৪৫০।*

উদগম [স উদ্‌গম] *বি* উদয়। 'অস্থিসন্ধিত্যাগ অনুভাবের উদগম।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

উদগমতী [স উদগ্রমতী] *বিণ* উৎসুক। 'রাধার কারণে ভৈলোঁ উদগমতী। *বড়ু, ১৪৫০।*

উদগারা [স উদ্‌গার>] *ক্রি* বমি করা। 'গলাএ অঙ্গুলিআ উদগারিল জল।' *মালাধর, ১৫০০।* দ্র **উদ্‌গার**

উদগ্র [স] **১** *ক্রিবিণ* উত্তেজিতভাবে। 'আহ্বানিল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র।' *মাইকেল, ১৮৬১।* **২** *বিণ* তুমুল। 'আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৯।* **৩** *ক্রিবিণ* আগ্রহ নিয়ে। 'তিনি অতিরিক্ত উদগ্রভাবে একালীয়তা ফলাইতে ব্যস্ত।' *রবীন্দ্র, ১৯০৯।* **৪** *বিণ* জোরালো। 'কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২।* **৫** *বিণ* দারুণ। 'ফিরে যাবার জন্যে তাদের এ উদগ্র ব্যস্ততা।' *ওয়ালী, ১৯৪৫।* **৬** *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'এল বন্ধুর উপলভূমিতে উদগ্র বৈশাখ।' *ফররুখ, ১৯৪৬।* **৭** *বিণ* প্রবল। 'হিন্দুস্তানের বনিয়াদ বাংলার বুকে কায়েম হইবে – এই উদগ্র আশা ...।' *আজাদ, ১৯৪৬।*

উদগ্রতা [স] *বি* তীব্রতা। 'তারি উদগ্রতা নিয়ে ... ভোগ সুখ সব তুচ্ছ করি নিশিথ পথের বাঁকে এসেছিলে নেমে।' *মাহেনও, ১৯৪৯।*

উদজোগ [স উদ্যোগ] *বি* আয়োজন। 'উদজোগ করিল কংস করিতে নিধন।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

উদত [স উদ্যত] *বিণ* উদ্যোগী। 'পরে খোজেস্তা যাইতে উদত হইলেন।' *চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।*

উদন্ত [স উদন্ত] *বিণ* উদ্যত। 'পত্র পাঠাইতে উদন্ত হীলাম।' *চিঠিপত্রে, ১৮৬৫।*

উদধি [স] *বি* সমুদ্র। 'নাভি কুণ্ড উদধি ভাঁওর জলাকার।' *আলাওল, ১৬৮০।*

উদন [স ওদন] *বি* ভাত। 'পায়েস উদন পিঠা পঞ্চাশ বেঞ্জন মিঠা।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

উদবর্ত, উদবর্ত্ত [স উদ্‌বর্ত] *বিণ* উদ্বৃত্ত। 'জত টাকা উদবর্ত্ত হইবেক।' *ক্যালগে, ১৭৯৮।*

উদবিগ্ন [স উদ্বিগ্ন] *বিণ* উৎকণ্ঠিত; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। 'বড়ই উদবিগ্ন আছি।' *ওসাঁ, ১৭৭৯।* দ্র **উদ্বিগ্ন**

উদবিন্দু [স] *বি* জলবিন্দু। 'বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু।' *গোবিন্দ, ১৬০০।*

উদবিলাই [স উদ্বিড়াল] *বি* ভোঁদড় জাতীয় জলজন্তু। 'উদবিলাইয়ের চামড়া।' *ক্যালগে, ১৭৮৪।*

উদবেগা [স উদ্বেগ>] *ক্রি* উদ্বিগ্ন হওয়া। 'জমুনাক তির উপবন উদবেগল ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।* দ্র **উদ্বেগ**

উদম [স উদ্দাম] *বি* উৎপাত; উপদ্রব। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

উদমাদা [স উদ্দাম] *বিণ* আধপাগলা; বোকা। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

উদমো [স উদ্দাম] **১** *বিণ* বন্ধনহীন। 'এই ভারত মাঠে হে আমরা উদমো ষাঁড়।' *নজরুল, ১৯২৪।* **২** *বিণ* দুরন্ত। 'উদমো ছেলে ছটফটে খুব।' *নজরুল, ১৯২৬।*

উদযোগ [স উদ্যোগ] *বি* আয়োজন। 'আমাকে মারবের উদযোগ কল্যে।' *দীনবন্ধু, ১৮৬৩।* দ্র **উদ্যোগ**

উদয় [স] **১** *বি* ওঠা। 'উরজ উদয় থল লালিম দেল।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০;* 'অন্ধকার ঘুচিল হৈল সুর্য্য উদয়।' *মালাধর, ১৫০০।* **২** *বি* উৎপত্তি। 'যত দেখি সব তোমা হৈতে সে উদয়।' *বৃন্দা, ১৫৮০।* **৩** *বি* প্রকাশ। 'তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।* **৪** *বি* আবির্ভাব। 'প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের বিচিত্র শোভাকর ভূয়োভূয় পরিবর্তন দেখিয়া যে অতুল আনন্দের উদয় হয়।' *অক্ষয়, ১৮৪৮।* **৫** *বি* সঞ্চার। 'অহংকার উদয় হইলেই রাগ উপস্থিত হয়।' *প্যারী, ১৮৫৮।* **৬** *বিণ* উদিত। 'আবার হইল চিন্তা হৃদয়ে উদয়।' *রবীন্দ্র, ১৮৭৮।*

উদয়-অচল [স] *বি* সূর্যোদয়ের কল্পিত পর্বত; পূর্বদিগন্ত। 'যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে।' *মাইকেল, ১৮৬৬।*

উদয়-অচলতল [স] *বি* উদয়াচলের পাদদেশ। 'উদয়-অচলতল সাজিল নন্দন।' *রবীন্দ্র, ১৯১৪।*

উদয়-অস্ত [স] *বি* সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। 'বেষ্টিয়া দুর্ভেদ্য দুর্গমতলে উদয়-অস্তের চক্রপথে।' *রবীন্দ্র, ১৯৪১।*

উদয়-উষা [স] *বি* সূর্যোদয়ের সময়। 'আঁধার কেন গো ঘনতম হয় উদয়-উষার আগে?' *নজরুল, ১৯৪১।*

উদয়কালীন [স] *বিণ* সূর্যোদয়ের সময়কার। 'উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি।' *রামপ্রসাদ, ১৭৮০।*

উদয়গিরি [স] *বি* সূর্যোদয়ের কল্পিত পর্বত। 'উদয়গিরি হতে উচ্চে কহ মোরে।' *রবীন্দ্র, ১৯০১।*

উদয়গোধূলি [স] *বি* সূর্যোদয়ের কাল। 'উদয়গোধূলি-রঙে রাঙা হয়ে।' *নজরুল, ১৯৩০।*

উদয়-ছবি [স উদয়+আ সবীহ] *বি* উদয়ের দৃশ্য। 'উদয়-ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনায় এঁকে।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫।*

উদয়-তারা [স] *বি* শুকতারা। 'আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না।' *নজরুল, ১৯২৩।*

উদয়-দিকপ্রান্ত-তল [স] *বি* সূর্যোদয়ের দিগন্ত; পূর্ব দিগন্ত। 'উদয়-দিকপ্রান্ত-তলে নেমে এসে শান্ত হেসে দিন বলে ...।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫।*

উদয়দিগঙ্গন [স] *বি* পুবদিক। 'প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে প্রথম দিনের উষা।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৮।*

উদয়দিগন্ত [স] *বি* পুবের আকাশ। 'উদয়দিগন্তে মেঘের মেলায়।' *রবীন্দ্র, ১৯২৯।*

উদয় নাগ [স] *বি* সাপের নাম। 'উদয় নাগ আঠালুয়া পানক প্রধান।' *ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬।*

উদয়প্রাঙ্গণ [স] *বি* পুবের আকাশ। 'তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে বিচিত্র সজ্জিত আজি এই প্রভাতে উদয়প্রাঙ্গণ।' *রবীন্দ্র, ১৯৪১।*

উদয়প্রাত [স] *বি* সূর্যোদয়ের প্রভাত। 'জাগো উদয়প্রাতের উষা রক্তশিখা।' *নজরুল, ১৯৩০।*

উদয়-মাঝে *ক্রিবিণ* সূর্যোদয়ের কালে। 'সূর্যের উদয়-মাঝে খোল

আপনারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উদয়শিখর [স] *বি* সূর্যোদয়ের কল্পিত পর্বত। 'উদয়শিখরে তার দেখো আদিজ্যোতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

উদয়শৈল [স] *বি* সূর্যোদয়ের কল্পিত পর্বত। 'উদয়শৈল উজ্জ্বল করি শিশিরধৌত পরম প্রভাত উদিল নবীন জীবন ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

উদয়সমুদ্র [স] *বি* সমুদ্ররূপ যে স্থান থেকে সূর্য উদিত হয়। 'পৃথিবীর মাঝখানে উদয়সমুদ্র হতে অস্তসিন্ধুপানে প্রসারিয়া আপনারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উদয়সীমা [স] *বি* পুবের আকাশ। 'নবপ্রভাতের উদয়সীমায়/ অরূপলোকের দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

উদয়সূর্য [স] *বি* উদিত সূর্য। 'উদয়সূর্যের পানে শান্ত নমস্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

উদয় হওয়া **১** *ক্রি* উৎপত্তি হওয়া। 'তাহা বালুকার উপরে অঙ্কিত করিলে কেবল আক্ষেপের উদয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *ক্রি* উপস্থিত হওয়া। 'তাই আজ অসময়ে উদয় হলাম।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

উদয়াচল [স উদয়-অচল] *বি* সূর্যোদয়ের কল্পিত পর্বত। 'দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

উদয়াদিত্য [স উদয়+আদিত্য] *বি* নবোদিত সূর্য। 'প্রভাতে উদয়াদিত্য, সুন্দর প্রফুল্লচিত্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

উদয়াবধি [স উদয়-অবধি] *ক্রিবিণ* প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। 'প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্ম পক্ষ ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

উদয়ারুণ [স উদয়-অরুণ] *বি* উদয়কালের সূর্য। 'স্মিত উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উদয়াস্ত [স] **১** *বি* উদয় ও অস্ত। 'প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের বিচিত্র শোভাকর ভূয়োভূয় পরিবর্তন দেখিয়া যে অতুল আনন্দের উদয় হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *ক্রিবিণ* সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। 'উদয়াস্ত রেখে গেল যে-অক্ষয় রূপের সঞ্চয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

উদয়াস্তরবিরশ্মিপাত [স উদয়-অস্ত-রবি-রশ্মিপাত] *বি* উদয় থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সূর্যের আলোক। 'নিঃশব্দ গ্রহণ করে উদয়াস্তরবিরশ্মিপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

উদয়াস্তাদি [স উদয়-অস্তাদি] *বি* উদয় এবং অস্ত ইত্যাদি। 'প্রাত্যহিক উদয়াস্তাদি দেখিতে পাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

উদয়োন্মুখ [স] *বিণ* উদিত হওয়ার জন্য উন্মুখ। 'আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য উদয়োন্মুখ তার সহস্র ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

উদয়ন [স] *বি* ওঠা। 'বেলা উদয়নে মুখ দরশনে ভোমরা দংশনে মৈলুঁ।' *আলাওল*, ১৭০০।

উদর [স] **১** *বি* গর্ভ। 'হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পেট। 'উদরে আমার জ্বালা ঘন কর্ণে লাগে তালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* পেট-ভর্তি। 'এক উদর আহার করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উদরদহন [স] *বি* পেটের ব্যথা। 'আমার পীড়িত অঙ্গ উদরদহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উদরপরায়ণ [স] *বিণ* পেটুক। 'উদরপরায়ণ দুরাত্মা লোকেরা এই পঞ্চামৃত ভোজনে ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

উদরপূজক [স] *বিণ* পেটের সেবাতেই ব্যস্ত। 'গেরুয়া বসন পরিহিত স্বার্থসেবী উদরপূজক।' *মোসলেম*, ১৯২৭।

উদর-পূরণ *বি* পেট ভরা। 'তোরই উদর-পূরণের জন্য মানুষ মানুষের গলায় ছুরি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

উদরপূর্তি, উদরপূর্ত্তি [স] **১** *বি* পেট ভরা। 'আমি অতি অধম জাতি, কুক্রিয়া দ্বারা উদরপূর্ত্তি করি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* আহারাদি গ্রহণ। 'একটি জন্তুরও চির জীবন উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'এ সকল খাদ্যের অভাব হইলে, মাংসাহার দ্বারাও উদরপূর্তি করিয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

উদরপূর্ণ [স] *বিণ* আত্মসাৎ। 'তাহারা অন্যের ধন হরণ করিয়া উদরপূর্ণ করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উদরপোষণ [স] *বি* আহার সংস্থান। 'পশু হনন দ্বারা উদর পোষণ করিয়া বেড়াইতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'বিদ্যালোচনার পূর্ব্বে উদরপোষণ চাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

উদরভরণ [স] *বি* পেট ভরা। 'উদরভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উদরসর্বস্ব [স] *বিণ* উদরকেই প্রধান মনে করে এমন। 'তাও যদি উদরসর্বস্ব হইয়া পেটটাকেই ভরাইতে পাইত।' *তারা*, ১৯৪২।

উদরসাৎ [স] **১** *বিণ* আত্মসাৎ। 'বঙ্গভূমির সমস্ত ধন উদরসাৎ করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* উদরস্থ। 'পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উদর-সেবা [স] *বি* খাওয়া-দাওয়া; ভোজন। 'সুখে করায় উদর-সেবা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

উদরস্ত [স উদরস্থ] *বিণ* উদরস্থ। 'উদরস্ত না হতে আঘ্রাণে উঠে আঁত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উদরস্থ [স] **১** *বিণ* উদরসাৎ। 'খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* আত্মীভূত। 'একে একে সবকিছু উদরস্থ না করিয়া এর ক্ষুধা তৃপ্ত হইবে না।' *সওগাত*, ১৯৪৪।

উদরস্ফীতি [স] *বি* পেটের স্থূলতা। 'হাসুবৌর উদরস্ফীতির আয়তন সম্পর্কে দরিয়াবিবি প্রশ্ন উত্থাপন করিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

উদরাঞ্চল [স] *বি* পেট ও পেটের সংলগ্ন জায়গা। 'তার স্ত্রীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

উদরাধ্মান [স উদর-আধ্মান] *বি* পেটফাঁপা। 'সুতরাং, অপচার ও উদরাধ্মান হইয়া রহিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

উদরান্ন [স উদর-অন্ন] *বি* খাদ্যদ্রব্য। 'উদরান্নেরো অনাটন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

উদরাময় [স উদর-আময়] *বি* পেটের অসুখ। 'নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুরের উদরাময় সঞ্চার হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

উদরায়ণ [স উদর-আয়ন] *বি* উদর পূর্তি। 'উদরায়ণ উদার ক্ষেত্রে/ মিলুন উভয়পক্ষ, রসনাতে রসিয়ে উঠুক/ নানা রসের ভক্ষ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

উদরী [স] *বি* পেটে জল জমার রোগ। 'কাঁসোর হইল তার বিষম উদরী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'উদরী রোগের প্রায় উদর ডাগর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

উদলা [স উৎস্থল] **১** *বিণ* খোলা। 'সবের উদলা চুল।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বিণ* অনাবৃত। 'গা উদলা করিয়া দেওয়াতেও ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

উদা [স উদয়>] **১** *ক্রি* উদিত হওয়া। 'ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *ক্রি* মনে পড়া। 'দু-একটি সুর তার উদিবে

স্মরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *ক্রি* উপস্থিত হওয়া। 'তুমি সমুখে উদিলে হেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৪** *ক্রি* আবির্ভূত হওয়া। 'জাগরণসম তুমি আমার ললাটে চুমি উদিছ নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

উদাওঁ [স উদ্দাম] *বিণ* বন্ধনমুক্ত। 'খন্ধ নঠ করে যেহ্ন উদাওঁ সাণ্ডে।' বড়ু, ১৪৫০।

উদাত্ত [স] **১** *বিণ* মহান। 'নায়ক ... ধীরোদাত্ত কি উদাত্ত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* সংগীতের স্বরভেদ। 'বশিষ্ঠদেব উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতাদি স্বরপ্রক্রিয়াপরিশোধিত কোমল মসৃণ অথচ গম্ভীর স্বরলহরীতে গিরিগুহা কন্দরাদি প্রতিধ্বনিত করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* উচ্চকণ্ঠ। 'এমন বন্দনাগান উদাত্ত স্বরে কেন জাগল না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৪** *বিণ* উচ্চ ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'উদাত্ত বিষাণ উৎসরিল উর্ধ্বগ আহ্বান।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। **৫** *বিণ* (সংগীত) চড়া। 'দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে তার সুর উদাত্ত পর্দায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৬** *বিণ* মুক্ত। 'যে উদাত্ত ছন্দের সাক্ষাৎ আমরা পাই তাকে আমরা পদ্য বলি না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

উদাত্তকণ্ঠ [স] *বি* গম্ভীর স্বর। 'শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রক্ষা করতে ... আমাদেরকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

উদাত্তনিস্বন [স] *বি* গম্ভীর স্বর। 'কি উদাত্তনিস্বন মধুর আবৃত্তি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

উদান [স] *বি* কল্পিত পঞ্চবায়ুর কণ্ঠস্থিত বায়ু। 'প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

উদাম[১] [স উদ্দাম] **১** *বিণ* এলোমেলো। 'শোকেতে উন্মত্ত বেশ উদাম মাথার কেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অনাবৃত; উলঙ্গ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যে নারী উদাম করে তার সর্ব উর্বর আধার।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

উদার [স] **১** *বিণ* মহান। 'পরম উদার জগন্নাথ মহাভাগ।' *বৃন্দা*, ১৫৫০; 'মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* দরাজ। 'চান্দে বলে প্রিয়া তোর উদার কেন মতি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* অমায়িক। 'উদার ও সত্যপ্রিয় হয়, বিদ্যালয়ে সেরূপ শিক্ষার পদ্ধতি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৪** *বিণ* অকৃপণ। 'মহামান্য মনুষ্য সমধিক ধনাগম করিয়া অতি উদারভাবে ব্যয়ব্যসন করিয়া আসিতেছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বিণ* বিশাল। 'সম্মুখে উদার সিন্ধু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৬** *বিণ* মুক্ত। 'মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৭** *বিণ* বিপুল। 'একটা উদার করুণা ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৮** *বিণ* সুউচ্চ। 'কখনো উদার গিরির শিখরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৯** *বিণ* সর্বগ্রাসী। 'নির্মল উদার মৃত্যু – সকল পাতক করে গ্রাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **১০** *বিণ* শাস্ত্রীয় বন্ধনহীন। 'উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

উদারচঞ্চল [স] *বিণ* উৎফুল্ল। 'সমীর উদার চঞ্চলভাবে আমার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন – লেখো-না হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উদারচরিত্র [স] *বিণ* সংকীর্ণতাবর্জিত। 'চস্‌মাঅলঙ্কৃত, উদারচরিত্র, বহুভাষী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উদারচিত্ত [স] *বিণ* মহৎ। 'উদারচিত্ত পরেশবাবু কত সমাদরের সহিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উদারচিত্ততা [স] *বি* উদারতা। 'বৃদ্ধার ঈদৃশী উদারচিত্ততা দেখিয়া ... প্রীত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

উদারচেতা [স] **১** *বিণ* মহৎ। 'আমাদের উদারচেতা নবীন সম্রাট মহাত্মা ৭ম এডওয়ার্ড।' *প্রচারক*, ১৯০৩। **২** *বিণ* মহাপ্রাণ। 'উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

উদারতন্ত্রবিরোধী [স] *বিণ* উদারতাবাদের বিরোধিতা করে এমন। 'তাঁর প্রত্যয় ঘোষিতভাবে উদারতন্ত্রবিরোধী।' *শিব*, ১৯৬০।

উদারতন্ত্রী [স] *বিণ* উদারনৈতিক। 'উদারতন্ত্রী দলের প্রতিনিধিরাও গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত থাকিবেন।' *সওগাত*, ১৯৩০।

উদারতর [স] *বিণ* প্রশস্ততর। 'উদার উদারতর দাঁড়ায়ে শিখর-পর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উদারতা [স] **১** *বি* সংস্কারহীনতা। 'উদারতার সীমা উদরের চারি পার্শ্বের মধ্যেই অবসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বি* মহত্ত্ব। 'হাস্যমুখে তাহার পরিচয় না লইলে উৎসবের উদারতা দূর হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উদারতান্ত্রিক [স] *বিণ* উদারতাবাদী। 'এই বোধ উদারতান্ত্রিক সমাজদর্শনের এবং আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আকার পেতে থাকে।' *শিব*, ১৯৬০।

উদারতাবশত [স] *ক্রিবিণ* উদারতাহেতু। 'উদারতাবশত ইহা বুঝিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

উদারনীতি [স] *বি* অসংকীর্ণ মতবাদ। 'কোনো উদারনীতি প্রবর্তনে দ্বিধা বোধ করা, ইহাই দুর্বলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উদারনীতিক [স] *বিণ* উদার নীতিতে বিশ্বাসী। 'আমরা উদারনীতিক, সমন্বয়বাদী।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

উদারনৈতিক [স] *বিণ* উদার নীতিতে বিশ্বাসী। 'কংগ্রেস উদারনৈতিক দল এই জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

উদারনৈতিক মতবাদ [স] *বি* উদার নীতিতে বিশ্বাসের মতবাদ। 'ইংলণ্ডের রাজনীতিতে উদারনৈতিক মতবাদের অবকাশ আছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

উদারপন্থী [স] *বিণ* উদার নীতিতে বিশ্বাসী। 'নেশন উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

উদারপ্রকৃতি [স] *বিণ* মহৎ। 'উঁহাদের ন্যায় উদারপ্রকৃতি ও বিশ্বহিতকাম ব্যক্তির আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

উদারভাবে *ক্রিবিণ* অকৃপণভাবে। 'মহামান্য মনুষ্য সমধিক ধনাগম করিয়া অতি উদারভাবে ব্যয়ব্যসন করিয়া আসিতেছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উদারমনা [স] *বিণ* মুক্ত-মনা। 'আমি আপনাদের কাছে উদারমনা বলে পরিচিত হব।' *জসীম*, ১৯৬১।

উদারশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রশস্তমনা। 'তিনি যেমন চারুশীলা, তেমনই উদারশীলা।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উদারস্বভাব [স] *বিণ* মহৎচরিত্র। 'উদারস্বভাব মানবহিতৈষী ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ হয়ে উঠতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উদারহৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* উদার মনের অধিকারী। 'উদারহৃদয়া – পত্যনুরক্তা-আজ্ঞানুবর্তিনী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

উদারাশয় [স উদার-আশয়] *বিণ* উদারহৃদয়। 'এই দুই লোকহিতৈষী উদারাশয় মহাত্মা ব্যক্তির ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

উদারণ [স উদাহরণ] *বি* দৃষ্টান্ত। 'অনুরূপকেরা সুসভ্য ইংলিশ সমাজের

উদারণ স্বরূপ।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

উদারা [স উদার>] *বি* (সংগীত) নিম্নসপ্তকের স্বরসমূহ। 'ওড়ব খাড়ব প্রণব উদারা তারা লইয়া তর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উদারি [স উদরী] *বি* পেটে জল জমার রোগ; ড্রপসি। 'দুঃখের নাহিক ওর উদারি হইয়াছে মোর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

উদাস [স] ১ *বিণ* উদাসীন। 'সে অনুরাগল হৃদয় উদাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* অনাবৃত। 'আধ নুকায়লি আধ উদাস কুচকুম্ভ কহি গেল অপনক আস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বিণ* নির্লিপ্ত। 'অন্তরে সব জ্ঞান প্রভু বাহিরে উদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* আত্মহারা। 'ইহাতেই স্বভাবতঃ মন উদাস হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উদাস-উদাস *বিণ* অস্থির ভাবাপন্ন। 'হু-হু করে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস-উদাস।' *নজরুল*, ১৯২৩।

উদাস-করা [স উদাস+করা] *বিণ* উদাস করে দেয় এমন। 'কোন তাপসিনীর করুণবাণীর এমন উদাস-করা ভৈরবীর সুরে সমস্ত আকাশকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উদাসচেতা [স] *বিণ* উদাস চিত্ত এমন। 'কে নেবে হৃদয় কিনে, / উদাসচেতা?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

উদাসপারা [স উদাসপ্রায়>] *ক্রিবিণ* আনমনা। 'ভাবিছে উদাসপারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

উদাসপ্রাণ [স] *বি* উদাসীন হৃদয়। 'ফিরি আমি উদাস প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

উদাসমুরতি [স উদাসমূর্তি] *ক্রিবিণ* বিষণ্ণ চেহারায়। 'কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি বিষাদশান্ত শোভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

উদাসা [স উদাস>] *ক্রি* উদাস হওয়া। 'মন উদাসিয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

উদাসিন [স উদাসীন] *বিণ* অনাসক্ত। 'পাণ্ডবে ভুঞ্জিব রাজ্য আন্মি উদাসিন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উদাসিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* বৈরাগী। 'উদাসিনী হইয়া দিগ দিগ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ স্ত্রী* উদাস। 'উদাসিনী বেশে বিদেশিনী কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৩ *বিণ স্ত্রী* নির্লিপ্ত; আসক্তিহীন। 'উদাসিনী হয়ে গৃহের দুয়ার রুদ্ধ করেছ তাই?' *আহসান*, ১৯৫০।

উদাসিয়া [স উদাস>] *বিণ* উদাস-করা। 'উদাসিয়া সুর মাথা কুটে মরে তাহার ব্যথার সনে।' *জসীম*, ১৯২৯।

উদাসী [স] ১ *বিণ* উদাসীন। 'সুতিলে স্বপন দেখি জাগিলে উদাসী।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। ২ *বিণ* ধৈর্যহীন। 'তখনি হয়ে উদাসী, ত্যজিবে জীবন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* উন্মনা। 'মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে উদাসী প্রবাসী যেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বিণ* বৈরাগী। 'ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। ৫ *বিণ* ব্যাকুল। 'এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

উদাসীন [স] ১ *বিণ* অনাসক্ত। 'জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সন্ন্যাসী। 'রাজা পরমাহ্লাদে শত ২ সুবর্ণ এক ২ ব্রাহ্মণকে এবং উদাসীনকে ...।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৩ *বি* ভবঘুরে। 'আতুর পঙ্গু এবং উদাসীন যে কেহ উপনীত হইবেক ...।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৪ *বিণ* সম্পর্করহিত। 'ভিন্নদেশীয় উদাসীন শাস্ত্র পাঠ করাইলেই ভাবি যে অনুপকারের সম্ভাবনা।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ৫ *বিণ* নির্বিকার। 'তিনি অপরিচিত ব্যক্তির দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া যেমন উদাসীন থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ *বিণ* আপনভোলা। 'তিনি যে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৭ *বিণ* প্রচ্ছন্ন। 'যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৮ *বিণ* ম্লান। 'ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উদাসীনতা [স] ১ *বি* অনাগ্রহ। 'স্বজাতি ও স্বসমাজের উন্নতি বিষয়ে গভীর উদাসীনতা।' *প্রচারক*, ১৯০৩। ২ *বি* বৈরাগ্য। 'উদাসীনতার কথা চুপে চুপে ভুলে যায় সে।' *জীবন*, ১৯৩২। ৩ *বি* নির্লিপ্ততা। 'তার পরে বিদায় নিল এই ধূসর ধূলির উদাসীনতার কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৪ *বি* অবহেলা। 'এসেছিলে তবু আসো নাই ... তোমার সে উদাসীনতা সত্য কিনা জানি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

উদাসীন-দশা [স] *বি* বিরহের দশ দশার একটি। 'উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

উদাসীনভাব [স] *বি* নিষ্ক্রিয় ভাব। 'গবর্ণমেন্টের উদাসীনভাব অবলম্বন করা বিধেয়?' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

উদাসীনভাবে [স] *ক্রিবিণ* ঔদাস্যভরে। 'পালিয়ে যেতে চাইলে রাজা উদাসীনভাবে বললেন ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

উদাসীনা [স] *বিণ স্ত্রী* উদাস হয়ে আছে এমন। 'বাতায়নে উদাসীনা প্রেয়সী অবসর সময়ে বসে আছেন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

উদাহরণ [স] *বি* দৃষ্টান্ত। 'উদাহরণেতে অনুভবে পাবে যত।' *ভারত*, ১৭৬০।

উদাহরণস্থল [স] *বি* দৃষ্টান্তস্থান। 'ভারতবর্ষে এ বিষয়ের উদাহরণস্থলের অপ্রতুল নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উদাহৃত [স] *বিণ* উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত; উদ্ধৃত। 'আমাদের পাঠ্যব্যাকরণে কাব্যালঙ্কার অংশে যে-সকল কবিতা উদাহৃত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

উদিক [স দিক>] *বি* পিছন দিক; ঐদিক। 'তার উদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলই শস্যক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

উদিত [স] ১ *বিণ* উত্থিত। 'শরত উদিত চান্দ বদনকমল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* উজ্জ্বল। 'চন্দ্র বংস উদিত করিব এই বিরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* উদ্গত। 'দয়া ও স্নেহ উদিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বিণ* প্রকাশিত। 'হিন্দুর অশ্রাব্য যে সব বিষয় তাহাই কেবল উদিত হইতেছে।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

উদিলা [স উৎস্থল] *বিণ* খোলা। 'দেখিয়া উদিলা চুল সন্তোষএ তান কূল।' *সুলতান*, ১৭০০।

উদীচী [স] ১ *বি* প্রাচীন ভারতের উত্তরাঞ্চলের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রাকৃতা উদীচী মহারাষ্ট্রা ... এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* উত্তর দিকস্থ দেশ। 'উদীচী শব্দ কাশ্মীর ও বদরিকাশ্রম প্রতিপাদক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বি* উত্তর দিক। 'দক্ষিণ উদীচী পূরব প্রতীচী, কারে সামালিবে অরি নাহি পায় ঠিক।' *দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, ১৮৭৩।

উদীচ্য [স] *বি* ভারতের উত্তরদিকস্থ অঞ্চলের মানুষ। 'উদীচ্য ১২০০।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

উদীয়মান [স] *বিণ* প্রতিষ্ঠা লাভ করতে যাচ্ছে এমন। 'উদীয়মান তরুণ নেতা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

উদীর্ণ [স] *বিণ* উদার; মহান। 'তোমার উদীর্ণ আবির্ভাবে মোর শূন্য পরিপূর্ণ হয় নাই কভু।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

উদুখল [স উদূখল] *বি* ধান থেকে চাল তৈরি করার জন্য কাঠের তৈরি বৃহদাকার হামানদিস্তা। 'আড় হইয়া উদুখল লাগিল তথাই।'

মাধাধর, ১৫০০।

উদুখলওয়ালী [স উদূখল+হি ওয়ালী] *বি স্ত্রী* ধান-ভানুনি। 'বাড়ীতে গরুর দোহাল বা উদুখলওয়ালী ডাকিতে হইবে না।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

উদূখল [স] *বি* ধান থেকে চাল তৈরির জন্য কাঠের বৃহদাকার হামানদিস্তা। 'উদূখল টানি তারা চলিল কাননে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উদেস [স উদ্দেশ] *বিণ* উন্মুক্ত। 'নীবিবন্ধ করল উদেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উদো *বিণ* নির্বোধ; মূর্খ। 'ম্যাদা দল আর উদো দল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

উদোর-পিণ্ডি বুধোর/ বুদোর ঘাড়ে – একের কৃতকর্মের ফল অন্য একজন নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপানো। 'দিয়ে উদোর-পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, বাঙালীকে কাটতে বলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোই হল আইনের কাজ।' *তারা*, ১৯৪০।

উদোমাদা *বিণ* বুদ্ধিহীন। 'উদোমাদা চণ্ডীচরণ যা হাতে দেয় তাতেই মরণ!' *শক্তি*, ১৯৬৯।

উদ্গত, উদ্‌গত [স] ১ *বিণ* গজিয়েছে এমন। 'উদ্‌গতপক্ষ পিপীলিকার সহিত তাহার তুলনা করিয়া চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বিণ* বাইরে বেরিয়ে এসেছে এমন। 'উদ্‌গত অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন।' *শরৎ*, ১৯১৩।

উদ্গম, উদ্‌গম [স] ১ *বি* আবির্ভাব। 'এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্‌গম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বিকাশ; উৎপত্তি। 'তরুশাখায় নবকিশলয়ের প্রচুর উদ্‌গম অনারব্ধ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

উদ্গরা, উদ্‌গরা [স উদ্গার>] *ক্রি* নিঃসরণ করা। 'স্রোতজল দানে ছিপি উদ্গারয় মুক্তা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উদ্গাতা, উদ্‌গাতা [স] *বিণ* উদ্ভাবক। 'সবুজ পরী! সবুজ পরী! নূতন সুরের উদ্‌গাতা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

উদ্গাথা, উদ্‌গাথা [স] *বি* সংগীত। 'এ যেন ঝঞ্ঝাহত অরণ্যশাখার উদ্‌গাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উদ্গামী, উদ্‌গামী [স] *বিণ* বের হয়েছে এমন। 'উদ্‌গামী অশ্রু করি নিবারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

উদ্গার, উদ্‌গার [স] ১ *বি* ঢেকুর। 'ছমাস নির্গত হয় সমান উদ্‌গার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* বমি। 'কিন্তু উকি উদ্‌গার মুহুর্মুহু হইতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* উদ্‌গিরণ। 'কলুষপুঞ্জ ক'রে দিক উদ্‌গার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উদ্গারা, উদ্‌গারা [স] ১ *ক্রি* বের ক'রে দেওয়া। 'বিদ্বেষ-অনল উদ্‌গারিছে কৃষ্ণধূম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *ক্রি* নিঃসরণ করা। 'চরণ-আঘাতে উদ্‌গারে যেন আহত বিশ্ব রক্ত-বান।' *নজরুল*, ১৯২২।

উদ্গিরণ, উদ্‌গিরণ [স] *বি* বের হওয়া। **উদ্গিরণরত, উদ্‌গিরণরত** [স] *বিণ* বের হচ্ছে এমন। 'সামনে ধূম-উদ্‌গিরণরত কামান।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

উদ্গীথমুখর, উদ্‌গীথ-মুখর [স] *বি* গানে মুখর। 'অঘমর্ষী জনতার উদ্‌গীথ-মুখর।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

উদ্গীরিত, উদ্‌গীরিত [স] ১ *বিণ* বমি ক'রে ফেলা হয়েছে এমন। 'একবার গলাধঃকরণ হইলে আর কখনই উদ্‌গীরিত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* উৎক্ষিপ্ত। 'একটা সমারোহের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উদ্‌গীরিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উদ্গীর্ণ, উদ্‌গীর্ণ [স] ১ *বিণ* বমি করে ফেলা হয়েছে এমন। 'জল উদ্‌গীর্ণ করাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বিণ* প্রকাশিত। 'চিরসঞ্চিত নীরব নালিশ অন্তরজ্বালার সহিত উদ্‌গীর্ণ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উদ্গ্রাহ, উদ্‌গ্রাহ [স] *বি* তাত্ত্বিক আলোচনা। 'উদ্‌গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্যাদি সনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উদ্গ্রীব, উদ্‌গ্রীব [স] ১ *বিণ* খুব আগ্রহী। 'উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বিণ* ব্যাকুল। 'বিনি জানতে উদ্‌গ্রীব।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

উদ্ঘটিত, উদ্‌ঘটিত [স] *বিণ* প্রকাশিত। 'অরুণা যেন হঠাৎ উদ্‌ঘটিত হল।' *জীবন*, ১৯৩১।

উদ্ঘট্টন, উদ্‌ঘট্টন [স] *বি* ঘোঁটা। 'এই প্রাণপণ নিজশক্তির উদ্‌ঘট্টনে আধ্যাত্মিকতার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উদ্ঘাটন, উদ্‌ঘাটন [স] ১ *বি* প্রকাশ। 'অন্যের দোষ উদ্ঘাটন করা বড় দোষ।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। ২ *বি* উন্মোচন; উন্মুক্তকরণ। 'শয়নগৃহের কপাট উদ্‌ঘাটন করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উদ্ঘাটা, উদ্‌ঘাটা [স উদ্‌ঘাটন>] ১ *ক্রি* উন্মোচিত করা। 'বুঝি উদ্‌ঘাট দ্বার নরকের।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বি* আবিষ্কার করা। 'ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উদ্ঘাটিত, উদ্‌ঘাটিত [স] ১ *বিণ* প্রশস্ত। 'হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া ... কল্যাণ সাধনে ব্রতী হও।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* উন্মোচিত। 'অকস্মাৎ পেটকের মুখ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* খোলা; উন্মুক্ত। 'বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত থাকে বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বিণ* প্রকাশিত। 'পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার প্রেম-কাহিনী আজ উদ্ঘাটিত করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৫ *বিণ* দেখা যাচ্ছে এমন। 'শুভ্র রজতথালার উপর উদ্ঘাটিত পায়সান্ন কেবল চক্ষে দর্শন করেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

উদ্ঘূর্ণা, উদ্‌ঘূর্ণা [স] *বি* পাগলের দেহ সঞ্চালন। 'উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উদ্ঘোষণ, উদ্‌ঘোষণ [স] *বি* উচ্চস্বরে ঘোষণা। 'কাগজের প্রবন্ধশালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা উদ্‌ঘোষণের মধ্যেই পাক খাচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উদ্ঘোষা, উদ্‌ঘোষা [স উদ্‌ঘোষণ>] *ক্রি* উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা। 'কলোল্লাসে উদ্‌ঘোষিল নৃত্যমত্ত সাগরে সাগরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উদ্ঘোষিত, উদ্‌ঘোষিত [স] *বিণ* উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত। 'উত্থান করো, জাগ্রত হও – এই বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উদ্জান [স] *বি* হাইড্রোজেন। 'অম্লজান, যবক্ষারজান ও উদ্‌জানের উৎপত্তি হইল।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

উদ্দণ্ড [স] ১ *বিণ* খাড়া। 'উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মারমুখী ভাব। 'আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* বদ্ধ। 'উদ্দণ্ড পাগল একটা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

উদ্দত [স উদ্যত] *বিণ* আগ্রহী। 'গোমস্তা লোক নিলাম বেসি করিতে উদ্দত হইয়াছীল।' *ভেরলি*, ১৭৯১।

উদ্দন্ত [স উদ্যত] *বিণ* উন্মুখ। 'সেখানে আপনাদের অনেক শত্রুপক্ষ লোকেরা বিপক্ষতা করণের উদ্দন্ত।' *রামরাম*, ১৮০১।

উদ্দান [স উদ্যান] *বি* বাগান। 'খর ও হরিণ এই দুই পশুতে আহারার্থে এক উদ্দানের মধ্যে মধ্যে গমন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

উদ্দাম [স] ১ *বি* স্বেচ্ছাচারিতা। 'যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম।' *বৃন্দা*,

১৫৮০। ২ *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* প্রবল। 'উদ্দাম উল্লাস আনো।' *আহসান*, ১৯৪৪।

উদ্দামতা [স] ১ *বি* স্বেচ্ছাচারিতা। 'আছে উল্লাসের উদ্দামতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* অত্যন্ত প্রবলতা। 'ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিশ্বাস ফেলবার যো নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। ৩ *বি* উচ্ছৃঙ্খলতা। 'আবার ছেলের উদ্দামতা বাড়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

উদ্দার [স উদ্ধার] *বি* উদ্ধার। 'আমার উদ্দার করিবারে নারে আন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উদ্দিশ [স উদ্দেশ] *বি* খোঁজ। 'উদ্দিশ করিতে স্বামি আসিবেন খুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উদ্দিশে [স উদ্দেশ>] *বি* উদ্দেশ্য। 'গুরুর কাছে সুধা আছে জানো গা উদ্দিশে।' *লালন*, ১৮৯০।

উদ্দিশ্য [স উদ্দেশ্য] *বি* উদ্দেশ্য। 'ছেড়ে রাজস্ব প্রেমে উদ্দিশ্য/ কৃষ্ণের চিত্তে ক্যাখা ওড়ে গায়।' *লালন*, ১৮৯০।

উদ্দিষ্ট [স] *বিণ* উদ্দেশ্য করা হয়েছে এমন। 'উদ্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

উদ্দীপক [স] ১ *বি* প্রেরণাদায়ক ব্যক্তি। 'দেশে একজনও উদ্দীপক ছিলেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* জাগিয়ে তোলে এমন। 'এ স্বর্গীয় সুরা ... নবরস উদ্দীপক।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

উদ্দীপন [স] ১ *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'কৃষ্ণ-স্মরণের তেঁহো হৈল উদ্দীপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* উত্তেজন। 'যে মন্দ উদ্দীপন করে সে মন্দকারী ব্যক্তি হইতে কিছু খাটো দোষী নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* উন্মেষ। 'জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবোধতা দূর হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

উদ্দীপনা [স] ১ *বি* প্রেরণা। 'উদ্দীপনা ছিল না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* উত্তেজনা। 'উদ্দীপনার সীমা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* উন্মাদনা। 'যৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উদ্দীপনা-বাক্য [স] *বি* উদ্দীপনাপূর্ণ কথা। 'উদ্দীপনা-বাক্যে তব, যে-কোনো উপায়ে ফিরাইয়া আনো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

উদ্দীপনাসঞ্চারী [স] *বিণ* উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এমন। 'এ সব সৌন্দর্যাত্মক কবিতার নামগন্ধও থাকে না, থাকে উদ্দীপনাসঞ্চারী বিদ্রোহাত্মক কবিতার ছড়াছড়ি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

উদ্দীপনী [স] *বিণ* উত্তেজক। 'উদ্দীপনী শক্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

উদ্দীপিত [স] *বিণ* জাগ্রত। 'লোকদিগের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা পাই।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

উদ্দীপ্ত [স] ১ *বিণ* উত্তেজিত। 'নরসিংহদেব অতিশয় উদ্দীপ্ত।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। ২ *বিণ* আলোকিত। 'অনেক দেবালয় উদ্দীপ্ত করিয়া সেবাপূজার নিরূপণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বিণ* উদ্দীপনাপূর্ণ। 'তাহাদিগের উদ্দীপ্ত কৌতূহল চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বিণ* প্রজ্বলিত। 'তাহার অন্তঃকরণে একবার মাত্রও কৌতূহল শিখা উদ্দীপ্ত হয় না। *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উদ্দীপ্তি [স উদ্দীপ্ত] *বি* উত্তেজনা। 'সহসা জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

উদ্দেশ [স] ১ *বি* খোঁজ। 'যে পথেঁ উদ্দেশ পাহা সে পথেঁ আপণে যাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* উদ্দেশ্য। 'যে উদ্দেশে তিনি কলকাতা আসিয়াছিলেন ... তাহা সম্পন্ন হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উদ্দেশহারা [স] *বিণ* লক্ষ্যহীন। 'উদ্দেশহারা পথে বেরিয়ে পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উদ্দেশিয়া [স উদ্দেশ>] *ক্রি* উদ্দেশ ক'রে। 'লঙ্কা উদ্দেশিয়া জাএ পার্থ মহাতেজা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উদ্দেশে *ক্রিবিণ* সন্ধানে। 'কেমতেঁ পাওঁ এবেঁ শ্রীমধুসূদনে। কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উদ্দেশ্য [স] ১ *বিণ* উদ্দিষ্ট। 'সে উদ্দেশ্য স্থানকে না কহিয়া অন্য স্থানের নাম কহিবেক।' *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *বি* ইচ্ছা। 'যদি কোন নির্দিষ্ট স্থানে গমন করা তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বি* লক্ষ্য। 'সকলকে অবগত করা ঐ সমস্ত প্রস্তাব পাঠের উদ্দেশ্য ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

উদ্দেশ্যবিবর্জিত [স] *বিণ* লক্ষ্যহীন। 'একরকম ছুটি, উদ্দেশ্যবিবর্জিত উদ্‌যোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উদ্দেশ্যবিহীন [স] *বিণ* লক্ষ্যহীন। 'অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যবিহীন বিষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উদ্দেশ্যমূলক [স] *বিণ* পরিকল্পিত। 'হিন্দুবিবাহ মহৎ উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়া আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উদ্দেশ্যমূলকভাবে [স] *ক্রিবিণ* উদ্দেশ্য নিয়ে। 'সব বুঝেও উদ্দেশ্য-মূলকভাবে বাধার সৃষ্টি করবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

উদ্দেশ্যসাধন [স] *বি* কার্যসিদ্ধি। 'কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্য-সাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

উদ্দেশ্যহীন [স] *বিণ* কোনো উদ্দেশ্য নেই এমন। 'মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্য-ব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

উদ্দেশ্যহীনতা [স] *বি* লক্ষ্য না থাকার ভাব। 'যদি শান্তি লাভ করি তাহা হইলেই সেই উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যেই যথার্থভাবে জীবনের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

উদ্দেশ্যহীনভাবে [স] *ক্রিবিণ* লক্ষ্যহীনভাবে। 'কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উদ্দেস [স উদ্দেশ] *বি* সন্ধান; খোঁজ। 'জিবন উদ্দেস তার কোথাহ না পাইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

উদ্দ্যান [স উদ্যান] *বি* বাগান। 'শোভাকর উদ্দ্যান।' *রামরাম*, ১৮০১।

উদ্ধ [স উর্দ্ধ] *বিণ* উপর। 'উদ্ধ পদ হেটে মাথা করিএ পসুপতি।' *রামাই*, ১৭১০।

উদ্ধত [স] ১ *বিণ* উগ্র। 'উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অবিনয়ী। 'লক্ষ্মণ একটি উদ্ধত উগ্র যুবক, অন্যায় তাঁহার কোনোমতে সহ্য হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৩ *বিণ* দর্পিত। 'যে জাঁকজমক ছিল তাহা উদ্ধত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৪ *বিণ* আপোশহীন। 'মানুষের ভেদবুদ্ধি উদ্ধত হইয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৫ *বিণ* মাথা-তোলা। 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেন-ড্রনগুচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'একসার মোটা পায়াভারী পাম উদ্ধত মাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৬ *বিণ* দৃষ্টিকটু। 'তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উদ্ধতগতি [স] *বি* দুরন্ত গতি। 'উর্দ্ধলোকের উদ্ধতগতি দাও।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

উদ্ধতশির [স] *বিণ* স্পর্ধার সঙ্গে মাথা উঁচু করে এমন। 'জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি যারা উদ্ধত-শির।' *নজরুল*, ১৯২৯।

উদ্ধতা [স] *বিণ স্ত্রী* দুর্বিনীত। 'উদ্ধতা মুখরা বউ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

উদ্ধব [স] *বি* শ্রীকৃষ্ণের সখা। 'শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উদ্ধরণ [স] *বি* উদ্ধার। 'কাজ না আজিকে জান মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধরণ?' *নজরুল*, ১৯২২।

উদ্ধর্তন, উদ্ধর্ত্তন [স উদ্বর্তন] *বি* গন্ধলেপন। 'উদ্ধর্ত্তন করে রাজা হেনগ্রি সমএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

উদ্ধার [স] **১** *বিণ* মুক্ত। 'সীতার কইলোঁ উদ্ধার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পরিত্রাণ। 'সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* পুনরুদ্ধার। 'হৃতপ্রায় ধর্মরত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া অপেক্ষা ... অধিকতর উপকার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বি* তোলা। 'কণ্টক বিঁধাইয়া কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **৫** *বিণ* উদ্ধৃত। 'সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধার করিত লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৬** *বি* রক্ষা। 'পৃথিবীকে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৭** *বি* আবিষ্কার। 'ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৮** *বি* প্রকাশ। 'মর্মের বেদনা করিয়ো উদ্ধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উদ্ধারকর্তা [স] *বি* মুক্তিদাতা। 'আমি দেবতার উদ্ধারকর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

উদ্ধারপ্রাপ্ত [স] *বিণ* মুক্তি পেয়েছে এমন। 'অন্ধ কন্যা উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উদ্ধারযোগ্য [স] *বিণ* উদ্ধার করা সম্ভব এমন। '...তার সঠিক কোনো অর্থ অনেক কষ্টে উদ্ধারযোগ্য।' *শওকত*, ১৯৭২।

উদ্ধারা [স উদ্ধার>] **১** *ক্রি* রক্ষা করা। 'বেদ উদ্ধারিলোঁ ক্রীড়া সাগরজলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* উদ্ধার করা। 'ক্ষিতিএ বরাহরূপে পৃথুবি উদ্ধারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **উদ্ধারয়** *ক্রি* উদ্ধার করে। 'শিক্ষাগুণে দন্তিতল হোন্তে উদ্ধারয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **উদ্ধারহ** *ক্রি* উদ্ধার করো। 'ভক্তিদান দেহ প্রভু উদ্ধারহ দীন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **উদ্ধারি** *ক্রি* উদ্ধার করে। 'ক্ষিতিএ বরাহরূপে পৃথুবি উদ্ধারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **উদ্ধারিতে** *ক্রি* উদ্ধার করতে। 'বেদ উদ্ধারিতে বিষ্ণু হইল উৎপত্তি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **উদ্ধারিতেঁ** *ক্রি* উদ্ধার করতে। 'বেদ উদ্ধারিতেঁ কৈলোঁ মীন অবতার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উদ্ধারিনু** *ক্রি* উদ্ধার করলাম। 'আমি উদ্ধারিনু সীতা জনকনন্দিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **উদ্ধারিমু** *ক্রি* উদ্ধার করবো। 'সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **উদ্ধারিল** *ক্রি* রক্ষা করলো। 'তোহ্মার পরাণে বেদ উদ্ধারিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উদ্ধারিলোঁ** *ক্রি* রক্ষা করলো। 'বেদ উদ্ধারিলোঁ ক্রীড়া সাগরজলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উদ্ধারার্থ [স] *ক্রিবিণ* পুনরুদ্ধারের জন্য। 'আমরা তাঁহার ধর্মরূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধারার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উদ্ধূয়মান [স] *বিণ* ওড়ানো হচ্ছে এমন। 'চামর-কলাপ উদ্ধূয়মান ...।' *মালাধর*, ১৫০০।

উদ্ধৃত [স] **১** *বিণ* সংকলিত। 'সেই বচনকে উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ের বিবরণ আরম্ভ করা যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* উক্ত। 'তাঁহার পুরাণোক্ত বংশ বর্ণনা বিষয়ক বাক্য পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বিণ* উত্থাপিত। 'খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিচারকালে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বিণ* দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদত্ত। 'একখানা তালিকা উদ্ধৃত করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **৫** *বিণ* কোনো রচনা বা উক্তি থেকে আহৃত। 'পুরাণ কোরান বাইবেল থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখালেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উদ্দেস [স উদ্দেশ] *বি* সন্ধান। 'না করিলে উদ্দেস জবে কৈল বনবাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

উদ্বধিত, উদ্‌বধিত [স] *বিণ* অবদমিত। 'নাবিকের লিবিডোকে উদ্‌বধিত করে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

উদ্বন্ধন [স] **১** *বি* ফাঁসি। 'উদ্বন্ধনে রাধা সরদারের প্রাণদণ্ড হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বি* আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে গলায় দড়ি দিয়ে ঊর্ধ্বে বন্ধন। 'পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৩** *ক্রিবিণ* বন্ধন থেকে। 'বনাতের চাপকান এবং চোগা হুকের উপর উদ্বন্ধনে ঝুলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উদ্বন্ধনরজ্জু [স] *বি* ফাঁসির দড়ি। 'সে তাহার উদ্বন্ধনরজ্জু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উদ্বদ্ধিত [স] *বিণ* বাঁধা হয়েছে এমন। 'শৃঙ্খল দ্বারা উদ্বদ্ধিত ...।' [illegible], ১৮২৫।

উদ্বমন [স] *বি* উদ্‌গিরণ। 'শুভ্রবর্ণ ফেনরাশি উদ্বমন করিতে করিতে ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

উদ্বর্ত, উদ্বর্ত্ত [স] *বিণ* অতিরিক্ত। 'ইহাতে কার্য্য সমাধা হইয়া আর উদ্বর্ত্ত ও হইতে পারিবেক।' *কেরি*, ১৮০২।

উদ্বর্তন, উদ্বর্ত্তন [স] **১** *বি* লেপন। 'রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রসাধন-বিশেষ। 'আনি মধুকণ্ঠ উদ্বর্ত্তন ঝাট মর্দন করয়ে অঙ্গে।' *শেখর*, ১৬০০। **৩** *বি* টিকে থাকা। 'সাহিত্যজগৎও যোগ্যতরের উদ্বর্তনের নিয়মের অধীন।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **৪** *বি* আবর্তন। 'সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ।' *জীবন*, ১৯৪৪।

উদ্বর্তিত [স] *বিণ* ঘূর্ণিত। 'অনির্বচনীয় উদ্বর্তিত চিন্তাপুঞ্জ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উদ্বায়ী [স] **১** *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবের উদ্বায়ী উচ্ছ্বাসে তোমারে পাসরি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* বাতাসে গলে যায় এমন। 'আইসক্রিম এতটা উদ্বায়ী সকালে তা খেয়াল থাকলে ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

উদ্বায়ু [স] *বি* বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি। 'উদ্বায়ু জানি লোটায় তোমার নির্গমে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

উদ্বারা [স উদ্বারণ>] **১** *ক্রি* উন্মুক্ত করা। 'আদিম বন্যতা তার উদ্বারিয়া উদ্দাম নখর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। 'সে মহিমা উদ্বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৩** *ক্রি* ছড়ানো। 'উদ্‌বারিল গন্ধ তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উদ্বারিত [স] *বিণ* উন্মুক্ত। 'দৃষ্টিপথে উদ্বারিত নিখিলের ছবি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উদ্বাস্তু [স] *বি* গৃহত্যাগী মানুষ। 'জ্বালি ধূমাঙ্কিত দীপ নিশাক্রান্ত উদ্বাস্তুর মতো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

উদ্বাহ [স] *বি* বিবাহ। 'উদ্বাহ-ক্রিয়াও অবশেষে যাতনার বিষয় হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উদ্বাহতত্ত্ব [স] *বি* বিয়ে সংক্রান্ত বিধি। 'উদ্বাহতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র authority নন।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

উদ্বাহ-বন্ধন [স] *বি* বিবাহ বন্ধন। 'তাঁহাদের উদ্বাহ-বন্ধন ছেদন করিবার অভিলাষ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

উদ্বাহন [স] *বি* উদ্ধারণ। 'তাদের জন্যে নেই স্বর্গ, নেই ঊর্ধ্বে

উদ্বাহন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উদ্বাহিত [স] *বিণ* উন্নীত। 'মর্ত্যের ভক্তি হইতেই স্বর্গ উর্ধ্বলোকে উদ্বাহিত হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উদ্বাহু [স] **১** *বিণ* উর্ধ্ববাহু। 'চন্দ্র সুধালোভী উদ্বাহু বামনের ন্যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **২** *বিণ* আগ্রহী। 'কন্ট্র্যাক্টর বাবু আমার প্রতি উদ্বাহু হয়ে উঠেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

উদ্বিগ্ন [স] **১** *বিণ* দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। 'ও মহারাজ তোমাকে কি কারণ উদ্বিগ্ন দেখিতেছি?' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *বিণ* উৎকণ্ঠিত। 'তাঁহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্বদাই সঙ্কুচিতচিত্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বিণ* ব্যাকুল। 'তাঁহার চিন্তাশীল গ্রন্থ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিলেন, ততই অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৪** *বিণ* অস্থির। 'অরণ্য উদ্‌বিগ্ন করে তোলে, সেই কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ কলরোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৫** *বিণ* ত্রস্ত। 'উড়িয়া চলেছে কাক আতঙ্ক বহন করি উদ্‌বিগ্ন ডানার পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উদ্বিগ্নচিত্ত [স] *বিণ* দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। 'উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া প্রতিবাসিনীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

উদ্বিগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* উৎকণ্ঠিত। 'একে ত রাজকন্যা স্বামীবিরহে অত্যন্ত আতুরা ছিলেন, তাহাতে আবার চৌকিদারেরা ঘর ঘেরিল, ইহাতে উদ্বিগ্না হইয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

উদ্বিসে [স উদ্দেশে] *ক্রিবিণ* খোঁজে; সন্ধানে। 'হরির উদ্বিসে জাএ গ্রীত।' *মালাধর*, ১৫০০।

উদ্বীপন [স উদ্দীপন] *বি* উদ্দীপনা; উৎসাহ। 'নাহি পাল্যেম সুখ উদ্বীপন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

উদ্বুদ্ধ [স] *বিণ* অনুপ্রাণিত। 'নিজের ভিতর থেকে উদ্বুদ্ধ হয়নি।' *প্রমথ* ১৯১৪।

উদ্বৃত্ত [স] **১** *বিণ* অতিরিক্ত। 'কাহার বা জমীদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বিণ* অবশিষ্ট। 'আপন খাদ্যোপযোগী মাংস রাখিয়া উদ্বৃত্ত মাংস তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* অবসর। 'উদ্‌বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৪** *বি* অবশিষ্টাংশ। 'সেদিনকার কানে-কানে কথার উদ্‌বৃত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৫** *বিণ* বাকি। 'বাজে খরচের তরে উদ্‌বৃত্ত কিছুই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

উদ্বৃত্তবর্ধন [স] *বি* উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি। 'শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের এবং উদ্বৃত্তবর্ধনের জন্য এক বিশেষ ধরনের ভাবনাচিন্তা ... জরুরি।' *শিব*, ১৯৫৬।

উদ্বৃত্ত-ভোজী [স] *বিণ* উদ্বৃত্ত ভোজন করে এমন। 'শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্ত-ভোজী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উদ্বৃত্তি [স] *বি* ব্যয়ের পর অবশিষ্ট অংশ। 'উদ্বৃত্তি বা ঘাটতির পরিমাণ দ্বারা ...।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

উদ্বেগ [স] **১** *বি* উৎকণ্ঠা। 'বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* দুশ্চিন্তা। 'দৈন্য উদ্বেগ আদি উৎকণ্ঠা সন্তোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* বিরহজনিত দুঃখ। 'লালস উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ।' *ভারত*, ১৭৬০। **৪** *বি* ব্যাকুলতা। 'উদ্‌বেগ নাই, প্রত্যাশা নাই, ব্যথা নাইকো কিছু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উদ্বেগ-আকুল [স] *বিণ* দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। 'উদ্বেগ-আকুল হোক প্রিয়া যত দূর দূর দেশে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

উদ্বেগ-কম্পিত [স] *বিণ* উৎকণ্ঠায় কাঁপছে এমন। 'উদ্বেগ-কম্পিত ও সংকোচ-জড়িত প্যাঁচ-মোচড় দিয়ে যা বললেন ...।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

উদ্বেগজনক [স] *বিণ* চিন্তার উদ্রেক করে এমন। 'দেশে যে উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

উদ্বেগ-বিদ্ধ [স] *বিণ* চিন্তিত। 'ফিরিয়ে উদ্বেগ-বিদ্ধ মুখ অত্যাচারী শব্দ থেকে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

উদ্বেগমুক্ত [স] *বিণ* দুশ্চিন্তামুক্ত। 'জিজ্ঞাসু মনকে উদ্বেগমুক্ত করার চেষ্টা করিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৬২।

উদ্বেগসাগর [স] *বি* উদ্বেগরূপ সাগর। 'উদ্বেগসাগরে মগ্ন হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

উদ্বেগহীন [স] *বিণ* নিরুদ্বেগ। 'তন্ময় মন উদ্বেগহীন চিন্তায় একটা সার্থকতা লাভ করে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

উদ্বেগাকুলতা [স] *বি* অস্থিরতা। 'বর্তমানের উদ্বেগাকুলতা থেকে মুক্তি পেলেন।' *পাশা*, ১৯৭১।

উদ্বেগিয়া [স উদ্বেগ>] *বিণ* উদ্বেগকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উদ্বেজনা [স] *বি* উদ্বেগ। 'বেদনার কিবা উদ্বেজনার চিহ্ন থাকে না কোনো খানে আর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

উদ্বেজিত [স] **১** *বিণ* অস্থির। 'প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* চিন্তিত। 'পিতামাতাকেও সর্বতোভাবে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বিণ* উত্তেজিত। 'হঠাৎ শিহরিত পুলকিত উদ্‌বেজিত হয়ে উঠেছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'জ্বলে ওঠে লক্ষ দীপশিখা উদ্বেজিত গৃহমাঝে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

উদ্বেড়াল, উদ্‌বেড়াল [স উদ্বিড়াল] *বি* ভোঁদড়। 'জল থেকে উদ্‌বেড়াল উঠে এল।' *অবন*, ১৮৯৬।

উদ্বেল [স] **১** *বিণ* সীমা-অতিক্রান্ত। 'অনন্ত আকাশের দিকে একবার চাহিলে স্বাধীনচিন্তা যে আপনিই উদ্বেল হইয়া উঠে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বিণ* উচ্ছলিত। 'উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উদ্বেলতা [স] *বি* উচ্ছলতা। 'চিত্তের উদ্বেলতা সংবরণ করিতে পারিতেছিলাম না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উদ্বেলা [স উদ্বেল>] *ক্রি* উদ্বেলিত হওয়া। 'অন্তরের অন্তহীন অশ্রুপারাবার উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উদ্বেলিত [স] **১** *বিণ* আকুল। 'তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বিণ* উথলিত। 'ক্রন্দন আর বাধা মানিল না, মুহূর্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* আলোড়িত। 'তার চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উদ্বেলিতহৃদয় [স] *বি* উৎকণ্ঠাপূর্ণ মন। 'উদ্বেলিতহৃদয়ে রতন প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

উদ্বেলা[১] [স উদ্বেল>] *বি* বেলাভূমি। 'ধূ-ধূ উদ্বেলার সারস নিভৃত কবিতা, মৃত নিশ্চিত, উদ্বেগহীন শ্লেষ।' *শক্তি*, ১৯৬১।

উদ্বেলা[২] *দ্র* উদ্বেল

উদ্বেষ্টিত [স] *বিণ* বন্ধনমুক্ত। 'আজিকে উদ্গীর্ণ করো উদ্বেষ্টিত উপকণ্ঠ হতে প্রাগৈতিহাসিক বিষ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

উদ্বোধ [স] *বি* বোধের উদয়। 'ঐ সভাধ্যক্ষগণের এইক্ষণে ভ্রমদর্শনার্থ উদ্বোধ হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

উদ্বোধক [স] *বিণ* উদ্বোধনকারী। 'জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক

পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিকদের রূপায়ণ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৪।

উদ্বোধন [স] ১ *বি* শুভ সূচনা। 'প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* জাগরণ। 'ঐ একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উদ্বোধনী [স উদ্বোধন>] ১ *বিণ* সূচনা নির্দেশক। 'উদ্বোধনী-বাণী নির্গত হইয়া।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* সূচনা। 'সোনার বাঁশির ধ্বনি করবে ঘোষণ প্রেমের উদ্‌বোধনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

উদ্বোধনী গান *বি* সূচনা সংগীত। 'গেয়ে যায় উদ্বোধনী গান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

উদ্বোধা [স উদ্বোধ>] *ক্রি* উদ্বোধিত করা। 'দেখিনি আর্তচিত্ত উদ্বোধিয়া রাখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উদ্বোধিত [স] ১ *বিণ* উৎসাহিত। 'কর্তব্য-ইচ্ছা স্বভাবতই উদ্বোধিত হইতে চাহে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* সমর্থিত। 'যাহা-কিছু মহৎ তাহা সমস্ত উদ্বোধিত করিবার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* উন্মুক্ত। 'ঐশ্বর্যকে উদ্বোধিত করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *বিণ* আবির্ভূত। 'উদ্বোধিত হলো প্রাণে দেশের মহিমা।' *আহসান*, ১৯৪৪।

উদ্বোধিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সূচনাকারী। 'উদ্বোধিতা নারীর মধ্যমণির ন্যায় হবে স্বয়ং প্রকাশ।' *বেগম*, ১৯৫৬।

উদ্ভ্রান্ত [স] *বিণ* ব্যতিব্যস্ত। 'শিরঃপীড়া নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত এখনও উদ্ভ্রান্ত হননি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

উদ্ভট [স] ১ *ক্রিবিণ* আশ্চর্যরূপে। 'সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* আজব। 'বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'উদ্ভট কল্পনা বলিয়া উপহাস।' *শরৎ*, ১৯১৭।

উদ্ভব [স] ১ *বি* উৎপত্তি। 'নির্মল কোন দিন মলা উদ্ভব না হএ।' *আস্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বি* ধারণা। 'মনের উদ্ভব এই দেশে নাই প্রজা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* আবির্ভাব। 'অনেক২ রাজাগণ উদ্ভব হইয়াছিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

উদ্ভাব [স উদ্ভব] *বি* উষ্ণবাষ্প। 'অখণ্ড উদ্ভাব রতি রসিকের প্রাণরসের প্রতি।' *লালন*, ১৮৯০।

উদ্ভাবক [স] *বিণ* আবিষ্কারক। 'ইহার উদ্ভাবক ভারতের আদর্শ কৃতী সন্তান মহাত্মা গান্ধী।' *এসলাম*, ১৯২০।

উদ্ভাবন [স] ১ *বি* আবিষ্কার। 'কোন অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* প্রকাশ। 'তুমি ছাড়া সময়ের এ-উদ্ভাবনে ... আর কাকে পাব।' *জীবন*, ১৯৪২।

উদ্ভাবনমুখী [স] *বিণ* সৃষ্টিশীল। 'বিবর্ধমান বিক্ষোভকে ... দায়িত্বজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাবনমুখী সংগঠনের দিকে চালিত করবার সামর্থ্য ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

উদ্ভাবনা [স উদ্ভাবন>] ১ *বি* সৃষ্টি। 'শৃঙ্খলা উদ্ভাবনা করার একটা মস্ত সুখ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* চর্চা। 'শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৩ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'প্রত্যেক ভাষার একটি স্বকীয় ধ্বনি-উদ্ভাবনা আছে। তার থেকে তার স্বরূপ চেনা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উদ্ভাবনী শক্তি [স] *বি* সৃজন করার ক্ষমতা। 'অন্তঃকরণে উদ্ভাবনী শক্তির উদয় হইলেই পশ্চাৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উদ্ভাবিত [স] ১ *বিণ* উদ্ভাবন করা হয়েছে এমন। 'তিনি পদার্থবিদ্যা-সংক্রান্ত যে সকল নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবিত করেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* জাগ্রত। 'নিজের ভিতর হইতেই এই সংযমটিকে উদ্ভাবিত করিয়া লইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* আবিষ্কৃত। 'নূতন নূতন কাজের নিয়ম আপন বুদ্ধিতে উদ্ভাবিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৪ *বিণ* পরিকল্পিত। 'তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাদানপ্রণালীর অসাধারণ নৈপুণ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৫ *বিণ* রূপায়িত। 'এখানকার বিশেষ নীতি নানা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে এখানেই উদ্ভাবিত হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উদ্ভাসন [স] *বি* আবির্ভাব। 'আমার চোখের সামনে হঠাৎ কোনো রূপালি শহরের উদ্ভাসন।' *শামসুর*, ১৯৭০।

উদ্ভাসমান [স] *বিণ* আলোকিত। 'অপূর্ব সৌন্দর্যে অকস্মাৎ উদ্ভাসমান এই-যে হর্ষ দেবতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উদ্ভাসা [স উদ্ভাস>] ১ *ক্রি* উদ্ভাসিত হওয়া। 'অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *ক্রি* জ্বলে ওঠা। 'নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা উঠুক সরোষে উদ্ভাসি।' *নজরুল*, ১৯২২।

উদ্ভাসিত [স] ১ *বিণ* বিচ্ছুরিত। 'মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* প্রকাশিত। 'তারই দিব্য লাবণ্য এর সর্বত্র উদ্ভাসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* প্রণোদিত। 'নবপ্রেমে উদ্ভাসিত সুখস্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৪ *বিণ* আলোকিত। 'তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বিণ* প্রদীপ্ত। 'সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি তখনই বিরাট একের আলোকে আমি নিত্যতায় উদ্ভাসিত হই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

উদ্ভিজ্জ [স] ১ *বিণ* উদ্ভিদজাত। 'উদ্ভিজ্জ বস্তু সকল এ নিয়মের অধীন থাকাতে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* শাকসবজি। 'লন্ডনে স্থানে স্থানে উদ্ভিজ্জ ভোজনের ভোজনশালা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উদ্ভিজ্জাত [স] *বিণ* উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত। 'গরিলা ... উদ্ভিজ্জাত খাদ্যই ভক্ষণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উদ্ভিজ্জাশী [স] *বিণ* নিরামিষভোজী। 'আমরা স্তন্যপায়ী উদ্ভিজ্জাশী জীব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উদ্ভিদ [স] *বি* তৃণ-লতা-গুল্ম-বৃক্ষাদি, যা মাটি ফুঁড়ে জন্মে। 'উদ্ভিদবিদ্যা ও পশ্বাদি পরিচয়বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

উদ্ভিদতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব [স] *বি* উদ্ভিদবিজ্ঞান। 'জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ত্ব উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও জন্তুতত্ত্বের ক্ষেত্রকে ... সহায়তা করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'গেটে উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে বই লিখেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ [স] *বি* উদ্ভিদবিজ্ঞানী। 'উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কৃষক এই গুণভেদের কারণ জ্ঞাত ... করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উদ্ভিদ পদার্থ [স] *বি* তৃণ-লতা-গুল্ম-বৃক্ষাদি। 'যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে ... উহারা উদ্ভিদ পদার্থ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

উদ্ভিদবিজ্ঞান [স] *বি* উদ্ভিদবিষয়ক বিজ্ঞান। 'উদ্ভিদবিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ ছাত্রদিগের এক উপকারী বিষয় হইয়াছে সন্দেহ নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উদ্ভিদবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা [স] *বি* উদ্ভিদবিষয়ক বিদ্যা। 'ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ্বিদ্যা ও ভূমি বিদ্যার অনেক সুগম পথ প্রকাশ হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'উদ্ভিদবিদ্যা ও পশ্বাদি পরিচয়বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

উদ্ভিদভোজী [স] *বিণ* উদ্ভিদ ভোজনকারী। 'উদ্ভিদভোজী জন্তুদিগের

মধ্যে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

উদ্ভিদশূন্য [স] *বিণ* উদ্ভিদ নেই এমন। 'মরুভূমির মত উদ্ভিদশূন্য স্থান অনেক দূর অবধি ঢালু হইয়া গিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

উদ্ভিন্ন [স] ১ *বিণ* বিকশিত। 'ঐ সমস্ত ডিম্ব উদ্ভিন্ন হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* প্রকাশিত। 'যৌবনশ্রী সামান্য উদ্ভিন্ন হইবার সঙ্গেই।' *এসলাম*, ১৯১৭। ৩ *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'টবে উদ্ভিন্ন গোলাপ ভীষণ ফ্যাকাশে ভয়ে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

উদ্ভিন্নবযৌবনা [স] *বিণ স্ত্রী* নতুন বিকশিত যৌবনবিশিষ্ট। 'আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নবযৌবনা শকুন্তলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উদ্ভূত [স] ১ *বিণ* উদ্ভাবিত। 'তাঁহাদিগের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* আবির্ভূত। 'আমার বন্ধু জন্মান্তরে ব্রহ্মদেশীয় কোন্ এক কৃষকের কুটিরের সম্মুখে মস্ত একটা তামাকের খেত হয়ে উদ্ভূত হবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* উৎপন্ন। 'ভূতলজঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বিণ* উত্থিত। 'মানবচিত্তের উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

উদ্ভেদ [স] ১ *বি* প্রকাশ। 'রজনী সর্বাঙ্গসুন্দরী; বর্ণ উদ্ভেদ-প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* উদ্‌গম। 'কাঠবিড়ালীর হৃদয়-স্পন্দন ও তৃণ-উদ্ভেদের শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

উদ্ভেদ করা ১ *ক্রি* সমাধান করা। 'কর্তব্যসমস্যা উদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ২ *ক্রি* প্রকাশ করা। 'তুলিল উদ্ভেদ করি কলোল্লোলে মহা ইতিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উদ্ভেদিত [স] *বিণ* জাগরিত। 'শিষ্যের আত্মাকে উদ্ভেদিত করেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

উদ্ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত [স] ১ *বিণ* উন্মত্ত। 'উদ্ভ্রান্ত তাণ্ডব নৃত্যে তাহার প্রমত্ততা প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* বিভ্রান্ত। 'আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত কত্তে এসেছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৩ *বিণ* বিমূঢ়। 'নবানুরাগের উদ্ভ্রান্ত লীলাচাঞ্চল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* ব্যাকুল। 'সাধারণত মানুষের সংসর্গ আমাকে বড়ো বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বিণ* আবেগপূর্ণ। 'বাল্যকালের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনাগুলির কথা মনে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বিণ* উদ্বিগ্ন। 'আমার মন তখন উদ্‌ভ্রান্ত।' *প্রভাত*, ১৮৯৬। ৭ *বিণ* দিশাহারা। 'চেম্বার্লেনের মুখর চটুলতায় সমস্ত ইংলণ্ড উদ্‌ভ্রান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৮ *ক্রিবিণ* এলোমেলোভাবে। 'প্রবৃত্তির হালে বসে কর্ণধার করে উদ্ভ্রান্ত চালনা তন্দ্রাবিষ্ট চোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

উদ্ভ্রান্তজন, উদ্‌ভ্রান্তজন [স] *বি* বিভ্রান্ত ব্যক্তি। 'কোনও রেনেসাঁসই উদ্ভ্রান্তজনকে প্রবোধ দেয় না।' *শিব*, ১৯৫৬।

উদ্ভ্রান্তদৃষ্টি, উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি [স] *বিণ* উদ্‌ভ্রান্তভাবে চেয়ে আছে এমন। 'হঠাৎ আলুথালু-বেশে উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি নীলধর এসে হাজির।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

উদ্ভ্রান্তি, উদ্‌ভ্রান্তি [স] *বি* উন্মত্ততা। 'প্রাত্যহিক উদ্ভ্রান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির সুখ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উদ্ভ্রান্তিক, উদ্‌ভ্রান্তিক [স] *বিণ* উদ্ভ্রান্ত। 'হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

উদম [স উদ্দাম] *বিণ* অপরিণতবয়স্ক; উদমো। 'মন্ত্রের প্রভাবে উদম রাঁড়ি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

উদ্যত [স] ১ *বিণ* উন্মুখ। 'ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* তৎপর। 'আপন প্রভুর বুকের উপর ঝাম্পাইতে উদ্যত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* উদ্যোগী। 'জেন্টিল্স ... ঐ পুস্তক ক্রয় করিতে উদ্যত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* প্রবৃত্ত। 'যদ্যপি তাহার অনুসন্ধান করিতে উদ্যত হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩। ৫ *বিণ* কিছু করবার জন্য তৈরি হওয়া। '... দংশন করিতে উদ্যত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৬ *বিণ* উদ্বুদ্ধ। 'একটা-কোনো কার্যে উদ্যত করে তাহা আমাদের নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৭ *বিণ* প্রস্তুত। 'রিক্ত হস্তে দেশে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৮ *বিণ* আক্রমণাত্মক। 'অশান্তি আজ উদ্যত বাজ কোথাও না বাধা মানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উদ্যতনাসা [স] *বিণ* খাঁড়া নাকবিশিষ্ট। 'উদ্যতনাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

উদ্যতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রবৃত্ত; উদ্যত হয়েছে এমন। 'এক ব্রাহ্মণ মরিলে তাহার স্ত্রী সহগমনে উদ্যতা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

উদ্যতাস্ত্র [স উদ্যত-অস্ত্র] *বি* উদ্যত অস্ত্র। 'নতুন লেখকদের সমর্থনে উদ্যতাস্ত্র।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

উদ্যতো [স উদ্যত] *বিণ* উদ্যোগী। 'জদি কলিকাতা জাইতে উদ্যতো হয় ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

উদ্যতি [স] *বি* উদ্যোগ। 'সমস্ত কিছু মিলে একটা বর্ধন-বিস্তারের উদ্যতি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

উদ্যম [স] ১ *বি* চেষ্টা। 'এবে উদ্যম চালাও কোন বল জানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* অধ্যবসায়। 'উদ্যম সাহস ধৈর্য্য বল বুদ্ধি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বি* আগ্রহ। 'সত্যের প্রতি প্রীতি নাই, কোনো কর্মের উদ্যম নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৪ *বি* উৎসাহ। 'সহস্রবার অকৃতকার্য হইলেও কাহার উদ্যম টলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

উদ্যমবিহীনতা [স] *বি* চেষ্টাহীনতা। 'উদ্যমবিহীনতার দরুন নিজের দুর্দশা ঘুচাইতে পারে না।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

উদ্যমশীল [স] *বিণ* চেষ্টা আছে এমন; উদ্যমী। 'উদ্যমশীল বাণিজ্যকুশল বণিকেরাই ... অধিকার করিয়া লইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উদ্যমহীন [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'এ রূপ অবস্থায় উদ্যমহীন, আকাঙ্ক্ষাহীন, প্রেমহীন, ছিন্নপক্ষ সাহিত্য যে ধুলায় লুণ্ঠিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উদ্যমহীনতা [স] *বি* উৎসাহহীনতা। 'গণজীবন যখন এইভাবে এক শোচনীয় উদ্যমহীনতায় আক্রান্ত ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

উদ্যর্ধন [স উদ্বর্তন] *বি* লেপন। 'গন্ধ নারায়ন তৈল উদ্যর্ধন কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

উদ্যান [স] ১ *বি* বাগান। 'বাহির উদ্যান মধ্যে সরোবর তিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ফলপ্রধান বাগান। 'যেখানে এই সকল ফলের বৃক্ষ অনেক থাকে, তাহাকে উদ্যান বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

উদ্যানজাত [স] *বিণ* বাগানে উৎপন্ন। 'উদ্যানজাত সুকুল দ্রব্যের নাম মুখস্থ বলাব।' *রাজ*, ১৮৭৪।

উদ্যানপাল [স] *বি* উদ্যানরক্ষক; বাগানের তত্ত্বাবধান করে যে। 'এমন উদ্যানপাল কোথায়।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

উদ্যানপালিকা [স] *বিণ স্ত্রী* বাগানের রক্ষণাবেক্ষণকারী। 'বুড়ি (বোধ হয় উদ্যানপালিকা) কতকগুলি ফলফুল নিয়ে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

উদ্যানবিলাস [স] *বি* উদ্যান সংক্রান্ত লীলা। 'পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যানবিলাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উদ্যানলতা [স] *বি* বাগানে বেড়ে ওঠা লতা। 'দুটিই বনলতা – দুটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

উদ্‌যাপন [স] **১** *বি* পালন। 'ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিলে না।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* সম্পাদন। 'অপর কোন প্রধান বিদ্যালয়ে তাহা উদ্‌যাপন করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* অতিবাহিত। 'বিবাহের পূর্বে পূর্বরাগের পালা উদ্‌যাপন করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

উদ্‌যাপনকাল [স] *বি* অনুসরণ করে চলার সময়। 'তাঁহার জীবগণ জীবনব্রত উদ্‌যাপনকালেও তাঁহার অসীম মহিমা প্রদর্শন করিয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উদ্‌যাপিত [স] *বিণ* পালিত। 'যে জীবন মহৎভাবে উদ্‌যাপিত এবং অকুণ্ঠচিত্তে উৎসর্গীকৃত, তাঁহার স্মৃতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উদ্যাম [স উদ্দাম] *বিণ* খোলা। 'উদ্যাম বুকের বাস মুকত সে কেস পাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

উদ্যুক্ত, উদ্‌যুক্ত [স] **১** *বিণ* উদ্যত। 'যুদ্ধার্থে উদ্যুক্ত হইলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বিণ* তৎপর। 'মহারাজ সে বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যুক্ত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বিণ* যত্নশীল। 'এতদ্বিষয় বিশেষ প্রয়াসে বহুক্লেশে সম্পন্ন করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়াছি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **৪** *বিণ* প্রবৃত্ত; নিযুক্ত। 'মনের স্ফীত ভাব বা উন্মত্ত ভাব নিয়ত আত্মপ্রাধান্যের স্থাপনে উদ্যুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উদ্যুক্ততা [স] *বি* চেষ্টা। 'তাঁহারদের যোগ্যতা ও উদ্যুক্ততা ... নিমিত্ত অসাধারণ ধন্যবাদ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

উদ্যোক [স উদ্যোগ] *বি* উদ্যোগ। 'তাঁহার বিষয়ে সম্ভ্রামক উদ্যোক কিছু করা যায় নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩০।

উদ্যোক্তা [স] *বিণ* আয়োজনকারী। 'সভার উদ্যোক্তা শহীদ সাহেবকে সভার উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য আহ্বান করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৪৬।

উদ্যোগ, উদ্‌যোগ [স] **১** *বি* সূচনা। 'বিজয় উদ্‌যোগ মন্ত্র করিলা ডাকিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* আয়োজন। 'অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* চেষ্টা। 'এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই উদ্‌যোগ দেখিতেছি না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৪** *বি* অনুষ্ঠান। 'এই উদ্যোগ সম্পন্ন করা তাদৃশ কঠিনতা বোধ হইত না।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৫** *বি* উপক্রম। 'প্যালাব্যর উদ্‌যোগ কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৬** *বি* উদ্যম। 'উদ্যোগ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই তো রক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৭** *বি* ব্যবস্থা। 'তাহারই আয়োজন করিবার উদ্‌যোগ আমাদিগকে করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উদ্যোগ-আয়োজন [স] *বি* তোড়জোড়। 'তবে কিনা উদ্যোগ-আয়োজন সমস্তই হয়েছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

উদ্যোগ করা *ক্রি* আয়োজন করা। 'আমাদের হৃদয়ব্যথা চতুর্গুণ বর্ধিত করিবার উদ্যোগ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উদ্যোগকর্তা, উদ্যোগকর্ত্তা [স] *বিণ* উদ্যোক্তা। 'ঈশানচন্দ্র রায় ঐ বিদ্রোহের রাজা ও প্রথম উদ্যোগকর্তা।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩; 'যারা ছিল তাঁর এই আমোদের উৎসাহদাতা, উদ্যোগকর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উদ্যোগপরতা [স] *বি* সচেষ্টতা। 'সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্যোগপরতা আমাদের মধ্যে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উদ্যোগপর্ব [স] *বি* গোড়ার দিকের অংশ। 'ব্যবসা হু-হু করে এগোল গলি থেকে সদর রাস্তায় ... উদ্যোগপর্ব থেকে স্বর্গারোহণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উদ্যোগ হওয়া *ক্রি* চেষ্টা করা। 'তাহা বিক্রয় করণার্থ দুই বার উদ্যোগ হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

উদ্যোগি, উদ্‌যোগি [স উদ্যোগী] *বিণ* উৎসুক। 'বসন্তরায়ের স্ত্রী সহগামিনী হওনের উদ্‌যোগি হইতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

উদ্যোগিতা [স] *বি* চেষ্টা। 'অন্যেরা যখন উদ্যোগিতার দ্বারা এরোপ্লেনে উড়লো তখন সে গরুর গাড়িতে চড়ে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

উদ্যোগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* যত্নশীল। 'নববাবুদিগের প্রতিক্ষণে ক্ষণ উদ্যোগিনী হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

উদ্যোগী, উদ্‌যোগী [স] **১** *বিণ* তৎপর। 'হবিষ্যের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* উৎসাহী। 'তাহাতে উদ্যোগী হইয়াছি ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৩** *বি* উদ্যোক্তা। 'লণ্ডননগরে রায়েল আসিয়াটিক সোসৈটি সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৪** *বিণ* যত্নশীল। 'পাঠশালা স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৫** *বিণ* সচেষ্ট। 'তাহার সম্পাদন জন্য উদ্‌যোগী এবং নিপুণ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৬** *বিণ* আয়োজক। 'রাবিবারিক সভার সভ্যেরা এই বোট-যাত্রার উদ্যোগী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৭** *বিণ* নিরলস। 'ভূমি অত্যন্ত উর্বরা, মানুষগুলি সরল এবং উদ্যোগী, রাজকর নাই বলিলেই হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৮** *বিণ* উদ্যমী। 'তোমাকে কিন্তু একটু উদ্‌যোগী হতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

উদ্যোগী পুরুষ [স] *বি* উদ্যোগ করেন এমন পুরুষ। 'তিনি একজন উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কন্যারও নাম রাখিয়াছিলেন সীতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উদ্যোজক, উদ্‌যোজক [স] *বিণ* সঙ্গতিপূর্ণ। 'তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

উদ্রিক্ত [স] **১** *বিণ* উদিত। 'একটী সুখময় ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হয়।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* জাগ্রত। 'বাসনা ... নিয়তই আমাদের প্রয়াসকে উদ্রিক্ত করিয়া রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উদ্রেক [স] **১** *বি* সঞ্চার। 'যে সকল ব্যবহারগুলি করিয়াছেন কিম্বা করিবেন তাহারি উদ্রেক হয়।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২। **২** *বি* অনুভব। 'কেবল ক্ষুধার উদ্রেক হইলে বনফল ভক্ষণ ও তৃষ্ণায় কাতর হইলে নদী ঝরনা বিশেষের জল পান ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। **৩** *বিণ* জাগরূক। 'গভর্ণমেন্টের নিতান্ত অমনোযোগ দেখিয়া কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ক্রোধের উদ্রেক না হইবে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বি* সৃষ্টি। 'বাণবিদ্ধের ন্যায় জ্বালাযন্ত্রণা – মহাবেদনার উদ্রেক করিয়া দিতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

উধাও [স উদ্ধাবন>] **১** *বিণ* নিরুদ্দেশ। 'আশা তার পাখা প্রসারিয়া উড়ে যেত উধাও হইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **২** *ক্রিবিণ* ঊর্ধ্বমুখে। 'দুবাহু তাঁর তুলিয়া উধাও/ কহিলেন ডাকি রঘুনাথ রাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৩** *ক্রিবিণ* নিরুদ্দেশে। 'না পায় তারা দিশে, উধাও চলে ধেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৪** *বিণ* দিগন্তবিস্তৃত। 'কোথা সে উধাও মাঠ।' *জসীম*, ১৯৩১।

উধাও-ধাওয়া *বিণ* নিরুদ্দেশে ধাওয়া করে এমন। 'দক্ষিণে ফাঁকা মাঠ, উধাও-ধাওয়া অফুরন্ত হাওয়া।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

উধাও হওয়া *ক্রি* নিরুদ্দেশ হওয়া। 'কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

উধাঙ [স উদ্ধাবন>] *বিণ* উধাও। 'উধাঙ করিল ঘোড়া অন্তরীক্ষ বাটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উধার [স উদ্ধার] **১** *বি* ঋণ। 'কালিকার ভিক্ষা দিআ উধার শুধিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* উদ্ধার; ত্রাণ। 'পরমেশ্বর সাকার হইয়াছিলেন এক বার নর উধার করিতে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

উধার করা *ক্রি* অর্থ দিয়ে মুক্ত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উধার বকশন *বি* পাপের ক্ষমা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উধারা [স উদ্ধার>] *ক্রি* উদ্ধার করা। 'উধারল সরসিজ পাওল প্রান। নিজ নব দলে করু আসন দান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। 'উধারি।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

উন [স] *বিণ* উন; কম। 'সামর্থ না হৈল কেহ বলে হৈল উন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উনছত্তর [স উনসপ্ততি] *বিণ* উনসত্তর সংখ্যক; ৬৯। 'সন ১১৭৯ এগারো সও উনছত্তর সাল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

উনপঞ্চাশৎ [স উনপঞ্চাশৎ] *বিণ* উনপঞ্চাশ সংখ্যক। 'উনপঞ্চাশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উনপঞ্চাস বাউ [স উনপঞ্চাশৎ-বায়ু] *বিণ* ৪৯ সংখ্যক। 'উনপঞ্চাস বাউ সঙ্গে দিল তার।' *মালাধর*, ১৫০০।

উনপঞ্চাশ বাতাস [স উনপঞ্চাশৎ+হি বতাস] *বি* পাগলামির হাওয়া। 'উনপঞ্চাশ বাতাস তবুও বয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

উনপঞ্চাশ বায়ু [স উনপঞ্চাশৎ-বায়ু] *বি* পাগলামির হাওয়া। 'যখন-তখন উনপঞ্চাশ বায়ু-বেগে চতুর্দিকে উড়ু-উড়ু করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উনপাঁজুরে [স উন-পঞ্জর] *বিণ* দুর্বল। 'ক্রমে ক্রমে পাড়ার হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া – উনপাঁজুরে – বরাখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

উনবিংস [স উনবিংশ] *বিণ* উনিশ সংখ্যক। 'উনবিংসে হলধর রূপে অবতার।' *মালাধর*, ১৫০০।

উনই [স উন্ন] *বি* উৎস। 'কোন উনই হইতে সে উৎপন্ন হইল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

উনকে *সর্ব* উহার। 'কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব। ইহ্কিে খীন উনকে অবলম্ব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উনত [স উন্নত] *বিণ* উঁচু। 'উনত উরজ চিরে ঝাপাবএ পুনু পুনু দরসাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উনন [স উষ্ণ>] *বি* চুলো। 'গাছতলায় মস্ত মস্ত উনন পাতা; রান্নার জন্যে নানা আয়তনের হাঁড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উননমুখী [স উষ্ণ>+স মুখী] *বিণ স্ত্রী* চুলার মতো মুখ যে নারীর। 'রাক্কুসী – পেত্নী – উননমুখী – বেরালখাগী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

উনমত [স উন্মত্ত] **১** *বিণ* মত্ত। 'তাক দেখি উনমত ভৈলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অপরিণত। 'দূতাক মাইল আক্ষে উনমত কালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উনমতি [স উন্মত্ত>] *বিণ* ব্যাকুলা। 'উনমতি পাগলি গোপি আন নাহি মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উনমত্ত [স উন্মত্ত] *বিণ* উন্মাদ। 'মদনে উনমত্ত গোদা নাচে কুতূহলে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

উনমন [স উন্মন] *বিণ* উতলা। 'মন উনমন/ মন কেমন রে!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

উনমাদ [স উন্মাদ] *বিণ* উন্মাদ; পাগলের মতো। 'দুহুঁক পিরীতি উনমাদ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

উনা [স উন] *বিণ* কম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উনান [স উষ্ণ>] *বি* চুলা। 'জপিয়া মনসা নাম জ্বালিল উনান।' *কেতকা*, ১৬৫০। *দ্র* **উনুন, উনোন**

উনানো [স উষ্ণ>] *ক্রি* গলিত করা। 'অবশ্য উনাইব ঘৃত আনলে পরশে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উনি *সর্ব* ঐ ব্যক্তি। 'আমি নাই তুমি নাই উনি আর ইনি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

উনিশ [স উনবিংশ>] *বিণ* ১৯ সংখ্যক। 'বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি, ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'এ জষ্টি মাসে তুই আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়লি, তাই না?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উনিশ-বিশ [স উনবিংশ-বিংশ] *বি* সামান্য পার্থক্য। 'উনিশ-বিশ হইলে হয়তো কিছু ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

উনিশশো [স উনবিংশ-শত] *বিণ* উনিশ শত (১৯০০) সংখ্যক। 'উনিশশো তেয়াত্তর সাল।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

উনিশা [স উনবিংশ>] *বিণ* উনিশ সংখ্যক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

উনিশে *বিণ* উনিশতম। 'আগামী কাল উনিশে জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

উনুই [স উন্ন>] *বি* উৎস; ঝরনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বালির উনুই হইতে কিছু কিছু জল উঠে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

উনুন [স উষ্ণ>] *বি* চুলা। 'নাই উনুন জ্বালা, একি জ্বালা, জ্বালায় নাই জল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

উনুনমুখো [স উষ্ণ>+স মুখ>] *বি* অগ্নিমুখী। 'দাওয়াতে টানতে হুঁকো, উনুন-মুখো, নড়েও নাকো ন্যাজ মলাতে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

উনু হওয়া [স উন] *ক্রি* কমে যাওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উনোন [স উষ্ণ>] *বি* চুলা। 'একেবারে উনোনের পাশ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

উন্দুরু [স উন্দূর] *বি* ইঁদুর। 'নরদামাবাসি উন্দুরুরা আপনারদের স্থান ভ্রষ্ট ভয়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

উন্নত [স] **১** *বিণ* উঁচু। 'দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* উদ্ধত। 'এ তোর উন্নত যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* সম্ভ্রান্ত। 'উন্নত বড় ধনি মরারা ঐ অল্প স্থানে রাজা হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **৪** *বিণ* উৎসাহিত। 'তদ্দ্বারাই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উন্নত ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সংযত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বিণ* বিকশিত। 'বঙ্গভাষা অদ্যাপি পরিমার্জ্জিত ও উন্নত হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৬** *বিণ* সমৃদ্ধ। 'যে জাতির স্বাধীনতা আছে, সেই জাতির ভাষা মুক্ত, সুতরাং উন্নত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৭** *বিণ* উদার। 'ভক্তিভাজন মৃত ব্যক্তির উপাসনা করিলে মন উন্নত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৮** *বিণ* উঁচু মানের। 'তাঁহারা বাঙ্গালা অভিধান, বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও উন্নত প্রণালীর বাঙ্গালা পাঠশালার সৃষ্টিকর্তা ছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

উন্নতকরণ [স] *বি* উদার করা। 'জাতীয় আচার ব্যবহার উন্নতকরণ জন্য।' *প্রচারক*, ১৯০১।

উন্নতকায় [স] *বিণ* সুঠামদেহী। 'একজন উন্নতকায় উত্তম পোষাকপরা লোক আসিয়া প্রবেশ করিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

উন্নতচরিত্র [স] *বিণ* উঁচুমানের চরিত্রবিশিষ্ট। 'সিরাজদ্দৌলা যদিচ উন্নতচরিত্র মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি এই দ্বন্দ্বের হীনতা-মিথ্যাচার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

উন্নতচেতা [স] *বিণ* উদারমনা। 'ফকির বেড়িসা একজন উন্নতচেতা বিশুদ্ধ মুসলমান।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

উন্নততম [স] *বিণ* উচ্চতম। 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নততর হইতে উন্নততম সোপানে আরূঢ় হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উন্নততর [স] *বিণ* অতিশয় উচ্চ। 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নততর হইতে উন্নততম সোপানে আরূঢ় হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উন্নতনাসিক [স] *বিণ* উন্নাসিক; অন্যদের নীচুদৃষ্টিতে দেখে এমন। 'সভ্যতার গর্বে উন্নতনাসিক।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

উন্নতবলিষ্ঠ [স] *বিণ* বিকশিত ও দৃঢ়। 'আত্মনির্ভরপর উন্নতবলিষ্ঠ চরিত্রের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উন্নতমনা [স] *বিণ* উদার মনের অধিকারী। 'কতিপয় স্বাধীনচেতা উন্নতমনা মহাত্মা জাতীয় উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

উন্নতমস্তক [স] *বিণ* আত্মমর্যাদাশীল। 'রাঘব সরকার চিরকালই উন্নতমস্তক।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

উন্নত-শীর্ষ [স] *বিণ* উন্নতমস্তক। 'স্বাধীনচিত্ত উন্নত-শীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

উন্নতশীল [স] *বিণ* উন্নতি ঘটছে এমন। 'সভ্যতারূঢ় উন্নতশীল বিজ্ঞানানুরক্ত ব্যক্তিরা ... বিরত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উন্নতহৃদয় [স] *বিণ* উদার। 'স্বজাতি বৎসল, সমাজহিতৈষী, উন্নতহৃদয় মহাত্মা।' *প্রচারক*, ১৯০১।

উন্নতি [স] **১** *বি* সমৃদ্ধি। 'শিবানন্দের বৃদ্ধি পর২ উন্নতির বাহুল্য হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* মানোন্নয়ন। 'শিল্পবিদ্যার উন্নতি করিলে মজুরদার লোকের কি দুরবস্থা হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বি* বিকাশ। 'ধর্মের উন্নতি জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৪** *বি* অগ্রগতি। 'বিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রীতি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৫** *বি* উন্নয়ন। 'আমাদের দেশের স্থায়ী উন্নতি হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৬** *বি* উচ্চতা। 'মংপুতে এলুম, উন্নতি হলো প্রায় পাঁচ হাজার ফুট।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

উন্নতি-উদ্দেশে [স] *ক্রিবিণ* উন্নয়নের লক্ষ্যে। 'দেশের উন্নতি-উদ্দেশে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উন্নতিকর [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'এত উন্নতিকর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উন্নতিকল্পে [স] *ক্রিবিণ* উন্নতির জন্য। 'কৃষির উন্নতিকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

উন্নতিকামী [স] *বিণ* উন্নয়ন-কামনাকারী। 'তা হলে দেশের উন্নতিকামী হিসাবে আমি আপনাদের ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

উন্নতিজনক [স] *বিণ* উন্নয়নমূলক। 'এই সকল উন্নতিজনক পন্থা অবলম্বন করিয়া ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

উন্নতিতত্ত্ব [স] *বি* উন্নতিবিষয়ক মত। '... বাবুর আবিষ্কৃত এই উন্নতিতত্ত্ব যে নূতন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

উন্নতি দেওয়া *ক্রি* উন্নতি বিধান করা। 'আমরা তাদের উন্নতি দিবই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উন্নতিবর্ধন, উন্নতিবর্দ্ধন [স] *বি* উন্নতি বৃদ্ধি। 'কৃষির উন্নতিবর্দ্ধন নিমিত্ত অবিরত যত্ন করিতেছে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

উন্নতিবিধান [স] *বি* উন্নতিসাধন। 'রাশিয়ার প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে খুব বেশি দুরূহ বৈ কম নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উন্নতিমার্গ [স] *বি* উন্নতির পথ। 'পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াই মনে করেন, তাঁহারা উন্নতিমার্গে আরূঢ় হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উন্নতিমূলক [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'শারীরিক ও মানসিক উন্নতিমূলক স্বভাবজাত কর্ম্মপ্রেরণা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

উন্নতিরোধক [স] *বিণ* উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক। 'পরাধীনতা এদিকে উন্নতিরোধক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

উন্নতিশীল [স] **১** *বিণ* ক্রমান্বয়ে উন্নতি হচ্ছে এমন। 'সেই সমাজ উন্নতিশীল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* উন্নয়নের চেষ্টায় রত; উন্নয়নশীল। 'পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশসমূহের নারী সমাজের অবস্থা।' *বেগম*, ১৯৫৩।

উন্নতিসম্ভাবনা [স] *বি* অগ্রগতি। 'একটি জীবনের মধ্যেই মানুষের উন্নতিসম্ভাবনার শেষ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উন্নতি-সাধন [স] **১** *বি* কল্যাণ সাধন। 'নানাবিধ বিষয়ের উন্নতি-সাধন ... হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* সুস্থতা সাধন। 'দৈহিক উন্নতিসাধনের সঙ্গে এইরূপ জ্ঞানোৎকর্ষবিধানের সুসঙ্গত সমাবেশ ... হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বি* বিকাশপ্রাপ্তি। 'স্বাধীনতা ভাষার উন্নতিসাধনের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৪** *বি* উন্নয়ন। 'জমিদার নিশ্চিন্তমনে জমিদারির উন্নতিসাধন করেন।' *সংবাদ*, ১৮৭৩। **৫** *বি* উন্নতি বিধান। 'সমাজের উন্নতিসাধন একমাত্র উপায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উন্নতি-স্রোত [স] *বি* অগ্রগতি। 'এই উন্নতি-স্রোত যদি দারুণ প্রতিঘাত না পায় তবে কখনো থামিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উন্নতীচ্ছা [স উন্নতি-ইচ্ছা] *বি* উন্নতির ইচ্ছা। 'উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উন্নমিত [স] *বিণ* অর্ধ-উন্মীলিত। 'উন্নমিত আঁখি দুটি মেলি।' *জীবন*, ১৯২৭।

উন্নমিতা [স] *বিণ স্ত্রী* উন্নত। 'তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক-উন্নমিতা, একান্ত কৌতুকী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

উন্নয়ন [স] *বি* উন্নতিবিধান। 'অন্যান্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সেই সেই প্রকারে উন্নয়ন করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

উন্নয়নমূলক [স] *বিণ* উন্নতি বিধায়ক। 'এই অর্থ সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হলে উপকার পাওয়া যাবে।' *বেগম*, ১৯৫৮।

উন্নয়নকামী [স] *বিণ* উন্নতি কামনা করে এমন। 'দেশের উন্নয়নকামী নারীদের এক বড় প্রেরণা।' *বেগম*, ১৯৬৬।

উন্নয়নখাত [স উন্নয়ত+আ খত] *বি* কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র। 'উন্নয়নখাতে ব্যয়।' *ইত্তেফাক*, ১৯৭০।

উন্নয়নশীল [স] *বিণ* উন্নতি সাধনে সচেষ্ট কিন্তু যথেষ্ট উন্নত নয়। 'উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সাধারণ জনসংখ্যার হিসেবে সম্ভবত পাকিস্তানে নার্সের সংখ্যা সবচেয়ে কম।' *বেগম*, ১৯৬৭।

উন্নরক [স] *বিণ* নরকতুল্য। 'উন্নরক স্বর্গের আশ্বাসে সাধ্বীর সদ্গতি যেন করি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

উন্নাদ [স] *বিণ* উচ্চশব্দবিশিষ্ট। 'উন্নাদ শঙ্খের গর্জে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

উন্নাসিক [স] *বিণ* ঘ্রাণ গ্রহণে আগ্রহী। 'আমার বেড়াল দুটো ... খানা

কামরায় এসে উন্নাসিক হয়ে মাইডিয়ার মাইডিয়ার আওয়াজ বের করেছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

উন্নাসিকতা [স] *বি* অহঙ্কার। 'তাঁদের অবজ্ঞা এবং উন্নাসিকতা।' *উমর*, ১৯৬৭।

উন্নিদ [স উন্নিদ্র] *বিণ* ঘুমহীন। 'ফলত সে উন্নিদ তৃতীয় চোখ।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

উন্নিদ্র [স] *বিণ* নিদ্রাহীন। 'সে উন্নিদ্র ত্রিলোচনে ভেদ নেই ধবলে শবলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

উন্নীত [স] *বিণ* উন্নতিপ্রাপ্ত। 'ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

উন্মতা [স উন্মত্তা] *বিণ স্ত্রী* উত্তেজিত। 'উন্মতা ঔসদি হইতে বৃন্দাবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উন্মত্ত [স] ১ *বিণ* হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'বনবাসী আত্মনাশী উন্মত্ত উন্মাদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* পাগল। '...উন্মত্তের ন্যায় হইয়া আপন প্রভুকে কামড়াইতে যায়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* দিশাহারা। 'আমোদে উন্মত্ত হইল সকলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'দেখিয়া উন্মত্ত হইল নৃপতির মন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বিণ* মাতাল। 'উগ্র লোভের তীব্র মাদকরস-পানে উন্মত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৬ *বিণ* মত্ত। 'চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত। *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৭ *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

উন্মত্ততা [স] ১ *বি* উত্তেজনা। 'বেদনা এমন অতিবাদ হইল, যে বৈর সাধনে উন্মত্ততাতে বাগানের মধ্যে দৌড়িয়া গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* বাতুলতা। 'ঐ আইন বজায় রাখণ কেবল উন্মত্ততা।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ৩ *বি* পাগলামি। 'তাহার সন্দেহকে উন্মত্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উন্মত্তপ্রায় [স] *বিণ* পাগলের মতো; আত্মহারা। 'উন্মত্তপ্রায় হইয়া ... বিচারাগার আক্রমণ করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

উন্মত্তবৎ [স] *বিণ* পাগলের মতো। 'উন্মত্তবৎ হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

উন্মত্তা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* আত্মহারা। 'যখন ব্যভিচার আমোদে উন্মত্তা ছিলে ...।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বি স্ত্রী* মাতোয়ারা হয়েছে যে। 'শৈবলিনী নাসিকা আবৃত করিয়াও উন্মত্তার ন্যায় হইল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

উন্মত্তো [স উন্মত্ত] *বিণ* পাগল। 'খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

উন্মথন [স] *বি* বিশেষভাবে আলোড়ন। 'ঘূর্ণির উন্মথন তাদের নিক্ষেপ করে শরণসৈকতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

উন্মথা [স উন্মথন>] *ক্রি* আলোড়িত হওয়া। 'সমুদ্রতল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

উন্মথিত [স] ১ *বিণ* উদ্বেলিত। 'কবিত্বকে উন্মথিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বিণ* ফুঁসে উঠেছে এমন। 'নিষ্ঠুর বিদ্বেষ উন্মথিত হইয়া উঠিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বিণ* প্রসারিত। 'আধুনিক সভ্যতার অসংখ্য বাহুচালনায় এই লোভই সর্বত্র উন্মথিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উন্মদ [স] ১ *বিণ* উন্মত্ত। 'উন্মদ মদনে মাতল মন।' *শেখর*, ১৬০০। ২ *বিণ* প্রবল। 'উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত, ঘন ঘন গর্জিত মেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

উন্মদবেগ [স] *বি* ক্ষিপ্র গতি। 'শত্রুর শিরে উন্মদবেগে পড়িতেছে অবিরত!' *নজরুল*, ১৯২৮।

উন্মদা [স] *বিণ স্ত্রী* উন্মত্ত। 'উন্মদা মদন-মদে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

উন্মন [স] ১ *বিণ* আনমনা। 'আমি উন্মন হে, হে সুদূর, আমি উদাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* উদাসী। 'ভালবাসা-ভারে উন্মন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

উন্মনা [স] ১ *বিণ* অন্যমনস্ক। 'আসনে বসিয়া উন্মনা হইয়া ভাবেন ব্যাস গোসাঁই।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* ব্যাকুল। 'আজকে আমি তাহার লাগি উন্মনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

উন্মন্থন [স] *বি* আলোড়ন। 'স্থির জলে আনে অশান্তির উন্মন্থন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উন্মর্ত্ত [স উন্মত্ত] *বিণ* আত্মহারা। 'উন্মর্ত্ত পাগলি মনে নিজ পতি দরসনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উন্মাতাল [স] *বিণ* অস্থিরতায় পরিপূর্ণ। 'উন্মাতাল অতীতের কথা ভাবে : পার্কের বেঞ্চিতে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

উন্মাত্র [স] *বিণ* সামান্যতম। 'কখনও করিনি মনে প্রভুত্বের উন্মাত্র প্রমাদে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

উন্মাদ [স] ১ *বিণ* উত্তাল। 'উন্মাদ-ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* উত্তেজনা। 'পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাঢ়য়ে উন্মাদ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* অতিরিক্ত আসক্তি। 'শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদ হইল সভাকার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* পাগল। 'তুই কি উন্মাদ হলি? সমস্ত সংসার তুই দিলি বিসর্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৫ *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'চৈত্ররজনী আজি উন্মাদ মধুনিশি ওগো চৈত্রনিশীথশশী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৬ *বিণ* প্রমত্ত। 'হিংসার উৎসবে আজি বাজে অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী ভয়ঙ্কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৭ *বিণ* ক্ষিপ্ত। 'উন্মাদ, আমি উন্মাদ, ... আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।' *নজরুল*, ১৯২২। ৮ *বিণ* দিশেহারা। 'দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উন্মাদক [স] *বিণ* পাগল করে এমন। 'শরতেও হিমালয়ের এমনই ... ভয়ংকর অথচ উন্মাদক সৌন্দর্য।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

উন্মাদকর [স] *বিণ* পাগল করে এমন। 'সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

উন্মাদগ্রস্ত [স] ১ *বিণ* পাগলামিতে আক্রান্ত। 'উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* অপ্রকৃতিস্থ। 'তাঁর স্ত্রী উন্মাদগ্রস্ত কার পাপে!' *বিমল*, ১৯৫৩।

উন্মাদদশা [স] *বি* চিত্তবিভ্রম অবস্থা। 'উন্মাদদশায় প্রভুর স্থির নহে মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উন্মাদন [স] *বি* উন্মাদনা। 'গানে গানে উদাস প্রাণে জাগা রে উন্মাদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

উন্মাদনা [স] *বি* উদ্দীপনা। 'তরুণ দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উন্মাদনাকর [স] *বিণ* মত্ততা সৃষ্টিকারী। 'সেই আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কী আছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

উন্মাদনাময় [স] *বিণ* পাগল করে এমন। 'উন্মাদনাময় ভালোবাসা বহিয়া বহিয়া ...।' *মানিক*, ১৯৪০।

উন্মাদনি [স উন্মাদ>] *বিণ* পাগল করে এমন। 'বিরহগান মনকে গাওয়ায়/ পরান-উন্মাদনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

উন্মাদনী [স উন্মাদ>] *বিণ* পাগল করে এমন। 'আজি মধু চাঁদনী/ প্রাণ উন্মাদনী/ শিথিল বাঁধনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

উন্মাদপ্রলাপ [স] *বি* পাগলের অর্থহীন কথা। 'উন্মাদপ্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উন্মাদপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাণ পাগল করে এমন। 'কালবৈশাখী ঝঞ্ঝার সুরে উন্মাদপ্রাণ।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

উন্মাদলক্ষণ [স] *বি* পাগলামি। 'যেই করে যেই বোলে উন্মাদলক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উন্মাদলীলা [স] *বি* পাগলামি। 'দেশটা ভরা আজ এক বিকট উন্মাদলীলা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

উন্মাদা [স উন্মাদ>] *ক্রি* উন্মত্ত করা। 'মিলিত ঝঙ্কার ভরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া/ আনন্দের আর্তরবে চিত্ত উন্মাদিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

উন্মাদাবস্থা [স উন্মাদ-অবস্থা] *বি* পাগলামি। 'তার বদ্ধ উন্মাদাবস্থারও উৎকট কল্পনার বাইরে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

উন্মাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* উন্মত্ত। 'মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

উন্মাদিনী-পারা [স উন্মাদিনীপ্রায়] *বিণ* উন্মাদিনীর মতো। 'ঘোরা উন্মাদিনী-পারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

উন্মাদী [স] *বিণ* মাতোয়ারা। 'নিত্যানন্দনামে হয় পরম উন্মাদী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উন্মার্গগামী [স] *বিণ* বিপথগামী। 'তিনি যে মহারাজের সহিত এরূপ উন্মার্গগামী জনের ন্যায় অশিষ্টাচার করেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

উন্মিষিত [স উন্মেষিত] *বিণ* চমকিত। 'উত্তরে কপিলবর্ণ বিদ্যুৎ উন্মিষিত হইতে লাগিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

উন্মীল [স] *বিণ* বিকশিত। 'বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে বন্দী নিরখিল/ সেই শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

উন্মীলন [স] ১ *বি* চোখ খোলা। *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *বি* প্রস্ফুটন। 'স্মৃতি আছে লেগে অদৃশ্য চাঁপার উন্মীলনে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

উন্মীলা [স উন্মীলন>] ১ *ক্রি* খোলা। 'উন্মীলিলা আখণ্ডল সহস্র লোচন।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *ক্রি* ভেদ করা। 'বঙ্গহৃদয় উন্মীলি যেন/ রক্তকমল ফুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। 'উন্মীলিছে নখে দন্তে হিংস্র বিভীষিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উন্মীলিত [স] ১ *বিণ* উন্মুক্ত। 'নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* প্রকাশিত। 'যত সৌন্দর্য যত শক্তি ... দিকে দিকে উন্মীলিত হইয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উন্মুক্ত [স] ১ *বিণ* উন্মোচিত। 'দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* খোলামেলা। 'বেশ শাদাসিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* অবাধ। 'উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* খোলা। 'সহিদদিগের জন্য স্বর্গদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

উন্মুক্ততা [স] *বি* খোলামেলা অবস্থা। 'সাগর সৈকতের বিপুল উন্মুক্ততায়, আপনার হৃদয়ের খেলা নিয়ে সে মেতে থাকে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

উন্মুক্তদৃষ্টি [স] *বি* নির্মোহ দৃষ্টি। 'উন্মুক্তদৃষ্টিতে তাকালে যুবক শিক্ষক বিস্মিত হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

উন্মুখ [স] ১ *বিণ* উৎসুক। 'উন্মুখ অধরে ধরি চুম্বন-অমৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* উদ্যমী। 'জাগো উন্মুখ চিত্তে জাগো অম্লানপ্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

উন্মুখতা [স] *বি* ব্যগ্রতা। 'প্রাণে গেঁথে সূর্যমুখী-উন্মুখতা খুঁজি আজো তাকে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

উন্মুখ-যৌবনা [স] *বিণ* যৌবনে উপনীত হওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব। 'ওইসব উন্মুখ-যৌবনা কিশোরীদের কাছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

উন্মুখিন [স] *বিণ* অভিমুখী। 'সমুদ্র যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্মুখিন হইয়া রহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উন্মুখী [স] *বিণ স্ত্রী* উৎসুক। 'নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া, সে বিদ্যাবতী ঝন ঝন করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

উন্মুখর [স] ১ *বিণ* অতি মুখর। 'রাগরিক্ত সন্ধিলগ্ন এ যে ... উন্মুখর বিনির্মোক আত্মার মর্মরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। ২ *বিণ* উচ্চ শব্দময়। 'উন্মুখর অট্টহাস্যাসনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উন্মুখরতা [স] *বি* বাগাড়ম্বর। 'সাময়িক উন্মুখরতার জোরে এ স্মরণীয় হয়ে ওঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

উন্মুদ্র [স] ১ *বিণ* অচিহ্নিত। 'কালের প্রপাত উল্বণ রভসে নামে অনন্তের উন্মুদ্র অতলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'উন্মুদ্র উষার স্নেহে যদি তুমি আদরে রাখিতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উন্মূল [স] *বিণ* উৎপাটিত। 'প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা নয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উন্মূলন [স] *বি* বিনাশ। 'বৌদ্ধধর্মের সমূলে উন্মূলন করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উন্মূলা [স উন্মূল>] *ক্রি* উৎপাটিত হওয়া। 'অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে/ স্মরণচিহ্ন কত যাবে উন্মূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উন্মূলিত [স] ১ *বিণ* উৎপাটিত। 'স্নেহের অঙ্কুর পর্যন্ত উন্মূলিত করিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* মুছে ফেলা হয়েছে এমন। 'তাহা হৃদয় হইতে অনেকদিন হইল উন্মূলিত করিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উন্মেষ [স] *বি* উদয়। 'আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উন্মেষক [স] *বিণ* সঞ্চারকারী; উন্মীলনকারী। 'জাতীয় তমদ্দুনের উন্মেষক ও সহায়ক।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৪।

উন্মেষশালিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সৃজনশীল। 'প্রতিভার অর্থ নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি।' *প্রমথ*, ১৯১৬। ২ *বিণ স্ত্রী* বিকশিত। 'উন্মেষশালিনী বিরাট প্রতিভার অতি সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

উন্মেষা [স উন্মেষ>] *ক্রি* উদয় হওয়া। 'তরঙ্গ ছুটিছে শূন্যে/ উন্মেষিছে মহাভবিষ্যৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উন্মেষিত [স] *বিণ* বিকশিত। 'দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে এক মুহূর্তের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

উন্মোচন [স] ১ *বি* অপসারণ। 'তাহার মস্তকের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া ফেলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* বন্ধনহীন। 'বেণী করি উন্মোচন শান্ত মনে করো, বৎস, দেবতা-অর্চন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বিণ* মুক্ত। 'একই কথা! – ছুরিকা উন্মোচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বি*

প্রকাশ। 'রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

উন্মোচনরত [স] *বিণ* উদ্‌ঘাটন করছে এমন। 'ইউরোপের মন তখন প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনরত।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

উন্মোচিত [স] *বিণ* মুক্ত। 'জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি যেন একে একে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উন্মোচিতা [স] *বিণ স্ত্রী* উন্মোচিত করা হয়েছে এমন। 'জীবনে যে আবৃতমুখী মৃত্যুতে সে উন্মোচিতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

উপ-উপপতি [স] *বি* গৌণ প্রেমিক। 'অদ্য রজনীতে অবশ্যই তোমার উপ-উপপতি দেবতা হবার অভিলাষী।' *মুনীর*, ১৯৬১।

উপকণ্ঠ [স] ১ *ক্রিবিণ* আকণ্ঠ। 'মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা/ উপকণ্ঠ ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি* নগরীর সমীপ। 'কালিঞ্জরের উপকণ্ঠের বাঁকে উপবনের পাশে তার সাথে আমার প্রথম দেখা।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বি* গলদেশ। 'আজিকে উদ্‌গীর্ণ করো উদ্বেষ্টিত উপকণ্ঠ হতে প্রাগৈতিহাসিক বিষ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। ৪ *বি* নিকট। 'বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল।' *জীবন*, ১৯৪২।

উপকথা [স] ১ *বি* উপাখ্যান। 'উপকথা কহে রাক্ষসি মনে মনে হাসে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* গল্প। 'কাছে বসিয়া সমস্ত দিন উপকথা শুনিতে পারিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'উপকথার মত রত্নাবাঈর ... ইতিবৃত্ত শুনে গেলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬। ৩ *বি* স্মৃতি। 'বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে মনে পড়ে কত উপকথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

উপকথাই [স উপকথা>] *বিণ* অবাস্তব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উপকথাবহুল [স] *বিণ* কাহিনিসর্বস্ব। 'মহীরুহের মতো বড়ো রহস্যময় উপকথাবহুল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

উপকর [স] *বি* বাড়তি কর। 'উপকর দিতে না পারিয়া ... স্থানান্তর যাইতেছে।' *গ্রামবার্ত্তা*, ১৮৭৩।

উপকরণ [স] ১ *বি* উপাদান। 'তৈজসপত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* কার্যসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। 'বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত যে সমস্ত উপকরণ আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বি* শর্ত। 'স্বাধীনতা ভাষার উন্নতিসাধনের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৪ *বি* বিষয়বস্তু। 'বিবাহবিচ্ছেদের সমস্ত উপকরণ আসিয়া উপস্থিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৫ *বি* অংশীদার। 'দুষ্ট লোকেরাই এই দলপুষ্টিতার প্রধান উপকরণ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ৬ *বি* পণ্য। 'সমস্ত উপকরণই চড়া দরে বিক্রয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৭ *বি* জিনিসপত্র। 'বিশ্রামের উপকরণ উপাধান শয্যা কিছুই নাই।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

উপকরণাঢ্য [স] *বিণ* উপকরণের আধিক্য আছে এমন। 'বাঁধানো পথ ঘাট, বাতায়নবহুল উপকরণাঢ্য পরিপাটি বাড়ি ঘর।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

উপকর্তা, উপকর্ত্তা [স] ১ *বিণ* উপকারকারী। 'বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'উপকর্তা দুঃখ হর্তা পবিত্র শরীর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* বড়োকর্তার অধস্তন কর্তা। 'দলের বড়োকর্তাদের কাছে না হোক, উপকর্তাদের কাছে গিয়ে তোমার প্রস্তাব জানাতে হবে?' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

উপকাজ্য [স উপ-কার্য] *বি* কাছাড়ি বাড়ি। 'উপকাজ্যের উত্তরে আখড়া ঘর যথা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উপকান্তা [স] *বি* উপপত্নী। 'উপকান্তা অনুগামী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

উপকার [স] ১ *বি* হিত। 'সংসার আসার/ পর উপকার/ করিলে কি রীত থাকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* লাভ। 'এই অহিফেন বাণিজ্যে ভারতবর্ষেরই বা কী উপকার অপকার হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* সহায়তা। 'আমাদের অসময়ে অনেক উপকার করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৪ *বি* মঙ্গলসাধন। 'তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

উপকারক [স] *বিণ* উপকারী। 'এ পুস্তক অতি উপকারক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

উপকারকর্তা, উপকারকর্ত্তা [স] *বি* উপকারী ব্যক্তি। 'উপকারকর্ত্তা আপন মনেতেই সন্তুষ্ট হন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

উপকারজনক [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'বোধ হয় এই সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া দেশের উপকারজনক অবশ্যই হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

উপকারজনিকা [স] *বিণ স্ত্রী* উপকারী। 'অনুমান করি যে কেবল সাধারণের উপকারজনিকা হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

উপকারদায়ক [স] *বিণ* মঙ্গলজনক। 'ঐ চিকিৎসালয় হইলে যে রূপ উপকারদায়ক হইবেক তাহার বক্তৃতা নানা রূপ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

উপকার দেখা *ক্রি* উপকার পাওয়া। 'আমি কাছে থাকিলে কোনো উপকার দেখিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

উপকারপ্রাপ্ত [স] *বিণ* উপকার পেয়েছে এমন। 'স্কুলমাস্টারের দ্বারা উপকারপ্রাপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উপকারস্থ [স] *বিণ* অনুগৃহীত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উপকারার্থ [স উপকার-অর্থ] *ক্রিবিণ* উপকারের জন্য। 'লোকেরদের উপকারার্থে সভা করিয়া যিনি যত টাকা দিয়াছেন তাঁহারদের নাম ও টাকার সংখ্যা ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

উপকারার্থে [স উপকার-অর্থে] *ক্রিবিণ* মঙ্গলের উদ্দেশ্যে। 'কলিকাতা স্কুলসোসাইটি সকল বাঙ্গলা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

উপকারি [স উপকারী] *বিণ* উপকার করে এমন। 'কোন উপকারি বিষয় অনুবাদিকাতে স্থান পাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

উপকারিণী [স] *বি স্ত্রী* উপকারকারী। 'এই উপকারিণী পরম ধৈর্যবতী প্রশান্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উপকারিতা [স] *বি* হিতসাধনের ক্ষমতা। 'সমালোচনার উপকারিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

উপকারী [স] *বিণ* উপকার করে এমন। 'তোমা প্রতি উপকারী কিবা অউপকারী।' *সুলতান*, ১৬৫০।

উপকার্য, উপকার্য্য [স] *বিণ* প্রয়োজন মেটায় এমন। 'ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

উপকৃত [স] ১ *বিণ* উপকার লাভ করেছে এমন। 'সে কদর্য্য তৃণসকলের উপকৃত।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* উপকারপ্রাপ্ত। 'নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

উপকূল [স] ১ *বি* কূলের কাছাকাছি জায়গা। 'এই উপকূলে ব্রিটেনীয় সাংযাত্রিকেরা দাসক্রয়ার্থ সর্বদা যাতায়াত করিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* প্রান্ত। 'সংসারের উপকূল হইতে কে তাহাকে ঠেলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বি* আশ্রয়। 'হেরিয়া ভরসা পাই বিশ্বাস বিপুল জাগে মনে – আছে এক মহা উপকূল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বি* পরিসীমা। 'মাতিয়া খুঁজিয়া ফেরে আপনার কূল-উপকূল তট-

অরণ্যের তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উপকূলবর্তী [স] *বিণ* উপকূলীয়। 'উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাত্যাদুর্গতদের জন্য ... সংগৃহীত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

উপকূলবাসী [স] *বিণ* উপকূলে বাস করে এমন। 'আর উপকূলবাসী কোনো কোনো দুর্গেশ্বরের রণপোত ছিল।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

উপকূলবাহী [স] *বিণ* উপকূলের নিকট দিয়ে চলে এমন। 'দূরে দেখা যায় একটি উপকূলবাহী জাহাজ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

উপকূলীয় [স] *বিণ* সমুদ্রতীরবর্তী। 'উপকূলীয় এলাকায় ও দ্বীপাঞ্চলে ... কমিটি গঠন করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৬।

উপকৃত *দ্র* উপকার

উপকেশ [স] *বি* পরচুলা। 'তিনি ... ঘন উপকেশ, কৃষ্ণবর্ণ রোমজ চরণাবরণ পরিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

উপকোণ [স] *বি* ভাঁজের অংশ। 'মুখচক্ষুর সমস্ত কোণ-উপকোণ হইতে ঠিকরিয়া বাহির ...।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

উপক্রম [স] **১** *বি* সম্ভাবনা। 'সন্তান হওনের উপক্রম হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* চেষ্টা। 'সাড়া না দিয়া সটকিবার উপক্রম করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* আয়োজন। 'সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৪** *বি* সূচনা। 'বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **৫** *বি* জোগাড়। 'মড়কের দুর্দ্ধর্ষ প্রকোপে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

উপক্রমণিকা [স] **১** *বি* ভূমিকা। 'এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় প্রতিপন্ন করা গিয়াছে যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* প্রাথমিক আচার-অনুষ্ঠান। 'গায়ে হলুদ প্রভৃতি সমস্ত উপক্রমণিকা হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৩** *বিণ* সূচনাকারী। 'উপক্রমণিকা-গান আরম্ভ হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বি* বিদ্যাসাগর-রচিত ব্যাকরণ-বিশেষ। 'উপক্রমণিকা হইতে "নরঃ নরো নরাঃ" মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৫** *বি* সূচনা। 'আমরা নানা কাজের উপক্রমণিকা করেই সন্তুষ্ট থাকি।' *প্রমথ*, ১৯১২।

উপক্রান্ত [স] *বিণ* আরম্ভ হয়েছে এমন। 'উপক্রান্ত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উপক্ষা[১] [স উপেক্ষা>] *ক্রি* উপেক্ষা করা। 'পশুর উপরে ক্রোধ কেনে ন উপক্ষে।' *সুলতান*, ১৭০০।

উপক্ষা[২] [স উপেক্ষা] *বিণ* উপেক্ষিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উপক্ষার [স] *বি* নাইট্রোজেনযুক্ত মৌলিক পদার্থবিশেষ। 'স্পন্দনে ওষধি ও উপক্ষারের প্রভাব একই প্রকার।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

উপগতগতা [স] *বি* উদ্‌গাতা। 'আচার্য্য হইলা কেহ উপগতগতা।' *মালাধর*, ১৫০০।

উপগতা [স] *বিণ স্ত্রী* মিলিত। 'স্বামিভাবে উপগতা হইয়া পরমানন্দে সুখভোগ কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

উপগার [স উপকার] *বি* হিতসাধন। 'অন্নদান করহ পরের উপগার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

উপগুরু [স] *বি* সহকারী গুরু। 'যদি আমায় উপগুরু করিস তো তোকে শেখাই।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

উপগৃহিণী [স] *বি* উপপত্নী। 'উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতীপূজা করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উপগ্রহ [স] **১** *বি* গ্রহকে পরিভ্রমণ করে এমন জ্যোতিষ্ক। 'নেপচুন গ্রহে দুই উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* অন্ধ অনুসারী। 'এ বাড়ির সকলেই গোরার একটি ক্ষুদ্র উপগ্রহ বলিয়া মনে করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উপগ্রাম [স] *বি* ছোটো গ্রাম। 'নিউইয়র্ক লণ্ডন প্রভৃতি শহর বহু গ্রাম-উপগ্রামের প্রাণশক্তি গ্রাস ক'রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উপচক্র [স] *বি* ছোটো চাকা। 'ইটকাঠের বাহুল্যে এবং যন্ত্রের চক্রে উপচক্রে নিজেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উপচক্ষু [স] *বি* চশমা। 'কাছের জিনিসকে ওরা উপচক্ষু ছাড়া দেখতে পায় না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

উপচয় [স] *বি* শ্রীবৃদ্ধি। 'তাহারদিগের উপচয় না হইয়া অপচয় হইয়াছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

উপচর [স] *বি* শান্তি। 'জীবন কএল পরাধিন নহি উপচর এক ঠামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উপচানো *বিণ* উপচে পড়ছে এমন। 'উপচানো বুকে বনের রহস্য কাঁপে যেন।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

উপচে-পড়া *বিণ* ছাপিয়ে পড়ছে এমন। 'সূর্যের আলোয় উপচে-পড়া জলের চলে ছুটির খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উপচার [স উপচার] *বি* পূজার সামগ্রী। 'ষোড়শ উপচারে নৃপতি পূজে পুন্যবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উপচিকীর্ষা [স] *বি* উপকার করার ইচ্ছা। 'বুদ্ধিবৃত্তি, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা ইত্যাদি প্রধান বৃত্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উপচিকীর্ষাবৃত্তি [স] *বি* অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ। 'অপত্যস্নেহ ও উপচিকীর্ষাবৃত্তি থাকাতে, সন্তানগণের ভরণপোষণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উপচিত [স] *বিণ* প্রাপ্ত। 'তঁই অরথিত উপচিত ভেলি সে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উপচীয়মান [স] *বিণ* ক্রমবর্ধমান। 'বিশ শতকের উপচীয়মান আবহমান রক্ত ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

উপচীয়মানা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্রমবর্ধমান। 'প্রতিক্ষণে উপচীয়মানা মহতী প্রীতি জন্মিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উপচেতনলোক [স] *বি* অবচেতনা। 'আমার ধর্ম আমার উপচেতনলোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

উপচেতনা [স] *বি* অবচেতনা; মগ্নচৈতন্য। 'এ হচ্ছে উপচেতনার সঙ্গে চেতনার ঝগড়া।' *জীবন*, ১৯৪৮।

উপচে-পড়া *দ্র* উপচানো

উপচ্ছায়াসম [স] *ক্রিবিণ* ঘন ছায়ার প্রান্তবর্তী হালকা ছায়ার মতো। 'কে তার পশ্চাতে দাঁড়াইল উপচ্ছায়াসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

উপছায়া [স] *বি* অশরীরী দেহ। 'নিজের সমাধি-'পরে নিজে বসি উপছায়া যেমন নিশ্বাস ফেলে তায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

উপজক্ত [স উপযুক্ত] *বিণ* যোগ্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

উপজগৎ [স] *বি* কৃত্রিম জগৎ। 'কোনো সনাতন বা অধুনাতন ছাঁচেঢালা উপজগতের মধ্যে নিজেকে ধরাতে পারলুম না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

উপজা [স উৎপদ্য>] **১** *ক্রি* সৃষ্টি হওয়া। 'কুবুধি কত উপজে তোহ্মার মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* উদ্ভূত হওয়া। 'কেসু উপজল আগি।'

বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'কুসঙ্গে উপজে গর্ব বুদ্ধি লোপ হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *ক্রি* জন্ম হওয়া। 'তাহার সম্ভোগে মদ্রী পুত্র উপজিব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *ক্রি* উৎপাদন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **উপজএ** *ক্রি* জন্মায়। 'তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উপজয়** *ক্রি* জন্ম হয়। 'কৃষ্ণের চরণপ্রান্তে উপজয় লোভ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **উপজয়ে** *ক্রি* উৎপন্ন ক'রে। 'যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **উপজল** *ক্রি* উদ্ভূত হলো। 'কেসু উপজল আগি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উপজিল** *ক্রি* উৎপন্ন হলো। 'যত উপজিল তাহা কে গণিবে কত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **উপজিলা** *ক্রি* সৃষ্টি হলো। 'এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উপজিবে** *ক্রি* জন্ম দেবে। 'কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **উপজে** *ক্রি* সৃষ্টি হয়। 'কুবুধি কত উপজে তোহ্মার মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উপজাতি [স] ১ *বি* প্রজাতি। 'আমরাই species শব্দকে বাংলা উপজাতি স্থির করিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* প্রধান জাতির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র জাতি। 'পাঠানরা ইহুদীদের হারিয়ে যাওয়া বারো উপজাতির একটা নয়?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

উপজাতীয় [স] *বিণ* উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। 'সব উপজাতীয় মহিলাই বিবাহের পর বিশ্বস্ত জীবন যাপন করে।' *বেগম*, ১৯৬৩।

উপজিত [স] *বিণ* উৎপন্ন। 'শ্রীরাধার এই যে দেহসজ্জা ইহা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি যে কাম তাহা হইতে উপজিত হয় নাই।' *হাই*, ১৯৫৪।

উপজীবিকা [স] ১ *বি* জীবন নির্বাহের উপায়। 'পণ্ডিতেরা অল্পায়াসেই স্বচ্ছন্দে উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বি* পেশা। 'এইক্ষণে তাঁহারদিগের উপজীবিকা কি হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *বি* কর্মসংস্থান। 'তাহারা উপজীবিকা লাভে অসমর্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৪ *বি* গৌণ জীবিকা। 'ভিক্ষাবৃত্তি একটা উপজীবিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

উপজীব্য [স] ১ *বি* অবলম্বন। 'ঐ জীবকে উপজীব্য করিয়া জীবনধারণ করিয়াছিলি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বি* বিষয়-সম্পত্তি। 'উপজীব্য অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট-হৃদয়ে কালযাপন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* সম্বল। 'এক সন্ধ্যার একমাত্র উপজীব্য খাদ্যখণ্ডটুকু দেখিয়া, চারিদিকে চাহিয়া গোপনে ছোঁ মারিয়া লয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উপজুক্ত [স উপযুক্ত] *বিণ* যোগ্য; যথোচিত। 'হুকুম ছাড়া কোন কাজ করহ তবে উপজুক্ত সাজাইতে পৌছিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

উপজ্ঞা [স] *বি* সহজাত জ্ঞান। 'তবু মোর উপজ্ঞা গভীর, জানে স্থির অনন্ত, অমৃত তব মায়া।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

উপডাল *বি* প্রশাখা। 'একৈক শাখার লাগে কোটি কোটি ডাল তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপড়পড়া *বিণ* উপযাচক; নিজে থেকে এসে যাচঞা করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উপড়ানো [স উৎপাটন>] ১ *ক্রি* ফেটে যাওয়া। 'বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* তুলে ফেলা। *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'নিড়ানি দিয়া সমস্ত ঘাস ও গুল্ম উপড়াইয়া ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *ক্রি* উৎপাটন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সেথা হতে তারে উপাড়িয়া নও জ্বালাময় দুটো চোখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

উপঢৌকন [স] *বি* ভেট; উপহার। 'সকলের নজরানা অর্থাৎ উপঢৌকন স্পর্শ করিয়া ...' *দর্পণ*, ১৮২৪।

উপঢৌকনাদি [স] *বি* উপঢৌকন ইত্যাদি। 'নানা দেশের জয়লব্ধ সামগ্রী ও উপঢৌকনাদি প্রাপ্ত হইয়া রোমের ক্রমশঃ ধনসম্পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উপত্যকা [স] ১ *বি* পাহাড়ের পাদদেশের সমতল বা নিচু ভূমি। 'কোনস্থানে পর্বত কোনস্থানে উপত্যকাভূমি।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* দুই পর্বতের মাঝের সমতল ভূমি। 'নেপালের উপত্যকা ভূম্যন্তর্গত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

উপত্যকাভূমি [স] *বি* দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সমতলভূমি। 'এ উপত্যকাভূমিতে যে নিতান্ত অরমণীয় তাও নয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

উপদল [স] *বি* দলের মধ্যে গড়ে তোলা ছোটো দল। 'লীগের মধ্যে দল-উপদলের অভাব ছিল না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

উপদিষ্ট [স] ১ *বিণ* উপদেশপ্রাপ্ত। 'বাবুদিগের দ্বারা উপদিষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ২ *বিণ* নির্দেশিত। 'হেমনলিনী নলিনাক্ষের উপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠান অনেক জোর ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

উপদিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* উপদেশ পাওয়া গেছে এমন। 'নাপিতিনীর উপদেশ উপদিষ্টা সন্তুষ্টা কামিনী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

উপদৃষ্ট [স উপদিষ্ট] *বিণ* উপদেশ পেয়েছে এমন। 'তেমতি যে নহে শিষ্ট, যদি হয় উপদৃষ্ট।' *ভবানী*, ১৮২৮।

উপদেবতা [স] ১ *বি* অপ্রধান দেবতা। 'দেবতায় উপদেবতায় প্রভেদ থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* ভূতপ্রেত। 'দেবতা এবং উপদেবতা একত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উপদেবী [স] *বি স্ত্রী* অপকৃষ্ট দেবী। 'জয়সিংহ চাহিস কাড়িতে/ দেবীর নিকট হতে, ওরে উপদেবী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

উপদেশ [স] ১ *বি* পরামর্শ। 'সেই উপদেশ দিব তোহ্মাক তখণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* নির্দেশ। 'হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* শিক্ষাদান। 'প্রভু বোলে উপদেশ আমি করিতে না পারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* ধর্মকথা। 'সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বি* কথা। 'প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বি* উপায়। 'তবে এক উপদেশ জনক সৃজিলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৭ *বি* সৎবাক্য। 'কেন আজি ভুল মাতা, নিজ উপদেশ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ ভাল – কথা বলার চেয়ে নজির দেখানো উত্তম। 'একটা কথা আছে, উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ ভাল।' *বেগম*, ১৯৪৯।

উপদেশক [স] ১ *বি* উপদেষ্টা। 'এক জন উপদেশক থাকিবে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* শিক্ষক। 'উপরোক্ত উপদেশকের নিকট জ্ঞাত হইলাম।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

উপদেশ করা *ক্রি* পরামর্শ দেওয়া। 'বিলক্ষণরূপে উপদেশ করেন শুন বাবু টাকা থাকিলেই হয় না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

উপদেশকর্তা, উপদেশকর্ত্তা [স] *বি* উপদেষ্টা। 'উক্ত ছাত্রালয়ে এক উপদেশকর্ত্তা নিযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

উপদেশদাতা [স] *বি* পরামর্শক। 'উপদেশদাতা তারই দিকে তাকিয়ে আছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

উপদেশপাত্র [স] *বি* পরামর্শ গ্রহণ করে যে। 'উপদেশপাত্র উপদেশক অপেক্ষা দূরদর্শী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

উপদেশবাণী [স] *বি* পরামর্শমূলক কথা। 'কহি হিত উপদেশবাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উপদেশিনী [স] *বি স্ত্রী* উপদেশ দেয় যে। 'উপদেশিনী ইহা শ্রবণ

মাত্রেই আহ্লাদ-সাগরে মগ্না হইয়া কন্যাকে ধন্যা বলিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

উপদেষ্টা [স] *বি* উপদেশদাতা। 'তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উপদেস [স উপদেশ] *বি* পরামর্শ। 'সুন সুন মুগধিনি মঝু উপদেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **উপদেশ**

উপদ্বীপ [স] *বি* প্রায় চতুর্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত ভূভাগ। 'একা উপদ্বীপ সাত ভমিআ খুজিব তাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উপদ্বীপীয় [স] *বিণ* উপদ্বীপে বসবাসকারী। 'উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক ... সমাগম হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০২।

উপদ্রপ [স উপদ্রব] *বি* উৎপাত। 'তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রপ।' *ভারত*, ১৭৬০।

উপদ্রব [স] **১** *বি* ঝামেলা। 'উৎপাত আর উপদ্রবের জন্মানর ঝুঁকি লওয়া হইতে ভাল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* অত্যাচার। 'দুঃশীলতা প্রকাশ পূর্ব্বক লোকের উপর অশেষ প্রকার উপদ্রব করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৩** *বি* আবদার। 'স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

উপদ্রবসহা [স] *বিণ* জ্বালাতন সহ্য করে এমন। 'অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,/ সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

উপদ্রবাত্মক [স] *বিণ* নিপীড়নমূলক। 'প্রতিপক্ষ দলের উপদ্রবাত্মক কার্যপদ্ধতি বেড়ে গেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

উপদ্রবী [স] *বি* বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যে। 'প্রধান প্রধান উপদ্রবীদিগকে ধৃতকরণ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

উপদ্রব্য [স] *বি* মূল দ্রব্যের আনুষাঙ্গিক অন্যান্য দ্রব্য। 'নানা উপদ্রব্যে ইহা না পাই সোয়াথ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপদ্রুত [স] **১** *বিণ* নিপীড়িত। 'কিছু কর্ম্মের দ্বারা কেহ আপনাকে উপদ্রুত মানে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। **২** *বি* বাইরের শক্তি দ্বারা আক্রান্ত। 'উপদ্রুত শ্রান্তদেশে সাহিত্যের যে যথেষ্ট অবনতি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বিণ* বিশৃঙ্খল। 'উপদ্রুত হট্টমাঝে ফিরে যেন অবাধে চিৎকারি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। **৪** *বিণ* আক্রান্ত; ক্ষতিগ্রস্ত। 'ঘূর্ণিবাত্যা উপদ্রুত অঞ্চলে বিতরণের জন্যে ...।' *বেগম*, ১৯৬৯।

উপধমনী [স] *বি* ধমনির সঙ্গে যুক্ত অপেক্ষাকৃত সরু রক্তবাহী নাড়ি। 'তার দু পত্র পড়লেই পাঠকের শিরায়-উপশিরায় ধমনীতে-উপধমনীতে রক্তের স্রোত উজান বইতে বইতে তার মাথায় চড়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

উপধর্ম, উপধর্ম্ম [স] *বি* ধর্মের সঙ্গে যুক্ত কুসংস্কার। 'উপধর্ম্ম ভীতিজাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

উপধান [স উপাধান] *বি* বালিশ। 'বামবাহু কি উপধান হইতে পারে না?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

উপনগরী [স] *বি* নগরের উপকণ্ঠস্থ ছোটো শহর। 'নানা নগরী ও উপনগরী থেকে নানা আকারের নানা ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

উপনদী [স] *বি* শাখানদী। 'চারিদিক থেকে নানা উপনদী ও জলধারা এসে মিলে তাকে শাখাপ্রশাখায় ব্যাপ্ত করে দিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উপনয়ন [স] *বি* হিন্দু সমাজের কোনো কোনো বর্ণের উপবীত বা পৈতা গ্রহণের অনুষ্ঠান। 'জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

উপনয়নপ্রথা [স] *বি* হিন্দু সমাজের কোনো কোনো বর্ণের বালকের পৈতা গ্রহণের রীতি। 'উপনয়নপ্রথা এক সময়ে আর্যদ্বিজদের পক্ষে সত্য পদার্থ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

উপনায়ক [স] **১** *বি* সহ-নায়ক। 'সৈন্যদলের উপনায়ক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বি* অন্যতম প্রধান চরিত্র। 'এ-কে তার নায়ক বা উপনায়ক করলে ঢের বেশি উপাদেয় হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উপনিত [স উপনীত] *বিণ* উপস্থিত। 'উপনিত পুত্র লৈয়া কংস বরাবরে।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **উপনীত**

উপনিতি, উপনিতী [স উপনীত] *বিণ* উপস্থিত। 'মাগ বর তারে বৈল হইয়া উপনিতি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'রাজ গ্রিহে হৈব উপনিতী।' *মালাধর*, ১৫০০।

উপনিধি [স] *বি* প্রতিনিধি। *দর্পণ*, ১৮২৭।

উপনিপাত [স] *বি* আকস্মিক ঘটনা। 'বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

উপনিবেশ [স] **১** *বি* কোনো জনগোষ্ঠীর অন্য দেশে স্থাপিত স্থায়ী আবাস। 'হিন্দুগণ যে সময়ে ভারতভূমিতে প্রবেশ ও উপনিবেশ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'যখন তাহারা ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* অধিকারে আছে এমন এলাকা। 'অস্পষ্ট আলো উঠানে সামান্য পৌছায়, ছায়া-মূর্তির উপনিবেশ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

উপনিবেশতন্ত্র [স] *বি* উপনিবেশবাদ। 'উপনিবেশতন্ত্রে শাসিত জনের বিকাশ-সম্ভাবনা যে অতি অল্প এ কথা সাধারণ স্বীকৃত।' *শিব*, ১৯৫৬।

উপনিবেশী [স] *বি* উপনিবেশ স্থাপনকারী। 'দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিলাতি উপনিবেশীদের একটি সভা বসিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উপনির্বাচন, উপনির্ব্বাচন [স] *বি* দুই সাধারণ নির্বাচনের মাঝখানে শূন্য আসনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। 'অবশেষে ঝাপ্সি-নামিরপুর উপনির্বাচনকে টেষ্ট-কেস বলিয়া ধরা হইল ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬; 'উপনির্ব্বাচনেও তাঁহারা লীগ প্রার্থীর প্রতিযোগিতা করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

উপনিষদ [স] *বি* হিন্দু ধর্মগ্রন্থের শ্রেণীবিশেষ; বেদান্ত। 'বৃহদারণ্যক উপনিষদে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।' *গৌর*, ১৮২২।

উপনিষদুল্লিখিত [স উপনিষদ-উল্লিখিত] *বিণ* উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে এমন। 'উপনিষদুল্লিখিত নিরাকার, নির্বিকার, জ্ঞানময়, পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উপনীত [স] **১** *বিণ* উপস্থিত। 'ভালত সময় হইলাম উপনীত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সমাগত। 'পূজাগৃহদ্বারে উপনীত ধনপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* আনীত। 'ধৃত হইয়া পুলিসে উপনীত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

উপনীতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* উপস্থিত হয়েছে এমন। 'লহনারে এমন কহিআ প্রিয়কথা খুল্লনার কাছে দাসী হইল উপনীতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ স্ত্রী* আগমন করেছেন এমন। 'স্মরণ করিতে দেবী হৈলা উপনীতা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

উপনীতি [স উপনীত] *বিণ* উপস্থিত। 'মণ্ডপে হইল উপনীতি।' *রামাই*, ১৭১০; 'একজনা পণ্ডিত আসিএ উপনীতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উপনেতা [স] *বি* সহকারী নেতা। 'বহু নেতা উপনেতা ও গণ-নেতা

মজলিস গরম করিয়া বসিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

উপন্যস্ত [স] *বিণ* উপস্থাপিত। 'পত্র প্রমাণত্বে উপন্যস্ত করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

উপন্যাস [স] **১** *বি* কাল্পনিক কাহিনি। 'তোতা প্রত্যহ উত্তম উপন্যাস কহিবার দ্বারা ... ষষ্ঠ মাস গত হইল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'আমি মনে করি না যে, এখানে উপন্যাস আছে – সকলই প্রতিবাদের অতীত সত্য বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান করি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৫। **২** *বি* ব্যাখ্যা। 'প্রাপ্য আর প্রাপ্তার ভেদানুসারে দুই আত্মার উপন্যাস করিয়া কহিতেছেন।' *রামমোহন*, ১৮১৭। **৩** *বি* সাহিত্যের আঙ্গিকবিশেষ; দীর্ঘ কাহিনিবিশেষ। 'গল্পমাত্র যে বর্ণন করিয়াছেন তাহা উপন্যাসের মত ... সকলেই জ্ঞাত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

উপন্যাসকার [স] *বি* উপন্যাস রচনা করেন যিনি। 'নৈপুণ্য ব্যতীত উপন্যাসকার, বা নাটককার ... কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

উপন্যাসলোক [স] *বি* স্বপ্নলোক। 'একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উপন্যাসলোকবাসী [স] *বিণ* উপন্যাসে বর্ণিত। 'উপন্যাসলোকবাসী নবপ্রণয়ীর ন্যায় ধীরমন্থরগতিতে অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

উপন্যাসশিক্ষা [স] *বি* গল্প ও কথোপকথনের পাঠ। 'রাত্রিতে স্বামীর সহিত কথোপকথনের জন্য দাসী প্রভৃতি স্ত্রীগণের নিকট যে উপন্যাসশিক্ষা করিতে হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

উপপতি [স] *বি* স্বামী ব্যতীত অন্য প্রেমিক। 'যো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপপত্তি [স] **১** *বি* প্রাপ্তি। 'কৃতবিদ্য ছাত্রের ভারি উপপত্তি নিমিত্ত তিনি বিশেষ মনোযোগী।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* প্রমাণিত। 'ইহার দ্বারা এই উপপত্তি হইতেছে যে সেই সকল সামগ্রীই পুষ্টিকর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* প্রমাণ। 'তাঁদের এই উপপত্তির প্রথম অনুমান হিসেবে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

উপপত্নী [স] *বি* বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয়িনী। 'তাহার উপপত্নীর পুত্র কেবল জোথাম ব্যতিরেক ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উপপথ [স] *বি* শাখা পথ। 'পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপপন্ন [স] *বিণ* যুক্তিসিদ্ধ। 'কোন শাস্ত্র বাক্য সিদ্ধান্ত দ্বারা উপপন্ন না হইলে প্রামাণ্য হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

উপপাত [স] *বি* আকস্মিক ঘটনা। 'সে কি মাত্র উপপাত, মূলে তার কোনও অর্থ নাই?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

উপপাতকী [স] *বিণ* লঘু পাপ করেছে এমন। 'শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে দেবল ব্রাহ্মণ উপপাতকী তদন্নভোজী ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

উপপাদ্য [স] **১** *বি* প্রামাণ্য বিষয়। 'নৈহারিক উপপাদ্য সম্বন্ধে ... প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* উপপাদনীয়। 'বঙ্গীয় সাহিত্য আমাদের উপপাদ্য প্রস্তাব।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। **৩** *বি* (গণিত) যথার্থ বলে প্রমাণ করতে হবে এমন প্রতিজ্ঞা। 'জ্যামিতির উপপাদ্য মুখস্থ করতে করতে হ্যারিকেনের তেল যখন ফুরিয়ে যেত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

উপপুরোহিত [স] *বি* সহকারী পুরোহিত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

উপপ্লব [স] **১** *বি* প্রাকৃতিক বিপর্যয়। 'বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝা ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা অবনীর উপপ্লব সম্ভাবনা বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* অরাজকতা। 'হঠাৎ আমলাদের একটা উপপ্লব উপস্থিত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উপপ্লবপরায়ণ [স] *বিণ* বিদ্রোহী। 'পাবনার উপপ্লবপরায়ণ প্রজাগণের মধ্যে ...।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

উপপ্লবলিপ্ত [স] *বিণ* বিদ্রোহে জড়িত। 'উপপ্লবলিপ্ত দুর্জ্জন লোক।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

উপপ্লবাগ্নি [উপপ্লব-অগ্নি] *বি* বিদ্রোহের আগুন। 'তাহাদের উপপ্লবাগ্নি বিদ্যুদগ্নির ন্যায়।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

উপপ্লবী [স] *বিণ* প্রচণ্ড; উন্মত্ত। 'শরীরসীমান্ত বার-বার বিচূর্ণ হয় না আর উপপ্লবী বাসনার বর্বর জোয়ারে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

উপবন [স] **১** *বি* উদ্যান। 'বন উপবন কুঞ্জ কুটীরহি সবহি তোহি নিরূপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ছোটো বন। 'বকুল শাখার চঞ্চলতায় বনে উপবনে মর্মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

উপবনোদ্যান [স উপবন-উদ্যান] *বি* বন সদৃশ বাগান। 'উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপবাস [স] *বি* উপোস; অনশন। 'ব্রত উপবাসে আমি গৌরি আরাধিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

উপবাস কাল [স] *বি* ইসলামি বিধানমতে রমজান। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

উপবাসক্লিষ্ট [স] *বিণ* অনাহারে কাতর। 'আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উপবাসদৈন্য [স] *বি* উপবাসরূপ দীনতা। 'হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাসদৈন্য দূর করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

উপবাসব্রত [স] *বি* উপবাস করার ব্রত। 'আজ হতে শুদ্ধচিত্তে উপবাসব্রত করো আচরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

উপবাসি [স উপবাসী] *বিণ* অনাহারী। 'তোমার উপেক্ষা করি নন্দ উপবাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

উপবাসী [স] **১** *বিণ* না খেয়ে আছে এমন; অনাহারী। 'ঠাকুর উপবাসী রহে জীয়ে কৈছে দাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বিরহপীড়িত। 'অমন ভয়ানক উপবাসী ভালবাসা।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৩** *বিণ* দেখার জন্যে কাতর। 'উপবাসী চোখের পাতায়।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

উপবিজ্ঞান [স] *বি* গৌণ বিজ্ঞান। 'ইতিহাস ঠিক বিজ্ঞান না হলেও একটি উপবিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

উপবিভাগ [স] *বি* মহকুমা। 'সিরাজগঞ্জের উপবিভাগের অন্তর্গত শোনাতলার প্রায় একশত প্রজা।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

উপবিষ্ট [স] *বিণ* বসে আছে এমন। 'সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

উপবিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* বসে আছে এমন। 'এক বৃদ্ধা আপন ভবনদ্বারে উপবিষ্টা আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উপবীত [স] *বি* পৈতা। 'সুহৃদয়ে সুশোভিত নাগ যজ্ঞ উপবীত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উপবীতধারী [স] *বিণ* পৈতাধারী। 'উপবীতধারী, নগ্নগাত্র, বলিষ্ঠ, বখেরা-বিরোধী ত্রিগুণাবাবুর হাতে বাঁশের লাঠি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

উপবেশন [স] *বি* আসনগ্রহণ। 'সভাপতি হইয়া শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

উপবেশাসন [স উপবেশ-আসন] *বি* বসার আসন। 'উপবেশাসন প্রদান করা গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

উপবেশিত [স] *বিণ* বসে আছেন এমন। 'রামমোহন রায় তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশিত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

উপভাষা [স] *বি* প্রামাণ্য ভাষার স্থানীয় রূপ। 'প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে যখন চার উপভাষায় চালাইবার কথা হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উপভাষাভাষী [স] *বিণ* উপভাষায় কথা বলে এমন। 'এক উপভাষাভাষী অঞ্চলের যে কোনো একজনের মুখের ভাষাই।' *হাই*, ১৯৫৪।

উপভাষ্যকার [স] *বি* সহ-ব্যাখ্যাকার। 'ভাষ্যকার ও উপভাষ্যকারগণের।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

উপভোগ [স] **১** *বি* সম্ভোগ। 'পথিক লোক তাক উপভোগে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রাপ্ত কর্মফল। 'সিংহলের ভোগ জ্ঞত বিশেষ কহিব কত উপভোগ কর‍্যাছ মসানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* শাসনাধীন অংশ। 'অঙ্গরাজ্জ না হএ তোহ্মার উপভোগ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* ভোগ। 'আমি চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় করিয়া পিতাদত্ত ভাগ উপভোগ করিব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৫** *বি* আস্বাদন। 'চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্বিধ ভোগ উপভোগ পূর্ব্বক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

উপভোগনীয় [স] *বিণ* উপভোগযোগ্য। 'যদি উপভোগনীয় কিছুই না রইল তবে তাকে আর রেখে কি লাভ?' *মোতাহের*, ১৯৫০।

উপভোগা [স উপভোগ>] *ক্রি* উপভোগ করা। 'যাক উপভোগে নিজ পতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উপভোগী [স] *বিণ* উপভোগ করে এমন। 'ইন্দ্রিয় বিষয়ে উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগশূন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

উপভোগ্য [স] **১** *বিণ* শাসনের অধীন। 'অঙ্গরাজ্জ তেনে আহ্মা হএ উপভোগ্য।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* উপভোগের যোগ্য। 'পরম সুখদ বৃত্তির উপভোগ্য বস্তুর আর অভাব কি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* আদরণীয়। 'দেবতার উপভোগ্য, মহার্ঘ্য এমন, রজতের পাত্রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বিণ* আস্বাদিত। 'সাহিত্যও তেমনি সকলের উপভোগ্য হবার উপক্রম করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উপমহাদেশ [স] *বি* প্রায় মহাদেশের মতো বৃহৎ ভূখণ্ড। 'এশিয়ার উত্তরখণ্ডকে একটি উপমহাদেশ বলা হয়।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

উপম [স] *বি* তুল্য বস্তু। 'অনেক বস্তু সহজে এ ওর উপম হয়ে উঠল।' *অবন*, ১৯২৫।

উপমা [স] **১** *বি* তুলনা। 'তৃভূবনে দিতে নাগ্রি তোমার উপমা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অর্থালঙ্কার-বিশেষ; একটি জিনিসের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়ে অন্য একটি জিনিসের তুলনা, যেমন, পৃথিবী কমলালেবুর মতো গোল। 'উপমা ও রূপক ও নিদর্শন প্রভৃতি অলঙ্কারের উদ্ধার করা অসাধ্য হইবেক না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

উপমাচ্ছটা [স] *বি* উপমার আধিক্য। 'এর উপমাচ্ছটার ভিতরে যেন ভোগ প্রবণতার দিকে বেশ খানিকটা ইঙ্গিত রয়েছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

উপমান [স] **১** *বি* যার সঙ্গে কোনো জিনিসের তুলনা করা হয়। 'সে উপমান উপমেয় দুয়ে মিলিয়ে দেওয়ার কাজ করে।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বিণ* তুলনীয়। 'বিয়োগান্ত ক্রৌঞ্চ আর আমাদের উপমান নয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

উপমান্তর [স] *বি* অন্য উপমা। 'উপমান্তরে দেশমাতার স্তনে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

উপমাযোগ্য [স] *বিণ* তুলনার যোগ্য। 'মনুষ্যকৃত কোন বস্তুর সহিত উপমাযোগ্য হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

উপমিতি [স] *বি* তুলনা বা সাদৃশ্য। 'উপমিতি, অনুমিতি, পরিমিতি, সংখ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উপমেয় [স] *বিণ* উপমার যোগ্য। 'তাঁহারাই ভারতবর্ষীয় জনসমূহের উপমেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

উপমাতা [স] *বি* মাতৃতুল্য নারী। 'পরিচয় দিল সুশীলার উপমাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উপযাচক [স] *বি* নিজে থেকে এগিয়ে এসে কিছু করতে চায় যে। 'উপযাচক হওনের কোন প্রয়োজন নাই।' *ভবানী*, ১৮২৮।

উপযাচিকা [স] *বি স্ত্রী* নিজে থেকে এগিয়ে এসে কিছু করতে চায় যে। 'তোমায় এই দশ বৎসর পর পাইয়া এখনই উপযাচিকা হইয়া বিদায় দিতেছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

উপযুক্ত [স] **১** *বিণ* যোগ্য। 'উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* উপযোগী। 'খাদ্য সামিগ্রি বৎসরাবধি সপরিবারে খাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* উচিত। 'তাহা তোমারদিগকে এক্ষণে জ্ঞাত করা উপযুক্ত জানিয়া কহি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উপযুক্ততা [স] **১** *বি* যোগ্যতা। 'দরখাস্ত দিবার উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততার বিবেচনা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **২** *বি* দক্ষতা। 'তাবৎ হিন্দুস্থানীয় গ্রন্থকর্ত্তার উপযুক্ততা জানিতে পারগ হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

উপযুক্তপাত্র [স] *বি* যোগ্য ব্যক্তি। 'সে সকলেরই তিনি উপযুক্তপাত্র বটেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

উপযুক্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* যথোচিতভাবে। 'এই বহুবিস্তৃত নিম্নতন শ্রেণীর শিক্ষা আমরা যদি উপযুক্তভাবে দিতে পারি, তবে দেশের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উপযুক্তমত [স] *বিণ* প্রয়োজন মেটায় এমন। 'উপযুক্তমত বৈষয়িক বিদ্যার উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

উপযুক্তমতে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথভাবে। 'উপযুক্তমতে কর্ম্ম করিব।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

উপযুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* যোগ্য। 'সে কন্যাও উপযুক্তা বটে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

উপযোগ [স] *বি* ভোজন; ভক্ষণ। 'নৃসিংহের ভোগ কেন কর উপযোগ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপযোগবাদ [স] *বি* যা সবচেয়ে বেশি লোকের সবচেয়ে বেশি উপকার করবে সেটাই সঠিক – এই মতবাদ। 'তিনি ড্যাই প্রচারিত উপযোগবাদের আদি পুরুষ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫০।

উপযোগিতা [স] *বি* উপকারিতা। 'ইঙ্গরেজী ভাষা প্রচলিত হইলে ঐ সকল গ্রন্থে কিছু উপযোগিতা থাকিবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

উপযোগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* উপযুক্ত। 'সম্পূর্ণ উপযোগিনী হইয়া উঠিতেন।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

উপযোগী [স] *বি* উপায়। 'স্বামী আপনার ভার্য্যাকে ... ইন্দ্রিয় সুখের উপযোগী মাত্র বোধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

উপযোগ্য [স] *বিণ* উপযুক্ত। 'নৌকা চালনাদির উপযোগ্য হইত না।'

অক্ষয়, ১৮৪৩।

উপযোজন [স] *বি* খাপ খাওয়ানো। 'ফলে এরা রক্ষণশীল; উপযোজন এদের ব্রত।' *শিব*, ১৯৫৬।

উপর [স উপরি] ১ *ক্রিবিণ* উপরে। 'তথিত উপর শোভে হারমঞ্জরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *অব্য* প্রতি। 'কৃষ্ণকৃপা হইয়াছে তোমার উপরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* উপরিভাগ। 'ভিতর মন্দির উপর সব সংমার্জ্জিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* ঊর্ধ্বভাগ। 'উপরে টানায় চান্দা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *ক্রিবিণ* সামনে। 'এই ব'লে গ্রহ তারা তিথির মুখের উপর তুড়ি মেরে বেরিয়ে পড়লুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উপর-আলা [স উপরি+হি ওয়ালা] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'উপর-আলা সদর-বারি আত্মারূপে অবতারি।' *লালন*, ১৮৯০। *দ্র* **উপরওআলা, উপরওয়ালা**

উপর উক্ত [স উপরি+স উক্ত] *বিণ* উল্লিখিত। 'উপর উক্ত লক্ষণ সকল আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

উপর উপর *ক্রিবিণ* বাইরে-বাইরে। 'উপর উপর বেড়াও ঘুরে/ গভীরে কেন ডুবলে না।' *লালন*, ১৮৯০।

উপরওআলা [স উপরি+হি ওয়ালা] *বি* ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তোমার আপিল শুনিবার উপরওআলা নেই।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

উপরওয়ালা [স উপরি+হি ওয়ালা] ১ *বি* বাড়ির কর্তা-কর্ত্রী। 'উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। 'উপরওয়ালারা সব দিক ভেবেচিন্তে ঠিক করে।' *প্রমথ*, ১৯১৬। ৩ *বি* উপরে অবস্থানকারী ব্যক্তি। 'এমন সময় উপরওয়ালার ধাক্কা খেতে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

উপরকার [স উপরি+স কার] *বিণ* উপরের। 'আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউ কুমড়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উপরচড়া [স উপরি>] *বিণ* গায়ে পড়ে ঝগড়া করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উপরচাল [স উপরি+স চাল] ১ *বি* কাজ না করে উপরে উপরে অন্যের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠতার ভাব দেখানো। 'কেহ বা গোঁফে তা দিয়া উপর চাল চালিয়া বেড়ায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* দাবা খেলায় পাল্টা চাল। 'খেলা আরম্ভ হল ... কেউ কেউ উপরচালও দিতে লাগল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

উপরচালাকি [স উপরি+ফা চালাকি] *বি* লোক দেখানো চাতুরী। 'সবজান্তা যতখানি পাণ্ডিত্য দেখায় আসলে তাহার অনেকখানি উপরচালাকি।' *সুকুমার*, ১৯১৭।

উপর তলা [স উপরি-তল] ১ *বি* কোনোতলার উপরকার তলা। 'এই পাকা ভিতের উপর উপর-তলা যখন উঠবে তখনই হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২০। ২ *বি* উচ্চবিত্ত শ্রেণী। 'সমাজের উপর তলাতেই ছিলো বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ।' *উমর*, ১৯৬৮।

উপরতালা [স উপরি+স তলা>] *বি* উপর তলা। 'এমন কি উপরতালা হইতে কিছুতেই নীচে নামিতেন না।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

উপর-নজর [স উপরি+আ নজর] *বি* কু-নজর। 'বে-থা না দিলে উপর-নজর হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

উপর-পড়া [স উপরি>] *বিণ* উপযাচক; স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত। 'তবু উপর-পড়া হয়ে অনেক বলেছি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

উপর-পাটি [স উপরি+স পঙ্‌ক্তি] *বিণ* উপরের সারিভুক্ত। 'উপর-পাটি দাঁতের সঙ্গে লাগানো তালুর প্রসূত অংশ ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

উপরের তলা *বি* বাড়ির উপরের তলা। 'উপরের তলার খড়খড়ি থেকে আমাকে দেখছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উপরতি [স] *বি* মৃত্যু। 'দ্বাপর যুগের অবসানে সূর্য্যবংশের অবসান হইল, চন্দ্রবংশেরও ঔরষ সন্তানের উপরতি হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

উপরন্তু [স] *অব্য* তবুও। 'উপরন্তু ধরা, তোমার উপমা ব'লে, মোর চক্ষে এখনও সুন্দরা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

উপরাগ [স] ১ *বি* [চন্দ্র-সূর্যের] গ্রহণ। 'সূর্য্য উপরাগ সুনিঞা সর্ব্বজন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* নিন্দা। 'দেখি উপরাগ-হাসি শীঘ্র গঙ্গা-ঘাটে আসি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপরাজ [স] *বি* রাজপ্রতিনিধি। 'উপরাজ ও রাষ্ট্রসভা কৃত্রিম এবং অধ্রুব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উপরাজ্য [স] *বি* দূরে অবস্থিত একই শাসনাধীন দেশ। 'জর্মন উপরাজ্যগুলির সম্মেলনের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

উপরাষ্ট্র [স] *বি* কেন্দ্রের অন্তর্গত ছোটো রাষ্ট্র। 'বিভিন্ন খণ্ড রাষ্ট্রের বা উপরাষ্ট্রের সৃষ্টি করার দরকার।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

উপরাষ্ট্রপতি [স] *বি* সহকারী রাষ্ট্রপতি। 'তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে উপরাষ্ট্রপতি হতে গেলেন কেন?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

উপরি [স] ১ *ক্রিবিণ* উপরে। 'মায়ের কত কোটি চন্দ্র চরণ উপরি।' *রামদিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* কথকতা ইত্যাদিতে শ্রোতাদের প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ। 'উপরি –।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৪। ৩ *বি* ঘুষ; অবৈধ আয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কেরানিদের উপরি মারা গিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

উপরি আয় [স] *বি* নির্দিষ্ট আয়ের অতিরিক্ত আয়। 'উপরি আয় তাঁহার খাজনার সামিল হইয়া গিয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

উপরিউক্ত, উপরি-উক্ত [স] *বিণ* উল্লিখিত। 'উপরিউক্ত যে সকল প্রমাণ দর্শিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'তাহা উপরি-উক্ত আলোচনায় কিয়ৎ পরিমাণে বিবৃত করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উপরি উপরি [স] *ক্রিবিণ* পরে পরে। 'উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপরিওয়ালা [স উপরি+হি ওয়ালা] *বি* মুনিব; কর্তা। 'ওঁর উপরিওয়ালা বা সহকর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

উপরিকথিত [স] *বিণ* পূর্বে বলা হয়েছে এমন। 'উপরিকথিত নির্ম্মাণ-কৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রতিপাদক হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

উপরি-কাজ [স উপরি+কাজ] *বি* বাড়তি কাজ। 'আসল কাজের চেয়ে এই-সব উপরি-কাজের ভিড় কম নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উপরিতন [স] *বিণ* উপরের। 'মানসিক উন্নতি বলিতে গেলে, মনের বর্ত্তমান জ্ঞানস্তরের উপরিতন স্তরসমূহে পরপর আরোহণই নির্দেশ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উপরিতনশ্রেণী [স] *বি* উচ্চশ্রেণী। 'জনসমাজে অধস্তনশ্রেণীর সহিত উপরিতনশ্রেণীর মিলন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

উপরিতল [স] *বি* উপরের স্তর। 'গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

উপরিতলা [স উপরিতল] *বি* উচ্চশ্রেণী। 'দেশের যে উপরিতলায় শব্দের আবৃত্তি হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উপরিদর্শক [স] *বি* উপদেষ্টা। 'উপরিদর্শক। – শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

উপরিদেশ [স] *বি* উপরিভাগ। 'অট্টালিকার উপরিদেশে দণ্ডায়মান ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উপরি-পাওনা [স উপরি+পাওনা] **১** *বি* বাড়তি পাওয়া। 'সমাজটাকে নিতান্ত উপরি-পাওনার মতো লইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* বেতনের অতিরিক্ত আয়; ঘুষ। 'উপরিপাওনা ধরে ওর আয় আজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

উপরিভাগ [স] *বি* উপরের স্তর। 'সপ্ত গ্রহের সপ্ত কক্ষাতে ও নক্ষত্র-মণ্ডল কক্ষাতে উপরিভাগে আবৃত পাঞ্চভৌতিক এই ভূমিপিণ্ড।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

উপরি লাভ [স] *বি* অতিরিক্ত প্রাপ্তি। 'তাঁহারা উপরি লাভের আশা চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিতে পারেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

উপরিলিখিত [স] *বিণ* উপরে লেখা হয়েছে এমন। 'উপরিলিখিত ইমারত অপেক্ষা মৃত্তিকার নীচে অধিক।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

উপরি লিখিতা [স] *বিণ স্ত্রী* উল্লিখিত। 'বৈঠকখানা বাটীতে উপরি লিখিতা সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

উপরিস্তর [স] *বি* উন্নত জাত। 'তাদের জন্যেই বাঁধা বরাদ্দ উপরিস্তরের ফলফসল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উপরিস্থ [স] **১** *বিণ* উপরের। 'পৃথিবীর উপরিস্থ স্বমধ্যবর্তি আত্মারূপ বীজদায়ক ফলদ বৃক্ষ।' *কেরি*, ১৮০৮। **২** *বিণ* উচ্চপদস্থ। 'উপরিস্থ ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী ভূমিস্বত্ব ক্রীতদাসত্বের আইনসঙ্গত নামান্তর মাত্র।' *নজরুল*, ১৯২৬।

উপরিস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* উপরে আরোহণকারী। 'আমি উপরিস্থা হয়ে তাঁর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে এবারে বিমোহিতা হলেম।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

উপরিস্থিত [স] **১** *বিণ* উপরে রয়েছে এমন। 'তাহার ও চন্দ্রভানুর মৃতদেহ সন্নিহিত জ্বলন্ত মহানসের উপরিস্থিত তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* উপরের। 'স্ত্রীলোকের পদতলের উপরিস্থিত সন্ধিস্থান উলঙ্গ থাকিলেও মহাপাপ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

উপরোক্ত [স উপরি+স উক্ত] **১** *বিণ* পূর্বে উক্ত হয়েছে এমন। 'উপরোক্ত উপদেশকের নিকট জ্ঞাত হইলাম।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫। **২** *বিণ* উপরে লেখা হয়েছে এমন। 'বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে উপরোক্ত দুইটি প্রতিবন্ধক একেবারে অপসারিত হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

উপরোদ্ধৃত [স উপরি+স উদ্ধৃত] *বিণ* উপরে উল্লিখিত। 'উপরোদ্ধৃত রাজ-বন্দনার শেষ চারি ছত্র।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

উপরোল্লিখিত [স উপরি+স উল্লিখিত] *বিণ* উপরে উল্লেখ আছে এমন। 'উপরোল্লিখিত অন্যান্য রেওয়াজ-রুসুমও সেখানে বজায় রয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

উপর্যুক্ত, উপর্য্যুক্ত [স উপরি+স উক্ত] **১** *বিণ* উপরে উক্ত বা উল্লিখিত হয়েছে এমন। 'উপর্য্যুক্ত মনীষিগণের ... অকাট্যযুক্তিসংবলিত প্রমাণপ্রয়োগের উপরি প্রতিষ্ঠিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* পূর্বে বর্ণিত। 'ব্যক্তিগণ উপর্য্যুক্ত কোন কোন কাজকে ঘৃণা করেন।' *জামায়াত*, ১৯৩৪।

উপর্যুপরি, উপর্য্যুপরি [স উপরি+স উপরি] **১** *ক্রিবিণ* পরপর; ক্রমাগত। 'তাহাতে উপর্য্যুপরি সাত বার ধাতু নিস্রব নির্গত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'অহিফেনসেবী রাজসৈনিকেরা তাহাদের নিকটে উপর্যুপরি পরাজিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রিবিণ* বারবার। 'সংবাদপত্রে উপর্যুপরি এই সকল সংবাদ পাঠ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উপরোধ [স] *বি* বিশেষ অনুরোধ। 'উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপরোধে ঢেঁকি গেলা – অনুরোধ এড়াতে না পেরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কাজ করা। 'উপরোধে ঢেঁকি গেলে, উপরোধে না হয় হরি ব'ল্লে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

উপর্জা, উপর্জ্জা [স উৎপদ্য] *ক্রি* উপস্থিত হওয়া। 'হেন মতে উপর্জ্জিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উপর্যুক্ত, উপর্য্যুক্ত *দ্র* উপরি

উপর্যুপরি, উপর্য্যুপরি *দ্র* উপরি

উপর্সত [পা উপোসথ] *বি* উপবাস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উপল [স] *বি* পাথর। 'আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

উপলখণ্ড [স] *বি* পাথরের খণ্ড। 'বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৫৪।

উপলচারিণী [স] *বিণ* বন্ধুর। 'প্রেমের প্রকৃতি হয়তো উপলচারিণী, যদিচ অসংশয়।' *নীরেন*, ১৯৫৫।

উপলপথ [স] *বি* পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন পথ। 'একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সফেন জলরাশি নিয়ে সংকীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উপলবন্ধুর [স] *বিণ* দুর্গম। 'ব্যর্থতা ও সার্থক্যের উপলবন্ধুর পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

উপলবিকীর্ণ [স] *বিণ* পাথর-বিছানো। 'উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

উপলবিনুনী [স উপল+বিনুনি] *বি* বিন্যস্ত নুড়িপাথর। 'ঝর্ণা যেমন নির্জন পাহাড়ের উৎস-দেশ থেকে বেরিয়ে আসে উপলবিনুনী পাশে ঠেলে ঠেলে ...।' *শওকত*, ১৯৬২।

উপলভূমি [স] *বি* নুড়িবিছানো ভূমি। 'এল বন্ধুর উপলভূমিতে উদগ্র বৈশাখ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

উপলভোগ [স] *বি* হিন্দু পুরাণমতে জগন্নাথের ভোগবিশেষ। 'হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া/ হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপলরাশি [স] *বি* পাথরসমূহ। 'ঝরণার উপলরাশির উপরে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

উপলশয্যা [স] *বি* পাথরের বিছানা। 'পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া –।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

উপলক্ষ, উপলক্ষ্য [স] **১** *বি* উদ্দেশ্য। 'উপদেশ উপলক্ষ উপায় চিন্তিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* অজুহাত। 'শহরে কেহ যদি উপযুক্ত উপলক্ষ্য দিয়া রাখে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

উপলক্ষে, উপলক্ষ্যে [স] **১** *ক্রিবিণ* উদ্দেশ্যে। 'তোমাদিগের সকলের হিতের নিমিত্তে আমার উপলক্ষ্যে সকল শরীরে প্রবেশ হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *ক্রিবিণ* ফলে। 'পীড়ার উপলক্ষে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

উপলব্ধ [স] **১** *বিণ* অনুধাবন করতে পেরেছে এমন। 'এতদ্রূপ তেলিগ্রাপ স্থাপনেতে যে উপকার তাহা প্রায় সকলেই উপলব্ধ ...।' *দর্পণ*,

১৮৩১। ২ *বিণ* অনুভূত। 'কি অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধ হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

উপলব্ধি [স] ১ *বি* অনুধাবন। 'বিজ্ঞতম মহাশয়েরা সকলেই কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বি* বিবেচনা। 'পূর্ব্বাবস্থা আর বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যার আলোচনা উপলব্ধি করিলে আকাশ পাতালের ন্যায় প্রভেদ জ্ঞান করা উচিত হয়।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

উপলব্ধিগোচর [স] *বিণ* বোধগম্য। 'তিনি যদি আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধিগোচর হইতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উপলভ্য [স] *বিণ* লাভের যোগ্য। 'ব্রাহ্মণ সকল মিলি করে উপলভ্য।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উপলভ্যমান [স] *বিণ* উপলব্ধি করা যাচ্ছে এমন। 'মনুষ্যত্বের আদর্শ একেকোটিতে সমাপ্ত, আর একেকোটিতে উপলভ্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উপলম্ভ [স] *বি* উপলব্ধি। 'সাধু বলে স্থানগুণে কর উপলম্ভ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উপশম [স] *বি* প্রশমন। 'ইন্দ্রের কোপের ঈষৎ উপশম হইলে পর পুনর্ব্বার ইন্দ্র আপন পুত্রকে কহিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

উপশমক [স] *বিণ* নিবৃত্ত করে এমন। 'এ জাতীয় আর্ত প্রশ্নের একটি উপশমক উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য।' *শিব*, ১৯৫৬।

উপশমিত [স] *বিণ* উপশম হয়েছে এমন। 'তাঁহার পীড়া উপশমিত হইয়া আসিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উপশয়ী [স] *বিণ* শায়িত। 'নিখিল নাস্তিতে মৌনের বিশ্রম্ভালাপ উপশয়ী বিভীষিকা-সনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

উপশল্য [স] *বি* অন্তভাগ। 'রাজধানীর উপশল্যে, একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

উপশাখা [স] *বি* শাখা থেকে বহির্গত শাখা। 'একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপশান্ত [স] *বি* যথাযথ সমাধান; সুরাহা। 'মনের মত ব্যবস্থা হইলেই উহার উপশান্ত হইয়া থাকে।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

উপশান্তি [স] *বি* নিবৃত্তি। 'যুবারদের উপদেশ থাকিলে পরিবারের ও রাজ্যের মধ্যে যেমন উপশান্তি ও সুখের সম্ভাবনা করা যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

উপশির [স] *বি* প্রধান শিরার সঙ্গে যুক্ত সূক্ষ্ম শিরা। 'শতধা করিতে চায় মন রমণীর/ দেখিবারে হৃদয়ের শির উপশির।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

উপশিরা [স] *বি* প্রধান শিরার সঙ্গে যুক্ত সূক্ষ্ম শিরা। 'শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উপশিরাময় [স] *বিণ* ছোটো ছোটো শিরাযুক্ত। 'না-লুকানো মুখগুলি বড় ব্যস্ত, বড় উপশিরাময়।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

উপশিষ্য [স] *বি* শিষ্যের শিষ্য। 'শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপশোভিত [স] *বিণ* শোভাময়। 'যবদ্বীপ সপ্তরাজ্যে উপশোভিত ছিল।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

উপষ্টম্ভ [স] *বি* আরম্ভ। 'ইঁহারদিগের কার্য্যের উপষ্টম্ভ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

উপসংসদ [স] *বি* মূল পরিষদের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পরিষদ। 'মহিলা উপসংসদের ... সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়।' *বেগম*, ১৯৭২।

উপসংহার [স] ১ *বি* রচনার সমাপ্তিসূচক বক্তব্য। 'এক্ষণে তৎসমুদায়ের উপসংহার করা যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* অন্তর্ধান। 'প্রায় বিশ বৎসর হলো সহরের হঠাৎ বাবুর উপসংহার হয়ে যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* পরিশেষ। 'আমরা উপসংহারকালে বলিতেছি।' *দিকপ্রকাশ*, ১৮৬৯।

উপসংহৃত [স] *বিণ* সমাপ্ত। 'যে রূপে উপসংহৃত হইলে সকলের মনোরঞ্জন হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

উপসংহৃতি [স] *বি* সমাপ্তি। 'মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি প্রভৃতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

উপসন [স উপসন্ন] *বিণ* আসন্ন। 'বিহাণ আইলাহোঁ হৈলে সাঁঝ উপসন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উপসন্ন [স] ১ *বিণ* আসন্ন। 'উপসন্ন হৈল হের বরিষা সমএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পরিবেশন। 'দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল উপসন্ন করি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* উপস্থিত। 'পতিব্রতা অন্ন আনি কৈল উপসন্ন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'গঙ্গার ভিতরে গীয়া হইল উপসন্ন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উপসম [স উপশম] *বি* ইন্দ্রিয় দমন। 'উপসম করে যুধিষ্ঠির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উপসম্পদা [পা] *বি* (বিশেষত বৌদ্ধধর্মে) দীক্ষা। 'উপসম্পদা লইবার আগে/ করি পাপ নির্দেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

উপসম্প্রদায় [স] *বি* কোনো সম্প্রদায়ের অধীনস্থ ক্ষুদ্রতর অংশ। 'মুসলমান আবার যেমন, বোরা, খোজা ইত্যাদি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

উপসর্গ [স] ১ *বি* রোগ লক্ষণ। 'জ্বর উপসর্গে কর্ম্মস্থলে থাকিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ২ *বি* উটকো ঝামেলা। 'স্বর্গ এক উপসর্গ ফল তাহে কলা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* (ব্যাকরণ) যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি শব্দের পূর্বে বসে অর্থের বদল ঘটায়। 'কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৪ *বি* প্রাথমিক লক্ষণ। 'উপসর্গ কাটিয়ে তারা চলেছে পথে।' *লালন*, ১৮৯০। ৫ *বি* নামমাত্র। 'চিকিৎসা তো তুমিই করিবে, ডাক্তার একজন উপসর্গ থাকা ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৬ *বি* বিপত্তি। 'এই-যে কদর্য উপসর্গটা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উপসাগর [স] *বি* তিন দিকে স্থলবেষ্টিত সমুদ্রের অংশ। 'গূঢ়াচারী বণিকগণের এক গণ্ডূষেই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোষিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উপস্করা [স উপস্কর>] *ক্রি* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। 'রন্ধনের স্থান উপস্করি ভালমতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উপস্কার [স উপস্কর] *বি* পরিষ্কার। 'দীর্ঘ এক টঙ্গী শীঘ্রে কর উপস্কার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উপস্তিত [স উপস্থিত] *বিণ* হাজির। 'বড়ই হেঙ্গমা উপস্তিত।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

উপস্ত্রী [স] *বি* বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয়িনী। 'উপস্ত্রী লইয়া সম্ভোগ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

উপস্থ [স] *বি* জননেন্দ্রিয় বা লিঙ্গ। 'বদন উপস্থ গুহ্য নবদ্বারে ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০।

উপস্থাপন [স] *বি* উপস্থাপিত করা। 'স্থানাঙ্ক-ব্যতিরেকে সেই অপরিমেয় পটভূমিতে এগুলোর উপস্থাপন দুষ্কর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

উপস্থাপয়িতা [স] *বি স্ত্রী* উপস্থাপনকারী ব্যক্তি। 'উপস্থাপয়িতার মতন আমাদের চায়ের সময় এসে পড়ে আমাদের স্থির হতে বলে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

উপস্থাপিত [স] *বিণ* পেশ করা হয়েছে এমন। 'জেঙ্কিন্সের কেবল বিদ্যাশিক্ষারই প্রতিবন্ধ উপস্থাপিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

উপস্থি [স] *বি* সন্দেহ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উপস্থি হওয়া *ক্রি* সন্দেহ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উপস্থিত [স] **১** *বিণ* হাজির। 'উপস্থিত হৈল হের গিরিশ সমএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* জ্ঞাত। 'কি মতে পতন নিরাকরণ কিছুই উপস্থিত নাহি।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* প্রাপ্তিসাধ্য। 'দুই তিন জায়গা কন্যা উপস্থিত আছে ... স্থির করিয়া আসি।' *কেরি*, ১৮০২। **৪** *বিণ* উপস্থাপিত। 'আমার নিকট এক প্রকার কৌতুক আছে তাহা অদ্যাবধি কোন রঙ্গভূমে কখন উপস্থিত হয় নাহি।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৫** *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'হাকিম ফারবেস সাহেব একটা পাঠশালা উপস্থিত করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **৬** *বি* বিদ্যমান বস্তু বা বিষয়। 'উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত প্রত্যাশা করা মূঢ়ের কর্ম্ম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৭** *বিণ* সংঘটিত। 'এদিকে সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখে তুমুল ব্যাপার উপস্থিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৮** *বি* বর্তমান। '... চলিত সময়ের, উপস্থিত মুহূর্তের।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **৯** *বি* উদয়। 'আমার মনে ভারী একটা অপূর্ব ভাবের আবেগ উপস্থিত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **১০** *বি* পেশ করা। 'সরকারী বাজেট ... উপস্থিত করা হইবে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

উপস্থিতপত্র [স] *বি* নিমন্ত্রণপত্র। 'উপস্থিতপত্র যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের বিদায় নগদ ৫ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

উপস্থিত বক্তৃতা [স] *বি* তাৎক্ষণিক কোনো বিষয়ে দেওয়া বক্তৃতা। 'উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক ... ছবি আঁকা, পর্যায়ক্রমে গল্প বলা হয়।' *বেগম*, ১৯৭০।

উপস্থিতমত [স উপস্থিত+স মত্ত>] *ক্রিবিণ* পরিস্থিতি অনুসারে। 'উপস্থিতমত ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

উপস্থিত হওয়া *ক্রি* উপনীত হওয়া। 'দৈনিক ঘটনার মতো অত্যন্ত সহজ ভাবে উপস্থিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

উপস্থিতা [স] *বিণ স্ত্রী* হাজির। 'তাহারাই ... গ্রহণ করিতে উপস্থিতা হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

উপস্থিতি [স] *বি* হাজিরা। 'বিহারীর উপস্থিতি বিনোদিনীর পক্ষে সকল সময়েই অপ্রিয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

উপস্বত্ব [স] **১** *বি* মূল স্বত্বাধিকারীর অধীনস্থ স্বত্ব। *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'জমিদারি উপস্বত্ব ব্যবস্থা থেকে তাঁরা অনেকেই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হননি।' *শিব*, ১৯৫৬। **২** *বি* আয়। 'জমিদারির উপস্বত্ব হইতেই তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৩। **৩** *বি* অর্জিত অর্থ। 'দুই কন্যাকে প্রতিবৎসর আট শত টাকা করিয়া উপস্বত্ব দিতে আজ্ঞা করে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৪** *বি* সুদ। 'যত্নক্রমে মূলধনের উপস্বত্ব ও মাসিক দাতব্য দ্বারা ....।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

উপস্বত্ত্য [স উপস্বত্ব] *বি* মূল স্বত্বাধিকারীর অধীনস্থ স্বত্ব। *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

উপহসিত [স] *বিণ* উপহাস করা হয়েছে এমন। 'ভর্ৎসিত, উপহসিত, অমর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। *দ্র* **উপহাস**

উপহার [স] **১** *বি* প্রীতিসূচক উপঢৌকন। 'গোসাঞেরে আনিঞা দিল নানা উপহার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* পুরস্কার। 'এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* দান। 'দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যে উপহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

উপহারী [স] *বিণ* উৎসর্গীকৃত। 'কুরুক্ষেত্রে ভীষণ রণমুখে আপনাকে উপহারী করেছিলেন বটে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

উপহৃত [স] *বিণ* উপহার দেওয়া হয়েছে এমন। 'একই কালে উপহৃত অথচ প্রত্যাহৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

উপহাস [স] **১** *বি* বিদ্রূপ। 'তবেঁ লোক গুণিআঁ করিব উপহাস।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অবজ্ঞা। 'করিব ধর্মের উপহাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* রসিকতা। 'ভোজন করিআ সাধু করে উপহাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* পরিহাস। 'অশ্রুতে ছিল না তাপ, হাস্যে উপহাস, বচনে ছিল না বিষানল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উপহাসা [স উপহাস>] *ক্রি* উপহাস করা। 'আমার মরমে ব্যথা তোমা উপহাসি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উপহাসাস্পদ [স উপহাস-আস্পদ] *বিণ* উপহাসের পাত্র। 'তাদৃশ বিষয়ের কদাপি নির্দেশ করিবেক না; করিলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উপহাসি [স উপহাস>] *বি* ঠাট্টা; বিদ্রূপ। 'কেন মোর ছাওালে কর উপহাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

উপহাস্য [স] **১** *বি* উপহাস; বিদ্রূপ। 'মোরে উপহাস্য করে নাসের অন্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* উপহাসের বিষয়। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বিণ* উপহাসের যোগ্য। 'কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় ... নহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উপহাস্যতা [স] *বি* উপহাস্যের বিষয়। 'খাতার মধ্যে কবিযশঃপ্রার্থিনীর উপহাস্যতার প্রমাণ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উপহাস্যাস্পদ [স] *বিণ* উপহাসের যোগ্য। 'থিয়েটার উপহাস্যাস্পদ।' *জীবন*, ১৯৩২।

উপহৃত *দ্র* **উপহার**

উপা *ক্রি* উড়ে যাওয়া। 'ঈপর হীন ইথরের মত একেবারে উপে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উপাই *ক্রিবিণ* উপায়ে। 'বাঁচব কোন উপাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উপাএ [স উপায়] *বি* উপায়। 'ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উপাক্ষণ, উপাক্ষান [স উপাখ্যান>] *বি* উপাখ্যান। 'নৃগরাজ উপাক্ষণ লিখিল পুরাণে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'তার কিছু কর্পূর কহিব উপাক্ষান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

উপাখ্যান [স] **১** *বি* বৃত্তান্ত। 'মুক্তিপদে দিয়া মন ... শুনে প্রভঞ্জন উপাখ্যান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* কাহিনি। 'ছেলে ... পুরাতন রাজারদিগের উপাখ্যান ভূগোল খগোল ইতিহাস ইত্যাদি পড়ে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

উপাঙ্গ [স] **১** *বি* অঙ্গের অঙ্গ। 'অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ/অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শুঁড়। 'উপাঙ্গ মুরচঙ্গ আদি ফুকে যত বায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উপাচার্য, উপাচার্য্য [স] **১** *বি* সহসভাপতি। 'তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে একজন উপাচার্য্য তথাকার সমাজে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*,

১৮৪৭। **২** *বি* প্রতিষ্ঠানের উপপ্রধান। 'ঐ উপাচার্য আসছেন – বোধ করি কাজের কথা আছে – বিদায় হই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৩** *বি* বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রধান। 'এ কথা কোনো উপাচার্য আওড়াবামাত্র অভ্যস্ত নির্বিচারে বলতে ঝোঁক হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

উপাড়া [স উৎপাটন>] **১** *ক্রি* উপড়ে ফেলা। 'খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী।' *চর্যা ৮*, ১২০০। **২** *ক্রি* তুলে নেওয়া। 'নে ভাই চক্ষে বসন চাপিয়া, অথবা উপাড়ি দে।' *নজরুল*, ১৯২২। **উপাড়ন্ত** *ক্রি* উপড়ে ফেলে। 'দুই হস্তে দুই দন্ত গজের উপাড়ন্ত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **উপাড়িয়া** *ক্রি* উৎপাটন ক'রে। 'মুলে হৈতে উপাড়িয়া তুলে গিরিবর।' *মালাধর*, ১৫০০। **উপাড়িল** *ক্রি* উৎপাটিত করলাম। 'জমল আর্জ্জুন তরু উপাড়িল আহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উপাড়ী** *ক্রি* উপড়ে। 'খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী।' *চর্যা ৮*, ১২০০। **উপাড়ে** *ক্রি* উৎপাটন করে। 'গোড়াসুদ্ধ উপাড়ে অমনি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

উপাড়িত [স উৎপাটন>] *বিণ* উপড়ে ফেলা হয়েছে এমন। 'কাঁচা উপাড়িত। – নিজ মিলাতে কুন্তলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

উপাড়ী [স উৎপাটনকারী] *বি* যোগী। 'কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

উপাত্ত [স] *বি* অনুমান বা সিদ্ধান্তের অবলম্বন। 'অভিজ্ঞতা ও প্রেরণার মতো উপাত্ত মাত্র।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

উপাদান [স] **১** *বি* আদিকারণ। 'আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ/ অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* উপকরণ। 'আদৌ জগতের উপাদানমাত্র ছিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'আপনার মাঝে তাই পেতেছি প্রমাণ – স্বপ্নের পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **৩** *বি* উৎস। 'ইহারা আমার সুখের উপাদান, এইজন্য আমি ইহাদের ভালবাসি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৪** *বি* বৈশিষ্ট্য। 'সৎকর্ম বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৫** *বি* বিষয়বস্তু। 'ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

উপাদানসম্পন্ন [স] *বিণ* উপাদানে গঠিত। 'চেতনাধর্মী সত্তা এবং উপাদানসম্পন্ন প্রকৃতির সঙ্গমে রূপ এবং অর্থের জন্ম।' *শিব*, ১৯৫০।

উপাদানসম্ভার [স] *বি* উপাদানরাশি। 'আবেগের বিচিত্র বহুবাচনিক উপাদানসম্ভার অর্থ এবং সঙ্গীতময় একটি সমগ্র রূপে কেলাসিত।' *শিব*, ১৯৭৩।

উপাদেয় [স] **১** *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'ধন হইতে বিদ্যা উপাদেয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বিণ* সুস্বাদু। 'অতি উপাদেয় চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য ও নানাপ্রকার পেয় দ্রব্যের বড় খানা দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'যথেষ্ট উপাদেয় অন্ন, প্রশস্ত পরিষ্কৃত বাটী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* উপভোগ করা যায় এমন; উপভোগ্য। 'তিনি তদ্দ্বারা নানাবিধ উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৪** *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'সুচরিতার কাছে হারানবাবু কী পর্যন্ত উপাদেয় হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উপাধান [স] *বি* বালিশ। 'শয্যাপরিস্থ উপাধান চাপিয়া ধরিয়া গোঙাইতে গোঙাইতে বলিতে লাগিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

উপাধি [স] **১** *বি* (ব্যঙ্গার্থে) সুনাম। 'বিপাক হবেক বড় বাড়িব উপাধি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* খেতাব। 'মায়িক উপাধি ঐশ্বর্য্যের ন্যূনাধিক্যের দ্বারা লৌকিক ...।' *রামমোহন*, ১৮১৫। **৩** *বি* প্রদান। 'অন্য কোন উপাধি দ্বারাই অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৪** *বি* বংশপদবি। 'উপাধি বুঝছেন না? এই যেমন রম্ভা চাটুজ্জে কি রম্ভা ভট্টাচার্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৫** *বি* বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। 'তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৬** *বি* আখ্যা। 'অনেক উপাধি তব, মানুষ-উপাধি হারায়েছ শুধু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উপাধি-ধরা *বিণ* খেতাবপ্রাপ্ত। 'কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

উপাধিধারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* উপাধিপ্রাপ্ত। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারিণী।' *বেগম*, ১৯৪৯।

উপাধিধারী [স] *বিণ* খেতাবপ্রাপ্ত। 'যদি কোন উপাধিধারী চিকিৎসক থাকেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

উপাধিপত্র [স] *বি* প্রশংসাপত্র। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম আছে, কোনও ব্যক্তি অগ্রে উপাধিপত্র প্রাপ্ত না হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

উপাধিব্যাধি [স] *বি* উপাধিরূপ ব্যাধি। 'তোর ঘাড়ে কিছু ভয়ানক রকমের উপাধিব্যাধি চড়িয়ে দি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

উপাধিমান [স] *বিণ* উপাধিপ্রাপ্ত। '২০৯২ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে থ্সিন উপাধিমান রাজাদিগের অধিকার আরম্ভ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

উপাধিক [স] *বিণ* শ্রেয়তর। 'সর্ব কার্য উপাধিক মাতাপিতা সেবা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উপাধ্যায় [স] **১** *বি* হিন্দু পদবিবিশেষ। 'রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামূর্ত্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* বেদের অধ্যাপক। 'সেই বেদশাস্ত্রবিদ উপাধ্যায় সুধন্বার ত অবমাননা কর না?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

উপাধ্যায়ী [স] *বি স্ত্রী* শিক্ষক। 'সবার চরণ কৃপা গুরু-উপাধ্যায়ী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপান [স অপাঙ্গ] *বি* আড় চোখ। 'শোষন বাণেতে উপানে চাই।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

উপানৎ [স] *বি* চামড়ার জুতা। 'দুয়ারে বাঁধিল জাঙ্গ বেত্র উপানৎ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উপানহ [স] *বি* চামড়ার জুতা। 'উপানহ চমৎকার, নীচে তার ক্ষুরধার/ প্রহারে সেপদে সব চূর্ণ।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

উপান্ত [স] **১** *বি* প্রাপ্তি। 'ধবল কেবল আভা ধ্যানেতে উপান্ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* প্রান্ত। 'বাঙ্গালার উপান্তভাগ সকলে কোলবংশীয়দিগের অপেক্ষা বিরল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **৩** *ক্রিবিণ* সমীপে। 'এরই উপান্তে বৈষ্ণব লীলা লভিল প্রথম অমৃত ছিটা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

উপান্তবর্তী [স] *বিণ* প্রান্তবর্তী; নিকটবর্তী। 'মৃতদেহ, অগ্নিসংস্কারার্থে, গ্রামের উপান্তবর্তী শ্মশানে লইয়া গিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উপান্যায় *বিণ* যথাশ্রুতি লিখিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উপাম [স উপমা] **১** *বি* উপমা; তুলনা। 'কণ্ঠে কনকহার হিরায় গাথনি জার কার সঙ্গে দিব বা উপাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অনুপম। 'অতি জ্যুতির্ময় তরু দেখিতে উপাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

উপামা [স উপমা] *বি* উপমা। 'নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা।' বড়ু, ১৪৫০।

উপায় [স] **১** *বি* পন্থা। 'অন উপায়েঁ পার ণ জাই।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০। **২** *বি* কৌশল। 'পাপ-পয়োনিধি পার হব কৌন উপায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বি* প্রতিকার। 'তুহ্মি বিনে ত্রিভুবনে নাহিক উপায়।'

বাহরাম, ১৬৫০। **৪** *বি* সুযোগ। 'ইউরোপে এমত ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যাদানের যে উপায় সৃষ্টি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৫** *বি* আয়। 'যেহেতু ঐ পাণ্ডিত্যের দ্বারা ... তাঁহারদের সম্মান ও উপায়েরও বৃদ্ধি হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৬** *বি* ব্যবস্থা। 'দুই সাহেব এতদ্দেশে জ্ঞানদানের যে সকল উপায় করিয়া লোকেরদিগের যেরূপ উপকার করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৭** *বি* আর্থিক সামর্থ্য। 'যাহাদিগের সময় ও উপায় আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উপায়ক্ষম [স] *বিণ* আর্থিক সামর্থ্য আছে এমন। 'উপায়ক্ষম ব্যক্তিদিগের নানা ভাষা শিক্ষার জন্য ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উপায়চিন্তা [স] *বি* পন্থা নিয়ে ভাবনা। 'বহুবিধ পরামর্শ উপায়চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ-ভাবনায় বেশ একরকম ভোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উপায়বর্ধক, উপায়বর্দ্ধক [স] *বিণ* উপার্জন বৃদ্ধিকারী। 'কৃষি-সম্পর্কীয় উপায়বর্দ্ধক আপনকার নিস্পত্তিকরা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

উপায়বিহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* সহায়হীন। 'সেই অনাথা উপায়বিহীনা নারীকে কিছু দিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

উপায় বেরোনো *ক্রি* পথ আবিষ্কার হওয়া। 'জলের উপরে নৌকো এক মস্ত উপায় বেরিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উপায়স্বরূপ [স] *বি* পন্থা। 'তোমাদের পরিবার ততদিন পর্যন্ত তাহাকে আহার দিবার ও রক্ষা করিবার একটা উপায়স্বরূপ মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

উপায়হীন [স] *বিণ* নিরুপায়। 'বহুদিবসাবধি উপায়হীন দীন ব্রাহ্মণদিগের দিনপাতের নিমিত্ত ...।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

উপায়হীনতা [স] *বি* সহায়হীনতা; নিরুপায়তা। 'অত্যাচারের মোকাবিলায় গরিবদের উপায়হীনতা, কত কথা তার মনে পড়ে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

উপায়হীনা [স] *বিণ স্ত্রী* নিরুপায়। 'উপায়হীনা অবলা ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিষ্কৃতা করণের যে প্রস্তাব করিতেছেন ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

উপায়ান্তর [স উপায়-অন্তর] *বি* অন্য উপায়। 'হস্তিনাপুরে না গেলে আমার উপায়ান্তর হইবেক না।' *রাজীব*, ১৮০৫।

উপায়ী [স] *বিণ* উপার্জনকারী। 'সকলেই কখন তুল্যরূপ উপায়ী হইতে পারেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

উপায়ন [স] *বি* উপহার। 'নানা গ্রাম হৈতে সব নানা উপায়ন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উপারা [স উৎপাটন>] *ক্রি* উপড়ে ফেলা। **উপারএ** *ক্রি* উপড়াতে। 'সিআর কা জএো সীঁগ জনমএ গিরি উপারএ চাহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উপার্জন, উপার্জ্জন [স] **১** *বি* আয়। 'খেয়ারির কত বা হইল উপার্জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* সংগ্রহ। 'যথেষ্ট ভক্ষ উপার্জ্জন করিতে আমাকে কি করিতে হইবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* লাভ। 'নানাবিধ বিদ্যা উপার্জন হেতু বিষয় এবং অর্থ লাভের আশা।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৪** *বি* আয়ত্ত। 'ইংরাজী ভাষা উপার্জ্জন করা অতি প্রয়োজনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উপার্জন করা *ক্রি* অর্জন করা। 'খ্যাতি উপার্জন করিতে পারিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

উপার্জনকর্তা, উপার্জ্জনকর্ত্তা [স] *বি* উপার্জনকারী ব্যক্তি। 'যিনি উপার্জ্জনকর্ত্তা, উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে তাঁহার যে সম্পূর্ণ অধিকার ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

উপার্জনকারী, উপার্জ্জনকারী [স] *বি* রোজগার করে যে। 'উপার্জ্জনকারী আশ্রয় না দিলে তাঁহাদিগের যে দিন পাতের ব্যাঘাত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

উপার্জনক্ষম [স] *বিণ* আয় করতে সক্ষম। 'পুরুষ যদি উপার্জনক্ষম হইয়া বড়ো বয়সে বিবাহ করে তবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

উপার্জনক্ষমা [স] *বিণ স্ত্রী* আয় করতে সক্ষম। 'পুরুষের মতো নারীকেও উপার্জনক্ষমা অর্থাৎ চাকুরীজীবী না হতে পারলে ...।' *বেগম*, ১৯৫০।

উপার্জনশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* উপার্জনকারী। 'তিনি উপার্জনশীলা।' *বেগম*, ১৯৬৬।

উপার্জিত, উপার্জ্জিত [স] **১** *বিণ* উপার্জন করা হয়েছে এমন। 'তাঁহার সহোদরের উপার্জ্জিত ধনে তাঁহাকে বঞ্চিত করিলে অত্যন্ত অত্যাচার।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বিণ* আয়ত্ত। 'ইউরোপীয় ভাষা সকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যকরূপে উপার্জ্জিত হইবার নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* স্বীকরণকৃত। 'পিতা মাতার প্রাকৃতিক ও উপার্জ্জিত গুণের উপর সন্তানের গুণাগুণ ও মঙ্গলামঙ্গল বিস্তর নির্ভর করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বিণ* হস্তগত। 'বলপ্রয়োগ দ্বারা যাবতীয় ধন উপার্জ্জিত হইয়াছিল'। *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বিণ* অনুশীলিত। 'জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি শিক্ষা ও উপার্জ্জিত জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৬** *বিণ* প্রাপ্ত। 'সেই অনেক কৌশলে উপার্জ্জিত খ্যাতিটির দফা, একে বারে, রফা হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

উপালম্ভ [স] *বি* তিরস্কার। 'সাধু বলে স্থানগুণে কর উপালম্ভ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উপাস [স উপবাস] *বি* অনশন; অনাহার। 'উঠিয়া ভোজন কর না কর উপাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উপাস করন *বি* উপবাস থাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

উপাসক [স] **১** *বি* উপাসনাকারী। 'শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য উপাসক আমি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অনুরাগী। 'নায়িকাটি ... তাঁরই একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কৌতুকালাপে নিমগ্ন আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* গুণগ্রাহী; ভক্ত। 'সে কথা আমাদের উপাসকদের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কী ভাই?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উপাসিকা [স] **১** *বি স্ত্রী* উপাসনা করে যে। 'মার্তণ্ডদেবের উপাসিকার দীক্ষা নিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি স্ত্রী* অনুরাগী। 'উপাসিকারা শেষ পর্যন্ত ... তাকে বলেছে আর্টিস্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উপাসন [স] *বি* উপাসনা। 'সাধ করে কারা করে উপাসন / গ্রহণ করেছে কণ্টকাসন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

উপাসনা [স] **১** *বি* আরাধনা। 'উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাকালে বিংশতি ব্যক্তি একত্র হওয়া দুষ্কর ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* উপকারের আশায় অপরের মনস্তুষ্টি সাধন। 'দুটি তেলি মোসাহেব ... আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বি* সাধ্যসাধনা। 'এনেছি পাড়ার করি উপাসনা, সাজ করে লও পুরায়ে বাসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উপাসনাঘর [স উপাসনা+ঘর] *বি* যে ঘরে উপাসনা করা হয়। 'সেই ক্ষুদ্র উপাসনাগৃহের মধ্যে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

উপাসনান্ত [স উপাসনা-অন্ত] *বি* আরাধনার সমাপ্তি। 'আজকাল

উপাসনান্তে প্রায়শই পরেশ ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উপাসনাপুস্তিকা [স] *বি* প্রার্থনাপুস্তক। 'সকলের হাতে উপাসনাপুস্তিকা আর জপমালা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

উপাসনামন্দির [স] *বি* প্রার্থনা গৃহ। 'সকলেই উপাসনামন্দিরে গিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উপাসনালয় [স উপাসনা-আলয়] *বি* প্রার্থনা গৃহ। 'পৃথক উপাসনালয় প্রস্তুত করিল।' *এডুকেশন*, ১৮৮৫।

উপাসনাসভা [স] *বি* উপাসনার জন্যে ডাকা অনুষ্ঠান। 'জন্মতিথি নিমিত্তিক উপাসনাসভার বক্তৃতা।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

উপাসনাস্থল [স] *বি* প্রার্থনার জায়গা। 'সে উপাসনাস্থলে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উপাসিত [স] *বিণ* উপাসনা করা হয় এমন। 'এই সব দেবতা পৃথিবীর নানা স্থানে উপাসিত হচ্ছেন।' *অবন*, ১৯১৯।

উপাস্য [স] *বিণ* উপাসনার যোগ্য। 'ঈশ্বরের নানাবিধ নাম ও রূপ ও ধাম মানিয়া উপাস্য উপাসনা জীবের ... ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

উপাসি, উপাসী [স উপবাসী] ১ *বিণ* উপবাস করে আছে এমন। 'পত্রেরস চর্বে যেন দরিদ্র উপাসি।' *দৌলত*, ১৬৩৮। ২ *বি* উপবাসকারী। 'জাগো গো উপাসী।' *জীবন*, ১৯২৭।

উপাস্য *দ্র* উপাসনা

উপীক্ষা [স উপেক্ষা] *বি* অপেক্ষা। 'আপনকার উপীক্ষা অনেক কার্য্য আছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১৭।

উপুড় [স অবমূর্ধা>] *বি* অধোমুখ; নিম্নমুখ। 'উপুড় হইয়া ভূমে পড়িল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উপুড় করা *ক্রি* নিম্নমুখী করা। 'পাত্রটা সে একেবারে উপুড় করিয়া ধরিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

উপুড়মুখো [উপুড়+স মুখ>] *বিণ* নিম্নমুখী। 'রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উপুড় হওয়া *ক্রি* নিম্নমুখী হওয়া। 'বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে একখানি ছোট কবিতা লিখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উপুড়হস্ত করা [উপুড়+স হস্ত+করা] *ক্রি* দান করা। 'কিছু টাকা দিয়াই ওরা আর উপুড়হস্ত করিতে চাহিতেছে না।' *মানিক*, ১৯৩৭।

উপুড় হাত করা *ক্রি* দান করা। 'কিছু উপুড় হাত না করলে, বুঝেছিস ত একেবারে মূলতবী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

উপুড়া, উপুড়ানো [স উৎপাটন] ১ *ক্রি* পালকাদি ত্যাগ করা। 'উপুড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* উপড়ে ফেলা। 'উপুড়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

উপেক্ষণ [স] *বি* তাচ্ছিল্য করা। 'কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ/ সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপেক্ষণীয় [স] *বিণ* উপেক্ষার যোগ্য। 'কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় ... নহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উপেক্ষা[১] [স অপেক্ষা] *বি* অপেক্ষা; প্রতীক্ষা। 'তোমার উপেক্ষা করি নন্দ উপবাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

উপেক্ষা[২] [স] *বি* অবহেলা। 'উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপেক্ষাপূর্ণ [স] *বিণ* অবহেলিত। 'একটা ঠাণ্ডা উপেক্ষাপূর্ণ ভদ্রতা দিয়া এদের ... ।' *মানিক*, ১৯৩৭।

উপেক্ষাশীল [স] *বিণ* উদাসীন। 'এই সঙ্গত প্রস্তাবে উপেক্ষাশীল হওয়া ... উচিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।' *আজাদ*, ১৯৪০।

উপেক্ষিত [স] ১ *বিণ* অবহেলিত। 'কত উপেক্ষিত গুণবান ব্যক্তিরা তাঁহার গুণগ্রাহিতায় ... ।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* বঞ্চিত। 'আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে সবেগে নিক্ষেপ করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* অবজ্ঞাপ্রাপ্ত। 'লোকসমাজে যাহারা এক প্রান্তে উপেক্ষিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

উপেক্ষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অবহেলিত। 'উপেক্ষিতা কাদম্বরী দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য সম্প্রতি ... ।' *তারা*, ১৯৪০।

উপেক্ষা [স উপেক্ষা>] *ক্রি* অবহেলা করা। 'ভক্তি মাত্র নিল অষ্ট সিদ্ধিকে উপেক্ষি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **উপেক্ষি** *ক্রি* অবহেলা করি। 'কি কারণে আক্ষি সবে রসুল উপেক্ষি।' *সুলতান*, ১৭০০। **উপেক্ষিয়া** *ক্রি* তাচ্ছিল্য ক'রে। 'বাপের সঙ্গতি যাও মাও উপেক্ষিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **উপেক্ষিলে** *ক্রি* উপেক্ষা করলো। 'উপেক্ষিলে লাজ কন্যা আপনার সত্যে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উপেখা [স উপেক্ষা>] *ক্রি* উপেক্ষা করা। **উপেখ** *ক্রি* উপেক্ষা করো। 'কাল কাহ্নাঞিঁ তোক্ষে আক্ষা না উপেখ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উপেখসি** *ক্রি* উপেক্ষা করিস। 'কিকে তোঁ নাগরি রাধা উপেখসি সুখ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উপেখহ** *ক্রি* উপেক্ষা করো। 'এবেঁ তাক উপেখহ কেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উপেখি** *ক্রি* উপেক্ষা ক'রে। 'পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উপেখিআঁ** *ক্রি* উপেক্ষা ক'রে। 'সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উপেখিএ** *ক্রি* উপেক্ষা ক'রে। 'পেমক কারন জীউ উপেখিএ জগজন কে নহি জানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উপেখিল** *ক্রি* পরিত্যাগ করলো। 'নাগর শেখর নান্দের সুন্দর উপেখিল মতিমোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উপেখিলোঁ** *ক্রি* উপেক্ষা করলো। 'নিজ পতি না চাহিলোঁ তোক্ষাক উপেখিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উপেখী** *ক্রি* উপেক্ষা করি। 'নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উপেখেবি** *ক্রি* তুচ্ছ করবে। 'উপেখেবি দেহ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

উপেন্দ্র [স] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'খগেন্দ্র উপেন্দ্র-সম তুমি সে বাহনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

উপোদ্‌ঘাত [স] *বি* মুখবন্ধ। 'রায়তের কথার উপোদ্‌ঘাত লিখতে বসলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উপোষণ [স উপবেশন] *বি* উপবাস। 'এত লাভ ছাড়ি কোন করে উপোষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উপোস, উপোষ [স উপবাস] ১ *বি* না খেয়ে থাকা; উপবাস। 'মেয়েরা ছেলের কল্যাণে ষষ্ঠীর উপোস করেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোষ ও উত্থান ও শয়নে নির্জ্জলা করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* অনাহারী। 'বরের কী মুশকিলটাই – সারাদিন উপোস মশাই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

উপোষী [স উপবাসী] *বিণ* না খেয়ে আছে এমন। 'উপোষী দেবতা হয় বিমুখী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

উপোসি, উপোসী [স উপবাসী] ১ *বিণ* উপবাসী; অভুক্ত। 'উপোসি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সময়ের খাওয়া অসময়ে খায়, উপোসীও কভু থাকে।' *জসীম*, ১৯২৯। ২ *বি* অভুক্ত ব্যক্তি। 'তাইতো তারা এই উপোসির ওষ্ঠে ধরে ক্ষীরের থালা, শান্তিবারিধারা।' *নজরুল*, ১৯২৫। ৩ *বিণ* শূন্য। 'উপোসী হাঁড়ির শূন্যতায় দুঃখ তার লেখে নাম।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

উপোস্থিত [স উপস্থিত] *বিণ* উপস্থিত। 'তাহাকে কেমতে পাপ উপোস্থিত হইবেক?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

উপ্ত [স] *বিণ* বোনা হয়েছে এমন। 'তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

উফর ফাঁফর [স উপরি>] *বিণ* অস্থির। 'উফর ফাঁফর চিত্ত নিঃশ্বাস ছাড়এ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উফারা [স উৎপাটন] *ক্রি* উপড়ে ফেলা। 'পর্বত উফারিতে পারম তারা জুতি ধরি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **উফাড়িয়া** *ক্রি* উপড়ে ফেলে। 'বৃক্ষ উফাড়িয়া লৈল বীর বৃকোদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **উফাড়িল** *ক্রি* উপড়ে ফেললো। 'মহাবৃক্ষ উফাড়িল রাক্ষস ভয়ঙ্করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **উফারি** *ক্রি* উপড়ে ফেলে। 'শিকড়ে উফারি রাঁশী সাগরে ভাসাম।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **উফারিতে** *ক্রি* উপড়ে ফেলতে। 'পর্বত উফারিতে পারম তারা জুতি ধরি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উবগার [স উপকার] *বি* উপকার। 'বিনি উবগারে খায় ধুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উবজা [স উপজনন>] *ক্রি* উৎপন্ন হওয়া। 'শ্রীমন্তের বোলে তার উবজিল হাসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উবটান [স উদ্বর্তন] *বি* উপটান; প্রসাধনীবিশেষ। 'প্রত্যহ প্রাতে উবটান বৈকালে সাবান দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

উবরলা [স উদ্বর] *ক্রি* অতিরিক্ত হওয়া। 'যত সব উবরিল মর্কটেরে দিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উবরা *ক্রি* উদ্বৃত্ত হওয়া। 'প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উবস্থিতি [স উপস্থিতি] *বি* উপস্থিতি। 'ভুবনে বিদিত বর্ধমান উবস্থিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উবা [হি উবনা] *ক্রি* মিলিয়ে যাওয়া। 'ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া দুই-চারি পলকের পর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

উবিস্থীত [স উপস্থিত] *বিণ* হাজির। 'শ্রীযুত ভোজরাজার বাটীতে উবিস্থীত হইলেন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

উবু [স অবমূর্ধ>] *বিণ* নিম্নমুখী। 'মেঝেতে উবু হইয়া বসিবার অনুমতি কুবের পায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

উবু হয়ে বসা *ক্রি* মাটির দিকে মুখ ক'রে বসা। 'গাছের তলায় সরে এসে সেখানে উবু হয়ে বসল।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

উবুজা [স উপজা>] *ক্রি* উৎপন্ন হওয়া। 'হিরন্যগবর্ভের তনয় উবুজিল আপার।' *মালাধর*, ১৫০০।

উবুড় [স অবমূর্ধ>] *বিণ* উপুড়। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উবুদল [স উভ?>+স দল] *বি* বহু লোক যে দলে থাকে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উবুর [স অবমূর্ধ] *বিণ* উপুড়। 'উবুর হইয়া কামড়ায় মাটী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

উবেস [স উদ্দেশ] *বি* লক্ষ্য। 'বাহ তু কামলি গঅণ উবেসেঁ।' *চর্যা ৮*, ১২০০।

উব্দ [স অবমূর্ধ] *বিণ* উল্টা। 'উব্দ মানুষ জগতের মূল গোড়া হয়।' *লালন*, ১৮৯০।

উব্দা *বিণ* উল্টা-করা। 'উব্দা কইরা দোয়াতে কলম দিলেন।' *নজিবর*, ১৯৩০।

উভ[১] [স] *সর্ব* উভয়। 'বাহিআঁ নিবোঁ নাঅ উভ কেরোআলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উভচর [স] ১ *বিণ* জলে ও স্থলে বিচরণকারী। 'স্থল ও জল উভয় স্থানেই থাকে, উহাদিগকে উভচর বলা যাইতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* মানস এবং বস্তুজগতে সমানভাবে বিচরণশীল। 'আমি উভচর – মানসজগৎ এবং বস্তুজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমার সমান বন্ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উভবাহু [স উর্ধ্ববাহু] *বিণ* উর্ধ্ববাহু। 'উভবাহু করি নাচে সব সিসুগন।' *মালাধর*, ১৫০০।

উভরড়ে [স উভ>] *ক্রিবিণ* রুদ্ধশ্বাসে। 'উভরড়ে ধ্যাএ যাই অতি শীঘ্র গতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উভরাএ [স উর্ধ্বরব] *ক্রিবিণ* উচ্চ স্বরে। 'মাএ ধরা দিল কৃষ্ণ কান্দে উভরাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

উভরায় [স উর্ধ্বরব] *ক্রিবিণ* উচ্চ স্বরে। 'নন্দ কান্দে উভরায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

উভরোল [স উর্ধ্বরোল] *বি* উচ্চ শব্দ। 'উভরোলে ব্রাহ্মণ বলিল বেদবাণী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

উভলড়ি [স উভ+নড়ন] *ক্রিবিণ* উর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে। 'উভলড়ি করি তারা বেড়িল অর্জ্জুনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উভ[২] [স উর্ধ্ব] ১ *বিণ* উচ্চ। 'নন্দ আদি গোপ নাচে উভ বাহু করি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* উর্ধ্বমুখী। 'উভ করি পাণি নাচন্তি বীরমণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* খাড়া। 'উভকান করি ধায় আহড়ে সম্মুখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উভ করা *ক্রি* উঁচু করা। 'পাক দিয়া উভ করি পেলে গোবিন্দাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

উভমুখ [স উর্ধ্বমুখ] *ক্রিবিণ* উর্ধ্বমুখ। 'উভমুখে প্রজা জায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উভমুণ্ডা [স উর্ধ্বমুখ>] *বিণ* উর্ধ্বমুখী। 'প্রথমে গগনতলে উঠে নীল ধুঙা চাতক খেচর জত হইল উভমুণ্ডা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উভহাথ [স উভ-হস্ত] *বি* দুই হাত। 'কায়বার পড়ে উভহাথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উভয় [স] ১ *বিণ* দুজনের। 'তোর মোর উভয় সমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* দুই। 'এই উভয় বংশীয় রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ ... পৃথিবীর শাসন করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* দুই দিকের। 'প্রথমে উভয় পথই কিঞ্চিৎ কষ্টদায়ক বোধ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বি* দুই পক্ষ। 'উভয়ের মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইল তাহাতে ইংলণ্ডীয় লোকের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

উভয়জ্ঞ [স] *বিণ* উভয় বিষয়ে পণ্ডিত এমন। 'যাঁহারা পারসী ও বাঙ্গালি উভয়জ্ঞ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

উভয়ত, উভয়তঃ [স] ১ *ক্রিবিণ* উভয়ে। 'তস্যাপর তোমায় আমায় প্রথক হইয়া পূর্ব্ব ফারখত উভয়ত করিয়াছী।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩। ২ *ক্রিবিণ* দুইদিকে। 'আমি যে স্থানে বসিয়া আছি তাহার উভয়তঃ তুষারবাহিত প্রস্তরখণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

উভয়পক্ষ [স] *বি* দুই পক্ষ। 'উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইয়া আমেরিকার স্বাধীনত্ব লাভ ... হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯

উভয়পার্শ্ববর্তী, উভয়পার্শ্ববর্ত্তী [স] *বিণ* দুই দিকের। 'উভয়পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উভয়বিধ [স] *বি* উভয় প্রকার। 'তাহারা ... মনুষ্যের ন্যায় সদসৎ

উভয়বিধ প্রবৃত্তির অনুগত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উভয়ভ্রষ্ট [স] *বিণ* দুইদিক থেকে ভুল। 'ইঙ্গরেজী পড়িলে উভয়ভ্রষ্ট হইয়া একেবারে নষ্ট হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

উভয়মুখী [স] *বিণ* উভয় দিকেই যেতে পারে এমন। 'প্রাণের গতি উভয়মুখী।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

উভয়সংকট, উভয়সঙ্কট [স] *বি* সব দিকেই বিপদ। 'বিষয়-প্রমোদে, ক্রিয়া-অনুরোধে/ উভয়সংকট অতি ভার।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০; 'তাঁদের উভয় সঙ্কট।' *এডুকেশন*, ১৮৭৪।

উভয়স্থল [স] *বি* দুই স্থান। 'তিনি নগর ও গ্রাম এই উভয়স্থলের অবস্থা বিবেচনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

উভয়াত্মক [স উভয়-আত্মক] *বিণ* দ্বিবিধ। 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ গদ্য ও কারিকা উভয়াত্মক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

উভয়াহারী [স উভয়-আহারী] *বিণ* আমিষ এবং নিরামিষ খায় এমন। 'মনুষ্য-জন্তু উভয়াহারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উভরা[১] [স উদ্ভর] ১ *ক্রি* ঢালা। 'খণ্ডে মুগের সুপে উভরে ডাবরে আচ্ছাদন থালখানি দিলেন উপরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* ছিটানো। 'উভরিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

উভরা[২] [স উভ>] *সর্ব* উভয় পক্ষ। 'নকিবান ঘন ঘন ডাকে উভরায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

উভা [স উদ্+ভিদ্] ১ *ক্রি* উত্থিত করা। 'নরজ নারী মঝেঁ উভিল চীরা।' *চর্যা ৪*, ১২০০। ২ *বিণ* উঁচু। 'দক্ষিনে হইল উভা উত্তর দিগ নিনা।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রি* ঊর্ধ্বে ধ'রে। 'বিনয় করিআ তাঁরে খুল্লনা জিজ্ঞাসা করে উভে জুড়িয়া দুই পাণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উভাকিল [স ঊর্ধ্ব+স কীল] *বি* উঁচু থেকে দেওয়া কিল। 'গোসাঞি তলে মাথা থুইয়া মারে উভাকিল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

উভারা [স ঊর্ধ্ব>] ১ *ক্রি* উঁচু করা। 'উভারে বীরবরে বীর চর্মে ধরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* নিক্ষেপ করা। 'শেল সাঙ্গি উভারিল শিরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* চড়াও হয়ে মারা। 'সারেঙধর সেনোপরো উভারিল কিলং।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উভুডুবু [ধ্বন্যা] *বি* হাবুডুবু। 'বিড়ম্ব বালক যেন উভুডুবু খেলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

উভুদল [স উভ?>+স দল] *বি* দ্রুতগামী সৈন্যদল। 'উভুদলে মহিম হবেক তার সনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উভ্যর্থন [স] *বি* গন্ধ দ্রব্যাদির দ্বারা শরীর মার্জন বা ঘষা। 'গন্ধ নারাঅন তৈলে উভ্যর্থন কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

উম [স উষ্ম] *বি* তা। 'ডিম্ব পাড়ি উম দি রহিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

উমড়ি *ক্রি* মুখ ফিরিয়ে। 'উমড়ি কহই সখি করহ পয়ান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উমত [স উন্মত্ত] *বিণ* মাতাল। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

উমতা [স উন্মত্ত>] *ক্রি* উন্মত্ত হওয়া। 'নব জুবতীগন চিত্ত উমতাঅই নব রস কানন ধায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উমদা [আ উমদাহ্] ১ *বিণ* উত্তম। 'তোফাই! উমদা চিজই বটে, আমীর-ওমরাদের আর অপরাধ কি দস্তুরমতোই চোস্তো খাবার।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ *বিণ* মনোহর। 'এ রকম উমদা গেঞ্জি দুখানা তৈরি হয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫২। ৩ *বিণ* উপাদেয়। 'কেমন যেন একটুখানি আলাদা, কিন্তু খেতে উমদা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

উমর [আ উমরা] ১ *বি* অভিজাত ব্যক্তি। 'উমর সেবক সবে বুলিলা বচন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* আয়ু। 'শ্রীযুত সাহেবের উমর দৌলাত হামেসা শ্রীশ্রী˝ দরগায় মনাজাত করিতেছে।' *ভেরলি*, ১৮৯৯।

উমরা [আ] *বি* উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। 'আমীর উমরা হৈলা যত অবতার।' *ভারত*, ১৭৬০।

উমরাও [আ] *বিণ* অভিজাত। 'মহারাষ্ট্রীয় অতিউমরাও লোকেও আপন ধর্ম্ম পত্নীকে স্বচ্ছন্দে জনসমূহের মধ্যে লইয়া বৈদিকী ক্রিয়া করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

উমা [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'উমা কাত্যায়নী গৌরী রণমধ্যে দিগম্বরী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

উমাপতি [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'হৃদএতে লক্ষ্মি কোপি মোহিত উমাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

উমানা *ক্রি* ওজন ক'রে। 'ছালায় ভরিল সবে উমানিয়া আড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উমি, উমী [আ উম্মী] ১ *বিণ* মূর্খ। 'তাহারা পরস্পর আপনারদিগকে ... উমী জ্ঞান করে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* অযোগ্য। 'উমি লোকের লগে খারাপ কাম করবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। ৩ *বিণ* নির্বোধ। 'দেবেন্দ্রি সেন উমি লোকের মত দারায়ে তামাসা দেখছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। *দ্র* **উম্মি, উম্মী**

উমীদ [ফা উম্মিদ] *বি* আকাঙ্ক্ষা; আশা। 'তার দাওয়াত কবুল করবেন হজরত হয় মনে উমীদ।' *নজরুল*, ১৯৪১।

উমেদ [ফা উম্মিদ] ১ *বি* আশা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* ভরসা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

উমেদওয়ারি [উমেদ+ফা ওয়ারি] *বি* চাকরির আশায় কারো কাছে ঘোরাঘুরি। 'শ্রীরামচন্দ্র মযুমদারের কাছে উমেদওয়ারি করিতেছী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

উমেদকর [উমেদ+স কর] *বি* আশা; প্রত্যাশাকারী। *মিলার*, ১৭৯৭।

উমেদার [ফা উম্মিদওয়ার] ১ *বি* প্রত্যাশী। 'কতকগুলিন লোক কর্ম্মের উমেদার আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বিণ* শিক্ষানবিশ। 'গ্রাজুয়েট আন্ডারগ্রাজুয়েট এসে সাবরেজিস্ট্রারীর জন্যে উমেদার হচ্চে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। ৩ *বি* অনুগ্রহপ্রার্থী। 'এই সময় দালাল আসে, উমেদার আসে, যত রকম খুচরো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *বি* প্রার্থী। 'আমার জামাইপদের উমেদার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

উমেদারি, উমেদারী [ফা উম্মিদ-ওয়ারি] ১ *বি* মোসাহেব। 'দুই একজন গালগল্পে উমেদারী গোচের লোক বাসায় আসিতে আরম্ভ করিল।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ২ *বি* মোসাহেবি। 'তারা পেটের দায়ে উমেদারি করতে, সেলাম করতে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* চাকরির আশায় অন্যের নিকট ঘোরাঘুরি। 'সেই সাড়ে-দশটা বেলায় দুটি ভাত মুখে গুঁজে উমেদারি করতে বের হয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উমেদেওয়ার [ফা উম্মিদওয়ার] *বি* মোসাহেব। 'এয়ার উমেদেওয়ার দালাল মহাজন নবীনবাবুদিগের নাম শুনিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

উমের [আ উমর] *বি* দীর্ঘ জীবন। 'সাহেবের উমের দৌলাত শ্রীশ্রী˝ দরগায় মোনাজাত করিতেছি।' *ভেরলি*, ১৭৮০ আনু.।

উম্মত [আ] *বি* অনুসরণকারী ব্যক্তি। 'মোহর মর্তবা যেন উম্মত উপর।'

আলাওল, ১৬৮০।

উম্মত্ত [স উন্মত্ত] *বিণ* পাগলপারা। 'আশেকে উম্মত্ত যারা ...।' *লালন*, ১৮৯০।

উম্মি, উম্মী [আ] ১ *বিণ* অজ্ঞ। 'তোমরা উম্মিলোক তা বুঝবে না।' *মনসুর*, ১৯৩৫। ২ *বিণ* নিরক্ষর। 'কে আমি জানালে তুমিই প্রথম হে মেষ-পালক উম্মী নবী।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

উম্যেদওয়ার [ফা] *বিণ* চাকরি-প্রত্যাশী। 'উম্যেদওয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। *দ্র* **উমেদার**

উয্যগ [স উদ্যোগ] *বি* আয়োজন। 'অষ্টাদস বার জুদ্ধে উয্যগ সে করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উয্যুগ [স উদ্যোগ] *বি* আয়োজন। 'এ বেতে কাকে নিয়ে উয্যুগ করবো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

উয্যুগ সুয্যুগ [স উদ্যোগ>] *বি* জোগাড়-যন্তর। 'উয্যুগ সুয্যুগ কৈ, এ কেমন বে গো?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

উয্যুগ [স উদ্যোগ] *বি* আয়োজন। 'তবে আমি উয্যুগ করি গে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

উয়া [স উদয়>] *ক্রি* উদয় হওয়া। 'প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সূর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উয়ল** *ক্রি* উদয় হলো। 'অবহু মধু ঋতু সকল শুভ হেতু দখিনে উয়ল দ্বিজরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উয়িল** *ক্রি* প্রকাশিত হলো। 'আদিত্য জিণিআঁ উয়িল কিরণ মণ্ডলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উয়ে** *ক্রি* উদিত হচ্ছে। 'শিশত সিন্দুর শোভে উয়ে যেন সূর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উয়ারি, উয়ারী [স উপকারী] *বি* আবাসগৃহ। 'পুড়িয়া করিমু ছালি সকল উয়ারি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'খুড়ার নিকটে এক উত্তম উয়ারী' *সুলতান*, ১৭০০।

উয়াসিল [আ ওয়াশিল] *বি* আদায়। 'কারকুন কাগজ বুঝে বাকি উয়াসিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উয়িল [ই] *বি* উইল। 'সম্পত্তির উয়িল করিয়া গিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

উর[১] [স উরু] *বি* জানুর উর্ধ্বভাগ। 'তার উরে দিলো মো সিয়রে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উর[২] [স উরঃ/ উরস] *বি* বক্ষ। 'উর হিল্লোলিত চাঁচর কেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উরহি** *বি* বুকে। 'উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল আধ পয়োধর হেরু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উরঃস্থল [স] *বি* বুক। 'চন্দ্রের স্ময়মান রশ্মিজাল সমুদ্রের উরঃস্থলে চিক চিক করিতেছিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

উরজ [স] *বি* স্তন। 'আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উরমিথুন [স] *বি* স্তনদ্বয়। 'কনকেহ রাজমণি উর মিথুন না দেখএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

উরযুগ [স] *বি* স্তনদ্বয়। 'উরযুগ মধ্যে আসি হৈল নিশাপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উরস [স] ১ *বি* বুক। 'রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস মাধব!' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* স্তন। 'তোমার উরসস্বর্গে বিরাজিবে বহু মর্ত্যচর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

উরস্থল [স] *বি* বুক। 'উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উর[৩] [স উরঃ, উরস্] *বিণ* শ্রেষ্ঠ; প্রধান। 'কি কহিব রূপ গোন লাবন্যের উর।' *মালাধর*, ১৫০০।

উর[৪] *বি* জবা ফুল। 'উরের কলিকা জিনি রাতুল নয়ন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উরঃসরে [স উচ্চৈঃস্বরে] *ক্রিবিণ* উচ্চ স্বরে। 'অখণ্ড মিলনে কি রহিছে উরঃসরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উরঃস্থল *দ্র* **উর**[২]

উরগ [স] *বি* সাপ। 'নদী শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

উরগেন্দ্র [স উরগ-ইন্দ্র] *বি* নাগরাজ। 'তুফান-তুরগ মোর উরগেন্দ্র-বেগে ধায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

উরজ *দ্র* **উর**[২]

উরণ [স] *বি* মেষ। 'এক লক্ষ ছাগল নিল উরণ আগলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উরত [স উরু] *বি* উরু। 'উরতের পেশী থেকে সোজা অতদূর কোমর অবধি।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

উরদু [তু] *বি* উর্দু ভাষা। 'উরদু ভাষায় হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬। *দ্র* **উর্দু**

উরধ [স উর্ধ্ব] *বিণ* উর্ধ্ব। 'আইদ গাঁঠি উরধ গাঁঠি বস্তগাঁঠি মূলে।' *রামাই*, ১৭১০।

উরপার *বি* তোলপাড়। 'বুকে পৃষ্ঠে লোহার ঘর করিল উরপার।' *বিজয়*, ১৫৫০।

উরমল [ফা রুমাল] *বি* রুমাল। 'ঝুলিকথা উরমল ফেলিল চিরিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

উরমাল [স উর্মিমালা] *বি* ঘুঙুর। 'ধবল চামরছটা উরমাল ঘাঘর ঘণ্টা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উরমিথুন *দ্র* **উর**[২]

উরমুখ [স উন্মুখ] *বিণ* ব্যগ্র। 'তপস্থানে গেলা উরমুখ হইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

উরা [স উত্তরণ>] *ক্রি* অবতীর্ণ হওয়া। 'চণ্ডিকা উরিলা হয়্যা ব্রাহ্মণী জরতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **উর** *ক্রি* অবতীর্ণ হও। 'উর গো মরত পুরী ভৃত্যের করিতে পরিত্রাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **উরহ** ১ *ক্রি* অধিষ্ঠান করো। 'স্তুতি করি করপুটে উরহ মঙ্গলঘটে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রি* আবির্ভূত হও। 'অভয় চরণ সেতু/ উমা আমা উরহ মানসে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *ক্রি* অবতীর্ণ হও। 'উরহ আসরে/ রক্ষ নায়কেরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **উরিল** *ক্রি* দেখা দিলো। 'ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **উরো** *ক্রি* আবির্ভূত হও। 'উরো কালী কপালিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

উরাত, উরাৎ [স উরু] *বি* হাঁটু থেকে পায়ের উপরিভাগ। 'উরাত।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'একেবারে উরাৎ পর্যন্ত কাদা উঠছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

উরি[১] [স উরু] *বি* উরু। 'উরি ভঙ্গ করিলা শশাঙ্ক সহোদর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উরি[২] [স উরঃ] *বি* বক্ষঃস্থল। 'প্র মো – ওর বিবী বুঝি খুব খুপসুরৎ? দ্বি মো – উরির মধ্যে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

উরু [স উরু] *বি* উরুসন্ধি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের উর্ধ্বাংশ। 'গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উরুত [স উরু] *বি* উরু। *ওস্যাঁ*, ১৭৮৫; 'দাসীরা সন্ধেবেলায় বসে

উরুতের উপর সলতে পাকাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। দ্র **উরত**

উরুছ [আ উরস] *বি* কোনো ধর্মীয় নেতার মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠান। 'বার্ষিক উরুছ-এর কালে কত বড় জমায়াত।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

উরুপা [ই ইউরোপ] *বি* ইউরোপ। 'উরুপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

উরুস [স উদ্দংশ] *বি* উকুন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উরূ [স উরু] *বি* উরুসন্ধি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের উর্ধ্বাংশ। 'দুই পদ দুই উরূ অজদেব রক্ষা করু।' *মালাধর*, ১৫০০।

উরূ আভা [স উরু+স আভা] *বি* উরুর সৌন্দর্য। 'উরূ আভা দেখি, করি শুও দুঃখি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

উরূত [স উরু] *বি* উরু। 'উরূতের উপরে উমার হস্ত রাখি।' *শিবায়ন*, ১৭৫০।

উরূদেশ [স উরুদেশ] *বি* উরু। 'উরূদেশোপরি, কি নিতম্ব ভারি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

উরূস্থান [স উরুস্থান] *বি* উরু। 'তোমার উরূস্থান তাহার নিকট।' *বিজয়*, ১৬৫০।

উরোজ [স] *বি* স্তন। 'গুর্জরীর অহঙ্কার উরোজ রঞ্জন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

উর্ণা [স] *বি* জাল। 'আমরা যখন ঘরের আঁধার কোণে বসে মাকড়সার মত কথার উর্ণা বুনি।' *নজরুল*, ১৯৪১।

উর্দি [তু উর্দি] **১** *বি* সৈন্য ও কর্মচারীদের জন্য তৈরি বিশেষ ধরনের পোশাক; ইউনিফর্ম। 'কুম্পানির চাকরের অনুরূপ উর্দি পরান নিষেধ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **২** *বি* আবরণ। 'বাদল-রাজের কালো উর্দি-পরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'দলভাঙা মেঘগুলি শ্রাবণের কালো উর্দি ছেড়ে ফেলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উর্দিধারী [তু উর্দি+স ধারী] *বিণ* উর্দি পরিহিত। 'বাড়ি পৌছলে উর্দিধারী নওকর জুতো সাফ করে দিত।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

উর্দিপরা [তু উর্দি+পরা] *বিণ* উর্দি পরিহিত। 'লাল বনাতের উর্দিপরা চাপরাসির দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উর্দু, উর্দ্দু [তু] *বি* হিন্দি ভাষার সঙ্গে আরবি ও ফারসি শব্দের মিশ্রণে সৃষ্ট ভাষাবিশেষ। 'হিন্দী ভাষাতে আরবী ও পারসী কথা মিশ্রিত হইয়া, এক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে, উহাকে উর্দু বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতেও তাঁর দখল ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

উর্দু-কওয়া *বিণ* উর্দুভাষী। 'পশ্চিমের কোন উর্দু-কওয়া বিবিকে ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

উর্দুভাষাভাষী, উর্দ্দুভাষাভাষী [তু উর্দু+স ভাষাভাষী] *বিণ* উর্দু ভাষা ব্যবহারকারী। 'উর্দ্দুভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমান বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমানকে ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৩।

উর্দুভাষী [তু উর্দু+স ভাষী] *বিণ* উর্দু ভাষা ব্যবহারকারী। 'কলকাতায় গেলেই আমাদের উর্দুভাষী হতে হয়।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

উর্দ্ধ [স উর্ধ্ব] **১** *বিণ* উচ্চ; উঁচু। 'উৰ্দ্ধ পাএ অনাহারে দ্বাদস বৎসর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* উপরের দিক। 'বাইউ বহে উর্দ্ধ হতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* উচ্চতা। 'সাবেক গুদাম সকলের নকসা মতে নবীন গুদামে দির্ঘ প্রস্তে ও উর্দ্ধে তৈয়ার হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। দ্র **উর্ধ্ব**

উর্দ্ধগ [স উর্ধ্বগ] *বি* রোগবিশেষ। 'উর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।' *ভারত*, ১৭৬০।

উর্দ্ধজান [স উর্ধ্ব>] *বি* উর্ধ্ব-পা। *মালাধর*, ১৫০০।

উর্দ্ধনিস্বাস [স উর্ধ্বনিশ্বাস] *বি* উর্ধ্বশ্বাস। 'উর্দ্ধনিস্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লুকাই।' *রামাই*, ১৭১০।

উর্দ্ধপা [স উর্ধ্বপদ] *বি* উর্ধ্বমুখী পা। 'অধমুখে উর্দ্ধপাএ নির্জ্জল কুপে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উর্দ্ধমস্ত [স উর্ধ্বমস্তক] *বিণ* মাথা উঁচু এমন। 'উর্দ্ধমস্ত হইয়া গেলা সেই কারাগারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উর্দ্ধরেতা [স উর্ধ্বরেতা] *বিণ* বীর্যপাত হয় না এমন। 'অনুলোম উর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

উর্দ্দেস [স উদ্দেশ] *বি* সন্ধান। 'তে কারনে উর্দ্দেস আমি তোমার না কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

উর্নর্ত্ত [স উন্মত্ত] *বিণ* উন্মত্ত। 'উর্নর্ত্ত জৌবন তার পিনপয়োভার।' *মালাধর*, ১৫০০।

উর্বর, উর্ব্বর [স] *বিণ* সৃজনশীল। 'যখন স্নেহসজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয় তখন জীবন অত্যন্ত উর্বর সুন্দর শ্যামল হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'মতলববাজ লোকদিগের উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কোন স্বার্থসিদ্ধির মতলব। *এসলাম*, ১৯৩৭।

উর্বরতা, উর্ব্বরতা [স] **১** *বি* অধিক উৎপাদনী ক্ষমতা। 'দেশের যে উর্ব্বরতা গুণ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। **২** *বি* চাষ করার মতো অবস্থা। 'পর্বত থেকে জলস্রোত নেমে মাঝে মাঝে উর্বরতা সৃষ্টি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বি* সৃষ্টিশীলতা। 'দুটো নেশাই মানসিক উর্বরতা বিধানের পক্ষে সমান সারবান।' *মানিক*, ১৯৩৭।

উর্বরতাসাধন, উর্ব্বরতাসাধন [স] *বি* উর্বরতা বৃদ্ধি। 'তাহারা ভূমির উর্ব্বরতাসাধন কৃষির উন্নতিবর্দ্ধন নিমিত্ত অবিরত যত্ন করিতেছে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

উর্বরত্ব, উর্ব্বরত্ব [স] *বি* উর্বরা শক্তি। 'তিনি এদেশের মৃত্তিকায় উর্ব্বরত্ব রূপ মহারত্ন বিতরণ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

উর্বরমস্তিষ্ক [স] *বিণ* যার মাথায় নিত্যনতুন, নানান ভাবনাচিন্তা খেলে। 'উর্বরমস্তিষ্ক কল্পনাপ্রবণ খদ্দের পেয়ে সহজে কি তাকে হাতছাড়া করে?' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

উর্বরা[1], **উর্ব্বরা** [স] **১** *বিণ স্ত্রী* অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন। 'এমত উর্ব্বরা ভূমি যে বাঙ্গালা ছাড়া হিন্দুস্থানে আর নাই।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'যে ভূমিতে শস্যাদির প্রচুর পরিমাণ খাদ্য থাকে, তাহাকে উর্বরা ভূমি বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বিণ স্ত্রী* সৃজনশীল। 'ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বিণ স্ত্রী* সমৃদ্ধ। 'বাংলাদেশের হৃদয়কে আজ ধ্বনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

উর্বরা[2] [স উর্বর>] *ক্রি* উর্বর করা। 'শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্বরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

উর্বরানুর্বরত্ব, উর্ব্বরানুর্ব্বরত্ব [স] *বি* উর্বরতা ও অনুর্বরতা। 'জিলার পরিমাণ ভূমির উর্ব্বরানুর্ব্বরত্ব।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

উর্বরীকরণ [স] *বি* সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি। 'ত্যাগ বলতে সে বোঝে ... তার উচ্ছল ব্যক্তিত্বের রসে উর্বরীকরণ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

উর্বশী, উর্ব্বশী [স] *বি* পুরাণে বর্ণিত অনন্তযৌবনা অপ্সরা। 'রম্ভা তিলোত্তমা শচী সত্যভামা কমলা কিবা উর্বশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'উর্ব্বশী মেনকা আর অন্য অন্য যত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উর্বী, উর্ব্বী [স] ১ *বি* ভূমি। 'গর্ব্বে মত্ত খর্ব্ব হউক এই উর্ব্বীধর।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ২ *বি* পৃথিবী। 'পৃথিবীর প্রতিশব্দ উর্ব্বী, মহী প্রভৃতি।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

উর্বীধাম [স] *বি* পৃথিবী। 'উর্বীধামে উর্বশীরে দেহ স্থান এবে, উর্বীশ।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

উর্বীশ [স] *বি* পৃথিবীর অধিপতি। 'উর্বীধামে উর্বশীরে দেহ স্থান এবে, উর্বীশ।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

উর্ব্বীধর [স] *বি* পাহাড়। 'গর্ব্বে মত্ত খর্ব্ব হউক এই উর্ব্বীধর।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

উর্ভিষ্ট [স উচ্ছিষ্ট] *বিণ* ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'কেহ বলে উর্ভিষ্ট হইবে সর্ব রাজ্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উর্ম্মি [স] *বি* ঢেউ। 'অসীম জলধি, বীরদর্প ভরে, সাজিল যখন উর্ম্মি আস্ফালিয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। দ্র **উর্মি, ঊর্মি**

উর্যগ, উর্য্যগ [স উদ্যোগ] *বি* আয়োজন। 'রামে রার্য্য দিতে রাজা উর্য্যগ সে করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উল [ই] ১ *বি* পশুলোমজাত সুতা। 'উলগুলি অপহরণ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *বি* বেণীর শেষ প্রান্তের চুল। 'অলস চুল বিনুন-বিন কেশের উল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

উল বোনা *ক্রি* উল দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করা। 'কেউ মেঝেয় বসে গল্প করছেন, উল বুনছেন।' *শামসুল*, ১৯৬২।

উলকি [স উল্লিখ] *বি* টিপ। 'কালি দিয়ে উলকি পরেছে ভুরুমাজে।' *ভবানী*, ১৮২৫। দ্র **উল্কি**

উলকুড় *ক্রিবিণ* মূলসহ। 'যে তার অবাধ্য হয়েছে তার ভিটেমাটি একেবারে উলকুড় উটিয়ে নিয়েছে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

উলঙ্গ [স] ১ *বিণ* বিবস্ত্র। 'উলঙ্গ হইয়া কেহ নাচে উর্দ্ধমুখে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'স্ত্রীলোকের পদতলের উপরিস্থিত সন্ধিস্থান উলঙ্গ থাকিলেও মহাপাপ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* খাপমুক্ত। 'সকলের হস্তেই উলঙ্গ অসি।' *মশাররফ*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* নগ্ন। 'আজ মৃত্যুর উলঙ্গ শুভ্রমূর্তি এই কর্মনিরত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ৪ *বিণ* মুক্ত। 'উলঙ্গ জগতের যোগ অসংকোচে অতি সুন্দরভাবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৫ *বিণ* ন্যক্কারজনক। 'দলে দলে করিয়াছে রিরংসার উলঙ্গ চিৎকার।' *নজরুল*, ১৯২৮। ৬ *বিণ* আবরণহীন। 'উদ্ধত উলঙ্গদৃষ্টি।' *নজরুল*, ১৯৩০। ৭ *বিণ* ন্যাড়া। 'পাতা-ঝরা উলঙ্গ তরুর দল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

উলঙ্গতা [স] ১ *বি* নগ্নতা; অকপটতা। 'উলঙ্গতার একটা সুবিধা তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* গোঁফহীনতা। 'থুতনির নীচে কেমন উলঙ্গতার ভাব।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

উলঙ্গ প্রান্তর [স] *বি* উন্মুক্ত প্রান্তর। 'ওধারে উলঙ্গ প্রান্তর ধু-ধু করছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

উলঙ্গপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় নগ্ন। 'উলঙ্গপ্রায় দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উলঙ্গ-হৃদয় [স] *বি* উন্মুক্ত হৃদয়। 'হানে অসি উলঙ্গ হৃদয়ে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

উলঙ্গিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিবস্ত্র। 'উলঙ্গিনী উন্মাদিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

উলঝলুল ১ *বিণ* এলোমেলো; আলুথালু। 'আকুল কবরী উলঝলুল!' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বিণ* বিশৃঙ্খল। 'উলঝলুল উর্দু শব্দ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

উলট, উলোট [প্রা অল্লট্ট] *বিণ* উলটানো; অধোমুখ। 'বাহুযুগ তোর কনক মৃণাল কুচ উলট কটোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উলট করা *ক্রি* আবর্তন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উলট-পালট [প্রা অল্লট্ট পল্লট্ট] ১ *বিণ* উত্তাল। 'মনে হল যেন হঠাৎ ... পৃথিবী জুড়ে নরনারীর একটা উলট-পালট ঢেউ উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* এলোমেলো। 'বিপুল সংসারের বিচিত্র কার্যক্ষেত্রে সমস্তই উলট-পালট হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বি* পরিবর্তন। 'শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলটপালট করতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

উলোটপালোট [প্রা অল্লট্ট পল্লট্ট] *বিণ* অগোছালো। 'মুখের মধ্যে কথাগুলি সব উলোটপালোট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

উলটল [হি উলটা>] *বিণ* উলটানো। 'উলটল কনয় কটোরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উলটা [হি] ১ *বিণ* বিপর্যস্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* বিপরীত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বিণ* তরবারির ধারের বিপরীত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

উলটা করে *ক্রিবিণ* ঘুরিয়ে। 'উলটা করে বলি আমি সহজ কথাটাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

উলটানো [হি উলটনা] ১ *ক্রি* পাশ ফেরা। 'উলটি বসিআঁ সুন্দরি রাধা ছাড়এ দীর্ঘ নিশ্বাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* পরিবর্তন করা। 'ভার লএ উলটিআঁ চন্দ্রাবলী হাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* উলটে ফেলা। 'জনি ইন্দীবর পবনে পেলল অলি ভরে উলটাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৪ *ক্রি* স্থানত্যাগ করা। 'কন্যাকে ছাড়িয়া যদি নৌকা উলটিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৫ *ক্রি* ঘোরা। 'উলটিয়া দুইজন ফিরি আইল ঘর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৬ *ক্রি* উপড়ে ফেলা। 'প্রভুর আদেশে আজ্ঞি গিরি উলটাই।' *সুলতান*, ১৭০০। ৭ *ক্রি* উলটা করা। 'বন্দুক উলটাইয়া চলিতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৮ *ক্রি* বদলে যাওয়া। 'এ-সমস্ত অতীত উলটাইয়া যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

উলটা-পালটা [হি উলট-পলট] *বিণ* পরিবর্তিত। 'পারিবারিক সম্বন্ধ উলটা-পালটা হইয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

উলটারকম [হি উলটা+আ রকম] *বিণ* বিপরীত ধরনের। 'তাহার সম্পূর্ণ উলটারকম কাজ করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উলটি পালটি [প্রা অল্লট্ট পল্লট্ট] ১ *ক্রিবিণ* নানাভাবে। 'উলটি পালটি দেই হানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খেলা করে উলটি পালটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রিবিণ* এদিকে ওদিকে। 'নত মুখে উলটি পালটি চেয়ে চেয়ে কেঁদেছিল বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *ক্রিবিণ* এপিঠ ওপিঠ ক'রে। 'উলটি পালটি দেখি পাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উলটিয়া পালটিয়া [প্রা অল্লট্ট পল্লট্ট] *ক্রিবিণ* এপিঠ ওপিঠ ক'রে। 'নোট পাইয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

উলটো [হি উলটা] ১ *ক্রিবিণ* বিপরীতমুখী ক'রে। 'উলটোগাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিলেন।' *অবন*, ১৮৯৬। ২ *বিণ* বিপরীত। 'অসমসাহসী লেখকের পক্ষে ঠিক তার উলটো।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

উলটোপালটা [প্রা অল্লট্ট পল্লট্ট] *বিণ* এলোমেলো। 'নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উলটোপালটা হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

উলটোমুখী *ক্রিবিণ* বিপরীতমুখে। 'দূর স্রোতের উলটোমুখী চলে গেল একটা জাহাজ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

উলন [স উদ্ধ্বণ] *বি* জ্বরবিশেষ। 'আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উলন।' *ভারত*, ১৭৬০।

উলসা, উলসানো [স উল্লাস] ১ *ক্রি* উল্লসিত হওয়া। 'আকুল আলোকে

উলসিছ ফুলকাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *ক্রি* উৎসুক হওয়া। 'পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **উলসি ওঠা** *ক্রি* উছলে ওঠা। 'কাঁখচুমা তার কলসি-ঠোঁটে উল্লাসে জল উলসি ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৫। **উলসিলী** *ক্রি* পুলকিত হলো। 'উলসিলী গোআলার ঝী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উলসে** *ক্রি* পুলকিত হয়। 'এবে ঠাকুরাল গরবে উলসে গা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

উলসিত [স উল্লসিত] *বিণ* উল্লসিত। 'সুনি দূতি মুখে মনহি উলসিত কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উলাঝুলা *বিণ* আলুথালু। 'ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল সেই আধন্যাংটা উলাঝুলা মেয়েটা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৫।

উলানি [স উল্বণ] **১** *বি* উদরাময়। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* জন্তুদের লোমে বাসা বাঁধে এমন এক ধরনের পোকা; ফ্লী। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* জ্বরবিশেষ। 'হায় কী মজা যাবে বোঝা কার্তিকের উলানির কালে।' *লালন*, ১৮৯০।

উলা, উলানো [প্রা ওদল] **১** *ক্রি* অবতরণ করা। 'রথে হৈতে উলি পদে গমন করিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* নামানো। 'বেহুলা রন্ধন করি উলাইয়া ভাত।' *কেতকা*, ১৬৫০। **৩** *ক্রি* ডোবা। 'মর গিয়া আলো বিদ্যা আঘাটে উলিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *ক্রি* খুলে ফেলা। 'উক্ত মত করে ক্রিয়া উলাইল উত্রি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **উলিয়া** *ক্রি* উদিত হয়ে। 'আকাশ উপরে শশী রহুক উলিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **উলিলেক** *ক্রি* উদিত হলো। 'আকাশে যুগল শশী উলিলেক সেই নিশি।' *সুলতান*, ১৭০০।

উলাস [স উল্লাস] *বি* আনন্দ। 'নিহুরে নিঅমণ দে উলাস।' *চর্যা* ৩০, ১২০০।

উলিকি [স উল্কি] *বি* উল্কি। 'উপরে উলিকি টিকা বস্যা কথা কয়্যে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

উলু[১] [স উলুপ] *বি* একপ্রকার তৃণ। 'পোড়ে উলু কাস্যা বেনা বন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উলুখড় [স উলুপ+স খড়] **১** *বি* তৃণবিশেষ। 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় – উলু খড়ের প্রাণ যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বিণ* নিরীহ। 'তখন দলিতবিদলিত হয়ে মরবে উলুখড় জনসাধারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উলুখাকড়া [স উলুপ+স খড়্গ] *বি* তৃণবিশেষ। '... হইলেই প্রায় উলুখাকড়ার প্রাণ বধ হইয়া থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

উলুটি [স উলুপ>] *বি* উলুখড়যুক্ত মাটি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উলুবনে মুক্তা – অযোগ্যে দান। 'উলুবনে মুক্তা আর কেহ ছড়াক আর না ছড়াক, দেখিতেছি তুমি ছড়াইয়া থাক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

উলুবন [স উলুপ>+স বন] *বি* উলুঘাসের বন। 'কেবল উলুবন, আর কচুগাছ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

উলুবনের খড় *বি* উলুখড়। 'উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

উলু[২] [ধ্বন্যা] *বি* হুলুধ্বনি; আনন্দধ্বনি। 'তোরা সব উলু দে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

উলুধ্বনি [ধ্বন্যা উলু+স ধ্বনি] *বি* আনন্দধ্বনি। 'দাদুরী করে উলুধ্বনি দেবতা নামে মর্ত্যে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

উলুক [স উলূক] *বি* পেঁচা। 'নাসাপথে জন্মিল উলুক।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

উলুকী [স উলূকী] *বি স্ত্রী* পেঁচা। 'দিবসে উলুকী অন্ধ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

উলূক [স] *বি* পেঁচা। 'উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উলেন [ই] *বিণ* পশমি। 'উলেন টুপী আর মোজা কোন কালে পরান উচিত নয়।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

উলোটপালোট *দ্র* **উলট**

উলোল [স উল্লোল] *বি* তরঙ্গ। 'ভব উলোলেঁ ষিঅ বি বোলিআ।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

উল্কা [স] *বি* মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আসা জ্বলন্ত পিণ্ডবিশেষ। 'দুই আঁখি উল্কা যেন অগ্নি সম জ্বলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

উল্কাতত্ত্ববিৎ [স] *বিণ* উল্কা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'উল্কাতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

উল্কাধারা [স] *বি* উল্কাবৃষ্টি। 'তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল, উল্কাধারা করিছে বর্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

উল্কাপাত [স] *বি* উল্কাবর্ষণ। 'উল্কাপাত সত সত আকাসে হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

উল্কাপিণ্ড [স] *বি* মহাকাশে থেকে ভূপৃষ্ঠে পতিত শিলা বা ধাতবখণ্ড। 'এই সমস্ত ধাতুপিণ্ড এই প্রস্তাবে উল্কাপিণ্ড বলিয়া লিখিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

উল্কাপিণ্ডক [স] *বি* উল্কাপিণ্ড। 'এই দুই উল্কাপিণ্ডক মণ্ডলের আয়তন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

উল্কাবৃষ্টি [স] *বি* বৃষ্টিপাতের মতো উল্কাপাত। 'এই উল্কাবৃষ্টির আতশবাজি দেখবার মতো জিনিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

উল্কাবেগে [স] *ক্রিবিণ* উল্কার মতো দ্রুতগতিতে। 'গাড়ি উল্কাবেগে ছুটিতে লাগিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

উল্কামুখ [স] *বি* উল্কার অগ্রভাগ। 'নামো স্বর্গে অভিশাপ উল্কামুখে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

উল্কামুখী [স] *বি স্ত্রী* খেঁকশিয়াল। 'উল্কামুখী, বন্য বিড়াল, কপোত, চটক, চক্রবাক প্রভৃতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উল্কি, উল্‌কি [স উল্লিখ] *বি* দেহে অঙ্কিত নকশাবিশেষ। 'সিন্দূরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'সর্ব্বাঙ্গে উল্‌কি ব্যবহার করিয়া থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

উল্ট [হি উলটা] *বিণ* বিপরীত। 'তাহা উল্ট করিয়া পড়িলে ইঙ্গরেজী ভাষার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অর্থ লভ্য হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

উল্টা, উল্‌টা, উল্টো, উল্‌টো [হি উলটা] *বিণ* বিপরীত। 'খান কত ছোবা লহিল উল্টা কোছে।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'উল্টো।' *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

উল্টানো[১] [হি উলটনা] *ক্রি* উলট-পালট হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উল্টানো[২] *বিণ* উন্মুক্ত। 'আমার উল্টানো চোখ যেখানে খুশি ভ্রমণে উদ্‌গ্রীব।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

উল্‌টাপাল্‌টি [হি উলটাপলটা>] *বিণ* বিপর্যস্ত। 'গড়াগড়ি বাড়াবাড়ি উল্‌টাপাল্‌টি ... একজন জয়ী হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

উল্টায়ন [হি উলটা>] *বি* উপুড় হয়ে পতন। 'তাড়াতাড়ি চৌকি – উল্টায়ন, কালি-ফেলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উল্টিয়া যাওয়া *ক্রি* ফিরে যাওয়া। 'উল্টিয়া যাও ঘরে না কর বড়াই।' *সুলতান*, ১৭০০।

উল্টে *ক্রিবিণ* বিপরীতক্রমে। 'উল্টে আমাদের মনে হয়, প্লেটোর এই

প্রত্যয়গুলি ভ্রান্ত।' *শিব*, ১৯৫০।

উল্টেপাল্টে [হি উলটাপালটা>] *ক্রিবিণ* ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। 'সকল কবিই চিরকাল উল্টেপাল্টে প্রায় একই কথা বলে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উল্টে-পাল্টে দেখা *ক্রি* নেড়ে-চেড়ে দেখা। 'যখনি সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উল্টো ডিগবাজি খাওয়া *ক্রি* এক মত থেকে পুরোপুরি বিপরীত মত অবলম্বন করা। 'তাঁরা কেন এইরূপ উল্টো ডিগবাজি খেলেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

উলটো-পালটা [হি উলটাপালটা>] *বি* এলোমেলো অবস্থা। 'আমারই বা কত উলটো-পালটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

উল্টো-পিঠ [হি উলটা+পিঠ] *বিণ* উল্টে আছে এমন। 'উল্টো-পিঠ নৌকার মতো ভুস করে ভেসে ওঠে শুশুক।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

উল্টোবাজি খাওয়া [হি উলটা+ফা বাজি+খাওয়া] *ক্রি* মাথা নিচু করে উল্টে পড়া। 'হঠাৎ খেয়ে উল্টোবাজি ফেললে আমায় পুশ করে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

উল্বগ্‌সিত [স উল্লসিত] *বিণ* আনন্দিত। 'উল্বগ্‌সিত পুলকীত সব গোপিগন।' *মালাধর*, ১৫০০।

উল্বণ [স] ১ *বি* রোগবিশেষ। 'উল্বণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে বোধ হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* অসুস্থ। 'ফেনিল মদিরা-মত্ত জনতার উল্বণ উল্লাস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

উল্বসিত [স উল্লসিত] *বিণ* আহ্লাদিত। 'হরসিত সর্ব্বলোক উল্বসিত মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উল্বা [স] *বি* প্রবল গতি। 'উল্বা বাহিআ কিটীমার পাশে আসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উলূর্থা *ক্রি* উলুধ্বনি দিয়ে বরণ করা। 'মাতা আইল সম্ভ্রমে উলূর্থিতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উলূর্থান *বি* উলুধ্বনি দিয়ে বরণ। 'উলূর্থানের ডালী করে করিআ খুল্লনা ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উল্লংফনোদ্যত [স উল্লম্ফন-উদ্যত] *বিণ* লাফ দিতে উদ্যত। 'প্রাচীরের উপর উঠিয়া উল্লংফনোদ্যত হইবামাত্র।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

উল্লঙ্ঘন [স] ১ *বি* অতিক্রমণ। 'পরস্পর নির্ব্বাহের সাধারণ সেতুকে উল্লঙ্ঘন ... করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* লঙ্ঘন। 'সেই অঙ্গীকার আমরা উল্লঙ্ঘন করিতেও পারিব না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* লাফ দিয়ে অতিক্রম। *সেবধি*, ১৮৩৯।

উল্লঙ্ঘা [স উল্লঙ্ঘন>] ১ *ক্রি* প্লাবিত করা। 'সমস্ত উঠিছে তরঙ্গিয়া, কূল উল্লঙ্ঘিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *ক্রি* দূর করা। 'উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জাত্রাস উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

উল্লম্ফ [স] *বি* লাফঝাঁপ। 'লম্ফেতে উল্লম্ফেতে, ধাবনেতে ... নিপুণ হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

উল্লম্ফন [স] ১ *বি* লাফালাফি। 'চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লম্ফন করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ২ *বি* লাফ দিয়ে অতিক্রম। 'আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

উল্লসিত [স] *বিণ* আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত। 'আতিশয় উল্লসিত মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উল্লসিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বেপরোয়া। 'কুলকামিনী ... উল্লসিতা হইয়া কুলে হইতে বাহির হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

উল্লাঙ্গুল [স] *বিণ* অতি চঞ্চল। 'বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙ্গুল স্বপ্নে অশরীরী।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

উল্লাল [স উল্লাস] *বি* পরমানন্দ। 'তোক দেখি নাতিনী মো পাইলোঁ উল্লালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উল্লাষ [স উল্লাস] *বিণ* প্রবল। 'উল্লাষ বাদ্য নৌবৎখানায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

উল্লাস [স] ১ *বি* আনন্দ। 'লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আনন্দিত। 'শুনিয়া সবাই হৈল পরম উল্লাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* গতি। 'আমাদের পাখায় পিস্টনের উল্লাস।' *জীবন*, ১৯৪২।

উল্লাস-উত্তেজনা [স] *বি* আনন্দ-উদ্দীপনা। 'সে সময় এত উল্লাস-উত্তেজনা দেখা যায় নাই।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

উল্লাস করা *ক্রি* আনন্দ করা। 'দুইহো মনের উল্লাসে করিল বনবিলাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উল্লাস-ঘন [স] *বিণ* আনন্দপূর্ণ। 'ইসরাফিলের শিঙ্গায় নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল।' *নজরুল*, ১৯২২।

উল্লাসজনক [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'সেও অত্যন্ত উল্লাসজনক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উল্লাসধ্বনি [স] ১ *বি* আনন্দধ্বনি। 'বেশ্যাগৃহের অশুদ্ধ উল্লাসধ্বনি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বি* চিৎকার। 'হিংসার উল্লাসধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

উল্লাস-ভরে *ক্রিবিণ* আনন্দ সহকারে। 'সুতুরবানের বাঁশি শুনে উট উল্লাস-ভরে নাচে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

উল্লাসনাদ [স] *বি* চিৎকার। 'অতি বিকট উল্লাসনাদ ও ঘোরতর কলহরব শ্রবণ করিয়া আমি চমৎকৃত ও মূর্ছিতবৎ হইলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উল্লাসহিল্লোলাকুল [স] *বি* আনন্দরূপ তরঙ্গে আন্দোলিত। 'অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন/ উল্লাসহিল্লোলাকুল যৌবন-উৎসাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উল্লাসা [স উল্লাস>] *ক্রি* উল্লাস করা। 'নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৯৩।

উল্লাসিত [স উল্লসিত] *বিণ* অত্যন্ত আনন্দিত। 'উল্লাসিত হইল তবে নাগরিক গণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উল্লাসী [স উল্লাস>] *বিণ* আনন্দিত। 'যতেক পড়শী শুনিয়া উল্লাসী পুত্র হইল সনকার।' *কেতকা*, ১৬৫০।

উল্লিখিত [স] ১ *বিণ* উল্লেখ করা হয়েছে এমন। 'উল্লিখিত রীতি বলবতী থাকাতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ২ *বিণ* ইতিমধ্যে লিখিত। 'উল্লিখিত এবং উল্লিখিতরূপ সমুদয় ধর্ম্মই মানব জাতির প্রকৃতি-মূলক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৩ *বিণ* পূর্বে লিখিত। 'ভাইপোর উল্লিখিত ভুল সকল ভুল নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

উল্লিখিতরূপ [স] *বিণ* ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে এ রকম। 'উল্লিখিত এবং উল্লিখিতরূপ সমুদয় ধর্ম্মই মানব জাতির প্রকৃতি-মূলক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

উল্লু [স উলূক] *বিণ* মূর্খ। 'মিয়া টিল্লু সঙ্গীতে উল্লু।' *ভবানী*, ১৮২৮।

উল্লুক [স উলূক] ১ *বি* অভদ্রজন অর্থে প্রযুক্ত গালি। 'হোসেন খাঁ ক্রমে

বড় বড় কাশ্মীরী উল্লুক ঠকাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* বাঁদরশ্রেণীর প্রাণীবিশেষ। 'মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে/ ঢোলে কুল্লুক ভট্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

উল্লূক [স উল্লুক] *বি* উল্লুক; বানরসদৃশ প্রাণীবিশেষ। 'উল্লুক ভল্লুক মেড়া, সেয়াগোস ভৈঁস গড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

উল্লেখ [স] *বি* উত্থাপন। 'অঙ্গীকার আছে যে তাহার বিষয় কোন কথা আমরা উল্লেখ করিব না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

উল্লেখযোগ্য [স] *বিণ* উল্লেখ করা যায় এমন। 'হিন্দুজাতির রসায়ন – একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

উল্লেখযোগ্যভাবে [স] *ক্রিবিণ* উল্লেখ করা যায় এমনভাবে। '... রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে নীরব।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

উল্লোল [স] ১ *বি* ঢেউ। 'ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে/ অশ্রান্ত উল্লোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* আন্দোলিত। 'উল্লোল কলগর্জিত পারাবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* কোলাহলপূর্ণ। 'উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৪ *বিণ* সংক্ষুব্ধ। 'যেমন আছে তরঙ্গ-উল্লোল সমুদ্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

উশখুশ [স ঔৎসুক্য>] *বি* অস্বস্তির ভাব। 'চালের মরাই-এ থেকেই উশখুশ করতে লাগলুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

উশখুশানি [স ঔৎসুক্য>] *বি* ঘর্ষণের শব্দ। 'শাড়ির খশখশানি উশখুশানি না থাকলে চলে না।' *জীবন*, ১৯৪৮।

উশম [স উষ্ম] *বিণ* অল্প গরম। 'উশম জল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

উশা [স উষা] *বি* আশা। 'ধিক থাকু সিংহল উশায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উশীর [স] *বি* সুগন্ধ তৃণ বেনার মূল; খশখশ। 'উশীর হ'ল সুরভি আজি ধূপেরি পরিবর্তে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

উশীর-সিক্ত [স] *বিণ* উশীরের সুগন্ধে সুরভিত। 'উশীর-সিক্ত দখিনা-সমীর।' *নজরুল*, ১৯২২।

উশুল [আ] *বি* আদায়। 'মাশুল উশুল করে রসে আর গুড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

উশ্বাস [স উচ্ছ্বাস] *বি* শ্বাস। 'উশ্বাস লইতে স্বর্গে লাগে ছত্র শির।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উষঃকাল [স উষাকাল] *বি* প্রভাত; ভোর। 'উষঃকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্নান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উষণা [স উষ্ণ] *বি* ক্রোধ। 'এই মত শ্রবণে মহা উষণায় উষ্ণান্বিত হইয়া বিশেষ বিবেচনা ...।' *রামরাম*, ১৮০২।

উষম [স উষ্ম] *বিণ* উষ্ণ। 'উষম জল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

উষসী [স] ১ *বি* উষা; ভোরবেলা। 'স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ স্ত্রী* পরমাসুন্দরী। 'প্রভাতের উষা কুমারী, সেজেছ সন্ধ্যায় বধূ উষসী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

উষা [স] *বি* ভোরবেলা। 'গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে'। *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উষা-আলোক [স] *বি* ভোরের আলো। 'উহাদের তরে নহে উদীচীর উষা-আলোক।' *নজরুল*, ১৯২৯।

উষাকাল [স] *বি* ভোরবেলা। 'গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

উষাকালীন [স] *বিণ* ভোরবেলায়। 'উষাকালীন বিশুদ্ধ বায়ু সেবনপূর্ব্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উষাচর [স] *বি* ভোরবেলায় ভ্রমণকারী ব্যক্তি। 'মাথায় গলাবন্ধ জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

উষাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রভাতরূপী। 'কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

উষারুণ [স] *বি* ভোরের সূর্য। 'উষারুণ হতে রাঙা গোধূলির।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উষালোক [স উষা+আলোক] *বি* ভোরের আলো। 'উষালোকে ফোটো-ফোটো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উষিপিষি *বি* উসখুস। 'রাত্রিশেষ হৈলে বেশ্যা উষিপিষি করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উষী [স] *বি* উষা; ভোরবেলা। 'যাহার বেগে ছুটে আসে জেগে পুব-আঙিনায় উষী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

উষুধ [স ঔষধ] *বি* ওষুধ। 'উষুধ পত্তর দরকার হয় তো আমি সুবিধা করে দিতে পারি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

উষুধ পত্তর [স ঔষধপত্র] *বি* ওষুধপত্র। 'উষুধ পত্তর দরকার হয় তো আমি সুবিধা করে দিতে পারি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

উষুল [আ] *বি* আদায়। 'পাওনা উষুল করিয়া দেনা দিবে ...।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

উষ্কখুষ্ক, উস্কোখুস্কো [স শুষ্ক>] ১ *বিণ* এলোমেলো। 'তোর চুলগুলো যে বড্ড উষ্কখুষ্ক হয়েছে!' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'অকারণে চুল উস্কোখুস্কো করতে করতে আপিসের ডেস্কে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* রুক্ষ। 'এইরূপ ভনিতাপর্বের পর অতি দ্রুত পুরোহিত মনোহরের উষ্কখুষ্ক জটিল চুলভর্তি বৃহৎ মাথাটিকে ...।' *হাসান*, ১৯৬৭।

উষ্ট [স ওষ্ঠ] *বি* ঠোঁট। 'একখান উষ্ট তার পৃথুবির তলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উষ্ট্র [স] *বি* উট। 'অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

উষ্ট্রদুগ্ধ [স] *বি* উটের দুধ। 'থাক ওরা ঐখানে, বসে খুব উষ্ট্রদুগ্ধ খাক।' *শওকত*, ১৯৬২।

উষ্ট্র পাখী [স উষ্ট্র+পাখি] *বি* উটের মতো লম্বা গলাবিশিষ্ট বড়ো আকারের পাখি; উটপাখি। 'উষ্ট্র পাখীর ডানার পালক বিছানায় আর নাই।' *আহসান*, ১৯৫৯।

উষ্ট্রারূঢ় [স উষ্ট্র-আরূঢ়] *বিণ* উটের পিঠে-বসা। 'উষ্ট্রারূঢ় কোটি২।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

উষ্ণ [স] ১ *বিণ* প্রীতিসিক্ত। 'ক্ষনে চাহএ উষ্ণ ক্ষনেক সিতল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* গরম পানির স্রোতযুক্ত। 'রাজগিরিতে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৩ *বিণ* উত্তেজিত। 'নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'যখন ঘোষণা কর উচ্চ হতে উষ্ণ উচ্চারণে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'বরকর্তা তাগিদ দিতে দিতে উষ্ণ হইয়া ওঠেন।' *মানিক*, ১৯৩৭।

উষ্ণতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত বেশি তপ্ত। 'এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

উষ্ণতা [স] ১ *বি* উত্তাপ। 'তৎসমুদায় দ্বারা শরীরের উষ্ণতা সাধন হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* রাগান্বিত ভাব। 'জ্যাঠামশাই রমেশের উষ্ণতা লক্ষ্য করিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৬।

উষ্ণ-নিবিড় [স] *বিণ* উষ্ণতায় নিবিড়। 'এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উষ্ণ-নিবিড় বুকের সান্নিধ্যে।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

উষ্ণপ্রধান [স] *বিণ* বেশি গরম এমন। 'উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

উষ্ণপ্রস্রবণ [স] *বি* গরম পানির ঝরনা। 'জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ, তুষারশৈল, তুষার দ্বীপ, গন্ধকদ্বীপ, প্রবালদ্বীপ ইত্যাদি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উষ্ণবাক্য [স] **১** *বি* উত্তেজিত কথা। 'আমরা যদি সেই মনস্তাপের উপর কেবলই উষ্ণবাক্যের ফুঁ দিয়া নিজেকে রাগাইয়া তুলিবারই চেষ্টা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* উচ্চকণ্ঠ কথা। 'ললিতার মুখে উষ্ণবাক্য শুনিয়া আনন্দময়ী হাসিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৩** *বি* অভিমানযুক্ত কথা। 'দুই-চারিটি উষ্ণবাক্যের আদানপ্রদান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উষ্ণবীর্য, উষ্ণবীর্য্য [স] *বিণ* উত্তেজক। 'গোমাংস অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য।' *রাজ*, ১৮৭৪।

উষ্ণভাষা [স] *বি* উত্তেজক কথাবার্তা। 'প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণভাষায় উচ্ছ্বসিত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

উষ্ণমস্তিষ্ক [স] *বিণ* উত্তপ্ত। 'বেজায় উষ্ণমস্তিষ্ক চায়ের কাপ তখন ... ধূম্র উদ্গিরণ করতে লাগল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

উষ্ণশোণিত [স] *বিণ* রক্ত গরম থাকে এমন। 'তিমি মৎস্যই নহে, উষ্ণশোণিত জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

উষ্ণশ্বাস [স] *বি* তপ্ত নিঃশ্বাস। 'প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণশ্বাস টানি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

উষ্ণান্বিত [স উষ্ণ-অন্বিত] *বিণ* ক্রোধান্বিত। 'এই মত শ্রবণে মহা উষণায় উষ্ণান্বিত হইয়া বিশেষ বিবেচনা ...।' *রামরাম*, ১৮০২।

উষ্ণীষ [স] *বি* পাগড়ি। 'কএক জন অপূর্ব্ব উষ্ণীষধারি পদাতিক সঙ্গে থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

উষ্ণীষধর [স] *বিণ* পাগড়িধারী। 'রঙিন উষ্ণীষধর/ লাক্ষারক্ত সাজে যত অনুচর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উষ্ণীশধারী, উষ্ণীষধারী [স] *বিণ* পাগড়ি পরিহিত। 'উষ্ণীষধারী অশ্বারোহী।' *মানিক*, ১৯৪০; 'তিনি মস্তকে উষ্ণীশধারী, কর্ণে লেখনীধারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উষ্ণীষরচয়িত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* পাগড়ির প্রস্তুতকারী। 'উষ্ণীষরচয়িত্রী শিল্পকারবালা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

উষ্ণোদক [স উষ্ণ-ওদক] *বি* গরমপানি। 'অনবরত উষ্ণোদক ফুটিয়া উঠিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

উষ্ম [স] *বি* উষ্ণতা। 'অতি অল্প উষ্ম করে অগ্নির প্রকাশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

উষ্মা [স উষ্ম>] **১** *বি* গরম। 'দিনে শীত করে রাত্রিতে উষ্মা করএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* ক্রোধ। 'একটা উষ্মার কথাতে গৌরব করাও উপযুক্ত না।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* শিস ধ্বনির মতো। 'উষ্ম-বর্ণ – শ, ষ, স, হ।' *সুনীতি*, ১৯২৯।

উষ্মান্বিত [উষ্ম-অন্বিত] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'সদা সর্বদা উষ্মান্বিত ঠাওরায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

উষ্মাবশত [স] *ক্রিবিণ* ক্রোধজনিত কারণে। 'অত্যধিক উষ্মাবশত মনকষাকষি সৃষ্টি করে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

উসকানী [হি উসকানা>] *বি* প্ররোচনা। 'যে কোন ধরনের উসকানী দানের চেষ্টাই নিন্দনীয়।' *আজাদ*, ১৯৭০।

উসকানো [হি উসকানা] **১** *ক্রি* বাড়িয়ে দেওয়া। 'ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন জ্বলছিল, আমি তাহা উসকাইয়া দিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রি* মাটি খনন করে কোনো কিছু খোঁজা। 'কেঁচো উসকাতে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়া।' *নজরুল*, ১৯২৭। দ্র **উস্কানো**

উসকো *বিণ* এলোমেলো। 'উসকো চুল আলথালু বেশ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬।

উসখুস [ধ্বন্যা] *বি* অস্থিরতার ভাব। 'উসখুস করিয়া অনিশ্চিত সুরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

উসখুস করা *ক্রি* অস্থিরতা প্রকাশ করা। 'আর ঘুম হবে না বলিয়াই উসখুস করিতে লাগিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

উসখুসা [ধ্বন্যা] *ক্রি* অস্থির হওয়া। 'একটু পরে উসখুসিয়ে গাড়ির থেকে দশবারোটা কড়ি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

উসখো-খুসকো *বিণ* তেলহীন ও এলোমেলো। 'মাথার চুল উসখো-খুসকো।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

উসন করা [স বর্ষণ>] *ক্রি* ছলকানো। 'একাঞ্জলি উদক উসন করয়া উঠে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উসপিস [ধ্বন্যা] *বি* উসখুস। 'উঠিবার জন্য উসপিস করিতেছিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

উসরা [স উপসর] *ক্রি* কাছে আসা। 'উসরত মদন পসারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উসরত** *ক্রি* কাছে এসে। 'উসরত মদন পসারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উসারিআ** *ক্রি* কাছে এসে। 'উসারিআ আবরিআ দিছে একটুকি ঠাঞি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উসুখুসু [ধ্বন্যা] *বি* চঞ্চলতা প্রকাশ। 'সে উসুখুসু করিয়া জাগিয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

উসুখুসু করা *ক্রি* চঞ্চলতা প্রকাশ করা। 'সে উসুখুসু করিয়া জাগিয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

উসুমুসু [ধ্বন্যা] *বি* ব্যস্ত ভাব প্রকাশ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উসুল [আ ওয়াসিল] **১** *বি* আদায়। 'তিন সুবার উসুল তহসিল সুমার তপশিল ওয়াকিফ হএন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* জমা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দামটা তোমার হ্যান্ডনোটের পিঠে উসুল দিতে হবে তো।' *তারা*, ১৯৪২। **৩** *বি* মূলনীতি। 'যে principle বা উসুলের উপর তিনি সাহিত্য সাধনা করছেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৯।

উস্ক *বিণ* আলগা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

উস্কানি, উস্কানী [স] **১** *বি* প্ররোচনা। 'গোপালের উস্কানিতে যামিনী ঝগড়া করিয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বি* উত্তেজনা। 'গোপন উস্কানী ছিল।' *পাশা*, ১৯৭১।

উস্কানো *ক্রি* উত্তেজিত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বুদ্ধির প্রদীপে ইনি উস্কিবার কাটী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

উস্কি *বি* প্ররোচনা। 'মন্দ কাজে উস্কি দেয়।' *তারিণী*, ১৮০৩।

উস্তমা [স স্তুতি>] *ক্রি* স্তুতি করা। 'দিব্যবাস দিলা উস্তমিয়া বহুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উস্তাদ [ফা] *বি* শিক্ষক। 'উস্তাদ শিশুরে যদি বিসমিল্লা পড়াএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উহা[১] [স উহ্যতে] *ক্রি* অনুমিত হওয়া। 'তিঅ ধাএ বিণসই উহ ণা ঠাণা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

উহা[২] [স অদস্>] **১** *সর্ব* ঐ বা সেই বস্তু বা বিষয়। 'প্রথমে আর্য্য-সমাজে কর্ম্ম-বিচার ছিল না; কালক্রমে উহা প্রবর্ত্তিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

২ *সর্ব* সে। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **উহাকে** *সর্ব* তাকে। *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'আমি উহাকে বিস্মৃত হইয়া অন্যমনস্কা হইতে পারিলাম না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **উহাতে** *ক্রিবিণ* তাতে। 'উহাতে লোকসমাজের কি বিষম বিপর্যয় ঘটিয়া উঠিল!' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **উহান** *সর্ব* তাঁর। 'চল বিপ্র শীঘ্র তুমি উহান চরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **উহার** *সর্ব* ওর; তার। 'সিসুপাল দন্তবক্র দুনাম উহার।' *মালাধর*, ১৫০০। **উহারদিগকে** *সর্ব* ওদেরকে। 'আপনাকে পাইলে উহারদিগকে এ মত করিত না।' *রামরাম*, ১৮০১। **উহাদের** *সর্ব* ওদের; তাঁদের। 'উহাদের অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **উহারা** *সর্ব* ওরা; তাঁরা। 'উহারা মনে মনে বিশ্বসংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **উহারে** *সর্ব* তাকে। 'কোকিলা বলিয়া পুষে ছিলাম উহারে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

উহু [ধ্বন্যা] **১** *অব্য* কাতরতা প্রকাশক শব্দ। 'উহু হু দারুণ বিধি, মোরে দিল নিরবধি ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *অব্য* অসম্মতি প্রকাশক শব্দ। 'আহা উহু করি জে কিছু কহল তাহা কি বিছুরি পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উহু উহু *বি* কান্নার সুর। 'উহু উহু কএ কহবি বানি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

উহুঁ [ধ্বন্যা] *অব্য* অসম্মতিনির্দেশক ধ্বনি। 'উহুঁ, গান না।' *নজরুল*, ১৯২৬।

উহুকে [স অদস্>] *সর্ব* উহাকে। 'ফের উহুকে নেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উহ্লসিউ [স উল্লসিত] *ক্রি* উল্লসিত হয়। 'বতিস যোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

উ

-উ *ক্রিয়াবিভক্তি*। 'অমৃতেঁ সিঞ্চউ দুই আখী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উআ [স উদয়>] *ক্রি* উদিত হওয়া। **উঅল** *ক্রি* উদিত হলো। 'উঅল হরিনহীন হিমধামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উইল** *ক্রি* উদিত হলো। 'সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উআরি [স উপকারী] *বি* বিশ্রামশালা। 'উআরি উএসঁ কাহ্ন নিঅড় জিনউর।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

উঁচোট [স উচ্চোট] *বি* হোঁচট। 'বেড়ে চলবার তত্ত্বের মধ্যে হঠাৎ উঁচোট খেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

উগা [স উদয়>] *ক্রি* উকি দেওয়া। 'উর হতে পিউ দূর/ উলূপ উগএ দূর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

উঙা উঙা [ধ্বন্যা] *বি* শিশুর কান্নার শব্দ। 'উঙা উঙা ডাকে সুত দুহেঁ হইলা প্রমোহিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উচল [স উচ্চ] *বিণ* উচ্চ। 'তইঅও কাম হৃদয় অনুপাম/ রোএল ঘট উচল কএ ঠাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উছাটিণ [স উচ্চাটন] *বিণ* ব্যাকুল। 'উছাটিণ বাণে লত্র রাধার পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উজরা, উজলা [স উজ্জ্বল] *ক্রি* উজ্জ্বল হওয়া। 'মণিকিরণ উজলে/ আঙ্গদ ভুজযুগলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'উজর এপন মুকুতাহার নয়ন নিবেদল বন্দনভার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উজূ [পা উজু] *বিণ* সোজা। 'জে জে উজূ বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ।' *চর্যা* ১৫, ১২০০।

উঝঁট [স উচ্চোট] *বি* হোঁচট। 'হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উঞ্চল পাঞ্চল [স *উচ্চল>] *বিণ* আঁচড়-পাঁচড়। 'তব সে মুঞ্চ উঞ্চল পাঞ্চল।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

উতরলমতী [স তরল>] *বিণ* চঞ্চলমতি। 'আতি উতরলমতী ভৈল জগন্নাথ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উতাপঠ [স উত্তপ্ত] *বিণ* রাগান্বিত। 'আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উত্রী [স উত্তরীয়] *বি* উত্তরীয়; চাদর। 'বরণ করিয়া দিল বেণু রায় উত্রী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উন [স] **১** *বিণ* প্রায়। 'উনকোটী নাগ লইয়া আসে মর্ত্তপুরী।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বিণ* দুর্বল। 'মুই দর্প করম কর্ণ রণে নহে উন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উন-আশি [স উন-অশীতি] *বিণ* ৭৯ বছর বয়সী। 'আমি উনিশ সে উন-আশি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

উনকোটী [স] **১** *বিণ* প্রায় কোটি সংখ্যক। 'উনকোটী নাগ লইয়া আসে মর্ত্তপুরী।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বিণ* বহুসংখ্যক। 'উনকোটি নাগের মাতা জয় বিষহরি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

উনচত্বারিংশৎ [স] *বিণ* ৩৯ সংখ্যক। 'বাইবেল ... উনচত্বারিংশৎ ভাষায় তর্জমা করাইয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

উনচল্লিষ [স উন+পা চত্তালীস] *বিণ* ৩৯ সংখ্যক। *ডানকান*, ১৭৮৪।

উনজন [স] *বি* অল্পসংখ্যক ব্যক্তি। 'ইতিহাসে রেনেসাঁস নামে যা ঘটেছে ... তা সর্বদাই উনজনদের কৃতি।' *শিব*, ১৯৫৬।

উনঞ্চাস [স উনপঞ্চাশৎ] *বিণ* ৪৯ সংখ্যক। 'উনঞ্চাস বাএ রাধা কৈল ঘন গড়।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উনত্রিশ [স উনত্রিংশৎ] *বিণ* ২৯ সংখ্যক। 'কোনও মাস উনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

উনপঞ্চাশ [স উনপঞ্চাশৎ] **১** *বিণ* ৪৯ সংখ্যক। 'হরিণে চাপিয়া উনপঞ্চাশ পবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পাগলামি। 'ওকে উনপঞ্চাশে পেয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

উনপঞ্চাশ বায়ু [স] *বি* বিচিত্র ধরনের পাগলামি। 'পাগলামি উনপঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত করে লোকে তাকে উনপঞ্চাশ বায়ু নাম দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

উনবিংশ [স] *বিণ* ১৯ সংখ্যক। 'ফেব্রুয়ারির উনবিংশ দিবসে, বিষ্টুলানদীর তীরবর্তী থরননগরে জন্মগ্রহণ করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

উনবিংশতি [স] *বি* ১৯ সংখ্যা। 'উনবিংশতি ভেদিলে সে হএ অলিগণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

উনষষ্টি [স] *বিণ* ৫৯ সংখ্যক। 'উনষষ্টি নৃপতি ... অন্য অন্য স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

উনষাটি [স উনষষ্টি] *বিণ* ৫৯ সংখ্যক। 'বর্ত্তমান উনষাটি বৎসর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

উনসত্তর [স উনসপ্ততি] *বিণ* ৬৯ সংখ্যক। 'এ মন্ত্র প্রত্যহ ... উনসত্তর বার করে জপ করলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

উনসত্তার [স উনসপ্ততি] *বিণ* উনসত্তর। 'উনসত্তার সন নাগাদী সন ১১৭১ একাত্তার সাল মালগুজারি করিয়া।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭।

উনসপ্ততি [স] *বিণ* ৬৯ সংখ্যক। 'উনসপ্ততি সহস্র সার্দ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

উনা [স উন] *বিণ* কম। 'কনের খালু উঠিয়া বলে সিঁদুর হল উনা।' *জসীম*, ১৯২৯।

উনিশ [স উনবিংশ] *বিণ* ১৯ সংখ্যক। 'নবোত্থিত উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্তকে তিনি তাঁর লেখায় অগ্রাহ্য করেননি।' *উমর*, ১৯৬৮। দ্র **উনিশ**

উনে যাওয়া *ক্রি* দুর্বল হওয়া; শুকিয়ে যাওয়া। 'লাউয়ের ডগায় লাউয়ের পাতা, রৌদ্রে উনে যায়।' *জসীম*, ১৯৩৩।

উপজা [স উপজনন>] *ক্রি* উৎপন্ন হওয়া। 'বড় দুখ উপজিল মণে তাক সুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উপদেশ [স উপদেশ] *বি* অনুরোধ। 'উপদেশ কহিলেন্ত মহামতি হ্বান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। দ্র **উপদেশ**

উভবলী [স] *বিণ* উভয়ে শক্তিশালী। 'রন্ধ্রহীন বিস্ময়ের উভবলী সংশয়ের ত্রিশঙ্কু ক্ষণের সংকুল সন্ধ্যায় দেখি ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

উয়া[1] [স উষ্ণ] *ক্রি* পোড়া। 'যেন উয়ে কুম্ভারের পণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উয়া[2] [স উদয়>] *ক্রি* উদিত হওয়া। 'জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ। উয়ল চারু ধরাধররাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উরণাদি [স] *বি* মেষ প্রভৃতি। 'পারণার্থে উরণাদি অপরিমিত।'

মানিকরাম, ১৭৮১।

উরা [স অবতরণ] **১** *ক্রি* উপনীত হওয়া। 'উরিলা বাশুলি দেবী অজয়ার কূলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *ক্রি* অবতীর্ণ হওয়া। 'উর ধর্ম আমার আসরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'উর তবে, উর পদ্মালয়া বীণাপাণি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

উরু [স] *বি* হাঁটুর উর্ধ্বভাগ। 'উরু ভেদি উঠিলেক এক সাল তরু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

উরুদেশ [স] *বি* মানবদেহে জানুর উপরিভাগ। 'বনস্থল-বধূ রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

উরুযুগ [স] *বি* উরুযুগল। 'আদলি উপরে কেবা কদলী রোপল রে ঐছন দেখি উরুযুগ।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

উরুসন্ধি [স] *বি* দুই উরুর সংযোগস্থল। 'মেয়েটির উরুসন্ধি, কটিদেশ, বক্ষাঞ্চল বিপন্ন।' *হাসান*, ১৯৬৭।

উরেনস [ই] *বি* ইউরেনাস; সৌরজগতের একটি গ্রহ। 'উরেনসে ৬২২৬ বৎসরে, নেপ্চুনে ৯৬৮৫ বৎসরে পৌছিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

উর্ণ [স] *বি* সুতা।

উর্ণজাল [স] *বি* মাকড়সার জাল। 'ফুপুজান তাঁর চোখেমুখে দুশ্চিন্তার উর্ণজাল ফুটিয়ে তুলে ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

উর্ণনাভ [স] *বি* মাকড়সা। 'উর্ণনাভ যে সূত্র দিয়া জাল প্রস্তুত করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

উর্ণা [স] **১** *বি* পশুলোমের সুতা। 'পরিশ্রম না করিলে, শণ, উর্ণা ও কার্পাস হইতে বস্ত্র হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* জাল। 'মাকড়সার মতো কথার উর্ণা বুনি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

উর্ণাজাল [স] *বি* মাকড়সার জাল। 'এ উর্ণাজালে তো শুধু পতঙ্গেরা পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

উর্দুজবান [তু উর্দু+ফা জবান] *বি* উর্দু ভাষা। 'উর্দুজবান জানা থাকলে ভ্রমণের অসুবিধা নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

উর্ধ্ব, উর্দ্ধ [স উর্ধ্ব] **১** *বি* উপরিভাগ। 'উর্দ্ধ অধঃ ভিত্তি গৃহ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উত্থিত। 'উর্দ্ধ হইআ পশু করএ গোহারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* বেশি। 'আধ টাকার উর্দ্ধ নহে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৪** *বিণ* উপরের। 'ক্রমশঃ উর্ধ্ব দিকে উত্থিত হইয়া চন্দ্রচতুষ্টয় পরিবৃত বৃহস্পতি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

উর্ধ্বকণ্ঠ [স] *বি* উচ্চৈঃস্বর। 'উর্ধ্বকণ্ঠে চিৎকার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

উর্ধ্বগ [স] *বিণ* উর্ধ্বগামী। 'উদাত্ত বিষাণ উৎসরিল উর্ধ্বগ আহ্বান।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

উর্ধ্বগতি, উর্দ্ধগতি [স] *বি* বৃদ্ধি। 'দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতির কারণ কি।' *আজাদ*, ১৯৬০; 'মূল্যে কিছুটা উর্দ্ধগতির প্রবণতা দেখা গেলেও ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

উর্ধ্বগা, উর্দ্ধগা [স] *বিণ* উর্ধ্বে গমন। 'পরস্পর প্রতিশ্রুত ছিন্নভিন্ন আমি অর্কহীন চাই উর্দ্ধগা।' *শক্তি*, ১৯৬১।

উর্ধ্বগামী [স] *বিণ* উপরে গমনশীল। 'জলের তেজে উর্ধ্বগামী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

উর্ধ্বতন, উর্দ্ধতন [স] **১** *বিণ* উর্ধ্বে অবস্থিত। 'উর্দ্ধতন সপ্তলোক, অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বিণ* পূর্বসূরি। 'উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৩** *বিণ* উপরের দিকের। 'বালকের কলেবরের উর্ধ্বতন অংশমাত্র রজ্জুতে ঝুলিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

উর্ধ্বতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত তীব্র। 'পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় উর্ধ্বতর প্রেম গগনাঙ্গনে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

উর্ধ্বদিক [স] *বি* উপরের দিক। 'প্রবেশকালে উর্ধ্বদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উর্ধ্বদৃষ্টি, উর্দ্ধদৃষ্টি [স] **১** *বিণ* উপর দিকে তাকিয়ে আছে এমন। 'অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বিণ* উদাসীন। 'সকলে উর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া দেখিতে লাগিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

উর্ধ্বদেশ [স] *বি* আকাশ। 'সমুদ্র ... যেন সূর্য্যলোকগমন মানসে উর্দ্ধদেশে উল্লম্ফন করতঃ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

উর্ধ্বনয়ন [স] *বিণ* উপরের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি। 'বহিয়া নূতন প্রাণ/ ঝরিয়া পড়ে না গান/ উর্ধ্বনয়ন এ ভুবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

উর্ধ্বনাসিক [স] *বিণ* নাক উপরের দিকে এমন। 'উর্ধ্বনাসিক স্পর্ধিত জলযানটার দুর্বিপাকে গ্রামের ছেলেগুলো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

উর্ধ্বনেত্রে [স] *ক্রিবিণ* উদাসীনভাবে। 'উর্ধ্বনেত্রে চাহে মেঘপানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

উর্ধ্বপদী [স] *বিণ* উপরের দিকে পা এমন। 'টার্কি পাখিরা রোস্ট হয়ে উর্ধ্বপদী হয়েছেন অন্তত শ'জনা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

উর্ধ্বপানে [স উর্ধ্বপ্রবণ>] **১** *ক্রিবিণ* আকাশমুখী হয়ে। 'বসে বসে উর্ধ্বপানে চেয়ে শুনতেছ কি পরকালের ডাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *ক্রিবিণ* উপরের দিকে। 'করিয়াছে উচ্চারণ উর্ধ্ব-পানে যে বাণী বিশাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

উর্ধ্বপুচ্ছ [স] *বিণ* পশ্চাৎভাগ উপরের দিকে এমন। 'অভয়া নাম্বিল উর্ধ্বপুচ্ছ হেট মুখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উর্ধ্বপ্রদেশ, উর্দ্ধপ্রদেশ [স] *বি* আকাশ। 'শূন্যমার্গে বায়ুসঞ্চারশূন্য অতি উর্দ্ধপ্রদেশে উঠিতেও কষ্টবোধ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উর্ধ্বফণা [স] *বিণ* উদ্যতফণা। 'হয় ধূলিতলে নতশির, নয় উর্ধ্বফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

উর্ধ্ব ফোঁটা [স উর্ধ্ব-স্ফুট] *বি* এক ধরনের ফোঁটা। 'উঠিয়া প্রভাতকালে উর্ধ্ব ফোঁটা করি ভালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উর্ধ্ববাহু, উর্দ্ধবাহু [স] **১** *ক্রিবিণ* বাহু উর্ধ্বে তুলে। 'প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্দ্ধবাহু করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধনের কারণে যেসব সন্ন্যাসী সবসময়ে হাত উঁচু করে রাখে; শৈব সন্ন্যাসীবিশেষ। 'আমাদের উর্দ্ধবাহু ঠাকুরটি অনুগ্রহ করিয়া দুই একবার রাজকার্য্য করিয়া দিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'রামায়েৎ লিঙ্গায়েৎ কানফাটা উর্ধ্ববাহু দাদুপন্থী অঘোরপন্থী।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **৩** *বিণ* হাত উপর দিকে তুলে আছে এমন; আগ্রহী। 'মাতৃস্তন্যপিপাসু উর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উর্ধ্ববিলোকন, উর্দ্ধবিলোকন [স] *বি* উপরের দিকে তাকানো। 'কুলপা। (উর্দ্ধবিলোকন করিয়া) একি মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

উর্ধ্বভাগ [স] *বি* উপরের অংশ। 'দেহের মধ্যে নাভির উর্ধ্বভাগ পবিত্র।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

উর্ধ্বমুখ, উর্দ্ধমুখ [স] **১** *বি* উপরের দিকে মুখ এমন অবস্থা। 'উলঙ্গ হইয়া কেহ নাচে উর্ধ্বমুখে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বিণ* উর্ধ্বমুখ হয়ে

থাকে এমন। 'মস্তকের ঊর্দ্ধদেশে মুখ থাকে বলিয়া ইঁহাদিগকে ঊর্দ্ধমুখী অথবা ঊর্দ্ধমুখ তপস্বী বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ঊর্ধ্বমুখী, ঊর্দ্ধমুখী [স] *বি* ঊর্ধ্বমুখ সন্ন্যাসীবিশেষ। 'মস্তকের ঊর্দ্ধদেশে মুখ থাকে বলিয়া ইঁহাদিগকে ঊর্দ্ধমুখী অথবা ঊর্দ্ধমুখ তপস্বী বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ঊর্ধ্বমুখীন [স] *বিণ* উপরের দিকে মুখ এমন। 'ঊর্ধ্বমুখীন ফুলের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ঊর্দ্ধমুখে [স] *ক্রিবিণ* মুখ উপরের দিকে তুলে। 'ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঊর্ধ্বমূল [স] **১** *বিণ* উদাসীন। 'দূরবর্তী হ্রদপ্রান্তে ঊর্ধ্বমূল-প্রাণ।' *আহসান*, ১৯৫০। **২** *বিণ* উপরের দিকে মূল বিশিষ্ট। 'নয় কল্পতরু ঊর্ধ্বমূল, অধঃশাখ, দুর্নিরীক্ষ্য সেই মহীরুহ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

ঊর্ধ্বরব [স] *বি* উচ্চৈঃস্বর। 'শৃগালসভা ডাকে ঊর্ধ্বরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঊর্ধ্বরায় [স] *ক্রিবিণ* উচ্চকণ্ঠে। 'শিশুগণ মেলি স্তুতি করে ঊর্ধ্বরায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ঊর্ধ্বরেখা, ঊর্দ্ধরেখা [স] *বি* তিলকবিশেষ; ঊর্ধ্বপুণ্ড্র। 'বৈরাগীরা নাসামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ঊর্ধ্বরেতা [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়জয়ী; বীর্যপাত হয়নি এমন। 'অত্যধিক সংযম করে মুনি-ঋষিরা ঊর্ধ্বরেতা হন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঊর্ধ্বলম্ফ [স] *বি* উচ্চলাফ; হাই জাম্প। 'লৌহ বল নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, দৈর্ঘলম্ফ, ঊর্ধ্ব লম্ফ, দৌড়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ঊর্ধ্বলোক [স] *বি* ঊর্ধ্বজগৎ; আকাশ। 'কল্লোলমরুর মধ্যে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ঊর্ধ্বশহর [স ঊর্ধ্ব+ফা শহর] *বি* (বাউল) হাওয়ার উপর ভাসমান শহর। 'তিল পরিমাণ জায়গার ভিতর গঠেছেন সাঁই ঊর্ধ্বশহর।' *লালন*, ১৮৯০।

ঊর্ধ্বশিখা [স] *বি* উচ্চ শিখা। 'যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস-শর্বরী তার ঊর্ধ্বশিখা যেন সর্ব-উচ্চে রাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ঊর্ধ্বশির [স] *বিণ* মাথা উঁচু করে আছে এমন। 'ঊর্ধ্বশির তেঁতুল; কাঁঠাল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ঊর্ধ্বশুণ্ড [স] *বিণ* উপরের দিকে শুঁড় রাখা। 'দুই মত্ত হস্তী যথা ঊর্ধ্বশুণ্ড করি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ঊর্ধ্বশ্বাস [স] **১** *বি* দ্রুত ধাবনের ফলে ঘন ঘন শ্বাসগ্রহণের অবস্থা। 'ডাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবের উদ্বায়ী উচ্ছ্বাসে তোমারে পাসরি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বি* উচ্চ শব্দ। 'একরাশ ঝিঁঝি ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকিতেছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ঊর্ধ্বশ্বাসে [স] *ক্রিবিণ* অতি দ্রুতবেগে। 'ঊর্ধ্বশ্বাসে ধায় ষাধু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কত সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে যাইতে লাগিলাম।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ঊর্ধ্বসংখ্যা [স] *বিণ* অধিক সংখ্যক। 'একদিকে অথবা ঊর্ধ্বসংখ্যা দুই দিকে এক বা দুইটি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার বিদ্যমান থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ঊর্ধ্বসীমা, ঊর্দ্ধসীমা [স] *বি* প্রান্তসীমা। 'অধম জীবেরে চঢ়াইল ঊর্দ্ধসীমা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঊর্ধ্বস্থ [স] *বিণ* উপরের দিকে আছে এমন। 'ঊর্ধ্বস্থ বাতায়নের নিকটস্থ হইবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ঊর্ধ্বস্বর [স] *বি* উচ্চস্বর। 'যে শিশু ঊর্ধ্বস্বরে বিশ্বদ্বারে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঊর্ধ্বাধঃ [স] *বিণ* উপর এবং নিচ। 'হা ঊর্ধ্বাধঃসংবলিত দশ দিকে রুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিলেও অসঙ্গত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ঊর্ধ্বাধোভাবে, ঊর্দ্ধাধোভাবে [স ঊর্ধ্ব-অধঃ-ভাবে] *ক্রিবিণ* মাঝামাঝিভাবে। 'ঊর্দ্ধাধোভাবে বল্মীক ছেদ করিয়া দ্বিখণ্ড করিলে যেরূপ দেখায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঊর্ধ্বায়ত [স] *বিণ* ঊর্ধ্বমুখী। 'ঊর্ধ্বায়ত জ্যোতিস্তরের মতো তাকে উত্তুঙ্গ আত্মপ্রকাশে সমাহিত করে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ঊর্ধ্বায়মান, ঊর্দ্ধায়মান [স] *বিণ* ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বমুখী। 'উড়ে চলে মোটর তারই মনের ঊর্দ্ধায়মান গতির সঙ্গে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত [স ঊর্ধ্ব-উৎক্ষিপ্ত] **১** *বিণ* ঊর্ধ্বমুখী। 'ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করিয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬। **২** *বিণ* উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত। 'ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বালুবন্যা উটের ক্ষুরের।' *আহসান*, ১৯৫০।

ঊর্ধ্বোত্তোলন [স ঊর্ধ্ব-উত্তোলন] *বি* উপরে উত্তোলন। 'বাহুদ্বয় ধরিয়া ঊর্ধ্বোত্তোলন করিলে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ঊর্ধ্বোত্থিত [স ঊর্ধ্ব-উত্থিত] *বিণ* উপড়ে উঠানো। 'ঊর্ধ্বোত্থিত কুঠার সূর্য্যতেজে প্রদীপ্ত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

ঊর্বশী [স] *বি* পুরাণোক্ত অনন্তযৌবনা অপ্সরাবিশেষ; উর্বশী। 'উর্বশী কমলা বলে বুকে হানি ঘা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঊর্মি, ঊর্ম্মি [স] *বি* ঢেউ। 'সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ ঊর্ম্মির গ্রাসে ফেলিয়া দেয়।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

ঊর্মিচারী [স] *বিণ* ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে বেড়ায় এমন। 'ঊর্মিচারী ক্রৌঞ্চ শরাহত!' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

ঊর্মি-দোলা [স] *বি* ঢেউয়ের দোলন। 'বিরহের সেই ঊর্মি-দোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঊর্মিমালা [স] *বি* তরঙ্গ। 'সফেন ঊর্মিমালায় আহত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

ঊর্মিল [স] *বিণ* তরঙ্গিত। 'ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঊর্মিলীলা [স] *বি* তরঙ্গের খেলা। 'ঊর্মিলীলায় সূর্যকিরণ/ ঠিকরি উঠিবে হিরণবরন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঊর্মিস্নাত [স] *বিণ* ঢেউয়ে স্নান করেছে এমন। 'ঊর্মিস্নাত মানবের অসীম উল্লাস।' *জীবন*, ১৯৩০।

ঊলূক [স] *বি* উলুক। 'ঊলূকের বচন শুনিঞা নিরঞ্জন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঊষৎ [স উল্লাস] *বি* আনন্দ। 'ঊষৎ করিয়ে দেখি ধর ফলাখান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঊষর [স] *বিণ* মরুময়। 'এ শুধু ঊষর বালুকাধূসর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঊষরতা [স] *বি* শূন্যতা। 'মোর মনে হয়তো বা শান্তি নেই তাই ... এ-শ্মশানসৈকতে নির্বিকার ঊষরতা শুধু।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঊষরভূমি [স] *বি* অনুর্বর ভূমি। 'তৃণবিরল ঊষরভূমি।' *বিভূতি*,

১৯৩১।

উষসী [স] **১** *বি* সন্ধ্যা। 'উষা আর উষসীতে তরুতলে বাস।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮। **২** *বি* প্রভাত। 'উষসী সিঁদুর ছড়ায়ে যায়।' *জসীম,* ১৯৩১।

উষা [স] *বি* প্রাতঃকাল। 'উষাকালে স্নান করি যতেক মহান্ত।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

উষাকাল [স] **১** *বি* ভোরবেলা। 'উষাকালে স্নান করি যতেক মহান্ত।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **২** *বি* সূচনা। 'ভারতবর্ষে নূতন জ্ঞানদিবসের উষাকাল মাত্র সম্প্রতি উপস্থিত বোধ হয়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৭।

উষাচারী [স] *বিণ* ভোরে চলাচলকারী। 'কোনও উষাচারী পথিক তাহাকে কবলিত করিয়া পকেটে ফেলিবে।' *প্রভাত,* ১৮৯৬।

উষা-বালা [স] *বি স্ত্রী* প্রভাতবালিকা। 'এক বিন্দু অশ্রুর খবর, তা উষা-বালা নিজেই জানে না।' *নজরুল,* ১৯২২।

উষার বরণ *বি* ভোরের আকাশের রং। 'উষার বরণ চাঁদের কিরণ গায়ে মাখে না।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

উহ্য [স] **১** *বিণ* অনুক্ত। 'এখানে তস্য শব্দটি উহ্য আছে।' *মাইকেল,* ১৮৭৩। **২** *বিণ* আচ্ছন্ন। 'নগর হল উহ্য।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

ঋ

ঋক, ঋক্ [স] *বি* বেদের শ্লোক। 'ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২৫ সূক্ত ৭ ঋক্।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ঋক্‌থ [স] *বি* উত্তরাধিকার। 'সৃজনে এবং ঋণে-ঋক্‌থে ভাষা পুষ্টি ও সমৃদ্ধি পায়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ঋক্ষ [স] *বি* ভল্লুক। 'হস্তী, ঋক্ষ, গণ্ডার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঋগ [স ঋক্] *বি* ঋগ্বেদ; চারটি বেদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান বেদ। 'ঋগ যজু সাম অথর্ব্ব/ চারী বেদ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঋগ্বেদ [স] *বি* চতুর্বেদের মধ্যে প্রাচীনতম বেদ। 'ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলে ... গান্ধারীয় মেষের প্রশংসা করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ঋচ [স ঋক্] *বি* বেদের শ্লোক। 'হিন্দুসন্তানেরা সমুদ্রপোত চালনা না করিলে এ ঋচের উদয়ের কারণাভাব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ঋজু [স] **১** *বিণ* সরল। 'তিনি লোরেনের অরণ্যে যেরূপ ঋজুস্বভাব ও বিদ্যোপার্জনে একাগ্রচিত্ত ছিলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বি* সোজা; লম্বা। 'কেশরাশি জলে ঋজু।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ঋজুকায় [স] *বিণ* সোজা। 'কমরে দোয়াল বান্ধি হইল ঋজুকায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঋজুকায়া [স] *বিণ স্ত্রী* বাঁকা নয় এমন। 'ঋজুকায়া পপলার গাছের শিখরগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ঋজুতা [স] *বি* অবক্রতা। 'সেই ঋজুতা যুকালিপটাস গাছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ঋজুরেখা [স] *বি* সরল রেখা। 'ধুঁয়োর ঋজুরেখা কাঁপিয়ে দিয়েছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ঋজুস্বভাব [স] *বিণ* সরল স্বভাবের অধিকারী। 'তুমি নিতান্ত ঋজুস্বভাব, কাহার কি ভাব, কিছুই বুঝিতে চেষ্টা কর না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ঋণ [স] *বি* দেনা। 'ঋণ শোধিবারে চাহি তঙ্কা শত তিন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রঙ্গে সব ঋণ সঙ্গে ফিরে।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

ঋণকূপ [স] *বি* ঋণরূপ কূপ। 'ঋণকূপে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইয়া থাকে।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

ঋণগ্রস্ত [স] *বিণ* ঋণ করেছে এমন; ঋণী। 'বার আনা ঋণগ্রস্ত ও চারি আনা মহাজন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ঋণ-জাল [স] *বি* দেনার দায়; ঋণরূপ জাল। 'দরিদ্র ভারত দুচ্ছেদ্য ঋণজালে জড়িত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ঋণদাতা [স] *বি* ঋণ প্রদানকারী। 'তাঁহারা সকলেই জনসমাজের ঋণদাতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ঋণদান [স] *বি* ধার দেওয়া। 'আবশ্যক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণদান করিয়া থাকেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ঋণদানকারী [স] *বিণ* ঋণ প্রদানকারী। 'ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থ ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ঋণদায় [স] *বি* দেনার দায়। 'সেই বিধবাকে ঋণদায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ঋণধার [স] *বি* দেনা। 'বড় ঋণধার হয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

ঋণপত্র [স] *বি* দেনার দলিল। 'যাহা অবশিষ্ট থাকে তন্নিমিত্ত ঋণপত্র লিখিয়া দিয়া আপততঃ নিষ্কৃতি পায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ঋণপাপ [স] *বি* ঋণরূপ খারাপ কাজ বা পাপ। 'তাহাদিগের ঋণপাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ঋণপাশ [স] **১** *বি* ঋণের বন্ধন। 'এ কি শুধু অনুগ্রহ করে ঋণপাশে বাঁধিবারে মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* কৃতজ্ঞতার বন্ধন। 'ঋণপাশে চিরবদ্ধ রহিলাম রাণি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ঋণভার [স] *বি* দেনার ভার। 'অদ্যাপি ইংরাজদিগকে সেই দুর্ব্বহ ঋণভার বহন করিতে হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ঋণমুক্ত [স] *বিণ* দায় থেকে নিস্তার পেয়েছে এমন। 'কৃতজ্ঞতাপ্রকাশপূর্বক ঋণমুক্ত হইবার কথা কাহারও মনে উদয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ঋণমুক্তি [স] *বি* দায়শোধ। 'এবার ঋণমুক্তির তুই নে মা ভার।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ঋণরূপে [স] *ক্রিবিণ* ঋণ হিসেবে। 'যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঋণলব্ধ [স] *বিণ* ধার ক'রে পাওয়া। 'ঋণলব্ধ টাকার পনর আনা গ্রাস করিতে লাগিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ঋণশোধ [স] **১** *বি* দায়মুক্তি। 'রাত্রের নিদ্রার ঋণশোধ করিতে দিন কাটিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* ধার চুকানো। 'তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋণশোধ।' *জীবন*, ১৯৪২।

ঋণসংখ্যা [স] *বি* ঋণাত্মক সংখ্যা। 'সাধারণ সংখ্যা-গণনা থেকে আরম্ভ ক'রে ভগ্নাংশ, ঋণসংখ্যা, এমন কি কাল্পনিক সংখ্যার ধারণা ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ঋণসালিসী বোর্ড [স ঋণ+আ সালিস>+ই বোর্ড] *বি* ১৯৩০-এর দশকে অবিভক্ত বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত খাতক ও মহাজনদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী আইনি প্রতিষ্ঠান। 'ঋণসালিসী বোর্ডের কল্যাণে মহাজনদের সিন্দুকে স্থায়ী তালা-চাবি উঠিয়াছে।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

ঋণস্বীকার [স] *বি* কৃতজ্ঞতা। 'লালন বলে মরি মরি/ হরির একি ঋণস্বীকার।' *লালন*, ১৮৯০।

ঋণাত্মক [স ঋণ-আত্মক] *বিণ* নেতিবাচক। 'যাহা ঋণাত্মক নহে, যাহা ধনাত্মক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ঋণী, ঋণি [স, সমাসবদ্ধতায় ই-কার] **১** *বিণ* কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। 'আমি পুন জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* দেনাদার। 'ঋণিদিগের সকল দিগেই শঙ্কট ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

ঋণীজন [স] *বি* ঋণী ব্যক্তি। 'ঋণীজনকে শুনিয়ে দিলেন তত্ত্বকথা খাঁটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

ঋত[1] [স ঋতু] *বি* ঋতু। 'প্রবল ষট ঋত নাথ বিছেদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঋত[2] [স] *বি* সত্য; ধর্ম। 'ঋত, অমৃত, মনু, প্রমৃত, সত্যানৃত – এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি দ্বারা জীবিকা করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ঋতদৃক [স] *বিণ* সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন। 'আমি তখন ঋতদৃক হব।' *মণীশ*, ১৯৩১।

ঋতবান [স] *বিণ* সত্যবাদী। 'ওহে ঋতবান, ওহে সম্রাট, মোরে যেন দয়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ঋতু¹ [স] *বি* বার্ষিক জলবায়ুর স্থূল ছয়টি বিভাগ। 'একে একে ঋতুগণে/ বিলাস কৈল আপণে/ কুসুমিত সব তরুগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আএল ঋতুপতি রাজবসন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঋতুকুলপতি [স] *বি* বসন্তকাল। 'তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ঋতুচক্র [স] *বি* ছয় ঋতুর আবর্তন। 'এই ঋতুচক্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঋতুপতি [স] *বি* ছয় ঋতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বসন্তকাল। 'আএল ঋতুপতি রাজ বসন্ত। ধাওল অলিকুল মাধবি পন্থ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঋতুপরিক্রমা [স] *বি* ঋতুর গমনাগমন। 'স্বভাববর্ণন ও ঋতুপরিক্রমা থেকে আরম্ভ করে ধর্মসঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, স্বদেশী-সঙ্গীত, উৎসব-সঙ্গীত ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ঋতুপরিবর্তন [স] *বি* এক ঋতুর পরে আর এক ঋতুর আগমন। 'এই রহস্যময়ী মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঋতুভেদ [স] *বি* প্রাকৃতিক ঋতুচক্র অনুসারে সময়ভাগ। 'মনের যদি নির্দিষ্ট ঋতুভেদ থাকত তা হলে অনেক সুবিধে হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঋতুযাপন [স] *বি* ঋতু কাটানো। 'ফাল্গুন-ঋতুযাপনের উপযোগী একখানি লটকানে-রঙিন চাদর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঋতুরাজ [স] *বি* ছয় ঋতুর প্রধান অর্থাৎ বসন্ত। 'হেনকালে ঋতুরাজ আসিল বসন্ত।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ঋতু² [স] **১** *বি* প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মাসিক রক্তক্ষরণ; ভ্রূণ। 'দৈবে মৎস্য উদরেত রক্ষা পাইল ঋতু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* ডিম্বাণু ও শুক্রাণু। 'দোহানের মধ্যে যার ঋতু ধিক হয়।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঋতু আক্ষেপণ [স] *বি* গর্ভসঞ্চার। 'শুভক্ষণে ব্যাসমুনি ঋতু আক্ষেপণ করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঋতু আক্ষেপা [স ঋতু আক্ষেপণ>] *ক্রি* গর্ভসঞ্চার করা। 'ঋতু আক্ষেপিয়া ইন্দ্র গেল নিজালয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঋতুকাল [স] *বি* যৌবনের যে-কালে নারীদের মাসিক রক্তক্ষরণ হয়। 'ঋতু কালে সঙ্গম জাইহ দু সতীন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঋতুবতি [স ঋতুমতী] *বিণ* রজস্বলা। 'আরবার কুন্তি দেবি হইল ঋতুবতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঋতুবতী [স ঋতুমতী] *বিণ* রজস্বলা। 'এথা ঋতুবতী হৈল মুক্ষ পাটেস্বরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঋতুমতী [স] *বিণ* রজস্বলা। 'ঋতুমতী হয়্যাছে মন্দরা গুণবতী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঋতুস্নান [স] *বি* ঋতুমতী নারীর চতুর্থ দিবসে স্নানরূপ সংস্কার। 'ঋতুস্নান কার্জ্জ জদি না হএ সতত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঋত্বিক [স] *বি* যজ্ঞের পুরোহিত। 'আমি সে ঋত্বিক, মর্তে তব ছিনু পুরোহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ঋদ্ধ [স] *বিণ* নিবিড়। **ঋদ্ধপরিচয়** [স] *বিণ* ঘনিষ্ঠ। 'ওই ওরা বসে আছে অন্ধকার বনচ্ছায়ে সকলেই ঋদ্ধপরিচয়?' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

ঋদ্ধি [স] *বি* ঐশ্বর্য। 'ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং ঋদ্ধিশ্রীতে বিমণ্ডিত হইতেছিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ঋদ্ধিবাচন [স] *বি* সুখ্যাতি প্রকাশ। 'ঋদ্ধিবাচনও করতে জানে তাহলে শনিবারের চিঠি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ঋদ্ধিশীল [স] *বিণ* ঐশ্বর্যমণ্ডিত। 'তাহাদেরই মত ঋদ্ধিশীল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঋদ্ধিশ্রী [স] *বি* ক্রমবর্ধমান সৌন্দর্য। 'ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং ঋদ্ধিশ্রীতে বিমণ্ডিত হইতেছিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ঋভু [স] *বি* দেবত্বপ্রাপ্ত মানুষ। 'ঋগ্বেদানুসারে ঋভু নামক দেবত্রয় সর্বাগ্রে মানব ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঋষভ [স, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'ষাঁড়'] **১** *বি* পর্বতবিশেষের নাম। 'ঋষভ-পর্ব্বতে চলি আইলা গৌরহরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* (সংগীত) স্বরসপ্তকের দ্বিতীয় স্বর 'রে' ধ্বনি। 'ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঋষি [স] **১** *বি* সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। 'পুরুক কালত ঋষিএঁ বুইল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শাস্ত্রজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ সাধক। 'ঋষি মুনি প্রতি বট দিলো জনে জনে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঋষিঋণ [স] *বি* ঋষির ঋণ। 'ঋষিঋণ, দেবঋণ থেকে আমরা মুক্ত।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ঋষিকণ্ঠ [স] *বি* ঋষির কণ্ঠ। 'সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঋষিকন্যা [স] *বি স্ত্রী* সন্ন্যাসিনী বালিকা। 'ঋষিকন্যা কুটিরের মাঝে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ঋষিকবি [স] *বি* ঋষিরূপ কবি। 'ঋষিকবি প্রাণপুরুষকে বলেছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ঋষিকৃত [স] *বিণ* ঋষির ঔরসে জন্ম নিয়েছে এমন। 'দীর্ঘতমার পুত্র কাক্ষীবান্ ঋষিকৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ঋষি-তনয়া [স] *বি* ঋষিকন্যা। 'আমিও সে নবযৌবনা অনুপমা রূপবতী ঋষি-তনয়া ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

ঋষিতুল্য [স] *বিণ* ঋষির মতো। 'তাহারাও ঋষিতুল্য পূজিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ঋষিত্ব [স] *বি* ঋষির বৈশিষ্ট্য। 'ঋষির ঋষিত্ব পিসীর পিসীত্ব – সবের মধ্যে প্যাটার্ণ মনুষ্যধর্মী।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

ঋষিপত্নী [স] *বি* ঋষির স্ত্রী। 'হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল – বাঃ ঋষিপত্নীগুলি খাসা তো!' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ঋষিবর [স] *বি* সম্মানসূচক সম্বোধন। 'গ্রন্থের প্রথম-মণ্ডলের ছাপ্পান্ন সূক্তটি ঋষিবর শৈব দ্বারা লিখিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ঋষিবাক্য [স] *বি* শাস্ত্রগ্রন্থ। 'এই জন্য ঋষিবাক্য স্বীকার্য্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ঋষিবালক [স] *বি* শিশু সন্ন্যাসী। 'ঋষিবালকেরা আসি সজল বল্কল/ শুকাবে তোমার শাখে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঋষিবালিকা [স] *বি স্ত্রী* সন্ন্যাসিনী। 'ছায়ায় করিত খেলা/ তপোবনে ঋষিবালিকারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ঋষিকেশ, ঋষীকেশ [স হৃষীকেশ] *বি* কৃষ্ণ। 'এবেঁ তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পাছে কৈলী না পাইবেঁ দেব ঋষীকেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঋষ্টি [স] *বি* গ্রহদোষ। 'অভিশাপ হেথা বর্ষে নিরন্তর নক্ষত্রের ঋষ্টিরূপে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

এ

এ[1] *বি* স্বরবর্ণবিশেষ ও তার কারচিহ্ন। **একার** [স] *বি* স্বরবর্ণ এ-এর কারচিহ্ন (ে/ে)। 'সবজেক্টস ও সেপ্টেম শব্দের একারও ঐরূপ হ্রস্ব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

এ[2] [স এতদ্] ১ *বিণ* এই। 'একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০। ২ *সর্ব* এই ব্যক্তি। 'এ করিতেছে।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ৩ *সর্ব* এটা। 'একি, এ যে দেখিতেছি জাগ্রত স্বপ্ন!' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

এও *সর্ব* যা বলা হলো তা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একূল ওকূল *বি* দুই কূল। 'হৃদয়ের একূল ওকূল দু কূল ভেসে যায়, সজনি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

এ-ডাল ও-ডাল *ক্রিবিণ* এক ডাল থেকে অন্য ডালে। 'করে যদি এ-ডাল ও-ডাল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

এদিক *বি* এই দিক। 'এদিকে অবলোকন কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

এদিক-ওদিক *বি* নড়চড়। 'নির্দিষ্ট সময়েরও একদিন এদিক-ওদিক হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

এদিগ *ক্রিবিণ* এদিকে। 'কেহ বলে এদিগ আয়ে ছালা ভরিয়া লই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

এদিগ ওদিগ ১ *ক্রিবিণ* ইতস্তত। 'তোমরা দুই ভাই এদিগে ওদিগে গুপ্ত রহ।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* কমবেশি। 'যদি পাঁচ মিনিট এদিগ ওদিগ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

এদেশ সেদেশ *ক্রিবিণ* দেশ-বিদেশে। 'রামমোহন রায় কলোনিজেসিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশ সেদেশ বিখ্যাত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

এদেশে *বি* এই দেশ। 'পালাইয়া যাই, এদেশে থেকে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

এপাশ ওপাশ করা *ক্রি* আলস্য বা অস্থিরতার কারণে বিছানায় গড়াগড়ি করা। 'কিছু কাল এপাশ ওপাশ করিয়া ধড়মরিয়া উঠিয়া এক এক বার পায়চারি করিতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

এপিঠ-ওপিঠ *বি* উভয় পৃষ্ঠ। 'কেটেকুটে ফুঁড়েছেন এপিঠ-ওপিঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

এবেলা *ক্রিবিণ* দিনের যেকোনো এক সময়ে। 'এবেলা আমার মত রান্ধ বেঞ্জন দশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এ বেলা ডাক পড়েছে কোনখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

এমুখো *ক্রিবিণ* এদিকে যাত্রা করেছে এমন। 'তারা আর এমুখো হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

এ লোক *বি* ইহলোক। 'এ লোক ও লোক যে জন খাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এ-হেন *বিণ* এ রকম। 'আমি যে এ-হেন আধুনিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

-এ ১ *সপ্তমী বিভক্তি*। 'তোর রতি আশোআশে গেলা আভিসারে [অভিসার+এ]।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *তৃতীয়া বিভক্তি*। 'বাটত যাইতেঁ মো করিবোঁ অলঞ্জালে [অজঞ্জাল +এ]।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এআ *সর্ব* এ। 'এআ জাণী বৈশ রাধা আক্ষার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এআদত [আ ইবাদত] *বি* প্রার্থনা। 'পাপী জন লাগি যদি এআদত করে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

এই [স এতদ্] ১ *সর্ব* এটা। 'এই অনুমানি বৈল সন্যাসি তিনজনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* এ। 'এই কথা গিয়া তুমি কহিও সবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *অব্য* ওগো। 'এই হের।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *ক্রিবিণ* একই। 'তাহার চালান ও বিবরণও এই সঙ্গে যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বিণ* এমন। 'এই ঘোরতর সংগ্রামে কোন দেশীয় মনুষ্যেরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৬ *বিণ* এ রকম। 'এই সমুদায় কুঠি অলক্ষিত রূপে অল্পে অল্পে প্রস্তুত হউক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৭ *ক্রিবিণ* এই বারে। 'আমি এখানে টাট্‌কা বেদানা, আঙ্গুর, আপেল ও অন্যান্য অনেক সুস্বাদু ফল এই প্রথম খাইলাম।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

এই এই *অব্য* ইত্যাদি। 'এই২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্তরূপে পূজা করিয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

এই কাল *বি* এই ঋতু। 'এই কালে, দিন বাড়ে, রাত্রি ছোট হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

এইক্ষণ [স এতদ্-ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এখন। 'নিকলিলে বেড়িয়া মারিবে এইক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **এইক্ষণে** *ক্রিবিণ* এ সময়ে। 'ক্রিয়া কর্ম্ম এইক্ষণে যেরূপ করিতেছ তাহা নিন্দিত।' *কেরি*, ১৮০২।

এইখানে [স এতদ্-স্থান>] *ক্রিবিণ* এস্থানে; এ জায়গায়। 'তোরে বুঝাইব তেঞি আইলাঙ এইখানে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'একারণ আপন প্রিয়তমকে এইখানে আনাইলেক।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

এইজন্য [স এতদ্-জন্য>] *ক্রিবিণ* এ কারণে। 'এইজন্য কোন কোন দেশের স্থানবিশেষ হইতে মদ্য বিক্রয় একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

এইটুকু [স এতদ্>] *বিণ* এই সামান্য। 'এইটুকু লাজলেশ আপনারে আধখানি ঢাকিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

এইটে [স এতদ্>] *সর্ব* এটা; এই বস্তু বা বিষয়। 'এইটে জানাইবার জন্যেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

এইত, এইতো [স এতদ্>] ১ *বিণ* এই। 'এইত প্রস্তাপ তবে করিহ স্মরণ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* এইমাত্র। 'এই তো এলেম কৈ কি দেখাবি বল্লি যে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৩ *সর্ব* এটাই। 'এই তো দিব্য রোজগারের পথ দেখিতেছি।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

এইবার [স এতদ্>] *ক্রিবিণ* এবার। 'তারা কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

এইবেলা [স এতদ্>] *ক্রিবিণ* এইবার। 'এইবেলা ফিরে দাঁড়া তুই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

এইমত [স এতদ্>+স মন্ত>] *ক্রিবিণ* এরূপ। 'এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

এইমতে *ক্রিবিণ* এভাবে। 'এইমতে কপোট কৃড়া করে চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

এইমাত্র [এই+স মাত্র] *ক্রিবিণ* কেবলমাত্র। 'পতিকাছে ছিনু শুয়ে এইমাত্র জানি লো।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

এই-যে *বিণ* এই। 'অপূর্ব সৌন্দর্যে অকস্মাৎ উদ্ভাসমান এই-যে হর্ষ দেবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

এইরকম [এই+আ রকম] *বিণ* এমন। 'দুজনে এইরকম অমিল অথচ

সংসার বেশ চলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

এইরূপ [এই+স রূপ] *ক্রিবিণ* এভাবে। 'কেহ বোলে এইরূপ কবো নাহি মুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

এইরূপে [এই+স রূপ>] *ক্রিবিণ* এভাবে। 'এইরূপে অকিঞ্চনে করিলেক দয়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'এইরূপে এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

এই সকল [এই+স সকল] *সর্ব* এসব। 'যাহা পুরুষেরা উপদেশ বিনা কদাচ করিতে পারেন না এই সকল অনায়াসে করেন।' *গৌর*, ১৮২২।

এইসব [এই+স সর্ব] *বিণ* এসব। 'আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি এইসব দোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

এই সময়ে [এই+স সময়>] *ক্রিবিণ* তৎকালে। 'অনার্য্য একজাতি এই সময়ে রাজ্যসংস্থাপন করিয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

এইজেন্ট [ই] *বি* প্রতিনিধি। *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

এও [স আয়ুষ্মতী] *বি* এয়ো; মাঙ্গলিক কাজে অবিধবা নারী সহযোগী। 'তৎক্ষণাৎ দাঁড়া সুয়া পান দিয়া পাঁচ এও লইয়া সুবচনি পূজা দিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

এওখন [স এতদ্-ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এখন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

এওজ [আ ইওয়াজ] **১** *বিণ* বিকল্প। 'জাবত তাহার এওজ কাপড় সরকারি গোছমত দাখিল না করে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* বিনিময়। 'তাহার এওজ কুম্পানির কাগজ রাখা জাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

এওত [স আয়ুষ্মতী] *বি* এয়োতি; সধবা নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এওতি [স আয়ুষ্মতী] *বি* এয়োতি; সধবা নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এওয়াজে [আ ইওয়াজ] *ক্রিবিণ* বিনিময়ে। '২৬০ টাকা জেওর বাবদ উসুল বক্রী টাকার এওয়াজে ... তুমি খোশে কবুল আছি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

এওয়াদাত [আ ইবাদত] *বি* উপাসনা। 'জদি এওয়াদাতে না দীতে পারি তবে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৩।

-এঁ **১** *প্রথমা বিভক্তি*। 'অইসন চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়।' *চর্যা* ২, ১২০০। **২** *তৃতীয়া বিভক্তি*। 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।' *চর্যা* ৬, ১২০০। **৩** *সপ্তমী বিভক্তি*। 'অলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০।

এঁকাবেঁকা [স অঙ্ক-বঙ্ক] *বিণ* বাঁকাতেড়া। 'কৃষ্ণভামিনীর মুখের চেহারা এঁকাবেঁকা হয়েছিল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

এঁকে বেঁকে *ক্রিবিণ* একাধিক বাঁক নিয়ে। 'জাল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

এঁচড়, এঁচর, এঁচোড় [স ইষ্বাক] *বি* ইঁচড়; কচি কাঁঠাল। 'কাঁটাল হইল জ্যেঠা এঁচড়ে পাকিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'গাছ-পাঁঠা মানে এঁচোড়।' *সুনীল*, ১৯৭০।

এঁচড়ে পাকা [স ইষ্বাক>+স পক্ব>] *বিণ* অকালপক্ব। 'আড্ডা দিতে দিতে সব এঁচড়ে পাকা হয়ে যেত।' *পাশা*, ১৯৭১।

এঁচরে পাকা [স ইষ্বাক>+স পক্ব>] *বিণ* অকালে পাকে এমন। 'গৃহিণী এঁচরে পাকা, কর্ত্তা সিংভাঙ্গা বড় বিড়ম্বনা।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

এঁচোড়পাকা [স ইষ্বাক>+স পক্ব>] *বি* অকালপক্ব যে। 'বুঝলে এঁচোড়পাকা, আওয়াজ আমার নয়কো মোটেই ফাঁকা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

এঁচোড়ে পাকা [স ইষ্বাক>+স পক্ব>] *বিণ* বখাটে। 'একালের এঁচোড়ে পাকা ছেলেদের গীতা হইয়া দাঁড়াইল।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

এঁটা *ক্রি* স্থির করা। 'আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি এঁচেছি ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'হুজুর যে ফন্দী এঁচেছেন, এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

এঁচানো পেঁচানো [ফা পেঁচ>] *ক্রি* ঘোরানো-পাকানো। 'ধিকপিকে শরীরটাকে কেঁচোর মতো এঁচিয়ে পেঁচিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

এঁটিলি *বি* উকুন। 'চুলের এঁটিলি মেরে গুনে গেল অন্যায় ন্যায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

এঁটুলি *বি* কোনো জন্তুর গায়ে এঁটে থাকা কীটবিশেষ। 'পুঁটুলি নয়, এঁটুলি সে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

এঁটে *ক্রিবিণ* শক্ত করে; দৃঢ়ভাবে। 'কালীপদ মরকত আলানে মনকুঞ্জরে বাঁধ এঁটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

এঁটে দেওয়া *ক্রি* যুক্ত করে দেওয়া। 'মনটাকে আঠা দিয়ে এঁটে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

এঁটেল **১** *বিণ* শুষ্ক অবস্থায় শক্ত এবং ভেজা অবস্থায় আঠালো এমন। 'একদম এঁটেল মাটির মতো লেগে থাকবে।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বিণ* আঠার মতো পিছু লেগে থাকে এমন। 'আমি যে এঁটেল লটে-ছ্যাঁচড় ডুবুরি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

এঁটো [স উচ্ছিষ্ট] *বিণ* অন্য লোকের ছুঁয়ে দেওয়া বা আংশিকভাবে খাওয়া। 'এঁটো করা সেরির গেলাসে দিই চুল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

এঁটোকাঁটা [স উচ্ছিষ্ট+স কণ্টক>] *বি* উচ্ছিষ্ট ময়লা। 'রাশীকৃত এঁটোকাঁটা দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

এঁটোকাঁটাজীবী [এঁটোকাটা+স জীবী] *বিণ* উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকে এমন। 'মখমল পায়ে কেউ, এঁটোকাঁটাজীবী, অন্ধকারে রাখতো কখনো জ্বেলে এক জোড়া চোখ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

এঁটো খাই মিঠার লোভে – ভালো কিছুর আশায় হীন কাজ করা। 'কথার কথা আছে কি এঁটো খাই মিঠার লোভে।' *গৌর*, ১৮২২।

এঁটো-নেওনি [স উচ্ছিষ্ট>] *বি* এঁটো নেয় যে। 'ওই আসছে এঁটো-নেওনি গোবর হাতে ক'রে।' *অবন*, ১৯১৯।

এঁঠ [স উচ্ছিষ্ট] *বিণ* এঁটো; উচ্ছিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এঁঠো [স উচ্ছিষ্ট>] *বিণ* উচ্ছিষ্ট। 'সেখানে এঁঠো আমের আঁঠি নিয়ে কাকেদের চলেছে ছেঁড়াছিঁড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

এঁড় [স অণ্ড] *বি* অণ্ডকোষ; মুষ্ক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এঁড়বিচি [স অণ্ড+স বীজ>] *বি* অণ্ডকোষ; মুষ্ক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এঁড়ে [স অণ্ড>] **১** *বি* ষাঁড়। '... সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুদো এঁড়ের নড়ই বেদলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বিণ* পুরুষ। 'একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এঁড়ে গরু [স অণ্ড>+স গোরূপ>] *বি* অণ্ডকোষওয়ালা গরু; ষাঁড়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

-এঁতে *সপ্তমী বিভক্তি*। 'সঅসম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে [বিআর+এঁতে] অলকখলকখণ ন জাই।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

এঁদো [স অন্ধ>] **১** *বিণ* নোংরা। 'নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরী পাঠ করিলে এঁদো পুকুরের পানাপচা জলও শুদ্ধ হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। **২** *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'এঁদো ঘরে তক্তপোশে সবাই বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* পুরাদস্তুর। 'এঁদো মফস্বলে ছুটি সংবাদের লোভে কালেভদ্রে।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

এঁদোপড়া ১ *বিণ* সংকীর্ণ ও আলোকবিহীন। 'ওই এঁদোপড়া গলির মধ্যে এতদিন দম আটকে বেঁচেছিলেন।' *বিমল*, ১৯৫৩। **২** *বিণ* কচুরিপানাপূর্ণ। 'এঁদোপড়া পুকুর।' *বিমল*, ১৯৫৩।

এঁধো [স অন্ধ>] **১** *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'সেই-সব স্যাঁতসেঁতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *বিণ* নোংরা। 'খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

এঁয়োতি [স আয়ুষ্মতী] *বিণ* অবৈধব্য। 'এ তো পরলোকের এঁয়োতি নিবিড়তা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

-এঁর *ষষ্ঠী বিভক্তি*। 'তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ি তাএলা।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

এঁসো [স অংশু] *বি* আঁশ। 'কাঁটালের ভুঁতুড়ি ও তালের এঁসো খেয়ে বিদেয় হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

এঁহার *সর্ব* তাঁর। 'এঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

এক [স] **১** *বিণ* এক সংখ্যক। 'এক সো পদমা চৌসঠ্‌ঠী পাখুড়ী।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **২** *বিণ* একটি। 'ন ভেলে রঙ্গ রভস দুর গেল/ ইথি হম খেদ একও নহি ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বিণ* একত্র। 'মনবুদ্ধি এক করি ভজ নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভুবনচরাচর মঙ্গলডোরে বাঁধি এক করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৪** *বি* অখণ্ডতা। 'ওর মধ্যে বিস্তর আছে কিন্তু এক নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

এক অন্ন [স একান্ন] *বিণ* একান্নবর্তী। 'আমার ভাত্রি বধু বিদবা আমার বাটীতে আমার সহিত এক অন্নে ছিল।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৩।

এক আটু [স এক>+স অষ্টি] *বিণ* হাঁটু পর্যন্ত। 'চণ্ডীর কৃপায় হইল এক আটু জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

এক আত্মবাদী [স একাত্মবাদী] *বিণ* পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন এই মতবাদে বিশ্বাসী; অদ্বৈতবাদী। 'ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্ব্বাক কেহ এক আত্মবাদী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

এক আত্মা [স একাত্মা] *বি* অভিন্ন আত্মা। 'এক আত্মা সভাকার ভিন্ন কেহো নহে।' *মালাধর*, ১৫০০।

এক-আধটা [স এক>] *বিণ* দু-একটা। 'মাঝে মাঝে এক-আধটা নৌকো পাশ দিয়ে ছল ছল শব্দে চলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

এক-আধটু *ক্রিবিণ* অল্পস্বল্প। 'এক-আধটু ঢুঁ মেরেছিলাম তোমাদের বাংলা ভাষাতেও।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

এক আধলা *বিণ* সামান্যতম। 'মেয়েটির স্বভাবের প্রতি এক আধলাও শ্রদ্ধা নেই।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

এক আনা [স এক+ফা আনা] *বি* এক টাকার ষোলো ভাগের এক ভাগ। 'প্রত্যক টাকার সুদ প্রতিমাসে এক আনা।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫।

এক আন্দাজ [স এক+ফা আন্দাজ] *ক্রিবিণ* একে একে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

একই [স এক>] *বিণ* একটি মাত্র। 'একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একইতি [স একপুত্রিকা>] *বিণ* একপুত্রবতী। 'একইতি মাএর ছাওআল সুন্দর বাল গোপাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একইশ, একইষ, একইস [স একবিংশ] *বিণ* একুশ (২১) সংখ্যক। 'একুষিআ কৈল তার একইষ দিবসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বিলাতের বাদসাহের সন একইস ও সন তেরো জোলসির হুকুমনামাতে লিখিয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'পেয়াদা একইশ হাজার ছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

এক এক ১ *বিণ* প্রতিজন। 'এক এক ফিরিস্তা সঙ্গে সত্তর হাজার।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* একের পর এক। 'তাঁহারা এক কাষ্ঠপট্টে একেবারে পুস্তকের এক এক পৃষ্ঠ খুদিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* নানা রকম। 'মনুষ্যেরা আপন আপন অভিরুচি বা নিপুণতানুসারে এক এক ... উপভোগ্য বস্তু উৎপন্ন করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বিণ* ভিন্ন ভিন্ন। 'ধর্ম্ম বিষয়ক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের এক এক সোপান মাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৫** *বিণ* প্রত্যেক। 'এক এক দেবতাকে এক এক পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া অবধারণ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৬** *বিণ* কোনো কোনো। 'এক-এক জায়গায় রাস্তা এত ঢালু যে, উঠতে-নাবতে কষ্ট হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৭** *বিণ* বিভিন্ন। 'এক-এক জায়গায় ব্লু-বেলস নামক ছোটো ছোটো ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

এক-একটা *ক্রিবিণ* একটার পর একটা। 'তাড়াতাড়ি তাহাদের এক-একটা নামকরণ করিয়া ফেলি ও নামের কৃত্রিম খোলসটার মধ্যেই সেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

এক একটি ১ *বিণ* আলাদা এক একজন। 'চারি মঠের প্রত্যেকের এক একটি আচার্য্য ও ব্রহ্মচারী নির্দ্দিষ্ট আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *ক্রিবিণ* একটা ক'রে। 'অধিকাংশ গোরের উপর এক-একটি ছোটো ঘর গেঁথেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *ক্রিবিণ* একটির পর একটি। 'শাস্ত্রের এক-একটি কঠোর আদেশ কণ্ঠ হইতে অবতারণ করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

এক-একদিন *ক্রিবিণ* মাঝে মাঝে। 'এক-একদিন তাহার উল্টা ভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

এক এক বার *বি* প্রতিবার। 'এক এক বার অন্ন শত শত ভার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একক [স] **১** *বিণ* নিঃসঙ্গ। 'একক হৃদয় অওকে না পাওল র্তে নহি ফাউলি কেলী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রিবিণ* একাকী। 'একক বসে কিসের ভাবনা হইতেছে?' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *বিণ* একা। 'আপাততঃ আমি একক।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

এককক্ষবর্তী [স] *বিণ* অভিন্ন। 'যে প্রজারা শাসিত হচ্ছে তাদের ভাগ্য যদি এককক্ষবর্তী হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

এককক্ষাবর্তী, এককক্ষাবর্ত্তী [স] *বিণ* একই ধরনের। 'এককক্ষাবর্ত্তী অসভ্যেরা কত উচ্চ মনুষ্যত্ববিশিষ্ট।' *প্রমথ*, ১৯২০।

এক কড়া [স এক>] **১** *বি* মধ্যযুগে টাকার ক্ষুদ্রতম একক। 'এক কড়াও তাহার প্রাপ্য নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **২** *বিণ* সামান্য পরিমাণ। 'লালন বলে নইলে তোর থাকবে না মূল এককড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

একককণ্ঠী [স] *বি* একক-সংগীত পরিবেশনকারী শিল্পী। 'বিশেষত একক-কণ্ঠীদের স্বতন্ত্র সময় দেওয়াই চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

এককত্ব [স] *বি* অতুলনীয়তা। 'বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবীতে সর্বোচ্চ পদে আরোহণ করিয়া আপনার এককত্ব বুঝিতে পারিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

এক কথা [স] *বি* একবার বলা। 'যাহারা এক কথায় টাকা না দেয় ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

এক কথায় *ক্রিবিণ* চাইবার সঙ্গে সঙ্গে। 'যাহারা এক কথায় টাকা না দেয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

এক কাটি সরেস *বিণ* একধাপ উপরে। 'কালী আবার ওর চেয়ে

এক কাঠি সরেস।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

একককাট্টা *বিণ* সমবেত। 'ভদ্রয়ানা আড়ালে রেখেই হও একককাট্টা শোকের শরিক।' *শামসুর*, ১৯৭০।

এক কাঠি *বিণ* আরও বেশি। 'অন্য পক্ষও জবাবে এক কাঠি উপরে উঠেন।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

এক কানাকড়ি *বিণ* অতি সামান্য পরিমাণ। 'এক কানাকড়ি মূল্য না লয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

এককাল *ক্রিবিণ* যুগপৎ। 'যদি প্রাণত্যাগ করি তাহলে এককালে আত্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যা এই দুই মহাপাপ হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

এককালিন [স এককালীন] ১ *ক্রিবিণ* একই সময়ে। 'দিল্লির কর ও শওগাত এক কালিন বন্দি করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *ক্রিবিণ* একযোগে। 'বাদসাহী সৈন্য সমস্তই এক কালিন পার হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *ক্রিবিণ* চিরকালের মতো। 'দিল্লীতে কর দেওন এক কালিন বন্দ।' *রামরাম*, ১৮০১।

এককালীন [স] ১ *ক্রিবিণ* একযোগে। 'দেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন এত হয় না।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বিণ* একবারে দেওয়া হয় এমন। 'পাঠশালার আনুকূল্যার্থে মাসিক, বার্ষিক বা এককালীন দান স্বীকার করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ৩ *ক্রিবিণ* একবারে ভাবা বা করা হয় এমন। 'এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

এককালে [স] ১ *ক্রিবিণ* একসময়ে। 'এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এককালে মূর্ত্তিমন্ত ছয় ঋতু যথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *ক্রিবিণ* একেবারে। 'অনুরাগ শূন্য হইয়া ইহাতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা এককালে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। 'ইংরাজী সংস্কারে বঙ্গভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *ক্রিবিণ* চিরকালের জন্য। 'তিনি জমিদারের অন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা এককালে দমন করিয়া দিন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

এককুলি [স এক>] *ক্রিবিণ* একদিকে; একপাশে। 'এককুলি আরকুলি দিসা নাহি পাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

এককুলো [স এক+স কুল্য] *বিণ* এককুলো সমান। 'য়্যা এককুলো দাড়ি না থাকে!' *নজরুল*, ১৯২৭।

এককেন্দ্রিক [স] *বিণ* এক কেন্দ্রে স্থিত। 'জাতীয় উন্নয়ন আন্দোলন নূতন এককেন্দ্রিক নেতৃত্ব লাভ করিবে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

একক্ষণ [স] *ক্রিবিণ* মুহূর্তকাল। 'ইহারা এক ক্ষণও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকে না।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

একক্ষণজন্মা [স] *বিণ* একই ক্ষণে জন্ম এমন। 'দুই ভাই শুধু একবর্ণ একাকার নয়, একক্ষণজন্মা বলে প্রসিদ্ধ হল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো *ক্রি* একই ভাব দিয়ে প্রভাবিত হওয়া। 'আমরা বাঙালিমাত্রেই ঐ একই বিলেতি ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছি।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

একখণ্ড [স] *বিণ* অল্প পরিমাণ। 'ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে মৃত্তিকাস্থ করণের জন্য একখণ্ড নিষ্করভূমি ক্রীত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

একখন [স এক-ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এখন। 'তাহা বিনে আর মনে না পড় একখন।' *মালাধর*, ১৫০০।

একখাই *বিণ* একগাছা। 'এমন কি, একখাই সূতা পর্য্যন্ত শরীরে ধারণ করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

একখান [স এক+স খণ্ড] ১ *বিণ* একটি। 'একখান উষ্ট তার পৃথ্থিবির তলে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'হাতির বাগানে একখান চতুষ্পাঠী।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বি* একরকম অবস্থা। 'সে কালে ধর্ম্ম বিষয়ে ভিতরে একখান, বাহিরে একখান, এরূপ ছিল না।' *রাজ*, ১৮৭৪।

একখানা [স এক+স খণ্ড>] *বিণ* একটি। 'একখানা জাহাজ আসিতে দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

একখানি, একখানী [স এক+স খণ্ড>] ১ *বিণ* একটি। 'একখানী নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* একত্র। 'সবে একখানি করিয়াছ অব্যভারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

একখুন [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এই মুহূর্তে। 'বাবার চিঠি একখুনই কি দিতেই হবে ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

একখুনি [স এক+স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এখনই। 'একখুনি গ্যে এই ছোরাটা কলজেতে তার বসাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

এক-খেয়ালি [স এক+আ খেয়াল] *বিণ* একরোখা। 'বদরাগি তায় এক-খেয়ালি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

একগলা [স এক+স গল] *বিণ* গলা পর্যন্ত। 'তুমি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

এক গাঁয় ঢেঁকি পড়ে এক গাঁয় মাথা ব্যথা – অকারণে নাক গলানো। *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

একগাছ *বিণ* একটি। 'একগাছ বেনা কৃষ্ণ হাতেত ছিণ্ডিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

একগাছা *বিণ* একটিমাত্র। 'একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া লইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

একগাছি *বিণ* একটিমাত্র। 'একগাছি নাহি কাঁচা কেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একগাদা *বিণ* একরাশ। 'ইউরোপ থেকে নিয়ে এলেন একগাদা দামী আসবাবপত্র।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

একগাল [স এক+স গল্ল>] *ক্রিবিণ* মন খুলে। 'কুবের একগাল হাসে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

একগুঁইয়া [স এক+ফা গুঙ্গ>] *বিণ* একরোখা। 'বর্ব্বর এক গুঁইয়া গোঁয়ার ব্যাঘ্র ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

একগুঁয়া [স এক+ফা গুঙ্গ>] *বিণ* একরোখা। 'একগুঁয়া হিন্দুরা শাস্ত্রের অভিপ্রায় গ্রহণ করিবেন না।' *রসরাজ*, ১৮৪৯।

একগুঁয়ে [স এক+ফা গুঙ্গ>] ১ *বিণ* জেদি। 'প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্য্য।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ২ *বিণ* থামানো যাবে না এমন। 'ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একাগ্রভাবে চলছে একটা একগুঁয়ে গোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* আপোশহীন। 'ভাইঝির একগুঁয়ে অবিবেচনায় উদ্‌বিগ্ন হলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৪ *ক্রিবিণ* কোনোকিছুই মানে না এমন। 'শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

একগুঁয়েমি, একগুঁয়েমী [স এক+ফা গুঙ্গ>] ১ *বি* পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা। 'এ সব শাস্ত্রের ভিতর একটা একগুঁয়েমি আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৭। ২ *বি* একরোখামি। 'তদুপরি আবার আমাদের একগুঁয়েমিও আছে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'তাঁদের অপরিণামদর্শিতা ও একগুঁয়েমীই এর প্রধান কারণ।' *সওগাত*, ১৯২৯।

একগুয়ে [স এক+ফা গুঙ্গ>] *বিণ* জেদি। 'প্রতিপক্ষগণ তাঁকে বলতো একগুয়ে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

একগোটা [স এক>+স গোষ্ঠক>] *বিণ* একজন। 'একগোটা মানুস আসি পুরির ভিতর।' *মালাধর*, ১৫০০।

একগ্রাস [স] *বি* একবারে যতোটা খাবার গলাধঃকরণ করা হয়। 'তিনজনের ভক্ষ্য-পিণ্ড তোমার একগ্রাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একঘর [স এক+পা ঘর] *বিণ* সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন; একঘরে। 'গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া বাবু একঘর মানুষ হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

এক ঘরমে দো পীর – একই জায়গায় দুইজনের অবাঞ্ছিত প্রাধান্য। 'এক ঘরমে দো পীর! যাও বাচ্চা, সো রহো।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

একঘরিআ [স এক+পা ঘর>] *বিণ* নিজ সমাজ কর্তৃক যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একঘরে [স এক+পা ঘর>] **১** *বিণ* নিজ সমাজ কর্তৃক বর্জিত। 'তোর বাপের বাড়ীর সকলে নাকি একঘরে হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বিণ* নিঃসঙ্গ। 'তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৩** *বিণ* কোণঠাসা। 'যে-সব মতামত প্রচার করবার দরুন সাহিত্য-সমাজের শুদ্ধাচারীরা আমাদের একঘরে করবার চেষ্টা করছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭। **৪** *বিণ* বন্ধুহীন। 'একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

একঘরে করা – নিজ সমাজ কর্তৃক বিচ্ছিন্ন। 'এক কর্ত্তা বলবেন, এ বের পুরুত বরযাত্রদের একঘরে করা উচিত।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

একঘরয়্যা [স এক+পা ঘর>] *বিণ* একঘরে; জাতিচ্যুত। 'তদবধি একঘরয়্যা হইয়া রহিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

একঘাইআ [স এক+স ঘাত>] *বিণ* একঘেয়ে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একঘেয়ে [স এক+স ঘাত>] **১** *বিণ* বিরক্তিকর। 'টিপ টিপ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই ... চলছেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রিবিণ* একই রকম। 'পুতুলের একঘেয়ে পাখা নাড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একঘেয়েমি [স এক+স ঘাত>] *বি* বৈচিত্র্যহীনতা। 'একঘেয়েমি, সঙ্কীর্ণতা, সব দিনগুলো এক রকমের হাওয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

একঘেষে [স এক+স ঘর্ষণ>] *বিণ* নিরত। 'তাঁহারা একঘেষে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষায় ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

একচকো [স এক+চক্ষু] *বিণ* পক্ষপাতদুষ্ট। 'হ্যাঁরা হাবাৎকুড়ে, হতোচ্ছাড়া, একচকো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

একচক্র [স] *বিণ* এক চাকাবিশিষ্ট। 'একচক্র রথে দেব বসেন ভাস্কর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

একচক্ষু [স] **১** *বিণ* এক চোখে দেখতে পায় এমন। 'একচক্ষু হরিণ যে দিকে তাহার কানা চোখ ফিরাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* অস্পষ্ট। 'একচক্ষু ছায়া, দীপ্ত নখ, স্ফীত নাসা, নিরিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া চতুর্দিকে চক্রব্যূহ বাঁধে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

একচত্বারিংশৎ [স] *বিণ* একচল্লিশ সংখ্যক। 'একচত্বারিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

একচল্লিশ [স একচত্তলীসা] **১** *বিণ* ৪১ সংখ্যক। 'ইনি একচল্লিশ বৎসর একাদিক্রমে ... কর্ম্ম করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **২** *বি* ৪১ সংখ্যা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একচাটিআ [স এক+হি চাট>] *বিণ* সম্পূর্ণরূপে এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। দ্র **একচেটিয়া**

একচালা [স এক+স চাল] *বিণ* একচালবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মাটিছোঁয়ানো একচালা ঘরের মধ্যে দিয়ে সুদৃশ্য জমকালো তোরণ ছিলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

একচিত [স একচিত্ত>] **১** *ক্রিবিণ* একনিষ্ঠ মনে। 'শুন সবে একচিত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* নিবিষ্ট। 'সদা ধ্যান একচিত সে ত নহে পরাজিত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

একচিত্ত [স] **১** *বি* একাত্মতা। 'সব সখিজন মেলি রঙ্গে একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* নিবিষ্ট। 'সুন হে পণ্ডীত লোক একচিত্ত মনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বিণ* একত্র। 'তোমরা সকলে একচিত্ত হইয়া ইহা খুঁটিয়া লও।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বিণ* একমনা। 'একচিত্ত হইয়া শিকারের পিছা লইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

একচিত্তে [স একচিত্ত>] *ক্রিবিণ* একমনে। 'একচিত্তে সুন্দরি কৃষ্ণকে বাউ করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

একচিত্য [স একচিত্ত>] *বিণ* একাগ্র। 'একচিত্য হইয়া সভে করএ সন্ধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

একচিন্ত [স একচিত্ত>] *বিণ* একাগ্র। 'সুন হে পণ্ডীত লোক একচিন্ত মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

একচিলতি [স এক+আ জিলদ] *বি* এক টুকরা। 'একচিলতি চিঠি।' *জীবন*, ১৯৩১।

একচিলতে [স এক+আ জিলদ] *ক্রিবিণ* খানিকটা। 'মনটা যেন কোথায় এক চিলতে খারাপ লাগছে।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

একচীতে [স একচিত্ত>] *ক্রিবিণ* একমনে। 'বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একচুল [স এক+স চূড়া>] *বিণ* অতি সামান্য পরিমাণ। 'আমার ভাব একচুল মিথ্যা এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

একচেটিয়া [স এক+হি চাট>] **১** *বিণ* একায়ত্ত; একক নিয়ন্ত্রণাধীন। 'দেশমধ্যে লবণাদির একচেটিয়ারূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বিণ* প্রতিপক্ষহীন। 'ইংরাজেরা তথায় একচেটিয়া বাণিজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

একচেটে [স এক+হি চাট>] **১** *বিণ* একচেটিয়া। 'একচেটে না করিলে তবে বাঁচি প্রাণে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* একতরফা। 'একচেটে রাজকার্য-নামক মালগুলি প্রজাদিগকে অগত্যা কিনিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৩** *বিণ* প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। 'ধর্ম এবং দর্শন এই দুইটি জিনিস আমাদের একচেটে।' *প্রমথ*, ১৯১২।

একচোখ [স একচক্ষু>] *বিণ* এক চোখে দেখতে পায় এমন; একচোখা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

এক-চোখা [স একচক্ষু>] *বিণ* সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়নি এমন; একপেশে। 'এক-চোখা সংস্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

একচোখামি, একচোখোমি [স একচক্ষু>] *বি* পক্ষপাতিত্ব। 'এই একচোখোমির হাড়ে-হাড়ে শোধ তুলব।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'এই একচোখামি তাঁদের সাধারণ চক্ষুলজ্জা এবং যুক্তিবোধকে পর্যন্ত ঘুচিয়ে দিয়েছিলো।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

একচোখো [স একচক্ষু>] **১** *বিণ* কেবল একটা দিকই দেখতে পায় এমন। 'আমাদের একচোখো মন লইয়া সম্পূর্ণ সত্য জানিবার

কোনো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ২ *বিণ* পক্ষপাতদুষ্ট। 'নয় সে মোটেই একপেশে একচোখো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* একটা চোখ আছে এমন। 'দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

একচোট [স এক+হি চোট>] ১ *ক্রিবিণ* বেশ কিছুক্ষণ। 'একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* একসঙ্গে বেশ খানিকটা। 'প্রথমেই একচোট ঠ্যাঙাবে সেই কথাই আমি ভাবছি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

একচ্ছত্র [স] *বিণ* একচেটিয়া। 'ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজ-রাজত্বের প্রধান কল্যাণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

একচ্ছত্ররূপে [স] *ক্রিবিণ* এককভাবে। 'মোহাম্মদ একচ্ছত্ররূপে আধিপত্য সংস্থাপন করিবেন?' *মশাররফ*, ১৯০৮।

একচ্ছত্রা [স একচ্ছত্র] *বিণ স্ত্রী* এক রাজা বা শাসকের অধীন। 'সে ... দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী ... এবং একচ্ছত্রা পৃথিবী করিবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

একছত্র [স একচ্ছত্র] ১ *বি* একাধিপত্য শাসন। 'একছত্রে পালিবে অবনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* এক পঙ্ক্তি; ছোটো চিঠি। 'তোমার একছত্র লেখা পাইনি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

একছত্রী [স একচ্ছত্র>] *বিণ* একচ্ছত্র; একক আধিপত্যবিশিষ্ট। 'আমি একছত্রী রাজা হইব।' *রামরাম*, ১৮০১।

একছড়া [স এক+স ছটা] *বিণ* একগুচ্ছ। 'একছড়া দানা গলে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

একছন্দা [স] *বিণ* একঘেয়ে; বৈচিত্র্যহীন। 'অন্ধকার শতচ্ছিদ্র একছন্দা তন্দ্রা-আনা ডাকে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

একছলা [স এক-ছলনা>] *বি* ছলনা। 'ছয় পুত্র নিবে মোর দিয়া একছলা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

একজন [স] *বি* এক ব্যক্তি। 'একদিন একজন কর পুরমিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

একজনতা [স] *বি* একমতাবলম্বী জনগণ। 'বহুজনতা অপেক্ষা একজনতা তাহারা পছন্দ করে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

একজনা [স একজন>] ১ *বিণ* একজন। 'মুরশীদ ভজিলুঁ একজনা।' *সুলতান*, ১৭৫০। ২ *বিণ স্ত্রী* একজন। 'একজনা উর্বশী, সুন্দরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

একজাতি [স] *বিণ* একজাতীয়তা-ভুক্ত। 'তাহা হইলে ফরাসি ও জর্মানেরাও ধর্মের ঐক্যে ইংরাজের সহিত একজাতি বলিয়া গণ্য হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

একজাতিআ [স একজাতি] *বিণ* একপর্যায়ভুক্ত; সমাকৃতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একজাতিভুক্ত [স] *বিণ* এক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। 'হিন্দুরা যে একজাতিভুক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।' *উমর*, ১৯৬৬।

একজাতীয় [স] *বিণ* এক ধরনের। 'উদাহরণ, ঔদরিকতা একজাতীয় ইন্দ্রিয়পরতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

একজাতীয়তা [স] *বি* একজাতির বৈশিষ্ট্য। 'ভাষার মধ্যেও সেই কঙ্কালের ছাঁদের মিল পেলেই তাদের একজাতীয়তা ধরা পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

একজানি [স এক>] *বিণ* একজন মাত্র লোকের জানা। 'একজানি দুইকানি নগরে বারতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

এক-জামাত [স এক+আ জামাত] *বিণ* একদলভুক্ত। 'দুশমন দোস্ত এক-জামাত!' *নজরুল*, ১৯২৮।

একজিদ্দে [স এক+আ জিদ্দ] *বিণ* অত্যন্ত জেদি। 'কোলপোঁছা ছেলের মতন আবদেরে একজিদ্দে একরোখা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

একজীউ [স এক+স জীব] *বিণ* অভিন্নহৃদয়। 'খুড় ভাইপোয় একজীউ, একপ্রাণ হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

একজুক্তি [স একযুক্তি] *বিণ* একজোট। 'রাখিয় মন্ত্রনা সভে এক জুক্তি হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

একজুড়ি [স এক>+মু জুড়ি] *বি* এক জুটি; অন্তরঙ্গ সঙ্গী। 'কলেজে আমরা দুজনেই একজুড়ি ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

একজেরা [স এক+হি যরা] *বিণ* সামান্য। 'ওরে স্থান পাবে কি জলসাতে তোর একজেরা খোশবুই?' *নজরুল*, ১৯২২।

একজোট [স] ১ *বিণ* ঐক্যবদ্ধ। 'সকলেই একজোট।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বি* সংঘবদ্ধতা। 'একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম ভোটের ব্যালটে।' *জীবন*, ১৯৪২।

একজোড় [স এক+স যুগ্ম] *বিণ* এক জোড়া। 'একজোড় কবুতরে আসিয়া সুরঙ্গ দ্বারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

একজোড়া [স এক+স যুগ্ম] *বিণ* দুটি। 'সাত পার্চার খেলাৎ ও গোসোয়ারা এবং একজোড়া শাল।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

একজোন [স একজন] *বিণ* একজন। 'একজোন গোরিব লোক।' *ম্যাক্সিগে*, ১৭৮৭।

একঝলক *বিণ* অল্প সময়। 'ফেরেন দুপুরে একঝলকের জন্যে।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

একঝাঁক *বি* এক দল। 'একঝাঁক যে ওরই দিকে রোখ করছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৫।

একঝুড়ি *বিণ* অনেক। 'এক ঝুড়ি মিথ্যার জন্ম দান করেছিলেন।' *উমর*, ১৯৬৮।

একঝোঁকা [স এক>+ঝোঁকা] *বিণ* একদিকে বেগবান; একরোখা। 'সে আপনার স্বভাবকে ঠেলিয়া একঝোঁকা হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

একট [স এক>] *বিণ* একটা; একমাত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একটা *বিণ* নির্দিষ্ট একটি। 'অন্যেশন করিতে২ দেখেন সে পড়িয়া রহিয়াছে একটা খাধের মধ্যে।' *রামরাম*, ১৮০১।

একটা-একটা [স এক>] ১ *ক্রিবিণ* একটার পর একটা। 'তখন একটা একটা করিয়া ময়লা কাপড় তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* আলাদা আলাদা। 'বিসদৃশ জিনিস গাঁথা পড়ে হল একটা-একটা ফুল কী ফুলের মালা।' *অবন*, ১৯২৫।

একটানা [স এক>] *বিণ* বিরামহীন; অবিরত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটানা সুরের নালিশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

একটি, একটী [স এক>] ১ *বিণ* এক সংখ্যক। 'একটি করিয়া পত্র সর্বলোকে নিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'একটী অঙ্গুরি হইতে হব কোন কাম ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* একজন। 'একটী ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

একটি আদটি *বিণ* দুয়েকজন। 'যদি একটি আদটি চৌকাটে পা দেয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

একটি-দুটি *সর্ব* দুই-একটি। 'একটি-দুটি বাদে সবগুলিই স্পেকট্রামের অন্য প্রান্তে অবস্থিত।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

একটিমাত্র *বিণ* একমাত্র। 'একটিমাত্র বিরহিণীর বৈঠকি কান্না নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

একটু-আধটু *ক্রিবিণ* অল্পস্বল্প। 'একটু-আধটু বদল-সদল হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

একটু একটু [স এক>] **১** *বিণ* অল্পস্বল্প। 'যে স্ত্রীলোক স্বয়ং উপার্জন করে তাহার একটু একটু গুমর হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *ক্রিবিণ* মৃদুভাবে। 'তরুপল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৩** *ক্রিবিণ* অল্প অল্প ক'রে। 'তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৪** *বিণ* সামান্য পরিমাণ। 'এক-এক জায়গায় একটু-একটু স্বচ্ছ জল ঝিক ঝিক করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

একটুক [স এক>] **১** *ক্রিবিণ* সামান্য পরিমাণে। 'তাহার কটাক্ষবাণ বিঁধে একটুকে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* অল্প পরিমাণ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কাব্য ছাড়া একটুক কদাচিত নাহি ভাষা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

একটুকু [স এক+টুকু] *ক্রিবিণ* কিছুটা। 'যদি একটুকু হয়লো উচ্চ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

একটুখানি [স এক>] *বিণ* খুব অল্প। 'একটুখানি রূপের হাসি আঁধারেতে ঘুমিয়ে আলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

একটেরে [স এক>] **১** *বিণ* একপাশে। 'হাস্যমুখরা তরল উষার গালের একটেরে এক কণা অশুষ্ক অশ্রুর মতো।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* দূরবর্তী। 'দুনিয়ার সব কলরব হ-য-ব-র-ল'র একটেরে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

একঠাই [স এক>+স স্থান>] **১** *ক্রিবিণ* একত্রে। 'এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* একত্র। 'আনার তুড়িয়া দানা কৈল্ল এক ঠাই'। *গরীব*, ১৭৫০।

একঠাঁয় [স এক+স স্থান>] *বি* এক জায়গা। 'শেষে একঠাঁয়ে মোরা ডুবিনু দুজনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

একঠাঞি [স এক+স স্থান>] *ক্রিবিণ* একস্থানে। 'অনুমান করিবারে একঠাঞি বসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

একঢাল [স এক>] *বিণ* একরাশ। 'যেমন একঢাল চুল তেমনি দড়ি হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

একতনু [স] *বি* অভিন্নদেহ। 'দুই ভাই একতনু সমানপ্রকাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একতন্ত্র [স] **১** *বিণ* এক শাসকের অধীন। 'তদ্রূপ সংখ্যক লোক একতন্ত্র হইয়া ধনোৎপাদন করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **২** *ক্রিবিণ* একত্র। 'বিশ্বচরাচর যেন একতন্ত্র হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে বিপথে লইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

একতন্ত্রী [স] *বিণ* এক সম্প্রদায়ভুক্ত। 'সে উপরিতন, সে একতন্ত্রী।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

একতম [স] *বিণ* অদ্বিতীয়। 'প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যে তিনি ছিলেন একতম।' *শরীফ*, ১৯৭০।

একতর [স] **১** *বিণ* দুইয়ের মধ্যে একজন। 'দুই বংশের রাজাদের মধ্যে একতর সম্রাট্ হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* একজন। 'একতরের গৌরব অন্যতরের গৌরব হইতে পারে না।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

একতরফ [স এক+আ তরফ] *বিণ* একতরফা। 'এক তরফ আপিলে শুনানিতে তথাকার বিচারকর্ত্তা ঐ ব্যয় অধিক বোধ করিয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

একতরফা [স এক+আ তরফ] **১** *বিণ* একপেশে। 'অনেক স্থলে এক তরফা বিচারেই একান্নবর্তী পরিবার নিঃশেষিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* এক পক্ষের অনুকূল বা প্রতিকূল। 'নিয়মটি একতরফা রাখ কেন?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **৩** *বিণ* কেবল একপক্ষ করছে এমন। 'এরূপ এক-তরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

একতলা [স একতল>] **১** *বি* বাড়ির নীচের তলা। 'চৌতলা থেকে একতলা পর্যন্ত, জিনিসপত্র গুছিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বিণ* বাড়ির সবচেয়ে নীচের। 'দোতলা বাড়ির লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর পথের ধারেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

একতা [স] **১** *বি* মিলন। 'এ বীজে সে বীজে একতা হবে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* সদৃশ। 'সে শরীরের প্রকৃতি, আর ভূতের প্রকৃতি একতা হৈ থাকে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **৩** *বি* ঐক্য। 'একতা দ্বারা স্বদেশের হিত চেষ্টা প্রাণ পণে কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

একতাখত [স এক+আ তাখত] *বিণ* একবারের। *তাঁতি*, ১৭৯২।

একতাড়া [স এক+আ তুররাহ্] *বিণ* এক গুচ্ছ। 'কোমরের কালো বেল্ট হইতে একতাড়া নোট নিয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

একতান [স] **১** *বিণ* একাগ্র। 'সকলেই স্বকর্ম বিস্মৃত হয়ে, একতান মনে সেই সঙ্গীত শুনতে থাকে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* সম্মিলিত। 'ঋভুগণ একতানস্বরে গান ধরিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* একটানা। 'নিরুদ্দেশ মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

একতানতা [স] *বি* সমরূপতা। 'তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

একতানমনা [স এক-তান-মন>] *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'উভয়ে, একতানমনা হইয়া, শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'তাহাই একতানমনা হইয়া শুনিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

একতানমনে *ক্রিবিণ* একাগ্রচিত্তে। 'ঋভুদিগকে নমস্কার করিয়া একতানমনে গান শুনিতে লাগিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

একতানয়ন [স একতা+স আনয়ন] *বি* ঐক্য প্রতিষ্ঠা। 'একটা বাহ্য একতানয়নের প্রয়াসে সমাজের অন্তর্নিহিত অনৈক্য আরও স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠাই ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

একতানশব্দ [স] *বি* সম্মিলিত শব্দ। 'সমুদ্র অবিশ্রাম একতানশব্দপূর্বক তটের উপর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

একতাবদ্ধ [স] *বিণ* জোটবদ্ধ। 'আমরা প্রাথমিক যুগের মোসলমানদের মত একতাবদ্ধ হইতে পারি।' *তরক্কী*, ১৯২৬।

একতার [স এক+স তার] *বি* একতারা; একটি তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। 'একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

একতারা [স এক+স তার>] *বি* এক তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

একতাল[১] [স] *বি* (সংগীত) বারো মাত্রার তালবিশেষ। 'ইহা চৌতালও নহে, একতালও নহে, ধামারও নহে, ঝাঁপতালও নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

একতাল[2] [স] *বিণ* স্তূপীকৃত। 'একতাল ভিজে ন্যাকড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

একতালা[1] [স এক+স তাল>] **১** *বি* বারো মাত্রার তালবিশেষ। 'যে ছন্দটা লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছিলাম তাহার তাল একতালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বিণ* একঘেয়ে। 'মহররমের একতালা বাজনা হচ্ছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

একতালা[2] [স এক+স তল>] **১** *বি* এক তলা। *মেয়র্স*, ১৭৬২। **২** *বিণ* এক তলাবিশিষ্ট। 'পথ সকলও অতি পরিচ্ছন্ন বাস্তুগৃহ একতালা।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

একতালা ঘর *বি* যে ঘরের মাত্র একটা তলা ও একটি ছাদ আছে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

একতালী [স] *বি* সংগীতের তালবিশেষ; এক তালা। 'বরাড়ীরাগঃ ॥ একতালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একতাসূত্র [স] *বি* একতার সূত্র। 'সমাজের একতাসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০১।

একতাহারা [স] *বিণ* ঐক্য নেই এমন। 'আমরা জাতীয় জীবন ও জাতীয় একতাহারা।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

একতিল [স এক+স তিল] **১** *ক্রিবিণ* তিল পরিমাণ। 'একতিল জথা জাই জুড়াইতে নাঞি ঠাঞি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সামান্য। 'একতিল লাজভয় নাহিল মানসে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

এক-তৃতীয়াংশ [স] *বিণ* তিন ভাগের এক ভাগ। 'মোছলেম প্রতিনিধির সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ হইবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

একত্তর [স একত্র] *বিণ* একত্র। 'যুক্তি করিবারে সব হৈল একত্তর।' *সুলতান*, ১৭০০।

একত্তরে [স একত্র] *ক্রিবিণ* একত্রে। 'একত্তরে চৌদ্দ যম যুকুতি করিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

একত্তিষ [স একত্রিংশ] *বিণ* একত্রিশ। '১৩১ এক সত একত্তিষ তঙ্কা কর্জ্জ করিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

একত্ব [স] **১** *বি* একক সত্তা। 'ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতিব্যাঘাত।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* অভিন্নতা। 'সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব অর্থাৎ সাজুয্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

একত্ববাদ [স] *বি* স্রষ্টা এক এবং অদ্বিতীয় এরূপ মতবাদ। 'এছলামের একত্ববাদ, সাম্যবাদ, সভ্যতা।' *এসলাম*, ১৯১৯।

একত্র [স] **১** *বিণ* জড়ো। 'সকল সিকার ভাত একত্র করিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* মিলিত। 'এক স্থানে সকলে একত্র হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

একত্র করা *ক্রি* একস্থানে মিলিত করা। 'ভক্তগণে একত্র করি বলিল বচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একত্রবদ্ধ [স] *বিণ* একতাবদ্ধ। 'একত্রবদ্ধ থাকিয়া অপরের হিতচেষ্টায় ... নিযুক্ত আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

একত্রমেলা *বি* এক সঙ্গে হওয়া। 'হয় খেলায়, নয় এই একত্রমেলায়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

একত্রিংশতি [স] *বিণ* ৩১ সংখ্যক। 'একত্রিংশতি কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

একত্রিত [স] *বিণ* একত্র। 'তদুপলক্ষে ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি একত্রিত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

একত্রিতা [স] *বিণ স্ত্রী* একত্র। 'যত যুবতি একত্রিতা হইয়া কন্যাকে বেষ্টন করিয়া।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

একত্রিশ [স একত্রিংশ] *বিণ* ৩১ সংখ্যক। 'কোনও মাস উনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে, কোনও মাস একত্রিশ দিনে, কোনও মাস বত্রিশ দিনে হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

একত্রিস [স একত্রিংশ] *বিণ* একত্রিশ; ৩১ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একত্রীকরণ [স] *বি* একীভূতকরণ। 'কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

একত্রীভূত [স] **১** *বিণ* একত্র-করা। 'একত্রীভূত জলের নাম সমুদ্র রাখিলেন।' *কেরি*, ১৮০৮। **২** *বিণ* সঞ্চিত। 'স্থানে স্থানে একত্রীভূত ধূলিসমূহ প্রবল ঘূর্ণিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৩** *বিণ* মিলিত। 'স্বদেশ আমাদের সকলের একত্রীভূত আবাস স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বিণ* এক রাজ্যভুক্ত। 'তাঁর স্বর্গারোহণের পর, সিন্ধু ও পঞ্চালরাজ্য একত্রীভূত হবে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

একদঙ্গল [স এক+ফা দঙ্গল] *বিণ* একদল। 'একদঙ্গল ছেলেমেয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে।' *অবন*, ১৯২৫।

একদণ্ড [স] *ক্রিবিণ* কিছুটা সময়। 'তুমি গেলে ছিরা না থাকিব একদণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একদম [স এক+ফা দম] **১** *ক্রিবিণ* একেবারে। 'বুকের হাড় কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি-খালি ঠেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* হুবহু। 'একদম এঁটেল মাটির মতো লেগে থাকবে।' *নজরুল*, ১৯২৪। **৩** *বিণ* পুরোপুরি। 'এই ডাক-পুরুষে কথাটি একদম খাঁটি।' *নজরুল*, ১৯২৭। **৪** *ক্রিবিণ* আদৌ। 'বেশি লাভ হবে না, হয়ত একদমই হবে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

একদলা *বিণ* এক তাল। 'একদলা চাপ মত কী একটা বুকের ভেতর।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

একদশমাংশ [স] *বিণ* দশ ভাগের একভাগ। 'তার একদশমাংশের বেশি খেলে পাঁচজনে ভাববে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

একদা [স এক>] *ক্রিবিণ* অতীতের কোনো এক সময়ে। 'একদা, এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

একদাএ [স এক>] *ক্রিবিণ* এক সময়ে। 'এ সকল তেজিলা কি শোকে একদাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

এক দাঁড়ি [স এক+স দণ্ড] *বি* বাংলা পূর্ণযতির চিহ্ন। 'ক লেখ এক দাঁড়ি ফেল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

একদারনিষ্ঠ [স] *বিণ* এক স্ত্রীতে নিষ্ঠাবান। 'বাদশা আমানুল্লা নিতান্ত একদারনিষ্ঠ বলে তুমি অবিবাহিতা।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

একদিকদর্শিতা [স] *বি* কেবল এক দিক বিবেচনা। 'ইহাকেই বলে একদিকদর্শিতা।' *এসলাম*, ১৯১৬।

একদিগ [স এক+স দিক] *বি* বিশেষ কোনো দিক। 'একদিগে আড় হই সংগোপে রহিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

একদিন [স] **১** *ক্রিবিণ* একবার। 'একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* কোনো এক দিবস। 'একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

একদিনে *ক্রিবিণ* এক দিন জুড়ে। 'একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একদিবস [স] *ক্রিবিণ* একদিন। 'পরে এক দিবস মনে মনে বিবেচনা করিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

একদিল [স এক+ফা দিল] *বিণ* একাত্ম। 'শোষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে একদিল হয়ে কাজ করতে পারে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

একদিষ্টি [স এক-দৃষ্টি] *বিণ* অপলক। 'একদিষ্টি হৈয়া সব লোক নিরীক্ষএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

একদীন [স একদিন] *ক্রিবিণ* একদিন। 'একদীন এক মাল্গির মায়ে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

একদৃষ্টি [স] *বি* স্থির চোখ। 'মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বললে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

এক দৃষ্টে [স একদৃষ্টি>] *ক্রিবিণ* অপলক চোখে। 'আমাদের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

এক দৃষ্ট্যে [স একদৃষ্টি>] *ক্রিবিণ* অপলক চোখে। 'এক দৃষ্ট্যে সবেই চাহেন শ্রীচরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

একদেশ [স] *বি* অখণ্ড দেশ। 'এই সমগ্র দেশটি একদেশ।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

একদেশদর্শিতা [স] *বি* কেবল এক দিক বিবেচনা করে এমন ভাব। 'এক মুহূর্তে একদেশদর্শিতাই হচ্ছে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ধর্ম।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

একদেশদর্শী [স] *বিণ* কেবল এক দিক বিবেচনা করে এমন। 'দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি সবই বিশ্বের একদেশদর্শী।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

একদেহ [স] *বিণ* যেন অভিন্ন দেহ হয়ে গেছে এমন। 'কেবলমাত্র একমন নহে, কতকটা একদেহও হইয়া যায়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

একদৌড় [স এক+স দ্রু>] *বি* উর্ধ্বশ্বাস দৌড়। 'একদৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একধন্যা [স এক-ধন>] *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'ত্রিভুবনে একধন্যা বিভা দিল রাজকন্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একধর্মী [স] **১** *বিণ* অভিন্ন গুণসম্পন্ন। 'পৌরুষ ও কবিত্ব একধর্মী।' *মানিক*, ১৯৩৫। **২** *বিণ* এক জাতের। 'পদ্মানদীর মাঝিরা সকলে একধর্মী।' *মানিক*, ১৯৩৬।

একধার [স] *বি* এক তীর। 'একধার হইতে আর একধার দেখা যায় না।' *জসীম*, ১৯৬০।

একনজর [স এক+আ নজর] *বি* সংক্ষিপ্তভাবে দেখা। 'একনজর দেখে আসি নবাগত সহকর্মীটিকে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

একনাগাড়ে [স] **১** *ক্রিবিণ* একটানা; বিরতিহীনভাবে। 'তাকে একনাগাড়ে সমস্ত দিন ছায়ায় শুইয়ে রাখতে হবে।' *মুজতবা*, ১৯৬০। **২** *ক্রিবিণ* ক্রমাগত। 'একনাগাড়ে একই ভঙ্গিতে বসে থাকার ফলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

একনায়ক [স] *বি* স্বৈরশাসক। 'মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

একনায়কতা [স] *বি* একব্যক্তিক শাসন। 'একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

একনায়কত্ব [স] *বি* একব্যক্তিক কর্তৃত্বাবস্থা। 'এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

একনায়কত্ববাদ [স] *বি* একনায়কতন্ত্র। 'ইহার দ্বারা তিনি একনায়কত্ববাদ বুঝাইতে চাহেন না।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

এক-নায়কী [স] *বিণ* একনায়কের মতো। 'জানতে ক্রূর ক্রেয়োন তোমায় এক-নায়কী দণ্ড দেবে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

একনিমিষ [স] *বি* চোখের পলক। 'একশত যোজনের সংবাদ এক নিমিষে আনয়ন করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

একনিশ্বাস [স] *বি* দ্বিধাহীনতা। 'তাই তো এক নিশ্বাসে বলতে পারি ভালো হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

একনিষ্ঠ [স] *বিণ* একাগ্র। 'চলে যাব ... বহিয়া অসংখ্য কাজে একনিষ্ঠ হিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

একনিষ্ঠতা [স] **১** *বি* একের প্রতি অনুগত। 'বাইশ-তেইশ বছর বয়সে মেয়েরা সারা জীবনের একনিষ্ঠতা অর্জন করে।' *মানিক*, ১৯৩৫। **২** *বি* স্থিরতা। 'ভিখু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা করে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

একনিষ্ঠা [স] *বি* একের প্রতি আনুগত্য। 'সে-সেবার নেই প্রতিদান; প্রতিশ্রুত একনিষ্ঠা তার অপমান।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

একপঙ্ক্তি [স] *বি* একই সারিতে অবস্থান। 'তার সঙ্গে এক পঙ্ক্তি বড় অনাচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একপঞ্চাশৎ [স] *বিণ* একান্ন সংখ্যক। 'একপঞ্চাশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

একপত্তন [স] *ক্রিবিণ* একদফা। 'আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

একপত্নীত্ব [স] *বি* এক স্ত্রীতে স্থিতি। 'একপত্নীত্ব দোষ নয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

এক পথের পথিক *বিণ* অভিন্ন পথ অনুসরণকারী। 'জীবনে আমরা সকলেই এক পথের পথিক।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

একপদি [স এক-পদ>] *বি* পয়ার; ১৪ মাত্রার ছন্দবিশেষ। 'রচিআ মধুর পদে একপদি ছন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একপন্থী [স এক+হি পন্থী] *বিণ* একই পন্থায় বিশ্বাসী। 'সমস্ত ফন্দি-ফিকিরে এরা সকলেই একপন্থী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

একপরায়ণ [স] *বিণ* একনিষ্ঠ। 'তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একপরায়ণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একপরায়ণা [স এক-পরায়ণ>] *বিণ স্ত্রী* স্বামীর প্রতি একান্তভাবে অনুগত। 'একপরায়ণা সতী স্ত্রীই তো প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

এক পা [স এক-পদ] **১** *বি* পায়ের মতো লম্বা; বারো ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা; এক ফুট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* সদা প্রস্তুত। 'লেকুও দোস্তের নামে এক পা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

একপাটা [স এক-পদ>] *বি* উড়ানি; চাদর। 'একপাটা উড়াইয়া লপেটা পায়ে দিয়া মজা করিয়া বেড়াই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

একপাঠী [স এক+স পাঠ>] *বি* সহপাঠী। 'যাহারা তোমার একপাঠী তাহাদের সহিত কখন কলহ করিও না।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

একপাদ [স এক-পাদ] *বিণ* চারভাগের একভাগ। 'ত্রেতাযুগে লোকের অন্তঃকরণে একপাদ অধর্ম্ম স্থান প্রাপ্ত হইলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

একপার [স একপর্ব] *বিণ* এক গাঁট বা পর্ববিশিষ্ট। 'হাতে একগাছি একপার বেত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

একপার্শ্ব [স] *বি* একপ্রান্ত। 'শয়নে একপার্শ্ব অবলম্বন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

একপাল [স] **১** *বিণ* একদলভুক্ত। 'যতেক শৃগাল হইয়া একপাল কূলে দাঁড়াইয়া তারা।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বিণ* একঝাঁক। 'একপাল বক শো শো করে উড়ে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

একপালকের পাখি *বিণ* একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। '... প্রমুখের মতো তিনি যে একপালকের পাখি ছিলেন তা-ই নয়।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

একপাশ [স এক-পার্শ্ব] *ক্রিবিণ* পৃথক। 'হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও একপাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একপিঠ [স এক+স পৃষ্ঠ] *বিণ* পিঠজোড়া। 'ঘন একপিঠ দীর্ঘ কালো চুল।' *তারা*, ১৯৪২।

একপিঠে [স এক+স পৃষ্ঠ>] *বিণ* সীমিতসংখ্যক কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে এমন। 'নিরুপম সত্যিই আটপিঠে আমার মত একপিঠে নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

একপুরুষভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* একগামী। 'একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

একপেঁয়াজা [স এক+ফা পিয়াজ] *বিণ* কম রক্ষণশীল। 'তুই চলে যাওয়ার পর কিন্তু সব আমায় স্রেফ একপেঁয়াজা মোল্লা বলছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

একপেট [স] *বিণ* ভরপেট। 'সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

একপেশে [স একপার্শ্ব>] *বিণ* পক্ষপাতদুষ্ট। 'নয় সে মোটেই একপেশে একচোখো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

একপেশো [স একপার্শ্ব>] *বিণ* পক্ষপাতদুষ্ট। 'নিতান্ত একপেশো হয়ে উঠেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

একপো [স একপাদ>] *বিণ* এক পোয়া; এক সেরের চারভাগের একভাগ; প্রায় ২৩০ গ্রাম। 'একপো তামাক হেসেখেলে তার ভিতর থানা গাড়তে পারে।' *মুজতবা* ১৯৫২।

এক পোয়া [স একপাদ>] **১** *বি* পনেরো মিনিট। 'সাতটা বাজিতে এক পোয়া থাকিতে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* এক মাইলের চার ভাগের একভাগ। 'খুব নিকটে নয়, প্রায় একপোয়া পথ।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* এক সেরের সিকি ভাগ; প্রায় ২৩০ গ্রাম। 'কেউবা দিল এক পোয়া চাল, কেউবা ছটাক – খানি।' *জসীম*, ১৯২৯।

একপ্রকার [স] **১** *বিণ* অন্যতম। 'তাহার একপ্রকার কারণ বলা যাইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* এক ধরনের। 'আশ্চর্য একপ্রকার বিমল আনন্দের উদয় হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৩** *ক্রিবিণ* অনেকটা। 'অধিকাংশ তিথিনক্ষত্র খুব বড়ো বড়ো অক্ষরে একপ্রকার লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

একপ্রবণতা [স] *বি* একমুখিতা। 'তাহার সাহিত্যে ও শিল্পে এক আশ্চর্য একপ্রবণতা দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

একপ্রস্থ [স] **১** *বিণ* কমবয়সী বালিকাদের একবার পালন করতে হয় এমন। 'একপ্রস্থ ব্রত কুমারী ব্রত।' *অবন*, ১৯১৯। **২** *বিণ* একদফা। 'একপ্রস্থ মাল রাখিয়া আসিয়াই বগা কুবেরের কাছে একটা বিড়ি দাবি করিয়া বসিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

একপ্রাণ [স] *বিণ* অভিন্নহৃদয়। 'হনু একপ্রাণ একমন।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

একপ্রাণতা [স] *বি* একাত্মতা। 'আমাদের একতা, একপ্রাণতা হওয়া অবশ্যম্ভাবী।' *এসলাম*, ১৯১৬।

একপ্রাণা [স] *বিণ স্ত্রী* একই প্রাণের অধিকারী। 'ভক্তিদেবীর স্বজনী, একপ্রাণা দোঁহে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

একপ্রান্ত [স] *বি* একপাশ। 'বাতায়নবর্তী পালঙ্কের একপ্রান্তে নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

একফালি [স এক+ফালি] *বি* এক খণ্ড। 'আছিল ইসর মূল তাহে একফালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একফোঁটা [স এক-স্ফুট>] **১** *বিণ* অতি সামান্য। 'ইহাদের মধ্যে এক ফোঁটা জীবন্ত পদার্থ আছে কি না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* কমবয়সী। 'ঐ তো একফোঁটা মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

এক-বংশীয় [স] *বিণ* এক বংশে জন্ম হয়েছে এমন। 'তাহাদের সকলকে এক-বংশীয় বোধ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

এক-বগ্‌গা [স এক+স বর্গ] *বিণ* একতরফা। 'হাসিটা এক-বগ্‌গা টের পেয়ে থেমে গেল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

এক বন্দ [স এক+ফা বন্দ] *বি* অভিন্ন চাষাধীন একত্রিত ভূমিখণ্ড। 'এক বন্দে বেশী জমি না পাওয়া গেলে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

একবয়সী [স] *বিণ* সমবয়সী। 'সকলেই যে একবয়সী ছিলাম তা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

একবলকা *বিণ* একবার বলক উঠেছে এমন। 'দু জামবাটি উষ্ণ একবলকা দুধ।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

একবস্ত্রপরিহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* একটি মাত্র বস্ত্র পরিহিত। 'অনাথবন্ধু আপনার একবস্ত্রপরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী অগৌরবর্ণা স্ত্রীকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

একবস্ত্রে [স] *ক্রিবিণ* কেবল গায়ের কাপড় সম্বল ক'রে। 'তাড়িত হইয়া একবস্ত্রে আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

একবাক্য [স] **১** *ক্রিবিণ* একটানা। 'যুধিষ্ঠির ... একবাক্যে পরমসুখে ৭৬ বৎসর রাজ্য করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বিণ* একমত। 'এদেশীয় সকলে একবাক্য হইয়া পার্লিমেন্ট নামক মহাসভায়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

একবাক্যতা [স] **১** *বি* একমত। 'একবাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অভিন্নভাব। 'একবাক্যতায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

একবার [স এক+ফা বার] *ক্রিবিণ* একদফা। 'একবার মোর তোহ্মে কর উপকার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একবারে *ক্রিবিণ* এক সঙ্গে। 'জাম্বুবতী সত্যভামা বিভা একবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

একবিংশ [স] *বিণ* ২১ সংখ্যক। 'একবিংশ ভেদিলে দেখএ জুতির্মএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

একবিংশতি [স] *বিণ* ২১ সংখ্যক। 'বার একবিংশতি নিক্ষত্রি করিল খিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একবিংস [স একবিংশ] *বিণ* ২১ সংখ্যক। 'একবিংসে বৈদ্ধ রূপে জগত মোহন।' *মালাধর*, ১৫০০।

একবিংসতি [স একবিংশতি] *বিণ* ২১ সংখ্যক। 'জ্ঞাতে হরিলে একবিংসতি পুরুস নাস করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

একবিঘতী [স এক+স বিতস্তি>] *বিণ* এক বিঘত বিস্তারবিশিষ্ট। 'পেট-কাটা একবিঘতী কাঁচুলির উপর ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

একবিধ [স] *বিণ* একরকম। 'দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একবিধ অথবা বিভিন্ন।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

একবিন্দু [স] *ক্রিবিণ* একটুও। 'ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি একবিন্দুও খবর জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

একবিরহিত [স] *বিণ* ঐক্যবর্জিত। 'বৈচিত্র্য যদি একবিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি একসূত্রে গ্রথিত না হয়...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

একবিশিষ্ট [স] *বিণ* একচ্ছত্র। 'একবিশিষ্ট ও সৃষ্টির অধিকারে কিঞ্চিৎ হানি স্বীকার করিয়া থাকেন।' *তারিণী*, ১৮০৩।

একবুদ্ধি [স] *বিণ* নিবিষ্টচিত্ত। 'রাত্রিদিন চলে সাধু হইআ একবুদ্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একবেণীধরা [স একবেণী>] *বিণ স্ত্রী* অবিন্যস্ত চুল-ওয়ালা। 'একবেণীধরা, বিরহব্রতচারিণী, শুদ্ধশীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একবোল [স এক>] *বি* এককথা। 'কীম্ভ একবোল সুনহ মহাসএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

একব্যঞ্জনী [স] *বি* একার্থগ্রহণকারী। 'একব্যঞ্জনীদের পক্ষে বহুব্যঞ্জনী রবীন্দ্রনাথকে চেনা কঠিন।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

একব্রত [স] *বিণ* একতাবদ্ধ। 'গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, অবিরোধে একব্রত সাধনার দ্বারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

একব্রতী [স] *বি* একটি সংকল্পের সাধনা করে যে। 'একব্রতীর সাধনায় অর্জিত তাঁর এই কৃতিত্বকে বর্ণনা করতে গিয়ে ...।' *সুনীল*, ১৯৭০।

একভাগ [স] *বি* একাংশ। 'রাহু যেন গরাসিল একভাগ শশী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

একভাব [স] *বিণ* একমন। 'ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

একভাবাপন্ন [স] *বিণ* একই ধরনের। 'আমাদের বহুকালের একভাবাপন্ন জড়ত্ব পরিহার করতে পারব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

একভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* একমনে। 'একভাবে বন্দো হরি করি জোড় হাথ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* বিরামহীন। 'একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একভায়ে [স এক>] *ক্রিবিণ* একপাশে। 'বাটাইলের ধারে ছিদু থুইল একভায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

একভিড় [স এক+স মিল] ১ *বিণ* একঝাঁক। 'একভিড় হরিয়াল পাখি উড়ে গেলে মনে হয় ...।' *জীবন*, ১৯৪৪। ২ *বিণ* একরাশ। 'আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে একভিড় রাত্রির হাওয়ায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

একভিত [স এক+স ভিত্তি>] ১ *বিণ* একত্র। 'চাপড় মারিয়া কৃষ্ণে একভিতে করি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* একপাশ। 'কাননের একভিতে নিভৃত পরানটিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

একমত [স] *বিণ* ঐক্যবদ্ধ। 'আমরা অনেকে একমত হইয়া এই পরম ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে সমর্থ হইতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

একমতবর্তী [স] *বিণ* একই মতের অনুসারী। 'তাহার একমতবর্তী সকল পাঠকেই উক্ত রচনার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

একমতাবলম্বী [স] *বিণ* অভিন্ন মতে বিশ্বাসী। 'সকল দোষ গুণ প্রকাশ হইবার পরে উভয়ে একমতাবলম্বী হয়েন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

একমতি [স একমত>] *বিণ* একনিষ্ঠ। 'হেনইত বর আমি দিল একমতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

একমতী [স একমত>] *বিণ* একমত। 'সঙ্গে হইআ একমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একমন [স] ১ *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সমমনা। 'ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে করেছে এক-মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

একমন করা *ক্রি* একাগ্রচিত্ত হওয়া। 'একমন করি বেউস্যা সুতিলা মহাসুখে।' *মালাধর*, ১৫০০।

একমনা [স একমন>] ১ *ক্রিবিণ* একাগ্রতার সঙ্গে। 'শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা করিবে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'স্মৃতিকাপালিনী পূজারতা, একমনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

একমনি [স এক+আ মন] *বিণ* এক মন ওজনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন। 'একমনি ওই মদের জ্বালা গিলব, যদি পাই তাকে।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

একমনে [স একমন>] *ক্রিবিণ* নিবিষ্ট চিত্তে। 'এহা জাণী একমনে পুর মোর আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এক মাঘে শীত পালায় না – বিপদ ফিরে আসে। 'দেখা যাবে, এক মাঘে শীত পালায় না!' *নজরুল*, ১৯২৭।

একমাত্র [স] *বিণ* একটি মাত্র; কেবল। 'একমাত্র অপুত্র বঞ্চিত মনোরথ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

একমাত্রিক [স] *বিণ* এক অক্ষর বা মাত্রাবিশিষ্ট। 'কেবল একমাত্রিক ধাতুর উত্তর এইরূপ আ প্রত্যয় হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

এক-মাথা [স এক-মস্তক] *বিণ* মাথাভর্তি। 'এক-মাথা কোঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল নাড়াইয়া, পরম উৎসাহে গান গাহিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একমুখ [স] *বিণ* মুখভর্তি। 'একমুখ দাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একমুখী [স] *বিণ* এক অভিমুখী। 'স্পন্দন বহুমুখী না হইয়া একমুখী হয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

এক মুখে বলতে না পারা – যথেষ্টভাবে প্রকাশ করতে না পারা। 'মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়ে যে কী পর্যন্ত আনন্দ লাভ করা গেল, তা একমুখে বলতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

একমুটো [স এক-মুষ্টি] *বিণ* এক মুঠো। 'হাতে এক মুটো বিল্বপত্র।' *হুতোম*, ১৮৬১।

একমুঠা [স এক-মুষ্টি] *বিণ* এক মুঠ পরিমাণ। 'চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

একমুঠো [স এক-মুষ্টি] *বিণ* এক মুষ্টি পরিমাণ। 'একমুঠো তারা দিয়ে যদি কেউ আমার পকেট ভরে দেয় ...।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

এক মুড়া তাস [স এক-মুষ্টি+ফা তাস] *বি* এক গুচ্ছ তাস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

এক-মুদনিয়া [স এক+স মুদ্>] *বিণ* একচালা। 'পুরের পশ্চিম পাটী বলায় হাসনহাটী একমুদনিয়া ঘরবাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একমুষ্টি [স] ১ *বিণ* অতি অল্প। 'ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কেবল এক মুষ্টি পরিমিত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* এক মুঠা পরিমাণ। 'দুর্ভাগা দরিদ্র প্রজার ঘরে একমুষ্টি অন্নও নাই।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

একমূর্তি [হি] *বি* অভিন্ন অবয়ব। 'কবিতার পূর্ববর্ণিত ত্রিমূর্তির

সমন্বয়ে একমূর্তি গড়বার ইচ্ছে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

একমেটে ১ *বিণ* অসম্পূর্ণ। 'একটা একমেটে প্রোগ্রাম তৈরি করবার চেষ্টা করা যাক।' *প্রমথ*, ১৯১৯। ২ *বি* প্রথমবারে দেওয়া মাটির প্রলেপ। 'মূর্তির একমেটের কাজ তার অনেক আগেই শেষ হয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

একমেঠে *বিণ* সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয়নি এমন। 'তিনি একটি একমেঠে ঠাকুরের প্রতিমা।' *প্রমথ*, ১৯৪২।

একযোগে [স এক-যোগ>] ১ *ক্রিবিণ* সমান অংশীদারিত্বে। '... স্থাবর অস্থাবর ধনাদীতে আমার স্বামী আপনাগ্রজ উক্ত লফরচন্দ্র সিংহ সহিত সমানাংসে সাধারণরূপে একযোগে ভোগবাণ থাকিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৪। ২ *ক্রিবিণ* একত্রে। 'এক যোগে খৎ লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

একযোট [স এক>] *বিণ* একতাবদ্ধ। 'একযোট হইয়া জমিদারের প্রাপ্য খাজনা বন্ধ করিয়াছে।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩।

একয়ি [স এক>] *বিণ* একই; অভিন্ন। 'যা সমে তোহ্মার একয়ি দেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একরকম [স এক+আ রকম] ১ *বিণ* এক ধরনের। 'বলতে গেলে তারা একরকম ভয়ানক জানোয়ার'। *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *ক্রিবিণ* কোনো প্রকারে। 'আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

একরকমের *বিণ* একপ্রকার। 'একরকমের কৃত্রিম গাম্ভীর্যে তার মুখখানি ছাওয়া।' *শওকত*, ১৯৫৮।

একরঙা [স এক-রঙ্গ>] ১ *বিণ* এক রঙে রাঙানো। 'কেবল একরঙা শুভ্রতায় জলস্থল আকাশ সমস্ত মণ্ডিত হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* একঘেয়েমিপূর্ণ। 'আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একরঙ্গা *বিণ* একই রঙের। 'একরঙ্গা পর্দা বাতাসে দুলিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

একরত [স] *বিণ* একনিষ্ঠ। 'ইহা সংকীর্ণরূপে সীমাবদ্ধ, একরত ও অচল নহে। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

একরতি [স এক-রতি] ১ *বি* এক আনার ছয় ভাগের এক ভাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* অল্প পরিমাণ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বিণ* খুব ছোটো। 'ছোট্ট সে একরতি ইঁদুরের ছানা।' *সুকুমার*, ১৯২০।

একরত্তি [স এক-রক্তি] ১ *বিণ* খুব ছোটো। 'এই এক রত্তি ছেলের আর কত বিদ্যা হবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* সামান্যতম। 'গায়ে তখন আর একরত্তি শক্তি নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

একরম [স এক+আ রকম] *বিণ* একরকম। 'শিকদারকে সেই সবই একরম ব্যাধির মত পাইয়া বসিয়াছে।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

একরাট [স] *বিণ* একচ্ছত্র। 'জর্মানি সমগ্র ইউরোপের সম্রাট হবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করত বলে স্বদেশেও একরাট হতে পারেনি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

এক রাত্রে [স এক-রাত্রি>] *ক্রিবিণ* রাতারাতি। 'আইনের জোরে এক রাত্রে পূর্ণপরিণত হইয়া উঠে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

একরাশ [স এক-রাশি] *বিণ* প্রচুর। 'তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ত সৃজন করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

একরাষ্ট্রীয়তা [স] *বি* অভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা। 'প্রাচীন ভারতের একরাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক সাহিত্যে অনুসন্ধান করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

একরুজু [স এক+আ রুজু] *বিণ* একাগ্র। 'দিলকে একরুজু করে যদি প্রাণপণে চাও।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

একরূপ [স] *বিণ* অভিন্নরূপ। 'কেহো বোলে পিতা পুত্রে একরূপ হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

একরোকা [স এক+ফা রুখ>] *বিণ* একগুঁয়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'অধ্যাপকদিগের নানা প্রকার কঠোর অভ্যাস থাকাতে একরোকা স্বভাব জন্মে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

একরোখা [স এক+ফা রুখ>] *বিণ* একগুঁয়ে। 'আমাদের মতো একরোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

একরোখামি [স এক+ফা রুখ>] *বি* একগুঁয়েমি। 'ভাষায় যাকে বলে একরোখামি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

একরোখামো [স এক+ফা রুখ>] *বি* একগুঁয়েমি। 'শৈশবেই তাঁর গোঁয়ার্তুমি এবং একরোখামোর জন্য পিতা ঠাকুরদাস তাঁকে 'ঘাড়কেঁদো' বলে ডাকতেন।' *রমেন*, ১৯৭০।

একর্তিসা [স একত্রিংশ] *বিণ* একত্রিশ দিনের। 'ষষ্ঠিপূজা একর্তিসা কৈল একমাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একল [স এক>] *বিণ* একাকী। 'একল কুঞ্জবনে আকুল কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

এক লক্ষ [স] *বিণ* একশো হাজার। 'সূর্য্য এক লক্ষ ও চন্দ্র দ্বিলক্ষ যোজনোপরি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

একলক্ষী [স একলক্ষ] *বি* এক লক্ষ টাকার মালিক। 'একলক্ষী হয়ে সাবাকলত্ব পাবার জন্য বন কায়দা করে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

একলপ্ত [স একলিপ্ত>] *বিণ* অখণ্ড। 'মাটি কিন্তু একলপ্ত ভাবে নেই।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

একলা [স এক>] ১ *ক্রিবিণ* একাকী। 'কি আলো রাধে ঐ জে হাঁকুলি একলা।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বিণ* একমাত্র। 'ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল/ একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একলাই [হি ইকলাই] *বিণ* এক পাট্টাবিশিষ্ট। 'ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

একলা-একলি *ক্রিবিণ* একাকী। 'একলা-একলি আর কেউ বেরোয় না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

একলাগা [স এক+স লগ্ন] *ক্রিবিণ* একাদিক্রমে। 'একলাগা তের হাজার বছর সে আল্লাহর এবাদতে কাটাইল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

একলাটি [স এক>] *ক্রিবিণ* একাকী। 'এখন একলাটি আমার সেই বোটের জানলার কাছে অধিষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

একলা পড়া *ক্রি* নিঃসঙ্গ হওয়া। 'কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

একলা লাগা *ক্রি* নিঃসঙ্গ অনুভব হওয়া। 'তার যথেষ্ট একলা লাগছে বুঝতে পারি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

একলী, একলি [স এক>] ১ *ক্রিবিণ* একা। 'রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আছিলেন্ত ঘরে আবু তালিব একলি।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* একক। 'তুমি হুযুরে দরখাস্ত করিয়া হুকুম আনিয়াছ জে একলী জমার উপর বেসি হইবেক নাই।'

ভেরলি, ১৭৯১।

একলে [স এক>] ১ *ক্রিবিণ* একাই। 'একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* একাকী। 'বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে।' *দ্বিজ*, ১৬০০।

একশ চুয়াল্লিশ ধারা *বি* ফৌজদারি আইনের একটি ধারা। 'শহরে সর্বত্র ... একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

একশত [স] *বিণ* ১০০ সংখ্যক। 'তবে একশত ঘট শত সম্মার্জ্জনী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

এক শরীর [স] *বিণ* একত্র। 'বর্ষণের জল ... এক শরীর হইয়া পুনর্ব্বার সমুদ্রে মিশ্রিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

একশা [ফা একসা] *বিণ* একাকার। 'চোখের জলেতে একশা করিয়া।' *জীবন*, ১৯২৭।

একশালা [স এক+আ শাল>] *বিণ* এক বছর দীর্ঘ। 'একশালা সে দোশালা আচ্ছা চণ্ডুর চেয়ে গাঁজা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

একশেষ [স] *বি* চরম অবস্থা। 'পদ্মলোচন কষ্ট ভোগের একশেষ করেছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

১৪৪ ধারা [১৪৪+স ধারা] *বি* ফৌজদারি আইনের একটি ধারা। 'পুলিশ কর্তৃক উক্ত তিন দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি ...।' *শরিয়ত*, ১৯২৫।

একশোয়াসে [স একশ্বাস>] *বিণ* একাকার। 'বিপিন ঘোষের সঙ্গে একশোয়াসে হয়ে গেছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

একশ্বরির [স একেশ্বরী] *বিণ* অভিন্ন। 'আমী আপনকার একশ্বরির ইহাতেই কোন সন্দেহ নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

একসও [স একশত] *বিণ* একশত। 'সেখানকার দেনার দফা এক সও টাকা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

একসঙ্গে [স এক-সঙ্গ] *ক্রিবিণ* একত্রে। 'বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একসর [স একেশ্বর>] *ক্রিবিণ* একা। 'একসর সব দিস দেখিঅ কাহু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'নিকটে মনুষ্য নাই শিশু একসর।' *সুলতান*, ১৭০০।

একসরি [স একেশ্বরী] *বিণ* নিঃসঙ্গ। 'কী হমে সাঁঝক একসরি তারা/ ভাদব চৌঠিক শশী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

একসরী [স একেশ্বরী] *বিণ স্ত্রী* অসহায়; একাকিনী। 'একসরী হৈলোঁ মোএঁ হেন ঘোর বনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একসাত [স এক>] *ক্রিবিণ* একসঙ্গে। 'তুমী নিজে একসাত আসীয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৬।

একসার [স এক-সারি] *বিণ* এক সারি। 'একটা বাঁধের ধারে একসার তালবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

এক সুতা, এক সুতো [স এক-সূত্র] *বিণ* রেখার মতো চওড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

একসীষুত [স একসূত্র>] *বিণ* মিহি সুতার; উত্তম সুতায় তৈরি। 'সরহদ কাপড় একসীষুত না হওয়াতে অনেক কথা জন্মিয়াছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

একসুরা [স একসুর>] *বিণ* বৈচিত্র্যহীন। 'একসুরা, একঝোঁকা জীবন যে দীন জীবন, তা তারা জানে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

এক সে [স এক+সে] *সর্ব* কোনো এক। 'এক সে শুণ্ডিণিনী দুই ঘরে সান্ধঅ।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

একস্তর [স একত্র] *বিণ* একত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

একস্ত্রীভাগী [স] *বিণ* এক স্ত্রীবিশিষ্ট। 'একস্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক সেইই স্বাভাবিক অধিকার।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

একস্থিতি [স] *ক্রিবিণ* একত্রে। 'সুমধুর গায় গীত দুহে একস্থিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একহস্ত [স] *বিণ* ১৮ ইঞ্চি লম্বা। 'অঙ্গুলির শেষ পর্য্যন্ত একহস্ত পরিমাণ।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

এক-হাঁটু [স এক-অষ্টি] *বিণ* হাঁটু পর্যন্ত। 'ধান ক্ষেতের উপর এক-হাঁটু জল উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

একহাত [স একহস্ত] ১ *বিণ* এক হাত পরিমাণ নামানো। 'একহাত ঘোমটা টেনে তার আড়ালে অনেকখান হাসলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *ক্রিবিণ* একচোট। 'আস তবে, আজ একহাত হইয়া যাক।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

এক হাত নেওয়া *ক্রি* প্রতিশোধ নেওয়া। 'রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও তাদের উপর এক হাত নিতে ছাড়েননি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

একহারা [হি একহরা] ১ *বিণ* ছিপছিপে; রোগাপাতলা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'প্যালানাথ একহারা বেঁটে-খেঁটে মানুষ।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'সে এমন একহারা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* বৈচিত্র্যহীন। 'একমাত্র সু-ই যদি থাকত তাহলে সবই হতো একহারা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

একহি [স এক>] ১ *বিণ* একটিমাত্র। 'সবে মিলি নাম লৈল একহি সংসারী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* একই। 'দেহ দুই খান মাত্র একহি জিবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

একাকী [স] *ক্রিবিণ* একা। 'একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একাকৃতি [স] *বিণ* এক রকমের আকৃতিবিশিষ্ট। 'রাস্তার দুধারে একাকৃতি ধূসরবর্ণ বাড়ী সকল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

একে এক [স এক>] *ক্রিবিণ* একে একে। 'একে এক ত্রয় অক্ষয় অব্যয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

একে একে [স এক>] ১ *ক্রিবিণ* একের পর এক। 'একে একে সব সখি জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* এক একটি ক'রে। 'আকাসের তারা জদি একে একে গনি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রিবিণ* একাদিক্রমে। 'একে একে সবাকারে ছালাম আমার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

একেঁ [স এক>] *সর্ব* একজনকে। 'একেঁ চাহিলেঁ/ আরেঁ পায়িলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একেঁ একেঁ [স এক>] *ক্রিবিণ* একে একে; একটার পর একটা। 'একেঁ একেঁ মাইল ছয় গবৃর্ভ দৈবকীর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একেক [স] *ক্রিবিণ* এক একটি। 'সবারে দিল একেক মার্জ্জনী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একৌনটেন্ট [ই] *বি* হিসাবরক্ষক। 'ইস্কাট সাহেব একৌনটেন্ট জেনেরেল ষুপ্রম কোর্টের টরনী বাবু মজকুরের হইয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৮০০। দ্র **একাউন্ট্যান্ট, একাউন্টেন্ট**

একৌনটেন্ট জেনেরেল [ই] *বি* মহাহিসাবরক্ষক। 'ইস্কাট সাহেব একৌনটেন্ট জেনেরেল ষুপ্রম কোর্টের টরনী বাবু মজকুরের হইয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

একজাই [ফা] ১ *ক্রিবিণ* একসঙ্গে। 'একজাই বিংশতি নৌকা হামরা

গেল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *ক্রিবিণ* একাদিক্রমে। 'একজাই লবলক্ষ সেনা প্রস্তুত হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০২। **৩** *ক্রিবিণ* একটানা। 'ঘটি খেলা খেলিতে লাগিল আর জলে একজাই ডেলা বৃষ্টি করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

একজামিন [ই] *বি* পরীক্ষা। 'ছাত্রগণের এক মণ্ডলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা গত রবিবার দিবসে হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

একজামিনেশন [ই] *বি* পরীক্ষা। 'শহরের গলির কোটরে একজামিনেশনের তাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

একজাম্পল [ই] *বি* দৃষ্টান্ত। 'আমাকে দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট করিতে দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

একজিকিউটর [ই] *বি* উইল কার্যকর করার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'তিনি ... একজন আত্মীয় কুটুম্বকে উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

একজিকিউটিব, একজিকিউটিভ [ই] *বিণ* নির্বাহী। 'গবর্ণমেন্ট জমিদারগণকে একজিকিউটিব ভার দিয়া ...।' *অমৃতবাজার*, ১৮৬৯।

একজিক্যুটিভ [ই] *বি* প্রশাসনিক কর্মকর্তা। 'একজিক্যুটিভ ও জুডিশ্যাল একত্র হওয়াতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

একজিকুটার [ই] *বি* বাস্তবায়নের জন্যে উইলে নির্ধারিত ব্যক্তি। 'এখন বেয়াইকে একজিকুটার করে গেছেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

একজিবিশন [ই] **১** *বি* শিল্পকর্মের প্রদর্শনী। 'ও তো প্যারিস একজিবিশনে পাঠানো হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বি* প্রদর্শনী অনুষ্ঠান। 'মহকুমার একজিবিশনের সময় হাইজাম্পে সে প্রথম স্থান অধিকার করে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

একজিবিট [ই] *বিণ* প্রদর্শিত। 'ছবিটা একজিবিট হয়েছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

একজিমা [ই] *বি* চর্মরোগবিশেষ। 'সেও একরকমের একজিমা।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

একটিন [ই অ্যাক্টিং] *বি* ভারপ্রাপ্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একডিমি [ই অ্যাকাডেমি] *বি* শিল্পসাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র; স্কুল। 'ধর্ম্মতলা একডিমি।' *দর্পণ*, ১৮৩১। *দ্র* **একাডেমি, একাডেমী**

একতিয়ার, একতেয়ার [আ ইখতিয়ার] *বি* অধিকার। 'একতেয়ার।' *ক্যালগে*, ১৭৯২; 'তাগদই দুনিয়ার একতিয়ারের আসল কিম্মৎ বটে।' *তারা*, ১৯৪৩।

একথা ওকথা [স কথা>] *বি* নানা কথা; বাজে কথা। 'একথা ওকথা শুন্যা গাজী গোসা খান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

একবাল [আ ইকবাল] *বি* প্রতাপ। 'হুজুরের একবালে গরিবখানার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

একরাম [আ] *বি* সম্মান। 'তাহাকে ইনাম একরাম দিয়া প্রফুল্ল করিলে।' *রামরাম*, ১৮০১।

একরার [আ ইকরার] *বি* স্বীকার। 'আমি একরার করিব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

একরারনামা [আ ইকরার+ফা নামাহ্] *বি* অঙ্গীকারপত্র। *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'তোর কাছে একরারনামা দিতে হবে নাকি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

একশ্চেঞ্জ [ই] *বি* শেয়ার বাজারের বিনিময় কেন্দ্র। 'একশ্চেঞ্জ অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয় স্থান।' *দর্পণ*, ১৮২২।

একসকার্শন [ই] *বি* আনন্দ-ভ্রমণ। 'একটা বোট-একসকার্শনের কথা চলছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

একসপেরিমেন্ট [ই] *বি* পরীক্ষা-নিরীক্ষা। 'একসপেরিমেন্টও নয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

একসা [ফা] *বিণ* মিশ্রিত। 'টেবিলের উপর টমলর পূর্ণ একসা ব্রাণ্ডি।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

একসাইটমেন্ট [ই] *বি* উত্তেজনা। 'ডাক্তার বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছে, কোন রকম একসাইটমেন্ট না হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

একসারসাইজ বুক [ই] *বি* অনুশীলনের খাতা। 'একসারসাইজ বুক ইত্যাদির বাড়াবাড়ি।' *এসলাম*, ১৯২০।

একসিবিশন [ই] *বি* শিল্পকর্মের প্রদর্শনী। 'প্যারিস একসিবিশন দেখতে গেলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। *দ্র* **একজিবিশন**

একসিলেটর [ই] *বি* মোটর গাড়ির গতিবৃদ্ধির যন্ত্র। 'একসিলেটরে থেমে যায় পা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

একসেপশন [ই] *বি* ব্যতিক্রম। 'আমি একসেপশন সাজতে চাই নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

একসেপশনাল [ই] *বিণ* অসাধারণ। 'দু-একজন একসেপশনাল লোক।' *জীবন*, ১৯৩২।

একসেসাইজ [ই] *বি* ব্যায়াম। 'আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা একসেসাইজ করে নিই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

একস্ট্রিমিজম [ই] *বি* চরমপন্থা। 'অপথে বিপথে চলাকেই "একস্ট্রিমিজম" বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

একস্ট্রিমিস্ট [ই] *বিণ* চরমপন্থী। 'আমরা একস্ট্রিমিস্ট নই কোনোমতেই।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

একা [স একাকিন্] **১** *বিণ* একাকী। 'একা প্রভু চারি অংসে অবতার করে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* স্বতন্ত্র। 'নিদাঘ বরিষা হিম একা তিন রিতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রিবিণ* নিঃসঙ্গভাবে। 'মহারণ্যে মহাকবি প্রবেশিলা একা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

একা একা *ক্রিবিণ* একাকী। 'ছিন্নপাতার সাজাই তরণী একা একা করি খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

একাএকি [স একাকিন্] *ক্রিবিণ* একলা। 'একাএকি জুদ্ধ দিবে সুন নৃপবর।' *মালাধর*, ১৫০০।

একাউন্ট্যান্ট [ই] *বি* হিসাবরক্ষক। 'প্রাইভেট সেক্রেটারী, টাইপিষ্ট, একাউন্ট্যান্ট ও কেরাণী।' *বেগম*, ১৯৪৯।

একাউন্টেন্ট [ই] *বি* হিসাবরক্ষক। 'বারো বছরে ক্যাশিয়ার থেকে একাউন্টেন্ট হলেন।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

একাংকিকা [স] *বি* এক অঙ্কের নাটক। 'একাংকিকা মঞ্চস্থ করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৭।

একাংশ [স এক-অংশ] *বি* এক ভাগ। 'যে টেক্স দেন তাহার চতুরাংশের একাংশ।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

একাকার [স এক-আকার] **১** *বিণ* মিশে গেছে এমন। 'খিতি ভরে একাকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অভিন্ন। 'একাকার রূপ প্রভু আকার বর্জ্জিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বিণ* একই পরিমাপের। 'আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস২ ছাপা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৪** *বি* এ রকম। 'তাবৎকাল ছাত্রেরা একাকার করিতে পারিবে না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩। **৫** *বিণ* একশেষ। 'দিনরাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন।' *রবীন্দ্র*,

১৮৮১।

একাকারতা [স] *বি* একাকার অবস্থা। 'ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

একাকী [স] *বিণ* একা। 'আপনাকে একাকী দেখি নবীবর।' *সুলতান*, ১৭০০।

একাকি [স একাকী] *ক্রিবিণ* একা। 'একাকি মারিব তারে না লিব স্বহায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

একাকিত্ব [স] *বি* নিঃসঙ্গতা। 'তাহা ভারতবর্ষের একাকিত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'প্রেতের মতো একাকিত্বে সব পন্থা খুইয়ে এসে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

একাকিত্ববোধ [স] *বি* অসহায়ত্ব। 'আহবাবের মনে একটা একাকিত্ববোধ জাগিয়া উঠে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

একাকিনী [স] *বিণ স্ত্রী* একা। 'বাড়ায়িক ছাড়ী কেহ্নে হৈবোঁ একাকিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একাকীতম [স] *বিণ* চরম নিঃসঙ্গ। 'নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখি নামি উড়ে গেল কুয়াশায়।' *জীবন*, ১৯৪৪।

একাকীয়া [স একাকী>] *বিণ* একাকী; সঙ্গীবিহীন। 'সেই একাকীয়া দূর দেশে তুই ছাড়িলি জীবন-রথ।' *জসীম*, ১৯৩১।

একাক্কার [স একাকার] *বিণ* পার্থক্যহীন; একাকার। '(তোর) পৈতে টিকি টুপি টোপর সব সেখা ভাই একাক্কার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

একাক্ষরী [স] *বিণ* এক অক্ষরবিশিষ্ট। 'শব্দগুলো অনেক ভাষাতেই একাক্ষরী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

একাগ্র [স] *বিণ* একনিষ্ঠ। 'নিস্তব্ধ আসনে বসি একাগ্র আগ্রহভরে রুদ্র আরাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

একাগ্রগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* একদিকে গমনশীল। 'বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের মনের ইচ্ছার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

একাগ্রচিত্ত [স] *বিণ* নিবিষ্টচিত্ত। 'বিক্রমাদিত্য কহিলেন, একাগ্রচিত্ত না হইলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

একাগ্রতা [স] *বি* একনিষ্ঠতা। 'ধন্য মদিনা! ধন্য তোমার পবিত্রতা! ধন্য তোমার একাগ্রতা।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

একাগ্রদৃষ্টি [স] *বি* একদিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি। 'তাহার মুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

একাগ্রধারা [স] *বি* একনিষ্ঠতা। 'যাত্রাপথে একাগ্রধারায় প্রবাহিত করিতে পারিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

একাগ্রমনে [স] *ক্রিবিণ* একনিষ্ঠ চিত্তে। 'একাগ্রমনে তার পরিণতি-সাধনের ভার নিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

একাগ্রলক্ষবর্তী [স] *বিণ* অনন্যলক্ষ্যভুক্ত। 'একাগ্রলক্ষবর্তী সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একাগ্রসাধনা [স] *বি* একনিষ্ঠ সাধনা। 'একাগ্র সাধনার দ্বারা কৃষ্ণাকে পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

একাঘ্নী [স] *বিণ* অব্যর্থ মহাস্ত্রতুল্য। 'যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী, একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

একাঙ্ক নাটক [স] *বি* একটি মাত্র অঙ্কবিশিষ্ট নাট্যরচনা। 'একাঙ্ক নাটক আধুনিক কালেই বিশেষভাবে সমাদৃত হইলেও ...' *ভারতকোষ*, ১৯৬৬।

একাঙ্গ [স] *বিণ* একীভূত। 'সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাঙ্গ হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

একাঙ্গীভূত [স] *বিণ* একই অঙ্গে সন্নিবেশিত। 'মিলিত ও একাঙ্গীভূত দুটি যমজ চতুষ্পদীর সমষ্টি।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

একাচার [স] **১** *বিণ* স্বামী-অন্তঃপ্রাণ। 'না শুনিলে হেন কথা জে ঘরে লহনা সতা একাচার ভুখিল বাঘিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* একধর্মিতা। 'তাঁহারা লোকমধ্যে লোকাচার, সদ্‌গুরু মধ্যে একাচার – এই বাক্য অবলম্বন করিয়া বহুবিধ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

একাচারী [স] *বিণ* একচ্ছত্র। 'পরমেশর কালোকীশো অবেতার হইয়া সকোল একাচারী করিবেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

একাচোরা *বিণ* একা থাকতে পছন্দ করে এমন। 'ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে কেউ বলত একাচোরা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

একাঞ্জলি [স] *বি* জোড়হাত। 'একাঞ্জলি উদক উসন কর‍্যা উঠে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

একাট্টা [স একত্র] *বিণ* একজোট। 'জমিদার-মহাজনরাই যখন একাট্টা হইয়া ... বিরুদ্ধতা করেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

একাডেমি, একাডেমী [ই] **১** *বি* শিল্পসাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। 'বেরুলিম একাডেমী।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* পণ্ডিতবর্গকে নিয়ে গঠিত সমাজ। 'পারী নগরে, ফ্রেঞ্চ একাডেমি নামে এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। দ্র **একডিমি**

একাডেমিক [ই] *বিণ* শিক্ষাসংক্রান্ত। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

একাত্তর[১] [স একসপ্ততি] *বিণ* ৭১ সংখ্যক। 'একাত্তর তঙ্কার দাওয়া করিয়াছিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

একাত্তরি [স একসপ্ততি] *বিণ* একাত্তর; ৭১ সংখ্যক। 'লঘুগুরু সকলে ৭১ একাত্তরি কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

একাত্তার [স একসপ্ততি] *বিণ* একাত্তর। 'উনসত্তার সন নাগাদী সন ১১৭১ একাত্তার সাল মালগুজারি করিয়া।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭।

একাত্তর[২] [স একত্র] *ক্রিবিণ* একত্র। 'যত জীবধারী আদি হয়ে একাত্তর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

একাত্ম [স] **১** *বিণ* অভিন্নহৃদয়। 'যাহার অর্ধাঙ্গ স্বরূপ একাত্ম স্বরূপ হওয়া উচিত, তাহার নিকটে সে সকল কথার প্রসঙ্গও করিবার সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* একীভূত। 'এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মা-দ্বারা একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

একাত্মক [স] *বিণ* একাত্মতা সম্পর্কিত। 'সেই ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণ একাত্মক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

একাত্মকতা [স] *বি* অভিন্নতা বোধ। 'কবিচিত্তের একাত্মকতা এই কবিতার বর্ণনীয় বিষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

একাত্মজ্ঞান [স] *বি* জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন এই জ্ঞান। 'যে একাত্মজ্ঞান কর্মশূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

একাত্মতা [স] *বি* অভিন্নতা। 'খৃষ্ট আপন মানবজন্মের মধ্যে ভগবান ও মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

একাত্মদেহ [স] *বিণ* এক দেহ এক প্রাণ এরূপ অভিন্ন। 'কাছে এসে দাঁড়াল যেন একাত্মদেহ সখার মত।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

একাত্মবাদী [স] *বিণ* এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই – এই বৈদান্তিক মতে বিশ্বাসী। 'বেদান্ত একাত্মবাদী দ্ব্যাত্মবাদী তর্ক।' *ভারত*, ১৭৬০।

একাত্মিকতা [স] *বি* অভিন্নতা। 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হৃদয়ের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে একাত্মিকতার বোধ আত্মীয়তার রসযুক্ত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

একাত্রীস [স একত্রিংশৎ] *বিণ* একত্রিশ; ৩১ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একাদশ [স] **১** *বিণ* এগারোটা। 'আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* এগারোতম। 'এই মতে একাদশ (এদগ) অব্দ গঞি গেল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* সুসময়। 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব ... খেলা করেই কাল কাটান ... সুতরাং দারোগামহলে একাদশ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

একাদশবর্ষীয় [স] *বিণ* এগারো বছর বয়স্ক। 'একাদশবর্ষীয় নাবালক রামচন্দ্ররাও-এর অনুষ্ঠিত শর্তে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

একাদশী [স] **১** *বি* একাদশ তিথি। 'প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ১১তম। 'একাদশী দিনে চন্দ্র অধরেত বৈসে।' *সুলতান*, ১৭০০।

একাদশে *ক্রিবিণ* এগারোতম দিনে। 'একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একাদসে [স একাদশ>] *ক্রিবিণ* এগারোতম দিনে। 'একাদসে কুর্ম্মরূপে অবতার কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

একাদসি [স একাদশী] *বি* তিথিবিশেষ। 'একাদসিতে দান কর প্রতি পক্ষে ২।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

একাদিক্রম [স] *বিণ* অনুক্রমিক। *সেবধি*, ১৮৩৯।

একাদিক্রমে [স] **১** *ক্রিবিণ* অনুক্রমিকভাবে। 'সমস্ত একাদিক্রমে তোমাদের যশহরে চালান করহ।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *ক্রিবিণ* একনাগাড়ে। 'একাদিক্রমে তিন চারি রাত্রি জাগরণ করিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৩** *ক্রিবিণ* আগাগোড়া। 'একাদিক্রমে মনুষ্যের যে বংশের সঙ্গে তিনি আচার ব্যবহার করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

একাধারে [স] *ক্রিবিণ* এক সঙ্গে। 'বিষয় কর্ম্মে নিপুণ ... গুণ একাধারে ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

একাধিক বার [স] *ক্রিবিণ* অনেকবার। 'তুচ্ছ একটা ছুতা লইয়া দিনে একাধিক বারও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।'

একাধিকারী [স] *বিণ* একক অধিকারী। 'মৃতের সর্ব্বসম্পত্তিতে একাধিকারী হওয়ার কিছুমাত্র ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

একাধিপতি [স] *বি* একক অধিপতি। 'জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

একাধিপত্য [স] **১** *বি* একচেটিয়া ক্ষমতা। 'তবেই আমার একাধিপত্য হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রভুত্ব। 'মঠের মহন্তেরা মঠসংক্রান্ত সকল বিষয়ের একাধিপত্য করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

একানব্বই [স একনবতি] *বি, বিণ* ৯১ সংখ্যা বা সংখ্যক। *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

একান্ত [স] **১** *বিণ* নিশ্চিত। 'যে চৈতন্যপাদপদ্ম একান্ত-শরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* পরম। 'শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* অত্যন্ত। 'তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শ্রবণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *ক্রিবিণ* নিতান্ত। 'পরম রূপসী সেই, একান্ত জানিবে এই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৫** *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'কেবল অনন্য ভাবে একান্ত হইয়া সেবে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৬** *ক্রিবিণ* কখনোই। 'আমি তোমার বারণ একান্ত শুনিব না।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **৭** *বিণ* নিবিষ্ট। 'অকপট হৃদয়ে একান্ত মনে তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৮** *ক্রিবিণ* একান্তভাবে। 'আমরা যে ব্যক্তিকে একান্ত ভালবাসি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৯** *বিণ* সত্যিই। 'যদি একান্ত অমূলক হয় তবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **১০** *বিণ* আন্তরিক। সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **১১** *বিণ* অনুপম। 'মননে ও মনীষায়, দেহে ও বুদ্ধিতে একান্ত সে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

একান্তচিত্তে [স] *ক্রিবিণ* ঐকান্তিকভাবে। 'একান্তচিত্তে তাঁহার মৃত্যুও প্রার্থনা করিতে নিরস্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

একান্তবর্তী [স] *বিণ* একপ্রান্তস্থ। 'এই জগতের একান্তবর্তী সন্তোষকলকূজিত নিভৃত নীড়ের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একান্তবাসী [স] *বিণ* নির্জনবাসী। 'আমার পরিবারে আমি যেভাবে মানুষ হয়েছি ... আমি একান্তবাসী ছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

একান্ত মত [স] *বি* অভিমত। 'এই একান্ত মত যে ... আপন ভাষা শিক্ষাই কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*; ১৮৪৮।

একান্তসংলগ্ন [স] *বিণ* অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 'হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

একান্তে [স] *ক্রিবিণ* নির্জনে। 'লক্ষ যোজন অন্তে, দোহার প্রেম একান্তে।' *লালন*, ১৮৯০।

একান্তর [স] *বিণ* পরস্পরের বিকল্প। 'অনুবন্ধী শান্তি-শান্তি; একান্তর উল্কা ও ধধূপ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

একান্দাজ [স এক+ফা আন্দাজ] *বি* অব্যর্থ লক্ষ্য। 'কোটী কোটী তিরন্দাজ, যে যা বিন্ধে একান্দাজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

একান্ন[১] [স একপঞ্চাশৎ] *বিণ* ৫১ সংখ্যক। 'করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব।' *ভারত*, ১৭৬০।

একান্ন[২] [স এক+অন্ন] *বি* একই অন্ন আহার করে এমন পরিবার; যৌথ পরিবার। 'একান্ন একান্নে ছিল সবার সহিত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

একান্নপরিবার [স] *বি* একান্নবর্তী পরিবার। 'একান্নপরিবারে আমরা দূর ও নিকট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একান্নপারিবারিক [স] *বিণ* একান্নবর্তী পরিবার বিশিষ্ট। 'হরগৌরী প্রসঙ্গে আমাদের একান্নপারিবারিক সমাজের মর্মরূপিণী রমণীর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একান্নবর্তিতা [স] *বি* এক পরিবারভুক্তির বন্ধন। 'একান্নবর্তিতা ভেঙ্গে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

একান্নবর্তী, একান্নবর্ত্তী [স] **১** *বিণ* যৌথ পরিবারভুক্ত। 'একান্নবর্ত্তী পরিবার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'চারি সহোদরে, যাবজ্জীবন, একান্নবর্তী ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* অভিন্ন। 'চিন্তায় একান্নবর্তী হতে গিয়ে কেউই বাঁচে না।' *নীরেন*, ১৯৬১।

একান্নভুক্ত [স] *বিণ* এক পরিবারভুক্ত। 'উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

একাম্বয় [স] *বি* ঐক্য। 'তাঁদের কথাবার্তা, আচার-আচরণে যতই উগ্র দলগত একাম্বয় প্রকট হোক না কেন ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

একাবধি [স] *ক্রিবিণ* এক থেকে। 'একাবধি ২১২ দুইশত বার পর্য্যন্ত

অঙ্কসমুদায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

একাবলী *বি* একনরি হার। 'চম্পা-একাবলী ছিন্ন ম্লান ছেয়ে আছে দিগন্ত ব্যাপিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৫।

একাবস্থ [স] *বি* একই রকম অবস্থা। 'বঙ্গ ও মদ্রাজে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একাবস্থ।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

একাবারে *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষভাবে। 'তিনিও ছিলেন ক্ষত্রিয়, আর যে সে ক্ষত্রিয় নয়, একাবারে রাজপুত্র।' *প্রমথ*, ১৯২১।

একাবেণী *বি* যুক্তবেণী। 'একাবেণী পদচুম্বন করিতে থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

একাভিনয় [স] *বি* একক অভিনয়। 'সেখানে একাভিনয়ের ঐক্যপত্য।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

একাভিমুখী [স] *বিণ* একমাত্রিক; একই লক্ষ্যের অভিমুখী। 'জনসাধারণের সমবেত মনটা চিরদিন একাভিমুখী।' *মানিক*, ১৯৩৬।

একাভিসন্ধি [স] *বি* অভিন্ন উদ্দেশ্য। 'একাভিসন্ধি – সহৃদয়তা – ইহাই দাম্পত্য সুখ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

একায়ত্ত [স] *বিণ* একীভূত। 'একাগ্র ও একায়ত্ত করে নিতে হবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

একার[1] [স একাকার] *বি* একাকার অবস্থা। 'দেহনঅরী বিহরএ একারেঁ।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

একার[2] *দ্র* এ[1]

একারণ *ক্রিবিণ* এই কারণে। 'একারণ আপন প্রিয়তমকে এইখানে আনাইলেক।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

একার্থ [স] *বিণ* একই অর্থবোধক। 'নানার্থ ও একার্থ বোধক শব্দ সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

একার্থক [স] *বিণ* একটি মাত্র অর্থপ্রকাশক। 'য়ুরোপীয় ও খৃস্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

একার্থবাচক [স] *বিণ* সমার্থবোধক। 'ব্রহ্ম শব্দ আর জগৎ শব্দ একার্থবাচক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

একার্থবোধক [স] *বিণ* একটি মাত্র অর্থ প্রকাশ করে এমন। 'নানার্থ ও একার্থ বোধক শব্দ সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

একার্ধ [স] *বি* অর্ধেক অংশ। '... তখন আমাদের মনের একার্ধ অকৃতার্থ থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

একাল [স কাল>] **১** *বিণ* বর্তমান কালের। 'যাঁহারা একালের তাঁহারা সৌগন্ধ কেশে ও বেশে লেপন করিয়া কাঁকুই দিয়া চুল ফুলাইয়া ... এই প্রকার অলঙ্কার পরিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* বর্তমান কাল। 'সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন প্রবন্ধ লিখেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

একালিনী [স কাল>] *বিণ স্ত্রী* আধুনিক কালের। 'একালিনী রমণীর/ রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

একালীয়তা [স কাল>] *বি* আধুনিকতা। 'তিনি অতিরিক্ত উদগ্রভাবে একালীয়তা ফলাইতে ব্যস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

একাশী [স একাশীতি] *বিণ* একাশি। 'লঘুগুরু সকলে ৮১ একাশী কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

একাশীতি [স] *বিণ* ৮১ সংখ্যক। 'এই মহানুভাব ধর্মাত্মা, একাশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে, কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

একাসী [স একাশীতি] *বিণ* ৮১ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একাশ্রয়ী [স] *বিণ* একজনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এমন। 'বিবাহ কেবল একবার, কল্পনা কেবল একাশ্রয়ী।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

একাসন [স] **১** *বি* একটি আসন। 'একাসনে নব রাত্রি আসন করিত।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* (বসার) একমাত্র জায়গা। 'একাসনে বসিয়া রোদনমাত্র ক্রিয়াতে ... করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বি* অভিন্ন আসন। 'একাসনে আসীন হইয়া, অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

একাসনভুক্ত [স] *বিণ* সমপর্যায়ভুক্ত। 'অযোগ্য পাত্রদের সহিত তাঁহাকে একাসনভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

একাহার [স] *বি* দিনরাতে একবার খাদ্যগ্রহণ। 'একাহারে কালযাপন করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

একাহারী [স] *বিণ* দিনে একবার মাত্র ভোজন করে এমন। 'তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ... ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একি, এ কি [স কিম্>] **১** *অব্য* বিস্ময়সূচক শব্দ; এ কেমন। 'পাকা দাড়িতে লাজ নাহি একি পরমাদ।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'গর্দ্দভ উটের রূপ দেখিয়া কহিল, আহা এ কি রূপ!' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *অব্য* এসব কি। 'মনে কর একি বা কি হবেক নশ্বর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বিণ* একই। 'তাহারা হিন্দু লোক আমরাও সেই একি বর্ণ।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *অব্য* (বিস্ময় অর্থে) এ কী কথা। 'একি, এ যে দেখিতেছি জাগ্রতে স্বপ্ন!' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

একিডিমি [ই অ্যাকাডেমি] *বি* একাডেমি; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'গরানহাটা একিডিমি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। *দ্র* **একাডেমি**

একিদা [আ আকিদাহ] *বি* একাগ্রতা। 'কি প্রকারে জয়ী হইব তাহাতেই কেবল একিদা থাকে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

একিন [আ] **১** *বি* দৃঢ় বিশ্বাস। 'আল্লার নামেতে সবে করিয়া একিন।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* একাগ্রচিত্ত; স্থির বিশ্বাসে মগ্ন। 'পড়ে দরুদ একিন হয়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

এ কী [স কিম্>] *অব্য* বিস্ময়সূচক শব্দ – এ কেমন। 'এ কী এ, এ কী এ, স্থিরচপলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

একীকরণ [স] **১** *বি* একাধিক বস্তুকে এক সঙ্গে মেলানো। 'ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ একীকরণ সম্পন্ন হয়।' *প্রমথ*, ১৮৯০। **২** *বি* মিলন। 'সে রাত্রে দাম্পত্য-একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

একীকৃত [স] *বিণ* একত্রে মিলিত। 'পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

একীভূত [স] *বিণ* একত্র। 'এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কারণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

একু [স এক] *বিণ* এক। 'কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইড়।' *চর্যা* ২, ১২০০।

একুই [স এক+ই] *বিণ* একই; ঠিক এক। 'একুই প্রহারে রাজা গেলা জম ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

একুইটি, একুইটী [ই] **১** *বি* শেয়ারের মূল্য। 'হুকুমে একুইটীর ডিক্রী দরুন বিক্রী হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯১। **২** *বি* সম্পত্তির সত্যিকার দাম। 'কেবল একুইটি আর এভিডেন্স অ্যাক্ট মুখস্থ করে করেই দুর্লভ জীবনটা কাটালুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

একুটি [ই] *বি* ইকুইটি। 'অমুকের দুই তিনটা একুটির মোকদ্দমা

চলিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

একুইশা [স একবিংশ] *বিণ* একুশে; (মাসের ক্ষেত্রে) ২১ সংখ্যক। *ওঁসা*, ১৭৮৫।

একুইসা [স একবিংশ] *বিণ* একুশে; (মাসের ক্ষেত্রে) ২১ সংখ্যক। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

একুঠাঞি [স এক>] *ক্রিবিণ* একই স্থানে। 'দুই ভাই একুঠাঞি ছাওালের সঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

একুন *ক্রিবিণ* মোট। 'জমির কাত জমা মায় একুন ঘুন্দা সাতটী তঙ্কা ডেড় আনা মালগুজারি করিবে।' *ভেরলি*, ১৭৮৩।

একুনে [ফা ইয়াকুন] ১ *ক্রিবিণ* সব মিলিয়ে। 'একুনে হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* মোট। *মেয়র্স*, ১৭৭৪; 'একুনে এক লক্ষ আশী হাজার ছয় শত সতর।' *দর্পণ*, ১৮২২।

একুবারে [স এক>] *ক্রিবিণ* একবারে; একসাথে। 'সত্যভামা জাম্বুবতি বিভা একুবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

একুবেরি [স এক>] *ক্রিবিণ* একবারে। 'জত নুনি তাহা সব খায় একুবেরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

একুমণা [স এক+মন] *বিণ* একমন। 'নলনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

একুশ [স একবিংশ] *বিণ* ২১ সংখ্যক। 'একুশ দিনের লখিন্দর।' *কেতকা*, ১৬৫০।

একুশে *বিণ* (মাসের ক্ষেত্রে) একুশতম। 'একুশে আইন।' *সুকুমার*, ১৯১৭।

একুশে, একুশে ফেব্রুয়ারি/ফেব্রুয়ারী *বি* ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি, যেদিন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দাবিতে শাসকশ্রেণীর গুলিতে ঢাকায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছিলেন। 'আমার ভাইয়ের রক্তে-রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।' *গাফ্ফার*, ১৯৫২; 'একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের জনতাকে পথ দেখিয়েছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

একুষ [স একবিংশ] *বিণ* একুশ; ২১ সংখ্যক। **একুষিআ** [স একবিংশ>] *বি* প্রসূতির একুশ দিনের শুদ্ধি অনুষ্ঠান। 'একুষিআ কৈল তার একইষ দিবসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একুস [স একবিংশ] *বিণ* একুশ; ২১ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **একুসে** *বি* (মাসের ক্ষেত্রে) একুশতম দিন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একুস্থানে [স এক+স্থান>] *ক্রিবিণ* এক জায়গায়। 'সকল আনিঞা পাপ কৈল একুস্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

-একে *দ্বিতীয়া বিভক্তি*। 'ঘরেকে আনিল কৃষ্ণ মহাদেব লৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

একে [স এক>] *ক্রিবিণ* একদিকে। 'একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

একেঁলে [স এক>] *বিণ* একেলা। 'একেঁলে জগ নাসিঅরে বিরহ ঈইন্দ্রেঁ।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

একেডিমি [ই অ্যাকাডেমি] *বি* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'হিন্দু লিবরল একেডিমি নামক এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। দ্র **একাডেমি**

একেত *ক্রিবিণ* একদিকে। 'একেত রাজকন্যা স্বামীবিরহে অত্যন্ত আতুরা ছিলেন, তাহাতে আবার চৌকিদারেরা ঘর ঘেরিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

একেবারে [স এক+ফা বার>] ১ *ক্রিবিণ* সরাসরি। 'একেবারে জাহান্নামে দাখিল সে হয়।' *গরীব*, ১৭৫০। ২ *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণরূপে। 'একেবারে ঝুঁকে পড়ে কুফর সকল।' *গরীব*, ১৭৫০। ৩ *ক্রিবিণ* এক থোকে। 'মুখ্যাভিপ্রায় এই যে অনেক টাকা একেবারে আইসে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

একেলা [স এক>] ১ *বিণ* একাকী। 'সভে সাম্ভাইল কৃষ্ণ একেলা বাহিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* একমাত্র। 'সাত পাঁচ নাহি বেটা একেলা এজিদ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* নিঃসঙ্গ। 'হাজার লোকের মাঝ রয়েছি একেলা যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

একেলী [স এক>] *বিণ* একাকিনী। 'একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

একেলে [স কাল>] *বিণ* একালের; এ সময়ের। 'তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

একেশ্বর [স] ১ *বিণ* একাকী। 'সঙ্গী ছিল হৈলুম এবে গম্য একেশ্বর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* একক অধিপতি। 'রাজা একেশ্বর; সমকক্ষ তার মহাশত্রু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

একেশ্বরত্ব [স] *বি* একাধিপত্য। 'তাহাতে একেশ্বরত্ব বিস্তার করিয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

একেশ্বরবাদী [স] *বিণ* সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় – এই মতে বিশ্বাসী। 'তাঁহারা ... একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টানের মত অবলম্বন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

একেশ্বরী [স] ১ *ক্রিবিণ স্ত্রী* একা একা। 'কহ লো সুন্দরি কেন একেশ্বরী ভ্রমিতে নহে তরাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* একমাত্র। 'তুমি একেশ্বরী রানী বিশ্বের অন্তর-অন্তঃপুরে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

একেস্বর [স একেশ্বর] *বিণ* একাকী। 'একেস্বর কৃড়া করেন দেব চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঐকৈক [স এক>] *বিণ* এক একটি। 'ঐকৈক শাখার লাগে কোটি কোটি ডাল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একো [স এক>] *বিণ* কিছুই। 'একো না ভাএ কি মোর জীবন আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একোই [স এক>] *বিণ* সমান। 'কেহোত জিনিতে নারে একোই শোসর।' *মালাধর*, ১৫০০।

একো জন [স এক>] *বিণ* কেউ। 'না দেখিল একো জনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

একোণচত্বারিংশৎ [স] *বি, বিণ* উনচল্লিশ। *ডানকান*, ১৭৮৪।

একোদ্দিষ্ট [স] *বিণ* মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বাৎসরিক কৃত্য। 'পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ২৯ আষাঢ় বুধবার হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

একোন [স] *বিণ* এক কম এমন। 'একোন অশীতি বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একোনচত্বারিংশৎ [স] *বিণ* ৪১ সংখ্যক। 'একোনচত্বারিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

একোনটেন্ট [ই] *বি* হিসাবরক্ষক। 'একোনটেন্ট জানেরেল।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

একোনত্রিংশ [স] *বিণ* ২৯ সংখ্যক। 'একোনত্রিংশ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

একোহি *বিণ* একটাও। 'ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত।' *বড়ু*,

১৫০০।

এক্কাগাড়ি [ফা এক্কা+স গন্ত্রী] *বি* দুই চাকাবিশিষ্ট ঘোড়ার গাড়ি। 'দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

এক্কা দোক্কা [ফা এক্কা>] *বি* ছেলেমেয়েদের খেলাবিশেষ। 'রাতের প্রহরগুলো এক দুই করে এক্কা দোক্কা খেলছে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

এক্কেবারে *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। 'এক্কেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং আর কি!' *সাদত*, ১৯৬৭।

এক্তিয়ার, এক্তেয়ার [আ ইখতিয়ার] **১** *বি* কর্তৃত্ব। 'তাঁতিরদিগের উপর একান্ত এক্তিয়ার পাইয়া।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* অধীনতা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'সে সমস্ত আমারদের এক্তিয়ারে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* অধিকার। *এডমন*, ১৭৯৩। **৪** *বি* অভিরুচি। 'তোমাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় খুশ এক্তেয়ারে, বহাল্পতবিয়তে ... যোগ দি, সে হচ্ছে অন্য কথা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। *দ্র* **এখতিয়ার**

এক্তার [আ ইখতিয়ার] *বি* ক্ষমতা। 'তোমার এক্তার কিছুই নেই।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

এক্তারি [আ ইখতিয়ার] *বি* আওতা। 'দালাল দিগকে আপন এক্তারিতে দাদনি কএক টাকা হরগিজ্জ দিবা না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

এক্লেম্পসিয়া [ই] *বি* গর্ভবতী নারীর রক্তহীনতার রোগবিশেষ। 'হঠাৎ এক্লেম্পসিয়া হইয়া দিদি ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

এক্ষণ, এক্ষন [স ক্ষণ>] *বি* এই মুহূর্ত। 'না করিব বিলম্ব আমি আসিব এক্ষণে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

এক্ষণকার [স ক্ষণ>] *বিণ* এখনকার। 'তোর এক্ষণকার বাঞ্ছা তোর বলেতে নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

এক্ষণি [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এখনই। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

এক্ষুনি [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এখনই। 'এক্ষুনি আমরা বেরিয়ে পড়ি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

এক্ষেনে [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এই ক্ষণে; এই মুহূর্তে। 'এক্ষেনে জাইতে পারিলাম না কিছুকাল গৌনে জাইয়া ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

এক্‌ট্রা [ই] *বিণ* অতিরিক্ত। 'বেণে মসলা ও মাথাঘসার এক্‌ট্রা দোকান বসে গ্যাছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

এক্সকার্শন [ই] *বি* দল বেঁধে আনন্দ-ভ্রমণ। 'চা-সভা, লন পার্টি, এক্সকার্শন, পিকনিক ইত্যাদি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

এক্সকিউজ [ই] *বি* ক্ষমা। 'আজ আমাদের এক্সকিউজ কর্তে হবে ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

এক্সচেঞ্জ [ই] **১** *বি* অর্থ আদান-প্রদান। 'বিল এক্সচেঞ্জ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। **২** *বি* শেয়ার বাজার সংক্রান্ত বিনিময়ের কেন্দ্র। 'তাহারা কলিকাতার এক্সচেঞ্জে অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের ঘরে গত বুধবারে একত্র হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৩** *বি* মুদ্রা বিনিময় হার। 'আবার পোড়া এক্সচেঞ্জ তাহাতেও বাদ সাধিতে চাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

এক্সট্রিমিস্ট [ই] *বিণ* চরমপন্থী। 'এ বিষয়ে এক্সট্রিমিস্ট দলের মত জানবার চেষ্টা করেছি।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

এক্সপার্ট [ই] *বিণ* অভিজ্ঞ। 'একজন এক্সপার্ট লোককেও হিমসিম খাইয়ে দিয়েছে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

এক্সপিরিয়েন্স [ই] *বি* অভিজ্ঞতা। 'লোকে বলে এক্সপিরিয়েন্স নেই, কল্পনা থেকে লিখে গেছেন।' *অবন*, ১৯৪১।

এক্সপেরিমেন্ট, এক্‌স্‌পেরিমেন্ট [ই] *বি* পরীক্ষা। 'তার কর্ম-জীবনের এটাই শেষ এক্‌স্‌পেরিমেন্ট।' *মনসুর*, ১৯৪০।

এক্সপেল [ই] *বি* বহিষ্কার। 'স্যার আমাকে এক্সপেল করছেন করুন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

এক্সপ্রেস [ই] *বিণ* দ্রুতগামী। 'এক্সপ্রেস ট্রেনখানা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

এক্সরে [ই] *বিণ* রঞ্জনরশ্মি। 'এক্সরে পরীক্ষায় প্রকাশ পায়, গুলি তাঁর বুক ভেদ করে নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

এক্সারসাইজ [ই] *বি* ব্যায়াম। 'তাতে ফিজিকেল এক্সারসাইজ হয় বটে, বক্সিং নোবল আর্ট।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

এক্সেপ্‌শন [ই] *বি* ব্যতিক্রম। 'আমাকে আমাদের দেশের মহৎ এক্সেপ্‌শন বলে গ্রহণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

এক্সেলেন্ট [ই] *বিণ* চমৎকার; উত্তম। 'এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

এখণ [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এখন। 'পার করিবোঁ এখণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এখতিয়ার, এখতেয়ার [আ ইখতিয়ার] **১** *বি* অধিকার। 'এখতিয়ার মাবিয়াকে বাদশাই সুপিবে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'সহজে এখতিয়ার করেন।' *ইসলাম*, ১৯০৭। **২** *বি* অনুসরণ। 'এই তেজারত-কানুন এখতেয়ার করিয়া তাঁহারা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।' *ইমাম*, ১৯৪৬। *দ্র* **এক্তিয়ার**

এখন [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এই মুহূর্তে। 'কি না লাভ লোভে কাহ্নাঞি না চিহ্ন এখন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এখনই *ক্রিবিণ* অবিলম্বে। 'এখনই অস্তাচলে যেও না তপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

এখনকার [স ক্ষণ>] *বিণ* বর্তমানের। 'এখনকার রাণী ভবানী হঠী বিদ্যালঙ্কার।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

এখন-তখন *বি* কোনো কাজের দিনক্ষণের পরিবর্তনশীলতা। 'তা তোমার এখন-তখন করে হয় নাই।' *তারা*, ১৯৪৬।

এখনি *ক্রিবিণ* অবিলম্বে। 'তুমি যেয়ো না এখনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

এখনী *ক্রিবিণ* এখনই। 'এখনী পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এখনে *ক্রিবিণ* এই মুহূর্তে। 'শকত আছিল নাআ এখনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এখনেহ *ক্রিবিণ* এখনো। 'এখনেহ নাহি জান প্রেমের আমূল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

এখান [স স্থান>] *ক্রিবিণ* এ জায়গায়। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

এখানকার [স স্থান>] *বিণ* এ স্থানের। 'এখানকার সমাচার লিখীয়া কি জাইর করিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

এখানে *ক্রিবিণ* এই স্থানে। 'এখানে পণ্ডিত নাই নাঞিক পাদুকা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

এখানেই *ক্রিবিণ* এই জায়গাতেই। 'লাইনদুটোকে এই সুযোগে এখানেই দলিলভুক্ত করিয়া রাখিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

এখানের *বিণ* এখানকার। 'এখানের জমীদাররা বাজে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

এখানে-সেখানে *ক্রিবিণ* বিভিন্ন জায়গায়। 'এখানে-সেখানে বেড়ায় খেলিয়া হরষে গাহিয়া গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

এখুনি, এখুনী [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এই মুহূর্তে। 'এখুনি বুলিবোঁ গিআঁ যশোদার থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভাগে পুনী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এখো [স এক>] **১** *বিণ* এক। 'আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* একটিও। 'হাণে কুলে এখো নাহি পাটাবুকী তিরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এখোহি [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* একজনকেও। 'এখোহি না রাখিলেক তোর মাত্র বাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এখোই [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এখনও। 'এখোই না ধরে কাহ্নাঞি উমত আকার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এখোখণে *ক্রিবিণ* এ মুহূর্তে। 'এত কাল আক্ষাক তেজিতেঁ এখোখণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এখোগুড় [স ইক্ষুগুড়] *বি* আখের গুড়। 'এখোগুড় দিয়া ... বাসি লুচি খাইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

এগ [ই] *বি* ডিম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এগজামিন [ই] *বি* পরীক্ষা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'রায় লেখাকে তিনি এগজামিনে প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখা হিসেবে দেখতেন।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

এগজিকিউটর [ই] *বি* বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক; নির্বাহক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এগজিট [ই] *বি* প্রস্থান; নির্গমন। 'পাত্রপাত্রীর কথার মধ্যে তার এনট্রান্স ও এগজিটের কোনো নাটকীয় ভূমিকা ছিল না।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

এগজিবিশন [ই] *বি* প্রদর্শনী। 'এগজিবিশন দেখতে এসেছিলে বুঝি?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

এগজিবিশান [ই] *বি* প্রদর্শনী। 'রূপ সিঁড়িও নয় প্রহরীও নয় আর্টে এগজিবিশানের।' *অবন*, ১৯২৫।

এগনো, এগোনো [স অগ্রসরণ>] **১** *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কিন্তু এ দিকে আমার বোট এগোচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রি* বৃদ্ধি পাওয়া; বাড়া। 'অন্ধকারে বেলা এগচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *ক্রি* উন্নতি করা। 'কতদূর এগোলো মানুষ।' *মাহমুদ*, ১৯৭২।

এগানা [ফা] *বি* আত্মীয়; স্বজন। **এগানা বেগানা** [ফা] *বি* আপন-পর। 'এগানা বেগানা সব আইল ধাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

এগারো [পা একারস] *বিণ* ১১ সংখ্যক। 'এগারো সত তঙ্কা কর্জ্জ করিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

এগার [পা একারস] *বিণ* ১১ সংখ্যক; এগারো। 'এগার বৎসরের বালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এগারই [পা একারস>] *বিণ* (মাসের ক্ষেত্রে) ১১ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এগারঞ্চি [এগার+ইঞ্চি] *বি* এগারো ইঞ্চি মাপের বড়ো ইট। 'তোর মাথায় এমন এক এগারঞ্চি ঝাড়িব।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

এগারোই [পা একারস>] *বিণ* (মাসের ক্ষেত্রে) এগারো সংখ্যক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এগারোই মাঘ সায়ংকালে লেখক-কর্তৃক ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

এগুলা *সর্ব* এ সকল ব্যক্তি (তুচ্ছার্থে)। 'কেহ বলে এগুলারে বান্ধি হাথ-পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

এগুলি *সর্ব* এ সকল কথা। 'এগুলি তেমন ভালো শুনায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

এগুলো *সর্ব* এ সকল জিনিস। 'এগুলো ব্যবহার করতে দিয়ে মাটি করা কখনোই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

এগোন [স অগ্রগমন>] *বি* অগ্রসর হওয়া। 'এমনি করে সাত আটবারে এগোন পিছন হল যখন।' *জসীম*, ১৯২৯।

এগ্রিমেন্ট [ই] *বি* চুক্তি। 'এক বছরের এগ্রিমেন্টে জাহাজে উঠতে হবে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

এছলাম [আ ইসলাম] *বি* ইসলাম। 'এছলাম রসাতলে যাইতেছে।' *এসলাম*, ১৯২০।

এছলামিক [আ ইসলাম>] *বিণ* ইসলাম ধর্মীয়। 'দেশে এছলামিক নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বর্ত্তমান সরকার অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবাপন্ন বলিয়া দাবী করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

এছলামী [আ ইসলাম>] *বিণ* ইসলামি। 'বাঙ্গলা ভাষায় এছলামী ভাব ফুটাইতে যদি কেহ চেষ্টা করিয়া থাকেন।' *ছোলতান*, ১৯২৪।

এজ [স অদ্য] *ক্রিবিণ* আজ। 'কেল্ল খুব ফজরে এসবো – এজ চললাম।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

এজন্য [স জন্য>] *ক্রিবিণ* এ কারণে। 'ভট্টাচার্য্য সে পক্ষীয় এজন্য অন্যত্র অধ্যক্ষতা করিতে পারেন না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **এজন্যে** *ক্রিবিণ* এ কারণে। 'কোন ব্যামোহ তাহাদিগে না হয় এজন্যে এক কাঠে কুন্দা তাহাদিগে ফেলিয়া দিলেন।' *তারিণী*, ১৮০৩।

এজমালি, এজমালী [আ ইজমালি] **১** *বি* একাধিক লোকের অধিকার। 'এ বাড়ীর মোতালেকের অস্থাবর সম্পত্তি এজমালিতে রাখিয়া গিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **২** *বিণ* যৌথ। 'এজমালী রায়তের খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা পৃথকভাবে দেওয়া হইয়াছে।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮।

এজলাস [আ ইজলাস] *বি* বিচারকার্য চলে যে কক্ষে। 'এজলাসে উৎকোচ আহার করেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'নয়ীমা পাল্কী করিয়া এজলাসে উপস্থিত হইয়াছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

এজাজত [আ ইজাজত] *বি* অনুমতি। 'চেম্বারে বসে কাজ করবার এজাজত পেয়েছিলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

এজাযত [আ ইজাজত] *বি* অনুমতি। 'বিবি সাহেবা আমার বিনা-এজাযতে এই সভায় উপস্থিত হইছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

এজাহার [আ ইজহার] **১** *বি* ফৌজদারি অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ; পুলিশের কাছে অপরাধের খবর দেওয়া। 'সে থানাতেও শালঘর মধুয়ার লুটের এজাহার পড়িয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'এমন একটা আজগুবি এজাহার দেওয়া আগে ...।' *সাদত*, ১৯৬৭। **২** *বি* প্রকাশ করণ; উক্তি; সাক্ষ্যপ্রদান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এজাহারি [আ ইজহার>] *বি* সাক্ষ্যপ্রদানের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এজিটেটর [ই] *বি* আন্দোলনকারী। 'তার এজিটেটর নামের জন্যই সে এই সুযোগটুকু পেল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

এজিদি [আ ইয়াজিদ>] *বিণ* এজিদের মতো। 'এনেছে এজিদি বিদ্বেষ পুন মোহররমের চাঁদ।' *নজরুল*, ১৯৪১।

এজুকেটেড [ই] *বিণ* শিক্ষিত। 'এঁরা কলকেতা মেডিকেল কলেজের এজুকেটেড ভূত।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **এডুকেশন**

এজু [ই এজুকেটেড] *বি* শিক্ষিত ব্যক্তি। 'হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এজুরা বা ইয়ং বেঙ্গলেরাই অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, ... আন্দোলনের সূচনা করেন।' *শরীফ*, ১৯৭০।

এজুকেশন [ই] *বি* শিক্ষা। 'স্ত্রী মান করে থাকলে তিনি কলেজী এজুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গাবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

এজেন্ট [ই] ১ *বি* প্রতিনিধি। *ভবানী*, ১৮২৩; 'বহরমপুরে গবর্নর জেনরল বাহাদুরের এজেন্ট শ্রীযুত আনরবল ডবলিউ মেলবিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ২ *বি* ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। 'কোম্পানির থার্ডক্লাস দেখলে অ্যাকদিন এঁদের এজেন্ট ও লোকোমোটিব সুপরিন্টেণ্ডেন্টকে বলতে পাস্তেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

এজেন্টী [ই এজেন্ট+ বা ঈ] *বিণ* প্রতিনিধিত্ব মূলক। 'কাপ্তান থোর্সবি সাহেব ... গবরনর জেনরল বাহাদুরের এজেন্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

এজেন্সি, এজেন্সী [ই] ১ *বি* এজেন্টের দপ্তর। 'স্বদেশী এজেন্সি খুলিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* এজেন্টের কাজ। 'প্রচার-বিভাগের এজেন্সী গ্রহণ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

এজেহার [আ ইজহার] *বি* ফৌজদারি অপরাধ বিষয়ে থানায় প্রদত্ত বিবৃতি। 'জেরা করিয়া মতিলালের সংক্রান্ত এজেহার কতক কাঁচিয়া ফেলিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

এজ্ঞে [স আজ্ঞা] *অব্য* মাননীয় ব্যক্তির কথায় সম্মতিসূচক শব্দ। 'এজ্ঞে হা বাবাঠাকুর, পেন্নাম।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

এঞ্জিন [ই] *বি* ইঞ্জিন। 'এঞ্জিনের দিকে গার্ড হাত তুলে জ্বাবার সঙ্কেত করে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

এঞ্জিনিয়র, এঞ্জিনিয়ার, এঞ্জিনীয়র [ই] *বি* প্রকৌশলী। 'ছয় জন এঞ্জিনিয়ার আছে, জাহাজের সমস্ত কলবলের ভার তাহাদের হাতে থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তিনি এ দেশে পূর্বে এঞ্জিনীয়র ছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯২৯; 'মামা ছিলেন রেলের এঞ্জিনিয়র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

এঞ্জিনিয়ারিং [ই] *বিণ* প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক। 'এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে আমরা তাড়া খাইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

এঞ্জেল [ই] *বি* খ্রিস্টধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গীয় দূত। 'এই এঞ্জেল স্বর্গ ছাড়িল কেন।' *সবুজ*, ১৯২১; 'হঠাৎ মনে হয়েছে এঞ্জেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

এটর্নি, এটর্ণি [ই] ১ *বি* আইনজীবী; উকিল। 'তুমি এটর্ণি হয়েছ।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বি* বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যনির্বাহের জন্য আইন অনুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধি। 'গ্রাম্য টাউট থেকে হাইকোর্টের এটর্নি।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

এটলাস [ই] *বি* মানচিত্রাবলী। 'ঐ এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

এটিকেট [ই] ১ *বি* শিষ্টাচার। 'পাছে এটিকেটের ব্যাকরণ-ভুল হয়ে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২। ২ *বি* কায়দাকানুন। 'বিপাকে যদি প্যারিসের এটিকেট সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

এটিকেটদুরস্ত [ই এটিকেট+ফা দুরস্ত] *বিণ* কেতাদুরস্ত। 'এটিকেটদুরস্ত বিলেত-ফেরতাকেই এক্ষেত্রে বিল শোধ করতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

এটী *সর্ব* এটা। 'এটী সাধারণের ঘর কন্নার কথা।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

এটেন্ড করা [ই] *ক্রি* তত্ত্বাবধান করা। 'তেমন ভাল নারভাস্ পেশেন্ট হলে ছ-মাস কেন এটেন্ড কর না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

এট্টা *বিণ* একটা। 'এসবের বেলা এট্টা থোঁড়ের গাচ আনিস্।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

এট্টু *ক্রিবিণ* খানিক। 'এট্টু জিরুতিও পালাম না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

এট্টুখানি *বিণ* সামান্য পরিমাণ। 'স্টেশনের ধারাধারি এট্টুখানি জমি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

এঠোঁ [স উচ্ছিষ্ট] *বিণ* উচ্ছিষ্ট। 'ছেলেরদের এঠোঁ মাংস যা আছে তাহাই কিছু দি ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

এঠ্যা [স উচ্ছিষ্ট] *বি* উচ্ছিষ্ট। 'মাসি বল্যা আমা খেয়্যাচে কত এঠ্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

এড [ই অ্যাড] *ক্রি* যোগ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এডবরটাইজ [ই অ্যাডভারটাইজ] *বি* বিজ্ঞাপন। 'তাহার এক মাস পূর্ব্বে জেনরল এডবরটাইজ করা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

এডভাইস [ই অ্যাডভাইস] *বি* নির্দেশ। 'তা তিন ভাগ কত্তে ব্যাঙ্ককে এডভাইস করেছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

এডভাইসারী [ই] *বিণ* পরামর্শক। 'মুসলিম শিক্ষা বোর্ডের এডভাইসারী সদস্য।' *ইসলাহ*, ১৯৩৮।

এডভারটাইসমেন্ট [ই অ্যাডভারটাইজমেন্ট] *বি* বিজ্ঞাপন। 'কর্মচারী নিয়োগের এডভারটাইসমেন্টের বেলায়।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

এডভোকেট, এডবোকেট [ই অ্যাডভোকেট] ১ *বি* হিতাকাঙ্ক্ষী; পৃষ্ঠপোষক। 'চন্দ্রিকাপত্র হিন্দুর এডবোকেট ইহার বন্ধু।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫। ২ *বি* উকিল। 'চক্রবর্তী মহাশয় তখন তরুণ এডভোকেট।' *অসীম*, ১৯৬১।

এডমিরাল [ই অ্যাডমিরাল] *বি* জাহাজের অধিনায়ক। 'তাহার এডমিরাল অর্থাৎ পোতাধ্যক্ষের আগমন দর্শন করিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

এডহক [ই] *বিণ* বিশেষ প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে গঠিত। 'এডহক কমিটি গঠন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

এডিটর, এডিটার [ই] *বি* সম্পাদক। 'ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'আমি যখন স্তম্ভভিচ্চশাৎ পত্রিকার এডিটার ছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

এডিটরি, এডিটারি [ই এডিটর +বা ই] ১ *বিণ* সম্পাদকীয়। '... জানিতে পারিলে এডিটরি কাম পরিত্যাগ করিয়া গাড়োয়ানি কাম লইতাম।' *প্রভাকর*, ১৮৫১। ২ *বি* এডিটরের কাজ। 'কেবল কবিতা লেখা এবং সাধনার এডিটারি করা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

এডিটোরিয়াল [ই] *বি* সম্পাদকীয় নিবন্ধ। 'লেখে এডিটোরিয়াল।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

এডিবেরটাইষ [ই অ্যাডভারটাইজ] *বি* বিজ্ঞাপন। 'গৌরীচরণ ঘোষের এডিবেরটাইষ আমার দিগের তালুকে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৯৮।

এডিশন [ই] *বি* সংস্করণ। 'হুহু করে এডিশনের পর এডিশন উঠে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

এডিশনাল [ই] *বিণ* অতিরিক্ত। 'এডিশনাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

এডিসনাল [ই অ্যাডিশনাল] *বিণ* অতিরিক্ত। 'স্কুলসমূহের এডিসনাল ইনস্পেকটর।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৮।

এডুকেটেড [ই] *বিণ* শিক্ষিত। 'তিনি কল্পনা করতে পারেন না একজন ভারতীয় কী করে এডুকেটেড হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

এডুকেশন [ই] *বিণ* শিক্ষাসংক্রান্ত। 'অনেকের বোধ হয় যে এডুকেশন কমিটির ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিষয়েই উৎসাহ প্রদান করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*,

১৮৪০।

এডুকেশন কমিটি, এডুকেসন কমিটি [ই] *বি* শিক্ষাবিষয়ক কমিটি। 'এডুকেসন কমিটির সাহেবেরা তাঁহার নিকটে অতিবাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'চাঁদার ধন সংগৃহীত হইয়া এডুকেশন কমিটির দ্বারা ব্যয় হইলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

এডুকেশন কৌন্সেল [ই] *বি* শিক্ষা পরিচালনা পরিষদ। 'এডুকেশন কৌন্সেলের অধ্যক্ষগণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

এডুকেশন-বিল [ই] *বি* আইন পরিষদে উপস্থাপিত শিক্ষাসংক্রান্ত আইনের খসড়া। 'এডুকেশন-বিল লইয়া ঘোরতর বাদ-বিবাদ চলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

এডুকেশনাল [ই] *বিণ* শিক্ষাবিষয়ক। 'অল ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স, অমুক ইন্সটিটিউশন, অমুক এসোসিয়েশন ইত্যাদি।' *রোকেয়া*, ১৯১৮।

এডুকেসন, এড্যুকেসন [ই] *বিণ* শিক্ষা সংক্রান্ত। 'এক এডুকেসন বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া ঐ লক্ষ টাকা তাঁহারদের হস্তে অর্পিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'এড্যুকেসন কমিটি নানা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া তথায় রাখিতেছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

এড্রেস [ই অ্যাড্রেস] *বি* ভাষণ। 'এখনকার বড় মানুষদের মত ... এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

এড়ণ *বি* রক্ষা। 'জদি সঙ্গে দেবগন তার সহায় হএ রন তথাপি নাহিক এড়ণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

এড়া[১] **১** *ক্রি* এড়ানো। 'এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।' *চর্যা* ১, ১২০০। **২** *ক্রি* ত্যাগ করা। 'এড়িলোঁ ঘরের/ আশ ল বড়ায়ি/ কহিলোঁ তোর চরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* ছাড়া। 'বিণি রতি পাইলেঁ কাহ্নাঞিঁ না এড়িব তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* খুলে দেওয়া। 'আভরণগণ রাধা এড়িল তরাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৫** *ক্রি* খণ্ডন করা। 'বাঁশীর তত্ব কহিল/ আহ্মে দোষ এড়ায়িল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৬** *ক্রি* হারানো। 'তুহুঁ এড়াওলি তনে। মান হৃদয় করি ধণি জতনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৭** *ক্রি* নিক্ষেপ করা। 'পুনরপি নিজ স্থানে পর্ব্বত এড়িল।' *মালাধর*, ১৫০০। **৮** *ক্রি* পরিহার করা। 'কত ভয় এড়াও না পাণ্ড সুয়াস্ত।' *মালাধর*, ১৫০০। **৯** *ক্রি* সরিয়ে রাখা। 'সারি করি চতুর্দিগে এড়ে কুম্ভগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **১০** *ক্রি* লুকিয়ে রাখা। 'এড়িয়াছ কোথা মোর ঔষধ উপায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **১১** *ক্রি* হেলা করা। 'নান্দিআ এড়িনু হাগলাইনু ডাইল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **১২** *ক্রি* ফেলে দেওয়া। 'আপনার অঙ্গ হতে কপচ এড়িয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **১৩** *ক্রি* জুড়ে দেওয়া। 'কর্ত্তবাটে এড়ে অস্ত্র অঙ্গুলি মদ্য দেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **১৪** *ক্রি* বাদ দেওয়া। 'কর্পূর কিনিনু আগে আর আর এড্যা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **এড়** *ক্রি* ছাড়ো। 'এড় ঘর যাঞোঁ মোঞেঁ শকতি না কর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়এ** *ক্রি* এড়ায়; পাশ কাটে। 'নরদন্ত তোমার এড়এ অহর্নিশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **এড়ন্তি** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'ভুমিত বসিয়া রাজা এড়ন্তি নিশ্বাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **এড়াইয়া** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'হরসিতে জাএ সেই পুরি এড়াইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **এড়াইয়া পড়া** *ক্রি* আড়ষ্ট হওয়া। 'শীতে জিহ্বা এড়াইয়া পড়ে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **এড়াও** *ক্রি* পরিহার করো। 'কত ভয় এড়াও না পাণ্ড সুয়াস্ত।' *মালাধর*, ১৫০০। **এড়াওঁ** *ক্রি* এড়াতে পারি। 'তবে বা মোঞঁ কাহ্নের ঝগড় এড়াওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়াওলি** *ক্রি* হারালে। 'তুহুঁ এড়াওলি তনে/ মান হৃদয় করি ধণি জতনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **এড়াতে পারা** *ক্রি* উপেক্ষা করা। 'আয়ত্তও করতে পারি নে, অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **এড়ায়িএ** *ক্রি* এড়ানো যায়। 'যে বুধি এড়ায়িএ রাধা সে বুধি করিব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়ায়িতেঁ** *ক্রিবিণ* এড়াতে। 'বোলে চালে এড়ায়িতেঁ না পারিবি রাধা ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়ায়িবারে** *ক্রি* এড়াতে। 'এড়ায়িবারে কৈল বড়ায়ি এত পরকার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়ায়িল** *ক্রি* খণ্ডন করলো। 'বাঁশীর তত্ব কহিল/ আহ্মে দোষ এড়ায়িল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়ি** *ক্রি* ছেড়ে; ত্যাগ করে। 'আহ্মা এড়ি কেনমতেঁ ধরিলে পরাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়িআঁ** *ক্রি* ছেড়ে। 'রাধিকা এড়িআঁ আজি জীবোঁ কেনমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়ি এউ** *ক্রি* এড়াও। 'এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।' *চর্যা* ১, ১২০০। **এড়িতে** *ক্রি* ত্যাগ করতে। 'হেলান এড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **এড়িতেঁ** *ক্রি* ছাড়তে। 'হাথে নিধী পাইলেঁ রাধা কে এড়িতেঁ পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়িনু** *ক্রি* হেলা ক'রে। 'নান্দিআ এড়িনু হাগলাইনু ডাইল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **এড়িব** *ক্রি* ছেড়ে দেবে। 'বিণি রতি পাইলেঁ কাহ্নাঞিঁ না এড়িব তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়িবে** *ক্রি* ত্যাগ করবে। 'তোক না এড়িবে কাহ্ন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়িবেক** *ক্রি* ত্যাগ করবে। 'বহিয়া ভাণ্ডিরে তারে এড়িবেক নিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **এড়িয়া ১** *ক্রি* এড়িয়ে। 'এড়িয়া এড়িয়া রফা রহি অনুপাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রি* খুলে ফেলে। 'আপনার অঙ্গ হতে কপচ এড়িয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'নিশ্বাস এড়িয়া মনে করিব রোদন।' *সুলতান*, ১৭০০। **এড়িয়াছ** *ক্রি* লুকিয়ে রেখেছো। 'এড়িয়াছ কোথা মোর ঔষধ উপায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **এড়িয়াত** *ক্রি* ত্যাগ করলো। 'এড়িয়াত খাট পাট আর নারিগন।' *মালাধর*, ১৫০০। **এড়িয়ে আসা** *ক্রি* অসাড় হওয়া। 'হাত-পা মড়ার মতো এড়িয়ে আসে।' *জীবন*, ১৯৩২। **এড়িল ১** *ক্রি* খুলে দিলো। 'আভরণগণ রাধা এড়িল তরাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নিক্ষেপ করলো। 'পুনরপি নিজ স্থানে পর্ব্বত এড়িল।' *মালাধর*, ১৫০০। **এড়িলা** *ক্রি* ত্যাগ করলা। 'তবে আবদুল মুত্তালিবে এড়িলা শরীর।' *সুলতান*, ১৭০০। **এড়িলেন** *ক্রি* ছেড়ে দিলেন। 'এড়িলেন জসোদা পাইয়া মহাডরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **এড়িলোঁ** *ক্রি* ত্যাগ করলাম। 'এড়িলোঁ ঘরের/ আশ ল বড়ায়ি/ কহিলোঁ তোর চরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়ু** *ক্রি* ত্যাগ করুক। 'এড়ু দামোদর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **এড়ে ১** *ক্রি* সরিয়ে রেখে। 'সারি করি চতুর্দিগে এড়ে কুম্ভগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* জুড়ে দিয়ে। 'কর্ত্তবাটে এড়ে অস্ত্র অঙ্গুলি মদ্য দেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **এড়েন** *ক্রি* ত্যাগ করেন। 'ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **এড্যা** *ক্রি* বাদ দিয়ে। 'কর্পূর কিনিনু আগে আর আর এড্যা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

এড়া[২] *বিণ* উচ্ছিষ্ট, এঁটো। 'এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মারা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

এড়া[৩] [স এড়ক] *বি* মাংস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

এড়ান *বি* অব্যাহতি লাভ করা। 'পালাইলেঁ দান এড়ান না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এড়ানো ১ *ক্রি* বাঁচানো। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রি* মুক্তি পাওয়া। 'সে বুঝি তাহারদিগর হইতে এড়াইতে পারিত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *ক্রি* উপেক্ষা করা। 'আয়ত্তও করতে পারি নে, অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *ক্রি* অতিক্রম করা। 'সে পথে সমস্ত বিপদ এড়াইয়া পূর্ণতালাভ করিতে যে চায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

এড়ায়ন *বি* এড়ানো। 'ইস্কুল এড়ায়নে সেই ছিল বরিষ্ঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

এড়িগেড়ি *বিণ* ছোটো-বড়ো। 'গুইবাবুদের মত এড়িগেড়ি বাচ্চায় ঘর ভরে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

এড়িনেড়ি *বিণ* এলোমেলো। 'কতকগুলো ... এড়িনেড়ি চিন্তা।' *জীবন*, ১৯৩২।

এড়ো ১ *বিণ* চওড়া। 'তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বিণ* বাঁকা। 'সে-সবই এড়ো, সবই তেরচা, চীনেদের চোখের মতো।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

এণ্টরপ্রাইজিং [ই] *বিণ* উদ্যোগী। 'আর লোক ছিল এণ্টারপ্রাইজিং।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

এণ্ড [ই অ্যান্ড] *অব্য* এবং। 'থিফ্ রোগ এণ্ড পিক্‌পকেট উকীল সাহেবদের আফিসের খাতাঞ্জী...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

এণ্ডা [স অণ্ড] *বি* ডিম। 'এণ্ডাওয়ালা তপ্স্যামাছ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

-এত *সপ্তমী বিভক্তি*। 'মণেত গুণেত বড়ায়ি আধিক তরাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এত [স এতৎ] ১ *বিণ* এই পরিমাণ। 'এত দুখ বড়ায়ি মোর পরাণ না সহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* এই। 'এতবলি দেবরাজ প্রদক্ষিণ করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

এতই *ক্রিবিণ* এতোটাই। 'নিজদেশ এতই কি দূরে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

এতকাল [স কাল>] *ক্রিবিণ* এতদিন ধরে। 'এত কাল হাউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহে।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০; 'এতকাল ইন্দ্র পুজি কভূ না দেখিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

এতক্ষণ [স ক্ষণ>] ১ *ক্রিবিণ* এখন পর্যন্ত। 'এতক্ষণ পরিহাস করিল তোমারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রিবিণ* এতক্ষণ পরে। 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

এত খন [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এতক্ষণ। 'এত খন কথা ছিলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এতখানি *বিণ* অনেক। 'কেন তারে ভাই গলে পরেছিলে এতখানি ভালবাসি?' *জসীম*, ১৯৩১।

এতগুলাক *বিণ* এতগুলো। 'এতগুলাক দেবতাদের মধ্যে তাঁর কি যৎকিঞ্চিৎ লজ্জাও হইল না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

এতটুক *বিণ* খুব ছোটো। 'ছিনু খোকা এতটুক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

এতটুকুমাত্র *বিণ* সামান্য পরিমাণ। 'মানুষ এতটুকুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে বললে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

এতদিন *ক্রিবিণ* এতোকাল। 'এতদিন অছলাহু আন ভানে হমে/ আবে বুঝল অবগাহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

এতদিনকার *বিণ* দীর্ঘ দিনের। 'তোমার এতদিনকার কবিত্ব শেষকালে পয়সার থলির মধ্যে গুঁজলে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

এতদূর [স এতৎ>+স দূর] ১ *ক্রিবিণ* এতদূর। 'এতদূর উকটিয়া কোথাহ না পাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* এই পরিমাণ দূরত্ব। 'গুণ না থাকিলে মাসি এতদূরে আসি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

এতএব [স অতএব] *অব্য* অতএব। 'এতএব হে বালিকে সকল ...।' *গৌর*, ১৮২২।

এতকে *সর্ব* এতে। '... এতকে একার মাত্রাস্বর দেবদত্তের।' *স্বরো*, ১৭২০।

এতৎ, এতদ্‌ [স] *বিণ* এমন। 'এতৎ কালে সোলেমানের জামাতা হসো বাজ্জিদকে সংহার করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

এতৎকারণ [স] *বি* এইকারণ। 'অত্যসম্ভব এতৎকারণে ঐ কাজীকে ... সোপর্দ্দ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

এতৎকালে [স] *ক্রিবিণ* এমন সময়ে। 'এতৎ কালে সোলেমানের জামাতা হসো বাজিদকে সংহার করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

এতৎপত্র [স] *বি* এই পত্র। 'মহাশয় এতৎপত্র দর্পণার্পণে চিরবাধিত করিয়া উক্তাত্যাচার রাজাপ্রজা উভয়ের সুগোচর করাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

এতদংশ [স এতৎ-অংশ] *বি* এই অংশ। 'এতদংশ সৌন্দর্য্যে তাহার তুল্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

এতদভিপ্রায়ে [স এতৎ-অভিপ্রায়] *ক্রিবিণ* এ উদ্দেশ্যে। 'এতদভিপ্রায়ে এতন্নগরস্থ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরদিগকে আহ্বান করা গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

এতদর্থে [স এতৎ-অর্থে] *ক্রিবিণ* এই মর্মে। 'এতদর্থে দস্তাপত্র লিখিয়া দিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

এতদার্থে [স এতৎ-অর্থে>] *ক্রিবিণ* এই অনুসারে। 'এতদার্থে পাট্টা দিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪।

এতদুপলক্ষে [স এতৎ-উপলক্ষে] *ক্রিবিণ* এই উপলক্ষে। 'এতদুপলক্ষে বহু সাহিত্যিক, শিল্পী ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

এতদুভয় [স এতৎ-উভয়] *বিণ* উভয় প্রকার। 'ইঙ্গলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় এতদুভয় ... রচিত অতিউত্তম ইতিহাস।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

এতদ্দেশ [স এতৎ-দেশ] *বি* এই দেশ। 'এত বড় রথ এতদ্দেশে নাই।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

এতদ্দেশীয় [স এতৎ-দেশীয়] ১ *বিণ* এ দেশের। 'এতদ্দেশীয় অনেক২ বিশিষ্ট ব্যক্তি ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* এ দেশে বসবাসকারী। 'এতদ্দেশীয় পূর্ব্বকালীন লোকে মনেতেও কল্পনা করে নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

এতদ্দেশে [স এতৎ-দেশ>] *ক্রিবিণ* এই দেশে। 'আমি এতদ্দেশে আগমন করিয়া ... পরমাপ্যায়িত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮২১।

এতদ্দ্বারা [স এতৎ-দ্বারা] *ক্রিবিণ* এর দ্বারা। 'এতদ্দ্বারা ঋগ্বেদের সাময়িক আচার ব্যবহারের ... সহিত রামায়ণের সম্বন্ধ বহুলাংশে নিরূপিত হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

এতদ্ধেতুক [স এতৎ-হেতুক] *ক্রিবিণ* এই কারণে। 'এতদ্ধেতুক জনক জননী ও পিতৃ মাতৃ বন্ধু গণ ঐ কন্যা ... করিয়া থাকেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

এতদ্বর্ষ [স এতৎ-বর্ষ] *বি* এই বছর। 'এতদ্বর্ষে বাতীর স্বাশ্রয় করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

এতদ্বিবেচনা [স এতৎ-বিবেচনা] *বি* এই বিবেচনা। 'এতদ্বিবেচনায় এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

এতদ্বিষয় [স এতৎ-বিষয়] *বি* এই বিষয়। **এতদ্বিষয়ে** [স এতৎ-বিষয়>] *ক্রিবিণ* এ বিষয়ে। 'আমরা এতদ্বিষয়ে অবগত হইয়া লিখিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

এতদ্ব্যতিরিক্ত [স এতৎ-ব্যতিরিক্ত] *ক্রিবিণ* এছাড়া। 'তৎকালে বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকের বেতন এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোনও প্রকার অর্থাগম ছিল না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

এতদ্ব্যতীত [স এতৎ-ব্যতীত] *ক্রিবিণ* এছাড়া। 'এতদ্ব্যতীত মাতৃশ্রাদ্ধ পুত্রের বিবাহ ইত্যাদি।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫।

এতদ্ভিন্ন [স এতৎ-ভিন্ন] *ক্রিবিণ* এছাড়া। 'এতদ্ভিন্ন অনেকে স্ব২ ব্যয় করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

এতদ্রূপ [স এতৎ-রূপ] *বিণ* এরূপ। 'আহা কন্যাগণের এতদ্রূপ

মহাক্লেশে কালগত ...।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

এতন্নগরস্থ [স এতৎ-নগরস্থ] *বিণ* এই নগরে বসবাসকারী। 'এতদভিপ্রায়ে এতন্নগরস্থ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরদিগকে আহ্বান করা গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

এতন্নিবন্ধন [স এতৎ-নিবন্ধন] *ক্রিবিণ* এই কারণে। 'এতন্নিবন্ধন আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

এতন্নিমিত্ত [স এতৎ-নিমিত্ত] *ক্রিবিণ* এই কারণে। 'ভূপালের অধীন এতন্নিমিত্ত নিষ্কর ভূমির করগ্রহণকে অন্যায় জানিয়াও ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

এতন্মধ্যে [স এতৎ-মধ্যে] *ক্রিবিণ* এর মধ্যে। 'এতন্মধ্যে একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

এতধিক *বিণ* এরূপ অধিক সংখ্যক। 'এতধিক সংসারে করিল বহু কাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

এতফাক [আ ইত্তিফাক] *বিণ* অভিমত। 'গোমাস্তা ও কোটীর দোসরা আমলা হায়ের সঙ্গে এক এতফাক হইয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

এতবরী [আ ইতিবার>] *বিণ* বিশ্বাসী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

এতবার, এৎবার [আ ইতিবার] *বি* বিশ্বাস। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সোনা রুপা কাপড় জাহা হয়ে সোদ দেও তবে আমার এতবার হয়।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'আমার উপর তাঁনার এৎবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

এতবার করন *বি* বিশ্বাস করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

এতবারি [আ ইতিবার>] *বিণ* বিশ্বাসী। 'দুই চাকর চাহী তাহা এতবারি দেখীয়া পাঠাইয়া দিবা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

এতবি [পা এত] *বিণ* এতই। 'এ তৈলোএ এতবি ষারা।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

এতমামদার [আ ইহতিমাম+ফা দার] *বি* জমিদারের রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী। 'আমেল ও তহসিলদার ও এতমামদার কিম্বা আর যে কেহ।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

এতর্থে *ক্রিবিণ* এই মর্মে। 'সে ঝুটা এতর্থে ষুভসম্বন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

এতলা, এত্তেলা [আ ইত্তিলা] *বি* অবগতি; জানানো। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

এতা [স এতৎ] *ক্রিবিণ* এথা; এখানে। 'এতা লক্ষ্মণে সহ শ্রীরাম ধানুকি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

এতাদর্থে [স এতদর্থে] *ক্রিবিণ* এই মর্মে। 'এতাদর্থে হাফীনামা পত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

এতাদৃক [স] *বিণ* এরূপ। 'যেরূপ আয়োজন ও উদ্যোগ হইতেছে এতাদৃক না কোন গ্রন্থেই দৃশ্য হয় না।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

এতাদৃশ [স] *বিণ* এরূপ। 'এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

এতাদৃশাচারবন্ত [স এতাদৃশ-আচারবন্ত] *বিণ* এমন আচারবিশিষ্ট। 'এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিরদিগের স্কান্দ ও মহাভারত বচনানুসারে কি বক্তব্য।' *দর্পণ*, ১৮২২।

এতাদৃশী [স] *বিণ স্ত্রী* এই প্রকার; এরূপ। 'যে শুনে যে পড়ে তার ভাব এতাদৃশী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এতাদৃশী যে পরম দেবতা তাঁহার চরণে আমি কোটি ২ প্রণাম করি।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

এতাদৃশ্য [স] *বিণ* এই রকম। 'এতাদৃশ্যাচারবন্ত ব্যক্তিরদিগের স্কান্দ ও মহাভারত বচনানুসারে কি বক্তব্য।' *দর্পণ*, ১৮২২।

এতাধিক [স] *বিণ* এত বেশি। 'কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাধিক পরিবর্তনে অত্যন্ত চিন্তিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

এতানি [ই] *সর্ব* এগুলি। 'এতানি পরশে ঘটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

এতাবৎ [এ+স তাবৎ] ১ *বিণ* এতোটা। 'এই স্কুলসোসৈয়িটি স্থাপন হওয়াতে বালকেরদের যত উপকার হইয়াছে এতাবৎ পূর্ব্বে হওনের সম্ভাবনা ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *ক্রিবিণ* এখন পর্যন্ত। 'তাঁহার এতাবৎ চেষ্টা নিঃস্বার্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

এতাবৎকাল [এ+স তাবৎকাল] ১ *বি* এতদিন। 'এতাবৎকাল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ও সুখস্বচ্ছন্দে রাখিয়াছ।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *ক্রিবিণ* এতদিন ধ'রে। 'প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

এতাবতা [স তাবৎ>] ১ *ক্রিবিণ* এ পর্যন্ত; এই নিমিত্তে। 'আফিণের এইজেন্ট এতাবতা আড়তিয়া সাহেবান।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭। ২ *বিণ* এই পরিমাণ। 'প্রভু বংশোদ্ভব এতাবতা মান্য।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *ক্রিবিণ* এই রূপে। 'এতাবতা এ দেশের স্ত্রীগণের দ্বিতীয়ভাগ প্রাণপণে যাপন হয়।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

এতাবন্মাত্র [এ+তাবৎ-মাত্র] *বিণ* এটুকু মাত্র। 'এতাবন্মাত্র ইহা ব্যতিরেক আমরা আর কিছু বলিতে পারি না।' *রামরাম*, ১৮০১।

এতাবধি *ক্রিবিণ* এখন পর্যন্ত। 'এতাবধি প্রায় যাবতীয় কাব্য সংকলনে তার থেকে একটা না একটা কবিতা নেওয়া হয়েছে।' *মণীশ*, ১৯৩১।

এতাবান [স] *অব্য* ইত্যাদি। 'দাতা ও ধার্ম্মিক ও বিষয় কর্ম্মে নিপুণ এতাবান গুণ একাধারে ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

এতিম [আ ইয়তিম] *বি* পিতামাতা নেই যার। 'এতিমেরে অন্নে বস্ত্রে সদাএ পালাও।' *আলাওল*, ১৬৮০।

এতিমখানা [আ ইয়তিম+ফা খানা] *বি* অনাথ আশ্রম। 'এতিম-খানা হলেও সকল দুঃস্থ গরীবের অভাব মোচন হত না।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

এতিমাবাস [আ ইয়তিম+স আবাস] *বি* অনাথাশ্রম। 'এতিমাবাসের তহবিল থেকে তাদের প্রত্যেককে ... উপহার দেওয়া হয়।' *বেগম*, ১৯৬৫।

-এতে *সপ্তমী বিভক্তি*। 'জেই জন জিনে তারে কান্দেতে করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

এতেক [স ইয়ৎ] ১ *বিণ* এইটুকু। 'এতেক আরতী আছে পরে কেহ্নে মাঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* এ পর্যন্ত। 'এতেক সুনিয়া তবে রাজা জন্মেজয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **এতেকে** *ক্রিবিণ* এ কারণে। 'এতেকে করিল আগে ভক্তের বন্দন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **এতেকেঁ** *ক্রিবিণ* এ কারণে। 'এতেকেঁ তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এতোদর্থে [স এতদর্থে] *ক্রিবিণ* এ জন্যে। 'এতোদর্থে পাটকপত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

এন্তা *বিণ* এত; অনেক। 'ছি ছি এন্তা জঞ্জাল।' *ক্ষীরোদ*, ১৯২৫।

এন্তালানামা [আ ইত্তিলা>] *বি* লিপিবদ্ধ বর্ণনা। 'এ বিষয়ের এক এন্তালানামা ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **এন্তেলা** [আ ইত্তিলা] *বি* সংবাদ। 'কিন্তু না পাইনু তার মনের এন্তেলা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

এন্তাহাম [স ইহ্‌তিহাম] *বি* অভিযোগ। 'ঠকচাচা জাল এন্তাহামে গেরেপ্তার হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

এত্তেহাদ [আ ইত্তিহাদ] *বি* বন্ধুত্ব। 'একতা ও এত্তেহাদ ইসলামী জিন্দেগীর বড় কথা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

এত্যেক *অব্য* তাই; এ কারণে। 'এত্যেক ক্ষমহ প্রভু মোর অপরাধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

এৎলা, এত্‌লা [আ ইত্তিলা] *বি* সংবাদ। 'বিমর্ষ হইয়া হুজুর এত্‌লা কারণ ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

এথ [স অত্র] **১** *বিণ* এত। 'এথ দুঃক্ষ পাই মুই দিমু অভাগিনী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* এমন। 'তুহ্মি বিদ্যমানে এথ কেন হৈল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *সর্ব* এটা। 'এথ শুনি কন্যাএ ভাবিল মনে মনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

এথা [স অত্র] *ক্রিবিণ* এখানে। 'দ্বাদস দিবস এথা অপসর করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

এথাই *ক্রিবিণ* এখানেই। 'এথাই নরক স্বর্গ সুনি ভাগবতে ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

এথাএ *ক্রিবিণ* এখানে। 'এথাএ পুত্র কোলে করিব কুন্তিনামে মাএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

এথাঁ [স অত্র] *ক্রিবিণ* এখানে। 'কাতে নিবেদিবোঁ মোঞ এথাঁ কেহো নাহি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এথাঁসি *ক্রিবিণ* এখানেই। 'এথাঁসি সুন্দরি রাধা কর কাঠদাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এথাকে [স অত্র>] *ক্রিবিণ* এখানে। 'আসিতে এথাকে না শুনিলে অপজস।' *মালাধর*, ১৫০০।

এথাঞিঁ [স অত্র>] *ক্রিবিণ* এখানেই। 'এথাঞিঁ আছিল বাঁশী সখার বিদিতে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এথাত *ক্রিবিণ* এখানে। 'এথাত রামকৃষ্ণ পুহাইল রাতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

এথায় **১** *ক্রিবিণ* এখানে। 'শুনিয়া আইনু মুঞি পাতকী এথায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* এদিকে। 'এথায় বাদসাহী লস্কর সেনাপতি রাজা তোড়লমল ও রাজা ওমরাও সিংহ।' *রামরাম*, ১৮০১।

এথাহোঁ *ক্রিবিণ* এখানেও। 'সে ফল এথাহোঁ দিবোঁ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এথনলজি [ই] *বি* নৃবিজ্ঞান। 'এই বস্তাপচা বিচার এথনলজি অ্যানথ্রপলজি প্রভৃতি নাম ধারণ করে।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

এথানক [স স্থান>] *ক্রিবিণ* এ স্থানে। 'এথানক আইলা বড়ায়ি আহ্মার ভাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এথারে [স অত্র>] *ক্রিবিণ* এখানে। 'তে কারনে দুর্গ লংঘি আইলাঙ এথারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

এথিনীয় [ই] *বিণ* এথেন্স দেশীয়। 'বাঙ্গালীরা আসিয়াখণ্ডের মধ্যে এথিনীয় জাতিসদৃশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

এথু [স ইয়ৎ, পা এত] **১** *ক্রিবিণ* এখানে। 'ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **২** *সর্ব* এটা। 'জো এথু বুঝএ সো এথু বীরা।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

এথেক *ক্রিবিণ* এই পর্যন্ত। 'এথেক সৃজিতে তিল না হৈল বিলম্ব।' *আলাওল*, ১৬৮০।

এদর্থে *ক্রিবিণ* এতদর্থে; এই জন্যে। *মেয়র্স*, ১৭৬৯।

এদানিক [স ইদানীং] *ক্রিবিণ* আজকাল। 'ঐ খাঁ দিগের আশ্রিত লোক থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

এদানীং [স ইদানীং] *ক্রিবিণ* ইদানীং। 'এদানীং ... জোর আর পায় না ঘুঁষিতে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

এদিক *বি* কোনো এক দিক। **এদিক-ওদিক** *ক্রিবিণ* চার দিকে। 'ইচ্ছা মত ওষ্ঠ বাড়াইতে ও এদিক ওদিক ফিরাইতে পারে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

এদিকটায় *ক্রিবিণ* এদিকে; এই অঞ্চলে। 'এদিকটায় পোস্টে চড়ে তার এসেছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

এদুকসন [ই এজুকেশন] *বিণ* শিক্ষাবিষয়ক। 'এদুকসন কমিটি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

এদেসিয় [স দেশীয়>] *বিণ* এ দেশের। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

এদ্দৎ [আ ইদ্দত] *বি* মুসলমান সদ্যবিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীর পুনরায় বিয়ের আগের ধর্মনির্দিষ্ট অপেক্ষাকাল। 'এদ্দৎ সময় উত্তীর্ণ হইলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

এধার ওধার [স ধার>] **১** *ক্রিবিণ* চারদিক; এদিক-সেদিক। 'এধার ওধার দেখিয়া লইয়া বলিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* অন্য ব্যবস্থা। 'তুমি তো ছিলে, কিছু এধার-ওধার করতে পারলে না।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

এনকেলাব [আ ইনকিলাব] *বি* বিপ্লব। 'এসেছে জগতে নূতন করিয়া এনকেলাব, আবার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

এনকোয়ারি [ই] *বি* তদন্ত। 'আইনসঙ্গত এনকোয়ারি শুরু হবে।' *মানিক*, ১৯৪৭।

এনক্লোজার [ই] *বি* সীমানা। 'মাখন এনক্লোজারের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

এনগেজমেন্ট [ই] **১** *বি* আগে থেকে নির্ধারিত যোগাযোগ। 'তোকে চিঠিতে লিখেছিলেম কাল 7 p.m.-এর সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এনগেজমেন্ট করা যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* সাক্ষাৎকার। 'ঠিক সাতটার সময় অখিল বাবুর সহিত তাহার এনগেজমেন্ট আছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬। **৩** *বি* নির্দিষ্ট সময়ে কারো সঙ্গে কোনো কাজ থাকা। 'অন্যত্র আমার এনগেজমেন্ট আছে।' *মনসুর*, ১৯৪০।

এনগ্রেভিং [ই] *বি* খোদাই করা চিত্র। 'বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাঁধানো এনগ্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

এনছাপ, এনছাফ [আ ইনসাফ] *বি* সুবিচার। 'এ কুম্পানির মুলুকে এনছাফ আছে কিনা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'বুড়ো বাপের কাছে এনছাপ নিতে গিয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। *দ্র* **ইনসাফ**

এনজয়মেন্ট [ই] *বি* আনন্দ। 'আপনার এমন পজিসন ক'রে দেব যে লেভিতে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ হবে আর এনজয়মেন্টও ফার্ষ্ট ক্লাস হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

এনট্রান্স, এনট্রানস্ [ই] **১** *বি* মাধ্যমিক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা; প্রবেশিকা পরীক্ষা, ম্যাট্রিক পরীক্ষা। 'নলিন ফেল করিতে করিতে এনট্রান্স ক্লাসে জাঁতিকলের ইঁদুরের মতো আটকা পড়িয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* প্রবেশ। 'পাত্রপাত্রীর কথার মধ্যে তার এনট্রান্স ও এগজিটের কোনো নাটকীয় ভূমিকা ছিল না।' *রশীদ*, ১৯৬৩। *দ্র* **এন্ট্রান্স**

এনট্রেন্স স্কুল [ই] *বি* মাধ্যমিক বিদ্যালয়। 'এনট্রেন্স স্কুলের হেডমাস্টার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

এনডোর্স [ই] *বি* অনুমোদন। 'গোটা গোটা অক্ষরে সরসী সুবিমলের

নামটা সেখানে এনডোর্স করে রেখেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

এনতাকাল [আ ইনতিকাল] *বি* মৃত্যু; (এখানে) মামলা নিষ্পত্তির আগে মাল ক্রোক বা ক্রোকের নির্দেশ। 'না দেখালে আজ সাতখানা এনতাকাল এসে পড়তো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

এনফেসাল [আ ইনফিসাল] *বি* ভাগ; বিভাগ। 'মোকদ্দমা এনফেসাল হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

এনভেলাপ [ই] *বি* চিঠির খাম। 'সাধারণ সরকারী এনভেলাপ নয়, কাঁঠালীচাঁপা রঙের বড় লেফাপা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

এনলাইটেণ্ড [ই] *বিণ* মুক্তমনা। 'কিছু এনলাইটেণ্ড লোকের জন্যেই আমাদের আর্ট কালচার এখনো টিকে আছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

এনসাইক্লোপিডিয়া, এনসাইক্লোপীডিয়া [ই] *বি* বিশ্বকোষ। 'এনসাইক্লোপীডিয়া হইতে এ সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'মহাভারত হচ্ছে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

এনসাইন [ই] *বি* নৌবাহিনীর পদবিশেষ। 'আমি এক রেজিমেন্টে এনসাইনের পদে নিযুক্ত ছিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

এনসান [আ ইনসান] *বি* মানুষ। 'হামেশা আয়তল কুরসি পড়ে যে এনসান।' *গরীব*, ১৭৬৫। দ্র **ইনসান**

এনা *বিণ* এই। 'এনা এক ফুট পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এনাটমি [ই] *বি* অঙ্গ-সংস্থান বিদ্যা। 'এনাটমি প্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করিবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

এনাম [আ ইনাম] *বি* উপহার। 'কাসেদে এনাম দিয়া হইল নেহাল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

এনামেল [ই] **১** *বি* ধাতব পদার্থবিশেষ। 'ফুটো এনামেলের গেলাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **২** *বি* দাঁতের উপরকার শক্ত আবরণ। 'দাঁতের এনামেল ঝিকমিক করে ওঠে।' *জীবন*, ১৯৩০।

এনামেল-উঠে-যাওয়া *বিণ* এনামেলের প্রলেপ উঠে গেছে এমন। 'এনামেল-উঠে-যাওয়া একখানা বাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

এনামেল-করা *বিণ* এনামেলের প্রলেপ দেওয়া। 'সোনার উপরে এনামেল-করা একটি ছোটো ব্রোচ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

এনার *সর্ব* তাঁর। 'এনার বাত মাফিক কাম করলে মোদের মেটির ভিতর জলদি যেতে হবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

এনার্কিস্ট [ই] *বিণ* নৈরাজ্যবাদী। 'সে এনার্কিস্ট দলে যোগ দিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

এনার্জি [ই] *বি* শক্তি। 'মেয়েদের জৈবকণায় যে এনার্জি থাকে সেটা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

এনিমি [ই] *বি* শত্রু। 'এত এনিমির সঙ্গে লড়ে এনিমিয়া নিয়ে নিমতলার দিকেই কেটে পড়েছেন কিনা, কে জানে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

এনিমিয়া [ই] *বি* রক্তাল্পতা। 'এনিমিয়া নিয়ে নিমতলার দিকেই কেটে পড়েছেন কিনা, কে জানে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

এনিসপিক্টর [ই] *বি* পরিদর্শক। 'এনিস পিক্টর সাহেবের দপ্তর খানাতে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬। দ্র **ইনস্পেক্টর**

এনোফিলিস [ই] *বি* ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশা। 'এনোফিলিস তো চারধারেই কিলবিল করছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

এন্‌গেজমেন্ট [ই] *বিণ* বিয়ের বাগ্‌দানের। 'কিছুদিন থেকে লুকিয়ে রেখেছিল এন্‌গেজমেন্ট আংটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

এন্টারটেন [ই] **১** *বি* আপ্যায়ন। 'অতিথিকে অশোক এন্টারটেন করছে।' *মানিক*, ১৯৩৫। **২** *বি* যৌনসেবা দান। 'দিনে ঝিগিরি, রাধুঁনীগিরি, রাতে বাইরের লোককে এন্টারটেন করে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

এন্টেনা [ই] *বি* রেডিও বা টিভির তরঙ্গগ্রাহক যন্ত্র। 'এ বাসায় ঢোকার আগে দেখা উচিত ছিল বাড়ির মাথায় এন্টেনা আছে কি-না।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

এন্ট্রান্স, এন্‌ট্রান্‌স, এন্টেশ [ই] *বি* প্রবেশিকা পরীক্ষা। 'এন্‌ট্রান্‌স পাস করবার পূর্ব্বে বাপ হয়েছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'বয়স কম বলে এবারে এন্ট্রান্স পাশ করতে দ্যায়নি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'এন্টেশ পাশ কৈরা ছাওয়াল আমার দারোগা হৈব।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

এন্ট্রি [ই] *বিণ* প্রবেশ। 'এন্ট্রি-ফিই মাটি, অনেক টাকা গেছে আমার।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

এন্ট্রেন্স [ই] **১** *বিণ* মাধ্যমিক স্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষা; প্রবেশিকা পরীক্ষা; ম্যাট্রিক পরীক্ষা। 'এন্ট্রেন্স পরীক্ষা না দিতে দিতে পড়িয়া যায়।' *রাজ*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* মাধ্যমিক। 'জমিদার মহোদয়গণের সাহায্যে ... এন্ট্রেন্স স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।' *ইসলামিয়া*, ১৮৯৫।

-এন্ত *ক্রিয়াবিভক্তি*। 'যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এন্তার [প] **১** *ক্রিবিণ* অবিরাম। 'এন্তার গান তার ভাসে ভোর বাতাসে।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* প্রচুর। 'বিনে পয়সায় এন্তার মিললেও কেন যে লোকে এত খরচপত্তর করে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

এন্তেকাল [আ ইনতিকাল] *বি* মৃত্যু। 'ফাতেমাবিবির এন্তেকালের পর ... বিবাহ করেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৭।

এন্তেজাম [আ ইনতিজাম] *বি* বন্দোবস্ত। 'দুপক্ষেরই সব এন্তেজাম হয়ে গেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

এন্তেজার [আ ইনতিজার] *বি* অপেক্ষা। 'আমার লাগি এন্তেজার কইর না।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

এন্তেজারি, এন্তেজারী [আ ইনতিজার>] *বি* আগ্রহের সাথে অপেক্ষা। 'সেই ছটা থেকে এন্তেজারি করে ... সবে মুখ দেখলাম।' *মনসুর*, ১৯৪৫; 'এই এন্তেজারী ভালো লাগে না।' *মুনীর*, ১৯৬১।

এন্‌তেহাম [আ ইমতিহান] *বি* পরীক্ষা। 'তিন২ মাস অন্তর এন্‌তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা হইবেক ইতি।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

এপন [স লেপন] *বি* আলপনা। 'উজর এপন মুকুতাহার নয়ন নিবেদল বন্দনভার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

এপয়েন্টমেন্ট লেটার [ই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার] *বি* নিয়োগপত্র। 'হাইস্কুলের ... এপয়েন্টমেন্ট লেটার আসিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

এপরিল [ই] *বি* খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার চতুর্থ মাস; এপ্রিল। *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

এপিক [ই] *বি* মহাকাব্য। 'সাহিত্যভাণ্ডারে যাচাই করিয়া তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে এপিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

এপিটাফ [ই] *বি* সমাধিলিপি। 'সহসা, ঘুমের মাঝে মনে পড়ে খিন্ন এপিটাফ।' *শক্তি*, ১৯৭০।

এপিডেপিট [ই] *বি* হলফনামা। 'কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট কল্লেও বিশ্বাস হয় না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

এপিডেমিক [ই] *বি* মহামারী। 'একেবারে বিয়ের এপিডেমিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

এপোলো [ই] *বি* গ্রীক দেবতা। 'সে ছিল কালোপাথরের জীবন্ত এপোলো।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

এপ্রন [ই] *বি* ঊর্ধ্বাঙ্গ আচ্ছাদন করার বস্ত্র। 'হাসপাতালের এপ্রন-পরা সার্জেনদের দল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

এপ্রিল [ই] *বি* রোমান পঞ্জিকার চতুর্থ মাস। 'গত শনিবার ১ এপ্রিল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

এপ্রিল ফুল [ই] *বি* ইউরোপীয় প্রথায় পহেলা এপ্রিল বোকা বানানোর রীতিবিশেষ। 'তাকে কোন বছর এপ্রিল ফুল করতে পারিনি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

এপ্রেল [ই] *বি* খ্রিস্টাব্দের চতুর্থ মাস; এপ্রিল। '৮ এপ্রেল ১৮৪২ – আমি কুইন জাহাজ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

এপ্রেন্টিস [ই] *বি* শিক্ষানবিস। 'সিনিয়ার এপ্রেন্টিস।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

এপ্রন্টিসি [ই অ্যাপ্রেন্টিস+বা ই] *বি* শিক্ষানবিসি। 'অনেক দিন এপ্রন্টিসি করিতে হয়।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

এপ্রেন্টিসি [ই অ্যাপ্রেন্টিস+বা ই] *বি* শিক্ষানবিসি। 'সে কখনো এপ্রেন্টিসি করেনি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

এফএ পরীক্ষা [ই এফএ+স পরীক্ষা] *বি* এনট্রান্স পরীক্ষার পরের পরীক্ষা; উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা (ফার্স্ট আর্টস)। 'এফএ পরীক্ষায় যদি ভালোরকম বৃত্তি পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

এফতার [আ ইফতার] *বি* ইসলামি মতে সারাদিন রোজা রেখে সূর্যাস্তের পর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ। 'তাড়াতাড়ি এফতার করিয়া বাহিরে গেল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

এফতারী [আ ইফতার] *বি* রোজা ভঙ্গ করার জন্য সূর্যাস্তের পর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ। 'বিছানায় শুয়েই করতে হলো এফতারী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

এফন [ই অ্যাপ্রন] *বি* অন্যান্য বস্ত্রের উপর পরার মতো ঊর্ধ্বাঙ্গের আচ্ছাদন। 'এফন রুমাল ১৩ তেরো জোড়া।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

এফরেল [ই] *বি* এপ্রিল। '৩০ এফরেল তারিখ।' *দর্পণ*, ১৮১৯। *দ্র* **এপ্রিল**

এফিডেবিট [ই] *বি* শপথনামা। 'ব্যাঙ্কে যাবেন আর একটা এফিডেবিট করে আসবেন চলুন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

এফিসিয়েন্ট [ই] *বিণ* অতিশয় দক্ষ। 'একজন এফিসিয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার দরকার।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

এফেক্ট [ই] *বি* ফলাফল। 'ঠিকই ধরেছি বেরিবেরির আফটার-এফেক্টই এই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

এফোঁড়-ওফোঁড় *বিণ* একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত বিদ্ধ। 'দেহটা এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

এফ্রিল [ই] *বি* খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার চতুর্থ মাস; এপ্রিল। 'গত ১৫ এফ্রিল তারিখে।' *দর্পণ*, ১৮২০। *দ্র* **এপ্রিল**

এবং [স] *অব্য* ও; আর। 'লঘু ১৮ কলা পরে গুরু এবং সকলে ৬৫ পঁয়ষট্টি কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'টাকা দিবার বিষয় নাই এবং জীনিষ দিবার বিষয় নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

এবংকার [স] *বিণ* জোড়া। 'এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোত্তিউ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

এবংবিধ [স] *বিণ* এ রকম। 'এই ভূমণ্ডলে এবংবিধ বহু ক্ষুদ্র জীব জন্তু আছে যে, তাহারা মানব জাতির কখন কোন অপকার করে না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

এবংস্বভাব [স] *বি* এমন স্বভাব। 'তাবৎ লোকেরি যদি এবংস্বভাব হইত ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

এবঞ্চ [স] *অব্য* এবং। 'চারি জন ঘোড়ার গাড়িতে এবঞ্চ দুই জন অশ্বারোহি।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

এবড়ো-খেবড়ো [আ ইবরা>] **১** *বি* উঁচুনিচু স্থান। 'কাঁটা-খোঁচা এবড়ো-খেবড়োর মধ্যে এক-এক জায়গায় ব্লু-বেলস নামক ছোটো ছোটো ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* উঁচুনিচু। 'এবড়ো-খেবড়ো মাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৩** *বিণ* অগোছালো; অবিন্যস্ত। 'কতকগুলো এবড়োখেবড়ো শব্দ।' *জীবন*, ১৯৩২।

এবনরমাল [ই অ্যাবনর্মাল] *বিণ* অস্বাভাবিক। 'তোমার এবনরমাল অবস্থাটা দেখবার বাসনা আমার মাঝে মাঝে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

এবনে [আ ইবন] *বি* -এর সন্তান। 'শ্রীফাজীল অলাদে নিজাম এবনে মকুল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

এবম্প্রকার [স] *বিণ* এইরূপ। 'এবম্প্রকার মিষ্ট বচনে ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

এবম্বিধ [স] **১** *বিণ* এই প্রকার। 'এবম্বিধ মুক্ত সব কার কৃষ্ণভক্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* এরূপ। 'সুতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ ... সম্পন্ন হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

এবম্ভূত [স] **১** *ক্রিবিণ* এই রকম ক'রে। 'এবম্ভূত ভট্টাচার্য্যেরা কহিয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* এই রূপ। 'এবম্ভূত গুণীগণ ধাড়ি কালওয়াত কাওয়াল কথক সারঙ্গিয়া তবলিয়া ভাঁড় প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

এবরত [আ] *বি* রচনা; রচনা ভঙ্গি। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

এবরো খেবরো [আ ইবরা>] *বিণ* উঁচুনিচু। 'যে তোমার এবরো খেবরো গা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

এবলিশ [ই অ্যাবলিশ] *বি* বিলোপসাধন। 'সভাটা দেখচি এবলিশ কত্তে হলো।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

এবাদত [আ ইবাদত] **১** *বি* একনিষ্ঠতা। 'হেম্মত ও এবাদতে ও নেহাইয়ত চালাকিতে একাজ করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* প্রার্থনা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'দোজখের ভয়ে এবাদত করি।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

এবাদতবন্দেগী [আ ইবাদত+ফা বন্দেগী] *বি* প্রার্থনাদি। 'ব্যর্থ হয়ে যাবে তাঁর আজন্ম এবাদতবন্দেগী সাধনা?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

এবাদতী [আ ইবাদত>] *বিণ* উপাসনাপূর্ণ। 'গভীর এবাদতী নিবিষ্টতায় তার ক্ষুদ্র চোখ ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

এবার [এ+ফা বার>] **১** *ক্রিবিণ* এইবার। 'দৈবযোগে আসি এবার রাধা পড়িলা আক্ষার হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* এ বছর। 'এ বার বরিষ মোর তের নাহি পূরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রিবিণ* এখন। 'এবার ফিরাও মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

এবারকার [এ+ফা বার>+স কার] *বিণ* এবারের। 'এবারকার দক্ষিণার টাকায় ব্রাহ্মণীর নত গড়ান ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

এবারের মতো *ক্রিবিণ* এখনকার মতো। 'এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

এবারত [আ ইবারত] *বি* রচনারীতি; বাগ্‌ধারা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এবালিস [ই অ্যাবলিশ] *বি* বিলোপসাধন; উচ্ছেদ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এবি [ই] *বি* ইংরেজি ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান। 'এরা এবি পড়ে, বিবি সেজে,

বিলাতি বোল কবেই কবে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

এবে ১ *ক্রিবিণ* এখন। 'এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ব্ভ হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* অতঃপর। 'আইলা এবে বিদ্যাধরী-দল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

এবেঁ *ক্রিবিণ* এখন। 'এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

এবেঁসি *ক্রিবিণ* এখনই। 'বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জানিলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এবেসে *ক্রিবিণ* এখন। 'ইন্দ্র কার্য্য এবেসে হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

এবোঁহো *ক্রিবিণ* এখন। 'এবোঁহো ছাড়হ মোরে দেব চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এবোল *বি* এই কথা; এরূপ বাক্য। 'কৃষ্ণ ঠাঞি জাহ তুমি এবোল কহিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

এভারেষ্ট [ই] *বি* বিশ্বের সর্বোচ্চ পাহাড়চূড়া। 'হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ এভারেষ্টের কথা।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

এভিডেন্স অ্যাক্ট [ই] *বি* সাক্ষী সংক্রান্ত আইন। 'কেবল একুইটি আর এভিডেন্স অ্যাক্ট মুখস্থ করে করেই দুর্লভ জীবনটা কাটালুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

এভেনিউ [ই] *বি* রাজপথ। 'কেমন খুঁড়িয়ে হেঁটে স্মরণীয়ভাবে গলি আর এভেনিউ নিঃসঙ্গ পেরিয়ে যায়।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

এভো *ক্রিবিণ* তবু। 'এভো যবে না ধরিবে পাশে বৃন্দাবন বনে ধরি তোক তবে দিব আলিঙ্গন।' *বড়ু*, ১৫৭০। **এভোঁ** *ক্রিবিণ* এখন। 'এভোঁ দয়া ধর মোরে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এভোল্যুশন [ই] ১ *বি* গাছপালা ও জীবজন্তু সাধারণ জীবকোষ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানের রূপ লাভ করেছে – এই ধারণা; বিবর্তন। 'ডারুয়িনের এভোল্যুশন থিওরি যে বহুপূর্বে আফ্রিকা দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* ক্রমবিকাশ। 'ভালো লাগার এভোল্যুশন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

এভোঁহো *ক্রিবিণ* এখনও। 'এভোঁহো নাহিঁ ঘুচে তোর মুখে দুধবাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এভোহ *ক্রিবিণ* তবু। 'এভোহ কানাঞি তোর না ভইল জ্ঞানে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

এমএ [ই] *বি* বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি: মাস্টার অব আর্টস। 'এম.এ. পাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'পুত্রটি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

এমএলএ [ই] *বি* প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য; মেম্বার লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি। 'তার এক আত্মীয় এম. এল. এ.।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

এমএসসি [ই] *বি* বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; মাস্টার অব সায়েন্স। 'শশাঙ্কমৌলী যে-বছরে এম. এসসি. ডিগ্রির সর্বোচ্চ শিখরে সদ্য অধিরূঢ়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

এম-ডি [ই] *বি* চিকিৎসাবিদ্যার উচ্চতর ডিগ্রি; ডক্টর অব মেডিসিন। 'ইউরোপ থেকে ডক্টর অব মেডিসিন (এম-ডি) ডিগ্রী অর্জন করেছেন।' *বেগম*, ১৯৭০।

এমৎ [এ+স মত] *বিণ* এমন। 'আর শান্তচিত্ত অথচ ফলার্থী এমৎ ব্যক্তিও ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

এমত, এ মত [এ+স মত] ১ *ক্রিবিণ* এ-রকম। 'এমত কপট ধৃষ্ট লম্পট শঠ।' *চণ্ডী*, ১৫৭০। ২ *ক্রিবিণ* এইরূপ। 'এমত সোন্দরী ছাড়ি জাইমু কি কারন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'আপনাকে পাইলে উহারদিগকে এ মত করিত না।' *রামরাম*, ১৮০১।

এমত অবস্থা *বি* এই অবস্থা। 'এমত অবস্থায় তোমাদের দশাটা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

এমত এমত *ক্রিবিণ* এরূপে। 'যদ্যপিস্যাৎ এমত২ রচনা গড়না হইত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

এমতাবস্থায় [এমত+স অবস্থা>] *ক্রিবিণ* এরূপ পরিস্থিতিতে। 'এমতাবস্থায় কৃষক-প্রজার স্বার্থ-বিরোধিতা মোছলেম লীগে সম্ভব বলিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

এমতি *ক্রিবিণ* এমন। 'এমতি করিল কে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

এমতে *ক্রিবিণ* এভাবে; এমনরূপে। 'এমতে অনিত হব সভে দুরাচার।' *মালাধর*, ১৫০০।

এমতো *বিণ* এমন। 'এমতো স্কুলে যে ছেলে পড়ে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

এমন *বিণ* এরূপ। 'এমন চেষ্টা হইল তাহার।' *মালাধর*, ১৫০০।

এমন এমন *বিণ* এমন ধরনের। 'এমন এমন লোকও আছে, যে অবাধে শত বৎসর পরিশ্রম করিলেও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

এমনকি *অব্য* শুধু তাই নয়; অধিকন্তু। 'আমি রাজকুমারী, – এমনকি, রাজরাজেন্দ্রকুমারী।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

এমনতর [এমন+আ তরহ] *ক্রিবিণ* এই প্রকার; এই রকম। 'এমনতর রাগী চেহারার মেঘ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

এমনতরো [এমন+আ তরহ] *বিণ* এ রকম। 'তাই বলিয়া এমনতরো কাঙালপনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

এমন দিন *বি* এ-রকম উপযুক্ত সময়। 'এমন দিনে তারে বলা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

এমনধারা [এমন+স ধারা] ১ *বিণ* এ রকম। 'এমনধারা গুজব বাজারে খুব জোর রটেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৭। ২ *বি* এ রকম ঘটনা। 'যাহাতে এমনধারা না ঘটে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

এমনি ১ *বিণ* এ রকম। 'কেন নহিবেক চাহি এমনি যে ভক্তি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *ক্রিবিণ* অকারণে। 'আমরা এমনি এসে ভেসে যাই।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯০০।

এমনি ক'রে *ক্রিবিণ* এভাবে। 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

এমনিতর [এমনি+আ তরহ] *ক্রিবিণ* এভাবে। 'এমনিতর গেল-গেল শব্দ করতে করতে খোলা নদীতে এসে পড়লুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

এমনে *ক্রিবিণ* এভাবে। 'আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

এমফ্যাসিস [ই] *বি* ঝোঁক। 'কেবল উচ্চারণের আর এমফ্যাসিসের তারতম্যে মানে আলাদা হয়ে যায়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

এমবি [ই] *বিণ* চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক অর্থাৎ ব্যাচেলর অব মেডিসিন ডিগ্রি অর্জন করেছে এমন। 'নাইন্টিন থার্টিফোরের ম্যাট্রিক, ফট্টিটুর এম.বি.।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

এমব্রডারী, এমব্রয়ডারি, এমব্রয়ডারী [ই] *বি* কাপড়ের উপর সুতা দিয়ে নকশা করার কাজ। 'এমব্রয়ডারীটি হাতে করেই অণিমা উঠে এল স্বামীর কাছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮; 'এমব্রয়ডারি ও সেলাই কাজ।'

বেগম, ১৯৭০: 'বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের জন্য সেলাই, গীটার এবং এমব্রডারী ক্লাশ।' *বেগম*, ১৯৭০।

এমাম [আ ইমাম] *বি* মুসলিম ধর্মগুরু। 'বাদশাহ, পীর ও এমামগণের নামটাও শুদ্ধ করিয়া লিখিতে জানেন না।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

এমামতি [আ ইমামত>] *বি* ইমামের কাজ। 'উভয়ের এমামতি ঠিক থাকবে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

এমামবাড়ী [আ ইমাম+ফা বারা] *বি* মহরম পর্বের জন্য ব্যবহৃত গৃহবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এমারৎ [আ ইমারত] *বি* পাকা বাড়ি। 'এমারৎ গাঁথিবার কারণ।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

এমারত [আ ইমারত] *বি* পাকা বাড়ি; অট্টালিকা। 'ঠাঁই ঠাঁই এমারত যত ভেঙ্গেছিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

এমারিলিস [ই] *বি* একপ্রকার বিদেশি ফুল। 'বললে, এমারিলিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

এমারেল্ড [ই] *বি* মূল্যবান পাথরবিশেষ; পান্না। 'এটা কি এমারেল্ড, না হীরা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

এমুড়ো-ওমুড়ো *ক্রিবিণ* এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। 'জীবনের এই ফলবান খণ্ডটিকে এমুড়ো-ওমুড়ো দু'ভাগ করে দিতে পারে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

এমেচার [ই] *বি* অপেশাদার ব্যক্তি বা শিল্পী। 'আমি অন্য কোনো এমেচারের গলায় শুনিনি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

এম্পায়ার [ই] *বি* সাম্রাজ্য। 'রোমান এম্পায়ারের কথা যা বল্লেন।' *জীবন*, ১৯৩২।

এম্বুলেন্স [ই] *বি* রোগীবাহী যান। 'এম্বুলেন্স আনাইয়া আমিম সর্দারকে ডাক্তার সাহেব ... ভর্তি করান।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

এম্বেসি [ই] *বি* দূতাবাস। 'ও-মাল সুদ্ধমাত্র এম্বেসিগুলোর ক্যান্টিনে পাওয়া যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

এযহার [আ ইজহার] *বি* কোনো ফৌজদারি ঘটনা সম্পর্কে থানায় প্রদত্ত বিবৃতি। 'সলা-পরামর্শ করিয়া পরদিন বিকালে এযহার দেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

এযাবত [এ+স যাবৎ] *ক্রিবিণ* এখনো পর্যন্ত। 'এযাবত আসাম সরকারের পক্ষ হইতে ... হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

এযাযত [আ ইজাজত] *বি* সম্মতি। 'বর পছন্দ না হলে বিয়েতে এযাযত না দিলেই হয়।' *বেগম*, ১৯৫২।

এয়জ [আ ইওয়াজ] *বি* বিনিময়। 'এহার এয়জ কাপড় দেওনের আমাদিগের এমন ওমত নাই।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

এয়াকুত [আ] *বি* মূল্যবান পাথর; চুনি। 'দেখিলেন্ত পরতেক এয়াকুত পাথরে নির্মিছে।' *সুলতান*, ১৭০০।

এয়াদ [আ ইয়াদ] *বি* স্মরণ। 'এ কথা খুব এয়াদ রাখিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

এয়ার [ফা ইয়ার] *বি* দোস্ত; বন্ধু। 'এয়ার দল লইয়া বসিয়া সর্ব্বদা।' *ভবানী*, ১৮২৫। *দ্র* **ইয়ার**

এয়ার দল [ফা ইয়ার+স দল] *বি* বন্ধু সকল। 'এয়ার দল লইয়া বসিয়া সর্ব্বদা ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

এয়ারবক্সি [ফা] *বি* বন্ধু-বান্ধব। 'যদি লেখাপড়া শিখি তবে আমার এয়ারবক্সিদিগের দশা কি হইবে?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

এয়ার [ই] *বি* বায়ু। **এয়ার কণ্ডিশন** [ই] *বি* শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ। 'এয়ার কণ্ডিশনের ওপর ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে ...।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

এয়ার কণ্ডিশনড [ই] *বিণ* শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। 'এয়ার কণ্ডিশনড কামরার করিডোরে ভীড়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

এয়ার টাইট [ই] *বিণ* বায়ুনিরোধী। 'বাসখানাকে সম্পূর্ণ এয়ার টাইট বলা যাইতে পারিত।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

এয়ারপোর্ট [ই] *বি* বিমানবন্দর। 'কায়রোর ফারুক এয়ারপোর্টে নামলাম।' *হাই*, ১৯৫০।

এয়োরোপ্লেন [ই] *বি* উড়োজাহাজ। 'এয়োরোপ্লেন থেকে ঝরে পড়লো পুষ্পবৃষ্টি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

এয়্যারট্রেনিং [ই] *বি* বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ। 'সেখানে এয়্যারট্রেনিং নিয়ে, পাইলট হয়ে সরাসরি যুদ্ধে যাব।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

এয়ারিং [ই] *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'একজোড়া এয়ারিং ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

এয়ি *ক্রিবিণ* এখন। 'এয়ি গিঅাঁ সাধোঁ কাম তোর উপদেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এয়ো [স আয়ুষ্মতী] *বি* সধবা নারী। 'নরম বরিষে বারি কন্যা এয়োদলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

এয়োজাত [এয়ো+স জাত] *বি* মঙ্গলগান। 'রচিলা ভারত অন্নদার এয়োজাত।' *ভারত*, ১৭৬০।

এয়োত [স আয়ুষ্মতী] *বি* সধবাত্ব। 'আমার এয়োত ক্ষয় হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

এয়োতি, এয়োতী [স আয়ুষ্মতী] *বিণ স্ত্রী* সধবা। 'এয়োতি সই মিলি করি অতি হুলাহুলি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'উঠান নিকোয় চার এয়োতী।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

এয়ো সুয়া [স আয়ুষ্মতী>] *বিণ* সধবা নারী। 'এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখরে আসিয়া ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

এয়োস্ত্রী [স আয়ুষ্মতী>+স স্ত্রী] *বি স্ত্রী* সধবা। 'একাদশীর দিন এয়োস্ত্রী মানুষ করল উপোস।' *মানিক*, ১৯৩৬।

-এর *ষষ্ঠী বিভক্তি*। 'তা মহামুদেরি [মহামুদ+এর+ই] তুটি গেলি কংখা।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

এরণ্ড [স] *বি* ভেরেণ্ডা গাছ। 'ওরে জ্ঞান এরণ্ডের এ যে ফল!' *নজরুল*, ১৯৩১।

-এরা *তৃতীয়া বিভক্তি*। 'রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০।

এরা[1] *ক্রি* ত্যাগ করা। 'পদের পাদুকা তুহ্মি এর কি কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

এরা[2] *সর্ব* এ-এর বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ। 'পথ দিয়া চলিতেছে এরা কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

এরাক [ই] *বি* দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তৈরি তাড়ি জাতীয় মদ (ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মৌরির সুগন্ধী মেশানো অ্যারাক নামের মদ নয়।) 'ইউরোপীয় সৈন্যেরা যে মদিরা পান করে ... তাহা এরাক অপেক্ষায় অনিষ্টকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

এরাদা [আ ইরাদা] *বি* বাসনা। 'কেহ এরাদা রাখহ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'সাহেবের খএর খুবি হামেসা ... এরাদা করিতেছী।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

এ রাম – নিন্দার ভাবসূচক বাক্যাংশ। 'এ রাম! তুমি ন্যাংটা পুঁটো?' *নজরুল*, ১৯২৬।

এরারুট [ই] *বি* দক্ষিণ আমেরিকা ও কেরিবীয় দ্বীপপুঞ্জে জাত প্রায় দু ফুট উঁচু হলুদ বা আদার মতো এক রকমের গাছের কন্দ থেকে তৈরি শ্বেতসার জাতীয় খাবার। 'বীপ-টী ও এরারুট বিস্কিট খাইতে চাও না তবে খাইবে কি?।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

এরাশীশ ব্যালেট [ই] *বি* এক রকমের গীতিনাট্য। 'গানবাদ্য এরাশীশ ব্যালেট এবং তৎসমভিব্যাহারে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

এরিয়া [ই] **১** *বি* সীমানা। 'কর্নারের কাছেই তো গোলের এরিয়া।' *শিবরাম*, ১৯৫০। **২** *বি* এলাকা। 'মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ায়।' *বেগম*, ১৯৬৫।

এরিয়াল [ই] *বি* রেডিও বা টেলিভিশনের তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্র। 'ছাদে হনুমানরা এসে নিয়মিত এরিয়াল ছেঁড়ে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

এরূপ [এ+স রূপ] *বিণ* এমন। 'ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এরূপ গতি ছিল যে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

-এরে *সপ্তমী বিভক্তি*। 'সো করউ রস রসাণেরে কংখা।' *চর্যা* ২২, ১২০০।

এরে [ধ্বন্যা] *অব্য* ওহে। 'এরে মাধব পলটি নিহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

এরোড্রোম [ই] *বি* ছোটো বিমানঘাঁটি। 'এরোড্রোমে গিয়া দেখি, একেবারে মুক্ত ময়দান।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

এরোপ্লেন [ই] *বি* বিমান; উড়োজাহাজ। 'এরোপ্লেন যন্ত্র-সাহায্যে আকাশপথে ... অনায়াসেই যাইতে পারা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

এরোপ্লেন-ওড়া *বি* বিমান কী করে ওড়ে তা। 'এরোপ্লেন-ওড়া দেখবার জন্যে একদিন ভোরবেলা দমদম পর্যন্ত যেতে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

এরোপ্লেন ট্রেন [ই] *বি* উড়োজাহাজ। 'ছাদের উপর কারুর এরোপ্লেন ট্রেন এসে পড়েনি ত?' *রোকেয়া*, ১৯২২।

এরোপ্লেন-দূত [এরাপ্লেন+স দূত] *বি* বিমানরূপ দূত। 'কালিদাসের যক্ষ যদি মেঘদূতকে বরখাস্ত করে দিয়ে এরোপ্লেন-দূতকে অলকায় পাঠাতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

এল [স আলুল>] *বিণ* মুক্ত; আলুলায়িত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এলএ [ই লাইসেন্‌শিয়েট অব আর্টস] *বি* উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা; এফএ পরীক্ষার অনুরূপ পরীক্ষা। 'এলএ পরীক্ষায় প্রথম।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

এলকহল [ই] *বি* সুরা। 'শতকরা আশিভাগ তাতে এলকহল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

এলকা *বি* অস্ত্রবিশেষ। *মালাধর*, ১৫০০।

এলকোহল [ই অ্যালকোহল] *বি* রংহীন রাসায়নিক তরল মাদকবিশেষ, যা মদ বিয়ার হুইস্কি ইত্যাদি পানীয়তে ব্যবহার করা হয়। 'ইনি কি এলকোহল ব্যবহার করে থাকেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

এলজেব্রা [ই অ্যালজেব্রা] *বি* বীজগণিত। 'সে ছেলেদের এলজেব্রা শেখাত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

এলপাতাড়ি [এলো+স পথ>] *বিণ* এলোমেলো; বিশৃঙ্খল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এলবাত [ই অ্যালবার্ট] *বিণ* রানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের মতো বিলাসী। 'বেশ্যাবাজীটি আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড় মানষের এলবাত পোসাখের মধ্যে গণ্য।' *হুতোম*, ১৮৬১।

এলবাম [ই অ্যালবাম] *বি* ছবি রাখার বাঁধানো খাতাবিশেষ। 'এলবাম নেড়েচেড়ে কোনো সুখ পেলে না।' *জীবন*, ১৯৩২। দ্র **অ্যালবাম**

এলবার্ট কাট [ই] *বি* প্রিন্স এলবার্টের অনুরূপ চুল কাটানোর ফ্যাশন। 'হুঁকার তামাক খায়, এলবার্ট কাটে, তাহার এমামতি কি?' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

এলবাস [আ লিবাস] *বি* লেবাস; পরিচ্ছদ। 'এলবাস পোশাক ও সোণারূপার গহনা ও বাসন ও জওয়াহের প্রভৃতি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

এলম [আ ইল্‌ম] *বি* জ্ঞান। 'চতুর্থ বাবেত শুন এলম প্রবন্ধ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

এলমেল [স আলুল>] *বিণ* এলোমেলো; অগোছালো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এলহান [আ ইলহান] **১** *বি* মধুর সুর। 'গাহে বুলবুল খোশ এলহান!' *নজরুল*, ১৯২৮। **২** *বি* কণ্ঠস্বর। 'কোথা বুলবুল খোশ এলহান ওঠে আজ গান গেয়ে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

এলা[1] [স আলুল>] *ক্রি* খোলা। 'এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'এলাইল সব তনু মদন আলিসে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

এলা[2] [স আলুল>] *বিণ* ঝুরঝুরে। **এলামাটি** *বি* ঝুরঝুরে বা আলগা মাটি। 'এলামাটির উপরে সোঁতা অন্ধকার।' *অবন*, ১৯২৭।

এলাইচ [স এলা] *বি* এক রকমের মসলা; এলাচ। *ওসাঁ*, ১৭৮২। দ্র **এলাচ**

এলাউ [ই অ্যালাউড] *ক্রি* পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া। 'টেস্টে এলাউ হইনি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

এলাউন্স [ই] *বি* ভাতা। 'কেউবা সামান্য কিছু এলাউন্স পায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

এলাউয়েন্স [ই] *বি* ভাতা। 'সরকারী কর্ম্মচারীদের অত্যুচ্চহারে বেতন ও এলাউয়েন্স গ্রহণ ইত্যাদি।' *আজাদ*, ১৯৪১।

এলাকা [আ ইলাকা] **১** *বি* সম্পর্ক। 'সাহেব কী লেখায়ে পৈরাদ করেন আমার সহিত কোনো এলাকা নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* সংস্রব। 'অন্য কাহার সহিত এলাকা নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৬৯। **৩** *বি* অঞ্চল। 'আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন, বিলিতি চিনি, বিলিতি কাপড় এখনো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

এলাকাধীন [আ ইলাকা+স অধীন] *বিণ* এলাকার অন্তর্গত। 'স্ব স্ব এলাকাধীন অঞ্চলের দরিদ্র ও বেকারদের একটি তালিকা।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

এলাগাদ [আ ইলাকা] *বি* এলাকা। 'রায় বাহাদুরের এলাগাদ নাবালগী প্রযুক্ত ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

এলাচ [স এলা>] *বি* সুগন্ধি মসলাবিশেষ। 'মিশ্রিসাঁচ চিনির ফেনি ক্ষীর তক্তি সরে চিনির ফেনা এলাচদানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

এলাচদানা [স এলা>+ফা দানহ্] *বি* এলাচের বীজ। 'ক্ষীর তক্তি সরে চিনির ফেনা এলাচদানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

এলাচি, এলাচী [স এলা>] *বি* মসলাবিশেষ। 'লবঙ্গ এলাচী আর উত্তম রসবাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এলাচি গোলমরিচ মুসব্বর চিনি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

এলাচিফুল [স এলা>+স ফুল্ল] *বি* এলাচ গাছের ফুল। 'কোথায় এলাচিফুল দারুচিনি বারুণীর প্রাণে।' *জীবন*, ১৯৩২।

এলাজ[1] [আ ইলাজ] *বি* পথ্য। 'ইমামের তরে এই খেলাও এলাজ।'

গরীব, ১৭৬৫।

এলাজ[২] [স এলা>] *বি* এলাচ। 'গুবাক, এলাজ, দারুচিনি প্রভৃতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

এলান [আ ইলান] *বি* ঘোষণা। 'তিনি যা বলেন শুধু বলেন না, এলান করেন।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

এলানো [স আলুল>] ১ *ক্রি* আলগা করা। 'এলানো কুন্তলজালে সন্ধ্যার তারকাগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* ছড়ানো। 'সন্ধেবেলার নামহারা ফুল গন্ধ এলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

এলায়িত [স আলুল>] *বিণ* আলুলায়িত। 'এই এলায়িত যুবতীকেই সে কল্পনা করেছিল।' *শামসুল*, ১৯৬২।

এলিয়ে দেওয়া *ক্রি* বিছিয়ে দেওয়া। 'শরীর এলিয়ে দিলো কঠিন বেদীতে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

এলিয়ে পড়া ১ *ক্রি* আলগা হয়ে পড়া। 'এলায়ে পড়েছে বেণী কবরী বন্ধন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *ক্রি* হেলে পড়া। 'গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

এলায়িত [স আলুল>] *বিণ* ছড়িয়ে-থাকা। 'ও পারে এলায়িত পাহাড়।' *মানিক*, ১৯৪০।

এলাহি, এলাহী [আ ইলাহী] ১ *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'এলাহি ভেজিয়া দিল শুনহ খবর।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'কোন দোষে এলাহী গজব এরছা কইল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* বিশাল। 'এলাহী ডবল ডেকারের পেটে ঢুলি, এমনকি ঘুমের মধ্যেও।' *শামসুর*, ১৯৭০।

এলাহি কাণ্ড, এলাহী কাণ্ড [আ ইলাহি+স কাণ্ড] *বি* বিরাট ব্যাপার। 'ও মা এ কী এলাহী কাণ্ড।' *পাশা*, ১৯৭১।

এলাহি কারখানা [আ ইলাহী+ফা কারখানা] *বি* বিরাট আয়োজন। 'খাট-পালং ও টেবিল-চেয়ারের এলাহি কারখানা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

এলিফ্যান্ট ঘাস [ই এলিফ্যান্ট+স ঘাস] *বি* এক প্রকার ঘাস। 'চওড়া এলিফ্যান্ট ঘাসের বন।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

এলিয়টি [ই এলিয়ট>] *বিণ* ব্রিটিশ কবি টি এস এলিয়ট-রচিত। 'মাঝে-মধ্যে আওড়াই তর্জমায় এলিয়টি পঙ্‌ক্তি।' *শামসুর*, ১৯৭২।

এলুমিনিয়ম [ই এলিউমিনিয়াম] *বি* শ্বেতবর্ণের হালকা ধাতুবিশেষ। 'রৌদ্রের ভিতরে ওই বিচ্ছুরিত এলুমিনিয়ম।' *জীবন*, ১৯৪০।

এলেকা [আ ইলাকাহ] ১ *বি* অধিকার। 'ইহাতে দারোগার কোনো এলেকা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* এলাকা; অঞ্চল। 'ত্রিপুরার এলেকায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি – নুন, তেল, চিনি ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

এলেঙ্গা [স এলঙ্গ] *বি* মাছবিশেষ। 'পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

এলেজি [ই] *বি* শোকগাথা। 'পরম্পরাবোধ নিয়ে কাব্য রচো নির্ঘাত এলেজি।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

এলে বিয়ে [ই L.A., B.A.] *বি* উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক। 'এলে বিয়ে (এলএ,বিএ) পাশ করিয়ে কেমন মেম সাহেব সাজাও দেখব।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

এলেম [আ ইলম] *বি* বিদ্যা। 'উহার একটা উপাধি আছে, এলেম।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

এলেমদার [আ ইলম+ফা দার] ১ *বিণ* বিদ্বান; জ্ঞানী। 'ভারী এলেমদার লোক।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। ২ *বিণ* সুদক্ষ। 'কামেল, লায়েক, এলেমদার জাহাজি মন্ত্র সারেং।' *কায়সার*, ১৯৬২।

এলেমান [ফ আলমাঁ] *বি* জার্মেনির অধিবাসী। 'দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।' *ভারত*, ১৭৬০।

এলেমানের বিলাত [ফ আলমাঁ+আ বিলায়ত] *বি* জার্মেনি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

এলো [স আলুল>] *বিণ* মুক্ত; খোলা। 'শ্রেণীবদ্ধ চারু শোভা এলো আর বাঁধা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

এলোকুন্তল [এলো+স কুন্তল] *বি* আলুথালু চুল। 'সোঁতের শ্যাওলা এলোকুন্তল লুটাইছে বালুচরে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

এলোকেশ [এলো+স কেশ] *বি* এলোমেলো চুল। 'কোন স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে কোন ছায়াময়ী অমরায়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

এলোকেশী [এলো+স কেশী] *বি* খোলা চুলবিশিষ্ট নারী। 'ভাবিলে রে এলোকেশী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

এলোকেশে [এলো+স কেশ>] ১ *ক্রিবিণ* বিশৃঙ্খলভাবে। 'ঝড়ের মেঘ ঝটিৎ এসে/ দাঁড়িয়ে থাকে এলোকেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ২ *বিণ* প্রচণ্ড। 'আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!' *নজরুল*, ১৯২২।

এলোখোঁপা [এলো+খোঁপা] *বি* শিথিল বা আলগা খোঁপা। 'দামিনীর এলোখোঁপাবাঁধা ঘাড়ের দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

এলোচুল [এলো+চুল] *বি* আলুলায়িত বা অসংযত চুল। 'সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

এলোথেলো [এলো>] *বিণ* এলোমেলো। 'চুল গুলো কেমন এলো থেলো হয়ে রয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

এলোধাবাড়ি *ক্রিবিণ* ক্রমাগত। 'বনিতার শান্ত বাহুর বন্ধনে, ঘৃণায় ধিক্কারে, নৈরাজ্যের এলোধাবাড়ি চীৎকারে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

এলোপাতাড়ি [এলো>+স পথ>] ১ *বিণ* বেধড়ক। 'এলোপাতাড়ি ছাতার বাড়ি ধুপুসধাপুস্ কত।' *সুকুমার*, ১৯১৮। ২ *ক্রিবিণ* এলোমেলোভাবে। 'চতুর্দিকে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

এলোপাথাড়ি ১ *বিণ* আবোলতাবোল। 'কিছু না বুঝে এলোপাথাড়ি বাজে সমালোচনা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। ২ *ক্রিবিণ* বিশৃঙ্খলভাবে। 'চড়-চাপড় বসিয়ে দিলেন এলোপাথাড়ি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

এলোমেলো [এলো>] *বিণ* আজেবাজে। 'আমার ঠাঁই এলোমেলো চিকিৎসা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

এলোমেলোমি [এলো>] *বি* এলোমেলো ভাব। 'খামখেয়ালের এলোমেলোমি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

এলোপ্যাথি [ই] *বি* ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতি। 'এই এলোপ্যাথিগুলো এসেছে, কিন্তু আগে কোন ওষুধ খেয়ে বাঁচতেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

এল্যো থেল্যো [এলো>] *বিণ* আলুথালু; অবিন্যস্ত। 'এল্যো থেল্যো কেশবাস।' *ভবানী*, ১৮২৫।

এশক [আ ইশক] *বি* প্রেম। 'তোমার এশকের নিরাশ খুন-দিল লোহুয় পথ এ পূর্ণ যে।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

এশতেহার [আ ইশতিহার] *বি* কোনো রাজনৈতিক দলের বিশ্বাস এবং কর্মসূচি সম্পর্কে লিখিত বিবৃতি। 'নির্ব্বাচনী এশতেহারে স্বাক্ষর করিয়া এবং তাহার অনুকূলে ব্যক্তিগত চেষ্টা করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬। দ্র **ইশতেহার, ইস্তেহার**

এশা [আ ইশা] *বি* মুসলিম বিশ্বাস অনুযায়ী রাতের নামাজ। 'তবারক এশাএ পড়িবা ভক্তি ভাবে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

এশিয়া [ই] *বি* ইউরোপের পুব দিকে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মহাদেশ। 'এশিয়া আজ আপনাকে সচেতনভাবে, সুতরাং সবলভাবে উপলব্ধি করিতে বসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। দ্র **এসিয়া**

এশিয়াটিক [ই] *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *বিণ* এশিয়া মহাদেশের অধিবাসী। 'রাশিয়ানরা যে এশিয়াটিক, তা সকলেই জানে।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

এশিয়া-মাইনর [ই] *বি* এশিয়ার পশ্চিম অংশ; আনাতোলিয়া; (বর্তমান) তুরস্ক। 'অর্জুন এশিয়া-মাইনরের কোনো গ্রীক রাজ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

এশিরিয়া [ই] *বি* প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক অঞ্চলের) সভ্যতা। 'এশিরিয়া ধুলো আজ।' *জীবন*, ১৯৩২।

এশিরীয় [ই এশিরিয়া>] *বিণ* প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক অঞ্চলের) সভ্যতা সম্পর্কিত। 'খেজুর ছায়ারা ইতস্তত বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরীয়।' *জীবন*, ১৯৪২।

এসীরিয়া [ই] *বি* প্রাচীন ইরাকের সভ্যতা। 'দাঁতে তার এসীরিয়া যখনি সে দংশয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

এশ্লাম [আ ইসলাম] *বি* ইসলাম। 'এশ্লাম ধর্ম্মে বলিতেছে কোরবাণী কর।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

এষআষ *বি* আপত্তি। 'ইহাতে এষআষ না করিবেন।' *ভেরলি*, ১৮০০।

এষ্টকীং [ই] *বি* মোজা। 'গোপাল এক জোড় লাল রঙ্গের এষ্টকীং পায়ে দিয়েছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

এষ্টেসন [ই] *বি* স্টেশন। 'পুনরায় এষ্টেসন হতে বাই করে দ্যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **স্টেশন**

এষ্টেসন মাষ্টার [ই] *বি* রেল স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্য কর্মকর্তা। 'এষ্টেসন মাষ্টার ও গার্ড গাড়ির কাছে এসে উঁকী মাচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

এষ্ট্রলজি [ই] *বি* জ্যোতির্বিদ্যা। 'আমি ভালবাসি প্রথমটি অঙ্ক দ্বিতীয়টি এষ্ট্রলজি।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

এষ্ট্রানমিক [ই] *বিণ* জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত। 'আর্থগ্রেফি অর্থাৎ ভূগোল বিদ্যা ও এষ্ট্রানমিক খগোল বিদ্যা এবং অন্যান্য ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

এসওএস [ই Save Our Souls] *বি* জরুরি সাহায্য চেয়ে সমুদ্রগামী জাহাজ ও বিমানের প্রেরিত সঙ্কেত। 'এসওএস এসেছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

এসকর্ট [ই] *বি* নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। 'এদের এসকর্টের চার্জে লাইনবাবু।' *সাদত*, ১৯৬৭।

এসক্যালেটর [ই] *বি* বিদ্যুৎচালিত চলন্ত সিঁড়ি। 'মিনিট কুড়ি পরে/ এসক্যালেটর চড়ে।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

এসটিমেট [ই] *বি* আনুমানিক খরচ। 'তাহার একটা এসটিমেট তৈরি হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

এসথেটিকস [ই] *বি* সৌন্দর্যতত্ত্ব। 'ক্রোচের এসথেটিকস সম্বন্ধে আলোচনা রোজ কিছুদিন ধরে শুনে আসছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

এসপার-ওসপার [হি ইসপর-উসপর] *বি* চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। 'তবে গোড়াতেই একটা এসপ্যার-ওসপার হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

এসপেরেগাস [ই] *বি* সবজিবিশেষ। 'ভারতবর্ষে এসপেরেগাস আসে টিনে করে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

এসপেশাল [ই] *বিণ* বিশেষ। 'হোস্টেলের যে এসপেশাল ফান্ড আছে।' *শিবরাম*, ১৯৫০। দ্র **স্পেশাল**

এসপেসিয়েল [ই] *বিণ* সাধারণ নয় এমন; বিশিষ্ট। 'রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট গোরা, গন, বোট ও এসপেসিয়েল কমিসনর চল্লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **স্পেশাল**

এসব *বিণ* এইসব। 'শুন শুন বন্ধুজন নিবেদি এসব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

এসমে আজম [আ] *বি* আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নাম। 'এসমে আজম তাবিজের মতো আজও তব রুহ্ পাক।' *নজরুল*, ১৯২৮।

এসরাজ [আ ইসরার] *বি* সেতার ও সারঙ্গীর মিশ্রণে তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সেতার, সারেঙ্গ, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

এসলাম [আ ইসলাম] *বি* ইসলাম। 'এসলাম ধর্ম্মের সহিত অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধবদ্ধ ওজু, গোছল ...।' *ইমান*, ১৯০০। দ্র **ইসলাম**

এসলামী [আ ইসলাম>] *বিণ* ইসলামি; ইসলাম সম্বন্ধীয়। 'এসলামী ধর্ম্ম বিগর্হিত আপনার প্রস্তাবের প্রতিবাদ সম্বন্ধে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

এসারা [আ ইশারা] *বি* সঙ্কেত। *ভবানী*, ১৮২৩।

এসি *বিণ* এই। 'এসি আছে জীবার উপাএ তাহাক এড়িতেঁ না জুআএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এসিড [ই অ্যাসিড] *বি* তরল রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। **এসিডময়** [ই অ্যাসিড+স ময়] *বিণ* এসিডে পরিপূর্ণ। 'পৃথিবীর সমস্ত কিছু কার্বনিক এসিডময়।' *নজরুল*, ১৯২২।

এসিডিটি [ই] *বি* অম্লাধিক্য রোগ। 'নাইট ডিউটি দিয়ে দিয়ে ডিসপেপসিআ্যা আর এসিডিটিতে ভুগছি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

এসিয়া [ই] *বি* এশিয়া। 'এইক্ষণে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে যে কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

এসিয়াটিক [ই] *বিণ* এশিয়া-সংক্রান্ত। 'ইংলণ্ডস্থ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

এসিষ্টান্স [ই] *বি* সহায়তা। *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

এসিষ্টেন্ট সিক্রেটরি [ই] *বি* সহকারী সম্পাদক। 'পণ্ডিত মধুসূদন তর্কালঙ্কার গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত পাঠশালার এসিষ্টেন্ট সিক্রেটরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

এসিস্ট্যান্ট, এসিষ্ট্যান্ট [ই] *বি* সহকারী। 'পুলিশ সুপারের কনফিডেন্সিয়াল এসিষ্ট্যান্টের পদ।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

এসিস্ট্যান্ট-ইনস্পেক্টর [ই] *বি* সহকারী পরিদর্শক। 'এসিস্ট্যান্ট-ইনস্পেক্টর, ডেপুটী-ইনস্পেক্টর, সব-ইনস্পেক্টর।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

এসু [পা এস] *ক্রিবিণ* এখানে। 'ভব জাই ণ আবই এসু কোই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০।

এ সে *ক্রিবিণ* এখন। 'যুকড় এ সে রে কপাসু ফুলিটিলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

এসে [ই] *বি* প্রবন্ধ। 'সেক্শপিয়ারের ... নাটক, বেকনের এসে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

এসেন্স [ই] *বি* সুগন্ধি নির্যাস। 'গায়ে এসেন্সের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

এসেমব্লী [ই] *বি* আইনসভা। 'দুর্ব্বল হিন্দুগণও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ... এসেমব্লী প্রভৃতিতে অধিকার লাভ করিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৯২৮।

এসোসিএশ্যন, এসোসিয়েশন [ই] ১ *বি* সমিতি। 'সোসাইটি, ক্লাব, এসোসিয়েশন ... নিবেদন, সমবেদন, – আমি তাহাতে নহি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* অ্যাসোসিয়েশন; রাজনৈতিক দলবিশেষ। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশ্যন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

এস্কিমো [ই] *বি* সুমেরু অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। 'গ্রীনলণ্ড-নিবাসী এস্কিমো নামক লোকেরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

এস্কেলেটর [ই] *বি* বিদ্যুতে চলে এমন চলন্ত সিঁড়ি। 'তারপরের তলাগুলোতে যেতে এই এস্কেলেটরের সাহায্য নিতে হয়।' *হাই*, ১৯৫৮।

এস্টিমেট [ই] *বি* আনুমানিক হিসাব। 'এক্সচেঞ্জের রহস্য, প্ল্যান, এস্টিমেট প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

এস্টেট [ই] ১ *বি* সম্পত্তি। 'একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজারী করি।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* জমিদারি। 'তাদের এস্টেটের দু-একটা কাজকর্ম।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

এস্তহার [আ ইশতিহার] ১ *বি* নোটিশ। 'সমস্ত লোককে এস্তহার দেয়া জাইতেছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ২ *বি* ঘোষণা। 'এই এস্তহার দেওয়া জাইতেছে এক বাটী তাহার নাম ফৌজদারের বাটী।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫। দ্র **ইশতেহার, ইস্তেহার**

এস্তার [আ ইসরার] *বি* এসরাজ। 'নতুন কাকির গান/ এস্তার বাজিয়ে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

এস্তেফা [আ ইসতিফা] *বি* পদত্যাগ। 'এক মাস মন্ত্রী থাকিয়া নিজের তোড়জোড় সব ঠিক করিয়া লইয়া নূতন নির্ব্বাচনের জন্য সদস্যপদে এস্তেফা দেন।' *আজাদ*, ১৯৩৭। দ্র **ইস্তফা**

এস্তেমাল [আ ইসতিমাল] *বি* ব্যবহার। 'দরকারবশতঃ লম্বা চৌড়া আরবী ফার্সী আলফাজ এস্তেমাল করিতেও বিন্দুমাত্র কসুর করিব না।' *এসলাম*, ১৯১৭।

এস্তেমালী [আ ইসতিমাল>] *বিণ* ব্যবহৃত। 'সংস্কৃত পণ্ডিতগণের এস্তেমালী সাধু ভাষা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।' *ইমান*, ১৯০০।

এস্থানে [স স্থান>] *ক্রিবিণ* কাছে। 'মাহমদের এস্থানে আত্তো বিক্রী হইয়া লইয়া মাহাজোনের কর্জ্জ আদায় করিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

এস্পার-ওস্পার [হি ইসপর-উসপর] *বি* চূড়ান্ত মীমাংসা। 'হয় এস্পার, নয় ওস্পার।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

এস্পার কি ওস্পার *বি* চূড়ান্ত মীমাংসা। 'এস্পার কি ওস্পার – এমনি একটা তীক্ষ্ণতা তাদের চোখে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

এস্রাজ [আ ইসরার] *বি* সেতার ও সারঙ্গের মিশ্রণে তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'এস্রাজ এনে দিলে কুমুদিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

এস্রাজবাদিনী [আ ইসরার+স বাদিনী] *বি স্ত্রী* এসরাজ বাজায় যে। 'এস্রাজবাদিনীর অভিনিবিষ্ট প্রাণের মত।' *জীবন*, ১৯৩২।

এহ [পা এস] *সর্ব* এই। 'ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব।' *চর্যা ৪৩*, ১২০০।

এহন *সর্ব* এই; এটাই। 'ভনই বিদ্যাপতি এহন সুনেহ/ রাধামাধব ঐসন নেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

এহনা *সর্ব* এই; এটাই। 'এহনা অবসর ধৈরজ পএ হিত/ সুকবি ভনথি কণ্ঠহারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

এহলোক [স ইহলোক] *বি* ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী পার্থিব জীবনকাল। 'এহলোক পরলোকে নাহি আন জান।' *সুলতান*, ১৭০০।

এহসান [আ ইহসান] *বিণ* উপকারী। 'চাহারমে এহসান কাম উঠাইব তামাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

এহসানি [আ ইহসান>] *বি* উপকার। 'গরিব কুটুমের একটু এহসানি করেন না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

এহা ১ *বিণ* এই। 'হরিষেঁ আইলা রাধা তোহ্মে এহা তীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* এটা। 'এহা জাণী একমনে পুর মোর আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এহাক *সর্ব* এটা। 'রাজা কংসাসুর ... সে জণি এহাক শুণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এহাত ১ *সর্ব* এর। 'দশ লক্ষ হএ এহাত দানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* এ থেকে। 'এহাত আহ্মার নাহিক নিস্তার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রিবিণ* এখানে। 'এহাত উচিত হএ তোহ্মার বিলাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এহানে *ক্রিবিণ* এখানে। 'মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাক্তি হবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

এহার [স ইদম্] *সর্ব* এর। 'এহার দান দুঈ লাখ মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এহারে *সর্ব* একে। 'এহারে মারিলে জ্ঞাতিগণ হৈব বৈরী।' *সুলতান*, ১৭০০।

এহি, এহী ১ *সর্ব* এই। 'এহি নাএ পার করোঁ সকল রাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* এভাবে। 'এহি কৃপা কর প্রভু দয়াল চরিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *সর্ব* এ। 'এহী সভ কথা কহ সংক্ষেপিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

এহিক্ষণ *ক্রিবিণ* এইক্ষণ; এখন। 'এহিক্ষণে তোরে আহ্মি করিতে পারি গ্রাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

এহিমর্তে *ক্রিবিণ* এরূপে। 'তবেঁ এহিমর্তে পথে করিবি তোঁ বল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এহিসে *বিণ* এই। 'এহিসে কারণে হৈছে আকুল রচিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

এহীমতে *ক্রিবিণ* এই প্রকারে। 'এহীমতে নরপতী আছএ বিসেসে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

এহীসভ *সর্ব* এসব। 'এহীসভ আলাপিতে দিবস হইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

এহু [পা এস] ১ *বিণ* এমন। 'কাজ ন কারণ জ এহু জুঅতি।' *চর্যা ২৬*, ১২০০। ২ *বিণ* এই। 'কে পতিআওব এহু পরমান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

এহুদী [আ অহুদী] *বি* ইহুদি। 'নসরা এহুদী যদি লাগ পাএ তান।' *সুলতান*, ১৭০০; 'এই বসতে বিরাজ বটে এহুদী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

এহে ১ *অব্য* আবেগ প্রকাশক ধ্বনি। 'এহে/ দধি দুধ ঘৃত ঘোল বিকণিআঁ রঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *অব্য* আক্ষেপসূচক শব্দ। 'এহে আণেক কাকুতী কৈল কালীর নাগিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রিবিণ* এখন। 'এহে কি লআঁ জাইবোঁ হাট আগ হে বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এহেন ১ *বিণ* এ রকম। 'কোণ বিবুধি এহেন পথে আনিলে দারুণী বুঢ়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* এমন। 'এহেন তাহার প্রেম যদি ছেড়ে রয়েছি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

এহো [স ইহ] ১ *সর্ব* এও। 'সুদৃঢ় থাকিএ এহো তোহ্মার মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* এই। 'এহো পুত্র নিল মোর আচার্য গোসাঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

এহোজর্ম্ম [স ইহজন্ম] *বি* ইহজন্ম। 'ছাওয়ালের এহোজর্ম্ম ও পরকালের বির্ভাবনা হয়।' *ওসা*, ১৭৭৯।

এহোত্তম [স ইহোত্তম] *বিণ* এর চেয়ে উত্তম। 'প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

এহোবার *ক্রিবিণ* এইবার। 'এহোবার পুর মোর আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এ্যাকুরিয়াম [ই] *বি* জীবন্ত মাছ ও জলজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য নির্মিত কৃত্রিম জলাধার। 'এ্যাকুরিয়ামের মতো ছোট স্বচ্ছ শাদা সংসার আমার।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান [ই] *বি* ব্রিটিশ ও ভারতীয় মিশ্রবংশজাত। 'এ্যাংলো – ইণ্ডিয়ানগণ এতকাল দূরে দূরে থাকিয়া ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪।

এ্যাঁ [ধ্বন্যা] *অব্য* বিস্ময়সূচক ধ্বনি। 'আমায় বোকা কও যে! এ্যাঁ-এ্যাঁ, হাস ক্যান্?' *নজরুল*, ১৯২৬।

এ্যাকাউণ্টান্ট [ই] *বি* হিসাবরক্ষক। 'স্কুলের বুড়ো এ্যাকাউন্টান্ট ভদ্রলোকের কাছে শিখেছিল টাইপিংটা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮। *দ্র* **অ্যাকাউন্ট**

এ্যাজমা [ই] *বি* শ্বাসকষ্টজনিত রোগবিশেষ; হাঁপানি। 'স্ত্রীর চেয়েও এ্যাজমা ওর বেশি অনুরাগিণী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

এ্যাটম বোমা [ই] *বি* আণবিক বোমা। 'এ্যাটম বোমা লইয়া সারা পৃথিবীতে আতঙ্কের সাড়া পড়িয়া গেলেও ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫। *দ্র* **অ্যাটম**

এ্যাটাসি কেস [ই] *বি* কাগজপত্রাদি রাখার ও বয়ে নেওয়ার মতো ছোটো বাক্সবিশেষ। 'লীলা এ্যাটাসি কেসটা হইতে কলম বাহির করিয়া বলিল – বল দিকি?' *বিভূতি*, ১৯২৯। *দ্র* **অ্যাটাচি**

এ্যাটিচুড [ই] *বি* মনোভাব। 'বড়ই আশ্চর্য! সাহেবের এ্যাটিচুড!' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

এ্যাটেনডেনস [ই] *বি* হাজিরা। 'এক চোখ এ্যাটেনডেনস খাতায়, আর এক চোখ ঘড়ির কাঁটায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

এ্যাটেনডেনস খাতা [ই অ্যাটেনডেন্স+আ খাতা] *বি* হাজিরা খাতা। 'এক চোখ এ্যাটেনডেনস খাতায়, আর এক চোখ ঘড়ির কাঁটায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

এ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার *বি* হাজিরা খাতা। 'এ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার থেকে নামটা সবাই জেনে ফেলেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

এ্যাডভারটাইজ [ই] *বি* বিজ্ঞাপন। 'মুসলমানই নেবে বলে এ্যাডভারটাইজ করেছে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

এ্যাডমিশন [ই] *বিণ* ভর্তি সংক্রান্ত। 'এ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকগণের হাজিরা বই।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

এ্যানাসথিসিয়া [ই] *বি* অজ্ঞান ও অনুভূতিহীন করার রাসায়নিকবিশেষ। 'কষ্ট হবে না, কাল এ্যানাসথিসিয়া করা ছিলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

এ্যাপয়েন্ট [ই] *বি* নিয়োগ। 'এ্যাপয়েন্ট করতে না পারলে আবার কৈফিয়ৎও দিতে হবে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। *দ্র* **অ্যাপয়েন্টমেন্ট**

এ্যাপ্লাই [ই] *বি* আবেদন। 'তাহলে এই পোস্টের জন্যই এ্যাপ্লাই করবেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

এ্যাপ্লিকেশন [ই] *বি* আবেদনপত্র। 'এ্যাপ্লিকেশনও সঙ্গে এনেছি।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

এ্যাপ্রন [ই] *বি* পোশাক আচ্ছাদনকারী বস্ত্রবিশেষ। 'নার্সের ধবধবে এ্যাপ্রন থেকে আসা রোদের টাটকা গন্ধ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২। *দ্র* **অ্যাপ্রন**

এ্যাবডোমেন [ই] *বি* তলপেট। 'হৃৎপিণ্ড ও এ্যাবডোমেনের চামড়ার দেওয়ালে ভাসা ভাসা প্রতিধ্বনিত হলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

এ্যামেচার [ই] *বিণ* শৌখিন। 'এ্যামেচার মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

এ্যাম্ফিথিয়েটার [ই] *বি* ছাদহীন গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি রঙ্গমঞ্চ। 'আকাশের নিচে এ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে ফিরে যাচ্ছি পালা দেখে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

এ্যারহোস্টেস [ই] *বি* এয়ার-হোস্টেস; বিমানবালা। 'এমতাবস্থায় এ্যারহোস্টেস সাহায্য করতে রাজি হয়নি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

এ্যারোড্রাম [ই] *বি* বিমানবন্দর। 'তেজগাঁওয়ের এ্যারোড্রামের চার পাশে ঘনিয়ে এলো সমস্ত জনতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। *দ্র* **অ্যারোড্রাম**

এ্যার্কি [ফা ইয়ার>] *বি* ঠাট্টা। 'পড়ার নামে এ্যার্কি করতে এসেছ?' *হাসান*, ১৯৬০।

এ্যালজেব্রা [ই] *বি* বীজগণিত। 'শুধু গ্রামার এ্যালজেব্রা নয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

এ্যালবাম [ই] *বি* ছবি রাখার বাঁধানো খাতাবিশেষ। 'এ্যালবাম খুলে হাসিব খানের সমস্ত ছবি নিয়ে বসে থাকতেন।' *সেলিনা*, ১৯৬৯। *দ্র* **অ্যালবাম**

এ্যালার্ম [ই] *বি* নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়ির সংকেতধ্বনি। **এ্যালার্মওয়ালা** [ই] *বিণ* ঘুম ভাঙানোর বা সতর্ক করার জন্য সংকেতধ্বনি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এমন। 'বেশ একটা এ্যালার্মওয়ালা ঘড়ির কাজ চলে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪। *দ্র* **অ্যালার্ম**

এ্যালার্ম ঘড়ি [ই অ্যালার্ম+ঘড়ি] *বি* ঘুম ভাঙানোর অথবা সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত ঘড়িবিশেষ। 'এ্যালার্ম ঘড়িটায় একটানা শব্দ বাজতে থাকে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

এ্যালুমিনিয়ম [ই] *বি* সাদা রঙের হালকা ধাতুবিশেষ। 'বিলাসপুরীর ক্ষিপ্র মেয়ে এ্যালুমিনিয়ম আনে।' *শক্তি*, ১৯৬৬। *দ্র* **অ্যালুমিনিয়াম**

এ্যাসট্রে [ই] *বি* সিগারেটের ছাইদানি। 'এ্যাসট্রেটা সামনে থাকতেও রোহিণী সিগারেটের টুকরোটা ... বাইরে ছুঁড়ে ফেলে বলল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১। *দ্র* **অ্যাশট্রে**

ঐ

ঐ[1] *বি* বাংলা স্বরবর্ণবিশেষ। **ঐকার** *বি* ঐ-এর কারচিহ্ন (ৈ)। 'অপরিচিত অক্ষরগুলি ... স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঐ[2] *অব্য* ওই; আক্ষেপসূচক শব্দ। 'ঐ জে নাহি নাহি বলু বড়াই ডরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঐ[3] ১ *সর্ব* নির্দেশক শব্দ; 'এই' শব্দের বিপরীত শব্দ। 'কি আলো রাধে ঐ জে/ হাঁকুলি একলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* ওই; সেই। 'ওহার সবে রাঙ্গা সাঁকা ঐ সে বরনে গোরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* পূর্বে উল্লিখিত। 'ঐ উভয় গ্রন্থের রচনাকালে ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেশ-দেশান্তরে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ঐঁঠ [স উচ্ছিষ্ট] *বি* এঁটো। '*ঐঁঠ* কএ জাএত চকোরে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঐককেন্দ্রিক [স] *বিণ* এক কেন্দ্রবিশিষ্ট। 'আর সমস্ত নীহারিকা ঐককেন্দ্রিক হইয়া ঘুরিতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ঐকজাত্য [স] *বি* একতা। 'জর্ম্মান ঐকজাত্য কোথায় থাকিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঐকতান [ই] *বি* বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমবেত বাজনা। 'পরদেশী সংগীতের ঐকতান।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঐকতানিক [স] ১ *বিণ* ঐকতান সম্পর্কিত। 'একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি – বেটোফেনের চন্দ্রালোকগীতিকা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* সুসমন্বিত; সম্মিলিত। 'গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঐকত্রিক [স] *বিণ* একত্রিত; সমবেত। 'একটি ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ঐকত্রিকতা [স] *বি* সমন্বিত অবস্থা। 'ভারতবর্ষে সবাই কি এই ঐকত্রিকতা এবং সাধারণভাবে এখানকার অন্য সমস্ত উদ্যোগের কিছু জানে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ঐকপদ্য [স] *বি* একপদতা। 'কল্লোলের সঙ্গে তার ঐকপদ্য।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ঐকমত্য [স] *বি* মতৈক্য। 'এক্ষণে তোমরা, ঐকমত্য অবলম্বনপূর্বক, অনুমতি কর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ঐকমাত্রিক [স] *বিণ* এক অক্ষরবিশিষ্ট। 'আঘাতে তার ঐকমাত্রিক ধ্বনিগুলি উচ্চকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঐকরাষ্ট্রিক [স] *বিণ* এক রাষ্ট্রভুক্ত। 'সেই ছত্রভঙ্গের দল ঐকরাষ্ট্রিক সত্তাকে উদ্ভাবিত করবে কোন যন্ত্রের সাহায্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঐকাগ্র [স] *বি* একাগ্রতা। 'যেখানে ছিল বিমোহ, সেখানে নিয়ে এল ঐকাগ্র।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ঐকান্তিক [স] ১ *বিণ* একনিষ্ঠ। *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *বিণ* একান্ত। 'আমার দৌহিত্রমুখদর্শনের ঐকান্তিক অভিলাষ আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* গভীর। '... ঐ পতিপ্রাণা কামিনীর ঐকান্তিক প্রণয়ের কি পর্যন্ত উপযোগিতা হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* অত্যন্ত। 'ঐকান্তিক শ্রদ্ধানুরাগপূর্ণ না হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৫ *বিণ* আন্তরিক। 'তাঁহার প্রতি ... ঐকান্তিক শ্রদ্ধার উদয় হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই প্রকৃতিমূলক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ঐকান্তিকচিত্ত [স] *বি* একনিষ্ঠ মন। 'ঐকান্তিকচিত্তে তাহার সম্পাদন করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ঐকান্তিকতা [স] ১ *বি* একাগ্রতা। 'মাতৃভক্তির ঐকান্তিকতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বি* আন্তরিকতা। 'ব্যানার্জির খুব ঐকান্তিকতা?' *জীবন*, ১৯৩৩।

ঐকান্তিকভাবে [স] *ক্রিবিণ* একান্তভাবে। 'দেশের পুরুষদের প্রতি তোমরা যে ঐকান্তিক ভাবে অবিচার করিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ঐকান্তিকী [স] *বিণ* প্রগাঢ়। 'প্রভুর প্রতি যাহার ঐকান্তিকী ভক্তি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ঐকার *দ্র* ঐ[1]

ঐক্য [স] ১ *বি* মিল। 'জগন্নাথে তোমায় ঐক্য খাও তাঁর ভোগ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* যোগ। 'এই দুই অঙ্কের ঐক্যে কলির প্রথমাবধি এ পর্য্যন্ত ৪৯০৫ বৎসর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'তাহারি বাক্য ব্যতিরেকে অন্যের বাক্য তাঁহার মনে ঐক্য হয় না।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৪ *বিণ* ঐক্যবদ্ধ। 'বৈদ্য ছাত্রেরা বিজ্ঞ ডাক্তারেরদিগের সহিত ঐক্য হইয়া চিকিৎসা করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৫ *বি* তুলনা। 'পূর্ব্বতন ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ইদানীন্তন অবস্থার ঐক্য করিলে বোধ হয় ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৬ *বি* সাদৃশ্য; অভিন্নতা। 'ইহা উভয় গ্রন্থের ঐক্য দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৭ *বি* একতা। 'ঐক্যই এই অখিল সংসারের জীবন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৮ *বি* জোটবদ্ধতা। 'সকলে এক ঐক্যে একবাক্যে বলিতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

ঐক্য করা *ক্রি* মিলিয়ে দেখা। 'রামলক্ষ্মণের মিথিলা যাত্রার বিবরণাদি অন্য প্রমাণে ঐক্য করিয়া ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ঐক্যকামী [স] *বি* ঐক্য কামনাকারী। 'পাকিস্তানের ঐক্যকামীরা আগে ঐক্যের তামদ্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

ঐক্যক্ষেত্র [স] *বি* ঐকমত্যের স্থান। 'সংসদ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঐক্যজোট [স] *বি* একাধিক দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া; সম্মিলিত জোট। 'সংহত ঐক্যজোট গঠন এবং বিরোধীদলগুলিকে দায়িত্ব সম্পাদনে সক্ষম করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ঐক্যতত্ত্ব [স] *বি* একতার জ্ঞান। 'তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ঐক্যতন্ত্র [স] *বি* ঐক্যের শাসন। 'চেষ্টা ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্যতন্ত্র কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঐক্যতা [স] ১ *বি* একতা। 'পরিবারের মধ্যে সাধারণ ঐক্যতা হইয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* মিল। 'উভয়ের ব্যাকরণ সম্বন্ধে বহু ঐক্যতা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ঐক্যতাপন্ন [স] *বিণ* একতাবদ্ধ। 'সকলে ঐক্যতাপন্ন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

ঐক্যতাপূর্বক, ঐক্যতাপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* একতাবদ্ধ হ'য়ে। 'প্রজাবর্গ ঐক্যতাপূর্ব্বক বিদ্রোহী।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

ঐক্যধারা [স] *বি* সমমনা ভাব। 'বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের

মধ্যে বহমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঐক্যনীতি [স] *বি* একতাবোধ। 'ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঐক্যপত্য [স] *বি* একাধিপত্য। 'সেখানে একাভিনয়ের ঐক্যপত্য।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ঐক্য-প্রতিষ্ঠা [স] *বি* একতা স্থাপন। 'তাঁরা নিঃসন্দেহে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার শত্রু – তাঁদের সাথে আলোচনা চালাইবার সত্যই কোনো সার্থকতা নাই।' *আজাদ*, ১৯৪০।

ঐক্যপ্রযুক্ত [স] *ক্রিবিণ* ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে। 'ঐক্যপ্রযুক্ত অজ্ঞান তিমির নাশের প্রতি অনেক উপায় হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ঐক্যবদ্ধ [স] *বিণ* একতাবদ্ধ। 'স্বাধীন স্বদেশভূমি ঐক্যবদ্ধ তুর্কী নৌজোয়ান।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

ঐক্যবদ্ধতা [স] *বি* একতা। 'সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধতা ও দেশীয় ভারতের সাথে তার মতানৈক্যহীনতা।' *আজাদ*, ১৯৪০।

ঐক্যবদ্ধভাবে [স] **১** *ক্রিবিণ* এক সঙ্গে। 'গোড়ার দিকে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৬২। **২** *ক্রিবিণ* দলবদ্ধভাবে। 'বিরোধীদল ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ঐক্যবন্ধন [স] *বি* একতার বাঁধন। 'ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোলিটিকাল হিসাবে আনন্দবোধ করিবে না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঐক্যবাক্য [স] *বি* মতৈক্য। 'মহারাজারদিগের সকলের ঐক্যবাক্য হইয়াছে।' *রাজীব*, ১৮০৫।

ঐক্যবিধায়ক [স] *বিণ* একতা সৃষ্টিকারী। 'জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ঐক্যবিহীন [স] *বিণ* মতৈক্য নেই এমন। 'ঐক্যবিহীন, জড়োপাসক নির্বীর্য নগণ্য জাতিতে পরিণত করবে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ঐক্যমত [স] *বিণ* অভিন্ন মতাবলম্বী। 'সকলে ঐক্যমত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঐক্যরক্ষা [স] *বি* একতা বজায় রাখা। 'ঐক্যরক্ষার জন্য আমাদিগকে অযোগ্যের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঐক্য লাভ করা *ক্রি* একতাবদ্ধ হওয়া। 'বাঙালি আপনার মধ্যে আপনি ঐক্য লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঐক্যশক্তি [স] *বি* একতার বল। 'সে সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে ঐ লৌহখণ্ডের সজ্ঞশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ঐক্যশূন্য [স] *বিণ* একতাহীন; পরস্পর বিচ্ছিন্ন। 'আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐক্যশূন্য ভীরুস্বভাব ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ঐক্যসমতা [স] *বি* ঐক্যের সমতা। 'সে ভাষার ভিতর একটি ঐক্যসমতা প্রসাদগুণ এবং ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

ঐক্যসাধন [স] *বি* একত্রকরণ। 'এই ঐক্যসাধন-প্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঐক্যসাধনযজ্ঞ [স] *বি* ঐক্যবদ্ধ করার কাজ। 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঐক্যসূত্র [স] *বি* সাদৃশ্য সূত্র। 'এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঐক্যসেতু [স] *বি* ঐক্যরূপ সেতু। 'সভ্য য়ুরোপ জগতে সদ্ভাব বিস্তার করিয়া ঐক্যসেতু বাঁধিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঐক্যস্থাপন [স] *বি* একতা প্রতিষ্ঠা। 'মতের ঐক্যস্থাপন করাও অপেক্ষাকৃত সহজ।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ঐক্যহীন [স] *বিণ* একতা নেই এমন। 'আমরা লক্ষ্যহীন, ঐক্যহীন, সহস্রপদতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অক্ষম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী [স ঐক্য-অধিষ্ঠাত্রী] *বিণ স্ত্রী* ঐক্য প্রতিষ্ঠাকারী। 'আমাদের ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়াকে দেখিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঐক্যানুভূতি [স ঐক্য-অনুভূতি] *বি* একতার অনুভূতি। 'আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঐক্যাভিলাষী [স] *বিণ* ঐক্য গড়ে তোলার ইচ্ছা আছে এমন। 'জাতীয় এবং ঐক্যাভিলাষী শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

ঐক্যতান [স] *বি* সম্মিলিত সুর। 'দয়েল, সপ্ত স্বর মিলাইয়া আশ্চর্য ঐক্যতানবাদ্য বাজাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঐক্যতানবাদন [স] *বি* মিলিত জীবনযাত্রা। 'তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবনের ঐক্যতানবাদনের সুরে সহসা ...।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

ঐক্যতানবাদ্য [স] *বি* সম্মিলিত সুরধ্বনি। 'দয়েল, সপ্ত স্বর মিলাইয়া আশ্চর্য ঐক্যতানবাদ্য বাজাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঐখান [ঐ+স স্থান>] **১** *বি* ওই স্থান। 'রাজা বসন্তরায়কেও ঐখানে ডাকাইয়া সে চিহ্ন দেখাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* ওই অংশ। 'ঐখানটা আর-একবার পড়ো তো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঐখানে *ক্রিবিণ* সেই স্থানে। 'বেতনদানে অক্ষম ... দুই শত বালক ঐ খানে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

ঐগুলি *বি* উল্লিখিত বস্তু। 'আহা! ঐগুলিরই অভাব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ঐচ্ছিক [স] **১** *বিণ* শৌখিন। 'নাট্যশালা এবং হিন্দুর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা কিরূপে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* স্বেচ্ছাকৃত। 'আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব ঐচ্ছিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ঐছ *ক্রিবিণ* ঐরূপে। 'ঐছ নগরকা বিচ – কৈছে লোক জিয়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ঐছন *ক্রিবিণ* ঐ রকম। 'ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নামপরতাপে যার ঐছন করিল গো।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

ঐছে *বিণ* ওই রকম। 'নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কৈছে হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঐতিহাসিক [স] **১** *বিণ* ইতিহাস সম্বন্ধীয়। 'এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকতত্ত্ব নির্ণয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *বি* ইতিহাসবিদ। 'মহাবংশ নামক সিংহলীয় ঐতিহাসিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* ইতিহাস হিসেবে গণ্য। 'ঐতিহাসিক সত্য ধ্রুব বলিয়া জানিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৪** *বিণ* ইতিহাসভিত্তিক। 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে নালিস উত্থাপিত হইয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ঐতিহাসিক প্রণালীক্রমে [স] *ক্রিবিণ* বিবর্তনমূলক পদ্ধতিতে। 'একটী ঐতিহাসিক প্রণালীক্রমে সজ্জিত অভিধান।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ঐতিহাসিক সত্য [স] *বি* ঘটেছিলো অথবা ঘটা সম্ভব ছিলো এমন

সামাজিক সত্য। 'পুরাণের গল্পগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য আছে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ঐতিহ্য [স] *বি* পরম্পরাগত রীতি, মূল্যবোধ, আচার ইত্যাদি। 'বাঙালি হবার, কেবলমাত্র বাংলার ঐতিহ্য বহন করার প্রয়োজন নেই।' *ধূর্জটি*, ১৯৩৫।

ঐতিহ্যগত [স] *বিণ* পরম্পরাগত। 'হিন্দু ও মুসলিম সমাজ ও জীবনধারার ঐতিহ্যগত ছাপ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

ঐতিহ্য-গঠিত [স] *বিণ* ঐতিহ্যের ছাপ আছে এমন। 'ওগুলি তরণী নয়, ঐতিহ্য-গঠিত নৌকা নয়।' *শক্তি*, ১৯৭০।

ঐতিহ্যবিরোধী [স] *বিণ* ঐতিহ্যের পরিপন্থী। 'ইহা ইসলামের ঐতিহ্যবিরোধী।' *মনসুর*, ১৯৪০।

ঐতিহ্যশাসিত [স] *বিণ* ঐতিহ্যপ্রধান। 'এঁদের কৃতি ঐতিহ্যশাসিত ঔপনিবেশিক সমাজকে রূপান্তরিত করতে পারেনি।' *শিব*, ১৯৫৬।

ঐতিহ্যসম্পদ [স] *বি* পরম্পরাগত সম্পদ। 'মসীযুদ্ধে বাঙালির পর্বতপ্রমাণ ঐতিহ্যসম্পদ আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ঐতিহ্যিক [স] *বিণ* ঐতিহ্যগত। 'কোন ঐতিহ্যিক বন্ধন নেই।' *উমর*, ১৯৬৮।

ঐথরিক [ই ইথার>] *বিণ* ইথার সম্বন্ধীয়। 'বর্তমান তারহীন টেলিগ্রাফী ও ঐথরিক বার্তাবহন-প্রণালী উলটপালট করিয়া দিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২০।

ঐন্দ্র [স] *বিণ* ইন্দ্র সম্বন্ধীয়। 'নন্দনকাননে ঐন্দ্র বিলাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ঐন্দ্রজালিক [স] ১ *বি* জাদুকর। 'বাদক, ঐন্দ্রজালিক, পুষ্পবিক্রেতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বিণ* জাদুকরী। 'এ সংসারের প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

ঐন্দ্রিয়িক [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়গত। 'তাঁহার ঐন্দ্রিয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ঐবান্‌হো *বি* ওয়াল্টার স্কটের বিখ্যাত উপন্যাস। 'ঐবান্‌হো অপেক্ষা একবাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ঐমনি *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঐরকম [ঐ+আ রকম] *বিণ* সে রকম; তেমন। 'ঐরকম ছোটোখাটো বিষয়ে একজন বাঙালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঐরাবত [স] *বি* হাতি। 'কিবা ঐরাবতে চড়ি আইল সুরপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঐরাবতী [স] *বি* নদীবিশেষ। 'ঐরাবতী নদীর তীরে মধ্যে২ গোলাগঞ্জ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ঐরি [স অরি] *বি* শত্রু। 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল ঐরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঐরূপ *বিণ* ওই রকম। 'ইংরেজের আমলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে ঐরূপ ছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ঐর্ন্যে ঐর্ন্যে [স অন্য>] *ক্রিবিণ* একে অপরের। 'ঐর্ন্যে ঐর্ন্যে সমাহি সমাহি মুখ চাহিআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঐশলোক [স] *বি* স্বর্গ। 'ঘন বনরাজিনীলার উর্ধ্বে এই আকাশ আমার ঐশলোক।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

ঐশিক [স] *বিণ* ঐশ্বরিক। 'সমাচারপত্রের রীতিবর্ত্ম ঐশিক শক্তি দ্বারা অথবা স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ঐশিয় [ই এশিয়া>] *বি* এশিয়ার অধিবাসী। 'যে-সকল হৌস ঐশিয়দিগকে কোনোপ্রকারে সাহায্য করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঐশী [স] *বিণ* ঐশ্বরিক। 'ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকেরাও ... ঐশী শক্তির আশ্রয় লাভে সমর্থ হন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঐশীশক্তি [স] *বি* ঐশ্বরিক শক্তি। 'অন্যান্য শাস্ত্রকর্ত্তারা ... অসামান্য ঐশীশক্তি প্রাপ্ত হন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঐশ্বরিক [স] *বিণ* ঈশ্বর প্রদত্ত। 'মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীতি ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঐশ্বরিকতা [স] *বি* ঈশ্বরের কাজ। 'যাহারা ইহাকেই ঐশ্বরিকতার যুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্য্য [স] ১ *বিণ* প্রভুত্ব বিষয়ক। 'ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সম্পদ। 'রহিলেন আপনে ঐশ্বর্য সম্বরিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শোভা জ্ঞান।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বি* সৌন্দর্য। 'দিন দিল জলাঞ্জলি খুলি পশ্চিমের সিংহদ্বার সোনার ঐশ্বর্য তার অন্ধকার আলোকের সাগরসঙ্গমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ঐশ্বর্য-অভিমানী [স] *বিণ* ধনসম্পত্তি নিয়ে অহংকারকারী। 'তাই ঐশ্বর্য-অভিমানী মানুষ বলেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ঐশ্বর্যপ্রার্থী, ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী [স] *বিণ* ধন-সম্পত্তি কামনাকারী। 'সামাদি প্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞ ... ও ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ঐশ্বর্যসম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন [স] *বিণ* ধনী। 'পাশ্চাত্যদেশীয় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ... বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঐশ্বর্যবন্ত, ঐশ্বর্য্যবন্ত [স] *বিণ* ধনসম্পদের অধিকারী। 'তন্মধ্যে রাজাগণকে ঐশ্বর্য্যবন্ত করিয়া উদ্ভব করিয়াছেন।' *রামরাম*, ১৮০২।

ঐশ্বর্যবান, ঐশ্বর্য্যবান [স] ১ *বিণ* সম্পদের অধিকারী। 'কত শত ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যবান ও প্রবল-প্রতাপান্বিত হইয়াও নিয়ত এরূপ উৎকণ্ঠিত ও উত্যক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* ঐশ্বর্যের অধিকারী। 'আর্টিস্ট রসের সম্পদ নিয়ে ঐশ্বর্য্যবান।' *অবন*, ১৯২৫; 'শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঐশ্বর্যভার [স] *বি* ঐশ্বর্যরাশি। 'তব চিত্ততলে যে ঐশ্বর্যভার স্তরে স্তরে রয়েছে জমানো।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

ঐশ্বর্যভূষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ঐশ্বর্যে অলঙ্কৃত। 'সহস্র বৎসরের সাধনার ধনের মতই রূপবৈভবা; ঐশ্বর্যভূষিতা।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

ঐশ্বর্যমদ [স] *বি* ধনের অহঙ্কার। 'দুরাত্মা চন্দ্রভানু, ঐশ্বর্যমদে মত্ত ও ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ঐশ্বর্যমদমত্ত [স] *বিণ* ধনের নেশায় মত্ত। 'ঐশ্বর্যমদমত্ত দাম্ভিক আজ ভিখারির কুটিরদ্বারে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঐশ্বর্যমন্ত, ঐশ্বর্য্যমন্ত [স] *বিণ* সম্পদের অধিকারী। 'তিন সুবার কর্ত্তা হইয়া মহা ঐশ্বর্য্যমন্ত হইয়াছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঐশ্বর্যময় [স] *বিণ* সমৃদ্ধ। 'ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঐশ্বর্যশালিতা [স] *বি* ঐশ্বর্যপূর্ণতা। 'সৃষ্টির পথ, ঐশ্বর্যশালিতার পথ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ঐশ্বর্যশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাচুর্যের অধিকারী। 'সে রাজরানি, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ঐশ্বর্যশালী, ঐশ্বর্য্যশালী [স] *বিণ* সম্পদের অধিকারী। 'বণিকেরা এত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'তাঁহার পিতা ... সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, কিন্তু তাদৃশ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ঐশ্বর্যান্বিত [স] *বিণ* সমৃদ্ধ; ঐশ্বর্যমণ্ডিত। 'মানুষের রূপবোধকে তা ঐশ্বর্যান্বিত ক'রে দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ঐশ্বর্যারোহী [স ঐশ্বর্য-আরোহী] *বি* বিত্তবান ব্যক্তি। 'ঐশ্বর্যারোহীর গাড়ির চাকায় নিষ্পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায় কেউ বা।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

ঐষদ [স ঔষধ] *বি* ওষুধ। 'ঐষদের কারোণ পর্বোত আনিয়াছিলেন আপোনার প্রাণ বাচাইতে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ঐসন [হি ঐসে] *ক্রিবিণ* এই রকম। 'বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐসন কহব মদন পরতাপে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঐসলামিক [আ ইসলাম+স ইক] *বিণ* ইসলাম সম্বন্ধীয়। 'ঐসলামিক আবরণে ঢাকিতে।' *ইসলাম*, ১৯০৪।

ঐহিক [স] **১** *বিণ* ইহলোকের; জাগতিক। 'ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* ইহলোক। 'ঐহিকের যত সুখ হল হল নাই নাই।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

ও

ও[1] *বি* বাংলা স্বরবর্ণবিশেষ এবং এর কারচিহ্ন। **ওকার** [স] *বি* ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে ব্যবহৃত 'ও' স্বরধ্বনির কারচিহ্ন ('ে া')। 'গ তে সাবঘোড় ওকার দেও।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'একার এবং ওকার ওদের শরণাগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ও[2] [ফা] *অব্য* এবং। 'আতপ তণ্ডুল ফুল লুচি ও পক্বান্ন ... বিবিধ মিষ্টান্ন।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ও[3] [প্রা] **১** *বিণ* ওই। 'ও আরিতেঁ পার হআঁ বিকণিবোঁ দধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *সর্ব* ওটা। 'আমি এও করচি ওও করচি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ওই *বিণ* সেই। 'মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ওকে *সর্ব* তাকে। 'কেহ কহে আজি ওকে করে রাজি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ওখান *বি* ঐ স্থান; নির্দিষ্ট স্থান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওখানে *ক্রিবিণ* ঐ স্থানে; কাছে। 'মের সাহেবের ওখানে গিয়া দর করিয়া বিক্রি ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

ওখেন *বি* ঐস্থান। 'ওখেন থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ওগো *অব্য* সম্বোধনসূচক শব্দ। 'ওগো পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত হলে দুটি প্রাণ রক্ষা হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ওদিগ **১** *বি* ওদিক। *ওস্যাঁ*, ১৭৮২। **২** *ক্রিবিণ* অন্য দিকে।'একবার এদিগে দেখে – একবার ওদিগে দেখে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ওথা *ক্রিবিণ* সেখানে; ওখানে। 'ওথা গেলে অবস্য দেখিব কানাঞিঃ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ওথাও *ক্রিবিণ* ওখানেও। 'ওথাওত বৈকুণ্ঠে জানিয়া নিরঞ্জন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ওদের *সর্ব* তাদের। 'ভাই এত জানলে ওদের আনতে বারণ কত্তুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ও মা – বিস্ময়সূচক বাক্যাংশ। 'স্ত্রীলোকেরা দেখিয়া কহিল, ও মা বিবাহের কালে একটা গাধা কেন?' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ও মা গো – 'মা' বলে চিৎকার। 'ও মা গো, তোমার জটায় যে ঘেমো গন্ধ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ওরে – সম্বোধনসূচক বাক্যাংশ। 'ওরে যার নেটো বহ তারি নাট।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ও লোক *বি* পরলোক। 'এ লোক ও লোক যে জন খাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ও হা – সংগীতের মাঝে ব্যবহৃত বাক্যাংশবিশেষ। 'নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গীতের নাম উপস্থিত হইলেই ... খরজ শব্দ, এবং হস্ত চালনা, ও হা, মনে পড়ে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ওহার *সর্ব* ওর। 'ওহার এহার মুখ চাহে সব।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ওহি *বিণ* ওই। 'কালার আমার হৈব দেখা ওহি কদম তলে।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

ওহে *অব্য* (সম্বোধন) হে। 'ওহে ধর্মঠাকুর দিনের দিবাকর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'ও হে সূত্রধর।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ওআদা [আ] *বি* অঙ্গীকার। 'ষুদ দীব পরিসোদে ওআদা মাহ ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৭। *দ্র* **ওয়াদা**

ওআর *বি* বালিশ, লেপ ইত্যাদির খোল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওআরিস [আ ওয়ারিস>] *বি* উত্তরাধিকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওআরিসান [আ ওয়ারিস>] *বি* উত্তরাধিকারীগণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওআরিসি [আ ওয়ারিস>] *বি* উত্তরাধিকার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওইরকম [ওই+আ রকম] *ক্রিবিণ* তার মতো; ওটার মতো। 'নাকটা ওইরকম চ্যাপ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ওংকার [স] *বি* উচ্চধ্বনি। 'ওঠে ওংকার, রণ-ডঙ্কার।' *নজরুল*, ১৯২২।

-ওঁ[1] *প্রত্যয়*। 'গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ওঁ[2] [স] *বি* ওঙ্কার। 'ওঁ নমো গণেশায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ওঁকার [স ওঙ্কার] *বি* 'ওম্' এই শব্দ; ওঙ্কার। 'হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞিঁ তাহাত ওঁকার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ওঁ[3], **ওঁয়াকে** *সর্ব* তাঁকে। 'ওঁয়াকে তো কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কত্তে পারে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ওঁচলা [স উচ্ছ>] *বিণ* আবর্জনাময়। 'সোনা দানা দুদের বাটী/ দুও মেগের ওঁচলা মাটী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ওঁচা [স উচ্ছ>] **১** *বিণ* নিকৃষ্ট। 'তাহার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বিণ* হেয়। 'হয়তো মেথর হবে, কিংবা নেহাত ওঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ওঁচানো [স উচ্চ>] *ক্রি* উত্তোলন করা; উঁচু করা। 'রাম-দা ওঁচাবেন।' *মুজতবা* ১৯৫২।

ওঁৎ [স অব] *বি* আক্রমণের জন্য সতর্কভাবে প্রতীক্ষা। 'বাঘ আসিয়া ঘরের পিছনে ওঁৎ পাতিয়া বসিল।' *জসীম*, ১৯৬৪।

ওঁয়া [ধ্বন্য] *বি* সদ্যোজাত শিশুর কান্নার শব্দ। 'ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া শব্দে দুঃখময় আত্মার বিলাপ।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ওঁরাও *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোড়োয়া, ওঁরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতি বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। *দ্র* **ওরাওঁ**

ওক [ই] *বি* ওক নামক গাছ। 'ওক কাঠের তেপয়ের ওপর।' *জীবন*, ১৯৩২।

ওকড়া *বি* বুনো কাঁটাওয়ালা ফলবিশেষ। 'ওকড়ার বীচি দেয় কেশের ভিতরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ওকত [আ ওয়াক্ত] *বি* সময়। 'নামাজের ওকত হইছে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ওকস [স] *বি* আশ্রয়। 'ওজোগুণ তরাবার ওপদ ওকস।' *ভারত*, ১৭৬০।

ওকাপি *বি* এক প্রকার বন্য জন্তু। 'ওকাপি বলে যে জানোয়ার।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ওকাব [আ ওয়াকিফ] *বিণ* দক্ষ; হিংস্র। 'ওকাব সকলে আসি ধরি ধরি খাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ওকালতনামা [আ ওকালত+ফা নামাহ] *বি* উকিল নিযুক্ত করার পত্র। *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ওকালতনামাপত্র [আ ওকালত+ফা নামাহ্+স পত্র] *বি* উকিল নিযুক্ত করার পত্র। 'নিসা করীবা এই করারে ওকালতনামাপত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ওকালতি, ওকালতী [আ ওকালত>] **১** *বি* উকিলের কর্ম বা পেশা। 'তোমাকে ওকালতী খেদমতে চাকোর রাখিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'ওকালতী কর্ম্মের বিষয়ে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি* যুক্তিতর্ক। 'সমাজের সঙ্গে ওকালতি চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৩** *বি* পক্ষ সমর্থন। 'তিনি দিব্যি অটল হয়ে তাঁর ওকালতি করে গেলেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ওকিবহাল, ওকীবহাল [আ ওয়াকিব+আ হাল] **১** *বিণ* অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। 'তেনারা শীতের তকলিফ বাবতে ওকিবহাল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত। 'বর্দো বর্গেণ্ডি সম্বন্ধে ওকীবহাল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ওকিল, ওকীল [আ ওয়াকিল] *বি* উকিল। 'ওকীল হয়্যা বলে রাম কুণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাতিলোকের তরফ ওকিল শ্রীখেলারাম সর্ম্মন আরজি দিয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ওক্ত, ওকৃত [আ ওয়াক্ত] **১** *বি* সময়। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দাঙ্গা হাঙ্গামের ওক্তে লেঠেল মিলবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* মেয়াদ; নির্দিষ্ট সময়। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'ছুঁচো মেরে তার খোয়াসনে মান, পুরায়ে এসেছে ওদের ওক্ত।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ওগয়রহ, ওগরহ [আ ওয়াগায়রহ্] **১** *অব্য* ইত্যাদি; অন্যান্য। 'পরগণে মনোহর সাহি ওগয়রহ আপনকার ইজারা ছিল ইস্তক ...।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭; 'শ্রীরাজারাম ঘোষ ওগরহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'টাকা কাত ওগয়রহ সমস্ত বুঝিয়া পাইলাম।' *ওর্সা*, ১৭৮২; 'কাগজপত্র ওগরহ আর২ সকল দফা ... বুঝিয়া পাইলাম।' *ভেরলি*, ১৭৮৯। **২** *অব্য* প্রমুখ। 'শ্রীভগবান হালদার ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামরত্ন চট্টোপাধ্যায় ওগয়রহ।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ওগয়রা [আ ওয়াগায়রহ্] *অব্য* ইত্যাদি; প্রভৃতি। *ভবানী*, ১৮২৩।

ওগয়রাহো [আ ওয়াগায়রহ্] *অব্য* ইত্যাদি; প্রভৃতি। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

ওগাররহ [আ ওয়াগায়রহ্] *অব্য* ইত্যাদি; প্রভৃতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওগরা [মারাঠি ওগর] *বিণ* নরম। 'ওগরা ভাত।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ওগলানো *ক্রি* বমির উদ্রেক করা। 'পেটে মাল ওগলাচ্ছে – কিন্তু তক্ষুনি সে জিভ কেটে নরম গলায় শুধু বললে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ওগো [ধ্বন্যা] *অব্য* সম্বোধনসূচক শব্দ। 'ওগো বাছা, আমি চোর ছ্যাঁচড় নই, মেয়ে মানুষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪।

ওঙ্কার [স] **১** *বি* আবৃত্তি। 'ষষ্ঠমে জানিব তবে জিকির ওঙ্কার।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* প্রথম উচ্চারিত ধ্বনি – ওঁ। 'মহাকাশতলে উঠে ওঙ্কার কোনো বাধা নাহি মানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৩** *বি* সৃজনশীলতা। 'জোটে না কোনো শব্দকণা কবির ওঙ্কারে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ওঙ্কারধ্বনি [স] *বি* ওঁ ধ্বনি। 'শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঙ্কারধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ওঙ্কারা [স ওঙ্কার>] *ক্রি* ওঙ্কারধ্বনি করা। 'মোর চেতনায়/ আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ওচট [স উচ্চোট] *বি* হোঁচট। 'সে একটা ওচট খাইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ওছা [স উচ্চ>] *ক্রি* উঁচু করা। 'গলাটি ধরিয়া ওছে লেহ উঠাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ওছিলা [আ ওয়াসিলা] *বি* অজুহাত; কোনো কিছুর দোহাই। 'ওজর ওছিলা জারি হইবেক না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ওজন[১] [আ] **১** *বি* পরিমাপ। 'ওজন খাটী ৫...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'কলিকাতায় বাজারী ৮০ আসী সিক্কা ওজন সের ফিলাট।' *ক্যালগে*, ১৮০০। **২** *বি* ভার। *বোগল*, ১৭৮০। **৩** *বি* তুলা। *ভবানী*, ১৮২৩। **৪** *বি* গুরুত্ব। 'কিন্তু তোমাদের আলোচনার ওজন রক্ষার জন্য বলা দরকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ওজন করা *ক্রি* পরিমাপ করা। 'যাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ওজনদার [আ ওজন+ফা দার] *বিণ* বেশি ওজনবিশিষ্ট। 'জিনিসটা ওজনদারও বটে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ওজনবোধ [আ ওজন+স বোধ] *বি* পরিমিতি বোধ। 'তার ওজনবোধ তোমার একেবারেই নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ওজনমত [আ ওজন+স মত] *ক্রিবিণ* মাপ অনুসারে। 'এদিকে ওজনমত জিনিস মিলল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ওজনী [আ ওজন>] *বিণ* ওজনদার। 'ভারী চর্বিদার আর ওজনী হয়েছে হাঁস দুটো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ওজন[২] [ই] *বি* ওজোন গ্যাস। 'স্থানটিতে ওজনের ঝাঁজালো সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ওজর [আ] **১** *বি* অজুহাত। 'কান্দিতে ওজর নাই মনুষ্য শরীর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* অপেক্ষা। *ভবানী*, ১৮২৩। **৩** *বি* আপত্তি। 'চাপরাসের মূল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

ওজর আপত্তি [আ ওজর+স আপত্তি] *বি* অজুহাত ও আপত্তি। 'নিশাকরও বিনা ওজর আপত্তিতে গেলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ওজরা [আ ওজর>] *ক্রি* আপত্তি করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওজস [স] *বি* দীপ্তি। 'ওড় পুষ্প ওঘ জিনি ওষ্ঠের ওজস।' *ভারত*, ১৭৬০।

ওজস্বী [স] **১** *বিণ* তেজোদীপ্ত। 'ভবানী, ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বিণ* উদ্দীপনাপূর্ণ। 'তাহা প্রাঞ্জল ও ওজস্বী হইয়াছে সন্দেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ওজস্বিতা [স] *বি* বলিষ্ঠতা। 'ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা' ছুটাও ভাষা অগ্নিকণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ওজস্বিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* তেজোদীপ্ত। 'সভায় ওজস্বিনী বক্তৃতা কইরা আমার গৌরব ও আনন্দ বৃদ্ধি করছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫। **২** *বিণ স্ত্রী* উদ্দীপনাপূর্ণ। 'অত্যন্ত তেজ ও দৃঢ়চিত্ত নিয়ে উপরোক্ত কথাগুলো ওজস্বিনী ভাষায় বলেছিলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ওজারত [আ] *বি* মন্ত্রিত্ব। 'তাঁর দুশমনরা ওজারত দখল করেছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ওজারতি [আ] *বি* মন্ত্রীর পদ; মন্ত্রিত্ব। 'সম্প্রতি তিনি ওজারতির গদি হারিয়েছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ওজিফা [আ ওয়াজিফা] *বি* তসবি পড়া। 'আজকাল তোমার নামাজ আর ওজিফার যে রকম বান ডেকেছে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

ওজির [আ ওয়াজির] *বি* মন্ত্রী। 'ওজির নাজির চৌকিদার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ওজিরজাদা [আ ওয়াজির+ফা জাদা] *বি* মন্ত্রীপুত্র। 'ওজিরজাদার

ওস্তাদের কাছে পারসি পড়েন।' *রামরাম*, ১৮০১।

ওজু [আ ওয়াদু] *বি* ইসলামি মতে পবিত্রতার জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে হাত, মুখ ও পা ধোয়া। 'প্রথমে বুলিবা সবে ওজু করিবারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ওজুদ [আ ওয়াজুদ] *বি* শরীর। 'ভয়েতে ওজুদ কাপে শুনে লাগে ধান্দি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ওজুহাত [আ ওয়াজুহাত] *বি* ছুতা। 'কোন ওজুহাতে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারিবে না।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ওজোগুণ [স] *বি* কাব্যের গাম্ভীর্য সম্পাদনকারী গুণ। 'ওজোগুণ তরাবার ওপদ ওকস।' *ভারত*, ১৭৬০।

ওজোন সরকারী [আ ওজন+ফা সরকার>] *বি* রপ্তানিদ্রব্যের ওজন নির্ণয়, দাম মেটানো ও খাতায় তোলার কাজ। 'শেষে এক সদয় হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হউসে একটি ওজোন সরকারী কর্ম্ম দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ওজোর [আ উজর] *বি* বাহানা। 'ওজোর করে কাটাতাম।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ওঝা [স উপাধ্যায়] **১** *বি* হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্তির সময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ভূতে ধরা মানুষের চিকিৎসক। 'ওঝা ঠাঞি যাই যদি সে ভূত ছাড়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* গণক। 'লিখা করি গেল ওঝা জথা ধর্মকেতু/ কহিল নির্ণয় জত বিবাহের হেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* সাপের বিষ নামানোর চিকিৎসক। 'নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার ...। *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ওঞা-ওঞা [ধ্বন্যা] *বি* শিশুর কান্নার শব্দ। 'ছেলের কান্না শোনা যাচ্ছে – ওঞা-ওঞা।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ওঠ [স ওষ্ঠ] *বি* উপরের ঠোঁট। 'ওঠ আধর উঠক জিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ওঠক বৈঠক *বি* ওঠা-বসা; চলাফেরা। 'লওয়াজিমা যে মত করিয়াছেন তাহার মত ওঠক বৈঠক নহে।' *কেরি*, ১৮০২।

ওঠা **১** *ক্রি* শেষ হওয়া। 'প্রতিদিন আদালত উঠিলে ... যে আজ্ঞা হইয়া থাকে তাহার চলন করাইবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *ক্রি* জাগ্রত হওয়া। 'গড়ে রোজ আটটার কমে ওঠা হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *ক্রি* সৃষ্টি হওয়া। 'আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। **৪** *ক্রি* মাটি ভেদ করে অঙ্কুরিত হওয়া। 'তালগাছ উঠেছে মাঠের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৫** *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। 'রোদ ওঠবার আগে হিমে-ছোঁওয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৬** *ক্রি* শুরু হওয়া। 'জ্বর কি এরকমই ওঠে দুপুরে?' *জীবন*, ১৯৩৩। **৭** *ক্রি* দৃশ্যমান হওয়া। 'ওটা সপ্তর্ষি ... কোন মাসে কোনটা ওঠে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **৮** *ক্রি* আমদানি হওয়া। 'ধান ... ওঠেনিক আজিও বন্দরে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **৯** *ক্রি* পণ্য বিক্রির জন্য হাজির হওয়া বা আসা। 'রুদ্রনগরে অ্যানাটোন মলমের ফিরিওয়ালা ওঠে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। **১০** *ক্রি* মুখে তোলা; খাওয়া। 'নাদানের রোজগারে না উঠিও আমিষের নলা।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে – পর্যাপ্ত সময় না দিয়েই কোনো কাজ করতে বলা। 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে কেমন করে হয়।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ওঠ-বোস **১** *বি* মেলামেশা; সম্পর্ক। 'তার সাথে বেশি ওঠ-বোস রাখিনি।' *শামসুল*, ১৯৫৭। **২** *বি* জীবনযাপন। 'তার কথায় ওঠবোস করতে লাগল।' *শামসুল*, ১৯৬২।

ওঠা-নাবা *বিণ* আসা-যাওয়া। 'তরঙ্গিত দুঃখসুখের নিত্য ওঠা-নাবা –।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ওঠানামা **১** *বি* হ্রাসবৃদ্ধি। 'হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে বেতনের মাত্রারেখা ওঠানামা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* উপরে ওঠার ও নীচে নামার। 'দিনে মগ্ন রয় আঁখি, ওঠা-নামা ঘোরানো সিঁড়িতে।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

ওঠাপড়া **১** *বি* ওঠা-বসা; চলাফেরা। 'নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে ওঠাপড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* উত্থান ও পতন। 'ওঠা-পড়ার ছন্দে হৃদয় ঢেউয়ের সাথে ঢেউ তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ওঠা বসা **১** *বি* জীবনযাপন। 'মন্ত্রমুগ্ধের মতো হিটলারের নেতৃত্বাধীনে ওঠা বসা করছে।' *হাই*, ১৯৫৮। **২** *বি* মেলামেশা। 'আপনাদের সাথে এত ওঠাবসা হাসিঠাট্টা করলেও ...।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ওডিকলোন, ওডিকোলন [ই] *বি* সুগন্ধি তরলবিশেষ; জার্মেনির কোলন শহরের নামযুক্ত তরল পদার্থ। 'দ্রুতপদে ওডিকলোন বরফজলে মিশাইয়া উপস্থিত করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'সমস্ত মাথায় ওডিকোলনের গন্ধ।' *জীবন*, ১৯৩১।

ওড্র [স] *বি* জবা ফুল। 'কলার পাত উপরে থুইলা ওড্র ফুল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ওড্রদেশ [স] *বি* ওড়িশা। 'কেহ রাঢ় ওড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ওড্রী [স ওড্র] *বি* উড়িয়া অঞ্চলের ভাষা। 'ওড্রী (উড়িয়া), গৌড়ী (বাংলা), দাক্ষিণাত্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ওড় [স ওড্র] *বি* জবাফুল। 'সিঅলি কুসুম ওড় রেবতী রাঙ্গনাগর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ওড়কলমী [স ওড্র+স কলম্বী] *বি* লতাগাছ-বিশেষ। 'ঝোপের মাথায় ওড়কলমী লতায় সাদা সাদা ফুলের কুঁড়ি।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ওড়ের মালা *বি* জবা ফুলের মালা। 'গলায় ওড়ের মালা দিলেক তখন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ওড়নপাড়ন *বি* উঠানো ও নামানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওড়না [হি ওঢ়না] **১** *বি* চাদর জাতীয় গাত্রাবরণ-বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কেবল ক্রেপের ওড়নার ভিতর হইতে বাদলা জড়ানো স্থুল ও সুদীর্ঘ চুলের বেণী দেখা যাইতেছে।' *রোকেয়া*, ১৯৩০। **২** *বি* আবরণ। 'ধুলোর ওড়না ঘুরিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে নেচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ওড়নি [হি ওঢ়না] *বি* ওড়না। 'শীতের ওড়নি পিয়া গিরিসের বাও।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ওড়ব [স] *বি* (সংগীত) সাতটির বদলে পাঁচটি স্বরবিশিষ্ট রাগ। 'ওড়ব খাড়ব প্রণব উদারা তারা লইয়া তর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ওড়মাল [স ওড্রমালা] *বি* জবা ফুলের মালা। 'মোরে গাধা চাপাইআ দিয়া ওড়মাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ওড়মালা [স ওড্রমালা] *বি* জবা ফুলের মালা। 'সুগন্ধি চন্দন দিল গলে ওড়মালা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ওড়ম্বা *বিণ* অমিতব্যয়ী; প্রচুর ব্যয় করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওড়া **১** *ক্রি* আকাশে বিচরণ করা। 'এ নয় যে সত্যিই আকাশে ওড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *ক্রি* শূন্যে ভাসা। 'বিজয়-পতাকা ওড়াতে হলে খুন খোশরোজ খেলা খেলতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪। **৩** *বিণ* উড়তে পারে এমন। 'থাকত যদি মেঘ-ওড়া পক্ষিরাজের বাচ্চা ...।'

রবীন্দ্র, ১৯৩০। **৪** *বি* আকাশে বিচরণ। 'মরণের ওড়া উড়তে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উড়িয়ে দেওয়া *ক্রি* দূরীভূত করা। 'তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

ওড়াউড়ি *বি* ক্রমাগত শূন্যে বিচরণ। 'হলদে পাতার মতো আমাদের পথে ওড়াউড়ি।' *জীবন*, ১৯৩৬।

ওড়াওড়ি *বি* ইতস্তত উড়ে বেড়ানোর কাজ। 'মাছরাঙা ওড়াওড়ি করছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ওড়ানো *ক্রিবিণ* আকাশে বিচরণ করানো। 'মার্বেল খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো এমনকী সুযোগ পেলেই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া ইত্যাদি...।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ওড়ালোন [ও ওড়িশা>?+স লবণ>] *বি* এক ধরনের লবণ। 'পার্বনি পঞ্চক জাত ওড়ালোন সানা ভাত ধানকাটী কলম কসুরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ওঢ়ন [হি ওঢ়না] *বি* ওড়না। 'হাওয়ার মত হাল্কা হিমের ওঢ়ন দিয়ে গায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

ওৎ [স অব] *বি* আক্রমণের জন্য সতর্কতার সঙ্গে প্রতীক্ষা। 'ব্যাঘ্র ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

ওত [স অব] *বি* সতর্ক প্রতীক্ষা। 'দিঠিহুক ওত দেসাঁতর রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ওত পাতা *ক্রি* সতর্কভাবে প্রতীক্ষা করা। 'সুখের পিছনে সে কী বজ্র ওত পেতে রয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ওতড়ানো *ক্রি* অতিক্রম করা। 'মৃত্যুর বলে প্রতিদিন ওতড়াচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ওতরানো *ক্রি* চালিয়ে দেওয়া। 'তৈরি মালে ত ও জিনিস ওতরালে চলবে না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ওতপ্রোত [স] *বিণ* অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 'ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ওতপ্রোতভাবে [স] *ক্রিবিণ* অঙ্গাঙ্গীভাবে। 'হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ওতারা *ক্রি* নেমে আসা। 'ওতারিয়া ছিল বিবি পাহাড়ের নীচে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ওতোর [স উত্তর] *বি* উত্তর। 'এ কথার বরো ঠেক ওতোর দেওন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ওত্তর [স উত্তর] *বি* উত্তর; জবাব। 'বাবাঠাকুর! ঘরে গো? কৈ ওত্তর দেয় না ঝে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ওৎরানো [স উত্তরণ>] *ক্রি* চালিয়ে দেওয়া। 'প্রথমে একটা গল্প লিখে তিরিশ টাকায় ওৎরাতে চাচ্ছে নিখিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

ওদড় [স উদুম্বর] *বি* ডুমুর। 'কাঠাল ২ দুই পঠাই লইবেন আর ওদড় পঠাবেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০৭।

ওদন [স] *বি* ভাত। 'শিশু কান্দে ওদনের তরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ওদুল [আ] *বি* পরিবর্তন। 'যার যে মিনতি আছে কে করে ওদুল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ওধা *বি* তাড়া দিয়ে গমন। 'রণঝাঁট ওধা করে মাথায় ভাঙ্গে খুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ওধা করা** *ক্রি* তাড়া দিয়ে গমন করা। 'রণঝাঁট ওধা করে মাথায় ভাঙ্গে খুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ওনারশিপ [ই] *বি* মালিকানা। 'ওনারশিপ বলতে ইংরেজ যা বোঝে।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

ওনুসার [স অনুসার] *ক্রিবিণ* অনুযায়ী। *তাঁতি*, ১৭৯২।

ওনুসারে *ক্রিবিণ* অনুসারে; অনুযায়ী। 'তখন কাটান নাম ইঙ্গরেজী ওনুসারে ফরসীর লবজ লেখা গীয়াছিল।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ওপর [স উপরি] **১** *অব্য* প্রতি। 'ইংরাজেরা ... আমেরিকাবাসিদিগের ওপর অত্যাচার করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *অব্য* দিকে। 'আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে পদার্থের ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি সংখ্যা কিংবা কম।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। **৩** *ক্রিবিণ* উপরে। 'কী পরেছ ওটা মাথার ওপর, দেখাচ্ছে যেন হীরের টোপর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৪** *অব্য* নিকট। 'যে ছেলে মায়ের নয়, তার ওপর দাবি-দাওয়া কিসের?' *নজরুল*, ১৯২৭। **৫** *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'অন্যায্যতার ওপর খানিকটা প্রতিষ্ঠিত।' *জীবন*, ১৯৩২। **৬** *ক্রিবিণ* বেশি; অধিক। 'আপনি ছাব্বিশের ওপর কিছুতেই উঠবেন না।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ওপরঅলা [স উপরি+হি ওয়ালা] *বিণ* ঊর্ধ্বতন। 'ওপরঅলা কর্তাদের সঙ্গে বনি-বনা না হলে স্বচ্ছন্দে কর্মত্যাগ করেছেন।' *রমেন*, ১৯৭০।

ওপরওয়ালা [স উপরি+হি ওয়ালা] *বি* কর্মক্ষেত্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। 'কথাটা বললাম, ওপরওয়ালাদের বলো না যেন।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ওপরচালাকি [স উপরি+ফা চালাক>] *বি* ফাঁকি। 'বস্তুরূপের অনুকরণ ও প্রয়োগপদ্ধতির ওপরচালাকি রেনেসাঁসী... শিল্পকলাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

ওপরপড়া [স উপরি>] *বিণ* গায়ে পড়ে ঝগড়া করে এমন। 'একটা ওপরপড়া বেড়াল নেই কোথাও।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ওপোর [স উপরি] *ক্রিবিণ* উপর। 'ঝাঁকা মুটের ওপোর বসে আসতে দেখে বল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬২।

ওপস্তিত [স উপস্থিত] *বিণ* উপস্থিত। 'শীল অনুসারে কার্য ওপস্তিত হও।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ওপ্যাল [ই] *বি* মূল্যবান পাথরবিশেষ। 'কালো ওপ্যালের খনি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ওফা [আ] *বি* প্রতিশ্রুতি। 'তোমার বাপেরে নাহি দিয়াছিল ওফা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ওফাত [আ ওয়াফাত] *বি* মৃত্যু। 'মুমিনের ওফাত শুনিলে ততক্ষণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ওবারা [হি ওয়ারা] *বিণ* অতিরিক্ত। 'সেখানে চালু ও বিরিকলাই বড়ই ওবারা।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

ওভারকোট [ই] *বি* ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঘরের বাইরে পরার লম্বা কোট। 'আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে আর-একজনের ওভারকোট গাত্রবস্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ওভার-কোয়ালিফাইড [ই] *বিণ* অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন। 'তুমি বাবা বড্ড ওভারকোয়ালিফাইড।' *জীবন*, ১৯৩২।

ওভারটাইম [ই] *বি* নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজ। 'ওভারটাইম খাটলে দু'আনা জলখাবার।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ওভারটেক [ই] *বি* পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া। 'ওভারটেক করে এগিয়ে যাবার জন্যে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

ওভারড্রাফট [ই] *বি* ব্যাংক থেকে গচ্ছিত টাকার অতিরিক্ত যে

পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা হয়। 'বাড়িভাড়া দেয়নি, ওভারড্রাফট নিয়েছে।' *মুজতবা* ১৯৫২।

ওভারবাউন্ডারি [ই] *বি* ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যান মারার পর বল মাটিতে পড়ার আগেই সীমানা অতিক্রম করা; এক মারে ছয় রান হওয়া। 'ওভারবাউন্ডারি করাতে তার জুড়ি নেই।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ওভারব্রিজ, ওভারব্রীজ [ই] *বি* কোনোকিছু ডিঙিয়ে পারাপারের সেতু। 'ঢাকা রেলস্টেশনের কাছে ওভারব্রীজ হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৫৬; 'ওভারব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আগে অনেক দূর থেকে ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

ওভালটিন [ই] *বি* গম, চিনি ইত্যাদির মিশ্রণে প্রস্তুত খাদ্যগুঁড়ো বিশেষ। 'এক পেয়ালা ওভালটিন।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ওম[১] [স, ধ্বন্যা] *বি* শিঙ্গার ধ্বনি। 'নাদে ওম ওম মহাশঙ্খ-বিষাণ রুদ্রের।' *নজরুল*, ১৯২২।

ওম[২] [স উষ্ম] *বি* তাপজনিত আরাম। 'ভারী ওম কলাইয়ের ভূষিতে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ওমত [ফা উমেদ] **১** *বি* জন্য। 'সে অতি উত্তম নির্মল সম্পূর্ণো দয়াএ বক্রপাতে অকুমারীর উদরে পরমেশর ওমত।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **২** *বি* সামর্থ্য। 'এয়ক্ত কাপড় দেওনের আমাদিগের এমত ওমত নাই।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ওমর[১] [আ উমর] *বি* বয়স; বয়ঃক্রম। 'পোনারো বরিষ ওমরে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'জানি ওমরের তত্ত্ব নিরর্থক। – মানুষ ক্ষীণায়ু, কিন্তু চিরস্থায়ী অবদান তার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ওমর[২] [ই] *বি* হোমার। 'উরুপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা/ ওমর (অসভ্যকালে জন্ম তাঁর) যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

ওমরা [আ উমারা] **১** *বি* আমির। 'বাইশ ওমরার পরে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় আইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* অভিজাত। 'আমির ও রাজা ও কবিগণ ও পণ্ডিত ইত্যাদি সমস্ত ওমরা লোকের বৈঠক হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* বাদশাহের অধীন বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি। 'আমি হাইদরের রাজসভায় একজন ওমরা হইয়া বাস করিতে লাগিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **৪** *বি* নির্ধারিত সময়ের বাইরে-করা হজ্জ। 'ওমরাকে হজ্জে আছগর বা ছোট হজ্জ বলা হইত।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

ওমরাও [আ উমারা] *বি* অভিজাত সম্প্রদায়। 'বাঙালি কমিশনারগণ দেশের আমির-ওমরাও দলের না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ওমলেট [ই] *বি* ডিম ভাজা। 'আগে কি তোমরা একটা ওমলেট খেতে চাও?' *নীরেন*, ১৯৬৩।

ওমেদ [ফা উমেদ] *বি* আশা। 'কর্ম্মের ওমেদে থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ওম্মেদ [ফা উমেদ] *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'ওম্মেদ আমার এই শাহার মেহেরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ওম্মেদওয়ারি [ফা উমেদ+হি ওয়ারি] *বি* চাকরির প্রার্থনা। 'তুমি কোথায় ওম্মেদওয়ারি করিবা।' *কেরি*, ১৮০২।

ওয়াইজ [ই] *বিণ* জ্ঞানী; বিচক্ষণ। **পেনি ওয়াইজ পাউণ্ড ফুলিশ** [ই] – পেনির বেলায় হিসেবি, কিন্তু পাউন্ডের বেলায় দরাজ। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ওয়াইন [ই] *বি* মদ। 'নাচতে জানে, ওয়াইনে বানচাল হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ওয়াইফ [ই] *বি* স্ত্রী। 'যদি ভ্রাতৃগণ ওয়াইফের বিষয়ে আলাপ করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ওয়াংকী, ওয়াঙ্কী [ই] *বি* একপ্রকার পতঙ্গ। 'এক ওয়াংকী সিংহের আলয়ের সমীপে উড়িতেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'এক অহংকৃত পূর্ণ আপ্ত শ্লাঘী ওয়াঙ্কী।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ওয়াক [ফা] *অব্য* ঘৃণার সঙ্গে থুতু ফেলার উচ্চ শব্দ। 'ছোড়দি বলে সর্দি ওটা, এ রাম! ওয়াক! থুঃ!' *নজরুল*, ১৯২৬।

ওয়াক ছর্দ্দি [ফা] *বি* ঠাণ্ডাজনিত কারণে ওঠা কাশ। 'সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মুখে উঠে জল।' *ভারত*, ১৭৬০।

ওয়াক আউট [ই] *বি* ধর্মঘট। 'একেবারে আমার ওয়াক আউট।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ওয়াক-ওভার [ই] *বি* অনায়াস বিজয়। 'তবে ওয়াক-ওভারের সুযোগ দৃষ্টির জন্য এত অন্ধিসন্ধি, এত এন্তেজাম ...!' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ওয়াকফ স্টেট [আ ওয়াকুফ+ই এস্টেট] *বি* ধর্মীয় ও সৎ কাজে ব্যবহারের জন্য মুসলমানদের দেওয়া নিষ্কর সম্পত্তি। 'জাল-জুয়াচুরির সাহায্যে কত বড় বড় ওয়াকফ স্টেট চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩৩।

ওয়াকিংশুজ [ই] *বি* হাঁটার উপযোগী এক ধরনের জুতা। 'আমি মোজা ওয়াকিংশুজ ও ইজারআদি চাহি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

ওয়াকিফ, ওয়াকীফ, ওয়াকিব, ওয়াকীব [আ] **১** *বিণ* অবগত। 'তোমাকে বেওরা লিখিয়া ওয়াকীফ করিয়াছী।' *ওসা*, ১৭৮২; 'সেই হুকুমনামা এখানের জমীদার দিগকে ওয়াকীব করাইয়া ছীলাম।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'মোট দাম ওয়াসীল বাকির ফর্দ্দ জাইতেছে ওয়াকিব হইবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'তিন সুবার উসুল তহসিল সুমার তপশিল ওয়াকিফ হএন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকারী। 'ওয়াকিফের উদ্দেশ্য ও নির্দ্দেশ অনুসারে সম্পত্তির আয়গুলি খুব কমই ব্যয়িত হইয়া থাকে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

ওয়াকিফয়াল [আ ওয়াকিফ+আ হাল] *বিণ* অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। 'মাঝে মাঝে টীকাটিপ্পনী কেটে আমাকে যেন আস্তে আস্তে ওয়াকিফয়াল করে তুলছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ওয়াকিফহাল [আ ওয়াকিফ+আ হাল] *বিণ* অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। 'বোর্ডের কোন ওয়াকিফহাল লোক দ্বারা শুনা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ওয়াকিবদার [আ ওয়াকিফ+ফা দার] *বি* খোঁজখবর রাখে যে; তত্ত্বাবধায়ক। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

ওয়াকিবহাল [আ ওয়াকিফ+আ হাল] *বিণ* অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। 'রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে ভালরূপ ওয়াকিবহাল হইবার উদ্দেশ্যে ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

ওয়াকেফহাল [আ ওয়াকিফ+আ হাল] *বিণ* অবস্থা সম্পর্কে অবগত। 'ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্বন্ধে যতদূর ওয়াকেফহাল হইতে পারিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

ওয়াকেফাল [আ ওয়াকিফ+আ হাল] *বিণ* জ্ঞাত। 'এই বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে সংবাদপত্র যদি ওয়াকেফাল না হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ওয়াক্ত [আ] *বি* সময়কাল। 'চুপ হইয়া আছো তুমি এয়ছা ওয়াক্ত পরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ওয়াক্‌ফ [আ] *বি* ধর্মীয় ও সৎ কাজে ব্যবহারের জন্য মুসলমানদের দেওয়া নিষ্কর সম্পত্তি। 'ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মতওয়াল্লিরা টাকা ভেঙ্গে আত্মসাৎ করেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

ওয়াক্‌ফনামা [স ওয়াক্‌ফ+ফা নামা] *বি* ধর্মের নামে প্রদত্ত দানপত্র

বা দলিল। 'ওয়াক্‌ফনামায় বরাদ্দ করা হল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ওয়াগন [ই] *বি* পণ্যবাহী রেলগাড়ি। 'ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ওয়াঙ্কী *দ্র* ওয়াংকী

ওয়াচ [ই] *বি* পকেটঘড়ি বা হাতঘড়ি। 'বাবুর সঙ্গে একটী ওয়াচ ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ওয়াচগার্ড [ই] *বি* ঘড়ির চেন। 'সোনার ওয়াচগার্ড পরিয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ওয়াজ [আ] *বি* ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত বক্তৃতা। 'তাঁহাদের ওয়াজ-নছিহত উর্দ্দু ভাষায়ই সম্পন্ন।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

ওয়াজ-নসিহত, ওয়াজ নসীহত [আ] *বি* ইসলাম ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও উপদেশ। 'ওয়াজ নসীহত, খানা জিয়াফত, আকীকা কোরবাণীর রেওয়াজ আজও ... পুরোদস্তুর বজায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ওয়াজিব, ওয়াজীব [আ] ১ *বিণ* অবশ্যকরণীয়। 'মওতার গোসল জানিঅ ওয়াজিব।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'ওয়াজেব যে ছিল সেই লিখিনু তোমারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* ন্যায়সঙ্গত। 'মবলগ টাকা সরকারের খাজানা ওয়াজিব পাওনা আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৮। ৩ *বিণ* যথার্থ। 'তুমি আজ বাবুরামকে খুব ওয়াজিব কথা বলিয়াছ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ওয়াজির [আ] *বি* উজির; মন্ত্রী। 'গবুচন্দ্র ওয়াজির ছিল/ নবুচন্দ্র নাজির ছিল।' *অন্নদা*, ১৯৬৭।

ওয়াজিরি [আ] *বি* মন্ত্রণার কাজ। 'ওয়াজিরি দস্তুর মাফিক কমিসনে করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

ওয়াজিরিতলব [আ ওয়াজির-তলব] *বি* বাধ্যতামূলক ও ন্যায্য পাওনা। 'খাজানা সরকারের ওয়াজিরিতলব।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

ওয়াটার কালার [ই] *বি* জলরঙে আঁকা ছবি। 'ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং প্রভৃতি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ওয়াটার-টাইট [ই] *বিণ* জলরোধী। 'জাহাজের কেবিনগুলো ওয়াটার-টাইট বলে শুনেছি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ওয়াটার-পোলো [ই] *বি* জলে ভাসমান অবস্থায় বল খেলাবিশেষ। 'হেদো না থাকলে সে-মাঠে অনায়াসে ওয়াটার-পোলো খেলা চলে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ওয়াটারপ্রুফ [ই] *বি* পানি প্রতিরোধক। 'তোমরা বৃষ্টির সময় ছাতা, ওয়াটারপ্রুফ ব্যবহার কর।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

ওয়াড় [স প্রসার>] ১ *বি* বহর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* বালিশের আবরণ বা খোল। 'বালিসের ওয়াড়, ছেলেদের পোসাক, বেণে বাবু অবকাশমত স্বহস্তেই সেলাই করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* আবরণ। 'এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ওয়াড়হীন [ওয়াড়+স হীন] *বিণ* খোলহীন। 'ওয়াড়হীন তেল-চিটচিটে গোটা দুই বালিশ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

ওয়াদা [আ] ১ *বি* নির্ধারিত সময়। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* শর্ত। 'ইহার ওয়াদা দুই মাহা বাদে ষুদ সমেত তাম্বা বিক্রি করিয়া দিব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬। ৩ *বি* অঙ্গীকার। 'জদি ওয়াদা খেলাপ হয় তবে সেই মাল পুনরায় বিক্রি হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৭। ৪ *বি* মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার বাহন। 'এই বাহনকে বলে ওয়াদা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ওয়াদাবদ্ধ [আ ওয়াদা+স বদ্ধ] *বিণ* প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'বেরুবাড়ী ইউনিয়ন হস্তান্তরে ওয়াদাবদ্ধ হইয়াও ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

ওয়াদামাফীক [আ] *ক্রিবিণ* প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। 'জদি ওয়াদামাফীক নাদি তবে ফিসদে ২৫ পচীশ তঙ্কা মুনাফা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ওয়াদ্দা *বি* পদ; ভার; ব্যবসায়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ওয়ান্ডারফুল, ওয়াণ্ডারফুল [ই] ১ *বিণ* দৃষ্টিনন্দন। 'বড় বড় ওয়ান্ডারফুল কাকাতুয়া সব।' *জীবন*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* চমৎকার। 'বিস্ময়ে বলে ওঠেনি – ওয়াণ্ডারফুল।' *হাই*, ১৯৪৭।

ওয়ায়েজ [আ ওয়াইজ] *বিণ* ইসলাম ধর্মীয় উপদেশদাতা। 'ওয়ায়েজ মাওলানার রাহা খরচ, মাদ্রাসা মক্তবের চাঁদা ... অকাতরে দান করে।' *জয়তী*, ১৯৩০।

ওয়ার[1] [ফা] *বি* বার; ক্রম। 'পহেলা ওয়ার কর আমার উপর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ওয়ার[2] [স প্রসার>] *বি* খোল; আবরণ। 'ওয়ার ক'রে দিয়েছিল, ছিঁড়ে গিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ওয়ার[3] [ই] *বি* যুদ্ধ। **ওয়ার ক্রিমিনাল** [ই] *বি* যুদ্ধাপরাধী। 'ওয়ার ক্রিমিনালরা নিজেদের দেশে পরাজিত।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ওয়ারড্রব [ই] *বি* কাপড়চোপড় রাখার আসবাববিশেষ। 'আগে যেভাবে ছিলো ঠিক তেমনি আছে। ওয়ারড্রব, সেলাইকল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬।

ওয়ারি [ফা ওয়ারী>] *ক্রিবিণ* ক্রম অনুযায়ী। 'নালিষের মধ্যে ওয়ারি জে তাহা মযুরা দেয়া গেল।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭।

ওয়ারিণ, ওয়ারিন [ই] *বি* ওয়ারেন্ট; শমন। 'ওয়ারিন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'যদি কেউ ওয়ারিণ করে জামিন দিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'শমন, ওয়ারিন, উকীলের চিঠি ও সফিনে বাবুর অলঙ্কার হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ওয়ারিশ [আ ওয়ারিস] *বি* উত্তরাধিকারী। 'আমাদিগের ওয়ারিশ কেহ দাওয়া করে সে ঝুটা।' *ভেরলি*, ১৭৮৯।

ওয়ারিশান [আ ওয়ারিসান] *বিণ* উত্তরাধিকারী (এখানে একবচন)। 'আমিই হলাম ওয়ারিশান।' *তারা*, ১৯৪২।

ওয়ারিশি [আ ওয়ারিস>] ১ *বি* অংশ; ভাগ। 'মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেত-ক্ষামার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিশি পাবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭। ২ *বি* উত্তরাধিকার স্বত্ব। 'হালিম স্ত্রীর ওয়ারিশি দাবি করিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ওয়ারিষ [আ] *বি* উত্তরাধিকারী। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

ওয়ারিস [আ] *বি* উত্তরাধিকারী। **ওয়ারিস আন** *বি* উত্তরাধিকারীগণ। 'আমার পুত্র পৌত্রাদী ও ওয়ারিস আন সহিত কস্মিন কালে দাওয়া নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ওয়ারিসান [আ] *বি* উত্তরাধিকারী; বংশধর। 'যদি এর কেও ওয়ারিসান থাকতো।' *হুতোম*, ১৮৬২।

ওয়ারেশ [আ ওয়ারিস] *বি* উত্তরাধিকারী। 'ওয়ারেশ থাকে, হুজুরে হাজির হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ওয়ারেশিন [আ ওয়ারিসান] *বি* উত্তরাধিকারীগণ। 'ভয়ে ভূমি চুমে লাত মানাত-এর ওয়ারেশিন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

-ওয়ারী [ফা] *বিণ* -ভিত্তিক। 'কর্ম্মচারীদিগের যে সম্প্রদায়-ওয়ারী হিসাব প্রদান করা হয়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

ওয়ারেণ্ট, ওয়ারেন্ট [ই] *বি* পরোয়ানা; আদেশপত্র। 'তাহার গ্রেপ্তারী

ওয়ারেন্ট হওয়ার জন্য কোর্ট ইনস্পেক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'পরে ওয়ারেন্ট বাহির হইলে দেখিয়া লইব।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

ওয়ারেণ [ই ওয়ারেন্ট] *বি* ওয়ারেন্ট। 'ওয়ারেণ হওয়াতে ... ধৃত হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ওয়ার্কার [ই] *বি* কর্মী। 'ভালুকেরা শুনেছি সাইলেন্ট ওয়ার্কার।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ওয়ার্কিং কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটী [ই] *বি* কার্যনির্বাহী কমিটি। 'ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি ব্যতীত।' *আজাদ*, ১৯৩৭; 'বাংলার লীগ ওয়ার্কিং কমিটী ও কাউন্সিল।' *আজাদ*, ১৯৪৬

ওয়ার্ড [ই] **১** *বি* হাসপাতালের শাখাবিশেষ। 'গোপিকে মেয়ে ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বি* স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক উপবিভাগ। 'এবার তিন নম্বর ওয়ার্ড থেকে তুমি আর আমি দাঁড়াব।' *তারা*, ১৯৪২।

ওয়ার্ড বয় [ই] *বি* হাসপাতালের ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালনকারী বেয়ারা। 'ওয়ার্ড বয়দের ভিড় ঠেলে শক্ত সরু করিডর দিয়ে ...।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

ওয়ার্ডরোব [ই] *বি* জামাকাপড় রাখার আলমারি। 'এ ছাড়া কাপড় রাখবার ওয়ার্ডরোব, খাবার রাখবার কাবার্ড।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ওয়ার্নিং [ই] *বি* সতর্কবার্তা; হুঁশিয়ারি। 'নীরদ আর একবার ওয়ার্নিং দেয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ওয়ার্নিং দেওয়া *ক্রি* সাবধান করা। 'নীরদ আর একবার ওয়ার্নিং দেয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানশিপ [ই] *বি* সারা বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। 'ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় অমন দু চার বাজি সমস্ত ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানই হেরে থাকেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ওয়ালটজ, ওয়ালজ, ওয়াল্‌জ [ই] **১** *বি* পাশ্চাত্যের নৃত্যবিশেষ। 'পরপুরুষের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া ওয়াল্‌জ বা পল্‌কা নাচিবে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **২** *বি* পাশ্চাত্য সংগীতবিশেষ; পাশ্চাত্য সংগীতের তিন মাত্রার তালবিশেষ। 'ওয়ালটজ-রাগিণীর আর্ত সুর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বেরুচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'সস্তা ওয়ালজ-এর ঐকতান।' *মণীশ*, ১৯৩১।

ওয়ালপেপার [ই] *বি* ঘরের দেয়াল আবৃত করার জন্য ব্যবহৃত চিত্রাঙ্কিত কাগজ। 'মেজেতে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ওয়ালপেপার আঁটা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ওয়ালম্যাপ [ই] *বি* দেয়ালে টানানোর উপযোগী মানচিত্র। 'কিনলাম পৃথিবীর একটি ওয়াল ম্যাপ।' *হাই*, ১৯৫৮।

ওয়ালেদ [আ ওয়ালিদ] *বি* পিতা। 'শুনলাম আপনার ওয়ালেদ ইন্তেকাল ফর্মাইছেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

ওয়াশবেসিন, ওয়াশবেশীন [ই] *বি* দেয়ালের সঙ্গে লাগানো হাত-মুখ ধোয়ার আধারবিশেষ। 'মাথা ঠুকে যায় ওয়াশ বেসিনের কোনায়।' *মণীশ*, ১৯৫৭; 'কামরা সংলগ্ন ছোট্ট একটি ঘরে মুখ হাত ধোয়ার ওয়াস বেশীন।' *হাই*, ১৯৫৮।

ওয়াশিংরুম [ই] *বি* শৌচাগার। 'সেটা ওরা সারে পাশের ওয়াশিংরুমে গিয়ে।' *হাই*, ১৯৫৮।

ওয়াশিল [আ] *বি* পাওনা আদায়। 'তাহারা মোক্তারনামার দ্বারা সকল আদায় ওয়াশিল করিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ওয়াসিল, ওয়াসীল [আ ওয়াশিল] **১** *বি* পাওনা অর্থ। 'পাতে পাতে লিখে যত ওয়াসিল বাকি।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'ওয়াসীল বাকির ফর্দ্দ জাইতেছে ওয়াকিব হইবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **২** *বি* আদায়; উসুল; পাওনা আদায়। 'আজ্ঞীকার প্রজার স্থানে খাজানা ওয়াসীল করা বড় দায় হইয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ওয়াস্তা [আ ওয়াসিতা] *বি* অপেক্ষা। 'আর এক আধ মিনিটের ওয়াস্তা কেবল!' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ওয়াস্তে [আ ওয়াসিতা] *অব্য* উদ্দেশে। 'থোড়া পানি খোদার ওয়াস্তে দেহ তার তরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ওয়াহাবী [আ] *বিণ* ওহাবি আন্দোলন বিষয়ক। 'নীল বিদ্রোহ, ওয়াহাবী বিদ্রোহ প্রভৃতি...।' *আনোয়ার*, ১৯৭০। পৃ. ২০৩

ওয়েট[1] [ই] *বি* ওজন। 'ওয়েট লিফটিং একটা ভালো এক্‌সারসাইজ।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ওয়েট[2] **নার্স** [ই] *বি* অন্যের শিশুকে স্তন্যদান করার কাজে নিযুক্ত ধাত্রী। 'পার্টির ওয়েট নার্স বাচ্চার জন্য ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ওয়েটার [ই] *বি* খাবার-পরিবেশক পুরুষ। 'রেস্তোরাঁয় কেন ওয়েটারের বদলে ওয়েট্রেসের প্রাধান্য বেশী।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ওয়েটিংরুম [ই] *বি* যাত্রীদের বিশ্রাম করার কক্ষ। 'গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ওয়েটিং শেড [ই] *বি* যাত্রীছাউনি। 'রেল-স্টেশনের ওয়েটিং শেডে বিশ্রাম করিতে করিতে ...।' *মনসুর*, ১৯৪০।

ওয়েট্রেস [ই] *বি স্ত্রী* খাবার-পরিবেশক নারী। রেস্তোরাঁয় কেন ওয়েটারের বদলে ওয়েট্রেসের প্রাধান্য বেশী।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ওয়েডিং কেক [ই] *বি* বিয়ের অনুষ্ঠানে যে কেক কাটা হয়। 'একটা ওয়েডিং কেকও সাজানো আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ওয়েদরকক [ই weather cock] *বি* বাতাসের দিঙ্‌নির্দেশক মোরগ আকৃতির যন্ত্রবিশেষ। 'দেশের লোকের মনই সমাজের লোকোমোটিবের মত, ব্যবহার কেবল ওয়েদরককের কাজ করে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ওয়েদার [ই] *বি* আবহাওয়া। 'মহিলাটি বললেন, ড্রেডফুল ওয়েদার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ওয়েল [ই] *অব্য* (বিস্ময়ে) বটে; আচ্ছা। 'সাহেব আবার বলিতেছেন – ওয়েল!' *প্যারী*, ১৮৫৯।

ওয়েলার [ই] *বি* এক শ্রেণীর বৃহৎ আকৃতির ঘোড়া। 'গাড়ির হররা সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেপে উঠছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ওয়েসিস [ই] *বি* মরূদ্যান। 'মরুভূমে ওয়েসিসের ন্যায় দুই একটি উপযুক্ত মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় আছে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

ওয়েস্টকোট [ই] *বি* কোটের নিচে পরার উপযোগী একই কাপড়ের হাতা-ছাড়া কোমর পর্যন্ত ঝুলের জামা। 'প্রায় সমস্ত-বুক খোলা এক বনাতের ওয়েস্টকোট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ওর [স অপার] **১** *বিণ* সীমা। 'সখি হামারি দুখের নাহিক ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* দিশা। 'চৌদিকে করিল ঘোর না পাই পন্থের ওর।' *সুলতান*, ১৭৫০। **৩** *বি* গ্রাহ্য। 'রাছুলে তিলেক কেহ না করিল ওর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ওরক [আ] *বি* পৃষ্ঠা বা পাতা। 'তবে কোরানের এক ওরক উড়িয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

ওরপার *বি* সীমানা। 'ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওরপার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ওরফে [আ উরফ] *অব্য* তথা। 'ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ওরা[১] ১ *সর্ব* তারা। 'তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়েচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *সর্ব* ওগুলো। 'অবিচ্ছিন্ন তারারাশি, ওরা চিরদিনকার চেনা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ওরা[২] [স উত্তরণ>] *ক্রি* আবির্ভূত হওয়া। 'বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর বারেক স্মরণে ওর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ওরাওঁ *বি* নৃ-গোষ্ঠীবিশেষ। 'ওরাওঁ জাতের মাঝী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ওরাং উটাং [ই] *বি* বানর প্রজাতির প্রাণীবিশেষ। 'যেন ওরাং উটাং চার হাত পায়ে ছুটে।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

ওরাবাঁশ *বি* ঘন গিঁটওয়ালা এক প্রকার বাঁশ। 'বেছে বেছে কাটল রূপাই ওরাবাঁশের গোড়া।' *জসীম*, ১৯২৯।

ওরিজিনাল, ওরিজিন্যাল [ই] *বিণ* মৌলিক। 'এ লোকটা কিছু ওরিজিনাল চাল চেলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ওরিজিন্যালিটি [ই] *বি* মৌলিকত্ব; স্বকীয়তা। 'সংক্ষিপ্ত করে লিখলে তার ওরিজিন্যালিটি, তার উজ্জ্বলতা, পরিস্ফুট হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ওরিয়েন্টাল [ই] *বিণ* প্রাচ্যবৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ওরিয়েন্টালিস্ট [ই] *বি* প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ, বিশেষ করে যাঁরা আঠারো শতকের শেষে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে গবেষণা শুরু করেন। 'বড়ো বড়ো ওরিয়েন্টালিস্ট অবতীর্ণ হয়েছেন।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ওরে *অব্য* সম্বোধনসূচক শব্দ। 'আর কিছুদিন ওরে, রহরে ধরণী পরে।' *বঙ্কিম*, ১৮৫২; 'ওরে কুলাঙ্গার, তবে এ চরণ ছুঁয়ে যে আজ্ঞা লইলি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ওরোস [আ উরুস] *বি* মুসলমান পীরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলন। 'আর ওরোস মনে হচ্ছে না।' *হাসান*, ১৯৬২।

ওল [স ওল্ল] *বি* কন্দজাতীয় সবজি। 'বুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ওলকপি [স ওল্ল+প কপি] *বি* কন্দজাতীয় সবজিবিশেষ। 'এইরকমের কৃষি কবিতা ওলকপি, গোল আলু, লাউশাক, শকরকন্দ যার সম্বন্ধে খুশি লিখতে পারেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ওলছিলা [স ওল্ল>] *বিণ* আবরণ-তুলে-ফেলা ওলের মতো। 'ওলছিলা চেহারা।' *নজরুল*, ১৯১৯।

ওলট-পালট [হি উলট-পলট] ১ *বিণ* বিধ্বস্ত। 'হয় দুনিয়া ওলট-পালট ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* এলোমেলো। 'ছেলেরা সেই খেত আগাগোড়া খুঁড়ে ওলটপালট করলে।' *প্রমথ*, ১৯১৯। ৩ *বি* পরিবর্তন। 'কেবল মস্তিষ্কচক্রের ওলটপালটে চলবে না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ওলটানো [হি উলটনা] *বিণ* পৃষ্ঠা পরিবর্তন করা হয়েছে এমন। 'লাবণ্যর পড়া বই, তার আঙুলে পাতা-ওলটানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ওলদ [আ ওয়ালিদ] *বি* সন্তান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওলদে [আ ওয়ালিদ] *বিণ* পিতা। 'শ্রীরামকানাই দত্ত ওলদে শ্রীগদারাম দত্ত।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ওলন [স অবলম্ব] ১ *বি* নামা; অবতরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* পানির গভীরতা মাপার ভার বাঁধা লম্বা দড়ি বা সুতাবিশেষ। 'আর-একজন খালাসী আমাদের লিডারের হুকুমে ওলন ফেলে বৃথা জল মাপছে।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

ওলনদড়ি [স অবলম্ব>+দড়ি] *বি* পানির গভীরতা মাপার ভার বাঁধা লম্বা দড়ি। '৩৫০০ হস্ত-প্রমাণ ওলনদড়ি ফেলিয়া দিয়াও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ওলন্দাজ [প ওলেন্দেজ] *বি* হল্যান্ডের অধিবাসী; ডাচ। 'ফরাশিস এবং ওলন্দাজদিগের কুঠী সব ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্বে বন্ধ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ওলন্দাজি [প ওলেন্দেজ>] *বিণ* হল্যান্ডে জাত; নেদারল্যান্ড দেশীয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জর্ম্মান, ওলন্দাজি, ইংরেজি; ব্রিটেনীয় আদিমবাসীদিগের কেলটিক ভাষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ওলন্দেজ [প ওলেন্দেজ] *বি* হল্যান্ডের অধিবাসী; ডাচ। 'ওলন্দেজ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ওলেন্দেজ [প ওলেন্দেজ] *বি* হল্যান্ডের অধিবাসী; ডাচ। 'ওলেন্দেজ।' *মেয়ার*, ১৭৮৯।

ওলোন্দাজ [প ওলেন্দেজ] *বি* হল্যান্ডের অধিবাসী; ডাচ। 'ওলোন্দাজ।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

[illegible] [স প্রলেপ] *বি* ঢাকনি; আবরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওলবোল *বিণ* সিক্ত। 'ঘর্ম্মে অঙ্গ ওলবোল বিপরিত রূপ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ওলশাক [স ওল্ল] *বি* ওল গাছের পাতা। 'ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ওলা [স উদ্বক] *বি* চিনি বা মিছরির নাড়ুবিশেষ। 'বর্দ্ধমানের ওলা বীরভূমের নবাক মেওয়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ওলাউঠা, ওলাউঠো *বি* কলেরা। 'ওলাউঠা রোগ এতদ্দেশে পুনরাগমন করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'জ্বর বিকার ওলাউঠোর প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ওলা বিবি *বি* কলেরা রোগের অধিষ্ঠাত্রী কাল্পনিক দেবী। 'ওলা বিবি আইছে ওইহানে।' *জহির*, ১৯৬৪।

ওলানো, ওলান *ক্রি* নামানো। 'সুন্দর ওলান বোঝা তবু নহে মুখ সোজা ...।' *ভারত*, ১৭৬০। **ওলাইব** *ক্রি* নামাবো। 'অল্প লবণ দিয়ে ওলাইবে হাঁড়ি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ওলাইয়া** *ক্রি* নামিয়ে। 'হেনকালে মাল্যানী আইল নিজ পুরী, বোঝা ওলাইয়া কহে বচন চাতুরী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ওলাও** *ক্রি* নামাও। 'ওলাও ওলাও কালিন্দীর বিষ আগে ঘের কাহিনী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **ওলায়্যা** *ক্রিবিণ* নামিয়ে। 'গাছে হতে আগে আনি ওলায়্যা কর্পূরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ওলাহ** *ক্রি* নামিয়ে রাখো। 'মাঝ নাওত রাধা ওলাহ পসার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ওলাহা** *ক্রি* নামাও। 'না জাহা না জাহা গোআলী ওলাহা পসারা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ওলামা [আ উলামা] *বি* ইসলামি শাস্ত্রবিদ। 'ওলামা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচার সমিতি।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

ওলাহন [স উপালম্ভন] *বি* ভর্ৎসনা। 'শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ওলি [আ ওয়ালি] *বি* মুসলমান ধর্মগুরু। 'আদরের ভক্ষকের নেয়ামত ওলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ওলিম্পিক [ই] *বি* চার বছর অন্তর একেক দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। 'আমি কার্লকে ওলিম্পিকের জন্য তৈরি হতে উপদেশ দিতুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ওলো [ধ্বন্যা] *অব্য* ওগো। 'বিদ্যাহেতু ওই, এসেছে ওলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ওল্টানো [হি উলটা>] *ক্রি* বদলানো। 'মনটাকে নিয়ে একবার ওল্টাব একবার পাল্টাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ওল্টা পাল্টা [হি উলটা>] *বি* পরিবর্তন। 'ওষুধের যদি একটা ওল্টা পাল্টা কত্তে হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ওল্ড, ওল্‌ড [ই] *বিণ* পুরানো। 'কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস, ... একেবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে, এঁরা ওল্‌ড।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ওল্ড ফুল, ওল্‌ড ফুল [ই] *বি* বুড়া আহাম্মক (গালি)। 'ও ওল্‌ড ফুল মরে যাক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ওল্ড মেথড [ই] *বি* পুরানো পদ্ধতি। 'এখানে আপনাদের ওল্ড মেথড খাটবে না।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ওষধ [স ঔষধ] *বি* ওষুধ। 'ছেল্যার তরে মেয়্যা সব ওষধ যায় খাতে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ওষধি [স] *বিণ* একবার ফল দিয়ে মরে যায় যে গাছ। 'যৌবন ওষধিফলে পাকিআ পড়িল তলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ওষুধ [স ঔষধ] *বি* রোগ নিরাময়কারী রাসায়নিক পদার্থ; ঔষধ। 'দুহিতাক জিজ্ঞাসিল কি ওষুধ দিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

ওষুধ করা *ক্রি* তুকতাক ও বশীকরণ মন্ত্রাদি দ্বারা অনুগত করা। 'পারিস যদি একটু ওষুধ করিস।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ওষুধপত্তোর [ওষুধ+স পত্র] *বি* ওষুধপত্র। 'এখন সকলে ওষুধপত্তোর খাবে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ওষুধপথ্য [ওষুধ+স পথ্য] *বি* রোগীর উপযুক্ত ওষুধ ও খাবার। 'ওষুধপথ্য না খেলে শরীর ভাল হবে কী করে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

ওষুধবিষুধ [স ঔষধ>] *বি* ওষুধপত্র ইত্যাদি। 'এই-সব শিশি কৌটা ওষুধবিষুধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ওষ্ট [স ওষ্ঠ] *বি* উপরের ঠোঁট। 'ওষ্ট কাপে থর২।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ওষ্ঠ [স] *বি* উপরের ঠোঁট। 'ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ওষ্ঠপুট [স] *বি* উপরের ঠোঁটের প্রান্ত। 'আচম্বিতে দেখি উঠে, দন্তচিহ্ন ওষ্ঠপুটে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

ওষ্ঠরাগ [স] *বি* ঠোঁটের রং। 'পার্থের চুম্বনস্মৃতি ভুলে গিয়ে তব ওষ্ঠরাগ ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ওষ্ঠলোম [স ওষ্ঠ-রোম] *বি* গোঁফ। 'ইহারাও ঘোরী হয় না; শ্মশ্রু ও ওষ্ঠলোম প্রভৃতি রাখিয়া দেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ওষ্ঠাগত [স ওষ্ঠ-আগত] *বিণ* প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছে এমন। 'ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ নিষ্ঠুর কথায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ওষ্ঠাগতপ্রাণ [স ওষ্ঠ-আগত-প্রাণ] *বিণ* মুমূর্ষু। 'সেই চক্রলাঞ্ছিত, ওষ্ঠাগতপ্রাণ, প্রভুভক্ত পিপিবরের বক্ষ চিরে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ওষ্ঠাধর [স ওষ্ঠ-অধর] *বি* উপরের ও নিচের ঠোঁট। 'ওষ্ঠাধর কামড়িয়া সশব্দ বিকট দংষ্ট্র ভয়ানক বদন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

ওষ্ঠাধরপুট [স ওষ্ঠ-অধর-পুট] *বি* মিলিত দুই ঠোঁট। 'ফিরায়ো না মুখ, উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ রেখো ওষ্ঠাধরপুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ওষ্ঠ্য [স] *বিণ* ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত। 'ইংরাজী ডেক্সয়াননারীর ন্যায় ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের প্রভেদ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

ওষ্ঠ্য বর্ণ [স] *বি* ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত বর্ণ। 'প, ফ, ব, ভ, ম, ইহারা ওষ্ঠ্য বর্ণ।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

ওসওয়াসা [আ ওয়াসওয়াসা] *বি* কুমন্ত্রণা। 'শয়তানের ওসওয়াসা হৈতে আমরার দেশ আজো মুক্ত হৈতে পারে নাই।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ওসকানো *ক্রি* উত্তেজিত করা। 'বাঙলায় বলে, তাতানো, ওসকানো, খ্যাপানো।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ওসার [স প্রসার>] **১** *বি* বিস্তার। 'বান্ধিব পাতল বস্ত্র রাখিআ ওসার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* প্রস্থ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ওসারওআলা *বিণ* চওড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওসিয়ত [আ ওয়াসিয়ত] **১** *বি* নির্দেশ। 'তাঁর হাত-পা টিপিয়া দিবার ওসিয়ত ছিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫। **২** *বি* অন্তিম উপদেশ। 'ঐক্য, বিশ্বাস ও শৃঙ্খলা জাতির পিতার ওসিয়ত।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ওসোয়সমান [স অস্বস্তি>] *বিণ* অশান্তিপূর্ণ। 'আমার চিত্ত সদাসর্ব্বদা ওসোয়সমান থাকে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ওসয়াস [স অস্বস্তি>] *বি* অস্বস্তি। 'কোন ওসয়াস করিবে না।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩১।

ওসোয়াস [স অস্বস্তি>] *বি* সন্দেহ। *ভবানী*, ১৮২৩।

ওস্তা [ফা উসতুয়ার] *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'ওস্তারা নামাজ, রোজা প্রভৃতি ...।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৩।

ওস্তাগর [ফা উসতাগার] **১** *বি* শিক্ষক। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* প্রধান দরজি। 'নতুন সাজ-পোশাকের ফরমাশ গেল ওস্তাগরের কাছে।' *বিমল*, ১৯৫৩। **৩** *বি* রাজমিস্ত্রি। 'রাজমিস্ত্রী বাপের সঙ্গে যোগানদার হয়ে রইলো কিছুদিন, বাপ মারা গেলে পুরো ওস্তাগর।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ওস্তাগরি [ফা উসতাগার>] *বি* রাজমিস্ত্রির কাজ। 'ওস্তাগরি করলো বহুত দিন।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ওস্তাদ [ফা] **১** *বি* গুরু। 'ওস্তাদের বচন এখন কাজীর মনে লয়।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* সংগীতশিল্পী। 'দু চার গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদরা আসবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বিণ* কুশলী। 'তুমি তো ওস্তাদ মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বি* বিশেষজ্ঞ। 'তুর্কমেনিস্তানের চাষের উন্নতির জন্য ... কৃষিবিদ্যার ওস্তাদ পাঠানো হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৫** *বিণ* পারদর্শী। 'ব্যাডমিন্টন খেলায় ওস্তাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ওস্তাদজী [ফা] *বি* সম্মানিত গায়ক। 'ওস্তাদজী শুয়ার গুণচ না কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ওস্তাদমহল [ফা ওস্তাদ+আ মহল] *বি* বিশেষজ্ঞ সমাজ। 'ওস্তাদমহলে এই বিষয়টা নিয়ে ... জমা হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ওস্তাদি, ওস্তাদী [ফা ওস্তাদ>] **১** *বিণ* বাজখাই। 'ওস্তাদী গলায় তান-কর্তবে পল্লীর নিদ্রা-তন্দ্রা তিরোহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি*

মাতব্বরি; শিক্ষকতা। 'সে গান শিখিতে চায়, ওস্তাদি শিখিয়া বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। 'বাংলা কীর্তন এবং পশ্চিমের ওস্তাদী গান।' *অবন*, ১৯২৫; 'পেশাদার ওস্তাদী সঙ্গীত সচরাচর যেমন হইয়া থাকে।' *শরৎ*, ১৯৩১। ৪ *বি* দক্ষতা। 'চরিত্র-রচনায় সব চেয়ে ওস্তাদী তোমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ওস্তাদের মার *বি* অভিজ্ঞের উৎকৃষ্টতা। 'ওস্তাদের মার শেষ আসরে।' *তারা*, ১৯৪২।

ওহাড়ন [স আবরণ] *বি* আবরণ। 'নেত বাস ওহাড়ন দিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ওহাড়া [স আবরণ>] *ক্রি* আবৃত করা। 'কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ওহাড়ী [স আবরণ] *বি* আবরণ। 'নেত আঞ্চল সে দিআঁ ত ওহাড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ওহাবী [আ ওয়াহাব>] *বি* মূল আদর্শে ফিরে যাওয়ার আন্দোলনকারী মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'এছমাইলী ওহাবী ও গোলাবীর আবির্ভাব হইয়াছে।' *হেদায়েৎ*, ১৯২৬।

ওহি, ওহী [আ] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী দৈববাণী। 'ওহি নাজেল।' *সুলতান*, ১৭০০; 'ওহী নাজেল হইত।' *ইসলাম*, ১৯৩৩।

ওাকিপার [আ ওয়াকিফ] *বিণ* অবগত। 'মোকদ্দমার ওাকিপার লোকদিগের জবানবন্দি ...।' *এডমন*, ১৭৯২।

ওাকীফ [আ ওয়াকিফ] *বিণ* জ্ঞাত। 'জেমত ভালমন্দ ওাকীফ হইয়া পিছ।' *বোগল*, ১৭৮০।

ওাজীব [আ ওয়াজিব] *বিণ* পালন করতে বাধ্য। 'গুনাগারি ও রসুম তাহার উপর ওাজীব হইবেক না।' *এডমন*, ১৭৯৩।

ওারিন, ওয়ারিন [ই ওয়ারেন্ট] *বি* আসামিকে হাজির করার আদেশ। *এডমন*, ১৭৯২।

ঔ

ঔ *বি* বাংলা স্বরবর্ণবিশেষ। **ঔকার** *বি* ঔ-এর কারচিহ্ন (ৌ)। 'যেখানে আদ্যক্ষরে ইকার উকার বা ঔকার আছে, সেখানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

ঔখদ [স ঔষধ] *বি* ঔষধ। 'সমুচিত ঔখদে না রহ বেয়াধি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঔঘট [হি] *বিণ* দুর্গম। 'জাএব ঔঘট ঘাটে, কহৈয়া।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঔচিত্য [স] **১** *বি* যথার্থতা। 'আমরা যদ্যপি এতদ্রূপ অক্ষর পরিবর্ত্তনের ঔচিত্য বিষয়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বি* ন্যায্যতা। 'ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ঔচিত্যজ্ঞান [স] *বি* ন্যায্যতাবোধ। 'আমাদের ঔচিত্যজ্ঞানই আমাদের সত্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ঔচিত্যবোধ [স] *বি* নীতিবোধ। 'তাঁর বহু রচনায় মানুষের প্রাতিস্বিকতা ঔচিত্যবোধের চাপে খণ্ডিত এবং কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে।' *শিব*, ১৯৫০।

ঔচিত্যানৌচিত্য [স ঔচিত্য-অনৌচিত্য] *বি* সত্যাসত্য; উচিত-অনুচিত; ন্যায্যতা-অন্যায্যতা। 'কর্ম্মের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ঔজ্জ্বল্য [স] *বি* উজ্জ্বলতা। 'উহার অসাধারণ সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য দর্শনে মোহিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ঔড্র [স] *বিণ* ওড়িশাসংক্রান্ত। 'ঔড্র দেশীয় কার্য্যে উড়িয়া নিযুক্ত করা উচিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ঔড্রীয়া [স] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... ঔড্রীয়া পাশ্চাত্য প্রাচ্যা বাহিলক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ঔতুল *বি* সত্য কারণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঔৎকট্য [স] *বি* উগ্রতা। 'প্রহারের সংখ্যা ও ঔৎকট্য উভয়েরই অনেক বৈলক্ষণ্য করিত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ঔৎকর্ষ [স] *বি* উৎকৃষ্টতা। 'তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঔৎকর্ষকরণ [স] *বি* উন্নতিকরণ। 'এতদ্দেশীয় লোকেরদের ঔৎকর্ষকরণ মহাকার্য্য ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ঔৎকলী ভাষা [স] *বি* উৎকলের ভাষা; ওড়িয়া ভাষা। 'বাইবেল হিন্দুস্থানীয় নানা ভাষায় অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় ... ও ঔৎকলী প্রভৃতি উনচত্বারিংশৎ ভাষায় তর্জমা করাইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ঔৎপাতিক [স] *বি* উপদ্রব। 'ঔৎপাতিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঔৎসুক [স] *বি* আগ্রহ। 'প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালির ঔৎসুক বেড়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঔৎসুক-অধীর [স] *বিণ* উৎকণ্ঠিত। 'ঔৎসুক-অধীর মনকে শান্ত করবার জন্যে দুমাদ্দুম করে কয়েক লাফ ভালুক নাচ নেচে নাইতে যায়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ঔৎসুক্য [স] **১** *বি* উৎকণ্ঠা। 'উদ্বেগ বিষাদ মতি / ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি/ নানা ভাবের হইল মিলন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* আগ্রহ। 'কুশল সংবাদ শুনিবার জন্য পল্লীস্থিত সকলেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ঔৎসুক্যজনক [স] *বিণ* আগ্রহ জাগায় এমন। 'রহস্যপূর্ণ উপন্যাসের ন্যায় ঔৎসুক্যজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঔৎসুক্যপরবশ [স] *বিণ* আগ্রহী। 'রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত ঔৎসুক্যপরবশ হইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ঔৎসুক্যপূর্ণ [স] *বিণ* আগ্রহপূর্ণ। 'সেই যুগলচক্ষুর ঔৎসুক্যপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ঔৎসুক্যবশত [স] *ক্রিবিণ* আগ্রহের সঙ্গে। 'ঔৎসুক্যবশত তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঔৎসুক্যবান [স] *বিণ* উৎসাহী। 'রাজকার্যবিধিতে ঔৎসুক্যবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঔৎসুক্যব্যগ্র [স] *বিণ* কৌতূহলী। 'ঔৎসুক্যব্যগ্র নাসিকাটি নিয়ে তারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঔৎসুক্যসহকারে [স] *ক্রিবিণ* আগ্রহের সঙ্গে। 'যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

ঔৎসুক্যহীনতা [স] *বি* উৎসাহ নেই এমন। 'স্বদেশের প্রতি এমন ঔৎসুক্যহীনতা সত্ত্বেও আমাদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঔৎসুক্যাদি [স] *বি* আগ্রহ, উৎসাহ ইত্যাদি। 'বিবিধ-বিষয়ক যত্ন, চেষ্টা, ঔৎসুক্যাদি নিরীক্ষণ ও পর্যালোচন করত ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ঔদধি [স উদধি] *বি* সমুদ্র। 'মীনরূপে প্রথমেতে ঔদধি উদক হতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঔদরিক [স] **১** *বিণ* পেটুক। 'আমার নিকট একজন ঔদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* উদর সম্বন্ধীয়। 'শব্দটা তার শুধু ঔদরিক অর্থে বুঝি।' *প্রমথ*, ১৯২০। **৩** *বি* উদরসর্বস্ব যে। 'পান-আহার ভোজে মত্ত কি যত ঔদরিক?' *নজরুল*, ১৯২৮।

ঔদরিকতা [স] *বি* ভোজনসর্বস্বতা। 'তিনি ঔদরিকতার অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঔদার্য, ঔদার্য্য [স] **১** *বি* উদারতা। 'এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে যার ঔদার্য্য রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'পূর্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কাহার ঔদার্য অধিক হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* মহত্ত্ব। 'তাঁর মুখে ঔদার্য ও দয়া যেন মাখানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

ঔদার্যগুণ [স] *বি* উদারতার বৈশিষ্ট্য। 'বিশ্বাসপরায়ণ ঔদার্যগুণেই তার বাপকে কেবলই ঠকতে ও দুঃখ পেতে দেখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ঔদার্যবশত [স] *ক্রিবিণ* উদারতাবশত। 'আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে ... ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঔদাসীন্য [স] **১** *বি* উদাসীনতা। 'কখনই আপন কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ

করিবে না।' *হালিসহর,* ১৮৭১। **২** *বি* অন্যমনস্কতা। 'বিদ্রোহ নিবারণে ঔদাসীন্যের কারণ।' *সোমপ্রকাশ,* ১৮৭৩। **৩** *বি* অনাগ্রহ। 'কোনো কোনো দিন রাত্রে তিনি আহারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

ঔদাসীন্যভরে *ক্রিবিণ* অবহেলা ক'রে। '... কোনও কিশোরীকে দেখিলে যে ঔদাসীন্যভরে চলিয়া যাইত, বিল্টু তাহা করে নাই।' *বনফুল,* ১৯৩৬।

ঔদাস্য [স] **১** *বি* উপেক্ষা। 'ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ব্বদাহে বধ।' *ভারত,* ১৭৬০। **২** *বি* অবহেলা। 'এ সম্বাদপত্রের সম্বাদ শুনিলে ঔদাস্য না করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন।' *দর্পণ,* ১৮৩১। **৩** *বি* উদাসীনতা। 'আপনার জ্ঞানিত একজন যুবাপুরুষের ভাগ্যে ঔদাস্যই একমাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েচে!' *মাইকেল,* ১৮৭৩।

ঔদাস্যধর্ম [স] *বি* বৈরাগ্য। 'ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ সকলের প্রধান হইয়া আপন ঔদাস্যধর্মের বিপুল জাল হিমালয় হইতে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

ঔদাস্যভরা *বিণ* উদাসীনতাপূর্ণ। 'তার কপালে জুটছে পরিহাস, বড় জোর ঔদাস্যভরা পিঠথাবড়ানি।' *শিব,* ১৯৫০।

ঔদ্ধত্য [স] **১** *বি* অবিনয়। 'এতেক ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **২** *বি* অহংকার। 'বিদ্যৌদ্ধত্যে কাহকেহো না করে গণন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **৩** *বি* স্পর্ধা। 'তার মধ্যে কোনো অনধিকার ঔদ্ধত্যের ইতিহাস নেই।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮। **৪** *বি* দর্প। 'সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৫।

ঔদ্ধত্যজনিত [স] *বিণ* ধৃষ্টতাপূর্ণ। 'সমাজকে উপেক্ষা করার ঔদ্ধত্যজনিত অপরাধের ...।' *তারা,* ১৯৪২।

ঔদ্ধত্যবশত [স] *ক্রিবিণ* ঔদ্ধত্যের কারণে। 'কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২১।

ঔদ্ধত্যবিহীন [স] *বিণ* ঔদ্ধত্য নেই এমন। 'তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৬।

ঔন্নত্য [স] **১** *বি* উন্নতি। 'রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর ... কালেজের নানা ঔন্নত্য ও সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন।' *দর্পণ,* ১৮৩৯। **২** *বি* উচ্চতা। 'তাহার ঔন্নত্যও অধিক নহে।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

ঔপদেশিক [স] **১** *বিণ* উপদেশ সংক্রান্ত। 'স্বভাবতঃ তিনি জ্ঞানী তদ্ব্যতিরেকে নানা ঔপদেশিক বিদ্যাতে অতিনিপুণ।' *দর্পণ,* ১৮৩২। **২** *বি* প্রাদেশিক; আঞ্চলিক। 'আপনি কোনো রকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

ঔপধার্মিকতা, ঔপধার্ম্মিকতা [স] *বি* অপকৃষ্ট ধর্মপরায়ণতা। 'পুরাণ ইতিহাস কেবল মূর্খতা ও ঔপধার্ম্মিকতা।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

ঔপনগরিক ভাগ [স] *বি* শহরতলী। 'সপ্তগ্রামের এক নির্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস।' *বঙ্কিম,* ১৮৬৬।

ঔপনাগরিক [স] *বিণ* ছোটো শহরে অবস্থিত। 'মাস কয়েক আগে একটি ঔপনাগরিক কলেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

ঔপনিবেশিক [স] **১** *বিণ* উপনিবেশ সম্বন্ধীয়। 'ঔপনিবেশিক দাসমণ্ডলীর উপযুক্ত ধর্মোপদেষ্টা বলিয়া ...।' *বিদ্যা,* ১৮৪৯। **২** *বি* উপনিবেশ স্থাপনকারী। 'নানা স্থানের নানা ঔপনিবেশিকের সঙ্গে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ বিচিত্র জটিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫। **৩** *বিণ* উপনিবেশের অধীন। 'ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে।' *মোহাম্মদী,* ১৯৩১।

ঔপনিষদিক [স] *বিণ* উপনিষদ সম্বন্ধীয়। 'আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

ঔপন্যাসিক [স] **১** উপন্যাস রচনা করে যে। 'তাঁহার সময় কাব্যকার, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক প্রভৃতির উদয় হইতে লাগিল।' *অক্ষয়,* ১৮৪৮; 'তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫। **২** *বিণ* সৃজনশীল। 'তাহাদের কবিদের ঔপন্যাসিক ক্ষমতা তেমন ছিল না।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৩।

ঔপপত্তিক [স] *বিণ* প্রামাণ্য। 'ঔপপত্তিক যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে ...।' *মোতাহার,* ১৯৩৭।

ঔপসর্গ [স] *বি* সান্নিপাতিক রোগবিশেষ। 'ঔৎপাতিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ।' *ভারত,* ১৭৬০।

ঔর [হি] *অব্য* আর। 'মন্দ মন্দ বহে ঔর সোহি ধ্বনি সুমধুর।' *আলাওল,* ১৬৮০।

ঔরৎ [আ আওরত] *বি* নারী। 'ছ ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঔরৎ।' *মুজতবা,* ১৯৫২।

ঔরষ [স ঔরস] *বি* পিতৃত্ব। 'সূর্য্যবংশের অবসান হইল, চন্দ্রবংশেরও ঔরষ সন্তানের উপরতি হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১০।

ঔরস [স] **১** *বি* পিতৃত্ব। 'কৃষ্ণের ঔরসে জন্ম রুক্মিণী উদরে।' *মালাধর,* ১৫০০। **২** *বি* বীর্য। 'কন্যার প্রথম স্বামির ঔরসে আমার জন্ম।' *চণ্ডীচরণ,* ১৮০৫।

ঔরসজাত [স] *বিণ* বীর্যজাত। 'সিংহের ঔরসজাত এক সন্তান হইল।' *কেরি,* ১৮১২।

ঔরসপুত্র [স] *বি* নিজের ছেলে। 'তাঁহার ঔরসপুত্র ছিল না এক পোষ্যপুত্র রাখিয়াছিলেন।' *দর্পণ,* ১৮২১।

ঔরসসম্ভূত [স] *বিণ* পিতৃত্বজাত। 'হযরত আলীর ঔরসসম্ভূত পুত্র মদিনাধিপতি হযরত হাসান।' *মশাররফ,* ১৮৮৫।

ঔর্ণ [স] *বিণ* ঊর্ণাময়। 'উদর ও বক্ষস্থল মতঙ্গা নামক ঔর্ণ রশ্মিতে পরিবেষ্টিত।' *অক্ষয়,* ১৮৫০।

ঔর্ব্বদাহ [স] *বি* পুরাণমতে সমুদ্র থেকে উত্থিত আগুন। 'ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ব্বদাহে বধ।' *ভারত,* ১৭৬০।

ঔল [স ওল্ল] *বি* উদর। 'এমন আমড়া ঔলে কেন দিলে আঁটি।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

ঔষদ [স ঔষধ] *বি* ওষুধ। 'কপটে চণ্ডিকা তার বাটীল ঔষদ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

ঔষধ [স] **১** *বি* রোগ নিরাময়কারী দ্রব্য। 'ঔষধ আনিতে গেলা গন্ধমাদনে।' *মালাধর,* ১৫০০। **২** *বি* উপশম। 'ও মাতা আমার এই বেদনার ঔষধ তুমি যদি কর ...।' *চণ্ডীচরণ,* ১৮০৫।

ঔষধকোটা [স ঔষধ+কোটা] *বিণ* ওষুধ প্রস্তুতকারক। 'একজন ঔষধকোটা গোরা থাকে।' *দর্পণ,* ১৮২৯।

ঔষধ ধরা *ক্রি* সফল হওয়া। 'সৈন্যগণের মুখভাব অনেক পরিমাণ দূর হইয়াছে দেখিয়া, এই উপযুক্ত সময় – ঔষধ ধরিয়াছে।' *মশাররফ,* ১৯০৮।

ঔষধ নির্মাণবিদ্যা, ঔষধ নির্ম্মাণবিদ্যা [স] *বি* ওষুধ প্রস্তুতসংক্রান্ত

শাস্ত্র। 'ইহারা রোগের চিকিৎসা ও অস্ত্রচিকিৎসা ও ঔষধ নির্ম্মাণবিদ্যা শিক্ষা করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ঔষধপত্তর [স ঔষধপত্র] *বি* রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। 'বন্দরে বন্দরে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে অতি দরকারি ঔষধপত্তর, রসদ।' *কাব্যসার*, ১৯৬২।

ঔষধপথ্য [স] *বি* রোগীর উপযুক্ত ওষুধ ও খাবার। 'ঔষধপথ্য লইয়া বিনোদিনী মহেন্দ্রকে কখনো কোনো কথা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঔষধবিদ্যা [স] *বি* ভেষজ বিদ্যা। 'তিনি ঔষধবিদ্যায়, চিকিৎসাবিদ্যায় ... অতি সুপণ্ডিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ঔষধসত্র [স] *বি* ডাক্তারখানা। 'কোনো ঔষধসত্রে এক বিলাতি ডাক্তার ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঔষধাগার [স ঔষধ-আগার] *বি* ওষুধের দোকান। 'ঔষধাগার সংস্থাপন হয় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ঔষধালয় [স ঔষধ-আলয়] *বি* ওষুধের দোকান। 'বিক্রয়ভাণ্ডার, ঔষধালয়, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঔষধি [স ঔষধ>] *বি* যেসব গাছগাছড়া থেকে ওষুধ তৈরি হয়। 'স্বর্ণ, পুষ্প ও ঔষধি, চমরী গো, ক্ষৌদ্র মধু এবং হিমালয়জ পুষ্পমধু যজ্ঞস্থলে আনীত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ঔসধ [স ঔষধ] *বি* ওষুধ। 'সেই মালিনি এক ঔসধ সওদাগরের গায়ে ফেলিয়া মারিলেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ঔসোধ [স ঔষধ] *বি* রোগ নিরাময় করার দ্রব্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ঁ

ঁ **১** *বি* আদালত। 'তাহার নামে আমী ঁ নিকট নালিষ করিয়াছিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* দুর্গা দেবী। 'আশ্বিন মাহাতে ঁ পুজার সয়ম বাটী ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **৩** *বি* [illegible]। 'ভাইজীউর মহোন্নতি শ্রীশ্রী ঁ স্থানেনিয়তো প্রার্থনিয়।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯; 'সংপ্রতি শ্রী শ্রী ঁ প্রসাদে তোমার পবিত্র চরিত্র দেখিবার বাঞ্ছা হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৪** *বি* পরলোক। 'যে দিবস তাহার ঁ শ্রী ঁ প্রাপ্তি হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৫** *বিণ* প্রয়াত। 'সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ঁ রামতনু বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের লোকান্তর গমন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৬** *বি* দেবী। 'রাজনারায়ণ রায় জ্বর বিকার রোগোপলক্ষ্যে গত ১৫ বৈশাখ ... শ্রীশ্রী ঁ গঙ্গাতীরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ক

ক[১] *বি* বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম বর্ণ। 'পড়এ সাধুর বালা ক খ আঠার ফলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ক অক্ষর গোমাংস – নিরক্ষর। 'বাউণ্ডেলে ছেলের লেখাপড়া তো ক অক্ষর গোমাংস।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ক[২] [স কতি] *বিণ* কয়; কতো। 'তোকে আজ ক দিন ডেকে পাঠাচ্চি তা তোর আর বার হয় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ক জন *বিণ* কয়েকজন। 'মানব ক জন, পুলকিত চিতে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। *দ্র* **কজন, কজনা**

কটা *ক্রিবিণ* কতো সংখ্যক। 'ঐ সকল ঘটনা কটা হয়ে থাকে?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

-ক[১] **১** *দ্বিতীয়া বিভক্তি* (-কে)। 'মতিএঁ ঠাকুরক পরিণিবিত্তা।' *চর্যা* ১২, ১২০০। **২** সপ্তমী বিভক্তি। 'ঘরক যাহ রাধা যদি না হইবেঁ পার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

-ক[২] *অব্য* আলঙ্কারিক শব্দাংশবিশেষ (পদাণু)। 'বার বার না বুলিহ হেনক (হেন+ক) উত্তর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কই[১] [স কবয়ী] *বি* মাছবিশেষ। 'কই ভাজে গণ্ডা দশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কই[২] *দ্র* কওয়া[২]

কই[৩] [স কস্মিন্] *ক্রিবিণ* কোথায়। 'নিতম্ব তুলনা কই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কইট [স কমঠ] *বি* কচ্ছপ। 'কইট মনে মুদে নয়ন অন্যরূপ না ফিরে চায়।' *লালন*, ১৮৯০।

কইসণি *বিণ* কেমন। 'কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

কইসন *ক্রিবিণ* কেমন ক'রে। 'জাম মরণ ভব কইসন হোই।' *চর্যা* ২২, ১২০০।

কইসা *ক্রিবিণ* কিভাবে। 'ভণই কাহ্নু জিণ রঅণ বি কইসা।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

কইসেঁ *ক্রিবিণ* কিভাবে। 'গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। *দ্র* **কৈসে**

কউচম্যান [ই] *বি* কোচোয়ান; ঘোড়ার গাড়ির চালক। 'সাজিয়া কউচম্যান উপরে উঠিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কউতুক [স কৌতুক] *বি* কৌতুক। 'খেলএ কউতুক নব পঁচবান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কউম [আ কওম] *বি* জাতি। 'আমার কউম এসব আওসাফ বা গুণাবলী আয়ত্ত করে নিবেই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কএক **১** *বিণ* কয়েক। 'সে আড়ঙ্গের দালালসকল কএক সন হইতে মোকররর আছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বিণ* অল্পকিছু। 'কএক দিবস বাসা করিয়া তিষ্ঠিয়া ... দেখা করিলে।' *রামরাম*, ১৮০১।

কএকজন *বি* কিছু সংখ্যক জন। 'তথায় কএকজন আমলা নিযুক্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

কএত [স কপিত্থ] *বি* কতবেল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কএদ [আ কয়ীদ] *বিণ* কারারুদ্ধ; বন্দি। 'পেয়াদা দিয়া কএদ করিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কএদি [আ কয়ীদ>] *বি* কয়েদি; কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কওন *বিণ* কেমন। 'হেরনে কওন সুখ ন বুঝ বিচারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কওম [আ] **১** *বি* সম্প্রদায়। 'মোসলমান কওমের মধ্যে।' *ইমান*, ১৯০১; 'শক্তিমান পুরুষই কওমের, জাতির, দেশের, বিশ্বের ইমাম হন।' *নজরুল*, ১৯৪০। **২** *বি* জাতি; নেশন। 'তার পানে চেয়ে কওম আজিকে তুলিয়াছে ধ্বনি: জিন্দাবাদ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

কওমী [আ] **১** *বিণ* জাতীয়। 'কওমী এলেম, দিনী জবান শিক্ষা হয়।' *ইমান*, ১৯০০। **২** *বিণ* জাতীয়তাবাদী। 'দুগ্ধ সরোবর নামক একখানি কওমী পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচার করেন।' *ইমান*, ১৯০০।

কওমী যবান [আ কওমী+ফা জবান] *বি* জাতীয় ভাষা। 'আরবীই আমাদের কওমী যবান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কওয়া[১] *ক্রি* করা। 'চিঅরাঅ মই অহার কএলা।' *চর্যা* ৩৫, ১২০০। **কইল** **১** *ক্রি* করলো। 'সুনিঞা চিন্তিত কৃষ্ণ ব্যাজ না কইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* সৃষ্টি করলো। 'কে কইল কে ভাঙ্গিল কহ সিসুগন।' *মালাধর*, ১৫০০। **কইলি** *ক্রি* করলি। 'ঘৃত দধি নঠ কইলি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কইলে** *ক্রি* করলে। 'তোহ্মে নানা রূপ কইলে আসুরের খএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কইলোঁ** *ক্রি* করলাম। 'কইলোঁ খণ্ডব্রত মোর জরমত তেঁ বা দুখিনী মোএঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কএ** *ক্রি* করে। 'সজনী ভল কএ পেউন ন ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কএল** *ক্রি* করলো। 'ধমিলে কএল তাকর অবসাদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কএলহ** *ক্রি* করলে। 'হেরিতহু কএলহ নয়ন নিরোধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কএলা** *ক্রি* করলো। 'চিঅরাঅ মই অহার কএলা।' *চর্যা* ৩৫, ১২০০। **কচ্চিস** *ক্রি* করছিস। 'তুই মাগি ভারি দুষ্ট, আমার অখ্যাত কচ্চিস।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **কচ্চে** **১** *ক্রি* লাগছে। 'আমার বড় শীত কচ্চে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *ক্রি* করছে। 'কচ্চে লোকে কাণাকাণি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **কচ্ছেন** *ক্রি* করছেন। 'আপনি কি কিছু লোন কচ্ছেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **কয়িলেঁ** *ক্রি* করলে। 'লাজ কয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িবেঁ কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কৈলোঁ** *ক্রি* করলো। 'কিবা তার কৈলোঁ অগুণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কওয়া[২] *ক্রি* বলা। 'নন্দ ঘোস জসোদার কী কব কাহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ক** *ক্রি* বল। 'ক মোরে, কি সাদে মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস গোপনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **কই** *ক্রি* বলি। 'নিজ পরিচয় কই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **কও** *ক্রি* বলো। 'আপনে দাঁড়াইয়া কও।' *বিজয়*, ১৬৫০। **কওয়ায়** *ক্রি* বলায়। 'বাজিকর পুতুল নাচায় আপন তারে কথা কওয়ায়।' *লালন*, ১৮৯০। **কণ্ড** *ক্রি* কহুক; বলুক। 'কেহ কিছু কণ্ড কিন্তু মূল কর্মসূত্র।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **কচ্চিস** *ক্রি* বলছিস। 'ফের পণ্ডিতি কথা কচ্চিস।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **কচ্ছ** *ক্রি* বলছো। 'গলা চেপে কথা কচ্ছ কেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **কচ্ছিলুম** *ক্রি* বলছিলাম। 'ঐ যার সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **কন** *ক্রি* বলেন। 'হাসপরিহাস কথা কন কুতুহলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কব** *ক্রি* বলবো। 'নন্দ ঘোস জসোদার কী কব কাহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **কবে** *ক্রি* বলবে। 'পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে/ কবে না প্রাণের আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **কয়** *ক্রি* বলে। 'ব্রহ্মার বচন সুনি হাসি কয় চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **কয়াচি** *ক্রি* বলেছি। 'প্রাণের অধিক তুমি পূর্বে কয়াচি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **কয়ে** *ক্রি* বলে।

'কয়ে এত স্বস্থানে প্রস্থান ভগবান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **কয়ো নাই** *ক্রি* বলোনি। 'কয়ো নাই কুবচন করো নাই দ্বন্দ্ব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **কয়্যা** *ক্রি* ব'লে। 'কয়্যা প্রিয়ে সত্যভাষা ঘর জায় মহাঁজসা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কসনে** *ক্রি* বলিস না। 'দেখ খুসীর সময় পণ্ডিতি কথা কসনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **কসি** *ক্রি* বলিস। 'সেন কস্ব ওকথা এখন কসি কাকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **কৈমু** *ক্রি* বলবো। 'মহিমা কতেক কৈমু মুই মতিহীনে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **কৈয়া** *ক্রি* ব'লে। 'না হক এ বাত কৈয়া হও গোণাগার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **কৈয়াছিল** *ক্রি* বলেছিলো। 'কৈয়াছিল গুরুজনে সে কথা না ছিল মনে।' *আলাওল*, ১৭৫০। **কোয়ো** *ক্রি* বোলো। 'তুমি কথা কোয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কওল [আ কবুল] *বি* শপথ। 'জেন্দেগী থাকিতে ভাই এক কওল করে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কওসর [আ] **১** *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গের সরোবর। 'হোসেন বলেন তুঝে কওসরের পানি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* অমৃততুল্য পানি। 'একটা কথা, কওসর এ ভাই নয়।' *নজরুল*, ১৯২২; 'রহিত মধু – কওসর-তুল্য।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

কংকর [স কর্কর] *বি* পাথর। 'কংকরে ফলাব মোরা বুক-টানা সোনা-সানা ধান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কংক্রিট [ই] **১** *বিণ* বাস্তব। 'আমরা কংক্রিটের জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্তে পাই শুধু অ্যাবস্ট্রাকশনস।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বিণ* সিমেন্ট দিয়ে জমানো ইট-পাথর। 'কংক্রিট-বাঁধানো আসা-যাওয়ার পথের উপর।' *পাশা*, ১৯৭১।

কংখা [পা কঙ্খা] *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'সো করউ রস রসাণেরে কংখা।' *চর্যা* ২২, ১২০০।

কংগ্রাচুলেশন [ই] *বি* অভিনন্দন। 'অতিকষ্টে সে কংগ্রাচুলেশনের কারণ জানিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

কংগ্রেস [ই] *বি* ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। 'ন্যাশনাল কংগ্রেস গবর্নমেন্টের অন্যায্য ও অতিরিক্ত ব্যয় কমাইবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। *দ্র* **কনগ্রেস**

কংগ্রেসওয়ালা [ই কংগ্রেস+হি ওয়ালা] *বিণ* কংগ্রেসের মতানুসারী। 'সকল কংগ্রেসওয়ালার উপর তাঁর সমান অভক্তি জন্মাল।' *প্রমথ*, ১৯২৩; 'কংগ্রেসওয়ালা খদ্দরধারী শয়তানের দল ... সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

কংগ্রেসপন্থী [ই কংগ্রেস+স পন্থ>] *বিণ* কংগ্রেস সমর্থন করে এমন। 'কংগ্রেসপন্থী মুছলমানকে ভোট দেওয়া আমাদের মতে একেবারেই সঙ্গত হইবে না।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

কংগ্রেসী [ই কংগ্রেস>] *বি* কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থক। 'কংগ্রেসীরা ... চরকায় তকলীতে সুতা কাটিতে উপদেশ দিয়া ...।' *এসলাম*, ১৯৩২। *দ্র* **কনগ্রেসি**

কংষ [স কাংস্য] *বি* কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্র। 'কংষ করতাল বাজে বিপরীত ধ্বনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কংস[১], **কংশ** [স] *বি* হিন্দু পুরাণের অত্যাচারী চরিত্রবিশেষ। 'তোর কংশাসুরক নাহিক মোর ডরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কংসদলন নারাএন সুন্দর তসু রঙ্গিনী পএ হোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কংসকারা [স] *বি* যন্ত্রণাদায়ক কারাগার। 'নির্যাতনের কংসকারায় জন্ম নেয় অনাগত বিপ্লবী শিশু।' *নজরুল*, ১৯৩২।

কংসের ভালবাসা *বি* কপট ভালোবাসা। 'রায়বাবুদের বোনকে ভালবাসা – কংসের ভালবাসা।' *তারা*, ১৯৪০।

কংস[২] [স] *বি* কাঁসা। **কংসবণিক** [স] *বি* কাঁসা নির্মাণ ও বিপণন পেশাধারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কংসবণিক ৬৩৩৬।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কংসাবতী *বি* একটি নদীর নাম। 'ধাইল কুন্তী কানা ধায় গোমতী সরজু কংসাবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কঁকানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* কাতর শব্দ করা। 'সাথে-সাথে কঁকিয়ে উঠল তীক্ষ্ণভাবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

কঁড়ি [স কলি] *বি* মুকুল। 'কিবা দন্তভাতি মুকুতার পাঁতি জিনিয়া কুন্দক কঁড়ি।' *দ্বিজকৃষ্ণ*, ১৬০০।

কঁহি *ক্রিবিণ* কোথায়। 'ণ জানমি অপা কঁহি গই পইঠা।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

কক [ধ্বন্যা] *বি* মোরগের ডাক। 'বন-মোরগেরা ডাকিয়া উঠিত, কক কক কক।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কককক [ধ্বন্যা] *বি* মোরগের ডাক। 'মোরগ কককক করছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ককখটি *বি* বনবিড়াল; খাটাশ। 'বানরী রব দেই ককখটী নাদ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

ককখনো [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* কখনও। 'ককখনো তা সত্যি না মা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ককটেল [ই] **১** *বি* বিভিন্ন জিনিসের মিশ্রণ। 'সব মিলিয়ে ককটেল বানালেও ঐ প্রশ্নমরু তাকে বেমালুম শুষে নেবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* পানীয়বিশেষ। 'যদিস্যাৎ করি, তবে ছোট্ট একটি টমাটো ককটেল দিই।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। **৩** *বি* বিভিন্ন মদের মিশ্রণে প্রস্তুত পানীয়বিশেষ। 'আমার জন্য ওয়াইলড দুটো ককটেল অর্ডার দিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ককটেল পার্টি [ই] *বি* মদপানের আসর। 'রোজ সন্ধ্যায় নেটিভ-স্টেট স্টাইলে জব্বর জব্বর ককটেল পার্টি দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ককানি [ধ্বন্যা] *বি* ব্যথাজনিত কাতর শব্দ। 'রোগীর বিছানার পাশে বসে ককানি শুনে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

ককানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* যন্ত্রণায় কাতরানো। 'অসুস্থ শিশু যার দিবারাত্র ককায়।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ককু [স] *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'ককুরাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ককুদ [স] *বি* ষাঁড়ের কাঁধের উঁচু মাংসপিণ্ড। 'পরিচ্ছন্ন লম্বালেজ, উঁচু খাড়া ককুদ।' *হাসান*, ১৯৬৯।

ককে *অব্য* কেন। 'ককে ন রভসে হসি কিছু ন উতর দেসি সুখে জাও নিসি অবসানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ককেইন [ই] *বি* ব্যথানিরোধক মাদকদ্রব্যবিশেষ। 'ব্যাটা সব বেচে; – আফিম, ককেইন, হেরোইন, হশীশ যা চাও।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ককেশীয় [ই ককেশাস+স ঈয়] *বিণ* কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল ককেশাস সম্পর্কিত। 'ইহাদিগের মস্তকাদির গঠন তুরাণী, ককেশীয় নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কক্কার [ধ্বন্যা] *বি* কড় কড় শব্দ। 'কক্কার শব্দের শর আরণ্যক আত্মার আদেশ।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কক্ষ [স] **১** *বি* কাঁখ; কোল। 'কক্ষে শিঙ্গা ভূতনাথ করেত ডম্বরু।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* গ্রহের পরিভ্রমণ পথ। '... ক্রমে সমস্ত গ্রহকক্ষ অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন।'

হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ৩ *বি* প্রকোষ্ঠ; কামরা। 'কক্ষশ্রেণী নিঃশব্দপদে পার হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কক্ষচ্যুত [স] ১ *বিণ* কোমর থেকে বিচ্যুত। 'ধন কাঁপে অঙ্গ, কক্ষচ্যুত হেমঘট।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* পথহারা। 'কক্ষচ্যুত হইবে তপন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* কক্ষপথ থেকে ছিটকে-পড়া। 'কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-প্রায় লক্ষ্যহারা প্রাণ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কক্ষতল [স] *বি* বগল। 'নাপিত বইসে তথা কক্ষতলে করি কাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কক্ষদেশ [স] *বি* কোমর। 'এক হাঁড়ী ঘৃত কক্ষদেশে করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প দিয়া পড়িল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কক্ষপথ [স] ১ *বি* চিরদিনের পথ। 'তাহার স্নেহপ্রীতির চিরাভ্যস্ত কক্ষপথ হইতে এমন করিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল কেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বি* গ্রহের পরিভ্রমণের পথ। 'জ্যোতির্বিদ দেখলেন, কোনো গ্রহ আপন কক্ষপথ থেকে বিচলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কক্ষপাত [স] *বি* কক্ষচ্যুতি। 'বলে, শনিগ্রহদের কক্ষপাত সেও নাকি মানুষের হাতে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

কক্ষশ্রেণী [স] *বি* কামরা; ঘর। 'কক্ষশ্রেণী নিঃশব্দপদে পার হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কক্ষান্তর [স কক্ষ-অন্তর] *বি* অন্য ঘর। 'কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কক্ষণো [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* কোনো সময়। 'কক্ষণো তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম কেশব সেনের মত চৈতন্যভাবে মজেননি।' *রমেন*, ১৯৭০। *দ্র* **ককখনো**

কক্ষা[1] [স কক্ষ>] ১ *বি* যুদ্ধ। 'পণ্ডিতে পণ্ডিতে কক্ষা মালের মালাম শিক্ষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* প্রতিযোগিতা। 'উঠ শাহা ভাণ্ড পরীক্ষিতে এহি কক্ষা।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* পণ; বাজি। 'অভয়া আপুনি এই কর্যাচেন কক্ষা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কক্ষ্যা [স কক্ষ>] *বি* প্রতিযোগিতা। 'রাজপুত্র সনে মোর পুত্র সনে কক্ষ্যা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কক্ষা[2] [স কক্ষ>] *বি* কক্ষ; গ্রহের পরিভ্রমণের পথ। 'চন্দ্র, বুধ, শুক্র, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, এই সপ্ত গ্রহের সপ্ত কক্ষা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

কখখনো [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* কখনো। 'কখখনো মারিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কখন, কখনও, কখনো [স ক্ষণ>] ১ *ক্রিবিণ* কোনো সময়ে। 'এক মত ভএ রহু/ কখনে কী ন করাবে।।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কখনো বা মত্ত যেন ঢুলি ঢুলি যায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'গর্দ্দভ কি কখনও সংস্কৃত বাক্য কহিতে পারে?' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *ক্রিবিণ* এক মুহূর্তের জন্যও। 'এ হুকুম খুব তহকিক জানিয়া কখনো বদল করিবা না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৩ *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'রাজা ... দুই চারি দিনে কদাচিৎ কখন রাজসিংহাসনে আসিয়া বসিতেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *ক্রিবিণ* মাঝে মাঝে। 'পুত্রটি ঘরের কর্ম্ম কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

কখন কখন *ক্রিবিণ* কোনো কোনো সময়ে। 'কখন কখন ইহার এমন রাগ উপস্থিত হয় যে, কোন মতেই সান্ত্বনা করা যায় না।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

কখনও কখনও *ক্রিবিণ* মাঝে মাঝে; কোনো কোনো সময়ে। 'সেইরূপ কখনও কখনও দুর্দ্দান্ত ইতর লোকদিগের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কখনো-কখনো ১ *ক্রিবিণ* কখনোই। 'কখনো-কখনো তাঁর হইব না দাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *ক্রিবিণ* মাঝেমধ্যে। 'কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখতে চেষ্টা করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কখনো-সখনো *ক্রিবিণ* কালেভদ্রে। 'কখনো-সখনো মেঘ সেখানে আজ যদি বা দাঁড়ায় ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কঙ্ক [স] *বি* কাঁক; বকজাতীয় পাখি। 'কপোত কুঃকুভ কঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কঙ্কণ [স] *বি* কাঁকন। 'সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কঙ্কণঝংকার [স] *বি* কাঁকনের শব্দ। 'রাতের হাওয়ায় বাজল বুঝি কঙ্কণঝংকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কঙ্কণধ্বনি [স] *বি* চুড়ির শব্দ। 'নূপুর-কীঙ্কিণী-ধ্বনি হংস-সারস জিনি/ কঙ্কণধ্বনি চটক লাগায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কঙ্কণ-পরা [স কঙ্কণ+পরা] *বিণ* কাঁকন পরিহিত। 'মানুষের কঙ্কণ-পরা দুটি হাত দিয়া বেড়িয়া রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কঙ্কণবন্ধন [স] *বি* অলঙ্কারের বন্ধন; কাঁকনের বাঁধন। 'লৌহবেড়ি যত যায় খুলে, তত বাঁধা পড়ি কার কঙ্কণবন্ধনে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কঙ্কণী [স] *বি* স্ত্রী কাঁকন। 'খুলিলেন মা হাতের কঙ্কণী।' *লালন*, ১৮৯০।

কঙ্কন [স কঙ্কণ] *বি* কাঁকন। 'তেজিলোঁ মো তার চীর নূপুর কঙ্কন বাজুবন্দে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কঙ্কর [স কর্কর] *বি* কাঁকর; পাথরের ছোটো কুচি। 'কঙ্করাদি দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় সকল ব্যক্তিরই আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কঙ্করপূর্ণ [স কর্করপূর্ণ] *বিণ* কাঁকর-বিছানো। 'অতি বন্ধুর কঙ্করপূর্ণ পথের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কঙ্করময় [স কর্করময়] *বিণ* কাঁকর-বিছানো। 'এই অতি বন্ধুর, কঙ্করময়, কণ্টকাবৃত পথের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কঙ্করশয্যা [স কর্করশয্যা] *বি* কাঁকরময় বসার জায়গা। 'তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া ... একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কঙ্করাবৃত [স কর্কর-আবৃত] *বিণ* মরুময়; কাঁকরে আবৃত। 'কঙ্করাবৃত আরবক্ষেত্রে ... শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

কঙ্কাল [স] ১ *বি* হাড়সর্বস্ব। 'দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্রদিগের কঙ্কালাবশিষ্ট মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* দেহের কাঠামো। 'স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ৩ *বি* অন্তঃসারশূন্যতা। 'করুণার কঙ্কাল কেবল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কঙ্কাল-অবশেষ [স] *বিণ* কঙ্কালসার। 'কঙ্কাল-অবশেষ একটি ভিখারি বৃদ্ধা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

কঙ্কাল-করোটি [স] *বি* হাড় ও মাথার খুলি। 'শূন্য মাঠে কঙ্কাল-করোটি তোমাকে বিদ্রূপ করে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

কঙ্কাল-পথ [স] *বি* কঙ্কালের মতো সংকীর্ণ পথ। 'হারায় কঙ্কাল-পথ বিকারের পয়োনালী মাঝে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

কঙ্কাল-মুখ [স] *বি* কঙ্কালের মুখাবয়ব। 'আলো-ছায়ার অগোছালো বিকিরণ কোন কঙ্কাল-মুখ সৃষ্টি করে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

কঙ্কালসার [স] ১ *বিণ* অস্থিসর্বস্ব। 'আমাদের চোখে প্রাণীজগৎ

কঙ্কালসার নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩। ২ *বিণ* অতি শীর্ণ। 'কঙ্কালসার দেহ।' *শরৎ*, ১৯১৬।

কঙ্কালস্তম্ভ [স] *বি* অস্থিপিঞ্জরের তৈরি স্তম্ভ। 'তৈমুর জঙ্গিস অসংখ্য মানুষের কঙ্কালস্তম্ভ রচনা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কঙ্কালাবশিষ্ট [স কঙ্কাল-অবশিষ্ট] *বিণ* কঙ্কালসার। 'দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্রদিগের কঙ্কালাবশিষ্ট মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কঙ্গুরিনা *বি* শস্যবিশেষ। 'কঙ্গুরিনা পাকেল্লারে শবরাশবরি মাতেলা'। *চর্যা* ৫০, ১২০০।

কচ [স] *বি* কেশ। 'কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কচকচ [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত নরম জিনিস কাটা অথবা চিবানোর শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মোষগুলো তাদের বড়ো বড়ো মুখ তৃণগুল্মের মধ্যে পুরে দিয়ে ... কচ কচ শব্দ করতে করতে খেতে খেতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কচকচানি [ধ্বন্যা] ১ *বি* অতিকথন। 'এ এক অস্বস্তি ... অর্থনীতির কচকচানি, সংখ্যাতত্ত্বের গোলকধাঁধা।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। ২ *বি* বিরক্তিকর কথাবার্তা। 'থাক এসব কচকচানি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কচকচি [ধ্বন্যা] ১ *বি* ঝগড়াঝাঁটি। 'কালি যে ভাই দুপুর বেলা কচকচি লাগালে।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* আস্ফালন। 'পিয়াদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বি* বাগাড়ম্বর। 'তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ৪ *বি* বিরক্তিকর আলোচনা। 'এসব কচকচি আর ভালো লাগে না।' *সুনীল*, ১৯৭০।

কচকচি করন *ক্রি* ঝগড়া করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কচমচ [ধ্বন্যা] *বিণ* কচমচ ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'গোরু ল্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে কচমচ শব্দে ঘাস খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কচমচিয়ে [ধ্বন্যা কচমচ>] *ক্রিবিণ* কচমচ শব্দ ক'রে। 'তুমি ডাঁটার মত কচমচিয়ে চিবিয়ে খেও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কচমচে [ধ্বন্যা] *বিণ* কচমচ শব্দ হয় এমন। 'তুমি অরুচির রুচি, কচমচে করকচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কচর কচর [ধ্বন্যা] *বি* খাবার চিবানোর শব্দ। 'কচি শাপলা কচর কচর করে চিবিয়ে তৃপ্তিভরে খেল ও।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কচর মচর [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* কচর-মচর শব্দ ক'রে। 'কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

কচলানো ১ *ক্রি* হাত দিয়ে বার বার ঘষা। 'স্বপনের শেষে আঁখি কচলিয়া কি দেখিনু আহা মরি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। ২ *ক্রি* চটকানো। 'তাহার অন্তরের শক্তিকে যেন নির্মমভাবে কচলাইয়া দিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

কচহরি [হি কচহরী] ১ *বি* দপ্তর। 'খালিসা সরিফার কচহরিতে নিলামে বিক্রী হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ২ *বি* মূল ঘর থেকে আলাদা বসার ঘর; বহির্বাটী। *মেয়ার*, ১৭৮৯।

কচা [হি কচ্চী>] ১ *বিণ* ডাঁটা। 'বাগ্যন কুমুড়া কচা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গাছ থেকে কাটা সরু ডাল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তাদের কচার বেড়ার ধারে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কচাত [ধ্বন্যা] *বি* নরম বস্তু এক কোপে কাটার শব্দ। 'মাথাটা কচাত করে কেটে নেবে!' *মানিক*, ১৯৩৯।

কচায়ন [ধ্বন্যা কচ+স· আয়ন] *বি* কিচির-মিচির শব্দে ডাকাডাকি। 'পাখিরা এসে ... কিছুক্ষণ কচায়ন করে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

কচাল [স কুচাল] *বি* ঝগড়া। 'কচাল না পাত তোক্ষে শুণ হে মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কচালানো *ক্রি* রগড়ানো। 'এক হাতে সখি কচালিয়ে আঁখি।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০। **কচালিআ** *ক্রি* চটকিয়ে। 'আঁখি কচলিআ উঠে নেব কোটাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কচালিয়ে** *ক্রি* রগড়িয়ে। 'এক হাতে সখি কচালিয়ে আঁখি।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০। **কচালে** *ক্রি* রগড়ালো। 'কচালে কেহ বিলোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কচি [হি কচ্চী] ১ *বিণ* সদ্যোজাত। 'নাউডগা তোলে কিছু কচি কচি বলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অপরিণত। 'কচি কচি গোটা দশ ভাজিল কুমড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* অল্পবয়স্ক। 'আমার কচি মেয়ে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ৪ *বিণ* স্নিগ্ধ। 'সোনার মেঘের মাঝে/ কচি উষা ফোটে ফোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৫ *বিণ* কোমল। 'এখন কচি-চামড়া সাড়ে তিনহাত মনুষ্য পৃথিবীর রাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৬ *বিণ* অবুঝ। 'দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকি নও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৭ *বিণ* নিরুত্তাপ। 'হলুদে ছোপায় হেমন্ত রোজ কচি রোদ-রেখা নাড়ি।' *জসীম*, ১৯৩১।

কচিকাচা [হি কচ্চী>] *বি* ছোটো ছেলে-মেয়ে। 'পাবনা থেকে এঞ্জিনিয়ার তার মেম এবং কচিকাচা নিয়ে এসে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কচিমাংস [হি কচ্চী+স মাংস] *বি* কম বয়সী প্রাণীর মাংস। 'তাদের কচিমাংস খেতে এর এত মজা লাগে কিসের?' *হাসান*, ১৯৬০।

কচিমেয়ে *বি* অল্পবয়স্ক মেয়ে। 'বাঙ্গালী ঘরের কচিমেয়ে শ্বশুরবাড়ী আসিলে।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

কচু [স] ১ *বিণ* কচু গাছ। 'আলু কচু সাক পাত আদি নানা বস্তুজাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* (অপশব্দ) খারাপ কিছু। 'তুমি মরো! কচু খাও!!' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বি* (অপশব্দ) নাস্তি। 'সংসারের তুমি বুঝ কি কচু?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কচু-কাটা [স কচু+কাটা] *বিণ* কচু কেটে খণ্ডবিখণ্ড করার মতো। 'যে কোনো মুহূর্তে সমস্ত লিগেশনকে কচু-কাটা করতে পারত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কচুপাত [স কচুপত্র] *বি* কচুর পাতা। 'লহনার আদেশে আনিল কচুপাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কচুবন [স] *বি* কচু গাছের ঝোপ। 'আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কচুর শাক [স কচু>+স শাক] *বি* শাকবিশেষ। 'কচুর শাকে খোস্তা ঘোরাচ্ছেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

কচুশাক, কচুসাক [স কচু-শাক] *বি* কচুর পাতা। 'আলু কচু সাক পাত আদি নানা বস্তুজাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কচুরি [স কর্চরিকা] ১ *বি* তেলে ভাজা মচমচে খাবারবিশেষ। 'সিঙ্গারা, কচুরি, পানতুয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* কচুরিপানা। 'তার উপর কচুরি ঢাকা দিয়ে রাখে।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

কচুরিপানা [স কর্চরিকা>+স পানক>] *বি* জলজ উদ্ভিদবিশেষ। 'কচুরিপানায় ডোবা ও খানায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কচৌরি [স কর্চরিকা] *বি* ময়দার তৈরি নিমকি জাতীয় খাবার। 'কচৌরি, লাড্ডু, কালাকন্দ বিক্রয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কচ্ছ [স] *বি* কাছা। 'এক কচ্ছহীন বীরপুরুষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কচ্ছপ [স] *বি* কাছিম। 'বালকগণ! তোমরা কে কত বড় কচ্ছপ দেখিয়াহ বল দেখি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কচ্ছপি, কচ্ছপী [স কচ্ছপীয়] *বিণ* কচ্ছপের মতো। 'কচ্ছপি পিঠ।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'কচ্ছপ চলে কচ্ছপী চালে।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

কচ্ছব [স কচ্ছপ] *বি* কচ্ছপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কছম [আ কিসম] *বি* রকম। 'দেশে যেসব নতুন কছমের আদালত-কাছারি আইন-কানুন এনেছে ...।' *প্রমথ*, ১৯২২।

কছরৎ [আ] *বি* প্রয়াস; চেষ্টা। 'নয়ান ঢোলে চাম সাঁটবার কছরৎ করছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কছু [হি কুছ] *বিণ* কিছু। 'থির নয়ান অথির কছু ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কজন, ক'জন [স কতি+স জন] *ক্রিবিণ* কতো জন। 'রণজিৎ অনেকেই হতে পারে, কিন্তু মনজিৎ কজন হয়।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'নগ্নচোখে ক'জন ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে পারে?' *মুজতবা*, ১৯৪৯। দ্র **ক**[২]

কজনা *বি* কয়েক জন। 'জোরদার কজনা দল বেঁধে বাকীগুলিকে মেরে ফেলে ...।' *সবুজ*, ১৯২১।

কজল [স কজ্জল] *বি* কাজল। 'কজলে করেছে চক্ষু বড়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কজলা [স কজ্জল] *বিণ* শ্যামলা। 'কজলা অচলা আলাউদ্দিনের উচ্চ দণ্ড।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কজাই [আ কাজি>] *বি* কাজির কাজ। 'কাজীকে কজাই কর্ম্ম হইতে মাজিস্ট্রেট স্থগিত করিয়া ১০০০ টাকার জমানতে দওরাতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

কজ্জল [স] *বি* কাজল। 'অলক তিলক করে কেহো পরএ কজ্জল।' *মালাধর*, ১৫০০।

কজ্জল-কৃষ্ণ [স] *বিণ* কাজলের মতো কালো। 'বদনপ্রান্তের মাঝখানে একটি কজ্জল-কৃষ্ণ তিল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কজ্জলিত [স] *বিণ* কাজল অঙ্কিত। 'ধায় কোন শশিমুখী কজ্জলিত এক আখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কএোন *সর্ব* কে। 'জখনে গরজি ঘন বরিসতা রে কএোন সে বিপরাএো।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কঞ্চন [স কাঞ্চন] *বি* কাঞ্চন। 'বিমল কঞ্চন কমল চঢ়ি জনি খেলু খঞ্জন জোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কঞ্চি, কঞ্চী [তু কমচী] ১ *বি* বাঁশের সরু শাখা। 'শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'কতকগুলি কঞ্চি আনিয়া আটি বাঁধিতে বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *ক্রিবিণ* কঞ্চি পরিমাণ দূরত্ব। 'আগুন করতোয়া পার হয়ে এক কঞ্চি এগোতো না আর।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কঞ্চুক [স] *বি* বর্ম। 'কিংবা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক ভূষিত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কঞ্চুকী [স] *বি* অন্তঃপুরের নপুংসক প্রহরী। 'কৈলাস নামে এক কঞ্চুকী প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কঞ্চুলিকা [স] *বি* কাঁচুলি; বক্ষাবরণ। 'নীল কঞ্চুলিকার নীলিমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কঞ্জ [স] *বি* পদ্ম। 'কর্ণধার বলে অবোধ সদাগর কোথা নাহি দেখিলে কঞ্জে কামিনী কুঞ্জর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কঞ্জক [স কঞ্জ] *বি* পদ্ম। 'অরুণ কঞ্জক হাতে।' *মুরারি*, ১৫৭০।

কঞ্জমুখী [স] *বি স্ত্রী* পদ্মের মতো মুখ যার। 'কালরাত্রি কঞ্জমুখী কত জ্ঞান কলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কঞ্জল [স] *বি* ময়না পাখি। 'পাপিয়া, শ্যামা, কলবিঙ্ক, কঞ্জল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

কঞ্জিনী [স] *বি* পদ্ম। 'রুদ্ধ-কোরক-সঞ্চিত মধু কঠিন কনক-কঞ্জিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কঞ্জুশ [হি কঞ্জুস] *বিণ* কৃপণ। 'জাগা কঞ্জুশ-দিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

কঞ্জুষ [হি কঞ্জুস] *বিণ* কৃপণ। 'কঞ্জুষ সে একেবারেই না।' *জীবন*, ১৯৩২।

কঞ্জুষপনা *বি* কৃপণতা। 'প্রকৃতির মধ্যে একটা হিসাবিয়ানা আছে, একটা কঞ্জুষপনা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

কঞ্জুস [হি কঞ্জুস] *বিণ* কৃপণ। 'এক এক বেটা বাবু আছে এমনি কঞ্জুস।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

কঞ্জুশি, কঞ্জুসি [হি কঞ্জুস>] *বি* কৃপণতা। 'কঞ্জুশি লেখা আমাদের খুনে নাই।' *নজরুল*, ১৯২২; 'ঘি ঢালতে কঞ্জুসি করছেন কেন?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কট[১] [পা] *ক্রিবিণ* নিশ্চিতভাবে। 'রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

কট[২] [স] *বি* নির্দিষ্ট শর্ত। 'কৃষাণ তৎক্ষণাৎ এই কটের উপর অনুমতি দিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কট[৩] [ই] *বি* কোট। 'ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে খাওয়া, পেনটুলন (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতি কট চাপকান পরা!' *হুতোম*, ১৮৬১।

কটক [স] *বি* সৈন্য; সেনাবাহিনী। 'ভোজ রাজার কটক গেলা রুক্মি রাজার ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কটকট [ধ্বন্যা] ১ *বি* তীব্র বেদনাবোধক অনুকার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সমস্ত রক্ত শিরায় শিরায় কট কট করে উঠছে।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বি* গিরগিটির ডাকার শব্দ। 'তক্ষকটা ডেকে উঠল কটকট করে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

কটকটকট [ধ্বন্যা] *বি* দড়ি ইত্যাদির বাঁধন ছেঁড়ার ধ্বনি। 'কটকটকট পটপটপট গিরা ছিঁড়ে হাহা নড়ে ছটফট।' *নজরুল*, ১৯২২।

কটকট করে *ক্রিবিণ* ব্যস্ত হয়ে। 'কটকট করে দিব্যি করলে।' *শরৎ*, ১৯১৩।

কটকটানি [ধ্বন্যা] ১ *বি* কটকট শব্দের ভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* কষ্ট। 'নদীর কানটায় কানটায় হাঁটতে হাঁটতে মনুমিঞার বুকের কটকটানি চড়চড়িয়ে ওঠে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

কটকটানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* কটকট শব্দ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কটকটিআ [ধ্বন্যা] *বিণ* কঠিন; কঠোর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কটকটে [ধ্বন্যা] *বিণ* কড়া। 'কটকটে দুপুরেও বিছানা নিয়ে বসত।' *জীবন*, ১৯৩২।

কটকটে বেঙ [ধ্বন্যা কটকটে+বেঙ] *বি* কটকট শব্দকারী ব্যাঙ। 'কটকটে বেঙ খাইলে কষ্ট পাবে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

কটকি[১], **কটকী** [ও কটক>] ১ *বি* ওড়িশার কটক শহর থেকে আগত

লোক। 'সে দপ্তরের শিরিস্তাদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* ওড়িশার কটক শহরে তৈরি। 'পায়ে গুঁড়তোলা কটকি জুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'খোলা কটকী চটিজুতার মতো বড়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কটকি[২] [স কড়ার] *বিণ* ফ্যাকাসে। 'সেই কটকি মুখের ফুঁ!' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কটকিনা [হি কটকনা] *বি* মেয়াদি ইজারা বন্ড। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কটকিনাদার [হি কটকনা+ফা দার] *বি* মেয়াদি ইজারাদার। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

কটকেনা [অ কটকিনা] *বি* বাড়াবাড়ি। 'ছোঁয়াছুঁয়ি নাওয়াখাওয়া নিয়ে কটকেনা মেয়েদেরই কেন এত পেয়ে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

কটকী *দ্র* **কটকি[১]**

কটকোআলা [স কট+আ কবালাহ] *বি* শর্তযুক্ত বিক্রয়পত্র; বন্ধকি তমসুক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কটঙ্ক [স কট্‌+স অঙ্ক] *বি* অলঙ্কৃত স্মারক। 'কবচ কাবাই পরে কটঙ্ক বিহর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কটড়া *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'দুই শত কটড়া চলে নয় শত তেলি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কটন মিল [ই] *বি* কাপড় তৈরির কারখানা। 'কটন মিলের মত দুই চারিটি মিল।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪।

কটমট [ধ্বন্যা] **১** *ক্রিবিণ* ক্ষুব্ধ দৃষ্টি। 'ক্রোধে আরক্ত চক্ষুর্দ্বয়ে ব্যাঘ্রীর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **২** *বি* দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ। 'কটমট বিকট দশনে শব্দ করে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **৩** *বিণ* নীরস। 'তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া ওঠে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **৪** *বিণ* রাগান্বিত। 'দিদির দিকে 'কটমট' দৃষ্টিতে চাহিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৬।

কটমটে [ধ্বন্যা] *বিণ* রসকষহীন। 'তারা তাঁর কটমটে জর্মন দুদণ্ডের মত বরদাস্ত করে নিত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কটরমটর [ধ্বন্যা] *বি* যৎকিঞ্চিৎ। 'উনি যে কটর-মটর একটু ইংরেজী শিখেছেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

কটরা [হি] *বি* বাটি; পেয়ালা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কটলেট [ই] *বি* ভেজে রান্না করা বড়া জাতীয় পুরু মাংসখণ্ড। 'রঙ ভরপুর! সুপ চপ কটলেট, আন বাবা প্লেট প্লেট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কটা[১] [ধ্বন্যা কট>] *বি* তালগাছের পোকাবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কটা[২] [স কট>] **১** *বিণ* রুক্ষ। 'তদন্তর এক ব্যক্তি চক্ষু টেরা মাথা নেড়া লোম কটা দাঁত চটা কোতা গরদন ফোতা ভারী ...।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ* পিঙ্গল। 'আমাদের সর্বাঙ্গ কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* ফরসা। 'ওর গায়ের রঙ কটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কটাচুল [কটা+চুল] *বিণ* পিঙ্গল বর্ণের চুলবিশিষ্ট। 'কটাচুল নীলচক্ষু কপিশকপোল/ যবন পণ্ডিত আসে বাজে ঢাক ঢোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কটা[৩] *বি* দৃষ্টি; চাহনি। 'দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

কটা[৪] *বি* কাঠবিড়াল। 'আমাগো ওদিকে একটা কটা আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

কটা[৫] *দ্র* **ক[২]**

কটাকট [ধ্বন্যা] *বিণ* কটকট ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'কটাকট, চটচট, পটপট শব্দ।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

কটাক্ষ [স] **১** *বি* আড়চোখ। 'কটাক্ষে করহ বধ জুঝিবে কি কারনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* আদিরসের ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি। 'তোহ্মার কটাক্ষবাণে হানিল হৃদয়।' *বাহরাম*, ১৭০০। **৩** *বি* বিরূপ সমালোচনা। 'বিবিকে স্বর্গস্থা করিয়া ঐ বাবুদিগের ... কটাক্ষ করিতেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৪** *বি* চাউনি। 'কাতর কটাক্ষ তার যদি লক্ষ করেছি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'শরীরের কোন অংশের প্রতি কটাক্ষ করিলেই পরিতোষ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

কটাক্ষপাত [স] *বি* দৃষ্টিপাত। 'আপন২ পত্নীর দুখে কটাক্ষপাত না করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কটাক্ষপারদর্শিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বাঁকা চাউনিতে দক্ষ এমন। 'সেই কুখ্যাত নৃত্যগীত-কটাক্ষপারদর্শিনী হঠাৎ ছোরার মতো তার একটা শাদা ঝকঝকে খোলা পা টেবিলের উপরে তুলে দিলো।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

কটাক্ষবর্ষণ [স] *বি* বিরূপ আচরণ। 'শাসনকর্তারা আমাদের পরে যে কটাক্ষবর্ষণ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কটাক্ষবাণ [স] *বি* বাঁকা চাউনি। 'তাহার কটাক্ষবাণ বিঁধে একটুকে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কটাক্ষভঙ্গি [স] *বি* বাঁকা চাহনি। 'নিতম্ব ও কটিসঞ্চালন, কটাক্ষভঙ্গি, স্কন্ধান্দোলন, এককথায় সর্ব অঙ্গের চালনা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কটাক্ষশালী [স] *বিণ* কটাক্ষ করে এমন। 'অক্ষিযুগল শুধু প্রত্যক্ষগোচর নয়, রীতিমতো কটাক্ষশালী হইয়া উঠিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কটাক্ষহীন [স] *বিণ* স্থির। 'সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কটাক্ষা [স কটাক্ষ>] *ক্রি* কটাক্ষ করা। 'কালো জল কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি ঘুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কটার *বি* কাটারি। 'হান হান হাঁকটা থম থম বাঁকা বাঁকা কটার বিরাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

কটাল [তা কডেল] *বি* নদী ও সমুদ্রে জলস্ফীতি; জোয়ার। 'জোয়ারের সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে ... নাবিকেরা ইহাকেই কটাল কহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কটাস [স খট্টাস] *বি* গন্ধ ছড়ায় যে বনবিড়াল; ভাম। 'গণ্ডা মহিস পোড়ে পোড়এ কটাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

কটাহ [স] *বি* কড়াই; রান্নার পাত্রবিশেষ। 'নদীতে স্নান করিয়া তৈলপূর্ণ কটাহে ঝম্প দিলেন।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

কটি [স] *বি* কোমর। 'কটির কিংকিনি গেল গাএর বসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কটিতট [স] *বি* কোমর; নিতম্ব। 'কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কটিদড় [স কটি>] *বি* কোমরবন্ধ। 'কষেছে কৌপীনে কটিদড়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কটিদেশ, কটীদেশ [স কটি>] *বি* কোমর। 'কটীদেশে তরোয়ার বড় মনোহরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কটিনিতম্ব [স] *বি* কোমর ও নিতম্ব। 'হরি-হরিকুম্ভ কটিনিতম্ব।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কটিবন্ধ [স] *বি* কোমরবন্দ। 'বেসেলের কৃত কটিবন্ধ ... গড়পড়তা করা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কটিবসন [স] *বি* কোমরের কাপড়। 'বলে খোলে মোর কটিবসনে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

কটিভ্রষ্ট [স] *বিণ* দেহচ্যুত; কোমর থেকে খসে পড়া। 'কটিভ্রষ্ট বসন তোমার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

কটিসঞ্চালন [স] *বি* কোমর দোলানো। 'নিতম্ব ও কটিসঞ্চালন, কটাক্ষভঙ্গি, স্কন্ধান্দোলন, এককথায় সর্ব অঙ্গের চালনা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কটিল্বক [স কারবেল্ল] *বি* করলা; উচ্ছে জাতীয় সবজিবিশেষ। 'ভাণ্ডাকি সহিত ভেজে কটু কটিল্বক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কটু [স] **১** *বি* মন্দ কথা। 'প্রিয় কথা ছাড়ি কটু কহিয়া কহিয়া ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ঝাঁঝবিশিষ্ট। 'কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে পণ দশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'ধনপতি কটু হয়্যা বলে দুরক্ষর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* তিতা স্বাদবিশিষ্ট। 'ভাণ্ডাকি সহিত ভেজে কটু কটিল্বক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৫** *বিণ* ঝালযুক্ত। 'নিম ও চিরতা তিক্ত এবং মরিচ কটু লাগে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কটুকথা [স] **১** *বি* গালাগালি। 'কটুকথা ও মিথ্যা তহমত ও অল্প হঙ্গামা আদি ফৌজদারি আদালতের কাছারিতে না পাঠাইয়া ...।' *মেয়ার*, ১৭৮৭। **২** *বি* কড়া কথা। 'অন্যধর্মাশ্রিত ব্যক্তিরা কতমতে কটু কথা উক্ত করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

কটুকাটব্য [স] *বি* কড়া কথা। 'এক্ষণে কটুকাটব্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

কটুগন্ধ [স] *বিণ* ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত। 'কটুগন্ধ অন্ধকারে ডুবিলাম বিধাতার দেনা।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

কটুতা [স] *বি* উগ্রতা। 'কটুতায় কোটি কোটি কালকূটসম।' *ভারত*, ১৭৬০।

কটু তৈল [স] *বি* সর্ষের তেল। 'কটু তৈলে বাথুআ করিবে দৃঢ় পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কটুত্ব [স] *বি* তিক্ততা। 'সেও ডাক্তারের কথার কটুত্বের জন্য।' *তারা*, ১৯৪২।

কটুবাক্য [স] *বিণ* দুর্বাক্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কটুবাক্য কহা অনুচিত।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

কটুবাক্যি [স কটুবাক্য] *বি* দুর্বাক্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কটুবাণী [স] *বি* দুর্বাক্য। 'তোর কটুবাণী অগ্নিবরষিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কটুভাষী [স] *বিণ* রূঢ়ভাষী। 'কটুভাষী হওয়া বড় দূষ্য।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'বর্তমানের কুদর্শন, কটুভাষী রামলোচন সত্যই একদা সুদর্শন ও প্রিয়ভাষী ছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কটুআ [স কোষ্ঠ] *বি* কৌটা। 'সোনার কটুআ দুটি মাণিকে পুরাআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কটূক্তি [স কটু-উক্তি] *বি* ভর্ৎসনাপূর্ণ কথা। 'ভৃত্যদিগের প্রতি যেরূপ কটূক্তি ও কঠোর ব্যবহার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কটূক্তিভাজন [স] *বিণ* কটু কথা শোনে এমন। 'সে সকলের কটূক্তিভাজন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কটেজ [ই] *বি* কুটির। 'সমুদ্রতীরে কটেজে এসে সে অকৃপণভাবে ...।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

কটেজ পিয়ানো [ই] *বি* ছোটো আকৃতির পিয়ানোবিশেষ। 'সিমপ্যাথেটিক গ্র্যান্ড পিয়ানো কি কটেজ পিয়ানো সে সম্বন্ধেও ভ্রম হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কটো [হি কটোরা] *বি* বাটি। 'আমি কি তামাকপোড়ার কটোটা আনি নি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কটোর [হি কটোরা] *বি* বাটি। 'বাহুযুগ তোর কনক মৃণাল কুচ উলট কটোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কটোরা [হি কটোরা] *বি* কৌটা। 'কোন গুপ্ত আছে এহি কটোরা অন্তর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কটোরি [হি কটোরা] *বি* কৌটা। 'বাম অঙ্গুলিতে মুদরী সহিতে কনক কটোরি হাতে।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০।

কট্টর [স কঠোর] *বিণ* গোঁড়া; উগ্র। 'কট্টর ধর্মাবলম্বীদের দেশে তিনি তাঁর বিদ্রোহ জাহির করলেন কোন সাহসে।' *মুজতবা*, ১৯৭১।

কঠিন [স] **১** *বিণ* অশিথিল। 'পীন কঠিন উচ তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* কঠোর। 'সো জন আকুল তুয়া লাগি সুন্দরি কী ফল কঠিন স্বভাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বিণ* দুর্গম। 'বেওয়ারিস স্থান কঠিন তটে গতায়তের পথ নাই।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বিণ* শক্ত। 'শরীরে লোম নাই ও অতিকঠিন শরীর।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৫** *বিণ* দুর্বোধ্য। 'ইউক্লিডের প্রথম গ্রন্থের আরম্ভে যে অতিকঠিন প্রস্তাব আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৬** *বিণ* অনড়। 'জাতিরক্ষার যে প্রকার কঠিন নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৭** *বিণ* দুরূহ। 'এ সংসারে যেখানে প্রতিপদে কঠিন প্রতিবন্ধক সকল মোচন করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৮** *বিণ* জটিল। 'অন্য অন্য অনেক কঠিন প্রশ্ন যাহা ১০০ বৎসর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৯** *বিণ* গুরু। 'কঠিন দণ্ডবিধান এবং ঐ দণ্ডদাতার উক্তরূপ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **১০** *বিণ* মনের দিক থেকে কঠোর। 'বড়ো হয়ে তার চেয়ে কত কঠিন হয়ে গেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **১১** *ক্রিবিণ* দৃঢ়ভাবে। 'বনে পাঠালাম তারে কঠিন বাঁধিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **১২** *বিণ* নিবিড়। 'আজি হবে পরিচয় ঘনিষ্ঠ কঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **১৩** *বিণ* আয়াসলভ্য। 'বীর্য দেহো সুখের সহিতে, সুখেরে কঠিন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **১৪** *বিণ* রূঢ়। 'সত্য যে কঠিন কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কঠিনচিত্ত [স] *বিণ* দৃঢ়মনা। 'যাব দুর্গমে ... নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কঠিনতম [স] *বিণ* কঠোরতম। 'মেয়েটির শেষ প্রেমাস্পদা তার সবচেয়ে কঠিনতম হল।' *জীবন*, ১৯৩২।

কঠিনতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। 'কঠিনতর সংযম আশ্রয় করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কঠিনতা [স] **১** *বি* কাঠিন্য। 'কুচ কঠিনতা হেরি বিনু বিল্ল কষ্ট।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* দৃঢ় অবস্থা। 'জল শৈত্যসংহত হইয়া শিলাপট্টবৎ কঠিনতা ধারণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কঠিনত্ব [স] *বি* শক্ত অবস্থা। 'তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কঠিনভাবাপন্ন [স] *বিণ* দৃঢ় ভাবযুক্ত। 'হৃদয়কে কঠিনভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কঠিন হওয়া *ক্রি* দুরূহ হওয়া। 'তার সূত্রগুলো জুড়ে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কঠিনান্তঃকরণ [স] *বি* নিষ্ঠুর মন। 'ওমরায়ের কঠিননান্তঃকরণ কোমল হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

কঠিনাবস্থা [স] *বি* শক্ত অবস্থা। 'গাঢ়তা এবং কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কঠুয়া [হি কটোরা] *বি* ছোটো বাক্স। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কঠোর [স] **১** *বিণ* প্রচণ্ড। 'হেন মতে কঠোর রন হইল দুই জনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* কর্কশ। 'অনিতে সুন্য মন্দ কঠোর বচন।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বিণ* কঠিন। 'মুনি সঙ্গে নরপতী কঠোর তপ করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* কৃচ্ছ্রসাধন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৫** *বিণ* নিষ্ঠুর। 'এদেশে অনেক ব্যক্তি ভৃত্যদিগের প্রতি ... কঠোর ব্যবহার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৬** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'রমণীয় কুসুমতরুর সহিত কঠোর কণ্টকী বৃক্ষের।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৭** *বিণ* দুঃসহ। 'দুঃখ কি কঠোর পদার্থ তিনি অবগত নহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৮** *বি* কাঠিন্য। 'মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা, বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কঠোরকুচা [স] *বিণ স্ত্রী* দৃঢ় স্তনবিশিষ্ট। 'চিত্তহারিণী কেশবিলাসিনী ক্ষীণকটি কঠোরকুচা বেশ্যাদিগমনে পাপবোধ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কঠোরতম [স] *বিণ* অতি করুণ। 'পিতৃহীন সন্তানদের কঠোরতম শোকদুঃখের ছায়ামাত্র স্মৃতিমাত্র থাকবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কঠোরতর [স] *বিণ* অতিশয় কঠোর। 'তিতিক্ষা কঠোরতর।' *মানিক*, ১৯৩৫।

কঠোরতা [স] *বি* দৃঢ়তা; অনমনীয়তা। 'যাঁহারা কঠোরতার বলে পুরুষার্থ লাভে ব্রতী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কঠোরমূর্তি [স] *বিণ* কড়া; কঠোর। 'এখানকার আদালতও তেমন কঠোরমূর্তি নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কডলিভার [ই] *বি* কডমাছের কলিজার তেল। 'রাতে দিনে/ কডলিভার খাচ্ছ রুটিনে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কড়[১] [স কনিষ্ঠা] *বি* আঙুলের ভাঁজের দাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দু কাঁধের উপর ছোট দুটো ঢিপির মত শক্ত কড়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কড়[২] [স কটক>] *বি* লৌহনির্মিত বালা। 'হাতে কেবল একগাছ কড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

কড়ক [হি] *বি* চমক। 'কানে তালা লাগে যেন বিজলী কড়কে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কড়কানো *ক্রি* প্রবল ধমক দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমি চালওয়ালাকে কড়কে দেব।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কড়কচ [স কড়ক] *বি* সামুদ্রিক লবণবিশেষ। 'হড়কচ কড়কচ কাটে কামরাঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কড়কড় [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* কড়কড় ধ্বনিবিশিষ্ট। 'প্রচণ্ড সমীরণ কড়কড় বাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **২** *বি* কড়মড় শব্দ। 'ঘুণধরা হাড় কড়কড় করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কড়কড়কাড়া [ধ্বন্যা] *বিণ* কড়কড় ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'রণে কড়কড়কাড়া খাঁড়া-ঘাত।' *নজরুল*, ১৯২২।

কড়কড়ানি [ধ্বন্যা] *বি* কড়কড় বা কড়মড় শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়কড়িয়া [ধ্বন্যা কড়কড়>] *বিণ* বাসি শুষ্ক। 'কড়কড়িয়া ভাত।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়কড়ে [ধ্বন্যা কড়কড়>] **১** *বিণ* শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে এমন। 'এরকম চটচটে কড়কড়ে কাদা শুরকিগুলো ...।' *জীবন*, ১৯৩১। **২** *বিণ* শুষ্ক, শক্ত ও বাসি। 'কড়কড়ে ভাত, ভাজা মাছ।' *শামসুর*, ১৯৭০।

কড়খ *বি* রাজার স্তুতিপাঠক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়খানো *ক্রি* রাজার স্তুতিপাঠ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়চা [স কারিকা] *বি* বৈষ্ণব ধর্মীয় গ্রন্থবিশেষ। 'দামোদরস্বরূপের কড়চা অনুসারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কড়চাকর্তা, কড়চাকৰ্ত্তা [স কারিকাকর্তা] *বি* বৈষ্ণব ধর্মীয় গ্রন্থ রচয়িতা। 'আর সব কড়চাকৰ্ত্তা রহে দূরদেশে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কড়ছ [স কক্ষতট] *বি* কোঁচড়; কোমরের কাপড়। 'কড়ছের রত্ন মুঞি হারানু গোপালে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কড়মড় [ধ্বন্যা] **১** *বি* ক্রোধের ফলে দাঁতের ঘর্ষণজাত শব্দ। 'দন্ত কড়মড় করে বলয়ে বিশেষ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* কড়কড় ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'বাহিরে মহা ঝড়/ বজ্র কড়মড়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* ঘর্ষণের শব্দ। 'খাঁ-বাড়ির বাঁশ ঢোলা ঢোলা, করছে কড়মড়।' *জসীম*, ১৯২৯।

কড়মড়া [ধ্বন্যা কড়মড়>] *ক্রি* কড়কড় করা। 'হাড় মাংস কড়মড়ি খাএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'রাগে দাঁত কড়মড়ি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কড়মড়ানি [ধ্বন্যা কড়মড়>] *বি* কড়কড় বা কড়মড় শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়মড়ানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* রাগে কড়মড় শব্দ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়মড়ি [ধ্বন্যা কড়মড়>] **১** *বি* দাঁতে দাঁত ঘর্ষণের শব্দ। 'অট্টঅট্ট হাসে করে দন্ত-কড়মড়ি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* কড়মড় শব্দ করে এমন। 'কড়মড়ি দন্তা সমরে দুরন্তা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কড়মড়িআ [ধ্বন্যা কড়মড়>] *ক্রিবিণ* কড়মড় ক'রে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়সি [স কক্ষতট>] *বি* কোমরে যে সুতা বাঁধা হয়; কটিবন্ধন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়া[১] [স কপর্দক] **১** *বি* কপর্দক; এক সময়ে প্রচলিত মুদ্রার ক্ষুদ্রতম একক। 'কড়া চারী কড়ী ধনে আপনাক জানহ ঈশরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* হিসাবের এককবিশেষ। 'প্রথমে কড়াকে গণ্ডাকে বুড়কে চৌকে নামতা পর্য্যন্ত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কড়াকড়ি *বি* টাকা-পয়সা। 'করলিনে কেউ বেচা কেনা, হাতে নাইরে কড়া কড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কড়াকিআ [স কপর্দক>+স ক্রিয়া>] *বি* কড়াকিয়া; কড়ার নামতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়াক্রান্তি [স কপর্দক+স ক্রান্তি>] **১** *বি* মুদ্রার অতি ক্ষুদ্র একক। 'কড়াক্রান্তির হিসাব রাখিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* বিন্দুবিসর্গ। 'ভগবান কড়াক্রান্তিটিও ছাড়েন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কড়াগণ্ডা হিসাব *বি* পাই-পয়সা পর্যন্ত হিসাব। 'কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কড়াঙ্ক [স কপর্দক+স অঙ্ক] *বি* কড়ি সংক্রান্ত হিসাব। 'রাজা কড়াঙ্কেত আপামর সাধারণ পারদর্শী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

কড়ানিআ [স কপর্দক>] *বি* একশত পর্যন্ত কড়ার হিসাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়ায় কড়া কাহনে কানা – গৌণ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে মুখ্য বিষয়ে হেলা করা। 'কড়ায় কড়া কাহনে কানা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কড়ায় কড়ায় *ক্রিবিণ* পুরোপুরিভাবে। 'আপন মেহন্নতের দাম কড়ায়২ আদায় করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কড়ায় গণ্ডায় *ক্রিবিণ* হিসাবের শেষ কপর্দক পর্যন্ত। 'প্রতিমাসে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া সুদ পাইতেছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

কড়াহো *ক্রিবিণ* এক কপর্দকও। 'ভাণ্ড মাথে ষোল পন কড়াহো নাহি টুটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কড়া² [স কটক] ১ *বি* শিকল। 'পায়ে কড়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'ব্যবহারের দুই চারি কড়া আছে।' *গৌর*, ১৮২২। ৩ *বি* তামাকের শুকানো গুটি। 'দোকতা কড়া গাঁজা চরস সিদ্ধি আদি যত।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* বেশি নেশাকর। 'উত্তম২ তামাকু ভেলসা, অম্বুরী, কড়া, মিঠেকড়া সাজিয়া আলবোলাগুড়গুড়ি হুকা ... যোগাইতে থাকিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৫ *বি* বালার মতো আংটা বা হাতল। 'দরজায় একটা লোহার কড়া লাগানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কড়া নাড়া *ক্রি* আহ্বান করা। 'তোমার জন্যে লোকালয় হেঁটে এসে আজো কড়া নাড়ি।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কড়া³ *বি* চামড়ার উপরে ঘর্ষণজনিত চিহ্ন। 'বাতাস দিতে দিতে হাতে কড়া পড়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'আঙুলে কড়া পড়ে গেল।' *অবন*, ১৯৪১।

কড়া পড়া *বিণ* আঘাতের চিহ্নযুক্ত। 'জানোয়ারের মতো হাত-পা চালিয়ে যায় ... দুর্বলা মেয়েটার কড়াপড়া গায়ে? *কায়সার*, ১৯৬২।

কড়া⁴ ১ *বিণ* কঠিন। 'কড়া কড়া দুই-একটা কথা শুনিয়ে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* কঠোর ভাষায় লিখিত। 'মাঝে মাঝে কড়া চিঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বিণ* গাঢ়। 'এক-পাত্র চা খেয়েছিলুম সেটা কিছু কড়া-গোছ হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* কৃপণ। 'কড়ায় কড়া কাহনে কানা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৫ *বিণ* তীব্র। 'লঙ্কা কেমন কড়া।' *জসীম*, ১৯২৭। ৬ *বিণ* সতর্ক। 'কড়া পাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৭ *বিণ* কঠোর। 'কড়া কথা বলতে বাধে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

কড়া কড়া *বিণ* অত্যন্ত কঠোর। 'নিতাই সেদিন তাদের খুব কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে দিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কড়াকথা *বি* কঠোর উক্তি। 'তাকে অনেক কড়াকথা শুনতে হয়েছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

কড়া-গোছ *বিণ* গাঢ় ধরনের। 'এক-পাত্র চা খেয়েছিলুম সেটা কিছু কড়া-গোছ হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কড়া-টান *বি* দম নিয়ে বেশি সময় ধ'রে টান দেওয়া। 'আরেকটা কড়া-টান দিলে সিগ্রেটে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

কড়ামিঠে *বিণ* আরামদায়ক। 'কড়ামিঠে রোদ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কড়ামূর্তি [স] *বি* কঠোর চেহারা। 'যদি নিজ দেশী কাছে আসে ঘেঁষি কিছু যেন কড়ামূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কড়ায় কড়া কাহনে কানা – কড়ার প্রতি কড়া দৃষ্টি, কিন্তু কাহনের বেলায় অন্ধ। 'বাংলায় তাহার তরজমা করা যাইতে পারে, কড়ায় কড়া কাহনে কানা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কড়াই¹ [হি] *বিণ* কড়া। 'কড়াই করিয়া রান্ধ সরিসার শাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কড়াই² [স কটাহ] *বি* রান্না করার পাত্রবিশেষ। 'হাঁড়ি ও কড়াই আনিয়া দেয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কড়াই³ [স কলায়] *বি* কলাই। 'মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে চিবাইল যেন দাঁতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কড়াইশুঁটি [স কলায়>+শুঁটি] *বি* মটরশুঁটি। 'এইভাবে খেতে হবে কড়াইশুঁটির প্রস্রবণ।' *শক্তি*, ১৯৭০।

কড়াকড় [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* সাবধানী। 'আরো কঠিন কড়াকড় চৌকি রাখিবেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। ২ *বি* কঠোরতা। 'তবু মেজদি মরে কড়াকড় অনেক কমেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

কড়াকড়ি [ধ্বন্যা>] *বি* কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তবু কড়াকড় দিতে কড়াকড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কড়াক্কড় [ধ্বন্যা] ১ *বি* কড়াকড়ি। 'তাহার উপরে আরো কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* কঠোর। 'ভালোমানুষের মতো চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াক্কড়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রিবিণ* কড়াকড়িভাবে। 'পার্টি কড়াক্কড় জানিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কড়াক্কড়ি [ধ্বন্যা] *বি* কড়াকড়ি। 'মাল্য গাঁথার নাইকো অবকাশ, হাতকড়ারই কড়াক্কড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কড়াক্রান্তি *দ্র* কড়া¹

কড়ায় [স কলায়] *বি* কলাই। 'ঠাণ্ডা কড়ায়ের ডাল।' *জীবন*, ১৯৩৩।

কড়ার [আ করার] *বি* চুক্তি। 'চারি দিনের কড়ারে ভ্রমরকে পাঠাইয়া দিয়েছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'স্বর্গে পাব শরাব-সুধা, এ যে কড়ার খোদ খোদার।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

কড়ারে *বিণ* চুক্তিভিত্তিক। 'সেই কড়ারে কুলির কামটা তাড়াতাড়িই পেয়ে গেল লেকু।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কড়ি¹, কড়ী [স কপর্দিকা] ১ *বি* বেচাকেনায় ব্যবহৃত সামুদ্রিক কীটের খোলস। 'বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* শাঁখের দুল। 'কড়ি।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* সম্বল; ভাড়া। 'কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ৪ *বি* শামুকের মতো সামুদ্রিক কীটের খোলস। 'কড়ির মতন শাদা মুখ তার।' *জীবন*, ১৯৪২।

কড়িওআলা [কড়ি+হি ওয়ালা] *বিণ* ধনী; বিত্তশালী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়িকড়া [কড়ি>] *বি* অর্থসাহায্য বা অন্য কোনো ভোগ। 'কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়িকড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কড়িকসা [কড়ি+ফা কাশীদান>?] *বি* কড়ির মূল্য নিরূপক হিসাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়িকেনা *বিণ* টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে এমন। 'তবু তারা বেঁচেছিল কড়িকেনা দাসদাসী নামহীন চাষী ও মজুর।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

কড়ি গোনা *ক্রি* টাকা পাওয়া। 'ঝকঝকি পোয়াতে বাঞ্ছারাম, আর পায়ে পা রেখে লাভের কড়ি গোনবার ব্যালা তুই।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

কড়িচালা [কড়ি+স চালন] *বি* সাপ ধরার কৌশল-বিশেষ। 'কড়ি-চালাটা নিশ্চয়ই শিখে নিয়েচ, না?' *শরৎ*, ১৯১৭।

কড়ি পাতি [কড়ি+স পত্র>] *বি* টাকা কড়ি। 'কড়ি পাতি নাই দাদা বন্দী থাকি চল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কড়িফটকা [কড়ি+হি ফট] *বিণ* ধনশূন্য; নিঃস্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কড়ির লেখা *বি* খরচের তালিকা। 'হাটের কড়ির লেখা একে একে দিব বাপা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কড়ি[2] [স কটক] ১ *বি* শিকল। 'হাতে হাত কড়ি আর পায়ে বেড়ী দিয়া।' *গরীব,* ১৭৬৫। ২ *বি* ঘরের ছাদের আড়া। 'স্তম্ভ ও কড়ি সকল লৌহময়।' *দর্পণ,* ১৮৩৬।

কড়িকাঠ [কড়ি+স কাষ্ঠ>] *বি* ঘরের ছাদের অবলম্বন হিসেবে ব্যবহৃত কাঠ। 'বেঁকে নুয়ে পড়ে বাহাদুরী কড়িকাঠ যত।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১০।

কড়িবাঁধা [কড়ি+স বন্ধন>] *বি* কড়ি দিয়ে বাঁধানো। 'কড়িবাঁধা হুঁকা দিয়া অভ্যর্থনা করিত।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯।

কড়ি বরগা [কড়ি+প বরগা] *বি* ঘরের ছাদের ভার রক্ষাকারী লোহা বা কাঠের ফলক। 'ইমারতগুলো তাহাদের শক্ত শক্ত কড়ি বরগা মেলিয়া হাঁ করিয়া আমাকে গিলিয়া ফেলে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৭।

কড়ি[3] [স কটুক] *বিণ* (সংগীত) মূল স্বরের থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্বর; কেবল 'মধ্যম' স্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (তুলনীয়: কোমল)। 'কড়ি বাজে কি কোমল বাজে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

কড়িকোমল [কড়ি+স কোমল] *বি* (সংগীত) সপ্তস্বরের মধ্যে সা ও পা ছাড়া অন্য চারটির অপেক্ষাকৃত নিচু বা কোমল এবং মা এর অপেক্ষাতকৃত চড়া কড়ি স্বর। 'আমার মনের এই কড়িকোমল পর্দাগুলির উপর সে ... সুর বার করতে পারত।' *প্রমথ,* ১৯১৫।

কড়িমধ্যম [কড়ি+স মধ্যম] *বি* মধ্যম বা 'মা' সুরের ঈষৎ চড়া পরদা। 'বে-পরদা বা কড়িমধ্যমের কাজ নয়।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

কড়িয়াল *বি* পানকৌড়ি। 'না বুঝে সাঁতার কাটে কড়িয়াল গোরিলা-দম্পতি!' *শক্তি,* ১৯৬৯।

কড়ুই[1] [স কোর>] ১ *বি* ধানের গোলা। *বিদ্যা,* ১৮৯১। ২ *বি* গাছবিশেষ। 'কড়ুই গাছের ছায়ায় বসে ও।' *সেলিনা,* ১৯৭৫।

কড়ুই[2] **রাঁড়ি** [স কনিষ্ঠ>+স রণ্ডা] *বিণ* বাল্যবিধবা। 'স্যাঙ্গা করা কড়ুই রাঁড়ি মেয়েটা।' *নজরুল,* ১৯২৪।

কড়ুয়া[1] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর, ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২।

কড়ুয়া[2] [স কটুক>] *বিণ* সরিষাজাত। 'মহুয়া তেল আনব, না কড়ুয়া তেল?' *বিভূতি,* ১৯৩৮।

কড়েয়া [স কটুক] *বি* ফলের গুটি বা প্রথমাবস্থা। 'বসন্তকালে চইয়ে গিয়ে কড়েয়া ধরে।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৪।

কড়্যা [স কটুকা] *বি* শাকবিশেষ। 'কড়্যা সাক তোলে দুয়া ফিরে খেতি খেত।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

কড়ে [স কনিষ্ঠ] *বি* (আঙুলের ক্ষেত্রে) হাতের পঞ্চম অথবা কনিষ্ঠ আঙুল। *ওসাঁ,* ১৭৮৫; 'মারী-মড়কে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

কড়েরাঁড় [স কনিষ্ঠ>+স রণ্ডা] *বিণ* বাল্যবিধবা। 'কড়েরাঁড় তবু যেন স্থির সৌদামিনি।' *ভবানী,* ১৮২৫।

কঢ়য়ি [স কোর] *বি* কড়ই গাছ। 'কঢ়য়ি আঢ়য়ি রাজে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

কঢ়ী *বি* কর্ণাভরণ। 'কানের হিরাধর কঢ়ী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

কণ [স] *বি* কণা। 'এক কণ স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাঁহার।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

কণআ [স কনক] *বি* কনক। 'কণআ সদৃশ রাধা তোহ্মার গাঅ।' *বড়ু,* ১৪৫০।

কণা [স] ১ *বি* ফুলকি। 'বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা।' *রূপরাম,* ১৭৫০। ২ *বি* বিন্দু পরিমাণ। 'কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯০১।

কণাতম [স] *বিণ* সামান্যতম। 'কণাতম শিখা লয়ে অসীমের করে আকুতি।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

কণামাত্র [স] *বিণ* বিন্দু পরিমাণ। 'আমার তাতে কণামাত্র আপত্তি নেই।' *মুজতবা,* ১৯৫৮।

কণায় কণায় *ক্রিবিণ* কণা পর্যন্ত। 'নিতে চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৩।

কণাদ [স] *বি* বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক। 'কণাদ ... যে কোন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র।' *অক্ষয়,* ১৮৫৫।

কণি [স কোণ>] *বি* কোণ। 'করে নখ-রঞ্জণী ঢাকয়ে নখের কণি।' *চণ্ডী,* ১৫৫০।

কণিক [স] *বি* কণা। 'লয়ে আমার তুচ্ছ কণিক।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬।

কণিকা [স] ১ *বি* ক্ষুদ্র কণা। 'স্মৃতির কণিকা তারা স্মরণের তলে পশি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৩। ২ *বি* অতি অল্প অংশ। 'কণিকামাত্র ধারণ করেন, বাকী অতিথ-ফকীরদের দেন।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

কণিকাপ্রমাণ [স] *বিণ* সামান্য পরিমাণ। 'তবু কণিকাপ্রমাণ বিদ্যেও দিলেন না তাকে।' *মনোজ,* ১৯৬১।

কণিকাবর্ষীয় [স] *বিণ* সামান্য আয়ুবিশিষ্ট। 'সে কণিকাবর্ষীয়ও বটে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৩।

কণে [স কন্যা] *বি* বিয়ের কনে। 'বর বড় কি কণে বড় – এই নিয়েই আড়াআড়ি।' *প্রমথ,* ১৯১৭।

কণ্টক [স] ১ *বি* কাঁটা। 'শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'কণ্টক ফুটিল দুঃখ পাইল অন্তরে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* অন্তরায়; বাধা। 'আর-এক বিষম কণ্টক, কতকগুলি উন্নতি ও সংস্কারবিরোধী সঙ্কীর্ণহৃদয় স্বার্থপরায়ণ সম্প্রদায়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৭। ৩ *বি* কষ্টের বিষয়। 'পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঃ, সেটা আবার একটা বিষম কণ্টক।' *মাইকেল,* ১৮৬১।

কণ্টক-আগার [স] *বি* কাঁটাপূর্ণ স্থান। 'কণ্টক-আগার ভীতিপূর্ণ চিরদিন।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

কণ্টক-কুণ্ঠিত [স] *বিণ* বিপদসংকুল। 'কণ্টক-কুণ্ঠিত বিপথে আমাদের চলা।' *নজরুল,* ১৯২৬।

কণ্টকখচিত [স] *বিণ* কাঁটাযুক্ত। 'সেই সমাজের সূচিমুখ কণ্টকখচিত।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

কণ্টকতরু [স] *বি* কাঁটাগাছ। 'কানন কণ্টকতরু-গহন, আঁধারা ধরণী।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

কণ্টকপথ [স] *বি* বন্ধুর পথ। 'সেই দিন হতে কণ্টকপথে/ চলিয়াছি দিনগুণে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯০।

কণ্টকপ্রাচীর [স] *বি* কাঁটার দেয়াল। 'অশ্রদ্ধার কণ্টকপ্রাচীর নাই।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

কণ্টকবিদ্ধ [স] *বিণ* বাধাগ্রস্ত। 'ইহাই লইয়া কণ্টকবিদ্ধ হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২।

কণ্টকবিনির্মিত [স] *বিণ* কাঁটা দিয়ে তৈরি। 'প্রথমতঃ তালপত্রস্থিত কণ্টকবিনির্মিত চতুস্ত্রিংশদক্ষরে ...।' *ভবানী,* ১৮২৫।

কণ্টকবীজপূর্ণ [স] *বিণ* কাঁটাময়। 'কণ্টকবীজপূর্ণ ক্ষেত্রে কোনরূপ শস্যোৎপাদন হওয়া অসম্ভব।' *অক্ষয়,* ১৮৪৮।

কণ্টকময় [স] *বিণ* কাঁটায় ভরা। 'কণ্টকময় নিবিড় বন সাবধানে পার হইলে পরে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কণ্টকশয্যা [স] *বি* কাঁটা বিছানো শয্যা। 'সমস্ত সংসার চারুর পক্ষে কণ্টকশয্যা হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

কণ্টকশাখা [স] *বি* কাঁটাওয়ালা শাখা। 'কণ্টকশাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কণ্টকসংকুল, কণ্টকসঙ্কুল [স] *বিণ* কণ্টকাকীর্ণ। 'যে পথ কণ্টকসংকুল সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'পায়ে জুতা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা এমন কণ্টকসঙ্কুল যে...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কণ্টকসমাকীর্ণ [স] *বিণ* প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। 'উপলবন্ধুর কণ্টক-সমাকীর্ণ পথে ক্ষতবিক্ষত পায়ে চলবার শক্তি সে পাবে কোথা থেকে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

কণ্টকা [স কণ্টক] **১** *ক্রি* কাঁটা ফোটানো। 'উপমা কি দিতে, পারি কণ্টকীতে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *ক্রি* কণ্টকিত করা। 'খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে/ কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কণ্টকাকীর্ণ [স] *বিণ* কাঁটা-বিছানো। 'স্ত্রীলোকদিগের ঐহিক পারত্রিক উভয় পথই কণ্টকাকীর্ণ।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২।

কণ্টকাবৃত [স] *বিণ* কাঁটায় ছাওয়া; দুর্গম। 'কত স্থানে যে কত প্রকার কুটিল ও কণ্টকাবৃত পথ দৃষ্টি করিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কণ্টকিত [স] **১** *বিণ* ভীতিবিহ্বল। 'সেই মুহূর্তে দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* কাঁটাযুক্ত। 'পাহাড়গুলি উপর থেকে নীচে পর্যন্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* উৎকণ্ঠিত। 'মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বিণ* দুর্ভেদ্য। 'পুলিসের দ্বারা সীমানাবদ্ধ, সঙিনের দ্বারা কণ্টকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৫** *বিণ* রোমাঞ্চিত। 'শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৬** *বিণ* প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ। 'অরাজকতার চরগুলো কণ্টকিত করে রেখেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কণ্টকী [স কণ্টক] *বিণ* কাঁটাওয়ালা। 'রমণীয় কুসুমতরুর সহিত কঠোর কণ্টকী বৃক্ষের।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কণ্টকারি [স] *বি* বঁইচি গাছ। 'আকন্দ তপন নাটা কণ্টকারি শ্বেতজটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কণ্ট দেস [স কণ্ঠদেশ] *বি* কণ্ঠদেশ। 'কণ্ট দেসে প্রান মোর জতদিন ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কণ্টারী [স কর্ণধারী] *বি* কাণ্ডারি। 'আক্ষে কান্টারী শ্রীগদাধর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কণ্টিকা [স] *বি* কাঁটা। 'নিকটেতে দূর যেন পুষ্পেতে কণ্টিকা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কণ্টিকারী [স কণ্টকারি] *বি* কাঁটাওয়ালা ভেষজ গাছবিশেষ। 'যদি কোথাও কণ্টিকারী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'পায়ের কাছে একটি কণ্টিকারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কন্ট্রাক্ট [ই] *বি* যোগাযোগ। 'আমি পরে কন্ট্রাক্ট করবো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কন্ট্রাক্টর [ই] *বি* ঠিকাদার। 'কর-সংগ্রহের কন্ট্রাক্টর হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কণ্ঠ [স] **১** *বি* গলা। 'বিদুজন লোঅ তোরে কণ্ঠ ণ মেলই।' *চর্যা* ১৮, ১২০০। **২** *বি* গলার স্বর। 'রাধার সুণিআঁ কাহ্ন কণ্ঠ কূজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কণ্ঠকূজন [স] *বি* শীৎকার। 'রাধার সুণিআঁ কাহ্ন কণ্ঠ কূজনে'। *বড়ু*, ১৪৫০।

কণ্ঠচিঞ্চি *বি* গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'কানে বুগড়ী বা ঝুলানদা, গলায় কণ্ঠচিঞ্চি পরতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কণ্ঠচ্ছেদন [স] *বি* গলা কাটা। 'তোমার কণ্ঠচ্ছেদন করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কণ্ঠ-ছেঁড়া [স কণ্ঠ+ছেঁড়া] *বিণ* উচ্চধ্বনি-বিশিষ্ট। 'গাইবি আবার কণ্ঠ-ছেঁড়া বিষ-অভিশাপ-সিক্ত গান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কণ্ঠদেশ [স] *বি* গলদেশ। 'কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কণ্ঠধ্বনি [স] *বি* গলার আওয়াজ। 'নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কণ্ঠনলী [স] *বি* কণ্ঠনালি; গলা। 'মোর কণ্ঠনলী বদ্ধ যেন অগোচর যূপে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

কণ্ঠনালি, কণ্ঠনালী [স] *বি* গলনালি। 'জিহ্বা ও কণ্ঠনালী এ উভয়কে বাগিন্দ্রিয় বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'কণ্ঠনালির নিয়মে ব্যতিক্রম হলেই ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কণ্ঠনিঃসৃত [স] *বিণ* কণ্ঠ থেকে বহির্গত। 'বালকবালিকাগণের কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর ধ্বনি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কণ্ঠ-বাজ [স কণ্ঠ+ফা বাজ] *বি* কথা বলে বা শব্দ করে যে। 'কণ্ঠ-বাজের আওয়াজ।' *জীবন*, ১৯২৭।

কণ্ঠমালা [স] *বি* গলার হার। 'চন্দন চৌখুরী দিল ঝারি কণ্ঠমালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কণ্ঠযন্ত্র [স] *বি* স্বরযন্ত্র; মুখ। 'নির্মম হাতে কণ্ঠযন্ত্রে কুলুপ লাগায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কণ্ঠরুদ্ধ [স] *বিণ* শ্বাসরুদ্ধ। 'নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কণ্ঠরোধ [স] *বিণ* বাকস্তব্ধতা। 'ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল।' *ভারত*, ১৭৬০।

কণ্ঠলগ্ন [স] *বিণ* গলা জড়িয়ে আছে এমন। 'ভারতবর্ষের কণ্ঠলগ্ন লৌহশৃঙ্খলটি বরাবর নিরাপদ সমুদ্রমধ্যে দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কণ্ঠলগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* গলা জড়িয়ে আছে এমন। 'হৃদয়বল্লভের কণ্ঠলগ্না হইয়া নিশ্চিন্ত মনে সুষুপ্তি সুখানুভব করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

কণ্ঠলীলা [স] *বি* সুরের কারুকাজ। 'কণ্ঠলীলা বাজিছে বীণা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কণ্ঠশিল্পী [স] *বি* গায়িকা। 'বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী।' *বেগম*, ১৯৬৮।

কণ্ঠশ্বাস [স] *বি* কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত বায়ু। 'মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

কণ্ঠসংগীত [স] *বি* গান। 'এদের কণ্ঠসংগীত যা শুনেছি তাকে সংগীত বলাই চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কণ্ঠসুর [স] *বি* সুরেলা কণ্ঠ। 'জাহেদুর রহীমের কণ্ঠসুর অতিথিদের মুগ্ধ করে।' *বেগম*, ১৯৬৯।

কণ্ঠস্থ [স] **১** *বিণ* মুখস্থ। 'মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ তাঁহার তাবৎ কণ্ঠস্থ।'

দর্পণ, ১৮২৯: 'যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* অভ্যস্ত। 'দৈনিক জীবন এক রকম কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* আত্মস্থ। 'গলার হারস্বরূপে বঙ্গ সরস্বতীকে কণ্ঠস্থ করিতে দেখা গিয়াছে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

কণ্ঠস্বর [স] **১** *বি* গলার আওয়াজ। 'যাঁহাদের মৃদু কণ্ঠস্বর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **২** *বি* গর্জন। 'সিন্ধুর গম্ভীর গীত, মেঘের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বি* বক্তব্য। 'ভাষার ভিতরে আমি কণ্ঠস্বর পারিনে তো দিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কণ্ঠহার [স] *বি* গলার মালা। 'এহনা অবসর ধৈরজ পএ হিত/ সুকবি ভনথি কণ্ঠহারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'তাঁর হাড়ে কৈল কণ্ঠহার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কণ্ঠা [স কণ্ঠ] *বি* গলা। 'গণ্ডা গণ্ডা খনার বচন আমার কণ্ঠায় রহিয়াছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কণ্ঠাগত [স কণ্ঠ-আগত] **১** *বিণ* গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে এমন। 'ছয় মাসে আসে লোক কণ্ঠাগত প্রাণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* জানা আছে এমন। 'আধুনিক ইতিহাস সামান্যত কণ্ঠাগতই আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কণ্ঠাগ্র [স কণ্ঠ-অগ্র] **১** *বিণ* মৌখিক। 'কণ্ঠাগ্র ভদ্রতার আইনকানুনের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* জিহ্বা। 'সরস্বতী নিজের পদ্মাসন পরিত্যাগপূর্বক তারাপ্রসন্নের কণ্ঠাগ্রে বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কণ্ঠাম্বুজ [স কণ্ঠ-অম্বুজ] *বি* (তন্ত্র) ষট্‌চক্রের অন্যতম অনাহত চক্র। 'কণ্ঠাম্বুজাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান'। *চণ্ডী*, ১৫৭০।

কণ্ঠাশ্লেষ [স কণ্ঠ-আশ্লেষ] *বি* গলায় জড়িয়ে আলিঙ্গন। 'লুটায় মানিনী যূথী, কণ্ঠাশ্লেষ না পেয়ে, ধুলায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

কণ্ঠেজাগা *বিণ* কণ্ঠে ধ্বনিত হয় এমন। 'কুমারীর কণ্ঠেজাগা কুহকিনী কথা আছে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

কণ্ঠক [স কণ্টক] *বি* কাঁটা। 'কণ্ঠক মাঝ কুসুম পরগাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কণ্ঠি, কণ্ঠী [স কণ্ঠী] **১** *বি* বৈষ্ণবদের ব্যবহৃত তুলসী কাঠের মালা। 'হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* মালা। 'কণ্ঠী আনিয়া কণ্ঠে জড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

কণ্ঠিবদল, কণ্ঠীবদল [স কণ্ঠী+আ বদল] *বি* মালাবদলের মাধ্যমে সাধনসঙ্গী বা সাধনসঙ্গিনী হওয়ার প্রথা। 'তুমি যদি অনুমতি দাও আমি কণ্ঠিবদল করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; '... কোনো দাড়িওয়ালা বোষ্টমের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করতে।' *প্রমথ*, ১৯২২।

কণ্ঠোআল [স কণ্টকিফল] *বি* কাঁঠাল। 'গুআ নারিকেল কণ্ঠোআল তাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কণ্ডাক্টর, কণ্ডাক্টার [ই] *বি* বাসের যাত্রীদের কাছ থেকে যে ভাড়া আদায় করে। 'কণ্ডাক্টার ফ্রেমের শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'পেছনের সিঁড়ি বেয়ে কণ্ডাক্টর কুমড়ো নামাচ্ছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কণ্ডু [স] *বি* খোস। 'কণ্ডু-ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কণ্ডুরসা [স] *বি* চুলকানির রস। 'তার কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কণ্ডূয়িত [স] *বিণ* চুলকাচ্ছে এমন। 'শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কণ্ডারা [স কাণ্ডধারা] *বি* বস্ত্রাবরণ। 'বাল তিলএকু বাঙ্ক ণ ভুলহ রাজপথ কণ্ডারা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

কণ্ণ [স কর্ণ] *বি* কান। 'কণ্ণের কুণ্ডল তোর মাণিক উজলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কণ্ণযুগ [স কর্ণ+যুগ] *বি* দুই কান। 'কণ্ণযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল'। *বড়ু*, ১৪৫০।

কণ্যা [স কন্যা] *বি* মেয়ে। 'যশোদার কণ্যা সেই খনে উপজিল।' বড়ু, ১৪৫০।

কত [স কতি] **১** *ক্রিবিণ* কী পরিমাণ। 'কত লিখি দুখভারে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *বিণ* কিছু। 'এইমত নানা রঙ্গে দিন কত গেল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। দ্র **কতো**

কতএ *ক্রিবিণ* কখনো। 'কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী/ কতএ লঙ্কাপুর বাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কত কত *ক্রিবিণ* অনেক। 'কত২ ধনি বংশ্য এতদ্রুপ অপব্যয় করিয়া একেবারে নির্দ্ধন হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

কতকাল [কত+স কাল] **১** *ক্রিবিণ* কতোদিন। 'ঘরে জাওঙাঞি রাখিআ পুষিব কতকাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রিবিণ* দীর্ঘকাল থেকে। 'আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি যে, স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কত কি যে – নানা কিছু। 'ইচ্ছা করে কত কি যে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

কতক্ষণ [স কতিক্ষণ] *বি* কিছু সময়। 'এই মতে কতক্ষণ নৃত্য করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কতদিন [কত+স দিন] **১** *ক্রিবিণ* কিছুদিন। 'কতদিন ভমর পরাভব পাওব ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রিবিণ* কতোবার। 'কতদিন বসি তীরে শুনেছি নদীর নীরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৩** *ক্রিবিণ* কতোকাল। 'আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৪** *বি* কতোগুলি দিন। 'ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি কতদিন ফিরে ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কতদূর [কত+স দূর] **১** *ক্রিবিণ* কিছু দূর পর্যন্ত। 'বেলুন কতদূর উঠিয়া কতক্ষণ বিলম্বে পতিত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* কতোখানি; কী পরিমাণ। 'সেই অপরিজ্ঞাত কালে হিন্দু জাতি কতদূর সভ্যতারূঢ় ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* কতোখানি। 'তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৪** *ক্রিবিণ* বহুদূর। 'ওই চেয়ে দেখো কতদূর হতে তোমার কাছেকে ধরা দিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৫** *ক্রিবিণ* কী যে। 'কতদূর আমি আনাড়ি তা বুঝি নে, কিন্তু তার থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কত ধানে কত চাল – প্রকৃত অবস্থা। 'সে বুঝবে এবার কত ধানে কত চাল।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

কত-না **১** *বিণ* অনেক। 'এমন কত-না প্রাতে চাহিয়া আকাশপাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বিণ* সীমাহীন। 'হলো না সারা কত-না যুগ ধরি কেবলি আমি লব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

কতবার *ক্রিবিণ* বহুবার। 'কতবার শুনিয়াছি তবুও আবার যাচি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

কতমৎ [কত+স মত] *ক্রিবিণ* কতোভাবে। 'কতমৎ প্রকারে করিলেক তবু কন্যাকে কথা কহাইতে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

কতমত [কত+স মত] *ক্রিবিণ* নানা রকম। 'কতমত পরিয়া মুখোশ/ মাগিছ সবার পরিতোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কতমতে *ক্রিবিণ* কতোভাবে। 'অন্যধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিরা কতমতে কটু কথা উক্ত করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

কতমতো [কত+স মত] *বিণ* অনেক রকমের। 'কতমতো লেখার আসবাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কত-যে *বিণ* অসংখ্য। 'কত যে গিরি কত যে নদী তীরে বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

কতরূপ [কত+স রূপ] *বি* বহুবিধ। 'চুনাগলি অধিবাস খোলার আলয়। তাহাতেই কতরূপ আড়ম্বর হয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। *ক্রিবিণ* কতো রকমের। 'উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কতরূপে ১ *ক্রিবিণ* কতো ধরনে। 'বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রিবিণ* কতভাবে। 'কতরূপে কত চেষ্টা করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কতহোখনে [স কতিক্ষণ>] *ক্রিবিণ* কতোক্ষণে। 'মেলিআঁ কতহোখনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কতক [স কতি>] ১ *বিণ* কিছু-সংখ্যক। 'কতক দয়িতা করে স্কন্ধ-আলম্বন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* কয়েক। 'ইরাবন্ত জন্মিলেক কতক দিবসে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* কিছু। 'এই মতে কতক কাল গত হইলে।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বিণ* কিছু পরিমাণ। 'টাকি অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৫ *বিণ* কতিপয়; কয়েকটি। 'তিন ক্রোশ পশ্চিমে কতক স্থান এ প্রকার অস্বাস্থ্যকর ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কতক কতক *ক্রিবিণ* কিছু কিছু। 'দেখাও যায় কতক কতক।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কতকগুলা *বিণ* কিছু। 'কতকগুলা বন্য জাতীয় লোক দাঁতি অর্থাৎ দেশ প্রান্তভাগে থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

কতকগুলি *বিণ* কিছু সংখ্যক। 'কতক গুলি কর্ম্মচ্যুত বিষয়াকাঙ্ক্ষী উম্যেদওয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'তদ্বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম নিরূপিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কতকগুলিন ১ *বিণ* কিছু সংখ্যক। 'তাহারা কহিলেক কতগুলিন উড়ন্ত জীব।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* কয়েকজন। 'কতকগুলিন লোক কর্ম্মের উমেদার আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

কতকগুলীন *বিণ* কয়েকজন। 'কতকগুলীন ধনি লোকের সাহায্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

কতকটা *বিণ* খানিকটা। 'কনস্টেবল মহাশয়েরা কতকটা ভয়ে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কতবেল [স কপিত্থ+বেল] *বি* টকস্বাদযুক্ত ফলবিশেষ। 'ছেলেবেলায় কতবেল কি বিলেতি আমড়া চুরি করতে ... ওদের বাড়িতে গিয়েছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫। *দ্র* **কৎবেল**

কতরি [স কতি>] *ক্রি* করে। 'কতহুঁ মনোরথ কৌশল কতরি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

কতল [আ] ১ *বি* প্রাণনাশ; হত্যা। *এডমন*, ১৭৯০। ২ *বি* শিরশ্ছেদ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কতল অমদ [আ কতল+ফা আমদ] *বিণ* স্বজ্ঞানকৃত হত্যার জন্যে দায়ী। 'কতল অমদ অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বধের শাস্তি প্রতিহত্যার্হ হইবেক।' *ফরস্টার*, ১৮০১।

কতল কেসাস [আ কতল+ফা কশা] *বি* অনিচ্ছাকৃত হত্যা। *এডমন*, ১৭৯০।

কতলগাহ [আ কতল+ফা গাহ] *বি* বধ্যভূমি। 'কোটি কোটি প্রাণ দিয়াছে নিত্য কতলগাহেতে তারই!' *নজরুল*, ১৯২৮।

কতি[১] [স কতি] ১ *বিণ* কিছু। 'কতি সয় রূপ ধনি আনলি চোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* কতো। 'তাহার দৃষ্টান্ত দিতে হেন আছে কতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কতিখন *ক্রিবিণ* কতোক্ষণ। 'ন জানল কতি খন তেজি গেল রে বিছুরল চকেবা জোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কতি[২] *বি* লাঠির নিচের মাথার ধাতব আবরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩। *দ্র* **কতু**

কতি, কতী [স কুত্র] *ক্রিবিণ* কোথায়। 'দেখ সঙ্গে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আক্ষাক ছাড়িআঁ কাহ্নু গেলা কতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'স্বরূপে কহেন তুমি আমা আনিলে কতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তঙ্কা লক্ষ বীরের খাইআ জাও ধুতি ভাঁড়ুদত্ত জিতে বেটা পলাইবে কতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কতিচিৎ [স কথঞ্চিৎ] *বিণ* কিঞ্চিৎ। 'বেলা অবসান কালে কতিচিৎ কুতূহলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কতিপয় [স] ১ *বিণ* কয়েকটি; কিছুসংখ্যক। 'ঐ সভাতে কিছু দিন পূর্ব্বে যেং বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার কতিপয় বিষয় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* কয়েকজন। 'কতিপয় ছাত্র ... নাট্যক্রীড়া সম্পাদনে ... আহ্লাদিত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

কতু *বি* লাঠির তলার লৌহ আবরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩। *দ্র* **কতি**[২]

কতুক [স কৌতুক] ১ *বিণ* আনন্দিত। 'দেখিয়া কতুক শিব বলদের ঠান।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* আগ্রহ। 'আমার গীত শুনিতে জার হৃদয়ে কতুক।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বি* আমোদ। 'রথ চড়ি তিন দিক কতুকে বেড়াইব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কতুব তারা [আ কুতুব+স তারা] *বি* ধ্রুবতারা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কতেক [স কতিক] ১ *ক্রিবিণ* কতোটা। 'কতেক করসি দাপ সহিতেঁ নারিবি চাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* কতোখানি। 'কতেক বিঘ্ন এড়াইল অরন্য ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* কয়েক। 'লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কতো [স কতি] ১ *বিণ* কী পরিমাণ। 'হেনমতেঁ কতোখন রহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* কিছুসংখ্যক। 'একদিন হাটে যায় জনকতো মেয়্যা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বিণ* বহু। 'এতো দীর্গ, যে, কতো অনন্তো কুটি সমুদ্রো পারে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ৪ *বিণ* নানা ধরনের। 'বে হয়নি বলে কতো কথাই বলচে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। *দ্র* **কত**

কত্তর্ব্ব, কত্তর্ব [স কর্তব্য] *বি* যা করণীয়। *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

কত্তা [স কর্তা] *বি* গৃহস্বামী। 'ওগো কত্তা ঘরে আছেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম উলু বনে কেত্তন – যার হাতে কর্তৃত্ব তার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ হয়। *উমেশ*, ১৮৫৭।

কত্তাল [স কর-তাল] *বি* করতাল; কাঁসা নির্মিত তাল দেওয়ার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'অরকেস্ট্রা কিন্তু ঢাক ঢোল কত্তাল বাজিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে।' *মুজতবা* ১৯৫২।

কৎবেল [স কপিত্থ-বিল্ব] *বি* টকস্বাদযুক্ত ফলবিশেষ। 'পেকে হ'ল কৎবেল

সুগন্ধের ধাম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। দ্র **কতবেল**

কৎসব [স কচ্ছপ] *বি* কচ্ছপ। 'কৎসবের নখ আন কুম্ভীরের দাঁত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কত্যব্য [স কর্তব্য] *বি* যা করণীয়। 'মহাশয়ের ইহাই কত্যব্য।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কথ [স কতি] **১** *বিণ* কত সংখ্যক। 'পসচাতে লড়িলা বল কথ সন্য লৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* কতো। 'কথ দুঃখ সহে লোক সুখের নিমিত্তে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কথকাল [কত+স কাল] *ক্রিবিণ* কিছু কাল। 'কথকাল এহি শিশু গর্ভেত থাকিব।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কথক্ষণ [কত+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* কতোক্ষণ। 'মানবীর মন ভুলাইতে কথক্ষণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কথক[১] [স] **১** *বিণ* বর্ণনাকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* আবৃত্তি ও গানসহ হিন্দুপুরাণ পাঠ করে যে। 'ভাল ভাল কথকের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখা গিয়াছে।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'কথক পড়ছে রামায়ণকথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কথকঠাকুর [স কথক+স ঠক্কুর] *বি* আবৃত্তি ও গানসহ হিন্দু পুরাণ পাঠকারী ঠাকুর। 'কয়েক টান দিয়া কথকঠাকুরের হাতে দিয়া বলিল – খান।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কথকতা [স] **১** *বি* আবৃত্তি ও গানসহ পুরাণ পাঠ অথবা ব্যাখ্যা। *দর্পণ*, ১৮২৩; 'কৃত্তিবাস যেমন কথকতা শুনিয়া রামায়ণ লিখিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* পাঁচালি গাওয়া। 'কথকতা করবার জন্য ভগবদ্দত্ত গলা থাকা চাই।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'তাহার বাবা ঘাটে কথকতা করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **৩** *বি* কথাবার্তা। 'সে কথকতার মেলাবার ভার তোমার ওপর।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

কথক[২] *ক্রিবিণ* কতক; কিছুটা। 'তোমার কাজ্য কথক তফাত পড়িবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'সন্ধি সিলা পুর রহে কথক দূর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কথকগুলিন *বিণ* কয়েকটি। 'বহু কালাবধি কথকগুলিন অনুমান।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

কথঞ্চিৎ [স] *ক্রিবিণ* কোনো মতে। 'নীরব হইয়া কথঞ্চিৎ কষ্টসৃষ্টে কিঞ্চিৎকাল সঙ্কুচিত হইয়া ...। *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

কথঞ্চিত [স কথঞ্চিৎ] *বিণ* সামান্য। 'তোমার অটল ভক্তির কথঞ্চিত পরিমাণ টলিলেও টলিতে পারে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

কথন [স] **১** *বি* কথা। 'রতিকামে হেনমতে হইল কথন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* প্রচার। 'সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* উচ্চারণ। 'কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* কাহিনি। 'মহন্ত জনের মুখে শুনিছি কথন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কথনাদি [স কথন-আদি] *বি* আলাপ-আলোচনা। 'ইংরাজী কথনাদি দ্বারা এইরূপ ছল করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

কথবেল [স কপিত্থ+স বিল্ব] *বি* কতবেল। 'কার গাছে কথবেল পেকেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। দ্র **কতবেল**, **কৎবেল**

কথা[১] [স] **১** *বি* বচন। 'হেন অদভূত কথা শুণ ল বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* কাহিনি। 'তবেসি কহিহ সব কথা আদিমূল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* প্রশংসা। 'সভার শ্রীমুখে নিরন্তর যার কথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* সংবাদ। 'এই কথা গিয়া তুমি কহিও সবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বি* উপাখ্যান। 'দক্ষযজ্ঞভঙ্গ কথা প্রথমে রচহ গাথা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৬** *বি* প্রশ্ন। 'এ কথার বরো ঠেক ওত্তোর দেওন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **৭** *বি* প্রস্তাব। 'এ বিষয় বিবেচনা করিয়া কোন এক কথা উপস্থিত করা কর্ত্তব্য।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬। **৮** *বি* বাক্য। 'দুই একটি কথা মাত্রের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৯** *বি* বক্তব্য। 'তাহাতে এই প্রকার অনেকানেক কথা ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **১০** *বি* বিষয়। 'ইংলণ্ডীয় কতকগুলি রাজপুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনার কথা কি কহিব?' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **১১** *বি* তথ্য। 'সে কথা লুকায়ো না মোর কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **১২** *বি* স্মৃতি। 'সেদিনের যত কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। *বি* ইচ্ছা। 'আমার প্রাণের কথা বুঝিল না কেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কথা আওড়ানো *ক্রি* মুখস্থ বুলি বারবার বলা। 'কেবল বিস্তর কথা আওড়াইয়া বেড়াইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কথাওয়ালা [স কথা+হি ওয়ালা] *বি* যে কেবল কথা বলে। 'কথাওয়ালা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজারে হাজারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কথা-কইয়ে [স কথা+হি কহা>] *বি* কথা বলে যে। 'ইএ প্রত্যয়ের সাহায্যে তাকে কথা-কইয়ে বলা যেতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কথা কওয়া *ক্রি* কথা বলা। 'তবে সে কুসুম কহিবে রে কথা, তবে সে খুলিবে প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কথা-কওয়া রোগ *বি* অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাস। 'ঘুচল না তোর কথা-কওয়া রোগ?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কথা কাটা *ক্রি* তর্ক করা। 'তুই বড় কথা কাটিস।' *শরৎ*, ১৯১৩।

কথা-কাটাকাটি [স কথা+কাটা>] *বি* ছোটোখাটো তর্কবিতর্ক। 'কখনো কখনো দুই-একবার দুই-একটা কথা-কাটাকাটি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কথা-কাটাকাটি করা *ক্রি* তর্ক করা। 'কথা-কাটাকাটি করতে চাইনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কথাকাহিনী [স কথা+হি কহানী] **১** *বি* পৌরাণিক কাহিনি। 'তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বি* কথাসাহিত্য। 'কবি-কণ্টকিত বনে তিনি সত্যিকার কথাকাহিনীর ফুল ফুটিয়ে তুলুন।' *নজরুল*, ১৯৩২।

কথাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* কথা অনুসারে। 'খেঁকশিয়াল আপন কথাক্রমে তাহার বাটী গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কথা খরচ করা *ক্রি* আলাপ করে সময় ব্যয় করা। 'এই অহিংস কাজ সম্পর্কে একটা কথাও খরচ করিয়াছিলেন?' *আজাদ*, ১৯৩৯।

কথা চাপানো *ক্রি* জুড়ে দেওয়া। 'আমার কথার পিঠে দরকারি কথাও চাপিয়েছে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

কথা চালাচালি *বি* গোপন সংবাদ আদানপ্রদান। 'কথা চালাচালিতে আর কিছু দিন অতিবাহিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কথা চালানো *ক্রি* আলাপচারিতা করা। 'ইংরেজি জানেন না, কথা চালাইবেন কী করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কথাচ্ছলে [স] *ক্রিবিণ* কথা বলার ছলে। 'কথাচ্ছলে এই নীতি ... প্রণয়ন হয় নাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কথা তোলা *ক্রি* প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। 'এ আবার তুমি কী নূতন কথা তুলিয়া বসিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কথা পাড়া *ক্রি* প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। 'বঙ্গ মহিলার কথা পাড়িলে ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

কথাপ্রবন্ধ [স] *বি* এপিটাফ; সমাধিলিপি। 'এক প্রস্তরময় কবর নির্ম্মাণ করা যায় এবং তদুপরি তদুপযুক্ত কথাপ্রবন্ধ খোদিত থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

কথাপ্রবাহ [স] *বি* কথাবার্তা। 'আনুষঙ্গিক কথাপ্রবাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কথাপ্রমাণে [স] *ক্রিবিণ* কথা অনুসারে। 'মজা কর, কেবল আমার কথাপ্রমাণে চলিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কথাপ্রসঙ্গে [স] *ক্রিবিণ* আলাপের ধারাবাহিকতায়; আলাপের সূত্রে। 'মন্ত্রিগণেদের সহিত কথা প্রসঙ্গে দেবদত্ত ব্রাহ্মণ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কথা ফাঁদা *ক্রি* কথা তোলা। 'কোনো কথা ফাঁদা তাহার মতো বাকপটু লোকের কাছেও আজ শক্ত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কথা বলিয়ে *বি* কথক। 'টেলিভিশনে অমন তুখোর অমন সপ্রতিভ কথা বলিয়ে যার খ্যাতি।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

কথা বাঁটা *ক্রি* কথা বলা। 'আমি এত বানিয়ে বানিয়ে কথা বাঁটতে পারিনে – বিশেষত মহিলাদের সম্বন্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কথাবার্তা, কথাবার্ত্তা [স] *বি* আলাপ-আলোচনা। 'চান্দে সাহে কথাবার্ত্তা ছিল কতক্ষণ।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'কথাবার্তা।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কথা ভাঙা *ক্রি* কথা বলা থেমে যাওয়া। 'যখন আহারের সংবাদ আসিল এবং কথা ভাঙিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কথাভাষাহীন [স] *বিণ* নীরব। 'কথাভাষাহীন আমার প্রাণের গল্প।' *জীবন*, ১৯৩২।

কথামাত্র [স] *বি* বাক্যমাত্র। 'তৎসংক্রান্ত কয়েকটি স্থূল কথামাত্র লিখিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কথামৃত [স] *বি* কথারূপ অমৃত। 'আপনার কথামৃত পান করে আমরা ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কথায় কথায় ১ *ক্রিবিণ* কথা বলতে বলতে। 'কথায়২ বেলা হইতে লাগিবে।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *ক্রিবিণ* অল্প সময়ের মধ্যে। 'সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *ক্রিবিণ* অক্ষরে অক্ষরে। 'অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলাইয়া করিলে ভালো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কথার কথা ১ মামুলি কথা। 'কথার কথা আছে কি এঁটো খাই মিঠার লোভে।' *স্ত্রীশিক্ষা*, ১৮২২। **২** *বি* বাজে কথা। 'না বইন, সে কেবল কথার কথা।' *স্ত্রীশিক্ষা*, ১৮২২; 'না ভাই! কথার কথা বলিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বি* কথার খাতিরে বলা কথা। 'ওটা কেবল কথার কথা, মন কি কেহ চিনিস?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কথার ধারা *বি* কথার মারপ্যাঁচ। 'বিলক্ষণ জুয়াচোর হরেক রকম কথার ধারা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কথার পিঠে কথা *বি* প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত কথা। 'তাই কথার পিঠে কথা পড়ে বলে ফেল্লেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কথার ফোয়ারা *বি* অনর্গল কথার ধারা। 'তোর কিন্তু কথার ফোয়ারায় ফিং ফুটে যেত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কথার বিন্যাস *বি* ভাষাশৈলী। 'রাজাবলি হইতেও ইহার কথার বিন্যাস অপকৃষ্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কথার রাশি *বি* বাজে কথা। 'স্ত্রীলোক এমন অসারই বটে – কথার রাশি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কথারসিক [স] *বি* কথার রসিক। 'শুধু কথারসিক নন, গীতরসিক।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কথা রাখা ১ *ক্রি* আদেশ মান্য করা। 'ওঁর কথা রাখিতেই হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *ক্রি* প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। 'নাই বা কথা রাখিলাম।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কথালাপ [স কথা-আলাপ] *বি* কথাবার্তা। 'বিশ্বভূমণ্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কথাশিল্পী [স] *বি* গল্প উপন্যাস ইত্যাদি রচয়িতা। 'শ্রীমান কাসেম তরুণ কথাশিল্পী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

কথা সরা *ক্রি* শব্দ উচ্চারিত হওয়া। 'মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কথাসাহিত্য [স] *বি* গল্পধর্মী সাহিত্য। 'ইংরেজি কথাসাহিত্য থেকে তিনি যে প্ররোচনা পেয়েছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কথাসাহিত্যিক [স] *বি* গল্প উপন্যাস প্রভৃতি রচয়িতা। 'আমাদের সবচেয়ে বড়ো অভাব কথাসাহিত্যিকের।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কথাসার [স] *বিণ* কথামাত্র। 'কথা আজি কথাসার, সুর তাহে নাহি আর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

কথাহারা [স] *বিণ* নির্বাক। 'দেখেছি তোমার মুখ কথাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কথাহীন [স] *বিণ* ভাষাহীন। 'কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সাগরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কথা [স কুত্র] *ক্রিবিণ* কোথায়। 'কথা ছিল আছিদর কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কথা না যাসি বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কথাত *ক্রিবিণ* কোথায়। 'এমত কস্তুরী তুম্বি পাইলা কথাত।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কথায়ে *ক্রিবিণ* কোথায়। 'ভাঙ্গড়া শিবাইরে লইয়া যাইব কথায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কথাহো *ক্রিবিণ* কোথাও। 'কথাহো না পায়িলো কাহ্নের দরশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কথাহোঁ *ক্রিবিণ* কোথাও। 'না দেখিল তোহ্মা হেন কথাহোঁ চণ্ডহালিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কথাকলি [স] *বি* পৌরাণিক আখ্যানমূলক ভারতীয় নৃত্যবিশেষ। 'উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ ভারতের ভরত নাট্যম ও মালাবারের কথাকলি ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কথান্তর [স] *বি* বাক-বিতণ্ডা। 'যদ্যপি কথার ছলে কথান্তর হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কথান্তর হওয়া *ক্রি* ঝগড়া করা। 'যদ্যপি কথার ছলে কথান্তর হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কথি [স কুত্র] *ক্রিবিণ* কোথায়। 'যে দণ্ডপ্রসাদ অন্য লোক পাবে কথি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কথিকা [স] **১** *বি* সংক্ষিপ্ত কাহিনি। 'যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **২** *বি* ক্ষুদ্র নিবন্ধ। 'কথিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

কথিত [স] **১** *বিণ* বর্ণিত। 'ইহা নীতি শাস্ত্রে কথিত আছে।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বিণ* প্রচলিত। 'কথিত আছে যে ইহার পূর্ব্বে প্রাপ্ত সকল

কাগজ ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৩ *বিণ* প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এমন। 'ব্যয়ের আনুকূল্য করিয়াছেন এবং পরেও আবশ্যকমতে করিবেন কেননা কথিত আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ৪ *বিণ* উল্লিখিত। 'কথিত পাঠশালার সাধারণ নিয়ম এই।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৫ *বিণ* কথ্য। 'কথিত ভাষার কৃত্রিম উপায়ে একটা-একটা শব্দের সঙ্গে একটা-একটা অভিধা গায়ের জোরে চাপিয়ে দেয় না।' *অবন*, ১৯২৫।

কথিতা [স] *বিণ স্ত্রী* কথ্য। 'কথিতা ভাষার বিলক্ষণ প্রচলিতা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

কথুবায় [স কুত্র>] *ক্রিবিণ* কোন স্থানে। 'কিতা কথুবায় বান্ধ্যা উপরে টানায় চান্দা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কথেক [কত+স এক>] *বিণ* খানিকটা; কতক। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

কথো [স কতি] *বিণ* কয়েক; কিছু। 'দিনা কথো গেলেঁ ধরিবোঁ বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কথোক *বিণ* কিছুসংখ্যক। 'জানে জন কথোক শ্রীচৈতন্যকৃপায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কথোকাল *ক্রিবিণ* কিছুকাল। 'কথোকাল থাক গিয়া সম্বরের ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কথোক্ষণ *ক্রিবিণ* কতোক্ষণ। 'বাহ্যদৃষ্টি প্রভুর হইল কথোক্ষণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কথোগুলি *বিণ* কতোগুলি। 'মহেশ ঝাড়িল ঝুলি চালু হইল কথোগুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কথোদিন *ক্রিবিণ* কিছুদিন। 'কথোদিন থাকিলেঁ মো দিতোঁ ষ মানাআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কথো দূর *ক্রিবিণ* কিছুদূর। 'কথো দূর পথ গিআঁ দেখিল বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কথোপকথন, কথোপকথোন [স কথা-উপকথন] ১ *বি* আলোচনা। 'বহুল আছিল তাতে কথোপকথন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* কথাবার্তা। 'জেমত২ কথোপকথোন।' *বোগল*, ১৭৭০। ৩ *বি* আলাপ-সংলাপ। 'কথোপকথন।' *কেরি*, ১৮০১। ৪ *বি* বক্তব্য। 'বাষ্পের নৌকা প্রেরণের বিষয়ের অনেক কথোপকথন লেখা আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

কথোপকথনচ্ছলে [স] *ক্রিবিণ* আলোচনা প্রসঙ্গে। 'একদা কথোপকথনচ্ছলে ... সম্পাদক মহাশয়কে বলিয়াছিলাম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কথোপকথনপূর্বক, কথোপকথনপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* কথাবার্তা শেষ হওয়ার পরে। 'তাহারদিগের সহিত পরিহাস ও কথোপকথনপূর্ব্বক স্থির হইল যে খড়দহে রাসযাত্রা দেখিতে যাইব।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

কথোপকথন-সভা [স] *বি* ঘরোয়া আড্ডা। 'আমাদের কথোপকথন-সভা সেই উৎসব-সভা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কথোপকথনানন্তর [স] *ক্রিবিণ* কথাবার্তা শেষে। 'এইরূপে কথোপকথনানন্তর কিরূপে বাবুকে উপদেশ করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কথোপকথনের মুগুর ভাঁজা *ক্রি* বকবকানি। 'সকালবেলা উঠে কথোপকথনের মুগুর ভাঁজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

কত্থক [স] *বি* উত্তরভারতে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের নৃত্যবিশেষ। 'উত্তর-ভারতের কত্থক, দক্ষিণ ভারতের ভরত নাট্যম ও মালাবারের কথাকলি ও মোহিনী আট্যম।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কথ্য [স] ১ *বিণ* কথার; মৌখিক। 'সংস্কৃত ভাষা কথ্য ভাষা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* কথাবার্তায় ব্যবহৃত। 'চিরকাল কথ্য ভাষাতেই কথা বলার বদভ্যাস।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কথ্যভাষা [স] *বি* দৈনন্দিন মুখের ভাষা। 'সংস্কৃত ভাষা কথ্যভাষা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কথ্যরীতি [স] *বি* ভাষার মৌখিকরূপ। 'যা সহজেই ঘরোয়া, আটপৌরে রূপ নিতে পারে, দেশজ শব্দ বা কথ্যরীতিকে আয়ত্ত করে নেয় ...।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

কদক্ষর [স] *বি* বিশ্রী হস্তলিপি। 'লেখার তজবীজ করিলাম অতি কদক্ষর লেখে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

কদন [স] *বি* পীড়ন। 'মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কদন্ন [স] *বি* কুখাদ্য। 'কদন্ন সেবন করিয়া গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কদভ্যাস [স] *বি* খারাপ অভ্যাস। 'তাহারা বাল্যকালে ... সমস্ত কদভ্যাস-পাশে বদ্ধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কদম[1] [স কদম্ব] *বি* কদম গাছ ও তার ফুল। 'কদমের তলে বসী/ যমুনার তীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কদমকলি [স কদম্বকলি] *বি* কদম ফুলের কলি। 'কদমকলি শিউরে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

কদমছাঁট *বি* মাথার চুল কদম ফুলের কেশরের মতো খাড়া হয়ে থাকে যে ছাঁটে। 'মাথার চুলেও কদমছাঁট নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কদমছাঁটা *বিণ* কদমাকৃতির ছাঁটবিশিষ্ট। 'মাথাটাকে ... কদমছাঁটা করেছ কেন?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

কদমতরু [স কদম্বতরু] *বি* কদম গাছ। 'আচম্বিতে কদমতরু দেখিল তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

কদমতল [স কদম্বতল] *বি* কদম গাছের তলা। 'দেখিল কদমতলে বসে কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কদমতলা [স কদম্বতল] *বি* কদমগাছের তলা। 'কদমতলায় গেলে তোমার বসন আর থুবে না।' *লালন*, ১৮৯০।

কদমফুল [স কদম্বফুল্ল] *বি* কদম গাছের ফুল। 'কদমফুল ফুটে রয়েচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কদম[2] [আ] ১ *বি* পা। 'তসলিম করিয়া মর্দ্দ কদম উপরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* পদক্ষেপ; পা ফেলা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **কদমে** *ক্রিবিণ* পায়ে হেঁটে। 'কেউ যান ছার্তকে কেউ যান কদমে কেউ যান দুলকি চালে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কদমবুছি [আ কদম+ফা বুসা] *বি* পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা। 'যখন কদমবুছি করবার জন্য নিজের ওয়াজেদাকে খুঁজে পেলে না ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কদমবুসি [আ কদম+ফা বুসা] *বি* পায়ে হাত দিয়ে সালাম; পদচুম্বন। 'মোমি আসিয়া জাহাঙ্গীরের মাতার কদমবুসি করিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কদমা [স কদম্বক] *বি* চিনি বা গুড়ের তৈরি একপ্রকার ফাঁপা লাড়ু। 'বিয়ড়ী কদমা তিলা খাজার প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কদম্ব [স] ১ *বি* কদম গাছ। 'কুব্জা কুটুজ কদম্ব বাসক কেন্দু কুন্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* কদম ফুল। 'কদম্ব কনক করবীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কদম্বকেশর [স] *বি* কদম ফুল। 'কাননে ফুটে নবমালতী

কদম্বকেশর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কদম্বগাছ [স কদম্ব+গাছ] *বি* কদম ফুলের গাছ। 'কদম্বগাছের সার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কদম্ব পুষ্প [স] *বি* বর্ষাকালীন ফুলবিশেষ; কদম ফুল। 'কদম্ব পুষ্পের কেশরসকল তাহার গ্রন্থকে বেষ্টন করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কদম্বফুল [স কদম্ব+ফুল] *বি* বর্ষাকালীন ফুলবিশেষ; কদম ফুল। 'কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কদম্ববন [স] *বি* কদম গাছের বন। 'বিকশিত কদম্ববনের ছায়া দিয়ে ... চলেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কদম্ববৃক্ষ [স] *বি* কদম গাছ। 'অপূর্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইক্ষণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কদম্বমূল [স] *বি* কদম গাছের তলা। 'দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কদম্বরেণু [স] *বি* কদম ফুলের পরাগ। 'কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কদম্ম [স কদম্ব] *বি* কদম গাছ। 'লাফ দিয়া কদম্ম গাছে গোবিন্দাই চড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কদর [আ] **১** *বি* সম্মান। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **২** *বি* দাম। ছবির এতই কিসের কদর?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কদরদান [আ কদর+ফা দান] *বিণ* গুণগ্রাহী; পৃষ্ঠপোষক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ওস্তাদেরা বলে যে বাঙালির মতন কদরদান আর কেউ নয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কদরদানী [আ কদর+ফা দানি] *বি* সমাদর। 'মাশরেকী পাকিস্তানেও উর্দুর কদরদানী ব্যাপক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কদরদার [আ কদর+ফা দার] *বিণ* সমঝদার; রসিক। 'কোনো ডাকসাইটে তামাক কদরদারের তদারকিতে কাইরোর কাফেতে তামাক সাজা হয়।' *মুজতবা* ১৯৫২।

কদর্থন [স] *বি* অত্যাচার; নিষ্ঠুর প্রহার। 'কাটা গেল কদর্থনে নবলক্ষ দল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কদর্থা [স কদর্থন>] *ক্রি* ভেংচানো। 'বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কদর্থিয়া** *ক্রি* গালাগালি ক'রে। 'আর সব হিন্দু কাজি মারে কদর্থিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কদর্য, কদর্য্য [স] **১** *বিণ* নিম্ন শ্রেণীর। 'সে কদর্য্য তৃণসকলের উপকৃত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* নোংরা। 'কদর্য্য গলির মধ্যে বাস করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৩** *বিণ* নিম্নমানের। 'ছাপার কর্ম্মও অতিকদর্য্য ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'গোটাকতক কদর্য ফুল বাকি আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৪** *বিণ* কুৎসিত। 'আমার পা দেখিতে অতি কদর্য্য ও অকর্মণ্য।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৫** *বি* অসুন্দর যা। 'যাহার প্রেম উথলিয়া উঠিয়াছে হীনকে কদর্যকে উৎকটকে দেখিয়া দেখিয়া।' *সবুজ*, ১৯২০।

কদর্যঅক্ষর, কদর্য্যঅক্ষর [স] *বি* বিশ্রী হস্তলিপি। 'নীচ লোকের কর্ম্ম সুন্দর অক্ষর লেখা ... পণ্ডিত হইলে কদর্য্যঅক্ষরই লেখে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

কদর্যতম [স] *বিণ* সবচেয়ে কুৎসিত। 'পণ্যের জন্য কদর্যতম অশ্লীলতম ভবিষ্যৎ উপজীবিকার ...।' *তারা*, ১৯৪২।

কদর্যতা [স] **১** *বিণ* মন্দ। 'করেছি কদর্য্য কার্য্য শুন লো মহিষি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বি* নীচতা। 'মানুষের সমাজে ... সম্পূর্ণ কদর্যতা কখনোই সৌন্দর্যরূপে টিঁকে যাচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বি* অসৌন্দর্য; কুশ্রীতা। 'বীভৎস কদর্যতাকে কবি আবৃত করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বি* জঘন্যতা। 'দেখেছি বটে কদর্যতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কদর্যরুচি [স] *বি* স্থূল রুচি। 'তদানীন্তন কদর্যরুচির সঙ্গে তাঁদের তাল দিয়ে চলতে হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কদলক [স] *বি* কলাগাছ। 'কদলক পিণ্ডখাজুর শ্রীফলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কদলি [স কদলী] *বি* কলা। 'কদলির গাছ জেন পড়ে অল্প ঝড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কদলিকা [স] *বি* কলা। 'লজ্জাএ গমনহীন কদলিকা তরু।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কদলী [স] *বি* কলাগাছ। 'ভএ কাম্পো যেহ্ন নব কদলীর বালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কদলীদলিত [স] *বিণ* কলাগাছের মতো। 'স্নানসজ্জা বাহু আর কদলীদলিত উরু বৃথাই নাড়ালে!' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

কদলীপত্র [স] *বি* কলাগাছের পাতা। 'থালের পরিবর্তে কদলীপত্রে ভোজন করে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কদলীবৃক্ষ [স] *বি* কলাগাছ। *দর্পণ*, ১৮২৬।

কদাকার [স] **১** *বিণ* বিকৃত। 'ইংরাজী উচ্চারণ কদাকার।' *রাজ*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* অশুভ। 'ধূমাচ্ছন্ন অবিশ্বাস বিশ্ববক্ষে হানে ত্রাস, কুটিল সংশয় কদাকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **৩** *বিণ* কুৎসিত। 'কদাকার শুষ্ক মলিন চেহারা।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

কদাঘাত [স] *বি* নিষ্ঠুর আঘাত। 'কদর্যের কদাঘাতে/ দিয়ে যায় কালিমার মসীরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কদাচ [স কদাচন] *ক্রিবিণ* কখনো। 'বাকী কদাচ হইতে পাইত না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'কদাচ না ভাবিও রে ক্লেশ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কদাচন [স] *ক্রিবিণ* কখনো। 'সুর সুপ্ত নহে কদাচন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কদাচার [স] **১** *বি* জঘন্য আচরণ। 'কদাচারে সদা রত, সুরাপান অবিরত।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬। **২** *বি* দূষিত আচরণ। 'অন্ধ সংস্কারের কত কদাচার, কত নিষ্ঠুরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বি* অবাঞ্ছিত আচরণ। 'রুচি ও অভ্যাস সম্বন্ধে বাংলাদেশে যেমন কদাচার এমন আর কোথাও নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কদাচারজনিত [স] *বিণ* স্বভাবদোষপূর্ণ। 'বন্ধুজনের কদাচারজনিত কলঙ্ক শুনিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হওয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কদাচারময় [স] *বিণ* মন্দ আচরণবিশিষ্ট। 'কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে সদা কদাচারময়।' *ভারত*, ১৭৬০।

কদাচারী [স] *বিণ* ঘৃণ্য। 'কদাচারী হইয়াও ধর্ম্মসভার চাঁদায় স্বাক্ষর ...।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

কদাচিৎ [স] *ক্রিবিণ* কৃচিৎ। 'কদাচিতে উত্তমে না বাখানে আপনা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কদাচিৎও মারি না পারেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কদাচিত, কদাচীত [স কদাচিৎ] *ক্রিবিণ* কদাচন। 'কদাচিত নহে

তার দুখবিমোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কদাচীত কালি না বসিবা সিংহাসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কদাঞ্চিত [স কদাচিৎ] *ক্রিবিণ* ক্বচিৎ। 'কদাঞ্চিত কেহ যদি যাএ গম্য আশে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কদাপি [স] **১** *ক্রিবিণ* কখনই। 'অতি ক্ষুদ্রকেও কদাপি এমন বিবেচনা করা অকর্ত্তব্য ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *ক্রিবিণ* কোথাও। 'এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কদাশ [স] *বি* মন্দ আশা। 'কি কদাশে চিতোরেতে আইল পামর?' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

কদাশয়তা [স] *বি* নীচাশয়তা। 'এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা কদাশয়তার এত নিবিড় কালিমা আরোপ করা অশ্রদ্ধেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কদিচ *ক্রিবিণ* কখনো; কদাপি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কদিন [কয়+স দিন] *ক্রিবিণ* কয়েক দিন নাগাদ। 'জোর দেখালে কদিন বেশ।' *নজরুল*, ১৯২২।

কদিনি [স কথন] *বি* কাহিনি। 'সদ্‌গুরু বোহেঁ বুঝিরে কাসু কদিনি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

কদিমী [আ কদিম] *বিণ* পৈতৃক। 'জমীদারেরা কদিমী প্রজাদিগকেও নিরিকের বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের ... উচ্ছেদ করিতে পারেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কদু [ফা] *বি* লাউ। 'কদু-গোস্তের তরকারী রাঁধিতে দরিয়াবিবি সমস্ত নৈপুণ্য ঢালিয়া দিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কদুক্তি [স] *বি* খারাপ কথা। 'কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানাপ্রকার কদুক্তি ও ব্যঙ্গ ...।' *রামমোহন*, ১৮২০।

কদুৎসাহী [স] *বিণ* কুৎসিত কাজে উৎসাহী। 'এক সময়ে কোনো এক কদুৎসাহী শাসনকর্তা চুনকাম করে সমস্তটা [চিত্রকলা] ঢেকে দিয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কদুর্য্যি [স কদর্য] *বিণ* জঘন্য। 'ও বামনীর মুখটা বড় কদুর্য্যি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

কন *অব্য* কোনো। 'কন মতে মনের বিয়োগ না খণ্ডিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কনক [স] *বি* স্বর্ণ; সোনা। 'কনকপদ্মকোরক সম দুঈ তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কনক-অচল [স] *বি* সোনার পাহাড়। 'দেবতা বিহারভূমি কনক-অচলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কনক-অঞ্চল [স] *বি* সোনার আঁচল। 'ভরেছ কি কল্পনার কনক-অঞ্চলে?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কনক-আঁচল [স কনক-অঞ্চল] *বি* সোনালি আঁচল। 'যেতে যেতে কনক-আঁচল বেধে যায় বকুলকাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কনকআসন [স] *বি* সোনা দিয়ে তৈরি আসন। 'সম্মুখে দেবী কনকআসনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কনকউৎপল [স] *বি* স্বর্ণপদ্ম। 'তাহে শোভে ব্রহ্মালোক কনক-উৎপল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কনক-উদয়াচল [স] *বি* কল্পিত সোনার পাহাড়, যা ভেদ করে সূর্য ওঠে মনে করা হয়। 'কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কনককঙ্কণ [স] *বি* সোনার কাঁকন। 'মুখে দেয় পান, করে করে দান,/ কনককঙ্কণ সভার সার।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

কনককমলরুচি [স] *বিণ* স্বর্ণকমলের মতো দীপ্তিময়। 'কনককমলরুচি বিমল বদনে'। *বড়ু*, ১৪৫০।

কনককুম্ভ [স] *বি* স্বর্ণকলস। 'কনককুম্ভ আকারে দুঈ তোর পয়োভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কনককূট [স] *বি* পর্বতবিশেষ। 'কনককূট পর্ব্বত অত্যন্ত দুর্গম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কনককেতকী [স] *বি* রক্তকেয়া ফুল। 'সুখী কনককেতকী পারলি দুলালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কনককেশিনি [স কনককেশিনী] *বি স্ত্রী* সোনালি চুল আছে যার। 'কনককেশিনি, সেটা আমার কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্বরতা বলে বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কনকচন্দ্রসন্তান [স] *বিণ* 'সোনার চাঁদ ছেলে' বাক্যাংশের সংস্কৃতায়িত রূপ; অতি আদরের সন্তান। 'কোন সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্রসন্তান সহ্য করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কনকচাঁপা, কনকচাপা [স কনকচম্পা] *বি* সোনালি রঙের চাঁপা ফুল। 'কানেতে কনক চাপা শোভে মনোহর।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'কনকচাঁপার গন্ধে মস্তিষ্ক ভরে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কনকচুর [স কনকচূর্ণ] *বি* এক জাতের ধান। 'তবে ত কনকচুর পরিলেন পাসুলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কনকজজ্ঝা [স] *বি* স্বর্ণের মতো জজ্ঝা। 'কনক জজ্ঝার বিপুল মাঝখানে রচেছো গরীয়সী এ কোন দর্প?' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কনকতপন [স] *বি* কনকরূপ তপন। 'কনকতপন রঞ্জিত মেঘবলাকা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কনকতারা [স] *বি* একপ্রকার ধান। 'কুমারী, কনকতারা, সূর্যমুখী, হাসি কলমি আর আটলাই, পাশপাই ধান।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

কনক-থালা *বি* সোনার থালা। 'হেথায় কোথা কনক-থালা, কোথায় ফুল, কোথায় মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কনকদণ্ড [স] *বি* সোনার দণ্ড। 'ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কনকদর্পণ [স] *বি* সোনার আয়না। 'গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে মায়াময় কনকদর্পণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কনকদ্যুতি [স] *বিণ* সোনার মতো উজ্জ্বল। 'কে হয় কনকদ্যুতি সে দেহের আগে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কনক-ধুতুরা [স কনক+স ধুস্তুর] *বি* হলুদ রঙের ধুতুরা ফুল ও তার গাছ। 'কনক-ধুতুরা! পরিপূর বুমি বিষে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

কনক-নগরি [স কনকনগরী, সম্বোধনে ই-কার] *বি* স্বর্ণনগরী। 'রে অমরাপুরি, কনক-নগরি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কনকনগরী [স] *বি* স্বর্ণপুরী। 'কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কনক-নির্মিত [স] *বিণ* স্বর্ণের তৈরি। 'কনক-নির্মিত ধনু।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কনকপদ্ম [স] *বি* সোনালি রঙের পদ্ম; স্বর্ণকমল। 'কনকপদ্মকোরক সম দুঈ তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কনক-পর্য্যঙ্ক [স] *বি* সোনার পালঙ্ক। 'আমি কনক-পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যেতাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

কনক-পাল [স কনক+পাল] *বি* সোনার পাল। 'কনক-পাল তুলে বাতাসে দুলে দুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

কনকপুতলী [স কনকপুত্তলী] *বি* সোনার পুতুল। 'শিরীষকুসুমকোঁঅলী অদভুত কনকপুতলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কনকপুষ্পক [স] *বি* সোনালি রঙের ফুল। 'কিম্বা যথা সেতুবন্ধোপরে কনকপুষ্পক, বহি সীতা সীতানাথ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কনক-প্রদীপ [স] *বি* স্বর্ণপ্রদীপ। 'কোন বিরহিণী কনে জ্বালাইয়া কনক-প্রদীপখানি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

কনক প্রাচীর [স] *বি* সোনার বেষ্টনী। 'মনোহর মনোরম কনক প্রাচীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কনকবরণী [স কনকবর্ণ>] *বিণ* সোনা-রঙা। 'কিংবা সুবদনী, কনকবরণী,/ নলিনীর শোভা হেলে হরিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

কনকবরন [স কনকবর্ণ] *বিণ* সোনালি। 'আমার দুখানি পাখা কনকবরন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কনকবাসন [স কনক+প বাসিয়া] *বি* সোনার থালা। 'দুই লক্ষ দিল তবে কনকবাসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কনকবিগ্রহ [স] *বি* স্বর্ণমূর্তি। 'জ্যোতির্ময় কনকবিগ্রহ বেদসার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কনকভূষণ [স] *বি* সোনার অলঙ্কার। 'কনকের প্রায় দ্যুতি কনকভূষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কনকমঞ্জীর [স] *বি* সোনার তৈরি নূপুর। 'কিবা শোভা করে তায় কনকমঞ্জীর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কনকমণি [স] *বিণ* সোনা ও রত্ন খচিত। 'কনকমণি-পাত্রপুটে/ সুরভি ধূপধূম্র উঠে ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কনকমণ্ডিত [স] *বিণ* স্বর্ণখচিত। 'কনকমণ্ডিত সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কনকময় [স] *বিণ* স্বর্ণময়। 'কনকময়, মনোহর পুরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কনকমুখী [স] *বি* সূর্য। 'পুরব মেঘে কনকমুখী/ বারেক শুধু মারিল উঁকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কনকমৃণাল [স] *বি* সোনালি রঙের পদ্মডাঁটা। 'কনকমৃণাল কারণ-সলিলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কনকমেখলা [স] *বি* সোনার তৈরি কটিভূষণ; সোনার চন্দ্রহার। 'হরশিরে শোভে যেহ্ন কনকমেখলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কনকযূথিকা [স] *বি* সোনালি রঙের জুঁই ফুল-বিশেষ। 'কনকযূথিকামালা বাহু যুগলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কনক যূথী [স] *বি* কনকযূথিকা। 'শেবত কনক যূথী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কনকরচিত [স] *বিণ* সোনা দিয়ে তৈরি। 'কনকরচিত তোর ত্রিবলী সোপানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কনক-রবি *বি* সোনালি সূর্য। 'কনক-রবি উদিছে, ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

কনকরিক্ত [স] *বিণ* সোনার অলঙ্কার নেই এমন। 'সন্ধ্যাদীপের প্রতীক্ষা জ্বলে যেন একখানা ক্ষীণ, কনকরিক্ত হাতে।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

কনকরেহা [স কনকরেখা] *বি* সোনার রেখা। 'যেহ্ন নিকষত শোভে কনকরেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কনকলঙ্কা [স] *বি* সুখ ও ঐশ্বর্যে পূর্ণ লঙ্কা নগরী। 'ইচ্ছা করে ছাড়িয়া কনকলঙ্কা ...।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কনকলতা [স] *বি* ফুলগাছ-বিশেষ। 'বাবার জন্য আনব আমি তুলি কনকলতার চারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

কনকশিকলী [স কনক+স শৃঙ্খল>] *বি* সোনার শিকল। 'কটিতটে লম্বমান কনকশিকলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কনকসন্ধ্যা [স] *বি* কনক রূপ সন্ধ্যা। 'পশ্চিমে কনকসন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

কনক-সুতা [] *বি* সোনালি সুতো। 'যতন করি কনক-সুতে গাঁথি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কনকাঞ্জলি [স] *বি* হিন্দুমতে শুভ কাজে আনুষ্ঠানিক দানবিশেষ। 'তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কনকাসন [স] *বি* সোনার আসন। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কনকোজ্জ্বল [স] *বিণ* স্বর্ণোজ্জ্বল। 'বঙ্গে একদা জাগালে প্রতাপ/ কনকোজ্জ্বল স্মৃতি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কনকন [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* শীতের তীব্র অনুভূতিসূচক শব্দ। 'শাল কম্বল বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কনকন, হাত ঠাণ্ডা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* চুড়ির শব্দ। 'বাজাও কাঁকন কনকন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কনকনা [ধ্বন্যা কনকন>] ১ *ক্রি* কনকন করা। 'শীতে শরীর কনকনাতি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* কনকন শব্দ করা। 'তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কনকনানি [ধ্বন্যা কনকন>] *বি* ঠাণ্ডা; ব্যথা; বেদনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কনকনিআ [ধ্বন্যা কনকন>] *বিণ* অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কনকনিয়া [ধ্বন্যা কনকন] *ক্রিবিণ* কনকন শব্দ ক'রে। 'তালে তালে দুটি কঙ্কন কনকনিয়া ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কনকনিয়ে ওঠা *ক্রি* তীক্ষ্ণ আওয়াজ হওয়া। 'বাইজীর গলা আবার কনকনিয়ে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

কনকনে [ধ্বন্যা কনকন>] ১ *বিণ* তীব্র। 'ক্রিস্টমাসের সময় আগতপ্রায়। কনকনে শীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'কনকনে হিম হাওয়ায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বিণ* তীক্ষ্ণ ভাবযুক্ত। 'বিরজাকে আজ একটু কনকনে বোধ হচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

কনকর্ড [ই] *বি* শব্দ-নির্দেশিকা। 'যে সমস্যার সমাধান বহুদিন বহু কনকর্ড বহু টীকাটিপ্পনী ঘেঁটেও করতে পারেনি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কনকাঙ্গী [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মাদ্রাজিদের মতন কনকাঙ্গী কিংবা কাফি ঠাটেই গাইতে হবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কনগ্রাচুলেট করা [ই কনগ্রাচুলেট+করা] *ক্রি* অভিনন্দন জানানো। 'নিজে গিয়ে কনগ্রাচুলেট করে আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কনগ্রাচুলেশান [ই] *বি* অভিনন্দন। 'ডিআইজি মন্তব্য লিখেছেন, কনগ্রাচুলেশন।' *সাদত*, ১৯৬৭।

কনগ্রেস [ই] *বি* ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দল। 'যাহারা কখনো লড়াই করে নাই, ... তাহাদের দলে ভিড়িয়া তোমরা কনগ্রেস করিতে যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কনগ্রেসি, কনগ্রেসী [ই কনগ্রেস>] ১ *বিণ* কংগ্রেসের। 'এ সমস্তই

কনগ্রেসী চাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* কংগ্রেস (দল) সম্পর্কিত। 'এ-সব ফসল ফলে কনগ্রেসী শস্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কনজারভেটিভ [ই] *বিণ* রক্ষণশীল। 'কনজারভেটিভ পুরুষের স্ত্রী কোন সুযোগ তো পানই না।' *বেগম*, ১৯৪৭।

কনট্র্যাক্ট [ই] ১ *বি* ঠিকা। 'দুজন শিখ কনট্র্যাক্ট নিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বি* চুক্তি। 'একটা মোটা কনট্র্যাক্ট আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

কনট্রাকটর, কনট্রাকটার [ই] *বি* ঠিকাদার। 'কনট্রাকটর হয়ে ... জীবন শুরু করেছিল।' *জীবন*, ১৯৩২; 'ছোট বড়ো মাঝারি ডাক্তার, মোক্তার, কনট্রাকটার।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

কনট্র্যাক্টরি, কনট্রাকটরি [ই কনট্র্যাক্টর>] *বি* ঠিকাদারি। 'কর্পোরেশনের কনট্র্যাক্টরি হস্তগত।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'যুদ্ধের বাজারে কনট্রাকটরি করে যে-টাকা সে উপায় করেছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কনট্রাস্ট [ই] *বি* প্রতিতুলনা। 'শাড়ি ব্লাউজের কনট্রাস্ট ম্যাচিঙের দিন গেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কনট্রোল [ই] *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'কনট্রোল ত খুব করতেছি স্যার।' *মনসুর*, ১৯৪৫। *দ্র* **কন্ট্রোল**

কনডাকটর, কনডাক্টর [ই] *বি* গাড়ি দেখাশোনা করে এবং যাত্রীর কাছ থেকে ভাড়া আদায় করে যে। 'ট্রামের কনডাক্টর।' *জীবন*, ১৯৩২; 'কনডাকটর এলো টিকিট চাইতে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪। *দ্র* **কন্ডাক্টর**

কনডোলেন্স কমিটি [ই] *বি* শোকপ্রকাশক সমিতি। 'শোক প্রকাশের জন্য কোন কনডোলেন্স কমিটি নাই।' *মনসুর*, ১৯৪০।

কনডোলেন্স লেটার [ই] *বি* শোকপ্রকাশক চিঠি; শোকবার্তা। 'সাহেবদের কনডোলেন্স লেটারগুলো আদায় করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কনত্রাক্ত [ই কন্ট্র্যাক্ট] *বি* ঠিকা; চুক্তি। *এডমন*, ১৭৯৩।

কনত্রাক্তওয়ালা [ই কন্ট্র্যাক্ট+হি ওয়ালা] *বি* যে কন্ট্র্যাক্ট নিয়েছে; কন্ট্র্যাক্টর। *এডমন*, ১৭৯৩।

কনফরমেশন [ই] *বি* পাকাপাকি স্বীকৃতি। 'এখনো কনফরমেশন হয়নি।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

কনফাইন করা [ই কনফাইন+করা] *ক্রি* আটকে রাখা। 'এক ভাইকে কনফাইন করলে আরেক ভাই তাকে ফেলে বাড়ি চলে আসতে পারে না।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কনফারেন্স [ই] *বি* সম্মেলন। 'কনফারেন্স-ব্যাপারটাকে আমরা একটা গুরুতর কাজের জিনিস বলিয়া মনে করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কনফিডেনশিয়াল [ই] *বিণ* গোপনীয়। 'পার্সনাল ফাইলের পর এল কনফিডেনশিয়াল ফাইল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

কনফুসি *বি* চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের অনুসারী। 'পাতি-রাম ভাবে কনফুসি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কনফেডারেশন [ই] *বি* শিথিল কেন্দ্রীয় শাসনবিশিষ্ট দেশ। 'তিনি বলেন যে, পাকিস্তান একটি কনফেডারেশন হবে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

কনফেস [ই] *বি* রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে পাদরির কাছে পাপের স্বীকারোক্তি। 'কোনো কিছু কনফেসটেস করার আছে?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

কনফেসন [ই] *বি* স্বীকারোক্তি। 'উত্তমমধ্যম দিয়ে কনফেসনের মাধ্যমে রিভলভার উদ্ধার করতে চান।' *সাদত*, ১৯৬৭।

কনভয় [ই] *বি* সৈন্য কিংবা মালবহনকারী গাড়ির বহর। 'হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল/ যুদ্ধফেরত এক কনভয় –।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

কনভার্ট [ই] *বি* ধর্মান্তরণ। 'পথের কাঙ্গাল ধরিয়া কনভার্ট করি।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

কনভার্ট করা *ক্রি* দীক্ষিত করা। 'আপনেরেই আমার মতে কনভার্ট করুম।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কনভেনর [ই] *বি* আহ্বায়ক। 'সোসাইটির মাত্র একজন কনভেনর থাকবেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৫।

কনভেনশন [ই] ১ *বি* প্রথা। 'ইংরেজ জাত ট্র্যাডিশন ও কনভেনশন, ঐতিহ্য ও প্রথাকে জীবনের নানাক্ষেত্রে বড়ো স্থান দিয়েছে।' *হাই*, ১৯৫৮। ২ *বি* রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সম্মেলন। 'কনভেনশনের সভায় বিক্ষোভতরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬২।

কনভেনশনপন্থী [ই কনভেনশন+হি পন্থী] *বি* সম্মেলনপন্থী। 'কনভেনশনপন্থীদের সাথে এ আন্দোলনের বিরোধ আছে।' *আজাদ*, ১৯৬২।

কনভোকেশন [ই] *বি* সমাবর্তন। 'কনভোকেশন-কালীন বক্তৃতায় ভাইসচানসেলার সাহেব তাঁহার বিস্তর সুখ্যাতি করেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

কনয় [স কনক] *বিণ* সোনার তৈরি। 'কনয় কদলি পর সিংহ সমারল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কনয়া [স কনক>] *বিণ* সোনার। 'কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কনষ্টবল, কনষ্টেবল [ই] *বি* নিম্নপদস্থ পুলিশ; পুলিশবাহিনীর সদস্য। 'কনষ্টবলদ্বয় নুরুন্নাহারের শবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; '... উকিল, মোক্তার, পেস্কার, কনষ্টেবল, চাষা, আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কনসটিটুশন [ই] *বি* সংবিধান। 'তার দেশের যেরকম কাগজে কলমে লেখা, আইনে বাঁধা কনসটিটুশন নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কনসর্ট, কনসার্ট [ই] *বি* সংগীতানুষ্ঠান-বিশেষ। 'মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে থাকে, ... কনসর্ট কেমন লাগল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'তাঁদের কনসার্ট পার্টি ঠিক করে দিয়ে ...।' *শরৎ*, ১৯১৭। *দ্র* **কন্সার্ট**

কনসাল জেনারেল [ই] *বি* দূতাবাসের প্রধান কর্মকর্তা। 'ইটালিয়ান কনসাল জেনারেল।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কনসালটিং রুম [ই] *বি* রোগী দেখার ঘর; পরামর্শ কামরা। 'ডাক্তারবাবুর কনসালটিং রুম।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কনসুলেট আপিস [ই] *বি* দূতাবাসের কার্যালয়। 'আফ্রিকার কনসুলেট আপিস।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প [ই] *বি* বন্দিশিবির। 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাছে গিয়ে বসে রইল তারা।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কনসেনসাস [ই] *বি* ঐকমত্য। 'সেন্সাস না নিয়ে কনসেনসাস নকুড় আমাদের কী করে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কনসেশন [ই] *বি* ছাড়। 'কনসেশন দিয়ে দিয়ে ওদের তৃতীয় রিপুটাকে প্রচণ্ড করে তোলায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কনস্টিটিউশন [ই] *বি* গঠনতন্ত্র। 'দর্জি-সমিতির কনস্টিটিউশন রচনার জন্য ফিরিয়া বাসায় ছুটিল।' *মনসুর*, ১৯৪০।

কনস্টিট্যুশন [ই] *বি* শাসনতন্ত্র। 'এসো কনস্টিট্যুশন নিয়ম-

বিভূষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

কনস্টিট্যুশনাল [ই] *বিণ* শাসনতান্ত্রিক। 'কনস্টিট্যুশনাল লাঙ্গুল-আন্দোলনকেই সে আপন কর্তব্য জ্ঞান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কনস্টিট্যুশ্যান [ই] *বি* শাসনতন্ত্র। 'কনস্টিট্যুশ্যান, ওটা বাইরের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কনস্টেবল [ই] *বি* পুলিশ কর্মচারী। 'একজন কনস্টেবল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কনস্টেবলি [ই কনস্টেবল>] *বি* কনস্টেবলের মতো আচরণ। 'ছেলেদের উপরে কনস্টেবলি করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কনস্ট্রাকশন [ই] *বিণ* দালানকোঠা ইত্যাদি নির্মাণ-সংক্রান্ত। 'কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কনাৎ [আ] *বি* রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষার আচ্ছাদনবিশেষ; ত্রিপল। 'বিলাতি ছিপ সুতাদি মৎস্য ধরিবার-তাম্বু তাকিয়া কনাৎ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কনিয়া [স কন্যা] *বি* কনে। 'দামাদ কনিয়া দেখি অন্যে অন্যে হইলা সুখী।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কনিয়াক [ই] *বি* মদবিশেষ। 'ভীরুতা ভেঙে দেয় দৃপ্ত কনিয়াক।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

কনিষ্ট [স কনিষ্ঠ] *বিণ* ভাইদের মধ্যে সবার ছোটো। 'ঋষ্যসেন বৃষসেন সবার কনিষ্ট।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কনিষ্টি [স কনিষ্ঠ] *বিণ* সবচেয়ে ছোটো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কনিষ্ঠ [স] **১** *বিণ* সবচেয়ে ছোটো। 'আমি যে কনিষ্ঠ মনে বুঝহ বিচারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ছোটো ভাই। 'জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজা হওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বিণ* নিম্নস্থ; পদমর্যাদায় নিচু। 'যে সকল সাহেব জুনিয়র অর্থাৎ কনিষ্ঠ পদাভিষিক্ত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কনিষ্ঠতমা [স] *বিণ স্ত্রী* সবচেয়ে ছোটো। 'আমার কনিষ্ঠতমা বোন।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কনিষ্ঠা [স] **১** *বি* কড়ে আঙুল। 'হীরক অঙ্গুরী বামকর কনিষ্ঠায়।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ স্ত্রী* বয়সে ছোটো। 'মধ্যমা কনিষ্ঠা গতা।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

কনীনিকা [স] *বি* চোখের তারা। 'চোখগুলো হালকা হলদে হয়ে উঠেছে, কনীনিকাগুলো ধূসর।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

কনীয়ান [স] *বি* দুয়ের মধ্যে ছোটো যে। 'চোখ স্পষ্টতর করে দেখছে সুদূরস্থ মহীয়ান ও নিকটস্থ কনীয়ানকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কনুই [স কফোণি] *বি* নিম্নবাহু ও ঊর্ধ্ববাহুর জোড়াস্থান। 'কনুই অবধি মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত এক হাত।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কনু [স কফোণি] *বি* বাহুর মধ্যখানের জোড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কনুইবিহীন [স কফোণি+স বিহীন] *বিণ* হাতলহীন। 'প্রতিটি দরজা কাউন্টার কনুইবিহীন আজ।' *শামসুর*, ১৯৭০।

কনে[১] *সর্ব* কে; কোনজন। 'আল্লাএ না মারে যারে মারিবেক কনে।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কনে[২] [স কন্যা] *বি* বিবাহের পাত্রী। 'আজ কনে দেখতে আসবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কনেওয়ালা [স কন্যা+হি ওয়ালা] *বি* কনের বাবা। 'কনেওয়ালা তখন গাঁয়ের ঠিকানা দিয়ে নিমন্ত্রণ করে যাবে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

কনেবউ [স কন্যাবধূ] *বি স্ত্রী* নব বিবাহিত বধূ। 'তোমার মাগটি কেঁচে কনেবউ হয়েছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কনেকশন [ই] *বি* সংযোগ। 'গ্যাস কোম্পানিকে টেলিফোন দেন, বাড়িতে গ্যাসের কনেকশন দেবার জন্য।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কনেট [স কনিষ্ঠ] *বিণ* ছোটো। 'লখএ ন পারিঅ জেঠ কনেট।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কনেষ্ট [স কনিষ্ঠ] *বিণ* অনুজ। 'তোমার কনেষ্ট কৃষ্ট সুন পুরন্দরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কনেষ্ঠ [স কনিষ্ঠ] *বিণ* কনিষ্ঠ; ছোটো। 'আমার কনেষ্ঠ কন্যা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কনেস্টবল, কনেষ্টবল, কনেস্টেবল [ই] *বি* সাধারণ পুলিশ। 'যাও ত এই মোড়ের কনেস্টসলকে বল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'কনেস্টেবল পেতেছে টেবল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'কনেষ্টবলের বউটির বাপের বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কনোজী [স কান্যকুব্জ>] *বি* কান্যকুব্জের ভাষা। 'মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কনোয়া [স কণা>] *বি* টুকরা। 'এক কনোয়া করে সুপুরি খাই।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কন্টাকদার [ই কন্ট্রাক্ট+ফা দার] *বি* ঠিকাদার। 'ওসমান সরকার জিলা বোর্ডের পুরান কন্টাকদার।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

কন্টাকদারি [ই কন্ট্রাক্ট+ফা দারি] *বি* ঠিকাদারি। 'তাঁর নিজের কন্টাকদারিতেই।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

কন্টিকারি [স কন্টকারি] *বি* ফুলবিশেষ। 'পায়ের কাছে একটি কন্টিকারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। দ্র **কণ্টিকারি**

কন্টিনজেন্ট [ই] *বি* একটি বড় সৈন্যবাহিনীর অংশবিশেষ। 'এইজন্য ঝাঁসিরাজ ও সিন্ধিয়ার কন্টিনজেন্ট বাহিনীর যে সৈন্য মোতায়েন আছে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কন্টিনেন্ট [ই] *বি* ইউরোপ। 'বিশেষ করে কন্টিনেন্টে রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি জানবার জন্য বহু লোকের আগ্রহ দেখা গেল।' *মুজতবা* ১৯৫২।

কন্টুর [ই] *বি* কোনো বস্তুর রূপরেখা। 'ম্যাপে পাহাড়ের যে কন্টুর আঁকা।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কন্ট্রাক্ট [ই] *বি* চুক্তি। 'ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপাবার কন্ট্রাক্ট।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কন্ট্রাক্টর, কন্ট্রাক্টার, কন্ট্রাকটার [ই] *বি* ঠিকাদার। 'গাড়োয়ান, কৃষান, রাস্তামেরামতকারী কন্ট্রাক্টর-মিস্ত্রি প্রভৃতি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬; 'ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাক্টার ডাকিয়ে আসন্ন শ্বেতহস্তীদের জন্য বড়ো করে আস্তাবল বানাবার হুকুম দিয়ে দিলেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'আমি মিলিটারি কন্ট্রাকটারের খাতায় নাম লেখানোর দরুন পাদ্রি ওয়াটসন সাহেব যা বলেছিলেন...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

কন্ট্রাক্টরি, কন্ট্রাক্টরী, কন্ট্রাকটারি [ই কন্ট্রাক্টর+ই,ঈ] *বি* ঠিকাদারি। 'আমার বাবা কন্ট্রাক্টরী করেন কি না।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'প্রফেসারি ছেড়ে আপাতত কন্ট্রাক্টরি করছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫; 'বাবার কন্ট্রাকটারি ছিলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

কন্ট্রোল [ই] *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'প্রফুল্ল কোটের হাতা তুলে মাসল কন্ট্রোল করে কল্কে-কাশিকে দেখায়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কন্ট্রোল-রুম [ই] *বি* নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। 'আমরা কন্ট্রোল-রুমে গেলাম।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কন্ডাক্টর, কন্ডাকটর, কন্ডাকটার [ই] *বি* যাত্রীভাড়া তোলাসহ বাসের সবকিছু দেখভাল করে যে। 'কন্ডাকটার আর প্যাসেঞ্জার সবাই মিলে ধরাধরি করে ফের তাকে নামিয়ে দ্যায়।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'সেই সময়েই কন্ডাক্টর এগিয়ে এসে অবাস্তব আঙুল তুলে অবাস্তব গলায় বলল।' *হাসান*, ১৯৬৩; 'কন্ডাকটরকে পয়সা দিতে-দিতে তার মনে হলো ...।' *মান্নান*, ১৯৬৮। *দ্র* **কনডাকটর**

কন্ডেন্সড মিল্ক [ই] *বি* ঘন দুধ। 'তুই কি রোজ কন্ডেন্সড মিল্কে চা খেতিস?' *সুনীল*, ১৯৬৬।

কন্তা [স কান্তা] *বি* নায়িকা; স্ত্রী। 'নব জউবন নব কন্তা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কন্ত্রাক্ট [ই] *বি* চুক্তি। 'কন্ত্রাক্ট অর্থাৎ কটকিনা সওদার মিয়াদের শেষে ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

কন্থা [স] *বি* কাঁথা। 'কন্থা নামে যে এ দ্রব্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কন্দ[1] [স স্কন্ধ] **১** *বি* কাঁধ। 'চিতের ঘুচায়া ধন্দ উকটএ কাটা কন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কবন্ধ। 'লাখে লাখে উঠে কন্দ নাচিবারে পরবন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কন্দগোটা [স স্কন্ধ+স গোষ্ঠক] *বি* সম্পূর্ণ মাথা। 'কন্দগোটা পড়ে তার পৃথুবি উপরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কন্দ[2] [স] *বি* যে উদ্ভিদের প্রধান অংশ মাটির নীচে থাকে। 'কোনও কোনও বৃক্ষের মূলদেশে কচুর ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে; ঐ পদার্থকে কন্দ বলে; যেমন আলু, পলাণ্ডু, ওল, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কন্দজাতীয় [স] *বিণ* মূলের মতো। 'তাহার হাতে কন্দ জাতীয় কি যেন একটা আহার্য।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কন্দমূলচর্বণনিরতা [স] *বিণ* কন্দমূল জাতীয় খাবার চিবাচ্ছে এমন। 'কন্দমূলচর্বণনিরতা মায়াও চাহিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কন্দর [স] **১** *বি* গুহা। 'নানা গিরী কন্দর বনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পর্বত গহ্বর। 'কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

কন্দর্প [স] *বি* হিন্দুদেবতা মদন; কামদেব। 'কন্দর্পের ঘুচে তেজ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

কন্দর্পকান্তি [স] *বিণ* সুদর্শন। 'সঙ্গে একটি যুবক আছেন, তিনিও কন্দর্পকান্তি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কন্দর্পচাঁপা [স কন্দর্পচম্পা] *বি* পুষ্পবিশেষ। 'সুশীলাকে কাঞ্চনটগর দেখাব, কন্দর্পচাঁপা দেখাব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কন্দর্পশর [স] *বি* হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী কামদেবের বাণ, যে বাণের আঘাতে প্রেমাক্রান্ত হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। 'বাস্ ... কন্দর্পশরে জর্জরিত!' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কন্দল [স] *বি* কলহ। 'এতবলি দুই জনে কন্দল লাগিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

কন্দল-দ্বন্দ্ব [স] *বি* ঝগড়া-বিবাদ। 'সভায় কন্দল-দ্বন্দ্বে খোটা দিব লোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কন্দলিয়া [স কন্দল>] *বিণ* ঝগড়াটে। 'ভাবে বুঝি সে বামন বড় কন্দলিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

কন্দলী *বি* ফুলবিশেষ। 'সুবর্ণ কন্দলী ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কন্দিল *বি* ঝাড়লণ্ঠন। 'নিশাকালে লক্ষ লক্ষ কন্দিল জ্বালিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কন্দুক [স] *বি* গোলক। 'বিচ্ছিন্ন হৃদয় লয়ে করে তুচ্ছ খেলার কন্দুক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

কন্দ্রকলা [স চন্দ্রকলা] *বি* চন্দ্রের ষোলো অংশের একাংশ। 'দিনে দিনে বাঢ়ে তনু লীলা পুরিল যেহেন কন্দ্রকলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কন্ধ [স স্কন্ধ] *বি* মাথা। 'দুঈ আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কন্ধর [স স্কন্ধ] *বি* ঘাড়। 'জলদসুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

কন্ন [স কর্ণ] *বি* কর্ণ। 'সেই কন্ন হোক তোমার কথা শুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কন্না[1] [স কন্যা] *বি* বালিকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কন্না[2] [স কর্ম] *বি* কাজ। 'তার কারুর কন্না মনে ধরে না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কন্নাল [ফা করনায়] *বি* করনাল; এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'বাজে বিউর কন্নাল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কন্নিক [স কর্ণিক] *বি* রাজমিস্তিরির ইট গাঁথা ও আস্তর করার হাতিয়ারবিশেষ। 'সে যখন ফুটগজ, কন্নিক আর সুত নিয়ে ছিকরেট টানতে টানতে কাজে যায়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কন্নিকা [স কর্ণিকা] *বি* কর্ণাভরণ। 'মানগ্রি কন্নিকা কঙ্কন গাজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কন্নিকা-পাটা [স কর্ণিকা-পাট] *বি* কর্ণিকা ও পাটা। 'কন্নিকা-পাটা গুছাইয়া লইবার জন্য সে একবার বাসায় গিয়াছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কন্যকা [স] *বি* কন্যা। 'বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী ... গ্রামকন্যকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কন্যা [স] **১** *বি* তনয়া; মেয়ে। 'কন্যা বিভা তৃতা জুগে আইলা দ্বাপরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কুমারী মেয়ে। 'পুরী মধ্যে যাবা যদি পাইবা এক কন্যা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ এবং প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলী যেখানে দেখতে পাওয়া যায়, আকাশের সেই কাল্পনিক অংশকে বারো ভাগে বিভক্ত করে জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রত্যেকটি ভাগকে রাশি বলা হয়েছে – সেই রাশিসমূহের ষষ্ঠ রাশি। 'সিংহ মেষ কন্যা মীন করেছে প্রত্যক্ষ অনুভব।' *জীবন*, ১৯৪৪।

কন্যাকর্তা, কন্যাকর্ত্তা [স] **১** *বি* কনের বাবা। 'বরকর্ত্তারা আসিয়া বলিলেন পত্রাদি লেখা পড়া হইলে কন্যাকর্ত্তা বাকদান করিলেন।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* বিবাহযোগ্য কন্যা আছে এমন অভিভাবক। 'কন্যাকর্ত্তার নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লওয়া যাইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'কন্যাকর্তাদের মহলে জনশ্রুতি শোনা যায়, লোকটি সৎপাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কন্যাকাল [স] **১** *বি* বিয়ের আগের কুমারী অবস্থা। 'কন্যাকালে জন্মাইলেক পরাশর মুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* বাল্যকাল। 'কন্যাকাল গতেই বিবাহের সঙ্ঘটনা ... আরম্ভ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কন্যাকুমারিকা [স] *বি* প্রাচীন ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত। 'এই কুরুবর্ষ – এই কন্যাকুমারিকা অতীতের কুয়াশার পারে।' *জীবন*, ১৯৩০; 'উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-একটি সম্পূর্ণতা বিদ্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কন্যাকুমারী [স] *বি* ভারতের দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ; কন্যাকুমারিকা। 'দক্ষিণে সমুদ্রতীর কন্যাকুমারী পর্যন্ত পরিব্যাপিত

হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কন্যাগ্রহীতা [স] *বি* বরের পিতা। 'কন্যাদাতা কন্যাগ্রহীতার সহিত কদাচ অর্থসম্বন্ধ করিবে না, করিলে কন্যাবিক্রয় দোষে লিপ্ত হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কন্যাত্ব [স] *বি* কন্যার অধিকার। 'একটি উদাহরণ পৃথিবীর পৃথুরাজার কন্যাত্ব স্বীকারের উপাখ্যান।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

কন্যাদাতা [স] *বি* বরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে যে – (সাধারণত) কনের বাবা। 'যদি অনূঢ়াবস্থায় ঋতুমতী হয়, তবে কন্যাদাতা, বর, উভয়ে নরকে গমন করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কন্যাদান [স] *বি* কন্যা সম্প্রদান। 'সাধু করে কন্যাদান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বিবাহ রচনা কর কন্যা দান দিয়া।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কন্যাদায় [স] *বি* কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব। 'মনে কন্যাদায়ের কিঞ্চিৎ নিগূঢ় ভাব।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

কন্যাদায়গ্রস্ত [স] *বিণ* কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে বিপদগ্রস্ত। 'তাঁহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কন্যাদায়িক [স] *বিণ* কন্যাদায়গ্রস্ত। 'কন্যাদায়িক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাইতে ভয় করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কন্যাদাহ [স] *বি* কন্যাসন্তানের প্রতি অমানবিক আচরণ। 'সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাকবে কি?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কন্যাধন [স] *বি* কন্যারূপ ধন। 'তপোধন তাকে স্বীয় কন্যাধন সম্প্রদান করবেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কন্যাপক্ষ [স] *বি* কনের পক্ষ। 'বিয়েতে আমি তোমার কেউ নয়, আমি কন্যাপক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কন্যাপক্ষীয় [স] *বি* কন্যাপক্ষের লোকজন। 'এক ঘর কন্যাপক্ষীয়দের মধ্যে চারু কোনো ফাঁকই পেলে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

কন্যাপণ [স] *বি* বিয়ে উপলক্ষে বরের কাছে কন্যাপক্ষের দাবিকৃত অর্থ। 'কন্যার পিতা চারশো টাকা কন্যাপণ চেয়েছেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কন্যাপিতৃত্ব [স] *বি* কন্যার পিতৃত্ব। 'কন্যাপিতৃত্বের সেও একটা কষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কন্যাপুত্র [স] *বি* কন্যা ও পুত্র। 'কন্যাপুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগের ভরণ-পোষণার্থ ভারগ্রস্ত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কন্যাপ্রদান [স] *বি* কন্যার বিয়ের ব্যবস্থাগ্রহণ। 'কামদেব করু কন্যাপ্রদান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কন্যাবিক্রয়ী [স] *বি* যে ব্যক্তি পণ আদায় করে কন্যাকে বিয়ে দেয়। 'যে ব্যক্তি অজ্ঞানত কন্যাবিক্রয়ীর মুখাবলোকন করে সেও সূর্য্য দর্শনস্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কন্যাবিক্রেতা [স] *বি* যে ব্যক্তি পণ আদায় করে কন্যা বিয়ে দেয়। 'কন্যাবিক্রেতা যদি কোন সৎকর্ম্ম করে তাহাও তাহার বিফল হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কন্যাভারগ্রস্ত [স] *বিণ* কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার দায়গ্রস্ত। 'কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া চিন্তা-নিমীলিত নয়নে বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যাপন করি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কন্যাভারাক্রান্ত [স] *বিণ* কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে বিপদগ্রস্ত। 'কন্যা ভারাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কন্যাযাত্র [স] **১** *বি* বিয়ের কন্যাপক্ষ। 'যত কন্যাযাত্র দেখিয়া সুপাত্র বলে এ কেমন বর।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* কনেপক্ষের নিমন্ত্রিত অতিথি। 'বরযাত্র, কন্যাযাত্র ও পুরোহিত প্রভৃতি, এ সকলকে ভোজনওতো করাইতে হইবে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কন্যারত্ন [স] *বি* কন্যারূপ রত্ন। 'তত্রাচ বেদবিদ্যাবলে তিনিই আমার কন্যারত্নের অনুরূপ পাত্র।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কন্যারাশি [স] *বি* সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ এবং প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলী যেখানে দেখতে পাওয়া যায়, আকাশের সেই কাল্পনিক অংশকে বারো ভাগে বিভক্ত করে জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রত্যেকটি ভাগকে রাশি বলা হয়েছে – সেই রাশিসমূহের ষষ্ঠ রাশি। 'যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কন্যালয় [স কন্যা-আলয়] *বি* কন্যার বাড়ি। 'কন্যা নিল কন্যালয়ে ত্বরিত গমনে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

কন্যাশোক [স] *বি* মেয়ে হারানোর কষ্ট। 'সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড়ো অপমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কন্যা সংপ্রদান [স কন্যাসম্প্রদান] *বি* কন্যাকে বিয়ের জন্য সম্প্রদান। 'বসিলেন করিবারে কন্যা সংপ্রদানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কন্যাসন্তান [স] *বি* মেয়ে। 'একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

কন্যাসাজ্ঞানী [স কন্যা+স সজ্জা] *বি* শিমের প্রকারভেদ। 'কন্যা-সাজ্ঞানী সিমের জাঙলা ভরিয়া ধরেছে ফল।' *জসীম*, ১৯৫১।

কন্যাহত্যা [স] *বি* কন্যা সন্তানকে হত্যা। 'এ দেশের রাজপুতেরা এখনই এই কন্যাহত্যা মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়।' *সুলভ*, ১৮৭১।

কন্যাহারী [স] *বিণ* কন্যা হরণকারী। 'তিনি কন্যাহারী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কন্যে [স কন্যা] *বি* কন্যা। 'যূই, কন্যের সই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কন্সপিরেসি [ই] *বি* ষড়যন্ত্র। 'আপনার শ্বশুরকে আর দোকড়ি দালালকে কন্সপিরেসি করে ফোরজারী চার্জ্জে ফেলেছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

কন্সলি [ই কাউন্সেল] *বি* কৌসুলি। 'উকিল, কন্সলি মধ্যে দেখিবেন, পরস্পর পরস্পরকে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কন্সর্ট, কন্সার্ট [ই] **১** *বি* ঐকতানবাদন। 'কতকটা থিয়েটারের কন্সর্টের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* গানের আসর। 'আমাদের হাল ফ্যাশনের কন্সর্টের গৎগুলি তার প্রমাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'বড় বড় থিয়েটার সিনেমা নাচঘর কন্সার্ট হল চিত্রাগার মিউজিয়াম প্রদর্শনী।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কপ[১] [আ কফ] *বি* কফ। 'কপ পীত্তি করে যাছে কপপীর্ত্তি করে দোঁই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কপ[২] [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততা প্রকাশক শব্দ। 'কপ করে দেবে সাপ পেটের ভিতর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

কপচ [স কবচ] *বি* কবচ। 'আপনার অঙ্গ হতে কপচ এড়িয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কপচানো **১** *বিণ* মুখস্থ; বহুবার বলা হয়েছে এমন। 'কাকাতুয়ার কপচানো বুলির মতো যদি তাঁদের কথা নিরর্থক না হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **২** *ক্রি* অনর্থক আওড়ানো। 'এখনো আমরা ... নিজেদের অজ্ঞাতসারে জড়বাদ কপচাই।' *অন্নদা*, ১৯২৮; 'জীবনের দুর্দশাকে

বিশেষ কপচিয়ে লাভ নেই।' *জীবন*, ১৯৩১।

কপট [স] ১ *বিণ* ছলনাময়। 'বিকট দন্ত কপট বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* প্রতারক। 'এমত কপট ধৃষ্ট লম্পট শঠ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ৩ *বিণ* কৃত্রিম। 'সেটি কপট মন্দির।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কপটজাল [স] *বি* মায়াজাল। 'তিনি, বারনারীর কপটজালে বদ্ধ হইয়া ... পান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কপটতা [স] ১ *বি* শঠতা। 'রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা, ... কপটতা, ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা, অশ্লীলতা ... দমন করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বি* চালাকি। 'তাহারা কপটতা করিয়া উত্তর করিল কল্য সপ্তম চান্দ্রমাসের পঞ্চদশ দিবস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বি* ভণ্ডামি। 'কলহ, বিশ্বাসঘাতকতা, কুৎসা, কপটতা, প্রতারণা সকলের অন্তর হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কপটপুরিত [স কপটপূরিত] *বিণ* কপটতায় পূর্ণ। 'বিষম পুরুষ জাতী/ কপটপুরিত মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কপটবাচী [স] *বিণ* মিথ্যাচারী। 'তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন ... আলাপ করিতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কপটবেশী [স] *বিণ* ছদ্মবেশ ধারণকারী। 'কপটবেশী ভণ্ড সন্ন্যাসী।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

কপটভাব [স] *বি* খলতাপূর্ণ মনোভাব। 'চিরদিনের জন্য কপটভাব ত্যাগ করুন।' *নবনূর*, ১৯০৩।

কপট-সমরী [স] *বি* যুদ্ধে যে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে। 'কপট-সমরী; – বৃথা যদি রত্ন আজি, আর না ফিরিব।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কপটাচরণ [স কপট-আচরণ] *বি* প্রতারণা। 'কোন মত অবলম্বন করিয়া তাহা গোপন করিলে কপটাচরণ করা হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কপটাচারী [স কপট-আচারী] *বিণ* ভণ্ড। 'কপটাচারী বধূবেশধারী মনস্বী নিবেদন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কপটী, কপটি [স কপটী, সম্বোধনে ই-কার] *বি* কপট; প্রতারক। 'কপটীর রূপে যেন বুলেন নগরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কপোল কপাল ঠুকি করে হাহাকার – / 'রে কপটি, রে সেফটি গিলেট রেজার!' *নজরুল*, ১৯২৯।

কপনি [স কৌপীন] *বি* নেংটি। 'পরলেন কপনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কপনিপরা [স কৌপীন+স পরিধান>] *বিণ* কৌপিন-পরিহিত। 'তখন কপনিপরা ফৌজ মেশিন-গান বের করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কপর্দক, কপৰ্দ্দক [স] *বি* অর্থরূপে ব্যবহৃত কড়ি বা সামান্য পরিমাণ ধন। 'কপৰ্দ্দক রেয়াত হইবে না।' *কেরি*, ১৮০২; 'আমার হস্তে এক কপর্দকও নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কপর্দকশূন্য [স] *বিণ* সামান্য টাকা-কড়ি পর্যন্ত নেই এমন। 'আজ সে একেবারে কপর্দকশূন্য।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কপর্দকহীন [স] *বিণ* সামান্য পরিমাণ ধনও নেই এমন। 'আজ যে কপর্দকহীন ফকির।' *নজরুল*, ১৯২২।

কপর্দী [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'জটাধর কপর্দী বদরী – যার স্নিগ্ধ তলে বসি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কপাকপ [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'একগাদা মুণ্ড কপাকপ কেটে নিয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কপাট [স] ১ *বি* দরজার পাল্লা। 'দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বাধা। 'মন্দির বাহির কঠিন কপাট।' *গোবিন্দ*, ১৭০০। ৩ *বি* ভাঁজ। 'নারীর মুখ, কান্তিময় মাংসের কপাট।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কপাট দেওয়া *ক্রি* আবদ্ধ করা। 'অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

কপাটবদ্ধ [স] *বিণ* গোপন। 'কপাটবদ্ধ নির্ব্বাচনের কোন সৌরভ, কোন গুরুত্ব থাকিবে না।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

কপাট মারা *ক্রি* বন্ধ করা। 'আগে কপাট মার কামের ঘরে।' *লালন*, ১৮৯০।

কপাটি কপাটি [ধ্বন্যা] *বি* খেলাবিশেষ। 'হেঁড়েডুডু, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেলতে লাগলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

কপাটির ব্যথা *বি* মাথাব্যথা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কপাত [ধ্বন্যা] *বি* এক কোপে কাটার শব্দ। 'পুচ্ছটি ইতিমধ্যে কপাত করে কর্তন করে ফেলেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কপাল [স] ১ *বি* অদৃষ্ট। 'বিধি না লিখিত তার কপালের ভাতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ললাট। 'চন্দনতিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কপালকুণ্ডলা [স] *বি* মাথার খুলি যার কানের দুল: হিন্দুদেবী চণ্ডী। 'কালী কান্তি কপালিনী কপালকুণ্ডলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কপালক্রমে [স] ১ *ক্রিবিণ* ভাগ্যক্রমে। 'যদিও কপালক্রমে হয় ভঙ্গ ভয় ত্রাণ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ২ *ক্রিবিণ* দুর্ভাগ্যবশত। 'হিন্দুর কপালক্রমে সুখ-দিনকর। হয়েছিল এককালে অতি খরতর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কপাল-খোলা *বি* ভাগ্য প্রসন্ন হওয়া। 'ব্যবসায় কপাল-খোলা বিচিত্র নয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কপালগুণ [স] *বি* ভাগ্যের দোষ। 'আমার কপালগুণে বিদ্যা না হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কপাল-ঠোকা *বিণ* দুঃসাধ্য। 'কপাল-ঠোকা গাণিতিক বিদ্যা দোকান করার পূর্বে তার একমাত্র ভরসা ছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কপাল-দোষ [স] *বি* ভাগ্যের দোষ। 'যদি কপালদোষে সে ধন হারা হইতে হয়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

কপাল পরীক্ষা [স] *বি* ভাগ্য পরীক্ষা। 'কেহ এমন ভয়ানক কপাল পরীক্ষার ঝুঁকি লইলেক না।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কপালপোড়া [স কপাল+পোড়া] ১ *বিণ* দুর্ভাগা। 'লক্ষ্মীছাড়া কপালপোড়া দেখি তোরে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *ক্রি* মন্দভাগ্যের স্বীকার হওয়া। 'মনে মনে হাসলুম, কার আবার কপাল পুড়ল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

কপালফলক [স] *বি* মাথা। 'নিজের কপালফলকটার ভিতরে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চারণ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কপাল ফেরা *ক্রি* ভাগ্য প্রসন্ন হওয়া। 'কপাল ফিরিবে না তার?' *শওকত*, ১৯৫৮।

কপাল ভাঙ্গা [স কপাল+স ভঙ্গ>] *ক্রি* সুখ নষ্ট হওয়া। 'তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কপালমালা [স] *বি* নরমুণ্ডের মালা। 'নরকনিকর কপালমালা,/ তরতর ত্রিনয়ন উজ্জ্বল জ্বালা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

কপাললেখা [স কপাল+লেখা] *বি* ভাগ্যের লিখন। 'আমি যে যাইব ভাবিনাক, সাথে যাইবে কপাললেখা।' *জসীম*, ১৯২৯।

কপালিয়া [স কপাল>] *বিণ* সৌভাগ্যবান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কপালী [স] *বিণ* ভাগ্যশালী। 'শ্রীমান বিবেক ভট্টাচার্য কপালী লোক।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কপালে করাঘাত করা – দুঃখ অথবা হতাশায় কপাল চাপড়ানো। 'আমাদের একজন বিজ্ঞ সহযোগী কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছেন ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

কপালে চাঁদ থাকা *ক্রি* সৌভাগ্যবান হওয়া। 'কপালে চাঁদ থাকলে মিনিস্টারও হওয়া যায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

কপালে মুগুর মারা *ক্রি* হতভাগা হওয়া। 'কপালে মুগুর মেরে এসেছি ভাই, এ জন্মে আর কিছু হবে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কপালের জোর *বি* অদৃষ্টের বল। 'মহিনদার কপালের জোর বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কপালী [স কপাল>] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কপাসু [স কর্পাস, পা কপাস] *বি* কার্পাস (তুলা) গাছের ফুল। 'মুকড় এ সে রে কপাসু ফুলিটিলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

কপি[১] [স] *বি* বানর। 'গড় বেড়ি কপি দেই থানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কপিধ্বজ [স] *বি* যার পতাকায় বানরের ছবি অঙ্কিত আছে; অর্জুন। 'কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কপিবর [স] *বি* হনুমান। 'ভ্যালা রে বাপ কপিবর।' *তারা*, ১৯৪২।

কপিসেনা [স] *বি* বানরসেনা। 'পরপারে কপিসেনা করে সেতুবন্ধের সূচনা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

কপি[২] [হি কপী] *বি* কপি কল; ভারী জিনিস সহজে উপরে তোলার জন্যে এক চাকার যন্ত্র। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

কপিকল [হি কপী+স কল>] *বি* ভারী ওজনের বস্তু উত্তোলনের এক চাকার যন্ত্রবিশেষ। 'রীতিমত কপিকল লোহার চেন ইত্যাদি।' *শরৎ*, ১৯৩১।

কপি[৩] [প] **১** *বি* বাঁধাকপি। 'কপিশাক।' *ওগাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* ফুলকপি, ওলকপি বা বাঁধাকপি। 'ঘৃণার স্বভাবে যেই নাহি খায় কপি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কপি[৪] [ই] *বি* প্রতিলিপি। 'ফোটোগ্রাফের কপি আরো নিশ্চয় আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কপিং পেন্সিল [ই] *বি* কপি করার কাজে ব্যবহৃত এক প্রকার পেন্সিল। 'আমার একটা কপিং পেন্সিল।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কপিবুক [ই] *বি* হাতের লেখা মকশো করার লাইন-টানা খাতা। 'সময় আর টাকা যে একই জিনিষ কপিবুক থেকেই এরা সে অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করে।' *সবুজ*, ১৯১৭; 'ইংরেজি কপিবুকের মকশো করেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কপিবৃত্তি [ই কপি+স বৃত্তি] *বি* নকলকরণ। 'দুইদিন বিলাতে ঘুরিয়া, বেশভূষা-আচারব্যবহারে অদ্ভুত কপিবৃত্তি করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

কপি-রাইট [ই] *বি* গ্রন্থস্বত্ব। 'মৌলানার কপি-রাইট।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কপিত্থ [স] *বি* কৎবেল ফল। 'অন্ন তেজি খান মাতা কপিত্থ বদর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কপিথ [স কপিত্থ] *বি* কৎবেল গাছ। 'অগথ কপিথ সুন্দরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কপিন [স কৌপীন] *বি* নেংটি। 'রাজ চিহ্ন বস্ত্র এড়ি কপিন পরিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

কপিনাস [স] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'রবাব দোতারা বীণ কপিনাস রুদ্রবীণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কপিনাশ [স কপিনাস] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজে কপিনাশ – দুঃখনাশ যার রবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কপিল [স] **১** *বিণ* পিঙ্গল বর্ণের। 'গণ্ডসেল দুই স্তন কপিল কেস ভার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সাংখ্যদর্শন। 'আমার তো কপিলে বিশ্বাস।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কপিলা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামধেনু। 'কপিলা হরিব ক্ষীর সস্য বসুমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কপিশ [স] *বি* মেটে রং। 'তদ্ভিন্ন কপিশ, ধূসর, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা মিশ্র বর্ণ আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কপিশকপোল [স] *বিণ* পাংশুটে গালবিশিষ্ট। 'কটাচুল নীলচক্ষু কপিশকপোল/ যবন পণ্ডিত আসে বাজে ঢাক ঢোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কপুর [স কর্পূর] *বি* কর্পূর। 'কহির কপুর তাম্বূল বড়ায়ি কহির নেত পাটোল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কপুরবাসিত [স কর্পূরবাসিত] *বিণ* কর্পূরের গন্ধ মিশ্রিত। 'কপুরবাসিত বড়ায়ি নেহ গুআ পান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কপোট [স কপট] *বিণ* ছলনাময়। 'এইমতে কপোট কৃড়া করে চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কপোত [স] *বি* কবুতর। 'কপোত কুঃকুভ কঙ্ক কামী কোর কলবিঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নিবিড়-ছায়া বটের শাখে কপোত দুটি কেবল ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কপোত-কপোতী [স] *বি* কপোত-দম্পতী। 'কপোতকপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

কপোতকাকলি [স] *বি* পায়রার কূজন। 'শুকায়ে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কপোতবধূ [স] *বি* মাদি কবুতর। 'শ্যেন যথা লয়ে যায় কপোতবধূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কপোতিনী [স] *বি স্ত্রী* কবুতর। 'বিরহিণী কপোতিনী, এলোকেশে কালোমেঘে পিজে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কপোতী [স] *বি স্ত্রী* কবুতর। 'কপোতী যেমতি কুহরে নিবিড় বনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কপোতীমণ্ডলী [স] *বি* মাদি কবুতরের ঝাঁক। 'কপোতীমণ্ডলীর মধ্যে পক্ষিরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

কপোতেশ্বর [স] *বি* পবিত্র আত্মা। 'জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বর, এই ঈশ্বরত্রয় খ্রীষ্টানদিগের উপাস্য দেবতা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কপোতাক্ষ [স] *বি* যশোরের অন্তর্গত নদীবিশেষ। 'কপোতাক্ষ নদ।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কপোতাক্ষী [স] *বি* কপোতাক্ষ নদ। 'যে দেশে রজতরেখা, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষী আর।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

কপোল [স] ১ *বি* ললাট। 'উন্নত গণ্ড কপোল থীনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* গাল। 'কাহারে চুম্বএ কপোল চাপিয়া ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কপোলকল্পিত [স] *বিণ* মনগড়া। 'দুই একটা বা সত্য, দুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত!' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কপোলতল [স] *বি* গণ্ডদেশ। 'সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে কপোল-তল।' *নজরুল*, ১৯২২।

কপোলদেশ [স] *বি* মুখমণ্ডল। 'তুলোর স্তর দিয়ে আচ্ছন্ন করে নিজের কপোলদেশ বহুযত্নে লালন পালন করছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কপোলযুগ [স] *বি* দুই গাল। 'চাঁদা দিতে কপোলযুগ পাণ্ডুবর্ণ করিয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কপোলস্বেদবারি [স] *বি* গালের ঘাম। 'ও শিশির কপোলস্বেদবারি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কপ্নিন [স কৌপীন] *বি* নেংটি। 'পরনে কপ্নিনটুকু পর্যন্ত নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কপ্পুরে [স কর্পূর>] *বিণ* কর্পূর থেকে উৎপন্ন। 'কপ্পুরে, ফোঁপড়ায় নবান্নের গন্ধে নবান্নের মত তুমি আর আমি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কফ[১] [আ] *বি* শ্লেষ্মা। 'করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কফকর [আ কফ+স কর] *বিণ* কফ বা শ্লেষ্মাকারক। 'ভেদকর কফকর হিম কিছু বটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কফ হওন *ক্রি* শ্লেষ্মা হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কফাভিভূত [আ কফ+স অভিভূত] *বিণ* শ্লেষ্মায় আক্রান্ত। 'কফাভিভূত হইলে সকলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া চিতা প্রস্তুত করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কফ[২] [ই] *বি* জামার হাতার প্রান্তভাগ। 'হাতিগুলির দিকে তাকিয়ে আর শার্টের কফে নোট টুকে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কফন [আ কাফন] *বি* মৃতদের আচ্ছাদনের কাপড়। 'আন্টুনি ফিরিঙ্গী কফন চোর।' *রাজ*, ১৮৭৪।

কফন-চোর [আ কফন+স চোর] *বি* মৃতদের আচ্ছাদনের কাপড় চুরি করে যে। 'আন্টুনি ফিরিঙ্গী কফন চোর।' *রাজ*, ১৮৭৪।

কফি [ই] *বি* কফি-বীজের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি চা জাতীয় পানীয়। 'প্রাতরাশের টী ও কফি প্রস্তুত হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কফিখানা [ই কফি+ফা খানা] *বি* কফির রেস্তোরাঁ। 'কফিখানায় সেও একদিন তাকে কফি খাওয়াবে।' *তারা*, ১৯৪৩।

কফিঘর [ই কফি+ঘর] *বি* কফি বিক্রি হয় এমন ছোটো রেস্তোরাঁ। 'লন্ডনের কোন বাইলেনের কোন ঘুপচি আধো অন্ধকার কফিঘরে ...।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

কফিন [ই] *বি* শবাধার। **কফিন-চোর** [ই কফিন+স চোর] *বি* শবাধার চুরি করে যে। 'পদ্মলোচন আবার কফিন-চোরের ব্যাটা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কফিনে পেরেক মারা – চূড়ান্ত ক্ষতি করা। 'ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কফিনে আর একটা পেরেক মেরেছিল ইংরেজেরই বেতন-ভোগী গুপ্তচরেরা।' *সাদত*, ১৯৬৭।

কফুয়া [আ কফ>] *বিণ* শ্লেষ্মাযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কবচ [স] ১ *বি* বর্ম। 'কবচ করিল ছারখার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বীজমন্ত্র। 'বিশ ত্রিশ জন চণ্ডীপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ *বি* কবজ; তাবিজ; মাদুলি। 'বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কবচন [স কুবচন] *বি* নিন্দা। 'তোর কবচন সব গোপীজন কহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কবজ[১] [স কবচ] *বি* কবচ; মাদুলি। 'কবজ করিয়া পত্র গলেত বান্ধিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কবজ[২] [আ কবজ] ১ *বি* রশিদ। 'জমিদার লোকের দরমাহার কবজ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। ২ *বি* দখল। 'তাহার রাজ্য কবজ করিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

কবজ পত্র [আ কবজ+স পত্র] *বি* অধিকারপত্র। 'কবজ পত্র মিদং কায্যনঞ্চ য়াগে আমার পোয়ত্রীক ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৪।

কবজা [আ কবজাহ্] ১ *বি* ধাতব উপকরণবিশেষ যা দিয়ে কপাট চৌকাঠের সঙ্গে আটকানো থাকে। *ক্যালগে*, ১৭৮৯। ২ *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'আমায় কবজায় আনবার শক্তি ওই অনন্ত অসীম শক্তিধারীর নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কবজি [আ কবজা] *বি* হাত ও বাহুর সন্ধিস্থল; মণিবন্ধ। 'জ্যাকেটের হাত কবজি পর্যন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কবজিঘড়ি [আ কবজা+ঘড়ি] *বি* হাতঘড়ি। 'একটা কবজিঘড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কবড়ী [স কপর্দিক] *বি* কড়ি। 'কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

কবতহি *ক্রিবিণ* কখনো। 'কবতহি নাহি জানি সুরতকি বাত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কবন্ধ [স] ১ *বি* মাথাবিহীন ভূত। 'উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* বিষম আকৃতির। 'পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

কবর [আ] ১ *বি* সমাধি; গোর। *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* ধ্বংস। 'ইসলামে তুমি দিয়ে কবর মুসলিম বলে করো ফখর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কবরখানা [আ করব+ফা খানাহ্] *বি* গোরস্থান। 'আজ সে হাতে নাই শক্তি, কবরখানায় বসে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কবর-গাহ [আ করব+ফা গাহ] *বি* কবরস্থান। 'শহীদগণের কবর-গাহে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কবরচূড়া [আ করব+স চূড়া] *বি* কবরের শীর্ষফলক। 'কারুখচিত কবরচূড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কবর দেওয়া *ক্রি* সমাহিত করা। 'কাঁটাস্কন্ধ লইয়া অন্য২ লোক দিয়া কবরে দেওয়াইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

কবরপুর [আ করব+স পুর] *বি* কবরস্থান। 'গাড়ী টেনে নিয়ে চললো আখেরাতের গেট কবরপুরের দিকে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কবরপোষ [আ করব+ফা পোশ] *বি* কবরের আচ্ছাদন; গিলাফ। 'আজিকে দুয়ারে নাই চাঁদির কবাট/ মোতির কবরপোষ আর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কবরভূমি [আ করব+স ভূমি] *বি* সমাধিক্ষেত্র। 'সেটা সত্যই জাহানারার কবরভূমি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কবরময় [আ কবর+স ময়] *বিণ* সমাধিতে পূর্ণ। 'নতুবা করিব এ গাঁও কবরময়।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কবুরে [আ কবর>] *বিণ* কবরের মতো। 'আমরা কজন কবুরে স্তব্ধতা

নিয়ে বসে আছি।' *শামসুর*, ১৯৭২।

কবরী [স] ১ *বি* খোপা। 'চামরী জিনিঞা তোর চিকত কবরী।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বি* কৃত্রিম খোঁপা। 'কবরী, পাউডার, মাস্কারা, চোখের পালিস, রুজ, নখ-পালিস।' *বেগম*, ১৯৪৭।

কবরি [স কবরী] *বি* খোঁপা। 'চুম্বন করএ কারে ধরিয়া কবরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কবরীচক্র [স] *বি* খোঁপা। 'বাছার কবরীচক্রে কমলমালা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কবরীবন্ধ [স] *বি* খোঁপার বাঁধন। 'থাকে কবরীবন্ধে কারো ডোর হয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কবরীমূল [স] *বি* খোঁপার মূল। 'এখনও কবরীমূলে/ কুসুম পড়েনি ঢুলে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কবরেজ [স কবিরাজ] *বি* কবিরাজ। 'আমি কবরেজ ডাকতে পার্ব্বো না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কবরেজখানা [স কবিরাজ+ফা খানাহ্] *বি* কবিরাজি চিকিৎসালয়। 'পাশেই জীবনমশায়ের কবরেজখানা।' *তারা*, ১৯৫৩।

ক-বর্গ [স] *বি* ক থেকে ঙ পর্যন্ত পাঁচটি বর্ণের সমষ্টি। 'দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের কবর্গ চবর্গাদি বর্গ বিভাগের নিয়মানুসারে বিভক্ত দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কবর্দ্দক [স কপর্দক] *বি* কড়ি। 'বাকী কবর্দ্দক কড়া হরচন্দ্র বাকী থাকিবেক না।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

কবর্দ্ধক [স কপর্দক] *বি* টাকাকড়ি। 'এক ঘাট কবর্দ্ধকে বলাইব ধনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কবল [স] ১ *বি* গ্রাস। 'অসৎ পরিবারের করাল কবলে পতিতা।' *বিদ্যা*, ১৮৯২। ২ *বি* প্রভাব। 'ইংরাজের প্রবল আকর্ষণের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* পরাধীনতার শৃঙ্খল। 'তোলে তারা স্বাতন্ত্র্যের গান – বাঁচাবে মোদের নাকি প্রতীচী কবল থেকে।' *আহসান*, ১৯৪৪। ৪ *বি* আক্রমণ। 'নিষ্ঠুর কবলে ধ্বংস হতে থাকে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কবলগত [স] *বিণ* করতলগত। 'মহাজনগণের কবলগত হইতেছে।' *এসলাম*, ১৯১৯।

কবলগ্রস্ত [স] *বিণ* জোরপূর্বক অধিকৃত। 'নটনটীর কবলগ্রস্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল বিত্তশালীদের ঘৃণ্য লালসাগ্নি উদ্দীপ্ত ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কবলিত [স] *বিণ* অধিকৃত। 'তোমার মাতঙ্গ-বল আচ্ছাদন কৈল জল কবলিত কৈল নাল গুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কবলানো [আ কাবল>] *ক্রি* ঘুষ হিসেবে দেওয়া। 'তুমি আরও টাকা কবলাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কবলাস [স কপিনাস] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'নাকাড়া দুমদুমি বাজে পিনাকে কবলাস।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কবলিত *দ্র* **কবল**

কবহু *ক্রিবিণ* কখনো। 'ন মোয়ঁ কবহু তুঅ অনুগতি চুকলিহু বচন ন বোলল মন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কবাই [আ কাবা] *বি* জামাবিশেষ। 'কিরণ কবাই গায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কবাট [স কপাট] ১ *বি* দরজা; রোধ। 'পিরীতি দ্বারের কবাট করিব।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* আবরণ। 'স্ত্রীলোকের মনের কবাট খুলিয়া যদি বিশেষ তন্ন তন্ন ভাবে দেখা যায়।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কবাটি [স কপাট] *বি* হা-ডু-ডু খেলা। 'কবাটি খেলার চুঁ ধরার সুরে গেয়ে যাচ্ছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কবাব [আ কাবাব] *বি* কাবাব; লোহার শিকে বিদ্ধ-করা আগুনে ঝলসানো মাংস। 'দিব্বি মোটাগোটা চর্ব্বিদার জিনিস বানাইয়া, কোরমা, কালিয়া, কবাবে পেট পুরিয়া থাকি।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

কবালা [আ] *বি* বিক্রির দলিল। 'পৈতৃক ভূসম্পত্তি ... কবালা, পত্তনী এবং মিরাস স্বত্বে দলীল লিখাইয়া লইতে লাগিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

কবালী [স কপালী] *বি* পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; কপালী। 'মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

কবি[১] [স] ১ *বি* পদ্যকার। 'সরস কবি বিদ্যাপতি গাওল নিঅ মনে অবধারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কুলীন কবি আসিব শতেক দ্বিজবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কবিগান। 'আধুনিক এক ব্যক্তি কবি লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বি* কাব্য রচয়িতা। 'তাহা কবি ভিন্ন আর কেহই লিখিতে সাহসী হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৪ *বিণ* কাব্যস্রষ্টা। 'কবি কালিদাসকৃত নলোদয় কাব্যের চতুর্থ উচ্ছ্বাসে প্রণীত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৫ *বি* প্রভু; বিশ্বধাতা। 'দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

কবিআনা [স কবি+ফা আনা] *বি* কবিত্ব; কবির ভাব। 'যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলাম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কবিওআলা, কবিওয়ালা [স কবি+হি ওয়ালা] ১ *বি* কবিগানের দলপ্রধান। 'পাঁচালি এবং কবিওয়ালা ও যাত্রার দলে ইহার প্রাদুর্ভাব ছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* কবিগান গায়ক বা রচয়িতা; কবিয়াল। 'কবিওআলা।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কবিওলা [স কবি+হি ওয়ালা] *বি* কবিগান গায়ক। 'কবিওলাদিগের এক একটি কবিতা এমন যে ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

কবিকঙ্কণ [স] *বি* উপাধিবিশেষ। 'কবিকঙ্কণ উপাধিতে খ্যাত ... এক ব্রাহ্মণ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কবিকণ্ঠহার [স] *বি* কবিশ্রেষ্ঠ। 'বিদ্যাপতি ভন কবিকণ্ঠহার ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কবিকৎ [স কবি>] *বি* কবি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কবিকর [স] *বি* কবি। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

কবিকর্ম [স] *বি* কবিতা। 'বোদলেয়ার ...কবিকর্মের কেন্দ্রে ব্যঞ্জনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটালেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

কবিকর্মী [স] *বি* কবিতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি। 'কবিকর্মীর পক্ষে সাম্প্রতিক সংস্কৃতির প্রত্যেকটি ধারা সম্বন্ধেই ... জ্ঞান রাখা প্রয়োজন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

কবিকল্পনা [স] ১ *বি* কল্পনাবিলাস। 'প্রত্যক্ষদর্শীর নিকটে এ বর্ণনা শুদ্ধ অবাস্তব কবিকল্পনাপ্রসূত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* অবাস্তব কল্পনা। 'কিন্তু বাসুদেব কবিকল্পনা নহেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৬। ৩ *বি* কবির সৃজনশীলতা। 'বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কবিকীর্তি [স] *বি* কবির সৃষ্টিকর্ম। 'কবিকীর্তি কবির জামার পকেটে-পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কবিকুল [স] *বি* কবিসমাজ। 'দেখ এই ধরাতলে কবিকুলগুরু বলে খ্যাত আছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কবিকুলগুরু [স] *বি* কবিগোষ্ঠীর গুরু বা ওস্তাদ। 'কবিকুলগুরু বলে

খ্যাত আছে পণ্ডিত মহলে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কবিকুলশিরোমণি [স] *বিণ* কবিশ্রেষ্ঠ। 'কবিকুলশিরোমণি কালিদাস এই রাজ্য ... পরিচালন করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কবিখ্যাতি [স] *বি* কবি হিসেবে পরিচিতি। 'রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি একান্ত খাতিরের ব্যাপার।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

কবি গাওয়া *ক্রি* কবিগান গাওয়া। 'লোকের বাটীতে নাচিয়া কবি গাহিত।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

কবিগান [স] **১** *বি* কবিহৃদয়ের সংগীত। 'আপনার সমস্ত কবিগান বাণীহীন অতলে দিয়েছে বিসর্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২** *বি* আঠারো শতকে উদ্ভূত এক ধরনের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গান। 'কবিগানের পাল্লার সে মস্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

কবিগানের পাল্লা *বি* কবিগানের প্রতিযোগিতা। 'কবিগানের পাল্লার সে মস্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

কবিগিরি [স কবি+ফা গিরি] *বি* কবির ভাব। 'কবিগিরি ফলাবার উৎসাহ-বন্যায় আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কবিগীতা [স] *বিণ* কবি কর্তৃক বর্ণিত। 'কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কবিগীতি [স] *বি* অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে কলকাতায় উদ্ভূত একধরনের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গান। '... রামবসু, রঘুনাথ প্রভৃতি এই সময়ের বিখ্যাত কবিগীতি রচয়িতা।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

কবিগুরু [স] *বি* গুরুস্থানীয় কবি। 'উরুপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

কবিগোষ্ঠী [স] *বি* কবিকুল। 'কৃত্রিম কাব্যচর্চায় মশগুল এক কবিগোষ্ঠী কিভাবে শক্তির অপচয় করছেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কবিচিত্ত [স] *বি* কবিহৃদয়। 'দেখি মগন হল সুখে কবিচিত্ত, ভুলি গেল সব কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কবিজনোচিত [স] *বিণ* কবির পক্ষে শোভন। 'এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কবিজাতি [স] *বি* কবি সম্প্রদায়। 'আমরা কবিজাতি।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

কবিজীবন [স] **১** *বি* কাব্যচর্চার জীবনকাল। 'তাহার কবি জীবন ধন্য হইয়া গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'একবার যাওয়া যাক কবিজীবনের গোড়াকার সূচনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **২** *বি* কবির জীবন। 'সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই কবিজীবনের পুষ্পকানন অভিষিক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কবিদল [স] *বি* কবি-সমষ্টি। 'কবিদলে মিলি আকাশে ধ্বনিয়া তুলিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কবিপতি [স] *বি* কবিদের অধিপতি। 'কবিপতি, নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কবিপদবাচ্য [স] *বিণ* কবি খ্যাতির উপযুক্ত। 'তিনি যথার্থই কবিপদবাচ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

কবিপরিত্যক্তা [স] *বি* কাব্যে উপেক্ষিত নারী। 'এই কবিপরিত্যক্তাদের মধ্যে কাহাকে কে হৃদয়ে আশ্রয় দিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কবিপুরুষ [স] *বি* কবিসত্তা। 'নিজের অন্তরের গোপন কবিপুরুষকে মিনতি করে বলেছেন ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

কবিপ্রতিভা [স] *বি* কবিত্বশক্তি। 'কবিপ্রতিভা এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কবিপ্রতিভামুগ্ধ [স] *বিণ* কবিত্ব প্রতিভার সমঝদার। 'কবিপ্রতিভামুগ্ধ বিভিন্ন অমাত্য ক্রমে তাঁকে দিয়ে বিভিন্ন কাব্য লিখিয়ে নেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

কবিপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাণগত বৈশিষ্ট্যে কবিসুলভ। 'প্লেটোর মতো কবিপ্রাণ দার্শনিক যদি শেষ পর্যন্ত কবিতার দাবি দর্শনের নামে খারিজ করে থাকেন ...।' *শিব*, ১৯৫০।

কবিপ্রিয়া [স] *বি স্ত্রী* কবির প্রিয় যে। 'কবিপ্রিয়ার তুমি প্রতিবেশী, সারা মুখর প্রহর ধরে তোমার মেশামেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কবি-বন্ধু [স] *বি* কবির বন্ধু। 'কবি-বন্ধুরা হতাশ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কবিবর [স] *বিণ* কবিশ্রেষ্ঠ। 'তাহার সভাসদ রুচির চারুপদ রচে মুকুন্দ কবিবর'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কবি-বর্ণিত [স] *বিণ* কবি কর্তৃক কল্পিত। 'অতএব কবি-বর্ণিত বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কবিব্রত [স] *বি* কবির শপথ। 'কবি নওয়াস তার কবিব্রত ধারণ করলে।' *শওকত*, ১৯৬২।

কবিযশ [স] *বি* কবিখ্যাতি। 'কবিযশে তারি কাছে বারো-আনা ঋণী যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কবিযশঃপ্রার্থিনী [স] *বি স্ত্রী* কবিখ্যাতি চান এমন। 'খাতার মধ্যে কবিযশঃপ্রার্থিনীর উপহাস্যতার প্রমাণ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কবিযশঃপ্রার্থী [স] *বি* কবিখ্যাতি পেতে চায় যে। 'ইহার পর কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কবিয়ানা [স কবি+ফা আনা] **১** *বি* কবিস্বভাব। 'বাংলাদেশে এক ধরনের কবিয়ানাকে রবিয়ানা বলত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। **২** *বি* কবির আচরণ। 'কাব্যনাট্যখানা নিয়েই পবিত্র বুঝি একটু কবিয়ানা করছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কবির খেয়াল *বি* কবির হেয়ালি। 'এই বুঝি কবির খেয়াল হয়ে গেল লেখাটি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কবিরায় [স] *বি* সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'তাঁর ভাষায় কবিরায়ের ইংরেজি প্রতিবাক্য হচ্ছে পোয়েট-লরিয়েট।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

কবিরূপে [স] *ক্রিবিণ* কবি হিসেবে। 'ধর্মোপদেষ্টারূপে নয়, কবিরূপে এক উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

কবিসঙ্গম [স] *বি* কবিসম্মেলন। 'এক গাদা সঙ্গীত সম্মেলন, কবিসঙ্গম, মুশাইরা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কবিসঙ্গীত, কবি-সংগীত [স] *বি* আঠারো শতকে উদ্ভূত এক ধরনের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গান; কবিগান। 'কবিসঙ্গীত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কবিসম্রাট [স] *বি* শ্রেষ্ঠ কবি। 'আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবিসম্রাটও।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

কবিসৈনিক [স] *বি* কবিরূপ সৈনিক। 'প্রথমেই কবিসৈনিক বলে সম্বোধন করেছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কবি-হৃদয় [স] *বি* কবিমানস; সংবেদনশীল মন। 'ভাবসংশ্রবে কবি-হৃদয়ের একটি স্পৃহনীয় পদার্থ হইয়া আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬; 'কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কবীন্দ্র [স কবি-ইন্দ্র] *বি* কবিসম্রাট। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল কবীন্দ্রই নহেন।' *শহীদুল্লাহ,* ১৯৩১।

কবি[২] *বি* জাভা উপদ্বীপের ভাষাবিশেষ। 'এদেশের সংস্কৃত ভাষার ন্যায় তথাকার কবি নামক ভাষা অতিশয় শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয়।' *অক্ষয়,* ১৮৫০।

কবিতা [স] ১ *বি* কাব্যগুণান্বিত রচনা; সর্বোত্তম শব্দরাজির সর্বোত্তম বিন্যাস। 'তাহা দেখি কবিতা আমি করিনু রচন।' *গরীব,* ১৭৬৫; 'এই ইংরাজি কবিতা ও বাংলা কবিতাগুলিতে অতি অল্প প্রভেদ আছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৭৭। ২ *বি* কাব্যের অংশবিশেষ; ছোটো পদ্য। *ওসাঁ,* ১৭৮৫। ৩ *বি* কবিগান। 'কবিতা এবং আখড়াই গানের যে কি প্রকার কুৎসিত ...।' *অক্ষয়,* ১৮৪৫।

কবিতা-আবৃত্তি [স] *বি* কবিতাপাঠ। 'গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২।

কবিতাওয়ালা [স কবিতা+হি ওয়ালা] *বি* কবিয়াল। 'নীলু ঠাকুর কবিতাওয়ালার মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ ...।' *দর্পণ,* ১৮২৫।

কবিতাকন্যা [স] *বি* কাব্যলক্ষ্মী। 'বিষাদের বিষলিপ্ত কবিতাকন্যারে ধার দিই জনে জনে।' *সুভাষ,* ১৯৪০।

কবিতাকলা [স] *বি* কাব্যশিল্প। 'কবিতাকলার দিক থেকে পারস্যের নিশ্চয়ই দুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

কবিতাকার [স] *বি* কবিয়াল। 'কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানাপ্রকার কদুক্তি ...।' *রামমোহন,* ১৮২০।

কবিতাকারক [স] *বি* কবি। 'সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে সর্ব্বোপরি সুখোদিতা যে এক কবিতা আছে ... দ্বিতীয় ব্যক্তি কহেন কবিতাকারকের কোন ভ্রম নাই।' *দর্পণ,* ১৮৩৬।

কবিতাখোদক [স] *বি* কবিতা রচয়িতা। 'সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে সর্ব্বোপরি সুখোদিতা যে এক কবিতা আছে ... তৃতীয় ব্যক্তি কহেন যদ্যপি ঐ কবিতাখোদকের ভ্রম হইয়াছিল।' *দর্পণ,* ১৮৩৬।

কবিতাদেবী [স] *বি* কবিতারূপ দেবী। 'কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

কবিতা-নিকুঞ্জ [স] *বি* কাব্যজগৎ। 'কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি।' *মাইকেল,* ১৮৬৬।

কবিতাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* কবিতা বিষয়ক। 'এই কবিতাময়ী পত্রিকাখানিতে প্রাচীন মুসলমান কবিদের কবিতাবলীর আলোচনা হওয়া উচিত।' *প্রচারক,* ১৮৯৯।

কবিতামৃত [স] *বি* কবিতারূপ অমৃত। 'লভি, মা, কবিতামৃত – নিরুপম সুধা!' *মাইকেল,* ১৮৬০।

কবিতারস [স] *বি* কাব্যরস। 'ভারত রচিল ফুলকবিতা কবিতারসের শালিকা।' *ভারত,* ১৭৬০।

কবিতাশক্তি [স] *বি* কবিতা লেখার ক্ষমতা। 'গানশক্তি ও কবিতাশক্তি অতিশয় ছিল।' *দর্পণ,* ১৮১৯।

কবিতা সুন্দরী [স] *বি* কাব্যলক্ষ্মী(?)। 'ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

কবিতিকা [স] *বি* ছোটো কবিতা। 'যথাসময়ে আমার অন্যান্য কবিতিকার সঙ্গে এ-কয়টিও আমার লেখন নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৬।

কবিত্ব [স] ১ *বি* কাব্য রচনা। 'সংগীত কবিত্ব ভক্তিমত কর গিয়া।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। ২ *বি* কবিতা রচনার শক্তি। 'ইহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব বিষয়ের গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না।' *গুপ্ত,* ১৮৫৫। ৩ *বি* কবিগিরি। 'গাছের তলায় বসে কবিতা লিখলে দস্তুরমত কবিত্ব করা হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

কবিত্বকলা [স] *বি* কবিতার নির্মাণকুশলতা। 'আছে কী কী বীজ কবিত্বকলায়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

কবিত্ব-খেলা [স কবিত্ব+খেলা] *বি* বালসুলভ কাব্যময়তা। 'একলা আপন মনে কবিত্ব-খেলা করতুম।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

কবিত্বগাথা [স কবিত্ব+স গ্রন্থন] *বি* কবির ভাবের বর্ণনা। 'প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

কবিত্ব-ছুট *বিণ* কাব্যহীন। 'এ দুটি উক্তিই সমান কবিত্ব-ছুট।' *প্রমথ,* ১৯২৯।

কবিত্বধারা [স] *বি* কবিতা-প্রতিভা। 'তাঁহার কাব্যে কবিত্বধারা তত প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই।' *সওগাত,* ১৯২৬।

কবিত্বপূর্ণ [স] ১ *বিণ* কাব্যিক ভাববিশিষ্ট; কাব্যময়। 'কবিত্বপূর্ণ বিশেষণ নাই, কতগুলি কথা ও ঘটনা জোড়া তাড়া দিয়া ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১। ২ *বিণ* কাব্যকল্পনায় মশগুল। 'কবিত্বপূর্ণ মোলায়েম ধরনে চক্ষু বুঁজে বেড়িয়ে বেড়াননি।' *নজরুল,* ১৯১৯। ৩ *বিণ* কাব্যময়; কাব্যগুণযুক্ত। 'ইহার ভাষা এতই সরল, সহজ, মধুর, কবিত্বপূর্ণ ও অনায়াসগামিনী যে ...।' *সওগাত,* ১৯১৯।

কবিত্ববেদনা [স] *বি* কবিতা রচনার পূর্বে কবি-হৃদয়ের ব্যাকুলতা। 'মনের মধ্যে ভারী একটা অপরূপ কবিত্ববেদনার সঞ্চার হচ্ছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

কবিত্বভিত্তি [স] *বি* কবিত্বশক্তি। 'কবির কবিত্বভিত্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

কবিত্বময় [স] *বিণ* কাব্যিক ভাববিশিষ্ট; কবিত্বপূর্ণ। 'কবিত্বময় ভালোবাসার জন্য তার যে পিপাসা।' *মানিক,* ১৯৪০।

কবিত্বশক্তি [স] *বি* কবিপ্রতিভা। 'তিনি কবিত্বশক্তি দ্বারা ... প্রতিপত্তি লাভ করেন।' *বিদ্যা,* ১৮৬৩।

কবিয়াল [স কবি+হি ওয়ালা>] *বি* কবিগান রচয়িতা ও গায়ক। 'ভোলা ময়রা কবিয়াল।' *তারা,* ১৯৪০।

কবিয়ালি [স কবি+হি ওয়ালা>] *বিণ* কবিয়ালদের মতো। 'চমৎকার কবিয়ালি লড়াই শুরু করেছে।' *জীবন,* ১৯৪৮।

কবিরাজ[১] [স] ১ *বি* বংশনাম; পদবি। 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বি* চিকিৎসক; বৈদ্য। *ওসাঁ,* ১৭৮৫; 'চারিজন কবিরাজ চিকিৎসা করিতেছে।' *কেরি,* ১৮০২; 'মানিলে কবিরাজের বাক্য তবে রোগ হতো আরোগ্য।' *লালন,* ১৮৯০।

কবিরাজি, কবিরাজী [স কবিরাজ>] ১ *বিণ* আয়ুর্বেদীয়। 'কবিরাজী ঔষধের তালিকা।' *বিভূতি,* ১৯২৯; 'একটু কবিরাজি চিকিৎসা হইল।' *মানিক,* ১৯৩৭। ২ *বিণ* আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি। 'কবিরাজী, হাকিমী এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রবর্তন।' *আজাদ,* ১৯৩৬।

কবিলা [আ কবিলাহ্] ১ *বি* সমগ্র পরিবার। *মানোএল,* ১৭৪৩। ২ *বি* স্ত্রী। 'জব্বারের কবিলা জয়নাব তার নাম।' *গরীব,* ১৭৬৫।

কবিলাস [স কৈলাস] *বি* স্বর্গ। 'এতদিনে ছাড়িলুঁ সিংহল কবিলাস।' *আলাওল,* ১৬৮০।

কবীর [আ] *বি* ষোলো শতকের ভারতীয় সাধক। 'তুলসী ও কবীর পরম

বন্ধুর প্রেমামৃত রসে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কবীরপন্থী [আ কবীর+স পন্থাঃ] *বি* উত্তর ভারতীয় সাধক কবির প্রবর্তিত ভক্তিমার্গের অনুসারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কবীরপন্থীদিগের নীতিশাস্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কবীর-সম্প্রদায় [আ কবীর+স সম্প্রদায়] *বি* উত্তর ভারতীয় সাধক কবির প্রবর্তিত ভক্তিমার্গের অনুসারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'অনেক সম্প্রদায় কবীর-সম্প্রদায়েরই শাখাপ্রশাখা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কবীরা [আ] *বিণ* ইসলামি শাস্ত্রমতে ক্ষমাযোগ্য নয় এমন। 'গোনাহ কবীরা করছিস আমায় ধরে রেখে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কবীরা গুনাহ্ [আ কবীরা+ফা গুনাহ্] *বি* গুরুতর পাপ। 'মুসলমানকে হিন্দু বানানো যে কতো বড়ো কবীরা গুনাহ্।' *পাশা*, ১৯৭১।

কবু [স কদা] *ক্রিবিণ* কভু। 'বিপাকে আমি কবু ঠেকি নাই।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কবুজাত [আ] *বি* চুক্তি। 'এই সকল কবুজাতে জারি হইবার পূর্ব্বে কবুজত ময়ুকুরের উপর ... নম্বর ও নিসান দিয়াযাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

কবুতর [ফা] *বি* পায়রা। 'একজোড় কবুতরে আসিয়া সুরঙ্গ দ্বারে ...।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কবুতরখানা [ফা কবুতর+ফা খানাহ্] *বি* কবুতর রাখা হয় যেখানে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কবুতরী [ফা কবুতর>] *বি স্ত্রী* পায়রা। 'নরম পালক পরা কবুতরীর মতো সে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

কবুরে *দ্র* **কবর**

কবুল [আ] **১** *বি* স্বীকার। 'কবুল করিয়া লই নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *বি* গ্রহণ। 'তোমরা কবুল এবে করহ আমারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* অনুমোদন। 'রাজারা সে দরখাস্ত কবুল করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বি* বিয়েতে সম্মতিসূচক উচ্চারিত শব্দ। 'বলো কন্যা কবুল কবুল।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কবুল করন *বি* রাজি হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কবুলজবাব [আ কবুল+আ জবাব] *বি* সম্মতি; স্বীকৃতি। 'বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কবুলতি [আ কবুলীয়ত] *বি* অঙ্গীকারপত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কবুলতিপত্র, কবুলাতীপত্র [আ কবুলীয়ত+স পত্র] *বি* স্বীকার করে নেওয়ার দলিল; সম্মতিপত্র। 'কবুলতিপত্র মিদং কার্য্যঞ্চঃ আগে।' *মেয়র্স*, ১৭৬৮; 'কবুলাতীপত্র।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'এই করারে কবুলতিপত্র লিখিয়া দিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮১।

কবুলান [আ কবুলীয়ত>] *ক্রি* স্বীকার করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কবুলিয়ৎ [আ] *বি* অঙ্গীকারপত্র। 'পাট্টা কবুলিয়ৎ প্রভৃতির উপর যে ইষ্টাম্পের মূল্য দিত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কবুলিয়ত [আ] *বি* অঙ্গীকারনামা। 'কবুলিয়ত রেজেষ্টরি করিতে আসিলে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

কবেকার **১** *বিণ* কোন সময়ের। 'কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* প্রাচীন কালের। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।' *জীবন*, ১৯৪২।

কবেহ [হি কভী] *ক্রিবিণ* কখনো। 'যার যে নিবন্ধ কবেহ নহে দূর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কবো [হি কভী] *ক্রিবিণ* কখনো। 'কেহ বোলে এইরূপ কবো নাহি শুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কবোষ্ণ [স] *বিণ* ঈষৎ উষ্ণ; অল্প গরম। 'তাঁহার করপল্লবে কবোষ্ণ বারিবিন্দু পড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

কব্জা [আ] **১** *বি* দরজা চৌকাঠের সঙ্গে জোড়া দেওয়ার ধাতব উপকরণ-বিশেষ। 'খিল, কব্জা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* আয়ত্ত। 'তাঁদের কব্জা থেকে সংগঠন এবং সংঘ সমিতিগুলিকে যতদিন সাধারণের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা না যাবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কব্জিঘড়ি, কব্জীঘড়ি [আ কবজা+ঘড়ি] *বি* হাতঘড়ি। 'একটা কব্জিঘড়ি আধুনিক ছেলেদের পক্ষে সাতরাজার ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪; 'হাতে কব্জী-ঘড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কভু [হি কভী] *ক্রিবিণ* কখনো। 'যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কভু-বা *ক্রিবিণ* কিংবা কখনো। 'কভু বা পন্থ গহন জটিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কভুহ *ক্রিবিণ* কখনো। 'কভুহ পাগল নহে মোহর নন্দন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কভূ [হি কভী] *ক্রিবিণ* কখনো। 'এত পরমাদ কভূ নহিল আমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কভো [হি কভী] *ক্রিবিণ* কভু; কখনো। 'পয়ঃপানে কভো মোরে কেহো নাহি পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কভোঁ [হি কভী] *ক্রিবিণ* কখনো। 'কভোঁ না লঙ্ঘিহ মোয় বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কম[১] [ফা] **১** *বিণ* অল্প। 'কম জমা না করিয়া আমার উপর বাকী বারো কীম্বা ১৩০০ তেরো সও তঙ্কা করিলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *বি* ঘাটতি। 'কম কিছু মোর আছে হেথা পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কমকায়া [ফা কম+স কায়া] *বিণ* ক্ষীণাঙ্গী। 'বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-লোচনা বচনেশ্বরী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কমজাত, কমজাৎ [ফা কম+আ জাত] **১** *বিণ* নীচমনা। 'বেমান কাফের তোর বেসোর কমজাত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* বদমাশ। 'বুঝিনু কুপুত্র মেরা এজিদ কমজাত।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বিণ* হীন কুলে জন্ম এমন। 'এজিদ মহাক্রোধে বলিলেন, নিমকহারাম, কমজাৎ কমিন!' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

কমজোর [ফা] *বিণ* দুর্বল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তাবে জীবনের মধু লোটে কমজোর ভীরু প্রাণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

কমজোরি [ফা] *বিণ* দুর্বল। 'কমজোরি শব্দসমূহ ব্যবহৃত।' *সুধাকর*, ১৮৯৩।

কমতরদুদি [ফা] *বি* সিদ্ধান্তহীনতা। 'একসী না হওন কেবল গোমাস্তার কমতরদুদি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

কমতি [ফা কম>] *বি* ঘাটতি। 'তাঁর তো কোনোখানি কমতি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

কমদরী [ফা] *বিণ* নিম্নমানের। 'স্যাকরা ডেকে দেখব নিজে/আসল কিংবা কমদরী।' *অন্নদা*, ১৯৪২।

কম-দামি [ফা কম+দামি] **১** *বিণ* সস্তা। 'কম-দামি জিনিসের ক্রেতা ... বেশি।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* কম মর্যাদাসম্পন্ন। 'এতেই তোরা লোক হাসালি, বিশ্বে হলি কম-দামি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কমদিল [ফা] *বি* সংকীর্ণ মন। 'কমজাত কমদিলের লোকগুলোকেও চিনেছি রোঁয়ায় রোঁয়ায়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

কম নজর [স কম+আ নজর] *বিণ* কম দেখতে পায় এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কমপক্ষে *ক্রিবিণ* অন্তত। 'পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর আক্রমণে কমপক্ষে ১৪জন ছাত্রী আহত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৯।

কমবয়সী [ফা কম+স বয়সী] *বিণ* অল্পবয়স্ক। 'কমবয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওয়া যায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

কমবুদ্ধি [স] *বিণ* নির্বোধ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কমবেশ, কমবেষ, কমবেস [ফা কম+ফা বেশি] **১** *বিণ* কমবেশি; প্রায়। 'কমবেস।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'জমি কমবেষ ৪ চারিকাটা।' *ক্যালগে*, ১৭৯১; 'কম বেশ চারি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বিণ* মোটামুটি। 'সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কমবেশি [ফা কম+ফা বেশি] *বি* তারতম্য। 'তবু এখানেও জানার কমবেশি আছে।' *শিব*, ১৯৫০।

কমসিদ্ধ [ফা কম+স সিদ্ধ] *বিণ* পুরোপুরি সিদ্ধ করা হয়নি এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কম সে কম, কমসে-কম [ফা কম+হি সে+ফা কম] *ক্রিবিণ* কমপক্ষে। 'পরিধানে কম-সে-কম দুই তিন থান কাপড়।' *নজরুল*, ১৯১৯; 'চামড়ার জুতোই কমসে-কম ৩০ লক্ষ জোড়ার আবশ্যক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কম হিম্মত [ফা কম+আ হিম্মত] *বি* কাপুরুষত্ব। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কম হিম্মতি, কম হিম্মতী [ফা কম+আ হিম্মত] **১** *বি* কাপুরুষতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* কাপুরুষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কমিয়ে-বাড়িয়ে [ফা কম>+স বৃদ্ধি>] *ক্রিবিণ* কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে। 'ফলিয়ে বলা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কমিয়ে-বাড়িয়ে বলার অবসর নেই।' *অবন*, ১৯২৫।

কমিয়ে সমিয়ে [ফা কম>] *ক্রিবিণ* সংক্ষিপ্ত ক'রে। 'গল্পটা কমিয়ে-সমিয়ে বলছি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কম[২] [স কম্>] *বিণ* কমনীয়। 'আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি অশ্রু-ধারা; মুকুতার কম রূপ ধরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কমক *বি* জল পড়ার শব্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কমঠ [স] *বি* কচ্ছপ। 'কমঠশরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কমঠবৃত্তি [স] *বি* আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। 'কমঠবৃত্তির অহংকারে ঢাকো ক্ষণভঙ্গুরতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

কমট [স কমঠ] *বি* কচ্ছপ। 'জরট কমট ভেট দিআ ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কমণ [স কিম্>] **১** *বিণ* কী। 'ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* কেমন। 'এ তোর কমণ আচার এ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কমণ্ডলু [স] **১** *বি* জলপাত্র-বিশেষ। 'কাঁথা কমণ্ডলু লাঠি গলায় তুলসী-কাঠি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সন্ন্যাসীদের জলপাত্রবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'যাঁহারা দণ্ড ও কমণ্ডলু সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের নাম দণ্ডী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কমন[১] [স কিম্>] *ক্রিবিণ* কেমন। 'কমন আন্তরে তোহ্মে হরিলেহে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কমন[২] [ই] *বিণ* সবার জন্য উন্মুক্ত। 'একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে; সেটা কমন অর্থাৎ সরকারি জায়গা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কমনরুম [ই] *বি* শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের মিলন কক্ষ। 'গাড়ি লাগিয়েছে দরজায় – কমনরুমে বরং এস।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কমন-ল [ই] *বি* অলিখিত সবার বেলায় প্রযোজ্য আইন। 'হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মার-প্যাচ বোঝে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কমনীয় [স] **১** *বিণ* সুন্দর। 'কমনীয় কলেবর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* লালিত্যপূর্ণ। 'কবীর ... স্বীয় কমনীয় বাক্যাবলী কেমন অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে!' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* স্নিগ্ধ। 'কল্যাণের শুভ্রদীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কমনীয়তা [স] *বি* কোমলতা। 'জীবনের অলংকার, যাহা কমনীয়তা, যাহা কাব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কমনে [প্রা কমণ] *ক্রিবিণ* কিভাবে। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

কমন্ত [স মন্ত্র>] *বি* মন্ত্র। 'কিন্তো কমন্তে কিন্তো তন্তে।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

ক-মন্তর [স মন্ত্র>] *বি* কী উপায়; কোন উপায়। 'ক-মন্তরে গোঁপের করিব দর্পচূর্ণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কমন্স [ই] *বি* সাধারণজন; ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ। 'তাহা হৌস অফ কমন্স নামক প্রজা প্রতিনিধি সাধারণ সভায় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

কমপাউণ্ড, কমপাউন্ড [ই] **১** *বি* প্রাঙ্গণ; চত্বর। 'কাছারি কমপাউণ্ড যেন গোরাচাঁদের মেলার মতো।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **২** *বি* উঠান। 'বাড়ির কমপাউন্ডের কতকগুলি নারকোল গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কমপিটিশন [ই] *বি* প্রতিযোগিতা। 'যোগ্য লোকদের মধ্যে কমপিটিশন আছে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

কমপ্লিট [ই] **১** *বিণ* শেষ। 'বাঁধাছাঁদা একেবারে কমপ্লিট।' *শরৎ*, ১৯১৬। **২** *বিণ* পুরোপুরি। 'সেখানে গিয়ে আর কিছু নয়, একদম কমপ্লিট রেস্ট।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কমপ্লিমেন্টারি [ই] *বিণ* বিনামূল্যে প্রদত্ত। 'কমপ্লিমেন্টারি কপি যতগুলি প্রাপ্য।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

কমপ্লেন [ই] *বি* অভিযোগ। 'আপনার নামে ফের কমপ্লেন এসেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

কমফর্টার, কমফর্টর [ই] *বি* পশমি গলাবন্ধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গলায় কমফর্টার জড়িয়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

কমবক্ত, কমবখত [ফা কমবখ্ত] **১** *বিণ* দুর্ভাগা; হতভাগ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মার্জনা করো গোনা পাপী কমবখতের!' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* দুরাচার। 'কোথায় এজিদ! কোথায় কমবখত!' *জসীম*, ১৯৩৩।

কমবক্তি [ফা কমবখ্ত>] *বিণ* হতভাগী। 'দুঃ বেটি কমবক্তি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

কমর [ফা] *বি* কোমর। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমি পতঙ্গ কমর বন্দি করি।' *রামরাম*, ১৮০১।

কমরবন্দি [ফা] *বি* কোমরে আটকানো থলি। 'কমরবন্দিতে যত গুলী পয়সা ধরিতে পারে, তত তুলিয়া লইল।' *মধু*, ১৮৫৭।

কমরবান্ধা [ফা কমরবন্দ] *বি* বেল্ট। 'কমরবান্ধা, মুখপাট্টা বান্ধা ... অগণ্য লাঠীয়াল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

কমরস্যাল বাঙ্ক [ই] *বি* বাণিজ্যিক ব্যাংক। 'কমরস্যাল বাঙ্ক নামে এক বাঙ্ক হয় ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কমরেড [ই] *বি* সাথি; সঙ্গী। 'এক বেদনার কমরেড ভাই মোরা সবাই।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কমল[1] [স] **১** *বি* পদ্ম। 'অধরাতি ভর কমল বিকসউ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০। **২** *বি* যোনি। 'কমল কুলিশ ঘান্টে করহুঁ বিআলী।' *চর্যা* ৪, ১২০০।

কমল-আঁখি [স কমল+স অক্ষি] *বি* পদ্মের মতো চোখ। 'মৃণাল হেরি মনে পড়ে কাহার কমল-আঁখি!' *নজরুল*, ১৯২৫।

কমল আসন [স] *বি* পদ্মাসন। 'কে আছে তোমার পর কমল আসনে করতার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কমলকর [স] *বি* পদ্মের মতো কোমল হাত। 'রক্ত কমলকর, রক্ত অধর-পুট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কমলকলি [স] *বি* পদ্মফুলের কলি। 'কমলকলি বুলায় বুকে কোমল কচি মুঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

কমলকলিকা [স] *বি* পদ্মকলি। 'কমলকলিকা সম তার পয়োভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মুদিত আলোর কমল-কলিটাটিরে রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কমলকানন [স] *বি* পদ্মবাগান। 'হের লো প্রফুল্ল যত কমলকানন।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

কমলকিরীট [স] *বি* পদ্মফুলের মুকুট। 'শিরে কমলকিরীট কমল-ভূষণা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কমলকুল [স] *বি* পদ্মপুঞ্জ। 'সরস কমলকুল বিকশিত যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কমল চরণ [স] *বি* পদ্মরূপ পা। 'প্রণামিআ দোহানের কমল চরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কমলদল [স] *বি* পদ্মফুলের পাপড়ি। 'তথাচ কমলদল ভ্রমরে না করে বল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কমলনয়ন [স] *বি* পদ্মের ন্যায় চোখ। 'সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমলনয়ন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কমল-নয়নী [স] *বিণ স্ত্রী* পদ্মের মতো চোখ যার। 'ঝরিল করুণা-বারি, কমল-নয়নী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

কমলপুতলা [স কমল+স পুত্রিকা] *বি স্ত্রী* পদ্মফুলের মতো সুন্দর পুতুল। 'আ মরি কমলপুতলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কমলবদনী [স] *বিণ* পদ্মের মতো সুন্দর মুখ যার। 'কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কমলবন [স] *বি* পদ্মবন। 'কাল ভ্রমরে কমলবন শোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কমলবয়নি [স কমলবদনী] *বিণ* পদ্মের মতো মুখবিশিষ্ট; কমলবদনী। 'কমলবয়নি কনককাঁতি মুকুতানিকর দশনপাঁতি।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

কমল-বরন [স কমলবর্ণ] *বিণ* পদ্মের মতো রংবিশিষ্ট। 'এসো অরুণ-চরন কমল-বরন তরুণ উষার কোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

কমলবরলোচনা [স] *বি স্ত্রী* পদ্মের মতো চোখ যার। 'চায় সে ফিরে বারে বারে/ কমলবরলোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

কমলমালা [স] *বি* পদ্মফুলের মালা। 'সেনাপতি – কমলমালা – আর একজনের কোমল মন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কমলমুকুল [স] *বি* পদ্মকুঁড়ি। 'তভোঁ নাহি পাএ মধু কমলমুকুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কমলমুকুলদল [স] *বি* পদ্মের পাপড়িসমূহ। 'আজি কমলমুকুলদল খুলিল, দুলিল রে দুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

কমলমুখী [স] *বিণ* পদ্মের মতো সুন্দর মুখবিশিষ্ট। 'লায়লী কমলমুখী সখীগণ সঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কমললোচন [স] *বি* পদ্মের মতো সুন্দর চোখ যার। 'কাতর কিকে হয় কমললোচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কমল-হীরে [স কমল+স হীরক] *বি* কমলরূপ হিরা। 'কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কমলা [স] *বি* হিন্দুদেবী লক্ষ্মী। 'অখিলের জননী কমলা সরস্বতী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কমলাক্ষ [স কমল-অক্ষ] *বিণ* পদ্মের মতো চোখবিশিষ্ট। 'কমলাক্ষ করি ধরে নাম-অবতংস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কমলাক্ষী [স কমল-অক্ষী] *বি* পদ্মের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট নারী। 'বিবর্ণ কোটরগত দুটি চোখ দেখে মনে পড়ল শুভদৃষ্টির সময়কার একটি ষোড়শী কমলাক্ষীকে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

কমলাঙ্ঘ্রিতল [স কমল-অঙ্ঘ্রিতল] *বি* পদ্মের মতো চরণতল। 'দ্বিকর কমল কমলাঙ্ঘ্রিতল ভুজ কমলের দণ্ড।' *কাশীরাম*, ১৬৫০।

কমলায়ত [স কমল-আয়ত] *বিণ* পদ্মের পাপড়ির মতো বিশাল। 'শিরে কমলকিরীট কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কমলালয় [স কমলা-আলয়] *বি* লক্ষ্মীর আবাস। 'কলিকাতা কমলালয় শব্দের যোগার্থ রহিল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

কমলালয়া [স কমল-আলয়া] *বি* লক্ষ্মী। 'কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কমলাসন [স কমল-আসন] *বি* পদ্মরূপ আসন। 'কমলাসনে আসীনা দেউলে ভারতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

কমলাসীনা [স কমল-আসীনা] *বি স্ত্রী* লক্ষ্মী। 'উর মা আবার কমলাসীনা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কমলোদর [স কমল-উদর] *বি* পদ্মফুলের অভ্যন্তর। 'অগত্যা খঞ্জনকেই কমলোদরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইল।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

কমল[2] [স কোমল] *বিণ* কোমল। 'নির্মল কমল বজনে নীল উতপল নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কমলা[1] **১** *বি* লেবুজাতীয় সুস্বাদু ফলবিশেষ। 'আঁওলা কমলা পাণিআল লবলী বদরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* পাকা কমলার মতো। 'পক্ষিরাজের মতো কমলারঙের পাখা ঝাড়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

কমলা[2] দ্র **কমল**[1]

কমলিনি, কমলিনী [স কমলিনী] [স] *বি স্ত্রী* পদ্ম। 'কমলিনি কমল বহই পণালেঁ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০; 'কমলিনীদলজল চঞ্চল দুইহো পড়িহাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কমলিনীনায়ক [স] *বি* সূর্য। 'এই কমলিনীনায়ক নিজ নায়িকা কমলিনীর প্রতি যে অনুরাগ রাশি অপ্রকাশিত রূপে স্বকীয় মানস মন্দিরে রাখিয়াছিলেন ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কমহার *বি* কণ্ঠাভরণবিশেষ। 'বোনের দেওয়া স্নেহ-বিজড়িত অশ্রু গৌরবোজ্জ্বল কমহার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কমা[1] [ফা কম>] *ক্রি* হ্রাস পাওয়া। 'বাবুগিরির সাধ কিছু কমিয়া আসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'এ দিকে কবির উৎসাহ ক্রমে/ নিমেষে নিমেষে আসিতেছে কমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কমা[2] [ই] *বি* বিরতি-চিহ্নবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কমা সেমিকোলন চলবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কমা দেওয়া *ক্রি* বিরতি দেওয়া। 'মেলা কথা হল জমা, এইখানে দিই কমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কমা-সেমিকোলন-কন্টকিত [ই কমা-সেমিকোলন+স কন্টকিত] *বিণ* কমা ও সেমিকোলনের অতিরিক্ত ব্যবহারে কন্টকিত। 'কমাসেমিকোলন-কন্টকিত দীর্ঘবাক্য।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

কমাণ্ডিং [ই] *বিণ* নির্দেশদানকারী। 'আমার কমাণ্ডিং অফিসার সাহেব বলেছেন ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

কমান [ফা কম>] *ক্রি* কম করা; ছোটো করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কমারিয়া [স কর্মকার>] *বি* কর্মকার সম্প্রদায় নির্মিত ধাতব মুদ্রাবিশেষ। 'অষ্টম প্রকার কমারিয়া ত্রিশূল পয়সা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

কমার্শিয়াল [ই] *বিণ* বাণিজ্যিক। 'পার্সেন্ট আর কমিশন কথাগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা কমার্শিয়াল গন্ধ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

কমি, কমী [ফা কমী] ১ *বি* কমতি; হ্রাস। 'সিক্কা সিক্কা কাটিল মণত বাট্টা কমি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'ইহাতে জে কমী হয় আমাকে খাল্লাষ দিবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৭০। ২ *বিণ* কম। 'এজিদ খসম যার কোন বাতে কমি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কমিউনিজম [ই] *বি* এমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি, যার অধীনে রাষ্ট্র হলো উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী, এবং দেশের নাগরিকরা সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে ও রাষ্ট্র তাদের প্রয়োজন অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়। 'কমিউনিজমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে...' *বেগম*, ১৯৪৮।

কমিউনিস্ট, কমিউনিষ্ট [ই] *বি* কমিউনিজমে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের সদস্য। 'কমিউনিষ্ট দলকে কোণঠাসা করিয়া দিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪১; 'উক্ত সভায় লীগ, কমিউনিস্ট, র‍্যাডিক্যাল প্রভৃতি ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৫।

কমিউনিটি সেন্টার [ই] *বি* সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য বিশেষ ভবন বা মিলনায়তন। 'গেণ্ডারিয়া কমিউনিটি সেন্টার মহিলা বিভাগের ...।' *বেগম*, ১৯৬২।

কমিক [ই] ১ *বি* হাস্যরস সৃষ্টিকারী অভিনেতা। 'আমার তো মনে হয় 'কমিক' হতে চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* হাস্যরসপূর্ণ। 'পৃথিবীতে যা ছোটো তাই কমিক।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'ভদ্র সমাজে শ্রমিকের কথা কমিক গানের মতো।' *নজরুল*, ১৯৪১।

কমিট করা [ই কমিট+করা] *ক্রি* কথা দেওয়া। 'যখন কমিট ক'রে ফেলেছ, তোমায় মেন্টেন করতেই হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

কমিটি, কমিটী [ই] *বি* কাজ পরিচালনাকারী পরিষদ। 'একাংশ এক বৎসরের নিমিত্ত মাজিস্ট্রেট বা লাটিরি কমিটি সাহেবেরদিগকে দেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'বিদ্যাবিষয়ক কমিটীর অধিষ্ঠাতৃ শ্রীযুত হেরিন্টন সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

কমিটি-পলাতক [ই কমিটি+স পলাতক] *বি* যে কমিটি থেকে পালিয়ে আসে। 'এসো কমিটি-পলাতক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

কমিটে [ই কমিটি] *বি* পর্ষদ। 'খালিসার কমিটের সাহেবদিগের সহিত ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

কমিন [ফা] *বিণ* বদমাশ। 'মাবিয়ার বেটা হইল এজিদ কমিন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কমিনে [ফা কমীন] *বিণ* নীচ বংশজাত। *ভবানী*, ১৮২৩।

কমিবেসি [ফা কম+ফা বেশি] *বি* কমবেশি; হ্রাসবৃদ্ধি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কমিশন, কমিসন, কমিস্যান [ই] ১ *বি* কমিশন; লাভ অথবা কাজের বিনিময়ে দেওয়া নির্দিষ্ট অর্থ; দালালি। 'কমিসন ফিসতে ৫ পাচ তঙ্কা লইবে।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩; 'টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশনেই আমার পুষিয়ে যাবে।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ২ *বি* ছাড়। 'ওয়াজিবি দস্তুর মাফিকে কমিসনে করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। ৩ *বি* কমিশন। 'ব্যবস্থাপক কমিস্যন সাহেবেরদের অন্তঃপাতি শ্রীযুত কামরণ সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩৫; 'জমিদারি প্রথার বর্তমান অনুপযোগিতা সম্পর্কে কমিশন যেসব যুক্তি দিয়াছেন।' *সওগাত*, ১৯৪০।

কমিশন এজেন্ট [ই] *বি* প্রতিনিধি। 'প্রধান প্রধান লোকদিগকে দালাল ও কমিশন এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া ...।' *এসলাম*, ১৯২০।

কমিশনার, কমিশনর [ই] ১ *বি* কমিশনার; পৌরসভার সদস্য। 'রাজপুরুষেরা এ বিষয়ের তত্ত্বাবধানার্থ কতিপয় কমিশনর নিয়োগ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* সরকারি কর্মকর্তাবিশেষ। 'কমিশনার-সাহেবের চাপরাশকে, না পুলিসের দারোগাকে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কমিস্যনর [ই] ১ *বি* বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'দুই কমিস্যনর মোকর্রর হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* কমিশনার; বিশেষ অঞ্চলের প্রধান শাসনকর্তা। 'বোম্বের কমিস্যনর সাহেবেরা নিজ আমলারদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

কমিস্যনরী [স কমিশনার>] *বি* কমিশনারের কাজ বা পদ। 'আদাম সাহেব ... ছোট আদালতের বুদ্ধিসাধ্য কমিস্যনরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

কমেষনর [ই কমিশনার] *বি* উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী-বিশেষ। 'যে সমস্ত সাহেব কমেষনর মকোরর হয়েন।' *ক্যালগে*, ১৭৯৮।

কমিসেরিয়েট [ই] *বি* সৈনিকদের রসদ সরবরাহের দপ্তর। 'নীলমণি রায় কমিসেরিয়েটে চাকরি করিতেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কমুকণ্ঠ [স কম্বুকণ্ঠ] *বি* শাখার মতো রেখাযুক্ত কণ্ঠ। 'কমু কণ্ঠে সোভে হার।' *মালাধর*, ১৫০০।

কমুণ্ডল [স কমণ্ডলু] *বি* সন্ন্যাসীদের জলপাত্র-বিশেষ। 'কোথা বা থাকিল দণ্ড কোথা কমুণ্ডল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কমুনিজম [ই] *বি* এমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি, যার অধীনে রাষ্ট্র হলো উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী, এবং দেশের নাগরিকরা সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে ও রাষ্ট্র তাদের প্রয়োজন অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়। 'অটোক্রেসি, বুরোক্রেসি, কমুনিজম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কমুনিটি সেন্স [ই] *বি* সামাজিক বোধ। 'কমুনিটি সেন্স আছে কিন্তু সিভিক সেন্স নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কমেটি [ই] *বি* পরিষদ। 'পাঠশালার মেনেজিং কমেটি।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

কমেডি [ই] ১ *বি* হাস্যরসাত্মক ঘটনা। 'কমেডি এবং ট্র্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'কমেডির অভিনয় তো সারা জীবন ধরেই হচ্ছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ২ *বি* মিলনাত্মক ভাব। 'কমেডি ও ট্রাজেডি ছাপিয়ে দিয়ে কিরকম অসংযত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কমোড [ই] *বি* শৌচাগারে মলমূত্র ত্যাগের পাত্র। 'কমোডে এই যে একটানা সরসর শব্দ হচ্ছে এখন।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

কম্প [স] *বি* কাঁপন। 'অশ্রু কম্প লোমহর্ষ সঘন হুঙ্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কম্পএ [স কম্প>] *ক্রি* কাঁপে। 'যার তনু পরশিতে হৃদয় কম্পএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কম্প জ্বর [স] *বি* শরীর কাঁপিয়ে আসে এমন জ্বর; ম্যালেরিয়া। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

কম্পত [স কম্পিত] *বিণ* কম্পিত। 'থর থর কম্পত দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

কম্পন [স] *বি* কাঁপন। 'তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কম্পন-সংখ্যা [স] *বি* কাঁপার পরিমাণ। 'কম্পন-সংখ্যা ১৬ হইতে ৩০,০০০ পর্যন্ত হইলে তাহা শ্রুত হয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

কম্পবান [স] *বিণ* কাঁপছে এমন। 'ভূমি হল কম্পবান।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

কম্পমান [স] **১** *বিণ* স্পন্দিত। 'কম্পমান দেবি বম্র্যমতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* কম্পিত। 'যার ভয়ে কম্পমান হএ বসুমতী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কম্পমানা [স] *বিণ স্ত্রী* আন্দোলিত। 'এর পদভারে পৃথিবী যেন কম্পমানা হচ্যেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কম্পান্বিত [স] *বিণ* কাঁপছে এমন। 'এককালে কম্পান্বিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

কম্পান্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* কাঁপছে এমন। 'বীরগণ মালশাটে, কম্পান্বিতা ধরা ফাটে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

কম্পায়মানা [স] *বিণ স্ত্রী* কম্পমান। 'পৃথিবীকে কম্পায়মানা করিতে ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

কম্পা [স কম্পন>] *ক্রি* কেঁপে ওঠা। 'সে রোদনে কম্পিবে প্রভুর সিংহাসন।' *সুলতান*, ১৬৫০; 'কৌতুকসুখ চক্ষে ফুটুক/ বিদ্যুৎশিখা কম্পি উঠুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

কম্পাউণ্ড, কম্পাউন্ড [ই] **১** *বি* ডাক্তারের সহকারী। 'আমায় বলে যান, আমি তাঁর কম্পাউণ্ড।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **২** *বি* চত্বর। 'বাড়ির কম্পাউন্ডের কতকগুলি নারকোল গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বি* পরিবেষ্টিত জায়গা। 'কম্পাউন্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'একটা ছোটখাট পাকাবাড়ির কম্পাউন্ডে এসে।' *জীবন*, ১৯৩১।

কম্পাউণ্ডার [ই] *বি* ডাক্তারের সহকারী; যে ওষুধ তৈরি করে দেয়। 'আপনি মেয়েমানুষ, কম্পাউণ্ডার।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কম্পানি [ই] **১** *বি* বণিকদের সমিতি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। **২** সৈন্যদের দল। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'ঝাঁসিতে তিনটি ও কড়েরাতে দুইটি কম্পানি সৈন্য রাখুন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬। **৩** *বি* সংগঠন; প্রতিষ্ঠান। 'ভারতবর্ষীয় গবর্মেন্ট একটা সার্কাস কম্পানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। দ্র **কোম্পানি**

কম্পার্টমেন্ট [ই] *বি* রেলগাড়ির কামরা। 'একটা পুরো সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট আমার একার ভোগেই আসবে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

কম্পার্টমেন্টাল [ই] *বিণ* এক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ। 'স্কুল ফাইন্যালে কম্পার্টমেন্টাল পেয়ে পাস করেছে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

কম্পালসারি [ই] *বিণ* অত্যাবশ্যক; বাধ্যতামূলক। 'বোরখা কম্পালসারি কৈরা আজই অর্ডিন্যান্স জারি কৈরা দেই?' *মনসুর*, ১৯৪৫।

কম্পাশ, কম্পাস [ই] **১** *বি* দিক-নির্ণয় যন্ত্র। 'দিঙ্‌নিরূপণ যন্ত্র অর্থাৎ নাবিকদের কম্পাস যন্ত্র ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'মনে হয় কম্পাশ, সিন্ধু, রৌদ্র ...।' *জীবন*, ১৯৩০। **২** *বি* বৃত্ত আঁকার যন্ত্র। 'ইঞ্জিনিয়ার যে রুল কম্পাস দিয়ে রেখা টানছে।' *অবন*, ১৯২৫।

কম্পিটিশন [ই] *বি* প্রতিযোগিতা। 'সেখানকার কম্পিটিশন কী রকম মারাত্মক, সে কথা আপনারা না জানতে পারেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কম্পিত [স] *বিণ* কাঁপছে এমন। 'ভন বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'দেখিয়া কম্পিত হৈলা সব দেবগন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কম্পিতস্বর [স] *বি* কাঁপছে এমন গলার স্বর। 'ইন্দ্রকুমার কম্পিতস্বরে পিতাকে কহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

কম্পিতহস্ত [স] *বি* কম্পমান হাত। 'কম্পিতহস্তে কয়েকখানি নোট চাঁদরের প্রান্তে বাঁধিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কম্পিতা [স] *বিণ স্ত্রী* কাঁপছে এমন। 'নূরনাহার হেট বদনে কম্পিতা।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কম্পিতাবস্থা [স কম্পিত-অবস্থা] *বি* কাঁপছে এমন অবস্থা। 'পৃথিবীপৃষ্ঠ যখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট কোন কারণ ব্যতীত অকস্মাৎ কম্পিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কম্পোজ [ই] *বি* ছাপাখানায় টাইপ সংযোজনের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কম্পোজার [ই কম্পোজ] *বি* সুরকার। 'তাহলে তো আমায় কম্পোজার থেকে শুরু করে কম্পোজিটর পর্যন্ত যেতে হয়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

কম্পোজিশন [ই] *বি* লেখা। 'কম্পোজিশনের খাতার পাতা উলটালেই এখানে সেখানে টুনুর দু-চার ছত্র ডায়েরি দেখা যাবে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কম্পোজিটর, কম্পোজিটার [ই কম্পোজিটর] *বি* ছাপাখানার অক্ষর সাজানোর কর্মী। 'এক ব্যক্তি এই নগরে কম্পোজিটারের কাজ করিতেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩; 'কম্পোজিটর।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কম্পোজিটররা, সংবাদাতারা, বিজ্ঞাপনদাতারা সকলেই সর্বদা ইতস্তত ধাবমান।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কম্পোজিটারি, কম্পোজিটারী [ই কম্পোজিটর>] *বি* কম্পোজিটরের কাজ। 'কম্পোজিটারি করিয়া সে জীবিকা চালাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'কিছুকাল ধরে কম্পোজিটারী করছে যতীশ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

কম্প্র [স] *বিণ* কম্পবান। 'দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কম্প্রকণ্ঠোচ্চারিত [স] *বিণ* কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারিত। 'ধর্মপুত্রের কম্প্রকণ্ঠোচ্চারিত ভ্রষ্ট অশ্বত্থামার।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

কম্প্রবক্ষ [স] *বিণ* বুক কাঁপছে এমন। 'আমি মোহ্যমান, কম্প্রবক্ষ, বেপথুমান।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কম্প্রমান [স] *বিণ* স্পন্দিত। 'হাওয়ায় তারা চঞ্চল কম্প্রমান।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

কম্প্রমাইজ [ই] *বি* মিটমাট। 'কম্প্রমাইজের প্রস্তাব পাড়তে যাচ্ছি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কম্প্রেস [ই] *বি* সেঁক। 'তাহলে বোরিক কম্প্রেস করে দেখতে পারেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কম্ফমান [স কম্পমান] *বিণ* কম্পমান। 'ভল্লুক সাঁভায় গাড়ে ভয়ে কম্ফমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কম্ফর্টার [ই] *বি* গলায় জড়ানোর পশমি কাপড়বিশেষ। 'সে তার হাতের বোনা কয়েকটা কম্ফর্টার আর ফুল তোলা রুমাল পাঠিয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কম্বল [স] *বি* জন্তুর লোম দিয়ে তৈরি মোটা বস্ত্রবিশেষ। 'ছিঁড়া কম্বলে বসি মুখে মৃদু মৃদু হাসি ঘন ঘন দেই বাহু নাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কম্বলচাপা [স] **১** *বিণ* কম্বল জড়িয়ে থাকার মতো খুব গরম। 'কাল গিয়েছে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* উত্তপ্ত। 'এই আঙ্গারিক গ্যাসের ঘন আবরণে গ্রহটি যেন কম্বলচাপা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কম্বল ধোলাই চালানো *ক্রি* কঠোর শারীরিক নির্যাতন করা। 'এমনকি সব নিজের হাতে কম্বল ধোলাই চালিয়েছিল।' *শওকত*, ১৯৭২।

কম্বল ভোট [স কম্বল+ভোট] *বি* ভোট-কম্বল; ভুটানি কম্বল। 'সুরঙ্গ কম্বল ভোট সুন্দর বসন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কম্বু [স] *বি* শঙ্খ। 'তিলফুল জিনী নাসা কম্বু সম গলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কম্বুকণ্ঠ [স] **১** *বি* শঙ্খের মতো গলা। 'কম্বুকণ্ঠে সোভে হার করএ দিপতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* গম্ভীর কণ্ঠ। 'জনগণকে কম্বুকণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

কম্বুকণ্ঠী [স] *বিণ* শঙ্খের মতো দাগাঙ্কিত গলার অধিকারী। 'কম্বুকণ্ঠী বা কম্বুগ্রীব বলতে বোঝায় ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কম্বুগ্রীব [স] *বিণ* শঙ্খের মতো রেখাযুক্ত গ্রীবাবিশিষ্ট। 'গজস্কন্ধ কম্বুগ্রীব, কবাটবক্ষঃ।' *কেরি*, ১৮১২।

কম্বুজ [স কম্বু (শঙ্খ)>] *বিণ* সাদা। 'ধরয়ে কম্বুজ বেশ শিরে মাথী রাখে কেশ ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কম্বুবর [স] *বি* শঙ্খশ্রেষ্ঠ। 'কম্বুবর নিন্দিআ কণ্ঠের পরিপাটি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কম্বুরোগ [স কম্বু>?] *বি* রোগবিশেষ। 'গুল্ম আর কম্বুরোগ দুই করে শেষ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কম্ম [স কর্ম্ম] *বি* কাজ। *বোগল*, ১৭৭০; 'আজি আমার নানান কম্ম।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কম্মুকণ্ঠি [স কম্বুকণ্ঠী] *বিণ স্ত্রী* শঙ্খের মতো কণ্ঠবিশিষ্ট। 'কম্মুকণ্ঠি মাঝা খিন নিতুম্ব বিসালা।' *মালাধর*, ১৫০০।

কম্যান্ডার [ই] **১** *বি* সামরিক বাহিনীর পদবিবিশেষ। 'কম্যান্ডার আস্তিলিও গান্তি।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **২** *বি* দলপতি। 'আমি ভেবেছিলাম কোনো মেয়ে কম্যান্ডার।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

কম্যুনাল [ই] *বিণ* সাম্প্রদায়িক। 'কম্যুনাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কম্যুনিজম [ই] *বি* এমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি, যার অধীনে রাষ্ট্র হলো উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী, এবং দেশের নাগরিকরা সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে ও রাষ্ট্র তাদের প্রয়োজন অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়। 'ইহাই প্রকৃত কম্যুনিজম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

কম্যুনিস্ট, কম্যুনিষ্ট [ই] **১** *বি* কমিউনিজমে বিশ্বাসী ব্যক্তি। 'সাধারণ কম্যুনিষ্ট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **২** *বি* সাম্যবাদী। 'সোশিয়ালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি নামে তারা খ্যাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* সাম্যবাদমূলক। 'সে ছেলেদের মধ্যে কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচার করছিল।' *নজরুল*, ১৯৩০। *দ্র* **কমিউনিস্ট**

কম্র [স] *বিণ* কমনীয়। 'কণ্ঠে কম্র, কম্প্র করুণার বাণী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

কযিয়া-ফাসাদ [আ কজিয়াহ্+আ ফাসাদ] *বি* কলহ-হাঙ্গামা। 'ঝগড়া-বিবাদে, কযিয়া-ফাসাদে পাঁচগাঁয়ের লোক ...।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

কয় [স কিয়ৎ] **১** *বিণ* কতো। 'কয় জন চাকর এবং তাহাদের পদবি কি কি।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বিণ* কতো সংখ্যক। 'ভ্রূণঘাতী না হইতে হয় এ বিবেচনা করিয়া কয় ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করেন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কয়গুলা *বিণ* কতকগুলি। 'নস্কর কয়গুলা সঙ্গে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কয়দিন [কয়+স দিন] **১** *ক্রিবিণ* কতো দিন। 'আর কয়দিন রাখবে ছাপায়ে/ নিজ রূপ মাধুরী।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *ক্রিবিণ* কিছু দিন। 'তিতু যে কয়দিন বাদসাই করিয়াছিল ...।' *হিতৈষী*, ১৮৯৫।

কয়ড়া [স কপর্দক] *বি* কড়ি। 'কয়ড়ার কা –।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২২।

কয়র [স কপর্দক] *বি* কড়ি। '৪ কয়র।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৩।

কয়রা *বি* নদীবিশেষ। 'কয়রা নদীর তীর থেকে গভীর বন।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

কয়লা [প্রা কোইলা] *বি* অঙ্গার; খনিজ জ্বালানিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'শ্বেত প্রস্তর কয়লা ও চুনের পাথর।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

কয়লাওয়ালা [কয়লা+হি ওয়ালা] **১** *বি* কয়লা-বিক্রেতা। 'রুটিওয়ালা, মাংসওয়ালা কয়লাওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নিজস্ব 'চি-চিং ফাক' আছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **২** *বি* খনি থেকে কয়লা উত্তোলনকারী। 'কয়লাওয়ালাদের মজুরিই বা কি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কয়লা-কাটা [কয়লা+কাটা] *বিণ* কয়লা উত্তোলন করে এমন। 'কয়লা-কাটা ময়লা কুলের সেই অনল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কয়লাক্রান্ত [কয়লা+স আক্রান্ত] *বিণ* কালিপরা। 'কয়লাক্রান্ত চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে দেখিলাম ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কয়লাখনি [কয়লা+স খনি] *বি* কয়লার খনি। 'কয়লা-খনির বয়লা ঠেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কয়লাগাড়ি [কয়লা+গাড়ি] *বি* কয়লা বহন করা গাড়ি। 'ঠেলবে কয়লাগাড়ি আর পাকাবে সুতো।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কয়লার বস্তায় আগুন লাগা – বেমানান সাজ-সজ্জা করা। 'ঠিক যেন কয়লার বস্তায় আগুন লেগেছে মনে হবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কয়াটর [ই] *বিণ* কোয়ার্টার। 'পিনীষ কিম্বা কয়াটর ভাউলে ... ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কয়ার *বি* তিতির পাখি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কয়াল [আ] *বিণ* ধান, চাল ইত্যাদি ওজনকারী। 'কয়াল লোকেরা ডালা পসরা ধরিয়া জিনিস পত্র ওজন করিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

কয়ালি [স কয়াল>] *বি* শস্যাদি ওজন করার পারিশ্রমিক। 'দর মকামে ধান্য ওজনের কয়ালি।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৫১।

কয়ালী [স কয়াল>] *বিণ* শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত। 'নৌকায় মাল তুলিবে কি তাহা হইতে মাল নামাইবে, কয়ালী খাতায় কিছু জমা করিয়া দিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

কয়েক [কয়+স এক] *বিণ* কিছুসংখ্যক। 'এয়ছাই কয়েক রোজ গোজারিয়া যায়।' *গরীব*, ১৭৫০।

কয়েকখানি *বিণ* কিছুসংখ্যক। 'সাহিত্য ইতিহাসাদি বিষয়ক যে

কয়েকখানি গ্রন্থ অধীত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কয়েতবেল, কয়েৎবেল [স কপিত্থ+স বিল্ব] *বি* টকস্বাদের বেলসদৃশ ফলবিশেষ; কতবেল। 'ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েৎবেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'একটা কাঁচা কয়েতবেল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কয়েদ [আ] **১** *বি* আটক। 'কয়েদ করিব আমি কেমন প্রকারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* কারাগারে আটক ব্যক্তি। 'সব ইনস্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনষ্টেবল পাঠাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **৩** *বি* কারাদণ্ড। 'ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কয়েদখানা [আ কয়েদ+ফা খানাহ্] *বি* জেলখানা। 'কয়েদীদের কয়েদখানায় পৌছে দেবার যন্তর নেই।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

কয়েদী [আ কয়েদ>] *বি* কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'একে একে প্রত্যেক কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কর[১] [স] **১** *বি* শুল্ক। 'কর কুলআঁ ঘাটে কাহ্ন মাহাদানী বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* খাজনা। 'জত বৈসে দ্বিজবর তার নাহি নিব কর চাষভূমি বাড়ি দিব দান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

করগ্রহণ [স] *বি* খাজনা সংগ্রহ। 'নিষ্কর ভূমির করগ্রহণে ভূপতির কর্ত্তব্য ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

করগ্রাহক [স] *বিণ* খাজনা আদায়কারী। 'রাজা প্রজারক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক, এবং করগ্রাহক।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

করগ্রাহী [স] *বি* কর গ্রহণ করে যে। 'জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

করচা [স কারিকা] *বি* খাজনা হিসাবের খাতা। 'দাখিলা, জমাওয়াশীল, থোকা, করচা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

করদ [স] *বিণ* কর দিয়ে অধীনতা স্বীকার করে এমন। 'যাহারা প্রথমে স্বাধীন, পরে মিত্র, তাহার পর করদ ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

করদান [স] *বি* খাজনা প্রদান। 'আমাদের কার্য্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

করদায়ী [স] *বিণ* কর প্রদান করে এমন। 'এখানে আর করদায়ী না হইয়া ... শিক্কা নিজ নামে মারে।' *রামরাম*, ১৮০১।

কর দেঅনিয়া *বিণ* করদাতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

করধা [আ করদ] *বি* উৎকোচ। 'করধা লইয়া আল্য বাইতির ঘর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

করবৃদ্ধি [স] *বি* খাজনা বাড়ানো। 'জমিদারের করবৃদ্ধি প্রস্তাবে বক্তৃতা প্রদর্শন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

করভার [স] **১** *বি* খাজনার দায়। 'অনেকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করভার হইতে মুক্ত ছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *বি* করের বোঝা। 'প্রজার উপর করভার আর না চাপাইলেই ভাল হয়।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

করভারাক্রান্ত [স] *বিণ* রাজস্ব-ভারগ্রস্ত। 'কেহই অধিক করভারাক্রান্ত হইলাম মনে করেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

করসংগ্রহ [স] *বি* খাজনা আদায়। 'তৎকালে কর সংগ্রহ, বিচার সম্পাদন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

করসংগ্রাহক [স] *বি* শুল্ক আদায়কারী। 'তাহার উপর করসংগ্রাহক-দিগের অত্যাচার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

করসা [স কর>] *বি* কর সম্পর্কিত হিসাবের খাতা। 'করসা –।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৯।

করসাধন [স] *বি* কর আদায়। 'তন্মধ্যে এক জন করসাধনেতে প্রবৃত্ত থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

করহীন [স] *বিণ* কর দিতে হয় না এমন; নিষ্কর। 'এইক্ষণে করহীন স্থলের স্বীকার বিষয়ে তদ্রূপ বিলক্ষণ সত্যতা রক্ষা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

কর[২] [স] **১** *বি* হাত। 'কর কমল বাহু মৃণাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আশ্রয়। 'প্রভু করে ইহাঁ রূপ ছিল দশ মাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

করকমল [স] বি পদ্মের মতো হাত। 'অতএব মম করকমলে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

করকম্পন [স] *বি* করমর্দন। 'মাননীয় সভাপতি শহীদ সাহেবের সহিত সভার মধ্যেই করকম্পন করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৪০।

করকলিত [স] *বিণ* কর বা হাতে ধরা এমন। 'সম্পন্ন ব্যক্তিরা মনোরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে পয়ঃফেননিভ পর্য্যঙ্কোপরি পরিচারিকা করকলিত তালবৃন্তে বীজ্যমান হওত ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

করকোষ্ঠি, করকোষ্ঠী [স করকোষ্ঠী] *বি* হস্তরেখা বিচারে প্রস্তুত কোষ্ঠী। 'করকোষ্ঠির সেই পরিণত ফলটা আপনি যেচে আজ তার কাছে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'করকোষ্ঠী উদ্ধারেও তাঁহার অনেক পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

করঙ্গরুবিন্দ [স কর+স অঙ্গ+স অরবিন্দ] *বি* হাতের আঙুল। 'করঙ্গরুবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

করজোড় [স কর+জোড়] *বি* জোড়হাত। 'কর জোড় করি বলি শুন দামোদর।' *বড়ু*, ১৫৭০।

করজোড়ে *ক্রিবিণ* হাতজোড় ক'রে। 'ব্যাসের বচনে রাজা করজোড়ে কহে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

করতল [স] **১** *বি* হাতের তালু। 'করতল কমল নয়ন ঢর নীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* আয়ত্ত। 'বঙ্গভূমি অধিকার সমস্তই তাহারি করতলে।' *রামরাম*, ১৮০১।

করতল করা *ক্রি* অধিকারভুক্ত করা। 'এই অপকাশক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্জ করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

করতলগত [স] *বিণ* আয়ত্তাধীন। 'অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড একজন নবাবের করতলগত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

করতলপুট [স] *বি* হাতের তালু। 'তব করতলপুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

করতলস্থ [স] *বিণ* হস্তগত। 'মনোব্রহ্মাণ্ড করতলস্থ করিবার ইচ্ছা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

করতাড়ন [স] *বি* চাপড়; হাত দিয়ে মৃদু আঘাত। 'পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

করতালু [স] *বি* হাতের তালু। 'সঙ্গিনী তার চিবুকে করতালু যোগে বাধা দিলে এবং বললে ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

করধ্বনি [স] *বি* হাততালি। 'স্তুতিবাদ করিলেন ইহাতেও করধ্বনি হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

করনলিনী [স] *বি* পদ্মের ন্যায় হাত। 'পারি নে কি অনুভব করিতে সে ... করনলিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

করপদ [স] *বি* হাত ও পা। 'করপদ রাতুল অতুল অতিশয়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

করপরশ [স করস্পর্শ] *বি* হাতের ছোঁয়া। 'কদম শিহরে করপরশ লেগে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

করপল্লব [স] *বি* নতুন পাতার মতো কোমল হাত। 'তোমার কোমল করপল্লব শিরীষকুসুম অপেক্ষাও সুকুমার।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

করপুট [স] *বি* জোড়হাত; অঞ্জলি। 'স্তুতি করে নৃপবর করপুট করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

করপৃষ্ঠ [স] *বি* হাতের পিঠ। 'যে সকলে করপৃষ্ঠ হেরিয়া আছিল।' *সুলতান*, ১৬৫০।

করমর্দন [স] *বি* পরস্পরের হস্তমর্দন। 'করমর্দন পূর্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

করমূল [স] *বি* বাহুমূল। 'রতন কঙ্কণ করমূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কর যুড়া *ক্রি* করজোড় করা। 'দাণ্ডাইয়া কর যুড়ি বলে বাচস্পতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

করযোড় [স কর+স যুগ্ম>] *বি* হাতজোড়। 'দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

করযোড়ী [স কর+স যুগ্ম>] *ক্রিবিণ* হাতজোড় ক'রে। 'করযোড়ী বোলেঁ এবে শুন দামোদর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

করযোড়ে *ক্রিবিণ* হাতজোড় ক'রে। 'বিক্রমমন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন, ধর্ম্মাবতার!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কররুহ [স] *বি* হাতের আঙুল। 'সুললিত কররুহে রতন অঙ্গুরি শোহে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

করলগ্ন [স] *বিণ* হাতে বিদ্ধ হয়েছে এমন। 'আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ, দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপ্ন, করলগ্ন কাঁটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

করশঙ্খ [স] *বি* হাতের শাঁখা। 'করশঙ্খে খেলিছে বিজুলি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কর-সম্পন্ন [স] *বিণ* হাতে করা যায় এমন। 'মনুষ্যের কর-সম্পন্ন কার্য্য দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

করস্থ [স] ১ *বিণ* হস্তগত। 'শিল্পবিদ্যার আধিক্য ব্যতীত অবনীর সুখ সৌভাগ্য কদাচ করস্থ হয় না।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* হাতের। 'করস্থ অঙ্গুলি প্রভৃতি যে বিধিতে নির্ম্মিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

করস্থিত [স] *বিণ* হাতে ধারণ করা আছে এমন। 'তপস্বী যোগবলে তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া আপন করস্থিত অঙ্গুরীয়ক তাহাকে প্রদান করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

করস্পর্শ [স] *বি* হাতের পরশ; ছোঁয়া। 'ললাটদেশে করস্পর্শ করিয়া ... পয়সা কড়ি অর্পণ পূর্ব্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

করহা [স কর>] *বি* হাত। 'জবে করহা করহকলে পিচিউ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

করাঘাত [স কর-আঘাত] *বি* চড়; হাত দিয়ে আঘাত। 'স্ত্রীকে দয়ারহিত হইয়া করাঘাতে তাড়না করিতেছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

করাঙ্গুরী [স করাঙ্গুলী] *বি* আঙুলের আংটি। 'নৃপতির করাঙ্গুরী দিল নিকালিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

করাঙ্গুল [স করাঙ্গুলি] *বি* হাতের আঙুল। 'করাঙ্গুলে ধরি বেণু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

করাঙ্গুলি, করাঙ্গুলী [স কর-অঙ্গুলি] *বি* হাতের আঙুল। 'যখন আকুল করাঙ্গুলীতে পুষ্প দলি।' *আহসান*, ১৯৫৯; 'চকিতে মিলায় আলোকিত করাঙ্গুলি কার।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

করামৃত [স কর-অমৃত] *বি* সুন্দর হাত। 'এই ব্রজের রমণী কামার্কতপ্ত কুমুদিনী/ নিজ-করামৃত দিয়া দান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

করায়ত্ত [স কর-আয়ত্ত] ১ *বিণ* হস্তগত। 'আজ যখন ছোট হৃদয়ের আর ক্ষমতার মাপে মাপা ক্ষুদ্র সিদ্ধি তার করায়ত্তপ্রায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫। ২ *বিণ* সম্পূর্ণ আয়ত্ত। 'অনুকূল মনোভাবের দ্বারা এই পরিস্থিতি করায়ত্ত করিতে পারা যাইবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কর[৩] [স] ১ *বি* কিরণ। 'ফিরএ আকাশ পরে মহাদীপ্তি কর।' *সুলতান*, ১৬৫০। ২ *বি* তাপ। 'পরম প্রভাপন্ন প্রভাকরের করসমূহ সহ্য করিয়া ... শস্যাদি রোপণ করিলে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

করনিকর [স] *বি* চাঁদ। 'সুধাকর, হিমকর, করনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

করোজ্জ্বল [স] *বিণ* আলোকিত। 'অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

করোত্তাপ [স] *বি* কিরণের উত্তাপ। 'সূর্য-করোত্তাপে জাগা কঠোর গ্রীষ্মে/ হাজার হাজার চঞ্চল স্রোত।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

কর[৪] [স] *বি* বাঙালি হিন্দুদের পদবিবিশেষ। 'ভাগবত কর।' *সেবধি*, ১৮৪০।

করকচ [স কড়ক] *বি* সামুদ্রিক লবণ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'এঘাটে পাঙ্গা ও করকচ সকল রকম আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

করকচি [স কড়ক>] *বিণ* কোমল। 'করকচি বেলায় উভয় বড় স্নিগ্ধকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

করকট *বি* গাছবিশেষ। 'সিরিষ করকট বনচালিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

করকর [ধ্বন্যা] ১ *বি* জ্বালা যন্ত্রণার অনুভূতি। 'চোখ করকর করছিল।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* করকর শব্দ হয় এমন। 'নখ লেগে করকর শব্দ হচ্ছিলো।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

করকরি করা [ধ্বন্যা করকর>+করা] *ক্রি* জাবর কাটা। 'করকরি করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

করকরে [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* খরখরে; অমসৃণ। 'নীল সাদায় ডোরাকাটা করকরে টেবিল ক্লথ।' *মুজতবা*, ১৯৫২। ২ *বিণ* পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি এমন। 'করকরে দুখানা একশো টাকার নোট ধরে দিয়ে তাঁকে নিয়ে গৃহিণীর ঘরে গেলেন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

করকরা [স কর্কর>] *বি* কাক। 'এক করকরা দূরাদৃষ্টক্রমে প্রতারিত হইয়া তাহাদিগের সমাজে আইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

করকা [স] *বি* মেঘ থেকে পড়া বরফখণ্ড; শিলা। 'সজল করকা চয়, সূর্য্য-প্রতি-বিম্বচয়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

করকাপাত [স] *বি* শিলাবৃষ্টি। 'বজ্রের মার করকাপাত।' *নজরুল*, ১৯২২।

করকাবৃষ্টি [স] *বি* শিলাবৃষ্টি। 'অভিমানে মোর আঁখিজল জমে করকাবৃষ্টি সম।' *নজরুল*, ১৯২৯।

করগেট [ই] *বি* লোহার ঢেউটিন। 'বাতাসের তোড়ে একেকবার মোচড় খেয়ে ওঠে করগেটের চালগুলি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪। দ্র **করোগেটেড**

করঙ্ক [স] *বি* পানের বাটা। 'শিষ্যকৃত্য করেছি গুণীর হয়ে করঙ্ক-বাহী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

করঙ্কবাহিনী [স] *বি* স্ত্রী পানের বাটা বাহকরা। 'ছত্রধারিণী, করঙ্কবাহিনী ও অন্যান্য সভাসদগণের প্রবেশ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

করঙ্গ [স করঙ্ক] *বি* ভিক্ষাপাত্রবিশেষ। 'গোবিন্দ যায় কৌপীন করঙ্গ লইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কটিতে কৌপীন ডোর করেতে করঙ্গ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

করজ *বি* নখ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

করজ ফুরানো [আ কর্জ] *ক্রি* ঋণ শোধ করা। 'করজ ফুরাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

করজ্জা [আ কর্জা] *বিণ* কর্জা; ঋণস্বরূপ গৃহীত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

করঞ্জ[1] *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। 'রামধন করঞ্জ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

করঞ্জ[2], **করঞ্জা** [স করঞ্জক] *বি* করমচা ফল বা গাছ। 'দরিয়াবিবি খুব ভোরে উঠিয়া করঞ্জ ফল কুড়াইয়া আনে।' *শওকত*, ১৯৫৮; 'খণ্ডে মিসাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

করঞ্জি [স করঞ্জক] *বি* করমচা ফল বা গাছ। 'ডেফল কাফল করন্দার বন করঞ্জি মেণ্ডুদি কাটে আসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

করণ[1] [স] *বি* ইন্দ্রিয়। 'এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।' *চর্যা* ১, ১২০০।

করণ[2] [স] *বি* কাজ। 'অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

করণ কারণ [স] *বি* সৃষ্টিতত্ত্ব। 'করণ কারণ ধর্ম কেবা জানে মায়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

করণান্তর [স করণ-অন্তর] *ক্রিবিণ* করার পর। 'দৈনিক কার্য্য সমাধা করণান্তর ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

করণাপেক্ষা [স করণ–অপেক্ষা] *ক্রিবিণ* করার চেয়ে। 'অমনি ধন গ্রহণ করণাপেক্ষা তাহা উত্তমরূপ জীবিকা বলা যাইত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

করণার্থে [স করণ-অর্থ] *ক্রিবিণ* করার জন্য। 'দুঃখ দূর করিবার উপায় করণার্থে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

করণীয় [স] ১ *বিণ* কর্তব্য। 'কৃষিকর্ম্মবিষয়ে সকলি প্রায় উত্তম করণীয়।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *বিণ* করার যোগ্য। 'যাহা করণীয় ছিল, ... সেইটি বর্জ্জনীয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

করণেওয়ালা [স করণ+হি ওয়ালা] *বি* যে করে; কর্তা। 'তুমিই গোনাহ মাফ করণেওয়ালা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

করণেচ্ছুক [স করণ-ইচ্ছুক] *বিণ* করতে আগ্রহী। 'যদ্যপি কেহ বাস করণেচ্ছুক হন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

করণ্ড [স] *বি* করতাল। 'মণ পবণ বেণি করণ্ডকসালা।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

করণ্ডক [স] *বি* ঝাঁপি। 'দুই জন সৈনিক পুরুষ অধিরোহিণী দ্বারা অতি কষ্টে করণ্ডক অবতীর্ণ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

করণ্ডি, করণ্ডী [স করণ্ড] *বি* ফুলের সাজি। 'বাম করে করণ্ডি আঁকুড়ি সাজি করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নানা পুষ্পে করণ্ডী ভরিল মহাদেব।' *বিজয়*, ১৬৫০।

করতল *দ্র* **কর**[2]

করতার [স কর্তৃ>] *বি* প্রভু। 'কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি বঠ করতার।' *মালাধর*, ১৫০০।

করতারি [স করতালী] *বি* করতলধ্বনি। 'ফুলবনে সখীসনে খেলিতে খেলিতে হাসি হাসি/ দে রে করতারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

করতাল [স] ১ *বি* করতল ধ্বনি; হাততালি। 'করে করতাল মধুর বাঁশী বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মন্দিরা; কাঁসা নির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন উচ্চধ্বনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

করতালি, করতালী [স করতালী] ১ *বি* হাততালি। 'সব লোকে হাসে যেহ্ন দিআঁ করতালী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* করতাল নামের বাদ্যযন্ত্র। 'সুন্দর সে গীত গাআঁ বাআঁ করতালী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'করতালি-ঠেকা দেয় মত্ত তালিবন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

করতোয়া [স] *বি* উত্তরবঙ্গের একটি নদী। 'করতোয়া তটে পড়ে বাম কর্ণ তার।' *ভারত*, ১৭৬০।

করন[1] [স কর্ণ] *বি* কান। 'কানুক করুনা করনে নহি সুনলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

করন[2] [স করণ] *ক্রিবিণ* স্থানে। 'মোর বানে আজি জ্বাবে জমের করন।' *মালাধর*, ১৫০০।

করনল [ই] *বি* সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা; কর্নেল। 'সৈন্য সমেত শ্রীযুত করনল রিচার্ড সাহেব গিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

করনান্তর [স] *ক্রিবিণ* করার পর। 'রাজ্যচ্যুত করনান্তর সর্ব্বদেশে সেনাসন্নিপাত সঙ্গে লইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

করনাল [ফা করনায়] *বি* বাদ্যবিশেষ। 'নাকারা করনাল সিঙ্গা ঘন ঘন বাজে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

করনি [স কারণ] *বি* কার্যের কারণ। 'মুক্তি দায়ক করনি কৃষ্ণের চরিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

করনেট [ই] *বি* ধাতুনির্মিত বাঁশিবিশেষ। 'ক্লারিওনেট ও করনেট পরস্পরে জ্ঞাতি-শত্রুতার ঝগড়া শুরু করে দিলে।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

করন্দা *বি* গাছবিশেষ। 'ডেফল কাফল করন্দার বন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

করপত্র [স] *বি* করাত। 'করপত্র ব্যবহার করাও নিন্দনীয় নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

করপূর [স কর্পূর] *বি* কর্পূর। 'করপূর সম দধি দুধের পসার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

করপোরাল [ই] *বি* সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

করপোরেশন, করপোরেশান [ই] *বি* পৌরসভা। 'করপোরেশনের মোটরে চড়ে দাড়িতে মলয় হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন।' *নজরুল*, ১৯২৬; '... করপোরেশান, কাউন্সিল, এসেমব্লী প্রভৃতিতে অধিকার লাভ করিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৯২৮।

করবাল [স] *বি* তরবারি। 'গলে দিব করবাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

করবী [স করবীর] *বি* ফুলবিশেষ; করুপি ফুল। 'ধাতকী আমুলিঅ করবীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

করবিকা [স করবীর>] *বি* করবী ফুল। 'সে মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

করবি-মাল [স করবীর-মালা] *বি* করবী ফুলের মালা। 'বিচিত্র করবি-মাল ফিরে তায় অলিজ্বাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

করবীগাছ [স করবীর>+গাছ] *বি* করবী ফুলের গাছবিশেষ। 'বসেছি চৌকি টেনে করবীগাছের তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

করবীফুল [স করবীর>+ফুল] *বি* ফুলবিশেষ। 'অলকে তার একটি গুচ্ছি করবীফুল রক্তরুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

করভ [স] *বি* উট বা হাতির ছানা। 'শরভ করভ হয় গবয় হরিণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

করম [স কর্ম] **১** *বি* কর্ম। 'জরম গেল করমের খণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* কর্মফল; কপাল। 'সব পাপ করম নেবারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

করমদোষ [স কর্মদোষ] *বি* কুকর্মের ফল। 'আপন করমদোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

করমফল [স কর্মফল] *বি* কৃতকর্মের পরিণাম। 'দেখিতেঁ না পাইলোঁ করমফল আন্ধারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

করমচা [স করঞ্জক] *বি* করমচা গাছ ও তার ফল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'নেবুর ফুল আর করমচা।' *নজরুল*, ১৯২৭। দ্র **করঞ্জা**

করম্বিত *বিণ* যুক্ত। 'ভ্রমর করম্বিত জানু বিলম্বিত কেলি কদম্বক মাল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

করযন্ত্র [স] *বি* হাতিয়ার। 'বুদ্ধি ও করযন্ত্র মনুষ্য এ নিমিত্তে প্রাপ্ত হয়েন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কররা *বি* পাখিবিশেষ। 'কররা পাখী।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

করলা [স কারবেল্ল] *বি* উচ্ছে; তিতা সবজিবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

করষণ [স কর্ষণ] *বি* আকর্ষণ। 'যাহাঁ কর করষণে টুটত বলই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

করসুল *বি* চামচ। 'ভাতের পাশে দিল এক করসুল সালন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

করহকল [স করভকল] *বি* একতারার হাতল, সুর তোলার জন্য যেখানে চাপ দিতে হয়। 'জবে করহা করহকলে পিচিউ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

করা **১** *ক্রি* সম্পাদন করা। 'বাংধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।' *চর্যা* ৪১, ১২০০। **২** *ক্রি* নেওয়া। 'বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্ন করি কোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* হওয়া। 'আবতার করি করে ধরণীত কেলি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* পাঠ করা। 'শিবানন্দের বালকেরে শ্লোক করাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *ক্রি* উপাসনা করা। 'মসজিদে করিলা নামাজ।' *সুলতান*, ১৬৫০। **৬** *ক্রি* বলা। 'নাম কত্তে কত্তে এসেছিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **কচ্চিস** *ক্রি* করছিস। 'কার তল্লাস কচ্চিস?' *উমেশ*, ১৮৫৭। **কত্তি** *ক্রি* করতে। 'কোথা বুঝি ছরাদ কত্তি গেচে, বামুণদের কি?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **কত্তুম** *ক্রি* করতাম। 'ভাই এত জানলে ওদের আনতে বারণ কত্তুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **কত্তে** *ক্রি* করতে। 'যদি স্ত্রী হত্যা কত্তে বসে থাকিস তবে উঠে যা।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **কত্তে কত্তে** *ক্রি* বলতে বলতে। 'নাম কত্তে কত্তে এসেছিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **কর** *ক্রি* করো। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **করঅ** *ক্রি* করে। 'অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা।' *চর্যা* ২১, ১২০০। **করই** *ক্রি* করে। 'বাংধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।' *চর্যা* ৪১, ১২০০। **করউ** *ক্রি* করুক। 'সো করউ রস রসাণেরে কংখা।' *চর্যা* ২২, ১২০০। **করউক** *ক্রি* করুক। 'সে নিন্দা না করউক আন্ধারে।' *সুলতান*, ১৬৫০। **করএ** *ক্রি* করে। 'পুনরপি ভূম্যে পড়া করএ ক্রন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০। **করঙ** *ক্রি* করো। 'তবে সুবাসিত করঙ গুজরাটের ধরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **করছেলে** *ক্রি* করেছিলে। 'পাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করছেলে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **করএো** *ক্রি* করবে। 'ন করএো তেসর কানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **করতি** *ক্রি* করতে। 'আজ্ঞে, আমি জিজ্ঞাস করতি আইছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **করতুম** *ক্রি* করতাম। 'সকালে যদি শুনতুম, তা হলে স্নান করতুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **করথি** *ক্রি* করে। 'রাহু দূরি বসু নিয়রো না আবথি। তেঁ নহি করথি গরাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **করন্ত** *ক্রি* করে। 'ভগ্নীর শুনিয়া বাক্য করন্ত কাকুতি।' *সুলতান*, ১৬৫০। **করন্তি** *ক্রি* করে। 'যা দেখিআঁ কাহাঞিঁ করন্তি যতন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করম** *ক্রি* করবো। 'মুই দর্প করম কর্ণ রনে নহে উন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **করয়** *ক্রি* করে। 'পুনি পাতালেত ফেলি করয় নৈরাশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **করয়ে** *ক্রি* করে। 'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **করলুম** *ক্রি* করলাম। 'পাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **করলেম** *ক্রি* করলাম। 'তোর হাতে সব সমর্পণ করলেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **করশীআ** *ক্রি* করছো। 'কী কারনে প্রীয়া কোপ করশীআ মোরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **করসি, করসী** *ক্রি* করছিস। 'রে কাহ্নাঞি করসি তোঁ বল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তভোঁ কেহ্নে দয়া না করসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করহ** *ক্রি* করো। 'এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করহুঁ** *ক্রি* করি। 'কমল কুলিশ ঘাণ্টে করহুঁ বিআলী।' *চর্যা* ৪, ১২০০। **করি** **১** *ক্রি* ক'রে। 'সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। **২** *ক্রি* নিয়ে। 'বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্ন করি কোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* হয়ে। 'আবতার করি করে ধরণীত কেলি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করিঅ** **১** *ক্রি* ক'রে। 'দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।' *চর্যা* ১, ১২০০। **২** *ক্রি* করো। 'কদাচীত তাহানে তুহ্মি বিহা না করিঅ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **করিঅই** *ক্রি* করা হয়। 'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।' *চর্যা* ১, ১২০০। **করিআ** *ক্রি* ক'রে। 'দুঃখে সুখে একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দিজানী।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০। **করিআঁ** *ক্রি* ক'রে। 'আতি নেহেঁ করিআঁ চুম্বনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করিআছ** *ক্রি* করেছো। 'অনেক করিআছ তুমি মোর আরাধন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **করিআছে** *ক্রি* করেছে। 'বিদানে পার করিআছে কুন দানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **করিউ** *ক্রি* করে। 'মেলী করিউ যুগতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করিউ** *ক্রি* করেছে। 'তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করিএ** *ক্রি* করো। 'উঠিআঁ বড়ায়ি/ রাধাক বুইল/ হেন কাম না করিএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করিও** *ক্রি* করি। 'সভান কমল পদে করিও বন্দন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **করিছ** *ক্রি* করেছো। 'মাএর সহিত পালন করিছ তাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **করিছিলা** *ক্রি* করেছিলে। 'যারে যারে আজ্ঞা প্রভু পূর্বে করিছিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **করিতাঙ** *ক্রি* করিতাম। 'আমি জেমত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ গুহর এবং সকলের তত্ত্বলাষ করিতাঙ ...।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬। **করিতু** *ক্রি* করতো। 'হইত পুরুষ করিতু পৌরুষ পিড়াঘাতে দিতু শোধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **করিতেঁ** *ক্রি* করতে। 'তোর কংসে মোর কিছু করিতেঁ না পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করিতে** *ক্রি* করতে। 'সংসার সাগর জদি করিতে তারন।' *মালাধর*, ১৫০০। **করিনু** *ক্রি* করেছি। 'ভাল লোক রাখিতে করিনু অবতার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **করিব** *ক্রি* করবো। 'শাখি করিব জালন্ধরিপাএ।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। **করিবা** *ক্রি* করবে। 'দ্রৌপদিক বিবাহ করিবা কোনজনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **করিবাক** *ক্রি* করতে। 'আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করিবাঙ** *ক্রি* করবো। 'বিরলে সে করিবাঙ দিগ্বিজয়ী জয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **করিবাম** *ক্রি* করবো। 'আর তোমা করিবাম মোহন্ত উজীর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **করিবার** *ক্রি* করতে। 'কেমত আচার তুহ্মি বোল করিবার।' *সুলতান*, ১৬৫০। **করিবারে** *ক্রিবিণ* করার জন্য। 'অনুমান করিবারে একঠাঞি বসি।' *মালাধর*, ১৫০০। **করিবি** *ক্রি* করবি। 'তাহাতে টেটনী রাধা কি করিবি বুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করিবে** *ক্রি* করবো। 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **করিবেক** *ক্রি* করবে। 'যবেঁ কাহ্নাঞিঁ করিবেক বলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করিবেন** *ক্রি* করবেন। 'এই মাফিক কাজ করিবেন ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **করিবেহেঁ** *ক্রি* করবে। 'দধি দুধ বিচি রাধা করিবেহেঁ কী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করিবোঁ** *ক্রি* করবো। 'তবেঁসি করিবোঁ তোর রাধা দরশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **করিভে** *ক্রি* করবে। 'তোমারে করিভে বিঘ্ন শক্তি আছে কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **করিমু** *ক্রি* করবো। 'এই শুদ্ধভক্তি লএ্যা

করিমু অবতার।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **করিয়** *ক্রি* কোরো। 'সেই কৈন্যা না করিয় মুক্ষ পাটেশ্বরি।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **করিয়া** *ক্রি* ক'রে। 'সাস্তি দেহ করিয়া বিচার।' *মালাধর,* ১৫০০। **করিয়ে** *ক্রি* ক'রে। 'কৃষ্ণের চরিত্র কীছু করিয়ে রচন।' *মালাধর,* ১৫০০। **করিল১** *ক্রি* করলো। 'করিরাজ জিণী রাধা করিল গমনে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **করিল২** *ক্রি* করলাম। 'সংকল্প করিল আহ্মি সুন দাস পতি।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **করিলা১** *ক্রি* করলে। 'সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **করিলা২** *ক্রি* করলো। 'তোমার বাপ বৈকুণ্ঠে গমন করিলা।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **করিলা৩** *ক্রি* উপাসনা করলো। 'মসজিদে করিলা নামাজ।' *সুলতান,* ১৬৫০। **করিলাঙ** *ক্রি* করলাম। 'ধার্ম্মিক হয় তুমি করিলাঙ বিশ্বাস।' *মালাধর,* ১৫০০। **করিলান্ত** *ক্রি* করলাম। 'ভার সজ্জ করিবারে করিলান্ত মন।' *বড়ু,* ১৪৫০। **করিলি** *ক্রি* করলি। 'কি করিলি নন্দ ঘোস ছাওাল বচনে।' *মালাধর,* ১৫০০। **করিলে** *ক্রি* করলে। 'বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **করিলেক ১** *ক্রি* করেছে। 'বলে নিঞাঁ করিলেক কোলে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *ক্রি* করলেন। 'কোন মতে করিলেক অজ্ঞাত বসতি।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **করিলোঁ** *ক্রি* করলাম। 'তোহ্মার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ করিলোঁ যতনে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **করিসি** *ক্রি* করেছিস। 'লাউসেন কয় বেটা অন্যায় করিসি।' *মানিকরাম,* ১৭৮১। **করিহ** *ক্রি* কোরো। 'সদ্‌গুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল।' *চর্যা ২১,* ১২০০। **করিহলি** *ক্রি* করবে; কোরো। 'বসি তোহ্মে তার পাশে করিহলি উপহাসে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **করী ১** *ক্রি* ক'রে। 'ঝাঁট করী জাই আহ্মে রাধার উদ্দেশে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *ক্রি* নিয়ে। 'আগু করী বড়ায়িক চন্দ্রবালী জাএ।' *বড়ু,* ১৪৫০। **করু ১** *ক্রি* করো। 'মোক রক্ষা করু বিধী।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *ক্রি* করে। 'উপর হেরি তিমিরে করু বাদ।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **৩** *ক্রি* করলাম। 'চাঁদ সার লএ মুখ ঘটনা করু।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **৪** *ক্রি* করি। 'হাত জোড় করি ভকতি করু।' *বড়ু,* ১৫৭০। **করুন** *ক্রি* যা করেন। 'শ্রীশ্রী' জেমন করুন।' *ওসাঁ,* ১৭৮২। **করুবা** *ক্রি* করবে। 'আগে নৃত্য করুক পাছে করুবা বিচার।' *বিজয়,* ১৬৫০। **করু** *ক্রি* করুক। 'অজদেব রক্ষা করু।' *মালাধর,* ১৫০০। **করে** *ক্রি* 'করা' ক্রিয়ার নিত্যবৃত্ত বর্তমান রূপ। 'আবতার করি করে ধরণীত কেলি।' *বড়ু,* ১৪৫০। **করেই** *ক্রি* করে। 'তহিঁ চুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।' *চর্যা ১৪,* ১২০০। **করেঁ** *ক্রি* করে। 'কওনে পুরুষ করেঁ পরসএ পাওল।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **করেছিলুম** *ক্রি* করেছিলাম। 'আমি ... রাগ করেছিলুম।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭৪। **করেছিলেম** *ক্রি* করেছিলাম। 'কেন বা অবলা রমণীকে কুপথ গামী করেছিলেম!' *উমেশ,* ১৮৫৭। **করেন্ত** *ক্রি* করো। 'কি কারণে মোর সনে করেন্ত বিবাদ।' *সুলতান,* ১৬৫০। **করোঁ১** *ক্রি* করি। 'যবেঁ আন করোঁ তাক বধওঁ বাহ্মণ।' *বড়ু,* ১৪৫০। **করোঁ২** *ক্রি* করো। 'মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী।' *বড়ু,* ১৪৫০। **করো'সে** *ক্রি* কোরো। 'এসো, বোসো, ঘর করো'সে আলো।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯। **কর‍্য** *ক্রি* কোরো। 'রান্ধিবে মুড়্যাতি সাক হাঁড়ী দুই তিন লবণের তরে চারি কড়া কর‍্য রিন।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **কর‍্যা** *ক্রি* ক'রে। 'ক্রোধ কর‍্যা দ্বিজবর শাপ দিয়া চলে।' *রূপরাম,* ১৭৫০। **কর‍্যাছ** *ক্রি* করেছো। 'রন্ধন কর‍্যাছ ভাল আর কিছু আছে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **কর‍্যাছি** *ক্রি* করেছি। 'যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব।' *জ্ঞান,* ১৬০০। **কর‍্যাছিল** *ক্রি* করেছিলো। 'যার সেবা কর‍্যাছিল জয়ন্ত অসুর।' *রূপরাম,* ১৭৫০। **কর্চ্ছে** *ক্রি* করছে। 'কত দৌরাত্ম্য কর্চ্ছে তার খোঁজ খবর নেই।' *মশাররফ,* ১৮৬৯। **কর্চ্ছেন** *ক্রি* করছেন। 'কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে থাকবে এরি সন্ধান কর্চ্ছেন!' ' *মশাররফ,* ১৮৬৯। **কর্ত্তে** *ক্রি* করতে। 'আমি তোদের আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে এলেম।' *গিরিশ,* ১৮৮৭। **কর্ব্ব** *ক্রি* করবো। 'আমি তোকে সোজা কর্ব্বই কোর্ব্ব।' *মশাররফ,* ১৮৬৯। **কর্ব্বি** *ক্রি* করবি। 'তুই রাজা ভোলালি, ছেলের কি কর্ব্বি?' *গিরিশ,* ১৮৮৭। **কর্হিতে** *ক্রি* বলতে। 'যে জনে জিজ্ঞাসে তানে কর্হিতে উচিত।' *আলাওল,* ১৬৮০। **কল্য** *ক্রি* করলো। 'বড়ই বড়াই ভাইরে কল্য তিতুমীর।' *মিত্রপ্রকাশ,* ১৮৭১। **কল্যাম** *ক্রি* করলাম। 'পূর্ব্ব জন্মে কল্যাম পাপ তে কারণে এত তাপ।' *বিজয়,* ১৬৫০। **কল্লি** *ক্রি* করলি। 'তুই ভাই জিজ্ঞাসা কল্লি, তাই ...।' *উমেশ,* ১৮৫৭। **কল্লুম** *ক্রি* করলাম। 'আমি দশবার বারণ কল্লুম।' *গিরিশ,* ১৮৮৭। **কল্লে** *ক্রি* করলে। 'হায় পিতা হয়ে এই সর্ব্বনাশ কল্লে।' *গিরিশ,* ১৮৮৭। **কৈতে** *ক্রি* করতে। 'সে রূপ বাখান কৈতে কার সক্তি পারে।' *মালাধর,* ১৫০০। **কৈনু** *ক্রি* করলাম। 'তেকারণে নন্দঘোসে আমি কৈনু চুরি।' *মালাধর,* ১৫০০। **কৈর** *ক্রি* কোরো। 'বিলম্ব না কৈর তুমি চল এই ক্ষণ।' *বিজয়,* ১৬৫০। **কৈর্ল** *ক্রি* করলো। 'গাত হোন্তে পদ কৈর্ল দূর।' *সুলতান,* ১৬৫০। **কৈর্লু** *ক্রি* করলাম। 'দর্শন করিয়া কৈর্লু চরণবন্দন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **কৈলেঁ** *ক্রি* করলে। 'দেখ যত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার।' *বড়ু,* ১৪৫০। **কৈলোঁ** *ক্রি* করলাম। 'কৈলোঁ ব্রহ্মার দণ্ড যোঁআলে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **কৈল** *ক্রি* করলো। 'গুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্নু বধিবারে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **কৈলা** *ক্রি* করলেন। 'কাকে কৈল্লা ঈশ্বর কাহাকে কৈলা দাস।' *আলাওল,* ১৬৮০। **কৈলা** *ক্রি* করলো। 'ষড়ভুজ দেখি কৈলা স্তুতি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **কৈলি ১** *ক্রি* করলে। 'কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *ক্রি* বললাম। 'আজ্ঞী কৈলি আথান্তর করিবেক রাধা।' *বড়ু,* ১৪৫০। **কৈলী** *ক্রি* করলি। 'আম্বল কৈলী ঘোল দহী।' *বড়ু,* ১৪৫০। **কৈলুম** *ক্রি* করলাম। 'অজ্ঞান সরিরে বড় কৈলুম অপরাধ।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **কৈলে** *ক্রি* করলো। 'কমণ মুগধেঁ বাটে দানী কৈলে তোকে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **কৈলেন** *ক্রি* করলেন। 'একে একে বলিব জত কৈলেন প্রচার।' *মালাধর,* ১৫০০। **কৈল্যা** *ক্রি* করলো। 'সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল্যা তাহার প্রচার।' *আলাওল,* ১৬৮০। **কোরছেন** *ক্রি* করছেন। 'বেদিনী, যুগিণী, চাড়ালণী, কলুনী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন।' *মশাররফ,* ১৮৬৯। **কোরবেন** *ক্রি* করবেন। 'আমায় বে-ইজ্জত কোরবেন না, আমি কোমর খোলাই টাকা দিচ্ছি।' *মশাররফ,* ১৮৬৯। **কোরে** *ক্রি* ক'রে। 'সোই রসিকবর কোরে আগোরি। আঁচরে স্রমজল মোছল মোরি।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **কোরো** *ক্রি* করা ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা রূপ। 'কোরো নাই কদাচ বিশ্বাস মাহুদেকে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১। **কোর্ব্ব** *ক্রি* করবো। 'আমি তোকে সোজা কর্ব্বই কোর্ব্ব!' *মশাররফ,* ১৮৬৯।

করতে লাগা *ক্রি* করতে থাকা। 'একটি সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

করানো ১ *ক্রি* করিয়ে নেওয়া। 'স্নেহ করি বারবার করান ভোজন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **২** *ক্রি* তৈরি করানো। 'সুকুমারের মত একটা জামা করাবো।' *বিভূতি,* ১৯৩১। **করাইব** *ক্রি* করাবো। 'দ্বিজ হউক ক্ষেত্ হউক করাইব সুখ।' *মালাধর,* ১৫০০। **করাইবোঁ** *ক্রি* করাবো। 'গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী।' *বড়ু,* ১৪৫০। **করাইল** *ক্রি* পাঠ করালেন। 'শিবানন্দের বালককেরে শ্লোক করাইল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **করাইলেঁ** *ক্রি* করালে। 'এড়োঁ না করাইলেঁ মোর রাধা দরশনে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **করাএ** *ক্রি* করায়। 'পৃতিমাসে রাজায় গিয়া করাএ গোচরে।' *মালাধর,* ১৫০০। **করাওব** *ক্রি* করাবো। 'কেলি করাওব তছু সঙ্গে।' *বাহরাম,* ১৬৫০। **করায়্যা** *ক্রি* করিয়ে। *বোগল,* ১৭৭০। **করায়িউ** *ক্রি* করাবো। 'পুরুব জাণায়িআঁ আহ্মে করায়িউ চেতন।' *বড়ু,* ১৪৫০। **করায়িবোঁ** *ক্রি* করাবো। 'আজি সে করায়িবোঁ তোর সখী।' *বড়ু,* ১৪৫০। **করায়িল** *ক্রি* করালো। 'মুখে

জল দিআঁ বড়ায়ি করায়িল চেতন।' বড়ু, ১৪৫০। **করায়িলি** ক্রি করালি। 'রাধা কি দিআঁ করায়িলি বাই।' বড়ু, ১৪৫০। **করায়্যা** ক্রি করিয়ে। 'অর্ধরাজ্য দিব বাপে করায়্যা ইঙ্গিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। **করাল্য** ক্রি করালো। 'মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন।' মালাধর, ১৫০০। **করাল্যা** ক্রি করালো। 'প্রণাম করাল্যা মল্ল গুরুর চরণে।' মানিকরাম, ১৭৮১। **করাহ্‌** ক্রি করাও। 'বারেক করাহ যবেঁ রাধা দরশনে।' বড়ু, ১৪৫০। **করীলাম** ক্রি করালাম। 'তোমার তিনজন মনুস্য হযুর রওনা করীলাম না।' বোগল, ১৭৭০।

করিতে বসা ক্রি শুরু করা। 'আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

করে-কম্মে ক্রিবিণ কাজ ক'রে। 'কিছু করে-কম্মে খেতে হবে ত ভাই।' শওকত, ১৯৫৮।

করে-কর্মে ক্রিবিণ পরিশ্রম ক'রে। 'যাহাকে করিয়া-কর্মিয়া নড়িয়া-চড়িয়া উঠিয়া-হাঁটিয়া ফিরিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ক'রে খাওয়া ক্রি উপার্জন করা। 'তা থেকে তোমরা ক'রে খেতে পারবে।' পাশা, ১৯৭১।

করে ফেলা ক্রি সৃষ্টি করা। 'নদী যেমন চলতে চলতে আপনার রাস্তা সুগম এবং সুগভীর করে খনন করে ফেলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

করা ছুরি [স করাল>+ছুরি] বি একধার ছুরি। 'করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করাট চাপড় [স করাল+চাপড়] বি হাত দিয়ে ঘাড়ে আঘাত করা। 'করাট চাপড় মারি ছিণ্ডিআ নেয় মুণ্ডে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করাড় বি ব্রাহ্মণদের বিভাগবিশেষ। 'করাড় ব্রাহ্মণগণ সারস্বতদের চোখে দেখে ...।' মুজতবা, ১৯৫৯।

করাণ বি করানো। 'এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন কিম্বা করাণ বিশিষ্ট লোকেরে অনুচিত।' দর্পণ, ১৮২৭।

করাত [স করপত্র] ১ বি গাছ কাটার যন্ত্রবিশেষ। 'করাতেঁ দোহাক করিব চীর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বিষাক্ত সাপবিশেষ। 'সাপগুলি প্রত্যেকটা বিষাক্ত, করাত ও শঙ্খচিতি শ্রেণীর।' বিভূতি, ১৯৩৮।

করাতকল বি কাঠ ইত্যাদি কাটার অথবা চেরার যন্ত্রবিশেষ। 'করাতকলের শব্দও নয়।' শক্তি, ১৯৬৯।

করাত-কাটা বিণ যন্ত্রণাদায়ক। 'শূন্য পেট করাত-কাটা হচ্ছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

করাতি, করাতী [করাত>] বি গাছ চেরা যার পেশা। 'দুই শত ছুতার চলে তিন শত করাতি।' বিজয়, ১৬৫০; 'যেন গুড়ি গাছ চিরে করাতী ছুতার।' গরীব, ১৭৬৫।

করাতিয়া [করাত>] বি গাছ চেরা যার পেশা। মানোএল, ১৭৪৩।

করায়ত্ত [স] বিণ নিজের আয়ত্তে আছে এমন। 'ধনরত্নপূর্ণ ভূখণ্ড করায়ত্ত করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

করার [আ] ১ বি প্রতিশ্রুতি। 'ইহার করার টাকা লইয়া খত দিলাম।' মেয়র্স, ১৭৫৬। ২ বি শর্ত। 'এই করারে ফারখত লিখিয়া দিলাম।' মেয়র্স, ১৭৫৬। ৩ বি চুক্তি। 'সাহেবের স্থানে জে করার লিখীয়া দিয়াছি।' ওসাঁ, ১৭৭৯।

করার করন বি অঙ্গীকার করা। ওসাঁ, ১৭৮৫।

করারনামা [আ করার+ফা নামাহ্‌] বি চুক্তিপত্র। 'তাহার করারনামার নকল।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

করারদাদ [আ করার+ফা দাদ] বি চুক্তি। 'সরকারের লহনা কি করারদাদ রাখে।' মেয়ার, ১৭৮৮।

করারি [আ করার>] ১ বিণ অঙ্গীকৃত। 'আমার করারি তাহার সাঁওজোওাল কএক টাকা তহসিল করিআছে।' চিঠিপত্রে, ১৬৯৬। ২ বিণ স্বীকৃত। 'তবে বুঝি আপনার বর করারি হইতে পারে।' রামরাম, ১৮০১।

করাল[1] [স] বিণ ভয়ঙ্কর। 'তোমার বান্ধবগণ বিষম করাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করালগ্রাস [স] বি আগ্রাসন। 'তৈজসপত্র প্রভৃতি কিছুই তাহার করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইল না।' সৎসঙ্গ, ১৮৯৮।

করালবদন [স] বি দেখতে ভয়ঙ্কর যে। 'ওহে কাল কালরূপ করালবদন।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

করালমূর্তি [স] বি ভয়ঙ্কর মূর্তি। 'তৃষ্ণার করালমূর্তি আজ আমি দেখিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

করালী [স] বিণ স্ত্রী ভয়ঙ্কর। 'করালী ভৈরবী বৈসে ভুজে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করাল[2] [আ করার] বি অঙ্গীকার; প্রতিশ্রুতি। 'জঠর যন্ত্রণা পেয়ে এসেছিলাম কড়াল দিয়ে।' লালন, ১৮৯০।

করি [স করী] বি করী; হাতি। 'উরু আভা দেখি, করি শুণ্ড দুঃখি।' ভবানী, ১৮২৫।

করিঅরি বি সিংহ। 'করিঅরি জিনি মধ্য মাজা ক্ষীণী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করিকর [স] বি হাতির শুঁড়। 'ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।' বড়ু, ১৪৫০।

করিডোর, করিডর [ই] ১ বি অট্টালিকার মধ্যবর্তী বিভিন্ন কক্ষের সংযোজক সংকীর্ণ পথ। 'করিডোরে পৌছিবা মাত্র ...।' প্রমথ, ১৯১৫। ২ বি বারান্দা। 'হেঁটে বেড়ানোর তকতকে হাসপাতালী করিডর পাচ্ছি।' শামসুর, ১৯৭০।

করিৎকর্মা [স] বিণ কর্মদক্ষ। 'জীবনে করিৎকর্মা হয়ে উঠব।' ধূর্জটি, ১৯৩১।

করিদন্ত দ্র **করী**

করিব [আ গরিব] বিণ দরিদ্র। 'করিব নাচার ৪ চারিটী টাকা পাঠাই।' চিঠিপত্রে, ১৭৯৩।

করী [স] বি হাতি। 'ক্ষেণে গ্রাস করে ক্ষেণে উগারএ করী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করিণা [স করিণী>] বি মদ্দা হাতি। 'জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ।' চর্যা ৯, ১২০০।

করিণি [স করিণী] বি হাতি। 'জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ।' চর্যা ৯, ১২০০।

করিণী [স] বি স্ত্রী হাতি। 'তরুণী হরিণী করিণী দল।' নজরুল, ১৯৩৯।

করিদন্ত [স] বি পুকুর। 'জেন করিদন্ত মাঝে সপত্র পদ্মিনী সাজে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করিনি [স করিণী] বি স্ত্রী হাতি। 'হরিন ইন্দু অরবিন্দ করিনি হেম পিক বুঝল অনুমানী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

করিবর, করীবর [স] বি শ্রেষ্ঠ হাতি। 'মন্থর গমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে।' বড়ু, ১৪৫০; 'চতুর্দ্দসে করিবর আর গুরু হইল।' মালাধর, ১৫০০।

করিরাজ, করীরাজ [স] বি হাতিশ্রেষ্ঠ। 'চরণযুগল থলকমল আকারে করিরাজ জিণী রাধা করিল গমনে।' বড়ু, ১৪৫০; 'করীরাজ শুণ্ড লাজে দিতে নারি তুল।' আলাওল, ১৬৮০।

করীকুম্ভ [স] *বি* হাতির মাথার উপরের কলসের মতো মাংসপিণ্ড। 'নীলাম্বরে এসেছে করী-কুম্ভ-'পরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

করীশিশু [স] *বি* হস্তীশাবক। 'করীশিশু তাঁহার কৃতকপুত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

করীশুণ্ড [স] *বি* হাতির শুঁড়। 'উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের সুখ/ মত্ত করীশুণ্ডে ছিন্ন রক্তপদ্মসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

করুগেট [ই] *বিণ* ঢেউটিন-নির্মিত। 'আমার করুগেট ছাদের উপর গোলাপায়রা ছুটি-হওয়া ইস্কুলের ছেলের মতন বসেছিলো।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

করুণ [স] **১** *বি* করুণা। 'করুণ মেহ নিরন্তর ফরিআ।' *চর্যা* ৩০, ১২০০। **২** *বিণ* দরদি। 'বিদগ্ধ মৃদু সদগুণ শুশীল স্নিগ্ধ করুণ তুমি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* কাতর। 'খুল্লনা করুণ ভাষে জানিল তোমার জত দয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* উদ্যোগ। 'ধায় বাঘা করিআ করুণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বিণ* নরম। 'করুণ হইল মন মোমের আকার।' *সুলতান*, ১৬৫০। **৬** *বিণ* কোমল। 'তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব মৃত্যু-অমৃত করে দান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৭** *বিণ* মায়াময়। 'সব-সুদ্ধ এমন একটা করুণ ঘুম-পাড়ানি গান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৮** *বিণ* দুখজাগানিয়া। 'কেমন একটা করুণ গন্ধ চারদিকে যেন জমতে থাকে তার।' *জীবন*, ১৯৩৩। **৯** *বিণ* বিষণ্ণ। 'স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো – দুধে আর্দ্র।' *জীবন*, ১৯৪২।

করুণকলধ্বনিপূর্ণ [স] *বিণ* সকরুণ কাকলিপূর্ণ। 'পাখিদের করুণকলধ্বনিপূর্ণ স্বপ্নাবেশময় শরৎ-মধ্যাহ্নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

করুণকোমল [স] **১** *বিণ* স্নিগ্ধ প্রশান্ত। 'দুঃখদৈন্য-অতৃপ্তির 'পর করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* দয়া-মায়াশীল জন। 'ওহে নিষ্ঠুর, ফিরে এসো, আমার করুণ-কোমল এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

করুণচ্ছবি [স] *বি* বেদনাপূর্ণ ছবি। 'গৃহস্থপ্রাঙ্গণের সচ্ছল শান্তির মধ্যে এই করুণচ্ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

করুণতম [স] *বিণ* সবচেয়ে করুণ। 'যদি ইহাকে করুণতমও বলেন তাহা হইলেও আমার প্রতিবাদ করিবার কিছু থাকিবে না।' বনফুল, ১৯৩৬।

করুণতর [স] *বিণ* তুলনামূলক বেশি করুণ। 'রাত্রি গভীর এবং জ্যোৎস্না মনোহারিণী হওয়াতে আরও করুণ – অর্থাৎ করুণতর।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

করুণতাবোধ [স] *বি* সহানুভূতিবোধ। 'নিছক মানবীয় করুণতাবোধ থেকেই তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

করুণধ্বনি [স] *বি* উদাস-করা ধ্বনি। 'মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনির্দিষ্ট করুণধ্বনি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

করুণনিপুণ [স] *বিণ* করুণরস সৃষ্টিতে পটু। 'কবি কালিদাসের করুণনিপুণ লেখনীর দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

করুণপ্রকৃতি [স] *বিণ* শান্ত স্বভাবের। 'তারা নিরীহ করুণপ্রকৃতি হিন্দুদের কাছে ... করতে আসে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

করুণবাক্য [স] *বি* সহানুভূতিশীল। 'রাগের মুখে পরস্পরের প্রতি করুণবাক্য প্রয়োগ করি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

করুণ ভাটিয়াল [স করুণ+ভাটিয়াল] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

করুণমন্থর [স] *বিণ* বিরক্তিকর ধীরগতিসম্পন্ন। 'সর্বজনের তারবাহিনী করুণমন্থর গোরুর গাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

করুণরস [স] *বি* করুণার উদ্রেক করে এমন রস। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ সর্গে করুণরস প্রচুর আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

করুণা [স] **১** *বি* দয়া। 'করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নয়বল।' *চর্যা* ১২, ১২০০; 'সুন করুণরি অভিনচারেঁ কাঅবাক্চিঅ।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০। **২** *বি* মায়া। 'করুণা ছাড়িয়া দূরে গেলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* স্নেহ। 'এ কী করুণা, করুণাময়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

করুণাকণা [স] *বি* কণামাত্র করুণা। 'করো করুণাকণা দান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

করুণাকর [স] *বিণ* করুণাকারী। 'করুণাকর বিশ্বকর্তা সে সমস্ত যথোপযুক্তরূপে তাঁহার আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

করুণাকল্যাণময় [স] *বিণ* করুণাময় ও কল্যাণকর। 'জগৎপিতার যে পিতৃপুরুষাগত স্নেহ করুণাকল্যাণময় মূর্তিতে আশৈশব আস্থা রবীন্দ্রনাথের মনে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

করুণাগান [স] *বি* ভালোবাসাপূর্ণ সংগীত। 'জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণাগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

করুণাগুণ *বি* দয়া ধর্ম। 'তাঁহার করুণাগুণে এই দুঃখরূপ কণ্টকি বৃক্ষ হইতে শুভফল উৎপন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

করুণাঘন [স] **১** *বিণ* করুণাপূর্ণ। 'ঢাকিয়া দিব তাহার ক্ষতব্যথা/ করুণাঘন গভীর গোপনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **২** *বি* করুণাময়। 'অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

করুণাদ্রাবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* করুণারূপ ধারাবিশিষ্ট। 'করুণাদ্রাবিতা নদীগুলিন দেখিল যে, আজি বড় বিপদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

করুণাদৃষ্টি [স] *বি* সদয় দৃষ্টি। 'ভদ্রমণ্ডলীর প্রতি ... অনেক দিন হইতে করুণাদৃষ্টি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

করুণাধারা [স] **১** *বি* ভালোবাসা। 'আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি ভাঙিব পাষাণকারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* স্নেহরস। 'জীবন যখন ফুরায়ে যায় করুণাধারায় এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বি* দরদ। 'করুণাধারায় আমাদের বুক সিক্ত হইয়া ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২২।

করুণানিঃসৃত [স] *বিণ* করুণা জাগায় এমন। 'গভীর করুণানিঃসৃত এই পাখি।' *জীবন*, ১৯৩২।

করুণানিদান [স] *বি* দয়ার সাগর; কৃপাময় সত্তা। 'নিজগুণে কৃপা কর করুণানিদান।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

করুণানিধান [স] **১** *বিণ* দয়ালু। 'তাহারা করুণানিধান বিশ্ববিধানকর্তার অপার করুণার অশেষ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** দয়ার সাগর। 'হে করুণানিধান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

করুণাপরবশ [স] *বিণ* দয়ালু। 'বধূর উপর খর মেজাজ ফলাইলেও সাকেরের মা আসলে করুণাপরবশ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

করুণাপূর্ণ [স] *বিণ* সকরুণ। 'তাহার করুণাপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

করুণাবসন [স] *বি* মায়ার আবরণ। 'গোধূলি তার করুণাবসন ফেলে সূর্যমুখী পৃথিবীকে ঢাকে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

করুণাবহ [স] *বিণ* বেদনা উদ্রেক করে এমন। 'স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত করুণাবহ বলিয়া মনে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

করুণাবারি [স] *বি* করুণারূপ বারি। 'পিয়াসি কি তুই করুণাবারির তরে?' *নজরুল*, ১৯৩০।

করুণাবিষ্ট [স] *বিণ* দুঃখিত। '... প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রাজা এই বাক্য শ্রবণ মাত্রে অতিশয় করুণাবিষ্ট ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

করুণাভ [স] *বিণ* করুণা-রঙিন। 'কোমল কপোল দুটি দেখিতে দেখিতে ভাবের আভাসে করুণাভ হইয়া উঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

করুণা-ভরা *বিণ* মায়াময়। 'করুণা-ভরা কালো বড় বড় চোখ দুটির দিকে ... তাকিয়ে থাকে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

করুণাভিক্ষা [স] *বি* সহানুভূতির জন্য অনুনয়। 'ভাষার ব্যবধান এত দুস্তর যে করুণাভিক্ষা পর্যন্ত এই রাজ্যে অসম্ভব।' *শওকত*, ১৯৭২।

করুণাময় [স] **১** *বিণ* দয়াময়। 'আপনি করুণাময় করিলে সন্ন্যাস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* জগৎপিতা। 'এ কী করুণা, করুণাময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

করুণাময়ি [স করুণাময়ী] *বি স্ত্রী* দয়াবতী। 'হে বনদেবি! হে করুণাময়ি!' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

করুণাময়ী [স] *বি স্ত্রী* দয়াময়ী। 'বলেন করুণাময়ী মৃদুমন্দ স্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

করুণামিশ্রিত [স] *বিণ* করুণামাখা। 'পঞ্চবটীর করুণামিশ্রিত হাওয়া বহিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

করুণার সিন্ধু *বি* দয়ারূপ সাগর। 'করুণার সিন্ধু তুমি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

করুণারুণরাগ [স] *বি* ভোরের সূর্যের আশীর্বাদস্বরূপ আলো। 'তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

করুণার্ণব [স] *বি* দয়ার সাগর। 'করুণার্ণব বিশ্বকর্তার মঙ্গলাভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

করুণার্দ্র [স] *বিণ* করুণাসিক্ত। 'করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

করুণালব্ধ [স] *বিণ* অনুগ্রহ পেয়েছে এমন। 'তবু দস্যুদত্ত করুণালব্ধ সে প্রাণ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

করুণাশীতল [স] *বিণ* প্রশান্তিদায়ক। 'এমন নীরব ছলোছলো করুণাশীতল হাসি শুনে ঘরে কে ফিরতে চায় বলো।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

করুণাসঞ্চার [স] *বি* দয়ার উদয়। 'তাঁহার অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

করুণাসাগর [স] *বিণ* অসাধারণ সদয়। 'করুণাসাগর সৃষ্টিকর্তাকে জানিতে ও স্মরণ করিতে পারে।।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

করুণাসাগর মূর্তি [স] *বি* অত্যন্ত করুণাময় রূপ। 'তাঁর যে করুণাসাগর মূর্তি রচনা করে সে যেন কেমন নৈর্ব্যক্তিক।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

করুণা-সিন্ধু [স] *বি* দয়ার সাগর। 'তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণা-সিন্ধু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

করুণাস্থান [স] *বিণ* দয়া কামনা করে এমন। 'প্রীতিভাজন মনুষ্য মাত্রের প্রতি, করুণাস্থান ইতর জীবের প্রতি ... কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

করুণী [স] *বি স্ত্রী* করুণার প্রতীক। 'তরুণপ্রাণের পরে করুণায় নিত্য সে তরুণী/ নাম কি করুণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

করুন [স করুণ] *বিণ* করুণ; কাতর। 'পুনি শান্তনুএ বোলে করুন বচনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

করুনা[1] [স করুণা] *বি* অনুনয়। 'মন গরুঅ কিঅ ধলি। কানুক করুনা করনে নহি সুনলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

করুনামাই [স করুণাময়ী] *বিণ স্ত্রী* করুণাময়ী। 'করুনামাই ঠাকুরানি।' *ভেরলি*, ১৭৮৯।

করুনারাগ [স করুণারাগ] *বি* (সংগীত) করুণসুরের রাগবিশেষ। 'করুনারাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

করুনা[2] *বি* একপ্রকার লেবু। 'কিছু কিনে ফুলগাভা করুনা কমলা টাবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

করুয়া [স করঙ্গ] *বি* ভিক্ষার পাত্রবিশেষ; করঙ্গ। 'করুয়া ধারণ তার করেতে কোটিতে ডোর-কোপিনী।' *লালন*, ১৮৯০।

করুন [স করুণ] *বিণ* কাতর। 'সুনিএগ্রা করুন বানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

করুণা[1] [স করুণা] **১** *বি* দয়া। 'ব্রহ্মার করুনা সুনি সদয় শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* দুঃখ। 'অত্যন্ত করুণা শোকে পুত্রেত কহন্তি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

করুনা[2] [স করুণ] *বি* ছন্দবিশেষ। 'করুনা ছন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০।

করেলা [স কারবেল্ল] *বি* তিতা স্বাদের সবজিবিশেষ। 'কোমল কাঁকুড়ি ডগা তুলিল করেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **করলা**

করোগেটেড [ই] *বিণ* ঢেউখেলানো। 'করোগেটেড লোহার চাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

করোগেট [ই করোগেটেড] *বি* লোহার ঢেউখেলানো টিন। 'করোগেট, ছন কিংবা মাটির দেয়াল।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

করোজ্জ্বল *দ্র* **কর**[3]

করোটি [স] *বি* মাথা। 'তাহারা করোটি বা কাষ্ঠপাত্রে রাখিয়া সঙ্গে লইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

করোত্তাপ *দ্র* **কর**[3]

করোনা [ই] *বি* পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন সূর্যবৃত্তের চারদিকে দেখতে পাওয়া উজ্জ্বল আলোকছটা। 'এই দূরবিক্ষিপ্ত গ্যাসের দীপ্তিকে য়ুরোপীয় ভাষায় বলে করোনা, বাংলায় একে বলা যেতে পারে কিরীটিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কর্ক [ই] **১** *বি* বোতলের ছিপি। '... শ্যাম্পেন খুলিলে কর্কের শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* গাছবিশেষ যা দিয়ে ছিপি তৈরি হয়; শোলা। 'ইন্ডিয়ান কর্ক গাছ।' *বিভূতি*, ১৯৫০।

কর্কমোড়া [ই কর্ক+মোড়া] *বিণ* বদ্ধ। 'কর্কমোড়া ঘরে জীবন কাটিয়েও প্রুস্ত এ যুগের শ্রেষ্ঠ ফরাসি উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

কর্ক-স্ক্রু [ই] *বি* ছিপি খোলার যন্ত্র। 'চাবি সজোরে ছিনিয়ে বহু কষ্টে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে রাখে; কর্ক-স্ক্রুটাকেও।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কর্কক [স কর্কট] *বি* কাঁকড়া। 'ক্রোধে আগল সাধু বিবাদে কর্কক'। *বিজয়*, ১৬৫০।

কর্কট[1] [স কর্করেটু] *বি* একটি পাখির নাম। 'চটক কর্কট টিয়া বায়স পেচক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কর্কট[2], **কর্কট** [স] *বি* সূর্য, প্রধান গ্রহ-উপগ্রহ এবং প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলী যেখানে দেখতে পাওয়া যায়, আকাশের সেই কাল্পনিক অংশকে বারো ভাগে বিভক্ত করে জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রত্যেকটি ভাগকে রাশি বলা

হয়েছে। সেই রাশিসমূহের চতুর্থ রাশি। 'আসাড় গেলে সাবন মাস কর্কট রাসি'। *রামাই*, ১৭১০।

কর্কট মণ্ডল [স] *বি* বিষুব রেখা থেকে কর্কট ক্রান্তি পর্যন্ত অঞ্চল। 'বিষুব রেখা হইতে সাড়ে ২৩ অংশ উত্তরে যে ক্ষুদ্র মণ্ডল ... ব্যাপ্ত আছে, তাহার নাম কর্কট মণ্ডল।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কর্কট[৩] [স] কাঁকড়া। 'কৃমি কীট কমঠ কর্কট লক্ষ লক্ষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'কর্কটকুল আপন আপন বিবরে বসিয়া দাঁড়া নাড়িতেছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

কর্কটরোগ [স] *বি* দেহকোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত রোগ; ক্যান্সার। 'দেহে কখনো কখনো কর্কটরোগ অর্থাৎ ক্যান্সার জন্মায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কর্কটিকা [স] *বি* কাঁকুড়; সবজিবিশেষ। 'কেহ দেই মোয়া জম্বু কর্কটিকা ফল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কর্কন্তি *বি* একপ্রকার ফুল। 'সেবতি কর্কন্তি জুতি ইন্দ্র মূল তোলে জাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কর্কর [স] *বি* কাঁকর। 'তাহার তুলনায় হিমালয় তুল্য স্তূপাকৃতি স্বর্ণখণ্ড কর্কর-রাশি সদৃশ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কর্কর-রাশি [স] *বি* পাথরের স্তূপ। 'তাহার তুলনায় হিমালয় তুল্য স্তূপাকৃতি স্বর্ণখণ্ড কর্কর-রাশি সদৃশ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কর্করা [স] *বিণ* কাঁকরযুক্ত; কঙ্করময়। 'নখেতে কর্করা নদি করএ দিপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কর্করী [স গর্গরী] *বি* ছোটো কলসিবিশেষ। 'কর্করী – ১।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১৯।

কর্কশ [স] **১** *বি* অসুন্দর। 'দূরেত রহিল বেড়ি দেখিয়া কর্কশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* রুক্ষ; শ্রুতিমধুর নয় এমন। 'রূঢ় ও কর্কশ বাক্য বলিয়া, কাহারও মনে বেদনা দেওয়া উচিত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'কর্কশ ত্বক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'কর্কশ কালো লম্বা চুলে ছেয়ে গেল।' *হাসান*, ১৯৬২। **৩** *বিণ* রূঢ়। 'কোনো কর্কশ ব্যবহার করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৪** *বিণ* অমসৃণ। 'ঢাকাই কাপড়ের পাড় তাহাদের গায়ে কর্কশ ঠেকিত বলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৫** *বিণ* কটু। 'মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ।' *জীবন*, ১৯৩৬।

কর্কশকণ্ঠ [স] *বিণ* কণ্ঠস্বর রুক্ষ এমন। 'এই রক্তচক্ষু, কর্কশকণ্ঠ রমণীকেই তুমি খুঁজছিলে?' *মুনীর*, ১৯৬৬।

কর্কশকান্তি [স] *বিণ* রুক্ষ চেহারাবিশিষ্ট। 'সে এখন কালক্রমে, বয়ঃপ্রাপ্ত, কর্কশকান্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কর্কশতা [স] *বি* রুক্ষতা। 'পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কর্কশ-ভাষী [স] *বিণ* রূঢ়ভাষী। 'বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর দুর্মতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কর্কশহাস্য [স] *বি* রূঢ় হাসি। 'অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কর্কশিয়া [স কর্কশ>] *বিণ* কর্কশ। 'কহিতে থাকেন মোরে কর্কশিয়া গলা।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২।

কর্কানো *ক্রি* চিবানো। 'কর্কিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কর্জ, কর্জ্জ [আ করদ্] *বি* ধার। 'এগারো সত তঙ্কা কর্জ্জ করিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬; 'কেলারিন্দা বরোসকে জদি কেহ কর্জ্জ দেয়।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

কর্জদাম, কর্জ্জদাম [আ করদ্+দাম] *বি* ঋণ; ধার-উদ্ধার। 'কর্জ্জ দাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'হুকুম হইলে কর্জ্জদাম করিয়া গোলাম এ টাকা খালিসা দাখিল করে।' *রামরাম*, ১৮০১।

কর্জদার [আ করদ্+ফা দার] *বি* ঋণী। 'কোন লভ্য না লইবা কর্জদার হস্তে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কর্জদার হওয়া *ক্রি* ঋণগ্রস্ত হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কর্জ ধরেন *বি* ঋণদাতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কর্জন, কর্জ্জন [আ করদ্>] *ক্রি* ধার করা। 'আর গোটা কতক টাকা কর্জ্জন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কর্জপত্র, কর্জ্জপত্র [আ করদ্+স পত্র] *বি* ধার করার চুক্তিপত্র। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

কর্জবদ্ধ [আ করদ্+স বদ্ধ] *বিণ* ঋণগ্রস্ত। 'কর্জবদ্ধ হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কর্জ লওন *বি* ঋণ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কর্জে ডুবা *ক্রি* ঋণগ্রস্ত হওয়া। 'তাহাতে আরও কর্জে ডুবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

কর্জ্জা *বি* ঋণ। 'সরকারের নামে দুই সও টাকার কর্জ্জা।' *ওসাঁ*, ১৭৮১।

কর্জ্জল, কর্জ্জল [স কজ্জল] *বি* অঞ্জন; কাজল। 'নয়ানে কর্জ্জল বহে লোতহে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কর্ড [ই] **১** *বি* স্বরতন্ত্রী। 'বুক ও মুখের ভিতর কর্ড লাইনই গ্রাম্য এবং লুপ অগ্রাম্য।' *প্রমথ*, ১৯২৯। **২** *বি* দড়ি। 'সাতশো গজ নাইলন কর্ড বেঁধে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কর্ণ [স] *বি* কান। 'একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

কর্ণকটু [স] *বিণ* শুনতে খারাপ। 'কর্ণকটু বিজাতীয় বর্বরতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কর্ণকুহর [স] **১** *বি* কানের ছিদ্র। 'কর্ণকুহরে, পটহের মত যে অতি পাতলা একখণ্ড চর্ম, তাহাতেই ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* শ্রবণেন্দ্রিয়। 'কখন কখন মধুরকণ্ঠ অপ্সরীগণের তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কর্ণগোচর [স] *বিণ* শোনা হয়েছে এমন। 'তাহার কর্ণ গোচর হইল।' *রামরাম*, ১৮০১; 'ইহা এদেশীয় স্ত্রীদিগের কর্ণগোচরও হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কর্ণচকোর [স] *বি* কানরূপ চকোর। 'কর্ণচকোর জীয়ে সে আশে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কর্ণদান [স] *বি* শ্রবণ। 'তোমা বিনা বাণী কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কর্ণনানন্তর [স কর্ণন-অনন্তর] *ক্রিবিণ* শ্রবণ ক'রে। 'নিজ জনকের দুর্দশাকর্ণনানন্তর হতাশ হইয়া অনশন যোগালম্বন করে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

কর্ণপট [স] *বি* কানের পর্দা। 'কর্ণপটে আশাবরী রাগ তারগ্রামে পৌঁছে যে-সুরের ঝিকিমিকি রচনা করে ...।' *শওকত*, ১৯৬২।

কর্ণপটহ [স] *বি* কানের পর্দা। 'এখনও ভারতবাসীর কর্ণপটহে ঝঙ্কৃত হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

কর্ণপাত [স] **১** *বি* মনঃসংযোগ। 'সেবিকার বচনে কর্ণপাত কর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। **২** *বি* কান দেওয়া। 'সমাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

কর্ণপীড়ক [স] *বিণ* শ্রবণকটু। 'ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কর্ণপীড়ন [স] *বি* কানমলা। 'কখনো কখনো কর্ণপীড়ন লাভ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কর্ণপুট [স] *বি* কর্ণকুহর। 'মুগ্ধ কর্ণপুটে গ্রন্থ হইতে গুটিকত বৃথা বাক্য উঠে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কর্ণপুর [স] *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'স্বস্তিক সিন্দুর কজ্জল কর্ণপুর শঙ্খ দিল যথাবিধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কর্ণ প্রদান করা *ক্রি* গুরুত্ব দেওয়া। 'পণ্ডিত মহাশয়েরা মনোযোগপূর্ব্বক তাহা কর্ণ প্রদান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কর্ণফুল [স কর্ণ-ফুল্ল] *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'যথা, দমদম, চৌদানি, বোন্দা, দোলড়া, ছলনা, মুক্তার লচ্ছা দেওয়া কর্ণফুল, কানবালা ... ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কর্ণবধিরকর [স] *বিণ* কানে তালা লাগায় এমন। 'কর্ণবধিরকর শব্দ করিতে করিতে ... ধাবমান হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কর্ণ বন্দ করা *ক্রি* অবিবেচক হওয়া। 'গরীবের প্রতি কর্ণ বন্দ করিও না।' *দর্পণ*, ১৮২০।

কর্ণবালা [স] *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'সীঁথার সিন্দুর জিনিয়া অরুণ কানে কর্ণবালা টেঁড়ি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৫০।

কর্ণবিদারী [স] *বিণ* কান বিদীর্ণ করে এমন। 'কর্ণবিদারী সুর থামিয়া নিস্তব্ধতায় পরিণত হইবে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

কর্ণবিবর [স] *বি* কানের ছিদ্র। 'জনরবের দিগন্তব্যাপী ধ্বনি কি আপনাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কর্ণবেধ [স] *বি* কান ফোঁড়ানো। 'কর্ণবেধ করাইলা শ্রীচূড়াকরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কর্ণভূষণ [স] *বি* কানের অলঙ্কার। 'অজন্তার ছবিতেও এরকম কর্ণভূষণ দেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কর্ণভূষা [স কর্ণভূষণ] *বি* কানের অলঙ্কার। 'কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কর্ণভেদী [স] *বিণ* কান ভেদ করে এমন। 'দামামা নাকাড়ায় গুড়গুড়ি ডাঙ্কায় কর্ণভেদী ধ্বনি আর অস্ত্রের চাকচিক্য।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

কর্ণমূল [স] **১** *বি* কানের গোড়া। 'আর কর্ণমূলে, ঢেঁড়ি ঝুমকা দোলে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* কর্ণকুহর। 'বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কর্ণরন্ধ্র [স] *বি* কানের ছিদ্র। 'কর্ণরন্ধ্রে উঠে আকুলিয়া –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কর্ণলতা [স] *বি* কানের লতা। 'বাদুড়ের মতো ঝোলে কর্ণলতায় সন্ধ্যায়।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

কর্ণশঙ্খ [স] *বি* কর্ণরূপ শঙ্খ। 'একদিকে তুষারঅভ্র কর্ণশঙ্খ, অন্যদিকে রক্তকপোল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কর্ণা [স কর্ণ>] *বিণ* কানের আভরণ। 'মন্দার কেশে পরি পারিজাত কর্ণা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

কর্ণাগ্রভাগ [স কর্ণ-অগ্রভাগ] *বি* কানের লতি। 'আমার কর্ণাগ্রভাগ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কর্ণাভরণ [স কর্ণ-আভরণ] *বি* কানের অলঙ্কার। 'কর্ণে কর্ণাভরণ দুলিতেছিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

কর্ণে কর্ণে *ক্রিবিণ* চুপি চুপি। 'সকলেই কর্ণে২ ফুসফুস করে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কর্ণেন্দ্রিয় [স কর্ণ-ইন্দ্রিয়] *বিণ* কানে শোনা যায় এমন। 'তাহার আঘাতে কর্ণেন্দ্রিয় সুর উপলব্ধি হয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

কর্ণ[২] [স] *বি* মহাভারতোক্ত পৌরাণিক চরিত্র। 'কর্ণের সমান দাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কর্ণ[৩] [স] *বি* নৌকার হাল। 'কর্ণহীন নৌকার মতো ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কর্ণধার [স] **১** *বি* কাণ্ডারী। 'অবধানে কর্ণধার শুন পুরাণের সার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পরিচালক। 'উনি আমাদের বিনুদার কর্ণধার হলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* নেতা। 'কর্পোরেশনের স্বরাজী কর্ণধারগণ এবার ঐ অন্যায় ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ...।' *দর্শন*, ১৯২৪।

কর্ণধারত্ব [স] *বি* কর্তৃত্ব; পরিচালনার ক্ষমতা। 'সমাজের কর্ণধারত্ব ত্যাগ করেন।' *তারা*, ১৯৪২।

কর্ণধারবিহীন [স] **১** *বিণ* কাণ্ডারীহীন। 'কর্ণধারবিহীন ঝটিকাগ্রস্ত তরণীর ন্যায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* নেতৃত্বহীন। 'ইসলাম কর্ণধারবিহীন তরণীর তুল্য বিপন্ন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট।' *দর্শন*, ১৯২০।

কর্ণহীন [স] *বিণ* কাণ্ডারীবিহীন। 'কর্ণহীন নৌকার মতো ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কর্ণকুটা [স] *বিণ* চূর্ণবিচূর্ণ। 'কর্ণকুটা হইয়া ঢাল পৈল ভূমি পর।' *সুলতান*, ১৭০০।

কর্ণজলৌকা [স] *বি* কেন্নো; এক প্রকার কীট। 'পায়ের কাছ দিয়ে এক হয়ে এগিয়ে চলেছে কর্ণজলৌকা।' *মানিক*, ১৯৩৫।

কর্ণফুলি, কর্ণফুলী *বি* বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত নদী। 'যে দেশে রজতরেখা, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষী আর ...।' *ফররুখ*, ১৯৬৩; 'কর্ণফুলি নদী তুমি দেখেছো শ্রাবণে?' *শক্তি*, ১৯৬৬।

কর্ণয়ালা *বি* পিঠাবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কর্ণল [ই কর্নেল] *বি* সেনাবাহিনীর পদবিশেষ। 'কর্ণল স্কিনর সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

কর্ণাট [স] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

কর্ণাটিকা [স] *বি* কর্ণাট দেশীয় নারী। 'খুঁজে ফিরে তোমারেই তন্বী শ্যামা কর্ণাটিকা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

কর্ণাল [ফা করনায়] *বি* এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে ভেউর কর্ণাল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কর্ণি [স কর্ণিক] *বি* পলস্তারা লাগানোর কাজে ব্যবহৃত রাজমিস্ত্রির হাতিয়ার। 'ধ্বসে যায় কোটি কোটি কাস্তে আর হাতুড়ীর বাট, কর্ণি, কলম আর তুলিকায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কর্ণিক [স] *বি* রাজমিস্ত্রিদের ব্যবহৃত হাতিয়ারবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কর্ণিক ছাড়িয়া কেহ স্বদেশে গমন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কর্ণিকা *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'সধবাকালীন অবস্থায় তিনি নাকে নথ, ... কানে বুগড়ী বা কর্ণিকা, হাতে বালা এবং পায়ে নূপুর পরতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কর্ণিকার [স] *বি* সোনালু পুষ্প বা বৃক্ষ। 'পর্ব্বত শিখরে যেন কর্ণিকার দাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কর্ণেট [ই] *বি* ধাতুনির্মিত বাঁশিবিশেষ। 'শানাই, কর্ণেট, তবলা, মৃদঙ্গ, হার্মোনিয়ম, খোল, করতাল ...।' *মোতাহ্যর*, ১৯৩৭।

কর্ণেল [ই] *বি* সেনাবাহিনীতে উচ্চতর কর্মকর্তা। 'কাপ্তেন ক্রাফোর্ড কর্ণেল আওেমগুকে যে পত্র লেখেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কর্ণ্ণকুণ্ডলবজ্রধারী [স] *বিণ* কর্ণ, কুণ্ডল ও বজ্রধারণকারী। 'একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

কর্তন, কর্ত্তন [স] **১** *বি* হ্রাস করা। 'সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরদের আগামি জুন মাসের প্রথমাবধি বর্ত্তন কর্ত্তন হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। **২** *বি* কাটানো। 'প্রসূতিকারা স্বয়ং মহাক্লেশে কাল কর্ত্তন করিয়া থাকেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

কর্তনী, কর্ত্তনী [স] **১** *বি* কাটার অস্ত্র; কাঁচি। 'কর্ত্তনী-মুখে শস্যের ছেদন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **২** *বি* খাজনাবিশেষ। 'আমলাদের বেতন, কর্ত্তনী বলিয়া প্রজার নিকট আদায় হয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

কর্তব [স কর্তব্য] *বি* গানের মধ্যে সুরের নানা প্রকার কলাকৌশল দেখানো; সুর ভাঁজা। 'তান মানের কর্তব দিয়ে চমক দেয়।' *অবন*, ১৯২৫।

কর্তবাট, কর্ত্তবাট [স কর্তব্য>+স বর্ত্ম>] *বি* ধনুকের চাপ। 'কর্ত্তবাটে এড়ে অস্ত্র অঙ্গুলি মদ্য দেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কর্তব্য, কর্ত্তব্য [স] **১** *বি* করণীয় কাজ। 'কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু করেন উপদেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* দায়িত্ব। 'রাজ্যের লোকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা রাজার একটি প্রধান কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'তরুশাখায় ফলপুষ্পের মতো কর্তব্য তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কর্তব্য-অকর্তব্য [স] *বিণ* করণীয় ও অকরণীয়। 'কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে কোনোরূপ কৈফিয়ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কর্তব্যকর্ম, কর্ত্তব্যকর্ম্ম [স] *বি* করণীয় কাজ। 'অন্যান্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'তাঁদের এখানকার প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করানো আমার কর্তব্যকর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কর্তব্যকাজ [স কর্তব্য+স কার্য] *বি* করণীয় কাজ। 'আমাদের কর্তব্যকাজে হয়তো বাধা দেবে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কর্তব্যকার্য [স] *বি* করণীয় কাজ। 'সারা দিনমান কর্তব্যকার্য।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কর্তব্যক্ষেত্র [স] *বি* কর্মস্থল। 'স্বার্থপরতাকে দমন করে প্রফুল্লচিত্তে কর্তব্যক্ষেত্রে যাওয়া যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কর্তব্যচ্যুত, কর্ত্তব্যচ্যুত [স] *বিণ* কর্তব্য থেকে বিচ্যুত। 'তাহারা কর্তব্যচ্যুত হইয়াছে।' *মুসলমান*, ১৯২১।

কর্তব্যজ্ঞান [স] *বি* কর্তব্যবোধ। 'সেই কর্তব্যজ্ঞানের আদর্শকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কর্তব্যজ্ঞানশূন্য [স] *বিণ* করণীয় কাজ সম্পর্কে জ্ঞান নেই এমন। 'এই শ্রেণীর উপন্যাস পাঠে মানবহৃদয় স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, কর্তব্যজ্ঞানশূন্য ... হইয়া পড়ে।' *এসলাম*, ১৯২০।

কর্তব্যতন্ত্র [স] *বি* বিধিশাস্ত্র। 'সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কর্তব্যতা, কর্ত্তব্যতা [স] **১** *বি* করণীয়তা। 'তাঁহারা স্ত্রীবিদ্যার কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশার্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **২** *বি* ঔচিত্য। 'স্বামীপূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বি* প্রয়োজনীয়তা। 'দুষ্ট প্রবৃত্তি শোধনের কর্তব্যতা অনেক বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কর্তব্যত্রুটি [স] *বি* করণীয় কাজে ভুল। 'পরকে তার কর্তব্যত্রুটি স্মরণ করিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কর্তব্যদায় [স] *বি* করণীয় কাজের প্রতি দায়িত্ব। 'আমার একটা কর্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কর্তব্যধর্ম [স] *বি* কর্তব্যবোধ। 'কর্তব্যধর্ম বলে একটা কথা আছে।' *তারা*, ১৯৪৬।

কর্তব্যনিষ্ঠ [স] *বিণ* কর্তব্যপরায়ণ। 'একটি কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ ক্রমশ একটি দায়িত্বহীন মানুষে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কর্তব্য-নিষ্ঠা [স] *বি* কর্তব্যপরায়ণতা। 'কর্তব্য-নিষ্ঠা টলিল না।' *শরৎ*, ১৯৩১।

কর্তব্যনীতি [স] **১** *বি* করণীয় বিষয়ের নীতি। 'নূতন কর্তব্যনীতি গঠিত হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* দায়িত্ববোধ। 'দেশের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্তব্য নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কর্তব্যপথ [স] *বি* কর্তব্যের পথ। 'সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্তব্যপরতা [স] *বি* দায়িত্বশীলতা। 'তেমনি স্বদেশের প্রতি কর্তব্যপরতাও হয়তো আমাদের সমাজে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্তব্যপরায়ণ [স] *বিণ* কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাবান। 'রমেশ বিশেষরূপে কর্তব্যপরায়ণ।' *মানিক*, ১৯৪০।

কর্তব্যপরায়ণতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা [স] **১** *বি* কর্তব্য পালনের একনিষ্ঠতা। 'আমার প্যারেড ও কাজে ... কর্তব্যপরায়ণতা দেখে আসছিলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'আন্তরিকতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে ... এই সব সমস্যার মোকাবেলা করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৭১। **২** *বি* কর্তব্য পালনের বৈশিষ্ট্য। 'ভিতরে ভিতরে কর্তব্যপরায়ণতার ঠেলা চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কর্তব্যপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* কর্তব্য পালনকারী। 'কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রীলোকটি।' *শরৎ*, ১৯১৩।

কর্তব্যপালন [স] *বি* করণীয় কাজ সম্পাদন। 'কর্তব্যপালন করলেই সুখ হয় এ কথা নীতিশাস্ত্রের প্রতারণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কর্তব্যবিধান, কর্ত্তব্যবিধান [স] *বি* কর্তব্য নির্ধারণ। 'সত্যাসত্য অনুসন্ধানপূর্ব্বক কর্ত্তব্যবিধান করুন।' *গ্রামবার্ত্তা*, ১৮৭৩।

কর্তব্যবিমুখ [স] *বিণ* কর্তব্য পালনে অনিচ্ছুক। 'কর্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

কর্তব্যবিরুদ্ধ [স] *বিণ* কর্তব্যের পরিপন্থী। হেমনলিনীর সঙ্গে বিবাহ আমার কর্তব্যবিরুদ্ধ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কর্তব্যবুদ্ধি [স] **১** *বি* কী করা উচিত সে সম্পর্কিত জ্ঞান। 'তাঁহার অসাড় কর্তব্যবুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* বিবেক। 'আমারও কর্তব্যবুদ্ধি শান্ত থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কর্তব্যবোধ [স] *বি* দায়িত্বশীলতা। 'এ কর্তব্যবোধের অর্থ বোঝা শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কর্তব্যভার, কর্ত্তব্যভার [স] *বি* করণীয় কাজের দায়িত্ব। 'যখন সুখদুঃখ সমেত ভালোবাসার সমস্ত কর্তব্যভার মাথায় করবার সময় আসে তখন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'বার্ষিক অধিবেশনের উপর গুরু কর্ত্তব্যভার অর্পিত রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

কর্তব্যভারাক্রান্তা [স কর্তব্যভার-আ[illegible]া] *বিণ স্ত্রী* কর্তব্য-ভারগ্রস্ত। 'মেয়েটি প্রবীণ ... দায়িত্ববোধসম্প[illegible] [illegible]্যভারাক্রান্তা ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

কর্তব্যভোলা [স কর্তব্য+ভোলা] *বিণ* করণীয় কী, তা ভুলে যায় এমন। 'তাহাদের জীবন-চরিত বাঙলার আত্মভোলা ও কর্তব্যভোলা এবং পথভোলা মুসলমানের জাতীয় চরিত্র গঠনের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কর্তব্যরত [স] *বিণ* কর্তব্য পালন করছে এমন। 'ছোটো মেয়ে খেলাহীন, চপলতাহীন, গম্ভীর কর্তব্যরত, তৎপরচরণে আসে যায় নিত্যকাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

কর্তব্যশীল [স] *বিণ* কর্তব্যপরায়ণ। 'কর্মকুশল ও কর্তব্যশীল পরিচালক দেখিতে পাইলেন না।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

কর্তব্যসমস্যা [স] *বি* কর্তব্য-অকর্তব্যের দ্বন্দ্ব। 'রমেশ তাহার কর্তব্যসমস্যা উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কর্তব্যসাধন [স] *বি* দায়িত্ব পালন। 'বিধাতৃবিহিত স্ব স্ব কর্তব্যসাধনে ক্রিয়াশীল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কর্তব্যসিদ্ধি [স] *বি* কর্তব্য পালনে সাফল্য। 'বিরক্তিপ্রকাশকেই কর্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কর্তব্যস্বীকার [স] *বি* করণীয় দায়িত্ব। 'বাপ-মার প্রতি কর্তব্যস্বীকারও অমনি শেষ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্তব্যাকর্তব্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য [স কর্তব্য-অকর্তব্য] ১ *বি* করণীয় বা অকরণীয় কাজ। 'ইহা বুঝিয়া যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য হয় কর।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বি* করণীয় এবং অকরণীয় কাজ। 'কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ ও তাহার ফলাফল বিবরণ করা ধর্ম্মনীতির প্রয়োজন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'বামাচরণ স্বামীর কর্তব্যাকর্তব্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে তুলিয়া দিতে লগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কর্তব্যাচরণ [স কর্তব্য-আচরণ] *বি* কর্তব্য পালন। 'আপন আসন গ্রহণ করে কর্তব্যাচরণে আত্মনিয়োগ করতে পারে না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কর্তব্যানুষ্ঠান, কর্ত্তব্যানুষ্ঠান *বি* দায়িত্ব সম্পাদন। 'তখন আপনা হইতেই তাহাদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কর্তা, কর্ত্তা [স] ১ *বি* প্রভু। 'তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা নির্লেপ নিরঞ্জন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* মনিব; করে যে। *বোগল*, ১৭৭০। ৩ *বি* অভিভাবক। 'পুত্র আমার শেষ দসা অতএব আমার পরে তোমার খুল্লতাত কর্ত্তা।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* সুবাদার। 'গৌড়ের কর্ত্তা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৫ *বি* প্রধান ব্যক্তি। 'বাটীর কর্ত্তা দুর্জ্জয় নামে এক রাক্ষস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৬ *বি* রচয়িতা। 'আরবী গ্রন্থকর্ত্তারা প্রায় এক বাক্যেতে স্বীকার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৭ *বি* প্রদানকারী। 'নিয়োগকর্ত্তাদিগের ও তদীয় বান্ধবদিগের মুখমণ্ডলে প্রক্ষেপ করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৮ *বি* স্রষ্টা। 'বুদ্ধি দ্বারা জগৎকর্ত্তার সত্তা নিরূপিত হইতে পারিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৯ *বি* স্বামী। 'চাউনি কর্ত্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ১০ *বি* চালক। 'সেখানে কর্মই বস্তুত কর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ১১ *বি* যে কর্ম সমাধা করে। 'কর্তা কি, তার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ১২ *বি* অধিনায়ক। 'ফুটবল ক্রিকেটের দলে কর্তা।' *শরৎ*, ১৯১৭। ১৩ *বি* উচ্চশ্রেণীর লোক। 'কর্তারা অর্থাৎ ভদ্দরলোকেরা হয়ে গেলেন ঐ যাকে বলে একেবারে ল্যাজে-গোবরে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

কর্তাকর্ম [স] *বি* কর্তা ও কর্ম। 'ব্যাকরণ ধরে কর্তাকর্ম ইত্যাদি নিয়মে কথা সাজিয়ে গেলে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

কর্তাগিরি, কর্ত্তাগিরি [স কর্তা+ফা গিরি] *বি* কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব। 'কংগ্রেসের কর্ত্তাগিরি লাভ করিয়া ... মুসলমান সমাজের গলায় ছুরি চালাইতেছেন।' *দর্শন*, ১৯২৪।

কর্তাগৃহিণী [স] *বি* কর্তা ও গিন্নি। 'পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কর্তাত্বি [স কর্তৃত্ব] *বি* কর্তৃত্বের ভাব। 'ওঁর পিঠ-থাবড়া দিয়ে কর্তাত্বি করত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কর্তাপ্রসাদ, কর্ত্তাপ্রসাদ [স] *বি* গুরুমন্ত্র। 'কর্ত্তাভজ্জাদের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, কর্ত্তাপ্রসাদে বিনা ঔষধে রোগশান্তি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কর্তাব্যক্তি, কর্ত্তাব্যক্তি [স] ১ *বি* প্রধান ব্যক্তি। 'কর্তাব্যক্তির মতো মুখ ক'রে মনে করছি আমি একজন আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* নেতা। 'এ সভার কর্ত্তাব্যক্তিদের ইচ্ছা যে ... প্রজার কর্ত্তব্যের বিষয়ই আলোচনা করা হয়।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'যাঁদের ইংরেজিতে লীডার বলে আমি তাঁদের বলতে চাই কর্তাব্যক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কর্তা-মা [স কর্তা+স মাতা] *বি স্ত্রী* অভিভাবক। 'আমাদের কর্তা-মার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কর্তামী, কর্ত্তামী [স কর্তা>] *বি* মাতব্বরি। 'কুঠির কর্ত্তা একবার বড় কর্ত্তার কর্ত্তামী বার করেছিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কর্তার ইচ্ছা কর্ম, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম – *বি* কর্তার খেয়াল মতো কাজ। 'কর্তার ইচ্ছা কর্ম – আমরা সে কর্মের ফলভোগ করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম – কর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ।

কর্তালি [স কর্তা>] *বি* মাতব্বরি। 'তোর কর্তালি করা কেন!' *মানিক*, ১৯৩৬।

কর্তাভজা, কর্ত্তাভজা [স কর্তা+স ভজন>] ১ *বি* আউলচাঁদ প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। 'বাঙ্গলাদেশে চৈতন্যসম্প্রদায়ের অনুরূপ অথবা উহার শাখাস্বরূপ আর একটি সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম কর্ত্তাভজা।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* প্রভুভক্ত। 'আমরা হাড়ে হাড়ে কর্তাভজা।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ৩ *বিণ* তোষামোদকারী; প্রভুভক্ত। 'হালিম ... ব্যাপারি ও কেরানিদের কাছে নিতান্ত কর্তাভজা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কর্তাল [স করতাল] *বি* হাত দিয়ে তাল দেওয়ার জন্যে কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্র। 'কুহরয় পিক রাজে কামের কর্তার বাজে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কর্তিত, কর্ত্তিত [স] ১ *বিণ* দ্বিধাগ্রস্ত। 'সেখানে উহাকে কর্ত্তিত এবং সঙ্কীর্ণ করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ২ *বিণ* কাটা হয়েছে এমন। 'কর্তিত খেজুরগুঁড়ি দিয়া রস চোঁয়াইতেছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কর্তুত, কর্ত্তুৎ [স কর্তৃত্ব] *বি* প্রাধান্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কর্তুত দেওয়া *ক্রি* কাউকে ক্ষমতা দেওয়া। 'কর্তুত দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কর্তুত ধারী [স কর্তৃত্বধারী] *বিণ* কর্তৃত্বধারী। 'তিনি সর্বো কর্তুত ধারী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কর্তুতি [স কর্তৃত্ব] *বি* কর্তৃত্ব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কর্তৃ, কর্ত্তৃ [স] *বি* কর্তা। 'কেবল কর্তৃমনোনীত, হিতাহিত যথোচিত, বচনেতে কর্ত্তাকে ভুলায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কর্তৃকারক [স] *বি* বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার সম্পাদক-সূচক পদ। 'কর্তৃকারক এবং সম্বন্ধে বহুবচনে বাংলা প্রায় সমুদয় ...। *হাই*, ১৯৫৪।

কর্তৃক, কর্ত্তৃক [স] *অব্য* দ্বারা। 'রাজা স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক তুচ্ছীকৃত হইবেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'স্বামী কর্তৃক নিরন্তর নিষ্ঠুর বাক্য প্রাপ্ত হইয়া ...।' *গৌর*, ১৮২২।

কর্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব [স] **১** *বি* অধিকার। 'সদর দেওয়ানি আদালতের সাহেবানের কর্তৃত্ব আছে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। **২** *বি* রাজত্ব। 'থানাজাতে সৈন্য মুরচাবন্দি করিয়া মজবুতিতে আপন মুলুকে কর্তৃত্ব করিব।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* পরিচালনার দায়িত্ব। 'অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কর্তৃত্ব ভার পাইলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বি* প্রভুত্ব। 'ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৫** *বি* আধিপত্য। 'অন্যের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না।' *দর্পণ*, ১৮২০।

কর্তৃত্ব করা *ক্রি* পরিচালনা করা। 'ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কর্তৃত্বকারি, কর্ত্তৃত্বকারি [স কর্তৃত্বকারী] *বিণ* কর্তৃত্ব করে এমন। 'তাহারদের মধ্যে দিবসের কর্ত্তৃত্বকারি মহাজ্যোতি।' *কেরি*, ১৮০৮।

কর্তৃত্বপদ [স] *বি* নেতৃত্ব। 'দেবীচৌধুরানীতে কে কর্তৃত্বপদ লইয়াছে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কর্তৃত্বভার [স] *বি* কর্তৃত্বের দায়িত্ব। 'তাহার যথার্থ কর্তৃত্বভার আমাদের নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্তৃত্বাধিকারী, কর্ত্তৃত্বাধিকারী [স] *বিণ* কর্তৃত্ব করে এমন। 'কর্ত্তৃত্বাধিকারী ও শক্তিসম্পন্ন কর্মচারীদের।' *আজাদ*, ১৯৪০।

কর্তৃত্বাধীন [স কর্তৃত্ব-অধীন] *বিণ* আয়ত্তাধীন। 'মহিলা সেবা সমিতির নিজস্ব কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত।' *বেগম*, ১৯৬৯।

কর্তৃপক্ষ, কর্ত্তৃপক্ষ [স] **১** *বি* পরিচালকমণ্ডলী। 'বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগের মনে উদয়ই হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* মালিকপক্ষ। 'কিন্তু অনতিবিলম্বেই পার্লিমানের কর্তৃপক্ষ ঐ পদে অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৩** *বি* কার্যসম্পাদকগণ। 'পাবনার কর্তৃপক্ষীয়েরা সুখে নিদ্রা যাইতেছেন।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩। **৪** *বি* শাসকবর্গ। 'আমাদের ইংরাজ কর্তৃপক্ষেরা সেই বুলি ধরিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্তৃপক্ষীয়, কর্ত্তৃপক্ষীয় [স] **১** *বিণ* কর্তাস্থানীয়। 'কর্ত্তৃপক্ষীয় রাজপুরুষেরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* কর্তৃত্ব করছে এমন লোক। 'আমাদের সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* কর্তৃপক্ষের। 'ঘটনার জন্য কোন প্রকার কর্তৃপক্ষীয় ক্রটি দায়ী নহে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

কর্তৃপদ [স] *বি* কর্তৃস্থানীয় পদ। 'যাঁহারা দলের কর্তৃপদে আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কর্তৃপুরুষ [স] **১** *বি* শাসক। 'আমাদের কর্তৃপুরুষদের মহত্ত্ব ও সত্যানুরাগের প্রমাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি। 'কোনো কর্তৃপুরুষের লাঞ্ছনা হইতে পারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কর্তৃভাবক [স] *বিণ* আত্মমর্যাদাবোধক। 'ইহা কেবল একটা নেতিভাবক গুণ নহে, ইহা কর্তৃভাবক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্তৃশক্তি [স] **১** *বি* কর্তৃত্বকারী পক্ষ। 'এক কর্তৃশক্তির সঙ্গে অন্য কর্তৃশক্তির সম্পর্কই শোভন এবং স্থায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* করার ক্ষমতা। 'নিজের ভিতরকার কর্তৃশক্তিকে আমরা মেলাতে পারিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কর্তৃসভা [স] *বি* পরিচালনা পরিষদ। 'দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্তৃস্থানীয় [স] *বিণ* কর্তাতুল্য। 'কর্তৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তির ন্যায়ান্যায়বিচারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কর্ত্রী [স] **১** *বি স্ত্রী* মালিক। 'তুমি আমার কর্ত্রী।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *বি স্ত্রী* প্রভুপত্নী। 'তোতা ... খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী শুন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **৩** *বি স্ত্রী* গৃহিণী। 'সেই পান্থনিবাসে কর্ত্রী, এক বিবি, তাঁহাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় দেখিয়া, দয়া করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৪** *বি স্ত্রী* প্রধান শিক্ষক। 'বিদ্যালয়ের কর্ত্রীর হাতে কমলাকে সমর্পণ করিয়া রমেশ যখন চলিয়া আসিতেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কর্ত্রীঠাকরুন [স কর্ত্রী+ঠাকুর>] *বি* প্রভুপত্নী। 'কেউ সাহস করে কর্ত্রীঠাকরুনের খবরটা দিতে পারলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কর্ত্রীঠাকুরানী [স কর্ত্রী+ঠাকুর>] *বি* প্রভুপত্নী। 'প্রেরক হচ্ছেন স্বয়ং কর্ত্রীঠাকুরানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কর্ত্রীপদ [স] *বি* প্রধানের পদ। 'তোমাকে তার কর্ত্রীপদ দিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

কর্ত্রীবধূ [স] *বি* গৃহকর্ত্রী। 'কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাই তো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

কর্দম, কর্দ্দম [স] **১** *বি* কাদা। 'ঢালিআ কর্দম খেলে তায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* কাদা। 'বর্ষার সময়ে কর্দ্দমজন্য তাবতে অত্যন্ত দুর্গম বোধ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

কর্দমচর [স] *বিণ* যে কাদার মধ্যে বাস করে। 'কর্দমচর ক্ষুদ্র মৎস্যের সন্ধানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কর্দমপিচ্ছিল *বিণ* কাদার কারণে পিছল। 'বাংলাদেশ আপনার কর্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূকবিষণ্নমুখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কর্দমপূর্ণ [স] *বিণ* কাদাময়। 'কর্দমপূর্ণ স্বল্পজলে নিমগ্ন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কর্দমযুক্ত [স] *বি* কাদাময়। 'কর্দমযুক্ত নরম মাটির টিপির উপর একটি ভাঙ্গা কড়ি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কর্দমাকীর্ণ, কর্দ্দমাকীর্ণ [স] *বিণ* কাদাময়। 'এক কর্দ্দমাকীর্ণ ঘনঘটাচ্ছন্ন বৈতরণী, যেখানে স্বর্গের কোন দৃষ্টিই প্রবেশের পথ পায় না।' *সবুজ*, ১৯২১।

কর্দমাক্ত [স] *বিণ* কাদামাখা। 'কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম করিয়া চলিত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কর্দমাদি [স] *বি* কাদা ইত্যাদি। 'স্রোতজলে যে সমস্ত কর্দমাদি মিশ্রিত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কর্নার [ই] *বি* ফুটবল-মাঠের কোণা থেকে দেওয়া শটবিশেষ। 'কর্নারের বল কেড়ে নিয়ে আমিই আউট করে দিই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কর্নাল [ফা করনায়] *বি* ভেরী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কর্নিশ [ই] *বি* কার্নিশ; দেয়াল বা ছাদের বাইরের দিকে বেড়ে থাকা প্রান্তভাগ। 'যেন কোনো নরকের কর্নিশের থেকে ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

কর্নেট [ই] *বি* পিতলের তৈরি চোঙার মতো মুখওয়ালা এক রকমের বাঁশি; ট্রাম্পেটের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। 'কর্নেট বাজানো তার শখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কর্নেল [ই] *বি* সৈন্যবাহিনীর কর্মকর্তা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কর্নেলিয়ান [ই] *বি* অলঙ্কারে ব্যবহারযোগ্য অনুজ্জ্বল লাল, বাদামি অথবা সাদা রঙের মূল্যবান পাথর। 'এটা কর্নেলিয়ান – চেনো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কর্ন্ন [স কর্ণ] *বি* কান। 'মকর কুণ্ডল কর্ন্নে হৃদে বনমালা।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কর্ন্নপাতি সুনে কার মিঠি মিঠি বাত।' *মালাধর*, ১৫০০।

কর্পূর [স] **১** *বি* গাছের রস থেকে তৈরি গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 'বাটা ভরি কর্পূর তাম্বুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কর্পূর পাচন করি তবে জিয়াইতে পারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* কৃতজ্ঞ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কর্পূরকুলি *বি* কর্পূরগন্ধী মিষ্টি খাদ্যবিশেষ। 'অমৃতমণ্ডা ছানার বড়া আর কর্পূরকুলি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কর্পূরধর্মী [স] *বিণ* কর্পূরের ধর্মবিশিষ্ট; বাতাসে মিলিয়ে যায় এমন। 'স্মৃতি কর্পূরধর্মী।' *মানিক*, ১৯৪০।

কর্পূরবাসিত [স] *বিণ* কর্পূরের গন্ধযুক্ত। 'কর্পূরবাসিত রাধা খাহ তাম্বূল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কর্পূরমালতী [স] *বি* কর্পূরগন্ধী মালতীতুল্য খাদ্যবিশেষ। 'হরিবল্লভ সেবতী কর্পূরমালতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কর্পোরেশন [ই] *বি* পৌরসভা। 'কর্পোরেশনের স্বরাজী কর্ণধারগণ।' *দর্শন*, ১৯২৪।

কর্বূর, কর্ব্বূর [স] *বি* রাক্ষস। 'সাজিল কর্বূরবৃন্দ বীরমদে মাতি।' *মাইকেল*, ১৮৬২; 'কর্ব্বূর হেরিয়ে ভয়ে সহচরী সব।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

কর্ম, কর্ম্ম [স] **১** *বি* ক্রিয়া; অনুষ্ঠান। 'সট কর্ম্ম গত্ত পাপ লুকাইলে নহে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কাজ। 'কোন কর্ম করে কোনজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* অদৃষ্ট। 'কর্মের লিখনে মোর এই দুঃখ ভোগ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বি* চাকরি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'যাহারা সেই স্থানে প্রাপ্তবিদ্য হইয়াছে তাহারদের মধ্যে অনেকেই দপ্তরখানায় মুহরির কর্ম্ম করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কর্মকঠিন [স] *বিণ* কর্মবিষয়ে শৈথিল্যবর্জিত। 'ঐ কর্মকঠিন পুরুষকে বিচলিত করে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কর্মকর, কর্ম্মকর [স] **১** *বি* কামার। 'সুনিপুণ সূত্রধর, কর্ম্মকর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* কর্মচারী। 'এক কর্মকর আমার নিকট আসিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কর্মকর্তা, কর্ম্মকর্ত্তা [স] **১** *বি* উচ্চতর সরকারি কর্মচারী। *ডানকান*, ১৭৮৫; 'বিচারাধ্যক্ষের মীর মুন্সী অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* দলের প্রধান ব্যক্তি। 'ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তার মনে খেদ জন্মিয়া থাকিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বিণ* তত্ত্বাবধায়ক; অধিকারী। 'অবশিষ্ট ধনের কর্ম্মকর্ত্তা ঐ দুই জন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৪** *বি* কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি। 'অন্তঃকরণে উদ্ভাবনীশক্তির উদয় হইলেই পশ্চাৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বিণ* প্রধান। 'কর্মকর্তা প্রতিযোগী প্রেত : তুমি, আমি সর্বস্বান্ত পৈশাচিক ঋণ শুধে শুধে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

কর্মকর্ত্রী, কর্ম্মকর্ত্রী [স] *বি স্ত্রী* কার্যনির্বাহক। 'উক্ত কমিটির নির্ব্বাচিত কর্ম্মকর্ত্রীদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'আঞ্জুমানের আগামী বর্ষের কর্মকর্ত্রী নির্বাচিত করা হয়।' *বেগম*, ১৯৫৩।

কর্মকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড [স] **১** *বি* কর্মসমূহ। 'কেবল জ্ঞান কাণ্ডবিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আনুষঙ্গিক কর্ম্ম কাণ্ড বিষয়ক কিছু প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* পূজা-অনুষ্ঠানাদি। 'বড় লোকের বাটীতে কর্ম্মকাণ্ড সময়ে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **৩** *বি* বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি কর্মের বিধান আছে। 'মহাভারতরচয়িতার কর্ম্মকাণ্ড বেদব্যাখ্যা প্রভৃতি তাঁহার ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কর্মকার, কর্ম্মকার [স] *বি* হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'চাল হতে কর্ম্মকার নামিল ভূমিতে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কর্মকারক, কর্ম্মকারক [স] **১** *বি* কর্মচারী; কর্মকর্তা। 'শ্রীরামপুরের ছাপাখানার একজন কর্ম্মকারক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* কামার। 'কর্ম্মকারকেরা যখন নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ঘা মারে, তখন নেহাইও ফিরে সেই হাতুড়িকে প্রতিঘাত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৩** *বি* (ব্যাকরণ) বাক্যের কর্তা যা করে তাই কর্মকারক। 'কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কর্মকারি, কর্ম্মকারি [স কর্মকারী] *বি* কর্মী; কর্মচারী; কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক। 'বাঙ্গালি কর্ম্মকারিরা যাবৎ দুরবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

কর্মকারী, কর্ম্মকারী [স] **১** *বিণ* কাজ পরিচালনাকারী। 'লোকেরা ঐ কর্ম্মকারী সাহেব লোকেরদের নিকটে ... ভূমি চাহিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২০। **২** *বি* বেতনভোগী কর্মী। 'এক প্রধান কর্ম্মকারী তাঁহাকে শ্রীযুত লিষ্টের ষ্টনহোপ নামে এক সাহেব পত্র লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

কর্মকার্য, কর্ম্মকার্য্য [স] **১** *বি* চাকরি; আয়ের ব্যবস্থা। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* কর্তব্যকর্ম। 'কর্ম্মকার্য্য সর্ব্বদা করিতেছি।' *ভেরলি*, ১৭৯৭; 'জ্ঞানানুসারে কর্ম্মকার্য্য করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

কর্মকাল [স] *বি* কর্মজীবন। 'ছাত্রবয়সের সহিত কর্মকালের সম্পূর্ণ ব্যবধান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কর্মকীর্তি [স] **১** *বি* কাজের খ্যাতি। 'কী হইবে কর্মকীর্তি বীর্যবল, শিক্ষাদীক্ষা তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* কর্মক্ষমতা। 'নিশ্চল নির্বীর্য বাহু কর্মকীর্তিহীনে ... প্রাণ দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

কর্মকুশল [স] *বিণ* কাজে দক্ষ। 'কর্মকুশল ও কর্তব্যশীল পরিচালক দেখিতে পাইলেন না।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

কর্মকুশলতা, কর্ম্মকুশলতা [স] *বি* কাজের দক্ষতা। 'নিজের কৃতিত্ব কর্মকুশলতা ও পৌরুষের।' *নজরুল*, ১৯২২; 'না আছে কর্ম্মকুশলতা।' *ইসলাহ*, ১৯৪০।

কর্মকুশলা [স] *বিণ স্ত্রী* কাজে দক্ষ। 'গৃহিণী যদি কর্মকুশলা হন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

কর্মকেন্দ্র, কর্ম্মকেন্দ্র [স] *বি* কর্মস্থান। 'কলকাতা, ঢাকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রসমূহের বুকের উপর ...।' *বঙ্গনূর*, ১৯২২।

কর্মকোলাহল [স] *বি* কাজের ব্যস্ততা; কর্মমুখরতা। 'যেয়ো না একেলা ফেলি জনতাপাথারে কর্মকোলাহলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

কর্মকৌশল, কর্ম্মকৌশল [স] *বি* কাজের প্রণালী। 'জাপান পাশ্চাত্যের কর্ম্মকৌশল অল্পদিনেই আয়ত্ত করেছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

কর্মক্লান্ত [স] *বিণ* কাজের দরুন পরিশ্রান্ত। 'কর্মক্লান্ত একটি বৃহৎ কেরানি-সম্প্রদায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্মক্লিষ্ট [স] *বিণ* কাজের দরুন কাতর। 'কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কর্মক্ষম, কর্ম্মক্ষম [স] *বিণ* কাজ করতে সক্ষম। 'অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা যদ্রূপ আপনার জীবনোপায় কর্ম্মক্ষম হইয়া কালক্ষেপণ করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'তাহার শরীর সবল, এবং হস্ত পদ কর্মক্ষম হইয়া উঠিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কর্মক্ষমতা, কর্ম্মক্ষমতা [স] *বি* কাজ করার সামর্থ্য। 'ইউরোপ যেমন এদের কর্মশীলতা চায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চায় এ কর্ম্মক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে না ওঠে।' *সবুজ*, ১৯২০; 'হারুণের তিনশো টাকা মাইনে পাবার মতো তো গুণ বা কর্মক্ষমতা নাই।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কর্মক্ষেত্র, কর্ম্মক্ষেত্র [স] *বি* কাজের জায়গা। 'এই প্রশস্ত ক্ষেত্রের নাম কর্ম্মক্ষেত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ধর্মশীল কর্মক্ষেত্রে ধর্মরাজ-সম।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

কর্মখালি, কর্ম্ম খালি [স কর্ম+আ খালী] *বি* চাকরিক্ষেত্রে পদের শূন্যতা। 'কর্ম্ম খালি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে যদিস্যাৎ তৎসময়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

কর্মখালি বিজ্ঞাপন [স কর্ম+আ খালী+স বিজ্ঞাপন] *বি* চাকরির বিজ্ঞপ্তি। 'আগে দেখে কর্মখালির বিজ্ঞাপন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

কর্মগত, কর্ম্মগত [স] *বিণ* কর্মের অধীন। 'বর্ণবিভাগ-প্রণালীর শৈশবাবস্থায় কর্ম্মগত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কর্মগতপ্রাণ [স] *বি* কাজই জীবনের সব এমন ভাব। 'আমরা আবার কর্মগতপ্রাণ হয়েছি।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কর্মগাথা [স কর্ম+গাথা] *বি* সুকৃতির বর্ণনা। 'ইটপাথরে খোদিত কর্মগাথায় সে মহিমময়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৪।

কর্মগুরু [স] *বি* নেতা। 'ধর্মঘটের কর্মগুরু!' *নজরুল*, ১৯৩১।

কর্মচক্র [স] ১ *বি* কার্যকলাপ; যাবতীয় কাজ। 'প্রতিমুহূর্তে কর্মচক্রোৎক্ষিপ্ত ধুলারাশি কত স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* একটার পর একটা কাজের চাপ। 'আমার দিনের পর দিন চলেছে কর্মচক্রের স্নেহহীন কর্কশধ্বনিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কর্মচলন, কর্ম্মচলন [স] *বি* কাজ চালনা। *ডানকান*, ১৭৮৪।

কর্মচারি, কর্ম্মচারি [স কর্মচারী] *বি* কর্মী। 'দুই জন কর্ম্মচারি ভিন্ন কর্ম্ম চলে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'সভার কার্য্যনির্ব্বাহার্থে অধ্যক্ষ, কর্মাধ্যক্ষ প্রভৃতি কয়েকজন কর্ম্মচারি নিযুক্ত আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

কর্মচারিণী [স] *বি স্ত্রী* বেতনভোগী কর্মী। 'ফলের দোকানের কর্মচারিণী বাইরের কাঁচ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কর্মচারী, কর্ম্মচারী [স] ১ *বি* শাসনকর্তা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* কর্মী। 'রাজা কর্ম্মচারী, বিচারপতি, সৈন্য, সেনাপতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

কর্ম-চিন্তা [স] *বি* কার্য পরিকল্পনা। 'তিনি মানব-সর্বস্ব কর্ম-চিন্তার বৈভব দেখিয়ে ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

কর্মচেষ্টা, কর্ম্মচেষ্টা [স] ১ *বি* কর্মপ্রয়াস। 'দেশ সম্মিলিত কর্মচেষ্টায় আসিয়া পৌছিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* কাজ করার উদ্যোগ। 'কোনো কর্ম্মচেষ্টাও তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।' *সওগাত*, ১৯২৭।

কর্মচ্যুত, কর্ম্মচ্যুত [স] ১ *বিণ* চাকরি হারিয়েছে এমন; চাকরিচ্যুত। 'কর্ম্মচ্যুত বিষয়াকাঙ্ক্ষী উম্মেদওয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হয়েছে এমন। 'তিনি প্রাচীন হইয়া কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৩ *বিণ* কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছে এমন। 'কর্মচ্যুত পৃথিবী যখন উন্মার্গ ঘুমের ঘোরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

কর্মজগৎ [স] ১ *বি* কর্মময় বাস্তব জগৎ। 'ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনোই মঙ্গল নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি* কর্মক্ষেত্র। 'বুঝিতাম কর্মজগতে যাহাই হউক, ধর্মজগতে হিন্দুরা অপরাজেয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কর্মজীবন, কর্ম্মজীবন [স] ১ *বি* কাজের ব্যস্ততাপূর্ণ জীবন। 'সংকটময় কর্মজীবন/ মনে হয় মরু সাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* চাকরি জীবন। 'কর্মজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কর্মজীবী [স] ১ *বি* জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করে যে। 'কর্মজীবীরা যন্ত্রের অধম হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* শ্রমিক শ্রেণী। 'এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কর্মঠ, কর্ম্মঠ [স] ১ *বিণ* কর্মকুশল। 'সভে সুদ্ধাসয় সভে সকল কর্ম্মঠ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* পরিশ্রমী। 'কর্মঠ রাজপ্রতিনিধি খাঁ আজিম।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ৩ *বিণ* বাচাল। 'কর্মঠ মুখে চলেছে মোটরযানে।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫। ৪ *বিণ* কাজ চালানোর উপযুক্ত। 'ভাবালু কবিতা আমরা যত লিখেছি গৃহী ও কর্মঠ গদ্য তত লিখিনি।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

কর্মঠতা [স] *বি* পরিশ্রম। 'সীতারামের কর্মঠতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

কর্মডোর [স কর্ম+ডোর] *বি* কাজের বন্ধনসূত্র। 'ছিন্ন করে দাও কর্মডোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কর্মণ্য, কর্ম্মণ্য [স] ১ *বিণ* কার্যকর। 'গবর্ণমেণ্টের নিয়মসকল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিতজনক ও অধিক কর্ম্মণ্য হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিণ* চাষযোগ্য। 'জলসেচনের দ্বারা অকর্ম্মণ্য ভূমিকে কর্ম্মণ্যকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ৩ *বিণ* কর্মের উপযোগী। 'শরীর ও ইন্দ্রিয়, সঞ্চালিত না হইলে, সবল ও কর্ম্মণ্য হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বিণ* কর্মকুশল। 'তাঁহার মন তৎকাল পর্যন্ত অনলস ও কর্মণ্য ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কর্মতৎপর, কর্ম্মতৎপর [স] *বিণ* কাজে দক্ষ। 'দেশের মেয়েরা ক্রমশঃ কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠেছেন।' *বেগম*, ১৯৫১।

কর্মতৎপরতা, কর্ম্মতৎপরতা [স] ১ *বি* কাজের দক্ষতা। 'সঙ্ঘবদ্ধতা ও কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪০। ২ *বি* কর্মপ্রচেষ্টা। 'তাঁদের কর্মতৎপরতা ছড়িয়ে পড়ছে দেশময়।' *বেগম*, ১৯৫৫।

কর্মতন্ত্র [স] *বি* কার্যপ্রণালী। 'অতি জটিল কর্মতন্ত্র উদ্ভাবন ও চালনা করার বুদ্ধি ... কোথায় আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কর্মতপস্যা [স] *বি* কাজ করার প্রয়াস। 'কুমুর কর্মতপস্যার দুঃসাধ্য সংকটটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কর্মতালিকা [স] ১ *বি* কাজের তালিকা। 'ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনের

কর্মতালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বি* কর্মসূচি। 'এমন আদর্শের কর্মতালিকা ইহাতে গ্রহণ করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

কর্মতি, কর্ম্মতি *বি* অনুষ্ঠান। 'সৎকার কর্ম্মতি ক্রীয়া হেতু গেল স্বর্গলোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কর্মত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ [স] *বি* কর্মবর্জন। 'কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কর্মদক্ষ, কর্ম্মদক্ষ [স] *বিণ* কর্মকুশলী। 'তোমরা উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও কর্ম্মদক্ষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কর্মদক্ষতা, কর্ম্মদক্ষতা [স] *বি* কাজের দক্ষতা। 'সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা, কর্ম্মদক্ষতা ও জীবিকা-নির্ধারণ আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'তিনি স্বীয় অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও সাধনা বলে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি হইতে পারিয়াছিলেন।' *ইসলাহ*, ১৯৩৮।

কর্মদোষ, কর্ম্মদোষ [স] *বি* দুর্ভাগ্য। 'মোর কর্ম্মদোষে কাহ্নাঞিঁ হেন পরিহাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কর্মধারা [স] *বি* কাজের প্রবাহ। 'যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

কর্মনাশা, কর্ম্মনাশা [স] ১ *বি* পদ্মা। 'কর্ম্মনাশা নদী পার হইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ২ *বি* কাজ পণ্ড করে যে। 'এ কর্মনাশাটা থাকতে দেখি কোন কর্মই হবে না।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* সর্বনাশা। 'আধুনিক শিক্ষার কর্ম্মনাশা স্রোতে সেগুলি বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

কর্মনিন্দা, কর্ম্মনিন্দা [স] *বি* কাজের নিন্দা। 'কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কর্মনিরত [স] *বিণ* কর্মে নিবিষ্ট। 'এই কর্মনিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কর্মনির্বাহ, কর্ম্মনির্ব্বাহ [স] *বি* কাজ সম্পাদনা। 'তাহারা ... উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র কর্ম্মনির্ব্বাহ-বিষয়ক প্রস্তাব অনুশীলন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কর্মনির্বাহক, কর্ম্মনির্ব্বাহক [স] *বিণ* কার্য সম্পাদনকারী। 'ঐ পাঠশালার কর্ম্মনির্ব্বাহক সাহেবেরদিগের নিকট কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাসূচক পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কর্মনিষ্ঠ, কর্ম্মনিষ্ঠ [স] *বিণ* কর্মে নিষ্ঠা আছে এমন। 'মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কর্মনিষ্ঠতা [স] *বি* কাজের প্রতি আন্তরিকতা। 'কর্মনিষ্ঠতা ও মিতব্যয়িতার ভাবটি থাকিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্মনিষ্ঠা [স] *বি* কাজের প্রতি নিবিষ্টতা। 'নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা, নিত্যনূতন কর্মনিষ্ঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কর্মনীতি [স] ১ *বি* কাজের নিয়ম। 'ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবোধ, কর্মনীতি আপনি আসিয়া মিলিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* কর্মসংক্রান্ত সরকারি নীতি। 'আমাদের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি কর্মনীতি সবই বল পেয়ে উঠতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কর্মনৈপুণ্য [স] *বি* কাজের দক্ষতা। 'স্বাস্থ্য শ্রান্তিহীন কর্মনৈপুণ্যেও আপনাকে প্রকাশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কর্মপটু [স] *বিণ* কাজে দক্ষ। 'সুবোধের স্বভাবটা কর্মপটু নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কর্মপটুতা [স] *বি* কাজের দক্ষতা। 'নিজের কর্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কর্মপথ [স] ১ *বি* কর্মক্ষেত্র। 'কর্মপথ-অভিমুখে চলেছে আবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* কাজের পদ্ধতি। 'অনেক সময় অগ্রবর্তী হয়ে মানবজীবনের ধারা অর্থাৎ কর্মপথ নির্দেশ করছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭। ৩ *বি* কাজের সুযোগ। 'স্কুল মাষ্টারী ছাড়াও যে তাঁদের জন্যে অনেক কর্মপথ খোলা রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কর্মপদ্ধতি, কর্ম্মপদ্ধতি [স] ১ *বি* কাজের রীতি। 'প্রতিদিনের সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বি* কার্যক্রম। 'মহিলা সমিতির বিভিন্ন কর্মপদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, জনকল্যাণমূলক কাজ।' *বেগম*, ১৯৭০।

কর্মপন্থা, কর্ম্মপন্থা [স] ১ *বি* কর্মপদ্ধতি। 'নূতন প্রথা ও প্রণালীর আমদানি করিয়া কর্মপন্থায় সজীবতা সম্পাদনও অত্যাবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ২ *বি* কাজের উপায়। 'মুসলমান মেয়েদের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য আলোচনা চালান।' *বেগম*, ১৯৫০।

কর্মপরতা [স] *বি* কর্মপরায়ণতা। 'মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কর্মপরায়ণ [স] *বিণ* কর্মে নিষ্ঠা আছে এমন। 'প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্মপরায়ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

কর্মপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* কর্মনিষ্ঠ। 'কর্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটি।' *শরৎ*, ১৯২৬।

কর্মপরিচালনা [স] *বি* কার্যনির্বাহ। 'তাদের কর্মপরিচালনার কেন্দ্ররূপে একটি শিবির থাকা প্রয়োজন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

কর্মপরিষদ, কর্ম্মপরিষদ [স] *বি* কার্য-নির্বাহক গোষ্ঠী। 'প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্র করিয়া একটী নতুন কর্ম্মপরিষদ লইয়া ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কর্মপারাবার [স] *বি* কর্মরূপ সাগর। 'তোমার বিচিত্র এ ভবসংসারে কর্মপারাবারপারে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

কর্মপেশল [স] *বিণ* কর্মের কারণে বলিষ্ঠ; পেশিবহুল। 'কর্মপেশল হাড়মোটা প্রাণঘন দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কর্মপ্রচেষ্টা, কর্ম্মপ্রচেষ্টা [স] *বি* কাজের প্রয়াস। 'রেডক্রশ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মপ্রচেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।' *বেগম*, ১৯৬৭।

কর্মপ্রতিভা [স] *বি* কাজের উদ্ভাবনী বুদ্ধি। 'তাঁর বিপ্লবী কর্মপ্রতিভাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কর্মপ্রধান [স] *বিণ* কর্মে নিষ্ঠাসম্পন্ন। 'তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কর্মপ্রবণতা [স] *বি* কাজ করার ইচ্ছা। '...মানুষের এতদিনের রুদ্ধ ও বিকৃত কর্মপ্রবণতা মুক্তি পেয়ে নতুন পথ খোঁজার সুযোগ পায়।' *সনৎ*, ১৯৭০।

কর্মপ্রবাহ [স] *বি* কাজের ধারা। 'অখণ্ড কর্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্মপ্রবৃত্তি [স] *বি* কাজের স্পৃহা। 'তাঁদের কর্মপ্রবৃত্তিটা ফুটে ওঠে ছাত্র ও স্ত্রীপুত্রের ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কর্মপ্রয়াস [স] *বি* কাজের উৎসাহ; কর্মপ্রচেষ্টা। 'শৈশব যৌবন কর্মপ্রয়াস, সর্বত্র মর্জিনা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

কর্মপ্রাণ [স] *বিণ* কর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। 'ইউরোপ ধর্মপ্রাণ নয়, কর্মপ্রাণ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

কর্মপ্রাণতা [স] *বি* একান্ত কর্মপরায়ণতা। 'ভাবপ্রবণতা ও কর্মপ্রাণতাই সভ্য মানুষকে জড় ও নির্বোধ করতে পারে।' *ধূর্জটি*,

১৯৩১।

কর্মপ্রার্থী [স] *বিণ* চাকরিপ্রার্থী। 'কর্মপ্রার্থী বেয়ারাদের মনিব জুটিয়ে দেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

কর্মপ্রেরণা, কর্ম্মপ্রেরণা [স] *বি* কাজের উৎসাহ। 'শারীরিক ও মানসিক উন্নতিমূলক স্বভাবজাত কর্ম্মপ্রেরণা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কর্ম ফতে [স কর্ম+আ ফাতাহ্] *বি* কাজ হাসিল। 'ধর্মধ্বজের ভান করতে পারলেই কর্ম ফতে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কর্মফল, কর্ম্মফল [স] *বি* কৃতকর্মের ফলাফল। 'পৃথিবীতে ভোগ করে নিজ কর্ম্মফল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'কর্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা, সোহহংবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কর্মফলানুযায়ী, কর্ম্মফলানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* কাজের ফল অনুযায়ী। 'কর্ম্মফলানুযায়ী ফল পরিভোগে আসিতে পারে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

কর্মফাঁস [স কর্ম+ফাঁস] *বি* কাজের বন্ধন। 'ছিণ্ডে সর্ব জীবের অনাদি কর্মফাঁস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কর্মফাঁসি [স কর্ম+ফাঁসি] *বি* (বাউল) কর্মবন্ধন। 'যে সাধন জোরে কেটে যায় কর্মফাঁসি।' *লালন*, ১৮৯০।

কর্মবদ্ধ [স] *বিণ* কর্মময়। 'আমার দিনের বেলাকার কর্মবদ্ধ অস্তিত্বকে ... হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কর্মবধির [স] *বিণ* কাজের কথা শোনে না এমন। 'আমি তকবীর ধ্বনি করি শুধু কর্মবধির কানে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

কর্মবন্ধন [স] *বি* কাজের বাঁধন। 'স্ত্রীলোকেরা আপনার কর্মবন্ধনে আপনি বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কর্মবন্যা [স] *বি* কর্মরূপ বন্যা। 'কর্মবন্যা ধায় যবে উচ্ছলিত স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

কর্মবহুল [স] *বিণ* কাজে পূর্ণ। 'সাহেবের কর্মবহুল জীবন আলোচনা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কর্মবাদ [স] *বি* কর্মই সফলতা লাভের উপায় এরূপ মত। 'তাই কর্মবাদ অদৃষ্ট, দোজখ ও বেহেস্তের ভাবনায় অধীর।' *হাই*, ১৯৫৪।

কর্মবাদী [স] *বিণ* কর্মই সফলতা লাভের উপায় এরূপ মতে বিশ্বাসী। 'আজাকালকার অনেক কর্মবাদী দার্শনিক বিপরীত কথা কইছেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কর্মবিধি [স] *বি* কাজের নিয়ম। 'কর্মবিধিতে জয়ী হইয়াও ... হার মানিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্মবিপাক, কর্ম্মবিপাক [স] *বি* কর্মের খারাপ পরিণাম। *সেবধি*, ১৮৩৯।

কর্মবিভাগ [স] *বি* কাজের বিভাজন। 'তাদের কর্মবিভাগেও কিছুটা বৈষম্য।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কর্মবিভেদ [স] *বি* কাজের বৈষম্য। 'ভারতবর্ষে কর্মবিভেদ শ্রেণীবিভেদে সুনির্দিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্মবিমুখ [স] *বিণ* কাজের প্রতি অনাগ্রহী। 'অলস কর্মবিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কর্মবিমুখতা, কর্ম্মবিমুখতা [স] *বি* কাজের প্রতি আগ্রহের অভাব। 'আলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'ইহা হইতে অলসতা ও কর্ম্মবিমুখতা আর কি হইতে পারে?' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

কর্মবিস্মৃত [স] *বিণ* কাজভুলানো। 'আত্মহারা কর্মবিস্মৃত ঘনবর্ষার দিন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কর্মবীর [স] *বি* যিনি মহৎ উদ্দেশ্যে জীবনকে কর্মে নিয়োগ করেছেন। 'এত ধর্মবীর এবং কর্মবীরের অভ্যুদয় হত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কর্মবৈচিত্র্য [স] *বি* কাজের বিভিন্নতা। 'জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কর্মব্যবস্থা, কর্ম্মব্যবস্থা [স] *বি* কাজের সুযোগ। 'এ সরঞ্জাম ও উপকরণ সবই যোগাচ্ছে তার বৈশ্যের কর্ম্মব্যবস্থা।' *সবুজ*, ১৯২০।

কর্মব্যস্ত, কর্ম্মব্যস্ত [স] *বিণ* সব সময়ে কাজে নিয়োজিত থাকে এমন। 'কর্ম্মব্যস্ত স্বামী : এই ধরনের স্বামী বিশ্বস্ত।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'সোনার মতো লাল আলো এসে পড়ছে ... কর্মব্যস্ত নর-নারী ও শিশুর ওপর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কর্মব্যস্ততা [স] *বি* কাজের ব্যস্ততা। 'জীবনযন্ত্রের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও পরিপূর্ণভাবে বিবিক্ত থাকিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কর্মভার [স] *বি* কাজের দায়িত্ব। 'এ ধরার কর্মভার মন বেদনিলে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কর্মভীরু [স] *বিণ* কাজে ভয় পায় এমন। 'ওরে তুই কর্মভীরু অলস কিংকর, কী কাজে লাগিবি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কর্মভূমি, কর্ম্মভূমি [স] *বি* কাজের স্থান। 'সেই আর্য্যাভূমিই কর্ম্মভূমি রূপে তাহাতে নির্দিষ্ট হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ভারতই আমাদের কর্মভূমি।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

কর্মভেদ, কর্ম্মভেদ [স] *বি* পেশাগত বিভিন্নতা। 'কর্ম্মভেদে লোকে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কর্মভোগ, কর্ম্মভোগ [স] **১** *বি* কৃতকর্মের ফল ভোগ। 'মোর কর্মভোগ এ দুঃখ বিয়োগ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* অনর্থক পরিশ্রম; বৃথা কষ্টভোগ। 'কেন আর মিছে কর্ম্ম ভোগ? সংবাদ ত পেলেম।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কর্মমঠ, কর্ম্মমঠ [স] *বি* কার্যক্ষেত্র। 'পবিত্র করিল সভে সেই কর্ম্মমঠ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কর্মময় [স] **১** *বিণ* কর্মব্যস্ত। 'তার কর্মময় জীবনে নারীমুখ চিন্তা তো দূরের কথা ...।' *নজরুল*, ১৯৩০। **২** *বিণ* কর্মকালীন। 'রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন।' *বেগম*, ১৯৫৯।

কর্মমহিমা [স] *বি* কাজের মাহাত্ম্য। 'তাঁদের ত্যাগ ও কর্মমহিমায় পৃথিবীর বুকে অনতিকালের মধ্যে পাকিস্তান ... শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

কর্মমার্গ [স] *বি* কর্মপন্থা। 'জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ সেকালে ছিল ঠিক উলটো।' *প্রমথ*, ১৯২০।

কর্মমুখর [স] *বিণ* কর্মচঞ্চল। 'বিংশ শতাব্দীর কর্মমুখর জীবনে।' *বেগম*, ১৯৬৫।

কর্মযোগ, কর্ম্মযোগ [স] **১** *বি* বেদ-শাস্ত্রাদি বিহিত কর্মের কৌশল। 'সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* কার্যসাধনে একান্ত নিষ্ঠা। 'সেই কর্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্যমুখশ্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'বাংলা ও বাঙালির নবজাগৃতির জন্যে বিদ্যাসাগর যে অতুলনীয় কর্মযোগের পরিচয় দিয়েছেন ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

কর্মযোগনিরতা [স] *বিণ স্ত্রী* কর্মব্যস্ত। 'সেই কর্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্যমুখশ্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কর্মযোগী, কর্ম্মযোগী [স] *বিণ* কর্মসাধনে যোগীর মতো নিষ্ঠাবান। 'দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং কর্মযোগী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'দেশের লোক যে আগাগোড়া কর্মযোগী।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

কর্মযোগ্যতা [স] *বি* কাজ করার যোগ্যতা। 'মানসিক প্রতিভা ও কর্মযোগ্যতা অস্বীকার করে।' *বেগম*, ১৯৬২।

কর্মরচনা [স] *বি* কাজ উদ্ভাবন। 'মানুষ আপনার কর্মরচনায় এবং ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কর্মরত [স] *বিণ* কাজ করছে এমন। 'নির্জন দীপালোকে কর্মরত নতশির বিনোদিনীর আত্মসমাহিত মূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কর্মরথ [স] *বি* কর্মরূপ রথ। 'কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কর্মশক্তি, কর্ম্মশক্তি [স] **১** *বি* কাজের শক্তি। 'দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* কাজ করার সামর্থ্য। 'এই সমস্ত অদ্ভুত সংগঠনের জন্য একমাত্র আমানুল্লাহর অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মশক্তি দায়ী।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮; 'যিনি আমাদিগকে কর্মশক্তি দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কর্মশালা [স] *বি* কর্মক্ষেত্র; কাজের জায়গা। 'নিজের কর্মশালার মধ্যে বসে গভীর গম্ভীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কর্মশাস্ত্র, কর্ম্মশাস্ত্র [স] *বি* যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে জীবিকা মেলে। 'এ প্রশ্নের উত্তর কাজ দিতে পারে না, কোন কর্ম্মশাস্ত্রও দিতে পারে না।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

কর্মশিক্ষা [স] *বি* কাজ শেখা। 'আমার কর্মশিক্ষার ব্যাঘাত করিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কর্মশীল, কর্ম্মশীল [স] *বিণ* কর্মিষ্ঠ। 'কর্ম্মশীল মহাশয়েরা কর্ম্ম উপস্থিত সময়ে ভট্টাচার্য্যকে কেহ বিস্মৃত না হন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

কর্মশীলতা, কর্ম্মশীলতা [স] *বি* কর্মনিষ্ঠতা। 'আনন্দমোহনের জীবনে প্রাচ্য প্রেম ভক্তি ও প্রতীচ্য-কর্মশীলতা অপূর্বভাবে সন্নিবিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'ইউরোপ যেমন এদের কর্ম্মশীলতা চায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চায় এ কর্ম্মক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে না ওঠে।' *সবুজ*, ১৯২০; 'বোম্বাই শহরে কর্মশীলতার পরিচয় দিচ্ছে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কর্মশূন্যতা [স] *বি* কর্মহীনতা। 'যে একাত্মজ্ঞান কর্মশূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

কর্মশৃঙ্খল [স] *বি* কাজের বন্ধন; কাজ করার বাধ্যবাধকতা। 'আমাকে যদি আমার দেবতা সমস্ত কর্মশৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কর্মশ্রম, কর্ম্মশ্রম [স] *বি* কাজের খাটুনি। 'লম্পটেরাও এখন কর্ম্মশ্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ঘরে ফিরিতেছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

কর্মসংকল্প [স] **১** *বি* কাজ করার প্রতিজ্ঞা। 'কোনোপ্রকার কর্মনীতি ও কর্মসংকল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* কাজের পরিকল্পনা। 'কর্মসংকল্পের ভিতর ভূমিস্বত্বের বিষয়ে কথা নাই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কর্মসংকুল [স] *বিণ* কর্মব্যস্ত। 'বিদ্যাসাগর তাঁহার কর্মসংকুল জীবন যেন চিরদিন ব্যথিতক্ষুব্ধভাবে যাপন করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কর্মসংগ্রাম [স] *বি* জীবিকার জন্য অব্যাহত চেষ্টা। 'এইজন্য য়ুরোপে কর্মসংগ্রামের অন্ত নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্মসংসার [স] *বি* কাজের জগৎ। 'আর-এক দিকে আমাদের কর্মসংসার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কর্মসচিব, কর্ম্মসচিব [স] *বি* কর্মকর্তা। 'ধীসচিব ও কর্ম্মসচিব নানাবিদ্যা বিখ্যাত কালিদাসাদি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কর্মসমুদায় [স] *বি* সমস্ত কাজ। 'অত্যাবশ্যক কর্মসমুদায় কেবল কষ্টদায়িকা নীচবৃত্তি বিবেচনা করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কর্মসম্পাদক, কর্ম্মসম্পাদক [স] *বি* যিনি কাজ সম্পাদন করেন। 'কর্ম্মসম্পাদকে হঠাৎ আপন মস্তক কক্ষের মধ্যে লইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কর্মসহচরী [স] *বিণ স্ত্রী* কাজে সাহায্যকারী। 'নারী যে কর্মসহচরীও।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কর্মসাধন, কর্ম্মসাধন [স] *বি* কর্ম সম্পাদন। 'শিল্পকারেরা সর্ব্বদাই স্ব স্ব কর্ম্মসাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কর্মসাধনা, কর্ম্মসাধনা [স] *বি* নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা। 'এখন চাই মওলানা মোহাম্মদ আলীর একনিষ্ঠ কর্ম্মসাধনা।' *আজাদ*, ১৯৪০।

কর্মসামর্থ্য, কর্ম্মসামর্থ্য [স] *বি* কাজ করার ক্ষমতা। 'এই যে অদ্ভুত কর্ম্মসামর্থ্য, একে চালনা করতে হলে গুটিকতক উপায় অপরিহার্য্য।' *সবুজ*, ১৯২০।

কর্মসূচী, কর্ম্মসূচী [স] **১** *বি* কাজের তালিকা। 'প্রকৃতিই উহাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দেবে, কর্মসূচী করতে হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বি* কার্যক্রম। 'কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

কর্মসূত্র [স] *বি* কাজের উপলক্ষ। 'আমাদের ভাবনাগুলো কেবলমাত্র কর্মসূত্র অবলম্বন করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কর্মস্থান, কর্ম্মস্থান [স] *বি* কাজের জায়গা। 'কর্ম্মস্থানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দিবাবসান পর্য্যন্ত তথায় কর্ম্ম করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূরদেশে সেই কর্মস্থানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কর্মহারা [স] *বিণ* অকর্মণ্য। 'ওরে আমার কর্মহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কর্মহীন, কর্ম্মহীন [স] *বিণ* অকর্মা। 'ধুলাএ ধুসর তনু হমো কর্মহীন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কর্মহীনতা [স] **১** *বি* কর্ম নেই এমন। 'কর্মহীনতা শক্তিহীনতার রূপান্তর নয়, তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **২** অবসর। 'এতখানি উদারতার মূলে ছিল সেদিনের কর্মহীনতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

কর্মহীনত্ব, কর্ম্মহীনত্ব [স] *বি* কর্মশূন্যতা। 'সকল কর্ম্মই বৃথা, কর্ম্মহীনত্বই ভাল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কর্মাকর্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম [স কর্ম-অকর্ম] *বি* কর্তব্য ও অকর্তব্য; কাজ ও অকাজ। 'ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্যবর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কর্মাকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা [স কর্ম-আকাঙ্ক্ষা] *বি* চাকরি করার আগ্রহ। **কর্মাকাঙ্ক্ষাসূচক, কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাসূচক** [স কর্ম-আকাঙ্ক্ষা-সূচক] *বিণ* চাকরি করার আগ্রহ জ্ঞাপক। 'ঐ পাঠশালার কর্ম্মনির্ব্বাহক সাহেবেরদিগের নিকট কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাসূচক পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কর্মাকাঙ্ক্ষি, কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি [স কর্মাকাঙ্ক্ষী] *বিণ* চাকরিপ্রার্থী। 'কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদিগকে তদর্থ আবেদন করিতে বিজ্ঞাপনদ্বারা আহ্বান করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

কর্মাঙ্কিত, কর্ম্মাঙ্কিত [স কর্ম-অঙ্কিত] *বি* অদৃষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কর্মাদর্শ [স কর্ম-আদর্শ] *বি* কাজের আদর্শ। 'যে মানবমুখী কর্মাদর্শের প্রেরণায় বিদ্যাসাগর শিক্ষা ও সমাজসংস্কারমূলক নানা জনহিতকর কাজে ...।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

কর্মাধ্যক্ষ, কর্ম্মাধ্যক্ষ [স কর্ম-অধ্যক্ষ] ১ *বি* পরিচালক। '২৩ এপ্রিল শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষ দিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনা নিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ২ *বি* কার্যনির্বাহক। 'ঐ সভার কার্য্যনির্ব্বাহার্থে অধ্যক্ষ, কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রভৃতি কয়েকজন কর্ম্মচারি নিযুক্ত আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

কর্মাধ্যক্ষতা, কর্ম্মাধ্যক্ষতা [স কর্ম-অধ্যক্ষতা] *বি* পরিচালনা। 'পশ্চাল্লিখিত মহাশয়গণ ... পাঠশালার কর্ম্মধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

কর্মানুরূপ, কর্ম্মানুরূপ [স কর্ম-অনুরূপ] *বি* কাজ অনুযায়ী। 'কর্ম্মানুরূপ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কর্মানুরোধ [স কর্ম-অনুরোধ] *বি* কাজের প্রয়োজন। 'কর্মানুরোধে এখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

কর্মানুষ্ঠান, কর্ম্মানুষ্ঠান [স কর্ম-অনুষ্ঠান] *বি* কর্ম সম্পাদন। 'ক্ষত্রিয়-সন্তান রাজর্ষি বিশ্বামিত্র সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কর্মানুসারে, কর্ম্মানুসারে [স কর্ম-অনুসারে] *ক্রিবিণ* কাজ অনুযায়ী; কাজের ভিত্তিতে। 'কর্ম্মানুসারে শরীরের উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা কি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

কর্মান্তর, কর্ম্মান্তর [স কর্ম-অন্তর] *বি* অন্য কাজ। 'ইহা কহিয়া তিনি কর্ম্মান্তরে গেলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কর্মাভিজ্ঞ, কর্ম্মাভিজ্ঞ [স কর্ম-অভিজ্ঞ] *বিণ* কর্মদক্ষ। 'উৎকোচ প্রদান ও গ্রহণ ইত্যাদি কর্ম্মাভিজ্ঞ তোমারই কতকগুলি অপরিণামদর্শী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কর্মারম্ভ, কর্ম্মারম্ভ [স কর্ম-আরম্ভ] *বি* কাজের শুরু। 'আরোপী হেমকুম্ভ করিল কর্মারম্ভ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কর্মার্থ, কর্ম্মার্থ [স কর্ম-অর্থ] *বিণ* কর্ম আকাঙ্ক্ষী। 'কর্ম্মার্থ ব্যক্তিদিগকে বিষয়কর্ম্মে নিয়োগ দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

কর্মার্থি, কর্ম্মার্থি [স কর্মার্থী] *বি* কর্মপ্রার্থী; চাকরিপ্রার্থী। '... কর্ম্মার্থিকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ করণের প্রথা।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

কর্মার্পণ, কর্ম্মার্পণ [স কর্ম-অর্পণ] *বি* কাজ আরোপ। 'রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কর্মালোড়ন [স কর্ম-আলোড়ন] *বি* কর্মব্যস্ততা। 'অবিশ্রাম কর্মালোড়নের মাঝে মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্মেচ্ছা [স কর্ম-ইচ্ছা] *বি* কাজ করার ইচ্ছা। 'যেই সম্ভাবনীয়তার ক্ষেত্রে আসা গেল, অমনিই কর্মেচ্ছার উৎস খুলল।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কর্মেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় [স কর্ম-ইন্দ্রিয়] *বি* যেসব ইন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করা হয়। 'জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ নামাত্মক।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

কর্মের ফল *বি* কাজের ফলাফল। 'অই নিমিত্তে সদাই কলি মোর কর্মের ফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কর্মোদ্যম, কর্ম্মোদ্যম [স কর্ম-উদ্যম] *বি* কাজের প্রয়াস। 'তার কর্মোদ্যম এমনি পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কর্মোন্মত্ত [স কর্ম-উন্মত্ত] *বিণ* কাজ-পাগল। 'এমন কর্মোন্মত্ত কেন দরিয়াবিবি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কর্মোন্মাদনা [স কর্ম-উন্মাদনা] *বি* কর্মযজ্ঞ। 'বিরামহীন কর্মোন্মাদনায় ডুবে গেল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কর্মোপজীবী, কর্ম্মোপজীবী [স কর্ম-উপজীবী] *বি* পেশাজীবী ব্যক্তি। 'বিভিন্ন কর্ম্মোপজীবী নানাজাতি বা বর্ণে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কর্মোপযুক্ত, কর্ম্মোপযুক্ত [স কর্ম-উপযুক্ত] *বিণ* কাজের যোগ্য। 'রীত্যনুসারে তাহার ফাঁসী হইয়া কর্ম্মোপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

কর্মি, কর্ম্মি [স কর্মী] *বি* যে কর্ম করে। 'কর্মি এক অনুপাম।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কর্ম্মি অনেক ব্যক্তিও স্ব২ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

কর্মিক [স] ১ *বি* কর্মী; কর্মচারী।'নানান কর্মিক দিলা কার্যেতে সুসার।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* শ্রমিক। 'চাষী ও কর্মিকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরিমাণ অনেক বেড়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কর্মিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ [স] ১ *বিণ* একান্ত কর্মনিষ্ঠ। 'কর্ম্মিষ্ঠ এবং অকর্ম্মিষ্ঠ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ২ *বিণ* ক্রিয়াশীল। 'স্টেটের শাসনকে সর্বপ্রকারে সবল কর্মিষ্ঠ ও সচেতন করিয়া রাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* কার্যকর। 'বাংলা উচ্চারেণে ইকার এবং উকার খুব কর্মিষ্ঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কর্মিষ্ঠতা [স] *বি স্ত্রী* কর্মব্যস্ততা। 'কর্মিষ্ঠতার যুগে সমাজের বাহুল্য স্বভাবতই খসে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কর্মিষ্ঠা [স] *বিণ স্ত্রী* কর্মনিষ্ঠ। 'যদি খুব কর্মিষ্ঠা হইলেন।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

কর্মী, কর্ম্মী [স] ১ *বিণ* কর্মদক্ষ। 'যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* যে কাজ করে। 'একজন কর্ম্মী এক নিকটের ক্ষেতে বাড় সারিতেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কর্মীগণ [স] *বি* কর্মীবৃন্দ। 'কর্মীগণের চোখের দুপাতা আর কিছুতেই একত্র হইতে চাহিতেছে না।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

কর্মীপুরুষ [স] *বি* কর্মদক্ষ ব্যক্তি। 'উভয়েই ছিলেন বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন নির্ভীক কর্মীপুরুষ।' *শরীফ*, ১৯৭০।

কর্মীপুরুষ-নির্মাতা [স] *বিণ* দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহদাতা। 'তাঁরা ছিলেন কর্মীপুরুষ-নির্মাতা।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

কর্মীসত্তা [স] *বি* কর্মী চরিত্র। 'কর্মীসত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৬।

কর্শিতা [স কর্শন>] *বিণ স্ত্রী* শীর্ণ। 'দিবসের শশিলেখার ন্যায় কর্শিতা শৃঙ্খলম্বিতাপিঙ্গলজটাধারিণী তপস্বিনীর নিকট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কর্ষক [স] *বি* চাষি। 'সেবক, বাহক, খাদ্য, ভূমিকর্ষক প্রভৃতি রূপেই সৃষ্ট হয়েছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

কর্ষণ [স] *বি* চাষ। 'ভূমি কর্ষণাদি অনেক প্রকার অর্থ ব্যয় হয়।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫।

কর্ষণজীবী [স] *বিণ* কৃষিজীবী। 'কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কর্ষণপদ্ধতি [স] *বি* কৃষিবৃত্তি। 'যাযাবর গোষ্ঠীরা ... কর্ষণপদ্ধতি অবলম্বন করল।' *শিব*, ১৯৫৬।

কর্ষণযন্ত্র [স] *বি* চাষ করার যন্ত্র। 'কর্ষণযন্ত্র, বুননযন্ত্র, কুম্ভালচক্র, এইসব প্রস্তুত হল।' *অবন*, ১৯২৫।

কর্ষণোপযুক্ত [স কর্ষণ-উপযুক্ত] *বি* চাষ করার উপযোগী। 'আরণ্যপ্রদেশ, কর্ষণোপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিতে যে সময় লাগিত ...।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

কর্সেট [ই] *বি* কোমর ও নিতম্বের আঁটসাঁট অন্তর্বাস। 'রেশমী ফিতেয় বেঁধে, দৃঢ় হস্তে, স্পঞ্জে, কর্সেটে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

কল[1] [স] ১ *বি* শব্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সুললিত ধ্বনি। 'বহে নিরবধি নদী কলকল কলে – সুবর্ণ-তটিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কলকণ্ঠ [স] ১ *বিণ* সুমধুর কণ্ঠবিশিষ্ট। 'বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল বরষিলা স্বরসুধা।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* মধুর স্বর। 'স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিন্নরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কলকণ্ঠস্বরা [স] *বিণ* কলকোলাহলপূর্ণ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। 'উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে কলকণ্ঠস্বরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

কলকণ্ঠা [স] *বিণ স্ত্রী* কলকল রবে বয়ে চলে এমন। 'প্রসন্নসলিলা কলকণ্ঠা নদী।' *ওদুদ*, ১৯৪১।

কলকণ্ঠী [স] *বি* যার গলার স্বর মধুর। 'ঘুম-ভাঙা চোখে কলকণ্ঠীর কত কথা ব্যাকুলতা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

কলকথা [স] ১ *বি* সুললিত ভাষা। 'তার সমুচ্ছল কলকথা, তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* সুললিত ধ্বনি। 'আঁধার কোণে জলের কলকথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কলকল্লোল [স] ১ *বিণ* ঢেউয়ের শব্দে মুখর। 'কল-কল্লোল তটিনী তীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *ক্রিবিণ* কলকল শব্দে। 'সাগর ফুলিছে ... ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কলকল্লোলিত [স] *বিণ* শব্দময় তরঙ্গযুক্ত। 'কলকল্লোলিত নীল জলের দিকে তাকিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কলকল্লোলিনি [স কলকল্লোলিনী, সম্বোধনে ই-কার] *বিণ স্ত্রী* কলধ্বনিতে মুখরিত। 'চেয়ে দেখো মোর পানে কলকল্লোলিনি যমুনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

কলকাকলি [স] *বি* কোলাহল। 'ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কলকিঙ্কিণী [স] *বি* অস্ফুট মধুর ধ্বনিযুক্ত ঘুঙুর। 'ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে/ কটিতটে যে কলকিঙ্কিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কলকূজন [স] *বি* কলতান। 'ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কলকোলাহল [স] *বি* একাধিক কণ্ঠস্বরে সৃষ্ট শোরগোল। 'মেয়েদের কলকোলাহলে তারও অল্প কিছু অংশ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কলক্রন্দন [স] *বি* বহুজনের মিলিত ক্রন্দনধ্বনি। 'জগৎজোড়া কলক্রন্দন শুনতে পাচ্ছি বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কলগান [স] *বি* কলকল শব্দরূপ গান। 'গেয়ে যাই কলগান দিবসে নিশীথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কলগীত [স] *বি* মধুর কলধ্বনি। 'ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কলগীতি [স] *বি* মৃদু মধুর ধ্বনি। 'শালের ছায়াবীথি বাজায় বনের কলগীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

কলগীতিকা [স] *বি* কলকাকলি। 'বিরহী বিহঙ্গ-কলগীতিকায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কলগুঞ্জন [স] *বি* অস্ফুট মধুর ধ্বনি। 'কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কলতান [স] *বি* কলকাকলি। 'লইবি পথ হতে পাখির কলতান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কলতান করা *ক্রিবিণ* মধুর স্বরে। 'ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কলধারা [স] *বি* কলকল রবে বয়ে-চলা প্রবাহ। 'মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলোছলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কলধ্বনি [স] ১ *বি* মধুর স্বর। 'মুরলীর কলধ্বনি/ মধুর গর্জ্জন শুনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* কাকলি। 'পক্ষি চারি দিগে কলধ্বনি করিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* কল কল শব্দ। 'তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কলধ্বনিমুখরিত [স] *বিণ* জলের ধ্বনিতে মুখর। 'সমুদ্র স্বগত-উক্তিতে অবিশ্রাম কলধ্বনিমুখরিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কলনাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* কলশব্দকারী। 'এই ত কলনাদিনী গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে দাঁড়াইয়া আছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কলপ্রবাহ [স] *বি* কলকল ধ্বনিপূর্ণ জলের প্রবাহ। 'জনপদবধূদের স্নানসেবায় চঞ্চল উৎসজলসঞ্চয়ের অবিরত কলপ্রবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কলবাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মধুর শব্দে প্রবাহিত। 'কলবাহিনী ভাগীরথী যেমন দিনযামিনী হিমালয় হইতে বালুকা বহন করিতেছে।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

কলভাষ [স] *বি* মধুর স্বর। 'কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কলভাষা [স] ১ *বি* জলপ্রবাহের শব্দ। 'দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* মধুর ভাষা। 'কোলের উপরে দুই পা তুলে কলভাষায় উচ্চস্বরে আলাপ আরম্ভ করে দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কলভাষী [স] *বিণ* মধুর স্বরে কথা বলে এমন। 'ফরাসি জাতির মতো দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কলমধুর [স] *বিণ* শ্রুতিমধুর কলরবপূর্ণ। 'সেই কলমধুর কণ্ঠের হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কলমন্দ্র [স] *বি* কোলাহল-মুখর ধ্বনি। 'কলকল কলমন্দ্রে নির্ঝরিণী ডাক দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

কলমর্মর [স] *বি* কলকল মর্মরিত ধ্বনি। 'মধুর ইছামতীর কলমর্মর।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কলমুখরতা [স] *বি* কলধ্বনিময়তা। 'বহি লয়ে আনন্দের কলমুখরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

কলরব [স] ১ *বি* কোলাহল। 'লোরে কলরব সুনি জগত ইশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* জল প্রবাহের সুমধুর শব্দ। 'তটিনীর কলরব, লক্ষ নির্ঝরের ঝর ঝর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বি* চেঁচামেচি। 'বিছানায় জেগে উঠে কলরব করতে আরম্ভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *বি* উচ্চশব্দ। 'বিশ্বভুবন মাতল যে তাই হাসির কলরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

কলরবক্ষুব্ধ [স] *বিণ* কোলাহলপূর্ণ। 'কলরবক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে মহেন্দ্র প্রবেশ করিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কলরবময় [স] *বিণ* কলরবপূর্ণ। 'কলরবময় এক উচ্ছ্বসিত পৃথিবী।' *জীবন*, ১৯৩২।

কলরবমুখর [স] *বিণ* কলধ্বনিতে মুখরিত। 'আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

কলরবশূন্য [স] *বিণ* কোলাহল নেই এমন। 'তাঁহারা কলরবশূন্য নিস্তব্ধ নভোমণ্ডলে ... ভ্রমণ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কলরবস্বর [স] *বি* মধুর গুঞ্জরিত ধ্বনি। 'বিহঙ্গের মত কলরবস্বরে সবাইকে সাবধান করে দিতে চায়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কলরবহীন [স] *বিণ* নিঃশব্দ। 'উচ্চ হাস্যধ্বনি তাসরাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কলরবা [স কলরব>] *ক্রি* কলরব করা। 'ডাউক দর্দুর কলরবত মত্ত মউর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কলরাব [স কলরব] *বি* কলরব। 'কোকিল কুল কলরাব বিথার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কলরোদন [স] *বি* সম্মিলিত ক্রন্দন ধ্বনি। 'উছলি উঠে কলরোদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

কলরোল [স] ১ *বি* কোলাহল। 'তট-তরু কোলে কোলে সারাদিন কলরোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বি* গুঞ্জনধ্বনি। 'বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বি* কলকল শব্দ। 'বাইরের জলের কলরোল।' *জীবন*, ১৯৩২।

কলরোলনি [স কলরোল>] *বি* সুর। 'তাঁহি চলত যাঁহি রটত মুরলিক কলরোলনি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

কলরোলা [স কলরোল>] *বিণ* ধ্বনি-মুখর। 'তরল প্রলাপে যমুনা কলরোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কলশব্দ [স] *বি* কলকল ধ্বনি। 'জলের তরল কলশব্দ অবিরল প্রবেশ করতে থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কলশব্দগীত [স] *ক্রিবিণ* কলধ্বনি। 'কলশব্দগীতে সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কলস্বন [স] *বি* সুমধুর ধ্বনি। 'হে তটিনী, সে নগরে নাই কলস্বন তোমার কণ্ঠের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

কলস্বনা [স] *বিণ স্ত্রী* সুমধুর ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'আমাদের কলস্বনা স্রোতস্বিনী বেণুমতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কলস্বর [স] ১ *ক্রি* মধুর ধ্বনি। 'সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া কলস্বরে গান করে পিকবরকুল।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* কলকল শব্দ। 'দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া পেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণ কলস্বরে পাশ কাটিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কলস্রোত [স] *বি* শব্দ-প্রবাহ। 'কুলুকুলু কলস্রোতে দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

কলহংস [স] *বি* বালিহাঁস। 'শিখণ্ডিবাহনকে ... রাজহংস, কলহংস, নীল মৎস্য, পীত মৎস্য দেখয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কলহাস [স] *বি* উচ্ছ্বসিত হাসি। 'বধূগণ ঘাটে যায় কলহাসে কক্ষে লইয়া ঝারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কলহাস্য [স] *বি* হাস্যময় মধুর ধ্বনি। 'কোনো এক পর্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচমকা দেখা দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কলহাস্যালাপ [স] *বি* মধুর উচ্চ হাস্য এবং কথাবার্তা। 'এক জায়গায় ছেলেদের চেঁচামেচি, স্নানার্থিনী মেয়েদের কলহাস্যালাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কলহীন [স] *বিণ* জলপ্রবাহের ধ্বনি নেই এমন। 'কলহীন তটিনীর তরঙ্গের পরে ছুটিয়া যেতেছে মোর সচকিত প্রাণ।' *জীবন*, ১৯৩০।

কলালাপ [স] *বি* মধুর ও অস্ফুট গুঞ্জন। 'রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারি দিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কলোচ্ছ্বাস [স কল-উচ্ছ্বাস] *বি* কলকল ধ্বনি; সুললিত ধ্বনি। 'যেমন পথিক ভোলে কলোচ্ছ্বাসে উচ্ছল ঝর্ণার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

কলোৎসব [স কল-উৎসব] *বি* মুখরিত উৎসব। 'খেলবে দীঘির ঝিলিমিলি মোদের লীলা কলোৎসবে।' *জসীম*, ১৯৩১।

কল[২] [স কলা] ১ *বি* ইঁদুরের ফাঁদ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* চাবি-বিশেষ। 'সময়ক্রমে ঘণ্টা বাদক কল ফিরাইলেই আপনা হতে ঘণ্টা ঠনাঠন শব্দ করে।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বিণ* প্রকৌশলসাধ্য। 'গড়ের উপরে লৌহ নির্ম্মিত কলের পুল।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* কৌশল। 'এ কলেতে যদি বাবু কাবু না হয় তবে কাল সহকারে সকার বকারেই নির্ভর করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৫ *বি* দেহযন্ত্র। 'দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্তই তাঁহার শারীরিক কল একেবারে বন্দ হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৬ *বিণ* ললিত। 'এক চর্ম্মে বহু যন্ত্র বাদ্য তায় কল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৭ *বি* ফাঁদ। 'ভাল মজার কল পাতা গেল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ৮ *বি* জলের কল। 'উঠানের কলে জল-পড়ার শব্দ কানে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৯ *বি* সেলাই মেশিন। 'চুপচাপ কল ঘোরাতে ঘোরাতে ... নিঃসম্পর্ক হয়ে পড়ল।' *জীবন*, ১৯৪৮। ১০ *বি* ঝামেলা। 'নতুন কল হয়েছে এগ্রিমেন্ট।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কলওয়ালা [কল+হি ওয়ালা] *বি* কলকারখানার মালিক। 'এখনও বড় কলওয়ালা কি ভারি সওদাগরের আমরা নাম করতে পারি নে।' *সবুজ*, ১৯২০।

কলওয়ালী [কল+হি ওয়ালী] *বি স্ত্রী* পাটকলের মালিক। 'পাট চাষের ফলে কলওয়ালীদের হাতে প্রচুর পরিমাণ পাট জমিয়া যাওয়ায় ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

কলকব্জা [কল+আ কবজাহ্] ১ *বি* যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ। 'এই গাড়িটি তৈরি করে তুলতে শুধু আগুন এবং হাতুড়ি-করাত এবং কলকব্জা লেগেছে তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ২ *বি* উপাদান। 'ভাষার কলকব্জাও সব বদলে গেছে।' *প্রমথ*, ১৯২২। ৩ *বি* যন্ত্রপাতি। 'কলকব্জা জাহাজ .... আবিষ্কার তাকে চমকাতে পারল না।' *জীবন*, ১৯৩২। ৪ *বি* অংশ-উপাংশ। 'মাথার কলকব্জা ঠিক আছে বলে প্রমাণ দেয় না।' *শওকত*, ১৯৭২।

কলকাঠি [কল+কাঠি] *বি* চাবিকাঠি। 'উজান-ভেটেন কলকাঠি তার/ ঘুরায় বসে।' *লালন*, ১৮৯০।

কলকারখানা [কল+ফা কারখানা] *বি* ফ্যাক্টরি; উৎপাদনের যান্ত্রিক কেন্দ্র। 'ধর্ম্মঘট করিয়া কল-কারখানা প্রভৃতির অধিস্বামীদিগের কি না ক্ষতি করে।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

কল-কৌশল [কল+স কৌশল] ১ *বি* নানা উপায় ও কৌশল। 'কল-কৌশল খাটাইয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করারও উপায় আছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বি* নানা রকম চাতুর্য। 'তার কলকৌশল – নাচের ভিতর দিয়ে, ভাষার অজ্ঞতার ভান করে।' *মুজতবা* ১৯৫২।

কলঘর [কল+ঘর] ১ *বি* স্নানঘর। 'ভাড়াটেদের বউরা কলঘরে গিয়ে ঢুকেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯। ২ *বি* এঞ্জিন থাকে যে ঘরে; এঞ্জিন রুম। *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

কল-টেপা [কল+টেপা] ১ *বিণ* বোতাম টিপে চালাতে হয় এমন। 'অনেকেই শুষ্কভাবে অভ্যস্ত মন্ত্র আউড়িয়ে কল-টেপা আর্গিনের মতো গান গেয়ে যাচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* যান্ত্রিক; ঘাঁট-টিপে

সংগীত তৈরি হয় এমন। 'কল-টেপা সুরের গোলামি করিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কলতলা [কল+স তল>] *বি* পানির কলের চারপাশ। 'কলসিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কল-দানব [কল+স দানব] *বি* যন্ত্ররূপ দানব। 'সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কলবল [কল+অনুকার বল] ১ *বি* কায়দা-কৌশল। 'গোরা একজন লোক নানা প্রকার কলবল দ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ২ *বি* যন্ত্রপাতি। 'আনেক ছোট ছোট কলবলও আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'অনেকগুলো তার এবং কল-বল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কলবাড়ি *বি* বসবাসের বাড়ি, পুকুর, বাগান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়ে গড়ে তোলা ভিটা। 'একেবারে কলবাড়ি করে তুলতো। ভদ্রাসন, পুকুর, ফলের বাগান ... সব একসঙ্গে হয়ে যেতো।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কলযন্ত্র [কল+স যন্ত্র] *বি* মেশিন। 'পা-টি যেন কলযন্ত্রে চালিত হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কলসম [কল+স সম] *ক্রিবিণ* যন্ত্রের মতো। 'অভিনেতারা চক্রাকারে কলসম নৃত্য করে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কলে কৌশলে [কল+স কৌশল>] *ক্রিবিণ* বিভিন্ন ফন্দি অবলম্বন ক'রে। 'কলে কৌশলে ... আশ্লীল হয়ে অনেক চাল চালচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কলে-ছাঁটা ১ *বিণ* আন্তরিকতাশূন্য। 'তাহাকে খাড়া দাঁড় করাইয়া কতকগুলি কলে-ছাঁটা কথা কহাইয়া গেলেই হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বিণ* যন্ত্রে কাঁড়ানো। 'ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।' *জীবন*, ১৯৪২।

কলে-তৈরি *বিণ* যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত। 'বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু কলে-তৈরি প্রাণহীন বৈচিত্র্য।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কলে নাচানো *ক্রি* ইচ্ছামতো পরিচালিত করা। 'এখন কলে নাচাইতে পারিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

কলে-বলে *ক্রিবিণ* কৌশলে। 'কলে-বলে কথার ছলে দেখো গো ভোলায়।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

কলে-পড়া *বিণ* ফাঁদ হিসেবে ব্যবহৃত যন্ত্রে আটক। 'কলে-পড়া জন্তুর মতন মূর্ছায় অসাড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কলের গাড়ী *বি* যন্ত্রচালিত গাড়ি (রেলগাড়ি)। 'কলের গাড়ী আরোহণ করিয়া ... আগমন করিবার বাসনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কলের গান *বি* গ্রামোফোন। 'কান পেতে শুনে বললে ... এ যে কলের গান।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কলের দোলা *বি* উত্তোলক যন্ত্র; লিফ্‌ট। 'কলের দোলায় চড়ে এই স্তম্ভের চতুর্থ তলায় উঠে নিম্নে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড়ো ম্যাপের মতো প্রসারিত দেখতে পেলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কলের পুতুল *বি* যান্ত্রিক মানুষ। 'আমাকে কলের পুতুল করে বানাতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কলের লাঙল *বি* যন্ত্রচালিত লাঙল; ট্রাক্টর। 'জমিতে বিজ্ঞানসম্মত সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কল[৩] [ই] ১ *বি* আহ্বান। 'ম্যাজিস্ট্রেটের উপর সামাজিক কর্তব্যরক্ষাস্বরূপ কল করতে যাব এ তাদের মনেও উদয় হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* বাসায় গিয়ে রোগী দেখার ডাক বা আমন্ত্রণ। 'যত বড় কলই থাকুক না কেন।' *জীবন*, ১৯৩৩।

কল-অফ [ই] *বিণ* স্থগিত। 'জেনারেল স্ট্রাইক চূড়ান্তভাবে কল-অফ হৈয়া গেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কলগার্ল [ই] *বি* বারবনিতা। 'এই শহরেরই কোনো কলগার্লটার্ল হবে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

কলাই[১] [স কলায়>] *বি* কলাই ডাল। 'খেসারি কলাই কিনি কিছু দিল তাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কলাই[২] [আ কলঈ] *বি* ধাতুর প্রলেপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কলাই করা *ক্রি* ধাতু গলিয়ে প্রলেপ দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কলএল [স কলকল] *বিণ* কলকল। 'ভণই কঙ্কণ কলএল সাদেঁ।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

কলকল [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* কুলুকুলু; কলকল ধ্বনিপূর্ণ। 'জলের মধুর কলকল ধ্বনি।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ২ *বি* মিষ্টি শব্দ। 'শিশুকণ্ঠের কলকল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কল কল করা *ক্রি* কথা বলা। 'রাত্রি দিবা কল কল করিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

কলকলানি [ধ্বন্যা কলকল>] ১ *বি* কলকল ধ্বনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* কলকল ধ্বনি করে এমন। 'তরতরানি কলকলানি দস্যি সীনা।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

কলকলিত [ধ্বন্যা কলকল>] *বিণ* কলকল ধ্বনিযুক্ত। 'নির্ঝর কলকলিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কলকলিনী [ধ্বন্যা কলকল>] *বিণ স্ত্রী* কলকল ধ্বনিকারী। 'উচ্ছ্বাসে কলভাষে কলকলিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কলকলে *বিণ* কল কল ধ্বনি করে এমন। 'জগতবিস্ময় কীর্ত্তি অগণন, কলকলে ওই নদে মাত্র কয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কলকল্ল [ধ্বন্যা] *বিণ* জলের প্রবাহ নির্দেশক। 'ছলছল্ল টলট্টল কলকল্ল তরঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

কলকা [তু কলগী] ১ *বি* কাপড়ের পাড় প্রভৃতিতে পাতার আকৃতির নকশা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* একপ্রকার হলুদ ফুল। 'ওড়ে প্রজাপতি কলকা ফুল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কলকাতাই [কলকাতা>] *বিণ* কলকাতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'কবিতাটিকে কলকাতাই ছাঁচে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কলকাতায়ি [কলকাতা>] *বিণ* কলকাতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; কলকাত্তাই। 'ভাষা তার কলকাতায়ি নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কলকাত্তাই [কলকাতা>] *বিণ* কলকাতার। 'খাস কলকাত্তাই শব্দ, মোটামুটিভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা 'স্ল্যাং' বলা যেতে পারে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কলকী [স কল্কি] *বি* হিন্দুমতে কলি যুগের শেষ অবতার। 'কলকী রূপেতে তোক্ষে দলিলেঁ দুষ্টজন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কলকে[১] [স কলিকা] *বি* হুকোর মাথায় বসানো তামাক পোড়ানোর পাত্রবিশেষ। '... গুল, হুঁকো, কলকে, আর – তোমার ভাল করুন গে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

কলকে[2] [স কলিকা] *বি* এক প্রকার ফুল। 'কলকে ফুলের কুঞ্জবনে জ্বলছে আলো খাসগেলাসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

কল-খালাসি [কল+আ খলাসী] *বি* জাহাজের মাল নামানোর কাজ করে যে। 'আমরা মুটে কল-খালাসি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কলগা [তু কলগী] *বি* পাগড়ির অলঙ্কার। 'ছয় পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগায় সমাদৃত হন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কলগী [তু কলগী] *বি* পাগড়ির সামনে বাঁধা পাখির পালক। 'ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল।' *ভারত*, ১৭৬০।

কলঙ্ক [স] ১ *বি* অপবাদ। 'জরমক তরেঁ কুলে কলঙ্ক থুইবেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দুর্নাম। 'রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বি* কালিমা; পাপ। 'কত ক্ষত ও কত কলঙ্ক আছে তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বি* সঙ্গদোষ। 'বন্ধুজনের কদাচারজনিত কলঙ্ক শুনিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হওয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৫ *বি* কামজ দোষ। 'তাঁহার এমন কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য রাখিবার আর পথ থাকে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৬ *বি* দাগ। 'উহার উপর যে সকল কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক দেখা যায় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৭ *বি* অপযশ। 'লোভে পড়িয়া কলঙ্ক কিনিব না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ৮ *বি* সীমাবদ্ধতা। 'বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে, কলঙ্ক যা আছে, আছে মোর গায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৯ *বি* অপরাধ। 'সকল কলঙ্ক আজ করো গো মার্জনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ১০ *বি* অগৌরব। 'পরাধীনতার কলঙ্ক দেখা দেয় কালো হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২০।

কলঙ্ক-আকর [স] *বি* কলঙ্কের আধার। 'আঁধার বহুরঙ্গিনী কলঙ্ক-আকর।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

কলঙ্ককলুষিত [স] *বিণ* কলঙ্কজড়িত। 'কলঙ্ককলুষিত কুলাঙ্গার স্বামীকে সৎপন্থায় আনিবার জন্য কত পন্থাই অবলম্বন করেছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কলঙ্ককারী [স] *বিণ* কলঙ্ক দেয় এমন। 'সকল গীটই ইংলণ্ডীয় লোকের যশোবিলোপি ও অনপনীয় কলঙ্ককারী বিষম সামগ্রী দ্বারা পূর্ণ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কলঙ্ককালি [স] *বি* অপবাদের চিহ্ন। 'ঢালিলি কলঙ্ককালি এ কিশোর প্রাণে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কলঙ্কচিহ্ন [স] *বি* কলঙ্কের দাগ। 'অন্তর্হিত অপরাধের কলঙ্কচিহ্নের পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কলঙ্কতিলক [স] *বি* কলঙ্কের দাগ। 'আমার কপালে কলঙ্কতিলক।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কলঙ্কপাত [স] *বি* কলঙ্ক আরোপ। 'তাহার প্রতি কলঙ্কপাত করে, এমন ভদ্রতাকে মজুরের মতো বহন করিয়া গৌরববোধ করা যে কত লজ্জাকর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কলঙ্ক-ফাঁসি [স কলঙ্ক+ফাঁসি] *বি* কলঙ্করূপ ফাঁসি। 'কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১।

কলঙ্কবিন্দু [স] *বি* কলঙ্কের দাগ। 'গুরুপত্নী হরে ইন্দু ধরেছে কলঙ্কবিন্দু আছে দেখ তার নিদর্শন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কলঙ্কব্যবসায়ী [স] *বিণ* কলঙ্ক ছড়ায় যে। 'কলঙ্কব্যবসায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কলঙ্কভঞ্জন [স] *বি* কলঙ্ক মোচন। 'সেখানেই তার ইতিহাসের কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কলঙ্কভাগিনী [স] *বি স্ত্রী* কলঙ্কের অংশীদার। 'অতি-বড় কলঙ্কভাগিনী।' *মনোজ*, ১৯৬১।

কলঙ্কভাগী [স] *বিণ* কলঙ্কের অংশীদার। 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

কলঙ্ক-ভাজন [স] *বিণ* কলঙ্কের ভাগী। 'জানি রাজা জানি হব কলঙ্ক-ভাজন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কলঙ্কযুক্ত [স] *বিণ* অপবাদ আছে এমন। 'অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যে স্থানে কিঞ্চিৎ কলঙ্কযুক্ত চিহ্ন মাত্র বোধ হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কলঙ্করেখা [স] *বি* কলঙ্কের দাগ। 'দাসত্ব কলঙ্করেখা জয়নালের সুপ্রশস্ত ললাটে অক্ষয়রূপে অঙ্কিত হয়।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কলঙ্ক রোপণ [স] *বি* কলঙ্ক আরোপ। 'বালবিধবা উত্তরকালে ... কলঙ্ক রোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কলঙ্কসাগর [স] *বি* কলঙ্করূপ সাগর। 'একেবারে অতলস্পর্শ কলঙ্কসাগরে গিয়া পড়িবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

কলঙ্কস্পর্শ [স] *বি* কলঙ্কের ছোঁয়া। 'কোনকালে কলঙ্কস্পর্শের বাষ্পও শ্রুত হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কলঙ্কিত [স] *বিণ* কলঙ্কযুক্ত। 'সূর্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ্য হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কলঙ্কিনি [স কলঙ্কিনী] *বিণ স্ত্রী* কলঙ্কযুক্ত। 'একে কলঙ্কিনি হলুঁ তাহে তুমি বৈমুখ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কলঙ্কিনী [স] *বিণ স্ত্রী* কলঙ্কযুক্ত। 'কলঙ্কিনী হইতে কহসি উপদেশ'। *আলাওল*, ১৬৮০।

কলঙ্কী [স] *বিণ* কলঙ্কযুক্ত। 'এমন ক্ষুদ্র পশুর রক্তেতে আপন যশস্বী হস্ত কলঙ্কী করিবেন না।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কলজে [স কালেয়] ১ *বি* অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। 'এই মুই আপনার কলজে হচ্ছেলাম ... আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* হৃদয়। 'হায়! এখনও কলজে ফেটে যায়।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ৩ *বি* বুক। 'এই ছোরাটা কলজেতে তার বসাই।' *নজরুল*, ১৯২২। ৪ *বি* যকৃৎ। 'লেপ্টানো মাংস আর বিবর্ণ কলজের কাতারে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

কলত্র [স] *বি* পত্নী। 'মনে না করিহ পুত্র কলত্র বাসনা।' *মালাধর*, ১৫০০।

কলধৌত [স] *বিণ* নিষ্কলুষ। 'কলধৌত দেহ দান সাধিবে দ্বিজের মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলন [স] *বি* মধুর ধ্বনি। 'নৃত্য-গীত-কলনে বিশ্ব আনন্দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কলনাইজ [ই] *বিণ* উপনিবেশে পরিণত। 'তাঁহার বাঞ্ছা কোন প্রকারে এ প্রদেশ কলনাইজ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

কলনী [ই] *বি* উপনিবেশ। 'নিয়ুজীলাণ্ড কেপ-কলনীতে তাহার পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কলন্ত [স কলা>] *বি* কালোয়াত। 'নাটুআ কলন্ত সঙ্গে বসিল পরমরঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলন্তর [স কলান্তর] *বি* সুদ। 'কেহ কলন্তর লয় কেহ বৃষে ধান্য বয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলন্দর [আ] *বি* মুসলমান সুফি সম্প্রদায়বিশেষ। 'কলন্দর হইআ কেহো ফিরে দিবারাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলপ[১] [আ কলফ] *বি* পাকা চুল কালো করার রংবিশেষ। 'কলপ সমান মাত্র বিরহ রজনী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কলপ লাগানো *ক্রি* চুলে কালো রং করা। 'তৌবা করে কলপ লাগানো ছেড়ে দিয়েছেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কলফ [আ] *বি* পাকা চুল কালো করার রং। 'গোঁপে কলফ লাগাইয়া ... বেড়াইতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কলপ[২] [স কলাপ] *বি* ঘোড়া বা সিংহের কেশর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কলপনা [স কল্পনা] *বি* মানস রচনা। 'পৃথিবী-বাহিরে কলপনা-তীরে/ করিছে যেন রে খেলা-ধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কলব *দ্র* **কলপ**[২]

কলব [আ] *বি* অন্তর। 'ইহার বেশি শুনিলে তোদের কলব ফাটিয়া যাইবে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

কলবল *দ্র* **কল**[২]

কলবল[২] [স কলকল] *বি* কোলাহল। 'পাইকের কলবল ভরিল সিংহল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলবলানো [স কল>] *ক্রি* কলবল শব্দ করা। 'সুখানা চালাতে বস্যা কলবলায়ে কাউ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলবিঙ্ক [স] *বি* কোকিল। 'কপোত কুঃকুভ কঙ্ক কামী কোর কলবিঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলভাষ, কলভাষা, কলভাষী *দ্র* **কল**[১]

কলম[১] [আ] *বি* লেখনী। 'কলম গোঁজে কানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলম-কসুর [আ কলম+আ কসুর] *বি* স্লিপ অব পেন; হিসাবের ভুলবশত অধিক আদায় করা খাজনা। 'পার্বনি পঞ্চক জুড়ে ওড়া-লোন সানা-ভাত ধানকাটী কলম-কসুরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলমকাটী [আ কলম+স কাষ্ঠিকা] *বি* কলম ইত্যাদি। 'সাদা কাগজ এবং কলমকাটী সেখান হইতে পাঠাইবেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কলমগীর [আ কলম+ফা গীর] *বি* লিপিকার; লেখক। 'তোমারে তুষিতে জবান-পঁচিশী রচিল কলমগীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

কলম চালানো *ক্রি* কাটাকাটি করা। 'প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবরদার কলম চালাস নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কলমদান [আ কলম+ফা দান] *বি* কলম রাখার ক্ষুদ্র আসবাববিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, তবে কলমদান দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'কলমদান, ব্লটিংপ্যাড, খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেলাসম ছোটো একটি আয়না এবং চিরুনি-ব্রুশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কলমদানি [আ কলম+ফা দানি] *বি* কলম রাখার আধার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'খবরের কাগজে কলমদানিটি মুড়ে রুনু প্রথম বারের মত ওবাড়ী গেল।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

কলম পিষা, কলম পেষা, কলমপেসা [আ কলম+ফা পেশা] **১** *ক্রি* লেখা। 'হাড়ভাঙ্গা কলম পিষণের পর ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **২** *বি* লেখার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৩** *ক্রি* লেখালেখি করা। 'কারণ আমরা জানি শুধু বক্তৃতা করতে আর কলম পিষতে।' *প্রমথ*, ১৯২০। **৪** *বিণ* লেখনী চালনা করে জীবিকা উপার্জন করে এমন। 'সে কলম-পেষা কেরানির বউ নয়।' *মানিক*, ১৯৪০।

কলমবাজি [আ কলম+ফা বাজী] *বি* (মন্দ অর্থে) লেখার কাজ। 'শেষ কর তোর কৃত্রিম এই কলমবাজি!' *নজরুল*, ১৯৩০।

কলম হাঁকানো *ক্রি* লেখালেখি করা। 'কলম হাঁকিয়ে ফেরা সকল রোগের সেরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কলমের গোলামি [আ কলম+আ গোলাম>] *বি* লেখালেখি। 'কলমের গোলামিটা আর নাহি লাগে মিঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কলমী [আ কলম>] *বিণ* হাতে লিখিত। 'দিল্লীর মহাফিজখানাতে আমার দোস্ত রায় আমাকে কলমী কিতাব দেখায় নি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কলম[২] [ই কলাম] **১** *বি* ঝাড়ে ব্যবহৃত কাচের খণ্ড। 'এই রশ্মি, ঝাড়ের কলম অথবা তদনুরূপ অন্য কোন কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া যাইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* পত্রিকার কলাম। 'সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আধ কলমও নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কলম[৩] [আ কলম] *বি* গাছের ডাল থেকে নতুন গাছ জন্মানো। 'বৃক্ষলতাদির কলম করিয়া রোপণ করিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'কোনও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, এই সময়ে, খুড়র কলম করিয়া লওয়া আবশ্যক; আঁঠিতে যে গাছটা হয়েছে, সেটা বিষম টোকো ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

কলমধুর, কলমন্দ্র, কলমর্মর *দ্র* **কল**[১]

কলমা [আ কালিমাহ] *বি* ইসলামের মূলমন্ত্র। 'মুসলমান কলমা পড়ে হিন্দু বোলে রাম।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

কলমি [স কলম্বী] *বি* শাকবিশেষ। 'রান্ধ্যাছ পুড়্যাতি গিমা কলমি কাঁচড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলমিলতা, কলমীলতা [স কলম্বী+স লতা] *বি* লতাবিশেষ। 'সব কলমিলতা সজনে ফুল এর দল।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'কলমীলতার গহনা তাহার গায়।' *জসীম*, ১৯৩১।

কলমী [স কলম্বী] **১** *বি* শাকবিশেষ। 'হিনচা কলমী শাক তোলে ডানিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ফুলবিশেষ। 'কলমী ফুলের নোলক পরায়ে দেখে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কলমীদাম [স কলম্বী+স দাম] *বি* কলমি লতার দল। 'কলমীদামের থেকে জন্মেছে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

কলমুখরতা, কলরব, কলরবময়, কলরোদন, কলরোল ইত্যাদি *দ্র* **কল**[১]

কলম্ব [স] *বি* অস্ত্রবিশেষ। 'কালপৃষ্ঠ কলম্ব কৃপাণ চন্দ্রহাস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কলম্বকুল [স] *বি* তিরসকল। 'উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে শনশনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কলম্বক [স করম্ভ] *বি* লেবু জাতীয় ফলবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কলর *বি* একপ্রকার পাখি। 'কামী কোর কলবিঙ্ক কলর কুলিঙ্গ কর্কট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলশি [স] *বি* কলস। 'কলশির কানা মারলেও প্রেম দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না।' *নজরুল*, ১৯২৩।

কলস, কলসি, কলসী [স] *বি* পানি বহন করা ও জমিয়ে রাখার পাত্রবিশেষ। 'রাধার তন পরসে/ যেহ্ন আমৃতকলসে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ জাএ গজ্গাড়ি ছান্দে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কলসি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কলস্বন, কলস্বর, কলস্রোত ইত্যাদি দ্র **কল**[১]

কলহ [স] *বি* বিবাদ। 'দুই জনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কলহ-কচকচি [স] *বি* ঝগড়া-বিবাদ। 'কলহ-কচকচিতে তারা বিরক্ত হয়।' *তারা*, ১৯৪৩।

কলহকলাপ [স] *বি* ঝগড়াঝাঁটি। 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহকলাপে আমার অদ্বৈতসিদ্ধি পণ্ড।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

কলহকাল [স] *বি* ঝগড়ার সময়। 'তাহাদের কলহকালের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রতীতি হইল যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কলহ-কোন্দল [স কলহ+স কন্দল] *বি* বিবাদ-বিসম্বাদ। 'অতীতকে নিয়ে কলহ-কোন্দল করবার অভ্যাস ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

কলহনাদ [স] *বি* ঝগড়া-বিবাদজনিত শব্দ। 'অত্যুচ্চ কলহনাদে সে স্থান নিনাদিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কলহপরায়ণ [স] *বিণ* ঝগড়াটে। 'ইহারা যেরূপ কলহপরায়ণ, ইতরস্বভাব ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কলহপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* ঝগড়াটে। 'রায়-বাড়ির স্বভাবমুখরা মেয়ে, কঠোর কলহপরায়ণা হইয়া উঠিল।' *তারা*, ১৯৪০।

কলহপূর্ণ [স] *বিণ* বিতর্কিত। 'জরমনদিগের ভাষায় আদ্যোপান্ত জন্ম বৃত্তান্ত কলহপূর্ণ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কলহপ্রিয় [স] *বিণ* ঝগড়াটে। 'বাঙ্গালিরা বাকপটু, অলস এবং কলহপ্রিয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কলহপ্রিয়তা [স] *বি* ঝগড়াটেপনা। 'ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের ঔদ্ধত্য ও কলহপ্রিয়তা দ্বারা সৌজন্য ও দয়া দাক্ষিণ্য একান্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কলহপ্রিয়া [স] *বিণ স্ত্রী* ঝগড়াটে। 'কলহপ্রিয়া, ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কলহ-বিদ্বেষ [স] *বি* বিবাদ ও শত্রুতা। 'আনন্দ-মিলনের ক্ষেত্রে কলহ-বিদ্বেষের সূচনা করা নিতান্তই আসুরিক ব্যাপার।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

কলহবিমুখ [স] *বিণ* ঝগড়া করা অপছন্দ করে এমন। 'কলহবিমুখ বিন্ধ্য নিরুত্তরে সহ্য করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কলহব্যাপার [স] *বি* বিবাদের বিষয়। 'স্বামীর সহিত ঐ সকল উৎপাত ও কলহব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কলহরব [স] *বি* বিবাদ-বিসম্বাদের শব্দ। 'ঘোরতর কলহরব শ্রবণ করিয়া আমি চমৎকৃত ও মূর্ছিতবৎ হইলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কলহান্তা [স কলহান্তরিতা] *বি* যে নায়িকা প্রিয়কে ত্যাগ ক'রে পরে অনুতাপ করে। 'পঞ্চমে উৎকণ্ঠিতা কলহান্তা ষষ্ঠমে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কলহাস্পদ [স] *বিণ* ঝগড়াটে। 'সেই কলহাস্পদ স্বামীর কাছে আমি যেতে চাই না।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কলহোন্মুখ [স] *বিণ* ঝগড়া করতে উদ্যত। 'কলহোন্মুখ স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইল আজহার খাঁ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কলা[১] [স] **১** *বি* কান্তি। 'বিম্বফল জিণী তোর আধরের কলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মূর্তি। 'সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* চাঁদের ষোলো ভাগের এক ভাগ। 'নিতি নিতি বাড়ে শশধর কলারীতে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কলাধর [স] *বি* চাঁদ। 'আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

কলানাথ [স] *বি* চাঁদ। 'কলানাথ কুমুদের প্রেম কি কারণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কলানিধি [স] *বি* চাঁদ। 'গগন মণ্ডল উগ কলানিধি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কলায় কলায় *ক্রিবিণ* কালে কালে। 'পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তি দিন দিন কলায় কলায় ক্ষয় হচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কলারূপ [স] *বি* চাঁদের মতো। 'অঙ্গ অংশে কলারূপ তার।' *লালন*, ১৮৯০।

কলা[২] [স কদলক] *বি* কলাগাছ ও তার ফল। 'অতপ্ত তণ্ডুল ফুল চিনিচাপা কলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

কলাক্ষেত *বি* কলাগাছের বাগান। 'কলাক্ষেতের আড়ালে গিয়ে দিয়েছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

কলাগাছ *বি* কলা নামক ফলের গাছ। 'গিরিল কুফর যেন কলাগাছ ঝড়ে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কলাছড়া [স কদলক>+স ছটা] *বি* ব্রতবিশেষ। 'ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত – দধিসংক্রান্তি, কলাছড়া, গুপ্তধন, ...।' *অবন*, ১৯১৯।

কলা দেখানো *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া; ঠকানো। 'কিছু করবেন না, কলা দেখিয়ে দেবেন।' *মানিক*, ১৯৩৭।

কলাপাত [কলা+পাতা>] *বি* কলা গাছের পাতা, যা লেখার জন্য কাগজের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো। 'পরন্ত তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্ব্বে যে প্রকার হইত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

কলাপাতা [কলা+পাতা] *বি* কলা গাছের পাতা। 'বেড়ার উপর শুষ্ক কলাপাতার দোদুল রেখামূর্তি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কলা-বউ [স কদলক-বধূ] *বি* দুর্গাপূজায় বধূবেশধারিণী কলাগাছ। 'কপালে কলা-বউয়ের মত সিন্দুরের রেখা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কলাবড়া [স কদলক+স বটক>] *বি* কলার বড়া। 'মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কলাবন [স কদলক-বন] *বি* কলার বাগান। 'ঘন কলাবন বাঁশঝাড়ে ঘন আম-কাঁঠালের বনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কলাবাগান [স কদলক>+ফা বাগ>] *বি* কলা গাছের বাগান। 'কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কলার ডেগো *বি* কলাগাছের ডগা। 'কলার ডেগো সর্প হলো ...।' *লালন*, ১৮৯০।

কলা[৩] [স] **১** *বি* কৌশল; ছলনা। 'পুরুষ হইয়া তুমি জান এত কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* সংগীতে তালের মাত্রা। 'লঘুগুরু সকলে ৭১ একাত্তরি কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *বি* শিল্প। 'মধুর মধুর হাসে জিনি সর্বকলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কলাকার [স] *বি* শিল্পী। 'ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করতে পারছেন না বলে দোষ দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিককে, কলাকারকে, দার্শনিককে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কলাকুশল [স] *বিণ* সুকুমার শিল্পে দক্ষ। 'যে-সকল কলাকুশল গুণী সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কলাকুশলতা [স] *বি* কারিগরি কৌশল। 'কেনালটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কলাকেন্দ্র [স] *বি* শিল্পকলা চর্চার স্থান। 'আমাদের কলাকেন্দ্র, আমাদের সর্ব কারুকাজে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কলাকৈবল্যবাদ [স] *বি* শিল্পের জন্য শিল্প এই মতবাদ। 'শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কলাকৈবল্যবাদ নামে যে শঠতা প্রচলিত আছে।' *উমর*, ১৯৬৮।

কলাকৈবল্যবাদী [স] *বি* শিল্প শুধু শিল্পের জন্য এই মতবাদে আস্থাবান ব্যক্তি। 'কলাকৈবল্যবাদী না-বলে তাঁকে বলব কলা-অকৈবল্যবাদী।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

কলাকৌশল [স] *বি* নৈপুণ্য; আদব-কায়দা। 'মেলামেশা করবার কলাকৌশল সোহিনীর ভালো করেই জানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কলাকৌশলনিপুণ [স] *বিণ* কুশলী। 'রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এক যুদ্ধ কলাকৌশলনিপুণ সেনাপতির সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন ...।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

কলাচর্চা [স] *বি* শিল্পের অনুশীলন। 'সকলেই উত্তর ভারতে বাস করে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে কলাচর্চা শিখে গেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কলাজ্ঞান [স] *বি* শিল্পবিষয়ক জ্ঞান। 'সে সকল আপত্তি কলাজ্ঞান নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

কলাতত্ত্ব [স] *বি* শিল্পবিদ্যা। 'এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্বে কোথাও নতুনকে ভয় করেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কলানায়ক [স] *বি* শিল্পী; শিল্পকুশলী। 'গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায়/ কলানায়কদের অগ্রণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কলানিপুণ [স] *বিণ* সুকুমার শিল্পে দক্ষ। 'জগতের কলানিপুণ গুণীদের সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কলানৈপুণ্য [স] *বি* সুকুমার শিল্পে দক্ষতা। 'কলানৈপুণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়াইয়া নিত্যকালের অনিমেষ দৃষ্টিপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কলাপ্রকাশ [স] *বি* শিল্পের বিকাশমানতা। 'ইন্দোনেশিয়ার চিন্তাবিকাশ কলাপ্রকাশ মূর্তমান করবে তাই নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কলাবত [স কলাবৎ] *বি* যে সংগীতে পারদর্শী। 'পূরল মনোরথ সকল কলাবত।' *আলাওল*, ১৬৫১।

কলাবতী [স] *বিণ স্ত্রী* রসবতী; যে ছলা-কলা জানে। 'কোন কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

কলাবান [স] *বিণ* সুকুমার শিল্পে নিপুণ। 'কলাবান গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী সেখানে তাঁহারা তপস্বী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কলাবিৎ [স] *বিণ* শিল্পরসজ্ঞ। 'কলাবিৎ সম হায়।' *জীবন*, ১৯২৭।

কলাবিদ্যা [স] *বি* শিল্পবিদ্যা; ললিত কলার বিদ্যা। 'গ্রীসের কলাবিদ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কলা-বিলাস [স] *বি* রসকলা সম্পর্কিত বিহার। 'যাঁর ঠাঁই কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কলাবিলাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* গীতবাদ্যনৃত্যাদিতে পারদর্শী। 'অদ্ভুত কলাবিলাসিনী রূপসীর সর্বগুণসম্পন্ন।' *হাই*, ১৯৫৪।

কলাবৃত্তি [স] *বি* নির্মাণকুশলতা। 'সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কলাভবন [স] *বি* নানাবিধ শিল্পবিদ্যার চর্চা হয় যে ভবনে। 'পাঠশালা শিল্পের হাট কারুছত্র কলাভবন।' *অবন*, ১৯২৫।

কলাভাণ্ডার [স কলা+ভাণ্ডার] *বি* শিল্পসংগ্রহশালা। 'নন্দনালয়ে কলাভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভও হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কলামণ্ডিত [স] *বিণ* সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'পরিণত, পরিপূর্ণ কলামণ্ডিত!' *মুনীর*, ১৯৬৬।

কলামতি [স কলাবতী] *বি* নৃত্যগীতে পারদর্শী নারী। 'তুঅ দরসন বিনু তিলও ন জীব। জইঐ কলামতি পীউখ পীব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কলারসজ্ঞ [স] *বি* কলাবিদ। 'আধুনিক কলারসজ্ঞ বলেছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কলারসিক [স] *বি* সৌন্দর্যরসিক। 'তথাকথিত কলারসিকদের জন্য।' *অবন*, ১৯২৫।

কলারাজ্য [স] *বি* শিল্প-সাহিত্যের জগৎ। 'এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা-খুশি তাই করবার যে অধিকার আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

কলালক্ষ্মী [স] *বি* কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'ছবি-লিখিয়ের হা-হুতাশ হচ্ছে কলালক্ষ্মীর জন্যে।' *অবন*, ১৯২৫; 'অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কলাশিল্প [স] *বি* ললিতকলা। 'নিত্যনূতন কলাশিল্পের শোভা সম্পদের মধ্যে মোসলেম লেখকবৃন্দের এই নিশ্চেষ্ট উদাসীন ভাব কি ভয়ানক বেদনাদায়ক!' *কোহিনূর*, ১৯১১।

কলাশোভন [স] *বিণ* সুকুমার শিল্পে শোভিত। 'কত কলাশোভন পুণ্যকীর্তি দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কলাসদন [স] *বি* কলা বিভাগের শিক্ষাকেন্দ্র। 'কলাসদনে চাতক ছিল এরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কলাসরস্বতী [স] *বিণ স্ত্রী* শিল্পগুণান্বিত। 'তদুপরি অনুপমা সুন্দরী, বিদূষী, কলাসরস্বতী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কলাসৃষ্টি [স] *বি* নির্মাণকুশলতা। 'কলাসৃষ্টির দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে তাকে কি বলা যায়?' *মুজতবা* ১৯৫২।

কলাসৌন্দর্য [স] *বি* ললিতকলার সৌন্দর্য। 'জ্ঞান ধর্ম কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বৈ কমে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কলাহীন [স] *বিণ* অসুন্দর। 'অপূর্ণ নয়, অপরিণত নয়, সরল নয়, কলাহীন নয়।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

কলাই[1] [স কলায়] *বি* কলাই ডাল। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মাঠে কলাই সরিষা ধান, তাহার কে করিবে পরিমাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কলাইসুঁটি [স কলায়>+স শিম্বী>] *বি* মটরশুঁটি। 'গোল আলু, কপি, কলাইসুঁটি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

কলাই[2] [আ কলঈ] *বি* রাং ধাতুর প্রলেপ। 'লৌহের পাতে রঙ্গের কলাই করিলে, উহা দেখিতে সুন্দর হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কলাইকর [আ কলঈ>] *বি* ধাতব বস্তুতে যে মিনা করে। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

কলাই-করা *বিণ* ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়েছে এমন। 'কলাই-করা গ্লাস, থালা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কলাকলি [স ক্রোড়>] *বি* পরস্পর আলিঙ্গন; কোলাকুলি। 'করি অতি কলাকলি নবীর দরুদ বুলি।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কলানো[1] [স ক্রোড়>] *ক্রি* অনুগত হওয়া। 'দেহার দেব মো হঞাঁ কলায়িলোঁ আসিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কলানো[2] [স কলা>] ১ *ক্রি* যোগ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *ক্রি* অঙ্কুরিত

হওয়া; গজানো। 'বীজ ধান, জল পেয়ে যদি কলিয়ে যায়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কলাপ [স] ১ *বি* প্রসার। 'ক্রীড়ার কলাপ দেখি লইল স্বরূপ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ময়ূরপুচ্ছ। 'চন্দ্রক কলাপময়, নাচে কুতূহলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বি* বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ। 'পনেরটি ছাত্র কলাপ ও মুগ্ধবোধ পড়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। ৪ *বি* কীর্তি। 'মনুষ্যভাষার কোষে, কয়েকটি অলীক শব্দে আছে যার দয়ার্দ্র কলাপ।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কলাপী [স] *বি* ময়ূর। 'বিহঙ্গকুলে কলাপীবৎ এক সুন্দরী।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

কলামনিস্ট [ই] *বি* বিশেষ বিষয়ের উপর নিয়মিত লেখেন এমন সাংবাদিক। 'কোন চাকরি নিয়ে শুরু করব ... খবরের কাগজে কলামনিস্টের।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কলায় [স] *বি* কলাই; ডালবিশেষ। 'আর ছোলা, মটর, অরহর, মুগ, মসূর, মাষ প্রভৃতি কলায় হইতে ডাইল হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কলার [ই] *বি* জামার গলদেশের চওড়া ও শক্ত পটিবিশেষ। 'যুবকবৃন্দ শার্ট-এর কলার উলটে, মালকোঁচা মেরে ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কলি[১] [স] *বি* হিন্দুমতে চতুর্থ ও শেষ যুগ। 'এবেসি জাগিল ভৈল কলি আবতার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কলিকাল [স] ১ *ক্রিবিণ* হিন্দুমতে শেষ যুগ। 'কলিকালে প্রেবেস করিব মহিতলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* দুঃসময়। 'কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৩ *বি* অবাঞ্ছিত কাল। 'এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি দেবী বুক পেতে? হায়, কলিকাল!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বি* সাম্প্রতিক কাল। 'কলিকালের সকল ভবিষ্যৎ-বাণীরই প্রায় এই দশা দেখা যায়। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কলিকালোচিত [স] *বিণ* আধুনিক কালের অবাঞ্ছিত লক্ষণযুক্ত। 'মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

কলিজুগ [স কলিযুগ] *বি* হিন্দুমতে শেষ যুগ। 'কলিজুগ পাপ সত তোহে ফললা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কলিযুগ [স] *বি* আধুনিক কাল। 'অতএব কলিযুগে মোর পরকাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কলির চেলা *বি* দুষ্ট প্রকৃতির লোক। 'লোকে তোমাকে যে কলির চেলা কহে তাহা যথার্থ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কলিহত [স] *বিণ* কলিযুগের। 'সেই ত সুমেধা আর কলিহত জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কলি[২] [স] *বি* ঝগড়া। 'বাপের সাপ পোএর মউর সদাই করে কলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলি[৩] [স] ১ *বি* কুঁড়ি। 'ফুটিল কমল কলি।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* ক্ষুদ্র ভাগ। 'হাসিয়া উড়ায়ে দেব সময়ের কলি।' *আহসান*, ১৯৪৪।

কলি[৪] *বি* গানের চার স্তবক। 'বিবিসকলে এই এক কলিতেই চারি কলির সুখ পাইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কলিআঁ *ক্রিবিণ* জেনে। 'চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

কলিংবেল [ই] *বি* কাউকে ডাকার ঘণ্টা। 'আর ঢঙ ঢঙাঢঙ হচ্ছে ডাক্তারের দরজার কলিংবেল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কলিক [ই] *বি* পেটের ব্যথা। 'আমার কলিক ব্যথা উঠেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

কলিকা[১] [স] ১ *বি* কুঁড়ি। 'আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* কলকে ফুল। 'চম্পক কলিকা নহে তার সমসর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* থলে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কলিকাস্বরূপ [স] *বিণ* কোরকের মতো। 'সুকোমল-কলিকাস্বরূপ, নবপ্রসূত শিশু সন্তানের অকস্মাৎ মৃত্যুঘটনা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কলিকা[২] [স] *বি* হুঁকোর মাথায় রাখা কলকে, যার মধ্যে তামাক পোড়ানো হয়। 'কলিকা – ৪।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৭; 'ডাবা হুকার কলিকা চড়াইয়া দান।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'কলিকাটা উপুড় করিয়া ছাই ও পোড়া তামাক যেখানে হোক একটা জায়গায় ঢালিয়া দিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কলিগ [ই] *বি* সহকর্মী। 'তাঁর অনেক কলিগও ইস্টবেঙ্গল পীপল।' *সুনীল*, ১৯৭০।

কলিঙ্গ [স] *বি* প্রাচীন ভারতের একটি জনপদ। 'কহি দৃঢ় সুনিশ্চয় শুনহ কলিঙ্গ মহীপাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলিজা [স কালেয়] ১ *বি* হৃৎপিণ্ড। 'কাপ কুলুপ করি কলিজার বোঁটা ধরি ...।' *সুলতান*, ১৭৫০। ২ *বি* যকৃৎ। 'বুকের কলিজা খাব মাথার খাব ঘি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* প্রাণ। 'আমার প্রাণের প্রাণ – কলিজার টুকরা আর আমি –।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৪ *বি* কলিজা-ভুনা। 'ছ-সাত রকমের পোলাও, বিরিয়ানি, কুর্মা, কালিয়া, পসিন্দা, কলিজা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কলিজা-পিষানো *বিণ* মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক। 'কাৎরায় শুধু! গুমরিয়া কাঁদে কলিজা-পিষানো বাজে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কলিত [স] *বিণ* খোদিত। 'করুণ কষ্টের কথা লেখা আছে কলিত পাথরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

কলিদার [স কলি+ফা দার] *বিণ* কলির আকারে কাটা বস্ত্রখণ্ডযুক্ত রয়েছে এমন। 'কলিদার পাঞ্জাবি পরা একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার মুসলমান বাবাকে এসে সেলাম করে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

কলি-পথ [স] *বি* পাপের পথ। 'সাপ দুধে মাতে পাপী কলি-পথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলিম [স কল্মষ] *বিণ* পাপী। 'হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ শহরে দুই কলিম পুরুষ ...।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কলিমা [আ কালিমাহ্] *বি* ইসলামের মূলমন্ত্র। 'দোয়া করে কলিমা পড়িআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কলিয়া[১] *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'গোলোকচন্দ্র কলিয়া।' *সেবধি*, ১৮৪০।

কলিয়া[২] [স কলিকা] *বি* কুঁড়ি। 'বাদলশেষে করুণহেসে যেন চামেলী-কলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কলিশন [ই] *বি* ধাক্কা। 'বেয়ারার সাথে কলিশন বাধে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কলিহত দ্র **কলি**[১]

কলী [স কলি] *বি* কলি; হিন্দু পুরাণমতে চার যুগের শেষ যুগ। 'সত্য ত্রেতা/ দ্বাপর কলী/ আক্ষে নিরঞ্জন কায়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কলীগ [ই] *বি* সহকর্মী। 'এখানে সবাই কলীগ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

কলু [স কলা>] ১ *বি* তেল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। 'কলু নগরে পিড়ে ঘানী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'ষষ্ঠীদাস কলু।'

সেবধি, ১৮৪০।

কলুণী [কলু>] *বি* তেল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোক। 'বেদিণী, যুগিণী, চাড়ালণী, কলুণী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কলুপাড়া [কলু+স পাটক>] *বি* কলুরা বাস করে যে পাড়ায়। 'কলুপাড়ার একটা গাছ হইতে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কলুপো [কলু+স পুত্র>] *বি* কলুর ছেলে। 'কলুপো কএক টাকা পাইয়া ভার্য্যা দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

কলুবুড়ি [কলু+বুড়ি] *বি* কলুদের বাড়ির বুড়ি। 'কলুবুড়ি শাকসবজি/ তুলেছে পাঁচমিশুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কলুর বলদ ১ *বি* ঘানি টানার বলদ। 'এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **২** *বি* পরের নির্দেশে অন্ধভাবে পরিশ্রম করে যে। 'কলুর বলদ টানিস ঘানি গলদ কোথায় নাইকো জ্ঞান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কলুদ *বি* বুনো ফুলবিশেষ। 'কলুদ ফুল যে কাকে বলে, ওই যে থোলো থোলো আগাছা জঙ্গলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

কলুয়া [স কল>] *বিণ* কলে ব্যবহার্য। 'কলুয়া লাকড়ি ওগয়রাহ কৈফিয়ত মাল ...।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

কলুষ [স] **১** *বি* পাপ। 'কলিকালে কালুর কলুষ কর নাশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মলিনতা। 'বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে কলুষের বেদনার শূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

কলুষকুহক [স] *বি* পাপের প্ররোচনা। 'কলুষকুহকে পারে কি গো নিবারিতে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কলুষজর্জরিত [স] *বিণ* পাপপূর্ণ। 'অতি নীচমনা কলুষজর্জরিত মানুষ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কলুষদ্বেষিণী [স] *বিণ* পাপকে ঘৃণা করে এমন। 'এ পাপ-সংসারে কি সাধে করি রে বাস, কলুষবিদ্বেষিণী আমি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কলুষনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পাপ মোচনকারী। 'হে মাতঃ, তিমিরে যথা বিনাশেন উষা, কলুষনাশিনী তুমি!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কলুষপঙ্ক [স] *বি* পাপরূপ পঙ্ক। 'নির্লাজ কালো কলুষপঙ্ক বুকে দাও প্রলয়ংকরী!' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কলুষপুরুষ [স] *বি* পাপাসক্ত পুরুষ। 'গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ 'পরে কলুষপুরুষ স্পর্শে অসম্মানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কলুষবাষ্প [স] *বি* কালিমাযুক্ত বাতাস। 'এই কলুষবাষ্পে তোমার স্বচ্ছ দর্পণ ঝাপসা করে তুলব না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কলুষ বিহরা *ক্রি* কলুষনাশক। 'ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় কলুষ বিহরা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কলুষভঞ্জা [স] *বিণ স্ত্রী* কলুষতা দূরকারী। 'দেবী সুরেশ্বরী ভুবনসুন্দরী কলিতে কলুষভঞ্জা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কলুষভাব [স] *বি* পাপচিন্তা। 'কোন কুচিন্তা ও কলুষভাব যাহাদের অন্তরে স্থান পায় নাই।' *এসলাম*, ১৯২০।

কলুষমুক্ত [স] *বিণ* মলিনতাহীন। 'সমাজকে আমরা চেয়েছিলাম কলুষমুক্ত রাখতে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

কলুষরক্ত [স] *বি* দূষিত রক্ত। 'নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে তাদের কলুষরক্ত নয়নের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

কলুষ-হরা [স] *বিণ* কলুষ নাশ করে এমন। 'ভীম-নিনাদিনী কলুষ-হরা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

কলুষা [স কলুষ>] *ক্রি* কলুষিত করা। 'মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কলুষিত [স] **১** *বিণ* কলঙ্কিত। 'মতির চরিত্র মহাদোষ-কলুষিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **২** *বিণ* অপবিত্র। 'রাজপথ কলুষিত করিয়া দাঁড়ায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

কলেজ [ই] *বি* মহাবিদ্যালয়। 'স্ত্রী মান করে থাকলে তিনি কলেজী এজুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গাবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'কাঁটালপাড়ায় স্কুল বা কলেজ বা University যাহাই হক তাহাতে আমি কোন সাহায্য করিব না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কলেজ কম্পাউণ্ড [ই] *বি* মহাবিদ্যালয়ের নির্ধারিত এলাকা। 'কলেজ কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ... হাত জোড় করে দাঁড়াল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

কলেজগামী [ই কলেজ+স গামী] *বিণ* কলেজে গমনকারী। 'কলেজগামী ছাত্রী এবং চাকরিজীবী মহিলাদের জন্য নিতান্ত অপ্রতুল।' *বেগম*, ১৯৬৮।

কলেজ-তাড়িত [ই কলেজ+স তাড়িত] *বিণ* কলেজ থেকে বিতাড়িত। 'এই কলেজ-তাড়িত ... মস্তিদের মধ্যে এমন গঠন-প্রতিভা ছিল?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কলেজি, কলেজী [ই কলেজ>] **১** *বিণ* কলেজের। 'স্ত্রী মান করে থাকলে তিনি কলেজী এজুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গাবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'হোমার পড়া আমাদের কলেজি শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।' *প্রমথ*, ১৯২৭। **২** *বিণ* কলেজ সম্বন্ধীয়। 'এর আলো কলেজি মণ্ডলের বাইরে অতি অল্পই পৌঁছয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কলেজি বন্ধু [ই কলেজ>+স বন্ধু] *বি* কলেজের সহপাঠী বন্ধু। 'তাঁকে দেখে আমাদের সেই কলেজি বন্ধু বলে আর চেনবার জো নেই।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

কলেজিয়েট, কলেজেট [ই] *বিণ* কলেজ সংশ্লিষ্ট। 'কৃষ্ণনগরের কলেজিয়েট স্কুলে যেয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের নন্-কলেজেট বহু কলেজেটের অপেক্ষা শ্রেয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কলেজে-পড়া *বিণ* মহাবিদ্যালয়ে পড়ে এমন। 'পাশের বাড়িতে কলেজে-পড়া মেয়ে আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

কলেজা [স কালেয়] *বি* বুকের পাটা। 'কলেজায় তীর যেন হইয়া গেল পার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কলেবর [স] **১** *বি* শরীর। 'হাথ দিআঁ দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* চেহারা। 'ধনধান্যে ভরে ঘর লোকমান্য কলেবর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* আকার। 'ফ্রান্স নূতন কলেবর প্রাপ্ত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **৪** *বি* পরিসর। 'বৃথা অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

কলেবরহীন [স] *বিণ* অনির্দিষ্ট। 'হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে ... ঠেলা মারিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কলেমা [আ কালিমাহ] *বি* ইসলামের মূলমন্ত্র। 'বোল্গএ কলেমা কহ ...।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কলেরা [ই] *বি* ভেদবমি। 'পথে কলেরা হয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কলোচ্ছল [স] *বিণ* কল কল শব্দে মুখর। 'তার তিমিরপুঞ্জ কলোচ্ছল

ধারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কলোচ্ছ্বাস [স] ১ *বি* কলকাকলি। 'কলোচ্ছ্বাস শ্বসিয়া উঠিছে শূন্যে করিবারে গ্রাস নক্ষত্রের নিত্যানীরবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* শোরগোলের শব্দ। 'বাড়িতে পা দেয়া মাত্র তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিচের ঘর থেকে ছেলেবয়সের কলোচ্ছ্বাস।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

কলোনি, কলোনী [ই] ১ *বি* উপনিবেশ। 'যখন ইংলন্ডের সাম্রাজ্যলক্ষ্মী সাজ পরিতে বসেন তখন কলোনিগুলির সামান্য শাসনকর্তারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* অনেক মানুষের সমন্বিত আবাসিক এলাকা। 'কেপ কলোনির উত্তরে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

কলোনিজেসিয়ান [ই] *বি* উপনিবেশ স্থাপন। 'রামমোহন রায় কলোনিজেসিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশ সেদেশ বিখ্যাত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

কলোপ [আ কলফ] *বি* পাকা চুল কালো করার রং। 'সে কটা নয়, সে কলোপ দেয়া।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কলোয়াত [স কলাবৎ] *বি* সংগীতবিদ্যায় নিপুণ। 'ভায়া ভারি কলোয়াত।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কলোল্লাস [স] *বি* আনন্দিত কোলাহল। 'নির্ভয়ে বিহঙ্গ যত কলোল্লাসে করিছে মুখর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কলোল্লোল [স] *বি* কোলাহল। 'তুলিল উদ্ভেদ করি কলোল্লোলে মহা ইতিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কল্কা [তু কলগী] *বি* কাপড়ের পাড়ে মোরগ, ফুল অথবা পাতার আকৃতি নকশা। **কল্কাদার** [তু কলগী+ফা দার] *বিণ* কাপড়ের পাড়ে মোরগ, ফুল অথবা পাতার আকৃতি নকশাবিশিষ্ট। 'কেহ২ ঢাকাই ধুতি কল্কাদার ... পরিধান করে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কল্কাপেড়ে [তু কলগী+পাড়] *বি* পাড়ে মোরগ, ফুল অথবা পাতার নকশা আঁকা কাপড়বিশেষ। 'স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে, ফিতেপেড়ে, কল্কাপেড়ে পরাইয়া দিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কল্কি [স] *বি* হিন্দুমতে কলি যুগের শেষ অবতার। 'দ্বাবিংসে কল্কি রূপে ম্লেছের নিধন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কল্কে, কলকে [স কলিকা] *বি* তামাক পান করার পাত্রবিশেষ। 'এক কলকে তামাক সেজে আনিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কল্কে পাওয়া *ক্রি* স্বীকৃতি পাওয়া; পাত্তা পাওয়া। 'স্বভাবকবি কল্কে পেলে না সে সভায়।' *অবন*, ১৯২৫।

কল্কে সাজা *ক্রি* সেবনের জন্য তামাক, হুকো ও ছিলিম প্রস্তুত করা। 'আর এক কল্কে সেজে আনো।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কল্প [স] ১ *বি* অনুষ্ঠানবিশেষ। 'হাজার টাকার কমে দেশের কল্প হইতে পারে না।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* হিন্দুপুরাণের মতে ৮৩৪ কোটি বছর কাল। 'কল্প, মন্বন্তর যুগাদিরূপ কালবিভাগের কর্তা পরমেশ্বর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* হিন্দুদের পূজাবিধি সংক্রান্ত বেদাঙ্গ গ্রন্থবিশেষ। 'বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ স্মৃতি সাহিত্য নাটক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৪ *বি* সংকল্প। 'লক্ষ টাকা দিতে কল্প করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৫ *বি* সিদ্ধান্ত; পরিকল্পনা। 'একটা হসপিতাল হওনের কল্প হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'মেদিনীপুরে যে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিত হইবার কল্প আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৬ *বি* শুরু এবং সমাপ্তির সীমারেখা। 'ইহার প্রথম কল্প সমাপ্ত হইয়াছে, অদ্য দ্বিতীয় কল্পের সূচনা হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৭ *বি* পন্থা। 'তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দান করাই উচিত কল্প।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কল্পকথা [স] *বি* কল্পিত কাহিনি। 'স্ববুদ্ধিরে সেই তো ধাঁধায় কল্পকথার লক্ষ পাকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

কল্প কল্প [স] *ক্রিবিণ* অনন্ত যন্ত্রণাপূর্ণ। 'দিন হৈল কল্প কল্প কণ্টক সমান তল্প।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কল্প কল্পান্তরে [স] *ক্রিবিণ* কয়েকশো কোটি বছর ধ'রে। 'অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে, আর বিলীন হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কল্পগৃহ [স] *বি* কল্পনার ঘর। 'তার কল্পগৃহের দরজাতে উদার নিঃস্বার্থতার বৃহৎ ধারণারা যদি কখনো অহেতুক ধাক্কাধাক্কি করে।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

কল্পজগৎ [স] *বি* কল্পনার জগৎ। 'এখনো বিহার কল্পজগতে/ অরণ্য রাজধানী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কল্পতরু [স] *বি* হিন্দুপুরাণে বর্ণিত বাসনা পূরণকারী স্বর্গীয় বৃক্ষবিশেষ। 'নৃপতি মান্ধাতা সূর্যের সমান কল্পতরু সম দাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কল্পদৃষ্টি [স] *বি* কল্পনার চোখ। 'তার অপরিণত মনের কল্পদৃষ্টিতে সেদিন তার এমনি ভাবনা হওয়াই উচিত ছিল।' *বিমল*, ১৯৫৩।

কল্পদ্রুম [স] *বি* হিন্দুপুরাণে উল্লিখিত বাসনা পূরণকারী স্বর্গীয় বৃক্ষবিশেষ; কল্পতরু। 'বৃন্দাবনে কল্পদ্রুম সুবর্ণসদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কল্পনির্ঝর [স] *বি* অফুরান ঝরনাধারা। 'হে চিরপ্রকাশ, হে রূপের কল্পনির্ঝর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কল্পনির্ভর [স] *বিণ* কল্পনাপ্রবণ। 'জগৎ ও জীবনের কল্পনির্ভর ব্যাখ্যা দিয়ে স্ব স্ব কৌতূহল নিবৃত্ত করেছে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

কল্পপক্ষ [স] *বি* কল্পনার পাখা। 'কত না আকাশযাত্রা কল্পপক্ষ ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কল্পবাসী [স] *বি* কল্পনালোকে বাস করে যে। 'এক অতীত সুবর্ণযুগের কল্পবাসী।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কল্পবিহারী [স] *বিণ* কল্পনায় বিচরণকারী। 'অজ্ঞ মানুষের কল্পবিহারী মনোজীবনের লীলা।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

কল্পবৃক্ষ [স] *বি* হিন্দুপুরাণে উল্লিখিত ইচ্ছা-পূরণকারী বৃক্ষ। 'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কল্পমধু [স] *বি* কল্পনার মধু। 'সেথা বসে করি আমি কল্পমধু পান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কল্পমূর্তি [স] *বি* কাল্পনিক মূর্তি। 'সমস্তই এই কল্পমূর্তিকে সজীব করে রেখেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কল্পরাজ্য [স] *বি* কল্পনার রাজ্য। 'সংগীতের কল্পরাজ্যে সমাজ-নিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

কল্পরূপ [স] *বি* ভাবমূর্তি। 'আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

কল্পলতা [স] *বি* হিন্দুপুরাণে উল্লিখিত আকাঙ্ক্ষাপূরণকারী স্বর্গীয় লতা। 'বিদ্বান উত্তম দাতা জিনিয়া কল্পলতা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'আমার সেইখানেতেই কল্প-লতা যেখানে মোর দাবি-দাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কল্পলোক [স] *বি* কল্পনার জগৎ। 'কেবল সুদূর কল্পলোকেরই সামগ্রী

হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কল্পলোকবাস [স] *বি* কল্পনার জগতে বিচরণ। 'সুতরাং অক্ষয় কল্পলোকবাস হইয়া উঠিবে না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কল্পলোকবাসী [স] *বিণ* কল্পলোকে বাস করে এমন। 'কল্পলোকবাসী মানুষের ব্যবহারিক জীবনের গরজে কল্পিত হয় দুইরূপে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

কল্পলোকবিহারী [স] *বিণ* কল্পনার জগতে বিচরণকারী। 'তাহারা কল্পলোকবিহারী – আমরা ... মর্ত্য মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কল্পসুন্দরী [স] *বি* কল্পিত রূপসী। 'জড়জগতের সমস্ত উপাদান দিয়ে তিনি তাঁর কল্পসুন্দরীর মন যোগাচ্ছেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

কল্পস্বর্গ [স] *বি* কল্পিত স্বর্গ। 'দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কল্পস্বর্গলোক [স] *বি* কল্পিত স্বর্গের ভুবন। 'ছাড়িয়ে তোলে মাথা কল্পস্বর্গলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কল্পান্ত [স কল্প-অন্ত] *বি* যুগান্ত। 'তার মাঝখানে একটা কল্পান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কল্পান্তর [স কল্প-অন্তর] *বি* পরের জন্ম। 'কল্পান্তরে ক্ষয় জেন ঘোর দরসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কল্পনা [স] **১** *বি* চিন্তা। 'মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অবাস্তব ভাবনা; মনের উদ্ভাবন। 'অভিমানী হয়্যা নাচ করিয়া কল্পনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'তাহাও তদ্রূপ কল্পনা বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বি* পরিকল্পনা। 'কলিকাতায় যে খাল কাটনের কল্পনা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৪** *বি* সিদ্ধান্ত। 'পাঠশালা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। **৫** *বি* রচনাশক্তি। 'তুমিও আইস দেবি, তুমি মধুকরী কল্পন্য।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৬** *বি* মনে মনে ভাবা। 'রাজার সাহায্য লইবার কল্পনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কল্পন [স] *বি* রচনা। 'জীবন আমার গানের মালা করেছ কল্পন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কল্পনা করা **১** *ক্রি* চিন্তা করা। 'বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* অনুভব করা। 'অপ্রত্যক্ষ পুরুষের শক্তিকে কল্পনা করা সে ব্যর্থ মাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৩** *ক্রি* স্বপ্ন দেখা। 'তিনি মনে মনে কল্পনা করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কল্পনাকানন [স] *বি* কল্পজগৎ। 'কবি মুরলা চপলা প্রভৃতিরা একটা কল্পনাকাননের লোক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কল্পনাকাহিনী [স কল্পনা+স কথনিকা] *বি* কল্পকথা। 'পৃথিবীর কল্পনাকাহিনীর জগৎ থেকে ঢের দূরে।' *জীবন*, ১৯৩২।

কল্পনাকুশল [স] *বিণ* স্বপ্ন দেখায় পারদর্শী। 'এই ভাবপ্রবণ কল্পনাকুশল জাতি ... সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

কল্পনাক্ষেত্র [স] *বি* কল্পনার জগৎ। 'সীমাহীন কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে কখন হারাইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

কল্পনাগম্য [স] *বিণ* কল্পনা দ্বারা উপলব্ধি করা যায় এমন। 'একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কল্পনাচক্ষু [স] *বি* কল্পনার দৃষ্টি। 'অনেকগুলি অসহায় শিশু ... আমাদের কল্পনাচক্ষে উদিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কল্পনাচক্ষে *ক্রিবিণ* কল্পনার দৃষ্টিতে। 'নয়নতারার বিদ্বেষকষায়িত কল্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কল্পনা জল্পনা [স কল্পনা>] *বি* অনুমানভিত্তিক আলাপ-আলোচনা। 'এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

কল্পনাজাত [স] *বিণ* কাল্পনিক। 'কল্পনাজাত বস্তু।' *প্রমথ*, ১৯১২।

কল্পনাতীত [স] *বিণ* কল্পনা করা যায় না এমন। 'ওর প্রকৃতির কল্পনাতীত সহিষ্ণুতা হেরম্বের অজানা নয়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

কল্পনা-তুলিকা [স] *বি* ভাবনার তুলি। 'কবির কল্পনা-তুলিকার স্পর্শে মানুষ অতীন্দ্রিয় লোকে উঠে গিয়ে আত্মভোলা হয়ে যায়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

কল্পনাদৃষ্টি [স] **১** *বি* ভাবুকতা। 'এই দৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বি* কল্পনার চোখ। 'তোমার কল্পনা-দৃষ্টি ঘিরে আছে তাই শুধু একটি পুত্রকে।' *সিকান্দার*, ১৯৫৮।

কল্পনানেত্র [স] *বি* কল্পনার চোখ। 'কল্পনানেত্রে এই পৃথিবীব্যাপী পুরুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কল্পনাপট [স] *বি* মানস-পট; কল্পনার ক্যানভাস। 'সেটা সমগ্রভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে কল্পনাপটে মুদ্রিত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কল্পনাপথ [স] *বি* কল্পনারূপ পথ। 'তিনি কল্পনাপথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিময় আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গদেশে আরোহণ করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কল্পনাপথবর্ত্তী, কল্পনাপথবর্তী [স] *বিণ* কল্পনাপ্রবণ। 'এইরূপ কল্পনাপথবর্ত্তী হইয়া সাহস ও উৎসাহ সহকারে পার্শ্ববর্ত্তী ডঙ্কাধ্বনি করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কল্পনাপরিবেষ্টিত [স] *বিণ* কল্পনায় ঘেরা। 'কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কল্পনাপূর্ণ [স] *বিণ* অবিশ্বাসযোগ্য। 'উদ্ভট বীভৎস কল্পনাপূর্ণ গল্প উপন্যাস নাটক।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

কল্পনাপ্রবণ [স] *বিণ* কল্পনা করতে ভালোবাসে এমন। 'স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতিপ্রভাবে কোনো দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কল্পনাপ্রসূত [স] *বিণ* মনগড়া। 'প্রত্যক্ষদর্শীর নিকটে এ বর্ণনা শুদ্ধ অবাস্তব কবিকল্পনাপ্রসূত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কল্পনাপ্রিয় [স] *বিণ* কল্পনা করতে ভালোবাসে এমন; কল্পনাপ্রবণ। 'ইহা কল্পনাপ্রিয় কবিকুলেরই উচিতকর্ম্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

কল্পনাবল [স] *বি* কল্পনাশক্তি। 'কল্পনাবলে সাধারণ জগদ্ব্যাপারের ভিতর অতীন্দ্রিয় নিগূঢ় রহস্য ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

কল্পনাবশ [স] *বি* কল্পনার অধীনতা। 'বৈষ্ণব না হইয়াও কল্পনাবশে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, মান অভিমান, প্রেমবৈচিত্র্য প্রভৃতি বিপ্রলম্ভ।' *হাই*, ১৯৫৪।

কল্পনা-বাহন [স] *বি* কল্পিত যান। 'কল্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কল্পনা-বিলাসী [স] *বি* কল্পনার জগতে বিচরণ করতে ভালোবাসে যে। 'রূঢ় মৃত্তিকার স্পর্শ লাভ করিয়া কল্পনাবিলাসীর স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়ন সচকিত হইয়া ওঠে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কল্পনা-বিশারদ [স] *বিণ* কল্পনা করার ওস্তাদ। 'অনিষ্টনিপুণ, কল্পনা-বিশারদ অপবাদ সহস্র মুখে ব্যাদান করিয়া প্রকাশ করিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কল্পনাবুদ্ধি [স] *বি* চিন্তাশক্তি। 'উপযুক্ত কল্পনাবুদ্ধি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণতা রয়েছে তার।' *জীবন*, ১৯৩২।

কল্পনাবৃত্তি [স] **১** *বি* কল্পনাপ্রবণতা। 'সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* কল্পনাশক্তি। 'ইহাদের কল্পনাবৃত্তিটা যে বাদ পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কল্পনামূর্তি [স] *বি* মনগড়া মূর্তি। 'কল্পনামূর্তিকে ভয় করিবার কোনো কারণ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কল্পনামূলক [স] *বিণ* মনগড়া। 'কিন্তু ছেরেফ কল্পনামূলক।' *প্রমথ*, ১৯২০।

কল্পনারণ্য [স কল্পনা-অরণ্য] *বি* কল্পজগৎ। 'তাঁহাকে বাল্যকালে কল্পনারণ্যে নির্বাসিত করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

কল্পনারাজ্য [স] *বি* কল্পনার জগৎ। 'মনে হল একটা কোন কল্পনারাজ্যে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কল্পনারানী [স কল্পনা+রানী] *বি* কবিত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'এত বলি ধীরে কল্পনারানী/ বীণায় আভানি তান/ বাজাইল বীণা আকাশ ভরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

কল্পনালক্ষ্মী [স] *বি* কবিত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'হা-হুতাশ কচ্ছেন কবি কল্পনালক্ষ্মীর জন্যে।' *অবন*, ১৯২৫।

কল্পনালতা [স] *বি* কল্পনারূপ লতা। 'আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার কবিতা, কল্পনালতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কল্পনালোক [স] *বি* কল্পনার জগৎ। 'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

কল্পনাশক্তি [স] *বি* কল্পনা করার ক্ষমতা। 'বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি ক্রমে ক্রমে যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কল্পনাশ্রয়ী [স কল্পনা-আশ্রয়ী] *বিণ* কল্পনায় আশ্রয় নিয়েছে এমন। 'আমি হয়তো কামিলকে নিয়ে কিছুটা কল্পনাশ্রয়ী হয়ে উঠেছিলাম।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

কল্পনাসচেতন [স] *বিণ* কল্পনাশক্তি সম্পর্কে সজাগ। 'কবির কল্পনাসচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কল্পনা-সমুদ্র [স] *বি* কল্পনারূপ সমুদ্র। 'অধিকাংশ উপাখ্যানই ভ্রম, স্বার্থ ও কুসংস্কারময় কল্পনা-সমুদ্রে নিমজ্জমান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কল্পনাসিদ্ধ [স] *বিণ* কল্পনার দ্বারা সিদ্ধ। 'তাই ধ্যানভরে কল্পনাসিদ্ধ হবার চেষ্টা করা যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কল্পনাসিদ্ধান্তিত [স] *বিণ* কল্পনার দ্বারা মীমাংসিত। 'কোন কল্পনাসিদ্ধান্তিত ব্যাপারকে অভ্রান্ত সত্যবৎ বর্ণনা করিবার অধিকার তাঁহাদের অবাধ ও অব্যাহত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কল্পনাসুখ [স] *বি* কল্পনা করার সুখানুভূতি। 'চারু এবং অমল অসাধ্য স্বপ্নের কল্পনাসুখ বিস্তার করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

কল্পনাসুন্দরী [স] *বি* কবিত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনাসুন্দরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কল্পনাসূত্র [স] *বি* ভাবনারাশি। 'সহস্র সজীব কল্পনাসূত্র প্রসারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কল্পনাস্রোত [স] *বি* কল্পনার ধারা। 'এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাঝখানে গিয়ে পড়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কল্পনীয় [স] *বিণ* কল্পনা করা যায় এমন। 'এমত কল্পনীয় নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কল্পনে [স কল্পনা, সম্বোধনে এ-কার] *বি* কল্পনায় বিরাজকারী। 'লয়ে যাও সংসারের তীরে হে কল্পনে, রঙ্গময়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কল্পা [স কল্পন>] *ক্রি* কল্পনা করা। 'কৌতুকে কল্পিল মুকুন্দ পুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কহিবারে লাগিলেন্ত যুক্তি কল্পি মনে।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কল্পিত [স] **১** *বিণ* অনুমিত। 'আচার্য্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* কল্পনা করা হয়েছে এমন। 'জীব জ্ঞান কল্পিত ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* কল্পনারূপ। 'ভাগিনেয়কে কল্পিত কন্যাবেশ করিয়া রাখিয়াছিল ...' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৪** *বিণ* মনগড়া। 'বিশেষ জ্ঞানাপন্ন হইয়া যিনি কল্পিত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ...' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৫** *বিণ* অবাস্তব। 'যাঁহার কন্যাভাব প্রাপ্তির এক কল্পিত উপাখ্যান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৬** *বিণ* উদ্ভাবিত। 'ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের মানসিক প্রবৃত্তি ও শারীরিক অবস্থারও রূপ কল্পিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; '... ইচ্ছাকে স্বাধীন করিবার জন্যই কল্পিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কহ্বার [স কহ্লার] *বি* শ্বেতপদ্ম। 'পদ্মো নিলৎপলদলে কহ্বার কুমুদ জলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কল্যি [স কল্য] *ক্রিবিণ* আগামীকাল। 'কল্যি তথা জাব আমি চণ্ডী নহে জানে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কল্লোল [স কল্লোল] *বি* মহাতরঙ্গ। 'একমাস বুম্বুদ সেই কল্লোল হইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

কল্মষ [স] *বি* কালিমা। 'কল্মষদ্বিরদ-নাশ যাহার হুঙ্কারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কল্মষ-নাশ [স] *বি* পাপের বিনাশ। 'ভক্তির বিরোধী যত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম তাহার কল্মষ-নাশ সেই মহাতমো।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কল্মষবিলাস [স] *বি* পাপচর্চা। 'পরবশ বিশ্রামের গুল্মবায়ু কল্মষবিলাস।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

কল্মাষ [স] *বি* রাক্ষস। 'বসন্ত-লাঞ্ছিত বনে, রমণীয় উলঙ্গ কল্মাষ।' *শক্তি*, ১৯৬১।

কল্য [স] *ক্রিবিণ* গতকাল। 'কল্য গেছে হাটে কাপড় বেচিতে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কল্যতন [স] *বিণ* গতকালের। 'অদ্যতন দিন কল্যতন দিনের অভ্যস্ত অন্ধ পুনরাবৃত্তিমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কল্যাণ [স] **১** *বি* মঙ্গল। 'তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'পূরবী বড়ারি পাছে সারাঙ্গ মায়ুরী দেশকারী, মালশী আইসে কল্যাণ সুন্দরী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* আনুকূল্য; দাক্ষিণ্য। 'শিক্ষকের জন্য মাসিক দশ টাকা ব্যয় করিলে পল্লীগ্রামস্থ দরিদ্র ও কৃষক সন্তানদিগের বিস্তর কল্যাণ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কল্যাণকর [স] *বিণ* কল্যাণ বয়ে আনে এমন। 'বাঙ্গলাদেশীয় কোন কোন ব্যক্তি এই কল্যাণকর নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কল্যাণকাজ [স কল্যাণকার্য] *বি* শুভকাজ। 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কল্যাণকামী [স] *বিণ* হিতৈষী। 'তাঁহারা দেশের কল্যাণকামী নন।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

কল্যাণকার্য [স] *বি* কল্যাণকর কাজ। 'গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী ... আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কল্যাণকেন্দ্র [স] *বি* সেবামূলক কাজের অফিস। 'মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য কল্যাণকেন্দ্রের ৩৬ জন শিক্ষার্থিনী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কল্যাণগান [স] *বি* মাঙ্গলিক গান। 'পাখিরা কল্যাণগান করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কল্যাণ-চিন্তা [স] *বি* মঙ্গলচিন্তা। 'তাহাদের কল্যাণ-চিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কল্যাণচেতনা [স] *বি* মঙ্গলচিন্তা। 'নবজাগৃতির পুরোহিতদের সংস্কার-আন্দোলন বা বিদ্রোহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের কল্যাণচেতনায় উদ্বুদ্ধ নয়।' *সনৎ*, ১৯৭০।

কল্যাণজনক [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'উভয়পক্ষের কল্যাণজনক হইবে।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

কল্যাণতম [স] *বিণ* মঙ্গলময়। 'হে দেব, তোমার যে কল্যাণতম রূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কল্যাণদায়ক [স] *বিণ* কল্যাণ বয়ে আনে এমন। 'কৃপাময় কল্পতরু কল্যাণদায়ক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কল্যাণদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* কল্যাণকারী। 'অযোনিসম্ভবা তুমি কল্যাণদায়িনী।' *কেতকা*, ১৬৫০।

কল্যাণদৃষ্টি [স] *বি* শুভদৃষ্টি। 'কল্যাণ দৃষ্টির শক্তি হরণ করিয়া লইল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কল্যাণপূর্ণ [স] *বিণ* মঙ্গলময়। 'আজ গোরার চোখে কোমল হৃদয়ের একটি কল্যাণপূর্ণ বাণীর মতো বোধ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কল্যাণপ্রদ [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'মুসলমান ভারতবাসীর পক্ষে অধিকতর কল্যাণপ্রদ।' *জয়তী*, ১৯৩০।

কল্যাণ-প্রদীপ [স] *বি* মঙ্গলদীপ। 'ভণ্ডামি দিয়া মঙ্গল-উৎসবের কল্যাণ-প্রদীপ জ্বলিবে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

কল্যাণপ্রভা [স] *বি* মঙ্গলময় আলো। 'কোমল কল্যাণপ্রভা করেছে অর্পণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কল্যাণপ্রয়াসী [স] *বিণ* কল্যাণ করার চেষ্টায় ব্রতী। 'দেশের ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যযন্ত্র, কল্যাণপ্রয়াসী নেতা ও জনতা।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

কল্যাণবন্ধন [স] *বি* শুভবন্ধন। 'একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কল্যাণবরেষু [স] *বি* আশীর্বাদের পাত্র। 'শ্রীমান ক্ষিতিশচন্দ্র ভৌমিক কল্যাণবরেষু।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কল্যাণবর্ধন, কল্যাণবর্দ্ধন [স] *বি* শুভ ফলের বৃদ্ধি। 'তাহারা সন্তানের ... রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণবর্দ্ধনে যত্নবতী হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কল্যাণবর্ষী [স] *বিণ* কল্যাণ সাধনকারী। 'কল্যাণবর্ষী কম্পিত হস্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কল্যাণবারতা [স কল্যাণবার্তা] *বি* সুখবর। 'নৃপতি জিজ্ঞাসে তারে কল্যাণবারতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কল্যাণবিধায়ক [স] *বিণ* কল্যাণবিধানকারী। 'কল্যাণবিধায়ক পিতারূপে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কল্যাণবীজ [স] *বি* কল্যাণরূপ বীজ। 'তিনি ... বিচিত্র বাহ্যবস্তুতে যে সকল কল্যাণবীজ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কল্যাণবোধ [স] *বি* কল্যাণের চেতনা। 'বাধাবিপত্তি ও ব্যর্থতা ডিঙিয়ে তার মধ্যে এল সমাজবোধ, কল্যাণবোধ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

কল্যাণব্রত [স] *বি* মঙ্গলজনক তপস্যা। 'মহত্তর কল্যাণব্রতের পথে আহ্বান জানাই।' *বেগম*, ১৯৫১।

কল্যাণভার [স] *বি* মঙ্গল করার দায়িত্ব। 'সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কল্যাণভিত্তি [স] *বি* কল্যাণই লক্ষ্য যার। 'আমাদের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র ও জাতির কল্যাণভিত্তি কিনা?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কল্যাণভূমি [স] *বি* যে দেশের সবকিছুই মঙ্গলজনক। 'বাহির হইতে হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণভূমি শংকর, করিতে চাস অঙ্গারমলিন!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

কল্যাণময় [স] **১** *বি* কল্যাণ করে যে; ঈশ্বর। 'মঙ্গলব্রত আরম্ভ করো, কল্যাণময় আমাদিগের কল্যাণ করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* কল্যাণপূর্ণ। 'হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

কল্যাণময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* কল্যাণকারী। 'না জানিত কি কল্যাণময়ী মহিয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপন উদ্দেশে ... প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কল্যাণমুখী [স] *বিণ* মঙ্গলজনক। 'বুদ্ধিজীবীর যে-নেতৃত্ব সেটা কল্যাণমুখী হয়নি।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

কল্যাণরূপ [স] *বি* ইতিবাচক অবস্থা। 'ব্যবহারনীতি-দ্বারা এই একত্র জমা হওয়ার একটা কল্যাণরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কল্যাণরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মঙ্গলময়ী। 'আমাদের কল্যাণরূপিণী গৃহলক্ষীর স্বহস্তকৃত রন্ধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কল্যাণলক্ষ্মী [স] *বি স্ত্রী* কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'হে কল্যাণলক্ষ্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কল্যাণশক্তি [স] *বি* মঙ্গল করার ক্ষমতা। 'আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কল্যাণসঞ্চয় [স] *বি* আশীর্বাদ। 'হৃদয়ের 'পরে লই তব শুভস্পর্শ, কল্যাণসঞ্চয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

কল্যাণসাধন [স] *বি* উপকার করা। 'তাঁহার কল্যাণ সাধন বিষয়ে সহজেই অনুরাগ হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কল্যাণসূচক [স] *বিণ* মঙ্গলময়। 'মহিমা বিশ্বের রূপ কল্যাণসূচক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কল্যাণ-সোপান [স] *বি* কল্যাণের সিঁড়ি। 'জীবগণ সেই কল্যাণ-সোপান আরোহণ করিবার সময়ে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কল্যাণস্পর্শ [স] *বি* মাঙ্গলিক ছোঁয়া। 'তাঁর হাতের কল্যাণস্পর্শ ছাড়া সবই তো বোবা আর অর্থহীন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কল্যাণহস্ত [স] *বি* মঙ্গলময় হাত। 'তার সর্বদেহে করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কল্যাণহারা [স] *বিণ* অমঙ্গলপূর্ণ। 'বিশ্বও তখন কল্যাণহারা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কল্যাণার্থ [স কল্যাণ-অর্থ] *ক্রিবিণ* কল্যাণের জন্য। 'পরমেশ্বরের সর্ব্বসাধারণের কল্যাণার্থ বিশ্বসংসার সৃজন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কল্যাণার্থে [স] *ক্রিবিণ* কল্যাণের জন্য। 'যিনি আমাদের কল্যাণার্থে চিরজীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কল্যাণাভিসারী [স কল্যাণ–অভিসারী] *বিণ* মঙ্গলকামী। 'রাষ্ট্র ও জাতির সত্যিকার কল্যাণাভিসারী কিনা?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কল্যাণি [স কল্যাণী, সম্বোধনে ই-কার] *বি স্ত্রী* মঙ্গলময় যে। 'বিনয়-বচনে তুষ্ট হয়েছি, কল্যাণি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কল্যাণী [স] ১ *বি স্ত্রী* মঙ্গলময় যে। 'না জানি কোন কল্যাণীর এ শিল্পনৈপুণ্য?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসে এমন। 'সেখানে কল্যাণী সতী সুন্দর হইয়া দেখা দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কল্যাণীয় [স] *বিণ* আশীর্বাদের পাত্র। 'কল্যাণীয় শ্রীমান দিলীপকুমার রায়কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কল্যাণীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* আশীর্বাদের পাত্রী। 'কল্যাণীয়া অমলিনার প্রথম বার্ষিক জন্মদিনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কল্যাণীয়াসু [স] *বি* আশীর্বাদের পাত্রকে করা সম্বোধন। 'নলিনী দেবী কল্যাণীয়াসু ছন্দে লেখা একটি চিঠি চেয়েছিল মোর কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কল্যাণীয়েষু [স] *বি* আশীর্বাদপাত্রের প্রতি সম্বোধন। 'শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

কল্যাণে *ক্রিবিণ* দরুণ; দৌলাতে। 'কলের গাড়ীর কল্যাণে আমরা কত শীঘ্র চলিতেছি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

কল্যানবরেষু [স কল্যাণবরেষু] *বি* বয়ঃকনিষ্ঠকে লেখা চিঠির সম্বোধনের পাঠ। 'প্রাণাতিরেক শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ দত্ত ভায়া পরম কল্যানবরেষু।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

কল্লা[1] [স কলহ] *বিণ* ঝগড়াটে। 'ওর মত কল্লা মেয়ে বাপের কালে দেখিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

কল্লা[2] [ফা কল্লাহ্] *বি* মাথা। 'ওদের কল্লা দেখে আল্লা ডরায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

কল্লিদার [কলি+ফা দার] *বিণ* কারুকার্যখচিত। 'কোরা খদ্দরের কল্লিদার কোর্তা ও সাদা লুঙ্গি পরিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

কল্লোল [স] ১ *বি* ঢেউ। 'জমুনা কল্লোল দেখি পাইল তরাস।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* কোলাহল। 'কল্লোল করন্ত সবে কিসের কারণ।' *সুলতান*, ১৬৫০। ৩ *বি* চিৎকার। 'অকারণ আনন্দভরে কল্লোল করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *বি* জলস্রোতের কলকল শব্দ। 'সে-গোঙানি সাগরের কল্লোল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

কল্লোলধ্বনি [স] *বি* তরঙ্গের শব্দ। 'এই যে উদার সমুদ্রের মাঝখানে/ হয়ে কর্ণধার ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি অস্ফুট কল্লোলধ্বনি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কল্লোলময় [স] *বিণ* কলধ্বনিপূর্ণ। 'সুন্দর লোকালয়/ প্রতি দিবসের হরষে বিষাদে চির কল্লোলময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কল্লোলমরু [স] *বি* কোলাহলহীনতা। 'কল্লোলমরুর মধ্যে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কল্লোলিত [স] *বিণ* কলধ্বনিতে মুখরিত। 'কলকল্লোলিত নীল জলের দিকে তাকিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কল্লোলিনি [স কল্লোলিনী, সম্বোধনে ই-কার] *বি স্ত্রী* নদী। 'তব কূলে কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কল্লোলিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* কলধ্বনিতে মুখরিত। 'স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি কল্লোলিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ স্ত্রী* কোলাহলমুখর। 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।' *জীবন*, ১৯৪২।

কশকশে [স কষ>] *বিণ* কুচকুচে। 'তার একরাশ কালো কশকশে কেশ তোয়ালে দিয়ে ঝাড়ছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কশনি [স কশা] *বি* চাবুক। 'হাদিস মতে কশনি কসে/ চড়লাম ঘোড়ায় সোয়ার হতে।' *লালন*, ১৮৯০।

কশবী [আ কসবাহ্>] *বি* বেশ্যা। 'এরা তো কশবী দেখতে পাচ্চি।' *মাইকেল*, ১৮৬০। দ্র **কসবি**

কশা [স] *বি* চাবুক। 'মহোর্মিরূপ কশা দ্বারা জাহাজকে তাড়ন ... করিতে লাগিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

কশাঘাত [স কশা-আঘাত] *বি* চাবুকের আঘাত। 'কশাঘাতে অশ্বকে শীঘ্রগামী করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

কশান্বিত [স] *বিণ* চাবুক দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এমন। 'পঙ্গুতার বিরুদ্ধে কশায়িত তিরস্কার।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কশাহত [স] *বিণ* চাবুকের আঘাতে আহত। 'কশাহত তাজা ঘোড়ার মতো লাফাইয়া উঠিয়া কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কশাই [আ কসসাব] *বি* পশু হত্যা করে মাংসবিক্রি করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তখন সেই উৎক্ষিপ্ত হিন্দু-জনতা গোহত্যাকারী কশাইয়ের সন্ধান করলে।' *ওদুদ*, ১৯৩৫। দ্র **কসাই**

কশাইখানা [আ কসসাব+ফা খানাহ্] *বি* যে স্থানে কশাই পশু জবেহ ও বিক্রি করে; (এখানে) কশাইখানার মতো নির্মম স্থান। 'আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাড়া খেয়ে মরতে যাবে সমালোচকের কশাইখানায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কশাইটোলা [আ কসসাব+হি টৌলা] *বি* কশাইদের ব্যবসা ও বাস করার জায়গা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কশুর [আ কসুর] *বি* ভুল; গাফিলতি। 'ভাল২ বন্দা জেনো তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না।' *দর্পণ*, ১৮৩১। দ্র **কসুর**

কশ্চিত [স কশ্চিৎ] *বিণ* কোনো। 'এই পুস্তকের মধ্যে কদাচিত ক্রমে কশ্চিত দোষ হইয়া থাকে।' *রামরাম*, ১৮০২।

কষ[1] [স কষায়] *বিণ* কটু স্বাদের। 'টক বটে কষ বটে অথচ মধুর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কষ[2] [স] *বি* দাগ। 'আমার বুকের কষ্টিপাথরে পাকা সোনার কষ ধরানো আছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কষটা [স কষায়] *বিণ* কটু স্বাদযুক্ত। 'চাপকলের জল খালি কষটা।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

কষটি [স কষ্টি] *বি* কষ্টিপাথর। 'ক্ষেণেক কষটিপত্রে করে ঝলমল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কষা[1] [স কষ্টি>] *ক্রি* যাচাই করা। 'কষিল কনক তনু সে রসিক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কষিত [স] *বিণ* খাঁটি। 'কষিত কাঞ্চন কান্তি কমনীয় কায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কষা[2] [স কষ্>] *বিণ* কৃপণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তবে এত কষা হলে কি কায চলে।' *গৌর*, ১৮২২।

কষা[3] [স কষ্>] ১ *ক্রি* এঁটে বাঁধা। 'কষেছে কৌপীনে কটিদড়।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *ক্রি* সমাধান করা। 'অস্থিতপঞ্চক পর্যন্ত অঙ্ক কষা শেষ করিয়াছিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। ৩ *ক্রি* স্থির করা। 'একটা মস্ত দুরবীন কষিয়া বিস্তর ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *ক্রিবিণ* একনিষ্ঠভাবে। 'তিনি কষিয়া ইংরেজি

পড়িয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৫ *ক্রিবিণ* দৃঢ়ভাবে। 'সেটাকে কষে দমন করতে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৬ *ক্রি* চাপ দেওয়া। 'ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৭ *ক্রি* জোর খাটানো। 'আমার কাছ থেকে কষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **কষিবারে** *ক্রি* বন্ধন করতে। 'বত্তিশ পিঙ্গলারে কষিবারে চল।' *সুলতান*, ১৭০০। **কষে** *ক্রিবিণ* নিষ্ঠার সঙ্গে। 'মলিন তাস সজোরে ভেঁজে খেলিতে হবে কষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **কষে কষে** *ক্রিবিণ* আঁট করে বেঁধে; টেনে টেনে। 'কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বলগা কষে কষে আর্টের ...।' *নজরুল*, ১৯২৭। **কষে ধরা** *ক্রি* শক্ত ক'রে ধরা। 'তুমি কষে ধরো হাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **কসে ধরা** *ক্রি* শক্ত ক'রে ধরা। 'পালের রশি ধরব কসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কষা[৫] [স কষায়] ১ *বিণ* কষা স্বাদবিশিষ্ট। 'কষা আর রুক্ষ বটে ফলত মধুর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* সাঁতলে রান্না করা হয়েছে এমন। 'প্রায়ই রাত্তিরে বাড়িতে কষা মাংস নিয়ে আসতাম।' *সুনীল*, ১৯৭০।

কষাটে [স কষায়] *বিণ* কষায় রসবিশিষ্ট। 'অপরিচিত মিষ্টি কষাটে স্বাদে ... ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

কষায় [স] *বিণ* কষা স্বাদবিশিষ্ট। 'রোগনিবৃত্তি নিমিত্তক কটুতিক্ত কষায় ঔষধি পান।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কষাকষি [স কষ্>] ১ *বি* দৃঢ়তা। 'তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোনদিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* দরাদরি। 'এইজন্য তাহারা কিছু দরকষাকষি করিয়া আদায় করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* কড়াকড়ি। 'খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি যে ... তাঁহার তহবিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কষামাজা [স কষ্>] *বি* দরকষাকষি। 'গণিত ও তর্জমাদি এবং অক্ষরাদি কষামাজা সকল শিক্ষা হইয়া থাকে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

কষি [ফা কাশীদান] *বি* আঁটি। 'দেব আমের কষির বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কষিত *দ্র* **কষা**[১]

কষুর [আ কসূর] *বি* ত্রুটি। *এডমন*, ১৭৯৩।

কষ্ট [স] ১ *বি* শারীরিক অস্বস্তি। 'জলেতে থাকীয়া সিতে বড় কষ্ট পাই।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* পীড়িত। 'কষ্ট মনে গঙ্গারে বলিল পঞ্চশির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* দুঃখ। 'সন্তুষ্টচিত্তে চিরকাল কষ্ট স্বীকার করিবে এমত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বি* যন্ত্রণা। 'তাহারা বহুকষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক বৃহন্নৌকা বাহন দ্বারা সমুদ্রযাত্রা করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কষ্টকর [স] *বিণ* কষ্টদায়ক। 'স্ত্রী পুত্র স্বজন প্রভৃতি বিরহিত ... পরিশ্রম করা অত্যন্ত কষ্টকর।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কষ্টকল্পনা [স] ১ *বি* অস্বাভাবিক কল্পনা। 'ইহার মধ্য হইতে একটা অশ্লীল আদিরস-ঘটিত অর্থ বাহির করা নিতান্ত কষ্টকল্পনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* কষ্টের কারণে ভাবনা। 'অনুগত দিগ্বধূর আঁখি ছলছল কষ্টকল্পনায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

কষ্টকল্পিত [স] *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ত নয় এমন। 'এই-সকল কষ্টকল্পিত পদই এখন বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান সম্বল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

কষ্টতাপ [স] *বিণ* দুঃসহ গরম। 'কষ্টতাপে চাতকচাতকী উর্দ্ধে থাকে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কষ্টদায়ক [স] *বিণ* ক্লান্তিকর। 'লোকে নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহাদের উহা কষ্টদায়ক বলিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কষ্টদায়িকা [স] *বিণ স্ত্রী* কষ্ট দেয় এমন। 'জনসামাজের উপকারী অত্যাবশ্যক কর্ম-সমুদায় কেবল কষ্টদায়িকা নীচবৃত্তি বিবেচনা করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কষ্টপ্রদ [স] *বিণ* ক্লেশজনক। 'স্ত্রী পুত্র স্বজন প্রভৃতি বিরহিত ... পরিশ্রম করা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কষ্টপ্রসূত [স] *বিণ* দুর্বোধ্য। 'কষ্টপ্রসূত আরবী, ফার্সী বা উর্দ্দু শব্দের ছাউনি দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের ঘর ছাইতে আমরা চাহি না।' *সাহিত্যিক*, ১৯২৭।

কষ্টবানি [স কষ্ট-বাণী] *বি* দুঃখদায়ক বাক্য। 'কানাঞি দেখিয়া গোপি বলে কষ্টবানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কষ্টবোধ [স] *বি* দুঃখবোধ। 'অন্যের সুখ-সৌভাগ্যদর্শনে মনে কষ্টবোধের নামান্তরই মাৎসর্য্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কষ্টসহিষ্ণু [স] *বিণ* কষ্ট সহ্য করতে পারে এমন। 'এই কষ্টসহিষ্ণু পুণ্যকামীদের নিষ্ঠা দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার লোকসান সর্বনেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

কষ্টসহিষ্ণুতা [স] *বি* কষ্ট সহ্য করার সামর্থ্য। 'কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কষ্টসাধ্য [স] *বিণ* কষ্ট ক'রে সম্পাদন করতে হয় এমন। 'কষ্টসাধ্য বিদ্যাভ্যাসে তাড়িতা না হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কষ্টসৃষ্টে [স কষ্ট>] *ক্রিবিণ* বহুকষ্টে। 'নীরব হইয়া কথঞ্চিৎ কষ্টসৃষ্টে কিঞ্চিৎকাল সঙ্কুচিত হইয়া ...। *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

কষ্টার্জিত [স কষ্ট-অর্জিত] *বিণ* কষ্টে অর্জিত। 'দেশের কষ্টার্জিত অর্থ।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

কষ্টে শ্রষ্টে [স কষ্ট>] *ক্রিবিণ* বহু কষ্টে; কোনো প্রকারে। 'কষ্টে শ্রষ্টে কোন রূপে ঘুচাইলে হয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কষ্টেসৃষ্টে [স কষ্ট>] *ক্রিবিণ* কায়ক্লেশে; বহুকষ্টে। 'কোনক্রমে কষ্টেসৃষ্টে কাল হরণ পূর্ব্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

কষ্টোপার্জিত, কষ্টোপার্জ্জিত [স কষ্ট-উপার্জিত] *বিণ* কষ্ট স্বীকার ক'রে উপার্জিত। 'কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ মহাজনের বাড়িতে এবং পোদ্দারের গদিতে ভিড় জমায়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬; 'মেয়ের পিতা তাঁহার কষ্টোপার্জিত অর্থব্যয়েই মেয়েকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।' *বেগম*, ১৯৭০।

কষ্টম [ই কাস্টম] *বি* শুল্ক বিভাগ। **কষ্টম কালেক্টর** [ই] *বি* শুল্ক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। 'কলিকাতা ও হুগলি মুরসিদাবাদির কষ্টম কালেক্টর তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

কষ্টম হৌস [ই] *বি* শুল্কভবন। 'কষ্টম হৌসের দ্বার দিয়াও রাজভাণ্ডারে অনেক কৃষিজাত ধন যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কষ্টিপাথর [স কষ্টি>] *বি* কালো রঙের পাথরবিশেষ, যা দিয়ে সোনা-রুপার খাঁটিত্ব পরীক্ষা করা যায়। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'বাজারে মাল যাচাই করবার জন্য কষ্টিপাথর হাতে নিয়ে ব্যবসা খুলে বসিনি।' *প্রমথ*, ১৯১২।

কষ্য *সর্ব* তার। 'শ্রীরামদুলাল দত্ত কষ্য তালুক ভূমবিক্রয়।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

কস[১] [স কষায়] *বি* ফল ও গাছ থেকে নির্গত রস। 'বস্ত্রে রঙ্গ করিবার জন্য যে কস প্রস্তুত হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কস[২] [ফা কাশ] *বি* ওষ্ঠের দুই কোণ। 'হস্তীর দুই কসে চারি চারি আট দাঁত আছে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

কসকস [ফা কশাকিশ] *বি* প্রতিশোধের তীব্র ইচ্ছা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কসকসানি [ফা কশাকিশ>] *বি* অস্বস্তি বোধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কসকসানো [ফা কশাকিশ>] *ক্রি* আক্রোশের ভাব প্রকাশ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কসট্যুম [ই] *বি* পোশাক। 'আমার পরনে সাঁতারের কসট্যুম।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কসণ [স কৃষ্ণ] *বিণ* কালো। 'তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

কসন [স কষ্>] *বি* আঁটসাঁট করে বাঁধা। 'বসন কসন ছলে বসন খসন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কসব [আ কাসব] *বি* যৌনকর্ম; বেশ্যাবৃত্তি। 'এখন শিখাব বিবি কেবল কসব।' *ভবানী*, ১৮২৮। *দ্র* **কসবি**

কসবগিরি [আ কাসব+ফা গিরি] *বি* বেশ্যার চালচলন। 'মোর বুন কখন বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি করেনি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কসবি [আ কসবাহ্] *বি* বারাঙ্গনা; যৌনকর্মী। *ওর্স়া*, ১৭৮২; 'কেউ এল না ওই কসবির যারবা সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করতে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কসবিগিরি [আ কসবাহ+ফা গিরি] *বি* বেশ্যাবৃত্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কসম [আ] *বি* শপথ। 'কসম করিয়া কৌসলে বসিলেন।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

কসম খাওয়া *ক্রি* শপথ করা। 'কসম খেয়ে ফুসলিয়ে তাকে ডেকে আনতাম।' *নজরুল*, ১৯২২।

কসমদিব্যি [আ কসম+স দিব্য>] *বি* শপথ; কিরা। 'কথার পিঠে কথা চলবে এমন কোনো কসমদিব্যি নেই।' *মুজতবা* ১৯৫২।

কসমস [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'এদেরও বিলাস ফার্ন-অর্কিড-কসমসে।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

কসমিক রশ্মি [ই কসমিক+স রশ্মি] *বি* মহাজাগতিক রশ্মি। 'তার বিকিরণকে নাম দেওয়া হলো মহাজাগতিক রশ্মি; কসমিক রশ্মি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কসমোপলিটন [ই] *বিণ* বিশ্বের বহু অঞ্চলের লোক একত্রে বাস করে এমন। 'লণ্ডন দুনিয়ার কসমোপলিটন শহরগুলোর অন্যতম।' *হাই*, ১৯৫৮।

কসরত, কসরৎ [আ] ১ *বি* ব্যায়াম। 'হাত পা মুখ কান সব কটা অঙ্গের কসরৎ হয়ে যায়।' *অন্নদা*, ১৯২৯। ২ *বি* চেষ্টা। 'দুলিবার কসরত করিতে করিতে এ কী ঘুম ভাঙা।' *মানিক*, ১৯৩৭। ৩ *বি* অঙ্গ চালনার কৌশল। 'কসরৎ দেখানো তরুণীর শরীরের ঝলকানি নেই।' *শামসুর*, ১৯৭০।

কসা[1] [স কষ্টি] *ক্রি* যাচাই করা। 'কসিঅ কসৌটী চিহ্নিঅ হেম। প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুখ পেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কসা[2] [ফা কশা] *বিণ* খচিত। 'সোনা মুক্তা হীরা কসা বহি নাহি আর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কসা[3] [স কষণ>] ১ *ক্রি* আটকানো। 'একবার সবুরের দেশে বয় দেখি দম কসে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *ক্রি* বেশ আঁটসাঁট ক'রে বাঁধা। 'কেউবা নতুন দোয়াড়ীর গায়ে চাকা বাঁধে কসি কসি।' *জসীম*, ১৯৩১।

কসাই [আ কসসাব] ১ *বি* মাংসবিক্রেতা। 'গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গোঘ্ন। *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বি* নিষ্ঠুর ব্যক্তি। 'কলআশমানের সিংদরজায় টাঙিয়েছে কোন কসাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

কসাইখানা [আ কসসাব+ফা খানাহ্] *বি* যে স্থানে পশু জবাই হয়। 'বাছুরকে কসাইখানায় বিক্রয় করিয়া ফুঁকা-দেওয়া দুধের ব্যবসায় চালাইতে হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কসাই-দৃষ্টি [আ কসসাব+স দৃষ্টি] *বি* ক্রূর দৃষ্টি। 'চমরু মিঞা কসাই দৃষ্টি হেনে কেড়ে নিল তাড়াটা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

কসাঁঞি [স কশা] *বি* চাবুক। 'লাগ পায়্যা কেহো মারে কসাঁঞির বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কসাকসি [ফা কশাকশী] *বি* ধস্তাধস্তি। 'দুই বীরে কসাকসি জেন জুঝে রাহু শশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কসানো [স কশা>] ১ *ক্রি* কশানো; আঘাত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *ক্রি* জোরে মারা; জোরে প্রয়োগ করা। 'চড় কসালেন পটাম।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কসামাজা [ফা কশা>] *বি* দরকষাকষি। 'পাঁচটা অঙ্ক ঠিক দিতে পারে না কসামাজা জানে না নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা বাজারের চিঠীখানা লিখিতে অক্ষম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

কসাল [স কষায়] *বিণ* অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ। 'কসাল পিআল ডগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কসালা [স কাংস্যতাল] *বি* কাঁসি। 'মণ পবণ বেণি করণ্ডকসালা।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

কসি [ফা কাশিশ] *বি* সরল রেখা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কসীদা [ফা কশীদা] *বি* হাতে কাজ করা এক রকমের দামি কাপড়। 'আড়ঙ্গ মজকুরে জে কসীদার দুই থান।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

কসুনি, কসুনী [স কষণ>] *বি* বন্ধন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কেউ পিরিতের কসুনীতে জ্যান্তে মরেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

কসুর [আ] ১ *বি* অবহেলা। 'পূজার ঘটা করিতে সাধ্যপর্য্যন্ত কেহই কসুর করে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* অপরাধ। 'কসুর পেয়ে মার যারে আবার দয়া হয় গো তারে।' *লালন*, ১৮৯০।

কসোর *বি* লাভ। 'জাহা কিছু কসোর তাহাতে পাই।' *ওর্স়া*, ১৭৭৯।

কসৌটী [স কষ্টি] *বি* কষ্টিপাথর। 'কসিঅ কসৌটী চিহ্নিঅ হেম। প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুখ পেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কস্ত [আ কাসরাহ্] ১ *বি* আয়ত্ত। 'কায়দা-কানুন কস্ত করতে নাস্তনাবুদ খানেখারাপ হতে হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বি* অনুশীলন। 'বন্দুক-ছোঁড়া জ্যোতিদাদা কস্ত করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কস্তা [স কষ্>] *বিণ* টকটকে লাল। 'বিবিধ প্রকার পাড়িদার অর্থাৎ তাবিজপেড়ে, মরিচপেড়ে, কস্তাপেড়ে ... পরিধান করেন। *ভবানী*, ১৮২৮; 'কস্তা-পেড়ে হাসি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কস্তাডুরে [স কষ্>+ডুরে] *বিণ* লাল ডোরাকাটা। 'কস্তাডুরে লাল রঙের শাড়ী পরা ধরা-মেয়ে।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

কস্তাপেড়ে [স কষ্>+স পার>] ১ *বিণ* চওড়া লাল পাড়বিশিষ্ট। 'বিবিধ প্রকার পাড়িদার অর্থাৎ তাবিজপেড়ে, মরিচপেড়ে, কস্তাপেড়ে ... পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* উজ্জ্বল। 'কস্তা-পেড়ে হাসি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কস্তুরা [স কস্তুরী] *বি* যে ঝিনুকে মুক্তা জন্মে। *ওর্স়া*, ১৭৮৫।

কস্তুরি, কস্তুরী [স কস্তুরী] *বি* মৃগনাভি। 'কস্তুরী ভরাআঁ কপোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রাজাক জোগাণ্ড মুগ্রিঞ কুমকুম কস্তুরি।' *মালাধর*,

১৫০০। দ্র **কস্তুরী**

কস্তুরিকা [স] *বি* নাভিতে কস্তুরী জন্মে এমন হরিণ। 'তিব্বত ও নেপালে কস্তুরিকা মৃগ নামে এক জাতীয় হরিণ বাস করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কস্তূরী [স] **১** *বি* মৃগনাভি। 'মো জে কস্তূরী কপুর খাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ফুলবিশেষ। 'কাঞ্চন কস্তূরী বক, অপরাজিতা চম্পক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* কস্তূরীর মতো রঙের (কপিল অথবা মুক্তার মতো)। 'হে নীল কস্তূরী আভার চাঁদ।' *জীবন*, ১৯৪২। দ্র **কস্তুরি**

কস্তূরীমৃগসম [স] *বিণ* কস্তূরীওয়ালা হরিণের মতো। 'আপন গন্ধে মম কস্তূরীমৃগসম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কস্তূরীলিপ্ত [স] *বিণ* কস্তূরী লেপন করা হয়েছে এমন। 'কস্তূরীলিপ্ত নীলোৎপল / তার যেই পরিমল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কস্মিন [স] *বিণ* কোনো। 'আমী কিম্বা আমার ওয়ারিসেরা কেহ কস্মিন কালে দাওয়া করে এবং করি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

কস্মিনকালে [স] *ক্রিবিণ* কোনো সময়ে; কখনো। 'তাহারা কস্মিনকালে ... ব্যাপ্য বাধ্য হইয়াছে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

কস্য [স] *বিণ* কোনো। 'কস্য কালে জেয়াদা জাহির করি ঝুটা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

কস্যচিৎ [স] *বিণ* কোনো এক। 'চন্দ্রিকায় হিন্দু কালেজের বিষয়ে কস্যচিৎ নগরবাসিন ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

কহতব্য [স] *বিণ* বলার যোগ্য। 'সে ক্লেশ কহতব্য নয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কহন [স কথন] **১** *বি* বলা। 'যত গালি দিল মোরে না যায়ে কহন।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* বলতে পারা। 'তাই সে সব বাঙ্গলা ভাষে দুষ্কর কহন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* কথা। 'না ধরিলে কহন তাহার ফল কিবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কহনাধিক [কহন+স অধিক] *বিণ* যতোটুকু বলা যায় তার অধিক। 'কাহারু দ্বারায় সচেষ্টিত হইয়া কিছু প্রতুলের উপায় করহ আমার কহনাধিক।' *রামরাম*, ১৮০১।

কহনাবশ্যক [কহন+স আবশ্যক] *বি* বলা প্রয়োজন। 'কেবল ইহাই কহনাবশ্যক যে প্রজারা প্রদানে অক্ষম।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

কহনিয়া *বি* বলে যে। *মানোয়েল*, ১৭৪৩।

কহনেওয়ালা [কহন+হি ওয়ালা] *বি* কথা বলায় পারদর্শী। 'ইংরাজী বা উর্দ্দু কহনেওয়ালা শিক্ষক বা শিক্ষায়িত্রী।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪।

কহর [আ কহর] **১** *বি* অত্যাচার। 'কহরে হর দেখে প্রাণ কেঁদে উঠে।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* অভিশাপ। 'কেহ না বাচিবে আজ ইমামের কহরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কহরায় *বি* অম্বর; হালকা হলুদ রঙের পাথরবিশেষ। *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

কহলা [স কথন>] *ক্রি* ঘোষণা করা। 'আপনাকে বাবু কহলাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

কহলার [স কহ্লার] *বি* শালুক ফুল। 'কহলার কৈরব কালা পানিসিউলি পানিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কহা [স কথন>] **১** *ক্রি* অভিহিত করা। 'প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত কৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* বলা। 'অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।' *চণ্ডী*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* উচ্চারণ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কহ *ক্রি* বলো; বর্ণনা করো। 'কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ত্ববাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহএ** *ক্রি* কহে। 'সপ্তদ্বীপ পৃথিবী কহএ সব নর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **কহণ** *ক্রি* বলা। 'মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।' *চর্যা* ২০, ১২০০। **কহত** *ক্রি* বলো তো। 'নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কহনা** *ক্রি* বলো-না। 'কোন বংসে জন্ম সখ কহনা বিশেসে।' *মালাধর*, ১৫০০। **কহন্ত** *ক্রি* বললো। 'নানা রস প্রসঙ্গ কহন্ত গুণিগণে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **কহন্তি** **১** *ক্রি* বলছো। 'হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বলে। 'অত্যন্ত করুনা সোকে পুত্রেত কহন্তি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কহব** *ক্রি* বলবো। 'বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐসন কহব মদন পরতাপে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কহম** *ক্রি* বললাম। 'আপনা নৃপতি গুণ কহম বিচারিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **কহয়ে** *ক্রি* বলে। 'আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **কহল** *ক্রি* বললো। 'করে কর ধরি জে কিছু কহল বদন বিহসি থোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কহসি** *ক্রি* বলিস। 'কলঙ্কিনী হইতে কহসি উপদেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **কহহ** *ক্রি* বোলো। 'কহহ কহহ কহু ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কহহিঁ** *ক্রি* বলো। 'কহহিঁ মো সখি কহহি মো কথা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কহাইতে** *ক্রি* বলাতে। 'যে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **কহি** *ক্রি* বলি। 'আপন বৃত্তান্ত কহি তোমার চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **কহিঅ** *ক্রি* বোলো। 'বুলিলা এসব কথা কাক না কহিঅ।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কহিআঁ** *ক্রি* ব'লে। 'মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিআর** *ক্রি* বলো। 'আহ্মার প্রানিত বুঢ়ী কহিআর সরূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিআরোঁ** *ক্রি* বলছি। 'সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিএ** *ক্রি* বলতে। 'প্রথমে কহিএ আছি সে সব প্রকার।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কহিও** *ক্রি* বোলো। 'এই কথা গিয়া তুমি কহিও সবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কহিছে** *ক্রি* বলছে। 'সর্ব্বসেস মুনিবরে কহিছে কর্ণগত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কহিতে** *ক্রি* বলতে। 'তোরে কহিতে আসিয়াছি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কহিতেছ** *ক্রি* বলছো। 'বিধাতার বিবেচনার কথা কহিতেছ, তাহার কি বিবেচনা আছে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **কহিব** *ক্রি* বলবো। 'ঘরে গেলেঁ ভাল মন্দ কিছু না কহিব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিবা** *ক্রি* বলবে। 'একথা কহিবা সবে পঞ্চজন ঠাঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কহিবাম** *ক্রি* পড়বো; আবৃত্তি করবো। 'তোহ্মার কলেমা আহ্মি কহিবাম তবে।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কহিবার** *ক্রি* বলবার; বলতে। 'কি দেখিলুঁ নয়ানে না পারি কহিবার।' *বাহরাম*, ১৭০০। **কহিবারে** *ক্রি* বলতে। 'বিস্তর বিনয় করি কহিবারে লাগে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কহিবি** *ক্রি* বলবি। 'দেখি শুনি আসিয়া কহিবি মোর স্থানে।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কহিবোঁ** *ক্রি* বলবো। 'সরূপ কহিবোঁ তবেঁ মথুরার পথ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিয়া** *ক্রি* ব'লে। 'সর্ব্বজাতীয় লোকেরা কহিয়া থাকেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **কহিয়াছ** *ক্রি* বলেছো। 'কহিয়াছ ভাল কথা সুনি ধন্দ লাগে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কহিয়াছিলাম** *ক্রি* বলেছিলাম। 'আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে ...।' *রামমোহন*, ১৮২৩। **কহিয়াছেন** *ক্রি* বলেছেন। 'প্লুটার্ক নামক সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত কহিয়াছেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **কহিয়ে** *ক্রি* বলছি। 'সব কথা কহিয়ে তোমারে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **কহিল** **১** *ক্রি* বললে। 'আপণে কহিল মোর মনের কথা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বললো। 'সকল কহিল তত্ত্ব বসুদেব থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিলা** *ক্রি* বললে। 'নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কহিলুঁ** *ক্রি* পাঠ করলাম। 'বুলিল তোহ্মার হাতে কলেমা কহিলুঁ।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কহিলে** *ক্রি* বললে। 'তোহ্মারে কহিলে বাক্য তুহ্মি না ধরিবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কহিলেঁ**

ক্রি বললে। 'আহ্মার মণের কথা কহিলেঁ আপুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিলেক** *ক্রি* বললেন। 'প্রতিগামী কহিলেক রাজার গোচর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কহিলেন্ত** *ক্রি* বললো। 'যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিলেম** *ক্রি* বললাম। 'আমি সকল কথা তোমারদের সাক্ষাতে কহিলেম।' *গৌর*, ১৮২২। **কহিলোঁ** *ক্রি* বললাম। 'কহিলোঁ মোঁই সকল তোহ্মার ঠাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিহ** *ক্রি* কহিও; বোলো। 'তবেসি কহিহ সব কথা আদিমূল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহী** *ক্রি* বলে। 'আপণার বড়ায়ি আপণে নাহি কহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহীতেঁ** *ক্রি* বলতে। 'কহীতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহীয়াছি** *ক্রি* বলেছি। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **কহু গে** *ক্রি* বলবে। 'ছোড়ে লাজ কংস পাশ কহু গে গোহারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কহে** *ক্রি* বলে। 'রঅণহু ষহজে কহেই।' *চর্যা* ২৭, ১২০০। **কহেন** *ক্রি* বলেন। 'শুভবাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কহোঁ** *ক্রি* বলছি। 'আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কহ্যাভয় [স মহাভয়] *বি* মহাভয়। 'কহ্যাভয় উপজিল গড়বাসী মনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কহার [স কাহারক] *বি* বেহারা সম্প্রদায়; পালকিবাহক। 'কহার ৫০০০।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কহি, কহী *ক্রিবিণ* কোথায়। 'পরিঘাউ আসি তোর আইহন কহী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কৃষ্ণেরে পেলিয়া কহে আজি জাবি কহি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কহির *ক্রিবিণ* কোথাকার। 'কহির কপুর/ তাম্বূল বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কহিতুর [আ] *বি* মিশরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিনাই পর্বত। 'যে আভারই আকস্মিক স্পর্শে হয়তো কহিতুর চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ছড়িয়েছিল প্রাণ প্রার্থী প্রান্তরে প্রান্তরে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

কহিনী [হি কহানী] *বি* কাহিনি। 'কি কহব সজনী তকরু কহিনী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কহিল *বি* ওষুধ তৈরি করার পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কহু, কহূ [স ককুভ] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। *আলাওল*, ১৬৮০; 'কহূরাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কহূ গুঞ্জরী [স ককুভ গুর্জরী] *বি* রাগবিশেষ। 'রাগ কহূ গুংজরী।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

কহূগুঞ্জরী [স ককুভ গুর্জরী] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'কহূগুঞ্জরীরাগঃ। *বড়ু*, ১৪৫০।

কহুত ঢং *বি* কৌতুক বাক্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কহ্নেয়া [স কৃষ্ণ] *বি* কৃষ্ণ। 'কদেব মেঁ অপরুব হ্যরে, কহ্নেয়া।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কহ্লার [স] ১ *বি* শাপলা ফুল। 'তথি ফুটে কমল কহ্লার কোকনদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শ্বেতপদ্ম। 'তার পরে চক্রাকারে সব অঙ্গে শোভে কহ্লার কুমুদ কুন্দ শ্বেত শতদল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কা[১] [স কস্য] *ক্রিবিণ* কোথায়। 'কানেট চোরে নিল কাগই [কা-গই] মাগঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০।

কা[২] [স কঃ] ১ *সর্ব* কে। 'ঘারেঁ পারেঁ কা বুম্বিলে ম রে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০। ২ *ক্রিবিণ* কাকে। 'কা সঞো কথা কাহাঞিঁ রতিসুখ ভুঞ্জে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *সর্ব* কী। 'জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *সর্ব* কোন ব্যক্তির। 'কা সনে কন্দল করি চক্ষু কৈল রাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঅ [স কায়] *বি* কায়া। 'বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

কাঅবাকচিঅ [স কায়বাকচিত্ত] *বি* শরীর, বাকশক্তি ও মন। 'সুন করুণরি অভিন চারেঁ কাঅবাকচিঅ।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০।

কাঅর [স কাতর] *বিণ* কাতর। 'মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।' *চর্যা* ৪২, ১২০০।

কাআ [স কায়] *বি* শরীর। 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।' *চর্যা* ১, ১২০০।

কাই [স ক্বাথ] *বি* আঠা; ঘন মাড়। 'কেহ বা পিটুলি মাখে কেহ কাই গোলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কাইক [স কায়িক] *বিণ* শারীরিক। 'আনওান মত কাইক সাজাই করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

কাইজ্যা [আ কাজিয়া] ১ *বি* সংঘাত। 'কাইজ্যা ফ্যাসাদ করেছে যা জানেই জনে জনে।' *জসীম*, ১৯২৯। ২ *বি* ঝগড়া। 'বহুদিন তারা কাইজ্যা করে না।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কাইজ্যা-ফ্যাসাদ [আ কাজিয়া+আ ফাসাদ] *বি* ছোটোখাটো ঝগড়া। 'কাইজ্যা-ফ্যাসাদ, কোর্টকাছারী নানা শ্রেণীর কিছু লোকের জন্য অর্থাগমের উৎস হইয়া ওঠায়।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

কাইট [স কিট্ট] *বি* তেল প্রভৃতির তলানি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাইত [হি কইত] *বি* কাত। 'দুই কাইত করে নাও ঝলকে ঝলকে ডোবে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কাইত হওয়া *ক্রি* কাত হওয়া। 'কাইত হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাইনী [স কথনিকা] *বি* কাহিনি। 'আমার কাইনী ফুরুলো। নটে গাছটি মুড়ুলো।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

কাইল[১] [স কল্য] *ক্রিবিণ* কাল। 'কাইল খেলায়ে হারিয়াছি ঘরের নারী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কাইলকা *বি* আগামী দিন। 'কাইলকার নিমিত্তে ভাবনার কিছু প্রয়োজন নাহি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কাইল[২] [আ কাহিল] *বিণ* রোগাক্রান্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাইল করন *ক্রি* তাচ্ছিল্য করা; অপমান করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাইস ঘর [ই কাউন্সিল>+ঘর] *বি* (গভর্নর জেনারেলের) পরামর্শকমণ্ডলী (কাউন্সিল)। 'হিষ্টীন সাহেবের জায়গায় কাইস ঘরের বড় সাহেব হইলেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

কাউ[১] [স কাক] *বি* কাক। 'দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। *দ্র* **কাউয়া**

কাউ[২] *বি* ফলবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কাউয়ের কোয়ার মতো লাল টকটকে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কাউতুকিয়া [স কৌতুক] *বিণ* কৌতুকী। 'বারি বিলাসিনি বেসনী কাহ্ন। মদন কাউতুকিয়া ধীর নহি মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কাউন [স কঙ্গুনী] *বি* মিহি দানার খাদ্যশস্যবিশেষ। 'ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই বাস।' *জসীম*, ১৯২৯।

কাউনটেস [ই] *বি* আর্লের স্ত্রী; ব্রিটিশ রাজপদবি-বিশেষ। 'একজন কাউনটেসের উক্তি উদ্ধৃত করা গেল।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

কাউন্ট [ই] *ক্রি* গণনা। 'এক্ষেত্রে মাথাই একমাত্র কাউন্ট করে।' *শিবরাম*,

১৯৫০।

কাউন্টার [ই] *বি* দোকান ব্যাংক বা কোনো প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট স্থান – যেখান থেকে তথ্য আদানপ্রদান ও লেনদেন চলে। 'কাউন্টারের নীচ থেকে টিন-কাটার বের করে দিলে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কাউন্সিল [ই] ১ *বি* আইনসভা। 'সকলকে কাউন্সিল বয়কট করবার জন্য তাড়না করছেন।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বি* পরিষদ। 'কার্য্যসম্পাদক সমিতি বা কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে।' *ছোলতান*, ১৯২৩। ৩ *বি* কাউন্সিলের সমর্থন করে যে উপদল। 'কাউন্সিলপন্থীদের আর যাই হোক মাটির সাথে যোগাযোগ রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬২। ৪ *বি* সংগঠনাদির নীতি-নির্ধারণী সম্মেলন। 'গার্লস গাইডের অষ্টাদশ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

কাউন্সিলার [ই] *বি* (ভাইসরয়ের) কাউন্সিলের সদস্য। 'মুসলমান মেয়েরা ডাক্তার, ব্যারিস্টার, কাউন্সিলার এবং গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্য হচ্ছে।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

কাউয়া [স কাক] ১ *বি* কাক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কাউয়ায় করে কলমল।' *অবন*, ১৯১৯। ২ *বিণ* লোলুপ। 'কাউয়ার মতো মুন্সী বাড়ির দাওয়ায় দেখবো বসে তোমার ঘষা মাজা।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কাউয়ালী [আ কাওয়ালী] *বি* মুসলিমসমাজে প্রচলিত ভক্তিগীতি। 'কাউয়ালীর মজলিশে যে সকল গান গাওয়া হইয়া থাকে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২। *দ্র* **কাওয়ালি**

কাউর [আ করহ] *বি* চর্মরোগবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাএ [স কায়] *বি* দেহ। 'খড়্গেতে কাটিল কাএ কারেত ধনুকে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কাএম [আ কায়ম] *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'মোছলেম লীগের মোকাবেলায় আর একটা ফ্রন্ট কাএম হইল।' *আজাদ*, ১৯৪২।

কাএমি [আ কায়ম>] *বিণ* কায়েমি; মজবুত; সুদৃঢ়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাওয়া [আ কাওয়াহ] *বি* কফি। 'কাওয়ার বৃক্ষের আবাদ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

কাওয়াজ [আ] *বি* শোরগোল। 'বিষম কাওয়াজ, গোলার আওয়াজ।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

কাওয়াল [আ] *বি* কাওয়ালি গায়ক। 'এবম্ভূত গুণীগণ ধাড়ি কালওয়াত কাওয়াল কথক সারঙ্গিয়া তবলিয়া ভাঁড় প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কাওয়ালি, কাওয়ালী [আ কাওয়াল>] ১ *বি* সংগীতের সুর ও তালবিশেষ। 'রাগিণী পরজ – তাল কাওয়ালী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* মুসলমান সমাজে প্রচলিত ভক্তিগীতি। 'গায় কাওয়ালি বাদলি রুমঝুম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কাওলি [আ কাওয়াল>] *বি* কাওয়ালি-গায়ক। 'নয়শত কাওলি চলে তেরশত নর।' *হ বিজয়*, ১৬৫০।

কাওরা [স কিরাত>] *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কাওরানি [স কিরাত>] *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাওলা [আ কবালা] *বি* বিক্রির চুক্তি-দলিল। 'সাতকানি জমি সাফ কাওলা করে দিয়ে যে পাত্রী ঠিক হয়েছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

কাং [প কাপিতান] জাহাজের অধিনায়ক। 'কাং ডেমার সাহেব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

কাংগই [কাঁকুই] *বি* চিরুনি। 'কাংগইটাকে নাকের কাছে এনে গন্ধ টানে নবিতুন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কাংস্য [স] ১ *বি* কাঁসা। 'ঘড়িয়ালেরা দণ্ডে ২ তাহারদের কাংস্য খাঁজের উপরে মুদ্গর ক্ষেপণ করিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বীণা মৃদঙ্গ কাংস্য করতাল রামবেণী প্রভৃতি।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৩ *বিণ* কাঁসার আওয়াজের মতো শ্রুতিকটু। 'সংগীতবিদ্যা নাট্যশালায় বিদেশী বংশী কাংস্যকণ্ঠে আর্তনাদ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

কাংস্যকণ্ঠ [স] *বি* কাঁসার আওয়াজের মতো কর্কশ কণ্ঠ। 'কুলত্যাগিনী সংগীতবিদ্যা নাট্যশালায় বিদেশী বংশী কাংস্যকণ্ঠে আর্তনাদ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

কাংস্যকার [স] *বি* কাঁসার দ্রব্যাদি তৈরি করে যে। 'কাংস্যকার, সূত্রধর, বিনামা প্রস্তুত প্রভৃতি ... ব্যবসাকে হীন চক্ষে দেখিয়া থাকেন।' *হেদায়েত*, ১৯৩৫।

কাংস্যক্রেংকারিত [স] *বিণ* কাঁসার আওয়াজের মতো ডাক দেয় এমন। 'কাংস্যক্রেংকারিত শিখী, বাগ্মী শুক, অনুলাপী পিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

কাংস্য পাত্র [স] *বি* কাঁসার বাসন বা পেয়ালা। 'এক মৃন্ময় পাত্র ও এক কাংস্য পাত্র নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

কাংশ্যকার [স কাংস্যকার] *বি* কাঁসারি। 'কাংশ্যকার, শঙ্খকার ... কারুক, তৈলিক, মোদক, নাপিত, তন্তুবায়, প্রভৃতি ব্যক্তি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

-কাঁ *বিভক্তিবিশেষ*। 'ন সুনলি মহাজন মুখকাঁ। জাচত বাঘ ন খাএত বনকাঁ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কাঁই ১ *বি* একাকার। 'গিন্নির ভাই পালিয়ে গেছে গিন্নি চটে কাঁই।' *নজরুল*, ১৯৩৩। ২ *বি* আঠা; লেই। 'আমার জোব্বাজাব্বা যে ভিজে কাঁই হল।' *মুজতবা*, ১৯৫২। *দ্র* **কাই**

কাঁইয়া *বি* মাড়ওয়ারি সম্প্রদায়। 'ইহারাই ... আর্য্যাবর্ত্তে আগরওয়ালা বা মারওয়ারি বা কাঁইয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কাঁউসিল [ই কাউন্সিল] *বি* পরিষদ। 'কাঁউসিল ঘরে আজ কী নাকানিচোবানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। *দ্র* **কাউন্সিল**

কাঁক[1] [স কক্ষ] ১ *বি* কাঁখ। 'কাঁকেতে চুপড়ি তাহে তুলসীর পাত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* কোল। 'বান্দি বাচ্চা লয়ে ফের কাঁকেতে করিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কাঁক[2] [স কঙ্ক] *বি* বক জাতীয় পাখিবিশেষ; কঙ্ক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাঁকা [স কঙ্ক] *বি* বক জাতীয় পাখিবিশেষ। 'ভুজঙ্গে ধরিয়া খায় ধুকুড়িয়া কাঁকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁকই [স কঙ্কতিকা] *বি* চিরুনি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড়ো বড়ো চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কাঁকুই [স কঙ্কতিকা] *বি* চিরুনি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কাঁকুই দিয়া চুল ফুলাইয়া ... এই প্রকার অলঙ্কার পরিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কাঁকড়া [স কর্কট] *বি* চিংড়ির মতো জলজ প্রাণী। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'হাত-পাগুলিন শুকনো কুলের ডাল, আঙ্গুলগুলিন কাঁকড়া।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কাঁকড়া কাঁটা *বি* হাতিকে আটকাবার শিকলবিশেষ। 'গণ্ডা দশেক কাঁকড়া কাঁটা/ দেখতে যেন কাঁকড়া সে।' *অন্নদা*, ১৯৬১।

কাঁকড়াপেড়ে [স কর্কট>+স পার>] *বিণ* কাঁকড়ার মতো নকশাযুক্ত পাড়বিশিষ্ট। 'শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লালপেড়ে তাবিজপেড়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কাঁকড়াবিছে [স কর্কট>+স বৃশ্চিক>] *বি* বৃশ্চিক। 'ইঁদুর কি কাঁকড়াবিছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কাঁকড়ি [স কর্কটী] *বি* কাঁকুড়। 'ছিণ্ডিল তুণ্ড ভাঙ্গিল মুণ্ড কাঁকড়ি জেন খানে খান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁকন [স কঙ্কণ] *বি* হাতের অলংকারবিশেষ। 'হাতে তার কাঁকন দুগাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কাঁকন-কাঁদানো [কাঁকন+স ক্রন্দন>] *বিণ* কাঁকনের আঘাতজনিত ধ্বনির মতো। 'কাঁকন-কাঁদানো কণ্ঠ তোমার আজিও বাজিছে কানে!' *জীবন*, ১৯৩০।

কাঁকনজোড়া [স কঙ্কণ>+জোড়া] *বি* কঙ্কন দুটি। 'কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কাঁকর [স কঙ্কর] *বি* নুড়ি-পাথর। 'সূক্ষ্মধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কাঁকর-ঢালা [স কঙ্কর+ঢালা] *বিণ* পাথরের ছোটো কুচি বিছানো। 'সামনেতে ওই কাঁকর-ঢালা পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কাঁকর-দেওয়া [স কঙ্কর+দেওয়া] *বিণ* পাথরের কুচি বিছানো। 'কাঁকর-দেওয়া যে পথ বাড়ি পর্যন্ত গেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কাঁকুরে [স কঙ্কর>] *বিণ* কাঁকরে ভরা; কাঁকর মিশ্রিত। 'লাল কাঁকুরে মাটির রাস্তা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কাঁকরোল [স কর্কোটক] *বি* সবজিবিশেষ। 'বনের কাঁকরোল কি মিষ্টি আলু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কাঁকল [স কঙ্কালিকা] *বি* কোমর। 'কাঁকল ক্ষীণ মরাল গ্রীব।' *নজরুল*, ১৯২৩।

কাঁকাল, কাঁকাইল [স কঙ্কালিকা] *বি* কোমর। 'রাঁধিয়া বাড়িয়া মোর কাঁকালে হৈল বাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাঁকাইল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাঁকালি [স কঙ্কালিকা] *বি* কোমর। 'কন্দ বাঁকা উষ্ট বাঁকা বাঁকা কাঁকালি খানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কাঁকুই *দ্র* কাঁকই

কাঁকুড় [স কর্কটী] *বি* শশা জাতীয় সবজিবিশেষ। 'মন্ত্রির বুধিটি বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

কাঁকুড়ি [স কর্কটী] *বি* শশা জাতীয় সবজিবিশেষ। 'কোমল কাঁকুড়ি ডগা তুলিল করেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০

কাঁকুর [স কর্কটী] *বি* শশা জাতীয় সবজিবিশেষ। 'কাঁকুর-খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কাঁকুরে *দ্র* কাঁকর

কাঁখ [স কক্ষ] ১ *বি* কোমর। 'মঙ্গল সরা লইয়া কাঁখে চণ্ডিকা চলিলা আগে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* গোড়া। 'গজাল ঠুকে দেছেন ভেঙে বাঁকা নাকের কাঁখ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কাঁখচুমা [স কক্ষ+স চুম্বন] *বিণ* কাঁখে জড়িয়ে আছে এমন। 'কাঁখচুমা তার কলসি-ঠোঁটে উল্লাসে জল উলসি ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

কাঁখতলি, কাঁখতলী [স কক্ষতল] *বি* বগল। 'হেঁঠ মাথামতি তোলে কাঁখতলির মালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাঁখতলী।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাঁচ[1] [স কন্যা] *বি* কাঁচা। 'কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোর্এ পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* কাঁচা

কাঁচকলা [স কন্যা-কদলক] ১ *বি* সবজি হিসেবে ব্যবহৃত কলা। 'ডেট লইআ কাঁচকলা সাক বাইগন মুলা ভাঁড়ুদত্ত করিল পয়ান'। *মুকুন্দ*, ১৬০০; *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত শব্দ। 'কাঁচকলার কবি তুমি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কাঁচ[2] [স কাচ] *বি* বালি ও ক্ষার থেকে প্রস্তুত স্বচ্ছ পদার্থবিশেষ। 'চিন্তামণি নঠ কৈলে কাঁচের বদলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁচপাত্র [স কাচপাত্র] *বি* কাঁচের তৈরি পাত্রবিশেষ। 'এই বিবেচনায় লোক তৈল প্রভৃতি ... কাঁচপাত্রে স্থাপিত করে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

কাঁচ-রোদ্দুর [স কাচ+স রৌদ্র>] *বি* ঝকঝকে রোদ। 'কাঁচ-রোদ্দুর, ছায়া-অরণ্য,হ্রদের স্বপ্ন।' *নীরেন*, ১৯৪৪।

কাঁচাদি [স কাচ+স আদি] *বি* কাচ ইত্যাদি। 'কাঁচাদি নির্মিত বিচিত্র পাত্রস্থিত মসি প্রদানাধীন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কাঁচে-ঘেরা *বিণ* কাচ দিয়ে বেষ্টিত। 'কাঁচে-ঘেরা চৌবাচ্চা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

কাঁচের গ্লাস [স কাচ+ই গ্লাস] *বি* কাচ নির্মিত বড়ো আকারের আধার। 'কাঁচের গ্লাসে বরফ-দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কাঁচড়া [স কঞ্চট] *বি* ঘাসবিশেষ। 'কাঁচড়া খুদের কাঁজি রান্ধিবে জতনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁচপোকা [স কন্যা-পুত্তিকা] *বি* চকচকে নীলবর্ণের পতঙ্গবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কাঁচপোকা রং আলোক জ্বলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

কাঁচল *দ্র* কাঁচলি

কাঁচলি, কাঁচলী [স কঞ্চুলী] ১ *বি* নারীর বক্ষাবরণী। 'হার কঙ্কণ মোর কাঁচলিতে দেই টান।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'শঙ্খ কাঁচলী পাটসাড়ী অলঙ্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বুক। 'কাঁচলির বামভাগে লিখে বৃন্দাবন পূর্বভাগে দোলপিণ্ডি কদম্বকানন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁচল [স কঞ্চুল] *বি* কাঁচুলি। 'কাঁচল পরি আঁচল টানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কাঁচা [প্রা কংচা] ১ *বিণ* অপক্ব। 'ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* কালো রঙের। 'একগাছি নাহি কাঁচা কেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* অপূর্ণ। 'আছিনু কাঁচা নিন্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* গর্ভস্রাব। 'কাঁচা যাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *বিণ* অল্পবয়সী। 'এমত কাঁচা ছাওয়াল বর্বর অস্তির।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ৬ *বিণ* তাজা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'হালিমের মনের ঘা এখন কাঁচা হইয়া উঠে।' *মনসুর*, ১৯৫৫। ৭ *বিণ* পরিশুদ্ধ নয় এমন। *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ৮ *বিণ* খড়ের ছাওয়া। 'কাঁচা ঘর ১৯১৯১।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৯ *বি* অপরিণত। 'পাকালোভী পাকা খায় কাঁচা খায় কাঁচা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ১০ *বিণ* অনির্ভরযোগ্য। 'আমরা কাঁচা কথা কই না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ১১ *বিণ* আনাড়ি। 'দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ১২ *বিণ* মাটির তৈরি। 'এক প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ১৩ *বিণ* দুর্বল। 'পড়াশুনায় অনেক কাঁচা একটি ছেলে বিলাতে যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ১৪ *বিণ* দুর্বল। 'কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ১৫ *বিণ* টাটকা। 'পেল না তো পানি শিশু পিয়ে গেল কাঁচা খুন।' *নজরুল*, ১৯২২। ১৬ *বিণ* গলানো। 'কাঁচা সোনা ঢেলে যেন রাঙিয়ে দেছে তাহার গা খান।' *জসীম*, ১৯২৭। ১৭ *বিণ* সবুজ। 'নতুন ধানের অঙ্কুরে কাঁচা রং।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ১৮ *বিণ* মাটির তৈরি ও স্যাঁতসেঁতে। 'কাঁচা উনানের তলে, ভিজা কাষ্টেতে আগুন জ্বালায়।' *জসীম*, ১৯৩১। ১৯

বিণ ভাজা হয়নি এমন। 'কাঁচা পাঁপর এনেছি মুগের ডালের।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২০** *বিণ* শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত। 'বাকি রয়েছে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২১** *বিণ* অল্পশ্রমে প্রাপ্ত। 'ব্যবসায় তো কাঁচা টাকা মেরে ভূত করছে।' *জীবন*, ১৯৩২। **২২** *বিণ* কোমল। 'না, পিঠে কাঁচা রোদ লাগানো আলস্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২৩** *বিণ* শুকায়নি এমন। 'কাঁচা শালপাতার একটি পিকা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **২৪** *বিণ* অশ্লীল। 'যাহাকে বলে কাঁচা খেউড় অর্থাৎ নগ্ন অশ্লীলতার গান।' *তারা*, ১৯৪২। **২৫** *বিণ* সবুজ। 'পাতের কিনারে কাঁচা লঙ্কাটা।' *জীবন*, ১৯৪৮। **২৬** *বিণ* ঢিলা। 'গাঁটরির কাঁচা বাঁধনটা দেখে সব বুঝতে পারে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩। **২৭** *বিণ* নগ্ন। 'যেন কার কাঁচা দেহে হাত লাগে একেক সময়।' *শক্তি*, ১৯৬৫। **২৮** *বিণ* ধাতব। 'পকেটে কিছু কাঁচা পয়সার আওয়াজ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

কাঁচা-কাঁচা *ক্রিবিণ* শিশুসুলভ। 'তার গায়ের গন্ধটিও সেইরকম কাঁচা-কাঁচা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কাঁচাগোল্লা [কাঁচা+স গোল>] *বি* নরম পাকে তৈরি দানাদার সন্দেশবিশেষ। 'খাজা গজা সরভাজা অতি সুমধুর কাঁচাগোল্লা বাদামতক্তি আতা অনুপাম।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কাঁচা ঘুম *বি* অপূর্ণ ঘুম। 'মাটি হয় কাঁচা ঘুম।' *অন্নদা*, ১৯৭৩।

কাঁচা টাকা [কাঁচা+স টঙ্ক] *বি* অল্পশ্রমে প্রাপ্ত অর্থ। 'ব্যবসায় তো কাঁচা টাকা মেরে ভূত করছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

কাঁচাপাকা [কাঁচা+স পক্ব] **১** *ক্রিবিণ* মিলেমিশে। 'তারা দুই জন কাঁচা পাকা দুটী থাকে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* কাঁচা ও পাকায় মেশানো। 'কাঁচা-পাকা গোঁফে-দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বিণ* কিছুটা অপরিণত কিছুটা পরিণত এমন। 'আমরা কি একরকম কাঁচা-পাকা জোড়া-তাড়া অদ্ভুত ব্যাপার নই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা *ক্রি* অকালে নষ্ট হওয়া। 'অধীনতা মানুষের জীবনী-শক্তিকে কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরার মতো ভুয়া করিয়া দেয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

কাঁচামাটি *বিণ* মেটে। 'কাঁচামাটির পথটায় চলছে একটা গরুগাড়ি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

কাঁচামাটি করা *ক্রি* নতুন ক'রে শুরু করা। 'আগাগোড়া ভেঙে ফের কাঁচামাটি করতে হয়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কাঁচামাল [কাঁচা+আ মাল] *বি* শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত উপাদান। 'চাই বিদেশ থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে জমা করা।' *সবুজ*, ১৯২০।

কাঁচামিটে [কাঁচা+স মিষ্ট>] *বিণ* কাঁচা অবস্থায় মিষ্টি স্বাদযুক্ত। 'কতগুলি আম কাঁচামিটে আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কাঁচামিঠা, কাঁচামিঠে [কাঁচা+স মিষ্ট>] **১** *বিণ* কাঁচা অবস্থায় মিষ্ট লাগে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'লকেট, কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আম-ওয়ালা চুপড়ি মাথায় ... ডেকে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* হালকা ও আরামদায়ক। 'কাঁচামিঠে ঘুমটুকু পড়ে গো টুটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

কাঁচামুখ [কাঁচা+স মুখ] *বি* অপরিণত মুখাবয়ব। 'এই কাঁচামুখে এমন স্নিগ্ধ কোমল করুণ ভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কাঁচা যাওয়া *ক্রি* গর্ভস্রাব হওয়া। 'কাঁচা যাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাঁচা রঙ [কাঁচা+স রঙ্গ] *বি* অস্থায়ী রং; হালকা অংশ। 'মানুষের কথাবার্তা চরিত্রের মধ্যে কাঁচা রঙটুকু, অসমাপ্তির কোমল দুর্বলতাটুকু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কাঁচাশিক্ষা [কাঁচা+স শিক্ষা] *বি* অপরিপক্ব জ্ঞান। 'রুমমেটের কাছ থেকে কাঁচাশিক্ষা সে লাভ করেনি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

কাঁচা সবুজ [কাঁচা+ফা সবজ] *বি* তাজা সবুজ রং। 'নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

কাঁচাসিদ্ধ [কাঁচা+স সিদ্ধ] *বিণ* অপরিণত। 'আমার কাঁচাসিদ্ধ গল্পে বিস্তর টমাটো-রস আর উস্টার সস ঢেলে ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কেঁচে যাওয়া *ক্রি* নষ্ট হওয়া; কাঁচা হওয়া। 'তোরই সে চালের দোষে/ যায় কেঁচে তোর পাকা ঘুঁটি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

কাঁচাদি *দ্র* কাঁচ[২]

কাঁচানো [প্রা কংচা] **১** *ক্রি* কাঁচা করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *ক্রি* পণ্ড করা। 'সেইটে কাঁচিয়ে দেবার এই ফন্দি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৩** *ক্রি* কালো করা। 'পাকা চুল বিলকুল কলপে কাঁচিয়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। **৪** *ক্রি* গুলিয়ে যাওয়া। 'বুদ্ধি পেকে উঠি-উঠি হতেই আবার কাঁচিয়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

কাঁচি[১] [স কাঞ্চী] *বি* কুঁচফল। 'কাঁচি দিআ কৈল মান সোল রতি দুই ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁচি[২] [স কর্তরী] **১** *বি* অর্ধচন্দ্রাকৃতি ধাতব হাতিয়ার-বিশেষ; কাস্তে। 'ধান্য নিড়াইতে চান্দোর হাতে দিল কাঁচি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* কাপড়চোপড় ইত্যাদি কাটার হাতিয়ার-বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'গাড়ু, পিলসুজ, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ ইত্যাদি বস্তু ও নানাবিধ অলঙ্কার, এ সমুদয় ধাতুনির্মিত।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কাঁচি-কপচানো [কাঁচি+কপচানো] *বিণ* কাঁচি দিয়ে ছাঁটা। 'কাঁচি-কপচানো গুঁপো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

কাঁচিকাটা [কাঁচি+কাটা] *বি* বাছাই। 'কয়েকটি কবিতা কাঁচিকাটা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইলে ...।' *জসীম*, ১৯৬১।

কাঁচিছাঁটা [কাঁচি+ছাঁটা] *বিণ* কাঁচিতে ছেঁটে ফেলা হয়েছে এমন। 'ফুরফুরে আগুনের থান তবু কাঁচিছাঁটা জামার মতন মুক্ত হাতে ...।' *জীবন*, ১৯৪৪।

কাঁচির চোট *বি* কাঁচির আঘাত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাঁচি[৩] [কাঁচা>] *বিণ* কাঁচা। 'মেথর চাঁড়াল ডোম হাড়ি সব মাল নিয়ে যায় কাঁচি পাকি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

কাঁচি[৪] *বিণ* সদ্য জেগে ওঠা। 'এবারে নদীর কাঁচি চরে চাষ দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বোরো ধান পাইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কাঁচুঅ [স কঞ্চুলী] *বি* কাঁচুলি। 'চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি বাহুক বলআ ভাঁগু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কাঁচুমাচু **১** *বিণ* অতিশয় সংকুচিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **১** *বিণ* অপ্রস্তুত। 'জড়োসড়ো নির্বোধ কাঁচুমাচু ভাব কিচ্ছু নেই অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাঁচুমাচু ক'রে *ক্রিবিণ* সংকুচিত ক'রে। 'মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন ...।' *সাদত*, ১৯৬৭।

কাঁচুর মাচুর [ধ্বন্যা] *বি* ভয় লজ্জা ইত্যাদির কারণে সংকুচিত ভাব।

'কেউ বা দেখ কাঁচুর মাচুর কেউ বা ভ্যাবাচ্যাকা।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

কাঁচুলি [স কঞ্চুলী] *বি* নারীর বক্ষাবরণী। 'হরিতে কাঁচুলি অধিক আকুলি উঠিল কামিনী কাঁপিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কাঁজা [স ক্রন্দন>] *ক্রি* কাঁদা। 'ছেলে মানুষ কাঁজচে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কাঁজি [স কাঞ্জিক] *বি* আমানি; চাল অথবা খুদ পচানো টক খাদ্য। 'কাঁচড়া খুদের কাঁজি রান্ধিবে জতনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁজিপাড়া *বি* একপ্রকার খাবার। 'কাঁজিপাড়া খাইতে বদনে লাগে ঝাল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কাঁজিবড়া *বি* খাবার-বিশেষ। 'ছেনানাড়ু কাঁজিবড়া আদ্রকে বার্তাকি পোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁটা [স কণ্টক] **১** *বি* সুইয়ের মতো তীক্ষ্ণ বস্তুবিশেষ। 'কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* অবরোধক বস্তুবিশেষ। 'আজি হইতে তোমার দ্বারে দিল কাঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* দাঁড়িপাল্লা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ঠিক আছি কাঁটার ওজনে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৪** *বি* এক প্রকারের চামচ যা দিয়ে চেপে ধরে খাদ্যবস্তু ছুরি দিয়ে কেটে মুখে পোরা যায়; কাঁটাচামচ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৫** *বি* চুলের কাঁটা; পিন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সোনার কাঁটা সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে ...।' *অবন*, ১৮৯৬। **৬** *বি* মাছের হাড়। 'ঘাঁটা ঘোঁটা কাঁটা চাটা, খেয়ে গেল বমি উঠে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৭** *বি* ঘড়ির সময় নির্দেশক হাত। 'ঘড়ির কাঁটা দেখিতে সক্ষম হইলেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৮** *বি* বেদনার কারণ। 'দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর – তার পরে ছুটি নিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৯** *বি* বিপত্তি। 'নেইক শঙ্কা সতীন-কাঁটার নেইক জ্বালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **১০** *বিণ* আতঙ্কিত। 'এই ভয়েও অহরহ কাঁটা হইয়া আছি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কাঁটা উচিয়ে ওঠা *ক্রি* অবাঞ্ছিত জিনিস দেখা দেওয়া। 'সংসারে কোনো দিক থেকে একটা কাঁটা উচিয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কাঁটাকড়ি [কাঁটা+কড়ি] *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'সেন কয় তোমার কানে কাঁটাকড়ি সোনা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কাঁটা-কম্পাস [কাঁটা+ই কম্পাস] *বি* দিকনির্দেশক যন্ত্র। 'কাঁটা-কম্পাস দাও মোর হাতে।' *জসীম*, ১৯৫১।

কাঁটাকুঞ্জ [কাঁটা+স কুঞ্জ] *বি* কাঁটার বাগান। 'কাঁটাকুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কাঁটা-খোঁচা [কাঁটা+খোঁচা] **১** *বি* গুল্মের কাঁটা ও গোজা ইত্যাদি। 'উভমুখে সাধু ধায় কাঁটা খোঁচা ফুটে পায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এইরকম কাঁটা-খোঁচা এবড়ো-খেবড়োর মধ্যে এক-এক জায়গায় ব্লু-বেলস নামক ছোটো ছোটো ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* সাংসারিক গঞ্জনা। 'তার মধ্যে তো কোনো কাঁটা খোঁচা নেই?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কাঁটাগাছ [কাঁটা+গাছ] *বি* কাঁটাযুক্ত গাছ। 'অনেক বনবাদাড় ঝোপঝাপ কাঁটাগাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কাঁটা-ঘা [কাঁটা+ঘা] *বি* ক্ষত; আহত অনুভূতি। 'আমার বুকের যে কাঁটা-ঘা তোমায় ব্যথা হানত।' *নজরুল*, ১৯২৩।

কাঁটা চামচ [কাঁটা+ফা চামচাহ্] *বি* এক প্রকারের চামচ যা দিয়ে চেপে ধরে খাদ্যবস্তু ছুরি দিয়ে কেটে মুখে পোরা যায়। 'সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে, পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কাঁটা ছুরি [কাঁটা+স ছুরিকা] *বি* কাঁটা চামচ ও খাবার কেটে খাওয়ার ছুরি। 'কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কাঁটাঝোপ *বি* কাঁটাযুক্ত গাছের ঝাড়। 'কাঁটাঝোপ থেকে ডাক এলো কানে বিদায়-মধুর।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

কাঁটাতার [কাঁটা+স তার] *বি* কাঁটাযুক্ত লোহার তার। 'কাঁটাতারের বেড়া।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কাঁটা দেওয়া *ক্রি* শিউরে ওঠা। 'তাহার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কাঁটাপথ [কাঁটা+স পথ] *বি* কাঁটায়-ভরা পথ। 'আমাকে কাঁটাপথের উপর দিয়েই নিয়ে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কাঁটাবন [কাঁটা+স বন] *বি* কাঁটাগাছের ঝোপ। 'বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে/ পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

কাঁটাবনবিহারিণী [কাঁটা+স বন+স বিহারিণী] *বিণ* কাঁটাবনে ঘুরে বেড়ায় এমন। 'কাঁটাবন বিহারিণী সুর-কানা দেবী। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কাঁটাবাঁশ [কাঁটা+স বংশ>] *বি* বাঁশের প্রজাতিবিশেষ। 'গজারি গাছ, বাবলা, বন্য কাঁটাবাঁশ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কাঁটা-বেঁধা [কাঁটা+বেঁধা] *বিণ* কাঁটা বিঁধে আছে এমন। 'কাঁটা-বেঁধা রক্ত-মাখা প্রাণ নিয়া এনু তব পুরে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

কাঁটা বেড়া [কাঁটা+স বেষ্টক>] **১** *বি* ঝোপ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** কাঁটাতার। 'লোহার কাঁটাবেড়া দিয়ে ঘেরা।' *জীবন*, ১৯৩২।

কাঁটা-ভরা [কাঁটা+ভরা] *বিণ* কণ্টকিত। 'কাঁটা-ভরা ধ্বংসের পথে চলেছি আমি।' *নজরুল*, ১৯২২।

কাঁটা-মারা [কাঁটা+মারা] *বিণ* কাঁটাযুক্ত; কাঁটা লাগানো। 'দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায় বীভৎস কাদার পিণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কাঁটায় কাঁটায় *ক্রিবিণ* উপর্যুপরি কাঁটা দিয়ে। 'পা-দুটোকে কাঁটায় কাঁটায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

কাঁটার বেড়া *বি* কাঁটা অথবা কাঁটাওয়ালা গাছের বেড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাঁটা-লতা *বি* কাঁটাযুক্ত লতাজাতীয় উদ্ভিদ। 'কাঁটা-লতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

কাঁটা-সুদ্ধ [স কণ্টক>] *বিণ* কাঁটাসহ। 'পায়ে কাঁটা-সুদ্ধ একটা শুকনো ডাল বিঁধে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাঁটাল [স কণ্টকফল] *বি* কাঁঠাল। 'কাঁটাল কদলী রাখিল গুআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁটালি [কাঁঠাল>] *বি* একজাতীয় কলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঁটালিচাঁপা [কাঁঠাল>+চাঁপা] *বি* কাঁঠালচাঁপা ফুল। 'নতুন-ফোটা কাঁটালিচাঁপার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কাঁটুয়া [স কণ্টক>] *বিণ* নিষ্ঠুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাঁঠাল [স কণ্টকফল] **১** *বি* কাঁটাযুক্ত ত্বকে আবৃত মিষ্টি স্বাদের রসালো কোয়াবিশিষ্ট ফলবিশেষ। 'আম্র নারিকেল কাঁঠাল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* গাছবিশেষ। 'কাঁঠাল পিয়াল তাল সাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁঠালগাছ [কাঁঠাল+গাছ] *বি* কাঁঠাল ফলের গাছ। 'উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠালগাছটির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কাঁঠালচাঁপা [কাঁঠাল+স চম্পক>] *বি* একজাতের ফুল ও গাছবিশেষ। 'কাঁঠালচাঁপার নীড়ে ঠোঁট আছে গুঁজে।' *জীবন*, ১৯৩২।

কাঁঠালি [কাঁঠাল>] *বি* কাঁঠালি কলা। 'চারি পাশে মর্ত্তমান, চাঁপা, কাঁঠালি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কাঁঠালি চাঁপা [কাঁঠাল+স চম্পক>] *বি* পাকা কাঁঠালের মতো তীব্র গন্ধযুক্ত ফুলবিশেষ। 'তীব্রগন্ধী কাঁঠালি চাঁপা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কাঁঠালের আমসত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব ১ *বি* অসম্ভব বস্তু। 'বুদ্ধ্যনুসারে বলি যেমন কাঁঠালের আমসত্ত্ব ইহাই বিবেচনা করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বি* অপপ্রয়োগ। 'ও হচ্ছে একরকম কাঁঠালের আমসত্ত্ব।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

কাঁঠি [স কষ্ঠী] ১ *বি* জালের প্রান্তে বাঁধা ছিদ্রযুক্ত লোহার গুলিকা। 'বিচিত্র কপালতটি গলাএ জালের কাঁঠি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সরু ডাল। 'কোনোখানে দাঁতনের কাঁঠি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কাঁড় [স কাণ্ড] ১ *বি* তির; বাণ। 'হরিন গেআনে ব্যাধ কাঁড় জুড়িল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বাঁশের ধনুক। 'তিনটা পাটন কাঁড় দিল জামাতারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* কাণ্ড। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাঁড়ন [স কণ্ড>] *বি* ছাঁটন; ভানন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঁড়া[1] [স কটাহ] *বি* কাড়া; ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। 'পুরিআ বেলকি ধাইল ধানকী বাছিআ মারিতে কাঁড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ঢাক কাঁড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কাঁড়া[2] [স কণ্ড>] *বিণ* চালের কুঁড়া ভালোভাবে পরিষ্কার-করা। 'ভিক্ষের চাল কাঁড়াই হোক আর আকাঁড়া – তাই ঝোলায় ভর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কাঁড়া কাঁড়া *বিণ* রাশি রাশি। 'ওই কাঁড়া কাঁড়া টাকা নিয়ে চৈত্যেরাম করে কী?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কাঁড়ানো [স কণ্ড>] ১ *ক্রি* চাল কোটা বা কাঁড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* পরিষ্কারকরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঁড়ার [স কাণ্ডার] *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'কৃষ্ণমণি কাঁড়ার।' *সেবধি*, ১৮৪০।

কাঁড়ারী [স কাণ্ডারী] *বি* কর্ণধার; মাঝি। 'কখন ঘেটেল কখন মাঝি।' *ভারত*, ১৭৬০।

কাঁড়ি [স কাণ্ড>] *বি* ভাণ্ডার। 'যথার্থই উহা সোণার কাঁড়ি।' *মধু*, ১৮৫৭।

কাঁড়ি কাঁড়ি *বিণ* রাশি রাশি; অঢেল। 'শুনেছি শুঁড়ী পোড়ারা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত গিলবি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কাঁড়ুনী *বি* ক্রোধ। 'গিন্নীর কাঁড়ুনী হয় কর্ত্তার উপর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কাঁঢ় *বি* ধার। 'জনি কামদেব করবাল কাঁঢ়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কাঁঢ়ার [স কর্ণধার] *বি* হাল। 'আপণেই ধরিলোঁ কাঁঢ়ার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাঁণ [স কাণ] *বিণ* কানা। 'কাঁণ হইআ মাগ্যা খায় পায়্যা নিশাকাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁত [স কন্থা] *বি* মাটির প্রাচীর বা দেয়াল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঁতড়া [স কন্থা] *বি* ভাঙা প্রাচীর বা দেয়াল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঁতা [স কন্থা] *বি* কাঁথা। 'কাঁতাখানা ময়লা হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কাঁতি, কাঁতী [স কান্তি] *বি* শোভা। 'কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দশন কাঁতি মুকুতা পাঁতি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

কাঁথ [স কন্থা] *বি* দেয়াল। 'কাঁথ ভাঙ্গ্যা জাই যদি দেহ অনুমতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁথা [স কন্থা] *বি* সেলাই করা মোটা বস্ত্রবিশেষ। 'প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কাঁথা কমণ্ডলু লাঠি গলায় তুলসী-কাঠি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁথাপত্র [স কন্থা+স পত্র] *বি* কাঁথা ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। 'কপিলা আগে নৌকায় উঠিয়া কাঁথাপত্র বিছাইয়া দিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কাঁথা-বালিশ কাটা *ক্রি* চুরি করা। 'রাতের বেলা আমাদের অনেক লোকের কাঁথা-বালিশ কাটতে হবে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

কাঁথামুড়ি দেওয়া *ক্রি* পরম নিশ্চিন্ত হওয়া। 'ইতিহাস কাঁথামুড়ি দিয়ে সেই যে ঘুমালো।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

কাঁদ [স স্কন্ধ] *বি* কাঁধ। 'হাথে কুশ কাঁদে ঝুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁদন [স ক্রন্দন] *বি* কান্না। 'কাঁদন মাখী হাসি দেই গারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কাঁদ কাঁদ [স ক্রন্দন>] *বিণ* কেঁদে ফেলবে এমন। 'কাঁদ কাঁদ চক্ষে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কাঁদন-মাতম [স ক্রন্দন>+আ মাতম] *বি* কান্না ও বিলাপ। 'কিসের আমাদের কাঁদন-মাতম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কাঁদনা [স ক্রন্দন] *বি* কান্না। 'সদাই কাঁদনা দেখি অঝরু ঝরয়ে আঁখি।' *চণ্ডী*, ১৫৭০।

কাঁদনি [স ক্রন্দন] ১ *বি* সাপুড়েদের বিশেষ ধরনের গান। 'এখনি ধরিত সাপ কাঁদনি গাহিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* কান্না। 'ওরে থাক থাক কাঁদনি/ দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দে রে/ নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কাঁদানিআ [স ক্রন্দন>] *বিণ* বেশি কাঁদে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঁদানিয়া [স ক্রন্দন>] *বিণ* কাঁদায় এমন। 'অবশ আকাশ বিবশা ধরণি কাঁদানিয়া চাঁদিনীতে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

কাঁদা[1] [স ক্রন্দন>] ১ *ক্রি* ক্রন্দন করা। 'পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতুলি যেন ভূমেতে লোটায়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *ক্রি* ধ্বনিত হওয়া। 'বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **কাঁদতে কাঁদতে, কাঁদিতে কাঁদিতে** *ক্রিবিণ* ক্রমাগত কেঁদে। 'কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'পথে-বিবর্জ্জিতা বোষ্টমী মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে ...।' *প্রমথ*, ১৯২২। **কাঁদাইয়া** *ক্রি* কাঁদিয়ে। 'কাঁদাইয়া গোপী দান সাধিলা যথায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কাঁদি** *ক্রি* কেঁদে। 'ঢুলাইছে কাঁদি চামরিণী সুচামর।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **কাঁদিয়া** *ক্রিবিণ* কেঁদে। 'হানিফা কাঁদিয়া বলে সমর্ত্তভান তরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে** *ক্রিবিণ* করুণভাবে। 'মুচড়ে মুচড়ে নিংড়ে নিংড়ে কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে সুর বের করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **কাঁদিয়ে মরা** *ক্রি* দুঃখে কাতর হওয়া। 'আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি, পরের মন নিয়ে কী হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **কাঁদুইস** *ক্রি* কাঁদিস। 'পোলা তুই কাঁদুইস নারে।' *ভবানী*, ১৮২৮। **কাঁদে** *ক্রি* ক্রন্দন করে। 'পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতুলি যেন ভূমেতে লোটায়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **কাঁদ্দেছে** *ক্রি* কাঁদছে। 'ও ছেলেটা কাঁদ্দেছে কেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **কেঁদে-ককিয়ে** *ক্রিবিণ* কঠিন চেষ্টায়। 'যে দশ-বারোটি কেঁদে-ককিয়ে পড়তে পারে তারাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। **কেঁদে কেটে** *ক্রি* কান্নাকাটি ক'রে। 'মনপাত্র হলে মেটে, কী করবি কেঁদে কেটে।' *লালন*, ১৮৯০। **কেঁদে ভাসানো** *ক্রি* অশ্রুর ধারায় কাঁদা। 'পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত

বুক।' *জসীম*, ১৯২৭। **কেঁদে মরা** *ক্রি* হাহাকার করা। 'কেন আমারি পরান কেঁদে মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **কেঁদ্য** *ক্রি* কান্না কোরো। 'কেঁদ্য নাই আজ্ঞি রে আকাশে আড়্যা ফাঁদ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কাঁদানো [স ক্রন্দন>] **১** *ক্রি* কান্না করানো; কাঁদতে বাধ্য করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *ক্রি* বিদায় দেওয়া। 'তা হলে চিরকুমার-সভাকে চিরজন্মের মতো কাঁদিয়ে এসেছ?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কাঁদা[২] [স ক্রন্দন>] *বি* ক্রন্দন। **কাঁদাকাঁদি** [স ক্রন্দন>] *বি* পরস্পর কাঁদা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঁদা কাটা [স ক্রন্দন>] *বি* কান্নাকাটি। 'কাঁদাকাটা আরম্ভ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

কাঁদাকাটি [স ক্রন্দন>] *বি* কান্নাকাটি। 'কাঁদাকাটি কর‍্যে দ্যাকবো, যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাযিই দ্যাশ ছাড়ে যাব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কাঁদো কাঁদো [স ক্রন্দন>] **১** *বিণ* কেঁদে ফেলবে এমন। 'কাঁদো কাঁদো মুখ করে ঠিক বেকার ও কন্যাদায় হালতের পরিচয় দিচ্ছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* উতলা। 'হাওয়াটাও সেই রকম কাঁদো-কাঁদো ভিজে-ভিজে ঠেকছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কাঁদি [স স্কন্ধ] *বি* ফলের বড়ো গুচ্ছ। 'নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কাঁদুনি, কাঁদুনী [স ক্রন্দন>] *বি* কান্না। 'চাউনি কর্ত্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'এমন সময় বাইরে শুনি কী কাঁদুনী।' *অন্নদা*, ১৯৬৭।

কাঁদুনিক [স ক্রন্দন>] *বিণ* কান্নাজড়িত। 'মন উডু উডু চোখ ঢুলু ঢুলু/ ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক –।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কাঁদুনিতা [স ক্রন্দন>] *বি* কান্নার ভাব। 'একটা সত্যিকার ছেলের মলিনতা কুশ্রীতা কাঁদুনিতা দেখে আমরা কিছুতেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কাঁদুনে [স ক্রন্দন>] **১** *বিণ* অল্পেতে কাঁদে এমন। 'প্রথমে কাঁদুনে ছেলে মায়ের কোলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* কাঁদায় এমন। 'কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে, লাঠি চালিয়ে গ্রেপ্তার করেও কিছু হয়নি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

কাঁদুনে গ্যাস [স ক্রন্দন>+স গ্যাস] *বি* যে গ্যাস ছড়িয়ে দিলে বায়ু সংযোগে চোখে লেগে অশ্রুসিক্ত ও অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। 'কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে, লাঠি চালিয়ে গ্রেপ্তার করেও কিছু হয়নি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

কাঁদুনে বোমা [স ক্রন্দন>+প বোম্বা] *বি* কাঁদুনে গ্যাসভর্তি ছোটো ডিবা। 'হৃদরোগীদের ওয়ার্ডের ওপর উড়ে এল দুটো কাঁদুনে বোমা।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

কাঁদুয়া বাঘ [স স্কন্ধ>] **১** *বি* বড়ো আকারের বাঘ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* সিংহ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাঁদো কাঁদো *দ্র* কাঁদা[২]

কাঁধ [স স্কন্ধ] **১** *বি* ঘাড়ের দু পাশে বিস্তৃত শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তাহার কাঁধে এক থাবড়া মারিয়া কহিলেক, ওরে বাছা।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* নির্ভর করার মতো আশ্রয়। 'সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৩** *বি* লম্বা। 'জয়তুনের চাইতে আইজুদ্দি কাঁধেও ছোট, গায়ে শক্তিও অনেক কম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কাঁধ দেওয়া **১** *ক্রি* কাজে নামা। 'সকলে মিলে কাঁধ দেওয়া যাক।' *নজরুল*, ১৯২৫। **২** *ক্রি* শ্মশানে নেওয়ার জন্য মৃতদেহ সহ মাচা বহন করা। 'আবদুর রহমান শ্মশানেও আমাকে কাঁধ দিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কাঁধে চেপে বসা *ক্রি* ভর করা। 'কোনো-একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কাঁধা [স স্কন্ধ] *বি* কলসের মুখ। 'হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর-ঠুকুর কলসির কাঁধা।' *অবন*, ১৯১৯।

কাঁধি [স স্কন্ধ>] *বি* কাঁদি; ফলের বড়ো গুচ্ছ। 'ওলো গাছে নাই উঠিতেই এক কাঁধি।' *গৌর*, ১৮২২।

কাঁন্দনা [স ক্রন্দন] *বি* কান্না। 'কত নিত্য শুনব কান্দনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁপ [স কম্প] *বি* কম্পন। 'তাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাঁপন [স কম্পন] *ক্রি* কাঁপা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাঁপনি [স কম্পন>] *বি* কম্পন; নড়ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঁপা [স কম্পন] *ক্রি* কম্পিত হওয়া; শিউরে ওঠা। **কাঁপই** *ক্রি* কাঁপে। 'দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক রচনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কাঁপএ** *ক্রি* কাঁপে। 'ভাঙ্গিয়া কহিতে কথা কাঁপএ হৃদয়।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কাঁপয়** *ক্রি* কাঁপে। 'হয়গজ-রব শুনি কাঁপয় মেদনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কাঁপি** *ক্রি* কেঁপে। 'যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে গাত্র।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **কাঁপিএ** *ক্রি* কাঁপে। 'কাঁপিএ সকল গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কাঁপিতে** *ক্রি* কাঁপতে। 'কাঁপিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **কাঁপিল** *ক্রি* কম্পিত হলো। 'তা সুনিঞা কংসরাজা কাঁপিল অন্তরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **কাঁপে** **১** *ক্রি* শিউরে ওঠে। 'সুতুঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ডরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *ক্রি* কাঁপতে থাকে। 'দৃষ্টি মাত্র, কাঁপে গাত্র, জন্মে মনোভব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **কাঁপ্যা** *ক্রি* কেঁপে। 'কুড়ি হাথ কাঁপ্যা গেল্ল গোউড়ের মাটি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কাঁপা গলা *বি* ভয়ে বা আবেগে বিহ্বল কণ্ঠ। 'মা কাঁপা গলায় বললেন।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

কাঁপানিআ [স কম্পন>] *বিণ* কাঁপায় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঁপানী [স কম্পন>] *বিণ* কাঁপন ধরিয়ে দেয় এমন। 'বোমা নয় কামান নয় পিলে কাঁপানী।' *অন্নদা*, ১৯৪৫।

কাঁপুনি [স কম্পন>] *বি* কম্পন। 'নারকেল-পাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাঁপুনি-টাপুনি *ক্রি* কাঁপাকাঁপি। 'ও বেটার কাঁপুনি-টাপুনি সমস্ত বদমায়েশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কাঁপুনে *বিণ* কাঁপছে এমন। 'এই বাঁশপাতার মতো কাঁপুনে অথচ টলমল দেহটিকে ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কেঁপে ওঠা *বিণ* কম্পিত। 'মঠের কিনারে কেঁপেওঠা বনবাসী হাওয়া।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

কাঁফা [স কম্পন] *ক্রি* কম্পিত হওয়া। 'কাঁফিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাঁশারি, কাঁশারী [স কাংস্যকার>] *বি* কাঁসাজাত দ্রব্য নির্মাণ ও বিপণনের সঙ্গে যুক্ত পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'তিলি মালি শাকারি কাঁশারি গন্ধবণিক।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁশারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কাঁশি [স কাংস্য>] *বি* কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢাক ঢোল সানি কাঁশি শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বাঁশী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কাঁসড় *দ্র* **কাঁসর**

কাঁসর [স কাংস্যতাল] *বি* কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'কাঁসর দুন্দুভি পড়া জগঝম্প বাজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁসড় [স কাংস্যতাল] *বি* কাঁসর; কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'শঙ্খ বেনি বীণা কাঁসড় ভেরি নানা বাজএ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁসরঘণ্টা [স কাংস্যতাল>+স ঘণ্টা] *বি* কাঁসার তৈরি ঘণ্টা। 'মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কাঁসা [স কাংস্য] **১** *বি* রাং ও তামার মিশ্রণে তৈরি ধাতুবিশেষ। 'কাঁসারি পাতিআ শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল বাটী ঘটী বট-লই শিপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাঁসায় ঘটী, বাটী, গেলাস ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* কাঁসা নির্মিত ঘণ্টা। *ওর্সা*, ১৭৮২।

কাঁসাশিল্প [স কাংস্যশিল্প] *বি* রাং ও তামা মিশ্রিত ধাতুর শিল্প। 'কাঁসাশিল্প কাঁচামালের অভাবে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

কাঁসারি, কাঁসারী [স কাংস্যকার>] *বি* কাঁসার জিনিসপত্র প্রস্তুতকারী। 'কাঁসারি পাতিআ শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল বাটী ঘটী বট-লই শিপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাঁসারী পসারী কত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কাঁসাই *বি* নদীবিশেষ। 'ধাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই খরস্রোত বামনার খানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁসি, কাঁসী [স কাংস্য>] **১** *বি* কাঁসার তৈরি কিনারা উঁচু থালাবিশেষ। 'এক কাঁসি ভাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'খমক বীণা বাঁশি বাজয়ে শঙ্খ কাঁসি চৌদিগে শুনি জয়রোল।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'ঢোল কাঁসী তাশা বাঁশী বাজে শত শত।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

কাঁসিদার [কাঁসি+ফা দার] *বি* কাঁসর বাজায় যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১

কাঁসোর [স কাসকর] *বি* আন্ত্রিক পীড়াবিশেষ। 'কাঁসোর হইল তার বিষম উদরী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কাঁহা [হি কহাঁ] *ক্রিবিণ* কোথায়। 'কাঁহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কাঁহাকা [হি কহাঁ>] *ক্রিবিণ* কোথাকার। 'কোপে কহেন গাজী কাঁহাকা আহ্মক পাজি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কাঁহাক্কা [হি কহাঁ>] *ক্রিবিণ* কোথাকার। 'কঞ্জুসের ধাড়ি কাঁহাক্কা!। *শিবরাম*, ১৯৭০। পৃ. ৪:২৬১

কাঁহাতক [হি কহাঁ>] *ক্রিবিণ* কতক্ষণ পর্যন্ত। 'কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয়?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কাঁহাসো [হি কহাঁ>] *ক্রিবিণ* কারো সাথে। 'নাহি কাঁহাসো বিরোধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কাঁহি [স কস্য] *ক্রিবিণ* কী করে। 'বাকপথাতীত কাঁহি বখাণী।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। *দ্র* **কাহি**

কাঁহিনি [স কথনিকা] *বি* কাহিনি; গল্প; উপন্যাস। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাক[1] [স] *বি* কাকপাখি। 'আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাকচক্ষু [স] *বিণ* কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ। 'কূলে কূলে ভরা দিঘি, কাকচক্ষু জল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কাকচিলা [স কাক+স চিল্ল] *বি* পাখিবিশেষ। 'কাকচিলা মাছরাঙা প্রভৃতি পাখিগুলি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কাকচোখ [স কাকচক্ষু] *বিণ* কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ। 'কাকচোখ জল পদ্মদিঘিতে কবে কোন রাঙা মেয়ে।' *জসীম*, ১৯৫১।

কাকজোছনা [স কাক-জ্যোৎস্না] *বি* শেষ রাতের ম্লান জ্যোৎস্না। 'কাকজোছনার সাদা কাফনে শরীর ঢেকে রেখে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

কাকজ্যোৎস্না [স] *বি* শেষ রাতের ম্লান জ্যোৎস্না। 'ভোরের রং নয় – এ সেই কাকজ্যোৎস্না।' *জীবন*, ১৯৩২।

কাকতাড়ুয়া [স কাক-তাড়ন>] *বি* কাক বা অন্য কোনো পাখিকে তাড়ানোর জন্য স্থাপিত প্রতিকৃতি। 'রেখেছি কাকতাড়ুয়া দিকে দিকে মনের জমিনে।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

কাকধ্বজ [স] *বি* কাক চিহ্নিত পতাকা। 'কাকধ্বজরথারূঢ়া ধূমের বরণ।' *ভারত*, ১৭৬০।

কাকনিদ্রা [স] *বি* কপট ঘুম। *সেবধি*, ১৮৩৯।

কাকনুছ [ফা] *বি* কিংবদন্তির পাখিবিশেষ। 'কাকনুছ পক্ষী যেন চিতা বিরচয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাকপক্ষ [স] *বি* কাকের পাখার মতো উভয় কানের পাশে ঝুলানো চুলের গোছা। 'কারো মাথায় কাকপক্ষ অবশিষ্ট।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কাকপক্ষধারী [স] *বিণ* ঝুঁটিবাঁধা। 'কাকপক্ষধারী একটি বালক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কাকপদ [স] *বি* উদ্ধার চিহ্ন। 'কাকপদ, আদ্যুত্তর, মধ্যোত্তর, অন্ত্যোত্তর, বাক্যোত্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাকবউ *বি স্ত্রী* কাক। 'নিবিড় জমাচ্ছে খড়কুটো, কাকবউ ডিম দেবে বলে।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

কাকবলি *বি* কাকের আহারের উদ্দেশে ছড়িয়ে দেওয়া ভাত। 'অগ্রে দিয়া কাকবলি সবান্ধবে কুতূহলী নূতন তণ্ডুল দেয় মুখে।' *ভারত*, ১৭৬০।

কাকভূত [স] *বি* প্রেতমূর্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাকময় [স] *বিণ* অনেক কাক বসে আছে এমন। 'অকস্মাৎ তাকাতেন কাকময় দেয়ালের দিকে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

কাকশিশু [স] *বি* কাকের ছানা। 'কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে কাকশিশু।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

কাক-সকাল [স কাক-সুকাল] *বি* কাকডাকা ভোর। 'কাক-সকালে দুয়ার-খোলা নতুন বধূর ত্রস্ত-চলার মত।' *সিকান্দার*, ১৯৬০।

কাকস্নান [স] *বি* অল্প জলে স্নান। 'যেন শিবলিঙ্গের কাকস্নান হচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কাকের বাসায় কোকিলের ছা জাতি স্বভাবে কাড়ে রা – কেউ নিজের স্বভাব ত্যাগ করে না। 'সে যেমন কাকের বাসায় কোকিলের ছা জাতি স্বভাবে কাড়ে রা তেমনি জানিবা।' *গৌর*, ১৮২২।

কাক[2] [স কক্ষ] *বি* কাঁখ। 'অভাগীর কলসি তুলিতে নারি কাকে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কাকতলি [স কক্ষতল] *বি* বগল। 'কাকতলি জাঁতি খুদ লুকায়্যা রাখিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

কাক[3] [স কঃ] *সর্ব* কাকে। 'দণ্ডের উচীত ফল দিমু কাক সাস্তি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কাক[4] [স] *বি* এক কড়ার চার ভাগ পরিমাণ। 'টাকা আছে, আনা আছে, কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দন্তি আছে, কাক আছে, তিল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কাকদন্তি [স] *বি* অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণ। 'ছাগশাবক কাকদন্তির হিসাব পর্যন্ত মিলাইয়া দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কাকতি বিনতি [স কাকুক্তি>] *বি* অত্যন্ত বিনয়। 'বড় কাকতি বিনতি করিয়া পশুরাজকে কহিলেক ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কাকন [স কঙ্কণ] *বি* চুড়ি। 'হাথক কাকন অরসী কাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কাকলি, কাকলী[১] [স] **১** *বি* মধুর অস্পষ্ট ধ্বনি। 'কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী মধুকালে?' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'কোকিল কেবলি অশ্রান্ত গাহিতেছিল – বিফল কাকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* হৈচৈ। 'তাঁদের কাকলিও ঘরের বাইরে যায় না।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

কাকলিশূন্য [স] *বিণ* কলধ্বনিহীন। 'গাছের মস্ত একটা ডাল তার সমস্ত মর্মরিত পাতা, কাকলিশূন্য নীড়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

কাকলী[২] [স কক্ষ>] *বি* কটিভূষণবিশেষ। 'কাকলী –।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৮৮।

কাকস্য পরিদেবনা – হায় আপসোস। 'ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে কোনো কথাই থাকত না। কিন্তু কাকস্য পরিদেবনা! বলি বা কাকে!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কাকা [ফা] *বি* পিতার ছোটো ভাই; চাচা। 'টাকা হাতে করি কাকা গিয়ে তারে দিল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কাকাবাবু [ফা কাকা+বাবু] *বি* কাকাকে সম্মান জানিয়ে সম্বোধন। 'বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আসবে বল না?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কাকিমা, কাকীমা [ফা কাকা>+মা] *বি* পিতার ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। 'কাকিমারে দেখতি যাবা না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'ও যেদো, তোর কাকীমা এয়েছে রে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কা কা [ধ্বন্যা] *বি* কাকের ডাক। 'কাকগুলো অশান্তভাবে উড়ে উড়ে কা কা করে ডাকছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাকাতুয়া [হি ককাতুয়া] *বি* তোতার মতো পাখিবিশেষ। 'ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকাতুয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

কাকালি [স কক্ষ>] *বি* কোমর। 'কাকালি ডুবিল জলে আখি মেলি চাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কাকিমা দ্র **কাকা**

কাকি[২] [স কাক>] *বি* যোগবিশেষ। 'অখনে কহিব শুন কাকি নাম কর্ম।' *সুলতান*, ১৭০০।

কাকু [স] *বি* অনুনয়; মিনতি। 'লাগ পায়িলেঁ তাক বুলিহ কাকু করী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাকুধ্বনি [স] *বি* কাতরোক্তি। 'গোরু দিয়ে জল টেনে টেনে তোলে মালী/ তার কাকুধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কাকুবাণী [স] *বি* কাতরোক্তি; কাকুতি-মিনতি। 'পশুর রোদন শুনি নানাবিধি কাকুবাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাকুবাদ [স] **১** *বি* মিনতি। 'প্রভুস্থানে এতেক করিতে কাকুবাদ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* প্রশংসাবাক্য। 'মহীধর মাহুদ্যার দেখে কাকুবাদ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কাকুর্বাণী, কাকুর্ব্বাণী [স কাকুবাণী] *বি* কাতর বাক্য; মিনতি। 'কাতর হইয়া রাধা বলে কাকুর্ব্বাণী।' *মালাধর*, ১৫০০।

কাকুর্বাদ [স কাকুবাদ] *বি* মিনতিবাক্য। 'এই মত কাকুর্বাদ অনেক করিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কাকুড় [স কর্কটি>] *বিণ* ফুটি নামক ফল বা সবজিবিশেষ। 'সে জায়গায় শুধু তরমুজ, ফুটি আর খরমুজ কাকুড় হতো।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

কাকুড় ফাটা [স কর্কটি>+ফাটা] *বিণ* ফুটি যেভাবে ফেটে যায় তেমন। 'ছোটরাণী হিংসায় কাকুড় ফাটা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কাকুতি, কাকুতী [স কাকুক্তি>] **১** *বি* কাতর মিনতি। 'না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহি লঅ গালী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এতেক কাকুতি কৃষ্ণ সভাকার সুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ব্যঞ্জনা। 'অনুরোধ জানানোর পরক্ষণেই না বলে তার প্রতিবাদ করে অনুরোধের মধ্যে সম্মানের কাকুতি এনে দেওয়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কাকুতি মিনতি [স কাকুক্তি>+আ মিন্নত>] *বি* অনুনয়-বিনয়। 'কাকুতি মিনতি করি বলে যুগ পাণি জুড়ি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাকুতিস্বর [স কাকুক্তি>+স স্বর] *বি* কাতর মিনতির স্বর। 'বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে অন্তিম কাকুতিস্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কাকুক্তি [স] **১** *বি* কাতরোক্তি। 'প্রায় চারি পাঁচ শত কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে করত ... অতিশয় কাতর হইয়া কাকুক্তি দ্বারা আদ্দাস করিয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫২। **২** *বি* খেদোক্তি। 'এ রকম তাত্ত্বিক কাকুক্তি প্রমাণ করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কাকোদর [স] *বি* সাপ। 'কণ্ঠে কাকোদর ভালে চন্দ্রিমা সুচারু।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাকোলাস [স কৃকলাস] *বি* গিরগিটি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাখ [স কক্ষ] **১** *বি* কটিদেশ; কোমর। 'চলিতে না পারে কাখে চুপড়ী করিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* কোল। 'পরিআ উজ্জ্বল ধুতি কাখে করি লয়া পুথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাখো *সর্ব* কাউকে। 'কাহ্ন কাখো না ডরাঅ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাগ [স কাক] *বি* কাক। 'ভঙ্গ দেয় শীত যেন শর দেখি কাগ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কাগডিমিয়া।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাগজোনাকি [স কাক+স জ্যোৎস্না] *বিণ* ম্লান জ্যোৎস্না। 'কাগজোনাকি রাতে নিজেরই সাদা কাপড়ের ছায়া দেখে ভূতের ভয় পায়।' *হাই*, ১৯৪৭।

কাগডিমিআ [স কাকডিম্ব>] *বিণ* কাকের ডিমের মতো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাগচ [আ কাগজ] *বি* কাগজ। 'চীনদেশে কর্পূর, কাগচ, চীনের বাসন, চা, ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কাগচি, কাগজী [আ কাগজ>] *বি* কাগজ তৈরি করে যে। 'কাগজী ধরিলা নাম কাগজ করিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাগজ [আ] **১** *বি* এক রকমের খুব পাতলা উপাদান যার উপর লেখা যায়। 'কাগজ কুটিআ নাম বলায় কাগচি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* চুক্তি। 'আমার কাগজ হিসাব মেং এঙ্গ সাহেবের কিছুই নাহি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **৩** *বি* দলিল। 'সেই কাগজ আদালতে দাখিল আছে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **৪** *বি* হিসাবের খাতা। 'সিবু সরকারের কাগজে জমা করিয়া দিলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **৫** *বি* মুদ্রা। 'তাহার মূল্য ইংরাজী কাগজে এক শত টাকা ও পাটনাই কাগজে আশী টাকা।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৬** *বি* প্রতিবেদন। 'লোকগণনা করিয়া কাগজ শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৭** *বি* সংবাদপত্র; খবরের কাগজ। 'উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৮** *বি* তাস। 'শুনিয়া কাগজ ফেলে খেলুড়ি যুবতি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কাগজওয়ালা [আ কাগজ+হি ওয়ালা] ১ *বি* সাংবাদিক; সংবাদপত্রের প্রকাশক-সম্পাদক। 'বাঙ্গালা কাগজ ওয়ালারা ... আজগুবী কথায় কাগজ পোরাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'বিলেতি কাগজওয়ালারা মহানন্দে বলতে লাগল।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ২ *বি* খবরের কাগজ বিক্রেতা। 'কাগজওয়ালা সারি সারি নাড়ছে কাগজ হাতে নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কাগজ-কাটা [আ কাগজ+কাটা] *বি* কাগজ কাটার ছুরি। 'রুপোর কাগজ-কাটা এনামেল করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কাগজখণ্ড [আ কাগজ+স খণ্ড] *বি* কাগজের পৃষ্ঠা। 'কাগজখণ্ড আসিয়া একপ্রকার লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কাগজচাপা [আ কাগজ+চাপা] *বি* ধাতু বা কাচের তৈরি উপকরণ যা দিয়ে কাগজ চাপা দেওয়া হয়; পেপারওয়েট। 'এক পত্র পাথরের কাগজচাপা দিয়া চাপা রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কাগজদিগর [আ কাগজ+ফা দিগর] *বি* কাগজগুলি। *তাঁতি*, ১৭৯২।

কাগজপত্তর [আ কাগজ+স পত্র] *বি* হিসাবের খাতাপত্র। 'খাজাঞ্চীবাবু আমার হাতে দপ্তরের কাগজপত্তর দিতেন।' *বিমল*, ১৯৫৩।

কাগজপত্র [আ কাগজ+স পত্র] ১ *বি* নথিপত্র। 'আমার কাগজপত্র খোয়া গিয়াছে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* চুক্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'পাঁচ টাকা মালগুজারি চাহেন কাগজ পত্র মানেন না।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* হিসাবের খাতাপত্র। 'জেহ দফা পাওনা ছিল ইস্তক নাগাদ অবধি টাকা ও কাগজপত্র ... বুঝিয়া পাইলাম।' *ভেরলি*, ১৭৮৯। ৪ *বি* মামলার দলিলপত্র। 'ছয় জনের কাগজপত্র এক তরফ আপিলের শুনানিতে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কাগজাত, কাগজাৎ [আ কাগজ>] *বি* কাগজপত্রাদি; দলিলপত্র। 'সুবাজাতের কাগজাতও কিছু পাইলেন না।' *রামরাম*, ১৮০১; 'পূর্ব্বের নিযুক্ত সাহেবেরদের কাগজাৎ দেখিলেই জানিতে পারিবেন' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

কাগজাবতার [আ কাগজ+স অবতার] *বি* কাগজরূপ অবতার। 'হে কাগজাবতার তাস!' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কাগজি, কাগজী [আ কাগজ>] ১ *বিণ* কাগজের তৈরি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* পত্রিকায় লেখে এমন। 'তাদেরকে কাগজী লেখক বলা যেতে পারে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। ৩ *বিণ* কাগজে অনুসৃত। 'কাগজী ব্যবস্থা অনুসারে কেন্দ্র ও প্রদেশের দেনা-পাওনা ও লেনদেনের হিসাব-নিকাশ হইয়া থাকে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

কাগজেতে *ক্রিবিণ* কাগজে। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

কাগজি, কাগজী [আ কাগজ>] *বি* এক জাতের লেবু। 'কাগজি লেবু।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এক হাজার পেঁপে, কলা, কাগজীর গাছ তৈরি করতে পারলে ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

কাগজি লেবু, কাগজী লেবু [আ কাগজ>+আ লিমাঁ/প লিমান] *বি* লেবুর প্রকার-বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কাটা শাশা, পাপিতা, কাটা আনজির, কাগজি লেবু, আদা ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

কাগজি লেমু [আ কাগজ>+আ লিমাঁ/প লিমান] *বি* এক জাতের লেবু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাগত [আ কাগজ] *বি* পুথি। 'সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজএ কাগত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাগতি [আ কাগজ>] *বি* কাগজ তৈরি করা যে মুসলমান সম্প্রদায়ের পেশা। 'কাগজ কুটিআ নাম বলায় কাগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাগুতি [স কাকুক্তি] *বি* কাকুতি; মিনতি। 'অধিক করুনা করি করএ কাগুতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কাঙগালি [স কাঙ্ক্ষ>] *বিণ* দরিদ্র; নিঃস্ব। 'কাঙগালি লোককে মাস২ খয়রাত দেওনের উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

কাঙন [স কঙ্কণ] *বি* কাঁকন; হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঙন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

কাঙলা [স কাঙ্ক্ষ>] *বিণ* কাঙাল। 'তোমার সাধের বাঙলা, হল কাঙলা, সয় না অত্যাচার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কাঙারু [ই ক্যাঙ্গারু] *বি* পিছনের দুই পা এবং লেজে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এমন অস্ট্রেলীয় জন্তু; ক্যাঙ্গারু। 'কাঙারু-শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। দ্র **ক্যাঙারু**

কাঙাল [স কাঙ্ক্ষ>] ১ *বিণ* গরিব; দরিদ্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বাঙলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কি না জানি না।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বিণ* নিঃস্ব। 'সোনার বাঙাল করে কাঙাল, ইয়ং বাঙাল যত জনা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বি* কাঙালপনা করে যে। 'আমি দুর্গন্ধ পয়সার কাঙাল!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* অক্ষম। 'পৃথিবীর ভিতর থেকে এই কাঙাল জীবগুলো ... শীর্ণ হয়ে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বি* প্রার্থী। 'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৬ *বিণ* কাতর। 'তারে ঘিরে ফিরুক কাঙাল বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

কাঙালপনা [কাঙাল+পনা] *বি* দীনতা। 'কিন্তু তাই বলিয়া এমনতরো কাঙালপনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কাঙালি, কাঙালী [কাঙাল>] ১ *বিণ* নিঃস্ব। 'কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অনুগত, জানিনে মন্দ আচরণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* লোভী। 'এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বি* ভিখারি। 'আজ কাঙালি গাহিতেছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। দ্র **কাঙ্গালি**

কাঙালিনি, কাঙালিনী [কাঙাল>] ১ *বিণ স্ত্রী* দরিদ্র; নিঃস্ব। 'কাঙালিনি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি স্ত্রী* প্রার্থী। 'আমি সোনার কাঙালিনী ধূলার সে দান নিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কাঙালি-বিদায় [কাঙালি+আ বিদা] ১ *বি* নিঃস্বকে সহায়তা দান। 'প্রকৃতি, তাঁহার জ্ঞানধন কাঙালিবিদায়ে অপব্যয় করেন না।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বি* গরিব লোককে অন্নবস্ত্রাদি দান। 'বড়োলোকের শ্রাদ্ধে কাঙালি-বিদায়ের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কাঙালীপনা [কাঙাল>] *বি* কাঙালের মতো আচরণ। 'এত কাঙালীপনা কেন?' *শওকত*, ১৯৫৮।

কাঙুই [স কঙ্গু] *বি* কঙ্গু ধান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঙ্কই [স কঙ্কতিকা] *বি* কাঁকই; চিরুনি। 'যদি হএ কাঙ্কই করাত লই চিড়ে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কাঙ্কড়ী [স কর্কটিকা] *বি* কাঁকুড়; ফল বা সবজিবিশেষ। 'খরমুজা কাঙ্কড়ী বাঙ্গী আমৃত কাঙ্কড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাঙ্কন [স কঙ্কণ] *বি* কাঁকন। 'হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাঙ্কাণ [স কঙ্কণ] *বি* কাঁকন। 'হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ।' *চর্যা ৩২*, ১২০০।

কাঙ্ক্ষণীয় [স] *বিণ* প্রত্যাশিত। 'এর থেকে কাঙ্ক্ষণীয় কর্ম আর কি হতে পারে।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

কাঙ্ক্ষিত [স] *বি* যাকে আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে। 'বুঝি আসে কাঙ্ক্ষিত, তাই চিত্ত হল চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

কাঙ্খ [স কক্ষ] *বি* কাঁখ। 'কলস কাঙ্খে নিয়ে ঘরের পানে ফেরে।' *জসীম*, ১৯৩১।

কাঙ্গন [স কঙ্কণ] *বি* কাঁকন। 'হাতের কাঙ্গন সব আরশ কাঙ্গুরা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কাঙ্গনা [স কঙ্কণ] *বি* কাঁকন। 'কুমারের হস্তে দিয়া বান্ধিল কাঙ্গনা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাঙ্গরু [ই ক্যাঙ্গারু] *বি* ক্যাঙ্গারু – পিছনের দু পা ও লেজের ওপর ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এমন অস্ট্রেলীয় জন্তু। 'কাঙ্গরু নামে নবইংলণ্ডীয় এক জন্তু।' *দর্পণ*, ১৮২১। দ্র **ক্যাঙারু**

কাঙ্গাই, কাঙ্গাইয়া *বি* ফলবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাঙ্গাল [স কাঙ্ক্ষা>] ১ *বি* ভিক্ষুক। 'দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ গরিব। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কাঙ্গাল রোগগ্রস্ত যত লোক যায় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৩ *বিণ* নিঃস্ব। 'এই নগরের কত লোক কাঙ্গাল হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। দ্র **কাঙাল**

কাঙ্গালপনা [কাঙ্গাল>] *বি* দীনতা। 'অসহায় বলে পুরুষের দ্বারে কাঙ্গালপনা করতে হয় না।' *বেগম*, ১৯৫২।

কাঙ্গালি, কাঙ্গালী [কাঙ্গাল>] *বি* ভিখারি। 'কাঙ্গালি লোকেরদিগকে সেই সপ্তায় লক্ষ তঙ্কা বিতরণ করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'বাঙ্গালি সব কাঙ্গালী।' *দর্পণ*, ১৮২৮। দ্র **কাঙাল**

কাঙ্গালিনী [কাঙ্গাল>] *বি* স্ত্রী ভিখারি। 'এক কাঙ্গালিনী আসিয়া কিছু যাচিঞা করিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

কাঙ্গালিবিদায় [স কাঙ্ক্ষা>+আ বিদা] *বি* গরিব লোককে অন্ন-বস্ত্রাদি দান। 'ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালিবিদায়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কাঙ্গুরা [ফা কুঙ্গুরহ] ১ *বি* সৌধ-চূড়া। 'এক কাঙ্গুরাত থাকি যদি পক্ষীবর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* উচ্চ চূড়ায় স্থাপিত। 'কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ।' *ভারত*, ১৭৬০।

কাঙ্গুরার চিন [ফা কুঙ্গুরহ+স চিহ্ন>] *বি* সৌধ শিখরের চিহ্ন। 'গাঢ় আলিঙ্গনে রহে কাঙ্গুরার চিন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাচ [স] ১ *বিণ* ভঙ্গুর। 'কাচ ঘটী অনুগত জন জেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* স্বচ্ছ বস্তুবিশেষ। 'তুহ্মি হৈলা কাচ সমতুল।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কাচকড় [স কাচ>] *বিণ* কাচের ঢাকনি আছে এমন। 'হাটের কাচকড়-কুপি অনেকেই জ্বালে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

কাচকর্মকর, কাচ-কর্ম্মকর [স] *বি* কাচের কাজ করে যে। 'কাচ-কর্ম্মকর ও শকটকারের নিকট ... শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া দিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কাচঢাল [স কাচ+ঢাল] *বিণ* কাচের মতো মসৃণ। 'মেজে কৈল কাঁচঢাল।' *কেতকা*, ১৬৫০।

কাচপাত্র [স] *বি* কাচের তৈরি পেয়ালা। 'মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কাচ-বর্ত্তুল [স] *বি* কাচের গোলাক। 'কাচ-বর্ত্তুল সাহায্যে দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুদূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

কাচপোকা [স কাচ+স পুত্তিকা] *বি* বোলতা জাতীয় পতঙ্গবিশেষ, যার দুই পাখা শক্ত এবং উজ্জ্বল ময়ূরকণ্ঠী রঙের। 'পরো ললাটে কাচপোকার টিপ।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

কাচনি *বি* বাঁশের চটা। 'দেয়াল দেবার পয়সা না জোটে বাঁশ ফেড়ে কাচনির বেড়া তো দিয়ে নেওয়া যায়।' *মনোজ*, ১৯৬১।

কাচলি [স কঞ্চুলী] *বি* নারীদের বক্ষাবরণী। 'বুকের উপরে ধনী পরিল কাচলি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কাচা[1] [হি কাছা] ১ *বি* আটপৌরে কাপড়। 'পরিত পুরান কাচা ভানিত আমার ভাচা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হিন্দুমতে শেষকৃত্যের কাপড়। 'মরিয়া গেলে কেবল দুই কাচা মাত্র সঙ্গে দিয়া বিদায় করিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কাচা[2] *ক্রি* কাপড় ধোয়া। 'জলেতে লামিয়া কাপড় কাচিতে লাগিলা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কাচানো *ক্রি* অপরের দ্বারা কাপড় ধোয়ানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাচা[3] [প্রা কংচা] *বি* অপূর্ণ। 'কাচা নিন্দে দু ভাই ইমাম জাগাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কাচামিঠে [প্রা কংচা+স মিষ্ট>] *বিণ* কাঁচা অবস্থাতেই মিষ্টি। 'কাচামিঠে আম ধরেছে বড় বড়।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

কাচারি [হি কচহরী] *বি* জমিদার, নায়েব, কাজি ইত্যাদির দপ্তর। 'বসিয়াছে কাজি আপন কাচারিতে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কাচারিবাড়ি [হি কচহরী+বাড়ি] *বি* বৈঠকখানা। 'কাচারিবাড়ি, কোঠাবাড়ি, তেতলা দালান।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

কাচি[1] *বি* মাছবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাচি[2] [তু কইচ্কি] ১ *বি* দুই ফলাওয়ালা কাটার যন্ত্রবিশেষ। *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ২ *বি* কাস্তে; কৃষিকাজে ব্যবহৃত হাতিয়ারবিশেষ। 'বিনা পাকালে গড়িয়ে কাচি করছো নাচানাচি।' *লালন*, ১৮৯০।

কাচুমাচু *ক্রিবিণ* জড়সড় হয়ে; সংকুচিত হয়ে। 'ফিরছে পিছে কাচুমাচু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

কাচুলি [স কঞ্চুলী] *বি* নারীদের বক্ষাবরণী। 'বিচিত্র কাচুলি পৈরে সর্ব্বাঙ্গে ঘুরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কাচ্চা বাচ্চা [স বৎস>] *বি* খুব অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে। 'আমার পাঁচটা কাচ্চা বাচ্চা আছে।' *গৌর*, ১৮২২।

কাচ্ছাব [আ কস্সাব] ১ *বি* কসাই। 'কাচ্ছাব শব্দ হইতে কসাই হইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বি* ব্যবসাদার; ব্যবসায়ী। 'কাচ্ছাব শব্দের ভাবার্থ ব্যবসাদার।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

কাচ্ছি *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কাচ্ছি, কোরি, পোধী, কূর্মী সবাই এসেছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কাচ্ছী [স কক্ষিকা] *বি* কাছি। 'পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তে মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

কাছ[1] [স কক্ষ] *বি* কাঁখ। 'কাছের কলসিএঁ রাধা তুলিলেঁ পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাছ[2] [স কক্ষ] *বি* নিকটবর্তিতা; নৈকট্য। 'কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর

হতে এসো কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'এ তার বাঁধা কাছের সুরে ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

কাছ-ছাড়া করা *ক্রি* দূরে সরানো। 'গভীর ঘুমের কোলে না ঢুলে পড়লে কাছ-ছাড়া করা দায়।' *শওকত*, ১৯৭২।

কাছছাড়া হওয়া *ক্রি* নিকটে না থাকা। 'আমি আর তোমার কাছছাড়া হবো না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

কাছঘেঁষা [স কক্ষ+ঘেঁষা] *বিণ* নিকটবর্তী। 'অসীমের কাছঘেঁষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কাছড়া *বি* তুলার প্রকারবিশেষ। 'কাছড়া তুলার মূল্য পৌনে চৌদ্দ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কাছড়ানো [আ আসার>] *ক্রি* আছড়ানো। 'মুখে অস্ত তুলে মাথা কাছড়ে মরে গেল।' *তারা*, ১৯৪৬।

কাছন *বি* বন্ধন। 'দশ পাঁচ অস্ত্র একজনের কাছন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কাছনা *বি* লতাবিশেষ। 'সাত গাছ কাছনা ছোয়াইল দুই পায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কাছলি, কাছলী [স কঞ্চুলী] *বি* কাঁচুলি। 'কাছলি ছিড়িয়া বেউলা করে দুইখান।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'কাছলী পরেন দেবী আরুয়াল বেকা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কাছা[1] [স কচ্ছ] **১** *বি* মালকোচা। 'পত্র পটিয়া বান্ধে কাছার তলে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* দুপায়ের ফাঁক দিয়ে জড়িয়ে শাড়ি পরার পদ্ধতিবিশেষ। 'লালপেড়ে কটকটিয়ে, সাড়ী পরা কাছা দিয়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বিণ* দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে কটিদেশের পেছনে গোঁজা বস্ত্রপ্রান্ত। 'ধুতি পড়া কাছা করা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কাছা-কোঁচা [স কচ্ছ>] *বি* কোমরের সঙ্গে আটকানো কোঁচানো বস্ত্রপ্রান্ত। 'কাছা-কোঁচা শতবার খসে খসে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কাছাখোলা [স কচ্ছ>] **১** *বিণ* কাছা খুলে মুসলমান-সাজা। 'বাংলার কাছাখোলা মোল্লাদের মতন।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বিণ* অসতর্ক। 'এমন কাছাখোলা হওয়ার জন্য নিজেকেই দুষছে কুবের।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কাছা[2] [স কচ্ছ>] *ক্রি* নিক্ষেপ করা। 'কাছিল লসান টাঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কাছেন** *ক্রি* ছোঁড়েন। 'কাত্যায়নী তীক্ষ্ণ বাণ কাছেন সত্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাছাকাছি [স কক্ষ>] **১** *ক্রিবিণ* নিকটে। 'দেখি যে ও বড় কাছাকাছি তোমার কানাকানি করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* নৈকট্য। 'মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কাছাড় [আ আসার] *বি* আছাড়। 'উভ করি ধরিআ কাছাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাছাড়া [আ আসার>] *ক্রি* আছাড় দেওয়া। 'স্মরণে কাছাড়া খেয়ে সর্বাঙ্গেতে কড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কাছাড়িল *ক্রি* আছাড় দিলো। 'কাছাড়িল অমর জুমর অভিধান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কাছাড়ি *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সাঁওতাল, কোঁচ, কাছাড়ি প্রভৃতি জাতিদিগের ভাষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কাছানো [স কচ্ছ>] *ক্রি* নিকটবর্তী হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাছিয়ে আসা *ক্রি* নিকটবর্তী হওয়া। 'পাখি মুগ্ধ হয়ে যেন কাছিয়ে এসেছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কাছারি, কাছারী [হি কচহরী, ফা কুরছা] **১** *বি* খোলা উচ্চ মঞ্চ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* সভাগৃহ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* আদালত। 'কাছারিতে বড়ই দুস্থ পাইতেছি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'পুলিশের কাছারীতে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৪** *বি* জমিদারের দপ্তর বা কার্যালয়। 'শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকট।' *দর্পণ*, ১৮১৮; 'এই ভাবেই কাছারী নে যাব।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **৫** *বি* দপ্তর। '১৩ নম্বরের বাটীতে ডাকঘরের কাছারী বসিবে।' *দর্পণ*, ১৮২৮; 'ধুতি চাদর পরিধান করিয়া কাছারি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৬** *বি* জমিদারির দাপ্তরিক কাজকর্ম। 'কাল কাছারি সেরে এই ছোটো নদীটি পার হবার সময় দেখতে পাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৭** *বি* বিচারকার্য চলাকালীন অবস্থা। 'কাছারির সময় কোর্টে খুব কমই আসিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

কাছারি করা *ক্রি* (জমিদারের) দাপ্তরিক কাজ করা। 'ধুতি চাদর পরিধান করিয়া কাছারি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

কাছারিখানা [কাছারি+ফা খানাহ্] *বি* বৈঠকখানা। 'গাড়িখানা, কাছারিখানা সমস্ত জায়গায় যারা কাজের জন্য আসতে পারেনি, আটকে গিয়েছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

কাছারি-ঘর [কাছারি+ঘর] **১** *বি* দপ্তরের ঘর। 'খাজনা লইয়া কাছারি-ঘরে টোপর পরা বরবেশধারী নায়েবের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* বৈঠকখানা। 'কাছারিঘরে একটা কৌচে হেলান দিয়া বসিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কাছারিবাড়ি, কাছারিবাড়ী [কাছারি+বাড়ি] **১** *বি* দাপ্তরিক কাজের ঘর। 'প্রথম মহলের নাম কাছারি বাড়ি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **২** *বি* বৈঠকখানা। 'কাছারিবাড়ির বারান্দা ও উঠান দেখা যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কাছি [স কক্ষা] *বি* মোটা দড়ি। 'ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কাছি করা *ক্রি* নৌকা তীরে বাঁধা। 'নৌকা কাছি করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

কাছিম [স কচ্ছপ] *বি* কচ্ছপ। 'বলুক কাছিম ভাসে ঢেউর হিল্লোলে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

কাছে [স কক্ষ] *ক্রিবিণ* নিকটে। 'ঘুঁচিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কাছে কাছে *ক্রিবিণ* নিকটে; সঙ্গে সঙ্গে। 'জাতি কুল যাক পিছে থিবি তার কাছে কাছে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

কাছে-কিনারে *ক্রিবিণ* ধারে-কাছে। 'কাছে-কিনারে কোনো গলিতে থাকে যেন।' *সাদত*, ১৯৬৭।

কাছেতে *ক্রিবিণ* নিকটে। 'তোমারি কাছেতে হারিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কাছেপিঠে *ক্রিবিণ* সন্নিকটে। 'শহরের কাছেপিঠে রাখা যুক্তিযুক্ত ভাবলেন না।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কাছেদ [আ কাসিদ] *বি* দূত। 'ভেজিলেক মদিনাতে কাছেদের হাত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কাছোড়া *বি* তুলার প্রকারবিশেষ। 'কাছোড়া তুলা সতর টাকা মোন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কাজ [স কার্য] **১** *বি* কার্য। 'কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ।' *চর্যা ১৮,* ১২০০। **২** *বি* কলাকৌশল। 'এতেকেঁ এ সব কাজের প্রকার জাণহ আশেষে বিশেষে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **৩** *বি* দরকার। 'কথা হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **৪** *বি* চাকরি। 'তাহারদিগের কাজে হইতে তগির করিলাম।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩।

কাজকম্ম [স কার্য+স কর্ম] *বি* দৈনন্দিন বিবিধ কাজ। 'আমারও তো কাজকম্ম আছে ভাই।' *তারা,* ১৯৪৬।

কাজ-করা [স কার্য>+করা] **১** *বিণ* অলঙ্কৃত; কারুকার্যখচিত। 'পঙ্খের-কাজ-করা উজ্জ্বল মেঝে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯। **২** *বিণ* কায়িক পরিশ্রমী। 'ঊর্মি বই-পড়া মেয়ে, কাজ-করা মেয়ে নয়।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

কাজকর্ম [কাজ+স কর্ম] *বি* প্রতিদিনের নানা কাজ। 'নিজে রাঁধেন, বাড়ির কাজকর্ম করেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

কাজ-কাম [কাজ+স কর্ম] **১** *বি* প্রতিদিনের নানাবিধ কাজ। 'আমার কাজকাম চলে কি করে বলত?' *মাহেনও,* ১৯৪৯। **২** *বি* কাজ-কর্ম। 'ব্যাটাছেলে, কাজ-কাম না শিখলে চলবে কেন?' *শওকত,* ১৯৫৮।

কাজ-চলা [কাজ+চলা] **১** *বিণ* কোনো রকমে কাজ হয় এমন। 'নিত্যকার দেখা সাধারণ দেখা কাজ-চলা হিসাবে দেখা।' *অবন,* ১৯২৫। **২** *ক্রি* উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া। 'ভাল কলমের কাজ চলিবে।' *শওকত,* ১৯৫৮।

কাজপাগলা [কাজ+স পাগল>] *বিণ* কাজ করতে খুব ভালবাসে এমন। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

কাজ ফাঁদা *ক্রি* কর্ম বিস্তার করা। 'পাকা ইমারতের কাজ ফাঁদে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৬।

কাজ বাগানো *ক্রি* কাজ আদায় করা। 'সেখানে আমরা সহজেই কাজ বাগাতে পারব।' *মনসুর,* ১৯৪৩।

কাজ ভুলানী *বিণ* কাজকর্মের কথা ভুলিয়ে দেয় এমন। 'চোখের পাতায় বাজে বাণী/ কাজ ভুলানী খেল ভুলানী।' *অন্নদা,* ১৯২৯।

কাজ-ভোলা *বিণ* কাজ ভুলিয়ে দেয় এমন। 'বকুলতলায় কাজ ভোলা সেই কোন দুপুরে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২১।

কাজ-ভোলানো [কাজ+ভোলানো] *বিণ* কাজ ভুলিয়ে দেয় এমন। 'কাজ ভোলানো সকাল-বিকাল।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৫।

কাজী [স কার্য>] *বি* কার্য সমাধান করে যে। 'যিনি সকল কাজের কাজী।' *রবীন্দ্র,* ১৯১১।

কাজুয়া [স কার্য>] *বিণ* কাজের উপযোগী; দরকারি। 'আমরা আপন শোভনীয় বস্তুকে কাজুয়া বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে ...।' *তারিণী,* ১৮০৩।

কাজেই [স কার্য>] *অব্য* সুতরাং। 'কাজেই বস্তুবিজ্ঞান যতই বেশি শেখ-না কেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

কাজেকাজে [স কার্য>] *অব্য* সুতরাং; অতএব। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

কাজের [স কার্য>] *বিণ* কর্মক্ষম ও পটু। 'আপনার মতন কাজের মেয়েমানুষ একটিও নেই।' *জীবন,* ১৯৩৩।

কাজের কথা **১** *বি* দরকারি কথা। 'ঐ উপাচার্য আসছেন – বোধ করি কাজের কথা আছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১১। **২** *বি* বৈষয়িক কথা। 'দিনে রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাইতো এড়াই।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৫। **৩** *বি* যথার্থ কাজ। 'এমনিতেই মোটা হয়ে যাচ্ছে সে। এত মাখন খাওয়া কাজের কথা নয়।' *শামসুল,* ১৯৭৩।

কাজের বার *বিণ* অকেজো। 'তখন বুদ্ধিটাও একেবারে কাজের বার হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

কাজের মানুষ *বি* কাজ করার উপযুক্ত ব্যক্তি। 'তোমায় দেখা পেলাম তোমার ঘরে তুমি কাজের মানুষ।' *শক্তি,* ১৯৬৫।

কাজের লোক *বি* গৃহভৃত্য। 'এ দেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

কাজর [স কজ্জল] *বি* কাজল। 'পহিলহি অলকাতিলকা করি সাজ বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০; 'নয়ানে কাজর।' *দ্বিচণ্ডী,* ১৬০০।

কাজরি, কাজরী [স কজ্জল>] *বি* বর্ষাকালে গাওয়া হয় এমন গানবিশেষ। 'ঐ কাজলে আমরা করি/ কাজরী রচনা।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৬; 'দাদুরির আদুরি কাজরি।' *নজরুল,* ১৯২৪।

কাজরি-গাথা [স কজ্জল>+গাথা] *বি* বর্ষাকালে গেয় এক ধরনের গান। 'আজিকার কাজরি গাথায় ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৫; 'শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি-গাথা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

কাজরি-নাচা [স কজ্জল>+নাচ>] *বি* কাজরি গানের সুরে যে নৃত্য হয়। 'কাজরি-নাচা নাচে ময়ূর ডালে ডালে।' *নজরুল,* ১৯২৫।

কাজরিয়া [স কজ্জল>] *বি* কাজরি; বর্ষাকালে গাওয়া হয় এমন গানবিশেষ। 'চলো কদম তমাল তলে গাহি কাজরিয়া।' *নজরুল,* ১৯৩২।

কাজরীকাফি [স কজ্জল>+আ কাফী] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কাজরীকাফিতে উন্মাদ।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৬।

কাজল [স কজ্জল] **১** *বি* অঞ্জন। 'আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *বিণ* কাজলের রংবিশিষ্ট। 'কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া।' *জসীম,* ১৯২৯। **৩** *বিণ* শ্যামল। 'যাবে মোর সাথে, ছোট সে কাজল গাঁয়।' *জসীম,* ১৯৩১।

কাজলকায়া [কাজল+স কায়া] *বি* ঘন ছায়াযুক্ত। 'ও-গাঁয় যেন জমাট বেঁধে বনের কাজল-কায়া।' *জসীম,* ১৯২৯।

কাজল-কালো [কাজল+স কাল] *বিণ* কাজলের মতো কালো বর্ণবিশিষ্ট। 'তোমার কাজল-কালো স্নিগ্ধ-সজল রূপ।' *নজরুল,* ১৯২২; 'কাজল-কালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৮।

কাজলগাথা [কাজল+গাথা] *বি* কাজরি গান। 'কাজলগাথা আঁধার রাতে/ গাইব তোর আগে।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৬।

কাজলছায় [কাজল+স ছায়া] *বি* ঘন ছায়া। 'ও-গাঁর পাখি এ-গাঁয় আসে বনের কাজল ছায়।' *জসীম,* ১৯২৯।

কাজলজল [কাজল+স জল] *বি* কালো জল। 'মাঝখানেতে জলীর বিলে জ্বলে কাজলজল।' *জসীম,* ১৯২৯।

কাজল পরা [কাজল+পরা] *বিণ* কাজল অঙ্কিত। 'বনহরিণীর চোখে তারই কাজল পরা।' *নজরুল,* ১৯২৯।

কাজলপারা [কাজল+স প্রায়>] *বিণ* কাজলের মতো। 'সেই কাজলপারা রং নেই আর।' *জীবন,* ১৯৩৩।

কাজল-মাখা [কাজল+মাখা] *বিণ* কাজলের লেপনযুক্ত। 'কালো চোখের কাজল-মাখা পল্লব।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৫।

কাজল মেঘা [কাজল+স মেঘ>] *বি* কালো মেঘ। 'কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া।' *জসীম,* ১৯২৯।

কাজললতা [কাজল+স লতা] *বি* কাজল তৈরি করার ও রাখার পাত্রবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাজললেখা [কাজল+স লেখা] *বি* কাজলের দাগ। 'যায় নয়নজলে মুছে কাজললেখা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

কাজল-হরফ [কাজল+আ হরফ] *বি* কাজলের অক্ষর। 'সুর্মা-রেখার কাজল-হরফ নয়নাতে আর লেখব না।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কাজলায়িত [স কজ্জল>] *বিণ* কাজল-দেওয়া। 'তাহার কাজলায়িত চক্ষু বিস্ফারিত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কাজলা [স কজ্জল>] **১** *বি* আখের প্রকার-বিশেষ। 'কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমতুল।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* কালচে। 'কাজলা সবুজ কাজল পরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

কাজলে আক [স কজ্জল>+স ইক্ষু>] *বি* আখের প্রকার-বিশেষ। 'গুরুপুত্র মহাশয়ের মুখখানি বাজীকরের ঝুলি – ফুঁ উড়ে যা কাজলে আক হ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

কাজলী [স কজ্জল>] *বি* নদীবিশেষ। 'কাজলী নদীর ধারে-ধারে বরফ-কণার মতো সাদা ঘাসফুল।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

কাজা [আ] *বিণ* ইসলামি নিয়মমতে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পর যে নামাজ পড়া হয়। 'জীবনে নামাজ (উপাসনা) কাজা করিয়াছেন কি-না সন্দেহ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কাজালা [স কজ্জলাভ] *বি* কাজলা; টিয়াজাতীয় পাখি। 'টিয়া তোতা ফরিয়াদী, কাজালা চন্দনা আদি ...।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কাজি, কাজী[১] [আ] *বি* (মধ্যযুগ) মুসলিম বিচারক। 'কাজি বলে ধর ধর আজি করোঁ কার্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আইসে চড়িআ তাজি সৈয়দ মোল্লনা কাজী খইরত দেয় বীর বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাজি উল কোজ্জাত [আ] *বি* প্রধান কাজি। 'কাজি উল কোজ্জাত অর্থাৎ প্রধান কাজি।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কাজিগিরি [আ কাজি+ফা গিরি] *বি* কাজির চাকরি। 'কাজিগিরি আপনেরা দিয়া থাকেন, এবং আমরাও নিয়া থাকি।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

কাজী[২] *দ্র* কাজ

কাজিন [ই] *বিণ* চাচাতো। 'আমার এক কাজিন শালীর একমাত্র ছেলে।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

কাজিয়া, কাজিয়ে [আ] **১** *বি* বিবাদ। *এডমন*, ১৭৯০; 'বিস্তর২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* ঝগড়া। 'দিনরাত বেঁধে যায় কাজিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কাজিয়া-কোঁদল [আ কাজিয়া+স কন্দল] *বি* দ্বন্দ্ব-কলহ। 'একটা কাজিয়া-কোঁদল পাকানো যাক।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কাজুবাদাম [প কেজু+স বাতাম্র] *বি* বাদামবিশেষ। 'স্যান্ডউইচ, কাজুবাদাম, পটাটোচিপস ইত্যাদি এইসব জ্বালাতনের পালাও আছে নাকি।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কাজুয়া *দ্র* কাজ

কাজ্য [স কার্য] *বি* কাজ। 'তোমার কাজ্য কথক তফাত পড়িবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

কাঞা [স কায়া] *ক্রি* চেহারা। 'দুই স্তন কাটিলুম শূন্য হইল কাঞা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কাঞ্চিক [স কায়িক] *বি* পদক্ষেপ। 'এক কাঞ্চিক পঞ্চশত বরিষের পন্থ।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কাঞ্চ [স কাঞ্চন] *বিণ* কাঁচা। 'কাঞ্চ হলদি যেন তোহ্মার বরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাঞ্চন [স] **১** *বি* কনকচাঁপা। 'কাঞ্চন বঙ্কুলী মন্দারে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।। **২** *বি* সোনা; স্বর্ণ। 'রজত কাঞ্চন জত ঘরের নিলয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

কাঞ্চন-আসন [স] *বি* স্বর্ণনির্মিত আসন। 'কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্মা দেব, দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব গড়ন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কাঞ্চন-কলসী [স] *বি* সোনার কলস। 'বনমাঝে দেখলাম কাঞ্চন কলসী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কাঞ্চন-কিরীট [স] *বি* সোনার মুকুট। 'মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে, কাঞ্চন-কিরীট শিরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কাঞ্চনকুলীন [স] *বিণ* বিত্তবান। 'তারা কাঞ্চনকুলীন তো বটেই, রীতিরুচিতেও অভিজাত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কাঞ্চনকৌলীন্য [স] *বি* অর্থের অহঙ্কার। 'ব্যক্তি-স্বাধীনতাও অচিরে কলুষিত হলো কাঞ্চনকৌলীন্যে ও স্বেচ্ছাচারে।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

কাঞ্চন-গোধিকা [স] *বি* সোনালি রঙের গুইসাপ। 'কাঞ্চন-গোধিকা পুন দেখে মহাবীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঞ্চনজঙ্ঘা [স] *বি* পর্বতের নাম। 'গিরি কাঞ্চন জঙ্ঘা ঘিরিল আঁধার যবে দিন-দুপুর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কাঞ্চনটগর [স কাঞ্চন>+স তগর] *বি* পুষ্পবিশেষ। 'সুশীলাকে কাঞ্চনটগর দেখাব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কাঞ্চন-তোরণ [স] *বি* স্বর্ণখচিত ফটক। 'অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব কাঞ্চন-তোরণ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কাঞ্চনপ্রভ [স] *বিণ* সোনার মতো দীপ্তিময়। 'পৃথিবী কাঞ্চনপ্রভ রৌদ্রের অনলে শুদ্ধ হয়।' *নীরেন*, ১৯৫৯।

কাঞ্চন বরণী [স কাঞ্চন-বর্ণ] *বিণ* কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল রঙের। 'কাঞ্চন বরণী কে বটে সে ধনী।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০।

কাঞ্চনবর্ণা [স] *বিণ* সোনালি। 'নেমে এনু ধরণীতে ... ক্ষণিকের ফুল নিতে কাঞ্চনবর্ণা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

কাঞ্চন-বিভাস [স] *বি* সোনালি আলো। 'নীলাম্বরতলে শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কাঞ্চনময় [স] *বিণ* সোনার তৈরি। 'রত্ন জড়িত কাঞ্চনময় এক সিংহাসন আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কাঞ্চনময়ী [স] *বিণ* স্ত্রী সোনার। 'এক পুরুষপ্রমাণ কাঞ্চনময়ী প্রতিমা নির্মিত করাইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কাঞ্চনমালা [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'কাঞ্চনমালা যে কবে ঝ'রে গেছে – বনে আজও কলমীর ফুল।' *জীবন*, ১৯৩২।

কাঞ্চনমুকুট [স] *বি* স্বর্ণের তৈরি শিরোভূষণ। 'কাঞ্চনমুকুট শিরে – দিনমণি তাহে মণিরূপে শোভে ভানু।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কাঞ্চনমুখ [স] *বি* সোনার মতো মুখ। 'বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালি হয়ে গিয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কাঞ্চনশরীর [স] *বি* সোনার মতো দেহ। 'কাঞ্চনশরীরে বৎস, সহিবে কেমনে?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কাঞ্চন-সদৃশ্য [স কাঞ্চনসদৃশ] *বিণ* সোনার মতো। 'কাঞ্চন-সদৃশ্য

দেহ অরুণ বসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কাঞ্চুলী [স কঞ্চুলী] *বি* কাঁচুলি। 'বিচিত্র কাঞ্চুলী শোভে।' বড়ু, ১৪৫০।

কাঞ্চা [প্রা কংচা] **১** *বিণ* অসম্পূর্ণ। 'কাঞ্চা ঘুমে তোর কে দিল ভাঙ্গনি।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **২** *বিণ* অপরিণত। 'কাঞ্চা বাঁশে আগুন দিয়ে বাড়ালি ধুঁয়ালীরে।' *জসীম*, ১৯২৭। **৩** *বিণ* অল্প। 'কাঞ্চা বয়সে কে দিল্লরে তোরে ...।' *জসীম*, ১৯৩১।

কাঞ্চি, কাঞ্চী [স] **১** *বি* বন্ধনীবিশেষ। 'কাঞ্চনের কাঞ্চী দিয়ে যতনেতে পুষেছে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বি* কটিভূষণবিশেষ। 'নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাঞ্জিভরম, কাঞ্জিভেরাম *বি* দক্ষিণ ভারতীয় নকশাদার শাড়িবিশেষ। 'হাত-পা কেমন করে, পুড়ে যায় কাঞ্জিভরমও।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩; 'কাঞ্জিভেরাম কোঁচে লোটে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

কাঞ্চুলি, কাঞ্চুলী [স কঞ্চুলী] *বি* নারীদের বক্ষাবরণী। 'কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সগর্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চুলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাঞ্জী [স] *বি* পচানো চাল বা খুদ দিয়ে রান্না করা টক খাদ্য। 'ছয় মাসে কাঞ্জী করঞ্জায় জায় মন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাট[১] [স কর্তন] *বি* কাটা। 'টুটাহ রাজার বল রণে জাউক কাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাট-কাট *বিণ* সরাসরি; স্পষ্ট। 'কথাবার্তাও কাট-কাট, হাড়-কাঁপানো।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কাটকুটহীন [স কর্তন>] *বিণ* সংশোধন জন্যে কাটাকাটি করা হয়নি এমন। 'বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকুটহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কাটছাঁট [স কর্তন>] **১** *বি* ছাঁটাই; সংক্ষেপ। 'নিজের পৈতৃক নাম কাটছাঁট করিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* পোশাক ইত্যাদি কাটার নিয়ম-কানুন। 'মহিলাদের সূচিশিল্প ও কাটছাঁট শিক্ষা দেওয়া হয়।' *বেগম*, ১৯৭০।

কাটসর [স কর্তন>+স শর>] *বি* ধারালো শর। 'আটিসর কাটসর কাটিল নাটা ভাদালী ভাষনা চোরপালীটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাট[২] [স কাষ্ঠ] *বি* কাঠ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কাটখোট্টা [স কাষ্ঠখট্ট] *বিণ* নীরস। 'গোয়াদেরই মতো কাটখোট্টা হয়ে গেছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কাট বেং [স কাষ্ঠ-ব্যঙ্গ] *বি* ব্যাঙবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাটমোল্লা [স কাষ্ঠ>+আ মুল্লা] *বি* রক্ষণশীল ধর্মশাস্ত্রবিদ। 'কাটমোল্লাগণের স্বরচিত বচন মাত্র।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

কাট-সিম [স কাষ্ঠ-শিম্ব] *বি* বুনো শিমলতা। 'কাট-সিমের বেগুনে পুরিয়া দিল সরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাটআপ [ই] *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'ট্রাঙ্ক-কলের কনেকশনটা কাটআপ হয়ে গেল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

কাটতি [স কর্তন] **১** *বি* অতিরিক্ত চাহিদার জন্য বেশি পরিমাণে বিক্রি। 'বাজারে বইয়ের ভালোরকম কাটতি হয়।' *প্রমথ*, ১৯১২। **২** *বি* চাহিদা। 'এ জিনিসের কাটতি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৩** *বিণ* চালু। 'কাটতি মাল, ঘাটতি ওজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কাটন [স কর্তন>] **১** *ক্রি* কাটা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* ছিন্নকরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাটনা [স কৃৎ>] *বি* চরকায় সুতা কাটা; তুলা থেকে সুতা তৈরি করা। 'যার বে তার মনে নাই, কাটনা কামাই পাড়া পড়সীর।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কাটনা কাটা *বি* তুলা থেকে সুতা তৈরি করা। 'দুই প্রহর পর্য্যন্ত কাটনা কাটিতাম।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

কাটনাকাটা কড়ি *বি* অতি কষ্টের উপার্জন। 'কাটনাকাটা কড়ি যত করিনু বাহির।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কাটনা কামাই *বি* কাজকর্ম বন্ধ। 'যার বে তার মনে নাই, কাটনা কামাই পাড়াপড়শীর।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কাটনি[১]**, কাটনী** [স কর্তন>] *বি* কাটার কাজ। 'এ প্রযুক্ত কালি পর্য্যন্ত কাটনী স্থগিত রাখিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কাটনি[২] [স কৃৎ>] *বি* চরকায় সুতা কাটে যে। 'শান্তিপুর কোন দুঃখিনী কাটনির দরখাস্ত ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

কাটনি[৩] [স কান্না>] *বি* কান্না শব্দের অনুকার। 'ওই সাথে চাই ঝালের চাটনি/ নিন্দে বাপ্দা কান্না কাটনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কাটরা [স কাষ্ঠ>] *বি* কাঠগড়া। 'রেল দেওয়া কাটরার ভিতর ... এজলাস করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

কাটলেট [ই] *বি* ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভাজা মাছ বা মাংসের পুরু টুকরা বা বড়া। 'বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল কাটলেট কি মটন চপ খাইয়ে দি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কাটা [স কর্তন>] **১** *বিণ* খণ্ডিত; ছিন্ন। 'চিত্রের ঘুচায়া ধন্দ উকটএ কাটা কন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* বলি দেওয়া। 'কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* আঘাত। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বিণ* খনন করা হয়েছে এমন। 'সে কাটা খাল নয়, তাকে বাঁধা পথে রাখা চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৫** *বিণ* অঙ্কিত। 'খয়েরি রঙের-ফুল-কাটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কাটাই-ছাঁটাই *বি* বাদসাদ। 'পরে তার কাটাই-ছাঁটাই করে সাহিত্যসমাজে প্রচলন করতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

কাটাকাটা [স কর্তন>] **১** *বিণ* স্পষ্ট; সংক্ষিপ্ত; সোজাসোজা। 'কাটাকাটা জবাব না দিলেই ভাল।' *জীবন*, ১৯৩১। **২** *বিণ* পৃথক পৃথক। 'চৌকো করে কাটা কাটা ভাপা দই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কাটাকাটি, কাটাকাটী [স কর্তন>] **১** *বি* খুনাখুনি; হানাহানি। 'দুই দলে কাটাকাটী শুনি ঠনঠন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'চেনা পরিচয় নাহি করে কাটাকাটি।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'পরস্পর কাটাকাটি করিয়া উভয়ের হাতে উভয় মারা পড়িয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০। **২** *বি* তর্কাতর্কি। 'শুনো না করিছে কারা কথা-কাটাকাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *বি* পরস্পর খণ্ডন। 'গজ ঘোড়া কাটাকাটি হয়ে যাবে।' *নজরুল*, ১৯৩১। **৪** *বি* দ্বন্দ্ব। 'এটা শ্রেণী কাটাকাটির যুগ কি না।' *জীবন*, ১৯৩২।

কাটাকাপ *বি* আলকাপ গানের সঙ; গালিবিশেষ। 'আবার কেউ বলে, উ একটো কাটাকাপ।' *হাসান*, ১৯৬২।

কাটাকাপড় *বি* ঝুট কাপড়; টুকরো কাপড়। 'ঐ যে মোড়ে এক ডেঁপো ছোকরা কাটাকাপড়ের দোকান করেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কাটাকুটি [স কর্তন>] **১** *বি* ভুল সংশোধন। 'কাটাকুটি যে ছিল না, এমত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* খুনাখুনি। 'সাঁওতাল উপপ্লবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমত সমাধা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কাটা ঘায়ে নুন – আঘাতের উপর আরও আঘাত। 'তাহার পর কাটা ঘায়ে নুন প্রয়োগ করিলাম।' *জগদীশ*, ১৯২০।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা – আঘাতের উপর আরও আঘাত। 'আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস নে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কাটাঘায়ে লুণ – যন্ত্রণার উপর আরও যন্ত্রণা দেওয়া। 'সে সময় হবে গুণ কাটাঘায়ে লুণ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কাটা চুলা *বি* মাটি কেটে তৈরি করা চুলা। 'কাটা চুলায় ব্যাপারির বড় বড় ডেকচিতে রান্না হতে থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কাটাছাঁটা [স কর্তন>+ছাঁটা] *বিণ* আঁটোসাঁটো; বাহুল্যবর্জিত। 'ইংরেজের বেশভূষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কাটাছেঁড়া [স কর্তন>+ছেঁড়া] *বিণ* টুকরা টুকরা। 'কাটাছেঁড়া তত্ত্ব চাইনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কাটাস্কন্ধ [কাটা+স স্কন্ধ] *বি* মাথাবিহীন দেহ। 'কাটাস্কন্ধ লইয়া অন্য২ লোক দিয়া কবরে দেওয়াইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

কাটা[২], কাটানো [স কর্তন>] **১** *ক্রি* কর্তন করা; কেটে ফেলা। 'নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞি মাঝজলে থুইল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হত্যা করা। 'কংশ জাণায়িআঁ তোক কাটায়িব আহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* ছিন্ন করা। 'মায়া জাল কাটিল বর্জিল ক্রোধ কাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *ক্রি* অতিবাহিত করা। 'এতদিনে সুখেতে কাটিনু কতকাল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৫** *ক্রি* বাতিল করা। 'তবে ফিমাহা ৫ পাছ রোজা কাটা জাইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **৬** *ক্রি* ফসল সংগ্রহ করা। 'ক্ষেত কাটিবার কোন কথা হইলে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৭** *ক্রি* অগ্রাহ্য করা। 'পিতা, মায়ের কথা কখন কাটেন না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। **৮** *ক্রি* শব্দের মাঝ বরাবর দাগ দিয়ে কোনো লেখা বাতিল করা। 'একবার মুছিত একবার কাটিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৯** *ক্রি* সময় পার করা। '২৬শে পর্যন্ত যে করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **১০** *ক্রি* আঁক দেওয়া; দাগ দেওয়া। 'কলম হস্তে তাহার অনুরূপ আর-একটা রেখা কাটিয়া যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **১১** *ক্রি* কমিয়ে দেওয়া; বাদ দেওয়া। 'ঘুমের সময় হইতে একঘণ্টা কাটিয়া পড়ার সময়ে যুক্ত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **১২** *ক্রি* দূর হওয়া। 'সমস্ত সংশয় ক্ষণকালের কুয়াশার মতো এক মুহূর্তেই কাটিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **১৩** *ক্রি* এড়ানো। 'জরুরি নিমন্ত্রণ, কিছুতেই কাটাইবার জো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **১৪** *ক্রি* অতিক্রম করা। 'নিয়ে তারে চলবি পারে কতই বাধা কাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **১৫** *ক্রি* বিক্রি হওয়া। 'নইলে তা বাজারে কাটবে না।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **১৬** *বি* অতিবাহিত হওয়া। 'কাটল জীবন নীরব চোখের জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **১৭** *ক্রি* খনন করা। 'ইঁটখোলাটাকেই একটা পুকুর কাটিয়ে দিই।' *শরৎ*, ১৯১৭। **১৮** *ক্রি* দংশন করা। 'ছোটে না কি হাঁটে না/ কাউকে যে কাটে না।' *সুকুমার*, ১৯১৮। **১৯** *ক্রি* সম্পন্ন করা। 'ছিটোতে ছিটোতে সাঁতার কাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২০** *ক্রি* তৈরি করা। 'এল ... লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২১** *ক্রি* কেনা। 'টিকিট কাটার কাউন্টারের লোকটির সঙ্গে কথা।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। **কাটাইহ** *ক্রি* কেটে নিয়ো। 'ভাঙ্গাইয়া কাটাইহ গুজরাট বন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কাটান** *ক্রি* কেটে নেওয়া। 'তাস খেলার কাটানও সংসারের অনুলিপি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **কাটানু** *ক্রি* কাটিয়েছি। 'আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **কাটায়িব** *ক্রি* কাটাবো। 'কংশ জাণায়িআঁ তোক কাটায়িব আহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাটি** *ক্রি* কেটে ফেলি। 'হুজ্জতে ফেলায় মাথা কাটি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **কাটিতে কাটিতে** *ক্রিবিণ* কাটা চলছে এমন অবস্থায়। 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **কাটিনু** **১** *ক্রি* কেটে ফেললাম। 'আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *ক্রি* অতিবাহিত করলাম।'এতদিনে সুখেতে কাটিনু কতকাল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **কাটিআঁ** *ক্রি* কেটে। 'নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞি মাঝজলে থুইল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাটি পাড়া** *ক্রি* হত্যা করা। 'আঁখির নিমিসে তোর কাটি পাড়োঁ মাথা।' *মালাধর*, ১৫০০। **কাটিবেন্ত** *ক্রি* কর্তন করবে; হত্যা করবে। 'রসুলক কাটিবেন্ত কাফির সকলে।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কাটিয়ে দেওয়া** *ক্রি* এড়িয়ে যাওয়া। 'সে আমাকে তাদের বাড়িতে টেনিস খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে, আমি নানা ছুতো করে কাটিয়ে দিই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **কাটিল** **১** *ক্রি* কাটলো। 'কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ছিন্ন করলো। 'মায়া জাল কাটিল বর্জিল ক্রোধ কাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **কাটিলেঁ** *ক্রি* কাটতে। 'হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাটিলেক** *ক্রি* কাটালো। 'দিন দশ শুকে তথা কাটিলেক কাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **কাটী** *ক্রি* কেটে। 'দক্ষের কাটী শির আনিল মহাবীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কাটীয়া** *ক্রি* কেটে। 'সেই শর কাটীয়া তলিয়া লৈল হাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কাটে** *ক্রি* কেটে ফেলে। 'লঘু নটক পাইলে কাটে তার মাথা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাট্যা** *ক্রি* কর্তন ক'রে। 'পুত্র কাট্যা দিল বলিদান।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **কেট্যা** *ক্রি* কেটে। 'এক চোটে মাহুত সহিত কেট্যা ফেলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কেটে আসা *ক্রি* তৈরি হওয়া। 'অভ্যাসে কিয়ৎপরিমাণে জীবনের সুগম রাস্তা কেটে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কেটে কেটে বলা *ক্রি* নিষ্ঠুর কথা স্পষ্ট ক'রে বলা। 'কথাগুলো তো বেশ কেটে কেটে বলচো?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কেটে পড়া *ক্রি* কোনো জায়গা থেকে অলক্ষ্যে সরে পড়া। 'কোন এক সময় কেটে পড়লেন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কেটে বসা *ক্রি* গভীর ছাপ ফেলা। 'ব্যাপারটা আজও আমার বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া আছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কেটে যাওয়া **১** *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'এমন আরো কয়েক মাস কাটিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *ক্রি* দূর হওয়া; পরিষ্কার হওয়া। 'আজ মেঘ কেটে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কাটান [স কর্তন>] *বি* খণ্ডন। 'সুপ্রসন্ন তর্কের এ প্যাঁচের কাটান হাতের গোড়ায় খুঁজে না পেয়ে বললেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

কাটান-প্যাঁচ *বি* বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার কৌশল। 'আমাদেরও কাটান-প্যাচ, মারণ-মন্ত্র শিখতে হবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কাটানি [স কর্তন>] *বি* কাটার জন্য খরচ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাটা[৩] [স কন্টক] *বি* কাটা চামচ। 'কাটা ১ এক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

কাটা খোঁচা [স কন্টক>+খোঁচা] *বি* কাঁটার খোঁচা। 'কাটা খোঁচা ভুকে পায় উর্ধ্বশ্বাসে সাধু ধায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাটা[৪] [স কাষ্ঠিকা] **১** *বি* কাঠা; এক বিঘার বিশ ভাগের এক ভাগ। 'সাত কাটা সওয়া কোঠাঘর।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'দশ কাটা ভূমি ক্রয় করা যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **২** *বি* শস্যের পরিমাণ নির্দেশের একক। 'রাত পোয়ালি যে দু কাটা চালের খরচ, না খাতি পেয়ে মরব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কাটার [স কট্টার] *বি* কাটারি। 'কাট্যারত ভর করী তেজিবোঁ পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাটারা [স কাষ্ঠ>] *বি* আদালতের কাঠগড়া। 'সাক্ষীর কাটারায় পূরিয়া দিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কাটারি, কাটারী [স কর্তরিকা] **১** *বি* লম্বা দা-বিশেষ। 'কাটারিতে যেন কাটে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* ছোরা জাতীয় অস্ত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫;

'খঞ্জর, কাটারী, ছোরা, যে যাহা পাইয়াছে, লইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কাটারিভোগ *বি* উৎকৃষ্ট জাতের চালবিশেষ। 'কাটারিভোগ চালের ভাত খাওয়ালেন।' *বিমল*, ১৯৫৩।

কাটি[1] [স কিট্ট] *বি* তেল প্রভৃতির তলানি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাটি[2], **কাটী** [স কাষ্ঠিকা] ১ *বি* ঘুঁটনি। 'পুনঃ পুনঃ কাটি দিয়া নাড়ে চাড়ে ঢাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ কাঠি। 'বুদ্ধির প্রদীপে ইনি উস্কিবার কাটী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কাটিং, কাটিঙ [ই] ১ *বি* সংবাদপত্রের কাটা অংশ। 'সংবাদপত্রের পাতা কাটিয়া (কাটিং) রাখিয়াছ।' *রোকেয়া*, ১৯২৪। ২ *বি* ডাল বা লতার কর্তিত অংশ যা রোপণ করলে পুনরায় চারা গজায়। 'লতার কাটিং আনিয়া ... রোপণ করিলাম।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কাটিল [স কর্তন>] *বিণ* কাটা। 'কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাটুনি[1] [স কর্তন>] ১ *বি* যা দিয়ে কাটা যায়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* ফসল কাটে যে। 'কাটুনি জনেরা ক্ষেতে কাজ করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কাটুনি[2], **কাটুনী** [স কৃৎ>] *বি* যে নারী চরকায় সুতা কাটে। 'কাটুনীরা এক টাকা আট আনা করিয়া ভরি বিক্রয় করিত।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'কাটুনি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাটুয়া [স কোষ্ঠ] *বি* পাত্রবিশেষ। 'গঙ্গা মায়ের এমনি নীলে/ এলো চাম-কাটুয়ায়।' *লালন*, ১৮৯০।

কাটুর কুটুর [ধ্বন্যা] *অব্য* প্রাণীদের দাঁত দিয়ে কোনোকিছু কাটার শব্দ। 'তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর।' *ভারত*, ১৭৬০।

কাটুরে [স কাষ্ঠ>] *বি* কাঠুরে; কাঠ কাটা পেশা যার। 'তোমার হাতে মেঘনাদ, কাটুরের হাতে মানিক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

কাটোয়া *বি* বক্ষ বন্ধন করে এমন পোশাকবিশেষ। 'পোষাক বিবিধ প্রকার প্রস্তুত করে, যথা পাজামা ... কাটোয়া জালি এবং আন্নিদার জোড়া।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কাঠ [স কাষ্ঠ] ১ *বি* কাষ্ঠ। 'কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* নিস্তব্ধ; স্পন্দনহীন। 'নিজে হই কাঠ চক্ষু তুলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* শক্ত। 'পাকা পুঁইডাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৪ *বি* গাছের শুকনা কাণ্ড। 'আনে আমার রান্নার কাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৫ *বিণ* কাঠের মতো নীরস। 'খরার সময় সব সেঁতানি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত।' *তারা*, ১৯৪০। ৬ *বিণ* পুরোদুস্তর। 'বাইরের লোকের সামনে চোস্ত ক্যালকেশিয়ান, বাড়িতে কাঠ বাঙাল।' *সুনীল*, ১৯৭০।

কাঠকয়লা [কাঠ+কয়লা] *বি* কাঠপোড়ানো কয়লা। 'কাঠকয়লা চার সের পয়সায় বিক্রি হয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কাঠকাঠামো [কাঠ+স কাষ্ঠকর্ম] *বি* অবয়ব। 'মনে অনেক রকম ভাল সুশৃঙ্খল কাঠকাঠামোর কথা জেগে ওঠে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কাঠকুট [কাঠ+স কুট] *বি* কাঠ, ডালপালা ইত্যাদি। 'শুকনো কাঠকুট সংগ্রহ করে ... কোনোরকম করে আহার চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কাঠকুটো [কাঠ+স কুট>] *বি* কাঠ ও শুকনা তৃণ। 'কাঠকুটো ঘেঁটেঘুঁটে জানি আমি পষ্ট।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

কাঠকুঠ *বি* কাঠ, ডালপালা ইত্যাদি। 'টিনের উপরে পুরানা কাঠকুঠ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

কাঠকুড়ুনি, কাঠকুড়ানি, কাঠকুড়ানী, কাঠকুড়োনী [কাঠ+কুড়ানি] *বি* যে কাঠ কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। 'চেয়ে দেখ, ঐ মাতৃভাষা দীনা, হীনা, ক্ষীণা, মলিনা, পিঁচুটিনয়না, কাঠকুড়ানীর মত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'সেখান দিয়ে কাঠকুড়ুনি যায় না নিয়ে কাঠ?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

কাঠকোঠর [কাঠ+স কোষ্ঠ] *বি* কাঠঠোকরা পাখি। 'কাঠকোঠর পেচা টীয়া কাদকোঁচ মহরিয়া সালিক ডাহুক তামচূড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঠখড় [কাঠ+স খড়] *বি* প্রয়োজনীয় উপকরণ; মালমশলা। 'ততদিন তাকে অন্তরালে রেখে কাঠখড় যোগাতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কাঠখড় পোড়ানো *ক্রি* অভীষ্ট লাভের জন্য অতিশয় চেষ্টা। 'কী কাঠখড় এর পেছনে পোড়াতে হয়।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

কাঠখোট্টা [কাঠ+খোট্টা] ১ *বিণ* গোঁয়ায়ের মতো। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কাঠখোট্টা চেহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* নির্দয়। 'ওরা আমাকে কাঠখোট্টা ... প্রভৃতি দুষ্পাচ্য গালাগালি দেয়।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* রসকষহীন। 'যেন উড়কাটের ব্যাপার – সাদামাটা কাঠখোট্টা বটে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কাঠখোলা [কাঠ+খোলা] *বি* বালি না দিয়ে যে খোলায় ভাজা হয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঠগড়া [কাঠ+গড়া] ১ *বি* কাঠের তৈরি বেড়া। 'চারিদিকে কাঠগড়া মধ্যে হাতী মাঝে।' *ঘনরাম*, ১৭১১। ২ *বি* বিচারের মঞ্চ। 'নালিশ করিয়া বাবুকে কাঠগড়ায় তলব করাইলেক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কাঠগুদাম [কাঠ+প গুদাম] *বি* কাঠ রাখার গুদাম। 'তাঁর পল্লবনকে করেছি কাঠ-গুদাম।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কাঠগোলা [কাঠ+আ ঘালা>] *বি* কাঠের আড়ত। 'বাড়ির পাশে কাঠগোলায় পুতুলনাচ হবে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কাঠগোলাপ [কাঠ+ফা গুলাব] *বি* গন্ধহীন গোলাপবিশেষ। 'আবাদ করিতে জানিলে কাঠগোলাপ বসরাই গোলাপে পরিণত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

কাঠচাঁপা [কাঠ+চাঁপা] *বি* এক ধরনের ফুলের গাছ। 'প্রাচীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে ৪/৫টা কাঠচাঁপা গাছ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

কাঠচেরা [কাঠ+চেরা] *বি* কাঠ চিরে তক্তা তৈরি করা। 'মহাশয় করাতি পাওয়া যায় না কাঠচেরা মস্কিল হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

কাঠচোটা [কাঠ+চোট>] ১ *বিণ* কর্কশ। 'বজ্রনির্ঘোষের মতো এই কাঠচোটা স্বরেই যেন করুণা ...।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* শুষ্ক। 'কাঠচোটা হাসি!' *নজরুল*, ১৯২৭।

কাঠঠোকরা [কাঠ+ঠোকরা] *বি* কাঠে ঠোকর মেরে কাঠের পোকা খায় এমন পাখিবিশেষ। 'কাঠঠোকরা একঘেয়ে ঠক ঠক শব্দ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কাঠদা [কাঠ+স দাত্র>] *বি* কাটারি। 'কাঠদা কুঠারি বাসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঠদাপ [কাঠ+স দর্প>] *বি* বৃথা আস্ফালন; শুষ্ক দর্প। 'কাহাক দেখাহ এ কাঠদাপে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাঠপারা [কাঠ+স প্রায়>] *বিণ* কাঠের মতো অসাড়। 'চরণ যদি ... ঠ্যাং-এর মতোই শক্ত কাঠপারা হয়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কাঠ-পিঁপড়ে [কাঠ+স পিপীলিকা>] *বি* কালো রঙের বড়ো পিঁপড়া-বিশেষ, যা কাঠে থাকে। 'কাঠ মল্লিকা ফুলের পাতায়/ কাঠ-পিঁপড়েতে বেঁধেছে বাসা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

কাঠ-ফাটা [কাঠ+ফাটা] *বিণ* কাঠ ফেটে যায় এমন। 'কাঠফাটা রোদ মাটি উঠেছে তেতে, পা ফেলা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'কাঠফাটা রোদ মাঠ-বাটা বাট আগুন হয়ে ধায়।' *জসীম*, ১৯২৯।

কাঠফাড়া [কাঠ+ফাড়া] *বি* (বাউল) আস্ফালন। 'কাজ দেখি পাগলের মতন কথায় যেমন কাঠফাড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

কাঠবিছা [কাঠ+স বৃশ্চিক>] *বি* এক রকমের বিষাক্ত বিছা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাঠবিড়াল [কাঠ+স বিড়াল] *বি* বিড়ালের মতো প্রাণীবিশেষ, যা গাছপালায় চরে বেড়ায়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাঠবিড়ালি [কাঠ+স বিড়াল>] *বি স্ত্রী* বিড়ালের মতো প্রাণীবিশেষ, যা গাছপালায় চরে বেড়ায়। 'কাঠবিড়ালি একবার ল্যাজের উপর ভর দিয়ে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কাঠবিষ [কাঠ+স বিষ] *বি* এক রকমের তীব্র বিষ যা গাছের শিকড় থেকে উৎপন্ন হয়; আর্সেনিক; সেঁকো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাঠবেড়াল [কাঠ+স বিড়াল>] *বি* বিড়ালের মতো প্রাণীবিশেষ, যা গাছপালায় চরে বেড়ায়। 'গাছ থেকে কাঠবেড়াল নেমে এল।' *অবন*, ১৮৯৬।

কাঠবেড়ালি, কাঠবেড়ালী [কাঠ+স বিড়াল>] *বি স্ত্রী* বিড়ালের মতো প্রাণীবিশেষ, যা গাছপালায় চরে বেড়ায়। 'কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?' *নজরুল*, ১৯২৬; 'কাঠবেড়ালীর অতি লোভনীয় আহার্য।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কাঠমল্লিকা [কাঠ+স মল্লিকা] *বি* বনমল্লিকা ফুল। 'তাতে বাঙালি মেয়ে, জাতিতে কাঠমল্লিকা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কাঠমূরতি [স কাষ্ঠমূর্তি] *বি* কাঠের মতো প্রাণহীন মূর্তি। 'কাঠমূরতি ঐছন আছে কবি বিদ্যাপতি ভনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কাঠমোল্লা [কাঠ+আ মুল্লা] *বি* রক্ষণশীল মুসলমান ধর্মশাস্ত্রবিদ। 'কাঠমোল্লার মউলবির যুজদানে ইসলাম কয়েদ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কাঠরা [স কাষ্ঠ>] **১** *বি* কাঠের কাজ। 'তাঁহার এক ভগিনীপতি কাঠরার কর্ম করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বি* কাঠের বেড়া; রেলিং। 'জাহাজের কাঠরার পরে ঝুঁকে পড়ে শরীরমনের একান্ত উদ্বেগ কিঞ্চিৎ লাঘব করা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কাঠরিআ [স কাষ্ঠ>] *বি* কুঠার দিয়ে কাঠ কাটা যার পেশা। 'কাঠরিআ বেটা ছিল কলিঙ্গ-নৃপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঠলাড়িকা [কাঠ+স মল্লিকা>] *বি* কাঠমল্লিকা। 'কাঠ লাড়িকা সাজে কড়য়ি আড়য়ি রাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাঠ হওয়া **১** *ক্রি* ভয়ে নিশ্চল হওয়া। 'একেবারে কাঠ হইয়া গেল।' *শরৎ*, ১৯১৩। **২** *ক্রি* অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হওয়া। 'বুকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৬।

কাঠের কুঞ্জবন *বি* কৃত্রিম বন। 'ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কাঠের পুতুল *বি* ব্যক্তিত্বহীন মানুষ। 'সব ডিরেক্টার তো কাঠের পুতুল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কাঠের মালা *বি* কাঠের গুটির মালা। 'কাঠের মালা নেড়ে চেড়ে মিছে নাম জপা।' *লালন*, ১৮৯০।

কাঠা [স কাষ্ঠিকা] *বি* ভূমির ক্ষেত্রফল পরিমাপের এককবিশেষ; ৭২০ বর্গফুট। 'মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঠাকালি [কাঠা+স কালি] *বি* কাঠা অনুসারে জমির মাপ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঠাকিআ [কাঠা+স ক্রিয়া] *বি* কাঠাকিয়া; এক থেকে একশো পর্যন্ত গণনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঠামো [স কাষ্ঠকর্ম>] **১** *বি* শিল্পকর্ম। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* দেহ। 'অনেক যায়গায় প্রিতিমের কাঠামোয় ঘা পড়লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বি* গড়ন। 'রাগরাগিণীর ছাঁদ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বি* বাক্যের গঠন। 'ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কাঠামোর বিচার করে ভাষার জাত নির্ণয় করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৫** *বি* অবয়ব। 'কাঠামোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **৬** *বি* ছাঁচ। 'একই রীতি-নীতির কাঠামোয় একই আদর্শে অনুপ্রাণিত।' *বেগম*, ১৯৪৮। **৭** *বি* পদ্ধতি। 'চিন্তার কাঠামোকে জোরপূর্বক ধর্মের উপর স্থাপন করতে চায়।' *উমর*, ১৯৬৮।

কাঠাল [স কণ্টকফল] *বি* কাঁঠাল। 'আম কাঠাল কাটিল নারেঙ্গ কালা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কাঠি, কাঠী [স কাষ্ঠিকা] **১** *বি* বাঁশ, বেত, কাঠ প্রভৃতির চিকন শলাকাবিশেষ। 'কাঠী সম বাহুযুগলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'করে ধরে কাঁড় তিন কাঠি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অত্যন্ত কৃশ। 'এত গিলাইতেছি, কিন্তু ছেলেটা দিন দিন কেবল কাঠি হইয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কাঠি-বাড় *বি* কাঠি-লাগানো জালের বেড়। 'কাঠি বাড় দিয়া খালের মোহনা ঘিরিয়া রাখে সে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কাঠিন্য [স] **১** *বি* দুর্বোধ্যতা। 'বঙ্গভাষায় কাঠিন্য বৃদ্ধি সম্ভাবনায় সংশোধন সিদ্ধি হইতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* দৃঢ়তা। 'কাঠিন্য, কোমলতা, ঘনত্ব, তারল্য প্রভৃতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* বলিষ্ঠতা। 'এ ভীরু জগতে যার কাঠিন্য জগৎ তারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বি* কঠোরতা। 'তাহার সমস্ত কাঠিন্য একত্র করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৫** *বি* নির্মমতা। 'রামায়ণকথায় কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কাঠিন্যভাব [স] *বি* রাগ আছে এমন ভাব। 'চোখে একটু কাঠিন্যভাব।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কাঠিন্যরূপ [স] *বি* দুর্বোধ্যতা। 'কাঠিন্যরূপ প্রকাশ ভিন্ন অন্যরূপে কখন পারিবা না।' *দর্পণ*, ১৮২০।

কাঠী *দ্র* কাঠি

কাঠুয়া [স কমঠ] *বি* কচ্ছপবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাঠুরিয়া [স কুঠারিক] *বি* কাঠুরে। 'কাঠুরিয়া কাঠভার লইআ আইসে পথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঠুরে [স কুঠারিক] *বি* কাঠ কাটা যার পেশা। 'দেখ না একটু কাঠুরে পাড়ার দাই মাগিকে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কাঠোআল [স কণ্টকফল] *বি* কাঁঠাল। 'ফলভরে নম্র অতি আম্র কাঠোআল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাড় *বি* মাচা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাড়া[1] [আ নককারাহ] **১** *বি* ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। 'ঢাক দগড় কাড়া বাজয়ে বিশাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ঢোলবাদক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাড়ানাকাড়া *বি* ঢাকঢোল ইত্যাদি। 'কতগুলি বন্যলোক কাড়ানাকাড়া বাজাইয়া গান করিতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

কাড়া[2], **কাড়ানো** **১** *ক্রি* হরণ করা। 'ডাহিন হাথে খাণ্ডা কাড়ি পেলেন শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* খুলে নেওয়া। 'সভে মেল্যা সদাগরের বস্ত্র কাড়্যা লেই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* শব্দ করা। 'আর যদি কাড় রা বসন্তের মাথা খা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *ক্রি* রচনা করা। 'কিতাবেত কাড়ি দিলুম হিন্দুয়ানি করি।' *সুলতান*, ১৭০০। **৫** *ক্রি* বের করা। 'কাড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৬** *ক্রি* জয় করা। 'অতি মহৎ কাজ করিয়া আমাদের হৃদয় চিরকালের জন্য কাড়িয়া লইবেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩। **৭** *ক্রি* চাওয়া; আদায় করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এক-গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৮** *ক্রি* মুগ্ধ করা; আকর্ষণ করা। 'আমাদের অনেক দিনের ওগো ... মন কাড়িবার মস্ত বড় rogue ও।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **৯** *ক্রি* অর্জন করা। 'লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান হইয়া চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **কাড়ি** *ক্রি* বলপূর্বক ছিনিয়ে; কেড়ে। 'ডাহিন হাথে খাণ্ডা কাড়ি পেলেন শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আপনা বিক্রমে কাড়ি তিন কন্যা নিমু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কাড়িতে** **১** *ক্রি* বের করতে। 'কাড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রি* ছিনিয়ে নিতে। 'লাগিলেক সখিনার গহনা কাড়িতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **কাড়িয়া** **১** *ক্রি* ছিনিয়ে; কেড়ে। 'বহু সৈন্য আসি তাকে নিবেক কাড়িয়া।' *সুলতান*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* জয় ক'রে। 'অতি মহৎ কাজ করিয়া আমাদের হৃদয় চিরকালের জন্য কড়িয়া লইবেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩। **কাড়্যা** *ক্রি* খুলে। 'সভে মেল্যা সদাগরের বস্ত্র কাড়্যা লেই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কেড়ে নেওয়া** *ক্রি* ছিনিয়ে নেওয়া। 'চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **কেড়ে লওয়া** *ক্রি* ছিনিয়ে নেওয়া। 'এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **কেড়্যা** *ক্রি* কেড়ে। 'শিলিহার সুচেল সকলি নিল কেড়্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কাড়াকাড়ি [কাড়া>] **১** *বি* পরস্পরের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা। 'হাটে নিঞা বেচে লোন কিনে ডোম হাড়ি ব্যায়াজের তরে ছুঁএ্যা করে কাড়াকাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দ্বন্দ্ব। 'ক্ষমতার কাড়াকাড়ি, দল পরিবর্তনের হিড়িক।' *আজাদ*, ১৯৬০।

কাড়াকুড়ি [কাড়া>] *বি* পরস্পরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। 'কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছু জমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

কাঢ়া [কাড়া>] **১** *ক্রি* কেড়ে নেওয়া। 'বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি জাইতেঁ বৃন্দাবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* শব্দ করা। 'ভ্রমর কাঢ়এ রাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* চিৎকার করা। 'রাভ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাঢ়** *ক্রি* কেড়ে নাও। 'গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **কাঢ়এ** *ক্রি* করে। 'ভ্রমর কাঢ়এ রাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাঢ়সি** *ক্রি* করছো। 'কমণ কারণে রাধা না কাঢ়সি রাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাঢ়ায়িআঁ** *ক্রি* বের ক'রে। 'মাঝ পান্তরে বাট কাঢ়ায়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাঢ়ায়িল** *ক্রি* ধরলো। 'বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি জাইতেঁ বৃন্দাবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাঢ়ায়িলি** *ক্রি* ছিনিয়ে নিলি; কেড়ে নিলি। 'যবেঁ কাঢ়ায়িলি বাট দুসহ আরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাঢ়িআঁ** *ক্রি* কেড়ে। 'প্রথমে কাঢ়িআঁ লৈল সাতেসরী হার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাঢ়িতেঁ** *ক্রি* কেড়ে নিতে। 'বড় দুখ পাইল আক্ষে কাঢ়িতেঁ পাসলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাঢ়িলান্ত** *ক্রি* টেনে বের করলো। 'কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাঢ়ী** *ক্রি* কেড়ে। 'কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাঢ়ে** *ক্রি* চিৎকার করে। 'রাভ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাণ[1] [স কর্ণ] *বি* কান। 'পিরীতি বলিয়া নাম শুনাইতে মদিয়া রহিব কাণে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। দ্র **কান**

কাণ খাড়া করা *বি* শোনার জন্যে মনোযোগ দেওয়া। 'তাঁর বাণী পৃথিবীসুদ্ধ লোক কাণ খাড়া করে শুনবে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

কাণ দেওয়া *ক্রি* কর্ণপাত করা। 'মা তোরা ওসব কথায় কাণ দিসনে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কাণপাতলা *বিণ* বিবেচনা ছাড়াই কোনো কিছু বিশ্বাস করে এমন। 'আমায় বলে দিলে মালতী এখানে এসেছে – আমিও তেমনি কাণপাতলা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

কাণফোঁড়া যোগী *বি* সন্ন্যাসীবিশেষ। 'কাণফোঁড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্য্য উৎসব করিতেছ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কাণ ফোটা *ক্রি* শ্রবণ শক্তি ফিরে আসা। 'গোবরার মার কাণ ফুটিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

কাণবালা *বি* কানের অলঙ্কার। 'চলিল অবলা, পরে কাণবালা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কাণমলা *বি* কাণে মোচড় দিয়ে শাস্তি। 'কাণমলা তুমি আমার হইয়া খাবা?' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

কাণমলা খাওয়া *ক্রি* অপদস্থ হওয়া। 'কাণমলা খেয়ে চ'লে যাও।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

কাণ হারানো *ক্রি* কানে শুনতে না পাওয়া। 'এতক্ষণ গোবরার মা কাণ হারাইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

কাণ[2] [স] *বিণ* কানা; এক চোখওয়ালা। 'যেমন কাণ ব্যক্তির বর্ত্তমান যে এক চক্ষু, তাহে আস্থা নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কাণা[1] [স কাণ] **১** *বিণ* অন্ধ। 'দেখতে পাস নে? কাণা নাকি?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* মোহান্ধ। 'কেমন কুহক জ্ঞানে এরা, উপদেশে করে কাণা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কাণি [স কাণ>] *বি* স্ত্রী অন্ধ। 'কি লো কাণি – আবার ফুল লইয়া মরতে এয়ছিস কেন?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কাণা[2] *বি* পাত্রাদির ধার। 'দেব প্রেম আর পাব কলসীর কাণা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

কাণাকড়ি [স কাণ+কড়ি] *বি* খুঁতওয়ালা কড়ি। 'কাণাকড়ি-ছিদ্র সম জানিহ সেই শ্রবণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। দ্র **কানাকড়ি**

কাণাকাণি [স কর্ণ>] *বি* কানাকানি; পরস্পর চুপি চুপি বলাবলি। 'কচ্চে লোকে কাণাকাণি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কাণি দ্র **কাণা**[1]

কাণ্ট [স কাণ্ড] *বি* অধ্যায়। 'নিবারণকে ডাক না ভাই, সাত কাণ্ট রামায়ণ শোনা যাক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

কাণ্টাপনা [স কণ্টক>] *বি* বিরক্ত। 'কাণ্টাপনা কেন কর বল তো।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

কাণ্টিয়ান [ই] *বিণ* দার্শনিক কাণ্টের অনুসারী। 'তার পরিচয় নব-কাণ্টিয়ান, নব-হেগেলিয়ান।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

কাণ্ড [স] **১** *বি* বাণ। 'বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* গ্রন্থের অধ্যায়। 'সাত কাণ্ড পুথি তাহা বাল্মীকি রচিল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* ঘটনা। 'পশ্চিমাঞ্চলে একটি বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কাণ্ডকারখানা [স কাণ্ড+ফা কারখানা] *বি* নানা রকমের ঘটনা; কার্যাবলি। 'পৃথিবীর বড়ো বড়ো কাণ্ডকারখানা চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কাণ্ডকাহিনী [স কাণ্ড+স কথনিকা] *বি* ঘটনাবৃত্তান্ত। 'পত্রের এই

কাণ্ডকাহিনী পাঠ করিয়া অনেকেই স্তম্ভিত হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

কাণ্ডজ্ঞান [স] *বি* সাধারণ জ্ঞান; কর্তব্যকর্মে বুদ্ধিবিচারের ক্ষমতা। 'গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার কাণ্ডজ্ঞানের প্রশংসা করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কাণ্ডজ্ঞানশূন্য [স] *বিণ* সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা নেই এমন। 'ইউরোপ খণ্ডের ছোট লোকেরা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশুবিশেষ বলিলে হয়।' *রাজ*, ১৮৭৪।

কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন [স] *বিণ* সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা আছে এমন। 'সকল সুস্থ এবং কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তাই করিবেন।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

কাণ্ডজ্ঞানহীন [স] *বিণ* বাস্তববুদ্ধিহীন; সাধারণ জ্ঞান নেই এমন। 'কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীর উপর তাঁহার সমস্ত রাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কাণ্ডজ্ঞানহীনতা [স] *বি* সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনাহীনতা। 'কোন সুস্থ জাতির পক্ষে এরকম নির্লজ্জ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সম্ভব?' *মুক্তবো*, ১৯৫২।

কাণ্ডবাণ্ড [স কাণ্ড>] *বি* অবাক করে এমন কাণ্ড। 'বেলেল্লা কাণ্ডবাণ্ড।' *মনোজ*, ১৯৬১।

কাণ্ড বাধানো *ক্রি* ঘটনার জন্ম দেওয়া। 'আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাণ্ডমাণ্ড [স কাণ্ড>] *বি* কাজকর্মাদি। 'মায়ের কাণ্ডমাণ্ড কিছুই বুঝছে না ও।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কাণ্ডাকাণ্ড [স কাণ্ড-অকাণ্ড] *বিণ* ভালো-মন্দের। 'তোর তো আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান [স] *বি* ভালোমন্দের জ্ঞান। 'আজকালকার এই সব অগ্রগতিশীলা মহিলাদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান একেবারে নাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কাণ্ডার [স কর্ণধার] *বি* নৌকার চালক। 'মধ্যে কাণ্ডার পট্ট ধরে কোন জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাণ্ডারি, কাণ্ডারী [স কর্ণধারী] **১** *বি* মাঝি। 'নবিন কাণ্ডারি আমি নৌকা নাহি বাই।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ব্যভিচারী নারি না হবে কাণ্ডারী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* কর্ণধার; অধিকর্তা। 'যিনি এ ভবের কাণ্ডারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বিণ* সেনাপ্রধান; সেনাপতি। 'তুরস্কের জাতীয় সৈন্যদলের কাণ্ডারী … কামাল পাশা।' *নজরুল*, ১৯২২। **৪** *বি* নেতা। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কাণ্ডারীহীন [স কর্ণধারীহীন] *বিণ* নির্দেশনাহীন। 'স্বভাবের নির্মম ও কাণ্ডারীহীন কার্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া ম্রিয়মান হইয়াছ।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

কাণ্ঢার [স কর্ণধার] *বি* কাণ্ডার; নৌকার হাল। 'আপণে কাণ্ঢার ধরিল দেব কাহ্ন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাণ্ঢারী [স কর্ণধারী] *বি* কর্ণধার। 'আহ্মে কাণ্ঢারী শ্রীগদাধর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাৎ[1] [হি কইত] **১** *বিণ* সন্তুষ্ট। 'এক কোন কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বিণ* অবনত। 'সে পশ্চিমদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে ঘাড় একটু কাৎ করে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

কাৎ[2] [কাঠ>] *বি* দারুচিনি। 'একটু কাৎ দাও না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কাত[1] [স কুত্র] *ক্রিবিণ* কোথায়। 'তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কাত[2] [আ কিতআহ্] **১** *বি* জমির খণ্ড। 'এক দফা কাত খরচ বাবদী বিবি দেন আড়কাট ৩৫ পঞ্চিত্রিষ তঙ্কা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮। **২** *বি* অংশ। 'টাকা কাত ওগয়রহ সমস্ত বুঝিয়া পাইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'জমির কাত জমা মায় একুন যুদ্দা সাতটী তঙ্কা ডেড় আনা।' *ভেরলি*, ১৭৮৩।

কাত[3] [হি কইত] **১** *বিণ* একপাশ নিম্নমুখী বা নিমজ্জিত। 'সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বি* পাশ। 'ডান কাত ফিরে শুয়েছে।' *আহসান*, ১৯৫৯।

কাত ফেরা *ক্রি* পাশ ফেরা। 'কাত ফিরলে দেখি/ পাড়া-পড়শী হেঁটে বেড়ায়।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

কাত হওয়া *ক্রি* হেলে পড়া। 'একেবারে কাত হবার উপক্রম করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কাতর [স] **১** *বিণ* কাঙাল। 'এবেঁ রাজা ধনের কাতর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* বিপন্ন। 'চক্রঘাএ কাতর বড় বান নৃপবরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বিণ* অধীর। 'কামে ব্যাকুল শিব কাতর চঞ্চল জীব।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৪** *বিণ* দুঃখে পীড়িত। 'কাতর হইয়া বোলে মুনির চরন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বিণ* করুণ। 'কৃতাঞ্জলি হয়ে অবনি লোটায়ে কহিল কাতর বাণী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৬** *বিণ* কুণ্ঠিত। 'টাকা দিতে আমি কাতর নই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কাতরতনু [স] *বিণ* দেহ ক্লিষ্ট হয়েছে এমন। 'বন্ধনে কাতরতনু মরি যে ব্যথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কাতরতা [স] *বি* দুর্বলতা। 'অনাথা কিম্বা বিধবাদি হইলে মনের কাতরতাতে নানা পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

কাতরতাশূন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* মিনতিহীন। 'কাতরতাশূন্যা ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ডাকাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কাতরস্বর [স] *বি* করুণকণ্ঠ। 'পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কাতরান্বিত [স কাতর-অন্বিত] *বিণ* পীড়িত। 'নানা রোগে কাতরান্বিত, গলিত, শীর্ণ বৃদ্ধ …।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কাতরোক্তি [স কাতর-উক্তি] *বি* করুণ উক্তি। 'রোদন করিতে করিতে বিনয়পূর্ব্বক নানা প্রকার কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

কাতরে *ক্রিবিণ* মিনতি ক'রে। 'ইমামের আগে আসি কহিল কাতরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কাতরা[1] [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যাকুল। 'লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী … স্বামিবিরহে কাতরা হইয়া মৃত্তিকাতে এই কবিতা লিখিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

কাতরা[2] [আ কতরাহ্] *বি* ফোঁটা। 'তবু এক কাতরা পানি না দিব এখানে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কাতরানো [স কাতর>] **১** *ক্রি* যন্ত্রণায় কাতর হয়ে শব্দ করা; কাতড়ানো। 'এক বুড়া শুইয়া কাতড়াইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *ক্রি* ছটফট করা। 'দু-একজন তখনও কাতরাচ্ছেন।' *পাশা*, ১৯৭১।

কাতরিয়ে কাতরিয়ে *ক্রিবিণ* যন্ত্রণা দিয়ে। 'ছটফটিয়ে কাতরিয়ে কাতরিয়ে মারে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কাতর্য্যতা [স] *বিণ* কাতর। 'বসন্তরায়ের এই২ মত কাতর্য্যতা উক্তিতে মহারাজাও রোদন করিতে প্রবর্ত্ত।' *রামরাম*, ১৮০১।

কাতল [স] *বি* কাতলা মাছ। 'ফিঙের ঠ্যাং, কাতলের মুখ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কাতলা [স কাতল] *বি* মাছবিশেষ। 'চীতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

কাতা[1] [স কর্ত্তা] *বি* মালিক। 'ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়ে ছাই।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

কাতা[2] [স কর্তন] *বি* ক্ষুর। 'নাপিত বইসে তথা কক্ষতলে করি কাতা করে ধরি রসান দর্পণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাতা[3] [স কৃৎ>] *বি* নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি দড়ি। 'তাবৎ সেতুই তারলিপ্ত নারিকেলের কাতায় নির্ম্মিত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কাতান[1] [পা] *বি* দা; কাটারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাতান[2] *বি* এক প্রকার রেশমি কাপড়ের শাড়ি। 'কাতানের ওপরে বাতাস আস্তে উড়িয়েছে পাড়।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কাতার [আ] *বি* সারি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'সৈন্যগণ পশ্চাতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

কাতার করা *বি* একত্র হওয়া। 'প্রাসাদশোভিত রাস্তাঘাটে কাতার করছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

কাতারবন্দি, কাতারবন্দী [আ কাতার+ফা বন্দি] *বি* শ্রেণীবদ্ধ। 'করিম চোরা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গসহ চোর জাতিকে সংহত ও কাতারবন্দী করিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

কাতারি *বি* তিজেল; চ্যাপটা হাঁড়ি। 'কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কাতি[1] [স কর্তরী] *বিণ* খাঁড়া। 'উঠিল পদাতি ধরিয়া ঢাল কাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাতি[2] [স কাতর] *বি* কাতরতা। 'অতি দুঃখ কাতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাতুকুতু [ধ্বন্যা] *বি* সুড়সুড়ি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'তারে তত কাল-আগুনের কাতুকুতু দি।' *নজরুল*, ১৯২২।

কাতুকুতুভাব [ধ্বন্যা কাতুকুতু+স ভাব] *বি* হ্যাংলামি; লঘুচিত্ততা। 'এসব কাতুকুতুভাব সহ্য হয় না।' *নজরুল*, ১৯২৫।

কাতুরকুতুর [ধ্বন্যা] *বি* সুড়সুড়ি; কাতুকুতু। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাতে *সর্ব* কাকে। 'কাতে নিবেদিবোঁ মোর্এ এথা কেহো নাহি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাতেল [আ কতল] *বি* হন্তা; হত্যাকারী। 'লোমশূন্য বক্ষই তোমার কাতেল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কাতৌরা *বি* পাখিবিশেষ। 'অল্প দূরে কাতৌরা পাখির পাঠশালা বসে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কাত্তীক [স কার্তিক] *বি* বাংলা সনের সপ্তম মাস। 'মাহো কাত্তীকে আসিয়া পৌছে।' *ওগাঁ*, ১৭৭৯।

কাত্যায়নি, কাত্যায়নী [স কাত্যায়নী] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'কাত্যায়নি মোহৎসব বৃন্দাবনে কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'যাঁর সাধনায় হইবে কাত্যায়নীর অবতরণ।' *নজরুল*, ১৯৪১।

কাৎরা [আ কতরাহ্] *বি* বিন্দু। 'ধুঁকে ম'লো আহা তবু পানি এক কাৎরা।' *নজরুল*, ১৯২২।

কাৎরানি [স কাতর>] **১** *বি* যন্ত্রণাপ্রকাশক শব্দ। 'অভাগী মাতার মর্ম-বিদারী কাৎরানি।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* ছটফটানি। 'সেই নিখিল মুসলিমের ক্রন্দন কাৎরানির দিন।' *ধূমকেতু*, ১৯২২।

কাৎরানো [স কাতর>] *ক্রি* যন্ত্রণায় ছটফট করা। 'কাৎরায় শুধু! গুমরিয়া কাঁদে কলিজা-পিষানো বাজে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কাৎলা [স কাতল] *বি* রুই মাছের মতো এক ধরনের মাছ। 'অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁৎরে বেড়ায় কাৎলা-চিতল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। *দ্র* **কাতলা**

কাথলি [ই কেট্‌ল্] *বি* চা, কফি ইত্যাদির পানি গরম করার নলওয়ালা পাত্রবিশেষ। 'পদ্মার জল আর চায়ের কাথলি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাথ [হি কইত] *বি* ঘন নির্যাস। 'চাল গল্যা পড়ে চারি-পাটি কাথ গলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাথলি [ই কেট্‌ল্] *বি* চা ইত্যাদির পানি গরম করার নলযুক্ত পাত্রবিশেষ; কেটলি। 'টগবগ উচ্ছল কাথলিতল জল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

কাথলিক [ই ক্যাথলিক] *বি* খ্রিস্টীয় ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। 'এ স্থানে কাথলিক যাজ্জকের বিদ্যালয়, গোরস্থান, এবং পালের গহ্বর আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

কাথাল *বি* ঝোপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাদকোঁচা [স কর্দম>+খোঁচা] *বি* কাদাখোঁচা পাখি। 'কাঠকোঠর পেচা টীয়া কাদকোঁচা মহরিয়া সালিক ডাহুক তামচূড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাদম্ব [স] *বি* রাজহাঁস। 'সারসী, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কাদম্ব, কুলাল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

কাদম্বিনী [স] *বি* মেঘমালা। 'এক তড়িৎপ্রভা কাদম্বিনী ভেদ … করিয়া … উপত্যকা দেখাইয়া দিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

কাদা[1] [স কর্দম] **১** *বি* নরম মাটি। 'জাহ্নবীর কাদা ভরিল যতেক নারী।' *মুরারি*, ১৫৭০। **২** *বিণ* জবজবে। 'ছাতের উপরে আপাদমস্তক ভিজে একেবারে কাদা হয়ে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কাদাকালি [কাদা+স কাল>] *বি* ক্লেদ; ময়লা। 'সারারাতের কাদাকালি নিয়ে বিছানায় যখন সে বসে থাকে?' *জীবন*, ১৯৩২।

কাদাখোঁচা [কাদা+খোঁচা] *বি* কাদা খুঁচে খাবার সংগ্রহ করে এমন পাখিবিশেষ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'খাঁচা খুলে কাদা-খোঁচা পালয়েছে আমার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩; 'জলের ধারে কাদা-চরের উপর কাদাখোঁচা পাখিগুলো ল্যাজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কাদা-গোলা [কাদা+গোলা] *বি* কাদা-মেশানো। 'খর স্রোতজলে কাদা-গোলা বলে গ্রীবা নাড়ে তীরে জরদ্গব।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কাদা-চর [কাদা+স চর] *বি* নদীতে জেগে ওঠা কাদাময় চর। 'জলের ধারে কাদা-চরের উপর কাদাখোঁচা পাখিগুলো ল্যাজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কাদাজমি [কাদা+ফা জমীন] *বি* কাদাময় জমি। 'খাবলা-খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কাদা-ঢাকা [কাদা+ঢাকা] *বিণ* অবরুদ্ধ; দমিত। 'সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ একেবারে কাদা-ঢাকা।' *নজরুল*, ১৯২২।

কাদাবৃষ্টি [কাদা+স বৃষ্টি] *বি* কাদার বৃষ্টি। 'মাঝে মাঝে কাদাবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি প্রভৃতি নানা উৎপাতের কথা শোনা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কাদামাঠ [কাদা+মাঠ] *বি* কর্দমাক্ত মাঠ। 'কত কাদামাঠ আদার-পাঁদাড় ভেঙে প্র্যাকটিস করেছি।' *জীবন*, ১৯৩২।

কাদিয়ে দেওয়া *ক্রি* কাদা-কাদা করে দেওয়া। 'মেয়েরা শাড়িতে জল বয়ে গ্রামপথ কাদিয়ে দেয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

কাদা[2] [আ কদহ্] *বি* পাত্র। 'শুনিয়া জহর কাদা আনি দিল তারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কাদিয়া [প] *বি* ধাতু নির্মিত গলার হার। 'কাদিয়া ১ ছড়া।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

কাদিয়ানী *বি* উনিশ শতকে পাঞ্জাবের কাদিয়ান অঞ্চলে প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের একটি ধারা; মুসলিম সম্প্রদায়বিশেষ। 'নেচারী ও কাদিয়ানী প্রভৃতি অভিনব অনৈসলামিক মতের প্রাবল্যে।' *বঙ্গনূর*, ১৯২২।

কাদিয়ানী ধর্ম *বি* কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের আচরিত ধর্ম; আহমদিয়া। 'কাদিয়ানী ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে।' *ইসলাম*, ১৯৩৩।

কাদিয়ারা [প] *বি* চেয়ার। 'কাদিয়ারা ৪।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

কান[১] [স কৃষ্ণ] *বি* কৃষ্ণ। 'তোর রূপ যৌবনে মোহিল দেব কান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কান[২] [স কর্ণ] **১** *বি* কর্ণ। 'গিধিনীসদৃশ তোর দেখোঁ দুই কান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* চাবি। 'গ্রামোফোনের কান যদি মলে দেওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বি* কানের গহনাবিশেষ। 'চুটকি কান কানবালা নথ নোলক নাকচাবি ...।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

কানকথা [স কর্ণ>+স কথা] **১** *বি* গোপন মন্ত্রণা। 'সঘনে নাড়িআ শির ... ভাঁড়ু দত্ত কহে কানকথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* শোনা কথা। 'কানকথা শুনে এমনি মনগড়া সিদ্ধান্ত করে বসি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কান করেচি ঢোল, কত বলবি বোল – যতো খুশি বলো, নির্বিবাদে শুনি। *নজরুল*, ১৯২৭।

কানকাটা [কান+কাটা] **১** *বিণ* কান কাটা গেছে এমন। 'অই ডাকে কানকাটা হাপা।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* কানে ছিদ্র আছে যার। 'তদবধি তাহারা কানকাটা নামে খ্যাত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বিণ* যে কান কাটে; জুজু। 'কানকাটা ... কেটে নেবে কান।' *গুপ্ত* ১৮৫৮।

কান কামড়ে বলা *ক্রি* দিব্যি দেওয়া। 'একথা আমি তোমার কান কামড়ে বলে দিচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কানকুপ [স কর্ণকূপ] *বি* মাছের কানকো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কান-খড়কে [কান+স খড়>] *বিণ* শ্রবণশক্তি প্রখর এমন। 'কান-খড়কে মায়ের লেঠা, রয় ঘুমুলেও কান জেগে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কান খাওয়া *ক্রি* কানে না শোনা। 'এত কাঁদি, এত বলি, মা কি দুটো কান খেলি।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

কান খাড়া করা *ক্রি* শোনার জন্য মনোযোগ দেওয়া। 'দুর্গা অনুক্ষণ কান খাড়া করিয়া রহিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৬।

কান খাড়া হওয়া *ক্রি* শোনার জন্য উদ্গ্রীব হওয়া। 'তৎকালীন জানা যায় ও কানাকানিতে বাবুর কান খাড়া হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কানগুজবি [কান+ফা গুজাব] *বিণ* কানে কানে ছড়িয়ে পড়ে এমন। 'উড়িয়ে দেয় এমনিভাবে কানগুজবি কথা।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

কান জুড়ানো *ক্রি* তৃপ্ত হওয়া। 'বলো, শুনে কান জুড়োক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কানজোখা *বিণ* কান পরিমাণ উঁচু। 'কারো হাতে কানজোখা পেতলে বাঁধানো লাঠি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কান ঝালাপালা হওয়া *ক্রি* বারবার একই কথা শুনে বিরক্তি বোধ হওয়া। 'জগমোহনের কান ঝালাপালা হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

কানডলা *বি* কান মুচড়ে দেওয়া। 'ধরে কানডলা দিতেন বোধ হয়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

কানতালি লাগা *ক্রি* শব্দের আঘাতে সাময়িকভাবে শ্রবণরহিত হওয়া। 'ডঙ্কার আওয়াজে ... কানতালি লাগাইয়া দেয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কান দেওয়া *ক্রি* কর্ণপাত করা। 'শেষ কথাগুলিতে বড়ো একটা কান না দিয়া কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কানপাটা *বি* কানের পাশ। 'প্রথমে কানপাটা, তারপর গোটা কান।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কান পাতা [কান+পাতা] **১** *ক্রি* শোনার জন্য মনোযোগী হওয়া। 'সেই কথায় লহনা পাতিআ আছে কান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* কান পেতেছে এমন; উৎকর্ণ। 'গাছের পাতাগুলো যেন একান্ত কান-পাতা মনোযোগের মতো নিস্তব্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কানপাশা *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'কানপাশাটা আমি দেখিয়াছি, চমৎকার হইয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কানফাটা [কান+ফাটা] *বিণ* উচ্চ শব্দযুক্ত। 'সভায় বিপুল হর্ষধ্বনি ও কানফাটা করতালি পড়ে গেল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

কানফুল [কান+ফুল] *বি* কানের দুল। 'হীরের কানফুল আর টাকাটা ... ভূতনাথের নজরে পড়লো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

কানবালা [স কর্ণ>] *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'যথা, দমদম, চৌদানি, বোন্দা, দোলড়া, ছলনা, মুক্তার লচ্ছা দেওয়া কর্ণফুল, কানবালা, হীরা, পান্না ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কান-ভরাট-করা [কান+ভরাট+করা] *বিণ* গুরুগম্ভীর ধ্বনিবিশিষ্ট। 'এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কান-ভাঙানি [কান+ভাঙানি] *বি* কানে লাগানো হয় যে-মন্ত্রণা। 'সয়ফুল-মুলক এসে আমায় কান-ভাঙানি দিলে।' *নজরুল*, ১৯২২।

কানভোলানো [কান+ভোলানো] *বিণ* কানকে মুগ্ধ করে এমন। 'এই নেশাধরানো কানভোলানো ফাঁকিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কানমলা [স কর্ণ>] **১** *বি* কান মুচড়ে দেওয়া। 'তার স্বামীকে এনে কান মলা নাক মলা দিচ্ছি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বি* কান মুচড়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া। 'ফের কানমলা খাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কানমলা খাওয়া *ক্রি* ভর্ৎসিত হওয়া। 'কানমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।' *সুকুমার*, ১৯২০।

কানমুড়ি *বি* কান পর্যন্ত ঢাকা। 'চাদর টেনে কানমুড়ি দিল সে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

কান-সহা *বিণ* কানে সয়ে গেছে এমন। 'নতুনও গা-সহা এবং কান-সহা হয়ে ওঠে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

কানসোনা [কান+সোনা] *বি* পোকাবিশেষ। 'মধুকূপী আর পরগুপী আর কানসোনা, নীলমাছি!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

কানাকানি **১** *বি* পারস্পরিক কথা। 'হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কানাকানি, ধ্বনিত হতেছে চিরদিবসের বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* কানে কানে অনুচ্চকণ্ঠে কথা। 'দুটি বোন তারা করে কানাকানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কানে আঙুল দেওয়া *ক্রি* বিরক্তি প্রকাশের জন্য হাত দিয়ে কান চাপা দেওয়া। '(কানে আঙুল দিয়া) আরে গেলুম, আরে গেলুম!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কানে আনা *ক্রি* গ্রাহ্য করা। 'বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কানে ওঠা *ক্রি* কর্ণগোচর হওয়া। 'এই গোপন কথাটা তোমার কানে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কানে ওঠানো *ক্রি* জানানো। 'কে আবার তাঁর কানে ওঠাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কানে কানে ১ *ক্রিবিণ* কানের কাছে মুখ এনে; ঘনিষ্ঠভাবে। 'কানে কানে কথা কইতে কইতে মাঠে বেড়াতে লাগলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রিবিণ* চুপি চুপি। 'তার কানে কানে কী যে কহে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *ক্রিবিণ* কানের কাছে মুখ দিয়ে অনুচ্চস্বরে। 'স্বামীকে কানে-কানে কী একটা বলিয়া ক্ষণকালের জন্যে ছুটি লইয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কানে ঝালাপালা লাগানো *ক্রি* একই কথা বারবার বলে অতিষ্ঠ করা। 'উপরওয়ালার কানে ঝালাপালা লাগাইয়া দিবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

কানে তালা ধরা *ক্রি* উচ্চ কোলাহলে কানে কিছু শুনতে না পাওয়া। 'চীৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তালা ধরিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

কানে তালা লাগা *ক্রি* উচ্চশব্দে সাময়িক কালের জন্যে বধির হওয়া। 'চীৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তালা ধরিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০

কানে তোলা *ক্রি* গুরুত্ব দেওয়া। 'অত হাসির পর আমি সেটাকে কানে তুললুম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কানে দেওয়া *ক্রি* দীক্ষা দেওয়া। 'ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কানে নেওয়া ১ *ক্রি* গ্রহণ করা। 'লোকের কথা নিসনে কানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **২** *ক্রি* গুরুত্ব দেওয়া। 'সে কানে না নিও।' *জসীম*, ১৯৩১।

কানে বাজা *ক্রি* নীরবে কানে অনুরণিত হওয়া। 'ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কানে যাওয়া *ক্রি* শ্রুত হওয়া; শোনা। 'যদি তার কানে যেত অবাক হয়ে থাকত বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কানের গয়না *বি* কানে পরার অলঙ্কার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কানের পোকা পড়া *ক্রি* ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যান শুনে বিরক্ত হওয়া। 'একটু সহজভাবে চলতে গেলেই কুৎসা শুনতে শুনতে কানের পোকা পড়বে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

কানে লাগা *ক্রি* সমর্থনযোগ্য মনে হওয়া। 'কথাটা সাময়িকভাবে গোপালের কানে লাগে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কানে হাত দেওয়া *ক্রি* কান মলা। 'কে হে তুমি বেল্লিক! ভদ্রলোকের কানে হাত দাও!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কান[৩] [স কাণ] *বিণ* কানা; অন্ধ। 'খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কানকা, কানকো [স কর্ণকূপ] *বি* মাছের ফুলকার উপরের শক্ত আবরণ। 'মাছের কানকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'দড়ি দিয়ে তার কানকোর ভেতরে ফোঁড় করে বাঁধা।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

কানগোই [আ কানুন+ফা গো] *বি* জমি জরিপকারী সরকারি কর্মচারী। 'ফরমানী মহারাজ মনসবদার সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার।' *ভারত*, ১৭৬০।

কানচি [আ কনাত] *বি* ঘরের পিছনের দিকের ছাঁচতলা। 'জানে না কানচির খবর রঙমহলের নিকাশ নিচ্ছে।' *লালন*, ১৮৯০।

কানটা *বি* কিনারা। 'নদীর কানটায় কানটায় হাঁটতে হাঁটতে মনুমিঞার বুকের কটকটানি চড়চড়িয়ে ওঠে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

কানট্রি [ই] *বিণ* দেশি। 'কী ভাগ্যি কানট্রি সুইটস ভালোবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কানড়[১] [স কর্ণাট] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'কানড় রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কানড়[২] [স কন্দোট] *বি* নীলপদ্ম। 'কানড় কুসুমে কেবা সুষম করিল রে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

কানড়া [স কর্ণাট>] **১** *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রামক্রিয়া হিল্লোল কানড়া গরা বৈসে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* কর্ণাটদেশীয়। 'কানড়া ছাঁদ খোঁপা বাঁধে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

কানড়ীখোঁপা [স কর্ণাট>] *বি* কর্ণাট রীতির খোঁপা। 'কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কানন [স] *বি* অরণ্য। 'একদিন বলাই কানন ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কানন-করবী [স কানন+স করবীর] *বি* বাগানের করবী ফুল। 'বনকুন্তলে গরবি আমি কানন-করবী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কাননকুন্তলা [স] *বিণ* কাননের মতো কুন্তলবিশিষ্ট। 'কবরী তোর ছন্ন কাননকুন্তলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কাননফুল [স কানন+স ফুল্ল] *বি* বাগানের ফুল। 'শুধু তব নদীতে জেগেছে ঢেউ/ মেরেছে নয়ন কানন ফুলে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কাননভূম [স কাননভূমি] *বি* বনভূমি। 'বাঁধিল কানন-ভূমে/ ফুলের রাখি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কাননলক্ষ্মী [স] *বি স্ত্রী* অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'কূলে কূলে কাননলক্ষ্মী দিল আঁচল নাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কাননস্থলী [স] *বি* বনস্থলী। 'সুন্দরী এতেক বলি পশিল কাননস্থলী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

কাননখানা [ই ক্যানন+ফা খানাহ্] *বি* কামানসমষ্টি; ব্যাটারি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাননগো [আ কানুন+ফা গো] *বি* জমি জরিপের কর্মচারী। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কাননগো দপ্তরে মুহরি ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১। *দ্র* **কানুন গো**

কাননগোয়ান [আ কানুন+ফা গো] *বি* রাজস্ব কর্মচারীগণ। 'চৌকীদারান ও জমিদারান ও কাননগোয়ান তালুকদারান ও সিকদারান।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কানানিকা [স] *বি* ছোটো বন। 'রজনিগন্ধা বিধবা মেয়েরে লয়ে কাঁদে কাননিকা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

কানা[১] [স কাণ] **১** *বি* অচল মুদ্রা। 'তারে দিল দশ পণ কানা পড়িল পণ সাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অন্ধ। 'তবে কেন কানা চৌক্ষের ঔষধ না কর।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* অন্ধ লোক। 'কানার কপালে পড়্যা সব হইল হত।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **৪** *বিণ* তুচ্ছ। 'আর-সমস্ত সাহিত্যকে কানা করিয়া দিতে পারিব।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। **৫** *বিণ* খুঁতযুক্ত; অসম্পূর্ণ। 'ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৬** *বিণ* নষ্ট হওয়ার কারণে আলোহীন। 'একটা হেড-লাইট কানা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **৭** *বিণ* টিমটিম করে জ্বলছে এমন। 'কানা-লণ্ঠন মাথার উপর টলছে যেন গরঠিকানী পান্থ।' *শক্তি*, ১৯৬১।

কানা-কড়া [স কাণ>+কড়া] *বি* অতি সামান্য। 'তাহার কি নিজের সম্বল কানা-কড়াও নাই?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কানা-কড়ি [স কাণ>+কড়ি] **১** *বি* অচল মুদ্রা। 'ইহা যেই নাহি শুন/ সে কান জন্মিল কেনে/ কানাকড়ি সম সেই কান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অতি সামান্য। 'এই অপরাধে তাহাকে কানা-কড়ি সাহায্য করা চুলায় যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৩** *বি* টাকার ক্ষুদ্রতম অংশ। 'কানা-কড়ি পিঠ তুলে করে টাকাটিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৪** *বি* ন্যূনতম মূল্য। 'মৃত্যুর পাথেয় দিতে কানা কড়ি মিলিবে না যবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। দ্র **কাণাকড়ি**

কানাকুয়া, কানাকুয়ো [স কর্ণকূপ>] *বি* পাখিবিশেষ। 'বাঁশ বনে বসি ডাকে কানা কুয়ো।' *জসীম*, ১৯২৭; 'সুদূর বনের গহন কোণে, কানাকুয়া ডাকবে শুধু পহরের পর পহর গণে।' *জসীম*, ১৯৩১।

কানাখোঁড়া [স কাণ>+খোঁড়া] *বিণ* অন্ধ ও পঙ্গু। 'কানাখোঁড়া কুকুর-খরগোশগুলোর জন্যে আমি একটা হাসপাতাল বানাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কানা গরুর ভিন্ন গোঠ – অজ্ঞান লোক কানা গোরুর মতো গোয়ালের পথ অর্থাৎ নিরাপদ পথ ত্যাগ করে বিপথে যায়। 'কানা গরুর ভিন্ন গোঠের ন্যায় একমাত্র ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পকেটস্থ মহাসভা দাস ... ইহার বিরোধিতা করিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৪।

কানাগলি *বি* যে গলির মাথা বন্ধ; শেষ প্রান্ত। 'মনের আনাচে, কানাগলিতে গজিয়ে উঠেছে বিশ্রী চিন্তার চারাগাছ।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

কানাঘুষা [স কাণ>+স ঘুষ্>] *বি* গোপনে বলাবলি। 'পাড়া-প্রতিবেশীরা এখনই কানাঘুষা আরম্ভ করিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কানাঘুষি [স কাণ>+স ঘুষ্>] *বি* কানাঘুষা; গোপনে বলাবলি। 'শহরে সে কতই কানাঘুষি।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

কানাঘুষো [স কাণ>+স ঘুষ্>] *বি* গোপনে বলাবলি। 'রক্তে উৎকোচ, কানাঘুষো ও প্রণয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কানাত্ব [স কাণ>+স ত্ব] *বি* দৃষ্টিহীনতা। 'তারপর সরলতায় কানাত্ব কালাত্ব ও বোবাত্ব ঘোচে।' *মানিক*, ১৯৪০।

কানাবগি [স কাণ>+স বক] *বি স্ত্রী* এক ধরনের বক। 'কানাবগি থাকে যেমন থাকতে হয় রে তেমন।' *লালন*, ১৮৯০।

কানা-বুদ্ধি *বি* বুদ্ধিহীন যে। 'কানা-বুদ্ধি কিম্বা খোঁড়া-শক্তির হাত হইতে লেশমাত্র কষ্ট যদি সয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

কানামাছি *বি* লুকোচুরি খেলা। 'কৃপা খুঁজে মরে মোহজালে কানামাছি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

কানা[২] [স স্কন্ধ] *বি* কলসীর মুখের বেড়। 'ওরে মেরেছে কলসীর কানা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কানা-তোলা *বিণ* কিনারা উঁচু-করা। 'কপালের সামনে কানা-তোলা ক্যাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কানাভাঙা [স স্কন্ধ>+ভাঙা] *বিণ* কিনারা-ভাঙা। 'একটু কানাভাঙা সুন্দর পেয়ালাটির মতো চোখেই পড়ে না।' *অবন*, ১৯২৫।

কানায় কানায় **১** *ক্রিবিণ* পরিপূর্ণভাবে। 'কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* পরিপূর্ণ। 'কানায় কানায় জল, কত ভেসে আসে ফুল ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কানাসোআঁ [স স্কন্ধ>+স সম>] *বিণ* কানায় কানায় ভরা। 'সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কানে কান [স স্কন্দ>] *বিণ* কানায় কানায় পূর্ণ। 'যৌবন জুয়ারের জল কানে কান।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কানাইভেঁপু [কানাই+ধ্বন্যা ভেঁপু] *বি* একপ্রকার বাঁশি। 'তালের পাতার কানাইভেঁপু/ না হয় তারে দে!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কানাকানি [কান>] **১** *বি* গোপন রটনা। 'এই কথা কানাকানি সর্ব্বলোকে গাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কানের কাছে চুপি চুপি কথা বলা। 'বর দেখি আইয়গণ করে কানাকানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* গোপন কথার বিনিময়। 'তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **৪** *বি* মৃদু আলাপ। 'আকাশ-কোণে যায় শোনা কি ভোরের আলোর কানাকানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কানাচ [আ কুনাসাহ্] **১** *বি* প্রান্ত। 'আমাদের বাড়ীর পাছ কানাচে ঘুরে বেড়ায়!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বি* ঘরের পশ্চাদ্‌ভাগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; *বি* বাড়ির পেছনের অংশ। 'কানাচের ছোট্ট পুকুরে প্যাক প্যাক করে পাতিহাঁস নামে সকালবেলা।' *মনোজ*, ১৯৬১। **৩** *বি* ছাঁচতলা। 'ঘরের কানাচে আসিয়া দাঁড়াইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; চালাঘরের দেয়ালের বাইরের ছাঁচ। 'রাত্রিতে ঘরের কানাচে বসিয়া।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কানাঞি [স কৃষ্ণ] *বি* কানাই; কৃষ্ণ। 'অনাথ করিয়া মোরে ছিলাত কানাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কানাড়া [স কর্ণাট>] **১** *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী – কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বি* ভারতের কর্ণাটকের ভাষা। 'আমি মাতৃভাষা কানাড়ায় পড়েছি।' *মুজতবা* ১৯৫২।

কানাত [আ কনাত] **১** *বি* তাঁবু। 'নানা ভাতি কানাত সুবর্ণ টানাইল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* তাঁবুর প্রান্ত। 'তাম্বু কানাত কত লড়াই হামানা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* তাঁবুর পর্দা। 'তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যবসাদার নাচওয়ালির দর্শন মেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কানাপি [ই] *বি* হালকা খাবার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কানাল *বি* সাপের নাম। 'শঙ্খিনী কানাল বাঁকা যমের সমান।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

কানি[১] [স কর্ণ] *বি* বস্ত্রখণ্ড; ন্যাকড়া। 'হের দেখ রুখু মাথা শত-ছিণ্ডা কানি পরিধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কানি[২], **কানী** [স কাণ>] **১** *বিণ স্ত্রী* একচক্ষুহীন। 'নিরন্তর বলে মোরে কানী চেঙমুড়ী।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বিণ* মূল্যহীন। 'প্রিয় বিনে জীবন হৈয়া গেল কানি।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। *বিণ* অন্ধ। 'সবাই কানী বলে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কানিখোর [স কাণ>+ফা খোর] *বি* গালিবিশেষ। 'এই কানিখোরদের রাজ্যে আর না।' *জীবন*, ১৯৩১।

কানি-ঘুপচি *বি* অদৃশ্য কোণ। 'অন্য সময় কোন কানি-ঘুপচিতে যেন লুকিয়ে থাকে এসব চিন্তা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

কানি[৩] [স কনিষ্ঠা] *বি* কড়ে আঙুল। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'হাতের কানি আঙুল।' *জসীম*, ১৯৬০।

কানিয়া আঙ্গুল [স কনিষ্ঠা] *বি* কড়ে আঙুল। 'কানিয়া আঙ্গুল ধরি টান দিল বেউলা সুন্দরী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কানীন [স] *বিণ* কুমারীকন্যার গর্ভজাত। 'কানীন পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী।' *নজরুল*, ১৯২৫।

কানু [স কৃষ্ণ] *বি* কৃষ্ণ। 'কেন কানু হেন পরিহাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কানু ছাড়া গান নাই – একজনের সর্বত্র প্রাধান্য পাওয়া। *উমেশ*, ১৮৫৭।

কানুটি *বি* কানমলা। 'কান ধরে বার কতক মোলায়েম ধরনের কানুটি দিতেই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কানুন [আ] *বি* আইন; নিয়ম। 'যখন ১৮৩১ সালের কানুন পঞ্চম জারী হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

কানুনী [আ কানুন>] *বিণ* আইন সংক্রান্ত। '... আদর্শমূলক প্রস্তাব পাক কানুনী পরিষদে ইতিপূর্বেই গৃহীত হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কানুনগুঁই [আ কানুন+ফা গো] *বি* জমি জরিপের কর্মচারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কানুনগো [আ কানুন+ফা গো] *বি* জমি জরিপের কর্মচারী। 'কানুনগো।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এক্ষণে কি সাবেক কানুনগো আছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। দ্র **কানন গো**

কানেকশন, কানেকশান [ই] *বি* সংযোগ। 'কানেকশন লইয়া রিসিভারটা মহাশ্বেতা তাহার হাতে তুলিয়া দিক।' *মানিক*, ১৯৪০; 'তাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশান ছিল না।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কানেট [স কর্ণবেষ্ট] *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'কানেট চৌরি নিল অধরাতী।' *চর্যা* ২, ১২০০।

কানেড়া [স কর্ণাট>] *বি* গভীর রাতের রাগিণীবিশেষ। 'আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ, বা কানেড়া বজায় আছে কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কানোড় [স কর্ণাট>] *বি* লতাবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কানোড়া [স কর্ণাট>] *বি* লতাবিশেষ। 'সে এমন কানোড়া হবার যোগ্য না বাঁশ থাকিয়া কঞ্চি শক্ত।' *কেরি*, ১৮০২।

কান্টনমেন্ট [ই] *বি* সেনাছাউনি। 'কান্টনমেন্টের মধ্যে দুইটি ডাকবাঙলা বিদ্রোহীরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

কান্ত [স] **১** *বি* স্বামী। 'ঘরে কান্ত যার সর্ব সুখ তার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* সুন্দর। 'কান্ত রূপ; অতুল ঐশ্বর্য্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

কান্ত-বিরহ [স] *বি* প্রেমিকের জন্য বিরহ; প্রিয়বিরহ। 'চিত্ত মোর পন্থহারা কান্ত-বিরহ কান্তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কান্তবিহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামী বা পতিহীন। 'আমি কান্তবিহীনা, সুতরাং তাহার দুঃসহ বাণে দেহ দাহ হইতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কান্তমধুর [স] *বিণ* সুন্দর ও মনোরম। 'রাজার যে চোখজুড়ানো হৃদয়ভরানো কান্তমধুর রূপ ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

কান্তা [স] *বি স্ত্রী* প্রিয়া। 'ত্রাস পাইয়া নিজ কান্তা বলে উচ্চস্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কান্তাকর [স কান্তা-কর] *বি* স্ত্রীর হাত। 'সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর করে করে পীরিতি পূরিত বাণী বলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কান্তাপ্রেম [স] *বি* প্রণয়িনীর প্রতি ভালোবাসা। 'রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কান্তাভাবে *ক্রিবিণ* স্ত্রীর মতো ক'রে। 'কান্তাভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কান্তাসম্মিত [স] *বিণ* নির্জীব। 'বাংলার বাণীর কান্তাসম্মিত হয়ে পড়বার দিকে ... রোখ আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

কান্তার [স] *বি* গহীন জঙ্গল। 'এই দেশের উদ্যান ক্ষেত্রে ও পর্ব্বত কান্তার এবং রত্নকরাদি জলাশয়ে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

কান্তি [স] **১** *বি* সৌন্দর্য। 'তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'জিনিয়া তমাল-দ্যুতি ইন্দ্রনীলসম কান্তি/ সে কান্তিতে জগৎ মাতায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* উজ্জ্বলতা। 'কনক কান্তি জিত শরীর সুবলিত।' *সুলতান*, ১৬৫০। **৩** *বি* লাবণ্য। 'নখর রুচির কান্তি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৪** *বি* শোভা। 'আছে পাদোপরে, মলে কান্তি ধরে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কান্তিছটা [স কান্তি-ছটা] *বি* দীপ্তি। 'যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা শোভে গো গগনশিরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কান্তিমতী [স] *বিণ স্ত্রী* লাবণ্যময়। 'ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরাণী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কান্তিময়ী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* লাবণ্যময়। 'অন্তহীন গরিমায় কান্তিময়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২** *বিণ* সুন্দরী। 'কান্তিময়ী নর্তকীর মতন সোহাগে উদ্যত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

কান্তিমান [স] **১** *বিণ* লাবণ্যময়। 'আরো কান্তিমান হল।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট। 'স্যুটকেশ হাতে কেউ কান্তিমান দ্রুত হেঁটে যায়।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

কান্তিরূপ [স] *বিণ* সুন্দর। 'কৃপাময়ী কান্তিরূপ করে কাঞ্চীমালা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কান্তিশ্রী [স] *বি* লাবণ্য। 'প্রাণচঞ্চল সংগীতের জাদুতে সে পাক নবযৌবনের কান্তিশ্রী!' *নজরুল*, ১৯৩৬।

কান্তীয় [ই কান্ট>] *বিণ* জর্মান ভাবুক ইম্যানুয়েল কান্টের দর্শন সম্পর্কিত। 'কান্তীয় আভ্যন্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী জন স্টুয়ার্ট মিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কান্থা [স কন্থা] *বি* কাঁথা। 'এক গৌড়িয়া দিয়াছে কান্থা ধুঞা শুখাইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কান্দ [স স্কন্ধ] *বি* ঘাড়; কাঁধ। 'লাফ দিয়া বলদেব তার কান্দ চড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কান্দন [স ক্রন্দন] *বি* কান্না। 'নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কান্দা[১] [স ক্রন্দন>] *ক্রি* কাঁদা। 'তঁহি তোলি শবরো হ কএলা কান্দ সগুণ শিআলি।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। **কান্দ ১** *ক্রি* (বর্তমান কাল নামপুরুষ) কান্না করে। 'তঁহি তোলি শবরো হ কএলা কান্দ সগুণ শিআলি।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। **২** *ক্রি* কাঁদো। 'কি কারনে কান্দ সভে কহত নির্ণয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কান্দএ** *ক্রি* কাঁদে। 'কান্দএ একসরী রাধা মাঝ বনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কান্দন্তি** *ক্রি* কাঁদতে লাগলেন। 'মাথাত হাথ দিআঁ কান্দন্তি গদাধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কান্দয়ে** *ক্রি* কাঁদে। 'প্রবোধ না মানে রামা কান্দয়ে ফুল্লরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কান্দি ১** *ক্রি* কান্না করি। 'হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদোন্মত্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* কেঁদে। 'দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **কান্দিআঁ** *ক্রি* কেঁদে। 'মোএঁ কান্দিআঁ সাসু জাণায়িবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কান্দিও** *ক্রি* কেঁদো। 'হে পিতঃ তুমি কান্দিও না।' *গৌর*, ১৮২২। **কান্দিছে** *ক্রি* কাঁদছে। 'কেহ হাসিছে কেহ কান্দিছে কেহ খেলিছে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **কান্দিতে** *ক্রি* কাঁদতে। 'ভুমিতে গড়িয়া সভ কান্দিতে লাগিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কান্দিতে কান্দিতে** *ক্রিবিণ* কাঁদতে কাঁদতে। 'কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা কাতর বোল বলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **কান্দিয়া** *ক্রিবিণ* কেঁদে কেঁদে। 'তবে বিস্যে পরিহার মাগিল কান্দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কান্দে** *ক্রি* কাঁদে। 'লোটাআঁ লোটাআঁ কান্দে রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কান্দা[২] [ক্রন্দন] *বি* কান্না। 'স্ত্রীলোকের ন্যায় কান্দাকাটী করিয়া মরি কেন?' *মশাররফ*, ১৮৯০।

কান্দাকাটা *ক্রি* কান্নাকাটি করা। 'কাইন্দাকাইটা ধরছে বিবি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কান্দাকাটী [স ক্রন্দন>] *বি* কান্নাকাটি। 'স্ত্রীলোকের ন্যায় কান্দাকাটী করিয়া মরি কেন?' *মশাররফ*, ১৮৯০।

কান্দি [স স্কন্ধ] *বি* কলা, নারকেল প্রভৃতি ফলের গুচ্ছ। 'কান্দি দশ নিলেন বাগুন নারিকল ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কান্দিশিক *বি* দিশাহারা ব্যক্তি। 'বরাহী রণে ধান নৃপতি তেজে রণ ধায় জেন কান্দিশিক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কান্দু *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'কান্দু নামক অতি অসভ্য অনার্য্যজাতির ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কান্দুয়া বাঘ [স স্কন্ধ>+বাঘ] *বি* চিতাবাঘ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কান্ধ [স স্কন্ধ] **১** *বি* শরীর। 'কান্ধবিয়োএ মো হোহি বিসন্না।' *চর্যা* ৪২, ১২০০। **২** *বি* কাঁধ। 'যার কান্ধ বসে দোষর মাথা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কান্ধা [স ক্রন্দন>] *ক্রি* কান্না করা। **কান্ধে কান্ধে** *ক্রিবিণ* কেঁদে কেঁদে। 'হাসিয়া দেয়ালা করে কান্ধে কান্ধে উঠে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কান্ধি [স স্কন্ধ] *বি* কাঁদি; ফলের বড়ো গুচ্ছ। 'সহস্র সহস্র কান্ধি কলা কত মুদ্গ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কান্না [স ক্রন্দন] *বি* ক্রন্দন। 'মলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'হাসিও পায় কান্না ধরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কান্নাকরুণ [স ক্রন্দনকরুণ] *বিণ* কান্নার মতো করুণ। 'কান্নাকরুণ মিনতির ভাষা ফুটল না তবু।' *নীরেন*, ১৯৫০।

কান্না কাটনি [স ক্রন্দন>] *বি* কান্নাকাটি। 'নিন্দা বান্দা কান্না কাটনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কান্নাকাটি, কান্নাকাটী [স ক্রন্দন>] *বি* অবিরাম কাঁদা। 'মলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'মারামারি হানাহানি যোঝাযুঝি কান্নাকাটি সে-সমস্ত এই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কান্নাধারা [কান্না+স ধারা] *বি* অবিরাম কান্না। 'কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

কান্না-ভরা [কান্না+ভরা] *বিণ* ক্রন্দনপূর্ণ; বৃষ্টিভেজা। 'এই বাদলের কান্না-ভরা চিঠিটা পড়ছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কান্না-ভারাতুর [কান্না+স ভারাতুর] *বিণ* কান্নায় ভারাক্রান্ত। 'বিরহের কান্না-ভারাতুর বনানী-দুলানো।' *নজরুল*, ১৯২৩।

কান্নাভেজা *বিণ* অশ্রুসজল। 'ক্ষুধার আগুন দাউ দাউ দাউ/ কান্নাভেজা ঘরে।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬০।

কান্নাময় [কান্না+স ময়] *বিণ* কান্না-পরিপূর্ণ। 'তার চিন্তাটাও কত ব্যথা-কাতর কান্নায় কান্নাময়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কান্নারত [কান্না+স রত] *বিণ* কাঁদছে এমন। 'কান্নারত ছেলেকে চাঁদ ধরে দেওয়ার মতো।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কান্নাসজল [স কান্না+স সজল] *বিণ* কান্নাভেজা। 'কান্নাসজল কণ্ঠের আকুতি-মিনতি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কান্নাসাগর [কান্না+স সাগর] *বি* কান্নারূপ সাগর; অশেষ কান্না। 'কান্নাসাগর-পানে যে যায় বুকের পাথর ঠেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

কান্নাসায়র [কান্না+স সাগর>] *বি* কান্নারূপ সাগর। 'কান্নাসায়র উথলে বুকে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

কান্নাহাটি [স ক্রন্দন>] *বি* রোদন; হাহাকার। 'হ'ল রান্নাঘরে কান্নাহাটি, ধন্না পড়ে লাঠালাঠি উদরে অন্ন কার নাই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কান্নাহাসি *বি* বেদনা ও আনন্দ। 'ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

কান্নি মারা *ক্রি* গোত্তা খাওয়া; ছোঁ মারা। 'তার হাতের ঘুড়ি কি ডাইনে কি বায়ে কখনো কান্নি মারত না।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

কান্যকুব্জ [স] *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। 'আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি – রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কাপ[১] *বি* কলম। 'মৃগমদ মসি নখ কাপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কাপ[২] [স কল্প] **১** *বি* ছল। 'কাপ করি কোন শিশু হয় অঘাসুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* কপট। 'কাপ কুলুপ করি কলিজার বোঁটা ধরি ...।' *সুলতান*, ১৭৫০।

কাপ[৩] [ই] *বি* প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার পুরস্কার হিসেবে ধাতব পেয়ালা আকৃতির পাত্রবিশেষ। 'পল্লীগ্রামে এমন কোন লীগ কাপ শীল্ড বা ...।' *ইছলাম*, ১৯৪২।

কাপ[৪] [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'ডেজি ও হলদে বাটার কাপ অজস্র সৌন্দর্যে প্রকাশিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

কাপট্য [স] *বি* কপটতা। 'কাপট্য অবলম্বন না করিয়া দর্প করিয়া ভাল করেন নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

কাপট্যরহিত [স] *বি* কপটতাবর্জিত। 'তাহার কাপট্য রহিত দানশীলতা দ্বারা পতিত ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

কাপড় [স কর্পট] *বি* পোশাক; বস্ত্র। 'বিরহে বিকল কাহ্নাঞি কাপড় না পিন্ধে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাপড় আছড়ানো *ক্রি* কাপড় কাচা। 'কাপড় আছড়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাপড়ওয়ালা [কাপড়+হি ওয়ালা] *বি* কাপড় বিক্রেতা। 'শালওয়ালা ও কাপড়ওয়ালা প্রভৃতি আরবাজারের লোক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কাপড় করা *ক্রি* পোশাক তৈরি করানো। 'এখন আমি কাপড় করাতে পারব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কাপড় কাচা *ক্রি* কাপড় ধোয়া। 'শিশুকাল হৈতে আমি কাপড় কাচিতে ভালবাসি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

কাপড়চোপড় *বি* পোশাক-পরিচ্ছদ। 'কাপড় চোপড়গুনো সেরে সুরে গায় দিচ্চি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কাপড় ছাড়া *ক্রি* পোশাক বদল করা। 'নিমে ও ঘরে কাপড় ছাড়তে গিয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

কাপড়ঝাড়া [কাপড়+ঝাড়া] *ক্রি* কিছু লুকোনো আছে কি না তা পরীক্ষার জন্য গায়ের কাপড় ঝাড়া দেওয়া। 'তাঁকেও কাপড়ঝাড়া দিয়ে আসতে হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কাপড়মোড়া [কাপড়+মোড়া] *বিণ* কাপড়ে মুড়ি দেওয়া। 'সে কাপড়মোড়া তেরো বছরের ছিঁচকাঁদুনে খুকি নয়।' *মানিক*, ১৯৪০।

কাপড়ের কল *বি* কাপড় তৈরি করার কল। 'একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কাপড়া [স কর্পট>] *বি* কাপড়। 'বহুরত্ন নানাদেশী বিচিত্র কাপড়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাপতান, কাপতেন [প কাপিতান] *বি* সামরিক পদবি-বিশেষ অথবা জাহাজের অধিনায়ক। 'কাপতেন ওয়াএট সাহেবের বাটী সয়ন কুঠরি

হইতে।' *ক্যালগে*, ১৮০০; 'কাপতান ষ্টুআর্ট সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কাপরেল [স খর্পর>] *বি* টালি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কাপা [স কম্প>] *ক্রি* কাঁপা। **কাপএ** *ক্রি* কাঁপে। 'ভিমের বচন সুনি কাপএ অধর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কাপিতে** *ক্রি* কাঁপতে। 'থর থর বিবি আপে লাগিল কাপিতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কাপাইস [স কার্পাস] *বি* তুলাবিশেষ। 'আধ সেরটাইক কাপাইস আনিতে হবে।' *কেরি*, ১৮০২।

কাপালি, কাপালী [স কপালী] **১** *বি* বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; কপালী। 'নিঘিণ কাহ্নু কাপালি জোই লাগ।' *চর্যা* ১০, ১২০০; 'কাহ্নু কাপালী যোগী পইঠ অচারে।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **২** *বি* দড়ি তৈরি করে এমন পেশার লোক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* **কাবালী**

কাপালিক [স] *বি* বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। 'এ ব্যক্তি কাপালিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

কাপালিকা [স] *বি স্ত্রী* কাপালিক। 'গৌরী কাপালিকা দাঁড়াল সম্মুখে আসি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

কাপালিনী [স] *বি স্ত্রী* বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। 'স্মৃতি কাপালিনী পূজারতা, একমনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কাপাস, কাপাশ [স কার্পাস] *বি* তুলাবিশেষ। 'গুড় তিল মুগ মাষ গম সর্ষা কাপাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আকাশে কাপাশফুল/ তুলতুলে বৃষ্টির গুঁড়ি।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

কাপাস হাসি [স কার্পাস>+স হাস] *বি* শুষ্ক হাসি। 'তিনি কিছুই হয়নি বলে কাপাস হাসি হাসতে চেষ্টা করেছিলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কাপাসি [স কার্পাস] *বি* কার্পাস তুলা। 'পিপলী কাপাসি আসনে বড়ু, ১৪৫০।

কাপাসের মালু *বি* কার্পাস তুলা রাখার পাত্র। 'করিবর প্রভৃতি কিম্বা কাপাসের মালু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কাপি, কাপী [ই] *বি* কপি; প্রতিলিপি। 'তাহার দেড় শত কাপি সহী হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'দুই হাজার কাপী বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

কাপিখানা [ই কফি+ফা খানা] *বি* কফিখানা; কফির রেস্তোরাঁ। 'ওকে লাল বাজারের কাপিখানায় পাঠিয়ে বোঝানো যাবে যে, ইভনিং পার্টি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

কাপিতান [প] *বি* জাহাজের অধিনায়ক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* **কাপতান**

কাপিল সূত্র [স] *বি* কপিল মুনির দর্শন। 'কোমৃৎ দর্শন, কাপিল সূত্রের ন্যায় নিরীশ্বর।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কাপিশো *বি* রাঁধা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাপুর [স কর্পূর] *বি* কর্পূর। 'হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

কাপুরুষ [স] *বিণ* ভীতু। 'হেন কাপুরুষ কর্ম কিসকে করিব।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কাপুরুষতা [স] *বি* ভীরুতা। 'ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, এরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শন করিতেছিস।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কাপুরুষতাব্যঞ্জক [স] *বিণ* কাপুরুষতা প্রকাশক। 'কাপুরুষতাব্যঞ্জক গুপ্ত ষড়যন্ত্র এবং উৎপীড়ন সমর্থন করে না।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

কাপুরুষোচিত [স] *বিণ* কাপুরুষের মতো। 'সংখ্যালঘুর উপর কাপুরুষোচিত আক্রমণে ...।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

কাপেকাপ [খাপ>] *ক্রিবিণ* ফাঁক না রেখে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাপোড় [স কর্পট] *বি* বস্ত্র। 'কাপোড় দেখিয়া চান্দো অতি ক্রুদ্ধ হইল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কাপ্তান, কাপ্তেন [প কাপিতান; ই ক্যাপ্টেন] **১** *বি* সামরিক পদবিবিশেষ; নৌবাহিনীর কর্মকর্তা। 'কাপ্তান ষ্টুআর্ট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন সাহেব ... শাস্ত্র বিদ্যার প্রধান উপদেশক হইয়াছেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫। **২** *বি* জাহাজের প্রধান কর্মকর্তা; অধিনায়ক। 'জাহাজারোহিরদের ন্যায় তিনি কাপ্তানসাহেবের মেজের উপর ভোজন করেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'কাপ্তেন স্বানস্টন এই উপকূলে আসিয়া হস্তিদন্ত, স্বর্ণরেণু প্রভৃতি ক্রয় করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'কাপ্তেন নাই। জাহাজ ছাড়িবার পূর্বরাত্রেই সে গা-ঢাকা দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৩** *বি* ফুর্তিবাজ অপব্যয়ী ধনী লোক। 'কাপ্তেন ঘাল হ'ল আর মদ কোথায় পাব?' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৪** *বি* দলনায়ক। 'টিমের কাপ্তান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কাপ্তেনী [প কাপিতান>] *বি* ক্যাপটেনের কাজ। 'কাপ্তেনী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

কাফ [ই] *বি* জামার হাতার প্রান্তভাগ। 'কামিজের প্লেট ও কাফ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কাফগীর [আ কাফ+ফা গীর] *বি* হাতলবিশিষ্ট বড়ো চামচ। 'ডেগচি, কাফগীরের ঘনসংঘাতে গোলদারবাড়ী মুখরিত হইতে লাগিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

কাফন [আ] *বি* মুসলিম রীতিতে মৃতের সৎকারের জন্য ব্যবহার্য কাপড়। 'গোছল কাফন দিয়া ইয়ার তামাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কাফন দেওয়া *ক্রি* মৃতদেহকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাফফারা [আ] *বি* প্রায়শ্চিত্ত। 'ইচ্ছাএ ভাঙ্গিলে রোজা কাফফারা এ রীত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাফরি [প/ই] *বি* আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের কাফ্রেরিয়ার অধিবাসী বান্টু গোত্রের কৃষ্ণাঙ্গ লোকগোষ্ঠী। 'দেশীয় কাফরী জাতিকে যেরূপ দর্শন করা যাইতেছে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। *দ্র* **কাফ্রি**

কাফল [স কু+ফল] *বি* গুল্মজাতীয় গাছবিশেষ। 'ডেফল কাফল করন্দার বন করঞ্জি মেগুদি কাটে আসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাফি[১] [আ কাফী] *বি* (সংগীত) রাতের প্রথমার্ধে গেয় রাগিণীবিশেষ। *আলাওল*, ১৬৮০।

কাফি[২] [ই] *বি* কফি গুল্মের বীজ থেকে তৈরি চায়ের মতো পানীয়। 'তিনি ... কাফি কিংবা চা খাইয়া সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কাফির[১] [আ] *বি* ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। 'কাফির হৈয়া সেই জগতে জন্মিলা।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কাফির[২] [প/ই কাফরি] *বি* আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের কাফ্রেরিয়ার অধিবাসী বান্টু গোত্রের কৃষ্ণাঙ্গ লোকগোষ্ঠী। 'মাঝে মাঝে কাফিরদের বস্তি।' *বিভূতি*, ১৯৩৩। *দ্র* **কাফরি, কাফ্রি**

কাফুর [স কর্পূর] *বি* কর্পূর। 'অমৃত সমান জল কদম কাফুর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাফে [ফা] **১** *বি* বাইরে বসার ব্যবস্থা আছে এমন রেস্তোরাঁ। 'কাফেতে

খাবার সময় ফুটপাথের ওপর ব'সে খেতে হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **২** *বি* কফিখানা। 'ছ'টি মাস কেটে গেল এ-কাফে ও-কাফে করে করে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কাফেওয়ালা [ফ কাফে+হি ওয়ালা] *বি* কফিখানার মালিক। 'মেয়েটা হুঙ্কার দিয়ে কাফেওয়ালাকে পরিষ্কার জর্মনে বলল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কাফের [আ কাফির] **১** *বি* ঈশ্বরে অবিশ্বাসী; বিধর্মী (গালিবিশেষ)। 'সবে মাত্র খণ্ডাইলা কাফেরের রীতি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'বেমান কাফের তোর বেসোর কমজাত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* হিন্দু। 'যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি নাড়ি কাছা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কাফেরি, কাফেরী [আ কাফির>] **১** *বিণ* ইসলামবিরোধী। 'কতকগুলি নাম স্পষ্ট কাফেরী।' *ইমান*, ১৯০১। **২** *বিণ* বিধর্মীয়। 'যাঁহারা কাফেরী ভাষা বলিয়া ইংরাজি শিক্ষার ...।' *নবনূর*, ১৯০৩। **৩** *বিণ* ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন। 'রেফারিকে দেয় কাফেরি ফতোয়া।' *নজরুল*, ১৯৪১।

কাফেলা [আ কাফিলা] *বি* তীর্থযাত্রীর দল। 'কাফেলা যখন কাঁদিয়া উঠিল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কাফেলা-সালার [আ কাফিলা+ফা সালার] *বি* কাফেলার অধিনায়ক। 'কাফেলা-সালার! তোমার দেখানো রাহে করি করাঘাত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

কাফ্রি [প/ই] **১** *বি* আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের কাফ্রেরিয়ার অধিবাসী বান্টু গোত্রের কৃষ্ণাঙ্গ লোকগোষ্ঠী। 'কাফ্রি এক বালক ও বালিকাকে বিক্রয় করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। **২** *বি* কৃষ্ণাঙ্গ জাতি। 'কাফ্রি জাতি পৌত্তলিক।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **৩** *বিণ* কালো। 'তাই শাদা চাঁদ কাফ্রি রাত্রির প্রেমিকা পৃথিবীতে।' *শামসুর*, ১৯৬৬। *দ্র* **কাফির, কাফরি**

কাবলিওয়ালা [ফা কাবুলি+হি ওয়ালা] *বি* কাবুল বা আফগানিস্তানের লোক। 'কাবলিওয়ালা বেহাগ গায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কাবা[1] [আ কবা] *বি* আলখাল্লাজাতীয় লম্বা জামাবিশেষ। 'মহাশয়েরা জামা নিমা কাবা কোরতা ... ব্যবহার করিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

কাবাই [আ কবা] *বি* একধরনের ঢিলেঢালা জামা। 'জরকসি কাবাই গায় করিয়া পৈরণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাবা[2] [আ] *বি* মক্কা নগরীতে অবস্থিত মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র তীর্থ। 'যে-জন কাবায় গিয়াছে, হাজি হইয়াছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কাবাঘর [আ কবা+পা ঘর] *বি* মক্কা নগরীতে অবস্থিত মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র ভবন। 'সেই কাবাঘর আরবেই অবস্থিত।' *সওগাত*, ১৯২৬।

কাবাড়ি [স কৈবর্ত] *বি* মাছ বিক্রেতা সম্প্রদায়বিশেষ। 'মৎস্য বেচিয়া নাম বলাইল কাবাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাবাব [আ] **১** *বিণ* ঝলসানো। 'আশকে আমার জীউ হইল কাবাব।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* লোহার শিকে বিদ্ধ করে ঝলসানো মাংস। 'মুসলমান দোকানের কাবাব খেয়ে তার পরে কী রকম করে আমরা হিন্দুসমাজের সংস্কার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'কলিজা কাবাব সম ভুনে মরু-রোদ্দুর।' *নজরুল*, ১৯২২।

কাবাবচি [আ কাবাব+তু চি] *বি* কাবাব প্রস্তুতকারী। 'গ্রীসদেশীয় একজন কাবাবচি আছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

কাবার [আ কুবরহ] **১** *ক্রিবিণ* শেষে। 'মাষ কাবার কাগজ সদর কুটীর ও পেটার কুটীর মাষ২ কলিকাতায় মোক্তারকারের নিকট পাঠাইবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বিণ* সর্বনাশসূচক। 'কম্ম কাবার কুকুরেই করবে সাবাড়।' *নজরুল*, ১৯২৬। **৩** *বি* অকালে সমাপ্ত। 'মন্ত্রিদিগকে চটাইলে তাঁর মন্ত্রিসভার জিন্দিগী কাবার হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

কাবারি [প] *বি* যারা সস্তায় মালপত্র কিনে বিক্রি করে। 'নোটিশের পেছন পেছন এল চেন, কম্পাস ... লোকলস্কর, কুলি, কাবারি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

কাবারে [ফ] *বি* নাইটক্লাব। 'সন্ধ্যায় অপেরা, রাতদুপুরে কাবারে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কাবার্ড [ই] *বি* খাদ্যাদি রাখার আলমারির মতো আসবাব। 'এ ছাড়া কাপড় রাখবার ওয়ার্ডরোব, খাবার রাখবার কাবার্ড।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কাবালা [হিব্রু] *বি* ইহুদি মরমি সম্প্রদায়বিশেষ। 'তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা ঈশার শবোত্থান।' *জীবন*, ১৯৪৪।

কাবালী [স কপালী] *বি* বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; কপালী। 'অন্তে কুলিশভ্রণ মাঝেঁ কাবালী।' *চর্যা* ১৮, ১২০০। *দ্র* **কাপালি**

কাবাস [স কার্পাস] *বি* কার্পাস। 'তায় ফলে মাষ সরিসা তিল কাবাস ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাবিজ [আ] *বি* আয়ত্ত। '... এক টাকা সহি সিক্কা পুরা ওজন দস্তবদস্ত লইয়া আপন কাবিজ তসরূপে আনিলাম।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

কাবিন [ফা] *বি* বিয়ের সময় স্বামীর প্রতিশ্রুত অর্থ এবং অন্যান্য শর্তের দলিল। 'মহিলার স্বাধীনতার দলিল কাবিন।' *সওগাত*, ১৯২৬।

কাবিননামা [ফা] *বি* বিয়ের চুক্তিপত্র। 'সেখানে কাবিননামা, সর্বাঙ্গ-ঢাকাবোরকা, আর পাগড়ির ন্যাজ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কাবিনেট [ই] *বি* মন্ত্রীসভা। 'ইহাই ইংলণ্ডের কাবিনেটের দ্বারা রাজ্য শাসন প্রণালী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কাবিল [আ] **১** *বি* প্রজ্ঞা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* দক্ষ; জ্ঞানী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বিণ* উপযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাবু [তু] **১** *বিণ* কাতর। 'রাজা কাবু হইয়া ইশ্বর দর্শাইয়া বালকের দিগকে পাঠাইতে স্বিকার করিল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* অধীনতা। 'আমি কেন সামন্তের বাহুল্য না করিয়া এ একাদশ ভূঁইয়ারদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* ঘায়েল। 'আপনা হইতে কাবু হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৪** *বিণ* অভাবগ্রস্ত; গরিব। 'ও মা, যত বাবু, হ'ল কাবু, আর চলে না বাবুয়ানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৫** *বি* কবল। 'চুলগুলো সব বাবুই দড়ি – ঘুসকো জ্বরের কাবুয় পড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কাবুলি, কাবুলী [ফা] **১** *বিণ* আফগানিস্তানের কাবুল অঞ্চলের। 'কাবুলি মেওয়াওলারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়'। *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* ঘোড়ার জাত। 'অশ্ব অনেক জাতীয় আছে। – যথা আরবী, কাবুলী, তুরকী ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বিণ* কাবুল থেকে আসা ব্যবসায়ী সংক্রান্ত। 'কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৪** *বিণ* আফগানিস্তানের রীতিতে তৈরি। 'কাবুলী পায়জামা।' *রোকেয়া*, ১৯২৮। **৫** *বিণ* কাবুল বা আফগানিস্তানে পাওয়া যায় এমন। 'আর কেউ না, একটি কাবুলি বেড়াল।' *শিবরাম*, ১৯৪০। **৬** *বি* কাবুলের অধিবাসী। 'কাবুলীরা বুঝি ফ্রেঞ্চ বলে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কাবুলিআ [ফা কাবুলি>] *বি* কাবুলিওয়ালা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাবুলিওয়ালা [ফা কাবুলি+হি ওয়ালা] *বি* কাবুল বা আফগানিস্তানের লোক।' কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাবুলিনী [ফা কাবুলি>] *বি স্ত্রী* কাবুল দেশের মেয়ে। 'কাবুলিনীবেশে ওড়না শুধু অঙ্গাভরণ নহে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কাবেরী [স] *বি* নদীবিশেষ। 'কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কাবেল [আ] *বিণ* উপযুক্ত; যোগ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ছোকরা কাবেল হয়ে উঠছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কাবেলরী [ই ক্যাভেলরি] *বি* অশ্বারোহী সেনাদল। 'রামগর ইররেগুলর কাবেলরী দলের কিয়দংশ।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

কাবেলা [আ কাবেল] *বি* একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'যেমন, তোড়াদার, কাবেলা, বুটিদার, তেরছা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কাব্য [স] **১** *বি* কবিতা। 'প্রচার যেমন কাব্য শুনয়ে তেমন ভাব্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পরস্পর সকৌতুক, কাব্য ছাড়া একটুক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* কাহিনিকাব্য। 'তাহার ইঙ্গিত কাব্য ইতিহাস মধ্যেও প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বি* পালা। 'গানের কাব্য আরম্ভ হল সারাটি কৃষাণ পাড়া!' *জসীম*, ১৯২৯।

কাব্যকণিকা [স] *বি* ক্ষুদ্র কবিতা। 'তাদের পিরান ও চাপকানের জেবের ভিতর দিয়ে যেসব কাব্যকণিকা স্ফুলিঙ্গের মতো বেরিয়ে আসত।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

কাব্যকথা [স] *বি* কাব্যোক্তি। 'তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কাব্যকর্তা [স] *বি* কবি। 'তার অদৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যকর্তার কীর্তি।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

কাব্যকলা [স] *বি* কাব্যসাহিত্য; কাব্য রচনার কৌশল। 'আমাদের সমস্ত শ্রুতি পুরাণ কাব্যকলা ধর্মতত্ত্ব রাজনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কাব্য-কানন [স] *বি* কাব্যরূপ কানন। 'কাব্য-কাননে তাহার স্থান আছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কাব্যকার [স] *বি* কবি। 'কাব্যকার, নাটককার, ইতিহাস-লেখক ও দার্শনিক সকল সমুদিত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কাব্যকাহিনী [স কাব্য-কথনিকা] **১** *বি* কবিতা, গল্প ইত্যাদি। 'প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* কাহিনিপ্রধান কাব্য। 'আমীর হামজার বিরাটায়তন কাব্যকাহিনী পেয়েছি।' *আনিস*, ১৯৬৪।

কাব্যকুসুম [স] *বি* কবিতারূপ ফুল। 'এখন কাব্যকুসুমের চাষ আরম্ভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

কাব্যকূজন [স] *বি* কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি। 'রাজা বলে, 'এবে কাব্যকূজন আরম্ভ করো কবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কাব্যগন্ধী [স] *বিণ* কাব্যময়তার আভাস আছে এমন। '... জলধর-সৌদামিনী একটি আদর্শ, সুদূর, কাব্যগন্ধী প্রেমসম্পর্কের সোনালি কুয়াশা রচনা করে।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

কাব্যগান [স] **১** *বি* পালাগান। 'গায়কেরা কাব্য গান করিয়া শুনাইয়া বেড়াইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* গীতিকবিতা। 'বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কাব্যগ্রন্থ [স] *বি* কবিতার বই। 'স্ত্রীরাও উত্তম কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কাব্যচর্চা [স] *বি* কবিতা রচনা। 'ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

কাব্যজগৎ [স] **১** *বি* কাব্যচর্চাকারীদের বৃত্ত। 'তখনকার সমাজের ও কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* কাব্যিক সৃষ্টি। 'কাব্যজগতের মধ্যে হ্যামলেট যে একটি পরম স্বাভাবিক সৃষ্টি সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কাব্যজিজ্ঞাসা [স] *বি* কাব্যের ভাব রূপ রীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা। 'কাব্যজিজ্ঞাসা ও ধর্মজিজ্ঞাসার প্রভেদ আমরা ধরতে পারি নে।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

কাব্যতরু [স] *বি* কাব্যরূপ তরু। 'সুকুমারমতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে উহার নাম কাব্যতরু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কাব্যতীর্থ [স] *বি* কাব্যবিষয়ে উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কাব্যতৃষ্ণা [স] *বি* কবিতা পাঠ ও চর্চার আকাঙ্ক্ষা। 'কাব্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করার মত রস।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কাব্যদেহ [স] **১** *বি* কাব্যের বিষয়বস্তু। 'অশ্লীলতা যে কাব্যদেহের শোভা বৃদ্ধি করে না ...।' *প্রমথ*, ১৯২৯। **২** *বি* কবিতার গড়ন। 'আধুনিক কবিতায় ঐতিহ্যের সবচাইতে ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগ হল কাব্যদেহে পূর্বসূরী কবিদের স্বীকরণ।' *শিব*, ১৯৭৩।

কাব্য-নাটক [স] *বি* কাব্যের আঙ্গিকে রচিত নাটক। 'কালিদাস-প্রণীত সুপ্রচলিত কয়েকখানি কাব্য-নাটক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কাব্যনাট্য [স] *বি* কাব্যের আঙ্গিকে রচিত নাটক। 'মেয়েরা যদি তাঁহাদের সম্মুখে একটা ছোটোখাটো ইংরেজি কাব্যনাট্য অভিনয় করেন তো বড়ো ভালো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কাব্যপিণ্ড [স] *বি* পিণ্ডরূপ কবিতা। 'হাইড্রলিক জাঁতায় পেষা কাব্যপিণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কাব্য-পুরন্দর [স] *বি* কাব্য-বিশারদ। 'এসো ... কাব্য-পুরন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

কাব্যপ্রতিভা [স] *বি* কবিতা রচনা করার ক্ষমতা। 'এর ফলে ব্যাপকভাবে তথ্যসংগৃহীত হলে লালনের কাব্যপ্রতিভা ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

কাব্য-প্রসিদ্ধ [স] *বিণ* কবিতায় প্রচলিত। 'গোপন-সঙ্কেত বা ইঙ্গিতাদি কেবল যে কাব্য-প্রসিদ্ধ তা নয়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

কাব্যপ্রিয় [স] *বিণ* কবিতার অনুরাগী। 'হিন্দুরা কাব্যপ্রিয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কাব্যপ্রীতি [স] *বি* কবিতার প্রতি ভালোবাসা। 'তাহার আগ্রহভরা কাব্যপ্রীতি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কাব্যবস্তু [স] *বি* কাব্যরূপ বস্তু। 'কাব্যবস্তু হচ্ছে সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

কাব্যবাণী [স] *বি* কবিতার বার্তা। 'তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কাব্যবিশারদ [স] **১** *বি* সংস্কৃতবিদ্যার পদবিবিশেষ। 'কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বি* কাব্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। 'আমাদের পণ্ডিতমশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কাব্যব্যঞ্জনা [স] *বি* কাব্যিক তাৎপর্য। 'তাঁদের অধিকাংশই তাঁদের কাব্যব্যঞ্জনায় এই দুই ধারাকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন।' *শিব*,

১৯৭৩।

কাব্যভুবন [স] *বি* কবিতার জগৎ। 'কাব্যভুবনে জোছনার মত রহিবে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

কাব্যভোক্তা [স] *বি* কাব্যের পাঠক। 'কাব্যের দৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যভোক্তা প্রীতি।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

কাব্যমন্দির [স] *বি* কাব্যরূপ মন্দির। 'কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে তার মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

কাব্য-মোতি [স কাব্য+স মৌক্তিক] *বি* কবিতারূপ মুক্তা। 'হাফিজের এই কাব্য-মোতি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কাব্যযাচাই [স কাব্য+যাচাই] *বি* কবিতার গুণাগুণ ও সঠিক মূল্য নিরূপণ। 'আদর্শ কাব্যযাচাইয়ের কাজে ... বাধা পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কাব্যযুদ্ধ [স] *বি* কবিতার মাধ্যমে লড়াই। 'কাব্যযুদ্ধ যে কিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালোরূপ ধারণা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাব্যরচক [স] *বি* কবিতা রচয়িতা। 'তাঁহাদের মধ্যে কএক জন বিশেষতঃ উপরে প্রস্তাবিত কাব্যরচক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কাব্যরচনা [স] *বি* কবিতা লেখা। 'কাব্যরচনা সংস্কৃতসাহিত্যে কেবল কালিদাসের প্রথম দেখা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কাব্যরত্ন [স] *বি* রত্নরূপ অসাধারণ কাব্য। 'একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কাব্যরথী [স] *বি* মহান কাব্যস্রষ্টা। 'এ তিন কাব্যরথীর রচনা পড়লেই গীতিধারা বাদ দিয়ে মধ্যযুগের ...।' *হাই*, ১৯৪৯।

কাব্যরস [স] *বি* কবিতার রস বা মাধুর্য। 'বড় যত্নে শিখিয়াছি যতো কাব্যরস।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কাব্যরস-পিপাসু [স] *বিণ* কবিতার রস লাভে ইচ্ছুক। 'আমরা কাব্যরস-পিপাসুর দল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কাব্যরসিক [স] *বি* কাব্যের সমঝদার। 'সামাজিক বলতে আলংকারিকরা বুঝতেন কাব্যরসিক।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

কাব্যরসোপলব্ধি [স] *বি* কাব্যরস আস্বাদন। 'প্রাচীনেরা কাব্যরসোপলব্ধিকে বলেছিলেন ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

কাব্যরূপ [স] **১** *বিণ* কাব্যরসের মতো। 'কাব্যরূপ অমৃত রসের আস্বাদন ও সজ্জনের সহিত সমাগম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* কবিতার আঙ্গিক। 'বৈষ্ণব কবিরা এই অনুভূতিকেই কাব্যরূপ দিয়াছিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

কাব্যরূপ-রচনা [স] *বি* কাব্যরূপ দান। 'যে প্রেরণা কাব্যরূপ-রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল – কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কাব্য-লক্ষ্মী [স] **১** *বি* কাব্যরূপ লক্ষ্মী। 'তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি স্ত্রী* কবিতার প্রেরণা। 'কাব্যলক্ষ্মী! এ-পাণিদানের অর্থ নেই।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

কাব্য লাগা *ক্রি* কবিত্বে পাওয়া। 'কাব্য লেগেছে তোর মতি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কাব্যলোক [স] *বি* কাব্যের ভুবন। 'চক্ষু অর্ধেক মুদ্রিত করিয়া কাব্যলোক হইতে গোখুর ধূলিজালের মধ্যে বৃন্দাবনের ধেনুদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কাব্যশাস্ত্র [স] *বি* কাব্যগ্রন্থ। 'কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্যশাস্ত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কাব্যসংগ্রহ [স] **১** *বি* সংগৃহীত কাব্য। 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বি* কবিতার সংকলন। 'দেখতে পেলে ইংরেজ কবি ডন-এর কাব্যসংগ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কাব্যসম্ভোগ [স] *বি* কবিতার রস আস্বাদন। 'অপরপক্ষে যুক্তির লেশমাত্র বজায় থাকা পর্যন্ত না সম্ভব কাব্যসৃষ্টি, না কাব্যসম্ভোগ।' *শিব*, ১৯৫০।

কাব্যসাধনা [স] *বি* কবিতার অনুশীলন। 'যা রয়েছে তোমার চার দিকে তারই মধ্যে চিরন্তন – লোভ কোরো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কাব্যসাহিত্য [স] *বি* কাব্যরূপ সাহিত্য। 'বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবি-ওয়ালাদের গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কাব্যসৃষ্টি [স] *বি* কাব্যরচনা। 'কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সে এত উপেক্ষিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কাব্যসৌন্দর্য [স] *বি* কবিতার শোভা। 'কাব্যসৌন্দর্য সমগ্রভাবে শ্রোতৃবর্গের মনের মধ্যে মুদ্রিত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কাব্যহর্ম্য [স] *বি* কাব্যপ্রাসাদ। 'কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কাব্যহার [স] *বি* কবিতার মালা। 'বালিকার মানবাত্মাকে লইয়া তাঁহার কাব্যহারে প্রথম ফুল গাঁথিয়াছিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

কাব্যহিংসা [স] *বি* কবিতা নিয়ে কবিদের পারস্পরিক ঈর্ষা। 'ঢেকে যায় কাব্যহিংসা, পক্ষপাত।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কাব্যাংশ [স কাব্য-অংশ] *বি* কবিতার অংশ। 'মোটের উপরে হয়তো কাব্যাংশটা বেশি স্ফূর্তি পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কাব্যাচার্য [স কাব্য-আচার্য] *বি* কাব্যমহারথী। 'আর্যযুগেও চুটকি কাব্যাচার্যদিগের নিকট অতি উপাদেয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ [স কাব্য-আড়ম্বরপূর্ণ] *বিণ* কাব্যের অলঙ্কারে পূর্ণ। 'অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

কাব্যাদর্শ [স কাব্য-আদর্শ] *বি* কবিতাবিষয়ক নীতি। 'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

কাব্যানুবাদ [স কাব্য-অনুবাদ] *বি* কাব্যরূপে অনুবাদ। 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়ার কাব্যানুবাদ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কাব্যানুরাগ [স কাব্য-অনুরাগ] *বি* কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ। 'পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কাব্যানুশীলনা [স] *বি* কাব্যচর্চা। 'আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না, তাহাদেরি কল্যাণে কাব্যানুশীলনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কাব্যামৃত [স কাব্য-অমৃত] *বি* কাব্যরূপ অমৃত। 'আরবী ও পারসীক ভাষা কাব্যামৃতের সমুদ্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কাব্যামোদী [স কাব্য-আমোদী] *বিণ* কাব্যপ্রেমিক। 'যাঁহারা নৈসর্গিক শোভাদর্শনপ্রিয় বা কাব্যামোদী ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কাব্যালঙ্কার [স কাব্য-অলঙ্কার] *বি* কবিতার উৎকর্ষসাধক অলঙ্কার ও এ বিষয়ক শাস্ত্র। 'ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার ও সাংখ্য পাতঞ্জলাদি

ষড়্‌দর্শন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

কাব্যালোক [স কাব্য-আলোক] *বি* কবিতার আলোক। 'দীপ্ত তুমি কাব্যালোকে, তুমি শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

কাব্যালোচনা [স কাব্য-আলোচনা] *বি* কাব্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা। 'শিল্পচর্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কাব্যাশ্রম [স কাব্য-আশ্রম] *বি* কাব্যরূপ আশ্রম। 'তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কাব্যের কানন *বি* কাব্যসমৃদ্ধ স্থান। 'ইতালি, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কাব্যের জলোচ্ছ্বাস *বি* কবিতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি; কাব্যকলার সর্বপ্লাবী বিকাশ। 'আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কাব্যি [স কাব্য] *বি* (ব্যঙ্গ) কবিত্ব। 'হয়তো ধুঁয়া এবং ছায়া এবং কাব্যি বলিয়া ঠেকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কাব্যি করা *ক্রি* কবিত্ব প্রকাশ করা। 'আমি কাব্যি করছি নে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কাব্যিপনা [স কাব্যপনা] *বি* কবিত্ব। 'তাঁর কাব্যিপনাও নিমেষে শিকেয় উঠে যেত।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

কাব্যিরোগাক্রান্ত [স কাব্যরোগাক্রান্ত] *বিণ* (শ্লেষাত্মক) কবিত্বে আসক্ত। 'আমাদের বোর্ডিং-এর কাব্যিরোগাক্রান্ত যাবতীয় ছোকরাদের মধ্যে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কাব্যিক [স] **১** *বিণ* কবিত্বপূর্ণ। 'কর্তৃপক্ষগণ এক কাব্যিক নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়েছিলেন।' *নজরুল*, ১৯২১। **২** *বিণ* কাব্য সম্বন্ধীয়। 'শারীরিক বাঁচার কথা বলছিনে, কাব্যিক বাঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কাম[১] [স কর্ম] *বি* কাজ; কর্ম। 'জামে কাম কি কামে জাম।' *চর্যা* ..., ১২০০।

কাম কাজ [স কর্ম+স কার্য] **১** *বি* যোগাযোগ। 'আমার সহিত কোনো কাম কাজ নাহি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *বি* কাজকর্ম। 'শহরের লোক যত কাম কাজ ছেড়ে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কাম-কায্য [স কর্ম+স কার্য] *বি* কাজকর্ম। 'অনেক কাম-কায্যের উদ্বেগ আছে।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

কামকারবার [স কর্ম+ফা কারওয়ার] *বি* যোগাযোগ। 'বোমা পিস্তলের কামকারবার নাই – জিতা রহ।' *সাদত*, ১৯৬৭।

কামকেরদানি [স কর্ম+ফা কারদানি] *বি* কর্মকৌশল। 'আমি কিন্তু উনোর কামকেরদানি থেকে দুটো শিক্ষা লাভ করেছি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কামদার[১] [স কর্ম+ফা দার] *বি* কর্মচারী। 'ঝাঁসির কামদার ভিখাজীনানাকে অরাজকতার হাত থেকে কুঁচ জেলাটি বাঁচাতে বলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কামদার[২] *দ্র* **কাম**[২]

কাম[২] [স] **১** *বি* কামনা; বাসনা। 'রতিরসকামদোহনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ভ্রূ। 'কাম কামান চান্দ উগি গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বি* মদন। 'খেনেক রহিয়া কাম পাইল চেতন।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *বি* যৌনবাসনা। 'কামে বিমোহিত হৈল পাণ্ডু মোহাসএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কাম-অন্ধ [স] *বি* কামের বাসনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য যে। 'কাম-অন্ধ যেমতি এ কুনীতিদুর্জ্জন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কাম আনল [স কাম-অনল] *বি* যৌনবাসনারূপ আগুন। 'টুটুক কাম আনল দেহ চুম কোল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাম উতাপিনী [স কাম-উত্তাপক>] *বিণ* যৌনবাসনা জাগিয়ে দেয় এমন। 'কাম উতাপিনী নব বিয়োগিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কামকটাক্ষ [স] *বি* যৌনতার দৃষ্টিতে তাকানো। '... পুত্রবধূর প্রতি কামকটাক্ষ করে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

কামকথা [স] *বি* যৌনতা বিষয়ক আলোচনা। 'কামকথা কহি কার সনে হাসি হাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কামকলা [স] *বি* যৌনতার কলাকৌশল। 'বিলাসিনী হএ বালা নাহি জানে কামকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কামকলুষিত [স] *বিণ* যৌনতায় দূষিত। 'সরস – কিন্তু কামকলুষিত অশ্লীল নহে।' *দর্শন*, ১৯২১।

কামকামিনী [স] *বি* কাম্য নারী। 'অপ্রীতি করিতে পারি কাম কামকামিনী।' *ভারত*, ১৭৬০।

কামকারী [স] *বিণ* কামাতুর। 'কেননা তারা বাচাল, কামকারী এবং দৃষ্টি রাগাধিষ্ঠিত।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

কামকেলি [স] *বি* রতিক্রীড়া। 'কামদেব, কামকেলি কর নিরন্তর।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কামক্রীড়া [স] *বি* রতিক্রিয়া। 'নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কামখেদ [স] *বি* যৌনাকাঙ্ক্ষা। 'দোহানের হৃদয়ে জন্মিল কামখেদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কামগঞ্জ [স কাম+ফা গঞ্জ] *বি* কামের জগৎ। 'প্রেমগঞ্জের রসিক যারা, কামগঞ্জের ভুল।' *লালন*, ১৮৯০।

কামগন্ধ [স] *বি* যৌনতার আভাস। 'গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কামগন্ধহীন [স] *বিণ* কামের ভাব নেই এমন। 'কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কামচণ্ডালী [স কর্মচণ্ডালী] *বি* সঙ্গীতের রাগবিশেষ। 'কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।' *চর্যা ১৮*, ১২০০।

কামচারিতা [স] *বি* ইচ্ছা অনুযায়ী বিচরণ করার শক্তি। 'এই কামচারিতা, কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কামচারী [স] *বিণ* স্বচ্ছন্দে গমনশীল। 'তুমি কামচারী, যাও তুমি সখা মন্দিরে তারি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

কামছাগ [স] *বি* কামরূপ ছাগল। 'তুই যে বলিদান চেয়েছিস/ কামছাগ ক্রোধরূপী মহিষ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

কামজ [স] *বিণ* বিবাহ-বহির্ভূত কাম থেকে জাত। 'জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই।' *নজরুল*, ১৯২৫।

কামজয়ী [স] *বিণ* কামরিপুকে দমন করেছে এমন। 'সন্ন্যাসী কি সকলেই কামজয়ী হয়েছে?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কামজাল [স] *বি* কামরূপ জাল। 'যদি যোগী দেখে, পরে কামজালে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কামজ্ঞান [স] *বি* কামনাবোধ। 'কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কামজ্বর [স] *বি* জ্বরের মতো যৌনবাসনার আক্রমণ। 'আমি কাঁপি

কামজ্বারে সে বলে উলন।' *ভারত*, ১৭৬০।

কামতঃ [স] *ক্রিবিণ* যৌনতার কারণে। 'সকলেই অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া কামতঃ ... শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কামতন্ত্র [স] *বি* রতিশাস্ত্র। 'কুলবধু কামতন্ত্র বেজক মুরলিযন্ত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাম-তৃপ্তি [স] *বি* কাম-বাসনার তৃপ্তি। 'যাচিলাম পায় ধরি কাম-তৃপ্তি হেতু।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কামদার[১] *দ্র* কাম[২]

কামদার[২] [স কাম+ফা দার] *বিণ* কারুকার্যবিশিষ্ট। 'মখমলের কামদার বিছানা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

কামদেব [স] *বি* প্রেমের দেবতা। 'জনি কামদেব করবাল কাঁঢ়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সম্বর রাজায় বধ কৈল কামদেবে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কামধনু [স] *বি* কামের ধনু। 'জ্রহি কামধনু নয়ন বাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কামধেনু [স] *বি* হিন্দু পুরাণে বর্ণিত গাভীবিশেষ। 'এই এক কামধেনু দিলাম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কামনদী [স] *বি* যৌনতারূপ নদী। 'প্রেম সাধিতে ফাঁপড়ে ওঠে কামনদীর তুফান।' *লালন*, ১৮৯০।

কামপর [স] *বিণ* যৌনপরায়ণ। 'ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনের উপর পৃথক পৃথক রূপে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মপর বা কামপর হইবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কামপরবশ [স] *বিণ* যৌনতার বশীভূত। 'আমি কামপরবশ হয়ে চামারকে বিষ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কামপরিচর্যা [স] *বি* শৃঙ্গার রসের চর্চা। 'তখন তাহা কামপরিচর্যার আধাররূপে দেখা দেয়।' *হাই*, ১৯৫৪।

কামপীড়িত [স] *বিণ* যৌনকামনায় কাতর। 'যে জন কামপীড়িত থাকে, তাহারে জনেকে ভৌতিকে বিচার করে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কামপুর [স] *বি* যৌনতা। 'ভুরু যুগ জিনি ধনু কটাক্ষে জিনএ কামপুর।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কামপ্রযুক্ত [স] *ক্রিবিণ* যৌনতার কারণে। 'তাহার মধ্যে কামপ্রযুক্ত দশ প্রকার ব্যসন হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কামবঁধু [স কাম+স বন্ধু] *বি* বসন্ত। 'যেন মধু কামবঁধু, – যবে ঋতুপতি বসন্ত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কামবধূ [স] *বি* হিন্দুপুরাণে উল্লিখিত রতিদেবী। 'কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া গড়েন সদা বাঁধিতে বাসবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কাম-বশ [স] *বি* যৌন-তাড়না। 'কাম-বশে কুলটায় বরিল তাহার বাপ।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

কামবহ্নি [স] *বি* কামরূপ বহ্নি। 'উন্মাদনা বা কামবহ্নির জ্বালা আর দেখা যায় না।' *হাই*, ১৯৫৪।

কামবাই [স কামবাতিক] *বি* প্রবল কামাসক্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কামবাইআ [স কামবাতিক>] *বিণ* কামুক; কামাসক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কামবাণ [স] *বি* কামরূপ বাণ। 'বিষাদ করয়ে কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কামবিষ [স] *বি* যৌনাকাঙ্ক্ষা। 'কামবিষ ন পজ্ঞারও হম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কামব্যাধি [স] *বি* অস্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষা। 'কামব্যাধির পরাক্রম বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যাধের তুল্য আড্ডা গাড়িয়া বসেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কামভাব [স] *বি* যৌন সম্ভোগের ইচ্ছা। 'কামভাবে নৃপতিএ ভাবে মনে মন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কামভাবহীন [স] *বিণ* সম্ভোগের ইচ্ছা নেই এমন। 'তাঁহাদের সম্পর্কও কামভাবহীন।' *হাই*, ১৯৫৪।

কামমদ [স] *বি* কামের নেশা। 'মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কামমোহিত [স] *বিণ* শৃঙ্গাররত। 'তুই কামমোহিত ক্রৌঞ্চ যুগলের মধ্যে এককে হত্যা করেছিস।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

কামযাগ [স কামযজ্ঞ] *বি* কামযজ্ঞ; যৌনক্রীড়া। 'পরম আনন্দে কামযাগ আরম্ভিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কামযুদ্ধ [স] *বি* রতিক্রিয়া। 'উভয়ে মিলিয়ে পরে কামযুদ্ধ করে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কামরস [স] *বি* আদিরস। 'কামরস অখণ্ডরস কর অনুমান।' *মালাধর*, ১৫০০।

কামরিপু [স] *বি* যৌনতারূপ রিপু। 'কামরিপু মদন মোহিত এক শরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কামরূপ *বিণ* যৌনতারূপ। 'পরানুরাগী কামরূপ পিশাচেরই আধিপত্য বৃদ্ধি হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কামরূপধারিতা [স] *বি* ইচ্ছা অনুযায়ী রূপ ধারণ করার শক্তি। 'এই কামচারিতা, কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কামরূপা [স] *বিণ* স্ত্রী স্বেচ্ছায় রূপধারণকারী। 'বন্দো মাতা নারায়ণী কামরূপা কাত্যায়নী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কামলোক [স] *বি* যৌনবাসনার জগৎ। 'সব নীচে কামলোক ... তার উপরে ধ্যানলোক।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

কামলোভী [স] *বিণ* কামার্ত। 'আমার হল কামলোভী মন ...।' *লালন*, ১৮৯০।

কামশর [স] *বি* কামরূপ বাণ। 'শুনে সাধু খুল্লনার কথা সাধুর হৃদয়ে লাগে কামশর বেথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কামশাস্ত্র [স] *বি* রতিশাস্ত্র; যৌনবিজ্ঞান। 'এক দিকে কামশাস্ত্র অপর দিকে মোক্ষশাস্ত্র।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

কামসখা [স] *বি* কামদেবের সহচর। 'সে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি ভাতে/ কামকেতু যথা যবে কামসখা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কামসম [স] *বিণ* মদনের মতো। 'কামসম বরে দেখি বড়ঘরে বিভা দিল বাপ-মায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কামসর্বস্ব [স] *বিণ* যৌনতাসর্বস্ব। 'সে শুধু কামসর্বস্ব বাচাল হৃদয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কামসিন্দুর [স] *বি* কামোদ্দীপক সিঁদুর। 'শিশত শোভএ তোর কামসিন্দূর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কামসুতা [স কাম+স সুতা] *বিণ* কাঙ্ক্ষিতা। 'কামসুতা ধনীর নাহিক আগমন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কামসুরভি [স] *বি* যৌনতার ইঙ্গিত। 'পদ্মের মতো সৃজনী আভায়

কামসুরভি।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

কামসূত্র [স] *বি* রতিশাস্ত্র; কামকলা বিষয়ক শাস্ত্র। 'তাঁরা ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছেন এবং কামসূত্রেরও অনাদর করেননি।' *সবুজ*, ১৯১৭।

কামস্পর্শহীন [স] *বিণ* কামনাবর্জিত। 'তার কামস্পর্শহীন জায়াঘ্রাণহীন আনন্ত্যকে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কামহতা [স] *বিণ স্ত্রী* কামাতুর। 'জৌবন প্রেবেসে কামহতা।' *মালাধর*, ১৫০০।

কামহুতাশন [স] *বি* যৌনতার আগুন। 'কামহুতাশনে দহে দেহা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কামহৃদয় [স] *বি* কামনাপূর্ণ মন। 'তইঅও কাম হৃদয় অনুপাম। রোএল ঘট উচল কএ ঠাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কামাগ্নি [স কাম–অগ্নি] *বি* কামরূপ অগ্নি; অত্যধিক কাম-লালসা। 'প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কামাগ্নিসন্দীপনী [স কাম-অগ্নি-সন্দীপনী] *বিণ* কামোত্তেজক। 'কেবল এই কামাগ্নিসন্দীপনী বটিকাই বিক্রি হচ্ছে তা নয়।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

কামাচার [স কাম-আচার] *বি* যৌন আচরণ। 'সবকলা জ্ঞান তুমি কামাচার গতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কামাতুর [স কাম-আতুর] *বিণ* যৌনবাসনায় কাতর। 'কামাতুর হইয়া করিল পরিহাস।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কামাতুরা [স কাম-আতুরা] *বিণ স্ত্রী* যৌনবাসনায় কাতর। 'কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কামাধীন [স কাম-অধীন] *বিণ* যৌনবাসনার কাছে বশীভূত। 'কানা খোঁড়া অঙ্গহীন, যে হয় কামাধীন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কামানল [স কাম+অনল] *বি* যৌনবাসনারূপ আগুন। 'সর্ব্বাঙ্গ পোড়এ মোর দুস্বহ কামানলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কামানুশীলন [স] *বি* কাম বিষয়ে চর্চা। 'অপরাহ্নে কামানুশীলন করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কামান্ধ [স] *বিণ* যৌনতাবাসনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'কিন্তু এতাদৃশ কামান্ধ হইলে যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দৃষ্টি কিছুতেই তোমার থাকিল না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

কামার্কতপ্ত [স কাম-অর্ক-তপ্ত] *বিণ* কামরূপ সূর্যের দ্বারা উত্তপ্ত; অত্যন্ত কামাতুর। 'এই ব্রজের রমণী কামার্কতপ্ত কুমুদিনী/ নিজ-করামৃত দিয়া দান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কামার্ত [স] *বিণ* যৌনবাসনায় কাতর। 'কামার্ত হইয়া তবে কহে কপিহরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কামাসক্ত [স] *বিণ* যৌনতায় আসক্ত; কামপ্রবৃত্তির পরবশ। 'অতি হেয় শরীর দেখিয়া কামাসক্ত হওয়া উচিত নহে।' *গৌর*, ১৮২২।

কামাহত [স] *বিণ* কামাতুর। 'মহিলা, বৃদ্ধ, কামাহত কুক্কুরী।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

কামের ঘর *বি* কামচেতনার উৎস। 'আগে কপাট মার কামের ঘরে।' *লালন*, ১৮৯০।

কামের ফুল *বি* কামনারূপ ফুল। 'আমার কামের ফুলে মুঞ্জরিত হও দ্বিধাহীন।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

কামোদ্দীপ্ত [স] *বিণ* কামনায় উত্তেজিত। 'কৃষ্ণের কামোদ্দীপ্ত মুখের উপরে সতৃষ্ণনয়নে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

কামোদ্রেক [স] *বি* যৌনতার উদ্রেক। 'এই বাঙলা শুনতে বেশ মিষ্টি কিন্তু কামোদ্রেক করে না।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

কামোন্মত্ত [স] *বিণ* যৌনবাসনায় উন্মাদ। 'দুর্ম্মদ বারণ সম কামোন্মত্ত যুবা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কামটা *বি* ধনুক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কামড় ১ *বি* দংশন। 'কুম্ভকর্ন্নের নাক কান কামড়ে ছিণ্ডিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* গ্রাস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কামড়াকামড়ি ১ *বি* আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ। 'এলুম ভদ্রলোকের বাড়ী, বসবো, কথা বলবো, তামাক খাব, তা কেবল ঝকড়া আর কামড়াকামড়ি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বি* পরস্পর দংশন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কামড়ানি *বি* যন্ত্রণাবোধ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কামড়ানি বাত *বি* দেহের বিভিন্ন গিরায় কামড়ানির ব্যথা হয় এমন রোগ; গাউট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কামড়ানো ১ *ক্রি* কামড় দেওয়া। 'জোঁকে পোকে ভাসে ডাসেঁ কামড়াই মারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* দংশন করা। 'কামড়ানো।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *ক্রি* মাংসপেশিতে ব্যথার অনুভব হওয়া। 'পা-টা কামড়াচ্ছে।' *মানিক*, ১৯৩৬। **কামড়াই** *ক্রি* কামড়িয়ে। 'জোঁকে পোকে ভাসে ডাসেঁ কামড়াই মারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কামড়াইতে** *ক্রি* কামড় দিতে। 'ঝাঁকে ঝাঁক মাছি সেখানে ছিল, সমস্ত তাহাকে কামড়াইতে আর রক্ত চুষিতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **কামড়ায়** *ক্রি* দংশন করে। *ভবানী*, ১৮২৩।

কামতাই *বি* পোশাকের প্রকারবিশেষ। 'কেহ বা পট্ট বস্ত্র কেহবা কামতাই কেহবা লক্ষ্মীবিলাষ ... পরিচ্ছদান্বিতা।' *রামরাম*, ১৮০১।

কামদ [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'কামদ হইতে মিশ্রা কামদ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কামদা [স] *বিণ স্ত্রী* অভীষ্টদানকারী। 'শুনেছি কামদা না কি দেবেন্দ্রের পুরী।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

কামধুক [স] *বি* কামধেনু। 'এ কামনা কামধুকে কর দয়া করি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

কামনা [স] ১ *বি* বাসনা। 'জ্বরের নিমিত্ত কেহো কামনা না করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রত্যাশা। 'মন দিআ দুয়া মোর পুরহ কামনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* প্রার্থনা। 'দেবতা বিশেষের উদ্দেশে কামনা বিশেষ দ্বারা তাহার নিরাকরণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* প্রবল যৌন চেতনা। 'কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা আর প্রেম হচ্ছে ধীর।' *নজরুল*, ১৯২২।

কামনা-আকাঙ্ক্ষা [স] *বি* সাধ-আহ্লাদ। 'কামনা-আকাঙ্ক্ষা তো ঢের দূরে।' *জীবন*, ১৯৩১।

কামনা-আবির [স কামনা+আ আবীর] *বি* কামনারূপ আবির। 'কামনা-আবির ঝরে রাঙা নয়নে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

কামনা করা *ক্রি* ইচ্ছা পোষণ করা। 'মঙ্গল কামনা করি, মঙ্গলা ভুবনেশ্বরী।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

কামনাকেলি [স] *বি* বসনা পূরণ। 'রাষ্ট্রনীতি কামনাকেলির চুক্তি সব।' *জীবন*, ১৯৪০।

কামনাজাত [স] *বিণ* যৌনবাসনা থেকে উদ্ভূত। 'গায়ে ঈষৎ অশ্লীল কামনাজাত আদর।' *জীবন*, ১৯৩২।

কামনা-বাতি [স কামনা+স বর্তি>] *বি* যৌনতার আগুন। 'নারী ছিল সেথা ভোগ-উৎসবে জ্বালিতে কামনা-বাতি।' *নজরুল*, ১৯৪১।

কামনাবাহী [স] *বিণ* বাসনা বা অভিলাষ প্রকাশকারী। 'অগ্নিকে দেখা হল যজমানের কামনাবাহী দূতরূপে।' *অবন*, ১৯২৫।

কামনাশূন্য [স] *বিণ* কামনাহীন। 'এই কামনাশূন্য-দেহ নিয়ে শবসাধনা করে তোমারও মুক্তি হবে না।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

কামনাসাগর [স] *বি* কামনারূপ সাগর। 'রাজার তরঙ্গিত কামনাসাগরের জলে তোমার পাখা সিক্ত হতে চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কামনাসিক্ত [স] *বিণ* ভোগাকাঙ্ক্ষী। 'যেখানে নেই মানুষের লালাসিক্ত কামনাসিক্ত ভালোবাসা।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

কামনাসিদ্ধি [স] *বি* আশাপূরণ। 'এঁর কাছে কামনাসিদ্ধি হবে না তো কার কাছে হবে!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কামনাসুন্দরী [স] *বি* আকাঙ্ক্ষিতা নারী। 'স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কামনীজটা *বি* ধানের প্রকারবিশেষ। 'কবরী আঁটিল ধান্য কামনী জটায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কামফ্লেজ [ই] *বি* কপটবেশ। 'জনপ্রিয়তার এই কামফ্লেজ বা ছদ্ম-আবরণের অন্তরালে দেশশত্রুগণ যে কত বেশী অনাচারের সুযোগ পাইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

কামরঙ্গ [স কর্মরঙ্গ] *বি* কামরাঙা। 'ছোলঙ্গ নারঙ্গ কামরঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কামরা [প কামারা] **১** *বি* কক্ষ; ঘর। *এডমন*, ১৭৯০। **২** *বি* বগি। 'রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কামরাঙা [স কর্মরঙ্গ] *বি* পাঁচটি শিরাবিশিষ্ট অম্লমধুর ফলবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কামরাঙ্গা[1] [স কর্মরঙ্গ] *বি* পাঁচটি শিরাবিশিষ্ট অম্লমধুর ফলবিশেষ। 'নারেঙ্গ আমড়া জাম কামরাঙ্গা আর।' *মালাধর*, ১৫০০।

কামরাঙ্গা[2] [প কামারা] *বি* কামরা। 'একবার কুটির কামরাঙ্গার ঘরে যাতি বলেচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কামরু [স কামরূপ] *বি* কামরূপ; লীলাক্ষেত্র। 'রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০।

কামরূপ [স] *বি* ভারতের প্রাচীন দেশবিশেষ; করতোয়া বা সদানীরা থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ। **কামরূপী** [স] *বি* কামরূপ অঞ্চলের অধিবাসী। 'কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কামলা[1] [স কমলা] *বি* পাণ্ডুরোগ; জন্ডিস। 'হারিদ্রা কামলা তারে ধরে ততক্ষণ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কামলা[2] [হি] **১** *বি* মজুর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* দিনমজুর। 'দিনভর কিষাণ কামলা খাটে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

কামলা খাটা *ক্রি* দিনমজুরি করা। 'দিনভর কিষাণ কামলা খাটে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

কামাই[1] [ফা কম>] **১** *বি* বিরাম। 'তাহার কামাই নাই রাবণের চিলুর মত জ্বলিতেছে।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* গরহাজিরা। 'যদি এখন কামাই দেই, তবে যে কিছু শিখিয়াছি তাহাও ভুলিব।' *গৌর*, ১৮২২।

কামাই করা *ক্রি* অনুপস্থিত থাকা। 'কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলের ঘরের ছায়ায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কামাই হওয়া *ক্রি* গরহাজিরা হওয়া। 'শুধু দিন তিনেক তার কলেজ কামাই হইত।' *মানিক*, ১৯৪০।

কামাই[2] [স কর্ম>] *বি* রোজগার; আয়। 'আমি শুদ্ধমতি সতী রজনীতে নাহিক কামাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কামাইকর *বি* কৃষক; মজুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কামাই-করা *বিণ* উপার্জনকৃত। 'তহবিলে নিজের কামাই-করা বহু টাকা দেয় নাই?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কামাইদার *বিণ* উপার্জনক্ষম। 'তা ছেলে কামাইদার হয়েছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

কামাইলা [স কর্ম>] *বি* নাপিত। 'কামাইলা যাও নিজ ঘরে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

কামাগ্নি *দ্র* **কাম**[2]

কামাণ [ফা কামান] *বি* ধনুক। 'কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কামাতুর *দ্র* **কাম**[2]

কামাধীন *দ্র* **কাম**[2]

কামান[1] [ফা কামান] *বি* ধনুক। 'কাম কামান চান্দ উগি গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'দেখিয়াছি নিকটে লাক লাক শকটে কামান সব থরে থর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কামান পাথর [ফা কামান+স প্রস্তর] *বি* বিশেষ ধরনের পাথর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কামান[2] [ফা কামান] *বি* আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ। 'কামানখানা।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কামানখানা [ফা] *বি* একাধিক কামানের ঘাঁটি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কামান দাগা *ক্রি* কামান চালানো। 'সম্ভবতঃ কামান দাগছে ওরা।' *পাশা*, ১৯৭১।

কামান-মেশিনগানের শাসন *বি* অস্ত্রের মাধ্যমে চালানো শাসন। 'চালাও রাইফেলের শাসন, কামান-মেশিনগানের শাসন।' *পাশা*, ১৯৭১।

কামানিআ [স কর্ম>] *বি* গোলন্দাজ; যে কামান চালনা করে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কামানিঞা [ফা কামান>] *বি* গোলন্দাজ। 'কামানিঞা কামান পাতিল থরে থর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কামানী [ফা] *বি* যে কামান চালায়; গোলন্দাজ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কামানের টোটা *বি* কামানের গোলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কামানের মুখ *বি* কামান যেদিকে তোপ ছোড়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কামান[3] [স কর্ম] *বি* ক্ষৌরকর্ম। 'নাপিতিনী ... গৃহরূপ দুর্গে প্রবিষ্ট হওনের জন্য কামান ছলে কামান ধরিয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কামানি [স কর্ম>] *বি* ক্ষৌরকর্মের মজুরি বা বেতন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কামানল *দ্র* **কাম**[2]

কামান লা [ই কমন ল] *বি* প্রচলিত সুবিচারের নিয়ম। *ভবানী*, ১৮২৩।

কামানো [স কর্ম>] **১** *ক্রি* ক্ষৌরকার্য করা। 'কামাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তোমাদের কি কামাবার বেলা হয় না। *উমেশ*, ১৮৫৭। **২**

ক্রি উপার্জন করা। 'আমি ভাসতে আসি, আসিনিকো কামাতে ভাই কড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কামান্ধ *দ্র* **কাম**[2]

কামার [স কর্মকার] *বি* লোহার জিনিসপত্র তৈরির কারিগর। 'আজ্ঞা দিল বুহিতাল কামার পাতিল শাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কামারনি, কামারনী [স কর্মকার>] *বি স্ত্রী* কর্মকার; যে লোহার কাজ করে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দীর্ঘাঙ্গী সবলদেহা কামারনীর সেই দা-খানা ...।' *তারা*, ১৯৪২।

কামারপাড়া [স কর্মকার>+স পাটক] *বি* কর্মকার অধ্যুষিত এলাকা। 'কামারপাড়া, ছুতারপাড়া, হাটবাজার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

কামারশাল [স কর্মকার+স শালা] *বি* যেখানে কর্মকার লোহার কাজ করে। 'কামারশালে দেখবেন চাষীদের ভিড়।' *তারা*, ১৯৫৩।

কামারশালা [স কর্মকার+স শালা] *বি* যে ঘরে কামার লোহার কাজ করে। 'কামারশালার জোর হাতুড়ি কর্ণে বাজে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

কামার্কতপ্ত *দ্র* **কাম**[2]

কামার্ত *দ্র* **কাম**[2]

কামাল [আ] **১** *বিণ* বলবৎ। *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বিণ* সফল। 'তামাম কামাল আবাদী করিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩১।

কামাসক্ত *দ্র* **কাম**[2]

কামাহত *দ্র* **কাম**[2]

কামিজ, কামীজ [আ কমীস] **১** *বি* এক ধরনের ঢিলা জামা। 'কামীজ ১২টা।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'মনোহর হাঁসা মূর্ত্তি কামিজ খুলিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* মেয়েদের জামাবিশেষ। 'আমার যত ময়লা কাপড় জামা রুমাল কামিজ।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

কামিন[1] [স কামিন্>] *বি* প্রেমিক; যে কামনা করে। 'একটি কামিন এইখানে দেখা দিতে এল তার কামিনীর কাছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কামিন[2] [স কর্মিণী>] *বি স্ত্রী* মজুর। 'চা-বাগানের কামিন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

কামিনি [স কামিনী] *বি* স্ত্রীলোক। 'কামিনি কোনে গঢ়লী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'নিদ্ধন পুরূসে জেন কামিনি না ভাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কামিনী[1] [স] **১** *বি* নারী। 'হমে কুলকামিনী কহইতে অনুচিত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বি* কামনা করা হয় এমন নারী; প্রেমিকা। 'একটি কামিন এইখানে দেখা দিতে এল তার কামিনীর কাছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কামিনীকনকলতা [স] *বি* রমণীরূপ স্বর্ণলতা। 'কামিনীকনকলতা ফলিতা হইল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

কামিনী-কাঞ্চন [স] *বি* নারী ও অর্থের লোভ। 'ত্যজিয়াছি কামিনী-কাঞ্চন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কামিনীকুল [স] *বি* রমণীকুল। 'কামিনীকুলের সখী যামিনীর সখা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কামিনীকুসুম [স] *বি* কামিনী ফুল। 'কামিনীকুসুমকলি সকলি ফুটিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

কামিনী-কুহক [স] *বি* নারীর ছলনা। 'কামিনী-কুহকে পড়ি খায় যেই হাবা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কামিনীজটা [স কামিনী+স জটা] *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'কবরী আঁটিল ধান্য কামিনীজটায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কামিনী[2] [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কামিনীগাছ [স কামিনী+গাছ] *বি* কামিনী ফুলের গাছ। 'ধুতুরা গাছ কামিনীগাছকে সমালোচনা করিয়া বলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কামিয়াব [ফা] *বি* সফলতা। 'হক ছাহেব এ সব কথায় যে মিঃ ছোহরাওয়ার্দ্দীর কামিয়াবেরই প্রশংসা করিয়া ফেলিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৩।

কামিয়াবি [ফা] *বি* সাফল্য। 'তিনি সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকখানি কামিয়াবি লাভ করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

কামিয়াবী [ফা] *বি* সফলতা। 'কামনা করি তাঁহাদের কামিয়াবী এবং কাসরাত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কামিলা[1] [ফা কামিল] *বি* কারুশিল্পী। 'কামিলা পাতিল কারখানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কামিলা[2] [স কর্ম>] *বি* দিনমজুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কামী[1] [স] *বি* একটি পাখির নাম। 'কামী কোর কলবিঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কামী[2] [স] **১** *বিণ* আকাঙ্ক্ষী। 'ইথে কিছু আমি নহিহে কামী।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* কামুক। 'বিধাতা হইয়া কামী আপন তনয়াগামী সূর্য্য করে বড়বা লঙ্ঘন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কামীজ *দ্র* **কামিজ**

কামু *বি* পাখিবিশেষ। 'দলপিপি কামু ডাকে কোলে যার ডিম।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কামুক [স] *বিণ* যৌন সম্ভোগের ইচ্ছায় কাতর। 'কামুক ব্যক্তির স্ত্রীই প্রাণ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

কামুকি [স কামুকী] *বিণ স্ত্রী* যৌন সম্ভোগের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল এমন। 'এই কামুকি রাক্ষসী কে?' *মুনীর*, ১৯৬৬।

কামুকী [স] *বিণ স্ত্রী* যৌন সম্ভোগের ইচ্ছায় কাতর। 'প্রেয়সী, তুমি এমন কামুকী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

কামুয়া [স কর্ম>] *বি* মজুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কামেজ [আ কমীস] *বি* কামিজ; এক প্রকার জামা। 'ছেঁড়া পচা কামেজ তাহার নাই হাতা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। *দ্র* **কামিজ**

কামেল [আ কামিল] *বিণ* সিদ্ধ। 'পাহাড়ের গুহায় একজন কামেল দরবেশের দরগাহ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কামোদ [স কামদ] **১** *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'রাগ কামোদ।' *চর্যা* ১৩, ১২০০। **২** *বিণ* কামনা উদ্দীপক। 'অকাতরে দয়িতার তপ্ত ঠোঁটে কামোদ চুম্বন।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

কামোদ্দীপ্ত *দ্র* **কাম**[2]

কামোদ্রেক *দ্র* **কাম**[2]

কামোন্মত্ত *দ্র* **কাম**[2]

কাম্পজ [স কম্প>] *বিণ* কম্পমান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাম্পমান [স কম্প>] *বিণ* কম্পমান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাম্পা [স কম্প>] *ক্রি* কাঁপা। 'কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাম্পএ** *ক্রি* কাঁপে। 'ডরে মোর কাহ্নাঞি শরীর কাম্পএ।'

বড়ু, ১৪৫০। **কাম্পাইয়া** *ক্রি* কাঁপিয়ে। 'কোপে অতি কাম্পাইয়া গাএ।' *মানিকরাম,* ১৭৮১। **কাম্পিতেঁ** *ক্রি* কাঁপতে কাঁপতে। 'কাম্পিতে কান্দিআঁ বোলোঁ তোহ্মার চরণে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **কাম্পে** *ক্রি* কাঁপে। 'কনক কমল পত্র কাম্পে থর থর।' *আলাওল,* ১৬৮০। **কাম্পো** *ক্রি* কাঁপি। 'ডএ কাম্পো যেহ্ন নব কদলীর বালী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

কাম্য [স] ১ *বি* কামনা। 'ধন বংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। ২ *বিণ* বাঞ্ছনীয়। 'কাম্য যজ্ঞ করিলে মহারাজার সন্তান হওনের উপক্রম হইল।' *রামরাম,* ১৮০১।

কাম্যকর্ম্ম [স] *বি* কতর্ব্যকর্ম; করণীয় কাজ। 'রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম্ম বা কাম্যকর্ম্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন...।' *চন্দ্রিকা,* ১৮৩১।

কাম্যবস্তু [স] *বি* কাঙ্ক্ষিত জিনিস। 'কাম্যবস্তুরও তো পরিবর্তন-সংশোধন আছে।' *রশীদ,* ১৯৬৩।

কাম্যলোক [স] *বি* বাঞ্ছিত জগৎ। 'পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১।

কায [স কার্য] *বি* কাজ। 'প্রথমেতে গুপ্ত কায, ব্যক্ত শেষে মহারাজ।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০।

কাযকর্ম্ম [স কার্যকর্ম] *বি* চাকরি। 'কোম্পানির কাযকর্ম্ম করিয়া কতক গুলিন ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন।' *দর্পণ,* ১৮৩১।

কাযের গুরু কামাই – কাজের মূল কথা হচ্ছে আয় বা রোজগার। 'কাযের গুরু কামাই।' *গৌর,* ১৮২২।

কায্য [স কার্য] *বি* কাজ। *হ্যালহেড,* ১৭৭৩।

কায্যঞ্চ [স কার্যঞ্চ] *বিণ* করণীয়। 'ষুভসমন্ধ কায্যঞ্চ আগে তোমার জেষ্ঠপুত্র ...।' *ওসাঁ,* ১৭৮২।

কায় [স] *বি* দেহ। 'কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ন।' *বড়ু,* ১৪৫০।

কায়কেলেসে [স কায়ক্লেশে] *ক্রিবিণ* কৃচ্ছ্রতার সঙ্গে। 'তাহাতেই বাসা খরচ কায়কেলেসে চলিতেছে।' *ওসাঁ,* ১৭৮২।

কায়ক্লেশে [স] *ক্রিবিণ* কৃচ্ছ্রতার সঙ্গে। 'কোন প্রকারে কায়ক্লেশে কাল যাপন করিতেন।' *অক্ষয়,* ১৮৫৫; 'কায়ক্লেশে বৎসরের অর্দ্ধেককাল চালাইয়া ...।' *ইমদাদুল,* ১৯২০।

কায়প্রাণ [স] *ক্রিবিণ* শারীরিকভাবে। *ওসাঁ,* ১৭৮২।

কায়বাক্যমনে [স] *ক্রিবিণ* সবকিছু দিয়ে। 'তবে নরপতিবর কায়বাক্যমনে ...।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

কায়ব্যূহ [স] *বি* দেহের বিস্তার। 'ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

কায় মন [স] *বি* দেহ ও মন। 'কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ন।' *বড়ু,* ১৪৫০।

কায়মনচিত্ত [স কায়মনোচিত্ত] *বি* সর্বান্তঃকরণ। 'পুজিলাও হরগৌরি কায়মনচিত্তে।' *মালাধর,* ১৫০০।

কায়মনবাক্যে [স কায়মনোবাক্য] *ক্রিবিণ* সর্বতোভাবে। 'কায়মনবাক্যে আমি তোমাকে চিন্তিল।' *মালাধর,* ১৫০০।

কায়মনোবাক্যে [স] *ক্রিবিণ* সর্বতোভাবে। 'কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

কায়-কারবার [ফা কারবার>] *বি* দৈনন্দিন কাজকর্ম। 'লেনদেন ও কায়-কারবার বন্ধ হৈয়া গেছে।' *মনসুর,* ১৯৪৫।

কায়দা [আ] ১ *বি* আচার-ব্যবহারের রীতি বা পদ্ধতি। 'কায়দা মত শেলাম করিয়া ডণ্ডাইলে ...।' *রামরাম,* ১৮০১। ২ *বিণ* আয়ত্ত। 'মনটা একটু বিচলিত হয়ে গেলেই ও-ভাষাটা মনের মতো কায়দা করে উঠতে পারিনে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩। ৩ *বিণ* জব্দ; বশ। 'ইহাকে সোজাভাবে ফস করিয়া কায়দা করা যাইবে না।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৮। ৪ *বি* কৌশল। 'শেখাও কায়দা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

কায়দা-কলম [আ কায়দা+আ কলম] *বি* নিয়মকানুন। 'তাহাদিগকে যে সব কায়দা-কলম বাতলাইয়া দিয়াছেন।' *ইমাম,* ১৯৪৬।

কায়দা-কানুন [আ কায়দা+আ কানুন] *বি* নিয়মকানুন। 'দিনরাত আমি বকে বকে খুন/ শিখলিনে কিছু কায়দা-কানুন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

কায়দা-কেতা [আ কায়দা+আ কিতাহ] *বি* রীতিনীতি। 'তার কায়দা-কেতা এমনি পাকাপোক্ত।' *মুজতবা* ১৯৫২।

কায়দাদুরস্ত [আ কায়দা+ফা দুরস্ত] *বিণ* রীতিসম্মত। 'ব্যাকরণসম্মত অর্থাৎ কায়দাদুরস্ত কি না?' *মুজতবা,* ১৯৫৯।

কায়দামাফিক [আ] *ক্রিবিণ* আচার-ব্যবহারের পদ্ধতি অনুসারে। 'নার্সদের কায়দামাফিক গম্ভীর সরকারি চেহারা।' *মুজতবা,* ১৯৫২।

কায়দায় পাওয়া *ক্রি* বাগে পাওয়া। 'শিকার কায়দায় পেয়ে ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন উদ্বিগ্ন আনন্দে গোঙরাতে থাকে।' *মণীশ,* ১৯৫৭।

কায়বার *বি* স্তুতিপাঠ। 'ভাটগণে করিতে লাগিল কায়বার।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

কায়মী [আ কায়িমী] *বিণ* সুদৃঢ়; চিরস্থায়ী। 'দীর্ঘদিনের তপস্যাতে কায়মী হ'ল ছাড়াছাড়ি।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১২।

কায়স্ত [স কায়স্থ] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; কায়স্থ। *ওসাঁ,* ১৭৮২; 'রামচন্দ্র নামেতে এক জন বঙ্গজ কায়স্ত।' *রামরাম,* ১৮০১।

কায়স্তিনী [স কায়স্থ] *বি* কায়স্থের পত্নী। 'নবীনের কায়স্তিনী পতিশোকে ব্যাকুলা।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬০।

কায়স্থ [স] ১ *বি* হিসাবরক্ষক। 'লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। ২ *বি* লেখক। *মানোএল,* ১৭৪৩। ৩ *বি* বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।' *ভারত,* ১৭৬০।

কায়স্থকন্যা [স] *বি* কায়স্থ বংশের মেয়ে। 'কুসুম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

কায়স্থজাতীয় [স] *বিণ* কায়স্থ জাতিভুক্ত। 'দুঃস্থ কায়স্থজাতীয় মহাশয়েরা গুরু মহাশয়ের কর্ম্ম করিতেছেন।' *ভবানী,* ১৮২৫।

কায়া [স] *বি* দেহ। 'স্বর্গ মর্ত্য পাতালে আত্মার এক কায়া।' *বড়ু,* ১৪৫০।

কায়া-ছায়াময় [স] *বিণ* কখনো শরীরী, কখনো অশরীরী। 'অপূর্ব কায়া-ছায়াময় ভাবের খেলা সম্পূর্ণ হয়।' *মোতাহার,* ১৯৩৭।

কায়াধারী [স] *বিণ* মূর্তিমান। 'কায়াধারী হয়ে কেন তার ছায়া নেই।' *লালন,* ১৮৯০।

কায়াবাদী [স] *বি* শরীরবাদী। 'মানুষের মধ্যে কতক আছে মায়াবাদী কতক কায়াবাদী।' *অবন,* ১৯২৫।

কায়াবিহীন [স] *বিণ* নিরাকার। 'স্বপনময়ী ছায়া উঠবে ফুটে তারার মতো কায়াবিহীন মায়া।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৪।

কায়াময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* শরীরধারী। 'শত সহস্র ছায়াকে কায়াময়ী ও কায়াকে মায়াময়ী বলে ভ্রম হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

কায়ামুক্ত [স] *বিণ* দেহহীন। 'কায়ামুক্ত ছায়া আসবে আলোর বাহু ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কায়ামূলক [স] *বিণ* শরীরভিত্তিক। 'ডাক্তারের মাপকাঠি কায়ামূলক।' *অবন*, ১৯২৫।

কায়াহীন [স] ১ *বিণ* দেহহীন। 'ছায়ার মতো হতো কায়াহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* অদৃশ্য। '... পদক্ষেপের মাত্রায় নিজেই কায়াহীন হওয়ার চেষ্টা করে।' *শওকত*, ১৯৭২।

কায়াই [স কায়া>] *বি* আবরণবিশেষ। 'কায়াই কাঞ্চন মাখা কলধৌত খায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কায়ানী [হি কহানী] *বি* কাহিনি। 'প্রসাদ করিল বহু কায়ানী বন্দানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কায়িক [স] *বিণ* শারীরিক। 'কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

কায়িকতা [স] *বি* দৈহিক সৌন্দর্য। 'আমরা কি কোনোদিন আদুল গায়ের কায়িকতা নিয়ে চোখে দেখিব না মেয়েমানুষের আশাতীত রঙিন মলাটগুলি।' *শক্তি*, ১৯৭০।

কায়েত, কায়েৎ [স কায়স্থ] *বি* বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; কায়স্থ। 'ফলনা কায়েতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়েছিনুঁ।' *কেরি*, ১৮০২; 'বামন, কায়েৎ, কামার, কুমোর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কায়েতনি [স কায়স্থ>] *বি* কায়স্থের স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কায়েদ [আ] *বি* পথপ্রদর্শক। 'স্যার সৈয়দ ছিলেন সেকালের মুসলমানের যথার্থ কায়েদ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কায়েদে আজমগিরি *বি* কায়েদে আজম পদবির উপযোগী আচরণ। 'কেমন করে জিন্নার কায়েদে আজমগিরি বজায় থাকত এখনি দেখতাম।' *পাশা*, ১৯৭১।

কায়েম [আ] ১ *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'ঐ নাম কায়েম রহিল সেই দিনে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'রাষ্ট্রভাষারূপে কায়েম করিতে যাইয়া নূতন ফ্যাসাদ বাধাইয়া তুলিয়াছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৪১। ৩ *বিণ* পাকাপোক্ত। 'এদেশে কায়েম হইয়া বসিতে হইলে ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

কায়েমবন্দী [আ কায়েম+ফা বন্দী] *বিণ* চিরস্থায়ী। 'অতীতের ধারণাকে সমাজে কায়েমবন্দী করে রাখা সত্যই অসম্ভব।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

কায়েমি, কায়েমী [আ কায়েম] ১ *বিণ* মজবুত; সুদৃঢ়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এই ভয় তাহার মনে কায়েমি হইয়া রহিল।' *মানিক*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* চিরস্থায়ী। 'কায়েমী মৌরশী চিরপত্তনিদার হিন্দুকে ...।' *দর্শন*, ১৯২৪; 'এ বাড়িতে কায়েমি হয়ে রয়ে গেল।' *মানিক*, ১৯৩৮।

কায়েমী স্বার্থ [আ কায়েম>+স স্বার্থ] *বি* কোনো গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ। 'কায়েমী স্বার্থের আর্তনাদ।' *আজাদ*, ১৯৪০।

কায়েস্থ [স কায়স্থ] *বি* কায়স্থ। 'অনেক কায়েস্থ মেলা দেখিআ তোমার খেলা আইলাঙ তোমার সন্নিধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কার[১] *সর্ব* কারও। 'কার পান চুন নাহিঁ খাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কার হৈলা অনুমৃতা প্রাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামন মরে – বিশৃঙ্খল অবস্থা। *উমেশ*, ১৮৫৭।

কার[২] [স] *বি* বাংলা বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ (কারচিহ্ন)। 'যেহেতু ভুষ শব্দ দীর্ঘ উ-কার যুক্ত নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

কারক [স] ১ *বি* সম্পাদক। 'চন্দ্রিকা ও প্রভাকরকারকের পক্ষ।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* (ব্যাকরণ) বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত শব্দ। 'বিশেষণে বিশেষ্যের লিঙ্গ, বচন ও কারক বিভক্তি হয় না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কারকিত [স কৃ>] ১ *বি* চাষের জন্য জমি তৈরির কাজ। 'প্রথম কর্ষণ, কারকিত, মাড়াই করিতে কাহার সাহায্য আবশ্যক?' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বি* কারুকার্য। 'কারকিত করা গালিচার মত বিছিয়ে যাওয়ার কথা।' *হাসান*, ১৯৬০।

কারকিতী [স কৃ>] *বি স্ত্রী* চাষের কাজ। 'নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারকিতী বা কখন করবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কারকিদ [স কৃ>] *বি* চাষের জন্য জমি তৈরির কাজ। 'অনেকেই সারাদিন নীল জমির কারকিদ করিয়া বাড়ী আসিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

কারকুন [ফা] *বি* ব্যবস্থাপক; প্রতিনিধি। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কারকুন, মুহরি, তহসিলদার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কারকুনি [ফা কারকুন>] *বি* হিসাবরক্ষকের কার্য বা পদ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কারখানা [ফা] ১ *বি* যে স্থানে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। 'মোদক প্রধান রানা করেছে চিনি কারখানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কার্যকলাপ। 'যত কারখানা সব করিল জেয়াদে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* কারুকাজ। 'তাহাতে রকমে২ মিনার কারখানা।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* আশ্চর্য কাজ। 'মনের ভেদ মন জানে না একি কারখানা।' *লালন*, ১৮৯০। ৫ *বি* কাজের ঘর। 'লেখাজোখার কারখানাতে দুয়ার রুধে বচন কুঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কারখানাওয়ালা [ফা কারখানা+হি ওয়ালা] *বি* কারখানার মালিক। 'জর্মন কারখানাওয়ালারা জর্মনিরই জন্য নির্মিত মালের উপর লিখতেন ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কারখানাঘর [ফা কারখানা+ঘর] *বি* নির্মাণশালা। 'সৃষ্টিকর্তার লীলাঘর থেকে বিধাতার কারখানাঘর পর্যন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কারখানা-মাল [ফা কারখানা+আ মাল] *বি* শিল্পজাত পণ্য। 'অতি কঠোর শর্তে প্রবেশানুমতি দেবার পর বৃটিশ কারখানা-মাল অল্প এবং নামমাত্র শুল্কে প্লাবিত হতে থাকলো...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

কারখানা শ্রমিক [ফা কারখানা+স শ্রমিক] *বি* কারখানায় কাজ করে যে শ্রমিক। 'কারখানার শ্রমিক কৃষি শ্রমিকের তুলনায় অতি অল্প।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

কারগুজরান [ফা] *বি* কাজ সম্পাদন; দক্ষতা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

কারগো [ই] *বি* জাহাজভর্তি পণ্যদ্রব্য। 'তিনি বিশ বৎসর যে কারগো বোঝাই নিয়েচেন, বিশ বৎসর যাবে হজম কত্তে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

কারচুপি [ফা কারচোব] ১ *বি* চালাকি। 'ওই ত কারচুপির কাজ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বি* অসদাচরণ। 'সাম্প্রদায়িক কারচুপি, স্বজনপ্রীতি ও অন্যায় দুর্নীতির চড়ায় ঠেকিয়া বানচাল হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

কারচুবি [ফা কারচোব] *বি* কাপড় বা অন্য কিছুর উপর নকশার কাজ। 'সিদ্দিকা কারচুবি ইত্যাদি উচ্চদরের সেলাই জানিতেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

কারচোপ [ফা কারচোব] *বি* কাপড় বা অন্য কিছুর উপর নকশার

কাজ। 'যেন কারচোপের বুটি দেওয়া নীল পর্দা।' *অবন*, ১৯২৭।

কারচোপি [ফা কারচোব>] *বি* কৌশল; চালাকি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কারণ [স] ১ *বি* হেতু। 'কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ।' *চর্যা* ১৮, ১২০০। ২ *বি* প্রয়োজন। 'কাহ্নাঞির সম্ভোগ কারণে ...।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *অব্য* জন্য। 'সকল খরচের কারণ লক্ষ টাকা দিতে কল্প করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৪ *বি* মদ। 'কারণ খেয়ে মত্ত তোমার মন।' *তারা*, ১৯৪২।

কারণ জল [স] *বি* সৃষ্টির কারণ স্বরূপ আদি জলরাশি। 'প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে বিনা গর্ভে প্রসব হইলা।' *ভারত*, ১৭৬০।

কারণ জলধি [স] *বি* হিন্দু শাস্ত্রোক্ত আদি সমুদ্র, যা থেকে জীবের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। 'কারণ জলধি পরি বীচিহার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কারণ দর্শানো *ক্রি* উদ্দেশ্য দেখানো। 'দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতকরণের দুই কারণ দর্শান।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কারণধাম [স] *বি* আদি আশ্রয়। 'জয় জগতারণ কারণধাম।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

কারণপরম্পরা [স] *বি* সংঘটিত হওয়ার পর্যায়ক্রমিক কারণ। 'সুদূর পশ্চিম হইতে কারণপরম্পরার দ্বারা বাহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কারণপ্রসূত [স] *বিণ* কারণ থেকে উদ্ভূত। 'তাহার দোষ ও গুণ কোনো কোনো বিশেষ কারণপ্রসূত।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

কারণবশত, কারণবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* কারণহেতু; কারণে। 'অন্য কারণবশতঃ হুকুম দিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'যদি হাতের চুড়িগুলো কোন কারণবশত একসঙ্গে ভেঙে যায়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কারণবারি [স] ১ *বি* মদ। 'নিয়ে আয় কারণবারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলস্বরূপ জল। 'ক্রমে কারণবারি পথে ক্রমে মঙ্গলকক্ষ, ক্রমে ... সৌর-জগতে উপনীত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ৩ *বি* (বাউল) রজঃ। 'কারণ-বারির মধ্যে সে ফুল।' *লালন*, ১৮৯০।

কারণ-বারিধি [স] *বি* শাস্ত্রোক্ত আদি সমুদ্র। 'কারণ-বারিধি অতল তলে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কারণবীজ [স] *বি* মূল উদ্দেশ্য। 'সংকল্পিত বিদ্যালয়ের কারণবীজটি কী, ইহার মূলে কোন ভাব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

কারণভূত [স] *বিণ* কারণযুক্ত। 'বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌর তাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কারণশক্তি [স] *বি* কারণরূপ শক্তি। 'প্রাণশক্তি কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কারণ সলিল [স] ১ *বি* শাস্ত্রোক্ত আদি সমুদ্রের জল। 'দেখিব কারণ সলিলে ভাসিয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* মদ। 'এসো পান করি কারণসলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কারণহীন [স] *বিণ* অকারণ। 'বারণহীন নাচিত হিয়া কারণহীন সুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কারণানুসন্ধান [স কারণ-অনুসন্ধান] *বি* হেতু অনুসন্ধান। 'তাহার কারণানুসন্ধান করা ও তন্নিবারণে যত্নিক হওয়া।' *মিহির*, ১৮৯৯।

কারণাভাব [স কারণ-অভাব] *বি* ভিত্তিহীনতা। 'হিন্দুসন্তানেরা সমুদ্রপোত চালনা না করিলে এ ঋণের উদয়ের কারণাভাব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কারণার্ণব [স কারণ-অর্ণব] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী সৃষ্টির পূর্ববর্তী অসীম জলরাশি। 'ভাবের তরঙ্গভঙ্গ জেগে ওঠে স্রষ্টার ওংকারে স্তম্ভিত কারণার্ণবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

কারণে *ক্রিবিণ* নিমিত্তে। 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কারণিস [ই] *বি* কার্নিশ; ছাদের প্রান্তভাগের বাড়তি কিনারা। 'যা আছে প্রায়ই হ্যাটের মতন, খালি চারিদিকের কারণিসটা নেই।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। *দ্র* **কারনিস**

কারণীয় [স কারণ>] *বিণ* সৃষ্টিকর্তা। 'দুলভ জন্মো সাথোক হএ, যদি কারণীয় পিতারে ভজো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কারণ্যামৃত স্নান [স কারণ-অমৃত-স্নান] *বি* সহজিয়াদের গুহ্য ক্রিয়াবিশেষ। 'কারণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

কারদান [ফা] *বিণ* প্রধান পরামর্শক। '... তাঁহার শেষ বয়সের মেহেরবান ও কারদান ইউরোপে যাত্রা করিবেন।' *দর্শন*, ১৯২৪।

কারদানি [ফা] ১ *বি* দক্ষতা। 'আপন কারদানিতে নিতান্ত জ্ঞানি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ২ *বি* কৌশল। 'ওস্তাদ প্রভৃতি জহ্নুমুনি কারদানি দিয়ে সেটি গিয়ে খেয়ে বসে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৩ *বি* বাহাদুরি। 'সে সর্দ্দারিতে কোন শুভ কামনা নেই, আছে কেবল স্বার্থসিদ্ধি আর কারদানি করবার স্পৃহা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

কারন [স কারণ] *ক্রিবিণ* উদ্দেশ্যে। 'ভাগবত অবতরি হিতের কারন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কারনে *ক্রিবিণ* জন্যে। 'লোকহিত কারনে জতেক অবতারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কারনিস [ই কর্নিস] *বি* রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্যে ব্যবহৃত ছাদের বাড়তি অংশ। *ক্যালগে*, ১৭৮৯। *দ্র* **কারণিস**

কারনেশন [ই] *বি* বিদেশি ফুলবিশেষ। 'ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কারনেশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কারপেট [ই] *বি* কার্পেট; গালিচা। 'একদম রঙ-জ্বলা এবং নানাস্থানে-ইঁদুরে-কাটা কারপেট।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

কারফরমা [ফা] *বি* রাজকর্মচারী-বিশেষ। 'নীলকণ্ঠ বারতান বারসিংহা চোলকান পাঁজা মেধা কারফরমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কারফা *বি* (সংগীত) আট মাত্রার তালবিশেষ। 'পাকা তবলচির মতো রেলগাড়িটা কী সুন্দর কারফা বাজিয়ে যাচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কারফিউ [ই] *বি* নির্ধারিত সময় অথবা সংকেতের পরে বাড়ির বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ। 'বারো বাজলে আবার কারফিউ শুরু হবে।' *পাশা*, ১৯৭১।

কারবঙ্কল [ই] *বি* পিঠের বড়ো ফোঁড়া। 'পিঠে ফোঁড়া হইলে তাকে বলে কারবঙ্কল।' *জসীম*, ১৯৬০।

কারবাইন [ই] *বি* খাটো স্বয়ংক্রিয় রাইফেলবিশেষ। 'পরনে পোষাক খাকি, হাতে কারবাইন।' *শামসুর*, ১৯৭২।

কারবার [ফা] ১ *বি* কাজকর্ম। 'এখন সময় বুঝে কর কারবার।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* ব্যবসা। 'জদ্যাপী কারবারের আনওান বদলির জন্যে তোমার কাজ্য কথক তফাত পড়িবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৩ *বি* সম্পর্ক। 'একটিমাত্র স্নেহের কারবারে জীবনের সমস্ত মূলধন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বি* লেনদেন। 'জীবন লইয়া তাহাদের নগদ কারবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কারবারি, কারবারী [ফা কারবার>] ১ *বি* ব্যবসায়ী। *বিদ্যা*, ১৮৯১;

'আমরা স্পষ্ট কথার কারবারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **২** *বিণ* ব্যবসা সংক্রান্ত। 'কারবারি বুদ্ধিতে ওঁর সমান কেউ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* চর্চাকারী। 'সে জন্যে বাংলা ভাষার কারবারী রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

কারবালা [আ] **১** *বি* দক্ষিণ ইরাকের একটি মরু অঞ্চল। 'কহিল জিবরিল এই কারবালার খাক।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ভয়াবহ সংঘর্ষ। 'কলিকাতার এই কারবালার পর ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

কারবালা-মাতম [আ] *বি* কারবালার বিলাপ। 'কারবালা-মাতম রণিয়ে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২২।

কারয়িত্রী [স] *বিণ* কর্মস্পৃহা জাগায় এমন। 'সুগন্ধ আসে, জাগিয়ে তোলে আমাদের ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী শক্তিগুলিকে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

কারয়িত্রীশক্তি [স] *বি* করার সামর্থ্য; কর্মশক্তি। 'মঙ্গলবিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প আছে... কিন্তু কারয়িত্রীশক্তি সীমিত।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

কারসাজি, কারসাজী [ফা] **১** *বি* প্রবঞ্চনা। 'ঘুষ খাইয়া কারসাজি করিব না।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* কূটকৌশল। 'গোমাস্তা ও ডিহিদার লোকের কারসাজীতে এ কাজ হইয়া থাকীবেক।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **৩** *বি* ষড়যন্ত্র। 'রাধাচরণ ঘোষ কারসাজী করিয়া .. আমার হিস্যা পয়মাল করিবার কারণ।' *ক্যালগে*, ১৭৯৮। **৪** *বি* চালাকি। 'রংবেরঙের কারসাজিই বা কত না।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কারা[1] *ক্রি* লেখা সংশোধন করা। 'কারিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কারা[2] [স/ ফা] *বি* কারাগার। 'নিজ হাতে তুই রচিলি নিজের কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কারাকক্ষ [স] *বি* কারাগার। 'যদি নারীদিগকে অবরোধের কারাকক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।' *বেগম*, ১৯৫৩।

কারাক্লেশ [স] *বি* কারাভোগের যন্ত্রণা। 'অনেকে কারাক্লেশ ভোগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

কারাগামী [স] *বিণ* কারাগারে যাচ্ছে এমন। 'কারাগামী মুসলমানদের মিছিলের দিকে ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

কারাগার [স] *বি* বন্দিশালা। 'উর্দ্ধমস্ত হইয়া গেলা সেই কারাগারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কারাগারস্থ [স] *বিণ* কারারুদ্ধ। 'ঋণগ্রস্ত কারাগারস্থ অনেক লোককে অর্থ প্রদানপূর্ব্বক মুক্ত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

কারাগারে স্থান প্রদান করা *ক্রি* কারাদণ্ড দেওয়া। 'ছয়২ মাস কারাগারে স্থান প্রদান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

কারাগৃহ [স] **১** *বি* বন্দিশালা। 'তাহাকে কারাগৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বি* সংসাররূপ কারাগার। 'কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১।

কারাঘর [স কারা+পা ঘর] *বি* বন্দিশালা। 'তিলে তিলে মরে ভীরু য়ুরোপ/ তব সাথে তব কারাঘর।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কারাতল [স] *বি* কারাগার। 'লক্ষ বিধিবিধানের এই কারাতল।' *জীবন*, ১৯২৭।

কারা-ত্রাস [স] *বি* কারাগারের ভয়। 'উদিলাম পুন আমি কারা-ত্রাস চিরমুক্ত বাধাবন্ধ-হারা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কারাদণ্ড [স] *বি* কারাগারে বন্দি রাখার শাস্তি। 'উৎকণ্ঠিত শঙ্কিতহৃদয় মৃন্ময়ী মনে করিল তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কারাদুয়ার [স কারাদ্বার] *বি* কারাগারের দরজা। 'আসিছে ভাঙিয়া কারাদুয়ার/ সর্বগ্রাসীর সর্বনাশ!' *নজরুল*, ১৯২৯।

কারাধ্যক্ষ [স কারা-অধ্যক্ষ] *বি* জেলখানার অধ্যক্ষ। 'কারাধ্যক্ষকে এই আদেশ দেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কারা-নিগৃহীত [স] *বিণ* কারাদণ্ড ভোগ করেছে এমন। 'মুসলমান ভিক্ষুক কারা-নিগৃহীত অশিক্ষিত দরিদ্র।' *জয়তী*, ১৯৩০।

কারানিরুদ্ধ [স] *বিণ* কারাগারে বন্দি। 'এই রূপে কারানিরুদ্ধ হইয়া ... কালহরণ করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কারাপ্রবেশ [স] *বি* কারাদণ্ড। 'যত লোকের কারাপ্রবেশ ও হাজত হয় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কারা-প্রাচীর [স] *বি* কারাগারের দেয়াল। 'বন্ধন ছেদি ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কারাবদ্ধ [স কারা-আবদ্ধ] *বিণ* কারাগারে বন্দি। 'কারাবদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় আছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

কারাবন্ধ [স] *বিণ* কারারুদ্ধ। 'তোমার সখার আসবে যেদিন এমনি কারাবন্ধ।' *নজরুল*, ১৯২৩।

কারাবার্ষিক [স] *বি* কারাবাসের বছরপূর্তি অনুষ্ঠান। 'গান্ধীজির কারাবার্ষিক হইয়াছে।' *হেদায়েত*, ১৯২৫।

কারাবাস [স] *বি* বন্দিভাবে কারাগারে অবস্থিতি। 'দস্যুদিগকে যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড বিধান করিলেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

কারাবাসী [স] *বিণ* কয়েদি। 'কতশত রাজপুত্র আমার দুহিতার মনোরথ পূর্ণ করিতে না পারিয়া চিরকালের নিমিত্ত কারাবাসী হইয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কারামুক্ত [স] *বিণ* জেল থেকে খালাসপ্রাপ্ত। 'কামিনী কেবল কারামুক্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কারামুক্তি [স] *বি* জেল থেকে মুক্তি। 'দ্রুতবেগে কারামুক্তির অভিনন্দন পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কারারুদ্ধ [স] **১** *বিণ* কারাগারে আবদ্ধ। 'কারারুদ্ধ করিয়া উপবাসি রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* সীমাবদ্ধ। 'নির্বাণ নিশীথে কারারুদ্ধ আয়ুর মিয়াদ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

কারারুদ্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* কারাগারে আটক। 'কারারুদ্ধা কামিনী কিরূপে অনাহারে এত দিন প্রাণধারণ করিয়া আছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কারারোধ [স] *বি* বন্দিত্ব। 'বন্ধন, প্রহার, কারারোধ, অনশন ইত্যাদি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কারাশুদ্ধি [স] *বি* কারাবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত। 'আমার কারাশুদ্ধি হইয়া গেল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কারা-শৃঙ্খল [স] *বি* কারাগারের শিকল। 'দিকে দিকে খাড়া কারা-শৃঙ্খল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কারা[3] *সর্ব* কে-এর বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ। 'পথ দিয়া চলিতেছে এরা কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

কারাত, কারাতে [জা (কারা=শূন্য, তে=হাত)] *বি* জাপানি আত্মরক্ষার কৌশল-বিশেষ যেখানে হাত, পা, মাথা এবং কনুই শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। 'কারাত মাইরা বেধ্ধির পায়া ভাইঙ্গা ফালাইতে পারে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

কারামৎ [আ] *বি* ক্ষমতা; শক্তি। 'মোসলেম ভারতের বিদ্রোহী কবিতায়ই কাজীর কারামৎ জাহির হইয়াছিল।' *দর্শন*, ১৯২২।

কারার [আ করার] *বিণ* শান্ত। 'তবেতে আমার জীউ হইবে কারার।'

গরীব, ১৭৬৫।

কারারা *বি* পাথরবিশেষ। 'তাদের দেহের রং "কারারা" মর্মরের মতো শুভ্র।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

কারি [তা] *বি* ঝোল তরকারি। 'রাঙা দেখে লঙ্ক দিয়ো/ লাল নটে আর ফুল-কারিতে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

কারিকর [ফা কারিগর] *বি* কারিগর। 'পঞ্জরের তরে কারিকর নাঞি এথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কারিকরি [ফা কারিগর>] *বি* কারিগরের কাজ বা পেশা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কারিকা [স] *বি* ছন্দোবদ্ধ টীকাগ্রন্থ। 'গৌড়পাদকৃত সাংখ্য-কারিকা ভাষ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কারিকুরি [ফা কারিগর>] **১** *বি* কারিগরি; দক্ষতা। 'কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* কৌশল; ফন্দি। 'আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি এঁচেছি ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কারিকুলাম [ই] *বি* পাঠ্যসূচি। 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম কি?' *নজরুল*, ১৯২২।

কারিগর [ফা] **১** *বি* দক্ষ শ্রমিক; শিল্পী। 'হুকুমেতে কারিগর আইল বহুতর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* আলোকচিত্রী। 'একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৩** *বি* নির্মাণকর্তা। 'সেই খ্যাতি গড়ে তোলবার প্রধান কারিগরদের ফর্দে অবনীশের নামটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৪** *বি* কলকারখানার শ্রমিক। 'বিলেতের শিল্পপতি ও কারিগরদের অনেক কিছুই করবার এবং শেখবার বাকী রয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **৫** *বি* অংশগ্রহণকারী। 'গোলমালের কারিগর ইটা মারে মুরুব্বির গায়।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কারিগরি, কারিগরী [ফা কারিগর>] **১** *বি* কূটবুদ্ধি। 'দুই একটা আপনার কারিগরি চাহি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বি* ফন্দি; কূটকৌশল। 'ধন্যরে কারিগরি! ধন্যরে ক্ষমতা!' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৩** *বি* কারিগরের কাজ বা পেশা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৪** *বি* কারবার। 'ইন্দ্রিয় যে উপকরণ সংগ্রহ করে, মন তাই নিয়ে কারিগরি করে।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **৫** *বি* কারুকার্য; নির্মাণকাজ। 'সেখানে বসুক ছেলেরা চিত্রকারি খোদকারি নানা কারিগরি শিখতে ...।' *অবন*, ১৯২৫। **৬** *বি* কারুশিল্প নির্মাণের কাজ। 'দোকানদারী ও কারিগরীতে লাগিয়া যাও।' *রওশন*, ১৯২৫। **৭** *বিণ* প্রযুক্তিগত। 'আর্থিক, সামাজিক ও কারিগরী উন্নতির অভাব।' *উমর*, ১৯৬৮।

কারিগরি বিদ্যা [ফা কারিগরি+স বিদ্যা] *বি* প্রযুক্তিবিদ্যা। 'মেয়েদের জন্য হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা ও উপার্জ্জনের ব্যবস্থা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কারিগরী শিক্ষা [ফা কারিগরি+স শিক্ষা] *বি* প্রযুক্তিগত শিক্ষা। 'দুর্গত নারীদিগকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য কুটির শিল্প ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

কারিগুরি [ফা কারিগর>] **১** *বি* কারুকার্যখচিত দ্রব্য। 'সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরি নানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* নির্মাণ। 'কভু সে পীত মায়া আলোরই কারিগুরি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

কারিন্দা [ফা] *বি* কর্মচারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কারু[১] *সর্ব* কোনো ব্যক্তির। 'প্রভু বোলে আমার নাহিক কারু সঙ্গ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কারু[২] [স] *বি* শিল্প; নকশা। 'উভয়েরেই কারুকরী অতিবিস্মরণীয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

কারুকর [স] *বি* কারুশিল্পী। 'বিবিধ কারুকর তাহাদের আপন আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র ...।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

কারুকরী [স] *বি* নকশা সমম্বিত কাজ। 'উভয়েরেই কারুকরী অতিবিস্মরণীয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

কারুকর্ম, কারুকর্ম্ম [স] **১** *বি* কারুকাজ। 'স্বর্ণসূত্রসম্বলিত কারুকর্ম্মবিশিষ্ট মনোহর বস্ত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* সৃষ্টিশীল কাজ। 'তাঁর সকল কর্মই কারুকর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কারুকর্মবিশিষ্ট, কারুকর্ম্মবিশিষ্ট [স] *বিণ* কারুকাজ-করা। 'স্বর্ণসূত্রসম্বলিত কারুকর্ম্মবিশিষ্ট মনোহর বস্ত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কারুকর্মী [স] *বিণ* শিল্পী। 'কারুকর্মী মহাকাল আঁকবেন সবুজ সকাল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

কারুকলা [স] **১** *বি* কারুশিল্প। 'কারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটি নির্লিপ্ততা থাকা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বি* কারুকার্য। 'বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত এই আমার সমগ্র সত্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৩** *বি* শৈলী। 'এমন ঝরঝরে, নির্ভার তদ্ভব শব্দ প্রয়োগের কারুকলা ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

কারুকাজ [স কারুকার্য] **১** *বি* নকশা; হাতের কাজ। 'তাতে কারুকাজের সম্পূর্ণ অভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* শিল্পকর্ম। 'আমাদের কলাকেন্দ্র, আমাদের সর্ব কারুকাজে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কারুকাজ-করা *বিণ* কারুকার্য-খচিত; অলংকৃত। 'প্রবেশপথে কারুকাজ-করা লোহার গেট।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কারুকাজময় [স] *বিণ* নকশা-করা। 'কারুকাজময় গবাক্ষে হাত রেখে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

কারুকারিতা [স] *বি* শিল্পগুণ। 'সাহিত্যের কারুকারিতা সম্বন্ধে, তার ছন্দতত্ত্ব, তার রচনারীতি সম্বন্ধে আলোচনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কারুকার্য, কারুকার্য্য [স] **১** *বি* শিল্পগুণ। 'সমুদয় শীতবস্ত্র ... কারুকার্য্য-শ্রেষ্ঠতায় ধনিসমাজে সবিশেষ সমাদৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* শিল্পকর্ম। 'একটা অকর্মণ্য কারুকার্য পাইলে আর কিছু চাহে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কারুকার্যখচিত [স] *বিণ* নকশা-করা। 'তিন সারি বড়ো বড়ো থামের উপর কারুকার্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কারুখচিত [স] *বিণ* নকশাখোদিত। 'কারুখচিত কবরচূড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কারুচিত্র [স] *বি* স্পষ্ট ছবি। 'চোখের ক্ষেতে ফুটে উঠেছে স্বপ্নের কোন কারুচিত্র।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

কারুছত্র [স কারুসত্র] *বি* কারুকর্ম শিক্ষালয়। 'পাঠশালা শিল্পের হাট কারুছত্র কলাভবন।' *অবন*, ১৯২৫।

কারুবিদ্যালয় [স] *বি* শিল্পবিদ্যালয়। 'কারুবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কারুলক্ষ্মী [স] *বি* শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'স্বদেশের এই বহুকাল অর্চিত কারুলক্ষ্মীকে চিরদিনের মতো বিসর্জন দিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কারুশালা [স] *বি* শিল্পচর্চার ভবন। 'কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ রস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কারুশিল্প [স] *বি* শিল্পকর্ম। 'যেন একটা কারুশিল্প গাঁথা হয়ে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কারুণিক [স] *বিণ* দয়ালু। 'ধনি গুণি কারুণিক অবিরত পরহিতে রত বিশিষ্ট মহাশয়েরা ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কারুণ্য [স] *বি* করুণার ভাব। 'পশ্চাত্তাপে পরিতপ্ত হইতেছে বা কারুণ্যরসাভিষিক্ত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কারুণ্যরস [স] *বি* করুণার ভাব। 'জীমূতবাহনের অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কারুণ্যশীল [স] *বিণ* দয়াশীল। 'অন্যান্য নিকটবর্তী নগরবাসীরা অসামান্য কারুণ্যশীল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কারুয়া [স কারু>] *বি* আংটি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কারুরা [আ] *বি* মূত্র। 'হাকীম সাহেবের নিকট বধূর কারুরা পাঠাইতে হইবে।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

কারুন [স কারণ] *বি* মদ। 'কারুনের পুঞ্জি আনি নিলক্ষে লুটাই।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কারে *সর্ব* কাকে। 'জাণাইবোঁ কারে এ সব কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কারেন *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'লুসাই, কুকি, কারেন, তালাইন প্রভৃতি জাতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কারেন্সি, কারেন্সী [ই] *বি* প্রচলিত মুদ্রা। 'পাকিস্তানের নূতন কারেন্সী নোটে মুদ্রণের জন্য ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'দেখতে কারেন্সি নোটের মতোই হুবহু।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কারো *সর্ব* কোনো লোকের। 'কেহ সুখ পায় কারো না জন্মে বিশ্বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কারো বা ত্রিহোত বাড়ী, বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কারো কারো *সর্ব* কোনো কোনো মানুষের। 'কারো কারো লাগে ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কারোন [স কারণ] *বি* প্রয়োজন; হেতু। 'এ কারোন সুন প্রজাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কারোণ [স কারণ] *বি* প্রয়োজন; হেতু। 'ঐষদের কারোণ পর্বোত আনিয়াছিলেন আপোনার প্রাণ বাচাইতে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কারোয়ান [ফা] **১** *বি* মাঝি। 'ডাক দিয়া আনিলেক ডিঙ্গার কারোয়ান।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* বণিকদল। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* অভিযাত্রীদল। 'কারোয়ানেরা ঘোড়া হাতি উট খর ... ইত্যাদি পালে২ লইয়া বসিয়া আছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

কার্ক [ই] *বি* কর্ক; বোতলের ছিপি। 'কেহ ঘরে ঢুকিয়া কার্ক খুলিয়া সরাপ সয়লাপ করিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কার্কশ্য [স] *বি* কর্কশতা। 'কোনও প্রকার কার্কশ্য প্রকাশ না করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কার্কশ্যময় [স] *বিণ* কর্কশতাপূর্ণ। 'গম্ভীর অথচ ঈষৎ কার্কশ্যময় বীরকণ্ঠে স্বরযোজনা করিয়া কহিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

কার্কুন [ফা] *বি* বাঙালি পদবিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

কার্জ, কার্জ্জ [স কার্য] *বি* কাজ। 'ঋতু স্নান কার্জ্জ জদি না হএ সতত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কার্জ্জগতিকালে [স কার্যগতি-কাল] *ক্রিবিণ* কাজের ছলে। 'কার্জ্জগতিকালে করে বিধাত্তা আপনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কার্জ্জান্ত [স কার্যান্ত] *বি* কার্যসিদ্ধি। 'স্বয়ম্বর ছলে জদি কার্জ্জান্ত হএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কার্টিজ [ই কার্ট্রিজ] *বি* বন্দুকের টোটা। 'কার্টিজ শূন্য স্ট্র্যাম্প পড়ে রয়েছে।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

কার্ট্রিজ [ই] *বি* কার্তুজ; বন্দুকের গুলি। 'বন্দুকের ম্যাগাজিনে সব সময় যেন কার্ট্রিজ ভরা থাকে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কার্ড [ই] **১** *বি* নাম-ঠিকানা লেখার জন্য ব্যবহৃত মোটা কাগজের টুকরা। 'দুখানি কার্ডে আমার নাম লিখে বিহারীবাবুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* পরিচয়পত্র। 'ভদ্রলোকের কার্ড আনিয়া দিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪। **৩** *বি* আমন্ত্রণপত্র। 'আমায় আবার একখানা কার্ড দিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কার্ড কেস [ই] *বি* কার্ড রাখার বাক্স। 'কিছু টাকা, নোট-বহি ও কার্ড-কেস পাওয়া গিয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

কার্ডবোর্ড [ই] *বি* শক্ত কাগজ। 'সেখানে একটা কার্ডবোর্ড লটকানো।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

কার্ডিওগ্রাম [ই] *বি* হৃদ্‌যন্ত্র ঠিকমতো চলছে কিনা, তা পরীক্ষার যন্ত্রবিশেষ। 'হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া ... কার্ডিওগ্রাম যন্ত্র দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা যায়।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

কার্ণাটী ভাষা [স] *বি* কর্ণাটের ভাষা। 'বাইবেল হিন্দুস্থানীয় নানা ভাষায় অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় ও পাঞ্জাবী ও তৈলিঙ্গী ও কার্ণাটী ও ঔৎকলীপ্রভৃতি উনচত্বারিংশৎ ভাষায় তর্জমা করাইয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কার্ণিস [ই] *বি* দেয়াল বা ছাদের বাইরের দিকে বের হয়ে থাকা প্রান্তভাগ। 'ঘরের কার্ণিসের কিয়দ্ভাগ পড়িয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

কার্তিক, কার্ত্তিক [স] **১** *বি* সুদর্শন হিন্দু দেবতাবিশেষ। 'অভিন্ন কার্তিক যেন সর্বাঙ্গসুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কার্ত্তিক গণেশ বন্দো নন্দী আদি গণ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* বাংলা বছরের সপ্তম মাস। 'হরির উত্থান হইল কার্ত্তিক মাসেতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কার্তিকশাল [স কার্তিক+শালি] *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'কার্তিকশাল ধান।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কার্তিকে **১** *বিণ* কার্তিক মাসে হয় এমন। 'কখনও কালবৈশাখী, কখনও কার্তিকে ঝড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **২** *বিণ* কার্তিক মাসের। 'কার্তিকে চাঁদ তার মুখ দেখে জলে।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

কার্তিকের ব্রত *বি* ব্রতবিশেষ। 'শাস্ত্রীয় দেবতা এবং তাঁদের ব্রত রয়েছে; যেমন কার্তিকের ব্রত।' *অবন*, ১৯১৯।

কার্তিকী, কার্ত্তিকী [স কার্ত্তিকীয়] *বিণ* কার্তিক মাসের। 'কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারোএয়ারি পূজা হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কার্তিকেয় [স] *বি* হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী শিব-পার্বতীর পুত্র ও দেবসেনাপতি; কার্তিক। 'সেনাধিপতি কার্তিকেয়, মরণাধিপতি যমরাজ, ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি ঐ অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কার্তুজ, কার্ত্তুজ [প কার্তুচ] *বি* বন্দুকের গুলি। 'অনেক আগে থেকেই বন্দুকগুলো পরিষ্কার করে কার্তুজ ভরে রেখেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'তার মধ্যে সবচেয়ে বাজে হয়ে গিয়েছে চর্বিমাখা কার্তুজের কথা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কার্দানি [ফা] *বি* বাহাদুরি। 'খেয়ালী যতই কার্দানি করুন না কেন।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কার্নিভাল [ই] *বি* রাস্তায় নানা সাজে সেজে করা হয় এমন গণ-উৎসববিশেষ। 'সে কার্নিভালে আর যাবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

কার্নিশ, কার্নিস [ই] **১** *বি* দেয়াল বা ছাদের বাইরের দিকে বেড়ে থাকা

প্রান্তভাগ। 'ঘরের কার্নিসের কিয়দ্ভাগ পড়িয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'ছোট ছোট চারাগাছ – / রসহীন খাদ্যহীন কার্নিশের ধারে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। **২** *বি* কিনার। 'মাটির বন্ধন ছেড়ে মেঘের কার্নিশ দিয়ে দিয়ে আকাশ-সমুদ্র পারে শুধুই ঘুরছি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কার্নেশন [ই] *বি* বাগানে জন্মানো সাদা, বেগুনি অথবা লাল রঙের ফুলবিশেষ। 'ক্রেসান্থেমাম কার্নেশনের কেয়ারি-সমেত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কার্পণ্য [স] *বি* ব্যয়কুণ্ঠতা; কৃপণতা। 'নিয়মিত ব্যয় সংক্ষেপ করণের নিমিত্ত কার্পণ্য দোষের বৃদ্ধি করিতেছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

কার্পণ্যহীন [স] *বিণ* কৃপণতাহীন। 'কার্পণ্যহীন সরল, আত্মপ্রকাশে পরিস্ফুট।' *জীবন*, ১৯৩৩।

কার্পাশ [স কার্পাস] *বি* তুলার প্রকারবিশেষ। 'চাউল, রেশম, কার্পাশ, পাট।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কার্পাস [স] *বি* তুলার প্রকারবিশেষ। 'তণ্ডুল কার্পাস ধান্য লোন বড়ী মুগ্দ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কার্পাসীয় বস্ত্র [স] *বি* কার্পাস থেকে তৈরি কাপড়। 'কার্পাসীয় বস্ত্রের আমদানী।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

কার্পেট [ই] *বি* গালিচা। 'কোন রূপসী কার্পেট বুনিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

কার্বন, কার্ব্বন [ই] *বি* কয়লা জাতীয় পদার্থ। 'তৈলাদি যে সমস্ত বস্তুতে কার্বন ও হয়দ্রজন নামক পদার্থ আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'শরীরস্থ দ্রব্যের কার্ব্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

কার্বনিক এসিড, কার্ব্বনিক এসিড [ই] *বি* অঙ্গারাম্ল। 'পৃথিবীর বাতাস কার্বনিক এসিডের দরুন ভারি ছিল।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়।' *রোকেয়া*, ১৯২৭।

কার্বলিক [ই] *বি* রাসায়নিক যৌগবিশেষ। 'তীব্র কার্বলিকের গন্ধে সাপ যেমন ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কার্বলিক অ্যাসিড, কার্ব্বলিক আসিড [ই] *বি* জীবাণুনাশকরূপে ব্যবহৃত তীব্রগন্ধযুক্ত তরল পদার্থবিশেষ। 'কার্ব্বলিক আসিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কার্বা [ফা করাবাহ] *বি* রৌপ্যাদি নির্মিত জলের পাত্র; গোলাপপাশ। 'আজ কার্বা-বাহী বসন্তের এই ফুল-জলসায়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কার্বোহাইড্রেট [ই] *বি* শর্করা জাতীয় খাদ্য। '১৬ আউন্স কার্বোহাইড্রেটস।' *বেগম*, ১৯৫৫।

কার্মুক [স] *বি* ধনুক। 'কার্মুক অক্ষয়গুণ বাণপূর্ণ দুই টোন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কার্য, কার্য্য [স] **১** *বি* কাজ। 'ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বিষয়। 'অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তি-কার্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* কারণ। 'ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্যে মুড়ায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* বিচার। 'কাজি বলে ধর ধর আজ্ঞি করোঁ কার্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বি* কাজকর্ম। 'কার্য বুঝ্যা লহনারে ভর্চ্ছে সদাগর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *বি* প্রয়োজন। 'শীতকালে কার্যে আসিবে একদিন।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'আজ্ঞাসমে থাকি তুষ্কি কোন কার্য্য নাই।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৭** *বি* চাকরি। 'অনেক২ লোকেও কার্য্য পায়।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

কার্যকর, কার্য্যকর [স] *বিণ* সফল। 'কার্য্যকর হইতেছে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

কার্যকরণ, কার্য্যকরণ [স] *বি* কাজ করা। 'তাবদ্ব্যক্তিরদের বিবেচনাকরণের যে অধ্যক্ষতা আছে তদধ্যক্ষতানুসারে কার্য্যকরণে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

কার্যকরি [স কার্যকরী, সমাসবদ্ধতায় ই-কার] *বিণ স্ত্রী* সফল। 'কার্যকরিভাবে মেয়েদের যুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কার্যকরী, কার্য্যকরী [স] **১** *বিণ* ফলপ্রসূ। 'আবেদন, নিবেদন, ক্রন্দন, ডিপুটেশন কিছুই কার্য্যকরী হয় নাই।' *এসলাম*, ১৯২০; 'প্রকাশকবৃন্দের অগঠিত, অনামী অস্পষ্ট অথচ কার্যকরী গোষ্ঠীর মধ্যে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। **২** *বিণ* সফল। 'প্রচেষ্টার ফলেই এই মহৎ পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে।' *বেগম*, ১৯৫০।

কার্যকরীকরণ, কার্য্যকরীকরণ [স] *বি* বাস্তবায়ন। 'প্রেসিডেন্টের নির্দেশটি কার্য্যকরীকরণের ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

কার্যকরী সম্পাদিকা [স] *বি স্ত্রী* কার্যনির্বাহী সম্পাদক। 'কার্যকরী সম্পাদিকা – বেগম ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

কার্যকর্তা [স] *বি* কর্মকর্তা। 'আমার তরফে তার পরিদর্শক ও কার্যকর্তা নিযুক্ত যদি করি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

কার্যকর্ম, কার্য্যকর্ম্ম [স] *বি* দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ। 'আপন বাপের প্রষ্ঠে কার্য্যকর্ম্ম করিতেছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

কার্যকলাপ, কার্য্যকলাপ [স] *বি* কাজকর্ম। 'আমি এই ঝিলটির মাঝখানে বসে দুটি গ্রামের সমস্ত দৈনন্দিন কার্যকলাপের দ্বারা বেষ্টিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিলে ...।' *দর্শন*, ১৯২৫।

কার্যকারক, কার্য্যকারক [স] **১** *বিণ* কর্ম সম্পাদনকারী। 'এমত অসম্ভব কার্য্যকারক লোকের যে আরম্ভ সে অবশ্য বিপদগর্ভ হয়।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। **২** *বি* কাজে নিয়োজিত লোক। 'লবণ সংক্রান্ত কার্য্যকারকের প্রতি কোন ইংলণ্ডীয় মহাশয় কর্তৃক ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৩** *বিণ* ফলদায়ক। 'স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র, কার্যকারক নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৪** *বিণ* কার্য সম্পাদক। 'দোভাষী কার্য্যকারকহস্তে ন্যস্ত হইল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

কার্যকারণ, কার্য্যকারণ [স] **১** *বি* কার্য ও তার কারণ। 'তাঁহার অন্তঃকরণে কার্য্যকারণের তত্ত্বজ্ঞান কিছুই স্ফূর্ত্তি পায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* কাজ এবং তা ঘটার কারণ-সম্বন্ধীয়। 'যাকে হিউমার বলে, আমার মতে কালো রঙের সঙ্গে তার কোনো কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কার্যকারণকাল, কার্য্যকারণকাল [স] *বি* কাজের সময়। 'কার্য্যকারণকালে যে জন হিতবুদ্ধি দেয় সে যদি অপর হয় তবে তাহার সমান হিতকারী কেহ নহে।' *রামরাম*, ১৮০২।

কার্যকারণবিধি [স] *বি* কোনো ঘটনা এবং তার কারণের মধ্যকার যোগসূত্র। 'বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কার্যকারণবোধ [স] *বি* যুক্তিবাদিতা। 'ক্লাসিক কার্যকারণবোধ এবং রোমান্টিক সৃষ্টিপ্রেরণা পরস্পরের বিরোধী নয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

কার্যকারণ-শৃঙ্খলা [স] *বি* কোনো ঘটনা এবং তার কারণের মধ্যকার যোগসূত্র। 'সমসাময়িক ইতিহাসের কার্যকারণ-শৃঙ্খলা আজ হয়তো

অনেকের মনে নেই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

কার্যকারণ-সম্বন্ধ [স] **১** *বি* কাজের সঙ্গে কারণের ও কারণের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক। 'ন্যায়শাস্ত্রে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ স্থলে দুইটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* পারস্পরিক সম্পর্ক। 'তাহার একটা বৃহৎ কার্যকারণসম্বন্ধ দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কার্যকারণিক [স] *বিণ* কার্যকারণগত। 'তার কার্যকারণিক ব্যাখ্যার প্রস্তাব করা বিবেকী ঐতিহাসিকের দায়িত্ব।' *শিব*, ১৯৫৬।

কার্যকারিণী, কার্য্যকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ফলদায়ক। 'ভক্তি ও প্রীতি কার্য্যকারিণী বৃত্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কার্যকারিতা, কার্য্যকারিতা [স] **১** *বি* প্রয়োজন সাধনের ক্ষমতা। 'ঐ বিদ্যুৎ কি, উহার কার্য্যকারিতা ও শক্তিই বা কিরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* কাজের পরিণতি। 'এজন্য সেই কার্য্যকারিতার সময়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* কার্যক্ষমতা। 'যদি কাহারও চরিত্রের মধ্যে যথার্থ কার্যকারিতা পরিস্ফুট হইয়া থাকে তাহা শান্তির।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বি* উপযোগিতা। লেখামাত্রেরই এমন কোনো কার্যকারিতা নাই, যে জন্য কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কার্যকারিত্ব, কার্য্যকারিত্ব [স] *বি* পারদর্শিতা। 'শিক্ষা ও সভ্যতা-সাধন বিষয়ে ... হিন্দুদিগের বিশেষরূপ কার্য্যকারিত্ব ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কার্যকারী, কার্য্যকারী [স] **১** *বিণ* কার্যকর। 'এই দণ্ড যত কার্য্যকারী, আইনের দণ্ড তত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **২** *বিণ* সহযোগী। 'গঙ্গারাম সীতারামের একান্ত অনুগত ও কার্যকারী হইয়া মহম্মদপুরে বাস করিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

কার্যকাল, কার্য্যকাল [স] *বি* কাজের নির্ধারিত সময়। 'ইসাদ থাকিয়া কর্ম্ম কার্য্যকালে পাইব।' *ভারত*, ১৭৬০; 'অবশিষ্ট কার্যকাল চারি বৎসরের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

কার্যকুশল, কার্য্যকুশল [স] *বিণ* কর্মনিপুণ। 'বিনীত, কার্য্যকুশল, নানাভাষা ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'আপনার কার্যকুশল সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত হইতে তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কার্যক্রম [স] *বি* কর্মকাণ্ড। 'বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কি করিতেছেন? – তোষামুদি ও অস্থির চিত্তের ন্যায় কার্য্যক্রম অনুসরণ।' *আজাদ*, ১৯৪১।

কার্যক্ষম, কার্য্যক্ষম [স] *বিণ* কর্মদক্ষ; কাজ করার উপযুক্ত। '... দুই বৎসর অভ্যাস করিলে কার্য্যক্ষম হইতে পারিবেন।' *কেরি*, ১৮০২; 'গবর্মেন্টের হাত-পা'কে কার্যক্ষম করিয়া তুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কার্যক্ষমতা, কার্য্যক্ষমতা [স] *বি* কাজ করার শক্তি। 'ইহাদের কার্য্যক্ষমতা, শারীরিক বল, দ্রুতগমনশীলতা প্রভৃতি বিস্ময়করই বলিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কার্যক্ষেত্র, কার্য্যক্ষেত্র [স] **১** *বি* কর্মক্ষেত্র। 'কার্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* কর্মপরিধি। 'যাহার জীবনের কার্যক্ষেত্র দূরদেশ ও দূরকালে বিস্তীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* কাজের জায়গা। 'পুরুষের মতো আমাদের কার্যক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'কার্য্যক্ষেত্রের তিক্ত তীব্র অভিজ্ঞতা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

কার্যখণ্ড [স] *বি* কাজের অংশ। 'উপস্থিত কার্যখণ্ডের সহিত তাহার যোগ দেখিতে পাই না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

কার্যগত [স] *ক্রি* ব্যবহারিক। 'অংশটার ভাব ও কার্যগত উপকারিতা প্রচুর।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কার্যচক্র [স] *বি* কর্মরূপ চক্র। 'ভাগ্য ও কার্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

কার্যজগৎ [স] *বি* কর্মক্ষেত্র। 'কার্যজগতে পুরুষের প্রভুত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কার্যঞ্চ, কার্য্যঞ্চ, কার্য্যঞ্চঃ [স কার্য+স চ] *বিণ* (প্রাচীন চিঠিপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজ শুরু করার ভণিতাবিশেষ) করণীয়। **কার্য্যঞ্চ আগে, কার্য্যঞ্চঃ আগে, কার্য্যঞ্চাগে** – (প্রাচীন চিঠিপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজ শুরু করার ভণিতাবিশেষ) করণীয় বিবেচনায়। 'শ্রী কালিচরণ দাষ কস্য কর্জ্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চঃ আগে সাহেবের স্থানে ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬; 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা অবিচল পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৬১।

কার্যত, কার্যতঃ [স] **১** *বিণ* কর্মভিত্তিক। 'অবশ্য যোগ্যতা দুরকমের আছে – ধর্মত এবং কার্যত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রিবিণ* কাজের ক্ষেত্রে। 'অন্ততঃ কার্য্যতঃ পরিচয় পাই।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। **৩** *ক্রিবিণ* ফলত; প্রকৃতপক্ষে। 'কার্য্যতঃ অত্যাচার ও অনাচারের প্রতিকার ... জানা নাই।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

কার্যতৎপর [স] *বিণ* কর্মব্যস্ত। 'গঙ্গার সৌন্দর্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা কার্যতৎপর অতিসভ্য উনবিংশ শতাব্দীকেই শোভা পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কার্যতালিকা [স] *বিণ* কর্মসূচি। 'তিনটের পরে বিশেষ দিনের কার্যতালিকা অনুসারে পায়োনিয়ররা কারখানা, হাসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কার্যতালিকাভুক্ত [স] *বিণ* কার্যতালিকায় আছে এমন। 'ক্রমশ সখীর মোটরে চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়াটা সুরমার দৈনন্দিন কার্যতালিকাভুক্ত হইয়া পড়িল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কার্যত্ব, কার্য্যত্ব [স] *বি* কার্যকারিতা। 'বেদেই তার কার্য্যত্বের প্রমাণ আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কার্যদক্ষ [স] *বিণ* কাজে বিশেষভাবে পারদর্শী। 'তাহাকে বিলক্ষণ কার্যদক্ষ স্থির করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কার্যদোষ, কার্য্যদোষ [স] *বি* কর্মদোষ। 'কার্য্যদোষে আপনারাই আবার ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

কার্যদ্বেষ, কার্য্যদ্বেষ [স] *বি* কাজের প্রতি অনীহা। 'কার্য্যদ্বেষ, অস্বাস্থ্য, অস্থৈর্য, অবসাদ ও অন্যান্য অনেক প্রকার যাতনার উৎপত্তি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কার্যধারা [স] *বি* কাজের প্রকৃতি। 'অধিকাংশ সমিতির কার্যধারাও প্রায় একই রকম।' *বেগম*, ১৯৭০।

কার্যনাশ, কার্য্যনাশ [স] *বি* কাজের ক্ষতি। 'যদি কার্য্যনাশ কর, তাহা হইলে আমার হস্তে ...।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

কার্যনিপুণ, কার্য্যনিপুণ [স] *বিণ* কাজে অত্যন্ত দক্ষ। 'প্রত্যুৎপন্নমতি স্বকার্য্যনিপুণ ক্রুনেল মহোদয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কার্যনির্বাহ, কার্য্যনির্বাহ, কার্য্যনির্ব্বাহ [স] *বি* কাজ সম্পাদনা। 'বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী, সেবাকারী ইহারদিগের মধ্যে কাহারও অভাবে কি দেশের কার্য্যনির্ব্বাহ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪; 'জমায়াতের কার্য্যনির্ব্বাহে বন্দোবস্ত নিতান্ত সামান্য নয়।' *অক্ষয়*,

১৮৪৭; 'রাজকীয় কার্যনির্বাহ পর্যন্ত সব কিছু করতো উপরতলার লোক।' *উমর*, ১৯৬৮।

কার্যনির্বাহক, কার্য্যনির্ব্বাহক [স] *বিণ* কর্মসম্পাদনকারী। 'কার্য্য পরিচালক ও কার্য্য নির্বাহক কমিটি।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

কার্যনির্বাহার্থে [স] *ক্রিবিণ* কাজ সম্পাদনার জন্য। 'কার্যনির্বাহার্থে কয়েকজন নির্বাহিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কার্যনির্বাহী [স] *বিণ* কার্য সম্পাদনকারী। 'মহিলা লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭৫।

কার্যপটুতা [স] *বি* কর্মদক্ষতা। 'ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কার্যপদ্ধতি, কার্য্যপদ্ধতি [স] **১** *বি* কাজের রীতি বা পদ্ধতি। 'গঠনপ্রণালী এবং কার্যপদ্ধতি অনুমোদন করেন।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* কাজের অনুক্রম। 'ওদের দৈনন্দিন কার্যপদ্ধতি হচ্ছে এই রকম – ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কার্যপন্থা, কার্য্যপন্থা [স] *বি* কর্মপরিকল্পনা। 'লোন-কোম্পানীগুলির সম্বন্ধে কি কার্য্যপন্থা অনুসরণ করা হইবে।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

কার্যপরম্পরা [স] *বি* কাজের ক্রমান্বয়। 'দৈনিক কার্যপরম্পরা আমাদের সর্বদা সময়গণনায় নিযুক্ত না রাখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কার্যপরিচালক, কার্য্যপরিচালক [স] *বিণ* কাজের তত্ত্বাবধায়ক। 'কার্য্য পরিচালক ও কার্য্য নির্বাহক কমিটি।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

কার্যপরিসর [স] *বি* কাজের পরিধি; কর্মক্ষেত্র। 'স্ত্রীলোকের কার্যের পরিসর সংকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কার্যপ্রণালী, কার্য্যপ্রণালী [স] *বি* কর্মপদ্ধতি। 'পুত্তিকাদিগের কার্য্যপ্রণালীও অতি সুন্দর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'কার্য্যপ্রণালী ... নির্দ্ধারণ করাও নিতান্ত আবশ্যক।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

কার্যপ্রধান [স] *বিণ* বাস্তব ঘটনাবহুল। 'যে কয়েকখানি উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছ সকলগুলিই মানসপ্রধান, কার্যপ্রধান নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কার্যপ্রাপ্ত, কার্য্যপ্রাপ্ত [স] *বি* দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'দুই ভ্রাতাকে খেতাব ও খেলাতেতে সম্ভ্রান্ত করিয়া কার্য্য প্রাপ্ত করাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

কার্যবশত, কার্যবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* কাজের জন্য। 'বাবু কোন কার্যবশতঃ অনবসর ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'তিনি কার্যবশত আসিতে পারিলেন না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কার্যবিধি, কার্য্যবিধি [স] **১** *বি* বিচারকাজ পরিচালনার নিয়ম। 'আদালতের কার্য্যবিধি আইনের দ্বারাই সকল সম্পন্ন হইতে পারিবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **২** *বি* কর্মপদ্ধতি। 'বিদেশী কার্যবিধির অসংগত অনাবশ্যক বিপুল জঞ্জালজালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কার্যবিবরণী [স] *বি* কাজের বর্ণনা। 'তাঁহাদের গবেষণার কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

কার্যবীর [স] *বিণ* করিতকর্মা। 'কার্যবীর নেপোলীয়ানও কখনোই আপনার কার্যের মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকিতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কার্যব্যপদেশে, কার্য্যব্যপদেশে [স] **১** *ক্রিবিণ* কাজের ছলে। 'বোধহয় কোনো কার্যব্যপদেশে এখানে আসছিস।' *সুকান্ত*, ১৯৪৩। **২** *ক্রিবিণ* কাজ উপলক্ষে। 'কার্য্যব্যপদেশে তিনি দীর্ঘদিন বিদেশে অতিবাহিত করায় ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

কার্যভার [স] *বি* কাজের দায়িত্ব। 'বড়ো বড়ো জমিদারের কার্যভার গ্রহণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কার্যরাশি [স] *বি* কাজকর্ম। 'যদি তাহাকে ভস্মমুক্ত করিয়া বহিঃসংসারের কার্যরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কার্যশক্তি [স] *বি* কাজ করার ক্ষমতা। 'এই প্রলয়কারিণী কার্যশক্তিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কার্যশীল [স] *বিণ* কাজে পারদর্শী। 'পুরুষ যদি যথাযথ কার্যশীল হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কার্যসভা [স] *বি* কর্মক্ষেত্র। 'প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের আমোদপ্রমোদ এবং কার্যসভায় সর্বদা আত্মপ্রকাশ করতে দিলে তাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কার্যসম্পাদক, কার্য্যসম্পাদক [স] **১** *বি* প্রধান সম্পাদক। 'কোন ব্যক্তিকে সেকৃটারি অর্থাৎ কার্য্যসম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বিণ* নির্বাহী। 'কার্য্যসম্পাদক সমিতি বা কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

কার্যসম্পাদন, কার্য্যসম্পাদন [স] *বি* কাজ সম্পাদন। 'প্রাতঃকালে আহার করিয়া মধ্যাহ্নকালে বিষয় কার্য্য সম্পাদন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কার্যসাধন, কার্য্যসাধন [স] *বি* লক্ষ্য অর্জন। 'আপন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ধান্য বিক্রয় করার আবশ্যক।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'স্তুতিবাদ ... তাহার কার্যসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কার্যসাধ্য [স] *বিণ* বাস্তবায়নযোগ্য। 'কল্পনাটি কার্যসাধ্য নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কার্যসিদ্ধি, কার্য্যসিদ্ধি [স] **১** *বি* উদ্দেশ্য সাধন। 'কার্য-সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ইহার কার্য্যসিদ্ধি জন্য যত্ন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* কার্যসমাধা। 'কার্যসিদ্ধি হয় তার যেবা থাকে মনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'একবার গলাধঃকরণ হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কার্যসূচি, কার্যসূচী, কার্য্যসূচি, কার্য্যসূচী [স] **১** *বি* কর্মপরিকল্পনা। 'অখিল ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের আদর্শ ও কার্যসূচী অনুসরণ করিবে।' *বেগম*, ১৯৪৮। **২** *বি* কাজের তালিকা। 'মহিলাগণ কি কার্য্যসূচি গ্রহণ করিতে পারেন।' *বেগম*, ১৯৪৯। **৩** *বি* অনুষ্ঠানসূচি। 'শ্রোতাদের রুচিসম্মতভাবে বেতারের কার্য্যসূচী প্রস্তুতের কাজে ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

কার্য-সূত্র [স] কর্ম রূপ সুতা। 'বুদ্ধির অসামর্থ্য, আশার হতসিদ্ধি ও একটা কার্য-সূত্রের হঠাৎ মাঝখানে ছেদ হওয়ার নাম comedy।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কার্যস্তূপ [স] *বি* কাজের সমষ্টি। 'এই অসংযত কার্যস্তূপের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কার্যস্থল [স] *বি* কর্মক্ষেত্র। 'তাঁহার কার্যস্থল সংকীর্ণ বলিয়া তাঁহার মহিমা কে অস্বীকার করিতে পারে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কার্যস্থান, কার্য্যস্থান [স] *বি* কাজের জায়গা; অফিস। 'অনুমতি ব্যতিরেক কার্য্যস্থান হইতে যাইতে পারা যায় না।' *রামরাম*, ১৮০২।

কার্যস্বরূপ [স] *বিণ* কর্মময়। 'এই কার্যস্বরূপ দৃশ্যমান জগৎ কোন কারণ প্রসূত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কার্যস্রোত [স] *বি* কাজের ধারা। 'কার্যস্রোতে আপনারে ভাসাইয়া দিনু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

কার্যহানি [স] *বি* কাজের ক্ষতি। 'বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কার্যাকার্য, কার্য্যাকার্য্য [স কার্য-অকার্য] *বি* ঔচিত্য-অনৌচিত্য। 'তাহাদের কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা, এবং মনের সুস্থতা সম্পাদন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কার্যাধ্যক্ষ, কার্য্যাধ্যক্ষ [স কার্য-অধ্যক্ষ] *বি* কার্যনির্বাহী। 'রাজাকে সাবেক বদস্তুর মহলের কার্য্যাধ্যক্ষ করিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১; 'অনাথ-আশ্রমের কড়া কার্যাধ্যক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কার্যানুষ্ঠান, কার্য্যানুষ্ঠান [স কার্য-অনুষ্ঠান] *বি* কাজ সম্পাদন। 'সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানের কি প্রকার উপায় কর্ত্তব্য ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কার্যান্তর [স কার্য-অন্তর] *ক্রিবিণ* অন্যত্র। 'এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্যান্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কার্যান্তরব্যপদেশে [স] *ক্রিবিণ* অন্য কাজের ছলে। 'সহচরীগণ কার্যান্তরব্যপদেশে, বিলাসভবন হইতে বহির্গত হইলে...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৪।

কার্যান্তরে, কার্য্যান্তরে [স কার্য-অন্তর>] *ক্রিবিণ* কাজ উপলক্ষে। 'কার্য্যান্তরে সেই দিবস বিক্রমাদিত্যও রাজমহলে আগমন করিয়াছিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

কার্যাবলী, কার্য্যাবলী [স] *বি* কাজসমূহ। 'সমিতির কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।' *বেগম*, ১৯৪৭।

কার্যাবশেষ [স কার্য-অবশেষ] *বি* কাজের ভার। 'নারী তেমনি আপনার কার্যাবশেষের দ্বারা আপনাকে নিহিত করিয়া ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কার্য্যার্থ [স] *ক্রিবিণ* কাজের জন্য। 'এক জন ইউরোপীয় সেক্রেটরী সাহেব ঐ ছাত্রেরদের নৈপুণ্যাদির পরীক্ষা ও অন্যান্য কার্য্যার্থ নিযুক্ত আছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

কার্যার্থী, কার্য্যার্থী [স কার্য-অর্থী] *বিণ* কাজের পাগল। 'আমাকে যে কার্য্যার্থী করিয়া জানিয়াছ সে বাস্তব বটে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কার্যালয়, কার্য্যালয় [স কার্য-আলয়] *বি* কাজের জায়গা; দপ্তর। 'অনেকেই কথাপ্রসঙ্গে কার্য্যালয় বিশেষের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কার্যেত, কার্য্যেত *ক্রিবিণ* কাজে। 'শুভক্ষণে যাত্রা হৈলে কার্য্যেত কুশল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কার্যোপযোগী [স কার্য-উপযোগী] *বিণ* কাজের উপযুক্ত। 'নিজের কার্যোপযোগী করে ব্যবহার করবার সকলেরই সমান অধিকার আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

কার্যোপলক্ষে, কার্য্যোপলক্ষে [স কার্য-উপলক্ষে] *ক্রিবিণ* কাজের উপলক্ষে। 'পুরুষজাতির কার্য্যোপলক্ষে অনেকের সহিত মেলামেশা আবশ্যক।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'কার্যোপলক্ষে স্বামীটিকে প্রায়ই গ্রামছাড়া হতে হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কার্ষাপণ [স] *বি* ষোলো পণ। *সেবধি*, ১৮৩৯।

কাল[1] [স কল্ল] *বিণ* বধির। 'গুরু বোব সে সীস কাল।' *চর্যা ৪০*, ১২০০।

কাল[2] [স] ১ *বি* সময়। 'বিথর কালে বিথর গুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ঋতু। 'বসন্ত কালে কোকিল রাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* (ব্যাকরণ) ক্রিয়া সম্পাদনের সময়। 'কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৪ *ক্রিবিণ* দীর্ঘদিন। 'তুমি কতকাল এ সাহেবের নিকট চাকর ছিলে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৫ *বি* পর মুহূর্ত। 'নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে, যেখানে আজ আছে কাল নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কাল কাটানো *ক্রি* সময় অতিবাহিত করা। 'কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কালকালাত [স কাল>] *ক্রিবিণ* কালকালান্তরে। 'জদি কালকালাত আমি দাওয়া করি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কালকালাতি [স কাল>] *ক্রিবিণ* যুগ যুগ ধ'রে। 'কালকালাতি আমরা কিম্বা আমাদিগের ওয়ারিষ কেহ কোন দাওয়া করি ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

কালকালান্তর [স] *বি* এক কাল থেকে অন্য কাল। 'কালকালান্তর হইতে দেশদেশান্তর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কালক্রমে [স] ১ *ক্রিবিণ* বিপদের সময়ে। 'দাউদের আসন্ন কালক্রমে তাহা আমলে আনিল না।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *ক্রিবিণ* পরবর্তী সময়ে। 'কালক্রমে এ সমস্ত বিদিত হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *ক্রিবিণ* কালে কালে। 'এই সংসার আপনি হয়, কালক্রমে আপনি যায়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'কালক্রমে প্রজারা যে প্রকার স্বাধীনতা সুখকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কালক্ষয় [স] *বি* সময় নষ্ট। '... তাহারা স্বচ্ছন্দে কালক্ষয় করিতেছে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

কালক্ষেপ [স] *বি* সময় অপব্যয়। 'সকল বিদ্যাতে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও, ক্ষণমাত্র বৃথা কালক্ষেপ করিও না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

কালক্ষেপ করা *ক্রি* সময় অতিবাহিত করা। 'তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

কালক্ষেপণ [স] *বি* সময় কাটানো। 'এইরূপে কালক্ষেপণ করেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

কালগঙ্গা [স] *বি* সময়রূপ গঙ্গা। 'তাই সাম্প্রতিকীর প্রসাদধন্য কীর্তি যে কালগঙ্গায় ভাসবেই, এমন কথা বলা চলে না।' *সনৎ*, ১৯৭০।

কালগর্ভ [স] *বি* সময়রূপ গহ্বর। 'ভূগর্ভে এবং কালগর্ভে যে-সকল ঐতিহাসিক রত্ন নিহিত আছে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

কালগৌণ [স] *বি* কালক্ষেপ। 'লগ্ন অতীত হয়, শীঘ্র দান কর, শুভকর্ম্মে কালগৌণ উচিত নয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

কালচক্র [স] *বি* সময়ের অবিরাম আবর্তন। 'সকল শোকের সিন্ধু কালচক্রে বড় ভয়ঙ্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কালজয়ী [স] ১ *বিণ* চিরস্থায়ী; সময়কে অতিক্রম করে এমন। 'চেতনা কালজয়ী।' *জীবন*, ১৯৪০। ২ *বিণ* অমর। 'প্রিয়তমার স্মৃতিকে কালজয়ী করে।' *হাই*, ১৯৫৮।

কালজাত [স] *বিণ* কালে জন্ম নিয়েছে এমন। 'আমি কলি কালজাত রাজসন্তানেরদের বর্ণনা করিতেছি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

কাল জাপন [স কালযাপন] *বি* সময় কাটানো। 'গোপাল রায় সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া কাল জাপন করেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

কালজ্ঞ [স] ১ *বিণ* কোন কালে কী কর্তব্য তা জানে এমন। 'কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত্ত হইয়া, দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* বর্ষপঞ্জি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কালতরী [স] *বি* সময়রূপ তরী। 'অজানা উদ্দেশ পানে চলে কালতরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কালতে *ক্রিবিণ* কালে। 'পুরুব কালতে তোর পতি চক্রপাণি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কালত্রয়রহিত [স] *বিণ* তিন কাল বর্জিত। 'আত্মা এক নিত্য কালত্রয়রহিত অরূপী ইন্দ্রিয়াতীত নিরীহ চৈতন্যস্বরূপ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কালদন্ত [স] *বি* মহাকালের কল্পিত দাঁত। 'কালদন্তে প্রতি ক্ষণ হইতেছে চূর।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

কালদিন গোঁয়ানো *ক্রি* কাল কাটানো। 'কালদিন গোঁয়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কালধর্ম, কালধর্ম্ম [স] *বি* যুগধর্ম। 'কেহ বা কালধর্ম্ম, কেহ বা ব্রহ্মশাপ তাহার কারণ বলিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'কালধর্মের উপর রীতিমত লক্ষ্য রেখে তিনি সুস্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

কালধর্মাবলম্বী, কালধর্ম্মাবলম্বী [স কালধর্ম-অবলম্বী] *বিণ* যুগের ধর্ম অবলম্বনকারী। 'মধ্যাহ্ন কালে কালধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

কাল-নদী [স] *বি* কালরূপ নদী। 'কাল-নদী ধায় অধীরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কালপারাবার [স] *বি* কালরূপ সমুদ্র। 'কালপারাবার করিতেছে পার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কালপ্রবাহ [স] *বি* সময়ের অবিরাম স্রোত। 'জীবনপ্রবাহের সঙ্গে কালপ্রবাহের মিলের মাত্রা রেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কালবলে [স] *ক্রিবিণ* কালক্রমে। 'কালবলে তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

কালবিরোধদোষ [স] *বি* কালগত অসঙ্গতির দোষ। '... এই নাটকের উপরে প্রমাণের তীক্ষ্ণ আলোক নিক্ষেপ করেন তবে সম্ভবত ইহাতে অনেক কালবিরোধদোষ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কালবিলম্ব [স] *বি* দেরি। 'তাহার সহচরী, কালবিলম্ব অনুচিত বিবেচনা করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কালবেলা [স] *বি* দুঃসময়। 'কাটায় তিক্ত অসহ্য কালবেলা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

কালবৈশাখী [স] *বি* চৈত্র-বৈশাখ মাসে ঈশান কোণ থেকে আসা বৈকালিক ঝড়বৃষ্টি। 'কখনও কলবৈশাখী, কখনও কার্তিকে ঝড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

কালবোশেখি, কালবোশেখী [স কালবৈশাখী] *বি* চৈত্র-বৈশাখ মাসে ঈশান কোণ থেকে আসা বৈকালিক ঝড়বৃষ্টি। 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।' *নজরুল*, ১৯২২; 'কালবোশেখীর ঝড়ে চকিতে গেলেন ছুটে বাগ্মিতা নামের দজ্জাল মেয়ের কাছে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

কালভেদ [স] *বি* সময়ের ভিন্নতা। 'ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কাল-ভোলা *বিণ* সময়ের কথা ভুলিয়ে দেয় এমন। 'কাল-ভোলা মেয়েলিপনা আর আখুটে অভিমান আমায় জোড়া হাতেই বেঁধেছে আজ।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

কাল যাওয়া *ক্রি* জীবনযাপন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কালযাপন [স] **১** *বি* দিনযাপন। 'সুখ ভোগে কাল যাপন করিতেছিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* সংসারযাত্রা নির্বাহ। 'যাহা জানি তাহা তদ্দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া কালযাপন করিতেছি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

কালযাপনার্থে [স কাল-যাপন-অর্থে] *ক্রিবিণ* সময় নষ্ট করার জন্য। 'কতকগুলি পুস্তক সমভিব্যাহারে বিরলে কালযাপনার্থে বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কালশূন্য [স] *বিণ* কালাতীত। 'দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য-'পরি/ চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কালসমুদ্র [স] *বি* কালরূপ সমুদ্র। 'মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই এই বহুদূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কালসহকারে [স] *ক্রিবিণ* সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। 'পরে কালসহকারে খড়্গ উদ্গত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কালসাগর [স] *বি* সময়রূপ সমুদ্র। 'অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

কালসাধ্য [স] *বিণ* সময়সাপেক্ষ। 'তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কালসাপেক্ষ [স] *বিণ* সময়সাপেক্ষ। 'পরিবর্তন যেমন কালসাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কালসিন্ধু [স] *বি* সমুদ্রের মতো অনন্তবিস্তার কাল। 'জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে যায়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কালস্রোত [স] *বি* সময়ের অবিরাম প্রবাহ। 'অবিশ্রাম কালস্রোত কোথায় বহিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

কালস্রোতে গা ভাসানো – গতানুগতিক কোনো কিছু করা। 'মানুষ কালস্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

কালহরণ [স] **১** *বি* সময় কাটানো; দিনযাপন। 'আপনাদিগের কালহরণের আশা ভূমির উৎপত্যের উপরেই রাখে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। **২** *বি* সময় নষ্ট। 'যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা কেবল কালহরণ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

কাল হরা *ক্রি* সময় কাটানো। 'মধুপান সদা করেন, কৌতুকে কাল হরেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কালহারা [স] *বিণ* অনন্ত। 'মোর ভাবনা চলে কালহারা কোন কালের পানে ছুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কালহীন [স] *বিণ* কালাতীত। 'অবিচ্ছেদে দেখা দিবে দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কালাকাল [স কাল-অকাল] *বি* সময়-অসময়। 'কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কালামুখোরা কালী পূজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

কালাতিক্রম [স কাল-অতিক্রম] *বি* নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়া। 'অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা স্বামীর প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কালাতিক্রমণদোষ [স কাল-অতিক্রমণদোষ] *বি* কালগত অসংগতি। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণদোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৩১।

কালাতিপাত [স কাল-অতিপাত] **১** *বি* সময়ক্ষেপণ। 'পর-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া কোন প্রকারে কালাতিপাত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* জীবন যাপন। 'চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

কালানন্তর [স কাল-অনন্তর] *ক্রিবিণ* পরবর্তী সময়ে। 'কিয়ৎ কালানন্তর যৌবনসম্পত্তি বিপত্তির মূল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

কালানুগত [স কাল-অনুগত] *বিণ* কালকেন্দ্রিক। 'কোনো কালানুগত প্রথার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন শিল্প।' *অবন*, ১৯২৫।

কালান্তর [স কাল-অন্তর] **১** *বি* অন্য কাল; সময়ান্তর। 'কালান্তরে রায়ের বনিতা গর্ব্বিণী হইয়া রায়কে কহিলেন ...।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* যুগের পরিবর্তন। 'রামচন্দ্রের পূজ্যস্মৃতি ক্রমে ক্রমে কালান্তর ও অবস্থান্তর অনুসরণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'স্থগিত ভারতে আগু কালান্তর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

কালাপেক্ষা [স কাল-অপেক্ষা] *বি* নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা। 'প্রথমেই লগ্ন আছে কালাপেক্ষা করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কালাবধি [স কাল-অবধি] *ক্রিবিণ* কাল পর্যন্ত। 'আমি অনেক কালাবধি গ্রামের রাইয়তগিরি করিয়া আসিতেছি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কালাবর্ত [স কাল-আবর্ত] *বি* সময়ের চক্র। 'ভেবেছিলি চির চিরন্তন কালাবর্ত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

কালাশৌচ [স কাল-অশৌচ] *বি* হিন্দুদের বাবা-মা ইত্যাদি গুরুজনের মৃত্যুর পর বছরব্যাপী পালনীয় অশৌচ। 'কালাশৌচের সময় স্থানত্যাগ করতে নেই ...।' *সুনীল*, ১৯৭০।

কালাসন্ন [স কাল-আসন্ন] *বিণ* মুমূর্ষু। 'কঠোর তপস্যা করে কালাসন্ন দেহ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কালে কালে [স] *ক্রিবিণ* বিভিন্ন সময়ে। 'জ্ঞাত হওয়া যায় কালে কালে কোন কোন দেশ ম্লেচ্ছের মধ্যে গণ্য ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কালেভদ্রে [স] *ক্রিবিণ* কদাচিৎ। 'কালে ভদ্রে কখন কখন যা হয়ে থাকে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কালের কুটিল গতি – সময়ের নির্মমতা। 'কালের কুটিল গতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কালের গতি – সময়প্রবাহ। 'বিজ্ঞেরা যথার্থই বলেছেন যে কালের গতি অতি কুটিলা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কালের বুড়ো *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'কালের বুড়া টানছে ঘানি/ তুই সে বাঁধন খোল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কালোচিত [স কাল-উচিত] *বিণ* সময়োচিত। 'প্রত্যুত অনেকে কালোচিত সভ্যতা ও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া ... শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

কালোত্তীর্ণ [স কাল-উত্তীর্ণ] *বিণ* সময়কে অতিক্রান্ত। 'আদমের কালোত্তীর্ণ সেই পাপ যেন।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

কালোপযোগী [স কাল-উপযোগী] *বিণ* সময়োপযোগী। 'দেশকালোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কাল[৩] [স] **১** *বি* সর্বনাশ। 'মোকে কাল হঞাঁ লাগিল কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সর্বনাশের কারণ। 'এক কাল হৈল মোর যমুনার জল।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *বি* ভয়ঙ্কর বিপদ। 'দিনে থাকী ভাল রাতি আইসে কাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* কষ্ট। 'বিচ্ছেদ সময় হয় হৃদয়ের কাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৫** *বি* যম। 'পাপচিত্রে শীঘ্রে কাল উপস্থিত হৈল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৬** *বিণ* মৃত্যুরূপ। 'না বুঝিয়া শিশু যদি ধরে কাল সাপ।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৭** *বি* বিপদ। 'দাউদের আসন্ন কালক্রমে তাহা আমলে আনিল না।' *রামরাম*, ১৮০১। **৮** *বিণ* ভীষণ। 'কে আর রাখিবে এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৯** *বি* সাপ। 'রূপের কালে আমায় দংশিলে।' *লালন*, ১৮৯০।

কাল-অগ্নি [স] *বি* মৃত্যুরূপ আগুন। 'কাল-অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।' *দর্শন*, ১৯২৪।

কাল-কবলিত [স] *বিণ* মৃত্যুমুখে পতিত। 'আর নিরুদ্বেগে কাল-কবলিত হন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কালকূট [স কালকূট] *বি* কালসাপ। 'কালকুট গরাসিল শমনের বলি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কালকূট [স] *বি* তীব্র বিষ। 'কালকূট বিষহরি জাগল কটাক্ষ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাল-কেউটে [স কাল+স কৃষ্ণগুটিকা] *বি* বিষাক্ত সাপবিশেষ। 'অজগর কাল-কেউটে সে কোনো ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

কালগ্রাস [স] *বি* মৃত্যু। **কালগ্রাসে পতিত হওয়া** – মারা যাওয়া। 'ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অবিলম্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'প্রিয়তম পত্নী এবং ছয় পুত্রের মধ্যে চারিটি রাখিয়া, কালগ্রাসে পতিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কালঘাম [স কাল-ঘর্ম] *বি* মৃত্যুর পূর্বে নিঃসৃত শরীরের ঘাম। 'কালঘাম বহে মুখে মুকুট গগনে ঠেকে প্রলয়বদন ঘোরস্বনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাল ঘুম [স] *বি* মৃত্যুর মতো ঘুম। 'তবে কেহে কাল ঘুম যাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাল-চিতা [স] *বি* সর্বনাশা আগুন। 'সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলো মা গো, জ্বালো সেথা জ্বালো কাল-চিতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

কালজাল [স] *বি* অশুভ ছায়া। 'বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কালদণ্ড [স] *বি* মৃত্যুদণ্ড। 'কালদণ্ড হইতে যম দণ্ড দিল অনুপাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাল ধীবর [স] *বি* যমরূপ জেলে। 'কাল ধীবরের জালে নাহিক এড়ান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাল-নটেশ [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'কাল-নটেশের চরণের ঘায়ে কোনোদিন পাবে লয়।' *জসীম*, ১৯৫১।

কালনাগ [স] *বি* কালসাপ। 'কালকূটে কালনাগ যারা কালিদয় আছে তারা।' *লালন*, ১৮৯০।

কালনাগিনী [স] *বি স্ত্রী* কেউটে সাপ। 'গ্রাসিবারে দিনমণি ওই কালনাগিনী উদয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কালপৃষ্ঠ [স] *বি* কর্ণের ধনু। 'যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী, একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কালপ্রাপ্ত [স] **১** *বিণ* মৃত। 'কালপ্রাপ্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **২** *বিণ* বন্ধ। 'সমাচারপত্র গ্রাহকের অপ্রতুলেতে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

কালপ্রাপ্তি [স] *বি* মৃত্যু। 'যুবতীর কালপ্রাপ্তি হওয়াতে সাহেব অতিশয় শোকাকুল।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

কালফণি, কালফণী [স] *বি* মৃত্যুরূপী সাপ। 'আরে কালফণী দংশিলি আমায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭; 'আমি ... বিষধর কাল-ফণি!' *নজরুল*, ১৯২২।

কালবশ [স] *বিণ* যমের অধীন। 'কি করিবে বিদ্যায় হইলে

কালবশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কালবিষ [স] *বি* কালরূপ সাপের বিষ। 'তোমাদের যুগ যুগ-সঞ্চিত কালবিষ আপন আপন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে ফেলো।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কালব্যাধি [স] *বি* মরণব্যাধি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পৃথিবীতে কবে এই কালব্যাধির জন্ম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কালভুজঙ্গ [স] *বি* কালসাপ। 'সুনিবিড় পাকে গন্ধ-মগন কালভুজঙ্গ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

কালভুজঙ্গিনী [স] *বি স্ত্রী* কালরূপ বিষাক্ত সাপ। 'কালভুজঙ্গিনী কখন?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কাল-ভৈরব [স] *বিণ* রুদ্র মূর্তিধারী হিন্দু দেবতা শিব। 'আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয়-তূর্য বেজে উঠেছিল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

কালমূর্তি, কালমূর্ত্তি [স] *বি* সময়রূপ মূর্তি। 'সেই আদ্যন্তহীন কালমূর্ত্তির মুখচ্ছটাতে চতুর্দ্দিক দীপ্তিমান্ হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কালরজনী [স] *বি* দুঃখের রাত। 'আজি তানে পোহাইল কি কালরজনী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কাল-রাতি [স কালরাত্রি] *বি* দুঃখের রাত। 'কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কালরাত্রি [স] *বি* দুঃখের রাত। 'কালরাত্রি কৃষ্ণআখি কত জ্ঞান কলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কালরূপী [স] *বিণ* যমরূপধারী। 'মুঞি সর্ব কালরূপী ভক্তজন বিনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কালরোগ [স] *বি* দুরারোগ্য ব্যাধি। 'তার এই কালরোগের কোন চিকিৎসাই হয়নি।' *হাসান*, ১৯৬৯।

কালশমন [স] *বি* মৃত্যু। 'কালশমন করবে রওনা কখন যেন কু ঘটাবে।' *লালন*, ১৮৯০।

কালসর্প [স] *বি* কেউটে সাপ। 'জত ছিল কুলদর্প তাহি হইল কালসর্প ঘটক পণ্ডিত জনার্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কালসর্পাকার [স] *বিণ* কালসাপের মতো। 'প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কালসাপ [স কালসর্প] *বি* কেউটে সাপ। 'তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কালসাপিনী [স কালসর্পিণী] *বি স্ত্রী* মৃত্যুরূপী সাপ। 'মা হ'য়ে কালসাপিনী হলেম!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কাল হওয়া *ক্রি* মৃত্যু হওয়া। *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'তাঁর কাল হয়েছে বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কালাগ্নি [স কাল-অগ্নি] *বি* সৃষ্টি ধ্বংসকারী আগুন। 'কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কালানল [স কাল-অনল] **১** *বি* সৃষ্টিধ্বংসকারী আগুন। 'বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* ক্রোধের আগুন। 'প্রশস্ত ও উজ্জ্বল চক্ষু হইতে কালানলজ্বালা নির্গত হইতেছে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

কালান্তক [স কাল-অন্তক] **১** *বিণ* মৃত্যুতুল্য। 'এ বলিয়া ভিমসেন কালান্তক জম জেন নিসব্দে অধমুক হইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* প্রলয়ঙ্কর। 'মহিষের পৃষ্ঠে বন্দো কালান্তক যম।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বিণ* ধ্বংসকারী। 'রাধার কালান্তক সেখ গোলাম হোসেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কালের করাল গ্রাস – অবধারিত মৃত্যু। 'বিদ্যা সন্নিধানে পরাভূত হইয়া কালের করাল গ্রাসে অগ্রপশ্চাৎ প্রবেশ করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কাল[৪] [স] *বিণ* কালো। 'ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কালচে *বিণ* ঈষৎ কালো আভাযুক্ত। 'মসৃণ কালচে-সবুজ দু'খানি বাহু।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কালচে-সবুজ [কালচে+ফা সবজ] *বিণ* ঈষৎ কালো আভাযুক্ত সবুজ। 'পাটিপাতা ডাঁটির মতো চিকনচাকন মসৃণ কালচে-সবুজ দুখানি বাহু।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কালছিটে *বিণ* কালো চটচটে। 'স্থানে স্থানে কালছিটে দাগ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

কালটি *বিণ* কালচে। 'পায়ের গোড়ালিও কালটি মেরে যাচ্ছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কালপেঁচা, কালপেচা [স কাল+স পেচক>] *বি* ধূসর রঙের মাথা ও পিঙ্গল রঙের পালকবিশিষ্ট এক প্রজাতির পেঁচা, লোকবিশ্বাস অনুযায়ী যাদের চিৎকার অশুভসূচক। 'কালপেচা ডাকে চারিভিতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কলস্বরে প্লক্ষডালে কালপেঁচা ডাকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কালপ্যাঁচা [স কাল+স পেচক>] *বি* ধূসর রঙের মাথা ও পিঙ্গল রঙের পালকবিশিষ্ট এক প্রজাতির পেঁচা, লোকবিশ্বাস অনুযায়ী যাদের চিৎকার অশুভসূচক। 'তুমি বাপু কুলীনের ছেলে নও, তুমি কুলীনের কালপ্যাঁচা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কালবসু [স কাল+স বাগুস>] *বি* কালবাউস মাছ; রুই মাছের মতো মাছবিশেষ। 'কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই।' *ভারত*, ১৭৬০।

কাল বিল [কালো+ই বিল] *বি* অশুভ আইন। 'কালবিল কাল বিল করিলেন পাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কালশশি, কালশশী [স কাল+স শশী, সম্বোধনে ই-কার] *বি* অমাবস্যার চাঁদ; কৃষ্ণ। 'এস বাজিয়ে বাঁশী কালশশি।' *গিরিশ*, ১৮৯৬; 'চাতকপ্রায় অহর্নিশি চেয়ে আছে কালশশী।' *লালন*, ১৮৯০।

কালশিটে [স কাল>] *বি* আঘাতের ফলে রক্ত জমে দেহে যে কালো দাগ সৃষ্টি হয়। 'গলার উপর আঙুলের দাগ কালশিটে পড়ে আছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

কালশিরা [স কাল+স শিরা] *বি* মর্মর পাথর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কালশিরে [স কাল+স শিরা>] *বি* আঘাতের ফলে দেহে রক্ত জমে যে কালো দাগ সৃষ্টি হয়। 'কালশিরে-পড়া চোখ দুটো তার ভরে আসে জলে।' *হোসেন*, ১৯৪০।

কালসার [স কাল+স সার] *বি* এক জাতের হরিণ। 'আর জত পশুগণ সভে হব প্রজাজন মণ্ডল হইবে কালসার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কালসিটে [স কাল+স শিরা>] *বি* আঘাতের ফলে দেহে রক্ত জমে যে কালো দাগ সৃষ্টি হয়। 'পায়ে কালসিটে। কেন বালতিতে মেরে চাল দিতে গেলে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

কালআজার [স কাল+ফা আজার] *বি* কালাজ্বর। 'ম্যালেরিয়া ও কালআজার সে ভার লইয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

কালওয়াত [স কলাবৎ] *বিণ* কালোয়াত; রাগ সংগীতে পারদর্শী। 'এবম্ভূত গুণীগণ ধাড়ি কালওয়াত কাওয়াল কথক সারঙ্গিয়া তবলিয়া ভাঁড় প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কালওয়াতি [স কলাবৎ>] *বিণ* রাগ সংগীতে পারদর্শিতা আছে এমন। 'দশ তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড় ইহা সেওয়ার

কালওয়াতি গুণীলোক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কালকাসন্দা, কালকাসিঁদে, কালকাসুন্দা, কালকাসুন্দে [স কাসমর্দ] *বি* ভেষজ উদ্ভিদবিশেষ। 'কালকাসুন্দা আসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কালকাসন্দা গাছে বাগান পরিপূর্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। 'কুইনাইন আর কালকাসিঁদে।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'কালকাসুন্দে গাছে ... অনেক বেনেবউ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কালচার [ই কালচার] ১ *বি* বৈদগ্ধ্য। 'তার কালচার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* সংস্কৃতি। 'বিরাট ইসলামীয় কালচার গড়ে তুলেছিল।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। ৩ *বি* শিক্ষা। 'এই তোমার কালচার!' *জীবন*, ১৯৩৩।

কালচারগত [ই কালচার+স গত] *বিণ* সাংস্কৃতিক। 'একটা কালচারগত পার্থক্য আছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

কালচারেল [ই] *বিণ* সাংস্কৃতিক। 'কেবলমাত্র ফারসী ভাষার জোরে কোন প্রকারে কালচারেল প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছিলেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

কালচার্ড [ই] *বিণ* সংস্কৃতিবান। 'যে তা করতে পারে সে-ই কালচার্ড অভিধা পেতে পারে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

কালচিত [স কাল>] *বি* এক প্রকার ফল। 'আম জাম সিয়াকুলি কালচিত ফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কালধোয়ানি *বি* এক প্রকার বাঁশ। 'তল্লাবাঁশের কাটল আগা, কালধোয়ানির জোড়া।' *জসীম*, ১৯২৯।

কালপুরুষ [স] *বি* নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ। 'আমার সেই পুরাণ সাত ভাই, কালপুরুষ ও অন্যান্য তারাগুলি ঝকিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

কালপুরুষের নক্ষত্র *বি* লুব্ধক নক্ষত্র; আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। 'কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কালপৃষ্ঠ [স] *বি* অস্ত্রবিশেষ। 'কালপৃষ্ঠ কলম্ব কৃপাণ চন্দ্রহাস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কালপ্রিট [ই] *বি* অপরাধী। 'কালপ্রিট একটা লোহার শাবল ফেলে গেছে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

কালমেঘ [স] *বি* ঔষধি গাছবিশেষ। 'ফাটলে বন-বিছুটির ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কালা[১] [স কাল>] ১ *বিণ* কালো; কৃষ্ণবর্ণের। 'আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* কলঙ্কিত। 'কালা মুখ কি কাকেও দেখাতে ইচ্ছা করে?' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৩ *বিণ* অন্যায্য। 'সমস্ত কালাকানুন বাতিল, রাজবন্দীদের মুক্তি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা কায়েমের দাবী করা হয়।' *বেগম*, ১৯৫৪।

কালা আদমি, কালা-আদমী [স কাল+আ আদম>] ১ *বি* কৃষ্ণাঙ্গ। 'তুমি দেখছি কালা আদমি, বোধ হয় ঈস্ট ইন্ডিজের।' *বিভূতি*, ১৯৩৩। ২ *বি* প্রাচ্যদেশের লোক। 'আমি ভাত-খেকো নেটিব, কালা-আদমী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কালাকানুন [স কাল+আ কানুন] *বি* অন্যায় আইন। 'সমস্ত কালাকানুন বাতিল, রাজবন্দীদের মুক্তি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা কায়েমের দাবী করা হয়।' *বেগম*, ১৯৫৪।

কালাকুক্ষি [স কাল-কক্ষ>] *ক্রিবিণ* অন্ধকার গহ্বরে। 'সে এইক্ষণে কালাকুক্ষি নিক্ষিপ্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

কালাকুষ্ঠি [স কাল+স কুষ্ঠী] *বিণ* অত্যন্ত কালো। 'তুই তো দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কালাচাঁদ [স কাল-চন্দ্র] *বি* কৃষ্ণ। 'কালাচাঁদ, হও হে উদয়।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

কালাপেড়ে [স কাল>+স পার>] *বিণ* কালো পাড়ওয়ালা। 'কালাপেড়ে ধুতি দূরে ফেলিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কালামুখ [স কাল>+স মুখ] *বি* কলঙ্কিত মুখ। 'কালা মুখ কি কাকেও দেখাতে ইচ্ছা করে?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কালামুখী [স কাল>+স মুখী] ১ *বি* কলঙ্কিনী। 'কি বল্লি মা, কালামুখীর এমন দশা হয়েছে?' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বিণ* কলঙ্কিনী (গালি)। 'কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কালামুখো [স কাল>+স মুখ>] ১ *বি* যে নিন্দিত; কলঙ্কিত ব্যক্তি। 'কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কালামুখোরা কালী পূজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩১। ২ *বি* গালিবিশেষ। 'দূর হ! কালামুখো!।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কালালোক [স কাল>+স লোক] *বি* কালো চামড়ার লোক। 'কালালোকের তাউতখানার নিমিত্তে ... তাহারাও এ তাউতখানায় আসিতে পারিবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

কালা[২] *বি* ফুলবিশেষ। 'কহলার কৈরব কালা পানিসিউলি পানিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কালা[৩] [স কল্ল] ১ *বিণ* বধির; কানে শুনতে পায় না এমন। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* যে কানে শুনতে পায় না। 'তাহাদের শ্রবণশক্তি নাই, তাহাদিগকে বধির অর্থাৎ কালা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কালাত্ব [স কল্লত্ব] *বি* বধিরতা। 'তারপর সরলার কানাত্ব কালাত্ব ও বোবাত্ব ঘোচে।' *মানিক*, ১৯৪০।

কালাই [স কলায়] *বি* ডালবিশেষ। 'লোহার কালাই সিদ্ধ হয় না।' *জসীম*, ১৯৩১।

কালাংড়া *বি* প্রাতঃকালীন গানের মিশ্র রাগবিশেষ। 'লাইনটি বাউল রইল না, হয়ে গেল কালাংড়া।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কালাকন্দ *বি* খাবারবিশেষ। 'কচৌরি, লাড্ডু, কালাকন্দ বিক্রয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কালাকাল ইত্যাদি *দ্র* **কাল**[২]

কালাচড়ি *বি* ড্রয়ার। 'কালাচড়ি ১০টা।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

কালাজ *বি* কেউটে সাপের প্রকার-বিশেষ। 'এই জঙ্গলে জাত গোখরো কালাজ কেউটে কত যে আছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

কালাজ্বর [স কাল+ফা আজার] *বি* প্লীহা রক্তাল্পতা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত একপ্রকার জ্বর। 'কালাজ্বর, পালাজ্বর, পুরানো কি টাটকা।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

কালাপানি [স কাল+স পানীয়] ১ *বি* সমুদ্র। 'সে যে অকূল সাগর, দারুণ ডাগর, কালা পানি বড় লোণা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* দ্বীপান্তর দণ্ড। 'কালাপানি অর্থাৎ আন্দামানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪০।

কালাপাহাড় [স কাল+স পাষাণ] *বি* প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কারের বিরোধী ব্যক্তি। 'দুজনেই মস্ত কালাপাহাড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কালাপাহাড়ি [স কাল+স পাষাণ>] *বি* ষোলো শতকের সুলতান দাউদ কাররানির সেনাপতি কালাপাহাড়ের মতো সবকিছু ভেঙে

ফেলার বেপরোয়া অভিযান। 'সামাজিক পৌত্তলিকতা ভাঙবার জন্যে কালাপাহাড়ি করতে বেরোব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কালাম [আ] *বি* উক্তি। 'ফতে না পাইবে তাতে তহকিক কালাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কালার [ই] *বি* রং। 'বাঁধা-অবাঁধা ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং প্রভৃতি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কালার বক্স [ই] *বি* রঙের বাক্স। 'আমার কালার বক্স কিনে দিলে না।' *হাই*, ১৯৪৭।

কালাহারি *বি* আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম মরুভূমি। 'বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমির মধ্যে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কালি[1] [স ক-পালিক] *বি* ব্যঞ্জনবর্ণ। 'অলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০।

কালি[2] [স কল্য] **১** *ক্রিবিণ* আগামীকাল। 'কালি যাইব আহ্মে বড়ুয়ি বিহাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* গতকাল; আজকের আগের দিন। 'কালি দান দিলে তুমি হরসিত করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

কালি[3] [স কাল] **১** *বিণ* কালো। 'কালি রাঙ্গি পাশা সারি আনিল পার্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* কলঙ্ক। 'হইলি কুলের কালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* খারাপ অভিপ্রায়; কালিমা। 'সেই হইতে বিবির দেলেতে ছিল কালি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৪** *বি* কলম দিয়ে লেখার রংবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবন্ধটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৫** *বি* অন্ধকার। 'দুই হাতে বুড়ী জড়াইতে যায় আঁধার রাতের কালি।' *জসীম*, ১৯২৯। **৬** *বি* ময়লা। 'মাথায় মোছে হাতের কালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কালি-কলম [স] **১** *বি* প্রকাশনা। 'সরকারি কালি-কলমকে গালি পাড়িও; তাহা হইলেই শোধরাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* লেখার কালি ও কলম। 'দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবন্ধটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কালিকৃষ্টি [স কাল>] *বিণ* কালো রঙের। 'আঙুলের ডগাগুলো হয়ে গেল কালিকৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কালি-গোলা [স কাল>+গোলা] *বি* কালো রং গোলা। 'কমণ্ডলু থেকে কালি-গোলার মতো ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কালিপড়া [স কাল>+পড়া] *বিণ* ধোঁয়া থেকে সৃষ্ট কালি লেগে আছে এমন। 'বর্ষণক্লান্ত বিষণ্ণ রাত্রে কালিপড়া লণ্ঠনের মৃদু রক্তিন আলোয় ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কালিপানা [স কাল>+স প্রায়] *বিণ* মলিন। 'মুখটাকে ক্রমশই কালিপানা আঁধার করে তুলছিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কালিবরণ [স কাল>+স বর্ণ>] *বিণ* কালো রঙের। 'কালিবরণ পুচ্ছ ডোরের।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কালিবর্ণ [স কাল>+স বর্ণ] *বিণ* কালো। 'লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কালি বুরুশ [স কাল>+ই ব্রাশ] *বি* জুতায় রং করার ব্রাশ। 'কতকগুলি জুতার বাক্স, কালি বুরুশ, তিনটি হুঁকা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কালিবোস [স কাল>+স বাশুস] *বি* রুই জাতীয় মাছবিশেষ। 'আমি একটা প্রায় আড়াইসেরি কালিবোস মাছ ধরেছিলাম।' *সুনীল*, ১৯৭০।

কালিমতী *বিণ* কালো। 'তাঁর কালিমতী দুহিতাটি যে রেটে দুহিতা বিয়োচ্ছেন ...।' *সাদত*, ১৯৬৭।

কালিমাখা [স কাল>+মাখা] *বিণ* কালো রং মিশ্রিত। 'কালি-মাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কালিকার [স কল্যকার] *বিণ* কালকের। 'কালিকার ভিক্ষা দিআ উধার শুধিল ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কালি[4] [স কাল>] *বি* লেখক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কালি[5] [স] *বি* জমির ক্ষেত্রফল। 'ইটকালি।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৪; 'যে জমির নাই আড়া-দিঘলতা কীরূপ কালি করে সেথা।' *লালন*, ১৮৯০।

কালিআ [স কাল>] *বিণ* কাল-সম্বন্ধীয়; সাময়িক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কালিআঁ [স কাল>] *বি* কৃষ্ণ। 'হাত দিতেঁ লিহেঁ কালিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কালিক [স] **১** *বিণ* কালের; সময়ের। 'স্বদেশের স্মরণাতীত অন্ধতম প্রাচীন কালিক পুরাবৃত্ত সমস্ত আলোচনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* সাময়িক; সময় সংক্রান্ত। 'দৈনিক ও কালিক বিশেষত্বগ্রস্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কালিকী *বিণ* কালের। 'অতীতকালিকী বিদ্যানুশীলনক্ষেত্রের সম্যক পরিচয় প্রদান করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কালিকা [স কলিকা] *বি* কুঁড়ি। 'কুমুদি কালিকা ঈষৎ হেলিয়া, চাঁদেরে নেহারি হাসে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

কালিকাদেবী [স] *বি* কালি বা শ্যামা দেবী। 'যেমন কালিকাদেবী সম্পর্কে শ্যামা সংগীত সংকীর্তনাদী।' *হাই*, ১৯৫৪।

কালিকাপুরাণ [স] *বি* হিন্দু পুরাণবিশেষ। 'কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কালিজিরা [স কাল>+স জীরক] *বি* সুগন্ধি ধানের জাতবিশেষ। 'কালিজিরা ধানশালি রূপশালির ক্ষেতের আলপথ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কালিদয় [স কালিয় হ্রদ] *বি* হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী যমুনার যেখানে কৃষ্ণ কালিয় নাগ দমন করে। 'ঝকড়া বিন্দিলে মোরে পাপ কালিদয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মা তোমার গোপাল নেমেছে কালিদয়।' *লালন*, ১৮৯০। *দ্র* **কালিদহ**

কালিদহ [স কালিয়হ্রদ>] *বি* হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কালিয় সাপের বাসস্থান; যমুনার হ্রদবিশেষ। 'কালিদহে দেখ জদি কমলের বন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **কালিদয়**

কালিন [স কালীন] *বিণ* সময়ের। 'দিল্লির কর ও শওগাত এক কালিন বন্দি করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'প্রজার উপর নিতান্ত শক্তি করিলে এক কালিন গ্রাম নিষ্প্রদীপ হয়।' *রামরাম*, ১৮০২।

কালিনাগ [স কালিয় নাগ] *বি* সাপবিশেষ। 'এথা হৈতে কালিনাগ আন ঠাঞি জাউ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কালিনী [স] **১** *বি* কালিন্দী; যমুনা। 'কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* নিষ্ঠুর। 'কালিনীমাএ মোর নাম থুইল রাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **কালিন্দী**

কালিনী রাতি [স কালিনী+স রাত্রি] *বি* কৃষ্ণপক্ষের রাত। 'কালিনী রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কালিন্দী [স] *বি* যমুনা নদী। 'বিহরই নবল কিসোর। কালিন্দি পুলিন কুঞ্জবন সোভন নব নব প্রেমবিভোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কালিম [আ কালিমাহ] *বি* কলেমা। 'নিশব্দে নম্রশিরে কালিম বচন।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কালিমা [স] **১** *বি* কলঙ্ক; কালির দাগ। 'গলে কালকূটের কালিমা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* কালো ছায়া। 'পুকুরের জলের উপর

একটা নিবিড় কালিমা পড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কালিমাধূম্র [স] *বিণ* কালিযুক্ত ধোঁয়া। 'ধানের কল দিগন্তে কালিমাধূম্র হাত উর্ধ্বে তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কালিমাপাত [স] *বি* কাজল লেপন। 'দীর্ঘ অপাঙ্গে কালিমাপাত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কালিমাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* কলঙ্কিত। 'চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কালিমাভ [স] *বিণ* কালিমাযুক্ত। 'কালিমাভ চক্ষুবিশিষ্ট ... বিষণ্ন মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কালিমাময় [স] *বিণ* কলঙ্কপূর্ণ। 'ধর্ম্ম সর্ব্বস্বত্ব কলুষ কালিমাময় হইবে।' *মোসলেম*, ১৯২৮।

কালিমামলিন [স] *বিণ* কালিতে ম্লান। 'নিবাইয়া ফেলো কালিমামলিন ঘরের কোণের বাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কালিমামাখা [স কালিমা+মাখা] *বিণ* কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে এমন। 'প্রফুল্ল মুখখানি বিষণ্ন কালিমামাখা হইয়া যাইবে।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

কালিমামুক্ত [স] *বিণ* কলঙ্কমুক্ত। 'সভ্যতার বর্বর কলুষ কালিমামুক্ত জ্যোতির্দৃষ্টি দিয়ে?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কালিমালিপ্ত [স] *বিণ* কালো রং অঙ্কিত; ম্লান। 'সেই অন্ধকারপ্লাবনে নববধূর মুখখানিকেও যেন কালিমালিপ্ত করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কালিয় [স] *বি* হিন্দুপুরাণে উল্লিখিত সাপের নাম। 'কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুত্থান করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কালিয়া[১] [স কাল>] ১ *বিণ* কালো। 'মোর সে কালিয়া তনু তছু গোরা অঙ্গ।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বি* পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া হাঁড়ি। 'কালিয়া –।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৫৩।

কালিয়া[২] [আ কালিয়হ] *বি* মাছ অথবা মাংসের রান্না ব্যঞ্জনবিশেষ। 'কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা।' *ভারত*, ১৭৬০।

কালিয়া[৩] *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'শিবসেবক কালিয়া।' *সেবধি*, ১৮৪০।

কালিয়ে [আ কালিয়হ] *বি* কালিয়া; মাছ বা মাংসের তৈরি এক রকম ব্যঞ্জন। 'কালিয়ে পোলাও রাঁধো রাঁধো লাউ দিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কালিহ্রদ [স কালিয়-হ্রদ] *বি বি* হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কালিয় সাপের বাসস্থান যমুনার হ্রদবিশেষ। 'জানিলাঙ তোমারে কপট কালিহ্রদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০

কালী[১] [স কাল>] ১ *বি* কলঙ্ক। 'এবার মুখের পেলা কালী পরিহর বোলে বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* কালি; ভুসা। 'ছাই কয়লার কালী বস্ত্রে হস্তে লাগিয়াছিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ৩ *বি* কালিমা। 'আমি যত দীপ জ্বালিয়াছি হাতে শুধু জ্বালা, শুধু কালী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৪ *বি* দোষ। 'তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

কালীবাউস [স কাল>+স বাগুস] *বি* রুইমাছের মতো মাছবিশেষ; কালবাউশ। 'ভদ্র-আশ্বিনে উঠত কালো কালো নইচা কাতলা আর কালীবাউস।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

কালীবোশ [স কাল>+স বাগুস] *বি* রুই মাছের মতো এক রকমের মাছ; কালবাউশ। 'রুই মৃগেল কালীবোশ কাতল।' *জীবন*, ১৯৩২।

কালী[২] [স কালিয়] *বি* কালিয় নাগ। 'নাম মোর বনমালী হেলেঁ দলিবোঁ কালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কালীগঙ্গা [স কালিয়-গঙ্গা] *বি* নদীবিশেষ। 'পূর্ব্ব সীমা কালী গঙ্গা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

কালীদহ [স কালিয়-হ্রদ] *বি* হিন্দু পুরাণমতে যমুনা গর্ভে অবস্থিত কালিয় নাগের বাসস্থান। 'তাহাত গম্ভীর আছএ কালীদহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কালীনাগ [স কালিয় নাগ] *বি* পৌরাণিক সাপবিশেষ। 'ধিক ছুক কাহাঞিঁ সে কালীনাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কালী[৩] [স] *বি* হিন্দুদেবী। 'কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীর প্রসাদ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কালী পুজো [স কালী-পূজা] *বি* হিন্দু দেবী কালীকে পূজা। 'কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কালামুখোরা কালী পুজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩১।

কালীবাটী [স] *বি* কালীবাড়ি; কালী মন্দির। 'তাঁহারা কালীবাটিতে গোহত্যা করিয়া মন্দিরটী মসজীদে পরিণত ... তাহাও নহে।' *হিতৈষী*, ১৮৯৫।

কালীভক্ত [স] *বিণ* হিন্দুদেবী কালীর ভক্ত। 'জবার নামও রেখেছিল সুবিনয়বাবুর কালীভক্ত হিন্দু বাবা।' *বিমল*, ১৯৫৩।

কালী[৪] [স কল্য] ১ *বি* সেদিন। 'কালী তোর মুখে দিল যশোদাএঁ তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আগামী দিন। 'আজী কালী যদি না দেখাও মহাবীর খড়্গেতে কাটিয়া তোরে করিব দুই চির। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কালীগোখুরা *বি* বিষধর সাপবিশেষ। 'কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল।' *ভারত*, ১৭৬০।

কালীন [স] *বিণ* সময়ের। 'বিদায় কালীন খৈকশিয়ালীকে মাণিকজোড় আপন বাটী যাইবার জন্য এমন ধরিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কালীনাগ [স কালিয়-নাগ] *বি* হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কালিয় নামক সাপ। 'ধিক ছুক কাহাঞিঁ সে কালীনাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কালীনিয়ো [স কালীন] *ক্রিবিণ* কালীন; সময়ে। 'দুই প্রহর সময় নিলাম সুরু হবেক এবং সেই কালীনিয়ো জে সকল লোক ... হাজির হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

কালীয়[১] [স কালিয়] *বি* ভয়ঙ্কর সাপবিশেষ (হিন্দুপুরাণ)। 'চঢ়িলা কালীয়নাগশীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কালীয়[২] [স] *বিণ* সময়ের; কালের। 'আমাদিগের বর্ত্তমান কালীয় বীজগণিত বেত্তাদিগের তুল্য ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কালুকা [স কল্য] *বিণ* আগামী দিনের। 'মনে ভাবে বৃথা হৈল কালুকা রহস্য।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কালে-কস্মিনে [স] *ক্রিবিণ* কদাচিৎ। 'বড়জোর কালে-কস্মিনে, চার পাঁচদিন পরেই আবার সম্বিত ফেরে।' *তারা*, ১৯৪৬।

কালেক্টর, কালেকটর [ই] *বি* রাজস্ব সংগ্রাহক; রাজস্ব বিভাগের উচ্চ কর্মচারী। *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'সাধারণ জজ কালেকটরের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'কলিকাতা ও হুগলি মুরসিদাবাদির কষ্টম কালেক্টর তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

কালেকটারী [ই] *বি* রাজস্ব আদায়ের দফতর। 'কালেকটারীর একজন প্রধান আমলা ছিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

কালেক্টরি, কালেক্টরী, কালেক্তরি [ই কালেক্টর>] *বি* খাজনা জমাদানের অফিস। 'কালেক্তরি ও পরমিট ও কোম্পানীর কুঠীর

আমলা।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'কালেক্টরী অফিসের নিমিত্ত ২৫ পঁচিশ জন কালেকটিং সরকার অর্থাৎ কর সংগ্রাহক কর্ম্মকারকের প্রয়োজন হইয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮; 'কালেক্টরিতে টাকা আমানত করিও।' *অমৃতবাজার*, ১৮৬৯।

কালেক্টার [ই] *বি* জেলার রাজস্ব আদায়ের প্রধান ব্যক্তি। 'জজ, মাজিস্ট্রেট, কালেক্টার আমার অনুরোধ রক্ষা কত্তো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কালেজ [ই] *বি* উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান; কলেজ। 'ঐ কালেজের সাহেবেরা ইস্তাহামে উত্তীর্ণ হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'নূতন কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগকে ইঙ্গরেজী শিক্ষা করাণ বিষয়ে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

কালেজি [ই কলেজ>] *বিণ* কলেজ সম্পর্কিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কালেক্টর [ই কালেক্টর] *বি* কালেক্টর। 'জজ ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরেরা আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা।' *পূর্ণিমা*, ১৮৫৬।

কালেব [আ] *বি* অন্তঃকরণ। 'আদমের কালেবে খোদা খোদে বিরাজে।' *লালন*, ১৮৯০।

কালেভদ্রে *দ্র* **কাল**[২]

কালো [স কাল] **১** *বিণ* কালো রঙের। 'কালো ধলো কেহ রাঙ্গা দামা ঘণ্ডা বাজায় সিঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* ঘন। 'আকাশের ধারে ধারে স্তূপাকার কালো মেঘ জমেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* গভীর; গাঢ়। 'দামিনীর ভুরুর মধ্যে কয়দিন হইতে একটা ভ্রূকুটি কালো হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৪** *বিণ* অন্ধকার। 'ভিতর বাহির কালোয় কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৫** *বিণ* আদিম। 'এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৬** *বিণ* কলঙ্কিত। 'দীপ জ্বালি কেন আপনারি হীন কালো অন্তর।' *নজরুল*, ১৯২৪। *দ্র* **কাল**[৪]

কালো কালো *বিণ* কালচে। 'কোথাও যেন আঁধার কালো কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কালোকিষ্টি [কালো+স কৃষ্ণ] *বিণ* অতিশয় ঘন অন্ধকারবিশিষ্ট। 'কালোকিষ্টি রাতে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কালোকুৎসিত [কালো+স কুৎসিত] *বিণ* কালো ও কুৎসিত। 'কালোকুৎসিত মেয়েগুলোকে পার করছেন বিয়ে দিয়ে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

কালোকোলো [কালো>] *বিণ* অনেকাংশ কালো; কালোমতো। 'ওরই মতো কালোকোলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কালো চামড়া [কালো>] *বি* কৃষ্ণাঙ্গ যারা। 'কালো চামড়াদের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ক্যাপ্টেন চলিয়া গেল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কালোজাম [কালো+স জম্বু>] *বি* কালো রঙের জাম। 'নীরব উপেক্ষার পরিবর্তে কালোজামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কালোধলো [কালো>+স ধবল>] *বিণ* কালো অথবা ধবল। 'যা ছিল কালোধলো তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

কালোধুনো [কালো+স ধুনক] *বি* পাথুরে কয়লা থেকে উৎপন্ন অত্যন্ত ঘনকালো পদার্থবিশেষ; পিচ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কালোপানা [কালো+স প্রবণ>] *বিণ* দেখতে কালোমতো। 'ওটা কালোপানা কি রে?' *শরৎ*, ১৯১৭।

কালোপেঁচা [কালো+স পেচক] *বি* ধূসর মাথাবিশিষ্ট কটা রঙের প্যাচাবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কালোবর্ণ [কালো+স বর্ণ] *বি* কালো রং। 'কালোবর্ণের পানকৌড়ি জলের ভিতরে ডুব দিয়ে মাছ ধরছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কালো-বাউশী [কালো+স বাগুস] *বি* কালবাউশ মাছ। 'কালো-বাউশী যেনো কলমী বনে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কালোবাজার [কালো+ফা বাজার] *বি* অবৈধভাবে কেনাবেচা হয় এমন বাজার। 'নীচতা, এমন কী কালোবাজার, সবই রয়েছে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কালোবাজারি, কালোবাজারী [কালো+ফা বাজার>] *বিণ* অবৈধ মালামালের ব্যবসা করে এমন। 'কালোবাজারি, দুর্নীতিপরায়ণ একটা শ্রেণী।' *আজাদ*, ১৯৪৬; 'তিনি কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন।' *মুক্তবা*, ১৯৫৮।

কালোবাস *বি* এক জাতের বানর। 'ও কালোবাস জাতীয় মাদী বানর।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কালো ব্যাজ [কালো+ই ব্যাজ] *বি* শোক প্রকাশের প্রতীকী চিহ্ন। 'কালো ব্যাজ ধারণ করে নগ্নপদে মিছিল নিয়ে ...।' *বেগম*, ১৯৭০।

কালোমেঘ [কালো+স মেঘ] **১** *বি* কালো রঙের মেঘ। 'বিরহিণী কপোতিনী, এলোকেশে কালোমেঘে পিজে।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বি* কালোছায়া। 'তার জীবনে নেমে আসে দুর্দশার কালোমেঘ।' *বেগম*, ১৯৭০।

কালোসাপ [কালো+স সাপ] *বি* কেউটে সাপ। 'তোমায় যারা ভাবিস্তো কালোসাপ।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কালোত্তীর্ণ *দ্র* **কাল**[২]

কালোবাজারী [কালো+ফা বাজার>] *বি* অবৈধ উপায়ে ক্রয়বিক্রয়কারী। 'কালোবাজারী ও চোরাচালানী সমাজে সদর্পে বিচরণ করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

কালোয়াত, কালোয়াৎ [স কলাবৎ] *বিণ* উচ্চাঙ্গ সংগীতে পারদর্শী। 'ঞিহারা কি প্রকার কালোয়াৎ হইয়াছেন তাহা আপন বুদ্ধ্যনুসারে বলি।' *ভবানী*, ১৮২৩।

কালোয়াতি, কালোয়াতী [স কলাবৎ] **১** *বিণ* উচ্চাঙ্গ (সংগীতের ক্ষেত্রে)। 'মার্জিত কালোয়াতি সংগীত থই পাইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'ওস্তাদ রেখে কালোয়াতী গান শিখতেন।' *অবন*, ১৯৪১। **২** *বিণ* উচ্চকণ্ঠ। 'দুপুর-রাত্রি পর্য্যন্ত কালোয়াতি তর্ক হতে পারবে।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৩** *বি* উচ্চাঙ্গ সংগীতে নৈপুণ্য। 'দ্রুত তেতালেই তাঁদের কালোয়াতি দেখানোর শখ।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯।

কালোয়াতি সংগীত [স কলাবৎ-সংগীত] *বি* উচ্চাঙ্গ সংগীত। 'মার্জিত কালোয়াতি সংগীত থই পাইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কালোনিজেশ্যন [ই. কলোনাইজেশন] *বি* ঔপনিবেশিকতা। 'কালোনিজেশ্যন অর্থাৎ এদেশে য়োরোপীয় লোকের চাস বাসে এতদ্দেশীয় লোকের যে অসম্মতি।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

কালোপযোগী *দ্র* **কাল**[২]

কাল্পনিক [স] **১** *বিণ* ভবিষ্যৎ। 'ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ... কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* ধরে নেওয়া হয়েছে এমন। 'পৃথিবীর মধ্য ভেদ করিয়া যে কাল্পনিক রেখা উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **৩** *বিণ* অলীক। 'অনেক ব্যক্তি প্রতিমার আরাধনাদি কাল্পনিক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। **৪** *বিণ* প্রমাণ নেই এমন। 'কাল্পনিক ... অভিপ্রায় সকল বিশেষ রূপে খণ্ডন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৫** *বিণ* মিথ্যা। 'কন্যার বিবাহ যথার্থ বটে, কাল্পনিক নয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৬** *বি*

কল্পনা। 'প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি/ আহারে আহ্লাদ পান যত মিশনরি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কাল্পনিকতা [স] *বি* কল্পনা প্রবণতা। 'মিথ্যা কাল্পনিকতাকে আমি ভারী ঘৃণা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কাল্যাকড়া [স কাল>+স কলায়>] *বি* ফুল গাছবিশেষ। 'স্যামলতা ঘাটুফুল কাল্যাকড়া তোলে মৌল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাল্যা নোয়া [স কাল>] *বি* গাছবিশেষ। 'টাঙ্গুর ঝাঁটি কাটিল কাল্যা নোয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাল্লা [ফা কল্লাহ] *বি* মাথা। 'দেয়ুগ ঈসার কল্লা লইয়া বাহির হইতেছে না।' *মনসুর*, ১৯৫০।

কাশ[1] [স] **১** *বি* শ্লেষ্মাজনিত রোগ। 'কুষ্ঠ কুম্ভ অজীর্ণতা রোগ হরে কাশ।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* শ্লেষ্মা। 'নিকাশী কাশ বাধবে গলে জেনে শুনে কেন ভুলি।' *লালন*, ১৮৯০।

কাশ রোগ [স] *বি* কাশি। 'ইঁহার কাশ রোগ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

কাশরোগী [স] *বি* কাশির রোগী। 'ঠিক যেন কাশরোগীর হাসি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কাশ[2] [স] **১** *বি* কাশ নামক তৃণ। 'ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* কাশফুল। 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কাশপাতা [স কাশপত্র] *বি* কাশ নামক তৃণের পাতা। 'আরো বলেছিলে এই কাশপাতা যদি বা ছিঁড়িয়া যায়।' *জসীম*, ১৯৩০।

কাশফুল [স কাশ+স ফুল্ল] *বি* কাশ নামক তৃণের ফুল। 'এখনো কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

কাশবন [স] *বি* কাশফুলের বন। 'কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

কাশন [স কাশ>] *বি* কাশি দেওয়া। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

কাশফ [আ কাশ্‌ফ] *বি* প্রকাশ। 'সে গল্প তাঁর রুহানি তাকত ও কাশফ নিয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কাশা [স কাশ>] *ক্রি* গলা দিয়ে শ্লেষ্মা বের করার শব্দ করা। 'কুটিল গমন যন কাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কাশি [স কাশ>] *বি* কাশার শব্দ। 'কাশিতে হাঁচিতে ছিণ্ডে শত-ছিণ্ডা ধড়ী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাশিদ [আ কাসিদ] **১** *বি* পালতোলা নৌকা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* দূত; সংবাদবাহক। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

কাশিদানি *বি স্ত্রী* সংবাদবাহক। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

কাশিনি [স কাসঘ্নী] *বি* শাকবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাশিমের উল *বি* ছাগলের লোম থেকে তৈরি পশম। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

কাশী[1] [স কাশা] *বি* কাশফুল। 'মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাশী[2] [স] *বি* হিন্দুতীর্থ হিসেবে বিখ্যাত ভারতের বারানসী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা। 'করিব গন্ধর্ব বিভা লইয়া যাব কাশী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কাশীধাম [স] *বি* কাশী নামক তীর্থ। 'মক্কা যেয়ে ধাক্কা খেয়ে যেতে চাও কাশীধামে।' *লালন*, ১৮৯০।

কাশীপ্রাপ্তি [স] *বি* মৃত্যু। 'মার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কাশীবাসী [স] *বিণ* বারানসীতে বসবাসকারী। 'তুমি অদ্য কাশীবাসী সম্প্রতি লয়েছ আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কাশীদাসি [স কাশীদাস>] *বিণ* কবি কাশীরাম দাস রচিত। 'কাশীদাসি মহাভারত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

কাশেদ [আ কাসিদ] *বি* দূত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাশ্মীর [স] **১** *বিণ* কাশ্মীরে জন্মে এমন। 'কাশ্মীর-ফুলে বাঁধি কবরী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বি* ছাগলের লোম থেকে তৈরি পশম। 'বৈরূপ্য সৃজনে বাঙালি আমরা ঢের পাকা – বিলিতি দেশীতে, খদ্দরে কাশ্মীরে।' *অবন*, ১৯২৫।

কাশ্মীরি, কাশ্মীরী [স কাশ্মীর] **১** *বি* কাশ্মীরের অধিবাসী। 'কাশ্মীরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* কাশ্মীরে তৈরি। 'কাশ্মীরি ছাগ যাহার পশম হইতে কাশ্মীরি শাল প্রস্তুত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কাশ্মীরাধিপতি [স] *বি* কাশ্মীরের রাজা। 'রাজতরঙ্গিণী অনুসারে কাশ্মীরাধিপতি মিহিরকুলের গান্ধার ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রহার দিবার উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কাশ্মীরীয় [স] *বি* কাশ্মীরের অধিবাসী। '৫০ লক্ষাধিক কাশ্মীরীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায় না করা পর্য্যন্ত ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

কাশ্যপ [স] *বি* হিন্দু গোত্রবিশেষ। 'আমাদের কাশ্যপ গোত্রে জন্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কাষায় [স] *বিণ* গৈরিক; কষায় দিয়ে রঞ্জিত। 'কাষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কাষ্ট [স কাষ্ঠ] *বি* কাঠ। 'সর্ব্বসিদ্যে জাহ আজ্ঞ কাষ্ট আনিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কাষ্টমস [ই] *বি* শুল্কবিভাগ। 'কাষ্টমস-এ শ'চারেক টাকার মাইনের চাকরি করেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

কাষ্টর অয়েল [ই] *বি* গ্রীষ্মমণ্ডলে পাওয়া যায় এমন কাস্টর বীজ থেকে তৈরি ঈষৎ হলুদ রঙের তরলবিশেষ, যা বিরেচক হিশেবে ব্যবহৃত হয়। 'রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কাষ্ঠ [স] **১** *বি* কাঠ। 'শুষ্ক কাষ্ঠের সম করিয়া সাধন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* নীরস। 'উঠছে তোদের হাসির হানা কাষ্ঠ সুরে ডাক ছেড়ে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

কাষ্ঠখণ্ড [স কাষ্ঠখণ্ড] *বি* কাঠের ডাল। 'তাহার কাষ্ঠখণ্ড সকল কালক্রমে পল্লবিত ও শাখাবিশিষ্ট হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

কাষ্ঠজ্ঞান [স] *বি* হালকা জ্ঞান। '৪/৫ টি ভাষায় কাষ্ঠজ্ঞান অপেক্ষা কোন এক ভাষায় ব্যুৎপন্ন।' *এসলাম*, ১৯১৯।

কাষ্ঠদণ্ড [স] *বি* আড়াআড়ি টানানো কাঠের লাঠি; আলনা। 'একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা দুলিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কাষ্ঠনারী [স] *বি* কাঠের নারীমূর্তি। 'কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কাষ্ঠনির্মিত, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত [স] *বিণ* কাঠ দিয়ে তৈরি। 'বহুকাল পর্য্যন্ত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মুদ্রা-যন্ত্রই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কাষ্ঠনীড় [স] *বি* কাঠের ঘর। 'বারান্দার কোণে আমি যে একটি অলিন্দবেষ্টিত কাষ্ঠনীড় রচনা করে নিয়েছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কাষ্ঠপট্ট [স] *বি* কাঠের তক্তা। 'তাঁহারা এক কাষ্ঠপট্টে একেবারে পুস্তকের এক এক পৃষ্ঠ খুদিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কাষ্ঠপাত্র [স] *বি* কাঠের তৈরি পাত্র। 'তাহারা করোটি বা কাষ্ঠপাত্রে রাখিয়া সঙ্গে লইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১

কাষ্ঠপাদুকা [স] *বি* খড়ম। 'আপনি দুকা গ্রহণ করিয়া গঙ্গার উপর দিয়া গমন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কাষ্ঠপাষাণ [স] *বি* অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তি। 'বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠপাষাণের মন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'বাসুদেব গীত করে প্রভুর বর্ণনে কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কাষ্ঠপুত্তল [স] *বি* কাঠের পুতুল। 'হেথা কেন দাঁড়ায়েছ, কবি, যেন কাষ্ঠপুত্তলছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কাষ্ঠপুত্তলি [স] *বি* কাঠের পুতুল। 'আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলি সমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কাষ্ঠপ্রফুল্লতা [স] *বি* কৃত্রিম প্রফুল্লতা। 'রমেশের কাষ্ঠপ্রফুল্লতার ছদ্মদীপ্তি মুহূর্তের মধ্যে কালিমায় ব্যাপ্ত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কাষ্ঠফলক [স] *বি* কাঠের পাত। 'তাহা কাষ্ঠফলকে খুদিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কাষ্ঠবিড়াল [স] *বি* কাঠবিড়ালি। 'কাষ্ঠবিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কাষ্ঠভার [স] *বি* কাঠের বোঝা। 'মস্তকোপরি কাষ্ঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কাষ্ঠমঞ্চ [স] *বি* কাঠের তাক। 'ঘরের কাষ্ঠমঞ্চ হইতে শেখর আপনার পুঁথিগুলি পাড়িয়া সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাষ্ঠময় [স] **১** *বিণ* কাঠের তৈরি। 'জানলা দরজা বন্ধ করে বোটের এই ক্ষুদ্র কাষ্ঠময় গহ্বরের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* কাঠের মতো। 'খুব মোটা কাষ্ঠময় লতা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কাষ্ঠমল্লিকা [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'সর্বত্রই যূথি, জাতি ... কাষ্ঠমল্লিকা, নাগরকেশর, গন্ধরাজ, বকুলাদি পরিশোভিত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

কাষ্ঠযন্ত্র [স] *বি* কাঠের তৈরি যন্ত্র। 'যৈছে নাচাও তৈছে নাচি যেন কাষ্ঠযন্ত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কাষ্ঠ-রসিক [স] *বি* রসকষহীন ব্যক্তি। 'কাষ্ঠ-রসিকেরা বলেন সে আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বন্দুকগুলোর তাগ পরীক্ষা করা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কাষ্ঠরসিকতা [স] *বি* কৃত্রিম রসিকতা। 'শুকনো পশ্চিমকে ঠাট্টামস্করা করা কাষ্ঠরসিকতা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টক দৃঢ় [স] *বিণ* কাঠ-ঢেলা-ইটের মতো অনমনীয়। 'কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

কাষ্ঠহাসি [স] *বি* কৃত্রিম হাসি। 'চাটুজ্যে সাহেব ... কাষ্ঠহাসি হেসে স্ত্রীকে বললেন।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

কাষ্ঠাদি [স] *বি* কাঠ এবং ডালপালা। 'পর্ব্বতীয় লোকেরা যখন কাষ্ঠাদি আহরণের কারণ বনে যায়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

কাষ্ঠাধার [স কাষ্ঠ-আধার] *বি* কাঠের তৈরি বাক্স; কফিন। 'একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মিছিল অকস্মাৎ একটি অমসৃণ কাষ্ঠাধারে চারিজন বাহকের স্কন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

কাষ্ঠাসন [স কাষ্ঠ-আসন] *বি* কাঠের তৈরি আসন। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'ইত্যাকার দুশ্চিন্তায় তীব্র তাম্রকূটবাসিত পরের কম্বলের উপর কাষ্ঠাসনে রাত্রি যাপন করলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কাষ্ঠি [স কাষ্ঠ] *বি* কাঠ। 'বেসারি পিঠালি ঘন কাষ্ঠি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাষ্ঠীবল [স কাষ্ঠ>] *বি* ফলবিশেষ। 'কাষ্ঠীবল পানিফল অন্য আর কত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কাস [স কাশ] *বি* কাশি। 'শুকাইয়া বচ হয়ে কাস নাশ করে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কাস-দোষ [স কাশদোষ] *বি* কাশরোগ; কাশি। 'বায়ু কফ কাস-দোষ নাশে এর তেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কাসনি *বি* এক প্রকার রঙের নাম। 'গোলে আনার কাসনি ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কাসন্দি [স কাসমর্দ] *বি* সরষে বাটা দিয়ে তৈরি ঝাঁঝালো তরলবিশেষ। 'কাসন্দি আদিআচার অনেক প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কাসন্দিআ [স কাসমর্দ] *বি* ভেষজ উদ্ভিদবিশেষ। 'চাকন্দিআ কাসন্দিআ নিসন্ধ্যা ভেলা ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাসপিয়ান হ্রদ [ই কাসপিয়ান+স হ্রদ] *বি* এশিয়া ও ইউরোপের সীমান্তবর্তী পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম হ্রদ। 'তাহা সিন্ধুনদীর পশ্চিমদিকে দিয়া কাসপিয়ান হ্রদ সমীপে উপস্থিত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কাসরাত [আ] *বি* অনুশীলন। 'কামনা করি তাঁহাদের কামিয়াবী এবং কাসরাত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কাসা [স কাংস্য] *বি* পেয়ালা। 'একদমে পিয়া সেই জহরের কাসা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কাসি [স কাশ] *বি* কাশি; ফুসফুস ও শ্বাসনালির এক প্রকার রোগ। 'তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কাসির অসুখ *বি* যক্ষ্মা। 'তাহার কাসির অসুখের কথাগুলো বলিল।' *তারা*, ১৯৪২।

কাসিদা [আ কাসিদ] **১** *বি* বার্তা। 'যে বালুতে কান পেতে আমি শুনি কাসিদা নতুন।' *ফররুখ*, ১৯৪৬। **২** *বি* একধরনের উর্দু কবিতা। 'রুবাইয়াত, মাসনবী, কাসিদা এবং মার্সিয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **৩** *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'বদনখাস, সরবতি, কাসিদা, কুমীস, ডুরিয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কাসিমল [স কাসমর্দ] *বি* কালকাসন্দার গাছ। 'মহুল কাসিমল সরল ভালা ভিলোল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাসী [স কাংস্য] **১** *বি* কাঁসার তৈরি তালযন্ত্রবিশেষ। 'ঢাক ঢোল দারি কাসী মৃদঙ্গ দোছড়ি বাঁশী।' *সুলতান*, ১৬৫০। **২** *বি* কাঁসার তৈরি ছোটো থালাবিশেষ। 'কাসী –।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪০।

কাসীমলা *বি* ভেষজ উদ্ভিদবিশেষ। 'চাকন্দিআ কাসন্দিআ নিসন্ধ্যা ভেলা গোরোকচাঙলি কাটে কাসীমলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাসু [স কস্য] *সর্ব* কার। 'সদ্‌গুরু বোহেঁ বুঝিরে কাসু কদিনি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

কাসুআ [স কাস্>] *বিণ* কাশে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাসুন্দি [স কাসমর্দ] *বি* সরষে বাটা দিয়ে তৈরি ঝাঁঝালো তরলবিশেষ। 'আমাদের আচার অর্থাৎ রীতি, নীতি, কাসুন্দি, কখন ভাল হবে না।'

দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কাসেদ [আ কাসিদ] *বি* রাজপত্র বাহক। 'আবদুল জব্বারের নিকট কাসেদ প্রেরণ করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কাস্কানি *বি* পাহাড়ের নাম। 'রত্নসেন গড় হৈল কাস্কানি সোসার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাস্টডি [ই] *বি* তত্ত্বাবধান। 'কোনো ব্যাঙ্কের সেফ কাস্টডিতে রাখা যেত?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

কাস্টম-হাউস [ই] *বি* শুল্ক আদায়ের ঘর। 'অনেক হাঙ্গাম করে নিদ্রিত কাস্টম-হাউসকে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কাস্টমার, কাস্টোমার [ই] *বি* খদ্দের; ক্রেতা। 'কাস্টমারদের দরকার মতো সাহচর্য দেয়।' *শিবরাম*, ১৯৭০; 'আজকাল তো বেশ কাস্টোমার আসে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

কাস্টিং [ই] *ক্রি* অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত শিল্পী। 'কী ভয় করছে রে শালা, বাকি সব কাস্টিং কোথায়?' *শক্তি*, ১৯৭০।

কাস্তিআ *দ্র* **কাস্তিয়া**

কাস্তিয়া, কাস্তিআ [ফা কাশ্‌ত্‌>] *বি* কাস্তে; শস্যাদি কাটার অস্ত্রবিশেষ। 'এই ধাতুতে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাস্তিয়া প্রভৃতি কৃষিকার্যের যন্ত্র সকল নির্মিত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। 'কাস্তিআ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১;

কাস্তে [ফা কাশ্‌ত্‌>] *বি* ধান কাটার হাতিয়ারবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কাস্তে বগলে তামাক টানিতে টানিতে দুই চাষার প্রবেশ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কাস্তেচোরা [ফা কাশ্‌ত্‌>+চোরা] *বি* একপ্রকার পাখি। 'তাদের ডালে অসংখ্য শামখোল আর কাস্তেচোরা পাখি।' *হাসান*, ১৯৬০।

কাস্পিয়ান [ই] *বি* ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সাগরের মতো বড়ো হ্রদবিশেষ। 'কৃষ্ণসাগর এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কাস্যা [স কাশ] *বি* কাশ নামক তৃণ। 'পগার খন্দক খানা উলু কাস্যা নল বেনা'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাহ্ন [স কৃষ্ণ] *বি* কৃষ্ণ। 'আপনা হইতে কাহ্ন ভিনু না ভাবিহ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কাহন [স কার্ষাপণ] *বি* ষোলো পণ বা ১২৮০টি। 'পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাহরি [স কস্য>] *সর্ব* কার। 'অইসসি জাসি ডোম্বী কাহরি নাবে।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

কাহা[১] *ক্রি* বলা। 'বাকপথাতীত কাহিব কীস।' *চর্যা ৪০*, ১২০০।

কাহা[২] *সর্ব* কে। **কাহাক** *সর্ব* কাকে। 'কাহাক দেখাহ তোহ্মে এত বীরপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাহাকে** *সর্ব* কার। 'কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাহাকেহো** *সর্ব* কাকেও। 'কাহাকেহো না কৈল সংহতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাহাঞিঁ** *সর্ব* কাকে। 'যা দেখিআঁ কাহাঞিঁ করন্তি যতন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাহাত** *সর্ব* কাকে। 'পশু পক্ষী নাহি বার্তা কাহাত কহিমু।' *আলাওল*, ১৬৮০। **কাহার** *সর্ব* কার। 'এত আপমান সহে কাহার পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কাহারূ** *সর্ব* কারও। 'চৌকিরদিগে কাহারূ মনোযোগ রহিল না।' *রামরাম*, ১৮০১। **কাহারে** *সর্ব* কাউকে। 'প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **কাহারো** *সর্ব* কারও। 'কাহারো পাস নাহি জাও।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাহার [স কাহারক] *বি* পালকিবাহক। 'আসিতে জাইতে কাহার ভাড়া চারি তঙ্কা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯; 'এদিকে বর নিয়ে ষোলো কাহার ...।' *অবন*, ১৮৯৬।

কাহারনি [স কাহারক>] *বি* পালকিবাহকের স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাহারবা [স কাহারক>] **১** *বি* (সঙ্গীত) চার মাত্রার পর্ববিশিষ্ট আট মাত্রার তালবিশেষ। 'বাজে কাহারবা বাজা, গুলজার গুলশান গুলফাম।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বিণ* তার্কিক। 'সোফিও তেমনই আফলাতুন কাহারবা মেয়ে!' *নজরুল*, ১৯২৭।

কাহাল [স কলাহক] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'হরিধ্বনি কোলাহল মঙ্গল কাহাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কাহালি [স কলাহক>] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'অর্চনা করে ও কাহালি বাজায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কাহি [স কস্য] **১** *ক্রিবিণ* কোথায়। 'জ্বংপুণা হি অধ্যা তাসু পরেলা কাহি।' *চর্যা ৪৩*, ১২০০। **২** *সর্ব* কাকে। 'তুঅ ডরে ইহ সব দূরহি পলাএল তুহুঁ পুন কাহি ডরাসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **কাঁহি**

কাহিণী [স কথনিকা, হি কহানী] *বি* বৃত্তান্ত। 'রাধিকারে পুছিআঁ কাহিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাহিনি, কাহিনী [স কথনিকা, হি কহানী] **১** *বি* বৃত্তান্ত। 'সরূপে কাহিনী বড়ায়ি কহ মোর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নন্দ ঘোস জসোদার কী কব কাহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ঘটনাবলি। 'কুতূহলে পুছিলেক ভারতে কাহিনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* গল্প। 'কানের কাছে কাহিনী শোনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'তাঁর বাল্যের মিত্রতার কাহিনি হয়তো শুধু কাহিনিমাত্র।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬। **৪** *বি* রূপকথা। 'কাহিনীর দেশেতে ঘর তোর সেই রাজপুত্তুর?' *নজরুল*, ১৯২৬।

কাহিনীকার [স কথনিকা-কার>] *বি* কথক। 'বাস্তব পদক্ষেপ যেন কাহিনীকার ও শ্রোতার সম্মুখে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কাহিনীবহুল [স কথনিকা-বহুল>] *বিণ* নানাবিধ কাহিনিপূর্ণ। 'দেবদেবীবহুল, কাহিনীবহুল, অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কাহিনীমুখর [স কথনিকা-মুখর>] *বিণ* নানাবিধ ঘটনাপূর্ণ। 'ক্রমে ক্রমে উদ্বেলিত হতে লাগলো তার বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীমুখর অতীত।' *বিমল*, ১৯৫৩।

কাহিনীরস [স কথনিকা-রস>] *বি* রোমান্স। 'রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনীরসের জিনিস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কাহিনী-সুরা [স কথনিকা-সুরা] *বি* কাহিনিরূপ সুরা। 'ফেনায়িত কাহিনী-সুরা কি পান করবি না?' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

কাহিল, কাহীল [আ কহিল] *বিণ* কাতর; দুর্বল। *বোগল*, ১৭৭০; 'কাহীল।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কেবল বড় ভট্টাচার্য্য কাহিল।' *কেরি*, ১৮০২।

কাহিলি, কাহিলী [আ কহিল>] **১** *বি* কাতরতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* দুর্বলতা। 'তাহার কাহিলী অনেক দিন অবধি আছে।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বিণ* নিস্তেজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাহে **১** *সর্ব* কাকে। 'কাহে রে কিষভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০। **২** *সর্ব* কারও। 'সভাএ আছএ নহে কাহে অগোচর।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রিবিণ* কোথাও। 'কহে সব ভেল্ল আন। কাহে না মিলিল কান।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৫০। **৪** *ক্রিবিণ* কেন। 'বঞ্চল এ অভাগীরে কাহে।' *মুরারি*, ১৫৭০। **কাহু** *সর্ব* কাউকে। 'দরসি হুলহ

জনু হেরহ কাহু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কাহুক** *সর্ব* কারও। 'কাহুক বীপদ কাহুক সম্পদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কাহেরি** *সর্ব* কার। 'অপণে নাহি মো কাহেরি সঙ্কা।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। **কাহেঁর** *সর্ব* কাকে। 'কাহেঁরি ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।' *চর্যা* ৬, ১২০০। **কাহো** *সর্ব* কাকেও। 'ইষ্ট মিত্র কাহো নাহি চিহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাহ্ন [স কৃষ্ণ] *বি* কৃষ্ণ। 'বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্ন করি কোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাহ্নাঞিঁ [স কৃষ্ণ] *বি* কানাই; কৃষ্ণ। 'নরেবড় কাহ্নাঞিঁ পাঠাইঞাঁ দিল মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাহ্নাই, কাহ্নাঞিঁ [স কৃষ্ণ] *বি* কানাই; কৃষ্ণ। 'ধূর্ত্ত কাহ্নাই না বুঝে সে মতিমোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'জরম লভিল কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাহ্নিলা [স কৃষ্ণ>] *বি* কৃষ্ণ, আদরার্থে 'ইলা' প্রত্যয়। 'সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

কাহ্নো *সর্ব* কারও। 'কাহ্নো থির নহে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কি[১] [স কিম্] **১** *সর্ব* কী। 'কি মো দুঠ্য বলদেঁ।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০। **২** *অব্য* প্রশ্নবাচক। 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

কি আসে যায় *ক্রি* কতোটুকু পরিবর্তন বা তারতম্য হয়; কতটুকু পার্থক্য হয়। 'তাহাতে কি আসে যায়।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কি কি *বিণ* কোন কোন। 'এই সম্প্রদায়েরা কি২ কার্য্য করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

-কি *ষষ্ঠী বিভক্তি*। 'কবতহিঁ নাহি জানি সুরতকি বাত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কিঅ [স কৃত] *বিণ* কৃত। 'তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকুমারী।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

কিআ[১] [স কেতকী] *বি* কেয়া ফুল। 'আঙলা কুড়চি কিআ মদন বাকস জয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কিআ[২] [স কৃত>] *বি* কিয়া; কর্মফল; যোগ্য শাস্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কিউ [ই] *বি* লাইন। 'টিকিট কেনবার জন্যে স্ত্রী-পুরুষ 'কিউ' (queue) ক'রে দাঁড়িয়েছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কিউবিক [ই] *বিণ* ত্রিকোণাকার। 'কালো মেঘের কিউবিক স্থাপত্য এ-আকাশ।' *সিকান্দার*, ১৯৬৩।

কিউরিও [ই] *বি* আগ্রহব্যঞ্জক বিরল বস্তু। 'আবিদের শিকারের কিউরিও।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

কিউরেটর [ই] *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'পূর্ব্বকার প্রবিসনল কমিটির পরিবর্ত্তে ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ মনোনীত।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

কিএ *অব্য* কি। 'কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কিওর [ই] *বি* নিরাময়। 'ফাস্টই হচ্ছে বেস্ট কিওর!' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কিং কং – কি কখনো। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং কং বোড়ো খাই।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

কিংকর [স] *বি* ভৃত্য। 'সে অধম কভু নহে অদ্বৈত-কিংকর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। দ্র **কিঙ্কর**

কিংকরী [স] *বি স্ত্রী* পরিচারিকা। 'রাজার কিংকরী শুধু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কিংকর্তব্য [স] *বি* কী করা দরকার তা। 'তিনি, কিংকর্তব্য নিরূপণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া, উপবিষ্ট আছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় [স] *বিণ* হতবুদ্ধি; কর্তব্য স্থির করা যায় না এমন। 'ইহার দর্শনমাত্র ভয়ে আকুল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা [স] *বি* হতবুদ্ধিতা। 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সনাতনী পথ ছেড়ে ... ।' *বেগম*, ১৯৪৯।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়া [স] *বিণ স্ত্রী* হতবুদ্ধি। 'পরিত্যক্ত, শোকবিহ্বলা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়া, সীতাকে বাল্মীকির সান্ত্বনা ও আশ্রয় দেবার কথা রামায়ণে আছে।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

কিংকিণী [স কিঙ্কিণী] *বি* ঘুঙুর। 'ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিংকিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। দ্র **কিঙ্কিণী**

কিংকিনি [স কিঙ্কিণী] *বি* ঘুঙুর। 'কটির কিংকিনি খসে অঙ্গের বসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কিংখাপ [ফা কমখাব] *বি* জরির নকশা করা রেশমি কাপড়বিশেষ। 'মোটা রূপার ডাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

কিংখাব [ফা কমখাব] *বি* জরির নকশা করা রেশমি কাপড়বিশেষ। 'কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কিংতু [স কিন্তু] *অব্য* কিন্তু। *ডানকান*, ১৭৮৪।

কিংপি [স কিম্+অপি] *বিণ* কিছুই। 'অণুদিণ সবরো কিংপি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

কিংবদন্তী [স] *বি* জনশ্রুতি। 'এরূপ কিংবদন্তী আছে, মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ধনী ... মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কিংবা [স] *অব্য* অথবা। 'অযাচিতবৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইবে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কিংবা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক ভূষিত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কিংশুক [স] *বি* ফুলবিশেষ; পলাশ। 'অশোক কিংশুক চূআঁ চিতা খণ্ডী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিংসুক [স কিংশুক] *বি* কিংশুক; পলাশ। 'কিংসুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কিংমত [আ কিমৎ] *বি* দাম। *এডমন*, ১৭৯৩।

কিক [ই] *বি* লাথি। 'তার চেয়ে শালাটাকে গোটাকতক কিক দিয়ে একবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কিকে *ক্রিবিণ* কেন; কী জন্য। 'আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিঙ [ই] *বি* সম্রাট; রাজা। 'আপন বিক্রমে হব রুসিয়ার কিঙ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কিঙ্কর [স] *বি* ভৃত্য; দাস। 'গুনরাজ খান বলে হরির কিঙ্করে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **কিংকর**

কিঙ্করী [স] *বি* দাসী। 'অবনিমণ্ডলে জাব তোমার কিঙ্করী হব করিব পূজার অনুষ্ঠান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কিঙ্কিণি [স কিঙ্কিণী] *বি* ছোটো ঘণ্টা। 'সকল অলঙ্কৃত কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি কিঙ্কিণি রনরন বোল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

কিঙ্কিণী [স] *বি* ছোটো ঘণ্টা। 'চঞ্চল নূপুর ঘন কিঙ্কিণী বাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **কিংকিণী**

কিঙ্কিনি, কিঙ্কিনী [স কিঙ্কিণী] *বি* ঘুঙুর। 'কনককিঙ্কিনী নিলেঁ পাএর

নূপুর।' বড়ু, ১৪৫০; 'দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক রচনে। কিঙ্কিনি রোল করত পুন সদনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কিঙ্কিনীজাল [স] *বি* ঘুঙুরসমূহ। 'কটিতটে বাঘ ছাল তাহাতে কিঙ্কিনীজাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কিঙ্খাপ [ফা কমখাব] *বি* জরির নকশা করা মূল্যবান কাপড়বিশেষ; কিংখাব। 'সে বহুমূল্য সাটীন, কিঙ্খাপ ইত্যাদি রেশমী বস্ত্রে বস্তা বোঝাই।' *রোকেয়া*, ১৯১৮।

কিঙ্খাব [ফা কমখাব] *বি* জরির নকশা করা মূল্যবান কাপড়বিশেষ; কিংখাব। 'ফুলকাটা কিঙ্খাব।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

কিঙ্গরী [ফা] *বি* সারেঙ্গি জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'করেত কিঙ্গরী লই বাজায় বিয়োগী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কিচক [স চীকক>] *বি* বাঁশবিশেষ। 'কিচক কণ্টক বনে লুকায় সজারু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কিচকিচ [ধ্বন্যা] *বি* পাখির কলরব। 'পাখী চারিদিকের বনে কিচ-কিচ করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কিচকিচি [ধ্বন্যা] *বি* পাখির কলরব; কোলাহল। 'স্বভাবের গীত তুলিয়া সকলেই কিচকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

কিচকিচা [ধ্বন্যা] *বিণ* কুচকুচে; চিকচিকে। 'কাল কিচকিচা চাপ-দাড়ি।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

কিচড় [হি কীচড়] *বি* কাঁকরযুক্ত কাদা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কিচিকিচি [ধ্বন্যা] ১ *বি* অর্থহীন কলরব। 'স্বভাবের গীত তুলিয়া সকলেই কিচিকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* পাখি, বানর, ইঁদুর ইত্যাদির কলরব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কিচমিচ[1] [ফা কিশমিশ] *বি* শুকানা আঙুর। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **কিছমিছ, কিশমিশ, কিসমিস**

কিঁচমিচ[2] [ধ্বন্যা] *বি* চড়ুই পাখির ডাক। 'চড়ুই পাখি ... কিঁচমিচ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কিচিমিচি [ধ্বন্যা] ১ *বি* পাখির কোলাহল ধ্বনি। 'কিচিমিচি ডাক ছাড়ে বিষম বিকট।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* কোলাহল। 'জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বি* বানরের কলরব। 'কিচিমিচিপূর্বক মুখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ-প্রকাশের অন্য উপায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কিচিমিচিকিচি [ধ্বন্যা] *বি* পাখির কলরব। 'কত পাখি ডাকে কত পাখি গায়, কিচিমিচিকিচি কত উড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

কিচির কিচির [ধ্বন্যা] *বি* কোলাহল। 'ঘুম ভাঙল, বারান্দায় কাচ্চাবাচ্চাদের কিচির কিচির শুনে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কিচিরমিচির [ধ্বন্যা] ১ *বি* শিশুদের কোলাহল। 'পাঠশালার কিচির মিচির রহিত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ২ *বি* ছোটো প্রাণীর কলরব। 'কিচিরমিচির কিচির-কিচ ইঁদুর বাজায় মন্দিরা।' *নজরুল*, ১৯৩১। ৩ *বি* পাখির ডাক। 'নদীর পাড়ে কিচিরমিচির লাগালো গাঙশালিখ যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কিচু [স কিঞ্চিৎ] *সর্ব* কোনো কিছু। 'বড়দিদি! বলি এমন কিচু নয়, তোর কথাই বলচি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কিচেন [ই] *বি* রান্নাঘর। 'ফ্রী কিচেন ক্যানটিন ও লঙ্গরখানার ...।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

কিচেন-আরবী [ই কিচেন+আ আরবী] *বি* এক ধরনের মৌখিক ও অশুদ্ধ আরবি ভাষা। 'গ্রীক ছাড়া জানেন অতি অল্প কিচেন-আরবী।' *মুজতবা* ১৯৫২।

কিচেনগার্ডেন [ই] *বি* বাড়ি-সংলগ্ন সবজি বাগান। 'কিচেনগার্ডেন করো।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

কিচ্ছু [স কিঞ্চিৎ] *ক্রিবিণ* মোটেই। 'জড়োসড়ো নির্বোধ কাঁচুমাচু ভাব কিচ্ছু নেই অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কিছ [স কিঞ্চিৎ] *বিণ* কিছু; কোনো। 'আম্মার থানত তোর নাহি কিছ ডর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিছমিছ [ফা কিশমিশ] *বি* শুকনো আঙুর। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

কিছিম [আ কিসম] *বি* ধরন। 'বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কিছু [স কিঞ্চিৎ] ১ *ক্রিবিণ* মোটেই; একটুও। 'কাঁচ ফল ভাঁগিলে কিছু রস না পাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* কয়েকটা। 'আহ্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *সর্ব* কোনো কিছু। 'তোর কংসে মোর কিছু করিতেঁ না পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* কোনো বস্তু। 'তার আগে কিছু খায় মনে এই ত্রাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বিণ* কিঞ্চিৎ; সামান্য। 'এ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কিছুই ১ *সর্ব* কোনো বিষয়ই। 'কিছুই না জাণো মোএঁ আতিশয় বালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ কোনো সফলতা। 'কিছুই তো হল না।/ সেই সুব – সেই সব – সেই হাহাকার রব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কিছু-একটা *বিণ* কোনো বিষয়ক। 'আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কিছুকাল [কিছু+স কাল] ১ *ক্রিবিণ* অল্প দিন। 'এক্ষেনে জাইতে পারিলাম না কিছুকাল গৌনে জাইয়া ...।' *ওগাঁ*, ১৭৮২। *মিলার*, ১৭৯৭। ২ *ক্রিবিণ* কয়েকদিন। 'কিছু কাল ঝোড়ে ঝাড়ে বাস করে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

কিছু কিছু ১ *বিণ* কোনো কোনো। 'কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল। চরণ চপল গতি লোচন লেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* অল্পস্বল্প। 'বালকেরা গ্রন্থবিশেষ অধ্যয়নকালে কিছু কিছু হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'তরঙ্গের উৎসেধ কিছু কিছু বাড়িতে লাগিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* আংশিক। 'ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন কিছু কিছু মর্ম তার – বোবার ইঙ্গিত ভাষা-হেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কিছুকিঞ্চিৎ [কিছু+স কিঞ্চিৎ] *ক্রিবিণ* সামান্য। 'তারও কিছুকিঞ্চিৎ প্রমাণ আছে।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

কিছুক্ষণ [কিছু+স ক্ষণ] *বি* অল্পসময়; স্বল্পকাল। 'নীরদ অবাক রহি কিছুক্ষণ পরে বালিকারে সম্বোধিয়া কহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

কিছুখন [কিছু+স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* কিছু সময়। 'আরও কিছুখন না হয় রহিয়ো পাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কিছুটা *ক্রিবিণ* খানিকটা। 'আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে খিঁচিয়ে উঠল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কিছুতেই *ক্রিবিণ* কোনোক্রমে। 'এতাদৃশ কামান্ধ হইলে যে কর্তব্যাকর্তব্য দৃষ্টি কিছুতেই তোমার থাকিল না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

কিছুদিন [কিছু+স দিন] *বি* কিছু কাল। 'কিছুদিন পরে গন্ধর্ব্বসেনের দাসীর গর্ভে এক পুত্র হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

কিছু না কিছু, কিছু-না-কিছু ১ *বিণ* অল্পকিছু। 'তথাচ কিছু না কিছু শমতা করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ*

স্বল্পসংখ্যক। 'কিছু-না-কিছু লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

কিছুমাত্র [কিছু+স মাত্র] **১** *ক্রিবিণ* খানিকটা। 'ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র শেষ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সামান্যতম। 'কোথা গিয়াছে যে তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

কিঞ্চিৎ [স] *ক্রিবিণ* সামান্য পরিমাণে। 'কিঞ্চিৎ কহিব নাম তাহান পিরীতে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কিঞ্চিৎকাল [স] *ক্রিবিণ* কিছুদিনের জন্য। 'নীরব হইয়া কথঞ্চিৎ কষ্টসৃষ্টে কিঞ্চিৎকাল সঙ্কুচিত হইয়া ...। *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ [স] *বিণ* কিছু পরিমাণ। 'শিক্ষাপ্রদায়িনী সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যদি গ্রামবাসীদিগকে চাঁদাস্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৯৪২।

কিঞ্চিৎবৃত্তি [স] *বি* সামান্য অর্থসাহায্য। 'তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎবৃত্তি পাঠাইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কিঞ্চিদংশ [স কিঞ্চিৎ-অংশ] *বি* কিছু অংশ। 'যে টাকা ন্যস্ত আছে প্রতিমাসে তাহার কিঞ্চিদংশ দিয়া ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

কিঞ্চিদধিক [স কিঞ্চিৎ-অধিক] *বিণ* একটু বেশি। 'দেশাধিপতির কিঞ্চিদধিক ব্যয়ও বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

কিঞ্চিদুত্তর [স কিঞ্চিৎ-উত্তর] *বি* সংক্ষিপ্ত জবাব। 'অস্মদাদি তদুত্তরে নিরুত্তর না হইয়া কিঞ্চিদুত্তর প্রদান করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

কিঞ্চিদ্ধন [স কিঞ্চিৎ-ধন] *বি* সামান্য ধন। 'বিষয় কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া কিঞ্চিদ্ধন সঞ্চয় হইলেই ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

কিঞ্চিন্নাম [স কিঞ্চিৎ-নাম] *বি* কিছু সুনাম। 'কিঞ্চিন্নাম যশঃ প্রাপণাকাঙ্ক্ষী হইয়া অপরিমিতরূপে স্বীয় ধন অপব্যয় করিয়া ফেলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

কিঞ্চিন্ন্যূন [স কিঞ্চিৎ-ন্যূন] *বিণ* সামান্য কম। 'কিঞ্চিন্ন্যূন ২৫ বৎসর হইল, ইহাদের মৃত্যু হইয়াছে মাত্র।' *বান্ধব*, ১৮৮১।

কিঞ্চিন্মাত্র [স কিঞ্চিৎ-মাত্র] **১** *বিণ* কিছুমাত্র। 'মনুষ্যের ও পশুর এক রূপ কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বিণ* কোনো রকম। 'সেই সকল গ্রামের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার কিঞ্চিন্মাত্র উপায় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৩** *ক্রিবিণ* সামান্য পরিমাণে। 'আমার ত কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তবিকার হয় নাই।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কিঞ্চিত, কিঞ্চীত [স কিঞ্চিৎ] *ক্রিবিণ* সামান্য পরিমাণও। 'তোহ্মা অবিদিত/ নাহিক কিঞ্চিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'কিঞ্চীত।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কিঞ্জক [স কিঞ্জল] *বি* পরাগ; পুষ্পরেণু। 'মধ্যে কিঞ্জক জ্যোতি তপ্ত হেমমএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কিটব্যাগ [ই] *বি* মোটা কাপড়ের তৈরি এক রকমের থলি। 'পিঠে বোম্বাই কিটব্যাগ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কিটস্য [স কীটস্য] *বিণ* কীট হতেও হীন। 'আমরা কোন কিটস্য ক্ষুদ্র বস্ত্র।' *রামরাম*, ১৮০১।

কিটানো *ক্রি* ভর্ৎসনা করা। 'যেমনে বার্ত্তা পাইল ক্রোধ করি কিটাইল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কিডনি [ই] *বি* জীবদেহের রক্ত থেকে মূত্রকে আলাদা করে যে প্রত্যঙ্গ; বৃক্ক। 'কিডনিতে হতে পারে – গলব্লাডারে হতে পারে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কিড়মিড় [ধ্বন্যা] *বি* দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ। 'দন্ত কিড়মিড় করিয়া।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কিড়িমিড়ি [ধ্বন্যা] *বি* দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ। 'ধুঁয়ো বেরুচ্ছে না বলে দাঁত কিড়িমিড়ি খায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কিণা [স ক্রয়>] *ক্রি* ক্রয় করা। 'তোহ্মাহো কিণিতেঁ তবেঁ পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিণাঙ্ক [স] *বি* কঠোর পরিশ্রমের ফলে হাতের তালুতে শক্ত হয়ে যাওয়া পেশী; কড়া। **কিণাঙ্ক-কঠিন** [স] *বিণ* কড়ার মতো মজবুত। 'পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ক-কঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কিণাঙ্কিত [স] *বিণ* শক্ত পেশিবহুল। 'কিণাঙ্কিত এ কঠিন বাহু – ছিল যা গর্বের ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কিণ্ডারগার্টেন [জ] *বি* প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ববর্তী বিদ্যালয় যেখানে খেলাচ্ছলে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্ডারগার্টেন কথাটার আক্ষরিক অর্থ শিশু-উদ্যান, ১৮৩৭ সালে জার্মানিতে এই পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। 'আমরা মনে করি ... আধুনিক কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর মতো ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি আবিষ্কার করে গেছেন।' *অবন*, ১৯১৯।

কিণ্বস্রাবী [স] *বিণ* পাপপূর্ণ। 'কিণ্বস্রাবী উদ্‌গারের উচ্ছিষ্ট হাওয়ায় নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

কিত [স কেন] *অব্য* কেন। 'সান্তি ভণাই কিত স ভাবিঅই।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

কিতব [স কৈতব] *বিণ* প্রতারক। 'শঠ ধৃষ্ট কিতব ভজে বা তারে কে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কিতা[1] [আ] **১** *বি* বস্ত্রখণ্ড। 'কিতা কণ্ঠুবায় বান্ধা উপরে টানায় চান্দা ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অংশ। 'এখন শুনছি ইংরিজীতে/ সেই সনাতন বুলির কিতে।' *অন্নদা*, ১৯৫২।

কিতা[2] [আ] *ক্রি* বন্ধন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কিতাপী [আ কিতাবী] *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিটানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কিতাব [আ] **১** *বি* বই। 'সেকান্দরনামা বলি সে কিতাবের নাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* খাতা। 'হিসাব কিতাব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কিতাবি, কিতাবী [আ কিতাব>] *বিণ* পুঁথিগত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কিতাবী জ্ঞান হালিমই তাকে দিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কিতাবৎ, কিতাবত [আ] **১** *বিণ* লেখাপড়া জানা। 'কিতাবৎ নিপুণ কায়স্থগণ লিখে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* লেখা; চিঠি। 'কিতাবত।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কিতাবতি [আ কিতাবত>] *বি* যে হাতে-কলমে করেনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কিত্তা [আ কিতা] *বি* খণ্ড। 'দুই তিন কিত্তা জমিন।' *ক্যাল্গে*, ১৭৮৪।

কিনখাপ [ফা কমখাব] *বি* সোনার বা রুপার জরি দিয়ে বোনা কাপড়। 'চীনদেশে কিনখাপ, সাটিন, গাজ, কার্পাস বস্ত্র, ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'জানালার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিনখাপ বিছানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কিনা[1] **১** *অব্য* কী যে। 'কি না মোক ভৈল এত কালে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কিনা কার্য এনা আর পাপিষ্ঠ জীবনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *অব্য* সন্দেহ নির্দেশক পদ। 'উপস্থিত মন্দের দূর করণ অধিক বিরুদ্ধ আনিবেক কিনা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কিনা[2] *দ্র* কেনা

কিনা[3] [ফা কিনারাহ্] *বি* প্রান্তদেশ; কোণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কিনার [ফা কিনারাহ্] ১ *বি* তীর; শেষ প্রান্ত। 'নাহক হালাক হবে না পাবে কিনার।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* সভা। 'গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

কিনারা [ফা কিনারাহ্] ১ *বি* প্রান্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কাপড়ের কিনারায় পলডার নামে এক ছাপা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। ২ *বি* কূল; তীর। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'দিই নি পাড়ি অগাধ জলে/ বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বি* সমাধান। 'তবে এ বিষয় অবশ্য কিনারা হইবে।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *বি* উপান্ত। *ভবানী*, ১৮২৩। ৫ *বি* সীমা। 'উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৬ *ক্রিবিণ* প্রাক্কালে। 'শুকতারা আঁখি মেলি চায় প্রভাতের কিনারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৭ *বি* সন্ধান; খোঁজ। 'কেন যে তার পাই না যে কিনারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৮ *বি* দিগন্ত। 'রাতের খোড়ল থেকে আকাশের কিনারায়।' *আহসান*, ১৯৪৪।

কিনারা করা *ক্রি* উপায় বের করা। 'সে আমার চেয়ে ভাবতেও জানে, ভেবে কিনারা করতেও জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

কিনারি [ফা কিনারাহ্] *বি* বস্ত্রবিশেষ। 'হীরা পান্না দার গোটা কিনারির তাজ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কিনি [স ক্রী>] *বি* ক্রয়; কেনার কাজ। 'দোকান ঘরে বিকি, কিনি, কি অন্য কোনরূপ ব্যবসা ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

কিনিকিনি [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব বস্তুর টোকা লাগার শব্দ। 'ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে কলসে কঙ্কণে কিনিকিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

কিন্তু [স] ১ *অব্য* তবে। 'কিন্তু ঘটসম্মার্জ্জনী বস্তুত চাহিয়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *অব্য* অথচ। 'কিন্তু কদাচিত তাহারদের কেবল নাম মাত্র শুনা যায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

কিন্তু-কিন্তু ভাব [স] *বি* দ্বিধার ভাব; আমতা আমতা ভাব। 'আমার কিন্তু-কিন্তু ভাবটা যাচ্ছে না।' *মুজতবা* ১৯৬৬।

কিন্তো – কী তোর। 'কিন্তো কমন্তে কিন্তো তন্তে।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

কিন্নর [স] *বি* হিন্দুপুরাণে কথিত স্বর্গীয় গায়ক। 'দেবতা গন্ধর্ব্ব কীবা অপছর কিন্নর।' *মালাধর*, ১৫০০।

কিন্নরকণ্ঠ [স] *বি* সুকণ্ঠ। 'শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে।' *জীবন*, ১৯৪২।

কিন্নরী [স] *বিণ স্ত্রী* হিন্দুপুরাণে কথিত স্বর্গীয় গায়ক। 'লক্ষ্মী আপনি, অপ্সরী কি কিন্নরী!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কিপটিআ [স কৃপণ>] *বিণ* কৃপণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কিপটে [স কৃপণ>] *বিণ* কৃপণ। 'আমরা হব লাটমেজাজী তোমরা হবে কিপটে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

কিপটেমি *বি* কৃপণতা। 'কই তাদের মধ্যে ত এত কিপটেমি দেখি না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কিপ্রকারে [স প্রকার>] *ক্রিবিণ* কিভাবে। 'দেশীয় ভাষা কিপ্রকারে বুঝিবেন।' *কেরি*, ১৮০২।

কিফাইত, কেফাইত [আ কিফায়াত] ১ *বি* লাভ। 'তাতি জেন আপন কেফাইতের জন্যে ভারিসুত পড়্যানের মধ্যে আনোনা না করে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* সঞ্চয়। 'তাহা বোরডের হুকুম মতে সরকারের কিফাইত কারণ বিক্রয় হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ৩ *বি* আয়। 'তাহাতে জদি কিছু কিফাইত হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

কিফাত [আ কিফায়াত] *বি* অল্প মূল্য। 'পইদাষ খুব কিফাতের আওতাত বটে।' *ক্যালগে*, ১৭৯২।

কিবল [স কেবল] *ক্রিবিণ* কেবল। 'কিবল নুঙ্গা ধুইবো না আর দিয়া ধরিবো না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কিবলামুখী [আ কিবলাহ্+স মুখী] *বিণ* কাবাগৃহের দিকে মুখ-করা। 'উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হলো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কিবা ১ *সর্ব* কী। 'কথা হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* কোন। 'গরু রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *অব্য* কী সুন্দর। 'অলকা তিলক কিবা ভালের উপরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *অব্য* নাকি। 'পাসগু আলাপে কিবা কৃষ্ণ পাসরিলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৫ *ক্রিবিণ* কেন; কী কারণে। 'কিবা মার ব্রজবাসী কিবা জীয়াও তারে আসি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৬ *অব্য* কী আর। 'না ধরিলে কহন তাহার ফল কিবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৭ *অব্য* কী (পরিমাণ)। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। ৮ *বিণ* কী সুমধুর। 'উট গর্দ্দভের ধ্বনি শুনিয়া কহিল, আহা কি বা মধুর ধ্বনি!!' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

কিমখাব [ফা কমখাব] *বি* কাজ-করা রেশমি বস্ত্রবিশেষ; কিংখাব। *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

কিমত *ক্রিবিণ* কেমন ক'রে। 'কূপে জল কিমত হইল কহ শুনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কিমতে *ক্রিবিণ* কিভাবে। 'তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন।' *রামরাম*, ১৮০১।

কিমধিকমিতি [স] *বি* চিঠির সমাপ্তিসূচক শব্দ; বেশি আর কী লিখবো। 'মঙ্গলাদি সমাচার লিখিবেন নিবেদন কিমধিকমিতি।' *রামরাম*, ১৮০২।

কিমনে *ক্রিবিণ* কেমনে। 'কিমনে জায়িবোঁ ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিমর্থ [স] *ক্রিবিণ* কী কারণ; কেন। 'কিমর্থ তুমি লজ্জিত এ একটা লজ্জাকর ক্রিয়া তুমি কর নাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

কিমর্থে [স] *ক্রিবিণ* কিসের জন্যে। 'কৃতাঞ্জলি জিজ্ঞাসেন কিমর্থে গমন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কিমার্থে [স] *ক্রিবিণ* কী কারণে। 'আসিবা মাত্রেই কিমার্থে এমত২ আচরণ করিলা।' *রামরাম*, ১৮০১।

কিমা [ফা কীমাহ্] *বি* কুচি কুচি করে কাটা মাংস। 'আর পাঁঠা কিমা করি পায়স বানায়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

কিমাকার [স] ১ *বিণ* কী রূপ; কেমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্ট। 'জীবনের ব্যাকরণ জিনে নেবে যেন তারা কিমাকার সমাসকে ছিঁড়ে।' *জীবন*, ১৯৩০।

কিমাম *বি* পানের মশলাবিশেষ। 'তাম্বুল বিহার জরদা কিমাম এইসব আমরা ব্যবহার করি।' *জীবন*, ১৯৩২।

কিমিয়া [আ] *বি* রসায়ন। 'জন মেক সাহেব প্রতিসপ্তাহে কিমিয়া বিদ্যার বিষয় এক২ উপদেশ দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কিমিয়াগর [আ কিমিয়া+ফা গর] *বি* রসায়নের কাজ করে যে; কেমিস্ট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কিমিয়াকর [আ কিমিয়া+স কর] *বি* রসায়নবিদ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কিমিয়ার কাজ *বি* রসায়নের কাজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কিমিয়া বিদ্যা [আ কিমিয়া+স বিদ্যা] *বি* রসায়ন; কেমিস্ট্রি। *দর্পণ*, ১৮২২: 'জন মেক সাহেব প্রতিসপ্তাহে কিমিয়া বিদ্যার বিষয় এক২ উপদেশ দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কিম্পি [স কিম্+অপি] *ক্রিবিণ* কিছুই। 'ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা।' *চর্যা ১৬*, ১২০০।

কিম্বদন্তী [স] *বি* জনশ্রুতি; কিংবদন্তি। 'ভাষা অজ্ঞাতপ্রযুক্ত কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া প্রগল্‌ভতাপূর্ব্বক কালক্ষেপণ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

কিম্বা [স কিংবা] *অব্য* অথবা। 'আমারা কিম্বা আমাদিগের ওয়ারিষ কেহ।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তৎপ্রযুক্তই বা হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গপ্রযুক্তই বা হউক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কিম্ভূত [স] *বিণ* অদ্ভুত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সমজদারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভূত ব্যাপার বলিয়া মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কিম্ভূতকিমাকার [স কিম্ভূতকিমাকার] *বিণ* অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট। 'তাহার কপালে আগুন কেননা আকৃতি কিম্ভূতকিমাকার।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কিম্মৎ, কিম্মত [আ কিমত] *বি* দাম; মূল্য। 'জে কিম্মতে তোমাকে দিব।' *ওসাঁ*, ১৭৭০; 'মোহর কিম্মৎ কার, কার টাকা, কার মূল্য সিকি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কিম্মতি, কিম্মতী [আ কিমত>] *বিণ* মূল্যবান। 'কিছু কিম্মতী কাগজ ছিল তিনটা থলা আর হরেক চাবি।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

কিম্মতি পাথর [আ কিমত>+স প্রস্তর] *বি* হীরা, মরকত, চুনির মতো মণি; মূল্যবান পাথরবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কিম্মৎবার [আ কিমত>] *বিণ* মূল্যবান। 'চোখের মত কিম্মৎবার, মূল্যবান।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কিযোগে *ক্রিবিণ* কিভাবে। 'নিশিযোগে, সুখভোগে, সে কিযোগে, যাইত।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

কিয়ৎ [স] **১** *বিণ* কিছু। 'রাস্তা হইবেক তাহা আরম্ভ হইয়া কিয়ৎ দুর পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **২** *বিণ* কিছুসংখ্যক। 'কিয়ৎ রাজার পরে হারুন আল রশীদের রাজত্ব সময়ে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কিয়ৎকাল [স] *ক্রিবিণ* কিছু কাল। 'নূতন বাজার কিয়ৎকাল রহিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৮; 'নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কিয়ৎক্ষণ [স] *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ। 'এই পরম রমণীয় স্থানে, কিয়ৎক্ষণ সঞ্চরণ করিয়া, রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কিয়ৎপরিমাণ [স] *বি* সামান্য পরিমাণ। 'ইহা কিয়ৎপরিমাণে অনুসৃতিমূলক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কিয়ৎপরিমিত [স] *বিণ* কিছু; অল্প। 'তরঙ্গায়িতভাবে ভূপৃষ্ঠের কিয়ৎপরিমিত স্থানের কম্পন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কিয়দংশ [স কিয়ৎ-অংশ] *বি* কিছু অংশ। 'অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিরত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

কিয়দ্দিন [স কিয়ৎ-দিন] *ক্রিবিণ* কিছুদিন। 'এইরূপে কিয়দ্দিন গমনান্তর রত্নপুরে উপস্থিত হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কিয়দ্দিবস [স কিয়ৎ-দিবস] *বি* কিছুদিন। 'কিয়দ্দিবস পরেই বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

কিয়দ্দূর [স কিয়ৎ-দূর] *ক্রিবিণ* কিছুদূর পর্যন্ত। 'কিয়দ্দুর গমন করিলে ... ঘটকের পদস্খলন হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

কিয়দ্ভাগ [স কিয়ৎ-ভাগ] *বি* কিছু অংশ। 'ঘরের কার্নিসের কিয়দ্ভাগ পড়িয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

কিয়া [স কেতক>] *বি* কেতকী ফুলের গাছ। 'অসোক বাসক কিয়া কিসুক রাঙ্গন চুয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

কিয়ান্তি *বি* মদবিশেষ। 'ইতালিয়ানরা কিয়ান্তি পান করে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কিয়াবাৎ [হি] – কী চমৎকার কথা। 'কিয়াবাৎ, সাবাস, বেঁচে থাক বাবা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কিয়ামত [আ] *বিণ* মহাপ্রলয়ঙ্কর। 'তমসাবৃতা ঘোরা কিয়ামত রাত্রি।' *নজরুল*, ১৯২২। দ্র **কেয়ামত**

কিয়াস [আ] *বি* সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত। 'ইজমা ও কিয়াসের সূত্র প্রয়োগ করে।' *সওগাত*, ১৯২৮।

কিয়ে **১** *অব্য* কিসে। 'সুর অপসরী কিয়ে লগ কুমারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* কী। 'পাপী অক্রূর কিয়ে গুণ জান।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

কিরকম [কি+আ রকম] *ক্রিবিণ* কেমন। 'এবারে কিরকম গরম পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কিরণ [স] **১** *বি* রশ্মি। 'খররবি কিরণ সংতাপে রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।' *চর্যা ১৬*, ১২০০। **২** *বি* আলোকরশ্মি (এখানে সংখ্যা)। '[সম্বাদ] প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **৩** *বি* জ্ঞান। 'দুই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরণ শূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মূর্চ্ছিত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কিরণ-আকর [স] *বি* সূর্য। 'কিরণ-আকর সকলই নেহারে/ প্রাণহর তাপে প্রাণবায়ু হরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

কিরণকিরীট [স] *বি* আলোকময় মুকুট। 'সুধাপাত্র লয়ে হাতে কিরণকিরীট মাথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কিরণ-ছটা [স কিরণ>] *বি* আলোর দ্যুতি। 'তোর কিরণ-ছটায় তার সজল মেঘলা জীবনে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কিরণজাল [স] *বি* রশ্মিমালা। 'মধ্যাহ্ন কালেও তদীয় কিরণজাল পরম সুখ-সেব্য বলিয়া অনুভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কিরণতপ্ত [স] *বিণ* কিরণের মতো উত্তপ্ত। 'ওরে গলায় তুহিন কাহার কিরণতপ্ত সোহাগ-চুমা?' *নজরুল*, ১৯২৫।

কিরণধারা [স] *বি* আলোরাশি। 'আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

কিরণনিবাস [স] *বি* আলোর উৎস। 'পলে পলে উঠিব আকাশে নক্ষত্রের কিরণনিবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কিরণ-পথ [স] *বি* আলোর পথ। 'রবির পথ অরুণ-যান কিরণ-পথ ডুবায় মেঘ মহার্ণব।' *নজরুল*, ১৯২৫।

কিরণপাত [স] *বি* আলোকরশ্মি। 'আজো তোমার কিরণপাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কিরণপিপাসু [স] *বিণ* আলোকপ্রত্যাশী। 'আমি-বনস্পতি এরা কিরণপিপাসু পল্লবস্তবক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কিরণবসন [স] *বি* আলোর পোশাক। 'সুরবালিকার বেশ কিরণবসন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কিরণমণ্ডল [স] *বি* আলোক-রশ্মি। 'তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কিরণময় [স] **১** *বিণ* আলোকবিশিষ্ট। 'নক্ষত্র সুন্দরীগণ ... কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *বি* দীপ্তিময়। 'চাহিয়া আছে আমার মুখে/ কিরণময় আমারি সুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কিরণময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* আলোকপূর্ণ। 'কিরণময়ী গৌরী বুঝি ওই গো মূরছায়!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

কিরণমাখা *বিণ* আলোকপূর্ণ। 'আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১।

কিরণমালা [স] *বি* আলোকরাশি। 'তদীয় অমৃতময় শীতল কিরণমালার স্পর্শে ... দগ্ধ হইয়া গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কিরণলেখা [স] *বি* আলোকরেখা। 'একটা বাঁকা কিরণলেখা ত ধরিতে পাইব।' *সবুজ*, ১৯২১।

কিরণশূন্য [স] *বিণ* শিক্ষার আলোহীন। 'দুই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরণ শূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মূর্চ্ছিত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কিরণসুধা [স] *বি* মধুর আলোক। 'রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কিরণ-সুর [স] *বি* আলোকচ্ছটা। 'গগন-অঙ্গন জ্বালাতো কিরণ-সুরে নিত্য নব নব নিমন্ত্রণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কিরণস্পর্শ [স] *বি* আলো পড়েছে এমন অবস্থা; আলোর স্পর্শ। 'তদীয় কিরণস্পর্শ মাত্র যাবতীয় কৃত্রিম পত্র দগ্ধ হইয়া গেল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কিরন [স কিরণ] *বি* রশ্মি। 'কুন্তল কিরেটে দেখ সুর্জ্জের কিরন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কিরপিন [স কৃপণ] *বিণ* কৃপণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কিরা [স ক্রিয়া] *বি* শপথ; দিব্যি। 'লহনা মাথার দেই কিরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **কিরে**

কিরা করা *ক্রি* শপথ করা। 'হালিম কিরা করিয়াছে এ বাড়িতে সে আর দানাপানি ছুঁইবে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কিরা কাটা *ক্রি* প্রতিজ্ঞা করা। 'যে কিরা কেটেছিলেন এই ব্যবস্থা তারই ফল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

কিরাত [স] **১** *বি* পার্বত্য আদিবাসীবিশেষ। 'দুরন্ত কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ব্যাধ। 'নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কিরাতিনী [স] *বি স্ত্রী* ব্যাধ। 'চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কিরাতী [স কিরাত] *বি* লোকগোষ্ঠীবিশেষ। 'ভোট, লেপছা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কিরান্তী *বি* আদিবাসী নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ভোট, লেপ্‌ছা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কিরামৎ [আ কারামত] *বি* অলৌকিক ক্ষমতা। 'দরবেশের নানা কিরামৎ দেখিয়া তৎপতি ভক্তি প্রদর্শন করেন।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

কিরিককুল *বি* শূকরের পাল। 'কালু বীর কিরিককুল কাননে চরায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কিরিচ, কিরীচ [প ক্রিস] **১** *বি* এক প্রকার বাঁকা ছুরি; মালয়ের ছোরা। *ওগ্যাঁ*, ১৭৮৫; 'পুরুষেরা যখন মাতায় পাগড়ি, কোমরে কিরিচ, হাতে তলয়ার, অঙ্গে কবচ, পৃষ্ঠে ঢাল ধরে ঘোড়ায় চড়ে যায় ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। **২** *বি* বিপদ। 'হতাশার কিরীচের মুখোমুখি রয়েছি দাঁড়িয়ে।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

কিরিঞ্চী *বি* এক প্রকার ফুল। 'লাহা, নীল কিরিঞ্চী মঞ্জিষ্ঠা কুসুম কুঙ্কুম হরিদ্রা প্রভৃতি পুষ্পের কস।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কিরিতি [স কৃতি] *বি* কৃতিত্বের পরিচায়ক কাজ; কীর্তি। 'গেল অবসর পুনু ন পাইঅ/ কিরিতি অমর সার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সকলি ভুলিব কালে, রহিবে কিরিতি।' *নজরুল*, ১৯২২।

কিরিপান [স কৃপাণ] *বি* তলোয়ার। 'রোমাবলী কিরিপানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিরীট [স] *বি* মুকুট। 'বাসুকি হইল মাথে কিরীট ভূষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কিরীটধারী [স] *বিণ* মুকুট-পরিহিত। 'গিয়া দেখেন যে গদাপাণি কিরীটধারী কেশীদানব নারীধর্ষণে উদ্যত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কিরীট-হীরা [স কিরীট+স হীরক] *বি* মুকুটের হীরা। 'উজ্জল তোমার কিরীট-হীরা ধ্রুব-তারার কিরণ-রাগে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কিরীটিকা [স] *বি* পূর্ণগ্রহণের সময়ে অন্ধকার সূর্যের চারদিকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি। 'য়ুরোপীয় ভাষায় বলে করোনা বাংলায় একে বলা যেতে পারে কিরীটিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। *দ্র* **কিরীটিমণ্ডল**

কিরীটিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মুকুটধারী। 'কাঞ্চন সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কিরীটিমণ্ডল [স] *বি* জ্যোতির্বলয়। 'কিন্তু এই কিরীটিমণ্ডল ভিন্ন, আর এক অদ্ভুত বস্তু কখন কখন দেখা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কিরীটী [স] *বিণ* মুকুটধারী। 'সহস্রকিরণ কিরীটী ভূষা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কিরীত [স কীর্ত্তি] *বি* সুনাম; কীর্তি। 'সংসার আসার পর উপকার করিলেঁ কিরীত থাকে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিরূপ [কি+স রূপ] **১** *ক্রিবিণ* কেমন। 'কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* কিভাবে। 'নিত্য ক্রিয়া কিরূপ করেন।' *কেরি*, ১৮০২। **কিরূপে** *ক্রিবিণ* কেমন ক'রে। 'তার সনে কিরূপে আনের হৈব মেল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কিরে [স ক্রিয়া] *বি* কিরা; শপথ। 'দোহাই আল্লার। কোরাণের কিরে!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। *দ্র* **কিরা**

কিরেট [স কিরীট] *বি* শিরোভূষণ। 'কুন্তল কিরেটে দেখ সুর্জ্জের কিরন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কির্তিবাসা [স কীর্তিবাস>] *বি* বিয়েতে ব্যবহৃত মাঙ্গলিক দ্রব্যবিশেষ। 'নাটে তুষ্ট কির্তিবাসা দিল দিব্য কণ্ঠভূষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কির্পন [স কৃপণ] *বিণ* সহজে ব্যয় করে না এমন। *ওগ্যাঁ*, ১৭৮২।

কির্পন্যতা [স কৃপণতা] *বি* কৃপণতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কির্মিজি, কির্মিজি [আ কিরমিজ] *বিণ* টকটকে লাল। 'কির্মিজি দামাস্ক ক্ষেণে পৈরয় বাদলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কির্মীর [আ কিরমিজ>] *বি* ছবি। 'পরপারে, কোথা অনামা গ্রামের কির্মীরে, দৈববাণীর ছন্দে মুখরে ঘণ্টা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

কিরা্যা [স ক্রিয়া] *বি* শপথ; দিব্যি। 'মায়ের মাথার কিরা্যা না কর জঞ্জাল।'

মানিকরাম, ১৭৮১।

কিল [স কীল] *বি* মুষ্টির আঘাত। 'লাতে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিলচর [স কীল+স চপট] *বি* কিল ও চড়। 'শিলচরে হায় কিলচর খায়/ হস্টেলে যত ছাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কিল চাপড় [স কীল+স চপট] *বি* কিল ও চড়। 'কিল চাপড় মারে এই তার ভাষা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কিলথাপ্পর *বি* কিল ও চড়। 'আবদার করলে কিলথাপপর খায়।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

কিল বসানো *ক্রি* কিল মারা। 'পিঠেই গুমগুম করিয়া কয়েকটা কিল বসাইয়া দিলেন।' *মানিক*, ১৯৪০।

কিলং [স কীল] *বি* কিল। 'সারেঙধর সেনোপরো উভারিল কিলং।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কিলকিল [ধ্বন্যা] *বি* কিল কিল শব্দ; অব্যক্ত ধ্বনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কিলবিল [ধ্বন্যা] **১** *বি* অনেক মানুষের আনাগোনা বা অবস্থান নির্দেশক শব্দ। 'রাস্তায় লোক কিলবিল করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* সাপ কৃমি প্রভৃতি মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো অঙ্গ সঞ্চালন। 'বিল পাঠালে কিলবিল করে ওঠে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

কিলবিল করা *ক্রি* নড়াচড়া করা। 'অঙ্গুলির ন্যায় বুকের কাছে কিলবিল করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

কিলবিলিয়ে *ক্রিবিণ* কিলবিল ক'রে। 'কিলবিলিয়ে দুটো ঠ্যাং নড়বে যেমন ঠুঁটো ব্যাং।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কিলা [স কীল>] *বি* যে দুটি খুঁটির সঙ্গে ঢেঁকি সংযুক্ত থাকে। 'কিলা দুটো ক্যাঁক ক্যাঁক কেঁদে যায়।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কিলাকিলি [স কীল>] *বি* পরস্পর কিলানো। 'তারা হাসাহাসি ঘুষঘুষি ও কিলাকিলি করিয়া ... আনন্দের আগুন নিভাইতে লাগে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কিলাগি *ক্রিবিণ* কিসের জন্য। 'কিলাগি নিঠুর এত বল চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কিলানো [স কীল>] **১** *ক্রি* কিল মারা। 'মাগুকিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোক্ষা বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* কীলক গুঁজে দেওয়া। 'লোকে কয় কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে।' *সুকুমার*, ১৯২০। **কিলাআঁ** *ক্রি* কিল মেরে। 'মাগুকিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোক্ষা বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কিলায়** *ক্রি* কিল মারে। 'মাটিতে কিলায় কেহো পাষণ্ডী বলিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কিলায়িআঁ** *ক্রি* কিল মেরে। 'মাগু কিলেঁ তোক্ষা কিলায়িআঁ কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিলাল *বি* অশ্রু। 'আন জল নাহি তান নয়ান কিলাল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কিলি কিলি [ধ্বন্যা] *বিণ* কলকল; মৃদু মৃদু। 'কিলি কিলি ধ্বনি শুনি রুধির পিএ সুকিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কিলিবিলি [ধ্বন্যা] *বি* মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের বিচরণসূচক শব্দ। 'পোক জোঁক কীট সবে করএ কিলিবিলি।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কিলিয়র [ই ক্লিয়ার] *বি* ছাড়। 'টাকা দাখিল করিয়া দালচিনি কিলিয়র করিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৭।

কিলো [ই] *বি* কিলোগ্রাম; পরিমাপের একক। 'মাছ পড়েছে সরপুঁটি/ এক কিলো না, এক মুঠি।' *অন্নদা*, ১৯৬৭।

কিলোওয়াট [ই] *বি* বিদ্যুতের শক্তিমাপক এককবিশেষ। 'দু'লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কিল্লা [আ কিলআ] *বি* দুর্গ। 'কোন ইষ্টকাদি নির্ম্মিত কিল্লা নাই।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কিল্লাদার [আ কিলআ+ফা দার] *বি* দুর্গের প্রধান রক্ষক ; রাজা। 'তিনি ঐ শহরের রাজা অর্থাৎ কিল্লাদার হলেন ১৮৬৪ সালে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কিল্লা ফতে [আ কিলআ+আ ফাতাহ] *বি* সিদ্ধিলাভ; জয়লাভ। 'দুশমন সব হার গিয়া! কিল্লা ফতে হো গিয়া!' *নজরুল*, ১৯২২।

কিশতি, কিশতী [ফা কাশতি] *বি* নৌকা। 'আনো গো বন্ধু নূহের কিশতি।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'তাই ডুবল না কিশতী নূহের।' *নজরুল*, ১৯৩২।

কিশতি টুপি [ফা কাশতি+প টোপো] *বি* টুপিবিশেষ। 'মাথায় কিশতি টুপি।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

কিশমিশ [ফা] *বি* শুকনা আঙুর। 'কিশমিশ দিয়ে বেশ ভাল করে করেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। দ্র **কিচমিচ, কিসমিস**

কিশলয় [স] **১** *বি* পাতা। 'কিশলয়শয়নে সুরঙ্গী কৈল মধুপানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* গাছের নতুন পাতা। 'মনে হল মেঘ, মনে হল পাখি, মনে হল কিশলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কিশলয়িত [স] *বিণ* নতুন পাতায় শোভিত। 'নববসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ করো তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কিশোর [স] **১** *বিণ* শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী। 'কিশোর বয়স দীর্ঘ চপল-নয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী স্তরের পুরুষ। 'পেখলুঁ রে সখি যুগল কিশোর।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

কিশোরক **১** *বিণ* কিশোরের। 'না যাও বালা নওল কিশোরক পাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **২** *বিণ* কিশোরসুলভ। 'সেদিনকার কিশোরক সুর সেধেছিল যে একতারায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কিশোর-কিশোরী [স] *বি* রাধা-কৃষ্ণ। 'দেখ কোন প্রেমে সেই ব্রজহরি/ বিভোরা কিশোর-কিশোরী।' *লালন*, ১৮৯০।

কিশোরকোরক [স] *বি* পরিণত কুঁড়ি। 'যে বন্দী গোপন গন্ধখানি কিশোরকোরক-মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কিশোর-চিত্ত [স] *বিণ* তরুণ মনের অধিকারী। 'কে গো তুমি গাও গান হে কিশোর-চিত্ত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

কিশোরবয়স [স] *বি* বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী সময়। 'কিশোর বয়স হইতেই রামচন্দ্র এই বিশ্বামিত্রের উৎসাহে ও শিক্ষায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কিশোরবয়স্কা [স] *বিণ স্ত্রী* কিশোরী বয়সের। 'সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোরবয়স্কা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কিশোরা [স কিশোর] *বি* কিশোর। 'কিশোরা কিশোরী দুইটি জন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

কিশোরিকা [স] *বি স্ত্রী* কিশোরী। 'বললে, শোনো, ওগো কিশোরিকা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কিশোরী [স] *বিণ স্ত্রী* শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী বয়সী। 'রাজার ঝিয়ারী বয়সে কিশোরী তাহে কুলবতী বালা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৫০।

কিশোরী-প্রেম [স] *বি* (বৈষ্ণব) নিষ্কাম প্রেম। 'কিশোরী-প্রেম নিবি

আয়/ প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

কিষ [স কীদৃশ] *ক্রিবিণ* কেমন ক'রে। 'কাহে রে কিষভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

কিষাণ, কিষান [স কৃষাণ] *বি* কৃষক। 'দিনভর কিষাণ কামলা খাটে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

কিষাণপাড়া [স কৃষাণ+স পাটক] *বি* কৃষকপল্লী। 'নীরব এখানে অমর কিষাণপাড়া।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

কিষাণী [স কৃষাণী] *বি* কৃষিকাজ করে যে নারী। 'এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কিষান [স কৃষাণ] *বি* রাখাল; কৃষক। 'বাড়ির কিষান গোরুর জন্য বিচালি কাটে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

কিষানি [স কৃষাণ] *বি স্ত্রী* কৃষক। 'জল চেয়ে কিষানি বৌ-মেয়েরা ডালা মাথায় ভাদোয়া গেয়ে বৃথাই ফিরত।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কিষেণ দেওয়া *ক্রি* মজুরি খাটা। 'কালথে কিষেণ দিতি হবে ডেলি।' *হাসান*, ১৯৬৭।

কিষুর [স কিশোর] *বি* যৌবনপ্রাপ্ত হয়নি এমন বালক। 'নিল বরন জেন কিষুরা কিষুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

কিষুরা [স কিশোরী] *বি* যৌবনপ্রাপ্ত হয়নি এমন বালিকা। 'নিল বরন জেন কিষুরা কিষুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

কিষ্কিন্ধা [স] *বি* রামায়ণোক্ত বানরদের দেশ বা দেশের রাজধানী। 'গেলা পূর্ব মিত্র-বাস ত্রিকূট কিষ্কিন্ধায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কিসক *ক্রিবিণ* কী কারণে; কেন। 'কিসক যৌবন রাধা করহ নিফল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিসমত, কিস্‌মৎ [ফা] **১** *বি* রাজস্ব আদায়ের ছোটো এলাকা; গ্রাম। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **২** *বি* ভাগ্য, কপাল। 'আদ্দেক বাড়ী সহর মাঝে হচ্চে মেরামৎ, শুনতে ভালো একজিবিসন – একজনার কিস্‌মৎ।' *হেম*, ১৮৭০।

কিসমতী [ফা] **১** *বি* রাজস্ব আদায়ের ছোটো এলাকা; গ্রাম। 'পরগনে মাহামদশাহি কিসমতী বোয়ালিয়া গ্রামে আমার এক বাগ লেখা জায়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **২** *বি* ভাগ্যলেখা। 'মুফলেসী আর মিসকিনী কি মুসলিমের কিসমতী?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কিসমাস [ই] *বি* বড়োদিন; যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনে পালিত উৎসব। 'এ বেড়ে মজা, আমি রোজ রোজ কিসমাস করবো।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

কিসমিশ, কিসমিস [ফা কিশমিশ] *বি* শুকানো আঙুর। 'মেঠাই যত বরফী বুন্দে ... খাজা খাস্তা বাদাম কিসমিস পেস্তা মোহনভোগ অদ্ভুত।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'আপন মনে ধুচ্ছ যে কিসমিশ?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। *দ্র* **কিছমিছ, কিশমিশ**

কিসরে *ক্রিবিণ* অকাতরে; দ্বিধাহীনভাবে। 'কাতি ধরে কিসরে কাটিল দুই স্তন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কিসলয় [স] *বি* কিশলয়। 'ভুজভয়ে কনক মৃনাল পঙ্কে রহুঁ করভয়ে কিসলয় কাঁপে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কিসসু, কিস্‌সু **১** *ক্রিবিণ* একেবারে; একদম। 'ভেবো না কিসসু।' *শিবরাম*, ১৯৪০। **২** *বিণ* কোনো ধরনের। 'আজকাল কিস্‌সু নতুন খবর মেলে না।' *মুজতবা* ১৯৫২।

কিসান [স কৃষাণ] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সর্গুজায় কিসান বলিয়া এক জাতি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কিসিম [আ কিস্‌ম] *বি* প্রকার। 'ঢাকা ও সোনারগাঁ এলাকায় ১৮ কিসিমের মসলিন তৈরি হতো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কিসুক [স কিংশুক] *বি* পলাশ ফুলের গাছ। 'অসোক বাসক কিয়া কিসুক রাঙ্গন চুয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

কিসে **১** *ক্রিবিণ* কেন; কেমন ক'রে। 'বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* কী দ্বারা। 'কিসে হবে নাগিনী বশ সাধব কবে অমৃত-রস।' *লালন*, ১৮৯০।

কিসে নাই কি পান্তাভাতে ঘি – অযথার্থ স্থানে মূল্যবান বিষয়ের উপস্থাপনা। 'কিসে নাই কি পান্তাভাতে ঘি। এতো লেখা পড়া বই নয়।' *গৌর*, ১৮২২।

কিসের **১** *সর্ব* কী; কোন। 'কিসের কারণে তোঁ এবেঁ করসি বল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* কী ধরনের। 'মিছাই সম্বন্ধ পাত কিসের মাউলানী।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *সর্ব* কী বিষয়ের বা বস্তুর। 'ভিখারী হলি, কেঁথা সার করলি কিসের অভাবে রে।' *লালন*, ১৮৯০।

কিসেরে *অব্য* কেন। 'কিসেরে বঞ্চহ রাধা প্রথম যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিসোর [স কিশোর] *বি* নবীন যুবক। 'বিহরই নবল কিসোর। কালিন্দি পুলিন কুঞ্জবন সোভন নব নব প্রেমবিভোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কিস্তি[১] [ফা কাশতী] **১** *বি* দাবা খেলায় বিপক্ষের রাজাকে সরাসরি আক্রমণ বা তার চলাচল রোধের জন্য দেওয়া চালবিশেষ; চেক। 'ওরে অতঃপরে কোণার পাশে পীলের কিস্তি মাত হল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* একরূপ দীর্ঘাকার নারকেলের মালা। 'ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বি* নৌকা। 'নদীর জলে নাইকো কিস্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'ডুববে তাহার কিস্তিখানা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কিস্তি টুপি, কিস্তি টুপী [ফা কাশতী+টুপি] *বি* এক ধরনের টুপি। 'মাথায় আধা ময়লা কিস্তি টুপি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫; 'লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কিস্তিমাত [ফা কাশতী+আ মাত] *বি* দাবাখেলায় চূড়ান্ত বিজয়সূচক চাল। 'ওরে অতঃপরে কোণার পাশে পীলের কিস্তি মাত হল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কিস্তি[২], **কিস্তী** [আ কিস্ত] *বি* দফা; বার। 'জেং কিস্তি খেলাপ করে।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'এ কিস্তির খাজনা কি করিয়াছ।' *কেরি*, ১৮০২।

কিস্তিখরচ, কিস্তীখরচ [আ কিস্ত+আ খরজ] *বি* কিস্তির আদায়যোগ্য টাকা। 'খেলাপী সুদ ধরিয়া তাহার নামে কিস্তীখরচ লেখা হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

কিস্তি খেলাপ [ফা কাশতী+আ খিলাফ] *বি* নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা। 'জেং কিস্তি খেলাপ করে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

কিস্তিখিলাফ, কিস্তিখেলাফ [ফা কাশতী+আ খিলাফ] *বি* নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা। 'জে জে তাতি গাফিলতিতে কিস্তি খিলাফ করিয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'কিস্তিখেলাফ করবে যে এর ডুববে তাহার কিস্তিখানা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কিস্তিবন্দি, কিস্তিবন্দী, কিস্তীবন্দী [আ কিস্ত+ফা বন্দি] **১** *বি* শর্ত বা চুক্তি। 'আমলা লোক করার কিস্তিবন্দি মাফিক কাপড় বুঝিয়া লইত।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* পরিশোধের চুক্তি। 'কিস্তীবন্দী মাফিক সন বর সন মালগুজারি করিবে।' *ভেরলি*, ১৭৮৩। **৩** *বি* কিস্তিতে পরিশোধ। 'হাল ফরমাইসের কিস্তিবন্দি বিমরজীম নাগাএদ যুন মাহা ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **৪** *বি* কয়েক দফায় ঋণ পরিশোধের

ব্যবস্থা। 'জামিন লইয়াই হউক বা কিস্তীবন্দী করিয়াই হউক ... পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কিস্মৎ [আ কিসমত] **১** *বি* অদৃষ্টবাদ। 'ইরানী কবি ওমর খৈয়ামের কিস্মৎ অর্থাৎ অদৃষ্টবাদ ইয়োরোপকে পাগল করে তুলেছে।' *মুজতবা* ১৯৫২। **২** *বি* ভাগ্য। 'কিস্মৎ কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কিহ্‌ [স কঃ অপি] *সর্ব* কেউ। 'দেখিল সকল সৃষ্টী কিহ কার নএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কিহসে [স কস্মাৎ>] *ক্রিবিণ* কিভাবে। 'কিহসে না নাগিল তাহে বড় সুখ পাইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

কিহেতু *ক্রিবিণ* কী কারণে। 'অস্মদাদির দেশের লোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা কিহেতু এতাবৎ দুঃখী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কিহো *সর্ব* কেউ। 'কিহো কাহো ন লখি ধুলায় পুরিল আখি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কী *সর্ব* কোনো কিছু জানার জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নবাচক শব্দ। 'মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হুকুম কী তোমাকে লিখিলাম এই মাফিক কাজ করিবেন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'আমার কী যে শুনতে এলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

কী জানি কী – জানি না কোন বস্তু। 'সে যে রে মহামরুভূমি, কী জানি কী যে পাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কী বা আসে যায় – বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না এমন ভাবপ্রকাশক অনুবাক্য। 'তাতে কী বা আসে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কী যে *সর্ব* ব্যাপক অর্থে কী। 'আমার কী যে শুনতে এলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

কীঙ্কর [স কিঙ্কর] *বি* সেবক। 'গলা চাপি প্রান নিল পড়িল কীঙ্কর।' *মালাধর*, ১৫০০।

কীঙ্কিনি [স কিঙ্কিণী] *বি* ঘুঙুর। 'কটিতে কীঙ্কিনি বাজে চলে মন্দ গতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কীচক [স] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'কীচক নামে এক ম্লেচ্ছজাতির দ্বারা পৃথু রাজা আক্রান্ত হয়েন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কীচকবধ [স] *বি* মহাভারতে কীচক যেভাবে ভীমের দ্বারা নিহত হয়েছিলো সেভাবে হত্যা। 'এসব পাখোয়াজ ছেলেরা বুড়িকে নিশ্চয়ই সেদিন কীচকবধ করে দিত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কীছু [স কিঞ্চিৎ>] **১** *বিণ* সামান্য। 'হংসিরে বলএ কীছু করিয়া পিরিতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কিছু একটা। 'নিভৃতে রাজায় কীছু বলিল উত্তর।' *মালাধর*, ১৫০০।

কীট [স] *বি* পোকা। 'কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষ নয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কীটকীর্ণ [স] *বিণ* পোকায় ভরা। 'নৈরাশের কীটকীর্ণ স্বপ্নের প্রাসাদে বিস্তার করেছে ডানা বদ্ধবায়ু গবাক্ষের আর্তনাদগুলি।' *সিকানদার*, ১৯৪৫।

কীটজ [স] *বিণ* কীট থেকে জাত। 'লাক্ষা বা গালা কীটজ পদার্থ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কীটদষ্ট [স] *বিণ* পোকায় খেয়েছে এমন। 'মুদ্রিত পুস্তক সকল কীটদষ্ট হইতেছে।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

কীট-নিষ্কুষিত [স কীট+স নিষ্কুষিত] *বিণ* পোকায় কাটা। 'বিধবাবিবাহের নিষেধক বচনের অম্বেষণার্থ অতিবিবর্ণ, কীট-নিষ্কুষিত, ... গ্রন্থ উদ্ঘাটন ও পর্যালোচনা করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কীটপতঙ্গ [স] *বি* পোকামাকড়। 'কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'শিশুগণ কীটপতঙ্গাদি দেখিলে তাহা ধৃত করিয়া নষ্ট করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কীটাণু [স কীট-অণু] *বি* অতি ক্ষুদ্র কীট। 'তাহারা অতি সূক্ষ্ম, এই নিমিত্ত কীটাণু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

কীটাণুকীট [স কীট-অণু-কীট] *বি* কীটের থেকেও তুচ্ছ প্রাণী। 'প্রভুর নিকট কীটাণুকীট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

কীড়া [স কীট] *বি* কৃমি। 'কোটিজন্ম এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কীড়াময় [স কীটময়] *বিণ* কৃমিপূর্ণ। 'বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী তাতে কীড়াময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কীদৃক [স] *বিণ* কী রকম। 'বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কীদৃক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কীদৃশ [স] **১** *বিণ* কেমন। 'কীদৃশাবস্থা প্রাপ্তা হয়েন তাহা অনায়াশে প্রকাশ পাইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ* কী ধরনের। 'প্রতিভাপরিচালনে কীদৃশ বিস্ময়জনক কার্য্য সংসাধিত করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কীদৃশী *বিণ* কী রকমের। 'বিক্রমাদিত্যের প্রজাপালকতা কীদৃশী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কীন [ই] *বি* তীব্র। 'দেখুন, বাজার মন্দা, কমপিটিশন খুব কীন, সবই জানি, কিন্তু আমাদের রেট তো কমাতে পারি নে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কীনা *ক্রি* ক্রয় করা। 'ব্যাঘ্রনখ খুদ দিয়া কীনয়ে ছাওয়াল। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কীনারা [ফা কিনারাহ্‌] *বি* কূল; তীর। 'এক খান তক্তা ধরিয়া সওদাগর কীনারায় উঠিল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

কীন্তু [স কিম্‌] *অব্য* তবু। 'কীন্তু একবোল সুনহ মহাসএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কীবা [স কিম্‌>] *ক্রিবিণ* সম্ভবত; কী জানি। 'অবতার করিল কীবা আপনি শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কীম্বা [স কিংবা] *অব্য* কিংবা। 'সেইস্থান ছাড়িয়া কীম্বা জাই অন্য স্থান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কীর [স] *বি* শুকপাখি। 'তাপর কীর থীর করু বাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কীরন [স কিরণ] *বি* আলো। 'রাঙ্গামুখ খান তার অরুন কীরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কীরা [স ক্রিয়া] *বি* শপথ। 'তুই কীরা কাট দেখি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কীরা কাটা *ক্রি* শপথ করা। 'মোরে ছুঁয়ে তুই কীরা কাট দেখি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কীরিতি [স কীর্তি] *বি* কীর্তি। 'ঘটকের মুখে শুনি বরের কীরিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নিশ্চল রহৌক নাম কীরিতি সম্পদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কীরে [স ক্রিয়া>] *বি* কিরা; দিব্যি। 'বলি পায়ে ধরে মাথার কীরে, আর সয় না খোয়ার।' *অমৃত*, ১৯০০।

কীর্ণ [স] **১** *বিণ* পূর্ণ। 'পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বিণ* আচ্ছাদিত। 'বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলকুঞ্জ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৩** *বিণ*

আবৃত। 'রহস্যের ঘটাটোপ কীর্ণ করে প্রপন্ন জগতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

কীর্তন, কীর্ত্তন [স] ১ *বি* মহিমা প্রচার। 'বঞ্চিত হইয়া মরে এ হেন কীর্তনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* গীত সহযোগে কৃষ্ণবন্দনা। 'প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* গুণ ব্যাখ্যা। 'ব্রাহ্মণগণের যথার্থ স্তুতি কীর্ত্তনাদি প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বি* বর্ণনা। 'বিদ্যাধরী তাঁহাদের নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কীর্তনওয়ালা [স কীর্তন+হি ওয়ালা] *বি* কীর্তন গানের শিল্পী। 'বিদেশী কীর্তনওয়ালার কীর্তন চলিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কীর্তনওয়ালী [স কীর্তন+হি ওয়ালী] *বি স্ত্রী* কীর্তন-গায়িকা। 'তুমি বুঝি কীর্তনওয়ালীদের বেহালাদার হবে?' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

কীর্তনগান [স] *বি* রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পালাগানবিশেষ। 'কীর্তনগান যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডসকল তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কীর্তনপ্রচার, কীর্ত্তনপ্রচার [স] *বি* মহিমা প্রচার। 'যাঁর দ্বারে কৈল প্রভু কীর্ত্তনপ্রচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কীর্তনীয়া, কীর্ত্তনীয়া [স কীর্তন>] ১ *বি* কীর্তনগায়ক। 'কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা মাল্যচন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* কীর্তনে দক্ষ। 'প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কীর্তনী [স] *বি* কীর্তনগায়ক; কীর্তনিয়া। 'কীর্তনী এসেছে গ্রামের থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কীর্তি, কীর্ত্তি [স] ১ *বি* খ্যাতি। 'ইহা বই নাহি কীর্ত্তি মোর সমোচিত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সুনাম; গুণগান। 'সুখী হইয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* কৃতিত্বের পরিচায়ক কাজ। 'শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি প্রতাপের নানা প্রকার কথা আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৪ *বি* কৃতকর্ম। 'তাঁহার এই কীর্ত্তির অত্যন্ত প্রশংসা করি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কীর্তিকথা [স] *বি* গৌরবের কাহিনি। 'জানি আমি তারে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কীর্তিকর, কীর্ত্তিকর [স] *বিণ* প্রশংসনীয়। 'তিনি কোন কীর্ত্তিকর ব্যাপারের অনুপায়ী।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কীর্তিকর্মা [স] *বি* ঈশ্বর। 'লালন কয় কীর্তিকর্মার কী কারখানা।' *লালন*, ১৮৯০।

কীর্তিকলাপ, কীর্ত্তিকলাপ [স] ১ *বি* কৃতিত্বের পরিচায়ক কার্যাবলি। 'ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* যশোরাশি। 'নয়নজোড়ের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কীর্তিকাহিনী [স কীর্তি+কাহিনি] *বি* কৃতিত্বের বৃত্তান্ত। 'আমি খড়খড়ে গুলো তুলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গেটের কীর্তিকাহিনী অধ্যয়ন করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কীর্তি গড়া *ক্রি* কীর্তি স্থাপন করা। 'বড়ো বড়ো কীর্তি গড়ে তোলাই যে বড়ো কথা তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কীর্তিগান, কীর্ত্তিগান [স] *বি* যশোগাথা; লোকমুখে প্রচারিত খ্যাতি। 'কীর্ত্তিগান রবে মম ধরণী-ভিতরে!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কীর্তিত, কীর্ত্তিত [স] ১ *বিণ* প্রশংসিত। 'এই মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'পাঁচ পীরের নাম কীর্ত্তিত করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* পূজিত। 'তাহারা ... মনুষ্যের ন্যায় সদসৎ উভয়বিধ প্রবৃত্তির অনুগত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কীর্তিতৃষা [স] *বি* যশের আকাঙ্ক্ষা। 'বীরত্বের নিত্য কীর্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কীর্তিনাশা [স] ১ *বি* পদ্মা নদী। 'কীর্তিনাশা খুঁড়ে খুঁড়ে চলে বারো মাস।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* কীর্তিকে নাশ করে এমন। 'মানুষের কীর্তিনাশা সংসারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কীর্তিনিকেতন, কীর্ত্তিনিকেতন [স] *বি* কীর্তিরূপ নিকেতন। 'উৎসাহ সহকারে কীর্ত্তিনিকেতন প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কীর্তিনিঃস্ব [স] *বিণ* কীর্তিরিক্ত। 'পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তিনিঃস্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কীর্তিপতাকা, কীর্ত্তিপতাকা [স] *বি* কীর্তিখচিত পতাকা। 'কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছিল ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কীর্তি ফাঁদা *ক্রি* কীর্তি বিস্তার করা। 'কর্তব্যবুদ্ধি তার কীর্তি ফেঁদে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কীর্তি-বার্তা [স] *বি* কৃতিত্বের খবর। 'দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে এ তোমার কীর্তি-বার্তা।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কীর্তিবৃদ্ধি [স] *বি* মহৎ কাজের বৃদ্ধি। 'মানুষের কীর্তিবৃদ্ধি সাহস করতে জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কীর্তিবৃক্ষ [স] *বি* কীর্তিরূপ বৃক্ষ। 'কীর্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে বৃথা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কীর্তিভার [স] *বি* কীর্তির ভার বা ওজন। 'না থাক খ্যাতি, না থাক কীর্তিভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কীর্তিমতী, কীর্ত্তিমতী [স] *বিণ স্ত্রী* খুব খ্যাতিসম্পন্ন। 'এই কীর্ত্তিমতী মহিলার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।' *বেগম*, ১৯৫০।

কীর্তিমন্ত, কীর্ত্তিমন্ত [স] *বিণ* খ্যাতিসম্পন্ন। 'কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কীর্তিমান, কীর্ত্তিমান [স] *বিণ* কীর্তি স্থাপনকারী। 'কীর্ত্তিমান ফ্রেডরিক রাজার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ফ্রেন্স ভাষার বহু সমাদর ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সমাজের স্বনিষ্ঠ পুরুষদের তারাই প্রেরণা দেয়, কীর্তিমানদের তারাই সখী-সচিব।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

কীর্তিরচনা [স] *বি* কীর্তি প্রতিষ্ঠা। 'আপন কীর্তিরচনায় প্রবৃত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কীর্তিলাভ, কীর্ত্তিলাভ [স] *বি* কীর্তি অর্জন। 'পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া কীর্ত্তিলাভের অভিলাষী নহি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কীর্তিশৈল, কীর্ত্তিশৈল [স] *বি* কীর্তিরূপ শৈল। 'কীর্ত্তিশৈল আরোহণার্থ পরম পবিত্র ধর্ম্মাচল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কীর্তিস্তম্ভ, কীর্ত্তিস্তম্ভ [স] *বি* মহৎ ব্যক্তির কাজ স্মরণার্থে প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ। 'সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তিস্তম্ভ, প্রধান প্রধান রাজকার্যালয়, প্রধান প্রধান শিল্পাগার।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ঐ স্থানে এক পরমশোভন কীর্ত্তিস্তম্ভ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কীর্তিহীন, কীর্ত্তিহীন [স] *বিণ* খ্যাতিহীন। 'কীর্ত্তিহীন পুরুসের জিবন অসার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কীল [স] **১** *বি* মুষ্টি দ্বারা আঘাত; কিল। 'কেশে ধর্য়া লহনা মারিল কীল লাথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পেরেক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কীল লাগানো *ক্রি* পেরেক পোঁতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কীলাঘাত [স] *বি* মুষ্টির আঘাত। 'চপেটাঘাত, কীলাঘাত এবং ঘুসাঘাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

কীলক [স] *বি* পেরেক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কীলকবদ্ধ [স] *বিণ* খিল আটকানো। 'শঙ্খ-ধবল গৃহটি আমার/ কীলকবদ্ধ কবাট তাহে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

কীলকরুদ্ধ [স] *বিণ* খিল আটকানো। 'কোটি তারকার কীলকরুদ্ধ অম্বর-দ্বার খুলে।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

কীলক লিপি [স] *বি* তিরের ফলার মতো দাগ কেটে লেখার পদ্ধতি। 'এইসব অনুভব তবু আজ কীলক লিপির 'পরে ভোরের আলোয় অতীত রাত্রির পরিভাষা।' *জীবন*, ১৯৩০।

কীষ [স কীদৃশ] *ক্রিবিণ* কী কারণে। 'লুই ভণই ভাইব কীষ।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

কীষে *ক্রিবিণ* কী কারণে। 'দূতা পাছাইবোঁ মোএঁ কীষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কীস [স কীদৃশ] *ক্রিবিণ* কিভাবে। 'বাকপথাতীত কাহিব কীস।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

কীসমত [ফা] *বি* মৌজার অংশ; রাজস্ব আদায়ের ক্ষুদ্র এলাকা। *ওর্সা*, ১৭৮২।

কীসমতহায় [ফা] *বি* মৌজাসমূহ। *ওর্সা*, ১৭৮২।

কীসমতী [ফা] *বি* রাজস্ব আদায়ের এলাকা। 'পরগনে তেলিহাটী কীসমতী কাসিমবাজার গ্রাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

কীসলয় [স কিশলয়] *বি* গাছের কচি পাতা। 'নব কীসলয় জতে একত্র করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

কীস্তি [আ কিস্ত] *বি* নীলচাষের আগে নেওয়া অগ্রিম অর্থ। 'কীস্তি ... ইহা এক প্রকার নীলের দাদন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮। *দ্র* **কিস্তি**[২]

কু [স] **১** *বিণ* খারাপ; বদ। 'উহার এমন কু অভ্যাস জন্মিল।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *বি* অমঙ্গল। 'কখন যেন কু ঘটাবে।' *লালন*, ১৮৯০।

কু-অনুশাসন [স] *বি* মন্দ বিধান। 'এ কু-অনুশাসনকে উপেক্ষা করার এতটুকু সৎসাহস নেই এঁদের।' *বেগম*, ১৯৪৯।

কু-অভিপ্রায় [স] *বি* বদ খেয়াল। 'উপেক্ষা করিবার কু-অভিপ্রায়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

কু-অভ্যাস [স] *বি* বদভ্যাস। 'উহার এমন কু অভ্যাস জন্মিল।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

কু-আড়ি *বি* বৈরিতা। 'লালন বলে একই কালে চোরের হলো কু-আড়ি।' *লালন*, ১৮৯০।

কু-আশা [স] *বি* মন্দ আশা; বৃথা আশা। 'এ তিনের ছলসম ছল রে এ কু-আশার।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কুআসা [স কুহা>] *বি* দুরাশা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুয়ের গোড়া *বি* অনিষ্টের মূল। 'যত কুয়ের গোড়া ওই তো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কুঅত [আ] *বি* শক্তি। 'পাথর পারানো কুঅত তোমারে – দিয়াছে আল্লা পাক!' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

কুআ [স কূপ] *বি* কুয়া; কূপ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুই *বি* মূল হোতা। 'দুন্দর শেখের বদনজর, গ্রামের যত গুণ্ডা সাণ্ডার কুই।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কুইক [ই] *বিণ* দ্রুত। 'হুকুম করিল : কুইক মার্চ।' *নজরুল*, ১৯২২।

কুইড়া [স কুষ্ঠ] *বিণ* অলস। 'এমন নিষ্কর্মা হতভাগা কুইড়া বৈসা-বৈসা খাব।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কুইন [ই] *বি* ব্রিটেনের রানী। 'কুইন মা, মা, মাগো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কুইনাইন [ই] *বি* ম্যালেরিয়া জ্বরের ওষুধবিশেষ। 'আমেরিকার পেরু প্রদেশস্থ সিঙ্কোনা নামক বৃক্ষের ত্বক সিদ্ধ করিলে যে ক্বাথ হয়, তাহা হইতে কুইনাইন উৎপন্ন হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কুইনিন, কুইনীন [ই] *বি* সিঙ্কোনা গাছের বাকল থেকে প্রস্তুত ম্যালেরিয়ার ওষুধ। 'কুইনিনের পুরিয়া।' *শরৎ*, ১৯১২; 'তার বারো-আনা কুইনীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

কুইয়া [স কু>] *বিণ* দুর্গন্ধযুক্ত। 'তিন দিনের ঘাও খানি হইয়া গেল কুইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কুইল [স] *বি* কোকিল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুউ কুউ [ধ্বন্যা] *বি* কোকিলের ডাক। 'কুউ কুউ চলছেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কুও [স কূপ] *বি* কুয়া। 'আমার মাথা কাটা গেছে, আমার কুওয় ডুবতে মন হচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কুওকার [স কুহা+স কার] *বি* কুয়াশা। 'অন্ধকার ধন্দকার নিরাকার কুওকার।' *লালন*, ১৮৯০।

কুওকারময় [স কুহা+স কার+স ময়] *বিণ* কুয়াশাচ্ছন্ন। 'রাগের ধুমায় কুওকারময় সুখনাল ঝরে নৈরাকার হয়।' *লালন*, ১৮৯০।

কুওত [আ] *বি* শক্তি। 'হাঁকিয়া মারিল তেগ এমন কুওতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কুঃকুভ [স কুক্কুভ] *বি* বনমোরগ। 'কপোত কুঃকুভ কঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুঁই কাড়ি *ক্রিবিণ* সুর ক'রে। 'যে সকল নারী কান্দি আছে কুঁই কাড়ি।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কুঁকড় [স কুক্কুট] *বি* মোরগ। 'থু থু। কুঁকড়র পাখা প্যাঁজের খোসা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুঁকড়া [স কুক্কুট] *বি* মুরগি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুঁকড়ানো[১] **১** *ক্রি* কুঞ্চিত হয়ে নিচু হওয়া। 'ভুঁড়ো পেট কুঁকড়ে গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *ক্রি* কুঞ্চিত করা। 'রেগে ভুরু কুঁকড়ে ঠোঁট নাড়তে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *ক্রি* জড়সড় হওয়া বা করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৪** *ক্রি* কুঞ্চিত হওয়া। 'তালপাতার কুঁড়েতে কুঁকড়ে মরে পড়ে থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কুঁকড়ে দেওয়া **১** *ক্রি* কুঁকড়িয়ে বা কুঁচকে দেওয়া। 'চুল বেঁধে দেবে, চুল কুঁকড়ে দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* ছোটো করা; দমিয়ে দেওয়া। 'মনকে কুঁকড়ে দেয়।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

কুঁকড়ানো[২] **১** *বিণ* কোঁচকানো। 'লাউ কুমড়াগুলি ফলে কুঁকড়ানো শশার মতো ছোটো ছোটো।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বিণ* জড়সড়। 'মা ছোটখাট, কুঁকড়ানো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কুঁকড়ো [স কুক্কুট] **১** *বিণ* জড়সড়। 'ভোর পর্যন্ত এমনি করেই কুঁকড়ো অবস্তার হয়ে থাকতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* মুরগি। 'গ্রামে কুঁকড়ো ডাকছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কুঁ কুঁ [ধ্বন্যা] *বি* অস্ফুট ধ্বনিবিশেষ। 'কুঁ কুঁ অস্ফুট সেই মৃদু গুঞ্জন তুলে বুঝি মূর্ছা যায় নবিতুন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কুঁকুড়ি [স কুক্কুটী] *বি স্ত্রী* মোরগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুঁচ [স গুঞ্জা] **১** *বিণ* লাল (গুঞ্জাফলের মতো)। 'মরি কুঁচ নয়নে খোঁচ মারে প্রাণে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। **২** *বি* গুঞ্জাফল। 'লাল কুঁচ দেব।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কুঁচপেড়ে [স গুঞ্জা+স পার>] *বিণ* লাল পাড়বিশিষ্ট। 'সতরঞ্চীপেড়ে, কুঁচপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কুঁচফল [স গুঞ্জাফল] *বি* গুঞ্জাফল। 'টুকরো টুকরো ছড়িয়ে পড়ে; কিশোরীর দূর্বাবনে কুঁচফল হারিয়ে পুনরায় খোঁজার মত।' *শওকত*, ১৯৬২।

কুঁচবরণ [স গুঞ্জাবর্ণ] *বিণ* কুঁচ ফলের মতো রক্তিম। 'তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল দিকি?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কুঁচবরন [স গুঞ্জাবর্ণ] *বি* কুঁচফলের মতো লাল রংবিশিষ্ট। 'কুঁচবরন কন্যা রে তার মেঘবরন কেশ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

কুঁচকানো [স কুঞ্চন>] *ক্রি* কুঞ্চিত করা। 'মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কুঁচকি [স কুঞ্চক] *বি* উরু ও তলপেটের সংযোগস্থল। 'ব্যথা লেগেছিল বাঁ দিকের কুঁচকিতে।' *মানিক*, ১৯৪৭।

কুঁচা *ক্রি* কুটি কুটি করা। 'খড় কুঁচোতে গিয়ে একটা আস্ত গোখরো বঁটিতে কুঁচিয়ে ফেলেছিল।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কুঁচি [স কূর্চ] **১** *বি* ব্রাশ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* মুড়া ঝাঁটা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৩** *বি* ভাঁজ। 'শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে আম্মা মিষ্টি করে তাকাতো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

কুঁচে [প্রা কুংচিআ] *বি* সাপের মতো আকৃতির মাছবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কুঁজ [স কুব্জ] *বি* কুঁজো। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যেই কুঁজ – গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

কুঁজরা [স কুষ্মবাটক (সবজি বিক্রেতা)] *বিণ* নীচ মনের। 'দুই তিন ঘণ্টা ... ঘাগি ও কুঁজড়া বেশ্যার সহিত বকাবকি করিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

কুঁজা[1] [স কুব্জ] *বিণ* বাঁকানো। 'পিঠ একটু কুঁজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কুঁজা[2] *বি* জলপাত্রবিশেষ। 'তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কুঁজি [স কুঞ্চিকা] *বি* চাবি। 'রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি।' *ভারত*, ১৭৬০।

কুঁজী [স কুব্জী] *বি* কুঁজওয়ালী। 'আর কৃষ্ণ এমন কালামুখো, কুঁজীকে নিয়ে রইল।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

কুঁজো[1] [স কুব্জ>] *বি* মাটির জলপাত্রবিশেষ। 'এই ঘরের কুঁজো থেকে হীম জল এনেছি।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কুঁজো[2] *বি* পিঠ বাঁকা যার। 'কুঁজো বলে, সোজা হ'য়ে শুতে যে সাধ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কুঁড়া[1] [স কুণ্ড] *বি* সিদ্ধি ঘোঁটার পাত্র। 'থলি ভরা সিদ্ধিগুঁড়া লহ য়ে ঘোটনা কুঁড়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

কুঁড়া[2] [স কণা] *বি* তুষের গুঁড়া। 'গুমান হইল গুঁড়া না মিলিল খুদ কুঁড়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

কুঁড়াজালি [স কুট্টাল>] *বি* বৈষ্ণবের জপমালার থলি। 'বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছালত্র।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কুঁড়ি [স কুট্মল>] **১** *বি* কলিকা। 'মাথাএ মউর পুংস কর্ন্নে পুষ্প কুঁড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মুকুল। 'যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কুঁড়িয়া [স কুণ্ডী] *বি* মালসা; মাটি বা পাথরের গোলাকার পাত্রবিশেষ। 'ঘৃত পুর্‍্যা রাখে রামা কুঁড়িয়া পাথরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুঁড়ে[1] [স কুটির] *বি* কুটির। 'এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কুঁড়েঘর *বি* ঘাসপাতা ইত্যাদি দ্বারা ছাওয়া ছোটো ঘর। 'মেঘের ছায়া কুঁড়েঘরের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কুঁড়ে[2] [স কুষ্ঠ] *বি* অলস লোক। 'যতসব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

কুঁড়ের বাদশা [স কুষ্ঠ>+ফা বাদশাহ্] *বিণ* অত্যন্ত অলস। 'ছেলেটা বাপের মতো কুঁড়ের বাদশা হয়েছে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

কুঁড়েমি [স কুষ্ঠ>] *বি* আলস্য। 'কুঁড়েমি করবার মতো বেলাটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কুঁড়ো [স কণুন] *বি* তুষের কণা। 'ঘরে খুদকুঁড়ো আর বাকি রইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

কুঁড়োজাল [স কুট্মল>+স জাল] *বি* ছোটো আকারের জালবিশেষ। 'কুঁড়োজাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কুঁড়োজালি [স কুট্মল>+স জাল] *বি* বৈষ্ণবদের জপমালার থলি। 'ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুঁতা, কোঁতা [স কুন্থন] *ক্রি* কষ্ট প্রকাশক শব্দ করা। 'কুঁতবি যখন কফের জ্বালায়।' *লালন*, ১৮৯০।

কুঁথা [স কুন্থন] *ক্রি* কাতরতা প্রকাশ করা। 'তাই তুলো-ধুনো করছে ততই যতই মরিস কুঁথে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কুঁদরি *বি* পটলের মতো সবজিবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুঁদা[1] [ফা কনদাহ্] **১** *ক্রি* খোদাই করা। 'যেন বহুযত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রি* গঠন করা। 'দুয়ার রুধে বচন কুঁদে খেলনা আমার হয় বানাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কুঁদা [স কুন্দ] *ক্রি* বানানো। 'বড় কারিকরে কুঁদিলে তাহারে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

কুঁদা[2] *ক্রি* হুঙ্কার ছাড়া। 'লম্ফে রূপা শূন্যে উঠি পড়ল কুঁদে মাটির পরে।' *জসীম*, ১৯২৯।

কুঁদা[3] [স কাণ্ড] **১** *বি* কাঠের গুঁড়ি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* কাঠের হাতল। 'বন্দুকের কুঁদার উপরে কেটে বসে কঠিন আঙুল।' *নীরেন*, ১৯৬১।

কুঁদি [ফা কনদাহ্] *বি* কাঠমিস্ত্রির যন্ত্রবিশেষ। 'কুঁদির মুখে বাঁক থাকবে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কুঁদিলে [ফা কনদাহ্] *বিণ* খোদাইকৃত। 'কুঁদিলে শ্রীমুখ বাংলা চুলো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কুঁদুলি [স কন্দল>] *বি* ঝগড়াটে নারী। 'কুঁদুলিকে নিয়ে গেল খ্যাঁকশেয়ালি এসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

কুঁদুলে [স কন্দল>] *বিণ* ঝগড়াটে। 'চিরকালই ওর ওইরকম কুঁদুলে স্বভাব।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

কুঁপি [স কুপী] *বি* কুপি। 'কুঁপি ভরি তৈল দিল তেলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুক[১] [ই] *বি* বাবুর্চি। 'কুক হয়ে মুখখানি লুক করি সুখে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কুক[২] [ধ্বন্যা] *বি* মুখ দিয়ে তৈরি এক ধরনের সংকেতধ্বনি। 'হাজার সাঁওতাল এক সঙ্গে উল্লাস করিয়া কুক দিয়া উঠিতেছে।' *তারা*, ১৯৪০।

কুক কুক [ধ্বন্যা] *বি* হাঁস-মুরগি ডাকার শব্দ। 'আয় আয় কুক কুক তি-তি-তি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কুক ছেড়ে কাঁদা *ক্রি* আর্তনাদ করে কাঁদা। 'না নিই তো কুক ছেড়ে তখন কাঁদিস।' *মনোজ*, ১৯৬১।

কুকণ্ঠ [স] *বিণ* কণ্ঠ কর্কশ এমন। 'সখি! সুকণ্ঠই বলো, আর কুকণ্ঠই বলো।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

কুকথা [স] *বি* খারাপ কথা। 'কুকথা কদাপি বাচ্য নহে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

কুকপালিয়া [স কুকপাল>] *বিণ* দুর্ভাগা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুকবি [স] *বি* অযোগ্য কবি। 'সমসাময়িক কুকবিদের কোকিল বলে ভর্ৎসনা করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

কুকর্ম, কুকর্ম্ম [স] **১** *বি* খারাপ কাজ। 'তিনি তোমার এই কুকর্ম্মানুসারে তোমাকে এই প্রতিফল দিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* পাপকর্ম। 'আত্মহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

কুকর্মসূচক, কুকর্ম্মসূচক [স] *বিণ* ঘৃণিত; নোংরা। 'কুকর্ম্মসূচক আমোদেই লিপ্ত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

কুকর্মান্বিত, কুকর্ম্মান্বিত [স] *বিণ* খারাপ কাজে লিপ্ত। 'সেন যাহাকে কুকর্ম্মান্বিত দেখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

কুকর্মাসক্ত, কুকর্ম্মাসক্ত [স] *বিণ* খারাপ কাজে লিপ্ত। 'কোষ্ঠী, কুকর্ম্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কুকশিমা *বি* কুকুর-শোঁকা গাছ। 'কুকশিমা গাছের শুঁয়ার মত পালকওয়ালা সাদা সাদা ফুল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কুকাজ [কুকার্য] *বি* কুকর্ম; অনৈতিক কাজ। 'কু-কাজ করিলে, অখ্যাতি হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

কুকাণ্ড [স] **১** *বি* নিন্দনীয় কাজ। 'ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বি* মন্দ ঘটনা। 'বিলিতি চাল যে কুকাণ্ড ঘটাতে পারে।' *অবন*, ১৯২৫।

কুকার্য, কুকার্য্য [স] *বি* কুকাজ; নিন্দনীয় কাজ। 'কুকার্য্যে যে লীন তাহাকেই কুলীন কহে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুকাল [স] *বি* খারাপ সময়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুকি, কুকী *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'হিমালয় নিবাসি কুকিদিগের ন্যায় ... এতাদৃশ আচরণ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'কুকী রমণীর নৃত্য হবে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কুকিল [স কোকিল] *বি* কোকিল। 'কুকিলে পঞ্চম গায়।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কুকিলি [স কোকিল>] *বি স্ত্রী* কোকিল। 'মন্দবায় পঞ্চম গায় কোকিল কুকিলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কুকিলা [স কোকিলা] *বিণ* কোকিলের মতো সুমধুর স্বরবিশিষ্ট। 'হরিপ্রিআ চন্দ্রকলা কর্পূরা কুকিলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুকীর্তি, কুকীর্ত্তি [স] **১** *বি* খারাপ ঘটনা। 'এত দেশ থাকতে নাটোরে এ কুকীর্তি হবে কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* খারাপ আচরণ। 'কামাল পাশার এই সমস্ত কুকীর্ত্তি।' *এসলাম*, ১৯৩২।

কুকু [প] *বি* কাকাতুয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

কুকুড়া [স কুক্কুট] *বি* মোরগ। 'যেই ঘরে আছে মোর কুকুড়ার বাসা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কুকুড়ী *বি স্ত্রী* মুরগি। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

কুকুর [স কুক্কুর] *বি* সারমেয়; সুপরিচিত এবং অনেক ক্ষেত্রে গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ; কুত্তা। 'কি করিবে কুলের কুকুরে।' *মুরারি*, ১৫৭০।

কুকুরছানা [স কুক্কুরশাবক] *বি* কুকুরের বাচ্চা। 'জন্মের সময় কুকুরছানার বন্ধ চোখের মত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কুকুররতি [স কুক্কুররতি] *বি* কুকুরের যৌনসঙ্গম। 'জনতা কুকুররতি দ্যাখার উৎসবে মুখর।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

কুকুর-শাবক [স কুক্কুরশাবক] *বি* কুকুরের বাচ্চা। 'সতীশ তাহার অচিরজাত কুকুর-শাবকটাকে বুকে চাপিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কুকুরী [স কুক্কুরী] *বি* কুকুরের কাজ। 'চাকুরী আর কুকুরীতে কিছু ভিন্ন ভেদ আছে রে পামর?' *মশাররফ*, ১৯০৮।

কুকুরা [স কুক্কুট] *বি* মোরগ। 'হংস কুকুরা প্রভৃতি পালন করে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কুকুলানো *ক্রি* কুলি করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুকেন [ই কোকেন] *বি* কোকো গাছের পাতা থেকে তৈরি মাদকদ্রব্য; কোকেন। 'ভিতরে আফিঙ আর হশীশ, না কুকেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কুক্কুট [স] *বি* মুরগি। 'কুক্কুটের ডিম্ব দড় হস্তে লাগে ভার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুক্কুটমাংস [স] *বি* মোরগের মাংস। 'জয়কালীর একটি যবনকরপক্ব, কুক্কুটমাংস-লোলুপ ভগিনীপতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কুক্কুটী [স] *বি স্ত্রী* মোরগ। 'সে কয়েকটি কুক্কুট কুক্কুটী পুষিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

কুক্কুর [স] *বি* কুকুর। 'প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুক্কুর-বৃত্তি [স] *বি* অত্যন্ত নীচ পেশা। 'কুক্কুর-বৃত্তি দাসত্ব করিব, তত্রাচ রেশমপ্রভুর হস্ত হইতে মুক্তির চেষ্টা করিব না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কুক্কুর-মারা *বি* প্রবল মারধর। 'আমাকে কুক্কুর-মারা করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কুক্কুরী [স] *বিণ স্ত্রী* কুকুর। 'যোগী যোগ ত্যজে, কুক্কুরীতে ভজে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কুক্রিয়া [স] *বি* খারাপ কাজ। 'যদ্রূপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

কুক্ষণ [স] *বি* অশুভ মুহূর্ত; দুঃসময়। **কুক্ষণে** [স] *ক্রিবিণ* দুঃসময়ে। 'ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা উভয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুক্ষি [স] **১** *বি* পেট। 'কুক্ষি বিদারণ না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বি* কাঁখ। 'বাঁ হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কুক্ষিগত [স] *বিণ* বগলদাবা। 'চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া...।'

রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কুক্ষিদেশ [স] *বি* কাঁক; কাঁকাল। 'কুক্ষিদেশে একটি ঝাঁপী লইয়া নদীর নিকটে যাইয়া কহিলেন ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

কুক্ষিমুক্ত [স] *বিণ* অবৈধ দখল থেকে মুক্ত। 'এসব প্রতিষ্ঠান সরকারী কর্ম্মচারীদের কুক্ষিমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

কুক্ষিস্থ [স] *বিণ* কুক্ষিগত। 'কবিরা নিজের কুক্ষিস্থ উপাদান নিয়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

কুক্ষী [স কুক্ষি] *বি* পেট। 'এইখানকার মহারাজাদের কুক্ষী নিবিষ্ট ভৃত্যবৎ ছিল।' *রামরাম*, ১৮০২।

কুখাদ্য [স] *বি* খেলে শরীরের ক্ষতি হয় এমন খাবার। 'যাহা খাইলে শরীরের অপকার জন্মে, তাহাই কুখাদ্য।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

কুখ্যাত [স] *বিণ* মন্দ কাজের জন্যে পরিচিত। 'আমরা, – দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কুখ্যাতি [স] *বি* কলঙ্ক। 'কুখ্যাতি প্রচার হওয়াতেই, তাঁহার মাতা শ্রীমহাদেবী জাতিচ্যুত হন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কুগঠন [স] *বিণ* গড়ন ভালো নয় এমন। 'কুগঠন মৃৎপাত্রেও তৃষা নিবারণ সেইরূপ হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কুগঠিত [স] *বিণ* খারাপভাবে তৈরি। 'কুগঠিত মূর্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কুগত [স] *বিণ* মন্দগামী। 'কুমুদ কুসুম রভস বসী। অবহি উগত কুগত সসী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কুগতিক [স] *বি* মন্দ পথ। 'ঐ সকল কুগতিক না হইতে পারিবার নিমিত্ত ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৮।

কুগ্রহ [স] *বি* (কল্পিত) অশুভ গ্রহ। 'কুগ্রহে দৃষ্টি কৈলে পড়এ জঞ্জাল।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কুঘটনা [স] *বি* অশুভ কাণ্ড। 'তা হলে এ সব কুঘটনা কখনই ঘটত না।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কুঘটা [স কু+ঘটনা] *বি* খারাপ ঘটনা। 'বাড়াবাড়ি হইলে ক্রমে/ কুঘটাতে আটক পায় কর্মে।' *লালন*, ১৮৯০।

কুঙর [স কুমার] *বি* কুমার। 'শ্রীযুত কুঙর হরিনাথ রায় রাজা ও বাহাদুর খেতাব প্রাপ্তিহেতুক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কুঙ্কুম [স] *বি* জাফরান। 'হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন মঙ্গলদ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কুঙ্কুমে তুলিআ মলা নারায়ণ তৈল দিআ গায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুঙ্কুমগন্ধ [স] *বি* সুগন্ধিবিশেষ। 'করি নানা পরিবন্ধ লেপহ কুঙ্কুমগন্ধ নাগ্রি নেউটিবেক যৌবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুচ১ [স] *বি* স্তন। 'নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুচকলি [স] *বি* স্তনের বোঁটা। 'কুচকলি নিঙাড়ি নিঙাড়ি ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

কুচকান্তি [স] *বি* স্তনের সৌন্দর্য। 'কুচকান্তি হেরি, অতি দুঃখী করি, নিজ গর্ব্ব হরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কুচকুম্ভ [স] *বি* কুম্ভরূপ স্তন। 'তোর দুঈ কুচকুম্ভ বান্ধি নিজ গলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুচগিরি [স] *বি* উঁচু স্তন। 'নাসা খগপতিচঞ্চু ভরম ভয়ে কুচগিরি সান্ধি নিবাসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

কুচযুগ [স] *বি* স্তনজোড়া। 'মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুচযুগল [স] *বি* স্তনজোড়া। 'সুররাজগজকুম্ভ কুচযুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুচ-রুচি [স] *বি* স্তনের সৌন্দর্য। 'সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সুতার কাঁচলি আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে কুচ-রুচি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কুচাগ্র [স কুচ-অগ্র] *বি* স্তনের বৃন্ত। 'কুচাগ্রে শ্যামল মুদ্রা অতি চারুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুচ২ [ফা] ১ *বি* সৈন্যদের অনুশীলন; কুচকাওয়াজ । 'সেই দিন কুচ হইল কুফার শহরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* যুদ্ধযাত্রা। 'সেনাসকল শিবির ভঙ্গ করিতে লাগিল, পরদিন প্রভাতে "কুচ" করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

কুচকাওয়াজ [ফা কুচ+আ কাওয়াজ] *বি* সৈনিকদের অনুশীলন। 'কর্মীরা কুচকাওয়াজ করে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

কুচ৩ [স গুঞ্জা] *বি* গুঞ্জাফল। **কুচফল** [স গুঞ্জাফল] *বি* গুঞ্জাফল। 'মধুবীজ সুফল রোচন কুচফল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কুচনয়ন [স গুঞ্জানয়ন] *বি* কুচফলের মতো লাল চোখ। 'মরি কুচনয়নে খোঁচ মারে প্রাণে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কুচবরন [স গুঞ্জাবর্ণ] *বিণ* কুচফলের মতো লাল রংবিশিষ্ট। 'সিসা রঙ্গী, ধলবরন, কুচবরন – কত যে রঙের পাখনা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কুচকি [স কক্ষ>] *বি* তলপেট ও উরুর সন্ধিস্থল। *ওগ্সাঁ*, ১৭৮৫।

কুচকুচ [ধ্বন্যা] *বি* উজ্জ্বল ও গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের আভা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুচকুচে [ধ্বন্যা] *বিণ* গাঢ় ও চকচকে। 'কালো কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাপটায় বেড়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

কুচক্কুরে [স কুচক্রী] *বিণ* কূটকৌশলী। 'ঐ রকম কুচক্কুরে মন না হ'লে কি আর এই দশা হয়?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কুচক্র [স কু+চক্র] *বি* ষড়যন্ত্র। 'রুক্মি আমার ভাই কুচক্র করিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুচক্রান্ত [স] *বি* কূট ষড়যন্ত্র। 'কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজগৃহকে বিশ্লিষ্ট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুচক্রী [স] *বিণ* ষড়যন্ত্রকারী। 'কুটিল কুচক্রী ছেলে-ধরা বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কুচনি [কোচ>] *বি* বেশ্যা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুচপরওয়া [হি কুছ+ফা পরওয়াহ্] *বি* কোনো ধরনের ভয়। 'ক্যা ফুরতি! কুচপরওয়া নেই, মদ লেয়াও!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কুচর [স কুচরিত্র] *বি* ধর্ম পালন করে না এমন লোক। 'কিবা ইন্দু কিবা মোসোলমান কিবা কুচর।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুচরিত্র [স] *বি* খারাপ স্বভাবের লোক। 'কেহ না ঘনায় মন্দ কুচরিত্র পাশে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুচরীত [স কুচরিত্র] *বি* কদাচার। 'হেন বুঝোঁ রাধা তোঁ করিলি কুচরীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুচা [স কুৎসা] *বি* কুৎসা; নিন্দা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুচাইলতা *বি* লতা বা গুল্মবিশেষ। 'মানগড়্যা বাকুচি কুচাইলতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুচাগ্র দ্র **কুচ**[1]

কুচাল [স] *বি* মন্দ চালচলন; অসদাচরণ। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

কুচি [স কূর্চ] ১ *বি* ছোটো টুকরা। 'বে অরুচির রুচি, যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি।' *রামনারায়ণ, ১৮৫৪।* ২ *বি* লোম। 'ঠোঁটে আর থুতনিতে শুয়োরের কুচির মতো চুলগুলো খাড়া হয়েছিল।' *প্রমথ, ১৯৪১।*

কুচি-করা *বিণ* ছোটো ছোটো করে কাটা। 'কুচি-করা সুপারি আছে কাগজের বাক্সে।' *ইলিয়াস, ১৯৭৫।*

কুচি দেওয়া *ক্রি* পরিষ্কার করা। *মানোএল, ১৭৪৩।*

কুচিকিৎসক [স] *বি* মন্দ ডাক্তার। 'অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন।' *বঙ্কিম, ১৮৭৮।*

কুচিকিৎসা [স] *বি* ভুল বা অনুপযুক্ত চিকিৎসা। 'আলস্যস্বভাব, দারিদ্র্যদশা, কুচিকিৎসা ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ কারণে ...।' *অক্ষয়, ১৮৫০।*

কুচি কুচি [ধ্বন্যা] *বিণ* ছোটো ছোটো। 'কুচি কুচি করিয়া ভুকিব এক সাথে।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।*

কুচিত্র [স] *বি* অশোভন ছবি। 'এমন সমস্ত কুচিত্র ও কুদৃশ্য ...।' *মোয়াজ্জিন, ১৯৩৪।*

কুচিত্রিত [স] *বিণ* খারাপভাবে উপস্থাপিত। '... কুচিত্রিত মোসলেম পুরুষ ও নারী চরিত্রের সহিতই পরিচিতি হইয়া আসিতেছিলাম।' *বঙ্গীয়, ১৯২১।*

কুচিন্তা [স] *বি* খারাপ চিন্তা। 'কোন কুচিন্তা ও কলুষভাব যাহাদের অন্তরে স্থান পায় নাই।' *এসলাম, ১৯২০।*

কুচিন্তিত [স] *বিণ* কুচিন্তা করা হয়েছে এমন। 'কুচিন্তিত কারেমী ব্যবস্থার জন্য।' *মোয়াজ্জিন, ১৯৩৩।*

কুচুটিআ [স কুৎসা>] *বিণ* কুচিন্তাকারী। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

কুচুটে [স কুৎসা] *বিণ* কুটিল প্রকৃতির। 'কুচলিয়া তিতা কুচুটে বুদ্ধি।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।*

কুচো [স কূর্চ] *বিণ* ছোটো। 'কুচো চিংড়ী।' *বিভূতি, ১৯৩৮।*

কুচোমাছ [স কূর্চ+স মৎস্য] *বি* সাপের মতো কালো রঙের মাছবিশেষ। 'কুচো মাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে।' *রবীন্দ্র, ১৯৪১।*

কুচ্ছ [স কুৎসা] ১ *বিণ* দোষযুক্ত। *মানোএল, ১৭৪৩;* 'সে কেবল জানিবা কুচ্ছ।' *ভবানী, ১৮২৫।* ২ *বিণ* তুচ্ছ। 'ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে।' *মাইকেল, ১৮৬৬।* ৩ *বি* কুৎসা। 'কুলের কুচ্ছ ব্যক্ত করা কাপুরুষের কাজ।' *দীনবন্ধু, ১৮৬৬।*

কুচ্ছা [স কুৎসা] *বি* কুৎসা। 'হোমের কুচ্ছা, হোমের গ্লানী, হোমটা একটা নেষ্টী প্রেস।' *মশাররফ, ১৮৯০।*

কুচ্ছিত [স কুৎসিত] *বিণ* কুৎসিত। 'শয়ন কুচ্ছিত বীরের ভোজন বিটকাল।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

কুচ্ছিতা [স কুৎসিত>] *বিণ স্ত্রী* কুৎসিত। *মানোএল, ১৭৪৩।*

কুচ্ছো [স কুৎসিত>] *বি* নিন্দা। 'করব না আর কুচ্ছো।' *নজরুল, ১৯২৬।*

কুচ্যামোড় [স কুঞ্চিকা+স মুণ্ড>] *বি* জল ক্ষেপণের উপকরণবিশেষ। 'কুচ্যামোড় কাঁর হাথে কার জলচ যন্ত্র।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

কুছিত [স কুৎসিত] *বিণ* কুরূপ; অসুন্দর। 'বনচারি গোপি আমা কুছিত দেখিয়া।' *মালাধর, ১৫০০।*

কুজ[1] [স কুব্জ] *বি* পিঠের অস্বাভাবিক ফুলে ওঠা বাঁকানো অংশ। 'সেইক্ষণে কুজ তার ঘুচাইল পৃষ্ঠে।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

কুজ[2] [ফা কুজাহ্] *বি* মাটির জলপাত্রবিশেষ। 'জলের কুজ লইয়া, ঐ স্থান দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল।' *বিদ্যা, ১৮৬৩।*

কুজন[1] [স] *বি* আনন্দে গুঞ্জন। 'রাধাগ্রে কৈল কুজনে।' *বড়ু, ১৪৫০।*

কুজন[2] [স] *বিণ* খারাপ লোক। 'সুজনের মলা নাহি এবং কুজন না জর্মে।' *আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।*

কুজনা [স কুজন] *বি* দুর্জন; দুষ্টলোক। 'নেহারে গোলমাল হ'লে পড়বি কুজনার ভোলে।' *লালন, ১৮৯০।*

কুজা[1] [স কুব্জ] ১ *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'কুজা কুটুজ কদম্ব বাসক কেন্দু কুন্দ।' *বড়ু, ১৪৫০।* ২ *বিণ* বাঁকা। 'চাবুকের ঘায় কেহ হইয়া গেল কুজা।' *গরীব, ১৭৬৫।*

কুজা[2] [স কুজা] *বি* পানি রাখার জন্য তৈরি মাটির পাত্র। 'এক কুজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

কুজা[3] [স কূজন>] *ক্রি* কলতান করা। 'আজ কোকিল কুজে পিচকারীর সুরে।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।*

কুজিত [স] *বিণ* গুঞ্জন করেছে এমন। 'কোকিল কুজিত ভ্রমর গুঞ্জিত।' *রামপ্রসাদ, ১৭৮০।*

কুজিয়ান *বি* ছোটো নৌকা। *মানোএল, ১৭৪৩।*

কুজীবন [স] *বি* মন্দ জীবন। 'আমার কি কুক্ষণে জন্ম। এ কুজীবন।' *মাইকেল, ১৮৭৩।*

কুজো [স কুজা] *বি* মাটির তৈরি সরু গলাবিশিষ্ট জল রাখার পাত্রবিশেষ। *ওসাঁ, ১৭৮৫।*

কুজ্ঝটি [স] *বি* কুয়াশা। 'নিদারুণ মাঘ মাসে সদায় কুজ্ঝটি।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

কুজ্ঝটিকা, কুজ্ঝাটিকা [স] *বি* কুয়াশা। 'শীতকালে কুজ্ঝটিকা হইয়া থাকে।' *মদনমোহন, ১৮৪৯;* 'প্রাতঃকালে চতুর্দ্দিক মেঘাবৃতবৎ ঘনতর কুজ্ঝাটিকাতে আচ্ছন্ন থাকে।' *অক্ষয়, ১৮৪৯।*

কুজ্ঝটি-জাল [স] *বি* কুয়াশার জাল। 'মায়ার কুজ্ঝটি-জাল যাক দূরে যাক।' *রবীন্দ্র, ১৯২৪।*

কুজ্ঞান [স] *বি* বদখেয়াল। 'তাহাতে দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া নানান কুজ্ঞান উদয় হইলে ...।' *রামরাম, ১৮০১।*

কুজ্ঞানি [স কুজ্ঞানী] *বিণ* মন্দজ্ঞানবিশিষ্ট। 'কুজ্ঞানি এই বুড়ি কর্মে কইল ডেড়ি।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

কুঝটী [স কুজ্ঝটি] *বি* কুয়াশা। 'মাঘমাসে আনিবার সদাই কুঝটী।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

কুঞ [স কূপ] *বি* কুয়া। 'পরক বচনে কুঞ ধস দেঅ তৈসন কে মতিহীন।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

কুঞ্চন [স] ১ *বি* সংকোচন। 'কুঞ্চন-ক্রিয়াতে তাপ সৃষ্টি হয়।' *বঙ্কিম, ১৮৭৫।* ২ *বি* ভাঁজ। 'চিবুকের মনোরম কুঞ্চন।' *মানিক, ১৯৩৫।*

কুঞ্চা [স কুঞ্চন>] *ক্রি* কোঁচকানো। 'ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা ... ।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৯।*

কুঞ্চিত [স] ১ *বিণ* সংকীর্ণ। 'কুঞ্চিতহৃদয় সূত্রধারীদিগের দ্বারা

অদ্যাবধিও ভ্রমশিক্ষা প্রদান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* কোঁচকানো। 'নাসিকার সুকুমার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* সংকুচিত। 'অবাধ্য শরীর সংকোচে কুঞ্চিত হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৪** *বিণ* কোঁকড়ানো। 'ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কুঞ্চিততর [স] *বিণ* অধিক কুঞ্চিত। 'ভ্রূ কুঞ্চিত হইতে কুঞ্চিততর হইতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কুঞ্চিতলোলচর্ম [স] *বিণ* ভাঁজযুক্ত ঢিলে চামড়াবিশিষ্ট। 'কঙ্কালসার কুঞ্চিতলোলচর্ম শিশু।' *তারা*, ১৯৪৩।

কুঞ্চিতহৃদয় [স] *বিণ* সংকীর্ণমনা। 'কুঞ্চিতহৃদয় সূত্রধারীদিগের দ্বারা অদ্যাবধিও ভ্রমশিক্ষা প্রদান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কুঞ্চিকা [স] *বি* চাবি। 'সিন্দুকের কুঞ্চিকাও এক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গেই আছে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

কুঞ্জ [স] **১** *বি* লতাপাতায় আচ্ছাদিত ঘরের মতো স্থান। 'এক এক নারি লআঁ এক এক কুঞ্জে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* তপোবন। 'আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০। **৩** *বি* বন। 'কুঞ্জে ২ ভ্রমে রাজা রমণী সহিতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কুঞ্জকাননচারী [স] *বিণ* কুঞ্জকাননে বিচরণকারী। 'কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

কুঞ্জকুটির, কুঞ্জকুটীর [স] **১** *বি* কুঞ্জ। 'বন উপবন কুঞ্জ কুটীরহি সবহি তোহি নিরূপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* বাগানবাড়ি। 'অলিন্দ-ওয়ালা কুঞ্জকুটিরটি আমার ভারি মনে লেগে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুঞ্জক্রীড়া [স] *বি* প্রেম। 'রাত্রিদিনে কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুঞ্জগেহ [স] *বি* লতাপাতা দিয়ে তৈরি করা ঘর; আশ্রম। 'কাহ্নাঞি আসিব কুঞ্জগেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুঞ্জঘর [স কুঞ্জ+ঘর] *বি* লতাগৃহ। 'সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা গেল কুঞ্জঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুঞ্জছায়াবীথিকা [স] *বি* গাছের ছায়াঢাকা বনের পথ। 'ওরা চলেছে কুঞ্জছায়াবীথিকায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কুঞ্জতল [স] *বি* ঝোপের নীচ। 'ধরি লআঁ জাএ কুঞ্জতলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুঞ্জদুয়ার [স কুঞ্জদ্বার] *বি* কুঞ্জ বা আশ্রমের প্রবেশপথ। 'কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো/ রজনীপ্রভাতে বসে রব কত!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কুঞ্জদ্বার [স] *বি* বন-নিবাসের প্রবেশপথ। 'কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কুঞ্জবন [স] *বি* কুঞ্জময় কানন। 'একল কুঞ্জবনে আকুল কান।।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'চারি দিকে কুঞ্জবন, কন্দর, পর্বত, নিবিড় কানন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুঞ্জবনচারী [স] *বি* যে কুঞ্জময় বনে বিচরণ করে। 'চিরকিশোর মুরলীধর কুঞ্জবনচারী।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

কুঞ্জ-বিহারি [স কুঞ্জবিহারী] *বিণ* বাগানে বিচরণকারী। 'আঁধার পিঞ্জরে তুই রে কুঞ্জ-বিহারি বিহঙ্গ।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কুঞ্জবীথি [স] *বি* বাগান। 'অবেলায় কুঞ্জবীথি/ এলে মোর শেষ অতিথি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কুঞ্জবীথিকা [স] *বি* উপবনের সারি। 'কুঞ্জবীথিকায় ... ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

কুঞ্জভবন [স] *বি* লতা-পাতায় ঘেরা ঘরের মতো স্থান; আশ্রম। 'সন্ধ্যাপবনে কুঞ্জভবনে/ নির্জন নদীতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কুঞ্জলতা [স] *বি* একপ্রকার লতানো গাছ। 'কুঞ্জলতাও হতে পারে।' *জীবন*, ১৯৩২।

কুঞ্জশোভা [স] *বিণ* কুঞ্জের শোভাবর্ধনকারী। 'কুঞ্জশোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কুঞ্জসভা [স] *বি* কুঞ্জবন। 'বাগানের কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন ও অশথ গাছের একটি কুঞ্জসভা দেখতে পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কুঞ্জান্তর [স কুঞ্জ-অন্তর] *বি* অন্য আশ্রম। 'বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে সমদেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

কুঞ্জর [স] *বি* হাতি। 'কি ছার কুঞ্জর মাতোয়ার।' *মুরারি*, ১৫৭০।

কুঞ্জরচর্ম [স] *বি* হাতির চামড়া। 'উত্তরি আঁতের নাড়ি কুঞ্জরচর্মের শাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুঞ্জরনিকর [স] *বি* হাতির পাল। 'রণোন্মত্ত কুঞ্জরনিকরের বৃংহিত শব্দ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কুঞ্জরবর [স] *বি* হাতি। 'ধাইল কুঞ্জরবর বড়ই দুরন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুঞ্জরশুণ্ডাকার [স] *বিণ* হাতির শুঁড়ের মতো। 'সসা জেন মসাগুলা জলৌকা কুঞ্জরশুণ্ডাকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুঞ্জরগামিনী [স] *বি* হাতির মতো গমন করে যে। 'দুবলা চলিত জেন কুঞ্জরগামিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুঞ্জসীপানা [স কঞ্জুষ] *বি* কঞ্জুসের আচরণ। 'কী কুঞ্জসীপানা! দেও না একটু পান-দোক্তা।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

কুঞ্জি [স কুঞ্চিকা] *বি* চাবি। 'মোর হস্তে সমস্ত যথেক সব কুঞ্জি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুঞ্জিকা [স কুঞ্চিকা] *বি* চাবি। 'আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুঞ্জিকা পীরদিগের হস্তেই।' *সওগাত*, ১৯৩৮।

কুঞ্জিকাটি [স কুঞ্চিকা+কাঠি] *বি* চাবি। 'তার মনের গোপন মঞ্জুষার কুঞ্জিকাটি যেন কিছুতেই দিতে চায় না।' *নজরুল*, ১৯২২।

কুট[১] [স কূট] *বিণ* জটিল। 'তোর কুট মন মোহে ডুবাওল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কুট[২] [স কুট্>] *বি* খড়। 'কুটগাছটি দিলে দুভাগ হয়ে যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কুট[৩] [স] *বি* কেল্লা; দুর্গ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুটকচালিআ [স কূট>] *বি* কূট চাল দেয় যে; চালিয়াত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুটকাট [ধ্বন্যা] *বি* ছোটাছুটির শব্দ। 'সমস্ত বেলাই কুটকাট দুড়দুড় ... চলছেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কুটকুট [ধ্বন্যা] **১** *বি* কোনো কিছু চিবানোর শব্দ। 'গুটিচারেক ছোটো তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে কুটকুট করে পরম তৃপ্তি-সহকারে আহার করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* চুলকানির ভাব। 'ঘাসে আমার কুট-কুট করে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কুটজ [স] *বি* কুড়চি ফুল ও তার গাছ। 'কুটজে ভ্রমর ধায় ত্যজি

কমলিনী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কুটনা[1] [স কুট্‌>] *বি* রান্নার উপযোগী ক'রে কাটা তরকারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'কেহ কুটনা কুটিতেছে।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

কুটনা কোটা *ক্রি* রান্নার জন্য তরকারি কাটা। 'বাড়িতে কি কুটনো কুটার নিয়ম নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কুটনা বাটনা *বি* রান্নার জন্য সবজি কাটা ও মসলা বাটার কাজ। 'তিনি কুটনা বাটনার কাজ করিয়া দিয়াছেন।' *কেরি*, ১৮০২।

কুটনো [স কুট্‌>] *বি* রান্নার উপযোগী ক'রে কাটার তরকারি। 'এখন তোমরা কুটনো কোটো।' *অমৃত*, ১৯০০।

কুটনা[2] *দ্র* **কুটনি**

কুটনি, কুটনী [স কুট্টনী] ১ *বি* ব্যভিচারে সহায়তাকারী নারী। 'যৌবন বাখান যদি কুটনী কহিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* যে স্ত্রীলোক কান ভাঙানি দিয়ে বিবাদ লাগায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুটনা [স কুট্টনী>] *বি* পুং বেশ্যার দালাল। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

কুটনামী [স কুট্টনী>] *বি* কুটনির কাজ। 'অনেক পাপ অনেক কুটনামীর রেখা-জাগা লোলচর্ম মুখটাও ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কুটনিপনা, কুটনীপনা [স কুট্টনী>] *বি* কুটনির আচরণ। 'তখন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া যোটকতা ব্যবসায় অর্থাৎ কুটনীপনায় প্রবর্ত্ত হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুটিনী [স কুট্টনী] *বিণ* নারী ও পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত মিলন ঘটানোর দূতী। 'অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতী কুটিনী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কুটম্বতা [স কুটুম্ব] *বি* আত্মীয়ের সম্পর্ক। 'তাহার সহিত কাহার নৈকট্যতা বা কুটম্বতা কিম্বা আত্মীয়তা থাকিলেও ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

কুটরী [স কোষ্ঠ] *বি* ঘর; কক্ষ। 'নীচের তালায় অনেক কুটরী আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কুটা[1] [স কুট্‌>] ১ *বি* খড়। 'তৃণ-কাঁটা-কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* খড় বা তৃণের ছোটো অংশ। 'পারাবত লবে যদি দাঁতে কর কুটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুটা[2] [স কুট্‌>] ১ *ক্রি* কাটা। 'বোদালি কুটিতে তুমি পাবে নিজ স্বামী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* ঠোকা। 'কুটএ আপনা মুণ্ড পাষাণ উপর।' *সুলতান*, ১৬৫০। ৩ *ক্রি* কেটে টুকরা করা। 'নারী বসিয়াছে সেই মৎস্য কুটিবার।' *সুলতান*, ১৬৫০। ৪ *ক্রি* আঘাত করা। 'দুই হাতে হিয়া কুটে কান্দে উচ্চরায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৫ *ক্রি* ভাগ করা। 'প্রশাদ কুটিয়া নিল সন্দেশের ছলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৬ *ক্রি* ছাতু করা বা গুঁড়া করা। 'ছোলা কুটে ও কলাই বাটে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কুটান [স কুট্‌>] *ক্রি* চূর্ণ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুটারি [স কোষ্ঠ] *বি* কোঠাবাড়ি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

কুটি[1] [স কুটির] ১ *বি* কুটির। 'শরথের কুঞ্জ কুটি সেই রম্য স্থান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* দপ্তর। 'শ্রীযুত সাহেব সরকারের কুটি।' *ওগাঁ*, ১৭৭৯। ৩ *বি* নীলকুঠি। 'বড়বাবু না কুটি গিয়েছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কুটি[2] [স কোটি] *বিণ* কোটি। 'এতো দীর্গ, যে, কতো অনন্তো কুটি সমুদ্রো পারে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কুটিকুটি [স কুট্‌>] ১ *বিণ* খুবই ছোটো ছোটো। 'ছোট মুখের লম্বা লম্বা ঘটে কুটি কুটি মাংস ভরা রাখিয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* আহ্লাদে আটখানা; আকুল। 'আমারি বুকে আলয় পেয়ে/ হাসিয়া কুটিকুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কুটি-নাটি *বি* ছলনা। 'তার মধ্যে কুটি-নাটি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুটিনী *দ্র* **কুটনি**

কুটির, কুটীর [স] ১ *বি* ঘর। 'বন উপবন কুঞ্জ কুটীরহি সবহি তোহি নিরূপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* কুঁড়েঘর। 'পাঠশালার জন্য একটি পর্ণকুটির দান ... বিস্তর কল্যাণ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* ছোটো বাড়ি। 'দুই-চারিটি টিনের-ছাদ-বিশিষ্ট কুটির।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কুটিরদ্বার [স] *বি* ঘরের দরজা। 'আপন কুটিরদ্বার বন্ধ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কুটিরশিল্প [স] *বি* গৃহে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য। 'কুটিরশিল্প প্রধানতঃ মেয়েদের শিল্প।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কুটিরশিল্পী [স] *বিণ* ঘরে বসে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারী। 'কুটিরশিল্পী মুসলমানের জিনিষ বেশী দামে আর কেউ কিনিলে না।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৪।

কুটীরশিল্প [স] *বি* হাত দিয়ে সম্পন্ন করা যায় এমন শিল্প। 'ভবিষ্যতে নরসুন্দরের কুটীরশিল্পটা বিদ্যুৎচালিত কারখানা শিল্পে পরিণত হবে না তো?' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কুটীরাভ্যন্তর [স কুটীর-অভ্যন্তর] *বি* কুটিরের ভিতর। 'সহসা কুটীরাভ্যন্তরে আলোচনা বন্ধ হইল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কুটিল [স] ১ *বিণ* বক্র। 'কুটিল গমন ঘন কাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* শঠ। 'ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নলুঁ ঐছন কুটিল কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বিণ* কোঁকড়া। 'ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* জটিল। 'হায়! ... কালের কুটিল গতি!!' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৫ *বিণ* প্যাঁচানো। 'তাহাদিগের কথাবার্ত্তা যেমন কুটিল, আচরণেও তাহার প্রকাশ ঘটিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ *বিণ* মেকি। 'আপন আপন পরিচ্ছদ এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৭ *বিণ* টেরা। 'তাহার একজন ধূম্র বর্ণ, দীর্ঘ দন্ত ও কুটিল নেত্র ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৮ *বিণ* বিপজ্জনক। 'আবর্তে কুটিল নদী।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

কুটিলচিত্ত [স] *বিণ* কূট মানসিকতাপূর্ণ। 'পরসৌভাগ্যে ঈর্ষাতুর, কুটিলচিত্ত, সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত লোকের অভাব সেই সভায় ছিল না।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

কুটিলতা [স] *বি* ধূর্ততা। 'কেহ২ বা কুটিলতা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কুটিলবুদ্ধি [স] *বিণ* কূটবুদ্ধিবিশিষ্ট। 'পৃথিবীর নির্মম কুটিলবুদ্ধি চক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কুটিলভাবে *ক্রিবিণ* জটিলভাবে; পেঁচিয়ে। 'নির্ঝর-নির্গত জল শুভ্রবর্ণ বেণীর ন্যায় অতি কুটিলভাবে পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে প্রবাহিতত হইতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

কুটিলস্রোত [স] *বি* ক্ষতিকর ধারা। 'তাতে জমবেই বাষ্প, নীলবিষের মতো কুটিলস্রোত, আর তা বাড়তে থাকবে ক্রমশ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

কুটিলা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* ধূর্ত। 'নারীও অতিশয় চপলা, কুটিলা, মিথ্যাবাদিনী ও পুরুষঘাতিনী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ স্ত্রী* জটিল। 'বিজ্ঞেরা যথার্থই বলেছেন যে কালের গতি অতি কুটিলা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কুটিলাক্ষর [স কুটিল-অক্ষর] *বিণ* কুটিল অক্ষরবিশিষ্ট। 'জীবনের যিনি গ্রন্থকার তিনিই যে কুটিলাক্ষর ছিলেন এমনি একটা গভীর বক্রোক্তি ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কুটী[1] [স কোটি] *বিণ* অসংখ্য। 'গুরুর চরণে মোর কুটী নমস্কার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কুটী[2] [স কুটি] *বি* কুঠি। 'তোমাকে কুটী করিতে পাট্টা দীলাম সালিআনা।' *বোগল*, ১৭৭০; 'তাতি কুটীতে কাপড় দাখিল করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

কুটীচক *বি* সন্ন্যাসীবিশেষ। 'সূতসংহিতার জ্ঞানযোগ খণ্ডে চারি প্রকার সন্ন্যাসীর বিবরণ সন্নিবেশিত আছে; কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কুটীর *দ্র* **কুটির**

কুটুজ [স কুটজ] *বি* কুড়চি ফুল। 'কুব্জা কুটুজ কদম্ব বাসক কেন্দু কুন্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুটুৎ [ধ্বন্যা] *বি* নখ বা ছোটো হাতিয়ার দিয়ে কাটার শব্দ। 'এই না বলে কুটুৎ করে চিমটি কাটে ঘাড়ে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

কুটুনী *বি স্ত্রী* ধান ভেনে জীবিকা অর্জনকারী। 'কুটুনীর ছেলে সে, এমন পরিচয় দিতে মাথা কাটা যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কুটুম [স কুটুম্ব] *বি* বিবাহসূত্রে আত্মীয়। 'কুটুম হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুটুমবাড়ি, কুটুমবাড়ী [স কুটুম্ববাটী] *বি* আত্মীয়ের বাড়ি। 'কুটুমবাড়ি হইতে ফিরিয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৭; 'ময়না গেছে কুটুমবাড়ী।' *অন্নদা*, ১৯৪৪।

কুটুম্ব [স] **১** *বি* আত্মীয়-স্বজন। 'হরিণী জানয় ভল কুটুম্ব বিবাধ। তবহুঁ ব্যাধক গীত সুনইত সাধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* দূর সম্পর্কের আত্মীয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কুটুম্বপনা [স কুটুম্ব+পনা] *বি* আত্মীয়সুলভ আচরণ। 'আজও ইয়াকুব কুটুম্বপনার কোন খুঁত রাখে নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কুটুম্ববাড়ি [স কুটুম্ববাটী] *বি* আত্মীয়ের বাড়ি। 'আমাদের হৃদয়লক্ষ্মী জগতের যে কুটুম্ববাড়ি হইতে যে সওগাত পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুটুম্ববিচ্ছেদ [স] *বি* আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবসান। 'কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।' *সনৎ*, ১৯৭০।

কুটুম্বভবন [স] *বি* আত্মীয়ের বাড়ি। 'স্বামীর কুটুম্বভবনে নিমন্ত্রণে যাইবার ছল করিয়া ... সকল গহনাই আনাইয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কুটুম্ব-ভরণ [স] *বি* আত্মীয়ের সেবা-যত্ন। 'আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব-ভরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুটুম্বালয় [স] *বি* আত্মীয়বাড়ি। 'এ যেন কুটুম্বালয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কুটুম্বি [স কুটুম্ব] *বি* আত্মীয়। 'জ্ঞাতি কুটুম্বিরা ইহা জানিতে পায় তবে আমাকে অব্যবহার্য্য করিবে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

কুটুম্বিতা [স] **১** *বি* আত্মীয়তা। 'মহাসএর সহিত জেমত কুটুম্বিতা করিতে মরজী।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **২** *বি* বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। 'মাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত কোন ২ নীলকরের আলাপ ও কুটুম্বিতা আছে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮।

কুটুম্বিতে [স কুটুম্বিতা] **১** *বি* মায়া। 'সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার ছাড় ভবের কুটুম্বিতে।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* বন্ধুত্ব; সখ্য। 'সাহেবদের সঙ্গে তেমন কুটুম্বিতে করে উঠতে পারেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কুটুম্বিনী [স] *বি স্ত্রী* আত্মীয়। 'তোমার নিকট কুটুম্বিনী হইতে ... পরিগৃহীত হইতে পারে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কুটুম্ভ [স কুটুম্ব] *বি* আত্মীয়। 'কেন হেন কুটুম্ভের কৈলে অপমান।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুটুরকাটুর [ধ্বন্যা] *বি* ইঁদুর প্রভৃতির দাঁত দিয়ে কঠিন বস্তু কাটাকাটির শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুটুর কুটুর [ধ্বন্যা] **১** *বি* চিবিয়ে খাওয়ার শব্দ। 'এক একটা ইঁদুর কলে পড়েও কুটুর কুটুর করে চালভাজা খায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। **২** *ক্রিবিণ* কুটুরকুটুর শব্দে। 'বিচিগুলো জাঁতিতে ফেলে কুটুর কুটুর কেটে চলে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কুটুরি [স কোষ্ঠ>] *বি* কোঠা। *ক্যাপগে*, ১৭৮৯।

কুটুরিআ *বিণ* দাঁত দিয়ে কাঠ কাটার স্বভাববিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুটুস কুটুস [ধ্বন্যা] *বি* দাঁত দিয়ে ভেঙে খাওয়ার শব্দ। 'কাঠবিড়ালি কুটুস কুটুস করে খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

কুটো [স কুট্>] *বি* ছোটো ছুরি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুটো [স কুট্>] *বি* খড়। 'পড়লে কুটো হয় রে দুটো এতই বেগবতী।' *লালন*, ১৮৯০।

কুটো-কাটা *বি* খড়, তৃণ, লতাপাতা প্রভৃতির টুকরা। 'কুটো-কাটা বাঁধবার জন্যে ছিল চোঁচের মতো খোঁচা দুফাঁক কাঁটা।' *অবন*, ১৯২৭।

কুটেল [স কুটিল] *বিণ* খল প্রকৃতির লোক। 'দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ ক্যারাণী, কুটেল ও বাজে লোকেরা ... রণস্থল জুড়ে রইলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কুটো-কাঠ [স কুট্>+স কাষ্ঠ>] *বি* খড়, তৃণ, শুকনা ডাল ইত্যাদি। 'তাদের খোপে খোপে গাঁঠে গাঁঠে পাখি বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কুটোকুটি [স কুট্>] *বি* ক্রমাগত মাথা কোটা। 'বৃথা মাথা কুটোকুটি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

কুটো ধরা *ক্রি* বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে কোনো কিছু আঁকড়ে ধরা। 'নিরাশ্রয়ের কুটো ধরার মতো।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কুট্টক [স] *বি* গুণন সংক্রান্ত গণিতবিশেষ। 'কুট্টক গণিত ও অন্য অন্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কুট্টনী [স] *বি* বিবাহবহির্ভূত মিলনে সহায়তাকারী নারী। 'বালক এক কুট্টনীর দ্বারা গোপনে খোজেস্তার নিকট বাক্য প্রেরণ করিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

কুট্টাই [স কুট্টনী>] *বি* বেশ্যার দালালি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কুট্টি *বিণ* আদি বাসিন্দা। 'ওই যে রকম ঢাকার কুট্টি গাড়ওয়ান, এক ভদ্রলোককে ভি-শেপের গেঞ্জি উলটো পরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কুট্টিতা [স কুট্ট>] *বিণ স্ত্রী* পিষ্ট করা হয়েছে এমন। 'অশ্বখুরের কোটি ২ আঘাতে পৃথিবী কুট্টিতা করিয়া সেই নগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

কুট্টিম [স] *বি* তল। 'গগনকুট্টিম হইতে নক্ষত্রপুষ্পগুলিকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুঠ [স কুষ্ঠ] *বি* কুষ্ঠ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তোমার মুখে কুঠ হবে।' *মানিক*, ১৯৪০।

কুঠনি [স কুট্টনী] *বি স্ত্রী* বেশ্যালয়ের প্রধান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুঠরি, কুঠরী [স কোষ্ঠ] **১** *বি* কোনো বাড়ির স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* ছোটো ঘর। *ক্যালগে*, ১৮০০; 'দুই তিন শত কুঠুরী প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বি* কামরা। 'প্রত্যেক বাঙ্গালাতে দুই২ কুঠরি করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

কুঠাবালাঘর [স কোষ্ঠ+ফা বালাখানা] *বি* অট্টালিকা; (বাউল) দেহ। 'তখন কুঠাবালাঘর, কোথা রবে কার।' *লালন*, ১৮৯০।

কুঠার [স] *বি* কুঠার। 'বরগুরু বঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

কুঠারধারী [স] *বি* রণকুঠারধারী। 'অগ্রেই গুপ্তচর, চিত্রকর এবং কুঠারধারীগণকে ছদ্মবেশে প্রেরণ করিতে হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কুঠারাঘাত [স কুঠার-আঘাত] *বি* কেটে ফেলার আঘাত। 'বঙ্গীয় সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

কুঠারি[1], কুঠারী[1] [স কুঠার] *বি* কুড়াল। 'মাগ্যা নিল পরাজয় কুঠারি বন্ধন করি গলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এক কুঠারী উঠাইয়া সর্পকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কুঠারি[2], কুঠারী[2] [স কোষ্ঠ] **১** *বি* কোঠাবাড়ি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আমার একটা কুঠারীও নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* কামরা। 'সে একটি কুঠারি দেখাইয়া দিয়া বলিল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

কুঠি, কুঠী [স কোষ্ঠিকা] **১** *বি* ছোটো দুর্গ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের দপ্তরসহ বাসভবন। 'বাবু কুঠী যাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'কখন কুঠী গিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কুঠিআল [স কোষ্ঠিকা>] *বি* কুঠির মালিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুঠিওয়ালা [কুঠি+হি ওয়ালা] *বি* কুঠির মালিক। 'রবিবারে কুঠিওয়ালারা বড়ো ঢিলে দেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

কুঠিবাড়ি [কুঠি+স বাটী] *বি* দপ্তরসহ বাসভবন। 'আমাদের কুঠিবাড়ির বাগানের দীর্ঘ নারকেল গাছগুলি প্রহরীর মতো স্থির দাঁড়িয়ে ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কুঠিয়াল [স কোষ্ঠিকা>] *বি* কুঠির কর্তা। 'কুঠিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কুঠীর [স কুটির] *বি* ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের দপ্তরসহ বাসভবন। 'হাডবার কুঠীর মতালাক মহিষনগরের মোকর্দ্দমা কলিকাতায় কোন আফিস বড় সাহেব করিয়াছিলাম।' *ভেরলি*, ১৭৯৭।

কুঠুরি [স কুটির] *বি* কোঠা; বাড়ির কামরা। 'ফরুষের এক কুঠুরিতে আমাকে রাখিলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

কুঠে [স কুষ্ঠ] *বিণ* কুষ্ঠরোগী। 'এই কুঠেকে সে পয়সা দিত না।' *জীবন*, ১৯৩২।

কুড়ী [স কুষ্ঠ] *বি* কুষ্ঠরোগী। 'আঁধা বাঁঝা রোগী কুড়ী চান করেন জলে।' *রামাই*, ১৭১০।

কুড়কুড় [ধ্বন্যা] *বিণ* মচমচে। 'কুড়মুড় ভাজা, পিঁয়াজু-ফুট কি চানাচুর বিক্রয়।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

কুড়চি [স কুটজ] *বি* কুটজ ফুল। 'আওলা কুড়চি কিআ মদন বাকস জয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুড়জালী [স কুড়মল] *বি* কুঁড়াজালি; বৈষ্ণবের জপমালার থলি। 'কণ্ঠে কুড়জালি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কুড়বা [স কুড়ব] *বি* বিঘা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুড়া[1] [স কুটির] *বি* কুঁড়ে ঘর। 'ভাঙ্গ্যা কুড়া ঘরখান করে ঝলমল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুড়া[2] [স কুড়ব] *বি* বিঘা; বিশ কাঠা পরিমাণ জমি। 'মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুড়া[3] *বিণ* কুড়ি। *বোগল*, ১৭৭০।

কুড়া[4] [স কণ্ড>] *ক্রি* কচলানো। 'কোন নারী খেদে কুড়িছে নয়নদ্বয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কুড়া[5] [স কলি] *বি* কুঁড়ি। 'আড়া পদ্মের কুড়া ধরে ভৃঙ্গ রতি চলে ফেরে।' *লালন*, ১৮৯০।

কুড়ানি *বিণ স্ত্রী* যে কুড়ায়। 'হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা।' *কেরি*, ১৮০২।

কুড়ানো[1] *ক্রি* **১** *ক্রি* সংগ্রহ করা। 'দেখিল ছাওাল তাল কুড়াইয়া খাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* তোলা। 'একে এক কুড়াইয়া, আবার পুঁটুলি বাঁধিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *ক্রি* পাওয়া। 'না হলে, ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **কুড়াইতে** *ক্রি* সংগ্রহ করতে। 'তিনি টাকা কুড়াইতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **কুড়াইল** *ক্রি* সংগ্রহ করলো। 'প্রথমে আপনি প্রভু কুড়াইল পুঁথি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **কুড়াল্য** *ক্রি* সংগ্রহ করলো। 'আপনি কারকটীকা কুড়াল্য গোসাঞি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **কুড়িঅঁ** *ক্রি* সংগ্রহ ক'রে। 'শতেক কুড়িঅঁ রাধা নৈলোঁ মাহাদান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কুড়িয়ে-পাওয়া** *বিণ* পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া। 'কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **কুড্যায়া** *ক্রি* কুড়িয়ে; সংগ্রহ ক'রে। 'অন্নাভাবে অকালে কুড্যায়া খালি হাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুড়ানো[2], কুড়োনো *বি* পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেওয়া। 'বাসি ফুল কুড়োনো বইত আর কিছু নয়।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

কুড়ারি *বিণ* কোঁকড়া। 'কুড়ারি মস্তক কেশ করন্ত বিবিধ বেশ।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কুড়াল [স কুঠার] **১** *বি* কুঠার। 'শুকনা কাষ্ঠেতে যেন কুড়ালের কোপ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* রণকুঠার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কুড়ালি [স কুঠার] *বি* কুঠার। 'নহেত আসহ গলে কুড়ালি বান্ধিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কুড়ি[1] [হি কোড়ি] *বিণ* বিশ। 'কুড়ি সহস্র গাবি দিল কনক সালিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুড়িক *বিণ* বিশ সংখ্যক। 'আমার বয়েস যখন বছর কুড়িক।' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

কুড়িতে বুড়ী *বিণ স্ত্রী* অকালে বৃদ্ধ। 'কেনই না তিনি কুড়িতে বুড়ী হইবেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

কুড়ি[2] [স কুষ্ঠ] *বি* কুষ্ঠরোগ। 'সর্বত্র হইল কুড়ি তাহার শরীরে।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কুড়ি-কুষ্টি [স কুষ্ঠ>] *বি* কুষ্ঠরোগ। 'পেটে তোর পিলে হবে। কুড়ি-কুষ্টি মুখে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কুড়িয়া [স কুষ্ঠ>] *বিণ* কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুড়িআ [স কুটীকা] *বি* কুঁড়ে ঘর। 'নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।' *চর্যা ১০*, ১২০০।

কুড়িআমি [স কুষ্ঠ>] *বি* অলসতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুড়িশা *বি* মাছবিশেষ। 'গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।' *ভারত*,

১৭৬০।

কুড়ী [স কুরর] *বি স্ত্রী* পাখিবিশেষ। 'কোড়া আজ তার কুড়ীরে খুঁজিছে।' *জসীম*, ১৯৫১।

কুড়ুকঃ *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'মালবরাগঃ ॥ লগনী ॥ কুড়ুকঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুড়ুক্ক *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'কুড়ুক্কঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুড়ুনি *বি* কুড়ায় যে। 'কুড়ুনির মুখে তাই নাই কোনো কথা।' *জীবন*, ১৯৪০।

কুড়ুনে *বি* সংগ্রহকারী। 'আমরা তথ্য কুড়ুনে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচারকদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কুড়ুম *বি* ফলের গাছবিশেষ। 'কুড়ুম চালনী আঁব।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুড়ুম তাল *বি* তুমুল অবস্থা। 'মারামারি কাটাকাটি কুড়ুম তালে লেগে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কুড়ুল [স কুঠার] *বি* কুঠার। 'খোন্তা, কুড়ুল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

আপনার পায়ে কুড়ুল মারা – নিজের ক্ষতি করা। 'তুমি যে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেছ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কুড়ে [স কুষ্ঠ] *বি* আলসে। 'বেটা কুড়ের শেষ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুড়ের সদ্দার *বি* অত্যন্ত অলস লোক; অলস লোকেদের মধ্যে প্রধান। 'তোরা তো দেখছি একবারে কুড়ের সদ্দার হয়ে পড়েছিস।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুড়েমি, কুড়েমী [স কুষ্ঠ>] *বি* আলসেমি। 'আপনার কুড়েমিতে দাসী-চাকরে কষ্ট পায়।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'কুড়েমীর বাদশাগিরি দ্বারা প্রতিকার হইতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৪২।

কুড়ো[১] [স কুড়ব] *বি* বিঘা। 'সাঁপোলতলার ৫ কুড়ো ভুঁই যদি নীল্ পয়েল তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়াব কি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কুড়ো[২] [স কণ্ডন] *বি* চাল ছাঁটার পর যে শুকনা, হালকা বস্তু পাওয়া যায়। 'তুষ আর কুড়োগুলো তুলে নেয় মালসায়।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কুড়োনো *দ্র* **কুড়ানো**[২]

কুড়্যা [স কুটির] *বি* কুঁড়েঘর। 'কালু হৈল উপনীত কুড়্যার দুয়ারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কুড়্যা ঘর *বি* কুঁড়েঘর। 'বৈষ্ণবের কুড়্যা ঘর কৃষ্ণের আলয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কুণ্ঠা [স] *বি* সংকোচ। 'কুণ্ঠাশূন্য নির্ব্বিকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কুণ্ঠাবিহীন [স] *বিণ* অকুণ্ঠ। 'কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন নিত্যকালের ডাক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কুণ্ঠাবোধ [স] *বি* সংকোচবোধ। 'কুণ্ঠাবোধ করবে না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কুণ্ঠাভরা [স] *বিণ* সংকোচপূর্ণ। 'চাহনি কয় কানে কানে কুণ্ঠাভরা প্রাণে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

কুণ্ঠাশূন্য [স] *বিণ* কুণ্ঠাহীন। 'কুণ্ঠাশূন্য নির্ব্বিকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কুণ্ঠাহারা [স] *বিণ* জড়তাহীন। 'কুণ্ঠাহারা তোমার হাসি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কুণ্ঠাহীন [স] *বিণ* দ্বিধাহীন। 'দিয়ে যায় পরিচয় শংকাহারা কুণ্ঠাহীন মনে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

কুণ্ঠিত [স] ১ *বিণ* স্তিমিত। 'রোগ মহাশয়েরা কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* অপ্রতিভ। 'কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* দ্বিধান্বিত। 'সে কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কুণ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সংকুচিত; অবগুণ্ঠিত। 'বনান্তরালবাসিনী কুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'এক দিন চিনে নেবে তারে, ... অনাদরে যে রয়েছে কুণ্ঠিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কুণ্ড [স] ১ *বি* গহ্বর। 'আনলকুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* তীর্থ। 'সর্বতীর্থ আনি কৈলে কুণ্ড অনুভব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* আগুনের পাত্র। 'গঙ্গার বচনে কপি কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* জলাশয়। 'পানীয় প্রকরণে কুণ্ডের অতি নির্ম্মল জল ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বি* উষ্ণ প্রস্রবণ। 'উষ্ণ প্রস্রবণ বা প্রচলিত নাম কুণ্ড আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

কুণ্ডল [স] ১ *বি* কানের দুল। 'রবিশশি কুণ্ডল কিউ আভরণে।' *চর্যা* ১১, ১২০০। ২ *বি* জট। 'কর পদ নখ তার শিরের কুণ্ডল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কুণ্ডলবজ্রধারী [স] *বিণ* কুণ্ডল ও বজ্র ধারণকারী। 'একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

কুণ্ডলায়িত [স] *বিণ* কুণ্ডলীকৃত; কুণ্ডলীর ন্যায় প্যাঁচানো। 'গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কুণ্ডলি [স কুণ্ডলী] *বিণ* বলয়াকার। 'কুণ্ডলি-কুণ্ডল দোলে কানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুণ্ডলিত [স] ১ *বিণ* বলয়াকার। 'নিজরচিত কুণ্ডলিত লাঙ্গুল সিংহাসনের উপর বসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* জমাট। 'কুণ্ডলিত রাত্রিটা আজ যাবার সময় বলল আমায়।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

কুণ্ডলিনী [স] *বি* হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী জীবনের চালিকাশক্তি। 'কালী নামে ধরো হাল, কুণ্ডলিনী করো পাল।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

কুণ্ডলী [স] ১ *বি* বৃত্তাকার। 'আছিলেক চিরকাল হইয়া কুণ্ডলী।' *সুলতান*, ১৬৫০। ২ *বি* কুণ্ডলের আকারে বেড়। 'প্রকাণ্ড অজগরসর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কুণ্ডা *বি* গাছের গুঁড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুণ্ডাওলা *বিণ* গুঁড়িযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুণ্ডাকৃতি [স] *বি* গোলাকৃতি। 'তাহার অধোভাগ কুণ্ডাকৃতি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কুণ্ডী [স] ১ *বি* খাবার রাখার পাত্রবিশেষ। 'সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* জলাশয়। 'ঐ টোলার দক্ষিণে একটা ছোট্ট কুণ্ডী আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কুণ্ডু *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'তারাপ্রসাদ কুণ্ডু।' *সেবধি*, ১৮৪০।

কুণ্ডুলি [স কুণ্ডলী] *বি* বৃত্ত। 'বিদ্যুতের চকমকিতে ভয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলি পাকাতে আরম্ভ কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কুণ্ডুবাঁ [স কুটুম্ব] *বি* অতিথি। 'খাইব মই দুঠ কুণ্ডুবাঁ।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

কুত[১] [হি কুতা] *বি* শুল্ক। **কুতঘাট** *বি* যে ঘাটে শুল্ক আদায় করা হয়। 'সব কুতঘাটে রাখা মোর মাহাদান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুতঃ [স] *অব্য* কোথায়। 'কুতঃ ফেরুপালে, পিয়ে রক্ত-ধারা।' *রঙ্গ*,

১৮৫৮।

কুতকুতি [ধ্বন্যা] *বি* কাতুকুতু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুতকুতিয়ে [স আকুত>] *ক্রিবিণ* উৎসাহ নিয়ে। 'তবু উঠিস কুতকুতিয়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

কুতকুতে [ধ্বন্যা] *বিণ* ছোটো ছোটো। 'কুতকুতে চোখ দুটাকে সরু করে ছুরমতিকে একবার দেখে নিল।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

কুতর্ক, কুতর্ক্ক [স] *বি* যুক্তিহীন তর্ক; তর্কের খাতিরে তর্ক। 'কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সদযুক্তি দ্বারা কুতর্কের উচ্ছেদপূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

কুতার্কিক [স] *বি* কুতর্ককারী। 'মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুতুক [স কৌতুক] *বিণ* আনন্দিত। 'দেখিয়া কুতুক হৈল বৃদ্ধ নৃপবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কুতুকাতু [ধ্বন্যা] *বি* সুড়সুড়ি। 'চুমু কি গো কুতুকাতু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

কুতুকুতু [ধ্বন্যা] *বি* শরীরে সুড়সুড়ি দিয়ে হাসানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুতুব [আ] *বি* ধর্মগুরুদের নেতা। 'চারি কুতুব চারি নাম শব্দ বেদ জানি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুতুবখানা [আ কিতাব+ফা খানাহ্] *বি* গ্রন্থাগার। 'রাজ্যের সমস্ত স্কুল-কলেজ মকতব-মাদ্রাসা কুতুবখানা।' *মনসুর*, ১৯৫০।

কুতুরকাতুর [ধ্বন্যা] *বি* কাতুকুতু। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুতুহল [স কুতূহল] **১** *বিণ* কৌতূহলী। 'রথ দেখী নৃপতির কুতুহল মন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* আগ্রহ। 'কামরসে মায়া জালে ভুলে কুতুহলে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কুতুহলী [স কুতূহল] *বিণ* আগ্রহী। 'সভে মিলি গায় এই সখী কুতুহলী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কুতুহলে [স কুতূহল>] *ক্রিবিণ* খুশিমনে। 'হাসপরিহাস কথা কন কুতুহলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুতুহোল [স কুতূহল] *বি* কৌতূহল। দেখিতে চরণ তোমার মোর কুতুহোলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুতূক [স কুতুক] *বি* আনন্দ। 'দেখিয়া কুতূক হৈল বৃদ্ধ নৃপবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কুতূহল [স] **১** *বি* কৌতূহল। 'শতরূপা মনু সঙ্গে ক্রীড়া কুতূহলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* কৌতূহলী; উৎসুক। 'রথ দেখি নৃপতির কুতূহল মন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কুতূহলা [স কুতূহল>] *বিণ* কৌতূহলী। 'কালিদহে কালীয় দমনে কুতূহলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কুতূহলী [স] **১** *ক্রিবিণ* ব্যগ্রতার সঙ্গে। 'বৃষ প্রায় হইয়া চলয়ে কুতূহলী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উৎসুক। 'ধাইল তারাজুলি গুস্কারা কুতূহলী রত্না চলিল রঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রিবিণ* আগ্রহের সঙ্গে। 'কহিল শঙ্কর কীছু তাঁহাকে কুতূহলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* আগ্রহী। 'চলে যান কুতূহলী কুপিল মদনদাস দেখি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কুতূহলে [স কুতূহল>] *ক্রিবিণ* আনন্দে; আমোদে। 'নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুত্তা [হি] *বি* কুকুর। 'ইষকারি কুত্তা চলে দিতে চাহে ছোপ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কুত্তি [হি] *বি* মাদি কুকুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুত্র [স] *ক্রিবিণ* কোথায়; কোনখানে। 'সে ধনী সমান হয় কুত্র।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কুত্রাপি [স] *ক্রিবিণ* কোথাও। 'এ মত স্থান কুত্রাপি দেখা যায় না।' *রামরাম*, ১৮০১।

কুৎস [স কুৎসা] *বি* কুৎসা। 'ক্ষত্রিয়ের কুৎস হইল ব্রাহ্মণের জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কুৎসা [স] *বি* নিন্দা। 'কুকর্ম্ম ঘটাইয়া কুৎসা জন্মাইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

কুৎসাকীর্তন [স] *বি* নিন্দা প্রচার। 'এই দুরাত্মা, সতত, আপনকার কুৎসাকীর্তন করে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কুৎসাবাদ [স] *বি* নিন্দা; দোষকীর্তন। 'আমাদের যে সমস্ত কুৎসাবাদ করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কুৎসিত [স] **১** *বিণ* কুরূপ। 'অর্দ্ধ অর্দ্ধ কায় তবে দেখিতে কুৎসিত।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* জঘন্য। 'কুৎসিত সপন আমি দিন কথো দেখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* নিকৃষ্ট। 'হেন বধূ বর্জ্জিলে হয় কুৎসিত আচার'। *বিজয়*, ১৭০০। **৪** *বিণ* অসুন্দর। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'রূপবান ও কুৎসিতের প্রতি স্নেহ ইহার নিত্য উদাহরণ স্থল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **৫** *বিণ* কুরুচিপূর্ণ; অশ্লীল। 'নানা কুৎসিত গান করত পথে২ বেড়াইতে ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৪০। **৬** *বি* বীভৎসতা। 'কুৎসিতের কবি কি রকমে একনিষ্ঠ সৌন্দর্যের কবি হইয়া পড়িয়াছেন।' *সবুজ*, ১৯২১। **৭** *বিণ* কদর্য। 'উগ্র ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিকৃত সমাজদৃষ্টি এবং কুৎসিত মনোবৃত্তির সৃষ্টি।' *উমর*, ১৯৬৮।

কুৎসিততমভাবে [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত কদাকার উপায়ে। 'মজিদ কুৎসিততমভাবে মুখ বিকৃত করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কুৎসিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* কদর্য উপায়ে। 'তার মৃত্যুও কি এমন কুৎসিতভাবে ঘটবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কুৎসিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অসুন্দর। 'তুমি আমাকে কেন অত্যন্ত কুৎসিতা করলে না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কুথলী [স কোষ্ঠ] *বি* ছোটো থলি। 'পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কুথলী ভিতর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুথা[১] [স কুত্র] *ক্রিবিণ* কোথায়। 'চল সহচরী সবে কুথা আছে সে মাধবে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

কুথা[২] *বি* শয্যাবিশেষ। 'কুথার উপর সখী পত্রলেখা প্রসুপ্ত থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুদরৎ, কুদরত [আ] **১** *বি* অলৌকিক শক্তি। 'ওস্তাদ বলেন ভাই আমার কুদরত নাই।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ক্ষমতা। 'মানুষের কুদরৎ কিছুই নহে সমস্তই দৈব।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বি* মহিমা। 'একটিমাত্র হাইজাম্পের কুদরতে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

কুদরতি, কুদরতী [আ কুদরত>] **১** *বি* অলৌকিক মহিমা। 'তখন কুদরতিতে করিল নিহার।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* মহিমাযুক্ত। 'কুদরতী হেকমতের তুলনায় আমাদের জ্ঞান তার চেয়ে এক রত্তিও বেশি নয়।' *মনসুর*, ১৯৫০।

কুদর্শন [স] *বিণ* কুৎসিত। 'সুরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হলেও প্রতিভাব্যঞ্জক।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কুদর্শনচক্র [স] *বি* কুৎসিত ও গোলাকৃতি (সুদর্শনচক্রের বিপরীত)। 'মুখখানা গোল্যাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদর্শনচক্র নির্মাণ

করিয়া রহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কুদান [স কু+দান] *বি* খারাপ দান। 'সাধু জনে পড়াব কুদান নাহি নিব।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুদাল [স কুদ্দাল] *বি* মাটি কাটার এক প্রকার হাতিয়ার। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **কোদাল**

কুদিন [স] *বি* দুর্দিন। 'মিলিল কুদিন আসি বিধি হৈল বাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কুদিয়া [স কূর্দ>] *ক্রিবিণ* দ্রুতবেগে। 'জমিনে না লাগে পাও চলিল কুদিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কুদৃশ্য [স] *বি* কুৎসিত দ্রষ্টব্য বস্তু। 'এই আদর্শচ্যুতি এখনও যদি তেমন কুদৃশ্য হইয়া না উঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কুদৃষ্টান্ত [স] *বি* খারাপ নজির। 'কুদৃষ্টান্তের গ্রহণ বালকেরা যাহাতে না করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

কুদৃষ্টি [স] *বি* খারাপ দৃষ্টি। 'যার কুদৃষ্টিতে সপুরি এক গড় হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

কু-দেবতা [স] *বি* খারাপ দেবতা; অপদেবতা। 'এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কৌতুকে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

কুদেশ [স] *বিণ* বসবাস করা কঠিন এমন দেশ। 'সে সকল কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কুদেহ [স] *বি* অশুভ শরীর। 'সতত থাকে রে সুগুণ কুদেহে ভাব বিধির বিধানে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুধরাণ [স কু>] *বিণ* বাজে ধরনের। 'তবে কেনো এতো কুবিত কুধরাণ নানা অধর্মো ডজোনা দেখি?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কুধারা [স] *বি* কুপ্রথা। 'পাড়াগেঁয়ে মানুষের শুনিয়া কুধারা।' *অজ্ঞাত*, ১৮২৫।

কুন [স কিম্] *সর্ব* কোন। 'বিদানে পার করিআছে কুন দানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুনকি, কুনকী [ফা খানাহগী] *বি* প্রশিক্ষিত মাদি হাতি, যার দ্বারা বনের অন্য হাতি ধরা হয়। 'মামী মামার কুনকী হাতী ছিলেন তা জানিস তো?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'একটি পোষমানা কুনকির পিঠে চড়ে বসলেন।' *প্রমথ*, ১৯২২।

কুনকুন [ধ্বন্যা] *বি* সূচ বিদ্ধ হওয়ার মতো ব্যথা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুনকুনান [ধ্বন্যা] *ক্রি* (পেট) কনকন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুনকুনানি [ধ্বন্যা] *বি* সামান্য ব্যথা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুনকে [স কুঞ্চিকা] *বি* শস্য মাপার পাত্র। 'সংসারের ছোটো কুনকের মাপের।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কুনজর [আ নজর>] *বি* কুদৃষ্টি। 'মাটির হাকিমের কুনজরে পলে কি আর বাঁচা যায়?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কুনট [স] *বি* খারাপ অভিনেতা। 'কু-নটের নাট্য কিছু নয়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

কুনাথকিঙ্করী [স] *বি স্ত্রী* পৃথিবীপতির দাসী। 'কুনাথকিঙ্করী বলে কহে গিয়া তূর্ণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কুনাম [স] *বি* দুর্নাম; কুৎসা। 'কুনাম রটতে দেরি হয় না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কুনি [স কফোণি] *বি* কনুই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুনিয়ম [স] *বি* খারাপ রীতি। 'অতঃপরেও যে ঐ কুনিয়ম রহিত করিলেন ইহাও দেশের মঙ্গলজনক বটে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

কুনিয়া [স কফোণি] *বি* কনুই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুনীতি [স] *বিণ* খারাপ নীতি। 'অনেকে তাহারদিগকে অসরল এবং কুনীতি বিশিষ্ট কহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কুনীতিকর [স] *বিণ* অনৈতিক। 'ব্যাপারটাকে আমরা কুনীতিকর ভেবে থাকি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কুনীতিদুর্জন, কুনীতিদুর্জ্জন [স] *বি* কুৎসিত ও দুরাচারী ব্যক্তি। 'কাম-অন্ধ যেমতি এ কুনীতিদুর্জ্জন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কুনুই [স কফোণি] *বি* কনুই। 'তাদের অস্তিত্বই যেন কুনুই দিয়ে ঠেলা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কুনুই দিয়ে ঠেলা – জানান দেওয়া। 'তাদের অস্তিত্ব যেন কুনুই দিয়ে ঠেলা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কুনো [স কোণ>] *বিণ* যাদের চলাচল ঘরের কোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'আমরা কুনো অকর্মণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কুনোবেড়াল [স কোণ>+স বিড়াল] *বি* ঘরের কোণে থাকতে পছন্দ করে এমন বিড়াল। 'কুনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ষষ্ঠীতলায় চলে এল।' *অবন*, ১৮৯৬।

কুনো মেয়ে *বি* ঘর থেকে বের হতে চায় না এমন মেয়ে। 'তাছাড়া পাছে গাঁয়ের কুনো মেয়ে বলে অপবাদ রটে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

কুন্ত [স] *বি* পক্ষযুক্ত বাণ। 'কেতকীকুসুম কামের কুন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুন্তল [স] *বি* চুল; কেশপাশ। 'খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মউরের পুৎস সোভে কুটিল কুন্তল।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুন্তল-আকুল [স] *বিণ* মুক্তকেশ। 'কুন্তল-আকুল মুখ বক্ষে রাখি মম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কুন্তলজাল [স] *বি* কেশজাল। 'এলানো কুন্তলজালে/ সন্ধ্যার তারকাগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কুন্তলপাশ [স] *বি* চুলের বেণী। 'আকুল কুন্তলপাশ লোচনযুগল উতোরোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুন্তলভার [স] *বি* চুলের গোছা। 'খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুন্তলভারা [স] *বি* চুলের ভার বা গুচ্ছ। 'নীল জলদ সম কুন্তলভারা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুন্তলরাশি [স] *বি* চুলের গুচ্ছ। 'অসংস্কৃত কুন্তলরাশি ও লম্বমান মুক্তকেশ সমূহ ধারণ করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কুন্তলীন [স কুন্তল>] *বি* সুগন্ধি কেশতেল। 'আভরণ কুন্তলীন দেলখোশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুন্তী [স] *বি* নদীর নামবিশেষ। 'ধাইল কুন্তী কানা ধায় গোমতী সরজু কংসাবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুন্দ[১] [স] **১** *বি* কুন্দ ফুল; কুন্দ ফুলের গাছ। 'কুজা কুটুজ কদম্ব বাসক কেন্দু কুন্দ। *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। 'কেশবরাম কুন্দ।' *সেবধি*, ১৮৪০। **কুন্দক** *বিণ* কুন্দ ফুলের। 'কিবা দন্তভাতি মুকুতার পাঁতি জিনিয়া কুন্দক কঁড়ি।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০।

কুন্দকলি [স] *বি* কুন্দ ফুলের কুঁড়ি। 'কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কুন্দকলিকা [স] *বি* কুন্দ ফুলের কলি। 'কুন্দকলিকা ইত্যাদি অতি

কৌশলসহকারে সংযোজনা করিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

কুন্দকুসুম [স] *বি* কুন্দ ফুল। 'কুন্দকুসুম ফোটে বজ্র রঙ্গন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুন্দফুল [স কুন্দ+ফুল] *বি* সাদা রঙের ফুলবিশেষ। 'ভগবানের শুভ্র কুন্দফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

কুন্দবরন [স কুন্দবর্ণ] *বি* কুন্দ ফুলের বর্ণ। 'কুন্দবরন সুন্দরহাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কুন্দবল্লী [স] *বি* কুন্দলতা। 'কুন্দবল্লী তরু ধএল নিসান/ পাটল তূন অসোক দল বান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কুন্দমালতী [স] *বি* কুন্দ ও মালতী ফুল। 'কুন্দমালতী করেছি মিনতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

কুন্দমালা [স] *বি* কুন্দ ফুলের মালা। 'লেগেছি প্রুফ-করেকশনে গলায় কুন্দমালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কুন্দশুভ্রতা [স] *বি* কুন্দ ফুলের মতো সাদা ভাব। 'দাঁতের কুন্দশুভ্রতা অক্ষুণ্ন থাকে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

কুন্দ[২] [ফা কনদাহ] *বি* কুঁদ যন্ত্র। 'নাখ মুখ চক্ষু কান কুন্দে জেন নিরমান'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুন্দশেখর [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী মঙ্গল ॥ কুন্দশেখর ॥' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুন্দা[১] [স কুন্দ] *ক্রি* কুঁদে কুঁদে নির্মাণ করা। 'নিজ করে যত্নে কি কুন্দিছে পঞ্চশর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুন্দা[২] [স কাণ্ড] *বি* কাঠের গুঁড়ি। 'কোন ব্যামোহ তাহাদিগে না হয় এজন্যে এক কাঠে কুন্দা তাহাদিগে ফেলিয়া দিলেন।' *তারিণী* ১৮০৩।

কুন্দুর [স কন্দল] *বি* যৌনমিলন। 'ভণই গুড্ডরী অহ্মে কুন্দুরে বীরা।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

কুন্দুরু *বি* সুগন্ধিবিশেষ। 'কাহার করে হৈম ধূপদান, তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুপ [স কূপ] *বি* কুয়া। 'একগোটা কুপ সভে দেখি কথোদূরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুপকাপ [ধ্বন্যা] *বি* ধ্বন্যাত্মক শব্দবিশেষ। 'ধ্বনিদ্বৈধ যেমন ফুটফাট কুপকাপ ইত্যাদি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কুপণ্ডিত [স] *বি* মূর্খ; খারাপ বিষয়ে পণ্ডিত। 'শরীরে অগ্নিনি যেন পুত্র কুপণ্ডিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কুপতি [স] *বি* মন্দ স্বামী। 'কুপতি কি যন্ত্রণা তা শারদাসুন্দরী জেনেছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কুপথ [স] *বি* খারাপ পথ। 'বিলক্ষণরূপে দলের আঁটাআঁটি থাকিতে পারে তাহা হইলে লোক কুপথগামী হইতে পারে না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

কুপথগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* কুপথে গমন করে এমন। 'স্ত্রীলোক কুপথগামিনী হইলে তাঁহার আর কলঙ্কের সীমা থাকে না।' *বামাবোধিনী*, ১৮৬৭।

কুপথগামী [স] *বিণ* খারাপ পথ অবলম্বনকারী। 'কু-ইন্দ্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কুপথাবলম্বন [স কুপথ-অবলম্বন] *বি* খারাপ পথ নির্বাচন। 'নারীগণের কুপথাবলম্বন কেবল বিবাহের গুণে জন্মে না।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

কুপথাবলম্বি [স কুপথ-অবলম্বী] *বি* খারাপ পথ অবলম্বনকারী। 'অতিশয় ধর্ম্মতৎপর ও ধর্ম্মকর্ম্মের মর্ম্মী হইয়া কুপথাবলম্বি।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

কুপথিক [স] *বি* অসচ্চরিত্র। 'কুপথিক কোথা পায় সুপথ দেখিতে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুপথ্য [স] **১** *বি* যে খাদ্য রোগীর জন্য ক্ষতিকর। 'কেমনে বাঁচিবে সখী, কুপথ্য সকলি দেখি...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বি* হিতে বিপরীত। 'দুর্বল ক্ষীণ চিত্তের পক্ষে ভাবের খাদ্য কুপথ্য হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

কুপন [ই] *বি* মনিঅর্ডার ফরমের যে অংশে প্রেরক প্রাপকের নিকট তার বক্তব্য লেখে এবং টাকা গ্রহণকারী তা কেটে রাখে। 'মনি অর্ডার কুপনে লেখা ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কুপরামর্শ [স] *বি* খারাপ উপদেশ। 'এমত কুপরামর্শ কখন দেন নাহি।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'তুই আমাকে কু-পরামর্শ দিয়েছিলি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'আমি কু পরামর্শ দিলেও, তিনি তদনুসারে চলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

কুপা [স কোপ] **১** *ক্রি* রেগে যাওয়া। 'কুপিল মদনাদাস দেখি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *ক্রিবিণ* ক্রুদ্ধ হওয়া। 'কানড়া কুপিয়া কয় কুহুযোগ বলি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **কুপিয়া** *ক্রিবিণ* ক্রুদ্ধ হয়ে। 'অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কুপিলেক** *ক্রি* ক্রুদ্ধ হলেন। 'কুপিলেক মহারাম জেন কালরুদ্র।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কুপাক [স] *বি* পথের ধাঁধা। 'কুপাকে কুপ্যাচে পড়ে প্রাণে মরি।' *লালন*, ১৮৯০।

কুপাত্র [স] *বিণ* অসৎ। 'যেই ঘরে আছএ কুপাত্র পুরোচন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কুপি [স কুপী] *বি* বাতি। 'একটা কুপি জ্বলছে মিট মিট করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কুপিলণ্ঠন [স কুপী>+ই ল্যান্টার্ন] *বি* আলোকবর্তিকা। 'মানুষের কুপিলণ্ঠন বা চকমকি পাথর নেই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কুপিত [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'কুপিত হইয়া শাপ দিলেন ব্রাহ্মণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কুপিতা [স] *বিণ স্ত্রী* রাগান্বিত। 'গৃহস্বামিনী কুপিতা হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কুপিল [স কুপিত] *বিণ* ক্রোধান্বিত। 'কুপিল কুবুদ্ধি পাইল সদাগরসুত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কুপুত্র [স] *বি* কুসন্তান; কুলাঙ্গার। 'বুঝিনু কুপুত্র মেরা এজিদ কমজাত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কুপুষ্যি [স কু-পোষ্য] *বি* অবাঞ্ছিত পোষ্য। 'কেন? তোমার কুপুষ্যি এমন কে?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কুপে *বি* কামরা। 'ট্রেনে একটা কুপেতে শুধু তুমি আর আমি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কুপো [স কুপী] *বি* মাটি বা চামড়ার তৈরি পেটমোটা সরুগলা পাত্রবিশেষ। 'আলিবাবার গল্পের তেলের কুপো আর ডাকাতের কথা পড়ি।' *অবন*, ১৯২৭।

কুপোকাৎ [স কূপক>] *বিণ* বিধ্বস্ত; পরাজিত। 'এই দেখ চাঁদ, এ শালা কুপোকাৎ।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

কুপোষ্য [স] *বি* অকর্মণ্য বা অকৃতজ্ঞ পোষ্য। 'ভাগের কুপোষ্যই কি

মাছের মুড়া এবং দুধের সর পায়?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কুপ্যাঁচ [স কু+ফা পেঁচ] *বি* চক্রান্ত। 'কুপাকে কুপ্যাঁচে পড়ে প্রাণে মরি।' *লালন*, ১৮৯০।

কুপ্রকৃতি [স] *বি* খারাপ স্বভাব। 'এ কুপ্রকৃতি বারি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কুপ্রথা [স] *বি* খারাপ আচার বা রীতি। 'তাঁহারা যে বারোয়ারি পূজা প্রভৃতি ... কুপ্রথা সমস্ত রহিত করিয়া ... পাঠশালার নিমিত্তে যত্নবান হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কুপ্রবৃত্তি [স] **১** *বি* খারাপ অভ্যাস; খারাপ চরিত্র। 'দুস্থাবস্থায় কুপ্রবৃত্তি সম্ভাবনায় সচ্চরিত্রতায় ব্যাঘাত জন্মাইতেই পারে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* খারাপ ইচ্ছা। 'স্বীয় কু-প্রবৃত্তি সাধনের জন্য আপন চাকর ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কুপ্রস্তাব [স] *বি* খারাপ প্রস্তাব। 'কুপ্রস্তাব করে আমার কাছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

কুফতা [ফা কুফতাহ্] *বি* মাছ বা মাংসের ভাজা বড়াবিশেষ। 'পোলাও-কোর্মা-কালিয়া-কুফতা দিয়া ভুঁড়ি-ভোজন করিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

কুফন [ই কুপন] *বি* একধরনের জুয়া খেলা। 'সিপমেন্ট করা আর কুফন খেলা দুই তুল্য।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

কুফর [আ] *বি* নাস্তিক। 'কুফর শিরিক গালি মিথ্যা যথা রহে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুফরী [আ কুফর>] *বি* নাস্তিক্য। 'শির্ক ও কুফরীর নারকীয় অনলে।' *মোসলেম*, ১৯২৭।

কুফরে কালাম [আ] *বি* কাফেরদের বাক্য। 'বিজ্ঞান দর্শন কুফরে কালাম।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

কুফল [স] *বি* খারাপ বা মন্দ ফল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এই মূঢ় বাধ্যতার অনিষ্টকর কুফল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কুফলতা [স] *বি* খারাপ প্রভাব। 'শুধু নিষ্ফলতা নহে, কুফলতা প্রত্যাশা করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কুফুরী *বিণ* কাফের আখ্যা দেয় এমন। 'যদি আমাদের আলিমকুল কুফুরী ফৎওয়ারূপ প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

কুফের [আ কুফর>] *বি* নাস্তিক। 'গোস্বায় ত্বরিত চলে কুফের গোয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কুবচন [স] *বি* খারাপ কথা। 'তোর কুবচন সব গোপীজন কহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুবজ [স কবচ] *বি* বর্ম। 'মালাকারে বর দিয়া কুবজ সর্জ্জ কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুবলয় [স] *বি* নীলপদ্ম। 'শ্বেত রক্ত কমল কুমুদ কুবলয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুবা [ফা কুবাহ্] *বি* চাকতি। 'কাঞ্চনের কুবা দিলা ফলার উপরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কুবাক্য [স] **১** *বি* খারাপ কথা; কটূক্তি। 'ভগিনীসকলকে কুবাক্য কহিও না।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* অশ্লীলতা। 'কুবাক্যের আলোচনা ... বালকেরা যাহাতে না করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

কুবাণী [স] *বি* কটুকথা। 'দ্বিজের কুবাণী শুনিঞা বান্যানি জাইতে না দেখে পথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুবাতাস [স] *বি* প্রতিকূল বায়ু। 'সুবাতাস আর কুবাতাসের কত কাটাকাটি হল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কুবানি [স কু+স বাণী] *বি* কটুকথা। 'আসিয়া আমারে বৈল বিস্তর কুবানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুবার [স কু+ফা বার] *বি* অশুভ দিন; খারাপ দিন। 'কুবার জন্মিল তায় তার নাম হৈল মনু।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কুবাসনা [স] *বি* মন্দ ইচ্ছা। 'কুবাসনা যার মনে তার উপাসনা কি?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কুবিচার [স] *বি* অন্যায় বিচার। 'যুক্তি অনুভব বিরুদ্ধ কুবিচার করিতেছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কুবিত [স কুবৃত্তি>] *বিণ* খারাপ কাজ। 'তবে কেনো এতো কুবিত কুধরাণ নানা অধর্মো ভজোনা দেখি?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কুবিদার *বি* ফুলবিশেষ। 'কুবিদার তুলিল পাটলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুবিধা [স] *বি* অসুবিধা। 'সেটা সুবিধা কি কুবিধা, তা বলিতে পারি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কুবুদ্ধি [স] **১** *বি* মন্দবুদ্ধি। 'কৃপিন হইল রাজা কুবুদ্ধি লাগিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। 'আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* হীনবুদ্ধি। 'আমাদেরো ... ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

কুবুধি [স কুবুদ্ধি] *বি* দুষ্টবুদ্ধি; মন্দবুদ্ধি। 'কুবুধি কত উপজে তোহ্মার মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুবৃত্তি [স] *বি* খারাপ চিন্তা; মন্দ প্রবৃত্তি। 'গুরু নিন্দা ও অকৃতজ্ঞতাদি মনের কুবৃত্তি সকল প্রবল হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কুবের [স] *বি* হিন্দুপুরাণমতে ধনরাজ। 'ধনের নাহিক অন্ত কুবের সমান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কুবের-ভাণ্ডার [স কুবের+স ভাণ্ডাগার] *বি* অগাধ ধনাগার। 'আমেরিকা তার কুবের-ভাণ্ডার খুলে দিয়ে পৃথিবীর শিল্পসামগ্রী ...।' *অবন*, ১৯২৫।

কুবেরী [স] *বি* যক্ষের স্ত্রী। 'ইন্ধন চেয়ে যখনি জ্বলেছে কুবেরীর লোভ/ দিয়েছি তখনি জন-খাণ্ডব।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

কুবেশ [স] *বিণ* কুৎসিত। 'দীঘল তাহান মুণ্ড দেখিতে কুবেশ।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কুবো *বি* পাখিবিশেষ। 'একটা কুবো পাখি কোথায় যেন বসে কুব্ কুব্ করে ডাকছে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

কুবোধি [স] *বিণ* কুবুদ্ধিসম্পন্ন। 'কামাতুর, কুবোধি, অবিচারী, হিংসক, অগ্যান, গৃহস্তো বীর্যের শরীর নাশী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কুবোল [স] *বি* খারাপ কথা; গালাগাল। 'কুবোল বাহির হৈল আমার বদনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুব্যবহার [স] *বি* খারাপ আচরণ। 'কুব্যবহার দেখিয়া ধর্ম্মহানি পাপবৃদ্ধি জানিয়া।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কুব্জ [স] *বিণ* কুঁজা। 'কুব্জ হইছে পৃষ্ঠে আকার কুৎসিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কুব্জদেহী [স] *বিণ* দেহ কুঁজা এমন। 'কুব্জদেহী এলো যেই মানুষের দল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কুব্জপৃষ্ঠ [স] *বি* কুঁজা বা বাঁকা পিঠ। 'কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে, সহস্রের পিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

কুব্জভাবে [স] *ক্রিবিণ* কুঁজোভাবে। 'কৃশ দেহটা একটু কুব্জভাবে সম্মুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কুব্জা [স] *বিণ স্ত্রী* কুঁজা। 'কুব্জা বেশে করি গন্ধ পরে কারো স্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কুব্জি [স কুব্জী] *বি* কুঁজা লোক। 'উদ্ধব সহিতে গেলা কুব্জির ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুব্যবস্থা [স] *বি* খারাপ ব্যবস্থা। 'তার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছি তা কুব্যবস্থা হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুভর্ৎসনা [স] *বি* কঠোর তিরস্কার। 'অপবাদ দিয়া মোরে নানা কুভর্ৎসনা করে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

কুভাগ্য [স] *বি* মন্দ ভাগ্য। 'কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কুভাব [স] *বি* খারাপ প্রবৃত্তি। 'পরমো ব্রর্ম্মো শরীরী হইলে ... কুভাব জর্মিতে না পারে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কুভাবনা [স] *বি* খারাপ চিন্তা। 'পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুভাষা [স] *বি* কুরুচিপূর্ণ কথা। 'অস্মদ্দেশীয়েরা রমণী দেখিলে কুভাষা প্রয়োগ কুদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

কুভাষী [স] *বিণ* মন্দভাষায় কথা বলে এমন। 'পতি দুষ্ট হউক, কুভাষী, কদাচারী হউক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

কুমকুম [স কুঙ্কুম>] *বি* জাফরান। 'রাজ্জাক জোগাঙ মুঞি কুমকুম কস্তুরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুমড়া, কুমড়ো [স কুষ্মাণ্ড] *বি* সব্জিবিশেষ। 'কচি কচি গোটা দশ ভাজিল কুমড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'টাকাটা সিকেটা কুমড়ো কাঁকুড় যা পাই সে ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কুমড়োপটাশ [স কুষ্মাণ্ড+ধ্বন্যা পটাশ] *বি* কুমড়ার মতো মোটাসোটা কাল্পনিক প্রাণীবিশেষ। '(যদি) কুমড়োপটাশ নাচে – খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

কুমড়োবড়ি [স কুষ্মাণ্ড+স বটী] *বি* কুমড়া ও ডাল দিয়ে তৈরি এক প্রকার বড়ি। 'ভেটকি মাছে কুমড়োবড়ি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কুমতলব [স কু+আ মতলব] *বি* খারাপ উদ্দেশ্য; দুরভিসন্ধি। 'আমার কুমতলব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কুমতি [স] **১** *বি* দুর্বুদ্ধি। 'তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সুমতি কুমতি যত তোমার মাথায় সেত চারিবেদে তোমার মহিমা।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বিণ* মন্দ বুদ্ধিসম্পন্ন। 'অজ্ঞান কুমতি কি জানি যে স্তুতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কুমতিকলাপ [স] *বি* অসৎ বাক্য। 'মোরে দিয়া কুমতিকলাপ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কুমতী [স কুমতি] *বি* দুর্বুদ্ধি। 'হেনক কুমতীএঁ হয়িবেঁ ভিখারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুমন্ত্রণা [স] *বি* খারাপ বুদ্ধি; প্ররোচনা। 'কেহ তাহারদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

কুমন্ত্রনা [স কুমন্ত্রণা] *বি* অসৎ বুদ্ধি। 'কুব্জি সনে কুমন্ত্রনা কেঁকেই করিল অনর্থ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুমন্ত্রি [স কুমন্ত্রী] *বি* অসৎ পরামর্শদাতা। 'সুনিঞা কুমন্ত্রিগন দিলত উত্তরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুমন্ত্রী [স] *বি* কুমন্ত্রণাদানকারী। 'কুমন্ত্রী খলিফা কর্ণে কুমন্ত্রণা দিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কুমল [স কোমল] *বিণ* নরম। 'কুলের বৌআরি মোর সরির কুমল।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুমাতা [স] *বি* মন্দ মা। 'নতুবা কুমাতা বলিয়া মোরে দিবে অভিশাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

কুমার[১] [স] **১** *বি* বালক। 'আর যত ছিল গোপকুমার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* রাজপুত্র। 'কুমার চেতনা দেখি হরিস উসাবতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* সন্তান। 'সন্ন্যাসী বোলয়ে শুন ব্রাহ্মণকুমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* অবিবাহিত পুরুষ। 'কন্যার বচন শুনি হাসিয়া কুমার ...।' *সুলতান*, ১৬৫০। **৫** *বি* কাঙ্ক্ষিত পুরুষ। 'আহ্মি তোহ্মার গুপ্ত জে কুমার ...।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কুমারবিস্ময় [স] *বি* নারীর সঙ্গে অবিবাহিত পুরুষের প্রথম পরিচয়ের বিস্ময়কর অনুভূতি। 'প্রথম পরিচয়ের কুমারবিস্ময় গোড়াতেই ব্যাহত হ'য়ে যখন অধীর হ'য়ে উঠল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কুমারব্রত [স] *বি* অবিবাহিত থাকার সংকল্প। 'কুমারব্রত ধারণ করে দেশে দেশে বিচরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুমার-সভা [স] *বি* অবিবাহিতব্রত পালনকারী পুরুষদের সভা। 'কুমার-সভাকেই ভয় দেখাবার গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুমার[২] [স কুম্ভকার] *বি* মাটির বাসন নির্মাতা। 'সেই বায়ে ফিরে যেন কুমারের চাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুমারনি [স কুম্ভকার>] *বি স্ত্রী* যে মাটির পাত্র প্রভৃতি তৈরি করে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুমার-সদ্‌গোপ [স কুম্ভকার+স সদ্‌গোপ] *বি* হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কুমার-সদ্‌গোপ, চাষী-সদ্‌গোপ এবং গন্ধবণিকদের বাস।' *তারা*, ১৯৪৬।

কুমার[৩] [স] *বি* একটি নদীর নাম। 'ক্রমে দক্ষিণ দিক বহিয়া কুমার নদে মিশিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

কুমারি [স কুমারী] *বি* কন্যা। 'ব্রাহ্মণের কুমারি আছিল পুর্ব্বকালে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কুমারিকা [স] **১** *বি* মাটির বাসা তৈরি করে ডিম পাড়ে এমন পোকাবিশেষ। 'কুমারিকা হইয়া তার সঙ্গতি চলিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ভারতের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত অন্তরীপ। 'নর্ম্মদা নদী অবধি কুমারিকা পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ড দক্ষিণ হিন্দুস্থান নামে খ্যাত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কুমারী [স] **১** *বি* নারী। 'তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকুমারী।' *চর্যা* ১৩, ১২০০; 'সুর অপসরী কিয়ে লগ কুমারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ স্ত্রী* অবিবাহিত। 'তুমি কুমারী সতী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* কন্যা। 'বিবাহ করিনু ধর্মকেতুর কুমারী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *বি* অবিবাহিত নারী। 'এ জাহাজে তিনটি অস্ট্রেলিয়ান কুমারী আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৫** *বি* একপ্রকার ধান। 'কুমারী, কনকতারা, ... পাশপাই ধান।' *ফররুখ*, ১৯৬৩। **৬** *বিণ স্ত্রী* উর্বর। 'প্রতিবছর ফসল দেয়ার পর মাটি আবার কুমারী হয়ে ওঠে।' *হাসান*, ১৯৬৪।

কুমারী উষা [স] *বি* সদ্য ভোর। 'ওই রে কুমারী উষা বিলোল চরণে উঁকি মারি পূর্ব্বাশার সুবর্ণ তোরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

কুমারীধর্ম [স] *বি* কুমারীত্ব। 'কুমারীধর্ম বজায় রাখার জন্য ... চেষ্টা নাই।' *মানিক*, ১৯৪০।

কুমারীবর [স] *বি* বালিকা। 'লায়লী কুমারীবরে ডাকিছে তোহ্মারে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কুমারী-বুক [স কুমারীবক্ষ] *বি* কুমারী হৃদয়। 'কুমারী-বুকের তব স্নিগ্ধ রাগ-রাঙা আলো।' *নজরুল*, ১৯২৩।

কুমারী ব্রত [স] *বি* কুমারী মেয়েরা পালন করে এমন ব্রত। 'একপ্রস্থ ব্রত কুমারী ব্রত – পাঁচ-ছয় থেকে আট-নয় বছরের মেয়েরা এগুলি করে।' *অবন*, ১৯১৯।

কুমারীমাতা [স] *বি স্ত্রী* কুমারী অবস্থায় মাতৃত্ব অর্জনকারী। 'শিশুকোলে ওর বসার মধ্যে কুমারীমাতা ও ছেলের অপূর্ব ভঙ্গি ফুটে উঠেছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

কুমার্গ [স] *বি* কুপথ। 'কুমার্গের ভয় মোর হয় সদা মনে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

কুমির, কুমীর [স কুম্ভীর] *বি* হিংস্র জলজন্তুবিশেষ। 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে ঘটায় কত অঘটনা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'কুমির।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কুমির যেমন খাঁজকাটা দাঁতের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কুমির পোকা [স কুম্ভীর+স পুত্তিকা] *বি* পোকাবিশেষ। 'গাড়িখানা কুমির পোকার শুঁড়ের মতো।' *অবন*, ১৯২৭।

কুমীরের সঙ্গে বাদ ক'রে জলে বাস করা – ক্ষমতাবান ব্যক্তির আওতায় থেকে তারই সঙ্গে বিবাদ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। 'কুমিরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

কুমীস *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'বদনখাস, সরবতি, কাসিদা, কুমীস, ডুরিয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কুমুড়া [স কুষ্মাণ্ড] *বি* কুমড়া। 'মানের বেসারি দিআ তায় কুমুড়ার বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুমুদ [স] *বি* শাপলা ফুল। 'কুমুদ কুসুম রভস বসী। অবহি উগত কুলকান্ত সসী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'পদ্মো নিলৎপলদলে কহ্বার কুমুদ জ্বলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুমুদবন [স] *বি* যেখানে শাপলা ফোটে। 'কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়ে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কুমুদবন্ধু [স] *বি* চাঁদ। 'কীবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু/ ঘন তনু ঘেরি কুমুদবন্ধু।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

কুমুদ-বান্ধব [স] *বি* চাঁদ। 'কুমুদ-বান্ধব ইন্দু পূর্ণালোকময়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কুমুদি [স কুমুদী] *বি* শাপলা ফুল। 'কুমুদি কলিকা ঈষৎ হেলিয়া, চাঁদেরে নেহারি হাসে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

কুমুদিনী [স] *বি* পদ্মফুল। 'সামি সমাজ হম পেমে অনুরঞ্জি কুমুদিনী সন্নিধি চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কুমুদ্বতী [স কুমুদ-বতী] *বি* সংগীতের একটি শ্রুতি। 'কুমুদ্বতী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

কুমোর [স কুম্ভকার] *বি* মাটির পাত্রাদি নির্মাণকারী পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের করবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কুমোরটুলি [স কুম্ভকার+হি টৌলী] *বি* কুমারদের পাড়া। 'রসপাত্রের জন্য তাকে খুঁজে বেড়াতে হয় না কুমোরটুলি।' *অবন*, ১৯২৫।

কুম্পানি [ই] **১** কোম্পানি। 'দালাল ছাড়াইলে কুম্পানির দাদনির দফার জামিন কেহ থাকে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। 'মোক্তার তজবিজ্ঞ করিয়া দেখিবেক কুম্পানির কাজের উপজুক্ত হয় কিনা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। *দ্র* **কম্পানি, কোম্পানি**

কুম্ভ [স] *বি* কলস। 'কনক কুম্ভ আকারে দুই তোর পয়োভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুম্ভকণ্ঠ [স] *বি* গম্ভীর কণ্ঠ। 'কুম্ভকণ্ঠ নীলকণ্ঠ জিনি গিম টান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুম্ভকর্ণ [স] **১** *বি* পৌরাণিক চরিত্রবিশেষ। 'তা না হলে মরিত কি কভু/ শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৫** *বি* অত্যন্ত নিদ্রাপরায়ণ ব্যক্তি। 'কুম্ভকর্ণ অন্ধকার/ নিদ্রা টুটি বার বার/ উঠিতেছে করিয়া গর্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কুম্ভকর্ণ-মার্কা [স কুম্ভকর্ণ+প মার্কা] *বিণ* জাগানো কঠিন এমন; কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রাবিভোর। 'এ কুম্ভকর্ণ-মার্কা সমাজকে জাগাতে হলে আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে।' *নজরুল*, ১৮২৭।

কুম্ভকর্ণের ঘুম – অত্যন্ত গভীর ঘুম। 'বউটা কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমোচ্ছে।' *হাসান*, ১৯৬৬।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা – পৌরাণিক চরিত্র কুম্ভকর্ণের মতো অতি দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রা। 'তাহা অপেক্ষা বরং কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভালো।' *নজরুল*, ১৯২২।

কুম্ভক [স] *বি* যোগসাধনার প্রক্রিয়াবিশেষ। 'রাত্তিরে কুম্ভক যোগ করে শূন্যে আসন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

কুম্ভকার [স] *বি* কুমার। 'কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃত্তাজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুম্ভার [স কুম্ভকার] *বি* কুমোর। 'যেন উয়ে কুম্ভারের পণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুম্ভিরিনি [স কুম্ভীর>] *বি স্ত্রী* কুমির। 'গন্ধকালি কুম্ভিরিনি তাথাই মারিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুম্ভীপাক [স] *বি* হিন্দুমতে একটি নরকের নাম। 'বিশ্বগ্রাসী কুম্ভীপাকে চরতে চলল মেয়েটি।' *জীবন*, ১৯৩১।

কুম্ভীর [স] *বি* কুমির। 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০।

কুম্ভীরাশ্রু [স] *বি* মায়াকান্না। 'মছজিদের পবিত্রতার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণে কেহ যদি প্রভাবিত হন।' *আজাদ*, ১৯৭০।

কুযশ [স] *বি* বদনাম; কলঙ্ক। 'বসলে কাছে রটবে কুযশ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কুযুক্তি [স] **১** *বি* কুমন্ত্রণা। 'নানান কুযুক্তি দিয়া অশুদ্ধ কার্যেত নিয়া ...।' *সুলতান*, ১৬৫০। **২** *বি* মন্দবাক্য। 'তোমার হাতে লেখনি পড়িলে যত-সব কুযুক্তি আমার মুখে দিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* খোঁড়া যুক্তি। 'আমি তর্কের সুযুক্তি অথবা কুযুক্তি নই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কুযুক্তি পাড়া *ক্রি* খারাপ যুক্তি উত্থাপন করা। 'জানি তুমি নিতান্ত ক্ষোভের মুখে এইসব কুযুক্তি পেড়েছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

কুযোগ [স] *বি* প্রতিকূল সময়। 'নির্ভয়ে ধাই সুযোগ-কুযোগ বিছুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কুয়র [স কুমার] *বি* পুত্র; সন্তান। 'ঋষির কুয়র।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুয়া [স কূপ] *বি* কুয়ো; মাটিতে গভীর গর্ত, যেখান থেকে জল তোলা হয়। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'অরণ্যে রহিল এক কুয়ায় পড়িয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কুয়াচুরি *বি* বড়ো রকম চুরি (তুলনীয়: পুকুর চুরি)। 'খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারি কুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া।' *ভবানী*,

১৮২৫।

কুয়ারা [স কুষ্মাণ্ড] *বি* কুমড়া। 'চেংড়ার সুমার বুদ্ধি তোমার ভুজ্ঞ কুয়ারা জানালে।' *লালন*, ১৮৯০।

কুয়াশা, কুয়াসা [হি কুহাসা] **১** *বি* হঠাৎ তাপমাত্রা কমে গিয়ে বায়ুতে সৃষ্ট ঘনীভূত বাষ্প; ধোঁয়ার মতো দেখতে সূক্ষ্ম জলবিন্দুপুঞ্জ। 'কুয়াসা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াসায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'বৃষ্টি, কুয়াশা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্তসমস্ত ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* হতাশা। 'তবে কেন – তবে কেন মিছে এ কুয়াশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** অস্পষ্টতা। 'এ শুধু কুয়াশা, দুর্ভেদ্য কুয়াশা।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কুয়াশা-অঞ্চল [কুয়াশা+স অঞ্চল] *বি* কুয়াশারূপ আঁচল। 'ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল-অন্তরালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

কুয়াশা-আকুল [কুয়াশা+স আকুল] *বিণ* কুয়াশায় একাকার। 'পরপারে বনশ্রেণী কুয়ামা-আকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কুয়াশাউথাল [কুয়াশা+স উত্তাল>] *বিণ* কুয়াশায় ভরে গেছে এমন। 'কুয়াশাউথাল জটা দিক দিক ভরে যদি।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

কুয়াশাকঠিন [কুয়াশা+স কঠিন] *বিণ* রহস্যাবৃত। 'কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

কুয়াশা-ঘোমটা *বি* কুয়াশার আবরণ। 'অতিশয় সাবধানে দুইটি আঙুল দিয়া কুয়াশা-ঘোমটা তোর দেয় ধীরে সরাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

কুয়াশা-ছাওয়া *বিণ* কুয়াশা-ঢাকা। 'যে বন কুয়াশা-ছাওয়া ঝরা ফুল সেথা পাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কুয়াশা-ঢাকা [কুয়াশা+ঢাকা] **১** *বিণ* কুয়াশার মতো মলিন। 'অনাদরের অসম্মানের কুয়াশা-ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বিণ* কুয়াশায় আবৃত। 'যদিও কুয়াশা-ঢাকা আকাশের নীল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

কুয়াশানিদ্রিত [কুয়াশা+স নিদ্রিত] *বিণ* কুয়াশায় আচ্ছন্ন। 'কুয়াশানিদ্রিত প্রান্তর আবার জাগিয়া উঠিতেছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কুয়াশানির্জন [কুয়াশা+স নির্জন] *বিণ* কুয়াশা-ঢাকা নিস্তব্ধ। 'কুয়াশানির্জন ঠাণ্ডানিবিড় শেষ রাতে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কুয়াশা-নেকাব [কুয়াশা+আ নিকাব] *বি* কুয়াশার ঘোমটা; কুয়াশার অবগুণ্ঠন। 'দিগন্তে যেন তুর্কি কুমারী কুয়াশা-নেকাব রেখেছে উতারি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কুয়াশাভরা [কুয়াশা+ভরা] *বিণ* অশ্রুসজল। 'অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

কুয়াশা-ভিজে [কুয়াশা+ভিজা] *বিণ* কুয়াশায় সিক্ত। 'আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কুয়াশাময় [কুয়াশা+স ময়] *বিণ* কুয়াশাচ্ছন্ন। 'তোমাদের পথ যদিও কুয়াশাময়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

কুয়াশামাখা [কুয়াশা+মাখা] *বিণ* কুয়াশাপূর্ণ। 'কুয়াশামাখা বাংলার কার্তিকের নদীকে আবিষ্কার করতে।' *জীবন*, ১৯৩২।

কুয়াশামুক্ত [কুয়াশা+স মুক্ত] *বিণ* কুয়াশাহীন। 'কুয়াশামুক্ত চাঁদ আবার ঝলমল করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কুয়াশালীন [কুয়াশা+স লীন] *বিণ* কুয়াশামুক্ত। 'বিদ্রোহী নবকেতন কুয়াশালীন পথের প্রস্তুতি স্থির করে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

কুয়াশাহত [কুয়াশা+স হত] *বিণ* কুয়াশায় আচ্ছন্ন। 'উষার আকাশে শ্মশানগোধূলি কুয়াশাহত।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

কুয়াসাচ্ছন্ন [কুয়াশা+স আচ্ছন্ন] *বিণ* কুয়াশায় আবৃত। 'কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষের মত অস্পষ্ট।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কুয়াসাজাল [কুয়াশা+স জাল] *বি* কুয়াশারূপ জাল। 'এসব জারিজুরির কুয়াসাজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে পারিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

কুয়াসা-বিবর্ণ [কুয়াশা+স বিবর্ণ] *বিণ* কুয়াশায় মলিন। 'আকাশের চমৎকার জ্যোৎস্না কুয়াসা-বিবর্ণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কুয়াসাময় [কুয়াশা+স ময়] *বিণ* কুয়াশায় আচ্ছন্ন। 'দূরে কুক্কুটের চীৎকার কুয়াসাময় আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

কুয়িলী [স কোকিল] *বি* কোকিল। 'আম্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুয়েশচেন [ই] *বি* প্রশ্ন। 'তারা বুঝি কুয়েশচেন পেপার লীক হওয়ার সন্ধান পেয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কুয়ো [স কূপ] *বি* কুয়া। 'গুণে আনি দেওয়া হয়ে যায় রে কুয়ো।' *লালন*, ১৮৯০।

কুয়োতলা [স কূপ+স তল>] *বি* কুয়োর পাশের জায়গা। 'এই-যে কুয়োতলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কুয়ো ব্যাং [স কূপ+স ব্যঙ্গ>] *বি* যে ব্যাং কূপের মধ্যে বাস করে; কূপমণ্ডূক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কুয়োর ব্যাঙ *বি* অল্পজানা ব্যক্তি। 'আমরা ছোট মানুষ, কুয়োর ব্যাঙ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কুরকুর [ধ্বন্যা] **১** *বি* কুকুর ছানাকে ডাকার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* মুরগি ডাকার শব্দ। 'পিটপিট করে তাকিয়ে কুরকুর আওয়াজ করে ডাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কুরকুরানো [ধ্বন্যা কুরকুর>] *ক্রি* কুর কুর করে ডাকা। 'কুরকুরাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুরঙ্গ[১] [স] *বি* হরিণ। 'কুরঙ্গনয়ন জিনী তোহ্মার নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুরঙ্গগমনী [স] *বি* হরিণের মতো গমন করে যে। 'একি রে রঙ্গ আকুল অঙ্গ/ ছুটে কুরঙ্গগমনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কুরঙ্গনয়ন [স] *বি* হরিণের চোখ। 'কুরঙ্গনয়ন জিনী তোহ্মার নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুরঙ্গ নয়না [স] *বিণ স্ত্রী* হরিণের মতো চোখবিশিষ্ট। 'নয়ন যুগলে শোভে কুরঙ্গ নয়না।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কুরঙ্গনয়নি [স কুরঙ্গনয়নী] *বিণ স্ত্রী* হরিণের মতো সুন্দর চক্ষুযুক্ত। 'ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গনয়নি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কুরঙ্গনয়নী [স] *বি* হরিণের মতো সুন্দর চোখ আছে এমন। 'দোহাই তোমার কুরঙ্গনয়নী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কুরঙ্গনয়ানী [স কুরঙ্গনয়নী] *বিণ* হরিণের মতো চোখবিশিষ্ট। 'হাহা মোর প্রানেশ্বরী কুরঙ্গ নয়ানী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কুরঙ্গিণী [স] *বি স্ত্রী* হরিণী। 'বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুরঙ্গিনি, কুরঙ্গিনী [স কুরঙ্গিণী] *বি স্ত্রী* হরিণ। 'সুনইত রসকথা থাপয়ে চীত। জইসে কুরঙ্গিনী সুনএ সঙ্গীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'খেলে আমোদিনী কুরঙ্গিনি সিংহিনী সনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

কুরঙ্গী [স] *বি স্ত্রী* হরিণী। 'কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে মত্ত হয়ে রস রঙ্গে অনঙ্গের যজ্ঞ পূর্ণ করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুরঙ্গ[2] [স কু-রঙ্গ] *বি* বাজে রসিকতা। 'কুসঙ্গের সঙ্গে মজে কুরঙ্গে ...।' *লালন*, ১৮৯০।

কুরচি, কুরছি[1] [স কুরুবক>] *বি* গিরিমল্লিকা ফুল। 'কদম্ব কুরচি বক করবী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'আনিল সেহারা ফুল বান্ধা কুরছির হার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কুরছি[2] [আ কুরসি] *বি* আসন। 'খোদার আরশ-কুরছি পরে হয়ত সে সুর মুরছি পড়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

কুরটনা [স] *বিণ* কুৎসা প্রচার। 'তদবধি রাজ্যে তোমার, উঠেছে এক কুরটনা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কুরতা [ফা কুরতাহ্] *বি* জামা। 'পুরনো কুরতা, ভাঙ্গা হাঁড়ি ইত্যাদি টাঙিয়ে দৈত্য-দানবের অশুভ দৃষ্টি প্রতিরোধ করা হয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

কুরতি [ফা কুরতাহ্] *বি* কুর্তি; ছোটো জামাবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'পোষাক বিবিধ প্রকার প্রস্তুত করে, যথা পাজামা, কুরতি, দোপাট্টা, ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কুরনি *বি* নারকেল ইত্যাদি কোরানোর জন্য ধারালো খাঁজওয়ালা যন্ত্রবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুরনিশ [তু] *বি* সম্ভ্রমপূর্ণ অভিবাদন। 'কুরনিশ করিয়া খাড়া কহিতে লাগিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কুরব [স] *বি* দুর্নাম। 'এই সার্ব্বজনীন কুরবেতে সকলেরই অপাঙক্তিত্য প্রথিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

কুরবক [স] *বি* লাল রঙের ফুলবিশেষ; রক্তঝিণ্টি। 'কুরবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কুরবানি [আ] *বি* বিসর্জন। 'আলোচনা করতে গিয়ে প্রাণটা কুরবানি দিব নাকি?' *যুক্তবা*, ১৯৪৯।

কুররি, কুররী [স কুররী] *বি* ঈগল জাতীয় পাখিবিশেষ। 'মাতা তোমার করে শোক মৃতসুতা জেমন কুররি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কুররীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়নে রোমন্থ করিতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুরল [স কুরর] *বি* ঈগল জাতীয় পাখিবিশেষ। 'অষ্টাদসে কুরল পক্ষ আর গরুড় হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুরলী [স কুরর>] *বি* ঈগল জাতীয় পাখিবিশেষ। 'কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী।' *ভারত*, ১৭৬০।

কুরলা *ক্রি* আঁচড়ানো। 'কুরলএ কেশ যেন বিষধরগণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুরলিত *বিণ* আঁচড়ানো। 'শিসেত সিন্দুর দিল কুরলিত কেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুরস [স] ১ *বিণ* দূষিত রক্তে পূর্ণ। 'মদ – পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু/ ফাঁপায় যে হৃদয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* মন্দ রস; গরল। 'কুরসে সুরস মেলে সেই ধারা।' *লালন*, ১৮৯০।

কুরসি, কুরসী [আ] ১ *বি* আসন। 'আরশ কুরসী যথ ভুবন ছাপান।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* কেদারা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুরসিনামা [আ কুরসি+ফা নামাহ্] *বি* বংশতালিকা। '১ কেতা কুরসিনামা।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১১।

কুরা *বি* লাঠি। 'ছোটো কুরা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুরাঢ়ী [স কুঠারিকা] *বি* কুঠার। 'গঅণত গঅণত তইলা বাড়হী হেঞ্চে কুরাঢ়ী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

কুরান *ক্রি* আঁচড় দিয়ে বের করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুরানি *বি* নারকেল কোরানো হয় যে হাতিয়ার দিয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

কুরি *বি* গাছের মাথা কাটার কাজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুরীতি [স] ১ *বি* কুসংস্কার। 'কেহ২ বলেন যে কি কুরীতি ছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০। ২ *বি* মন্দ প্রথা। 'এদেশের এক কুরীতি আছে যে দম্পতি পরস্পর আপন ইচ্ছাক্রমে স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৩ *বি* মন্দ আচরণ। 'এতদ্দেশীয় লোকের কুরীতি ও কুসংস্কারের কথা কি কহিব?' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কুরু[1] [স কুরণ্ড] *বি* অণ্ডকোষ। 'বাপুকুরু সন্তারে জাণী।' *চর্যা ৩৭*, ১২০০।

কুরু[2] *বিণ* মন্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুরুআ [স করঙ্গ] *বি* তেলের পাত্র। 'কান্ধে কুরুআ লঞাঁ তেলী আগে জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুরুওক [স কুরবক] *বি* ফুলবিশেষ; কুরুবক। 'নিহালী বান্ধুলি করবীর কুরুওক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুরুক্ষেত্র [স] ১ *বি* মহাভারতে বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র। 'কুরুক্ষেত্রে জুদ্ধে পড়ি হইল স্বর্গবাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* দিল্লির নিকটবর্তী হিন্দুদের তীর্থস্থান। 'তীর্থযাত্রীরা সর্ব্বদা কুরুক্ষেত্র তীর্থ গমন করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বি* ছড়াছড়ি। 'একটা ঘরে শ্যাম্পেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বিণ* অস্থির। 'সুবলের মা তোকে দেখে হেসেই কুরুক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বি* অত্যন্ত পরিশ্রম। 'মোচা ও থোড়ের মুণ্ডপাত করতে কুরুক্ষেত্র করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৬ *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'শকুনির ক্ষুধা নিবারণে শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভনে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

কুরুক্ষেত্র বাধা *ক্রি* ভীষণ ঝগড়ার সৃষ্টি হওয়া। 'সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়।' *মানিক*, ১৯৪০।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ [স] *বি* তুমুল ঝগড়া। 'গৃহমধ্যে সমস্ত দিন গায়ক-বাদকের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুরুপতি [স] *বি* কুরুবংশের প্রধান। 'সুনিয়া বলিল বিস্য সুন কুরুপতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কুরুসূর্য [স] *বি* কৌরব বংশের গৌরব। 'পাণ্ডুচন্দ্রলেখা আজি অস্ত গেল, আজি কুরুসূর্য একা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কুরুচ কাঁটা [ই crochet+কাঁটা] *বি* উল, সুতা প্রভৃতি বস্ত্র বুনানোর শলাবিশেষ। 'দিনরাত কুরুচ কাঁটা চালিয়ে যেতে লাগলেন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কুরুচি [স] *বি* অশ্লীল বা অমার্জিত বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তি। 'কুরুচিপূর্ণ শাস্ত্রকারেরা স্ব স্ব রচিত পুস্তকগুলি ব্যাসকৃত বলিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সমাজের কোনো কুরুচি বা কদাচারের বিরুদ্ধে কেহ যে রাগ করিতে পারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

কুরুচিকর [স] *বিণ* অশ্লীল। 'নানা রকম অবাঞ্ছিত ও কুরুচিকর অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে।' *বেগম*, ১৯৬৫।

কুরুচি-পরিচায়ক [স] *বিণ* কুৎসিত রুচি প্রকাশক। 'ইংরেজ লেখক হলে কুরুচি-পরিচায়ক প্রসঙ্গগুলো অমন খোলাখুলিভাবে বীরদর্পে উল্লেখ করত না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কুরুচিপূর্ণ [স] *বিণ* রুচিগর্হিত। 'কুরুচিপূর্ণ শাস্ত্রকারেরা স্ব স্ব রচিত

পুস্তকগুলি ব্যাসকৃত বলিয়া ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কুরুচিময় [স] *বিণ* কুৎসিত রুচিসম্পন্ন। 'নানাবিধ কুরুচিময় ভাবে সং সাজাইয়া ... ।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

কুরুণ্টক [স] *বি* বৃক্ষ ও ফুলবিশেষ। 'কুরুবক কুরুণ্টক কুন্দ তোলে মরুবক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুরুনি, কুরুনী *বিণ* নারকেল ইত্যাদি কোরানোর দাঁতাল ও বঁটির মতো আকারের হাতিয়ারবিশেষ। 'করুনীতে কুরিয়া আনিবে নারিকেল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তোদের নারকোল-কুরুনি আছে?' *সুনীল*, ১৯৭০।

কুরুপ [স কুরূপ] *বিণ* দোষযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুরুপতি *দ্র* **কুরুক্ষেত্র**

কুরুবক, কুরুবক [স কুরুবক] *বি* ঝাঁটি ফুল। 'নীল কুরুবক তোর নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কুরুবক চাঁপা নাগেশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুরুবর্ষ [স] *বি* পুরাণোক্ত জম্বুদ্বীপে উত্তরকুরু নামক বর্ষ বা প্রদেশ। 'এই কুরুবর্ষ – এই কন্যাকুমারিকা অতীতের কুয়াশার পারে।' *জীবন*, ১৯৩০।

কুরুশ-কাঁটা [ই crochet+কাঁটা] *বি* পশম বা সুতা দিয়ে বস্ত্র বোনার শলাকা। 'কুরুশ-কাঁটায় রাখিব খোঁপার সাথে বিঁধিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩২।

কুরূপ [স] *বিণ* কুৎসিত। 'সুশ্রী কি কুরূপই বা হউন।' *গৌর*, ১৮২২।

কুরূপতা [স] *বি* কুশ্রীতা। 'দাম্পত্যবন্ধনের আর-একটি মহৎ বিঘ্ন স্বামীর বার্ধক্য ও কুরূপতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* অসুন্দর। 'স্ত্রী দর্শনে বড় কুরূপা নহে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

কুরূপর [স কূর্পর] *বিণ* অধীন; বশীভূত। 'জোড় হাথে স্তুতি করি কুরূপর হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুরে খাওয়া *ক্রি* ধীরে নিঃশেষ করা। 'চেতনাকে একটু একটু কুরে খাচ্ছে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

কুর্কু *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'কুর্কু জাতি আরও পশ্চিমে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কুর্ণিশ [তু] *বি* সম্ভ্রমপূর্ণ অভিবাদন। 'বাবুজি কুর্ণিশ ঘেরা, বর্দ্ধমান বিচ ডেরা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কুর্তা [ফা কুর্তি] *বি* জামাবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কুর্তি, কুর্ত্তি [ফা] *বি* শরীরের উর্ধ্বাঙ্গে পরার ঢিলা পোশাকবিশেষ। 'কুর্তি।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বালকেরদিগের কুর্ত্তি এবং টুপি ও মোজা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কুর্দন, কুর্দ্দন [স] **১** *বি* লাফালাফি। 'অসংখ্য মৎস্য মনের আনন্দে কুর্দন করিতেছে।' *সিরাজী*, ১৯১৮। **২** *বি* আস্ফালন। 'জেকের ও নর্তন কুর্দ্দন করে।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

কুর্দী *বি* ইরাক ও তুরস্কের মধ্যখানের জাতিগোষ্ঠীর ভাষা। 'তারপর জগাইতুর্কী, মঙ্গোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কুর্ধ, কুর্দ্ধ [স ক্রুদ্ধ] *বিণ* রাগান্বিত। 'কুর্দ্ধ হৈয়া বলে মুনি সাঁপ বচন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুর্নিশ [তু কুরনিশ] *বি* সসম্ভ্রম অভিবাদন। 'কুর্নিশ করে ঢোকে মাথা নুয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কুর্পর [স] *বিণ* অধীন। 'জিয়ান্তে মড়া স্বামী পরের কুর্পর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কূর্ম, কূর্ম্ম [স কূর্ম] *বি* কচ্ছপ। 'একাদসে কূর্ম্মরূপে অবতার কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কূর্মরূপে তুমি সর্ব পৃথিবীর ভার বহ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কুর্মা [তু কুরমাহ্] *বি* তুর্কি পদ্ধতিতে রান্না করা ঝালহীন মাংস। 'ছ-সাত রকমের পোলাও, বিরিয়ানি, কুর্মা, কালিয়া, পসিন্দা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কুর্শি, কুর্সি [আ কুরসি] **১** *বি* আসন। 'নূরে কুর্শির পুরে 'তূর'-শির।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বি* চেয়ার। 'চারপাশে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটা কুর্সি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কুর্শিকাঁটা [ই crochet+কাঁটা] *বি* ক্রুশকাঠি; উল বা সুতা দিয়ে কিছু বোনার শলাকা। 'কুর্শিকাঁটাগুলো ও-ঘরের বিছানায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

-কুল [স] *বহুবচন নির্দেশক প্রত্যয়*। 'সুণে মৃগকুল বসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুল[১] [স কূল] **১** *বি* তীর। 'জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০। **২** *বি* দিশা। 'ভেবেও কুল পাইনে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কুল[২] [স কোলি] *বি* বরই। 'একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কুলচুর [স কোলি+স চূর্ণ] *বি* পাকা কুলের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে তৈরি করা একধরনের মুখরোচক খাবার। 'আমসত্ত্ব, কুলচুর রাখিবার জো থাকে না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কুল[৩] [স] *বি* বংশ। 'এতেকে বুঝিল তার বড় কুল জাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুলকন্যা [স] *বি* সম্ভ্রান্ত বংশের নারী। 'কুলকন্যার কুল দেখল, তেজ দেখল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কুলকমলিনী [স] *বি* কুলনারী। 'কত দেশে শত শত কুলকমলিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

কুলকর্ম, কুলকর্ম্ম [স] *বি* কুলকর্ম; কুলীনের ঘরে পুত্র-কন্যার বিয়ে দেওয়া। '... আমাদের কন্যাগত কুল, তাহার বিবাহ সময়ে কুলকর্ম্ম কত্যে হবে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুলকলঙ্কিনী, কুলকলঙ্কিনি [স কুলকলঙ্কিনী, সম্বোধনে শব্দশেষে ই-কার] *বি স্ত্রী* যে নারীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জন্যে বংশের কলঙ্ক হয়। 'সেই জানে কেনে রাধা কুলকলঙ্কিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'আরে কুলকলঙ্কিনি!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কুলকামিনী [স] *বি* কুলবধূ; সম্ভ্রান্ত বংশের নারী। 'হমে কুলকামিনী কহইতে অনুচিত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কুলকেশরী [স] *বিণ* কুলশ্রেষ্ঠ; কুলসিংহ। 'কোথায় সেই মোসলেম কবি কুলকেশরী কায়কোবাদ?' *কোহিনূর*, ১৯১১।

কুলক্রমাগত [স] *বিণ* বংশের রীতি অনুসারে আগত। 'যে সকল অমাত্য কুলক্রমাগত ও সচ্চরিত্র এবং যাঁহারা উৎকোচগ্রহণ করে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কুলক্ষয় [স] *বি* বংশ নাশ। 'এত দিন পরে কুলক্ষয়টা হবে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কুলগত [স] *বিণ* জাতিগত। 'লোকের মধ্যে মোটামুটিভাবে এমন একটা কুলগত ঐক্য আছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

কুলগর্ব [স] *বি* বংশগৌরব। 'জুলিখার কুলগর্ব এবং লোকমর্যাদার ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কুলগুরু [স] *বি* বংশের গুরু; কুলাচার্য। 'তাঁর কুলগুরু লালুভাও ঢেকরে সমস্ত বন্দোবস্ত উত্তমভাবে করেছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কুলজন [স] *বি* সম্ভ্রান্ত লোক। 'অধার্মিক হব নর দুই তিন জাত্যে ঘর জার ধন সেই কুলজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুলজ্ঞ [স] *বি* কুলের বিষয়ে জানেন যিনি। 'সভাতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতার চন্দন ব্যবস্থাদি জন্য ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কুলজ্ঞতা [স] *বি* কুল বিষয়ে জ্ঞান। 'সভাতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতার চন্দন ব্যবস্থাদি জন্য ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কুলতিলক [স] *বিণ* বংশের শিরোমণি। 'খুড়র কুলতিলক জীবানন্দ ভায়ার শরীরধারণের ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

কুলত্যাগ [স] *বি* কুলধর্ম বিসর্জন। 'অন্নদা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কুলত্যাগিনী [স] *বিণ* কুলটা। 'আমার খুল্লতাতপত্নী কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কুলদর্প [স] *বি* বংশমর্যাদা। 'জত ছিল কুলদর্প তথি হইল কালসর্প ঘটক পণ্ডিত জনার্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুলদারা [স] *বি* সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী। 'কত কুলদারা চকোরীর পারা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কুলদেবতা [স] *বি* বংশানুক্রমে পূজ্য দেবতা। 'আমি সরস্বতী, ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

কুলধর্ম, কুলধর্ম্ম [স] **১** *বি* বংশের আচার। 'অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বংশের ধর্ম। 'তাহাদিগের কুলধর্ম্ম ও জাত্যাচার।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

কুলধ্বজ [স] *বি* বংশের গৌরব। 'সে যে কুলধ্বজ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কুলনারী [স] *বি* সৎ কুলজাত কন্যা। 'একেত অবলা বাঙ্গী তাহে কুলনারী।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুল নাশা *ক্রি* সতীত্ব নাশ করা। 'ও সে বাঁশি বাজিয়ে সদাই কুলবতীর কুল নাশে।' *লালন*, ১৮৯০।

কুলনাশী [স] *বিণ স্ত্রী* বংশে কলঙ্ক আরোপ করে এমন। 'সারা গাঁয়ে আজ টি টি পড়ে গেছে, মেয়ে হল কুলনাশী।' *জসীম*, ১৯২৯।

কুলপঞ্জিকা [স] *বি* বংশপরিচয়। 'শিল্পশাস্ত্রের কুলপঞ্জিকার মধ্যে শক্ত করে বাঁধা রইল সব।' *অবন*, ১৯২৫।

কুলপতি [স] **১** *বি* কুলস্বামী। 'তখন ধীরে চামার কুলপতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* অন্নদান ও শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণকারী মুনি। 'কুলপতিরা অরণ্য কাটিয়া ... এক-একটি আশ্রম স্থাপন করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুল-পরম্পরাগত [স] *বিণ* বংশধারা থেকে এসেছে এমন। 'উহা এ কালের ন্যায় কুল-পরম্পরাগত ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কুলপাঁজি [স কুলপঞ্জি] *বি* বংশপরিচয়। 'গালি দিআ লণ্ডে ভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে কুলপাঁজি করিআ বিচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুলপালক [স] *বিণ* বংশের রক্ষক। 'আমার যজমান কুলপালক বাঁড়ুয্যে, তিনি বল্লালকৃত কুলকল্লোলে পতিত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুলপুরোহিত [স] *বি* বংশানুক্রমে পৌরোহিত্যকারী যাজক ব্রাহ্মণ। 'কুলপুরোহিত শিরোমণি কহিলেন ওরে মূর্খ শাস্ত্র জানিলে না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কুলপ্রথা [স] *বি* বংশের রীতিনীতি। 'বল্লাল ভূপাল তন্মধ্যে এই অভিনব কুলপ্রথা প্রচার করেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুলপ্রদীপ [স] **১** *বি* বংশগৌরব। 'বাতাস পাইবা মাত্র কুলপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* বংশের একমাত্র সন্তান।' 'একজন কুলপ্রদীপ নববাবু মজা করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কুলবতী [স] *বি* সৎ কুলের নারী। 'একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

কুলবধূ [স] *বি* গৃহবধূ। 'কুলবধূ জল দেই সাসুড়ির গায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুলবধূসম্ভোগ [স] *বি* কুলবধূর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক স্থাপন। 'যে সকল বাবুরা কুলবধূসম্ভোগে অধিক সুখভোগ বোধ করেন তাঁহারা চেষ্টা পাইতে থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কুলবালা [স] *বি* সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। 'পিয়া গেল মধুপুর হম কুলবালা।/ বিপথে পরল জৈছে মালতিমালা।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

কুলবিদ্যা [স] *বি* বংশপরম্পরায় অর্জিত শিক্ষা। 'আমাদের কুলবিদ্যা, বংশগতবৃত্তি।' *হাসান*, ১৯৬৭।

কুলব্রত [স] *বি* বংশানুক্রমে আচরিত অনুষ্ঠান। 'বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কুলভক্ত [স] *বিণ* বংশের মান-মর্যাদার প্রতি যত্নশীল। 'কুলময়ী কুলারাধ্যা কুলভক্ত জন বাধ্যা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুলভঙ্গ [স] *বি* কৌলীন্যের নিয়ম ভঙ্গ ক'রে বিবাহ দান। 'কুলভঙ্গ ভয়ে তাহাদের বিবাহ দিতেও পারেন নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুলভয় [স] *বি* জাত যাওয়ার ভয়। 'কিবা কুলভয় কিবা গুরুর গঞ্জন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কুলমন্তি [স কুলবতী] *বি* কুলবতী। 'রসও বুঝএ জনি হো কুলমন্তি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কুলময়ী [স] *বিণ* বংশগৌরব রক্ষার উপযুক্ত গুণসম্পন্না। 'কুলময়ী কুলারাধ্যা কুলভক্ত জন বাধ্যা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুলমর্যাদা, কুল-মর্য্যাদা [স] *বি* কৌলীন্যের মর্যাদা। 'বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি-মর্য্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুল-মর্য্যাদা প্রচার করিয়া যান।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুলমহিলা [স] *বি* সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী। 'সতীত্ব, কুলমহিলার অয়স্কান্ত মণি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কুলমান [স] *বি* বংশের সম্মান। 'কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্য যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কুলরক্ষা [স] *বি* বংশের মানসম্মান রক্ষা করা। 'কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন; কবে কুলরক্ষা করিবেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুললক্ষ্মী [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দু বিশ্বাস) বংশের হিতকারী দেবী। '... বিবেচনা করিতেছেন বুঝি কুললক্ষ্মীর কৃপা হয়।' *রাজীব*, ১৮০৫।

কুলললনা [স] *বি* সতী নারী। 'কুলললনারা রাণী পদ্মিনীর নেতৃত্বে প্রজ্জ্বলিত চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

কুললাজ [স কুললজ্জা] *বি* কুলভয়। 'কুলের নন্দিনী হৈয়া নাহি কুললাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কুলশীল [স] **১** *বি* বংশ ও চরিত্র। 'জন্ম-কুলশীলাচার না জানি যাহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বংশীয়। 'অজ্ঞাত কুলশীল

মনুষ্যকেও এই শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কুলশীলহীন [স] *বিণ* বংশ-মর্যাদা নেই এমন। 'আমি কুলশীলহীন ক্ষুদ্র নরপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কুলসম্ভ্রম [স] *বি* বংশমর্যাদা। 'বিষয় রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কুলস্ত্রী [স] *বি* সম্ভ্রান্ত বংশের সতী নারী। 'অবলা কুলস্ত্রীর সহিত যুদ্ধ করিতে অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করি নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কুলহারা [স] *বিণ* জাতিচ্যুত। 'বাবু অন্য স্ত্রীতে আসক্তি-প্রযুক্ত কুলহারা হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কুলাঙ্গনা [স কুল-অঙ্গনা] *বি* ঘরের নারী; কুলনারী। 'বিশিষ্ট সন্তানেরা আপন কুলাঙ্গনাদিগের পাঠশালায় পাঠাইয়া ...।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

কুলাঙ্গার [স কুল-অঙ্গার] *বি* বংশের নাম ডোবায় এমন। 'হিন্দুবংশে কুলাঙ্গার কতেকগুলিন বালক এক২ ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিয়াছেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

কুলাচার [স] *বি* কুলধর্ম। 'পর্বতরাজের ছিল জত কুলাচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুলাচারপরায়ণ [স] *বিণ* তান্ত্রিক আচার অনুরাগী ও পালনকারী। 'কুলাচারপরায়ণ দণ্ডী ও পরমহংসেরা যেরূপ চক্র করিয়া সুরাপানাদি করেন, তাহার নাম মহাবিদ্যা।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কুলাচারী [স] *বিণ* বংশীয় আচার পালনকারী। 'সন্ন্যাসীরা অনেকেই কুলাচারী অর্থাৎ মদ্য মাংসাদি ব্যবহার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কুলাচার্য, কুলাচার্য্য [স] *বি* কুল-পুরোহিত; ধর্মগুরু। 'কুলাচার্য্য কহিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কুলাদর্শানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* বংশের নিয়ম অনুযায়ী। 'ডুবাল কহিলেন ... কুলাদর্শানুযায়ী ভাষায় নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন করুন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কুলাধিদেবতা [স] *বি* বংশ পরম্পরায় পূজিত দেবতা। 'কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুলাধিপতি [স] *বি* কুলের প্রধান ব্যক্তি। 'মামা এখানকার কুলাধিপতি।' *তারা*, ১৯৪২।

কুলানুগত [স] *বিণ* বংশগত। 'সেই জাতির কুলানুগত আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষার ধারা ধরে চলতে চলতে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

কুলে কালি দেওয়া *ক্রি* বিবাহবহির্ভূত প্রণয় করে বংশকে কলঙ্কিত করা। 'অভাগিনী কেন কুলে কালি দিয়ে দুপা বেরয়ে দাঁড়াল না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কুলোজ্জ্বল [স কুল-উজ্জ্বল] *বিণ* বংশের মুখ উজ্জ্বল করে এমন। 'ইহারা মহাশয়ের নাম সম্ভ্রম ও কুলোজ্জ্বল করিবেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কুলোত্তম [স কুল-উত্তম] *বিণ* উত্তম বংশে জাত। 'সুপুরুষ কুলোত্তম কোথা না ঘটয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুলোদ্ভবা [স কুল-উদ্ভবা] *বি স্ত্রী* ভালো বংশে জন্ম যার। 'কোন কুলোদ্ভবা তার মাতা।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

কুলোদ্ভূত [স কুল-উদ্ভূত] *বিণ* ভালো বংশে জাত। 'বিশিষ্ট কুলোদ্ভূত জনেরদের গমনাভাবপ্রযুক্ত সমাজ প্রায় হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কুলোদ্ধার [স] *বি* পূর্বপুরুষের সদ্গতি। 'অতি দুষ্প্রাপ্য মহামহাবারুণীতে গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুলোদ্ধার ... ' *রামমোহন*, ১৮২৩।

কুল[৪] [আ] *বিণ* সমস্ত। **কুলকপাল** [আ কুল+স কপাল] *বি* পুরো ভাগ্য। 'যা থাকে কুলকপালে, দেশে ফিরে গিয়েই ঐ মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব করবে।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

কুলআঁ ঘাট [স কুল>] *বি* খেয়া ঘাট। 'কর কুলআঁ ঘাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুলকুচি, কুলকুচো [হি কুলকুলানা] *বি* কুলি। 'এই ভাবের কুলকুচি দিয়ে ভূত ভাগাবে মনে করছ।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'সেই ঠাণ্ডা চোখের জলে রোজ মুখ ধুতাম ও কুলকুচো করেছি জানালা দিয়ে।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

কুলকুণ্ডলিনী [স] ১ *বি* (তন্ত্র) মানবদেহের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত কল্পিত চক্রের নাম। 'কুলকুণ্ডলিনী দশ হয় নাভিমূলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* জীবনীশক্তি। 'জগদাদ্যা কুলকুণ্ডলিনী।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুলকুল [ধ্বন্যা] *বি* পানি বয়ে যাওয়ার ধ্বনি। 'কূলে জল নাহী শুধু শুনি কুলকুল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'চার দিকে জল কুল কুল করে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কুলকুলধ্বনি [কুলকুল+স ধ্বনি] *বি* পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ। 'নদীর কুলকুলধ্বনি, পাতার মর-মর শব্দ।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

কুলক্ষণ [স] *বি* অশুভ লক্ষণ । 'পাছে কি কুলোকে কুলক্ষণ করে দেখে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

কুলক্ষণা [স] *বিণ স্ত্রী* অশুভ লক্ষণযুক্ত। 'রাজার নিকটে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাউক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কুলগ্ন [স] *বি* অশুভ সময়। 'কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলেম।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কুলঙ্গি, কুলঙ্গী ১ *বি* দেয়ালের মাঝের ছোটো খোপ। 'চারিভিতে কাটিল কুলঙ্গি।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'একটি কুলঙ্গীর মধ্যে পঞ্চপ্রদীপ, কোষাকোষি, কতকগুলি সলিতা।' *সিরাজী*, ১৯১৮। ২ *বি* নীড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুলচি [স কুলপঞ্জি] *বি* বংশ-তালিকা। 'বর্ত্তমান শব্দ সকলের কুলচি স্থির করিয়া মূল গোত্র নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কুলজি, কুলজী [স কুলপঞ্জি] *বি* বংশপরিচয়। 'কুলাচার্য্যসকল কুলজীর ব্যাখ্যা করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'শিখণ্ডিবাহন ত ব্রহ্মাধিপতির কন্যার পাণিগ্রহণ কচ্চে না যে কুলজির আবশ্যক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কুলটা [স] *বি স্ত্রী* অসতী। 'দেখিয়া কুলটা নারি কামে অচেতন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুলটাবর্ত্ম [স] *বি* অসতীদের পথ। 'কুলের পথ হারাইয়া কুলটাবর্ত্মে প্রবর্ত্ত হওনের মনস্থ করিয়া ...। *ভবানী*, ১৮২৮।

কুলপি, কুলপী, কুলফি [আ কুলফ] *বি* বরফ জমাট করার ছাঁচ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দু-করে কুলপী শোভে শঙ্খ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুলপিওলা [আ কুলফ+হি ওয়ালা] *বি* কুলপি বিক্রেতা। 'তাকে রাতদুপুরে দেখতো পাড়ার হুলো বেড়াল, কুলপিওলা।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

কুলপির বরফ [আ কুলফ>+ফা বরফ] *বি* কুলফি মালাই; এক রকমের আইসক্রীম। 'নন্দ ভাজা মসলা ও কুলপির বরফ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কুলফিওয়ালা [আ কুলফ+হি ওয়ালা] *বি* কুলফি বিক্রেতা। 'কুলফিওয়ালা আসত রোজ।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

কুলফি বরফ [আ কুলফ>+ফা বরফ] *বি* একপ্রকার বরফের মিষ্টি;

আইসক্রিম। 'বরফ-দেওয়া নোনতা জলে ছোটো টিনের চোঙে থাকত, যাকে বলা হত কুলফি বরফ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কুল-মখলুক [আ] *বি* সমগ্র সৃষ্টি। 'কুল-মখলুক দেখিতে লাগিল শুধু ইসলামি খাব।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কুল মুলুক, কুল মুল্লুক [আ কুল+আ মুল্ক] *বি* পুরো দেশ। 'কুল মুলুকের কুষ্ঠি করে জোর দেখালে।' *নজরুল*, ১৯২২।

কুলা [স কুল্য] *বি* অর্ধবৃত্তাকার ডালাবিশেষ। 'বিছন পুড়া ভান্যা খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুলাই *বি* ব্রতবিশেষ। 'কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ব্রত – ... শীতলা, বুড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মূলাই।' *অবন*, ১৯১৯।

কুলাই ঠাকুরের ব্রত – ব্রতবিশেষ। 'রাখালেরা কুলাই ঠাকুরের ব্রত বলে একটা অনুষ্ঠান করে।' *অবন*, ১৯১৯।

কুলাঙ্গনা, কুলাঙ্গার *দ্র* **কুল**[৩]

কুলাচল [স] ১ *বি* পর্বত। 'বসুধা কম্পে অষ্ট কুলাচল ফিরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অষ্ট কুলাচল; পর্বতমালা। 'চলাচল সচঞ্চল কুলাচল লড়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কুলাচার [স কোলি>+ফা আচার>] *বি* কুলের তৈরি আচার। 'কুলাচার কেবা ছাড়ে লয়ে কুলাচার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কুলাচার্য, কুলাচার্য্য *দ্র* **কুল**[৩]

কুলাদর্শানুযায়ী, কুলাধিদেবতা, কুলাধিপতি, কুলানুগত *দ্র* **কুল**[৩]

কুলানো ১ *ক্রি* সংকুলান হওয়া। 'আগে কথা কুলাইত না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *ক্রি* প্রয়োজন মেটা। 'দুই টাকা করিয়া কুলাইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৩ *ক্রি* সামর্থ্য হওয়া। 'মাধুরীকে নজরে আনবার মত সাহসে কুলোয়নি।' *জীবন*, ১৯৩১। ৪ *ক্রি* প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট হওয়া। 'নালাই হোক আর ১৫ ইঞ্চি দেওয়ালই হোক, কোনোটাতেই কুলাইবে না।' *আজাদ*, ১৯৪১। ৫ *ক্রি* সঙ্কুলান দান করা। 'অকুলানের সংসারকে কুলিয়ে দেবার দম্ভ।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

কুলান করা *ক্রি* সামলানো। 'সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিক কুলান করিতে পারিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

কুলিয়ে ওঠা *ক্রি* প্রয়োজন মেটানো। 'আমি আমার সমস্ত বলবুদ্ধি নিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কুলান্তরিত [স] *বিণ* অন্য কুলে নীত। 'অন্য ঘরে যখন কুলান্তরিত হবে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কুলাভিমান [স] *বি* আভিজাত্যের অহঙ্কার। 'রাজা ... কেবল কুলাভিমান ও খড়্গ, চর্ম সহায় করিয়া, চোরের সম্মুখীন হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কুলায় [স] *বি* বাসা। 'বাবুই পক্ষীর কুলায় ও মধুমক্ষিকার মধুক্রম ...' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

কুলারাধ্যা [স] *বিণ* কুলের পূজনীয়। 'কুলময়ী কুলারাধ্যা কুলভক্ত জন বাধ্যা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুলাল[১] [স] *বি* কুম্ভকার। 'কর্মকার নাপিত কুলাল মালাকর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কুলালচক্র [স] *বি* কুমোরের চাকা। 'তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল চিন্তারাম চাপরাশী এসে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কুলাল[২] [স] *বি* পাখিবিশেষ। 'সারসী, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কাদম্ব, কুলাল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

কুলি[১] [স কোলি] *বি* কুল ফল। 'ফলহীন আম জাম কাটিল কুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুলি[২] *বি* মাটির দুরমুশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুলি[৩], **কুলী** [তু] ১ *বি* শ্রমিক। 'সকল কুলি কর্মে না আসাতে ...।' *ভেরেলি*, ১৭৮০। ২ *বি* বোঝাবাহক মজুরবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ভুরি২ কুলি লোক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭; 'চাকরকে বলেন বেহারা, আর মুটেকে বলেন কুলী।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

কুলিগিরি [তু কুলি+ফা গিরি] *বি* কুলির কাজ। 'বিলেতি সভ্যতার কুলিগিরির মজুরি পোষায় না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কুলি-ব্যারাক [তু কুলি+ই ব্যারাক] *বি* কুলিদের থাকার স্থান। 'কুলি-ব্যারাকেই নিতাই দিবাস্বপ্ন শুরু করিল।' *তারা*, ১৯৪২।

কুলিমজুর, কুলীমজুর [তু কুলি+ফা মজদুর] ১ মোটবাহী শ্রমিক। 'কুলি-মজুর।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* সাধারণ শ্রমিক। ' দেশের লোকের কাছে আমার জাত যাবে। আমি কি কুলিমজুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৩ *বি* শ্রমিক। 'নাইট-ইস্কুলে কুলীমজুরের ময়লা ছেলের দল/ প্রথম পড়ার বইগুলো লয়ে করিতেছে কোলাহল।' *জসীম*, ১৯৫১; 'গুদামে কুলি-মজুরদের সঙ্গে নিজ হাতে কাজ করিতেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কুলি[৪] [ধ্বন্যা] *বি* কুলকুচা। 'ছেলেরা খাইয়া-দাইয়া কুলি ফেলতে ফেলতে যার যার ঘরে ছুইটা যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কুলিখিত [স] *বিণ* খারাপভাবে লেখা। 'কুলিখিত তুচ্ছ পত্র স্বামীর কাছে আদর পাইবে না মনে করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কুলিঙ্গ *বি* পাখিবিশেষ। 'কুলিঙ্গ সালিকা ভেঠা টেঠারি গাঙ্গচিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুলিটা *বি* গাছবিশেষ। 'কুলিটা চালিতা কাটিল বারাটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুলিণজণ [স কুলীন-জন] *বি* কুলীনজন। 'অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

কুলিতা [স কুলত্থ] *বি* একটি গাছের নাম। 'দিআ কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুলিন [স কুলীন] ১ *বিণ* অভিজাত। 'তোঁহে জদুকুল হম কুলিন গোআলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* বিষধর। 'কুলিন সাপিনী যেন গরল উগরে।' *জ্ঞানদাস*, ১৬০০।

কুলিশ [স] ১ *বি* লিঙ্গ। 'কমল কুলিশ ঘাণ্টে করহুঁ বিআলী।' *চর্যা* ৪, ১২০০। ২ *বি* বজ্র। 'কমল কুলিশ মাঝেঁ ভইঅ মিঅলী।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০।

কুলিশকঠিন [স] *বিণ* বজ্রের মতো কঠিন। 'কপটে প্রবীণ কুলিশকঠিন দারুণ তোমার হিআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুলিশকঠোর [স] *বিণ* বজ্রের মতো কঠোর। 'এ নারীচিত্ত কুলিশকঠোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কুলিস [স কুলিশ] *বি* বজ্র। 'মধু সম বচন কুলিস সম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কুলীন [স] ১ *বি* অভিজাত ব্যক্তি। 'দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান/ কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* উচ্চ সামাজিক মর্যাদাবিশিষ্ট ভদ্রলোক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ বিশেষ ধর্মীয়-সামাজিক মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের একাংশ। 'কুলীন ঠাকুরেরা স্বয়ং জগতের ঘৃণাপাত্র হইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৪ *বিণ* উন্নত জাতের। 'ভালো কুলীন ময়ূরদের মুখের কাছে অম্লান বদনে পেখম

নাড়িয়া আসেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৫** *বিণ* শ্বেতাঙ্গ। 'শ্বেত ও কৃষ্ণ, অর্থাৎ কুলীন ও সাধারণ অধিবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৬** *বিণ* অভিজাত। 'এক কুলীন চীনেম্যানের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৭** *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'কামনার কুলীন পরাগে ফলাতে চাইনে কোনো মিথ্যে ফল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

কুলীনকন্যা [স] *বি* অভিজাত বংশের কন্যা। 'মেলবন্ধ থাকাতে অনেক কুলীনকন্যা জন্মাবচ্ছিন্ন অদত্তাই থাকিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কুলুইচণ্ডী *বি* কুলুইচণ্ডীর ব্রত। 'আজ তো আমার কুলুইচণ্ডী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কুলুকুচু [ধ্বন্যা] *বি* কুলকুচি। 'হানে গায়ে ঝরনা-কুলুকুচু।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কুলুকুল [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* নদী প্রবাহের সুললিত অনুচ্চ শব্দ ক'রে। 'বহে যায় নদী কুলুকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কুলুকুলু [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* কলকাকলিযুক্ত। 'নদীর মুখে কুলু কুলু রা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* জলপ্রবাহের ধ্বনিপূর্ণ। 'বেলা শুধু যায় চলে কুলুকুলু নদীনীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কুলুকুলুকল [ধ্বন্যা] *বিণ* কুলুকুলু ধ্বনিবিশিষ্ট। 'কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কুলুখ [ফা] *বি* মলমূত্র ত্যাগের পর শুদ্ধির জন্য ব্যবহৃত মাটির ঢেলা। 'একদা মাবিয়া মূত্রত্যাগ করিয়া কুলুখ লইয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কুলুঙ্গি, কুলুঙ্গী *বি* জিনিসপত্র রাখার জন্য দেয়ালের মাঝে ছোটো খোপ। 'পুরাতত্ত্বের কুলুঙ্গি হইতে পড়িয়া, ধুলা ঝাড়িয়া, সভাস্থলে পুতুল নাচ দেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'কাটা দেওয়ালের গায়ে একটি কুলুঙ্গী ছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কুলুজি, কুলুজী [স কুলপঞ্জি] *বি* বংশ-তালিকা। 'এদের চোদ্দ পুরুষ কুলীন, ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'পণ্ডিত আসিয়া আমাদের জ্ঞাতিসম্বন্ধের কুলুজি বাহির করিবার পূর্বেই ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কুলুজীরিক্ত [স কুলপঞ্জি-রিক্ত] *বিণ* আভিজাত্যের ইতিহাস নেই এমন। 'কুলুজীরিক্ত মাতামহ ... কলকাতায় এসে চিকিৎসক রূপে সমৃদ্ধি এবং সিদ্ধি অর্জন করেন।' *শিব*, ১৯৫৬।

কুলুপ[১] [আ কুফ্‌ল] **১** *বি* দরজার খিল। 'কুলুপ আঁটিয়া দিল লোহার কপাটে।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বি* তালা। 'লোহার কপাট খিল বিষম কুলুপ তায় সাজে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

কুলুপা [আ কুফ্‌ল] *বিণ* কুলুপযুক্ত; কব্জা দেওয়া। '*মানিকরাম*, ১৭৮১।

কুলুফা [আ কুফ্‌ল] *ক্রি* তালা। 'দেখিয়া জুলুফে মদন কুলুফে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

কুলুপ[২] [আ কুলুখ] *বি* প্রস্রাবান্তে ব্যবহৃত মাটির ঢেলা। 'বিচ্ছুর ছানা কুলুপের গায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কুলুফ *দ্র* **কুলুপ**[১]

কুলেখক [স] *বি* নিম্নমানের লেখক। 'কুলেখকের আবির্ভাব হওয়াটা শ্রেয়স্কর নহে।' *মিহির*, ১৯০৩।

কুলেসিল [স কুলশীল] *বি* কুলশীল। 'কি করিব কুলে সিলে কি করিব দান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কুলেহোঁ *ক্রিবিণ* কুলেও। 'কুলেহোঁ শ্রেষ্ঠ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুলো [স কুল্য] *বি* বাঁশের তৈরি শস্য ঝাড়ার ডালা। 'ধুচনী, কুলো, বেগুন, মুলো ইত্যাদি।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

কুলোর বাতাস দেওয়া – অবাঞ্ছিত লোককে তাড়িয়ে দেওয়া। 'আমি হলে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তুম।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুলোক [স] *বি* অসৎ লোক। 'পাছে কি কুলোকে কুলক্ষণ করে দেখে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

কুলোপানা [স কুল্যপ্রায়] *বিণ* কুলার মতো বড়ো; ভিত্তিহীন অহংকার। 'বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

কুল্পী [আ কুলফ] *বি* কুলপি; বরফ জমাট করার ছাঁচ। 'দুধ খেতে গে' কুল্পীতে দি' মুখ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কুল্ল মাল [আ কুল্ল্>] *বি* সমুদয় রাজস্ব। 'কুল্ল মালে রঘুনন্দন মিত্র দেয়ান।' *ভারত*, ১৭৬০।

কুল্লে [আ কুল্ল্>] **১** *বিণ* তাবৎ। 'দুনিয়ার কুল্লে জ্বর ঝেড়ে ফেলে উঠতে পারবে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *ক্রিবিণ* সব মিলিয়ে; সমুদয়ে। 'ইয়োরোপে তো দেখবেন কুল্লে এক ইয়োরোপীয় সভ্যতা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কুল্লো *বি* পাখিবিশেষ। 'বাজবৌরী, চিল, কুল্লো।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কুল্লোল [হি কুল্লি] *বি* কুলকুচা। 'কারে ছোঁয় কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কুশ [স] **১** *বি* (হিন্দু পুরাণ) রামের পুত্র। 'লব-কুশ সঙ্গে যুদ্ধ যতেক হইল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* একপ্রকার তৃণ। 'মোর কন্যা নিত্য দিব কুশ পুষ্প জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুশপুত্তলি [স] *বি* কুশ দিয়ে তৈরি পুতুল। 'আমার কুশপুত্তলি বানিয়ে খুব ধুম করে সেটাকে দাহ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কুশসূচি [স] *বি* কুশ তৃণের কাঁটা। 'কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদী তৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

কুশাগ্র [স] *বি* কুশের আগা। 'ক্ষৌরকর্মের অভাবে কুশাগ্রের ন্যায় অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কুশাগ্রবুদ্ধি [স] *বিণ* কুশাগ্রতুল্য সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী। [স] *বিণ* অত্যন্ত ধারালো বুদ্ধি আছে এমন। 'ভারতের কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনৈতিক নেতা ...' *আজাদ*, ১৯৩৬।

কুশাগ্রসূক্ষ্ম [স] *বিণ* কুশ ঘাসের ডগার মতো সূক্ষ্ম। 'বিশ্বউদ্ভাসিনী প্রতিভা, কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি।' *সিরাজ*, ১৯১৮।

কুশাঙ্কুর [স] **১** *বি* নবজাত কুশতৃণ। 'গাছে তাঁহার বল্কল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* কুশের অঙ্কুরের মতো ধারালো। 'কুশাঙ্কুরবুদ্ধি শাণিতপ্রখরা কর্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহকোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কুশাঙ্কুরিত [স] *বিণ* কুশাঙ্কুরযুক্ত। 'এ রকম বহুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিসঙ্কুল কুশাঙ্কুরিত পথে সহজে চলাফেরা ...' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

কুশাঙ্গুরি [স] *বি* কুশের আংটি। 'অঙ্গুলেতে আরোপিলা কেশ কুশাঙ্গুরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুশণ্ডিকা [স] *বি* হিন্দু মাঙ্গলিক ক্রিয়া হিসেবে আগুন জ্বালিয়ে তাতে ঘৃতাদি প্রদানের অনুষ্ঠানবিশেষ। 'কুশণ্ডিকার রঙিন শিখায় শিউরেছে যে গেরুয়া দেখে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কুশন [ই] **১** *বি* গদি। 'একটা কুশনে বসুন।' *জীবন*, ১৯৩৩। **২** *বি*

গদিযুক্ত পিন রাখার বস্তু। 'আলপিন রাখার ছোট্ট পিন-কুশনটা পর্যন্ত উধাও হয়েছে।' *শিবরাম*, ১৯৫০। **৩** *বি* সোফার উপরে রাখা হয় এমন ছোটো আকৃতির বালিশ। 'সোফার কুশনগুলো জড়ো করে বালিশ বানিয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কুশল [স] **১** *বিণ* নিরাপদ। 'কুশলে কি আছহ নাতিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শুভ পরিচয়। 'হইবেক তোর মোর সুরতী কাহাঞিঁ ল আল দুইহাঁর হউক কুশল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* মঙ্গল। 'তথা গেলে তোমা সভার অনেক কুশল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* পটু। 'ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৫** *বিণ* কৌশল-জানা। 'বাণিজ্যকুশল বণিকেরাই ... সঞ্চিত ধন অল্পদিনের মধ্যেই অধিকার করিয়া লইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কুশলকর [স] *বিণ* মঙ্গলজনক। 'সকলি কুশলকর রুটি আর ভাত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কুশলপ্রশ্ন [স] *বি* শুভাশুভ জিজ্ঞাসা। 'কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কুশলবার্তা, কুশলবার্ত্তা [স] *বি* ভালো থাকার খবরাদি। 'কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দৈত্যপুরীর কুশলবার্তায় চরিতার্থ করুন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কুশল-মঙ্গল [স] *বি* ভালো থাকার খবর। 'তাঁকে থামাইয়া কুশল-মঙ্গলের কথা তুলে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কুশলসংবাদ [স] *বি* মঙ্গলবার্তা। 'আমার কুশলসংবাদ দিয়া, ত্বরায় তাঁহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসংবাদ লইয়া আইস।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কুশলহস্ত [স] *বিণ* কল্যাণ বয়ে আনে এমন হাতবিশিষ্ট। 'তোমরা কুশলহস্ত, তোমরা অমরত্বপথে গমন কর।' *অবন*, ১৯২৫।

কুশলাদি, কুশলাদী [স কুশলাদি] *বি* কুশল ও অন্যান্য বিষয়। 'বিবরিয়া কুশলাদী লিখিয়া প্যায়িত করিবে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

কুশা [স কোষ] *বি* ছোটো তামার পাত্র। 'দুই হাতে লইয়া কুশা এইত মুনির দশা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কুশাদা [ফা] *বিণ* প্রশস্ত। 'কুশাদা শেকম তার বুলন্দ কালাম।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

কুশান [ই] *বি* কুশন; গদি। 'কুশান-আঁটা শিঙারপুরি বেতের চেয়ারে এলিয়ে বসেন।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

কুশাসন [স] *বি* কুশের তৈরি আসন। 'ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে শয়ন।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

কুশিআর [স কোষকার] *বি* আখ। 'লতা আম্ব কুশিআর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুশিক্ষা [স] *বি* খারাপ শিক্ষা। 'তাহাদিগের স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কুশিক্ষিত [স] *বিণ* কুসংস্কারপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছে এমন। 'কুশিক্ষিত পিতা, অশিক্ষিত মাতা এবং অর্ধশিক্ষিত মাস্টারের কাছে ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কুশিয়ারি [স কোষকার] *বি* ইক্ষু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুশীল [স] *বিণ* নিচু জাতের। 'কুশীল লোকেরা বিদ্যা ও ধন রহিত আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কুশীলব [স] *বি* নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী। 'যার কুশীলব হচ্ছে কুঠে বুড়ি নফর ফকরে ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কুশ্চিত [স কুৎসিত] *বিণ* কুৎসিত। 'লাজে ব্যাকুল পদ্মা শুনিয়া কুশ্চিত।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কুশ্রাব্য [স] *বিণ* শুনতে মন্দ এমন। 'কুশ্রাব্য শব্দ দ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কুশ্রী [স] **১** *বিণ* অশোভন। 'আঁচানো জল মুখ থেকে পড়ছে সে অতি কুশ্রী দেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* বিবেচনাহীন। 'বিষয়ের সবটাকেই গিলিয়া ফেলার কুশ্রী অভ্যাস তাহার থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* কুৎসিত লোক। 'একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কুশ্রীতা [স] *বি* কদর্যতা। 'একটা সত্যিকার ছেলের মলিনতা কুশ্রীতা কাঁদুনিতা দেখে আমরা কিছুতেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কুশ্রীভাবে [স] *ক্রিবিণ* দৃষ্টিকটুরূপে। 'আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কুষল [স কুশল] *বি* কুশল শব্দের বানানভেদ। 'মহাসএর রাজন্নতি শ্রীশ্রী করিতেছেন তাহাতেই অত্র কুষল।' *মেয়র্স*, ১৭৭১।

কুষা [স কোষ] *বি* কুশা; ছোটো তামার পাত্র। 'মুনি বোলে পদ্মা মোরে আনিয়া দেও কুষা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কুষাণ্ডো [স কুষ্মাণ্ড] *বি* কুমড়া। 'তাহানে কেহো কহে কুষাণ্ডো আকৃতি, কেহো কহে মাংসোপ্রিও।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কুষি [স কোষ] *বি* কোয়া। 'ছোট ছোট কুষি চুষি মুখে দিয়ে ছিটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কুষ্টা [স কোষ] *বি* পাট। 'কুষ্টার বানাত দেশ জুড়েছে।' *লালন*, ১৮৯০।

কুষ্টি [স কুষ্ঠ] *বিণ* কুষ্ঠরোগ আক্রান্ত। 'কুষ্টি লোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কুষ্টী [স কোষ্ঠী] *বি* কোষ্ঠী; জন্মপত্রিকা। 'সাওড়া হইতে লোক আসিআছে কুষ্টীর জন্যে।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০৭।

কুষ্ঠ [স] *বি* রোগবিশেষ। 'কুষ্ঠ করাইল অঙ্গে তভু নাহি জানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কুষ্ঠব্যাধি [স] *বি* কুষ্ঠরোগ। 'কুষ্ঠব্যাধিতে মুঞি হইয়াছি ব্যাকুল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত [স] *বিণ* কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। 'ভিখারী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কুষ্ঠরোগ [স] *বি* রোগবিশেষ। 'কুষ্ঠরোগ কোন গোষ্ঠির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তৎকুলোদ্ভব তাবতেই সেই রোগাবিষ্ট হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

কুষ্ঠরোগগ্রস্ত [স] *বিণ* কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। 'কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ছেলের কাছে মেয়ে দেবে তারা।' *জীবন*, ১৯৩২।

কুষ্ঠরোগি [স কুষ্ঠরোগী] *বিণ* কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। 'কুষ্ঠরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎসার্থ এক চিকিৎসালয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কুষ্ঠরোগী [স] *বি* কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। 'পৃথিবীর কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সুদেআসলে বাড়তে থাকবে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

কুষ্ঠাশ্রম [স কুষ্ঠ-আশ্রম] *বি* কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসালয়। 'মহাশ্বেতা কুষ্ঠাশ্রম খুলিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

কুষ্ঠি [স কোষ্ঠী] **১** *বি* জন্মপত্র। 'কোনো সুযোগে যদি একেবারে কুষ্ঠির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়িয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* নিন্দা। 'কুল মুলুকের কুষ্ঠি করে জোর দেখালে কদিন বেশ।' *নজরুল*, ১৯২২।

কুষ্ঠি কাটা *ক্রি* খুঁটে খুঁটে পরিচয় জানা। 'ব্যথা একটু কমতে দাও,

তার পর ওর কুষ্ঠি কেটো।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

কুষ্ঠী [স] *বিণ* কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত। 'স্বামী মূক, বধির, পঙ্গু, অন্ধ, কুব্জ, কুষ্ঠী যেরূপ হউন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কুষ্মাণ্ড [স] *বি* কুমড়া। 'পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানচাকি আর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুষ্মাণ্ডফল [স] *বি* কুমড়া। 'অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ডফল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুষ্মাণ্ডলতা [স] *বি* কুমড়া লতা। 'শুষ্ক ডালের মাচার উপর কুষ্মাণ্ডলতা উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কুসংবাদ [স] *বি* খারাপ খবর। 'কুকথা, কুসংবাদ যতক্ষণ চাপা থাকে ততক্ষণই মঙ্গল!' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

কুসংসর্গ [স] *বি* অসৎ সঙ্গ। 'কুসংসর্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ সদালাপ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কুসংস্কার [স] **১** *বি* ভ্রান্ত বিশ্বাস। 'কুসংস্কার যুগ সহস্রেতেও লুপ্ত হইতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **২** *বি* ভ্রান্ত ধর্মীয় আচার। 'ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সামজপ্রচলিত কুসংস্কার বিসর্জন দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বি* ভুল ধারণা। 'বিনয়কে যদি তুমি আমার রক্ষক মনে কর সেটা তোমার একটা কুসংস্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কুসংস্কারগ্রস্ত [স] *বিণ* কুসংস্কারে বিশ্বাস করে এমন। 'কুসংস্কারগ্রস্ত মনের মত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কুসংস্কারপন্থী [স কুসংস্কার+স পন্থা] *বিণ* কুসংস্কারকে প্রাধান্য দেয় এমন। 'তিনি অত্যধিক কুসংস্কারপন্থী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কুসংস্কারপরতন্ত্র [স] *বিণ* কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। 'কুসংস্কারপরতন্ত্র প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধনাঢ্য মহাশয়েরা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কুসংস্কারবাদী [স] *বিণ* কুসংস্কারে বিশ্বাসী। 'বাংলাদেশের শিক্ষিতা, অর্ধশিক্ষিতা এবং সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা, সর্ববিধ মেয়েরাই কুসংস্কারবাদী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কুসংস্কারবিহীন [স] *বিণ* ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত। 'রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকদিগকে কুসংস্কারবিহীন ও উন্নত করিবার ... ব্রতারম্ভ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কুসংস্কারময় [স] *বিণ* কুসংস্কারপূর্ণ। 'যাজকদিগের কুসংস্কারময় আচার ও ধর্ম্মপ্রচার।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কুসংস্কারমুক্ত [স] *বিণ* চিরাচরিত ভ্রান্ত বা যুক্তিহীন ধারণামুক্ত। 'কুসংস্কারমুক্ত, উন্নত, উদার দৃষ্টিভঙ্গি।' *বেগম*, ১৯৫০।

কুসংস্কারমূলক [স] *বিণ* ভ্রান্ত বিশ্বাসপূর্ণ। 'যে সকল ক্লেশ কেবল কুসংস্কারমূলক, জ্ঞান বৃদ্ধি ... হইলেই তাহা দূর হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন [স] *বিণ* কুসংস্কারে ঢাকা। 'একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কুসংস্কারাচ্ছন্না [স] *বিণ স্ত্রী* কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন। 'অশিক্ষিতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্না বিরাট মুসলিম নারী সমাজ।' *বেগম*, ১৯৪৭।

কুসংস্কারাপন্ন [স] *বিণ* কুসংস্কারপূর্ণ। 'তাহাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ বলিয়া উপহাস করেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

কুসংস্কারাবিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* কুসংস্কারগ্রস্ত। 'তাঁহার কুসংস্কারাবিষ্টা পত্নী তাহাই অবশ্যকর্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কুসঙ্গ [স] *বি* অসৎ সাহচর্য। 'কুসঙ্গে উপজে গর্ব বুদ্ধি লোপ হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুসঙ্গিনী [স] *বি স্ত্রী* মন্দ সঙ্গী। 'তদ্রুপ ঐ গৃহস্থ চন্দ্রবদনার কুসঙ্গিনী চণ্ডালিনী দূতীর আতঙ্কা হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কুসন্তান [স] *বি* খারাপ সন্তান; কুলাঙ্গার। 'ধনলোলুপ কুসন্তানেরা জন্মভূমিকে ... বিক্রয় করিল!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কুসমব্যহার [স কু-সমভিব্যাহার] *বি* কুসঙ্গগ্রহণ। 'কুসমব্যহার করাতে আমরা কখনও অতি সাবধান থাকিতে পারি না।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কুসময় [স] *বি* প্রতিকূল সময়। 'আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময় ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুসমাচার [স] *বি* খারাপ খবর। 'এত কুসমাচারের পর কিঞ্চিৎ সুসমাচার।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কুসমি [স কুসুম] *বি* শাড়ির প্রকারবিশেষ। 'কুসমি সন্দলি, জেঙ্গালি পেয়াজি ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কুসর [স কোষকার] *বি* আখ। 'মন আমার কুসর-মলা জাঠ হল রে।' *লালন*, ১৮৯০।

কুসল [স কুশল] **১** *বি* নিরাপত্তা। 'থাউক কুসলে পুত্র জলের ভিতরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* কুশল; মঙ্গল। 'অত্র কুসল আপনকার কুসল মঙ্গল হামেসা বাঞ্ছাতেই অত্রানন্দ।' *বোগল*, ১৭৭০।

কুসলাদি [স কুশলাদি] *বি* ভালোমন্দ খবর। 'সে বাটীর কুসলাদি লিখিয়া লিখিয়া প্যাইত করিবা।' *ওস্যাঁ*, ১৭৭৯।

কুসিদজীবী [স কুসীদজীবী] *বি* সুদখোর। 'কতক কুসিদজীবী বা আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কুসিয়ার [স কোষকার] *বি* আখ। 'আপনে রসে উকট কুসিয়ার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কুসী [স কোশ] *বি* কচি আম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুসীদ [স] *বি* সুদ। 'তাহারা প্রত্যুত কুসীদ ব্যবহার দ্বারা পাপসঞ্চার করে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কুসীদ ব্যবহার [স] *বি* সুদে টাকা খাটানো। 'তাহারা প্রত্যুত কুসীদ ব্যবহার দ্বারা পাপসঞ্চার করে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কুসুম [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'শিরীষকুসুম কোঁঅলী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'লাহা, নীল কিরিমিজি মঞ্জিষ্ঠা কুসুম কুঙ্কুম হরিদ্রা প্রভৃতি পুষ্পের কস।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কুসুম-আসন [স] *বি* ফুলের তৈরি আসন। 'কোথায় কেহ কুসুম-কাননে, কুসুম-আসনে বসি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুসুমকণা [স] *বি* ফুলের রেণু। 'একটু কুসুমকণা তাও নিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কুসুম-কলাপ [স] *বি* পুষ্প ভূষণ। 'করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস/ দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুসুমকলি [স] *বি* ফুলের কুঁড়ি। 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।' *মদনমোহন*, ১৮৫৫।

কুসুম-কানন [স] *বি* ফুলের বাগান। 'কোথায় কেহ কুসুম-কাননে, কুসুম-আসনে বসি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুসুমকান্তি [স] *বি* ফুলের সৌন্দর্য। 'কুসুমকান্তি দেখি নাই, মধু-পিয়াসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কুসুমকামিনী [স] *বি* ফুলের মতো সুন্দরী নারী। 'মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও ললনে কুসুমকামিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কুসুমকারা [স] *বি* ফুলের মতো কোমল স্থান। 'পরানের কুসুমকারায়/ কথাগুলি উড়িয়ে বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কুসুমকীর্ণ [স] *বিণ* ফুলে ঢাকা। 'পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কুসুমকুঞ্জ [স] *বি* ফুলের বাগান। 'তোলো মুখানি, তোলো মুখানি – কুসুমকুঞ্জ করো আলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

কুসুমকুমারী [স] *বি* ফুলের মতো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নারী। 'হা কুসুমকুমারী! হা চারুশীলে! তোমার অদৃষ্টে ...' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কুসুম-কুসুম [স] *বিণ* অল্প অল্প। 'বাতাস কুসুম-কুসুম গরম হতে থাকবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কুসুমকোরক [স] *বি* ফুলের কলি। 'মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কুসুমগুচ্ছ [স] *বি* প্রস্ফুটিত ফুলের রাশি। 'অতি শুভ্র প্রফুল্ল কুসুমগুচ্ছ ... সমস্তজনের অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কুসুমচয়ন [স] *বি* ফুল তোলা। 'দুখানি অধর হতে কুসুমচয়ন, মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কুসুমছটা [স] *বি* ফুলের দীপ্তি। 'বন্ধুক কুসুমছটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুসুমজাল [স] *বি* ফুলের রাশি। 'নানাবিধ কুসুমজাল বিকশিত।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কুসুমডোর [স কুসুম+ডোর] *বি* ফুলের বন্ধন। 'মোহ–কুসুমডোর, কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুসুমতরু [স] *বি* ফুলের গাছ। 'রমণীয় কুসুমতরুর সহিত কঠোর কণ্টকী বৃক্ষের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কুসুমদল [স] *বি* পুষ্পরাশি। 'তরুশাখায় শোভিত হইয়া তাহার সুদৃশ্য কুসুমদলেই বা পুনঃপ্রকাশিত হউক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কুসুমদাম [স] *বি* ফুলের মালা। 'কুসুমদাম কবরী তুমি বিনোদিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কুসুমধনু [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামদেব। 'কুসুমধনুর তনু পুন দিল হর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কুসুমধূলি [স] *বি* ফুলের রেণু। 'যৌবনবনে উড়াই কুসুমধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কুসুমপাঁতি [স কুসুম+স পঙ্‌ক্তি] *বি* ফুলের দল। 'উঠিল ফুটি কত কুসুমপাঁতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

কুসুমপান্তী [স কুসুমপঙ্‌ক্তি] *বি* কুসুমপঙ্‌ক্তি। 'কনক চম্পক কুসুমপান্তী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুসুমপুঞ্জ [স] *বি* ফুলের স্তূপ। 'বিল্বদল ও কুসুমপুঞ্জ গলিত হইয়া দুর্গন্ধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কুসুমপেলব [স] *বিণ* ফুলের মতো কোমল। 'একটি ঈষৎক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কুসুমফুল [স কুসুম+ফুল] *বি* এক প্রকার ফুল। 'কুসুমফুলেতে রাঙা পাও দুটি দেখে আরো রাঙা করি।' *জসীম*, ১৯২৯।

কুসুম-বন [স] *বি* ফুলের বাগান। 'আপন মনে বসে আছি কুসুম-বনেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কুসুমবাগ [স কুসুম+ফা বাগ] *বি* ফুলের বাগান। 'ফুটাবে না ফুল/ তোমার কুসুম বাগে?' *নজরুল*, ১৯৩০।

কুসুমবান [স কুসুমবাণ] *বি* (হিন্দু পুরাণ) প্রেমের দেবতা মদনের পঞ্চবাণ। 'কুসুমবান বিলাস কানন কেস সিন্দুর রেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কুসুমভূষণ [স] *বি* ফুলের অলঙ্কার। 'সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুসুমমঞ্জরী [স] *বি* ফুলের কুঁড়ি। 'খসি ঝরি পড়িত নন্দনবনে কুসুমমঞ্জরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কুসুমময় [স] *বিণ* কুসুমপূর্ণ; পুষ্পিত। 'সকলকেই, সমান রূপে, স্বীয় কুসুমময় শরাসনের বশবর্তী করিয়া রাখিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কুসুমমাল [স] *বি* ফুলের মালা। 'মাথাত কুসুমমাল রচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুসুমযুবতী [স] *বি* পূর্ণবিকশিত ফুল। 'কুসুমযুবতী হাসে মোদি দশ দিশ বাসে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কুসুম-রাগ [স] *বি* ফুলের রং। 'হৈম বৃক্ষমূলে, – রঞ্জিত কুসুম-রাগে, – বসিলেন সবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুসুমলাবণ্য [স] *বি* কুসুমতুল্য লাবণ্য। 'কোথা পাব কুসুমলাবণ্য, দু দণ্ডের জীবনের অকলঙ্ক শোভা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কুসুমশয্যা [স] *বি* ফুলের বিছানা। 'কুসুমশয্যায় সাধু ছিলা নিদ্রা-ভোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুসুমশয়ন [স] *বি* ফুলশয্যা; নরম বিছানা। 'অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুমশয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কুসুমশর [স] *বি* পুষ্পবাণ। 'দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুসুমশরজালা [স কুসুমশর+স জ্বালা] *বি* যৌনবাসনার জ্বালা। 'কত না সহিব রে কুসুমশরজালা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুসুমসদৃশ *বিণ* ফুলের মতো। 'পরম সুন্দরী ভার্য্যার কুসুমসদৃশ মনোহর লাবণ্যও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কুসুমশায়ক, কুসুমসায়ক [স] *বি* (পুরাণ) মদনের পঞ্চশর। 'ইন্দ্রজালক কুসুম সায়ক কুহকি ভেলি বর নারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সঙ্গে নায়ক কুসুমশায়ক ছোড়ি মঞ্জির লোল রে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

কুসুমসুকুমার [স] *বিণ* ফুলের মতো লালিত্যপূর্ণ। 'যুবতীদিগের দেহের ন্যায় তাঁহার শব্দগুলিও কুসুমসুকুমার।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

কুসুমসেজা [স কুসুমশয্যা] *বি* ফুলশয্যা। 'কুসুমসেজাত/ বসিআঁ আছে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুসুম-হিয়া [স কুসুমহৃদয়] *বি* কোমল হৃদয়। 'কত সে কঠিন করিয়া তুলেছ তাহার কুসুম-হিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কুসুমহীন [স] *বিণ* ফুল নেই এমন। 'কুয়াশায় ঢাকা আকাশ আমার, কানন কুসুমহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কুসুমাসন [স কুসুম-আসন] *বি* ফুলে শোভিত আসন। 'বাল্মীকির বামপার্শ্বে এক পরম রূপবান যুবাপুরুষ ... কুসুমাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কুসুমাস্তীর্ণ [স কুসুম-আস্তীর্ণ] *বিণ* ফুল বিছানো; সুন্দর ও নিরাপদ।

'মেয়েদের পক্ষে কুসুমাস্তীর্ণ পথে সৌখিন ভ্রমণ নয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কুসুমিত [স] ১ *বিণ* পুষ্পিত। 'কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* কুসুমের মতো। 'কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণবিকশিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কুসুমিতা [স] *বিণ স্ত্রী* পুষ্পিত। 'জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা/ যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কুসুমি-রঙা [স কুসুম>+স রঙ্গ>] *বিণ* কুসুম ফুলের রংবিশিষ্ট। 'পরল ওই বন কুসুমি-রঙা চেলি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

কুসুমি-রাঙা [স কুসুম>+ রঙ্গ>] *বিণ* কুসুমের মতো লাল। 'কুসুমি-রাঙা শাড়িখানি চৈতি সাঁঝে পরবে রানী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কুসুম্ব [স কুসুম্ভ] *বি* ফুল। 'যত উপবন চারু কুসুম্ব শোভিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কুসুম্ভ [স] *বি* কুসুম ফুল। 'সিঅলি কুসুম্ভ ওড় রেবতী রাঙ্গনাগর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুসুম্ভা [হি] *বি* সিদ্ধি দিয়ে তৈরি মাদকদ্রব্য। 'দুধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

কুস্তাকুস্তি [ফা কুশতি>] *বি* মারামারি। 'সৈনিকের খাটুনি ধস্তাধস্তি কুস্তাকুস্তিও দেখনি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কুস্তি [ফা কুশতি] ১ *বি* মল্লযুদ্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক পায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ কসরৎ। 'উপরটীর উপর উঠিবার সময় কুস্তি করিতে হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

কুস্তিগির, কুস্তিগীর [ফা] ১ *বিণ* কুস্তিতে পারদর্শী। 'বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ব্যক্তিরদিগকে দ্বারপালত্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বি* কুস্তিতে পারদর্শী যে; মল্লযোদ্ধা। 'কুস্তিগির।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কুস্তিগিরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কুস্তিগীরি [ফা] *বিণ* মল্লযুদ্ধবিষয়ক। 'কুস্তিগীরি বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

কুস্তিয়ান [ফা কুশতি>] *বি* মল্ল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুস্থান [স] ১ *বি* খারাপ জায়গা। 'কুস্থানে গমন ... বালকেরা যাহাতে না করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ২ *বি* নিষিদ্ধ জায়গা। 'পুরুষমানুষে মদের দোকানে ও কুস্থানে ছুটবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কুস্বপন [স কুস্বপ্ন] ১ *বি* খারাপ চিন্তা। 'আপনারে ভুলে গেলে/ চাহোরে নয়ন মেলে, ত্যাজো কু-স্বপন।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। ২ *বি* খারাপ স্বপ্ন। 'জীবন কুস্বপন – জনম ভুল!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

কুস্বপ্ন [স] *বি* দুঃস্বপ্ন। 'দেখি কুস্বপ্ন বহু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুস্বভাব [স] *বি* খারাপ আচরণ। 'তিনি তাহারদিগের কুস্বভাব ছাড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কুস্বাদ [স] *বি* খারাপ স্বাদ। 'এই কাব্যের কৃত্রিমতার কুস্বাদ যদি বদল করতে চাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কুহ [স কুহু] *বিণ* অন্ধকার। 'কুহ রজনীতে যেন চন্দ্র নিরমল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

কুহক [স] ১ *বি* জাদুকর। 'কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মায়া; জাদু। 'ইন্দ্রজাল শিল্পকারী দর্শায় কুহক।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* ছলনা। 'কুলোকদিগের কুহক চক্রে ও কুপরামর্শে এই অহিতাচারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

কুহককল্পনা [স] *বি* মায়াবী কল্পনা। 'নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহককল্পনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কুহকছল [স] *বি* মায়ার ছলনা। 'হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহকছলে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কুহকজাল [স] ১ *বি* ছলনা। 'শঠ শিরোমণি মোক্তার প্রভৃতির কুহকজালে পড়িয়া ...।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ২ *বি* মায়া। 'সহৃদয়তা কুহক-জালেও আর আবদ্ধ হইতে হয় না।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

কুহকবল [স] *বি* মায়ার প্রভাব। 'নিশার কুহকবলে নীরবতা-সিন্ধুতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

কুহক ভাঙা *ক্রি* মায়াজাল ছিন্ন হওয়া। 'নিশীথিনীর কুহক ভাঙিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

কুহকমাখা [স কুহক+মাখা] *বিণ* মায়াচ্ছন্ন। 'কুহকমাখা প্রণয়ী-প্রণয়িনীর পাইনবনের ভালোবাসার গল্পটাকে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

কুহকরাগিণী [স] *বি স্ত্রী* রহস্যময় গান। 'ওই কুহকরাগিণী এখনি কেন গো/ পথিকের প্রাণ বিবশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কুহকলেখনী [স] *বি* জাদুর কলম। 'কুহকলেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

কুহকাবৃত্ত [স কুহক-আবৃত্ত] *বিণ* মায়াচ্ছন্ন। 'যে সুলভ সহজ রোমান্স – জীবনকেই বা কিছুকালের জন্য কুহকাবৃত্ত করে ফেলে।' *জীবন*, ১৯৩২।

কুহকি [স কুহকী] *বিণ* মায়াবী। 'ইন্দ্রজালক কুসুম সায়ক কুহকি ভেলি বর নারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কুহকিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মায়াবী। 'উতরিলা ধীরে, বিরামদায়িনী নিদ্রা – রজনীর সখী – কুহকিনী স্বপ্নদেবী স্বজনীর সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কুহকী [স] ১ *বিণ* মায়াবী। 'এই কুহকী পূর্ণিমার অপূর্ব সৌন্দর্যের ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫। ২ *বি* ইন্দ্রজাল। 'কুহকীর ঝাড়ফুঁকে ডুবে গেছে সব তারপর।' *জীবন*, ১৯৩২।

কুহকী-ফাঁদ [স কুহকী+ফা ফন্দ] *বি* মায়ার ফাঁদ। 'পাতিয়া কুহকী-ফাঁদ ফেলিয়াছে পেড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কুহয় *বি* অর্জুনজাতীয় গাছ। 'সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুহরণ [স কুহর>] *বি* কুহুধ্বনি। 'ভেবো না গাইছে পিক কল কুহরণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কুহরা[1] [স কুহর] *বি* গহ্বর। 'মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্ব্বতকুহরা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুহরা[2] [স কুহর>] *ক্রি* কুহু রব করা। 'কুহরে কোকিলকুল যোগীর বিষম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'কোয়েলিয়া কুহরিল মহুয়া-বনে।' *নজরুল*, ১৯৩৫। **কুহরি ওঠা** *ক্রি* কুহুধ্বনি করা; ডেকে ওঠা। 'তাহারি রূপের মাধুরি হেরিয়া কুহরি উঠিছে পাখী!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

কুহলা [স কুহর>] *ক্রি* ডাকা। 'আম্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুহলি পাখি *বি* কোকিল। 'কুহলি পাখির পিছু পিছু।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কুহা [স কুহা] *বি* কুয়াশা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুহু[1] [স] *বি* অমাবস্যা। 'কানড়া কুপিয়া কয় কুহুযোগ বলি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কুহুলীন [স] *বি* অন্ধকারে বিলীন। 'এখানে শিশির ঝরে দূরবীন-অগোচর কুহুলিন নক্ষত্রের থেকে।' *জীবন*, ১৯৩০।

কুহু[১] [ধ্বন্যা, স] *বি* কোকিলের গান; কুহুধ্বনি। 'কুহু বলে ডাক নাশিতে তায়।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'কুহুকুহরিত বিরহরোদন/ থেকে থেকে পশে শ্রবণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কুহুকাকলি [স] *বি* কোকিলের কলরব। 'কোথায় চূতকষায়কণ্ঠ কোকিলের কুহুকাকলি?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কুহুকুহরিত [কুহু+স কুহরিত] *বিণ* কোকিলের কূজনপূর্ণ। 'কুহুকুহরিত বিরহরোদন/ থেকে থেকে পশে শ্রবণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কুহু কুহু [ধ্বন্যা] *বি* কোকিলের কূজন। 'পিকবর কি সুমধুর স্বরে কুহু কুহু ধ্বনি করিতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কুহুতান [কুহু+স তান] *বি* কোকিলের গান। 'আনো কুহুতান, প্রেমগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

কুহুধ্বনি [কুহু+স ধ্বনি] *বি* কোকিলের ডাক। 'এক-একবার যেন দ্বিগুণ অস্থির হয়ে দ্রুতবেগে কুহুধ্বনি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কুহুরব [কুহু+স রব] *বি* কণ্ঠস্বর। 'তোমার কুহুরবে কিছু যাদু আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কুহুরিত [স কুহরিত] *বিণ* ধ্বনিত; মুখরিত। 'প্রকৃতির অন্তর্বেদনা ... কুহুরিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

কুহূরাতি [স কুহু+স রাত্রি>] *বি* অমাবস্যার রাত। 'নিদানে হইল কুহূরাতি।' *মুরারি*, ১৫৭০।

কুহেলি, কুহেলী [স] ১ *বি* কুয়াশা। 'হেমন্তের দিন কুহেলি বিলীন ভূষণ বিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'হেমন্তের দিনান্তবেলায় কুহেলীগুণ্ঠনতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *বি* রহস্য। 'তুমি দেখেছিলে বন্ধু ছায়া-কুহেলির।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* কুয়াশাপূর্ণ। 'সুদূর গাঁয়ের মাঠেতে চলিল কুহেলি রাতের আঁধার ঠেলি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কুহেলিবিলীন [স] *বিণ* কুয়াশা-ঢাকা। 'আজি এল হেমন্তের দিন/ কুহেলিবিলীন ভূষণবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

কুহেলির দোলা *বি* কুয়াশার দোলনা। 'কুহেলির দোলায় চড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কুহেলীকানাত [স কুহেলী+আ কানাত] *বি* কুয়াশার আবরণ। 'প্রকৃতির লীলা আবরি কুহেলীকানাতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কুহেলীগুণ্ঠন [স] *বি* কুয়াশার আবরণ। 'অশান্ত নিশীথ রাত্রে, হেমন্তের দিনান্তবেলায় কুহেলীগুণ্ঠনতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কুহেলিকা [স] ১ *বি* রহস্য। 'কোন কুহেলিকা-ঘেরা দেশে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বি* কুয়াশা। 'যখন মিলায়ে যায় মায়াকুহেলিকা কেন কাঁদি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কুহেলিকা-ঘেরা [স কুহেলিকা+ঘেরা] *বিণ* রহস্যময়। 'কোন কুহেলিকা-ঘেরা দেশে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কুহেলিকাচ্ছন্ন [স কুহেলিকা-আচ্ছন্ন] *বিণ* কুয়াশা-ঢাকা। 'রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

কুহেলিকাময় [স] *বিণ* ধোঁয়াটে। 'আমার স্মৃতিপথ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে কুহেলিকাময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কূজন [স] ১ *বি* অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি। 'রাধার সুনিআঁ কাহ্ন কণ্ঠ কূজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পাখির ডাক। 'নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কূজন করা *ক্রি* গান গাওয়া; ডাকা। 'ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কূজনধ্বনি [স] *বি* কলকাকলি। 'পক্ষিসকল কূজনধ্বনি করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কূজনহীন [স] *বিণ* নীরব; নিঃশব্দ। 'কূজনহীন কাননভূমি দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

কূজনি [স কূজন>] *বি* মধুর স্বরে ডাকা পাখি। 'বজ্রনখ বাজে যথা পালায় কূজনি ভীতচিত।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

কূজা [স কূজন>] *ক্রি* মধুর স্বরে ডাকা। 'কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে মাগিছে তেমনি সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কূজিত [স] ১ *বিণ* ডাকছে এমন। 'কোকিল কূজিত ভ্রমর গুঞ্জিত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* পাখির ডাকে মুখরিত। 'সারসমরালকুল-কূজিত কমলকুমুদকহ্লার-বিকশিত সরোবর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কূট[১] [স] ১ *বিণ* জটিল। 'এটি বড় কূট প্রশ্ন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বি* তীব্র। 'ওঠে কোলাহল কূট হলাহল।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বি* অসৎ; অসাধু। 'কূট ব্যবসায়ী নীল পার্শ্বচরগুলো তার মৃত্যুর উৎসব?' *জীবন*, ১৯৩০।

কূটকচাল [স কূট+কচাল] *বি* ঘোরপ্যাঁচ। 'কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

কূট-কচালো [স কূট+কচাল>] *বিণ* কূটতর্ককারী। 'বস্তিতে কূট-কচালো লোকের তো অভাব নেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

কূটকৌশল [স] ১ *বি* ধূর্ততা; ফন্দি। 'এত কূটকৌশল সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* কূটনৈতিক দক্ষতা। 'অপরাধব্যূহ হইতে নির্গমনের কূটকৌশল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

কূটকৌশলী [স] *বিণ* ধূর্ত। 'ইন্দ্র রায় কূটকৌশলী ব্যক্তি।' *তারা*, ১৯৪০।

কূটচক্র [স] *বি* কূটিলতার জাল। 'প্রতিপক্ষের কূটচক্রের তান।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

কূটতর্ক [স] ১ *বি* মিথ্যা যুক্তি। 'বিশ্বামিত্র কূটতর্কে এবং শ্লেষোক্তিতে বশিষ্ঠকে পরাজিত করিয়াছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বি* অযৌক্তিক তর্ক। 'ধর্মের কূটতর্ক তাদের মনকে একান্তভাবে বিকৃত না করার জন্যই ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

কূটতর্কপূর্ণ [স] *বিণ* অযৌক্তিক তর্কে পরিপূর্ণ। 'কূটতর্কপূর্ণ ন্যায়শাস্ত্রে রোমন্থন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

কূটনীতি [স] ১ *বি* রাষ্ট্র চালানোর উপযোগী কৌশলপূর্ণ নীতি। 'দণ্ডনীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি কত শত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি* কূটকৌশল। 'কালো বামুন চাণক্যেরে আঁটবে কে কূটনীতির ফেরে?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

কূটনীতিবিদ [স] *বি* রাজনীতিবিদ। 'প্রত্যেক কূটনীতিবিদ এর বিধান দিয়ে গেছেন।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

কূটনৈতিক [স] *বিণ* কূটনীতি সম্বন্ধীয়। 'কূটনৈতিক আলোচনার প্রথম দিকে ... শুধু মিঠা কথাই বলা হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কূটবুদ্ধি [স] *বি* ধূর্তবুদ্ধি। 'সকলের চেয়ে বড় বুদ্ধি হইল কূটবুদ্ধি।' *তারা*, ১৯৪২।

কূটমর্ম-উদ্ভাবন [স] *বি* কূটকৌশল বের করা। 'আইনের কূটমর্ম-উদ্ভাবন, বিপক্ষ পক্ষের যুক্তি-খণ্ডন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কূটযন্ত্র [স] *বি* ফাঁদ। 'আরও অনেক রাজপুত্র সেই কূটযন্ত্রে বদ্ধ হইয়া কষ্টভোগ করিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কূটসংশয়চ্ছেদক [স] *বিণ* যুক্তিবাদী। 'সকল দায়াধিকরণ কূটসংশয়চ্ছেদক সজ্জন মানস।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কূটার্থ [স] *বি* অপব্যাখ্যা। 'টাকার লোভে কূটার্থ করেছে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

কূট[2] [স] *বি* কক্ষ। 'দিল্লি প্রাসাদ কূটে/ হোথা বারবার বাদশাহজাদার/ তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কূটাগার [স কূট-আগার] *বি* দালানের সবচেয়ে উপরের ছোটো ঘর। 'কূটাগার থেকে দেখা স্বস্তিকলাঞ্ছন বালখিল্য নাট্সীদের সমস্বর নামসংকীর্তন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

কূট[3] [স] *বি* চূড়া। 'সুমেরুর দুরাক্রম্য কূটে রূপের শাশ্বত হাসি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

কূটজ [স] *বি* কুড়চি ফুল। 'তার শুধু কূটজ ফুলের জীবন বাঁচানো পণ!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

কূটা [স কূট] *বি* কুটা; খড়। 'প্রায় সকল পক্ষী খড়, কূটা, তৃণ প্রভৃতি আহরণ করিয়া অতি পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কূতুহলি [স কুতূহল] *বি* কৌতূহলী যে। 'নিকটে করিণীমুখে যাচে কুতূহলি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কূপ [স] **১** *বি* (সাদৃশ্যে) নাভি। 'কূপ গভীর তরঙ্গিনী তীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* কুয়া। 'কেহ কূপে জল ভরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* গর্ত। '... সম্মুখে এক কূপ ছিল, দেখিতে না পাইয়া, তাহাতে পড়িয়া গেলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

কূপতট [স] *বি* কূপের কিনার। 'সেই কূপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে না।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কূপপাশ [স কূপ-পার্শ্ব] *বি* কুয়ার পাশ। 'বারি হেতু আসিয়াছে কূপপাশে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কূপমণ্ডূক [স] *বিণ* কুয়োর ব্যাঙের মতো ঘরকুণো; সংকীর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন। 'শান্ত শিষ্ট মিষ্টভাষিণী, যদিও কূপমণ্ডূক।' *রোকেয়া*, ১৯০৪; 'অন্তরাত্মা চরম অবস্থায় নাভীগহ্বরে প্রবেশ করে হয়ে পড়েন কূপমণ্ডূক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কূপমণ্ডূকতা [স] *বি* সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। 'কূপমণ্ডূকতা বোধ হয় আমাদের দেশে যে রকম নির্বিচারে হাততালি পায় অন্য কোনো দেশে সেভাবে গৃহীত হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

কূপমধ্য [স] *বি* কুয়ার মধ্যস্থান। 'কূপমধ্যে রজ্জু কেবা করেছে ধারণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কূপসন্নিধান [স] *বি* কুয়ার কাছাকাছি জায়গা। 'আসিলাম কূপসন্নিধানে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কূপিত [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'তিনি অকারণে কূপিত হইয়া ... তিরস্কার করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কূপো [স কূপক] *বিণ* পরাজিত। 'করেছে আমায় কূপো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

কূর্চি, কূর্চ্চি [স কূটজ] *বি* ফুলবিশেষ। 'চাকভাঙা যত ভীমরুল এসে/ ব্যস্ত করিছে কূর্চিফুলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

কূর্পর [স] *বি* কর্তব্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কূর্ম, কূর্ম্ম [স] **১** *বি* কচ্ছপ; কাছিম। 'কূর্ম দেখি তাঁরে কৈল স্তবন প্রণামে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'গোধিকা যাত্রিক নয় সকল পুরাণে কয় কূর্ম গণ্ডা শশক সৈলক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* হিন্দু অবতারবিশেষ। 'মৎস্য কূর্ম নরসিংহ বরাহ বামন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কূর্মধর্মী [স] *বিণ* কচ্ছপের স্বভাববিশিষ্ট। 'কর্ম করে না কূর্মধর্মী হয়ে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

কূর্মপৃষ্ঠ [স] *বি* কচ্ছপের পিঠ। 'নাগপৃষ্ঠ কূর্মপৃষ্ঠ প্রভৃতি নানা আধারোপরি স্থিতি করে, ইত্যাদি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কূর্মাকার, কূর্ম্মাকার [স] *বিণ* কচ্ছপের অনুরূপ। 'কূর্ম্মাকার অনুভাবের তাহাই উদগম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কূর্মী *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কাছি, কোরি, লোধী, কূর্মী সবাই এসেছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কূল [স] **১** *বি* অপর প্রান্ত। 'সমুদ্র তরিয়া পাইল কূল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* আশ্রয়। 'সকল প্রাণী পায় কূল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* আশ্রয়দাতা। 'ও অকূলের কূল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৪** *বি* তীর। 'কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কূলকিনারা [স কূল+ফা কিনারাহ] **১** *বি* সীমানা। 'ভাবনার কি ভাই কূল কিনারা আছে?' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বি* দিকনির্দেশনা। 'সে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই কূলকিনারা পাইলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৩** *বি* মুক্তির উপায়। 'আজ সে কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না।' *শরৎ*, ১৯১২।

কূলকিনারাহীন [স কূল+ফা কিনারাহ+স হীন] *বিণ* সীমাহীন। 'কূলকিনারাহীন অজানা মহাসমুদ্র।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কূলছাড়া [স কূল+ছাড়া] *বিণ* প্লাবিত। 'ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কূলছাড়া করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কূলপরিপ্লাবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* কূলকে বিশেষ প্লাবিত করে এমন। 'বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কূলপ্লাবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* তীরকে ডুবিয়ে দেয় এমন। 'কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

কূলপ্লাবী [স] *বিণ* কূল প্লাবিত করে এমন। 'সেই যে ভালবাসা, সমুদ্রতুল্য ... মাধুর্য্যময়, – চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কূলবর্তী, কূলবর্ত্তী [স] *বিণ* তীরবর্তী। 'তাহার দক্ষিণে সমুদ্রকূলবর্ত্তী কচ্ছদেশের বিষয় প্রায় কাহারও অবিদিত নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কূলভগ্ন [স] *বিণ* তীর ভেঙেছে এমন। 'কূলভগ্ন হেতু মগ্ন হইল সেই নীরে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কূলভঙ্গ [স] *বি* নদীর তীর ভাঙন। 'গোপীনাথ ঠাকুরের বাটী ভাগীরথীর কূলভঙ্গেতে ভঙ্গপ্রায়া হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কূল-ভাঙা [স কূল+ভাঙা] *বিণ* কূল ছাপিয়ে উঠেছে এমন; অপরিসীম। 'কূল-ভাঙা ব্যথা কোলে ভরে সখিগো!' *জসীম*, ১৯৩১।

কূলময় [স] *বিণ* তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আনন্দ-ঢেউ ভুলের সাগরে উছলিয়া হোক কূলময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কূলস্থ [স] *বিণ* তীরে অবস্থিত। 'ভূমধ্যসাগর কূলস্থ সীরিয়া ও পালেসটাইনের কতিপয় স্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কূলস্থল [স] *বি* তীর। 'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কূলস্থলে পড়ি।

শ্রীরাসমণ্ডলে যেয়ে দেন গড়াগড়ি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কূলহারা [স] *বিণ* কিনারাহীন। 'কূলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

কূলহীন [স] *বিণ* অকূল। 'আপনার ভরা ডুবিয়াছে সে যে অথই গভীর কূলহীন দরিয়াতে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কূলে কূলে *ক্রিবিণ* কানায় কানায়। 'নদী ভরা কূলে কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কৃকলাশ, কৃকলাস [স] **১** *বি* গিরগিটি। 'অনেক বীজাণু ধুলো কৃকলাসের মতো এসে ...।' *জীবন*, ১৯৩০। **২** *বিণ* বহুরূপী। 'শরীরে ফেরে তবু, যদিও কৃকলাশ, চোখের পাতা চায় চোখের চুম্বন।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

কৃচ্ছ্র [স] *বিণ* কষ্টকর সাধনা। 'দীর্ঘকালের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কৃচ্ছ্রতামুক্ত [স] *বিণ* ব্যয় সংকোচের নীতিমুক্ত। 'আমদানী বাণিজ্যকে কৃচ্ছ্রতামুক্ত করা হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

কৃচ্ছ্রব্রত [স] *বি* কষ্টকর সাধনা। 'দীর্ঘকালের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কৃচ্ছ্রসাধন [স] *বি* অতিশয় কষ্টসাধ্য সাধনা। 'ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায় তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কৃচ্ছ্রসাধ্য [স] *বিণ* কষ্টসাধ্য। 'কৃচ্ছ্রসাধ্য কেরাত ও বহুবিধ শির‍্চালনার সহিত সুরা ফাতেহার আবৃত্তি।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

কৃড়ন্তি [স ক্রীড়া>] *ক্রি* খেলা করে। 'কৃড়ন্তি গোবিন্দ দেবে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কৃড়া [স ক্রীড়া] *বি* ক্রীড়া; সম্ভোগ। 'বন মৈদ্ধে ব্যস্যা পাইয়া কর তুমি কৃড়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কৃত [স] **১** *ক্রি* রচিত। 'এত কহি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শেখ মোহাম্মদ কৃত পুঁথি পদ্মাবতী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* রচনা। 'তব কৃপালোকনেতে কৃত কর‍্যা সংস্কৃতে বিরচিলা অনেক পুরাণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বিণ* করা হয়েছে এমন। 'অন্যকৃত উপকার।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

কৃতকর্মতা [স] *বি* কার্যক্ষমতা। 'সেখানকার ভাণ্ডারে সবচেয়ে বড়ো জিনিস যা সঞ্চিত হয় সে হচ্ছে কৃতকর্মতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

কৃতকর্মা, কৃতকর্ম্মা [স] *বিণ* কর্মপটু। 'বাঙ্গালি যদি অতিনিপুণ বিজ্ঞ কৃতকর্ম্মা থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'তারা ছিল বেজায় কৃতকর্মা ছেলে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

কৃতকাম [স কৃতকর্ম] *বিণ* সফল। 'সাংসারিক অর্থে সে হয়তো কৃতকাম নয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কৃতকারিতা [স] *বি* সফলতা; সাফল্য। 'এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কৃতকার্য, কৃতকার্য্য [স] *বিণ* সফলকাম। 'তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আইলাম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'পৃথিবীস্থ তাবজ্জাতি যে বিদ্যার দ্বারা অসাধ্য সাধনায় কৃতকার্য্য হইতেছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭; 'কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য হইতে পারিল না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

কৃতকার্যতা, কৃতকার্য্যতা [স] *বি* সাফল্য। 'এতদ্রূপ কৃতকার্য্যতা তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০; 'প্রশংসাই তাহাদের কৃতকার্যতা পরিমাপের একমাত্র উপায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কৃতকৃতার্থ [স] *বিণ* ধন্য। 'আমার এক বিষয়ে সন্দেহ আছে, মহাশয় ভঞ্জন করিয়া দিলে কৃতকৃতার্থ হইব।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

কৃতকৃত্য [স] *বিণ* কৃতকার্য। 'লোচন সফল করো হও কৃতকৃত্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কৃতনিশ্চয় [স] *বিণ* স্থিরসংকল্প। 'মান্যের সহিত বরণীয় হইয়া শত্রুসংহারে কৃতনিশ্চয় হইলেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

কৃতফল [স] *বি* কর্মফল। 'নিজের কৃতফলের জন্য অনুশোচনাও করলো না।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

কৃতবর্মা [স] *বিণ* বর্ম ধারণকারী। 'নিকটে বসিলা কৃপ কৃতবর্মা রথী।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

কৃতবিদ্য [স] **১** *বিণ* শিক্ষিত। 'ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য দশ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বিণ* জ্ঞানী। *দর্পণ*, ১৮২৬; 'অল্পদিনে অতিসুকঠিন সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কৃতবিদ্যা [স] *বিণ* শিক্ষিত। 'কৃতবিদ্যা হইলে পরে রাজসরকারে বড় কর্ম্ম হইতে পারে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

কৃতযত্ন [স] *বিণ* যত্নশীল। 'ডাক্তর কেরি ... নানা ব্যাকরণ ও কোষাদি শিক্ষার্থ কৃতযত্ন হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কৃতসংকল্প, কৃতসঙ্কল্প [স] *বিণ* দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'ওবর্লিন তাহাদিগকে ... সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'এক দলের প্রধান নায়ক পরশুরাম – ক্ষত্রিয়ের নাম পর্যন্ত লোপ করিতে কৃতসংকল্প।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

কৃতসাধ্য [স] *বিণ* নিবৃত্ত করা সম্ভব এমন। 'কৃতসাধ্য ক্ষুধা নিবর্ত্ত করিতে পারে না।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কৃতাংশ [স কৃত-অংশ] *বি* নির্ধারিত ভাগ। '২০০০০০০ লক্ষ ঐ কোম্পানীর অংশিতে কৃতাংশ হয় অবশিষ্ট ইংলণ্ডাধিকারের বেতন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

কৃতাঞ্জলি [স কৃত-অঞ্জলি] **১** *ক্রি* হাত জোড় ক'রে। 'কৃতাঞ্জলি মুনিবরে জিজ্ঞাসেন গিরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* ক্ষমা প্রার্থনাকারী। 'যে ক্লীব, যে কৃতাঞ্জলি, ... তাকেও মারবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কৃতাঞ্জলিপুটে [স কৃত-অঞ্জলিপুট>] *ক্রিবিণ* দুই হাত জোড় ক'রে। 'যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কৃতান্ত [স কৃত-অন্ত] **১** *বি* মৃত্যুদূত। 'কোন পাপে কৃতান্তে তাহলে কৈল অন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* সংকল্পবান। 'বিরহি বধিতে বুঝি হইল কৃতান্ত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কৃতান্তদূত [স কৃত-অন্ত-দূত] *বি* মৃত্যুদূত। 'যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কৃতাভিসারা [স কৃত-অভিসার>] *বিণ স্ত্রী* অভিসার করেছে এমন। 'কৃতাভিসারা, তাম্বূলরাগরক্তাধরা, রাঙ্গাপেড়ে সাড়ীপরা, হাসিতে মুখভরা ফুল্লমণিকে দেখিয়া বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

কৃতার্থ [স কৃত-অর্থ] **১** *বিণ* ধন্য। 'কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সন্তুষ্ট। 'ঐ তিন সুবায় পদার্পণ হওনের ফরমান ও চিত্রবিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* বাধিত। 'যদি বিরক্ত না হইয়া উত্তর করেন

তবে কৃতার্থ হই।' *ভবানী*, ১৮২৩।

কৃতার্থতা [স কৃত-অর্থতা] *বি* সফলতা। 'যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কৃতার্থপরায়ণ [স কৃত-অর্থপরায়ণ] *বিণ* নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে এমন। 'লোকটার মন খুব কৃতার্থপরায়ণ।' *জীবন*, ১৯৩২।

কৃতার্থবোধ [স কৃত-অর্থবোধ] *বি* সার্থক বোধ। 'কেবল আমোদ লাভ ও লোকরঞ্জনা হইলেই আপনাকে কৃতার্থবোধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কৃতার্থম্মন্য [স কৃত-অর্থম্মন্য] *বিণ* নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে এমন। 'তপস্বীর অভ্যর্থনা শ্রবণে কৃতার্থম্মন্য ও অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কৃতার্থা [স কৃত-অর্থ>] **১** *বিণ স্ত্রী* সফল। 'মৈত্রেয়ী সেই সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থা হইয়াছেন।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বিণ স্ত্রী* ধন্য। 'কন্যার মাতা – যে বরের ঐশ্বর্য্য আছে তাহাতে কন্যার বিবাহ হইলেই কৃতার্থা হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কৃতক [স] *বিণ* দত্তক। 'করীশিশু তাঁহার কৃতকপুত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৃতকপুত্র [স] *বি* দত্তক পুত্র। 'করীশিশু তাঁহার কৃতকপুত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৃতঘ্ন [স] *বিণ* উপকারীর অপকার করে এমন। 'দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গো-খর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কৃতঘ্নতা [স] *বি* উপকারের প্রতিদানে অপকার। 'না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃতঘ্নী [স] *বিণ স্ত্রী* অকৃতজ্ঞ। 'প্রলয়-শিস দিয়ে ঘুরি কৃতঘ্নী ওই বিশ্বমাতার শোকাগ্নি।' *নজরুল*, ১৯২২।

কৃতজ্ঞ [স] *বিণ* উপকারীর উপকার স্বীকার করে এমন। 'সত্যনিষ্ঠ, কৃতজ্ঞ, সাহসী ও বিশস্ত সন্তানেরা তাঁহার পুত্র নামের উপযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কৃতজ্ঞতা [স] **১** *বি* ঋণ। 'সকল লোকেই বিশেষরূপে আপনারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* শ্রদ্ধাসহ স্মরণ। 'তাঁহারদিগের নিকট উত্তরকালীন লোকেরদের কৃতজ্ঞতা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। **৩** *বি* মহৎ কাজের সবিনয় স্বীকৃতি। 'তাঁহাকে স্মরণ হইলে ... অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বি* শিষ্টতা। 'য়ুরোপীয় পণ্ডিত সন্দেহ করেন আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কৃতজ্ঞতাকর্ষণ [স কৃতজ্ঞতা-আকর্ষণ] *বি* উপকারীর উপকার স্বীকার। 'মহোপকারীর প্রতি স্বভাব-প্রবৃত্তির কৃতজ্ঞতাকর্ষণে কাহার হৃদয় ... শ্রদ্ধানুরাগপূর্ণ না হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ [স] *বিণ* সকৃতজ্ঞ। 'গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কৃতজ্ঞতাপূর্বক, কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* উপকারীর উপকার মনে রেখে। 'আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি।' *রাজ*, ১৮৭৪।

কৃতজ্ঞতা-বিগলিত [স] *বিণ* কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত। 'ইংরাজরাজের দয়াতে কৃতজ্ঞতা-বিগলিত চিন্তা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কৃতজ্ঞতাভাজন [স] *বিণ* কৃতজ্ঞতার পাত্র। 'তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াও ... আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

কৃতজ্ঞতারস [স] *বি* কৃতজ্ঞতারূপ রস। 'তাহার বিচার করিয়া দেখিলে চমৎকৃত ও প্রীতিপূর্ণ হইয়া কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতে হয়'। *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

কৃতমালা [স] *বি* নদীবিশেষ। 'কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃতাকুমিজি [স কৃত>+স কৃমিজ>; তু কিমিজ>] *বি* জরির কাজ করা পট্টবস্ত্র। 'কৃতাকুমিজির জীন মুকুতা বেষ্টিত।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কৃতি [স] *বি* কীর্তি। 'ত্রিভুবন ভরি তান কৃতির বাখান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কৃতিত্ব [স] **১** *বি* যোগ্যতা; দক্ষতা। 'হাত পায়ের কৃতিত্ব ও পরিশ্রম অত্যন্ত বাখানিয়া বলিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* নৈপুণ্য। 'বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর-বিশেষই এরূপ শ্রেণী-ভেদের মূলীভূত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* সাফল্য। 'শিক্ষার্থীবৃন্দ অধ্যয়ন ও তৎপরে পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াই মনে করেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বি* অবদান। 'আমাকে বাদশা বানানোর কৃতিত্বটা কাকার একার।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

কৃতিত্বময় [স] *বিণ* কৃতিত্বপূর্ণ। 'যে বিবাহে স্বোপার্জিত প্রেমের কৃতিত্বময় আত্মসম্মান নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

কৃতিমান [স] *বিণ* খ্যাতিসম্পন্ন। 'অনেক কৃতিমান বাঙালীর কর্ম ও চিন্তাধারায় তার তাৎপর্যপূর্ণ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি।' *শরীফ*, ১৯৭০।

কৃতী [স] **১** *বিণ* দক্ষ। 'আমি নহি রণে কৃতী কেন প্রাণ হারাবে বিফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* ভালো কাজ করেন এমন। 'ধনবান কৃতী যদি ধনশালিনী কর্ত্রীর সহিত একযোগ হয়েন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কৃতীকুশল [স] *বিণ* পাকা। 'সাংসারিক বুদ্ধিতে সে কৃতীকুশল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কৃতীপুরুষ [স] *বি* কীর্তিমান পুরুষ। 'কৃতী-পুরুষগণ যে যাহার আপন আপন পন্থা দেখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৃৎ-তদ্ধিত [স] *বি* কৃৎপ্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয়; ব্যাকরণ। 'হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃৎ-তদ্ধিতের বাই জানতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কৃত্তিকা [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'কৃত্তিকা নিকর তারে করিছে গরাস।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কৃত্তিকাপুঞ্জি [স কৃত্তিকাপুঞ্জ] *বি* নক্ষত্রমণ্ডলী; ছোটো সপ্তর্ষি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কৃত্তিবাসি [স কৃত্তিবাস>] *বিণ* কবি কৃত্তিবাসরচিত। 'কৃত্তিবাসি রামায়ণ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

কৃত্য [স] *বি* কর্তব্য। 'আমরা সবের কিছু পাছে কৃত্য আছে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কৃত্যকর্ম [স] *বি* করণীয় কাজ। 'দেশের কোনো যথার্থ কৃত্যকর্মে গবর্মেন্টের সঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কৃত্য-স্নান [স] *বি* পুণ্যস্নান। 'গণ-সঙ্গে কৈলা কৃত্য-স্নান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃত্রিম [স] **১** *বিণ* প্রাণহীন। 'কৃত্রিম পুতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* লোক দেখানো। 'তাহার কৃত্রিম টিকি তাহার মিথ্যা ছলের সন্ধান।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* জাল। 'কর্ম্মকারের নির্ম্মিত কৃত্রিম পয়সা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৪** *বিণ* হাতে তৈরি। 'বস্ত্র, দুলিচা, কৃত্রিম পুষ্প ইত্যাদি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **৫** *বিণ* মনগড়া। 'তথায়

অনৈসর্গিক বর্ণভেদ ও কৃত্রিম বংশমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৬ *বিণ* ভান-করা। 'কত কৃত্রিম ধর্ম্মচ্ছলে অধর্ম্ম আচরণে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ত নয় এমন। 'উহাতে নৈষধাদি আধুনিক সাহিত্যের ন্যায় দীর্ঘছন্দ, কৃত্রিমভাব, উৎকট বর্ণন এবং শব্দ ও অনুপ্রাসের আড়ম্বর নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৮ *বিণ* ভুয়া। 'কৃত্রিম সাক্ষী উপস্থিত করিয়া তাহাকে নষ্ট করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কৃত্রিমতা [স] ১ *বি* কপটতা। 'ক্রীড়া কৌতুকের এক অসাজন্ত কৃত্রিমতার সহিত।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* ভান। 'তাহার মধ্যে প্রণয়ের কৃত্রিমতা কিছুই ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কৃত্রিমতামুক্ত [স] *বিণ* অকৃত্রিম। 'আমি হতে চাই প্রকৃতির মতো কৃত্রিমতামুক্ত।' *শিব*, ১৯৫০।

কৃত্রিমতাহীন [স] *বিণ* অমায়িক। 'প্রতিমার ব্যবহার কৃত্রিমতাহীন।' *মানিক*, ১৯৪০।

কৃত্রিম নয়ন [স] *বি* চশমা। 'নাসাবৃত কৃত্রিম নয়ন।' *এসলাম*, ১৯১৯।

কৃত্রিমপত্র [স] *বি* জালপত্র। 'তদীয় কিরণস্পর্শ মাত্র যাবতীয় কৃত্রিমপত্র দগ্ধ হইয়া গেল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কৃত্রিমপ্রথা [স] *বি* বানানো নিয়ম বা রীতি। 'নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্যবিধান কৃত্রিমপ্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কৃদন্ত [স] *বিণ* (ব্যাকরণ) কৃৎপ্রত্যয় পরে বসে এমন। 'পড়িল সমাসবৃত্তি কৃদন্ত তদ্ধিত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কৃন্দন [স ক্রন্দন] *বি* কান্না। 'কৃন্দন করিয়া সুন পিতে মাগে মায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

কৃপণ [স] ১ *বিণ* ব্যয়কুণ্ঠ; কঞ্জুস। 'তোহ্মার যৌবন রাধা কৃপণের ধন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* কুণ্ঠিত। 'এই পত্রখানি বিদ্যাদর্শনের একাধারে উদিত করিতে কৃপণ হইবেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৩ *বিণ* অনুদার। 'ইহার আনুকূল্য করিতে কি কৃপণ হইতে পারেন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৪ *বি* গালিবিশেষ। 'তারা ওকে গাল দেয় মনে মনে – বলে কৃপণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৫ *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায় কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কৃপণতা [স] ১ *বিণ* নীচতা। 'না জানন্ত কৃপণতা অধর্মতা পাপ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* কার্পণ্য। 'আমি আপনাকে এক শত মুদ্রা পুরস্কার দিব, আর বৈবাহিক ব্যাপারে কৃপণতা করিব না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বি* কাতরতা। 'প্রতিদিনের ভয়ভাবনা-কৃপণতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

কৃপণা [স] *বিণ স্ত্রী* দান করার ব্যাপারে কুণ্ঠিত। 'বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কৃপণী [স] *বিণ স্ত্রী* অনুদার। 'যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃপা [স] ১ *বি* করুণা। 'কৃপানিধি হইয়া কৃপা না করিলে তুমি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* দান। 'পাঠশালা কেবল সাধারণ লোকের কৃপা দ্বারা চলিবেক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

কৃপাকটাক্ষ [স] *বি* করুণার দৃষ্টি। 'ইহাতে কীর্ত্তিদেবী আমার প্রতি অনুকূল হইয়া কৃপাকটাক্ষ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কৃপাকার [স] *বিণ* দয়ালু। 'কৃপাকার মহাপ্রভু ঘুচাহ মোর ধন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কৃপাকৃষ্ট [স কৃপা-আকৃষ্ট] *বিণ* দয়াপরবশ। 'কৃপাকৃষ্ট হইয়া ... সাত হাজার বস্তা তণ্ডুল ... পাঠাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কৃপাজীবী [স] *বিণ* করুণাপ্রার্থী। 'পতঙ্গের সাম্যবাদে, কৃপাজীবী ক্লীবের ক্রন্দনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

কৃপাদৃষ্ট্য [স] *বি* প্রসন্নতা। 'সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃপাদৃষ্টি [স] ১ *বি* দয়া (নেতিবাচক)। 'অচম্বিত ঝড়বৃষ্টি দিব চণ্ডী কৃপাদৃষ্টি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* প্রসন্ন। 'সদাগরে কৃপা দৃষ্টি হইলা ভবানী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৃপাদৃষ্টিপাত [স] *বি* সদয় দৃষ্টি। 'এই তৃষ্ণার্ত্ত নরাধম সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কৃপানিধি [স] *বি* দয়ার সাগর। 'কৃপানিধি হইয়া কৃপা না করিলে তুমি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কৃপানির্ঝর [স] *বি* কৃপারূপ ঝরনা। 'কৃপানির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কৃপাপরবশ [স] *বিণ* দয়াপরায়ণ। 'কৃপাপরবশ হয়ে যেই যোগিবর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কৃপাপাত্র [স] *বি* দয়ার পাত্র। 'হেনমতে মুরারি প্রভুর কৃপাপাত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কৃপাপূর্বক, কৃপাপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* প্রসন্ন হয়ে। 'আরণ্য রাজা তাহারদিগের কথায় কৃপাপূর্ব্বক মনোযোগ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কৃপাবন্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত দয়ালু। 'রূপবন্ত গুণবন্ত কৃপাবন্ত তনু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কৃপাবলোকন [স কৃপা-অবলোকন] *বি* সদয় দৃষ্টি। 'গবর্ণমেণ্ট কি তাহাদের প্রতি কৃপাবলোকন করিবেন না?।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

কৃপাবলোকনপূর্বক, কৃপাবলোকনপূর্ব্বক [স কৃপা-অবলোকন-পূর্বক] *ক্রিবিণ* দয়া দেখিয়ে। 'আপনি কৃপাবলোকনপূর্ব্বক এ বিষয়ে কিঞ্চিত ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

কৃপাবশত, কৃপাবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* অনুগ্রহপূর্বক। 'অজ্ঞতার প্রতি কৃপাবশতঃ ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কৃপাবান [স] *বিণ* দয়ালু। '... আপনে কৃপাবান হইএা স্বস্ত্যয়ন করিবেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৫৫।

কৃপাবিন্দু [স] ১ *বি* বিন্দুমাত্র করুণা। 'কৃপাবিন্দু বিতরণে ত্রাণ কর ওহে গঙ্গাধর।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* করুণারূপ বর্ষণ। 'অম্বরব্যাপী ঝরে তব কৃপা-বিন্দু।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

কৃপাভিক্ষা [স] *বি* কৃপা প্রার্থনা। 'পুরোহিত চৌধুরীদের কৃপাভিক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কৃপাভিখারী [স কৃপা+স ভিক্ষা>] *বিণ* দয়াপ্রার্থী। 'মুসলমানগণ একযুগ ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের কৃপাভিখারী হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে বিরত ছিলেন।' *নবনূর*, ১৯০৫।

কৃপামই [স কৃপাময়ী] *বিণ* দয়াময়ী। 'বলে কৃপামই দেবী শুন কৃষ্ণরাম কবি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কৃপামন [স] *বিণ* দয়ালু হৃদয়। 'কৃপামন হইয়া তবে বলিলেক হর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কৃপাময় [স] *বিণ* করুণাময়। 'পতিতপাবন তুমি মহা কৃপাময়।'

বৃন্দা, ১৫৮০।

কৃপাময়ি, কৃপাময়ী [স কৃপাময়ী, সম্বোধনে শব্দশেষে ই-কার] *বিণ* দয়াময়ী। 'ভরসা কেবলমাত্র কালী কৃপাময়ি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'কৃপাময়ী কান্তিরূপ করে কাঞ্চীমালা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কৃপামিশ্রিত [স] *বিণ* করুণামাখা। 'তাঁহার কৃপামিশ্রিত মমতা আর-একটুখানি বাড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কৃপারজ্জু [স] *বি* করুণারূপ রশি। 'কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃপার পাত্র *বি* করুণার উপযুক্ত। 'ঘৃণার পাত্র শুধু, কৃপার পাত্র শুধু।' *জীবন*, ১৯৩২।

কৃপার্দ্র [স কৃপা-আর্দ্র] *বিণ* দয়াসিক্ত। 'কৃপার্দ্র তোমার মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃপাল [স কৃপালু] *বিণ* করুণাময়। 'মহা মহত্তম অতি কৃপাল দয়াল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কৃপালু [স] *বিণ* দয়ালু। 'সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃপালুতা [স] *বি* দয়ালুর ভাব। 'সর্বভূতে কৃপালুতা তোমার স্বভাব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কৃপালেশ [স] *বি* সামান্য করুণা। 'যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপালেশ/ সকল মঙ্গল তাহে খণ্ডে সব ক্লেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃপালোকনেত [স কৃপা-আলোক-নেত্র>] *বি* কৃপাদৃষ্টি। 'তব কৃপালোকনেতে কৃত কর‍্যা সংস্কৃতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কৃপাসিন্ধু [স] *বি* দয়ার সাগর। 'জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ন্যাসীবর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কৃপাসেবা [স] *বি* করুণারূপ সেবা। 'যাঁর কৃপাসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃপাহ্রদ [স] *বি* কৃপারূপ হ্রদ। 'ডুবি তব কৃপাহ্রদে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কৃপাণ [স] *বি* তরবারি। 'কাড়্যা নিল কালকেতু হাথের কৃপাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৃপাণশোভিত [স] *বিণ* তলোয়ার সজ্জিত। 'এবং কৃপাণশোভিত বজ্রহাত দৃঢ় থেকে দৃঢ়।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

কৃপিন [স কৃপণ>] *বি* কৃপণ। 'কৃপিন হইল রাজা কুবুদ্ধি লাগিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

কৃপীট [স] *বি* কাষ্ঠ। 'অন্তরে যখন জ্বলে বিরহ কৃপীট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কৃমি [স] *বি* ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডহীন কীটবিশেষ। 'মাংসময় অঙ্গ সব কৃমি বেঢ়ি খায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কৃমিকীট [স] *বি* ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডহীন কীটবিশেষ; কীড়া। 'যে সব কৃমিকীট চুম্বনে চুম্বনে তোমায় খাইয়া ফেলিতে থাকিবে।' *সবুজ*, ১৯২১।

কৃমিঘন [স] *বিণ* কৃমিতে পরিপূর্ণ। 'না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

কৃমিদানা [স কৃমি+ফা দানা] *বি* লাক্ষা। 'উত্তম চর্ম্ম, কৃমিদানা, এবং আস্ত্রিচ পক্ষির পক্ষ।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কৃমিপুঞ্জ [স] *বি* কীটদল। 'গলিত শবের কীট কৃমিপুঞ্জ – ঘৃণিত জটিল।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

কৃয়া [স ক্রিয়া] *বি* কাজ। *ওর্সা*, ১৭৮৪; 'এমনস্যস্ত কৃয়ার বারণ।' *ব্যালগে*, ১৭৯৪।

কৃশ [স] **১** *বিণ* আধ-মরা। 'জলাভাবে কৃশ শাখা শুখাইয়া মরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* দুর্বল। 'লালস উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বিণ* ক্ষীণ। 'নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৪** *বিণ* শীর্ণ। 'কৃষ্ণপক্ষের কৃশ চাঁদ যেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কৃশকায় [স] **১** *বিণ* শীর্ণ। 'পদ্মার জল অনেক কমে গেছে – বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* ক্ষীণকায়। 'আজ তুমি কৃশকায় দীনপ্রাণ রোগজীর্ণ শিশুদের ক্রীড়াভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৩** *বি* শীর্ণদেহ যার। 'কৃশকায়টি একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বসে।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

কৃশতনু [স] *বিণ* শীর্ণদেহী। 'যারা আধপেটা খেয়ে কৃশতনু তারাও বাহবা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কৃশতা [স] **১** *বি* শীর্ণতা। 'কিঞ্চিৎ কৃশতা ও বিবর্ণতা ব্যতিরেকে তাহাদের মুখশ্রীতে যাতনার আর কোন চিহ্ন দেখা যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* দুর্বলতা। 'অঙ্গবৈলক্ষণ্য, বল, পুষ্টি, দীর্ঘতা, হ্রস্বতা, কৃশতা প্রভৃতির ন্যায় মনেরও ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কৃশদেহ [স] *বি* শুকিয়ে যাওয়া শরীর। 'কৃশদেহ পুষ্ট করবার চেষ্টা অনেক সময় ব্যর্থ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কৃশা [স কৃশ>] *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণ। 'শ্রমজাত তৃষা কৃশা হয় এই বেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কৃশাঙ্গিনী [স>] *বিণ স্ত্রী* কাহিল দেহবিশিষ্ট। 'যখন দেখি, কোন মলিনবেশধারিণী কৃশাঙ্গিনী জননী আপনার ক্রোড়স্থিত ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কৃশাঙ্গী [স কৃষ-অঙ্গী] *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণ দেহবিশিষ্ট। 'দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কৃশোদর [স] *বি* ক্ষীণ উদর। 'কৃশোদর, হেরি বীর পর্বত-কন্দরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কৃশোদরি [স কৃশোদরী, সম্বোধনে ই-কার] *বি স্ত্রী* ক্ষীণোদর। 'যা কহিলে কৃশোদরি।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

কৃশোদরী [স কৃশ-উদরী] *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণকটি। 'বালা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৃশানু [স] *বি* আগুন। 'জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **কৃষাণু**

কৃশানুদীপ্ত [স] *বিণ* অল্প আগুনে দীপ্ত। 'তিনি নর্মসখী কৃশানুদীপ্ত তাম্রকূটশীর্ষ ডাবাসুন্দরীর সুচিক্কণ কৃষ্ণগণ্ডে একটি মাত্র নিবিড় চুম্বন দিতে পারেননি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কৃশ্চান [ই] *বি* খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। 'ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশ্চান ও মোসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কৃশ্য [স] *বি* কৃশতা। 'তেলে কষে যায় ধাত, বেড়ে যায় কৃশ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কৃষক [স] *বি* কৃষি কাজে করে যে; চাষী। 'কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কৃষককুল [স] *বি* কৃষক সম্প্রদায়। 'স্থানীয় কৃষককুলের মধ্যে

হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

কৃষকদুহিতা [স] *বি* চাষির মেয়ে। 'এক দরিদ্র কৃষকদুহিতা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কৃষক-প্রজা [স] *বি* কৃষক শ্রেণীর নাগরিক। 'এই প্রজাস্বত্ব আইন বাঙ্গলার কৃষক-প্রজার স্বাধিকারের মেগনা কার্টা।' *এসলাম*, ১৯৩৮।

কৃষাণ [স] *বি* কৃষক। 'নানা শস্য দেখি চৌদিগে জায় ছেলি খেতের কৃষাণ সব দেই গালাগালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৃষাণপাড়া [স কৃষাণ+স পাটক] *বি* কৃষকদের পাড়া। 'গানের কাব্য আরম্ভ হল সারাটি কৃষাণ পাড়া।' *জসীম*, ১৯২৯।

কৃষাণপুর [স] *বি* কৃষকের আবাস। 'মোর ব্যথাখানি ছড়ায়েছি তার সুদূর কৃষাণ-পুরে।' *জসীম*, ১৯৩১।

কৃষাণী [স] *বি স্ত্রী* কৃষক। 'দাবায় শুইয়া কৃষাণ ঘুমায়, কৃষাণীর কাজ ভারি।' *জসীম*, ১৯২৯।

কৃষাণু [স] *বি* আগুন। 'মোহোর শরীরে দহে বাড়ব কৃষাণু।' *আলাওল*, ১৬৮০। *দ্র* **কৃশানু**

কৃষান [স কৃষাণ] *বি* কৃষক। 'গাড়োয়ান, কৃষান, রাস্তামেরামতকারী কন্ট্রাক্টর-মিস্ত্রি প্রভৃতি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

কৃষি [স] **১** *বি* কৃষিকাজ। 'কৃষিকর্ম করে গোরক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* কৃষক। 'এক পড়ামুনিয়া এক কৃষিকে শণ রোপণ করিতে দেখিয়া...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* ফলন। 'নীলের উত্তম কৃষি হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

কৃষিঋণ [স] *বি* কৃষিকাজের জন্য প্রদেয় ঋণ। 'যাহাতে অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে কৃষিঋণ, টেষ্টরিলিফ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

কৃষিকর্ম, কৃষিকর্ম্ম [স] *বি* চাষাবাদ। 'কৃষিকর্ম করে গোরক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কৃষিকর্ম্মাদি বিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হওনের সমাচার।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'এদেশের কৃষিকর্ম্মের প্রতি উচিতমত মনোযোগ করি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

কৃষিকর্মকারী, কৃষিকর্ম্মকারী [স] *বিণ* কৃষিকর্ম করে এমন। 'কৃষিকর্ম্মকারী দাস বিস্তর আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

কৃষিকর্মার্থক, কৃষিকর্ম্মার্থক [স] *বিণ* কৃষিভিত্তিক। 'কৃষিকর্ম্মার্থক সমাজ নিযুক্ত হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

কৃষি কায [স কৃষিকার্য] *বি* চাষাবাদ। 'মুই কৃষিকায করি আর কি।' *কেরি*, ১৮০২।

কৃষিকারী [স] *বি* কৃষি কাজ করে যে। 'বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী, সেবাকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

কৃষিকার্য, কৃষিকার্য্য [স] *বি* চাষাবাদ। 'এদেশের কৃষিকার্য্য অতিশয় দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'এই ধাতুতে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাস্তিয়া প্রভৃতি কৃষিকার্যের যন্ত্র সকল নির্মিত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কৃষিকুটির [স] *বি* কৃষকের ঘর। 'গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে পরিষৎ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কৃষিক্ষেত্র [স] *বি* কৃষিজমি; কৃষিখামার। 'বহু শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'কৃষিক্ষেত্রে যেমন, কৃষ্টিক্ষেত্রেও তেমনি কঠিন নিয়মিত ভূমিকর্ষণ অত্যাবশ্যক।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

কৃষিজনা [স কৃষিজন] *বি* কৃষক। 'কৃষিজনা সবে সুখী হয় রে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কৃষিজাত [স] *বিণ* কৃষি থেকে উৎপন্ন। 'এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কৃষিজীবি [স কৃষিজীবী] *বি* কৃষি যার জীবিকা। 'কৃষিজীবিরাই অধিকতর দুর্দ্দশাপন্ন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

কৃষিজীবী [স কৃষিজীবী] **১** *বিণ* কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহকারী। 'গ্রামের প্রজা কৃষিজীবী।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বি* কৃষক। 'কৃষিজীবীদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থে একটি কৃষিসমাজ সংস্থাপন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কৃষিতত্ত্বপারদর্শী [স] *বিণ* কৃষিবিশেষজ্ঞ। 'কৃষিতত্ত্বপারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কৃষিনির্ভর [স] *বিণ* কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। '... অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিনির্ভর।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

কৃষিপণ্য [স] *বি* কৃষিজাত পণ্য। 'মাঠে ঘাটে খামারে জাহাজে বোঝাই কৃষিপণ্য।' *হোসেন*, ১৯৪০।

কৃষিপরীক্ষাশালা [স] *বি* কৃষি গবেষণাগার। 'কৃষিপরীক্ষাশালা ও শিল্প-বিদ্যালয় খোলাই যে একমাত্র উপায় ...।' *সবুজ*, ১৯১৭।

কৃষিপ্রণালী [স] *বি* কৃষিকাজের পদ্ধতি। 'আপনার অবলম্বিত কৃষিপ্রণালী অবগত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কৃষিপ্রধান [স] *বিণ* জীবিকার প্রধান উপায় কৃষিকাজ এমন। 'আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কৃষিবিদ্যা [স] *বি* কৃষি শিক্ষা দেওয়ার বিদ্যা। 'কৃষিবিদ্যা ও আরামবিদ্যা বর্দ্ধনার্থক ... অতিবাঞ্ছনীয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

কৃষিবিদ্যালয় [স] *বি* কৃষিবিষয়ক বিদ্যালয়। 'কৃষিবিদ্যালয় ... সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

কৃষিবিপ্লব [স] *বি* কৃষির উৎপাদনে ব্যাপক বৃদ্ধির অভিযান। 'পরিবার-পরিকল্পনাই বলি আর কৃষিবিপ্লবই বলি ...।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

কৃষিবিভাগ [স] *বি* কৃষিসংক্রান্ত বিষয়াবলি পর্যবেক্ষণকারী দপ্তর। 'কৃষিবিভাগ থেকে আমাদের এই পাথরগুলোকে যখন কঠিন বলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কৃষিবিস্তার [স] *বি* কৃষিব্যবস্থার সম্প্রসারণ। 'ভারতবর্ষে কৃষিবিস্তারে তিনি একজন উদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৃষিবৃত্তি [স] *বি* কৃষিকাজ। 'সূর্যের প্রখর তাপে তাপিত হয়ে, কৃষিবৃত্তি পরিচালনা করা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কৃষি-ব্যাঙ্ক [স কৃষি+ই ব্যাংক] *বি* কৃষিকাজে সহায়তাকারী ব্যাংক। 'গ্রামে গ্রামে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কৃষিভিত্তিক [স] **১** *বিণ* কৃষিই যার ভিত্তি। 'কৃষিভিত্তিক জীবন – জমিই সব।' *সুনীল*, ১৯৭০। **২** *বিণ* কৃষিপ্রধান। 'কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই সব ... ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।' *আজাদ*, ১৯৭১।

কৃষিমূল [স] *বিণ* কৃষিভিত্তিক। 'পৃথিবীর সকল সভ্যতাই হচ্ছে কৃষিমূল।' *প্রমথ*, ১৯২০।

কৃষিযুক্ত [স] *বিণ* চাষবাস হয় এমন। 'উত্তম কৃষিযুক্ত দেশ দিয়া আগমন করিতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কৃষিযোগ্য [স] *বিণ* চাষ করার উপযুক্ত। 'কৃষিযোগ্য স্থানের

অধিবাসীর নিকট যদি প্রমাণ করিতে বসা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কৃষিলক্ষ্মী [স] *বি* কৃষিকাজের দেবতা। 'অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কৃষিলব্ধ [স] *বিণ* কৃষিজাত। 'আড়তে কৃষিলব্ধ দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিতে লাগিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

কৃষিলভ্য [স] *বিণ* কৃষিজাত। 'সে শিল্পের জন্য যে কৃষিলভ্য কাঁচা মালের দরকার তার সম্বন্ধেও সেই কথা।' *সবুজ*, ১৯২০।

কৃষিশালা [স] *বি* চাষাবাদ সম্পর্কিত শিক্ষালয়। 'এই কৃষিশালায় একজনও মুসলমান শিক্ষার্থী নাই।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮।

কৃষি শ্রমিক [স] *বি* কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিক। 'কারখানার শ্রমিক কৃষি শ্রমিকের তুলনায় অতি অল্প।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

কৃষিসমবায় [স] *বি* কৃষকদের সংগঠন। 'আসন্নতা ভিত্তি গড়ে আরোগ্যভবনে, শিশুকেন্দ্রে, কৃষিসমবায়ে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

কৃষিসমাজ [স] *বি* কৃষিবিষয়ক সংগঠন। 'একটি কৃষিসমাজ সংস্থাপন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কৃষি সম্পাদিকা [স] *বি স্ত্রী* কৃষিবিষয়ক সম্পাদক। 'মিসেস ... কৃষি সম্পাদিকা।' *বেগম*, ১৯৭৪।

কৃষিয়ান [স কৃষি+ফা আন] *বি* কৃষকগণ। 'যেন ঢেলায় ঢেলা চূর্ণ করে যে কৃষিয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কৃষী [স কৃষি] **১** *বি* কৃষক। 'এক ধনবান বৃদ্ধ কৃষী।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* কৃষি কাজ। 'সুখের শিশির-কালে কৃষীর কৃপায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কৃষীবল [স] *বি* যার কৃষিকর্ম আছে; কৃষক। 'অন্যান্য কৃষীবল বালকেরা অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মাইতে আরম্ভ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কৃষ্ট[১] [স কৃষ্ণ] **১** *বি* কৃষ্ণ। 'তোমার কনেষ্ট কৃষ্ট সুন পুরন্দরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* কালো। 'সাদাটিরে সাদা বলে, কালো যাহা তাই কৃষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কৃষ্ট[২] [স] *বিণ* চষা; কর্ষিত। 'কোনস্থানে উপত্যকাভূমি ও উৎকৃষ্ট কৃষ্ট ক্ষেত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

কৃষ্ট-ব্যুরোক্রাসি [স কৃষ্ট+ই ব্যুরোক্রাসি] *বি* চর্চিত আমলাতন্ত্র। 'তোমাদের সৃষ্ট কৃষ্ট-ব্যুরোক্রাসি যদি ভারতবর্ষে আবার অন্ধকারের যুগ ফিরে আনে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

কৃষ্টি [স] *বি* সংস্কৃতি। 'আধুনিক বাংলা ভাষায় কুশ্রাব্য নাম দিয়েছে কৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কৃষ্টিক্ষেত্র [স] *বি* সংস্কৃতিজগৎ। 'কৃষিক্ষেত্রে যেমন, কৃষ্টিক্ষেত্রেও তেমনি কঠিন নিয়মিত ভূমিকর্ষণ অত্যাবশ্যক।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

কৃষ্টিগত [স] *বিণ* সাংস্কৃতিক। 'রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত জাতীয় অস্তিত্বের সর্বনাশের ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৭।

কৃষ্টিনাশ [স] *বি* সংস্কৃতি ধ্বংস। 'কৃষ্টিনাশের মিথ্যা অজুহাত তুলিয়া বাংলার কায়েমী স্বার্থ ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

কৃষ্টিমান [স] *বিণ* সংস্কৃতিবান; পরিশীলিত। 'এমন কৃষ্টিমান, এমন সদালাপী ও এমন সাহসী যুবক তাঁদের ....।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কৃষ্টিমূলক [স] *বিণ* সাংস্কৃতিক। 'হিন্দু-কৃষ্টিমূলক ও সংস্কৃত শব্দবহুল।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

কৃষ্টিয়ান [ই] *বি* যিশু খ্রিষ্টের অনুসারী সম্প্রদায়। 'শহরে রাজদত্ত কৃষ্টিয়ানেরদিগের নিমিত্ত বরিয়েল প্লেস আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

কৃষ্ণ[১] [স] *বি* (হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী) অবতার কৃষ্ণ। 'কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কৃষ্ণ-অন্বেষণ [স] *বি* শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান। 'তার মধ্যে করিল রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণকথা [স] *বি* শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা। 'রায়ের দ্বারে তারে কৃষ্ণকথা শুনাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণকার্য, কৃষ্ণকার্য্য [স] *বি* শ্রীকৃষ্ণের পূজা। 'কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না কৈল রোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণকৃপা [স] *বি* কৃষ্ণের দয়া। 'কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণদাস [স] *বি* কৃষ্ণের দাস। 'হেন দীক্ষা দেহ যেন হও কৃষ্ণদাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কৃষ্ণনাম [স] *বি* হরিনাম। 'মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে/ তোমার কীর্ত্তনে কৃষ্ণনাম শ্রবণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণনামযজ্ঞ [স] *বি* শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন। 'সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণনিষেবণ [স] *বি* কৃষ্ণের আরাধনা। 'কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণপদ [স] *বি* কৃষ্ণের পদতল। 'তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণপূজা [স] *বি* শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা। 'কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকথা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি [স] *বি* (হিন্দুমতে) মৃত্যু। 'যিনি তার প্রসাদ পাবেন তাঁর যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

কৃষ্ণপ্রেম [স] *বি* কৃষ্ণের প্রতি প্রেম। 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বূনদ হেম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণপ্রেমময় [স] *বিণ* কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। 'কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণপ্রেমা [স] *বি* কৃষ্ণের কৃপা। 'কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণপ্রেমামৃত [স] *বি* কৃষ্ণের প্রেমরূপ সুধা। 'কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যৈছে বর্ষাঘন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণপ্রেমোদয় [স] *বি* কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের উদয়। 'নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় আউলায় সর্ব্ব-অঙ্গ অশ্রুগঙ্গা বয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণভক্ত [স] **১** *বি* বৈষ্ণব। 'পরমানন্দগুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি/ পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* কৃষ্ণের ভক্ত। 'সেইখানে কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব জয়ী হলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কৃষ্ণভক্তি [স] *বি* কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি। 'যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণমন্ত্র [স] *বি* কৃষ্ণনাম। 'কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণময় [স] *বিণ* কৃষ্ণের প্রতি ভাববিভোর। 'তাহার মন ও আত্মা কৃষ্ণময় হইয়া উঠে।' *হাই*, ১৯৫৪।

কৃষ্ণমুখী [স] *বিণ* কৃষ্ণের মুখাপেক্ষী। 'মদন সম্মোহন বাণ ছাড়িয়া

তাঁহাকে একেবারে কৃষ্ণমুখী করিয়া রাখিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

কৃষ্ণমূর্তি [স] *বি* শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। 'কৃষ্ণমূর্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণযাত্রা [স] *বি* শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে রচিত যাত্রা। 'বাড়ির উঠোনে কৃষ্ণযাত্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কৃষ্ণরস [স] *বি* বৈষ্ণব সাহিত্য। 'কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণলীলা [স] *বি* কৃষ্ণের লীলাখেলা। 'ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণসাৎ [স] *বি* কৃষ্ণকে নিবেদন। 'দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাৎ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কৃষ্ণসুখ [স] *বি* কৃষ্ণকে অনুভব করার সুখ। 'কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণস্মৃতি [স] *বি* কৃষ্ণনাম স্মরণ। 'কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণাধরামৃত [স কৃষ্ণ-অধর-অমৃত] *বি* শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। 'কৃষ্ণাধরামৃতের ফল শ্লোক আস্বাদিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণাবতার [স] *বি* বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। 'কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণে কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ-আস্বাদনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় [স কৃষ্ণ-ইন্দ্রিয়] *বি* কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৃষ্ণ[২] [স] **১** *বিণ* কালো। 'কালরাত্রি কৃষ্ণআঁখি কত জ্ঞান কলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* চান্দ্রমাসে পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত পনেরো দিন। 'দুই পক্ষ; শুক্ল ও কৃষ্ণ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কৃষ্ণআঁখি [স কৃষ্ণ-অক্ষি] *বি* কালোচোখ। 'কালরাত্রি কৃষ্ণআঁখি কত জ্ঞান কলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৃষ্ণ-একাদশী [স] *বি* কৃষ্ণপক্ষের এগারোতম তিথি। 'কৃষ্ণ-একাদশীর রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কৃষ্ণকণ্ঠ [স] *বি* (হিন্দু পুরাণ) নীলকণ্ঠ – শিব। 'আমি কৃষ্ণকণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।' *নজরুল*, ১৯২২।

কৃষ্ণকলি [স] *বি* একধরনের গাছ ও ফুল। 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কৃষ্ণকলেবর [স] *বি* কালো বর্ণের অবয়ব। 'কৃষ্ণকলেবর বিদ্যুতের মালায় ভূষিত করিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কৃষ্ণ কাফন [স কৃষ্ণ+আ কাফন] *বি* কালো কাফনের কাপড়। 'দিলে মোর পরে সকরুণ করে কৃষ্ণ কাফন টানি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কৃষ্ণকায় [স] *বিণ* কালো শরীরবিশিষ্ট। 'ওথেলো কৃষ্ণকায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কৃষ্ণকেলি [স কৃষ্ণকলি] *বি* ফুলবিশেষ। 'কুন্দ জবা কৃষ্ণকেলি টগর বকুল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কৃষ্ণকেশাবৃত [স] *বিণ* কালো চুলে ঢাকা। 'কৃষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার মালা গ্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কৃষ্ণগণ্ড [স] *বি* কালো গাল; হুঁকোর কালো খোল। 'তিনি নর্মসখী কৃশানুদীপ্ত তাম্রকূটশীর্ষ ডাবাসুন্দরীর সুচিক্কণ কৃষ্ণগণ্ডে একটি মাত্র নিবিড় চুম্বন দিতে পারেননি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কৃষ্ণচতুর্দশী [স] *বি* কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথি। 'কৃষ্ণচতুর্দশী উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কৃষ্ণচমূর [স কৃষ্ণ+চমূর] *বি* কালো রঙের চামর। 'বিশাল কৃষ্ণচমূর এদিক-ওদিক।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কৃষ্ণচূড়া [স] *বি* লাল-হলুদ বর্ণের ফুলবিশেষ। 'মোর কৃষ্ণচূড়া কেনে পরিবে ধরণী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কৃষ্ণচ্ছদ [স] *বি* কালো পোশাক। 'সভ্যতা শুভ্রবসন ত্যাগ করে কৃষ্ণচ্ছদ অবলম্বন করেছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কৃষ্ণজাতি [স] *বি* কৃষ্ণাঙ্গ জাতি। 'শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত ... কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কৃষ্ণতড়াগ [স] *বি* কালো জলপূর্ণ দিঘি। 'তরঙ্গক্ষুব্ধ কৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কৃষ্ণতা [স] *বি* কৃষ্ণত্ব; কালিমা। 'বিমানের কৃষ্ণতাশূন্যা উজ্জ্বলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কৃষ্ণতাশূন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* কৃষ্ণত্ব নেই এমন। 'বিমানের কৃষ্ণতাশূন্যা উজ্জ্বলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কৃষ্ণ-তৃতীয়া [স] *বি* কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয় তিথি। 'সে-দিন ছিল ভাদ্রের কৃষ্ণ-তৃতীয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

কৃষ্ণত্ব [স] *বি* কৃষ্ণত্ব; কালোত্ব। 'আকাশের কৃষ্ণত্ব ... দেখিতে পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কৃষ্ণদশমী [স] *বি* কৃষ্ণপক্ষের দশম তিথি। 'হয়ত কৃষ্ণদশমী চাঁদ; ... অন্ধকার তাতে একটুও ঘুচল না।' *জীবন*, ১৯৩২।

কৃষ্ণদেহ [স] *বি* কালো শরীর। 'আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি।' *প্রমথ*, ১৯০২।

কৃষ্ণধূমশ্বসিত [স] *বিণ* কালোধোঁয়া ত্যাগকারী। 'এই-সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কৃষ্ণনেত্র [স] *বি* কালো চোখ। 'তাহার সেই নবভাবোদ্দীপ্ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কৃষ্ণপক্ষ [স] **১** *বি* চান্দ্রমাসে পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত পনেরো দিন। 'ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমি সুভতিথি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* খারাপ সময়। 'আবার ভাঁটা পড়তে আরম্ভ হয়, লন্ডনের কৃষ্ণপক্ষ আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* গায়ের রং কালো এমন ভারতীয়। 'নীলকুঠেল সাহেবের কৃষ্ণপক্ষের মেম, কুঠির হেড বরকন্দাজ উমেশ সর্দারের মেয়ে টগর বিবি।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

কৃষ্ণপক্ষ্ম [স] *বিণ* কালো লোমযুক্ত। 'চন্দ্রকান্ত নয়নের কৃষ্ণপক্ষ্ম পাতা বিস্ফারি তাকাও তুমি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কৃষ্ণ-প্রতিপদ [স] *বি* কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি; পূর্ণিমার পরের দিন। 'কৃষ্ণ-প্রতিপদের চাঁদটি ঠিক আমাদের পাঁচিলের উপরটিতে এসে মুখ বাড়িয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কৃষ্ণবর্ণ [স] *বিণ* কালো রংবিশিষ্ট। 'সে গরু অত্যুচ্চ ও কৃষ্ণবর্ণ।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

কৃষ্ণবর্ণত্ব [স] *বি* কৃষ্ণত্ব। 'অঙ্গারের কৃষ্ণবর্ণত্ব অগ্নি-সংযোগেই নিরাকৃত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কৃষ্ণবর্ণা [স] *বিণ স্ত্রী* কালো রঙের। 'রাত্রিকে কৃষ্ণবর্ণা উষার স্বসা বলেছেন আর্য ঋষিরা।' *অবন*, ১৯২৫।

কৃষ্ণমুখমণ্ডল [স] *বি* কালো মুখাবয়ব। 'তেলোজ্জ্বল কৃষ্ণমুখমণ্ডলে

শুভ্রদন্তপংক্তির শোভা।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

কৃষ্ণমূর্তি [স] *বি* কালো মানুষ। 'আমরা যতগুলি কৃষ্ণমূর্তি আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কৃষ্ণযুগ [স] *বি* অন্ধকার যুগ। 'মধ্যযুগকে ইউরোপীয়েরা কৃষ্ণযুগ বলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

কৃষ্ণরাত [স কৃষ্ণরাত্রি] *বি* অন্ধকারময় রাত। 'কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে বচনহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

কৃষ্ণলবণ *বি* লবণবিশেষ। 'কৃষ্ণলবণ, হিঙ্গ, বোল, পর্বত মধু এবং লোবান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কৃষ্ণশিখ [স] *বিণ* কালো শিখাবিশিষ্ট। 'অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণশিখ ফেজের রক্ত-রাগ।' *নজরুল*, ১৯২২।

কৃষ্ণসর্প [স] *বি* কাল কেউটে। 'এক কৃষ্ণসর্প ঐ দুগ্ধে মুখার্পণ করাতে, তাহা অতিশয় বিষাক্ত হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কৃষ্ণসাগর [স] *বি* এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী একটি সাগর। 'কৃষ্ণসাগর এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কৃষ্ণসার [স] *বি* হরিণের জাতবিশেষ। 'হাজার হাজার আর ঠাই ঠাই কৃষ্ণসার।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কৃষ্ণসারনি [স কৃষ্ণসার>] *বি* মাদি কৃষ্ণসার নামক হরিণবিশেষ। 'কৃষ্ণসারনি সইতে সে কি পারবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কৃষ্ণা [স] **১** *বি* দাক্ষিণাত্যের নদীবিশেষ। 'কৃষ্ণা যমুনায় নয়।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* কৃষ্ণপক্ষীয়। 'আজ ৭ই আষাঢ় কৃষ্ণা একাদশী তিথি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বিণ স্ত্রী* কালো রঙের। 'কৃষ্ণা মেয়ে মেঘের পানে আছে চেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

কৃষ্ণাঙ্গী [স কৃষ্ণ-অঙ্গী] *বিণ* কালো অঙ্গবিশিষ্ট। 'দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কৃষ্ণাচতুর্দশী [স] *বি* কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশ তিথি। 'কাল গিয়াছে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি।' *মানিক*, ১৯৩৫।

কৃষ্ণাজিন [স] *বি* কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া। 'কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটাধারী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কৃষ্ণাঞ্জন [স] *বি* কাজল। 'এরা হ্রদের নীল চোখের কৃষ্ণাঞ্জন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কৃষ্ণাপঞ্চমী [স] *বি* কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর তিথি। 'কৃষ্ণাপঞ্চমীতে যখন সন্ধ্যাবেলাকার জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কৃষ্ণাবগুণ্ঠন [স কৃষ্ণ-অবগুণ্ঠন] *বি* কালো ঘোমটা। 'ধরণী মসীময়ী–আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

কৃষ্ণাভ [স] *বিণ* কালচে। 'কৃষ্ণাভ মেঘের থেকে তাহাদের শরীরের 'পরে।' *জীবন*, ১৯৩০।

কৃষ্ণাম্বু [স] *বি* কালো জল। 'বেলাতটের নীলাভ কৃষ্ণাম্বুর মত তার চোখের তারায় গভীর নৈস্তব্ধ্য।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

কৃষ্ণায়মান [স] *বিণ* ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হচ্ছে এমন। 'বন আরও কৃষ্ণায়মান।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কৃষ্ণাসপ্তমী [স] *বি* কৃষ্ণপক্ষের সপ্তম তিথি। 'কৃষ্ণাসপ্তমীর চাঁদ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কৃষ্ণো [স কৃষ্ণ] *বি* অবতার কৃষ্ণ। 'তোমি জিগাসো : কোনো কার্যো কৃষ্ণো অযুতো করিয়াছেন, আমি বুঝাই।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কৃসক [স কৃষক] *বি* জমি চাষ করে যে। 'জেনক কৃসক রহে দেখি অনাবৃষ্টি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কৃসমাস [ই] *বি* যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব। 'তাদের গুডফ্রাইডে, ইষ্টার মনডে, কৃসমাস এ সব আছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

কৃসাঙ্গ [স কৃশাঙ্গ] *বিণ* কৃশকায়। 'অতিসয় মলিন কৃসাঙ্গ কেন দেখি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কৃসান [স কৃষাণ] *বি* কৃষাণ। 'কৃসান ধরএ জেন উজানের মাছ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৃসি, কৃসী [স কৃষি] *বি* চাষবাস। 'কৃসি বানিজ্জের হেতু রাখিল মনুস্য।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কৃসী।' *এডমন*, ১৭৯৩।

কৃচ্ছ্রসাধ্য [স কৃচ্ছ্রসাধ্য] *বিণ* কষ্টসাধ্য। 'বৈধব্য ধর্ম্ম রক্ষা অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

-কে **১** ষষ্ঠী বিভক্তি। 'রূপা থোই নহি কে ঠাবী।' *চর্যা ৮*, ১২০০; 'কনত্রাক্ত ওালাকে উচিত জে ...।' *এডমন*, ১৭৯০। **২** *সপ্তমী বিভক্তি* = -তে। 'কেডুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।' *চর্যা ৮*, ১২০০। **৩** *দ্বিতীয়া বিভক্তি*। 'সোরা ভরিবার কারণ নৌকাকে রওয়া(না) দিলাম।' *বোগল*, ১৭৮০।

কে *সর্ব* কোন ব্যক্তি। 'নেআলী মাল্লী আরও নানা ফুল কে দিআঁ পাঠাইলে মোর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেই *সর্ব* কে-ই; কেউ। 'তোমা বিনা প্রভু কেই ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কেই বা *ক্রিবিণ* কোন ব্যক্তিই বা। 'বদনশোভা দর্শন করিলে কেই বা অপহৃত-মানস না হইত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

কেউ *সর্ব* কোনো ব্যক্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কেউ কেউ *সর্ব* কোনো কোনো লোক। 'বাবুরা কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতর গোছের আমোদ করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কেও *সর্ব* কেউ। 'সৈসব জৌবন উপজল বাদ। কেও ন মানএ জয় অবসাদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কেটা *সর্ব* কে। 'কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা।' *ভারত*, ১৭৬০।

কেআ [স কেতক] *বি* কেয়া। 'সুন্দরি কনককেআ মুতি গোরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কেউ *সর্ব* কোনো ব্যক্তি। 'যদি কেউ ওয়ারিণ করে জামিন দিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কেউকেটা **১** *বিণ* সুপরিচিত। 'মানুষ হিসেবেও কেউকেটা হয়।' *হাই*, ১৯৫৬। **২** *বিণ* (ব্যঙ্গ) মান্য। 'বছর পাঁচেকের মধ্যে এ অঞ্চলের মধ্যে কেউকেটা হয়ে পড়ল লোকটা।' *শামসুল*, ১৯৬২।

কেউটা [স কালটিকা>] *বি* অত্যন্ত বিষধর সাপবিশেষ; কেউটে। 'কেউটা সাপের দুলল ফণা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কেউটিআ [স কৃষ্ণটিকা] *বি* বিষধর সাপবিশেষ। 'কেউটিয়া, গোক্ষুর, বোড়া, বোয়া প্রভৃতি প্রকাণ্ড অজগরসমূহ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

কেউটে [স কৃষ্ণটিকা] *বি* বিষধর সাপবিশেষ। 'কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল।' *ভারত*, ১৭৬০।

কেউটে-ঢেউ [স কৃষ্ণটিকা+ঢেউ] *বি* কেউটেরূপ ঢেউ। 'কেউটে-ঢেউয়ের ফেনার ফণা ঠুকে।' *জীবন*, ১৯২৭।

কেউড় [স কেয়ূর] *বি* কেওড়া নামের বাঁশ। 'ঐ কেউড় বাঁশের বনের ভিতর।' *জীবন*, ১৯৩২।

কেউয়া *বি* কাক। 'সাধ করিয়াছেন কেউয়া পাকিলে খাবেন ডেউয়া।' *গৌর*, ১৮২২।

কেওকেটা *বিণ* তুচ্ছ; নগণ্য। 'মন সে বড় কেওকেটা নয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

কেওট [স কৈবর্ত্ত] *বি* হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'চলিলা কেওটকুল নৌকা সব ঠেলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কেওড়া¹ [ফা করাওয়া>] *বিণ* সুগন্ধি। **কেওড়া-জল** [ফা করাওয়া>+স জল] *বি* সুগন্ধি জল; গোলাপ জল। 'পানগুলি বিশেষ করে কেওড়া-জলের-ছিটে-দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কেওয়া [স কেতক] *বি* কেয়া গাছ। 'ডাইন ভিতে বট পাতা কেওয়া বাম ভিতে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কেওয়ার [স কপাট] *বি* দরজার কবাট; পাল্লা। 'দরওয়ান দিলেক কেওয়ার লাগাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কেওরা¹ [স কৈবর্ত] *বি* হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কেওরা বসিল হাড়ি ঘাস কাট্যা লয় কড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কেওরা² *বি* কাঠবিশেষ। 'কেওরা কাঠ কাটতে এসেছে সুন্দরবনে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

কেওা [স কেতক] *বি* কেয়া। 'সমুদ্রে ভাসিয়া যায় শুকনা কেওার পাত।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কেঁ¹ *ক্রিবিণ* কাকে দিয়ে। 'কেডুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ। *চর্যা* ৮, ১২০০।

-কেঁ² নিমিত্তার্থ চতুর্থী। 'এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাব।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেঁউ-কেঁউ [ধ্বন্যা] *বিণ* অসহায়ত্ব জ্ঞাপন করে এমন। 'মনের কথা ব্যক্ত করবে/ ক্ষীণ অস্পষ্ট কেঁউ-কেঁউ শব্দে?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

কেঁক [ধ্বন্যা] *বি* লাথি মারার ফলে সৃষ্ট শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কেঁকানি [ধ্বন্যা] *বি* কেঁক কেঁক শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কেঁকানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* কেঁক কেঁক শব্দ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কেঁকলাস [স কৃকলাস] *বি* গিরগিটি। 'দেখিলত কেঁকলাস অতি মহাকাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কেঁচকি *বি* বাহুর ভাঁজ। 'আজও বাজুর কেঁচকিতে মাথা রেখে সে কথাই ভাবছে লেকু।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কেঁচকেঁচ [ধ্বন্যা] *বি* কোমল জলীয় বস্তুর উপর কঠিন বস্তুর আঘাতজাত শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কেঁচকেঁচানি [ধ্বন্যা] *বি* কেঁচ কেঁচ শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কেঁচকেঁচিআ [ধ্বন্যা] *বিণ* কেঁচ কেঁচ শব্দকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কেঁচুয়া [স কিঞ্চুলুক] *বি* মাটির ভিতর বাস করে এমন লম্বা কৃমি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কেঁচেগণ্ডূষ [কাঁচা+স গণ্ডূষ>] *বি* অর্ধসমাপ্ত কাজ পুনরায় আরম্ভ। 'আমাদের অনেকেরই একটা বয়সে কেঁচেগণ্ডূষ করতে হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কেঁচেগণ্ডূষ করা *ক্রি* অর্ধসমাপ্ত কাজ পুনরায় শুরু করা। 'আমাদের অনেকেরই একটা বয়সে কেঁচেগণ্ডূষ করতে হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কেঁচে যাওয়া *দ্র* কাঁচা

কেঁচো [স কিঞ্চুলুক] *বি* মাটিতে বাস করে এমন কৃমিজাতীয় কীট। 'সাপের কাছে কেঁচো যেন; সাত চড়ে রা ফোটে নাক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ – সামান্য নিরাপদ কাজ গুরুতর আকার ধারণ করা। 'ভাই কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বার করবে কেন?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কেঁচো-মাটি *বি* কেঁচোর তোলা মাটি। 'পথের কিনারায় কেঁচো-মাটির দাগ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কেঁটকেঁট [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তিকর কথা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কেঁটকেঁটানি [ধ্বন্যা ক্যাঁটক্যাঁট>] *বি* বিরক্তিকর কথা বলার প্রবণতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কেঁটকেঁটিআ [ধ্বন্যা ক্যাঁটক্যাঁট>] *বিণ* বিরক্তিকর কথা বলে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কেঁড়ে [স কাণ্ড] *বি* দুধ রাখার পাত্রবিশেষ। 'কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কেঁতর *বি* পিচুটি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কেঁতরিয়া *বিণ* পিচুটিযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কেঁথা [স কন্থা] *বি* কাঁথা। 'ভিখারী হলি, কেঁথা সার করলি কীসের অভাবে রে।' *লালন*, ১৮৯০।

কেঁদ [স কুন্দ>] *বি* গাছবিশেষ ও এর ফল। 'কেঁদ কাঠের চেয়েও এবড়োখেবড়ো।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'অম্লমধুর কেঁদফল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কেঁদো [স স্কন্ধ] *বি* বড়ো। 'গাড়ির হররা সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেপে উঠ্‌ছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কেঁদোবাঘ *বি* খুব বড়ো বাঘ। 'শীতকালে কেঁদোবাঘও আসে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

কেঁয়ে *বি* কাঁইয়া; মাড়োয়ারি বণিক। 'তিনি জমিদারি বন্ধক দিয়ে কেঁয়েদের কাছে ঋণ করতে শুরু করলেন।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

কেক [ই কেইক] *বি* পিঠাজাতীয় খাবার। 'গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কেকটাস [ই] *বি* ফণিমনসা। 'কালিদাসের যুগে দ্বারে আঁকা থাকতো ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন যেমন শঙ্খচক্র – হেথায় কেকটাস।' *মুজতবা* ১৯৬৬।

কেকলাস [স কৃকলাস] *বিণ* গিরগিটির মতো সরু দেহবিশিষ্ট। 'কেকলাশ হৈল রাজা অধর্মের ফলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কেকা [স] **১** *বি* ময়ূরের ডাক। 'ময়ূর ময়ূরীর কেকা সহিত নৃত্য।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **২** *বি* ময়ূর। 'কেকা তারস্বরে যে ... ক্রেঙ্কারধ্বনি উত্থিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কেকাকলরব [স] *বি* ময়ূরের ডাক। 'উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কেকাধ্বনি [স] *বি* ময়ূরের ডাক। 'করি যদি কেকাধ্বনি/ ঘৃণায় হাসে অমনি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কেকারব [স] *বি* ময়ূরের ডাক। 'কেকারব মিশি ফণীর স্বননে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কেচরি [হি কচহরী] *বি* কাছারি। 'মুই সেরেব কেচরির ভেতর অনেক

তামসা দেখেলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কেচিৎমতে [স] *ক্রিবিণ* কোনোমতে। 'কেচিৎমতে ভোগাভাব এ ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্যবর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কেচ্চে [স কর্তরী] *বি* কাঁচি। 'ও বীন! বীইন! একবার তোগার কেচ্চে খান দিবি?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কেচ্ছা [আ কিস্‌সা] **১** *বি* কাহিনি। 'সয়ফুল মুলুক কেচ্ছা কহিলা প্রকাশি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* গালগল্প। 'Rationalist খুলে দেখো তাতে Nationalist-এর কেচ্ছা ছাড়া আর কিছু নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **৩** *বি* ইতিহাস। 'ইংরেজ-ফরাসীর কেচ্ছা পড়ে পড়ে তো পরীক্ষা পাস করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কেজিয়া [আ কজিয়াহ] *বি* কাজিয়া; সংঘাত। 'শালী কেজিয়া খুঁজছে, ও বড় লড়াইউলি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কেজুর [স কেয়ূর] *বি* বাজু; বাহুর অলঙ্কারবিশেষ। 'কেজুর কুণ্ডল হার সহস্র ফেনাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কেজে [ফা কাজিয়া] *বি* মারামারি। 'বসতবাড়ির ঝগড়া কেজে কিছুই আমার মিটলো না।' *লালন*, ১৮৯০।

কেজো [স কার্য>] **১** *বিণ* কাজে লাগে এমন। 'কেবল কেজো কথাই কহেন – ফালতো কথা কিছুই কহেন না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* কার্যক্ষম। 'কেজো লোক সব আয় রে ধেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

কেট [স কাষ্ঠ>] *বি* জলপাত্র; ভিস্তি। 'রামদাস মুচির মন সরলে/ চামড়ার কেটয় গঙ্গা মেলে।' *লালন*, ১৮৯০।

কেটলি, কেটলী [ই কেট্‌ল] *বি* পানীয় গরম করার নলযুক্ত পাত্র। 'চায়ের জলের অর্ধেকটা ছিল কেটলির।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'চাপাও চায়ের কেটলী রে।' *অন্নদা*, ১৯৪৫।

কেটো মোল্লা [স কাষ্ঠ+আ মুল্লা] *বি* (ব্যঙ্গ) রক্ষণশীল ধার্মিক। 'লালন তেমনি কেটো মোল্লা।' *লালন*, ১৮৯০।

কেঠো [স কাষ্ঠ>] **১** *বিণ* কাঠের। 'কেঠো বেপারি।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* পরিশ্রমী। 'কেঠো হাতেও ফোসকা পড়িয়ে তবে ছেড়েচে!' *নজরুল*, ১৯২৭। **৩** *বিণ* রুক্ষ; শ্রীহীন। 'কেঠো কাঠ আছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কেঠোমিস্ত্রী [স কাষ্ঠ>+প মিস্ত্রি] *বি* কাঠমিস্ত্রি। 'একটির বাপ কেঠোমিস্ত্রী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

কেড়ুআল [স কৃপীটপাল] *বি* দাঁড় টানে যে। 'কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।' *চর্যা ৮*, ১২০০।

কেণ্ডিডেট [ই] *বি* প্রার্থী। 'হিন্দু মুসলমান আরো দুটো ডাঙর কেণ্ডিডেট রয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কেতক [স] *বি* কেয়া ফুল। 'কেতক ও কদম্ব পুষ্পের গন্ধে, চারি দিক আমোদিত হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

কেতকি [স কেতক] *বি* কেয়া ফুল ও গাছ। 'জাতকি ও কেতকি কুসুম সুবাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কেতকী [স] *বি* কেয়া ফুলের গাছ ও তার ফুল। 'শেবতী কনক যুথী সুথী কনক কেতকী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেতকীকেশর [স] *বি* কেয়া ফুলের পরাগ। 'কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কেতকীপত্র [স] *বি* কেয়াগাছের পাতা। 'ইন্দু-কিরণচ্ছটার ন্যায় একটি শুভ্র কেতকীপত্র আসক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কেতকুতি [ধ্বন্যা] *বি* কাতুকুতু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কেতন[১] [স] *বি* কুঞ্জ। 'নিভৃত কেতনে হরল চেতনে হৃদয়ে রহল বাধা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কেতন[২] [স] *বি* পতাকা। 'নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে, ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

কেতনবর [স] *বি* পতাকা; নিশান। 'ধ্বজধর বলী মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কেতলি [ই কেট্‌ল] *বি* তরল পদার্থ গরম করার পাত্র। 'কেতলি ১ এক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

কেতা [আ কিতআহ] **১** *বিণ* গুচ্ছ। 'এক জোন গোরিব লোক বেঙ্গাল বেঙ্কের এক কেতা তমোসুক হারান।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **২** *বি* গ্রন্থ। 'এক কেতা কাগজ পুনর্ব্বার দাখিল করিতে হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৩** *বি* কায়দা। 'সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা এখন দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বস্‌ট'।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৪** *বি* স্বভাব। 'মুদিনীর এমনি কেতা, পড়ে থাকে যেথা সেথা।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কেতাদুরস্ত [আ কিতআহ+ফা দুরস্ত] **১** *বিণ* সুশৃঙ্খল; পরিপাটি। 'তুর্কিরা আধুনিক কায়দা-কানুনে কেতাদুরস্ত।' *নজরুল*, ১৯১৯। **২** *বিণ* রুচিসম্মত। 'তার সঙ্গে আবার কেতাদুরস্ত কথা!' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। **৩** *বিণ* বিধিসম্মত। 'শখের ব্রাহ্ম নয়, কেতাদুরস্ত ব্রাহ্ম।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কেতাব [আ কিতাব] *বি* গ্রন্থ। 'কেতাব আল্লার যত তৃতীয়ে বন্দিনু।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কেতাব কোরাণ, কেতাব-কোরান [আ কিতাব-কুরআন] *বি* ইসলামি ধর্মগ্রন্থাদি। 'কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কেতাব-কোরানে না পাইলে দেল-কোরানে সব পাবে।' *লালন*, ১৮৯০।

কেতাবি, কেতাবী [আ কিতাব>] **১** *বিণ* পুস্তকনির্ভর। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* বইয়ের। 'সে শুধু কেতাবী কথা আজও সে স্বপন।' *নজরুল*, ১৯২৭। **৩** *বিণ* বইয়ের বর্ণনার মতো। ' … পাছে তা কেতাবী হয়ে পড়ে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

কেতাবত [আ] *বি* ললাট লিখন। 'এজিদের কেতাবত লেখে বদজ্জাত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কেতার্থ [স কৃতার্থ] *বিণ* ধন্য; কৃতার্থ। 'তিনি এসে আমায় কেতার্থ করে দিলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কেতু[১] [স] **১** *বি* (জ্যোতিষ) কল্পিত গ্রহবিশেষ। 'বার রাশি সাতাইশ নক্ষত্র রাহু কেতু।' *সুলতান*, ১৬৫০। **২** *বি* পতাকা। 'ধাইল চৌদিকে হেরি সে কেতুর কান্তি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কেতুর দশা *বি* কেতু গ্রহের প্রভাব। 'আমার জন্মলগ্নে কেতুর দশা চলছিল।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

কেতুকি [স কেতক] *বি* কেয়া ফুল। 'কেতুকি ধাতুকি কাটিল বামনহাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কেৎনা [হি] *ক্রিবিণ* কী পরিমাণ। 'মোর কেৎনা ফিকির, কেৎনা পেঁচ, কেৎনা শেস্ত তা জবানীতে বলা যায় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

কেথলিক [ই ক্যাথলিক] *বি* আদি খ্রিস্টীয় ধর্মসম্প্রদায়। 'কেথলিক দল সব প্রেমানন্দে দোলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কেদার [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'কেদাররাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেদারা [স কেদার] *বি* রাতের প্রথম প্রহরে গেয় রাগ। 'মুলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কেদারি [স কেদার] *বি* কেদারা রাগিণী। 'ঠিক সুরে তার বাঁধা ... নাম দিতে পারি তবে কেদারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কেদারা[1] [প] *বি* চেয়ার; উচ্চ কাষ্ঠাসনবিশেষ। '... তিনি মেজ ও কেদারা গড়া শিখিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

কেদারা[2] *দ্র* কেদার

কেন [স] *ক্রিবিণ* কী কারণে। 'কেন কানু হেন পড়িহাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেনমতে, কেনমতেঁ *ক্রিবিণ* কেমনে; কিভাবে। 'আহ্মা এড়ি কেনমতেঁ ধরিলে পরাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কেনমতে এড়াইল কমললোচন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কেনমনে ১ *ক্রিবিণ* কোনোমতে। 'মোএঁ না জীবোঁ কেনমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* কিভাবে; কিরূপে। 'রাধিকা এড়িআঁ আজি জীবোঁ কেনমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেননা [স কেন>] **১** *অব্য* যেহেতু। 'ওহে হরিণ এ বড় সুসময় কেননা পুষ্প সকল বিকষিত হইয়াছে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *অব্য* কারণ। 'তাহার কপালে আগুন কেননা আকৃতি কিম্ভূতকিমাকার।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কেনা[1]**, কিনা** [স ক্রী>] *ক্রি* ক্রয় করা। 'ফুটকলই কিনি দিল বড়াই আচল।' *মালাধর*, ১৫০০। **কিনএ** *ক্রি* কেনে; দাম দিয়ে ক্রয় করে। 'কোন জন বেচএ কিনএ কোন হাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **কিনয়** *ক্রি* ক্রয় করে। 'কিনয় সহস্র সংখ্যা পরম সুন্দরী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **কিনি ১** *ক্রি* কিনে; ক্রয় ক'রে। 'ফুটকলই কিনি দিল বড়াই আচল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* ক্রয় করি। 'ডিঙ্গা ভরে নানা দ্রব্য কিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কিনিছি** *ক্রি* ক্রয় করেছি। 'বুলিলা বহুল মূল্যে কিনিছি এ মূর্তি।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কিনিঞা, কিনিঞাঁ** *ক্রি* ক্রয় ক'রে। 'বিধিমত মহাপ্রসাদ আনিল কিনিঞা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কিনিঞাঁ প্রসাদ অন্ন করিল ভোজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কিনিত** *ক্রি* ক্রয় করতো। 'জতন করিআ তাহা কিনিত অবলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কিনিনু** *ক্রি* কিনলাম। 'কর্পূর কিনিনু আগে আর আর এড়্যা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **কিনিবার** *ক্রি* কেনার। *ক্যালগে*, ১৭৮৪। **কিনিলাম** *ক্রি* কিনলাম। 'কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেষ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **কিন্যা** *ক্রি* কিনে। 'বেচা কিন্যা হইলে ধনী ইহা ভালে আমি জানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কেনে** *ক্রি* ক্রয় করে। 'চতুর্দিকে যার যেই ইচ্ছা সেই কেনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কেনানো *ক্রি* অন্যকে দিয়ে ক্রয় করানো। 'কুবেরকে তার জমি কিনিয়েই দিতে হবে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কেনা[2] [স ক্রী>] *বিণ* ক্রীত; যেন ক্রীত হয়েছে এমন। 'চিরকালের জন্য তোমার কেনা হইয়া থাকি।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

কেনাকাটা *বি* ক্রয়। 'সদর রাস্তায় কেনাকাটা করতে পারে নির্বিবাদে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

কেনাকেনি *বি* কেনাকাটা। 'বিনি মূলে আজ কেনাকেনি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কেনাদাসী [স ক্রীতদাসী] *বিণ* ক্রীতদাসী। 'আমি লো তার কেনা দাসী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

কেনাবেচা *বি* পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়। 'নৌকায় এবং কতক ডাঙায় কেনবেচা চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'যে পৃথিবী কেনাবেচা বাদানুবাদ মামলা-মকদ্দমা এবং আত্মগরিমার বিজ্ঞাপন প্রচার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কেনারা [ফা কিনারাহ্] *বি* কিনারা। 'কেনারায় পড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

কেনারি [ই ক্যানারি] *বি* ছোটো গানের পাখিবিশেষ। 'শশী খাঁচার মধ্যে কেনারি পাখির নাচ দেখিবে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কেনাল [ই] *বি* খাল। 'কেনালটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কেনি[1] [প্রা কিণো> কেন] *ক্রিবিণ* কী কারণে; কী জন্য। 'কৃষ্ণ নাম তোমার সত্রু পাসরিলে কেনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কেনি[2] [স কফোণি] *বি* কনুই। 'গাঁজা টিপচি তা নইলে শেকহ্যাণ্ড কত্তেম – নেভার মাইন, কেনি দাও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

কেনে[1] [স কেন] **১** *ক্রিবিণ* কেন। 'তবে কেনে পরদারে মজে তোর মতি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* কী কারণে। 'আচার্য্য কহে ইহাকে কেনে দিলে দরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *ক্রিবিণ* কিভাবে। 'অরণ্যে সামাইল মৃগী আনিবেক কেনে।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কেনেরি [ই ক্যানারি] *বি* ছোটো গানের পাখিবিশেষ।। 'এক জোড়া কেনেরি পাখি ধরা থাকে।' *অবন*, ১৯২৭।

কেনো [স কেন] *অব্য* কেন। 'পরমেশরের আজ্ঞাএ যে কার্যো করি তাহার পুরাঃখিন্যে কেনো আমি করিবো?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কেন্দু [হি] *বি* গাব গাছ। 'কুব্জা কুটুজ্ঞ কদম্ব বাসক কেন্দু কুন্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেন্দুয়া [স স্কন্ধ] *বি* নেকড়ে। 'এক কেন্দুয়া আপন ভেড়ার পালে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কেন্দ্র [স] **১** *বি* প্রধান স্থান। 'এই দুই কেন্দ্র থেকে বালপাঠোপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা অনূদিত ... হয়।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* মধ্যবিন্দু। 'নাভির শেষ ভাগকে কেন্দ্র কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **৩** *বি* গভীরতম স্থান। 'আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৪** *বি* নির্বাচনের এলাকা। 'নিজ নিজ কেন্দ্র উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

কেন্দ্রকুহর [স] *বি* কেন্দ্রবিন্দু। 'বেদনায় সমস্ত জল-স্থল-আকাশের কেন্দ্রকুহর হইতে ... বাঁশি বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কেন্দ্রগত [স] *বিণ* প্রধানতম। 'আমাদের একাধিক এক সহস্র সমস্যার কেন্দ্রগত সমস্যা তো এই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

কেন্দ্রগতা [স] *বিণ স্ত্রী* কেন্দ্র থেকে বহির্গত। 'যে কেন্দ্রগতা সরল রেখার উভয় প্রান্ত পরিধিতে লগ্ন হয় তাহার নাম ব্যাস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কেন্দ্রচূড়া [স] *বি* কেন্দ্রবিন্দু। 'সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কেন্দ্রচ্যুত [স] *বিণ* কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন। 'সে ততটা কেন্দ্রচ্যুত, ততটা উন্মার্গগামী।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কেন্দ্রপ্রদেশ [স] *বি* মধ্যবর্তী অঞ্চল। 'এর কেন্দ্রপ্রদেশ ঘোর কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কেন্দ্রবদ্ধ [স] *বিণ* কেন্দ্রে আবদ্ধ। 'তাহারই একটি কেন্দ্রবদ্ধ সংহত অংশ বলা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কেন্দ্রবর্তী, কেন্দ্রবর্ত্তী [স] *বিণ* কেন্দ্রে আছে এমন। 'বস্তুর উপরে

পতিত আলোক প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রবর্তী ছিদ্রপথে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'অনাদিকালের কেন্দ্রবর্তী জ্ঞান ক'রে ... নিজেকে চির প্রতিষ্ঠিত অনুভব করছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কেন্দ্রবাসী [স] *বিণ* মধ্যখানে থাকে এমন। 'আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কেন্দ্রবিন্দু [স] *বি* মূল বিষয়। 'আমার এই বক্তব্যই সেই কেন্দ্রবিন্দু।' *উমর*, ১৯৬৮।

কেন্দ্রভূতা [স] *বিণ স্ত্রী* কেন্দ্রে অবস্থিত। 'এই এক সিদ্ধান্ত তাঁহাদের বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, পৃথিবী অচলা ও অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্রভূতা।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কেন্দ্রভ্রষ্ট [স] *বিণ* কেন্দ্রচ্যুত। 'তাঁরা আহেল বিলেতি ইঙ্গবঙ্গদের মতে কেন্দ্রভ্রষ্ট।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কেন্দ্রমূল [স] *বি* কেন্দ্রস্থল। 'এ শহরটিই ছিল কোয়েটা চামান কান্দাহারের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রমূল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কেন্দ্ররূপী [স] *বিণ* কেন্দ্রে পরিণত। 'সেই রাজবংশ কেন্দ্ররূপী হইয়া নেশন পাকাইয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কেন্দ্রস্থ [স] *বিণ* কেন্দ্রে অবস্থিত। 'তাহলেও তোমার অস্থিতি নিয়েছে হরণ ক'রে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থ প্রমিতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

কেন্দ্রস্থল [স] **১** *বি* মধ্যবর্তী স্থান। 'সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বি* মধ্যবিন্দু। 'একটি অখণ্ড বিস্তারে কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৩** *বি* আশ্রয়স্থল। 'গৃহ নিরানন্দ ... ঝগড়া ফ্যাসাদের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে।' *বেগম*, ১৯৫৭।

কেন্দ্রস্থান [স] *বি* গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। 'একটি কেন্দ্রস্থানে ঈদের নমাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে।' *এসলাম*, ১৯১৯।

কেন্দ্রাতিগ [স] *বিণ* কেন্দ্র থেকে বহির্মুখী। 'তিনি কেন্দ্রাতিগ, 'সেন্ট্রিফ্যুগল' –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কেন্দ্রানুগ [স] *বিণ* কেন্দ্রমুখী। 'তাহার কেন্দ্রানুগ শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কেন্দ্রাভিগ [স] *বিণ* কেন্দ্রমুখী। 'যন্ত্রবিপ্লব শুধু আর্থিক সংগঠনকে কেন্দ্রাভিগ করেনি ...।' *শিব*, ১৯৬০।

কেন্দ্রাভিগতা [স] *বি* কেন্দ্রমুখিনতা। 'বিশ শতকে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কেন্দ্রভিগতা দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।' *শিব*, ১৯৬০।

কেন্দ্রায়ণ [স] *বি* কেন্দ্রীভূতকরণ। 'একদিকে ক্ষমতার প্রবল কেন্দ্রায়ণ প্রবণতা; অন্যদিকে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

কেন্দ্রীভবনজাত [স] *বিণ* কেন্দ্রীকরণের ফলে সৃষ্ট। 'নীতির কেন্দ্রীভবনজাত এই শোচনীয়তা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে নীতির বিকেন্দ্রীকরণ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

কেন্দ্রীভূত [স] **১** *বিণ* কেন্দ্রে আছে এমন। 'সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* সঞ্চিত। 'সমাজের সকল জ্ঞান সাহিত্যে কেন্দ্রীভূত।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **৩** *বিণ* কেন্দ্রের দিকে ধাবিত। 'জাতির অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়া আবার সমস্ত জাতির মধ্যে সঞ্চালিত না হইলে সে জাতি বাঁচে না।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

কেন্দ্রীয় [স] **১** *বিণ* কেন্দ্রস্থ। 'কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতে সভ্য নির্বাচনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* জাতীয়; ফেডারেল। 'ভাবী কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রে হয় মুসলমানকে সম্পূর্ণ পৃথক জাতি হিসাবে ...।' *আজাদ*, ১৯৪০। **৩** *বিণ* প্রধানতম। 'এখন এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বা মজলিস-এর অধীনে থাকিবে।' *বেগম*, ১৯৫২।

কেন্নো [স কর্ণকীট] *বি* অনেক পা আছে এমন কীটবিশেষ। 'হয়ে গেল একেবারে বহুপদবিশিষ্ট একটি অলস কেন্নো।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কেপচি *বি* ছিপি। 'সোডার বোতলের কেপচি।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

কেপাইত, কেফাইত [আ কিফায়ত] *বিণ* প্রাপ্য। 'হাকিমের মালগুজারি করিয়া কেপাইত তিন হাজার টাকা পাইয়াছিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। 'কেফাইত।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

কেপিটাল [ই] *বি* পুঁজি; মূলধন। 'দোকান খুলতে কেপিটাল লাগে না?' *সুনীল*, ১৯৭০।

কেবল [স] *ক্রিবিণ* একমাত্র। 'বিষ্ণুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কেবলই *ক্রিবিণ* শুধুই। 'সে কি নিরর্থক, অথবা কেবলই অপকারী?' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

কেবলমাত্র [স] *ক্রিবিণ* শুধু। 'আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কেবলাম্বয়ী [স কেবল-অম্বয়ী] *বি* একধরনের যুক্তি। 'মানুষ এতকাল যুদ্ধ করছে সুতরাং চিরকাল করবে এও যেমন কেবলাম্বয়ী, এম্পিরিক যুক্তি ...।' *সবুজ*, ১৯২১।

কেবলা-ভাব [স] *বি* একাত্মভাব। 'ঐশ্বর্য্য হৈতে জ্ঞানে কেবলা-ভাব পরম প্রধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কেবলি *ক্রিবিণ* শুধুই। 'মাটি খাএ গোবিন্দাই জসোদা কেবলি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কেবলা [আ কিবলাহ] *বি* পিতামাতা বা শিক্ষকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন এমন ব্যক্তি। 'হুজুর কেবলা, আপনার কথা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

কেবলাহ [আ কিবলাহ] *বি* কাবাঘর। 'বায়তুল মোকাদ্দাস মোসলেম জাহানের সর্ব্বপ্রথম কেবলাহ।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

কেবা *সর্ব* কোন ব্যক্তি। 'এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কেবিন [ই ক্যাবিন] *বি* জাহাজের কক্ষ। 'কাছেই আমার কেবিন।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

কেমণ *বিণ* কেমন; কীরূপ। 'আশ্বোত করিব তথা কেমণ পরকার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেমত [স কিম্] *বিণ* কী। 'কেমত প্রকারে পাই নন্দের নন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কেমন **১** *ক্রিবিণ* কী প্রকার। 'তোমা বিনু প্রান তার করএ কেমন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* কিভাবে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কেমন করা **১** *ক্রি* ব্যাকুল হওয়া। 'মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *ক্রি* উদাস হওয়া। 'আমার মন কেমন করে / কী জানি, কাহার তরে!' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কেমন করে *ক্রিবিণ* কিভাবে। 'পরকুচ্ছা অধর্ম্ম বিনা কেমন করে রহে গো।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

কেমন কেমন **১** *ক্রিবিণ* অস্বস্তির মতো। 'আমার যেন কেমন কেমন ঠেকছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* উদাস। 'মাঠের পানে চেয়ে মনটা

কেমন-কেমন করে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

কেমনতর, কেমনতরো *বিণ* কী রকমের। 'তা বলনা ভাই মদন কেমনতর?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'চোখের আড়াল প্রাণের আড়াল কেমনতরো ঢঙ এ গো!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কেমনধারা *বিণ* কী রকমের। 'তুমি কেমনধারা লোক!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কেমনে *ক্রিবিণ* কী ক'রে; কিভাবে। 'কেমনে কাহ্নের/ বোল পালিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেম্নে [কেমন] *ক্রিবিণ* কেমনে। 'পশু হয়ে প্রজার পালন কেম্নে করে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কেমবিস [ই ক্যানভাস] *বি* মোটা ও মজবুত কাপড়বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কেমিক্যাল [ই] *বি* রাসায়নিক দ্রব্য; রসায়ন। 'কেমিক্যাল নিয়ে মাইক্রসকোপ নিয়ে নিক্তি নিয়ে বসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কেমিস্ট [ই] *বি* ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা। 'কেমিস্টের কাছ থেকে ওষুধপত্র ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কেমিস্ট্রি, কেমেস্ট্রি [ই] *বি* রসায়নবিদ্যা। 'মূলে আছে তার কেমেস্ট্রি আর শুধু পদার্থতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'কেমিস্ট্রি না পড়লে তুমি বস্তু-জগতের এত রহস্যের কথা জানতে পারতে?' *সুনীল*, ১৯৭০।

কেয়লা *বি* নির্দিষ্ট পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'দুরন্ত কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল জাতিজীবী বসিল কেয়লা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কেয়া [স কেতক>] *বি* কেতকী ফুল ও তার গাছ। 'কেয়া-পত্র দ্রোণি আইল বোঝা পাঁচ সাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কেয়াখয়ের [স কেতক+স খদির>] *বি* কেয়াফুলের রেণু ও অন্য মসলার মিশ্রণে তৈরি পানের খয়েরবিশেষ। 'সে তাহার মসলাভাণ্ডারের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া পুরস্কার দিতে পারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কেয়ামত [আ কিয়ামত] *বি* ইসলামি মতে শেষ বিচারের দিন। 'কেয়ামত অবধি কাফের দুঃখ-জাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। দ্র **কিয়ামত**

কেয়ামতরাত্রি [আ কিয়ামত+স রাত্রি] *বি* কেয়ামতরূপ রাত্রি। 'তার উপর এই কেয়ামত-রাত্রি।' *পাশা*, ১৯৭১।

কেয়ার[১] [ই] *বি* পরোয়া। **কেয়ার করা** [ই কেয়ার+করা] *ক্রি* পরোয়া করা। 'নবাবজাদা কাছে এলে, কে আর তারে কেয়ার করে?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কেয়ারটেকার [ই] *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'কেয়ারটেকার ... বয়স্ক লোক।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

কেয়ারলেস [ই] *বিণ* অসতর্ক। 'তোমার মতো কেয়ারলেস হাঁদা।' *মানিক*, ১৯৩৭।

কেয়ার[২] *বি* ঝাঁপ; দরজা। 'কেয়ার বা ঝাঁপ বাঁধিয়া ঘরের দরজা।' *জসীম*, ১৯৬৪।

কেয়ারি, কেয়ারী [স কেদারিকা] **১** *বি* আল দিয়ে ঘেরা উদ্যান বা ক্ষেত। 'মধ্যে অপূর্ব্ব কেয়ারি।' *রামরাম*, ১৮০১; 'দোপাটীর কেয়ারী ঝকঝক করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* সযত্ন বিন্যাস। 'সমস্ত সুধারস কোথায় উবিয়া গেছে। সেই কেয়ারি-করা বাগান, তাহার পরে ...। *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'কপালের কেয়ারিতে হাত বুলোতেই চিনতে পারলাম।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

কেয়ারী করা *বিণ* আল দিয়ে ঘেরা এমন। 'কেয়ারী করা পথটা দিয়ে ওরা হেঁটে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

কেয়াস [আ কিয়াস] *বি* অনুমান। 'এটা কোন কেয়াসের ব্যাপার নয়।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কেয়ূর [স] *বি* বাহুর অলঙ্কারবিশেষ; বাজু। 'হার কেয়ূর আর যত আভরণ সব।' *বড়ু*, ১৪৫০।

-কের *ষষ্ঠী বিভক্তি*। 'যেহ্নু নদীকের বাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেরতাত [স কৃতার্থ] *বিণ* কৃতার্থ। 'তপস্যা করিতে তাহাতে মুনি সকোলের কন্যা সকোলে কেরতাত করিতেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কেরদানি, কেরদানী [ফা কারদানী] **১** *বি* নৈপুণ্য; বাহাদুরি। 'মনটি অধিকার করতে হাজার রকমের কায়দা-কেরদানি দেখানো।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* কর্মকৌশল। 'এতে কেরদানি করে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **৩** *বি* কৃতিত্ব। 'তারিফ করবার মত কেরদানী।' *মুজতবা* ১৯৫২।

কেরদার [ফা কারদার] *বি* প্রধান। 'আসেষ কেরদার শ্রীসেখ কুতবদ্দীন বাজ ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৪।

কেরপা [স কৃপা] *বি* কৃপা। 'তা মোদের পত্তি এমনি কেরপা বটে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কেরয়াল [স করবাল] *বি* দাঁড়। 'ঘন কেরয়াল পড়ে চলে তরা তরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কেরলী [স কেরল>] *বি* মালাবার (কেরালা) দেশের নারী। 'সজল-জলদ-রুচি কেরলীর চুল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কেরাণি, কেরাণী [স করণিক] **১** *বি* কেরানি; দাপ্তরিক কাজ ও হিসাব-নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণ করে এমন নিম্নপদস্থ কর্মচারী। 'লালদিগীর ধারে কেরাণিরদের থাকিবার যে তেতালা ঘর।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* কর্মজীবী। 'উকীল মোক্তার কেরাণী মাষ্টারের দল যে কাজের লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

কেরাণিগিরি, কেরাণীগিরি [স করণিক+ফা গিরি] *বি* কেরানির কাজ। 'কেরাণীগিরি করিব না।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'মুনসীগিরি ও মহুরিগিরি কিম্বা কেরাণিগিরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কেরানি, কেরানী [স করণিক] *বি* দপ্তরের নিম্নপদস্থ কর্মচারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সন্ধ্যাকালে আহত হইয়া কেরানির পতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'ব্যাঙ্কের কেরানী।' *শরৎ*, ১৯১৪।

কেরানিগিরি, কেরানীগিরি, কেরানীগিরী [স করণিক+ফা গিরি] *বি* কেরানির কাজ। 'বাঙালি কেরানিগিরি ছাড়িতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'যৎটুকু কেরানীগিরির সহায়তা করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'স্কুলের চাকরি কিন্তু মাস্টারী নয়, কেরানীগিরী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

কেরানিশালা [স করণিক+স শালা] *বি* কেরানিদের থাকার স্থান। 'কেরানিশালার এক কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কেরাপাত [প কেরাবু] *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'কেহ কেরাপাত পরে কেহ বা চৌদানী।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কেরাবু [প] *বি* এক রকমের কানের অলঙ্কার। 'কেরাবু ২ দুইটা।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

কেরামত, কেরামৎ [আ কারামত] **১** *বি* অলৌকিক শক্তি। 'বড় খাঁর মহাকায় গোরে কেরামত তায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* বাহাদুরি। 'কত কেরামৎ জান রে বন্দা কত কেরামৎ জানো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

কেরামতকুশল [আ কারামত+স কুশল] *বিণ* অলৌকিক

ক্ষমতাসম্পন্ন। 'এই পীরগোষ্ঠি যে কত বড় কেরামতকুশল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

কেরামতি, কেরামতী [আ কারামত>] **১** *বি* জাদুকরি ক্ষমতা। 'সবুজ ঘাসে রোদের পাশে আলোর কেরামতি।' *সুকুমার*, ১৯২০। **২** *বি* বাহাদুরি। 'কে কাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি খাশা জিনিশের কেরামতিতে।' *জীবন*, ১৯৩২। **৩** *বি* অলৌকিক ক্ষমতা। 'ঐতিহাসিক সিদ্ধার কেরামতী বর্ণনা করিয়া ... ধর্মীয় উদারতাও প্রদর্শন করিয়াছেন।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

কেরায়া [আ কিরায়া] *বি* ভাড়া। 'কেরায়া লওয়া জাবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। *দ্র* **কেরেয়া**

কেরায়া-নাও [আ কিরায়া+স নৌকা>] *বি* ভাড়া করা নৌকা। 'কেরায়া-নাও আর ঘাসিনৌকার লাল-লাল আলো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

কেরাস বিল [ই ক্রস বিল] অনাদায়ী বিলের অভিযোগ। 'দুই কেরাস বিল।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

কেরাসিন [ই কেরোসিন] *বি* অপরিশোধিত জ্বালানি তেলবিশেষ। 'দুই ভাই মোরা সমাসীন, মেজের উপরে জ্বলে কেরাসিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কেরাসিন কুপি [ই কেরোসিন+স কুপী] *বি* কেরোসিন তেলে জ্বলে এমন ধাতব বাতি। 'কালো ধোঁয়া উড়িয়ে জ্বলছে কেরাসিন কুপি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

কেরুআল, কেরুআল, কেরুয়াল, কেরোআল [স করবাল] *বি* নৌকার হাল; দাঁড়। 'বাহিআঁ নিবোঁ নাঅ উড কেরোআলে।' বড়ু, ১৪৫০; 'ঝমরু ঝমরু সব্দে বাজে কেরুআল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তেজি দণ্ড কেরুআলে ঝাঁপ দিআ পড়ে জলে।' *মুকুন্দ*, ১৫৫০; 'ঘন কেরুয়াল পড়ে জলে লাগে সাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কেরে [স কেন>] *অব্য* কেন। 'দেল ধুঁড়িলে জানতে পাবি/ আহাম্মদ নাম হল কেরে।' *লালন*, ১৮৯০।

কেরেয়া [আ কিরায়াহ] *বি* ভাড়া। 'পঞ্চাস টাকার কেরেয়ার যোগ্য বাটীতে বাস করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কেরেস্তানি [ই ক্রিশ্চিয়ান>] *বি* খ্রিস্টানি; ইউরোপীয়। 'আপনি হিন্দু, আপনার পরনে কেরেস্তানি সুট কেন?' *মুজতবা* ১৯৫২।

কেরোসিন [ই] *বি* অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম; প্যারাফিন। 'এক প্রকার পাথরিয়া কয়লা আছে, তাহা চুয়াইলে কেরোসিন তৈল নির্গত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কেরোসিন কাঠ [ই কেরোসিন+কাঠ] *বি* প্যাকিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হালকা কাঠবিশেষ। 'কেরোসিন কাঠের তক্তার ... খোপ।' *মানিক*, ১৯৪০।

কেরোসিন-চুলা [ই কেরোসিন+স চুল্লি] *বি* স্টোভ; কেরোসিন তেলে চালিত চুলা। 'কেরোসিন-চুলা বাহির করিয়া জল গরম করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কেরোসিন-টিন [ই] *বি* কেরোসিন রাখার পাত্র তৈরিতে ব্যবহৃত টিন। 'বারান্দার ওপর দিয়ে আছে কেরোসিন-টিনের চাল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

কেরোসিন ল্যাম্প [ই] *বি* কুপি; টিনের তৈরি ডিবার মতো বাতি। 'ভৃত্য প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কেরোসিন-শিখা [ই কেরোসিন+স শিখা] *বি* কেরোসিন-প্রদীপের শিখা। 'কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কেরোসিনি [ই কেরোসিন>] *বিণ* কেরোসিনের। 'চাঁদেরে মলিন করিতে পারে না কেরোসিনি ডিবেকালি ঢালি!' *নজরুল*, ১৯২৯।

কেলটিক [ই] *বি* প্রাচীন ইংল্যান্ডে রোম্যানদের আগে বসতি স্থাপনকারী নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত। 'জর্মান, ওলন্দাজি, ইংরেজি; ব্রিটেনীয় আদিমবাসীদিগের কেলটিক ভাষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কেলশ [স ক্লেশ] *বি* কষ্ট। 'ঘোচে এই কেলশ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কেলা[১] [স কদল] *বি* কলা। 'এক পোন দিয়া আমি চিড়া কেলা খামু।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কেলা[২] [আ কিলআ] *বি* দুর্গ। 'বাদসাহী লস্কর রাজমহলের কেলা সেই মতে ছাড়াইলে রাজার সেনাও তাহারদের পশ্চাৎবর্ত্তি।' *রামরাম*, ১৮০১। *দ্র* **কেল্লা, কিল্লা**

কেলাস[১] [ই] *বি* ক্লাস; শ্রেণী। *দর্পণ*, ১৮২৭; 'সংস্কৃত কালেজের যে কএক কেলাস অর্থাৎ শ্রেণী আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

কেলাস[২] [স] *বি* দানা; ক্রিস্টাল। 'মিছরি-কেলাস, অম্ল, খর্জুরের মজ্জার আফিম।' *শক্তি*, ১৯৬১।

কেলাসিত [স] *বিণ* দানাবাঁধা অবস্থা। 'কেলাসিত হয়ে আছে নক্ষত্রের দোষ।' *জীবন*, ১৯৪০।

কেলি [স] **১** *বি* খেলা। 'বাঁধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ ক্রিড়া।' *চর্যা ৪১*, ১২০০। **২** *বি* লীলা। 'পুত্র পৌউএ লইয়া কৃষ্ণ সুখে করে কেলি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* প্রমোদ। 'কেলি সুখে বঞ্চিমু দোহে নিরন্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কেলিকদম্ব [স] *বি* নীপ; এক শ্রেণীর কদম গাছ। 'কেলিকদম্ব গাছের ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কেলিকলা [স] *বি* কামকলা। 'কেলিকলা মনে মান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কেলিকুঞ্জ [স] *বি* প্রমোদালয়। 'এই বিলাস-আলয়ের কেলিকুঞ্জে যমরাজ তাঁর ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কেলিকৌতূহল [স] *বি* লীলারহস্য। 'অধ্যাত্মবাদ ও রহস্যঘন প্রেম তত্ত্বকে তাদের পার্থিব প্রেয়সীদের প্রেমপরিচর্যার ও পিচ্ছিল কেলিকৌতূহলের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কেলিগৃহ [স] *বি* আনন্দ-ফুর্তি করা হয় যে গৃহে। 'তুমি মালতীকে নিয়ে আমার কেলিগৃহে যেতে পার না?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

কেলিপরায়ণ [স] *বিণ* ক্রীড়ারত। 'কেলিপরায়ণ মাছের মতন কোন সংবাদের লেজ ধরে ...।' *শামসুর*, ১৯৭২।

কেলিবিলাস [স] *বি* ক্রীড়া-কৌতুক। 'ঢেউয়ের কেলিবিলাস মায়ের কথা মনে করায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

কেলির কুসুম *বি* বিনোদনের ফুল। 'বারবিলাসিনী আমি, কেলির কুসুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কেলিরতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রমোদে মগ্ন। 'লোকের সাথে কেলিরতা অবস্থায় দেখতেই সে ভালোবাসে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

কেলিরস [স] *বি* আদিরস। 'কেলিরসে বলী বটে অলি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কেলী [স কেলি] *বি* ক্রীড়া। 'না জাণো সুরতী কেলী।' বড়ু, ১৪৫০।

কেল্লু *বি* তৃণবিশেষ। 'আমাদের বাসার নিম্নবর্তী অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেল্লুবন ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কেলে [স কাল] *বিণ* কালো। 'লাউয়ের মাচায় কেলে হাঁড়ির মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কেলে সোনা [স কাল>+সোনা] *বি* হিন্দু অবতার কৃষ্ণ। 'ধুলেপুরের কেলেসোনায় করি শির-ধার্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'চার যুগেতে ঐ কেলে সোনা তবু শ্রীরাধার দাস হইতে পারলে না।' *লালন*, ১৮৯০।

কেলে হাঁড়ি [স কাল>+হাঁড়ি] *বি* পাখিকে ভয় দেখানোর জন্য মাচার উপর ব্যবহৃত কালো হাঁড়ি। 'লাউয়ের মাচায় কেলে হাঁড়ির মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কেলেক্টারী [ই কালেক্টরেট] *বি* রাজস্ব দপ্তর। 'সদর কেলেক্টারী কচহরিতে নিলাম হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

কেলেঙ্কারি, কেলেঙ্কারী [স কলঙ্ককার] *বি* কলঙ্কজনক ব্যাপার। 'নায়ক নায়িকার কেলেঙ্কারী।' *প্রচারক*, ১৯০১; 'তাহার কেলেঙ্কারি আর বলিলাম না।' *নজরুল*, ১৯২২; 'অদৃষ্টে শেষে কিনা এই কেলেঙ্কারী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কেলেন্ডার [ই] *বি* পঞ্জিকা। 'দেয়ালের কেলেন্ডার বেঁকে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কেলেম [ই ক্লেইম] *বি* দাবি। 'চরটা তিনি আপনার ব'লে কেলেম করেন।' *তারা*, ১৯৪০।

কেলেশ [স ক্লেশ] *বি* কষ্ট। 'বদিউজ্জামাল ভাবে পাই বহু কেলেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কেলেস [স ক্লেশ] *বি* কষ্ট। 'বিস্য পুত্র হতে মোর ঘুচিবেক কেলেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কেল্লা [আ কিলাহ] **১** *বি* দুর্গ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সেই কালে প্রাগের কেল্লা রচনা যাহা অদ্যাপিও আছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* ব্যূহ। *ভবানী*, ১৮২৩।

কেল্লা ফতে [আ কিলাহ+আ ফাতাহ] *বি* বাজিমাত। 'হানিফাই শেষে কেল্লা ফতে করেছিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কেল্লা ফতেহ [আ কিলাহ+আ ফাতাহ] *বি* বাজিমাত। 'মৌলানা, কেল্লা ফতেহ, সীট পেয়ে গিয়েছি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কেশ [স] *বি* চুল। 'পাকিল দাড়ী মাথার কেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* কেস১

কেশ করন *ক্রি* চুল আঁচড়ানো ও চুলের যত্ন নেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কেশকলাপ [স] *বি* চুলের গোছা। 'কেশকলাপ ঈষৎ দুলিয়া দুলিয়া গোলাপীগণ্ড চুম্বন করিতেছিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

কেশচয় [স] *বি* চুলের গোছা। 'সমরসময়, ভয়ে কেশচয়,/ পাছে ছিল বলে বেন্ধে রাখিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

কেশচুম্বন [স] *বি* চুল চুম্বন। 'মহেন্দ্র তাহাকে বক্ষে বদ্ধ করিয়া কেশচুম্বন করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কেশছটা [স] *বি* কেশশোভা। 'কিবা কেশছটা, নবমেঘঘটা: দেখিয়া চমরী, মনে লাজধরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কেশজাল [স] *বি* কেশরাশি। 'দশ দিক্‌বধূ খুলি কেশজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কেশতৈল [স] *বি* চুলে দেওয়ার তেল। 'সুগন্ধি কেশতৈল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কেশদাম [স] *বি* চুলের গুচ্ছ। 'তাঁহার অংসসংবিলম্বী কেশদামের সহিত মিশিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

কেশপাশ [স] **১** *বি* সিঁথি। 'কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* চুলের গোছা। 'নাহী দেবী কেশপাশ বান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কেশবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সুকেশী। 'একটি কেশবতী মেয়ে ... মাথা আঁচড়াচ্ছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

কেশবন্ধন [স] *বি* চুলের বিন্যাস। 'সে কেশবন্ধন দেখি না রহে গেয়ান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কেশবর্ধক [স] *বিণ* চুলবৃদ্ধি করে এমন। 'আমরা কেশবর্ধক তৈলের বড়ো একটা সন্ধান রাখিনে।' *প্রমথ*, ১৯১২।

কেশবাস [স] *বি* চুলের বিন্যাস। 'এল্যো থেল্যো কেশবাস।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কেশবিন্যাস [স] *বি* চুলের পরিচর্যা। 'কেশবিন্যাস করিতে করিতে ...।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

কেশবিলাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুবিন্যস্ত কেশবিশিষ্ট। 'চিত্তহারিণী কেশবিলাসিনী ক্ষীণকটি কঠোরকুচা বেশ্যাদিগমনে পাপ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কেশবেশ [স] *বি* কেশের সজ্জা। 'কেশবেশ বিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কেশভার [স] *বি* কেশপাশ। 'আঁচড়িল কেশভার নানা পরিবন্ধে'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কেশমার্জনী, কেশমার্জ্জনী [স] *বিণ* চুল পরিষ্কারক। *সেবধি*, ১৮৩৯।

কেশমূল [স] *বি* খোঁপা। 'নাহি বান্ধে কেশমূল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কেশরঞ্জন [স] *বি* চুলের প্রসাধনীবিশেষ। 'চুলে, গায়ে, জামায় বেশ করে কেশরঞ্জন মেখে ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কেশরাশি [স] *বি* চুলের রাশি। 'কেশরাশি জলে ঋজু।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কেশসংস্কার [স] *বি* চুল আঁচড়ানো। 'কুল্লোল দন্তধাবন কেশসংস্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কেশসংস্কারধূপ [স] *বি* চুল সুবাসিত করার ধূপ। 'পুরবধূদিগের কেশসংস্কারধূপ উড়িয়া আসিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কেশ-সম্পদ [স] *বি* চুলরূপ সম্পদ। 'নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব দেহ, অতীব সুগঠনা, কেশ-সম্পদে সমৃদ্ধা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কেশাকর্ষণ [স কেশ-আকর্ষণ] *বি* চুল ধরে টানা। 'যমেতে কেশাকর্ষণ করিয়া থাকে।' *গোলোক*, ১৮০১।

কেশাকর্ষণ করা *ক্রি* চুল টানা। 'শালাবাবুর কেশাকার্ষণ করে বলিব হে শ্যালক-কুল-তিলক ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কেশাকেশি [স] *বি* পরস্পর চুল ধরে টানাটানি করে ঝগড়া। 'কেশাকেশি দুহেঁ অঙ্গনে ফিরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কেশাগ্র [স কেশ-অগ্র] *বি* চুলের ডগা। 'কেশরঞ্জনবাবুর কেশাগ্রও সে দেখতে পেল না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কেশারণ্য [স কেশ-অরণ্য] *বি* কেশরাশি। 'সুবাসিত তেল কেশারণ্যের গভীরে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

কেশন *বি* জাফরান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কেশর[১] [স] **১** *বি* বকুল ফুল। 'নাগেশর কেশর আর তিনিশ শিরিষ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ফুলের পাপড়ির মধ্যস্থ কেশের মতো সূক্ষ্ম প্রত্যঙ্গ। 'কেশরনিকরেতে কদম্ব-কুসুমের গ্রন্থির ন্যায় গ্রথিত আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

কেশর[২] [স] *বি* সিংহের ঘাড়ের দীর্ঘ চুল। 'এই লম্বমান দীর্ঘ লোমাবলী কেশর নামে খ্যাত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কেশর-ফোলা *বিণ* সিংহের ঘাড়ের দীর্ঘ চুল ফুলে আছে এমন। 'সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কেশরি, কেশরী [স কেশরী, সন্ধিতে ই-কার] **১** *বি* সিংহ। 'হুহুঙ্কার মালসাটে কেশরীর রব ছুটে।' *মুরারি*, ১৫৭০; 'কেশরিশাবককে জেন ধরে মাতা হাথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* শ্রেষ্ঠ বা প্রধান যে। 'বীরকেশরীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কেশরিযান [স কেশরী-যান] *বি* সিংহবাহন। 'নদনদী দেখিয়া রহিলা কেশরিযানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কেশরিণী [স] *বি* সিংহী। 'কেশরিণী কামিনীরে, – কহিলা সুমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কেশরী-কিশোর [স] *বি* সিংহশাবক। 'পশয়ে যেমতি কেশরী কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কেশাকর্ষণ, কেশাকেশি, কেশাগ্র, কেশারণ্য *দ্র* **কেশ**

কেশিয়ারি [ই ক্যাশিয়ার+বা ই] *বি* কোষাধ্যক্ষের কাজ। 'হৌসে কেশিয়ারি করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

কেশুর [স কশেরু] *বি* এক জাতীয় ঘাসের মূল। 'পানিফল কেশুর পশারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কেশ্বর [স কেশর] *বি* ফুলবিশেষ। 'পরম সোন্দর এহী যৌবন কেশ্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কেষ *বি* পদবিবিশেষ। 'পঞ্চানন কেষ।' *চিঠিপত্রে*, ১৬৫৭।

কেষ্ট [স কৃষ্ণ] *বি* হিন্দুদের দেবতা কৃষ্ণ। 'আড়ালে কী ঘটে জানেন কেষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কেষ্টচূড়া [স কৃষ্ণচূড়া] *বি* কৃষ্ণচূড়া। 'কেষ্টচূড়া ফুলগুলো।' *জীবন*, ১৯৩২।

কেষ্টবিষ্টু [স কৃষ্ণবিষ্ণু] **১** *বি* নামিদামি ব্যক্তি। 'যদি একটা কেষ্টবিষ্টু হইয়া আসিতে পারা যায়।' *প্রভাত*, ১৮৯৮। **২** *বি* (ব্যঙ্গ) সম্মানিত লোক। 'দরবারে ধ্রুপদের চলন হলো তখন রাজাবাদশাই কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠলেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কেস[১] [স কেশ] *বি* চুল। 'উর হিল্লোলিত চাঁচর কেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'জেনমত জার অঙ্গ জার জেন কেসে।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **কেশ**

কেসভার [স কেশভার] *বি* কেশরাশি। 'গণ্ডসৈল দুই স্তন কপিল কেসভার।' *মালাধর*, ১৫০০।

কেসমার্জন, কেসমার্জ্জন [স কেশমার্জন] *বি* চুল আঁচড়ানো। 'কেসমার্জ্জন করে কেহো চিরনি লইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

কেসা [স কেশ] *বি* কেশ। 'অরুণ নয়ন লোরে তীতল কলেবর বিলুলিত দীঘল কেসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কেস[২] [ই] **১** *বি* মামলা। 'এর মধ্যে একটি ইন্সলভেন্ট কেস পেয়েছিলাম।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'একটা উইল-কেস লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **২** *বি* রোগী। 'গোটা দুই কেসও দেখেছি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কেস[৩] [ই কেইস] **১** *বি* বাক্স। 'আমার সিগারেটের কেসটা লইয়া আসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* থলে। 'চামড়ার কেস বের করে মধুসূদন বললে, তোমার জন্যে মুক্তার মালা এনেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কেসব [স কেশব] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'হৃদয়ে কেসব বৈসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কেসমত [আ কিসমত] *বি* ভাগ্য। 'এবার আমাদের কেসমত ভাল।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

কেসর[১] [স কেশর] *বি* নাগকেশর ফুল। 'কেসর কুসুম ধএল হেমদণ্ড।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কেসর[২] [স কেশ] চুলের গোছা। 'সিংহ ইচ্ছা করিলে কেসর ফুলাইতে পারে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

কেসরি [স কেশরী] *বি* সিংহ। 'স্ত্রীগা হইয়া আসি ভাঙিলে কেসরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কেসরিআ [স কেশর>] *বি* রঙিন চূর্ণবিশেষ। 'কেসরিআর তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কেসসা [আ কিস্‌সা] *বি* লোককাহিনি। 'এও যে একটা কেসসা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কেসসা-কাহিনী [আ কিস্‌সা+কাহিনি] *বি* বিরক্তিকর বৃত্তান্ত। 'মতান্তর মনান্তরের কেসসা-কাহিনী নূতন করিয়া শুনাইয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

কেসু [স কিংশুক] *বি* কিংশুক। 'কেসু কুসুম করু সিঁদুর দান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কেসুর [স কশেরু] *বি* কন্দজাতীয় রসালো ফলবিশেষ। 'খোয়া খেজুর খরমুজ; ইক্ষু শশা তরমুজ; পানিফল কেসুর, আম জাম আঙ্গুর; দধি দুগ্ধ ক্ষীর মাখন বেদানা ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কেসেম [আ কিসম] *বি* রকম। 'আমার তিনটি মামানি তিন কেসেমের।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কেহ *সর্ব* কেউ। 'বাপ বলি ডাকে কেহ বলে আই ভাই।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।' *বৃন্দাবন*, ১৫৮০।

কেহ কেহ *সর্ব* কোনো কোনো ব্যক্তি। 'কেহ২ বলেন যে কি কুরীতি ছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

কেহত [স কঃঅপি>] *সর্ব* কেউ। 'কেহত পুতুনা হৈল কেহ হৈল কান।' *মালাধর*, ১৫০০।

কেহবা *সর্ব* হয়তো কেউ। 'কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে, কেহ গুড়গুড়িতে, কেহবা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কেহর *সর্ব* কারও। 'চেতন্য নাহিক কেহর চক্ষুতে না দেখে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কেহেণ *ক্রিবিণ* কিরূপ। 'নাহি জাণো নারী তোর কেহেণ মন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেহেন *ক্রিবিণ* কেমন; কিরূপ। 'কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেহ্[১] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কেহ্ কোড়া ভূপালী চাহিব রাত্রি শেষে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কেহ্[২] *বি* গম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কেহো *সর্ব* কেউ। 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

কেহোত [স কঃঅপি>] *সর্ব* কেউই। 'কেহোত জিনিতে নারে ...।' *মালাধর*, ১৫০০।

কেহ্নমনে *ক্রিবিণ* কিরূপে। 'কেহ্নমনে পার হয়িব ছোট নাঅখানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেহ্নে *ক্রিবিণ* কেন। 'মোরে কেহ্নে বোলএ ধামালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কৈ[১] *ক্রিবিণ* কোথায়। 'এই তো এলেম কৈ কি দেখাবি বল্লি যে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কৈ[২] [স কবয়ী] *বি* কই মাছ। 'লোহার চাটুতে তপ্ত তৈলে কৈমাছ ভাজে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কৈকরী লতা *বি* বুনো লতাবিশেষ। 'কৈকরী লতা পায়ে জড়িয়ে যায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

কৈক্ষ [স কক্ষ] *বি* কাঁখ। 'কেহ কৈক্ষে কেহ বৈক্ষে কেহ ধরে গলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কৈচা [হি কচ্চা] *বিণ* কোমল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কৈছে *ক্রিবিণ* কিভাবে। হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ঐছ নগরকা বিচ কৈছে লোক জিয়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কৈতব [স] **১** *বি* প্রতারণা। 'অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মিথ্যা। 'গিআ সাধু রাজধানী কহিল কৈতববাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৈতর [ফা কবুতর] *বি* কবুতর। 'শূন্য পরে ফিরে যেন কৈতর ঘুর্ণি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কৈন্যা [স কন্যা] **১** *বি* কনে। 'কৈন্যা কর শিরে ধরি মাগে মনস্কাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* কুমারী মেয়ে। 'পুরি মৈদ্ধে জাবা জদি পাইবা এক কৈন্যা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কৈন্যাকাল [স কন্যাকাল] *বি* বিয়ের আগের কুমারী অবস্থা। 'কৈন্যাকালে জন্মাইলেক পরাশর মুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কৈন্যাদান [স কন্যাদান] *বি* কন্যা সম্প্রদান; বিবাহ দেওয়া। 'বেদবিধি মতে কৈল কৈন্যা দান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কৈফত [আ কায়ফিয়াত] *বি* জবাবদিহি। 'কত কি ছাইভস্ম লিখিয়া সম্পাদকের নিকট কৈফত তলব করিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

কৈফিত [আ কায়ফিয়াত] *বি* জবাবদিহি। 'কৈফিতের পাঁজিখান নিল সাবধানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৈফিয়ত [আ কায়ফিয়াত] **১** *বিণ* তালিকাভুক্ত। 'কলুয়া লাকড়ি ওগয়রহ কৈফিয়ত মাল সরত নিলাম।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬। **২** *বি* ব্যাখ্যা। 'এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বি* কারণ। 'যখন কৈফিয়ত সন্ধান করি তখন মনে হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বি* কৃত দোষের কারণ দেখানো। 'কাকীর কাছে কী কৈফিয়ত দেব।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কৈফিয়ত তলব করা *ক্রি* ঘটনার কারণ জানতে চাওয়া। 'পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকিয়া কৈফিয়ত তলব করিবেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কৈবর্ত, কৈবৰ্ত্ত [স] *বি* হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'চান্দ বোলে কৈবর্ত্ত শুন মোর কথা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কৈবর্তপাড়া [স কৈবর্ত-পাটক] *বি* কৈবর্ত সম্প্রদায়ের পল্লী। 'ঘিয়ের জন্য কৈবর্তপাড়ায় যেতে হবে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কৈবল্য [স] *বি* মোক্ষ। 'জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাঁই কেবল কৈবল্য মূল।' *ভারত*, ১৭৬০।

কৈবল্যদশা [স] *বি* মোক্ষ লাভের অবস্থা। 'কবির বুঝি কৈবল্যদশাপ্রাপ্তি হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৈবল্যদায়িনি [স কৈবল্যদায়িনী, সম্বোধনে ই-কার] *বিণ স্ত্রী* মুক্তিদাতা। 'হে জননি, কৈবল্যদায়িনি, কৃপা কর আমা সবা প্রতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কৈবল্যপ্রাপ্তি [স] *বি* সমাপ্তি। 'আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কৈবল্যানন্দ [স কৈবল্য-আনন্দ] *বি* পরম সুখ। 'আর্তকে রক্ষা করার কৈবল্যানন্দ সে তখন ভোগ করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কৈয়া *দ্র* **কওয়া**

কৈরব [স] *বি* শাপলা। 'কহলার কৈরব কালা পানিসিউলি পানিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৈলাস [স] *বি* হিমালয় পর্বতের অংশবিশেষ হিন্দু শাস্ত্রমতে যেখানে শিবের বসতি। 'কৈলাসশিখর ত্যজি একবার কণ্ঠে হও অধিষ্ঠান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কৈলাসশিখর [স] *বি* পর্বতের চূড়াবিশেষ। 'অম্বুবতী ধায়্যা চলে কৈলাসশিখর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কৈলু *বি* ফুল গাছবিশেষ। 'কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কৈল্যান [স কল্যাণ] *বি* মঙ্গল। 'এক পুত্রে তোঙ্কার করিব কৈল্যান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কৈশিকাকর্ষণ [স কৈশিক-আকর্ষণ] *বি* জলের উর্ধ্বচাপ; যে শক্তির ফলে সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নলে তরল পদার্থ উপরের দিকে ওঠে। 'আমরা মাধ্যাকর্ষণ কৈশিকাকর্ষণ এবং বহুবিধ আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা পীড়িত মর্তমানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৈশোদরী [স কৃশোদরী] *বিণ* ক্ষীণ কটিবিশিষ্ট। 'কৈশোদরী তুমি কন্যা হয় গিয়া তার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কৈশোর [স] *বি* বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী অবস্থা। 'বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৈশোর-যবনিকা [স] *বি* কৈশোর বয়সের সমাপ্তি। 'এই তো সেদিন মাত্র পড়েছে কৈশোর-যবনিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কৈশোর-শিক্ষা [স] *বি* কিশোর কালের বা অপরিণত বয়সের শিক্ষা। 'এই তো কৈশোর-শিক্ষা।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

কৈশোরিকা [স] *বি* কিশোর কালের প্রিয়া। 'কৈশোরিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কৈসে *ক্রিবিণ* কেমনে। 'কৈসে গমাঅবি হরিবিনে দিনরাতিয়া।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

-কো *দ্বিতীয়া বিভক্তি*; -কে। 'রাইকো পেখি উপেখি জগ ভাবিনী ভাবি রহই হৃদিমাঝ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

-কো *ষষ্ঠী বিভক্তি* -এর। 'তুঁঝে দান দিব সব ভূপকো নিকটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কো [স কঃ] **১** *সর্ব* কে। 'আইস সংবোহেঁ কো পতিআই।' *চর্যা* ২৯,

১২০০। ২ *সর্ব* কোন। 'সুধামুখী কো বিহি নিরমিল বালা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কো-অপ [ই কোঅপারেটিভ] *বি* সমবায় সমিতির দোকান। 'বনমালী কো-অপেতে গেলে টফি-চকোলেট যদি মেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কো-অপারেটিভ [ই] ১ *বিণ* সমবায়ী; সহযোগিতামূলক। 'শ্রমিকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* সমবায়ী প্রতিষ্ঠান। 'বোলপুরের কো-অপারেটিভের অবস্থা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কোঅপারেশন [ই] *বি* সহযোগিতা। 'পুলিসের কোঅপারেশনের উপরও তাঁরা ভরসা রাখেন।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

কোঅলী [স কোমল] *বিণ স্ত্রী* কোমল। 'আতি দুখিনী বালী ল। আল লবলীদলকোঅলী ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোই *সর্ব* কেউ। 'ভব জাই ণ আবই এসু কোই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০।

কোঈ *সর্ব* কেউ। 'মরনক বেরি হেরি কোঈ ন পূছত করম সঙ্গ চলি জায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কোউচল [ই কাউন্সিল] *বি* কাউন্সিল। 'তোমার নামে কোউচলে ফৈরাদ হইয়া ডিঙ্গিরি হয়।' *ভেরলি*, ১৭৮৯।

কোএ *সর্ব* কেউ। 'খমজ সভাবে রে বাণত কাকোএ।' *চর্যা ৪৩*, ১২০০।

কো-এডুকেশন [ই] *বি* ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে লেখাপড়া; সহশিক্ষা। 'সহ-অধ্যয়ন বা কো-এডুকেশন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কোএলা [কয়লা] *বি* কয়লা। 'কোএলা – ১ এক চাই।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

কোঁঅরী [স কুমারী] *বি* কুমারী। 'রাজার কোঁঅরী ভৈল আইহনের রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোঁঅলী [স কোমল] *বিণ স্ত্রী* কোমল। 'শিরীষকুসুম কোঁঅলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোঁক [স কুক্ষি] *বি* গর্ভ। 'তোমার জননী অঞ্জনার সার্থক কোঁক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

কোঁকড়া [স কর্কট] ১ *বিণ* কোঁচানো; কুঁজো। 'বাতাসে নুইয়া কিংবা কোঁকড়া হইয়া তাহার সমস্ত বেগ হইতে বাচিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* এলোমেলো। 'বাঁকা রোদ্দুর, কোঁকড়া হাওয়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

কোঁকড়া কোঁকড়া *বিণ* স্থানে স্থানে কুঞ্চিত। 'ইহার ঘাড়ে লম্বা লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া লোম হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

কোঁকড়া-ঝাঁকড়া *বিণ* স্থানে স্থানে কুঞ্চিত ও লম্বা। 'এক-মাথা কোঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল নাড়াইয়া, পরম উৎসাহে গান গাহিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কোঁকড়ানো [স কর্কট>] ১ *বিণ* কোঁচানো। 'মাথায় নানাপ্রকার কোঁকড়ানো পরচুলো বসানো রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *ক্রি* কুঞ্চিত বা বক্র করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোঁকানি [ধ্বন্যা] *বি* কোঁ কোঁ শব্দ। 'রবিয়ল্ল সাহেবের এসরাজ-সারেঙ্গির কোঁকানি একটু মন্দা পড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কোঁ কোঁ [ধ্বন্যা] *বি* মুরগির ডাক। 'কোঁ কোঁ করে প্রতিবাদ জানায় ওরা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কোঁখব্যথা [স কক্ষ+ব্যথা] *বি* অম্লশূল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কোঁগুা [স কুব্জ] *বিণ* কুঁজো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোঁচ[১] [স ক্রৌঞ্চ] জলচর পাখিবিশেষ। 'চৌদিকে কোঁচের বাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোঁচ[২] [স কুঞ্চন] *বিণ* লজ্জিত। 'কোঁচ বধূ ভিক্ষা দেই থালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোঁচ[৩] [স কুন্ত] *বি* তীক্ষ্ণ শলাকাযুক্ত বর্শাবিশেষ। 'দাওয়ায় ডিবরির আলোতে কুবের একটা কোঁ চেক লোহার শলাকাগুলি পরীক্ষা করিতেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কোঁচবিদ্ধ [কোঁচ+স বিদ্ধ] *বিণ* কোঁচ দ্বারা বিদীর্ণ। 'কোঁচবিদ্ধ হয়ে নিহত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কোঁচ[৪] [স কুঞ্চন] *বি* কোঁচড়। 'এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে।' *জসীম*, ১৯২৭।

কোঁচড় [স কুঞ্চ>] *বি* কোঁচা; পরিধেয় কাপড়ের কোঁচকানো অংশ দিয়ে তৈরি আধারবিশেষ। 'কোঁচড় হতে, খাবার নিয়ে খায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কোঁচা [স কুঞ্চন>] ১ *বি* কাপড়ের কুঞ্চিত প্রান্ত। 'ফোঁটা পাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ধুতি বা লুঙ্গির সামনের কোঁচানো ঝোলা অংশ। 'কোঁচার মুড়া হইতে এক টাকা ও কাছার মুড়া হইতে এক টাকা ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কোঁচানো [স কুঞ্চন>] *বিণ* কুঞ্চিত। 'একটি কোঁচানো চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কোঁছড় [স কুঞ্চন>] *বি* কোঁচড়; ক্রোড়ের বস্ত্রাংশের আধার বা থলিবিশেষ। 'কোঁছড় পূরণ করে হাঁড়ি থেকে কেড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কোঁছা [স কুঞ্চন>] *বি* পরিধেয় বস্ত্রের কুঞ্চিত অগ্রভাগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোঁড় [স কোরক] ১ *বি* কুঁড়ি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* বাঁশের অঙ্কুর। 'কচি বাঁশের কোঁড়।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কোঁড়ক [স কোরক] *বি* ছত্রাক; ব্যাঙের ছাতা। 'ছত্রাক বা কোঁড়ক জাতীয় কোনও কোনও উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কোঁড়া[১] [স কোরক] ১ *বি* কুঁড়ি। 'বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোঁড়া।' *জ্ঞান*, ১৬০০। ২ *বি* অঙ্কুর। 'কেটেছি বাঁশের কোঁড়া।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

কোঁড়া[২] [হি কোড়া] *বি* চাবুক। 'পিটেতে মাছে খুব কোঁড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কোঁড়োয়া *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোঁড়োয়া, ওঁরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতি বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কোঁৎ কোঁৎ [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* অবিরাম কোঁৎ শব্দ ক'রে। 'কোঁৎ কোঁৎ গেলে ভাত যত দেয় পাতে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কোঁত [স কুন্থন>] *বি* মল ইত্যাদি ত্যাগের বেগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোঁতকা, কোঁৎকা [তু কোতকা] ১ *বি* লাঠির আঘাত। 'কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* মোটা লাঠি। 'ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁতকা পড়বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আঁৎকে উঠে কোঁৎকা খুঁজবে না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কোঁতকোঁত [ধ্বন্যা] ১ *বি* কাতরতা প্রকাশক ধ্বনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* খাদ্যদ্রব্য গেলার শব্দ। 'কোঁত কোঁত করে গিলতে গিলতে।' *জীবন*, ১৯৩১।

কোঁতা[১] [স কুন্থন>] *ক্রি* মলাদি ত্যাগের জন্য জোরে চাপ দেওয়া। *বিদ্যা*,

১৮৯১।

কোঁতা[2] *বিণ* মোটা; চ্যাপটা। 'সব চেয়ে ভাই ইবলিশ হয় যে ছেলেদের ঘাড় কোঁতা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কোঁথানো [স কুন্থন>] *ক্রি* শক্ত হওয়া। 'কোঁথাইয়া বসিল কবির বরাবরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কোঁদল [স কন্দল] *বি* ঝগড়া। 'চাপিয়া বসো না হাত নাড়িয়া কোঁদল কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

কোঁদলিআ [স কন্দল>] *বিণ* ঝগড়াটে; কলহপ্রিয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোঁদুলে [স কন্দল>] *বিণ* ঝগড়াটে। 'ও দেশের মেয়েরা ওইরকম কোঁদুলে হয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কোঁদা [ফা কন্দাহ্] *ক্রি* খোদাই করা। 'তার তামাটে মুখ যেন পাথরে কোঁদা।' *হাসান*, ১৯৭৪।

কোঁদো *বিণ* ডানা গজায়নি এমন। 'এ-সব কোঁদো পায়রার মাংস।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কোঁপা [স কুপী] *বি* তৈলাদির পাত্রবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোঁমল [স কোমল] *বিণ* কোমল। 'নবনীদল কোঁমল আক্ষার দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোঁয়ল [স কোমল] *বি* কোমল। 'কোঁয়ল কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে বিষজালে মায়িল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোঁয়লী [স কোমল] *বিণ স্ত্রী* কোমল। 'আক্ষে আতিশয় বালী লবলীদল কোঁয়লী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোঁসা [স কোষা] *বি* এক ধরনের ছোটো নৌকা বা ডিঙি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোঁসিল [ই কাউন্সিল] *বি* গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা সভা। 'বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোমিটী সাহেবেরা কোঁসিলে লেখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২[illegible]।

কোঁস্তা [ফা কুশতম] *বি* ঝাঁটাবিশেষ। 'ঝাঁটায় বল, কোঁস্তায় বল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কোক[1] [স কোকনদ] *বি* লাল পদ্ম। 'কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোক[2] [স] *বি* নেকড়ে বাঘ। 'কোক শার্দূল আগে দুই সেনাপতি দক্ষিণে ধাইল তারা যেন বায়ুগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোক[3] [ই] *বি* আংশিক পোড়ানো রান্নার উপযোগী পাথুরে কয়লা। 'পাথরিয়া কয়লাকে রন্ধনকার্যের উপযোগী করিতে হইলে, একবার কি দুইবার পোড়াইয়া লইতে হয়; তখন উহাকে কোক কয়লা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কোক[4] [ধ্বন্যা] *ক্রি* অনুচ্চস্বরে কাঁদা। 'কোকয়ে কি সব কাজ হয়?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কোকনদ [স] *বি* রক্তপদ্ম। 'তোক্ষার নয়ন/ মলিন নলিন/ ধরে কোকনদ রূপে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মধুহীন করো নাগো তব মনঃ ককনদে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

কোকনদফুল [স কোকনদ+ফুল] *বি* পদ্মফুল। 'কোকনদফুল ফুটি শোভিল সেখানে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কোকরা *বি* কাপড়ের নামবিশেষ। 'লকনয়ের কাপড় নামে কোকরা লম্বা ২৬ ছাব্বিশ হাত।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

কোকসিমা [স কুক্কুর+শৌকা] *বি* কুকুরশুঁয়া গাছ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোকাকোলা [ই] *বি* কোমল পানীয়ের ব্র্যান্ডবিশেষ। 'এক তেতলা বাড়ির ছাদে কোকাকোলার বিজ্ঞাপন নক্ষত্রের মতো জ্বলতে-নিভতে শুরু করলো।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

কোকানো [স ক্রন্দ্>] *ক্রি* অনুচ্চস্বরে কাঁদা। 'সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কোকাফ [আ] *বি* দুর্গম পর্বতবিশেষ; পরিদের কল্পিত আবাস। 'পরিস্থানের কোন পরি কোন সে কোকাফ-সুন্দরী।' *নজরুল*, ১৯২২।

কোকিল [স] *বি* কোকিল। 'কোকিল পঞ্চম গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কুহরে কোকিলকুল যোগীর বিষম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কোকিলকণ্ঠী [স] *বিণ স্ত্রী* যার কণ্ঠস্বর কোকিলের মতো সুমধুর। 'মৃগনয়না নিশ্চয়ই কোকিলকণ্ঠী ছিলেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

কোকিলকেশ [স] *বিণ* কোকিলের মতো কালো চুল। 'কোকিলকেশের অন্ত শোভয়ে মদন-কুন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোকিলগঞ্জিনী [স] *বিণ* কোকিলের চেয়ে সুকণ্ঠী। 'মধুরভাষিণী! কোকিলগঞ্জিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

কোকিলপেড়ে [স কোকিল+স পার>] *বিণ* কোকিলের মতো কালো পাড়বিশিষ্ট। 'ভোমরাপেড়ে, কোকিলপেড়ে, দাঁতে মেশী পেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কোকিলবাহনী [স] *বি* সরস্বতী। 'কোকিলবাহনী মা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কোকিলস্বর [স] *বি* কোকিলের কণ্ঠের মতো মধুর স্বর। 'সে সর্বদা সুকোমল কোকিলস্বরে আমার সহিত কথাবার্তা কহিত।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কোকিলা [স] *বি স্ত্রী* কোকিল। 'কাল হৈল মোরে কোকিলার স্বর।' *বড়ু*, ১৫৭০।

কোকিলি [স কোকিলা] *বি স্ত্রী* কোকিল। 'হেনবেলে কোকিলির কলরব সুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কোকিলাক্ষ [স কোকিল-অক্ষি] *বি* একপ্রকার ফুল। 'কোকিলাক্ষ তুলিল দুলাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোকিলাহারী [স কোকিল-আহারী] *বিণ* কোকিলকে পরাজিত করে এমন। 'সঙ্গীতে দক্ষ কোকিলাহারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কোকো [ই কৌকো] *বি* কোকো বীজের গুঁড়া দিয়ে তৈরি পানীয়। 'আমার মেম চায়ের চেয়ে কোকো বেশি ভালোবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কোক্ষগত [স কুক্ষিগত] *বিণ* আত্মসাৎ। 'প্রথানুসারে স্বামীর যথাসর্ব্বস্ব কন্যার কোক্ষগত করিয়া স্বামীকে পথের ভিখারী করা হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কোঙর [স কুমার>] *বি* পুত্র। 'দেখি দেখি বলি কোলে করিল কোঙর।' *মালাধর*, ১৫০০।

কোঙা [স কুমার>] *বিণ* কুঁজো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোঙারা *ক্রি* কাতর হওয়া। 'তখন এ-মন যেমন কেমন কেমন কোন তিয়াসে কোঙারি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কোঙারি [স কুমারী] *বি* কন্যা। 'ডাকে প্রেম-সাধিকা আজও শত রাধিকা গোপ-কোঙারি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

কোচ [ই] **১** *বি* ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* আসনবিশেষ। 'লোমাচ্ছাদিত উচ্চপুচ্ছধারী মহোদয়গণ চেয়ারে বেঞ্চে কোচে বিরাজ কচ্চেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। **৩** *বি* দূরপাল্লার যাত্রীবাহী আরামদায়ক মোটরগাড়ি। 'পিঁপড়ের সারির মতো যানবাহন – সেই কোচ, ট্রাক,

টিউব-বাস-ট্যাক্সী।' *হাই*, ১৯৫৮।

কোচবাক্স [ই] *বি* গাড়োয়ান যেখানে বসে গাড়ি চালায়। 'কোচবাক্সে একটি চাপরাশি চড়িয়ে যাত্রা আরম্ভ করে দিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কোচমান [ই] *বি* ঘোড়ার গাড়ির চালক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কোচমেন [ই কোচম্যান] *বি* ঘোড়ার গাড়ির চালক। 'কোচমেন তুমি আপনার কাজে সাবধান থাকো।' *মিলার*, ১৭৯৭।

কোচম্যান [ই] *বি* ঘোড়ার গাড়ির চালক। 'তোমার মত ডেপুটি আমার কোচম্যান আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

কোচড় [স ক্রোড়াঞ্চল] *বি* পরিহিত বস্ত্রাংশের আধার বা থলিবিশেষ। 'এক কোচড় থানকুনি এনে দিতে পারবে।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

কোচা [স ক্রোড়াঞ্চল] *বি* পরিধেয় বস্ত্রের কোঁচানো অংশ। 'নীল পাটের শাটী কোচার বলনী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

কোচোয়ান [ই কোচ+ফা ওয়ান] *বি* ঘোড়ার গাড়ির চালক। 'কোচোয়ানের বসবার জায়গায় ...।' *বিমল*, ১৯৫৩।

কোছ[1] [স ক্রোড়াঞ্চল] *বি* কোলের কাছের বস্ত্রাঞ্চল। 'খান কত ছোবা লহিল উন্টা কোছে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কোছ[2] *বি* কোচবিহারের আদিম বাসিন্দা। 'মেছ গারো কোছ লেপচা প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কোজাগর [স] *বি* আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। 'কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'কোজাগর পূর্ণিমায় শিশু শূন্যে হেসে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কোজাগরী [স] *বিণ* আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাকালীন। 'তা হলে তো আমার ঘরে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে পাত পাড়িত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

কোঞর [স কুমার] *বি* পুত্র। 'আপনা পাসর কেনে রাধার কোঞর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কোঞ্চ *বিণ* কোনো। 'কোঞ্চ আন্দেসার করিবেন না।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০৭।

কোঞ্চা [স কুঞ্চিকা] *বি* চাবি। 'সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

কোট[1] [স কোট্ট] ১ *বি* খেলার নির্দিষ্ট স্থান। 'খেলে টিকা কোট ভেঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অধিকার; পক্ষ। 'কৌশল করে অবোধ শত্রুকে নিজের কোটে নিয়ে এলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ৩ *বি* জিদ; গোঁ। 'তিনি অপর ভাষার কোটই বজায় রেখেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭। ৪ *বি* সীমানা। 'ভীমকে আজি পাঠিয়েছি রাক্ষসের কোটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

কোট[2] [ই কোর্ট] *বি* আদালত। 'ইস্কাট সাহেব এককৌনটেন্ট জেনেরেল ষুপ্রম কোটের টরনী বাবু মজকুর হইয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

কোট[3] [ই] *বি* জামার উপরে পরার ইউরোপীয় ধরনের মোটা জামাবিশেষ; জ্যাকেট। 'সুখেতে সাজান বোট, বাঁধে কোট তাহার ভিতরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কোটপকেট [ই] *বি* কোটের পকেট। 'কোটপকেট হইতে ঘড়ী বাহির হইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কোটপ্যান্টলুন [ই কোট+প্যান্টালুনস] *বি* কোট-প্যান্ট। 'দাড়ি কামাইয়া কোটপ্যান্টলুন পরিয়া, ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কোটনা *বি* কোটার কাজ। '"কুট" থেকে হয় কোটনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কোটনা-কুটনি *বি* তরকারি যে কোটে; রাঁধুনি। 'স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কোটনা-কোটা *বি* রান্নার জন্য সবজি, মাছ ইত্যাদি কাটা। 'বাটনা-বাটা কোটনা-কোটা সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কোটনামী [স কুট্টনী] *বি* বিবাহ বহির্ভূত প্রণয়ে সহায়তা করার কাজ। 'চুরি জুয়াচুরি পরদারী ভাঁড়ামী ঠকামী বদনামী কোটনামীতে অদ্বিতীয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কোটপাল [ফা কুতওয়াল] *বি* কোটাল। 'কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে আনিগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

কোট ভোগ *বি* রাজভোগ। 'কোট ভোগের অর্থাৎ রাজভোগের বাসন পরিষ্কার করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কোটর [স] ১ *বি* গর্ত। 'কোটর বাটুল দুঈ আখি।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* গাছের গুঁড়ির মধ্যস্থ গর্ত। 'যেন পেচা পাখি রয় দিবসে কোটরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* অভ্যন্তর। 'লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে কেবলি কোটরে বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বি* ঘর। 'কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কোটরগত [স] *বিণ* কোটরে বা গহ্বরে প্রবিষ্ট। 'বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষু কোটরগত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

কোটরপ্রবিষ্ট [স] *বিণ* কোটর বা গর্তে ঢুকে আছে এমন। 'অদৃষ্টের দিকে কোটরপ্রবিষ্ট হতাশ শূন্যদৃষ্টি বদ্ধ করে দল বেঁধে মরতে আরম্ভ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কোটরাগত [স] *বিণ* কোটরে বা গহ্বরে প্রবিষ্ট। 'নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কোটা[1] [স কর্তন>] ১ *ক্রি* ভানা। 'ছিয়া লৈয়া কন্যা সেই ধান্য কোটে ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* কেটে খণ্ড খণ্ড করা। 'মাছ কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পটুতা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কোটা[2] [ধ্বন্যা কট>] *বি* তালগাছের পোকাবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কোটা[3] [স কোষ্ঠ] ১ *বি* ঘর; ঘরের কোঠা; প্রকোষ্ঠ। 'দুই কোটা সমেত সে বাটী তোমার স্থানে বন্দক রাখিয়া ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'বড় বড় কোটাবাড়ী ভঙ্গ করিয়া ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। ২ *বি* প্রকার। '৬৭ নং অষ্ট কোটা –।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৪। ৩ *বি* ক্ষেত্র। 'এক নাম দিয়া ভিন্ন বস্তুকে এক কোটায় ফেলা যায়।' *সবুজ*, ১৯১৭।

কোটাবাড়ি, কোটাবাড়ী [স কোষ্ঠবাটী] *বি* ঘরবাড়ি। 'বড় বড় কোটাবাড়ী ভঙ্গ করিয়া ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮; 'দীপালোকিত কোটাবাড়ি দেখা যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কোটা-ভিটে [স কোষ্ঠ+ভিটা>] *বি* ঘর-বাড়ি। 'বেচতে হলো কোটা-ভিটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কোটাল [ফা কুতওয়াল] *বি* প্রহরী। 'দিয়ানে নাহিক দেখা বোলায়ে কোটাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কোটালনি [ফা কুতওয়াল>] *বি স্ত্রী* নগর-রক্ষক; প্রহরী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোটালি [ফা কুতওয়াল>] *বি* কোটালের কাজ। 'মাতালে কোটালি দিয়া পাইনু আপন কিয়া দুরে গেল সরম ভরম।' *ভারত*, ১৭৬০।

কোটালিআ [ফা কুতওয়াল>] *বি* চৌকিদার; প্রহরী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোটালিয়া [ফা কুতওয়াল>] *বি* কোটালের কাজ করে যে। 'বলে

রাজা কোটালিয়া খাও বৃত্তি-ভূমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোটাল[2] [তা কডেল] *বি* সাগর ও নদীর জলস্ফীতি। 'পূর্ণিমার কোটাল ইহারে স্ফীত করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কোটি[1], **কোটী** [স] **১** *বিণ* এক শো লক্ষ। 'দুই কোটি দান তাহাত মোর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অসংখ্য। 'প্রভুকে কহিয় আমার কোটী নমস্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'না জানি কি কোটী সূর্য চন্দ্রমণি জ্বালে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* প্রান্তদেশ। 'মনুষ্যত্বের আদর্শ এক কোটিতে সমাপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

কোটি-কল্পে [স] *ক্রিবিণ* অনন্তকাল ধ'রে। 'কোটি-কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কোটি কোটি [স] *বিণ* অগণিত। 'কোটি কোটি জন্ম ব্রহ্মা তপ করি মরি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কোটী কোটী তিরন্দাজ, যে যা বিন্ধে একান্দাজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কোটিগুণ [স] *বিণ* অসংখ্য গুণ। 'তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণ – কোটিগুণ মূল্যবান বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

কোটিপতি [স] *বিণ* বিপুল ধনের অধিকারী। 'কোটিপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি ... পরম সুখে কাল হরণ করিতেছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কোটিসূর্যপ্রভাসম [স] *বিণ* এক কোটি সংখ্যক সূর্যের মতো উজ্জ্বল। 'জ্যোতির্ময় জটাজাল/ কোটিসূর্যপ্রভাসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কোটীশ্বর [স কোটি-ঈশ্বর] *বি* মহাধনবান ব্যক্তি। 'আছেন দেশে দুঃখহারী লক্ষদাতা কোটীশ্বর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

কোটি[2] [স কটি] *বি* কোমর। 'কোটি দেশ ভাঙ্গী তার প্রান সংহারিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কোটী [স কোষ্ঠ] *বি* ব্রিটিশ ভারতের ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কুঠিবাড়ি। 'গোমাস্তা ও কোটীর দোসরা আমলা হায়ের সঙ্গে এক এতফাকে হইয়া।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

কোটেওয়ার [ফা কুতওয়াল] *বি* নগররক্ষক। 'কোটেওয়ার আর চৌকিদাররা খোলাখুলি ভাবেই রুটিগুলো দিয়ে আসছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কোটেশন, কোটেশান, কোটেশ্যান, কোটেসন [ই] *বি* উদ্ধৃতি। 'আপনি কোটেশ্যন ভালবাসেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'রাশ রাশ ইংরেজী কোটেসনের মার সহ্য করবার জন্য বক্তাকে প্রস্তুত হতে হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৭; 'বহু ইংরেজ কবির কাব্য থেকে দেদার কোটেশানের সাহায্যে প্রমাণ করছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

কোটেশন মার্কা [ই কোটেশন মার্ক] *বি* উদ্ধৃতি-চিহ্ন। 'আমি তো কোটেশন মার্কা দিয়ে দিয়ে কথা বলতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কোটোওাল [ফা কোতওয়াল] *বি* প্রহরী; নগররক্ষক। 'জানিয়া কৃষ্ণের ঠাঞি কোটোওাল কহে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কোঠ [স কোষ্ঠ] *বি* দুর্গের মতো সুরক্ষিত ঘর বা প্রাসাদ। 'পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।' *ভারত*, ১৭৬০।

কোঠর [স কোটর] *বি* গহ্বর। 'কোঠরের পেঁচা আন্য গোধিকার আঁত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোঠরগত [স কোটর] *বিণ* গহ্বরে প্রবিষ্ট। 'চক্ষু কোঠরগত হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

কোঠা [স কোষ্ঠক] **১** *বি* দাবার ছক। 'চউষঠঠি কোঠা গুনিআ লেহুঁ।' *চর্যা* ১২, ১২০০। **২** *বি* ঘর। 'হানিফা সেসব কোঠা বানাতে কহিল।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আমার বসতবাটী কারণ জমী ও একটী কোঠা দিয়াছীলেন সর্ত্ত ত্যাগ করিয়া।' *মেয়ার্স*, ১৭৭০। **৩** *বি* শ্রেণী। 'উভয়ই পাপীর কোঠায় পড়ায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কোঠাঘর [স কোষ্ঠ+ঘর] *বি* পাকা ঘর। 'কোঠাঘর চতুষ্মিমা বসুন্দ মাএ আমলা সমেত ...।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭; 'এখনকার অপেক্ষা তখন কোঠাঘর অধিক ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

কোঠা-দালান [স কোষ্ঠ+ফা দালান] *বি* পাকা বাড়ি। 'সময় ভাল হইলে ইহাতে কোঠা-দালান দিবেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কোঠাবাটী [স কোষ্ঠবাটী] *বি* পাকা বাড়ি। 'আমী তিন কোঠাবাটী আমার ছাওয়ালকে দিলাম।' *মেয়ার্স*, ১৭৬২।

কোঠাবাটী বালাখানা [স কোষ্ঠবাটী+ফা বালাখানাহ্] *বি* পাকা দোতলা বাড়ি। 'কোঠাবাটী বালাখানা ১।' *মেয়ার্স*, ১৭৬২।

কোঠাবাড়ি [স কোষ্ঠবাটী] *বি* দালান; পাকা ঘর। 'মাঝে মাঝে দুই-একটা কোঠাবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কোঠা-বালাখানা [স কোষ্ঠ+ফা বালাখানাহ্] *বি* দোতলা অথবা ততোধিক তলাবিশিষ্ট একাধিক কক্ষের দালান। 'ক্লার্করা কোঠা-বালাখানা ক'রে গেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

কোঠার ঘর [স কোষ্ঠ>] *বি* দৃঢ় ঘরবিশেষ। 'ধূলিএগ্রা কোঠার ঘরে লৈয়া গেল সদাগরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোঠি [স কোষ্ঠ>] *বি* কুঠি; আবাস। 'কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

কোড [ই] **১** *বিণ* সাংকেতিক। 'চম্পাকে কোড-ওয়ার্ডে কী কথা বলিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* নিয়মাবলি। 'নূতন কোড দিয়ে রদবদল করার কোনো প্রয়োজন নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

কোড-ওয়ার্ড [ই] *বি* সাংকেতিক ভাষা। 'চম্পাকে কোড-ওয়ার্ডে কী কথা বলিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কোডেসেল [ই কৌডিসিল] *বি* উইলের পরিশিষ্ট। 'এক কোডেসেল করেন তাহাতে ঐ দুই জনকে অনেক পুণ্যকর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কোড় [স ক্রোড়] *বি* কোল। 'পরশে নাগরী হইলা আগরী পড়িলা বেণ্যানী কোড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোড়া[1] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কোড়ারাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কেহু কোড়া ভূপালী চাহিব রাত্রি শেষে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কোড়াদেশ *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'কোড়াদেশরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোড়াদেশাগ *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'কোড়াদেশাগরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোড়া[2] *ক্রি* খনন করা। 'নখে কোড়ে হনুমান দিঘি সরোবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কুড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **কোড়িব** *ক্রি* খনন করবো। 'কোদাল খন্তা মাতা না পাই নিয়ড়ে তুমি আজ্ঞা দিলে মাতা কোড়িব চেয়াড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কোড়ে** *ক্রি* ঠোকে; আঘাত করে। 'কেহো গা আছাড়ে কেহো মাথা কোড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। **কোড়েন** *ক্রি* খনন করেন। 'সবে মেলি কোড়েন অবনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোড়া[3] [হি] *বি* চাবুক। 'কোড়া দিয়া মারিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ঘোড়াকে মারিতে মেরা গায় লাগে কোড়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কোড়াঘাত [হি কোড়া+স আঘাত] *বি* চাবুকের আঘাত। 'সমস্ত শরীর কোড়াঘাতে জর্জর।' *শওকত*, ১৯৬২।

কোড়াদার [হি কোড়া+ফা দার] *বি* চাবুক দিয়ে প্রহার করে এমন ব্যক্তি। 'চত্বরের পাশে দণ্ডায়মান তাতারী ও কোড়াদার।' *শওকত*, ১৯৬২।

কোড়ানো *ক্রি* চাবুক মারা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোড়াবরদার [হি কোড়া+ফা বরদার] *বি* চাবুক বহনকারী। 'আমীন, তাগাদগীর, কোড়াবরদারসহ ... মনিবের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

কোড়াহত [হি কোড়া+স আহত] *বিণ* চাবুকের ঘায়ে আহত। 'কোড়াহত ও-মুখ কি অনড় স্থৈর্যে অবিকল?' *শওকত*, ১৯৬২।

কোড়া[৩] *বি* এক ধরনের পাখি। 'ডাক ডাকিতেছে, ঘুঘু ডাকিতেছে, কোড়া করিতেছে রব।' *জসীম*, ১৯৩৩।

কোড়ি [স কোটি] *বিণ* কোটি। 'কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইড়।' *চর্যা* ২, ১২০০।

কোড়োয়া *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোড়োয়া, ওঁরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতি বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কোণ[১] *অব্য* কোন; কী। 'কোণ সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোণ[২] [স] **১** *ক্রিবিণ* আয়তক্ষেত্রের এক প্রান্ত থেকে বিপরীত প্রান্ত পর্যন্ত। 'মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দুই রেখার মিলনস্থল। 'রেখা ও কোণ ও চতুষ্কোণ।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* দিক। 'অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু, ঈশান, চারি কোণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৪** *বি* অন্তঃপুর। 'এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্য্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **৫** *বি* প্রান্ত। 'মনে হল আঁখির কোণে/ আমায় যেন ডেকে গেছে সে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৬** *বি* অভ্যন্তর। 'মর্মের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কোণ-উপকোণ [স] *বি* প্রতিটি অংশ। 'মুখচক্ষুর সমস্ত কোণ-উপকোণ হইতে ঠিকরিয়া বাহির ...।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

কোণওয়ালা [স কোণ+হি ওয়ালা] *বিণ* কোণ আছে এমন। 'খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

কোণঘেঁষা [স কোণ+ঘেঁষা] *বিণ* কোণঠাসা। 'আমাদের মতো জীবিতকে ... নিতান্তই কোণঘেঁষা করিয়া রাখিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কোণছেঁড়া [স কোণ+ছেঁড়া] *বিণ* কোনা ছিঁড়ে গেছে এমন। 'মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কোণজাত [স] *বিণ* কোণে জমা হওয়া। 'সাময়িক অনৈক্যগুলিকে ক্ষুদ্র কোণজাত ধুলার মতো ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কোণঠাসা [স কোণ+ঠাসা] **১** *বিণ* উপেক্ষিত; অবহেলিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। 'বাসার সবে যে হল কোণঠাসা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বিণ* নানামুখী চাপে জড়োসড়ো। 'কোণঠাসা হলে মানুষ এমনই আবোল-তাবোল বলে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

কোণঠেসা [স কোণ+ঠেসা] **১** *ক্রিবিণ* জোরালো। 'তাঁরা একেবারে কোণঠেসা করে ধরেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বিণ* সংকুচিত। 'সেটা বৈঠকখানাকে কোণ-ঠেসা করে রাখেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কোণমাত্র [স] *বিণ* ক্ষুদ্র অংশ। 'ক্ষুধাদগ্ধ পেটের একটা কোণমাত্র ভরাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কোণাকানছি [স কোণ>+কানাচ>] *বি* একাধিক কোণ। 'অসমতল মাঠের কোণাকানছি দিয়ে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

কোণাকুণি [স কোণ>] *ক্রিবিণ* কোণ বরাবর। 'নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কোণাভাঙা [স কোণ>] *বিণ* কোণ ভেঙে গেছে এমন। 'কোণাভাঙা আর সাঁতলাপড়া।' *হাসান*, ১৯৬৭।

কোণে কোণে **১** *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'অশ্রুঘন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **২** *ক্রিবিণ* রন্ধ্রে রন্ধ্রে। 'তার গোপনতম কোণে কোণে ... আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

কোণোহো *সর্ব* কোনো। 'কোণোহো দানীর পোএঁ না দিল উত্তর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোতওয়াল [ফা কুতওয়াল] *বি* নগর-রক্ষক। 'প্রজা কোতওয়াল মৌফিক চকনামা দরখাস্ত মতে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭। *দ্র* **কোতোয়াল**

কোতওয়ালি [আ] *বি* নগর-রক্ষকের দপ্তর। *এডমন*, ১৭৯০।

কোতরা গুড় [আ আলকাতরাহ্+স গুড়] *বি* ঝোলা গুড়। 'মল্লিকে ঐ কোণে ফরমাসে গামলায় কোতরা গুড় আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

কোতল [আ কতল] *বি* শিরশ্ছেদ। 'রাজার সমস্ত ক্ষমতাই তাঁর ছিল, এমনকি, মানুষকে কোতল করবারও।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

কোতা *বিণ* খাটো। 'মাথা নেড়া দাঁত চটা কোতা গরদান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কোতোয়াল, কোতোআল [ফা কুতওয়াল] *বি* নগর-রক্ষক। 'কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'পঞ্চ কোতোআল সঙ্গে ফিরে অনুচর।' *আলাওল*, ১৬৮০। *দ্র* **কোতওয়াল**

কোতোয়ালি, কোতোআলি [ফা কুতওয়াল>] *বি* নগর-রক্ষকের কর্ম বা পদ। 'কোতোয়ালি।' *ওর্সা*, ১৭৮২। 'কোতোআলি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোৎরং *বি* মলের মতো বাদামি রং। 'এসব কোৎরঙের এক নম্বর ইঁট নয়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কোথা *ক্রিবিণ* কোথায়। 'কোথা জাসি জাসি হরিয়া পরনারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কোথাএ *ক্রিবিণ* কোথায়। 'কি করি কোথাএ জাই কোথা গেলে তরি আপনার দস্তদুটা আপনার অরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোথাও *ক্রিবিণ* কোনো স্থানে। 'কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কোথাকার *বিণ* কোন স্থানের। 'কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্যু সে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কোথাকার জল কোথায় মরে – কী হয়। 'দেখনা কোথাকার জল কোথায় মরে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কোথাকারে *ক্রিবিণ* কোথায়। 'ডাক দিয়া বলে বির জাসি কোথাকারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কোথাত *ক্রিবিণ* কোথাও। 'তিলার্দ্ধেক মায়া মাত্র নাহিক কোথাত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কোথায় *ক্রিবিণ* কোনখানে। 'জীবকীট কোথায় পাইবে তার পার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কোথাহ *ক্রিবিণ* কোথাও। 'হেন অদ্ভুত কথা কোথাহ না সুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কোদণ্ড [স] *বি* ধনুক। 'কোদণ্ড ধরেন রঘুমণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোদণ্ডোত্তম [স কোদণ্ড-উত্তম] *বিণ* ধনুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'বাম করে গাণ্ডীব – কোদণ্ডোত্তম।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

কোদাল [স কুদ্দাল] *বি* মাটি কাটার হাতিয়ারবিশেষ। 'দন্তগুলা মেলে জেন পাজাল কোদাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোদালি [স কুদ্দাল] *বি* মাটি কাটার হাতিয়ারবিশেষ। 'কুঠার কোদালি লহ দ্বার যে করিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কোদালিয়া [স কুদ্দাল>] *বি* কোদাল দিয়ে মাটি কোপানোর কাজ করে যে। 'কোদালিয়া কাটিয়া করিল খেত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোদালে *বিণ* কোদাল দিয়ে মাটি কোপালে যেমন দেখায় তেমন। 'কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কোন[১] **১** *ক্রিবিণ* কী প্রকারে। 'অক্রুর বলিয়া নাম কোন গুনে থুইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* কী। 'যৌবন রাখহ কোন কাজে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *সর্ব* কে; কোন জন। 'কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বিণ* কোনো প্রকার। 'নাহি কোন অধর্ম্মের লেশ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৫** *সর্ব* কেউ একজন। 'তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। দ্র **কোনো**

কোন কোন *বিণ* কী। 'অপর সাধারণ সকলের কোন কোন বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কোনও *সর্ব* কেউ একজন। 'কোনও আরোহীর একটি অতি অল্পবয়স্কা কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কোনওবিধ *বিণ* যে-কোনো রকমের। 'পারস্পরিক সম্পর্কের অস্তিত্ব ধরে না নিলে ইতিহাসের অথবা সমাজের কোনওবিধ ব্যাখ্যাই অসম্ভব।' *শিব*, ১৯৫৬।

কোনকালে *ক্রিবিণ* কোনো সময়ে। 'কোনকালেও শুনি নাই যে মরা গরুতে ঘাসজল খাইয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কোনক্রমে **১** *ক্রিবিণ* কোনো প্রকারে। 'সাহেবের জোনাব দৌলাতে কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া ...।' *ভেরলি*, ১৭৯৪; *তাঁতি*, ১৭৯২; 'কোন ক্রমে কাঙ্গালি লোক দুঃখ না পায় এই মত রাজ্য করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *ক্রিবিণ* কোনোমতে। 'কোনক্রমে কষ্টেসৃষ্টে কালহরণ করা।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

কোনখানে *ক্রিবিণ* কোন জায়গায়। 'কি জানি কপালে মোর কোনখানে ঘটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কোন জনা *বি* কোন ব্যক্তি। 'রামনামে কত সুধা জানে কোন জনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কোনপ্রকার *বিণ* কোনো-একটি বিষয়ের। '... যদি কোনপ্রকার তত্ত্বোদ্ঘাটন করিতে পারি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কোনপ্রকারে *ক্রিবিণ* কষ্টেসৃষ্টে। 'পর-পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিয়া, কোনপ্রকারে কালাতিপাত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কোনমতে *ক্রিবিণ* কোনো রকমে। 'আলগোছে এমত রান্ধিলে কোনমতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কোনমতেই *ক্রিবিণ* কিছুতেই। 'দুঃশীল বালকদিগের সহিত সহবাস করিতে দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কোনরূপ *বিণ* কোনো প্রকার। 'তাহারা পশ্বাদি শিকার বা কোনরূপ বৈরনির্য্যাতনে ধাবিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কোনরূপেই *ক্রিবিণ* কিছুতেই। 'শিশুগণ বর্ণ ও শব্দ শিক্ষায় কোনরূপেই অনুরক্ত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কোনা [স কোণ>] *বি* এক সেরের চার ভাগের এক ভাগ; পোয়া। 'উত্তম চাল এক কোনা আনহ মাগিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কোনাকুনি, কোনাকোনি [স কোণ>] *ক্রিবিণ* এক কোণ থেকে বিপরীত কোণ পর্যন্ত। 'কোনাকোনি নেত্রবন্ধ খেলায় সদাই দ্বন্দ্ব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কে কোনাকুনি চলবে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

কোনে[১] *সর্ব* কে। 'কামিনি কোনে গঢ়লী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ন জানম কোল হোন্তে শিশু কোনে নিল।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কোনে[২] [স কন্যা>] *বি* স্ত্রী নববিবাহিত বধূ। 'এখানে একলা কোনের বৌটীর মত বসে আছ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কোনো **১** *বিণ* অনির্দিষ্ট বা অনির্ধারিত একজন লোক বা একটি বস্তু। 'কোনো মহাপুরুষে সে জানে এই মর্ম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। দ্র **কোন**

কোনো-এক *বিণ* জনৈক। 'ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কোনো কোনো *বিণ* যে কেউ। 'সঙ্গদোষ হইলে কোনো কোনো ছেলে বিগড়িয়া যাইতে পারে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

কোনোগতিকে [কোনো+স গতি] *ক্রিবিণ* কোনোপ্রকারে। 'যাঁরা কোনোগতিকে সংস্কৃত বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাইস্কুলগুলোতে স্থান পেলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কোনোদিন [কোনো+স দিন] *ক্রিবিণ* কখনো; কোনো সময়ে। 'কোনোদিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কোনো-না-কোনো *বিণ* যে-কোনো। 'পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুটুম্ববাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কোনোপ্রকার [কোনো+স প্রকার] *বিণ* কোনো ধরনের। 'মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনোপ্রকার মরচে না পড়লেই হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কোনোপ্রকারে *ক্রিবিণ* কষ্টেসৃষ্টে; কোনোমতে। 'কোনোপ্রকারে কর্তব্য পালন করলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কোনোমতে *ক্রিবিণ* কিছুতেই। 'না খেলে কোনোমতেই ছাড়ত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কোনোরকম *বিণ* খুব সাধারণ। 'শুকনো কাঠকুট সংগ্রহ করে ... কোনোরকম করে আহার চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কোন্দল [স কন্দল] *বি* ঝগড়া। 'কাহার সহিত কিবা কোন্দল করিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কোপ[১] [স] **১** *বি* রাগ; ক্রোধ। 'যবেঁ সর্ত্তে কোপ কয়িলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অভিশাপ। 'হর-কোপে মৈল মীনকেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **কোপে** *ক্রিবিণ* রাগের বশে। 'কোপেতে পুঁথির বাড়ি মারিল ব্রাহ্মণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **কোপেঁ** *ক্রিবিণ* রাগের বশে। 'কোপেঁ কর্ভোঁ মোকে হাথে না ছুইল সামী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোপকুটিল [স] *বিণ* ক্রোধে কুটিল। 'কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কোপকোতোয়াল [স কোপ+ফা কুতওয়াল>] *বি* ক্রুদ্ধ কোতোয়াল।

'মহারাজের শ্রবণদ্বারে কোপকোতোয়াল দাঁড়ায়ে আছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

কোপচিহ্ন [স] *বি* ক্রোধের চিহ্ন। 'কোনপ্রকার ঔদ্ধত্য বা কোপচিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কোপছলেঁ [স কোপ+স ছল>] *ক্রিবিণ* রাগের ছলে। 'কোপছলেঁ পরিখে তোক্ষার মতি কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোপদৃষ্টি [স] *বি* ক্রুদ্ধদৃষ্টি। 'কোপদৃষ্টি ব্যতীত একদিনের নিমিত্তে প্রণয়-দৃষ্টিতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কোপদৃষ্টে [স] *ক্রিবিণ* ক্রুদ্ধভাবে। 'সিংহ চাহে কোপদৃষ্টে বীরের আচড়ে পিষ্টে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোপন [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'দানব কোপন যেন অমিয়া খাইতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কোপনস্বভাব [স] **১** *বিণ* সহজে রুষ্ট হয় এমন। 'তথাচ এরূপ সারল্যহীন ও কোপন-স্বভাব হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বি* ক্রুদ্ধ; রাগান্বিত। 'একজন কোপনস্বভাব মুসলমান বলিল, ... দলপতি কৃষ্ণদেব রায়ের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইত।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬। **৩** *বি* রাগান্বিত আচরণ। 'কোপন স্বভাব দেখিলে অমনি গোপন খাম্বা আড়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কোপনা [স] *বি স্ত্রী* রাগী লোক। 'মূর্খে বলে কীর্তিনাশা, হে কোপনা!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

কোপমনে [স কোপমন] *ক্রিবিণ* রাগের বশে। 'এতেক সুনি সম্বর উঠে কোপমনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কোপমান [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'কাটালিআ কোপমান ঘন ডাকে হান হান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোপযুতা [স কোপ>] *বিণ স্ত্রী* ক্রোধান্বিত। 'আছে কোপযুতা বাহিবে করিল হেলা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কোপাকুল [স কোপ-আকুল] *বিণ* রাগান্বিত। 'দেখে দ্বেষে কামরাজে হল কোপাকুল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কোপাগ্নি [স কোপ-অগ্নি] *বি* ক্রোধের আগুন। 'ডাকিনী বিদ্যার কথা নাম শুনিলে সকলের কোপাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

কোপানল [স কোপ-অনল] *বি* ক্রোধাগ্নি। 'স্মরহর কোপানল যেন বিরহ-অনল রূপ ধরি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কোপাবিষ্ট [স কোপ-আবিষ্ট] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'বহু জনতা দেখিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

কোপ[২] [স কৃপ>] *বি* কাটার উদ্দেশ্যে যে আঘাত। 'কার কোপে প্রাণ গেল কাটিব কাহারে।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কোপ পড়া *ক্রি* আঘাত লাগা। 'তখনই সাহিত্যের একবারে গোড়াতে কোপ পড়ে।' *শিব*, ১৯৭৩।

কোপ মারা *ক্রি* আঘাত করা। 'কোপ মারিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কোপা [স কোপ] *ক্রি* ক্রুদ্ধ হওয়া। 'হৃদএতে লক্ষ্মি কোপি মোহিত উমাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **কোপিয়া** *ক্রি* ক্রুদ্ধ হয়ে। 'দ্বিগু কোপিয়া বিরে চাহীল লাড়িয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কোপাই *বি* বর্ধমানের একটি নদী। 'যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণয়িনীর বাড়ি থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কোপানো [স কৃপ্>] *ক্রি* কাটার উদ্দেশ্যে আঘাত করা। 'কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

কোপাবিষ্ট *দ্র* কোপ[১]

কোপি [প কোভি] *বি* বাঁধাকপি ও ফুলকপি। 'কোপি সলগ্রাম সলুপা পালঙ্গ ...।' *কেরি*, ১৮০২।

কোপিনী [স কৌপীন] *বি* নেংটি। 'করুয়া ধারণ তার করেতে কোটিতে ডোর-কোপিনী।' *লালন*, ১৮৯০।

কোপিল [স কোপ>] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'দেখিল কোপিল কাহ্নাঞিঁ রহিলছে পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোপীধারী [স কৌপীনধারী] *বিণ* নেংটি পরিহিত। 'কোতা গরদন কোতা ভারী কোপীধারী আনরপুরী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কোপীন [স কৌপীন] *বি* নেংটি। 'আঁচলা ঝুলা করুয়া কোপীন সার।' *লালন*, ১৮৯০।

কোপ্তা [ফা কুফতাহ] *বি* মাছ বা মাংসের বড়াবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কোপ্তা-পোলাওয়ের কোপ্তাগুলোকে যদি ছোট্ট ছোট্ট টুকরো করে পোলাওয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাই হবে রিসেত্তো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কোপ্নীধারী [স কৌপীনধারী] *বিণ* কৌপীন-পরিহিত; নেংটি-পরা। 'কোপ্নীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

কোফতা [ফা কুফতাহ্] *বি* মাছ বা মাংসের বড়াবিশেষ। 'প্রত্যহ পোলাও কালিয়া কোরমা কোফতা দোপেয়াজা কাবাব ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কোফর [আ কুফর] *বি* অধর্ম। 'তোমরা কোফরের অন্ধকারে কারারুদ্ধ ছিলে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

কোফরী [আ কুফর] *বিণ* ইসলামে অবিশ্বাসী। 'অনৈসলামিক রীতিনীতি ও কোফরী ধর্ম্মবিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে।' *এসলাম*, ১৯২১।

কোব [কোপ] **১** *বি* আঘাত। 'সাপিনীরে দেয় থোব সাপিনী বাড়য়ে কোব।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* ছুরির আঘাতে ক্ষত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কোব দেওয়া *ক্রি* আঘাত করা। 'কোব দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কোবানো *ক্রি* খনন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কোবরেজ [স কবিরাজ] *বি* কবিরাজ। 'বিজয় সেনগুপ্তকে আমরা ডাকতাম কোবরেজ বলে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

কোবালা [আ কাবালাহ] *বি* বিক্রয়ের চুক্তি। 'উইলখানি হঠাৎ বিক্রয় কোবালা হইয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কোবাল্ট [ই] *বি* রুপার মতো শক্ত সাদা ধাতুবিশেষ। 'নিকেল কোবাল্ট নামক দুই ধাতু আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কোবিদ [স] **১** *বিণ* পণ্ডিত। 'তোমার কোবিদ বৈদ্য? এই ভাবি মনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **২** *বিণ* নিপুণ। 'বন্দনা-বাণী ধ্বনিছে নিখিল বিশ্ব-কোবিদ-কণ্ঠময়।' *নজরুল*, ১৯২২।

কোবী *সর্ব* কাউকেই। 'পঞ্চ বিষঅ রে নায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখী।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

কোমণ *বিণ* কী প্রকার; কী রূপ। 'কোমণ বাণে লএ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোমপানি [ই] *বি* সেনাবাহিনীর ছোটো দল। '৭ সংখ্যক আর্টিলরি দলের ৫ কোমপানি।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

কোমর [ফা কমর] *বি* কটিদেশ। 'সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কোমর আঁটা [ফা কমর>] *ক্রি* দৃঢ়সংকল্প হওয়া। 'রুটি সেঁটে, কোমর এঁটে, এক দৌড়ে পগার পার।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

কোমর কনকনানি [ফা কমর>] *বি* কোমরের ব্যথা। 'আন্নাকালীর প্রাত্যহিক কোমর কনকনানিটাও যেন কিছু কম পড়িয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কোমর-পানি [ফা কমর>+হি পানি] *বি* মাজা সমান পানি। 'কোমর-পানি পর্যন্ত কাছে কাছেই ছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

কোমরবন্দ [ফা] *বি* কটিবন্ধ; বেল্ট। 'ভুঁড়ি কমাবার কোমরবন্দ সঙ্গে নিয়ে যাবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

কোমরবন্ধ [ফা] *বি* কোমর বাঁধার বস্ত্র বা ফিতা; বেল্ট। 'লম্বা সাপের মতো জরির কোমরবন্ধ।' *অবন*, ১৯২৭।

কোমর বাঁধা [ফা কমর>] **১** *ক্রি* কার্যসাধনে উঠে-পড়ে লাগা। 'কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* কোমরে কাপড়-বাঁধা। 'কোমরবাঁধা মেছুনিরা চুপড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কোমর বেঁধে দাঁড়ানো – দৃঢ়তার সঙ্গে রুখে দাঁড়ানো। 'শ্রোতাদের মন তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কোমর বেঁধে লাগা – কার্যসাধনে উঠে-পড়ে লাগা। 'শেখরের ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই ... কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল।' *শরৎ*, ১৯১৪।

কোমর ভাঙা [ফা কমর>] *ক্রি* কোমর ভেঙে যাওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

কোমল [স] **১** *বিণ* সুকুমার। 'আহ্মার কোমল দেহে না জাণো দুখ পরপুরুষের নেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* নরম। 'কদম তরুতর কোমল পাতত থাকিলা কাহ্নাঞি বসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* স্পর্শকাতর। 'চক্ষু অতি কোমল বস্তু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৪** *বিণ* মৃদু। 'আনন্দজনক কোমল চন্দ্রকিরণ তাহাকে দূরীকরণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৫** *বিণ* নম্র। 'অনেকে বোধ করেন, স্ত্রীলোকের প্রকৃতি অতি কোমল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৬** *বিণ* অদৃঢ়; অপুষ্ট। 'তাহাতে ২৯টি অপোগণ্ড বালকের কোমল কপাল সঞ্চিত ছিল!' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৭** *বিণ* মোলায়েম। 'দেহাংশ মখমলসদৃশ কোমল, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে আবৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৮** *বি* (সংগীত) মূল স্বরের থেকে এক শ্রুতি নীচের স্বর, কেবল রে, গা, ধা ও নি-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (তুল. কড়ি)। 'কড়ি বাজে কি কোমল বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কোমলকান্ত [স] *বিণ* মনোরম। 'ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়োই সকরুণ বড়োই কোমলকান্তরূপে দেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কোমলকান্তা [স] *বি স্ত্রী* লাবণ্যময়ী। 'প্রদীপ লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে চলে না কোমলকান্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কোমলকায় [স] *বিণ* নরম। 'বনতলস্থ কোমলকায় গুল্মসমূহ, শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্যময় পবনহিল্লোলে ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

কোমল গান্ধার [স] *বি* (সংগীত) গান্ধার স্বরের চেয়ে এক শ্রুতি নিচের গান্ধার; কোমল গা। 'আশাবরি সুরের কোমল গান্ধারে আর ধৈবতে।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'তাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমল গান্ধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

কোমলতা [স] **১** *বি* পেলবতা। 'কাঠিন্য, কোমলতা, ঘনত্ব, তারল্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* স্নিগ্ধতা। 'তাহার সে চম্পকবর্ণ ত্বকের কোমলতা দেখিলে কে বলিবে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। **৩** *বি* নরম ভাব। 'ইহার কোমলতা গুণ জানিতেছ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৪** *বি* মাধুর্যমণ্ডিত স্বভাব। 'এই দৃশ্যে মেঘনাদের কোমলতা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

কোমলতাময় [স] *বিণ* স্নিগ্ধতাপূর্ণ। 'অঙ্গুলি চম্পকাবলী কোমলতাময়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কোমল দুর্বলতা [স] *বি* সহনীয় মাত্রার ত্রুটি। 'মানুষের কথাবার্তা চরিত্রের মধ্যে কাঁচা রঙটুকু, অসমাপ্তির কোমল দুর্বলতাটুকু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কোমলপ্রাণা [স] *বিণ স্ত্রী* কোমল হৃদয়ের অধিকারী। 'কোমলপ্রাণা সখিনার সুকোমল হস্ত ধরিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কোমলবিরল [স] *বিণ* নরম ও পাতলা। 'ঐ গ্রীবার উপরে কোমলবিরল কেশগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কোমলমতি [স] *বিণ* নরম হৃদয়সম্পন্ন। 'কোমলমতি বালক-বালিকাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করা ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

কোমলমনা [স] *বিণ* নরম মনের অধিকারী। 'মধ্যবিত্ত সংসারের অনভিজ্ঞ, কোমলমনা, ছেলেমানুষ মেয়ে।' *মানিক*, ১৯৪০।

কোমলমূর্তি [স] *বি* শান্ত-সুন্দর রূপ। 'তোমার ঐ শ্যামলবরন কোমলমূর্তি মর্মে গাঁথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কোমল রেখাব [স] *বি* শুদ্ধ ঋষভ স্বরের চেয়ে এক শ্রুতি নীচের স্বর; কোমল রে। 'দিবাবসানের রাগিণীতে কোমল রেখাব এবং কড়ি মধ্যমের যোগই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কোমলসুন্দর [স] *বিণ* কোমল ও সুন্দর। 'এই কোমলসুন্দর শিকারটিকে আপনার বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

কোমলস্বভাবা [স] *বিণ স্ত্রী* নরম স্বভাববিশিষ্ট। 'নিরাশ্রয়া কোমলস্বভাবা যাত্রীদিগের ...।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

কোমল-হৃদয় [স] *বিণ* নরম মনের অধিকারী। 'স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল-হৃদয়, অসাধারণ পত্রবৎসল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৭৮

কোমলহৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* নরম মনের অধিকারী। 'আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কোমলা [স] *বিণ স্ত্রী* নরম; ক্লেশ সহ্য করতে পারে না এমন। 'পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

কোমলাঙ্গী [স কোমল-অঙ্গী] *বিণ স্ত্রী* কোমল দেহবিশিষ্ট। 'শর্ম্মাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কোমলাভ [স] *বিণ* কোমল আভাবিশিষ্ট। 'এরূপ কোমলাভ মূর্তি ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কোমিটী [ই] *বি* পরিষদ। *দর্পণ*, ১৮১৮।

কোমিটী সাহেব [ই কমিটি+আ সাহিব] *বি* কমিটির সদস্যবৃন্দ। 'বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোমিটী সাহেবরা কৌন্সিলে লেখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কোমিট্টী [ই] *বি* কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা সঙ্ঘ। 'শহরের যে সংস্থান পূর্ব্বে ছিল ... তাহা কোমিট্টীতে স্থির হইয়া প্রকাশ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কোমেটী [ই] *বি* পরিষদ। 'বাঙ্গালি কোমেটীর মধ্যে শ্রীযুত মিরজা

মহম্মদ অস্করি ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কোম্‌ৎদর্শন [ফ (বংশনাম) কোম্‌ৎ+স দর্শন] *বি* ফরাসি পণ্ডিত ওগুস্ত কোঁতের দর্শন। 'সাংখ্যদর্শন ও কোম্‌ৎদর্শন নিরীশ্বর হইলেও ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কোম্পানি, কোম্পানী [ই] **১** *বি* ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কোম্পানীর কাজ পাইয়া মহা ধনাঢ্য হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২; 'কেরি সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতি না পাইয়াও ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বি* ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেব। 'হে কোম্পানি আমি যাহাতে অন্তে সুখ পাই সেরূপ অনুমতি কর।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৩** *বি* সেনাবাহিনীর বিশেষ সংখ্যার একটি দল। 'দুটি রেজিমেন্ট ... দুটি কোম্পানি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬। *দ্র* **কম্পানি**

কোম্পানির কাগজ *বি* সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের স্বীকারপত্রবিশেষ; বন্ড। 'কোম্পানির কাগজের সকল টাকা ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

কোম্পানী বাহাদুর [ই কোম্পানি+ফা বহাদর] *বি* ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি সরকার। 'কোম্পানী বাহাদুর ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কোম্পাস [ই কম্পাস] *বি* দিক নির্ণয়ের যন্ত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কোয়ান্টম থিয়োরি [ই] *বি* ইলেকট্রনের শক্তি বিকীর্ণ হয় নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়, বরং নির্দিষ্ট মাত্রায় – এই তত্ত্ব। 'তোমার কোয়ান্টম থিয়োরির বইখানা নিয়ে আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কোয়র [স কুমার] *বি* পুত্র। 'হস্তীর পৃষ্ঠে চড়ি যায়ে সাধুর কোয়র।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কোয়া [স কোষ>] **১** *বি* রেশমের কোষ; গুটি। '... রেশম নির্ম্মিত একটা ডিম্বাকার আবরণে রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আবরণকে গুটি বা কোয়া বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* ফলের কোষ। 'খাজ্জা কোয়াওলা ডাল কাঁঠাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কোয়াওলা [স কোষ+হি ওয়ালা] *বিণ* কোষযুক্ত। 'খাজ্জা কোয়াওলা ডাল কাঁঠাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কোয়াককো [ধ্বন্যা] *বি* চখির ডাক। 'নদীর পার চখির ডাক কোয়াককো।' *নজরুল*, ১৯২৫।

কোয়াক কোয়াক [ধ্বন্যা] *বি* ডাহুক ডাকার শব্দ। 'হঠাৎ ডাহুক কোয়াক কোয়াক করে ওঠে।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

কোয়া জ্বর [স কোষ>+স জ্বর] *বি* কোষস্ফীতিজনিত জ্বর। 'কোয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোয়ার্টার্লি [ই] *বিণ* ত্রৈমাসিক। 'এখনো কোয়ার্টার্লি পরীক্ষা হয়নি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

কোয়ার্টর, কোয়ার্টার [ই] **১** *বি* আবাসস্থল। 'মুসলমান মেয়েদের কোয়ার্টারে নেলীকে মোটেই যেতে দেয় না।' *রোকেয়া*, ১৯২২। **২** *বি* চার ভাগের এক ভাগ। 'তিন কোয়ার্টার খেতে না খেতেই হয়ে গেল।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কোয়ার্টর মাষ্টার [ই] *বি* জাহাজের কর্মচারীবিশেষ। 'চারিজন লোক আছে ... কোয়ার্টর মাষ্টার ... ইহারা পর্য্যায়ক্রমে অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারীদের আজ্ঞা পালন করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

কোয়ার্টার গার্ড [ই] *বি* সামরিক বাহিনীর উপশাখাবিশেষ; রশদ সরবরাহ বিভাগ। 'আমায় ঠেলে ঢোকানো হল কোয়ার্টার গার্ডে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কোয়ালি *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'গোহাল্যে গাইয়া গীত কোয়ালি ফিরয়ে নিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোয়ালিটি [ই] *বি* গুণগত মান। 'আপনে বড় ভাল কোয়ালিটির তামাক খান।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কোয়ালিফিকেশন [ই] *বি* যোগ্যতা। 'দেশের কাজ করতে গেলে কি কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন?' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

কোয়ালিশন [ই] *বি* রাজনৈতিক মোর্চা; একাধিক রাজনৈতিক দলের সাময়িক মিলন। 'সর্বদলীয় কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টের পক্ষপাতী।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

কোয়াশা *বি* কুয়াশা। 'লণ্ডনের ফগ অর্থাৎ গাঢ় কোয়াশা ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

কোয়াশাময় *বিণ* কুয়াশাপূর্ণ। 'এ রকম কোয়াশাময় দিন কাহাকে বলে আমাদের দেশের লোকেরা মনেও ভাবিতে পারেন না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

কোয়েফি হওয়া [আ কৈফি] *ক্রি* মদের নেশায় ভোর হওয়া। 'কোয়েফি হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কোয়েরী [ই] *বি* অনুসন্ধান। 'তখন ঐ কোয়েরীগুলো আর্জেন্ট।' *সাদত*, ১৯৬৭।

কোয়েল [স কোকিল] *বি* মধুর কণ্ঠবিশিষ্ট পাখিবিশেষ। 'কোয়েল, দোয়েল, পাপিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

কোয়েলা [স কোকিল] *বি স্ত্রী* কোকিল। 'গায় মোবারকবাদ কোয়েলা।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'ডাকে কোয়েলা বারে বারে।' *অতুলপ্রসাদ*, ১৯৩০।

কোয়েলি [স কোকিল] *বি স্ত্রী* কোকিল। 'সে বিয়োগ-ব্যথায় বিধুর কোয়েলিটাও কেঁদে কেঁদে চোখ লাল ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

কোর[1] [স ক্রোড়] **১** *বি* কোল। 'ক্ষেণে ক্ষেণে উঠই মুরছি তনু লোটই সুবল সখা করু কোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* বাঁকা। 'গড়ের মধ্যভাগে কোর হইয়া মাটিয়া পোস্তা লাগিয়া দশ হস্ত পরিসর দেয়াল।' *রামরাম*, ১৮০১।

কোর[2] *বি* পাখিবিশেষ। 'কামী কোর কলবিঙ্ক বুঝতে পারলাম না।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোরক[1] [স] *বি* কুঁড়ি। 'কৌসলে কুচ কোরক করে লেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কোরক[2] [ই ক্রোক] *বি* আটক। 'কাপড় তাবত কুঠীতে কোরক রাখিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

কোরকওয়ালা [ই ক্রোক+হি ওয়ালা] *বি* আটককারী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কোরক তুলিতে *ক্রি* অবরোধ তুলে নিতে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কোরকদার [ই ক্রোক+ফা দার] *বি* হুকুম অনুযায়ী যে মালামাল আটক করে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কোরকী [ই ক্রোক>] *বিণ* ক্রোকের; ক্রোক থেকে পাওয়া। 'কোরকী জমি ছাড়িতে পারিবেন না।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

কোরকাপ *বি* ছল; কপটতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোরঙ্গা [স কৌতুকরঙ্গক] *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'চৌদুলি চুনারি মাঝি কোরঙ্গা দেখায় বাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোরতা [ফা কুরতাহ্] *বি* ঊর্ধ্বাঙ্গের জামাবিশেষ। 'মহাশয়েরা জামা নিমা কাবা কোরতা ... ব্যবহার করিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

কোরন্দ [স কুরণ্ড] *বি* অণ্ডকোষ বৃদ্ধির রোগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোরন্দিআ [স কুরণ্ড>] *বিণ* অণ্ডকোষ বৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত এমন।

বিদ্যা, ১৮৯১।

কোরবান [আ কুরবান] *বি* উৎসর্গ। 'ভগ্নীসুত কিবা সুত করিলে কোরবান।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কোরবানি, কোরবাণী [আ কুরবানী>] **১** *বি* ইসলামি-মতে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির উদ্দেশে পশু বলিদান। 'এশ্লাম ধর্ম্মে বলিতেছে কোরবাণী কর।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **২** *বি* নিঃশেষে দান। 'প্রস্তুত হউন যথা-সর্ব্বস্ব কোরবাণীর জন্য।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কোরবানি দেওয়া *ক্রি* উৎসর্গ করা। 'নিজেদের জানমাল কোরবানি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

কোরমা [তু কুরমাহ্] *বি* তুর্কি পদ্ধতিতে রান্না করা ঝোলহীন মাংস। 'প্রত্যহ পোলাও কালিয়া কোরমা কোফতা ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কোরসবরদার [আ খরজ+ফা বরদার] *বি* খাদ্য-সরবরাহকারী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কোরা[১] [ফা কুরা] *বিণ* আধোয়া মাড়যুক্ত (কাপড়); রাসায়নিক ব্যবহার করে সাদা করা হয়নি এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কোরা খদ্দরের কল্লিদার কোর্তা ও সাদা লুঙ্গি পরিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

কোরা[২] *বি* চাবুক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কোরা[৩] *বি* কোড়া; শিকারি পাখিবিশেষ। 'কোরা-ডাহুকের বুকে কান পেতে শুনে যায় গান।' *জীবন*, ১৯৩০।

কোরা[৪] *বি* ধান রাখার বাঁশের পাত্র। 'কোরাটা নিয়ে যা মুনশি বাড়ি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কোরান, কোরাণ [আ কুরআন] *বি* মুসলমানদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। 'অনুক্ষণ পড়য়ে কোরান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'যেই কিছু নিরঞ্জনে কহিছে কোরানে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কোরাণ হইতে গৃহীত কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়েৎ খোদিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

কোরাণশরীফ [আ কুরআন+আ শরীফ] *বি* মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। 'অনেকেই পবিত্র কোরাণশরীফের আএত দ্বারা সপ্রমাণ ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

কোরান খানি [আ কুরআন>] *বি* কোরান পাঠ ও আবৃত্তি। 'আগে কোরবান সাহেবের কোরান খানি হোক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কোরান পাঠ [আ কুরআন+স পাঠ] *বি* কোরান পড়া। 'কোরান পাঠ ও হাদিস-সুন্নার প্রয়োজনীয়তা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কোরানি *বি* নারকেল ইত্যাদি কোরানোর হাতিয়ারবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কোরাম [ই] *বি* সভার কাজ চালানোর জন্য বিধিসম্মত উপস্থিতি। 'কোরামের অভাবে অধিকাংশ সময়ে সেসব বৈঠকের অধিবেশন হইতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

কোরাল[১] [ই] *বি* প্রবাল। 'কোরাল জলে আদিম রঙীন ভাষা/ নীল সমুদ্রে, নীচে।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

কোরাল[২] [স করাল] *বি* মাছবিশেষ; ভেটকি মাছ। 'নদীর উজ্জ্বল জল কোরালের মতো কলরবে ...।' *জীবন*, ১৯৪২।

কোরালী *বি স্ত্রী* কোরাল মাছ। 'কেড়ে নেয় কোরালীর ভ্রূণ।' *জীবন*, ১৯৪২।

কোরাস [ই] *বি* সমবেত সংগীত বা আবৃত্তি। 'কোরাসের কোনো আত্মীয়তা নেই, বিদ্যাসুন্দরী গানের সঙ্গে যে অতুলপ্রসাদের সংগীতের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কোরাস গান [ই কোরাস+স গান] *বি* সমবেত সংগীত। 'ছেলেরা খুব জোরে কোরাস গান ধরে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কোরি *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কাচ্ছি, কোরি, লোধী, কুর্মী সবাই এসেছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কোরীয় *বিণ* কোরিয়া দেশীয়। 'সেই কোরীয় যুবকের কথাটা বাজছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কোরেশ [আ] *বি* কুরাইশ; কোরেশ বংশের সদস্য। 'সকল কোরেশগণ হইয়া একত্তর।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কোরোক [হি] *বি* আইনের সাহায্যে সম্পত্তি আটক। 'সেই বৎসর কোরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কোরোগদার [আ কুর্ক+ফা দার; ই ক্রোক+ফা দার] *বি* আদালতের আদেশে অপরাধীর মালপত্র আটক করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

কোরোণ্ড [স কুরণ্ড] *বি* অণ্ডকোষ বৃদ্ধিজনিত রোগ। 'ঝুনা নারিকেল খাএ কোরোণ্ড হইল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কোর্ট [ই] *বি* আদালত। 'বাঙ্গালার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট আপীল আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

কোর্ট অফ রিকোএষ্ট [ই] *বি* নিম্ন আদালত। 'কোর্ট অফ রিকোএষ্ট ইহাতে বিচারাদি হইয়া লিখিত পঠিত সকলি বাঙ্গলায় হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

কোর্ট আপীল [ই] *বি* পুনরায় বিচারের জন্য উচ্চ আদালত। 'বাঙ্গালার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট আপীল আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

কোর্টকাছারী [ই কোর্ট+হি কচহরী] *বি* আদালত। 'কাইজ্যা-ফ্যাসাদ, কোর্টকাছারী নানা শ্রেণীর কিছু লোকের জন্য অর্থাগমের উৎস হইয়া ওঠায়।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

কোর্টশিপ [ই] *বি* ইউরোপীয় রীতিতে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও প্রেমের সম্পর্ক। 'তাঁদের দুজনে কোর্টশিপ চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কোর্তা, কোর্ত্তা [তু কুরতাহ্] *বি* পুরুষের উর্ধ্বাঙ্গের জামাবিশেষ। 'কোর্ত্তা ও সামান্য সুতার মোজা প্রস্তুত করিতে যত্নবতী হইবে।' *হালিসহর*, ১৮৭১; 'প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কোর্ফা [আ কুরফাহ্] *বি* অন্যের জমি নিয়ে চাষ করে যে। 'তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কোর্মা, কোর্ম্মা [তু] *বি* তুর্কি পদ্ধতিতে রান্না করা ঝোলহীন মাংস। 'অতি উৎকৃষ্ট পারাটা, কোর্ম্মা, কাবাব উপস্থিত।' *রোকেয়া*, ১৯০৪; 'বাদল দিনে ভুনিখিচুড়ি ও কোর্মার সারবত্তা ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কোর্স[১], **কোর্শ** [আ কুর্সি] *বি* আসন। 'আরশ কোর্স কম্পএ কান্দএ অনির্বার।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'আর্শের কোর্শের জ্যোতি ভুবন সুলতান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কোর্স[২] [ই] *বি* পাঠ্যক্রম। 'চেম্বর্স এডুকেশনল কোর্স নামক গ্রন্থাবলি বা তাদৃশ সুপ্রণালী সিদ্ধ অন্যান্য পুস্তক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'ওটা কিনা আমাদের এম. এ. কোর্সে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কোল[১] [স ক্রোড়] **১** *বি* ক্রোড়। 'ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিকে মাঙ্গে কোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আলিঙ্গন। 'সরস হৃদয় করি দেহ চুম্ব কোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* ঘনিষ্ঠতা। 'ধন্য জুবতির কোল।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *বি* আশ্রয়। 'ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৫** *বি* সীমানা। 'রাতের কোলে যায় গো চলে সোনার হাসি হেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। **৬** *বি* মাঝখান। 'মালতীলতা দোলে, পিয়াল তরুর কোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৭** *বি* কিনার। 'স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে।' *জীবন*, ১৯৪২।

কোল কিনার [স ক্রোড়>+ফা কিনারাহ্] *বি* কোলের কাছ। 'বুক হতে মুখ আসত নেমে লুটিয়ে কখন কোল-কিনারে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

কোলজোড়া [কোল+জোড়া] **১** *বিণ* কোলে বসে মায়ের মনে আনন্দ ও শান্তি দেয় এমন। 'জীয়্যা থাকুক জননীর কোলজোড়া হয়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* কোল-ঘেঁষা। 'কোলজোড়া অন্ধকারে থামিয়া একবার পশ্চাতে চাহিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কোল দেওয়া *ক্রি* আলিঙ্গন করা। 'কোল দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কোলপাঁজা *বি* পিঠ ও দুই উরুর নীচে হাত দিয়ে কোলে নেওয়া। 'কোলপাঁজা করে ওকে তুলে দিয়ে একঠেলায় নাওটা ভাসিয়ে দিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

কোল পাতা *ক্রি* আশ্রয়ের আশ্বাস দেওয়া। 'জননী আছে বসে, দুর্বলের তরে কোল পাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

কোলপুঁছা, কোলপোঁছা [কোল+পোঁছা>] *বিণ* সর্বশেষ গর্ভজাত। 'কোলপুঁছা ছোটো মেয়েটি।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'কোলপোঁছা ছেলের মতন আবদেরে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কোল বাড়ানো *ক্রি* কোল এগিয়ে দেওয়া। 'যথায় আতুর সন্তানে মা কোল বাড়ায়ে ডাকে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

কোলবালিশ [কোল+ফা বালিশ] *বি* পাশবালিশ। 'একটা কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে।' *জীবন*, ১৯৩২।

কোলভরা [কোল+ভরা] *বিণ* কোল পূর্ণ। 'কোলভরা তার কনক ধানে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

কোল-মুছা [কোল+মোছা] *বিণ* সর্বশেষ গর্ভজাত। 'থাক আমার ও কোল-মুছা খ্যাপা ছেলে হয়ে!' *নজরুল*, ১৯২৭।

কোলশিয়রী *বিণ* কোলে শুয়ে আছে এমন। 'কোলশিয়রী হয়ে কনখল গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে যায়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

কোলে করা *ক্রি* কোলে নেওয়া। 'তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কোলে কোলে *ক্রিবিণ* আশেপাশে। 'তট-তরু কোলে কোলে সারাদিন কলরোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

কোলেত *ক্রিবিণ* কোলে। 'কুন্তির কোলেত কৈল পুত্র সমার্পণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কোলেথু *ক্রিবিণ* কোলে। 'ধাত্রির কোলেথু শিশু হৈল আলোপন।' *সুলতান*, ১৭০০।

কোলে-পিঠে *ক্রিবিণ* কোলে এবং পিঠে বসিয়ে। 'খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে ... এনে একটা টাঙ্গায় বসালেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

কোলের ছেলে *বি* সবচেয়ে ছোটো ছেলে। 'আহা! তা বটেই তো, কোলের ছেলে!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কোল[2] [স] **১** *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'দুরন্ত কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কোলজাতি ছোটনাগপুরের কিয়দ্ভাগে অধিবাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* কোল সৈন্য। 'পদাতি উঠিল জিআ তের কাহন কোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* হিজরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কোলবংশীয় [স] *বিণ* কোল বংশজাত। 'এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণরের শাসন-অধীনে পাওয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কোলীয় [স] *বিণ* কোল বংশীয়। 'বাঙ্গালা অধিকার করিলে কোলীয় ও দ্রাবিড়ী অনার্য্যগণ তাঁহাদিগের তাড়নায় পলায়ন ...' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কোল[3] **সরা** *বি* হাঁড়ির ঢাকনা; হিন্দুদের মঙ্গলাচারে ব্যবহৃত লাল সুতা দিয়ে পরস্পর মুখোমুখি করে বাঁধা দুটি সরা। 'সর্ষব পুটলি ভরা বান্ধ্যা নিল কোল সরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোল[4] *বি* শূকর। 'কোলমাংস ভক্ষণ যবনী বারাঙ্গনা গমন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কোল[5] [ফা] *বি* স্রোতহীন জলভাগ। 'যে অংশ প্রায় ভূমি দ্বারা বেষ্টিত তাহাকে কোল কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

কোলম্বক [স] *বি* বীণার বাহ্যিক কাঠামো। 'মুকুতা-খচিত কোলম্বক।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কোলা [আ কুলা] **১** *বিণ* মোটা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* মাটির তৈরি বড়ো পাত্র। 'গুড়ের নয়া পাটালিতে হুড়ুমের কোলা ভরে।' *জসীম*, ১৯২৭।

কোলাব্যাং, কোলাব্যাঙ [আ কুলা>+স ব্যঙ্গ] *বি* বড়ো ও মোটা আকারের ব্যাং। 'কোলাব্যাং।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিল।' *অবন*, ১৮৯৬; 'তাঁকে দেখে আমার শুধু কোলাব্যাঙের কথা মনে পড়তে লাগল।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'বুড়ো গোরুর টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কোলাকুলি, কোলাকুলী [স ক্রোড়>] *বি* পরস্পর আলিঙ্গন। 'নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকুলী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কর্ণধার সহিত করিয়া কোলাকুলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কোলাকোলি, কোলাকোলী [স ক্রোড়>] *বি* পরস্পর আলিঙ্গন। 'উঠিয়াত কোলাকোলি কৈল দুই জনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'নিত্যানন্দ অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কোলাচ [স ক্রোড়াঞ্চল] *বি* অতি অল্পবয়স্ক; শিশু। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোলাপসিবল [ই] *বি* ভাঁজ করে বন্ধ করা যায় এমন দরজা। '... সদরের কোলাপসিবল বন্ধ।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কোলাপুরী *বিণ* কোলাপুর নামক স্থানে তৈরি। 'কোলাপুরী স্যান্ডেল।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কোলাহল [স] **১** *বি* গুঞ্জন। 'ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শব্দ। 'কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য-কোলাহলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* কলকল ধ্বনি। 'সমুদ্রসলিলে করালতম কল্লোল-কোলাহল উৎপাদিত করিয়া ...' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বি* হৈচৈ। 'তাহার উল্লাস, কোলাহল স্মরণ করিলে অদ্যাপি কয় ব্যক্তির চিত্ত বিকলিত না হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৫** *বি* ডাকাডাকি। 'আঁধার কাকের দল/ সাঙ্গ করি কোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৬** *বি* শিহরণ। 'কৃষ্ণচূড়ার মত/ তাজা সোচ্চার/ রক্তের কোলাহলে।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

কোলাহল-কুৎসিত [স] *বিণ* কোলাহলের কারণে শ্রীহীন। 'কোলাহল-কুৎসিত এ-নগরের ভিড়ে/ দুষ্টশ্বাস জনতা-আঁধারে বার হয়ে এলে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩২।

কোলাহলভরা [স কোলাহল+ভরা] *বিণ* কোলাহলপূর্ণ। 'কোলাহলভরা সংসারের বাস্তবতার মধ্যে ...' *মানিক*, ১৯৪০।

কোলাহলমুখর [স] *বিণ* শোরগোলপূর্ণ। 'সেই অনুপাতে কোলাহলমুখর নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কোলাহলরত [স] *বিণ* কলরবরত। 'শাদা বকের দল বিলের ধারে কোলাহলরত।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কোলাহলী [স] *বিণ* কলরবপূর্ণ। 'কোলাহলী কৌতূহলী দৃষ্টির

অন্তরালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কোলি [স] *বি* কুল; বরই। 'নেবু কোলি-আদি নানা প্রকার আচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কোলিখণ্ড [স] *বি* কুল ফলের টুকরা। 'কোলিশুষ্ঠি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কোলিচূর্ণ [স] *বি* কুলের গুঁড়া। 'কোলিশুষ্ঠি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কোলিশুষ্ঠি [স] *বি* শুকনা কুল। 'কোলিশুষ্ঠি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কোলিয়ারি [ই] *বি* কয়লাখনি। 'অনেকগুলো কোলিয়ারি কিনে ফেললে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

কোলু [স কলু>] *বি* তেল উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে যুক্ত পেশাধারী সম্প্রদায়বিশেষ; কলু। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোলুনি [স কলা>] *বি* কলুর স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কোল্ড ড্রিংক [ই] *বি* কোমল পানীয়। 'তুমি যে কোল্ড-ড্রিংক দিলে এনে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

কোশ[1] [স ক্রোশ] *বি* ক্রোশ; চার হাজার গজের সমান দূরত্ব। 'সমুখে মদনপুর সওয়া কোশ বাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোশেক *বিণ* প্রায় এক ক্রোশ পরিমাণ। 'জুড়িআ কোশেক বাট বরযাত্র চলে ঠাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কোশ[2] [স কোষ] *বি* তলোয়ার রাখার খাপ। 'বাইরে ফাঁকা পাঁইতারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ-কোশ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কোশা [স কোশ] *বি* নৌকা। 'কোশা ভাউরা অতি ভাল নানা মতে ধরে হাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। দ্র **কোষা**

কোশাকুশি [স কোশ>] *বি* পূজায় ব্যবহৃত তামার পাত্রবিশেষ। 'কোশাকুশি প্রভৃতি পাত্র পবিত্রতম বলিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কোশাদা [ফা কোশাদাহ] *বিণ* প্রশস্ত। 'খোদা আপনার নসীব কোশাদা করুন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

কোশিদা [ফা কোশাদাহ] *বিণ* চওড়া। 'তাঁধে কোশিদা কাপড়ের বড়ো রুমাল।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

কোশিস [ফা কোশিশ] *বি* চেষ্টা। 'আমি কোশিস করেছি।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

কোশেশ, কোশেষ [ফা] *বি* প্রয়াস। 'বহুত কোশেশে ডেরে আইল মোহাম্মদ।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'নিজের ঘুম ভাঙ্গিয়া দিবার অনেক কোশেষ করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

কোশ্চেন [ই] *বি* প্রসঙ্গ। 'ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কোশ্চেন ধামাচাপা পড়ে যাবে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

কোষ [স] **১** *বি* ভাণ্ডার। 'লুটিআ লইল সব কোষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* খাপ; যার মধ্যে তলোয়ার থাকে। 'নিরপরাধে অপমানগ্রস্ত হইয়া আপন কোষ হইতে খড়্গ লইয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৩** *বি* সংকলনগ্রন্থ; অভিধান। 'ডাক্তর কেরি ... তাঁহার নিজরচিত কোষ ও ব্যাকরণ গ্রন্থ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **৪** *বি* কোয়া। 'বাড়ীর টেক্স বৃদ্ধি হইলে পরের মাতায় কাঁটাল রাখিয়া অনায়াসেই সেই কোষ খাইবেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫১। **৫** *বি* অণ্ডকোষ; মুষ্ক। 'সমুদ্রের জল খেয়ে বৃদ্ধি কর কোষ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৬** *বি* হাতের তালু। 'কোষ-কোষ তেল নিয়ে গায়ে মাখে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩। **৭** *বি* জীবদেহের ক্ষুদ্রতম একক। 'যা ছিলো সঞ্চিত এই সঞ্চারিত শরীরের কোষে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

কোষকর্তা, কোষকর্ত্তা [স] *বি* অভিধান-প্রণেতা। 'উত্তম কোষকর্ত্তারা সত্য অমর হন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কোষ-কোষ [স] *বিণ* হাতের তালুভর্তি। 'কোষ-কোষ তেল নিয়ে গায়ে মাখে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

কোষগ্রন্থ [স] *বি* অভিধান জাতীয় বই। 'তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ... দুর্লভ কিতাব এবং কোষগ্রন্থ সংগৃহীত ছিল।' *শিব*, ১৯৫৬।

কোষবদ্ধ [স] *বি* জোড়বদ্ধ। 'বালিকাবধূর অঞ্জলি কোষবদ্ধ হাতে গ্রহণ করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

কোষমুক্ত [স] *বিণ* খাপ থেকে বের করা হয়েছে এমন; উন্মুক্ত। 'শমনের কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ণ অসি সর্বক্ষণ যে মস্তকোপরি রয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কোষাদি [স কোষ-আদি] *বি* শব্দকোষ জাতীয় গ্রন্থাদি। 'ডাক্তর কেরি ... নানা ব্যাকরণ ও কোষাদি শিক্ষার্থ কৃতযত্ন হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কোষার্ধ, কোষার্দ্ধ [স কোষ-অর্ধ] *বি* ঝিনুকের খোলা। 'শুক্তির কোষার্দ্ধে ছাগদুগ্ধ পূর্ণ করিয়া তাহার মুখবিবরে প্রদান করিতে উদ্যোগ করিতেছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কোষা [স কোষ>] **১** *বি* হিন্দুদের পূজায় ব্যবহৃত নৌকাকৃতি তামার তৈরি জলপাত্রবিশেষ। 'কোষা ধরা গোঁসা ভরা তপে জপে রত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* এক ধরনের ক্ষুদ্র নৌকা। 'তার পর বুঝি তোমার কোষায় উঠলেন?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

কোষাকোষি [স কোষ>] *বি* হিন্দুদের পূজায় ব্যবহৃত ক্ষুদ্র নৌকাকৃতির জলপাত্রবিশেষ। 'একটি কুসঙ্গীর মধ্যে পঞ্চপ্রদীপ, কোষাকোষি, কতকগুলি সলিতা।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

কোষাগার [স কোষ-আগার] *বি* অর্থভাণ্ডার। 'রাজা স্ববাক্যপ্রতিপালন কারণ ... প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কোষাধীশ [স কোষ-অধীশ] *বি* কোষাধ্যক্ষ; ধনাগারের রক্ষক। 'রাজা কোষাধীশকে কহিলেন তুমি দরিদ্র আইলে হাজার হূন দিবা ...। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

কোষাধ্যক্ষ [স] **১** *বিণ* অর্থাদির রক্ষক। 'শ্রীযুত হরিমোহন সেন ঐ টাকার সংগ্রাহক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বি* সম্পদশালী লোক। 'তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে, তাঁহারা ঈশ্বরের কোষাধ্যক্ষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কোষাধ্যক্ষতা [স] *বি* ধনাগার রক্ষা করার কাজ। 'সাহেব কোষাধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

কোষাধ্যক্ষা [স] *বি স্ত্রী* ধনাগারের কর্তা। 'কোষাধ্যক্ষা – মিসেস .... খান।' *বেগম*, ১৯৪৭।

কোষ্টা [স কোষ] *বি* পাট; পাটের আঁশ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কোষ্টার উপর দাদনি করিয়া টাকা দিবেক।' *কেরি*, ১৮০২।

কোষ্ঠ [স] *বি* প্রকোষ্ঠ। 'পৃথক পৃথক কোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া পৃথক পৃথক ভক্ষ্যবস্তু গ্রহণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কোষ্ঠপরিষ্কারক [স] *বিণ* কোষ্ঠ পরিষ্কার করে এমন। 'একটি কোষ্ঠপরিষ্কারক পুরিয়াও দিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কোষ্ঠী [স] *বি* জন্মপত্রিকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'লগ্ন নিরূপণ করিয়া কুমার

বাহাদুরের কোষ্ঠী স্থির করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

কোষ্ঠীপত্র [স] *বি* জন্মপত্রিকা; গ্রহের অবস্থান, রাশি-লগ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী-সহ জ্যোতিষীর ঠিকুজি। 'কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মতো গুটানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কোস [স ক্রোশ] *বি* ক্রোশ। 'পড়িল পুতুনা পথ ছয় কোস জুড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কোসাই, কোসাবি [স কোষ>] *বি* ছোটো খরগোশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কোস্তু [ফা কুশতম্>?] *বি* অমার্জিত ভাষায় গালাগালি। 'তোরে কেহ কোস্তু মারিতে পারিবে না।' *কেরি*, ১৮০২।

কোস্তাকুস্তি [ফা কুশতম্-কুশতা] **১** *বি* কুচকাওয়াজ। 'আমি দিনকতক ছন্দ নিয়ে সৈনিকের মতই কোস্তাকুস্তি করেছি।' *নজরুল*, ১৯২১। **২** *বি* মারামারি:. ধস্তাধস্তি। 'তোর মতো ভূতো মারহাট্টা ছেলেদেরই এসব কোস্তাকুস্তি সাজে!' *নজরুল*, ১৯২৭। **৩** *বি* জোরাজুরি। 'পুরনো দলিল পেড়ে দর নিয়ে কোস্তাকুস্তি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

কোহানে *ক্রিবিণ* কোথায়। 'এ মাড়ুয়াবাদি শালা গেল কোহানে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কোহিঅ *ক্রি* আটকে গেলাম। 'আদঅ ফিটি টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

কোহিনুর [ফা কোহ্-ই-নূর] *বি* বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান এবং সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো হীরা। এটি অন্ধ্র প্রদেশে পাওয়া যায় বলে ধারণা করা হয়। বিভিন্ন সময়ে রাজপুত, মোগল, আফগান, ইরান ও পাঞ্জাবের রাজার অধিকারে ছিলো। বর্তমানে ব্রিটিশ মুকুটের অংশবিশেষ। 'সূর্যমুখী সেই কোহিনুর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

কোহিলে *ক্রি* বললে। 'কোহিলে শেষব কথা নাহি আদি অন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কোহো *বিণ* কোনো। 'কোহো জন্তু তাত না করএ জলপান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কৌউসল, কৌচল [ই কাউন্সিল] *বি* পরিষদ। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

কৌঁসিল [ই] *বি* কাউন্সিল। 'কৌঁসিলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার কারণ ফতেহগড় হইতে মোং কলিকাতায় আইসেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

কৌচ [ই] *বি* ঘোড়ার গাড়ি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। 'কৌচ টিপাই ইত্যাদি বহুবিদ এতদ্দেশীয় শিল্পদ্রব্য।' *ইংলিশম্যান*, ১৮৩৬।

কৌচকেদারা [ই কৌচ+প কেদারা] *বি* গদিযুক্ত আরামদায়ক চেয়ার। 'ভাল কৌচকেদারা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কৌট [স কুট্টনী] **১** *বি* কুটনি; অবৈধ যৌন মিলনে সহায়তাকারী দূতী। 'নিজুতে না হয় যদি লাগইমু কৌটে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* মিথ্যা। 'কৌট কবে কও কিন্তু এই যুক্তি রবে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কৌটা [স কাষ্ঠ>] *বি* ঢাকনিযুক্ত ছোটো পাত্রবিশেষ। 'খএরের গাছ কৌটা ইত্যাদি দ্রব্যের আকার গড়ন।' *গৌর*, ১৮২২।

কৌটাবাদাম [স কাষ্ঠ>+স বাতাম্র] *বি* এক ধরনের বাদাম। 'এই দেশে অপরূপ কৌটাবাদামের চাষ হয়।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

কৌটা-ভরা [স কাষ্ঠ>+ভরা] *বিণ* কৌটাপূর্ণ। 'কৌটা-ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়।' *জসীম*, ১৯২৯।

কৌটিল্য [স] *বি* কুটিলতা। 'কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে তাঁর চিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৌটিল্যভাব [স] *বি* চতুর মনোভাব। 'তাঁহার অত্যন্ত কৌটিল্যভাব প্রকাশ পাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

কৌটো [স কাষ্ঠ>] **১** *বি* ঢাকনাযুক্ত ছোটো পাত্রবিশেষ। 'যেই পাবে না ... কৌটো পানের জর্দার।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* গহ্বর। 'ধারণ করি হৃদয়ের কোমল কৌটোয়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

কৌড় [স কপর্দক] *বি* কড়ি। 'খেলে সদা টিকা কৌড় ভেটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৌড়ি, কৌড়ী [স কপর্দক] *বি* কপর্দক; কড়ি। 'কৌড়ী আণিআঁ দেএ সাসুড়ীর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৌণপ [স] *বি* রাক্ষস। 'কৌণপ ফাঁফর ক্রোধ দেখিয়া কন্যার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

কৌণিক [স] *বিণ* কোনাকুনি। 'জমাট মেঘ উড়ে এল, যার অভিক্ষেপগুলো কৌণিক ও তীক্ষ্ণ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

কৌণিকতা [স] *বি* কুটিলতা?। 'কাঠিন্য ও কৌণিকতাগুলি সযত্নে বাদ দিয়ে ...।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

কৌতর [ফা কবুতর] *বি* কবুতর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কৌতরের টাঙ্গ *বি* কবুতরের ঘর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কৌতুক[১] [স] **১** *বি* আনন্দ। 'কৌতুকে মঙ্গল হৈল পৃতি ঘরে ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ঠাট্টা। 'তাহাতে যে দেব মোহে এ নহে কৌতুক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* সৌন্দর্য। 'উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* রং-তামাশা। 'গবাক্ষের দ্বার হইতে পথের কৌতুক দেখিতেছিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **৫** *বি* জানার ঔৎসুক্য; কৌতূহল। 'কৌতুক শব্দের অর্থ কৌতূহল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'দ্রুত কৌতুকে তব বাতায়নে কী দেখে চেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কৌতুককর [স] *বিণ* মজাদার। 'একটি কৌতুককর কথা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কৌতুককরী [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'সেই বিষয়ে কৌতুককরী কথাটি এই ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

কৌতুকচেতসী [স] *ক্রিবিণ* কৌতুক চিত্তে; কুতূহল মনে। 'কুসুমে লুকান ধর্ম কৌতুকচেতসী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কৌতুকচ্ছলে [স] *ক্রিবিণ* ঠাট্টা করার ছলনায়। 'কৌতুকচ্ছলে কতকগুলি হিতকর বাক্য বলা।' *রাজ*, ১৮৭৪।

কৌতুকজনক [স] **১** *বিণ* আমোদজনক। 'এইরূপ এক পরম কৌতুকজনক আখ্যান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* মজাদার। 'আমি এই সমুদায় পরম কৌতুকজনক ব্যাপার দর্শন করতঃ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* আগ্রহব্যঞ্জক। 'ফুটবল ম্যাচের একটা কৌতুকজনক গল্প শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কৌতুকতীব্র [স] *বিণ* পরিহাসে তীক্ষ্ণ। 'বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।।

কৌতুকদর্শী [স] *বিণ* কৌতুকপ্রিয়। 'কৌতুকদর্শী স্বরূপে ... হাস্য করিতে থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কৌতুকদীপ্ত [স] *বিণ* কৌতূহলপূর্ণ। 'যুবতীর কৌতুকদীপ্ত নয়ন দুটিতে চাপা হাসি ফুটি-ফুটি করিতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

কৌতুকনয়নে [স] *ক্রিবিণ* কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে। 'পাছে কেহ কুতূহলে কৌতুকনয়নে/ হৃদয়দুয়ারে এসে দেখে হেসে যায়।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯০।

কৌতুকনাট্য [স] *বি* হাস্যরসাত্মক নাটক। 'বেশ মনে পড়ে, বড়দাদা একবার কী একটা কিম্ভুত কৌতুকনাট্য রচনা করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কৌতুকপরতা [স] *বি* হাস্যপরায়ণতা। 'মৃত্যুর পরেও তাহার কৌতুকপরতা কমে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কৌতুকপরায়ণ [স] *বিণ* পরিহাসপ্রিয়। 'কৌতুকপরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৌতুকপূর্ণ [স] *বিণ* ঠাট্টাপূর্ণ। 'প্রেমিক প্রেমিকার কৌতুকপূর্ণ বাক বিনিময়।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

কৌতুকপ্রদ [স] *বিণ* কৌতুক উদ্রেককারী। 'উপন্যাস ততই বেশী কৌতুকপ্রদ হ'য়ে সময় কাটানো ও নিদ্রাকর্ষণের পক্ষে বেশী উপযোগী হবে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

কৌতুকপ্রফুল্ল [স] *বিণ* কৌতুকবশত আনন্দিত। 'পথের মধ্যে কৌতুকপ্রফুল্ল পরিপূর্ণ হাস্যমুখখানি লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৌতুকপ্রবণ [স] *বিণ* পরিহাসপ্রিয়। 'কৌতুকপ্রবণ মনের খুশী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কৌতুকপ্রবণা [স] *বিণ স্ত্রী* রহস্যোন্মুখ; রহস্য করতে উৎসাহী। 'হেমাঙ্গিনী কৌতুকপ্রবণা হইয়া উঠিলেন।' *তারা*, ১৯৪০।

কৌতুকপ্রযুক্ত [স] *ক্রিবিণ* কৌতূহলী হয়ে। 'কৌতুকপ্রযুক্ত যোগপাদুকারোহণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কৌতুকপ্রিয় [স] *বিণ* আমুদে। 'কোনো কৌতুক প্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কৌতুকপ্রিয়তা [স] *বি* তামাশাপ্রীতি। 'ইহাদের বুদ্ধিশালিতা, দয়ালুতা, কৃতজ্ঞতা, কৌতুকপ্রিয়তা প্রভৃতি বিস্ময়াবহ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কৌতুকপ্রিয়া [স] *বিণ স্ত্রী* কৌতুক ভালোবাসে এমন। 'অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয়া মেয়ে জমে গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কৌতুকপ্রোজ্জ্বল [স] *বিণ* কৌতুকসমৃদ্ধ। 'এই স্থিতধী মানুষটির কৌতুকপ্রোজ্জ্বল প্রবন্ধাবলীর তুলনা মেলা কঠিন।' *শিব*, ১৯৭৩।

কৌতুকবিমুখ [স] *বিণ* কৌতূহলহীন। 'শান্ত, বিমর্ষ ও কৌতুকবিমুখ সংগ্রামপরায়ণতা তার সর্ব অবয়বে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

কৌতুক বেহার [স কৌতুকবিহার] *বি* আমোদজনক বিহার। 'কুচনীর সঙ্গে করে কৌতুক বেহার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কৌতুকভরে *ক্রিবিণ* কৌতুকের ছলে। 'কৌতুকভরে স্বপ্নটির বিশ্লেষণকার্য নিয়ে অগ্রসর হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কৌতুকমতী [স] *বি স্ত্রী* রসিক। 'কৌতুকমতীরা একে অপরের কানে কানে কথা বলিতে লাগিলেন।' *জসীম*, ১৯৬১।

কৌতুকময় [স] *বিণ* রহস্যময়। 'ঘনানো মৃত্যুর স্বাদে পাগলদিদি কৌতুকময়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কৌতুকময়ী [স] *বিণ* রহস্যময়ী। 'এ কী কৌতুক নিত্যনূতন ওগো কৌতুকময়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কৌতুকরস [স] *বি* কৌতুকমিশ্রিত রস। 'ভাষায় এমন একটু কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৌতুকশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* রহস্যপ্রিয়। 'কৌতুকশীলা সঙ্গীরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৌতুক-সরসতা, কৌতুকসরসতা [স] *বি* কৌতুকের ভাব। 'সে চোখ কৌতুক-সরসতা হারাইয়া এমন তীব্র হইয়া উঠিল।' *তারা*, ১৯৪০; 'তাঁর কল্পনার কৌতুকসরসতাও এর ফলে ক্ষীণ হয়ে আসে।' *শিব*, ১৯৭৩।

কৌতুকহাসি [স কৌতুকহাস] *বি* কৌতুকজনিত হাসি। 'তাহার নিঃশব্দ কৌতুকহাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কৌতুকহাস্য [স] *বি* কৌতুকপূর্ণ হাসি। 'কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল একটি যুবকের মূর্তি।' *তারা*, ১৯৪০।

কৌতুকাগার [স কৌতুক-আগার] *বি* জাদুঘর। 'যে গৃহে কৌতুক-বিষয়ক সমুদায় সামগ্রী বিদ্যমান থাকে, তাহার নাম কৌতুকাগার।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কৌতুকানন্দ [স কৌতুক-আনন্দ] *বি* ঠাট্টাচ্ছলে সৃষ্ট খুশি। 'রূপের ছটা বিস্তার করিয়া দিয়া কৌতুকানন্দ উপলব্ধি করিতেছেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

কৌতুকাবহ [স কৌতুক-আবহ] **১** *বিণ* হাস্যকর। '২৪ ইঞ্চ মাপ অতীব কৌতুকাবহ ও সৃষ্টিছাড়া।' *সুলভ*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* কৌতূহলজনক। 'তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কৌতুকাবিষ্ট [স কৌতুক-আবিষ্ট] **১** *বিণ* কৌতূহলী। 'কৌতুকাবিষ্ট অনাহূত লোকের সমাগমে নিতান্ত নিরবকাশ হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বিণ* জানার আগ্রহ আছে এমন; জিজ্ঞাসু। 'তাঁহারা কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে, সত্বর গমনে, তথায় উপস্থিত হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৩** *বিণ* আনন্দিত। 'কৌতুকাবিষ্ট মনে মৃদু মৃদু হাস্য করিতে থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কৌতুকালাপ [স কৌতুক-আলাপ] *বি* আমোদজনক কথাবার্তা। 'পিতার অসাক্ষাতে ফেলনাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কৌতুকেঁ *ক্রিবিণ* খেলাচ্ছলে। 'কৌতুকেঁ রাখিলোঁ গাই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কৌতুকি, কৌতুকী [স কৌতুকী] **১** *বিণ* আনন্দিত। 'বুকে বুকে জুদ্ধ করি হইলা কৌতুকি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* পরিহাসপ্রিয়। 'কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* কৌতূহলী। 'হইআ কৌতুকি ধাইল ধানকি আরপে শ্রীমন্তের গায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক-উন্নমিতা, একান্ত কৌতুকী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কৌতূহল [স] **১** *বিণ* আগ্রহব্যঞ্জক। 'বিনা কোন সাজকোজ ও কোন উপদেষ্টা কিম্বা উত্তরসাধক ব্যতিরেক, কৌতূহল স্থলে উপস্থিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* আগ্রহ। 'ইহার বিবরণ জানিতে অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বি* বাসনা। 'মনের ভিতর রাশীকৃত কৌতূহল ছিপি-আটা শ্যাম্পেনের মতো চাপা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কৌতূহলকাতর [স] *বিণ* নতুন কিছু জানার জন্যে ব্যাকুল। 'একটি কথাও কৌতূহলকাতর বালিকার নিকট ফাঁস করিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কৌতূহলজনক [স] *বিণ* কৌতূহলপূর্ণ। 'তাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র ও লৌকিকজ্ঞান কেবল কৌতূহলজনক ও ধনাগমের উপায় বলিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

কৌতূহলজাত [স] *বিণ* কৌতূহল থেকে সৃষ্ট। 'কৌতূহলজাত প্রশ্ন

এক লহমায়, বিনা কসরতে ফৈসালা করে দেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

কৌতূহলদৃষ্টি [স] *বি* কৌতূহলপূর্ণ চাহনি। 'যেখান-সেখান হইতে সকলের তীক্ষ্ণ কৌতূহলদৃষ্টি আসিয়া ক্ষতস্থানে পতিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কৌতূহলনিবৃত্তি [স] *বি* কৌতূহল প্রশমন। 'কৌতূহলনিবৃত্তি করা তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কৌতূহলপর [স] *বিণ* কৌতূহল-পরায়ণ। 'সেই শক্তিই কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কৌতূহলপরিতৃপ্তি [স] *বি* আগ্রহ নিরসন। 'একি কতকটা কৌতূহলপরিতৃপ্তি নয়?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কৌতূহলপূর্ণ [স] *বিণ* জিজ্ঞাসাপূর্ণ। 'জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতূহলপূর্ণ নেত্র আমাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কৌতূহলপ্রদ [স] *বিণ* ঔৎসুক্যজনক। 'অদ্ভুত কৌতূহলপ্রদ ও মুগ্ধকর জিনিস।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কৌতূহলবশত [স] *ক্রিবিণ* কৌতূহলী হয়ে। 'দ্বারী কল্লুকে কৌতূহলবশত তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কৌতূহলবশে [স] *ক্রিবিণ* কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে। 'দেশে দেশান্তরে করা করেছে ভ্রমণ কৌতূহলবশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কৌতূহলবৃত্তি [স] *বি* অনুসন্ধিৎসা। 'বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

কৌতূহলবৃদ্ধি [স] *বি* আগ্রহ সঞ্চার। 'সেই সূত্রে জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলবৃদ্ধি ও বৈকল্পিক নানা ভাবনাচিন্তার প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

কৌতূহলভরে [স] *ক্রিবিণ* আগ্রহের সঙ্গে। 'কে তুমি পড়িছ বসি কৌতূহলভরে আমার কবিতাখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

কৌতূহলরূপ [স] *বিণ* কৌতূহলের অনুরূপ। 'কৌতূহলরূপ দীপ্তি হুতাশন ক্রমশ প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কৌতূহলশূন্যতা [স] *বি* আগ্রহহীনতা। 'তাঁর মুখে একটি কৌতূহলশূন্যতার ভাব জাগে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কৌতূহল স্থল [স] *বি* রঙ্গমঞ্চ। 'বিনা কোন সাজকোজ ও কোন উপদেষ্টা কিম্বা উত্তরসাধক ব্যতিরেক, কৌতূহল স্থলে উপস্থিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

কৌতূহলহীনতা [স] *বি* আগ্রহহীনতা। 'জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলহীনতা ... ও নিরভিযানী ভোগবৃত্তি।' *শিব*, ১৯৫৬।

কৌতূহলাক্রান্ত [স কৌতূহল-আক্রান্ত] *বিণ* উৎসুক। 'ভূদেব কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কৌতূহলাবিষ্ট [স কৌতূহল-আবিষ্ট] *বিণ* উৎসুক। 'তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে, সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কৌতূহলোদ্দীপক [স কৌতূহল-উদ্দীপক] *বিণ* কৌতূহলের উদ্রেক করে এমন। 'যেরূপ বৃত্তান্ত আছে তাহা অতি বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কৌতূহলী [স] **১** *বিণ* আগ্রহী। 'বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া আমি কিয়ৎকালাবধি দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* উৎসুক ব্যক্তি। 'কৌতূহলীরা দাঁড়িয়ে দেখছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* কৌতূহল জাগায় এমন। 'ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন কৌতূহলী ভোরের আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কৌতূহলোদ্দীপক দ্র **কৌতূহল**

কৌৎসিত্য [স] *বি* অশ্লীলতা। 'তার কৌৎসিত্য বোঝাতে পারবো না।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

কৌন *বিণ* কোন। 'পাপ-পয়োনিধি পার হব কৌন উপায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কৌনসল [ই কাউন্সেল] *বি* গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদের সচিব। 'কৌনসলের সকরটর সাহেবের নিকট পহুছিল।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

কৌনসলী [ই কাউন্সেল] *বি* আইনজীবী। 'উকিল কৌনসলী কি কর্ম্ম করে তাহাও জ্ঞাত নহে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কৌনসুলি [ই] *বি* আইনজীবী। 'কৌনসুলি সাহেবকে সওগাত পাঠাতে হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কৌন্ত [স] *বি* বর্শা জাতীয় অস্ত্র। 'শেল, শক্তি, জাটি, তোমর, ভোমর, নারাচ, কৌন্ত – শোভে দন্তরূপে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কৌন্তিক-কুল [স] *বি* বর্শাধারী সৈন্যদল। 'দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আস্ফালিল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কৌন্তেয় [স] *বি* মহাভারতোক্ত কুন্তীর পুত্র। 'হে কৌন্তেয়, যদি এ লালিত্য, এ কোমল ভীরুতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কৌন্সলী [ই] *বি* আইনজীবী। 'তাঁহারা কৌন্সলীরদিগকে তর্ক এবং জজেরদিগের প্রশ্ন বুঝিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কৌন্সিল [ই] *বি* উপদেষ্টা পরিষদ। 'কৌন্সিলের মেম্বর কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

কৌন্সুলি [ই কাউন্সেল] *বি* আইনজীবী। 'কৌন্সুলির টাকা যোগাড় কত্তে হবে, সই কর।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কৌন্সেল [ই] *বি* গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদ। 'তাঁহাকে কৌন্সেলে নিযুক্ত করিলেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮; 'বৃদ্ধাবস্থায় কৌন্সেলে পেন্স্যনের দরখাস্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

কৌন্সেলভুক্ত [ই কৌন্সেল+স ভুক্ত] *বিণ* গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। 'সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন পরে কৌন্সেলভুক্ত হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

কৌপয়ী *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আসাম প্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরী, কৌপয়ী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কৌপিন [স কৌপীন] *বি* নেংটি। 'উড়িয়ান বন্ধ কটি পৈরন কৌপিন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কৌপিনধারী [স কৌপীনধারী] *বিণ* নেংটি-পরিহিত। 'প্রণয়ের বৈরাগী, প্রণয় নিমিত্ত তিনি অল্লাহারী, প্রণয় নিমিত্ত কৌপিনধারী।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

কৌপীন [স] *বি* নেংটি। 'এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কৌপীনবন্ত [স] *বিণ* নেংটিবিশিষ্ট। 'যে কৌপীনবন্ত হয়ে বেলাভূমির বালুকা চষে বেড়াচ্ছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

কৌপীনমাত্রাবশেষ [স কৌপীন-মাত্র-অবশেষ] *বিণ* একমাত্র নেংটি পরা আছে এমন। 'আমি দ্যূতকার অদ্য দ্যূতক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া

কৌপীনমাত্রাবশেষ হইয়াছি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কৌম [আ কওম] *বি* সম্প্রদায়; জাতি। 'ফজর হল যে, আজান দিতেছে কৌম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কৌম সমাজ [আ কওম+স সমাজ] *বি* গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ। 'আমি কৌম সমাজের লোক।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

কৌমারাবস্থা [স কৌমার-অবস্থা] *বি* অবিবাহিত অবস্থা। 'স্ত্রীলোকের কৌমারাবস্থায় পিতা রক্ষক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কৌমারী [স] *বি* অবিবাহিত মেয়ে। 'কৌমারী রঙ্গে জুগিনী সঙ্গে কবরী ধরি দেই পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৌমার্য [স] **১** *বি* অবিবাহিত অবস্থা। 'আপনারা ভদ্রলোক, কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* নবযৌবন। 'চেয়েছিলে অযাচিত উপহার দিতে অনুপম কৌমার্য তোমার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

কৌমার্যব্রত [স] *বি* বিয়ে না করার শপথ। 'আপনারা ভদ্রলোক, কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৌমার্যসভা [স] *বি* অবিবাহিতদের সভা। 'কৌমার্যসভার কেন সভ্য না হব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৌমুদিনী [স] *বি স্ত্রী* চাঁদের কিরণ। 'সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

কৌমুদী [স] *বি* জ্যোৎস্না। 'শ্বেতভুজে, আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কৌমুদীজাগর [স] *বি* জ্যোৎস্নালোকিত রাত। 'কবিত্ব আমার ধর্ম, তাই বুঝি কৌমুদীজাগরে ... এত মনোলোভা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

কৌমুদীবসনা [স] *বিণ স্ত্রী* শুভ্রবেশ পরিধানকারী। 'গেলা সতী কৌমুদীবসনা শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কৌমুদীরাশি [স] *বি* জ্যোৎস্নার আলোকমালা। 'ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যের কৌমুদীরাশি।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

কৌমুদীস্নাত [স] *বিণ* জ্যোৎস্নাযুক্ত। 'বন্যকুসুম-সুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তরসকলে সেই বীণার শব্দ তেমনি খেলিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

কৌরাগ *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'কৌরাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

কৌল [স ক্রোড়] *বি* কোল। 'মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কৌলিক [স] *বিণ* কুল বা বংশবিষয়ক। 'কৌলিক ধর্মপথে অন্ধকার দেখিয়া একেবারে কুলের পথ হারাইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কৌলিকব্রত [স] *বি* বংশপরম্পরাগত নিয়ম। 'বিদ্যাদানকে কৌলিকব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কৌলীন্য [স] **১** *বি* বল্লাল সেন কর্তৃক প্রবর্তিত বাঙালি হিন্দু সমাজের কিছু জাতের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা। 'কৌলীন্য পদ যে গুণেতে প্রাপ্ত হইলেন তাঁহারদের ইদানীং তত্তৎ গুণ লোপ হইয়াও তাদৃশ পদ থাকিল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* প্রাধান্য। 'স্বাস্থ্যের কৌলীন্যে ক্রূর যন্ত্রণার অসুস্থ প্রলাপে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

কৌলীন্য প্রথা [স] *বি* বল্লাল সেন কর্তৃক প্রবর্তিত বাঙালি হিন্দু সমাজের কিছু জাতের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা অনুসরণের রীতি। 'কৌলীন্য প্রথার সমাদর থাকাতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

কৌলীন্যসর্বস্ব [স] *বিণ* কুলীনত্বই সার এমন। 'কৌলীন্যসর্বস্ব ব্রাহ্মণদের বিনা মূলধনে আয়ের একটি নিশ্চিত পথ বলে ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

কৌলীন্যাচার [স কৌলীন্য-আচার] *বি* কুলীন প্রথা। 'কৌলীন্যাচার-জনিত যত ঘৃণাকর ও ভয়ঙ্কর পাপ উৎপন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

কৌশল [স] **১** *বি* ছলাকলা। 'কতহুঁ মনোরথ কৌশল কতরি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দক্ষতা। 'রাজা ... অনঙ্গার রূপলাবণ্য, কামকলাকৌশলে অনঙ্গাতে ... অনুরক্ত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বি* নিয়ম। 'তাহার এরূপ কৌশল করিয়া দিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৪** *বি* কারিগরি; নৈপুণ্য। জগতে এমত বস্তুর স্থিতি নাই যাহাতে কোন বিশেষ কৌশল দৃষ্ট না হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৫** *বি* রহস্য। 'পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৬** *বি* চেষ্টা। 'অনেক কৌশলে কোন এক স্ববয়স্ক ধনির আশ্রয় গ্রহণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৭** *বি* ধূর্তামি। 'কি কুৎসিত কৌশল!' *অক্ষয়*, ১৮৫১। **৮** *বি* প্রযুক্তি। 'কৌশলবিশেষ দ্বারা উক্ত প্রতিবিম্বিত প্রতিরূপকে বিশেষ আস্তরণের উপরে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কৌশলকর্তা, কৌশলকর্ত্তা [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'এই বিশ্বযন্ত্রের কৌশল দেখিয়া কৌশলকর্ত্তাকে নিয়তই ধন্যবাদ করিতে থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কৌশলক্রমে [স] **১** *ক্রিবিণ* চাতুর্যের সঙ্গে। 'কৌশলক্রমে আপনকার নিকট পাঠাইব।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *ক্রিবিণ* চালাকি ক'রে। 'একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত ...' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কৌশলচক্র [স] *বি* সৃষ্টিরহস্য। 'বিশ্বরাজ্যের কৌশলচক্রের মর্ম্মাবধারণ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কৌশলজাল [স] *বি* চক্রান্ত। 'ইঁহারা তজ্জন্য নানা প্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

কৌশলজ্ঞান [স] *বি* প্রযুক্তিবিদ্যা। 'বিস্তর কৌশলজ্ঞান, ও গণিতবিদ্যায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কৌশলধৃত [স] *বিণ* প্রযুক্তিগত। 'কৌশলধৃত এই স্থায়ী প্রতিরূপ ব্যাপারই আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ নামে অভিহিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কৌশলনিপুণ [স] *বিণ* চতুর। 'ভক্তের অভিলাষ সম্পূর্ণ কর – হে কৌশলনিপুণ রুক্মিণীহৃদয়বল্লভ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কৌশলপূর্ণ [স] *বিণ* চাতুর্যপূর্ণ। 'পাঠ্যতালিকায় স্থান না দেওয়ার একটা কৌশলপূর্ণ চেষ্টা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৩।

কৌশলময় [স] *বিণ* দক্ষতাসম্পন্ন। 'মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কৌশললব্ধ [স] *বিণ* কৌশলের মাধ্যমে লাভ-করা। 'কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে কোনো প্রার্থনালব্ধ অনুগ্রহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কৌশলসহকারে [স] **১** *ক্রিবিণ* নিপুণভাবে। 'কুন্দকলিকা ইত্যাদি অতি কৌশলসহকারে সংযোজনা করিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০। **২** *ক্রিবিণ* দক্ষতার সঙ্গে। 'কৌশলসহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

কৌশলসাধ্য [স] *বিণ* চাতুর্যপূর্ণ। 'কৌশলসাধ্য ব্যাখ্যা দ্বারা আপনাকে ভুলিয়ে কতকগুলি সংকীর্ণ বাহ্য সংস্কারের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কৌশলী [স] **১** *বিণ* কুশলতাসম্পন্ন; নিপুণ। 'বিহঙ্গ

অদ্ভুতসৃষ্টিকৌশলী জগৎপতির একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* ধূর্ত। 'লোকটা অসামান্য কৌশলী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কৌশিক-ধ্বজ [স] *বি* রেশমি বস্ত্রের পতাকা। 'উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ; উঠিছে আকাশে কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কৌশিকী [স] *বি* নাটকের রচনা ভেদবিশেষ। 'কৌশিকী, ভারতী প্রভৃতি ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কৌশী কানাড়া *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কৌশী কানাড়া – কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

কৌষল [স কৌশল] **১** *বি* ছলনা। 'গবনর জানেরেল কৌষলেতে মালুম হইল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **২** *বি* ফন্দি। 'আমি এমত কৌষল করব যে রাজা পুনরায় তোমাতে তুষ্ট হবেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

কৌষিক [স] *বিণ* রেশমি। 'কৌষিক বস্ত্র কৌষিক উত্তরী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কৌষেয় [স] *বিণ* রেশমি। 'নেত কৌষেয় বস্ত্র দিল পিন্ধাইয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কৌসল [স কৌশল] *বি* চাতুর্য; ছল। 'কৌসলে কুচ কোরক করে লেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কৌসলকলা [স কৌশলকলা] *বি* কলাকৌশল। 'সুধন্য কৌসলকলা তুলিল রন্ধনশালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৌসলি [ই] *বি* উচ্চ আদালতের আইনজীবী। 'হুকুম শ্রীযুত বড় সাহেবের ও কৌসলি সাহেবান মোকাম ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। *দ্র* **কৌঁসুলি**

কৌসাল [ই কাউন্সিল] *বি* গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদ। *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

কৌস্তুভ [স] *বি* (পুরাণ) মণিবিশেষ। 'জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভভূষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ক্কড়ক্কড় [ধ্বন্যা] *বি* বজ্রপাতের শব্দ। 'শন – শন – শনশন – ক্কড়ক্কড় কড় –।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ক্বাটো পেজ [ই কোয়ার্টো+পেজ] *বি* বড়ো পৃষ্ঠার চার ভাগের এক ভাগ; ১১.২৫ ইঞ্চি লম্বা, ৮.৭৫ ইঞ্চি চওড়া। 'ইহার পত্রসংখ্যা ক্বাটো পেজের ... হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ক্বচিৎ [স] **১** *ক্রিবিণ* কখনো কখনো। 'বড় ক্বচিৎ।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যে ব্যক্তি মনুষ্যত্বের ভাবনা রাখে না, সে জ্ঞানোপদেশ ক্বচিৎ মানে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* খুব কম। 'হে মূর্খজনপ্রতি ক্বচিৎ কৃপাকারিণি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

ক্বচিদ্বা [স ক্বচিৎ-বা] *ক্রিবিণ* কখনো বা। 'ক্বচিদ্বা সময়দোষে দুঃস্থ কায়স্থজাতীয় মহাশয়েরা গুরু মহাশয়ের কর্ম্ম করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ক্বড়াৎক্বড়াৎ [ধ্বন্যা] *বি* উচ্চ নিশ্বাসের শব্দ। 'প্রবল নিশ্বাসধ্বনি ঢাকের আওয়াজের মতো ক্বড়াৎক্বড়াৎ ডেকে ওঠে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ক্বণ [স] *বি* ধ্বনি। 'রথীবৃন্দ রথে মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ক্বণিত [স ক্বণ] **১** *বি* ধ্বনি। 'ঘাগর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ঝঙ্কৃত। 'শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ক্বণা [স ক্বণ>] *ক্রি* ধ্বনিত হওয়া। 'নিতম্ব-বিম্বে ক্বণিছে রশনা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ক্বাথ [স] **১** *বি* গাছগাছড়া পানিতে সিদ্ধ করে তৈরি নির্যাস। 'বৃক্ষের ত্বক সিদ্ধ করিলে যে ক্বাথ হয় ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* ময়লার স্তর। 'মূল ও পত্রের ক্বাথ ইত্যাদি নানা দ্রব্যে কীটাণু বাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **৩** *বি* কষানো ঘন ঝোল। 'পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন ক্বাথে সেরখানেক দুম্বার মাংস।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ক্যাওট [স কৈবর্ত] *বি* পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ক্যাওরা *বি* পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; কাওরা। 'এক ক্যাওরার মেয়েকে মুসলমান করে নেকা করেছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ক্যাঁক [ধ্বন্যা] *বি* আর্ত শব্দ। 'ক্যাঁক করে তার গলা টিপে ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ক্যাঁক করে *ক্রিবিণ* আকস্মিকভাবে। 'টুটি ক্যাঁক করে চেপে ধরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ক্যাঁক ক্যাঁক [ধ্বন্যা] **১** *বি* হাঁসের ডাক। 'এ যে হাঁসের মতো ক্যাঁক ক্যাঁক করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* ঘর্ষণজনিত শব্দ। 'কিল্লা দুটো ক্যাঁক ক্যাঁক কেঁদে যায়।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ক্যাঁকড়া [স কর্কট] *বি* কাঁকড়া। 'ক্যাঁকড়ার সম নিসপিস নাড়ো দাঁড়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ক্যাঁকলেসে [স কৃকলাস] *বিণ* কাঁকলাসের মতো। 'গিরিগিটে তার ক্যাঁকলেসে ঢং।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ক্যাঁ-কোঁ [ধ্বন্যা] *বি* যান্ত্রিক শব্দবিশেষ। 'ইদারা হতে যন্ত্রযোগে গোরুদের জল তোলবার সকরুণ ক্যাঁ-কোঁ শব্দ শুনতে পেতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ক্যাঁচকড়াৎ [ধ্বন্যা] *বি* মুদ্রণ যন্ত্রের শব্দ। 'ক্যাঁচকড়াৎ করিয়া একটা শব্দ হইল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

ক্যাঁচকোঁচ [ধ্বন্যা] **১** *বি* গোরুর গাড়ির চাকার শব্দ। 'কিন্তু শকটের চক্রগুলি অতি ভীষণ ক্যাঁচ কোঁচ রব করিতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বি* নাগরদোলা দুলুনির শব্দ। 'এইমাত্র ক্যাঁচকোঁচ শব্দে নাগরদোলাটি চালু হল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর [ধ্বন্যা] *বি* গাড়ির চাকার শব্দ। 'গাড়ি ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর করতে করতে বাজারের দিকে চলেছে।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

ক্যাঁ-চচ [ধ্বন্যা] *বি* ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটার শব্দ। 'ধারাল দায়ে সূক্ষ্মফলার ক্যাঁ-চচ করিয়া একটা মৃদু আর্ত্তনাদ উঠিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ক্যাকটাস [ই] *বি* গ্রীষ্মমণ্ডলে জন্মে এমন পাতাহীন এক ধরনের ছোটো কাঁটাগাছ। 'ক্যাকটাস গাছের ঝোপ-ঝাপের আড়ালে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ক্যাঙারু, ক্যাঙ্গারু [ই] *বি* পিছনের দু পা এবং লেজে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে অস্ট্রেলিয়ার এমন একটি জন্তু। 'ক্যাঙারুর বাচ্চা যেন গো।' *নজরুল*, ১৯৩২; 'ছাগল, লুমড়ি, হরিণের বাচ্চা, ক্যাঙ্গারু, এরাই এখানে বেশী।' *হাই*, ১৯৫৮।

ক্যাচক্যাচ [ধ্বন্যা] **১** *বি* ইতর প্রাণীর আর্তচিৎকার। 'নেজ মাড়িয়ে ধরিলে বেঁজী যেমন ক্যাচ ক্যাচ করে ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ। 'অসংখ্য ছেলেপিলের ক্যাচক্যাচ।' *জীবন*, ১৯৩২।

ক্যাচরম্যাচর [ধ্বন্যা] *বিণ* ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছে এমন। 'একটিমাত্র গরুর গাড়ি, চাকার ক্যাচরম্যাচর শব্দ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে।' *রশীদ*,

১৯৬৩।

ক্যাজুয়াল লিভ [ই] *বি* নৈমিত্তিক ছুটি। 'ন'দিন ক্যাজুয়াল লিভ নিতে হয়েছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ক্যাট ক্যাট [ধ্বন্যা] *বি* অনর্গল বিরক্তিকর কথা। 'ক্যাট ক্যাট করিস না তো?' *কায়সার*, ১৯৬২।

ক্যাটাগরি, ক্যাটাগরী [ই] *বি* শ্রেণী। 'ডবল ক্যাটাগরীর লাইসেন্সিং-এর বিরুদ্ধে এখানকার ব্যবসায়ী মহল অনেকদিন হইতেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ক্যাটারপিলার [ই] *বি* প্রজাপতির কীড়া; (এখানে) গাড়ির বা অন্য কোনো যন্ত্রের চাকার উপরে ব্যবহৃত খাঁজকাটা ধাতব বেল্ট। 'কলের হুসহুস আর ক্যাটারপিলারের চিৎকারে মুখরিত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

ক্যাটালগ, ক্যাটলগ [ই] ১ *বি* পণ্যদ্রব্যের তালিকা। 'মদের দোকানের ক্যাটলগ?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। ২ *বি* গ্রন্থ-তালিকা। 'ক্যাটালগের তালিকা ওল্টাতে ওল্টাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ক্যান্টনমেন্ট [ই] *বি* সেনানিবাস। 'ক্যান্টনমেন্টের মাঠে দেখি ক্ষীর-পুতুলের নাচ।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

ক্যাণ্ডল, ক্যাণ্ডেল [ই] *বি* মোমবাতি। 'দাদা কয়েকটা ক্যাণ্ডেল নিয়ে এস।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ক্যাণ্ডল-পাওয়ার [ই] *বি* আলো মাপার এককবিশেষ; মোমশক্তি। 'এক সহস্র ক্যাণ্ডল-পাওয়ার-বিশিষ্ট বিজলির আলোর চেয়ে এক কণা সূর্যের আলোর দাম যে কত বেশি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ক্যাতাব [আ কিতাব] *বি* বই। 'দুই চারিখানা ক্যাতাব পড়িয়াছ।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

ক্যাথলিক [ই] *বি* খ্রিস্টান ধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'খ্রিষ্টীয় ধর্মও রূপান্তরিত ও পরিশোধিত হইয়া ক্যাথলিক, প্রটেষ্টান্ট ইয়ুনিটেরিয়ান্ প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্যাথা [স কন্থা] *বি* কাঁথা। 'ছেড়ে রাজস্ব প্রেমে উদ্দিশ্যা/ কৃষ্ণের চিন্তে ক্যাথা ওড়ে গায়।' *লালন*, ১৮৯০।

ক্যাথিড্রাল [ই] *বি* বিশপের এলাকাধীন প্রধান গির্জা, যেখানে বিশপের আসন থাকে। 'ক্যাথিড্রালটি তৈরী করা হয়েছিল একটা পুরাতন ভিতের উপর।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

ক্যান [স কেন] *অব্য* কেন। 'তবে মোরে গুদোমে পোরলে ক্যান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ক্যানটিন [ই] *বি* স্কুল-কলেজ, অফিসাদি সংলগ্ন চা, নাস্তা প্রভৃতির দোকান। 'ফ্রী কিচেন ক্যানটিন ও লঙ্গরখানার ...।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ক্যানডিডেট [ই] *বি* প্রার্থী। 'ক্যানডিডেটের ভিড় হয়েছে খুব বেশি।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

ক্যানভাস[1] [ই] *বি* এক ধরনের মোটা কাপড়। 'এতদ্ব্যতীত ক্যানভাসের জুতা, পশমের মোজা, শাল প্রভৃতি কে না ব্যবহার করিতে চাহেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

ক্যানভাস[2] [ই] *বি* কোনো বিষয় অবগতির জন্য প্রচারণা। 'তবে ক্যানভাস করতে পারলে মাটি বিক্রি করেও ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

ক্যানভাস করা *ক্রি* প্রচারণা চালানো। 'সাধ্যমত ক্যানভাসও করছে সবাই।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

ক্যানভাসার [ই] *বি* প্রচারক। 'ক্যানভাসার-জীবনের নিত্য অভাবের মাঝে এই অভাবিত উপায় তার মাথা ঘুরিয়ে দিলে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ক্যানভাসারি করা *ক্রি* শহর বন্দর হাটবাজার ইত্যাদি স্থানে পণ্যের প্রচারণা চালানো ও বিক্রি করা। 'আমি তো ক্যানভাসারি করি।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

ক্যানভাসিং [ই] *বি* প্রচারণার কাজ। 'বীমা-এজেন্ট ক্যানভাসিং ছেড়ে ... সেবা ও সৎকারে লেগে গেলেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ক্যানসার [ই] *বি* শরীরের কোনো অংশের কোষসমূহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত রোগ; কর্কটরোগ। 'একজনের ক্যানসার, ম্যালেরিয়া, একজনের আলসার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ক্যানা *বি* ফুলবিশেষ। 'খানিকটা জমিতে নানা আকারের চানকায় ... দোপাটি, ক্যানা ও পাতাবাহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ক্যানান [আ কেনান] *বি* প্যালেসটাইনের পূর্ব নাম। 'চালডিয়াবাসীদিগের সিচেন হইতে ক্যানান দেশে গমন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ক্যানারি [ই] *বি* হলুদ-রঙা শিস দেওয়া ছোটো পাখিবিশেষ। 'কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ক্যানাস্তারা [ই ক্যানিস্টার] *বি* টিনের তৈরি পাত্রবিশেষ। 'তিনটে ঘিয়ের ক্যানাস্তারা ফাঁক।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ক্যানেল [ই] *বি* খাল। 'সাবধান হয়ে ক্যানেলের পাড়ে বসল।' *হাসান*, ১৯৬৩।

ক্যানেস্তারা, ক্যানেসতারা [ই ক্যানিস্টার] *বি* টিনের পাত্রবিশেষ। 'দাদা যখন ক্যানেসতারা থেকে বা'র করে একটু একটু খান।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'তেলের ভাঙা ক্যানেস্তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ক্যানেস্ত্রা [ই ক্যানিস্টার] *বি* টিনের পাত্রবিশেষ। 'ক্যানেস্ত্রা পিটাইতে হয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ক্যান্টনমেন্ট [ই] *বি* সেনানিবাস। 'ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭২।

ক্যান্টিন [ই] *বি* অফিসাদি সংলগ্ন চা, নাস্তা ইত্যাদি খাবারের দোকান। 'কলিকাতা মহানগরীর সর্বত্র সে সকল লঙ্গরখানা ও ক্যান্টিন খুলিতেছেন ...।' *আজাদ*, ১৯৪৩।

ক্যান্ডিডেট [ই] ১ *বি* চাকরি প্রার্থী। 'আর ক্যান্ডিডেট কোথায়?' *ইমদাদুল*, ১৯২০। ২ *বি* পরীক্ষার্থী। 'ক্যান্ডিডেটেরা এলে অমুক রোগীকে পাঠিয়ে দিয়ো।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ক্যান্সার [ই] *বি* দেহকোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত রোগ। 'দেহে কখনো কখনো কর্কটরোগ অর্থাৎ ক্যান্সার জন্মায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ক্যাপ [ই] *বি* টুপি। 'সামলা, ক্যাপ, টোপর, টুপি ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ক্যাপটেন [ই] *বি* সেনাধ্যক্ষ। 'ক্যাপটেন ডানলপ হিন্দু সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

ক্যাপবন্দী [ই ক্যাপ+ফা বন্দী] *বিণ* নিব আটকানো। 'একটি কলম আছে, ক্যাপবন্দী।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ক্যাপাসিটি [ই] *বি* সামর্থ্য। 'তোমার যখন ট্রেন করার ক্যাপাসিটি আছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ক্যাপিটাল [ই] ১ *বি* মূলধন। 'নিজের ক্যাপিটাল নিজের কোম্পানিতে আসবে।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বিণ* বড়ো ছাঁদের (বর্ণ)। 'সবটাই ক্যাপিটাল অক্ষর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ক্যাপিটালিজম [ই] *বি* পুঁজিবাদ। 'চতুর্থ বর্ণ বৈশ্যের শুশ্রূষা, এরি

নাম ক্যাপিটালিজম বা মহাজনতন্ত্র।' *সবুজ*, ১৯২০।

ক্যাপিটালিষ্ট [ই] *বি* পুঁজিপতি। 'ক্যাপিটালিষ্টরা আমার চেয়েও সেয়ানা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ক্যাপ্টেন [ই] **১** *বি* অধিনায়ক। 'নিত্যশরণ ওদের ক্যাপ্টেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। **২** *বি* সেনা বা নৌবাহিনীর কর্মকর্তা। 'কালো চামড়াদের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ক্যাপ্টেন চলিয়া গেল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ক্যাফেটেরিয়া [ই] *বি* স্বয়ং ক্রেতাকে খাবার সংগ্রহ ও পরিবেশন করে নিতে হয় এমন খাবারের দোকান। 'আমরা বেরিয়ে গেলেই ক্যাফেটেরিয়ার দরজা বন্ধ করে দেবে।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ক্যাব [ই] *বি* ভাড়ায় চালিত ছোটো গাড়ি; ট্যাক্সি। 'দেখতে না দেখতেই ক্যাবখানি অদৃশ্য হয়ে গেল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ক্যাবলা [আ কাবিল] *বিণ* বোকা। 'না, হাসবে না! ক্যাবলা কোথাকার!' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

ক্যাবলাকান্ত [আ কাবিল+স কান্ত] *বিণ* অত্যন্ত বোকা। 'হাঁদা! ক্যাবলাকান্ত! চাষাড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ক্যাবারে [ই] *বি* নাচ-গানের নৈশ ক্লাব। 'ক্যাবারে কাঁ কাঁ'র ব্যবস্থা না থাকতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ক্যাবিন [ই] *বি* জাহাজের কক্ষ। 'আবার আমার ক্যাবিনে এলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ক্যাবিনবয় [ই] *বি* যে জাহাজের কামরাগুলোতে সেবা প্রদানের কাজ করে। 'ক্যাবিন-বয়েরে ডাক দাও আজি, সিরাজী সাকীরে ডাকো।' *জসীম*, ১৯৫১।

ক্যাবিনেট [ই] **১** *বি* আলমারি; ড্রয়ারগুচ্ছ। 'তাঁর ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটের এক পার্শ্বে সাজিয়ে রাখতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* মন্ত্রীসভা। 'তা পার্লামেন্ট বা ক্যাবিনেটের ডিপ্লোম্যাসির অধীনে থাকবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ক্যাবিনেট-মিশন [ই] *বি* বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো প্রতিনিধিবৃন্দ। 'ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ খোলাখুলি ক্যাবিনেট-মিশনের পরিকল্পনার ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ক্যামন *ক্রিবিণ* কেমন। 'তবে এগোনের গারনাল্ল সাহেব কুটি২ আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়য়েলো ক্যামন করে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ক্যামেরা [ই] *বি* আলোকচিত্র গ্রহণের যন্ত্র। 'ক্যামেরা মেরামত করিয়া আরক কিনিয়া ছবি তুলিতে শুরু করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ক্যামেরাওয়ালা [ই ক্যামেরা+হি ওয়ালা] *বি* আলোকচিত্রী। 'এখন ক্যামেরাওয়ালা, ডায়ারিওয়ালা, নোটটুকনেওয়ালা অত্যন্ত সতর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ক্যামেরাম্যান [ই] *বি* চিত্রগ্রাহক। 'ক্যামেরাম্যান খুশিমনে শট নিল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

ক্যামেলিয়া [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া সাঁওতাল মেয়ের কানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ক্যাম্প [ই] *বি* অস্থায়ী শিবির; তাঁবু। 'এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি।' *জীবন*, ১৯৩৬; 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাছে গিয়ে বসে রইল তারা।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ক্যাম্পখাট [ই] *বি* ক্যাম্পের উপযোগী ভাঁজ-করা কাঠামো বিশিষ্ট ও ক্যানভাস দিয়ে তৈরি হালকা খাট। 'অতিতুচ্ছ ক্যাম্পখাটের উপর শ্রীযুক্ত মাতঙ্গ-কালেক্টরকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ক্যাম্পচেয়ার [ই] *বি* অস্থায়ী শিবিরে ব্যবহারযোগ্য হালকা চেয়ার-বিশেষ। 'বাংলোর বাইরে ক্যাম্পচেয়ারে শুয়ে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

ক্যাম্প টেবিল [ই] *বি* ক্যাম্পের উপযোগী ছোটো আকারের টেবিলবিশেষ। 'একটি ক্যাম্প-টেবিলের শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ক্যাম্বিশ, ক্যাম্বিস [ই] **১** *বি* মোটা ও মজবুত এক প্রকার কাপড়। 'ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাস্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* এক ধরনের মোটা ও মজবুত কাপড়। 'পিসেমশায় ক্যাম্বিশের খাটের উপর শুইয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ক্যারাম, ক্যারম [ই] *বি* কাঠের তৈরি চারকোনা বোর্ডে গুটি দিয়ে এক ধরনের খেলা। 'সাইকেল আছে, ক্যারামবোর্ড আছে আমার।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'ক্যারম খেলতে গিয়ে সারা খেলাটাই করো মাটি।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

ক্যারামবোর্ড, ক্যারমবোর্ড [ই] *বি* ক্যারাম খেলার জন্য নকশা করা চারকোনা কাঠের বোর্ড। 'খালি ড্রামের ওপর রাখা ক্যারমবোর্ড।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ক্যারল [ই] *বি* আনন্দ বা প্রশংসার গান, বিশেষত বড়োদিনের স্তবগান। 'ইংরেজ নরনারীর সমবেত ক্যারলের সুর ...।' *হাই*, ১৯৫৮।

ক্যারাণি, ক্যারাণী [স করণিক] *বি* কেরানি। 'আজ গবর্মেন্টের অফিস বন্ধ, সুতরাং আমরা ক্লার্ক, ক্যারাণি, বুককিপার ও হেড রাইটরদিগকে দেখতে পেলাম না।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ ক্যারাণী, কুটেল ও বাজে লোকেরা ... রণস্থল জুড়ে রইলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ক্যারাভান, ক্যারাভেন [ই] *বি* উট ইত্যাদি জন্তু অথবা যানসহ মরুভূমিতে চলমান যাত্রীদল। 'মরুতে ক্যারাভেন যায় দুলে।' *জীবন*, ১৯২৭; 'যদিও গিয়েছে ঢের ক্যারাভান ম'রে।' *জীবন*, ১৯৪২।

ক্যারামত [আ কারামত] *বি* বাহাদুরি। 'এক জন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ক্যারিকুলাম [ই] *বি* পাঠ্যক্রম। 'স্কুলের শিক্ষা বা ক্যারিকুলামের মধ্যে এখন আর কোনই পার্থক্য নাই।' *জামায়াত*, ১৯৪০।

ক্যারিকেচর [ই] *বি* ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা। 'হিন্দুদর্শনের সংক্ষিপ্তসার তো নয়ই, এমনকি তা ক্যারিকেচর পর্যন্ত নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ক্যারিয়ার [ই] *বি* গাড়ি ইত্যাদিতে মালামাল বহনের জন্য সংযুক্ত বাহক। 'মোটরের প্রসারিত ক্যারিয়ারে বাঁধিয়া হালিম যখন বাড়ির বাহির হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ক্যারেক্টর, ক্যারেক্টার, ক্যারেকটার [ই] **১** *বি* বৈশিষ্ট্য। 'সৃষ্টির দিকে বিশেষত্ব এই তো আছে ক্যারেক্টার, সৃষ্টিকর্তার দিকে বিশেষত্ব প্রতিভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* চরিত্র। 'ইংরেজি ভাষায় ক্যারেকটার শব্দের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বি* ব্যক্তিত্ব। 'তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ক্যালকেশিয়ান [ই] *বি* কলকাতার অধিবাসী। 'বাইরের লোকের সামনে চোস্ত ক্যালকেশিয়ান।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ক্যালেন্ডার [ই] **১** *বি* পঞ্জিকা। 'ক্যালেন্ডার খুলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* দেয়ালপঞ্জি। 'সামনের দেয়ালে যে ক্যালেণ্ডার ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ক্যাশ [ই] *বি* নগদ অর্থ। 'হোটেলের ক্যাশবাক্সে এবং ক্যাশবাক্স হইতে আয়রণচেষ্টে।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

ক্যাশ-ড্রয়ার [ই] *বি* টাকা-পয়সা রাখার দেরাজ। 'ক্যাশ-ড্রয়ার অবশ্য চাবি-বন্ধ।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ক্যাশবই [ই ক্যাশ+আ বহী] *বি* হিসাবের খাতা। 'দৈনিক ক্যাশবই সই করা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ক্যাশবাক্স [ই] *বি* টাকার বাক্স। 'হোটেলের ক্যাশবাক্সে এবং ক্যাশবাক্স হইতে আয়রণচেষ্টে।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

ক্যাশবুক [ই] *বি* জমাখরচের খাতা। 'সে টাকা কোম্পানির ক্যাশবুকে জমা নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ক্যাশমেমো [ই] *বি* নগদটাকা গ্রহণের প্রমাণপত্র। 'দোকানের ক্যাশমেমো জড়ানো।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ক্যাশিয়ার [ই] *বি* তহবিলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। 'সে হল ক্যাশিয়ার সদাগরের আপিসেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ক্যাসিওপিয়া [ই] *বি* দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি যে ৪৮টি নক্ষত্রের তালিকা করেছিলেন, তার একটি। এর পাঁচটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ইংরেজি বর্ণ ডাবলিউ-এর মতো দেখতে এবং খুব সহজেই চোখে পড়ে। 'ওটা সপ্তর্ষি, ওটা ক্যাসিওপিয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ক্যাস্টর অয়েল [ই] *বি* ভেন্না গাছের বীজ দিয়ে তৈরি ঈষৎ হলুদ রঙের বিরেচক তেল। 'কাল হতে কেরোসিন এবং ক্যাস্টর অয়েল মাখাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ক্রনোমিটার [ই] *বি* সময় মাপার যন্ত্রবিশেষ। 'আপনার জন্যে রেখেছি এই ক্রনোমিটার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ক্রনোলজি [ই] *বি* ঘটনাপঞ্জির কালানুক্রমিক বিন্যাস। 'সেটি শুধু ক্রনোলজি নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

ক্রন্দন [স] **১** *বি* কান্না। 'না পাইআঁ ঝুড়িল ক্রন্দনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বিলাপ। 'হানিফার পায় সবে করে যে ক্রন্দন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ক্রন্দন-আভাস [স] *বি* কান্নার ইঙ্গিত। 'মুক্তি-মাগা ক্রন্দন-আভাস।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ক্রন্দন-উলু [স ক্রন্দন+স হুলহুলী] *বি* কান্নার রোল। 'ঘরে ঘরে উঠে ক্রন্দন-উলু, চালে চালে ওড়ে কাক।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ক্রন্দনজয়ী [স] *বিণ* কান্নাকে জয় করেছে এমন। 'পুরুষ ক্রন্দনজয়ী, – দুঃখ দেখে দুঃখ পায় – ধিক তারে ধিক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ক্রন্দন-ধ্বনি [স] *বি* কান্নার শব্দ। 'অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া, রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে …' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ক্রন্দনপরায়ণ [স] *বিণ* সহজেই কাঁদে এমন। 'ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেকে নিজের কোলে নিয়া …।' *মানিক*, ১৯৩৯।

ক্রন্দনময় [স] *বিণ* ক্রন্দনপূর্ণ। 'ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ক্রন্দনমুখর [স] *বিণ* কান্নারত। 'অনুতাপদগ্ধ বিদ্যাপতির ক্রন্দনমুখর গলার স্বরই সেখানে কাঁপিয়া উঠিতেছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

ক্রন্দনরত [স] *বিণ* কান্নারত। 'ক্রন্দনরত জমায়েতের নিকটবর্তী।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ক্রন্দনরতা [স] *বিণ স্ত্রী* কাঁদছে এমন। 'সে ক্রন্দনরতা রহিমার স্বামী।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ক্রন্দনরোল [স] *বি* কান্নার রব। 'যে তীব্র ক্রন্দনরোল যুগের পর যুগ ঠেলিয়া আসিয়া তোমারই অনন্তের বেলাভূমে আছাড়িয়া পড়িতেছে।' *সবুজ*, ১৯২১; 'ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

ক্রন্দনশব্দ [স] *বি* কান্নার আওয়াজ। 'দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুনা যাইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ক্রন্দনশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* কাঁদছে এমন। 'ক্রন্দনশীলা পিসিমার বক্ষলগ্ন হইয়া থাকিবার সময় …।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ক্রন্দনশ্বাস [স] *বি* কান্নাজড়ানো নিশ্বাস। 'আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস।' *নজরুল*, ১৯২২।

ক্রন্দনহারা [স] *বিণ* কান্না হারিয়ে গেছে এমন। 'আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে/ ক্রন্দনহারা দুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ক্রন্দনোচ্ছ্বাস [স] *বি* কান্নার উচ্ছ্বাস; ক্রন্দনাবেগ। 'তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ক্রন্দনোন্মুখী [স ক্রন্দন-উন্মুখী] *বিণ স্ত্রী* কাঁদতে উদ্যত এমন। 'স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ক্রন্দসী [স] **১** *বি* স্বর্গ ও মর্ত্য। 'ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* আকাশ। 'ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৩** *বি* ক্রন্দনরত নারী। 'কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ক্রন্দি [স ক্রন্দন>] *ক্রি* কান্না করা। 'স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি, সুরপরিষদ বন্দী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ক্রন্দিত [স] *বিণ* কান্নাময়। 'তার প্রথম ক্রন্দিত নিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ক্রপা [স কৃপা] *বি* কৃপা। 'এক দিন গোসাঞি ক্রপা করি বৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্রব্যাদ [স] **১** *বি* রাক্ষস। 'শব্দভেদী শর দ্বারা ক্রব্যাদের প্রাণসংহার করিয়া … প্রত্যাগমন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* মাংসাশী প্রাণী। 'দেখিয়ে ক্রব্যাদ দলে করে হাহাকার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ক্রম [স] *বি* অনুক্রম। 'এবে কহি চৈতন্যলীলার ক্রম-অনুবন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ক্রমগঠিত [স] *বিণ* ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত। 'বর্তমান ক্রমগঠিত হয়েছে অতীতের গর্ভে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ক্রমগতি [স] *বিণ* ক্রমবিবর্তন। 'ঐতিহাসিক ক্রমগতির সর্বাধুনিক এবং প্রবলতম প্রকাশ ইসলাম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ক্রমনিম্নতা [স] *বি* ক্রমে নিম্নগামিতা। 'পূর্ব দিকে ক্রমনিম্নতার একটা একটানা প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

ক্রমপরিবর্তনশীল [স] *বিণ* ক্রমে পরিবর্তন হচ্ছে এমন। 'সেই কারণেই জীবন্ত ভাষা ক্রমপরিবর্তনশীল।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ক্রমপরিশীলিত [স] *বিণ* ক্রমান্বয়ে পরিমার্জিত। 'নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা ক্রমপরিশীলিত না হওয়ায় …।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ক্রমবর্ধনশীল, ক্রমবর্দ্ধনশীল [স] *বিণ* ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন। 'ক্রমবর্দ্ধনশীল শিক্ষিত সমাজকে ইসলামের গণ্ডী হইতে খারিজ …।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১; 'ক্রমবর্ধনশীল উত্তেজনায় সে হইয়া থাকে বোমার মতো।' *মানিক*, ১৯৪০।

ক্রমবর্ধমান [স] *বিণ* ক্রমে বৃদ্ধিশীল। 'সে দাবী দেখিতে দেখিতে

বাহিরের ক্রমবর্ধমান জনতার দাবী হইয়া উঠিল।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ক্রমবর্ধিষ্ণু [স] *বিণ* ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'ক্রমবর্ধিষ্ণু দ্রব্যমূল্যের চাপ হইতে আশু মুক্ত করা প্রয়োজন।' *আজাদ*, ১৯৬০।

ক্রমবিকাশ [স] *বি* ক্রমে উন্নতি হওয়া। 'এক অর্থে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের ক্রমবিকাশের ইতিহাস।' *আনিস*, ১৯৬৪।

ক্রমবিকাশন [স] *বি* ক্রমোন্নতি; বিবর্তন। 'উৎকর্ষসাধনে ও ক্রমবিকাশনে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্রমবিকাশপদ্ধতি [স] *বি* বিবর্তনের ধারা। 'ক্রমবিকাশপদ্ধতি অনুসারে আজ কাল যাহা kinder garten-এ পরিণত হইয়াছে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ক্রমবিকাশমান [স] *বিণ* একটু একটু করে উন্নত হচ্ছে এমন। 'আমাদের ক্রমবিকাশমান স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রাপ্তির মেয়াদ ...।' *মনসুর*, ১৯৪০।

ক্রমবিদূরণ [স] *বি* পর্যায়ক্রমিক দূরকরণ। 'মানুষের অজ্ঞতার ক্রমবিদূরণ, জীবনবোধের প্রসার, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বোধির ক্রমবিকাশ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ক্রমবিবর্তন [স] *বি* ধারাবাহিক বিবর্তন। 'প্রতিবাসীদের মতোই এ ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের সৃষ্টি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ক্রমবিলয় [স] *বি* একটু একটু করে বিনাশ। 'ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রমবিলয়ও নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

ক্রমবিস্তৃতি [স] *বি* ক্রমান্বয়ে প্রসার। 'এমনি ভাবেই গ্রাম্য সমাজের ক্রমবিস্তৃতি ছিল।' *তারা*, ১৯৪২।

ক্রমমুক্তি [স] *বি* ক্রমাগত সমৃদ্ধি। 'এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।' *জীবন*, ১৯৪২।

ক্রমশ [স] *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'জলও ক্রমশ উড়োন চণ্ডীর টাকার মত জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ক্রমশই *ক্রিবিণ* ক্রমে ক্রমে। 'বঙ্গমহিলা ক্রমশই আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেছেন।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

ক্রমশঃ [স] **১** *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'ক্রমশঃ বাঙ্গলা সম্বাদপত্রের বাহুল্য হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিশিষ্টোপকার।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *ক্রিবিণ* কালে কালে। 'অনেক অনেক জলস্তম্ভ ক্রমশঃ হেলিয়া পড়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **৩** *ক্রিবিণ* পর্যায়ক্রমে। 'বাণিজ্য ও শিল্পকার্যেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্রমশূন্যায়মান [স] *বিণ* ক্রমশ শূন্য হচ্ছে এমন। 'ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ক্রমসূত্র [স] *বি* পরম্পরা। 'জাতির ক্রমসূত্র গ্রথিত।' *ইসলাম*, ১৯৩২।

ক্রমস্ফীত [স] *বিণ* ক্রমবর্ধমান। 'ক্রমস্ফীত সমস্যা হইতে যথাসম্ভব মুক্ত করার জন্যই ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ক্রমহ্রস্বমান [স] *বিণ* ক্রমশ কমে যাচ্ছে এমন। 'একটা ক্রমহ্রস্বমান ধারা লক্ষ করেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ক্রমাগত [স ক্রম-আগত] **১** *ক্রিবিণ* ক্রমশ। 'ক্রমাগত বিবিধবিত্ত বিশিষ্ট বিদ্যাযুত শ্রীযুত বাবু ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *ক্রিবিণ* প্রতিনিয়ত। 'যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া ... থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৩** *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'ক্রমাগত দ্বাদশ দিবস গত হইলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *ক্রিবিণ* ধারাবাহিকভাবে। 'দুই শতাব্দী ক্রমাগত যুদ্ধ ও ক্রমাগত হত্যা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৫** *ক্রিবিণ* অব্যাহতভাবে। 'চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রকারে ঘুরিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ক্রমাগতভাবে [স ক্রম-আগত-ভাবে] *ক্রিবিণ* একের পর এক। 'শৈশব হইতেই ক্রমাগতভাবে বাধা পাইতে থাকে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ক্রমানুসারে [স] *ক্রিবিণ* পর্যায়ক্রমে। 'কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবস্থা হইল?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ক্রমান্বয়ে [স ক্রম-অন্বয়ে] *ক্রিবিণ* একের পর এক। 'ইঁহার প্রযত্নে ক্রমান্বয়ে ৪টি আশ্রমান স্থাপিত হইয়াছে।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

ক্রমাবনতি [স ক্রম-অবনতি] *বি* ক্রমে অধোগতি। 'সমাজে নারীর স্থান ক্রমাবনতির দিকে।' *বেগম*, ১৯৫১।

ক্রমাবিষ্কৃত [স ক্রম-আবিষ্কৃত] *বিণ* ধারাবাহিকভাবে আবিষ্কৃত। 'মানবিক বুদ্ধিবলে ক্রমাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় তত্ত্বসমূহই ইহার প্রধানতম নিদান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্রমে [স] **১** *ক্রিবিণ* অতঃপর। 'ক্রমে দৈবকীর গর্ব্ভ হৈল দশ মাস।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* অনুক্রমে। 'হাট বাট পন্থ রথ ক্রমে কুসুমিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *ক্রিবিণ* অনুযায়ী। 'জৈদুন নিজ পৌরুষ ক্রমে ইহা স্বীকার না করিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *ক্রিবিণ* একে একে। 'উৎকর্ষ ক্রমে সম্পন্ন হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ক্রমে ক্রমে [স] **১** *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবে পরতেকে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* একের পর এক। 'অনন্তর ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া ... জানা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ক্রমোচ্ছ্বসিত [স] *বিণ* ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে এমন। 'ঘনগর্জ্জিত তুষার প্রপাতের গলিত ধারায় ক্রমোচ্ছ্বসিত জলস্রোত মত।' *সবুজ*, ১৯২১।

ক্রমোন্নতি [স] *বি* ক্রমবিকাশ। 'উহার নিশ্চয়ই ক্রমোন্নতি হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ক্রমোন্নতিশীল [স] *বিণ* যুগোপযোগী। 'বাধা অপসারিত করার জন্য চাই ... ক্রমোন্নতিশীল যন্ত্র, রীতিনীতি, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদির সাহায্যে ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

ক্রমায়ত [স] **১** *বিণ* ক্রমাগত। 'ক্রমায়ত ঋণে ন্যস্ত আমার সত্তা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯। **২** *ক্রিবিণ* অনবরত। 'আকুতির প্রবীণতা ক্রমায়ত করে সে বিলীন?' *জীবন*, ১৯৪০।

ক্রমিক [স] **১** *ক্রিবিণ* ধারাবাহিকভাবে। 'টেলিস্কোপ নামক ইংরাজি পত্রে ক্রমিক প্রকাশ হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **২** *ক্রিবিণ* অনবরত। 'ক্রমিক আনাগোনা করতে দেখে ব্যাকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ক্রয় [স] *বি* অর্থের বিনিময়ে লাভ। 'আফিনের ক্রয় ও বিক্রয়াদি ব্যাপারে আসক্ত হইলে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

ক্রয়কেন্দ্র [স] *বি* যেখান থেকে ক্রয় করা হয়। 'এখন ইহাদের ক্রয়কেন্দ্র বাঙ্গলাদেশ।' *ইছলাম*, ১৯৪৫।

ক্রয়নার্থ [স] *ক্রিবিণ* ক্রয়ের জন্য। 'গ্রাহকেরদিগের ক্রয়নার্থ নিবারণ করি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ক্রয়বিক্রয় [স] *বি* কেনাবেচা। 'এখন অতিশয় দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতেছেন।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'ইহাতেও ... ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্ত্তা দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ক্রয়শক্তি [স] *বি* ক্রয় করার ক্ষমতা। 'মুদ্রাস্ফীতি কমাইয়া দেয়

সর্ব্বসাধারণের ক্রয়শক্তি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ক্রয়াধীন [স ক্রয়-অধীন] *ক্রিবিণ* কেনার কারণে। 'জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ক্রয়ার্থ [স] *ক্রিবিণ* কেনার জন্য। 'একটি দুঃখিনী স্ত্রীলোক একখানি বস্ত্র ক্রয়ার্থ ব্যগ্র হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ক্রয়ার্থে [স] *ক্রিবিণ* ক্রয় করার উদ্দেশ্যে। 'পুস্তক ক্রয়ার্থে কত টাকা ... দিতে হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ক্রল [ই] *বি* হামাগুড়ি। 'দ্যাখো তবু ১৯৭৩ জন শামসুর রাহমান ক্রল ক'রে আসছে এখানে।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

ক্রশচিহ্ন [ই ক্রশ+স চিহ্ন] *বি* খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক। 'গলায় ক্রশচিহ্ন ঝুলিয়ে ধর্মভাবে আপ্লুত হয়ে ...' *উমর*, ১৯৬৮।

ক্রস [ই] *বি* জেরা। 'আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ক্রসওয়ার্ড [ই] *বি* শব্দ সাজানোর ধাঁধাবিশেষ। 'সে লটারি-টিকিট কেনা ও ক্রসওয়ার্ড খেলা আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করিল।' *মনসুর*, ১৯৪০।

ক্রস চেক [ই] *বি* আড়াআড়ি রেখাটানা চেক। 'প্রকাশক ক্রস চেক দিয়ে ছলনা করতেন আমাকে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ক্রস ফেটার্স [ই] *বি* কয়েদিদের বাঁধার বিশেষ ব্যবস্থা। 'নানা রকম শৃঙ্খল বন্ধন (লিংক ফেটার্স, ক্রস ফেটার্স প্রভৃতি)।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ক্রসিং [ই] *বি* সাধারণ পথ ও রেলপথের সংযোগস্থল। 'ক্রসিং-এর পর একটু খাড়াই পথ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ক্রাইম [ই] *বি* আইনানুযায়ী অপরাধ। 'ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনাল কোড, এতে সব ক্রাইম আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ক্রাইস্ট, ক্রাইষ্ট [ই] ১ *বি* যিশু খ্রিস্ট। 'বিলাতি জুজেস ক্রাইষ্ট এক টুকরো রুটিতে একশ লোককে খাইয়েছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* খ্রিস্টের মূর্তি। 'একটি আবলুশকাঠের ক্রুশে আঁটা রুপোর ক্রাইস্ট তার বুকের উপর অষ্টপ্রহর ঝুলত।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ক্রান্ত [স] *বিণ* অতীত। 'হয়তোবা ক্রান্ত ইতিহাস শানিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ক্রান্তি [স] *বি* হিসাবের অতি সূক্ষ্মভাগ; কড়ার তৃতীয়াংশ পরিমাণ। 'নবীর ভেদ পেলে এক ক্রান্তি/ ঘুচে যেত মনের ভ্রান্তি।' *লালন*, ১৮৯০।

ক্রান্তিকাল [স] *বি* অবস্থা পরিবর্তনের সময়। 'একুশে ফেব্রুয়ারী তাই পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি অশেষ গৌরবমণ্ডিত ক্রান্তিকালের দিন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ক্রান্তিবলয় [স] *বি* বিষুব রেখার প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণে কল্পিত বলয়াকৃতি রেখা। 'হৃদয় আমার, ক্রান্তিবলয়ে তিমিরান্তক।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

ক্রান্তিলগ্ন [স] *বি* অবস্থা পরিবর্তনের সময়। 'মনের সহস্র গলি রক্তস্নাত জানায় প্রণাম/ ক্রান্তিলগ্ন আবির্ভাবে।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫১।

ক্রিং [ধ্বন্যা] *বি* সাইকেলের বেলের শব্দ। 'ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ক্রিকেট [ই] *বি* ব্যাট-বলের খেলাবিশেষ। 'তাহাদের অনেকে নৌকার দাঁড় টানে না, ক্রিকেট খেলে না, বই কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ক্রিকেট-টীম [ই] *বি* ক্রিকেট দল। 'ক্রিকেট-টীমে আর রন্ধন-টীমে কোনও তফাত নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ক্রিকেট-ব্যাট [ই] *বি* ক্রিকেট খেলায় বল চালনার জন্য ব্যবহৃত ব্যাট। 'তাদের কারো হাতে রয়েছে ক্রিকেট-ব্যাট।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

ক্রিটিক [ই] *বি* সমালোচক। 'যত বেকার ক্রিটিক ভুলি টিকটিক ...।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ক্রিটিকাল [ই] *বিণ* জটিল। 'আমাদের দর্শনচর্চা রিয়ালও নয়, ক্রিটিকালও নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ক্রিটিসিজম [ই] *বি* সাহিত্য সমালোচনা। 'এই ত ক্রিটিসিজম। একেই ত বলে চরিত্র-সমালোচনা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ক্রিড়া [স ক্রীড়া] *বি* খেলা। 'তাসনে করএ ক্রিড়া পালঙ্কে বসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্রিম [ই] *বি* মলমের মতো প্রসাধনীবিশেষ। 'সাবানদানি, ক্রিমের কৌটো, ম্যাকাসারের তেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ক্রিমি [স] *বি* কৃমি। 'কফ বাত ক্রিমি কুষ্ঠ ব্রণ করে নাশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ক্রিমিনাল, ক্রিমিন্যাল [ই] ১ *বিণ* ফৌজদারি। 'এক দফা ক্রিমিন্যাল আর এক দফা সিভিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *বি* অপরাধী। 'ক্রিমিনাল শব্দটা আমরা বাংলায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৩ *বিণ* কূটবুদ্ধিপূর্ণ। 'ওই শ্রেণীর ক্রিমিনাল ব্রেনের আমেরিকায় জোড়া মিলাতে পারে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ক্রিমিন্যাল কেস [ই] *বি* অপরাধ সংক্রান্ত মামলা। 'কিছু না হয়, এক ক্রিমিন্যাল কেসেই চলে যেতো।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ক্রিয়মাণ [স] *বিণ* ক্রিয়াশীল। 'বর্ত্তমান দেহে ক্রিয়মাণ ঈশ্বর পূজাদিরূপ কর্ম্মের ফলভোগ যে দেহান্তরে হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ক্রিয়া [স] ১ *বি* ধর্মীয় আচার। 'যথোচিত ক্রিয়া করি করি গঙ্গাস্নান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* কাজ। 'সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে এই ক্রিয়া আবশ্যক।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫; 'কদাচ মন্দ ক্রিয়া করিও না।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৩ *বি* ঘটনা। 'সেই স্থানে এক আশ্চর্য্য ক্রিয়া হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* (ব্যাক.) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ। 'বৈদিক সংস্কৃতের অন্তর্গত 'শবতি' ক্রিয়ার অর্থ প্রতিপাদনে লেখেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৫ *বি* অনুষ্ঠানাদি। 'তদ্ভিন্ন তাঁহার বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ক্রিয়াকর্ম, ক্রিয়া কর্ম্ম [স] ১ *বি* কাজকর্ম। 'ক্রিয়া কর্ম্ম এইক্ষণে যেরূপ করিতেছ তাহা নিন্দিত।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* শাস্ত্রীয় বা সামাজিক কার্যের অনুষ্ঠান। 'ক্রিয়া-কর্ম, দান-ধ্যান, লাঠালাঠি পূর্বমতই হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ক্রিয়াকর্মনিরত [স] *বিণ* কাজকর্মে নিবিষ্ট। 'যে দেশে বেদবিহিত ক্রিয়াকর্মনিরত আর্যেরা ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ক্রিয়াকলাপ [স] *বি* কাজকর্ম। 'যাত্রা মহোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ক্রিয়াকাণ্ড [স] ১ *বি* কাজকর্ম। 'আবার যখন ক্রিয়াকাণ্ডের সময়ে চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* রীতিনীতি। 'আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকাণ্ড।' *ইসলাম*, ১৮৯২।

ক্রিয়াত্মক [স] *বিণ* কর্মমুখী। 'বৈদিক ধর্ম্ম ক্রিয়াত্মক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ক্রিয়ানিষ্ঠ [স] *বিণ* আচারনিষ্ঠ। 'ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্রিয়ানিষ্ঠ

থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ক্রিয়ানুষ্ঠান [স ক্রিয়ানুষ্ঠান] *বি* সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। 'যথাবিহিত কারণ অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের সাধন করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ক্রিয়াপদ [স] *বি* ক্রিয়াবাচক শব্দ। 'ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামের সাধুবিভক্তির সন্ধান সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিতর পাওয়া যায় না।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ক্রিয়াপ্রণালী [স] *বি* কর্মপদ্ধতি। 'তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখো।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া [স] *বি* পারস্পরিক ক্রিয়া। 'ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ক্রিয়াবান [স] *বিণ* কর্মপ্রিয়; কর্মঠ। 'এদেশীয় যত ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রিয়াবান ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ক্রিয়াবৃক্ষ *বি* ক্রিয়ারূপ বৃক্ষ। 'মনুষ্যের ক্রিয়াবৃক্ষে এরূপ কল্যাণকর ফল উৎপন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ক্রিয়াময় [স] *বিণ* ক্রিয়াশীল। 'আলোকিত থাকে শুধু সম্মুখ মঞ্চের ক্রিয়াময় অংশ।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ক্রিয়ারম্ভ *বি* অনুষ্ঠান শুরু। 'বিবাহ ক্রিয়ারম্ভের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ক্রিয়াশালী [স] *বিণ* ক্রিয়াশীল। 'বর্তমান যুগরচনায় আজও তাঁর প্রভাব ক্রিয়াশালী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ক্রিয়াশীল [স] *বিণ* কর্মরত। 'বিধাতৃবিহিত স্ব স্ব কর্তব্যসাধনে ক্রিয়াশীল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্রিয়াশীলতা [স] *বি* সক্রিয়তা। 'বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ইয়ংবেঙ্গলের ক্রিয়াশীলতা কোনদিনই তেমন পরিলক্ষিত হয়নি।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ক্রিয়াসক্ত [স] *বিণ* কর্মে অনুরক্ত। 'এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো ... সর্বদায় ক্রিয়াসক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ক্রিয়াসাপেক্ষ [স] *বিণ* ক্রিয়ানির্ভর। 'গঠন যে ক্রিয়াসাপেক্ষ, এই হচ্ছে দেহবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ক্রিয়ে [স ক্রিয়া>] *বি* কাজকর্ম। 'কোন দিন না করিলে সংসারের ক্রিয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ক্রিয়েটিভিটি [ই] *বি* সৃষ্টিশীলতা। 'অধুনা সমজদারি কথাটা ক্রিয়েটিভিটির চেয়ে কম মূল্য পেলেও আসলে কম মূল্য নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ক্রিশ্চান [ই ক্রিশ্চিয়ান] *বিণ* খ্রিস্টধর্মীয়। 'আপনাদের ক্রিশ্চান নাম?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ক্রিশ্চিয়ান [ই] *বি* খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। 'এসো ক্রিশ্চিয়ান।' *নজরুল*, ১৯২২।

ক্রিশ্চিয়ানিটি [ই] *বি* খ্রিস্টধর্ম। 'হিন্দুত্বের সঙ্গে ইসলামের যে অমিল ক্রিশ্চিয়ানিটির সঙ্গে তার চেয়ে কম নয়।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ক্রিসমাস [ই] *বি* যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনে পালিত উৎসব; বড়োদিন। 'ক্রিসমাস ফুরোল, আবার দেখতে দেখতে আরেকটা উৎসব এসে পড়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ক্রিসমাস কার্ড [ই] *বি* ক্রিসমাস উপলক্ষে বন্ধু-পরিজনকে পাঠানো শুভেচ্ছা লিপি। 'ক্রিসমাস কার্ড পাঠানোর রেওয়াজ এখানে আছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

ক্রিসমাস ট্রি [ই] *বি* ক্রিসমাস উপলক্ষে চুমকি, মোমবাতি, উপহারসামগ্রী ইত্যাদি দিয়ে সাজানো ছোটো চিরসবুজ গাছ। 'এদের ঐ ক্রিসমাস ট্রি মঙ্গলের স্মরণ চিহ্ন।' *হাই*, ১৯৫৮।

ক্রিস্টমাস [ই] *বি* খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। 'ক্রিস্টমাসের সময় আগতপ্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

ক্রিসেনথিমাম [ই] *বি* চন্দ্রমল্লিকা ফুল। 'লজ্জায় বিবর্ণ মন ঢেকে যাবে ক্রিসেনথিমামে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ক্রিস্টলাইজ্ড [ই] *বিণ* দানা-বাঁধা। 'যে ধর্ম আমার জীবনের ভিতরে সংসারের দুঃসহতাপে ক্রিস্টলাইজ্ড হয়ে ওঠে সেই আমার যথার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ক্রিস্ট্যাল [ই] *বি* স্ফটিকমণি; কেলাস। 'প্রত্যেক নুড়িটি টেট্রাহেড্রন ক্রিস্ট্যাল।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ক্রীজ [ই] *বি* কাপড়ের ভাঁজ পড়া প্রান্তিক দাগ। 'শিলওয়ার – তার ভাঁজ ধারালো ছুরির মত ক্রীজের দুদিক বেয়ে কেতায় কেতায় নেমে এসেছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ক্রীড়ক [স] *বি* খেলার পুতুল। 'ক্রীড়ক, গর্ব্বিত হইও না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ক্রীড়ন [স] *বি* খেলা। 'তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ক্রীড়নক [স] *বি* খেলনা। 'সে একটি তুচ্ছ সামান্য ক্রীড়নক মাত্র।' *জীবন*, ১৯৩২।

ক্রীড়া [স] **১** *বি* খেলা। 'বেদ উদ্ধারিলোঁ ক্রীড়া সাগরজলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* লীলা। 'কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* হাসি-তামাশা। 'মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে, নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *বি* যৌন সম্ভোগ। 'বন মধ্যে বেশ্যা পাইয়া কর তুষ্কি ক্রীড়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৬** *বি* কুচকাওয়াজ। 'সৈনিকদিগের দৈনিক ক্রীড়া করিবার উপযুক্ত প্রাঙ্গণ নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ক্রীড়াকলাপ [স] *বি* খেলাধুলা। 'সঙ্গিনীদিগের সংসর্গে ক্রীড়াকলাপে অনুরাগী থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ক্রীড়াকৌতুক [স] *বি* খেলাধুলা ও আমোদপ্রমোদ। 'পেশবা আর তার ঘৃণ্য অনুচরদের সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে ক্রীড়াকৌতুকে মন মজাবো না।' *মুনীর*, ১৯৬১।

ক্রীড়াক্ষেত্র [স] *বি* খেলার জায়গা। 'অবজ্ঞাভরে ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ক্রীড়াচঞ্চল [স] *বিণ* ক্রিয়াশীল। 'বিদ্যাসাগরের শিল্পীমনের ক্রীড়াচঞ্চল রূপটি সেখানে অনুপস্থিত।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ক্রীড়াচ্ছলে [স] *ক্রিবিণ* খেলার ছলে। 'বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ক্রীড়াদি [স] *বি* খেলাধুলা। 'একসঙ্গে ক্রীড়াদি করাতে প্রণয়ের বিশেষ আধিক্য জন্মিয়াছিল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ক্রীড়ানুষ্ঠান [স] *বি* খেলাধুলার অনুষ্ঠান। 'ক্রীড়ানুষ্ঠান ও সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী।' *বেগম*, ১৯৬৩।

ক্রীড়াপরায়ণ [স] *বিণ* খেলায় অনুরক্ত। 'আপনি কি ক্রীড়াপরায়ণ প্রজাপতিটার কেউ?' *শামসুর*, ১৯৭২।

ক্রীড়াপ্রদর্শক [স] *বিণ* খেলা প্রদর্শনকারী। 'ক্রীড়াপ্রদর্শক বেদিয়া

প্রভৃতি জাতিরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্রীড়াপ্রদর্শন [স] *বি* খেলা দেখানো। 'ইহাদের নানারূপ ক্রীড়াপ্রদর্শন দ্বারা অর্থোপার্জন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্রীড়াপ্রবণতা [স] *বি* খেলার প্রতি ঝোঁক। 'অরুণির ভোজনপটুতা, ক্রীড়াপ্রবণতা, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ-অনিচ্ছা, পাঠে অমনোযোগ প্রভৃতি অসদ্‌গুণাবলীই ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ক্রীড়াবন [স] *বি* খেলার স্থান। 'ক্রীড়াবনে গিয়া শ্লেষোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুণা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ক্রীড়াবিদ [স] *বি* খেলোয়াড়। 'সেরা মহিলা ক্রীড়াবিদের গৌরব অর্জন করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৩।

ক্রীড়াভূমি [স] *বি* খেলার মাঠ। 'তাহাদের ক্রীড়াভূমি সুপরিষ্কৃত পরিপাটী করা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ক্রীড়াশীল [স] *বিণ* খেলারত। 'ক্রীড়াশীল করিশাবক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ক্রীড়াশৈল [স] *বি* খেলার জন্য নির্ধারিত উঁচু স্থান। 'ক্রীড়াশৈলে আপন মনে/ দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ক্রীড়াস্থান [স] *বি* খেলার জায়গা। 'যাহাতে শিশুগণ শিক্ষাস্থানকে ক্রীড়াস্থান ... বোধ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ক্রীত [স] *বিণ* অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত; কেনা। 'কর্ত্তার ক্রীত তোতা আমি।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'তদ্দ্বারাই দেশীয় দ্রব্য ক্রীত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ক্রীতকিঙ্কর [স] *বি* ক্রয়কৃত দাস। 'মহিষীর ক্রীতকিঙ্কর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ক্রীতদাস [স] *বি* কেনা গোলাম। 'ক্রীতদাসকেও এরূপ দাসত্ব করিতে হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ক্রীতদাসত্ব [স] *বি* কেনা গোলামের কাজ। 'উপরিস্থ ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী ভূমিস্বত্ব ক্রীতদাসত্বের আইনসঙ্গত নামান্তর মাত্র।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ক্রীতদাসী [স] *বি স্ত্রী* কেনা দাসী। 'ক্রীতদাসী লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ক্রীতা [স] *বিণ স্ত্রী* কেনা হয়েছে এমন। 'বেশ্যা বাটীতে ক্রীতা দাসী অধিক থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'তত্তজ্জাতির ব্যয়ে ক্রীতা ভূমি আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ক্রীম [ই] *বি* ননি। 'আগে ডেভনশিয়রের ক্রীম তাঁদের এত ভালো লাগত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ক্রীরা [স ক্রীড়া] *বি* ক্রীড়া। 'গোপিনী লইয়া ক্রীরা করিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ক্রীশ্চান [ই] *বি* খ্রিস্টান; খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। 'বিশ্বসংসার জানে স্কচরা ভয়ঙ্কর গোঁড়া ক্রীশ্চান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ক্রুদ্ধ [স] **১** *বিণ* ক্ষুব্ধ। 'জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হএ্যা করে তিরস্কারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ক্ষিপ্র। 'এমন সময় শোনা গেল ক্রুদ্ধ চটিজুতার চটাচট শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ক্রুদ্ধকণ্ঠ [স] *বি* রাগান্বিত কণ্ঠস্বর। 'ক্রুদ্ধকণ্ঠে চাকরকে ডাকলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ক্রুদ্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* রাগান্বিত। 'অন্তঃস্থ না জানি বৃথা ক্রুদ্ধা হয়ে অতি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ক্রুপা [স কৃপা] *বি* কৃপা। 'ধর্মের ক্রুপায় দাদা জাতিরক্ষা হৈল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ক্রুশ [ই] *বি* যোগচিহ্নের মতো কাঠের কাঠামো, যাতে বিদ্ধ করে যীশুকে হত্যা করা হয়েছিল। 'জুশের ক্রুশের ঘায়ে ত্যাজিলেন প্রাণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ক্রুশ আর সমাধি দেখেছ?' *জীবন*, ১৯৩৩।

ক্রুশকাঠ [ই ক্রুশ+স কাষ্ঠ] *বি* খ্রিস্টানদের মতে যিশুখ্রিস্টকে যে কাঠের দণ্ডে বিদ্ধ করা হয়েছিল। 'এ ব্যাপক কাঁটাতারে জীবন ঝুলছে, যেন ক্রুশকাঠ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ক্রুশবিদ্ধ [ই ক্রুশ+স বিদ্ধ] *বিণ* ক্রুশের সঙ্গে বিদ্ধ করা হয়েছে এমন। 'যিশু-জননীর কাঁদন দেখেছি ডেস্তের পায়াধরে/ ক্রুশবিদ্ধ যে ক্ষত-বিক্ষত বেটার বেদন স্বরে।' *জসীম*, ১৯৫১।

ক্রুসেড [ই] *বি* মধ্যযুগে পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চলের খ্রিস্টান বসতিপূর্ণ এলাকা মুসলমানদের দখল থেকে উদ্ধারের জন্যে খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধ। 'এই নৃপতি ক্রুসেড যুদ্ধকালে একবার শূকর-মাংস খাইবার অভিলাষ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'আজিকার দিনে ক্রুসেড ও জেহাদের পুনরাভিনয় সম্পূর্ণ অসম্ভব।' *সওগাত*, ১৯২৮।

ক্রুসেডার [ই] *বি* ধর্মযোদ্ধা। 'এদেশের সাধারণ খৃষ্টান মুসলমানদের সম্বন্ধে জানে যে, মুসলমানেরা ক্রুসেডার।' *হাই*, ১৯৫৮।

ক্রূর [স] **১** *বি* ঘৃণা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* বিষাক্ত। 'মস্তকে কতকগুলি ক্রূর সর্প ধারণপূর্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* খল; কপট। 'প্রচণ্ড স্বভাব ধারী ক্রূর মূর্খ বলে তারি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৪** *বি* নিষ্ঠুর। '... সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অরে ক্রূর!' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৫** *বিণ* নিষ্ঠুর। 'কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, আচ্ছা সে দেখা যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৬** *বিণ* হিংস্র। 'সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মতো চুপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ক্রূরকর্মা [স] *বিণ* নির্দয়। 'শবর-নামক ক্রূরকর্মা ব্যাধজাতির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ক্রূরকাণ্ড [স] *বি* নিষ্ঠুর ঘটনা। 'হংসপদিকার সরল করুণ গীত এই ক্রূরকাণ্ডের ভূমিকা হইয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ক্রূরতম [স] *বিণ* নিষ্ঠুরতম। 'শতাব্দীর ক্রূরতম এই অভিশাপ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

ক্রূরতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত নির্দয়। 'আমরা মানুষ ঢের ক্রূরতর।' *জীবন*, ১৯৪০।

ক্রূরতা [স] **১** *বি* কপটতা। 'দুষ্ট লোকের ক্রূরতা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **২** *বি* নির্দয়তা। 'ক্রোধ দ্বেষ ক্রূরতা ও কুটিলতার অবতার-স্বরূপ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **৩** *বি* ক্রূর স্বভাব। 'কত যে ক্রূরতা এর, কত কুটিলতা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ক্রূরমতি [স] *বিণ* নিষ্ঠুর। 'ক্রূরমতি দুর্যোধন পাণ্ডবৈশ্বর্য্য দর্শনে সাতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ক্রূরমনা [স] *বিণ* নিষ্ঠুর মনের অধিকারী। 'দুর্যোধন পাপী দুর্যোধন ক্রূরমনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ক্রূরসর্পিল [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ সাপের গতির মতো আঁকাবাঁকা। 'গভীর সম্মোহনে তার ক্রূরসর্পিল রেখা।' *শওকত*, ১৯৪৬।

ক্রূরহিংসা [স] *বি* নিষ্ঠুর হিংসা। 'ক্রূরহিংসায় তাদের হৃদয়ে অশান্তির সৃষ্টি হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ক্রেংকার, ক্রেঙ্কার [ধ্বন্যা] *বি* হাঁস অথবা ময়ূরের ডাক। 'রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্য-ক্রেঙ্কারধ্বনি উত্থিত করে ...।'

রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ক্রেডিট [ই] **১** *বি* অন্যদের কাছে ধারে কেনার আস্থা। 'বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বি* ধার। 'যাহার ব্যবসা চলিতেছে বাজারে তাহারই ক্রেডিট থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ক্রেডিটর [ই] *বিণ* ঋণী। 'এ লাগি তোমার কাছে দেশটাই ক্রেডিটর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ক্রেতব্য [স] *বিণ* ক্রয় করতে হবে এমন। 'এই মূল্যটি কৃষকের ক্রেতব্য পণ্যগুলির বর্দ্ধিত মূল্যের তুলনায় নিতান্ত অল্প।' *সওগাত*, ১৯৪৪।

ক্রেতা [স] *বি* খরিদ্দার। 'তবে ক্রীতদাস ও ক্রেতা স্বামীই বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য কেন না-হইবে?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্রেত্রী [স] *বি স্ত্রী* ক্রেতা। 'দোকানে ক্রেতা ক্রেত্রীর ভিড়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ক্রেন [ই] *বি* যে যন্ত্রের সাহায্যে ভারী জিনিস তোলা হয়। 'ক্লান্তিহীন ক্রেন এরিয়েল।' *জীবন*, ১৯৪০।

ক্রেপ [ই] *বি* কোঁচকানো পাতলা রেশমি কাপড়। 'কেবল ক্রেপের ওড়নার ভিতর হইতে বাদলা জড়ানো স্থূল ও সুদীর্ঘ চুলের বেণী দেখা যাইতেছে।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

ক্রেপা [স কৃপা] *বি* কৃপা। 'ধর্মো কার্য করিতে শাস্তোর দিয়াছেন তাহান ক্রেপাএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ক্রেপাবন্ত [স কৃপাবন্ত] *বিণ* কৃপাবন্ত। 'রূপবন্ত গুণবন্ত ক্রেপাবন্ত তনু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ক্রেম [স ক্রম] *বি* অনুক্রম। 'চলাচল হইয়াছে এ ক্রেমে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ক্রেয় [স] *বি* ক্রয়ের উপযুক্ততা। 'স্বতন্ত্রতা মূল্য দিয়া তাহার ক্রেয় অতি দুর্মূল্য।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ক্রেয়া [স ক্রয়] *বিণ* ক্রীত। 'খানিক জমিও ... এই কর্ম্মের কারণ ক্রেয়া হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

ক্রেসান্থেমাম [ই] *বি* সোপাটি ফুলের মতো ফুলবিশেষ। 'ক্রেসান্থেমাম কার্নেশনের কেয়ারি-সমেত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ক্রেস্কোগ্রাফ [ই] *বি* গাছের বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্র। 'নূতন কল আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, তাহার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ।' *জগদীশ*, ১৯১৯।

ক্রোক [ই] *বি* দেনার দায়ে আদালতের হুকুমে সম্পত্তি আটক। 'আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ক্রোকী [ই ক্রোক>] *বিণ* ক্রোক করা হয়েছে এমন। 'ক্রোকী জিনিসপত্র।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ক্রোকাস [ই] *বি* বসন্তের প্রথম দিকে ফোটে এমন রঙিন ফুলবিশেষ। 'পুষ্পিত প্রান্তরে উন্মূলিত ক্রোকাসের দল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

ক্রোটন [ই] *বি* পাতাবাহারের গাছ। 'কে একজন শখ করিয়া গোটাকতক ক্রোটন রোপণ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ক্রোড় [স] *বি* কোল। 'আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ক্রোড়গামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আলিঙ্গনাবদ্ধ। 'সুতরাং আর দুই দিবস পরে আমারে তাঁহার ক্রোড়গামিনী হইতে হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ক্রোড়পতি [স] *বিণ* কোটিপতি। 'বঙ্গে ক্রোড়পতি ও লক্ষপতি মুসলমান নবাব-জমিদার আছেন।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

ক্রোড়পত্র [স] *বি* অতিরিক্ত অংশ। 'তিনি উইলের এক ক্রোড়পত্র সৃজন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ক্রোড়পথ [স] *বি* মাঝপথ। 'সমস্যার ক্রোড়পথে স্বাক্ষর যোজনা তোমারে করেছে ক্লান্ত।' *আহসান*, ১৯৪৪।

ক্রোড়বিচ্যুত [স] *বিণ* নিরাশ্রয়। 'জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ক্রোড়সঙ্গিনী [স] *বিণ* অঙ্কশায়িনী। 'সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ক্রোড়স্থ [স] *বিণ* কোলের। 'হয় তোমরা এই ক্রোড়স্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে এখনি বিনাশ কর ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

ক্রোড়স্থিত [স] *বিণ* কোলের। 'জননী আপনার ক্রোড়স্থিত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ক্রোদ [স ক্রোধ] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'ক্রোদ হইয়া বিস্য কৈল আটোপ টঙ্কার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ক্রোধ [স] **১** *বি* রাগ; ক্ষোভ। 'ক্রোধে কাহ্নাঞিঁ রাধার আঞ্চলে ধরি মনে মনে হাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অভিশাপ; ঘৃণা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ক্রোধগত [স] *বিণ* রুষ্ট। 'ক্রোধগত মুখ হই বসিয়া আছএ।' *সুলতান*, ১৬৫০।

ক্রোধজ [স] *বি* রাগ। 'ক্রোধজ অষ্ট প্রকার।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ক্রোধজুত [স ক্রোধযুক্ত] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'হাতে বজ্র ধাএ ইন্দ্র ক্রোধজুত হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্রোধদীপ্ত [স] *বিণ* রাগে জ্বলছে এমন। 'ক্রোধদীপ্ত ডাক ছাড়িয়া নাচে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ক্রোধ-নাদ [স] *বি* ক্ষুব্ধ গর্জন। 'মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে ক্রোধ-নাদ বজ্রনাদে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ক্রোধপরতন্ত্র [স] *বিণ* ক্রোধপরায়ণ। 'তোমরা ক্ষত্রিয়, সহজেই ক্রোধপরতন্ত্র।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

ক্রোধপরায়ণ [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'কোরান ও বায়িবল অনুসারে পরমেশ্বরকে ক্রোধপরায়ণ ... বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্রোধভরে [স] *ক্রিবিণ* রাগতভাবে; রেগে। 'ক্রোধভরে যদি মোরে ত্যজ অকারণ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

ক্রোধভাজন [স] *বিণ* রোষের পাত্র। 'স্বজাতি ও স্বধর্মের মানুষের ক্রোধভাজন হলে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

ক্রোধমতি [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'একদিকে স্বার্থান্বেষী হিংসুক ক্রোধমতি ...।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ক্রোধমন [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'এত শুনি মহাপ্রভু হৈলা ক্রোধমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ক্রোধরিপু [স] *বি* ক্রোধরূপ রিপু। 'শরীর পীড়িত হইলে, ক্রোধরিপু প্রবল হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ক্রোধাকুল [স] *বিণ* অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। 'ক্রোধাকুল হয়ে শেষ দিলে অভিশাপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ক্রোধাকুলা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্রোধে আকুল। 'ভাবিলা মনেতে দাসী ক্রোধাকুলা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ক্রোধাক্রান্ত [স] *বিণ* রুষ্ট। 'তাহাদিগেরই ক্রোধাক্রান্ত রক্তিমাভ

মুখমণ্ডল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ক্রোধাগ্নি [স] *বি* ক্রোধরূপ আগুন। 'ক্রোধাগ্নি তড়িত-রূপে; রকত নয়নে ...।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ক্রোধানল [স ক্রোধ-অনল] *বি* ক্রোধরূপ অনল; ক্ষুব্ধতা। 'তাহাতে আমেরিকাবাসীদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ক্রোধান্ধ [স] *বিণ* অতিশয় ক্রুদ্ধ। 'ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জ্বলে যথা খরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ক্রোধান্বিত [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'দোতরফি নালিসে বাদসাহ ক্রোধান্বিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

ক্রোধান্বিত হওয়া *ক্রি* রাগান্বিত হওয়া। 'রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া মনে বিবেচনা করিলেন বুঝি এ স্ত্রী ভ্রষ্টা হবে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ক্রোধাবিষ্ট [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'করিল দান জুদ্ধ ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্রোধাবেশ [স] *বি* ক্রুদ্ধ অবস্থা। 'ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ক্রোধি, ক্রোধী [স ক্রোধী] **১** *বিণ* ক্রোধান্বিত। 'আফিম চরস ইত্যাদি খায় সদাই ক্রোধি।' *রামরাম*, ১৮০১; 'ক্রোধী ব্যক্তি আপনার বিষে আপনি জ্বালাতন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **২** *বি* সংগীতের একটি শ্রুতি। 'ক্রোধী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ক্রোধিত [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'ক্রোধিত হইল রাজা সাধুর বচনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ক্রোধীশ [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'মহিষমর্দ্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব।' *ভারত*, ১৭৬০।

ক্রোধে অবিসার *বিণ* রাগে অস্থির। 'ক্রোধে অবিসার ছোট জমাদার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ক্রোধোদ্রেক [স ক্রোধ-উদ্রেক] *বি* রাগের উদয়। 'ক্রোধোদ্রেক হইতে ক্রোধশান্তি পর্যন্ত বশিষ্ঠ চুপ করিয়া রহিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ক্রোরপতি [স] *বিণ* কোটিপতি। 'আপনি ক্রোরপতি ভূস্বামীকে এমন কথা বলেন?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ক্রোশ [স] *বি* প্রায় চার হাজার গজ। 'ক্রোশ চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ক্রোশার্ধ [স] *বিণ* প্রায় দুই হাজার গজ পরিমাণ। 'ক্রোশার্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

ক্রোশী [স] *বিণ* ক্রোশ পরিমাণ দীর্ঘ। 'একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ক্রোস [স ক্রোশ] *বি* প্রায় চার কিলোমিটার দূরত্ব; ক্রোশ। 'এক ক্রোস অন্তর আছে।' *ক্যালগে*, ১৮৮৪।

ক্রৌঞ্চ [স] *বি* এক জাতের বক; কোঁচবক। 'ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ক্রৌঞ্চবধূ [স] *বি* নারী ক্রৌঞ্চ। 'ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ক্রৌঞ্চী [স] *বি স্ত্রী* বকজাতীয় পাখি। 'ক্রৌঞ্চী কাঁদে করুণ কুহু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ক্র্যাফটসম্যান [ই] *বি* কারিগর। 'নীচের তলার ক্র্যাফটসম্যানেরও দরকার।' *অবন*, ১৯৪১।

ক্লব [ই] *বি* ক্লাব; খেলাধুলা বা সংস্কৃতিচর্চার প্রতিষ্ঠান। 'লীগ, সোসাইটি, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। দ্র **ক্লাব**

ক্লাইমেকস [ই] *বি* (সাহিত্য) চূড়ান্ত অবস্থা। 'ক্লাইমেকস বাদ দিয়েও সরেস ছোট গল্প লেখা যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ক্লান্ত [স] **১** *বিণ* অবসন্ন। 'একদা, গ্রীষ্মকালে, কতিপয় পথিক, মধ্যাহ্ন সময়ের রৌদ্রে, অতিশয় তাপিত ও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বিণ* শেষ। 'দিন যে এল ক্লান্ত হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৩** *বিণ* ক্ষীণ। 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ক্লান্তকায় [স] *বি* পরিশ্রান্ত শরীর। 'এত ভার ... কোমল করুণ ক্লান্তকায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ক্লান্তগমন [স] *বিণ* ক্লান্তিভরে গমন করে এমন; ধীরগামী। 'ক্লান্তগমন পান্থ হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ক্লান্তপক্ষ [স] *বিণ* ক্লান্তিকর ডানাবিশিষ্ট। 'শেষে সেই সৌরভেরি ভারে ক্লান্তপক্ষ মন্থর পবন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

ক্লান্তশ্বাস [স] *বি* ক্লান্তিপূর্ণ নিঃশ্বাস। 'ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ক্লান্তা [স] *বিণ স্ত্রী* পরিশ্রান্ত। 'যবে নৃত্য-পরিশ্রম ক্লান্তা সীমন্তিনী ছাড়েন নিশ্বাস ঘন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ক্লান্তি [স] *বি* অবসন্নতা। 'কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই, তাহাদের শরীর শীতল ও ক্লান্তি দূর হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ক্লান্তিকর [স] *বিণ* বিরক্তিকর। 'শ্রুত সংবাদ ক্লান্তিকর হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ক্লান্তিদীর্ণ [স] *বিণ* ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে এমন। 'তবু সেই ক্লান্তিদীর্ণ অবসন্ন মনে ...।' *সিকানদার*, ১৯৪৩।

ক্লান্তিবিহীন [স] *বিণ* অক্লান্ত। 'সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ক্লান্তিবিহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্লান্তি নেই এমন। 'ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায় বেঁধেছি তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ক্লান্তি-বোঝাই [স ক্লান্তি+বোঝাই] *বিণ* শ্রান্তিপূর্ণ। 'স্বপ্নশেষের ক্লান্তি-বোঝাই রাতি –।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ক্লান্তিবোধ [স] *বি* অবসাদ অনুভব। 'ক্লান্তিবোধ হইলে, লম্বমান রজ্জু অবলম্বন করিয়া জাহাজে উঠিত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ক্লান্তিহর [স] *বিণ* ক্লান্তি দূর করে এমন। 'ক্লান্তিহর আদিম নিদ্রায় মগ্ন অকাতরে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

ক্লান্তিহরণ [স] *বিণ* ক্লান্তি দূর করে এমন। 'নেমে এসেছে ক্লান্তিহরণ স্তব্ধতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ক্লান্তিহরা [স] *বিণ* ক্লান্তি দূরকারী। 'সীমাহীন পথে সে-জল ক্লান্তিহরা।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ক্লান্তিহারা [স] *বিণ* ক্লান্তিহীন। 'আকাশে অসংখ্য তারা চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা, হৃদয় বিস্ময়ে সারা হেরি একদিঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ক্লান্তিহীন [স] *বিণ* অক্লান্ত; অবিরাম। 'ত্রিভুবনদেবতার ক্লান্তিহীন আনন্দের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ক্লাব [ই] *বি* সংঘ। 'সোসাইটি, ক্লাব, এসোসিয়েশন ... নিবেদন, সমবেদন, – আমি তাহাতে নহি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ক্লায়েন্ট [ই] *বি* মক্কেল। 'আগে ক্লায়েন্ট উকিলের সঙ্গে কি দেখা করতে

পেতো।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ক্লারিওনেট [ই ক্লারিনেট] *বি* ধাতুনির্মিত এক ধরনের বাঁশি। 'ক্লারিওনেট ও করনেট পরস্পরে জ্ঞাতি-শত্রুতার ঝগড়া শুরু করে দিলে।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

ক্লারেট [ই] *বি* মদবিশেষ। 'যাঁহারা বিয়ার কি শেরি কি পোর্ট কি ক্লারেট ... মদ্যের নামও সহ্য করেন না।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

ক্লার্ক [ই] *বি* কেরানি। 'ক্লার্করা কোঠা-বালাখানা ক'রে গেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ক্লার্কগিরি [ই ক্লার্ক+ফা গিরি] *বি* কেরানির কাজ। 'তাদের ছেলেরা এখন সার্ভিং ক্লার্কগিরি করছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ক্লাশ [ই ক্লাস] *বি* বিদ্যালয়ের শ্রেণী। 'দ্বিতীয় ক্লাশের বালকেরদিগকে পারিতোষিক দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। দ্র **ক্লাস**

ক্লাশফ্রেণ্ড [ই] *বি* সহপাঠী। 'সে পাঠশালায় আমির আলির ক্লাশফ্রেণ্ড ছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ক্লাস [ই] **১** *বি* শ্রেণী। 'বিদ্যালঙ্কার ছয় ক্লাস অর্থাৎ শ্রেণী বদ্ধ করিয়া অতিসুধারানুসারে বালকেরদিগকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* ট্রেন ইত্যাদি যানবাহনে স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী ভাগ। 'সেকেন ক্লাস ও গুড্‌স ও লগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বি* শ্রেণীকক্ষ। 'যদিও ক্লাসের বাইরে যেতে পারতুম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। দ্র **ক্লাশ**

ক্লাস-টিচার [ই] *বি* শ্রেণী-শিক্ষক। 'ক্লাস-টিচারের কাছে ছুটি নিয়ে বেরুচ্ছি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ক্লাস-ফ্রেণ্ড [ই] *বি* সহপাঠী। 'তিনি আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ক্লাসরুম [ই] *বি* শ্রেণীকক্ষ। 'সেখানে ক্লাসরুম টেবিল চেয়ার ...।' *অবন*, ১৯২৫।

ক্লাসসুদ্ধ [ই] *বিণ* পুরো শ্রেণীকক্ষের। 'ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বেত খাইল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ক্লাসিক [ই] *বিণ* ধ্রুপদী। 'আরবী ফারসী 'ক্লাসিক' রূপে শিক্ষার ব্যবস্থা স্কুল কলেজে ও ইউনিভার্সিটিতে হওয়াই যথেষ্ট।' *সওগাত*, ১৯২৯।

ক্লাসিকতন্ত্র [ই ক্লাসিক+স তন্ত্র] *বি* ধ্রুপদীবাদ। 'এই সত্যানুসন্ধিৎসাই ক্লাসিকতন্ত্রের আত্মা।' *শিব*, ১৯৫০।

ক্লাসিকধর্মী [ই ক্লাসিক+স ধর্মী] *বিণ* আদর্শিক। 'বিদ্যাসাগরের ক্লাসিকধর্মী গদ্যরচনায় এবং সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারক কাজে স্থায়িত্ব ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

ক্লাসিকযুগ [ই ক্লাসিক+স যুগ] *বি* ধ্রুপদী যুগ। 'আমি ক্লাসিকযুগের অজিতকুমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ক্লাসিকাল, ক্লাসিক্যাল [ই] *বিণ* ধ্রুপদী। 'ক্লাসিকাল মিউজিকের ভাষা বাংলা হতেই পারে না।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'ক্লাসিক্যাল সাহিত্য থেকে কোটেশন করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ক্লাসিসিজম [ই] *বি* ক্লাসিক মতবাদ; ধ্রুপদী মতবাদ। 'ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজম – এর মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ক্লিক [ই] *বি* ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার শব্দ। 'ক্যামেরা ক্লিক করে উঠল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ক্লিন [ই] *বিণ* নিখুঁত। 'ক্লিন হিসেব।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ক্লিনিক [ই] *বি* বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসাকেন্দ্র। 'ক্লিনিকের কথায় নাচের কথা উঠল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ক্লিন্ন [স] **১** *বিণ* আর্দ্র। 'শেষে ক্লিন্ন জনপদে লঘু করে করিবে বর্ষণ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। **২** *বিণ* নোংরা। 'ঘরটা আগাগোড়া ক্লিন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ক্লিন্নতা [স] *বি* ক্লেদ। 'তোমার শীর্ণ ক্লিন্নতা মুছে যাক।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

ক্লিন্নমনা [স] *বিণ* ক্লেদাক্ত। 'মিথ্যার জীবন-যাত্রা চির ক্লিন্নমনা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ক্লিপ [ই] *বি* কাগজ ইত্যাদি একত্রে এঁটে ধরে রাখার কল। 'পিন, ক্লিপ যা চাই তাই দিতে পারেন ভুবনবাবু।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ক্লিপ্ত [স] *বিণ* বিরহিত; খণ্ডিত। 'ক্লিপ্ত করিলে ভজনু দুঃখে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ক্লিয়ার [ই] *বিণ* খোলা। 'তাড়া করলে খেঁচে হাওয়া দেওয়ার মতো লাইন ক্লিয়ার আছে কিনা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ক্লিয়ার করা *ক্রি* দূরে সরিয়ে দেওয়া। 'গোল-এরিয়ার ভেতর থেকে বল ক্লিয়ার করাই ওদের মুসকিল।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ক্লিশিত [স] *বিণ* ক্লেশপ্রাপ্ত; জর্জরিত। 'ভয়ে নয়, বেদনা ক্লিশিত কোনো কুণ্ঠাতেও নয়।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

ক্লিষ্ট [স] **১** *বিণ* ক্লান্ত; অবসন্ন। 'ইতিমধ্যে শারীরিক পীড়া হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বিণ* কষ্ট পেয়েছে এমন। 'সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৩** *বিণ* কষ্টদায়ক। 'আমার এ ক্লিষ্ট ভালোবাসা।' *নজরুল*, ১৯২৩। **৪** *বিণ* যথার্থ নয় এমন। 'ভুল উপমা দোষদুষ্ট উপমা ক্লিষ্ট উপমা ... এসব কিছুর কোনো মূল্য থাকে না।' *অবন*, ১৯২৫।

ক্লিষ্টকণ্ঠ [স] *বি* কাতর কণ্ঠ। 'ক্লিষ্টকণ্ঠে এলা বললে, তুমি ভুললে কেন অন্তু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ক্লিষ্ট করা *ক্রি* পীড়া দেওয়া। 'আমাদের মতো পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ক্লিষ্টকরুণ [স] *বিণ* বেদনাদায়ক ও করুণ। 'ক্লিষ্টকরুণরাগে তাদের/ ক্লান্ত বাঁশি বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ক্লিষ্টতা [স] *বি* কষ্ট। 'বহু দুঃখ, ক্লিষ্টতা আর গ্লানি পৃথিবীর বুকে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ক্লিষ্টদেহ [স] *বিণ* অবসন্ন শরীরবিশিষ্ট। 'অসুস্থ ক্লিষ্টদেহ রাজলক্ষ্মী বিছানায় পড়িয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ক্লিষ্টবিক্ষিপ্ত [স] *বিণ* কষ্টপ্রাপ্ত ও অস্থির। 'বাহিরের বহুতর আঘাতে আকর্ষণে ক্লিষ্টবিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ক্লিষ্টভাব [স] *বি* কষ্টবোধ। 'শচীন্দ্রের দুর্বলতা ও ক্লিষ্টভাব কমিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ক্লিষ্টমুখ [স] *বি* ক্লান্তি জড়ানো মুখ। 'কোরবান আর কিছু বললো না, ক্লিষ্টমুখে এগিয়ে চললো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

ক্লিষ্টশব্দ [স] *বি* বিরক্তিকর শব্দ। 'চাকার ক্লিষ্টশব্দে মুচড়ে দিচ্ছিল বাতাসকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ক্লিষ্ট হওয়া *ক্রি* পীড়াদায়ক হওয়া। 'উভয়ের বন্ধুত্ব ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ক্লিষ্টহৃদয় [স] *বি* দুঃখিত মন। 'ইহাই সে নিতান্ত ক্লিষ্টহৃদয়ে সন্ধান

করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ক্লীব [স] ১ *বিণ* অকর্মণ্য। 'কর্মের সুবিধার জন্য নিজেকে ক্লীব করে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ২ *বি* অক্ষম। 'হে ক্লীব, হে জড়, মরিয়া যাও।' *নজরুল*, ১৯২৪। ৩ *বিণ* কাপুরুষ। 'অগ্রে চলে না ক্লীব ভীরু, ভয় দেখায়।' *নজরুল*, ১৯৪২।

ক্লীবতা [স] *বি* কাপুরুষতা। 'নিজের ক্লীবতার জন্যে অন্যকে দোষ দিয়ো না।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ক্লীবত্ব [স] ১ *বি* নিষ্ক্রিয়তা। 'যে দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রলোভনে বা অনুশাসনে অন্ধভাবে নিজের শক্তির ক্লীবত্ব সাধন করতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ২ *বি* পৌরুষহীনতা। 'ইহা কি তাঁহাদের নিষ্জীবতা ও ক্লীবত্বের পরিচায়ক নহে?' *ছোলতান*, ১৯২৩।

ক্লীবলিঙ্গ [স] *বি* পুরুষ বা স্ত্রীবাচক নয় এমন শব্দ। 'ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ সম্পূর্ণ ব্যাকরণবিরুদ্ধ।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ক্লু [ই] *বি* হদিস। 'কোনো ক্লু অনুসন্ধানের জন্যে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ক্লেদ [স] *বি* পুঁজ। 'কণ্ঠ-ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রক্ত, মাংস, ... ক্লেদ, লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধ ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ক্লেদক্লিষ্ট [স] ১ *বিণ* কষ্ট জর্জরিত। 'ক্লেদক্লিষ্ট পৃথিবীতে একী পরিহাস!' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* ক্লেদাক্ত। 'পাকিস্তানের পাক মাটির ক্লেদক্লিষ্ট পশ্চাদ্‌ভূমিকে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

ক্লেদলিপ্ত [স] *বিণ* কলুষমাখা। 'আছে মূঢ় ক্লেদলিপ্ত লোভ।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

ক্লেদসিক্ত [স] *বিণ* কলুষিত। 'সর্বশরীর ঘৃণায় যেন ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ক্লেদাক্ত [স ক্লেদ-অক্ত] ১ *বিণ* নোংরা। 'এই যে একটা লোলজিহ্বা লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীসৃপকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* কর্দমময়। ধ্বংসের ফাটলে যেন সূর্যভীরু ক্লেদাক্ত দাদুরী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

ক্লেদান্বিত [স ক্লেদ-অন্বিত] *বিণ* ময়লাযুক্ত। 'কত শত ব্যক্তি ক্লেদান্বিত ... বাষ্পরূপ বিষম বিষ অবিরতই শরীরস্থ করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ক্লেশ [স] ১ *বি* কষ্ট। 'ইহাথে ভাবহ মনে ক্লেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গ্লানি। 'যদি তাহা থাকিত তবে এত ক্লেশ পাইত না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ক্লেশকণ্টক [স] *বি* যন্ত্রণাদায়ক কাঁটা। 'চরণে ফুটিল ক্লেশকণ্টক বিশেষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ক্লেশকর [স] *বিণ* কষ্টকর। 'শ্রীযুত আদাম সাহেব ষ্টেসিনরি কমিটির ক্লেশকর কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

ক্লেশদ [স] *বিণ* কষ্টদায়ক। 'সেখানে দুর্ভাগ্য ঘোড়া আপন অবশিষ্ট বয়েস ক্লেশদ দাসত্বে কাটাইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ক্লেশদায়ক [স] *বিণ* কষ্টকর। 'লোকের যাতায়াত করা বড় ক্লেশদায়ক হইয়া উঠে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

ক্লেশদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* কষ্ট দেয় এমন। 'কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ক্লেশ-পাথার [স ক্লেশ+স প্রান্তর] *বি* কষ্টের সাগর। 'ক্লেশ-পাথারের সাঁতার জল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ক্লেশপ্রপঞ্চ [স] *বি* কষ্টের উৎস। 'যে ব্যক্তি, রাজ্যেশ্বর হইয়া, অভিলাষানুরূপ বিষয়ভোগ না করে, তাহার রাজ্য ক্লেশপ্রপঞ্চ মাত্র।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ক্লেশভোগ [স] *বি* কষ্টভোগ। 'তোমায় অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ক্লেশসহনশীল [স] *বিণ* কষ্টসহিষ্ণু। 'কৃষকেরা অতিশয় শ্রমপরায়ণ ক্লেশসহনশীল ও নিরীহ।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

ক্লেশসাধ্য [স] *বিণ* কষ্টকর। 'ইহার সংযম তত ক্লেশসাধ্য হয় ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্লেশানুভব [স ক্লেশ-অনুভব] *বি* দুঃখ অনুভব। 'দুঃসহ ক্লেশানুভবপূর্ব্বক বিলাপ ও ক্রন্দন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ক্লেশান্ত [স ক্লেশ-অন্ত] *বি* দুর্ভোগের অবসান। 'ইহা দ্বারা প্রজাদের ক্লেশান্ত না হউক ...।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

ক্লেশাবনত [স ক্লেশ-অবনত] *বিণ* দুঃখ-যন্ত্রণায় কাতর। 'পরিবার প্রতিপালনে বহু ক্লেশাবনত হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ক্লেশিত [স] *বিণ* দুঃখিত। 'জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ক্লেস [স ক্লেশ] *বি* যন্ত্রণা। 'বন্দি সালে রাজাগন পায়ে বড় ক্লেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্লৈব্য [স] ১ *বি* ক্লীবত্ব। 'আলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বি* অক্ষমতা। 'স্বপ্নদুঃস্থ ক্লৈব্য থেকে অকস্মাৎ অব্যাহতি পাবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৩ *বি* কাপুরুষতা। 'সুবিধাবাদের ক্লৈব্য বাচাল দম্ভে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

ক্লোক [ই cloak] *বি* আলখাল্লা। 'গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ক্লোজ [ই] *বিণ* বন্ধ। 'কারবার ক্লোজ করেছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ক্লোজ-অপ [ই] *বি* নিকটদৃশ্য। 'মুখোমুখি পুরুষ-নারীর নীল নিট ক্লোজ-অপে।' *জীবন*, ১৯৩০।

ক্লোনিজেসিয়ান [ই কলোনাইজেশন] *বি* উপনিবেশ স্থাপন। 'ক্লোনিজেসিয়ান অর্থাৎ ইঙ্গরেজলোকের এ প্রদেশে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ক্লোরাইন [ই] *বি* রাসায়নিক মৌলবিশেষ। 'সডিয়ামের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজানের সংযোগবিশেষ লবণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ক্লোরোফর্ম, ক্লোরোফরম [ই] ১ *বি* বর্ণহীন চেতনানাশক তরলবিশেষ। 'ক্লোরোফর্ম দিয়া অসাড় করিয়া লওয়া যায়।' *জগদীশ*, ১৯১৬; 'সে গন্ধ ক্লোরোফরমের দাদা।' *প্রমথ*, ১৯২৭। ২ *বিণ* অচেতন। 'তাকে একবার ক্লোরোফরম করা হয়েছিল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ক্লোরোফিল [ই] *বি* গাছের পাতার সবুজ উপাদান যা সূর্য থেকে গাছের খাদ্য আহরণ করতে সাহায্য করে। 'তাদের মধ্যে ক্লোরোফিল বলে একটি পদার্থ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ক্লোসঅপ [ই] *বিণ* নিবিড়। 'ক্লোসঅপ আলিঙ্গনে মদালস গভীর চুম্বনে ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

ক্ষ [স] *বি* ক্ষ বর্ণ। **ক্ষকারান্ত** [স] *ক্রিবিণ* ক্ষ বর্ণ পর্যন্ত। 'অকারাদি ক্ষকারান্ত সুশ্রেণীক্রমে সংগৃহীত হইয়া শব্দকামধুরা সংজ্ঞক অভিধান প্রকাশিত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ক্ষএ [স ক্ষয়] *বি* ধ্বংস। 'আর জন্ম লভিয়া করিমু বিস্য ক্ষএ।' *কবীন্দ্র*,

১৬৮৯।

ক্ষওয়া [স ক্ষয়>] *ক্রি* ক্ষয় হওয়া। 'মূলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ক্ষণ [স] **১** *বি* সময়। 'তুমি দিবা তুমি রাত্‌ দণ্ড প্রহর ক্ষণ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মুহূর্ত। '... তাহার এই বিপদ দেখিয়া, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, জাল কাটিতে আরম্ভ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ক্ষণকাল [স] *বি* অল্প সময়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি ক্ষণকাল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ক্ষণকালিক [স] *বিণ* অল্প সময়ের। 'একটি ক্ষণকালিক সদিচ্ছার কাহিনী।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ক্ষণকালীন [স] *বিণ* অল্প সময় স্থায়ী হয় এমন। 'একটা গোলার কেবল ক্ষণকালীন অবস্থা আমাদের চোখে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ক্ষণকৃত [স] *বিণ* মুহূর্তে করা হয়েছে এমন। 'ক্ষণকৃত অতি ক্ষুদ্র অপরাধে ... দণ্ডের বিধান করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ক্ষণচর [স] *বিণ* ক্ষণিকের। 'ছিল যাহা ক্ষণচর/ চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ক্ষণজন্মা [স] **১** *বিণ* বিরল। 'ক্ষণজন্মা ক্ষিতিপতি নির্দোষ শরীর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* অসাধারণ গুণসম্পন্ন। 'পুত্র প্রাকৃত মনুষ্য নহেন ক্ষণজন্মা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ক্ষণজীবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অল্পকাল স্থায়ী। 'সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ক্ষণজীবী [স] *বিণ* স্বল্পায়ু। 'অনবরত ক্ষণজীবী নভেলগুলো তাঁর ওখানে যাতায়াত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ক্ষণতরে [স] *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণের জন্য। 'এসেছ ক্ষণতরে, ক্ষণপরে যাইবে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ক্ষণদীপ্ত [স] *বিণ* ক্ষণিকের জন্যে প্রদীপ্ত। 'যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষীণদীপ্ত টিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ক্ষণদ্যুতি [স] *বি* অস্থায়ী উজ্জ্বলতা। 'ক্ষণদ্যুতিকে স্থায়িত্ব দানের চেষ্টা হয় শুধু রচনায়, জীবনে নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ক্ষণপরে [স] *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ বাদে। 'এসেছ ক্ষণতরে, ক্ষণপরে যাইবে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ক্ষণপূর্ব [স] *বি* অনতিপূর্বকাল। 'অবকাশ কোথায় ক্ষণপূর্বের দুঃখ মনে করে রাখার?' *নজরুল*, ১৯৩০।

ক্ষণপ্রতীক্ষা [স] *বি* ক্ষণিকের প্রতীক্ষা। 'ক্ষণপ্রতীক্ষায় ফুল ফুটেছিল যত চারাগাছে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

ক্ষণপ্রভা [স] *বি* বিদ্যুৎ। 'বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে২ ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ক্ষণপ্রাণ [স] *বিণ* দুর্বল প্রাণবিশিষ্ট। 'ক্ষণপ্রাণ মানুষের ভঙ্গুর রঙ্গিন অঙ্গীকার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

ক্ষণপ্রেয়সী [স] *বি* অল্প সময়ের প্রিয়তমা। 'এ ভাষায় ওদের বরণ করে নেয় বন্দরের ক্ষণপ্রেয়সীরা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ক্ষণবাদ [স] *বি* জগতের সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী – এই মতবাদ। 'প্রাচীন ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ ... আমার রচনামাত্রেই অতিশয় অস্থায়ী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

ক্ষণবিনশ্বর [স] *বিণ* অল্পকাল স্থায়ী। 'ক্ষণবিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দেবসেবায় নিয়োজিত হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ক্ষণবিলাসী [স] *বিণ* সাময়িক আরামপ্রিয়। 'উদ্দেশ্যহীন, ক্ষণবিলাসী, প্রাত্যহিকতার স্রোতে ভেসেযাওয়া জীবনের পথ নয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ক্ষণভঙ্গুর [স] *বিণ* অল্পকাল পরেই ভেঙে যায় এমন। 'বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা ... গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ক্ষণভঙ্গুরতা [স] *বি* খুব দ্রুত ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা। 'কর্মঠবৃত্তির অহংকারে ঢাকো ক্ষণভঙ্গুরতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ক্ষণমাত্র [স] *ক্রিবিণ* মুহূর্তের জন্য। 'ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ক্ষণমুখরা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষণকাল মুখর থাকে এমন। 'সাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষণমুখরা খ্যাতির মৌনসাধন বার বার দেখা গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ক্ষণলিখন [স] *বি* ক্ষণিকের লেখা। 'সে ক্ষণলিখন তখন কোথায় রবে!' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ক্ষণসঙ্গিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অল্পকালের জন্য সঙ্গদানকারী। 'আপনার ক্ষণসঙ্গিনী।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ক্ষণস্থায়িত্ব [স] *বি* অল্পকালের স্থিতিশীলতা। 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে যখন চাঞ্চল্য ও ক্ষণস্থায়িত্বকে দোষের কিছু নয় প্রমাণ করলেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ক্ষণস্থায়ী [স] **১** *বিণ* স্বল্পকালীন। 'অসভ্য অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য অপেক্ষাকৃত লঘু ও ক্ষণস্থায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* ভঙ্গুর। 'মরণ-হরণ কীর্ত্তি তোমার, মোর সে ক্ষণস্থায়ী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ক্ষণহাসি [স ক্ষণহাস] *বি* মুহূর্তের হাসি। 'সুখের দশা যেন সে বিদ্যুৎ ক্ষণহাসির দূত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

ক্ষণে ক্ষণে [স] **১** *ক্রিবিণ* ক্রমে ক্রমে। 'শ্রীমুখ সুন্দরকান্তি বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* বার বার। 'ক্ষণে ক্ষণে আপন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগে চাহিয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *ক্রিবিণ* থেকে থেকে। 'নানা দিকে নানা বিষয় ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিবার প্রয়োজন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ক্ষণেক [স ক্ষণ-এক] *ক্রিবিণ* অল্প সময়ের জন্য। 'ক্ষণেক থাকিয়া পুন আইলেন ঘরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ক্ষণিক [স] **১** *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'আমরা কি নির্বোধ, ক্ষণিক সুখের জন্য, প্রাণ হারালাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বিণ* সাময়িক। 'ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ক্ষণিকক্ষিপ্র [স] *বিণ* ক্ষণিকের জন্য দ্রুতগামী। 'মৌন আলোর থামে ক্ষণিকক্ষিপ্র ট্র্যাফিকে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

ক্ষণিকতা [স] *বি* ক্ষণস্থায়িত্ব। 'দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ক্ষণিকা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* অল্পক্ষণ স্থায়ী। 'কে জানিত সেই ক্ষণিকা মুরতি/ দূরে করি দিবে বরষন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি স্ত্রী* ক্ষণস্থায়ী নারী। 'পরশমণিকা নিয়ে, কাছে কাছে ভ্রমিছে ক্ষণিকা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

ক্ষত [স] **১** *বি* আঘাতপ্রাপ্ত স্থান। 'উঠিয়া দেখিল কর্ণের ক্ষত বহুতর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* ঘা। 'তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, কুকুরের কামড়ে যে ক্ষত হইয়াছে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ক্ষতচিহ্ন [স] *বি* স্বাভাবিক হওয়ার পরেও থেকে যাওয়া আঘাতের দাগ। 'বৃহৎ সীমায় যুদ্ধের ক্ষতচিহ্নে যাহা চিহ্নিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ক্ষতপক্ষ [স] *বিণ* আঘাতপ্রাপ্ত পাখাবিশিষ্ট। 'ক্ষতপক্ষ পতঙ্গ রাগিয়া ভোঁ-ভোঁ করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ক্ষতপ্রাণ [স] *বি* দগ্ধ হৃদয়। 'তোমার সান্ত্বনাসুধা অশ্রুবারিসম পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষতপ্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ক্ষতবিক্ষত [স] **১** *বিণ* আঘাতের ফলে বহু স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এমন। 'আমরা অতি নির্বোধ, সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া, ... এক ধূর্তের আহারের যোগাড় করিয়া দিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বিণ* অসংখ্য আঘাতে জর্জরিত। 'ওই মহাবীর অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক রাবণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

ক্ষতস্থল [স] *বি* আঘাতপ্রাপ্ত স্থান। 'সামাজিক মানুষের বেদনার ক্ষতস্থল খুঁজে বের করে ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

ক্ষতস্থান [স] *বি* আঘাতপ্রাপ্ত স্থান। 'ছুরি মেরেছে, সেই ক্ষতস্থান উঠল বিষিয়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ক্ষতান্বিত [স] *বিণ* ক্ষত হয়েছে এমন। 'নেজ পর্য্যন্ত ক্ষতান্বিত হইয়া, বড়ই ঠকঠকিতে ছাড়ান পাইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ক্ষতরা [স ক্ষতি] *বি* ক্ষতি। *ভবানী*, ১৮২৩।

ক্ষতি[১] [আ খত] *বি* উৎকোচ। 'দশ উট তাহাত পঠাই দিল ক্ষতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ক্ষতি[২] [স] **১** *বি* মাশুল। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* লোকসান। 'তাহারদিগেরও সামগ্রী বিক্রয় না হওয়াতে যথোচিত ক্ষতি হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৩** *বি* অসুবিধা। 'অনেক ক্ষতি হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৪** *বি* ক্ষয়ক্ষতি। 'ঘোরতর সংগ্রাম হইলে কার্য্যেকীয় লোকের বিস্তর ক্ষতি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ক্ষতিকর [স] *বিণ* অকল্যাণকর। 'সৎকথাকে বিরস ও বিষণ্ণ করিয়া তোলা মনুষ্যসমাজের জন্য যেমন ক্ষতিকর এমন আর কিছুই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ক্ষতিকারক [স] *বিণ* হানিকর। 'তাহার এমত প্রার্থনা ক্ষতিকারক হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ক্ষতিগ্রস্ত [স] *বিণ* ক্ষতির শিকার হয়েছে এমন। 'যাহাতে প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, সেজন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

ক্ষতিগ্রাহ্য [স] *বিণ* ক্ষতিকর। 'তাঁহার পরামর্শ অনেকেরি ক্ষতিগ্রাহ্য হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ক্ষতিজনক [স] *বিণ* ক্ষতিকর। 'যদি প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে পরের ক্ষতিজনক কোন কার্য্য না হয় ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ক্ষতিপীড়িত [স] *বিণ* ক্ষতির দরুন কাতর। 'ক্ষতিপীড়িত শঙ্কিত চিত করো সম্পদবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ক্ষতিপূরণ [স] *বি* লোকসানের জন্য মূল্যপ্রদান। 'আপনি অবশ্যই আমার ক্ষতিপূরণ করিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ক্ষতিবৃদ্ধি [স] *বি* লাভ-লোকসান। 'তাহাতে তাঁহারা বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি বোধ করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ক্ষতিসাধন [স] *বি* অনিষ্ট সাধন। 'দুঃসাধ্য ক্ষতিসাধনের শক্তি দেহে দুর্জয়বেগে সঞ্চার করলে কে?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ক্ষত্র [স] *বি* ক্ষত্রিয়। 'বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষুদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ক্ষত্রবীর [স] *বি* ক্ষত্রিয় বীর। 'নারী তুমি, নহ তুমি ক্ষত্রবীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ক্ষত্রসৈন্য [স] *বি* ক্ষত্রিয় সৈনিক। 'প্রত্যেক ক্ষত্রসৈন্য আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ক্ষত্রি [স ক্ষত্রিয়] *বিণ* ক্ষত্রিয়। 'ক্ষত্রি ব্যবহার বিদ্যা ষকল্প জানন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ক্ষত্রিয় [স] *বি* হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় বর্ণ। 'ক্ষত্রিয় কুলে জরম আক্ষার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ক্ষত্রিয়নায়ক [স] *বি* ক্ষত্রিয় বীর। 'পূর্বকালের ক্ষত্রিয়নায়কের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ক্ষত্রিয়বংশীয় [স] *বি* যোদ্ধা জাতির লোকজন। 'য়ুরোপে সাবেককালের ক্ষত্রিয়-বংশীয়েরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ক্ষত্রিয়শূন্য [স] *বিণ* নিঃক্ষত্রিয়। 'ক্ষত্রিয়শূন্য দেশে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হয়েছিল।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ক্ষন [স ক্ষণ] *বি* সময়। **ক্ষনেক** [স ক্ষণ+এক>] *ক্রিবিণ* কখনো। 'ক্ষনে চাহএ উষ্ণ ক্ষনেক সিতল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ক্ষম [স] *বিণ* সক্ষম; সমর্থ। 'তিনি পরীক্ষার দ্বারা ... বিবেচনা করিতে ক্ষম হন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ক্ষমতা [স] **১** *বি* প্রভাব। 'খলতা আর অন্যায় ক্ষমতার অস্ত্র ধারণ।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* শক্তি। 'স্বীয় ক্ষমতায় অপ্রতিভ ও বিস্ময়ে একান্ত স্তম্ভিত হইয়া পড়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বি* সামর্থ্য। 'তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা যাওয়াতে ... অসুবিধা উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **৪** *বি* সাধ্য। 'মানুষের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ক্ষমতা-অনুভূতি [স] *বি* ক্ষমতা অনুভব। 'ক্ষমতা-অনুভূতির স্ফূর্তি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ক্ষমতাগর্ব [স] *বি* প্রভাব-প্রতিপত্তির অহংকার। 'নিজের ক্ষমতাগর্ব অনুভব করা বোধ হয় মানুষের একটা স্বভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ক্ষমতাচ্যুত [স] *বিণ* ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত। 'যাঁরা ইংরেজ রাজত্বে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল।' *উমর*, ১৯৬৮।

ক্ষমতাদর্প [স] *বি* ক্ষমতার অহংকার। 'নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ অজ্ঞানতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ক্ষমতাধীন [স] *বিণ* নিয়ন্ত্রণাধীন। 'তার আচরণ-ব্যবহার আর তার ক্ষমতাধীন নয় যেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ক্ষমতানুসারে [স] *ক্রিবিণ* যোগ্যতা অনুসারে। 'সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করিলে, সকলের ভারের লাঘব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্ষমতাপন্ন [স] **১** *বিণ* ক্ষমতার অধিকারী। 'এ আশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* পটু; কর্মদক্ষ। 'রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ অধিক ক্ষমতাপন্ন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* সক্ষম। 'যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ক্ষমতাপ্রয়োগ [স] *বি* ক্ষমতা ব্যবহার। 'যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার পায় নাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ক্ষমতাবল [স] *বি* শক্তির জোর। 'নারী স্বীয় ক্ষমতাবলে তার বিনষ্ট স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবে।' *বেগম*, ১৯৫২।

ক্ষমতাবান [স] *বিণ* প্রভাবশালী। 'ক্ষমতাবান হইতে পারেন ইত্যাদি

আরও কএক নূতন নিয়ম।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ক্ষমতাময় [স] *বিণ* শক্তিশালী। 'ওর ক্ষমতাময় মমতাময় প্রত্যুত্তর আসবে জানে।' *জীবন*, ১৯৩১।

ক্ষমতামাতাল [স] *বিণ* ক্ষমতা লাভের জন্য উন্মত্ত। 'ক্ষমতামাতাল জঙ্গী হে প্রভুরা।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

ক্ষমতালোভী [স] *বিণ* চীনদেশে আজ নায়কত্ব নিয়ে জনকয়েক ক্ষমতালোভী ...। *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ক্ষমতাশালী [স] ১ *বিণ* শক্তিমান। 'যে প্রতিভাশালী, যে ক্ষমতাশালী, সেই তখনকার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বিণ* প্রতিভাবান। 'কেবল ক্ষমতাশালী লেখকের উপর বাংলা সাহিত্য নির্ভর করিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* প্রভাবশালী। 'ক্ষমতাশালী অভিভাবকের টেলিফোন কল কিম্বা অনুরোধের বদৌলতে ... রেহাই পায়।' *বেগম*, ১৯৬৫।

ক্ষমতাসম্পন্ন [স] *বিণ* ক্ষমতাবান। 'যে জ্ঞানী গুণী ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ক্ষমতাসীন [স] *বিণ* ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। 'কয়েকটি উপনির্ব্বাচনের সময় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের বিরুদ্ধে ...।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

ক্ষমতাস্পৃহা [স] *বি* ক্ষমতার লোভ। 'ক্ষমতাস্পৃহা, সঙ্কীর্ণতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি আদিম বৃত্তি থেকে ছাঁকাই করে আলাদা পরিবেশন ...।' *শিব*, ১৯৫০।

ক্ষমতাহীন [স] *বিণ* শক্তি নেই এমন। 'জনক জননী ... পীড়িত ও জরাজীর্ণ হইয়া ক্ষমতাহীন ও উপায়হীন হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ক্ষমা[1] [স] *বি* মার্জনা। 'ক্ষমা কর ঘর যাহা দেব গদাধর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ক্ষমাগুণ [স] *বি* সহিষ্ণুতারূপ গুণ। 'ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস তোমার ন্যায় প্রকাণ্ড পুরুষকে ক্ষমা না করিলে সৃষ্টিকর্তার ক্ষমাগুণ বৃথামাত্র।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ক্ষমাদাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষমাশীল। 'সে হঠাৎ ক্ষমাদাত্রী হয়ে বলল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ক্ষমা দেওয়া *ক্রি* ক্ষমা করা। 'তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ক্ষমানেত্রে [স] *ক্রিবিণ* ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে। 'ক্ষমানেত্রে বারেক হে, নেহার নন্দনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ক্ষমা পড়া *ক্রি* ক্ষান্ত হওয়া। 'সায়ংকাল তাগাদ আমদানির ক্ষমা পড়িল।' *রামরাম*, ১৮০১।

ক্ষমাপন্ন [স] *বিণ* ক্ষমাশীল। 'অন্যেরদিগকে নীত্যভ্যাসে ক্ষমাপন্ন হওয়া নহে।' *রামরাম*, ১৮০২।

ক্ষমাপ্রার্থী [স] *বিণ* দোষ বা অপরাধের মার্জনা চায় এমন। 'সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ক্ষমাশীল [স] *বিণ* ক্ষমাবান। ' যেহেতু আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ক্ষমাশীলতা [স] *বি* ক্ষমা করার গুণ। 'এত নম্রতা, ক্ষমাশীলতা, আবেদন-নিবেদন ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

ক্ষমাসুন্দর [স] *বিণ* ক্ষমাশীল। 'রূঢ় দীপের আলোক লাগিল/ ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি [স] *বি* ক্ষমা করার মনোভাব। 'ব্যাপারটাকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।' *পাশা*, ১৯৭১।

ক্ষমাস্নিগ্ধ [স] *বিণ* ক্ষমাশীল। 'এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ক্ষমাহীন [স] *বিণ* ক্ষমার অনুপযুক্ত। 'সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ক্ষমাহীনতা [স] *বি* ক্ষমা করার অক্ষমতা। 'ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ক্ষমাহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষমা করে না এমন। 'সে কঠিনা, ক্ষমাহীনা সুন্দরী সে নারী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

ক্ষমা[2] [স ক্ষমা] *ক্রি* মার্জনা করা। 'নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ক্ষমহ** *ক্রি* ক্ষমা করো। 'এতেক ক্ষমহ প্রভু মোর অপরাধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ক্ষমহোঁ** *ক্রি* ক্ষমা করবো। 'কর জোড় করি দোস ক্ষমহোঁ তোমারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ক্ষমুন** *ক্রি* ক্ষমা করুন। 'ক্ষমুন এ অধিনীর অপরাধ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **ক্ষমি** *ক্রি* ক্ষমা করি। 'তোমার অপেক্ষা হেতু ক্ষমি শুধু আমি।' *কাশীরাম*, ১৬৫০।

ক্ষয় [স] ১ *বি* বিনাশ। 'ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্ষয় করি সাম্ভাইল উদরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ক্ষতি। 'মোর কীর্ত্তন মানা করিস করিমু তোর ক্ষয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* মুক্তি। 'বীরের বন্ধন ক্ষয় দেখি রাজা সবিস্ময়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* নষ্ট। 'হর্ষ ক্ষয় হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। ৫ *বিণ* ক্ষীণ। 'ভ্রমর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ক্ষয়কর [স] *বিণ* ক্ষয়িষ্ণু। 'সৌন্দর্য তো আসলে একটা অশক্ত, ক্ষয়কর ব্যাপার, তা দিয়ে জগতের কি লাভ?' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ক্ষয় করা *ক্রি* গ্রাস করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ক্ষয়কারী [স] *বিণ* বিনাশকারী। 'ইশ্বরপরায়ন সত্ত্ব ক্ষয়কারী শ্বরনাপন্ন রক্ষিতা মহাশয়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ক্ষয়কাশ [স] *বি* যক্ষ্মারোগ। 'ক্ষয়কাশে রোগীর কপোলে রক্তিম-লাবণ্য ফুটিয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ক্ষয়কেশো [স ক্ষয়কাশ>] *বিণ* যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। 'সত্যিকারের মজুর, ক্ষয়কেশো হাড়চামড়া বের করা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ক্ষয়ক্ষতি [স] ১ *বি* ক্ষতিসমূহ। 'সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ২ *বি* বিনষ্টি। 'প্রচণ্ডতম নিদাঘেও যার ক্ষয়ক্ষতি হয় না।' *মুক্তবা*, ১৯৬০।

ক্ষয়-ক্ষয়া [স ক্ষয়>] *বিণ* ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে এমন। 'রোগা ক্ষয়-ক্ষয়া চেহারা।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ক্ষয়ধরা [স ক্ষয়+ধরা] *বিণ* ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এমন। 'কী জ্যোৎস্না বিলানোর শখ অতটুকু আনমনা ক্ষয়ধরা চাঁদের।' *মানিক*, ১৯৩৯।

ক্ষয়প্রাপ্ত [স] ১ *বিণ* নিঃশেষিত। 'এ দিকে, ব্যয়নির্বাহের জন্য, যৎকিঞ্চিৎ যাহা সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* ক্ষয়িত; ক্ষয় পেয়েছে এমন। 'সময়ে পূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ক্ষয়মান [স ক্ষীয়মাণ] *বিণ* ক্ষীণ হয়ে আসছে এমন। 'কৃষ্ণা দ্বাদশীর পাণ্ডু ক্ষয়মান চাঁদ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

ক্ষয়রোগ [স] ১ *বি* যক্ষ্মা রোগ। 'শিরোমণি ক্ষয়রোগে পরলোকগত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বি* দিনে দিনে নিঃশেষ করে ফেলার

মতো রোগ। 'এই ক্ষয়রোগও সাধারণ রোগ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ক্ষয়সৃষ্টিশীল [স] *বিণ* ক্ষয় ও গঠন একসঙ্গে চলছে এমন। 'জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়ত ক্ষয়সৃষ্টিশীল দেহই ব্যক্তির অস্তিত্বগত ঐক্যের একমাত্র অবলম্বন।' *শিব*, ১৯৫০।

ক্ষয়ে আসা *ক্রি* হ্রাস হওয়া। 'অভ্যাসের দ্বারা পথ ক্ষয়ে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ক্ষয়ে যাওয়া *বিণ* স্মরণাতীত। 'এই পুরোনো ক্ষয়েযাওয়া কথা তোমার ঠোঁটে ধোরো না।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

ক্ষয়িষ্ণু [স] ১ *বিণ* ভঙ্গুর। 'ক্ষয়িষ্ণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ *বিণ* ক্রমে ক্ষয় হয়ে যায় এমন। 'না জ্বেলে ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

ক্ষয়িষ্ণুতা [স] *বি* ক্ষয়শীলতা। 'সব কিছুর মধ্যে একটা ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিল।' *উমর*, ১৯৬৭।

ক্ষরণ [স] *বি* নিঃসরণ। 'এই-যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ক্ষরা [স ক্ষরণ>] *ক্রি* ফোঁটা ফোঁটা ক'রে পড়া। 'তৈলবিন্দু ক্ষরিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ক্ষরিত [স] *বিণ* নিঃসৃত। 'ক্ষরিত হয়ে যাওয়ার অদৃশ্য শিহরণ জাগলো।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

ক্ষাতি [স খ্যাতি] *বি* প্রসিদ্ধি। 'সতি ক্ষাতি কেন মোর করিলে লঙ্ঘন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্ষাত্র [স] *বি* ক্ষত্রিয়রা অনুসরণ করে এমন ধর্ম। **ক্ষাত্রধর্ম** [স] *বি* ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, কর্ম বা শক্তি। 'তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ক্ষাত্রবুদ্ধি [স] *বি* ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত বুদ্ধি। 'রাজার ক্ষাত্রবুদ্ধিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

ক্ষাত্রব্রত [স] *বি* ক্ষত্রিয়দের ব্রত গ্রহণের আচার। 'যাঁহারা ক্ষাত্রব্রত বৈশ্যব্রত গ্রহণ করিবার অধিকারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ক্ষাত্রশক্তি [স] *বি* স্বজাতীয়তাবোধ। 'যে মুসলমানের ক্ষাত্রশক্তি নাই, সে মুসলমান নয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ক্ষান্ত [স] ১ *বিণ* সমাপ্ত। *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বিণ* নিরস্ত। 'নির্দয় মিরণ কদাচ ক্ষান্ত হইল না।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৩ *বিণ* সন্তুষ্ট। 'রাঁড় ভাঁড় চাকর এয়ার ইহারদিগের ক্ষান্ত করা মুস্কিল হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ক্ষান্তবর্ষণ [স] *বিণ* বর্ষণ থেমেছে এমন। 'আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে ম্লান রৌদ্র ও খণ্ড মেঘে মিলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ক্ষান্তমতি [স] *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'ক্ষান্তমতি হয়ে আছে দেবের অর্চ্চনে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ক্ষান্তা [স] *বিণ স্ত্রী* বিরত। 'তাহাতে কোন মতে কেহ কাহাকেও ক্ষান্তা করিতে পারেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ক্ষান্তি [স] *বি* বিরতি। 'একমুঠো অন্নের জন্যে কলা-কৌশলের এক মুহূর্ত ক্ষান্তি নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ক্ষান্তিহীন [স] *বিণ* অবিরাম। 'শরমিন্দা হলে তুমি ক্ষান্তিহীন সজল চুম্বনে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ক্ষাপা [স ক্ষিপ্>] *বিণ* ক্ষিপ্ত। 'ক্ষাপা হইয়া উঠিয়া আমাদের হাড় গুঁড়া করিয়া দিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ক্ষামতা [স ক্ষমতা] *বি* সামর্থ্য। 'আপন ক্ষামতায় উদর পালন হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ক্ষামা [স] *বি* সরু কোমর। 'অতনুতরে করেনি রচনা সে ত্রিবলি সিঁড়ি কুটিল কটিতটে, সতত তবু ক্ষামার আশেপাশে টংকারিত কুসুমধনু রটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ক্ষার [স] ১ *বি* সাজিমাটি। 'ধোপানী কাপড় কাচে ক্ষার আর খোলে।' *কেতকা*, ১৬৫০। ২ *বি* সোডা জাতীয় পদার্থ। 'পূর্ব্বে পল্লীবাসিনীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া কাপড় কাচিত।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

ক্ষার কাচা *ক্রি* সোডা দিয়ে কাপড় ধোয়া। 'মা-র আসতে ঢের দেরী – ক্ষার কাচতে গিয়েচে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ক্ষালন [স] ১ *বি* ধোয়া। 'শত হাতে করে যেন ক্ষালন মার্জ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মোচন। 'এমন কোনো দোষারোপ করিলেন না যাহা সে ক্ষালন করিতে চেষ্টা করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ক্ষালা [স ক্ষালন>] ১ *ক্রি* ক্ষালন করা; মোচন করা। 'দুই ভাই হৃদয়ে ক্ষালি অন্ধকার দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ২ *ক্রি* দূর করা। 'নিশার আঁধাররাশি ফেলিল ক্ষালিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ক্ষালিত [স] ১ *বিণ* ধৌত। 'মহাসাগরের সমুদায় জলেও ক্ষালিত হইবার নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* দূরীকৃত। 'মনের কলুষ ক্ষালিত করে নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ক্ষিণি [স ক্ষীণ] *বিণ* সরু; চিকন। 'জিনি মৃগরাজ মাঝা অতিশয় ক্ষিণি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ক্ষিতি [স] ১ *বি* ভূমি। 'পর্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* পৃথিবী। 'চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ক্ষিতিজ [স] ১ *বি* মহীরুহ; বৃক্ষ। *গোরেসিও*, ১৮৭০। ২ *বিণ* ভূমিজাত। 'তা নিতান্তই ক্ষিতিজ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২২।

ক্ষিতিজ রেখা [স] *বি* দিগন্তরেখা। 'যদিও নেইকো কিছু ক্ষিতিজ রেখার পথে আর।' *জীবন*, ১৯৩০।

ক্ষিতিতল [স] *বি* পৃথিবীপৃষ্ঠ। 'যথেক রসুল জন্মিয়াছে ক্ষিতিতল।' *সুলতান*, ১৬৫০।

ক্ষিতিপতি [স] *বি* পৃথিবীর অধিপতি; ভূপতি। 'যেই প্রভু আমারে করিছে ক্ষিতিপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ক্ষিত্যাকার [স ক্ষিতি-আকার] *বি* কঠিন আকার। 'ক্ষিত্যাকারে – অর্থাৎ কঠিনরূপে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

ক্ষিদ্যমান [স] *বিণ* দুঃখিত। 'আমি কিছু এ বালকের জন্য ক্ষিদ্যমান নহি।' *রামরাম*, ১৮০১।

ক্ষিধে [স ক্ষুধা>] *বি* খাওয়ার ইচ্ছা। 'দূর ফোকলা, জল ক্ষিধে বুঝি বলে। জল তেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ক্ষিপ্ত [স] ১ *বিণ* পাগল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'যে জন বড় নির্ব্বোধ অজ্ঞান ক্ষিপ্ত সেই জন এক মুষ্টি ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ২ *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'এই সমস্ত ক্ষিপ্ত প্রজাগণের প্রতি, দৃঢ়াদেশ প্রচার করেন।' *গ্রামবার্ত্তা*, ১৮৭৩।

ক্ষিপ্তচিত্ততা [স] *বি* ক্ষিপ্ত মানসিকতা। 'সেটাকে ক্ষিপ্তচিত্ততার লক্ষণ মনে হওয়া স্বাভাবিক।' *উমর*, ১৯৬৮।

ক্ষিপ্ততা [স] *বি* উন্মত্ততা। 'এক অজানার ওপর অন্ধ অভিমানের ক্ষিপ্ততায় হত্যা করবি?' *নজরুল*, ১৯২৭।

ক্ষিপ্তনিবাস [স] *বি* পাগলাগারদ। 'ক্ষিপ্তনিবাসের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ১২০০৭ জন উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির বিবরণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ক্ষিপ্তপ্রায় [স] *বিণ* পাগলের মতো। 'ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অবিলম্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ক্ষিপ্তমতি [স] *বিণ* অতিশয় ক্রুদ্ধ। 'চিতোর ঘেরিল আসি হয়ে ক্ষিপ্তমতি।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

ক্ষিপ্তমন [স] *বিণ* বেখাপ্পা; অস্থিরমতি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ক্ষিপ্তোন্মত্ত [স ক্ষিপ্ত-উন্মত্ত] *বিণ* প্রমত্ত। 'চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ক্ষিপ্র [স] **১** *বিণ* দ্রুত। 'সাহসে মৃন্ময়, ক্ষিপ্রকারিতায় গঙ্গারাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **২** *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক, সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৩** *বিণ* বেগবান। 'তাকে মন্থরতা থেকে মুক্তি দিয়ে ক্ষিপ্র, সতেজ, চতুর করা।' *সবুজ*, ১৯১৭।

ক্ষিপ্রকলা [স] *বি* দ্রুতগতির কৌশল। 'ক্ষিপ্রকলায় চিত্র আঁকছে/ রঙ ছুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছেতাই।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ক্ষিপ্রকারিতা [স] *বি* দ্রুত কার্য সমাধা করার গুণ। 'সাহসে মৃন্ময়, ক্ষিপ্রকারিতায় গঙ্গারাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ক্ষিপ্রগতি [স] *বিণ* বেগবান। 'স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ক্ষিপ্রগামী [স] *বিণ* : গামী। 'শোণিতসিক্ত মৃত্তিকায় ক্ষিপ্রগামী অশ্বপদ স্খলিত হইতে *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ক্ষিপ্রতা [স] *বি* দ্রুততা। 'খণ্ডকাব্য লিখিতে ইহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ক্ষিপ্রদৃষ্টি [স] *বি* দ্রুতগতিসম্পন্ন দৃষ্টি। 'ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে দাদাসাহেবের দিকে একবার তাকায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ক্ষিপ্রবেগে [স] *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ক্ষিপ্রভঙ্গি [স] *বি* ক্ষিপ্রতাপূর্ণ ভঙ্গি। 'ক্ষিপ্রভঙ্গিতে সে দরজার দিকে তাকায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ক্ষিপ্রভাবে [স] *ক্রিবিণ* দ্রুততার সাথে। 'মজিদও ক্ষিপ্রভাবে উঠে দাঁড়াল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ক্ষিপ্রহস্ত [স] *বিণ* খুব পারদর্শী। 'কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ক্ষির *বি* কষ। 'কচু পাতার ক্ষির।' *জহির*, ১৯৬৪।

ক্ষীণ [স] **১** *বিণ* ওষ্ঠাগত। 'দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ক্ষমতাহীন। 'আমি পরাধীন অতিবড় ক্ষীণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* শীর্ণ। 'বলবুদ্ধি হারাইল তনু হৈল ক্ষীণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বিণ* ক্ষুদ্র। 'বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৫** *বিণ* লুপ্ত। 'যাহার মনের কপটতা ক্ষীণ হয় নাই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বিণ* দুর্বল। 'বীর্য্যহীন ক্ষীণ লোকের উপর আক্রমণ ... করিয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৭** *বিণ* ক্ষয়প্রাপ্ত। 'ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ক্ষীণকটি [স] *বিণ* সরু কোমরবিশিষ্ট। 'চিত্তহারিণী কেশবিলাসিনী ক্ষীণকটি কঠোরকুচা বেশ্যাদিগমনে পাপ বোধ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ক্ষীণকণ্ঠ [স] *বি* মৃদু স্বর। 'তাঁহার ক্ষীণকণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ক্ষীণকণ্ঠে [স] *ক্রিবিণ* মৃদুস্বরে। 'ক্ষীণকণ্ঠে গান হল। তারপরে যবনিকা উদ্ঘাটন করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ক্ষীণকায় [স] *বিণ* শীর্ণকায়। 'ভিক্ষোপজীবীরা সাতিশয় বুভুক্ষায় ক্ষীণকায় ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ক্ষীণকায়া [স] *বিণ* মৃদু শিখাবিশিষ্ট। 'আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ক্ষীণখর্ব [স] *বিণ* শীর্ণ ও ক্ষুদ্র। 'নররক্ত দিয়া অভিষেক করিবার কথা অত্যন্ত ক্ষীণখর্ব হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ক্ষীণচন্দ্র [স] *বি* স্বল্পালোকিত চাঁদ। 'যেন তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র।' *মুক্তরবা*, ১৯৬০।

ক্ষীণজীবি, ক্ষীণজীবী [স ক্ষীণজীবী] *বিণ* অল্পায়ুবিশিষ্ট। 'ক্ষীণজীবি সন্তান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'উহারা আমাদের অপেক্ষাও ক্ষীণজীবী।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ক্ষীণজীবিত [স] *বি* স্বল্পায়ু বিশিষ্ট লোক। 'ক্ষীণজীবিতেরে করে দান জীবনের প্রথম সম্মান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ক্ষীণজীর্ণ [স] *বিণ* রোগদুর্বল। 'কলিকাতার ক্ষীণজীর্ণ স্বল্পায়ু কেরানিদের লইয়া সে কী করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ক্ষীণজ্যোতি [স] *বিণ* আলো মৃদু হয়ে এসেছে এমন। 'সূর্য ক্ষীণজ্যোতি হয়ে অস্তাচলের খুব কাছে গিয়ে পৌচেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ক্ষীণতম [স] *বিণ* সামান্যতম। 'অন্তঃপুরে কভু দৈববশে দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি তিল নাহি পশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ক্ষীণতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। 'আলোকেও ক্ষীণতর হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ক্ষীণতা [স] **১** *বি* শীর্ণ অবস্থা। 'রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* হ্রস্বতা। 'কিন্তু রাজ্যের অনেক ক্ষীণতা হইয়াছে।' *রাজীব*, ১৮০৫। **৩** *বি* খেদ। 'মদিরা ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিত না ইহাতে কলির অত্যন্ত ক্ষীণতা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৪** *বি* অভাব। 'মহাশয়দিগের উৎসাহ ও সাহসের ক্ষীণতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৫** *বি* দুর্বলতা। 'শারীরিক ক্ষীণতা ও রুগ্নতাবশত তাহারা অকর্মণ্য হইয়া পড়িল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বি* অসুস্থতা। 'ক্ষীণতা বিনাশ করে বৃদ্ধি করে বল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ক্ষীণতোয়া [স] *বিণ* ক্ষীণ জলধারাবিশিষ্ট। 'ওগো ক্ষীণতোয়া নির্ঝরিণীর নির্মল ধারা।' *নজরুল*, ১৯২২।

ক্ষীণদীপ [স] *বিণ* নিভু নিভু প্রদীপ থেকে উৎপন্ন। 'ক্ষীণদীপ উর্বর আলোতে/ চিরন্তন পথের সংকেত।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ক্ষীণদৃষ্টি [স] *বিণ* দুর্বল দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। 'এই বিস্ময়মগ্ন বালিকাটি ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ক্ষীণদেহ [স] *বি* শীর্ণ দেহ। 'কত প্রচণ্ড শক্তি এই ক্ষীণদেহ পুরুষের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ক্ষীণপ্রভ [স] *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'অর্দ্ধবৃত্তাকার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিময় আয়তন ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্ষীণপ্রাণ [স] *বিণ* দুর্বল। 'আমাদের মতো ক্ষীণপ্রাণ জাতকেও তারা ... ডেকেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ক্ষীণবল [স] *বিণ* দুর্বল। 'ক্ষীণবল ক্ষুদ্র তনু অতি হএ তার।' *সুলতান*, ১৬৫০।

ক্ষীণবুদ্ধি [স] *বিণ* দুর্মতি। 'ক্ষীণবুদ্ধি অবিবেচক অধিকাংশ লোক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

ক্ষীণভাবে [স] *ক্রিবিণ* মৃদুভাবে। 'স্বস্তক্ষেত্রেরই অবর্তমানে

ক্ষীণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ক্ষীণমতি [স] *বিণ* অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। 'আমি যে অভাগা অতি, স্বভাবতঃ ক্ষীণমতি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ক্ষীণমধ্য [স] *বিণ* সরু কোমরবিশিষ্ট। 'ক্ষীণমধ্য দেহে আজ কোলাহল।' *আহসান*, ১৯৫৯।

ক্ষীণমধ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* সরু কোমরবিশিষ্ট। 'হে কবিতা, হে বনিতা/ হও ক্ষীণমধ্যা।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

ক্ষীণ-মর্মর [স] *বিণ* মৃদু ধ্বনিময়। 'বুকে বাজে আশাহীনা ক্ষীণ-মর্মর বীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

ক্ষীণশিখা [স] *বিণ* মৃদু আলোবিশিষ্ট। 'ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ক্ষীণসত্ত্ব [স] *বিণ* অল্পপ্রাণ। 'শিক্ষিতসম্প্রদায়ের চোখে ক্ষীণসত্ত্ব ও হীনপ্রভ হয়ে পড়ল।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ক্ষীণসত্য [স] *বিণ* আংশিক সত্য। 'ক্ষীণসত্য ভাষা তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ক্ষীণসুর [স] *বি* মৃদু কণ্ঠস্বর। 'ক্ষীণসুরে বলিল – ও পারবে না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ক্ষীণস্বাস্থ্য [স] *বি* দুর্বল শরীর। 'আমি কৃষকের কন্যা, ক্ষীণস্বাস্থ্যের রাজকুমারী নই।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ক্ষীণস্রোত [স] *বিণ* ক্ষীণ স্রোতবিশিষ্ট। 'ক্ষীণস্রোত তটিনীর অলস কল্লোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ক্ষীণস্রোতা [স] *বিণ স্ত্রী* অল্প স্রোতবিশিষ্ট। 'বামে ক্ষীণস্রোতা ফল্গু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ক্ষীণা [স] *বিণ স্ত্রী* মলিন। 'নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ক্ষীণাকারা [স ক্ষীণ-আকারা] *বিণ স্ত্রী* শীর্ণ আকারবিশিষ্ট। 'দীনা, হীনা, ক্ষীণাকারা অবিরত ভাবনা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ক্ষীণাঙ্কুর [স ক্ষীণ-অঙ্কুর] *বি* ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষা। 'আড্ডা জমাবার রৌদ্রাতুর ক্ষীণাঙ্কুর উপড়ে ফেলতে বেশী টানাহেঁচড়া করতে হল না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ক্ষীণাঙ্গিনী [স ক্ষীণ-অঙ্গিনী] *বিণ স্ত্রী* রোগাপাতলা। 'ভদ্রলোকের ক্ষীণাঙ্গিনী এক স্ত্রী ও দুই ছেলের সংসার লইয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ক্ষীণাঙ্গী [স ক্ষীণ-অঙ্গী] *বিণ* শীর্ণ দেহবিশিষ্ট। 'শরদে ক্ষীণাঙ্গী যথা সুরতরঙ্গিনী শোভিছে পূজার পদ্ম পুলিনে যাঁহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'যে-ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি বসে ছিল নীরবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ক্ষীণাদপি ক্ষীণ [স] *বিণ* ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। 'হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ক্ষীণাদপি ক্ষীণ পার্থক্যের রেখা।' *প্রচারক*, ১৯০৫।

ক্ষীণায়ু [স ক্ষীণ-আয়ু] *বিণ* অল্প আয়ুবিশিষ্ট। 'মানুষ ক্ষীণায়ু।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ক্ষীণালোক [স ক্ষীণ-আলোক] *বি* মৃদু আলো। 'আমি সেই ক্ষীণালোকে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ক্ষীণাশ্বাস [স ক্ষীণ-আশ্বাস] *বিণ* অল্প আকাঙ্ক্ষা করে এমন। 'ক্ষীণাশ্বাস যজ্ঞেশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ক্ষীণাস্থি [স ক্ষীণ-অস্থি] **১** *বিণ* কৃশ। 'কান্তার ক্ষীণাস্থি তনু বক্ষে ধরে দুর্বিষহ বলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭। **২** *বিণ* দুর্বল। 'তার আশ্লেষের ক্ষীণাস্থি ভঙ্গিমা কালের কবল হতে কেড়ে, পারে না ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

ক্ষীণি [স ক্ষীণ] *বিণ* চিকন। 'মধ্য ভাগে অতি ক্ষীণি।' *সুলতান*, ১৬৫০।

ক্ষীণী [স ক্ষীণ] *বিণ* হ্রস্ব। 'দীরঘ যামিনী দিবস ভএ ক্ষীণী ঝাপন তপন তুহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ক্ষীয়মাণ [স] **১** *বিণ* হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে এমন। 'ব্যবধান ক্ষীণমাণ হইয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* ক্রমশ মৃদু হয়ে যাচ্ছে এমন। 'ক্ষীয়মাণ তব কণ্ঠস্বর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। **৩** *বিণ* ক্রমশ অস্পষ্ট হচ্ছে এমন। 'পারো না উড়তে! সেতারা কি ক্ষীয়মাণ?' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

ক্ষীর [স] **১** *বি* দুধ। 'ছাড়াইবোঁ তার ক্ষীর কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দুধে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'নানা ব্যঞ্জন ক্ষীর পিঠা পায়স রান্ধিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* স্তন্য। 'বাপে দিল জনম খানি মায়ে দিল ক্ষীর।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

ক্ষীরগ্রাহী [স] *বিণ* অমৃত গ্রহণকারী। 'সমুদায় লোক বিভিন্ন-মতাবলম্বীদিগের সমগ্র উপদেশের ক্ষীরগ্রাহী হইয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ক্ষীরতা [স] *বি* মিষ্টতা। 'নদচয় যথা লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ক্ষীরধারা [স] *বি* ক্ষীরের ধারা। 'এই যুগ্ম-ধারাই ... ধরিত্রীমাতার বক্ষক্ষরিত ক্ষীরধারা।' *তারা*, ১৯৪২।

ক্ষীরপায়ী [স] *বিণ* ফুল বা ফলে থাকা দুধের মতো রস পানকারী। 'ক্ষীরপায়ী পক্ষী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ক্ষীরপুলি, ক্ষীরপুলী [স ক্ষীর>] *বি* ক্ষীরের পুর দেওয়া মিষ্টান্নবিশেষ। 'ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যথা, মোণ্ডা মুণ্ডি মনোহরা রসকরা ক্ষীরপুলি ক্ষীরপোরা বাদামতক্তী বাদাম দেওয়া।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ক্ষীরপোরা [স ক্ষীর>+পোরা] *বি* ক্ষীরের পুর দেওয়া মিষ্টান্নবিশেষ। 'যথা, মোণ্ডা মুণ্ডি মনোহরা রসকরা ক্ষীরপুলি ক্ষীরপোরা বাদামতক্তী বাদাম দেওয়া।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ক্ষীরভক্ষি [স ক্ষীর>+স ভক্ষণ] *বিণ* দুধ পানকারী। 'নীর পরিত্যাগি ক্ষীরভক্ষি হংসের ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশ্যই সারগ্রাহী হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

ক্ষীরভর [স ক্ষীর>] *বিণ* ক্ষীরভর্তি। 'ক্ষীরভর ঘট হোয়ত বনট গোচন গন্ধ ন মিলাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ক্ষীরমোহন [স] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড্ড ভালোবাসি।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ক্ষীরসমুদ্র [স] *বি* ভারতীয় পুরাণে উল্লিখিত সাত সমুদ্রের অন্যতম। 'ক্ষীরসমুদ্রে সর্ব্বদা দুগ্ধপান করিয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ক্ষীরসর [স] *বি* উপাদেয় খাবার। 'যে-শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

ক্ষীরসা [স ক্ষীর>] *বি* ক্ষীরের মিষ্টান্নবিশেষ। 'অমৃতগুটিকা-আদি ক্ষীরসা অপার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ক্ষীরসিন্ধু [স] *বি* ক্ষীরসাগর। 'ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন – অতি মনোহর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ক্ষীরাইজালি *বি* এক ধরনের ধান। 'গোলায় তোলে সে ধান – রূপসাল, তিলককাচারী/ বালাম, ক্ষীরাইজালি, দুধসর – মাঠের ঝিয়ারি।'

ফররুখ, ১৯৬৩।

ক্ষীরুই [স ক্ষীরিকা] *বি* শশাজাতীয় সবজি ও তার লতানো গাছ। 'ক্ষীরুই গাছের পাশে একাকী দাঁড়ায়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ক্ষীরোদ [স] *বি* ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত ক্ষীরের সমুদ্র। 'তিনি ক্ষীরোদশায়ী ভগোবান বট পত্রে ভাসিতে ভাসিতে ফিরেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ক্ষুজরা [ফা খুরদাহ্] *বিণ* খুচরা। 'চাঁদার দ্বারা ক্ষুজরা টাকা সংগ্রহার্থ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ক্ষুজরা বিক্রয় [ফা খুরদাহ্+স বিক্রয়] *বি* কম পরিমাণে যে বিক্রি। 'ক্ষুজরা বিক্রয়ের হুকুম।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ক্ষুণ্ণ [স] ১ *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'যথোচিত ক্ষুণ্ণ ভাবিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* ব্যথিত। 'ভাবনা করিবেন না যে বঙ্গদূত তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হইবেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৩ *বিণ* অপমানিত। 'নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে ... বিশেষ ক্ষুণ্ণ করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* খর্ব। 'অধিকার ক্ষুণ্ণ করার যে প্রচেষ্টা।' *আজাদ*, ১৯৪৫। ৫ *বিণ* কাতর। 'আমজাদ আরো ভয় পায়, ক্ষুণ্ণ স্বরে সে ডাকে, মা।' *শওকত*, ১৯৫৯।

ক্ষুণ্ণচিত্ত [স] *বি* ব্যথিত মন। 'ভোজপুরী-ধাক্কায় ক্ষুণ্ণচিত্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ক্ষুণ্ণতা [স] *বি* খর্বতা। 'ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ক্ষুণ্ণ-মতি [স] *বি* ব্যথিত জন। 'কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুণ্ণ-মতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ক্ষুণ্ণমন [স] *বি* ভগ্নহৃদয়। 'হীরালাল ... ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ক্ষুণ্ণমনা [স] *বিণ* মনঃক্ষুণ্ণ; অসন্তুষ্ট। 'কেহ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া গমন করে নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ক্ষুণ্ণমনে *ক্রিবিণ* ভগ্নহৃদয়ে। 'হীরালাল ... ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ক্ষুৎক্ষাম [স] *বিণ* ক্ষুধায় কাতর। 'আমার ক্ষুৎক্ষাম দেহ হইতে মাংস কর্ত্তনপূর্ব্বক ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

ক্ষুৎক্ষামোদর [স] *বিণ* আগ্রাসী। 'অপরিণামদর্শী ক্ষুৎক্ষামোদর অনেক জমিদার।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩।

ক্ষুৎপিপাসা [স] *বি* ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। 'রাজা, যৎপরোনাস্তি ভীত ও ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া ... চিন্তাকুল হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ক্ষুৎপিপাসাতুর [স] *বিণ* ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর। 'বাড়ির ভিতরে ক্ষুৎপিপাসাতুর ঝি-র দল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ক্ষুৎপীড়িত [স] *বিণ* ক্ষুধায় কাতর। 'ইহারা ক্ষুৎপীড়িত ও বিশেষ উত্তেজিত না হইলে ... অকারণ জীবপ্রাণহরণ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ক্ষুদকুঁড়া [স ক্ষুদ্র>+কুঁড়া] *বি* খুদের সঙ্গে মেশানো কুঁড়া। 'ক্ষুদকুঁড়া গুঁড়া করি কুটিলাম ঢেঁকি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ক্ষুদা [স ক্ষুধা] *বি* ক্ষুধা। 'গেল ক্ষুদা পাইল সুধা তাহে কি অনাদর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ক্ষুদে [স ক্ষুদ্র] *বিণ* ছোটো। 'তোমার বড্ড ক্ষুদে মন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ক্ষুদ্র [স] ১ *বিণ* ছোটো। 'আমি অতিক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* কম; অল্প। 'ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই এতটুকু গাছে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* হীন। 'ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৪ *বি* দুর্বল মানুষ। 'গর্ব চলে যায় অকাতরে ক্ষুদ্ররে দলিয়া পদতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৫ *বিণ* খর্বকায়। 'অনেকগুলো মানুষ ভারী ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৬ *বিণ* অপমানিত। 'মানুষকে কত ক্ষুদ্র করে তার মানবধর্মকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ক্ষুদ্রক [স] *বিণ* সামান্য। 'মুঞি পাপী ক্ষুদ্রক এ সব ফিরিস্তাএ।' *সুলতান*, ১৬৫০।

ক্ষুদ্রকায় [স] *বিণ* ক্ষুদ্রদেহী। 'এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [স] *বিণ* ছোটো ছোটো। 'ফলবীজজাত বৃক্ষ হইতে অম্লস্বাদ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলোৎপত্তি হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ক্ষুদ্রখণ্ড [স] *বি* সামান্য অংশ; অল্প কিছু। 'বিস্বাদ না জন্মে যেন বিশ্বচরাচরে ক্ষুদ্রখণ্ড হারাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ক্ষুদ্রজীবী [স] *বিণ* অধম প্রকৃতির। 'বর্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ক্ষুদ্রতমা [স] *বি* সবার চেয়ে ছোটো কন্যাসন্তান। 'আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমাটি তাঁর ক্ষুদ্র ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করতে শিখেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ক্ষুদ্রতর [স] *বিণ* অতিশয় ক্ষুদ্র। 'ক্ষুদ্র কীটাণুর গাত্রেও আবার ক্ষুদ্রতর কীটাণু সঞ্চরণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ক্ষুদ্রতা [স] ১ *বি* সামান্যতা। 'বুদ্ধির অতি ক্ষুদ্রতা ও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া ... স্তম্ভিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* সংকীর্ণতা। 'আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখো, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ক্ষুদ্রপত্র [স] *বি* ছোটো পত্রিকা। 'একখানি ক্ষুদ্রপত্র তৎপ্রকাশক অন্য মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ক্ষুদ্রপল্লব [স] *বি* ছোটো পাতা। 'ক্ষুদ্রপল্লবের মতো ঘূর্ণমান তার অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ক্ষুদ্রপ্রাণ [স] ১ *বিণ* ভীরু। 'আমি ক্ষীণ ক্ষুদ্রপ্রাণ কোথা পড়ে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ *বিণ* অল্প সমৃদ্ধ। 'আমাদের ভাষার ক্ষুদ্রপ্রাণ সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের নামটিও উক্ত পর্যায়ভুক্ত।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

ক্ষুদ্রপ্রাণী [স] *বি* সামান্য জীব। 'আমি অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ক্ষুদ্রবর্ণ [স] *বি* ক্ষুদ্র জাতি বা সে জাতির মানুষ। 'পঞ্চাশপ্রকার অন্য ক্ষুদ্রবর্ণ ৩৬০০।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ক্ষুদ্রবারিবিন্দু [স] *বি* সূক্ষ্ম জলের ফোঁটা। 'ক্ষুদ্রবারিবিন্দু হয়ে করছে টলমল।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি [স] *বিণ* অল্পবোধসম্পন্ন। 'জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ক্ষুদ্রমতি [স] *বিণ* সংকীর্ণমনা। 'ক্ষুদ্রমতি তুমি অতি রাগি কহে তরুপতি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ক্ষুদ্রমনা [স] *বি* সংকীর্ণ মনের অধিকারী। 'বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ক্ষুদ্র লোক [স] *বি* হীন প্রকৃতির লোক। 'অতি ক্ষুদ্র লোকেরা প্রায় অতি অহঙ্কৃত হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ক্ষুদ্রসঞ্চয় [স] *বি* স্বল্প পরিমাণে সঞ্চয়। 'বরঞ্চ ক্ষুদ্রসঞ্চয়ের স্বাভাবিক কার্য্যকারিতা।' *আজাদ*, ১৯৬২।

ক্ষুদ্রা [স] *বিণ স্ত্রী* ছোটো। 'ক্ষুদ্রা এই পুরী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ক্ষুদ্রাকার [স ক্ষুদ্র-আকার] *বি* ছোটো আকার। 'লঘুতার অনুরোধে ... ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫

ক্ষুদ্রাক্ষর [স ক্ষুদ্র-অক্ষর] *বি* ছোটো হরফ। 'প্রশস্তাক্ষরে মূল এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে তদর্থ।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ক্ষুদ্রাখাত [স ক্ষুদ্র>] *বি* ক্ষুদ্র জলাশয়। 'যে মহাসাগর বা সাগরের অংশ অখাত অপেক্ষা ক্ষুদ্র তাহাকে ক্ষুদ্রাখাত কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র [স ক্ষুদ্রাৎ-অপি-ক্ষুদ্র] *বিণ* অতি ছোটো। 'ধূলিকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

ক্ষুদ্রায়তন [স ক্ষুদ্র-আয়তন] *বিণ* স্বল্পপরিসরবিশিষ্ট। 'কেবল একটি ক্ষুদ্রায়তন গ্রাম্য ছবি চোখে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ক্ষুদ্রাশয় [স ক্ষুদ্র-আশয়] *বিণ* সংকীর্ণমনা। 'তথায় গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস্র পশুগণই বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ক্ষুদ্রাশয়া [স ক্ষুদ্র-আশয়া] *বিণ স্ত্রী* সংকীর্ণমনা। 'কলহপ্রিয়া, ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ক্ষুধা [স] ১ *বি* খাওয়ার ইচ্ছা। 'পাসরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহধর্ম শোক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* চাহিদা। 'নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা, নিত্যনূতন কর্মনিষ্ঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'সেই বজ্রগর্ভ মেঘগর্জ্জনের মতো বাক্য শুনিবার ক্ষুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৪ *বি* আগ্রহ। 'উত্তরে মুহূর্ত্তকামীরা বললে তাহলে বিদায়, এক্সপেরিমেন্টের ক্ষুধা আমার রক্তে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ক্ষুধাএ *ক্রিবিণ* অনাহারে। 'উদর নিত্য ক্ষুধাএ বিকল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ক্ষুধাকাতর [স] *বিণ* ক্ষুধায় পীড়িত। 'ক্ষুধাকাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ক্ষুধাকাতরতা [স] *বি* ক্ষুধা উদ্রেককারিতা। 'হাওয়ায় ক্ষুধাকাতরতা ছাড়া শিলঙে আর-কিছু আছে এ কথা কেউ ভাবতে না পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ক্ষুধাজীর্ণ [স] *বিণ* ক্ষুধায় কাতর। 'ও লোভীর ক্ষুধাজীর্ণ মূর্তি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ক্ষুধাতুর [স] *বিণ* ক্ষুধায় কাতর। 'মুনি বোলে ক্ষুধাতুর নহি স্নান মোকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ক্ষুধাতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষুধার্ত। 'জননী কতোই না ক্ষুধাতুরা, তৃষ্ণাতুরা।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ক্ষুধাতৃষ্ণা [স] *বি* ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। 'বিদ্যাবিনে ক্ষুধাতৃষ্ণা মনে কিছু নাগ্রি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ক্ষুধাদগ্ধ [স] *বিণ* ক্ষুধাকাতর। 'ক্ষুধাদগ্ধ পেটের একটা কোণমাত্র ভরাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ক্ষুধানল [স] *বি* ক্ষুধারূপ অনল। 'অন্ধকার ঘরে প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ক্ষুধানিবৃত্তি [স] *বি* ক্ষুধার উপশম। 'রাজা, ফল ও জল পাইয়া, ক্ষুধানিবৃত্তি ও পিপাসাশান্তি করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ক্ষুধাপীড়িত [স] *বিণ* ক্ষুধায় কাতর। 'তাহাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট, ক্ষুধাপীড়িত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ক্ষুধাবৃদ্ধি [স] *বি* ক্ষুধার আধিক্য। 'অযথা বংশবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ক্ষুধামান্দ্য [স] *বি* ক্ষুধার অল্পতা। 'ক্ষুধামান্দ্য, দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি অশেষ প্রকার যন্ত্রণা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ক্ষুধাযুক্ত [স] *বিণ* ক্ষুধাতুর। 'শস্য দেখিয়া ক্ষুধাযুক্ত হইয়া তৃপ্তিজন্য খাইতে নামিয়াছ।' *রামরাম*, ১৮০২।

ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার্ত্ত [স] ১ *বিণ* ক্ষুধায় কাতর। 'এক ক্ষুধার্ত্ত কুকুর।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'ক্ষুধার্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* প্রতীক্ষিত। 'দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ক্ষুধার্থ [স ক্ষুধার্ত] *বি* ক্ষুধায় কাতর ব্যক্তি। 'ক্ষুধার্থের ভোজন যথা তথা দরিদ্রকে দান।' *রামরাম*, ১৮০২।

ক্ষুধাশান্তি [স] *বি* ক্ষুধার উপশম। 'কোনো সুজাতার কল্যাণে ক্ষুধাশান্তি করতে পেতেন হয়তো।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ক্ষুধাশীর্ণ [স] *বিণ* ক্ষুধায় শুকিয়ে গেছে এমন। 'ক্ষুধাশীর্ণ মুখে যেই ঢেলে দিই ফ্যান।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

ক্ষুধাশ্রান্তি [স] *বি* অনাহার এবং ক্লান্তি। 'মানবসংসারের মধ্যে প্রতিদিবসের রোগশোক ক্ষুধাশ্রান্তি কত বৃহৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ক্ষুধাহরা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষুধা দূর করে এমন। 'কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ক্ষুধিত [স ক্ষুধা>] *বিণ* ক্ষুধা পেয়েছে এমন। 'তিন দিবস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুধিত।' *রাজীব*, ১৮০৫।

ক্ষুধিতকাতর [স] *বি* ক্ষুধায় কাতর ব্যক্তি। 'আমার আহারের সময়ে আমার সম্মুখে আট-নয়টি ক্ষুধিতকাতরকে বসাইয়া রাখেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ক্ষুধিতচক্ষে [স] *ক্রিবিণ* ক্ষুধায় কাতর হয়ে। 'কমলা ক্ষুধিতচক্ষে জানলা হইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ক্ষুধিত হওন *বি* ক্ষুধা পাওয়া। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

ক্ষুধিতহৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* কামনা-কাতর। 'ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ক্ষুন্নিবৃত্তি [স] *বি* ক্ষুধার উপশম। 'মূরসেনাপতি ক্ষুন্নিবৃত্তি পিপাসাশান্তি ও ক্লান্তিপরিহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ক্ষুপ [স] *বি* গুল্মবিশেষ। 'ক্ষুপ জাতের সুবিধে আছে যে কোনো গতিকে টব থেকে ছাড়া পেলে সে তেজে বেড়ে ওঠে।' *অবন*, ১৯২৫।

ক্ষুব্ধ [স] ১ *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* ব্যথিত। 'সুতরাং এমত মহাপুরুষের "জীবনচরিত" অপ্রকাশ থাকাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইতে পারেন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫। ৩ *বিণ* উত্তাল। 'ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আঁধার অরণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৪ *বিণ* আন্দোলিত। 'আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে/ জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৫ *বিণ* বিপর্যস্ত। 'ধর্মের ক্ষুব্ধ ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনিতে চেষ্টা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ক্ষুব্ধচিত্ত [স] *বি* ব্যথিত মন। 'আমরা শাসনকর্ত্তাগণের সুগোচরার্থে সাদরে ক্ষুব্ধচিত্তে তদবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

ক্ষুব্ধতা [স] *বি* ব্যাকুলতা। 'ভিতরে আজ ভারি একটা ক্ষুব্ধতা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ক্ষুব্ধবিরক্ত [স] *বিণ* ব্যথিত ও বিরক্ত। 'তাই অত্যন্ত ক্ষুব্ধবিরক্ত মনে ... গাড়িতে উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ক্ষুব্ধস্তর [স] *বি* বায়ুর স্তরবিশেষ; troposphere। 'সমগ্র বায়ুমণ্ডলের মাপে এই ক্ষুব্ধস্তরে উচ্চতা খুবই কম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ক্ষুব্ধস্বর [স] *বি* রাগত কণ্ঠ। 'ইশা খাঁ সহসা বিষণ্ন হইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ক্ষুভা [স ক্ষোভ>] *ক্রি* আলোড়িত হওয়া। 'ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস/ সন্ধ্যার আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ক্ষুভিত [স] *বিণ* আলোড়িত। 'প্রকৃতি ক্ষুভিত করি বীর্য্যের আধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ক্ষুর [স] **১** *বি* ধারালো অস্ত্রবিশেষ, যা দিয়ে সাধারণত দাড়ি কামানো হয়। 'এয়ছাই সাকোর ধার যেন তেজ ক্ষুর।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'দাড়ি কামাবার পর পায়ে ক্ষুর চালাই।' *শিবরাম*, ১৯৭০। **২** *বি* গবাদি পশুর শক্ত হাড়ের পদতল। 'তালপাতা তাঁর ক্ষুর-ওলা ঠ্যাং।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ক্ষুরধার [স] *বিণ* ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। 'সে অবশ্যই বলিবেক ক্ষুরধার ছুঁতে কাটে মাছি।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ক্ষুরধারা [স] *বিণ* ক্ষুরের ন্যায় ধারালো। 'ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ক্ষুরসুন্দর [স] *বিণ* ক্ষুর দিয়ে দাড়ি-গোঁফ কামানোয় অভিজ্ঞ। 'নরসুন্দরকে না পাঠিয়ে ক্ষুরসুন্দর কাউকে পাঠাবেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ক্ষুরস্য [স] *বিণ* ক্ষুরের মতো। 'তার রিপার্টি এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় নির্মম যে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ক্ষুরোজ্জ্বল [স ক্ষুর-উজ্জ্বল] *বিণ* অত্যন্ত দীপ্তিমান। 'ক্ষুরোজ্জ্বল চক্ষু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ক্ষুরিকর্ম, ক্ষুরিকর্ম্ম [স ক্ষৌরকর্ম] *বি* ক্ষুর দিয়ে চুল-দাড়ি কামানোর কাজ; খেউরি। 'এক ব্যক্তি নাপিত বাজারে ক্ষুরিকর্ম্ম করিয়া বেড়ায়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ক্ষুরোজ্জ্বল *দ্র* **ক্ষুর**

ক্ষেউর [স ক্ষুর>] *বি* দাড়ি গোঁফ কামানো। 'করিল ক্ষেউর কর্ম্ম দেবের নাপিত।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ক্ষেউরি [স ক্ষুর>] *বি* গোঁফ-দাড়ি কামানোর কাজ। 'ল্যাণ্ডলেডি যাতে ঘর গোছাবার সময় ক্ষেউরির জিনিসপত্র না দেখে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ক্ষেণে [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* ক্ষণিকের জন্যে। **ক্ষেণে ক্ষেণে** *ক্রিবিণ* ক্ষণে ক্ষণে। 'ক্ষেণে ক্ষেণে উঠই মুরছি তনু লোটই সুবল সখা করু কোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ক্ষেৎ [স ক্ষেত্র] *বি* ক্ষেত। 'ক্ষেৎ ভরা খেঁসারী পেকেছে এই শীতে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ক্ষেত [স ক্ষেত্র] **১** *বি* ফসলি জমি। 'আজি ক্ষেতে পাতা রুইতে হবেক।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* ফসল। 'ক্ষেত কাটিবার কথা হইলে তোমরা মন দিয়া শুনিয়ো।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ক্ষেত কাটা *ক্রি* ফসল তোলা। 'ক্ষেত কাটিবার কোন কথা হইলে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ক্ষেতখামার [ক্ষেত+ফা খিরমন>] *বি* আবাদি জমি। 'সে মরে গেলে তার ক্ষেত-খামার দেখবে কে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ক্ষেতঝরা [ক্ষেত+ঝরা] *বিণ* জমি থেকে ঝরে গেছে এমন। 'আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামাপোকাদের কাছে ডেকে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ক্ষেতি[১] [স খ্যাতি] *বি* সুনাম; যশ। 'বুদ্ধে বৃহস্পতি আমি ক্ষেতিতে অধৃতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্ষেতি[২], **ক্ষেতী** [স ক্ষতি] **১** *বি* লোকসান। 'কম্পানির ক্ষেতি না হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। **২** *বি* ক্ষতি। 'ক্ষেতী কি হালের কাপড় সরষ কবর্দ্দক ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ক্ষেতি[৩] [স ক্ষেত্র] *বি* চাষাবাদের ক্ষেত। 'গ্রামের ঘরবাড়ি ক্ষেতি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ক্ষেতৃ [স ক্ষত্র] *বি* ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়। 'দ্বিজ হউক ক্ষেতৃ হউক করাইব সুখ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্ষেতৃধর্ম, ক্ষেতৃধর্ম্ম [স ক্ষত্রধর্ম] *বি* ক্ষত্রিয়ের পালনীয় ধর্ম। 'ক্ষেতৃধর্ম্ম সুন পুত্র ক্ষেতৃর লক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্ষেতেল [স ক্ষেত>] *বিণ* ফসলি জমি আছে এমন। 'ক্ষেতেল চাষী, গুরুমশায়, ডাক্তারবাবু, গানের ছোকরা – হরেক-গুণের মানুষ।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ক্ষেত্র [স] **১** *বি* পৃথিবী। 'পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* স্থান। 'যথা হৈতে ক্ষেত্র দশ যোজন প্রমাণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* স্ত্রী। 'বেদব্যাস ... বিচিত্রবীর্য্য রাজার ক্ষেত্রে তিন সন্তানোৎপাদন করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৪** *বি* ভূমি। 'ইতিহাস অঙ্ক বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। **৫** *বি* ফসলি জমি। 'ক্ষেত্রে করি নেত্রপাত কাঁদে যত চাষা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৬** *বি* গণ্ডী। 'সাহিত্যের ক্ষেত্র স্বভাবতই সংকীর্ণ হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৭** *বি* এলাকা। 'তাহাদের বিচরণের ক্ষেত্র প্রশস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **৮** *বি* প্রেক্ষিত। 'সকল প্রকার মুগ্ধ বিশ্বাসের এরূপ প্রশস্ত ক্ষেত্র মানবের ইতিহাসে আর কোথাও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ক্ষেত্রজ [স] *বিণ* নিজ স্ত্রীর গর্ভে অপরের ঔরসজাত। 'বিধবা জন্ম্যায় জদি ক্ষেত্রজ তনএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ক্ষেত্রনিরপেক্ষ [স] *বিণ* অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয় এমন। 'ক্ষেত্রনিরপেক্ষ প্রমা প্রতিকারী প্রমাদের গুণে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

ক্ষেত্রপতি [স] *বি* খেতের মালিক। 'ইতিমধ্যে ক্ষেত্রপতি দেখিলেন যে ভূমির শস্য কিসে খাইয়া যায়।' *গোলোক*, ১৮০১।

ক্ষেত্রপরিমাণবিদ্যা [স] *বি* জ্যামিতি। 'ছেলে ইঙ্গরেজী অঙ্ক গণিত শাস্ত্র ক্ষেত্রপরিমাণবিদ্যা ... পড়ে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

ক্ষেত্র-মাঝে *ক্রিবিণ* মাঠের মাঝখানে। 'জনশূন্য ক্ষেত্র-মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে শব্দহীন গতিহীন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা [স] *বি* জ্যামিতি। 'ক্ষেত্রমাপক বিদ্যাতেও কিঞ্চিৎ নিপুণ হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ক্ষেত্রি [স ক্ষত্রিয়] *বি* ক্ষত্রিয়। 'কভূ ক্ষেত্রি কভূ গোপ নাহিক নিসচএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্ষেদ [স খেদ] *বি* খেদ; আফসোস। 'সুকুমার এইরূপে ক্ষেদ করিতেছেন ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ক্ষেদা [স খিদ্>] *বি* হাতি ধরার ফাঁদ। 'ত্রিপুরা· লুসাই পর্ব্বতে আর

হস্তিধারণ ক্ষেদা প্রস্তুত করেন না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ক্ষেন [স ক্ষণ] *বি* সময়। 'হেনই সমএ ক্ষেন মাহেন্দ্র হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্ষেনেক *ক্রিবিণ* ক্ষণেক। 'সোনাই বোলে ধনা রহোত ক্ষেনেকে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ক্ষেনে ক্ষেনে *ক্রিবিণ* থেকে থেকে। 'ক্ষেনে ক্ষেনে ভূগ্রিকস্ফ কুক্কুর ক্রন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্ষেপ [স] **১** *বি* ক্ষেপণ; কাটানো। *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বিণ* অতিবাহিত। 'অনৌপাধিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বি* নৌকায় মালামাল ও আরোহী নিয়ে যাত্রা। 'এই শরীর লইয়া তার মধ্যে আর ক্ষেপ দেওয়ার কাম করন যাইবে না।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

ক্ষেপণ [স] **১** *বি* নিক্ষেপ। 'দ্বারপালেরা সে পুল ক্ষেপণ করিলে গড়ের উপর বঙ্কিমত লোকেদের গতায়াতে পথ হয়।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* যাপন; অতিবাহন। 'রাজকন্যা ... রোদনমাত্র ক্রিয়াতে দিবারাত্রি ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ক্ষেপণী [স] **১** *বি* নৌকার দাঁড়। 'দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পিনেসের ক্ষেপণী ধারণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বি* নিক্ষিপ্ত বস্তু। 'যখন ক্ষেপণী একবারে বেগহীন হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ক্ষেপা [স ক্ষেপণ>] **১** *ক্রি* নিক্ষেপ করা। 'ক্ষেপে সজল নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ক্রুদ্ধ হওয়া। 'ক্ষেপিয়া উঠিলে আমাদের কোন হানি হইবেক না।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩। **ক্ষেপসি** *ক্রি* মারো। 'তাহারে ক্ষেপসি মূঢ় বিদিত মোহর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ক্ষেপি** *ক্রি* নিক্ষেপ ক'রে। 'গিরি ক্ষেপি ফিরিস্তাএ করুক সংহার।' *সুলতান*, ১৬৫০। **ক্ষেপিও** *ক্রি* চালনা করবে। 'ক্ষেপিও তোক্ষার কর উদর অন্তর।' *সুলতান*, ১৬৫০। **ক্ষেপিলেন্ত** *ক্রি* চালনা করলো। 'কর ক্ষেপিলেন্ত ধাত্রী উদর অন্তর।' *সুলতান*, ১৬৫০। **ক্ষেপে** *ক্রি* নিক্ষেপ করে। 'ক্ষেপে সজল নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ক্ষেপামি *বি* পাগলামি। 'কংগ্রেসের এই ক্ষেপামির দুঃখময় পরিণতি।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

ক্ষেপিয়ে তোলা *ক্রি* ক্ষিপ্ত করা। 'ভদ্রলোকটাকে এই ভোরের বেলাতে ও একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ক্ষেম [স] **১** *বি* কল্যাণ। 'কানে তোর দিব হেম চিন্তহ আমার ক্ষেম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'মতিলাল ক্ষেম।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ক্ষেমংকর [স] *বি* কল্যাণকারী। 'হায়, ক্ষেমংকর, অজস্র মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ক্ষেমঙ্করী [স] *বিণ স্ত্রী* মঙ্গলদায়ক। 'আশু মায়া-বলে স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইয়া জননী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ক্ষেমদাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* কল্যাণময়ী। 'শিবানী ইন্দ্রানী শিবা ক্ষেমদাত্রী কালজিহ্বা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ক্ষেমনিয়া [স ক্ষেম>] *বিণ* সহিষ্ণু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ক্ষেমটা [হি খেমটা] *বি* খেমটা নর্তকী। 'সুতরাং বাই ক্ষেমটা বেশ্যার প্রয়োজন হয়।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

ক্ষেমা[1] [স ক্ষমা] *ক্রি* ক্ষমা করা। 'ক্ষেমা করু কাহ্নু মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ক্ষেম** *ক্রি* ক্ষমা করো। 'অপরাধ কৈল দোস ক্ষেম নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। **ক্ষেমহ** *ক্রি* ক্ষমা করো। 'মিথ্যাপুত্র মারিল দোস ক্ষেমহ আমাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **ক্ষেমাইব** *ক্রি* ক্ষমা করাবো। 'ক্ষেমাইব যথেক তুক্ষি করিয়াছ বদি।' *সুলতান*, ১৬৫০। **ক্ষেমি** *ক্রি* ক্ষমা ক'রে। 'অপরাধ ক্ষেমি রাখ দাসীর আইয়াত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ক্ষেমিঞা** *ক্রি* ক্ষমা ক'রে। 'ক্ষেমিঞা সকল দোষ হও মোরে পরিতোষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ক্ষেমিতে** *ক্রি* ক্ষমা করতে। 'ক্ষেমিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **ক্ষেমিব** *ক্রি* দূর করবো। 'কেমনে ক্ষেমিব বোলো দারুণ রোদনা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ক্ষেমিবার** *ক্রি* ক্ষমা করতে। 'সে সকল পাপ কিছু পারি ক্ষেমিবার।' *সুলতান*, ১৬৫০। **ক্ষেমিবেক** *ক্রি* ক্ষমা করবে। 'তুক্ষি তাহে না ক্ষেমিলে ক্ষেমিবেক কোনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ক্ষেমিলাঙ** *ক্রি* ক্ষমা করলাম। 'শিশুজন দেখি আমি ক্ষেমিলাঙ দায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ক্ষেমা করা *ক্রি* ক্ষমা করা। 'ক্ষেমা কর কাহ্নু মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ক্ষেমা দেওয়া *ক্রি* ক্ষান্ত করা। 'এখন এই তাগাদি ক্ষেমা দেও।' *কেরি*, ১৮০২।

ক্ষেমা[2] [স ক্ষমা] *বি* ক্ষমা। 'ক্ষেমা করি আছে বস্ত তাহা করহ প্রকাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

ক্ষেমাবন্ত [স] *বিণ* ক্ষমাশীল। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তিলোকনাথ রায় তলয়ার বাহাদুর দিজপ্রজা প্রিতিপালক সান্ত দান্ত দয়াসিল ক্ষেমাবন্ত গরিব নেওয়াজ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ক্ষেমাযুক্ত [স ক্ষমাযুক্ত] *বিণ* ক্ষমাশীল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ক্ষেয়নি [স ক্ষেপণ>] *বি* খেয়া মাঝি। 'ধনা মনা দুই ভাই ঘাটের ক্ষেয়নি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ক্ষেয়া [স ক্ষেপ>] *বি* নদী পারাপারের নৌকা। 'সে ক্ষেয়ারীর ক্ষেয়ায় বোঝাই দিয়া, বিনা কড়িতে পাড় করিয়া লইয়া যাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ক্ষেয়ারী [স ক্ষেপ>] *বি* খেয়ার মাঝি। 'সে ক্ষেয়ারীর ক্ষেয়ায় বোঝাই দিয়া, বিনা কড়িতে পাড় করিয়া লইয়া যাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ক্ষোদিত [স ক্ষুদ্>] *বিণ* খোদাইকৃত। 'যাহার ক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি ধূলিলুণ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ক্ষোদিতা [স ক্ষুদ্>] *বিণ স্ত্রী* খোদাই করে নির্মিত। 'মেষ্টর চেলটু দ্বারা যে সকল অতি চমৎকৃত প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিতা হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

ক্ষোপ **১** *বিণ* নিম্নমানের। 'আর-এক রকমের জাত ক্ষোপ জাত, মৃত জাত।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* অভ্যন্তর। 'ক্ষোপে খাপে ফোঁপরা কাঠ তাতে টেবিল-চৌকিও তৈরি হয় না।' *অবন*, ১৯২৫।

ক্ষোভ [স] **১** *বি* মনঃকষ্ট। 'আমাদের ক্ষোভের আর পরিসীমা ছিল না এখন তোমাকে দেখে পরমাপ্যায়িত হইলাম।' *রামরাম*, ১৮০১; 'তুমি কোন বিষয় ক্ষোভ পাইবা না।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* অসন্তোষ। 'আমারদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮; 'প্রবন্ধে লেখক সাহেবিয়ানার নকল লইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বি* অনুতাপ। 'যাহা ব্যক্ত করিতে হইলে ক্ষোভ, দুঃখ ও বিস্ময় যুগপৎ উদয় হইয়া, মনকে অত্যন্ত ব্যাকুল করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* অতৃপ্তি। 'কোনো আকাঙ্ক্ষার কোনো ক্ষোভ নাহি থাক মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৫** *বি* আলোড়ন। 'মুহূর্তে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ করিয়া দমন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৬** *বি* দুঃখ। 'ক্ষতির ক্ষোভ সকলি গেল টুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৭** *বি* অভিমান। 'ক্ষোভ কি রাখিবে তবু যখন রব না আমি আর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ক্ষোভভরে *ক্রিবিণ* ক্ষুব্ধভাবে। 'শুনি রাজা ক্ষোভভরে সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ক্ষোভময় [স] *বিণ* ক্ষুব্ধ। 'মানুষের মতো ক্ষোভময় বেঁচে থাকা।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

ক্ষোভহীন [স] *বিণ* ক্ষোভ নেই এমন। 'আশাহীন ক্ষোভহীন বহ্নিতপ্ত ধ্যানাসনে রব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ক্ষোভিত [স] **১** *বিণ* ক্ষুব্ধ। 'ইহাতে সকলেই ক্ষোভিত।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* ব্যথিত। 'তুমি রাখিয়া রাখিয়া খাইতেছ দেখিয়া বড় ক্ষোভিত হই।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ক্ষোম *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'হারাধন ক্ষোম।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ক্ষৌমবাস [স] *বি* রেশমের কাপড়। 'ক্ষৌমবাস পরিধান করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ক্ষৌর [স] *বিণ* দাড়ি গোঁফ কামানো হয়েছে এমন। 'নাপিতকে ডাক ক্ষৌর হইব।' *কেরি*, ১৮০২।

ক্ষৌরকর্ম [স] *বি* ক্ষুরকর্ম; কামানো। 'ক্ষৌরকর্ম নাপিত না পারে করিবার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ক্ষৌরকার [স] *বি* নাপিত। 'চর্মকার, ক্ষৌরকার, গোয়ালা।' *রওশন*, ১৯২৫।

ক্ষৌরমসৃণ [স] *বিণ* দাড়ি কামানোর ফলে মসৃণ। 'ক্ষৌরমসৃণ মুখের গর্বোজ্জ্বল জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ক্ষৌরিত [স] *বিণ* কামানো হয়েছে এমন। 'একজন ক্ষৌরিতমস্তক শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ক্ষৌরিতচিকুর [স] *বিণ* চুল-দাড়ি কামানো। 'সেই গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ক্ষৌরিতমস্তক [স] *বিণ* মাথা কামানো এমন। 'একজন ক্ষৌরিতমস্তক শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ক্ষৌরী [স] *বিণ* চুলদাড়ি কামানো হয়েছে এমন। 'দুই মাস অন্তরে ক্ষৌরী হইয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ক্ষ্যান্তি [স ক্ষান্তি] *বি* বিরাম। 'এদিকে পানি উঠছে তো উঠছেই তার আর ক্ষ্যান্তি নেই।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ক্ষ্যাপা [স ক্ষিপ্>] **১** *বি* বাউল। 'ফলতঃ ক্ষ্যাপা ও বাউল উভয়ই একার্থ শব্দ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* ক্ষিপ্ত। 'রুক্ষস্বভাব সাহেবটি মহা ক্ষ্যাপা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* পাগল। 'এনে মহাজনের ধন বিনাশ করলি ক্ষ্যাপা।' *লালন*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* উত্তাল। 'এই ক্ষ্যাপা নদীর উপরে চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ক্ষ্যাপামি [স ক্ষিপ্>] *বি* পাগলামি। 'দু-তিন বৎসরে একবার ক্ষ্যাপামি করে বেশি।' *তারা*, ১৯৪৬।

ক্ষ্যামতা [স ক্ষমতা] *বি* ক্ষমতা। 'তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তো তার ক্ষ্যামতা আছে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

খ

খ[১] *বি* বাংলা ভাষার ধ্বনিবিশেষ ও দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ। 'পড়এ সাধুর বালা ক খ আঠার ফলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খয়ের [খ-এর] *বিণ* খ বর্ণ-সংক্রান্ত। 'খয়ের বিবরণ খুসি খানকী খানা খয়রাত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

খ[২] *বি* আকাশ; নভমণ্ডল। 'খ-তন্ত্রের পাঁজি পুরাণ ঘাঁটতে হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

খঅ [স ক্ষয়] *বি* ক্ষয়। 'জরম গেল করমের খঅ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খই [স খদিকা] **১** *বি* ধান ভেজে তৈরি মুড়ির মতো খাবার। 'হইল সকল পথ খই-কড়িময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* খইয়ের মতো ফুল ফোটে এমন ভেষজ গুল্মবিশেষ। 'খইক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা।' *জীবন*, ১৯৪২।

খই ফোটা *ক্রি* অনর্গলভাবে কথা বলা। 'আমার কাছে সয়ের মুখে খই ফুটতে থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'ঘট ভরে নিতি ওই/ চোখে মুখে ফোটে খই।' *নজরুল*, ১৯২৮।

খইরঙা [খই+স রঙ্গ>] *বিণ* খই রঙের। 'খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

খইদ্দার [ফা খরিদদার] *বি* ক্রেতা। 'এই নি খইদ্দারে কেনবে পয়সা দিয়া?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

খইনি [হি খৈনী] *বি* চুন মাখানো শুকনা তামাক পাতা। 'আমার যেমন বিড়ি ওর তেমনি খইনি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

খইরত [আ খয়রাত] *বি* ভেট। 'আইসে চড়িআ তাজি সৈয়দ মোলনা কাজী খইরত দেয় বীর বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খইল [স খলি] **১** *বি* তিল সরিষা প্রভৃতির বীজ থেকে তেল বের করার পর যে অংশ অবশিষ্ট থাকে। 'বিচালি খইলের জগৎ ছেড়ে ... ' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* কানের ভিতরের ময়লাবিশেষ। 'কানের খইল খেতে ভীষণ তেতো?' *নজরুল*, ১৯৪১।

খইহার [স খদিকা>] *বি* এক জাতের ধানের নাম। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খউ [স খ] *বি* আকাশ। 'নখশোভা হেরি, বিধুলাজভরে, গেল খউ পরে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

খএ [স ক্ষয়] *বি* বিনাশ। 'তোহ্মে নানা রূপ কইলে আসুরের খএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খএবরা [আ খবর] *ক্রি* খবর দেওয়া। 'সেই সেঁকা খাসী আনি খএবরী সকলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

খএর[১] [স খদির] *বি* খয়ের; খদির গাছ থেকে প্রস্তুত পানের মসলাবিশেষ। 'কেনটিন খএর জাঁতা আফিম।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'খএরের গাছ।' *গৌর*, ১৮২২।

খএর[২] [আ খায়ির] *বি* মঙ্গল। 'দরগায় মোনাজাত করিতেছি জাহাতে এ গোলামের খএর হয়।' *ভেরলি*, ১৮০০।

খএরখাঁ [আ খায়ির+ফা খাহ্] *বিণ* খোশামুদে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খএরখুবি [আ খায়ির+ফা খুব] *বি* অত্যন্ত মঙ্গল; অত্যন্ত কুশল। 'শ্রীযুত সাহেবের খএরখুবি হামেসা ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

খওয়া [স ক্ষয়>] *ক্রি* ক্ষয় পাওয়া। 'পায়ে পায়ে খইয়ে দিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খং [ধ্বন্যা] *বি* শুষ্ক কাঠের উপর আঘাতজনিত শব্দ। 'খোট্টাকাঠের উপরও চোট পড়লে সেটা এমন আর্তনাদপূর্ণ খং শব্দ করে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

খসম [স খ+সম] *বি* শূন্যতা। 'হেরি ষে মেরি তইলাবাড়ী খঃসমে সমতুলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

খক [ধ্বন্যা] *বি* কাশি বা উচ্চ হাসির শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খক খক [ধ্বন্যা] *বি* কাশির শব্দ। 'খক খক করে কাশছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

খকখকানি [ধ্বন্যা খকখক>] *বি* কাশির শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গলার ভিতর খকখকানি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

খগ [স] *বি* পাখি। 'হেন কালে খগান্তক [খগ-অন্তক] ব্যাধ আইল তথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খগচঞ্চু [স] *বি* পাখির ঠোঁট। 'নাসা খগচঞ্চু জিনি হেরে খগপাখী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

খগপতি [স] *বি* গরুড়। 'খগপতি চঞ্চু জিনি নাসা সুললিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খগপতিচঞ্চু [স] *বি* গরুড় পাখির ঠোঁট। 'নাসা খগপতিচঞ্চু ভরম ভয়ে কুচগিরি সান্ধি নিবাসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

খগপাখী *বি* পাখিবিশেষ। 'নাসা খগচঞ্চু জিনি হেরে খগপাখী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

খগান্তক [স খগ-অন্তক] *বিণ* পাখি হত্যাকারী। 'হেন কালে খগান্তক ব্যাধ আইল তথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খগী [স] *বি স্ত্রী* পাখি। 'অতি ভয়ঙ্কর খগী গয়াল বহুল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

খগেন্দ্রবাহন [স খগ-ইন্দ্র-বাহন] *বি* গরুড় পাখি যার বাহন। 'খগেন্দ্রবাহনে বন্দো দেব নারায়ণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

খগোল [স] **১** *বিণ* আকাশমণ্ডল বিষয়ক। 'বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোল বিদ্যা ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* গ্রহনক্ষত্রাদি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়। 'ছেলে ... পুরাতন রাজারদিগের উপাখ্যান ভূগোল খগোল ইতিহাস ইত্যাদি পড়ে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **৩** *বিণ* আকাশের মতো গোল। 'খগোল নিতম্ব-বিম্ব; শোভিল তাহাতে মেখলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

খগোলবিদ্যা [স] *বি* জ্যোতির্বিদ্যা। 'বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোল বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২

খগোলীয় [স] *বিণ* জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত। *দর্পণ*, ১৮২২; 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান ও ভূগোলীয় খগোলীয় গ্রন্থ অতিশীঘ্র কমিটির উদ্যোগে ... প্রকাশ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

খঙ্গ *বি* ক্রোধ। 'কি করিব তোর খঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খঙ্গানো *ক্রি* তিরস্কার করা। 'ঘরে না দেখিআঁ বড় খঙ্গায়িবে মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খচ [ধ্বন্যা] *বি* এক চোটে কাটার বা অনুভূতিবাচক শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খচখচ [ধ্বন্যা] **১** *বি* অনবরত কাটার বা বেঁধার কল্পিত শব্দ। *বিদ্যা*,

১৮৯১। ২ *বি* দ্রুতগামিতা নির্দেশক শব্দবিশেষ। 'চলে খচখচ রাগে গজগাজ জুতা মচমচ তানে।' *সুকুমার*, ১৯২০। ৩ *বি* অনবরত নড়াচড়ার শব্দ। 'বিড়ালের ছানাটা উড়ো কাগজপত্রের ভেতর খচখচ করছে।' *জীবন*, ১৯৩২। ৪ *বি* আক্ষেপের অনুভূতিব্যঞ্জক শব্দ। 'মজিদের মনে অস্বস্তিটা রাতদিন আরো খচখচ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

খচখচানি [ধ্বন্যা] *বি* খচখচ শব্দ। 'কলের খচখচানিতে নিজেরই বিরক্ত ধরিতেছে ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

খচখচে [ধ্বন্যা] *বিণ* ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা দেয় এমন। 'সেই খচখচে যন্ত্রণা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

খচমচ [ধ্বন্যা] ১ *বি* ঝঞ্ঝাট; ঝামেলা। 'রাজসেবা কত খচমচ।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* খচখচ ধ্বনিবিশিষ্ট। 'নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো ... খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

খচর [স] *বিণ* আকাশে বিচরণকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খচা [স সূচি>] *ক্রি* খোঁচানো। 'সেই ভূমি খচিয়া জে ফেলাএ জলেতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

খচিৎ [স খচিত] *বিণ* অলঙ্কৃত। 'রত্ন খচিৎ ছত্র।' *রামরাম*, ১৮০১।

খচিত [স] ১ *বিণ* সংযুক্ত। 'চুনী ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত মুক্তার ঝাবা।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* অলঙ্কৃত। 'বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে খচিত।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* আবৃত। 'গাছের ছায়ায় খচিত নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে আমরা দুই পথিক নিঃশব্দে মন্দগমনে চলতে লাগলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

খচোখচোখচকার [ধ্বন্যা] *বি* মাদল, করতাল প্রভৃতি বাজানোর ফলে সৃষ্ট শব্দ। 'মাদল করতালের খচোখচোখচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুন আবর্তিত গর্জনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

খচো মচো [ধ্বন্যা] *বি* হাঁকডাক। 'কহিতেছে করি খচো মচো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খচ্চর [স খেসর] *বি* ঘোড়া ও গাধার মিলনজাত প্রাণীবিশেষ। 'উট গাধা খচ্চর গণিতে কেবা পারে।' *ভারত*, ১৭৬০।

খজরা [ফা খুরদাহ্] *বিণ* খুচরা। 'চাউলের খজরা বিক্রীর নিরিখ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

খঞ্জর [আ খঞ্জর] *বি* খঞ্জর; উভয় দিকে ধারবিশিষ্ট ছোরা। 'খোরাসানি খঞ্জর কোমরে ধরধার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খঞ্চা [স খচ্>] *ক্রি* খচিত করা। 'মাণিকেঁ খঞ্চিল দুই পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খঞ্চী *বি* লতাফুল-বিশেষ। 'আশোক কিংশুক চুআঁ চিতা খঞ্চী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খঞ্জ [স] *বি* খোঁড়া। 'রাজা পরমাহ্লাদে শত ২ সুবর্ণ ... খঞ্জকে প্রদান করিতে লাগিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

খঞ্জপদ [স] *বিণ* পা খোঁড়া হয়েছে এমন। '... নগরবাসীদিগের হতাবশিষ্টগণ কেহ খঞ্জপদ, কেহ চক্ষুকানা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

খঞ্জন [স] ১ *বি* এক রকমের ছোটো চঞ্চল পাখি। 'আঞ্চল চঞ্চল তোর নয়ন খঞ্জনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* (সাদৃশ্যে) চোখ। 'চহকি চহকি দুই খঞ্জন খেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

খঞ্জন গঞ্জন [স] *বিণ* খঞ্জনকে লজ্জা দেয় এমন; চঞ্চল। 'অঞ্জন রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন অলি মধুপ্রিয় পানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খঞ্জন-গঞ্জনি [স খঞ্জন-গঞ্জন>] *বিণ স্ত্রী* খঞ্জনকে লজ্জা দেয় এমন; চঞ্চল। 'শুন গো খুল্লনা উত্তমধীষণা খঞ্জন-গঞ্জনি রামা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খঞ্জনগমনী [স] *বিণ* খঞ্জন পাখির মতো চলে এমন। 'খঞ্জনগমনী হৈল বিরহে আতুরী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

খঞ্জন-নয়ন [স] *বি* খঞ্জন পাখির ন্যায় চোখ। 'পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিলফুল, শুকচঞ্চু।' *অবন*, ১৯২৫।

খঞ্জনা [স খঞ্জন>] *বি স্ত্রী* সব সময়ে পুচ্ছ নাচায় এমন এক ধরনের ছোটো পাখি। 'নদীর নাম সই অঞ্জনা, নাচে তীরে খঞ্জনা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

খঞ্জনাক্ষী [স খঞ্জন-অক্ষি] *বিণ* খঞ্জন পাখির চোখের মতো। 'নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

খঞ্জনী [স] *বি স্ত্রী* খঞ্জনা; খঞ্জন-এর স্ত্রীজাতি। 'খঞ্জন-খঞ্জনী-প্রেমতিলেক না টুটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

খঞ্জনীর লেজ *বিণ* দুষ্টু; চঞ্চল। 'তোর মতো খঞ্জনীর লেজ-ছেলে এতো অল্পেই শান্ত হবে?' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

খঞ্জনি, খঞ্জনী[1] [স খঞ্জন>] *বি* একদিকে চামড়ার আবরণযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। 'দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খঞ্জনী বাজিয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'সে ... রসকলি ও খঞ্জনিতে চিত্ত বিক্রীত করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

খঞ্জনী[2] দ্র খঞ্জন

খঞ্জর [আ] *বি* উভয়দিকে ধারবিশিষ্ট ছোরা। 'ঘোরতর খঞ্জর চৌদিকে ঝিকিমিকি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খঞ্জরি, খঞ্জরী [স খঞ্জন>] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; খঞ্জনি। 'মঙ্গল বাজনা বাজে খঞ্জরিতে ঘাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'খনকাল খমক খঞ্জরী ক্ষীণ তিগা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

খঞ্জরীট [স] *বি* খঞ্জন পাখি। 'হংস খঞ্জরীটে দেখি পদে দিটে।' *ভারত*, ১৭৬০।

খট [ধ্বন্যা] *বি* কঠিন জিনিসের পরস্পর আঘাতজনিত শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খটকা [স খট্>] ১ *বি* দ্বিধা; সংশয়। 'এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* সন্দেহ। 'আমার একটা খটকা লাগছে ভাই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

খটকা খাওয়া *ক্রি* বেখাপ্পা মনে হওয়া। 'যেখানেই মন খটকা খায় সেখানেই ভাঙিয়ে সহজ করে।' *জীবন*, ১৯৩২।

খটকা বাধা *ক্রি* অবিশ্বাস তৈরি হওয়া। 'আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি খটকা বেধেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

খটকা লাগা *ক্রি* সন্দেহ তৈরি হওয়া। 'নতুন পুস্তকের নামটিতে আমার একটু খটকা লেগেছিল।' *প্রমথ*, ১৯১২।

খটখট [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত খট শব্দ। 'রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলো খটখট শব্দ করিয়া নড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

খটখটানি [ধ্বন্যা খটখট>] *বি* ক্রমাগত খটখট শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খটখটি [ধ্বন্যা খটখট>] *বি* খটখট শব্দ। 'সিবাদন্ত খটখটি সুনি মহারন।' *মালাধর*, ১৫০০।

খটখটিআ [ধ্বন্যা খটখট>] *বিণ* কঠিন; নীরস। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খটখটে [ধ্বন্যা খটখট>] ১ *বিণ* খটখট শব্দ করে এমন। 'বাজীকরের রুলের পুত্তলের মত খটখটে ছটফটে।' *দীপিকা*,

১৮৮৭। ২ *বিণ* রুক্ষ। 'ভাবলুম ভারতবর্ষের রোদে ঝলসা শুকনো খটখটে হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁজালো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* অত্যন্ত শুষ্ক। 'পাকামেঝের খটখটে ঘরখানার দক্ষিণখোলা সুন্দর একটা কামরা।' *জীবন*, ১৯৩২।

খটমটি [ধ্বন্যা] *বি* ঝগড়া; দ্বন্দ্ব। 'দুইজনে খটমটি লাগায় কোন্দল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

খটা [স ক্ষোড়>] *বি* খুঁটা। 'স্বর্গ যেত্যে শক্তি খাট সদ্য হল খটা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

খটাং খটাং [ধ্বন্যা] *বি* ক্যারাম খেলায় গুটি চলাচলের শব্দ। 'খটাং খটাং করে ক্যারম পিটতে শুরু করে দিল সবাই।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

খটাখট [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* খটখট করে এমন। 'এ স্থান ভরে শুধু খটাখট শব্দ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩। ২ *ক্রিবিণ* ক্রমাগত খটখট শব্দে। 'দরজা জানলা খড়খড়ি খটাখট বন্ধ হয়ে গেল।' *বিমল*, ১৯৫৩; 'রামদয়াল তাঁতে বসিয়া খটাখট মাকু মারিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

খটাৎ খটাৎ [ধ্বন্যা] *বি* খড়ম পায়ে হাঁটার শব্দ। 'পাঁড়েজি তাঁর খড়ম নিয়ে চলেন খটাৎ খটাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

খটাশ, খটাস[১] [স খট্টাশ] *বি* দুর্গন্ধযুক্ত বিড়াল জাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'বরাহ কুক্কুর খটাস সজারু।' *ভারত*, ১৭৬০; 'খটাশ।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খটাস[২] [ধ্বন্যা] *বি* কোনো কিছু খোলা বা লাগানোর সময়ে উদ্ভূত জোরালো শব্দবিশেষ। 'খটাস করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

খটেল *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'নিত্যানন্দ খটেল।' *সেবধি*, ১৮৪০।

খট্ট [স খত্ন] *বি* শূন্যতা। 'নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে।' *চর্যা* ১১, ১২৫০।

খট্টা [স খট্বা] *বি* খাট। 'খট্টায় নিদ্রা জায় বান্যা করিআ শয়ন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খট্টারূঢ়া [স খট্বারূঢ়া] *বিণ স্ত্রী* খাটে শায়িত। 'খট্টারূঢ়া সুন্দরী তৎক্ষণাৎ ত্রস্তে গাত্রোত্থান করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

খট্টাস [স খট্টাশ] *বি* গন্ধ ছড়ায় এমন এক ধরনের বনবিড়াল। 'দুটো জ্বলজ্বলে চোখ দেখেছিলাম – ভামবিড়াল কিংবা খট্টাসের।' *সুনীল*, ১৯৭০।

খট্বা [স] *বি* খাট। 'খট্বায় পাতিআ তুলি খাটায়্যা মসারী জালি শয়ন করিল শশিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খড [হি] *বি* দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সুগভীর নিম্নভূমি। 'আবার পরক্ষণেই গভীর খড।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

খড়[১] [স] *বি* মাড়াইকৃত শুকনা ধানগাছ; বিচালি। 'ঘরে বল এই দেখিতেছি খড় নাঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

খড়কুটা, খড়কুটো [স খড়+কুটা] *বি* খড় ও শুষ্ক তৃণাদি। 'তপ্ত বাতাস ধুলোবালি খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে হূহু শব্দ করে ছুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'সারা বৎসর এতে খড়কুটা, লাকড়ি-পাটশুলা থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

খড়বিচিলি, খড়বিচুলি [স খড়+বিচালি] *বি* শস্যহীন শুকনা ধান গাছ; নাড়া। 'চামড়ার মধ্যে খড়বিচিলি ভরে দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'একটি ইঁদুর থমকে দাঁড়ায় খড়বিচুলির ক্ষেতে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

খড়-ভরা বাছুর *বি* বাছুরের চামড়ার ভিতরে খড় ভ'রে তৈরি করা পুতুল-বাছুর। 'সে খড়-ভরা বাছুরের মতো ছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

খড়মাটি [খড়+মাটি] *বি* খড় ও মাটি। 'মূর্তির রঙ খসিয়ে ফেললে বাকি থাকে খড়মাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খড়ের আগুন *বি* যে আগুন সহজেই জ্বলে আবার সহজেই নিভে যায়। 'তাহারা যেন খড়ের আগুন।' *শরৎ*, ১৯১৩।

খড়ো [স খড়>] *বিণ* খড় দিয়ে ছাওয়া বা তৈরি। **খড়োঘর** *বি* খড়ের তৈরি ঘর। 'থাকি খড়ো ঘরে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

খড়[২] [স খর] *বি* জলস্রোত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খড়ক [স খড়>] *বি* উলুখড়ের শক্ত মূল বা কঠিন অংশ। 'মাঝে মাঝে কেবল কতকগুলো শুকনো খড়কের মতো আছে মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খড়কি [স খড়ক্কী] *বি* পিছনের দরজা। 'জাইতে বীরের পাশ ধায় বান্যা খড়কির পথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খড়কুটা, খড়কুটো *দ্র* খড়[১]

খড়কে [স খড়>] *বিণ* খড়ের মতো সরু। 'রুমালপেড়ে, খড়কেপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

খড়কেকাঠি [খড়কে+স কাষ্ঠিকা>] *বি* উলুখড়ের কাঠি। 'টুকরো বাসন চিনেমাটির মুড়ো ঝাঁটা খড়কেকাঠির।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

খড়কেপেড়ে [খড়কে+স পার>] *বিণ* খড়ের মতো চিকন পাড়যুক্ত। 'রুমালপেড়ে, খড়কেপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

খড়ক্কী [স] *বি* খিড়কি। 'বৃদ্ধাকে, অন্তঃপুরের খড়ক্কী দিয়া, বিদায় করিয়া দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

খড়ক্কীদ্বার [স] *বি* পিছন-দরজা। 'তিনি খড়ক্কীদ্বারের প্রতি দৃষ্ট করিয়া রহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

খড়খড় [ধ্বন্যা] ১ *বি* শুষ্কতা প্রকাশক শব্দ। 'একেবারে শুকিয়ে যেন খড় খড় করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* চাকার শব্দ। 'পথে শুনি কদাচিৎ চক্র খড়খড়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বি* শুকনা পাতা বা কাগজের নাড়াচাড়ায় উত্থিত শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খড়খড়ানি [ধ্বন্যা খড়খড়>] *বি* ক্রমাগত খড়খড় শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ির খড়খড়ানিতে রাত পোয়ালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খড়খড়ায়িত [ধ্বন্যা খড়খড়>] *বিণ* খড়খড় শব্দ করছে এমন। 'জানলার খড়খড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে খড়খড়ায়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

খড়খড়ি [ধ্বন্যা খড়খড়>] *বি* ঝড়ের সময়ে পাতায় পাতায় ঘর্ষণের শব্দ। 'ঝরঝরি জলের বাউর খড়খড়ি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

খড়খড়িআ [ধ্বন্যা খড়খড়>] *বিণ* শুষ্কতাবোধক খড়খড় করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খড়খড়ে ১ *বিণ* খড়খড় শব্দ করে এমন শুষ্ক। 'শুকিয়ে একেবারে শোলার মতো চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ২ *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ত। 'কথাবার্তায় আগের সেই খড়খড়ে ভাবটা কেটে গেছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

খড়খড়ি[১] *দ্র* খড়খড়

খড়খড়ি[২] [স খড়ক্কী] *বি* দরজা-জানালার ফাঁকযুক্ত পাল্লা। 'খড়খড়ি দেওয়া একটা গ্যালারিতে মেয়েদের জায়গা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

খড়খড়িয়া [স খড়ক্কী] *বি* জানালা অথবা দরজা ঢাকার জন্যে ব্যবহৃত

ভাঁজ-করা ঢাকনা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

খড়খড়ে[1] [স খড়ক্কী>] *বি* খড়খড়ি; জানালার আবরণ; ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড। 'বওয়াটে ছেলেরা ... মাটির চাপ ছুড়ে আমোদ কত্তে লাগলো, সুতরাং সে ধারের খড়খড়েগুলো বন্ধ কত্তে হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খড়খড়ে[2] *দ্র* **খড়খড়**

খড়গ [স খড়্গ] *বি* খাঁড়া। 'সীমন্ত চিকুর খড়গ ধার জোর/ সর্বভূত মনে ত্রাস।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খড়গী [স খড়ক্কী] *বি* পিছনের দরজা। 'খড়গী উত্তরভাগে জলহরি তার আগে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খড়তড়ি [স খট+স তট] *বি* ওঠানামা। 'ঘাট ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

খড়বিচিলি *দ্র* **খড়**[2]

খড়ম *বি* কাঠের পাদুকা। 'রঙ্গিম খড়ম পায় যায় সদাগর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খড়মড়ে [ধ্বন্যা খড়মড়>] *বিণ* খসখসে। 'এসে তুলোট কাগজের খড়মড়ে শব্দে।' *অবন*, ১৯২৫।

খড়মাটি *দ্র* **খড়**[2]

খড়া [স খর] *বি* জলস্রোত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খড়ি [স খট>] **১** *বি* লেখার কাজে ব্যবহৃত এক ধরনের শক্ত চুন; চক। 'ডানি করে নিল খড়ি বাম করে পুঁথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সুবন্ত সাধন হেতু টল্যা পড়ে খড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* শুষ্ক চামড়া। 'তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* জ্বালানি কাঠ। 'খড়ি কুড়াও সোনার মেয়ে! শুকনো গাছের ডাল।' *জসীম*, ১৯২৯। **৪** *বি* নলজাতীয় তৃণ। 'ধীর-সমীরে খড়িবনে শন শন শব্দ উত্থিত হয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খড়ি ওঠা *ক্রি* শুষ্ক চামড়া ওঠা। 'শরীর রুক্ষ হইয়া খড়ি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

খড়ি কষা *ক্রি* অঙ্ক করা। 'নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কষি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

খড়িগুড়া [স খড়>+স গুণ্ড>] *বি* চককাঠির মিহি দানা। 'ঘরের চালের উপর খড়িগুড়ার ন্যায় এক পদার্থ ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

খড়ি পাড়া *ক্রি* ছবি আঁকা। 'মিছা খড়ি পাড়ে কাহ্নাঞিঁ কপট নাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খড়িবন *বি* নল জাতীয় তৃণের বন। 'ধীর-সমীরে খড়িবনে শন শন শব্দ উত্থিত হয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খড়িমাটি [স খড়>+মাটি] *বি* শুকনা চুনবিশেষ। 'মুখে মাখে ঘুটে পাশ গায় খড়িমাটি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

খড়িকা [স খড়>] *বি* খড়ি। 'জল খড়িকা জোগাইলা অনান্দর ঠাঞি।' *রামাই*, ১৭১০।

খড়িকামুঠি [স খড়>+স মুষ্টি] *বি* একপ্রকার ধান ও তার চাল। 'সুধা দুধকমল খড়িকামুঠি রান্ধে।' *ভারত*, ১৭৬০।

খড়িশ গোখরো [স খটিকা>+গোক্ষুর] *বি* এক জাতের গোখরো সাপ। 'একটা হলদে খড়িশ গোখরো।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

খড়ী[1] [স খটিকা] *বি* শুকনা চুনবিশেষ। **খড়ী পাড়া** *ক্রি* ছবি আঁকা। 'লেখা করে কাহ্নাঞিঁ আপনে খড়ী পাড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **খড়ি**

খড়ী[2] [স খাত] *বি* নদীবিশেষ। 'খড়ী নদী কাটাইয়া গৌর নদীতে আনাইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

খড়ীচোঁচ [স খটিকচঞ্চু] *বি* চিকন আকৃতির বিষাক্ত সাপ। 'খড়ীচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার।' *ভারত*, ১৭৬০।

খড়ুয়া, খড়ুআ [স খড়>] *বিণ* খড় দ্বারা নির্মিত। 'অট্টালিকা ও খড়ুয়া ঘরেতে একবারে ব্যাপ্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। 'খড়ুআ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **খড়ো**

খড়ো *দ্র* **খড়**[2]

খড়্গ [স] **১** *বি* খাঁড়া; তরবারি। 'আজী কালী যদি না দেখাও মহাবীর/ খড়্গেতে কাটিয়া তোরে করিব দুই চির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* শিং। 'জন্মকালে এই গণ্ডারশিশু খড়্গহীন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

খড়্গকৃপাণ [স] *বি* তরবারি। 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ ভূমে রণিবে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

খড়্গধার [স] *বি* তরবারির মতো তীক্ষ্ণ ধার। 'আমরা তোমার শত্রুকে খড়্গধারের পরিচিতি কিম্বা চিতাশায়ী করি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

খড়্গনাসা [স] *বিণ* লম্বা নাকবিশিষ্ট। 'বৃহৎ খড়্গনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

খড়্গনির্মিত, খড়্গনির্ম্মিত [স] *বিণ* শিঙের তৈরি। 'হিন্দুদের দৃষ্টিতে ইহাদের খড়্গনির্ম্মিত কোশাকুশি প্রভৃতি পাত্র পবিত্রতম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

খড়্গপ্রহার [স] *বি* খড়্গ দিয়ে প্রহার। 'এইরূপে জীবিতাধিক সহোদরের প্রাণবিনাশ দেখিয়া, খড়্গপ্রহার দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

খড়্গ-রক্ত [স] *বি* খড়্গের আঘাতে নিঃসৃত রক্ত। 'তোমার খড়্গ-রক্ত হউক স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

খড়্গহস্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। 'কাহারও উপর খড়্গহস্ত হইও না।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

খড়্গ-হস্ততা [স] *বি* মারার জন্য প্রস্তুত অবস্থা; প্রতিকূলতা। 'ঘরে-বাইরে সমান খড়্গ-হস্ততা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

খড়্গাঘাত [স খড়্গ-আঘাত] *বি* খাঁড়া বা তরবারির কোপ। 'খড়্গাঘাতে রণেত হোছন মহাশএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

খড়্গিনী [স] *বিণ স্ত্রী* খড়্গ ধারণ করে আছে এমন। 'খড়্গিনী খেটকধরা খড়্গপতাকিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খড়্গেশ্বরী [স খড়্গ-ঈশ্বরী] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'মহাভীমা ভয়ঙ্করী বিশ্বরূপা খড়্গেশ্বরী দুর্গতিনাশিনী হরজায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

খণ [স ক্ষণ] *বি* ক্ষণ। 'খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো।' *চর্যা ১৯*, ১২০০।

খণে খণে *ক্রিবিণ* থেকে থেকে। 'খণে খণে হাসে বিণি কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খণা [স খনন] *ক্রি* খনন করা। 'ভব বিংদারঅ মুসা খণঅ গাতী।' *চর্যা ২১*, ১২০০।

খণিএক [স ক্ষণেক] *ক্রিবিণ* এক মুহূর্ত। 'খণিএক কাহ্নের বুকত সুতিলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খণেক [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* ক্ষণেক। 'খণেক মনে বিমরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খণ্ট [স খণ্ড] *বি* বাটপাড়। 'পথে পাইআ কিবা খণ্টে মাইল ফাসী দিআ

কণ্ঠে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খণ্ড [স] **১** *বিণ* টুকরা। 'হৃদের কাঞ্চুলী তোর করিবে খণ্ড খণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পরিচ্ছেদ। 'ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* পাটালি গুড়। 'ফল-ফুল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'খণ্ডে মিসাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* সহযোগী। 'খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *বি* বাটপাড়। 'বেদপথি হয় খণ্ড সভার পণ্ডিত ভণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *বি* অঙ্গ। 'শরীরের খণ্ডসকল পেটের চরিত্র হইতে রুষ্ট হইয়া এই স্থির করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৭** *বি* ভূখণ্ড। 'ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা এই চারি খণ্ডের তাবৎ শিষ্ট ও পণ্ডিত লোকদিগের নিকট ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **৮** *বি* ভাগ। 'অতি বৃহৎ জলখণ্ডকে মহাসাগর কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **৯** *বি* গ্রন্থের ভাগ বা ভল্যুম। 'তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, দুই খণ্ডে রচিত ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। **১০** *বি* কপি; খানা। 'এই সকল বিরোধ-বিদ্বেষের বাক্য লক্ষ লক্ষ খণ্ড ছাপা হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

খণ্ডকপালিনী [স] *বিণ* অভাগিনী। 'খণ্ডকপালিনী ছায়া শঙ্কর ছাড়িল দয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খণ্ডকাব্য [স] *বি* ছোটো কাব্য। 'খণ্ডকাব্যের মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

খণ্ড খণ্ড [স] **১** *বিণ* ক্ষত-বিক্ষত। 'হিআ খণ্ড খণ্ড নখের ঘাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* টুকরা টুকরা। 'হৃদের কাঞ্চুলী তোর করিবে খণ্ড খণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* বিভক্ত। 'সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বিণ* ছিন্নভিন্ন। 'শিলাভূমি সূর্য্য-কিরণে শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৫** *বিণ* ছোটো ছোটো। 'খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি উড়ে উড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

খণ্ডগাথা [স খণ্ড>] *বি* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনি। 'ইলিয়াড এবং অডেসিতে নানা খণ্ডগাথা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খণ্ডতা [স] *বি* ক্ষুদ্রতা। 'স্খলন খণ্ডতা ক্ষতি ভগ্নদীর্ণ জীর্ণতার 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

খণ্ডদেশ [স] *বি* দেশের অংশ। 'পরস্পর অসংযুক্ত নানা খণ্ডদেশ।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

খণ্ডপ্রলয় [স] **১** *বি* জলপ্লাবন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* ঘোর দাঙ্গাহাঙ্গামা। 'এ প্রকার ঘটনা হইলে একটা খণ্ড-প্রলয় উপস্থিত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বি* কলহ। 'অর্ধ অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা খণ্ডপ্রলয় চলেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

খণ্ড-বিখণ্ড [স] *বিণ* ছিন্নভিন্ন। 'কতকগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে মনটা যখন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

খণ্ডবিখণ্ডতা [স] *বি* এলোমেলো অবস্থা। 'কেমন করে খণ্ডবিখণ্ডতা থেকে আর্টে একত্ব দেওয়া যাবে।' *প্রবন*, ১৯২৫।

খণ্ডবিখণ্ডিত [স] *বিণ* টুকরা টুকরা করা হয়েছে এমন। 'খণ্ডবিখণ্ডিত তরকারিগুলো স্তূপাকার হয়ে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খণ্ডবৃত [স খণ্ডব্রত] *বি* অসমাপ্ত ব্রত। 'জন্মান্তরে কত আমি খণ্ডবৃত কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

খণ্ডব্রত [স] *বি* অসম্পূর্ণ ব্রত। 'খণ্ডব্রত কইল আহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খণ্ডভূমি [স] *বি* টুকরা ভূমি; সীমাবদ্ধতা। 'নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

খণ্ডমাত্র [স] *বিণ* অংশমাত্র। 'কোন নির্দ্দিষ্ট ইতিহাসের কোন নির্দ্দিষ্ট খণ্ডমাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

খণ্ডমিলন [স] *বি* সাময়িক মিলন। 'যেন খণ্ডমিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে!' *নজরুল*, ১৯২৩।

খণ্ডযুদ্ধ [স] *বি* ছোটোখাটো যুদ্ধ। 'বিকালে মাঠে যথার্থই খণ্ডযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।' *আজাদ*, ১৯৭০।

খণ্ড-রাষ্ট্র [স] *বি* ছোটো ছোটো সার্বভৌম দেশ। 'দেশ তখনই বিভিন্ন খণ্ড-রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

খণ্ড-শক্তি [স] *বি* আত্মশক্তি। 'আপন খণ্ড-শক্তিকে উন্মীলিত করবা মাত্রই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

খণ্ডসত্য [স] *বি* সূক্ষ্ম সত্য। 'যার দ্বারা বহু খণ্ডসত্যের লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে বিজ্ঞান।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

খণ্ডসার [স] *বি* মিছরি। 'পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

খণ্ডস্থিত *বিণ* মহাদেশের। 'ইউরোপ খণ্ডস্থিত কোপার্নিকস নামক জ্যোতির্বেত্তা নির্ণয় করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

খণ্ডহীন [স] *বিণ* অখণ্ড; সমগ্র। 'খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

খণ্ডন [স] **১** *বি* মোচন; নিবারণ। 'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না জাএ খণ্ডন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* চূর্ণ। 'নানা মতে কৈল তার গর্ব্ব খণ্ডন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* কাটা। 'এইমত তিনবার করিয়া খণ্ডন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* উলটপালট। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৫** *বি* যুক্তি দিয়ে ভ্রান্ত প্রমাণকরণ। 'সাহেব তাঁহার যুক্তিসিদ্ধ কথাসকল খণ্ডন করণার্থ যত্ন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৬** *বি* নিষ্পত্তি। 'বাক্যের বিবাদ কার্য্যের দ্বারা খণ্ডন কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৭** *বি* নিরসন। 'আমরা তাহার দোষ খণ্ডনে নিরস্ত হই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

খণ্ডনপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* অস্বীকার ক'রে। 'কেবলমাত্র রোমাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে সতেজে খণ্ডনপূর্বক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খণ্ডনা [স খণ্ডন] *বি* খণ্ডন। 'ভাবীর লিখন ভাই না যায় খণ্ডনা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

খণ্ডনার্থ [স] *ক্রিবিণ* নিরসনের জন্য। 'এমন দুঃশীল দুরাত্মার দোষ খণ্ডনার্থ ... নানা প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

খণ্ডনীয় [স] *বিণ* পরিবর্তনযোগ্য। 'সে নিষেধাজ্ঞা খণ্ডনীয় নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

খণ্ডা[১] [স খণ্ড>] **১** *ক্রি* নিরসন করা। 'খণ্ড কোপ ভয় দেহ শৃঙ্গারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* মোচন করা। 'এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* খণ্ডিত করা। 'খণ্ডউ সব জঞ্জাল আর ঠেঁটা দান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* ত্যাগ করা। 'কেমতে খণ্ডএ লাজ চিন্তিল তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **৫** *ক্রি* দূর করা। 'সবে মাত্র খণ্ডাইলা কাফেরের রীতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **খণ্ড** *ক্রি* নিরসন করো। 'খণ্ড কোপ ভয় দেহ শৃঙ্গারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খণ্ডউ** *ক্রি* খণ্ডিত হোক। 'খণ্ডউ সব জঞ্জাল আর ঠেঁটা দান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খণ্ডএ** **১** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'কেমতে খণ্ডএ লাজ চিন্তিল তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* দূর হয়। 'যার নাম স্মরণে খণ্ডএ জন্মপাপ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *ক্রি* দূর করে। 'তিমির খণ্ডএ যথ অঙ্গের পসর।' *সুলতান*, ১৭০০। **খণ্ডা** *ক্রি* উলটপালট করা। 'খণ্ডা।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **খণ্ডাইতে** *ক্রি* দূর করতে। 'লীলায় খণ্ডাইতে পারি নাহিক সংসয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

খণ্ডাইব *ক্রি* খণ্ডন করবো। 'তোহ্মার আপদ কহ খণ্ডাইব নিশ্চএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **খণ্ডাইবোঁ** *ক্রি* মোচন করবো। 'বড়ায়ির করিআঁ তোষে খণ্ডাইবোঁ আপণ দোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খণ্ডাইল** *ক্রি* খণ্ডন করলো। 'সর্প মারি নারায়ণ সাঁপ খণ্ডাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **খণ্ডাএ** *ক্রি* দূর করে। 'শরণাগত জনের খণ্ডাএ মনোব্যথা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **খণ্ডি** *ক্রি* খণ্ডন ক'রে। 'রোগ-শোক-দুখ-খণ্ডি পূজা না করিল চণ্ডী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **খণ্ডিতে** *ক্রি* খণ্ডন করতে। 'অখণ্ড মণ্ডলাকারে খণ্ডিতে ইচ্ছিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **খণ্ডিব ১** *ক্রি* মোচন করবো। 'এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* খণ্ডন করবো। 'সাপান্ত খণ্ডিব তোর ব্যাস উপদেসে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **খণ্ডিবে** *ক্রি* দূর হবে। 'শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **খণ্ডিবেক** *ক্রি* দূর হবে। 'এহার হতে খণ্ডিবেক প্রিথিবির ভার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **খণ্ডিবোঁ** *ক্রি* দূর করবো। 'কাহ্নের সকল দোষণ খণ্ডিবোঁ আপুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খণ্ডিল ১** *ক্রি* দূর পেলো। 'আয়াস খণ্ডিল কিছু শীতল পবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* মোচিত হলো। 'খণ্ডিল সভার ভয় বাত বরিসন।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* দূর হলো। 'খণ্ডিল যকল পাপ বিনাশিল আপ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *ক্রি* খণ্ডিত হলো; খণ্ডিত করলো। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **খণ্ডিলেক ১** *ক্রি* পরিহার করলো। 'স্বামিরে ছাড়িলেক ভয় খণ্ডিলেক লাজ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* ঘুচলো। 'খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক প্রমোদে পূরিতে লোক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* বর্জন করলো। 'তাহারা তত্রাপি তাহার পরামর্শ খণ্ডিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **খণ্ডী** *ক্রি* ক্ষমা ক'রে। 'খণ্ডী সব দোষ গুণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খণ্ডুক** *ক্রি* খণ্ডিত হোক। 'মোর একবার কর উপকার খণ্ডুক রাধার বিমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খণ্ডে** *ক্রি* দূর হয়। 'সকল আপদ খণ্ডে মোহর স্মরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **খণ্ড্যা** *ক্রি* উপেক্ষা ক'রে। 'দীর্ঘ পরবাস লাজ খণ্ড্যা কহি মোর গর্ভ ছয় মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খণ্ডা[2] [স খণ্ড>] *বি* বাটপাড়। 'চোর খণ্ডা হইতে কিবা নাহ্নি কর ভয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খণ্ডিত [স] *বিণ* অতৃপ্ত। 'আজ বিনোদিনীকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার খণ্ডিত প্রেমের দাহ শান্তি মানিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

খণ্ডিত-জড়িত [স] *বিণ* খণ্ডীভূত ও জড়ীভূত। 'সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত-জড়িত করিলে চলিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

খণ্ডিতা [স] *বি* অন্য নারীতে আসক্ত প্রেমিকের প্রতি ক্রুদ্ধ প্রেমিকা। 'খণ্ডিতা তাহার নাম বলে শুদ্ধমতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

খণ্ডিনি [স খণ্ডন] *বিণ* খণ্ডনকারিণী। 'দুঃখ সুখ দারিদ্র খণ্ডিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

খৎ[1], **খত**[1] [ফা] *বি* ঘর্ষণ। 'তুমি অঙ্ক দেও নাকে খত দেই আমি।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'বাপ, নাকে খৎ!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

খৎ[2] [ফা] *বি* স্বীকারপত্র। 'এক যোগে খৎ লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

খত[2] [আ] **১** *বি* ঋণস্বীকার পত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ইহার করার টাকা লইয়া খত দিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬; 'আৰ্জ্জি ও খত ও টর্ণিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **২** *বি* প্রতিশ্রুতিপত্র। 'এজিদা কুফর যত খত লিখেছিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খতপত্র [আ খত+স পত্র] *বি* প্রতিশ্রুতিপত্র; কোম্পানির কাগজ। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

খততোরিয়া [গু খদ্দর] *বি* এক ধরনের মোটা কাপড়। 'রঙ্গ লাল ও জরদ ও খততোরিয়া।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

খতম [আ] **১** *বি* পাঠ শেষ। 'কোরান খতম করি যেই মাগে মিলে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* মৃত্যু। 'সেই যে শক্ত ব্যামো জল দেখলে ঘাবড়ায় তাতেই খতম হবে নির্ঘাত!' *শিবরাম*, ১৯৪০। **৩** *বিণ* বাতিল। 'এই অধিবেশন ৬ই মার্চ্চের মধ্যে খতম করিয়া দেওয়া হইবে...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

খতরা [ফা] **১** *বি* ক্ষতি। 'তাহাদিগের জ্বাওনে খরিদের কাজের খতরা ... হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'মালগুজারিতেও খতরা হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* ভয়। 'কোনু কাজে খতরা করি।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০৮।

খতা, খতানো [আ খত>] *ক্রি* হিসাবনিকাশ করা। 'খতান।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'নিয়মসাধনার লোভও ক্লেশের পরিমাণ খতাইয়া আনন্দভোগ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খতিয়ে দেখা *ক্রি* হিসাব ক'রে দেখা। 'তা আজ খতাইয়া দেখার প্রয়োজন রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫২।

খতি [আ খত>] *বি* ঘুষ। 'বিনা উপকারে খায় খতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মরা লোকের খতি খাইয়া যেবা লইয়া আইস ধাইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

খতিআন [আ খীতান] *বি* খাজনার পরিমাণ ও আদায়-উসুলের হিসাবপত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খতিব [আ] *বি* খোতবাপাঠক। 'কারে তবে খতিব করিব।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খতিয়ান [আ খীতান] *বি* জমা-খরচের বিস্তারিত হিসাবপত্র। 'বাজেটের খতিয়ান কোথা তার আছে রন্ধ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

খতেন [আ খীতান] *বি* খতিয়ান। 'খতেন পেয়ে গেলে শরিকানি বুঝে নেব।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

খত্তান [আ খত>] *বি* খতিয়ান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খৎনা [আ] *বি* ইসলামিমতে পুরুষের লিঙ্গমুখের ত্বকছেদনের রীতি। 'খৎনার সময়ে আমোদ আহ্লাদ।' *হাফেজ*, ১৮৯৭।

খদ [স খাত] *বি* দুই পাহাড়ের মাঝখানের নিচু ভূমি। 'ডান দিকে জঙ্গলে ঢাকা খদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খদর [গু খদ্দর] *বিণ* খদ্দরের মোটা কাপড়ে তৈরি। 'একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

খদা [ফা খুদা] *বি* খোদা। 'বেপারি বৈশ্যের খদা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খদির [স] *বি* খয়ের গাছ। **খদিরকুসুম** *বি* খয়ের গাছের ফুল। 'খদিরকুসুমমালা আউলাইল চিকুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খদ্দর [গু] *বি* তাঁতে-বোনা দেশি কাপড়বিশেষ। **খদ্দর-বাস** [গু খদ্দর+স বাস] *বি* তাঁতে বোনা এক রকমের মোটা কাপড়; খাদি। 'খদ্দর-বাস বর্ম তোর রে অস্ত্র সত্য-ডোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খদ্দরধারী [গু খদ্দর+স ধারী] *বিণ* খদ্দর পরিহিত। 'খদ্দরধারী শয়তানের দল ... সৰ্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

খদ্দের [স খরিদদার>] **১** *বি* ক্রেতা। 'ইংরেজ খদ্দেরের আসা যাওয়ায় ও দু চার ইংরাজি কোম্পানির কন্‌ট্র্যাক্‌টে "কম" আইস "গো" যাও প্রভৃতি কথাও আসে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* গ্রাহক। 'গ্রামে গ্রামে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করো, তবে নিজে খদ্দের ডাকিয়া আনিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

খদ্যোত [স] *বি* জোনাকি পোকা। 'মুঞি কোন ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

খদ্যোতখচিত [স] *বিণ* জোনাকি পোকাপূর্ণ। 'খদ্যোতখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫*।

খদ্যোতিকা [স] *বি* জোনাকি পোকা। 'খদ্যোতিকাকে অন্ধকারে দীপ্তি পাইতে দেখা যায়।' *অক্ষয়, ১৮৫২*।

খদ্যোতিকাদ্যোতি [স] *বি* জোনাকির আলো। 'খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে।' *মাইকেল, ১৮৬১*।

খধূপ [স] *বি* আতশবাজি। 'অনুবন্ধী শান্তি-শান্তি; একান্তর উল্কা ও খধূপ।' *সুধীন্দ্র, ১৯৪০*।

খন[1] [স ক্ষণ] *বি* ক্ষণ। 'যোইণি তঁই বিণু খনহি ন জীবমি।' *চর্যা ৪, ১২০০*; 'খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরী।' *চর্যা ৬, ১২০০*।

খনিঅ [স ক্ষণিক] *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ। 'উত্তরিল খনিঅ আসিয়া অবিরম্ব।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*।

খনে খনে [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* বারে বারে। 'চাঁদ দিনহি দিন হীনা। সে পুন পলটি খনে খনে খীনা।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*।

খন[2] *অব্য* ভবিষ্যৎ অর্থব্যঞ্জক প্রত্যয়বিশেষ। 'ছাব্বিশের দরেই দেবেখন।' *শ্যামল, ১৯৬৭*।

খনক [স] *বি* খননকারী। 'সিফাই খনক বৈসে নুঙাইয়া মাথা।' *রূপরাম, ১৭৫০*।

খনখন [ধ্বন্যা] **১** *বি* ধাতুপাত্রে আঘাতজনিত শব্দবিশেষ। *বিদ্যা, ১৮৯১*; 'কহিল কাঁসার ঘটি খন খন স্বর।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৯*। **২** *বি* কাশির শব্দ। 'খক খক খন খন ঘড় ঘড়।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭*। **৩** *বি* ক্রুদ্ধতা প্রকাশক শব্দ। 'তার মা খনখন করে উঠল।' *ওয়ালী, ১৯৪৫*।

খনখনা [ধ্বন্যা] *বিণ* খনখন শব্দবিশিষ্ট; কর্কশ। 'সর্দারের উত্তেজিত খনখনা গলার আওয়াজের তলায়।' *মনসুর, ১৯৫৫*।

খনখনে [ধ্বন্যা খনখন>] *বিণ* খনখন শব্দ করে এমন; কর্কশ শব্দবিশিষ্ট। 'ভাঙা বাঁশের চোঙার মতো খনখনে নয়।' *নজরুল, ১৯২৭*।

খনজন [স খঞ্জন] *বি* খঞ্জন পাখি। 'নয়ন বি খনজন জোর।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*।

খনন [স] *বি* গর্ত করণ; খোঁড়া। 'পুস্কন্নী খনন করিবে দান উছগ্য করিয়া ভোগ করহ।' *চিঠিপত্রে, ১৭৯৭*; 'তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন।' *অক্ষয়, ১৮৪৮*।

খননলব্ধ [স] *বিণ* খননের ফলে জানা যায় এমন। 'প্রত্নতাত্ত্বিক খননলব্ধ জ্ঞান আমাদের এ কল্পনা নিয়ন্ত্রণ করবে।' *মাহেনও, ১৯৪৯*।

খনখনিআ [ধ্বন্যা খনখন>] *বিণ* খনখন শব্দবিশিষ্ট। *বিদ্যা, ১৮৯১*।

খনা *বি* প্রাচীন বাংলার প্রখ্যাত নারী জ্যোতিষী। 'খনা নামে মিহিরাচার্য্যের স্ত্রী জ্যোতিষ শাস্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।' *গৌর, ১৮২২*।

খনার বচন *বি* শস্য, বৃক্ষরোপণ, গৃহনির্মাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে ছড়ার আকারে প্রচলিত বচন যা খনার রচিত বলে প্রসিদ্ধ। 'প্রবাদবাক্যে ও ডাক ও খনার বচনে কত যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল।' *শহীদুল্লাহ, ১৯৩১*।

খনি [স] **১** *বি* আকর। 'প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*। **২** *বি* ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন ধাতুর উৎপত্তিস্থান। 'তখন রত্ন অনুসন্ধিৎসুর রত্নের খনি লাভের আনন্দ উপস্থিত হইল।' *অক্ষয়, ১৮৫৫*। **৩** *বি* উৎস। 'পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে – প্রাণের ভাষাই এর খনি।' *রবীন্দ্র, ১৯৪০*।

খনিকার [স] *বি* যারা খনি থেকে রত্ন তোলে। 'এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, আগে আসে খনিকার, তারপর মণিকার।' *প্রমথ, ১৯১৪*।

খনিখনক [স] *বি* খনিশ্রমিক। 'যাহাদিগের মধ্যে খনিখনক ও মণিকারের ব্যবসায় প্রচলিত ছিল।' *অক্ষয়, ১৮৪৯*।

খনিখোঁড়া [স খনি+খোঁড়া] *বিণ* খনি থেকে আহরিত। 'খনিখোঁড়া রত্ন ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি।' *রবীন্দ্র, ১৯৪০*।

খনিজ [স] *বিণ* খনি থেকে পাওয়া যায় এমন। 'স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরকাদি খনিজ দ্রব্য।' *অক্ষয়, ১৮৪৮*।

খনিজবিদ্যা [স] *বি* খনিজ পদার্থবিষয়ক বিদ্যা। 'ন বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে।' *রবীন্দ্র, ১৯৪০*।

খনিজ সম্পদ [স] *বি* খনি থেকে পাওয়া সম্পদ। 'আমাদের মুদ্রানীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, খনিজ সম্পদ সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।' *আজাদ, ১৯৪১*।

খনিজীবী [স] *বি* খনিতে কাজ ক'রে জীবিকা নির্বাহকারী। 'ভিক্ষুক ক্ষুধিত খনিজীবী খুসি নয়।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১০*।

খনিত [স] *বিণ* খোঁড়া হয়েছে এমন। 'খনিত পথ সঙ্গে সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে প্রস্তুত খিলান দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন।' *অক্ষয়, ১৮৫৪*।

খনিবিদ্যা [স] *বি* খনিবিষয়ক বিদ্যা। 'ন বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে।' *রবীন্দ্র, ১৯৪০*।

খনিবিশিষ্ট [স] *বিণ* খনি আছে এমন। 'হার্টস নামক রত্নখনিবিশিষ্ট পর্ব্বতময় প্রদেশ পর্য্যটন করিতে যায়।' *অক্ষয়, ১৮৪৮*।

খনিত্র [স] *বি* মাটি কাটার হাতিয়ারবিশেষ। 'কেবল স্বহস্তে হল-চালন ও খনিত্র ব্যবহার না করিলে, সংসারে উপকার করা হয় না ...।' *অক্ষয়, ১৮৫৪*।

খনে খনে *ক্রিবিণ* থেকে থেকে। 'খনে খনে দসনছটা ছুট হাস।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*।

খন্তা [স খনিত্র] *বি* মাটি খোঁড়ার লোহার হাতিয়ারবিশেষ। 'লহ খুড়ি কোদাল খন্তা খুরধার।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

খন্তিক [স খনিত্র] *বি* খন্তা আকৃতির বৈষ্ণব চিহ্নযুক্ত দণ্ড। 'খন্তিক পুতিয়া মুকুতা ঝুলায়া কহয়ে গাহকী আগে।' *চণ্ডী, ১৫৫০*।

খন্তী [স খনিত্র] *বি* খন্তা আকৃতির বৈষ্ণব চিহ্নযুক্ত দণ্ড। 'প্রভু তুরী খন্তী ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন।' *হুতোম, ১৮৬১*।

খন্দ[1] [স কন্দ] *বি* ফসল। 'জখন পাকিবে খন্দ।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

খন্দের কাল *বি* ফসল কাটার মৌসুম। 'তখন খন্দের কাল।' *শামসুদ্দীন, ১৯৪৮*।

খন্দ[2] [আ খন্দক] *বি* গর্ত। 'খন্দগুলোর আর সদ্গতি হয়নি – পিণ্ডি দেয়নি কেউ।' *শ্যামল, ১৯৬৭*।

খন্দক [আ] **১** *বি* নালা। 'পগার খন্দক খানা উলু কাস্যা নল বেনা।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **২** *বি* পরিখা। 'সেই ব্যূহের চারিদিকে খন্দক কাটি ছিল।' *সুলতান, ১৭০০*। **৩** *বি* গর্ত; নিচু জমি। 'চৌদিকে খন্দক খানা একে একে চায়।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*।

খন্দকারী [ফা খোন্দকার>] *বি* পিরগিরি। 'করেন তিনি খন্দকারী পেশা।' *মনসুর, ১৯৪৪*।

খন্ধ [স কন্দ] *বি* ফসল। 'খন্ধ নঠ করে যেহ্ন উদাত্ত সাঙে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খন্যে [স খনি] *বি* মূল্যবান সম্পদ রাখার আধার। 'খন্যে হইতে হারে মাপ্যা দিল তাঁরে টাকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খপ [ধ্বন্যা] *বিণ* অতর্কিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খপ করে *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'একটি আদটি ঠাকুর হলে খপ করে বলা যায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

খপড়দার [আ খবর+ফা দার] *বিণ* সতর্ক; সাবধান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খপড়দারি [আ খবর+ফা দার>] *বি* তত্ত্বাবধান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খপতা [আ খত] *বি* ঘর্ষণ; খত। 'ফের হপ্তা? তৌবা – নাক খপতা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খপর [আ খবর] *বি* খবর। 'বাড়ীর ভেতরে খপর ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খপরদার [আ খবর+ফা দার] *ক্রিবিণ* সাবধান। 'না না, খপরদার! বলিস নি!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

খপসুরতি [ফা খুব+আ সুরত] *বি* সৌন্দর্য। 'খপসুরতি দেখে বেটার ধর্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে!' *প্রমথ*, ১৯১৮।

খপুষ্প [স] *বি* আকাশ-কুসুম। 'সকলই খপুষ্প হইয়া গেল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

খপ্পর [স খর্পর] *বি* কবল। 'জীবনের ভবিষ্যৎটা এই সব কারণেই তোমার প্রশ্নের খপ্পরে পড়ে না।' *জীবন*, ১৯৩১।

খপ্পরে আসা *ক্রি* ফাঁদে পড়া। 'গণেশও হোসেন মিয়ার খপ্পরে আসিয়া পড়িবে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

খফনাক [ফা খতরনাক] *বিণ* ভীতিজনক। 'নানা দিক হ'তে আসতে লাগলো ... খাবার মিঠাই নয়, খফনাক খবর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খবর [আ] **১** *বি* সংবাদ। 'ইঁমা আনি না বুঝিলে মহান্ত খবর।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'রসুলক খদিজাএ পুছিলা খবর।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* তথ্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বি* সন্ধান। 'চেতনগুরুর সঙ্গ ধরে খবর কর ভাই।' *লালন*, ১৮৯০।

খবরওয়ালা [আ খবর+হি ওয়ালা] *বি* খবরের কাগজ বিলি করে যে। 'পথে দেখা দেয় খবরওয়ালা বাইক-রথের পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

খবর-কাগজ [আ] *বি* সংবাদপত্র। 'বড়ো কলারের খবর-কাগজ আঁকা শার্ট।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

খবর কাগজওলা *বি* বাড়ি বাড়ি পত্রিকা পৌছে দেয় যে হকার। 'সকালে খবর কাগজওলা (ব্যাটা ধড়ীবাজ) দেয়নি কাগজ কোন।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

খবর-টবর [আ খবর>] *বি* খবরাখবর। 'তারপর খবর-টবর কি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

খবরদার [আ খবর+ফা দার] **১** *ক্রিবিণ* সাবধানে। 'করিবে খেদমতগারী খুব খবরদার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* সাবধান। 'জদি তাতি খবরদার না হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *বি* তত্ত্ববিদ। 'আদালতের রীতিজ্ঞ অর্থাৎ আইন খবরদার হয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

খবরদারি, খবরদারী [আ খবর+ফা দার>] **১** *বি* সাবধানতা; তত্ত্বাবধান; নজরদারি। 'খবরদারি করিবেক জেন নমুনা সহি সরস রকম হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* নজরদারি। 'অসৎক্রিয়া না হইতে পারিবার কারণ খবরদারী করে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

খবরদারি করা *ক্রি* কর্তৃত্ব প্রদর্শন করা। 'চেনা উঠানের খবরদারি করিতে বাহির হইয়াছে যেন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খবর দেওয়া *ক্রি* আসার সংবাদ জানানো। 'খবর দে তোর সাহেবকে।' *মিলার*, ১৭৯৭।

খবর-পরী [আ খবর+ফা পরি] *বি* খবর সংগ্রহকারী কাল্পনিক প্রাণী (পরী)। 'খবর-পরীরা এখানে আসে তোমাদের আগে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

খবরবার্তা [আ খবর+স বার্তা] *বি* খবরাখবর। 'তাহাদের ঘরকন্নার আধুনিক সমস্ত খবরবার্তা জানাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

খবরাখবর [আ খবর>] **১** *বি* খোঁজখবর। 'জেব্রাইল তাহার নিকট সর্ব্বদা খবরাখবর করেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **২** *বি* তথ্য-সংবাদ ইত্যাদি। 'খবরাখবরের জন্য সকল চিঠিপত্রই সম্পাদিকা ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

খবরিয়া [আ খবর>] *বিণ* খোশামুদে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খবরের কাগজ [আ খবর>+আ কাগজ] *বি* সংবাদপত্র। 'অস্মদাদির এতৎপত্র খবরের কাগজ জ্ঞান করিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

খবরের কাগজঅলা [আ খবর>+আ কাগজ+হি ওয়ালা] *বি* বাসায় প্রতিদিন সংবাদপত্র সরবরাহ করে যে। 'খবরের কাগজঅলা অসময়ে কিছু আগামের জন্য দরখাস্ত পেশ করে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

খবরের কাগজওয়ালা [আ খবর>+আ কাগজ+হি ওয়ালা] **১** *বিণ* সাংবাদিকতার কাজ করে এমন। 'কোন খবরের কাগজওয়ালা হিন্দু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন।' *ইমান*, ১৯০০। **২** *বি* খবরের কাগজ প্রকাশক-সম্পাদক। 'খবরের কাগজওয়ালারা মোচকাঠিতে সংবাদদাতা পাঠাতে শুরু করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

খবরের-কাগজী [আ খবর>+আ কাগজ>] *বিণ* সংবাদপত্রে ব্যবহৃত। 'আজকালকার খবরের-কাগজী বিস্তৃত ভাষায়।' *রবীন্দ্র*. ১৯২৮।

খবর্দার [আ খবর+ফা দার] *ক্রিবিণ* সাবধান। 'খবর্দার, কেউ নোড়ো-চোড়ো নাকো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

খবুরে [আ খবর>] *বি* খবর সংগ্রহকারী। 'উভয় পক্ষেরই গুপ্ত সন্ধানী, চর অনুচর, খবুরে, – সকলি আছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

খবিশ, খবিস [আ খবীছ] **১** *বি* অপদেবতা। 'খবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* কদাচারী ব্যক্তি (গালিবিশেষ)। 'অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত।' *ভারত*, ১৭৬০; 'খবিশগুলো রাইফেল হাতে কি ভাবে তাকাচ্ছে।' *পাশা*, ১৯৭১।

খবুজ [ফা খরবুজ] *বি* তরমুজ। 'শুকনো খবুজ খোর্মা চিবায়ে উমর দারাজ-দিল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

খবুরে *দ্র* **খবর**

খমক [ফা খুমক] *বি* খঞ্জনি জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'খমক জগঝম্প বাজয়ে ডুমুরু বিধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খমণ [স ক্ষপণক] *বি* ভিক্ষু। 'হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

খমুখ [স] *বি* আকাশ। 'পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

খম্ভাঠাণা [স স্তম্ভাস্থানাৎ] *বি* স্তম্ভখানা। 'পাপপুণ্য বেণি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

খয়রা [স খদির] *বি* মাছবিশেষ। 'পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

খয়রাত, খয়রাৎ [আ] ১ *বি* দান। 'নামাজ খয়রাত রোজা কর শুদ্ধ মনে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* সেবা দান। *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বি* ভিক্ষা। 'আমিও খয়রাৎ করিব ইচ্ছা করিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ৪ *বি* প্রদান। 'তিনি ও তাঁর দলবল আজ যত্রতত্র উপদেশ খয়রাত করিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৩।

খয়রাতি [আ খয়রাত>] ১ *বিণ* দাতব্য। 'খয়রাতি বিষয়ে সালিয়ানা জমা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* দানের জিনিস। 'দান-খয়রাত করলেন ও সে খয়রাতির বরসাত রুখাসুখা জেলগুলোতেও পৌছল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খয়রী [স খদির] *বিণ* খয়েরি রঙের। 'খয়রী শাড়ীতে তাঁর/ হলুদের ছোপ।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

খয়ে-গোখরো *বি* বিষধর গোখরো সাপবিশেষ। 'একটা প্রকাণ্ড খয়ে-গোখরো নিয়ে তার হাতসাফাই দেখাবে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

খয়ের[১] দ্র খ[১]

খয়ের[২], **খএর** [আ খায়ির] ১ *বিণ* মঙ্গলজনক। *ভেরলি*, ১৮০০। ২ *বি* মঙ্গল। *ভেরলি*, ১৮০০। ৩ *বিণ* খোশামুদে। 'পাকা খয়ের তার পেছন ছাড়েনি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

খয়ের খাঁ, খয়ের খাই [আ খায়ির+ফা খাহ্] ১ *বিণ* খোশামুদে। 'কর্তাপক্ষের নিকট খয়ের খাঁ হওনের মানসে আপনাপন অধীনস্ত কার্য্যালয়ে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩। ২ *বি* ধামাধরা; তল্পিবাহক। 'খয়েরখাই গণের মধ্যে ভেটরূপে গিয়ে পৌঁছায়।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩৩।

খয়ের[৩] [স খদির] ১ *বি* খদির গাছের নির্যাস থেকে প্রস্তুত পানের মসলাবিশেষ। 'বাজুবন্ধ নীলাবতী আর খয়েরচুর/ অঙ্গুরি তুলসী-বাকই বেড়িল প্রচুর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'খয়ের হয়ত থাকে কাপড়ের বাক্সে।' *রোকেয়া*, ১৯২১। ২ *বিণ* খয়েরের মতো রঙিন। 'পেকে একেবারে খয়ের।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

খয়েরচুর [স খদিরচূর্ণ] *বি* এক জাতের ধান। 'বাজুবন্ধ নীলাবতী আর খয়েরচুর/ অঙ্গুরি তুলসী-বাকই বেড়িল প্রচুর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খয়েরি [স খদির>] *বিণ* খয়েরের রংবিশিষ্ট; গাঢ় বাদামি রঙের। 'হলুদ পাতা মিশিতেছে উঠানের খয়েরি পাতায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

খর[১] [স] ১ *বিণ* তীব্র। 'গউ খর জালা ধূম ণ দিশই।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০। ২ *বিণ* প্রবল। 'খর সোঁত পাণী রাধা বড় বহে বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* কর্কশ। 'রোষিলি রাধিকা দিল খর বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বিণ* অধিক। 'সে টঙ্গি ডাঙ্গর বড় সত্তর হাজার খর ...।' *সুলতান*, ১৭০০। ৫ *বিণ* কড়া। 'তাজা তাজা খর ভাজা মজা বড় খেতে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৬ *বিণ* ধারালো। 'সঘনে খর শর সন্ধিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৭ *বিণ* প্রখর। 'আকাশে উঠেছে খর রবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৮ *বিণ* ঝড়ের মতো। 'গগন ঢাকা ঘন মেঘে, পবন বহে খর বেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৯ *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'খরকন্টকে ছিন্ন চরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ১০ *বিণ* রুক্ষ। 'লাবণ্য খরচোখে তাকিয়ে রইলো পূর্ণিমার দিকে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

খরকণ্টক [স] *বি* তীক্ষ্ণ কাঁটা। 'খরকন্টকে ছিন্ন চরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

খর কর [স] *বি* প্রখর তেজ। 'প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

খরখড়্গ [স] *বি* ধারালো তরবারি। 'রসনায় মম সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

খরখুর [স খর>] *বি* তীক্ষ্ণ ধার। 'দিআ চড়া খরখুর কাছে তিন বাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খরগতি [স] *বিণ* দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'খরগতি অয়লার (ঘোড়ার নাম) পুচ্ছ গুচ্ছ অনবরত নাড়িয়া হ্রেষারবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

খরজাল [স] *বি* কড়া জ্বাল। 'খরজালে কর‍্যা পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খরতপ্ত [স] *বিণ* প্রখর উত্তাপযুক্ত। 'বৈশাখের খরতপ্ত তেজে/ ক্লান্ত দুবাহু তব লৌহময় হোক।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

খরতর [স] ১ *বিণ* অতি কঠোর। 'রাজা বড় খরতর নাহি শুন কথা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* প্রবল। 'যমুনা বহে খরতর ধার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* দ্রুততর। 'খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু চঞ্চরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৪ *বিণ* অতিশয় প্রখর। 'পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* তীক্ষ্ণতর। 'টঙ্ক অতি খরতর টান দিয়া পঞ্চশর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৬ *বিণ* মারাত্মক। 'গরলে জড়িত বিষ দুষ্ট খরতর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৭ *বিণ* খুব ক্রুদ্ধ। 'অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৮ *বিণ* অত্যন্ত উন্নত। 'হিন্দুর কপালক্রমে সুখ-দিনকর/ হয়েছিল এককালে অতি খরতর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৯ *বিণ* তীব্রতর। 'খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

খরতরলহরি [স] *বি* প্রবল ঢেউ। 'খরতরলহরি ধাইল গোদাবরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খরতাপ [স] *বি* প্রচণ্ড উত্তাপ। 'বৈশাখের খরতাপে মূর্চ্ছাগত গ্রাম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

খরদন্ত [স] *বি* ধারালো দাঁত। 'রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খরদীপালি [স খর-দীপাবলি] *বি* দীপ্ত মশাল। 'বুকের ভিতর খরদীপালি জ্বালিয়ে বলে তালি তালি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

খরদীপ্তি [স] *বি* প্রখর রোদ। 'মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

খরদুপুর [স খর-দ্বিপ্রহর] *বি* উত্তপ্ত দুপুর। 'এই খরদুপুরে খোয়া ভেঙ্গে চলছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খরধার [স] *বিণ* তীক্ষ্ণ ধারালো। 'ধরে ঢাল তলোয়ার খোরাসানি খরধার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খরপরশা [স খরস্পর্শ] *বিণ* স্পর্শ ধারালো মনে হয় এমন। 'ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খরপ্রবাহিণী [স] *বিণ* তীব্র স্রোতে প্রবাহিত। 'বর্ষা নামিলে খরপ্রবাহিণী নদী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

খর বচন [স] *বি* কটূক্তি; কর্কশ কথা। 'রোষিলি রাধিকা দিল খর বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খরবাণী [স] *বি* কটুবাক্য। 'না বোলে কাহাঞিঁ এখো খরবাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খরবাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* খরস্রোতবিশিষ্ট। 'খরবাহিনী বৈতরণীসৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী স্ত্রী এই কথা বলিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

খরবেগ [স] *বি* তীব্র গতি। 'আন্দোলনও পূর্ব্বাপেক্ষা খরবেগ ধারণ করে।' *নবনূর*, ১৯০৫।

খরভূমি [স] *বি* মরুভূমি। 'এই অস্থিশুষ্ক খরভূমিতে পল্লবঘন বীথিকা নির্মাণ করতে পেরেছিল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

খরযৌবন [স] *বি* উদ্ধত যৌবনদশা। 'বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

খররবি [স] *বি* মহাসুখ রূপ সূর্য। 'খররবি কিরণ সংতাপে রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

খররোদ [স খররৌদ্র] *বি* প্রখর রোদ। 'ওধারে উলঙ্গ প্রান্তর ধু-ধু করছে খররোদে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

খররৌদ্র [স] *বি* প্রখর রোদ। 'জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই তো জ্যৈষ্ঠেরই অশ্রুশূন্য রোদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

খরলোচন [স] *বি* তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'খরলোচন শর করত বিথার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

খরশর [স] *বি* ধারালো তির। 'কোটালেরে বীরবর ছোড়এ খরশর মেঘে জেন পানি পসলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খরশাণ [স খর+আ সেহেন] *বিণ* তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। 'আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ।' *ভারত*, ১৭৬০।

খরশান [স খর+আ সেহেন] *বিণ* তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। 'খরশান কাতি এক আনিল যতনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

খরশ্বাস [স] *বি* ঘন শ্বাস। 'খরশ্বাস বহে তার কর্ণে লাগে তালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খরসান [স খর+আ সেহেন] **১** *বিণ* তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। 'প্রবরের বান সব অতি খরসান।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* শুকনা তামাক পাতা; দোক্তা। 'বিদ্যাধরীর বক্তৃতা শুনছি আর খরসান খেয়ে কাসছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

খরস্বাস [স খরশ্বাস] *বি* ঘন নিশ্বাস। 'খরস্বাস বহে পক্ষরাজ আছে জথা।' *মালাধর*, ১৫০০।

খরস্রোত [স] *বিণ* প্রবল স্রোতবিশিষ্ট। 'খরস্রোত বামনার খানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খরস্রোতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রবল স্রোতবিশিষ্ট। 'খরস্রোতা জীবনের কোল ঘেঁষে যেখানে অসাড়।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

খর[২] [ফা খোর] *বিণ* খাদক। 'দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গো-খর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

খর[৩] [ফা] **১** *বি* খচ্চর। 'কারোয়ানেরা ঘোড়া হাতি উট খর ... ইত্যাদি পালে২ লইয়া বসিয়া আছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* গাধা। 'খর ও হরিণ এই দুই পশুতে ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

খর-দরজাল [ফা খর+আ দজ্জাল] *বি* ইসলামি বিশ্বাসমতে দজ্জাল নামের অত্যাচারী। 'খর-দরজাল আসছে বুঝি শিঙায় দিয়ে হাঁক!' *জসীম*, ১৯২৯।

খর-বাহন [স] *বি* গাধার গাড়ি। 'তাঁহাকে খর-বাহন করিয়া অপমান করা হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

খরকি [স খড়ক্কী] *বি* দরজা। 'পাচ খরকি দিয়া ডোমনী পলায়ে ডরে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

খরখর [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* নৌকার সঙ্গে পানির সংঘর্ষে সৃষ্ট ধ্বনির মতো। 'জল যেন ইস্পাতের করাতের মতো বোটের তলাটা খরখর শব্দে কাটতে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* খরখর করে এমন। 'কাগজের খরখর শব্দ, কারো কারো কলমের খসখস শব্দ।' *মোতাহার*, ১৯৩৭। **৩** *বি* তীব্রতা প্রকাশক শব্দ। 'এক ভরা দিনে রোদ খরখর করছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

খরখতি [আ খায়ির+ফা খত>] *বি* চুক্তিনামা। 'এই করারে তালুক ভূম বিক্রয় খরখতি দিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খরগোশ, খরগোস, খরগস [ফা খরগোশ] *বি* বড়ো কানওয়ালা দ্রুতগামী তৃণভোজী ক্ষুদ্র জন্তুবিশেষ; শশক। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'খরগোস।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'খরগোশ ও শৃগাল হইতেও আপন শত্রুর পদবিক্ষেপের শব্দ শ্রবণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'এক খরগস কোনও কচ্ছপকে উপহাস করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

খরচ [আ খরজ] **১** *বি* ব্যয়। 'কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন/ চিনির বলদ সবে একখানি গুণ।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* অর্থ। 'সাহেবেরা যে খরচ দিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

খরচ করা *ক্রি* উচ্চারণ করা। 'এই অহিংস কাজ সম্পর্কে একটা কথাও খরচ করিয়াছিলেন?' *আজাদ*, ১৯৩৯।

খরচখরচা [আ খরজ>] *বি* মূল খরচ ও আনুষঙ্গিক খরচ। 'ইহার খরচখরচা লাগীবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

খরচ দেওয়া *ক্রি* ব্যয় নির্বাহ করা। 'এক২ সাহেব ঐ বিষয়ের এক২ মাসের খরচ দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

খরচপত্তর [আ খরজ+স পত্র] *বি* নানা ধরনের ব্যয়। 'অনেক খরচপত্তর করলাম, কিছুতেই বাঁচল না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

খরচপত্র [আ খরজ+স পত্র] **১** *বি* নানা ধরনের ব্যয়। 'তুমি খরচপত্র না পাঠাইয়া খাতির জমায় সেখানে বসীয়া আছহ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তাহারা পোষণার্থের খরচ পত্র মাস২ তত্ত তল্লাস করিয়া দেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* যাবতীয় ব্যয়। 'খরচপত্র বাদেও যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত যদি থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খরচপাতি [আ খরজ+স পত্র>] *বি* নানা ধরনের ব্যয়। 'কোনো খরচপাতি না, পয়সা-কড়ি না।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

খরচ বরদার [আ খরজ+ফা বরদার] *বি* খরচ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী; বাজার সরকার। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খরচা [আ খরজ>] **১** *বি* ব্যয়। 'ঘরের খরচা আর কত ধন পায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* করবিশেষ। 'জমিদার কাছারিতে পদার্পণ করিলেন, খরচা দিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

খরচান্ত [আ খরজ+স অন্ত] *বি* অতিরিক্ত খরচ। 'যদ্যপি সাক্ষির আইসা যাওয়াতে খরচান্ত হয় ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

খরচান্তিক [আ খরজ+স অন্ত>] *বিণ* ব্যয়বহুল; অধিক খরচ করতে হয় এমন। 'পাঁচটি মানুষের খরচান্তিক সংসারের দিকে চেয়ে বাবা তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছিলেন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

খরচিআ [আ খরজ>] *বিণ* মুক্তহস্তে ব্যয় করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খরচী [আ খরজ>] *বিণ* ব্যয়-সংক্রান্ত। 'আইন্দাম জমা খরচী কাজ দূর করিবার কারন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

খরচে [আ খরজ>] *বিণ* মুক্তহস্তে ব্যয় করে এমন। 'যেমন রোজগেরে, তেমনি খরচে।' *তারা*, ১৯৪৬।

খরজ[১] [আ] *বি* ব্যয়। 'খরজ করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খরজবরদার [আ খরজ+ফা বরদার] *বি* খরচ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী; বাজারসরকার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খরজ[২] [স ষড়্‌জ (সংগীতের সপ্তসুরের প্রথম)] *বিণ* কর্কশ। 'খরজ শব্দ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'তানপুরার কর্ণপীড়ক খরজ সুরের জন্মদাতাগণ

তাহাকে কী চক্ষে সমালোচনা করেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

খরতা *বি* পাখিবিশেষ। 'কিশোর কণ্টকে কবে খরতার বাসা?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

খরবুজ [ফা] *বি* ফুটির মতো ছোটো ফল; খরমুজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খরমুজ [ফা খরবুজ] *বি* তরমুজ সদৃশ ফলবিশেষ। 'খোয়া খেজুর খরমুজ; ইক্ষু শশা তরমুজ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

খরমুজা [ফা খরবুজ] *বি* খরমুজ; ফুটি জাতীয় ফল। 'খরমুজা কাঙ্কড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খরশুলা, খরশুল্লা [স খর-শফর] *বি* মাছবিশেষ। 'খরশুল্লা তপসিয়া পাঙ্গাস ইলিশা।' *ভারত*, ১৭৬০।

খরশোলা [স খর-শফর] *বি* মাছবিশেষ; খরশুলা। 'টাটকিনি খরশোলার পানশে ব্যঞ্জন সমানে খেয়ে যাচ্ছেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

খরা [স খর>] **১** *বি* উত্তাপ। 'বড় খরা লাগে গাএ যৌষ্টের তপনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অনাবৃষ্টি। 'চৈত্র গেল ভীষণ খরায়, বোশেখ রোদে ফাটে।' *জসীম*, ১৯২৯।

খরাভীত [স খরা-ভীত] *বিণ* খরাকে ভয় পায় এমন। 'চাঁদের আলোয় খরাভীত কিষাণেরা বহুক্ষণ মাঠ গুলজার করিয়া রাখিবে আজ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খরাখরি [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* ঝনঝন শব্দ ক'রে। 'দুই বীর যুদ্ধ হৈল অস্ত্র খরাখরি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খরাত [আ খয়রাত] *বি* ভিক্ষা। 'মা, তুমি আর খরাত কইর‍্য না।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

খরাতনী *বি স্ত্রী* ভিখারি। 'মাইনষে কয় খরাতনীর পুত?' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

খরান [স খর>] *বি* অনাবৃষ্টি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খরাপ [আ খরাব] *বি* ক্ষতি। 'মোলনা মারিয়া সব করিল খরাপ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

খরাব [আ] *বিণ* খারাপ; মাতাল। 'খরাব হওয়ার শরাবখানায় ছুটছি আমি আবার আজ।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

খরিকা [স খটিকা] *বি* দাঁতের মাজন। 'উপরের দন্তে যেই খরিকা লাগাইব।' *সুলতান*, ১৭০০।

খরিত [ফা খরীদ] *বি* খরিদ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

খরিতকী [ফা খরীদ>] *বি* ক্রয়দলিল। 'রসিদ ও হুণ্ডী ও খত খরিতকী প্রভৃতি মূল্যক্রমে ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

খরিতা *বি* থলিবিশেষ। 'খিল্লাত পরিধান করে রেশমের খরিতায় পত্রাদি বাঁধতেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

খরিতানফর [ফা খরীদ+আ নফর] *বি* অত্যন্ত অনুগত সেবক; ক্রীতদাস। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খরিদ [ফা] *বি* ক্রয়; কেনা। 'কোনো রেসম খরিদ করি নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

খরিদওয়ালা *বি* ক্রেতা। *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'পুনরায় সেই জিনিষ বিক্রয় হইবেক তাহাতে যে খেসারত হয় তাহা প্রথম খরিদওয়ালা নিসা করিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

খরিদদার [ফা খরীদ+ফা দার] *বি* ক্রেতা। 'সেখানে খরিদদার বিস্তর আছে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

খরিদা [ফা খরীদ] **১** *বি* ক্রয়। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'খরিদার বাকী চাউল লইয়া জাওনের রওয়ানা ও ছাড় চিঠী পাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬। **২** *বিণ* ক্রয়কৃত; কেনা। 'ইহাতে তফায়ত হইলে ঐ খরিদা মাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৮।

খরিদানফর [ফা খরীদ+আ নফর] *বি* ক্রীতদাস; অত্যন্ত অনুগত সেবক। 'মহাশএর আশীর্ব্বাদপত্র পাইয়া এ খরিদানফর বড়ই ভিতু হইল।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খরিদা বন্দী [ফা খরীদ+ফা বন্দি] *বি* কেনা বন্দী; কেনা বাঁদি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খরিদার [ফা খরীদ>] *বি* ক্রেতা। 'জদি কিছু লোকসান হয় পহিলা খরিদারের জিম্মা হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

খরিদারান [ফা খরীদ>] *বি* ক্রেতারা। 'এ কারণ তাঁতিদিগের হক ও খরিদারানের হক রক্ষ্যা কারণ হুকুমনামা নতুন।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

খরিদ্দার [ফা খরীদ+ফা দার] *বি* ক্রেতা। 'খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮১।

খরিশ, খরিষ, খরিস [স খরবিষ] *বি* গোখরা সাপ। 'লিখিল কালিয়হ্রদে ভুজঙ্গমগণ গোনয খরিষ কালী উড জার ফণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল।' *ভারত*, ১৭৬০; 'প্রকাণ্ড খরিস সাপটা শুকাইয়া হইয়া আছে একেবারে দড়ি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

খরীতা *বি* চিঠি সংবলিত কারুকার্যখচিত রেশমের আবরণ। 'সাতটি শর্ত-সংবলিত খরীতাটি ... জেনারেলের কাছে পাঠালেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

খরুচে [আ খরজ] *বিণ* বেশি খরচ করে এমন। 'পানুটা চিরকাল খরুচে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

খরুসালা [স খর-শফর] *বি* ছোটো মাছবিশেষ। 'খরুসালা কিনে কই কিনিল মহিষা দই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খরে [স খর] *বিণ* প্রবল। 'কুল লই খরে সোন্তে উজাঅ।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

খরে-দজ্জাল [ফা খর+আ দজ্জাল] *বিণ* উগ্র ও ঝগড়াটে। 'তৃতীয় পক্ষটি একেবারে খরে-দজ্জাল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

খরোষ্ঠী [স] *বি* ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের প্রাচীন ভাষা ও লিপিবিশেষ। 'খরোষ্ঠী ... হরফে লেখা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খর্গ [স খড়্গ] *বি* তরবারি। 'এক মুনাফেক হাতে খর্গ করি।' *সুলতান*, ১৭০০।

খর্চা [আ খরজ] *বি* ব্যয়। 'বেজায় বাজে খর্চা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খর্জুর, খর্জ্জুর [স খর্জূর] *বি* খেজুর গাছ ও তার ফল। 'অর্জ্জুন খর্জুর খিরি গয়া আস্বত বোহারি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আম্র খর্জ্জুর যথ আছএ বদরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

খর্জুরকুঞ্জ [স খর্জূরকুঞ্জ] *বি* খেজুরের বাগান। 'শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

খর্জূর, খর্জ্জূর [স] *বি* খেজুর গাছ ও তার ফল। 'উত্তম অশ্ব, খর্জূর, নীল, মুক্তা, এবং কাওয়া।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'স্বাধীনেরা খর্জ্জূর ভক্ষণ করুক।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

খর্জুরবীথি [স] *বি* খেজুরগাছের সারি। 'খর্জুরবীথির পাশে একটা টিলার উপর আতাহিয়া ও আবু নওয়াস উপবিষ্ট।' *শওকত*, ১৯৬২।

খর্তাল [স করতাল] *বি* মন্দিরাবিশেষ। 'খর্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু/ মন্দিরে

বেড়ান গেয়ে গেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

খর্পর [স কর্পর] ১ *বি* মাথার খুলি। 'দুহাথে খর্পর কাতি বদন বিশালা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* পাত্র। 'লোভ খর্পরে পাতিত করিয়া মনস্কামনা সিদ্ধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বি* মাটির পাত্র। 'বাম হস্তে ঝুলী ও খর্পর ও দক্ষিণ হস্তে চিমটা লইয়া ... ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

খর্ব, খর্ব্ব [স] ১ *বিণ* মনঃক্ষুণ্ণ। 'প্রভুর বচন শুনি সে হইল খর্ব্ব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* দূরীভূত। 'পরশুরামের দর্প শ্রীরাম করিল খর্ব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* এক প্রকার ছন্দ। 'খর্ব।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বিণ* খাটো। 'কনক কান্তি জিত শরীর সুবলিত খর্ব দীর্ঘ নহে অতি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'শিবসুত মহামতি স্থূল তনু খর্ব্ব অতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৫ *বি* সহস্র কোটি। 'ইহা ভিন্ন অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব প্রভৃতি আরও কতকগুলি সংখ্যা আছে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৬ *বিণ* হ্রস্ব; কম। 'মনুষ্য অনেক পশুদিগের অপেক্ষা শারীরিক সামর্থ্য বিষয়ে খর্ব্ব বটেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

খর্ব করা, খর্ব্ব করা *ক্রি* চূর্ণ করা। 'সুধাংশুর গর্ব্ব খর্ব্ব করহ এখন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

খর্বকায়, খর্ব্বকায় [স] ১ *বি* বেঁটে লোক; বামন। 'খর্ব্বকায়দিগের অপেক্ষা প্রাংশু দেহ থাকাতে আমার ... শোভা হইত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* ক্ষীণ কলেবরবিশিষ্ট। 'তাহা অত্যুক্তি হইলেও খর্বকায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

খর্বকারী, খর্ব্বকারী [স] *বিণ* হীন করে এমন। 'রুসিয়ার গর্ব্ব খর্ব্বকারী প্লেভনা সমরে জগদ্বিখ্যাত।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

খর্বকেশিনী [স] *বিণ* ছোটো চুলবিশিষ্ট। 'আমরাও খর্বকেশিনী খর্ববেশিনী সাহিত্যকীর্তির টেকনিকের হালফ্যাশন নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

খর্বতর [স] *বিণ* আরও খাটো। 'নিজেদের অধিকারকে খর্ব হতে খর্বতর করে নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেঁটে ফেলেছি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

খর্বতা, খর্ব্বতা [স] ১ *বি* অল্পতা। 'পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে সাধারণামোদপ্রমোদের খর্ব্বতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বি* অমর্যাদা। 'এ বিষয়েও লোকের শ্রদ্ধার খর্ব্বতা হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* ক্ষীণতা। 'তিনি দৃষ্টির খর্ব্বতা হেতু পড়িতে কষ্টবোধ করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৪ *বি* হ্রস্বতা। 'আয়ের খর্বতা বশতঃ এক্ষণে সেরূপ চলা তাঁহার ক্ষমতা বহির্ভূত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৫ *বি* ঘাটতি। 'বিদ্যার অভাব বুদ্ধির খর্বতা একটা প্রকাশ্য জাঁকের বিষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বি* ক্ষুদ্রতা; ভীরুতা। 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খর্বত্ব [স] *বি* বেঁটে অবস্থা। 'গাছের মতো পাশাপাশি না বাড়লে উভয়ের খর্বত্ব অবশ্যম্ভাবী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

খর্বদেহ [স] *বিণ* লম্বা নয় এমন। 'খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

খর্ববেশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* খাটো মাপের বস্ত্রপরিহিত। 'আমরাও খর্ববেশিনী সাহিত্যকীর্তির টেকনিকের হালফ্যাশন নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

খর্বা [স খর্ব>] *ক্রি* হেঁট করা। 'খর্বিলা বলির গর্ব খর্বাকার ছলে, বামন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

খর্বাকৃতি, খর্ব্বাকৃতি [স খর্ব-আকৃতি] *বিণ* বেঁটে। 'বিড়াক্ষচক্ষু খর্বাকৃতি রমাই ঠাকুর সংকুচিত হইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'বর্ত্তমানের ভারাতুর, লজ্জাকাতর, স্বাস্থ্যহীন, শ্রীহীন, সৌষ্ঠবহীন, খর্ব্বাকৃতি শীর্ণকায় বাঙালী নারী নয়!' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

খর্বাঙ্গিণি, খর্ব্বাঙ্গিণি [স খর্বাঙ্গিণী] *বিণ স্ত্রী* বেঁটে। 'খর্ব্বাঙ্গিণি নাহি সহে করে গর্ব্ব খর্ব্ব।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

খর্বীকৃত [স] *বিণ* লঘু। 'ইহার বিশাল আয়তন (বিহার ও উড়িষ্যাসহ) কতকটা খর্বীকৃত হইয়া বাংলাদেশ সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

খর্মুজ [ফা খরবুজ] *বি* তরমুজ-জাতীয় ফল। 'আমিও কাটিব এ খর্মুজ।' *কেরি*, ১৮০২।

খর্সান [স খর>] *বি* শুকনা তামাক পাতা। 'খর্সান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে, যাচ্চে চাসার সার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

খল[১] [স] ১ *বিণ* হিংসক। 'একেঁ একেঁ সখিজন সব মোর খল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দুর্জন। 'খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে খাইনু আপন মাথা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৩ *বিণ* কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। 'মোর স্বামী খল বড়।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৪ *বিণ* কপট। 'অয়ি খল, ছলগুণ্ঠিতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

খল-কোলাহল [স] *বি* কপটতাপূর্ণ কোলাহল। 'অসুরের খল-কোলাহলে এসো সুরের বৈতালিক।' *নজরুল*, ১৯৩০।

খলতা [স] ১ *বি* নিষ্ঠুরতা। 'অন্যের কুশল ও সুখপতনে আহ্লাদ করণ, অন্যায় ও খলতা বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* নীচতা। 'ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য, খলতা ... দমন করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৩ *বি* কপটতা। 'অভিমান, খলতা, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার।' *প্যারী*, ১৮৬০।

খল-পনা *বি* খলের মতো অবস্থা। 'বাইরেতে এক ভিতরে এক এ যেন কার খল-পনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

খলমতী [স] *বিণ* কপটাচারী। 'ধর্মসভায় নাচ হইআ খলমতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খলমানুষ [স] *বি* দুর্জন। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

খলমানুষী [স] *বি* প্রতিশোধপরায়ণতা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

খলরূপ [স] *বিণ* ছলনাকারী; কপট। 'তুমি সৃজিলে আমায় খলরূপ করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

খলস্বভাব [স] *বিণ* কপট স্বভাববিশিষ্ট। 'তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

খল[২] [স খল্ল] *বি* ঔষধ পেষণে ব্যবহৃত পাথরের পাত্র। 'সাধু খল আনয়ন কর আমি ঔষধ বাহির করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'পদ্মমধু, অনুপান, চ্যবনপ্রাশ, খল – ইত্যাদি।' *হাসান*, ১৯৬৯।

খলই [স খল্ল] *বি* মাছ রাখার বাঁশের ঝুড়ি। 'পদ্মাবতী বস্থি বায়ে খলই ধরে নেতা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

খলকচা ওঠা *ক্রি* নদী ফুলে ওঠা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খলখল[১] [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* বারংবার খল শব্দ ক'রে। 'মহামায়া গগনে হাসেন খলখল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খলখলখল [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* বারংবার খল শব্দ ক'রে। 'শুনি খলখলখল অট্ট হাসিনু, আজিও সে হাসি বাজে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খলখলি, খল খলি [ধ্বন্যা খলখল>] *ক্রিবিণ* খলখল শব্দে। 'বিমুখ হয়িআঁ খলখলি হাস তোর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রথে চড়ি বিস্য বির হাসে খল খলি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

খলখলে *বিণ* প্রাণখোলা। 'শিশুর খলখলে হাসি আমি শুনেছি।' *মুক্তধারা*, ১৯৫৮।

খলপা [স খলপদ] *বি* বাঁশের তৈরি চাটাই। 'অনেকখানি টিনের, খানিকটা খলপার।' *জীবন*, ১৯৩২।

খলবল [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* তাড়াহুড়ার সঙ্গে। 'খোকা খলবল করিয়া হামাগুড়ি দিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

খলল [আ] *বি* ক্ষতি। 'অনেক খলল হইতেছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'আবাদের বড়ই খলল হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

খলসে [স খলিশ] *বি* কই জাতীয় ছোটো মাছবিশেষ। 'হাতির পিছে নেংচে চলে/ ব্যাংচা এবং খলসে রে!' *নজরুল*, ১৯৩১।

খলা[1] [স স্খলন>] **১** *ক্রি* খুলে পড়া। 'তাহাঁ তাহাঁ থলকমলদল খলই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* স্খলিত হওয়া। 'না নাড়িলে যদি বিন্দু খলএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

খলা[2] [স খল্ল] *বি* ধান মাড়ানোর ও শুকানোর জন্য বিস্তৃত জায়গা। 'সেইগুলো এখন ভিড়েছে এসে নিজ নিজ গেরস্তের খলার কাছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খলি [স খলী] *বি* খইল; তিল, সরিষা প্রভৃতি থেকে তেল বের করার পর যে বর্জ্য থাকে। 'খলি-মিশান ললিত বিচালিচূর্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

খলিত [স স্খলিত] *বিণ* স্খলিত হয়েছে এমন। 'কাহার নূপুর হাতে খলিত বসন মাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খলিতবসন [স স্খলিতবসন] *বি* বস্ত্র স্খলিত হয়েছে এমন অবস্থা। 'খলিতবসনে সাধু পালটে অম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খলিপা [আ খলীফাহ্] *বি* প্রতিনিধি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খলিফা, খলীফা [আ খলীফাহ্] **১** *বি* বিদ্যালয়ের শিক্ষক। *ওসাঁ*, ১৭৪৩। **২** *বি* প্রতিনিধি। 'বাবু সহি করিলেন টাকা খলিফা বুঝিয়া লইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বি* প্রধান শাসনকর্তা। 'আরবদিগের খলীফা হারুন উর রশীদের ... ধর্মপরায়ণ মন্ত্রী ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'এই দুনিয়ার মৃত্তিকা ছিল তখ্ত যে খলিফার।' *নজরুল*, ১৯৪১। **৪** *বি* দরজি। 'খলিফা সাহেব! সেলাম আলেকুম!' *প্রভাত*, ১৮৯৭। **৫** *বি* ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের মৃত্যু-পরবর্তী শাসনকর্তা। 'হজরতের সময়ে বা তাঁহার খলিফা চতুষ্টয়ের যুগে।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৭।

খলিফারূপে [আ খলীফাহ্+স রূপে] *ক্রিবিণ* খলিফার পদমর্যাদায়; খলিফা হিসেবে। 'কিন্তু আজ খলিফারূপে আমি তোমাকে ডাকিনি।' *শওকত*, ১৯৬২।

খলিশা, খলিসা [স খলিশ] *বি* কই জাতীয় ছোটো মাছবিশেষ। 'গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।' *ভারত*, ১৭৬০; 'খলিসা।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খলীপা [আ খলীফাহ্] *বি* সমর প্রশিক্ষক। 'যাহারা ঐ যুদ্ধসেনার শিক্ষক অর্থাৎ খলীপা রণভূমিতে উপস্থিত ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

খলু [স] *বিণ* কেবল। 'খলু সার শ্বশুর-মন্দির।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

খল্ল [স] *বি* ঔষধ পেষণের পাত্র; খল। 'ঔষধমারা খল্ল ও অস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

খশ *বি* প্রাচীন বাংলার জাতিবিশেষ। 'বঙ্গদেশের পূর্ব্ব পর্ব্বতে খশদিগের নিবাস আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

খশখশ [ধ্বন্যা] *বি* গাছের পাতা প্রভৃতির ঘর্ষণের শব্দ। 'একটি শৃগাল খশ খশ করিয়া শরবনের উপর দিয়া চলিয়া গেল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। *দ্র* **খসখস**[1]

খশখশানি [ধ্বন্যা খশখশ] *বি* শুষ্ক কাপড়, গাছের পাতা প্রভৃতির ঘর্ষণের শব্দ। 'শাড়ির খশখশানি উশখুশানি না থাকলে চলে না।' *জীবন*, ১৯৪৮।

খশম, খসম [আ] *বি* স্বামী। 'তাহার উম্মত হৌক খসম আক্কার।' *সুলতান*, ১৭০০; 'খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

খশানো *ক্রি* খুলে ফেলা। 'রাত্রিযোগে হুড়কা খশাই তয়তয়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খস[1] [ধ্বন্যা] *বি* এক প্রকার তৃণ। 'খাটায়ে খসের টাট্টি মুড়িয়াছে ঘর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খস[2] *বি* প্রাচীন ভারতীয় জাতিবিশেষ। 'আর্য্যক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে শক, খস, দরদ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

খসখস[1] [ধ্বন্যা] **১** *বি* শুষ্ক কাপড়, গাছের পাতা প্রভৃতির ঘর্ষণের শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কাপড়ের একটুখানি খসখস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* অবিরাম খস শব্দ হয় এমন। 'ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খস খস শব্দ হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বিণ* অমসৃণ; কর্কশ। 'তাঁহার সিল্কের শাড়ি বেশি খসখস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৪** *বি* শরীরের শুষ্কতাজনিত ভাব। 'গায়ের চামড়াটা কুবেরের আজ বড়ো খসখস করিতেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬। *দ্র* **খশখশ**

খসখসানি [ধ্বন্যা খসখস>] *বি* খসখস শব্দ। 'কানখাড়া করে শুনল শাড়ির ওই খসখসানি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

খসখসিয়া [ধ্বন্যা খসখস>] *বিণ* অমসৃণ। 'খসখসিয়া বস্ত্র।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খসখসে [ধ্বন্যা খসখস>] *বিণ* অমসৃণ। 'তুফানী নিজের আঙুল দিয়ে ছুঁলো পিতার খসখসে চামড়া।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

খসখস[2] [ফা খস] *বি* বেনা; সুগন্ধি তৃণবিশেষ। 'জীর্ণ চিকের ছায়া-মিশানো অস্পষ্ট আলোয় ভিজে খসখসের গন্ধের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

খসড়া [আ খুসরাহ্] *বি* চূড়ান্ত করা হয়নি এমন পাণ্ডুলিপি। 'মোদের তরে আছে মাত্র খসড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

খসন [স স্খল্>] *বি* খুলে ফেলা। 'বসন কসন ছলে বসন খসন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

খসমসভাব [স খ+সম+স্বভাব] *বিণ* আকাশের মতো। 'খসমসভাবে রে বাণত কাকোএ।' *চর্যা ৪৩*, ১২০০।

খসলৎ [আ] *বি* স্বভাব। 'ইল্লত যায় ধুলে, আর খসলৎ যায় মলে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

খসা[1], **খসানো** [স স্খল্>] **১** *ক্রি* খুলে পড়া। 'খসিল দেহ বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* মুক্ত করা। 'জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* স্থানচ্যুত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *ক্রি* ছাড়ানো। 'ছিলকা খসাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৫** *ক্রি* বিচ্যুত হওয়া। 'আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৬** *ক্রি* খুলে ফেলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমরা এসেছি কী করতে – খসিয়ে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৭** *ক্রি* দূর করা; দূর হওয়া। 'কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'আমারো চোখের ঘুম খসেছিল হায়।' *জীবন*, ১৯৩৬। **খসয়** *ক্রি* খুলে ফেলে। 'এমন সময় কাঁচুলি খসয় দূর কর ছাড়ি সন্দে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **খসাআঁ** *ক্রি* খুলে; স্খলিত ক'রে। 'খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খসাইআ** *ক্রি* খসিয়ে। 'ছাল

খসাইআ প্রিয়ে কর্য় সিকপোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **খসাইআঁ** *ক্রি* মুক্ত ক'রে। 'কাহাঞিঁ হাথ খসাইআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খসাইয়া** *ক্রি* খুলে ফেলে। 'আপন গলার হার রসে খসাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **খসাইল ১** *ক্রি* মুক্ত করলো। 'রাবণ মারিয়া রামে বন্ধ খসাইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* বিচ্ছিন্ন করলো। 'উদর ফাড়িয়া তান খসাইল পিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *ক্রি* খুললো। 'বিদ্যার অঙ্গের বস্ত্র খসাইল টানি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **খসায়া** *ক্রি* খুলে; পরিত্যাগ ক'রে। 'ভূমিতে বসিয়া সভে খসায়া বসন।' *মালাধর*, ১৫০০। **খসাল্য ১** *ক্রি* মুক্ত করলো। 'হুহুঙ্কারে খসাল্য বন্ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* খসিয়ে ফেললো। 'ফুরাল্য মনের সাধ খসাল্য খোঁপার জাদ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **খসি** *ক্রি* খুলে। 'হাতে হৈতে খসি গেলা আকাস উপরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **খসিআঁ** *ক্রি* খ'সে গিয়ে; খুলে। 'বাহুর বলএ সব খন খসিআঁ পড়এ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খসিআ পড়ে** *ক্রি* খুলে পড়ে। 'সুশীলার খসিআ পড়ে গায়ের অলঙ্কার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **খসিয়া** *ক্রি* খুলে। 'অঙ্গে হৈতে খসিয়া পড়ে রত্ন অভরন।' *মালাধর*, ১৫০০। **খসিল ১** *ক্রি* খুলে গেলো। 'খসিল দেহ বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* খুললো। 'নিগর খসিল বসুদেব হরসিত।' *মালাধর*, ১৫০০। **খসে** *ক্রি* খুলে পড়ে। 'অঙ্গে ঘর্ম্ম বহে দেখ খসে অলঙ্কার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **খসে পড়া** *ক্রি* খুলে পড়ে যাওয়া। 'প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **খস্যা** *ক্রি* খুলে। 'দরশনে সুমেরু পর্বত খস্যা পড়ে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

খসে-পড়া ১ *বিণ* খ'সে পড়েছে এমন। 'মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বিণ* হঠাৎ প্রকাশিত। 'কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের খসে-পড়া ভাঙা ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **৩** *বিণ* ছুটন্ত। 'খসেপড়া নক্ষত্র বেজে রইল বুকের মাঝখানে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

খসা[2] [স স্খল্>] *বিণ* খুলে-যাওয়া। 'গলুই ভাঙ্গা জলুই খসা বৈঠা-রি এমনি দশা।' *লালন*, ১৮৯০।

খসানিআ *বি* যে খসায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খসানো *দ্র* খসা[1]

খস্তরী [স কস্তুরী] *বি* ফুলবিশেষ ও তার গাছ। 'খস্তরী কুসুম তোর বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খাই [খা>] **১** *বি* খাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ। 'একেবারে ভরপুর ইচ্ছা – চাই চাই খাই খাই করতে করতে কোটালের বানের মতো গর্জে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বি* চাহিদা। 'এমনি খাই বাড়ছে উনাগো যে এইসব আর মুখে রোচে না।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

খাইখরচ [খাই+আ খরজ] *বি* খাওয়ার খরচ; খোরাকি। 'দু-তিন মাস খাইখরচ পর্যন্ত কমিয়ে লোকসান পুষিয়ে নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খাইখরচা [খাই+আ খরজ] *বি* খোরাকি; খাওয়ার খরচ। 'খাই খরচা চালিয়েও কিছু টাকা জমাতে পেরেছিল।' *কায়সার*, ১৯৬২; 'বেড়াতে এসেছি তার আবার খাইখরচা দিতে হবে নাকি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

খাইখর্চা [খাই+আ খরজ] *বি* খাওয়ার খরচ। 'খাইখর্চার জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশটি টাকা তো দিতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

খাইখাই *বি* খাওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ। 'খাইখাই করো কেন, এসো বসো আহারে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

খাইখালাসী [খাই+আ খলাসী] *বিণ* জমির ফসল থেকে ঋণ পরিশোধিত হয় এমন। 'খাইখালাসী বন্ধকদারদের দেনা ১৫ বৎসর পরে আপনা-আপনি শোধ হইয়া যাইবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

খাউই [স খল্ল>] *বি* বাঁশ বা বেতের তৈরি ঝুড়িবিশেষ। 'চরখা খাউই ফেল্যা পলাইল রাঁড়ি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

খাউকী [খা>] *বি* খাই খাই ভাব। 'চাষীগণের শঠতা ও খাউকীতে সাবধান।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

খাউজ [স খর্জু] *বি* চুলকানি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাউনি [স খা>] *বি* যে খায়। 'তই আসছে খাউনি থালা হাতে ক'রে।' *অবন*, ১৯১৯।

খাউন্তি, খাউন্তিয়া [স খা>] *বি* যে খায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খাওন [খা>] *বি* খাওয়া। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

খাওন্দ [ফা] *বি* প্রভু; স্বামী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাওয়া [স খা>] **১** *ক্রি* আহার করা। 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। **২** *ক্রি* পান করা। 'বৎস প্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* প্লাবিত করা। 'হায়রে নদী খেয়েছে সব কিছু।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩। **খা** *ক্রি* খাওয়া ক্রিয়ার তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের রূপ। 'এই ঘাস খা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **খাঅ ১** *ক্রি* খায়। 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। **২** *ক্রি* খাও। 'ফুল পুহু ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খাআঁ** *ক্রি* খেয়ে। 'তিন লোক খাআঁ মাহাদানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খাআন** *ক্রি* ভোজন বা পান করানো। 'পরম পিরিতে গোপি কানুরে খাআন।' *মালাধর*, ১৫০০। **খাআর** *ক্রি* খাও। 'কর্পূরবাসিত রাধা খাআর তাম্বুল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খাই ১** *ক্রি* খায়। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং কং বোড়ো খাই।' *চর্যা* ৪১, ১২০০। **২** *ক্রি* সহ্য করি। 'লাভে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* খেয়ে। 'নগরিয়াগুলা বোলে মাগি খাই মরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *ক্রি* আহার করি। 'উইচারা খাই পশু নাম ভল্লুক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *ক্রি* উপভোগ করি। 'আইঢাই করে খাই পাখার বাতাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **খাইআ** *ক্রি* আঘাত সহ্য ক'রে। 'মুটকি খাইআ বাঘা পুনুরুপি ধায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **খাইএ** *ক্রি* খেতে। 'ভুখিল হয়িলে কাহাঞিঁ দুঈ হাথে না খাইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খাইছি** *ক্রি* শুনেছি। 'মাআবিআ বোলিলেন্ত শব্দ খাইছি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **খাইতা** *ক্রি* খেতো। 'যদি সে খাইতা সুরা অধিক হইত বুরা।' *সুলতান*, ১৭০০। **খাইতে** *ক্রি* খেতে। 'কাঞ্জিপাড়া খাইতে বদনে লাগে ঝাল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **খাই দাই** *ক্রি* খাওয়া দাওয়া করি। 'স্নান করি খাই দাই লেখা দিব শেষে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **খাইব** *ক্রি* খাবো। 'খাইব মই দুঠ কুণ্ডুবাঁ।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০। **খাইবার** *ক্রি* খাওয়ার। 'নন্দ ঘোসে বেড়িলেক খাইবার মনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **খাইবারে** *ক্রি* খেতে। 'উপহার যথ আছে দিত খাইবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **খাইবি** *ক্রি* খাবি। 'আজ্ঞা মিছা দোষ কাহ্ন খাইবি দুঈ আখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খাইবে** *ক্রি* খাবে। 'কেমনে খাইবে আসি মোর ঘোল দই।' *মালাধর*, ১৫০০। **খাইবোঁ** *ক্রি* খাবো। 'বড় অপমান পাইলোঁ এবেঁ খাইবোঁ বিসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খাইমু** *ক্রি* খাবো। 'খাইমু শুষিমু সংহারিমু সব থাক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **খাইয়া ১** *ক্রি* খেয়ে। 'ভক্ষদ্রব্য খাইয়া কৃষ্ণ রজনি বঞ্চিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* পান ক'রে। 'দধি দুগ্ধ খাইয়া ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া পেলায়।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* লজ্জাহীন হয়ে। 'চক্ষু খাইয়া এমন বরে দিলাও দুহিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **খাইয়া-দাইয়া** *ক্রিবিণ* খাওয়া-দাওয়া ক'রে। 'তুমি খাইয়া-দাইয়া বিয়া-থাওয়া করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **খাইল** *ক্রি* খেলো। 'ধান্য দিয়া ফল খাইল দেব নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। **খাইলি** *ক্রি* খেয়েছিস। 'আলপ বএসে খাইলি লাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খাইলুঁ** *ক্রি* খেলাম; ভোগ করলাম। 'প্রেম

শেল খাইলুঁ না পারি সহিবার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **খাইলে** *ক্রি* খেলে। 'ফুল পিন্ধিলে সে খাইলে তাম্বূল।' বড়ু, ১৪৫০। **খাইলেঁ** *ক্রি* খেলে। 'ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী।' বড়ু, ১৪৫০। **খাইলো** *ক্রি* খেলো। 'আতি বিরহে অন্ন না খাইলো।' বড়ু, ১৪৫০। **খাইলোঁ** *ক্রি* খেলাম। 'হাথে তুলী মোঁ খাইলোঁ বীষে।' বড়ু, ১৪৫০। **খাউ ১** *ক্রি* খাক। 'যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *ক্রি* পান করুক। 'বৃন্দাবনে লোক সব সুখে জল খাউ।' *মালাধর*, ১৫০০। **খাউক** *ক্রি* খাক। 'পানি পিয়া সুখে ঘাস খাউক বাছুরগণ।' *মালাধর*, ১৫০০। **খাএ** *ক্রি* আহার করে। 'মুখ অভ্যন্তরে গেলে সে ধরিয়াত খাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **খাও ১** *ক্রি* আহার করো। 'প্রসন্ন হইল সুন খাও ঝাট আসি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* নষ্ট করো। 'খাও ভ্রমরীর মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **খাওঁ** *ক্রি* খাই। 'কার পান চুন নাহি খাওঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **খাওআ, খাওয়া[১]** *ক্রি* আহার করা; ভোজন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **খাওয়া[২]** *ক্রি* ভোগ করা। 'ইহা লইয়া আমরা প্রায় বকুনি খাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **খাওয়াএ** *ক্রি* ভোজন করিয়ে। 'সবাকে খাওয়াএ পুনি না খাএ আপন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **খাওসিয়া** *ক্রি* খাও এসে। 'বিশ্বম্ভর বোলে ভাই ভাত খাওসিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **খাকু** *ক্রি* খাক; কাটুক। 'খাকু তাকে কাল সাপে যে করেছে ঘটনা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **খাতি** *ক্রি* খেতে। 'কাজ অইলে মশয়রে কিছু পান খাতি দিয়ে যাইব।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **খাতিস** *ক্রি* খাইতিস। 'আমানি খাতিস গর্তে না ছিল আধার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **খাতে** *ক্রি* খেতে। 'রড় দিয়া ফল খাতে জায় গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **খাত্যে** *ক্রি* খেতে। 'খাত্যে শুত্যে বাক্য বলে জ্বলন্ত আগুন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **খাব** *ক্রি* ভক্ষণ করবো। 'প্রানে মারি খাব আজ্জি দসন বিকটে।' *মালাধর*, ১৫০০। **খাবদাব** *ক্রি* খাবো ও আনুষঙ্গিক কাজ করবো। 'আমি আর খাব দাব না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **খামু** *ক্রি* খাবো। 'এক পোন দিয়া আমি চিড়া কেলা খামু।' *বিজয়*, ১৬৫০। **খায় ১** *ক্রি* ভোগ করে। 'ভুবনে জতেক ধন পাপে বটোরলুঁ মেলি পরিজনে খায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ভাত নাহি খায় কেন নাঞি আস্য ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* পান করে। 'বৎস প্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* লাভ করে। 'পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *ক্রি* নেয়। 'চাতুরী করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **খায়দায়** *ক্রি* খাওয়াদাওয়া করে। 'স্ত্রীজাতি খায়দায় ঘরকর্ণা করে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **খায়া** *ক্রি* খেয়ে। 'দধি খায়া ভাণ্ড ভাঙ্গে দেব নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। **খায়িআঁ** *ক্রি* খেয়ে। 'কিবা মরোঁ গরল খায়িআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **খায়িব** *ক্রি* খাবে। 'এহা দেখি গরুড় না খায়িব তোহ্মারে।' বড়ু, ১৪৫০। **খায়িলেঁ** *ক্রি* খেলে; খেয়েছো। 'আল বহুত ফল খায়িলেঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **খায়ে** *ক্রি* খায়। 'না খায়ে আহার না পিয়ে নীর।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **খায়েন** *ক্রি* খান। 'আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **খায়্যা** *ক্রি* খেয়ে। 'ভাত খায়্যা পুনরপি খেলাহ আসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **খাস** *ক্রি* খাচ্ছিস। 'কেন মাটি খাস বাছা কীবা নাঞি ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **খাসু** *ক্রি* খাস। 'ভারিভুরি করিয়া নগর ভেড়্যা খাসু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **খাহ** *ক্রি* খাও। 'কর্পূরবাসিত রাধা খাহ তাম্বূল।' বড়ু, ১৪৫০। **খাহা** *ক্রি* খাও। 'এহ্য গুআ পান তোহ্মে আপণেই খাহা।' বড়ু, ১৪৫০। **খেঅ** *ক্রি* খেয়ো। 'বিস মধু খেঅনাক বোলেন নারাঅন।' *রামাই*, ১৭১০। **খেয়েইচেন** *ক্রি* খেয়েছেন। 'সেথায় খানা খেয়েইচেন, তার ভুল নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১। **খেয়ে খেয়ে** *ক্রি* অবিরাম খেয়ে। 'কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস।' *হুতোম*, ১৮৬১। **খেয়্যাছিল** *ক্রি* খেয়েছিলো। 'তোর কৃষ্ণ খেয়্যাছিল গোয়ালার ভাত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

খাওআখাই *ক্রি* খাওয়া ও খাওয়ানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খাওয়া-খাওয়ি [স খা>] *বি* কামড়া-কামড়ি। 'মাংস নিয়ে টানাটানি খাওয়া-খাওয়ি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খাওয়াছোঁওয়া *বি* খাওয়া-দাওয়া ও ছোঁয়াছুঁয়ি। 'খাওয়াছোঁওয়া নিয়ে আমি কিছু বাছ-বিচার করি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

খাওয়া দাওয়া *বি* খাবার ও পানীয় গ্রহণ ইত্যাদি। 'খাওয়া দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে যেও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

খাওয়ানো *ক্রি* অন্যকে খাওয়ানো। 'মানুষ খেয়ে সুখী আর খাইয়ে সুখী।' *হাই*, ১৯৪৭। **খাওয়াইমু** *ক্রি* খাওয়াবো। 'কোটিজন্ম এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **খাওাবে** *ক্রি* খাওয়াবে। 'খুধা না সহিতে পারে খাওাবে সকালে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **খাবাই ১** *ক্রি* পান করিয়ে। 'বধিল দুর্জনগণে খাবাই গরল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* খাওয়াবে। 'ধাত্রিরে বুলিলা তুহ্মি খাবাই ওষুধ।' *সুলতান*, ১৭০০। **খাবাইয়া** *ক্রি* খাইয়ে। 'বিষ নাড়ু খাবাইয়া ফালাইল জলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **খাবাইলুম** *ক্রি* খাওয়ালাম। 'ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ননী খাবাইলুম তোরে।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **খাবাএ** *ক্রি* খাওয়ায়। 'যত্ন করি বৈদ্যগণ খাবাএ যতনে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **খায়াব** *ক্রি* খাওয়াবো। 'ক্ষুদা পেলে ক্ষীর রেখেছি খায়াব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **খায়ায়** *ক্রিবিণ* খাওয়ায়। 'ক্ষীরখণ্ড নাড়ু নুচি খায়ায় নিয়ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

খাওয়া-পরা *বি* অন্নবস্ত্র। 'বিবাহের পর হইতে খাওয়া-পরা সম্বন্ধে ছেলের আদর্শের অনৈক্য হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

খাওয়ানো-পরানো [স খা>+পরা>] *বি* খাওয়া ও পরা। 'খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে ... ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

খাওয়া পরা *বি* খাওয়া ও পরা। 'খাওয়া পরা বল, যাহা কিছু চাই/ আপনার বলিতে কিছুই তো নাই।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

খেয়ে-পরে *ক্রিবিণ* খাদ্য খেয়ে ও বস্ত্র পরিধান ক'রে। 'তিরিশটি টাকা মাইনের উপর খেয়ে-পরে, লোক-লৌকতা, কুটুম্বিতে করে ... কি থাকে বল দেখি?' *শরৎ*, ১৯১৬।

খেয়ে পরে বেঁচে থাকা – কোনো রকমে জীবনযাপন করা। 'খেয়ে পরে বেঁচে থাকাই যেখানে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' *হাই*, ১৯৫৩।

খাওয়াস [আ খাবাস] *বি* ঘনিষ্ঠজন। 'বরযাত্র খাওয়াসমাত্র বিবাহেতে বরের খরচ কেবল দুই বা চারি পয়শার সিন্দূর।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

খাঁ [ফা খান] **১** *বি* সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'শ্রীযুত মৌলবি সোলেমান খাঁ।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

খাঁই [ফা খাহিশ] *বি* চাহিদা। 'এখন আমাদের তপ্ত খোলা – বড়ো খাঁই ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

খাঁই খাঁই করা *ক্রি* হন্যে হওয়া। 'বাবুরা সব বাড়ির জন্যি খাঁই খাঁই করে বেড়ায়।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

খাঁকতি *বি* অভাব। 'দল ভাঙ্গা ও টাকার খাঁকতিতে মন মরা হয়ে পড়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খাঁ খাঁ [ধ্বন্যা] *বি* শূন্যতার ভাব। 'বাড়ি ঘর খাঁ খাঁ করে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

খাঁখার [স ঝঙ্কার] **১** *বিণ* কলঙ্কিত। 'আলপ বএসে কৈল বড়ায়ি খাঁখার।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *বি* হেনস্তা। 'আহ্মার খাঁখার যবে না করহ তোহ্মে।' বড়ু, ১৪৫০।

খাঁচা [ফা খাঞ্চা] *বি* পিঞ্জর। 'রাজহংস পুরি খাঁচা জোড়ে জোড়ে পায়রার ছা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খাঁচা-ছাড়া [ফা খাঞ্চা+ছাড়া] *বিণ* পিঞ্জর ত্যাগ করেছে এমন। 'আমার আত্মারাম তো খাঁচা-ছাড়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

খাঁচি [স কর্তরী] *বি* কাটার যন্ত্রবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাঁজ [স খাদ] ১ *বি* রেখা; ভাঁজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জড়পদার্থ ভাঙিয়া গেলে ... খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* সোপানের প্রান্ত। 'ঘাটের খাঁজের উপর উবু হইয়া বসিয়া আরম্ভ করিয়া দিল জটলা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

খাঁজকাটা [স খাদ+কাট্য] *বিণ* খাঁজযুক্ত; মাঝখানে ফাঁক রয়েছে এমন। 'কুমির যেমন খাঁজকাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিদ্ধ করিয়া জলের তলে অদৃশ্য হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

খাঁজে-খাঁজে *বিণ* ধাপে ধাপে; ভাঁজে ভাঁজে। 'নিশ্চল পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে ঘাসের ডগায় আর গাছের চূড়ায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

খাঁট [স খণ্ড] ১ *বি* দস্যু। 'লাগ পাইল কাহাঞিঁ যেহেন খাঁটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বদমাশ। 'সিংহলে সজ্জন নাহী সবগুলো খাঁট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খাঁটি[1] [স অখণ্ড] ১ *বিণ* নির্ভেজাল; বিশুদ্ধ। 'গিলটি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭০। ২ *বিণ* সত্যিকার। 'এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৫।

খাঁটিরস [খাঁটি+স রস] *বি* যথার্থ রস। 'ও দুখানি নাটকের খাঁটিরস করুণরস, বীররস নয়।' *প্রমথ*, ১৯২১।

খাঁটি[2] [স খট্টা] *বি* মৃতদেহ বহনের খাটিয়া। 'যখন চার ইয়ারে বাঁধবে খাঁটি কাঁদবে রে ভাই মা-বাপে।' *লালন*, ১৮৯০।

খাঁড় [স খণ্ড] *বি* দানাওয়ালা গুড়। 'দধি দুগ্ধ খাঁড় পূরিআত ভাঁড়।' *রামাই*, ১৭১০।

খাঁড়া [স খড়্গ] *বি* খড়্গ। 'নফরের হাথে খাঁড়া বন্ধুজিজনের ভাঁড়া পরিণামে সেই মহাদুঃখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'অকস্মাৎ কেহ যেন হানিলেক খাঁড়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খাঁড়া-ঘাত [স খড়্গাঘাত] *বি* খড়্গের আঘাত। 'রণে কড়কড়কাড়া খাঁড়া-ঘাত।' *নজরুল*, ১৯২২।

খাঁড়ি[1] [স খাত] ১ *বি* নদীর মোহনা। 'খাঁড়ির বাড়ীতে রায় লইয়া পরিবার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* নিচু খাল। 'জমিটার একটেরে ছোট্ট শীতল খাঁড়িটায় গোখরোটিকে শুয়ে থাকতে দেখতে পেল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

খাঁড়ি[2] [স অখণ্ড] *বি* আস্ত বা আভাঙা ডাল। 'খাঁড়ির খিচুড়ি খেলে ভুলিব না আর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খাঁড়ে দজ্জাল [ফা খর+আ দজ্জাল] *বি* প্রচণ্ড অত্যাচারী। 'মুসলমানেরা বলিত খাঁড়ে দজ্জাল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

খাঁদা [স ক্ষুদ্র] *বিণ* বোঁচা। 'চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

খাঁদাখাঁদি [স ক্ষুদ্র>] *বি* বোঁচা নাকবিশিষ্ট নরনারী। 'গোদা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচিছে খাঁদা-খাঁদি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

খাঁদি [স ক্ষুদ্র>] *বিণ স্ত্রী* বোঁচা; চ্যাপটা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খাঁদু [স ক্ষুদ্র>] *বিণ* চ্যাপটা নাকবিশিষ্ট। 'খাঁদু-দাদু নাকু হবেন, নাক ডেঙাডেং ড্যাং।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খাঁন [ফা খান] *বি* সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'গুনরাজ খাঁন বলে কৃষ্ণের বিজয়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

খাক [ফা] ১ *বি* মাটি। 'আব আতস খাক আর রহিলেক বাই।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* ধ্বংস। 'নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* ছাই। 'সে জলে অনল জ্বলে পুড়ে হই খাক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খাক করা [ফা খাক+করা] *ক্রি* ধ্বংস করা। 'চাইর পাঁচখান গাঁও জ্বলাইয়া খাক করছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

খাকড়া, খাগড়া [স খড়্গ] *বি* তৃণজাতীয় উদ্ভিদবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খাকড়ার কলম [স খড়্গ] *বি* খাগড়ার নল দিয়ে তৈরি কলম। 'বুড়োমানুষের এই খাকড়ার কলম দিয়া বাহির হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

খাকতি *বি* ঘাটতি। 'হরিচরণের দেয়া জলে খাকতি পড়ে নাকি?' *জীবন*, ১৯৩২।

খাকরানি [হি খঁখার>] *বি* গলা পরিষ্কার করার কৃত্রিম কাশি। 'মাঝে মাঝে একটা গলার খাকরানি।' *জীবন*, ১৯৩২।

খাকরি [হি খঁখার>] *বি* অস্ফুট কাশির শব্দ। 'একটা অশ্রুসিক্ত গলার খাকরি।' *জীবন*, ১৯৩২।

খাকারি [হি খঁখার>] *বি* কৃত্রিম কাশি। 'হঠাৎ গলায় খাকারি দিয়ে খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খাকসার [ফা] *বি* সেবক। 'এরাই মানবজাতির খাদেম, ইহারাই খাকসার।' *নজরুল*, ১৯৪১।

খাকা *বি* কবচ; মন্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাকান[1] [তু খাকান] *বি* সম্রাট। 'বাহরাম আসি শীঘ্র খাকান সম্মুখ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খাকান[2] [ধ্বন্যা] *বি* থুতু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাকার [স ঝঙ্কার] *বি* কলঙ্ক। 'তোমা হইতে হইল তার কুলের খাকার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

-খাকি দ্র **-খাগি**

খাকি, খাকী [ফা] ১ *বিণ* মাটির তৈরি। 'খাকি আদমের ভেদ পশু কি বোঝে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* মেটে। 'খাকী রঙে খাক হ'ল দুই আঁখি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* বাদামি-হলুদ রঙের (বস্ত্র)। 'খাকি নরফোক কোর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খাকি-পুলিস [ফা খাকি+ই পুলিস] *বি* খাকি পোশাক পড়া পুলিস। 'খাকি-পুলিসকেই মানুষ কতো সুনজরে দেখে।' *সাদত*, ১৯৬৭।

খাখা [ধ্বন্যা] *বি* ব্যাকুলতা প্রকাশ। 'মিষ্টিমধুর আশার কথার জন্য খাখা করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

খাখার [স ঝঙ্কার] *বি* কলঙ্ক। 'আরব নগরে এই রহিল খাখার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

খাগড়াই [স খড়্গ>] *বিণ* খাগড়া নামক স্থানে প্রস্তুত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

-খাগি, -খাকি [খা>] *বিণ* খায় তথা লোপ করায় এমন। 'ফিরাইয়া আঁখি সে গরবাখাকি সঘনে আমারে তাজে।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০; 'ভালডাখাগি তোর বুকে কি পাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।' *কেরি*, ১৮০২।

খাগি [স খাদিকা] *বি* অভাব। 'তোহরা হৃদয় ন রহল খাগি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

খাওরা *বি* ঝাঁটা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খাছ [আ খাস] *বিণ* খাঁটি। 'নবি-পয়গাম্বর কি খাছ ভেবে আমি পাইনে দিশে।' *লালন*, ১৮৯০।

খাছবাত [আ খাস+হি বাত] *বি* খাঁটি কথা। 'খাছবাত করিয়াছিল মদিনার লোকে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খাজগী [ফা খস্তগী] *বিণ* অস্থাবর। 'আপিল করে খাজগী সম্পত্তি উদ্ধার করবার প্রয়াস করেছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

খাজগীদৌলতী [ফা খস্তগী+আ দৌলত>] *বি* অস্থাবর সম্পদের অধিকার। 'এই ব্যক্তিগত টাকা ও খাজগীদৌলতী রানিকে দেবার জন্য ...' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

খাজনা [আ খাজানাহ্] **১** *বি* কর। 'আম্মিত হইনু বাদশা ভেজহ খাজনা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ভূমিকর। 'আমার মহল জরিপ করিয়া বুঝাইয়া না দিলে আমি খাজনা দিব না।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বি* মাশুল; জরিমানা। 'সমস্ত জীবন ধরে খ্যাতির খাজনা দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

খাজনা অপেক্ষা বাজনা বেশী – প্রয়োজনের তুলনায় বাহ্যিক আড়ম্বরের আধিক্য। 'খাজনা অপেক্ষা বাজনাই বেশী হইতে লাগিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

খাজনাখানা [আ খাজানাহ+ফা খানাহ্] *বি* কোষাগার। 'মিরটের খাজনাখানাতে এই নিমিত্ত দাখিল করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

খাজনাদাতা [আ খাজানাহ+স দাতা] *বিণ* কর প্রদানকারী। 'প্রজা হইল জমির খাজনাদাতা মালিক।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

খাজনা-দেবী [আ খাজানাহ+স দেবী] *বি* খাজনারূপ দেবী। 'আজ খাজনা-দেবীর নিকটে বলিদানের বাদ্য বাজিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

খাজলতি [আ খসলত] *বি* খাসলত; স্বভাব। 'খাজলতি কিসে ধরা।' *লালন*, ১৮৯০।

খাজা[১] [স খাদ্য] **১** *বি* তিলের তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'খাজা গজা সরভাজা অতি সুমধুর কাঁচাগোল্লা বাদামতক্তি আতা অনুপাম।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* পাকলেও গলে না এমন। 'খাজা কোয়াওলা ভাল কাঁঠাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খাজা[২] [ফা খাজা] **১** *বি* ব্যবসায়ীদের প্রধান। 'কোনও দিন ফকীরের বেশ, কোনও দিন খাজা অর্থাৎ সওদাগরের বেশ।' *প্রভাত*, ১৮৯৭। **২** *বি* মালিক; প্রভু। 'মোটা লোকের সাজা ছিল/ রোগা লোকের খাজা ছিল।' *অন্নদা*, ১৯৬৮।

খাজা[৩] *বিণ* অপদার্থ। 'আছিস তো কতকগুলো খাজা মেয়ের সঙ্গে।' *জীবন*, ১৯৩২।

খাজাছারা [ফা খাজা সরা] *বি* অন্দরমহলের প্রহরী। 'নিম্নশ্রেণীর সামরিক অফিসার, খাজাছারা, গোয়েন্দা কর্ম্মচারী প্রভৃতি ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৮।

খাজাঞ্চি, খাজাঞ্চী [আ খাজানাহ+তু চি] **১** *বি* হিসাবরক্ষক। 'খাজাঞ্চি আমার পতি সবারি অধম।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* কোষাধ্যক্ষ। 'খাজাঞ্চী শ্রীযুৎ রামসুন্দর সরকার।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৮। **৩** *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

খাজাঞ্চিখানা, খাজাঞ্চীখানা [আ খাজানাহ+ফা খানাহ্] **১** *বি* কোষাগার। 'খাজাঞ্চিখানা নহবত বাজাইবার স্থান নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়। 'বাঁ ধারে বদরিকাবাবুর বৈঠকখানা আর ডানদিকে খাজাঞ্চীখানা।' *বিমল*, ১৯৫৩।

খাজানা [আ খাজানাহ্] **১** *বি* রাজস্ব। 'খাজানা তহবিল জেয়াদা হবেক তখন ...' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* কোষাগার। 'জাহারা চাহেন আপন নগদ টাকা কোম্পানির খাজানাতে দাখিল করণ ...' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

খাজারি [স খাত>] *বি* ইটের একপ্রকার গাঁথুনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খাজুয়া [স খর্জন>] *বি* পাঁচড়া। 'গাত্রকণ্ডু হৈলা রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

খাজুয়ানো [স খর্জন>] *ক্রি* চুলকানো। 'আপনে খাজুয়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাজুর [স খর্জূর] *বি* খেজুর। 'খিরী খাজুর বনকেন্দু।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খাজুরছড়ি [স খর্জূর>+ছটা>] *বি* একপ্রকার ধান। 'কৈজুড়ি খাজুরছড়ি চিনা ধলবার।' *ভারত*, ১৭৬০।

খাজুরি [স খর্জূর>] *বিণ* খেজুরের রস থেকে তৈরি। 'গুড় নাও। খাজুরি গুড়।' *জহির*, ১৯৬৪।

খাঞ্চা [ফা] *বি* কাঠের বড়ো থালা। 'মেওয়া-মিষ্টির খাঞ্চা ঘরে ঘরে ভেট দিয়েছিল!' *নজরুল*, ১৯২৭।

খাঞ্চাপোশ [ফা] *বি* পানপাত্রের আবরণ। 'চোখের পানির ঝালর-ঝুলানো হাসির খাঞ্চাপোশ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

খাঞ্জা [আ খঞ্জর] *বি* খঞ্জর। 'খাঞ্জার উপরে খাঞ্জা পড়ে নিরান্তর।' *বাহরাম*, ১৫৫০।

খাট[১] [স খট্টা] **১** *বি* পালঙ্ক। 'তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজ্জি ছাইলী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **২** *বি* মৃতদেহ বয়ে নেওয়ার খাটিয়া। 'ঘাটে যারে নিয়ে যাব চড়াইয়া খাটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **খাট পাড়া** *ক্রি* বিছানা করা। 'খাট পাড় যমুনার তীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খাটে মাদুরে** *বিণ* শোচনীয়। 'তোর আবার এই রকম খাটে মাদুরে অবস্থা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খাট-পালং [স খট্টা-পর্যঙ্ক] *বি* শোয়ার আসবাববিশেষ। 'খাট পালং টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় ...' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খাটশয্যা [স খট্টাশয্যা] *বি* খাটের উপর বিছানো শয্যা। 'বাসরের খাটশয্যা চাঁদোয়া ঝালর।' *জীবন*, ১৯৩২।

খাট[২] [স খর্ব] **১** *বিণ* ছোটো। 'মসহাত করিল রাজা দিআ খাটদড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* তুচ্ছ; হীন। 'কোন জীব কাহারও এত খাট নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* চিকন। 'খাটপেড়ে, কৌচপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

খাটপেড়ে [স খর্ব>+স পার>] *বিণ* চিকন পাড়বিশিষ্ট। 'খাটপেড়ে, কৌচপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

খাটনি, খাটনী [স কষ্ট>] *বি* পরিশ্রম; মেহনত। 'খাটনি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জোর হাঁটুনি খাটনি ভারি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'অথচ আমাদের খাটনীর দামটা দিলে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খাটা, খাটানো[১] [স কষ্ট>] **১** *ক্রি* স্থাপন করা। 'উঠানে খাটাইল্য পাট কথুবার কিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* পরিশ্রম করা। 'বেগার খাটিতে জান।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *ক্রি* কাজে লাগানো। 'কেবল স্বার্থবিষয়ে না খাটাইয়া দেশ হিতার্থে খাটান।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৪** *ক্রি* লগ্নি করা; বিনিয়োগ করা। 'নগদ দশ বার লাক টাকা দাদন ও চোটায় খাটে!' *হুতোম*, ১৮৬১। **৫** *ক্রি* উপযুক্ত হওয়া। 'তাহার

অনেক গুলি বাঙ্গালি সম্বন্ধে বিশেষ খাটিতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৬ *ক্রি* পরিশ্রম করানো। 'প্রজাগণকে বিনাবেতনে খাটাইয়া লয়েন।' *সাধারণী*, ১৮৭৪। ৭ *ক্রি* প্রয়োগ করা। 'কল-কৌশল খাটাইয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করারও উপায় আছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ৮ *ক্রি* নিয়োজিত করা। 'সাড়ে চব্বিশ জেলায় খাটাও পাস্তি পালাবে সে কোন শহরে।' *লালন*, ১৮৯০। ৯ *ক্রি* প্রযোজ্য হওয়া। 'আমাদের সেকালের নিয়ম এখন খাটিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ১০ *ক্রি* গৃহীত হওয়া। 'ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ১১ *ক্রি* আরোপ করা। 'স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনোদিন খাটান নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ১২ *ক্রি* রত থাকা। 'মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্বে খেটে/ গেছে তো দিন অনেক কেটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ১৩ *ক্রি* বিস্তার করা। 'তোমাদের 'পরে রাজপ্রতাপের সম্বন্ধ খাটাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

খাটাখাটনি [স কষ্ট>] *বি* অনেক পরিশ্রম। 'খাটা খাটনি খাটিয়া কোন মত প্রকারে দিব।' *কেরি*, ১৮০২।

খাটাখাটি [স কষ্ট>] *বি* অনেক পরিশ্রম। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আপনার কাগজের জন্যই খাটাখাটি করেছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

খাটাখুটি *বি* পরিশ্রম। 'দিনরাত খাটাখুটি করে ... এতদিনে রাস্তায় নামাতে পেরেছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

খাটান [স কষ্ট>] *ক্রি* কাজে লাগানো। 'ঐ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালাবধি দৃষ্টকর্ম্মতা এবং বিশেষগুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহাগুরুতর ব্যাপারে খাটান যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

খাটানো [স কষ্ট>] *বিণ* টাঙানো। 'মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ রাজপথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খাটিয়ে [স কষ্ট>] *বিণ* পরিশ্রমী। 'অকারণে খাটিয়ে মনটা পাগলামি প্রকাশ করতেছে।' *লালন*, ১৮৯০।

খাটুনি [স কষ্ট>] ১ *বি* মজুরি। 'তোর যত খাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* পরিশ্রম। 'খাটুনি আমার দিবসরাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

খাটুনে *বিণ* পরিশ্রমপটু। 'চার জন জোয়ান খাটুনে ব্যাটা ঘরে।' *শওকত*, ১৯৭২।

খাটুয়ে *বিণ* পরিশ্রমী। 'খাটুয়ে কৃষাণ হিসেবে এরাই সবচাইতে দক্ষ।' *হাসান*, ১৯৬৯।

খেটেখুটে *ক্রিবিণ* খাটাখাটি ক'রে; পরিশ্রম ক'রে। 'বন বাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে/ আমরা মরি খেটে খুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

খাটাল ১ *বি* ঘরের মেঝে। 'মধ্য খাটালে সোনাই গড়াগড়ি জাএ।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* বড়ো ঘর। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* গরু-মহিষ রাখার স্থান; বাথান। 'চাকরিটা কি তোমার – খাটালের গরু-মহিষের জাবনা মাখা?' *মনোজ*, ১৯৬১।

খাটাশ [স খট্টাশ] *বি* ভাম; গন্ধমার্জার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বনশোর, খাটাশ, ছাগল কী না বলে?' *জীবন*, ১৯৩২।

খাটাশ-মুখো *বিণ* খাটাশের মতো মুখবিশিষ্ট। 'না হয় নাচলই লক্ষ্মীছাড়া মেরিটা ঐ খাটাশ-মুখো সেপাইটার সঙ্গে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

খাটি[১]**, খাটী** [স অখণ্ড] ১ *বিণ* বোজা; বন্ধ। 'মহাশয় আঁখি দুই চক্ষু খাটি ছিল।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* আসল। 'খাটী।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

খাটি[২] [স খাত] *বি* দাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাটিয়া, খাটিআ [স খট্টিকা] ১ *বি* ছোটো খাট। 'খাটিআ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দড়ির খাটিয়ার উপর কে একজন।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বি* লাশ বহনের খাটবিশেষ। 'মড়ার খাটিয়ার উপর শুয়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

খাটী [স অখণ্ড] *বিণ* অকৃত্রিম। *ভবানী*, ১৮২৩।

খাটুপনা [স খর্ব>] *বি* নীচতা। 'বচন বিষের কণা সভত মাঝে খাটুপনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খাটুলি, খাটুলী [স খট্>] *বি* ছোটো খাটবিশেষ। 'ঘোড়ন খাটুলী চড়ে কমল দেখিতে নড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খাটুলিটা বাইরে এনে আঙিনাটার কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

খাটো [স খর্ব] ১ *বিণ* ছোটো। 'খাটো করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* লম্বা নয় এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* কম। 'যে মন্দ উদ্দীপন করে সে মন্দকারী ব্যক্তি হইতে কিছু খাটো দোষী নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বিণ* তুচ্ছ। 'পীড়াটা কিছু খাটো নয় শক্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৫ *বিণ* নীচ; হীন। 'কতকগুলো মানুষে একত্রে থাকলে তারা পরস্পরকে ছেঁটেছুঁটে অত্যন্ত খাটো করে রেখে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

খাটো করা *ক্রি* বিনীত করা। 'নিজেকে খাটো করিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে আসিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

খাটোকান *বিণ* কানে কম শোনে এমন। 'দোষের মধ্যে একটু বেশী খাটোকান।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

খাট্টা [হি] ১ *বি* নৌকার পাল। 'আগা পাছা তুলি দিলুম খাট্টা।' *সুলতান*, ১৭৫০। ২ *বিণ* রুক্ষ; কর্কশ। 'খাট্টা মেজাজ গাঁট্টা মারিছে দেশ-শত্রুর গিঠে গিঠে!' *নজরুল*, ১৯২৮।

খাটায়্যা [স কষ্ট>] *ক্রি* টানিয়ে। 'খট্টায় পাতিআ তুলি খাটায়্যা মসারী জালি শয়ন করিল শশিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খাড় [স খড়ক] *বি* (বাউল) আশ্রয়। 'খাড় করে মীন রয় চিরদিন প্রেমসন্ধি স্থলে।' *লালন*, ১৮৯০।

খাড়ব [স ষাড়ব] *বি* (সংগীত) ছয়টি স্বরবিশিষ্ট রাগ। 'ওড়ব খাড়ব প্রণব উদারা তারা লইয়া তর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খাড়া[১] [স খড়্গ] *বি* খাঁড়া; খড়্গ। 'ঢাল খাড়া লই সবে হও সমবায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

খাড়া[২] [স খড়ক] ১ *বিণ* দণ্ডায়মান। 'শুনিয়া রাছুল খাড়া ইমামের আগে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *ক্রিবিণ* শীঘ্র। *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বিণ* সজাগ। 'কানাকানিতে বাবুর কান খাড়া হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৪ *বিণ* লম্বভাবে অবস্থিত। 'শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে থোপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৫ *বিণ* সোজা। 'চড়ক গাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৬ *বি* ডাঁটা। 'সৌখীন চড়ক পার্ব্বণ শেষ হলো বলেই যেন দুঃখে সজনে খাড়া ফেটে গেলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'চিবুতে সজনে খাড়া সজনিরা ভুলে যায়।' *নজরুল*, ১৯৩২। ৭ *বিণ* কড়া। 'কেফাতুল্ল্যা দরওয়ান, সিঁড়ির সম্মুখে পায়চারী করিয়া খাড়া পাহারা দিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ৮ *বিণ* হাজির। 'নিকাশের দায় করে খাড়া মারিবে আতশের কোড়া।' *লালন*, ১৮৯০। ৯ *বি* উপস্থিত। 'একটি বিরুদ্ধ-পক্ষ খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ১০ *বি* কল্পনা। 'মনের মধ্যে খাড়া করিয়া লইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ১১ *বিণ* অক্ষত। 'শিকল-দেবীর ওই পূজাবেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ১২ *বিণ* হঠাৎ ঢালবিশিষ্ট। 'পদ্মার

ভাঙনলাগা খাড়া পাড়ির বনঝাউবনে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫ ।

খাড়াই [স খড়ক>] *বি* খাদ; পরিখা। 'কেই বা জানতো পথের দুপাশে খাড়াই ইচ্ছে করে ছাড়াই।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

খাড়াওন *বি* দাঁড়ানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খাড়া করা ১ *ক্রি* সাজানো। 'হিসাবের বহুতর কষাকষি-দ্বারা খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *ক্রি* প্রমাণ করা। 'প্রেমের আবরণ খুলে স্বার্থপরতার মূর্তি ... খাড়া করে দিয়েছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৬। **৩** *ক্রি* তৈরি করা। 'মনের মতো বাড়ি খাড়া করেছে ভবানীপুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *ক্রি* প্রতিষ্ঠিত করা। 'জীবনটাকে খাড়া করবে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

খাড়া খাড়া ১ *ক্রিবিণ* শীঘ্র। 'সেখানকার জবাব আইলেই খাড়া২ লোক পাঠাইব।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **২** *ক্রিবিণ* সঙ্গে সঙ্গে; দাঁড়িয়ে থেকে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খাড়াখোড়া [স খড়ক>] *বিণ* সতর্ক। 'খুব খাড়াখোড়া তাই আজও সে টিকে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

খাড়া হওয়া *ক্রি* দৃঢ় হওয়া। 'একটু খাড়া হও তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খাড়ি [তা খাডাল>] **১** *বি* খাল। 'খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* নদীর গভীর অংশ। 'নিচে ছিলো নদীর খাড়ি।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

খাড়ি জুড়ী [তা খাডাল>] *বি* খাল ও জলাশয়। 'খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

খাড়িয়া *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোড়োয়া, ওঁরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতি বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

খাড়ু [স খাদি] *বি* পায়ের অলংকারবিশেষ। 'পএর মগর খাড়ু মাথে খোঁড়া চুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খাণিএক [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* একটুক্ষণ; খানিক। 'বাটে এক তরুতলে খাণিএক বসিলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খাণিকেহো [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* ক্ষণেকের জন্যও। 'খাণিকেহো না তেজিবোঁ যেহেন পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খাণী নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ; খানা। 'উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খাণী খাণী *বিণ* এক একটি। 'মধু রসময় তোর বোল খাণী খাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খাণ্ঠ [স খণ্ড] *বি* দস্যু। 'বাটঅ ভঅ খাণ্ঠ বি বলআ।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০।

খাণ্ঠি [স খণ্ডিকা] নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ; খানি। 'কাঅ ণাবড়িহি খাণ্ঠি মণ কেড়ুআল।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০।

খাণ্ডব [স] *বি* বনবিশেষ। 'ইন্দ্রের খাণ্ডব দহি মোর কর হিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

খাণ্ডবদাহ, খাণ্ডবদাহন [স] *বি* ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। 'তা হলে দুদিনের মধ্যে খাণ্ডব দাহন করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

খাণ্ডা [স খণ্ড] *বি* খড়্গ; খাঁড়া। 'ডাহিন হাথে খাণ্ডা কাড়ি পেলেন শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

খাণ্ডানো [স খণ্ড>] *ক্রি* খণ্ডন করা। 'অধর্ম খাণ্ডায়া কৈলে ধর্ম্মের উৎপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

খাণ্ডার [স খণ্ড>] *বিণ* উগ্র স্বভাববিশিষ্ট। 'যূথপতি হস্তী কিংবা খাণ্ডার গণ্ডার।' *সিকান্দার*, ১৯৬৩।

খাণ্ডারণী [স খণ্ড>] *বিণ স্ত্রী* ঝগড়াটে। 'বড়বৌটা যে খাণ্ডারণী।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

খাত[1] [স] **১** *বি* নালা। 'ভূশবার একাকার নদ নদী খাতং।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* বিপদ। 'উভয়ই কুপথগামী ও খাতমধ্যে পতিত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৩** *বি* খাঁড়ি; মোহনা। 'উপত্যকাভূমির মধ্যস্থলবর্ত্তী স্বর্ণময়-বালুবিশিষ্ট বৃহৎ খাত দিয়া এক দীর্ঘ নদী গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

খাত[2] [আ খত] *বি* হিসাব। 'এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসেবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খাতক [স] **১** *বিণ* ঋণগ্রহণকারী। 'সকালে তোমার খুড়া গেছেন খাতকপাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* মহাজনের কাছে ঋণী। 'খাতক শ্রীগিরিধর সেন তথা শ্রীধরনিধর সেন শ্রীগৌরষুন্দর সেন কর্জ্জপত্র মিদংকাঞ্চঃ আগে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

খাতকি [স খাতক>] *বিণ* ঋণদান সম্বন্ধীয়। 'সাধু খাতকি।' *কেরি*, ১৮০২।

খাতন [আ খীতান] *বি* খতিয়ান। 'খাতন, দাখিলে – কোন জায়গাতেই কুবের সব শরিকের নাম পায়নি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

খাতনা [আ খতনাহ্] *বি* বিসর্জন। 'মোছলেমবঙ্গের জাতীয় অন্তরকে খাতনা দিয়া আসিতেছে বহুদিন হইতে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

খাতরখা [ফা খতর>] *বিণ* বাতিল। 'তাহাদিগের জামিন খাতরখা হইবেক।' *এডমন*, ১৭৯৩।

খাতা[1] [আ] *বি* দোষ। 'মুখে হাত যেই দিল গো খাতা মাফ হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খাতা-কসুর [আ] *বি* ভুল-ত্রুটি। 'খাতা-কসুর যদি কিছু কৈরাও থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

খাতা[2] [আ খৎ] *বি* দল। 'শুকুনী গৃধিনী পক্ষ খাতা২ উড়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১

খাতা খাতা *ক্রিবিণ* দলে দলে। 'শুকুনী গৃধিনী পক্ষ খাতা২ উড়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'তাহারা খাতা২ আসিয়া ... পরীক্ষা দিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

খাতায় খাতায় *ক্রিবিণ* দলে দলে। 'তুখোড় ইয়ারের দল ... খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢু মেরে বেড়াচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খাতা[3] [আ খাতা] **১** *বি* লেখার বই; হিসাবের বই। 'নমুনা সহী খাতা করিয়া মোকাম কাশীমবাজারের কুটীতে দিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* হিসাব মেলানো। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'পূর্বেকার সমস্ত খাতা মিলাইয়া যাহার কোনো প্রকার হিসাব পাওয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খাতাপত্তর [আ খাতা+স পত্র] *বি* হিসাবপত্র। 'ছুটি দেওয়া যায় অতি সত্বর, খুলতে হয় না খাতাপত্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

খাতাপত্র [আ খাতা+স পত্র] *বি* হিসাব-নিকাশ। 'কোন ভাষা কিম্বা খাতা পত্র শিক্ষিতে বাঞ্ছা করে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

খাতাবাহক [আ খাতা+স বাহক] *বি* চাঁদা আদায়ের খাতা বহন করে যে। 'খাতাবাহকের পলায়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খাতাঞ্জি, খাতাঞ্জী [আ খাজানাহ+ফা চি] *বি* কোষাধ্যক্ষ। 'বাবু ... থিফ রোগ এণ্ড পিকপকেট উকীল সাহেবেদের আফিসের খাতাঞ্জী।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'তোর বাপের খাতাঞ্জি কি না।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

খাতাঞ্জিখানা [আ খাজানাহ+ফা খানাহ] *বি* কোষাগার। 'সরকারি খাতাঞ্জিখানায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

খাতাল [আ] *বিণ* ঝগড়াটে; দুষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খাতি [স ক্ষতি] *বি* ক্ষতি। 'বিস তিরিস টাকা তহপেল খাতি হইআ আছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬২।

খাতির [আ] **১** *বি* সম্মান। 'ভাল জামা কোথা পাব ইমাম খাতিরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ভাব। 'তুমি খাতির জমাতে থাক।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **৩** *বি* সমাদর। 'মুখুয্যেদের ছোট বাবু লোকের খাতির কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৪** *বি* প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক। 'মৌখিক বিলক্ষণ খাতির রাখেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **৫** *বি* হেতু। 'চাকরির খাতিরে আমাদের দুর্বলতা কতদূর বাড়িতেছে তাহা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

খাতির করা *ক্রি* সমাদর করা। 'কাব্য সুন্দরকে সত্য-হিসাবে খাতির করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খাতির জমা [আ] **১** *বি* আরাম; মানসিক শান্তি। 'খরচপত্র না পাঠাইয়া খাতির জমায় সেথা বসীয়া আছহ।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **২** *বি* খেয়ালখুশি। 'খাতির জমায় আবাদ তরদুদ করহ।' *ভেরলি*, ১৭৯১। **৩** *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'দুই ভ্রাতা খাতিরজমা হইয়া গেল রাজারদের সহিতও।' *রামরাম*, ১৮০১।

খাতির জমানো *ক্রি* ভাব করা। 'তুমি খাতির জমাতে থাক।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

খাতিরদারি [আ খাতির+ফা দার>] *বি* সমাদর। 'খাতিরদারিতে সে দিবস বাসায় বিদায় করিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

খাতিরদারি করা *ক্রি* সন্তুষ্ট করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাতির-নদারত [আ খাতির+ফা নাদারাদ] *বিণ* উন্নাসিক। 'তার চলাফেরা বলা-কওয়ার ভিতর একটা খাতির-নদারত ভাব ছিল।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

খাতির পাতানো *ক্রি* সদ্ভাব গড়ে তোলা। 'সাকের আবার রোহিনী চৌধুরীর সঙ্গে খাতির পাতাইয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খাতিরি [আ খাতির>] *বিণ* খাতির আছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খাতুন [তু খাতুন] *বি* স্বর্গের নেত্রী। 'রাছুল নন্দিনী তিনি বেহেস্তের খাতুন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

খাতেমা [আ খাতিমাহ] *বিণ* চূড়ান্ত। 'আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

খাতের [আ খাতির] *বি* আন্তরিকতা। 'দূর কর বদি মর্দ্দ খাতেরে থাকিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খাতেরজমা [আ খাতির+আ জমা] *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'খাতেরজমা হয়ে সবাই বাড়ি ফিরল।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

খাতেরদারী [আ খাতির+ফা দার>] *বি* সমাদর। 'করেন খাতেরদারী বিবির খাতির।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খাদ[1] [আ] **১** *বি* নিচু জায়গা; খানা। 'পড়িনু অন্ধ মুঞি খাদের অন্তরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* ঝরনা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খাদ[2] [স ক্ষয়দ] *বি* সোনা বা রুপার সঙ্গে মিশ্রিত অন্য ধাতু। 'এইরূপ তামা ও রূপা মিশ্রিত করাকে খাদ দেওয়া বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

খাদ মিশ্রিত [স ক্ষয়দ-মিশ্রিত] *বিণ* আন্তরিকতাহীন। 'গহরের সহানুভূতি আদৌ খাদ মিশ্রিত নয়, আজহার বুঝিতে পারে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খাদক [স] *বি* যে খায়; ভক্ষক। 'খাদ্য বা খাদক সম্বন্ধ পরস্পর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খাদিম, খাদীম [আ খাদিম] **১** *বি* ভৃত্য। 'খাদীমকে খত লিখিবার সেরেস্তা পির মুরিদের জবানী-।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৪। **২** *বি* সেবক। 'সাম্য মৈত্রী মানবতার খাদিম।' *নজরুল*, ১৯৩৭।

খাদেম [আ খাদিম] *বি* সেবক। 'ইব্রাহীম ওস্তর নাম খাদেম তোমার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খাদেমা [আ খাদিম>] *বি স্ত্রী* পরিচারকের কাজ করে যে। 'মা বাড়ির খাদেমা।' *শওকত*, ১৯৪৬।

খাদেমী [আ খাদিম>] *বি* দেখাশোনা করার দায়িত্ব। 'তোহ্মারে খাদেমী দিল আহ্মি।' *সুলতান*, ১৭০০।

খাদ্দরিক [গু খদ্দর>] *বিণ* খদ্দর সম্বন্ধীয়। 'সে অন্ধতাই আজ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে চরকাখাদ্দরিক অস্পৃশ্যতাতত্ত্ব জাগিয়ে তুলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

খাদ্য [স] *বি* খাবার। 'খাদ্য সামিগ্রি ক্রয় করিতে রাজমহলে আসিয়াছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

খাদ্যদ্রব্য [স] *বি* খাবার জিনিস। 'সেই বৎসেরদের খাদ্যদ্রব্য ঐ পুত্তলিকার জামার দামনে আর আস্তিনে রাখিত।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

খাদ্যনিয়ন্ত্রণ [স] *বি* কম খেয়ে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজ। 'রোগা হবার জন্য খাদ্যনিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৮।

খাদ্যপরম্পরা [স] *বি* খাদ্য সরবরাহ বা ভোজনের ক্রম। 'ভোজনে প্রোগ্রামটা খাদ্যপরম্পরা এইভাবে অগ্রসর হয়ে পরিসমাপ্তিতে গিয়ে পৌছান উচিত।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

খাদ্যপরিচারক [স] *বি* খাবার তৈরি ও পরিবেশন সংক্রান্ত চাকর। 'ভিস্তি, খাদ্যপরিচারক প্রভৃতি সকল ভৃত্যই রাখিল।' *মধু*, ১৮৫৭।

খাদ্যপরিপাক [স] *বি* খাদ্য হজমের প্রক্রিয়া। 'তাম্বুলের সহিত তাম্রকূটধূম সংযোগ করিয়া খাদ্যপরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খাদ্যপূর্ণ [স] *বিণ* খাদ্যভরা। 'নানারূপ খাদ্যপূর্ণ এক প্লেট খাবার আগাইয়া দিতেই হরিমোহন বলিল ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

খাদ্যপেয় [স] *বি* খাবার ও পানীয়। 'সুখভোগ্য খাদ্যপেয়ের সুগন্ধবাহী ধোঁয়া।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

খাদ্যবস্তু [স] *বি* খাদ্যদ্রব্য। 'বাইরে থেকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার দ্বারাই প্রাণী আপনাকে রক্ষ্য করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

খাদ্যবস্ত্র [স] *বি* খাদ্য ও বস্ত্র। 'ভূরি ভূরি খাদ্যবস্ত্র ফলপুষ্প-পত্রের নৈবেদ্যের মধ্যে নানারকম মুদ্র সহযোগে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খাদ্যবিলাসী [স] *বিণ* ভোজনরসিক। 'দু-চারজন খাদ্যবিলাসী লোক।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

খাদ্যমন্ত্রী [স] *বি* খাদ্যবিষয়ক মন্ত্রী। 'খাদ্যমন্ত্রী শহীদ সাহেব।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

খাদ্যরস [স] **১** *বি* খাদ্যের তরল অবস্থা। 'খাদ্যরস এবং পাকরস মিশিয়া তবে আহার পরিপাক হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* ভোজনবিলাসিতা। 'অন্য আরও দু-একটা রসের সন্ধান করি। তারই একটি খাদ্যরস।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

খাদ্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* খাদ্য হিসেবে। 'সেই সকল সামগ্রীই পুষ্টিকর

খাদ্যরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

খাদ্যলোভী [স] *বিণ* খাদ্যবস্তুর প্রতি লোলুপ। 'আমারে ভাসিয়ে নেয় খাদ্যলোভী ক্ষোভের কাতারে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

খাদ্যশস্য [স] *বি* কৃষিজাত আহার্য দ্রব্যাদি। 'প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য রেশনিং প্রথা দ্বারা সরবরাহ করা হইবে।' *জামায়াত*, ১৯৪৩।

খাদ্যশোষণ [স] *বি* অপরকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা। 'না জানিয়া খাদ্যশোষণ ... নিজের পুষ্টিসাধন করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

খাদ্যসম্ভার [স] *বি* খাদ্যসামগ্রী। 'পাশের একটি রেস্তোরাঁ হইতে দেশী-বিদেশী নানাবিধ খাদ্যসম্ভার আনানো হইয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

খাদ্যসামগ্রী [স] *বি* খাদ্য-উপকরণ। 'বসুমতী আপনা হইতে অনবরতই তাহাদের খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

খাদ্য সামিগ্রি [স খাদ্যসামগ্রী] *বি* খাদ্য-উপকরণ। 'খাদ্য সামিগ্রি ক্রয় করিতে রাজমহলে আসিয়াছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

খাদ্যসুখ [স] *বি* ভোজনবিলাসিতা। 'আত্মলাভ, দম্ভ, খাদ্যসুখ, যশোলাভ প্রভৃতিকে ইহার মূলকারণ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

খাদ্যাদি [স] *বি* খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি। 'কল-কৌশল খাটাইয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করারও উপায় আছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

খাদ্যাভাব [স খাদ্য-অভাব] *বি* দুর্ভিক্ষ। 'ইংলন্ডের জনসংখ্যা প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইয়া ... খাদ্যাভাব হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

খাদ্যার্থে [স] *ক্রিবিণ* খাওয়ার উদ্দেশ্যে। 'তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

খাদ্যাহরণ [স খাদ্য-আহরণ] *বি* খাদ্য সংগ্রহ। 'সৈন্যের গতিরোধ এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

খাদ্যোৎপাদন [স খাদ্য-উৎপাদন] *বি* খাদ্যশস্য ফলানো। 'ব্যাপক খাদ্যোৎপাদন, জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা ইত্যাদি।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

খাদ্যোপযোগী [স খাদ্য-উপযোগী] *বিণ* খাবারের উপযুক্ত। 'সেগুলিকে খাদ্যোপযোগী করণের মত কঠিন কাজও তাদের নিজ হাতে সম্পন্ন করতে হয়।' *বেগম*, ১৯৫৩।

খাধ [স খাত] *বি* খাদ; গর্ত। 'অন্বেশন করিতে২ দেখেন সে পড়িয়া রহিয়াছে একটা খাধের মধ্যে।' *রামরাম*, ১৮০১।

খান[১] [স খণ্ড>] নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ; টি। 'ভাঙ্গিল সকটখান সব্দ গেল দুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

খান[২] [স স্থান] *বি* স্থান। 'অপচয় করি পলাইল কোন খানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'মূরছি পড়িয়া ধরি কান্দে ভুম খানে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

খান[৩] [তু] ১ *বি* উপাধিবিশেষ। 'চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* মহাশয়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খান[৪] [স খণ্ড>] *বি* খণ্ড। 'গদার প্রহারে গদা কৈল দুই খান।' *সুলতান*, ১৭০০।

খানকত [স খণ্ড>+কত] *বিণ* কিছু পরিমাণ। 'খানকত দলভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন মেঘ সূর্যালোকে শুভ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খানকতক [স খণ্ড>+কতক] *বিণ* কয়েকটি। 'মার নামে খানকতক কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

খান খান, খানখান [স খণ্ড>] *বিণ* টুকরা টুকরা; খণ্ড খণ্ড। 'চক্রে কাটি গদাধর করে খান খান।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আঘাতে খানখান হল দ্বারের আগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

খানকা[১] [ফা খাহ্‌মাখাহ্] *ক্রিবিণ* অযথা। 'খানকা আমার পুত কাটে নাথি মারে।' *কেরি*, ১৮০২।

খানকা[২] [ফা খানগাহ>] *বি* বৈঠকখানা। 'আবু মোল্লার খানকা ঘরে বসে সারা রাত আল্লা আল্লা করে জেহীর করেছি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

খানকা[৩] [ফা খানগাহ>] *বি* পিরের আস্তানা। 'দরবার শরীফ, খানকা শরীফ প্রভৃতির কথা।' *সওগাত*, ১৯৩০।

খানকি, খানকী [ফা খানগী] *বি* বারবনিতা; বেশ্যা। 'হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা।' *কেরি*, ১৮০২; 'এক জন খানকীর নিকটে দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

খানকিগিরি [ফা খানগী>+ফা গিরি] *বি* বেশ্যাবৃত্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খানকিপনা [ফা খানগী>+স প্রবণ>] *বি* যৌনকর্মীর ন্যায় আচরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খানদান [ফা] ১ *বি* বংশ বা পরিবার। 'আপন মৌক্কিলের খানদানের অর্থাৎ বংসের কুরসিনামা ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১১। ২ *বিণ* বংশমর্যাদাসম্পন্ন। 'ম্লান হাসি হেসে কহিল ভাইটি, আমরা যে খানদান/ আমাদের মেয়ে হেথায় আসিলে ভীষণ অসম্মান।' *জসীম*, ১৯৫১। *দ্র* **খান্দান**

খানদানি, খানদানী [ফা] ১ *বিণ* বংশগত। 'এ বিদ্যে যাঁদের খানদানী।' *প্রমথ*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* অভিজাত। 'রেওয়াজ ছিল খানদানী হতে হলে ... কিছু একটা হতেই হবে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ৩ *বি* বংশগৌরব। 'শুধু হৃতবিত্ত খানদানির খেদ আর হায় আফসোস।' *কায়সার*, ১৯৬২।

খানপোষ [ফা খাঞ্চাপোশ] *বি* ঢাকনা। 'একখানা বড় থালায় রাখিয়া উপরে একটা খানপোষ বা সরপোষ ঢাকা দেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

খানবাহাদুর [ফা] *বি* ব্রিটিশ আমলের সরকারি খেতাববিশেষ। 'খান বাহাদুর কান খুইয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

খানম [তু] *বি* খানের স্ত্রী। 'চতুর্থা খানম মোটেই ঘর সংসার দেখেন না।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

খানশামা [ফা খানসামান] *বি* পরিচারক। 'মাশুম খাঁ খানশামা পর্ব্বত হইতে নামিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

খানসামা [ফা খানসামান] ১ *বি* পরিচারকবিশেষ। 'ঘোড়া দাবাইয়া রণ করে খানসামা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* বাবুর্চি। 'খানসামা কি কার্য্য করে।' *কেরি*, ১৮০১। ৩ *বি* আয়া। 'খানসামা খেজমৎগার ফরাস হুকাবর্দ্দার পাঙ্খাবর্দ্দার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

খানসামাগিরি [ফা খানসামান+ফা গিরি] *বি* খানসামার কাজ। 'আমি সাহেবলোকের খানসামাগিরির কার্য্য করিয়া থাকি।' *কেরি*, ১৮০১।

খানসামানি [ফা খানসামান>] *বি* রাজকোষ। 'জানকীবল্লভকে রাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া খানসামানির দেওয়ান করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

খানসেনা [ফা খান] *বি* পাকিস্তানি সৈনিক। 'তরুণীর উপর পাঁচ-ছয়জন খানসেনা উপর্যুপরি পাশবিক অত্যাচার করেছিল।' *শওকত*, ১৯৭২।

খানা[১] [ফা খানাহ্] ১ *বি* ক্ষুদ্র খাল। 'ধাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই খরস্রোত বামনার খানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* খাত; গর্ত। 'পগার খন্দক খানা উলু কাস্যা নল বেনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ধোয়ার জায়গা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বি* ডোবা; খাদ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৫

বি আবর্জনা ফেলার গর্ত। 'বাটীর নিকটে এমন খানা আছে যে দুর্গন্ধে নিকটে যাওয়া ভার!' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৬** *বি* স্থান। 'নিঃশব্দ নহবৎখানা, হস্তীহীন হস্তীশালা, প্রভুশূন্য রাজতক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৭** *বি* বাসস্থান। 'হুজুরের একবালে গরিবখানার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

খানাখন্দ [ফা খানাহ্+আ খন্দক] *বি* নানা প্রকার গর্ত। 'খানাখন্দ, শিলা, পাইওরাইটের স্তূপ কে মানে?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

খানা খন্দক [ফা খানাহ্+আ খন্দক] *বি* গর্ত, নালা ইত্যাদি। 'খানা খন্দক প্রভৃতি নানা নামাল জায়গা উচ্চ করা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

খানাডোবা [ফা খানাহ্+ডোবা] *বি* জলাশয়াদি। 'খানাডোবা সব থৈ থৈ করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

খানাতলাসি [ফা খানাহ্+ফা তালাশ] *বি* বাসস্থানে বিশেষ তল্লাশি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খানাতল্লাশ [ফা খানাহ্+ফা তালাশ] *বি* গৃহে বিশেষভাবে খুঁজে দেখা। 'বিভিন্ন মহল্লায় খানাতল্লাশ করে অনেকগুলো পঞ্চমবাহিনীকে গ্রেফতার করেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

খানাতল্লাশি [ফা খানাহ্+ফা তালাশ] *বি* গৃহে বিশেষভাবে খুঁজে দেখা। 'কোমর বাঁধিয়া খানাতল্লাশি করিতে উদ্যত হন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খানাতল্লাস [হি খানা+ফা তালাশ] *বি* বাসস্থানে বিশেষ অনুসন্ধান। 'খানাতল্লাসের হিড়িক পড়িয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

খানাতল্লাসি, খানাতল্লাসী [ফা খানাহ্+ফা তালাশ] *বি* গৃহে বিশেষভাবে খুঁজে দেখা। 'সন্ন্যাসীর তোবড়া-তুবড়ির খানাতল্লাসী কত্তে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'পুলিস খানাতল্লাসিতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খানায়ে-কাবা [ফা খানাহ্+আ কাবা] *বি* কাবাঘর। 'পড়ব মগরেবের নামাজ/ কবে খানায়ে-কাবায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

খানা[২] [হি] **১** *বি* ভোজ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমরা যখন একটা খানা দিই তখন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* খাবার। 'বাবুরচিকে কহ অদ্য খানা শীঘ্র প্রস্তুত করে।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বি* ভোজ অনুষ্ঠান; ডিনার। 'ইহারই অভ্যর্থনা উপলক্ষে বন্ধুমহলে একটা খানা হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খানা-কামরা [হি খানা+প কামরা] *বি* ভোজনকক্ষ। 'আমরা খানা-কামরায় ঢুকে সবে টেবিলে বসেছি।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

খানাঘর [হি খানা+ঘর] *বি* খাবার ঘর; ভোজনকক্ষ। 'প্রথম দিনই খানাঘরে লক্ষ্য করলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

খানা-জিয়াফত [হি খানা+আ জিয়াফত] *বি* ভোজনোৎসব। 'খানা-জিয়াফত আকীকা কোরবাণীর রেওয়াজ আজও ... পুরোদস্তুর বজায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খানাটেবিল [হি খানা+ই টেবিল] *বি* যে টেবিলে বসে খাওয়া হয়; ডাইনিং টেবিল। 'তুর্কী টুপির ট্যাসেল দুলিয়ে দুলিয়ে খানা-টেবিল যে বিলক্ষণ তপ্ত-গরম রাখলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

খানাপিনা [হি] *বি* পান ও ভোজন। 'ফাতেমা দরুদ যত খানাপিনা কইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খানা[৩] *অব্য* নির্দেশক পদ। 'খানা বা খানি যোগ করি এর অন্যথা হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

খানি[১] – বচন নির্দেশক প্রত্যয়। 'সঙ্গে কেহ্নে লঅঁা বুল নাতিনি খানি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খানি[২] [স ক্ষণ] *বিণ* কিছু। 'এসব বচন বোল লাজ নাহি খানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

খানি খানি **১** *ক্রিবিণ* একটু একটু ক'রে। 'কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* খণ্ড খণ্ড। 'খানি খানি করি কাটি পোড়াইল তারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

খানিক [স ক্ষণ>] **১** *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ; অল্পসময়। 'খানিক থাকিয়া কৃষ্ণ পাইলা চেতন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* অল্প। 'খানিক বেগনি কাপড় টুকরা টুকরা করিয়া কাটিলেন।' *মধু*, ১৮৫৭।

খানিকক্ষণ [স ক্ষণেক+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ। 'খানিকক্ষণ আপনার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খানিকটা *বিণ* অল্প। 'গোরুর আর কিছু না থাকে ত খানিকটা গোবোর এনে দে না?' *রাজ*, ১৮৭৪।

-খানী – বচন নির্দেশক প্রত্যয়। 'সঙ্গে কেহ্নে লঅঁা বুল নাতিনিখানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খানেওয়ালা [হি] *বি* খাওয়ার লোক; খাদক। 'খানেওয়ালার সংখ্যানুসারে খোরাকির পরিমাণ ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

খানেক [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* একটু সময়ের জন্যে। 'এইখানে এসে খানেক দাঁড়াও এই গেঁও পথ বাঁকে।' *জসীম*, ১৯৫১।

খানে খান [স খণ্ড] *বিণ* টুকরা টুকরা। 'কাঁকড়ি জেন খানে খান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খানেখারাপ [ফা খান+আ খারাব] *বিণ* নাকাল। 'হোগা হারামজাদ খানেখারাপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'খানার পোশাকের কায়দা-কানুন কন্ত করতে নাস্তানাবুদ খানেখারাপ হতে হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

খানেজাদ [ফা খানাজাদ] *বি* দাসীপুত্র। 'চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন।' *ভারত*, ১৭৬০।

খান্দা [আ খদ্দ] *বি* জমির পরিমাণবিশেষ। 'খান্দা বান্দা ভূত চালানি।' *লালন*, ১৮৯০।

খান্দান [ফা] **১** *বি* বংশ। 'চৌদ্দ খান্দান আর বন্দিনু চারি পীর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* উচ্চবংশ। 'শুনিয়াছি বঙ্গদেশে কোন খান্দানের বাড়ীর নিয়ম।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

খান্দানহীন [ফা খান্দান+স হীন] *বিণ* বংশমর্যাদাহীন। 'মেয়ের বিয়ে খান্দানহীন বিবাহিত ও সস্ত্রীক হালিমের সহিত ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

খান্দানি [ফা খান্দান>] *বিণ* উচ্চবংশীয়। 'আরবের যত খান্দানি ঘর।' *নজরুল*, ১৯৪১।

খান্নাস [আ খন্নাস] *বি* শয়তান। 'হাঁকে খান্নাস, খবিস দল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

খাপ [আ খাফা; ফা খাম] *বি* অস্ত্রাধার। 'খাপেতে রাখিল মন্দ হাতের তলওয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খাপ খাইয়ে নেওয়া *ক্রি* মানিয়ে নেওয়া। 'বিবাহিত জীবনকে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নেওয়া।' *বেগম*, ১৯৬৬।

খাপ খাওয়া **১** *ক্রি* মিল হওয়া। 'আমার কোন জিনিস তাঁকে কেমন খাপ খাচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *ক্রি* শোভা পাওয়া। 'বিলিতি নভেল কোনো মতেই খাপ খায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খাপ খাওয়ানো *ক্রি* সামঞ্জস্য বিধান করা। 'অশিক্ষার আবহাওয়ায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না।' *বেগম*, ১৯৪৮।

খাপখোলা *বিণ* কোষমুক্ত। 'খাপখোলা ক্ষীণ চাঁদ।' *হোসেন*, ১৯৪০।

খাপ-খোশ [আ খাফা+স কোষ] *বি* তলোয়ার রাখার কোষ। 'বাইরে ফাঁকা পাঁইতারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ-খোশ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খাপেখাপে মিল *ক্রি* খাঁজে খাঁজে বসা। 'কী করে এমন খাপেখাপে মিলে গেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

খাপে-ঢাকা *বিণ* খাপে বন্দী। 'যেন খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

খাপে পোরা *বিণ* খাপের ভিতর আছে এমন। 'দিনরাত খাপে পোরা থাকলে মরচে ধরে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

খাপচি [আ খামসহ] *বি* খামচি। 'আর না খাপচি খেলো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খাপচু [আ খামসহ] *বি* অল্প খাবার। 'খাচ্ছে জ্বরে খাপচু?' *নজরুল*, ১৯২৬।

খাপছাড়া [আ খাফা+ছাড়া] **১** *বিণ* সামঞ্জস্যহীন। 'পুরুষরা বেশ খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* বেমানান। 'কতকগুলা খাপছাড়া জিনিসপত্র লইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বিণ* উদ্ভট। 'এই খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া দিনের মতো হঠাৎ আসিয়া ... লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খাপড়া [স খর্পর] *বি* মাটির পাত্রবিশেষ। 'শীতরাতে শান্তর মার আগুনে খাপড়ার মত কেমন একটা ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

খাপর [স খর্পর] *বি* ভিক্ষাপাত্র। 'হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খাপরা [স খর্পর] **১** *বি* মাটির হাঁড়ির ভাঙা অংশ। 'খাপরায় ভরিয়া জল উর্দ্ধে চালাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ঘর ছাওয়ার টালি। 'ওই খাপরা-ছাওয়া বস্তিখানার চালে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

খাপরি [স খর্পর] *বি* মাটির হাঁড়ির তলা। 'পাছে পাছে শিশুগণে খাপরি বাজাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

খাপরেল [স খর্পর] *বি* খোলা বা টালির ছাউনি দেওয়া ঘর। 'খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে অধিক তাপ লাগে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

খাপসুরত, খাপসুরৎ [ফা খুব+আ সুরত] *বিণ* অত্যন্ত সুন্দর। 'লোকটির চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, কই তেমন কিছু খাপসুরৎ অ্যাপলো তো নন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খাপা [ফা খফাহ] *বিণ* ক্ষিপ্ত। 'মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

খাপাখাপি [ফা খফাহ>] *বি* ক্ষিপ্ততা। 'দুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খাপানো [ফা খাম>] *ক্রি* খাপ খাওয়ানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খাপি [আ খাফা; ফা খাম] *বিণ* ঠাসবুননযুক্ত। 'মিহিন খাপি সিন্ধু-কাফি পিধন চমৎকার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

খাপ্পা [ফা খফাহ] **১** *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'তেনা মোর উপর বড়ো খাপ্পা।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* অপ্রসন্ন। 'হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

খাপুআ [ফা খফাহ] *ক্রিবিণ* খেপে গিয়ে। 'খাপুআ মারএ পুনি হানএ কাটারি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

খাব, খাঁব [ফা] *বি* স্বপ্ন। 'সেই রাতে স্বপনেতে দেখে খাব সকলেতে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'খাঁবে দেখেছিলেন ইবরাহিম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খাবড়া [স খর্পর] *বিণ* ছোপ ছোপ। 'মোষের কালো পিঠের মতো রোঁয়া ওঠা খাবড়া খাবড়া দাগে ভরা।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

খাবড়ি [স খর্পর] *বি* ভাঙা বাসনকোসনের টুকরা; খোলা। 'নাদায় গুড় নাইরে মনা খাবড়ি ছোঁ ছোঁ করে ছুটে বেড়াও।' *লালন*, ১৮৯০।

খাবল [স কবল] *বি* গ্রাস। 'খাবলে খাবলে অস্থি লইল ধুইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

খাবলা [স কবল>] **১** *বি* পাঞ্জা; থাবা; মুষ্টি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গাল দুটি তার খাবলা-মতন চোখ দুটি তার ফাঁকা।' *সুকুমার*, ১৯২০। **২** *বিণ* মুষ্টি পরিমাণ। 'তার বুকের এক খাবলা মাংস যেন সকলে ছিনাইয়া লইয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

খাবলা-খাবলা [স কবল>] *বিণ* এলোমেলো। 'খাবলা-খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

খাবলানো [স কবল>] *ক্রি* হাত দিয়ে তুলে নেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খাবসুরৎ [ফা খুব+আ সুরত] *বিণ* সুন্দর। 'সে বড় খাবসুরৎ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খাবা [স খা>] *বি* খাওয়া। 'পোস্ত খাবার হোলাটী সেই ভাস্যা গেল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কত বেলা হল আপনারা নাবা খাবা করবেন না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

খাবার [স খাদ্>] **১** *বি* খাদ্য। 'মায়ের খাবার দাবার সব রেখে এলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বিণ* আহার্য। 'খাবার দ্রব্য অনেক আছে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খাবারওয়ালা [খাবার+হি ওয়ালা] *বি* খাবার বিক্রেতা। 'খাবারওয়ালার কাছ থেকে চানাচুর, চিনেবাদাম কিনে যে ক্রয়সুখ উপভোগ করে অণিমা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

খাবার করা [খাবার+করা] *ক্রি* খাবার বানানো। 'মা ঘামতে ঘামতে খাবার করলেন।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

খাবার দাবার *বি* খাদ্যদ্রব্য। 'মায়ের খাবার দাবার সব রেখে এলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

খাবাস [আ খবাস] *বি* একান্ত চাকর। 'খাবাসে তুলিয়া দেয় পান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খাবি [ফা খাপ>] **১** *বি* বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নিশ্বাস গ্রহণের অক্ষমতা। 'খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* হাঁসফাঁস; শ্বাসকষ্ট। 'মুমূর্ষুর খাবির মতো মাঝে মাঝে বেরোতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

খাবি খাওয়া *ক্রি* হাঁসফাঁস করা। 'খাবি খায় তবু চাবি ছাড়ে নাকো।' *নজরুল*, ১৯৪১।

খাম১ [ফা] **১** *বিণ* অপুষ্ট। 'খাম-আলু কিনে কিছু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অপরিণত। 'জখন থান খাম সোজ ধোলাই হইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *বিণ* জমি থেকে কাঁচা অবস্থায় তোলা। 'খাম আফিঙ্গে জল মিশাইয়া কনত্রাক্টওালাকে দেয় ...।' *এডমন*, ১৭৯৩।

খাম২ [ফা] **১** *বিণ* দুমড়ানো; ভাঁজ-করা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* লেফাফা; ইনভেলাপ। 'দরখাস্ত খামের মধ্যে মহর করিয়া।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

খাম করন *বি* ভাঁজ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খাম করা[1] *ক্রি* চিঠি সিলমোহর করা। 'খাম করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাম করা[2] *বিণ* খামে আটকানো। 'খাম করা দরখাস্ত।' *এডমন*, ১৭৯৩।

খাম[3] [স স্তম্ভ] **১** *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'নীলাম্বর খাম।' *সেবধি*, ১৮৪০। **২** *বি* খুঁটি; থাম। 'গোয়াল ঘরের খাম থুয়ে তার চাল যে নিল টানি।' *জসীম*, ১৯২৯।

খামকা, খামখা [ফা খাহ্‌মাখাহ্‌] **১** *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'অজ্জরাহ জবরজস্তি খামখায় দেহতপুরকে জ্বালাএ্যা পোড়াএ্যা ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৭। **২** *ক্রিবিণ* অহেতুক; অযথা। 'খামখা কোন২ ব্যক্তি ... পতিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *ক্রিবিণ* অযথার্থভাবে। 'পাড়ার একটা ডানপিটে ছেলে খামকা মেরে গেল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *ক্রিবিণ* অপ্রত্যাশিতভাবে। 'কোথা হইতে খামকা একটা-না একটা কর্তা ফুঁড়িয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

খামকা খামকা [ফা খাহ্‌মাখাহ্‌] *ক্রিবিণ* শুধু শুধু। 'এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খামকা খামকা অপমান কর্ব্বেন না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

খামকাখুশি [ফা খাহ্‌মাখাহ্‌+ফা খুশি] *বি* অকারণ আনন্দ। 'শরতের শাদা খামকাখুশির মেঘ – পৃথিবী পাঠায় কাশের নিমন্ত্রণ।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

খামখাম করা *ক্রি* খাই খাই করা। 'না হলে পুরুষ-মরদের জন্যে মন খামখাম করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

খামখাহ [ফা খাহ্‌মাখাহ্‌] *ক্রিবিণ* অকারণে। 'হালিম খামখাহ ভাবিয়া আকুল হইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

খামখেয়াল [ফা খাম+আ খায়াল] *বি* স্বেচ্ছাচার। 'জোর কি শুধু আস্ফালন, শুধু খামখেয়াল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

খামখেয়ালি, খামখেয়ালী [ফা খাম+আ খায়াল>] **১** *বিণ* অস্থিরচিত্ত। 'খামখেয়ালী লোকের দণ্ডে দণ্ডে মত ফেরে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'কোন খামখেয়ালী খেলোয়াড় যে এই তাস ডীল ক'রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* অকারণ বা অযৌক্তিক। 'অদৃষ্ট মন্দ, এই সকল খামখেয়ালী কথা তুলিয়া বসিলে!' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৩** *বিণ* বেহিসাবি। 'এই তাস ডীল ক'রে এই খামখেয়ালী খেলা খেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বিণ* অসচেতন। 'একজন খামখেয়ালী লেখকের ছেঁদো কথায় সায় দেওয়া উচিত ছিল না।' *নজরুল*, ১৯১৯।

খামচ [আ খমসাহ] *বি* থাবা; খাবল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তিনিও খামচ তুলেছেন।' *তারা*, ১৯৪০।

খামচা [আ খমসাহ] *বি* সবগুলো নখ দ্বারা আঘাত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খামচাখামচি [আ খমসাহ>] *বি* পরস্পরকে আঁচড় কাটা। 'পাশাপাশি বসি আর খামচাখামচি নুচোনুচি খুনসুড়ি মস্তানি করি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

খামচানি [আ খমসাহ>] *বি* খামচি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খামচানো [আ খমসাহ>] *ক্রি* নখ দ্বারা আঁচড় দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পাগলের মত এখানে ওখানে খ্যাঁস খ্যাঁস করে খামচান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

খামচে ধরা *ক্রি* আঁকড়ে ধরা। 'নগরের নিভাঁজ পোশাক খামচে ধরেছে হাঁটু।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

খামটি *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই খামটি, সিংফো, মিশমি, চুলকাটা মিশমি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

খামতি [ফা খাম>] *বি* কমতি। 'কোনো খামতি নেই।' *জীবন*, ১৯৩৩।

খামার [ফা খিরমন] **১** *বি* ক্ষেত থেকে ফসল তুলে তা মাড়াই করা ও রাখার স্থান। 'রাজাকে মানিআ দিব শতেক খামার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* শস্য উৎপাদনের জায়গা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খামারবাড়ি [ফা খিরমন+স বাটী] *বি* শস্য ঝাড়াই মাড়াই ও মজুদ করার স্থান। 'খামারবাড়িতে শুকাইতে দেওয়া ধান।' *তারা*, ১৯৪২।

খামি [ফা খাম>] *বি* অলংকার বা হারের মধ্যমণি; লকেট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খামিন [ফা খাম>] *বি* অলংকার। 'তোমার দাসীর অঙ্গে খামিন! তোমার খুসীর মতন সাজ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

খামিন্দ, খামীন্দ [ফা খাম>?] *বি* মালিক। 'খামীন্দ সাক্ষ্যাত তজবিজ আজ্ঞা হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'খামিন্দ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খামির, খামিরা, খামীর [আ খমীর] **১** *বি* সিদ্ধ ময়দার পিণ্ড। 'খামির।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* মসলাযুক্ত সুগন্ধি তামাকবিশেষ। 'খামিরা।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৩** *বি* স্তূপ। 'খামীর করা মাটি দেওয়া হল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খামীর করা *বিণ* স্তূপীকৃত। 'খামীর করা মাটি দেওয়া হল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খামুশ [ফা] *বিণ* নীরব; নিঃশব্দ। 'ফুলকি মোরা সুর-দরদী! রইবো খামুশ গানে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খামোখা [ফা খাহ্‌মাখাহ্‌] **১** *ক্রিবিণ* অসঙ্গতভাবে। 'খামোখা আমার পুস্কর্নির ... তিন সও মৎস্য ধরাইয়া লইলেক।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *ক্রিবিণ* অনর্থক। 'খামোখা ঘরের খেয়ে বেচারীদের রূপ বর্ণনায় মুখে ফেনা উঠিয়েছেন?' *নজরুল*, ১৯১৯।

খামোশ [ফা] *বিণ* বন্ধ। 'বাস! চুপ খামোশ রোদন!' *নজরুল*, ১৯২২; 'জবাব খামোশ রেখে ফুপুজান আইন বাঁচিয়ে চলতেন।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

খাম্বা [স স্তম্ভ] *বি* খুঁটি। 'খাম্বা লাগাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাম্বা আড় [স স্তম্ভ>] *বি* স্তম্ভের আড়াল। 'কোপন স্বভাব দেখিলে অমনি গোপন খাম্বা আড়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খাম্বা লাগানো *ক্রি* খুঁটি গাড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাম্বাজ *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

খাযুর [স খর্জুর] *বি* খেজুর। 'আনি খাযুর গোটা যার মূল দর টাকা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

খায়ের [আ খায়র] *বিণ* শান্ত। 'কোনো ঘটনা ঘটলে গুঞ্জন ওঠে শুধু, তারপর সব খায়ের।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

খায়েশ [ফা খাহিস] *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'কারও নাই খায়েশ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

খার [স ক্ষার] *বি* ছাই। 'ছারে খারে জাউ মুগধী বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'চুনে পান খদিরে করিআ তার খার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খারদার [ফা] *বিণ* অপ্রীতিকর। 'মানুষ মারি মানুষ ধরি মানুষ খারদার।' *লালন*, ১৮৯০।

খার পুথি *বি* শব্দকোষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খারা [হি খরা] **১** *বি* বেগুনের বোঁটা ও ফলের মাঝখানকার অপেক্ষাকৃত

শক্ত অংশ। 'বাগ্যানের খারা লাউ কুমড়া বাকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* সরল। 'মুই ত দেখিলাম যে মানুষ বড় খারা মোকে আগু এক টাকা দিয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২। **খারা খারা** *ক্রিবিণ* শীঘ্র। 'য়াপুনি একবার খারা খারা বাটি য়াসিবেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৮।

খারাজী [আ খারিজি] *বিণ* খারেজি। 'আত্মীয় স্বজনকে খারাজী ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তিতু বড়ই উদ্যোগী হইয়াছিল।' *সখা*, ১৮৮৮।

খারাপ [আ খরাব] ১ *বিণ* নিকৃষ্ট মানের। 'ছেহাই খারাপ ছিল কাগজ পাতল।' *সুলতান*, ১৭০০; 'ভালো লেখক থেকে খুব খারাপ লেখক পর্যন্ত সকলেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* মন্দ। 'মনটাকে খুশী না রাখলে শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ৩ *বিণ* বদ। 'খারাপ গন্ধ পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

খারাপ পাড়া [আ খরাব+স পাটক>] *বি* পতিতালয়। 'অজ পাড়াগাঁয়ে খারাপ পাড়া বলে নির্দিষ্ট কিছু নেই।' *হাসান*, ১৯৬০।

খারাপি [আ খরাব>] *বি* কষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এমন যে ঘোর মনখারাপি/ বুকের মধ্যে ছিল চাপি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

খারাব [আ খরাব] ১ *বিণ* দুষ্ট। 'খারাব হইয়া যাবি হুকুম আল্লার।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* ক্ষতিগ্রস্ত। 'মকর্দ্দমা রফা হইল না আমী সর্ব্বতোভাবে খারাব হইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বিণ* মন্দ; খারাপ। *ভবানী*, ১৮২৩; 'এ কিন্তু বড্ডো খারাব।' *নজরুল*, ১৯২২। ৪ *বিণ* অবিশুদ্ধ। 'সকলে কহে জে ডাকটর মজকুরের জে মবলা আছে শে অতি খারাব।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩১।

খারাবি, খারাবী [আ খরাব>] ১ *বি* দুঃসময়। 'মালের জোরেতে গেল খারাবির দিনে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* খারাপ। 'কাজটা খারাবী হলো।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ৩ *বি* ক্ষতি। 'তোমার জন্য যদি আমার ঘরকন্না রসাতলে যায়, দীন-দুনিয়ার খারাবী হয়।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

খারিজ [আ] ১ *বি* ত্যাগ। 'খারিজ করাব গারি ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ভিন্ন হওয়া; বাতিল। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বিণ* বহির্ভূত। 'যাহার বয়স ৯৯ বৎসর কেবল তাঁহারাই খারিজ আছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ৪ *বি* জমির মালিকানা পরিবর্তন। 'আপন নামে খারিজ করিয়া লইয়া উহাকে ভিটাছাড়া করেন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

খারিজ দাখিল [আ] *বি* জমি খারিজ করার উপর মাশুল। 'খারিজ দাখিল – জমিদারি খাতায় প্রজার নাম খারিজ করিবার সময় টাকায় সিকি খরচা।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

খারু, খারু [হি খড়ুবা] *বি* হাতের অলংকারবিশেষ; কঙ্কণ। 'স্বামী উদ্ধারিতে সেই খারু পাঠাইলা।' *সুলতান*, ১৭০০; 'খারু হস্তে দেখা ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৫৩।

খারুয়া [হি খড়ুবা] ১ *বি* হাতের অলংকারবিশেষ; কঙ্কণ। 'শুল্ল আইদ্য খারুয়া তোরল বিরাজিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* লালবর্ণের মোটা সুতার এক প্রকার কাপড়। 'তাহার উপর খারুয়ার কাপড়ে ঘিরিয়া সেলাই করে।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

খারেজ [আ খারিজ] *বি* বহিষ্কার। 'তাহাকে সমাজ হইতে খারেজ করা হইবে।' *এসলাম*, ১৯১৯।

খারেজী [আ খারিজি] *বিণ* দেওবন্দ ঘরানার। 'এতেক শুনিয়া এক সেফাই খারেজী।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খাল[১] ১ পথ। 'বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। ২ *বি* ছোটো নদী। 'বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০। ৩ *বি* গর্ত। 'মাটি খেদাইয়া খাল বানাইয়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

খাল কাটা [খাল+কাটা] ১ *ক্রি* মাটি কেটে পানি চলাচলের পথ তৈরি করা। 'যদি এই মত খাল কাটা যায় তবে তাহাতে এই উপকার হইবে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* খাল কেটে নির্মিত। 'কলিকাতা পূর্ব্বে এক খালেতে বেষ্টিত ছিল তাহাতে এই সহরকে খালকাটা বলিত।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

খাল কেটে কুমীর আনা – বিপদ ডেকে আনা। 'পাড়ায় পাড়ায় খাল কেটে কুমীর আনছে কেউ কেউ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

খালপাড় *বি* খালের তীর। 'দু' তিনশো ফুট জুড়ে খালপাড়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

খাল পার হওয়া *ক্রি* নদী পার হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খালবিল [খাল+স বিল] *বি* জলপূর্ণ নিম্নভূমি। 'খালবিল বনবাদাড় ভাঙারাস্তা এবং পানাপুকুরের ধারে বাস করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খালভরা *বি* গালিবিশেষ। 'ওরে খালভরা, যাস না, সাপে কামড়াবে।' *হাসান*, ১৯৬২।

খালে থোয়া *ক্রি* কবর দেওয়া। 'খালে থুইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাল[২] [স খল্ল] ১ *বি* আঙুলের কড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* চামড়া। 'চাবুকে পীঠের খাল তুলিতেছে!' *মশাররফ*, ১৮৯০।

খালা [আ খালাহ্] *বি* মায়ের বোন; মাসি। 'দোছরা কুলসুম মানা করে তেমা খালা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খালাআম্মা [আ খালাহ্+হি অম্মা] *বি* মায়ের বোন। 'বলিলেন, 'খালাআম্মা, চলুন।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

খালাজি [আ খালাহ্+হি জী] *বি* মায়ের বোন; মাসি। 'তা খালাজি কিছুতেই বুঝলেন না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

খালাড়ি [স ক্ষার>] *বি* লবণ প্রস্তুতক্ষেত্র। 'প্রত্যেক খালাড়ির জন্য ৫০০ টাকা দণ্ড দিতে হইবেক।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

খালাষ [আ খালাস] *বি* দায় থেকে মুক্তি; অব্যাহতি। 'ইহাতে জে কমী হয় আমাকে খালাষ দিবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৭০; 'রফা করিতে আর পাওনা দিতে আর খালাষ দিতে।' *ক্যালগে*, ১৮০০। *দ্র* **খালাস**

খালাষএ *বি* মুক্তি। 'বাকীর দায় খালাষএ দিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭।

খালাষ করা *ক্রি* ছাড় করা। 'এই মতে না দেয় ও আফিম খালাষ না করে তবে ঐ আমানত ...।' *ক্যালগে*, ১৮০১।

খালাস [আ] ১ *বি* মুক্তি; অব্যাহতি। 'যদি দুষ্ট চোর মিলে খালাস পাইবে ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* মুক্ত। 'খালাস করিয়া দিব যদি কহ সাচা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বিণ* অভিযোগমুক্ত। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ৪ *বিণ* দায়মুক্ত। 'মামীমারা খাওয়াইয়া দিয়াই খালাস।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

খালাস করা *ক্রি* ছাড় করা। 'টাকা দিয়া মাল খালাস করিয়া আর সে কথা বলিল না।' *মানিক*, ১৯৩৬।

খালাস হওয়া *ক্রি* সন্তান প্রসব করা। 'শ্যাষ রাইতে তর বউ খালাস হইছে কুবির।' *মানিক*, ১৯৩৬।

খালাসী [আ খালাস>] *বি* মুক্তি। 'সেই সকল বিপদগ্রস্ত লোকের খালাসীর কারণ জথোচিত চেষ্টা হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

খালাসি, খালাসী[১] [আ খলাসী] ১ *বি* ভারী বস্তু উঠানো-নামানোর কাজে নিযুক্ত শ্রমিক। 'খালাসীরদিগকে কহিয়া রাখেন যে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* জাহাজের শ্রমিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জাহাজের

হাঁসফাঁসানি, আগুনের তাপ, খালাসীদের গোলমাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'জাহাজের খালাসী।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

খালাসিগিরি [আ খলাসী+ফা গিরি] *ক্রি* জাহাজে শ্রমিকের কাজ। 'জাহাজের খালাসিগিরি করিয়া নিঃসম্বলে আমেরিকায় গিয়া ... বেড়াইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

খালাসী[২] *দ্র* **খালাস**

খালাসী[৩] [আ খালিসাহ্] *বি* রাজস্ব কর্মকর্তা। 'যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

খালি[১] [স খাত>] *বি* খাল। **খালিজুলি** [স খাত>] *বি* ক্ষুদ্র জলস্রোত। 'দেহলা পাতিল আঠার খালি জুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খালি[২] [আ] **১** *বিণ* অনাবৃত। 'জার দেখে খালি মাথা তা সনে না কহে কথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* নগ্ন। 'খালি পাও।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বিণ* কেবল। 'খালি শির দেখি ধড় রহিল কোথায়।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৪** *বিণ* অপ্রয়োজনীয়; অযৌক্তিক। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৫** *বিণ* শূন্য। 'জায়গা খালি হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

খালি-খালি ঠেকা *ক্রি* শূন্য বোধ হওয়া। 'বুকের হাড় কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি-খালি ঠেকে, ঐ স্ত্রীটি আড়াল হলেও তেমনি নেহাত ফাঁকা বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

খালিশা [আ খালাস] *বিণ* বাজেয়াপ্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খালিসা [আ খালিসাহ্] *বি* রাজস্ব দপ্তর। 'খালিসা সরিফার কচহরিতে নিলামে বিক্রী হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

খালিসা সরিফা [আ খালিসাহ্+আ শরফ] *বি* প্রধান দপ্তর। 'খালিসা সরিফার কচহরিতে নিলামে বিক্রী হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

খালু, খালুজী [আ খালা>] *বি* খালার স্বামী। 'মামুজী ও খালুজী ও ফুপুজী।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৪।

খালুই [স খল্ল>] *বি* মাছ বা তরকারি প্রভৃতি বহন করার ঝুড়িবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খালুয়া [স খল্ল] *বি* মেষের চামড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাশ [আ খাস] **১** *বিণ* সরকারের মালিকানাভুক্ত। 'জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব খাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* প্রধান। 'যাহাকে বাদসাহর মনোরম হইত ... তিনি হইতেন খাশ বেগম।' *রামরাম*, ১৮০১। *দ্র* **খাস**

খাশ করা *ক্রি* অন্যের অধিকার থেকে ভূসম্পত্তি নিজের অধিকারে আনা। 'জোতদার জমি খাশ করিয়া পতিত ফেলিয়া রাখিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

খাশ কামরা [আ খাস+প কামারা] *বি* একান্ত কামরা। 'ছুটেছে সে তাই রোজ মন্ত্রীদের খাশ কামরায়।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

খাশ বেগম [আ খাস+তু বেগম] *বি* প্রধান রানি; পাটরানি। 'যাহাকে বাদসাহর মনোরম হইত ... তিনি হইতেন খাশ বেগম।' *রামরাম*, ১৮০১।

খাশা [আ খাসসাহ্] *বিণ* উত্তম। 'কে কাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি খাশা জিনিশের কেরামতিতে।' *জীবন*, ১৯৩২।

খাস [আ] **১** *বিণ* সত্যিকার। 'আরবী আল্লার খাস জানিও জবান।' *সুলতান*, ১৭০০; 'বাঁদি তোরা বাঁদি-বাচ্চা দাস-মহলের খাস গোলাম।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বিণ* সরকারের মালিকানাভুক্ত। 'আমি খাস তালুকের প্রজা, আমি কখন নাতান কখন সাতান।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বি* সরকারি মালিকানা। 'অনেক মহল সরকারের খাসে ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৪** *বিণ* বিশেষ। 'মহারানীর খাস হুকুম আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৫** *বিণ* পার্থিব। 'এই আম-মহল ও খাস-মহলের দুই কর্তা – স্বার্থ ও পরমার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৬** *বিণ* অন্দর; গোপন। 'সে দূতমাত্র, হৃদয়ের খাস-মহলে তাহার অধিকার নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৭** *বিণ* মূল। 'খাস কলিকাতায় এত শিশু নষ্ট হওয়ার আর একটি প্রধান কারণ।' *রোকেয়া*, ১৯২২। *দ্র* **খাশ**

খাস-কামরা [আ খাস+প কামারা] *বি* নিভৃত স্থান। 'এটা আমার অন্তরের খাস-কামরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খাসগেলাস [আ খাস+ই গ্লাস] *বি* শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত অভ্রের তৈরি বাতিদানবিশেষ। 'লাল বনাতের খাস গেলাস ও রুপোর ডাণ্ডিতে রেসমের নিসেন ধরা তকমা পরা মুটে ও ক্ষুদে ছোঁড়ারা।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'কলকে ফুলের কুঞ্জবনে জ্বলছে আলো খাসগেলাসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

খাস জমি [আ খাস+ফা জমীন] *বি* জমিদারের নিজ তত্ত্বাবধানের ভূসম্পত্তি। 'খাস জমি রাখার সর্বোচ্চ পরিমাণ বসতবাটী ও বাগানসহ ১০০ একর।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

খাসদখল [আ] *বি* একচেটিয়া অধিকার। 'যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাসদখল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খাস দপ্তর, খাস-দফতর [আ খাস+ফা দফতর] *বি* মূল কার্যালয়। 'সর্বশক্তিমানের খাস-দফতরের রহস্য কে ভেদ কর্বে?' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'ওঁর খাস দপ্তরে এ সম্বন্ধে কোনো খরবই নেই।' *সাদত*, ১৯৬৭।

খাস-দরবার [আ খাস+ফা দরবার] **১** *বি* অন্তরঙ্গদের সভা। 'খাস-দরবার এবং আম-দরবার ব্যতীত সাহিত্যের রাজ-দরবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* বিশিষ্ট বৈঠকখানা। 'এদের শৌখিনতার আমদরবারে দানদাক্ষিণ্য, খাসদরবারে ভোগবিলাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খাস-পেয়ারা [আ খাস+স প্রিয়>] *বি* ভালোবাসার পাত্র। 'বাচ্চার খাস-পেয়ারারা প্রথম খবর পেয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খাসপ্রজা [আ খাস+স প্রজা] *বি* সরকারের প্রজা। 'সে মহারাণীর খাসপ্রজা হইবে।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩।

খাসবরদার [আ খাস+ফা বরদার] *বি* যে সৈন্য বন্দুক বহন করে আগে চলে। 'আগে চলে লালপোশ খাসবরদার।' *ভারত*, ১৭৬০।

খাসমহল [আ] *বি* সরকারি জমি। 'খাসমহলের কর বৃদ্ধি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

খাসমহলী [আ খাসমহল>] *বিণ* সরকারি জমি সংক্রান্ত। 'জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের সঙ্গে খাসমহলী দুর্দ্দশা-প্রবর্ত্তনের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

খাসলত [আ] *বি* অভ্যাস। 'ঐসব খাসলত তার একেবারেই ছিলো না।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

খাসা [আ খাসসাহ্] **১** *বিণ* উত্তম। 'অঙ্গে হৈতে উতারিআ দিল খাসা জোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* আকর্ষণীয়। 'মহিচাঁদের মেয়ে! খাসা দেখতে ভাই!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৩** *বিণ* সুশ্রাব্য। 'যেটা গাইলে ওটা খাসা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৪** *বিণ* উপাদেয়; সুস্বাদু। 'খুব খাসা খাবার খেয়ে এল।' *জীবন*, ১৯৩২। **৫** *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'প্রবীরের পার্ট জমিবে। খাসা জমিবে।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৬** *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'এগুলোর নাম হচ্ছে ঝুণা, রঙ, সরকারে আলী, খাসা, সবনাম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খাসি, খাসী [আ] *বি* ছিন্নমুষ্ক ছাগল। 'জোড়ে জোড়ে নিল খাসী জুঝারিআ ভেড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খাসি।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খাসির গোস্ত *বি* ছাগলের মাংস। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

খাসিয়ত [আ] *বি* গুণ। 'শরিফ ঘরের মেয়ের উপযুক্ত আদত-খাসিয়ত অনুসারে বিনা কলহে ...।' *মনসুর*, ১৯৫০।

খাসিয়া *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

খাস্ত [ফা খাস্তাহ] *বিণ* নষ্ট। 'ওপরে মাল খাস্ত পড়েছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

খাস্তা [ফা খাস্তাহ] **১** *বি* ময়দার মচমচে খাবারবিশেষ। 'গজা খাজা খাস্তা বাদাম কিসমিস পেস্তা ...।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* মচমচে অবস্থা। 'ভাত খাইবার অবকাশ নাই কিন্তু খাস্তার কচুরি ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বিণ* ভঙ্গুর। 'তিন নকলে আসল খাস্তা হইয়া যাইবে যে।' *এসলাম*, ১৯১৭। **৪** *বিণ* কড়কড়ে। 'নিত্য তবু খাস্তা তবিল গুণি।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

খাহেশ [ফা খাহিস] *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'মানুষের খাহেশ তো সারাজীবনে মেটানো যায় না।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

খাহেস [ফা খাহিস] *বি* শখ; সাধ। 'খাহেস করিয়া বাল্যবিবাহ দিবার জন্য।' *রওশন*, ১৯২৫।

খিআ [খেয়া] *বি* নৌকায় নদী পারাপার; খেয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিআঘাট [খেয়াঘাট] *বি* নৌকাযোগে নদী পার হওয়ার ঘাট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিআনো [স ক্ষেপ>] *ক্রি* নৌকাযোগে পারাপার করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিআতি [স খ্যাতি] *বি* সুনাম। 'নবদ্বীপ বসুমতি রাখিল খিআতি।' *রামাই*, ১৭১০।

খিআল [আ খেয়াল] *বি* স্বপ্ন; কল্পনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিআলি [আ খেয়াল>] *বিণ* কল্পনাবিলাসী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিঁচ [হি খিঁচনা>] *বি* টান; আকর্ষণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিঁচড় [হি খচ্চর] *বিণ* দুষ্ট; বদ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিঁচড়ন [হি খচ্চর>] *বি* দুষ্টামি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিঁচড়া [হি খচ্চর>] *বিণ* দুষ্ট; বদ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিঁচড়ে [হি খচ্চর>] *ক্রিবিণ* বিক্ষিপ্ত হয়ে। 'তার মেজাজ আছে ভীষণ খিঁচড়ে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

খিঁচন [হি খিঁচনা>] *বি* অঙ্গভঙ্গিকরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিঁচা [হি খিঁচনা>] **১** *ক্রি* টানটান করা। 'কুকুরের চামড়া খিঁচা সে কী ভাই যায় রে ভুলা।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *ক্রি* রাগে টানটান করা। 'মুখ দাঁত খিঁচে বেহদ্দ ...।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খিঁচানো *ক্রি* বিকৃতভাবে প্রদর্শন করা। 'যখন দাঁত খিঁচোন মনে হয় দাঁত সর্বস্ব শরীর।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

খিঁচিয়ে ওঠা *ক্রি* মুখ বিকৃত ক'রে চিৎকার করা। 'আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে খিঁচিয়ে উঠল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

খিঁচুনি [হি খিঁচনা>] *বি* বিকৃত ভঙ্গিতে আক্রমণ। 'মুলা-বিনিন্দিত বড়ো বড়ো দন্তের পূর্ণ বিকাশ আর খিঁচুনি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

খিঁচুনি-খোঁচা [হি খিঁচনা>] *বি* বিকৃত ভঙ্গিতে আক্রমণ। 'এ রকম খিঁচুনি-খোঁচা এসে পড়ল বলে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

খিকখিক [ধ্বন্যা] *বি* খিক খিক ক'রে উচ্চ হাসির শব্দ। 'খিকখিক হেসে ছেলেরা বলবে না, কর্তা উঠল রে!' *হাসান*, ১৯৬০।

খিন্ন করা [স খিন্ন>] *ক্রি* ছেঁটে দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খিচ [হি খিঁচনা>] **১** *বি* টান। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* সন্দেহ। 'তবুও একটা খিচ রয়ে গিয়েছিল উৎপলার মতো।' *জীবন*, ১৯৪৮।

খিচখিচ [ধ্বন্যা] *বি* কলহ বা তর্কাতর্কি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিচ খিচ করা *ক্রি* খিটমিট করা। 'খিচ খিচ করে উঠল রাজমিস্ত্রী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খিচখিচি [ধ্বন্যা] *বি* অনবরত বকাবকি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিচড় [হি খচ্চর] *বি* ময়লা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খিচড়ি [স কৃসর] *বি* চাল-ডাল মিশিয়ে তৈরি করা খাবারবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিচনি [ফা খেছ] *বি* গাঁথনি। 'তহি রত্ন আভরণ রত্নের খিচনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

খিচমিচিয়ে [হি খিঁচনা>] *ক্রিবিণ* বকাবকি ক'রে। 'দেখেই রাজা দাদার মতন খিচমিচিয়ে উঠে ...।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খিচরি [স কৃসর] *বি* খিচুড়ি। 'ঘৃত দিয়া খায় যদি রান্ধিয়া খিচরি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

খিচিমিচি [ধ্বন্যা] *বি* একটানা বকাবকি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিচুড়ি, খিচুরী [স কৃসর] **১** *বি* চাল ও ডাল মিশিয়ে তৈরি করা খাবারবিশেষ। 'কাঁচার খিচুড়ি তার সুধার অধিক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'স্কুল প্রাঙ্গণে দরিদ্রদের খিচুরী খাওয়ানো হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩। **২** *বি* তালগোল। 'তাকায় ওদিকে বটে পাকায় খিচুড়ি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বি* একাধিক বিষয়ের বিসদৃশ সংমিশ্রণ। 'ক্রমে ইঙ্গবঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বিণ* মিশ্র প্রকৃতির। 'শুনেছি জাতি হিসাবেও আমরা খিচুড়ি।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

খিচুড়ি গেলানো *ক্রি* বিশৃঙ্খলা সহ্য করতে বাধ্য করা। 'তোমরা খিচুড়ি পাকাবে কেন, তোমাদের টুঁটি চেপে ধরে খিচুড়ি গেলাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

খিচুড়ি পাকানো *ক্রি* বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। 'সগুণে নির্গুণে এমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া তোলা পূর্ব্বে আমরা কোথাও দেখি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

খিচুড়ি-ভাষা *বি* একাধিক ভাষার মিশ্রণজাত ভাষা। 'অনুবাদ করে যে খিচুড়ি-ভাষার সৃষ্টি করেছেন, সেই ভাষা।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

খিজমত, খিজমৎ [ফা খিদমত] *বি* সেবাযত্ন; পরিচর্যা। 'আমাকে গোমাস্তাগীরীতে খিজমৎ বহন করিলেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০৮; 'খিজমত।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিজমতগার *বি* সেবক; ভৃত্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিজি [আ খিজ্জালাহ] *বি* জ্বালাতন। 'ও সে পাগলা বেটার পাগলা খিজি।' *লালন*, ১৮৯০।

খিজিবিজি [আ খিজ্জালাহ>] *বিণ* উৎপাতকারী। 'অনেকগুলো মানুষ ভারী ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

খিজুর [স খর্জুর] *বি* খেজুর। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

খিঞ্চা [স খচিত] *ক্রি* অলংকৃত করা। 'খিঞ্চিল মাণিকে হিরা মণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খিঞ্জির [আ] *বি* শূকর। 'জিঞ্জির পরা মোরা খিঞ্জির।' *নজরুল*, ১৯২২।

খিটখাট [ধ্বন্যা] *বি* কোনো কিছু কাটার শব্দ। '*ঠুকঠাক* খিটখাট ছেনির শব্দ হচ্ছেই।' *অবন*, ১৯২৭।

খিটখিট [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তি প্রকাশক শব্দ। 'দিনরাত খুঁতখুঁত খিটখিট করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

খিটখিটিআ [ধ্বন্যা খিটখিট>] *বিণ* বদমেজাজি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিটখিটে [ধ্বন্যা খিটখিট>] **১** *বিণ* অসহিষ্ণু। 'দেশের সম্বন্ধে মেজাজ খিটখিটে হয়ে *ওঠে*।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* বদমেজাজি; রগচটা। 'অস্বাস্থ্যকর অনুভূতি তাহাকে বিষণ্ণ ও খিটখিটে করিয়া রাখিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

খিটখিটেনি [ধ্বন্যা] *বি* সবসময় খিটখিট করে এমন স্বভাব। 'তার খিটখিটেনি এখন অসহ্য।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

খিটখিটেমি [ধ্বন্যা] *বি* খিটখিটানি; ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে সবসময়ে অসন্তোষ, বিরক্তি বা রাগ প্রকাশ। 'অসুখ, খিটখিটেমি আর খাপছাড়া রসিকতা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

খিটমিট [ধ্বন্যা] *বি* ভর্ৎসনা। 'নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিটমিট করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

খিটমিটে [ধ্বন্যা] *বিণ* সহজেই বিরক্ত হয় এমন। 'এমন খিটমিটে মেজাজও হয়ে গেছে জানেন!' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

খিটিমিটি [ধ্বন্যা] *বি* তুচ্ছ কলহ। 'তবু কেন খিটিমিটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

খিটিমিটি করা *ক্রি* তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করা। 'ভাইয়ের সঙ্গে খিটিমিটি করে ফের এসে শরণ নেন সুবিমলের।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

খিটির-মিটির [ধ্বন্যা] *বি* সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া। 'ঠিক সময়ে কাগজ না পেলে বাঁধা গ্রাহকরা খিটির-মিটির করবেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

খিড়কি, খিড়কী [স খড়ক্কিকা] **১** *বি* বাড়ির পিছনের ছোটো দরজা। 'খিড়কি দুয়ার পথে বাড়ি প্রেবেস করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'খিড়কী দোরে পাল্কি আনিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বি* বাড়ির পিছনের দিক। 'তারি পাশে যে পচা পুকুর, সেই আমাদের খিড়কি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খিড়কি-দরজা [স খড়ক্কিকা+ফা দরওয়াজা] *বি* বাড়ির পিছনের ছোটো দরজা। 'ঐ যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কি-দরজা দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

খিড়কিদার, খিড়কীদার [স খড়ক্কিকা-দ্বার] *বিণ* একটু ফাঁক আছে এমন; জাফরিকাটা। 'মাথায় খিড়কিদার পাগড়ি ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'মাথায় খিড়কীদার পাগড়ী।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খিড়কিদোর, খিড়কীদোর [স খড়ক্কিকা-দ্বার] *বি* বাড়ির পিছন দিকের ছোটো দরজা। 'খিড়কী দোরে পাল্কি আনিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'বাড়ীর খিড়কিদোরের বাঁশ বাগানে গিয়া হাঁক দেয়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

খিড়কিদ্বার [স খড়ক্কিকা-দ্বার] *বি* ছোটো দরজা। 'একেবারে বাহিরে খিড়কিদ্বার পার হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

খিড়কিমহল [স খড়ক্কিকা+আ মহল] *বি* অন্দরমহল। 'বিদেশে এসে তাদের পণ্যহাটের খিড়কিমহলে রাজ্য জুড়ে দিতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

খিড়কির দুয়োর [স খড়ক্কিকা-দ্বার] *বি* বাড়ির পিছনের ছোটো দরজা। 'খিড়কির দুয়োর দিয়ে পালিয়ে গেলেন।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

খিতাব [আ] *বি* সম্মানজনক উপাধি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খিতি [স ক্ষিতি] *বি* পৃথিবী। 'কেশরী *ঠেলিয়া* উঠে জেন খিতি উদয় তপন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খিতিতল [স ক্ষিতি-তল] *বি* পাতাল। 'অবিহিত গতি তোর হব খিতিতলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

খিতিনাথ [স ক্ষিতিনাথ] *বি* রাজা। 'বড় ধন্য তুমি খিতিনাথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খিদমত [আ] *বি* সেবা। 'আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার খিদমতগারির পুরস্কারস্বরূপ ... শিরোপা লাভ করেছি।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

খিদমতগার, খিদমৎগার [আ খিদমত+ফা গার] **১** *বি* পরিচর্যাকারী; তত্ত্বাবধায়ক। 'সে আগে লাটসাহেবের কুকুরদের খিদমতগার ছিল।' *প্রমথ*, ১৯৩১। **২** *বিণ* সেবাদাতা। 'জাতিগঠনের এই মহান কাজে আমরা আপনাদেরই খিদমৎগার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খিদমতগারি [আ খিদমত+ফা গার>] **১** *বি* গোলামি। 'আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার খিদমতগারির পুরস্কারস্বরূপ ... শিরোপা লাভ করেছি।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **২** *বি* লালন-পালন। 'ঘোড়ার খিদমতগারিতে নিযুক্ত।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

খিদা, খিদে [স ক্ষুধা] *বি* খাবার ইচ্ছা। 'খিদা।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'শুইতে আরাম নাই খিদা নাই পেটে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'সর্ব্বদা খিদে পেলে খরচ বাড়বে বলে এক দিন অন্তর পাইখানায় যান।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **খিধা**

খিদার্ত [স ক্ষুধার্ত] *বিণ* ক্ষুধার্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খিদেতেষ্টা [স ক্ষুধাতৃষ্ণা] *বি* ক্ষুধা ও পিপাসা। 'খিদেতেষ্টা পায় না?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

খিদ্যমান [স] *বিণ* দুঃখিত। 'স্বয়ং খিদ্যমান হইয়া বিবেচনা করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

খিদ্যমানা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* দুঃখপ্রাপ্ত। 'বেগম বিসন্ন বদনা খিদ্যমানা অতি কাতরা হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ স্ত্রী* আক্ষেপ করছে এমন। 'রায়ের গৃহিণী ... বিপদ সাগরে মগ্না খিদ্যমানা রোদনপরা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

খিদ্র [স ক্ষুদ্র] *বিণ* ক্ষুদ্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খিধা, খিধে [স ক্ষুধা] *বি* ক্ষুধা। 'যাত খিধা বসে/ নাগরি রাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কিছু নেই খিধে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। *দ্র* **খিদা**

খিন [স ক্ষীণ] **১** *বিণ* শীর্ণ। 'দিনে দিনে খিন তনু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ত্রাসে খিন তনু তবে হইল রুক্মিনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* সরু। 'খিন মাঝা খুল্লনার জেন মধুকরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* কৃশ। 'ভেবে ব্রজপুর লোক সভে হইল খিন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

খিনী [স ক্ষীণ] *বিণ* সরু। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খিন্ন [স] *বিণ* কাতর। 'বিষাদ করয়ে কামবাণে খিন্ন হৈয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

খিন্নমনা [স] *বিণ* ক্ষুণ্ণ। 'আপন দেশে স্বধর্ম্মের দুরবস্থা দৃষ্টে অতি খিন্নমনা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

খিমচি [আ খমসাহ্] *বি* খামচি; নখ দ্বারা আঁচড়। 'বরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে খিমচি কেটে ঝগড়া করে বউ অনর্থ করে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

খিমা [আ খীমাহ্] **১** *বি* তাঁবু। 'আপনার খিমা হইতে জানানা খিমায়।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* কুটির। 'পাতার খিমায় নির্জীব আছি পড়ি!' *নজরুল*, ১৯২৮।

খিয়াতি [স খ্যাতি] *বি* সুনাম। 'ভৃগু নামে মহামুনি সংসারে খিয়াতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

খিয়ানো [স ক্ষিপ>] *ক্রি* ভাসানো। 'সমুদ্রে খিয়ানু নৌকা বড় প্রতিআশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খিয়ারি [খেয়া>] *বি* মাঝি। 'তবে আমি নৌকা নিয়া খিয়ারির রূপে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

খিয়াল [আ খেয়াল] *বি* নেশা। 'সিদ্ধির খিয়ালে সদা শুদ্ধ বুদ্ধিহীন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

খির [স ক্ষীর] *বি* দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন। 'খির নবনি আছে আর দুগ্ধ সর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'খির ভোজন করিল দুহেঁ মহেশ ভবানী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খিরখণ্ড [স ক্ষীর-খণ্ড] *বি* খিরের নাড়ু। 'দম্পত্যে প্রবেশে ঘরে খিরখণ্ড ভোগ করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খিরচাঁপা [স ক্ষীর>] *বি* মিঠাইবিশেষ। 'তবে একখান খিরচাঁপা দিচ্চি প্রাণ ভরে খাও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

খিরপুলি [স ক্ষীর>] *বি* পিঠাবিশেষ। 'খিরখণ্ড ছেনা নাড়ু ... খিরপুলি পদ্মচিনি খায়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খিরকা [আ খিরকাহ্] *বি* ফকির দরবেশদের অঙ্গাবরণবিশেষ। 'সামান্য খিরকা গায়ে হজরত চলেছে ঈদগাহে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খিরকি [স খড়ক্কিকা] *বি* দরজা। 'পাষাণদেউলের খিরকিতে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

খিরগিজ [তু] *বি* মধ্য এশিয়ার দেশ কিরগিজিস্তানের অধিবাসী। 'সে খিরগিজ-জাতীয় চাষীর ছেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

খিরদ [স ক্ষীরোদ] *বি* পৌরাণিক ক্ষীরোদ সাগর। 'পৃথ্বিবির বচনে ব্রহ্মা খিরদেরে গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

খিরদমথন [স ক্ষীরোদ-মন্থন] *বি* ক্ষীরসমুদ্র দলন বা মন্থন। 'খিরদমথনে জেন অমৃত উঠিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

খিরপাই *বি* গুল্মবিশেষ। 'মহরি সোলপা ধন্যা খিরপাই বেত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খিরমিজ [আ কিরমিজ] *বিণ* রক্তবর্ণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খিরা [স ক্ষীরাবী] *বি* শসাজাতীয় ফলবিশেষ। 'এক ব্যক্তি বাহ্যে বসিয়া খিরা খাইতেছিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

খিরি, খিরী [স ক্ষীরাবী] *বি* শসাজাতীয় ফল। 'খিরী খাজুর বনকেন্দু মহুকুত আর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অর্জ্জুন খর্জুর খিরি গয়া আম্বত বোহারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

খিরেলা [স ক্ষীর>] *বি* ক্ষীরের তৈরি খাদ্যবিশেষ। 'একদিন ডাক্তার বাবু তাঁর স্ত্রীর হাতের খিরেলা, খাজা, নিমকি পাঠয়ে দিচলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

খিরোদ [স ক্ষীরোদ] *বি* পৌরাণিক ক্ষীরসমুদ্র। 'খিরোদ শমুদ্রের তিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

খিরোসা [স ক্ষীর>] *বি* দুগ্ধজাত মিষ্টান্নবিশেষ। 'কলা-বড়া মুগ-সাঙলি খিরোসা খিরের পুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খিল[১] [স] *বিণ* অনাবাদি; চাষের অনুপযোগী। 'সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে লাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খিল[২] [স কীল>] **১** *বি* কপাটের অর্গল। 'লোহার কপাট খিল বিষম কুলুপ তায় সাজে।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'খিল খসানো।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'দশরথ খিল।' *সেবধি*, ১৮৪০। **৩** *বি* মাংসপেশির আড়ষ্টতা বা টেনে ধরার ভাব। 'বুকে পিঠে লাগে খিল নাহি থাকে চেতনা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৪** *বি* আঁকশি; হুক। 'গৃহিণী ... হাতের বাউটির খিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্তা মহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

খিল ধরা *ক্রি* অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খিঁচুনি ধরা। 'রোগীর হাতে পায়ে খিল ধরে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খিলখিল [ধ্বন্যা] **১** *বি* খিল খিল শব্দ ক'রে। 'বামনি হাসে খিলখিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* বিদ্রূপাত্মক উঁচু স্বরের। 'পরিচিত কণ্ঠের খিল খিল হাসি শুনিতে পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খিলখিল করে হাসা *ক্রি* উচ্চ স্বরে হাসা। 'ছোকরার দলের মধ্যে একজন খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

খিলান [স কীল>] *বি* ইট-পাথর দিয়ে তৈরি দরজা অথবা তোরণের উপরের অর্ধবৃত্তাকার কাঠামো। *ওগাঁ*, ১৭৮২; *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'তিন খিলানের একটা পাকা সাঁকো।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

খিলান-করা [স কীল>] *বিণ* দুই থামের মাঝখানে ইট বা পাথরের অর্ধ বৃত্তাকার গাঁথনি-সংবলিত। 'প্রকোষ্ঠসকল খিলান-করা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

খিলানো [হি খিলানা] *ক্রি* খাওয়ানো। 'জাতি নাশ করিব আজি গোস্ত খিলাইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'বিষ মিলাওসি মধু খিলাওসি মোর জীউ বধ লাগি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

খিলাত [আ] *বি* রাজার দেওয়া সম্মানসূচক পরিচ্ছদ। 'প্রজার পাপের ফলে খিলাত পাইল মামুদ সরিপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খিলাপ [আ খিলাফ] *বি* অন্যথাচরণ। 'পাছে কোনো অপরাধপ্রথা খিলাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

খিলাফ [আ] **১** *বি* ভঙ্গ। 'ওয়াদা খিলাফের বিরোধ ঝটিতি ভঞ্জন না হয়।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বি* চুক্তিভঙ্গ। 'জে জে তাতি গাফিলতিতে কিস্তি খিলাফ করিয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২। দ্র **খেলাপ, খেলাফ**

খিলাফত, খিলাফৎ [আ] *বি* তুরস্কের বাদশাকে মুসলিম জগতের খলিফা হিসেবে বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলন ও দলবিশেষ। 'কংগ্রেস ও খিলাফতের এই মিলনটার ভিতর সহৃদয়তা আদপেই নেই।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ সূত্রে হিন্দু-মুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

খিলাল [আ] *বি* কাঠি দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করার কাজ। 'কেহ কেহ টুথ পিক দিয়া খিলাল করিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

খিলি [স কীল] **১** *বি* খিল। 'মাঝারে রহিয়া তারা দ্বারে দিল খিলি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* কীলক আকারে সাজা পান। 'পানের খিলি প্রদানপূর্ব্বক মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

খিলিখিলি [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* খিলখিল ক'রে। 'নদী হেসে চলে খিলিখিলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খিলেন [স কীল>] *বি* দুই থামের মাঝখানে ইট বা পাথরের অর্ধবৃত্তাকার গাঁথনি। 'গাড়িবারান্দার খিলেনের কাছটাতে এসেই ...।' *অবন*, ১৯২৭।

খিল্লাত [আ খিলাত] *বি* রাজার দেওয়া সম্মানসূচক পোশাক। 'খিল্লাত পরিধান করে রেশমের খরিতায় পত্রাদি বাঁধতেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

খিসা *বি* ক্ষীর। 'ভিতরে তিলের খিসা, সোঁদা সোঁদা গন্ধ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৫।

খিস্তি *বি* অমার্জিত ভাষায় গালাগালি। 'ঘোরতর উত্তেজনা, ধূমপান, আর্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাসি।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

খিস্তি-খেউড় *বি* ঝগড়া; গালাগালি। 'এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস!' *শামসুর*, ১৯৭০।

খী [স ক্ষেপ>] *বি* সুতার গাছা। 'এক-খী রেশমে সাত-খী সুতো।' *অবন*, ১৮৯৬।

খীকার [হি খাখার>] *বি* কলঙ্ক। 'কেন হেন কইলে পাপ সংগ্রাম খীকার।' *মালাধর*, ১৫০০।

খীড়কি [স খড়ক্কিকা] *বি* বাড়ির পেছনের দিক। 'বাটীর খীড়কির ঘাট হইতে ... গিয়াছে।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

খীন [স ক্ষীণ] ১ *বিণ* শীর্ণ। 'উন্নত গণ্ড কপোল খীনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ক্ষীণতা। 'কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব/ ইহ্নিকে খীন উনকে অবলম্ব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

খীনা [স ক্ষীণা] *বিণ স্ত্রী* শীর্ণ। 'সে পুন পলটি খনে খনে খীনা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

খীনিম [স ক্ষীণ>] *বিণ* ক্ষীণ। 'গুরু নিতম্ব ভরে চলএ ন পারএ মাঝ খীনিম নিমাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

খীর [স ক্ষীর] ১ *বি* দুধের তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'সকল গোঠ মেলাইবোঁ বড়ায়িক খীর যোগাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্তন্য। 'মায় জসোদা পুষিলেক দিঞাঁ খীর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খীরি [স ক্ষীর] *বি* দুধের তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'ভোজন করিয়া খাই হাঁড়ি দশ খীরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০

খীল [স খিল] *বি* অনুর্বরতা। 'শুন নাই আচট ভূমের ভাঙ্গে খীল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

খীলাত [আ] *বি* রাজকীয় পোশাক। 'সাহেবরা রূপ্যময় পাত্রে খীলাত রাখিয়া রাজাকে দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

খীলান [স কীল>] *বি* ইট বা পাথরের অর্ধগোলাকার গাঁথনিবিশেষ। 'চান্দপালের ঘাটে অতিমনোহর এক খীলান গ্রন্থন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

খীলাফী [আ খিলাফ] *বি* প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যে। 'খীলাফীর হকীকত লীখীবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

খুআ [স ক্ষুমা] *বি* রেশম; শণ; পাট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুআড় [স ক্ষয়>] *বি* ইটের ভাঙা টুকরা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুআর [ফা খওয়ার] *বি* নিন্দা; অপযশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুইয়ে বসা *দ্র* খোয়া[১]

খুঁগি [স করঙ্গ] *বি* খুঙ্গি; দোয়াতকলম রাখার পাত্র। 'বিদায় হইএ আমি লএ খুঁগি পুঁথি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

খুঁচ [ধ্বন্যা] *বি* ধারালো ছুরি ইত্যাদি দ্বারা কাটার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুঁচনি [ধ্বন্যা খুঁচ>] *বি* জেরা। 'ব্লাকিয়র সাহেবের খুঁচনিতে এক এক বার ঘাবড়িয়া যাইতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

খুঁচা [ধ্বন্যা খুঁচ>] *বি* বস্তুর আঘাত; তীক্ষ্ণ আঘাত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুঁচানি [ধ্বন্যা খুঁচ>] *বি* বিদ্ধকরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুঁচানো [ধ্বন্যা খুঁচ>] ১ *ক্রি* তীক্ষ্ণ আঘাত করা। 'আগে খাঁচার ভিতর যাক, তার পর খুঁচয়ে আদমারা করবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ২ *ক্রি* প্রশ্ন করা। 'খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেক জিনিস কুবেরের মুখ দিয়ে শুনেছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

খুঁচি, খুঁচী [ধ্বন্যা খুঁচ>] ১ *বি* মাটি বা ধাতুর ছোটো পাত্র। 'আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* ছোটো খোঁচা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* তীক্ষ্ণমুখ। 'খুঁচি খুঁচি সূচি-সারি হাঁড়ি মুখে কালো দাড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩১। ৪ *বি* খড়ের চালের গুঁজি। 'ঘরটা এবার খুঁচি দিয়ে রেখো।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৫ *বি* চাল মাপার আধার। 'এক খুঁচি চীনার দানা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

খুঁজিয়াল [খোঁজ>] *বি* খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর সংগ্রহ করে যে। 'খুঁজিয়াল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করেছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

খুঁট [স খণ্ড] ১ *বি* দোষ; ত্রুটি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* ধুতি বা শাড়ির কোণ। 'কোঁচার খুঁট দিয়া নিঃশব্দে চোখ মুছিতে লাগিল।' *শরৎ*, ১৯১৪।

খুঁট আখুরে [স খণ্ড+স অক্ষর>] *বিণ* অক্ষর পরিচয় ঘটছে এমন। 'এতে যে খুঁট আখুরে ছেলে মেয়ের প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে।' *সওগাত*, ১৯২৯।

খুঁটনি [স খণ্ড>] *বি* বিন্দু; চিহ্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুঁটরে খুঁটরে *ক্রিবিণ* খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। 'আমরা ... খুঁটরে খুঁটরে রাজা প্রতাপচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কত্তেম।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খুঁটা[১] [স খণ্ড>] ১ *ক্রি* সূক্ষ্মভাবে সংগ্রহ করা। 'তোমরা সকলে এক চিত্ত হইয়া ইহা খুঁটিয়া লও।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *ক্রি* হালকাভাবে আঘাত করা। 'ইচ্ছা করে দিবানিশি নখ দিয়া খুঁটি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *ক্রি* একটা একটা করে তোলা। 'ছড়িয়ে গেছে সূতো ছিঁড়ে তাই খুঁটে আজ মরব কি রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

খুঁটিয়া *ক্রিবিণ* পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। 'মহাশয়ের নানা গুণ, সকল খুঁটিয়া বর্ণনা করা ভার।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে *ক্রিবিণ* সযত্নে পরীক্ষা ক'রে। 'সমালোচকেরা দেখেছেন ... চোখে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস লাগিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

খুঁটিয়ে জানা *ক্রি* পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে নেওয়া। 'সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজিষ্ট্রারি করে না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

খুঁটিয়ে দেখা *ক্রি* সব দিক ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা। 'তা একটু খুঁটিয়ে দেখা আবশ্যক।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

খুঁটে খাওয়া *ক্রি* কুড়িয়ে খাওয়া। 'খুঁটে খায় পরস্পরবিরোধী আহার।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

খুঁটে খুঁটে *ক্রিবিণ* একটা একটা ক'রে। 'কাঁচের টুকরোগুলো খুঁটে খুঁটে তোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

খুঁটে বের করা *ক্রি* সযত্নে খুঁজে দেখা। 'কালের ভাঙাকুলো থেকে খুঁটে বের করবার জো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খুঁটা[২] [স ক্ষোড] *বি* খুঁটি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'খুঁটাটাকে জোরে জোরে নাড়া দিল মালু।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

খুঁটাবন্দী *বিণ* খুঁটিতে বাঁধা আছে এমন। 'গরুটা রাস্তার ধারে ফাঁকা জায়গায় খুঁটাবন্দী করে নিলে...।' *শওকত*, ১৯৭৩।

খুঁটি[১], **খুঁটী** [স ক্ষোড] ১ *বি* বাঁশ বা কাঠের দণ্ড। 'আমরা দেওয়াল, খুঁটি, কপাট, গাছ ইত্যাদির উচ্চতা মাপিতে পারি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* বাঁশ বা কাঠের ছুঁচালো মুখ বিশিষ্ট ছোটো দণ্ড। 'ছাগলের খুঁটি।'

শামসুর, ১৯৬৩।

খুঁটী গাড়া *ক্রি* স্থায়ীভাবে অবস্থান করা। 'মানুষের অন্তরে খুঁটী গেড়ে থাকলেই যে সেটি তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক।' *উমর*, ১৯৬৮।

খুঁটি[২] [স খণ্ড>] *বি* পরিধেয় কাপড়ের প্রান্তভাগ। 'ধুতির খুঁটি দিয়ে খুব পরিষ্কার করে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

খুঁটিনাটি [স ত্রুটি>] ১ *বি* কড়াকড়ি। 'স্কুলের তদারকের কথা লইয়া খুঁটিনাটি করিলে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* সূক্ষ্ম। 'খুঁটিনাটি করে বর্ণনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* সূক্ষ্ম বিষয়। 'চশমার ভিতর দিয়া কেবল অনেকগুলা খুঁত এবং খুঁটিনাটি চোখে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৪ *বিণ* ছোটোখাটো। 'নিজের আনন্দ নানা খুঁটিনাটি কাজে এটা-ওটা জিনিসে।' *অবন*, ১৯১৯। ৫ *বি* ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে কলহ। 'রায়-বংশের সহিত আবার খুঁটিনাটি আরম্ভ হইয়া গেল।' *তারা*, ১৯৪০।

খুঁটো [স ক্ষোড] ১ *বি* থাম; খুঁটি। 'আন্দাজি এক খুঁটো গেড়ে চেনে না সীমানা কার।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় গোরু যতদূর পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে, সেই পরিমাণ স্থান। 'দড়ি ধরে যে দু-খুঁটো খাইয়ে আনব।' *শরৎ*, ১৯২৬। দ্র **খুঁটা**[২]

খুঁড়া[১] [স খুল্ল] *বি* কাকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুঁড়া[২] [স খন্>] *ক্রি* খনন করা। 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!' *জীবন*, ১৯৪২।

খুঁড়ি [স খুল্ল>] *বি* কাকি; চাচি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুঁড়িআ *বি* ক্ষুদ্রাকৃতির কলাইবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুঁত [স ক্ষত] ১ *বি* দোষ। 'খুঁত ধরা।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'চশমার ভিতর দিয়া কেবল অনেকগুলা খুঁত এবং খুঁটিনাটি চোখে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* অসম্পূর্ণতা। 'কামিনীর অঙ্গে কোন খুঁত নেই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ৩ *বি* অসঙ্গতি। 'এর ভিতর থেকে খুঁত বের করা খুব সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খুঁতখুঁত [ধ্বন্যা] ১ *বি* অসন্তোষ প্রকাশক শব্দ। 'দিনরাত খুঁতখুঁত খিটখিট করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* বিরক্তবোধ। 'লুনা খুঁতখুঁত করতে থাকে।' *শিবরাম*, ১৯৫০। ৩ *বি* অস্বস্তিবোধ। 'মনটা কেমন খুঁতখুঁত করে তার।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

খুঁতখুঁত করা ১ *ক্রি* সাধারণ ত্রুটিতে অসন্তোষ প্রকাশ করা। 'জেন্টলম্যানেরা সর্বদা খুঁতখুঁত করতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *ক্রি* অব্যক্ত শব্দে অসন্তোষ প্রকাশ করা। 'আত্মীয়স্বজনেরা খুঁত খুঁত করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *ক্রি* সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হওয়া। 'অপুর মন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

খুঁতখুঁতনি [ধ্বন্যা খুঁতখুঁত>] *বি* খুঁতখুঁতে স্বভাব। 'খুঁতখুঁতনি আর তার শোভা পায় না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

খুঁতখুঁতানি [ধ্বন্যা খুঁতখুঁত>] *বি* ঠিক সন্তুষ্ট হতে না পারার অনুভূতি। 'মনে মৃদু একটু খুঁতখুঁতানি জাগিবে কিনা।' *মানিক*, ১৯৩৮।

খুঁতখুঁতি *বি* সন্দেহপ্রবণতা। 'আরতির মনেও যে খুঁতখুঁতি একটু না ছিল, তা নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

খুঁতখুঁতিআ [ধ্বন্যা খুঁতখুঁত>] *বিণ* সন্দেহ-প্রবণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুঁতখুঁতুনি [ধ্বন্যা খুঁতখুঁত>] *বি* কিছুতেই সন্তুষ্ট না-হওয়ার ভাব। 'ওঁর খুঁতখুঁতুনি সংসারকে অতিষ্ঠ করে তুলত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

খুঁতখুঁতে [ধ্বন্যা খুঁতখুঁত] *বিণ* সহজে সন্তুষ্ট হয় না এমন। 'তিনি খুঁতখুঁতে বটে, রাগী নন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

খুঁৎখুঁৎ [ধ্বন্যা] *বি* অব্যক্ত শব্দে বিরক্তি প্রকাশ। 'বেলিটা অকারণে খুঁৎ খুঁৎ আরম্ভ করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। দ্র **খুঁতখুঁত**

খুঁৎখুঁৎ করা *ক্রি* অব্যক্ত শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করা। 'আমি কোণে ব'সে ব'সে খুঁৎখুঁৎ করব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

খুঁতমুত [স ক্ষত>] *বি* দোষত্রুটি। 'খুঁতমুত কিছু নেই তো?' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

খুঁতো [স ক্ষত>] *বিণ* দোষযুক্ত; ত্রুটিযুক্ত। 'তার পাঁঠাটি খুঁতো।' *তারা*, ১৯৪৬।

খুঁয়া [স ক্ষুমা] *বি* তিসিগাছের ছাল থেকে তৈরি সুতা। 'শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁয়ার বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুঁয়ে তাঁতি [স ক্ষুমা+তাঁতি] *বি* তিসিগাছের ছালের সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করে যে। 'খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।' *ভারত*, ১৭৬০।

খুক [ধ্বন্যা] *বি* অল্প কাশির শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুকখুক [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত অনুচ্চ কাশির শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুকরি [নেপালি কুকরি] *বি* নেপাল দেশীয় ছোরাবিশেষ। 'এদের খুকরি দেখলে এখনও জার্মানরা রাইফেল ছেড়ে পালায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

খুকি, খুকী [ওরাওঁ কোকি] *বি* ছোটো মেয়ে; শিশুকন্যা। 'দুখী সুখী মেয়ে কেঁদে কেঁচে হবে খুকী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকি নও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খুকু [ওরাওঁ কোকা] *বি* ছোটো মেয়ে। 'শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খুকুনি [ওরাওঁ কোকি] *বি* ছোটো মেয়ের আদরসূচক ডাকনাম। 'মলিনা! অ খুকুনি!' *নজরুল*, ১৯২৬।

খুকুমণি [ওরাওঁ কোকা+স মণি] *বি* ছোটো মেয়ের আদুরে ডাকনাম। 'খুকুমণি ওঠো রে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খুঙি [স করঙ্ক] *বি* ঝাঁপি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুঙ্গি [স করঙ্ক] ১ *বি* লেখার সরঞ্জাম রাখার পাত্র। 'কাখে করি পুথি খুঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পুথি রাখার ঝাঁপি। 'খুঙ্গি পুঁথি লয়্যা পুনু করিল গমন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

খুঙ্গিপুঁথি [স করঙ্ক>] *বি* বই রাখার থলি ও বই। 'খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

খুচড়া [ফা খুরদা] *বিণ* অল্প; ক্ষুদ্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুচরা, খুচরো [ফা খুরদা] ১ *বিণ* অল্প মূলধনসম্পন্ন। 'খুচরা খুচরা মহাজনেরা ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* ভাংতি। 'খুচরা নোটও থাকবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ৩ *বিণ* ভেঙে ভেঙে দ্রব্য বিক্রয়কারী। 'খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকেরগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বিণ* গুরুত্বহীন। 'চুটকি হাসি এবং খুচরো কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বিণ* ছোটো ছোটো। 'খুচরো প্রশ্নের যা তা জবাব দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৬ *ক্রিবিণ* ঘুরে ঘুরে। 'কলকাতার পথে পথে খুচরো চা বিক্রি করত শুধু।' *জীবন*, ১৯৩২।

খুচি ১ *বি* কানের অলংকারবিশেষ। 'শ্রবণে কুণ্ডল ফুলি খুচি পিলত্তর।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* ধান চাল ইত্যাদি মাপার পাত্রবিশেষ। 'গৃহ অন্নে নাই রুচি ত্যজিছি লক্ষ্মীর খুচি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

খুচুরা [ফা খুরদা] *বি* ছোটো কাজ। 'খুচুরা বুঝ কতগুলা।' *কৃষ্ণরাম*,

১৭২০।

খুজ [হি খোজ] *বি* খোঁজ; সন্ধান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুজরা [ফা খুরদা] ১ *বি* খুচরা বিক্রয়। 'খুজরার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* খুচরা। 'নিরিকদর হওয়াতে খুজরা ব্যাপারির পক্ষে ভাল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

খুজলি [হি] *বি* খোস; পাঁচড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খুজা [হি খোজ] *ক্রি* সন্ধান করা; তালাশ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুজানো [হি খোজ] *ক্রি* অন্যের দ্বারা অনুসন্ধান করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুঞা [স ক্ষুমা] *বি* রেশম। 'খরতর রবির কিরণ শিরে দিলে নাই আঁটে খুঞার বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুঞ্চ [ফা খাওয়াঞ্চাহ] *বি* বড়ো থালা; ট্রে। 'খুঞ্চের উপর জলখাবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

খুঞ্চা [ফা খাওয়াঞ্চাহ] *বি* থালা। 'পুষ্পের তোররা এক খুঞ্চা ভরিয়া বিবি সাহেবের সম্মুখে রাখিলেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

খুঞ্চেপোশ [ফা খাওয়াঞ্চাহ+ফা পোশ] *বি* থালা ঢাকার আবরণ। 'ঢাকলো মেঘের খুঞ্চেপোশে তালপাটালির থাল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

খুট *বি* জমির পরিমাণবিশেষ। 'চৌর্দ্দ খুট জমি আমাদের দখলে আছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৭।

খুটখাট [ধ্বন্যা] *বি* ছোটো বস্তুর নাড়াচাড়ার ফলে সৃষ্ট শব্দ। 'শব্দ হচ্ছে ধুপধাপ, খুটখাট।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

খুটখুট [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত খুট শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খুটরি [স কট>] *বি* ছোটো কৌটা বা খোরা। 'চুন খাইবেন খুটরি ভরা।' *অবন*, ১৯১৯।

খুটা১ [স ক্ষোড] *বি* ঘরের খুঁটি; নৌকা বাঁধার দণ্ড। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খুটা২ *ক্রি* কুড়িয়ে তোলা। 'ভূমি হইতে শিকি দুয়ানি প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য খুটিয়া লইতে পারে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। দ্র **খুঁটা**২

খুটি [স ক্ষোড] *বি* পাটাতন। 'খুটি লাগাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খুড় [স খুল্ল] *বি* খুড়া; পিতার ছোটো ভাই। 'জেটতুতা ভগ্নি, জেটতুত ভগ্নিপতি, জেট সমুর, খুড় সমুড়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'খুড় আমার তিন বিদ্যাতেই মূর্তিমন্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

খুড়তত [স খুল্লতাত] *বিণ* পিতার ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুড়ততো [স খুল্লতাত] *বিণ* পিতার ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'বিন্দু তার খুড়ততো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

খুড়তা [স খুল্লতাত] *বিণ* পিতার ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'ভিন্নপর নহ তুমি খুড়তা বহিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুড়তুত [স খুল্লতাত] *বিণ* পিতার ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'আমার সেই খুড়তুত ভাই এসে পৌচেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খুড়তুতা, খুড়তুতো [স খুল্লতাত] *বিণ* পিতার ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'খুড়তুতা ভগ্নিপতি', 'খুড়তুতা সালা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাইবোন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

খুড়তুতাভগ্নি *বি* পিতার ছোটো ভাইয়ের মেয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খুড়তুতাভাই *বি* পিতার ছোটো ভাইয়ের ছেলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খুড়সষুর [স খুল্ল-শ্বশুর] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর খুড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খুড়সাষুড়ী [স খুল্ল-শ্বশ্রূ] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর খুড়ি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খুড়সাস [স খুল্ল-শ্বশ্রূ] *বি* খুড়শাশুড়ি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুড়া [স খুল্ল] *বি* পিতার ছোটো ভাই; পিতৃব্য। 'রঘুনাথ দাসের তিঁহো হয় জ্ঞাতি খুড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

খুড়াতত [স খুল্লতাত] *বিণ* খুড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। 'পালিত খুড়াতত ভাই সিষ্টজোগ্য ধর্ম্মবন্ত দয়াসিল কল্যানবরেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

খুড়াশ্বশুর [স খুল্ল+স শ্বশুর] *বি* শ্বশুরের ছোটো ভাই। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুড়াসষুর [স খুল্ল+স শ্বশুর] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর খুড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খুড়ি১ [স ক্ষুদ্>] *বি* খোড়ার হাতিয়ার। 'লহ খুড়ি কোদাল খন্তা খুরধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুড়ি২, **খুড়ী** [স খুল্ল>] *বি স্ত্রী* পিতার ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। 'খুড়ি সব প্রতি দিলা করিতে ভূষণ।' *সুলতান*, ১৭০০; 'খুড়ী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খুড়িমা [স খুল্ল>] *বি* পিতার ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। 'খুড়িমাকে লইয়া খুড়া দেশে থাকিয়া বিষয়কর্ম দেখেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

খুড়িআ [স খণ্ডকারী] *বি* খেঁসারি। 'গোধূম কিনে খুড়িআ সরিষা মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুড়ো [স খুল্ল>] *বি* পিতার ছোটো ভাই; চাচা; কাকা। 'খুড়ো আমার ভাইপো বলে ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। দ্র **খুড়া**

খুড্যা [স খুল্ল] *বি* খুড়া। 'ই সে সিত ত্রয়োদশী খুড্যা হইল স্বর্গবাসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুণ্টি [স ক্ষোড] *বি* খুঁটি। 'খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী।' *চর্যা* ৮, ১২০০।

খুতি *বি* ছোটো থলেবিশেষ। 'কোমরে টাকার খুতি বেঁধে কতবারই না গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

খুৎখুতে *বিণ* সন্দেহপ্রবণ। 'এমন খুৎখুতে হওয়ার কোনো মানে নেই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

খুদ [স ক্ষুদ্র] ১ *বিণ* ছোটো। 'খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* চালের কণা। 'খুদ লয়া গেলা বিপ্র দ্বারিকা নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

খুদকুঁড়া, খুদকুঁড়ো [স ক্ষুদ্র+স কণ্ডন] ১ *বি* সামান্য খাবার। 'গুমান হইল গুঁড়া না মিলিল খুদ কুঁড়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* ক্ষুদ্র কণা। 'সেই আনন্দ-উৎসবের উদ্বৃত্ত খুদকুঁড়াও ... বাহিরে আসিয়া পড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

খুদ-ঘাঁটা [খুদ+ঘাঁটা] *বি* চালের ক্ষুদ্র কণার জাউ। 'হেথা পায় নাকো কেহ খুদ-ঘাঁটা, কেহ দুধ-সর-ননী।' *নজরুল*, ১৯২৫।

খুদে খুদে *বিণ* ছোটো ছোটো। 'খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খুদের খুদ *বিণ* অতি সামান্য। 'পরে যাহা বাকি রহিল – অল্পাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

খুদরা [ফা খুরদা] *বিণ* খুচরা। 'কেবল আধুলি সিকিমাত্র আছে তজ্জন্য খুদরা দেনা পাওনাবিষয়ে যে ক্লেশ ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

খুদা১ [স ক্ষুদ্>] ১ *ক্রি* খোদাই করা। 'পশ্চিমে খুদিবে তাহাঁ যক্ষ এক হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাঁহারা এক কাষ্ঠপট্টে একেবারে পুস্তকের এক এক পৃষ্ঠ খুদিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *ক্রি* খনন

করা। 'কয়েক বৎসর খুদতে খুদতে দুই যন্ত্রিদল ... সমুখাসমুখি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **খুদিআছে** *ক্রি* খনন করেছে। 'চারি দিকে কোটের খন্দক খুদিআছে।' *সুলতান*, ১৭০০। **খুদে** *ক্রি* খনন ক'রে। 'চারিদিকে গড় খুদে গড়বন্দী কইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খুদানো [স ক্ষুদ্>] *ক্রি* অন্যের দ্বারা খোদাই কাজ করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুদা[১] [ফা] *বি* খোদা; আল্লাহ। 'মা শা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিন্দেগী দরাজ করুন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খুদাতালা [ফা খুদা+আ তাআলা] *বি* মহান আল্লাহ। 'খুদাতালা মেহেরবান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খুদি[১] [ফা খুদা] *বি* স্বয়ম্ভু। 'কোনরূপে ফানা করে খোদে খুদি হয়।' *লালন*, ১৮৯০।

খুদি[২] [স ক্ষুদ্র>] *বিণ* ছোটো। 'খুদি খুদি পোকায় একেবারে অষ্টাঙ্গ ছেঁকে ধরত।' *তারা*, ১৯৪০।

খুদে [স ক্ষুদ্র>] *বিণ* ছোটো। 'আমাদের খুদে কুকুরটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

খুদ্যা [স ক্ষুদ্র] *বিণ* ক্ষুদ্র। 'নিদ্রা নাহি হয় খুদ্যা পিপীলিকার জ্বালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুদ্র [স ক্ষুদ্র] *বিণ* ছোটো। 'আজ্ঞী সংহারিব তোকে অতি সিসু খুদ্র।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

খুধা [স ক্ষুধা>] *বি* ক্ষুধা। 'সুন ভাই খুধা বড় পাইল আমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

খুধাতুর [স ক্ষুধাতুর] *বিণ* ক্ষুধায় কাতর। 'খুধাতুর হৈয়াছে দুহাঁর সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

খুধাতুরা [স ক্ষুধাতুরা] *বিণ স্ত্রী* ক্ষুধার্ত। 'মূর্ছায় মরিল বুদ্ধি হৈয়্যা খুধাতুরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুধাতৃসা [স ক্ষুধাতৃষ্ণা] *বি* ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। 'জেই বাঞ্ছ তাই দিব খণ্ডিব খুধাতৃসা।' *মালাধর*, ১৫০০।

খুধার্ত, খুধার্ত্ত [স ক্ষুধার্ত] *বিণ* ক্ষুধায় কাতর। 'আমি খুধার্ত্ত আছি বিদায় হই।' *মিলার*, ১৭৯৭।

খুন[১] [ফা] *বি* লাল রং। 'উলাইল আগুনের খুন।' *জ্ঞানদাস*, ১৬০০।

খুন[২] [ফা] **১** *বি* হত্যা। 'হের দেখ পিঠে চুন ভাঁড়ু দত্ত করে খুন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* নিহত। 'ভূমিকম্পে ... এক শত ছেষট্টি লোক খুন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বি* বিনাশ। *ভবানী*, ১৮২৩। **৪** *বিণ* রক্তাক্ত। 'আন গো তোরা লাল ছড়ি। খোকাকে মেরে খুন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৫** *বি* রক্ত। 'ভাইদের খুন-মাখানো সমাধি।' *নজরুল*, ১৯২২।

খুন-আলুদা [ফা] *বিণ* রক্ত-রাঙা। 'শিমুল গাছটার দিকে চেয়ে মনে হলো যেন তার ডালে ডালে নিরাশ প্রেমিকের 'খুন-আলুদা' হৃৎপিণ্ডগুলো টাঙানো রয়েছে!' *নজরুল*, ১৯২২।

খুন-খাদক [ফা খুন+স খাদক] *বি* রক্তখেকো। 'প্রেম মানে না খুন-খাদক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খুনখারাপি, খুনখারাপী [ফা খুন+আ খারাবী] **১** *বি* খুন করা এবং অনুরূপ অপরাধ। 'খুনখারাপীর ব্যাপার এলোমেলো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* দাঙ্গা-হাঙ্গামা। 'পারতপক্ষে খুন-খারাপি করতে চায় না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খুনখারাবি, খুনখারাবী [ফা খুন+আ খারাবী] **১** *বি* খুনোখুনি; রক্তারক্তি। 'পূর্ব্বে কি এত খুন খারাবী হইত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৬; 'পৈশাচিক খুন-খারাবি আমাদিগকে ... সচেতন করিয়া দিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* দাঙ্গা-হাঙ্গামা। 'খুন-খারাবি যে যত করিতে পারিবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

খুন-খুবি [ফা] *বি* রক্তোন্মত্ততা। 'রণ-দুন্দুভি শুনি খুন-খুবি।' *নজরুল*, ১৯২২।

খুন-খেগো [ফা খুন+স খাদক>] *বিণ* রক্তপায়ী। 'খুন-খেগো তলওয়ার আজ শুধু রণ চায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

খুন-খোশরোজ [ফা] *বি* রক্তের মহোৎসব। 'সেই পুর রে যথা খুন-খোশরোজ খেলে হররোজ দুশমন – খুনে ভাই!' *নজরুল*, ১৯২২।

খুন চাপা *ক্রি* ক্রোধের ফলে মাথায় রক্ত ওঠা। 'সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন খুন চাপিয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

খুনজোশি, খুনজোশী [ফা খুন-জোশ>] **১** *বিণ* রক্তোন্মত্ত। 'মোরা খুনজোশি বীর।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* রক্তোন্মত্ততা। 'পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন-জোশীতে রে লাগে আগ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খুন ঝরা *বি* রক্তপাত হওয়া। 'সাদিরের খুন ঝরা থেমেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খুন-ঝারা [ফা খুন+স ধারা] *বি* রক্তের ধারা। 'আঁধিয়ারা হয়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন-ঝারা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খুন-বদন [ফা খুন+স বদন] *বিণ* অতিশয় ক্রুদ্ধ। 'আজ জল্লাদ নয়, প্রহ্লাদ সম মোল্লা খুন-বদন!' *নজরুল*, ১৯২২।

খুন-মাখা [ফা খুন+মাখা] *বিণ* রক্তিম; রক্তমাখা। 'মদন মারে খুন-মাখা তূণ।' *নজরুল*, ১৯২৩।

খুন-মাখানো [ফা খুন+মাখা>] *বিণ* রক্ত-মাখা। 'ভাইদের খুন-মাখানো সমাধি।' *নজরুল*, ১৯২২।

খুন-মোচন [ফা খুন+স মোচন] *বি* রক্তপাত। 'ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন!' *নজরুল*, ১৯২২।

খুন-রঙিন [ফা খুন+রঙিন] *বিণ* রক্তের মতো লাল। 'পিণ্ডারিদের খুন-রঙিন নখ-ভাঙা এই নীল সঙিন।' *নজরুল*, ১৯২২।

খুনরেজি [ফা খুন>] *বি* অবলীলায় খুন করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খুন হওয়া *ক্রি* দিশাহারা হওয়া। 'শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হলো খুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

খুনে [ফা খুন>] *বি* কাউকে হত্যা করতে পারে এমন লোক। 'দু বেটাই মৃজাপুরি গুণ্ডা, দু বেটাই খুনে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

খুনের টান *বি* রক্তের আকর্ষণ। 'জানো বৌমা, একেই বলে খুনের টান।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খুনখুনে *বিণ* অত্যন্ত বৃদ্ধ। 'তাঁর মা একেবারে খুনখুনে হয়ে পড়েছেন।' *মনোজ*, ১৯৬১।

খুনশী, খুনসি [হি খুনসী] **১** *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'বখশী আমার পতি সদাই খুনশী।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ক্রোধ। 'আসনা সুতা কাটে খুনসি ভাঙ্গে।' *প্যারী*, ১৮৬০।

খুনসুটি [ফা খুন>] **১** *বি* মান-অভিমান। 'প্রিয়ার সাথে খুনোখুনি খেলি না, কিন্তু খুনসুটি হয়তো করি।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* ছোটোখাটো ঝগড়া। 'ঘাড়ে মুখে আলতো বুলিয়ে নিয়ে পাউডার পরস্পর খুব করি খুনসুটি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

খুনসুড়ি [ফা খুন>] ১ *বি* হুল। 'ও কি ভাই আসতে চায়, কত খুনসুড়ি কর্ত্তে লাগল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ২ *বি* উৎপাত। 'ইলশে গুঁড়ির খুনসুড়িতে/ ঝাড়ছে পাখা – টুনটুনিতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। ৩ *বি* মান-অভিমান; প্রণয়-কলহ। 'দিলে দিলে আজ খুনসুড়ি করে দিললগী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

খুনাখুনি [ফা খুন>] *বি* রক্তপাত। 'ছাগল মুড়ির তরে বয় খুনাখুনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

খুনি১ [স ক্ষুমা] *বি* শণ থেকে উৎপাদিত বস্ত্র। 'শত শত এক জায় গুজরাটে তন্ত্রবায় ভুনি খুনি ধুতি বোনে গড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুনি২, খুনী [ফা খুন>] ১ *বি* হত্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* বীর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বি* হত্যাকারী। 'খুনি ও দস্যু ও সকল হঙ্গামী লোক।' *মেয়ার*, ১৭৮৭। ৪ *বি* খুনের কাজ। 'কাহারনামে খুনি ও ডাকাতি।' *এডমন*, ১৭৯০। ৫ *বিণ* খুন সংক্রান্ত। 'জন হেজ সাহেবের উপরে এক খুনী মোকদ্দমা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'আমি যখন খুনী মামলার আসামী হই।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

খুনিয়া [ফা খুন>] ১ *বিণ* হত্যাকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* ঘাতক। 'দুনিয়াটা খুনিয়ার, তবে কেন মানো আর।' *নজরুল*, ১৯২২।

খুনিয়ারা [ফা খুন>] *বিণ* রক্তাক্ত। 'সেই খুনে খুনিয়ারা হলো ঘর, আর আমার কাপড়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খুনোখুনি, খুনোখুনী [ফা খুন>] ১ *বি* রক্তারক্তি। 'দুই দলে খুনোখুনি পড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* তুমুল ঝগড়াবিবাদ। 'একটা খুনোখুনি হইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বি* পরস্পর মারামারি। 'গল্প নইলে হবে খুনোখুনী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। ৪ *বিণ* তুলকালাম। 'এক একদিন তুই যেরকম খুনোখুনি ব্যাপার বাধিয়ে তুলতিস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

খুন্তি [স খনিত্র] ১ *বি* খন্তা আকৃতির বৈষ্ণব চিহ্নযুক্ত দণ্ড। 'রথের প্রথমে পেটা ঘড়ি, নিশান, খুন্তি, ভোড়োং ও নেড়ির কবি।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* রান্নার কাজে ব্যবহৃত হাতিয়ারবিশেষ। 'জটিলা শাশুড়ী খুন্তি পোড়াইয়া তাঁহার গাত্রে ...।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮৬।

খুপড়ি, খুপরি [স ক্ষুপ] *বি* খোপের মতো ছোটো ঘর। 'কুলীদের বাসের খুপড়ি।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'খুপরির গান।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

খুপসুরৎ [ফা খুব+আ সুরত] *বিণ* সুদর্শন। 'ওর বিবী বুঝি খুব খুপসুরৎ?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

খুপি, খুবি [স ক্ষুপ] *বি* প্রকোষ্ঠ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খুব [ফা] ১ *বিণ* বেশি; অত্যন্ত। 'করিবে খেদমতগারী খুব খবরদার।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'এ হুকুম খুব তহকিক ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *ক্রিবিণ* অত্যন্ত। 'ইজারা বেরাজ করিব আর খুব সাজাই দিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বিণ* উত্তম। *ভবানী*, ১৮২৩। ৪ *বিণ* রক্ষণশীল। 'আমার স্বামী খুব হিন্দু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

খুবছুরত [ফা খুব+আ সুরত] *বিণ* রূপবতী। 'হামেল রহিতে বুড়ি খুবছুরত হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খুবসুরত [ফা খুব+আ সুরত] *বিণ* রূপবান। 'রাহেলা বিবির একটি সুন্দর খুবসুরত ছেলে হইল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

খুবসুরতি [ফা খুব+আ সুরত>] *বিণ স্ত্রী* রূপবতী। 'মতলব হাসিল করো তোমার খুবসুরতি রতির সাথে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

খুবরি [স ক্ষুপ>] *বি* ছোটো ঘর। 'একটি অন্ধকার খুবরি ঘরে বসিয়া শিখাইতে লাগিলেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

খুবলানো *ক্রি* খাবলে নেওয়া। 'কয়েকটি ক্রুদ্ধ পশু রাত্রিটাকে খুবলে খেতে পরম উৎসাহী।' *শামসুর*, ১৯৭০।

খুবানি, খুবানী [ফা] *বি* কমলা রঙের গোলাকার ফলবিশেষ। 'আকরোট পেস্তা খুবানী চলগোজা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'রসাল খুবানি মাটিতে পড়েছে ঝরে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

খুবি [ফা খূবী] *বি* কল্যাণ। 'তবে মেরা মউতের খুবি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খুবিকর [ফা খূবী+স কর] *বিণ* কল্যাণকর। 'খুবিকর অশ্ববর নাচএ মেদিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

খুয়ানো [স ক্ষয়] *ক্রি* হারানো। 'কামিনীর কাঞ্চন লুটে পিতৃধন খুয়ায়।' *লালন*, ১৮৯০।

খুর১ [পা] ১ *বি* গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্তের শক্ত অংশ। 'তরগঁন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ।' *চর্যা* ৬, ১২০০। ২ *বি* হিল; জুতার নিচের গোড়ালি। 'উঁচু খুরওয়ালা জুতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খুরওয়ালা [পা খুর+হি ওয়ালা] *বিণ* উঁচু গোড়ালিবিশিষ্ট। 'খুরওয়ালা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খুর-রেণু [পা খুর+স রেণু] *বি* খুর থেকে ওঠা ধুলা। 'মাঠের পথে ধেনু চলে/ উড়িয়ে গোখুর-রেণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

খুর২ [স ক্ষুর] *বি* চুল কামানোর ধারালো অস্ত্রবিশেষ; ক্ষুর। 'খুর দিতে নাপিত সে চাঁচর চিকুরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

খুরধার [স ক্ষুরধার] ১ *বিণ* উগ্রস্বভাব। 'সতিন দুর্বার জেন খুরধার আমারে ছাগ রাখায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* খুরের মতো ধার আছে এমন। 'খাড়া যেন খুরধার ছুঁতে মাটি কাটে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খুরনখ [পা খুর+স নখ] *বিণ* খুরের মতো ধারালো নখবিশিষ্ট। 'দেখি বীর খুরনখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুরপা [স ক্ষুরপ্র>] *বি* মাটি খোঁড়ার জন্য ব্যবহৃত ছোটো খন্তা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুরপি [স ক্ষুরপ্র>] *বি* ছোটো খন্তা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এছাড়া, খুরপি, নিড়ুনি নাগালের মধ্যে চাই।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

খুরপো [স ক্ষুরপ্র] *বি* মাটি খোঁড়ার হাতিয়ারবিশেষ; খুরপা; খুরপি। 'খোন্তা, খুরপো, নিড়িন, কাঁচি, কোদালি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

খুরপাচ *বি* ঘোড়ার জিন সংলগ্ন ফিতা ইত্যাদি। 'ঘোড়ার পিঠ হইতে জিন খুরপাচ খুলিয়া ঘোড়াকে ছায়ায় বাঁধিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

খুরপ্র [স] *বি* ঘাস চেঁচে তোলার যন্ত্রবিশেষ। 'তিনি, খুরপ্র লইয়া, ঘাস তুলিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

খুরপ্রধারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অস্ত্র ধারণকারী। 'খুরপ্রধারিণী তুমি বাণ-বিধারিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুরসান [স খর+আ সেহেন] *বি* উভয় দিকে ধারালো ছোরা। 'অর্জ্জুনে ছেদিল তাকে খুরসান ঘায়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

খুরা [পা খুর>] *বি* খাটের পায়া। 'খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খুরাকি [ফা খুরাক] *বি* খাবার। 'পরের ভানা ভানতে ভানতে নিজের ঘরে নাই খুরাকি।' *লালন*, ১৮৯০।

খুরি, খুরী [ফা খোরাহ] *বি* ছোটো বাটি বা পাত্রবিশেষ। 'বাম করে নারায়ণ তৈলে পুর্‍্যা খুরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খুরী – ১০০০।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৫৩।

খুরু [স ক্ষুর] *বি* ধারালো হাতিয়ারবিশেষ; ক্ষুর। 'নখর-রঞ্জিত খুরু নাহী কাটে তাল-তরু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুলতা [স খুল্ল>] *বি* মাতুল; মাতার ভাই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খুলা[1] [আ খুলআ] *ক্রি* মুক্ত করা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খুলানো [আ খুলআ>] *ক্রি* অন্যের দ্বারা মুক্ত করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুলে দেওয়া *ক্রি* অবারিত করা। 'দূর হতে কার পায় সাড়া খুলে দেয় প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

খুলে বলা *ক্রি* বিস্তারিতভাবে বলা। 'তবে আজ সমস্ত খুলিয়া বলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

খুলে যাওয়া *ক্রি* জেগে ওঠা। 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

খুলে লেখা *ক্রি* বিস্তারিত বর্ণনা ক'রে লেখা। 'তোকে সমস্ত খুলে লিখিনি বলে তোর এই প্রশ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খুলা[2] *বি* স্ত্রী কর্তৃক বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক। 'দরকার হলে স্ত্রীও স্বামীকে বর্জ্জন করতে পারে; এরূপ বর্জ্জনকে খুলা বলা হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খুলি[1] [স কর্পর] *বি* মাথার হাড়; করোটি। 'শিল বাজে জেন গুলি ভাঙ্গিল মাথার খুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুলি[2] [স খল্ল] *বি* (কলাগাছের) খোল। 'আনিয়া কলার খুলি ...।' *বিজয়*, ১৬৫০।

খুলিনা *বি* খুলনা। 'কলিকাতা হইতে খুলিনা মোকাম।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

খুল্লতাত [স] *বি* পিতার কনিষ্ঠ ভাই। 'পঞ্চ সহোদর তবে বন্দে খুল্লতাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

খুল্লতাতপত্নী [স] *বি* পিতার ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। 'আমার খুল্লতাতপত্নী কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

খুশ [ফা] **১** *বি* খুশি; আনন্দ। 'খুশকারী।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* সরস। 'হাসি থাকে খুশদিলে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **৩** *বিণ* মজাদার। 'খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **৪** *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ত। 'তোমাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় খুশ এক্তেয়ারে, বহালতবিয়তে ... যোগ দি, সে হচ্ছে অন্য কথা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। **৫** *বিণ* শৌখিন। 'প্যারিসের এক সুবিখ্যাত গুর্মে অর্থাৎ খুশখানেওলা বা ভোজনরসিক একবার তুর্কীতে বেড়াতে যান।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। দ্র **খোশ**

খুশকারী [ফা খুশ+স কারী] *বিণ* মিষ্টভাষী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খুশখৎকো *বি* ক্যালিগ্রাফার; সুদর্শন নকশা করে যে। 'এই জাপানী ভ্রমণ, কবি, দার্শনিক এবং খুশখৎকো।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

খুশখানেওলা *বি* খাদ্য বা খাওয়ার ব্যাপারে শৌখিন ব্যক্তি। 'প্যারিসের এক সুবিখ্যাত গুর্মে অর্থাৎ খুশখানেওলা বা ভোজনরসিক একবার তুর্কীতে বেড়াতে যান।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

খুশগল্প [ফা খুশ+স জল্প] *বি* মজার গল্প। 'খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

খুশদিল [ফা] *বি* সরস হৃদয়। 'হাসি থাকে খুশদিলে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খুশনসিব [ফা খুশ+আ নসিব] *বি* সৌভাগ্য। 'শহীদে কারবালা হবার খুশনসিবই-বা ক'জনের হয় বল!' *রশীদ*, ১৯৬৩।

খুশনাম [ফা] *বি* সুনাম। 'এ জাহাজের রান্নার খুশনাম আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

খুশবাই [ফা খোশবু] *বি* সুগন্ধ। 'বোস্তানের খুশবাই হয়ে সকল দুর্গন্ধ মেরে ফেলে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খুশবোদার [ফা খোশবুদার] *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'এ দুর্দিনে এরকম সোনামুখী খুশবোদার সিগারেট পেল কোথায়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

খুশকি [ফা] *বি* মাথার শুকনা চামড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খুশরোজ [ফা] *বি* আনন্দ-উৎসব। 'এসেছে কেউ খেলিতে সেরেফ খুশরোজ হেথা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

খুশরোজী [ফা] *বিণ* নতুন দিনের। 'খুশরোজী মুসাফের।' *জীবন*, ১৯২৭।

খুশি, খুশী [ফা খুশী] **১** *বিণ* আনন্দিত। 'পাতশা হইলা খুশি কহিতে লাগিলা তুষি।' *ভারত*, ১৭৬০; 'মনটাকে খুশী না রাখলে শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **২** *বি* আনন্দ। 'কোন দিকে হয় খুশির বাগান।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বি* ইচ্ছা। 'ডাকি তারে যা খুশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৪** *বিণ* তৃপ্ত। 'লিখিয়া ভারী খুশি হইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৫** *বি* প্রসন্ন। 'খুশি হয়ে একটুকু হেসো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৬** *বি* ভোরের আলো। 'লেবুর ডালে খুশি যেমন প্রথম জেগে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

খুশি না ধরা *ক্রি* আনন্দে আত্মহারা হওয়া। 'ধরার খুশি ধরে না গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

খুশিভরা [ফা খুশী+ভরা] *বিণ* আনন্দপূর্ণ। 'সদা খুশিভরা বুক হেথা হাসিভরা গাল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

খুশিমতো [ফা খুশী+মতো] *ক্রিবিণ* ইচ্ছা অনুযায়ী। 'মামলাকে জটিলতরো করিয়া খুশিমতো মীমাংসার দিকে ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

খুশিমনে [ফা খুশী+স মন>] *ক্রিবিণ* আনন্দিত হয়ে। 'তিনি সন্ধ্যেবেলায় খুশিমনে বাসার রোয়াকে বসে গুড়গুড়ি টানছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

খুশিমুখ [ফা খুশী+স মুখ] *বিণ* হাসিমাখা মুখবিশিষ্ট। 'বিদায় নেবার দিন দেখি ... ভারি খুশিমুখ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

খুশীগমী [ফা খুশী+আ গম>] *বি* সুখ-দুঃখ। 'বিবিজানের খুশীগমীতে তাঁহাকে স্বহস্তে স্বস্কন্ধে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খুষকি [ফা খুশকী] *বি* শুকনা পথ। 'নায়ে যাবা না খুষকি যাবা।' *কেরি*, ১৮০২।

খুস [ফা খুশ] *বিণ* আনন্দিত; সন্তুষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুসকি, খুসকী [ফা খুশকী] *বি* মাথার শুকনো চামড়া। *ভবানী*, ১৮২৩।

খুসকী পথ [ফা খুশকী+পথ] *বি* পায়ে চলার পথ। 'বারাণশী ধামে খুসকী পথে প্রস্থান করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

খুসখুস [ধ্বন্যা] *বি* গলা দিয়ে তৈরি কাশির অনুরূপ এক ধরনের শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুসখুসানি [ধ্বন্যা খুসখুস>] *বি* গলা দিয়ে তৈরি কাশির অনুরূপ এক ধরনের শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুসখুসানো [ধ্বন্যা খুসখুস>] *ক্রি* গলা দিয়ে কাশির অনুরূপ এক ধরনের শব্দ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুসখুসুনি [ধ্বন্যা খুসখুস>] *বিণ* খুসখুস ধ্বনিবিশিষ্ট। 'গলার মধ্যে

একটু খুসখুসুনি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

খুসবু [ফা খুশবু] *বি* সুগন্ধ। 'খসখসের পর্দায় খাসা গুলাবপানি ছিটিয়ে খুসবুতে দিল মশগুল করতেন না।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

খুসি, খুসী [ফা খুশী] ১ *বি* আনন্দ। 'বেণ্যানী মনেতে খুসি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* ইচ্ছা। 'তোমার খুসী মাফিক হয় পাঠাইবা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। ৩ *বি* তৃপ্তি। 'যত চুসী তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* সন্তুষ্ট। 'দস্তজা ঘরপোড়া কাটের হিসাবে ও দাওয়ানজীকে খুসি রাখবার জন্য তাতে আর কথা কইলেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খুসিয়ানা [ফা খুশী>] *বিণ* আমোদের জন্য করা হয়েছে এমন। 'বাকী সকলি তামাসা ও খুসিয়ানা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

খুসীমাফিক [ফা খুশী+আ মাফিক] *ক্রিবিণ* খুশিমতো; ইচ্ছা অনুযায়ী। 'পাদরি কাতিয়ানের স্থানে ছাওয়ালের খুসীমাফিক তঙ্কা লইবেক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

খুস্কী [ফা খুশকী] *বিণ* শুষ্ক। 'জমি মজকুরা পতিত খুস্কী হয়।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৭।

খুড় [স খুল্ল] *বি* খুড়া; পিতার ছোটো ভাই। 'মনে মনে খুড়ের উপর মর্মান্তিক চটা।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

খুধা [স ক্ষুধা] *বি* ক্ষুধা। 'খুধা তৃষা দুঃখ সুখ আপনার জেন রূপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খৃঃ অঃ, খৃঃ অব্দ [খ্রিস্ট+অব্দ] *বি* খ্রিস্টাব্দ। 'তিনি ১৪১৭ খৃঃ অব্দে, ফেব্রুয়ারির ঊনবিংশ দিবসে, বিষ্টুলানদীর তীরবর্তী থরননগরে জন্মগ্রহন করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'রাজশেখর ১৩৪৮ খৃঃ অঃ গ্রন্থ রচনা করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

খৃষ্ট, খৃস্ট [ই ক্রাইস্ট] *বি* যিশুখ্রিস্ট। 'খৃষ্টের ধর্ম্মবিষয়ক মত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪; 'খৃস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

খৃষ্টসংঘ, খৃস্টসংঘ [ই ক্রাইস্ট+স সংঘ] *বি* খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সংঘ বা সম্প্রদায়। 'সম্পূর্ণ পৃথক দুটি খৃষ্টসংঘের সৃষ্টি হল।' *প্রমথ*, ১৯১৭; 'খৃস্টসংঘ গড়ে উঠেছে ... ।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

খৃষ্টান, খৃস্টান [ই ক্রিশ্চিয়ান] ১ *বিণ* খ্রিস্টীয়। 'খৃষ্টান ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে মহোদ্যোগ হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। 'যে ইংরেজ নয়, যে খৃস্টান নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

খৃষ্টানি, খৃস্টানি, খৃষ্টানী, খৃস্টানী [ই ক্রিশ্চিয়ান>] ১ *বি* খ্রিস্টানসুলভ আচরণ। 'নিতান্তই খৃস্টানি বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* খ্রিস্টানসুলভ। 'এই-সব খৃস্টানি কাণ্ড ঘটিতে দিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *বি* খ্রিস্টান। 'অহরহ আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী/ হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

খৃষ্টাব্দ [ই ক্রাইস্ট+স অব্দ] *বি* খ্রিস্টাব্দ; যিশুখ্রিস্টের জন্ম থেকে গণনা করা বৎসর। 'তিনি ১৭২০ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

খৃষ্টিয়ান, খৃষ্টীয়ান [ই ক্রিশ্চিয়ান>] ১ *বি* খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। 'মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের তর্কযুদ্ধ।' *প্রচারক*, ১৮৯১; 'যীশু মন্ত্র গ্রহণপূর্বক খৃষ্টীয়ানদের দলপুষ্টি করিতেছিলেন।' *প্রচারক*, ১৯০১। ২ *বিণ* খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। 'কি মুসলমান, কি য়িহুদি, কি খৃষ্টিয়ান।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

খৃষ্টীয় [ই ক্রিশ্চিয়ান>+স ঈয়] *বিণ* যিশুখ্রিস্ট সংক্রান্ত। '... কিন্তু খৃষ্টীয় শকের ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে, জোতির্মণ্ডলীর বিষয় বিশুদ্ধ রূপে বিদিত হয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

খে [স ক্ষেপ] *বি* প্রসঙ্গ; সূত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেআ [স ক্ষেপ্>] *বি* নৌকা দ্বারা নদী পারাপার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেআঘাট *বি* নৌকাযোগে পার হওয়ার ঘাট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেআনি [স ক্ষেপ্>] *বি* খেয়ার মাঝি। 'চাহিআ খেআনি তবে না পাইল আর।' *মালাধর*, ১৫০০।

খেআনো [স ক্ষেপ>] *ক্রি* খেয়া পার করা। 'নাঅ খেআইলোঁ রাধা না পায়িলোঁ কূল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কথো দূর খেআইলে নাঅ চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খেআতি [স খ্যাতি] *বি* সুনাম; যশ। 'উচিতে পালিলে প্রজা রাখিলে খেআতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

খেআনো [স ক্ষেপ>] *ক্রি* নৌকা বাওয়া। 'নাঅ খেআইলোঁ রাধা না পায়িলোঁ কুল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খেআমত [আ কিয়ামত] *বি* মহাপ্রলয়ের দিন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেআল [আ খেয়াল] *বি* স্বপ্ন; কল্পনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেআলি [আ খেয়াল>] *বিণ* কল্পনাবিলাসী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেই [স ক্ষেপ] ১ *বি* সুতার মুখ বা প্রান্ত। 'দেড় কাহন হবে দেখ দিকি কেমনি খেই।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* প্রসঙ্গ। 'বড়দিনে বাবু সেজে কতরূপ খেই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* ধারাবাহিকতা। 'গানের খেই হারাইয়া ফেলিল।' *তারা*, ১৯৪২। ৪ *বি* তল। 'তার না পাই খেই না পাই ফাঁক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

খেই-খেই *বি* হইচই। 'কারা যেন খেই-খেই করছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

খেইহারা *বিণ* খেই হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'মনও বেশিক্ষণ খেইহারা চিন্তার ... মতো নয়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

খেই হারানো [খেই+স হারা] *ক্রি* মূল প্রসঙ্গ ভুলে যাওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেউ [ধ্বন্যা] *বি* কুকুরের ডাক। 'খেউ কল্লেই শিকারী কুকুর বলে বুঝা যায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

খেউখানো *ক্রি* ঘেউ ঘেউ করা। 'খেউখাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খেউড় [স ক্ষেড়] *বি* আঠারো শতকে কলকাতায় উদ্ভূত বাদ-প্রতিবাদমূলক অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল গান। 'বিরহ, লাহড়, খেউড়, টপ্পা ... গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

খেউড়ি, খেউরি [স ক্ষৌর>] *বি* নাপিতের দ্বারা চুল দাড়ি কামানো। 'আসি নরসুন্দ পরম আনন্দ খেউরি কৈল্ল সবাকারে।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'নাপিত ... বহু রকমের লোককে খেউড়ি করে।' *জসীম*, ১৯৬০।

খেউর [স ক্ষৌর] *বি* চুল দাড়ি কামানো। 'বিচারিয়া ধর্মাধর্ম করাই খেউর কর্ম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খেউরি *দ্র* খেউড়ি

খেওআ, খেওয়া [স ক্ষেপ] ১ *বি* নৌকায় পারাপার করার কাজ। 'বল করি খেওআ রাজা গছাইল মোরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* পারাপারের খেয়া। 'খেওয়া নাও পাতিয়া গোসাইরে করে পার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

খেংরা *বি* ঝাঁটা। 'চাকরদের কাছে ... তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে

দু বার নিকেশ নেওয়া হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খেংরোপেটা *বি* ঝাড়ু দিয়ে প্রহার। 'বলতে বলতেই খেংরাপেটা শুরু করলে।' *পাশা*, ১৯৭১।

খেঁই খেঁই [ধ্বন্যা] *বিণ* কুকুরের ডাকের মতো। 'তাহাদের খেঁই খেঁই আওয়াজের মধ্যে কোনোপ্রকারে গাম্ভীর্য অথবা গৌরব নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

খেঁউড় [স ক্ষেড়] *বি* অকথ্য ভাষায় গালাগালি। 'হুতোমের নকশা কেবল ... খেঁউড় ও পচালে পোরা।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

খেঁউড় গীত [স ক্রীড়া>+স গীত] *বি* অশ্লীল গান। 'নেড়ীর গান শকের যাত্রা খেঁউড় গীত শুনিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

খেঁকশিয়াল [ধ্বন্যা খেঁক+স শৃগাল>] *বি* এক জাতীয় শিয়াল। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'এক খেঁকশিয়াল সাঁতারিয়া নদী পার হইতে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

খেঁকশিয়ালী [ধ্বন্যা খেঁক+স শৃগালী] *বি স্ত্রী* এক জাতীয় শিয়াল। 'এক খেঁকশিয়ালী দেখিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

খেঁকশেয়াল [ধ্বন্যা খেঁক+স শৃগাল>] *বি* এক জাতীয় শিয়াল। 'ঢোলকান খেঁকি খেঁকশেয়াল ঘোড়ারু।' *ভারত*, ১৭৬০।

খেঁকসিআলি [ধ্বন্যা খেঁক+স শৃগাল>] *বি স্ত্রী* এক রকমের শিয়াল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঁকানো [ধ্বন্যা খেঁক>] **১** *ক্রি* তাড়া করা। 'হঠাৎ আমাদের প্রতি খেঁকাইয়া আসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *ক্রি* বিরক্তি প্রকাশ করা। 'ঝ্যাকালো গলায় খেঁকিয়ে উঠলেন।' *সাদত*, ১৯৬৭।

খেঁকি [ধ্বন্যা খেঁক>] *বিণ* খ্যাক খ্যাক শব্দকারী। 'ঢোলকান খেঁকি খেঁকশেয়াল ঘোড়ারু।' *ভারত*, ১৭৬০।

খেঁকি কুকুর *বি* খ্যাক খ্যাক ক'রে বিরক্তি সৃষ্টি করে এমন কুকুর। 'কুকুর-সম্প্রদায়ের মধ্যে খেঁকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

খেঁচ [হি খিঁচনা] *বি* টান। 'ঘন ঘন মারে খেঁচ বড় মৎস্য উঠে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

খেঁচকা [হি খিঁচনা] *বি* আকর্ষণ; টান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঁচকানো [হি খিঁচনা] *ক্রি* অনবরত বিরক্তিকর অনুরোধ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঁচে হাওয়া দেওয়া *ক্রি* দ্রুত পালানো। 'তাড়া করলে খেঁচে হাওয়া দেওয়ার মতো লাইন ক্লিয়ার আছে কিনা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

খেঁচড়া [স খচর>] *বিণ* দুষ্ট; পাজি; বজ্জাত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঁচড়ানি [স খচর>] *বি* দুষ্টামি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঁচড়াপনা [স খচর>+পনা] *বি* দুষ্টের ন্যায় আচরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঁচনি [হি খিঁচনা] *বি* রোগে হাত পা প্রভৃতি খিল ধরা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঁচা [হি খিঁচনা] *ক্রি* আকর্ষণ করা। 'কামান খেঁচিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নিকাড়ি খেঁচিয়া মুখে দিলেক লাগাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

খেঁচাখেঁচি [হি খিঁচনা>] *বি* টানাটানি; চেঁচামেচি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঁচানো [হি খিঁচনা>] *ক্রি* খিঁচুনি হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঁট [স খেট] *বি* ভোজ। 'সুরা খেঁট বিনে মাত্র নাহিক আরতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খেঁটে [স খেট>] *বি* মোটা লাঠি। 'রেয়ে যে খেঁটে এনেছিল, সাধুদাদা না ধরলিই জন্মের মত ভাত কাপড় দিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

খেঁড়ু [স ক্ষেড়] *বি* আদিরসাত্মক গানবিশেষ; খেঁউড়। 'নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।' *ভারত*, ১৭৬০।

খেঁতখেঁত [ধ্বন্যা] *বি* শিশুর অসুস্থতায় করা কান্নার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঁতখেঁতানি [ধ্বন্যা খেঁতখেঁত>] *বি* খেঁতখেঁত ক'রে কান্নার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঁতখেঁতানো [ধ্বন্যা খেঁতখেঁত>] *ক্রি* খেঁতখেঁত ক'রে কাঁদা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঁসারি, খেঁসারী [স খণ্ডকারী] *বি* খেসারি; এক রকম ডাল। 'ক্ষেৎ ভরা খেঁসারী পেকেছে এই শীতে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'খেঁসারি ডালেরও চাষ করিস বুঝি?' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

খেকন [ধ্বন্যা খেক>] *বি* থুতু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খেকরানো [ধ্বন্যা খেক>] *ক্রি* থুতু ফেলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খেকো *বিণ* ভোজনকারী। 'রোঘো খেকো, রোঘো সব সাজে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খেগো *বিণ* খাদক। 'যদি কোনো মানুষ-খেগো সভ্যজাত থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

খেঙরা, খেঙ্গরা *বি* ঝাঁটা। 'মনে করেছিলুম কালামুখীর দেখা পেলে মনের সাধে খেঙ্গরা পেটা করবো।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'খেঙরা মারিয়া বিদায় করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

খেঙরানো *ক্রি* ঝাঁটা দিয়ে আঘাত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেঙ্গরা *দ্র* **খেঙরা**

খেচড়া [স কৃসর] *বি* খিচুড়ি। 'তোমার খেচড়া আর কেলে মার গোস্ত, পোলাও কালিয়ে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

খেচর [স] **১** *বি* পাখি। 'গগনতলে উঠে নীল ধুঙা চাতক খেচর জত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* আকাশচারী। 'কিবা তিলিসমাত কিবা খেচর প্রমাণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খেচরান্ন [স কৃসর-অন্ন] *বি* খিচুড়ি। 'পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।' *ভারত*, ১৭৬০।

খেচরান্নজীবী [স কৃসর-অন্ন-জীবী] *বিণ* খিচুড়িভোজী। 'ছিল জাত হবিষ্যান্নজীবী, হল ক্রমে খেচরান্নজীবী।' *অবন*, ১৯২৫।

খেচরী [স কৃসর] *বি* খিচুড়ি। 'খেচরী ও অন্ন ব্যঞ্জন ও পাখাল অন্নের চারি ভোগ।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

খেচা [হি খিঁচনা] *ক্রি* টানা। 'তবে বাগ খেচি জাঙ্গে চাপিল কিঞ্চিৎ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **খেচিয়া** *ক্রি* বিদ্ধ ক'রে। 'হোসেনেরে মারিবেক তলোয়ার খেচিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **খেচিল** *ক্রি* মারলো। 'ক্রুদ্ধ হই শাহ আলি চাবুক খেচিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

খেচাখেচি [হি খিঁচনা] *বি* ঘাত-প্রতিঘাত। 'খেচাখেচি মিশামিশি করএ অবিশ্রাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

খেচামেচী [হি খিঁচনা] *বি* চেঁচামেচি ও বকাবকি। 'তোমার খেচামেচীতে দু'একদিনের মধ্যেই পালাবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খেজমত [আ খেদমত] *বি* সেবা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খেজমতগার, খেজমৎগার [আ খেদমত+ফা গার] *বি* খেদমতগার; সেবক। 'খানসামা খেজমৎগার ফরাস হুকাবর্দ্দার পাঙ্খাবর্দ্দার।'

ভবানী, ১৮২৫; 'কেহ বা দরবান কেহ বা খেজমতগার।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

খেজাব [আ খিজাব] *বি* কলপ। 'বাবু দেন মেখে দাড়িতে খেজাব।' *নজরুল*, ১৯৩১।

খেজালতী [আ খিজালত] *বিণ* যন্ত্রণাদায়ক। 'অর্ধেক সময় যায় পাঁচ টাকাকে একত্রিশ ভাগ করে দুই কিংবা তিন দিয়ে গুণ করার খেজালতী কর্মে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

খেজুর [স খর্জূর] **১** *বি* এক জাতীয় ফল ও তার গাছ। 'শয়ন করিল দোহ খেজুরের তলে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* খেজুরের রস থেকে তৈরি। 'শীতকালে খেজুর গুড়ের সন্দেশ উঠিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

খেজুরগুঁড়ি *বি* খেজুর গাছের কাণ্ড। 'কর্তিত খেজুরগুঁড়ি দিয়া রস চোঁয়াইতেছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

খেজুরছড়ি [স খর্জূর+স ছটা] *বি* খেজুরের কাঁদি। 'খেজুরছড়ি, নারকোলঝিরঝিরি ঝাউয়ের শনশনানি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

খেজুর-বীথি [স খর্জূর+স বীথি] *বি* খেজুর গাছের সারি। 'কোথায় আমার খেজুর-বীথির গান?' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

খেজুর-মেতি [স খর্জূর+মাথা>] *বি* খেজুর গাছের মাথার কোমল অংশ; খেজুর গাছের মাথি। 'খেজুর-মেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা।' *শরৎ*, ১৯১৮।

খেজুরিআ [স খর্জূর>] *বিণ* খেজুর সম্বন্ধীয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেজুরে [স খর্জূর>] *বিণ* খেজুরের রস থেকে তৈরি। 'নতুন খেজুরে গুড়-সহযোগে চারি খণ্ড লুচি ... খাওয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খেজুরের গুড় *বি* খেজুর গাছের রস থেকে প্রস্তুত গুড়। 'কোনটাতে সামান্য একটু খেজুরের গুড়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

খেএগা [স ক্ষমা>] *ক্রি* ক্ষমা করা। 'মোরি অবিনএ যত পরলি খেএগব তত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

খেটক [স] *বি* ঢাল। 'পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা খেটক শরাসন বাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খেটকধরা [স খেটক+স ধারী] *বিণ* ঢাল ধারণকারী। 'খড়্‌গিনী খেটকধরা খড়্‌গপতাকিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খেটে-খাওয়া *বিণ* শ্রমজীবী। 'আমি খেটে-খাওয়া মানুষ।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

খেটেখুটে *দ্র* **খাটা**

খেটেল [স কষ্ট] *বি* শ্রমজীবী। 'কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী।' *ভারত*, ১৭৬০।

খেড়[1] [স খড়] *বি* বিচালি। 'খেড় আগুণী এক করিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খেড়খানা [স খড়+ফা খানাহ্] *বি* সুগন্ধি খড়ের ঘর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খেড় ঘর [স খড়+ঘর] *বি* খড়ের ঘর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খেড়[2] [স ক্ষ্বেড়] *বি* খেউড়; বাদ-প্রতিবাদমূলক স্থূল রসাত্মক গানবিশেষ। 'আমি বাইয়ানা গাহনা জানি, পীরিরি গীত জানি, সখীসম্বাদ বিরহ খেড় জানি, একটা শোনবা?' *ভবানী*, ১৮২৮।

খেড়া [স ক্রীড়া] *বি* খেলা। 'বাংধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।' *চর্যা ৪১*, ১২০০; 'প্রাণ লয়্যা খেড়া হইল আগ হে বড়াই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খেড়ি, খেড়ী[1] [স ক্রীড়া] *বি* খেলা। 'খেড়ী খেলাইএ আক্ষে নান্দের ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'খেড়ি হেতু বসিল যকল সভাচএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

খেড়ী[2] *বি* শ্যামা ঘাস। 'দু-বিঘে খেড়ী ক্ষেত আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

খেড়ুয়া[1] [স ক্রীড়া>] *বি* খেলোয়াড়। 'পুনি ফিরাইতে পারে সেই সে খেড়ুয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খেড়ুয়া[2] [স খড়>] *বি* খড়ের ঘর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খেণেক [স ক্ষণেক] *ক্রিবিণ* কখনো। 'খেণেকে আলোপ চন্দ্র খেণেকে বিদিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খেৎ [স ক্ষেত্র] *বি* খেত। 'বিছুটির খেৎ দেও বিছানা করিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খেত [স ক্ষেত্র] **১** *বি* ফসলের জমি। 'টিটেন টিটানি, খেতের মিঠানি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'কাপাসের খেত হইতে আনিল গোমুণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* জলা জায়গা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খেতখামার [স ক্ষেত্র+ফা খিরমন] *বি* আবাদি জমি; চাষাবাদ। 'চাষী খেতখামারের কাজে মাঠে গিয়াছে।' *জসীম*, ১৯৬০।

খেতপাথার [স ক্ষেত্র+স প্রান্তর] *বি* খেতখামার। 'খেতপাথারে জোয়ারের পানি আসার সাথে সাথে করিম বকশের মনে আসে এক জোয়ার।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

খেতমজুর [স ক্ষেত্র+ফা মজদুর] *বি* খেতের কাজ করে যে। 'মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার আগে সে ছিল খেতমজুর।' *হাসান*, ১৯৭৪।

খেতরানা *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'উত্তরে খেতরানা বসে দেব মহামতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খেতাপ [আ খিতাব] *বি* উপাধি। 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ রাস্তায়, পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খেতাব [আ খিতাব] *বি* উপাধি। 'বাপের খেতাব দিলা মোরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

খেতাববর্জিত [আ খিতাব+স বর্জিত] *বিণ* খেতাবের অপেক্ষা রাখে না এমন। 'এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাববর্জিত-লোকে গমন করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

খেতাবি [আ খিতাব] *বিণ* মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। 'সাধুভাষা কেতাবি হলেও খেতাবি নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

খেতি[1] [স ক্ষতি] *বি* দুঃখ। 'খেতি করে আক্ষার পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খেতি[2] [স ক্ষিতি] **১** *বি* ক্ষিতি। 'জতেক পড়িল খেতি তলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কৃষিক্ষেত্র। 'কড়্যা সাক তোলে দুয়া ফিরে খেতি খেত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খেত্রি [স ক্ষত্রিয়] *বি* ক্ষত্রিয়। 'বীর খেত্রি অদ্ভুত দোসর যমের দূত সমরে রহাএ রবিরথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খেদ [স] **১** *বি* দুঃখ। 'ন ভেলে রঙ্গ রভস দুর গেল/ ইথি হম খেদ একও নহি ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ক্লান্তি। 'স্বরিরে যথ খেদ সভ করি পরিচ্ছেদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* আক্ষেপ। 'চারিজোনে সে কন্যাকে দেখিয়া বিস্তর খেদ করিলেন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৪** *বি* অনুতাপ। 'তাদের জন্যে আমার খেদ কি?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

খেদ করন *বি* আক্ষেপ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খেদন [স] *বি* খেদ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খেদার্ণব [স খেদ–অর্ণব] *বি* দুঃখের সাগর। 'অত্যন্ত খেদার্ণবে মগ্ন

হইয়া প্রকাশ করিতেছি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

খেদং [স খেদঙ্গ] *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'প্রাণে যেন খেদং তিরের মতো এসে বিঁধে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খেদমত, খেদমৎ, খেদমদ [আ খিদমত] ১ *বি* চাকরি। 'ধন্য রে কোটালি খেদমত।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* সেবা। 'খোদায় ভেজিল দুনু করিতে খেদমত।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'পীর সাহেবের খেদমতে পৌঁছে দেবার জন্য।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

খেদমতগার [আ খিদমত+ফা গার] *বি* সেবক। 'আছিলুম ইমামের খেদমতগার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

খেদমতগারী [আ খিদমত+ফা গার>] *বি* পরিচর্যার কাজ। 'করিবে খেদমতগারী খুব খবরদার।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'জমাদারী, খেদমতগারী, ও আর২ সব রকম তাবেদারী ও ফরমাবরদারী কিয়াথা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

খেদমৎকার [আ খিদমত>+স কার] *বি* দাস। 'মুটিয়া, মজুর ... খেদমৎকারের জাতিতে পরিণত।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

খেদমৎগার [আ খিদমত+ফা গার] *বি* সেবক; ভৃত্য। 'শরিফ সন্তানেরা এবং তাহাদের খেদমৎগারগণ উর্দ্দু বলেন।' *ইমান*, ১৯০০।

খেদমদগারি [আ খিদমত+ফা গার>] *বি* সেবকের কাজ। 'হিসটিরিয়া-ওয়ালী মেয়ের খেদমদগারি করবার ফুরসত আমার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খেদা[1] [স খিদ্>] *বি* হাতি ধরার ফাঁদ। **খেদা করা** *ক্রি* বিশেষ ফাঁদ দিয়ে হাতি ধরা। 'তিনি একবার মহারাজ কিরাতনাথের সঙ্গে গারো পাহাড়ে খেদা করতে গিয়েছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯২২।

খেদা[2] [স খিদ্>] *বি* তাড়া। 'চক্র লৈয়া গোবিন্দাই পাছু খেদা দিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

খেদাওন [হি খেদনা] *বি* বিতাড়ন করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খেদানিআ [স খিদ্>] *বি, বিণ* তাড়নকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেদানো [স খিদ্>] ১ *ক্রি* তাড়ানো। 'খেদব মোএঃ কোকিল অলিকুল বারব করকঙ্কন ঝমকাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* কেটে তোলা; খনন করা। 'মাটি খেদাইয়া খাল বানাইয়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **খেদব** *ক্রি* তাড়াবো। 'খেদব মোএঃ কোকিল অলিকুল বারব করকঙ্কন ঝমকাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **খেদাই** *ক্রি* তাড়িয়ে। 'খেদাই লইল লাগ হইয়া ক্রুদ্ধ মুখী।' *সুলতান*, ১৭০০। **খেদাইতে** *ক্রি* তাড়াতে। 'পক্ষ খেদাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **খেদাইয়া** *ক্রি* তাড়িয়ে। 'বিনা জওয়াবে কাছেদেরে খেদাইয়া দিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **খেদায়** *ক্রি* তাড়ায়। 'ধর ধর বলিয়া রাখোয়ালে খেদায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **খেদারিয়া** *ক্রি* বিতাড়িত ক'রে। 'বেহেশত হইতে বুঝি দিবে খেদারিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **খেদি** *ক্রি* তাড়িয়ে। 'ইন্দ্র খেদি সর্গ লিতে কৈল অনুমানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **খেদিয়া** *ক্রি* তেড়ে। 'রাম হৈয়া কেহো তাকে জাএত খেদিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **খেদিয়ে** *ক্রি* বিতাড়িত ক'রে। 'ছেলে রাজা হয়ে তোকে খেদিয়ে দিবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **খেদিল** *ক্রি* তাড়া করলো। 'আমারে খাইতে পাছু গরুড় খেদিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

খেদরে দেওয়া *ক্রি* তাড়িয়ে দেওয়া। 'আমি যদি না থাকতুম ত তোকে এত দিন পয়জার দিয়ে খেদরে দিত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

খেদাড়ানো [স খিদ্>] *ক্রি* তাড়ানো। 'মাংস লোভে পক্ষসব তাহা খেদাড়িল।' *মালাধর*, ১৫০০। **খেদাড়িআ** *ক্রি* তাড়িয়ে। 'অনন্ত বাসুকি তারে খেদাড়িআ খাএ।' *রামাই*, ১৭১০। **খেদাড়িয়া** *ক্রি* তেড়ে। 'খেদাড়িয়া আইসে সেই দসন বিকটে।' *মালাধর*, ১৫০০। **খেদাড়িল** *ক্রি* তাড়ালো। 'মাংস লোভে পক্ষসব তাহা খেদাড়িল।' *মালাধর*, ১৫০০। **খেদাড়ে** *ক্রি* বিতাড়ন করে। 'মার মার কর‍্যা কোপে খেদাড়ে বামনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খেদান্বিত [স] ১ *বিণ* রাগান্বিত। 'মছন্দরি খেদান্বিত হইয়া ... আজ্ঞা করিলেক।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* অনুতাপযুক্ত। 'বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

খেদার্ণব *দ্র* খেদ

খেদিত [স] ১ *বিণ* বিষণ্ণ। 'পুত্র না হওয়াতে সর্ব্বদা খেদিত থাকেন।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বিণ* দুঃখিত। 'ইহার পরলোক হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

খেদিব [ফা খিদীব] *বি* মিশরের রাজার উপাধি। 'এখানে মিশরের খেদিব কখন কখন আসিয়া বাস করেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

খেদোক্তি [স] ১ *বি* দুঃখের কথা। 'এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। ২ *বি* আক্ষেপের কথা। 'ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

খেন [স ক্ষণ] *বি* ক্ষণ; সময়। 'এই খেনে রসাবেশে কহে বড়ু চণ্ডীদাসে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

খেনেক [স ক্ষণেক] *ক্রিবিণ* ক্ষণমাত্র। 'খেনেক রহিয়া কাম পাইল চেতন।' *মালাধর*, ১৫০০।

খেনে খেনে *ক্রিবিণ* ক্ষণে ক্ষণে। 'খেনে খেনে মন্দগতি চলন ঠমক।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'খেনে খেনে দণ্ডবত হএ বহুতর।' *সুলতান*, ১৭০০।

খেপ *বি* বার; দফা। 'প্রতি খেপেই প্যারীমোহন সেনগুপ্ত নির্মমের মত তা প্রত্যর্পণ করেন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

খেপলা [স ক্ষেপ্>] *বি* মাছ ধরার জালবিশেষ। 'আমরা খেপলা জাল আর ফেলব না ভাই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খেপা[1] [স ক্ষেপ্>] ১ *ক্রি* উপভোগ করা। 'খেপহুঁ জোইণি লেপ ন জায়।' *চর্যা ৪*, ১২০০। ২ *ক্রি* যাপন করা। 'তরুন তরুনি সঙ্গে রইনি খেপবি রঙ্গে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

খেপা[2], **খেপানো** [স ক্ষিপ্>] ১ *ক্রি* ছেড়ে দেওয়া। 'ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ক্ষেপণ করলো। 'সহসা রাধা চাহল সচকিত, দূরে খেপল মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ৩ *ক্রি* ক্ষিপ্ত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৪ *ক্রি* উত্তাল হওয়া। 'ঢেউ উঠেছে ঐ খেপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

খেপা[3] [স ক্ষিপ্>] ১ *বিণ* উন্মাদ। 'হারাইলে তুমি বাপা চায়্যা বুলি হয়্যা খেপা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ক্ষিপ্ত। 'ভয়েতে হইল খেপা কমজাত এজিদা।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* এলোমেলো। 'বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে ফাগুন করিছে হাহা ফুলের বনে।' ১৯০৯। ৪ *বিণ* বৃষ্টিমুখর। 'কোন খেপা শ্রাবণ ছুটে এলো আশ্বিনেরই আঙিনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৫ *বিণ* পাগলামিপূর্ণ। 'কোথা থেকে নামল রে সেই খেপা দিনের মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

খেপামি [স ক্ষিপ্>] *বি* পাগলামি। 'এই খেপামির বন্যাকে ... সহজ স্রোতে কেমন করিয়া পরিণত করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

খেপে ওঠা *ক্রি* রাগান্বিত হওয়া। 'বিনা কারণে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

খেপে যাওয়া ১ *ক্রি* পাগল হওয়া। 'ছেলেটা একে খেপিয়া যাইবার জো হইয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* বেপরোয়া হওয়া। 'দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খেপি, খেপী [স ক্ষিপ্‌>] ১ *বি স্ত্রী* ক্ষিপ্ত ব্যক্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ স্ত্রী* উন্মাদ। 'একরাশ ছিন্ন-মুণ্ড খেপী বেটির পানে ছলছল চোখে ...।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খেবা [স ক্ষেপ>] *বি* খেয়া। 'ব্যাঞ্জ নারিলুম খেবা।' *সুলতান*, ১৭৫০।

খেম [স ক্ষমা] ১ *বি* মাফ। 'উদ্দেসে ভাবনা করি মনে করে খেম।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ভাতা। 'খেম নাহী পাএ চারি মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খেমটা [হি] ১ *বি* (সংগীত) একপ্রকার তাল। 'আমি খেমটা বাদ্য বাজাই।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* খেমটা তালের নাচ। 'দুটো ... ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খেমটা নাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* মত্তপ্রায়। 'কেমন কানাভাঙা খোনা খেমটা উত্তেজের অবসাধে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

খেমটাওয়ালী, খেমটাওআলি [হি] *বি* পেশাদার নর্তকী। 'বেয়ারা – ঐ খেমটাওয়ালীদের ডেকে দে তো।' *মাইকেল*, ১৮৬০। 'খেমটাওআলি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেমটি [হি] *বি* নর্তকী। 'তোমার কল্যাণে আজ খেমটির নাচ দেব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

খেমা [স ক্ষমা] *বি* ক্ষমা। 'কাকুতী করিআঁ বোলোঁ খেমা কর মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খেমএ** *ক্রি* ক্ষমা করো। 'সবে মিলি যত দোষ খেমএ আমাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **খেমা করন** *বি* ক্ষমা করা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। **খেমিআ** *ক্রি* ক্ষমা ক'রে। 'খেমিআ সকল দোষ বীরকে করিব সেনাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **খেমিল** *ক্রি* ক্ষমা করলো। 'খেমিল সকল দোস জাহ নিজ পুরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

খেয়া [স ক্ষেপ>] ১ *বি* নদী পারাপারের নৌকা। 'অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়া ঘাটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* নদী পার হওয়ার মাশুল। 'কর্ণ ধরে পার করবেন দু-এক পয়সা খেয়া দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

খেয়াঘাট [স ক্ষেপ>] *বি* নৌকায় পারাপারের নির্দিষ্ট জায়গা। 'পূর্বে পরিকর সনে আসি খেয়াঘাটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

খেয়া-তরী [স ক্ষেপ>+স তরী] *বি* নদী পারাপারের নৌকা। 'কত খেয়া-তরী দেয় পাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খেয়াতরীহারা [স ক্ষেপ>+স তরীহারা] *বিণ* পারাপারের ব্যবস্থাহীন। 'আর রবে খেয়াতরীহারা এ পারের ভালোবাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

খেয়া দেওয়া *ক্রি* খেয়া নৌকায় পারাপার করা। 'নৌকোয় খেয়া দেওয়া, জল তোলা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

খেয়ানী *বি* খেয়া পার করে যে। 'খেয়ানী ভাইরে হাতে নাই মোর কড়ি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খেয়া নৌকা, খেয়া নৌকো *বি* মাশুল দিয়ে নদী পারাপারের নৌকা। 'খেয়া নৌকা।' *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'চাষারা মাথায় টোকা প'রে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে খেয়া-নৌকোয় পার হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'খেয়ানৌকা পাল তুলিয়া ঢেউয়ের উপর দিয়া পাড়ি দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

খেয়া পার *বি* নৌকাযোগে পারাপার। 'পাটনি পাতিল খেয়া পার হইয়া যাইতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

খেয়া-পারাপার *বি* খেয়ায় পারাপার করার কাজ। 'খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

খেয়ার নৌকা *বি* নদী পারাপারের নৌকা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

খেয়ার পাই *বি* খেয়া পারাপারের পয়সা। 'নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

খেয়ারি [খেয়া>] *বি* খেয়ার মাঝি। 'খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

খেয়াতি [স খ্যাতি] *বি* যশ। 'খেয়াতি ক্ষিতির নাম বটে সর্ব্বসহা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খেয়ানত [আ খিয়ানত] *বি* বিশ্বাসভঙ্গ। 'আমানতে খেয়ানত সাবুদ রাখিয়া জোখোন জেখানে জে জবাব সওয়াল হয় করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

খেয়াল [আ] ১ *বি* লীলা। 'ইহা দেখ আল্লার খেয়াল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* কাল্পনিক দৃশ্য। 'না এ তো স্বপ্ন নয়, তবে কি খেয়াল দেখিলাম?' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* উচ্চাঙ্গ সংগীতের আঙ্গিকবিশেষ। 'কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ ... খেয়াল, প্রবন্ধ ... চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বি* যুক্তি। 'তর্কের খেয়াল অনুসারে যখন যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৫ *বি* চিন্তা। 'এ হয়তো আপনার একটা খেয়াল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

খেয়াল-খবর [আ খেয়াল+আ খবর] *বি* ভালো-মন্দ খোঁজ। 'খেয়াল-খবর রাখি নে তো কোনো-কিছুরই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

খেয়ালখাতা [আ খেয়াল+আ খাতা] *বি* খুশিমতো রচনার খাতা। 'নূতন বৎসরের প্রথম দিন হতে ভারতীর জন্য একটি খেয়ালখাতা খুলবেন।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

খেয়াল খাসলত [আ] *বি* আচার-আচরণ। 'বড় আপার খেয়াল খাসলতটা দিন দিন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

খেয়ালখুশি, খেয়ালখুশী [আ খেয়াল+ফা খুশী] ১ *বি* সুবিধা-অসুবিধা। 'কেবল নিজের খেয়ালখুশি দেখলে চলে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮। ২ *বি* নিজের ইচ্ছামতো চালচলন। 'খেয়ালখুশীর ছিটি নিয়ে কেউ সরাইয়ে আশ্রয় নেয় না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খেয়ালখুশিমতো [আ খেয়াল+ফা খুশী+স মত্ত] *ক্রিবিণ* স্বেচ্ছাচারে। 'মানুষের সুখ-দুঃখ ঘটে মানব-ভাগ্য-বিধাতার একান্ত খেয়ালখুশিমতো।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

খেয়াল-খোলা [আ খেয়াল+খোলা] *বিণ* বেখেয়ালি। 'আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

খেয়ালি, খেয়ালী [আ খেয়াল>] ১ *বি* খেয়াল গায়ক। 'খেয়ালী যতই কার্দানি করুন না কেন, তালচ্যুত ... হবার অধিকার তাঁর নেই।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বিণ* কল্পনাবিলাসী। 'খেয়ালী লেখা বড়ো দুষ্প্রাপ্য জিনিস।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'যেন কোন খেয়ালী খেলাশেষের ভাঙা খেলাঘর।' *নজরুল*, ১৯৩০। ৩ *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!' *নজরুল*, ১৯২২।

খেয়ালিপনা [আ খেয়াল>+স প্রবণ>] *বি* খেয়ালি স্বভাব। 'একবার খুলছে আবার বন্ধ হচ্ছে তার খেয়ালিপনা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

খেয়াল্যৎ [আ খেয়াল>] *বি* মতাদর্শ। 'ইহাদের খেয়াল্যৎ ঠিক ইউরোপীয় নাস্তিকদিগেরই অনুরূপ।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

খেয়ুড় [স ক্ষেড়>] *বি* আদিরসাত্মক গানবিশেষ; খেউড়। 'নদিয়া সান্তিপুর হইতে খেয়ুড়া আনাইব নৌতুন নৌতুন জাতে খেয়ুড় শুনাইব।'

হ্যালহেড, ১৭৭৮। দ্র **খেউড়**

খেয়ুড়া [স ক্ষেড়>] *বি* আদিরসাত্মক গান খেউড়ের পরিবেশক। 'নদিয়া সান্তিপুর হইতে খেয়ুড়া আনাইব নৌতুন নৌতুন জাতে খেয়ুড় শুনাইব।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

খেয়োখেয়ি *বি* পরস্পর তর্জনগর্জনসহ তুমুল ঝগড়া বা মারামারি। 'এমন খারাপ লাগে আমার এক-এক সময়ে এই খেয়োখেয়ি কাণ্ডে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

খের *বি* খড়। 'আসুক না খেরের নেড়ায় আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেব না ...?' *কায়সার*, ১৯৬২।

খেরাজ [আ খিরাজ] *বি* রাজস্ব। 'মৌরসী-মোকররারী প্রভৃতির জরীয়াতেই খাজনা-খেরাজ মায় আবওয়াব আদায়-উসুল করে আসছেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খেরি [স ক্রীড়া] *বি* খেলনা। 'সম্মুখে লইয়া খেরি খেলে শিশুগণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খেরু [হি খারুয়া] *বিণ* ধূসর। 'খেরু বর্ণ।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খেরুআ, খেরুয়া, খেরয়া [হি খারুয়া] *বি* লালবর্ণের মোটা সুতার কাপড়বিশেষ। 'ক্ষুরের ভাঁড়ি খেরুয়া কাপড় মোড়া আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'খেরুআ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'লাল খেরুয়ার পুরু পর্দা।' *অবন*, ১৯২৭।

খেরেওয়ালি [স খেল্>+হি ওয়ালী] *বি* বেশ্যা। 'খেরেওয়ালি ১৬০০।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

খেরেস্তান [ই ক্রিশ্চিয়ান] *বি* খ্রিস্টান। 'খেরেস্তান হয়ে গিয়েছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

খেরো [হি খারুয়া] *বি* লালবর্ণের মোটা সুতার এক প্রকার কাপড়। 'উঠোনে ... তার উপর মাঁদরাজি খেরোর জাজিম হাসচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খেল [স খেল্>] *বি* খেলা। 'সোনালী আলোর খেল।' *জসীম*, ১৯৩১।

খেল ভুলানী *বিণ* খেলাধুলার কথা ভুলিয়ে দেয় এমন। 'চোখের পাতায় বাজে বাণী/ কাজ ভুলানী খেল ভুলানী।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

খেলআড় [স খেল্>] *বি* খেলোয়াড়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেলওয়াড় [স খেল্>] *বি* খেলোয়াড়। 'ভাল খেলওয়াড়ে ছক্কা করিবার বড় আস্থা প্রদর্শন করে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

খেলওয়াত [আ] *বি* রাজদত্ত পোশাক। 'ফটক দুয়ারে আইল খেলওয়াত খানা।' *গরীব*, ১৭৬৫। দ্র **খেলাত**

খেলকা [আ খিরকাহ্] *বি* সুফিদের পরিধেয় লম্বা জামাবিশেষ। 'গাত্রে খেলকা, পিরাণ, অথবা আলখেল্লা দিয়া ... ভিক্ষা করিতে যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'তখন খেলকা তহবন ছিল না।' *লালন*, ১৮৯০।

খেলন *বি* খেলা। 'শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

খেলনক [স] *বি* খেলার পুতুল। 'মনুষ্যমূর্তির সহিত বস্ত্রখণ্ডরচিত খেলনকের কোনো বৈসাদৃশ্য তাহার চক্ষে পড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খেলনা [স খেলনক] *বি* খেলার জিনিস। 'চীনদেশে ... নানাবিধ খেলনা, চর্ম্ম পাদুকা।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

খেলনাওয়ালা [স খেলনক+হি ওয়ালা] *বি* খেলনা বিক্রেতা। 'বইয়ের দোকান না দেখে একজন খেলনাওয়ালাকে সেই বই ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

খেলনাওলা [স খেলনক+হি ওয়ালা] *বি* খেলনা বিক্রেতা। 'খেলনাওলা, অস্ত্র কোন নেই ঝাঁকায়?' *হোসেন*, ১৯৪০।

খেলনা পুতুল [খেলনা+পুতুল] *বি* খেলায় কাজে লাগে এমন পুতুল। 'আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চমচম।' *সুকুমার*, ১৯২০।

খেলনাসম [খেলনা+স সম] *বিণ* পুতুলের মতো। 'অগ্নিরে খেলনাসম পিতৃদান জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

খেলনেওয়ালি [খেলনা+হি ওয়ালী] *বিণ স্ত্রী* কোনো কাজে পটুত্ব আছে এমন। 'আয়েষা মাই এত বড়ো শিকার খেলনেওয়ালি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

খেলয়ার [স খেল্>] *বি* কূটকৌশলী খেলোয়াড়। 'তুই পোড়াকপালি বড় খেলয়ার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

খেলা[1], খেলানো[1] [স খেল্>] **১** *ক্রি* খেলা করা। 'করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নয়বল।' *চর্যা* ১২, ১২০০। **২** *ক্রি* উদয় হওয়া। 'এই প্রশ্নের জবাব হঠাৎ আজহার খাঁর মাথায় খেলে।' *শওকত*, ১৯৫৮। **খেলই** *ক্রি* খেলে। 'বাঁধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।' *চর্যা* ৪১, ১২০০। **খেলএ** *ক্রি* খেলা করে। 'খেলএ কউতুক নব পঁচবান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **খেলত** *ক্রি* খেলতে। 'খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **খেললি** *ক্রি* খেলা করলি। 'খেললি খেলা খেলার ঘরে।' *লালন*, ১৮৯০। **খেলহুঁ** *ক্রি* খেলা করি। 'করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নয়বল।' *চর্যা* ১২, ১২০০। **খেলাঅন্ত** *ক্রি* খেলা করে। 'বসিআ কুমার সবে খেলাঅন্ত সারী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **খেলাই** *ক্রি* খেলা করি। 'সব ছাওয়ালে গিয়া ডাণ্ডিরে খেলাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **খেলাইএ** *ক্রি* খেলা করি। 'খেড়ী খেলাইএ আহ্মে নান্দের ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খেলাইতে** *ক্রি* খেলা করতে। 'খেলাইতে আছে শিশু ঈষৎ হাসিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **খেলাএ** *ক্রি* খেলা করে। 'গেণ্ডুআ খেলাএ খনে গোকুল ভিতেরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খেলাএন্ত** *ক্রি* খেলা করে। 'খেলাএন্ত কৌতুক কলেবর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **খেলাওঁ** *ক্রি* খেলা করি। 'চাঁচরী খেলাওঁ মোঞঁ যমুনার কূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খেলান** *ক্রি* খেলা করেন। 'দুই কুমার নবাব জাদার সহিত লেখা পড়া করেন একত্তরেতে খেলান ও বেড়ান।' *রামরাম*, ১৮০১। **খেলানো** *ক্রি* খেলা করা। 'খেলাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **খেলাবার** *বি* খেলা করার। 'আমি যে রে নিখিলের খেলাবার সাথি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **খেলায়** *ক্রি* খেলা করে। 'খেলায় অসুর তথা সিসুরূপ হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **খেলাহ** *ক্রি* খেলা করো। 'ভাত খায়্যা পুনরপি খেলাহ আসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **খেলি** *ক্রি* খেলে। 'খেলা খেলি সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **খেলিছে** *ক্রি* খেলছে। 'করশঙ্খে খেলিছে বিজুলি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **খেলিবাম** *ক্রি* খেলবো। 'ক্রীড়া খেলিবাম তুহ্মি সনে।' *সুলতান*, ১৭০০। **খেলিমু** *ক্রি* খেলবো। 'খেলিমু কপট সারি সে জাইব সর্ব্বস্ব হারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **খেলিয়** *ক্রি* খেলা কোরো। 'বুজ্জাই জতন করি না খেলিয় পাষা সারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **খেলিয়া বেড়ায়** *ক্রি* খেলা করে। 'হামাগুড়ি দিয়া গোরা খেলিয়া বেড়ায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **খেলু** *ক্রি* খেলে। 'বিমল কঞ্চন কমল চড়ি জনি খেলু খঞ্জন জোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **খেলে** *ক্রি* খেলা করে। 'ছাওয়ালের সঙ্গে খেলা খেলে দামোদর।' *মালাধর*, ১৫০০। **খেলে যাওয়া** *ক্রি* শিহরিত করা। 'শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের মতো খেলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

খেলা[2] [স খেল্>] **১** *বি* লীলা। 'ভুঞ্জিয়া মৃণাল দণ্ড করে নানা খেলা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ক্রীড়া। 'সর্বকাল খেলার সঙ্গি পড়ুআ ভাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* হাস্যপরিহাস। 'এহীমতে নানা খেলা করিল কুমার বালা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* আসা-যাওয়া। 'জানলা দিয়েও বাতাস খেলা করছিল।' *জীবন*, ১৯৩৩। **৫** *বি* ধূর্ত কাণ্ড-কারখানা।

'ব্রিটিশের এই একই খেলা আমরা ফেলিস্তিনেও দেখিতেছি।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

খেলাওয়ালা [খেলা+হি ওয়ালা] *বি* অন্যকে খেলা করায় এমন লোক। 'খেলাওয়ালা খেলুড়েকে এক পয়সায় চার পয়সা হিসাবে দেয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

খেলা করা *ক্রি* খেলানো। 'খেলা করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খেলাখেলি [খেলা>] *বি* খেলা করা। 'হৃদয়ের মৃদু খেলাখেলি ফুলেতে ফলেতে হেলাহেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

খেলাগেহ [খেলা+স গৃহ] *বি* খেলার জায়গা। 'পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

খেলাঘর [খেলা+পা ঘর] **১** *বি* কৃত্রিম সংসার। 'ওই দূর খেলাঘরে খেলাইছ কারা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* খেলার স্থান বা ঘর। 'শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বি* কল্পনার জগৎ। 'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি মনের ভিতরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৪** *বি* ক্ষণস্থায়ী ঘর। 'খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

খেলাঘোড়া [খেলা+স ঘোটক] *বি* খেলনা ঘোড়া। 'তুমি এলে আমার প্রিয়/ বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

খেলাচ্ছলে **১** *ক্রিবিণ* খেলার ভঙ্গিতে। 'হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *ক্রিবিণ* খেলতে খেলতে। 'তবু তোমাদের কাছে ফিরে আসি খেলাচ্ছলে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

খেলাছড়া [খেলা+ছড়া] *বি* ক্রীড়া-কৌতুক। 'কী নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই না খেলাছড়া করছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

খেলাছলে *ক্রিবিণ* গুরুত্ব না দিয়ে। 'খেলাছলে করো দান ধ্যান ব্রত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

খেলাড়ু [স খেল্>] *বি* খেলোয়াড়। 'বালিকা কালের যতো খেলাড়ু সবাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খেলাধুলা, খেলাধূলা [খেলা+স ধূলি>] *বি* নানা রকমের খেলা। 'খেলাধূলা কে ভাঙ্গিবা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'কুসুমেরে ফেলে রেখে/ খেলাধুলা ভুলে গিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

খেলাধুলো *বি* খেলা ও আনুষঙ্গিক বিনোদন। 'ইতর লোকেরই ছেলেমেয়েগুলো হেসেখুশে ছুটে করে খেলাধুলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

খেলাধূলি [খেলা+স ধূলি] *বি* খেলাধুলা। 'করিছে যেন রে খেলাধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

খেলানো [স খেল্>] **১** *ক্রি* খেলা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *ক্রি* খেলা দেখানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেলাপাহাড় [খেলা+স পাষাণ>] *বি* কৃত্রিম পাহাড়। 'নেবুগাছ ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে/ খেলাপাহাড়ের গায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

খেলা ফাঁদা *ক্রি* খেলার আয়োজন করা। 'এই যে প্রেমের খেলা ফেঁদেছেন এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

খেলাব্যস্ত [খেলা+স ব্যস্ত] *বিণ* খেলারত। 'উঠানে খেলাব্যস্ত যোগীন ও গোপাল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খেলার ঘর *বি* পৃথিবী। 'খেললি খেলা খেলার ঘরে।' *লালন*, ১৮৯০।

খেলার পুতুল *বি* ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন লোক। 'তারা ছিল খেলার পুতুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খেলাশ্রান্ত [খেলা+স শ্রান্ত] *বিণ* খেলা ক'রে ক্লান্ত। 'বসন্তের কোলে খেলাশ্রান্ত প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

খেলাসভা [খেলা+স সভা] *বি* খেলার জায়গা। 'লেখা হাতে করিয়া খেলাসভায় প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

খেলাহার [খেলা+স হারা] *বি* খেলায় পরাজয়। 'বারে বারে ফিরে ফিরে খেলাহারের গ্লানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

খেলা-হারা *বিণ* খেলাহীন। 'সতত-সঞ্চরমান বল খেলা-হারা, বেগলুপ্ত সে আমার-ও।' *শক্তি*, ১৯৬১।

খেলে যাওয়া *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'দরিয়াবিবির ঠোঁটে হাসি খেলিয়া যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খেলা[৩], খেলানো[২] [হি খিলানা] *ক্রি* খাওয়ানো। 'খাও যদি তোমারে খেলাই আনিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খেলাত, খেলাৎ [আ খিল'আত] *বি* রাজপোশাক। 'বহুমূল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'তিন লাখ টাকা আর খেলাত সহিত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খেলানা [স খেলনক] *বি* খেলার জিনিস। 'শৃঙ্গে উত্তম উত্তম কৌট, বাটী, জলপাত্র ও খেলানা প্রস্তুত হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

খেলানিয়া [স খেল্>] *বি* খেলোয়াড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খেলাপ, খেলাফ [আ খিলাফ] **১** *বিণ* নিয়ম ভঙ্গকারী। 'যতেক খেলাফ আমি যতেক বদকার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* প্রতিশ্রুতি অথবা চুক্তিভঙ্গ। 'জে২ কিস্তি খেলাপ করে।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **৩** *বি* ভঙ্গ। 'ওয়াদা-খেলাফ খাঁ পছন্দ করে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খেলাপ হলফ [আ খিলাফ+আ হলফ] *বি* শপথ ভঙ্গ। 'খেলাপ হলফের দায়ে মারা যাইব যে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

খেলাপী [আ খিলাফ>] *বিণ* কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য আরোপিত। 'খেলাপী সুদ ধরিয়া তাহার নামে কিস্তীখরচ লেখা হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

খেলাফি [আ খিলাফ>] *বি* প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। 'সওদার ও কর্জ্জা ও ওয়াদা খেলাফির বিরোধ।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

খেলাফত, খেলাফৎ, খেলাফাত [আ খিলাফত] *বি* খলিফার পদ বা মর্যাদা। 'খেলাফত দিলেন মালেক আল্লা।' *লালন*, ১৮৯০; 'খুদি বিকাশের তৃতীয় স্তর খেলাফাত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খেলাফত/খেলাফৎ আন্দোলন *বি* তুরস্কের বাদশাকে মুসলিম জগতের খলিফা হিসেবে বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক। 'খেলাফৎ ও তুরস্কের সহিত হিন্দুর কোন স্বার্থ জড়িত নাই।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

খেলাফতী [আ খিলাফত>] *বি* খেলাফত আন্দোলনের সমর্থক। 'খেলাফতীদিগের শিরোমণি – স্বনামখ্যাত মওলানা আবুল কালাম আজাদ।' *দর্শন*, ১৯২৫।

খেলাফ, খেলাফি *দ্র* **খেলাপ**

খেলায়াৎ [আ খিল'আত] *বি* সম্মানসূচক রাজপোশাক। 'ভদ্রলোকের খেলায়াৎ সিরোপা হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। *দ্র* **খিলাত, খেলাত**

খেলাল [আ খিলাল] *বি* দাঁতের ফাঁক পরিষ্কার করার কাঠি। 'দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কাউকে খেলাল চালাতে দেখলাম না।' *হাই*, ১৯৫৮।

খেলি [স কেলি] *বি* লীলা। 'মন সুখে কর খেলি হের ঘরে চলি আমি।'

বিজয়, ১৬৫০।

খেলুআ [স খেল্>] *বি* খেলোয়াড়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেলুড়ি [হি খেলাড়ী] **১** *বিণ স্ত্রী* খেলা করছে এমন। 'শুনিয়া কাগজ ফেলে খেলুড়ি যুবতি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি স্ত্রী* খেলোয়াড়। 'যথাভিরুচি রূপ দেখিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে খেলুড়ির মতো খেলা শেষে।' *অবন*, ১৯২৭।

খেলুড়ে [হি খেলাড়ী] **১** *বি* খেলোয়াড়। 'ছেলেদের মধ্যে দেখি একটা-দুটো খেলুড়ে থাকে তারাই খেলার সর্দার।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* খেলার সহযোগী। 'তাহার খেলুড়ে রাগ করিয়া বলে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* খেলায় মগ্ন। 'গলিতে খেলুড়ে ছেলেমেয়েদের দু'একজনের ...।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

খেলেনা [স খেল্>] *বি* খেলার উপকরণ। 'শয্যার পায়ের কাছে খেলেনা ছড়ানো আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

খেলেনাওয়ালা *বি* খেলনা বিক্রেতা। 'খেলেনাওয়ালা সুর ধরিয়া 'চাই খেলেনা চাই' 'চুড়ি চাই' করিয়া ডাকিয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

খেলো [খেলা>] **১** *বিণ* নিম্নমানের। 'এবং সস্তা করার অর্থ খেলো করা।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **২** *বিণ* গুরুত্বহীন। 'ভারতবর্ষের কাছে আমরা এতটা খেলো হয়ে পড়তুম না।' *প্রমথ*, ১৯২০। **৩** *বিণ* অপদস্থ। 'তাঁকে খেলো করবার দুর্মতি।' *নজরুল*, ১৯২৮। **৪** *বিণ* লঘুপ্রকৃতির। 'একজাতের বাইজিমহলে চলতি খেলো সংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

খেলোনা *বি* ছোটো অলংকার বা রত্ন। *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

খেলোয়াড় [স খেল্>] **১** *বি* যে খেলা করে। 'একজন খেলোয়াড় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* ধূর্ত; ছলনাময়ী। 'খেলোয়াড় মেয়েছেলে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

খেলোয়াৎ [আ খিল'আত] *বি* খিলাত; রাজার দেওয়া সম্মানসূচক পোশাক। 'সকলকে খেলোয়াৎ দিয়া বিদায় করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। *দ্র* **খিলাত, খেলাত**

খেশ [ফা খেশ] *বি* আত্মীয়। 'মাস্টারসাবের খেশ আসিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

খেশ-আকারেব [ফা খেশ+আ আকরিবা] *বি* নিকট আত্মীয়স্বজন। 'খেশ-আকারেব, দোস্ত-দুশমন ... প্রভৃতি খোশ-মেজাজে বহাল তবীয়তে হাজারো বৎসর যাবত বিবাহ-মজলিসে বিরাজমান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খেশ-কুটুম [ফা খেশ+স কুটুম্ব] *বি* আত্মীয়স্বজন। 'গরিব খেশ-কুটুমের বিপদে সাহায্য করেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

খেশ-কুটুম্বিতা [ফা খেশ+স কুটুম্বিতা] *বি* আত্মীয়তা। 'গ্রীক রমণী ক্লিয়োপাত্রার সঙ্গে তার নাকি খেশ-কুটুম্বিতা আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

খেশারত *দ্র* **খেসারত**

খেশারি [স খঞ্জকারী>] *বি* ডালবিশেষ। 'কাঁচকলা ভাজা, খেশারির ডাল।' *জীবন*, ১৯৩৩। *দ্র* **খেসারি**

খেস [ফা খেশ] *বিণ* আপন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খেসি [ফা খেশ>] *বিণ* আপনজনের মতো। 'খেসি কুটুম্বিতা না থাকুক তোর বাপ আমার বাপজানকে তো ভাই বলেই ডাকত।' *কায়সার*, ১৯৬২।

খেসারত, খেশারত, খেসারৎ [আ খসারত] **১** *বি* লোকসান। 'পুনরায় সেই জিনিষ বিক্রয় হইবেক তাহাতে যে খেসারত হয় তাহা প্রথম খরিদওয়ালা নিসা করিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। **২** *বি* জরিমানা। 'ত্রিশ হাজার খেসারৎ দিতে হয়।' *মণীশ*, ১৯৬৩। **৩** *বি* ক্ষতিপূরণ। 'ভবিষ্যতে খেসারত পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'তাঁদের দৃষ্টির অনচ্ছতা এবং বিজাতীয় মনোভাবের খেশারত দিয়েছেন পরবর্তী মুসলমান জেনারেশন।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

খেসারতি [আ খসারত>] **১** *বি* ক্ষতিপূরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* ক্ষতিপূরণের অর্থাদি। 'আমার বাজে খরচার খেসারতির কথা ভাবছে না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **৩** *বি* প্রতিদান। 'মেয়েদের কর্ম হচ্ছে পুরুষের আকাট মূর্খতার জন্য চোখের জল ফেলে খেসারতি দেওয়া।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খেসারি [স খঞ্জকারি>] *বি* খেসারির ডাল। 'খেসারি কলই কিনি কিছু দিল তাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

খৈ [স খদিকা] *বি* খই। 'ধনেখালির খৈচুর শান্তিপুরের মোয়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

খৈ ফোটা *ক্রি* বেশি কথা বলা। 'তাদের মুখ দিয়ে অনর্গল খৈ ফুটতে থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

খৈচুর [স খদিকা-চূর্ণ] *বি* চিনিতে পাকানো খইয়ের মোয়াবিশেষ। 'ধনেখালির খৈচুর শান্তিপুরের মোয়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

খৈনি, খৈনী [হি] *বি* তামাকপাতা ও চুনের এক রকমের মিশাল। 'খৈনী খাইতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'খৈনি খায়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

খোআ [স ক্ষয়] *বি* ক্ষতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোআনো [স ক্ষয়>] *ক্রি* হারানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোই [স খদিকা] *বি* ধান ভেজে তৈরি করা মুড়ির মতো খাদ্যবিশেষ। 'মোর কাছে ছোট হালদার্ণির মুখি খোই ফুটতি থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। *দ্র* **খই, খৈ**

খোওয়া [স ক্ষয়>] *বি* হারানো। 'তাহা খোওয়া গেলে অত্যন্ত বেশি ক্ষতি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

খোওয়ানো [স ক্ষয়>] *ক্রি* হারানো। 'কেবলই খোয়াইতে থাকিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

খোওয়া যাওয়া *ক্রি* হারিয়ে যাওয়া। 'যাহা খোওয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

খোওয়াব [ফা] *বি* স্বপ্ন। 'ইব্রাহীম এয়ছাই যে খোওয়াব দেখিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খোঁআড় [আ খুমার] *বি* গোরু, ছাগল প্রভৃতি পশু রাখার স্থান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোঁআরি [ফা খারী] *বি* মদের নেশা কাটার পর অবসাদ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোঁচ [স সূচি] **১** *বি* তীক্ষ্ণ খোঁচা। 'মরি কুচনয়নে খোঁচ মারে প্রাণে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বি* কাঁটা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৩** *বি* খাঁজ। 'পথিক কোনো পাহাড়ের খোঁচে প্রাণপণে পাথর আঁকড়ে ঝুলে থাকে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

খোঁচড়াখুঁচড়ি [স সূচি>] *বি* পরস্পর আঘাতকরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোঁচড়ানি [স সূচি>] *বি* খোঁচা দেওয়ার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোঁচড়ানো [স সূচি>] *ক্রি* খোঁচা দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোঁচা [স সূচি>] *বি* তীক্ষ্ণ বস্তু দিয়ে আঘাত। 'কাটা খোঁচা ভুকে পায়

ঊর্ধ্বশ্বাসে সাধু ধায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বড়বাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'কাঁটা আছে, খোঁচা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

খোঁচাওয়ালা *বিণ* সুচালো। 'খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খোঁচাখুঁচি [স সূচি>] **১** *বি* পরস্পর বিবাদ। 'স্বভাবের গীত তুলিয়া সকলেই কিচিকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বি* পরস্পর আঘাতকরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'চঞ্চুতে চঞ্চুতে খোঁচাখুঁচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **৩** *বি* ক্রমাগত অপবাদ ও সমালোচনা। 'চতুর্দিক হইতে খোঁচাখুঁচি লাগাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বি* পরস্পরের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ। 'কাগজগুলিই ছিল ওইরকম সব খোঁচা-খোঁচিতে ভরা।' *অবন*, ১৯৪১।

খোঁচা খোঁচা [স সূচি>] **১** *ক্রিবিণ* তীক্ষ্ণাগ্র হয়ে। 'মুখের এ দিকে ও দিকে খোঁচা খোঁচা বেরিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* অমসৃণ। 'দীর্ণবিদীর্ণ রুক্ষ খোঁচাখোঁচা উলঙ্গ।' *নজরুল*, ১৯২৭। **৩** *বিণ* অল্প অল্প গজিয়েছে এমন। 'কদাকার মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে অন্ধকার।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

খোঁচাখোঁচি [স সূচি>] *বি* কটাক্ষপূর্ণ আলোচনা। 'প্রায় প্রতি সংখ্যায় ইহা লইয়া দুই একটি খোঁচাখোঁচি থাকে।' *এসলাম*, ১৯৩৩।

খোঁচা দেওয়া *ক্রি* লেখায় পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করা। 'তুমি আমাকে খোঁচা দিয়ে লিখিয়ে সাধারণের সামনে অপদস্থ কোরো না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

খোঁচানো [স সূচি>] **১** *ক্রি* খোঁচা দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *ক্রি* বার বার উস্কে দেওয়া। 'কাগজ-কলম লইয়া বসিবার জন্য কে তোমাকে খোঁচাইতেছিল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

খোঁচা মারা *ক্রি* কটাক্ষ করা। 'ওদের মনে খোঁচা মারার ভিতর বেশি কিছু নিষ্ঠুরতাও নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

খোঁজ [হি খোজ] *বি* সন্ধান। 'সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

খোঁজখবর [হি খোজ+আ খবর] *বি* তত্ত্বতল্লাস। 'বিহারীর খোঁজখবর কে রাখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

খোঁজদার [হি খোজ+ফা দার] *বি* সন্ধানদাতা। 'সেই খোঁজদার আদি অবস্থায় গড়েপিটে গোছগাছ করে দিল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

খোঁজদারি [হি খোজ+ফা দার>] *বি* খোঁজখবর করার কাজ। 'খোঁজদারির বখরা অন্য লোকের যদি হয় এক আনা, ক্ষুদিরামের নিদেনপক্ষে ছয় পয়সা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

খোঁজ লওয়া *ক্রি* খবর নেওয়া। 'সকালে আজহার প্রতিবেশী সাকেরের খোঁজ লইতে গেল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খোঁজা [হি খোজ>] **১** *ক্রি* অনুসন্ধান করা। 'বহু দিন খুঁজিয়া পাইল দানঘাটে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* প্রত্যাশা করা। 'আস্বাদন নাহি জানে পেটভরা খোঁজে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **খুঁজিতেঁ** *ক্রি* চাইতে। 'দান খুঁজিতেঁ মোকে দেখায়সী সহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খুঁজিয়া** *ক্রি* খুঁজে। 'কৃষ্ণকে খুঁজিয়া কুলে গোকুল নগর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **খুঁজিল** *ক্রি* খুঁজলো। 'ঘরে ঘরে খুঁজিল না দেখে নারায়ণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **খুজন্তি** *ক্রি* চাচ্ছেন। 'স্বামীর নিজ ধন খুজন্তি কানাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খুজি** *ক্রি* খুঁজে। 'পঞ্চগুণে এক পতি খুজি বারে বার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **খুজিআ** *ক্রি* খুঁজে। 'খুজিআ নগরে জ্ঞানী করহ ঊষধপানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **খুঁজিয়া** *ক্রি* খুঁজে। 'বহু দিন খুঁজিয়া পাইল দানঘাটে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **খুঁজ্যা** *ক্রি* খুঁজে। 'তুমি যাও পাঠ পড়িতে আমি খুঁজ্যা বুলি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **খোঁজ** *ক্রি* অনুসন্ধান করো। 'কি হেতু তাঁহাকে খোঁজ কিবা প্রয়োজন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **খোঁজে** *ক্রি* অনুসন্ধান করে। 'আহল বিহল খোঁজে আন্ধারিআ কোণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **খোঁজা**[১]

খুঁজে নেওয়া *ক্রি* আবিষ্কার করা। 'আপনারে খুঁজে লও, ধরো তারে বুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

খুঁজেপেতে *ক্রিবিণ* খোঁজাখুঁজি ক'রে। 'আমি অনেক খুঁজেপেতে আর একটা প্রবন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেছি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

খোঁজাখুঁজি [হি খোজ>] *বি* অনুসন্ধান। 'দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

খোঁট [স খণ্ড] *বি* শাড়ি, লুঙ্গি বা গামছার প্রান্তভাগ। 'গামছার খোঁট হইতে রুটি চারখানা খুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।' *জসীম*, ১৯৬০।

খোঁটজাল *বি* মাছ ধরার জালবিশেষ। 'ডিঙ্গির মানুষগুলি হাতের খোঁটজালের ফাঁদ গাঙ্গে নামাইয়া সন্তর্পণে বসিয়া ...।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

খোঁটা[১] [স ক্ষত] **১** *বি* অপবাদ। 'চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* মেকি। 'যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বিণ* অদক্ষ। 'বাক্যে জেঠা, কর্ম্মে খোঁটা।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৪** *বি* দোষের প্রতি ইঙ্গিত। 'প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

খোঁটা খাওয়া *ক্রি* অপবাদ সহ্য করা। 'কথায় কথায় তাঁদের কত খোঁটাই খেয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

খোঁটা দেওয়া *ক্রি* দোষারোপ করা। 'এ ধর্ম্মের ঘরে যিনি খোঁটা দিলেন, তাঁর বহুর পার হবে না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

খোঁটা[২] [স খন>] **১** *ক্রি* ছোটো বস্তু একটি একটি করে সংগ্রহ করা। 'তোমরা সকলে এক চিত্ত হইয়া ইহা খুঁটিয়া লও।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *ক্রি* নখ দিয়ে আলতোভাবে আঘাত করা। 'গৃহিণী ... হাতের বাউটির খিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্তা মহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

খুঁটিয়ে দেখা *ক্রি* যত্নের সঙ্গে সব দিক বিশ্লেষণ করে দেখা। 'ভ্রূ কুঁচকিয়ে কী দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

খোঁটা[৩] [স ক্ষোড] **১** *বি* গোঁজ। 'গাওনার বেতরো আওয়াজে চমকে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়ুলো!' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* খুঁটি। 'ভূতের খোঁটায় বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

খোঁড়া[১] [স খঞ্জ] *বিণ* পঙ্গু। 'অন্ধ খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

খুঁড়িয়ে চলা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা **১** *ক্রি* পায়ের পঙ্গুত্বের কারণে ধীরে গমন করা। 'সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'মনে হল একটু যেন খুঁড়িয়ে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *ক্রি* কোনো কিছু অপ্রত্যাশিতভাবে মন্থর গতিতে চলা। 'কীর্তিনাশা খুঁড়ে খুঁড়ে চলে বারো মাস।' *জীবন*, ১৯৩২।

খোঁড়ানো [স খঞ্জ>] *ক্রি* খোঁড়ার মতো হাঁটা। 'তুই খোঁড়াচ্ছিস যে!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে – বিপন্ন লোকের উপরই আরও বিপদ এসে পড়ে। 'খোঁড়ার পা খানায় পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খোঁড়া[২] [স খন>] **১** *ক্রি* আঘাত করা। 'এর উপরে মাথা খুঁড়ে মলেও

...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রি* খনন করা। 'কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে গুপ্তধন পেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

খোঁড়াখুঁড়ি ১ *বি* গভীর অনুসন্ধান। 'উত্তরপশ্চিম দেশে মহা খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২৫। **২** *বি* খননের কাজ। 'মাটি খোঁড়াখুঁড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৩** *বিণ* চাষ দেওয়া হয়েছে এমন। 'জায়গায় জায়গায় মাটি খোঁড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খোঁড়া[৩] [স খুল্ল>] *বি* চাচা; পিতার ছোটো ভাই। 'বিধু খোঁড়া সেটা নেহাত বাঁদর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

খোঁড়া[৪] [স খুল্ল>] *বি* চাচা; পিতার ছোটো ভাই। 'বিধু খোঁড়া সেটা নেহাত বাঁদর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

খোঁদল [স ক্ষোড>] *বি* গর্ত; কোটর। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পথের খোঁদলে খোঁদলে গ্যাসের আলো আছে জমে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

খোঁপা [স ক্ষুপ] *বি* মেয়েদের ঝুঁটিবাঁধা চুল। 'লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খোঁপার ফাঁস *বি* খোঁপার বাঁধন। 'তাদের খোঁপার ফাঁস খুলে যায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

খোঁমারি [ফা খারী] *বি* নেশা। 'শারীরিক গ্লানি অত্যন্ত, খোঁমারি হইয়াছে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

খোঁয়াড়, খোঁয়ার [আ খুমার>] **১** *বি* গোরু, ছাগল প্রভৃতি পশু রাখার স্থান। 'নেকড়ে বাঘ, খোঁয়াড় হইতে একটি মেষশাবক লইয়া যাইতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'খোঁয়ারের দিকে।' *জীবন*, ১৯৩৩। **২** *বি* হাঁস-মুরগি রাখার জায়গা। 'একাধারে ঢেঁকিঘর, রসুইঘর, হাঁস-মুরগির খোঁয়াড়।' *কায়সার*, ১৯৬২।

খোঁয়ার *দ্র* খোঁয়াড়

খোঁয়ারি [ফা খারী>] **১** *বিণ স্ত্রী* লাঞ্ছনাপ্রাপ্ত। 'অভাগী খোঁয়ারি কার্য্যে না আইল যমরা।' *মর্ত্তুজা*, ১৭৫০। **২** *বি* মদের নেশা কাটার পর অবসাদ। 'তাঁহার অন্তরাত্মা খোয়ারিগ্রস্ত মাতালের মতো আজ যে অবস্থায় আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

খোকন [ওরাওঁ কোকা] *বি* ছোটো শিশুর আদরের ডাকনাম। 'দোল দিয়ে শুধাতেন, কী হল খোকন?' *নজরুল*, ১৯২৬।

খোকা [ওরাওঁ কোকা] **১** *বি* অল্পবয়সী বালক। 'বুড়ো মিনসে হয়েও ... খোকা সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* সন্তান। 'বৎসরে শুধু সংসারে আসে/ একখানি করে খোকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

খোকাখুকি [ওরাওঁ কোকা>] *বি* ছোটো ছেলেমেয়ে। 'ছুটল ওই খোকাখুকি সব।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খোকাবাবু [ওরাওঁ কোকা+ফা বাবু] *বি* অবুঝ শিশু। 'আপনি কি মনে করেন আমি এখনো সেই খোকাবাবু আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খোকামণি [ওরাওঁ কোকা>+স মণি] *বি* ছোটো শিশুর আদরের ডাকনাম। 'বলে মোর খোকামণি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খোকামি [ওরাওঁ কোকা>+আমি] *বি* ছেলেমানুষি। 'মরে তবু বাঁচিবার আবদার খোকামি/ সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

খোক্কস [স রাক্ষস>] *বি* রাক্ষস জাতীয় কাল্পনিক প্রাণীবিশেষ। 'ভৈরব রাক্ষস বোক্কস খোক্কস...।' *ভারত*, ১৭৬০।

খোচা [স সূচি] *ক্রি* চাষ করা। 'জমিন খোচা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খোজা[১] [হি খোজ] *ক্রি* অনুসন্ধান করা। 'স্বামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খুজি** *ক্রি* খুঁজে। 'উকটিল কত ঠাঞি খুজি লাগ নাহি পাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **খোজ** *ক্রি* অনুসন্ধান করো। *মানোএল*, ১৭৪৩। **খোজএ** *ক্রি* খোঁজ করে। 'চৈব্যা চোষ্যা লেহ্যা পেয় খোজএ সকল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **খোজ দেওয়া** *ক্রি* পথের সন্ধান দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। **খোজন্তি** *ক্রি* খুঁজছে। 'স্বামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খোজল** *ক্রি* খুঁজলাম। 'খোজল সকল মহীতল গেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **খোজসি** *ক্রি* খুঁজছিস; অন্বেষণ করছিস। 'পান্তরে হারাইআঁ বাঁশী মোর থানে খোজসি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খোজিলেঁ** *ক্রি* অনুসন্ধান করলে। 'খোজিলেঁ আক্ষা পাইবে নাহি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খোজে** *ক্রি* প্রত্যাশা করে। 'তপ্ত পরমান্ন খোজে পার্ব্বন করিতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

খোজা[২] [ফা খাজা] **১** *বি* হিজড়া। 'চটেরে বেড়িয়া মাজা ডাকিয়া আনিল খোজা।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বিণ* যৌনাবেগহীন। 'মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

খোজা করা *ক্রি* নপুংসক করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খোজাপ্রহরী [ফা খাজা+স প্রহরী, সমাসে ই-কার] *বি* হেরেমে নিযুক্ত নপুংসক প্রহরী। 'খোজাপ্রহরিরক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

খোজা[৩] [ফা খাজা] *বি* পশ্চিম ভারত ও পাকিস্তানে বসবাসরত মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ; ইসমাইলি সম্প্রদায়। 'তখন আলী খানের খোজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

খোজামিঞা [ফা খাজা] *বি* মান্য ব্যক্তি। 'খোজামিঞা সাজে হাতে রাঙ্গা লাঠি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খোট[১] [স কূট] *বি* ঠোকর। 'আঁখিত কুক্কুটে খোট মারিলেক তবে।' *সুলতান*, ১৭০০।

খোট[২] [স খণ্ড] *বি* কাপড়ের প্রান্তভাগ বা কোণ। 'কোঁচার খোটেতে চক্ষু মুছিয়া কহিত।' *জসীম*, ১৯৩১।

খোটা[১] [স ক্ষত] **১** *বি* গঞ্জনা। 'সভায় কন্দল-দ্বন্দ্বে খোটা দিব লোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত। 'দ্বন্দ্বকন্দলে সদাই মোরে দেই বাঁজের খোটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* মেকি। 'জটি টাকা দিয়াছিলে সবগুলি খোটা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৫।

খোটা[২] *ক্রি* ঠোকর দেওয়া। 'সেই পদে খোটাই ডংসিলা।' *সুলতান*, ১৭০০

খোটা[৩] [স ক্ষোড] **১** *বি* খুঁটি। 'ঘাটে চাপাইয়া নৌকা বাঁধিল খোটায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* দণ্ড। 'বাঁশের খোটা পোঁতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

খোটাগাড়ি [স ক্ষোড>+গাড়ি] *বি* ঘাটে নৌকা বাঁধার জন্য প্রদেয় করবিশেষ। 'ঘাটে নৌকা লাগাইবে, জমিদার "খোটাগাড়ি" লইবেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

খোটিলা *বি* কানের অলংকারবিশেষ। 'ক্ষণে ক্ষণে খোটিলা পৈরএ মনোহর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খোট্টা [স ক্ষুদ্র>] **১** *বি* (অবজ্ঞাসূচক) হিন্দুস্তানি তথা উত্তর ভারতীয়। 'খোট্টা মোট্টা বুঝি নাই লুকাইব কোন ঠাঁই।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* নীরস। 'খোট্টা লোকে তা বোঝে না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খোট্টাই [স ক্ষুদ্র>] *বিণ* হিন্দুস্তানি। 'রামলীলা এদেশের পরব নয় – এটি প্রলয় খোট্টাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খোট্টাকাঠ [স ক্ষুদ্রকাষ্ঠ] *বি* শুষ্ক কাঠ। 'খোট্টাকাঠের উপরও চোট

পড়লে সেটা এমন আর্তনাদপূর্ণ খং শব্দ করে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

খোট্টাগিরি [স ক্ষুদ্র>+ফা গিরি] *বি* হিন্দুস্তানিদের মতো আচরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোট্টামোট্টা [স ক্ষুদ্র>] *বি* (অবজ্ঞাসূচক) হিন্দুস্তানি তথা উত্তর ভারতীয় লোকজন। 'খোট্টা মোট্টা বুঝি নাই লুকাইব কোন ঠাঁই।' *ভারত*, ১৭৬০।

খোড় [স খঞ্জ] *বিণ* পঙ্গু। 'খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খোড়ল [স ক্ষোড>] *বি* গহ্বর। 'রাতের খোড়ল থেকে আকাশের কিনারায়।' *আহসান*, ১৯৪৪।

খোড়া[1] [স খঞ্জ] *বিণ* পঙ্গু। 'না পারে চষিতে খোড়া সাত বাড়ি করে জোড়া আঁতরে পাঁতরে রোপে কলা। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খোড়া[2], **খোড়ানো** [স খঞ্জ>] *ক্রি* খুঁড়িয়ে চলা। 'ঈমান না হল পোক্তা খোড়াই জমিনে।' *লালন*, ১৮৯০।

খোড়ো [স খড়>] *বিণ* খড়ের তৈরি। **খোড়োঘর** *বি* খড়ের তৈরি ঘর। 'খোড়ো ঘরে ভগবতগীতা লইয়া কালযাপন করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

খোণেকেঁ [স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* মাঝে মাঝে। 'খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খোত [স ক্ষতি] *বি* ক্ষতি। 'আমি এমত চাকর নহী জে আপনকার কাজের খোত হইবেক।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খোতখতরি [বা খুঁত+ফা খতরা] *বি* ক্ষয়ক্ষতি। 'কোন দফায় খোতখতরি চুরি লোকসান করি নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খোতবা, খোৎবা [আ খুতবা] *বি* খলিফার প্রশংসা-বচন।। 'মিম্বর উপরে উঠি খোতবা পড়এ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'লাগিলা খোতবা পড়াইবারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

খোদ [ফা খুদ] **১** *বিণ* স্বয়ং। 'আমি আপন সযুর্গথায় খোদ মুক্তারে হরেক চাকুরি করিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩। **২** *বি* সৃষ্টিকর্তা; আল্লাহ। 'খোদ সুরাতে পয়দা আদম।' *লালন*, ১৮৯০।

খোদকস্ত [ফা খুদ+ফা কশ্‌ত] *বি* স্থানীয় প্রজা। 'প্রজা ... প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল – খোদকস্ত আর পাইকস্ত।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

খোদকস্তা [ফা খুদ+ফা কশ্‌ত] *বিণ* নিজে চাষ করে এমন। 'এক্ষণে গাঁতি অর্থাৎ খোদকস্তা প্রজা এত ও পাইকস্তা এত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

খোদকারী [স ক্ষুদ্>+স কারী>] *বি* বিশেষজ্ঞের কাছে কম বিদ্যা নিয়েই সব জানার বড়াই করা। 'খোদার উপর খোদকারী করবার প্রবৃত্তিটে কাজের লোকের পক্ষে যেমন অদম্য, সৌভাগ্যবশতঃ তেমনি নিষ্ফল।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

খোদকারি [স ক্ষুদ্>] *বি* খোদাই শিল্প। 'সেখানে বসুক ছেলেরা চিত্রকারি খোদকারি নানা কারিগরি শিখতে।' *অবন*, ১৯২৫।

খোদন [স ক্ষুদ্>] **১** *বি* খোদাই করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* খনন। 'এ টিপি খোদন করিয়া যাহা পাইবি।' *রামরাম*, ১৮০১।

খোদল [স ক্ষোড>] *বি* কোটর। 'ডিঙ্গির খোদল ভরে উঠেছে বড়-বড় চকচকে মাছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

খোদা[1] [ফা খুদা] *বি* আল্লাহ; ঈশ্বর। 'হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

খোদা-অন্বেষী *বিণ* খোদাকে খোঁজ করে এমন। 'উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন খোদা-অন্বেষী সাধক।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

খোদাই শিরনি *বি* কলেরা বা বসন্ত রোগ থেকে মুক্তির উদ্দেশে পালিত লোকাচারবিশেষ। 'কোথাও কলেরা-বসন্ত লেগেছে। তার জন্য খোদাই শিরনি হচ্ছে।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

খোদাওন্দ [ফা খুদাবন্দ] *বি* মান্য ব্যক্তিকে সম্বোধনের শব্দবিশেষ; মালিক। 'খানসামা উত্তর করিল, নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' *রাজ*, ১৮৭৪।

খোদাতাআলা, খোদাতালা [ফা খুদা+আ তাআলা] *বি* মহান সৃষ্টিকর্তা। 'খোদাতালার মর্জি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'মহাবিচারক খোদাতাআলা।' *ইসলাম*, ১৯০৭।

খোদাতাল্লা [ফা খুদা+আ তাআলা] *বি* মহান সৃষ্টিকর্তা। 'কেয়ামত দিনে খোদাতাল্লার আরশ ধরি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

খোদাদাদী *বিণ* খোদাপ্রদত্ত। 'নাড়া দেওয়ার শক্তিটা খোদাদাদী, সমজদারের শক্তিটা সাধনা-লভ্য।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

খোদাদ্রোহী [ফা খুদা+স দ্রোহী] *বিণ* খোদাকে অস্বীকারকারী। 'খোদাদ্রোহী নরাধম নাস্তিকদিগকেও পরাজিত করিয়াছে।' *দর্শন*, ১৯২২।

খোদাপ্রেমিক [ফা খুদা+স প্রেমিক] *বিণ* সৃষ্টিকর্তার অনুরাগী। 'খোদাভক্ত খোদাভীত খোদাপ্রেমিক দীনদয়াময়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

খোদাবন্দ [ফা] *বি* মান্য ব্যক্তিগণের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ; প্রভু। 'জিলার খোদাবন্দ জজ সাহেবেরা সেই অত্যাচারি লবণের কর্মচারিদিগের প্রতিই সাহায্য করিতেছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪।

খোদাভক্ত [ফা খুদা+স ভক্ত] *বিণ* সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুরক্ত। 'খোদাভক্ত খোদাভীত খোদাপ্রেমিক দীনদয়াময়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

খোদাভাবমত্ত [ফা খুদা+স ভাব-মত্ত] *বিণ* খোদাপ্রেমে মাতোয়ারা। 'যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

খোদাভীত [ফা খুদা+স ভীত] *বিণ* আল্লাহকে ভয় পায় এমন। 'খোদাভক্ত খোদাভীত খোদাপ্রেমিক দীনদয়াময়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

খোদা মালুম, খোদায় মালুম – একমাত্র খোদা জানে। 'খোদায় মালুম কি, তাই নিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'তাড়াতাড়িতে কি নাম নোট করেছেন ... তা খোদা মালুম।' *সাদত*, ১৯৬৭।

খোদায়ি [ফা] *বি* খোদার ভাব। 'নিজের খোদায়ি দাবি ত্যাগ কর।' *মনসুর*, ১৯৫০।

খোদার উপর খোদকারি, খোদার উপর খোদকারী **১** *বি* কর্তার উপর কর্তৃত্ব করা। 'খোদার উপর খোদকারী করবার প্রবৃত্তিটে কাজের লোকের পক্ষে যেমন অদম্য, সৌভাগ্যবশতঃ তেমনি নিষ্ফল।' *প্রমথ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* কর্তার উপর কর্তৃত্বকারী। 'এই খোদার উপর খোদকারি শক্তিকে দলিত করো।' *নজরুল*, ১৯২২।

খোদার খাসি *বি* (ব্যঙ্গার্থে) চিন্তাভাবনাহীন অলস অকর্মণ্য হৃষ্টপুষ্ট লোক। 'পূজারী দিনে দিনে ফুলে হচ্ছে খোদার খাসি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খোদার টিল *বি* বৃষ্টির সঙ্গে পড়া বরফখণ্ড। 'ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুফে লুফে খেত খোদার টিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

খোদে [ফা খুদা] *ক্রিবিণ* নিজে। 'আদমের কালেবে খোদা খোদে বিরাজে।' *লালন*, ১৮৯০।

খোদা[1] [স ক্ষুদ্>] *ক্রি* খনন করা। 'চারি দিকে কোটের খন্দক খুদিআছে।' *সুলতান*, ১৭০০।

খোদাইকর [স ক্ষুদ্>+স কর] *বি* খননকারী। 'সুড়ঙ্গ-খোদাইকর বালক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

খোদাই-নৃত্য [স ক্ষুদ্>+স নৃত্য] *বি* খনন শ্রমিকদের আনন্দ-নাচ। 'আজ আমাদের খোদাই-নৃত্য হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

খোদা[3] [স ক্ষুদ্>] *বিণ* খোদিত; উৎকীর্ণ। 'গোরস্থানে ভ্রমণকালে গোরস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাহার নিচে যে-সকল খোদা অক্ষর দেখিলে ...' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

খোদাই [স ক্ষুদ্>] *বি* উৎকীর্ণ করণ। 'কাঠে খোদাই করা ছবির মতো আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

খোদানি [স ক্ষুদ্>] *বি* খোদাইয়ের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোদানো [স ক্ষুদ্>] *ক্রি* অন্যের দ্বারা খোদাই কাজ করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোদিত [স ক্ষুদ্>] *বিণ* খোদাইকৃত। 'কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়েৎ খোদিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

খোনকার [ফা খোন্দকার] *বি* লেখাপড়ার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি; শিক্ষক; পীর। 'খোনকার সাহেবকে দং দুই তঙ্কা–।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৫৯।

খোনকারী *বি* খোন্দকারি; পীরগিরি। 'আমি বুঝি সেখানে খোনকারী করতে যাব!' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

খোনা [আ খাননা] *বিণ* নাকি সুরযুক্ত। 'তাঁহার খোনা আওয়াজ আশেপাশের দুই-একজন পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ শুনিবামাত্রে ...' *প্যারী*, ১৮৫৮।

খোনুস *বি* ঘৃণা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খোন্তা [স খনিত্র] **১** *বি* মাটি খোঁড়ার হাতিয়ারবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* শাবল। 'বানরের হাতে হ'ল কালের খোন্তা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খোন্দ [স খন্দ] *বি* ফসল। 'আর দু'মাস পরে খোন্দ উঠবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খোন্দকারী [ফা] *বি* খোন্দকারের পেশা; পির ব্যবসায়। 'খোন্দকারী ব্যবসায়েরও উত্তরাধিকার পাইয়াছিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

খোপ [স ক্ষুপ] **১** *বি* হাঁস-মুরগি বা পায়রার বাসা। 'খোপের মধ্যে দুপুরবেলাকার পায়রার মতো সমস্তক্ষণ কেবল বকবক করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* গর্ত; কোটর। 'তাদের খোপে খোপে গাঁঠে গাঁঠে পাখি বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খোপওয়ালা [স ক্ষুপ+হি ওয়ালা] *বিণ* খোপ আছে এমন। 'ইহা খোপওয়ালা একটি বড়ো বাক্স।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

খোপখাপ *বি* ফাঁক ফোকর। 'খোপেখাপে ঝোপেঝাপে কত-না বিস্ময় ভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

খোপনা [স ক্ষুপ] *বি* খোঁপা। 'মাজ্যা পিড়া খোপনা বান্ধে দিআ শিলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খোপা[1] [স ক্ষুপ] *বি* গোলকাকারে বিন্যস্ত লম্বা চুল। 'বড় পতিআর্শে মোঁ খোপা ফুলে ভরী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'খোপাত লুলয়ে তোর দোলঙ্গের মাল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'খোপাএ মৃগমদ বেড়ি ময়ুর ভ্রমর।' *সুলতান*, ১৭০০।

খোপায় *বি* চুলের কাঁটা। 'খোপায় ১ এক খান।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

খোপা[2] *বি* কাঠ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খোবসুরত [ফা খুবসুরত] *বিণ* সুন্দর। 'কোন দেশের মেয়েছেলে সবচেয়ে খোবসুরত?' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

খোবানি [ফা খুবানী] *বি* ফলবিশেষ। 'কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

খোমা [স ক্ষমা] *বি* বন্ধ। 'তুষ্ট হইয়া বলে গোঁসাই নৃত্য খোমা কর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

খোমার মহল [আ খুমার+ফা মহল] *বি* ঘুমানোর অথবা বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। *শৌভে*, ১৭৮৯।

খোম্পা [স ক্ষুপ] *বি* খোঁপা। 'খোম্পাত উপর গুঞ্জরে ভ্রমর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খোয়া[1], **খোয়ানো** [স ক্ষয়>] **১** *ক্রি* নষ্ট করা। 'খোয়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রি* হারিয়ে ফেলা। 'মন আমার দিন কাটালি মূল খোয়ালি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৩** *ক্রি* পার ক'রে নষ্ট করা। 'কী জানি কোথায় সারাদিন আজি খোয়ালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **খুইয়ে বসা** *ক্রি* হারানো। 'তুমি বুড়োবয়সে আক্কেল খুইয়ে বসেছ!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **খোয়াইনু** *ক্রি* খোয়ালাম। 'খোয়াইনু নখের ছন্দ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **খোয়াবি** *ক্রি* নষ্ট করবি। 'আপনার কর্ম্মদোষে ইহকালটা গেছে আবার পরকালটা কেন খোয়াবি?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

খোয়া [স ক্ষয়] *বি* হারানো। 'আমার কাগজপত্র খোয়া গিয়াছে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

খোয়া [হি] *বি* ইটের ছোটো টুকরা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'খোয়া পাচ হাজার।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

খোয়া[3] [স ক্ষীর] **১** *বি* ফলবিশেষ। 'খোয়া খেজুর খরমুজ; ইক্ষু শশা তরমুজ।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* গাঢ় শক্ত ক্ষীর। 'আপনাকে রোজ খোয়া খাওয়াতাম।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

খোয়াই *বি* বর্ধমানের একটি নদী। 'খোয়াইয়ের মধ্যে একটা গুহার ছায়ায় পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খোয়াকার [স কুয়াশা] *বিণ* কুয়াশাচ্ছন্ন। 'খোয়াকার নৈরাকার দেব পুরন্দর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খোয়াড় [স কুটির] **১** *বি* পশু-পাখি রাখার ঘেরবিশেষ। 'খোয়াড় ভাঙ্গার কথা শুন বলি রায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* বন্দীশালা। 'বিবেক বিক্রয় করে বানাতেন বাক্যের খোয়াড়।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

খোয়ানিয়া [স ক্ষয়>] *বিণ* নাশশীল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খোয়াব [ফা খ্বাব] *বি* স্বপ্ন। 'যেমন তাদের খোয়াব।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

খোয়ার [ফা] **১** *বি* নেশা-পরবর্তী অবসাদ। 'নারীর প্রেমের খোয়ার ভারি।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। **২** *বি* অপমান। 'বল্লি পায়ে ধরে মাথার কীরে, আর সয় না খোয়ার।' *অমৃত*, ১৯০০।

খোয়ারি [ফা খারী] *বি* মদের নেশা কাটবার পর অবসাদ। 'নেসার খোয়ারি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খোর [ফা খোর] **১** *বিণ* খাদক। 'বান্দি বাচ্চা বদবক্ত ওরে হারামখোর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* আসক্ত। 'গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

খোরপোশ, খোরপোষ [ফা] *বি* ভরণপোষণের ব্যয়। 'স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ লয়েন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'আমরা অনেকে একটা খোরপোশের বন্দোবস্ত করতে বিলেত যাই।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

খোরমা, খোরমান [ফা খুরমা] *বি* বড়ো খেজুর। 'সেব ও আঙ্গুর আর খোরমা খাজুর।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'চিনি আদি সর্করা আঙ্গুর খোরমান।' *সুলতান*, ১৭০০।

খোরল *বি* গর্ত। 'একটি সারি খোরল বানিয়েছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

খোরসানী *বি* জাতিবিশেষ। 'খোরসানী মোগল পাঠান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খোরা [ফা আবখোরা] *বি* মাটি বা পাথরের বাটি। 'বড় খোরা লইয়া তেঁতুল গুলিতে বসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

খোরাক [ফা খুরাক] **১** *বি* খাবার। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'খোরাক পোসাক পাবে।' *মেয়র্স*, ১৭৬২। **২** *বি* রসদ। 'কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খোরাক পোশাক, খোরাক-পোষাক [ফা খুরাক+ফা পোশাক] *বি* ভরণ-পোষণ। 'ইহাতে বেতন দুই টাকা ও খোরাক পোশাক ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'বউয়ের খোরাক-পোষাকটা ধরিয়া নিতে পার নাই?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

খোরাকি, খোরাকী [ফা খুরাক>] **১** *বি* খাবার জন্যে খরচ। 'খোরাকীর টাকা পাঠাইবা।' *ওর্সা*, ১৭৭৯; 'মায় খোরাকি তিনতঙ্কা পাইবা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* খাদ্য বা ভরণপোষণ। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'দেশে হাহাকার পড়েছে; কারণ নাকি খোরাকির অভাব।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

খোরাকী খাওয়া *ক্রি* ভরণপোষণের অর্থ নষ্ট করা। 'এখানে খামোখা বসে বসে খোরাকী খাওয়া।' *শওকত*, ১৯৫৮।

খোরাসানি, খোরাসানী [ফা খুরাসা] **১** *বি* খোরাসান দেশের অধিবাসী। 'আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রুমী খোরাসানী উজবেকী সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* খোরাসান দেশে তৈরি। 'ধরে ঢাল তরোয়ার খোরাসানি খরধার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* খোরাসান দেশের সৈনিক। 'খোরাসানি মঙ্গল সকল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খোর্মা [ফা খুরমা] *বি* শুকনা খেজুর। 'আজ চাই-ই লাল-শিরাজি স্বচ্ছ-সরস খোর্মা-পারা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খোর্মাবীথি [ফা খুরমা+স বীথি] *বি* খেজুর বাগান। 'সাত সাহারার সাইমুমে শোনে খোর্মাবীথির ডাক।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

খোল[1] [স খল্ল/ খোলক] **১** *বি* পানি সেঁচার পাত্র। 'গঅণ দুখোলেঁ সিংচই পাণী ন পইসই সান্ধী।' *চর্যা ১৪*, ১২০০। **২** *বি* কলা গাছের ছাল এবং তা থেকে তৈরি ক্ষার। 'ধোপানী কাপড় কাচে ক্ষার আর খোলে।' *কেতকা*, ১৬৫০। **৩** *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; মৃদঙ্গ। 'বাজে খোল দগা।' *কেতকা*, ১৬৫০। **৪** *বি* গর্ত। 'দুই চক্ষু যেন তার নাকারার খোল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৫** *বি* আচ্ছাদন। 'তালা এক স্থানে ও খোল আর এক স্থানে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৬** *বি* নারকেলের মালা বা শক্ত আবরণ। 'নারিকেলের খোল রাখিয়া ... এ পানীয় ঢালিয়া দিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **৭** *বি* বালিশ বা লেপ-তোশকের প্রথম আবরণ, যার মধ্যে তুলা ভরা থাকে। 'বালিশের খোল সেলাই করিতে বসিয়া গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৮** *বি* নৌকা বা জাহাজের পাটাতনের নীচের অংশ। *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তোমরা তবু হাল ছাড়নি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৯** *বি* দিয়াশলাইয়ের কাঠি রাখার বাক্স। 'একটা দেশালাইয়ের কাঠিও সে বের করল খোল থেকে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩। **১০** *বি* কচ্ছপের শক্ত বহিরাবরণ। 'কচ্ছপের খোলের মত শক্ত শার্ট।' *মুজতবা*, ১৯৫৯। **১১** *বি* সুপারি গাছের পাতার গোড়ার চওড়া অংশ। 'সেটাকে পিছল করে সুপুরির খোল দিয়ে আসন বানিয়ে হটহট করে নিচে নেমে যাই।' *মুজতবা*, ১৯৬০। **১২** *বি* ঢালু জায়গা। 'গাঙের খোল থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না।' *মনোজ*, ১৯৬১।

খোল[2] [স খলি] **১** *বি* খইল; তেলের কাইট। 'কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* কানের ভিতরের ময়লাবিশেষ। 'তোমায় কানের খোল খাওয়ালাম?' *নজরুল*, ১৯৪১।

খোলবিচালি *বি* খইল এবং খড়। 'এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

খোলকরতাল [স খোলক+করতাল] *বি* খোল ও করতাল; মৃদঙ্গ ও মন্দিরা। 'রাসলীলা নবনলিনী, খোলকরতাল তার কাঁটা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

খোলতাই [স স্খল্>] **১** *বিণ* দীপ্তিমান; শোভাময়। 'চেহারা আরও খোলতাই হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* প্রচলন। 'যে-অঞ্চলে জন্ম আমার, সেখানে তেতোটার খোলতাই নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

খোলন *বি* খোলা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

খোলনলচে [স খোলক+ফা নইচহ্] *বি* সামগ্রিক কাঠামো। 'এর খোলনলচে দুই বদলে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব।' *নজরুল*, ১৯৩২।

খোলশ [স খোলক] *বি* সাপের গায়ের চামড়া। 'সাপ ঝরিয়ে দেয় তার খোলশ।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

খোলস [স খোলক] **১** *বি* বহিরাবরণ। 'পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *বি* সাপের গায়ের চামড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যেন একটা প্রকাণ্ড সাপের নানা-রঙা খোলসের মতো দেখাচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বি* ছদ্মবেশ। 'মেজবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

খোলসমুখোশ [স খোলক+স মুখকোষ] *বি* ছদ্মবেশ। 'কত রকমের না বাইরের খোলসমুখোশ রয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

খোলসা [আ খুলাসাহ্] **১** *বি* মুক্তি। 'যত মনে রাকবি ততই মন্দ, বলে ফেল্যে মন খোলসা পায়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* স্পষ্ট; বিশদ। 'এখানে মতামত নামক আসমানগামী ডানা দুটো খোলসা আছে বটে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৩** *বিণ* খোলাখুলি; খোলামেলা। 'না জেনে ভেদ খোলসা কথায় কি মেলে।' *লালন*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* উন্মুক্ত। 'পথ খোলসা হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

খোলা[1] [স খল্ল] **১** *বি* কলাগাছের বাকল। 'খোলাবেচা অর্থ তোর আছয়ে প্রচুর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ফলের বহিরাবরণ। '... লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* খোসা। 'ডিমের খোলা ভেঙে ফেললেই কিছু পাখি বেরোয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বি* দেহের শক্ত আবরণ। 'খোলা ছাড়াইয়া জীবিত ঝিনুক অথবা অয়স্টারকে যখন গলাধঃকরণ করা হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৭। **৫** *বি* বাঁশের কুরুলের ছিলকা বা খোসা। 'বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

খোলার চাল *বি* সুপারি গাছের খোলা দিয়ে তৈরি চালা। 'খোলার চালে ঘুপসি একখানা বিচ্ছিন্ন ঘর এই মণীন্দ্রর।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

খোলা[2] [স খর্পর] **১** *বি* ঢেঁকির যে অংশে ধান থেকে তুষ আলাদা হয়; লোট। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* ভাজার পাত্রবিশেষ। 'খোলায় পিটুলি দেন হয়ে অতি শুচি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বি* টালি; ঘরের ছাদ আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলক। 'চুনাগলি অধিবাস খোলার আলয়/ তাহাতেই কতরূপ আড়ম্বর হয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খোলাকুচি [স খর্পর>] *বি* মাটির হাঁড়িকলসি প্রভৃতির ভাঙা টুকরা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোলা[৩] **১** *ক্রি* মোচন করা; খুলে নেওয়া। 'বেহারা বুট খোল।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *ক্রি* চালু করা বা হওয়া। 'পাঠশালা অগৌণেই খুলিবেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৩** *ক্রি* তাকিয়ে থাকা; উন্মীলন করা। 'আদিদেব খুলিলা নয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *ক্রি* বের করা। 'ঘোমটা তুলিলেন, মুখ খুলিলেন।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **৫** *ক্রি* শ্রুতিমধুর হওয়া। 'কানমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।' *সুকুমার*, ১৯২০। **৬** *ক্রি* প্রতিষ্ঠা করা। 'মহিলা বিভাগ খোলা সম্ভবপর হইয়াছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

খোলা[৪] **১** *বিণ* বেচাবিক্রির জন্যে মুক্ত। 'এত দোকান থাকিতে কেবল মদের দোকান খোলা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বিণ* অনাবৃত। 'আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* অবারিত। 'কোথা সে খোলা মাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* দরজা দেওয়া নয় এমন। 'দেখে ঘর খোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৫** *বি* ফসল মাড়ানোর জন্য নির্ধারিত উন্মুক্ত জায়গা। 'ওপারেতে ধানের খোলা/ এই পারেতে হাট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৬** *বিণ* বাঁধা নয় এমন। 'বিনোদিনী খোলা চুল পিঠে মেলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৭** *বিণ* মুক্ত। 'গঙ্গার খোলা হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৮** *বিণ* উদ্দাম। 'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৯** *বি* ধান শুকানোর চাতাল। 'ধানকল-পায়রা উড়ে চলে যায় খোলাক্ষেত ছেড়ে।' *শক্তি*, ১৯৬৬। **১০** *বি* ইট তৈরি ও পাঁজা পোড়ানোর স্থান। 'বাতিল খোলাগুলো ধানী-জমির মাঝে মাঝে বর্ষার জলে এক একটি দীঘি হয়ে আছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

খোলা-খাড়া *বিণ* সজাগ। 'চোখ-কান খোলা-খাড়া না রাখলেও সেখানে আপনাকে অনেক খবর অনেক গুজব শুনতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

খোলাখুলি **১** *বিণ* অসংকুচিত। 'এতদূর ইংরেজি কায়দা শিখিনি যে, তাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা কইতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* অকপট; স্পষ্ট। 'খুব খোলাখুলি ও দিলদরিয়া মেজাজের।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

খোলাখুলিভাবে *ক্রিবিণ* অকপটে। 'ইংরেজ লেখক হ'লে কুরুচি-পরিচায়ক প্রসঙ্গগুলো অমন খোলাখুলিভাবে বীরদর্পে উল্লেখ করত না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

খোলাচিঠি *বি* যে চিঠি সবার পড়ার জন্য উন্মুক্ত থাকে। 'তিনি যে একখানি খোলাচিঠি লেখেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

খোলাপ্রাণ *বিণ* উদার। 'তোরা ফুল, তোরা পাখি, তোরা খোলাপ্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

খোলামাঠ *বি* অবারিত প্রান্তর। 'অগ্রহায়ণের শীত খোলামাঠে হাড় কাঁপায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

খোলামেলা **১** *বিণ* উন্মুক্ত। 'একখানা খোলামেলা কোঠায় থাকে।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* সরাসরি; রাখা-ঢাকা নয় এমন। 'খোলামেলা কথা পছন্দ করি।' *শামসুল*, ১৯৬২।

খোলা-হাত *বিণ* উদার। 'দিল-দরাজ, খোলা-হাত পাঠক হয়ত অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

খোলাই [খোলা>] *বি* কোনো কিছু খুলে দেওয়ার বিনিময়ে প্রদেয় অর্থ। 'আমায় বে-ইজ্জত কোরবেন না, আমি কোমর খোলাই টাকা দিচ্ছি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

খোলাডাই *বি* ধাত্রী। 'আমি অভাগিনী তার খোলাডাই মা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

খোলামকুচি, খোলামকুঁচি [স খোলক+স কূর্চ] **১** *বি* মাটির হাঁড়ি, কলসি প্রভৃতির ভাঙা টুকরা। 'খেজুর গুঁড়িটাতে বসে একটা খোলামকুঁচি নিয়ে পায়ের কাছে ...।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'খোলামকুচির মতো ... ঠেলিয়া দেন।' *মানিক*, ১৯৩৭। **২** *বি* তুচ্ছ বস্তু। 'গরীবরা পায় খোলামকুচি, একী অনাসৃষ্টি?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

খোলাষা [আ খুলাসা] *বিণ* পরিষ্কার। **খোলাষারূপে** *ক্রিবিণ* পরিষ্কারভাবে; সংক্ষেপে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

খোলাসা, খোলোসা [আ খুলাসা] **১** *বি* মীমাংসা। 'তাহার খোলাসা হইয়া আইলে ফয়সল হইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বিণ* অবাধ। 'তোমার কাজ মুবিতামত ও খোলাসারূপে জাহাতে চলিবেক তাহা লিখিতেছি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *বিণ* ফাঁকা। 'স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পরমিট ঘরের সম্মুখ খোলাসা করা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৪** *বিণ* আটকানো নয় এমন। 'একটা ব্যাঘ্র সে খোলাসা ও মনুষ্যের দ্বেষ করে না।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৫** *ক্রিবিণ* বিস্তারিতভাবে। 'খোলোসা পড়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৬** *বিণ* বিস্তৃত। 'বেশি খোলাসা করে বলতে গেলে শ্রোতার বিরক্তি বোধ হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খোলাসারূপে *ক্রিবিণ* অবাধে। 'তোমার কাজ মুবিতামত খোলাসারূপে জাহাতে চলিবেক তাহা লিখিতেছি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

খোলী [স খল্ল] *বি* খোল; গাছের বাকল। 'সুপারি গাছের খোলী থেকেও খোলার ঢোল বানায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খোশ [ফা খুশ] *বিণ* আনন্দিত। 'হেকমতে ওস্তাদ হৈল বড় খোশ দিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। *দ্র* **খোষ, খোস**

খোশ-আমদেদ [ফা খুশ+ফা আমদিদ] **১** *বি* আনন্দ সংবাদ। 'খোশ-আমদেদ! স্বাগত হে দেশবন্ধু।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* স্বাগতম। 'খোশ আমদেদ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

খোশ আলাপ [খোশ+স আলাপ] *বি* আমোদপূর্ণ আলাপ-আলোচনা। 'প্রশংসাসূচক খোশ আলাপে গা ভাসিয়ে দিইনে।' *হাই*, ১৯৫৬।

খোশ-কবলিতি [ফা খুশ+আ কবালা>] *বি* স্বেচ্ছা-বিক্রয় পত্র; সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল। 'যখন ভিটেয় হও বসতি দিয়েছিলে খোশ-কবলিতি।' *লালন*, ১৮৯০।

খোশখৎ [ফা খুশ+আ খত] *বিণ* প্রখর। 'খুড়র মত খোশখৎ বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

খোশ-খবর [ফা খুশ+আ খবর] *বি* সুসংবাদ। 'কেশর-রেণুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস-আলস ক্লান্ত সমীর এরই খোশ-খবর চারিদিকে রটিয়ে এল।' *নজরুল*, ১৯২২।

খোশখবরী [ফা খুশ+আ খবর>] *বি* সুসংবাদ। 'আশু বিজয়ের খোশখবরী তাহাদিগকে হাতছানী দিয়া ডাকিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

খোশ-খুমার [ফা খুশ+আ খুমার] *বি* খুশির নেশা। 'খোশ-খুমারে বিশ্বাস সুরমা-ডাগর চোখ করে ঢুলঢুল।' *নজরুল*, ১৯২২।

খোশখেয়াল [ফা খুশ+আ খেয়াল] *বি* খামখেয়াল। 'খোশখেয়ালে উড়াই ঢাকা, ডুবাই বর্ধমান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খোশ-খেয়ালী [ফা খুশ+আ খেয়াল] *বিণ* খামখেয়ালি। 'পড়ে আছে আকাশটা খোশ-খেয়ালী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

খোশখোশাল [ফা খুশ+ফা খুশ+আ হাল] *বিণ* প্রফুল্ল। 'সদস্যদের

মেজাজও হল অনেকটা খোশখোশাল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

খোশগল্প [ফা খুশ+স জল্প] *বি* মজাদার গল্পগুজব। 'খোশগল্পে মাতিয়া।' *ইসলাম*, ১৯২২।

খোশ-তবিয়ত [ফা খুশ+আ তবিয়ত] *বি* ভালো মানসিক অবস্থা। 'মেজাজটাও নাকি আজকাল বহাল খোশ-তবিয়েতে নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

খোশ নসীবী [ফা খুশ+আ নসীব] *বি* সৌভাগ্য। 'জিরাত, জায়দাদ প্রভৃতি আজও দস্তুর মত খোশ নসীবীর নমুনা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খোশনাম [ফা খুশনাম] *বি* সুনাম। 'ফাঁস করে দিই যদি, হবে সে কি খোশনাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

খোশবাই [ফা খোশবু] *বিণ* সুগন্ধে পরিপূর্ণ। 'বৌবাজার অঞ্চলটা একেবারে খোশবাই হয়ে যাবে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

খোশবাগ [ফা খুশবাগ] *বি* ফুলবাগান। 'খোশবাগ-ভরা কত যূথী আর টগরই।' *নজরুল*, ১৯২২।

খোশবান [ফা খোশবু] *বিণ* সুগন্ধি। 'খোশবান পানি।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খোশবু [ফা] *বি* সুগন্ধ। 'খোশবুই নিয়ামত উঠাইয়া লিব।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খোশবুদা [ফা] *বিণ* সুরভিত। 'যদিই পাই তায় তোমার বোঁস্তার খোশবুদা খাক ধুল থোড়া!' *নজরুল*, ১৯৩৯।

খোশবুপানি [ফা খোশবু+হি পানি] *বি* সুগন্ধিযুক্ত পানি। 'যেতে সে খোশবুপানি ছিটায় কূলের ফুলমহলায়!' *নজরুল*, ১৯৪১।

খোশবো [ফা খোশবু] *বি* সুগন্ধ। 'তীব্র-মিঠে খোশবো তাহার উঠবে আমার ছাপিয়ে গোর।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

খোশমহল [ফা খুশ+আ মহল] *বি* খাসমহল। 'মহারাজ ... আব্দুল জব্বারের সহিত খোশমহলে বার দিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

খোশ-মেজাজ [ফা খুশ+আ মিজাজ] *বি* প্রফুল্লচিত্ত। 'কাবীন-মোহরাণা ... প্রভৃতি খোশ-মেজাজে বহাল তবীয়তে হাজারো বৎসর যাবৎ বিবাহ-মজলিসে বিরাজমান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খোশমেজাজী [ফা খুশ+আ মিজাজ] **১** *বিণ* ফুরফুরে। 'ইংলণ্ডের ওয়েদার এমনি খোশমেজাজী যে ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **২** *বিণ* টগবগে; প্রাণোচ্ছল। 'আহাহা আরবী তাজী খোশমেজাজী।' *অন্নদা*, ১৯৫৪।

খোশরোজ [ফা] *বিণ* আনন্দপূর্ণ। 'বিজয়-পতাকা ওড়াতে হলে খুন খোশরোজ খেলা খেলতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খোশহাল [ফা খুশ+আ হাল] *বি* সন্তোষজনক অবস্থা; বহাল তবিয়ত। 'দিব্যি আছিস খোশহালে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খোশা [স কোষ] *বি* ফলের আবরণ। 'খোশা ছাড়াতে-ছাড়াতে স্বাতী আস্তে-আস্তে বললো।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

খোশামোদ, খোশামদ, খোসামদ [ফা খুশামদ] **১** *বি* স্তাবকতা; চাটুকারিতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বক্রেশ্বর খোশামোদ ও বরামদ করিয়া ফ্যা ফ্যা করত।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* তোয়াজ। 'এতো খোশামদ করেন বুঝিতে পারি না।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। **৩** *বি* অকারণ প্রশংসা। 'খোশামোদ করতে হবে না।' *শিবরাম*, ১৯৭০। *দ্র* **খোসামদ**

খোশামুদি [ফা খুশামদ>] *বি* তোয়াজ। 'আমার এত ... গরজ পড়েনি লোককে খোশামুদি করে চিঠি দিবার।' *নজরুল*, ১৯২৭।

খোশামুদে [ফা খুশামদ>] *বিণ* চাটুকার। 'অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো।' *দর্পণ*, ১৮২১।

খোশাল [ফা খুশ+আ হাল] *বিণ* আনন্দিত। 'কোন বাহানায় যে খোশাল হও মোরে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'খোশাল হইয়া রণে রক্ত খায় পেতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

খোশালিত [ফা খুশ+আ হাল+স ত] *বিণ* আনন্দিত। 'ছেলে লৈয়া ছিল বুড়ি খোশালিত দেলে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

খোষ [ফা খুশ] *বি* খুশি। 'ঘরমধ্যে প্রবেশিল মনে বড় খোষ।' *বিজয়*, ১৬৫০। *দ্র* **খোশ, খোস[১]**

খোষখানা [ফা খুশ+ফা খানাহ্] *বি* বাগানবাড়ি। 'তার আগে খোষখানা নানা রঙ্গে পক্ষী নানা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

খোষ রেজা [ফা খুশ+আ রিজা] *বি* নিজের ইচ্ছা। 'খোষ রেজাতে আমার টরনি তোমাকে করিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬।

খোষামোদ [ফা খুশামদ] *বি* সুবিধা লাভের আশায় মিথ্যা প্রশংসা; চাটুকারিতা। **খোষামোদকারক** [ফা খুশামদ+স কারক] *বি* চাটুকারিতা করে যে। 'ভাগ্যবন্তের অধীন ও খোষামোদকারক আর জ্ঞানেরো পরিপাক হয় নাই।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

খোস[১] [ফা খুশ] **১** *বি* খুশি। 'কুকুর বদলে মেড়া লইয়া বড় খোস।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বিণ* উত্তম। *ভবানী*, ১৮২৩। *দ্র* **খোশ, খোষ**

খোসখৎ [ফা খুশ+আ খত] *বি* আনন্দের চিঠি। 'এমন খোসখৎ আর কে লিখতে পারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

খোসখরিদ [ফা খুশ+ফা খরীদ>] *বি* সন্তোষজনক বিক্রি। 'আপরেল মাষের পহিলা তক খোসখরিদে বিক্রি না হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

খোসখেয়ালি [ফা খুশ+আ খেয়াল] *ক্রিবিণ* খামখেয়ালিভাবে। 'খোসখেয়ালি মুকুট পরে রাজ্য করে জয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

খোসগপ্প [ফা খুশ+স জল্প] *বি* হালকা মেজাজের গল্প-গুজব। 'কতিপয় খোসগপ্প তন্মধ্যে সংগ্রহীত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

খোসগল্প [ফা খুশ+স জল্প] *বি* হালকা মেজাজের গল্পগুজব। 'তাঁহারদিগের সহিত দুটো খোসগল্প করিয়া স্নান করিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

খোস-চেহারা [ফা খুশ+ফা চিহরাহ্] *বি* সুন্দর চেহারা। 'আহা! এমন খোস-চেহারা কি হানফের ঘরে সাজে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

খোসনবীসী [ফা খুশ+আ নবীস>] *বি* খোশনবিসের কাজ; সুন্দর হাতের লেখার কাজ। 'কৌসিলের বাঙ্গলা খোসনবীসী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

খোসনাম [ফা খুশনাম] *বি* সুনাম। 'জাহাতে মহারাজার খোসনাম থাকে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

খোসপোসাকী [ফা খুশ+ফা পোশাক>] *বি* পোশাকবিলাসী। 'প্যালানাথ বাবু ... খোসপোসাকীর হদ্দ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খোসবু [ফা খুশবু] *বি* সুগন্ধ। 'আতরের খোসবু বড় পছন্দ করে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

খোস মেজাজ [ফা খুশ+আ মিজাজ] *বি* ফুরফুরে মন। 'মোসাহেবলোক সমভিব্যাহারে খোস মেজাজে থাকিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

খোসমেজাজী [ফা খুশ+আ মিজাজ] *বিণ* প্রফুল্লচিত্তে আছে এমন। 'খোসমেজাজী বানর তোমায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

খোসরজ্জা, খোষ রেজ্জা [ফা খুশ+আ রিজা] *বি* খুশি; নিজের ইচ্ছা। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

খোস[১] [হি খোসনা] *বি* পায়ের ছাপ। 'নবীর পদের খোস নীচ হই রহে উর্চ পাষাণেতে রহিল নিশান।' *সুলতান*, ১৭০০।

খোস[৩] [স কোষ] *বি* ছাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খোসক *বি* ভরণ পোষণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খোসলা [হি খেসড়া] *বি* পাট বা শণের বস্ত্র। 'হরিণ বদলে পাইল পুরাণ খোসলা/ উড়িতে সকল অঙ্গে বরিসএ ধুলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খোসা [স কোষ] **১** *বি* ফলের আবরণ। 'দাড়িম্ব বিদরে যেন খোসা না ধরিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* ডিমের শক্ত আবরণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

খোসাপুরু *বিণ* অনুভূতি প্রখর নয় এমন। 'ইংরেজ খোসাপুরু জাত।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

খোসা-ভাঙা [খোসা+ভাঙা] *বিণ* খোসা ছাড়ানো হয়েছে এমন। 'বৃথা খোসা-ভাঙা বাদাম পাথরে পড়ে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

খোসামোদ, খোসামদ [ফা খুশামদ] **১** *বি* তোয়াজ; চাটুকারিতা। 'খোসামোদ করন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কেবল খোসামদ, তোষামদ?' *এসলাম*, ১৯১৯। **২** *বি* উপাসনা। *ভবানী*, ১৮২৩। *দ্র* **খোশামোদ**

খোসামদি [ফা খুশামদ>] *বি* চাটুকারিতা। 'তবে ছায়াপ্রায় খোসামদি করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

খোসামদিআ [ফা খুশামদ>] *বিণ* চাটুকার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোসামুদিয়া [ফা খুশামদ>] *বিণ* খোসামুদে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খোসামুদী [ফা খুশামদ>] *বি* চাটুকারিতা। 'গোয়েন্দাগিরী, দালালী খোসামুদী ও ঠিকে রাইটরী করে যা পান।' *হুতোম*, ১৮৬১

খোসামুদে [ফা খুশামদ>] *বি* তোষামোদকারী। 'খোসামুদেরা কর্ত্তার নিকট কহেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

খোসামোদি [ফা খুশামদ>] *বি* তোষামোদ; স্তুতি। 'অন্য লোকের খোসামোদি করিতে হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

খোসালিত [ফা খুশ] *বিণ* আনন্দিত। 'রহে নবী খোসালিত হইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খোস্কি [ফা খুশকি] *বি* শুকিয়ে মরে যাওয়া। 'খোস্কি ও খেসারত বাবুদি ... লইবেক না।' *এডমন*, ১৭৯৩।

খ্যাংটো *বিণ* একগুঁয়ে স্বভাববিশিষ্ট। 'মাথায় শণের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটো বুড়ি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

খ্যাংরা *বি* ঝাঁটা। 'ব'লে দেবে খ্যাংরা পিটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খ্যাংরা কাঠি *বি* ঝাঁটার শলা। 'তার দাঁতগুলি খ্যাংরা কাঠির মতো, মুখমণ্ডল বড়োই ঝাঁঝালো।' *হাসান*, ১৯৬৭।

খ্যাঁক [ধ্বন্যা] *বি* কর্কশভাবে ক্রোধ প্রকাশক শব্দ। 'খ্যাঁক খ্যাঁক করে মিছে, সব-তাতে দাঁত খিঁচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

খ্যাঁকি [ধ্বন্যা খ্যাঁক>] *বিণ* অবিরত খ্যাঁক শব্দকারী। 'বাস রে খ্যাঁকি খ্যাঁক-শেয়ালি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খ্যাঁকশেয়ালি, খ্যাঁকশেয়ালী [ধ্বন্যা খ্যাঁক+স শৃগাল>] *বি স্ত্রী* এক প্রজাতির শিয়াল। 'কুঁদুলিকে নিয়ে গেল খ্যাঁকশেয়ালি এসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'কুকুরে খুঁজে খ্যাঁকশেয়ালী বার করে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

খ্যাঁচখ্যাঁচ [ধ্বন্যা] *বি* উচ্চ কলস্বর। 'চায়ের বাগানে পাখিদের খ্যাঁচখ্যাঁচ।' *জীবন*, ১৯৩১।

খ্যাঁচাখেঁচি [ধ্বন্যা খ্যাঁচখ্যাঁচ>] *বি* ঝগড়া-বিবাদ। 'থও না বাপু খ্যাঁচাখেঁচি।' *সুকুমার*, ১৯২০।

খ্যাঁট মারা *ক্রি* নেশা করা। 'খ্যাঁট মেরে বদহজম হলে ও-সব বিলকি-ছিলকি স্বপ্ন দেখা যায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

খ্যাঁড় [স খড়] *বি* শুকনা তৃণ। 'তাহাদের উপরে চাকণ চিকণ, ভিতরে খ্যাঁড়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

খ্যাঁতা [স কন্থা] *বি* কাঁথা। 'আর একটা খ্যাঁতা দে, মরে গেলাম, হেই বউ।' *হাসান*, ১৯৬৬।

খ্যাঁদা [স ক্ষুদ্র] *বিণ* বোঁচা। 'খ্যাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খ্যাঁশ খ্যাঁশ, খ্যাঁস খ্যাঁস [ধ্বন্যা] *বি* আলতোভাবে কোনো কিছু কাটার শব্দ। 'খ্যাঁশ খ্যাঁশ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ, রাত কাটে ঐরে।' *সুকুমার*, ১৯১৮; 'পাগলের মত এখানে ওখানে খ্যাঁস খ্যাঁস করে খামচান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

খ্যাক খ্যাক [ধ্বন্যা] *বি* পরিহাসযুক্ত হাসির শব্দ। 'খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল।' *জীবন*, ১৯৩২।

খ্যাঙরা-কাটি *বিণ* ঝাঁটার শলার মতো। 'খ্যাঙরা-কাটি আঙুলাগুলো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

খ্যাঙ্গরা *বি* ঝাঁটা। 'গোঁপ জোড়াটি খ্যাঙ্গরার মুড়া।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

খ্যাচখেচানো [ধ্বন্যা খ্যাচখ্যাচ>] *ক্রি* নিরন্তর ঝগড়াঝাটি করা। 'ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায় যাইতে যাইতে খ্যাচখেচায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

খ্যাড় [স খড়] *বি* মাড়াইকৃত শুকনা ধানগাছ। 'গরু তো লয় যে খ্যাড় খাবে।' *হাসান*, ১৯৬০।

খ্যাত [স] **১** *বিণ* পরিচিত। 'তোর বাপ রাজ্যে খ্যাত নাম উজাড়দত্ত মুখদোষে শ্রবণবর্জ্জিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খ্যাত বিখ্যাত অতি ক্ষমা কর মুখ জ্যোতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* জ্ঞাত। 'সেই তাঁর হৃদয়েশ খ্যাত ইহা সর্ব্বদেশ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* কুখ্যাত। 'খবর পায় যে তাহার এলাকায় খ্যাত ডাকাইত ওগয়রহ আশ্রয় লইয়াছে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। **৪** *বিণ* অভিহিত। 'তাঁহারা স্বদেশে গিয়া নবাব নামে খ্যাত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

খ্যাতনামা [স] *বিণ* বিখ্যাত। 'কেননা খ্যাতনামা লেখকদের বিচার করবার অধিকার ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

খ্যাতনাম্নী [স] *বিণ স্ত্রী* বিখ্যাত। 'খ্যাতনাম্নী নেত্রী শ্রীযুক্তা লীলাবতী মুন্সী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

খ্যাতবিদ্য [স] *বিণ* বিদ্যার জন্যে খ্যাত। 'অনেকানেক খ্যাতবিদ্য ইংরাজ তাহা দৃষ্টি করিয়া উল্লেখ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

খ্যাতা [স] *বিণ স্ত্রী* পরিচিত। 'হটী বিদ্যালঙ্কার নামে খ্যাতা হইয়া বৃদ্ধাবস্থাতে কাশীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

খ্যাতাপন্ন [স খ্যাত-আপন্ন] *বিণ* খ্যাতিমান; যশস্বী। 'দেশান্তরে খ্যাতাপন্ন হইয়াছেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

খ্যাতাপন্না [স খ্যাত-আপন্না] *বিণ স্ত্রী* সুপরিচিত। 'যত আর বেশ্যামহলে খ্যাতাপন্না মান্যা ধন্যা অগ্রগণ্যা ছিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

খ্যাতি [স] **১** *বি* প্রচার। 'জগৎ ভরিয়া আমার হবে পুণ্য খ্যাতি।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **২** *বি* সম্মান। 'বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **৩** *বি* উপাধি। 'অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আত্মকার্য্যের মধ্যে প্রধান কার্য্যে ভবানন্দকে নিযুক্ত করিলেন খ্যাতি রাখিলেন রায়মজুমদার। *রাজীব,* ১৮০৫। **৪** *বিণ* সুনাম। 'তাহারা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গণ্য ও মান্য হইতে পারে।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯।

খ্যাতি-অখ্যাতি [স] *বি* সুনাম এবং দুর্নাম। 'এখন আমি খ্যাতি-অখ্যাতির বাইরে।' *অবন,* ১৯৪১।

খ্যাতিকীর্তি [স] *বি* যশ। 'আমার জীবনের সমস্ত খ্যাতিকীর্তি কেবল আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

খ্যাতিক্লান্ত [স] *বিণ* খ্যাতি লাভ ক'রে ক্লান্ত। 'খ্যাতিক্লান্ত মনে যেতে যেতে পথের ধারে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৯।

খ্যাতিপ্রতিপত্তি [স] *বি* সুনাম ও মর্যাদা। 'যাঁহাদের বিদ্যাবিষয়ে খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভের বাসনা আছে...।' *অক্ষয়,* ১৮৫০।

খ্যাতিপ্রত্যাশী [স] *বিণ* খ্যাতি চায় এমন। 'খ্যাতিপ্রত্যাশী অর্বাচীন বালকের সেই অপরাধ ... মার্জনা করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২।

খ্যাতিবিহীন [স] *বিণ* খ্যাতি নেই এমন। 'বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

খ্যাতিমান [স] *বিণ* প্রসিদ্ধ। 'একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা পড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৬।

খ্যাতির খাজনা [স খ্যাতি>+আ খাজানাহ্] *বি* খ্যাতির মাশুল; খ্যাতির আনুষঙ্গিক অসুবিধা। 'সমস্ত জীবন ধরে খ্যাতির খাজনা দিতে হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

খ্যাতিলাভ [স] *বি* সুনাম অর্জন। 'সুলেখক হইয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিতে সক্ষম হইত।' *অক্ষয়,* ১৮৫৫।

খ্যাতিশূন্য [স] *বিণ* খ্যাতিহীন। 'অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭।

খ্যাতিসম্পন্ন [স] *বিণ* সুপ্রসিদ্ধ। 'করাচী ডাকের উন্নয়নের কাজটার ভার দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটা কোম্পানীর হাতে।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

খ্যাতিসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* খ্যাতিমান। 'খ্যাতিসম্পন্না মহিলাও রয়েছেন।' *বেগম,* ১৯৫০।

খ্যাতিহীন [স] **১** *বিণ* অপরিচিত। 'তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩। **২** *বিণ* খ্যাতির ঝামেলা নেই এমন। 'স্তব্ধ অচেতন – খ্যাতিহীন শান্তি চাই আমি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫। **৩** *বিণ* অখ্যাত। 'খ্যাতিহীন কোনো গায়ক আত্মতৃপ্তি লাভ করার জন্যে গান রচনা করে।' *হাই,* ১৯৫৪।

খ্যাতিহীনতা [স] *বি* অপ্রসিদ্ধি। 'কোনোমতে নির্জন নিঃশব্দ খ্যাতিহীনতার মধ্যে ফিরে যাই।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

খ্যাদ [স খেদ] *বি* খেদ; আক্ষেপ। 'সে খ্যাদের কথা আর তুলিস নে।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬০।

খ্যাদা [স খিদ্>] *ক্রি* খেদানো; তাড়িয়ে দেওয়া। 'খ্যাদায়ে দেবে যে, তাই যাচ্ছি।' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪।

খ্যান-খ্যানানি [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তিসূচক শব্দ। 'কেন জানিনে তার খ্যান-খ্যানানিটে যেন নূতন করে ...।' *প্রমথ,* ১৯১৫।

খ্যানখেনে [ধ্বন্যা] *বিণ* কর্কশ। 'ভিতর থেকে একটা খ্যানখেনে গলায় উত্তর শোনা গেল।' *সুনীল,* ১৯৭০।

খ্যাপন [স] **১** *বি* প্রচার। 'দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **২** *বি* প্রকাশ। 'প্রাচীন শ্লোক অভ্যাস করিয়া স্বকবিত্ব খ্যাপন করিতেছেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১৩।

খ্যাপ মারা [স ক্ষিপ্>+মারা] **১** *ক্রি* বৈঠা বাওয়া। 'কুবের বলিল, গাও লাগাও বাই, জোরে খ্যাপ মার।' *মানিক,* ১৯৩৬। **২** *ক্রি* প্রত্যাশা অনুযায়ী লাভ করা। 'সুযোগ মতো খ্যাপ মারতে না পারলে বাঁচার উৎসাহ অনেক থিতিয়ে আসে।' *সেলিনা,* ১৯৭৫।

খ্যাপলা [স ক্ষিপ্>] *বি* মাছ ধরার জালবিশেষ। 'তোর খ্যাপলা খেলে না/ তাই কাতলা মেলে না।' *অমৃত,* ১৯০০।

খ্যাপা [স ক্ষিপ্ত>] **১** *বি* পাগল। 'খ্যাপার মতন আছি চিরদিন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩। **২** *বিণ* আবেগপ্রবণ। 'সে কেবল খ্যাপা হৃদয়ের উদার উল্লাসে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭। **৩** *বি* বাউল। 'আপন-মনে খ্যাপার মতো।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০। **৪** *বিণ* উন্মত্তের মতো বেগবান। 'কোন খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৫। **৫** *বিণ* ক্রোধে উন্মত্ত। 'আমি খ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য।' *নজরুল,* ১৯২২। **৬** *বি* বাউণ্ডুলে। 'ওই খ্যাপাটাকে ভালোবেসেছিল।' *নজরুল,* ১৯২৭।

খ্যাপা কুত্তা *বি* পাগলা কুকুর। 'ওরা এখন খ্যাপা কুত্তা।' *পাশা,* ১৯৭১।

খ্যাপাটে [স ক্ষিপ্ত>] *বিণ* উন্মত্ত। 'সেদিন এক রকম খ্যাপাটে ভাবে সেখানকার দক্ষিণের বারান্দাটায় নিষ্কর্মার মতো বেড়াচ্ছিলুম।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

খ্যাপানো [স ক্ষিপ্ত>] *ক্রি* রাগানো। 'আমাকে খ্যাপাত দাদা নিশি-পাওয়া ব'লে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

খ্যাপামি [স ক্ষিপ্ত>] *বি* পাগলামি। '... কোনো খ্যাপামি নেই, ও ভারী স্নিগ্ধ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

খ্যাপামো [স ক্ষিপ্ত>] *বিণ* পাগলামিপূর্ণ। 'এই খ্যাপামো হঠকারিতায় কী তোমার চেয়ে আমি কম কষ্ট পেয়েছি।' *নজরুল,* ১৯২৭।

খ্যাপান *বি* কীর্তন। 'বিস্মৃতপ্রায় খ্যাপানটি সুর করিয়া উচ্চস্বরে বলিতে বলিতে ...।' *প্রভাত,* ১৮৯৮।

খ্যামটা [হি খেমটা] *বিণ* (সংগীত) খেমটা তালযুক্ত। 'মাতায় চাদর জড়িয়ে খ্যামটা নাচের উজ্জুগ কচ্চেন।' *হুতোম,* ১৮৬১।

খ্যামটাওয়ালি [হি খেমটাওয়ালী] *বি* নর্তকী। 'নৃত্য করিবার জন্য এক জোড়া খ্যামটাওয়ালি উপস্থিত হয়।' *দীনবন্ধু,* ১৮৭২।

খ্যাল [স খেল্>] *বি* ভেলকিবাজি। 'তুক তাক মন্ত্রতন্ত্র কত সব খ্যাল।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

খ্যালনা [তুল হি খেলৌনা] *বি* খেলার জিনিস। 'সেকেলে ঢাল তলোয়ার, চীনে বাসন, গোরুর গলার ঘণ্টা ... যত রাজ্যের খ্যালনা।' *শিবরাম,* ১৯৪০।

খ্যালা [স খেল্>] **১** *বি* খেলা। 'চুপি চুপি বহুরূপী লুকাচুরি খ্যালা।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮। **২** *ক্রি* খেলা করা। 'নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে দাদন, গাদন ও শামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন।' *হুতোম,* ১৮৬১।

খ্রিষ্টান [ই ক্রিশ্চিয়ান] *বি* খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। 'জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বর, এই ঈশ্বরত্রয় খ্রিষ্টানদিগের উপাস্য দেবতা।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

খ্রীষ্টানধর্ম [ই ক্রিশ্চিয়ান+স ধর্ম] *বি* খ্রিস্টধর্ম। 'এই কি তোমার

খ্রীষ্টানধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

খ্রিষ্টীয় [স ক্রিশ্চিয়ান+স ঈয়] *বিণ* খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত। 'কোন ব্যক্তি রোম নগরীয় খ্রিষ্টীয় সমাজকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

খ্রিস্ট [ই ক্রাইস্ট] *বিণ* যিশু খ্রিস্ট। **খ্রিস্টাশ্রয়ী** [ই ক্রাইস্ট+স আশ্রয়ী] *বিণ* খ্রিস্টধর্ম অবলম্বনকারী। 'খ্রিস্টাশ্রয়ী এলিয়ট এবং বৈদান্তিক হাকসলি উভয়েই তাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন ...।' *শিব*, ১৯৬০।

খ্রিস্টাননি [স ক্রিশ্চিয়ান>] *বি স্ত্রী* খ্রিস্টান নারী। 'যেতে দিবেন তো ওখানে খ্রিস্টাননিকে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

খ্রিস্তান [ই ক্রিশ্চিয়ান] *বি* খ্রিস্টান। 'জরুর কেবল আছে যে খ্রিস্তান এহা না করুক।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খ্রীশ্চান [ই ক্রিশ্চিয়ান] *বি* খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। 'ওঁ-তে যেরকম হিন্দুর ব্রহ্ম লাভ, ক্রুশে যে রকম খ্রীশ্চানের গড লাভ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

খ্রীষ্ট, খ্রীস্ট [ই ক্রাইস্ট] *বি* যিশুখ্রিস্ট। *দর্পণ*, ১৮২৪।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী [ই ক্রাইস্ট+স ধর্মাবলম্বী] *বিণ* খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। 'যে-জাতি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাহাদের দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

খ্রীষ্টবাদী [ই ক্রাইস্ট+স বাদী] *বি* খ্রিস্টের মতবাদ অনুসরণ করে যে। 'খ্রীষ্টবাদীরা যে সকল অসার প্রমাণ প্রয়োগ করেন।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

খ্রীষ্টান [ই] ১ *বিণ* খ্রিস্ট প্রবর্তিত; খ্রিস্টের। 'খ্রীষ্টান ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে মহোদ্যোগী হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ২ *বিণ* খ্রিস্ট ধর্মসম্বন্ধীয়। 'কর্ম্ম প্রাপ্তি হেতু খ্রীষ্টান মতাবলম্বী হইলেও হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ৩ *বি* খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করেছে যে। 'খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিচারকালে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বিণ* খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। 'আমি খ্রীষ্টান হইয়া যে সকল আশা সিদ্ধ করিব মনে করিয়াছিলাম ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

খ্রীষ্টানী [ই ক্রিশ্চিয়ান>] ১ *বিণ* খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত। 'ইসাই বা খ্রীষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন।' *সুধাকর*, ১৮৯৩। ২ *বি* খ্রিস্টান সম্প্রদায়। 'জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীষ্টানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৩ *বি* খ্রিস্টান ধর্ম। 'খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টানী ছাড়িতে হইবে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

খ্রীষ্টাব্দ [ই ক্রাইস্ট+স অব্দ] *বি* যিশু খ্রিস্টের জন্মের পর থেকে গণনাকৃত বছর। 'খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর বুদ্ধ গয়ার যে বোধিবৃক্ষ বিদ্যমান ছিল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

খ্রীষ্টিয়ান [ই ক্রিশ্চিয়ান>] *বিণ* খ্রিস্টধর্ম অবলম্বনকারী। 'হাফ খ্রীষ্টিয়ান হাফ হিন্দু।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

খ্রীষ্টিয়ানি [ই ক্রিশ্চিয়ান>] *বিণ* খ্রিস্টানি। 'এই সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

খ্রীষ্টীয় [ই ক্রাইস্ট+ স ঈয়] ১ *বিণ* খ্রিস্টের জন্ম থেকে গণনাকৃত। 'অষ্টাদশ বৎসর পর খ্রীষ্টীয় ১৮৪৩ অব্দে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* খ্রিস্ট সম্বন্ধীয়। 'বাইবেল অনুবাদকগণ সেই ভাষার সর্ব্ব অঙ্গে খ্রীষ্টীয় তিলক চিহ্ন দিয়া গিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

খ্রীষ্টীয়ান [ই ক্রিশ্চিয়ান] *বি* খ্রিস্টান। 'ফ্রিমেসনসংজ্ঞক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বিরদিগের মধ্যে২ যে সংপ্রদায় আছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

খ্রীস্টমাস [ই] *বি* যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন। 'খ্রীস্টমাস ইভে খ্রীস্টমাস ট্রি স্থাপনা হলো।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

গ

গ বাংলা ব্যঞ্জনের মধ্যে তৃতীয় বর্ণ। 'গ গগানো (মুমূর্ষু অবস্থা) গছানো (গচ্ছিত) গড়া (গঠন) ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গঅণ, গঅণা [স গগন] *বি* গগন। 'বাহ তু কামলি গঅণ উবেসেঁ।' *চর্যা ৮*, ১২০০; 'নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই।' *চর্যা ১৬*, ১২০০; 'মই অহারিল গঅণত পণিআঁ।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০; 'সরহ ভণই গঅণেঁ পমাএঁ।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০; 'অকট হুঁ ভব গঅণা।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

গঅণাঙ্গণ [স গগন+অঙ্গন] *বি* আকাশগঙ্গা। 'খররবি কিরণ সংতাপে রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।' *চর্যা ১৬*, ১২০০।

গঅন্দা [স গজেন্দ্র] *বি* গজেন্দ্র। 'মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই।' *চর্যা ১৬*, ১২০০।

গঅবর [স গজবর] *বি* হাতি। 'গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।' *চর্যা ১৭*, ১২০০।

গআল [স গোপালক>] *বি* গোপ। 'ধনে জনে মজাইলা গআলের মাইআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

গই *দ্র* **যাওয়া**

গইন্দা [ফা গোয়িন্দাহ] *বি* গুপ্তচর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গইন্দাগিরি [ফা গোয়িন্দাহ-গিরি] *বি* গুপ্তচরবৃত্তি; গোয়েন্দার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গইব [আ গায়ীব] *বিণ* অদৃশ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গইবি [আ গায়ীব>] *বিণ* গুপ্ত; আজগুবি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গইরা [স গভীর] *বিণ* গভীর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গউ [স গতম্] *বিণ* গত। 'চালিঅ ষষহর গউ নিবাণেঁ।' *চর্যা ২৭*, ১২০০।

গউড় [স গৌড়] *বি* গৌড়। 'সুখে আছ গউড় নগরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গউড়া [স গৌড়] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ গউড়া।' *চর্যা ১৮*, ১২০০।

গউন [স গৌণ] *বি* বিলম্ব। 'তিলেক গউন নাই ত্বরিত গমনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গএ [স গয়া>] *ক্রিবিণ* গয়াতীর্থে। 'গএ গদাধর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গওনা [স গ্রহণ] *বি* গহনা; অলংকার। 'কত গওনার লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

গওর [আ ঘওর] *বি* খেয়াল। 'কিছু গওর না করিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩১।

গওহর [ফা গওহার] *বি* মূল্যবান মতি। 'আনি জিবরাইল আজ হরদম দানে গওহর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গংকিণী *বি* নদীবিশেষ। 'একখানি হাসি! গংকিণী-জলে যেন বেহুলার ভেলা।' *জসীম*, ১৯৩০।

গঁর্ণাখাঁদা [ও গ্রহণখণ্ডিয়া] *বিণ* উপরের ঠোঁট-কাটা। 'সাদাসিধে লোক কিন্তু জন্মাবধি গঁর্ণাখাঁদা।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গঁদ [হি গোঁদ] *বি* জিওল, বাবলা ইত্যাদি গাছের কষ থেকে তৈরি আঠা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মুখে দিলে, না অম্ল, না মিষ্ট, না তিক্ত, না কটু, কিছুই বোধ হয় না; যেমন, গঁদ, চুয়ান জল ইত্যাদি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গঁদানো [হি গোঁদ>] *ক্রি* আঠা লাগানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গগড় *বি* গাছবিশেষ। 'দেবধান গগড় ময়না কাঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গগণ [স গগন] *বি* আকাশ। 'যেন মেঘ মহাঘোরে আসিয়া গগণ পরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গগন [স] **১** *বি* আকাশ। 'মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মেঘে আৎসাদিত হৈল গগন মণ্ডল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* স্বর্গ। 'কত গগনবাসী অপ্সরা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গগন-অঙ্গন [স] *বি* আকাশমণ্ডল। 'পূর্ণ কর রে গগন-অঙ্গন তাঁর বন্দনগানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

গগনগম্বুজ [স গগন+ফা গুম্বজ] *বি* আকাশ রূপ গম্বুজ। 'আ-নীল গগনগম্বুজ-ছোঁয়া।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গগনচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* আকাশে বিচরণ করে এমন। 'কত গগনচারিণী ভৈরবী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গগনচারী [স] *বি* খেচর। 'স্বাধীন-গগনচারী, কাতরে নিশ্বাসি সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গগনচুম্বী [স] *বিণ* আকাশস্পর্শী। 'ইহার অব্যবহিত উত্তরপ্রান্তে গগনচুম্বী ... কারাকোরামনাম্নী শাখা অবস্থিতা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গগন-ঢাক [স গগন+স ঢক্কা] *বি* প্রচণ্ড শব্দ করে এমন ঢাক। 'পড়িল গগন-ঢাকে কাঠি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গগনতট [স] *বি* আকাশের প্রান্ত। 'মেঘের খেলা গগনতটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

গগনতল [স] *বি* আকাশের পৃষ্ঠ। 'জুঝে রে দানব সব কোটালের ঠাটে হান হান শব্দ করে গগনতল ফাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গগনপর্যটক, গগনপর্য্যটক [স] *বি* আকাশচারী। 'গগনপর্য্যটকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গগনপার [স] *বি* আকাশ। 'গগনপারের কারা আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গগনবাসী [স] *বিণ* স্বর্গে বাস করে এমন। 'কত গগনবাসী অপ্সরা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গগনবিচুম্বী [স] *বিণ* আকাশছোঁয়া। 'গগনবিচুম্বী তুষারকিরীটি হিমগিরি।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

গগনবিদারি [স গগন+স বিদার>] *বিণ* আকাশ বিদীর্ণ করে এমন। 'মা তুমি গগনবিদারি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গগনবিদারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* আকাশ বিদীর্ণ করে এমন। 'গগনবিদারিণী বিদ্যুল্লতা মানব জাতির দাস্যকর্মে নিযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গগনবিদারী [স] *বিণ* আকাশভেদী। 'বৃংহণের গগনবিদারী প্রচণ্ড নাদ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গগনবিহারী [স] *বিণ* আকাশে বিহার করে এমন। 'মানুষ গগনবিহারী হইয়া নীলাকাশে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

গগনবুক [স গগন-বক্ষ>] *বি* আকাশের মধ্যস্থল। 'প্রকৃতি শান্তমুখে/ ছুটায় গগনবুকে/ গ্রহতারাময় তার রথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গগন-ভরা [স গগন+ভরা] *বিণ* আকাশ-জোড়া। 'এ গগন-ভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গগনভাল [স] *বি* আকাশরূপ কপাল। 'অনল উঠিছে গগনভালে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

গগনভেদ [স] *বি* আকাশ ছেদন। 'তাহাই হিমালয়রূপে গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গগনভেদি [স গগনভেদী] *বিণ* আকাশ ভেদ করে এমন। 'তুলিবে গগনভেদি হাহাকার ধ্বনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

গগনভেদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আকাশ ভেদ করে এমন। 'কলপনা গগনভেদিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গগনভেদী [স] *বিণ* আকাশ ভেদ করে এমন। 'সঙ্গিগণ তিন বার গগনভেদী স্বরে ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

গগনমণ্ডল [স] *বি* সমস্ত আকাশ। 'নিমিষেকে জোড়ি মেঘ গগনমণ্ডল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গগনমণ্ডলস্থ [স] *বিণ* আকাশে আছে এমন। 'তিনি কখনও বা গগনমণ্ডলস্থ ভূরিসঙ্খ্য বৃহদাকার পদার্থ দর্শনে পরিতৃপ্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গগনময় [স] *বিণ* আকাশজুড়ে বিস্তৃত। 'তার কলধ্বনি দখিন হাওয়ায় ছড়ায় গগনময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

গগনমার্গ [স] *বি* আকাশপথ। 'ক্রোধানল গগনমার্গে উড্ডীয়মান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

গগন-মূল [স] *বি* দিগন্ত; আকাশপ্রান্ত। 'ওই যে পুরব গগন-মূলে/ সোনার বরন পালটি তুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গগনযান [স] *বি* উড়োজাহাজ। 'এরোপ্লেন ও জেপলিন নামে অত্যদ্ভুত গগনযানদ্বয় তদ্বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণস্থল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গগনলগন [স গগনলগ্ন] *বিণ* আকাশছোঁয়া। 'শ্রাবন্তীপুরীর গগনলগন প্রাসাদে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

গগনললাট [স] *বি* দিগন্ত। 'অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

গগনশির [স] *বি* আকাশপ্রান্ত। 'যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা শোভে গো গগনশিরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গগনস্থ [স] *বিণ* আকাশে অবস্থিত। 'ষোড়শী পূর্ণযৌবনবতী হয় তখন গগনস্থ চন্দ্রের যেরূপ রাহু গ্রহণের শঙ্কা হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গগনস্থিতি [স] *বি* আকাশের অবস্থান। 'চলিল মন্দাকিনী ছাড়িআ গগনস্থিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গগনস্পর্শী [স] *বিণ* আকাশ স্পর্শ করতে চায় এমন। 'মধ্যে মধ্যে ... গগনস্পর্শী চূড়াসম্বলিত মনোমুগ্ধকর অট্টালিকাশ্রেণী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গগনস্পর্শীয় [স] *বিণ* আকাশছোঁয়া; আকাশকে স্পর্শ করে এমন। 'গগনস্পর্শীয় প্রলয় অনলাকার হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

গগনাঙ্গন [স গগন-অঙ্গন] *বি* আকাশ রূপ অঙ্গন। 'পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ঊর্ধ্বতর প্রেম গগনাঙ্গনে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

গগলস, গগল্‌স [ই] *বি* রোদ থেকে চোখকে আরাম দেওয়ার বিশেষ রঙিন চশমা। 'তাঁহাদের মাথায় হেলমেট, কানে টেলিফোন এবং চক্ষে গগল্‌স ছিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩২; 'রাতেও গগলস-পরা।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

গঙানো *ক্রি* কালযাপন করা। 'পাশায় গঙাইলে দিন মর্যাদা করাইলে হীন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গঙ্গ [স গঙ্গা] *বি* গঙ্গা। 'মালতি মাল সিরে নহ গঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গঙ্গা [স] **১** *বি* নদীবিশেষ। 'যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* হিন্দু দেবীবিশেষ। 'গঙ্গা গঙ্গা বলি বহু করিলা স্তবন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* গঙ্গানদীর জল। 'অন্তে শ্রীশ্রী - গঙ্গা দিবে।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

গঙ্গাজল [স] *বি* গঙ্গা নদীর জল। 'গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গঙ্গাজলি [স গঙ্গাজল>] *বি* হাতে গঙ্গার জল নিয়ে শপথ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গঙ্গাজলিআ [স গঙ্গাজল>] *বিণ* গঙ্গাজলের বর্ণবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গঙ্গাজলী [স গঙ্গাজল>] *বিণ* গঙ্গার পানির মতো গেরুয়া রংবিশিষ্ট। 'এক২ যোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক অঙ্গুরীয়ক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

গঙ্গাতীর [স] *বি* গঙ্গার কিনারা। 'গঙ্গাতীরে বহুগ্রামযুক্ত মাকন্দী নগরী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গঙ্গা দেওন *বি* মৃত্যুর আগে মুখে গঙ্গাজল দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গঙ্গাধর [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'গঙ্গাধর হর শ্মশান বিহারী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

গঙ্গাধারা [স] **১** *বি* গঙ্গার জলপ্রবাহ। 'গঙ্গাধারা মিশবে নাকি কালো যমুনাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বি* গঙ্গাজলের ছিটা। 'তোর, প্রসাদিফুল পাই যদি মা/ গঙ্গাধারাও চাইনা শিরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

গঙ্গা পাওয়া, ভাগের মা – 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না অর্থাৎ মাকে গঙ্গাযাত্রা করানো এক বিষম লেঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গঙ্গা পার করে দেওয়া *ক্রি* সজ্ঞানে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। 'তার গালে চূণ কালি দিয়ে, মাথায় ঘোল ঢেলে গঙ্গা পার করে দেই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গঙ্গাপুত্র [স] *বি* মৃতদেহ দাহকারী সম্প্রদায়ের মানুষ। 'গঙ্গাপুত্র ১০০০।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গঙ্গাপ্রাপ্তি [স] *বি* মৃত্যু। 'তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গঙ্গাফড়িং [স গঙ্গা+স পতঙ্গ] *বি* সবুজ রঙের এক জাতের পতঙ্গ। 'গঙ্গাফড়িং লাফিয়ে চলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

গঙ্গাফল [স গঙ্গা+স ফল] *বি* কচ্ছপের ডিম। 'গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম।' *ভারত*, ১৭৬০।

গঙ্গাবন্দনা [স] *বি* গঙ্গার পূজা। 'গুরুবন্দনা, গঙ্গাবন্দনা ও দাতাকর্ণাদি যাহার সমুদয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

গঙ্গাবাস [স] *বি* গঙ্গার তীরে বসবাস। 'প্রভুর আজ্ঞাতে যেঁহো কৈল গঙ্গাবাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গঙ্গামৃত্তিকা [স] *বি* তিলক। 'নববাবুরা খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে গঙ্গামৃত্তিকা, ঝামা ও থুৎকুড়ি গাত্রে বর্ষণ করিতে লাগিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গঙ্গা-যমুনা [স] *বি* শিশুতোষ লোকক্রীড়াবিশেষ। 'গঙ্গা-যমুনা খেলায় কোনখানায় ভাল ডাক হয়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গঙ্গা যমুনা হয়ে যাওয়া *ক্রি* সহাবস্থান করা। 'কেশগুলি শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গঙ্গাযাত্রা [স] *বি* গঙ্গাজল স্পর্শ করে মরার জন্য মুমূর্ষু ব্যক্তির

গঙ্গাতীরে গমন। 'অমুকের মাতাকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

গঙ্গাযাত্রী [স] *বি* মৃত্যুপথযাত্রী। 'বসছে উঠে গঙ্গাযাত্রী – সহমরণ করছি দাবী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

গঙ্গালাভ [স] *বি* মৃত্যু। 'অত্যাশ্চর্য্যরূপে গঙ্গালাভ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গঙ্গাসাগর [স] *বি* গঙ্গা নদী যে স্থানে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে – প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। 'তাহা এইক্ষণে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গঙ্গাস্নান [স] *বি* গঙ্গা নদীর জলে অবগাহন; হিন্দুমতে পুণ্যস্নান। 'যথোচিত ক্রিয়া করি করি গঙ্গাস্নান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গঙ্গাস্রোত [স] *বি* গঙ্গার পানিপ্রবাহ। 'গঙ্গাস্রোতে হস্তিনাপুর ভগ্ন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গঙ্গোদক [স গঙ্গা-উদক] *বি* গঙ্গাজল। 'তিল তুলসী গঙ্গোদক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গঙ্গোত্রী [স] *বি* হিমালয়ের প্রান্তবর্তী হিন্দু তীর্থস্থানবিশেষ। **গঙ্গোত্রীশিখর** [স] *বি* হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহের চূড়া। 'জগতের গঙ্গোত্রীশিখর হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

গঙ্গোপাধ্যায় [স] *বি* হিন্দু ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'বরাহনগরে শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গচ [স গাত্র] *বি* ঘনত্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গচানো [পা গচ্ছ্>] *ক্রি* চাপানো; গোছানো। 'গচাইআ এড়িলেক জমুনার ঠাই।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **গছা**

গচ্চা [পা গচ্ছ্>] *বি* অযথা ব্যয়। 'চার চারটা টাকা গচ্চা গেছে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

গচ্ছা[১] [পা গচ্ছ্>] *ক্রি* চলে যাওয়া। **গচ্ছন্তি** *ক্রি* চলে গেলো। 'গচ্ছন্তি বৈকুণ্ঠে দেবদেবে।' *মালাধর*, ১৫০০।

গচ্ছা[২] [পা গচ্ছ্>] *বি* ক্ষতিপূরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গচ্ছিত [পা গচ্ছ্>] *বিণ* সঞ্চিত। 'সামুদায়িক বস্তু দুই ভ্রাতার স্থানে গচ্ছিত হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

গছ [স গাত্র] **১** *বি* বাঁকের ভার। 'চিনির পুরিআ নিল গছ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ঘনত্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গছা, গছানো [পা গচ্ছ্>] **১** *ক্রি* চাপানো। 'বল করি খেওআ রাজা গছাইল মোরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* গচ্ছিত করা। 'লেজ কাটি গছায় ফুল্লরা বরাবরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* কৌশলে সম্মত করা। 'সেইখানে ধনজন গছাইয়া থো।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৪** *ক্রি* অর্পণ করা। 'গছাল।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **গচানো**

গছিআ [স গচ্ছ] *বি* গাছ। 'মোরাহি রে অঁগনা চাঁদনকেরি গছিআ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গজ[১] [স] **১** *বি* হাতি। 'অসংক্ষ তুরগ গজ রথ দাসদাসি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* দাবা খেলার ঘুঁটিবিশেষ; বিশপ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'George হচ্ছে দাবার নৌকা, আর তুমি গজ।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

গজকচ্ছপ [স] *বিণ* অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। 'লাগিয়াছে দেহে গজকচ্ছপ রণ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গজকন্দা [স গজস্কন্ধ] *বিণ* হাতির কাঁধের মতো মোটা কাঁধবিশিষ্ট। 'গজকন্দা চেহারার মানুষের মনের বিমর্ষতা।' *জীবন*, ১৯৩২।

গজ-কপালিয়া [স গজ-কপাল>] *বিণ* খুব ভাগ্যবান। 'আপনে হৈলেন গজ-কপালিয়া মানুষ।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

গজকুম্ভ [স] *বি* হাতির মাথার উপরের কলস আকৃতির মাংসপিণ্ড। 'সুররাজগজকুম্ভ কুচযুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গজগড়ি [স গজ+স গড়্>] *বিণ* হাতির হাঁটার মতো আয়েশি গতিসম্পন্ন। 'হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ জাএ গজগড়ি ছান্দে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গজগমা [স গজ+স গমন] *বি* হাতির গতির মতো চলে যে। 'দেখিতে আইসে গজগমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গজগামিনি [স গজগামিনী, সম্বোধনে ই-কার] *বি স্ত্রী* হাতির মতো সুন্দর ও মন্থর গতিতে চলে এমন ব্যক্তি। 'বঁউসি আনহ গজগামিনি রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গজগামিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* হাতির মতো চলনবিশিষ্ট। 'গজগামিনী, গোয়ালিনী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* ধীরগতিবিশিষ্ট। 'এমন গজগামিনী রেলগাড়ি সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গজগিরি [স] *বি* কুয়াদির পাড়ে শান-বাঁধানো চত্বর। 'ঐ কুণ্ড সকল চতুর্দিগে পাকা গজগিরি করিয়া বান্ধা।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

গজঘড় [স গজ>] *বি* হস্তিবাহিনী। 'বিষম অতিবড় আইসে গজঘড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গজঘণ্টা [স] *বি* হাতির গলায় বাঁধা ঘণ্টা। 'গজঘণ্টা বাজে উতরোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গজঘোট [স গজ>] *বি* হাতির পিঠে বিছানোর বস্ত্র। 'চামর পামরি ভোট সকল্লাত গজঘোট পট্টি সতরঞ্চ লাখে লাখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গজ-ঢাক [স গজঢক্কা] *বি* হাতির গলায় বাঁধা হয় যে বাদ্যযন্ত্র। 'চলেন যেন ব্যাংটি হো হো উ-র গজ-ঢাক গাল পুরু।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গজদন্ত [স] *বি* হাতির দাঁত। 'আঙ্গুলে অঙ্গুরী পরি বিচিত্র রতনে জড়ি করে গজদন্তের কঙ্কণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

গজদন্তময় [স] *বিণ* হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। 'স্বর্ণ ও রত্নখচিত গজদন্তময় যান, বহুমূল্য শয্যা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গজপতি [স] *বি* হাতিশ্রেষ্ঠ। 'অশ্বপতি গজপতি নর নৌকাপতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গজপীঠ [স গজপৃষ্ঠ] *বি* হাতির পিঠ। 'গজপীঠে বাজে দামা সাজিল রাজার মামা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গজবল [স] *বি* গজারোহী সৈন্য। 'পাইআ কুশজল উঠিল গজবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গজবাজি [স] *বি* হাতি ও ঘোড়া। 'কৌতুক দেখন্তি বেড়ি গজবাজি রথে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গজবেনি [স গজ>] *বি* হাতির পিঠের উপর যে বাদ্য বাজানো হয়। 'রায়বেনি গজবেনি বাজে রুদ্রবীণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গজবৃন্দ [স] *বি* হাতিসমূহ। 'সংগ্রামপরিচালনাকার্য্যে গজবৃন্দের সহায়তা আর গ্রহণ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গজভুক্ত কপিত্থ ফল [স] *বি* অন্তঃসারশূন্য ফল। 'নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না গজভুক্ত কপিত্থ ফলের শস্যের ন্যায়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

গজমতি, গজমতী [স গজমৌক্তিক] *বি* হাতির মাথায় উৎপন্ন কল্পিত

মানিকবিশেষ। **গজমতি হার** [গজমতি+স হার] *বি* গজমতির মালা। 'তহিত নক্ষত্রগণ গজমতীহার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রানী গলার গজমতি হার দেখিয়ে বললেন ...।' *অবন*, ১৮৯৬।

গজমুকুতা [স গজ+স মুক্তা] *বি* হাতির মাথায় উৎপন্ন হয় এমন কল্পিত মুক্তা। 'হৃদয়ে কাঞ্চুলী গজমুকুতার হার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গজমুক্তা [স] *বি* হাতির মাথায় উৎপন্ন হয় এমন কল্পিত মুক্তা। 'গজমুক্তা শোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

গজমুতি, গজমুতী, গজমোতি [স গজ+স মৌক্তিক] *বি* হাতির মাথায় উৎপন্ন হয় এমন কল্পিত মুক্তা। 'গাছে লাগি ছিঞ্জিল সকল গজমুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যেন বিগঠ গজমুতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০; '*গলে হার গজমোতি কৃপা কর সরস্বতী।' রূপরাম*, ১৭৫০।

গজমূর্খ [স] *বি* নিরেট মূর্খ। 'রে গজমূর্খ! বলি প্রভুপাদ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গজযূথ [স] *বি* হাতিসমূহ। 'রণে যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গজরাজ [স] *বি* গজশ্রেষ্ঠ। 'গজরাজগতি পরিমল পারিজাত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গজরাজক [স] *বি* গজরাজ। 'পল্লবরাজ চরনজুগ সোভিত গতি গজরাজক ভানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গজরাজি [স] *বি* হাতির দল। 'গজ রাজি সারি ২ লক্ষে ২ দাষ দাষী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গজস্কন্ধ [স] *বিণ* হাতির ঘাড়ের মতো। 'সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমলনয়ন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০

গজাদি [স] *বি* হাতি এবং অন্যান্য পশু। 'বাদ্যের গভীর শব্দ গজাদির চীৎকার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

গজারূঢ় [স গজ-আরূঢ়] *বিণ* হাতিতে সওয়ার। 'গৃহীতাস্ত্র ও গজারূঢ় হইয়া রাজার সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

গজাস্তরণ [স] *বি* হাতির পিঠের আবরণ। 'মুক্তারাশি এবং গজাস্তরণ আনয়নের বিষয় উক্ত পর্ব্বে সন্নিবেশিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গজেন্দ্র [স] *বি* শ্রেষ্ঠ হাতি। 'গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গজেন্দ্রগমন [স] *বি* সেরা হাতির গতিতে গমন। 'গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

গজেন্দ্রগামিনী [স] *বি স্ত্রী* হাতির ন্যায় হেলেদুলে মন্থর গতিতে চলে এমন রমণী। 'স্থূল নিতম্বিনী মধুরভাষিণী গজেন্দ্রগামিনী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গজেন্দ্রবদন [স] *বিণ* হাতির মতো মুখবিশিষ্ট। 'গীর্বাণপ্রধান দেব গজেন্দ্রবদন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গজেশ্বর [স গজ-ঈশ্বর] *বি* হাতি চালক। 'একশত ছত্রধারী সভানের অধিকারী/ ধবল অরুণ গজেশ্বর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গজ[2] [ফা] ১ *বি* পরিমাপের একক; ৩৬ ইঞ্চি পরিমাণ দৈর্ঘ্য। 'প্রথমে করিল সজ দিঘে ডিঙ্গা শত গজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কাপড় মাপার কাঠি। 'কাপড়-মাপা গজ দিয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

গজকাঠি [ফা গজ+স কাষ্ঠিকা] *বি* একগজ পরিমাপক কাঠি। 'গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিতবস্তুর পরিমাপ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গজবর [ফা] *ক্রিবিণ* গজকাঠির মাপ অনুযায়ী। 'হরেক থান কাপড় তজবিজ্ করিয়া লইবা গজবর ও গোছে হরগিজ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

গজগজ [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* অসন্তোষ প্রকাশক অস্পষ্ট উক্তি করে এমন। 'চলে খচখচ রাগে গজগজ জুতা মচমচ তানে।' *সুকুমার*, ১৯২০। ২ *বি* অসন্তোষ প্রকাশক শব্দ। 'গজগজ করে ওঠে।' *জীবন*, ১৯৩২।

গজগজানো *ক্রি* অসন্তোষ প্রকাশ করা। 'মনুমিয়া আপন মনে গজগজায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

গজব [আ গজব] ১ *বি* বিপদ। *'কোন দোষে এলাহী গজব এয়ছা কইল।' গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* অভিশাপ। 'খোদার গজব সত্তরই নাজেল হইবে।' *মোসলেম*, ১৯২৫।

গজব নাজেল হওয়া *ক্রি* সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ কার্যকর হওয়া। 'কোন পাপে এমন গজব নাজেল হলো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

গজব নামা *ক্রি* বিপদ ঘনানো। 'আগামী বছর যে গজব নেমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

গজবি [আ গজব] *বি* বিপদ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গজর [হি] *বি* কাল নির্দেশক ধ্বনি বা ঘন্টা। 'দুই প্রহরের ঘড়ি গজরের তড়বড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০।

গজর গজর [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশক অস্পষ্ট উক্তি। 'যুদ্ধে হার মানিয়া নিবারণ গজর গজর করিতেছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

গজরানো [স গর্জন>] ১ *ক্রি* আক্রোশে গর্জন করা। 'শাশুড়ী মাগী যেন বিয়ন্ত বাগিনীর মত গজরাতে লাগলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ২ *ক্রি* চাপা গর্জন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গজরাতে গজরাতে তার পিছু-পিছু যাই।' *শিবরাম*, ১৯৭০। **গজরিয়ে** *ক্রি* গর্জন ক'রে। 'অমনি সে গজরিয়ে উঠে সুখপাখিরে হানা দেয়।' *লালন*, ১৮৯০।

গজল [আ] ১ *বি* (সংগীত) ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরির মতো এক শ্রেণীর গান। 'টপ্পা, নক্সা, জঙ্গলা, গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন।' *প্যারী*, ১৮৬১। ২ *বি* প্রণয়গীতি। 'চৈতী রাতের গাইত গজল বুলবুলিয়ার বর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

গজল্লা [আ গজল] *বি* হইচই। 'তাড়ি খেয়ে গজল্লা বাধাবে রাত-দুপুরে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

গজা[1], **গজানো** ১ *ক্রি* অনুগমন করা। 'পার উআরেঁ সোই গজিই।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। ২ *ক্রি* জন্মানো। 'ও জটা কি গজিয়েছে?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *ক্রি* অঙ্কুরিত হওয়া। 'আবার নতুন নতুন পাতা গজাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *ক্রি* পরানো। 'তার গায়ে গজাইল কাশ্মীরী শাল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ৫ *ক্রি* অনুভূত হওয়া। 'একটা প্রশ্নের চারা মনে গজাতে দিয়ে ...।' *পাশা*, ১৯৭১।

গজিয়ে ওঠা *ক্রি* জন্মানো। 'বরফ গলার দিনে গাছপালা গজিয়ে উঠতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গজা[2] [স গজ] *বি* ময়দা দিয়ে তৈরি শুকনা মিষ্টান্নবিশেষ। 'খাজা গজা সরভাজা অতি সুমধুর কাঁচাগোল্লা বাদামতক্তি আতা অনুপাম।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গজাড় [স গজ+অরি] *বি* গজারি; একজাতীয় গাছ। 'কি গজাড় জঙ্গল সারা পাহাড়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গজার [স গজারি] *বি* গজারি গাছ। 'বড্ড গজার জঙ্গল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গজারি [স] *বি* গাছবিশেষ। 'গজারি গাছ, বাবলা, বন্য কাঁটাবাঁশ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গজারূঢ় *দ্র* গজ[২]

গজাল [ফা গজ>] *বি* বড়ো আকারের পেরেক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'না বুঝবি ত মগজ তোর গজাল মেরে গোঁজাব।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

গজি [ফা গজ>] ১ *বি* মোটা কাপড়। *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ২ *বিণ* গজ পরিমাণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গজেন্দ্র *দ্র* গজ[২]

গজেশ্বর *দ্র* গজ[২]

গঞ্জ ১ *বি* বন্য জন্তু। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* বর্বর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গঞ্জনা [স গঞ্জনা] *বি* তিরস্কার। 'কহিতে লাগিলা মাতা বচন গঞ্জনা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গঞ্জ [ফা] *বি* ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান। 'যে কেহ গঞ্জ মজকুরে উতরিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

গঞ্জগ্রাম [ফা গঞ্জ+স গ্রাম] *বি* হাট সংবলিত গ্রাম। 'গঞ্জ-গ্রামের রাস্তায়, মাঠের আলে হাঁটবে।' *হাসান*, ১৯৬০।

গঞ্জপাতা [ফা গঞ্জ+স পত্তন] *বি* বাণিজ্য স্থান ও বসতি। 'বিশাশয় গঞ্জপাতা বাইশ বাজার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গঞ্জন [স] ১ *বি* তিরস্কার। 'সে জন কন্যার পতি দেবকুলে কেবল গঞ্জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বদনাম; দুর্নাম। 'সভে করে কানাকানি না ঘুচিল কুলের গঞ্জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গঞ্জনা [স] *বি* তিরস্কার। 'জানাইল গঞ্জনা আল্লার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গঞ্জনি [স গঞ্জন>] *বিণ* গঞ্জনা দেয় এমন। 'শুন গো সুন্দরী উত্তমধীষণা খঞ্জন-গঞ্জনি রামা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গঞ্জিত [স] ১ *বিণ* তিরস্কৃত। 'বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* গঞ্জনাপ্রাপ্ত। 'কত দিনে রাতে অপমানঘাতে আছি নতশির গঞ্জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

গঞ্জল *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগ ধানশী। গঞ্জল।' *বড়ু*, ১৫৭০।

গঞ্জা [স গঞ্জন] *ক্রি* তিরস্কার করা। 'আক্ষাক গঞ্জিহ বড়ায়ি নির্ভয় মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গঞ্জএ** *ক্রি* তিরস্কার করে। 'গতি গঞ্জএ গজরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গঞ্জি** *ক্রি* গঞ্জনা ক'রে। 'আসিয়া আমারে গঞ্জি শ্রবণ করাল্য পঞ্জি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গঞ্জিআ** *ক্রি* তিরস্কার ক'রে। 'বীরকে গঞ্জিআ তারা কহে কটু কথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গঞ্জিতে** *ক্রি* তিরস্কার করতে। 'গঞ্জিতে লাগিল দুর্জ্জোধনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **গঞ্জিব** *ক্রি* তিরস্কার করবে। 'বৃদ্ধ কালে লোক সবে গঞ্জিব আক্ষারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **গঞ্জিয়া** *ক্রি* গঞ্জনা ক'রে। 'নিষ্ঠুর বচন বলে গঞ্জিয়া কোটাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গঞ্জিল** *ক্রি* তিরস্কার করলো। 'উমর খত্তাব প্রতি বহুল গঞ্জিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **গঞ্জিহ** *ক্রি* গঞ্জনা দিয়ো। 'আক্ষাক গঞ্জিহ বড়ায়ি নির্ভয় মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গঞ্জি [ই] *বি* ব্রিটেনের গ্রয়েনজি দ্বীপে উদ্ভাবিত জামার নিচে পরার বোনানো বস্ত্র। 'সে গঞ্জি গায় দিয়া খড়ম পায়েই ঘরের বাহির হইয়া পড়ে।' *মনসুর*, ১৯৫৫। *দ্র* **গেঞ্জি**

গঞ্জিকা [স] *বি* গাঁজা। **গঞ্জিকাশাস্ত্র** *বি* গাঁজাখুরি শাস্ত্র। 'পঞ্জিকাশাস্ত্রকে গঞ্জিকাশাস্ত্র বলে গণ্য করে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

গঞ্জিত *দ্র* **গঞ্জনা**

গঞ্জিফা [ফা গন্‌জফাহ্] ১ *বি* ১৪৮ তাসের খেলা। 'গঞ্জিফা খেলায় সকটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* তাস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গঞ্জীয়াত [ফা] *বি* গঞ্জসমূহ। *শৌভে*, ১৭৮৯; 'গঞ্জীয়াত ও বাজার।' *চেরী*, ১৭৯২।

গট [স ঘট] *বিণ* স্থির; নিশ্চল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ওর মনটিও তেমনি ওর অন্তঃকুহরটির মধ্যে দিব্যি গট হয়ে বসে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গট গট [ধ্বন্যা] ১ *বি* জুতা পায়ে হাঁটার শব্দ। 'গট গট করে চলতে চলতে গার্ড আমার দিকে একটু তাকালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ২ *বি* দম্ভে পা ফেলার শব্দ। 'গটগট করে বেরিয়ে যায় সালু আপা।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

গটর গটর [ধ্বন্যা] *বি* দম্ভভরে দৃঢ় পদক্ষেপে চলার শব্দ। 'ফুটপাথে গটর-গটর করে টহল দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গটরা [আ গরগরহ্] *বি* তুমুল শব্দ। 'ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গঠন [স] ১ *বি* নির্মিত বস্তু। 'সকলে সুবর্ন্ন দর্ব্য জতেক গঠন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* নির্মাণ। 'পুর মধ্যে বইসে নড়ি নানা বর্ণে গড়ে চুড়ি জোঁ দিয়া করয়ে গঠন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* গড়ে তোলা। 'ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতি গঠন আরব্ধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৪ *বি* আকার; অবয়ব। 'শারীরিক গঠন বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের সহিত বহু অংশে তাঁহার সাম্য আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গঠনকার্য [স] *বি* নির্মাণ কাজ। 'সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গঠন-গাঠন [স গঠন>] *বি* শারীরিক গড়ন। 'ওই মেয়েটির গঠন-গাঠন চলন-চোলন ভালো।' *জসীম*, ১৯২৯।

গঠনতন্ত্র [স] *বি* রাষ্ট্র অথবা কোনো সংগঠনের সংবিধান বা কার্যপ্রণালী। 'এক প্রকারের গঠনতন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গঠনতান্ত্রিক [স] *বিণ* গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত। 'কোনো একটি লীগের গঠনতান্ত্রিক ব্যাপারের খুঁটিনাটির আলোচনা ...' *আজাদ*, ১৯৪৩।

গঠননীতি [স] *বি* গঠনপ্রণালী। 'তখন তার গঠননীতি ও রূপকর্ম থাকবেই না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

গঠনপত্রিকা [স] *বি* প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নীতিমালা। 'ইস্কুল বিভাগের একটি গঠনপত্রিকা তৈরি করিবার জন্য আমার উপরে ভার দিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গঠনপ্রকৃতি [স] *বি* গঠিত হওয়ার ধরন বা বৈশিষ্ট্য। 'ভাষার এ রূপ তার ধ্বনি ও গঠন প্রকৃতির দিক থেকে।' *হাই*, ১৯৫৮।

গঠনপ্রণালী [স] *বি* গঠনপদ্ধতি। 'গঠনপ্রণালী এবং কার্যপদ্ধতি অনুমোদন করেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গঠন প্রতিভা [স] *বি* উদ্ভাবনী বুদ্ধি। 'এই কলেজ-তাড়িত ... মজিদের মধ্যে এমন গঠন প্রতিভা ছিল?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গঠনমূলক [স] *বিণ* গঠনের সহায়তা করে এমন। 'সমাজের উন্নতি, গঠনমূলক কার্য্য ...।' *এসলাম*, ১৯৩৪।

গঠনশক্তি [স] *বি* সৃজনশীলতা। 'মানুষ ... নিজেরই গঠনশক্তি ধীশক্তি ইত্যাদির পরিচয় দিতে চেয়ে রচনা করলে কিছু।' *অবন*, ১৯২৫।

গঠনিয়া [স গঠন>] *বিণ* রচক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গঠনীয় [স গঠন>] *বিণ* গঠনযোগ্য। 'বিধ্বস্ত প্রাচীন ও গঠনীয়

নবমূল্যবোধহীন অন্তর্বর্তীকাল – সমাজতত্ত্বে যাকে বলে anomy।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গঠা [স গঠন>] *ক্রি* গঠন করা। 'চন্দ্রমণি সূর্যমণি গঠ ভুই বাট।' *আলাওল*, ১৬৮০। **গঠিছে** *ক্রি* গঠিত হয়েছে। 'নিজ করে যত্নে কি গঠিছে করতার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **গঠিয়া** *ক্রি* গঠন ক'রে। 'আদেশ পাইয়া বিধি গঠিয়া রূপের নিধি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **গঠিল** *ক্রি* গড়ে তুললো। 'বিধি কার জন্য, গঠিল বটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **গঠে** *ক্রি* গঠন করে। 'সেই সে সকল গঠে সকল ভাঙ্গএ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'মৃত্তিকা আনিয়া গঠে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **গঠেছে** *ক্রি* গঠন করেছে। 'রুরে অতি আজব ভাক্কা গঠেছে সাঁই মানুষ-মক্কা।' *লালন*, ১৮৯০।

গঠিত [স] *বিণ* নির্মিত। 'ভূতলে অতুল সভা – স্ফটিকে গঠিত; তাহে শোভে রত্নরাজি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গড [ই] *বি* ঈশ্বর। 'ও গড ও গড গড লেখে বাইবেলে/ ঈশু কি তোমার শিশু ঔরসের ছেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গডা [স গঠন] *ক্রি* গড়িয়ে পড়া। 'অতি শান্ত হৈয়া শেষে ভূমে পড়ে গড়ি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গড্ডল [স] *বি* ভেড়া। 'মূঢ় মূক গড্ডলেরে'দিই যেন বলি রক্তপিপাসিত যূপে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

গড্ডলবৃত্তি [স] *বি* গাড়লপনা। 'গড্ডলবৃত্তিই তখন তার বিবেকের মুখ্য অবলম্বন।' *শিব*, ১৯৫০।

গড্ডরিকা [স] *বি* এক মেষের অনুসারী মেষদল। 'তৎসংসর্গি গড্ডরিকাবলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনি লোকেরা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গড্ডলিকা, গড্ডালিকা [স] *বি স্ত্রী* মেষ। 'শার্দূল কি গড্ডলিকার সংখ্যাধিক্য দর্শনে সঙ্কুচিত হয়?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

গড্ডলিকাপ্রবাহ, গড্ডালিকাপ্রবাহ [স] **১** *বি* বিবেচনাহীন অনুসরণ। 'গড্ডালিকাপ্রবাহ শব্দের প্রয়োগ পণ্ডিতেরা করিয়া থাকেন।' *রামমোহন*, ১৮২৩; 'এখনো অনুকরণের গড্ডালিকা প্রবাহেই ভাসিয়া চলিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪২। **২** *বি* এক মেষের অনুবর্তী মেষদল। 'গড্ডলিকাপ্রবাহ ঐরাবতীপ্রবাহে নিমগ্না হবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

গড্ডলিকাপ্রবাহী [স] *বিণ* গতানুগতিক। 'নেতাদের মধ্যে তার অপ্রতুলতা এখানকার রাজনীতিকে গড্ডালিকাপ্রবাহী এবং উচ্ছ্বাসনির্ভর করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

গড়১ [স গর্ত>] **১** *বি* দুর্গ। 'আকাশপ্রমাণ লঙ্কার গড়।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* গর্ত। 'থাকের মধ্যে ইন্দুর গড় করিয়াছিল।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১৭। **৩** *বি* গড়ান; ঢালু স্থান। 'রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **৪** *বি* আচ্ছাদন। 'এক ছড়া যুঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

গড়খাই [গড়+স খাত>] *বি* পরিবেষ্টক জলখাত। 'কেহ গিয়া পড়ে গড়খাইর ভিতরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গড়খাই-করা [গড়খাই+করা] *বিণ* নির্দেশিত। 'এইজন্য ওস্তাদের গড়খাই-করা গানকে আমাদের সকলের করা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

গড়চক্র [গড়+স চক্র] *বি* দুর্গের প্রাচীর। 'লম্ফেতে উল্লম্ফেতে, ধাবনেতে, গড়চক্র-ভেদেতে ... নিপুণ হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **গড়চক্র-ভেদ** [গড়+স চক্র-ভেদ] *বি* দুর্গের প্রাচীর ডিঙানো। 'লম্ফেতে উল্লম্ফেতে, ধাবনেতে, গড়চক্র-ভেদেতে ... নিপুণ হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

গড়-বন্দি, গড়বন্দী [গড়+ফা বন্দি] *বিণ* প্রাচীর ঘেরা; অবরুদ্ধ। 'চারিদিকে গড় খুদে গড়বন্দী কইল।' *গরীব*, ১৭৬৫। 'ইহার বাটীর চতুর্দ্দিগে গড়-বন্দি ছিল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

গড়বাসী [গড়+স বাসী] *বি* দুর্গের অধিবাসী। 'কহাভয় উপজিল গড়বাসী মনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গড়ভুক্ত [গড়+স ভুক্ত] *বিণ* গড়ের সঙ্গে যুক্ত। 'যাম্যে দামোদর নদ গড়ভুক্ত বাঁকা নদ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গড়ের বাদ্য *বি* বিলাতি ব্যান্ডের বাজনা। 'কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গড়ের মাঠ *বি* মধ্য কলকাতার সবচেয়ে বড়ো মাঠ। 'কাজল ... গড়ের মাঠ দেখিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গড়২ [স গল] *বি* মাটিতে নিচু হয়ে প্রণাম। 'শিব শিব বলি সাতবার করে গড়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

গড় করা *ক্রি* প্রণাম করা। 'দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

গড় হওয়া *ক্রি* প্রণত হওয়া; নত হওয়া। 'গুরুঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গড়৩ [স গঠন>] *বি* গঠন। 'অতি শুদ্ধ সুবর্ণের গড় সব জড়িত রত্তন।' *সুবছান*, ১৭০০।

গড়৪ [স গণ] **১** *ক্রিবিণ* মাথাপিছু। *ওর্সা*, ১৭৮২। **২** *বি* মোটামুটি সাধারণ হিসাব। 'গড়ে প্রতিদিন যদি চারি শত করিয়া ধরা যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

গড়পড়তা [গড়+পড়তা] **১** *ক্রিবিণ* গড় হিসেবে। 'বেসেলের কৃত কটিবন্ধ ... গড়পড়তা করা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *ক্রিবিণ* গড়ে। 'গড় পড়তা মাথা পিছু বাৎসরিক মাত্র সাড়ে চার টাকা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **৩** *বিণ* সাধারণ আটপৌরে। 'গড়পরতা বাঙালীকে মুরগী বলার হক এদের আছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গড়ই [স গড়ক] *বি* টাকি মাছবিশেষ। 'গড়ই মাছের পোঁটা মুড়া তায় মেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গড়গড় [ধ্বন্যা] **১** *বি* রাগান্বিতভাবে দ্রুত হেঁটে যাওয়ার শব্দ। 'গাঁ গাঁ করে চিৎকার করে, এবং গড় গড় করে চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *বি* কোনো কিছু আবর্তিত হওয়ার বা গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গড়গড়া [ধ্বন্যা গড়গড়>] *বি* তামাক খাওয়ার হুঁকাবিশেষ। 'মুখুয্যেমশায় বাহিরে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গড়গড়ানি [ধ্বন্যা গড়গড়>] *বি* ক্রমাগত গড়গড় শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গড়গড়িয়ে [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* গড়গড় শব্দ ক'রে। 'কেউ বা তেড়ে গড়গড়িয়ে মুখস্থ কয় ঝাড়া।' *সুকুমার*, ১৯২০।

গড়গড়ি *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। 'দুর্গাচরণ গড়গড়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

গড়গল [স গলগণ্ড] *বি* গলগণ্ড। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গড়ন [স গঠন] **১** *বি* গঠন। 'উত্তম গড়ন ভালে নিঃসন্ধি করহ চালে।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বি* রূপ; কাঠামো। 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যে

সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা গদ্যের গড়ন দেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

গড়নপিটন [স গঠন>] *বি* দেহসৌষ্ঠব। 'গড়নপিটন বেশ মাট মাট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গড়নপিঠোন [স গঠন>] *বি* গঠন ও সৌষ্ঠব। 'তার গড়নপিঠোন আপনি ঘটতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গড়না [স গঠন] *বি* গঠন। 'যদ্যপিস্যৎ এমত২ রচনা গড়না হইত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

গড়বড় *বি* সমস্যা। 'জ্বলন্ত অনল গড় বড় ঘোরতর।' *মালাধর*, ১৫০০।

গড়বড়ি *বি* হট্টগোল। 'সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গড়া[১] [স গল্>] ১ *ক্রি* গত হওয়া। 'যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* অতিক্রান্ত হওয়া। 'গড়াল্য দুপুর বেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গড়া[২] [স গঠন>] ১ *ক্রি* তৈরি করা। 'রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *ক্রি* রচনা করা। 'বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কি না সন্দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **গড়** *ক্রি* সৃষ্টি করো। 'তুমি বিশ্ব গড় তুমি বিশ্বে বড়।' *ভারত*, ১৭৬০। **গড়নি** *ক্রি* নির্মাণ করো। 'গড়নি পঞ্চনি মহাকায়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গড়াইতে** *ক্রি* তৈরি করতে। 'গড়াইতে পঞ্চর গৌড় নগর গেলাঙ আপনা খায়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গড়ায়্যা** *ক্রি* গড়িয়ে বা তৈরি ক'রে। 'গড়ায়্যা আন্যাছে কেহ রজত কাঞ্চন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গড়াল্য** *ক্রি* গড়ালো। 'গড়াল্য দুপুর বেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গড়িয়া** *ক্রি* তৈরি ক'রে। 'এখনি গড়িয়া দেও বেউলার কাছলি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **গড়িয়্যা** *ক্রি* তৈরি ক'রে। 'গড়িয়্যা অনিয়াছে কেহ রজত কাঞ্চন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গড়িল** *ক্রি* গড়া হলো। 'চারিবাসে গড়িল রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। **গড়ে** *ক্রি* নির্মাণ করে। 'প্রতিমা গড়ে ভাস্করে/ মনপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করে।' *লালন*, ১৮৯০।

গড়াগাঁথা *বি* সৃষ্টি। 'তাদের জন্য আমাদের কিছু গড়াগাঁথার দরকার আছে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

গড়া[৩] [স গল্>] *ক্রি* গড়াগড়ি দেওয়া। **গড়াহলি** *ক্রি* গড়াগড়ি দাও। 'আরে ভৈরবপতনে গাত্র গড়াহলি গিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গড়ি** *ক্রি* শুয়ে। 'রহিল চৌরঙ্গি হই ধরণীত গড়ি।' *সুলতান*, ১৭০০। **গড়িআ** *ক্রিবিণ* গড়িয়ে পড়ে। 'রোদএ ইমাম ভাবে ভূমিত গড়িআ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গড়িয়া** *ক্রি* গড়াগড়ি ক'রে। 'ভূমিতে গড়িয়া সভ কান্দিতে লাগিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **গড়িয়ানো** *ক্রি* গড়াগড়ি দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গড়া[৪] [হি গাড়া] *বি* থান কাপড়। 'চঞের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গড়াগড়ি[১] *বি* লুটোপুটি; ছড়াছড়ি। **গড়াগড়ি জাওয়া/যাওয়া** ১ *ক্রি* লুটিয়ে পড়া। 'গন্ধে লুকাইয়া কেহ্নো জাএ গড়াগড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* হাবুডুবু খাওয়া। 'বাবু প্রেম বাবুর প্রেমসাগরে গড়াগড়ি যাইতেছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। ৩ *ক্রি* ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা। 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ ... রাস্তায়, পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গড়াগড়ি[২] *বি* হিন্দু পদবিবিশেষ। 'অফিসের মাইতি-দে-গড়াগড়ি-গুঁইবাবুদের মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

গড়ান[১] [স গল্>] ১ *বি* ঢালু স্থান। 'নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* গানের স্থায়ী তুক। 'গানের গড়ান গাহিয়া দোহারদের ছাড়িয়া দিত।' *জসীম*, ১৯৬১।

গড়ান[২] [স গঠন>] *বিণ* গঠিত। 'ইহা ইংরেজ আমলদারীর বিগত শতাব্দীর গড়ান বাঙ্গালা ভাষার নূতন সংস্করণ নামে অভিহিত হইতে পারে।' *এসলাম*, ১৯১৫।

গড়ানিয়া [স গল্>] *বিণ* ঢালু। 'পাহাড়ের গড়ানিয়া পার্শ্বে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

গড়ানে [স গল্>] ১ *বিণ* ঢালু। 'ছাদগুলি গড়ানে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* গড়িয়ে চলে এমন। 'একটা গড়ানে গোলা হঠাৎ এসে পথিককে দিলে ধাক্কা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গড়ানো[১] [স গল্>] ১ *ক্রি* বাহিত হওয়া। 'রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিমরাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* ঢালা। 'তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'দুপুর প্রায় গড়াইয়া গিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৪ *ক্রি* উত্তীর্ণ হওয়া। 'স্বাধীনতা সংগ্রামের দৌড় আর কতদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬। ৫ *ক্রি* শুয়ে এপাশ-ওপাশ করা। 'স্বপ্নচারী বিছানায় গড়াই, লড়াই করি।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

গড়াতে গড়াতে *ক্রিবিণ* গড়িয়ে পড়ছে এমনভাবে। 'গড়াতে গড়াতে অনেক দূরে গিয়ে থামে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

গড়িয়ে-গড়িয়ে *ক্রিবিণ* অনবরত প্রবাহিত হয়ে। 'নিঃশব্দে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে রক্তের সাগর তৈরি করেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

গড়িয়ে দেওয়া *ক্রি* তৈরি করে দেওয়া। 'ছোটবাবু কি করবে? জায়গা গড়িয়ে দেবে?' *মানিক*, ১৯৩৬।

গড়িয়ে যাওয়া *ক্রি* অতিক্রান্ত হওয়া। 'সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে যায়।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

গড়ানো[২] [স গঠন>] ১ *ক্রি* তৈরি করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১: 'সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* গড়ে তোলা। 'চরিত্রবান লোক গড়ানই আমাদের অভিপ্রেত।' *এসলাম*, ১৯২০।

গড়াপেটা [স গঠন>] ১ *বি* পছন্দমতো রূপদান। 'একে উকিলী ফন্দী, তাতে পূর্বে গড়াপেটা হইয়াছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* পরিকল্পিতভাবে গঠিত। 'ভারী ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গড়েপিটে *ক্রিবিণ* নিজের রুচি অনুযায়ী আকৃতি দিয়ে। 'গড়ে পিটে তার একটা আগা-গোড়া খাড়া করে তুলতে চেষ্টা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গড়াভাটি [স গল্>+ভাটি] *বি* ভাটির টান। 'দেও যদি মন গড়াভাটি কূল পাবা না।' *লালন*, ১৮৯০।

গড়ি [স গল্>] *বি* গড়াগড়ি। 'আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমি গড়ি যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গড়িআন [স গরীয়ান] *বিণ* গৌরবসম্পন্ন; মর্যাদাপূর্ণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গড়িমসি [স গল্>] ১ *বি* আলস্য। 'মানুষগুলোর তেমন ভারী ব্যস্ত ভাব নেই, গড়িমসি করে চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* টালবাহানা। 'ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা অনুমোদনে গড়িমসি ... অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

গড়িমসি করা *ক্রি* এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। 'গহর এই দিকে বারো আনা গড়িমসি করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গড়িয়া [স গল্>] ১ *ক্রিবিণ* ভূলুণ্ঠিত হয়ে। 'ভূমি পরে নরপতি গড়িয়া রহিল।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* অলস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গড়িয়ামি [স গল্>] *বি* ঢিলেমি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গড়ুই [স গড়ক] *বি* মাছবিশেষ। 'বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল।' *ভারত*, ১৭৬০। *দ্র* **গড়ই**

গড়ুর [স] *বি* গরুড়; পুরাণে উল্লিখিত পাখিবিশেষ। 'সর্প আর গড়ুরে আছিল দুই ভাই।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গড়ুলী মন্ত্র [স গরুড়>+স মন্ত্র] *বি* গরুড় মন্ত্র। 'গড়ুলী ওই মন্ত্র কেবা নাগের মাথায় যায় যে ঝাড়ি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

গঢ় [স গর্ত>] *বি* গড়; দুর্গ। 'সুমেরু আস্কাক গঢ়ে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গঢ়ন [স গঠন] *বি* গঠন। 'পাঞ্চ গুটী পাট নাঅ গঢ়ন আস্কার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গঢ়া [স গঠন>] *ক্রি* গঠন করা। 'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।' *চর্যা ৫*, ১২০০। **গঢ়ই** *ক্রি* তৈরি করলো। 'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।' *চর্যা ৫*, ১২০০। **গঢ়ল** *ক্রি* গড়লো। 'মানিনি মন তোর গঢ়ল পসানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গঢ়লী** *ক্রি* গড়লো। 'কামিনি কোনে গঢ়লী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গঢ়ায়িবোঁ** *ক্রি* গড়াবো; তৈরি করাবো। 'খাট পালঙ্কি গঢ়ায়িবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গঢ়ায়িল** *ক্রি* তৈরি করলো; নির্মাণ করলো। 'নাঅ গঢ়ায়িল কাহ্নাঞিঁ গুণিআঁ হৃদয়ে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গঢ়িল** *ক্রি* গড়লো। 'বিধিএঁ গঢ়িল রাধা তোর দুই তন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গঢ়িলেঁ** *ক্রি* গড়লে; নির্মাণ করলে। 'আনেক যতনে নাঅ গঢ়িলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গঢ়িলেক** *ক্রি* মাটিতে প্রবেশ করালো। 'মোক গঢ়িলেক।' *বড়ু*, ১৪৫০।

-গণ [স] *প্রত্যয়* সমূহ; বৃন্দ। 'সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুসর পঞ্চম শর গাএ পিক গণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দেখিলেন বসি আছে সন্ন্যাসীর গণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গণ[১] [স গগন] *বি* গগন। 'গণ সমুদেঁ টলিআঁ পইঠা।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

গণ[২] [স] **১** *বি* ভক্ত। 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পারিষদ। 'দেখিলেন বসি আছে সন্ন্যাসীর গণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* দল। 'পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* সম্প্রদায়। 'সাবধানে শুনে সবে গন্ধর্বেরগণে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'প্রাণচন্দ্র গণ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

গণঅভ্যুত্থান [স] *বি* সাধারণ মানুষের ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত অবস্থা। 'আর এই গণঅভ্যুত্থানের পশ্চাতে মুসলমানদের ভূমিকা যে সক্রিয়।' *আনিস*, ১৯৬৪।

গণ-অসন্তোষ [স] *বি* সর্বসাধারণের বিদ্রোহ। 'গণ-অসন্তোষের মুখে সরকারের বেপরোয়া দমননীতিতে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

গণ-আন্দোলন [স] *বি* জনসাধারণের আন্দোলন। 'গণ-আন্দোলনের ... দ্বারাই নিরস্ত্র জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গণউত্থান [স] *বি* গণজাগরণ। 'কখনো তুমুল ভাসো গণউত্থানের গমগমে তরঙ্গ মালায়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

গণকবর [স গণ+আ কবর] *বি* একসাথে অনেক লোকের কবর। 'গণকবরের খাঁ খাঁ প্রতিবেশ সত্তা জুড়ে রয়।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

গণগোষ্ঠী [স] *বি* জনগণের প্রতিষ্ঠান। 'সংঘ সমূহ গণগোষ্ঠী।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

গণচেতনা [স] *বি* জনগণের চিন্তাধারা। 'তিনি যোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন গণচেতনার।' *উমর*, ১৯৬৮।

গণজাগরণ [স] *বি* জনতার জাগরণ। 'এই গণজাগরণের যুগে এরূপ ধারণা আঁকড়াইয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

গণজীবন [স] *বি* সাধারণ মানুষের জীবন। 'গণজীবন যখন এইভাবে এক শোচনীয় উদ্যমহীনতায় আক্রান্ত...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

গণজীবনেতর [স] *বিণ* সর্বসাধারণের পর্যায়ভুক্ত। 'তথাপি তা গণজীবনেতর রইল।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

গণজোট [স] *বি* জনসাধারণের জোট। 'সে নিজেকে এই মুসলিম গণজোট হইতে আলাদা রাখিতেও পারে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গণতরঙ্গিত [স] *বিণ* জনতার ভিড় আছে এমন; জনাকীর্ণ। 'তবে আমি হাতবোমা ছুঁড়ে দেবো গণতরঙ্গিত চৌরাস্তায় দিনদুপুরেই।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

গণতোষণ [স] *বি* গণমানুষকে খুশি করা। 'যারা শক্তিমানের পৃষ্ঠপোষণ এবং পৃথুল গণতোষণ উভয়কেই বর্জন করবার হিম্মত রাখেন।' *শিব*, ১৯৬০।

গণ-দল [স] *বি* জনগণ। 'গণ-দল যত, তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

গণদেব [স] *বি* জনগণের দেবতা। 'গণ-দল যত, তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

গণদেবতা [স] *বি* জনসাধারণরূপ দেবতা। 'বিক্ষুব্ধ গণদেবতার, পীড়িত মানবাত্মার হুংকার।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গণধর্ম [স] *বি* গণমুখিতা। 'এই নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

গণধর্মাবলম্বী [স] *বি* প্রচলিত বিশ্বাসের অনুসারী। 'এ কথা গণধর্মাবলম্বীরা সহজে মানতে চান না।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

গণনাট্য [স] *বি* সর্বসাধারণের উপভোগের জন্য রচিত নাটক। 'প্রাচ্যের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণনৃত্য গণনাট্য গণসাহিত্যের উপর।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গণনায়ক [স] *বি* জনসাধারণের নেতা। 'বাগ্মীপ্রবর গণনায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গণনৃত্য [স] *বি* অনেকজনের সম্মিলিত নাচ। 'পূর্বেই নিবেদন করেছি গণনৃত্য নিন্দনীয় নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গণনেতা [স] *বি* জনগণের নেতা। 'হায় গণনেতা ভোটের ভিখারি নিজের স্বার্থ তরে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

গণপতি [স] **১** *বি* হিন্দু দেবতাবিশেষ; গণেশ। 'বন্দো দেব গণপতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* রাজা। 'যে কালে ক্ষত্রিয়েরা ছিল গণপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গণপরিষদ [স] *বি* আইন পরিষদ। 'কংগ্রেস গণপরিষদ লইয়া যেসব বাগাড়ম্বর করিতেছে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

গণপূজা [স] *বি* সর্বজনীন পূজা। 'আপনিই কতবার গণপূজার বিপক্ষে আপত্তি তুলেছেন এই বলে যে হিউমন একটি মিথ্যামন্ত্র।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

গণপ্রতিষ্ঠান [স] *বি* সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। 'কংগ্রেস প্রকৃত গণপ্রতিষ্ঠান হইলে এই কমিটির প্রয়োজন কি?' *আজাদ*, ১৯৩৬।

গণবন্দিত [স] *বিণ* জনগণ বন্দনা করে এমন। 'এ সাহিত্য আজ বিশ্বনন্দিত ও গণবন্দিত।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

গণবিচার [স] *বি* সামগ্রিক বিবেচনা। 'তুরস্কের অগ্রনায়ক গণবিচার করিয়া দেখিয়াছেন।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৩।

গণবিদ্রোহ [স] *বি* গণঅভ্যুত্থান। 'তখনই তা ব্যাপক গণবিদ্রোহে পরিণত হল।' *আনিস*, ১৯৬৪।

গণবিধ্বস্ত [স] *বিণ* জনসংখ্যার চাপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এমন। 'গণবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

গণবিপ্লব [স] *বি* জনসাধারণের বিদ্রোহ। 'গণবিপ্লব ঠেকাইয়া রাখার সমস্ত ফন্দি-ফিকিরে এরা সকলেই একপন্থী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গণবিবেক [স] *বি* জনগণের সুবিবেচনা। 'কথার অসামঞ্জস্য বাংলার গণবিবেক সম্যকভাবে বুঝিতে পারিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

গণভিত্তি [স] *বি* জনগণের সমর্থন। 'আত্মরক্ষা সমিতির গণভিত্তি গড়ে তুলতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

গণভোট [স] *বি* সকল যোগ্য নাগরিকের ভোট। 'যদি মোছলেম ভারত গণভোটের ভিতর দিয়া পাকিস্তান চায়।' *আজাদ*, ১৯৪২।

গণমত [স] *বি* জনমত। 'এই সাফল্য শুধু গণমত গঠনে বা আইনে পাশ করাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।' *সনৎ*, ১৯৭০।

গণমন [স] **১** *বি* জনমত। 'গণমনের এই রকম ঝোড়ো অবস্থায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বি* সাধারণ মানুষের মন। 'গণমনের এই আকুল ও বিপুল আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ পরিণত করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

গণমানব [স] *বি* সাধারণ মানুষ। 'গণমানবের আত্মিক উন্নতির জন্যেই সাহিত্য।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

গণমানস [স] *বি* গণচেতনা। 'আরবী বাঙ্গালী মিলে সৃষ্টি হচ্ছিল নতুন গণমানস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গণমানুষ [স] *বি* সাধারণ মানুষ। 'গণমানুষ, নারীপুরুষ ... অর্থবিহীন হয়ে গেলে।' *জীবন*, ১৯৪০।

গণরায় [স] *বি* হিন্দু দেবতা গণেশ। 'ধর্মের কিঙ্কর গায় কৃপা কর গণরায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গণশক্তি [স] *বি* জনসাধারণের শক্তি। 'সত্যকারের গণশক্তিতে তিনি বিশ্বাস করেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

গণশিক্ষা [স] *বি* সর্বজনীন শিক্ষা। 'গণশিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে ...।' *বেগম*, ১৯৫১।

গণসংগীত, গণসঙ্গীত [স] *বি* জনসাধারণের কল্যাণকামী ও দেশপ্রেমমূলক গান। 'বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে কণ্ঠে গণসংগীতের সুর।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮; 'সবশেষে গণসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৭২।

গণসচেতনতা [স] *বি* জনসাধারণের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন অবস্থা। 'রবীন্দ্রনাথের গণসচেতনতার স্বরূপ।' *মুরশিদ*, ১৯৬৯।

গণসমাজ [স] *বি* জনসমাজ। 'দেশের সাধারণ গণসমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মাকে অনুভব না করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গণসাধারণ [স] *বি* জনসাধারণ। 'যুরোপে এখন গণসাধারণ সেই বুনিয়াদি বংশের স্থান অধিকার করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

গণসাহিত্য [স] *বি* সাধারণ মানুষের উপভোগের জন্য রচিত সাহিত্য। 'প্রাচ্যের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণনৃত্য গণনাট্য গণসাহিত্যের উপর।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গণসেবা [স] *বি* সর্বসাধারণের কল্যাণ। 'গণসেবার পথে অগ্রসর হইতে হইবে।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

গণস্বাক্ষর [স] *বি* জনগণের স্বাক্ষর। 'পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করে ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গণ-স্বার্থ [স] **১** *বি* জনগণের সুবিধা। 'স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক গণস্বার্থই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান বিষয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। **২** *বি* সাধারণ স্বার্থ। 'তাহা হিন্দুর গণ-স্বার্থ।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

গণহত্যা [স] *বি* নির্বিচারে মানুষ হত্যা। 'নির্বিচার গণহত্যা সেখানে চালাতে পারে।' *পাশা*, ১৯৭১।

গণতন্ত্র [স] *বি* জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা জনগণের জন্যে শাসন। 'ডিমোক্রাসি কথাটার নানারূপ সংস্কৃত অনুবাদ করা হয়েছে যথা – প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, জনতন্ত্র ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

গণতন্ত্রকামী [স] *বি* গণতন্ত্র চায় যে। 'প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামীর কাজ এটা নয়।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

গণতন্ত্রবাদ [স] *বি* গণতান্ত্রিক আদর্শ। 'ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি গণতন্ত্রবাদ, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।' *নজরুল*, ১৮২৭।

গণতন্ত্রমনা [স] *বিণ* গণতন্ত্রকামী। 'দেশের লোক গণতন্ত্রমনা তখনও ছিল।' *আজাদ*, ১৯৬০।

গণতন্ত্রসম্মত [স] *বিণ* গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'তার এই রচনাই হইবে একমাত্র গণতন্ত্রসম্মত।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

গণতন্ত্রী [স] *বিণ* গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণকারী। 'তুমি বামপন্থী গণতন্ত্রী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গণতান্ত্রিক [স] *বিণ* গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণকারী। 'এ যুক্তি কোন গণতান্ত্রিক সমাজই মানিয়া লইতে ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ [স] *বি* গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা। 'এই বিকাশকে ... গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ বলা চলে না।' *উমর*, ১৯৬৬।

গণতান্ত্রিক জাতীয়-রাষ্ট্র [স] *বি* প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র। 'প্রতিষ্ঠিত হলো গণতান্ত্রিক জাতীয়-রাষ্ট্র।' *উমর*, ১৯৬৬।

গণতান্ত্রিকতা [স] **১** *বি* গণতন্ত্রের আদর্শ। 'ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীই গণতান্ত্রিকতা এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান এবং বিশ্বস্ত সমর্থক।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। **২** *বি* গণতান্ত্রিক শাসন। 'বর্তমান গণতান্ত্রিকতার যুগে জাতীয় জীবনে জনমতের স্থান খুবই উর্ধ্বে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গণক [স] **১** *বি* জ্যোতিষী; ভাগ্য গণনাকারী। 'গণক কহিল মোরে দিবে দ্বিতীয় বরে বিচারিএ বিধবা-লক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* যিনি গণনা করেন। 'আর যত গণক গণিতে কি শকতি।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। 'কালাচাঁদ গণক।' *সেবধি*, ১৮৪০।

গণৎকার [স গণনাকার>] *বি* ভাগ্য গণনা করে যে; জ্যোতিষী। 'এক বিখ্যাত মারাঠি গণৎকার আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গণন [স] *বি* গণনা। 'কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গণনযোগ্য [স] *বিণ* গণনা করা যায় এমন। 'মানুষটির হাড় পাঁজর সহজেই গণনযোগ্য।' *হাসান*, ১৯৬৭।

গণনা [স] **১** *বি* চন্দ্র ও গ্রহের অবস্থানের সাহায্যে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয়। 'প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য।' *দ্বিজগী*, ১৬০০। **২** *বি*

হিসাব। 'জাত্যনুসারে এই গণনাতে এত লোক আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

গণনা করা *ক্রি* গণ্য করা। 'যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে গণনা করি।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

গণনাচ্ছলে *ক্রিবিণ* গণনা করতে গিয়ে। 'জ্যোতিষ গণনাচ্ছলে যেন তাবৎ বিষয় এককালে নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গণনাতত্ত্ব [স] *বি* পরিসংখ্যান। 'সাহিত্যের গণনাতত্ত্বে এক অনেক সময়েই হাজারের চেয়ে সংখ্যায় বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গণনানন্তর [স] *ক্রিবিণ* গণনা ক'রে। 'বার তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি গণনানন্তর ... লিখিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

গণনাবিদ্যা [স] *বি* গণনা করার দক্ষতা। 'রাজা আপনার গণনাবিদ্যা প্রকাশ ... করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গণনাবিহীন [স] *বিণ* অগণিত। 'ব্যক্তির মৃত্যু গণনাবিহীন হয়ে পড়ে থাকে।' *জীবন*, ১৯৪০।

গণনালয় [স] *বি* ভাগ্য গণনা করা হয় যেখানে। 'যার বেশির ভাগ জ্যোতিষার্ণবের গণনালয়।' *মানিক*, ১৯৩৮।

গণনাহীন [স] *বিণ* অগণিত। 'এই নিমেষে গণনাহীন নিমেষ গেল টুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গণনিত [স] *বিণ* নিরূপিত। 'সরম সংহার তাহে নহে গণনিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

গণনীয় [স] *বিণ* গণনার উপযুক্ত। 'অশিক্ষিত ব্যক্তি ... নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'তাহা হইলেই, তিনি, সকলের নিকট, বিদ্বান বলিয়া গণনীয় ও মাননীয় হইবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

গণা [স গণন>] **১** *ক্রি* বিবেচনা করা। 'ব্রহ্মা আদি দেবগণ পরমাণু গণি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* গুরুত্ব বা আমল দেওয়া। 'না গণিহ আপন দুখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* গণনা করা। 'করঞ্জা যুগল গণা দাড়িম্ব মুদিতমনা রাঙ্গ তুলসী তুলিল বিচারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *ক্রি* গণ্য করা। 'এখন বিষ্ণুপুর বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে গণা যায়।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৫** *ক্রি* মনে করা। 'ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৬** *ক্রি* পরীক্ষা করা। 'তারগুলি তার দেখছে গুনে সকল লোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **গণি ১** *ক্রি* তোয়াক্কা করি। 'স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেত কাহার না গণি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* গণনা ক'রে। 'ইসুফ কাহনে গণি চাহিলেক তবে।' *সুলতান*, ১৭০০। **গণিএগ্রা** *ক্রি* বিবেচনা ক'রে। 'শঙ্খদন্ত আদি জেবা আস্যাছিল এথা অন্তরে গণিএগ্রা সভে হেট কৈল মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গণিতে** *ক্রি* গণনা করতে। 'ভাবিতে গণিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **গণিয়া** *ক্রি* গণনা ক'রে। 'মোহরে গণিয়া দশ দিলে বটে তুমি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **গণিল** *ক্রি* গণনা করলো। 'একে একে বীজ যত গণিলা সকল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গণিলা** *ক্রি* গুরুত্ব দিলে। 'অহঙ্কার করিয়া মোহোকে না গণিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **গণে** *ক্রি* বিবেচনা করে। 'শিল্পকারি গুণ গণে এই জ্ঞান হয়।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

গণ্যা গণ্যা *ক্রিবিণ* গুণে গুণে। 'গণ্যা গণ্যা বারি করে ঔষধের বড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গণাক্রান্ত [স] *বিণ* দলভুক্ত। 'আপনাদিগের গণাক্রান্ত পণ্ডিতবর্গকে ... নিয়োজন করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

গণাগনি [স গণ+স অগণ>] *বি* জ্ঞাতি। 'হাবস দেশেতু আইলা যথ গণাগনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

গণাধিপ [স গণ-অধিপ] *বি* গণেশ। 'গণাধিপ জ্ঞানবীজ শশিধর বিঘ্নরাজ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গণাপড়া [স গণন>+পড়া] *বি* ভাগ্য গণনা। 'হাত না দেখিয়াই গণাপড়া করিতে পারে!' *জসীম*, ১৯৬০।

গণি [ই gunny>] *বি* মোটা সুতার বস্ত্র। **গণিচট** [ই gunny>] *বি* মোটা সুতার বস্ত্র। 'তদ্দারা ... পোসাক ও গণিচটের থলে পর্য্যন্ত সেলাই হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

গণিব্যাগ [ই gunny-bag] *বি* পাটের সুতো দিয়ে তৈরি করা ব্যাগ। 'গণি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আস পাশ থেকে উঁকী ঝুকী মাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গণিকা [স] *বি* বারবনিতা। 'দক্ষিণে গণিকা দ্বিজ বিকশিত সরসিজ বাঁয়ে শিবা পূর্ণ ঘটে জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গণিকাবল্লভ [স] *বি* বারবনিতাপ্রণয়ী। 'রাজপথের দ্বিতীয় যামের মদ্যানুরাগী সখা রুদ্রূপ সঙ্গীতস্তনিত গণিকাবল্লভ সকলেই ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

গণিকাবৃত্তি [স] *বি* বেশ্যাবৃত্তি। 'গণিকাবৃত্তির প্রতি ইঁহাদিগের ঘৃণার উদ্রেক হয় না।' *অক্ষয়*, ১৯৪৬।

গণিকালয় [স] *বি* পতিতালয়। 'গণিকালয়ে স্বীয় বালক পুত্রাদি ... তাঁহার অনুমতিক্রমে স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

গণিত [স] **১** *বিণ* গণ্য। 'অতএব তাহারা দিল্লীস্থ সম্রাটদের মধ্যে গণিত নহে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* অঙ্কশাস্ত্র। 'তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৩** *বিণ* গোনা হয়েছে এমন। 'যে সকল বালকাদি গণিত না হইয়া থাকে তাহারদের সংখ্যা অনুমান ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৪** *বিণ* গণনার যোগ্য। 'তাহারা এই হিসাবের মধ্যে গণিত নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৫** *বি* হিসাবশাস্ত্র। 'গণিত ও অঙ্কের হিসাব উত্তমরূপ লিখিত ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৬** *বিণ* হিসাবকৃত। 'দেশস্থ লোকদিগের পরমায়ু গণিত হইয়া, গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তির ২৮ বৎসর নির্দিষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৭** *বিণ* সংখ্যক। '৩১ গণিত সেনাবলির ৪০০ সিপাহী।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

গণিতজ্ঞ [স] *বি* গণিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'এরূপ প্রসিদ্ধি আছে তিনি, প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

গণিততত্ত্ব [স] *বি* গাণিতিক জ্ঞান। 'ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে তখন বিরাট বিশ্বভুবনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

গণিত-ধুরন্ধর [স] *বি* গণিতশাস্ত্রে দক্ষ। 'এসো গণিত-ধুরন্ধর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

গণিতবিদ [স] *বি* গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী। 'নীরস গণিতবিদ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

গণিতবিদ্যা [স] *বি* গণিতবিষয়ক বিদ্যা। 'পুনর্বার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র গণিতবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

গণিতবিষয়ক [স] *বিণ* গণিত সংক্রান্ত। 'উপবেশন পূর্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

গণিতবৃক্ষ [স] *বি* গণিতরূপ বৃক্ষ। 'এক গণিতবৃক্ষ অর্ধ কানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গণিতবেত্তা [স] *বি* গণিতজ্ঞ; গণিতবিদ্যায় পারদর্শী। 'লেগ্রেঞ্জ নামক গণিতবেত্তা অতি কষ্টে সিদ্ধান্ত করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গণিতব্যবসায়ী [স, সমাসে ই-কার] *বি* গণিতজ্ঞ। 'প্রাচীন

গণিতব্যবসায়িগণ অনুমান করিতেন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গণিতরূপ [স] *বি* পরিসংখ্যান। 'লোকালয় বলতে কেবলমাত্র অনেকে একত্র জমা হওয়ার গণিতরূপ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গণিতশাস্ত্র [স] *বি* গণিতবিষয়ক বিদ্যা। 'মহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা গণিতশাস্ত্র করিলেও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গণিতশাস্ত্রজ্ঞ [স] *বিণ* গণিত বিষয়ে পারদর্শী। 'গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ত্রিভুজ আলোচনা করিয়া আহ্লাদিত হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

গণিতশাস্ত্রবিৎ [স] *বি* গণিতজ্ঞ। 'দান্তে নামে একজন গণিতশাস্ত্রবিৎ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গণিতশাস্ত্রী [স] *বি* গণিতবিদ্যায় পণ্ডিত। 'গণিতশাস্ত্রীরা পৌরাণিকদের সঙ্গে একমত।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

গণিতাধ্যাপক [স গণিত-অধ্যাপক] *বি* গণিতের অধ্যাপক। 'সমধিক বেতনে গণিতাধ্যাপকের পদ পুনর্গ্রহণ করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

গণিতালেখ্য [স গণিত-আলেখ্য] *বি* পরিসংখ্যান। 'নিম্নে গণিতালেখ্য প্রদর্শিত হইল।' *দর্শন*, ১৯২৪।

গণিতা [স] *বিণ স্ত্রী* গণনা করা হয়েছে এমন। 'শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গণিমাত [আ] *বি* শত্রুর সম্পত্তি। **গণিমাতের মাল** *বি* শত্রুর নিকট থেকে অপহৃত মালামাল। 'সকল সম্পদ এখন গণিমাতের মাল।' *পাশা*, ১৯৭১।

গণেশ [স] *বি* হিন্দুদেবতা-বিশেষ। 'কার্তিক গণেশ হর স্থাণু শিব গুণাকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গণেশজননী পূজা [স] *বি* দুর্গাপূজা। 'মধ্য পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ায় গণেশজননী পূজা।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

গণ্ড [স] **১** *বি* গাল। 'উন্নত গণ্ড কপোল খীনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* বড়ো। 'গণ্ড ও ক্ষুদ্র গ্রামসকল।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

গণ্ডগল [স গলগণ্ড] *বি* গলগণ্ড। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গণ্ডগ্রাম [স] **১** *বি* বৃহৎ গ্রাম। 'শান্তিপুর প্রভৃতি প্রধান২ গণ্ডগ্রাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* প্রত্যন্ত গ্রাম; পল্লী। 'জামতরা নামক গণ্ডগ্রাম লুণ্ঠিত হইবে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

গণ্ডময় [স] *বিণ* গালময়। 'সযত্নে আজো কামিয়েছি দাড়ি, আফটার শেভ লোশনের ঘ্রাণ গণ্ডময়।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

গণ্ডমূর্খ [স] *বিণ* একবারে মূর্খ। 'দূর বেটা গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড, পাঁজি দেখিতে জানিস না?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গণ্ডযুগ [স] *বি* গালজোড়া; দুই গাল। 'গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গণ্ডযোগ [স] *বি* ভাগ্যগণনার শাস্ত্রমতে যে যোগে জন্ম হলে পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। 'গণ্ডযোগে জন্ম হলে সে হয় মাখেকো ছেলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গণ্ডশিলা [স] *বি* বড়ো আকারের পাথর। 'গণ্ডশিলার উপর দিয়ে ছুটছে অবিরত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

গণ্ডশৈল [স] *বি* গণ্ডসদৃশ ছোটো পাহাড়। 'জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! গণ্ডশৈলের ন্যায়, ধবলবর্ণ, রাশীকৃত কি বস্তু দৃষ্ট হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গণ্ডসৈল [স গণ্ডশৈল] *বি* ছোটো আকারের পাহাড়। 'গণ্ডসৈল দুই স্তন কপিল কেস ভার।' *মালাধর*, ১৫০০।

গণ্ডস্থল [স] *বি* গাল। 'মধু ক্ষরে গণ্ডস্থলে ব্যালোল মধুপকুলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গণ্ডক [স] **১** *বি* গণ্ডার। 'গণ্ডক বারণ মহিষ তিন সেনাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। 'নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বড়ামুদে বক্কলে রমণীমেলক গণ্ডক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গণ্ডকী [স] *বি* নদীবিশেষ। 'গঙ্গার সহিত গণ্ডকী নদীর সঙ্গম হইয়াছে তথাতে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গণ্ডগোল [স গণ্ড>] **১** *বি* শোরগোল। 'সকল গোকুল কান্দে করি গণ্ডগোল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বিপত্তি। 'ই বড় বিষম গণ্ডগোল।' *রামাই*, ১৭১০। **৩** *বি* বৃথা আস্ফালন। 'প্রেতের ন্যায় সকল প্রকার উপরে গণ্ডগোল, মধ্যে জলবিকার।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৪** *বিণ* এলোমেলো। 'ওদিকে তাকালেই দিনটা গণ্ডগোল।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

গণ্ডগোল করন *বি* গোলমাল করা; বিরোধিতা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গণ্ডা[1] [স গণ্ড>] *বি* গণ্ডার। 'গণ্ডা মহিস পোড়ে পোড়এ কটাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

গণ্ডা[2] [মু] **১** *বি* গণনায় চারটির এক। 'পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* চার কড়া পরিমাণ। 'পৈতালিষ তঙ্কা চৌদ্দ আনা আট গণ্ডা খাজনা সহি দিবা।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪। **৩** *বি* জমি পরিমাপের একক। 'ঠিক পড়ে না কুড়ো কাঠা মূলে ধরে সতের গণ্ডা।' *লালন*, ১৮৯০।

গণ্ডাকিআ [মু গণ্ডা+স ক্রিয়া>] *বি* গণ্ডার নামতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গণ্ডা গণ্ডা *বিণ* প্রচুর; অনেক। 'গণ্ডা গণ্ডা খনার বচন আমার কণ্ঠায় রহিয়াছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গণ্ডায় গণ্ডায় *ক্রিবিণ* প্রচুর পরিমাণে। 'কোনো দেশেই প্রতিভা গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় না।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

গণ্ডার এণ্ডায় সায় দেওয়া – গোলমালের মধ্যে কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া। 'পাঠশালের ছেলেদের ন্যায় গণ্ডার এণ্ডায় সায় দিয়ে গোলে হরিবোলে সাল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গণ্ডার [স] *বি* হিংস্র বন্যজন্তুবিশেষ। 'পাইলে গণ্ডার চণ্ড গিলয় ধরিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গণ্ডারগ্রাস [স] *বি* গণ্ডারের মতো ভক্ষণ। 'নিজে গণ্ডারগ্রাসে খাবে বিরয়ানি, বুরহানী কাবাব-মুসল্লম।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

গণ্ডার-চর্ম [স] *বিণ* গণ্ডারের চামড়ার মতো; অসংবেদনশীল। 'আমাদের গণ্ডার-চর্ম মন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

গণ্ডারশিশু [স] *বি* গণ্ডার শাবক। 'জন্মকালে এই গণ্ডারশিশু খড়্গহীন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গণ্ডারী [স] *বি* মাদি গণ্ডার। 'গণ্ডারীর এককালে একটিমাত্র শাবক হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গণ্ডারের চামড়া [স গণ্ডার-চর্ম>] *বিণ* গণ্ডারের চামড়ার মতো মোটা বা শক্ত অর্থাৎ কিছুই গায়ে লাগে না এমন। 'গণ্ডারের চামড়া নয়, কেবল সহ্যগুণটাই একটু বেশি।' *নজরুল*, ১৯২১।

গণ্ডারের সীংঘা [স গণ্ডার-শৃঙ্গ>] *বি* গণ্ডারের শিং। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

(মারি তো) গণ্ডার লুঠি তো ভাণ্ডার – কিছু করলে বড়ো করেই করা ভালো। *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

গণ্ডি, গণ্ডী [স] **১** *বি* ধনুক। 'গণ্ডী শর লয়া পাছু গেলেন লক্ষ্মণ।'

মানিকরাম, ১৭৮১। **২** *বি* নির্দিষ্ট পরিসর। 'গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ থাকিলে কিছুই হয় না।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। **৩** *বি* আবরণ। 'জ্ঞান-অস্ত্রে কেটে দেহ মায়ারূপ গণ্ডী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৪** *বি* বেষ্টনী। 'আমার চারিদিকেই এমন একটি গণ্ডী আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৫** *বি* সীমানা। 'গণ্ডী ভাঙিয়া বন্ধুরা আসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

গণ্ডিদেওয়া [স গণ্ডি+দেওয়া] *বিণ* স্তূপীকৃত। 'গণ্ডিদেওয়া মাটি পাথরের দেয়ালের বাইরে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

গণ্ডিবান [স] *বি* ধনুক। 'হাথে গণ্ডিবান জান লঙ্কামুখে।' *মালাধর*, ১৫০০।

গণ্ডিমুক্ত [স] *বিণ* সীমানা অতিক্রম করেছে এমন। 'বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডিমুক্ত বন্দি-বীর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গণ্ডিশর [স] *বি* তিরধনুক। 'লইতে চাহে ফুল্লরা হাথের গণ্ডিশর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গণ্ডীবদ্ধ [স] *বিণ* এক গণ্ডীতে আবদ্ধ। 'যাঁদের অন্তর একান্ত বিষয়বাসনার গণ্ডীবদ্ধ।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

গণ্ডুষ [স গণ্ডূষ] *বি* খাওয়ার আগে বা পরে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণাদির দ্বারা গৃহীত হাতের এককোষ পরিমাণ জল। 'সুরনদীর জলে সাধু করিল গণ্ডুষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গণ্ডূষ [স] *বি* হাতের কোষ। 'গূঢ়াচারী বণিকগণের এক গণ্ডূষেই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোষিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'পরকালে এক গণ্ডূষ জল পাইবেন, এই নিমিত্ত পুত্রের কামনা।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

গণ্ডূষজল [স] *বি* হাতের কোষ পরিমাণ জল। 'সপ্তাহ এক গণ্ডূষজল আর তুলসীপত্র ভক্ষণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

গণ্ডূষজলের সফরী *বিণ* সীমিত জ্ঞানের অধিকারী। 'তিনি গণ্ডূষজলের সফরী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গণ্ডূষমাত্র [স] *বিণ* সামান্য। 'পুঁঠি মাছ গণ্ডূষমাত্র জলে ফরফর করিয়া বেড়ায়।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

গণ্ডোলা [ইতালিয়ান] *বি* পর্যটকদের জন্যে ব্যবহৃত এক মাঝিওয়ালা নৌকাবিশেষ। 'এ দেশে গণ্ডোলা বলে, ইহাদের দেখিতে আমাদের দেশের ডিঙ্গীর মত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'চিল্কার জলে ভাসালাম গণ্ডোলা।' *শক্তি*, ১৯৬৫। *দ্র* **গন্ডোলা**

গণ্য [স] **১** *বিণ* স্বীকৃত। 'পূর্ব্বে কেবল শব্দালঙ্কার শ্রেয়োমধ্যে গণ্য ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* বিবেচিত। 'স্বামী স্বীয় পত্নীকে আপনার দাসীপ্রায় গণ্য করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

গণ্যমান্য [স] *বিণ* বিশেষ সম্মানযোগ্য। 'আসে এক বুড়া গণ্যমান্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গণ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* বিবেচিত। 'ইনি ... অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশসেবিকা রূপে গণ্যা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

গৎ [স গতি>] **১** *বি* যন্ত্রসংগীতের বোল। 'গৎ সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* নিয়ম; রীতি। 'পরিচিত বাঁধি গতের সীমা লঙ্ঘন করতে সাহস হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* বুলি; কথা। 'দুইটী ইংরেজী বর্ণমালা বা দুই গৎ বাঙ্গলা ভাষা যাহার কণ্ঠস্থ ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **৪** *বি* গানের বাঁধা সুর। 'আমাদের হাল ফ্যাশনের কন্সর্টের গৎগুলি তার প্রমাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

গৎবাঁধা [গৎ+বাঁধা] *বিণ* গতানুগতিক। 'ব্যবসায়ীদের এই সব পুরাতন গৎবাঁধা যুক্তিতে মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ণপাত করেন নাই।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

গত[1] [স] **১** *বিণ* অন্তর্গত। 'তোর তনুগত রেণু চলিল পবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সংক্রান্ত। 'সট কর্ম্ম গত পাপ লুকাইলে নহে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* গমন; যাওয়া। 'বিবি ও সাহেব লোকেরা গত মাত্রই সমাদৃত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৪** *বিণ* বিগত। 'যাঁহারা গত সপ্তাহ বিদ্যাদর্শনে আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয় পাঠ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৫** *বিণ* মৃত। 'যে সমুদয় গুণীব্যক্তি ... পূর্ব্বে গত হইয়াছেন, তাঁহারাও আমাদিগের প্রেমপাত্র হইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৬** *বিণ* অতিক্রান্ত। 'গত নিশি করিয়াছে গত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৭** *বিণ* নিঃশেষিত। 'মিথ্যাভিমান প্রকাশেই আমার সমস্ত আয়ু গত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৮** *বিণ* শরণাগত। 'গুরু গত নাহলে ... সে ধন পায় না রে।' *লালন*, ১৮৯০।

গতকল্য [স] *ক্রিবিণ* গতকাল। 'গতকল্য সমস্ত দিবস বহুক্লেশে স্বকার্য্য ... করিতেছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গতকল্যকার [স] *বিণ* গতকালের। 'গতকল্যকার প্রত্যাখ্যান-ব্যাপার সকলের কাছে বর্ণনা করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

গতকাল [স গতকল্য] *বি* গত দিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গতকালকার [স গতকল্যকার] *বিণ* গতকালের। 'গতকালকার আঁকাড়া চাল আর একটা কুলো নিয়ে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

গত-গৌরব [স] *বিণ* মর্যাদাহারা। 'গত-গৌরব হৃত আসন নত-মস্তক লাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

গতজনম [স গতজন্ম] *বি* পূর্বজন্ম। 'ভালোবেসেছিলে গতজনমের মাটি।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

গতজন্ম [স] *বি* পূর্বজন্ম। 'এসো আমারি গতজন্ম তোমায় চেনা যায় কিনা।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

গতজীব [স] *বিণ* মৃত। 'হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গতজীবন [স] **১** *বি* বিগত জীবন। 'বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হইলে আপনার গতজীবনের তাবৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* প্রাণহীন। 'অশ্ব তৎক্ষণাৎ গতজীবন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গতনিদ্র [স] *বিণ* নিদ্রাহীন। 'গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগরসর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গত পরশু [স গতপরশ্ব] *বি* গতকালের আগের দিন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গতপ্রাণ [স] *বি* হত্যা। 'শুকশিশুগুলিকে ... গতপ্রাণ করিয়া ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গতপ্রাণা [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

গতবর্ষ [স] *বি* পূর্ববর্তী বৎসর। 'গতবর্ষে শ্রীযুক্ত মেডাক ও বীটন সাহেব ... সদ্বক্তৃতা করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গতবল [স] *বিণ* বলহীন। 'গতবল শরীরের শিথিল অর্গল ভেঙে দিয়ে/ অন্তরে প্রবেশ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

গতবৃষ্টি [স] *বিণ* বৃষ্টি-পরবর্তী। 'হায় গতবৃষ্টি পূর্ণিমার রাত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গতভূষণা [স] *বিণ স্ত্রী* গহনাহীন। 'গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণে গমন করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গতমাত্র [স] *ক্রিবিণ* যাওয়া মাত্র। 'গতমাত্র বিমুক করিল বৃকোদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গতযৌবন [স] *বিণ* যৌবন গত হয়েছে এমন। 'স্ত্রী গতযৌবনে পুরুষ নির্ধনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গতযৌবনা [স] *বিণ স্ত্রী* যৌবন গত হয়েছে এমন। 'যেহেতু অতি প্রাচীনা গতযৌবনা ললিতমাংসা ... হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গতশ্বাস [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'বন্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

গতশ্রী [স] *বিণ* সৌন্দর্যহীন। 'গতশ্রী, আনন্দহীন, প্রেরণাহীন, কলহপ্রিয় বাঙালী নারী নয়!' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

গতসর্বস্ব, গতসর্ব্বস্ব [স] *বিণ* সব হারিয়েছে এমন। 'গতসর্ব্বস্ব হইলেও, তিনি অধীর হন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

গত হওয়া *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'কতক দিবস গত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

গতে *ক্রিবিণ* গত হয়ে যাওয়ার পরে। 'ত্রয়োদশ রাত্রি গতে এই মহাবায়ু নিবৃত্ত হইলে পর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গত[২] [স গতি>] *বি* গানের বাঁধা সুর; গৎ। 'বেণু-বীণার মধুর গত।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

গতর [স গাত্র] **১** *বি* শরীর। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কেবল গতর শোগা মাগিরা একথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* শারীরিক শক্তি। 'গতর থাকিলে দাসীগিরি করিয়া ছেলেদের খাওয়া পরা দিতে পারব।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **৩** *বি* স্বাস্থ্য। 'কপাল ভাঙলে আর কার গতর ভাল থাকে, দাদা!' *শওকত*, ১৯৫৮।

গতরখাকি, গতরখাকী [গতর+খা>] **১** *বি* (গালি) শরীরসর্বস্ব। 'দুদিন বাদে শাশুড়ি গতরখাকিকে মা বলবে গিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'যারা গতরখাকী তারাই জন্ম জন্ম গতরের খোঁটা দিক।' *বিমল*, ১৯৫৩।

গতরখাকুআ [গতর+খা>] *বি* (গালি) শরীরসর্বস্ব। *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গতরখাগী [গতর+খা>] *বি স্ত্রী* (গালি) শরীরসর্বস্ব। 'কোন আবাগী গতরখাগী গরব করে যায়?' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গতর খাটানো *ক্রি* পরিশ্রম করা। 'আমরা কি গতর খাটাই না?' *শওকত*, ১৯৫৮।

গতরশোগা [গতর+শোঁকা>] *বিণ স্ত্রী* একাধিক পুরুষ-সংসর্গকারী। 'কেবল গতরশোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে।' *গৌর*, ১৮২২।

গতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* গত। 'ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ স্ত্রী* মৃত। 'মধ্যমা কনিষ্ঠা গতা।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

গতাআত [স গত-আগত>] *বি* যাতায়াত। 'ঘার বাহির ঘর গতাআত করে।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **গতায়াত**

গতাআতা [স গত-আগত>] *বিণ* আসা-যাওয়া সংক্রান্ত। 'গতাআতা সেখানকার কুশলাদী লিখীবা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

গতাআতে [স গত-আগত>] *ক্রিবিণ* যাতায়াতের মাধ্যমে। 'গতাআতে মঙ্গলাদী সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

গতাগত [স গত-আগত] *বি* যাতায়াত। 'মানবের গতাগত নাহিক প্রকাশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গতাগতি [স গত-আগত>] *বি* গমনাগমন। 'সেই দুই পথে বাউ গতাগতি হএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

গতানুগতা [স] *বি* প্রাচীনত্বের প্রতি আনুগত্য। 'চিন্তার গতানুগতা কাটিয়ে তাঁরা বিদ্যাসাগরকে দেখতে পেতেন তাঁর যথার্থস্বরূপে।' *শরীফ*, ১৯৭০।

গতানুগতিক [স] **১** *বিণ* প্রচলিত ধারার মতো। 'তৎসংসর্গি গড্ডরিকাবলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনি লোকেরা।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* অনুসারী। 'তাঁহার গতানুগতিকেরা তৎপ্রদর্শিত পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বিণ* পূর্বপ্রথানুসারী। 'গতানুগতিক ভাবধারা বর্জন।' *বেগম*, ১৯৪৮। **৪** *বিণ* একঘেয়ে। 'দুর্বিষহ জিন্দেগানি, জীর্ণপ্রথা গতানুগতিক।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

গতানুগতিকতা [স] *বি* চিরাচরিত ধারণা। 'স্বাধীনতার পরিপন্থী যে-সব গতানুগতিকতা আছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

গতানুশোচনা [স] *বি* যা ফিরে পাওয়া যাবে না তার জন্য আফসোস। 'গতানুশোচনা বৃথা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

গতানুশোচনারূপ [স] *বিণ* যা ফিরে পাওয়া যাবে না তার জন্য আফসোসের মতো। 'গতানুশোচনারূপ অন্তর্দাহের উদ্রেক হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

গতানো [স গম্>] *ক্রি* গছানো। 'অমিতের হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গতান্ত শোচন [স] *বি* আগের কাজের জন্য অনুশোচনা। 'আগে না ভাবিলে হএ গতান্ত শোচন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গতায়ত [স গত-আগত] *বি* যাতায়াত। 'বেওয়ারিস স্থান কঠিন তটে গতায়তের পথ নাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

গতায়তি [স গত-আগত>] *বি* যাওয়া-আসা। 'এই পথে নিতি কর গতায়তি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

গতায়াত [স গত-আগত>] *বি* যাতায়াত। 'পরিসে লহনা রামা করে গতায়াত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **গতাআত**

গতায়ু [স] **১** *বিণ* মৃত। 'যতদিন না লুটনেওয়ালারা গতায়ু হন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। **২** *বিণ* নিঃশেষিত। 'সোনার তুলির গতায়ু উজ্জ্বল টানে দিবস মদির হয়েছিলো একদিন।' *আহসান*, ১৯৪৪।

গতাশ্রয় [স] *বিণ* নিরাশ্রয়। 'হতাশ্বাস গতাশ্রয় মন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গতাসু [স] **১** *বিণ* মৃত। 'তাহার এক প্রহারেই যে কোন মনুষ্য তম্মুহূর্তে গতাসু হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* গত হয়েছে এমন; বিগত। 'গতাসু বরষে সহসা উঠিল জেগে নিম্বের বিপিনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

গতি [স] **১** *বি* গমন। 'গজরাজগতি পরিমল পারিজাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আশ্রয়। 'তোহ্মার গমন দেখি রাজহংস গতি করিল সলিলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* অবস্থা। 'যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দরিদ্র বরণ করে অনাথের গতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* পরিণতি। 'ভোজন করি না জানি হবে কোন গতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *বি* সহায়। 'পাপ তাপ আপদেত তুহ্মি মাত্র গতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৬** *বি* উপায়। 'আজ্ঞা কর মোহোর হইব কোন গতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৭** *বি* চলন। 'ঝলকএ বিজুলির গতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **৮** *বি* দখল। 'ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এরূপ গতি ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **৯** *বি* চলার বেগ। 'পৃথিবী যে গতি দ্বারা ২৪ ঘটিকায় ... একবার নিজ নাভিকে বেষ্টন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **১০** *বি* কার্যক্ষমতা। 'আপন প্রত্যক্ষ গতি স্বীকারপূর্ব্বক শাস্ত্র প্রকাশ করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **১১** *বি* আবর্তন। 'এই গতির নাম প্রাতিবার্ষিক আবৃত্তি, তাহাতে আমাদিগের বৎসর হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **১২** *বি* ব্যবস্থা। 'গতি করে দাও তো

মেয়েটা তরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **১৩** *বি* কার্যধারা। 'আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

গতি করানো *ক্রি* নিয়ে যাওয়া। 'মহারাজাকে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করাইয়া গতি করাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

গতিক্রিয়া [স] **১** *বি* দীর্ঘসূত্রতা। 'গতিক্রিয়াক্রমে তাহার মত চলন না করেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। **২** *বি* সমাধান। 'গতিক্রিয়ার কোন গতিক্রিয়া হইবেক না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গতিচঞ্চল [স] *বিণ* গতিময়। 'বর্ত্তমান জগৎ এরই প্রভাবে গতিচঞ্চল।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

গতি-চাঞ্চল্য [স] *বি* চলার ছন্দ। 'শত বন্ধনের মধ্যে তাহার জীবনের গতি-চাঞ্চল্য হারাইয়া ফেলে।' *নজরুল*, ১৯২২।

গতিচিত্র [স] *বি* রং, রেখা, রূপ ও ভাব দিয়ে অঙ্কিত চিত্রবিশেষ। 'তাকে আলংকারিকেরা গতিচিত্র বলেন।' *অবন*, ১৯২৫।

গতিচিহ্ন [স] *বি* চলন চিহ্ন। 'সেখানে বিরাট সত্তা উড়ে যায় গতিচিহ্ন আঁখি।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

গতিচ্ছন্দ [স] *বি* গতিময় ছন্দ। 'সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিচ্ছন্দে বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

গতিছন্দ [স] *বি* নাচের তাল। 'উচ্চাঙ্গ নৃত্যে পদসঞ্চালনের যে কারুকার্য ও গতিছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গতিতত্ত্ব [স] *বি* গতি বিষয়ক তত্ত্ব। 'নাক্ষত্রিক গতিতত্ত্ব অতি আশ্চর্য্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গতিধারা [স] *বি* চলার পথ; গতিপথ। 'প্রবহমান সিন্ধুনদের গতিধারার পরিবর্তনই সম্ভবতঃ তার প্রধান কারণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গতিপথ [স] *বি* চলার পথ। 'গতিপথ বিরোধিয়া রহে ঝঞ্ঝাবাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গতিপরিবর্তন [স] *বি* গতির বদল বা রূপান্তর। 'তড়িৎপ্রবাহের আকস্মিক গতিপরিবর্তনাদি হইতেই ইহার আবির্ভাব সংঘটিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গতিপ্রকৃতি [স] **১** *বি* গতির বৈশিষ্ট্য। 'তার গতিবেগ এবং তার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **২** *বি* আদর্শ। 'ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনের গতিপ্রকৃতি ও ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ আমাদের সেই নির্দ্দেশই দিয়ে থাকে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। **৩** *বি* বৈশিষ্ট্য। 'বৈষ্ণব কাব্যের গতিপ্রকৃতিতেও গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

গতিপ্রবণ [স] *বিণ* চলনশীল। 'দুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

গতিপ্রবাহ [স] *বি* গতিপ্রকৃতি। 'সেই রকম গতিপ্রবাহের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গতিবতী [স] *বিণ* গতিশীল। 'এবার বড় গতিবতী জায়েদা।' *শওকত*, ১৯৭২।

গতি-বিজ্ঞান [স] *বি* গতি বা বেগবিষয়ক বিজ্ঞান বা শাস্ত্র। 'গতিবিজ্ঞানে যে গণিত দিগ্বিজয়ী।' *সবুজ*, ১৯১৭।

গতিবিধি [স] **১** *বি* কার্যকলাপ। 'জ্যোতির্বিদের কুত্রাপি গতিবিধি বারণ নাই।' *কেরি*, ১৮১২। **২** *বি* যাতায়াত। 'ইংরেজ লোকের গতিবিধি ঐ রাজার দুই বাটী।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৩** *বি* পরিক্রমণ। 'জ্যোতির্গণের গতিবিধি পরিমাণাদি প্রতিপাদক বিদ্যাকে পণ্ডিতেরা জ্যোতির্ব্বিদ্যা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* আদান-প্রদান। 'হৃদয়ে হৃদয়ে গতিবিধির একটা মস্ত বাধা দূর হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গতিবিশিষ্ট [স] *বিণ* প্রচলিত। 'একারের ব্যবহার এখনো গতিবিশিষ্ট্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

গতিবৃদ্ধি [স] *বি* গতির বিকাশ। 'তাহার মনের যেন একটা গতিবৃদ্ধি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

গতিবেগ [স] **১** *বি* গতিময়তা। 'গল্পে লঘুতা এবং গতিবেগ আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* চলার বেগ। 'সে অপরাধ ... আমার দৃপ্ত গতিবেগের।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গতিবৈচিত্র্য [স] *বিণ* গতির নানারূপ। 'তালের গতিবৈচিত্র্য এমন অভাবিতপূর্ব ও সুন্দর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গতি-বৈলক্ষণ্য [স] *বি* চলার বেগের বিভিন্নতা। 'ইউরেনাস গ্রহের গতি-বৈলক্ষণ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

গতিভঙ্গি, গতিভঙ্গী [স] **১** *বি* গতিপ্রকৃতি। 'তুচ্ছ উপলক্ষের গতিভঙ্গিতেই লোকটার যে প্রাণের বেগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* চলার ঢং। 'কিশোরীর ... গতিভঙ্গীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৬।

গতিমতী [স] *বিণ স্ত্রী* গতিসম্পন্ন। 'কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হইতে প্রস্ফুটিয়া, বিচিত্র গতিমতী ... উষা উদয় হইলেন।' *অবন*, ১৯২৫।

গতিমত্ত [স] *বিণ* উত্তাল। 'তরঙ্গিত গতিমত্ত সেই জল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

গতিময়তা [স] *বি* বেগবানতা। 'বাধা দেবে তার স্বচ্ছন্দ গতিময়তায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

গতিমান [স] *বিণ* গতিশীল। 'এই জন্যই সত্য গতিমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

গতিমুক্তি [স] *বি* মুক্তির উপায়। 'বাণিজ্যই আমাদের চরমতম গতিমুক্তি নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গতিমুখরতা [স] *বি* গতিময়তা। 'গতিমুখরতার বিচিত্র অট্টহাস্য কোথাও ধ্বনিত হচ্ছে না।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

গতিরহিত [স] *বিণ* গতিহীন। 'বলছি ব্যক্তি বা জাতির জীবনে দীর্ঘদিন গতিরহিত অবস্থার কথা।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

গতি-রাগ [স] *বি* গতিরূপ রাগ। 'গতি-রাগের সে ছিল গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

গতিরুদ্ধ [স] *বিণ* রুদ্ধবেগ। 'সে-আলোরেখায় যখন গতিরুদ্ধ স্তব্ধতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

গতিরোধ [স] *বি* পথরোধ। 'তুই কে, কি নিমিত্তে আমার গতিরোধ করিতেছিস, বল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গতিশক্তি [স] *বি* চলার সামর্থ্য। 'অবশেষে গতিশক্তি রহিতপ্রায় হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গতিশক্তিহীন [স] *বিণ* চলতে পারে না এমন। 'মোরা পরিক্ষীণ শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

গতিশক্তিহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* চলতে পারে না এমন। 'পঙ্কপতনে গতিশক্তিহীনা হইয়াছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

গতিশব্দ [স] *বি* চলার শব্দ। 'বিছানায় চক্ষু মেলে চিৎ হয়ে পড়ে তার গতিশব্দ মনে মনে গণনা করা যেতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গতিশীল [স] ১ *বিণ* প্রগতিশীল; আধুনিক। 'স্থিতিশীল ও গতিশীল দলভুক্তরা প্রতিরাত্রে পার্লামেন্টের রাজনৈতিক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* বেগবান। 'সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গতিশীলতা [স] *বি* চলমানতা। 'কবিতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার গতিশীলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গতিশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* বেগবান। 'তাহারই উপর তীব্র গতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গতিশূন্য [স] *বিণ* স্থির। 'অট্টালিকা অচল গতিশূন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গতিস্রোত [স] *বি* চলার বেগ। 'আমাদের তির্যক গতিস্রোত।' *জীবন*, ১৯৪২।

গতিহারা [স] ১ *বিণ* স্থির। 'স্থির জলে নাহি সাড়া, পাতাগুলি গতিহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* উপায়হীন। 'হায় পথবাসী, হায় গৃহহীন, হায় গতিহারা!' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৩ *বিণ* সহায়হীন। 'গতিহারা, আপনজনহারা মুক্ত খ্যাপার দল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

গতিহীন [স] ১ *বিণ* নিশ্চল। 'কি আশ্চর্য! আমি যে গতিহীন হলেম।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* অসহায় জন। 'হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গতিক [স] ১ *বি* সৎকার; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। 'কহিলাম সন্যাসির গতিক করিবার কী হইবেক।' *ওসাঁ*, ১৭৭৬। ২ *বি* অবস্থা। 'তাহাদিগের সকলের গতিকও সেইরূপ বোধ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* হালচাল। 'কবি ভাবে মুখ করি বিবরন, "আজিকে গতিক মন্দ।"' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গতী [স গতি] ১ *বিণ* সদৃশ। 'নাচএ নারদ ভেকের গতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* গতিবিধি। 'ভালমতেঁ কহ বড়ায়ি তার থান গতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* সহায়। 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* গতি; অবস্থা। 'সংসারে নানা প্রকার বিষয় দর্শনে ও শ্রবণে মনের গতী চঞ্চল হইয়া পড়ে।' *প্যারী*, ১৮৬০। দ্র **গতি**

গতো [স গত] *বিণ* বিগত। 'কাপড় খরিদ গতো সনে করিয়া ছিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

গতোকালি [স গতকাল] *ক্রিবিণ* আগের দিন। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

গতোর [স গাত্র] *বি* গতর; শরীর। 'বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গত্তি *বি* মাংস। 'গায়ে গত্তি লাগে, মনে স্ফূর্তি আসে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

গৎবাঁধা [স গতি+স বন্ধন>] *বিণ* গতানুগতিক। 'ব্যবসায়ীদের এই সব পুরাতন গৎবাঁধা যুক্তিতে মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ণপাত করেন নাই।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

গত্যন্তর [স] *বি* বিকল্প উপায়। 'শাসননীতি পরিচালন ব্যতীত গত্যন্তর নাই।' *এসলাম*, ১৯১৯।

গথিক [ই] *বিণ* দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে প্রচলিত বিশেষ স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত। 'খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গদ [স ক্রোধ] *বি* ক্রোধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গদগদ, গদ গদ [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* আবেগাপ্লুত। 'জব পিয় ধরি বলে লেঅব পাস। নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* ভয়জনিত কারণে অস্ফুট। 'গদগদ বাণী মোর উঠিল সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* আবেগপ্রবণ করে এমন। 'বারিরাশির গদগদ নিনাদ শুনা যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ *বিণ* বিভোর। 'দুপুরবেলা আকাশের দিকে গদগদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৫ *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ত। 'অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদকলমুখর পঙ্কস্রোত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গদগদকণ্ঠ [ধ্বন্যা গদগদ+স কণ্ঠ] *বি* আবেগে জড়ানো কণ্ঠ। 'মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদগদকণ্ঠে ঈশান কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গদগদচিত্ত [ধ্বন্যা গদগদ+স চিত্ত] *বি* আপ্লুত মন। 'গদগদচিত্তের পূর্ব ইতিহাসটি সম্পূর্ণ বে-কবুল যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গদগদবচন [ধ্বন্যা গদগদ+স বচন] *বি* আবেগে কাঁপা কাঁপা জড়ানো কথা। 'জজ গগ জজ গগ গদগদবচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গদগদভাষী [ধ্বন্যা গদগদ+স ভাষী] *বিণ* আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কথা বলছে এমন। 'তার পূর্বে সন্ধ্যাসঙ্গীতের পর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদগদভাষী আন্দোলন চলছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

গদগদস্বর [ধ্বন্যা গদগদ+স স্বর>] *বি* আহ্লাদিত স্বর। 'তাহারা গদগদস্বরে কহিতে লাগিল।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

গদগদে [ধ্বন্যা গদগদ>] *বিণ* মেকি আবেগ দেখায় এমন। 'গদগদে দালাল, বখাটে যুবক আর ভাড়াটে গুণ্ডারা।' *শামসুর*, ১৯৭২।

গদরজমা [আ] *বি* জামানত-বিশেষ। 'কোন গদরজমা হিসাব মুক্ষু করিয়া তৈয়ার করাইতে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

গদা [স] *বি* শক্ত ও মোটা লাঠি। 'যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে/ সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গদাইনস্করি [স গদা>+ফা লশকর>] *বিণ* মন্থরগতিবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গদাইলশকর [স গদা>+ফা লশকর>] *বি* গদাধারী যোদ্ধা। 'সোয়ালক্ষ গদাইলশকর হন হন করিয়া ছুটিল।' *জসীম*, ১৯৬০।

গদাই-লশকরি, গদাই-লশকরী [স গদা>+ফা লশকর>] *বিণ* অলস; ঢিলে। 'লেখকের গদ্য গদাই-লশকরি ভাবে চলে।' *প্রমথ*, ১৯১২; 'প্রেম যখন গদাই-লশকরী ঢিমেতালে চলতে থাকে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

গদাইলস্কর [স গদা>+ফা লশকর>] *বি* কুঁড়ে। 'তাকে গদাইলস্কর ছাড়া আর কিছু ভাববে না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

গদাইলস্করী চাল [স গদা>+ফা লশকর>] *বি* গাধাবোটের মতো খুব মন্থর গতি। 'গদাই লস্করী চাল ভারিক্কি ধরন।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

গদাঘাত [স গদা-আঘাত] *বি* গদার আঘাত। 'বিরুদ্ধ পক্ষকে বক্তৃতার গদাঘাতে পাড়িয়া ফেলাই যে এই বৃহৎ কাজের পরিণাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গদাজুদ্ধ [স গদাযুদ্ধ] *বি* গদায় গদায় যুদ্ধ। 'অসম্ভালে ছিল রাজা গদাজুদ্ধ জিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গদাধর [স] *বি* কৃষ্ণ। 'বাঁশী পায়িলেঁ কিছু না বুলিব গদাধর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গদাধারী [স] *বিণ* গদা বহনকারী। 'রসুলের খুড়া হামজা গদাধারী।' *সুলতান*, ১৭০০।

গদাপাণি [স] *বি* গদা যার অস্ত্র; বিষ্ণু। 'গজদন্ত-গদাপাণি ফিরে দানাগণ মারিআ গদার বাড়ি বধএ জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গদাবিদ্যা [স] *বি* লাঠি চালানো সংক্রান্ত বিদ্যা। 'গদাবিদ্যায়

যদুকুলতিলক বলভদ্রতুল্য।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

গদাযুদ্ধ [স] *বি* গদার সাহায্যে যুদ্ধ। 'মল্লযুদ্ধ গদাযুদ্ধ অনেক শিখাইল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গদি, গদী [হি গদ্দী] **১** *বি* আরামদায়ক বসার জায়গা। 'হস্তপরিমিত উচ্চ গদির উপর বসিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* ব্যবসায়ীর দপ্তর। 'গদির গোমস্তা কহিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **৩** *বি* কর্তৃত্ব নির্দেশক আসন। 'দক্ষিণাপথে রামানুজ-সম্প্রদায়ের ভূরি ভূরি আখড়া বিদ্যমান আছে। তাঁহার গদিও ঐ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* সিংহাসন। 'রাজা ম'রে গেলে আমি যখন গদিতে বসব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৫** *বি* উচ্চ আসন। 'থাক সে বসে গদির পরে, কালকে প্রেমে আসবে নেমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৬** *বি* মর্যাদাসম্পন্ন পদ। 'সম্প্রতি তিনি ওজারতির গদি হারিয়েছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

গদিআঁটা, গদীআঁটা [গদি+আঁটা] *বিণ* গদিযুক্ত। 'শেখর একটা গদিআঁটা আরাম চৌকির উপর হেলান দিয়া।' *শরৎ*, ১৯১৪।

গদিওয়ালা [হি গদ্দীওয়ালা] *বি* গদির মালিক। 'উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালা ও পাইকেরে ভরে গ্যাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গদিচ্যুত [গদি+স চ্যুত] *বিণ* ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত। 'তাঁর দলবল গদিচ্যুত হওয়ার পর হইতে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪২।

গদিনশীন, গদীনশীন [গদি+ফা নিশীন] **১** *বিণ* স্থলাভিষিক্ত। 'ছাহেবজাদাগণ যাহাতে তাহাদের গদিনশীন হইতে পারে।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। 'এই অধিবেশনে গদীনশীন মন্ত্রীদের মুখ দর্শন ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

গদিপ্রাপ্ত [গদি+স প্রাপ্ত] *বিণ* গদিনশিন। 'গ্রামে টিটিকার হইয়া গেল মতিলাল গদিপ্রাপ্ত হইলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গদিমুখী, গদীমুখী [গদি+স মুখী] *বিণ* ক্ষমতালোভী। 'আমরা গদীমুখী রাজনীতিবিদদিগকে অভয় দিয়া বলিতে পারি।' *ইত্তেফাক*, ১৯৫৬।

গদিয়ান, গদীয়ান [গদি+ফা আন] **১** *বি* আড়তদার। 'গদিয়ান মহাজন যে-জন বসে কেনে প্রেম-রতন।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* ক্ষমতাবান; কর্তা। 'ঘরের তৈরি সমাজে যে যার গদীতে গদীয়ান।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

গদী[২] [স গদা>] *বিণ* গদাধর। 'বেঁধাবেঁধি জমধর পড়িল বীরবর গদাহাতে পড়িল গদী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গদোগদো [ধ্বন্যা] *বিণ* আবেগে বিহ্বল। 'শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মনুমিয়া গদোগদো হয়ে যায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

গদ্‌গদ [ধ্বন্যা] *বিণ* বিভোর বা বিহ্বল। 'আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

গদ্দিনশিন [হি গদ্দী+ফা নিশীন] *বিণ* অধিষ্ঠিত। 'ওই গদির গদ্দিনশিন করবার জন্য।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গদ্দব [স গর্দভ] *বি* গাধা। 'আগুসরা আনে আর গদ্দবের দই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গদ্য [স] **১** *বি* গুণকীর্তন। 'বিষ্ণুপদতলে সেন নানা গদ্য গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* পাল্টা উত্তর। 'কৌতুক করণের পূর্ব্বে আমাদিগে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে সে ফিরে গদ্য করিলে তাহা আমরা সহিতে পারিব কি না।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* ছন্দবদ্ধ নয় এমন রচনা। 'কেহ যদি গদ্য পদ্য দ্বারা মনের চমৎকারিত্ব জন্মাইতে পারেন ...।' *গৌর*, ১৮২২। **৪** *বি* গ্রন্থ। 'পুনর্বার আরবী ভাষাতে তাহার গদ্য প্রস্তুত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৫** *বি* রচনা। 'দুচারটি কথা বলে এই নীরস গদ্যের অবসান করব।' *নজরুল*, ১৯১৯। **৬** *বি* গদ্যছন্দ। 'ফর্মাশ, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর। আমি লিখেছি গদ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গদ্য অবস্থা [স] *বি* বাস্তবতা। 'ঋণদায়রূপ গদ্য অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

গদ্য-আখ্যায়িকা [স] *বি* গদ্যভাষায় রচিত কাহিনি। 'ইংরেজী সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে উপকরণ নিয়ে অপূর্ব গদ্য-আখ্যায়িকাসমূহ রচনা করেছিলেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গদ্য-কবি [স] *বি* গদ্যকবিতা রচয়িতা। 'ইসলামপ্রেমী গদ্য-কবির ভাষায় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গদ্য কহা *ক্রি* ধন্যবাদ দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গদ্যকাব্য [স] *বি* গদ্য রীতির কবিতা। 'বাঙ্গালীরা এক্ষণে গদ্যকাব্য, নাটক, দেশ পর্য্যটন বৃত্তান্ত ... ইত্যাদি লিখিতেছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

গদ্যকার [স] *বি* গদ্য লেখেন যাঁরা। 'তাহা আমাদের প্রথম গদ্যকারদের রচনা দেখলেই বুঝা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গদ্যকাহিনী [স গদ্য-কথনিকা] *বি* গদ্যরচনা। 'রবীন্দ্রনাথের এ যুগের গদ্যকাহিনীতে তা সম্যক পুষ্টি এবং পরিণতি প্রকাশ করেছে।' *শিব*, ১৯৫০।

গদ্যছন্দ [স] *বি* গদ্যরচনার ছন্দ। 'অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গদ্যজীবী [স] *বিণ* কাঠখোট্টা; রসবোধহীন। 'কিন্তু অবিশ্বাসী গদ্যজীবী লোকেরা এতটা কবিত্ব বিশ্বাস করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গদ্যপদ্য [স] **১** *বি* স্তুতিমূলক রচনা। 'স্তবন গদ্যপদ্যে সঘন মুখবাদ্যে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গদ্য এবং কবিতা। 'গদ্যপদ্যর সহযোগ-ব্যতীত কখনো কোনো সাহিত্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গদ্যপ্রবন্ধ [স] *বি* গদ্যরচনা। 'গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্তমধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গদ্যবন্ধ [স] *বি* গদ্যশৈলী। 'ভাষার এর চাইতে ভারী অঙ্গের গদ্যবন্ধ জার্মানির বাইরে পাওয়া যায়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

গদ্যবাণী [স] *বি* গদ্যময় কথা। 'আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গদ্যবোধশক্তি [স] *বি* গদ্যরচনা বোঝার সামর্থ্য। 'গদ্য ছিল না গদ্য বোধশক্তিও ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গদ্যভাষা [স] *বি* ছন্দবদ্ধ নয় এমন রচনার ভাষা। 'এই গদ্যভাষারই প্রকাশক্ষমতা যাচাই করার উদ্দেশ্য নিয়ে ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গদ্যময় [স] *বিণ* নীরস। 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

গদ্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সাধারণ। 'সে করে অতিশয় গদ্যময়ী ব্যবসা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গদ্যরচনাশৈলী [স] *বি* গদ্য রচনার ধরনবিশেষ। 'তাঁর গদ্যরচনাশৈলী চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গদ্যরীতি [স] **১** *বি* গদ্য ভাষায়। 'গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বি* গদ্য লেখার ঢং। 'সেই যে

বাংলা গদ্যরীতির জনক বলে তাঁর এক খ্যাতি আছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গদ্যলেখক [স] *বি* গদ্য রচনা করেন যিনি। 'তোমাদের প্রথম গদ্যলেখক সাহেব ফরেস্টর ও কেরি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

গদ্যসাহিত্য [স] *বি* গদ্যে রচিত সাহিত্য। 'বাংলাদেশে গদ্যসাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গদ্যাত্মক [স গদ্য-আত্মক] *বিণ* গদ্যধর্মী। 'যাহা সহজ সুলভ সাধারণ গদ্যাত্মক।' *সবুজ*, ১৯২১।

গদ্যিকা [স] *বিণ* গদ্যোচিত। 'গানের আলাপের সঙ্গে পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকারীতির যে তুলনা করেছ সেটা মন্দ হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

গন[১] [স গণ] *বি* গণ; সম্প্রদায়। 'রঙ্গিনি গন রস রঙ্গহি নটঈ। রনরনি কঙ্কন কিঙ্কিনি রটঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'অচিন্ত ভৈরব পৃআ গন লৈয়া সঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

গন[২] [ই gun] *বি* বন্দুক। 'রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট গোরা, গন, বোট ও এসপেসিয়েল কমিসনর চল্লো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গনগন [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তির বহিঃপ্রকাশক ভাব। 'বিরক্তির সঙ্গে এক কেটলি চা এনে ... গনগন করতে থাকবে।' *জীবন*, ১৯৩১।

গনগন করা *ক্রি* প্রখর হওয়া। 'দুপুরের রোদ গনগন করছে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

গনগনে [ধ্বন্যা গনগন>] *বিণ* প্রচণ্ড উত্তাপযুক্ত। 'গনগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'গনগনে আগুন।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গনগর্বিত [স গণ+গর্বিত?] *বি* গুরুজন। 'গনগর্বিত দেখ্যা বুকে না দেই বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গনতি [স গণিত>] *বি* গণনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গনৎকার [স গণনাকার] *বি* ভাগ্য গণনা করে যে; জ্যোতিষী। 'গনৎকার তো প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গনন [স গণন] *বি* বর্ণনা; হিসাব। 'পৃথুবির রেনু জদি করিএ গনন।' *মালাধর*, ১৫০০।

গনপতী [স গণপতি] *বি* হিন্দু দেবতা গণেশ। 'গনপতী প্রনমোহি বিঘ্নী করতার।' *মালাধর*, ১৫০০।

গনমার্গ [স গণ-মার্গ] *বি* চলার পথ। 'গনমার্গে গমন করিল গৌড়মুখে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গনা [স গণন>] **১** *ক্রি* অনুভব করা। 'ভনহুঁ বিদ্যাপতি লেহ মনে গনি কহিলে কি জানি হয়ে কাজে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* গণনা করা। 'আকাসের তারা জদি একে একে গনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* হিসাব করা। 'তিন চারি পাঁচ সাত গনিঞা অনুচরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *ক্রি* আশঙ্কা করা। 'প্রমাদ গনিল সব ভাগবতগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *ক্রি* গ্রাহ্য করা। 'সেই সড মহাবলী কাহাকে না গনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৬** *ক্রি* মান্য করা। 'রাজা প্রজা, উঁচু নিচু, কিছু না গনি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৭** *ক্রি* মিলিয়ে দেখা। 'টাকাগুলি গনিয়া আয়রন-চেস্টে না তুলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **গন্যা** *ক্রি* গণনা ক'রে। 'একে একে দিব গন্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গনা-গোষ্ঠী [স গণ+স গোষ্ঠী] *বি* গোষ্ঠীবর্গ; সমস্ত আত্মীয়স্বজন। 'ইয়াজুস-মাজুসের গনা-গোষ্ঠী ঐ দেওয়ালের আড়ালে আটকা পড়িল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

গনানো [স গণন] *ক্রি* গণনা করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গন্ডোলা [ইতালিয়ান] *বি* এক ধরনের নৌকা। 'সিনমার্ক দর্শন করে, চন্দ্রালোকে গন্ডোলা চড়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২। *দ্র* **গণ্ডোলা**

গন্তব্য [স] *বিণ* পৌঁছাতে হবে এমন। 'গন্তব্য পথ মশালেতে সুশোভিত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

গন্তব্যস্থান [স] *বি* যেতে হবে এমন স্থান; গম্যস্থান। 'নাম, ধাম, গন্তব্যস্থান, পিতৃপুরুষের পরিচয়।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

গন্তা [স গম্>] *বি* গমনকারী। 'উত্তরকালে জলপথগন্তারা বক্র ও পীড়াজনক সুন্দরবন দিয়া কএক দিবস পর্য্যন্ত গমন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গন্তুকাম [স] *বিণ* গমনে উদ্যোগী। 'গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গন্দ [ফা] *বি* দুর্গন্ধ। 'গন্দে লুকাইয়া কেহো জাএ গড়াগড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গন্দ পুষ্প [স গন্ধ-পুষ্প] *বি* সুগন্ধি ফুল। 'মুক্ষ রাজা বর তুষ্কি গন্দ পুষ্প দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গন্দম [ফা] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গের নিষিদ্ধ ফল। 'গন্দম ভক্ষিআ হৈল দুক্ষিত অন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গন্দর্ববিভা, গন্দর্ব্ববিভা [স গন্ধর্ব-বিবাহ] *বি* শুধু বর ও কন্যার পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ। 'গন্দর্ব্ব বিভার কার্য্যে সভে নিয়োজিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গন্দোলা [ইতালিয়ান গন্ডোলা] *বি* পর্যটকদের ব্যবহারের জন্যে এক-মাঝিওয়ালা নৌকাবিশেষ। 'চাঁদের আলোয় আন্দোলিত গন্দোলাতে রূপসীকে জানায় পূজা ছেঁড়া খাতায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬। *দ্র* **গণ্ডোলা, গন্ডোলা**

গন্ধ[১] [স] **১** *বি* সুবাস। 'তাত নাহি গন্ধের পরসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি বিণ* সুগন্ধিযুক্ত। 'রক্ত এবং শ্বেতচন্দন গন্ধ কাষ্ঠের মধ্যে প্রধান।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **৩** *বি* আভাস। 'কোম্পানী তাহাদের গতিবিধির গন্ধ পাইয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গন্ধওলা [স গন্ধ+হি ওয়ালা] *বিণ* ঘ্রাণযুক্ত। 'কড়া গন্ধওলা অন্য কোনো মাল নেওয়া হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গন্ধকাতর [স] *বিণ* গন্ধাচ্ছন্ন। 'আমি এমন গন্ধকাতর লোক দেখেছি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

গন্ধকালি [স গন্ধ>] *বি* মৎস্যগন্ধা; পৌরাণিক নারীচরিত্রবিশেষ। 'গন্ধকালি কুম্ভিরিনি তাথাই মারিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

গন্ধগহন [স] *বিণ* সুগন্ধপূর্ণ। 'এই গন্ধগহন-সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গন্ধ-গোকুল [স] *বি* বেজিজাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'অন্ধবনের গন্ধ-গোকুল, ওরে আমার হোঁৎকা রে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

গন্ধজাল [স] *বি* গন্ধের প্রবাহ। 'ওরে শিরীষ ... গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গন্ধঝিঁটি [স গন্ধ>] *বি* গুল্মবিশেষ ও তার ফল। 'গন্ধঝিঁটি কেতকী কেসর।' *মালাধর*, ১৫০০।

গন্ধটগর [স গন্ধ>] *বি* ফুলবিশেষ। 'গন্ধটগর বনমাল্লী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গন্ধতেল [স গন্ধতৈল] *বি* সুবাসিত তেল। 'গন্ধতেলে খোঁপা বাঁধিলেই শুধু চলিত না।' *মানিক*, ১৯৪০।

গন্ধতৈল [স] *বি* সুবাসিত তেল। 'সে প্রদীপখানি আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গন্ধদ্রব্য [স] *বি* গন্ধ ছড়ায় যে দ্রব্য। 'জায়ফল অগুরা প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য এই স্থান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

গন্ধধূপ [স] *বি* সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। 'তারি দুইধারে ধূপাধার হতে উঠিছে গন্ধধূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গন্ধনিবিড় [স] *বিণ* গন্ধ ছড়িয়ে থাকে এমন। 'গন্ধনিবিড় আমবাগানে কোকিল ডাকছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গন্ধপিপ্পলী [স] *বি* গন্ধপিপুল। 'গন্ধারী গন্ধপিপ্পলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গন্ধপ্রবাহ [স] *বি* সুগন্ধের ধারা। 'অতীতের সমস্ত অস্পষ্ট মিশ্রিত মৃদু গন্ধপ্রবাহ বহন করে আনতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গন্ধবণিক [স] *বি* হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'গন্ধবণিক ৫৫১৫২।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

গন্ধবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সুগন্ধ-বিশিষ্ট। 'শুরু হোক স্তোত্রপাঠ গন্ধবতী তোমার সুনামে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

গন্ধবশ [স] *বিণ* ঘ্রাণের বশবর্তী। 'সেই গন্ধবশ নাসা/ সদা করে গন্ধের আশা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গন্ধবহ [স] *বি* বাতাস। 'শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা, পরম রমণীয়া হইয়া আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গন্ধবাণী [স] *বি* গন্ধ রূপ বাণী। 'যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গন্ধবান্যা [স গন্ধবণিক] *বি* হিন্দু গন্ধবণিক সম্প্রদায়। 'বৈসে যত গন্ধবান্যা গন্ধ বেচে ধূপধুনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গন্ধবারি [স] *বি* গোলাপজল। 'গন্ধদ্রব্য, গন্ধবারি, কুসুমদাম সৌরভে আমোদ করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

গন্ধবাস [স] *বি* সুগন্ধ। 'কমলের বুকে অজানিতে জাগে মধুর গন্ধবাস।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গন্ধবাসিত [স] *বিণ* ঘ্রাণযুক্ত। 'সেই তৃণপত্রের গন্ধবাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটিমাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গন্ধবিক্রেতা [স] *বি* আতর বিক্রেতা। 'পুষ্পবিক্রেতা, গন্ধবিক্রেতা, তাম্বূলবিক্রেতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

গন্ধবিধুর [স] *বিণ* গন্ধভরা। 'আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে গন্ধবিধুর সমীরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

গন্ধবেণে, গন্ধবেনে [স গন্ধবণিক] *বি* হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ। 'ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁশারির আনন্দের সীমা নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

গন্ধব্যাকুল [স] *বিণ* গন্ধে আকুল। 'বনে দুলেছিল ফুল গন্ধব্যাকুল বাতাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গন্ধভরা ১ *বিণ* সুগন্ধী। 'সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে, গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* গন্ধে পরিপূর্ণ। 'হেথা বাতাস গীতি গন্ধ-ভরা।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১। **৩** *বিণ* মধুর। 'গন্ধভরা বন্দনাতে দিয়েছি ধূপ জ্বালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গন্ধভাদাল [স গন্ধভদ্রা] *বি* ভেষজগুণসম্পন্ন লতাবিশেষ। 'আটটা ডিম নিয়ে গন্ধভাদাল পাতার মাঝে বসিয়ে দেয়।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

গন্ধভার [স] *বি* গন্ধময়তা। 'অঙ্গ ভরি অবিরাম উঠিছে উচ্ছ্বসি ছন্দ-ভরা ঘন গন্ধভার।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গন্ধভেদালি [স গন্ধভদ্রা] *বি* ভেষজগুণসম্পন্ন লতাবিশেষ। 'দুপুরের হাওয়ায় গন্ধভেদালি লতার কটু গন্ধ আসে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গন্ধভেলা *বি* গন্ধরূপ ভেলা। 'শূন্যতলে গন্ধভেলা ভাসায় বাতাসেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

গন্ধমধু [স] *বি* গন্ধরূপ মধু। 'লুকাইতে নারে বুকের গোপন গন্ধমধু।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গন্ধময় [স] *বিণ* সুবাসিত। 'জ্বালায়ে শত গন্ধময় বাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গন্ধমাদন [স] *বি* (পুরাণ) সুগন্ধিবনযুক্ত পর্বতবিশেষ। 'ঔষধ আনিতে গেলা গন্ধমাদনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

গন্ধমোদিত [স] *বিণ* গন্ধে আমোদিত। 'তব নন্দনগন্ধমোদিত ফিরি সুন্দর ভুবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গন্ধরস [স] *বি* ধূপ। 'কাহার করে হৈম ধূপদান, তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গন্ধ রাংগ [স গন্ধরাগ] *বি* গন্ধরাগ। 'তাম্বুলরাগে/ গন্ধ রাংগে রচিল বদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গন্ধরাজ [স] *বি* সুগন্ধি ফুলবিশেষ। 'গন্ধরাজ চাঁপা মাঝে বকুলের মালী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গন্ধলোভী [স] *বিণ* গন্ধলোলুপ। 'হস যদি ওর গন্ধলোভী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গন্ধশিলা [স] *বি* বাসমতী ধান। 'দ্বিজগণে বেদগান মহি গন্ধশিলা ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গন্ধসলিল [স] *বি* সুগন্ধ তরল। 'ঝারিতে গন্ধসলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গন্ধস্নিগ্ধ [স] *বিণ* সুবাসে স্নিগ্ধ। 'ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

গন্ধস্মৃতি [স] *বি* স্মৃতিময়তা। 'নানা ঋতুর গন্ধস্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গন্ধহস্তী [স] *বি* মদগন্ধ হাতি। 'গুর্জরের অনিদ্রা, গান্ধাররাজরূপ গন্ধহস্তীর পিস্তক্কুর, লাটচোরের উপর বাটপাড়।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

গন্ধ[২] [ফা গন্দ] *বি* ঘৃণা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গন্ধক [স] *বি* হলুদ রঙের রাসায়নিক পদার্থবিশেষ; সালফার। 'সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গন্ধব [স গন্ধর্ব] *বি* গন্ধর্ব। 'মরুমরীচি গন্ধব নইরী দাপতিবিম্বু জইসা।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

গন্ধম [ফা গনদুম] *বি* ইসলামি মতে বেহেশতের নিষিদ্ধ ফল। 'বেহেঁশে খেয়ে গন্ধম তাইতে এলো ভাবনগরে।' *লালন*, ১৮৯০।

গন্ধর্ব, গন্ধর্ব্ব [স] **১** *বি* স্বর্গের গায়কগোষ্ঠী। 'রথে চড়িয়া গন্ধর্ব্ব কৃষ্ণে স্তুতি করে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* শুধু পাত্র-পাত্রীর সম্মতিতে সংঘটিত হিন্দু বিবাহবিশেষ। 'করিব গন্ধর্ব বিভা লইয়া যাব কাশী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* নর্তক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গন্ধর্ব-কিন্নর, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর [স] *বি* (পুরাণোক্ত) স্বর্গের গায়ক শ্রেণী গন্ধর্ব ও কিন্নর। 'মনুষ্যের বেশে আসে গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গন্ধর্বত্ব [স] *বি* গন্ধর্বের বৈশিষ্ট্য। 'আমার গন্ধর্বত্ব গিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গন্ধর্বপাবনী, গন্ধর্ব্বপাবনী [স] *বিণ* গন্ধর্ব্বগণের ত্রাণকারী। 'গন্ধর্ব্বপাবনী যশোদা নন্দিনী রাধা নাম ভানুসুতা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

গন্ধর্ববিদ্যা, গন্ধর্ব্ববিদ্যা [স] *বি* সংগীতশাস্ত্র। 'জ্ঞানশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ... গন্ধর্ব্ববিদ্যা ... উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

গন্ধর্ববিবাহ, গন্ধর্ব্ব বিবাহ [স] *বি* শুধু পাত্র-পাত্রীর সম্মতিতে সংঘটিত হিন্দু বিবাহবিশেষ। 'শাস্ত্র বিচারে জয়ী হইয়া বিদ্যাকে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

গন্ধর্বলোক, গন্ধর্ব্বলোক [স] *বি* কল্পিত গন্ধর্বদের বাসস্থান। 'নাগলোক, গন্ধর্বলোক, দেবলোক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

গন্ধা [স গেন্দুক] *বি* গাঁদা; ফুলবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গন্ধাধিবাস [স গন্ধ-অধিবাস] *বি* দেবপূজার আগে চন্দন, তেল, হলুদ দিয়ে অনুষ্ঠিত আচারবিশেষ। 'সঙ্কল্প সমাচরি গন্ধাধিবাস করি।' *ভারত*, ১৭৬০।

গন্ধাধিবাসন [স গন্ধ-অধিবাসন] *বি* হিন্দুদের পূজায় বা বিয়েসহ অন্যান্য শুভকর্মে গন্ধদ্রব্য দিয়ে করা আচারবিশেষ। 'জতেক বিপ্রমুনি করিল বেদধ্বনি কন্যার গন্ধাধিবাসনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গন্ধামোদ [স গন্ধ-আমোদ] *বি* সুখকর গন্ধ। 'দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী – গন্ধামোদে মোদিয়া কানন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গন্ধামোদী [স] *বিণ* আকুলকারী। 'গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

গন্ধার *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

গন্ধিত [স] *বিণ* গন্ধযুক্ত। 'বোকেন্দ্র-গন্ধিত ছাগ সেও দাড়ি রাখে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

গন্ধী [স গন্ধ] **১** *বি* সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* গন্ধযুক্ত। 'সে-গন্ধের তীব্রতার কাছে অন্যান্য গন্ধীগাছ যেন ম্লান হয়ে গেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

গন্ধেশ্বরী [স] **১** *বি* একপ্রকার ধান। 'বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্ধে।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* গন্ধবণিকদের কুলদেবী। 'সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গন্নাকাটা [ও গ্রহণখণ্ডিয়া>] *বিণ* উপরের ঠোঁট কাটা এমন। 'গন্নাকাটা মেয়ে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

গপ [স গল্প] *বি* গল্প। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গপগপ [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত খাওয়ার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এই বা ভালুকের মতো, নীল আকাশ গপগপ করে গেলে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

গপগপি [ধ্বন্যা] *বি* তোলপাড়। 'বুকের ভেতর এখন হাজার যন্ত্রণার গপগপি।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

গপাগপ [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* দ্রুত গপগপ শব্দ ক'রে। 'গপাগপ খাও না সোজা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গপাস [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'গপাস করে গিলবে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গপ্প, গপ্‌প [স জল্প] **১** *বি* গালগল্প। 'আমরা গপ্প করতেছিলেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বি* রূপকথা। 'খোকন-মণি! গপ্‌প তুমি জানো?' *নজরুল*, ১৯২৬।

গপ্প টপ্প [স জল্প>] *বি* আলাপ-আলোচনা। 'এখন সুলোচনার কথা যা শুনলি, যেন কোথাও গপ্প টপ্প করিসনে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গপ্পি [স জল্প>] **১** *বি* গল্পকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* গল্প। 'গোলবালিশে ঠ্যাশ মারি গুড়ুক তামুক খায়, গপ্পি করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গপ্পিআ [স জল্প>] *বি* যে গল্প করে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গপ্পো, গপ্‌পো [স জল্প>] *বি* অবাস্তব গল্প। 'বড় যে গপ্‌পো মাচ্চিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'কচি খুকির মতো সকালে উঠে গপ্পো গিলছিস।' *মানিক*, ১৯৩৫।

গফিল [আ গাফিল] *বিণ* অমনোযোগী; যত্নহীন। 'ইহাতে গফিল না হইবেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০৭।

গবগব [ধ্বন্যা] *বি* বড়ো বড়ো গ্রাসে তাড়াতাড়ি গিলে খাওয়ার শব্দ। 'কাকা গব গব করে গিললেন।' *জীবন*, ১৯৩২।

গবগবানো *ক্রি* লাফালাফি করা। 'চাইলেই কি আর ফসল গবগবায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

গবড়া [স গৌড়] *বি* রাগবিশেষ। 'রাগ গবড়া।' *চর্যা* ২, ১২০০।

গবনর [ই গভর্নর] *বি* শাসক। *মেয়ের্স*, ১৭৫৭। *দ্র* **গবরনর**

গবয় [স] *বি* গয়াল। 'শরভ করভ হয় গবয় হরিণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গবরনর, গবর্ণর, গবর্নর [ই] **১** *বি* পরিচালক। 'বর্দ্ধমানের মৃতমহারাজ যে হিন্দু কালেজের প্রধান গবরনর ছিলেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৫। **২** *বি* প্রদেশের শাসনকর্তা। 'ইহার পরে গবরনর ফ্রিক ... সাহেবেরা রাজত্ব করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭; 'লোকগণনা করিয়া কাগজ শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গবরনর জেনরল, গভরনর জেনেরাল [ই] *বি* ব্রিটিশ অধিকৃত এলাকায় রাজা বা রানির প্রতিনিধি। 'শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দরখস্ত করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'বিজ্ঞবর গবরনর জেনরল শ্রীযুক্ত লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

গবরনরমেন্ট [ই] *বি* গভর্নমেন্ট। 'গবরনরমেন্ট গেজেট হইতে তাহার চুম্বক লইয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

গবরনরী [ই গভর্নর>] *বিণ* গভর্নরের। 'এই শহরের গবরনরী পদ প্রাপ্ত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

গবর্ণর জেনারেল, গবর্ণর জেনেরাল [ই] *বি* ব্রিটিশ ভারতে নিয়োজিত রানীর প্রতিনিধি। 'লোকগণনা করিয়া কাগজ শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'কয়েক বৎসর পরে গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে আশাপুর নামক একখানি গ্রাম জায়গীর দেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গবর্ণর হাউস [ই] *বি* গবর্নরের বাসভবন। 'ঢাকায় গবর্ণর হাউসে ... বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৫১।

গবর্নর জেনারেল [ই] *বি* সর্বপ্রধান শাসনকর্তা; বড়লাট। 'গবর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর।' *রাজ*, ১৮৭৪।

গবরাট *বি* দরজার চৌকাঠ। 'ঘরের দুয়ারের গবরাটে মাথাটা হেলাইয়া ঠেস দিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গবর্ণমেন্ট, গবর্নমেন্ট, গবরমেন্ট [ই] **১** *বি* সরকার। 'এতদ্দেশীয় গবর্ণমেন্টকে যে পরাক্রম দেওয়া গিয়াছে তাহার বিবেচনা করা।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'একপাশের পাঁচখানি বেঞ্চিতে গবর্নমেন্টের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* প্রদেশের শাসনকর্তা। 'বাংলার গবর্নমেন্টের কর্তৃত্ব উড়িষ্যায় ছিল না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

গবরণমেন্ত [ই] *বি* গভর্নমেন্ট। 'গবরণমেন্ত গেজেটে ইস্তাহার দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

গবর্মেন্ট, গবর্মেন্ট [ই] *বি* সরকার। 'ময়লার গাড়ি দ্যাখা দিয়েছেন, এঁরা গবর্মেন্টের পুষ্যি পুত্র।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গবর্ণমেন্টো [ই গবর্নমেন্ট] *বি* সরকার। 'গবর্ণমেন্টো আমার গ্রেপ্তারে জন্য তিন হাজার টাকা পুরস্কার ছাপয়ে দিলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

গবর্ণমেন্ত [ই গবর্নমেন্ট] *বি* সরকার। 'গবর্ণমেন্ত আজ্ঞা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

গবর্ণর *দ্র* **গবরনর**

গবর্নর *দ্র* **গবরনর**

গবর্নেস, গবর্ণেস [ই] *বি স্ত্রী* গৃহশিক্ষিকা। 'কাহারও বাড়ীতে গবর্ণেস হইতেন অথবা কোন অথবা কোন আতুরাশ্রমে অতি সামান্য বেতনে সেবিকা হইতেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'পরিভাষাগত শ্রেণীবিভাগে লাবণ্য গবর্নেস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। *দ্র* **গভর্নেস**

গবস্তিত [স গ্রীবাস্থিত] *বিণ* গ্রীবাস্থিত। 'গবস্তিত গজেন্দ্রবদন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গবাক্ষ[1] [স] *বি* এক শ্রেণীর বানর। 'সরভ গবাক্ষ আর বির হনুমান।' *মালাধর*, ১৫০০।

গবাক্ষ[2] [স] **১** *বি* জানালা। 'গবাক্ষে আরোপী নেত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বায়ু চলাচলের ছোটো পথ। 'কোন স্থানেই জানালা নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ আছে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

গবাক্ষদ্বার [স] *বি* জানালা। 'তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃতা হইয়া, গবাক্ষদ্বার দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গবাক্ষবর্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* জানালার পার্শ্ববর্তী। 'দ্বিতলবাসিনী গবাক্ষবর্তিনী পুটিকে দেখিবামাত্র তাহার অন্তরের সমস্ত তন্ত্রীগুলি ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গবাদি [স] *বি* গোরু ও গোরু জাতীয় গৃহপালিত পশু। 'গবাদি সেবা আমরা করিতাম।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গবাস্থি [স] *বি* গোরুর হাড়। 'গবাস্থি প্রভৃতি হিন্দুদিগের অনুচ্চার্য্য দ্রব্যর ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

গবিআ [স গবী] *বি* গাভি। 'বলদ বিআএল গবিআ বাঝেঁ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

গবেট *বিণ* বোকা। 'কেউ গবেট, কেউ আকাট গবেট।' *হাই*, ১৯৫৬।

গবেটামি *বি* বোকামি। 'এ দম্ভ আমি করেছিলুম কোন গবেটামিতে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

গবেষণা [স] *বি* তত্ত্বানুসন্ধান। 'তাঁহার গবেষণা প্রামাণ্য বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গবেষণাগার [স] *বি* পরীক্ষানিরীক্ষার জায়গা। 'সাম্প্রদায়িকতার গবেষণাগাররূপে কাজ করিতেছে।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

গবেষণাপরায়ণ [স] *বিণ* গবেষণায় নিয়োজিত আছে এমন। 'বিজ্ঞান-গবেষণাপরায়ণ পণ্ডিতগণ বহু আলোচনা ও প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গবেষণাপূর্ণ [স] *বিণ* গবেষণাভিত্তিক। 'তাঁর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে প্রায় একই গল্প বলেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

গবেষণাপ্রসূত [স] *বিণ* অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে এমন। 'তাঁহাদের সেই গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তের বিচার ও মীমাংসা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গবেষণামূলক [স] *বিণ* গবেষণাধর্মী। 'ঔষধের সমক্রিয়া সম্বন্ধীয় একটি গবেষণামূলক বিষয় ব্যাখ্যান করি।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

গবেষণাশীল [স] *বিণ* অনুসন্ধানে নিয়োজিত। 'জাগতিক তত্ত্বগবেষণাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রকাশিত বিবরণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গব্বযন্তণা [স গর্ভযন্ত্রণা] *বি* গর্ভ যাতনা। 'রাধামাধব, এ কী গব্বযন্তণা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গব্য [স] *বি* গোরুর দুধ থেকে তৈরি দধি, ঘি ইত্যাদি। 'পুরীগোসাঞি কৈল কিছু গব্যভোজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লোহা লাক্ষা লোন গব্য বিক্রএ সঞ্চিব বহু ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গব্যঘৃত [স] *বি* গরুর দুধে উৎপন্ন ঘি। 'এই স্থলে ক্রমাগত গব্যঘৃত মর্দন করা হয়েছে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

গব্যভোজন [স] *বি* গোরুর দুগ্ধজাত বস্তু ভোজন। 'পুরীগোসাঞি কৈল কিছু গব্যভোজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গব্যরস [স] *বি* গরুর দুধ। 'গব্যরসে যেমন পারা শোধন করে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

গব্যূতি [স] *বিণ* দুই ক্রোশ। 'অনুব্রজে আইল যেন গব্যূতি অয়ন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গভর্নর [ই] *বি* শাসনকর্তা। 'বাংলার প্রথম গভর্নর।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

গভর্নিং বডি [ই] *বি* পরিচালনা পর্ষদ। 'মহিলা সমিতির গভর্নিং বডি তার তীব্র সমালোচনা করে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

গভর্মেন্ট [ই] *বি* সরকার। 'আমি অবাক হয়ে বললুম, ব্রিটিশ গভর্মেন্টের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। *দ্র* **গবর্মেন্ট**

গভর্নেস [ই] *বি* গৃহশিক্ষিকা। 'গভর্নেস আছেন, তিনি ছেলেপিলেদের পড়াশুনা দেখেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। *দ্র* **গবর্নেস**

গভির [স গভীর] *বিণ* প্রচণ্ড; গম্ভীর। 'অসেস গভির আমি তোমার স্রীজিত।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আসাড়ে নবিন মেঘ গভির গর্জন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

গভীর [স] **১** *বিণ* ভিতর দিকে বিস্তৃত। 'নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* নিচু তলদেশবিশিষ্ট। 'কূপ গভীর তরঙ্গিনী তীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বিণ* অধিক। '২ মাঘ তারিখের গভীর রাত্রি।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **৪** *বিণ* নিবিড়। 'এক অতি বিস্তৃত ঘোরতর গভীর অরণ্যমধ্যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বিণ* উদার। 'কুত্রাপি গভীর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বিণ* গম্ভীর। 'বজ্রধ্বনি তুল্য ঘোরতর গভীর নাদ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **৭** *বিণ* তীব্র। 'গভীর দুখে দুখী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৮** *বিণ* প্রগাঢ়। 'যেখানে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৯** *ক্রিবিণ* তলদেশ পর্যন্ত। 'আপনারা কিছুই গভীরে তলিয়ে দেখেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **১০** *বিণ* ভাবাবিষ্ট। 'গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখসুখের গানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **১১** *বিণ* গাঢ়। 'আর একটা খুবই গভীর লাল।' *নজরুল*, ১৯২২। **১২** *বিণ* প্রবল। 'গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল।' *জীবন*, ১৯৪২। **১৩** *বিণ* আন্তরিক। 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।' *জীবন*, ১৯৪২। **১৪** *বিণ* রহস্যময়। 'হে উট, গভীর ধমনী, আমারে নাও।' *শক্তি*, ১৯৬১।

গভীর জলের মাছ – গভীর পানিতে বাসকারী মাছের মতো বুদ্ধিমান ও চাপা। 'মিঃ গান্ধী যে গভীর জলের মাছ ইহা অনেকবার দেখা

গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

গভীরতম [স] **১** *বিণ* অতিশয় গভীর। 'সেই পদার্থের গভীরতম নিগূঢ় তথ্য তাহার অজ্ঞাতই রহিল দেখিতে পায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* চূড়ান্ত। 'যা আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা গভীরতম সত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গভীরতর [স] *বিণ* আরও গভীর। 'আমাদের কাছে গভীরতর এবং স্পষ্টতর রূপে প্রতীয়মান হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গভীরতল [স] *বি* জলের নিম্নতম স্তর। 'গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

গভীরতলা [স গভীরতল>] *বি* অবহেলিত অংশ। 'সমাজের যে গভীরতলায় পল্লী তলিয়ে আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

গভীরতা [স] **১** *বি* নিচের দিকের দৈর্ঘ্য। 'বস্তুর নীচের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহার নাম গভীরতা।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* গুরুত্ব; গাঢ়তা। 'তাহার ঔজ্জ্বল্য আছে, চাঞ্চল্য আছে, কাঠিন্য আছে, কিন্তু ভাবের গভীরতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

গভীরত্ব [স] *বি* গভীরতা। 'আঁধারের গভীরত্ব ভয় জমিয়ে তোলে মানুষের মনে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গভীরভাবে [স] *ক্রিবিণ* দৃঢ়ভাবে। 'লিখতে গিয়ে আপনার নিগূঢ় মানসরাজ্যের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশলাভ হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গভীরা [স] *বিণ স্ত্রী* ঘোর। 'যবে গভীরা যামিনী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

গভ্‌বর [স গহ্বর] *বিণ* দুর্গম। 'গহন গভ্‌বর গিরি কাননে ঢুকীল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গম[1] [স গোধুম] *বি* শস্যবিশেষ। 'গুড় তিল মুগ মাষ গম সর্ষা কাপাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গম[2] [আ] *বি* শোক; দুঃখ। 'আগ বরাবর ছুটে ভাতিজার গমে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গমক [স] **১** *বি* সংগীতের স্বরকম্পন বা স্বরবিন্যাসবিশেষ। 'আর একটু গমক খেলাতে চেষ্টা কর।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বি* কম্পন। 'আবার দুরাশা বাসনা তিয়াসা গমকে, চমকে মেঘের উরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

গমকা [স গমক>] *ক্রি* প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠা। 'রণ-বাজা বাজে ... দামা দামা দ্রিমি দ্রিমি গমকি গমকি।' *নজরুল*, ১৯২২।

গমকে গমকে [স গমক>] *ক্রিবিণ* ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। 'গমকে গমকে কান্না আসছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

গমগম, গম গম [ধ্বন্যা] **১** *বি* ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হওয়ার ভাব। 'গম গম তোপ আবাজে।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* জনসমাগম নির্দেশক শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৩** *ক্রিবিণ* সরগরম। 'বিস্ময়রাশিতে গম গম করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ গমকে শিরায় গমগম।' *নজরুল*, ১৯২২।

গমগমা [ধ্বন্যা] *বিণ* সরগরম। 'উভয় অঞ্চলের আবহাওয়া গমগমা হইয়া উঠে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গমগমে [ধ্বন্যা] *বিণ* জমজমাট। 'মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে শার্ট ... গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে উড়ছে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

গমন [স] **১** *বি* হাঁটা। 'আগু গেলি সত্বর গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রস্থান। 'রাধা সব সখি সমে করিলা গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* চলন। 'রূপেতে রতির পতি, গমনেতে হংসগতি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গমন করা *ক্রি* প্রস্থান করা। 'রথে হৈতে উলি পদে গমন করিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গমনকর্তা, গমনকর্ত্তা [স] *বি* গমনকারী ব্যক্তি। 'গমনকর্ত্তা পূর্ব্বে ডাকের অধ্যক্ষের নিকট সমাচার জানাইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

গমনকাল [স] *বি* যাওয়ার সময়। 'একজন আঢ্য পাঠান বঙ্গদেশ হইতে দিল্লী নগরে গমনকালে কাশীধাম দিয়া যান।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

গমনকালীন [স] *বিণ* যাওয়ার সময়কার। 'গমনকালীন তমোবিশিষ্ট যামিনীজন্য ইতস্ততঃ সকল দৃষ্টি হয় নাহি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গমনচোর [স] *বি* গোপনে গমনকারী জন। 'ভূখারী দীনতা নির্ভরহৃতা গমনচোর – জ্বেলে দিবে সহমরণের চিতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

গমন-দোল [স গমন+দোল] *বি* চলার ছন্দ। 'গমন-দোল অতুল তুল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

গমন-নিরস্ত [স] *বিণ* থেমে গেছে এমন। 'ছেলেটি গমন-নিরস্ত, হঠাৎ মুখ ঢাকিয়া সে ফোঁপাইতে লাগিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গমনপথ [স] *বি* যাত্রাপথ; গমনের পথ। 'কাশী পর্য্যন্ত গমনপথে যত নদী আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

গমনপূর্বক, গমনপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* যাওয়ার পরে। 'উত্তমাশা অন্তরীপ বা উত্তর মহাসাগর গমনপূর্ব্বক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গমনমানস [স] *বি* যাত্রার ইচ্ছা। 'পোতাস্থিত লোকদিগকে আপন গমনমানস জানাইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

গমনরতা [স] *বিণ স্ত্রী* গমন করছে এমন। 'গমনরতা কোন তরুণী।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গমনশীল [স] **১** *বিণ* গমনরত। 'নৌকায় গমনশীল দেশ বিদেশীয় পুরুষেরদের।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* অতিক্রান্ত। 'গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করিয়া ... নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গমনশীলতা [স] *বি* হাঁটার গতি। 'শারীরিক বল, দ্রুতগমনশীলতা প্রভৃতি বিস্ময়করই বলিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গমনাগমন [স গমন-আগমন] *বি* যাওয়া আসা; যাতায়াত। 'তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সন্তবার করিলেন্ত গমনাগমন।' *সুলতান*, ১৭০০।

গমনাগমনকারী [স গমন-আগমনকারী] *বিণ* যাতায়াত করে এমন। 'গমনাগমনকারী বহুবিধ জলযান পরিচালিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গমনান্তর [স গমন-অন্তর] *ক্রিবিণ* গমনের পর। 'মহদোয়ের গমনান্তর ক্ষণকাল তদ্রূপ সুখসাগরে নিমগ্ন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

গমনেচ্ছুক [স গমন-ইচ্ছুক] *বিণ* যেতে ইচ্ছুক। 'বোখারার আমীর এ বৎসর পবিত্র হজ্জব্রত সম্পাদনের জন্য আরবভূমে গমনেচ্ছুক ছিলেন।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

গমনোদ্যত [স গমন-উদ্যত] *বিণ* প্রস্থান করতে উদ্যোগী। 'পেয়াদাগণ যখন বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

গমনোদ্যোগ [স গমন-উদ্যোগ] *বি* যাত্রার প্রস্তুতি। 'সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ।' *ভারত*, ১৭৬০।

গমনোদ্যোগী [স গমন-উদ্যোগী] *বিণ* যেতে প্রস্তুত। 'দিবাকর পশ্চিম দিক রক্তিমাবর্ণ করিয়া ক্রমশঃ অস্তাচলে গমনোদ্যোগী

হইতেছেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গমনোন্মুখ [স গমন-উন্মুখ] ১ *বিণ* অস্তগামী। 'অনন্তর যেমন সূর্যদেব অস্তাচল গমনোন্মুখ হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'প্রিয়তম দিনকরকে গমনোন্মুখ দেখে বিষাদে মুদিত প্রায়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। ২ *বিণ* যেতে উদ্যত। 'মন্ত্রিনন্দন এই বর প্রাপ্ত হইয়া, তপস্বীকে প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমনোন্মুখ হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

গমনোপযোগী [স গমন-উপযোগী] *বিণ* যাতায়াতের উপযুক্ত। '... তাহা জলধি পারাপার গমনোপযোগী করা মনুষ্য বুদ্ধির কি চমৎকার কৌশল।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

গমভাঙানি [স গোধুম+ভাঙানি] *বি* গমের গুঁড়া। 'তারই সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গমভাঙানির খুদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

গমস্থা [ফা গুমাশতাহ্] *বি* খাজনা আদায়কারী। *ভবানী*, ১৮২৩।

গমাগম [স] *বি* যাতায়াত। 'মনুষ্যের গমাগমের অত্যন্ত ক্লেশ হস্ত্যশ্ব শকটাদির গমন সুদূরপরাহত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

গমানো [স গম্>] *ক্রি* কাটানো। 'সগরে রজনী বইসি গমাওল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গমার [স গ্রাম>] *বি* গোঁয়ার। 'গোপ ভরমে জনু বোলহ গমার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গমাস্তা [ফা গুমাশতা] *বি* খাজনা আদায়কারী; জমিদারের কর্মচারী। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

গমি [আ গম>] ১ *বি* শোক। *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বি* দুঃখ। 'নিতান্ত গমিতে থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রায় যাবার আয়োজন কত্তে হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গমোপযুক্ত [স] *বিণ* যাওয়ার উপযুক্ত। 'বিলাতে গমোপযুক্ত জাহাজ নির্মাণার্থ চাঁদা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

গম্বুজ [ফা গুম্বজ] *বি* ভবনের ছাদে পিঁয়াজ-আকৃতির ফাঁপা স্থাপনাবিশেষ। 'মর্মরাদিপ্রস্তরনির্মিত মিনার গম্বুজ বুরুজ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'বসতবাটীতে গম্বুজ ওঠাতে হবে এ কথনোই হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

গম্বুজওয়ালা [ফা গুম্বজ+হি ওয়ালা] *বিণ* গম্বুজবিশিষ্ট। 'যেখানে সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওয়ালা পাথরের বুদ্বুদ বানিয়ে চলত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গম্ভারী [স গাম্ভারিকা] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'গম্ভারী গন্ধপিপ্পলী ভাঁটি ঘাটাপারলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গম্ভীর [স] ১ *বিণ* গভীর। 'ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০। ২ *বিণ* নীরব। 'তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* ধীরস্থির। 'নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* ভারিক্কি। 'অশ্বের আকার পৃষ্ঠ চপল গম্ভীর।' *সুলতান*, ১৭০০। ৫ *বিণ* গাম্ভীর্যপূর্ণ। 'অবিনশ্বর কীর্তিপতাকা মহারত্ন বেদ ... গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৬ *বিণ* প্রচণ্ড। 'গম্ভীর নিনাদে আইল রথ।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৭ *বিণ* স্তম্ভিত হতে হয় এমন। 'যেখানে চাই সেই দিকেই অন্ধকার ... সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৮ *বিণ* থমথমে। 'অনেক দূর জুড়ে অন্ধকার, খুব গম্ভীর, খুব নিস্তব্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গম্ভীরতর [স] ১ *বি* আরও গভীর। 'ছায়াময় অন্ধকার গম্ভীরতর দেখাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* অতিশয় গম্ভীর। 'প্রতিবারে গম্ভীরতর হুঙ্কার দিয়ে বলল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গম্ভীরতা [স] *বি* গাম্ভীর্য। 'রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

গম্ভীরনিনাদী [স] *বিণ* প্রচণ্ড গর্জনকারী। 'গম্ভীরনিনাদী জলপ্রপাত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গম্ভীরভাবে [স] *ক্রিবিণ* গাম্ভীর্যসহকারে। 'একটি অন্তররুদ্ধ অব্যক্ত হুঁ বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

গম্ভীরা [স] ১ *বি* মন্দিরের ভিতরে অবস্থিত ছোটো ঘরবিশেষ। 'গম্ভীরাতে স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ভারিক্কি। 'রসিকা বিমলার পরিবর্তে গম্ভীরা, অনুতাপিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ৩ *বিণ* গভীর। 'গম্ভীরা নিশি কাটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

গম্ভীরে [স] *বিণ* গভীরে। 'যে জানে পড়িল প্রেমসাগর গম্ভীরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গম্ভু [স গম্ভীর] *বি* মর্ম। 'কে পাইবে গম্ভু তারি।' *লালন*, ১৮৯০।

গম্য [স] ১ *বিণ* গন্তব্য। 'কদাঞ্চিত কেহ যদি যাএ গম্য আশে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* গমনের যোগ্য। 'মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বিণ* লভ্য। 'ধ্যানগম্য ধবল ভূষণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গম্যদেশ [স] *বি* গন্তব্য স্থল। 'মরুভূমি পথমাঝে পথিক যখন দূর গম্যদেশে তার করিতে গমন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গম্যপথ [স] *বি* গন্তব্যের রাস্তা। 'গাড়ির আরোহী নিজের গম্যপথে চলিয়া গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গম্যবিহীন [স] *বিণ* লক্ষ্যহীন। 'সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গম্যমান [স] *বিণ* চলমান। 'গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

গম্যমানোত্তম [স] *বিণ* যাওয়ার জন্য উত্তম। 'প্রস্থানানন্তর গম্যমানোত্তম স্থানে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গম্যস্থান [স] *বি* গন্তব্যস্থান। 'গম্যস্থানের প্রশ্ন যদি কেহ করে ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

গম্যহীন [স] *বিণ* গন্তব্যশূন্য বা লক্ষ্যহীন। 'গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গয়ংগচ্ছ, গয়ঙ্গচ্ছ [স] *বিণ* অলস (যাচ্ছি-যাবো)। 'গয়ঙ্গচ্ছ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গংগচ্ছভাব ছিল না তাঁর ধাতুতে।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গয়ঙ্গচ্ছ *দ্র* **গয়ংগচ্ছ**

গয়না [স গ্রহণ>] *বি* গহনা; অলংকার। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'আমি গিয়ে গা ধুয়ে গয়না পরি ঘরে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গয়নাগাঁটি, গয়নাগাটি *বি* অলংকারাদি। 'গয়নাগাটিও মন্দ দেবে না বলচে।' *শরৎ*, ১৯১৬; 'মেয়েকে গয়নাগাঁটিও দিবে কম।' *মানিক*, ১৯৩৭।

গয়না-যেওর [স গ্রহণ>+ফা জীওর] *বি* নানাবিধ দামি অলংকার। 'গয়না-যেওর দিয়া ... মন ভোলাবার চেষ্টা করেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গয়রত [আ গারত] *বি* ধ্বংস। 'ভিতরে-ভিতরে ভয় করছিল, আজকেই না দুনিয়া গয়রত হয়ে যায়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

গয়রহ [আ ওগায়রাহু] *অব্য* ইত্যাদি। 'জমীদার তাতি লোকের উপর

আমুরা খরচ গয়রহ তলপ করিয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

গয়লা [স গোপাল] *বি* গোরু পালনকারী সম্প্রদায়; গোয়ালা। 'ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁশারির আনন্দের সীমা নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গয়লানি, গয়লানী [স গোপাল>] *বি* গয়লার স্ত্রী। 'গুণী গয়লানীকে খামকা একটা কথা বলে কি ঢলানটাই ঢলালে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। 'গয়লানি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গয়া[1] *বি* ফলবিশেষ ও তার গাছ। 'অর্জ্জুন খর্জ্জুর খিরি গয়া আম্বত বোহারি।' *মালাধর*, ১৫০০

গয়া[2] [স] *বি* হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্রবিশেষ। 'গয়াতে বন্দিব আমি দেব গদাধরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গয়াসুর [স] *বি* (পুরাণ) অসুরবিশেষ। 'সেইদিন গয়াসুর মহাযুদ্ধ দিবে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গয়াওগয়রাহ [আ ওগায়রাহু] *অব্য* ইত্যাদি। *শৌভে*, ১৭৮৯।

গয়ানদার [স গায়ন+ফা দার] *বি* গায়ক। 'প্রত্যেক নৌকায় গয়ানদার।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গয়াল [স গবল] *বি* বুনো মহিষ। 'অতি ভয়ঙ্কর খগী গয়াল বহল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গয়ের *বি* শ্লেষ্মা। 'অনবরত কাসছেন আর গয়ের ফেলচেন।' *কালীপ্রসন্ন*, ১৯৬১।

গর [আ গায়র] *অব্য* অভাব, বৈপরীত্য, না প্রভৃতি বোধক উপসর্গবিশেষ। 'আর মহল আবাদি কি গর-আবাদি।' *কেরি*, ১৮০২

গর-আদালত [আ গায়র+আ আদালত] *বি* অবিচার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গর-আবাদি [আ গায়র+ফা আবাদ>] *বিণ* চাষের অনুপযোগী। 'আর মহল আবাদি কি গর-আবাদি।' *কেরি*, ১৮০২।

গর-এতবারি [আ গায়র+আ ইতিবার] ১ *বি* বিশ্বাসঘাতকতা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* অবিশ্বাসী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গরকবুল [আ গায়র+আ কবুল] ১ *বি* অস্বীকার। 'গর কবুল করন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* অস্বীকৃত। 'গরকবুল হওন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গরকবুলওন [আ গায়র+আ কবুল] *বি* অস্বীকারকরণ; রাজি না হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গরকবুলন [আ গায়র+আ কবুল] *বি* অস্বীকার করণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গরখুশি [আ গায়র+ফা খুশী] *বি* নিরানন্দ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গরচুক্তী [আ গায়র+হি চুকতী] *বিণ* চুক্তিহীন। 'গরচুক্তী ৩৮৭১ থান দাখীল দাম।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

গরঠিকানা [আ গায়র+ফা ঠিকানা] ১ *বিণ* ঠিকানাহীন। 'যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* অজানা ঠিকানা। 'সেও তো এসেছে বিনা নামের অতিথি/ গরঠিকানার পথিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গরঠিকানি, গরঠিকানী [আ গায়র+ফা ঠিকানা>] *বিণ* ঠিকানা নেই এমন। 'গরঠিকানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'কানা-লণ্ঠন মাথার উপর টলছে যেন গরঠিকানী পান্থ।' *শক্তি*, ১৯৬১।

গরঠিকানিয়া [আ গায়র+ফা ঠিকানা>] *বিণ* ঠিকানাহীন। 'গরঠিকানিয়া বন্ধু কে আছ/ কবির বাণীর বন্দী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

গরবিক্রী [আ গায়র+স বিক্রয়] *বিণ* অবিক্রীত। 'গরবিক্রী নমক জাহা থাকিবেক।' *ক্যালণে*, ১৭৮৭।

গরবিলি [আ গায়র+হি বিলানা] *বিণ* বিলি হয়নি এমন। 'অনেক জমি গরবিলি থাকিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গরমিল [আ গয়র+স মিল] ১ *বি* অমিল। 'পৃথিবীর মানুষে মানুষে গরমিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বি* প্রভেদ। 'এ দু মতের ভিতর কিন্তু একটু গরমিল আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

গরমেজাজি [আ গয়র+আ মিজাজ] *বিণ* নাখোশ। 'ডগলাসকে গরমেজাজি মনে হল।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

গররাজি, গররাজী [আ গায়র+আ রাজি] *বিণ* অসম্মত। 'জামাই একটু আশ্রয় দিতে কি গররাজী হইবে?' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'গররাজি লোককে নিমরাজি নিজের পারে পটিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গরসহী [আ গায়র+আ সহিহ] *বিণ* স্বাক্ষরহীন। 'জদী কেহ কিছু কাপড় আমদানী করে সে কাপড় খাতা সহী কিম্বা গরসহী নাএক লিখিবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

গরহজম [আ গায়র+আ হজম] *বি* বদহজম। 'কিন্তু গরহজমের জন্যে দায়ী কে?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

গরহাজির, গরহাজীর [আ গায়র-হাজির] *বিণ* অনুপস্থিত। 'পরের হাজির গরহাজির লিখিতে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'জদি গরহাজীর হইয়া কোনোখানে জাই ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

গরহাজিরা [আ গায়র-হাজির>] *বিণ* অনুপস্থিত। 'হুকুম হইল যে গরহাজিরা আসামীগণের নামে ওয়ারিন করিয়া গ্রেপ্তার হয় ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

গরগজ [হি] *বি* কেল্লায় কামান বসানোর স্তম্ভ। 'শীঘ্র করি গরগজ বান্ধহ পুনি তবে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গরগর [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* ব্যাকুল। 'রসে গর গর রসের অন্তর সেই সে মরম জানে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* অভিভূত। 'স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* ক্রোধের ভাব প্রকাশক শব্দ। 'আগায় পিছায় বাঘ করে গরগর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৪ *বি* গর্জনের শব্দ। 'নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৫ *বি* গদগদ ভাব। 'প্রেমের সৃষ্টি গরগর, কাঁপে ভাবে থরথর।' *অশ্বিনী*, ১৯২০। ৬ *বিণ* গদগদ। 'আদর গরগর বাদর দরদর।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৭ *বি* চাকায় চাকায় ঘর্ষণের শব্দ। 'আঁকাবাঁকায় ঘুরন্ত চাকায় গরগর গরগর।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

গর গর করা *ক্রি* ক্রোধের ভাব প্রকাশ করা। 'তুমি যে রেগে গর গর করচো।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গরগরানি *বি* চাপা ক্রোধ। 'কেবল মেজাজ। কেবল গরগরানি।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

গরগরে *বিণ* গদগদ ভাবযুক্ত। 'গাঁজা টানে, গরগরে স্বরে বলে কথা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

গরজ [আ] ১ *বি* আগ্রহ। 'বুঝাইবার গরজ নাই।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* প্রয়োজন। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আমারো সেইরূপ ভারী গরজ উপস্থিত।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গরজি [আ গরজ>] *বি* যার আগ্রহ আছে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গরজের আত্মীয়তা *বি* স্বার্থের সম্পর্ক। 'গরজের আত্মীয়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

গরজন [স গর্জন] *বি* গর্জন। 'বাঁহাতে মোচড়ে দাড়ি হুসার হুসার করি গরজন গভীর বিশাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গরজনি [স গর্জন] *বি* গর্জন। 'ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম/ মেঘের গরজনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

গরজা, গরজানো [স গর্জন>] *ক্রি* গর্জন করা। 'আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গরজ** *ক্রি* গর্জন করে। 'গগন গরজ ঘন জামিনি ঘোর। রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চর চোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গরজএ** *ক্রি* গর্জন করে। 'আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গরজন্তি** *ক্রি* গর্জন করছে। 'ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।' *শেখর*, ১৬০০। **গরজায়** *ক্রি* গর্জন করে। 'পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে গরজায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **গরজি** *ক্রি* উচ্চশব্দ করে। 'জখনে গরজি ঘন বরিসতা রে কওোন সে বিপরাওো।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গরজিলী** *ক্রি* গর্জন করলো। 'কোপেঁ গরজিলী রাধা যেন কালসাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গরজে** *ক্রি* গর্জন করে। 'সিংহ যেন ফিরে গিয়ে গরজে নগরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গরঞ্জালী [ফা] *বিণ স্ত্রী* কলহপ্রিয়। 'গরঞ্জালী বুঢ়ী আছে তোহ্মার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গরদ [আ গরজ>] *বি* এক প্রকার রেশমি কাপড়। 'তসর, গরদ, চেলী প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র রেশমে প্রস্তুত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গরদন, গরদান [ফা গরদান] *বি* ঘাড়; গর্দান। 'গরদন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কোতা গরদন ফোতা ভারী কোপীধারী ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গরদানি *বি* ঘাড় ধাক্কা; গলা ধাক্কা। 'ওকে কি আমাকে কাউকে গরদানি দিতে হবে না।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

গরব [স গর্ব] *বি* অহংকার। 'যৌবন গরবেঁ রাধা না চিহ্নসি মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোমার গরবে গরবিনি হাম রূপসী তোহার রূপে।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

গরবা *বি* গুজরাটের একপ্রকার নৃত্যগীত। 'সাঁওতাল কিংবা গুজরাতের গরবা নাচ।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গরবাখাকি [স গর্ব-খাদিকা] *বি* সতীত্বের গর্ব হারিয়েছে যে নারী; গালিবিশেষ। 'ফিরাইয়া আঁখি সে গরবাখাকি সঘনে আমারে তাজে।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০।

গরবাশুকি [স গর্ভশোকী] *বি* গালিবিশেষ (যে নারীর গর্ভস্থিত শিশু মারা যায়)। 'এমন গরবাশুকি বল্লে আবার গালাগালি ঝকড়া করে।' *কেরি*, ১৮০২।

গরবি, গরবী [স গর্বিত] **১** *বিণ স্ত্রী* গর্বিত। 'হরি বড় গরবী গোপমাঝে বসই/ ঐসে করবি জৈসে বৈরি ন হসই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ স্ত্রী* গর্বিত। 'বনকুন্তলে গরবি আমি কানন-করবী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গরবিনি, গরবিণী [স গর্বিণী] **১** *বিণ স্ত্রী* গর্বিত। 'তোমার গরবে গরবিনি হাম রূপসী তোহার রূপে।' *জ্ঞান*, ১৬০০; 'কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে গরবিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* সৌন্দর্যগর্বিত। 'হোথা গরবিণী ফুটেছে ম্যাগনোলিয়া – কাননের যেন চোখের সামনে রূপরাশি খুলি দিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

গরবী *দ্র* **গরবি**

গরভ [স গর্ভ] *বি* গর্ভ; উদর। 'যশোদার গরভে কাহ্ন উপজিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গরভিণী [স গর্ভিণী] *বিণ স্ত্রী* গর্ভবতী। 'ভ্রূণ লয়ে কাঁদে গরভিণী নারী কুঁড়ি লয়ে কাঁদে লতা।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

গরম [ফা] **১** *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'নরম গরম করি তাহা সভার তরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* তপ্ত। 'গরম জল।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বিণ* সবল। 'নরমেতে করে জোর, গরমে নরম তার কাছে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৪** *বিণ* চড়া মূল্যের। 'বাজার বড় গরম! পাঁঠা পাঁঠি বিচার চলিবে না!' *সংগ্রহ*, ১৮৬১। **৫** *বিণ* শীতনিবারক। 'কতকগুলো গরম কাপড় জড়িয়ে বাতি জ্বেলে উর্বশী নামক একটা কবিতা শেষ করে ফেললুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৬** *বিণ* উত্তেজনাপূর্ণ। 'তাহাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল।' *নজরুল*, ১৯২২। **৭** *বিণ* জ্বরতপ্ত। 'গা-টি গরম হলে মা সে চোখের জলে।' *নজরুল*, ১৯২৬। **৮** *বি* গ্রীষ্মকাল। 'গরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জিলিঙে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৯** *বি* জোর। 'অসুখ হলে পয়সার গরমে ...।' *মনোজ*, ১৯৬১।

গরম গরম **১** *ক্রিবিণ* একেবারে সদ্য-ভাজা অবস্থায়। 'খোলা থেকে একেবারে গরম গরম নাবিয়ে এনেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* সদ্য প্রকাশিত। 'ইংরেজি কাগজের দ্রুতলিখিত গরম গরম ঝাঁঝালো প্রবন্ধকে ইতিহাসে প্রতিফলিত করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গরমজল [ফা গরম+স জল] *বি* গরম করা জল। 'ঘড়ায় গরমজল মিশাইতেও ভৃত্যেরা কেহ সাহস করিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

গরম জামা [ফা গরম+ফা জামাহ্] *বি* ঊর্ধ্বাঙ্গে পরার পশমি বস্ত্রবিশেষ। 'গায়ে একটা গরম জামা পর্যন্ত নেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

গরম-মশলা [ফা গরম+আ মসালিহ্] *বি* এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি উত্তেজক মসলা। কিছু হলদি গরম-মশলা আর পান সুপারি আনতে অইব।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

গরম মসলা [ফা গরম+আ মসালিহ্] *বি* লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি জাতীয় মসলা। 'তাহাতে গরম মসলা ও সুগন্ধি দ্রব্যের উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গরমাগরম [ফা গরম>] **১** *বিণ* গরম গরম। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *ক্রিবিণ* সঙ্গে সঙ্গে। 'তজ্জন্য খুব গরমাগরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

গরমাই [ফা গরম>] **১** *বি* উষ্ণতা। 'পৃথিবীর গরমাই।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* অহংকার। 'ব্যবহারে টাকার গরমাইয়ের পরিচয় পর্যন্ত কোনোদিন পাইনি।' *প্রমথ*, ১৯৪২।

গরমানি [আ গায়র+মানা>] *বি* অমান্য; বিদ্রোহ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গরমি, গরমী [ফা] **১** *বি* উত্তাপ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* গ্রীষ্ম। 'গরমি কালের কারণ কিছু চোস্ত হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০১। **৩** *বি* গরম। 'অদ্য বড় গরমী।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৪** *বি* রোগের নাম। 'তাই দেখে গরমি আর থাকতে পাল্লেন না, "ঘরে আগুন" "জলে ডোবা" ও "ওলাউঠো" প্রভৃতি নানা রকম বেশ ধরে চার দিকে ছড়িয়ে পড়লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৫** *বি* রাগ; ক্রোধ। 'মনে বিলক্ষণ গরমি হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **৬** *বিণ* অত্যন্ত। 'তাঁহার মেজাজ গরমী চড়িয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **৭** *বি* দাম। 'বিদেশী টাকার তখন এমনি গরমী যে সেই পঞ্চাশ টাকায় ... দিন গুজরান হয়ে যেত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গরমির কাল [ফা গরমী>+স কাল] *বি* গ্রীষ্মকাল। 'শীত কাল গেলে গরমির কাল হএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

গরমিল *দ্র* **গর**

গররা [আ গরার] *বি* উচ্চ হাসিসহ কলরব। 'কেবল হো হো শব্দ – হাসির গররা।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গররাজি, গররাজী *দ্র* **গর**

গরল [স] **১** *বিণ* বিষাক্ত। 'আর যত বুইল রাধা গরল বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বিষ। 'অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

গরলকণ্ঠ [স] *বিণ* কণ্ঠে বিষ আছে এমন। 'মাৎসর্য – যার সুখ,

পরদুখে, গরলকণ্ঠ!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গরলজুত, গরলযুত [স গরলযুক্ত] *বিণ* বিষাক্ত। 'গরলযুত হইল সুত দেখি মুনি কৌতুক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাজল গরলজুত বাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গরল-পিয়ালা [স গরল+ফা পিয়ালাহ্] *বি* বিষের পেয়ালা। 'সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

গরলশ্বাস [স] *বি* বিষাক্ত নিশ্বাস। 'বিষের ফণীর গরলশ্বাসে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

গরলাধার [স গরল-আধার] *বিণ* বিষাক্ত। 'সে অসুরীয় গরলাধার।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

গরশাল, গরসাল [আ গায়র-সালিক] **১** *বিণ* ধর্মান্তরিত। 'হিন্দু হইআ মুসলমান হয় গরসাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অচল। 'ছটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গরহাজির, গরহাজিরা দ্র গর

গরা[১] [স গ্রন্থি] *বি* গাঁট। 'কাপোরিয়া তোলে গরা ইজার মসরির ধরা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গরা[২] *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'রামক্রিয়া হিল্লোল কানড়া গরা বৈসে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গরাএঞী *বি* কল্প; পদবিবিশেষ। 'শ্রীহরিনাথ গরাএঞী।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৭০।

গরাট [প গরাদে] *বি* শিক। 'জানলার গরাটের নিচে মাটির দেয়াল আধখানা চাঁদের মত কেটেছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

গরাণ *বি* বন্য বৃক্ষবিশেষ। 'শ্রীহট্টের বনাঞ্চলে জন্মে গরাণ, বাবুল ও সোনালী প্রভৃতি গাছ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গরাদ [প গরাদে] *বি* শিক। 'সমস্তই লোহার গরাদ দ্বারা বিলক্ষণ রূপে রক্ষিত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

গরাদে [প] *বি* শিক। 'সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্যপথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গরান *বি* বন্য বৃক্ষবিশেষ ও তার মজবুত কাঠ। 'কোম্পানির গরান সালি তাম্বা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬; 'আর বাঁস গরান দরমা এবং জাহাতে হটাত অগ্নি লাগে।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

গরাপ *বি* জাহাজ। *মানোএল*, ১৭৪৩। দ্র **গোরাপ**

গরাস [স গ্রাস] *বি* গ্রাস; লোকমা। 'খাবার সময় গরাস ছোট কর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

গরাসা [স গ্রাস>] *ক্রি* গ্রাস করা। 'তৈঁ নহি করথি গরাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'আকালে গরাসে রাহু চন্দ্র দিবাকর।' *মালাধর*, ১৫০০। **গরাসিয়া** *ক্রি* গ্রাস ক'রে। 'মুখশশী গরাসিয়া করিল মলিন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গরাসিল** *ক্রি* গ্রাস করলো। 'আনে চন্দ্র গরাসিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **গরাসে** *বি* গ্রাস করে। 'আকালে গরাসে রাহু চন্দ্র দিবাকর।' *মালাধর*, ১৫০০।

গরাহক [স গ্রাহক] *বি* গ্রাহক। 'আইল গরাহক অপণে বহিআ।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

গরি [স গ্রহ] *বি* পাপ। 'গরি হল কেবল যেন গোলাহাটের নটী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গরিব, গরীব [আ] **১** *বিণ* দরিদ্র; নিঃস্ব। 'দেশান্তরি গরিব বৃক্ষের তলবাসী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* দরিদ্র লোক। 'গরীবের বেটি আমি মালে কিবা কাম।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বিণ* বিনীত। 'বাবুর মেজাজ গরিব! সৌখীনের রাজা!' *হুতোম*, ১৮৬১।

গরিবখানা [আ গরীব+ফা খানাহ্] *বি* দীনের কুটির। 'হুজুরের একবালে গরিবখানার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

গরিবগুনা [আ গরীব>] *বি* দরিদ্র লোকজন। 'বিনা ফি-তেই গরিবগুনা মধ্যবিত্তদের ঘরে চিকিৎসা করে এসেছেন।' *তারা*, ১৯৫৩।

গরিবগুর্বো [আ গরীব+আ গুরবো] *বি* দীন-দরিদ্র লোক। 'ডাক্তারবাবুর মতন গরিবগুর্বোর উপকার কেউ করে না।' *তারা*, ১৯৪২।

গরিবগোর, গরীবগোর [আ গরীব+ফা গোর] *বি* গরিবের সমাধি। 'গরীবগোরে দীপ জ্বেলো না ফুল দিয়ো না কেউ ভুলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

গরিব-ঘর [আ গরীব+পা ঘর] *বি* দরিদ্র পরিবার। 'সে বুঝি মা তোমার মতো গরিব ঘরের মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

গরিব নেওয়াজ [আ গরীব+ফা নেওয়াজ] *বি* গরিবের রক্ষাকর্তা। 'গরিব নেওয়াজ শলামত।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

গরিবমানুষি [আ গরীব+স মানুষ>] *বি* গরিবি। 'অনেকের গরিবমানুষি করিবার সাধ্য নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গরিবানা [আ গরীব>] *বিণ* দরিদ্রোচিত। 'মহতের কার্য্য কর গরিবানা চেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গরিবি [আ গরীব>] **১** *বি* দৈন্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* দরিদ্রোচিত। 'একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গরিবিআনা [আ গরীব>] *বি* দরিদ্রের ভাব। 'আমার ধাঁচটা গরিবিআনায় আপাদমস্তক টৈকা।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

গরিবিয়ানা [আ গরীব+ফা আনা] *বি* দরিদ্রের ভাব। 'গরিবিয়ানায় সে মাগী শ্রেষ্ঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

গরিবের কথা বাসি হলে ফলে – গুরুত্বহীন ব্যক্তির বক্তব্যও মূল্যবান হতে পারে। 'এই গায়েবি খবর দিয়ে রাখলাম, এ গরিবের কথা বাসি হলে ফলবেই ফলবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গরীবখানা [আ গরীব>] *বি* গরিবের বাড়ি। 'মেহেরবানি করে গরীবখানায় তশরীফ আনবেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

গরিমা [স] **১** *বি* মাহাত্ম্য। 'নারদ বীণাপাণি গাএেন দ্বিজমুনি শঙ্করগুণের গরিমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অহংকার। 'সমস্ত মানুষের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিও কচিৎ গরিমা রহিত হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* শ্রেষ্ঠত্ব। 'গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গরিমাজনিত [স] *বিণ* অহঙ্কার থেকে সৃষ্ট। 'বর্ণ এবং সভ্যতার গরিমাজনিত ঔদাসীন্য ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

গরিমাহীন [স] *বিণ* নিরহংকার। 'অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ/ হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গরিলা [ই] *বি* বানরশ্রেণীর প্রাণী। 'গরিলা সাধারণত বানরশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গরিষ্ট [স গর্হিত] *বিণ* গর্হিত। 'মুনি হইয়া রাজ্জ চিন্তা বড়হি গরিষ্ট।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গরিষ্ঠ [স] **১** *বিণ* সবচেয়ে যোগ্য। 'সর্ব্ব রাজ্জ সাসি দিতে অর্জ্জুন

গরিষ্ঠ।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।* **২** *বিণ* সবচেয়ে বড়ো। 'আমি স্ব বাহুবলেতে বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ গো মৃগ মহিষ মানুষাদি মারিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।* **৩** *বিণ* সবচেয়ে প্রধান। 'ফেল-করা ছেলেদের সবচেয়ে গরিষ্ঠ।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৭।*

গরিষ্ঠতম [স] *বিণ* সবচেয়ে বেশি সংখ্যক; অধিকাংশ। 'সমাজের গরিষ্ঠতম মানুষ আজো অশিক্ষিত।' *বেগম, ১৯৫২।*

গরীবনেবাজ, গরীবনোয়াজ [আ গরীব+ফা নেওয়াজ] *বি* গরিবের সহায়। 'প্রাণ রাখ গরীবনেবাজ।' *ভারত, ১৭৬০;* 'গরীবনোয়াজ বলি নোঙাইল শির।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।*

গরীয়সী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* গৌরবান্বিত। 'জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।' *ভারত, ১৭৬০।* **২** *বি* অহংকারী নারী। 'কনক জজ্বার বিপুল মাঝখানে রচেছো গরীয়সী এ কোন দর্প?' *মাহমুদ, ১৯৭৩।*

গরীয়ান [স] *বিণ* মর্যাদাপূর্ণ; মহান। 'জগৎপিতার গরীয়ান প্রভাময় মূর্ত্তির ...।' *কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।*

গরু১ [পা] *বি* গুরু। 'উমত সবরো গরুআ রোষে।' *চর্যা ২৮, ১২০০।*

গরু২ [স গোরূপ] **১** *বি* গোরু। 'নান্দের ঘরের গরু রাখোআল।' *বড়ু, ১৪৫০।* **২** *বিণ* (ব্যঙ্গার্থ) মূর্খ। 'যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোর ও ডাকাইত গরু বলে পিতা পিতৃব্যদিগকে নির্ব্বোধ কহে।' *চন্দ্রিকা, ১৮৩০।*

গরুখোঁজা করা *ক্রি* সবখানে সন্ধান করে বের করার চেষ্টা করা। 'আমি তোমাকে গরুখোঁজা করছি।' *শামসুল, ১৯৭৩।*

গরুখোর *বিণ* গোরু খায় এমন। 'এই গরুখোর বেটারগো দৌলতেই মোগর পোঁচঘর এত ফেঁপে ওচ্‌তেচে।' *মাইকেল, ১৮৬০।*

গরুগাড়ি *বি* গোরু দ্বারা চালিত গাড়ি। 'গরুগাড়ি ঠিক করিবার জন্য হালিম নিজেই বাহির হইয়া পড়ে।' *মনসুর, ১৯৫৫।*

গরুদৌড় [গোরু+দৌড়] *বি* গোরুর দৌড় প্রতিযোগিতা। 'গরুদৌড়ের মাঠখানি।' *জসীম, ১৯৩১।*

গরুবাছুর *বি* গোরু, বাছুর এবং অন্য গবাদি পশু। 'তৈজষপত্র ঘরবাটী গরুবাছুর গহনাগাটী গাছপালা জিনিষপত্র।' *ওসা, ১৭৮২।*

গরু মেরে জুতা দান – বড়ো অপরাধের পর যৎসামান্য দণ্ড দেওয়া। 'ডাইনামাইট আবিষ্কর্ত্তা গরু মেরে জুতা দান হে।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।*

গরুর গাড়ি *বি* গোরুতে টানা গাড়ি। 'একজন গেছে মালের সঙ্গে গরুর গাড়িতে।' *শামসুল, ১৯৫৭।*

গরুর মাংস *বি* গোমাংস। *ওসা, ১৭৮৫।*

গরুঅ [স গুরুক] **১** *বিণ* গুরুভার। 'ভার গরুঅ নহে গরুঅ বড় লাজ।' *বড়ু, ১৪৫০।* **২** *বিণ* উল্লসিত। 'হাসে হাসি খলখলি কাহ্নাঞি গরুঅ মনে।' *বড়ু, ১৪৫০।* **৩** *বিণ* প্রসন্ন। 'উচিতেঁ গরুঅ মনে/ তোঞঁ মুচুকে।' *বড়ু, ১৪৫০।* **৪** *বি* গুরু। 'অপন চতুরপন পিসুন হাথ দেল গরুঅ গরব দূর গেলা।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

গরুড় [স] *বি* পুরাণে বর্ণিত পাখিবিশেষ। 'আঅর দেখিলো নাসা গরুড় সমান।' *বড়ু, ১৪৫০।*

গরুড়ধ্বজ [স] *বি* হিন্দু দেবতা বিষ্ণু। 'গুরুড়ে গরুড়ধ্বজ গোত্রভিৎ গজে।' *মানিকরাম, ১৭৮১।*

গরুড়বাহন [স] *বি* বিষ্ণু। 'গরুড়বাহন মাহাবীরে।' *বড়ু, ১৪৫০।*

গরুড়মণি [স] *বি* সাপ নিয়ন্ত্রণকারী বস্তু। 'অঙ্গুলিজড়িত মোর আছে গরুড়মণি/ এই হেতু হাথে মোর না খাইল ফণী।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

গরুত্মতী [স] *বিণ* পাখির মতো। 'চলিলা যথা গরুত্মতী তরি।' *মাইকেল, ১৮৬১।*

গরুত্মন্ত [স] *বি* পাখি। 'শাল্মিত যেমতি কিম্বা নাগারি গরুর, গরুত্মন্ত-কুলপতি।' *মাইকেল, ১৮৬০।*

গরুত্মান [স] *বি* পাখিবিশেষ। 'উড়ি গরুত্মান, দেবতেজঃ হর আজি রণে।' *মাইকেল, ১৮৬১।*

গরুরী *বি* গর্ব। 'গ্রিসের গরুরী গারত করিয়া বোঁও বোঁও তলোয়ার ঘোরায়!' *নজরুল, ১৯২৮।*

গরূ [স গোরূপ] *বি* গোরু। 'গরূ রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে।' *বড়ু, ১৪৫০।*

গরূচনা [স গোরোচনা] *বি* উজ্জ্বল হলুদ রঙের মূল্যবান পদার্থবিশেষ। 'অতিসঅ রূপ যুত্তা গরূচনা সঙ্গে।' *মালাধর, ১৫০০।*

গরূড় [স গরুড়] *বি* (পুরাণ) সর্পভুক পাখিবিশেষ; বিষ্ণুর বাহন। 'না খাইব গরূড় আসি নাগ তোমার।' *মালাধর, ১৫০০।*

গর্গর [স] *বি* নদীর নামবিশেষ। 'পশ্চিমে গর্গর নদী পূর্ব্বে ঘণ্টস্বর।' *বিজয়, ১৬৫০।*

গর্গরি [স গর্গরী] *বি* কলসি। 'সোনার গর্গরি তবে ভাসায়ে কমলে।' *মানিকরাম, ১৭৮১।*

গর্জন, গর্জ্জন [স] **১** *বি* উচ্চ শব্দ। 'কোটি সিংহ প্রায় যেন বিশাল গর্জন।' *বৃন্দা, ১৫৮০।* **২** *বি* ক্রোধ, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি সূচক শব্দ। 'তর্জ্জন গর্জ্জন করে লোক করে কোলাহল।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।* **৩** *বি* হুঙ্কার; প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের মতো বিকট চিৎকার বা ধ্বনি। 'প্রলয়কালীন গর্জ্জনতুল্য বার২ বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল।' *দর্পণ, ১৮২২।* **৪** *বি* প্রতিকূলতা। 'কালের গর্জন অগ্রাহ্য করে এরা দাঁড়িয়ে আছেন হিমালয়ের মতো উন্নতশিরে।' *মোতাহের, ১৯৫০।*

গর্জন করা *ক্রি* জোরে চিৎকার করা। 'যখন গর্জন ক'রে হাত পা ছুঁড়তে থাকে সেও মিষ্টি লাগে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

গর্জনগান [স] *বি* গর্জনরূপ গান। 'ঝটিকা উড়ায়ে রুদ্র পাখা গাহিছে গর্জনগান।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৯।*

গর্জনবিরত [স] *বিণ* গর্জন বন্ধ আছে এমন। 'স্থগিত-বিদ্যুৎ-লীলা, গর্জনবিরত।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৬।*

গর্জনমুখর [স] *বিণ* হুহুঙ্কারপূর্ণ। 'মোগল-পাঠানের গর্জনমুখর ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০২।*

গর্জনরত [স] *বিণ* গর্জনপূর্ণ। 'মেঘের ন্যায় গর্জনরত।' *রবীন্দ্র, ১৮৭৭।*

গর্জনশব্দ [স] *বি* উচ্চ ও গম্ভীর ধ্বনি। 'সেই গৃহহারা তরঙ্গের গর্জন শব্দ দূর স্বপ্নের মতো।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

গর্জমান [স] *বিণ* গর্জনরত। 'মার্জনা তোমার গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়।' *রবীন্দ্র, ১৯১৬।*

গর্জিত [স] **১** *বিণ* প্রচণ্ড শব্দে নিনাদিত। 'উচ্চরব দামা সব গর্জিত আকাশ।' *বাহরাম, ১৬৫০।* **২** *বিণ* গর্জনশীল। 'ঘন ঘন গর্জিত মেহ।' *রবীন্দ্র, ১৮৭৭।*

গর্জা, গর্জ্জা, গর্জানো [স গর্জন>] *ক্রি* গর্জন করা। **গর্জএ** *ক্রি* গর্জন করে। 'আষাঢ়ে গর্জএ ঘন নাচএ মউর।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* **গর্জয়ে, গর্জ্জয়ে** *ক্রি* গর্জন করে। 'নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **গর্জ্জি** *ক্রি* গর্জন ক'রে। 'প্রভঞ্জনসম ভীমপরাক্রম হনু, গর্জ্জি ভীমনাদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **গর্জ্জিতে** *ক্রি* গর্জন করতে। 'যেহেন গর্জ্জিতে আছে মত্তকরী গণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **গর্জ্জিয়া, গর্জ্জিয়া** *ক্রি* গর্জন ক'রে। 'সাগর-খোঁজ্যা নির্ঝর সেই, গর্জিয়া নর্তিয়া ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মোহামত্ত গজ জেন উঠিল গর্জ্জিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **গর্জ্জিলা** *ক্রি* গর্জন করলো। 'পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জ্জিলা পাবনি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **গর্জ্জে, গর্জ্জে** *ক্রি* গর্জন করে। 'মনে মনে গর্জে চিত্তে না পায় সোয়াথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'এ বলিয়া শিশুপাল গর্জ্জে ক্ষনেং।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গর্জী [আ গরজ>] *বি* স্বার্থপর। *ভবানী*, ১৮২৩।

গর্জুন, গর্জ্জুন [স গর্জন] *বি* গর্জন গাছ। 'আর্জুন গর্জ্জুন হরিড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গর্ত, গর্ত্ত [স] **১** *বি* খানা; ডোবা। 'ইহার বাপ-জেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মাটির মধ্যে খোঁড়া গহ্বর। 'বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলাইহ লঞা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* ছিদ্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৪** *বি* মাটির ঘর। 'যে যার নিজের গর্তে পড়ল।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

গর্তগড় [স গর্ত>] *বি* সৈনিকদের ট্রেঞ্চযুক্ত ছাউনি। 'পদাতিক সৈন্যের একদল বিশ্রামের জন্য গর্তগড়ের বাহিরে আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

গর্তগাড়ি [স গর্ত>] *বি* খানাখন্দ। 'যেখানেই জলাজঙ্গল, গর্তগাড়িকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

গর্তসমীপে [স] *ক্রিবিণ* গর্তের সামনে। 'নিপু একটা পলাতক কীটের গর্তসমীপে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গর্দভ, গর্দ্দভ [স] *বি* গাধা। 'গর্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'গর্দ্দভ ও ক্ষুদ্র কুকুরের।' *তারিণী*, ১৮০৩।

গর্দভী [স] *বি স্ত্রী* গাধা। 'এতদিনে কথামালার চিত্রিতা গর্দভী হয়ে যেত।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গর্দান, গর্দ্দান [ফা] *বি* ঘাড়। 'নেকালিয়া দিল মুঝে ধরিয়া গর্দ্দান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গর্দানা, গর্দ্দানা [ফা গর্দান>] *বি* ঘাড়ধাক্কা। 'বেহারা, মাগীকে গর্দ্দানা দে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

গর্দ্দানা নেওয়া *ক্রি* শিরশ্ছেদ করা। 'রাজকুমার টের পেলে যে গর্দ্দানা নেবে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

গর্দিশ [ফা গরদিশ] *বি* বিপর্যয়। 'যখন কপালের গর্দিশে কাইরোতে বাসা বাঁধতে হল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গর্প [স জল্প] *বি* গল্প। 'এই মত প্রকাশমান গর্প তাহার ঠেকানা অদ্যাপিও আছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

গর্প সর্প [স জল্প>] *বি* গল্পসল্প। '... কেবল বসিয়া গর্প সর্প মাত্র।' *কেরি*, ১৮০২।

গর্ব^১, গর্ব্ব^১ [স] *বি* অহংকার। 'নানা মতে কৈল তার গর্ব্ব খণ্ডন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমা সনে বিচার না কৈল গর্ব করি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গর্বগঞ্জন [স] *বিণ* অহংকার বিনাশকারী। 'তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ, সকলের তুমি গর্বগঞ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গর্বনাশ, গর্ব্বনাশ [স] *বি* অহংকার ধ্বংস করা। 'সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গর্ববিস্ফারিত [স] *বিণ* অহংকারে প্রসারিত। '... গর্ববিস্ফারিতপুচ্ছে লঘুবেগে সাহেবিয়ানার দিকে ছিটকিয়া যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গর্বভরে *ক্রিবিণ* গর্বের সঙ্গে। 'সেই গর্বভরে সর্বভয়ে থাকো তুমি নির্ভয় অন্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গর্বশূন্য, গর্ব্বশূন্য [স] *বিণ* অহংকারমুক্ত। 'আমি জিতি এই গর্বশূন্য হউক চিত্ত/ ঈশ্বরস্বভাব করে সবাকার হিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গর্বস্ফীত [স] *বিণ* গর্বে ফুলে উঠেছে এমন। 'অভদ্র, অনুদার, সংকীর্ণ গর্বস্ফীত ভাবের প্রাদুর্ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

গর্বানুভব, গর্ব্বানুভব [স গর্ব-অনুভব] *বি* গর্ববোধ। 'প্রত্যেক পাকিস্তানীর ইহার জন্য গর্ব্বানুভব করা উচিত।' *বেগম*, ১৯৫২।

গর্বান্ধ [স গর্ব-অন্ধ] *বিণ* অহংকারের কারণে ঔচিত্যবোধশূন্য। 'প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গর্বান্বিতা [স গর্ব-অন্বিতা] *বি স্ত্রী* গর্বিত। 'হায়, গর্বান্বিতা ... যোগাও ইন্ধন তার লাগি?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

গর্বিণী, গর্ব্বিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অহংকারী। 'গৌরবে গর্ব্বিণী বড় আসিলাম ঘরে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গর্বিত, গর্ব্বিত [স] *বিণ* অহংকারী। 'গুরু গর্ব্বিত কেহো রাখিতে নারিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আর, এও অতি মূঢ়, সৌভাগ্যের সময়, গর্বিত হইয়া অকারণে, আমার অপমান করিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

গর্বিতকণ্ঠ [স] *বি* দর্পযুক্ত স্বর। 'গর্বিতকণ্ঠে সংবাদটি আবার পড়ে শোনান।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

গর্বিতচিত্ত, গর্ব্বিতচিত্ত [স] *বিণ* অহংকারপূর্ণ। 'রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্ব্বিতচিত্তভাব।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

গর্বিতা, গর্ব্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অহংকারী। 'গর্ব্বিতা গান্ধারীর অহঙ্কার চূর্ণ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩; 'তব জঙ্গমজ্জীর বাজাইয়া তুমি ওগো গর্বিতা চলিয়াছ নিজ পথে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

গর্বী, গর্ব্বী [স] *বিণ* অহংকারী। 'কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তুমি সভ্যতা-গর্বীদের মিটাওনি শুধু যুদ্ধ-সাধ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

গর্বোচ্ছ্বাস [স গর্ব-উচ্ছ্বাস] *বি* গর্বের আতিশয্য। 'ইহাকে কেহ যেন গর্বোচ্ছ্বাস বলিয়া মনে না করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

গর্বোজ্জ্বল [স গর্ব-উজ্জ্বল] *বিণ* গৌরবে উদ্ভাসিত। 'ক্ষৌরমসৃণ মুখের গর্বোজ্জ্বল জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গর্বোদ্ধত [স গর্ব-উদ্ধত] *বিণ* দাম্ভিক। 'পরিপাটি-বেশধারী গর্বোদ্ধত স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গর্বোদ্ধত [স] *বিণ* অহঙ্কারে উদ্ধত। 'একটি গর্বোদ্ধত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গর্ব^২, গর্ব্ব^২ [স গর্ভ] *বি* গর্ভ। 'গর্ব্ব হতে জন্ম হইল কান্দে ঘৃতভার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গর্বজাত, গর্ব্বজাত [স গর্ভজাত] *বিণ* গর্ভজাত। 'তিনপুত্র কুন্তির হইল গর্ব্বজাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গর্বধারণ, গর্ব্বধারণ [স গর্ভধারণ] *বি* গর্ভধারণ; অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। 'সুভদ্রার গর্ব্বধারণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গর্ববতী, গর্ব্ববতী [স গর্ভবতী] *বিণ* গর্ভবতী। 'কালে দিনে

সৈত্যবতী হইল গর্ব্ববতী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গর্ববাস, গর্ব্ববাস [স গর্ভবাস] *বি* গর্ভবাস। 'দাম্বিক উদরে গীয়া কর গর্ব্ববাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গর্ববৃদ্ধি, গর্ব্ববৃদ্ধি [স গর্ভবৃদ্ধি] *বি* গর্ভবৃদ্ধি; গর্ভজাত ভ্রূণের বিকাশ। 'দিনে ২ সুভদ্রার গর্ব্ববৃদ্ধি হএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গর্বা *বি* গুজরাটি লোকগীতি। 'হঠাৎ তোমার কাঁপল গলা খাঁচার পাখির গর্বাতে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গর্ভ, গর্ব্ভ [স] **১** *বি* সন্তান। 'যে হৈবেক দৈবকীর গর্ব্ভ অষ্টম।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা। 'হেনক্রি সময়ে দৈবকীর গর্ভ সাত মাস।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* গর্ভের ভ্রূণ। 'দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ দেবী-অনুবন্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* অভ্যন্তর। 'মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি প্রভৃতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৫** *বি* গর্ত। 'আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৬** *বি* কবল। 'একবার এড্‌মিনেষ্ট্রেটারের গর্ভে গেলে আর কিছু বার হবে না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৭** *বি* ভাণ্ডার। 'সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গর্ভকেশর [স] *বি* ফুলের বীজাধারের উপরস্থ রোম। 'তন্মধ্যে যে সূত্রগাছি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, তাহার নাম গর্ভকেশর।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

গর্ভচিন [স গর্ভচিহ্ন] *বি* অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ। 'দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হইল গর্ভচিন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গর্ভজ [স] *বিণ* গর্ভজাত। 'সীতার গর্ভজ পুত্রদিগকে মনে পড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

গর্ভজাত [স] *বিণ* গর্ভে জাত। 'তিনপুত্র কুন্তীর হইল গর্ভজাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গর্ভতল [স] *বি* অতলদেশ। 'ধরণীর কোন ঘোর গর্ভতলে এ ধ্বনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গর্ভতি [স গর্ভবতী] *বিণ* গর্ভবতী। 'স্ত্রী গর্ভতি।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

গর্ভদাস [স] *বি* ক্রীতদাসীর গর্ভে জাত পুত্র। 'তারা ... গর্ভদাস না হলেও যে গর্ভদাস।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

গর্ভদাসী [স] *বি স্ত্রী* গর্ভধারণই একমাত্র কাজ এমন দাসী। 'নারী সে গর্ভদাসী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

গর্ভ ধরা *ক্রি* অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। 'প্রথম শৃঙ্গারে গর্ভ ধরিল কন্যার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গর্ভধারণ [স] *বি* অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। 'সিংহী পাঁচ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া একবারে তিন চারিটি সন্তান প্রসব করে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

গর্ভধারিণী [স] *বি* মা। 'আপন গর্ভধারিণীকে বিস্মৃতা হইয়া ঐ বয়স্থাকেই মাতৃসম্বোধন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গর্ভপাত, গর্ব্ভপাত [স] *বি* নির্দিষ্ট সময়ের আগে গর্ভ থেকে ভ্রূণের অপসরণ। 'মাএর গর্ব্ভপাত ছল করিআঁ আপণে রহিলা রোহিণীগর্ব্ভ গিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'গর্ভপাত ছল করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গর্ভপাতন [স] *বি* ভ্রূণহত্যা। 'সহধর্ম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গর্ভবতী, গর্ব্ভবতী [স] *বিণ* অন্তঃসত্ত্বা। 'গর্ভবতী নারী চলে ঘন শ্বাস বয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ব্ভবতী হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

গর্ভবাস [স গর্ভ+বাস] *বি* মাতৃজঠরে অবস্থান। 'হরি হরি নারায়ন গর্ভবাস দৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গর্ভভূমি [স] *বি* মধ্যবর্তী স্থান। 'ওইখানেই ছিল কালী নদীর গর্ভভূমি।' *তারা*, ১৯৪০।

গর্ভমতী [স] *বিণ* অন্তঃসত্ত্বা। 'স্ত্রীলোক গর্ভমতী হইলে ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

গর্ভমন্দির [স] *বি* মন্দির অভ্যন্তরের অন্ধকার কুঠরি। 'এ মন্দিরে কোনো গর্ভমন্দির থাকবে না।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

গর্ভযন্ত্রণা [স] *বি* প্রসববেদনা। 'তার উপর গর্ভযন্ত্রণা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গর্ভযুতা [স] *বিণ স্ত্রী* গর্ভবতী। 'পুরুষ 'দিবা'র ঔরসে গো 'রাত্রি' নাকি গর্ভযুতা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গর্ভশয়ন [স] *বি* গর্ভরূপ শয্যা। 'অকালে বিফলে জাগালে বিকলে/ গর্ভশয়ন-শায়ী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

গর্ভসঞ্চার [স] *বি* গর্ভাধান। 'আমার সহযোগে, ইহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গর্ভস্থ [স] *বিণ* গর্ভে আছে এমন। 'গর্ভস্থ বালকের চক্ষুর সহিত আলোক সংযোগের কোন সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

গর্ভস্রাব [স] **১** *বি* গচ্চা; অনর্থক দণ্ড। 'তাহার জন্যে এত টাকা গর্ভস্রাবে গেল তবু ছিঁড়েন নাই।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* নির্দিষ্ট সময়ের আগে গর্ভ থেকে ভ্রূণের অপসারণ; গর্ভপাত। 'এ সব গর্ভস্রাব যন্ত্রতন্ত্র নিক্ষেপ করে গেল।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **৩** *বিণ* অপদার্থ। 'বেটা নিষ্কর্মা, হতভাগা, গর্ভস্রাব ইত্যাদি শব্দে সোরগোল করিতে করিতে ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গর্ভাঙ্ক [স] *বি* নাটকের অঙ্কের মধ্যস্থিত দৃশ্য। 'প্রথম গর্ভাঙ্ক।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গর্ভাধান, গর্ব্ভাধান [স] *বি* গর্ভধারণ। 'অদ্য তোমার গর্ব্ভাধান হইল এ কথা অন্যকে কহিবা না।' *রাজীব*, ১৮০৫।

গর্ভাবস্থা [স] *বি* গর্ভে সন্তান ধারণের কাল। 'সীতার পূর্ণ গর্ভাবস্থার কথা গ্রহণ করেছেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গর্ভাশ্রিত [স] *বিণ* গর্ভাস্থিত। 'গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্নও মনুষ্যের শরীর উৎপন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

গর্ভে-ধরা *বিণ* গর্ভে ধারণ করা হয়েছে এমন। 'দশ মাস দশ দিন গর্ভে-ধরা বুকের লোহু দিয়ে মানুষ-করা একমাত্র মেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গর্ভিণী, গর্ব্ভিণী [স] *বিণ* গর্ভবতী। 'বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিণী/ সেলামী দিলেন সবে চতুর্গুণ তার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'কিঞ্চিৎ কালান্তরে রায়ের বনিতা গর্ব্ভিণী হইয়া ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

গর্মি [ফা গর্মী] **১** *বি* ক্রোধ। 'এমতো অবস্থায় মনের গর্মি বড়ো ভয়ানক হইয়া উঠে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* গ্রীষ্মকাল। 'কিন্তু বাঙলাদেশের গর্মিকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো আশ্চর্য কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গর্শাল [আ গয়র-সালিক] *বি* মেকি টাকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গর্হ্য [স] *বিণ* নিন্দাযোগ্য। 'আত্মারামা অপি অপি গর্হ্য অর্থ কয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গর্হিত [স] *বিণ* নিন্দনীয়। 'ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গর্হিতকার্য, গর্হিতকার্য্য [স] *বি* অত্যন্ত নিন্দাযোগ্য কাজ। 'কোনও

বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা গর্হিতকার্য্য বলিয়া গণ্য।' *প্রমথ*, ১৯২০।

গর্হ্য [স] *বিণ* নিন্দনীয়। 'এমত গর্হ্য কর্ম্ম হইত না।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

গল[১] [স গল] *বি* গলা। 'জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০; 'হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাক্রিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গলকম্বল [স] ১ *বি* গোরু-মহিষের গলার নিচের ঝোলানো মাংসপিণ্ড। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'লোল গল-কম্বলেরে রহি রহি করিছে লেহন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বি* গলায় জড়ানোর জন্য পশমি কাপড়বিশেষ। 'কমফর্টার নামক গলকম্বলটি তাঁর গলদেশের ভার যে পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

গলক্ষত [স] *বি* রোগবিশেষ। 'শোথ, রক্তাতিসার, গলক্ষত আর কামলা।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

গলগণ্ড [স] *বি* থাইরয়েডের অতিরিক্ত ক্ষরণহেতু গলদেশ ফুলে ওঠার রোগ। 'যেই কুঁজ – গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

গলগ্রহ [স] *বিণ* পরের উপর ভারস্বরূপ। 'পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গলঘণ্ট [স গলগণ্ড] *বি* গলার মাংস ফুলে যাওয়ার রোগ; গলগণ্ড। 'পুরাকালীন শহরে গলঘণ্ট কুষ্ঠরোগী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

গলদেশ [স] *বি* গলা; কণ্ঠদেশ। 'মতির দোনর কণ্ঠা গলদেশ সাজে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গলনালী [স] *বি* কণ্ঠনালি। 'ফুসফুস থেকে গলনালী ও মুখবিবর দিয়ে বাতাস বের হয়ে যাবার সময়।' *হাই*, ১৯৫৪।

গলপাস [স গলপাশ] *বি* গলার দড়ি। 'জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

গলবন্ধন [স] ১ *বি* গলার বাঁধন। 'ক্ষিপ্ত কুকুরের গলবন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে পথমধ্যে পরিত্যাগ করা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* ফাঁসি। 'প্রতিজ্ঞাসূত্রদ্বারা জমীদারপদে কৃষকের গলবন্ধন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩; 'রায়েদের বউ গলবন্ধনে মরেছিল যার শাখে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

গলবস্ত্র [স] *বিণ* (গলায় বস্ত্র ধারণ ক'রে) অত্যন্ত বিনীত। 'রাজা ব্রাহ্মণের মুখে অমঙ্গল বাক্য শ্রবণে গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন, ঠাকুর।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

গলবস্ত্রে প্রণাম *বি* গলায় কাপড় পেঁচিয়ে বিনয়ের সঙ্গে প্রণাম। 'দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

গললগ্ন [স] ১ *বিণ* গলায় জড়ানো। 'গললগ্ন বাসে কহে কর জোড় করি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। ২ *বিণ* জীবনসঙ্গী। 'স্ত্রীরত্নদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ... পুরুষের গললগ্ন হওয়া।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

গললগ্নীকৃত [স] *বিণ* গলায় ধারণ করা হয়েছে এমন। 'গললগ্নীকৃত বস্ত্রে, কৃতাঞ্জলিপুটে, তদীয় পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গললগ্নীকৃতবাস [স] *বিণ* অতিশয় বিনীত। 'জন সমাজ পূজ্যা বারাঙ্গনাগণধন্যা বকনাপেয়ারী প্রভৃতির নিকটে নববাবু গললগ্নীকৃতবাস।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গললগ্নীকৃতবাসা [স] *বিণ* বিনয় প্রকাশের জন্যে গলায় বস্ত্রধারণ করেছে এমন। 'জনসমাজ পূজ্যা বারাঙ্গনাগণধন্যা বকনাপেয়ারী প্রভৃতির নিকটে নববাবু গললগ্নীকৃতবাসা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গল-শৃঙ্খল [স] *বি* গলার বন্ধন। 'গল-শৃঙ্খল টুটেনি আজিও, করিতে পারি না প্রণাম পায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গলহস্ত [স] *বি* গলাধাক্কা। 'এ অনুকূল গলহস্ত, অপ্রশস্ত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গলহার [স] *বি* গলার মালা। 'গলহার হোক নীল ফাঁসি।' *নজরুল*, ১৯২২।

গল[২] *বি* পদবি-বিশেষ। 'ভাগবৎ গল।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৭৫।

গলই [স গল] *বি* নৌকার অগ্র বা প্রান্তভাগ। 'ভাঙ্গিল নায়ের গলই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গলগল [ধ্বন্যা] ১ *বি* দ্রুতবেগে পানি খাওয়ার শব্দ। 'সে কেবল গল গল করে জল খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* তীব্র প্রবাহসূচক শব্দ। 'জল কলকল গলগল করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'গলগল করে পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া।' *হাসান*, ১৯৭৪।

গলগলানো [ধ্বন্যা গলগল>] *ক্রি* কুলকুচা করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গলগলিয়ে *ক্রিবিণ* গড়িয়ে পড়ে এমনভাবে। 'স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

গলৎ [আ গলৎ] *বি* ত্রুটি। 'আরও একটি মস্ত গলৎ আছে।' *সওগাত*, ১৯৩৮।

গলৎকুষ্ঠী [স গলিতকুষ্ঠ] *বি* যে রোগে আক্রান্ত হলে শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে পুঁজ, রক্ত প্রভৃতি বের হয়। 'বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী তাতে কীড়াময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গলতা [আ গলৎ] *বি* ভুল। 'দরবারের মুৎসুদ্দী লোক গলতা করিয়া মোকাবিলায় অবধি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

গলতি [আ গলৎ] ১ *বিণ* ফাঁক আছে এমন; ত্রুটিপূর্ণ। 'এমন সব গলতি মামলায় আমি হাত দি না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* ত্রুটি। 'এটা না দিলে ব্যাকরণের গলতি হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গলদ [আ গলৎ] *বি* ভুল; ত্রুটি। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'রসিককাকা যাতে হাত দেবেন তাতেই গলদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গলদশ্রু [স] *বিণ* ক্রমাগত অশ্রু ঝরছে এমন। 'একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, আকুল বচনে জিজ্ঞাসিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গলদ্ঘর্ম, গলদঘর্ম [স] ১ *বিণ* ঘাম ঝরছে এমন। 'প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্ঘর্ম কলেবরে অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'প্রখর রৌদ্রে সর্বশরীর দগ্ধপ্রায় ও গলদ্ঘর্ম হইতেছে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *ক্রিবিণ* অত্যন্ত বিব্রত ক'রে। 'তুচ্ছ সারেগামায় আমায় গলদ্ঘর্ম ঘামায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গলদা [ফা গাবদী>] *বি* বড়ো আকারের চিংড়িবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'গলদা চিঙড়ি মাছ নাম যার মোচা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গলদাচিংড়ি [ফা গাবদী>+চিংড়ি] *বি* বড়ো আকারের চিংড়িবিশেষ। 'কইমাছ, গলদাচিংড়ি, ডিম, আলু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গলন্ত [স] *বিণ* গলছে এমন। 'বিক্ষোভ ফেটে পড়ল আগ্নেয়গিরির গলন্ত লাভার মত।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

গলব্লাডার, গলব্ল্যাডার [ই] *বি* পিত্ত থলি। 'গলব্ল্যাডারে ক্রমে ক্রমে/ চিনি জমছে কি ওরই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'কিডনিতে হতে পারে – গলব্লাডারে হতে পারে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

গলহিজ [আ গলীজ] *বিণ* গলিজ; নোংরা। 'ঘিন ঘিন করে আমার এরকম ময়লা গলহিজ সংসারে থাকতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গলা[1] [স গল] **১** *বি* গলদেশ। 'গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কুম্ভকর্ন্ন সুগ্রিবের গলা চাপি ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কণ্ঠস্বর। 'শানিত তরবারি গলাটি যেন/ নাচিয়া ফিরে দশ দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৩** *বি* কণ্ঠ। 'বঁধুর কাছে আসার বেলায় গানটি শুধু নিলেম গলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

গলা কাটাকাটি *বি* ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা। 'পরস্পরের গলা কাটাকাটির প্রতিযোগী করিয়া তুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গলা কাঠ হওয়া *ক্রি* গলা শুকানো। 'ভয়ে তাঁহার গলা কাঠ হইয়া গেল।' *শরৎ*, ১৯১৩।

গলা খাকরী [গলা+খাঁকারি] *বি* কৃত্রিম কাশি। 'গলা খাকরী দিয়ে কার্দির মনোযোগ আকর্ষণ করে।' *মুনীর*, ১৯৬১।

গলা-খাঁকারি [গলা+খাঁকারি] *বি* গলা পরিষ্কার অথবা অন্যদের হুঁশিয়ার করার জন্যে দেওয়া কাশি। 'বাইরে থেকে গলা-খাঁকারি শোনা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গলা খা-খা দেওয়া *ক্রি* নিজের উপস্থিতি বোঝানোর জন্য কাশি দেওয়া। 'রহমত সরকার পর্দার আড়াল হইতে গলা খা-খা দিয়া ঘরে ঢুকেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গলা খাট করা, গলা খাটো করা *ক্রি* নিচু স্বরে কথা বলা; স্বর মৃদু করা। 'তারপর গলা খাট করিয়া বলিল।' *শরৎ*, ১৯১৪; 'কেউ যে গলা খাটো করে বলবে সমাজে সে দয়া বা ভদ্রতা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গলাগলি **১** *ক্রিবিণ* পরস্পর আলিঙ্গন ক'রে। 'দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* পরস্পর আলিঙ্গন। 'গলাগলি করি দোঁহে করেন ক্রন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* ঘনিষ্ঠ। 'দুই-এক দিনের মধ্যেই হলাহলি গলাগলি ভাব হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বিণ* আলিঙ্গনাবদ্ধ। 'অবিরল বিগলিত জলাধারকুল লোচনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতেছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। **৫** *বি* গণ-সম্মিলন। 'যাত্রী যায়, জয়-গান গায় রাজপথে গলাগলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

গলা চড়ানো *ক্রি* চিৎকার করা। 'সে একেবারে গলা চড়াইয়া শুরু করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গলা চেপে *ক্রিবিণ* কণ্ঠস্বর নিচু ক'রে। 'গলা চেপে কথা কচ্ছ কেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

গলা-চেরা [গলা+চেরা] *বিণ* গলা প্রায় ফেটে যায় এমন । 'গলা-চেরা ধমকে গাছপালা চমকে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

গলা ছেড়ে *ক্রিবিণ* উচ্চৈঃস্বরে। 'গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গলা ছেড়ে গাওয়া *ক্রি* কণ্ঠস্বর উঁচু ক'রে গাওয়া। 'গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

গলাজল [গলা+স জল] *বি* গলা পর্যন্ত ডুবে যায় এতোটা পরিমাণ পানি। **গলাজলে-ডোবা** *বিণ* পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে এমন। 'গলাজলে-ডোবা নাচিছে আমন ধান।' *জসীম*, ১৯৫১।

গলা জাহির করা *ক্রি* উচ্চকণ্ঠে আস্ফালন করা। 'সবাই গলা জাহির করে, চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

গলা টেপা *ক্রি* শ্বাস রুদ্ধ করা। 'গলা টিপিয়া তাহার একমাত্র পুত্র এবং কন্যাকে হত্যা করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

গলা-ধরাধরি [গলা+ধরা>] *বিণ* অন্তরঙ্গ। 'গলা-ধরাধরি কথা মেয়েদের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গলাধাক্কা [গলা+ধাক্কা] *বি* ঘাড়ে হাত দিয়ে ধাক্কা। 'নববধূরা কবিরাজকে গলাধাক্কা দিয়া ফেলিয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গলাধাক্কা খাওয়া *ক্রি* চাপের মুখে বাধ্য হওয়া। 'গলাধাক্কা খেতে খেতে তেরো নম্বরের গর্তে ঢুকেছি।' *সাদত*, ১৯৬৭।

গলা নামানো *ক্রি* কণ্ঠস্বর নিচু করা। 'গলা নামিয়ে বললেন।' *শামসুল*, ১৯৬২।

গলাপানি *বি* গলা পর্যন্ত ডুবে যায় এমন পানি। 'গলাপানিতে ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে চিৎকার করে উঠল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

গলা ফসকানো *ক্রি* মুক্তি পাওয়া। 'ভয়ে লোকটা গলা ফসকাবার চেষ্টা করতাছে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

গলা-ফাটা [গলা+ফাটা] **১** *বিণ* উচ্চ শব্দপূর্ণ। 'আজ লোক বসে আছে, কিন্তু গলা-ফাটা চঞ্চলতা নেই।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩। **২** *বিণ* গলা ফেটে যায় এমন। 'লোকটার গলা-ফাটা চিৎকার ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গলাবন্দ [গলা+ফা বন্দ] *বি* নেকটাই অথবা গলায় জড়ানোর বস্ত্র। 'ঢাকাই গলাবন্দ ৪২ থান।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

গলাবন্ধ [গলা+ফা বন্দ] **১** *বি* গলায় ঠাণ্ডা না লাগার জন্য ব্যবহৃত লম্বা বস্ত্রখণ্ড; মাফলার। 'মাথায় গলাবন্ধ জড়ানো উষাচরণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* টাই। 'গলায় গলাবন্ধ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গলাবাজি, গলাবাজী [গলা+ফা বাজি] **১** *বি* গান গাওয়ার চেষ্টা। 'নিজে ভাল গাইতে পারুন আর নাই পারুন, আড়ালে ও নির্জ্জনে সর্ব্বদা গলাবাজী কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* বাগাড়ম্বরতা। 'আমরা কোনো উপায়ে গলাবাজি করিয়া চালাকি করিয়া প্রতিবেশীর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গলা বাড়ানো *ক্রি* অনধিকার প্রবেশ করা। 'আমাদের সর্ব কারুকাজে, অস্তিবাদী জিরাফেরা বাড়িয়েছে ব্যক্তিগত গলা।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

গলা ভাঙা, গলা ভাঙ্গা [গলা+ভাঙা] **১** *ক্রি* স্বরভঙ্গ হওয়া। 'গলা ভাঙ্গা।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'গলা ভাঙা।' *ওর্সা*, ১৭৮৫। **২** *ক্রি* চিৎকার করা। 'আমি যে গলা ভেঙে মরছি, আমার দিকে একবার তাকালেও না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৩** *ক্রি* আবেগে কণ্ঠরোধ হওয়া। 'বলিতে বলিতে রাজলক্ষ্মীর গলা ভাঙিয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৪** *বিণ* কর্কশ স্বরযুক্ত। 'এরকম গলাভাঙা ঘড়ি কলকাতা শহরে আর দ্বিতীয়টি নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

গলাযোগ *বি* কথায় যোগদান। **গলাযোগ করা** *ক্রি* সুর মিলানো।'সে গোলযোগে আমি গলাযোগ করতে চাই।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

গলায় কাঁটা বাদলে লোকে বেরালের পায় পড়ে – বিপদে পড়লে তুচ্ছ লোকেরও সাহায্য নিতে হয়। 'তা গলায় কাঁটা বাদলে লোকে বেরালের পায় পড়ে, কি করবো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গলায় গলায় **১** *ক্রিবিণ* নিবিড়ভাবে। 'যেই প্রেমে বরি গলায় গলায়, যাইতাম সুখে অধ্যয়ন তরে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *ক্রিবিণ* গলা পর্যন্ত। 'চাল গলায় গলায় তুলে দিয়ে রান্না চড়িয়েছে।' *শরৎ*, ১৯১২। **৩** *ক্রিবিণ* প্রতিটি গলায়। 'গলায় গলায় গান ছিল ভাই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গলায় গলায় খাতির *বি* অতি মাত্রায় ভালোবাসা। 'মানুষটির সঙ্গে গলায় গলায় খাতির।' *জীবন*, ১৯৩২।

গলায় গলায় মিল *বি* অতি মাত্রায় ভালোবাসা। 'আমাতে এত গলায় গলায় মিল ছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গলায় ছুরি চালানো *ক্রি* সর্বনাশ করা। 'কংগ্রেসের কর্ত্তাগিরি লাভ করিয়া ... মুসলমান সমাজের গলায় ছুরি চালাইতেছেন।' *দর্শন*, ১৯২৪।

গলায় ছুরি/ছুরী দেওয়া ১ *ক্রি* সর্বনাশ করা। 'আমার গলায় যিনি ছুরি দিবেন তাহার বংশ থাকিবেক না।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *ক্রি* আত্মহত্যা করা। 'সুলোচনা এ জানতে পাল্লে আপনা আপনি গলায় ছুরী দেবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গলায় দড়ি/দড়ী দেওয়া *ক্রি* গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করা। 'যদি বড় পেড়াপেড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্ব্বো।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'এই বুড়ো বয়েসে আমায় গলায় দড়ী দিয়ে মত্তে হবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গলায় রশি দেওয়া *ক্রি* গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করা। 'ঘরের বধূ গলায় রশি দিক না যেয়ে!' *জসীম*, ১৯৩৩।

গলার আল *বি* অশান্তি। 'রেখে গেলে গলার আল, নিয়ে গেলে লোকের গাল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গলার কাঁটা *বিণ* অবাঞ্ছিত। 'আমি সকলের গলার কাঁটা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গলার চোট *বি* কথার তেজ। 'শুধু মুখের জোরে গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গলার মোতীদানা *বি* গলার মুক্তোর হার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গলা-সাধা [গলা+সাধা] ১ *ক্রি* কণ্ঠের অনুশীলন করা। 'দুনিয়া আর যে জন্যই সৃষ্টি হোক বক্তৃতাকারের গলা-সাধবার জন্য হয়নি।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বি* ডাকাডাকি। 'কোয়েল আর দোয়েল-বধূর গলা-সাধার ধূম পড়ে গিয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

গলাস্থ হওয়া *ক্রি* গলায় বাধা। 'ফলে ইলিশাস্থি তাঁহার গলাস্থ হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গলা-হাঁড়ি *বি* হাঁড়ির গলা পরিমাণ। 'যে গাছ থেকে রস পড়তো আধ-হাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলা-হাঁড়িতে উঠতো।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

গলিয়ে দেওয়া *ক্রি* প্রবেশ করানো। 'ট্রাউজার্স জোড়াটার হাঁ-দুটোতে পা-জোড়া গলিয়ে দিই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

গলা², গলানো ১ *ক্রি* খুশি করা। 'মনসিজ গলতহি জপেলু তমালে রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* ঝরা। 'অবিরল নয়ন গলএ জলধার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হরিসে গলএ অস্রু দুইত নয়ানে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রি* মিশ্রিত করা। 'যাহাঁ ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রি* বিকৃত হওয়া। 'খস্যা পড়ে অস্থি মাংস গল্যা জায় দেহ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৫ *ক্রি* বিগলিত হওয়া। 'চন্দ্র হাসে আনন্দে গলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৬ *ক্রি* আবেগে আপ্লুত হওয়া। 'সোহাগে গলিয়া তোমার গায়ে আসিয়া পড়িবে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ৭ *ক্রি* প্রবেশ করানো। 'আমি ঝুঁটী গলালে মারতে আসে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭; 'পাঁচিলের ফোঁকল গলে ঢুকি গ্যে বোসদের ঘরে।' *নজরুল*, ১৯২৬। **গলএ** *ক্রি* ঝরে। 'হরিসে গলএ অস্রু দুইত নয়ানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **গলতহি** *ক্রি* গলাচ্ছে। 'মনসিজ গলতহি জপেলু তমালে 'রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গলয়ে** *ক্রি* ঝরে পড়ে। 'নয়নে গলয়ে নীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গলিয়া** *ক্রি* গ'লে। 'কাজল গলিয়া পড়ে ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **গলে পড়া** ১ *ক্রি* গদগদ হওয়া। 'তোমার নামে গলে পড়েন, তিনি আবার তোমা ছাড়া হবেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *ক্রি* বর্ষিত হওয়া। 'মুখে যেন গলে পড়ে চাঁদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **গলে যাওয়া** *ক্রি* আকুল হওয়া। 'এই চাঁদের আলোতে তুমি হেসে গলে যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **গল্যা** *ক্রি* গ'লে। 'খস্যা পড়ে অস্থি মাংস গল্যা জায় দেহ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গলা³ ১ *বিণ* অধিক সিদ্ধ হওয়ায় নরম। 'কখন গলা ভাত কখন মোরলা মাছের ঝোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* গলিত। 'উটগুলো শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গলাসীসা *বি* গলিত সিসা। 'গলাসীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

গলাগলি ১ *ক্রিবিণ* গলা জড়িয়ে ধ'রে। 'গলাগলি দুইভাই কান্দে নিরন্তর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* পরস্পরকে আলিঙ্গন। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। ৩ *বিণ* খুব আন্তরিক। 'আলস্যের সহিত গলাগলি প্রেম করিতে থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। ৪ *বি* আন্তরিক সম্পর্ক। 'গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গলাগলি ধরা *ক্রি* কণ্ঠলগ্ন হওয়া; আলিঙ্গন করা। 'আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।' *জসীম*, ১৯২৭।

গলাট [গলা>] *বি* রশি। 'সরু চামড়ার গলাট দিয়ে সেটাকে বেঁধে ...।' *অবনী*, ১৯২৭।

গলাধ [স গলাধঃ] *বি* ভক্ষণ; গ্রাস। 'গো মাংস গলাধ করিতেই হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

গলাধঃকরণ [স] *বি* উদরপূর্তি। 'আহারাদি করিয়া থাক তাহা গলাধঃকরণ হয় কি না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গলাধঃকরণ হওয়া *ক্রি* উদরপূর্তি হওয়া। 'আহারাদি করিয়া থাক তাহা গলাধঃকরণ হয় কি না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গলি [হি গলী] ১ *বি* সরু পথ। 'কত গণ্ডা আলি আছে গলির মাঝার।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* জাহাজের গোল জানালা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বি* উপপথ। 'আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গলিঘুঁচি [হি গলী+ফা গঞ্জ>] *বি* অলিগলি। 'অবশ্য আরো বহু গলিঘুঁচিও আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গলি ঘুঁজি [হি গলী+ফা গঞ্জ>] ১ *বি* অতি অপ্রশস্ত পথ ও তার নানা শাখা-প্রশাখা। 'অন্ধকারে গলি-ঘুঁজি পার হইয়া অনেক পথ হাঁটিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ২ *বি* প্রত্যন্ত এলাকা। 'অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বি* সূক্ষ্মতম স্থান। 'মনের নানান আঁকা-বাঁকা গলি-ঘুঁজিতে সে খুঁজে বেড়িয়েছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

গলিঘুপচি [হি গলী+ফা গঞ্জ>] *বি* অলিগলি। 'অঘটন তো কতই ঘটে রোজ রোজ রাস্তাঘাটের গলিঘুপচিতে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

গলিপথ [হি গলী+স পথ] *বি* চলাচলের সংকীর্ণ পথ। 'স্বপ্নের অচেনা গলিপথে দেখেছে অনেক কাঁটাবন।' *শামসুর*, ১৯৭০।

গলিরাস্তা [হি গলী+ফা রাস্তা] *বি* সরু রাস্তা। 'রাজপথ না হয় তো অন্তত গলিরাস্তা হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গলীস্থ [হি গলী+স স্থ] *বিণ* গলিতে অবস্থিত। 'গলীস্থ এক বাটীতে থাকিয়া প্রতিদিন ...।' *প্যারী*, ১৮৬০।

গলিজ [আ গলীজ] ১ *বিণ* পচা; দুর্গন্ধময়। 'ময়লা গলিজ কিছু দেখিতে না চায়।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* বাজে; খারাপ। 'অতি গলিজ কাজ।'

গিরিশ, ১৮৮৯। ৩ *বিণ* নোংরা। 'গলিজ মুখে কোরান ভাঁজে।' *নজরুল*, ১৯২২।

গলিত [স] ১ *বিণ* স্খলিত। 'গলিত বসন হীন রসন জঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* শিথিল; নত। 'গলিত তোমার কুচ হেলএ পবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* প্রবাহিত। 'রোদনের ধারা দেখি বদনে গলিত।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বিণ* কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *বিণ* গলে গিয়েছে এমন। 'মৃত শরীর ... অল্পকালের মধ্যেই গলিত ও দুর্গন্ধ হইয়া পড়ে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গলিতদন্ত [স] *বি* দাঁত পড়ে গেছে এমন। 'অতিবৃদ্ধ এমতো যে তার মুখের ভাঁজ গণনীয় না, গলিতদন্ত সে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

গলিতদশনা [স] *বিণ স্ত্রী* বয়সের কারণে দাঁত পড়ে গেছে এমন। 'অতি প্রাচীনা ... গলিতদশনা মলিনবসনা হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গলিতমাংস [স] *বিণ* মাংস ঝুলে গেছে এমন। 'শ্বেতকেশা গলিতমাংস গলিত যৌবনা ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গলিতযৌবনা [স] *বিণ* বিগত-যৌবনা। 'শ্বেতকেশা গলিতমাংস গলিতযৌবনা ভগ্নদশনা ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিগত-যৌবন। 'যত প্রধানা নবীনা গলিতা যবনী বারাঙ্গনা আছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গলিস [আ গলীজ] *বি* নোংরা; আবর্জনা। 'ওই এগারোর মারপ্যাঁচে সব ধোয়াস গলিস, বদ-নসিব।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

গলিসূতা [হি গলী+স সূত্র>] *বি* একপ্রকার চিকন সুতা। 'ছুঁচ আর গলিসূতা এনেছি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গলুই [স গল] *বি* নৌকার দুই প্রান্তের সরু অংশ। 'কেহ বা গলুয়ে বসিল ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গল্প [স জল্প] *বি* কাহিনি। 'হিষ্টোরী অর্থাৎ গল্পের বহি।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

গল্প-উপন্যাস [গল্প+স উপন্যাস] *বি* গল্প ও উপন্যাস। 'আমি গল্প-উপন্যাস লিখে থাকি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গল্পকথা [গল্প+স কথা] *বি* গালগল্প; মিথ্যা কাহিনি। 'তালীবনে তাল রোদে লাল হতে দেখেছি – এ নহে গল্পকথা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

গল্পকাহিনী [গল্প+স কথনিকা] *বি* গল্পকথা। 'গল্পকাহিনীর মারফতে, নরনারীর বিচিত্র সুখ-দুঃখে বাঁচা...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

গল্পখোর [গল্প+ফা খোর] *বি* গল্পপাঠক। 'ঘটনা সত্য কি কল্পিত, সে বিচার গল্পখোররা করে না।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

গল্পগুজব [গল্প+ফা গুজাফ] *বি* আলাপ-আলোচনা। 'নানাপ্রকার গল্পগুজব।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

গল্প-গুজারি, গল্পগোজারি, গল্পগোযারি [গল্প+ফা গুজারাহ্] *বি* গল্পগুজব। 'নিরুদ্বেগে গল্পগোজারি ... করিতে লাগিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'গল্পগোযারি ও আমোদ-আহ্লাদ ফেলিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৫৩; 'এক পাল লোক বসিয়া গল্প-গুজারি ও তামাক সেবন করিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গল্প ছাড়া *ক্রি* বড়ো বড়ো কথা বলা। 'তাই ভাই-বোনদের সঙ্গে নানা গল্প ছাড়িল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গল্প জোড়া *ক্রি* গল্প করতে শুরু করা। 'ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গল্প জুড়িয়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

গল্পটল্প [গল্প>] *বি* গল্প বা এ জাতীয় কোনো রচনা। 'আপনার লেখা গল্পটল্প? দিন না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গল্পপোষ্য [গল্প+স পোষ্য] *বিণ* গল্প শুনতে আগ্রহী। 'সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ্য জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

গল্পময় [গল্প+স ময়] *বিণ* গল্পে ভরপুর। 'চোরের জীবন গল্পময়।' *মানিক*, ১৯৩৭।

গল্পমূলক [গল্প+স মূলক] *বিণ* কাহিনিভিত্তিক। 'গল্পমূলক রচনা পড়ে কবির স্বভাবসুলভ ভাবের আতিশয্যে ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

গল্পরস [গল্প+স রস] *বি* গল্প পাঠের সুখ। 'রসবুভুক্ষু মানুষের গল্পরস-পিপাসা মিটানোর কাজে ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গল্পলেখক [গল্প+স লেখক] *বি* গল্প রচয়িতা। 'ভদ্রলোকের সহিত বিখ্যাত গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্তী নামিয়া গেলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গল্পলোক [গল্প+স লোক] *বি* গল্পের জগৎ। 'চলিয়াছে চিরদিন/ খোকাদের গল্পলোক-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

গল্পলোলুপ [স] *বিণ* গল্প শুনতে আগ্রহী। 'রাজশ্রোতারা যদি গল্পলোলুপ হইতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গল্পসল্প [গল্প>] ১ *বি* আলাপ-আলোচনা। 'খুব সহজভাবে গল্পসল্প করতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* গল্প ও অন্যান্য রচনা। 'তোমার মা গল্প-সল্প কিছু লিখছেন তো?' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

গল্পসাহিত্য [গল্প+স সাহিত্য] *বি* কাহিনি। 'তাঁর গল্প-সাহিত্যের জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জাত-বিচারের কথা উঠতেই পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

গল্পস্রোত [গল্প+স স্রোত] *বি* চলমান গল্প। 'সাকেরের মা ঘরে ঢুকিতে গল্পস্রোত মন্দীভূত হইয়া গেল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গল্পী [স জল্পী] *বি* গল্পকার। 'গোকুল সে শিল্পী গল্পী কবি ছিল কি-না!' *নজরুল*, ১৯২৬।

গল্‌ফ [ই] *বি* একটি বিশেষ আকৃতির লাঠির আঘাতে দূরবর্তী স্থানে বল ছোঁড়ার খেলাবিশেষ। **গল্‌ফস্টিক** [ই] *বি* গল্‌ফ খেলার ব্যাট। 'ক্যান্টনমেন্টের মাঠে রুপোবাঁধানো গল্‌ফস্টিকে এখন তিনি গল্‌ফ খেলবেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

গসগস [ধ্বন্যা] *বি* চাপা রাগের ভাব প্রকাশক শব্দ। 'রাজধর গসগস করিয়া চলিয়া গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গসা [আ গুস্‌সাহ্] *বি* ক্রোধ; অভিমান। 'ক্রোধ করে কৃত্তিবাস যান করে গসা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গস্ত [ফা গশ্‌ত] *বি* মালামাল। 'বলে যারা জবরদস্ত, তাদের ঘরে লাভের গস্ত, মাগো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গস্তানি, গস্তানী [ফা গাশতন] *বি* কুলটা নারী। 'কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'চোপরাও গস্তানি!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

গহণ [স গহন] *বিণ* গভীর। 'ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

গহন [স] ১ *বিণ* গভীর। 'আনুপাম বল বীর মতীএঁ গহন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সমাগম। 'হইতে লাগিল বড় লোকের গহন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* দুর্গম স্থান। 'যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গহন ভ্রমণ করেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বিণ* নিবিড়। 'গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৫ *বিণ* দুর্গম। 'যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৬ *বিণ* গাঢ়। 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৭ *বিণ*

মর্মপীড়াদায়ক। 'ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে!' *জসীম*, ১৯২৯। ৮ *বি* গহ্বর। 'ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গহনতল [স] *বি* গভীর তলদেশ। 'যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা গহনতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গহননাদ [স] *বি* ঘন গর্জন। 'কর্ণবরষণ গহননাদ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গহনবালা [স] *বি* বনবালা। 'বনের হরিণ বাঁধবে বৃথা লক্ষ্মী গহনবালা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

গহনে গহনে *ক্রিবিণ* অরণ্যে অরণ্যে। 'গহনে গহনে যা রে তোরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গহনা [হি] *বি* অলংকার। 'সোনার গহনা ছাওয়াল বিবাহ করিলে বহু পাইবেক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

গহনাগাঁটি [হি গহনা>] *বি* অলংকারাদি। 'যে সকল জিনিষপত্র এবং গহনাগাঁটি আছে এ সমস্তই আমার মায়ের।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গহনাগাটী *বি* অলংকারাদি। 'তৈজষপত্র ঘরবাটী গরুবাছুর গহনাগাটী গাছপালা জিনিষপত্র।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

গহনা দেওয়া *ক্রি* বন্ধক দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গহনাপত্র [হি গহনা+স পত্র] *বি* গয়নাগাঁটি। 'তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গহনার নৌকা *বি* নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী চলাচলকারী যাত্রীবাহী বড়ো নৌকা। 'একখানা গহনার নৌকা যাইতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গহব্বর [স গহ্বর] *বি* গর্ত। 'শেষে এক হনুমানের গহব্বরে গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

গহরি [হি গহর] *বি* মাল খালাস করা অথবা জাহাজ ছাড়ার বিলম্বজনিত মাশুল। 'জাহাজ ঘাটে থাকীবেক তাহার গহরি খরচ জতো লাগিবেক তাহা দিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

গহল [হি] *বি* ভিড়। 'আর বার আসি মহা লোকের গহলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গহিন [স গহন] *বিণ* গভীর। 'সমুদ্রো বরো গহিন।' *আস্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

গহিনা *বিণ স্ত্রী* গভীর। 'কালিমার গহিনা মন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

গহেরা [স গভীর] *বিণ* গভীর। 'পৌনে পোনের হাত গহেরা।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

গহ্বর [স] ১ *বি* গর্ত। 'অতি বড় গহ্বরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মনোহর বৃক্ষ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* গুহা; খাদ। 'তাহারা পর্ব্বত-গহ্বর ও গর্ত্ত প্রভৃতির রন্ধ্রাদির মধ্যে নখ নিবেশিত করিয়া লম্বমান থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৩ *বি* গুহা। 'আঁধার সে পর্ব্বতের গহ্বর বিশাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ৪ *বি* অন্দর। তাঁহার পাঠকগণের হৃদ্গহ্বর হইতে দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৫ *বি* গর্ভ। বিরহের কালোগুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৬ *বি* শূন্যতা। 'নিজের মনোহীনতার গহ্বর ভরাবার জন্যেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৭ *বি* ভিতরের তলা। 'টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। ৮ *বি* ঘর। 'খড়ে ছাওয়া স্বপ্নের গহ্বরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

গা[১] [স গাত্র] ১ *বি* শরীর। 'নাগরী রাধা হাণএ সকল গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আঘোর পার্শে তোঐ গায় বেআপির্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বক্ষদেশ। 'কাঞ্চুলী টানএ মোর গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* ইচ্ছা; গরজ। 'বুঝি টাকা দিবার গা নাই।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *বিণ* সংলগ্ন। 'আমাদের বাসার গায়েই এই-যে গলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৫ *বি* খেয়াল। 'এদিকে কারুর গা নাই আজও না আমার বিয়ে!' *নজরুল*, ১৯২৬।

গা করা *ক্রি* উদ্যোগ নেওয়া। 'তাহাকে আনিবার জন্য কেহ গা করিবেন না।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গা কাঁটা দেওয়া *ক্রি* ভয় বোধ হওয়া। 'এমন লোক নেই যার ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে না ওঠে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গা কুটানো *ক্রি* শরীর চুলকানো। 'আমজাদের গা কুটাইতেছিল ভয়ানক।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গা কেমন করা *ক্রি* শারীরিক অস্বস্তি বোধ করা। 'পাশ দিয়ে যেতে গা কেমন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গা-খোলা *বিণ* ঊর্ধ্বাঙ্গে জামা নেই এমন। 'গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গা-ঘিনঘিন করা *ক্রি* ঘৃণায় গা গুলানো। 'দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

গা-ঘেঁষা ১ *বিণ* গায়ে লাগানো। 'গা-ঘেঁষা সংকীর্ণ এবং দরিদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বিণ* ঘন। 'পাবলিক গা-ঘেঁষা হয়ে শ্রোতারূপে ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গা ঘেঁষে চলা *ক্রি* সমান পাল্লা দিয়ে চলা; পাশাপাশি চলা। 'ওদের ব্যবসা বিলিতি কোম্পানির গা ঘেষে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গা ছুঁয়ে বলা *ক্রি* শপথ ক'রে বলা। 'তুই আমার গা ছুঁয়ে বল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গা ছোঁয়া *ক্রি* দিব্যি দেওয়া। 'এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গা-জোয়ারি [স গাত্র>+ফা জোর>] *বি* জবরদস্তি। 'মোটেই গা-জোয়ারি না।' *জীবন*, ১৯৩২।

গা জ্বালা [গা+জ্বালা] *বি* রাগ। 'আমার গা জ্বালা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গা-জ্বালানো [গা+জ্বালানো] *বিণ* গা জ্বালা করে এমন। 'সেই গা-জ্বালানো হাসি।' *মানিক*, ১৯৪০।

গা-ঝাড়া [গা+ঝাড়া] *বি* জড়তা ত্যাগ। 'তুষার-জনতা বুঝি জাগ্রত হয় –/ গা-ঝাড়া দেবার প্রস্তাব দ্বিধাহীন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

গা ঝাড়া দেওয়া *ক্রি* আলস্য ত্যাগ ক'রে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। 'তারা মাঝ-দরিয়ায় না পৌছালে গা ঝাড়া দেবে না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

গাঝাড়া মারা *ক্রি* নড়েচড়ে ওঠা। 'গাঝাড়া মারিলে হইল পর্ব্বত দেউল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গা-টেপাটেপি করা *ক্রি* পরস্পর গোপন ইশারা বিনিময় করা। 'দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গা ঢাকা *বিণ* আত্মগোপন। 'একটু গা ঢাকা হইয়া ছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গা-ঢাকা দেওয়া *ক্রি* পালানো। 'পূর্ব্বরাত্রেই সে গা-ঢাকা দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গা ঢাকা হইয়া থাকা *ক্রি* আত্মগোপনে থাকা। 'একটু গা ঢাকা হইয়া ছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গা-ঢাকা হওয়া *ক্রি* আত্মগোপনে থাকা। 'তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের

বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গা-ঢালা ১ *বিণ* অলস। 'কোনো কঠিন পণ দুরূহ চেষ্টা, মানস সংগ্রাম আজিকার এই হালছাড়া গা-ঢালা বসন্তের দিনের উপযুক্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *ক্রি* শোয়া। 'ঘুম যেন পরম সুখকর তরল ধারা, গা ঢেলে দিয়েছে তাতে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

গা ঢেলে দেওয়া *ক্রি* বিনা বিবেচনায় মিশে যাওয়া। 'গা ঢেলে দিতে চান, সেই অন্যায় সমাজের বীভৎস পাপস্রোতে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

গা তোলা *ক্রি* গাত্রোত্থান করা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গা দেওয়া *ক্রি* গ্রাহ্য করা। 'মহেন্দ্র কোনোমতেই গা দিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গা ধোয়া *ক্রি* স্নান করা। 'মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'গা ধুতে যাবার আগে ঘরের সামনে বসে ... চুল বাঁধত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

গা পাক দেওয়া *ক্রি* বমি বমি ভাব হওয়া। 'জ্বর আসবার মুখে যেরকম গা পাক দেয়; মাথা ঘোরে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

গা বমি বমি করা, গা বমী বমী করা ১ *ক্রি* বার বার বমির ভাব হওয়া। 'দিন রাত গা বমী বমী করে, যেখানে শুই সেই খানেই ঘুমুই।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *ক্রি* ঘৃণা বোধ করা। 'ঘা দেইখাও আমার তেমনি গা বমি বমি করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গা বাঁচানো *ক্রি* নিজেকে বাঁচানো। 'খোঁচা দিতে হবে গোপনে গা বাঁচিয়ে।' *পাশা*, ১৯৭১।

গা-ভাসান দেওয়া *ক্রি* ভেসে ওঠা। 'অত বড় কাতলা গা ভাসান দিলে অনেকেই গাঁথবার চেষ্টায় ঘুরবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

গা ভাসানো *ক্রি* চিন্তা-ভাবনা না ক'রে অন্যদের দেখে কোনো কাজে যুক্ত হওয়া। 'অধিকাংশ মুসলমান গা-ভাসিয়ে দিলেন আন্দোলনের স্রোতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গা-মত *বিণ* সম্পূর্ণ; ভালোমতো। 'ঘুম যেন গা-মত হয় নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গাময় *বিণ* সমস্ত দেহে আছে এমন। 'মারের চোটে সে বেচারা কাঁপছে – গাময় কাদা।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গা মাজনা করন *বি* গা রগড়ানো। *ওর্স্তা*, ১৭৮৫।

গা-মোছা *বি* গামছা। 'আর যে-গামছায় গা-মোছা তারও সেই দশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গা মোড় দেওয়া *ক্রি* গা মোচড়ানো। 'বেণীবাবু অধ্যয়নানন্তর গা মোড় দিয়া উঠিয়া তামাক খাইতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গা ম্যাজ ম্যাজ করা *ক্রি* খানিকটা অসুস্থ বোধ করা। 'গা ম্যাজ ম্যাজ করা: ঠিক এসব শব্দের ভাব বোঝানো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গায়গায় *ক্রিবিণ* শরীর দ্বারা। 'সুন্দরী আসিয়া শোধ দিবে গায়গায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গা-শিওরনো *বি* গা শিউরে ওঠা। 'তাহারা মাথায় আকাশ-ভাঙা, গা-শিওরনো, চমক-লাগা ঘটনার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গা সিউরে ওঠা *ক্রি* গায়ে কাঁটা দেওয়া। 'আমার গাটা সিউরে উঠলো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গায় হাত তোলা *ক্রি* প্রহার করা। 'তুমি স্বামীর গায় হাত তোল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

গায়ে কাঁটা দেওয়া *ক্রি* শিহরিত করা; ঢেউ তোলা। 'ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয় জলের গায়ে কাঁটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

গায়েগতরে *ক্রিবিণ* শারীরিকভাবে। 'জমিজিরাৎ যা আছে গায়েগতরে খাটলে অন্তত ডালভাতের অভাব হবে না।' *শওকত*, ১৯৭২।

গায়ে গায়ে *বিণ* শরীরের সাথে শরীর লেগে আছে এমন। 'ঠেলাঠেলি গণ্ডগোল গায়ে গায়ে লোক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গায়ে-পড়া *বিণ* অযাচিত। 'বড্ডো বেশি গায়ে-পড়া কবিত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গায়ে-পড়া সখ্য *বি* অযাচিত সখ্য বা বন্ধুতা। 'মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে-পড়া সখ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

গায়ে পড়ে *ক্রিবিণ* অযাচিতভাবে। 'ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

গায়ে বাজা *ক্রি* কষ্ট লাগা। 'নিন্দা-বিরোধ গায়ে বাজে না, এমন কথা অল্প লোকই বলিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গায়ে বাতাস দেওয়া *ক্রি* দায়িত্বহীনভাবে চলা। 'নির্ভাবনায় গায়ে বাতাস দিয়া কাটাইয়া দিয়াছি।' *হাই*, ১৯৫৪।

গায়ে-মাখা ১ *ক্রি* ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা। 'পোড়া মন মান-অপমান মাখে না তো গায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* গোসলে ব্যবহৃত। 'গায়ে-মাখা রঙিন সাবান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **৩** *ক্রি* গুরুত্ব দেওয়া। 'ওর যাবার কথাটা গায়েই মাখবে না।' *কায়সার*, ১৯৬২।

গায়ের জোর *বি* বাহুবল; শারীরিক শক্তি। 'কেবলমাত্র গায়ের জোরে ভয় দেখাইয়া বশে রাখিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

গায়ের জোর খাটানো *ক্রি* জুলুম করা। 'কোনো অবস্থাতেই গায়ের জোর খাটাব না।' *পাশা*, ১৯৭১।

গায়ের জোরে *ক্রিবিণ* জবরদস্তিভাবে। 'শব্দের সঙ্গে একটা-একটা অভিধা গায়ের জোরে চাপিয়ে দেয় না।' *প্রবন*, ১৯২৫।

গায়ের ঝাল মেটানো *ক্রি* মনে পোষা রাগ প্রবলভাবে প্রকাশ করা। 'তাকে পেলে একবার গায়ের ঝাল মেটাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গায়ের মহরুম [স গ্রাম>+আ মহরুম] *বিণ* গ্রামবাসী অথচ জ্ঞাতিসম্পর্কহীন। 'সে হল ধরগে তোমার গায়ের মহরুম।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

গায়ে-লাগা *বিণ* সংশ্লিষ্ট। 'ওর জমির গায়ে-লাগা এ অংশটুকু অন্যের।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

গায়ে-হলুদ *বি* বিয়ের আগে বর-কনের গায়ে হলুদ মাখার অনুষ্ঠান। 'গায়ে-হলুদের দিনে রাত তিনটার সময়ে হঠাৎ শশীকে ওলাওঠায় ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গায়ে হাওয়া লাগানো *ক্রি* নির্ভার হওয়া। 'শরতের যে হালকা মেঘ বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগাইয়া উড়িয়া বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গায়ে হাত বুলানো *ক্রি* সান্ত্বনা দেওয়া। 'গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গা লাগা *ক্রি* উৎসাহ পাওয়া। 'আজ আর কিছুতে গা লাগছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গা-সওয়া *বিণ* অভ্যস্ত। 'পরিচিত এবং গা-সওয়া হয়ে এসেছে।'

প্রমথ, ১৯১৫।

গা-সহা *বিণ* সহনীয়। 'শুনতে শুনতে গা-সহা হয়ে গেছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

গা[২] *বিণ* সুপারির ক্ষেত্রে গণনার একক, সাধারণত ১১টি। 'গা চারি গুয়া দুয়া গালে ভরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গা[৩] [ধ্বন্যা] *অব্য* সম্বোধনসূচক শব্দ। 'একবার দাঁড়াও ত গা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গা[৪] *বি* (সংগীত) তৃতীয় স্বর গান্ধার। 'কানাড়ায় সা রে গা-কোমল কি মা পা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

গাঅ [স গাত্র] *বি* শরীর। 'আঁচলে না ধর কাহ্ন ডরেঁ কাঁপে গাঅ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গাঅখানী *বি* দেহখানি। 'মিনতী করিআঁ বোলোঁ গাঅখানী তোল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গাআঁ *দ্র* গাওয়া

গাই[১] [স গো] *বি* গাভি। 'বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গাই[২] *দ্র* গাওয়া[১]

গাইট [স গ্রন্থি] *বি* গেরো। 'আচলে আচলে গাইট বান্দিয়া নিয্যাস।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গাইড [ই] **১** *বিণ* পথপ্রদর্শক। 'কেবলা হাকিমের গাইড হচ্চেন আরদালি খুড়ো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। **২** *বি* পেশাদার পথপ্রদর্শক। 'অনেকগুলি গাইড পাণ্ডা আমাদের ছেঁকে ধরল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *বি* গার্ল গাইড। 'পাঁচদিন ব্যয়িত হইবে গাইড গাইডারদের জন্য।' *বেগম*, ১৯৪৮।

গাইড-বই [ই গাইড+আ বহী] *বি* 'মতভদে নাই – গাইড-বই সাহিত্য নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গাইডবুক [ই] *বি* ভৌগোলিক নির্দেশনামূলক বই। 'শিল্পলোকে যাত্রীদের জন্য একটা গাইডবুক পর্যন্ত রচনা করার ...।' *অবন*, ১৯২৫।

গাইডার [ই] *বি* প্রশিক্ষক। 'গার্ল গাইড গাইডারদের প্রথম আবাসিক ট্রেনিং।' *বেগম*, ১৯৪৮।

গাইতি [হি গৈংতী] *বি* কোদাল জাতীয় হাতিয়ার। 'গাইতি-দেঁতো, উঁচকে কপাল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গাইতি-দেঁতো [হি গৈংতী+স দন্ত>] *বিণ* গাইতির মতো দাঁত বিশিষ্ট। 'গাইতি-দেঁতো, উঁচকে কপাল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গাইত্রি, গাইত্রী [স গায়ত্রী] *বি* গায়ত্রী মন্ত্র। 'গাইত্রি।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'গাইত্রী ভেদিরে তবে সে গিয়ান কহি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

গাইন [স গান>] *বি* গায়েন। 'গীত শুনিবারে দিলা গাইন সুস্বর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গাইনোকোলজি [ই] *বি* স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিজ্ঞান। 'গাইনোকোলজি বিভাগের আবাসিক সার্জন।' *বেগম*, ১৯৬৫।

গাইয়া [স গৈ>] *বি* গায়ক। 'এক্ষণে মোছলমান ওস্তাদের প্রয়োজন নাই, আমি একজন বাঙ্গালী গাইয়া চাহি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গাইয়ে [স গৈ>] *বি* গায়ক। 'দু চার গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদরা আসবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গাইল, গাইলি [স গালি] *বি* গালি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাউন [ই] *বি* ইউরোপীয় মহিলাদের ঢিলেঢালা পোশাক; ড্রেস। 'কখন গাউনে বসি কভু বসি মুখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গাউল গম্বল *বি* বাঁশের আগায় ধ্বজাধারী পদাতিকবৃন্দ। 'রথ আগে গাউল গম্বল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গাএন [স গান>] *বি* গায়ক। 'জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল।' *রামাই*, ১৭১০।

গাও [স গাত্র] *বি* শরীর। 'মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'বেদনাএ জর্জ্জর তনু রক্ত পড়ে গাও।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গাও মাজ্জন করন *বি* গা ঘষা; গা মাজা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গাওন [স গায়ন] **১** *বি* গাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* গায়ক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গাওনা [স গায়ন>] **১** *বি* গান। 'গাওনা বাজনা কিছু শিক্ষা কর।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* যাত্রাপালা প্রদর্শনী। 'দিন পাঁচেক পরে যাত্রা দলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গাওনা বাজনা [স গায়ন>+স বাদন] *বি* গান ও বাজনা। 'গাওনা বাজনা কিছু শিক্ষা কর।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গাওনারসা [স গায়ন>] *বি* বাদ্যযন্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাওনিয়া [স গায়ন>] *বি* গায়ক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাওয়া[১] [স গৈ] **১** *ক্রি* গান করা। 'কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।' *চর্যা* ১৮, ১২০০। **২** *ক্রি* বর্ণনা করা। 'কংসে বলে শুন ভাই আপনার দোষ গাহি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ইত্যি আদির শুভ খবর দিনে দিনে যায় যে গাহি।' *জসীম*, ১৯৩১। **গা** *ক্রি* 'গাওয়া' ক্রিয়ার তুচ্ছার্থক শ্রোতাপক্ষের অনুজ্ঞা রূপ। 'আয় সখী, গা লো সেই পুরানো গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **গাঅ** *ক্রিবিণ* গাহে; গায়। 'দ্বিজ শ্রীমানিক গাঅ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **গাআঁ** *ক্রি* গেয়ে; গান করে। 'সুন্দর সে গীত গাআঁ বাআঁ করতালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গাই ১** *ক্রি* গায়। 'কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।' *চর্যা* ১৮, ১২০০। **২** *ক্রি* গান পরিবেশন করি। 'তথাপিও দেবকীনন্দন করি গাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* বর্ণনা করি। 'কংসে বলে শুন ভাই আপনার দোষ গাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *ক্রি* গাইয়া; গেয়ে। 'চলেছ কী কাতর গান গাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **গাইড়** *ক্রি* গাইলেন। 'অইসন চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়।' *চর্যা* ২, ১২০০। **গাইআ** *ক্রি* গেয়ে। 'গোহাল্যে গাইআ গীত কোয়্যালি ফিরয়ে নিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গাইল** *ক্রি* গান করলো। 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গাএ ১** *ক্রি* গাইছে। 'সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বলে। 'বিশ্বম্ভর নাম মোর সর্ব্বলোকে গাএ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *ক্রি* গায়; গান করে। 'কোপে অতি কাম্পাইয়া গাএ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **গাও** *ক্রি* বর্ণনা করো। 'প্রভু বোলে গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **গাওঁ** *ক্রি* গান গাও। 'যথাতথা যাওঁ গুণ গাওঁ নিরন্তর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **গাচ্ছিলুম** *ক্রি* গাইছিলাম। 'আমি কাল-পরশু প্রায় মাঝে মাঝে সেই গানটা গাচ্ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **গাঞা** *ক্রি* গান ক'রে। 'মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **গান** *ক্রি* গান করেন। 'বাশুলী বন্দিয়া বড়ু চণ্ডীদাসে গান।' *বড়ু*, ১৫৭০। **গান্তি** *ক্রি* গায়। 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। **গাব ১** *ক্রি* গাইবো। 'ই রস বিন্দক রূপ নরাজন কবি বিদ্যাপতি গাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* গাইব। 'তপস্যাপ্রসঙ্গে লাচাড়ি গাব গীত। *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কী গাব আমি কী শোনাব আজি আনন্দধামে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৩** *ক্রি* প্রশংসা করবো। 'লোকে গাব অতুল সম্মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গায়** *ক্রি* গান করে। 'নাচে গায়

কান্দে হাসে প্রেমে পূর্ণ হৈয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **গায়ন্ত** *ক্রি* গায়। 'সহেলা গায়ন্ত সবে বিবাহ মঙ্গল।' *সুলতান*, ১৭০০। **গায়ায়** *ক্রি* গাওয়ায়। 'দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গান গায়ায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **গায়িতেঁ** *ক্রি* গাইতে। 'জায়িতেঁ হরষিত মণে গায়িতেঁ মঙ্গল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গায়িল** *ক্রি* গাইলো। 'অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গায়েন** *ক্রি* গান করেন। 'যে যশ গায়েন ব্রহ্মা-স্থানে শ্লোকবন্ধে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **গায়্যা** *ক্রি* গেয়ে। 'নাচ্যা গায়্যা উপায় করিতে চল কড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **গাহে** *ক্রি* গায়। 'কেহ কেহ সুস্বরে মঙ্গলগীত গাহে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গাওয়া[২] [স গো>] *বিণ* গোরুর দুধে তৈরি। **গাওয়া ঘি** [স গো>+স ঘৃত] *বি* গোরুর দুধ থেকে উৎপন্ন ঘি। 'যিনি যাহাই বলুন নুনের ট্যাক্স বিধবাবিবাহ কিম্বা গাওয়া ঘি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'তিনিই তখন বললেন টাটকা গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজতে।' *অবন*, ১৯২৫।

গাওয়াই *বি* গায়ক। 'আধুনিক গাওয়াইদের কণ্ঠেও সেই সুর শুনতে পাই।' *মুজতবা* ১৯৬৬।

গাওয়ার [হি] *বি* গোঁয়ার। 'দূর হইয়া হেথা হইতে যাওরে গাওয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গাং [স গঙ্গা] *বি* নদী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মাচেরটক সাহেবডারে গাংপার করবার কোমেট কত্তি লেগেচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গাংচিল [স গঙ্গা+স চিল্ল] *বি* নদী এলাকায় বসবাসকারী চিলজাতীয় পাখিবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'নোটের তাড়া গাংচিলের চাঞ্চল্যে অধীর ছোঁয় না দেরাজ।' *শামসুর*, ১৯৭০।

গাংপার [স গঙ্গা+স পার] *বি* নদীর অপর পাড়। 'মাচেরটক সাহেবডারে গাংপার করবার কোমেট কত্তি লেগেচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গাং শালিক [স গঙ্গা+স সারিকা] *বি* নদী এলাকায় বসবাসকারী শালিক জাতীয় পাখি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'গাংশালিকের ঝাঁক, মনে হয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

গাঁ [স গ্রাম] *বি* গ্রাম। 'চণ্ডিবাটি জার গাঁ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পরিচয় দিবে সভে কোন গাঁয়ে ঘর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গাঁএ মানে না আপনি মণ্ডল – লোকে স্বীকার না করলেও নিজেকে প্রধান বলে জাহির করা। 'কোথাকার কেবা তুমি কিসের আমল গায় নাই মানে যেন আপনি মণ্ডল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'আর গাঁএ মানে না আপনি মণ্ডল।' *গৌর*, ১৮২২।

গাঁছাড়া *বিণ* গ্রামত্যাগী। 'ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গাঁয়ে গাঁয়ে *ক্রিবিণ* গ্রামে গ্রামে। 'ফৌজিব্যারাক থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে হাতে গড়া চাপাটি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

গাঁ-সুদ্ধ *বিণ* পুরো গ্রামের। 'হারু নাপিতের পর গাঁ-সুদ্ধ লোক চটা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গাঁই [স গ্রাম>] *বি* গ্রামের নাম অনুযায়ী ব্রাহ্মণের শ্রেণী। 'বাঙ্গাল গাঙ্গুলী গাঁই বেলডিহায় ঘর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গাঁইগোত্র [স গ্রাম>+স গোত্র] *বি* গাঁই ও গোত্র; সূক্ষ্ম জাত-পরিচয়। 'পিতামাতা গাঁইগোত্র নিয়ে তারাই সব মাথা ঘামাক।' *মনোজ*, ১৯৬১।

গাঁইট [স গ্রন্থি] **১** *বি* বাঁধন; গিঁট। 'কপাটের খিল দড়ার গাঁইটও খুলিতে পারে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। **২** *বি* আঁটি। 'এক গোযানচালক গোশকটে বিস্তর পাটের গাঁইট বোঝাই দিয়া গ্রাম হইতে রেলস্টেশনে যাইতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

গাঁইতি [হি গৈংতী] *বি* লোহার তৈরি কোদাল জাতীয় হাতিয়ার। 'হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

গাঁইয়া [স গ্রাম>] *বিণ* গেঁয়ো। 'এদের যেন একটু গাঁইয়া।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গাঁও[১] [স গাত্র] *বি* শরীর। 'দেখে গাঁও করে জ্বালা।' *জসীম*, ১৯৩১।

গাঁও[২] [স গ্রাম] *বি* গ্রাম। 'নৌকা গানের ঝঙ্কারে গাঁও কানছে বারে বারে।' *জসীম*, ১৯২৯।

গাঁও-ঘেরা *বিণ* গ্রাম আচ্ছাদিত। 'সেই কথাটাই হেমন্তের গাঁও-ঘেরা কুয়াসার মতো মাহবুবার মনটা ঘিরে থাকে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

গাঁওছাড়া [স গ্রাম+ছাড়া] *বিণ* গ্রামছাড়া। 'মুসলমানেরে গাঁওছাড়া করি তাড়াইয়া দিব?' *জসীম*, ১৯৩৩।

গাঁওবুড়া, গাঁওবুড়ো *বিণ* গাঁয়ের প্রবীণ লোক। 'গাঁও-বুড়োরা নাকি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'শান্ত গাঁওবুড়া গল্প বলে চায়ের মণ্ডপিসে।' *নীরেন*, ১৯৫৫।

গাঁওয়ার [হি] **১** *বিণ* যোদ্ধা। 'সে গাঁওয়ার মানুষ।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬। **২** *বি* গোঁয়ার; অসভ্য লোক। 'বলবে নাকি, এসেছে কোন গাঁওয়ার?' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

গাঁওয়াল [স গ্রাম>] *বি* ফেরি; হেঁটে হেঁটে জিনিসপত্র বিক্রি করা। 'দেশে দেশে গাঁওয়াল করিব!' *জসীম*, ১৯৬০।

গাঁক গাঁক [ধ্বন্যা] *বি* চড়া স্বর। 'আমি গাঁক গাঁক করে বললুম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গাঁ গাঁ [ধ্বন্যা] *বি* ইঞ্জিনের শব্দ। 'গাঁ গাঁ করে চিৎকার করে, এবং গড় গড় করে চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

গাঁগোল [স গ্রাম>+স গোল] *বি* গ্রামময় শোরগোল। 'চেঁচিয়ে গাঁগোল করিস না।' *তারা*, ১৯২৯।

গাঁঙ্গ [স গঙ্গা>] *বি* নদী। 'সাত ডিঙ্গা করি সাঙ্গে আনে ভ্রমরার গাঁঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গাঁজর [স গর্জর] *বি* গাজর; সবজিবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গাঁজলা [হি গাজ>] *বি* ফেনা। 'যেন স্ফটিক পেয়ালায় বাদশাহী মদের শেষ গাঁজলা।' *অবন*, ১৯২৫।

গাঁজা[১], **গাঁজানো** [হি গাজ>] *ক্রি* গেঁজে ওঠা; পচে ওঠা। 'সমাজ গাঁজিয়া উঠিয়া ভ্রষ্টাচাররূপ জঘন্য তাড়ি উৎপন্ন করিতেছে।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'আমার মোদো রক্ত গাঁজিয়ে উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

গাঁজা[২] [স গঞ্জিকা; হি গাঁজা] **১** *বি* সিদ্ধি গাছের জটা থেকে তৈরি মাদক-বিশেষ। 'গাঁজাখোর রাজপুত।' *ভারত*, ১৭৬০; *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'তামাক গাঁজা ভাঙ্গ চরস বিক্রি হইতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* মিথ্যা। 'অথবা হয়ত ভেবেছে সমস্তটাই গাঁজা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গাঁজাখুরি, গাঁজাখুরী [গাঁজা+ফা খোর>] **১** *বি* আজগুবি। 'গাঁজাখুরী ঝকমারি সবলোট ইত্যাদি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচুর্য্য হেতুক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বিণ* ভিত্তিহীন। 'মারণ, উচাটন, বশীকরণ – এগুলো কি বেবাক গাঁজাখুরি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

গাঁজাখোর [গাঁজা+ফা খোর>] *বিণ* গাঁজায় নেশাগ্রস্ত। 'গাঁজাখোর রাজপুত।' *ভারত*, ১৭৬০।

গাঁজাখোরি, গাঁজাখোরী [গাঁজা+ফা খোর>] *বিণ* অবিশ্বাস্য। *বিদ্যা*,

১৮৯১; 'গাঁজাখোরী গল্প তোমার কেটা বিশ্বাস করব?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গাঁজাগুল *বি* অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য গল্প। 'না জানে ইতিহাস না পারে ছড়াতে গাঁজাগুল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গাঁজাগাঁজি *বি* ঠাসাঠাসি। 'স্ত্রীকে লইয়া সে গাঁজাগাঁজি করিয়া বাস করিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গাঁট [স গ্রন্থি] **১** *বি* হাড়ের জোড়া বা সন্ধিস্থল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* বস্তা; প্যাটরা; বান্ডিল। 'মহাশয়ের সমীপে আট গাঁট নরকপাল প্রেরণ করিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বি* ট্যাঁক। 'শেষে গাঁট থেকে কিছু বার কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৪** *বি* পুঁটলি। 'দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে।' *জসীম*, ১৯২৭।

গাঁটওঠা *বিণ* গিঁঠ উঠেছে এমন। 'আঁকাবাঁকা গাঁটওঠা আঙুলে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ...।' *হাসান*, ১৯৭৪।

গাঁটওয়ালা *বিণ* গাঁট আছে এমন; গ্রন্থিল। 'উঁচু গাঁটওয়ালা লাঠিগুলো বন বন করে মৌমাছিদের মত ঘুরতে শুরু করেছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

গাঁটকাটা, গাটকাটা [স গ্রন্থি>] **১** *বি* পকেটমার। 'দু ভরি রূপো গাঁটকাটায় ক্যেটে নিয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'কয়েকজন জুয়াড়ি, গাটকাটা ও পকেটমারও আসিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫। **২** *বি* পকেটমারা। 'বুড়ো বয়সে গাঁটকাটা ব্যবসা ধরবে নাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *ক্রি* নিঃস্ব করা। 'মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গাঁটছড়া [স গ্রন্থি>+স ছল্ল>] **১** *বি* হিন্দু-বিয়েতে বরের চাদরের খুঁটের সঙ্গে কনের শাড়ির আঁচলের প্রান্ত বেঁধে দেওয়া। 'পুরোহিত মহাশয় দুইজনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮১। **২** *বি* মিত্রতা। 'আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। *দ্র* **গাঁটি ছড়া**

গাঁটবন্দী [স গ্রন্থি>] *বি* বস্তাবন্দী। 'কলিকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া ... চড়া দামে বিকাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

গাঁটবাঁধা [স গ্রন্থি+স বন্ধ] *বিণ* পুঁটলি করে বাঁধা। 'আমার গাঁটবাঁধা চাদরের কোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গাঁটের পয়সা-কড়ি *বি* নিজের জমানো টাকা পয়সা। 'ক্রমে গাঁটের পয়সা-কড়ি ফুরাইয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গাঁটরি, গাঁটরী [স গ্রন্থি>] *বি* কাপড় দিয়ে বাঁধা পুঁটলি। 'কখন ধোবার গাঁটরি বহ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'বস্তার মতো বড় একটা গাঁটরী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

গাঁটরী-পেটরা *বি* বোচকা-বুচকি। 'হাটের শেষে গাঁটরী-পেটরা বাঁধিয়া তাঁহারা বাড়ী গেলেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

গাঁটি, গাঁটী [স গ্রন্থি] *বি* কাপড় অথবা সুতার বস্তা। 'গাঁটীতে খোরমা ছিল অল্প অল্প খাই।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'গাঁটি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'এক গাঁটি পাট দিয়া ঢাকিয়া অগ্নি প্রদান করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

গাঁটি ছড়া [স গ্রন্থি>+স ছল্ল] *বি* গাঁটছড়া; হিন্দুবিয়েতে বরের চাদরের সঙ্গে কনের শাড়ির আঁচলের গিঁট বাঁধা। 'পরে গাঁটি ছড়া বাঁধিয়া এই মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করিবে ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গাঁট্টা [হি গট্টা] *বি* হাত মুঠি ক'রে আঙুলের গাঁট দিয়ে আঘাত। **গাঁট্টা মারা** [হি গট্টা+মারা] *ক্রি* ঘুষি মারা। 'খাট্টা মেজাজ গাঁট্টা মারিছে দেশ-শত্রুর গিঁঠে গিঁঠে!' *নজরুল*, ১৯২৮।

গাঁট্টাগুট্টা [হি গট্টা>] *বিণ* বেঁটে, মোটা ও হৃষ্টপুষ্ট। 'ছাই রঙের গাঁট্টাগোট্টা গুণ্ডা প্রবলা।' *হাসান*, ১৯৬৯।

গাঁঠ [স গ্রন্থি] **১** *বি* গাঁটি নামক সবজি। 'গাঁঠেতে মাছুর বিষ খাইলে সে মরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* শরীরের বিভিন্ন অস্থিসন্ধি। 'গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৩** *বি* গাছের কাণ্ডের ভাঁজ; জোড়া। 'তাদের খোপে খোপে গাঁঠে গাঁঠে পাখি বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বি* পকেট। 'গাঁঠের পানে গাঁঠ-কাটারা দৃষ্টি হানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৫** *বি* বন্ধন। 'দুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৬** *বি* বান্ডিল; বস্তা। 'গাঁঠ গাঁঠ বিলাতী বস্ত্রের ভার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

গাঁঠ-কাটা *বি* পকেটমার। 'গাঁঠের পানে গাঁঠ-কাটারা দৃষ্টি হানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

গাঁঠবাঁধা [স গ্রন্থি>] *বিণ* দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। 'পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠবাঁধা হয়ে থাকল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গাঁঠে গাঁঠে *ক্রিবিণ* গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। 'গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

গাঁঠরি [স গ্রন্থি] *বি* পুঁটলি। 'ও বিষ গাঁঠরি করা না যায় হরা।' *লালন*, ১৮৯০।

গাঁঠরি টানা [স গ্রন্থি>] *বি* তল্পিবাহক। 'আমার হ'ল কামলোভী মন হলাম মদনরাজার গাঁঠরি টানা।' *লালন*, ১৮৯০।

গাঁঠা [স গ্রন্থি>] *বি* গহনা শব্দের অনুকার শব্দ; গাঁটি। 'গহনা গাঁঠা বড় লেঠা ভাল না আশ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গাঁঠি [স গ্রন্থি] **১** *বি* পুটুলি। 'প্রভু বলে দেখিলাম গাঁঠি দশ ঠাঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* গ্রন্থি। 'আইদ গাঁঠি উরধ গাঁঠি বস্ত্রগাঁঠি মূলে।' *রামাই*, ১৭১০। **৩** *বি* গিঁঠ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাঁড়ি [স গর্ত] *বি* গুহ্যদ্বার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাঁতা [স গ্রন্থন] *বি* কৃষকদের পরস্পর শ্রমবিনিময়ে চাষাবাদের ব্যবস্থা। 'মোরা গাঁতা দিতি তো নারাজ নই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গাঁতাঘর [স গ্রন্থন>] *বি* পুথির ভাণ্ডার। 'পীতার দোলাত আদী গাঁতাঘর হইতে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১১।

গাঁতি[১] [স গ্রন্থন] **১** *বি* এক ধরনের প্রজাস্বত্ব। 'এক্ষণে গাঁতি অর্থাৎ খোদকস্তা প্রজা এত ও পাইকস্তা এত।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* অল্প জোত-জমা। 'গাঁতিও যায় যায় হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গাঁতি জমা [গাঁতি+আ জমা] *বি* জমিদারির জমা। 'যেং গ্রাম ইজারদার ও গাঁতি জমা তাহার তাগাবি সরকার হইতে দেওনের আবশ্যক নাহি।' *রামরাম*, ১৮০২।

গাঁতিদার[১] [গাঁতি+ফা দার] *বি* এক ধরনের প্রজা; গাঁতির মালিক। 'অনেক গাঁতিদারও জাল ও জুলুমে ভাজাভাজা হইয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গাঁতি[২] [হি গৈংতী] *বি* গাঁইতি; শক্ত মাটি, কয়লা ইত্যাদি কাটার হাতিয়ার-বিশেষ। 'লাঠি, সড়কি, গাঁতি, মুগুর।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

গাঁতিদার[২] [হি গৈংতী+ফা দার] *বিণ* গাঁইতি ব্যবহারকারী; গাঁতি বা গাঁইতি দিয়ে কাজ করে এমন। 'গাঁতিদার কুলীদের একবার দেখে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

গাঁতের মাল *বি* চোরাই মাল। 'দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে – গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গাঁথন [স গ্রন্থন] **১** *বি* গাঁথনি; গাঁথুনি। 'দশ হস্ত পরিসর দেয়াল গাঁথন।'

রামরাম, ১৮০১। ২ *বি* মালা। 'আসবি তোরা গন্ধরাজের গাঁথন নিয়ে হাতে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬।

গাঁথনি, গাঁথনী [স গ্রন্থন] ১ *বিণ* গ্রন্থিত। 'ধনি অলপ বয়সী বালা জনু গাঁথনি পুহপ মালা।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। ২ *বি* মালা। 'এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি।' *দ্বিচণ্ডী,* ১৬০০; 'নৃপবালা পাবে স্তালা এ গাঁথনী ভালী।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০। ৩ *বি* নির্মাণ। 'ফটিকের গাঁথনি সুধমাণিকের চাকা।' *রূপরাম,* ১৭৫০। ৪ *বি* ইট দিয়ে কাঠামো নির্মাণের পদ্ধতি। 'পূর্ব্ব কালের গাঁথনি বড় শক্ত।' *দর্পণ,* ১৮১৮। ৫ *বি* বিন্যাস। 'ভাষায় সুন্দর রূপে গাঁথনি করিতে পারেন ...।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২। ৬ *বি* মাধুর্য। 'চিত্ত আপনারে পরাইতে চায় সুরের গাঁথনি।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩১। ৭ *বি* নির্মাণ প্রক্রিয়া। 'এখনো সংস্কার-কাজের গাঁথনি কাঁচা রয়েছে, এখনো পরিবর্তন চলবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭।

গাঁথা[1] [স গ্রন্থন>] ১ *ক্রি* তৈরি করা; নির্মাণ করা। 'সার চুনি চুনি হার জে গাঁথল।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০; 'এক বাষ্পীয় কল বসান যায় ও প্রণালী গাঁথা যায়।' *দর্পণ,* ১৮৩৩। ২ *বিণ* সংকলন করা। 'কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি।' *চণ্ডী,* ১৫৫০। ৩ *ক্রি* বিদ্ধ করা। 'সক্রোধিয়ে শেল মারে শূলে করে গাঁথে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১। ৪ *ক্রি* বড়শিতে আটকানো। 'অত বড় কাতলা গা ভাসান দিলে অনেকেই গাঁথবার চেষ্টায় ঘুরবে।' *গিরিশ,* ১৮৮৬। ৫ *ক্রি* যোগ করা। 'তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাঁথ নন্দনহার।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০। **গাঁথিআ** *ক্রি* গেঁথে। 'সে ফুল গাঁথিআ পরাব হার।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **গাঁথিয়া গাঁথিয়া** *ক্রিবিণ* বারবার রচনা ক'রে। 'নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭। **গাঁথিল** *ক্রি* গাঁথলো। 'তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেণুআ।' *বড়ু,* ১৪৫০। **গাঁথে** ১ *ক্রি* একত্র করে। 'সমভাগ, গাঁথে নাগ, কেশর ধাতকী।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০। ২ *ক্রি* বিদ্ধ করে। 'সক্রোধিয়ে শেল মারে শূলে করে গাঁথে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১। **গেঁথেছি** *ক্রি* তৈরি করেছি। 'যতনে কুসুম তুলি গেঁথেছি এ হার।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

গাঁথা[2] [স গ্রন্থন>] ১ *বিণ* গ্রথিত। 'রামপ্রসাদ বলে হৃদিস্থলে গুরুতত্ত্ব রাখ গাঁথা।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০। ২ *বিণ* আবদ্ধ। 'নদেয় সাধব আছে ইচ্ছা প্রেমঋণে গাঁথা।' *লালন,* ১৮৯০। ৩ *বিণ* রচিত। 'তোর গাঁথা গান।' *জসীম,* ১৯৩১।

গাঁথুনি [স গ্রন্থন>] ১ *বি* রচনা। 'পীযূষ প্রকাশে যেন পদের গাঁথুনি।' *মানিকরাম,* ১৭৮১। ২ *বি* গ্রন্থন। 'ইটের গাঁথুনি।' *জসীম,* ১৯৩৩।

গাঁদা [স গেন্দুক] *বি* ফুলবিশেষ। *ওগাঁ,* ১৭৮৫; 'সাজায়েছে গাঁদা-গাদা ডেক্সের উপরে।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

গাঁদা-হার [স গেন্দুক>+স হার] *বি* গাঁদা ফুলের মালা। 'প্রতি গেটে গাঁদা-হার কারিগুরি হাতে।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

গাঁদাল [স গন্ধভদ্রা] *বি* ভেষজগুণসম্পন্ন লতাবিশেষ। 'পচানী ঘাঁটার সাথে গাঁদাল পাতার ...।' *নজরুল,* ১৯৩১।

গাঁদি [গাদা>] *বি* ধুম। 'আজ নাচনের লেগেছে গাঁদি।' *নজরুল,* ১৯৩৩।

গাঁধি *বি* খোসা। 'ক্যাকড়ার গাঁধি, চিংড়ির দাঁড়া, ছিবড়ে পিঁপড়ে।' *জীবন,* ১৯৪৮।

গাগনিক [স] *বিণ* আকাশ সম্পর্কীয়। 'আট শত গাগনিক খণ্ড।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

গাগর [স গর্গরী] ১ *বি* মাছবিশেষ। 'মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।' *ভারত,* ১৭৬০। ২ *বি* কলসি। 'বারিবাহিনী দিকবালারা/ মাথায় মেঘের গাগর।' *মণীশ,* ১৯৩৯।

গাগরি, গাগরী [স গর্গরী] *বি* ঘড়া; কলসি। 'গাগরি বারি ঢারি করু পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।' *গোবিন্দ,* ১৬০০; 'সোনার গাগরী দিল বিষ ভরি।' *দ্বিচণ্ডী,* ১৬০০।

গাঙ [স গঙ্গা] *বি* নদী। 'ভাঙন ধরিলে গাঙে রাখে সাধ্য কার।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

গাঙচিল [স গঙ্গা+স চিল্ল] *বি* নদী এলাকায় বিচরণকারী চিলবিশেষ। 'জোড়া ভুরু ওড়া যেন আসমানে গাঙচিল।' *নজরুল,* ১৯২৫। দ্র **গাঙ্গচিল**

গাঙচিল-মন *বিণ* গাঙচিলের মতো উড়ন্ত মন। 'গাঙচিল-মন ঢেউয়ে ঢেউয়ে মেলে পাখা।' *মাহমুদ,* ১৯৬৩।

গাঙশালিক [স গঙ্গা-সারিকা] *বি* নদী এলাকায় বসবাসকারী শালিকবিশেষ। 'ধু ধু করে বালুচর সেথায় গাঙশালিকের ঘর।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

গাঙেপড়া *বিণ* নদীতে পতিত। 'গাঙেপড়া লোক যেমন করিয়া তৃণটি আঁকড়ি ধরে।' *জসীম,* ১৯২৯।

গাঙটি [স গ্রাম>] *বিণ* গ্রাম্যতাপূর্ণ। 'সঘনে নাড়িআ শির গাঙটি প্রবন্ধে ধীর ভাঁড়ু দত্ত কহে কানকথা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

গাঙিনী [স গঙ্গা] *বি* নদী। 'শূন্য যখন গাঙিনীর তীর।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১২।

গাঙুড় *বি* নদীবিশেষ। 'গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে।' *জীবন,* ১৯৩২।

গাঙ্গ [স গঙ্গা] ১ *বি* গঙ্গা। 'তোহ্মো গাঙ্গ বারানসী সরুপেসি জাণ।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *বি* নদী। 'গাঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

গাঙ্গচিল [স গঙ্গা+স চিল্ল] *বি* নদী এলাকায় বসবাসকারী চিলবিশেষ। 'পায়রা কপোত লিখি লিখে গাঙ্গচিল কুলিঙ্গ সালিকা ভেঠা টেঁঠারি কোকিল।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

গাঙ্গদাড়া [স গঙ্গা+স দণ্ড] *বি* মাছবিশেষ। 'গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।' *ভারত,* ১৭৬০।

গাঙ্গদেবি [স গঙ্গাদেবী] *বি* গঙ্গাদেবী। 'আগে জাএ গাঙ্গদেবি অন্তঃরিক্ষ পথে।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

গাঙ্গরি [স গঙ্গা>] *বি* নদী। 'ঘরখান ভাঙ্গিয়া ফালায় গাঙ্গরির জলে।' *বিজয়,* ১৬৫০।

গাঙ্গলী [স গঙ্গাকুল] *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভ বংশোদ্ভব বীরব্রত গাঙ্গলী।' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪।

গাঙ্গুড় [স গঙ্গা>] *বি* নদী। 'কলার মান্দাস ভাসে গাঙ্গুড়ের জলে।' *কেতকা,* ১৬৫০।

গাঙ্গুলী [স গঙ্গাকুল] *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'বাঙ্গাল গাঙ্গুলী গাঁই বেলডিহায় ঘর।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

গাঙ্গেয় [স] ১ *বিণ* গঙ্গা নদীর। 'স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি গাঙ্গেয়।' *মাইকেল,* ১৮৬১। ২ *বিণ* গঙ্গাতীরবর্তী। 'এই গাঙ্গেয় দেশই হচ্ছে প্রকৃত হিন্দুস্থান।' *প্রমথ,* ১৯২৫।

গাঙ্গোতা *বি* সম্প্রদায়বিশেষ। 'গনু মাহাতো, জাতি গাঙ্গোতা।' *বিভূতি,* ১৯৩৮।

গাচ [স গচ্ছ] *বি* গাছ। 'ডাঙ্গর দিগল গাচ।' *বিজয়,* ১৬৫০।

-গাচা – গাছা; প্রস্থ। 'হাতে চার গাচা করে সোনার দমদম।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭৪।

গাছ[1] [স গচ্ছ] *বি* বৃক্ষ। 'কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গাছ করা *ক্রি* গাছ লাগানো। 'তাহার চারিদিকে ফুলের গাছ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গাছকোমর বাঁধা *ক্রি* কোনো কাজের সময়ে কাপড়ের আঁচল কোমরে শক্ত ক'রে জড়ানো। 'গাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গাছগাছড়া [গাছ>] *বি* নানা জাতীয় গাছপালা ও লতাপাতা। 'রাজারাজড়া গাছগাছড়া কাঠকাঠরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'গাছ-গাছড়ার বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ... বাতাস দূর হইয়া যাইতে লাগিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

গাছ-গাছালি [গাছ>] *বি* গাছ-লতাপাতা ইত্যাদি। 'ঘন গাছ-গাছালির গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গাছড়া *বি* ভেষজ গুণবিশিষ্ট গুল্মাদি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গাছড়া নশরৎ আলী পেয়েছিলেন কিন্তু ফল কিছু পাননি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

গাছতলা [গাছ+স তল>] *বি* গাছের নীচের স্থান। 'নিন্দের আশেকে শুইয়া রহে গাছ তলা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গাছ-পাঁঠা *বি* কাঁচা কাঁঠাল; এঁচড়। 'আইজ নাড়ুর মা গাছ-পাঁঠা রানধছে!' *সুনীল*, ১৯৭০।

গাছপাকা [গাছ+স পক্ব>] **১** *বিণ* গাছে থাকতেই পেকেছে এমন। 'গাছপাকা মর্ত্তমান বর্ত্তমান চোকে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* পরিণত। 'আমাদের সমাজ যদি গাছপাকা হইয়া উঠিত তবে আর ভাবনা থাকিত না। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গাছপাথর [গাছ+স প্রস্তর>] *বি* ঠিক-ঠিকানা। 'তোমার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গাছপালা *বি* তরু-লতা-গুল্মাদি। 'পর্ব্বতের গাছপালা জ্বলিতেছে আছিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গাছ-পোঁতা *বি* বৃক্ষ-রোপণ। 'তোর এক গাছ-পোঁতা বাতিক হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

গাছ মরিচ [গাছ>] *বি* এক প্রকার মরিচ। 'সেং ভূমিতে তামাকু ও তুলা ও গাছ মরিচ ... সুন্দর জন্মিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল – কাজ শুরুর আগেই ফলভোগের উচ্চাশা। 'তুই মুখ্যু কি না, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল দিয়ে বসেছিস।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল – কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই ফল প্রত্যাশা। 'তুমি যে গাছে কাঠাল গোঁফে তেল গোছ কচ্ছ।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

গাছে গাছে *ক্রিবিণ* প্রতিগাছে। 'গাছে গাছে চাহে গোপি চাহে তরুতলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া – আশা দিয়ে পরে নিরাশ করা। 'যদি দুর্লভ করিয়া তোলা হয়, তবে গাছে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িয়া লওয়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গাছে নাই উঠিতে এক কাঁধি – কাজ শুরুর আগেই ফলের আশা। 'ওলো গাছে নাই উঠিতে এক কাঁধি।' *গৌর*, ১৮২২।

গাছেরও খাওয়া তলারও কুড়ানো – সব দিক দিয়ে লাভবান হওয়ার চেষ্টা। 'গুর্খারা গাছেরও খাইবেন, তলারও কুড়াইবেন।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

গাছের খাই তলার কুড়াই – সব দিক দিয়ে লাভের চেষ্টা। 'ভাবনা হলো গাছের খাই তলার কুড়াই মানসিকতা।' *শক্তি*, ১৯৬১।

গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া – কারও সর্বনাশ করে অর্থহীন উপকারের চেষ্টা করা। 'গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিতে বলে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গাছের ছ্যান *বি* খেজুর গাছ কাটার হাতিয়ার। 'হানরে লাঠি – হানরে কুঠার, গাছের ছ্যান আর রামদা ঘুরা।' *জসীম*, ১৯২৯।

-গাছ[2] – নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ। 'গঠিলে কামানচয় কতগাছ লোহার শিকলে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গাছর [স গর্জর] *বি* গাজর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

-গাছা – নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ। 'সবে মাত্র দুই গাছা খাড়ু ছিল হাতে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

-গাছি – নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ। 'দুগাছি সঙ্খ এড়ি কাড়িয়া পেলিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গাছি [গাছ>] *বি* খেজুর প্রভৃতি গাছে চড়ে গাছের উপযুক্ত স্থানে কেটে রস সংগ্রহকারী। 'রাজেকের মত অমন নামডাকওয়ালা গাছি ধারেকাছে ছিল না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

গাছু [গাছ>] *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'দ্বারকানাথ গাছু।' *সেবধি*, ১৮৪০।

গাছুনি [গাছ>] *বি* যারা খেজুর প্রভৃতি গাছে চড়ে গাছের উপযুক্ত স্থানে কেটে রস সংগ্রহ করে। 'তিন চারজন গাছুনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।' *জহির*, ১৯৬৪।

গাজ [ই] *বি* তুলা বা রেশমের তৈরি কাপড়বিশেষ। 'চীনদেশে ... গাজ, কার্পাস বস্ত্র, দুলিচা, কৃত্রিম পুষ্প ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

গাজণ [স গর্জন] *বি* চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হিন্দুদের শিব পূজার অনুষ্ঠান। 'গাজণ উপলক্ষে – ৭ দীন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬২।

গাজন [স গর্জন] **১** *বি* ধর্মরাজের উৎসব। 'সহিত গমনে জ্বাইল্য ধর্ম্মর গাজন।' *রামাই*, ১৭১০। **২** *বি* চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হিন্দুদের শিব পূজার অনুষ্ঠান। 'ষোল শত ভক্তা হৈল আদ্যের গাজনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বি* শিবের ভক্তগণ বা সন্ন্যাসীর দল। 'ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গাজনওয়ালা [গাজন+হি ওয়ালা] *বিণ* হিন্দুদের গাজন উৎসব আয়োজনকারী। 'যদ্যপি ঐ গাজনওয়ালা মহাশয়েরা গাজন না উঠান ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

গাজনতলা [গাজন+স তল>] *বি* গাজন উৎসবের স্থান। 'ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ি করে তুলেছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গাজর [স গর্জর] *বি* মুলার মতো কমলা রঙের সবজিবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কপি, সালগম, গাজর, বেদানা, পেস্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গাজা [স গর্জ>] *ক্রি* গর্জন করা; আস্ফালন করা। **গাজই** *ক্রি* গর্জন করে। 'তিণিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **গাজে** *ক্রিবিণ* আস্ফালন করে। 'অনুরবাজন জেমন বাজে মনাগ্রিঙ কন্নিকা কঙ্কণ গাজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গাজি, গাজী [আ] **১** *বি* ধর্মযুদ্ধে জয়ী। 'পশ্চিম দ্বারে রহে সৈয়দ উমর গাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গাজি পির। 'কোপে কহেন গাজী কাঁহাকা আম্বক পাজি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'কী করিবে বদর গাজি।'

লালন, ১৮৯০।

গাজি মিয়াঁর বস্তানি *বি* কাগজের বস্তা বা কাগজের বান্ডিল। 'একটা গাজি মিয়াঁর বস্তানি বা মধু মিয়ার দফতর হয়ে যাবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গাজির গান, গাজীর গান *বি* লোকসংগীতবিশেষ; গাজি পিরের মাহাত্ম্যসূচক গান। 'জারিগান আর গাজির গানেতে সারা গ্রাম চঞ্চল।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'গাজীর গানের সুর শুনে শুনে পরান যেমন করে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

গাজিত্ব, গাজীত্ব *বি* গাজির মর্যাদা। 'পালিয়ে গিয়ে গাজীত্ব লাভ করেছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গাজির গীত, গাজীর গীত *বি* গাজির গান; গাজি পিরের মাহাত্ম্যসূচক গানবিশেষ। 'জারিগান, গাজীর গীত ইত্যাদি।' *সওগাত*, ১৯২৯।

গাজোন [স গর্জন>] *বি* চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হিন্দুদের শিব পূজার অনুষ্ঠান। 'আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গাজ্যা [আ] *বি* গাজি। 'সাজে কত সেখ সৈয়দ অনেক আগু দলে ধায় গাজ্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গাঞা *দ্র* গাওয়া

গাঞী [স গ্রাম>] *বি* ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের গ্রামভিত্তিক পরিচয়। 'প্রত্যেকে দেখিয়েছিল এতকাল গাঞী, গোত্র, মেল।' *নীরেন*, ১৯৬১।

গাএন *বি* গায়ক। 'নারদ বীণাপাণি গাএন দ্বিজমুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গাটকাটা *দ্র* গাঁটকাটা

গাটা *ক্রি* স্থাপন করা। 'বড় ঝোল কামান গেটে খোশাল সকলে আছে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গাটাপার্চা [ই] *বি* মালয়ের গেটাহ পার্চা (প্যালাকুইয়াম গাট্টা) নামক গাছের রস থেকে তৈরি প্লাস্টিক ও রাবার জাতীয় পদার্থ। 'গাটাপার্চা পুতুলের হে চিকুর জননী।' *জীবন*, ১৯৩০।

গাটি [স গ্রন্থি] *বি* গ্রন্থি। 'ঠেলাঘাএ গাটি তবে বাউ যে ভরিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

গাটী [স গ্রন্থি] *বি* কাপড় অথবা সুতার বস্তা বা পোঁটলা। 'রেসম ২ গাটী করার করিয়া লইয়াছিলাম।' *মেয়ের্স*, ১৭৫৭; 'তোমার ছাব গাটী ভাঙ্গে নাহি।' *বোগল*, ১৭৭০।

গা-টেপাটেপি [গা+টেপা>] *বি* শরীরে মৃদু টিপ দিয়ে কোনো বিষয়ের প্রতি ইশারা। 'সবাই গা-টেপাটেপি করে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গাট্টা [হি গট্টা] *বি* মুষ্টিবদ্ধ হাত বা তা দিয়ে আঘাত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মাথায় একটা গাট্টা মারি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

গাট্টাগোট্টা *বিণ* খাটো ও স্থূল অথচ বলিষ্ঠ দৃঢ় অস্থি গ্রন্থিযুক্ত। 'এরা তাগড়া, গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

গাট্টা-মারা *বিণ* ঘুষির মতো। 'ঠাট্টাগুলোও গাট্টা-মারা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

গাট্টিবোচকা [হি গট্টা+তু বোগচহ] *বি* কাপড়ের টুকরা দিয়ে বাঁধা ছোটো বস্তা বা পুঁটলি। 'এই রহিল আপনার গাট্টিবোচকা।' *জসীম*, ১৯৬০।

গাঠ [স গ্রন্থি] *বি* সন্ধিস্থল। 'তৃতীয়াত বৈসে কাম পদের গাঠেত।' *সুলতান*, ১৭০০।

গাঠি [স গ্রন্থি] *বি* গিঁট। 'গাঠি ছোড়াইতে ছল করি সখীগণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গাঠুরি [স গ্রন্থি] *বি* বোচকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাঠ্যা [স গ্রন্থি] *বি* নারীর হাতের অলংকার-বিশেষ। 'দুইটা সোনার গাঠ্যা পাইল ইনাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গাড়[1] [স গর্ত] **১** *বি* গর্ত। 'গাড়ের ভিতর থাকি লুকাবারে জানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বৃক্ষের অংশবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* পশ্চাদ্ভাগ। 'সে সেই জন্তুর গাড়ে এমন কামাড়াইয়া ধরিত যে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

গাড়[2] [স গড্ডল] *বি* ভেড়া। 'আমরা সিভিল গাড়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গাড়ওয়ান [গাড়ি>] *বি* গাড়ির চালক। 'ওই যে রকম ঢাকার কুট্টি গাড়ওয়ান, এক ভদ্রলোককে ভি-শেপের গেঞ্জি উলটো পরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গাড়তা [স গাঢ়>] *বি* গভীরতা। 'অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাড়তা না স্ফুরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গাড়ন্ত *দ্র* গাড়া[2]

গাড়র [স গড্ডল] *বি* ভেড়া। 'ছাগল গাড়র পায় তাহারে মারিআ খায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গাড়ল [স গড্ডল] *বিণ* মূর্খ বা নির্বোধ। 'তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলোর কর্ম বোঝা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গাড়া[1] [স গর্ত] **১** *বি* অস্ত্রবিশেষ। 'বন কাটে দিআ গাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ছোটো ডোবা। 'বহুল ভন্দিল মূর্তি গাড়াতে পেলাই।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* গর্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ভুয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয়।' *ভারত*, ১৭৬০।

গাড়া[2] [স গর্ত] **১** *ক্রি* পুঁতে রাখা। 'কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* নিক্ষেপ করা। 'কুপেতে গাড়িআ পুত্র করিল সংহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *ক্রি* দেবে যাওয়া। 'রেণু মধ্যে সভানের পদ অতি গাড়ে।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *ক্রি* ভাঁজ করা। 'ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা হাঁটু গাড়ি।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৫** *ক্রি* পতিত হওয়া। 'গেড়ে গাঙ্গে রে ক্ষ্যাপা হাপুড় হুপুড় ডুব পাড়িলে।' *লালন*, ১৮৯০। **৬** *ক্রি* মাটির গভীরে প্রবেশ করা। 'যে ভিত শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল এতকাল।' *অবন*, ১৯২৫। **গাড়ন্ত** *ক্রি* পুঁতে ফেলে। 'নেজা হানি গজ সব ভূমিতে গাড়ন্ত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গাড়ি** *ক্রি* পুঁতে। 'কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **গাড়িআ** *ক্রি* নিক্ষেপ ক'রে। 'কুপেতে গাড়িআ পুত্র করিল সংহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গাড়িয়া** *ক্রি* পুঁতে। 'আমা সবাকারে তবে ডালিবে গাড়িয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **গাড়ে** **১** *ক্রি* পোঁতে। 'সতেক দুরে গাড়ে ঘরের চারি ভিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* দেবে যায়। 'রেণু মধ্যে সভানের পদ অতি গাড়ে।' *সুলতান*, ১৭০০। **গেড়ে** *ক্রি* পুঁতে রেখে। 'নহেত ময়দানে গেড়ে করহ নিশান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গাড়িয়া দেওয়া *ক্রি* কবর দেওয়া। 'গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।' *জসীম*, ১৯২৭।

গাড়েপাড়ে যাওয়া *ক্রি* গোল্লায় যাওয়া। 'পুজো-আচ্চা করবি, না গাড়েপাড়ে যাবি?' *তারা*, ১৯৪৬।

গেড়ে ফেলা *ক্রি* পুঁতে ফেলা। 'রাজা জানলে তোকে গেড়ে ফেলবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

গেড়ে বসা *ক্রি* স্থায়ী হয়ে বসা। 'এখানে গেড়ে বসবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

গাড়ি, গাড়ী [স গন্ত্রী>] **১** *বি* যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত যান। 'পাঁকে

গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাথী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'গাড়ি ফের স্বস্থানে লইয়া যা।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* মোটরগাড়ি। 'দেশের ধনী-মানীরা জন্মস্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতায় মোটরগাড়ি চড়িয়া ফিরিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

গাড়িওআলা, গাড়িওয়ালা, গাড়ীওয়ালা [গাড়ি+হি ওয়ালা] *বি* যে গাড়ি চালায়। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কুণ্ঠিত সে গাড়িওয়ালা গাছে বাঁধা।' *নজরুল*, ১৯৩৯; 'গাড়ীওয়ালা, দোকানদার থেকে শুরু করে ... সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

গাড়িখানা [গাড়ি+ফা খানাহ্] *বি* গাড়ি রাখার স্থান। 'ভাঙা গাড়িকে যখন গাড়িখানায় রাখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গাড়িঘোড়া [গাড়ি+স ঘোটক>] *বি* যানবাহন ইত্যাদি। 'সারথির সঙ্গে গাড়িঘোড়ার এমন অসামঞ্জস্য যে কী বলব!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গাড়িঘোড়া চড়া *ক্রি* সুখে থাকা। 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

গাড়িচাপা [গাড়ি+চাপা] *বি* গাড়ির নীচে পড়া। 'আপনি গাড়িচাপা পড়েছিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৩।

গাড়িজুড়ি [গাড়ি+মু জুড়ি] *বি* গাড়ি-ঘোড়া ইত্যাদি। 'তাহাদের ভোগ-বিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তকমা-চাপরাসের দ্বারা ঢাকা পড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গাড়িবারাণ্ডা [গাড়ি+প ভারান্ডা] *বি* ঘরের সামনে গাড়ি রাখার বারান্দা। 'গাড়িবারাণ্ডা থেকে বাবুর্চীখানা পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঠেল ধরলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গাড়িবারান্দা, গাড়ীবারান্দা [গাড়ি+প ভারান্ডা] *বি* ঘরের সামনে গাড়ি রাখার বারান্দা। 'গেটওয়ালা লোহার রেলিঙের মধ্যে আশুদের গাড়িবারান্দা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'গাড়ীবারান্দায় বড় একখানা মোটর গাড়ী।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গাড়ি ভাড়া [গাড়ি+স ভাটক] *বি* অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অন্যের গাড়ি ব্যবহার। 'মহাত্মারা সেলর ও গোরাদের গাড়ি ভাড়া করে ... ব্যাড়ান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গাড়ির ঘর *বি* গাড়ি রাখার ঘর। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

গাড়ির ঘোড়া *বি* গাড়ি টানার ঘোড়া। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

গাড়ির নিশান *বি* যে পথ দিয়ে গেছে সেই পথে গাড়ির চাকার দাগ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

গাড়িসমেত *ক্রিবিণ* গাড়িসহ। 'বোঝাই গাড়িসমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গাড়িয়া [স গর্ত] *বি* গর্ত। 'মাটির গাড়িয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাড়িয়ান [স গন্ত্রী>+ফা -আন] *বি* গাড়ির চালক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাড়িয়াল *বি* গোরু অথবা মোষের গাড়ির চালক। 'ও কি গাড়িয়াল ভাই ...।' *আব্বাসউদ্দিন*, ১৯৩০।

গাড়ু [স গড্ডুক] *বি* লম্বা নলযুক্ত জলপাত্র। 'দুই দিকে আলবাটী জলে পুর্‌্যা গাড়ু ঘটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গাড়ুয়া [গণ্ডুক] *বি* গেড়ুয়া। 'খেলা বাড়ি হানিয়া গাড়ুয়া কৈল দূড়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গাড়োয়ান [স গন্ত্রী>] *বি* গাড়িয়াল; গোরু অথবা ঘোড়ার গাড়ির চালক। 'মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে – টিটকারি দিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গাড়োয়ানি, গাড়োয়ানী *বিণ* গাড়োয়ানের মতো; গাড়োয়ানসুলভ। '... জানিতে পারিলে এডিটরি কাম পরিত্যাগ করিয়া গাড়োয়ানি কাম লইতাম।' *প্রভাকর*, ১৮৫১; 'গাড়োয়ানী ফ্যাশানের দশ আনা ছ'আনা চুলের ওপরে চিমনী প্যাটার্নের সিল্ক টুপি পরে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

গাড়োয়াল *বি* ভারতের উত্তরাঞ্চলের গাড়োয়ান প্রদেশের অধিবাসী। 'এই গুর্খা আর তাদের ভায়রা-ভাই গাড়োয়াল।' *নজরুল*, ১৯২২।

গাঢাকা [গা+ঢাকা] *বিণ* গাঢ়। 'ক্রমে অন্ধকার গাঢাকা হয়ে এলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গাঢ় [স] **১** *বিণ* নিবিড়। 'জাএ খনে দিতহু আলিঙ্গন গাঢ়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সোহাগ চুম্বনে উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* নিবিষ্ট। 'আপন কারুণ্যে লোকের বৈরাগ্য-শিক্ষণ/ ভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* প্রবল। 'নামমাত্র বালা দেখি ইচ্ছা বড় গাঢ়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৪** *বিণ* দুর্ভেদ্য। 'ঘরের চারিদিগে গাঢ় চৌকি আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৫** *বিণ* প্রগাঢ়। 'ইউরোপীয়রা কখন সংস্কৃত বিদ্যা বিষয়ে গাঢ় সংস্কারাপন্ন হইতে পারেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৬** *বিণ* ঘন। 'অবশিষ্ট ভাগ গাঢ় হইয়া লোমকূপ সমুদায় রোধ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৭** *বিণ* গভীর। 'ভেদি অমা নিশীথের গাঢ় অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৮** *বিণ* গহন। 'নিশার কালিমা, গাঢ় সে তিমির তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৯** *বিণ* ঘনিষ্ঠ। 'সেই পথ, সেই পথ-চলা গাঢ় স্মৃতি।' *নজরুল*, ১৯২৬। **১০** *বিণ* উত্তম। 'তবুও পদ্মার রূপ একুশ রত্নের চেয়ে আরো ঢের গাঢ়।' *জীবন*, ১৯৩২। **১১** *বিণ* নিঝুম। 'আমার খোকন গাঢ় দুপুরে ঘুমাতো।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

গাঢ়চ্ছায়া [স] *বি* গভীর ছায়া। 'বনভূমি গাঢ়চ্ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আসুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গাঢ়তম [স] **১** *বিণ* অতিশয় গম্ভীর। 'স্বর ক্রমেই গাঢ়, গাঢ়তর, গাঢ়তম হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বিণ* অত্যন্ত ঘনীভূত। 'আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড়কুন্তলসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গাঢ়তর [স] **১** *বিণ* স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঘন। 'জল ... কিঞ্চিৎ গাঢ়তর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **২** *বিণ* গম্ভীরতর। 'স্বর ক্রমেই গাঢ়, গাঢ়তর, গাঢ়তম হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

গাঢ়তা [স] **১** *বি* ঘনত্ব। 'তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* তীব্রতা। 'বরঞ্চ তার গাঢ়তা ঢের বেশি বেড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গাঢ়নীল [স] *বিণ* ঘন নীল; ইন্ডিগো; নেভি ব্লু। 'আর এক দিকে গাঢ়নীল সমুদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গাঢ়বন্ধ [স] *বিণ* দৃঢ়তাযুক্ত। 'ভাষাকে যতদূর সম্ভব গাঢ়বন্ধ, গম্ভীর ও গতিশীল করার চেষ্টা পেয়েছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গাঢ়স্নেহ [স] *বি* নিবিড় স্নেহ। 'গাঢ়স্নেহ/ চক্ষু দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গাঢ়ান্ধকার [স গাঢ়-অন্ধকার] *বি* ঘন অন্ধকার। 'রজনী গাঢ়ান্ধকার হইলে ... নিজমন্ত্র সাধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

গাঢ়াসক্ত [স গাঢ়-আসক্ত] *বি* অতি আসক্তি। 'গাঢ়াসক্তে পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গাঢ়া [স গর্ত>] *বি* নিচু ভূমি। 'উঠছে আলে নামছে গাঢ়ায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

গাণপত্য [স] ১ *বিণ* গণেশ সম্বন্ধীয়। 'গিরিজাপুত্র দ্বারা গাণপত্য মত ও বটুকনাথ দ্বারা ভৈরব উপাসনা প্রচারিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* গণেশের উপাসক। 'অবশিষ্ট দুই প্রকারের উপাসকের নাম সৌর ও গাণপত্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গাণিতিক [স] ১ *বিণ* গণিত বিষয়ক। 'গাণিতিক নিয়মগুলো জটিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* গণিতের। 'আজ মানুষের চরম ভৌতিক উপলব্ধি পৌঁছল গাণিতিক চিহ্নসংকেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৩ *বি* গণিতজ্ঞ। 'তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ গাণিতিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

গান্টি [স গ্রন্থি] *বি* বন্ধন; গিঁট। 'কটির কাপড় গান্টি কতবার খোলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গাণ্ডার [স গণ্ড>] *বি* গণ্ডার; প্রাণীবিশেষ। 'গাণ্ডারের বাচ্চা আসিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

গাণ্ডিব, গাণ্ডীব [স] *বি* ধনুক। 'ধর্মপুত্র নৃপমণি জথা ভীম গদাপাণি গাণ্ডিব ধরেন ধনঞ্জয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বাম করে গাণ্ডীব – কোদণ্ডোত্তম।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

গাণ্ডী [স গাণ্ডি] *বি* ধনুক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাণ্ডীব দ্র **গাণ্ডিব**

গাত[1] [স গাত্র] *বি* শরীর। 'পুলকে ভরয়ে গাত।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

গাত[2] [স গর্ত] *বি* গর্ত। 'হেন কালে সর্প তথা গাতেথু নিকলি মাথা।' *সুলতান*, ১৭০০।

গাতর [স গাত্র] *বি* শরীর; গা। 'পাঞ্চ পাটের নাত্ত গাতর ভরা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গাতী [স গর্ত] *বি* গর্ত। 'ভব বিংদারঅ মুসা খণঅ গাতী।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

গাথান *বি* ঝড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাত্র [স] *বি* দেহ; গা। 'সফল উভয় নেত্র লোমাঞ্চসিঞ্চিত গাত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গাত্রকণ্ডু [স] *বি* শরীরের চুলকানি। 'গাত্রকণ্ডু হৈলা রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গাত্রগন্ধ [স] *বি* শরীরের ঘ্রাণ। 'নবজাত শিশুর গাত্রগন্ধে পেয়েছি প্রথম আষাঢ়ের ভিজে মাটির গন্ধ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গাত্রঘাম [স গাত্রঘর্ম] *বি* গায়ের ঘাম। 'রইবে শুধু বোঁটকা খানিক গাত্রঘাম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গাত্রচর্ম, গাত্রচর্ম্ম [স] *বি* গায়ের ত্বক। 'গাত্রচর্ম্ম ঘর্ষণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

গাত্রদাহ [স] *বি* মানসিক যন্ত্রণা। 'কটু কথা উক্ত করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

গাত্রধৌতার্থ *ক্রিবিণ* স্নান করার জন্য। 'সমীপবর্ত্তিনী পুষ্করিণীমধ্যে গাত্রধৌতার্থ গমন করিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫

গাত্রনিঃসৃত [স] *বিণ* শরীর থেকে নির্গত। 'ইহাদের গাত্রনিঃসৃত দুগ্ধবৎ রস হইতে তার্পিণ তৈল ও ধূনা প্রস্তুত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গাত্রপাত [স] *বি* শরীর স্থাপন। 'শয্যাতে গাত্রপাত করিয়া কাল হরণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

গাত্রবর্ণ [স] *বি* ত্বকের রং। 'গাত্রবর্ণ কালো হয়ে যায়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

গাত্রবস্ত্র [স] *বি* গায়ের কাপড়। 'লোমে গাত্রবস্ত্র ও তাম্বু প্রস্তুত করে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

গাত্রময় [স] *বিণ* শরীরময়। 'গাত্রময় লোমাবলি প্রযুক্ত তাহারা শীত দ্বারা ক্লিষ্ট হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

গাত্রমার্জন [স] *বি* গা-মোছা। 'গামছা দিয়ে গাত্রমার্জন প্রথা প্রচলিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গাত্রমার্জনী, গাত্রমার্জ্জনী [স] *বি* যা দিয়ে গা মোছা হয়; গামছা। *সেবধি*, ১৮৩৯।

গাত্রস্পর্শ [স] *বি* গা ছোঁয়া। 'গাত্রস্পর্শপূর্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গাত্রস্থিত [স] *বিণ* গায়ে আছে এমন। 'পুত্রদিগের অমানুষিকতায় গাত্রস্থিত অলংকারগুলি পরায়ত্ত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গাত্রাচ্ছাদন [স গাত্র+আচ্ছাদন] ১ *বি* শরীরের আবরণ। 'প্রবাল কীটদিগের সেইরূপ গাত্রাচ্ছাদন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* পোশাক। 'সেখানকার একটি গাত্রাচ্ছাদন তুলে নিয়ে আসি তা হলে কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গাত্রাবরণ [স গাত্র-আবরণ] *বি* বস্ত্র। 'মেঝের উপর পরিত্যক্ত গাউন পেটিকোট প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বিক্ষিপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গাত্রাবাস [স গাত্র-আবাস] *বি* পোশাক। 'এই লহো মোর আশীর্বাদসহ আমার গেরুয়া গাত্রাবাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

গাত্রোত্থান [স গাত্র-উত্থান] ১ *বি* শয্যাত্যাগ। 'অতিপ্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া ...।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বি* আসন ত্যাগ। 'বাবু গাত্রোত্থান করেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* জাগরণ। 'সূচনা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন না কেন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

গাত্রোত্থান করা *ক্রি* শয্যা ত্যাগ করা। 'গাত্রোত্থান করিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র যাও।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

গাথ [স গাথা>] *বি* গাথা। 'দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল গাথ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গাথক [স] *বি* পালার গান রচয়িতা এবং গায়ক। 'গাথকগণের মৃদু মধুর মনোহর সুস্বর।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

গাথনি [স গ্রন্থ>] ১ *বিণ* গ্রন্থিত। 'কণ্ঠে কনকহার হিরায় গাথনি জার কার সঙ্গে দিব বা উপাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ইটের সঙ্গে ইট গাঁথা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

গাথা[1] [স গ্রন্থন>] *ক্রি* মালা গাঁথা। 'মালতী ফুল গাথিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গাথা[2] [স] ১ *বি* বর্ণনা। 'অতএব শুনিলাম হরিগুণ গাথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* স্তুতিমূলক গান। 'দক্ষযজ্ঞভঙ্গ কথা প্রথমে রচহ গাথা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* সংগীত। 'গাথা শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ সঙ্গীত বা গেয়-শ্লোক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৪ *বি* কবিতা। 'কত-না আশ্চর্য গাথা, অপূর্ব কাহিনী, যত কিছু রচিয়াছে যত কবিগণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৫ *বি* বৃত্তান্ত। 'রাজার চিত্তে কৌতুক হল শুনিতে সাধুর গাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

গাথিলুঁ [স গ্রন্থন] *ক্রি* গাঁথলাম। 'গাথিলুঁ ফুলের মালা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

গাদ [স কর্দ] ১ *বি* তলানি। 'নইলে তাঁদের গাদে পড়ে থাকতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৫। ২ *বি* তরল পদার্থের উপরে ভেসে ওঠা ময়লা। 'তেলের গাদমাখা পাত্র।' *মানিক*, ১৯৩৬।

গাদমাখা [স কর্দ+মাখা] *বিণ* গাদ লেগে আছে এমন। 'তেলের গাদমাখা পাত্র।' *মানিক*, ১৯৩৬।

গাদন [হি গাদনা] ১ *বি* চাপাচাপি। 'দাদনের গাদনে বাঁধনের ছাদনে ভিটে মাটি চাটি সার।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। ২ *বি* প্রহার। 'নীলের দাদন, ঠেঙ্গার গাদন, বাঁধন চমৎকার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* নিষ্পেষণ। 'নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৪ *বি* অত্যাচার। 'নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে দাদন, গাদন ও শামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গাদনি [হি গাদনা] *বি* চাপিয়ে দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গাদা[1] ১ *বি* বোঝা; রাশি; গুচ্ছ। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* স্তূপ। 'পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ৩ *বি* খড়ের স্তূপ। 'কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে।' *শরৎ*, ১৯২৬।

গাদা গাদা ১ *বিণ* অগণিত। 'পাঞ্জাবীরা গাদা গাদা রেস্তোরাঁ খুলেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। ২ *বিণ* স্তূপ স্তূপ। 'গাদাগাদা ছাই শুধু।' *পাশা*, ১৯৭১।

গাদাগাদি [গাদা>] *ক্রিবিণ* চাপাচাপি ক'রে; ঠেসাঠেসি ক'রে। 'ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গাদা-গোদা *বিণ* মোটাসোটা। 'গাদা-গোদা হাব্দা-হোব্দা জর্মন আর ডাচ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গাদা[2] [স গর্দভ] *বি* গাধা। 'গাদা সকল ভার বইতে পারেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

গাদা বন্দুক [আ গাদ+তু বন্দুক] *বি* দীর্ঘ বাঁটের বন্দুকবিশেষ, যাতে ঠেসে গুলি ভরতে হয়। 'গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গাদারা *বি* কীটের প্রজাপতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাদালি [হি গাদা>] *বিণ* রাশি রাশি। 'ঝড়ে যেন গাদালি পড়িছে কলাগাছ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গাদি, গাদী ১ *বি* স্তূপ। 'খামারে গিয়া খোলায় আমাড়া ধান্যের গাদির আড়ে মেইর নিকটে লুকাইয়া থাকিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'হরলাল গাদি।' *সেবধি*, ১৮৪০। ৩ *বি* বোঝা। 'খাতার গাদি ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।' *জীবন*, ১৯৩৩। ৪ *বি* ভিড়। 'গাদি করবেন না এক মুরায়।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

গাধা [স গর্দভ] ১ *বি* চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ; গর্দভ। 'উট গাধা খেম খাবে রাজার নফর হবে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গালিবিশেষ। 'শূয়র! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত ক'রে ভূত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৩ *বিণ* নির্বোধ। 'তুই পালা না – গাধা কোথাকার!' *শরৎ*, ১৯১৭।

গাধাখাটুনি [গাধা+খাটুনি] *বি* গাধার মতো অনবরত পরিশ্রম। 'এত গাধাখাটুনির মাঝেও সেই একান্ত অন্ধস্মৃতিটার ব্যথা ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গাধাবোট [গাধা+ই বোট] *বি* ইঞ্জিনবিহীন ভারবাহী নৌকা। 'বোঝাই-ভরা গাধাবোটটাকে স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

গাধামি [গাধা>] *বি* বোকামি। 'তা হলে আরো গাধামি হত।' *জীবন*, ১৯৩২।

গাধার টুপি *বি* শাস্তিস্বরূপ মাথায় পরানো অবমাননাকর টুপি। 'হেডমাস্টার ... তাহার মাথায় গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্মাহত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গাধিনি [গাধা>] *বি* মাদি গাধা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাধী [গাধা>] *বি স্ত্রী* মাদি গাধা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গান [স] ১ *বি* সংগীত। 'বংশ বাজাওঁ গানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্তুতি। 'বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* সুমধুর ধ্বনি বা রব। 'বিহঙ্গম সকল মধুর স্বরে মনের সুখে গান করিয়া পথিকের মন হরণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বি* পদাবলি। 'বৈষ্ণবের গান, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৫ *বি* সুর। 'গানের ঝরনাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। ৬ *বি* স্মৃতি। 'গান আমার যায় ভেসে যায়, চাসনে ফিরে, দে তারে বিদায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৭ *বি* উপহার। 'দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

গানওয়ালা *বি* গান রচনা করে যে। 'গান সম্বন্ধে যে কর্তৃত্ব গান-রচয়িতার, আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বখরা করিয়া লইয়াছে, গানওয়ালা আর গাহনেওয়ালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

গান করা *ক্রি* গান গাওয়া। 'উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

গানখানি *বি* একটি গান। 'গুণহীনের গানখানি আজ বাজল তোমার প্রেমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

গান গাওয়া ১ *ক্রি* সংগীত পরিবেশন করা। 'সারা দিন বসে পাশে/ একটি শুধু আদরের গান গায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* গর্জন করা। 'গান গায় যেখানে সাগর তার জলের উল্লাসে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

গানটান *বি* গান ইত্যাদি। 'ওঁর কাছে গিয়ে একটু গান-টান গেয়ে শোনালে উনি ভালো থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গান ধরা *ক্রি* গান গাইতে শুরু করা। 'ধরতার সময় পার হইয়া গেল, তবু নিতাই আর গান ধরিল না।' *তারা*, ১৯৪২।

গান বাঁধা *ক্রি* গান রচনা ক'রে তাতে সুর দেওয়া। 'নূপুরশিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গানবাজনা [স গান+বাদন] *বি* সংগীতানুষ্ঠান; বাদ্যযন্ত্রসহ গান পরিবেশন। 'আমোদ দেবার জন্য সেখানে গিয়ে গানবাজনা করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গানব্যবসায়ী [স] *বি* পেশাদার সংগীতশিল্পী। 'গানব্যবসায়ীর চরিত্রের সঙ্গে জড়িত করে গানবিদ্যাটিরই পবিত্র রূপকে বীভৎস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গানভোলা [স গান+ভোলা] *বিণ* গান ভুলে গেছে এমন। 'গানভোলা তুই গান ফিরে নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

গানমুজরো [স গান+আ মুজরা] *বি* গান-বাজনা। 'গানমুজরো না ভালোবাসে তা নয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

গান-রচন [স] *বি* গান লেখা। 'আজও মালা হয়নি গাঁথা হয়নি আজও গান-রচন।' *নজরুল*, ১৯২৯।

গানশক্তি [স] ১ *বি* গান রচনার প্রতিভা। 'গানশক্তি ও কবিতাশক্তি অতিশয় ছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* সংগীতচর্চার সামর্থ্য। 'আমাদিগকে গান-শক্তি ও পরিহাসপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

গানশাস্ত্র [স] *বি* সংগীত বিষয়ক বিদ্যা। 'তিনি গান-শাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়।' *অক্ষয়* ১৯৪৮।

গান সাধা *ক্রি* গান অনুশীলন করা। 'একসঙ্গেই গান সাধিত।' *জসীম*, ১৯৬৪।

গানহীন [স] *বিণ* নিস্তব্ধ। 'প্রাণহীন গানহীন/ পুতলির মতো বসে

রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গানারম্ভ করা [স গান-আরম্ভ+করা] *ক্রি* গান শুরু করা। 'আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রথমতঃ বাগবাজারবাসিরা গানারম্ভ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

গানাসক্ত [স গান-আসক্ত] *বিণ* সংগীতে আসক্তি আছে এমন। *সেবধি*, ১৮৩৯।

গানেওয়ালা [স গান+হি ওয়ালা] *বি* গায়ক। 'ভালো গানেওয়ালা না হইলে মেলায় চলিবে না।' *তারা*, ১৯৪২।

গানেওয়ালী [স গান+হি ওয়ালী] *বি* গায়িকা। 'কোনো গানেওয়ালী নাচনেওয়ালী ছ'মাসের বেশী টিকতে পারে না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গানে গানে *ক্রিবিণ* ধারাবাহিক বিভিন্ন গানের মাধ্যমে। 'সকল দেহ পূর্ণ হোলো গানে গানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গানের ফুল *বি* গানরূপ ফুল; সুর। 'আমার গানের ফুল ছড়িয়ে যাই গো।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

গানের মহাদেশ *বি* গীতময় পরিবেশ। 'আকাশ পুরিয়া যাবে শেষ, উঠিবে গানের মহাদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

গানবোট [ই] *বি* কামান বা ক্ষেপণাস্ত্রবাহী যুদ্ধজাহাজ। 'চওড়া খালের মধ্যে গানবোট নিয়ে ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

গানা [হি] *বি* গান। 'থিয়েটার গান, ফিলমি গানা পর্যন্ত ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

গান্থা [স গ্রন্থন>] *ক্রি* গাঁথা। 'এক করী গান্থিল মদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গান্থি** *ক্রি* গেঁথে। 'রতিরণে জয়ধুনী/ করএ কিঙ্কিণী তাক গান্থি বান্ধিল মাঝে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গান্থিআঁ** *ক্রি* গেঁথে; গ্রথিত ক'রে। 'আঅর গান্থিআঁ নৈল মাহলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গান্থিল** *ক্রি* বিদ্ধ করলো। 'এক করী গান্থিল মদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গান্ধর্ব, গান্ধর্ব্ব [স] *বি* হিন্দু পুরাণে বর্ণিত স্বর্গের গায়ক। **গান্ধর্ব বিবাহ, গান্ধর্ব্ব বিবাহ** [স] *বি* নারী-পুরুষের পরস্পরের সম্মতিতে সংগঠিত হিন্দু বিবাহরীতি। 'মাধব ঐ কন্যাকে দেখিয়া পাগলের ন্যায় হইয়া তাহার সহিত গান্ধর্ব্ব বিবাহ অর্থাৎ বলাৎকার করিতে উদ্যত হইলে ...।' *গৌর*, ১৮২২।

গান্ধর্ব বিধান [স] *বি* নারী-পুরুষের পরস্পরের সম্মতিতে সংগঠিত হিন্দু বিবাহরীতি। 'রাজকুমার ও রাজকুমারী সহচরীদিগকে সাক্ষী করিয়া গান্ধর্ব বিধানে, দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গান্ধর্বশাস্ত্র, গান্ধর্ব্বশাস্ত্র [স] *বি* সংগীতবিদ্যা। 'এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্বশাস্ত্র ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

গান্ধর্বীকলা [স] *বি* সংগীতবিদ্যাবিশেষ। 'গান্ধর্বীকলার নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গান্ধার [স] **১** *বি* প্রাচীন দেশবিশেষ; কান্দাহার। 'গান্ধার রাজ্য অধিকার ও ম্লেচ্ছদেশে আধিপত্য করিবার প্রসঙ্গ উল্লেখিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর 'গা।' 'ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৩** *বিণ* গান্ধার দেশজাত। 'যত রকমের মূর্তি চান, গান্ধার-শৈলীর যত উদাহরণ চান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গান্ধারি, গান্ধারী [স গান্ধার>] **১** *বি* আশাবরী ঠাটের রাগবিশেষ। 'গান্ধারি রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দীপকা গান্ধারী বেলাবলির গমন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* গান্ধারজাত। 'গান্ধারি মেষের ন্যায় রোমস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গান্ধারীয় [স] *বিণ* গান্ধার দেশের। 'গ্রীকগ্রন্থকর্ত্তা ... গান্ধারীয় জাতিবিশেষের নিবাস উল্লেখ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গান্ধি, গান্ধী *বি* গুজরাটী বংশনামবিশেষ। 'ইহার উদ্ভাবক ভারতের আদর্শ কৃতী সন্তান মহাত্মা গান্ধী।' *এসলাম*, ১৯২০।

গান্ধিক্যাপ [গান্ধী+ই ক্যাপ] *বি* মহাত্মা গান্ধী যে-ধরনের টুপি পরতেন, সে রকমের টুপি। 'হিন্দু সাজে গান্ধিক্যাপে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গান্ধীবাদ [গান্ধী+স বাদ] *বি* মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ। 'জিন্না যেহেতু বিমুখ গান্ধীবাদে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

গান্ধিবাদী [গান্ধী+স বাদী] *বিণ* মহাত্মা গান্ধীর অহিংস মতবাদে বিশ্বাসী। 'গান্ধিবাদী নই, তবু হিংসাকে ডরাই ...।' *শামসুর*, ১৯৭২।

গান্ধীটুপি [গান্ধী+টুপি] *বি* মহাত্মা গান্ধী যে-ধরনের টুপি পরতেন সেই ধরনের টুপি। 'সাধারণ লোকদিগকে অম্লান বদনে গান্ধীটুপি পরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।' *দর্শন*, ১৯২১।

গান্ধীভক্ত [গান্ধী+স ভক্ত] *বিণ* গান্ধীজীর ভক্ত। 'বেজায় গান্ধীভক্ত এবং কট্টর কংগ্রেসী।' *সাদত*, ১৯৬৭।

গাপ [আ গায়িব] *বিণ* অদৃশ্য। 'রানি কোথায় গাপ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গাপুস গুপুস [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত খাওয়ার ভাবব্যঞ্জক শব্দ। 'গাপুস গুপুস একলাই খাও হাপুস হুপুস।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গাফলাত, গাফলত [আ গাফিলত] *বি* ঔদাসীন্য। 'গাফলত।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'মোছলমানেরা খাবে গাফলাতে আরামে ঘুমাইতেছিলেন।' *এসলাম*, ১৯১৭; 'শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

গাফলতি, গাফলতী [আ গাফিলত>] **১** *বি* অবহেলা। 'তুমি বাজে কাজে মন দিয়া পার্চেজে করছ গাফলতি।' *মনসুর*, ১৯৫৫। **২** *বি* অলসতা। 'গাফলতি হলে শুধু যে নিজের বুদ্ধিই বিপথগামী হয় তা নয়।' *উমর*, ১৯৬৭। **৩** *বি* ফাঁকি। 'কর্তব্যে গাফলতী দেখা দিলে।' *উমর*, ১৯৬৮।

গাফলিয়ত [আ গাফ্লিত] *বি* অবহেলা। 'গাফলিয়তের ঘুমে যখন/ গ্রামের সবাই রয় ঘুমিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গাফিলত [আ] *বি* অবহেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

গাফিলতি, গাফিলতী [আ গাফিলত>] *বি* ফাঁকিবাজি; অবহেলা। 'জে জে তাতি গাফিলতিতে কিস্তি খিলাফ করিয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

গাফেলতি [আ গাফিলত] *বি* অবহেলা। 'গাফেলতির ঘুম ভেঙে দাও/ হউক নিশি অবসান।' *নজরুল*, ১৯৩২।

গাফিল [আ] **১** *বি* অলস। 'কার সাথে জঙ্গ নাই গাফিল আছিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* বেখেয়াল। 'নামাজের বেলা হইল নবীর গাফিল হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গাফিলি [আ গাফিল>] *বি* গাফিলতি; অবহেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'জিনিসটা টিপে খুব গাফিলি গড়িমসি করে খেতে হচ্ছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

গাফিলী, গাফীলী [আ গাফিল>] *বি* অবহেলা। 'মাতামহের অন্নেই প্রতিপালিত ... সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলী হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গাফীলীওয়ালা [আ গাফিল>+হি ওয়ালা] *বিণ* অবহেলাকারী। 'গাফীলীওয়ালা চারিপাচ তাতির নাম ... লীখীবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

গাফেল [আ গাফিল>] ১ *বিণ* বেখেয়াল। 'আমাদের সকলেই অপ্রস্তুত ও গাফেল ছিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮। ২ *বিণ* অবহেলাপরায়ণ। 'কর্মক্ষেত্রে আমরা আত্মভোলা গাফেল মুসলমানগণ ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গাফেলি [আ গাফিল>] ১ *বি* অবহেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কর্তব্যের গাফেলি এতই ভালো লাগছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বি* কুঁড়েমি; ঢিলেমি। 'পলটনে এসে গাফেলিই তো এক মহা অন্যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গাব [স গালব] ১ *বি* তবলার উপরি তলের খয়েরি বা কালো রঙের গোল অংশ। 'কেহ বাঁয়ার গাব আছে কি না তাহা ধপ ধপ করিয়া পিটে দেখে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* কষালো মিষ্টি ফলবিশেষ ও এর গাছ। 'কোনো গতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গাবকালি [গাব+কালি] *বি* গাব গাছের কষ থেকে প্রস্তুত আঠালো পদার্থবিশেষ। 'গাবকালিতে যায় না কসা কী করি তার নাই দিশে।' *লালন*, ১৮৯০।

গাব জল [গাব+স জল] *বি* গাবের কষ। 'হোগলার ছই নতুন বাঁধিয়া গাব জলে মাজা নায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

গাবের ঢেঁকি *বিণ* বিকটদর্শন। 'গাবের ঢেঁকি কোথাকার!' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গাবইয়া *বি* গুণ বা যশোগায়ক; কীর্তন বা ভজনকারী। 'আমি একে ব্রাহ্মণ, তা উপর গাবইয়া।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

গাবদা [ফা গাবদী] ১ *বিণ* স্থূল। 'কমিক জিনিসটা ভারী গাবদা এবং প্রকাণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* মোটা। 'গাবদা ছেলের মনটা সাদা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গাবনর [ই গভর্নর] *বি* গভর্নর। 'কোর্ট অফ ডেরেক্টর্স সাহেবেরা গাবনর জেনরল সাহেবকে সংপ্রতি এরূপ পত্র লিখিয়াছেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

গাবর [হি গবরু] *বি* নব-যুবক। 'আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে দুর্গাবর আখণ্ড চাপিআ তার বসিব গাবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গাবা[১] [স গর্ত] *বি* গর্ত। 'যুগল জঠর পাশ পুখুরের গাবা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গাবা[২] *বি* গাওয়া। 'আমি গান গাবার উদ্যোগ করছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গাবি, গাবী [স গবী] ১ *বি* গাভি। 'কুড়ি সহস্র গাবি দিল কনক সালিনি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পরের গাবীর দুগ্ধ তাহা দুহি খায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* গোজাত। 'সপ্তদশে গাবী-মধ্যে প্রভুর পতন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গাবিন [স গর্ভিণী] *বিণ* গর্ভবতী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গাবুর [হি গবরু] *বি* নব-যুবক। 'সেই গাবুরের সাথে সেকান্দর নিজেও ফুরসত মতো হাল ধরে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

গাব্দাগোব্দা [ফা গাবদী>] *বিণ* মোটাসোটা। 'এক গাব্দাগোব্দা ফিরিঙ্গী মেম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গাব্বা [ফা গাবদী] *বি* অন্ধকার। 'গাছের ছায়ার গাব্বা – তাতে টুকরো রোদের ফুলকরী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

গা-ভরা [গা+ভরা] *বিণ* শরীরজোড়া। 'গা-ভরা বস্ত্র পেয়ে সন্তুষ্ট হয় না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গাভা [স গর্ভক] *বি* গুচ্ছ বা মালা। 'কবরী বান্ধিল রাম্য কুসুমের গাভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গা-ভাসান [গা+ভাসা>] *ক্রি* অন্যদের সঙ্গে তাল মেলানো। 'তারা প্রচলিত ধারায় গা-ভাসান দিয়ে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গাভি, গাভী [স গবী] *বি স্ত্রী* গোরু। 'স্বভাবসুন্দর স্থানে শোভে গাভীগণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'একটি গাভি মছরবানকে বিক্রয় করিআছিলাম।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৩।

গাভিন, গাভীন [স গর্ভিণী] *বিণ* গর্ভবতী। 'গাভীন হইলে তুমি রস তায় কত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'গাভিন গরুর মতো কালো ছায়া ফলের বাগানে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

গাভুরালি [হি গবরু>] *বি* স্পর্ধা। 'ইরাকেত আসি বেটা এথ গাভুরালি।' *সুলতান*, ১৭০০।

গামছা, গামচা [গা+মোছা>] *বি* গা মোছার কাপড়বিশেষ। 'সীওলি গামছা দিব ভূষিত কস্তরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গামচা।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তিলকেতে নাকবেড়া গামচা কাঁধে চুরুট কানে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গামবুট [ই] *বি* রাবারের তৈরি উঁচু বুট জুতা। 'গামবুট রেনকোট মোড়া দুর্গা হান্টার হাতে এগিয়ে এলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

গাময় দ্র গা

গামলা [প] ১ *বি* মাটি বা ধাতুর তৈরি বাটির মতো বড়ো পাত্র। 'যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা, গামলা ভাঙ্গে না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* জলপথে পারাপার উপযোগী গোল মাটির পাত্র; মাটির চাঁড়ি। 'মাটির গামলার মধ্যে বসে একখণ্ড বাখারিকে দাঁড়ের মতো ব্যবহার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গামা [ই] *বি* ল্যাটিন বর্ণমালার তৃতীয় বর্ণ; কোনো নক্ষত্রমণ্ডলীর তৃতীয় উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত। 'বীণা নামক নক্ষত্রসমষ্টির বিটা ও গামা নক্ষত্রের মধ্যবর্তী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গামার, গামারি [স গম্ভারী] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'বরুনা গামার আসি সেই বৃন্দাবন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কুক্কুরছড়া কাটিল গামারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গামা-রশ্মি [ই গামা+স রশ্মি] *বি* তেজস্ক্রিয় রশ্মিবিশেষ। 'বের হয় আরো খাটো ঢেউ যাদের বলি গামা-রশ্মি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গামিনী [স] *বি স্ত্রী* গমন করে যে। 'সে মন্দ গামিনী হেলিয়া হেলিয়া পড়ে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

-গামী [স] *বিণ* গমনকারী। 'সে মূঢ় নরকগামী আমি ছাড়ি তাকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গামেলান [জাভা গ্যামেলান] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'গামেলান বাজনার সঙ্গে ছোটো মেয়ে দুটি নাচলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গামোছা [গা+মোছা>] *বি* গা মোছার মোটা বস্ত্রবিশেষ। 'যে-জলে তার স্নান সে জলও যেমন, আর যে-গামছায় গা-মোছা তারও সেই দশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গাম্ভারি [স গম্ভারী] ১ *বি* বৃক্ষবিশেষ ও তার কাঠ। 'সাধু ধনপতি মদন জিনি মূর্তি বসিলা গাম্ভারির পীঠে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গ্রামের মণ্ডল। 'যুক্তি কইল গাম্ভারির সনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গাম্ভারী [স] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'গাম্ভারী – রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরি – দেবতাকুলের বৈদ্য!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গাম্ভীর্য, গাম্ভীর্য্য [স] ১ *বি* গম্ভীরতা। 'না জানিয়া বড় গাম্ভীর্য্য রূপে ছলিল।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য আছে …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* গুরুত্ব। 'সকলেই সমান গাম্ভীর্য্য বুঝিয়া চলিতে পারিত না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* গভীরতা। 'কানাড়া টৌড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গাম্ভীর্য…।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বি* নীরবতা। 'ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্যহানির যে আশঙ্কা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

গাম্ভীর্যশালী, গাম্ভীর্য্যশালী [স] *বিণ* গম্ভীর ভাবসম্পন্ন। 'ঐ শিবমূর্তি দেখিতে অতীব গাম্ভীর্য্যশালী।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গাম্ভীর্যহানি [স] ১ *বি* নীরবতা ভঙ্গ। 'ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্যহানির যে আশঙ্কা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বি* গম্ভীরতা হ্রাস। 'তোমারও যেন গাম্ভীর্যহানি হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

গায়ক [স] *বি* গান গায় যে। 'নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক।' *ভারত*, ১৭৬০।

গায়ক-গায়িকা [স] *বি* গান করে যারা। 'শ্রেষ্ঠ ঠুংরি গায়ক-গায়িকা কত সাবধানে শব্দ উচ্চারণ করেন।'

গায়ক পাখি [স গায়ক+স পক্ষী>] *বি* মিষ্টি সুরে ডাকে এমন পাখি। 'ওই যে ক্ষান্ত বর্ষণ-স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় মুগ্ধ দু-চারটি গায়ক পাখির …।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গায়ক-বাদক [স] *বি* যারা গান করে এবং যারা বাদ্য বাজায়। 'গায়ক-বাদকের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বিবাদ …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

গায়কী [স] *বি* গায়কের নৈপুণ্যপ্রকাশক ঢং। 'সুরসৃষ্টির ধারা গায়কী ধারা নয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

গায়ত্রী [স] *বি* বেদমন্ত্রবিশেষ। 'তুমি দেবমাতা গায়ত্রী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

গায়ত্রীগাথা [স] *বি* (বেদের) গায়ত্রী মন্ত্রাদি। 'প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে উঠে গায়ত্রীগাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গায়ত্রীমন্ত্র [স] *বি* বেদমন্ত্রবিশেষ। 'যে সম্প্রদায়ের গায়ত্রীমন্ত্রে জন্মসুলভ অধিকার আছে।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

গায়ন [স] ১ *বি* গায়ক; গান করে যে। 'নর্ত্তকী নাচএ গিত গাএত গায়নে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* গান। 'সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন নর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গায়নে-বায়নে *বিণ* গান-বাজনা করে এমন। 'গায়নে-বায়নে জুটল এসে আরেক ওস্তাদ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

গায়বী [আ] *বিণ* গায়েবি; রহস্যময়। 'গিরিরাজের গায়বী-টোপর ওই গো দেখা যায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

গায়া [স গব্য] *বিণ* গোরুর দুধ থেকে উৎপন্ন। 'উত্তম গায়া ঘৃত।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গায়ানী [স গায়ন] *বি* গায়েন; গায়ক। 'ছবু কর্ম্মকার, গহের গায়ানী, মেহের বয়াতী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গায়িকা [স] *বি* স্ত্রী গান করে যে। 'একজন সুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'বিমলা গায়িকাদিগের সহিত গায়িতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

গায়িত্রী [স গায়ত্রী] *বি* বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। 'ছেল্যা গায়িত্রী শিখিলেই হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

গায়েন [স গায়ন] ১ *বি* গান করে যে। 'রঘুনাথ নরপতি গায়েনেরে দিলেন ভূষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গান পরিবেশন। 'তুমি বুঝি খুব ভাল গায়েন করেছ, নয়?' *তারা*, ১৯৪২।

গায়ে-পড়া ১ *বিণ* অযাচিত। 'অকারণ গায়ে পড়া রূঢ় ব্যবহার ও আড়ম্বরপূর্ণ আস্ফালনের …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* আক্রমণাত্মক। 'একপ্রকার গায়ে-পড়া উদ্ধত হিন্দুয়ানি তাহাকে এখনো মনে মনে আঘাত করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *বিণ* স্বতঃপ্রণোদিত। 'ওর সব তাতেই গায়ে-পড়া বাহাদুরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৩৪।

গায়েব [আ গায়ীব] *বি* অদৃশ্য। 'ফাতেমা দেখিল শির গায়েব হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গায়েবি, গায়েবী [আ গায়বী] ১ *বিণ* দৈব। 'গায়েবী আওয়াজ এক শুনি হেনকালে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* রহস্যময়। 'এই গায়েবি খবর দিয়ে রাখলাম।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* অনির্ণেয়। 'কখনও কখনও গায়েবি আওয়াজ করিয়া থাকেন।' *জসীম*, ১৯৬০।

গায়ে-হলুদ [স গাত্র-হরিদ্রা] *বি* বিয়ের আগে কনের গায়ে হলুদ মাখার অনুষ্ঠান। 'তবে আজি তোমার গায়ে হলুদ দিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

গারড় [স গড্ডল] *বি* গাড়ল; ভেড়া। 'গারড়ের হেন যুদ্ধ মাথে মাথে করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গারড়ি [স গরুড়>] *বি* বিষমন্ত্র দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়ে যে। 'মরিল ওজা সম্ভু গারড়ি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গারত [আ] *বি* ধ্বংস। 'গোলার চোটে নৌকা সমেত সমস্ত সেনা গারত করিয়া দেয়।' *রামরাম*, ১৮০১।

গারদ [হি] ১ *বি* কারাগার। 'কাছারির গারদে কয়েদ আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বি* পাগলদের বন্দি রাখার ও চিকিৎসা করার কেন্দ্র। 'ওখানটায় কি রকম খুদে পাগলা-গারদ সাজিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গারদখানা [হি গারদ+ফা খানাহ্] *বি* জেলখানা। 'সামরিক গারদখানায় বাস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গারদ সেলামি [হি গারদ+আ সালাম] *বি* জমিদার জেলখানায় থাকলে তাঁর আটক থাকার সময়ে খরচা বাবদ প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা মাশুলবিশেষ। 'ভূস্বামী একদা কারারুদ্ধ হইলে তাঁহার কারাগৃহে থাকিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রজাদিগের নিকট এক মাথট হয়, তাহার নাম গারদ সেলামি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গারনাল [ই গভর্নর?] *বি* গভর্নর। 'এগোনের গারনাল সাহেব কুটি২ আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়ুয়েলো ক্যামন করে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গারহা [স গর্ত] *বি* গুহা। 'রসুলে বুলিলা গারহার এক ঠাম/ তাহাতে নির্জন স্থলী অতি অনুপাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

গারাজ [ফা] *বি* গাড়ি রাখার নির্দিষ্ট ঘর। 'গাড়ীখানা চিনে নিয়ে সেখানা পুরবে গারাজে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গারি[১] [স অগার] *বি* ঘরসংসার। 'খারিজ করাব গারি ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গারিঘর [স অগার>+পা ঘর] *বি* গৃহস্থালি। 'নচেৎ করিব গর্ত নিব গারিঘর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গারি[২] [স গালি] *ক্রি* গালিগালাজ। 'গরল গারি কুল মহাকারি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গারিহস্ত [স গার্হস্থ্য] *বি* সংসারধর্ম। 'গারিহস্ত ছাড়ি প্রভু করিব সন্ন্যাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গারী[১] [স গালি] *বি* গালি। 'ইথে কেই কর পরচারী/ কাঁদন মাখী হাসি

দেই গারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গারী[2] [স অগার] *বি* গৃহস্থালি সম্পদ। 'লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।' *ভারত*, ১৭৬০।

গারুড়ী [স গরুড়>] *বি* বিষ-বৈদ্য; ওঝা। 'আহ্মোহো ভাল গারুড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গারো *বি* আসামের গারো পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসী। 'মেছ গারো কোছ লেপচা প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

গারোয়ান [স গন্ত্রী>] *বি* গাড়িয়াল; চালক। 'হাঁকিয়ে গাড়ি কোন গাড়োয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

গার্জন [ই গার্ডিয়ান] *বি* অভিভাবক। 'কেঁদে বলে, আমাদের নেই কোনো গার্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

গার্জিয়ান [ই] *বি* অভিভাবক। 'না বুঝলে গার্জিয়ানদের জানাতে হবে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

গার্জেন [ই] *বি* অভিভাবক। 'বাসার লোক ত আমার গার্জেন নয়।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গার্ড [ই] **১** *বি* প্রহরী। 'এঞ্জিনের দিকে গার্ড হাত তুলে জাবার সঙ্কেত করে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* পাহারা। 'উনি বলেছেন উনি আবার গার্ড দেবেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

গার্ডার [ই] *বি* সেতুর ধারকবিশেষ। 'মেঘনাব্রীজের দৈত্যাকার গার্ডারগুলোর বিকট সৌন্দর্য।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

গার্ত [স গাত্র] *বি* শরীর। 'গার্ত হৈতে বাহির না হৈত কদাচন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গার্বেজ [ই] *বি* আবর্জনা। 'আমাকে নিক্ষেপ করো গার্বেজ ডাম্পের অন্ধকারে।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

গার্‍্যাল [পা ঘর>] *বি* সাংসারিক কাজকর্ম। 'তোমায় ঝি হইতে মোর মজিল গার্‍্যাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গার্লফ্রেন্ড [ই] *বি* পুরুষের নারী-সঙ্গী। 'কুলি-মেয়েদের বলে ওর গার্লফ্রেন্ড।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

গার্লস্কুল [ই] *বি* বালিকা বিদ্যালয়। 'ভব্য বেশে পরদিন গার্লস্কুলে প্রাইজ বিলায়।' *মণীশ*, ১৯৩১।

গার্হস্থ্য [স] **১** *বিণ* সংসার সম্পর্কিত। 'দ্বিতীয় ভাগে দারপরিগ্রহণপূর্ব্বক গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* গৃহস্থালি। 'এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গার্হস্থ্যধর্ম, গার্হস্থ্যধর্ম্ম [স] *বি* গৃহস্থালি বিষয়ক আচার। 'দ্বিতীয় ভাগে দারপরিগ্রহণপূর্ব্বক গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গার্হস্থ্যপ্রধান [স] *বিণ* সংসারধর্ম-কেন্দ্রিক। 'গার্হস্থ্যপ্রধান হিন্দুসমাজের যত-কিছু ধর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান [স] *বি* গৃহকর্ম বিষয়ক বিদ্যা। 'গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, সুকুমার কলা, শুশ্রূষা ও সংগীত ছাত্রীদের শিক্ষণীয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

গার্হস্থ্যাশ্রম [স গার্হস্থ্য-আশ্রম] *বি* গৃহস্থজীবন। 'আমাদিগের সমুদায় মনোবৃত্তিই গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযোগী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গাল[1] [স গল্ল] **১** *বি* মুখবিবর। 'গালে যত বাজিয়াছে অঙ্গুলি-অঙ্গুরী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* কপোল; গণ্ড। 'ডাইনের গাল ফিরাইয়া দিতেছ।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

গাল-কম্বল *বিণ* কম্বলের মতো ঘন ও কালো। 'মান-মনোহর, গাল-কম্বল দাড়ি।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গালগল্প [গাল+স জল্প>] *বি* অপ্রয়োজনীয় গল্প। 'নামমালা হাতে করি, গালগল্পে কেবল কাল যায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গালচাল্লা [গাল+চাল্লা] *বি* বর্ধিত জুলফি; গালপাট্টা। 'দ্বারবান গালচাল্লা বাঁধিয়া সিদ্ধি ঘোঁটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

গালপাট্টা [গাল+পাট্টা] **১** *বি* বর্ধিত জুলফি। 'তাহার বলিষ্ঠ গঠন, চৌগোপ্পা ও ছাঁটা গালপাট্টা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বি* গালের দু পাশের দাড়ি। 'বর এসেছে বীরের ছাঁদে, বিয়ের লগ্ন আটটা / পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে, গালেতে গালপাট্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

গাল ফুলানো, গাল ফোলানো *ক্রি* অভিমানে মুখ ভার করা। 'গম্ভীর ভাবে গাল ফুলিয়ে চেয়ে থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'ড্যাবরা ছেলে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে থেকে গাল ফুলান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গালফোলা [গাল+ফোলা] *বিণ* রাগে বা অভিমানে গাল ফুলেছে এমন। 'গালফোলা একটা খোকা যেন!' *জীবন*, ১৯৩২।

গালবাদ্য [গাল+স বাদ্য] *বি* মুখ দিয়ে বাজানো বাজনা। 'বমবম শব্দে বহু গালবাদ্য করে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গালভরা [গাল+ভরা] **১** *বিণ* সমস্ত গালজোড়া। 'গালভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ি।' *সুকুমার*, ১৯১৮। **২** *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'পূর্ণ স্বাধীনতার গালভরা কথা তাঁরা বলিতেছেন ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

গালভর্তি [গাল+ভর্তি] *বিণ* সমস্ত মুখগহ্বর পূর্ণ। 'গালভর্তি পানদোক্তা।' *বিমল*, ১৯৫৩; 'গালভর্তি পানের পিক ছিটকে পড়ছে ওরই গায়ে, আশপাশে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

গালভাঙা [গাল+ভাঙা] *বিণ* চিবুকের অস্থি বেরিয়ে গেছে এমন। 'গালভাঙা তামাটে মানুষগুলি বসে আছে অসহায়ের মতো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

গালে-গাল *বিণ* খুব কাছাকাছি অবস্থিত। 'কৃষ্ণচূড়ার পাশে রঙন অশোক গালে-গাল।' *নজরুল*, ১৯৩২।

গালে চুণ কালি দেওয়া – অপরাধের শাস্তিস্বরূপ লাঞ্ছিত করা। 'তার গালে চুণ কালি দিয়ে, মাথায় ঘোল ঢেলে গঙ্গা পার করে দেই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গালে দেওয়া *ক্রি* মুখে পোরা। 'যেমন নবদন্তোদ্‌গতা রেণুকা মনে করছেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে দিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গাল[2] [স গালি] *বি* গালি। 'আপনি যে নেড়েদের এত গাল পাড়তেন ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গাল দেওয়া *ক্রি* গালি দেওয়া। 'চাকরবাকরদের অজস্র গাল দিতে আরম্ভ করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গাল পাড়া *ক্রি* গালাগালি করা। 'আপনি যে নেড়েদের এত গাল পাড়তেন ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গালমন্দ [স গালি>+স মন্দ] *বি* গালাগালি; তিরস্কার। 'সমস্ত গালমন্দ মাথায় করে নিয়েই ... আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

গালচ [ফা গালিচা] *বি* গালিচা। 'ছেঁড়া গালচের উপর খুদাবখ্‌শ গড়াগড়ি দিচ্ছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গালচে [ফা গালিচা] *বি* গালিচা। 'মেঝেতে একখানা গালচে পাতা।' *বিমল*, ১৯৫৩।

গালা[1] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ভৃঙ্গী বাজাওত গালা।' *ভারত*, ১৭৬০।

গালা[2] [স গল>] *বি* লাক্ষা। 'লাক্ষা বা গালা কীটজ পদার্থ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গালাভরা [স গল>+ভরা] *বিণ* গালাপূর্ণ। 'বালা গালাভরা হলেও চলে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

গালা[3] [স গল্>] ১ *ক্রি* নিঃসৃত করা। 'রাহুঞ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* তরল নিষ্কাশন করা। 'ফেন গালি কামানলে তখনি নিভায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গালা[4] *ক্রি* হলফ করিয়ে নেওয়া। 'নারীপ্রগতি সম্বন্ধে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

গালাগাল [স গালি>] *বি* গালি; কটুবাক্য প্রয়োগ। 'গুরু মহাশয় আমাদের গালাগাল দিচ্চে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গালাগালি, গালাগালী [স গালি>] *বি* কটুবাক্য প্রয়োগ। 'করে দোঁহে যৈছে গালাগালি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আনোআনি গালাগালী দুই বীর রোষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গালি [স] *বি* কটুবাক্য। 'বাপ মাএ গালি তোরেঁ দিবোঁর বিথর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গালিগালাজ, গালীগালাজ [স গালি>] *বি* গালাগালি; বকাঝকা। 'তাহাকে গালিগালাজ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'ছেড়ছাড় মিষ্টি গালী গালাজ চলিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

গালি পাড়া *ক্রি* গালি দেওয়া। 'সাসু দুরুবার ঘরে পাড়িব গালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গালিবর্ষণ [স] *বি* কটুবাক্য প্রয়োগ। 'মাওলানা সাহেব বেরিয়ে এসে মহিলাদের উপর কিছুক্ষণ গালিবর্ষণ করলেন।' *বেগম*, ১৯৫৩।

গালিমন্দ [স গালি>] *বি* কটু কথা; ভর্ৎসনা। 'গ্রিফিন যখন কেবল গালিমন্দ দিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গালিয়ানো [স গালি>] *ক্রি* গালি দেওয়া। 'গালিয়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

গালিচা [ফা] *বি* মাদুর; কার্পেট। 'সতরঞ্চ গালিচা কত বিছায় মসজিদে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গালিম [ফা গালিব] *বি* শত্রু। 'গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হইল।' *ভারত*, ১৭৬০।

গালিমি, গালিমী [ফা গালিব>] *বি* শত্রুতা। 'গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায়।' *ভারত*, ১৭৬০; 'গালিমি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গালিয়ানো *দ্র* **গালি**

গালিহো [স গালি] *বি* গালি। 'গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আব্বী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গালী [স গালি] *বি* গালি। 'না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহিঁ লঅ গালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গাহক [স গ্রাহক] *বিণ* গ্রাহক। 'পেশাওয়ারী হুরী ... তার গাহক দিল্লী থেকে বাগদাদ অবধি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গাহকি [স গ্রাহক] *বি* গ্রাহক। 'দোকান দাকান মেলিল তখন দেখিয়া গাহকিগণ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

গাহন[1] [স গান] *বি* গান। 'গাহন বাজন তথা হইলে প্রকাশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গাহনেওয়ালা *বি* গাইয়ে। 'গান সম্বন্ধে যে কর্তৃত্ব গান-রচয়িতার, আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বখরা করিয়া লইয়াছে গানওয়ালা আর গাহনেওয়ালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

গাহন[2] [স] *বি* অবগাহন। 'যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা গহনতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গাহনা [স গান] ১ *বি* বর্ণনা। 'অল্প কিছু কহিতে আছি রূপের গাহনা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* আবৃত্তি। 'সকের কবিতা পরস্পর গাহনা করিয়াছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৩ *বি* গান। 'আর ফারমাইস খাটে, এবং বাইআনা গাহনাও জানে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গাহনি [স গান>] *বি* গাওয়া। 'দিয়েছে কি সে রাতের বাঁশি/ গহন-হান গাহনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

গাহা [স গান>] *ক্রি* গাওয়া। 'নূতন কণ্ঠে গাহো নূতনের জয়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গাহুলে [স গ্রাম>] *বিণ* নিকৃষ্ট মানের। 'উড়য়ে পাণ্ডুর গাহুলে চামর দেখিআ হাসেন ভবানী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গাহেক [স গ্রাহক] *বি* ক্রেতা। 'খুলবে কেন সে ধন ও তার গাহেক বিনে।' *লালন*, ১৮৯০।

গিআ, গিআঁ, গিআছিলাঙ, গিয়াছিলাম *দ্র* **যাওয়া**

গিএ [স গ্রীবা>] *ক্রিবিণ* গলায়। 'গিএ তোর মুকুতার হার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গিওম [স গোধুম] *বি* গম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গিট [স গ্রন্থি] *বি* বাঁধন। 'তার সব গিঁট গেছে ঘুচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

গিঁটে বাত *বি* বাতরোগ-বিশেষ। 'তুমি দোহার ধরবে সাথে/ গিঁটে বাতের গিটকিরিতে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

গিঁঠা [স গ্রন্থি] *বি* গিঁঠ; জোড়া। 'বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গিজগিজ [ধ্বন্যা] *বি* ঠাসাঠাসি ক'রে একত্র অবস্থানের ভাব প্রকাশক শব্দ। 'গিজগিজ গিসপিস গুটগুট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গিজগিজে [ধ্বন্যা] *বিণ* ঠাসাঠাসি করে আছে এমন। 'মানুষে গিজগিজে ট্রেন।' *হোসেন*, ১৯৪০।

গিটকারি, গিটকিরি [হি] ১ *বি* (সংগীত) কয়েকটি স্বরের পরপর দ্রুত উচ্চারণ; তানবিশেষ। 'সে তো হাসি নয়, হাসির গিটকারি।' *প্রমথ*, ১৯১৬। ২ *বিণ* (সংগীত) সুরের কম্পন-মাধুর্যপূর্ণ। 'গিটকিরি গান শুনতে ভাল।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

গিত [স গীত] *বি* গান; সংগীত। 'গিতে মোহিত হৈয়া পরান হারাইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গিদের [হি গীদড়] *বিণ* নোংরা। 'থাক লো ছার কপালি গিদেরি থাক।' *কেরি*, ১৮০২।

গিদ্দা [ফা গিরদা] *বি* তাকিয়া। 'গিদ্দায় গৌরব কর‍্যা হেল্যাচে গা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গিদ্‌ধড় [স গৃধ্র] *বি* শকুন। 'দুর্বল এ গিদধড়ে কেন তড়পানো আর।' *নজরুল*, ১৯২২।

গিধি [স গৃধিনী] ১ *বি* শকুনবিশেষ। 'মজুরা করিয়া বলে এই গিধি চোর ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* কুলাঙ্গার। 'সেই গিধি নামাকুল হবে মালাউন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গিধিনি, গিধিনী [স গৃধিনী] *বি স্ত্রী* শকুন। 'গিধিনীসদৃশ তোর দেখোঁ দুই কান।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দৈত্য রাজ্যের মাথে পড়ে সুকিনি গিধিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গিধ্বড় [হি গীদড়] *বি* শিয়াল। 'গিধ্বড়কি শালা, তোমরা মোনাসেফ না হোয় কাম ছোড় দেও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গিনি [ই] *বি* ইংল্যান্ডের মুদ্রা; এক পাউন্ডের চেয়ে একটু বেশি। 'তাহাতে ৩০০ তিন সও টাকা আর কিছু গিনি আর রূপার টাকা হরেক রকমের ছিল।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

গিনিপিগ [ই] *বি* খরগোশ জাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'একজোড়া গিনিপিগের বাচ্চা উপহার পাঠিয়েছিলেন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

গিন্নি, গিন্নী [স গৃহিণী] *বি* গৃহকর্ত্রী। 'কোথা গো, গিন্নি কোথা।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

গিন্নিপনা, গিন্নীপনা [স গৃহিণী>+পনা] *বি* গৃহিণীর মতো আচরণ। 'উনি আমার কাছে গিন্নীপনা কত্তে এলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'পয়সা বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার গিন্নিপনার চাতুরী খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গিন্নিবান্নি [স গৃহিণী>] *বি* অভিজ্ঞতাসম্পন্না গৃহকর্ত্রী। 'যে সকল গিন্নিবান্নি জীবিত আছেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

গিন্নিমা *বি* যে গৃহিণী মায়ের মতো। 'ছিনেলীপনার জন্যে সেটাকে দেখতে পারতেন না গিন্নিমা।' *সাদত*, ১৯৬৭।

গিন্নী-অন্তপ্রাণ [স গৃহিণী-অন্তপ্রাণ] *বিণ* স্ত্রীকে ছাড়া কিছুই বোঝে না এমন। 'কর্তা নতুন গিন্নী-অন্তপ্রাণ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গিন্নেপানা [স গৃহিণী>] *বি* অল্পবয়সীর প্রবীণার মতো আচরণ। 'তোর আর গিন্নেপানা দেখে বাঁচিনে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গিব [স গ্রীবা] *বি* গলা। 'মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

গিবত [আ] *বি* পরচর্চা। 'তাহার গিবত গিধি জবানে চালায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গিম [স গ্রীবা] *বি* গলা। 'গিম নীলকণ্ঠ গিরি সম্মুখে দেখিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গিমা [স গ্রীষ্ম] *বি* ক্ষুদ্র শাকবিশেষ। 'ইঞ্চিচা পলতা গিমা বোআলি ঘাঁটিয়া কর পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গিমিক [ই] *বি* চটকদার আচরণ। 'এটা আমার একটা স্টাইল, একটা গিমিকও বলতে পারো।' *সুনীল*, ১৯৭০।

গিয়া *দ্র* যাওয়া

গিয়াঁত [স জ্ঞাতি] *বি* জ্ঞাতি; সগোত্র। 'আমার সাতপুরুষের কুটুম না গিয়াঁত?' *নজরুল*, ১৯২৪।

গিয়ান [স জ্ঞান] *বি* জ্ঞান। 'তুমি জোগ তুমি ভোগ পরম গিয়ান।' *মালাধর*, ১৫০০।

গিয়ামোন্তো [স জ্ঞানবন্ত] *বিণ* জ্ঞানী। 'তুমি এমত গিয়ামোন্তো হইয়া আমারদিগের পরমেশরের নিন্দা করহ?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

গিরগিটি [হি গিরগিট] *বি* টিকটিকি জাতীয় এক প্রকার সরীসৃপ। 'আর একপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদিগকে সরীসৃপ বলে; যেমন সাপ, গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিটি, বেঙ ইত্যাদি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গিরগির [ধ্বন্যা] *বি* উত্তেজনাজনিত অনুভূতিবিশেষ। 'রাগে তার শরীর গিরগির করিয়া উঠে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গিরস্ত [স গৃহস্থ] *বি* সংসারী লোক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গিরস্তি [স গৃহস্থ]. *বি* চাষবাস। 'একটি চাকর গিরস্তির কাজ দেখে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

গিরস্থালি [স গৃহস্থ>] *বি* সংসারের কাজ। 'বাপের স্বাস্থ্য এবং গিরস্থালি দুইটাই সংশোধনের বাইরে চলিয়া গিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গিরা[1] [ফা গিরাহ্] **১** *বি* গোড়ালি। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* গিঁট। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পটপটপট গিরা ছিঁড়ে হাহা নড়ে ছটফট।' *নজরুল*, ১৯২২।

গিরা দেওন *বি* গিঁট দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গিরা[2] [ফা] *ক্রি* ঘিরে ধরা। 'রাছুলের পায় মর্দ্দ গিরিল আসিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **গিরিল** *ক্রি* ধরলো। 'গিরিল কুফর যেন কলাগাছ ঝড়ে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গিরাপি [ফা গিরাফ্ত] *বি* নোঙর; নৌকা বাঁধার আঁকশি। 'মায়ার গিরাপি কাট ত্বরায় প্রেমতরীতে ওঠ।' *লালন*, ১৮৯০।

গিরাম [স গ্রাম] *বি* গ্রাম। 'গিরাম বেড়ে অগাধ পানি/ ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।' *লালন*, ১৮৯০।

গিরি[1] [স গৃহ] *বি* গৃহ; ঘর। 'গিরি করিলোঁ গোবালী মোথড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গিরি[2] [স] *বি* পাহাড়। 'সিআর কা জঞো সীঁগ জনমএ গিরি উপারএ চাহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কুন্দ রুনয়া গিরি তোর দুই স্তন।' *বড়ু*, ১৫৭০।

গিরিকন্দর [স] *বি* পর্বত-গুহা। 'কবরীভয়ে শিখী গেয় গিরিকন্দরে মুখভয়ে চান্দ অকাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গিরিকন্যা [স] *বি স্ত্রী* ঝরনা। 'নাচে গিরিকন্যা চঞ্চল ঝরনা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

গিরিকূট [স] *বি* পর্বতশৃঙ্গ। 'যাই মোরা উচ্চ গিরিকূটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

গিরি-গর্ভ [স] *বি* পর্বতের গুহা। 'যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত গিরি-গর্ভে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গিরিগহ্বর [স] *বি* পর্বতের গুহা। 'কত দিকে কত বন-উপবন গিরিগহ্বর নিকুঞ্জ দিয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গিরিগুহা [স] *বি* পর্বতের গুহা। 'গম্ভীর স্বরলহরীতে গিরিগুহা কন্দরাদি প্রতিধ্বনিত করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

গিরিগৃহ [স] *বি* পর্বতরূপ ঘর। 'তার সঙ্গে তাল দেয় গিরিগৃহত্যাগিনী অভিসারিণী ঝরনার 'চল চল চল।'' *অন্নদা*, ১৯২৯।

গিরিচয় [স] *বি* পাহাড়সমূহ। 'আছে বটে গিরিচয়, তাহে মাত্র তৃণ হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

গিরিচর [স] *বি* পাহাড়চারী। 'ডাহুক দাদুর কুহকে গিরিচর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গিরিচ্যুত [স] *বিণ* পর্বত থেকে বিচ্ছিন্ন। 'সরলস্বভাব, শ্রমশীল অরণ্যচরগণ তুঙ্গগিরিচ্যুত নদের ন্যায়।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

গিরিচূড়া [স] *বি* পর্বত-শৃঙ্গ। 'রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

গিরিচ্ছায়া [স] *বি* পর্বতের ছায়া। 'উন্নত শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গিরিজাত [স] *বিণ* পর্বত থেকে উৎপন্ন। 'গিরিজাত স্রোতঃসম ভীমধ্বনি করে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

গিরিতট [স] *বি* পর্বতের উপরের সমতল ভূমি। 'সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে ... কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গিরিতটচ্যুত [স] *বিণ* পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি থেকে বিচ্যুত। 'গিরিতটচ্যুত পাথরের ব্যথা বাতাস আনিছে বয়ে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

গিরিতটতল [স] *বি* পাহাড়ের উপত্যকা। 'অন্ধকার গিরিতটতলে দেওদার তরু সারে সারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

গিরিতনয়াধব [স] *বি* (হিন্দুদেবতা) শিব। 'গিরিতনয়াধব কতহি নাম লব জপি জপি জীবন শেষ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গিরিদরি [স গিরি-দরি] *বি* পর্বতের গুহা। 'সারি সারি গিরিদরি দাঁড়ায়ে দুয়ারে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

গিরিনদী [স] *বি* পাহাড়ি নদী। 'একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সফেন জলরাশি নিয়ে সংকীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গিরিনন্দিনী [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'এ কী নূতন সংগীত ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরিনন্দিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গিরি-নিঃস্রাব [স] *বি* ঝরনা। 'আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাবসম কোনো বাধা মানিল না।' *নজরুল*, ১৯২৯।

গিরিনির্ঝর [স] *বি* পাহাড়ি ঝরনা। 'মুক্তস্রোত গিরিনির্ঝরের তালে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গিরিনির্ঝরিণী [স] *বি স্ত্রী* পাহাড়ি ঝরনা। 'ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কূলছাড়া করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গিরিপথ [স] *বি* পাহাড়ি পথ। 'তুমি ... ওই পার্বত্য-গিরিপথ রক্ষা করবে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গিরিপদ [স] *বি* পাহাড়ের পাদদেশ। 'শৈলশিখরের মধ্যস্থ পথকে গিরিবর্ত্ম বা গিরিপদ কহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

গিরিবর [স] *বি* পর্বত। 'গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

গিরিবর্ত্ম [স] *বি* গিরিপথ। 'শৈলশিখরের মধ্যস্থ পথকে গিরিবর্ত্ম বা গিরিপদ কহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

গিরিবিবর [স] *বি* পর্বত গহ্বর। 'ইন্দুলকে এক গিরিবিবরে লইয়া গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

গিরিব্রজ [স] **১** *বি* বিহারের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নগরবিশেষ। 'গিরিব্রজ বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে তীর্থস্থান রাজগৃহ নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* পর্বতশ্রেণী। 'জরাসন্ধের পুরী গিরিব্রজ দ্বারা বেষ্টিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গিরিবেষ্টিত [স] *বিণ* পাহাড়-ঘেরা। 'গিরিবেষ্টিত উপত্যকা আর সমতল প্রান্তর।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

গিরিমণ্ডলী [স] *বি* পর্বতশ্রেণী। 'নীল গিরিমণ্ডলীর কোলে বাণ্ডুঙ শহর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গিরিমাটি [স গিরিমৃত্তিকা] *বি* পার্বত্য লাল মাটি। 'গিরিমাটি-গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয় ...' *তারা*, ১৯৪৬।

গিরিমালা [স] *বি* পর্বতসমূহ; পর্বতশ্রেণী। 'দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্বদা ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গিরিরাজ [স] *বি* হিমালয়। 'গিরিরাজ-রাণী মেনকা. সুন্দরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গিরিরাজকন্যা [স] *বি* পর্বত রাজার কন্যা; হিন্দুদেবী পার্বতী। 'গিরিরাজকন্যার করুণা সর্বদা সঞ্চরণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গিরিরাজি [স] *বি* পাহাড়ের সারি। 'দেখিতেছি আমি আজি এই গিরিরাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

গিরিশিখর [স] *বি* পর্বতচূড়া। 'তিনি মানসপথ পর্যটনপূর্ব্বক গিরিশিখরে উত্থিত হইয়া নত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গিরিশির [স] *বি* পর্বতের চূড়া। ' 'উপাদি অভ্রভেদী মহীরূহ, হানে গিরিশিরে ঝড়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গিরিশৃঙ্গ [স] *বি* পর্বতের চূড়া। 'তিনি কল্পনাপথ অবলম্বন করিয়া গিরিশৃঙ্গ দেশে আরোহণ করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গিরিসংকট, গিরিসঙ্কট [স] *বি* পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী পথরূপে ব্যবহৃত অল্পপরিসর ভূমি। 'গিরিসংকট, ভীরু যাত্রীরা।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'তিনটি দুরূহ গিরিসঙ্কট অধিকার করে ...' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

গিরিসম [স] *বিণ* পর্বতের মতো। 'গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গিরিসানু [স] *বি* পাহাড়ের উপত্যকা। 'তরুতে শ্যামায়মান গিরিসানু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গিরিসুত [স] *বি* মৈনাক নামক পর্বত। 'অবু তবু গিরিসুত মায় বলে পর পুত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গিরিসুতা [স] *বি* (হিন্দু পুরাণ) হিমালয় কন্যা পার্বতী। 'গিরি হস্তে নাহি আইল কিবা গিরিসুতা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গিরীন্দ্র [স] *বি* সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বত; হিমালয়। 'গিরীন্দ্রের বন্য মধুকরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গিরিগিটে [হি গিরগিট] *বিণ* গিরগিটির মতো কৃশ। 'গিরিগিটে তার ক্যাঁকলেসে ঢং।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গিরিজা [প ইগ্রেজা] *বি* খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। 'ইংরেজি গিরিজার এমারতে খরচ হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। *দ্র* **গির্জা**

গিরিদা [ফা গির্দা] *বি* বালিশ। 'রত্নসিংহাসন পাতে গিরিদা যুগল তাতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গিরিনার *বি* পর্বতবিশেষ। 'গিরিনার নামে পর্ব্বতে গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধ পুরুষ বসতি করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গিরিশ [স গ্রীষ্ম] *বি* গ্রীষ্ম। 'উপস্থিত হৈল হের গিরিশ সমএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গিরিস [স গ্রীষ্ম] *বি* গ্রীষ্ম। 'শীতের ওড়নি পিয়া গিরিসের বাও।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গিরী [স গিরি] *বি* পর্বত। 'গোকুল রাখিল আঙ্গে করে গিরী ধরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গিরীন্দ্র *দ্র* গিরি[২]

গিরুয়া [ফা গিরা] *বি* গিঁঠ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গিরে [ফা গিরাহ্] **১** *বি* গেরো; প্যাঁচ। 'কার বা কথায় মন সুতায়/ দেই গিরে।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* পরিমাপের এককবিশেষ, এক গজের ষোলো ভাগের এক ভাগ, যা সোয়া দুই ইঞ্চির সমান। 'আমার দেশকে এক গিরে জমি কিংবা এক কড়ির আমদানি খোয়াতে হবে না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গিরেফতার [ফা গিরিফতার] *বি* আটক। 'তাঁহাকে নিভৃত স্থানে গিরেফতার করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

গিরো [ফা গিরা] *বি* গিঁঠ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যেমন বজ্র আঁটন তেমন ফসকা গিরো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গির্জা, গির্জ্জা [প ইগ্রেজা] *বি* খ্রিস্টীয় উপাসনালয়। 'পোর্তুগীশীয় গির্জায় তাঁহার গোর হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে চারটে বেজে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গির্জাঘর, গির্জ্জা ঘর [প ইগ্রেজা+পা ঘর] *বি* খ্রিস্টীয় উপাসনালয়। 'একটা নূতন গির্জ্জা ঘর হবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৮; 'গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে উর্ধ্বদিকে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গির্জে [প ইগ্রেজা] *বি* খ্রিস্টীয় উপাসনালয়। 'এখানে রাত্রে কোনো গির্জের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গির্জেঘর [প ইগ্রেজা+ঘর] *বি* খ্রিস্টীয় উপাসনালয়। 'ভগবানকে ফাঁকি প্রতি রবিবারে গির্জেঘরে সে দেয়ই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গির্দা [ফা] *বি* ঠেস দেওয়ার জন্য গদি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পিঠের কাছে এক গির্দা নিয়ে খাতা-পত্রে হিসাবনিকেশ লিখতেন।' *অবন*, ১৯৪১।

গির্‍্যা [ফা গিরা] *বি* গিঁঠ। 'কলাচোপা ইক্ষু গির্‍্যা গিয়াছে ফেলিয়া।' *কেতকা*, ১৬৫০।

গিলটি, গিলটী [ই গিল্ট] ১ *বি* সোনার প্রলেপ দেওয়ার কাজ। 'পৈতৃক পেশা গিলটী।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* সোনার প্রলেপ। 'স্বরূপে রূপ আছে গিলটি করা।' *লালন*, ১৮৯০।

গিলটি করা *বিণ* সোনার প্রলেপ-দেওয়া। 'না অনুভব করিয়া কবি হইবার এক প্রকার গিলটি করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

গিলন [স] *বি* গলাধঃকরণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গিলা[১], গেলা [স গিলন>] *ক্রি* গলাধঃকরণ করা। 'অমিআ আচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসিরে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০। **গিলএ** *ক্রি* খায়। 'হয়্যা দেখে বিপরীত কামিনী গিলএ করিবরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গিলয়** *ক্রি* গিলে খায়। 'পাইলে গঙ্গার চণ্ড গিলয় ধরিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **গিলিআ** *ক্রি* গিলে ফেলে। 'ভুবনমোহন নারী গিলিআ উগারে কিবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গিলিতে** *ক্রি* গলাধঃকরণ করতে। 'গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **গিলিবেক** *ক্রি* গিলবে। 'বুঝিলেক যে এখনি আমাকে গিলিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **গিলিলেক** *ক্রি* খেয়ে ফেললো; গিলে ফেললো। 'গিলিলেক মৎস্য গোটা কৃষ্ণের কোঙর।' *মালাধর*, ১৫০০। **গিলুক** *ক্রি* খাক। 'যে আছে কপালের চন্দ্র তারে গিলুক রাউ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **গিলে** *ক্রি* খায়। 'কুঞ্জর উগারে গিলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গিলেসি** *ক্রি* গিলেছি। 'অমিআ আচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসিরে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০। **গিল্যাছিল** *ক্রি* গলাধঃকরণ করেছিলো। 'তারাদীঘির জলে দাদা গিল্যাছিল সাপ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গিলে খাওয়া *ক্রি* লোভাতুরভাবে দেখা। 'চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গিলে ফেলা ১ *ক্রি* গোপন করা। 'যদি বিষয়ের সবটাকেই গিলিয়া ফেলার কুশ্রী অভ্যাস তাহার থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *ক্রি* গলাধঃকরণ করা; প্রলোভনে ভুলে যাওয়া। 'টানাটানি করে টোপ গিলে ফেলল শেষ পর্যন্ত।' *সাদত*, ১৯৬৭।

গিলা[২] [স গিলন>] *বি* গলাধঃকরণ। 'উপরোধের কাজ ঢেঁকির মত গিলা কঠিন হয় কত।' *লালন*, ১৮৯০।

গিলাই *বি* দৈন্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গিলানো [স গিলন>] *ক্রি* খাওয়ানো। 'কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

গিলাপ [আ গিলাফ] *বি* বালিশের ওয়াড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গিলিপ [আ গিলাফ] *বি* গিলাফ। 'সোনার গিলিপে ছিল সাধের চিরণি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গিলে করা [ও গিল>+করা] *ক্রি* কুঞ্চিত করা। 'চাদর ও জামার আস্তিন বহু যত্নে ও পরিশ্রমে গিলে করিয়া রাখিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গিলোটিন [ই] *বি* শিরশ্ছেদ করতে ব্যবহৃত অস্ত্রসংবলিত যন্ত্রবিশেষ। 'ফরাসী বিদ্রোহের সময় গিলোটিনের অভাব হয়নি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গিল্টি [ই গিল্ট] *বিণ* সোনার প্রলেপ-দেওয়া। 'গিল্টির গয়না কোথায় পাওয়া যায়?' *শরৎ*, ১৯১৭।

গিল্টিকরা [ই গিল্ট+করা] *বিণ* সোনার পাতলা প্রলেপ-দেওয়া। 'তামার উপর গিল্টিকরা একজোড়া চুড়ির অর্ডার দিয়া ফেলিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গিল্লা [ফা গিল্লাহ্] *বি* কুৎসা। **গিল্লা গাওয়ানো** *ক্রি* কুৎসা রটানো। 'সভা কৈরা আমার গিল্লা গাওয়াইছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গিল্লে [ফা গিল্লাহ্] *বি* নিন্দা। 'থাক এসব পরের গিল্লে চর্চা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গিল্লাদ [ফা গিল্লাহ্] *বি* কপটতা। 'হতে চাও হুজুরের দাসী মনে গিল্লাদ পোরা রাশি রাশি।' *লালন*, ১৮৯০।

গিস্‌গিস্‌ [স ঘৃষ্>] *বি* ঠাসাঠাসি করে একত্র অবস্থানের ভাব। 'বৈঠকখানা লোকারণ্য ... দালাল, আইবুড়, অন্নদাস গিস গিস কচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গিসাই *বি* স্যাঁতসেঁতে ভাব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গিহী [স গৃহী] *বি* গৃহকর্তা। 'বুলী চৌর পৈসে ঘরে গিহীক সত্বর করে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গী [স গ্রীবা] *বি* গ্রীবা। 'গীএ সাতেসরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গীটার [ই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তবলা সঙ্গীতে মিসেস ... ও গীটারে মিসেস ...।' *বেগম*, ১৯৬৬।

গীত [স] ১ *বি* গান। 'ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলেঁ বুঝঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০। ২ *বি* স্তুতি। 'গীত কর আমার মঙ্গল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* গান করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দেবোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, গীতাদি বর্ণনাতীত উৎসাহ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৪ *বিণ* বর্ণিত। 'ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিম রোমকে, পূর্ব্বে চীনে গীত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৫ *বি* কলধ্বনি। 'সিন্ধুর গম্ভীর গীত, মেঘের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৬ *বিণ* গাওয়া হয় এমন। 'গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

গীত করা *ক্রি* গান গাওয়া। 'বাসুদেব গীত করে প্রভুর বর্ণনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গীতকলা [স] *বি* সংগীতবিদ্যা। 'নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি।' *অবন*, ১৯১৯।

গীতকলি [স] *বি* গানের বাণী। 'সে গীতকলি মুঞ্জরে অধরতলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

গীতগান [স] *বি* সংগীত। 'আর্দ্র-পাখা পাখিগুলি গীতগান গেছে ভুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

গীতঝংকার [স] *বি* গানের সুর। 'মূর্ছনাভরে গীতঝংকার ধ্বনিছ

মর্মমাঝে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গীতধর্ম [স] *বি* সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য। 'সে তার ধ্বনিপ্রধান গীতধর্মে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গীতধার [স] *বি* গানের ধারা; কলকাকলি। 'পাখির গীতধার ফুলের বাসভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

গীতধারা [স] *বি* সুরের প্রবাহ। 'অনন্ত প্রাণের পথে/ বরিষিবি গীতধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

গীতনাট [স] *বি* গীতিনাট্য। 'প্রতিঘরে গীতনাট অভিনব জেন দ্বারাবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গীতপণ্ডিত [স] *বি* সংগীতবিশেষজ্ঞ। 'গীতপণ্ডিতদের কাছে তা অবজ্ঞার যোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গীতপত্রী [স] *বি* গানরূপ চিঠি। 'গোলাপবাগানের বুলবুলের গীতপত্রী মনে সে পৌঁছল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

গীতবসন্ত [স] *বি* গানে পূর্ণ বসন্ত ঋতু। 'লাগল যেন গীতবসন্তের হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গীত বাঁধা *ক্রি* গান রচনা করা। 'কবি ও পাঁচালিওয়ালারা এই ভাষায় গীত বাঁধিত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

গীতবাদ্য [স] *বি* গানবাজনা। 'দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গীতময় [স] *বিণ* সুরে আন্দোলিত। 'দুলিছে পবন সন সন বন-বীথিকা, গীতময় তরুলতিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

গীতমুখর [স] *বিণ* গানে মুখরিত। 'কর সুন্দর গীতমুখর নীরব আরাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

গীতমুখরিত [স] *বিণ* সংগীত-মুখরিত। 'দ্বীপগুলি তব গীতমুখরিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গীতমুগ্ধ [স] *বিণ* সংগীতের মধুর ধ্বনিতে মোহিত। 'গীতমুগ্ধ মুখের দিকে কেবলই চেয়ে চেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গীতরঙ্গ [স] *বি* গান-বাজনা। 'যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

গীতরব [স] *বি* গানের ধ্বনি। 'উথলিত গীতরবে খুলে দে রে মনপ্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

গীতরস [স] *বি* সংগীত-মাধুর্য। 'নানারঙ্গে গীতরসে আইলাঙ লাভের আশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গীত-রসিক [স] *বিণ* গানের সমঝদার। 'শুধু কথা রসিক নন, গীতরসিক।' *নজরুল*, ১৯২৯।

গীতরাগ [স] *বি* গানের সুর। 'তৃপ্ত তুমি আমার গীতরাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

গীতলেখা [স] *বি* গানের কথা। 'যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

গীতলোক [স] *বি* সংগীতের জগৎ। 'দেশের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা অমৃত-অভিষিক্ত গীতলোকে অমরত্ব লাভ করুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গীতশব্দহীন [স] *বিণ* গানের সুরহীন। 'তন্দ্রাঘন বটশাখা-পরে ছায়ামগ্ন পক্ষিনীড় গীতশব্দহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

গীতশিল্পী [স] *বি* সংগীতশিল্পী। 'সৈন্ধবী রাগিণীকে গীতশিল্পীরা সাধারণত সিন্দুড়া নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

গীতসুধা [স] *বি* সংগীতরূপ অমৃত। 'চিত্ত পিপাসিত রে গীত-সুধার তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গীতসুধারস [স] *বি* অমৃতরূপ সংগীতের রস। 'গীতসুধারসে এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

গীতসুর [স] *বি* গানের সুর। 'মৃদু মৃদু মধু উঠে গীতসুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

গীতস্বর [স] **১** *বি* গানের সুর। 'সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বি* গানের কণ্ঠ। 'পেয়েছে অক্ষয় গীতস্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

গীতহার [স] *বি* গানের মালা। 'চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গীতহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* গানহীন। 'আনিয়াছি গীতহীনা আমার প্রাণের একটি যন্ত্র ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গীতাত্মক [স গীত-আত্মক] *বিণ* গীতিধর্মী। 'এ ধরনের সৃষ্টি সাধারণত হয় গীতাত্মক বা বিবৃতিমূলক।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

গীতানুরাগিণী [স গীত-অনুরাগিণী] *বিণ স্ত্রী* সংগীত পছন্দ করে এমন। 'গীতানুরাগিণী একটি গৃহবধুর সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৭৫।

গীতানুরাগী [স গীত-অনুরাগী] *বিণ* সংগীতের প্রতি অনুরাগী। 'গীতানুরাগী বিচক্ষণ ভাবুক ব্যক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গীতাবলী [স] *বি* গানের সংগ্রহ; পদাবলি। 'তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, পাটীগণিত, গীতাবলী, এই তিন খানি মাত্র পুস্তক ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

গীতাভিনয় [স গীত-অভিনয়] *বি* গীতসহযোগে অভিনয়; অপেরা। 'আমাদের দেশে এবং য়ুরোপে গীতাভিনয় আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গীতাভ্যাস [স গীত-অভ্যাস] *বি* সংগীত চর্চা। 'মাঝে মাঝে নিচের ঘর থেকে শোনা যায় বিজুর গীতাভ্যাস।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

গীতোচ্ছ্বাস [স গীত-উচ্ছ্বাস] *বি* গানের উচ্ছ্বাস। 'আকাশ পুরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গীতোদ্দেশ্য [স গীত-উদ্দেশ্য] *বি* গানের উদ্দেশ্য। 'তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

গীতোপকরণ [স গীত-উপকরণ] *বি* গানের উপাদান। 'কানাড়া আড়ানা মালকোষ দরবারী তোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গীতা [স] *বি* হিন্দু ধর্মগ্রন্থবিশেষ। 'যদি বা পড়ায় কেহো গীতা ভাগবত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গীতাকার [স] *বি* গীতার রচয়িতা। 'গীতাকার আজকাল জন্মালে ... তাঁকে অন্য উপমার আশ্রয় খুঁজতে হত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

গীতাপাঠ [স] *বি* হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠ। 'এই লাগি গীতাপাঠে না ছাড়ে মোর মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গীতি [স] *বি* গান। 'চারিসাতে রচিল আটাশপদী গীতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গীতিকবি [স] *বি* গীতপ্রধান কাব্য রচয়িতা। 'গীতিকবি চারি মুখে/ করিতে লাগিলা বেদগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

গীতিকবিতা [স] *বি* লিরিক; খণ্ডকবিতা। 'গীতিকবিতা বাংলাদেশে

বহুকাল চলিয়া আসিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গীতিকলা [স] **১** *বি* সংগীতকলা। 'গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বি* সুর। 'শুধু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে/ পরমের সুরে চরমের গীতিকলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গীতিকাব্য [স] *বি* গাওয়ার মতো কাব্য। 'গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'গীতিকাব্যসমূহের বীজ মাত্র সেই মহাকাব্যের মধ্যে ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গীতিকাব্যিক [স] *বিণ* গীতল। 'একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

গীতিকার [স] *বি* গান-রচয়িতা। 'সে ধর্ম যে কৃষ্ণ-প্রচারিত, কি গীতিকার-প্রণীত তাহার স্থিরতা কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গীতিধারা [স] *বি* সাঙ্গীতিক ধারা। 'এ তিন কাব্যরথীর রচনা পড়লেই গীতিধারা বাদ দিয়ে মধ্যযুগের ...।' *হাই*, ১৯৪৯।

গীতিনকশা [স গীতি+আ নকশাহ্] *বি* গান দিয়ে সাজানো অনুষ্ঠান। 'এক আকর্ষণীয় গীতিনকশার আয়োজন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৯।

গীতিনাটকীয় [স] *বিণ* গীতিনাট্যসুলভ। 'এই গানটিকে পূর্ববর্তী গানের গীতিনাটকীয় প্রত্যুত্তর ভাবা যেতে পারে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

গীতিনাট্য [স] *বি* গান দিয়ে অভিনীত নাটক। 'বাল্মীকিপ্রতিভা গীতি-নাট্য বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে রচিত ও অভিনীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গীতি-নির্ঝর [স] *বি* গানের ঝরনাধারা। 'গলিয়া সুরের তুষার গীতি-নির্ঝর বয়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

গীতিবন্দনা [স] *বি* গান গেয়ে বন্দনা। 'প্রভাতিক গীতিবন্দনা সমাপনান্তে আশ্রমিকগণ স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গীতিবীথিচর [স] *বি* সংগীত-সাধক। 'এসো গীতিবীথিচর তম্বুর কর ধর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

গীতিব্যবসায়িনী [স] *বি* পেশাদার গায়িকা। 'যখন গীতিব্যবসায়িনীর অট্টালিকা হইতে বাদ্যনিক্বণ, সান্ধ্য সমীরণে কর্ণে আসিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গীতিময় [স] *বিণ* সংগীতময়। 'দুলছে পবনে সনসন বনবীথিকা, গীতিময় তরুলতিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গীতিময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সংগীতপূর্ণ। 'ক্ষুদ্র বিহঙ্গের গীতিময়ী ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গীতিরচয়িতা [স] *বিণ* গীতিকার। 'গীতরচয়িতা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-মন যে দুই প্রত্যন্ত রেখার মধ্যে দোদুল্যমান ছিল ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

গীতিরস [স] *বি* সংগীতময়তা। 'রবীন্দ্রনাথের গল্প মোপাসাঁ চেখফ দুজনের গল্পকেই হার মানায় তার গীতিরস দিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গীতিশব্দ [স] *বি* গানের কথা। 'দুই একজন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বদ্ধ গীতিশব্দ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গীতিশিল্পী [স] *বি* গায়ক। 'খ্যাতনামা গীতিশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।' *বেগম*, ১৯৪৭।

গীতিশূন্য [স] *বিণ* সুর নেই এমন। 'গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গীতিশৈলী [স] *বি* গানের শৈলী। 'গুরুদেবের গীতিশৈলী পূর্বদিনের সূর্যাস্তের সময় যে লীলাম্বুজ নীলাম্বরের সৃষ্টি করেছিল ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গীতিসাহিত্য [স] *বি* গীতধর্মী সাহিত্য। 'রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতা দিয়ে যে বাঙলা গীতিসাহিত্য রচে গিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গীতিহীন [স] *বিণ* সংগীতবিহীন। 'সারাদিন গীতিহীন স্তুতিহীন চলে গেছে মোর বীণাপাণি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

গীতিকা [স] **১** *বি* ছন্দোবদ্ধ পত্র। 'লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ...।' *মাইকেল*, ১৮৬২। **২** *বি* গীতিকবিতা; গাথা। 'ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে শতেক যুগের গীতিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

গীম [স গ্রীবা] *বি* গ্রীবা। 'আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গীমহার [স গ্রীবা-হার] *বি* গলার হার। 'সম্বরএ গীমহার কটির বসন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গীমা [স গ্রীবা] *বি* গ্রীবা। 'লোভে মুখ সোভ গেলে বাঁধি ভুজপাস পিয় ধরব গীমা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গীয়মান [স] *বিণ* গাওয়া হয়েছে এমন। 'কোনো পুরুষ কর্তৃক গীয়মান বক্ষ্যমাণ আর্যাটি শুনলেন।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

গীয়া *দ্র* যাওয়া

গীয়ার [ই] *বি* যান্ত্রিক যানের চালক অংশ। 'মটোরের ইঞ্জিন গীয়ার বদলের সাথে কঁকিয়ে উঠল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

গীরগিট [হি গিরগিট] *বি* টিকটিকি; সরীসৃপবিশেষ। 'বোধ হয় কেবল গীরগিটের অপ্রতুল ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গীরি [স গিরি] *বি* পাহাড়। 'লাফ দিয়া গেলা যথা গোবর্দ্ধন গীরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গীরিদা [ফা গিরদা] *বি* তাকিয়া। 'গীরিদা হেলান গা মউর পুচ্ছের বা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গীর্জা [প ইগ্রেজা] *বি* খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। 'বিসাপকালেজেতে যে গীর্জা আছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

গীর্বাণ [স] *বি* দেবতা। 'গীর্বাণপ্রধান দেব গজেন্দ্রবদন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গীর্যা, গীর্য্যা [প ইগ্রেজা] *বি* গির্জা; খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। 'যে স্থানে খ্রীষ্টিয়ান গীর্য্যা হওনের কল্প হইয়াছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

গু [পা গূথ, ফা গুহ্] *বি* মল; বিষ্ঠা। 'দেখ্ আমি গু দিয়া খিরা খাইব।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

গু ঘাঁটা *ক্রি* আজেবাজে কাজ করা। 'ঢের গু ঘাঁটানো হয়েছে যেন সারাদিন ভরে।' *জীবন*, ১৯৩১।

গুয়ে গোবরে – বিপর্যস্ত অবস্থা। 'কপালের নাম গোপালচন্দ্র কপালের নাম গুয়ে গোবরে।' *লালন*, ১৮৯০।

গুআ [স গুবাক] *বি* সুপারি। 'এহা গুআ পান তোহ্মে আপণেই খাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুংজরী [স গুর্জর] *বি* রাগবিশেষ। 'রাগ কহ্নগুংজরী।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

গুঁই *বি* হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'কাশীনাথ গুঁই।' *সেবধি*, ১৮৪০।

গুঁজড়ানো *ক্রি* লুকানো। 'মুখ গুঁজড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গুঁজা[১] [স গুঞ্জা] *বি* গুঞ্জা ফল। 'জতনে কত ন কেন বেসাহএ গুঁজা দে দহ্ কীন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গুঁজা[1] [স কুব্জ] *বিণ* কুঁজা। 'গুঁজা হই দুই করে কচালএ আঁখি।' *সুলতান*, ১৭০০।

গুঁজাবুড়ি [স কুব্জ>+বুড়ি] *বি* কুঁজো বুড়ি। 'অনেক দেমাকির দেমাক কিনেছে গুঁজাবুড়ি।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৬২।

গুঁজা[2] [হি গোজা] ১ *ক্রি* নোয়ানো। 'যার গন্ধে মাথা গুঁজি বাসুকি পলায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রি* গাঁথা। 'নেকটাইয়ে একটি তলবারের আকারে পিন গুঁজে এসেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *ক্রি* লুকানো। 'তোমার এতদিনকার কবিত্ব শেষকালে পয়সার থলির মধ্যে গুঁজলে হে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গুঁজিকাটি [হি গোজা+কাঠি>] *বি* খোপার কাঁটা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গুঁটিখেলা *বি* খেলাবিশেষ। 'পল্লীগ্রামে নাটাখেলা দেখা আছে কিম্বা গুঁটিখেলা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

গুঁড়া [স গুণ্ডক] ১ *বিণ* চূর্ণ। 'কামড় দিয়া মেঘ করে গুঁড়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* অবশেষ। 'এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।' *ভারত*, ১৭৬০।

গুঁড়া গাঁড়া *বিণ* অতি সামান্য পরিমাণ। 'যাহা গুঁড়া গাঁড়া পড়িয়া থাকে তাহা জমিদারেরা লয়েন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

গুঁড়াগড়া [ধ্বন্যা] *বি* পাতার মর্মরধ্বনি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুঁড়ানো [স গুণ্ডক>] *ক্রি* চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া। 'রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

গুঁড়ি[1] [স গুণ্ডিক] ১ *বি* রেণু। 'ধুলি গুঁড়ি পায় মাত্র যে সুকৃতি জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সূক্ষ্ম চূর্ণ। 'কিউটিকিউরা ট্যালকামের গুঁড়ি পড়েছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

গুঁড়িগুঁড়ি [গুঁড়ি>] *বিণ* ইলশেগুঁড়ি; খুব হালকা ধারায়। 'সকাল হইতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নামিয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

গুঁড়ি[2] [স গণ্ডি] ১ *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'প্রেমচাঁদ গুঁড়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০। ২ *বি* বৃক্ষের কাণ্ড। 'কাঁটালের গুঁড়ি প্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গুঁড়িওয়ালা [গুঁড়ি+হি ওয়ালা] *বিণ* গুঁড়িবিশিষ্ট। 'কাঠের মত শক্ত গুঁড়িওয়ালা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গুঁড়ি[3] *বি* হামাগুড়ি। 'তার পাশে সে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

গুঁড়ি মারা *বি* সংকুচিত দেহে চলা। 'এত সংকীর্ণ যে গুঁড়ি মারিয়া চলিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গুঁড়িসুঁড়ি *বিণ* জড়োসড়ো। 'দিব্যি গুঁড়িসুঁড়ি হয়ে আরাম করে ঘুমুচ্ছে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

গুঁড়ী [স গুড়>] ১ *বি* গুড় উৎপাদক। 'সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* রসিক। 'বিদ্যা বলে নহ বুড়ী, মাসাস রসের গুঁড়ী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গুঁড়ো [স গুণ্ডক>] *বি* চূর্ণ। 'ইটের গুঁড়ো দিয়ে ঘসে ঘসে ফরসা করে এনেছিলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

গুঁত *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'দেবীদাস গুঁত।' *সেবধি*, ১৮৪০।

গুঁতগুঁতি [আ গোতা>] *বি* ধাক্কাধাক্কি। 'দুজনে হুড়হুড়ি ও গুঁতগুঁতি করিয়া মরিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

গুঁতনি [আ গোতা>] *বি* শিং দিয়ে ধাক্কা মারার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গুঁতনিআ [আ গোতা>] *বিণ* শিং দিয়ে ধাক্কা মারা স্বভাব এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গুঁতনো, গুঁতানো [আ গোতা] *ক্রি* শিং দিয়ে আঘাত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গুঁতোবে না কি!' *শরৎ*, ১৯২৬।

গুঁতানি *বি* গুঁতা বা ধাক্কা মারা। 'এর ধাঁতানি ওর গুঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গুঁতি [আ গোতা>] ১ *বি* গুঁতা; ধাক্কা। 'ওরে জান না কি ডাকের কথা না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* ঠ্যাঙানি। 'পড়িলে শুনিলে দুদিভাতি না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গুঁতো [আ গোতা>] *বি* ধাক্কা। 'বাবুর মান গুঁতোয় গুঁতোয় থেঁতো হয়ে গেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

গুঁতোগুঁতি ১ *বি* তর্কবিতর্ক। 'দেশী ও বিলেতি ভাবের ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি চলছে।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বি* ধাক্কাধাক্কি। 'গুঁতোগুঁতি করে নামবার চেষ্টা করল।' *হাসান*, ১৯৬৩।

গুঁত্তাগাঁত্তা *বি* মারধোর। 'দু-চারটে গুঁত্তাগাঁত্তা খাওয়ার পরই হিম্মৎ সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গুঁপো [স গুম্ফ] *বিণ* গোঁফওয়ালা। 'কাঁচি-কপচানো গুঁপো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

গুঁয়ানো [স গম্>] *ক্রি* কাটানো। 'গোবর্ধন গিরিতে গুঁয়ালাম দিন কত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গুক্তি [স শুক্তি>?] *বি* সিঁদ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুখখুরি [ফা গুহ্+ফা খোর>] *বিণ* আহাম্মকি। 'অনেক কিছুই দাদার গুখখুরির জন্য।' *জীবন*, ১৯৩২।

গুগলি[1], **গুগলী** *বি* ছোটো শামুক। 'গুগলি।' *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'ছোট ছোট গুগলী ও ছোট ছোট কীট ধরিয়া খায়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

গুগলি[2] [ই] *বিণ* (ক্রিকেটে) লেজব্রেক বলের ভঙ্গিতে করা অফব্রেক বল। 'ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গুগ্‌গুল [স] *বি* এক প্রকার সুগন্ধি নির্যাস। 'পুড়ছে দেদার ধূপ-ধুনো গুগ্‌গুল।' *নজরুল*, ১৯২২।

গুঙরানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* গোঁ গোঁ শব্দ করা। 'অজ্ঞান হয়ে থাকিস বলেই তো স্বপ্নের চোটে তোরা গুঙরে মরিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গুঙানো [স গমন>] *ক্রি* অতিবাহিত করা। 'বার সোল বৎসরে লোক জৌবন গুঙাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুঙাইল *ক্রি* অতিবাহিত করলো। 'জন্ম গুঙাইল বিপ্র কুলটা লইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুচ্ছ [স] ১ *বি* গোছা। 'মস্তকে যে কেশগুচ্ছ রাখা হয়, তাহাকেই নূর বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* থোকা; স্তবক। 'অতিশুভ্র প্রফুল্ল কুসুম গুচ্ছ ... সমস্তজনের অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫১; 'আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গুচ্ছ গুচ্ছ [স] *বিণ* থোকা থোকা। 'নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা, আম্রবন তাম্রফলময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গুচ্ছবদ্ধ [স] *বিণ* থোকা থোকা। 'ক্রমশ এদেশে গুচ্ছবদ্ধ রক্ত-কুসুম/ ছড়ায় শত্রু-শবের গন্ধ, ভাঙে ভীত ঘুম।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

গুছানো [স গুচ্ছ>] ১ *ক্রি* সংগ্রহ করা। 'টাকা কড়ি থাহে, নাবালক ছেইলে, এমনি সব লাসের খবর গুছায়ে রাখবেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *ক্রি* সাজানো। 'জিনিসপত্র গুছাইয়া এমনভাবে বসিয়া আছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

গুছানো গাছানো *ক্রি* বিন্যস্ত করা; পরিচ্ছন্ন করা। 'শস্যকণাগুলিকে মুখের মধ্যে গুছিয়ে গাছিয়ে দ্রুত করে নেওয়া হয় – ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গুছি [স গুচ্ছ>] *বি* গুচ্ছ। 'অলকে তার একটি গুছি করবীফুল রক্তরুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

গুছোন [প্রা গচ্ছ>] *বিণ* সাজানো। 'ও বৌমার হবিষ্যির সামগ্রী; কাল থেকে গুছোন ছিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

গুজ, গুজা [স কুব্জ] *বিণ* কুঁজা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুজগাজ [ধ্বন্যা] *বি* চাপা উত্তেজনাপূর্ণ চুপি চুপি আলাপ। 'চার দিকে অসন্তোষের গুজগাজ পড়ে গ্যাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গুজব [ফা গুজাফ] **১** *বি* জনরব। 'সূর্য তো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* ভিত্তিহীন প্রচার। 'ও-সব গুজবের কথা শোনেন কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গুজরাটি, গুজরাটী [গুজরাট>] *বিণ* গুজরাট সংক্রান্ত; গুজরাট দেশীয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গুজরাটি অঁজনী ছন্দে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

গুজরাটীভাষী *বিণ* গুজরাটি ভাষা ব্যবহারকারী। 'পাঞ্জাবীভাষী ও গুজরাটীভাষী জনগণের উপর ঐ দুটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

গুজরাণ [ফা] *বি* জীবিকা নির্বাহ। 'বসুপ্রাপ্তীচ্ছুক যাত্রীকেরা যে কিছু দেয় তদ্দ্বারা গুজরাণ করে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

গুজরাতি, গুজরাতী [গুজরাট>] **১** *বিণ* গুজরাটের। 'গুজরাতি হাতি।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* গুজরাটের অধিবাসী। 'গুজরাতীদের পতৌড়ি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গুজরান [ফা] **১** *বি* চলার মতো আয়। 'চাকরী ছাড়িয়া দিলাম আমাকে গুজরান হইল না।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *বি* দিনযাপন। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'মায়ের নিকটে থাকিয়া গুজরান করি।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

গুজরান করা *ক্রি* কাটানো। 'পাড়া-পতিবেশীরা কোন রকমে দিন গুজরান করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গুজরানো[১] [স গুঞ্জর>] *ক্রি* গুঞ্জন করা। 'মধুলোভে ভ্রমর গুঞ্জরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুজরানো[২] [ফা গুজরান] *ক্রি* সময় কাটানো। 'কোন দরবারে গুজরানিবার জন্যে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

গুজরি, গুজরী [স গুঞ্জর] *বি* পায়ের অলংকারবিশেষ। 'অষ্টবেকি গুজরি কড়া, পায়েতে ঘুঙ্গুর জড়া।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

গুজরী পঞ্চম [স গুঞ্জর>+স পঞ্চম] *বি* প্রাচীনকালে প্রচলিত পায়ের অলংকার। 'আলতাপরা ছোট পায়ের গুজরী পঞ্চম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গুজরী পাঁইজোর [স গুঞ্জর+স পাদ>+ফা জোর] *বি* পায়ের অলংকার-বিশেষ। 'গুজরী পাঁইজোরের রুমুঝুমু।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গুজস্তা পয়স্তা [ফা গুজসতা+ফা পয়ওয়স্ত] *ক্রিবিণ* পূর্বাপর। 'গুজস্তা পয়স্তা জে মালগুজারি করিয়া আসিতেছে তাহাই করিবে।' *ভেরল্সি*, ১৭৯১।

গুজারা[১] [ফা গুজরান] *ক্রি* পালন করা; সম্পন্ন করা। **গুজারিতে** *ক্রি* সম্পন্ন করতে। 'গুজারিতে নামাজ যে মনেত ইচ্ছিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **গুজারিলে** *ক্রি* পালন করলে। 'দুই গুজারিলে দুই ক্ষেমিব খোদাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গুজারা[২] [ফা গুজরান] *বি* অতীত জীবন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুজুর [ফা গুজারাহ] *বি* উপস্থাপন। 'রুজুর মিছিল গুজুর করিতে পারে না।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

গুজুর গুজুর [ধ্বন্যা] *বি* গোপন পরামর্শ। 'গাঁয়ের শালারা এখনও সব গুজুর গুজুর করছে।' *তারা*, ১৯৪২।

গুজুর-ঘুণে [ধ্বন্যা গুজুর+স ঘুণ] *বিণ* গুজরি কীটের দ্বারা আক্রান্ত। 'গুজুর-ঘুণে, দেড়-পাঁজুরে ল্যাডাগ্যাপচার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গুজুরি *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'বদনচন্দ্র গুজুরি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

গুজোব [ফা গুজাফ] *বিণ* অহেতুক রটেছে এমন। 'এডা কেবল গুজোব কথা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গুজ্জরী *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'গুজ্জরীরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুজ্রান [ফা গুজরান] *বি* গুজরান; সময় কাটানো। 'সসময় মাফিক গুজ্রান করিব।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

গুঞা [স গুবাক] *বি* সুপারি। 'সকল কটক মিলি লব পান গুয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গুঞ্জ [স] *বি* ফুলের গুচ্ছ। 'লতাকুঞ্জে বেড়িল বিবিধ গুঞ্জে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুঞ্জৎ [স] *বিণ* গুঞ্জনকারী। 'বিচিত্রবর্ণপক্ষযুক্ত গুঞ্জৎ পক্ষীরা প্রাণবান সকোণ কাচখণ্ডের ন্যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

গুঞ্জন [স] *বি* গুনগুন ধ্বনি। 'মলয়-বীজন, ভ্রমর-গুঞ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গুঞ্জনগান [স] *বি* গুনগুন ধ্বনি। 'তোমার মৌচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জনগান করে নেওয়া যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গুঞ্জনধ্বনি [স] *বি* গুনগুন ধ্বনি। 'চার দিক থেকে একটা প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গুঞ্জনমুখর [স] *বিণ* গুনগুন শব্দে ধ্বনিত। 'নবীন শিশিরসিক্ত গুঞ্জনমুখর স্নিগ্ধবনপথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

গুঞ্জনরাগ [স] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'গুঞ্জনরাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুঞ্জনা [স গুঞ্জন>] *বি* ঝঙ্কার। 'উঠিতেছে ধ্বনি তোমারি বীণার গুঞ্জনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

গুঞ্জনালাপ [স গুঞ্জন-আলাপ] *বি* অনুচ্চ আলাপ। 'দুইজনের গুঞ্জনালাপ তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

গুঞ্জর [স] *বি* গুঞ্জন। 'মঞ্জুরী মঞ্জুর ভ্রমর গুঞ্জর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গুঞ্জরণ [স গুঞ্জর>] **১** *বি* গুনগুন ধ্বনি। 'এইমত অস্ফুটধ্বনির গুঞ্জরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বি* ঝঙ্কার। 'বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গুঞ্জরণময় [স গুঞ্জর>+স ময়] *বিণ* গুনগুন রবে পূর্ণ। 'এ-বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরণময়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

গুঞ্জরতান [স] *বি* গুনগুন রব। 'গুঞ্জরতান করিয়াছি গান জ্যোৎস্নারাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গুঞ্জরা [স গুঞ্জর>] *ক্রি* গুনগুন ধ্বনি তোলা। 'বিদ্যাপতি এহো ভানে গুঞ্জরী ভজু ভগবানে, কহ্নৈয়া।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'গুঞ্জরি বেড়ায় পুষ্পবনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'গুঞ্জরিল অলি চারি দিকে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গুঞ্জরিত [স] *বিণ* গুনগুন রব করে এমন। 'গুঞ্জরিত তানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গুঞ্জরি [স গুর্জর>+রাগ] *বি* (সংগীত) গুর্জরী রাগিণী। 'গুঞ্জরিরাগ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মঙ্গল গুঞ্জরি রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুঞ্জরী[1] [স গুর্জর] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ গুঞ্জরী।' *চর্যা* ২২, ১২০০।

গুঞ্জরী[2] [স গুঞ্জা] *বি* গুঞ্জা ফল। 'মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

গুঞ্জা[1] [স গুঞ্জন] *বি* গুঞ্জন করা। 'সরস ভ্রমর গুঞ্জে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অলিকুল গুঞ্জে নওবত বাজে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গুঞ্জা[2] [স] **১** *বি* কুঁচফল। 'সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল পাব গুঞ্জা বদলে পলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গুঞ্জালতা। 'যারা গুঞ্জাফুলের মালা গেঁথে পরে পরায় গলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গুঞ্জামালা [স] *বি* কুঁচফলের মালা। 'গোবর্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গুঞ্জাহার [স] *বি* কুঁচের মালা। 'বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদদড়ি গুঞ্জাহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গুঞ্জায়েশ [ফা গুঞ্জায়িশ] *বি* স্থান। 'এতেও গুঞ্জায়েশ হলো না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গুঞ্জিত [স] *বিণ* গুনগুন ধ্বনিতে মুখর। 'কোকিল কুজিত ভ্রমর গুঞ্জিত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গুটলি [স গুটি] *বি* ধাতব মুদ্রাবিশেষ। 'গুটলি বলিয়া বিখ্যাত ছোট ত্রিশূলি পয়সা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

গুটানো[1] [স গোষ্ঠ>] *বিণ* গুছিয়ে-রাখা। 'ছাতের উপর গুটানো বিছানা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

গুটানো[2] [স গোষ্ঠ>] **১** *ক্রি* সংকুচিত করা। 'পা গুটাইয়া পেটের তলে রাখে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। **২** *ক্রি* ভাঁজ করা। 'আঁধারে পাখি গুটিয়ে পাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *ক্রি* টেনে সঞ্চিত করা। 'আকাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে এক প্রান্তে পাকিয়ে জড়ো করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *ক্রি* তুলে নেওয়া। 'গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৫** *ক্রি* স্থগিত করা। 'সাতচল্লিশ বছরের ব্যবসা গুটালে?' *জীবন*, ১৯৩২। **৬** *ক্রি* বন্ধ করা। 'হেথা এসে গণক গুটাল পুঁথি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **গুটে** *ক্রি* গুটিয়ে। 'দমের ঘরে রয়েছে সে আসলে কলের মূলটি গুটে।' *লালন*, ১৮৯০।

গুটি[1] *অব্য* সংখ্যাবাচক পদাশ্রিত নির্দেশক। 'গুটি চারি ফুল হের আছে মোর হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুটিকএক *বিণ* অল্পসংখ্যক। 'বিবেকাদির প্রত্যায়ক গুটিকএক শব্দ আছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

গুটিকত *বিণ* কয়েকটি। 'তেমনি গুটিকত কারিকাও আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

গুটিকতক **১** *বিণ* কয়েকজন। 'ভদ্রলোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকতক ফ্রেন্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রন্ন করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* অল্প কয়েকটি। 'গুটিকতক গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গুটি কয় *বিণ* কয়েকটি। 'গুটি কয় হাঁস।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

গুটিকয়েক *বিণ* কয়েকটি। 'প্রায়-অসম্পর্কীয় গুটিকয়েক ছোটো ছোটো মেয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গুটিগুটি **১** *ক্রিবিণ* একে একে। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *ক্রিবিণ* আস্তে আস্তে পা ফেলে। 'আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'নঈমা যেন গুটিগুটি পা ফেলিয়া ... ফাঁক তালাস করিয়া বেড়াইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গুটি[2] [স] **১** *বি* লুডু, পাশা ইত্যাদি খেলার চাল নির্ভর করে যে চারকোনা উপকরণের ওপর; ডাইস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* দাবার ঘুঁটি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* রেশমের কোষ। 'রেশম নির্মিত একটা ডিম্বাকার আবরণে রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আবরণকে গুটি বা কোয়া বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৪** *বিণ* কচি ফল। 'ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি সুঁটি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৫** *বি* ছোটো গোলাকার বড়ি। 'খেতে দেয় গোবরের গুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গুটিগুটি *বিণ* ছোটো ছোটো। 'ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি সুঁটি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গুটিপোকা [স গুটি+স পুত্তিকা] *বি* রেশমের কীট। 'গুটিপোকা কিরূপ নিজ লালায় বন্দী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গুটি মারা *ক্রি* জড়সড় হওয়া। 'সুদূর কুটুম্বিতার মধ্যেই গুটি মারিয়া বসিয়া থাকিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

গুটিসুটি *ক্রিবিণ* জড়সড়। 'গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গুটিসুটি মারা *ক্রি* জড়সড় হয়ে থাকা। 'আমজাদ গুটিসুটি মারিয়া গতিবিধি লক্ষ্য করে শুধু।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গুটিক [স গুটি>] *বিণ* একজনমাত্র। 'হৃদয় মুখেতে এক সমতুল কোটিকে গুটিক পাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গুটিকা [স] *বি* গোল ফল। 'অমর্ত গুটিকা দিলা জোড়া নারিকল।' *রামাই*, ১৭১০।

গুটী [স ক্ষোড] *বি* খুঁটি। 'পাঞ্চ গুটী পাট নাঅ গঢ়ন আক্ষার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুঠী [স গুটি] *বি* গুটিকা; গুলি। 'দুঈ পাশে নিরমিল গুশোভন গুঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুড [ই] *বিণ* শুভ। **গুড ইভনীং** [ই] *বি* শুভ সন্ধ্যা। 'বাবু উপরে এলেন – সেকহ্যাণ্ড, গুড ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় ঢুকতে আদ ঘণ্টা লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গুড ঈভনিং [ই] *বি* শুভ সন্ধ্যা। 'এমন সময় গোরা "গুড ঈভনিং স্যার" ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

গুডউইল [ই] *বি* সুনাম। 'এর গুডউইল কিনেছে তিন বছর আগে।' *জীবন*, ১৯৩২।

গুড-ডে [ই] *বি* (সম্বোধনে) শুভ দিন। '(প্রকাশ্যে) গুড-ডে খুদিরাম বাবু!' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

গুড ফ্রাইডে [ই] *বি* খ্রিস্টানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। 'খ্রীষ্টীয় রোজার (গুড ফ্রাইডের) সময় ধর্ম্মপরায়ণ খ্রীস্টানগণ ...।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

গুডবয় [ই] *বি* সুবোধ বালক। 'গুডবয় হয়ে গিলিছে আফিম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গুডবাই [ই] *বি* শুভ বিদায়। 'গুডবাই শচীশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গুড মর্নিঙ, গুড মারনিং, গুড মার্ণিং [ই] *বি* সুপ্রভাত। 'গুড মার্ণিং ম্যাডম।' *প্রভাকর*, ১৮৩১; 'গুড মারনিং শব্দান্তরেঃ সকলে শেকেহেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬; 'গুড মর্নিঙ স্যার, বলে এস্টেসন মাষ্টার নিশেনটা তুল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গুডস [ই] **১** *বি* জিনিসপত্র; পণ্য। 'সেকেন ক্লাস ও গুডস ও লগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* মালবাহী

ট্রেন। 'ট্রেন আসে ... মেল, গুডস, সাটল, স্পেশাল, প্যাসেঞ্জার।' *হোসেন*, ১৯৪০।

গুড়[1] [স] ১ *বি* আখ, খেজুর প্রভৃতির রস থেকে তৈরি মিষ্ট দ্রব্য। 'কাঠ কঠিন মোদক উপরে মাখিয়া গুড়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'গুড় এবং মধুতে যে গাঁজ উৎপন্ন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* লাভ; কমিশন। 'দালালির গুড়ে সবারই লোভ।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

গুড়পিটে [স গুড়+স পিষ্টক] *বি* গুড় দিয়ে তৈরি মালপোয়া জাতীয় পিঠা। 'চিনি দিব ক্ষীর দিব দিব গুড়পিটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গুড়বীজ [স] *বি* আখ; তাল, খেজুর ইত্যাদি যা থেকে গুড় তৈরি হয়। 'গুড়বীজ নাম ধরে গেলে পরে ভাঙ্গা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গুড়-মুড়ি [স গুড়+মুড়ি] *বি* গুড় মাখানো মুড়ি। 'এক পাথর গুড়মুড়ি জলযোগের কারণ দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

গুড়ে পাথর *বি* নিষ্ফল আশা। 'শাকসব্জী? সে গুড়ে পাথর।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গুড়ে বালি পড়া *ক্রি* আশাভঙ্গ হওয়া। 'আজ কাল ইংরাজি লেখা পড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গুড়ের পাটালি *বি* পাটায় জমানো গুড়ের খণ্ড। 'ও-হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান গুড়ের পাটালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গুড়[2] [স] *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'রাধাকৃষ্ণ গুড়।' *সেবধি*, ১৮৪০।

গুড়কাঁউলি *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'পাতা সিজ ঘোড়া সিজ গুড়কাঁউলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুড়গুড় [ধ্বন্যা] ১ *বি* পাখিবিশেষ। 'গুড়গুড় ভারই ঘটা টুনটুনি তালচটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অবিরাম গুড় শব্দকারী। 'হুক্কার গুড়গুড় আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

গুড়গুড়ি [ধ্বন্যা] ১ *বি* নলযুক্ত হুঁকা। 'কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে, কেহ গুড়গুড়িতে, কেহবা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* গুড়গুড় শব্দ। 'দামামা নাকাড়ায় গুড়গুড়ি ডাঙ্কায় কর্ণভেদী ধ্বনি আর অস্ত্রের চাকচিক্য।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

গুড়গুড়িয়ে [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* চুপিসারে। 'সেই সময়ে গুড়গুড়িয়ে পিছন হতে এসে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

গুড়মী *বি* বুনো ফলবিশেষ। 'জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গুড়া[1] [স গণ্ডি] *বি* নৌকার ধারে বসানো সরু পাটাতন। 'গড়ে ডিঙ্গা মধুকর ... পাশে গুড়া বসিতে গাবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুড়া[2] [স গুণ্ডক] ১ *বিণ* চূর্ণ। 'জাতে ঠেকে সেই সব হইয়া জাএ গুড়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* হত্যা। 'দশবিশ বীরবর ধায় নৈয়া জমধর শ্রীমন্তে করিতে গুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* নষ্ট। 'ছয় মাস খুঞা বাস হয়্যা গেল গুড়া/ লহনা প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুড়াকেশ [স] *বিণ* নিদ্রাকে বশ করেছে এমন; হিন্দু দেবতা শিব। 'আমি গুড়াকেশ নই, নিদ্রা আমি জয় করিনি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গুড়াচুন [স গুণ্ডকচূর্ণ] *বি* গুঁড়া চুন। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

গুড়ানো [স গুণ্ডক] *ক্রি* চূর্ণ করা। 'মনে আশা এহার পশ্চাত গুড়াইব।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গুড়ামুড়ি [স গুড়+মুড়ি] *বি* গুড় মাখানো মুড়ি। 'গুড়ামুড়ি খান ঘোল আড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গুড়ি [স গণ্ডি>] *বি* গাছের মূলের দিকের মোটা অংশবিশেষ; কাণ্ড। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গুড়ি গুড়ি [স গণ্ডি>] *ক্রিবিণ* গুটি গুটি। 'ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি।' *মুরারি*, ১৫৭০।

গুড়ি মেরে বসা *ক্রি* শরীরটাকে সংকুচিত করে লুকিয়ে থাকা। 'গিয়া দেখিলেন, খর্বকায় রমাই ভাঁড় গুড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গুড়িসুড়ি [স গণ্ডি>] *ক্রিবিণ* গুটিসুটি; জড়সড় হয়ে। 'সারা রাত গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে থাকে।' *জীবন*, ১৯৩০।

গুড়ুক [স গুড়>] *বি* মিঠা তামাক। 'গোলবালিশে ঠ্যাশ মারি গুড়ুক তামুক খায়, গপ্পি করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গুড়ুচ্যাদি তৈল [গুড়ুচি (স গুলঞ্চ)+স আদি-তৈল] *বি* গুলঞ্চ লতা থেকে তৈরি তেল। 'কবিরাজ মহাশয় এক বোতল গুড়ুচ্যাদি তৈল লইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গুড়ুম [ধ্বন্যা] *বি* প্রচণ্ড ধ্বনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ভয়ানক শব্দ! – গুড়ুম-দ্রুম-দুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

গুড়ুম গুড়ুম ১ *ক্রিবিণ* গুড়ুম গুড়ুম শব্দ ক'রে। 'বড় গোলা ফাটছে গুড়ুম গুড়ুম।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *ক্রিবিণ* অব্যাহত গুড়ুম শব্দে। 'চুল ধরে তারে গুড়ুম গুড়ুম মারিল দু'তিন কিল।' *জসীম*, ১৯২৯।

গুঢ়া [স গুণ্ডি] *বি* সংযোজক কাঠ। 'তাত গুঢ়া যোড়ী দিল তৌলঝাঁপে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুণ[1] [স] ১ *বি* নৌকা টানার দড়ি। 'নৌবাহী নৌকা টাগুঅ গুণে।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০; 'গুণ টেনে তোর বয়েস চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ *বি* ধনুকের ছিলা; জ্যা। 'পরার বচনে তোঁ ধনুত না দেঁ গুণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* গুচ্ছবিশিষ্ট। 'চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* দফা। 'পাঁচ গুণ অধিক।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৫ *বি* (গণিত) পূরণ; গুণন। 'এ দেশের ধনের কেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'বড় বড় গুণ ভাগ হয়ে যায়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

গুণ গুণ *বিণ* মৃদু গুঞ্জনমুখর। 'গুণ গুণ সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গুণটানা[1] [স গুণ>] *বিণ* গুণ টানা হয় এমন। 'বুনো ঝাউয়ের ঝোপ, গুণটানা পথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গুণ টানা[2] *ক্রি* নৌকার মাস্তুলে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া। 'যারা গুণ টানছে তারা সবলে মাটির উপর ঝুঁকে পড়েও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গুণবৃক্ষ [স] *বি* মাস্তুল। 'কত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ভোগের আতিশয্য দ্বারা ... নৌকার গুণবৃক্ষ ... হইতে পতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গুণ[2] [স] ১ *বি* ভালো বৈশিষ্ট্য; সদ্‌গুণ। 'সকলগুণসংপুণী রাধা চন্দ্রাবলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ফল। 'রক্ষা পাইলাম আমি পরমায়ু গুণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* যোগ্যতা। 'ভুলাইতে পারি এই গুণ আছে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৪ *বি* সুফল। 'এরূপ বর্ণনার গুণ এই যে, এক মুহূর্তে বীরবরের সহিত আমাদের আলাপ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও বীরত্ব স্যাক্সন জাতীয়দের প্রধান গুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বি* জাদু করা। 'কী যে বলে কেউ না জানে – কী গুণ করেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৭ *বি* উদ্দীপনা। 'আগুনের কী গুণ আছে কে জানে?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৮ *বি* বস্তুর প্রকৃতি। 'শিক্ষক এখন হইতে বস্তু ও গুণ নির্দেশ করিয়া ছাত্রকে ইংরেজিতে বাক্য রচনা করিতে উৎসাহ দিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

গুণআগর [স গুণ-আকর] *বি* গুণের আকর। 'তোহে গুণআগর নাগরা

রে সুন্দর সুপহু হমার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গুণকথা [স] *বি* গুণকীর্তন। 'এইমত সনাতন রহে প্রভুস্থানে/ কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা হরিদাস সনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গুণকরণ [স] *বি* সম্মোহিত করা। 'তিনি তন্ত্রমন্ত্র, গুণকরণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, তুকতাক, জাদু, ভেলিক ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভালো জানেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গুণ করা *ক্রি* জাদু দ্বারা বশীভূত করা। 'ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গুণকর্ম, গুণকর্ম্ম [স] *বি* গুণের বিশিষ্টতা। 'যে গুণকর্ম্ম জ্ঞানী লোকের দ্বারা উজ্জ্বল হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গুণকারী [স] *বিণ* গুণসম্পন্ন; কল্যাণকর। 'নম্রতা অনেক বিষয়ে কোপ অপেক্ষা গুণকারী।' *তারিণী*, ১৮০৩।

গুণ কাহিনী [স গুণ+হি কহানী] *বি* গুণের আখ্যান। 'সতী রমণীগণের গুণ কাহিনী।' *বাসনা*, ১৯০৯।

গুণকীর্তন [স] **১** *বি* প্রশংসা। 'বিদ্যাধরী তাঁহাদের নাম ও গুণকীর্তন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* মহিমা প্রচার। 'কাহার রসনা, – দেব কি মানব, – গুণকীর্তনে তোমার পারক?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গুণগণ [স] *বি* গুণাবলি। 'ভগবান তাঁর শক্তি তাঁর গুণগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গুণগণাধার [স] *বিণ* সদ্‌গুণসম্পন্ন। 'তিনি গুণগণাধার হইলেও কেবল হিন্দুত্বদোষে মোসলমানেরা তাঁহার প্রতি তাদৃশ অনুরাগী হইলেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

গুণগত [স] *বিণ* গুণ সম্পর্কিত। 'যাঁহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ তারতম্য ছিল ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গুণ-গরিমা [স] *বি* গুণাবলির মাহাত্ম্য; গুরুত্ব। 'ইংরেজি ভাষার গুণ-গরিমা প্রতিবেশী হিসাবে যারা সব চাইতে বেশি জানে এবং বোঝে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গুণগান [স] *বি* গুণকীর্তন। 'বৃন্দাবন গুণগান বিভোর হইয়া।' *মুরারি*, ১৫৭০।

গুণ গুণ [ধ্বন্যা] *বিণ* মৃদু ধ্বনিবিশিষ্ট। 'পথে গুণ গুণ স্বরে গোরাগুণ গায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গুণগ্রাম [স] *বি* গুণাবলি। 'অন্য নাহি জানয়ে এসব গুণগ্রাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গুণগ্রাহক [স] *বিণ* গুণের সমঝদার। 'গুণগ্রাহক ব্যক্তি কর্তৃক তাঁহারা অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

গুণগ্রাহকতা [স] *বি* গুণ গ্রহণের ক্ষমতা। 'তাঁহার বদান্যতা ও গুণগ্রাহকতা কীর্তি শ্রবণ করিয়া ... উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গুণগ্রাহিতা [স] *বি* গুণের সমাদর। 'কত উপেক্ষিত গুণবান ব্যক্তিরা তাঁহার গুণগ্রাহিতায় ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

গুণগ্রাহী [স] *বিণ* গুণ গ্রহণ করতে জানে এমন। 'গুণগ্রাহী অদোষদরশী সবা প্রতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গুণচয় [স] *বি* গুণরাশি। 'ধৃত পুষ্পধনু চারু গুণচয় ভৃঙ্গ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গুণজ্ঞ [স] **১** *বিণ* বিশেষ গুণ আছে এমন। 'ইহার তুল্য গুণজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* পারদর্শী। 'প্রাপ্ত ধাতুপিণ্ড হইতে তাহার স্বাভাবিক গুণজ্ঞ হইয়া নানাবিধ আশ্চর্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

গুণদাম [স] *বিণ* নানা গুণের অধিকারী। 'কাক্কা মোছেব তার বেটা অতি গুণদাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গুণধর [স] **১** *বিণ* গুণবান। 'ধর্মবন্ত কলেবর/ মহাদাতা গুণধর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* (ব্যঙ্গার্থে) গুণবর্জিত। 'গুণধর ভাইয়ের কাণ্ড দেখে হাসি পায় সকলের।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গুণধরা [স] *বিণ স্ত্রী* গুণী। 'উষানামে নন্দিনী সকল গুণধরা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গুণধাম [স] *বি* গুণী ব্যক্তি। 'ধৌত ধুতি পরি সসঙ্কল্প গুণধাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গুণধার [স] *বিণ* গুণবান। 'স্থির ধীর গম্ভীর অনেক গুণধার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গুণনাথ [স] *বি* গুণের অধিপতি। 'গুণনিধি গুণনাথে বিষম দশনাঘাতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গুণনাশা [স] *ক্রি* গুণ নষ্ট করা। 'তারকের গুণনাশে সুলোচনা যুঝে রোষে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গুণনিধি [স] *বি* গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। 'সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি আর জানি কার হয়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

গুণনিধী [স গুণনিধি] *বি* গুণনিধি; কৃষ্ণ। 'হাথে হাথে ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুণপনা [স গুণ+পনা] *বি* দক্ষতা। 'তাহাতে কোনো গুণপনা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গুণপনাযুক্ত [স] *বিণ* দক্ষ। 'আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনাযুক্ত ছিবলেমি।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

গুণপানা [স গুণ+পনা] *বি* নৈপুণ্য। 'ফুল নানা গুণপানা কি বলিব তার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গুণবৎ [স] *বিণ* গুণস্বরূপ। 'তৎপ্রযুক্তই বা হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গপ্রযুক্তই বা হউক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গুণবতি, গুণবতী [স গুণবতী] **১** *বিণ স্ত্রী* গুণান্বিত; গুণসম্পন্ন। 'কত কত জনমক পুন ফলে মীলব সে হেন গুণবতী রাধা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি স্ত্রী* গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। 'বিদ্যা সম্বোধিয়া বলে শুন গুণবতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গুণবন্ত [স] *বিণ* পুণ্যবান। 'যো গুণবন্ত সো পুন পায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গুণবর্জিত [স] *বিণ* গুণহীন। 'চরিত্রসমূহ মানবীয় গুণবর্জিত।' *আনিস*, ১৯৬৪।

গুণবর্ণন [স] *বি* গুণের প্রকাশ। 'তাহারদিগেরও কিছু গুণবর্ণন করি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গুণবান [স] *বিণ* গুণের অধিকারী। 'জগতের বন্দ্য তুমি রূপ-গুণবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গুণবার্তা, গুণবার্ত্তা [স] *বি* গুণের প্রচার। 'নাগরিক গুণে নাগরীর গুণবার্ত্তা হওনের উপক্রম হইল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গুণবাহী [স] *বিণ* গুণান্বিত। 'কল্লোল যে উদার ও গুণবাহী তাতে সন্দেহ কি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

গুণবোদ্ধা [স] *বিণ* গুণের সমঝদার। 'মহাশয়ের তুল্য গুণবান ও গুণবোদ্ধা আর দেখি না।' *ভবানী*, ১৮২৩।

গুণব্যাখ্যা [স] *বি* গুণের বর্ণনা। 'যে অহম সুরসুন্দরীর গুণব্যাখ্যা ও কীর্তন করেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গুণভেদ [স] *বি* গুণের পার্থক্য। 'উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কৃষক এই গুণভেদের কারণ জ্ঞাত ... করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

গুণভ্রম [স] *বি* ভুলবশত গুণ বিবেচনা। 'দোষগুলিকেই গুণভ্রমে বুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

গুণমণি [স] *বি* বিশিষ্ট গুণের অধিকারী। 'মায় ছেড়ে কোথা যাবে গৌরগুণমণি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গুণমন্ত [স গুণবন্ত] *বিণ* গুণবান। 'মনেত ভাবিয়া দেখ প্রভু গুণমন্ত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গুণময় [স] *বিণ* গুণধর। 'তথাপি সে যেন নাহি হয় গুণময় লো।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

গুণময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* গুণধর। 'গোপসুতা গুণময়ী গোপালভগিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুণমুগ্ধ [স] *বিণ* গুণের দ্বারা আকৃষ্ট। 'তানসেনের গানের চর্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ গায়কগণ তানসেনকে যথার্থ ভাবে স্মরণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গুণযুত [স] *বিণ* গুণী। 'বীর মাধবের সুত বাঁকুড়ায় গুণযুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুণযুতা [স] *বিণ স্ত্রী* গুণযুক্ত। 'দিনমণি জিনি রূপ গুণে গুণযুতা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

গুণযুক্ত [স] *বিণ* গুণবিশিষ্ট। 'ইউরোপীয়দিগের যে উত্তম২ গুণযুক্ত উত্তমাবস্থা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

গুণযুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* গুণবিশিষ্ট। 'পরমেশ্বর বহু গুণযুক্তা উর্ব্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

গুণযোগ [স] *বিণ* গুণসম্পন্ন। 'তাদৃশ গুণযোগ হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

গুণরজ্জু [স] *বি* গুণরূপ রজ্জু। 'সভার গুণরজ্জুকে অনেকে আহ্লাদপূর্ব্বক ... স্পর্শ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

গুণরত্ন [স] *বি* গুণ রূপ যে রত্ন; গুণমণি। 'এই সভা নানা গুণরত্নমণ্ডিত পণ্ডিত জনে আকীর্ণ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গুণরাশি [স] *বি* যাবতীয় গুণ। 'দারিদ্র্যে গুণরাশি নাশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুণলুব্ধ [স] *বিণ* গুণের প্রতি আকৃষ্ট। 'তাঁরা ছিলেন রূপভক্ত, আমরা গুণলুব্ধ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

গুণশক্তি [স] *বি* গুণের ক্ষমতা। 'উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কতকগুলি গুণশক্তির প্রয়োজন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গুণশালি [স গুণশালী] *বিণ* গুণসম্পন্ন। 'সম্যক গুণশালি বস্তুও যদি অনায়াসলব্ধ হয় ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

গুণশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* গুণসম্পন্ন। 'সে পরম সুন্দরী ও সাতিশয় গুণশালিনী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গুণশালী [স] *বিণ* গুণবান। 'অধোমুখে কহে রাণী গুন গুণশালী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গুণশিক্ষা [স] *বি* ধর্মশিক্ষা। 'সন্তানের প্রতিপালন, ও গুণশিক্ষা করিবেন।' *গৌর*, ১৮২২।

গুণশীল [স] *বিণ* গুণসম্পন্ন। 'ভাগ্যবন্ত পুরুষ যে হএ গুণশীল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গুণসম্পন্ন [স] *বিণ* গুণবান। 'এ প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া আলস্যের বশীভূত থাকা উচিত নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গুণসিন্ধু [স] *বিণ* অত্যন্ত গুণবান। 'গুণসিন্ধু রাজার কুমার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গুণহীন [স] *বিণ* নির্গুণ। 'যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গুণহেতু *ক্রিবিণ* গুণের কারণে। 'গুণহেতু মহাজনে করন্ত আদর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গুণাকর [স গুণ-আকার] *বিণ* গুণসম্পন্ন। 'কার্তিক গণেশ হর স্থাণু শিব গুণাকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুণাক্রান্ত [স গুণ-আক্রান্ত] *বিণ* গুণসম্পন্ন। 'সে সর্ব্ব গুণাক্রান্ত বটে, তা হইলে কি হইবে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গুণাখ্যান [স গুণ-আখ্যান] *বি* শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার। 'শ্রীবিক্রমাদিত্যের গুণাখ্যান করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

গুণাগুণ [স গুণ-অগুণ] *বি* ভালো ও খারাপ বৈশিষ্ট্য; গুণ ও দোষ। 'তাহার গুণাগুণ প্রমিত না করিয়া অসীমা ...।' *রামরাম*, ১৮০২।

গুণাতিরেক [স গুণ-অতিরেক] *বিণ* অতিরিক্ত গুণসম্পন্ন। 'সে সকল দোষ গুণাতিরেক-মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

গুণাতীত [স গুণ-অতীত] *বি* গুণের অতীত; পরম ব্রহ্ম। 'তোমারে যে গুণাতীত সত্ত্বরূপা কহি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গুণাধিপ [স গুণ-অধিপ] *বিণ* গুণশ্রেষ্ঠ। 'রাজা গুণাধিপ ... পুনর্ব্বার রাজকার্যে নিবিষ্টমনা হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গুণানুবাদ [স গুণ-অনুবাদ] *বি* গুণের বর্ণনা। 'তোমার গুণানুবাদ রচিব কর্যাচি সাধ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গুণানুসারে [স গুণ-অনুসারে] *ক্রিবিণ* গুণ অনুযায়ী। 'সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গুণান্তিকা [স গুণ-অন্তিকা] *বি স্ত্রী* অশেষ গুণযুক্তা। 'গড় রক্ষ গুণান্তিকা গণেশ জননী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গুণান্বিত [স গুণ-অন্বিত] *বিণ* গুণসম্পন্ন। 'সুখদ সুশৃঙ্খল ও সর্বগুণান্বিত।' *অবন*, ১৯২৫।

গুণাপেক্ষা [স গুণ-অপেক্ষা] *বি* গুণের উপর নির্ভর। 'সকলেই নিজ নিজ গুণাপেক্ষা করিয়া উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্তির নিমিত্তে ব্যগ্র হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গুণাবলী [স গুণ-আবলী] *বি* গুণসমূহ। 'ইহার সৌন্দর্য্য, সুকুমারতা, প্রভৃতি গুণাবলী।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

গুণাবলোকন [স গুণ-অবলোকন] *বি* গুণ লক্ষ করা। 'অপর জাতির গুণাবলোকন বিষয়ে তাহার নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত হইবার নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গুণামৃত [স গুণ-অমৃত] *বি* গুণরূপ অমৃত। 'নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গুণালঙ্কৃত [স গুণ-অলঙ্কৃত] *বিণ* গুণসম্পন্ন। 'জননী আপনার অশেষ-গুণালঙ্কৃত তরুণ বয়স্ক সন্তানকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গুণালয় [স গুণ-আলয়] *বিণ* গুণবিশিষ্ট। 'জ্ঞানবন্ত গুণালয়/ ধর্মবন্ত

অতিশয়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গুণাশয় [স গুণ-আশয়] *বি* গুণের আধার। 'খগেন্দ্রাসনে গুণাশয় সুশোভন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গুণা[১] [স গুণ>] ১ *ক্রি* প্রতীক্ষা করা। 'গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। ২ *ক্রি* ভাবা। 'কেহ্নে রাধা মনত গুণসি পাঁচ সাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* হিসাব করা। 'নিজ মনে আবদুল্লাএ গুণিতে লাগিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

গুণা[২] [ফা গুনাহ্] *বি* দোষ। 'উম্মী মুমিনের গুণা করিমে বক্সিব।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গুণাগার [ফা] ১ *বি* ক্ষতি। 'ঘর দ্বার গুণাগার হবেক সরকারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* পাপী। 'তাদের মধ্যে গুণাগার আছে, নেকবন্দ আছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। *দ্র* **গুনা**[২]

গুণাগারি [ফা] *বি* পাপ। 'খোদার গজব নামে তখনি যখন দুনিয়া গুণাগারিতে ভরে যায়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

গুণাহ্গার [ফা] *বিণ* পাপী। 'আমার ত প্রত্যেকটি লোম গুণাহ্গার।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। *দ্র* **গুনাগার**

গুণা[৩] [স গুণ] *বি* লোহা ইত্যাদির তার। *ফরস্টার*, ১৮০১।

গুণাগুনি করা *ক্রি* বারে বারে বলা। 'গুণাগুনি করিতে সকলে জ্ঞান পাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

গুণাহ্গার *দ্র* **গুনাগার**

গুণিআঁ [স গুণ>] *বি* সুতার মালা। 'আঅর কাঢ়িআঁ নিল গুণিআঁ গলার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুণিন [স] ১ *বি* শিল্পী। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* ওঝা। 'পড়িলে গুণিনে ফিরে তারে পাই।' *লালন*, ১৮৯০।

গুণী ১ *বি* প্রেমিক। 'হেন গুণী মনত চঢ়িলী রাধা নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* জ্ঞানী ব্যক্তি। 'অখনেহ গুণী বিচারিলে জ্ঞান পাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* গুণসম্পন্ন। 'সমুদয় গুণী ব্যক্তি ... আমাদিগের প্রেমপাত্র হইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৪ *বি* গুণীজন। 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

গুণিগণ [স গুণী-গণ, সমাসে ই-কার] *বি* গুণী ব্যক্তিগণ। 'নানা রস প্রসঙ্গ কহন্ত গুণিগণে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গুণিগণাগ্রগণ্য [স গুণী-গণাগ্রগণ্য, সমাসে ই-কার] *বিণ* গুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'বিশিষ্টবিশিষ্ট সমূহমান্য গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়েরদের প্রতি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গুণিজন [স গুণী-জন, সমাসে ই-কার] *বি* পারদর্শী ব্যক্তিগণ। 'খলিপা গায়েন গুণিজনকে দুইজন মোছাহেবদিগকে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গুণিপনা [স গুণ+পনা] *বি* গুণপনা; দক্ষতা। 'লেখকের নীল-লোহিতের অনুরূপ গুণিপনা থাকা চাই।' *প্রমথ*, ১৯২২।

গুণীজন [স] *বি* ধার্মিক ব্যক্তি। 'আহাদ সেথায় বিরাজ করেন/ হেরে গুণীজন।' *নজরুল*, ১৯৩২।

গুণীজনসুলভ [স] *বিণ* গুণী ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় এমন। 'ইহার ফলে সাহেব যাহা করিলেন তাহা প্রকৃতই গুণীজনসুলভ।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গুণীজ্ঞানী [স] *বি* জ্ঞান ও গুণের অধিকারী ব্যক্তি। 'গুণীজ্ঞানী যে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই পাওয়া যায় তা নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গুণীলোক [স] *বি* গুণবান ব্যক্তি। 'ইহা সেওয়ায় কালওয়াতি গুণীলোক অনেক ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

গুণোৎকীর্তন [স গুণ-উৎকীর্তন] *বি* গুণের বর্ণনা; গুণকীর্তন। 'বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নানা গুণোৎকীর্তনানন্তর ভারতবর্ষের হিতার্থে তাঁহার ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

গুণোদয় [স গুণ-উদয়] *বি* সদ্‌গুণের উন্মেষ। 'ছাত্রেরা যে২ প্রস্তাব করেন তদ্বিষয়ের জনপদের গুণোদয়ের সম্ভাবনা না হয়।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

গুণোপেত [স গুণ-উপেত] *বিণ* গুণসম্পন্ন। 'অথবা ভিটেয় যেই গুণোপেত একটি বা দুটো ঘুঘু চরে।' *জীবন*, ১৯৩০।

গুণ্ডা[১] [স গুণ্ডক] *বি* গুঁড়া। 'যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ সুকুতা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গুণ্ডা[২] [স গোণ্ড] ১ *বি* গৃহহীন। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* দুর্জন; বদমাশ। 'পুরস্কারলোভী গুণ্ডার দল বালক দুইটিকে জোর করিয়া লইয়া যাইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'ভূতপূর্ব গুণ্ডাগণ আমায় সাদরে বরণ করে নিল।' *নজরুল*, ১৯২৪। ৩ *বি* সন্ত্রাসী। 'কংগ্রেসী গুণ্ডার হাতে মার খাইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

গুণ্ডাই [স গোণ্ড>] *বি* ভবঘুরে বৃত্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুণ্ডাগিরি [স গোণ্ড>+ফা গিরি] *বি* বদমায়েশি; গুণ্ডামি। 'গুণ্ডাগিরিকে যদি একবার রীতিমত জাগাইয়া তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গুণ্ডাগোছের *বিণ* গুণ্ডার মতোন। 'একটি গুণ্ডাগোছের লোকের সহিত হাসি-পরিহাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গুণ্ডাতন্ত্র [গুণ্ডা+স তন্ত্র] *বি* উচ্ছৃঙ্খলতা। 'গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গুণ্ডামি, গুণ্ডামী [স গোণ্ড>] ১ *বি* গুণ্ডার আচরণ। 'ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* হেনস্তা; উৎপীড়ন। 'নাৎসিরা রাস্তায় কম্যুনিস্টদের উপর গুণ্ডামি করতো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গুণ্ডা সাণ্ডা *বি* দুশ্চরিত্র লোকজন। 'লুন্দর শেখের বদনজর, গ্রামের যত গুণ্ডা সাণ্ডার কুই।' *কায়সার*, ১৯৬২।

গুণ্ডি *বি* যে বিছানার চাদর প্রস্তুত করে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুণ্ডুর *বি* পাখিবিশেষ। 'গুণ্ডুর ভারই ভাউক লিখিল বক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুণ্ঠন [স] *বি* ঘোমটা। 'লাজ-সুখে আজ যাচে গুণ্ঠন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

গুণ্ঠনাবৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* ঘোমটায় ঢাকা। 'নিভৃতদেশে গুণ্ঠনাবৃতা স্থিতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

গুণ্ঠিত [স] *বিণ* অবগুণ্ঠিত। 'আলোতে ঝিকিয়া-ওঠা ঘট কাঁখে পল্লীমেয়েদের/ ঘোমটায় গুণ্ঠিত আলোকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

গুণ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অবগুণ্ঠিত। 'ধীরি ধীরি কুণ্ঠিত ভাষা গুণ্ঠিতারে ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গুতাগুতি [আ গোতা] *বি* গোলমাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুতানো [আ গোতা] ১ *ক্রি* পশুর শিং দিয়ে আঘাত করা। 'পাঁজর ভাঙ্গিল মোর ষাঁড়ের গুতায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রি* ঠেলা দেওয়া। 'চিরদিন গুতায় পড়ে আঁটলো না রে।' *লালন*, ১৮৯০। **গুতিয়ে** *ক্রিবিণ* মুষ্টির আঘাত দিয়ে। 'ভাব জ্ঞান না ভাবুক রঙ্গা ডাংলি রে মাটি গুতিয়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

গুতিয়া [স গুপ্ত>] *বি* মাছবিশেষ। 'গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

গুত্তা [আ গূত্তা] *বি* আঁচড়। 'তুলির গুত্তা ডাইনে মারেন, মারেন কভু বাঁয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গুথা [স গ্রন্থন] *ক্রি* গাঁথা। 'বিরচিত কুসুম গুথিত মুক্তাহার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গুদ [স] *বি* গুহ্যদ্বার। 'গুদে ব্যথা করে যোনি বীর্য অতিরেক।' *সুলতান*, ১৭০০।

গুদড়ি [হি গুদড়ী] *বি* ছেঁড়া কাঁথা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গুদম জাৎ [প গুদাঁও>] *বিণ* গুদামজাত; সঞ্চিত। 'বারোইয়ারির গুদম জাৎ সংগুলির মত অন্ধকারে বসে রইলেম।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গুদাম [প গুদাওঁ] *বি* মালপত্র জমা করে রাখার ঘর। 'রাত্রে গুদাম খুলিয়া দুই গাঁটি কাপড় চুরি করিয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

গুদামঘর [প গুদাওঁ+পা ঘর] *বি* মালপত্র জমা করে রাখার ঘর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আপিসঘর-গুদামঘরের আশে-পাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গুদামজাত [প গুদাওঁ +স জাত] **১** *বিণ* আটক। 'যিনি একটু ওজর আপত্তি করিলেন, তিনিই সিরাজদ্দৌলার অন্ধকূপসম গুদামজাত হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **২** *বিণ* সঞ্চিত। 'কিছুটা চাল গুদামজাত করেছিলাম।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

গুদামবাটী [প গুদাওঁ+স বাটী] *বি* মালামাল রাখার ভাণ্ডার বা ঘর। 'কলিকাতায় নূতন গুদামবাটী নির্ম্মাণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

গুদামযাতকরণ [প গুদাওঁ+স জাত-করণ] *বিণ* মালামাল সংরক্ষণের জন্য ভাণ্ডারে রাখা। 'বিনা মাসুলে ঐ গুদামযাতকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

গুদাম সরকার [প গুদাওঁ+ফা সরকার] *বি* মালখানার হিসাবরক্ষক। 'কেহ গুদাম সরকারের পৌত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গুদারা [ফা গুদার] *বি* খেয়াঘাট। 'ভূমির রাজস্ব, ষ্টাম্পের কর, গুদারার কর, মোকদ্দমার খরচা ইত্যাদি।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

গুদোম [প গুদাওঁ] *বি* মালামাল রাখার বড়ো ঘরবিশেষ। 'তবে মোরে গুদোমে পোরলে ক্যান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গুধড়ি, গুধরি [হি গুদড়ী] *বি* ছেঁড়া কাঁথা। 'প্রেমের আবেশে প্রভুর তিতিল গুধড়ি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আমার দশা তলা ফাঁসা জল ছেঁচি আর গুধরি গলায়।' *লালন*, ১৮৯০।

গুধ্র [স গোধা] *বি* এক ধরনের সাপ; গোধিকা। 'আনন্দে জম্বুক কাক নাচে গুধ্র কঙ্ক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গুন[১] [স গুণ] **১** *বি* ধনুকের ছিলা; জ্যা। 'ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* নৌকা টেনে নেওয়ার রশি। 'একখানা বোট গুন টেনে ফিরিয়া যাইতেছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গুনচট [স গুণ>] *বি* শণের সুতা দিয়ে তৈরি মোটা চট। 'আমি গুনচট আজ ছয় মাস আগাম খরিদ করে রেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গুন[২] [স গুণ] **১** *বিণ* বার; দফা। 'তুহুঁ জদি কহসি করিএ অনুসঙ্গ। চৌরি পিরীতি হএ লাখ গুন রঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ভালো বৈশিষ্ট্য। 'এহনি সুন্দরি গুনক আগরি পুনেঁ পুনমত পাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বি* প্রশংসা। 'নিরন্তর গুন কহি হরুক তার মন।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *বি* বৈশিষ্ট্য। 'অক্রুর বলিয়া নাম কোন গুনে থুইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **৫** *বি* গুণাবলি। 'কি কহিব রূপ গুন অঙ্গরাগ লোভে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৬** *বি* উদারতা। 'কৃষ্ণের গুনেতে আমা রাখিল গোসাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুনধাম [স গুণধাম] *বিণ* গুণবান। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

গুণধামা *বি স্ত্রী* গুণী ব্যক্তি। 'রামা গুণধামা তুমি গুণনিধি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গুনবতি [স গুণবতী] *বিণ স্ত্রী* গুণসম্পন্ন। 'সোই গুনবতি গুন গনি গনি না জানি কি গতি মোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গুনবন্ত [স গুণবন্ত] *বিণ* গুণী। 'নানা গুনবন্ত হয়ে সায়ের কোয়র।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গুনমতি [স গুণবতী] *বিণ* গুণবতী। 'গুনমতি ধনি পুনমত জনু পাবে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গুনমনি [স গুণমণি] *বি* বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তি। 'কেমনে প্রেবেসিব পুরি সেহ গুনমনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুনসাগর [স গুণসাগর] *বিণ* সাগরের মতো সীমাহীন গুণসম্পন্ন। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

গুন গুন [ধ্বন্যা] *বি* মৃদু অস্পষ্ট মধুর ধ্বনি। 'কুসুমে পুন পুন ভ্রমর গুন গুন।' *ভারত*, ১৭৬০।

গুনগুন করা *ক্রি* আস্তে আস্তে কথা বলা। 'কানের কাছে গুনগুন করে আবার চলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গুনগুনা [ধ্বন্যা] *ক্রি* গুনগুন শব্দ করা। 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

গুনগুনানি [ধ্বন্যা] **১** *বি* মৃদু অস্পষ্ট মধুর ধ্বনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তাই তো এত গুনগুনানি সব কাজেই ভুল ভুল!' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* পতঙ্গের ডানা থেকে উদ্ভূত ধ্বনিবিশেষ। 'মশার গুনগুনানি মানুষকে ঘুম পাড়ায়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

গুনগুনিয়ে [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* মৃদু মধুর ধ্বনিতে। 'তখনো গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

গুনচি *বি* বেড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুনতি [স গণন>] **১** *বি* উপস্থিতি; হাজিরা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* গণনা। 'হাত কেঁপে গিয়ে গুনতিতে যাও ভুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

-গুনা *নির্দেশক* গুলো। 'বারুয়ের অন্নগুনা খেতে হল বটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গুনা[১], **গোনা** [স গণ্>] **১** *ক্রি* গণনা করা। 'চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুনিআ লেহুঁ।' *চর্যা* ১২, ১২০০। **২** *ক্রি* গণ্য করা। 'তৈখন লঘু গুরু কিছু নহি গুনল অব পচতাবকে জাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গুন** **১** *ক্রি* গণনা করো। 'এহা গুন মনে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* মনে করো। 'পুরুব আপর কথা রাধা মণে গুন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গুনল** *ক্রি* গুণলাম। 'তৈখন লঘু গুরু কিছু নহি গুনল অব পচতাবকে জাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গুনসি** *ক্রি* গোনো। 'নৃপ ভূমণ্ডলে লাজ ভয় না গুনসি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **গুনি** *ক্রি* ভেবে। 'না গেলা বাপের রার্য্য পৃতিজ্ঞা মনে গুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **গুনিআ** *ক্রি* গুণে। 'চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুনিআ লেহুঁ।' *চর্যা* ১২, ১২০০। **গুনিঞা** *ক্রি* গণনা ক'রে। 'গুনিঞা তোলে শত ফুল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গুনিবে** *বিণ* বিবেচনা করবে। 'এলাহী গুনিবে তারে রাছুল খান্দানে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **গুনিল** *ক্রি* গণ্য করলো। 'দ্বারিকার লোক সব গুনিল প্রমাদ।' *মালাধর*, ১৫০০। **গুনে** *ক্রি* চিন্তা ক'রে। 'দেখিয়া সম্বর তবে গুনে মনে মন।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুনে গুনে *ক্রিবিণ* হিসাব ক'রে। 'গুনে গুনে রেজগি দিয়ে প্রতিদিন।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

গুনেগেটে *ক্রিবিণ* সঠিকভাবে গণনা ক'রে। 'গুনেগেটে দেখলে হয়তো প্রায় সাড়ে আট লাখ।' *জীবন*, ১৯৩২।

গুনা[২] [ফা গুনাহ] *বি* পাপ। 'সুন্নতের গুনা তবে কত গুন তার।' *ভারত*, ১৭৬০।

গুনাখাতা [ফা গুনাহ+আ খাতা] *বি* পাপের লিখিত হিসাব। 'লালন কয় বোঝ দেখি কখন হয় শিশুর গুনাখাতা।' *লালন*, ১৮৯০।

গুনাগার, গুণাগার [ফা] ১ *বিণ, বি* অপরাধী। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* ক্ষতিপূরণ। 'ইহার গুনাগার তিন কুড়া টাকা।' *বোগল*, ১৭৭০। ৩ *বিণ* অপরাধ। 'জদি সাবুদ করিতে না পারি তবে হাকিমের গুনাগার।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। ৪ *বি* ক্ষতি। 'ঘর দ্বার গুণাগার হবেক সরকারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৫ *বি* জরিমানা। 'তবে হাকীমের সরকারে এক সও টাকা গুনাগার দিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৬ *বিণ* পাপী। 'তাদের মধ্যে গুণাগার আছে, নেকবন্দ আছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

গুনাগারি, গুনাগারী [ফা] ১ *বি* অপরাধ। 'গুনাগারী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* জরিমানা। 'তাহার উপর গুনাগারি ফিমন আফিম তিনসও পচাত্তরি টাকা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

গুনাগীর [স গুণ+ফা গির] *বিণ* গুণগ্রাহী। 'মহানন্দে জাহাঁগীর গুনাগীর হয়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

গুনানো [স গণনা>] *ক্রি* গনৎকার দিয়ে শুভাশুভ স্থির করা। 'দেবিজ্ঞি ঠাকুরের কাছে গুনিয়ে নিয়ে আসতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

গুনাহ [ফা] *বি* ইসলাম ধর্মমতে পাপ। **গুনাহগার** [ফা] *বি* পাপী লোক। 'বদনসিব আয়, আয় গুনাহগার।' *নজরুল*, ১৯৩২।

গুনাহগিরি [ফা] *বি* পাপ কাজ। 'গান-বাজনার উপর গুনাহগিরির ধমকগুলানরে যে আর খেয়াল রাখতে আছো না।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

গুনিজন [স গুণীজন] *বি* অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'নানা জন্ত্র বাজনা লইয়া গুনিজন গাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুনিন [স গুণিন] *বি* ওঝা। 'গুনিনের জেনই এ কাম করেছে।' *হাসান*, ১৯৬৪।

গুনোগার [ফা গুনাহগার] *বি* জরিমানা। 'নিমকহারামির গুনোগার দিতে হবে না?' *বিমল*, ১৯৫৩।

গুন্ডা দ্র **গুণ্ডা**

গুন্থা [স গ্রন্থন>] *ক্রি* গাঁথা। 'গুন্থিল ত্রিগুণ বেণী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গুন্থিত [স গ্রন্থন>] *বিণ* গ্রথিত। 'ঘর্মবিন্দু মুকুতা গুন্থিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

গুন্দম [ফা গনদুম] *বি* ইসলামি বিশ্বাসমতে বেহেস্তের নিষিদ্ধ ফল। 'আদম না হএ এহি গুন্দম খাবাইতুম।' *সুলতান*, ১৭০০।

গুন্ন [স গুণ] *বি* গুণ। 'বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্ঠগুন্ন তার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গুন্মোজ [স গুম্বজ] *বি* গম্বুজ। 'কিল্লার ... নয়টা গুন্মোজ ও অনেক দেওয়াল এক কালে পড়িয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

গুন্যে [স গণন>] *ক্রি* গণনা ক'রে। 'ব্যয় করিবারে কিছু রাখিলেন গুন্যে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুপগাপ [ধ্বন্যা] *বি* গিলে খাওয়ার শব্দ। 'মন্ত্রী পড়ে টুপটাপ/ সোনা গেলে গুপগাপ।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৭।

গুপত [স গুপ্ত] ১ *বি* আড়াল। 'গুপতেঁ ধরিল কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* গোপন। 'রাঘব লইয়া যায় গুপত করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* গোপনীয়তা। 'প্রকটে গুপতে আছে সবাক বেআপি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গুপতি [স গুপ্তি] *বিণ* গোপন। 'অকথ কথা গুপতি বেথা নঅনে তেজএ নোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গুপতেঁ [স গুপ্ত] *ক্রিবিণ* আড়ালে। 'গুপতেঁ ধরিল কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুপিযন্তর [স গোপীযন্ত্র] *বি* এক তারযুক্ত এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'গুপিযন্তর বাজবে বাঃ খুব।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গুপিযন্ত্র [স গোপীযন্ত্র] *বি* এক তারযুক্ত এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোলকরতাল যোগে গান গাহিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গুপুস [ধ্বন্যা] *বি* কামানের গুলি ছোড়ার শব্দ। 'গুপুস করে তোপ পড়ে গ্যাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গুপ্ত [স] ১ *বিণ* গোপন। 'গুপ্ত বেসে রোহিনির কথোকাল গেল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* গোপন স্থান। 'গুপ্তে তা সবারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* লুকানো। 'এই গুপ্ত ধন যাহা বাপ কহিয়াছিলেন ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'ব্রজকুমার গুপ্ত।' *সেবধি*, ১৮৪০। ৫ *বিণ* অব্যক্ত। 'তাঁহার পূর্ব্বকথিত গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিব।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গুপ্তকথা [স] *বি* অব্যক্ত কথা। 'এ মোর গুপ্তকথা জে ব্যক্ত করিব।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুপ্তক্ষত [স] *বি* গোপন ঘা। 'গোপন স্থানে গুপ্তক্ষতের মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

গুপ্তঘাতক [স] *বি* গোপনে হত্যাকারী; আততায়ী। 'কংস তোমার গুপ্তঘাতক জেনো।' *মণীশ*, ১৯৩১।

গুপ্তঘাতী [স] *বিণ* গোপনে হত্যাকারী। 'গুপ্তঘাতী শত্রুদের করি না আজ গণ্য।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

গুপ্তচর [স] *বি* গোপনে সংবাদ সংগ্রহকারী। 'অগ্রেই গুপ্তচর, চিত্রকর এবং কুঠারধারীগণকে ছদ্মবেশে প্রেরণ করিতে হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

গুপ্তচরবিদ্যা [স] *বি* গোপনে সংবাদ সংগ্রহের দক্ষতা। 'গুপ্তচরবিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে দাক্ষিণ্য পেয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

গুপ্তচরবৃত্তি [স] *বি* গোয়েন্দাগিরি; গোয়েন্দার কাজ। 'গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজ রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গুপ্তচরী [স] *বিণ স্ত্রী* গোপনে কাজ করে এমন। 'গুপ্তচরী দাসীগণ লাম্পট্যের সংবাদ মুহুর্মুহু বহন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

গুপ্তচারী [স] *বিণ স্ত্রী* গোপনে চলে এমন। 'ওগো গুপ্তচারী শিশু যাদুকর?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

গুপ্তচিহ্ন [স] *বি* গোপন চিহ্ন বা প্রতীক। 'সাঙ্কেতিক ও গুপ্তচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

গুপ্তচৈতন্য [স] *বি* অব্যক্ত চেতনা। 'আমার গুপ্তচৈতন্য সুপ্ত হয়ে ছিল।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

গুপ্ততোয়া [স] *বিণ* অন্তঃসলিলা। 'উলসি ওঠে গুপ্ততোয়া সুপ্ত নদী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

গুপ্তদলন [স] *বি* গোপন নির্যাতন। 'পুলিসের গুপ্তদলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গুপ্তদূতী [স] *বি স্ত্রী* গোপন দূত। 'পেয়েছিনু অন্তঃপুরে গুপ্তদূতী-হাতে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

গুপ্তদ্বার *বি* গোপন দরজা। 'সমুদায়ই বহির্দ্বার অথবা গুপ্তদ্বারের সমীপে রাশীকৃত।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯।

গুপ্তধন [স] **১** *বি* লুকানো সম্পদ। 'পুত্রেরা মনে করিল, ঐ সকল ভূমির অভ্যন্তরে, পিতার গুপ্তধন স্থাপিত আছে।' *বিদ্যা,* ১৮৫৬। **২** *বি* ব্রতবিশেষ। 'ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত – দধিসংক্রান্তি, কলাছড়া, গুপ্তধন, ...।' *অবন,* ১৯১৯।

গুপ্তপথ [স] *বি* গোপন পথ। 'কতকগুলি লোক ... অপ্রশস্ত গুপ্তপথ দ্বারা স্থানান্তর গমন করিতেছেন।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯।

গুপ্তপুর [স] *বি* লুকানো স্থান। 'সেই গুপ্তপুর হতেই শুনতে পেলুম।' *নজরুল,* ১৯২৪।

গুপ্ত-পুলিস [স গুপ্ত+ই পুলিস] *বি* গোয়েন্দা পুলিস। 'গুপ্ত-পুলিসে চাকরি করতে এসে ...।' *সাদত,* ১৯৬৭।

গুপ্তবাক্য [স] *বি* গোপন কথা। 'গুপ্তবাক্যে তুষ্ট হৈলা বরাহ ঈশ্বর।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

গুপ্তবার্তা, গুপ্তবার্তা [স] *বি* গোপন তথ্য। 'ইহাদের মধ্যে কিছু গুপ্তবার্তা বা রহস্য খুঁজিয়া পান নাই।' *সবুজ,* ১৯২০।

গুপ্তবিদ্রূপ [স গুপ্ত+স বিদ্রূব] *বি* প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ। 'হারান বাবুর গুপ্তবিদ্রূপের আঘাতে সে সমস্ত সংকোচ ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

গুপ্ত বিভাগ [স] *বি* গোয়েন্দা বিভাগ। 'তৎকালীন গুপ্ত বিভাগের মধ্যমণি।' *সাদত,* ১৯৬৭।

গুপ্তবেদনা [স] *বি* গোপন ব্যথা। 'তাহার কত দিনের গুপ্তবেদনার সঞ্চয় আছে তাহা কেহ ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬।

গুপ্তবেশ [স] *বি* ছদ্মবেশ। *সেবধি,* ১৮৩৯।

গুপ্তবেস [স গুপ্তবেশ] *বি* ছদ্মবেশ। 'না জানিল কেহো আছে গুপ্তবেসে তারে।' *মালাধর,* ১৫০০।

গুপ্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* লুকিয়ে। 'মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে।' *মাইকেল,* ১৮৬২।

গুপ্তমন্ত্র [স] *বিণ* যে মন্ত্র কেউ জানতে পারে না। 'আর্ট মানে কোন গুপ্তমন্ত্র নয়।' *ধূর্জটি,* ১৯৩১।

গুপ্তযুগ [স] *বি* প্রাচীন ভারতের গুপ্ত রাজবংশের রাজত্বকাল। 'গুপ্তযুগের শিল্পপ্রচেষ্টা গান্ধারের কাছে কতটা ঋণী।' *মুজতবা,* ১৯৪৯।

গুপ্তরূপে [স] *ক্রিবিণ* গোপনীয়ভাবে। 'এক বৃক্ষের নীচে গুপ্ত রূপে এক শত টাকা রাখিলেন।' *দর্পণ,* ১৮২২।

গুপ্তলিখন [স] *বি* অদৃশ্যলিপি। 'বিধাতা ইহার ললাটে যে গুপ্তলিখন লিখিয়া রাখিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬।

গুপ্তশক্তি [স] *বি* অব্যক্ত শক্তি। 'তার অন্তরেও গুপ্তশক্তি নিহিত থাকে।' *প্রমথ,* ১৯১৪।

গুপ্তসন্ধানী [স] *বিণ* গোপনে অনুসন্ধানকারী। 'গুপ্তসন্ধানী অনুচরকে কাসেদ পদে নিযুক্ত করিয়া ...।' *মশাররফ,* ১৮৮৫।

গুপ্তসেবা [স] *বি* আড়ালে খাদ্যগ্রহণ। 'প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

গুপ্তস্থান [স] *বি* গোপন জায়গা। 'এক গুপ্তস্থানে অবস্থিত হইয়া লোভদেবের পৃষ্ঠদ্রব্য আহরণে নিয়ত নিযুক্ত আছেন।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯।

গুপ্তহত্যা [স] *বি* গোপনে হত্যা। 'স্বাধীনতা গুপ্তহত্যার সাহায্যে আসিতে পারে না।' *নজরুল,* ১৯২৬।

গুপ্তহন্তা [স] *বি* গোপনে খুন করে যে। 'গুপ্তহন্তা দ্বারা ডাকাতের মত মদিনাবাসীদিগকে হত্যা করিল।' *মশাররফ,* ১৯০৮।

গুপ্তে *ক্রিবিণ* গোপনে। 'গুপ্তে রাজমহলে পৌছিয়া অস্পষ্ট উকিল পাঠাইলেন।' *রামরাম,* ১৮০১।

গুপ্তা [স গুপ্ত] *বি স্ত্রী* গোপন। 'পণ্ডিতদের অন্তঃকরণেই গুপ্তা থাকিত।' *দর্পণ,* ১৮২০।

গুপ্তাবাস [স] *বি* গোপন অবস্থান। 'পিতা মাতা প্রতি দেখাইল গুপ্তাবাস।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

গুপ্তি [স] *বিণ* গোপন। **গুপ্তি মন্ত্র** [স] *বি* গোপন রক্ষামন্ত্র। 'গুপ্তি মন্ত্রে দীক্ষা দিলে হয়তো ভাবীকালে ...।' *নজরুল,* ১৯৩১।

গুফাদার [গুফা+ফা দার] *বি* গুফা নামক নৌকাবিশেষের মাঝি। 'গুফাদাররা গজল গাইছে, দাঁড় টানছে।' *শওকত,* ১৯৬২।

গুব [ধ্বন্যা] *বি* জলে ডুব দেওয়ার শব্দ। 'শুশুকগুলো থেকে থেকে খামকা জলের উপরে গুব করে দিগবাজি খেলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

গুবরে পোকা, গুবরো পোকা [স গোবিট>+পোকা] *বি* পোকাবিশেষ। 'গুবরে পোকার ডাক শুনিলেও অন্তর্জলে শুইব।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৪; 'গুবরেপোকার লেগেছে মড়ক।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১।

গুবলেট [ই] *বি* জগাখিচুড়ি। 'চিকেন পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে দুটো মাংসের ককটেলকে আমার গুবলেট বলে মনে হয়।' *মুজতবা,* ১৯৫৮।

গুবাক [স] *বি* সুপারি। 'মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

গুম[১] [ফা] **১** *বিণ* অদৃশ্য। 'জিবরিলের বাত শুনি নবী হইল গুম।' *গরীব,* ১৭৬৫। **২** *বিণ* নিখোঁজ। 'গট হইয়া বসা, গুম হইয়া থাকা, ভোঁ হইয়া থাকা, বুঁদ হইয়া যাওয়া।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮। **৩** *বিণ* নিশ্চুপ ও গম্ভীর। 'সে গুম হইয়া বসিয়া থাকে।' *মানিক,* ১৯৩৬।

গুম করা *ক্রি* গায়েব করা। 'তাই লোকটারে ... গুম করাও সম্ভব না।' *মনসুর,* ১৯৫৫।

গুম খাওয়া *ক্রি* অসন্তুষ্ট মনে চুপ করে থাকা। 'রাগে সে গুম খাইয়া রহিল।' *মানিক,* ১৯৩৬।

গুম হওয়া *ক্রি* গম্ভীর হওয়া। 'জহির সাহেব গুম হয়ে গেলেন।' *হাফিজুর,* ১৯৫৩।

গুম হয়ে থাকা *ক্রি* রাগে চুপ ক'রে থাকা। 'গুম হইয়া বসিয়া রইল।' *শরৎ,* ১৯১৩।

গুমে গুমে *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

গুম[২] [স গুণ] *বি* ধনুকের গুণ। *মানোএল,* ১৭৪৩।

গুমখুন [ফা] *বি* গুপ্তহত্যা। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

গুমগুম [ধ্বন্যা] *বিণ* গুম গুম করছে এমন। 'ভুবন ও কমল ... গুম গুম শব্দে দ্বারে কিল মারিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

গুমগুমিয়ে [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* গুম গুম শব্দে। 'গুমগুমিয়ে থেকে থেকে উঠছে ভেসে খোল-মৃদঙ্গের হাসি।' *মুজতবা,* ১৯৫৯।

গুমগুমে [ধ্বন্যা গুমগুম>] *বিণ* জমজমাট। 'খুব গুমগুমে কোম্পানি।'

জীবন, ১৯৩২।

গুমট [ফা গুম>] *বি* বায়ু চলাচলের অভাবে ভাপসা গরম। 'বাপ বাপ বাপ একি গুমটের দাপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গুমট কামান *বি* খিলানের গোল অংশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুমটভরা *বিণ* জমাটবদ্ধ। 'অহমিকার গুমটভরা অন্ধকারে সংস্কৃতিকর্মীর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

গুমটি [হি] *বি* প্রহরী বা দারোয়ানের থাকার জন্য তিন দিক বন্ধ ও অপ্রশস্ত ছোটো কুঠুরি। 'সমস্ত স্টেশন, গুমটি, লোকালয় এবং ময়দানে –।' *শক্তি*, ১৯৭০।

গুমটিঘর *বি* অপ্রশস্ত ঘর। 'হাঁফ-ধরা দম আটকানো গুমটিঘরের মতো।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

গুমড় [ফা গুমর] **১** *বি* চাপা শোক দুঃখ বা বেদনা। 'আহত অভিমান আমার সারা বক্ষ আলোড়িত করে গুমড়ে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* রহস্য। 'মনের ভেতরেও কেমন একটা গুমড় পাকিয়ে উঠল।' *জীবন*, ১৯৩২।

গুমর[১] [ফা গুমার] *বি* গির্জার খিলানো ছাদ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুমর[২] [ফা] **১** *বি* অহংকার। 'যে স্ত্রীলোক স্বয়ং উপার্জন করে তাহার একটু একটু গুমর হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'ওটার গুমর দেখলে হাসি পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* গোপন কথা। 'সব গুমর ফাঁস হইয়া যাইত।' *মনসুর*, ১৯৫০।

গুমরা, গুমরানো [ফা গুমর>] **১** *ক্রিবিণ* মনে মনে দুঃখ পাওয়া। 'বাঙালি জাতিকে গুমরে গুমরে পুড়াইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *ক্রি* কষ্ট চেপে রাখা। 'সারা দিন রাত গুমরি গুমরি কেবলি আছিস বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'গুমরি ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে ফুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *ক্রি* প্রকাশোন্মুখ হওয়া। 'মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠেছে গুমরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৪** *ক্রি* গুঞ্জন করা। 'চাঁচর চুলে ভ্রমর গুমরে না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

গুমরি গুমরি *ক্রিবিণ* ক্ষুব্ধভাবে। 'সারা দিন রাত গুমরি গুমরি কেবলি আছিস ব'সে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গরজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গুমরে ওঠা *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। 'গুমরিয়া ওঠে কাঙালের লজ্জাহীন গুরু বেদনাতে!' *নজরুল*, ১৯২৩।

গুমরে থাকা *ক্রি* বিষাদগ্রস্ত হওয়া। 'আজও যদি দিনটা গুমরে থাকে তার?' *জীবন*, ১৯৩৩।

গুমরে মরা *ক্রি* চাপা কষ্টে জর্জরিত হওয়া। 'তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া গুমরি মরিতে চাস!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

গুমরানি [ফা গুমর>] *বি* কষ্ট। 'আমার এ মন-গুমরানি শেষে যখন অসহ্য হয়ে দাঁড়াল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গুমরানো[১] *দ্র* **গুমরা**

গুমরানো[২] [ফা গুমর>] **১** *বিণ* সুপ্ত। 'মনের গুমরানো আগুন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বিণ* চাপা; ক্ষুব্ধ। 'কেমন একটা গুমরানো ধ্বনি পাশের ঘর থেকে আমার কানে আসে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

গুমরাওন [ফা গুমার>] *বি* ক্ষোভ প্রকাশ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গুমরাহ [ফা] *বিণ* বিপথগামী। 'নারীদের বেলা গুম হয়ে রয় গুমরাহ যত চোরে!' *নজরুল*, ১৯২৮।

গুমরাহা [ফা গুমরাহ] *বিণ* বিপথগামী। 'জানি না এবার কোন স্রোতে মোরা হব ফিরে গুমরাহা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

গুমরুক *বি* শুল্ক আদায়ের কার্যালয়। 'গুমরুক বা কাস্টম হাউস তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গুমশো, গুমসো [ফা গুম>] *বিণ* গম্ভীর। 'ধর্মকর্ম করতে গেলেই যে মুখ গুমশো করে সব কিছু করতে হবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'মুখ গুমসো করে বসে আছি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গুমসা [ফা গুম>] *বি* বায়ু চলাচলের অভাবে ভাপসা গরম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গুমা [স গুল্ম] *বি* থানা। 'ঘাট ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

গুমান [ফা] **১** *বি* অহংকার। 'এমত কহে হিন্দুয়ান বেটা এতেক গুমান।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* ঔদ্ধত্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুমার [ফা গুমর] *বি* রহস্য। 'ভাঙিবে সকল গুমার যেদিন শমন রায় আসিবে।' *লালন*, ১৮৯০।

গুমি [ফা গুম>] **১** *বি* লুকিয়ে রাখা ব্যক্তি। 'চারিদিকে তল্লাশ করিল কিন্তু গুমি পাইল না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* হত্যা ক'রে মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলার কাজ। 'ডিস্পেন্সারি স্কুল হইলেই আপনারা, খুন গুমি হইলেই ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গুমো [দে গুম>] *বিণ* ছাতা পড়া। 'গুমো চিড়ে জলো দই তিত গুড় ধেনো মুড়ি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গুমোট [ফা গুম>] **১** *বিণ* স্তব্ধ। 'এই সংশয়াচ্ছন্ন গুমোটের ভাবটা দূর করিয়া দেওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* ভাপসা গরম। 'জ্যোষ্ঠিমাসের গুমোট রে বন্ধু আসত নাকো নিঁদ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

গুমোর [ফা গুমর] **১** *বি* দুঃখপ্রকাশ। 'শুনিয়া গঞ্জবে গোপী গুমোর করিয়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* রহস্য। 'না হলে কুঞ্জবনের এত কী গুমোর।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। **৩** *বি* অহংকার। 'অত গুমোর কোরো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৪** *বি* গোপন কথা। 'তবে তার গুমোর বুঝতে পারবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **৫** *বি* মূল্য। 'ফুলের গুমোর সবার চেয়ে বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

গুম্ফ [স] *বি* গোঁফ। 'গুম্ফ ধরিয়া টানিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গুম্ফগুচ্ছ [স] *বি* গোঁফের গোছা। 'নাসিকার ঠিক নিম্নবর্তী গুম্ফগুচ্ছটি পর্যবেক্ষণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গুম্ফধারী [স] *বিণ* গোঁফ আছে এমন। 'গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গুম্ফপ্রান্তদ্বয় [স] *বি* গোঁফের দুই প্রান্ত। 'গুম্ফপ্রান্তদ্বয়কে সুচালো করাই বর্তমানে তাহার সাধনার বিষয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গুম্ফবিশিষ্ট [স] *বিণ* গোঁফ আছে এমন। 'দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সুগোল, গুম্ফবিশিষ্ট কোন দৈত্য নয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গুম্ফবিহীন [স] *বিণ* গোঁফ নেই এমন। 'শুকায় কিনা গুম্ফবিহীন বালক-সাথে মাদ্রাসায়!' *নজরুল*, ১৯৫৯।

গুম্ফমুখী [স] *বিণ* গোঁফের দিকে। 'দত্তমহাশয় নয়নের দৃষ্টিকে নিজ গুম্ফমুখী করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গুম্ফরাজি [স] *বি* গোঁফের রাশি। 'মাতুল মহাশয় তাঁহার সুপ্রচুর গুম্ফরাজির অন্তরালে ঈষদ্হাস্য করিয়া...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গুম্ফরেখা [স] *বি* গোঁফের রেখা। 'ইংরেজ যুবক বিরল গুম্ফরেখা

নিয়ে তার আসন দখল করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গুম্ফশ্মশ্রু [স] *বি* দাড়ি-গোঁফ। 'গুম্ফশ্মশ্রুবহুল বিশাল লাঠিস্কন্ধে ভোজপুরি মশাই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গুম্ফাগ্র [স গুম্ফ-অগ্র] *বি* গোঁফের ডগা। 'ডাক্তারবাবু গলা খাঁকারি দিয়া গুম্ফাগ্রটিকে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে সূক্ষ্মতর করিতে লাগিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গুম্বজ [ফা] *বি* ভবনশীর্ষে অর্ধবেলুন আকারের চূড়া; গম্বুজ। 'দেখিতে গুম্বজের ন্যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

গুম্ভ [ফা গুম্বজ] *বি* গম্বুজ। 'সহস্রেক গুম্ভ ভরি একসত দ্বার করি এক ক্রোশ কর পরিসর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গুয়া [স গুবাক>] *বি* সুপারি। 'সিমলি পলাস সত গুয়া জলপাই কত।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুয়াগুটি [স গুবাক-গুটি] *বি* সুপারি। 'দর্পণে নেহালি দেখে জেন গুয়াগুটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুয়াখুবি [স গুবাক>] *বি* একপ্রকার ধান। 'গুয়া শালি হরিলেবু গুয়াখুবি সুঁদী ... ।' *ভারত*, ১৭৬০।

গুয়াপান [স গুবাক-পর্ণ] *বি* পানসুপারি। 'হরীতকী বহেড়া আমার গুয়াপান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গুয়ামোরি [স গুবাক+স মধুরিকা] *বি* মউরি; মৌরি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুয়ারেখি [স গুবাক>] *বি* ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী নামে ডিঙ্গা গুয়ারেখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুয়াল [স গোপাল>] *বি* গোয়ালা। 'লয়্যা অস্ত্রজাল সহস্র গুয়াল সাজিয়া চলিল বেগে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গুয়ালা [স গোপাল>] *বি* গোয়ালা। 'জনম লভিনু আমি গুয়ালার কুলে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

গুয়ালি, গুয়ালী [স গোপাল>] *বি* গোয়ালিনী; গোপনারী। 'বার বরিখের দান দিবে জে গুয়ালি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অনাথী গুয়ালী মোকে রক্ষা কর বিধি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

গুয়ে গোবরে *দ্র* **গু**

গুর [স গুড়] *বি* গুড়। 'আর আমি বাসায় গিয়া চিরা গুর চিবাইমু।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

গুরিয়া [স গুণ্ডিকা] *বিণ* ছোটো। 'ছেড়া ন্যাকড়ার তইরি গুরিয়া পুতুল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গুরু [স] **১** *বি* শিক্ষক। 'আলে গুরু উএসই সীস।' *চর্যা ৪০*, ১২০০। **২** *বিণ* প্রবল। 'জঘনে বসে নূপুরু আতিশয় রুচি গুরু।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* গুরুতর। 'গুরু পাপে বেঢ়িলের আলপ কালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *বিণ* ভারী। 'গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৫** *বি* সংগীতের লয়বিশেষ। 'লঘু ১৪ চৌদ্দ কলা। পরে গুরু।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৬** *বিণ* কঠিন। 'লঘু দোষে গুরু দণ্ড নহে সমুচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৭** *বিণ* মোটা। 'অর্ধ গুরু অর্ধ সরু।' *সুলতান*, ১৭০০। **৮** *বিণ* মূল। 'চোর দারিদ্র্যের গুরু রাজকন্যা কল্পতরু ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৯** *বিণ* বৃহৎ। 'গুরু কার্য্যের গুরু উপায় আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **১০** *বিণ* তীব্র। 'তাহার সুকুমার কর্ণ প্রতিক্ষণে গুরু, লঘু, মধুর, কর্কশ, বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **১১** *বিণ* বড়ো। 'গুরুকার্য্য সম্পাদনে ইহাদিগকে নিযুক্ত দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **১২** *বিণ* প্রধান। 'লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **১৩** *বিণ* সহজে পরিপাক হয় না এমন; দুষ্পাচ্য। 'পাকে গুরু বটে করে পিত্ত কফ দূর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **১৪** *বি* ধর্ম-উপদেষ্টা; দীক্ষাদাতা। 'ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো, ভিখারী কি অন্ন পাবে?' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **১৫** *বিণ* পরিমাণের চেয়ে বেশি ওজন। 'গুরুওজনে তাহা ক্রয় করিয়া, লঘুতর ওজনে লবণ দিতে লগিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮। **১৬** *বি* ভর্ৎসনা। 'গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **১৭** *বি* কবিগুরু (রবীন্দ্রনাথ)। 'গুরু কন তুই করেছিস গুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা।' *নজরুল*, ১৯২৬। **১৮** *বিণ* সুন্দর। 'ব্যাবিলনের জাদু বুঝি গুরু তব চটুল চোখের।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গুরুকরণ [স] *বি* গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ। 'আর্টিস্টদের আর গুরুকরণ দরকার নেই?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গুরুকুল [স] *বি* গুরুর বংশ। 'আক্ষি তোর পিত্রিতুল্য গুরুকুল ধিক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গুরুগম্ভীর [স] *বিণ* গভীর অর্থপূর্ণ ও গম্ভীর শব্দবিশিষ্ট। 'সাম্রি একবার গুরুগম্ভীর আওয়াজে 'চ্যালেঞ্জ' করলে, হল্ট, হু কামস দেয়ার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গুরু-গরজন [স গুরুগর্জন] *বি* গম্ভীর গর্জন। 'আমার চিরবাঞ্ছিত মেঘ গুরু-গরজনে ডেকে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২২।

গুরুগরবিত [স গুরু-গর্বিত] *বি* শ্রদ্ধাভাজন। 'আশপড়শীগণ গুরুগরবিত জন।' *ভবানন্দ*, ১৮০০।

গুরুগর্জন [স] অত্যন্ত উচ্চস্বর। 'জনপুঙ্গব আমার সম্মুখে আসিয়া গুরুগর্জনে বলিলেন।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

গুরুগিরি [স গুরু+ফা গিরি] *বি* গুরুর কর্তৃত্ব প্রকাশ। 'শিষ্যকে নিয়ে গুরুগিরি করা সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

গুরুগুরু [ধ্বন্যা] *বিণ* অব্যাহত গুরু গুরু শব্দ করে এমন। 'উদ্দামপবনবেগ, গুরুগুরু রব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গুরুগুষ্টি [স গুরুগোষ্ঠী] *বি* গুরুবংশ। 'ভাটপাড়ার গুরুগুষ্টিরে প্রকৃত হিন্দু ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গুরুগৃহ [স] *বি* গুরুর বাড়ি। 'অধ্যয়নের নিমিত্ত, গুরুগৃহে প্রস্থান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গুরুগৃহবাস [স] *বি* গুরুর বাড়িতে থেকে শিক্ষা। 'তার শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহবাস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গুরু-গৌরব [স] *বিণ* শ্রদ্ধাপূর্ণ। 'গুরু-গৌরব ব্যবহার নিয়োজিত কৈল ভার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুরুজন [স] **১** *বি* শিক্ষক। 'পুত্রে বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। 'না মানে গুরুজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* অভিভাবক। 'পরিবারস্থ গুরুজনেরা ... যৎপরোনাস্তি মনঃপীড়া পাইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গুরুজনা [স] *বি* শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। 'তার মধ্যে যেবা যুবা, মান্য গুরুজনা সবা ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

গুরুজায়া [স] *বি* গুরুর পত্নী। 'এ নব যুবতি ভজে নিশাপতি গুরুজায়া লৈল তারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুরুজি [স গুরু>] *বি* গুরু মহাশয়। 'গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

গুরুজ্ঞান [স] *বি* গুরু হিসেবে বিবেচনা। 'চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরুজ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গুরু-ট্রেনিঙ [স গুরু+ই ট্রেনিং] *বি* প্রাইমারি-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। 'গুরু-ট্রেনিঙের এক পিলেওয়ালা ছাত্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

গুরুঠাকুর [স গুরু+ঠাকুর] *বি* হিন্দুদের পারিবারিক ধর্মগুরু। 'উনি আমাদের গুরুঠাকুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গুরুতন্ত্র [স] *বি* গুরুর দেওয়া মন্ত্র। 'রামপ্রসাদ বলে হৃদিস্থলে গুরুতন্ত্র রাখ গাঁথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গুরুতম [স] *বিণ* দুরূহ। 'অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যা সকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গুরুতর [স] **১** *বিণ* ভারী। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অত্যন্ত। 'চতুর্দিগে পাষণ্ড বাড়য়ে গুরুতর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* কঠোর। 'অতি লঘু মোর পাপ দিলে গুরুতর সাঁপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'এই গুরুতর ও বহুলোকের অনুশীলিত প্রশ্ন বিচারার্থ বিতণ্ডিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **৫** *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৬** *বিণ* কঠিন। 'গণিত বিদ্যা অতি গুরুতর বিদ্যা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৭** *বিণ* অমার্জনীয়। 'গুরুতর দোষে পতিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৮** *বিণ* অধিক। 'অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে, শরীর ও মন উভয়েরই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৯** *বিণ* বিষময়। 'গতানুশোচনা ... পাপানুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিফল।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **১০** *বিণ* গুরুর মতো। 'কেহ বা গুরুতর লোকের সামনে দম্ভ করে।' *প্যারী*, ১৮৬০। **১১** *বিণ* বেশি শক্তিসম্পন্ন। 'অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **১২** *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'অন্যান্য আর্য্যনারী-চরিত্র হইতে দ্রৌপদী চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **১৩** *বিণ* অত্যধিক। 'বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রীর উপর গুরুতর শুল্ক বসাইতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **১৪** *বিণ* বেশি মূল্যবান। 'সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **১৫** *বিণ* প্রবল। 'গুরুতর বাধা অতিক্রম করিতে পারিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **১৬** *বিণ* জরুরী। 'আনন্দলাভকেই গুরুতর বলিয়া গণ্য করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **১৭** *বিণ* জোরালো। 'গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **১৮** *বিণ* মারাত্মক। 'মাদুরাতে একটা গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **১৯** *বিণ* দারুণ। 'বাদশার মুখখানা গুরুতর গম্ভীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২০** *বিণ* জটিল। 'যে – গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

গুরুতুল্য [স] *বিণ* গুরুর মতো। 'ব্যবহারে পরমার্থে তুমি গুরুতুল্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গুরুত্ব [স] **১** *বি* ওজন। 'তাহার আকার, প্রকার, লঘুত্ব, গুরুত্ব, কাঠিন্য, ... পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* আধিক্য। 'এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'ঋণের গুরুত্ব।' *নবনূর*, ১৯০৩।

গুরুত্বপূর্ণ [স] **১** *বিণ* মহৎ। 'হিন্দু মুছলমান সমস্যা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নহে।' *আজাদ*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* প্রধান। 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির আলোচনা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

গুরুত্বপূর্ণতা [স] *বি* গুরুত্বপূর্ণ ভাব। 'ভাষা ও গলার গুরুত্বপূর্ণতা বজায় রেখে সে বলল।' *মানিক*, ১৯৪৭।

গুরুত্বভাব [স] *বি* মহত্ত্বভাব। 'প্রশ্নকারের উচ্চকণ্ঠে গুরুত্বভাব।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

গুরুত্বসম্পন্ন [স] *বিণ* গুরুত্ব আছে এমন। 'এবারকার অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

গুরুদক্ষিণা [স] *বি* গুরুকে দেওয়া অর্থ অথবা উপঢৌকন। 'সেই যজ্ঞ-সমাধার ভার গুরুদক্ষিণার স্বরূপ চারুলতা গ্রহণ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

গুরুদণ্ড [স] *বি* বড়ো ধরনের শাস্তি। 'লঘুদোষে গুরুদণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গুরুদণ্ড দিয়ো না তাহারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

গুরুদত্ত [স] *বিণ* শিক্ষক প্রদত্ত। 'নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানাপ্রকারের গোলাগুলি বিদ্যালয়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

গুরুদরবার [স গুরু+ফা দরবার] *বি* শিখদের তীর্থ। 'অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

গুরুদর্শন [স] *বি* গুরুর সাক্ষাৎ লাভ। 'অবীরা কন্যা সমডিব্যাহারে করিয়া গুরুদর্শনে গমন করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গুরু দশা [স] *বি* পিতা-মাতার মৃত্যুজনিত অবস্থা। 'গুরু দশা লোকের দুঃসময়েতেই হয়।' *কেরি*, ১৮০২।

গুরুদায়িত্ব [স] *বি* মহান কর্তব্যভার। 'নারী-শিক্ষার যে গুরুদায়িত্ব সমাজের স্কন্ধে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

গুরুদেব [স] **১** *বি* দেবতুল্য গুরু। 'শ্মশানবাসী গুরুদেব আমায় এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* ধর্মগুরু। 'কত কত গুরুদেব ঐ শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া লজ্জায় অধোমুখ হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি ভক্তদের সম্মানসূচক সম্বোধনবিশেষ। 'গুরুদেব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এ পদ্য ছাপানো হয়নি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গুরুদ্রোহী [স] *বিণ* গুরুর প্রতি বিদ্রোহী। 'অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃ-মর্মঘাতী, স্বেচ্ছাচার!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গুরু নিকেতন [স] *বি* গুরুগৃহ। 'পড়িবারে গেলা তবে গুরু নিকেতনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গুরুনিতম্বিনী *বিণ স্ত্রী* স্থূল নিতম্ববিশিষ্ট। 'তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, গুরুনিতম্বিনী, আহা কি অপরূপ ঐ বালিকা।' *হাসান*, ১৯৬৭।

গুরুনিন্দা [স] *বি* গুরুর নিন্দা। 'এইরূপে তাহারদিগের ক্রোধ, দ্বেষ, গুরু নিন্দা ও অকৃতজ্ঞতাদি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গুরুপত্নী [স] *বি* গুরুর স্ত্রী। 'গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুরুপদ [স] *বি* গুরুর পা। 'গুরুপদ ভজিয়া পড়এ প্রতিনিধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গুরুপাক [স] **১** *বিণ* সহজে পরিপাক হয় না এমন। 'সংস্কৃতবিদ্যা নিরতিশয় গুরুপাক দ্রব্য।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 'বাংলা ভাষার পক্ষে এ শব্দটা একেবারে গুরুপাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

গুরুপাকত্ব [স] *বি* গূঢ়ার্থ। 'সারবান ওয়াজের গুরুপাকত্ব হজম করিতে না পারিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

গুরুপাট [স] *বি* গুরুর আবাস। 'আপনাকে একেবারে খোদ গুরুপাটে নিয়ে উপস্থিত করব।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

গুরুপাপ [স] *বি* গুরুতর অপরাধ। 'ব্রাহ্মণবধে গুরুপাপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

গুরুপুত্র [স] *বি* গুরুর পুত্র। 'অশ্বত্থামা গুরুপুত্র তাঁহাকে বধ করা অনুপযুক্ত।' *গৌর*, ১৮২২।

গুরুপ্রসাদী [স] *বি* প্রথাবিশেষ। 'মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব তন্ত্রের

গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গুরুবঅণ [স গুরু+বচন] *বি* গুরুবচন। 'গুরুবঅণ বিহারেঁ রে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

গুরুবচন [স] *বি* গুরুজনের উপদেশ। 'গুরুবচনে শ্রদ্ধা করিও।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

গুরুবন্দনা [স] *বি* গুরুকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা। 'যাহার সম্যক লিপিবন্দনা, গুরুবন্দনা, গঙ্গাবন্দনা, ও দাতাকর্ণাদি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গুরুবর [স] *বি* শিক্ষক। 'দোহানের প্রেমভাব ... গুরুবরে শুনিলা কহিলা শিশুগণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গুরুবর্ষা [স] *বি* প্রবল বর্ষণ। 'আকস্মিক গুরুবর্ষার মতো সমস্ত বোম্বাই প্রদেশের মাথার উপর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গুরুবল [স] *বি* গুরুর আশীর্বাদ। 'আমার বড়ো গুরুবল যে অদ্যাপিও সরকারগিরি কর্মটি বজায় আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গুরুবাক [স গুরুবাক্য] *বি* গুরুবাক্য। 'গুরুবাক পুঞ্ছআ বিন্ধ ণিঅমণে বাণেঁ।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

গুরুবাক্য [স] **১** *বি* গুরুর উপদেশ। 'গুরুবাক্যে দিআ কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গুরুর আদেশ। 'গুরুবাক্য সার যার শান্তি সেই লভে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৩** *বি* ভর্ৎসনা। 'গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

গুরুবাণী [স] *বি* গুরুর কথা। 'না শুনিলুম গুরুবাণী না পাইলুম শুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গুরুবার [স গুরু+ফা বার] *বি* বৃহস্পতিবার। 'গুরুবার মৃগশিরা তিথি একাদশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুরুবিষয়ক [স] *বিণ* গুরুগম্ভীর। 'এখানি মোটের উপরে ভারী রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গুরুবৃত্তি [স] *বি* গুরুদক্ষিণা। 'দোল, দুর্গোৎসব, বিবাহ, গুরুবৃত্তি প্রভৃতি।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

গুরুভক্তি [স] *বি* গুরুর প্রতি ভক্তি। 'তাহাদের প্রগাঢ়তর গুরুভক্তি উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান পরিপক্ব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গুরুভাই [স গুরু+ভাই] *বি* একই গুরুর শিষ্য। 'চরণদাস বাবাজি আছেন ওঁর গুরুভাই, সে লোকটার দয়ামায়া নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গুরুভার [স] **১** *বি* অত্যধিক ওজন। 'কংশাদি মহীসুরে পিথুবির গুরুভারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অধিক দায়িত্ব। 'তাঁহারা এই যৎকিঞ্চিৎ কৃপা বিতরণ করাও গুরুভার বোধ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'ক্ষিতি আমাদের সকলের মধ্যে গুরুভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বিণ* দুঃসহ। 'তাহা বিষাদকে গুরুভার এবং নৈরাশ্যকে অশ্রুহীন করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গুরুভারাক্রান্ত [স] *বিণ* বেশি ওজন বহন করছে এমন। 'গুরুভারাক্রান্ত গোরুর গাড়ির চাকার মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গুরুভোজন [স] *বি* অধিক ভোজন। 'গুরুভোজনে দোষ উপস্থিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

গুরুমশাই [স গুরুমহাশয়] *বি* শিক্ষক। 'গুরুমশাই দুপুরবেলায় বসে বসে ঢোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

গুরুমশাইগিরি [স গুরুমহাশয়+ফা গিরি] *বি* শিক্ষকতার কাজ। 'আপনিও কি গুরুমশাইগিরি শুরু করলেন?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

গুরুমশায় [স গুরুমহাশয়] *বি* শিক্ষক। 'গুরু মশায়ের পাঠশাল বন্দ হয়ে গিয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মাদুর পেতে গুরুমশায় ভুলুকে উচ্চৈঃস্বরে সুর করে করে নামতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

গুরুমশায়গিরি [স গুরুমহাশয়+ফা গিরি] *বি* মাস্টারি। 'বোধ হয় গুরুমহাশয়গিরি অপেক্ষা সরকারি ভালো।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'সে পূর্বে গুরুমশায়গিরি করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

গুরুমশায়ি [স গুরুমহাশয়>] *বিণ* পণ্ডিতসুলভ। 'তার সেই গুরুমশায়ি আপশোশের সঙ্গে কথা বলা ...।' *মানিক*, ১৯৪৭।

গুরুমস্তিষ্ক [স] *বি* যুক্তিবাদী মস্তিষ্ক। 'সব মানুষই অন্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি সামর্থ্যসম্পন্ন গুরুমস্তিষ্কের অধিকারী।' *শিব*, ১৯৫৬।

গুরুমহাশয় [স] *বি* শিক্ষক মহোদয়। 'পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালক বাবুদিগের শিক্ষাকারণ গুরুমহাশয় নিকটে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গুরুমহাশয়ের কর্ম/কর্ম্ম *বি* শিক্ষকতা বৃত্তি। 'কায়স্থজাতীয় মহাশয়েরা গুরু মহাশয়ের কর্ম্ম করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গুরুমা [স গুরু+মা] *বি* শিক্ষিকা। 'ইস্কুলের গুরুমা নই।' *জীবন*, ১৯৩৩।

গুরুমারা বিদ্যা [স গুরু+মারা+স বিদ্যা] *বি* শিষ্য কর্তৃক গুরুকে অপদস্থ করার কৌশল। 'কেবল গুরুমারা বিদ্যাই শিক্ষা করিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গুরুয়া [স গুরু>] **১** *বিণ* বিশাল। 'গুরুয়া নিতম্ব ভরে নানারূপ বেশ ধরে চলে রাজহংসের গমনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* ভারী। 'শরীর গুরুয়া তার অতি ভয়ঙ্কর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গুরুলোক [স] *বি* গুরুজন। 'গুরুলোকের নাম ধরিও না।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

গুরুশাপ [স] *বি* গুরুর দেওয়া অভিশাপ। 'গুরুশাপ ব্রহ্মশাপ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গুরুশিষ্য [স] *বি* শিক্ষক ও ছাত্র। 'গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গুরুশ্বাস [স] *বি* ভারী শ্বাস। 'শঙ্কার কারণে ঘন ঘন গুরুশ্বাস বহিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

গুরু-সেবা [স] **১** *বি* গুরুর ভোজন। 'আমায় ভোজ্যসামগ্রী দিন, কারণ গুরু-সেবার সময় অতীত হচ্চে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বি* গুরুর যত্নআত্তি। 'আমার গুরুসেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গুরুস্থানীয় [স] *বিণ* গুরুতুল্য। 'যাহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গুরুহস্ত [স] *বি* কঠোর হস্ত। 'সরকারের গুরুহস্তের ভার পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গুরুহীন [স] *বিণ* গুরু নেই এমন। 'অনিত্যলুব্ধ গুরুহীন মেঘাচ্ছন্ন মানবের জ্ঞানও তেমনি।' *ফজলল*, ১৯১৩।

গুরুআ [স গুরু] *বিণ* গুরুতর। 'কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার/ কতদিনে ঘুচব গুরুআ দুখভার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গুরুগুরু [ধ্বন্যা] **১** *বি* মেঘগর্জন ধ্বনি। 'গুরুগুরু নীরদ গরজনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **২** *বিণ* ভয়জনিত হৃৎস্পন্দনের অস্বাভাবিক

শব্দবিশিষ্ট। 'মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৩ *বি* ভয়জনিত হৃৎস্পন্দনের অস্বাভাবিক শব্দ। 'বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

গুরুজ [ফা গোর্জ] *বি* বড়ো মুগুর জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র। 'গুরুজ কামান হাতে শেল পাটী পাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুরুজবরদার [ফা গোর্জ+ফা বরদার] *বি* মুগুরধারী। 'বাণবরদার ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

গুরুপ [ই] *বি* গোষ্ঠী। 'বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গুরুপের মধ্যকার বিভেদ আরও বাড়িয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

গুরুব [আ] *বিণ* অস্তমিত। 'তখনো আসমানী আফতাব গুরুব হয়নি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গুরূ [স গুরু] *বি* গুরু। 'গুরূর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুরূগর্ব্বিত [স গুরুগর্বিত] *বি* গুরুজন। 'গুরূগর্ব্বিতে মন্দ বলি আবেভার।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুরূজন [স গুরুজন] *বি* সম্মানিত ব্যক্তি; সম্মানিত ব্যক্তি। 'কুর্দ্ধ হৈয়া গুরূজন পথ আগুলিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুরূতর [স গুরুতর] *বিণ* ভয়ানক। 'খণ্ডাইব পৃথুবির তার গুরূতরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুরূপদেশ [স] *বি* গুরুর উপদেশ। 'গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত অনায়াসে সংস্কৃত পদ পদার্থ বোধ হইতে পারিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

গুর্খা *বি* নেপাল ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তে বসবাসকারী জাতিবিশেষ। 'গোহত্যা-নিবারণ সম্বন্ধে নেপালের গুর্খা হইতে পঞ্জাবের শিখ পর্যন্ত একমত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গুর্খালী *বি* গুর্খা জনগোষ্ঠী। 'এক সভায় ভারত গুর্খালীদের সুপ্রীতি ...।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

গুর্জ [ফা গোর্জ] *বি* গদা। 'আশী মণ লোহার গুর্জ হাতে করি।' *সুলতান*, ১৭০০।

গুর্জঘাত [ফা গোর্জ+স আঘাত] *বি* গুরুজের আঘাত। 'মারিয়া গুর্জঘাত ভাঙ্গিল কপাট।' *সুলতান*, ১৭০০।

গুর্জর ১ *বি* গুজরাত; ভারতের পশ্চিমদিকস্থ প্রদেশবিশেষ। 'আভীরেরা আহির নামে অদ্যাপি গুর্জর রাজ্যে বাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বি* গুজরাটবাসী। 'গুর্জরের অনিদ্রা, গান্ধাররাজরূপ গন্ধহস্তীর পিণ্ডক্কুর, লাটচোরের উপর বাটপাড়।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

গুর্জ্জরী, গুর্জ্জরী [স গুর্জর] ১ *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ গুর্জ্জরী।' *চর্যা ৫*, ১২০০। ২ *বি* গুজরাটের স্ত্রীলোক। 'গুর্জ্জরীর অহঙ্কার উরোজ রঞ্জন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

গুর্বিণী, গুর্ব্বিণী [স] ১ *বিণ* বিগতযৌবনা। 'মোবা হইবে হয়্যাচি গুর্বিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* গর্ভবতী। 'গুর্ব্বিণী স্ত্রী অন্ধ বধিরাদি দৃষ্টি করিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গুর্বী [স] *বিণ স্ত্রী* গুরুপত্নী। 'তোমার গুর্বী এই গরিব ভাবিজি'কে কি এক-আধখান চিঠিপত্তর দেবে?' *নজরুল*, ১৯২৭।

গুল[১] [ফা] ১ *বি* পোড়ানো তামাকের গুঁড়া। 'মড়ার মাথার চুল, হাতেতে চড়ায় গুল ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* কলিকার মধ্যে ব্যবহৃত গুটিকা। 'রাজারা তার গায়ে গুল পুড়িয়ে দ্যান।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* ভিত্তিহীন গল্প। 'তুমি ফের আরেকখানা গুল ছাড়লে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গুলমারা *ক্রি* বানিয়ে গল্প করা। 'কুল্লে মাল তো আর গুলমারা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গুল[২] [ফা] *বি* গোলাপ ফুল। 'কোথায় ঈরাণী গুল এ ফুলের সমতুল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

গুলদার [ফা] *বিণ* ফুলের নকশা-কাটা। 'ছুতরেরা গুলদার ঢাকাই উড়ুনিতে কাঠের কুচো বাঁদতে আরম্ভ কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গুলফাম [ফা] *বিণ* ফুলময়। 'বাজে কাহারবা বাজা, গুলজার গুলশান গুলফাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গুলবদন [ফা গুল+স বদন] *বি* ফুলের মতো মুখশ্রী যার। 'সুরসোহাগে তন্দ্রা লাগে কুসুম-বাগের গুলবদনে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

গুল-বদনী [ফা গুল+স বদনী] *বি* ফুলের মতো কোমল দেহমুখের অধিকারী নারী। 'হয়তো কোনো গুল-বদনীর কবর-ঢাকা নীল চাদর।' *নজরুল*, ১৯৪০।

গুলবন [ফা গুল+স বন] *বি* ফুলবাগান। 'শারাব বিনে হেরো গুলবন উচাটন।' *নজরুল*, ১৯৩২।

গুল-বনোসা [ফা গুল-বনফশা] *বি* ফুলবিশেষ। 'নার্গিস আর গুল-বনোসার দেখবে যেথায় সুনীল দল।' *নজরুল*, ১৯৪০।

গুলবাগ [ফা] *বি* ফুলের বাগান। 'খাতুনে জান্নাত মাতা ফাতেমার গুলবাগে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

গুলবাগিচা [ফা] *বি* ফুলের বাগান। 'গুলবাগিচায় চলছে হাওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গুলবাহার [ফা] ১ *বি* সুশোভিত ফুলবাগান। 'গুলবাহারের উত্তরি কার জড়ালো তরুলতায়।' *নজরুল*, ১৯৩২। ২ *বি* রঙিন ফুল তোলা শাড়িবিশেষ। 'গুলে গুলে শাড়ি গুলবাহার/ পরি সেদিন ধরণি মা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

গুল-মজলিশ [ফা গুল+আ মজলিস] *বি* পুষ্পোৎসব। 'মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এসো গুল-মজলিশে।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

গুলমোর [ফা গুলমর] *বি* লাল রঙের ফুলবিশেষ। 'উন্মীলিত গুলমোরের খোলো বনের মন্দির মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গুলমোহর [ফা গুলমর] *বি* ফুলবিশেষ। 'ফুটছে কি ঈশক আগুনের দাহে রঙিন গুলমোহর?' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

গুলমৌর [ফা গুলমর] *বি* গুলমোহর; এক জাতীয় ফুলের গাছ। 'পীত-লোহিতের চূর্ণমঠি গুলমৌরের ফুলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

গুলরুখ [ফা গুল+ফা রুখ] *বি* ফুলের মতো মুখ। 'নীলিম প্রিয়ার নীলা গুলরুখ অবগুণ্ঠনে ঢাকা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

গুলশন [ফা] *বি* ফুলের বাগান। 'গুলশনে গুল ফুটল যখন – নাই তুমি বুলবুল!' *নজরুল*, ১৯২৯।

গুলশান [ফা] *বি* ফুলের বাগান। 'বাজে কাহারবা বাজা, গুলজার গুলশান গুলফাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গুলসুবাস [ফা গুল+স সুবাস] *বি* গোলাপের সুগন্ধ। 'পিরাহানে মাখরে ত্যাগের গুলসুবাস।' *নজরুল*, ১৯৪১।

গুলগুলা [ধ্বন্যা] *বি* গুঞ্জন। 'আমি এই গুলগুলা শুনিলাম সহরের মধ্যে।' *রামরাম*, ১৮০১।

গুলজার [ফা] ১ *বিণ* জমজমাট। 'এদিকে যে নরক গুলজার হয়েছে তার খবর রাখ?' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বিণ* জনাকীর্ণ। 'কলকেতা সহর

বড়ই গুলজার।' হুতোম, ১৮৬১। ৩ *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'বাজে কাহারবা বাজা, গুলজার গুলশান গুলফাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গুলঞ্চ [স গুড়চী] *বি* লতাবিশেষ। 'কী জানি কেমনে দুটো গুলঞ্চের ফুলে সব গেনু ভুলে!' *নজরুল*, ১৯২২; 'কাছির মতো মোটা মোটা অনেককালের পুরানো গুলঞ্চ লতা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গুলটীকা [ফা গুল+স বটিকা] *বি* তামাকের তৈরি গুলিবিশেষ। 'আদি হুকা পানদান গুল টীকা তামাকু ভেলসা অম্বুরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গুলতাই [ফা গুলেল] *বি* গুলতি। 'গুলতাই কর‍্যা করে পক্ষী অন্বেষণ করে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গুলতান [ফা] *বিণ* মুখর। 'কোমরেতে এক ওড়না জড়িয়ে নেচে করে সভা গুলতান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

গুলতান করা *ক্রি* কলরব করা। 'নীড়-প্রত্যাগত বকের দল গুলতান করিতেছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গুলতানি [ফা গুলতান] ১ *বি* জটলা। 'মনে মনে গুলতানি পাকিয়ে আড্ডা গাড়বে।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* গল্পগুজব। 'সারাদিন অফিসে গুলতানি।' *সাদত*, ১৯৬৭।

গুলতানি পাকানো *ক্রি* কয়েকজন একত্র হয়ে জটলা করা। 'মনে মনে গুলতানি পাকিয়ে আড্ডা গাড়বে।' *জীবন*, ১৯৩২।

গুলতানি মারা *ক্রি* আড্ডা দেওয়া। 'নাটকের মহড়া, বন্ধুরা মিলে গুলতানি মারছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

গুলতাপ্পি *বি* গালগপ্প। 'গুলতাপ্পি, কটুকাটব্যের ঝড় তুলি নিত্য ধারের বুলির ভরসায়।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

গুলতি [ফা গুলেল] *বি* মাটির গুলি বা ঢিল ছোড়ার ধনুকবিশেষ। 'গুলতির গুলি এদের প্রাণ।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

-গুলা [স কুল] *অব্য* বহুত্ব নির্দেশক প্রত্যয়। 'সেই গুলা আইল জীবা আমাকে ভাণ্ডিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুলা *ক্রি* জলের সঙ্গে মেশানো। 'হরিদ্রা গুলিয়া অঙ্গে দিলেন খুল্লনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গুলিয়ে উঠা** *ক্রি* উথলে ওঠা। 'প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে হট্টগোলের মাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **গুলিলে** *ক্রি* মিশালে। 'এক ঘটি জলে কিঞ্চিৎ অলক্ত গুলিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

-গুলান [স কুল>] *অব্য* সমষ্টিবোধক শব্দ; বৃন্দ। 'তথাচ ভট্টাচার্য্যগুলান ছাড়ে না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গুলাপ [ফা গুলাব] *বি* গোলাপ ফুল। 'গুলাপ মল্লিকা ধাই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গুলাব [ফা] *বি* গোলাপ ফুল। 'গুলাব সেউতী দেশী বিলাতী।' *ভারত*, ১৭৬০।

গুলাবগোলা [ফা গুলাব+গোলা] *বিণ* গোলাপের সুবাস মিশ্রিত। 'সে যে গুলাবগোলা/ রঙে লহর তোলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

গুলাবপানি [ফা গুলাব+পানি] *বি* গোলাপ ফুলের গন্ধযুক্ত সুবাসিত পানি। 'খসখসের পর্দায় খাসা গুলাবপানি ছিটিয়ে খুসবুতে দিল মশগুল করতেন না।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

গুলাবি [ফা] *বিণ* গোলাপি। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

গুলাল [ফা গুল্লালাহ্‌] ১ *বি* বাবুই তুলসী গাছ ও তার ফুল। 'ফুটিল গুলাল মাহলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আবির-বিশেষ। 'পরানে ছড়ায়ে আবীর গুলাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গুলাশ [ই] *বি* হাঙ্গেরিয়ান ঢঙে রান্না মাংসের ঝোলবিশেষ। 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ আর সাদা-মাটা মাংসের ঝোলে কোনো তফাৎ নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

-গুলি *প্রত্যয়* বৃন্দ; সমূহ। 'মহেশ ঝাড়িল ঝুলি চালু হইল কথোগুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পোস্তের হুলনাগুলি মারিল আছাড়ে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গুলি[১], **গুলী**[১] [হি গুলী] ১ *বি* বন্দুকের গুলি। 'ঝাঁকে ঝাঁকে তবক পুরিআ এড় গুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাতে গুলী গোলা সকল তোলা, ভক্তি-অস্ত্রে আছে শাণা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* কন্দুক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুলি খাওয়া ১ *ক্রি* গুলিতে আহত হওয়া। 'যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি?' *সুকুমার*, ১৯২০। ২ *বিণ* গুলিবিদ্ধ। 'প্রতিটি নাগরিক যে গুলিখাওয়া ক্ষ্যাপা বাঘ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

গুলি-গোলা [গুলি+স গোলক>] *বি* বন্দুকের গুলি ও কামানের গোলা। 'গুলি-গোলাসকল অতি দূরে নিক্ষিপ্ত ... করিতে পারা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গুলিবাঁট [গুলি+স বন্টন] *বি* লটারি। 'ছাত্রেরদের গুলিবাঁট করিয়া ঐ পুরস্কার নির্দিষ্ট হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

গুলিবাঁশ [গুলি+বাঁশ] *বি* বাঁটুল। 'গুলিবাঁশ হাতে নিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

গুলিবিদ্ধ [গুলি+স বিদ্ধ] *বিণ* শরীরে গুলির আঘাতপ্রাপ্ত। 'গুলিবিদ্ধ ... দেহ নিয়ে রিক্সাওয়ালারা ছুটে যায় হাসপাতালের দিকে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

গুলিবৃষ্টি [গুলি+স বৃষ্টি] *বি* বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ। 'দ্বিগুণ জোরে গুলিবৃষ্টির আওয়াজ এলো।' *হাসান*, ১৯৭৪।

গুলীবর্ষণ [গুলি+স বর্ষণ] *বি* গুলি ছোড়া। 'অগণ্য স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গুলীবর্ষণ ইত্যাদি হইয়া কেন?' *আজাদ*, ১৯৪০।

গুলীভরা *বিণ* বুলেটপূর্ণ। 'বুকের ওপর মালার মতন বন্দুকের গুলীভরা বেল্ট।' *বিমল*, ১৯৫৩।

গুলি[২], **গুলী**[২] [হি গুলী] *বি* আফিম থেকে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যবিশেষ। 'গাজা গুলি চরস গ্রাফস এবং মদিরার মেদেরা ... সর্ব্বদাই কর্ম্ম চলে।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'গাঁজা গুলী এবং চরসের পরিবর্তে ... তামাকের প্রচলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

গুলিখোর [গুলি+ফা খোর] ১ *বি* আফিম খায় যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি?' *সুকুমার*, ১৯২০। ২ *বি* গুলি খেয়ে মরতে প্রস্তুত যে। 'আমরা গুলিখোরের জাত।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গুলিখোরসুলভ [গুলি+ফা খোর+স সুলভ] *বিণ* আফিমখোরের মতো। 'তাহার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে গুলিখোরসুলভ যে প্রাণহীনতা প্রতীয়মান হয় তাহা ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গুলি[৩] *বি* মল্লযুদ্ধকালীন আক্রমণ। 'করিআ আখড়া ঘরে দণ্ডযুদ্ধ কেহ করে মল্লবিদ্যা গুলি চাপগারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গুলিডাণ্ডা, গুলিডাণ্ডা [হি গুলী+স দণ্ড>] ১ *বি* একপ্রকার খেলা। 'পূর্ব্বে গুলিডাণ্ডা ও কপাটি নামক যে সকল ক্রীড়া প্রচলিত ছিল ...।' *রাজ*, ১৮৭৪। ২ *বি* মারপিট। 'ডানপিটেরা ঝুলঝাপপুর গুলি-ডাণ্ডায় মন্দ খুব।' *নজরুল*, ১৯২৬।

-গুলিন *প্রত্যয়* বৃন্দ; সমূহ। 'কোম্পানির কাযকর্ম্ম করিয়া কতক গুলিন ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'কতকগুলিন সিবিল সরবেন্ট কর্ত্তৃক এক কমিটি রচনা করা হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

গুলিস্তাঁ [ফা] *বি* ফুলের বাগান। 'দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গুলিস্তান [ফা] *বি* ফুলের বাগান। 'গুলিস্তানের বুলবুল পাখি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

-গুলী *প্রত্যয়* বৃন্দ; সমূহ। 'কমরবন্দিতে যত গুলী পয়সা ধরিতে পারে, তত তুলিয়া লইল।' *মধু*, ১৮৫৭।

গুলী[1] *বি* গোলমাল। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

গুলী[2] *দ্র* **গুলি**[1], **গুলি**[2]

-গুলীন *প্রত্যয়* বৃন্দ; সমূহ। 'কতকগুলীন ধনি লোকের সাহায্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

গুলেনার [ফা গুল+ফা আনার] *বি* ডালিমের ফুল। 'প্রশান্ত বাতাসে শুধু জাগিতেছে গুলেনার বন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

গুলে-বকৌলি *বি* (উর্দুসাহিত্যে ব্যবহৃত) সাদা রঙের সুগন্ধি ফুলবিশেষ। 'গুলে-বকৌলি উর্বশীর এ চাঁদনি-চক।' *নজরুল*, ১৯২৮।

-গুলো *প্রত্যয়* বৃন্দ; সমূহ। 'তুই আগে তুকতাকগুলো কর।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গুল্ল [স গুল্ফ>?] *বি* অলংকার-বিশেষ। 'গুল্ল আইদ্য খারুয়া তোরল বিরাজিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গুল্ফ, গুল্‌ফ [স] *বি* পায়ের গোড়ালি। 'বিভাসেতে বাম গুল্‌ফ ফেলিলা কেশব।' *ভারত*, ১৭৬০।

গুল্ম [স] **১** *বি* শক্ত কাণ্ডহীন ছোটো উদ্ভিদ। 'লতা গুল্ম থরে থরে শোভা করে ঘরে ঘরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* প্লীহাবৃদ্ধি রোগ। 'গুল্ম হইল বুঝি পেটে।' *ভারত*, ১৭৬০।

গুল্মবায়ু [স] *বি* রোগগ্রস্ততা। 'ঘরে-ঘরে বিবর্ণ ছায়াতে মধ্যবিত্ত বিশ্রামের গুল্মবায়ু কল্মষবিলাস।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

গুল্মময় [স] *বিণ* গুল্মপূর্ণ। 'এই মাটি গো এই পৃথিবী – এই যে তৃণ গুল্মময়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

গুল্মান্তরাল [স গুল্ম–অন্তরাল] *বি* গুল্মের বা ঝোপের আড়াল। 'তিত্তির-দম্পতিও এই শব্দে সচকিত হইয়া গুল্মান্তরালে আত্মগোপন করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গুষ্টি, গুষ্ঠি, গুষ্ঠী [স গোষ্ঠী] *বি* গোষ্ঠী। 'বেটা মাগুরাঁড়িয়া গুষ্টিখেগো আমাকে যাহা খুশি তাহাই বলে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

গুষ্টি-কুটুম [স গোষ্ঠীকুটুম্ব] *বি* আত্মীয়স্বজন। 'তাদের গুষ্টি-কুটুম কান্নাকাটি করছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গুষ্টিখেগো [স গোষ্ঠী>+খা>] *বি* গালিবিশেষ। 'বেটা মাগুরাঁড়িয়া গুষ্টিখেগো ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

গুষ্টিশুদ্ধ, গুষ্ঠিশুদ্ধ [স গোষ্ঠীশুদ্ধ] **১** *ক্রিবিণ* গোষ্ঠীর সবাই মিলে। 'হাতেম বখশের গুষ্টিশুদ্ধ শহরে মদ টানে।' *শওকত*, ১৯৫৮। **২** *ক্রিবিণ* গোষ্ঠীর সবাই। 'পতঙ্গের গুষ্ঠিশুদ্ধ খেতলে দিতে যায়।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

গুষ্টিসুখ, গুষ্ঠীসুখ [স গোষ্ঠীসুখ] **১** *বি* আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গসুখ। 'শহরে এসে গুষ্টিসুখ অনুভব করার সুবিধে হল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'আণ্ডা-বাচ্চা নিয়ে গুষ্ঠীসুখ অনুভব করছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বি* বন্ধুজনের সঙ্গসুখ। 'সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে গুষ্ঠীসুখ অনুভব করি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গুহ [স] *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'আমি জেমত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ গুহর এবং সকলের তত্তলাষ করিতাঙ ...।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬।

গুহর জাঙ্গাল *বি* ছায়াপথ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুহা [স] **১** *বি* পর্বতের গায়ের গর্ত। 'দণ্ডক অরন্যে গুহা থুইলেক লিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* উৎস। 'যে সুর গোপন গুহা হতে ছুটে আসে আকুল স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। **৩** *বি* গহ্বর। 'জুতোর গুহায়।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

গুহাগর্ত [স] *বি* খোঁড়ল বা গহ্বর। '...তলিয়ে যাচ্ছে অতলে অথবা অন্তহীন কোনো গুহাগর্তে।' *শওকত*, ১৯৭২।

গুহাগহ্বর [স] *বি* পাহাড়ের গুহাদেশ। 'গুহাগহ্বর-অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গুহাচর [স] *বি* বিবরবাসী। 'গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গুহাচিত্র [স] *বি* গুহার ভিতরে আঁকা চিত্র। 'গুহাচিত্রে করিছে সজাগ তার তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গুহাতল [স] *বি* গুহার অভ্যন্তর ভাগ। 'গহন তিমির গুহাতলে যাই নামি যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গুহানিবাসী [স] *বিণ* গুহায় বাস করে এমন। 'যাহারা গুহানিবাসী সুপ্ত শার্দুলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গুহা-নিরুদ্ধ [স] *বিণ* গুহাবন্দী। 'গুহা-নিরুদ্ধ নদীর মতো তাকে যে ভেঙে ফেলতে চাচ্ছে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

গুহানিহিত [স] *বিণ* গুহার মধ্যে অবস্থিত। 'গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গুহাবাস [স] *বি* গুহার মধ্যে বসবাস। 'আলো-বাতাসহীন গুহাবাস।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গুহাবাসী [স] *বিণ* গুহার মধ্যে বসবাসকারী। 'সেই অন্তর-গুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'গুহাবাসী নৃসিংহেরে বাঁধিব না শীলের শৃঙ্খলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

গুহাবিদারণ [স] *বি* গুহা বিদীর্ণ হওয়া। 'বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গুহাভিত্তি [স] *বি* গুহার ভিত্তি। 'ছবি আঁকছে গুণী গুহাভিত্তির পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গুহামুখ [স] *বি* গুহার প্রবেশপথ। 'গুহামুখ ধূলায় পতিত বালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'গুহা-মুখে বসি ডাকিছে সাপুড়ে মারণমন্ত্র সুরে!' *নজরুল*, ১৯২৫।

গুহায়িত [স] *বিণ* অন্তর্হিত। 'এমন ক্ষেত্রে সময়ের পাখনা ছিঁড়ে যায়, শতাব্দী মুহূর্তের মধ্যে গুহায়িত হয়।' *শওকত*, ১৯৬২।

গুহাশায়ী [স] *বিণ* গোপনে রয়েছে এমন; লুক্কায়িত। 'তাহার গুহাশায়ী বেদনাতুর হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গুহাশ্রয় [স] *বি* গুহায় আশ্রয়। 'সম্বরি বসন ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গুহাহিত [স] *বিণ* গুপ্ত। 'প্রকৃতির গুহাহিত শক্তিকে আবিষ্কার ও ব্যবহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

গুহাডা [স গোহরণ] *বি* অনুনয়। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

গুহ্য [স] **১** *বি* মলদ্বার। 'উপহাস করে রাঙ্গা গুহ্য দেখাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* গোপন। 'গুহ্য অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* অব্যক্ত। 'বন্ধুজন সম্পর্কীয় কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলে স্বার্থলাভ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গুহ্যতম [স] *বিণ* গোপনতম। 'প্রজাদিগের অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশে ইহার মূল রোপিত হয় নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গুহ্যতর [স] *বিণ* গোপনতর। 'সেই গুহ্যতর তত্ত্ব।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গুহ্যদ্বার [স] *বি* মলদ্বার। 'বাম পদ মুড়া নিয়া দিব গুহ্যদ্বারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

গুহ্যভাব [স] *বি* রহস্যময়তা। 'উহার মধ্যে যে একটু গুহ্যভাব আছে, তাহা আমি ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

গুহ্যমূল [স] মলদ্বার। 'গুহ্যমূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

গুহ্যলীলা [স] *বি* গুপ্ত সাধনা। 'সখীভাবে গুহ্যলীলা কর দরশন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

গুহ্যসাধনা [স] **১** *বি* গোপন সাধনা। 'ইঁহাদিগের গুহ্যসাধনার বিষয় ব্যক্ত করিতে হইলে সবিশেষ অশ্লীল হইয়া পড়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* গূঢ় সাধনা। 'ব্যঙ্গার্থের অনুশীলন যদি কবিকর্মকে গুহ্যসাধনায় পর্যবেসিত করে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

গুহ্যসাধনাবাদী [স] *বিণ* গোপন সাধনায় বিশ্বাসী। 'রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত গুহ্যসাধনাবাদী মরমী নন।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

গুহ্যস্থান [স] *বি* গোপন আস্তানা। 'কত কত পরম গুহ্যস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া ... লেখ্যপত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গুহ্যি [স গুহ্য] *বি* গুহ্যদ্বার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গূঢ় [স] **১** *বিণ* গুপ্ত। 'ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন কান/ অলৌকিক গূঢ় প্রেম হয় চেষ্টা জ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* প্রকৃত। 'মূঢ় না বুজয়ে গূঢ় অবতার।' *শেখর*, ১৬০০। **৩** *বিণ* রহস্যময়। 'লেখক কি গূঢ় কথা প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৪** *বিণ* অজ্ঞাত। 'বিজ্ঞানানুশীলনের ফলে এক্ষণে সে গূঢ়রহস্য তাহার জ্ঞানাধিগত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৫** *বিণ* গোপন। 'হৃদয়ের গূঢ় দেশে অশ্রুরাশি মিলি ফাটিয়া বাহির হতে করিল প্রয়াস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৬** *বিণ* সুপ্ত। 'মনের গূঢ় ক্ষমতাগুলি যেমন সতেজে মাটি ফুঁড়িয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **৭** *বিণ* সহজাত। 'স্বভাবের গূঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৮** *বিণ* গভীর। 'সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহার হতে যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে সংগীত তোমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৯** *বিণ* অপ্রতীয়মান। 'ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **১০** *বিণ* অজ্ঞাপিত। 'নির্জন বনের গূঢ় আনন্দের যত ভাষাহীন বিচিত্র সংকেতে লভিতাম হৃদয়েতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **১১** *বিণ* লুক্কায়িত। 'মানবচিত্তের সাধনায় গূঢ় আছে যে সত্যের রূপ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **১২** *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'রাতের গূঢ় আকাশের দিকে ইঙ্গিত তুলে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

গূঢ়চারী [স] *বিণ* গোপনচারী। 'দুর্নমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

গূঢ়তত্ত্ব [স] *বি* গভীর জ্ঞান। 'হেত্বাভাস প্রভৃতির গূঢ়তত্ত্ব ... বুঝাইয়া দিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

গূঢ়তম [স] *বিণ* গোপনতম। 'সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্য, তাহার অন্তরাত্মার কথা ...।' *সবুজ*, ১৯২১।

গূঢ়তলচারী [স] *বিণ* অব্যক্ত। 'মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ়তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

গূঢ়দর্শী [স] *বিণ* অন্তর্দর্শী। 'যে গূঢ়দর্শী ভাবুক, কবির কাব্যের ভিতর হইতে এই সমগ্ররূপটিকে দেখিতে পান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গূঢ়ফণা [স] *বিণ* গুটানো বা সংকুচিত ফণা। 'পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

গূঢ়রহস্য [স] *বি* অনাবিষ্কৃত সত্য। 'বিজ্ঞানানুশীলনের ফলে এক্ষণে সে গূঢ়রহস্য তাহার জ্ঞানাধিগত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গূঢ়াচারী [স গূঢ়-আচারী] *বিণ* গুপ্তচর। 'গূঢ়াচারী বণিকগণের এক গণ্ডষেই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোষিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গূঢ়াদপি গূঢ় [স] *বিণ* জটিলতর। 'জগতের চেতনাচেতনের গূঢ়াদপি গূঢ় তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গূঢ়ার্থ [স গূঢ়-অর্থ] *বি* দুর্বোধ্য অর্থ। 'তাহার গূঢ়ার্থ না হয় আর একদিন বুঝাইব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

গূঢ়ার্থসূচক [স গূঢ়-অর্থসূচক] *বিণ* রহস্যপূর্ণ। 'পরস্পরের দিকে চাহিয়া একটু গূঢ়ার্থসূচক হাস্য করিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

গৃধ [স গৃধ্র] *বি* শকুন। 'গৃধ শৃগাল স্বপ্নে গায়ের মাস খাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

গৃধিনী [স গৃধ্র>] *বি* শকুনি। 'গৃধিনী জম্বুকী নাচে করি রক্তপান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গৃধ্নু [স] *বিণ* লোভী। 'চোর স্বভাবতঃ অর্থগৃধ্নু।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'গৃধ্নু ওরা, লুব্ধ ওদের লক্ষ অসুর বল।' *নজরুল*, ১৯২২।

গৃধ্নুতা [স] *বি* লোভ। 'যে ব্যক্তি নিতান্ত ধনগৃধ্নুতা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্যাবিক্রয়রূপ দুঃসহ পাতক স্বীকার করে তাহাকে বিষ্ঠাহ্রদ নরকে গমন করিতে হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গৃধ্র [স] *বি* শকুন। 'গোমায়ু মাতিয়া বুলে গৃধ্র কাক বিচ্ছ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গৃবা [স গ্রীবা] *বি* গ্রীবা। 'পৃষ্ঠে জানু দিয়া তবে গৃবাত ধরিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গৃম [স গ্রীবা] *বি* গ্রীবা। 'চন্দনে চরচু পয়োধর গৃম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গৃহ [স] **১** *বি* ঘর। 'গৃহকর্ম্ম নাহি পাণ্ড তোমার লাগিয়া'। *মালাধর*, ১৫৫০। **২** *বি* আশ্রয়। 'সকল গৃহ হারাল যার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গৃহ-ওঝা [স গৃহ>] *বি* গণক। 'আখি ঠারে হইল কথা অঙ্গে গৃহ-ওঝা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গৃহক [স] গৃহবাসী। 'জগতের শ্বেত শ্যামল যথ গৃহক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গৃহকর্তা [স] *বি* পরিবারের প্রধান পুরুষ; গৃহস্বামী। 'নিমন্ত্রণসভায় গৃহকর্তার বড়ো উঁচু পদ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গৃহকর্ত্রী [স] *বি* গিন্নি; পরিবারের প্রধান নারী। 'ঘরের দুয়ারের কাছে গৃহকর্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গৃহকর্ম, গৃহকর্ম্ম [স] *বি* ঘরকন্নার কাজ। 'গৃহকর্ম্ম নাহি পাণ্ড তোমার লাগিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'গৃহকর্ম এবং সামাজিক ধর্ম প্রভৃতি ... উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া আসিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গৃহকর্মকারী, গৃহকর্ম্মকারী [স] *বিণ* ঘরের কাজ করে এমন। 'গৃহকর্ম্মকারী দাস ধনি লোকের বাটীতে অধিক থাকে।' *দর্পণ*,

১৮২৩।

গৃহকর্মনির্বাহক, গৃহকর্ম্মনির্বাহক [স] *বিণ* গার্হস্থ্য। 'শিল্পবিদ্যা, গৃহকর্ম্ম-নির্বাহক বিদ্যা ... শিক্ষা করিয়া থাকে।' *প্যারী*, ১৮৬০।

গৃহকর্মশিক্ষা [স] *বি* সাংসারিক কাজ শেখা। 'গৃহকর্মশিক্ষা নিয়ত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গৃহকর্মাদি [স] *বি* ঘরকন্নার কাজ। 'পরগৃহের গৃহকর্মাদিতে অনুদিন নিরত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

গৃহকাজ [স গৃহকার্য] *বি* ঘরকন্নার কাজ। 'অফুরান হল গৃহ-কাজে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৫৫০; 'গৃহকাজ লয়ে রহিব বলো কী মতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

গৃহকার্য, গৃহকার্য্য [স] *বি* সাংসারিক কাজ। 'তাহাতে গৃহকার্য্য হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; '... এই পৃথিবীর গৃহকার্য চালাইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

গৃহকার্যনিরতা [স] *বিণ স্ত্রী* বাড়ির কাজে নিয়োজিত। 'নথবিভূষিতা – গৃহকার্য্যনিরতা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

গৃহকার্যবিরহিতা, গৃহকার্য্যবিরহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বাড়ির কাজ করে না এমন। 'গৃহকার্য্যবিরহিতা – সাবান-বিধৌত-দেহা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

গৃহকার্যরতা [স] *বিণ স্ত্রী* বাড়ির কাজে রত। 'তাঁহার অশিক্ষিতা গৃহকার্যরতা স্ত্রীর অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধি রূপগুণ সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গৃহকোণ [স] *বি* অন্তঃপুর। 'একদা গৃহকোণে দু-কথা বলি যদি কাছে তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯

গৃহকোণা [স গৃহকোণ>] *বি* অন্তঃপুর। 'ইচ্ছে করে বসে বসে/ পদ্য লিখি গৃহকোণায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গৃহক্রোড় [স] *বি* ঘরের কোনা। 'হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

গৃহগঠন [স] *বি* সংসার গড়া। 'গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

গৃহগত [স] *বিণ* ঘরে থাকতে ভালোবাসে এমন। 'কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

গৃহ-গবাক্ষ [স] *বি* ঘরের জানালা। 'কাছের সুপ্তিময় নিষ্প্রদীপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

গৃহগ্রন্থন [স] *বি* ঘরবাড়ি তৈরি। 'গৃহগ্রন্থনের ক্রম ও স্তম্ভের উচ্চত্ব ও স্থূলত্ব এবং কুঠরি করিবার ... বিবরণ।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

গৃহচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ঘরে ঘরে ফেরে এমন। 'এইসমস্ত গৃহচারিণী অকৃতবেশা অসংস্কৃতা মেয়েলি ছড়াগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গৃহচূড়া [স] *বি* ঘরের শীর্ষদেশ। 'শত শত গৃহচূড়া হীরকমণ্ডিত/ শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি কাঞ্চন-নির্মিত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গৃহচ্ছায়া [স] *বি* ঘরের ছায়া। 'অপরাহ্ণ বেলায় গৃহচ্ছায়ায় একা দাঁড়াইয়া।' *মানিক*, ১৯৩৬।

গৃহচ্ছিদ্র [স] *বি* পারিবারিক কলঙ্ক। 'ঔষধ, মন্ত্রণা, গৃহচ্ছিদ্র, এসকল সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গৃহচ্ছেদন [স] *বি* ঘর ভাঙা। 'রাজা প্রত্যহ সেই গৃহচ্ছেদন করিয়া ... দরিদ্র সকলকে বিতরণ করেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

গৃহ-চ্যুত [স] *বিণ* নিজের বাড়ি থেকে বিতাড়িত। 'গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

গৃহছাড়া *বিণ* গৃহত্যাগী। 'মোর গৃহছাড়া এই পথিক পরান তরুণ হৃদয় লোভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গৃহছায় [স] *বি* ঘরের দাওয়া। 'গৃহছায়ে বসি সজলনয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গৃহজাত [স] *বিণ* গৃহে থাকে এমন (বিলাসবহুল) সামগ্রী। 'জমিদারদিগের ন্যায় গৃহজাত সামগ্রী অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।' *এডুকেশন*, ১৮৭৮।

গৃহতল [স] *বি* ঘরের মেঝে। 'গৃহতল অর্থাৎ ঘরের মেজে যত উচ্চ হইলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

গৃহত্যাগ [স] **১** *বি* সন্ন্যাস গ্রহণ। 'হরিদাস যবে নিজ গৃহত্যাগ কৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া। 'দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া গোলারোহণ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

গৃহত্যাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ঘরছাড়া। 'শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে, এ সকল কিছুই ঘটিত না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গৃহত্যাগী [স] *বিণ* নিজের সংসার ত্যাগ করেছে এমন। 'আনাক্যাষ্ট কনবর্ট গৃহত্যাগী যারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গৃহদাহ [স] *বি* আগুনে ঘর পোড়া। 'তৃণকাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহদাহ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

গৃহদীপ [স] *বি* ঘরের প্রদীপ। 'তার গৃহদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বলল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'দুঃখে সুখে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো কল্যাণ-করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

গৃহদুয়ার [স গৃহদ্বার] *বি* ঘরের দরজা। 'খুলি দিয়া গেলে তুমি যে গৃহদুয়ার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গৃহদুর্গ [স] *বি* আবাসরূপ দুর্গ। 'গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গৃহদেবতা [স] *বি* গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেবতা। 'গোবিন্দলালের মাতা গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

গৃহদ্বার [স] *বি* ঘরের দরজা। 'তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশে আপন ক্ষুদ্র গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিতেছিল তখন তিনি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গৃহদ্রোহী [স] *বি* ঘরের শত্রু। 'মিত্র যবে গৃহদ্রোহী, পৌর পরিবার/ নিশ্চেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

গৃহধর্ম, গৃহধর্ম্ম [স] *বি* সংসার ধর্ম। 'পাসরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহধর্ম শোক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৃহধর্মপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* সংসার অনুরাগী। 'নারী এই কারণে গৃহধর্মপরায়ণা।' *বেগম*, ১৯৪৭।

গৃহধর্মার্থে [স] *ক্রিবিণ* সংসার ধর্ম পালনের জন্য। 'গৃহধর্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গৃহনিরীশ্বরী [স] *বিণ* গৃহিণীহীন। 'গৃহনিরীশ্বরী ঘরে আতিথ্যের ত্রুটি হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

গৃহনির্মাণ [স] *বি* ঘরবাড়ি তৈরি। 'অনাথের গৃহনির্মাণ করাইয়া দিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

গৃহনির্মাতা, গৃহনির্ম্মাতা [স] *বি* ঘর তৈরি করে যে। 'তাহারা উত্তম

গৃহনির্ম্মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

গৃহনৈতিক [স] *বিণ* সাংসারিক নিয়ম সংক্রান্ত। 'গৃহনৈতিক ক্ষেত্রে কেবলই জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি কনিষ্ঠের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

গৃহপতি [স] *বি* গৃহস্বামী। 'তদ্‌গৃহপতিরা এই সকল আচরণকেই ... করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

গৃহ-পরিকর [স] *বি* বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক। 'চারি ভাইর দাস-দাসী গৃহ-পরিকর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৃহপরিচালনা [স] *বি* ঘরসংসার চালানো। 'সেলাই, গৃহপরিচালনা, রন্ধন ও ধোলাইয়ের কাজ ইত্যাদি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

গৃহ-পানে *ক্রিবিণ* ঘরের দিকে। 'বনপথ দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া শূন্য গৃহপানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গৃহপালিত [স] *বিণ* পোষা। 'গৃহপালিত বিড়াল কুক্কুরাদি ভোজন করিয়া থাকে।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

গৃহপিঞ্জর [স] *বি* গৃহ রূপ খাঁচা। 'স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

গৃহপিণ্ডা [স] *বি* ঘরের রোয়াক। 'পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৃহপোষ্য [স] *বিণ* একই সংসারে লালিত। 'তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গৃহ-প্রত্যাবর্তন [স] *বি* ঘরে ফেরা। 'ভারতবর্ষ বাহিরের রাজহাট হইতে তাহার সন্তানদের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গৃহপ্রদীপ [স] *বি* ঘরে নিত্য জ্বালানোর বাতি। 'কোথা জ্বলে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিন্ধুপারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গৃহপ্রবেশ [স] **১** *বি* বসবাসের জন্য গৃহে প্রথম প্রবেশ। 'ধুমঘাটের পুরীর গৃহপ্রবেশ।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* নতুন বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ। 'গৃহপ্রবেশের সানাই যেন আজ শরতের আকাশে বাজতে আরম্ভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

গৃহপ্রাঙ্গণ [স] *বি* গৃহসংলগ্ন উঠান। 'অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গৃহপ্রাচীর [স] *বি* ঘরের দেয়াল। 'আমাদের গৃহপ্রাচীরের পাষাণ ভেদ করিতে পারিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গৃহপ্রিয় [স] *বিণ* ঘর-সংসারের প্রতি খুব টান আছে এমন; ঘরকুনো। 'আমরা এই গৃহপ্রিয় শান্তিপ্রিয় জাতিই থাকব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গৃহ-ফেরা [স গৃহ+ফেরা] *বিণ* ঘরে ফিরছে এমন। 'খেয়াতরী যাক বয়ে গৃহ-ফেরা লোক লয়ে ও পারের গ্রামে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গৃহবধূ [স] *বি* ঘরের বউ। 'নারীরা আজ আর শুধু গৃহবন্দী নন্দিনী বা গৃহবধূই নয়।' *বেগম*, ১৯৭১।

গৃহবন্দী [স গৃহ+ফা বন্দি] *বিণ* ঘরে আবদ্ধ। 'যার স্বামী গৃহবন্দী আছে ভিন্নরাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গৃহবলিভুক [স] *বিণ* গৃহের খাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করে এমন। 'গৃহবলিভুক পাখিরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গৃহবহিষ্কৃত [স] *বিণ* ঘর থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছে এমন। 'বাঞ্ছারাম পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গৃহবহ্নি [স] *বি* পারিবারিক সমস্যা। 'অর্থনৈতিক বন্যা তাহাদের গৃহবহ্নি নির্বাপিত করেছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গৃহবাতায়ন [স] *বি* ঘরের জানালা। 'গৃহবাতায়ন হইতে, মধুর হাস্যলহরী পাখা তুলিয়া ... মিলাইয়া যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গৃহবাস [স] **১** *বি* গৃহে অবস্থান। 'চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বাসস্থান। 'গৃহবাস তেজিল তেজিল আত্মজ্ঞান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* সংসারজীবন। 'গৃহবাস আর কার তরে?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

গৃহবাসী [স] **১** *বি* গৃহস্থজন। 'ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩; 'ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল দ্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বিণ* গৃহে বসবাসরত। 'পথচারী, গৃহবাসী, ব্যবসায়ী ও চাকুরিয়া।' *নওরোজ*, ১৯৪৬।

গৃহবিচ্ছেদ [স] **১** *বি* পরিবারের মধ্যে কলহ ও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর ছাড়াছাড়ি। 'বহুবিবাহের জন্য তাঁহাদের গৃহবিচ্ছেদ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* অভ্যন্তরীণ বিবাদ। 'এমনি করে ... গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে আপনার পথটি করে নেবার চেষ্টা করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বি* সংসার ভাঙা। 'গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

গৃহ-বিত্ত [স] *বি* ঘরের সম্পদ। 'গৃহ-বিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৃহবিপ্লব [স] *বি* পরিজনদের মধ্যে সংঘটিত কলহ। 'আকস্মিক গৃহ-বিপ্লবের কোনো তাৎপর্য না বুঝিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গৃহবিবাগী [স] *বিণ* ঘরছাড়া; সংসারত্যাগী। 'এক উদাস, গৃহবিবাগী পথিক।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গৃহবিবাদ [স] *বি* পারিবারিক কলহ। 'পরিবারের মধ্যে গৃহবিবাদ ঘটিয়া রক্তপাতে ফ্রান্স দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'গৃহবিবাদের ঘোর মত্ততা ব্যাপিল সর্ব দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গৃহ-ব্যবহার্য [স] *বিণ* ঘরে ব্যবহৃত। 'বিলাতের সচরাচর গৃহ-ব্যবহার্য বস্তুগুলি প্রায়ই কদাকার এবং কুৎসিত।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

গৃহভিত্তি [স] *বি* ঘরের দেয়াল। 'অপরাহ্নে গৃহভিত্তির যে দিকটাতে ছায়া পড়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গৃহভৃত্য [স] *বি* গৃহস্থালির কাজ করে এমন বেতনভোগী কর্মচারী। 'কেরানী মানে নারী, স্কুল শিক্ষক মানে নারী, গৃহভৃত্য মানে নারী।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

গৃহমণি [স] *বি* মঙ্গলদীপ। 'চৌদিগে হুলুই ধ্বনি কেহ জ্বালে গৃহমণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গৃহমধ্য [স] *বি* ঘরের অভ্যন্তর। 'গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্য সকল দৃষ্টিগোচর করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

গৃহমাঝ [স] *বি* ঘরের অভ্যন্তর। 'যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গৃহমার্জন [স] *বি* ঘর পরিষ্কার করার কাজ। 'বালক পুনরায় গৃহমার্জনে প্রবৃত্ত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

গৃহমার্জনী, গৃহমার্জ্জনী [স] *বি* ঝাড়ু; ঝাঁটা। 'গৃহমার্জ্জনী দ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়া বিদায় করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গৃহলক্ষ্মী [স] **১** *বি* ঘরের লক্ষ্মীস্বরূপা বধূ। 'তাঁহার গৃহলক্ষ্মী ... তথায় উপস্থিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* স্ত্রী। 'হৃদয়দেবতা আছ, গৃহলক্ষ্মী হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৩** *বি* গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গৃহলেপন [স] *বি* ঘর নিকানো। 'ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ

গৃহশত্রু [স] ১ *বি* আভ্যন্তরীণ শত্রু। 'গৃহশত্রু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* নিজের বিবেক। 'মাঝখানে তাহার হৃদয়বাসী কোন গ্রহশত্রু তাহার বিরুদ্ধে আজ সাক্ষ্য দিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *বি* বিশ্বাসঘাতক। 'অন্যান্য নিষাদগণ তাহাকে আর্যপদলেহী গৃহশত্রু বলিয়া সন্দেহ করিতেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গৃহশিক্ষক [স] *বি* গৃহে এসে পাঠদানকারী। 'প্রাতরাশ, গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠশিক্ষা ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

গৃহশিল্প [স] *বি* কুটিরশিল্প। 'বাঙ্গালার না আছে কল কারখানা ও গৃহশিল্প।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪।

গৃহশূন্য [স] ১ *বিণ* গৃহহীন। 'সর্ব্বদা ... গৃহশূন্য, তিতিক্ষাযুক্ত, লোকসংসর্গবর্জ্জিত ও নিরুপদ্রব থাকিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'চলে যায় লক্ষ্যহারা গৃহশূন্য পান্থ উদাসীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* ঘরে স্ত্রী নেই এমন। 'আপনি গৃহ-শূন্য হইবামাত্র বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারেন না।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

গৃহশ্রেণী [স] *বি* সারিবদ্ধ বাড়ি। 'অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহশ্রেণী দ্বারা প্রতিবদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গৃহ-সংসার [স] *বি* ঘর-সংসার। 'জননীর সন্তান, পিতার আত্মজ, গৃহ-সংসারে অভিসঞ্চারী তাঁর রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষের দেহ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গৃহসংস্কার [স] *বি* গৃহ পরিষ্কারকরণ। 'গৃহসংস্কার না করিলে লোক বাস করিতে পারে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

গৃহসজ্জা [স] ১ *বি* ঘরের সজ্জা। 'গৃহসজ্জা, বেশবিন্যাস, নৃত্যগীতাদি বর্ণনাতীত উৎসাহ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বি* আসবাবপত্র। 'গৃহসজ্জা চারি দিকে ছড়ানো রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গৃহসজ্জিত [স] *বিণ* গৃহে সজ্জিত। 'মহোৎসবের জন্য গৃহসজ্জিত যাবতীয় শস্য।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

গৃহসামগ্রী [স] *বি* ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। 'ভূগর্ভ হইতে ধাতুখনন ও তদ্বারা গৃহসামগ্রী নির্ম্মাণ, বিনা, শ্রম সম্পন্ন হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গৃহসুখ [স] *বি* পারিবারিক স্বস্তি। 'বড় নির্ঝঞ্ঝাট গৃহসুখ অনুভব করিতেছিল ইয়াকুব।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গৃহস্ত [স গৃহস্থ] *বি* সংসারী মানুষ। 'কোন ধর্ম্ম গৃহস্তের সংসার তরিব।' *মালাধর*, ১৫০০।

গৃহস্তালী [স গৃহস্থালি] *বি* গৃহস্থালি; ঘরকন্না বা সংসারের কাজ। 'খাদ্য গৃহস্তালী ছিল বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

গৃহস্তো [স গৃহস্থ] *বিণ* গৃহস্থ। 'হিংসক, অগ্যান, গৃহস্তো বীর্যের শরীর নাশী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

গৃহস্থ [স] ১ *বিণ* সংসারী। 'কৃষ্ণদাস কহে মুঞি গৃহস্থ পামর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সংসারের কর্তা। 'গৃহস্থ ও তাহার পুত্র এখানে আসিয়াছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* সংসারকর্মে ব্যাপৃত। 'মনুষ্য গৃহস্থ আশ্রমে জন্মগ্রহণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

গৃহস্থ-আশ্রম [স] *বি* সংসার-জীবন। 'চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৃহস্থঘর [স গৃহস্থ+ঘর] *বি* গার্হস্থ্য বাড়ি; সংসার। 'গৃহস্থঘরের প্রাত্যহিক কাজকর্মের তুচ্ছতার মধ্যে কল্যাণের সেই-যে দিব্যমূর্তি।'

গৃহস্থজন [স] *বি* সংসারী মানুষ। 'মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থজন আসিছে গ্রামের হাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গৃহস্থজীবন [স] *বি* সাংসারিক জীবন। 'গৃহস্থজীবনের ভার বহন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গৃহস্থধর্ম [স] *বি* গৃহস্থের কাজ। 'গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, গৃহস্থধর্ম প্রতিপালন কর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গৃহস্থপ্রাঙ্গণ [স] *বি* ঘরসংলগ্ন উঠান। 'গৃহস্থপ্রাঙ্গণের সচ্ছল শান্তির মধ্যে এই করুণচ্ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গৃহস্থবউ [স গৃহস্থ+বউ] *বি* ঘরের বউ। 'গৃহস্থবউ, জিব কেটে তার হঠাৎ পিছন-ফেরা –।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গৃহস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* গৃহে আছে এমন। 'তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ হইলেও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

গৃহস্থালি [স] ১ *বি* সংসারের কাজ। 'ধন ধান্য ও শান্তিপূর্ণ গৃহস্থালী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* কর্মনিপুণতা। 'যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গৃহস্থাশ্রম [স] *বি* সংসারধর্ম। 'গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

গৃহস্থাশ্রমী [স] *বি* সাধারণ গৃহী লোক। 'কন্যাজন্মই গৃহস্থাশ্রমীর অশেষ ক্লেশদায়ক।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গৃহস্থি [স গৃহস্থ>] *বি* ঘরসংসার। 'করিম শেখের উচ্ছন্ন-যাওয়া গৃহস্থি আবার চালু করিয়া ফেলে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গৃহস্থিত [স] *বিণ* ঘরে বাস করে এমন। 'গৃহস্থের গৃহস্থিত বিড়াল গাত্রের লোমগুলি কেমন পরিষ্কৃত ও চিক্কণ করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গৃহস্বরূপ [স] *বিণ* নিজ ঘরের মতো। 'তিনি সমুদায় ভূমণ্ডলকে স্বকীয় দেশ এবং ভারতবর্ষকে গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গৃহস্বামিনী [স] *বি স্ত্রী* বাড়ির কর্ত্রী। 'গৃহস্বামিনী, ঐ সময়ে ... শুনিতে পাইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

গৃহস্বামী [স] *বি* সংসারের কর্তা; বাড়ির কর্তা। 'গৃহস্বামী তাহার এই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

গৃহহারা [স] ১ *বিণ* ঘরহীন। 'এরা সব কোথা ছিল, কেই বা সংবাদ দিল গৃহহারা আনন্দের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বি* ঘরহীন মানুষ। 'হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* গৃহত্যাগী। 'সে তো আজকের গৃহহারা নয় রে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গৃহহীন [স] ১ *বিণ* ঘরছাড়া। 'আমাদের কে পারে করিতে গৃহহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* আশ্রয়হীন। 'কোন দেশ হতে এসে চলে গেল কোন গৃহহীন দেশে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গৃহহীনতা [স] *বি* ঘর না-থাকা। 'বাঙালী, মুসলমানের জীবনে গৃহহীনতা আরো এক ধাপ উঁচুতে।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

গৃহহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* আশ্রয় নেই এমন। 'কোন গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গৃহাংগন [স গৃহাঙ্গন] *বি* বাড়ির উঠান। 'গৃহাংগন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবার সুযোগই নারীস্বাধীনতা নয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

গৃহাগত [স গৃহ-আগত] *বিণ* বাড়িতে আগত। 'হরিদাসকে গৃহাগত শুনিয়া ... আলয়ে উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গৃহাগ্র [স গৃহ-অগ্র] *বি* ঘরের উপরিভাগ। 'তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত দ্যোতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গৃহাঙ্গন [স গৃহ-অঙ্গন] *বি* বাড়ির উঠান। 'জাতিকে শ্মশানঘাট থেকে গৃহাঙ্গনে, সংসারে ফিরিয়ে আনতে হবে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

গৃহাদি [স] *বি* ঘরবাড়ি। 'সুন্দররূপে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

গৃহাবলী [স] *বি* ঘরবাড়ি। 'পশ্চিম দ্বার দেখ রঘুমণি ! হিরণ্ময়; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিতি গৃহাবলী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গৃহাভিমুখে [স গৃহ+অভিমুখে] *ক্রিবিণ* বাড়ির দিকে। 'আকর্ষণী শক্তি বলে গৃহাভিমুখে ধাবিত হও।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

গৃহাভ্যন্তর [স] *বি* ঘরের অভ্যন্তর। 'গৃহাভ্যন্তরে মন্ত্রণাদাতা মারওয়ানসহ এজিদ জাগরিত।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

গৃহারূঢ় [স] *বি* বাড়ির উপরে শোভিত।। 'শত শত বিমান ও দেবায়তন, গৃহারূঢ় উড্ডীয়মান বিবিধ পতাকা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গৃহাশ্রম [স গৃহ-আশ্রম] *বি* সংসার। 'গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গৃহে গৃহে *ক্রিবিণ* ঘরে ঘরে। 'গণেশ-ঝুলীধারীরা ভিক্ষার্থ গৃহে গৃহে গমন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গৃহোচিত [স গৃহ-উচিত] *বিণ* গৃহতুল্য। 'সরাইখানায় কি কেউ আসে গৃহোচিত নীরবতা উপভোগে?' *শওকত*, ১৯৬২।

গৃহন [স গ্রহণ] *বি* সূর্য্যগ্রহণ। 'সুর্য্য গৃহনে প্রভাসকে করিল গমন।' *মালাধর*, ১৫০০।

গৃহবিপ্র [স গ্রহবিপ্র] *বি* দৈবজ্ঞের পেশাধারী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। 'গৃহবিপ্র আনি ঘরে লগ্ন বিচার করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গৃহা [স গ্রহণ>] *ক্রি* গ্রহণ করা। 'হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গৃহিলা।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

গৃহিণী [স] ১ *বি* গৃহকর্ত্রী। 'নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* পত্নী। 'অদ্বৈত-গৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গৃহিণীপনা [স গৃহিণী+পনা] ১ *বি* গৃহিণীর দায়িত্ব পালনে দক্ষতা। 'তখন ইহাকে গৃহিণীপনা বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* গৃহিণীর আচরণ। 'এইরকম নানাপ্রকার গৃহিণীপণা। তারপর ছেলেদের জন্য মোজা কাপড়-চোপড় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

গৃহিনী [স গৃহিণী] *বি* গৃহকর্ত্রী। 'গৃহিনী বলিয়া ডাক দিলেন শঙ্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গৃহী [স] ১ *বি* সংসারী ব্যক্তি। 'কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায় না করে অতিথিসেবা।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* বৈষয়িক। 'ভোগাসক্তচিত্ত গৃহী ব্যক্তির চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টিতে অতি অশুভ কাণ্ড বলিয়া উপলব্ধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* বাস্তবতাপূর্ণ। 'ভাবালু কবিতা আমরা যত লিখেছি গৃহী ও কর্মঠ গদ্য তত লিখিনি।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

গৃহীণী [স গৃহিণী] *বি* গৃহকর্ত্রী। 'এ জল নয় – এ দুধ – না হলে গৃহীণী কেন বলবেন?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গৃহীত [স] ১ *বিণ* গ্রহণ করা হয়েছে এমন। 'তিনি অতিসমাদর পুরঃসর তত্রত্যকর্ত্তৃক গৃহীত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'কেবল হিন্দুবংশ্য বালকগণ ছাত্ররূপে গৃহীত হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৩ *বিণ* স্বীকৃত। 'প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গৃহীতশস্ত্র [স] *বিণ* সশস্ত্র। 'পঁচিশ জন গৃহীতশস্ত্র সৈনিক সঙ্গে লইয়া ... উপস্থিত হইলেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

গৃহীতাস্ত্র [স গৃহীত-অস্ত্র] *বিণ* অস্ত্র গ্রহণ করেছে এমন। 'গৃহীতাস্ত্র ও গজারূঢ় হইয়া রাজার সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

গৃহ্য [স] *বিণ* গৃহসংক্রান্ত। 'যাবদীয় গৃহ্য কর্ম্ম সম্পাদনে একান্ত বাধ্য ছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গেআন [স জ্ঞান] *বি* জ্ঞান; চেতনা। 'এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গেআনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গেআনবাণ [স জ্ঞান-বাণ] *বি* জ্ঞানরূপ তির। 'গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গেউর [স গৈরিক] *বিণ* গেরুয়া। 'রসুলে গেউর মাটি কিনিলা বহুল।' *সুলতান*, ১৭০০।

গেঁও [স গ্রাম্য] *বিণ* গ্রাম্য। 'এইখানে এসে খানেক দাঁড়াও এই গেঁও পথ বাঁকে।' *জসীম*, ১৯৫১।

গেঁও [ফা গন্দম] *বি* গম। 'আড়াইসের গেঁও পেয়েছিল আগের হপ্তায়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

গেঁজ [ফা গঞ্জ] *বি* অঙ্কুর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গেঁজে [স গঞ্জ>] *বি* টাকা ইত্যাদি রাখার সরু লম্বা থলি। 'গেঁজেটায় একপণ কড়ি ধরে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গেঁজেল [স গঞ্জিকা>] *বি* যে গাঁজা সেবন করে। 'গাঁজার কল্কেয় গেঁজেল যে ভাবে দম দেয়।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

গেঁট [স গ্রন্থি] *বি* গাঁট। 'গেঁটে গেঁটে ভরা রস রসের আধার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গেঁটেবাত [স গ্রন্থিবাত] *বি* রোগবিশেষ; শরীরের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা। 'গেঁটেবাতে ভুগে মরে ও পাড়ার নন্দী।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

গেঁঠা [স গ্রন্থি] *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'গেঁঠার গাবর নায়ের নফর।' *কেতকা*, ১৬৫০।

গেঁঠি [স গ্রন্থি] *বি* গাঁটছড়া। 'সুরত নিকুঞ্জ বেদি ভলি ভেলি জনম গেঁঠি দুহু মানস মেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গেঁড় [স গেণ্ডুক] *বি* গাঁটযুক্ত মূল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জলজ ফুলের গেঁড় পুতিয়াছিলাম।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গেঁয়াতকুটুম [স জ্ঞাতিকুটুম্ব] *বি* জ্ঞাতিকুটুম্ব; আত্মীয়-স্বজন। 'ঝাঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াতিকুটুমের মুখে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গেঁয়ো [স গ্রাম্য] ১ *বিণ* গ্রামে প্রচলিত আছে এমন। 'অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটি শুনলুম তাঁর গেঁয়ো সুরে সহজ ভাষায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ২ *বিণ* গ্রামে থাকে এমন। 'পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ।' *জসীম*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* গ্রাম্য। 'গেঁয়ো স্নেহের নানান ছলে পড়ল বাঁধা দুইটি হিয়া।' *জসীম*, ১৯২৭। ৪ *বিণ* গ্রামীণ। 'সেই ঘাটেতে ডুব দিয়েছে দীঘল গেঁয়ো বাঁট।' *জসীম*, ১৯৩১। ৫ *বিণ* লোকজীবনে সৃষ্ট; লোকজ। 'শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়বাংলা ঘর তুলতে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। ৬ *বিণ* গ্রামের সমাজ কর্তৃক গৃহীত। 'ওদের মনের মতো করে যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৭ *বিণ* অর্ধশিক্ষিত। 'আপনারা গেঁয়ো পুলিস এসবের কি জানেন।' *সাদত*, ১৯৬৭।

গেঁহু [হি] *বি* গম। 'গেঁহুর রুটি, গরম কোরমা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

গেছলাম, গেছলি, গেছলেম, গেছিল, গেছিলুম, গেছে দ্র যাওয়া

গেছো [স গচ্ছ>] *বিণ* ডানপিটে। 'একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গেজ [ফা গজ] *বি* দাগাঙ্কিত মাপের ফিতা বা কাঠি। 'গেজের অন্তিম দাগে কাঁপে নীল তরঙ্গ আঙুল, আদিম ড্রাগন যেন ড্রেজারের উঁচু করা ঘাড়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

গেজিটি [ই গেজেট] *বি* সরকারী বিজ্ঞপ্তিবিশেষ। 'গবর্ণমেন্ট গেজিটিতে প্রকাশ পাইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

গেজেট [ই] *বি* সংবাদপত্র। 'গবরণরমেন্ত গেজেটে ইস্তাহার দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

গেজেটপত্র [ই গেজেট+স পত্র] *বি* সরকারি বিজ্ঞাপন। 'স্কালার-সিপের নিমিত্ত ... গেজেটপত্রে এরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

গেজেটেড [ই] *বিণ* সরকারী গেজেটভুক্ত উচ্চশ্রেণীর কর্মকর্তা। 'একমাত্র গেজেটেড অফিসারগণকে এই কার্যের ভার অর্পণ করা হউক।' *আজাদ*, ১৯৪০।

গেঞ্জি [ই guernsey] *বি* ব্রিটেনের গুয়ের্নজি দ্বীপে উদ্ভাবিত জামার নীচে পরার উপযোগী বোনোনো বস্ত্র। 'গোটাকতক ময়লা তোয়ালে এবং গেঞ্জি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গেট [ই গেইট] *বি* প্রবেশপথের তোরণ। 'যোড়াসাঁকোর চতুরস্র পথে এক গেট নির্ম্মিত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

গেট আপ [ই] *বি* বইয়ের অঙ্গসজ্জা। 'ছাপা গেট আপ যখন ভাল হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গেটপাশ [ই গেইট-পাস] *বি* প্রবেশের অনুমতিপত্র। 'বহু গেটপাশ দোজখীদের হস্তগত হয়েছে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

গেটবাবু [ই গেট+ফা বাবু] *বি* রেলস্টেশনের গেটে টিকিট চেক করে যে লোক। 'সকাতরে গেট-বাবুকে বলে, পরের গাড়ি কখন স্যার?' *মনোজ*, ১৯৬১।

গেডানো *ক্রি* ক্রমিক মুখস্থ করানো। 'ছেলেদের গেডিয়ে দেও, অর্থাৎ ক্রমিক মুখস্থ করাও।' *রাজ*, ১৮৭৪।

গেড়ুয়া [স গেণ্ডুক] *বি* গোলক। 'মধ্যভাগে আরোপিয়া গেড়ুয়া ফেলিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গেড়ে [স গর্ত] *বি* গাড়া; ডোবা। 'সরোবর ত্যাগ করে পচা গেড়েয় সরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গেণ্ডু [স গেণ্ডুক] *বি* গেণ্ডুয়া; বল। 'হাথে বাশী করি গেণ্ডু খেলাও গোকুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গেণ্ডুআ [স গেণ্ডুক] *বি* গেণ্ডুয়া; বল। 'গেণ্ডুআ খেলাএ খনে গোকুল ভিতেরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গেণ্ডুয়া [স গেণ্ডুক] *বি* বল; গোলক। 'রাত্রে নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলিয়া নৃত্য।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গেদা [স গর্ভিত] **১** *বি* শিশু। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'বালেআর, ডুরিয়া, গেদা, সাবুরগা প্রভৃতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গেন্দা [প] *বি* গাঁদা ফুল। 'অতসী গেন্দা এলাচী কৃষ্ণচূড়া পদ্ম গোলরাজ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গেবদাগাবদা [হি গাবদী] *বিণ* মোটাসোটা। 'আনমনা হাতের খসখসে তালুটা ঘষে গেবদাগাবদা টেবিলের কোণে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

গেম [ই] *বি* খেলা। 'তোমায় হারাবো আমি কোন গেম-এ?' *শক্তি*, ১৯৬৯।

গেয়[২] [স] *বিণ* কণ্ঠে গাওয়া যায় এমন। **গেয়-শ্লোক** [স] *বি* গীতিকাব্য। 'গাথা শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ সঙ্গীত বা গেয়-শ্লোক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গেয়ান [স জ্ঞান] **১** *বি* জ্ঞান। 'এতদিন অছলিহু অপনে গেয়ানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'তাহা হৈতে হৈল মোর উত্তম গেয়ান।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সম্বিত। 'আর কিছু বলে নাহি আছিল গেয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গেরদ [ফা গির্দ] **১** *বি* আটক। 'জুত আফিঙ্গ জমদারের উৎপত্য গেরদ করে।' *এডমন*, ১৭৯৩। **২** *বি* এলাকা। 'এত বড় ঈদগা এ গেরদের মদ্দি নেই।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

গেরদা [ফা গিরদাহ] *বি* বড়ো বালিশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গেরবাজ [স গৃহ+ফা বাজ] *বি* ডিগবাজি খায় এমন পায়রাবিশেষ। 'তুই আর-জন্মে ছিলি গেরবাজ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

গেরম্ভারী [স গম্ভীর>] *বিণ* গম্ভীর। 'গুটি দুই গেরম্ভারী রাঁড়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গেরস্ত [স গৃহস্থ] *বি* গৃহস্থ লোক। 'ভাল গেরস্তের নাঞি জোড়এ সম্বল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গেরস্ত কথা *বি* সাধারণ কথাবার্তা। 'অনেকগুলো শব্দের হাত থেকে রেহাই মিলেছে/ গেরস্ত কথায় – ছুটি।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

গেরস্তঘর [স গৃহস্থ+ঘর] *বি* সংসারী মানুষের বাড়ি। 'গেরস্তঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে দূর দূর করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গেরস্তালি [স গৃহস্থালি] **১** *বিণ* গৃহস্থের তৈরি। 'গেরস্তালি বাগানের একটু রজনীগন্ধার ঘ্রাণ।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* গৃহ। 'সুষুপ্তির পরিবেশ নামে গেরস্তালি ঘিরে।' *যতীশ*, ১৯৬৩।

গেরস্তো [স গৃহস্থ] *বি* সংসারী লোক। 'গরিব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়েনি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গেরস্থ [স গৃহস্থ] *বি* সংসারী লোক। 'গেরস্থ হইল আবার ফকির বার আনা।' *মিত্রপ্রকাশ*, ১৮৭১।

গেরস্থালি [স গৃহস্থালি] *বি* ঘরকন্না। 'আপনাকে ঘিরে দৈনন্দিন ঘাস আর পোকামাকড়ের গেরস্থালি।' *শামসুর*, ১৯৭২।

গেরা [স গ্রন্থি>] *বি* অঙ্কুর। 'ভিজলে ধানে গেরা হয়ে যাবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গেরাম [স গ্রাম] *বি* গ্রাম। 'গেরাম ভরি নাচে তারা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

গেরাস [স গ্রাস] *বি* গ্রাস। 'এক গেরাস ভাত মুখে দিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

গেরাহ্য [স গ্রাহ্য] *বি* গুরুত্ব। 'একে তুমি এনোই না গেরাহ্যে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

গেরিলা [ই] *বি* ছোটো দলে বিভক্ত চোরাগোপ্তা আক্রমণকারী যোদ্ধা। 'এখন আমার কবিতার প্রতিটি অক্ষরে বনবাদাড়ের গন্ধ, গেরিলার নিশ্বাস।' *শামসুর*, ১৯৭২।

গেরিলাযুদ্ধ [ই গেরিলা+স যুদ্ধ] *বি* ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ও চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করার যুদ্ধপ্রণালী। 'ছোটখাটো গেরিলাযুদ্ধ চলছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

গেরিমাটি [স গৈরিক>+মাটি] *বি* গেরুয়া রঙের মাটি। 'এখানে ওখানে গেরিমাটির গুঁড়ো ঘষে লাগিয়ে দিলে।' *অবন*, ১৯৪১।

গেরিসন [ই] *বি* সেনাছাউনি। 'কোম্পানির গেরিসন ইষ্টুরের মধ্যে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

গেরু মাটি [স গৈরিক>+মাটি] *বি* গৈরিক মাটি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গেরুয়া [স গৈরিক>] ১ *বিণ* গিরিমাটির মতো রংযুক্ত। 'গেরুয়া-বস্ত্র, পরিয়া কোথায় চলিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* গেরুয়া পোশাক। 'আমার গেরুয়াখানা দাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

গেরুয়াধারী [স গৈরিক>] *বিণ* গেরুয়া পোশাক পরিহিত। 'গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর দল ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গেরুয়াবসন [স গৈরিক>+স বসন] *বি* গৈরিক পোশাক। 'গেরুয়াবসন ও তিলকধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলকেশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গেরে [স গ্রন্থি] *বি* পকেট। 'জামার গেরে এবং পীঠ-বোচকায় মোহর ঠাস্যা।' *মধু*, ১৮৫৭।

গেরেপ্তার [ফা গিরিফতার] *বি* আটক। 'ঠকচাচা জাল এত্‌তাহামে গেরেপ্তার হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গেরেপ্তারি [ফা গিরিফতার>] *বি* আটক-করণ। 'এখন তুমি গেরেপ্তারি লাঠিদাঙ্গা ফোর্জ চলবে না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গেরেপ্তারি পরোয়ানা [ফা গিরিফতার-পরওয়ানা] *বি* গ্রেপ্তারের আদেশ। 'গেরেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে ছুটছো।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

গেরেফতার [ফা গিরিফতার] *বি* আটক। 'সহজেই তো গেরেফতার করিয়া লইতে পারিত।' *নজরুল*, ১৯২২।

গেরেমভারী [স গম্ভীর] *বিণ* গম্ভীর। 'সুইসরা ইংরেজের মত গেরেমভারী লোক নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গেরেস্ত [স গৃহস্থ] *বি* সাধারণ মানুষ; সিটিজেন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫ দ্র **গেরস্ত, গেরস্থ**

গেরো [ফা গিরাহ্] ১ *বি* গিঁট। 'একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* মুশকিল। 'নগরের দুই ক্রোশ দূরে আসিয়া পৌঁছিলাম; কিন্তু কি গেরো!' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৩ *বি* বিপদ। 'আচ্ছা গেরো রে বাবা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গেরোন [স গ্রহণ] *বি* গ্রহণ। 'গেরোনের দিনে কি হল সেবার – পাথরপটির ভিতরে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

গেরোবাজ [স গৃহ+ফা বাজ] *বি* ভালো জাতের পায়রাবিশেষ। 'গেরোবাজের মতো আকাশে ডিগবাজি খেতে খেতে উঠতে হত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

গেরোস্ত [স গৃহস্থ] *বি* গৃহস্থ। 'গেরোস্তরা বাহির হইয়া বলে মার মার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গের্দা [ফা] *বি* মোটা তাকিয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'গের্দা হেলান দিয়া একটা সবুজ বোরখা বসিয়া আছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

গের্দ্দ [ফা গিরদ] *বি* অঞ্চল। 'পাঁচ লক্ষ সামন্ত দিল্লি গের্দ্দে ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

গের্দ্দওয়ারি [ফা গিরদ+ওয়ারি] *ক্রিবিণ* এলাকা অনুযায়ী। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

গেল *বিণ* গত। 'ঠাকুরুণ গেল হাটে মহাশয়কে আন্‌তে বলেছিলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গেলমান [আ গিলমান] *বি* ইসলাম ধর্ম্মমতে বেহেশতের সেবাদানকারী বালক। 'রেজওয়ান গেলমান দরস্ত তুবার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গেলা *ক্রি* মুখস্থ করা। 'বিদেশী ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্র, বীজগণিতের কঠিন আঁটি ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

গেলানো [স গল>] ১ *ক্রি* খাইয়ে দেওয়া। 'আমাকে দশ রকম ওষুধ গেলান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *ক্রি* জোর ক'রে চাপানো। 'বিয়ে গিলিয়ে দেবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গেলাপ [আ গিলাফ] ১ *বি* ওয়াড়। 'বীরকৃষ্ণ বাবু ... প্লেটওয়ালা (ঝাড়ের গেলাপের মত) কামিজ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* আবরণ। 'অভিনয়ের পরে কাপড়ের গেলাপটি খুলে ফেললেই হল।' *অবন*, ১৯৪১।

গেলাপমোড়া [আ গিলাফ+স মুণ্ডন>] *বিণ* ওয়াড়পরানো। 'কাপড়ের গেলাপমোড়া একটার পর একটা বড়ো ঝাড়।' *অবন*, ১৯২৭।

গেলাফ [আ গিলাফ] ১ *বি* কাবাঘরের আচ্ছাদন। 'খাস করে এই যে গেলাফপাকের কাপড়টুকু আপনি দিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। ২ *বি* কাপড়ের থলি। 'কোরান শরিফ বন্ধ করে, গেলাফে ভরে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। ৩ *বি* চাদর। 'নিজের গায়ের গেলাফটা ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে দুই হাতে ধরে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

গেলাশ [ই গ্লাস>] *বি* পান করার জন্য ব্যবহৃত পাত্রবিশেষ। 'মুখের কাছে ব্র্যাণ্ডির গেলাশ ধরলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গেলাষফ্রেম [ই গ্লাস+ফ্রেম] *বি* কাচের ফ্রেম। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

গেলাস [ই গ্লাস>] *বি* পান করার জন্য ব্যবহৃত পাত্রবিশেষ। 'কাঁসায় ঘটী, বাটী, গেলাস ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গেলাসওয়ালা [ই গ্লাস>+হি ওয়ালা] *বিণ* কাচের পাল্লাবিশিষ্ট। 'দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

গেলাস-দোলা [ই গ্লাস>+দোল্>] *বি* ঝাড়বাতি। 'পলাশের গেলাস-দোলা কাননের রংমহলা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

গেলাসি, গেলাসী [ই গ্লাস>] ১ *বিণ* গ্লাস আকৃতির। 'গেলাসী ঝাড়।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* খাবারবিশেষ। 'পাগলার দোকানে এক প্লেট গেলাসি মেরে দেবে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

গেলাসী ঝাড় *বি* বাতিবিশেষ। 'তাহাতে মোমবাতি সংযোগ এমত পাঁচ শত বাগীচা গেলাসী ঝাড় তিন হাজার।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

গেলাসী বাগীচা *বি* বাতিবিশেষ। 'গেলাসী বাগীচা এক হাজার।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

গেলিক [স] *বি* আয়ারল্যান্ডের ভাষাবিশেষ। 'আইরিশ জাতি নিজের গেলিক ভাষা ও গেলিক কালচারের উদ্ধার সাধন ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

গেলির [স গত>] *বিণ* গত। 'গরু রাখি তোর কাহ্ন গেলির জরমে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গেলী[1] [স গত>] *বিণ* গত। 'গেলী জাম বহুড়ই কইসেঁ।' *চর্যা ৮*, ১২০০।

গেলী[2] [স গত>] *ক্রি* চলে গেলো। 'পাছে রাধিকা লআঁ বড়ায়ি গেলী ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গেলেমান [আ গিলমান] *বি* ইসলাম ধর্ম্মমতে বেহেশতের সেবাদানকারী বালক। 'স্বর্গের হুর-গেলেমান ... শুনিতে লাগিল, হায় হোসেন!' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

গেসোলীন [ই] *বি* পেট্রোল; গাড়ির তেল। 'গেসোলীনে ভিজিয়েছে সমস্ত

ব্যাঙ্কক।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

গেস্ট [ই] *বি* অতিথি। 'দ্বিতীয় পেয়িং গেস্টটি প্রথমটির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

গেহ [স গৃহ] *বি* গৃহ। 'দেহ গেহ সমর্পণ করহ উহানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গেহকাজ [স গৃহকার্য] *বি* ঘরের কাজ। 'মাঠের কাজেতে ব্যস্ত রূপাই, নয়া বউ গেহকাজে।' *জসীম*, ১৯২৯।

গেহহীন [স গৃহহীন] *বিণ* আশ্রয়হীন। 'গেহহীন, স্নেহহীন ... মুক্ত খ্যাপার দল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

গেহিনী [স গৃহিণী] *বি* গৃহিণী। 'সাবিত্রী সারদা শচী গৌরের গেহিনী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গৈদ্য [স গদ্য] *বি* ঠাট্টা মস্করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গৈব [আ গায়ীব] *বিণ* গায়েবি; অদৃশ্য; গোপন। 'এই গৈব বাণীও আট-দশ দিনের মধ্যে প্রেস থেকে ছাপা হয়ে এল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গৈবী [আ গায়বী] *বিণ* গোপন। 'আমাদের চোখঠার দিয়ে তারা গৈবী পণ্য নিয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩০।

গৈরিক [স] **১** *বি* গিরিধারা; ঝরনা। 'বহএ গৈরিক হৈয়া নয়ানের জল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* গিরিজাত একধরনের রক্তবর্ণ মাটি। 'মিশ্রিত গৈরিকে পড়ে তলে প্রস্রবণ।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৩** *বিণ* গেরুয়া রঙের। 'পরিধানে গৈরিক বাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'গৈরিক বসনে হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদাসীনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৪** *বি* গেরুয়া রঙের বস্ত্র। 'লাল গৈরিক-গায় সৈনিক ধায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

গৈরিকধারী [স] *বিণ* গেরুয়া কাপড় পরিধানকারী। 'বীর সন্ন্যাসী চীর গৈরিকধারী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

গৈরিকরাঙা [স গৈরিক+স রঙ্গ>] *বিণ* পোড়ামাটির রংবিশিষ্ট। 'চলিয়াছে কাঁদি বরষার নদী গৈরিকরাঙা-বসনা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

গৈরিকস্রাব [স] *বি* ঝরনার ধারা। 'অনর্গল গৈরিকস্রাব।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গো[1] [ধ্বন্যা] *অব্য* সম্বোধনসূচক শব্দ; ওগো। 'ফেটলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

গো[2] [স] **১** *বি* গোরু। 'আপণা না চিহ্নসি গো রাখোআল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ঐশ্বর্য; বিভূতি; জ্ঞান। 'এই গো অর্থে ঐশ্বর্য, বিভূতি, জ্ঞান।' *নজরুল*, ১৯৪১।

গো-খর [স গো+ফা খোর] *বিণ* গোমাংসভোজী। 'দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গো-খর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গোখাদক [স] *বিণ* গোরুর মাংস ভোজনকারী। 'আমরা যেন আর গোখাদক বলিয়া অভিহিত না হই।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

গোখুর [স গো-ক্ষুর>] *বি* গোরুর পায়ের শক্ত তল। 'গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে উড়িছে গোখুরধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গোখুরধূলি [স গো-ক্ষুর>+ধূলি] *বি* গোরুর খুরের আঘাতে ওড়া ধুলা। 'গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে উড়িছে গোখুরধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গোখুররেণু [স গো-ক্ষুর>+রেণু] *বি* গোধূলি। 'সাঁঝের হিয়ায় রঙিয়া উঠিছে গোখুর-রেণু।' *জসীম*, ১৯৩০।

গোগাড়ি [স গো+গাড়ি] *বি* গোরুর গাড়ি। *ওসা*, ১৭৮৫।

গোগ্রাস [স] *বি* গোরুর মতো বড় গ্রাস। 'গোগ্রাসে গিলিতেছে।' *শরৎ*, ১৯৩৮।

গোঘ্ন [স] *বিণ* গো-হত্যাকারী। 'গোঘ্ন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ অপ্রচলিত হওয়ায় গোমাংসের স্বাদ হারিয়েছেন।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

গোচর [স] *বি* গোরুর খাওয়ার জন্য ঘাসের জমি। 'গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে।' *শরৎ*, ১৯২৬।

গোচারণ [স] *বি* গোরু চরানোর কাজ। 'অরণ্যে থাকিয়া গোচারণ করিয়া নিরুদ্বেগে জীবনক্ষেপণ করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

গোচারণভূম [স] *বি* গোরু বিচরণের ক্ষেত্র। 'কলিকাতারূপ গোচারণভূমে তাহার রাখাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

গোচারণ ভূমি *বি* যে ভূমিতে গোরু চরে বেড়ায়। 'গোচারণ ভূমিতে গাভীগুলি চরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

গো-চিকিৎসক [স] *বি* গোরুর চিকিৎসক। 'গো চিকিৎসকের সন্ধান।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গোচোর [স গো-চোর] *বি* গোরু চোর। 'তাঁহারা গোচোর।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গোজন্ম [স] **১** *বি* গোরু হিসেবে জন্ম। 'তিনি গোজন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* নিম্নশ্রেণীর জীবনধারণ। 'এতোদিনে ... গো-জন্ম ঘুচে গেল, পাকা ইন্সপেক্টার হলেন তিনি।' *সাদত*, ১৯৬৭।

গোজাতি [স] *বি* যাবতীয় গোরু। 'গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

গোজাতী [স গোজাতি] *বি* গোকুলবাসী জাতি। 'গোকুলে গোজাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোদান [স] *বি* হিন্দুদের গোরুদানের আচারবিশেষ। '... গোদান, ভূমিদান, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অবশ্যকর্তব্য।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গোদুগ্ধ [স] *বি* গোরুর দুধ। 'প্রভু কহে গোদুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোধন [স] *বি* গোরু। 'ভালমতে ঘাস হৈলে জিএত গোধন।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোবৎসাদি [স] *বি* গোরুবাছুর। 'এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ডিটায়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গোবদ্যি [স গোবৈদ্য] *বি* হাতুড়ে চিকিৎসক। 'কেউ কেউ বলে, গোবদ্যি।' *তারা*, ১৯৫৩।

গোবধ [স] *বি* গোহত্যা। 'প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোবধী [স] *বিণ* গোঘাতক। 'তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গোবাঘা [স গো+স ব্যাঘ্র] *বি* চিতা বাঘ। 'সে গোবাঘা নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

গো-ভাগাড় [স গো+ভাগাড়] *বি* গোরু মরে গেলে যে স্থানে ফেলা হয়। 'এক এক জনের পাত গো-ভাগাড়কে হারিয়ে দিলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গোভূত [স] *বি* (লোকবিশ্বাস) গোরুকে বিভ্রান্তকারী প্রেতাত্মা। 'দুপুর রাতে স্ত্রীকে নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো গোভূতের মতো।' *জীবন*, ১৯৩২।

গোমড়ক [স গো+মরক] *বি* গোরুর সংক্রামক রোগবিশেষ।

'গোমড়কের ন্যায় সংক্রামক রোগে মরিলে ...?' *মশাররফ*, ১৯০৮।

গোমাংস [স] *বি* গোরুর মাংস। 'ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গোমাতা [স] *বি* গোরুরূপ মাতা। 'গোমাতা অতি প্রাচীন সাদৃশ্য পৃথিবীকে বোঝাতে।' *অবন*, ১৯২৫।

গো-মুখ্যু [স গোমূর্খ] *বি* নিরেট মূর্খ। 'আমার মতো গো-মুখ্যুর কথা যদি শুনিস তাহলে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গোমুণ্ড [স] *বি* গোরুর মাথা। 'কাপাসের খেত হইতে আনিল গোমুণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গো-মূর্খ [স] *বিণ* গোরুর মতো নির্বোধ। 'পুরুষমানুষ তা বিদ্বান হোক বা গোমূর্খ হোক ...।' *সাদত*, ১৯৬৭।

গোমূর্খামি [স গোমূর্খ>] *বি* বোকামি। 'গোমূর্খামির জন্য আমি মনে মনে নিজেকে খুব জুতোপেটা করলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গোমেধ [স] *বি* যজ্ঞবিশেষ। 'কাহাকে গোমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূয় ... প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

গোমেষ [স] *বি* গোরু ও ভেড়া। 'গোমেষ শূকর হংস কুকুড়া প্রভৃতি পালন করে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

গোযান [স] *বি* গোরুর গাড়ি। 'তাঁহাদের পায়েতে মোজা এবং জামা ইত্যাদি বেশ এবং গোযান ছিল।' *রামমোহন*, ১৮১৫।

গোযানচালক [স] *বি* গোরুর গাড়ির চালক। 'এক গোযানচালক গোশকটে বিস্তর পাটের গাঁইট বোঝাই দিয়া গ্রাম হইতে রেলষ্টেশনে যাইতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

গোরক্ষক [স] *বি* রাখাল। 'বাড়ীর গোরক্ষক গোবর্দ্ধন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গোরক্ষণ [স] *বি* গোরু রাখার কাজ। 'কৃষিকর্ম করে গোরক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গো-রক্ষা [স] *বি* গোরু রক্ষা করা। 'গো-রক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক আর্যসমাজীরা ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

গোরক্ষ্যক [স গোরক্ষক] *বি* রাখাল। 'ইহার পুত্র গোরক্ষ্যক ছিল।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৭৬।

গোরখ [স গোরক্ষক] *বি* গোরু রক্ষক। 'দোহানের গোরখ যদি কাছে থাকে।' *সুলতান*, ১৭০০।

গোরস [স] *বি* গোরুর দুধ। 'গোরস খাইলা প্রতি বাড়ি বাড়ি ফিরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গো-রাখা [স গোরক্ষক] *বিণ* গোরু রাখে এমন। 'রাজার সাজে কেমন মানায় গো-রাখা রাখাল-রাজে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

গোলাদ [স গো+হি লাদ] *বি* গোবর। 'রাহ্মিলে গোলাদ জ্বালে নাপাক কেবল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গো-শকট [স] *বি* গোরুর গাড়ি। 'গো-শকট প্রস্তুত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গোশালা [স] *বি* গোরু রাখার ঘর; গোয়ালঘর। 'গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোসালা [স গোশালা] *বি* গোয়াল। 'একটী ব্রীর্দ্ধ অর্থর্ডাই গোসালে বন্ধ ছিল।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৫৪।

গোসেবা [স] *বি* গোরুর পরিচর্যা। 'দুরন্ত জমিদার গৃহস্থের ন্যায় গোসেবা করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

গোহত্যা [স] *বি* গোরু হত্যা। 'গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গোহত্যাকারী [স] *বিণ* গোরু হত্যাকারী। 'পুরোহিত ... খড়্গ লইয়া গোহত্যাকারী মুসলমানদিগকে হত্যা করিলেন।' *হিতৈষি*, ১৮৯৫।

গো-হাটা [স গো+স হট্ট] *বি* গোরু কেনাবেচার হাট। 'লোকে বলে তোকে গো-হাটায় বেচে ফেলতে।' *শরৎ*, ১৯২৬।

গোহাড় [স গো-হড্ড] *বি* গোরুর হাড়। 'গোহাড় ইটাল দিয়া ইট শূন্য হৈতে পড়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

গোহিংসা [স] *বি* গোহত্যা। 'শাসনে গোহিংসা তো থামবেই না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গো[৩] *অব্য* যদিও। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোআ, গোআনো [স গোপন>] *ক্রি* লুকানো। 'জইঅও জতনে গোঅএ চাহএ হিমগিরি ন নুকাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গোআর [হি গাঁওয়ার] *বিণ* গেঁয়ার; অসভ্য। 'মিছাই ঝগড় কর কাহাঞিঁ গোআরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোআরি [স গোপালিকা] *বি* স্ত্রী গোয়ালা। 'ভনই বিদ্যাপতি অরেরে গোআরি। বড়ে পুনে সম্ভব আদর মুরারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গোআরী [হি গোহারী] *বি* অভিযোগ। 'রাজা কংসে করিবেঁ গোআরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোআল [স গোপাল] *বি* গোয়ালা। 'বিণী বিকীএঁ হএ গোআলের ধনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোআলকুল [স গোপালকুল] *বি* গোকুল। 'গোআলকুলে কি তোহ্মে উপজিল সাগু।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোআলত [স গোপাল>] *ক্রিবিণ* গোয়ালাদের মধ্যে। 'তোহ্মে এবেঁ গোআলত ভৈলা বড় জাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোআলা [স গোপাল>] *বি* গোয়ালা। 'পশুআ তোর গোআলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোআলি, গোআলী [স গোপাল>] *বি* গোপনারী। 'কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোঁহে জদুকুল হম কুলিন গোআলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গোআলিনি, গোআলিনী, গোআলীনী [স গোপালিনী] *বি* গোপনারী। 'আহ্মার বচন না কর গোআলিনী আনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দিবেহেঁ দধির দান সুনহ গোআলীনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। 'গোআলিনি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গোই [স গোপন>] *বিণ* গোপন। 'লাজে রহলু হিয়ে আনন গোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'গোই করণিয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোইন্দা [ফা গোয়িন্দাহ] *বি* গুপ্তচর। 'তিনিই কি গোইন্দা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

গোএন্দা [ফা গোয়িন্দাহ] *বি* গুপ্তচর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গোএন্দাগিরি [ফা গোয়িন্দাহ-গিরি] *বি* গুপ্তচরের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গোওয়ার [হি গাঁওয়ার] *বিণ* একরোখা; উদ্ধত। 'আগু বাড়াইয়া আনে এজিদা গোওয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গোওাল [স গোপাল] *বি* গোপ; গোয়ালা। 'এত সুনি বলে মুনি সুনহ গোওাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোওালা [স গোপাল>] *বি* গোয়ালা; গয়লা। 'চলিলা গোওালা সব জ্বার

জেই স্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোংগানী [ধ্বন্যা] *বি* গোঁ গোঁ শব্দ। 'বাবা গোংগানীর মত শব্দ করে কাঁদেন।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

গোঁ [ফা গুন্স] **১** *বি* জিদ। 'কোন রকমেই জেলের গোঁ ঘুচলো না।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'আপনার ক্যাবিনে গোঁ হয়ে বসে আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গোঁ ধরা *ক্রি* জিদ প্রকাশ করা। 'সে গোঁ ধরেছে, চাকরী করবে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

গোঁআ [স গম্>] *ক্রি* অতিবাহিত করা। **গোঁআইবা** *ক্রি* অতিবাহিত করবে। 'না পড়িলে অনুশোচে গোঁআইবা কাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **গোঁআইল** *ক্রি* যাপন করলো। 'রসভোগে গোঁআইল কাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **গোঁওব** *ক্রি* কাটাবো। 'কৈসে গোঁওব যামিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গোঁয়াই** *ক্রি* অতিবাহিত করি। 'তে কারণে অনুদিন কান্দিয়া গোঁয়াই।' *সুলতান*, ১৭০০। **গোঁয়ায়লু** *ক্রি* কাটালাম। 'দিবস দিবস করি মাসা। মাস মাস করি বরস গোঁয়ায়লুঁ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গোঁআর [হি গাঁওয়ার] *বিণ* জেদি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গোঁগানি [ধ্বন্যা] *বি* রাগ, কষ্ট ইত্যাদির জন্য চাপা আর্তনাদে গোঁ গোঁ শব্দ। 'মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গোঁজ [হি গোজী] **১** *বি* বাঁশের খোঁটা; খুঁটি। 'গোঁজে বান্ধ্যা এড়ে ডিঙ্গা লোহার সিকলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* নিম্নমুখী। 'কেহ কেহ মুখটি গোঁজ করিয়া বসিয়া থাকে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বিণ* নির্বাক ও গম্ভীর। 'লীলা খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে চুপ করে রইল।' *জীবন*, ১৯৩২। **৪** *বি* সুতা পেঁচিয়ে রাখার কীলক। 'ঘরে-ঘরে ঘুরে চলে সুতোর গোঁজটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

গোঁজা[১] [হি গোজী>] **১** *ক্রি* গুঁজে রাখা। 'কৈফিতের পাঁজিখানি মিল সাবধানে হরি শ্রুতি করিয়া কলম গোঁজে কানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* হিসাবে মনগড়া মিল দেওয়া। 'নিকাশে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *ক্রি* গেলা। 'আপিসে যাইবার সময় নাকে মুখে ভাত গোঁজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৪** *বিণ* লুকানো। 'কতকগুলো গদির নীচে গোঁজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৫** *ক্রি* আটকে রাখা। 'কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'কানে কলম গোঁজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **৬** *ক্রি* নত করা। 'মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি।' *জীবন*, ১৯৪৪।

গোঁজা[২] [হি গোজী>] *বিণ* ঢোকানো। 'রান্নাঘরে রকে উঠতে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গোঁজা-গাঁজা [হি গোজী>] *বি* মেরামতের জন্য গুঁজে দেওয়া। 'তালপাতার গোঁজা-গাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব।' *শরৎ*, ১৯২৬।

গোঁজামিল [হি গোজী>+স মিলন] *বি* ফাঁকি; আপাত দৃষ্টিতে মিল। 'অনেক চাতুরী অনেক গোঁজামিলের প্রয়োজন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

গোঁজামিলন [হি গোজী>+স মিলন] *বি* যেনতেন প্রকারে মিল। 'গোঁজামিলন দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গোঁট [স ঘট্ট] *বি* দল। 'সুমুন্দিরে গোঁট বেঁদে তাঁনারে বর সেজয়ে মোদের কুটিতি এনেলো?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গোঁড় *বি* ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'গোঁড়-পরিবারের দুটি মেয়ে আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গোঁড়া [স গোণ্ড>] **১** *বিণ* রক্ষণশীল। 'ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* উগ্র সমর্থক। 'তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে এক জন প্রধান গোঁড়া।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গোঁড়া-রাম [স গোণ্ড>+স রাম] *বি* গোঁড়া হিন্দু। 'গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গোঁড়াসমাজ [স গোণ্ড>+স সমাজ] *বি* রক্ষণশীল সমাজ। 'গোঁড়াসমাজের মানস-প্রকৃতি লক্ষ করেই তিনি শাস্ত্রের সমর্থন খুঁজেছিলেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গোঁড়ামি, গোঁড়ামী [স গোণ্ড>] *বি* রক্ষণশীলতা। 'ঘুচাব গোঁড়ামী রোগ দিয়া ছাগ-নাদী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ও গোঁড়ামি ভাল লাগে না।' *সাধারণী*, ১৮৮০।

গোঁড়ামিবর্জিত [স গোণ্ড>+স বর্জিত] *বিণ* রক্ষণশীলতাহীন। 'ধর্মীয় গোঁড়ামিবর্জিত শিক্ষা হিন্দু কলেজে লাভ করেছিলেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গোঁৎ [আ গৃতাহ] *বি* মাথা নিচের দিক করে পতন। 'আকাশেতে কাৎ হয়ে গোঁৎ খায় ঘুড়িটা।' *সুকুমার*, ১৯২০।

গোঁৎ খাওয়া *ক্রি* হঠাৎ টাল খাওয়া বা ঘুরে পড়া। 'আকাশেতে কাৎ হয়ে গোঁৎ খায় ঘুড়িটা।' *সুকুমার*, ১৯২০।

গোঁতা [আ গৃতাহ] *বি* মাথা নিচু করে মাথা দ্বারা আঘাত। 'ঠিক যেন একটা চিলেঘুড়িকে খেলোয়াড় গোঁতা মারছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

গোঁতা [আ গৃতাহ] *বি* গুঁতা; খোঁচা। 'শিগগির তোদের ওই দাঁতের পাটি চুকতে হবে। গুঁতো সকলের উপর পড়বে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'গুঁতো মেরে, লাথি মেরে, কিল মেরে, ঘুষো মেরে কনুয়ের গুঁতো মারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

গোঁদ [হি] *বি* আঠা। 'গোঁদ ও রেশম ও তুলাভরা মাজা ও পেঁয়াজ রসুন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

গোঁফ [স গুম্ফ] *বি* ঠোঁটের উপরিভাগের লোম; মোচ। 'ঘন পাক দেই গোঁফে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোঁপ [স গুম্ফ] *বি* গোঁফ; মোচ। 'হাঁড়িয়া চামর গোঁপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গোঁফওআলা [গোঁফ+হি ওয়ালা] *বিণ* গোঁফ রয়েছে এমন। 'ফুলো গোঁফওআলা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গোঁফওয়ালা *বিণ* গোঁফ আছে এমন। 'বালতি হাতে ঢুকলো গোঁফওয়ালা মেথর।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

গোঁফওলা [গোঁফ+হি ওয়ালা] *বিণ* গোঁফ আছে এমন। 'একটি শ্যামল রঙের পাৎলা-গোঁফওলা যুবক।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

গোঁফদাঁড়ি [গোঁফ+স দাটিকা] *বি* গোঁফ এবং দাঁড়ি। 'তাহার গোঁফদাঁড়ি কামানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গোঁফসুদ্ধ [গোঁফ+স শুদ্ধ>] *বিণ* গোঁফসহ। 'ইশা খাঁ তাহার গোঁফসুদ্ধ দাড়িসুদ্ধ মুখ বিকৃত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গোঁফে তা দেওয়া *ক্রি* ভবিষ্যৎ লাভের আশায় উৎফুল্ল হওয়া। 'গোঁফে তা দিতে দিতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গোঁফে-তেল-গাছে-কাঁঠাল *বি* কাজ আরম্ভ হওয়ার আগেই ফলভোগের উচ্চাশা এবং প্রস্তুতি। 'বঙ্গদেশ গোঁফে-তেল-গাছে-কাঁঠালের দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

গোঁয়া [হি গাঁওয়ার] *বি* অনুন্নত সম্প্রদায়বিশেষ। 'কলিকাতার গোঁয়ারা

বাহিরে যাইতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮২০।

গোঁয়ার [হি গাঁওয়ার] **১** *বিণ* বর্বর। 'কন্যা বলে তুই বড় অধম গোঁয়ার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* নির্বোধ। 'জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বিণ* উদ্ধত। 'বর্ব্বর এক গুঁইয়া গোঁয়ার ব্যাঘ্র ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **৪** *বি* কাণ্ডজ্ঞানহীন। 'দোয়ার না হইলে গান করা গোঁয়ারের কর্ম্ম।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গোঁয়ারগোছ [হি গাঁওয়ার>] *বি* একগুঁয়ে স্বভাব। 'আমিও গোঁয়ারগোছের ছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

গোঁয়ারগোবিন্দ [হি গাঁওয়ার>+স গোবিন্দ] *বিণ* কাণ্ডজ্ঞানহীন ও দুঃসাহসী। 'আমি ঐ-সব গোঁয়ারগোবিন্দ লোকের যথেচ্ছারের কথা শুনতে চাইনে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

গোঁয়ারতিমো. [হি গাঁওয়ার>] *বি* ঔদ্ধত্য। 'গোস্বামী ... গোঁয়ারতিমোয় গরম হয়ে পিটটানের পথ দেখবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গোঁয়ারতুমি [হি গাঁওয়ার>] *বি* হঠকারিতা। 'যা কাজের বেলায় গোঁয়ারতুমিতে পরিণত নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

গোঁয়ারি [হি গাঁওয়ার>] *বি* বর্বরতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোঁয়ার্তমি [হি গাঁওয়ার>] *বি* যুক্তিহীন জেদ। 'এই সকল সমস্যার প্রতি মনোযোগ করিয়অ এক প্রকার গোঁয়ার্তমি গোঁড়ামি পরিত্যাগ করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

গোঁয়ার্তুমি, গোয়ার্ত্তুমি [হি গাঁওয়ার>] **১** *বি* একগুঁয়েমি; হঠকারিতা। 'গোঁয়ার্তুমি করতে গেলেই মুশকিল বাধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'ওদের গোয়ার্ত্তুমি আর আবদারের যে অন্ত নেই।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* বিবেচনাবর্জ্জিত জোরজবরদস্তি। 'গোঁয়ার্ত্তুমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গোঁয়ারা [ফা গোর>] *বি* হাসান-হোসেনের কবরের প্রতীক। 'অধিকাংশ মুসলমান গোঁয়ারা, তাজিয়া ও মসজিদে ফয়তা দেওয়া আদি পরিত্যাগ করিয়া ...।' *এডুকেশন*, ১৮৮৫।

গোঁসা [আ গুস্সাহ] *বি* অভিমান। 'কোষা ধরা গোঁসা ভরা তপে জপে রত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গোঁসাই [স গোস্বামী] **১** *বি* বৈষ্ণবীয় গুরু। 'আচার্য গোঁসাই দেখিও নিতাই আমার আঁখির তারা।' *মুরারি*, ১৫৭০। **২** *বি* ঈশ্বর। 'তোমার কারণে মোরে পাঠাইছেন গোঁসাই।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* সন্ন্যাসীবিশেষ। 'গোঁসাই লোক বলিলে শৈব উদাসীন বুঝিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গোকুল [স] **১** *বি* গোরুর পাল। 'শতেক ব্রাহ্মণ আর মায়িলেঁ গোকুল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* (পুরাণ) কৃষ্ণের বাল্য লীলাভূমি। 'মথুরা গোকুল বন্দো গোবর্ধন গিরি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গোকুলপুরী [স] *বি* স্থানবিশেষ। 'তুয়া প্রেম সাধি গোরি আইনু গোকুলপুরী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

গোকুলের শাঁড়/ষাঁড় *বি* স্বেচ্ছাচারী লোক। 'হলধর, গদাধর ও মতিলাল গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'গোকুলের শাঁড়ের মত চুল ফিরিয়ে বুক ফুলিয়ে ব্যাড়াচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১; ।

গোক্ষুর [স গো+স ক্ষুর] *বি* গোখরো সাপ। 'কেউটিয়া, গোক্ষুর, বোড়া, বোয়া প্রভৃতি প্রকাণ্ড অজগরসমূহ ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

গোক্ষুরা [স গো+স ক্ষুর] *বি* বিষধর সাপবিশেষ যার ফণায় গোরুর ক্ষুরের মতো চিহ্ন আছে। 'মজে গিয়ে গোক্ষুরার ফাটলে হারায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

গো-খর *দ্র* গো[২]

গোখরো [স গো+স ক্ষুর] *বি* বিষধর সাপবিশেষ। 'গোখরো সাপের মতন ফণা গুটিয়ে বসে পড়েছিস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গোখাদক *দ্র* গো[২]

গোখুর *দ্র* গো[২]

গোখুরা [স গো-ক্ষুর>] *বি* বিষধর সাপবিশেষ, যার ফণায় গোরুর ক্ষুরের চিহ্ন আছে। 'গোখুরা সাপের মাথায় যে আছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

গোখুরী [স গো+ফা খোর>] *বি* অপকর্ম। 'সহরের যুবকদল গোখুরী ঝকমারি ও পক্ষির দলে বিভক্ত হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গোখুরে [স গো-ক্ষুর>] *বি* বিষধর সাপবিশেষ। 'গোখুরেকে নিয়ে অবশ্য একটু সাবধান হতে হয়।' *কায়সার*, ১৯৬২।

গোখুরো [স গো-ক্ষুর>] *বি* বিষধর সাপবিশেষ, যার ফণায় গোরুর ক্ষুরের মতো চিহ্ন আছে। 'ঢোড়া, গোখুরো, দুধরাজ, পাঙরাজ।' *জীবন*, ১৯৩৩।

গোগাড়ি *দ্র* গো[২]

গোগাল *বি* কালি। 'অনেকেরই চোখে গোগাল পড়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গোগালচি *বি* ঝুঁটি বা কেশর। 'ঘোড়ার গোগালচির মতো আমার সামনের লম্বা চুলগলো।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গোগ্রাস *দ্র* গো[২]

গোঙরানি [ফা গুঙ্গ>] *বি* গোঁ গোঁ ধ্বনি; গোঙানি। 'গলার ভিতর তার মৃত্যুর গোঙরানি।' *জীবন*, ১৯৩০।

গোঙরানো [ফা গুঙ্গ>] *ক্রি* চাপা গর্জন করা। 'বাতাস ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো সমস্ত আকাশ জুড়ে রাগে গোঙরাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গোঙানি, গোঙানী [ফা গুঙ্গ>] *বি* গোঁ গোঁ শব্দ। 'তীব্র গোঙানি ব্যথিয়ে উঠছে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'মাঝে মাঝে কোথা থেকে অস্ফুট গোঙানী আসে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

গোঙানো[১] [স গমন>] *ক্রি* কাল কাটানো। 'দিন গোঙায় মিছা কার্যে মন নাহি দেহ রাজ্যে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গোঙাই** *ক্রি* যাপন করি। 'এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **গোঙাইব** *ক্রি* কাল কাটাবো। 'পৌষে গোঙাইব নাথ অষ্ট প্রকারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গোঙাইল** *ক্রি* কাটালো; অতিবাহিত করলো। 'নানা রঙ্গে ঢঙ্গে কথো দিবস গোঙাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **গোঙাইলা** *ক্রি* কাটালে। 'সর্বদিন গোঙাইলা সংকীর্তন-রঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **গোঙাএ** *ক্রি* অতিবাহিত করে। 'হরিসে গোঙাএ কাল মৃর্ত্যু নাহি জানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **গোঙায়েন** *ক্রি* কাল কাটান। 'ছাড়িয়া সংসারদুঃখ গোঙায়েন রঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **গোঙাব** *ক্রি* সময় অবিবাহিত করবো। 'দেবরূপ পরিহরি কেমনে গোঙাব নরলোকে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গোঙায়লুঁ** *ক্রি* কাটালাম। 'আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ জরা সিসু কতদিন গেলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গোঙানো[২] [ফা গুঙ্গ>] *ক্রি* গোঁ গোঁ শব্দ করা। 'রকম-বেরকমের গোঙানি দিতে দিতে হাওয়াগাড়ি ছুটছে দশদিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

গোচ [স গুচ্ছ] **১** *বি* গুচ্ছ। 'দেতো দেখি গোচের হয়তো নিব।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* ধরন। 'বিয়ার কি শেরি কি পোর্ট কি ক্লারেট অথবা অন্যবিধ নরম গোচের মদ্যের নামও সহ্য করেন না।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

গোচ গাচ [স গুচ্ছ>] *বি* গোছগাছ। 'গোচে গাচে বাবু হয় পচা শাল চেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গোচন [স গো+চোনা] *বি* গোরুর মূত্র। 'ক্ষীরভর ঘট হোয়ত বনট গোচন গন্ধ ন মিলাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। *দ্র* **গোচোনা**

গোচর[১] [স] **১** *বিণ* চাক্ষুষ। 'ত্রিভুবনজনমন গোচর তোক্ষাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* সামনে। 'মৎস গিলিলে আইল কাম তোমার গোচর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'যতনে আনিলা তবে মালিক গোচর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* জ্ঞাত। 'তত্ত্ববোধিনী সভার গোচর হইবার পূর্ব্বে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'তাহা সংবাদপত্রে উদিত হইয়া, সর্ব্বসাধারণের গোচর হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'হিমালয়ের শিখর কত হাজার ফিট উঁচু, তাহার মাথায় কতখানি বরফ আছে, তাহার মাথায় কতখানি বরফ আছে ... বলিলেও হিমালয় আমাদের গোচর হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **৫** *বিণ* পরিচিত। 'তিনি বিশ্বের বরেণ্যরূপে সকলের কাছে গোচর হইবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৬** *বিণ* গ্রাহ্য। 'তা কল্পনারও গোচর হতে পারত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৭** *বিণ* দৃশ্যমান। ' তোমার গলায় তুমি তো গোচর হবেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

গোচরতা [স] *বি* প্রত্যক্ষতা। 'এই ইন্দ্রিয়ের গোচরতাকে ভেদবুদ্ধির তিরস্করণিকার দ্বারা আবৃত করা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গোচরবর্তী [স] *বিণ* প্রকাশিত। 'যে অংশটা প্রধানত দেখাইতে চান সেইটাকে বিশেষরূপে গোচরবর্তী করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গোচর হওয়া *ক্রি* জ্ঞাত হওয়া। 'উপকার হইতেছে তাহা সাধারণের গোচর হইলে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

গোচরার্থ, গোচরার্থে [স গোচর-অর্থ] *ক্রিবিণ* জানার জন্য। 'মেজেষ্টর সাহেবেরদিগের গোচরার্থে সম্বাদপত্র পাঠাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'পাঠকবর্গের গোচরার্থ ... উদ্ধৃত করিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

গোচরীভূত [স] *বিণ* অবগত। 'লোকচক্ষুর গোচরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

গোচরে আনা *ক্রি* অবগত করানো। 'শুধু গোচরে আনা নয় ... অভিজ্ঞতাকে ... সঞ্চারিত করতে পারলে তবেই তিনি সুখী।' *শিব*, ১৯৭৩।

গোচর *দ্র* **গো[২]**

গোচরা [স গোচর>] *ক্রি* জানা। 'গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গোচরিআঁ, গোচরিঞা** *ক্রি* প্রত্যক্ষ ক'রে; জেনে। 'গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'গোচরিঞা ফল ধরাইব জেবা জানি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **গোচরিল** *ক্রি* জানলো। 'তাহার বৈকুল্য তার পুত্রে গোচরিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **গোচরিলা** *ক্রি* অবগত করলো। 'ইব্লিসের আগে আসি সব গোচরিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

গোচান দেওয়া *ক্রি* সমর্পণ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোচারণ *দ্র* **গো[২]**

গো-চিকিৎসক *দ্র* **গো[২]**

গোচোনা [স গো>+ধ্বন্যা চন্>] *বি* গোরুর মূত্র। 'গোচেনেরে গোচোনা কহি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

গোচোর *দ্র* **গো[২]**

গোচ্ছা [স গুচ্ছ] *বি* গোছা; গুচ্ছ। 'বুক ফোলান, বাঁকা শিতি, পইতের গোচ্ছা গলায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গোছ [স গুচ্ছ] **১** *বি* অবস্থা; জোগাড়। 'অতি ঘোর কল্লোল শব্দে কর্ণ রোধ হওনের গোছ।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* ধরন। 'একটি বালিকা কিছু বিবিয়ানা গোছে চলিত।' *প্যারী*, ১৮৬০। **৩** *বিণ* ধরনের। 'মনযোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **৪** *বিণ* মতো। 'ঠিক যেন সাপের ছুঁচো গেলা গোছ।' *নজরুল*, ১৯২২।

গোছগাছ [স গুচ্ছ>] *বি* সাজানো-গোছানোর কাজ। 'গোছগাছ মোটমাট খোপখাপ খোলাখালা জোগাড়-জাগাড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; জিনিসপত্র গোছগাছ বাঁধাছাঁদা করচে।' *শরৎ*, ১৯১৬।

গোছগাছাল [স গুচ্ছ>] *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'গোছগাছাল শীতল নিবিড় নক্ষত্রগুলো।' *জীবন*, ১৯৩১।

গোছমত [স গুচ্ছ>] *ক্রিবিণ* ব্যবস্থা অনুয়ায়ী। 'কাপড় সরকারি গোছমত দাখিল না করে জদি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

গোছল [আ] *বি* স্নান। 'তৃতীএ গোছল অতি জতনে করিব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গোছা[১] [প্রা গচ্ছ>] *ক্রি* গ্রহণ করা। 'কৃষ্ণের সঙ্গে করলে প্রেম সর্বসখি গোছবে না।' *লালন*, ১৮৯০।

গোছা[২] [স গুচ্ছ] **১** *বি* গুচ্ছ। 'তাহাকে এক গোছা চাবি ফেলিয়া দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'সূর্য্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। **২** *বি* হাঁটুর নীচের ও গোড়ালির উপরের অংশ। 'পায়ের গোছা পুরু।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

গোছানো[১], গোছান [স গুচ্ছ>] **১** *বিণ* সম্পন্ন। 'দুই দিগে কাজ গোছান হলো।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'আলনাতে কয়েকখানি কাপড় গোছান রহিয়াছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গোছানো[২] [স গুচ্ছ>] *ক্রি* সুবিন্যস্ত করা। 'গোছাতে গোছাতেই তোর সময় বয়ে যাবে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

গোছালো [স গুচ্ছ] **১** *বিণ* সম্পন্ন করা সহজ এমন। 'গোঁসাইরা ... শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলে গুলি করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* পরিপাটি। 'অনেকে গোছালো গোছের মেয়ে মানুষ দেখে সং এর তরজমা করে বোঝাচ্চেন!' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বিণ* মনোহর; মনোমুগ্ধকর। 'আহা, কী গোছালো কথা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গোছের [স গুচ্ছ>] *বিণ* মতো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোজন্ম *দ্র* **গো[২]**

গোজরানো [ফা গুজারাহ] *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'ওয়াক্ত গোজরে যাবার পর বাকায়দা নিয়ত করে সুরা ইত্যাদি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গোজরে যাওয়া *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'চার বছর গোজরে গেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গোজাতি *দ্র* **গো[২]**

গোজারা [ফা গুজারাহ] *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'এয়ছাই কয়েক রোজ গোজারিয়া যায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গোজারেশ [ফা গুজারিশ] *বি* নিবেদন; বক্তব্য। 'রাষ্ট্র-ভাষার নাম নিয়ে আমার কিছু গোজারেশ রয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গোজাশতা [ফা গুজশতা] *বিণ* বিগত। 'সোবেহ সাদেকেও গোজাশতা রাতের জোনাকীর ঝিকিমিকির কথা মনে পড়ে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গোজেস্তা [ফা গুজশতা] *বি* পূর্বকথা। 'গোজেস্তা কখন সব কহিতে লাগিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গোঞানো [স গম্>] *ক্রি* কাটানো। **গোঞাই** *ক্রি* অতিবাহিত করি।

'অনুক্ষণ কান্দিয়া গোঞাই রাত্রদিন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গোঞাইলা** *ক্রি* পোহালো। 'গণিতে গগণে তারা গোঞাইলা রজনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গোঞাএ** *ক্রি* কাল কাটায়। 'কুলবতী সকলে গোঞাএ মনোরঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গোঞাও** *ক্রি* অতিবাহিত করো। 'আনন্দে গোঞাও নিশি নিজপতি সঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গোট[১] [স গোষ্ঠ] *বি* দল। 'এক গোট সারিকা পণ্ডিত গুণধারী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গোট[২] [স গোষ্ঠক>] *বি* কটিভূষণ। 'সুবর্ণ সুন্দর গোট কটীদেশে দিয়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গোটছড়া *বি* স্ত্রীলোকের কোমরের অলঙ্কারবিশেষ। 'গোটছড়াটি পর্যন্ত নষ্ট করে ফেললে।' *শরৎ*, ১৯১৬।

গোটা[১] [স অখণ্ড] **১** *বিণ* সম্পূর্ণ। 'যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *সংখ্যা নির্দেশক* খানা। 'চারি গোটা টঙ্গি তথা অতি মনোহর।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বিণ* বৃত্তাকার। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বিণ* আস্ত। 'ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৫** *নির্দেশক* টা। 'ব্যাঙ্কে আছে সব জমা, ট্যাঁকে আছে খালি গোটা দুত্তিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৬** *বিণ* গুটিক; সংখ্যক। 'আরো কুল পাড়ো গোটা ছয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৭** *বিণ* অবিভক্ত। 'আমাদের দেশে যাত্রার দল বেশী দিন গোটা থাকে না।' *প্রমথ*, ১৯১৭। **৮** *বিণ* পুরো। 'আমাদের গোটা দেশ আর-একটি গোটা দেশের পণ্যদ্রব্যে পরিণত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৯** *বি* ফুসকুড়ি। 'সমস্ত মুখের ফাঁপানো মাংস বড়ো বড়ো গোটায় ভরিয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৪০। **১০** *বিণ* সমগ্র। 'অমর-সৃষ্টি বলে গোটা দুনিয়ায় অভিনন্দিত।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

গোটাকত *বিণ* গোটাকতক। 'গোটাকত টাকা নিয়া হাটে যাও মাসী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গোটাকতক **১** *বিণ* কয়েকটি; কিছুসংখ্যক। 'গোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শেখেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* কয়েকজন। 'আছে গোটাকতক বুড়ো যদিন তদিন কিছু রক্ষা পাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গোটা গোটা *বিণ* কাটা কাটা; আলাদা আলাদা। 'বড়ো বড়ো গোটা গোটা/ লিখব যখন তখন তুমি দেখো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

গোটাতক *বিণ* সামান্য কয়েকটি। 'তাহার গোটাতক স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

গোটা[২] *বি* ব্যক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোটানাল [গোটা+স লালা] *বি* গাঁজলা। 'বালিশটা ময়লা তাতে তোমার গোটানালে রাতদিন রসবতী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

গোটী [স একটি] *বিণ* একটি। 'বেহুল পাটর গোটী সভা করে।' *রামাই*, ১৭১০।

গোটো করা *ক্রি* গোটানো। 'পা গোটো করিয়া ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

গোঠ [স গোষ্ঠ] **১** *বি* গবাদি পশু বিচরণের মাঠ। 'সকল গোঠ মেলাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* গোয়াল। 'গোঠে ধায় গরু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বি* দল। 'ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন ... একটা গোঠ গঠন করার জন্য।' *আজাদ*, ১৯৪২।

গোঠচারী [স গোষ্ঠচারী] *বিণ* গোচারণভূমিতে বিচরণকারী। 'মাধব বংশীধারী বনোয়ারি গোঠচারী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

গোঠা [স গুল্ফ] *বি* গোড়ালি। 'তৃতীয়াত রহে চন্দ্র পাএর গোঠাত।' *সুলতান*, ১৭০০।

গোড়া *বি* গালিবিশেষ; গুয়োটা। 'গোড়ার নীলি কল্লে কি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গোডিম [স গুদ+স ডিম্ব] *বি* শিশুর জন্মের পর থেকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত কাল। 'গোডিম ভাঙ্গেনি যবে উঠে নাই গোঁপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গোডিমওয়ালা [স গুদ+স ডিম্ব+হি ওয়ালা] *বিণ* অতি ছোটো। 'কতক গুলো গোডিমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গোড় [স ঘুট] *বি* পা; চরণ। 'জুতা গোড়ে প্রাণ যায় করে হেই ঢেই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গোড়তলা [স ঘুট+স তল>] *বিণ* উঁচু গোড়ালি লাগানো। 'গোড়তলা জুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গোড়তোলা [স ঘুট+স তুল্>] *বিণ* উঁচু গোড়ালিযুক্ত। 'কালাচর্ম্মের পাদুকা ফিতেবাঞ্চা গোড়তোলা মাথানেড়া বোঁচা সকল পায়ে দেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

গোড়মুড়া [স ঘুট+স মুণ্ড] *বি* গোড়ালি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোড়া[১] [স ঘুট>] *ক্রি* অনুসরণ করা। 'দেখিয়াত গোবিন্দাই পশ্চাত গোড়াই।' *মালাধর*, ১৫০০। **গোড়াএ** *ক্রি* অনুসরণ করে। 'জনম হইআ ঠাকুরাণী পাছুতে গোড়াএ।' *রামাই*, ১৭১০। **গোড়ায়্যা** *ক্রি* গড়িয়ে। 'যৌবন গোড়ায়্যা গেল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোড়া[২] [স গুল্ফ] **১** *বি* পাদদেশ। 'চেতম্বের গোড়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* মূল। 'ভাই বন্ধু দারাসুত কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বি* উৎস। 'সেই খালের গোড়া অবধি একটা নূতন খাল কাটিবার নিমিত্ত।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৪** *বি* ভিত্তি। 'উব্দ মানুষ জগতের মূল গোড়া হয়।' *লালন*, ১৮৯০। **৫** *বি* সূচনা। 'আমাদের য়ুনিভার্সিটি গোড়াতেই বিদেশের নকল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৬** *ক্রিবিণ* সর্বপ্রথম। 'গোড়ায় তোমরা যেটা বলে দিয়েছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

গোড়াকার [গোড়া+স কার] *বিণ* শুরুর দিকের। 'কতকগুলি গোড়াকার কথা স্পষ্টরূপে ভাবিয়া লইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গোড়া কেটে আগায় জল – কারও বড়ো রকমের ক্ষতি করে পরে কপট সহৃদয়তা দেখিয়ে উপকারের চেষ্টা। 'আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুয়েছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

গোড়াগুড়ি [গোড়া>] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'গোড়াগুড়িই বলছিলুম কায়স্থর পো'কে বলতে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

গোড়াঘাট [গোড়া+ঘাট] **১** *বি* সূচনা। 'বক্তৃতার গোড়াঘাটেও সে ভুল করে ফেলেছে।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* ভিত্তিমূল। 'নিঃস্বার্থতা, ত্যাগশীলতা এবং আত্মসংযম ধর্মের গোড়াঘাট।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

গোড়াপত্তন [গোড়া+স পত্তন] *বি* সূচনা। 'স্বদেশীয়তার গোড়াপত্তন ঐখানেই।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

গোড়া ফাঁদা *ক্রি* ভিত নির্মাণ করা। 'এমন করিয়া গোড়া ফাঁদিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গোড়ায় *ক্রিবিণ* শুরুতে। 'সেই জন্যে গোড়ায় চেষ্টা করতেই ভয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গোড়ায় গলদ – শুরুতেই ভুল। 'গোড়ায় গলদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'গোড়ায় গলদ থাকবার দরুন, ইংরেজের হাতগড়া জিনিস প্রায়ই আর্টিস্টিক হয় না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

গোড়ার গলদ *বি* প্রারম্ভিক ভুল। 'এই গোড়ার গলদ দূর করার জন্য আজ যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

গোড়াসুদ্ধ [গোড়া+স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* গাছের শিকড়সহ। 'গোড়াসুদ্ধ ও গড়ে অমনি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গোড়ে গোড় *বি* পদাঙ্ক অনুসরণ। 'মেজো বউ মন্দ নয় সেই গোড়ে গোড়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গোড়ানো *ক্রি* পিছু পিছু যাওয়া। 'কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা সঙ্গে চলে গোড়াইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোড়ালি [স গুল্ফ] *বি* পায়ের পাতার পেছনের অংশ। 'কেমনে লাগিল গায়ে গোড়ালির পানি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

গোড়ি [গোড়া] *বি* মূল; শিকড়। 'সভা করে গোড়ি বসে থরে থর।' *রামাই*, ১৭১০।

গোড়ে [গড়িয়া (স্থাননাম)>] *বি* সুন্দর করে গাঁথা ফুলের মালা। 'কব্জিতে গোড়ে, গোঁফে আতর।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গোড়েমালা [গড়িয়া (স্থাননাম)+স মালা] *বি* সুন্দর করে গাঁথা ফুলের মোটা মালা। 'হস্তে একটা গোড়েমালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

গোণ [স গুণ] *বি* গুণ। 'রূপ গোণ জৌবন জে রসেত পুরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোণা [ফা] *বি* পাপ। 'ফেরেশতা করিল কোন গোণা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গোণাগার [ফা] *বিণ* পাপী। 'না হক এ বাত কৈয়া হও গোণাগার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গোণ্ডা [মু গণ্ডা] *বিণ* গণনার একক; গণ্ডা। 'আম্র তুলে কত গোণ্ডা, কেহ আনে লুচি মোণ্ডা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গোত [গোত্র] *বি* গোত্র; গোষ্ঠী। 'তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোতর [স গোত্র] *বি* গোত্র। 'তাদের গোতর করে পাছে রাখে ধর‍্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গোত্তা [আ গৃতাহ্] *বি* আঘাত। **গোত্তা খাওয়া** *ক্রি* আঘাত পাওয়া। 'বেয়াড়া ঘুড়ির মত গোত্তা খেয়ে সেদিকে টুঁ দিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গোত্র [স] *বি* বংশ। 'দুর্বারিষি গোত্র বটে কুলের প্রধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোত্রছাড়া *বিণ* গোষ্ঠী-বহির্ভূত। 'সে দলছাড়া, গোত্রছাড়া জীব।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

গোত্রজ [স] *বিণ* গোত্রভুক্ত। 'পিকিং থেকে প্যারিস পর্যন্ত মানুষমাত্রই এক গোত্রজ।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

গোত্রজাত [স] *বিণ* বংশজাত। 'এবং ঐ সকল গোত্রজাত ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গোত্রদেবতা [স] *বি* গোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'গোত্রদেবতা গর্তে পুঁতিয়া/ এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

গোত্রপ্রীতি [স] *বি* গোষ্ঠীর প্রতি টান। 'গোত্রপ্রীতির প্রভাব এখনও প্রত্যেক রাষ্ট্রে গভীরভাবে অনুভূত হয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

গোত্রবন্ধন [স] *বি* জ্ঞাতিত্ব। 'বলন্দাজের জন্য বৃহৎ জ্ঞাতিবন্ধন বা গোত্রবন্ধন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গোত্রভিৎ [স] *বি* ইন্দ্র। 'গুরুড়ে গরুড়ধ্বজ গোত্রভিৎ গজে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গোত্রভুক্ত [স] *বি* গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। 'সেমীয়, নিগ্রো প্রভৃতি নানা গোত্রভুক্ত মানবের রক্ত-সংমিশ্রণজাত এক বিচিত্র জনসমষ্টি।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

গোত্রহীন [স] *বিণ* প্রজাতি খুঁজে পাওয়া যায় না এমন। 'নামগোত্রহীন রূপহীন ... কাঁটাগাছের ফুল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গোত্রাদি, গোত্রাদী [স] *বি* গোত্র ইত্যাদি; একই গোত্রের লোক। 'তাহার জ্ঞাতি গোত্রাদী শ্রাদ্ধাদীকারি কিম্বা ধনাধিকারী কেহ।' *ওসা*, ১৭৮৪; 'তাহার শ্রীশ্রী প্রাপ্তী হইলে তাহার জ্ঞাতি গোত্রাদি ...।' *ওসা*, ১৭৮২।

গোত্রিক [স] *বিণ* গোত্রকেন্দ্রিক। 'ধ্বনিগুলোর অর্থবহতা একান্তভাবে স্থানিক বা গোত্রিক চুক্তিনির্ভর।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

গোত্রীয় [স] ১ *বিণ* গোষ্ঠীগত। 'উন্নতশীল রাষ্ট্রে কোনরূপ গোত্রীয় ঐক্য নাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। ২ *বিণ* গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। 'কলকাতায় বাঙালী রান্নার রেস্তোরাঁ অনুসন্ধান এই একই গোত্রীয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গোত্রোদ্ভব [স] *বিণ* গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গোদ [স] *বি* রসে পা ফুলে যাওয়ার রোগবিশেষ। 'গোদে তৈল দিতে কত তুলিব নেকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোদা [স গোদ>] ১ *বিণ* গোদরোগে আক্রান্ত। 'আর জুবতি বলে সেই গোদা মোর পতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গোদ বিশিষ্ট পা। *ওসা*, ১৭৮৫।

গোদের উপর বিষফোঁড়া – বিপদের উপর বিপদ। 'যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গোদাগা [স গো+ফা দাগ>] *বি* হাতুড়ে পশুচিকিৎসক। 'উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গোদাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি করে নেছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গোদান *দ্র* গো[২]

গোদাবরী [স] *বি* দক্ষিণ ভারতের একটি নদী। 'যাইবোঁ বারাণসী কিবা গোদাবরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোদাম [প গুদাওঁ] *বি* গুদাম। *এডমন*, ১৭৯৩।

গোদুগ্ধ *দ্র* গো[২]

গোধড়ি [স গোধূলি] *বি* গোধূলি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোধন *দ্র* গো[২]

গোধা [স] *বি* গোধিকা; গুইসাপ। 'সসক সৈলক গোধা নকুল শৃগাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোধিকা [স] ১ *বি* গুঁইসাপ। 'লোন কিছু দিবে বাড়া নেউল গোধিকা পোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* উত্তর-পশ্চিম আকাশে জানুয়ারি মাসে দেখতে পাওয়া গুঁইসাপ সদৃশ তারকামণ্ডলী। 'কিছুকাল পূর্বে লাসের্টা অর্থাৎ গোধিকা নামধারী নক্ষত্ররাশির কাছে ... জ্বলে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গোধুম, গোধূম [ফা গনদুম] *বি* গম। 'গোধূম খুড়্যা মুগ মাষ মাড়ুয়্যা তিল যব আন্যাছি ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোধুমাদি চূর্ণ [ফা গনদুম+স আদি+স চূর্ণ] *বি* আটা বা ময়দা। 'গ্রামের যত তণ্ডুল দালি গোধুমাদি চূর্ণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোধূমভোজী [ফা গনদুম+স ভোজী] *বি* গম বা তা থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি খায় এমন ব্যক্তি। 'গোধূমভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

গোধূমাদি [ফা গনদুম+স আদি] *বি* গম ও অন্যান্য শস্য। 'পৃথিবীতে ধান্য গোধূমাদি শস্য জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গোধূলি [স] ১ *বি* সূর্যাস্তের কাল। 'জব গোধূলি সময় বেলি/ ধনি মন্দির বাহর ভেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* গোরুর পায়ের আঘাতে উড়ন্ত ধূলি। 'দূরতীরে মাঠ ধূসর গোধূলিধূলিময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বিণ* গোধূলিকালীন। 'গোধূলি গগন মেঘে ঢেকেছিল তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৪ *বি* শেষবেলা। 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

গোধূলি-অন্ধকার [স] *বি* গোধূলিকালীন অন্ধকার। 'শূন্যঘর গোধূলি-অন্ধকারে পুরীর প্রান্তে অতিথি আসিনু দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গোধূলি-আলো *বি* গোধূলিকালীন আলো। 'গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী-পরে শ্রাবণের সায়াহ্নযূথিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গোধূলি-ছায়ে *ক্রিবিণ* গোধূলির ছায়ায়। 'গোধূলি-ছায়ে হল বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

গোধূলি-ধূসর [স] *বিণ* সন্ধ্যাবেলার মতো ছাই রংবিশিষ্ট। 'আরক্তিম গোলাবের পাপড়িতে, গোধূলি-ধূসর।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

গোধূলি-নিকেতন [স] *বি* গোধূলির আবাস। 'এইরূপে সায়াহ্নের কোলে রচেছি গোধূলি-নিকেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

গোধূলিবেলা [স] *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'গোধূলিবেলায় তখনো জ্বলেনি দীপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গোধূলি-মদির [স] *বিণ* সন্ধ্যার আলোছায়াময় পরিবেশে বিভোর। 'পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো।' *জীবন*, ১৯৪২।

গোধূলিরাগ [স] *বি* সূর্যাস্তকালীন রং। 'শেষ বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলিরাগে রাঙা আলোতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গোধূলি-রেণু [স] *বি* গোরুর পাল ঘরে ফেরার সময়ে খুরের আঘাতে উড়ানো ধূলি। 'অঙ্গে গোধূলি-রেণু কটি তটে বেত্র বেণু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোধূলি-লগন *বি* গোধূলির সময়। 'প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি-লগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

গোধূলি-লগ্ন [স] *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'এক গোধূলি-লগ্নে সদ্যস্নাতা আলুলায়িতা-কেশা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গোন [স গুণ] *বি* গুণ। 'কি কহিব রূপ গোন লাবন্যের উর।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোনজায়েশ [ফা গুঞ্জাইশ] *বি* অবকাশ। 'এই বিষয়ে তর্ক-তক্‌রারের গোনজায়েশ নাই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গোনষ [স গোনস] *বি* একজাতীয় বড়ো সাপ। 'লিখিল কালিয়হ্রদে ভুজঙ্গমগণ/ গোনষ খরিষ কালী উড জার ফণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোনা[১] [স গণনা>] ১ *ক্রি* ভাগ্য গণনা করা। 'তিনি মহিলাদের হাত দেখে গুনতে আরম্ভ করলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *ক্রি* পরীক্ষা করা। 'তারগুলি তার দেখছে গুনে সকল লোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

গোনাগাঁটা [স গণনা>] *বিণ* কাঁটায় কাঁটায় হিসাব করা হয়েছে এমন। 'একেবারে গোনাগাঁটা তিন তিনটে বছর।' *জীবন*, ১৯৩১।

গোনাপড়া [স গণনা>+পড়া] *বি* ভাগ্য গণনা। 'আপনারা গোনাপড়া করাইবেন?' *জসীম*, ১৯৬০।

গোনা[২] [ফা গুনাহ] *বি* পাপ। 'আমাদের গোনা হবে।' *শিখা*, ১৯২৬; 'সাজু বলেই ডাকে সবে, নাম নিতে যে গোনা।' *জসীম*, ১৯২৯।

গোনাগারি [ফা গুনাহ্‌গারী] *বি* পাপী। 'গোনাগারির লাগি দোওয়া করা হরেক মুসলমানের উচিত।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

গোনাহ [ফা গুনাহ] *বি* পাপ। 'বড় গোনাহের কার্য্যগুলিকে বন্ধ করিতে পারে না।' *হেদায়েৎ*, ১৯২৬।

গোনাহগার [ফা গুনাহগার] *বিণ* অপরাধী। 'আমাকে গোনাহগার করবেন না, হুজুর!' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

গোনাগুষ্ঠি [স গণগোষ্ঠী] *বি* আত্মীয় পরিজন। 'কি বলছ, তুমি তার গোনাগুষ্ঠি খাইয়ে পরিয়ে রাখছ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

গোনীবন্ধ [হি গানি+স বন্ধ] *বিণ* বস্তাবন্দী। 'তাহাদিগকে গোনীবন্ধ করিয়া জলমগ্ন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গোন্দ *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'গোন্দেরা দ্রাবিড়ী বটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

গোন্দম [ফা গনদুম] *বি* গম। 'গোন্দম রঙের ভোলী ভোলী পেয়ারী সুরত দেখিয়াছি।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

গোপ[১] [স] ১ *বি* গোরক্ষক সম্প্রদায়বিশেষ; গোয়ালা। 'সব গোপ যার মান ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নন্দ আদি গোপ নাচে উভ বাহু করি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'মাখন মণ্ডল, গণেশ গোপ প্রভৃতি।' *তারা*, ১৯৪২।

গোপকুমার [স] *বি* গোয়ালার সন্তান। 'আর যত ছিল গোপকুমার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপ-কোঙারি [স গোপকুমারী] *বি* গোপ সম্প্রদায়ের কন্যা। 'ডাকে প্রেম-সাধিকা আজও শত রাধিকা গোপ-কোঙারি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

গোপগণ [স] *বি* গোয়ালাগণ। 'লবণিএগ্রা দিল লোন ঘৃত দধি গোপগণ বান্যা দেই ভাঙ্গের পুটুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোপগোপী [স, সমাসে ই-কার] *বি* গোয়ালা-গোয়ালিনি। 'আনন্দিত হৈয়া রহে গোপগোপিগন।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোপজাতি [স] *বি* গোয়ালা সম্প্রদায়। 'গোপজাতি আমরা অরণ্যে করি ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোপ-ঝিয়ারি [স গোপদুহিতা] *বি* গোপকন্যা। 'এলে শ্যাম বংশীধারী/ গোপনের গোপ-ঝিয়ারি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

গোপনারি [স গোপনারী] *বি* গোয়ালিনি। 'উদ্ধব পাঠায়া সান্ত কৈল গোপনারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোপনারী [স] *বি* গোয়ালিনি। 'তোর ফুল তুলী লৈল সব গোপনারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপবধূ [স গোপবধূ] *বি* গোপনারী। 'এ সব গোপবধুজন লঞাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপ-বধূ [স] *বি* গোপনারী। 'মজাইলা গোপ-বধূ-ব্রজ বাজায়ে বাঁশরী।' *মাইকেল*, ১৮৬২

গোপবালক [স] *বি* গোয়ালা কিশোর; কৃষ্ণ। 'আমি কোনো জন্মে পারি হতে ব্রজের গোপবালক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গোপবেশ [স] *বি* রাখালের বেশ। 'পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ/ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম আবেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোপযুবতী [স] *বি* গোপনারী। 'হেনই সম্ভেদে সব গোপযুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপরামা [স] *বি* গোপপত্নী। 'সরেস্বতি গোপরামা রসেতে চতুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোপরূপ [স] *বি* গোয়ালার বেশ। 'আছি গোপরূপ ধরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপসুতা [স] *বি* গোয়ালার কন্যা। 'গোপসুতা গুণময়ী গোপালভগিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোপস্বামী [স] *বি* গোরুর মালিক; গোয়ালা। 'গোপস্বামী ও তস্কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গোপহার [স] *বি* গলার অলংকারবিশেষ। 'গোপহার সরস্বতীহার সাতনরীও তার গলায় ওতপ্রোতভাবে দেওয়া হয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

গোপাঙ্গনা [স গোপ-অঙ্গনা] *বি* গোয়ালা নারী; গোপনারী। 'ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে কাঁপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গোপালয় [স] *বি* গোয়ালঘর। 'নরকতুল্য ন্যক্কারজনক গোপালয়, গৃহ সমুদায়ের অপ্রশস্ততা ও অসচ্ছলতা ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গোপ[২] [স গোপন] *বিণ* গোপন। 'যেহ্ন তোহ্মে গোপ কথা করহ বিকাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপ[৩] [স গুম্ফ] *বি* গোঁফ। '*লম্প লম্প* করে গোপ দাড়ি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গোপত [স গুপ্ত] *বিণ* গুপ্ত; লুক্কায়িত। 'গোপত কাজত কাহ্নাঞিঁ ছয় আখি বারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপন [স] ১ *বিণ* লুক্কায়িত; গুপ্ত। 'বালক এক কুট্টনীর দ্বারা গোপনে খোজেস্তার নিকট বাক্য প্রেরণ করিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ২ *বিণ* অপ্রকাশিত। 'তাঁহাদিগের যে প্রসিদ্ধ অনাদর আছে, তাহা আর গোপন রাখিতেও যত্ন করিলেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* অপরিজ্ঞাত; অনবগত। 'ব্যবস্থাপকেরা বিচারস্থলে ... নিগূঢ় অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১। ৪ *বিণ* অব্যক্ত। 'কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় নয়। *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৫ *বিণ* সংরক্ষিত। 'দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে গোপন ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গোপনকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* গোপনকারী। 'সেই চিঠি গোপনকারিণী বৌদির কাছে।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

গোপনকারী [স] *বিণ* লুকিয়ে রেখেছে এমন। 'বড়ো বড়ো লোককে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, সত্যগোপনকারী বলা ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গোপনগুহা [স] *বি* গুপ্ত গহ্বর। 'যে সুর গোপনগুহা হতে ছুটে আসে আকুল স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

গোপনচর [স] *বিণ* গুপ্তচর। 'যে ছিল গোপনচর/ জীবনের অন্তরতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

গোপনচারিণী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* অন্তর্মুখী স্বভাববিশিষ্ট। 'অস্বাভাবিক রকমের গোপনচারিণী ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বি স্ত্রী* মনের গোপনে বিচরণকারী। 'গোপনচারিণী মোর, লো চির-প্রেয়সী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

গোপনচারী [স] *বি* গোপনে বিচরণকারী। 'বিনা আদেশে পূজা, হে গোপনচারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

গোপনতম [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত গোপনে আছে এমন। 'আমার গোপনতম কে যেন ... নিশ্চুপ থাকতে আদেশ করে।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বিণ* গভীরতম। 'তার গোপনতম কোণে কোণে ... আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

গোপনতা [স] ১ *বি* রহস্যময়তা। 'একটি নীরব গোপনতা আমার মধ্যে স্থিরভাবে বিরাজ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* গোপনীয়তা। 'এখন গোপনতার উৎসাহ তাহার চলিয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বি* লুকোছাপা। 'গবর্নমেন্টের নিরতিশয় শঠকারিতা ও একান্ত গোপনতা পরম দুঃখের বিষয় হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গোপনতাপ্রিয় [স] *বিণ* গোপন রাখতে ভালোবাসে এমন। 'গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গোপনত্ব [স] *বি* গোপনীয়তা। 'তবু তার গোপনত্ব ঘোচেনি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

গোপনবাসী [স] *বি* আড়ালে অবস্থানকারী জন। 'কোন গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

গোপনভার [স] *বি* গোপন বেদনা। 'আজ অপমানের গোপনভারে আক্রান্তহৃদয় হইয়া কমলা চুপ করিয়া তরকারি কুটিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

গোপনমর্মদাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিভৃতে মনকে পোড়ায় এমন। 'অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা/ গোপনমর্মদাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গোপনমিলন [স] *বি* অভিসার। 'বাঁশঝাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র খোলা স্থানে তাদের গোপনমিলন হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

গোপনলোক [স] *বি* অজানা ভুবন। 'আজ নিবাস যার গোপনলোক।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

গোপনসঞ্চার [স] *বি* গোপন চলাচল। 'অমনি চলে যেতো নাকো গোপনসঞ্চারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গোপনীয় [স] ১ *বিণ* অপ্রকাশ্য। 'তোমার কাছে কোনও কথাই গোপনীয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* সংরক্ষণীয়। 'যদিও ঐ স্থান অতি গোপনীয় বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গোপনীয়তা [স] *বি* অপ্রকাশ্যতা। 'গঠনশালার গোপনীয়তা নষ্ট করিয়া কতগুলি কুগঠিত কাঠ-খড়-বাহির-করা অসম্পূর্ণ বিরূপ মূর্তি ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'গোপনীয়তার ছায়া মাড়াতে চাইল না।' *জীবন*, ১৯৪৮।

গোপনে [স] ১ *ক্রিবিণ* একান্তে। 'দূত রাজা আজ্ঞা পাইয়া বালককে গোপনে লইয়া ... ।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ২ *ক্রিবিণ* চুপিসারে। 'নিরপরাধে গোপনে গুপ্তহন্তা দ্বারা ... হত্যা করিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

গোপনে গোপনে *ক্রিবিণ* চুপিসারে। 'মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে ... একটি ভাবনাস্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

গোপথ [স গুপ্ত] *বি* গুপ্ত পথ। 'গোপথে আইসে যদি অন্তরিক্ষ গতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গোপা [স গোপন>] *ক্রি* গোপন করা। 'গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গোপাঙ্গনা *দ্র* গোপ[১]

গো-পাদপ [স] *বি* একপ্রকার গাছ। 'আমেরিকার দক্ষিণখণ্ডে গো-পাদপ নামে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গোপাল [স] *বি* রাখাল। 'আবাল গোপাল না কর জঞ্জাল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'উঠপুত্র আবাল গোপাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোপাল-কাছা [স গোপাল+কাছা] *বিণ* গোপালের ন্যায় কাছাবিহীন। 'উলঝলুল প্রায় গোপাল-কাছা হইয়া চিৎপটাং দিয়া শুইয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গোপালপুরী নৌকা *বি* এক ধরনের নৌকা। 'গোপালপুরী নৌকা আসছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

গোপালয় দ্র গোপ[১]

গোপি [স গোপী] *বি* গোপবধূ। 'সোলহ সহস গোপি মহ রাণি। পাট মহাদেবি করবি হে আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'গোপি লইয়া বৃন্দাবনে করিল বেহার।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোপিকা [স] *বি* গোপনারী। 'বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া গোপিকা তুসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোপিনি [স গোপিনী] *বি* গোপনারী। 'বিদ্দুতের য্যোতি জিনি গোপিনি সুন্দর।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোপিনী [স] *বি* গোপনারী। 'মিছা করি দান সাধি রাখিতা গোপিনী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গোপিনীদল [স] *বি* গোপনারীদের দল। 'শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গোপী [স] *বি* গোপনারী। 'সব গোপী লআঁ রাধা করি বিমরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপীগণ [স] *বি* গোপনারীগণ। 'সকল গোপীগণে মিলিআঁ বুইল গিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপীচন্দন [স] *বি* হিন্দুদেবতা কৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবনের পীত মাটি। 'গোপীচন্দন গন্ধ মুখে এর বরণ সোনার চাঁদ চুয়া।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গোপীজন [স] *বি* গোপনারীগণ। 'তোর কুবচন সব গোপীজন কহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপীভাববর্য্য [স] *বিণ* সখীত্বই প্রধান এমন। 'কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোপীরঞ্জন [স] *বি* হিন্দুদেবতা কৃষ্ণের নামবিশেষ। 'সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপীসমাজ [স] *বি* গোপনারীগণ। 'বিলসিবোঁ গোপীসমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপুর *বি* মন্দির-দ্বার। 'জনশূন্য উন্মুখ গোপুর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গোপ্ত [স গুপ্ত] **১** *বিণ* গোপনীয়। 'এ গোপ্ত বস্তু তোহ্মার রাখিলা যার মনে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* আবৃত। 'বানরে দেখিল তোহ্মা গোপ্ত এ সরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গোপ্তচর [স গুপ্তচর] *বি* গুপ্তচর। 'বিদুরে পাঠায় গোপ্তচর একজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গোপ্তবেশ [স গুপ্তবেশ] *বি* ছদ্মবেশ। 'গোপ্তবেশ মুকুত কেশ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গোপ্তে *ক্রিবিণ* গোপনে। 'বুলিলা মোহোর সুতা গোপ্তে বিহা কৈলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

গোপ্পা, গোপ্পা [স জল্প>] *বি* আজগুবি কল্পকাহিনি বলে বেড়ায় যে। 'গোপ্পাকে লইয়া পাড়ার লোকের হাসি-তামাশার আর শেষ নাই।' *জসীম*, ১৯৬০।

গোপ্য [স] *বি* গোপন কথা। 'রাধার গোপ্য রাখিল সুবুধী বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোপ্যা [স জল্প>] *বি* আজগুবি কল্পকাহিনি বলে বেড়ায় যে। 'গোপ্যার বউ।' *জসীম*, ১৯৬০।

গোপ্যানন্দ [স গোপী+আনন্দ] *বি* মঙ্গলাচরণ। 'অধিবাস গোপ্যানন্দ করি গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোফ [স গুম্ফ] *বি* গোঁফ; নাকের নীচের লোম। 'গোফ দুটা লাগ্যাছে শ্রবণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোফা [স গুহা] *বি* গুহা। 'গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জন গোফায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গোফা-দ্বার [স গুহা-দ্বার] *বি* গুহামুখ। 'তুলসী-পরিক্রমা করি গেলা গোফা-দ্বার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোবদা [ফা গাবদী] *বিণ* মোটা। 'গোবদা গড়ন এমনি ধরন আবদারে কেউ ঠোঁট ফুলোয়।' *সুকুমার*, ১৯২০।

গোবদা গোবদা [ফা গাবদী>] *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'অমন গোবদা গোবদা যার পায়ের গোছ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

গোবদ্যি দ্র গো[২]

গোবধ দ্র গো[২]

গোবর [স গোমল] *বি* গো-বিষ্ঠা। 'পাত্র মিত্র গোবরগণেশ।' *ভারত*, ১৭৬০।

গোবরকুঁড় [স গোমলকুণ্ড] *বি* গোবর-গাদা। 'সে যে গোবরকুঁড়ে পদ্মফুল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গোবরকুঁড়ে পদ্মফুল – অতি সাধারণ ঘরে জন্ম নেওয়া অসাধারণ ব্যক্তি। 'সে যে গোবরকুঁড়ে পদ্মফুল!' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গোবরগণেশ [গোবর+স গণেশ] *বিণ* অকর্মণ্য। 'পাত্র মিত্র গোবরগণেশ।' *ভারত*, ১৭৬০।

গোবর-গাদা [গোবর+গাদা] *বিণ* মেধাহীন। 'গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গোবর ছড়া [গোবর+ছড়া] *বি* পানিতে গোলানো গোবরের ছিটা। 'শেষে দিবে গোবর ছড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গোবরজল [গোবর+স জল] *বি* গোবর মিশ্রিত জল। 'উঠানে গোবরজল ছিটাইতে দেখিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গোবরমস্ত [গোবর+মস্ত] *বিণ* গোবরযুক্ত। 'আজ গোবরগণেশ গোবরমস্ত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গোবরলেপা *বিণ* গোবরের পোঁচ-দেওয়া। 'একটু এগিয়েই গোবরলেপা উঠান।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

গোবরে পদ্মফুল – অতি সাধারণ ঘরে জন্ম নেওয়া অসাধারণ ব্যক্তি। 'এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গোবরাট [স গর্ভকাষ্ঠ] *বি* দরজা-জানালার নীচের কাঠ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গোবর্ধন, গোবর্দ্ধন [স] **১** *বি* বৃন্দাবনে অবস্থিত পাহাড়বিশেষ। 'শ্রীমধুবন-গোবর্ধন-সঙ্কেতবট।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* বৃহৎ স্তূপ। 'মিঠে, কড়া, ভ্যালসা, অম্বুরি ও ইরানী তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গোবাক [স গবাক্ষ] *বি* বাতায়ন। 'দ্বারে দ্বারে কলা রুইল গোবাক সুন্দর।'

মালাধর, ১৫০০।

গোবাঘা দ্র **গো**[১]

গোবালী [স গোপালক>] *বি* গোপী। 'গিরি করিলোঁ গোবালী মোখড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোবি[১] *বি* সবজিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মটর-গোশ্‌ৎ গোবি (কপি) গোশ্‌ৎ বাঙালী বিলকুল চেনে না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গোবি[২] [চী গোবি] *বি* চীনের উত্তরাংশ এবং মঙ্গোলিয়ায় পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মরুভূমি। 'সাহারা গোবিতে সবজার জাগে দাগ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

গোবিন্দ [স] *বি* (হিন্দু অবতার) কৃষ্ণ। 'দেখ সঙ্কে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোবিন্দ-পূজক [স] *বিণ* গোবিন্দের পূজা করে এমন। 'তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোবিষ্ঠা [স] *বি* গোবর। 'আমরা গোবিষ্ঠা অপবিত্র মনে করি।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

গোবু [স গো>] *বি* বোকা। 'বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল্ল ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গোবেচারা [স গো+ফা বেচারাহ্] *বিণ* শান্তশিষ্ট। 'একবার পোষ মানলে ঐ মস্ত প্রাণীগুলো এমনি গরিব গোবেচারা হয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গোবেচারি [স গো+ফা বেচারাহ্>] *বিণ স্ত্রী* নিরীহ। 'এই যে গোবেচারি ভালো মানুষটিকে দেখছ।' *মানিক*, ১৯৩৫।

গোবেচারিত্ব [স গো+ফা বেচারাহ্+স ত্ব] *বি* নিরীহ ভাব। 'গোবেচারিত্বের লক্ষণ নয়।' *মানিক*, ১৯৪৭।

গোবোদ *বি* গর্ত। 'কোথায় গোবোদে ফেলিয়ে দিবে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গোবোর [স গোমল>] *বি* গো-বিষ্ঠা। 'গোরুর আর কিছু না থাকে ত খানিকটা গোবোর এনে দে না?' *রাজ*, ১৮৭৪। দ্র **গোবর**

গো-ভাগাড় দ্র **গো**[২]

গোম [স গোধুম] *বি* গম। 'মাস মসুরি তণ্ডুল বরবটি যব গোম মাড়ুয়া ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোমঞে [স গোময়] *বি* গোবর। 'গোমঞে লেপি সম্ম অষ্টদল পদ্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোমখুনি [ফা গুম+খুন] *বি* গুপ্তহত্যা। 'আপনার নামে গোমখুনির নালিশ হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গোমড়া [ফা গুমরাহ্] *বিণ* বিষণ্ন। **গোমড়ামুখো** [ফা গুমরাহ্+স মুখ>] *বিণ* বিষণ্নমনা। 'গোমড়ামুখো হয়ে থাকব কেন?' *জীবন*, ১৯৩২।

গোমতি [স গোমতী] *বি* গোমতী নদী। 'গোমতি নদির ও গঙ্গার আমদ রপ্তিতে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

গোমতী [স] *বি* নদীবিশেষ। 'ধাইল কুন্তী কানা ধায় গোমতী সরজু কংসাবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোময় [স] *বি* গোবর। 'জল গোময় দিয়া স্থান লেপাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোময়জল [স] *বি* গোবর মিশ্রিত জল। 'গোময়জলে লেপিলা সব মন্দিরপ্রাঙ্গণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোময়পঙ্ক [স] *বি* গোবরমাখা কাদা। 'গোময়পঙ্ক লেপন করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গোময়লিপ্ত [স] *বিণ* গোবরমাখা। 'থরথরিয়ে কাঁপে, পশ্চাদ্দেশ গোময়লিপ্ত।' *হাসান*, ১৯৬৭।

গোমরামুখো [ফা গুমরাহ্+স মুখ>] *বিণ* মলিন মুখবিশিষ্ট। 'গোমরামুখো মুখ্যু ঢেঁকি।' *সুকুমার*, ১৯২০।

গোমরাহ [ফা গুমরাহ্] *বিণ* বিপথগামী। 'বাঙ্গলার গোমরাহ মুসলমানকে হেদায়েৎ করিবার জন্য।' *সওগাত*, ১৯২৮।

গোমরাহি, গোমরাহী [ফা গুমরাহ্>] *বি* বিপথগমন। 'দেশবাসী ততই বেশরা গোমরাহির দিকে যাইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

গোমস্ত [ফা গুমাশতা] *বি* রাজস্ব বিভাগের অধস্তন কর্মচারী। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

গোমস্তা [ফা গুমাশতা] *বি* জমিদারের খাজনা আদায়ের কর্মচারী। 'গোমস্তা ফৈরাদির বাটী গেলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

গোমস্তাগিরি [ফা গুমাশতা-গিরি] *বি* খাজনা আদায়ের কাজ। 'একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গোমান [ফা গুমান] *বি* ঔদ্ধত্য। 'গোমান মতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোমায়ু [স] *বি* শৃগাল। 'গৌড়েশ্বর রাজাকে গোমায়ু জ্ঞান করি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গোমাস্তা [ফা গুমাশতা] *বি* রাজস্ব বিভাগের অধস্তন কর্মচারী। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

গোমে গোমে [ফা গুম>] *ক্রিবিণ* ভিতরে ভিতরে। 'পাপের আগুন পাঁজার আগুনের মত গোমে গোমে জ্বলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

গোমেদ [স গোমেধ] *বি* রত্নবিশেষ; গার্নেট। 'গোমেদ ভূষিত অঙ্গে শত সংখ্যা সখি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গোমেনচো [স গোমাংস] *বি* গোরুর মাংস। 'গোবধ ... গোমেনচো ভখোনের ...? *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

গোম্প [স গুম্ফ] *বি* গোঁফ। 'তাহারা আপন গোম্প পরিষ্কৃত মদিরাতে ভিজাইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

গোয় [স গোপন>] *ক্রিবিণ* গোপনে। 'জব কিছু পিয় পুছব তোয়/ অবনত মুখ রহবি গোয়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

গোয়া [স গুবাক] *বি* সুপারি। 'গোয়া নারিকেল দেখি দুয়ারে দুয়ারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোয়াঙ্গন *বি* সনির্বন্ধ অনুরোধ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গোয়ানি *বি* ভারতের গোয়ার অধিবাসী। 'গোয়ানি বাঙালি মালাও যাই হোক না কেন।' *জীবন*, ১৯৩৩।

গোয়ানো [স গম্>] *ক্রি* অতিবাহিত করা। 'তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **গোয়াইল** *ক্রি* কাটালো। 'রজনিত সুখ ভোগ রজনি গোয়াইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **গোয়াঙ** *ক্রি* কাটাই। 'তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **গোয়াঞি** *ক্রি* কাটায়। 'দান ধর্ম্ম পুণ্যকথা দিবস গোয়াঞি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **গোয়াঞিব** *ক্রি* কাটাবো। 'অজ্ঞাত বরিষ এক গোয়াঞিব বাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গোয়ার[১] [হি গাঁওয়ার] **১** *বি* অসভ্য লোক। 'পণ্ডিত হইয়া কর গোয়ারের কাজ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* দুঃসাহসী। 'বাঙ্গালী গোয়ার ভয় নাহিক তিলেক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* অমার্জিত লোক। 'গোস্বায়

ত্বরিত চলে কুফের গোয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গোয়ার[2] *বি* উপকরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোয়ারা [স গোশালা] *বি* গবাদি পশুর আহারপাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোয়ার্তুমি, গোয়ার্ত্তুমি [হি গাঁওয়ার>] *ক্রিবিণ* একগুঁয়েমি। 'কংগ্রেস গোয়ার্তুমি করিয়া মানিয়া লয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৪৬। দ্র **গোঁয়ার্তুমি**

গোয়াল[1] [স গোপাল] *বি* দুধ ব্যবসায়ী; গোপাল। 'মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোয়াল-গাথা [স গোপাল+গাথা] *বি* গোয়ালাদের মধ্যে প্রচলিত গান। 'গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালি মূলতানি সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

গোয়াল-ছাওয়াল [স গোপাল+স শাবক] *বি* রাখালবালক। '... কৃষ্ণের প্রসঙ্গে রঙ্গি পুলকিত গোয়াল-ছাওয়াল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোয়াল[2] [স গোশালা] ১ *বি* গোরু থাকার ঘর। 'গোয়ালের ভিতর গেলাম বাছুর খাইতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* সংসার। 'তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গোয়ালঘর [স গোশালা+পা ঘর] *বি* গোরু রাখার ঘর। 'যেখানে ঐ গোঁসাইদের গোয়ালঘরের বেড়া দেখিতেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গোয়াল-থানা [স গোপাল+থানা] *বি* গোয়ালঘর। 'গরুর বাথান গোয়াল-থানা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

গোয়ালি [স গোশালা>] *বি* গোয়ালঘর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোয়ালন্দী *বিণ* গোয়ালন্দ থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করে এমন। 'হুবহু গোয়ালন্দী জাহাজ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গোয়ালা [স গোপাল] *বি* দুধ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ; গোপ। 'সকল গোয়ালা ধায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোয়ালিনী [স গোপালক>] *বি* গোয়ালার স্ত্রী; গোপনারী। 'চৌদিকেতে মঙ্গলধ্বনি দক্ষিণে আগুক্ষণি দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোয়ালে *বি* লতাবিশেষ। 'ছোট গোয়ালে, নাটাকাঁটা, ও নীল বন-অপরাজিতা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গোয়েন্দা [ফা গোয়িন্দাহ্] *বি* গুপ্তচর। 'দারোগা ও গোয়েন্দারা ঐ দণ্ডের টাকার অংশ পাইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

গোয়েন্দাগিরি, গোয়েন্দাগিরী [ফা গোয়িন্দাহ+ফা গিরি] *বি* গুপ্তচরবৃত্তি। 'গোয়েন্দাগিরী, দালালী, খোসামুদী ও ঠিকে রাইটরী করে যা পান।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'গোয়েন্দাগিরি করিয়া সত্যকে মিথ্যা করিয়া তুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গোয়েন্দা-বিভাগ [ফা গোয়িন্দাহ+স বিভাগ] *বি* গুপ্তচর দপ্তর। 'গোয়েন্দা-বিভাগের একটি চালাক চতুর সুদর্শন ছেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

গোয়েন্দাবৃত্তি [ফা গোয়িন্দাহ+স বৃত্তি] *বি* গুপ্তচরের কাজ। 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গোয়েন্দাবৃত্তি চালানো ভারতের হীনমন্যতার পরিচায়ক।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

গোয়েন্দারূপী [ফা গোয়িন্দাহ+স রূপী] *বিণ* গুপ্তচরের বেশধারী। 'ভারতীয় গোয়েন্দারূপী কূটনীতিকরা হয়তো তাহা জানিতেন না।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

গোর[1] [স গৌর] *বিণ* ফর্সা। 'গোর শরীর মৃগী সম দুয়ি আখী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গোর[2] [ফা] *বি* বন্য গাধা। 'এক গোর দেখি বনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গোর[3] [ফা] *বি* কবর। 'গোরের সোয়াল আদ্যে যথেক কথন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গোরখোদক [ফা গোর+স ক্ষুদ্>] *বি* কবর খননকারী। 'মৃতেরা এবং গোরখোদকের দল।' *শামসুর*, ১৯৭২।

গোরপূজা [ফা গোর+স পূজা] *বি* কবরপূজা। 'শেরেক, বেদাত, পীর পূজা, গোর পূজা ও বৃক্ষ পূজা।' *দর্শন*, ১৯২০।

গোরস্তম্ভ [ফা গোর+স স্তম্ভ] *বি* কবরের ফলক। 'গোরস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাহার নিচে যে-সকল খোদা অক্ষর ...' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

গোরস্তান [ফা] *বি* কবরস্থান। 'গোরস্তানের চারপাশে সারি-বাঁধা আমগাছ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গোরস্থান [ফা গোরস্তান] *বি* কবরস্থান। 'আউলিয়া সবের বহুল গোরস্থান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গোরের কাফন [ফা গোর>+আ কাফন] *বি* মুসলিম সমাজের বিধিমতে যে কাপড় পরিয়ে মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হয়। 'গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে।' *জসীম*, ১৯২৭।

গোরক্ত [স] *বি* গোরুর রক্ত। 'যদি তিনি কখনো এক পয়সা দেন তবে তাহা গোরক্তপাতের সহিত গণ্য হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গোরা[1] [স গৌর] ১ *বিণ* ফর্সা। 'মোর সে কালিয়া তনু তছু গোরা অঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* চৈতন্যদেব। 'ভূমিষ্ঠ হইল গোরা উত্তম দিবসে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* শ্বেতাঙ্গ; ইউরোপীয়। 'মাস দুই অবধি গোরা ও সেপাই ও সাহেব লোক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। ৪ *বি* শ্বেতাঙ্গ সৈন্য। 'একটি গোরা পুনা-রাজপথে বায়ু-বন্দুক ছুঁড়িয়া আমোদ করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গোরাগুণ [স] *বি* গৌরাঙ্গের গুণগান। 'পথে গুণ গুণ স্বরে গোরাগুণ গায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গোরাচাঁদ [স গৌরচন্দ্র] *বি* চৈতন্যদেব। 'গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।' *মুরারি*, ১৫৭০।

গোরাচান্দ [স গৌরচন্দ্র] *বি* চৈতন্যদেব। 'নবদ্বীপে হও গোরাচান্দ অবতার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গোরা[2] *বি* গোড়ালি। 'শাড়ির পাড়ের নীচে পুষ্ট পায়ের গোরা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

গোরাপ *বি* জলযান। 'সুলুপা নানান ভাতি মাছুয়া গোরাপ পাঁতি জালিআ ভাওরি নানা রঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৮০। দ্র **গরাপ**

গোরি [স গৌরী] ১ *বি* সুন্দরী। 'মধু মনে মনমথ রাখলি গোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* গৌরবর্ণ। 'ওহার সবে রাঙ্গা সাঁকা ঐ সে বরনে গোরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোরিব [আ গরীব] *বিণ* দরিদ্র। 'একজোন গোরিব লোক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

গোরিলা [ই] *বি* আফ্রিকার বৃহদাকার বানরজাতীয় প্রাণী। 'ক্রুদ্ধ চোখে চায় গোরিলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

গোরী [স গৌরী] *বি* গৌরবর্ণা। 'সুন্দরি কনককেআ মুতি গোরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গোরীরূপ [স গৌরীরূপ] *বি* গৌরীর প্রতিকৃতি। 'গোরীরূপে কালি

মেখে এলি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

গোরু [স গোরূপ] *বি* সুপরিচিত গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ। 'ধান্য গোরু কেহ নাঞি কেনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোরু-খেদা [গোরু+খেদা] *বিণ* গোরু তাড়ানোর মতো। 'গোরু-খেদা করে খেদিয়ে তেপান্তরের মাঠে ঠেলে উঠাই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গোরু-খোঁজা করা *ক্রি* তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা। 'কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গোরু-খোঁজা ক'রে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

গোরুগোস্ত [গোরু+ফা গোশ্‌ত] *বি* গোরুর মাংস। 'বড় বড় করে কাটা গোরুগোস্ত।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

গোরু-চরা [গোরু+চরা] *বিণ* গোরু চরানো হয় এমন। 'শীতের মধ্যাহ্নকালে গোরু-চরা শস্যরিক্ত মাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গোরুচোর [গোরু+স চোর] *বি* গোরু চুরি করে যে। 'গোরুচোরকে ছেড়ে দে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গোরুবাছুর [গোরু+বাছুর] *বি* গবাদি পশু। 'প্রচুর ওদের জমিজমা, গোরুবাছুর, জনমজুর, পালপার্বণ, আদায়বিদায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গোরু মেরে জুতা দান – বড়ো অপরাধের পর খুব সামান্য দণ্ড দেওয়া। 'এঁরাই খোলেন লঙরখানা – গোরু মেরে জুতা দান।' *অন্নদা*, ১৯৪৫।

গোরুর গাড়ি *বি* গোরুতে টানা গাড়ি। 'বাহন-হীন একটি শূন্য গোরুর গাড়ি পড়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গোরূপ [স] *বি* গোরুর রূপ। 'এক দেবতা জীর্ণ গোরূপ ধারণ করিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

গোরোকচাণ্ডলি *বি* তৃণবিশেষ। 'চাকন্দিআ কাসন্দিআ নিসন্ধ্যা ভেদুলা গোরোকচাণ্ডলি কাটে কাসীমলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোরোচন [স গোরোচনা] *বি* উজ্জ্বল হলুদ রঙের পদার্থবিশেষ। 'দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোরোচনা [স] *বিণ* উজ্জ্বল হলুদ রঙের। 'গোরোচনা গোরী, নবীনাকিশোরী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

গোরোচোণ [স গোরোচনা] *বি* উজ্জ্বল হলুদ রঙের পদার্থবিশেষ। 'রজত দর্পণ তাম্র গোরোচোণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোর্জ, গোর্জ্জ [ফা] *বি* মুগুর; লোহার ভারী অস্ত্রবিশেষ। 'পহেলা মারিল গোর্জ্জ কমজাত কুফরে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'রুস্তমের গোর্জের মতো এই মস্ত ঠ্যাং।' *নজরুল*, ১৯২৭।

গোর্দা [ফা গুর্দাহ্‌] *বি* অসম সাহস। 'যাহাদের জ্ঞান দিবার মতো গোর্দা আছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

গোল[1] [স] ১ *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'রামকান্ত গোল।' *সেবধি*, ১৮৪০। ২ *বিণ* বৃত্তাকার। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পৃথিবীর আকার গোল।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

গোল আলু [স গোল+ওরাওঁ আলু] *বি* আলুবিশেষ। 'তাঁহার যে গোল আলুর চাষ ছিল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গোলগাল [স গোল>] ১ *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'দেখিতে শুনিতে মোটসোটা, গোলগাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* প্রায় গোলাকার। 'খানিকটা রঙচঙ বা গোলগাল আকৃতি দেখিলেই খুশি হইয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গোল গোল *বিণ* অনেকগুলি গোলাকার। 'গোল গোল পাতাতে ইচ্ছাটি মেলে তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

গোলটেবিল [স গোল+ই টেবিল] ১ *বি* গোলাকার যে টেবিলের চারপাশে বৈঠক বসে। 'লণ্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করিবেন।' *সওগাত*, ১৯৩০। ২ *বি* গোলাকার টেবিল। 'জানালার কাছে একটা গোলটেবিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

গোলটেবিলের বক্তৃতা *বি* আন্তঃকক্ষ বক্তৃতা। 'অনুভূতিকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন ... তাঁহার গোলটেবিলের বক্তৃতায়।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

গোলতাল পাকিয়ে ফেলা *ক্রি* বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। 'পেছনে ছন্দের একটা টুংটাং ছড়িয়ে সব যেন গোলতাল পাকিয়ে ফেলেছে।' *শওকত*, ১৯৭২।

গোলবন্দী [স] *বিণ* বৃত্তাকার। 'মিছিলের লাইন ভাঙ্গিয়া জনতা রাস্তায় গোলবন্দী জটলায় পরিণত হইয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গোলবালিশ, গোলবালিস [স গোল+ফা বালিশ] *বি* গোলাকার বালিশবিশেষ; কুশন। 'গোলবালিসে ঠেস দিয়া আলস্যের সহিত গলাগলি প্রেম করিতে থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭; 'গোলবালিশে ঠ্যাশ মারি গুড়ুক তামুক খায়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গোলমরিচ [স] *বি* ক্ষুদ্র গোলাকার ঝালওয়ালা মসলা। *ক্যাসগে*, ১৭৮৫।

গোলমল [স গোল+স বলয়>] *বি* পায়ের অলংকারবিশেষ। 'সুবর্ণের গোলমল পরিয়াছে পায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গোলাকার [স] *বিণ* গোলকের মতো। 'পৃথিবীর আকার প্রায় গোল অর্থাৎ যেমন কমলালেবু গোলাকার।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

গোলাকৃতি [স] *বিণ* গোলাকার; বৃত্তাকার। 'রৌপ্যনির্মিত গোলাকৃতি বিশেষে গ্রথিত হার।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

গোলাঙ্গুলাকৃতি [স গোল-অঙ্গুলাকৃতি] *বিণ* আঙুলের মতো গোলাকৃতি বিশিষ্ট। 'তাহার লাঙ্গুল গোলাঙ্গুলাকৃতি।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

গোল[2] [ফা] ১ *বি* বিবাদ। 'তাতিলোক সকলে গোল করিয়া নালিষ কারন জদি কলিকাতা জাইতে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* হল্লা। 'বাটীর ভিতর তো ভারি গোল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* সমস্যা। 'সকল গোল মিটিয়া যাইত।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৪ *বি* ধাঁধা। 'আমি বড় গোলে পড়িলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৫ *বি* হৈচৈ। 'কাড়াকাড়ি করি করেন গোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বি* গণ্ডগোল। 'এমন কি, গোল থামাইতে গোল করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৭ *বি* উচ্ছৃঙ্খলা। 'আজ মদ খাইয়া আর কোনো প্রকার গোল করিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৮ *বি* তর্ক। 'যার নাই আচার বিচার বেদ পড়িয়ে গোল বাধায়।' *লালন*, ১৮৯০। ৯ *বিণ* এলোমেলো। 'গোল হত সব বানানেতে, ভুল হত সব ঠিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গোল পড়া *ক্রি* ঝামেলা তৈরি হওয়া। 'কলিকাতায় যাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গোল বাধা *ক্রি* জটিলতা তৈরি হওয়া। 'দেখিলাম বড়ো গোল বাধিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'প্রথমত রচনাপ্রণালী লইয়া বড়োই গোল বাধে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

গোলমাল [ফা গোল>] ১ *বি* ঝামেলা। 'একাকি নাগর আছে নাহি গোলমাল।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* অনেক লোকের মিলিত চিৎকার। 'এ নিমিত্তে গোলামাল ধ্বনি করণ ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৩ *বি* বিশৃঙ্খলা। 'যাহাতে শীঘ্র তাহার পীড়ার শান্তি হইতে পারে, সেরূপ ঔষধ না দিয়া, কিছুদিন গোলমাল করিয়া কাটাইলেন।' *বিদ্যা*,

১৮৫৬। ৪ *বি* বিচ্ছৃঙ্খলা। 'তাহারা একত্রে মদ্যপান করিয়া অত্যন্ত গোলমাল করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৫ *বি* হৈচৈ। 'এ কথা বলিবামাত্রই চারিদিকের খুচরা কাগজপত্রে বড় গোলমাল উঠিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৬ *বি* জটিলতা। 'তাহাকে আবার এ-সকল গোলমালের কথা বলিবার আবশ্যক কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৭ *বি* সমস্যা। 'আমার চিঠির কোনো রকম গোলমাল হলে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৮ *বি* প্রতিবাদ। 'আর-কেউ হলে গোলমাল করতেম, কিন্তু যে সুন্দর চেহারা, গোলমাল করবার জো কী!' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৯ *বি* চেঁচামেচি। 'অনেকগুলো ছেলে থাকলে যেমন তারা গোলমাল করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ১০ *বি* ধন্দ। 'কি বোঝায় তা নিয়ে অনেকে একটু গোলমালে পড়েন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

গোলমাল বাধা *ক্রি* ঝামেলা হওয়া। 'পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গোলমেলে ১ *বিণ* অসংলগ্ন। 'কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* ঝাপসা। 'পাগলাটে চোখের দৃষ্টি আরো গোলমেলে হয়ে উঠল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

গোলযোগ [ফা গোল+স যোগ] ১ *বি* হট্টগোল; গোলমাল। 'সে গোলযোগমাত্র।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* বিপত্তি। 'এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বি* বিশৃঙ্খলা। 'এই গোলযোগের উৎপত্তি হয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ৪ *বি* বিতর্ক। 'এপিক শব্দটা লইয়া এইরূপ গোলযোগ হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৫ *বি* মামলা-মকদ্দমা; ঝগড়া-ঝাটি। 'উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গোলযোগ চলিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৬ *বি* অসুখ। 'নাহয় হবে পেটের গোলযোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

গোলে হরি বলা – ভিড়ের মধ্যে ঈশ্বরের নাম করা। 'গোলে হরি বললে কী হয়/ নিগূঢ় তত্ত্ব নিরালা পায়।' *লালন*, ১৮৯০।

গোলে হরিবোল দেওয়া – অনেক লোক থাকার সুযোগে কাজে ফাঁকি দেওয়া। 'মতিলাল গোলে হরিবোল দিত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গোল[৩] [ই] *বি* ফুটবল খেলায় বলের জয়সূচক অবস্থান। **গোল-কীপার** [ই] *বি* গোলরক্ষক। 'এঁর তুল্য গোল-কীপার ভূ-ভারতে আর নাই।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

গোলপোস্ট [ই] *বি* ফুটবল, হকি ইত্যাদি খেলায় বল যে নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করাতে হয়। 'আছে কি খেলার মাঠ ... গোলপোস্ট?' *শক্তি*, ১৯৬৬।

গোলবার [ই] *বি* ফুটবল খেলার গোলপোস্টের আড়া। **গোল লাইন** [ই] *বি* বল গোলপোস্টের যে রেখা অতিক্রম করলে গোল স্বীকৃত হয়। 'একবার তো বলটা গোলবারের ভিতরে লেগে দুম করে পড়ে গেল গোল লাইনের উপর।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গোলক[১] [স গোলোক] *বি* পৃথিবী। 'হেন মতে তিন পুত্র জন্মিল গোলক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গোলক-চাঁপা [স গোলোক>+চাঁপা] *বি* ফুলবিশেষ। 'গোলক-চাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গোলকধাম [স গোলোকধাম] *বি* সংসার। 'গোলকধাম হল শূন্যাকার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গোলক[২] [স] *বি* গোলাকৃতি বস্তু। 'সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

গোলকধাঁধা [স গোলক>+স ধন্ধ] *বি* যে স্থানে ঢুকলে বাইরে যাওয়ার পথ পাওয়া দুষ্কর। 'আমি এই সুড়ঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

গোলকরূপী [স] *বিণ* গোলকের মতো। 'বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গোলকরূপী আকাশটাও বিস্ফারিত হয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গোলগাছ *বি* সুন্দরবনাঞ্চলের গাছবিশেষ যার পাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি দেওয়া হয়। 'নদীতীরে ঝুপকি হইয়া থাকা গোলগাছের সবুজ সারিও নয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গোলগোলি [স গোল>+ফা গুল>] *বি* ফুলবিশেষ। 'হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গোলজার [ফা গুলজার] *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'ইয়াকুব ইসহাক দোন আইল গোলজার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গোলত্ব [স] ১ *বি* গোলাকার অবস্থা। 'অতি ধীরে বক্রতায় এবং বক্ররেখা অতি যত্নে গোলত্বে পরিণত হইয়াছে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮। ২ *বি* গোল আকার। 'ছোটো গোলকের গোলত্ব বুঝিতে কষ্ট হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গোলদার [আ ঘালা+ফা দার>] *বি* আড়তদার। 'ডেগচি, কাফগীরের ঘনসংঘাতে গোলদারবাড়ী মুখরিত হইতে লাগিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

গোলদারী [আ ঘালা+ফা দার>] *বি* আড়তদারি। 'কুণ্ডুদের গোলদারী দোকানে পুড়িয়া যাইবার কথা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গোলন্দাজ [ফা] *বি* কামান দাগে যে সৈনিক। 'গাড়ির উপর কামান তুলিয়া গোলন্দাজ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গোলন্দাজী [ফা গোলন্দাজ>] *বি* কামানের গোলা ছোঁড়ার কাজ। 'দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।' *ভারত*, ১৭৬০।

গোলপাতা [স গোল>] *বি* নারকেলের পাতার মতো গোলগাছের পাতা, যা দিয়ে ঘরের ছাউনি দেওয়া হয়। 'খ্যামটা খানকির খাসা বাড়ি, অদ্রভাগ্যে গোলপাতা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গোলরাজ *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'অতসী গেন্দা এলাচী কৃষ্ণচূড়া পদ্ম গোলরাজ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গোলা[১] [আ ঘালা] ১ *বি* আড়ত। 'কিনিঞা বহুতর অনিঞাছে সদাগর লবণের পাতিআ গোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ধান-চাল ইত্যাদি শস্য রাখার আধার। *শৌভে*, ১৭৮৯; 'আছে ধান গোলাভরা, সেথা খড়গুলা রাশ-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* হাট; বাজার। 'আপুনি এখানে আইলে তবে ওই মোকামে গঞ্জ গোলা হবে।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৮। ৪ *বি* জমায়েত। 'খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও মহাজন লোকের গোলা হইবে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

গোলাওয়ালা [আ ঘালা+হি ওয়ালা] *বিণ* আড়তদার। 'নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গোলা করা *ক্রি* আড়ত করা। 'এমন জিনিস গোলা করিয়া কেহ সহরে রাখিতে পারিবা না।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

গোলাগঞ্জ [আ ঘালা+ফা গঞ্জ] *বি* হাটবাজার। 'ঐরাবতী নদীর তীরে মধ্যে২ গোলাগঞ্জ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

গোলাঘর [আ ঘালা+পা ঘর] *বি* শস্য রাখার ঘর। 'নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোলাঘরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গোলাপায়রা [আ ঘালা+স পারাবত>] *বি* পায়রাবিশেষ। 'আমার করুগেট ছাদের উপর গোলাপায়রা ছুটি-হওয়া ইস্কুলের ছেলের মতন

বসেছিলো।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

গোলাবাড়ি, গোলাবাড়ী [আ ঘালা+স বাটী] *বি* শস্যভাণ্ডার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫: 'তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'গোলাবাড়ি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গোলাভরা *বিণ* গোলা ভরে আছে এমন। 'আছে ধান গোলাভরা, সেথা খড়গুলা রাশ-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গোলায় গোলায় *বিণ* ভাণ্ডারপূর্ণ। 'গোলায় গোলায় ধান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গোলাহাট [আ ঘালা+স হট্ট] *বি* পাইকারি বাজার। 'নগর চাতর গোলাহাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোলা[2] [স গোল] **১** *বি* গোলাকার বস্তুবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কাগজের গোলাটা কিসের।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* কামান-বন্দুক থেকে ছোড়া অগ্নিময় পিণ্ড। 'গোলার শবদ শুনি নিঃসরে শালুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বি* বল। 'ক্রিকেট খেলায় গোলা ছুঁড়িতেও সে অদ্বিতীয় ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

গোলাগুলি, গোলাগুলী [গোলা>] **১** *বি* কামান-বন্দুক প্রভৃতির গোলা ও অনুরূপ উপকরণ। 'সীসে গোলাগুলি নির্মিত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* গুলি ছোঁড়া যায় এমন অস্ত্রাদি। 'বাহিরে গোলাগুলী সৈন্য দেখাইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। **৩** *বি* ওষুধ-পত্তর। 'নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানাপ্রকারের গোলাগুলি বিদ্যালয়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **৪** *বি* পরস্পর গুলি বিনিময়। 'গোলাগুলি চলল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গোলাবর্ষণ [স] *বি* গুলিবর্ষণ। 'মদিনার রওজা মোবারক আজ ... ওহাবীদের গোলাবর্ষণে বিচূর্ণিত।' *দর্শন*, ১৯২৫।

গোলাবারুদ [গোলা+তু বারুদ] *বি* বিস্ফোরক সামগ্রী। 'তারকা আকৃতিবিশিষ্ট দুর্গটিকে গোলাবারুদ, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হতো।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

গোলাবৃষ্টি [গোলা+স বৃষ্টি] *বি* কামান-বন্দুকের ক্রমাগত গোলাবর্ষণ। 'এত দূরেও আমাদের উপর গোলাবৃষ্টি ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

গোলা[3] [স গোল>] *ক্রি* তরল পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে তরল করা। 'দন্ত সব করে কাল দিয়া গোলা মিসি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গোলাকার *দ্র* গোল[1]

গোলাকৃতি *দ্র* গোল[1]

গোলাধ্যায় [স] *বি* ভূগোল শাস্ত্র। 'অঙ্ক বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা গোলাধ্যায় জ্যোতির্বিদ্যা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

গোলানো *ক্রি* মিশ্রিত করা। 'গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুনপানি মেশানো ভুষি গোলায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

গোলাপ [ফা গুলাব] *বি* ফুলবিশেষ। 'সেঁউতি গোলাপ নাগকেশর সুগন্ধ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গোলাপকুঁড়ি [ফা গুলাব+স কোরক] *বি* গোলাপের কলি। 'গোলাপকুঁড়ির ডাক শুনেছে আজ বুঝি বুলবুল।' *নজরুল*, ১৯২২।

গোলাপগন্ধী [ফা গুলাব+স গন্ধ>] *বিণ* গোলাপের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। 'স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গোলাপজল [ফা গুলাব+স জল] *বি* গোলাপ ফুলের সুবাসযুক্ত পানি। 'ভক্তগণেরা গোলাপজলে শরীর ধৌত করাইলেক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গোলাপজাম [ফা গুলাব+জাম] *বি* গোলাপের মতো সুগন্ধযুক্ত ফলবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১: 'গোলাপজাম কামরাঙা লটকান।' *জীবন*, ১৯৪৮।

গোলাপ-পানি [ফা গুলাব+হি পানি] *বি* গোলাপের পাপড়ি থেকে নিষ্কাষিত সুগন্ধ পানি। 'আনো গোলাপ-পানি, আনো আতরদানি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

গোলাপপাশ [ফা গুলাব+ফা পাশ] *বি* গোলাপ পানি ছিটানোর ছিদ্রযুক্ত পাত্রবিশেষ। 'আদি শোভাযুত আতরদান গোলাপপাশ ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গোলাপ-ফোটা [ফা গুলাব+ফোটা] *বিণ* প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো সুন্দর। 'হেসে তাকাবো গোলাপ-ফোটা তোমার মুখে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩২।

গোলাপ-বাগ [ফা গুলাব-বাগ] *বি* গোলাপ ফুলের বাগান। 'লু হাওয়ার জ্বালা না আনে গোলাপ-বাগে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

গোলাপ-বালা [ফা গুলাব+স বালা] *বি* গোলাপের মতো সুন্দরী কন্যা। 'বলি, ও আমার গোলাপ-বালা – তোলো মুখানি, তোলো মুখানি – কুসুমকুঞ্জ করো আলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

গোলাপ-বিতান [ফা গুলাব+স বিতান] *বি* গোলাপের বাগান। 'যদি না ফুলের কুঁড়ি বিকশিত হয়ে গড়ে গোলাপ-বিতান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গোলাপী [ফা গুলাব>] **১** *বিণ* গোলাপের মতো রংবিশিষ্ট। 'গোলাপী, বেগুনে, জরদা, সবুজ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'চরণ গোলাপী মখমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* গোলাপ থেকে জাত। 'এ বুকে জমে না গোলাপী মধু!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। **৩** *বিণ* মৃদু; হালকা। 'আমার চোখে গোলাপী ঘুমের মোলায়েম তন্দ্রা এনে দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গোলাপী খিলি [স গুলাব>+হি ঠিলি] *বি* গোলাপের সুগন্ধিযুক্ত পান। 'গোলাপী খিলির দোনা বিক্রী হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গোলাপী রকম [ফা গুলাব+আ রকম] *বিণ* হালকা ধরনের। 'বাবু ... গোলাপী রকম নেসায় তর হয়ে বসেছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গোলাপী-রেউড়ি [ফা গুলাব+হি রেউড়ী] *বি* গোলাপি রঙের একপ্রকার মিষ্টান্ন। 'ছিল এক পয়সা দামের গোলাপী-রেউড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

গোলাব [ফা গুলাব] *বি* গোলাপ। 'পুষ্পেত গোলাব পুষ্প কণ্টক সঙ্গতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গোলাবজল [ফা গুলাব+স জল] *বি* গোলাপ ফুল থেকে উৎপন্ন সুগন্ধি জল। 'বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাবজলের ফোয়ারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

গোলাবজাম [ফা গুলাব+জাম] *বি* গোলাপের মতো সুগন্ধি ফলবিশেষ। 'রসের-পীড়ায়-টসটসে-বুক ঝুরছে গোলাবজাম।' *নজরুল*, ১৯২৫।

গোলাব-পানি [ফা গুলাব+হি পানি] *বি* গোলাপ ফুল থেকে উৎপন্ন সুবাসিত পানি। 'সাদা মেঘের গোলাব-পাশে/ ঝরিছে গোলাব-পানি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

গোলাবফুলী [ফা গুলাব+স ফুল্ল] *বিণ* গোলাপ ফুলের মতো। 'গোলাবফুলী গাল গো তাহার।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গোলাবাড়ি, গোলাবাড়ী *দ্র* গোলা[২]

গোলাবি, গোলাবী [ফা গুলাব>] **১** *বিণ* গোলাপের মতো রংবিশিষ্ট; গোলাপি। 'গোলাবি রঙের গামছা কাঁদে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'চলঢলে চোখ দুটি গোলাবি নীল আকাশের পানে তুলে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বিণ* গোলাপ ফুলের সুগন্ধযুক্ত। 'খোসবু বিলায় গোলাবী আতর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গোলাবৃষ্টি *দ্র* গোলা[১]

গোলাম [আ গুলাম] **১** *বি* দাস। 'জ্ঞান শূন্য হএ পড়ে যতেক গোলাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'বিচার নাহিক কোথা সাহেব গোলাম।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ক্রীতদাস। 'গোলাম স্বরূপ বেচিবার কারণ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **৩** *বি* গোলামের ছবি আছে এমন তাস। 'এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পাল্লেম না, গোলামেই সব হবে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

গোলামখানা [আ গুলাম+ফা খানাহ্] *বি* গোলামের বাসস্থান। 'গোলামখানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

গোলামগর্দিস [আ গুলাম+ফা গর্দিশ] *বি* দাসদের ভিড় বা জটলা। 'গোলামগর্দিসে খাড়া গোলাম সকল।' *ভারত*, ১৭৬০।

গোলামচোর [আ গুলাম+স চোর] *বিণ* অন্ধ অনুসারী। 'আর্ট সম্বন্ধে ইউরোপের গোলামচোর হওয়ার লজ্জা পাওয়া দূরে যাক।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

গোলামজাতি [আ গুলাম+স জাতি] *বি* জাতিগতভাবে গোলাম। 'আমরা যে গোলামজাতি নই।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

গোলাম-পাশ [আ গুলাম+স পাশ] *বি* গোলামির শৃঙ্খল। 'সমাজে গোলাম-পাশ করে দেওয়াতেই বণিক-বুদ্ধির সার্থকতা।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

গোলামবুদ্ধি [আ গুলাম+স বুদ্ধি] *বি* সীমাবদ্ধ বুদ্ধি। 'স্বার্থের মোটবওয়া গোলামবুদ্ধি, মুক্ত নিরঞ্জন প্রভুবুদ্ধি নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

গোলামি, গোলামী [আ গুলাম>] *বি* দাসত্ব। 'গোলাম গোলামী কৈল্ল গালিম কয়েদ হইল।' *ভারত*, ১৭৬০; '... জুতার তলে থাকিয়া গোলামি করনের আবশ্যক কি।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

গোলামি করা *ক্রি* দাসত্ব করা। 'বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ যদি পরের কাছে মাগিয়া লইতে হয়, তবে শিক্ষাকে পরের গোলামি করিতেই হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গোলামিচাপা [আ গুলাম>+স চাপ>] *বিণ* দাসত্বপিষ্ট। 'গোলামিচাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

গোলাল [স গোশালা>] *বি* গোয়াল; গোরুর ঘর। 'একটী গরুর গোলাল ভাঙ্গিতে লাগীল।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৭৬।

গোলালো [স গোল>] *বিণ* গোলগাল। 'সুকোমল ভুজবল্লী গোলালো গঠন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

গোলি[১] [স গোল] *বি* গোলাকার বস্তুবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোলি[২] [ই] *বি* গোলরক্ষক। 'গোলি সেটা তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেললে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গোলুনি [তুলনীয় ঘোলা] *বি* কাদা। 'জলকেলি করে বেউলা গোলুনি মারে পায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গোলেমালে [হি গোলমাল>] *ক্রিবিণ* বিশৃঙ্খলার মধ্যে। 'গোলেমালে হরিবোল গণ্ডগোল সার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গোলোক [স] *বি* স্বর্গ। 'গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গোলোক-ধাম [স] *বি* স্বর্গ। 'ভালো ছেলেদের জন্যে গোলোক-ধামে বাসা তৈরি হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

গোলোকপ্রাপ্তি [স] *বি* মৃত্যু। 'বাবাজির গোলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

গোল্লা [স গোল>] **১** *বি* রসগোল্লা। 'এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লা ভোগ দিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* শূন্য। 'গোল্লা পেয়ে ঝোল্লা ভরে আবার না হয় যাবেন কাজে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

গোল্লায় যাওয়া *ক্রি* উচ্ছন্নে যাওয়া। 'মরি লো গোল্লায় গেলি লাজ খেলি হায়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গোল্লা চিংড়ি *বি* গলদা চিংড়ি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গো-শকট *দ্র* গো[২]

গোশত [ফা গোশ্‌ত] *বি* মাংস। 'এক টুকরা গোশত ও একটুখানি লোআব তুলিয়া লইয়া ...।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

গোশা [আ গুস্‌সাহ্] *বি* ক্রোধ; অসন্তোষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দুচারটা বদলোকের দোষে ... সব চাষীর উপর গোশা হবার পার না।' *মনসুর*, ১৯৫৫। *দ্র* **গোসা**

গোশালা *দ্র* গো[২]

গোষা [আ গুস্‌সাহ্] *বি* রাগ। 'কন্যা তাহা গোষা করিয়া ফিলিয়া দীলেন।' *হালহেড*, ১৭৭৩। *দ্র* **গোসা**

গোষ্ঠ [স] **১** *বি* গোচারণভূমি। 'অক্রুর আইলা কি বা পুনঃ গোষ্ঠ মাঝে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* গোয়াল। 'পাখিরা নীড়ে, গাভীরা গোষ্ঠে, চাষারা কুটীরে ফিরে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গোষ্ঠখেলা [স গোষ্ঠ+খেলা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণের গোচারণ লীলা। 'অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি তার কি আছে কভু গোষ্ঠখেলা।' *লালন*, ১৮৯০।

গোষ্ঠ-গৃহ [স] *বি* গোয়ালঘর। 'গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গোষ্ঠঘর [স] *বি* গোয়াল। 'গোষ্ঠঘরে ফিরছে ধেনু শ্রান্তকায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়া [স] *বি* গোয়াল ঘরের ছায়া। 'গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়ায় তাহাকে স্নেহবিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির মতো দেখিতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গোষ্ঠবিদ্যা [স] *বি* পশুপালনবিদ্যা। 'আমার ছেলেকে আর সন্তোষকে পাঠালুম কৃষিবিদ্যা আর গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গোষ্ঠবিহার [স] *বি* কৃষ্ণের গোচারণ লীলার স্মারক উৎসব। 'রামনবমীর দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিন পরে পরে পড়িল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গোষ্ঠবিহারী [স] *বি* কৃষ্ণ। 'শোভে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে,/ গোষ্ঠবিহারী কভু, কভু দানবারি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

গোষ্ঠবৃত্তি [স] *বি* গোয়ালের বেড়া। 'সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে বালিবন্ধ! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে গোষ্ঠবৃত্তি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গোষ্ঠলীলা [স] *বি* হিন্দুপুরাণোক্ত বৃন্দাবনে কৃষ্ণের গোচারণ লীলা। 'এত সকালে? গোষ্ঠলীলা বুঝি?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গোষ্ঠী [স, সন্ধিতে ই-কার (গোষ্ঠি)] ১ *বি* পূর্বপুরুষ। 'আদ্যে শ্রীচৈতন্যপ্রিয় গোষ্ঠীর চরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* দল। 'দুই জন বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* বংশ। 'হোমাঙ্গু ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান।' *রামরাম*, ১৮০১; 'কুষ্ঠরোগ কোন গোষ্ঠির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

গোষ্ঠিপ্রধান [স গোষ্ঠী-প্রধান, সন্ধিতে ই-কার] *বি* গোত্রের প্রধান। 'গ্রামের মাতব্বর বা গোষ্ঠিপ্রধানের তত্ত্বাবধানে কৃষককুল আপন আপন জমিজমা চাষ করে ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গোষ্ঠীকুটুম [স গোষ্ঠীকুটুম্ব] *বি* আত্মীয়স্বজন। 'সর্বশেষে গোষ্ঠীকুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গোষ্ঠীজীবন [স] *বি* সঙ্ঘবদ্ধ জীবন। 'গোষ্ঠীজীবন ভাল কী মন্দ জানি না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

গোষ্ঠীজ্ঞাপক [স] *বিণ* গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। 'এই সমস্ত জনপদের অধিকাংশের নাম যে স্থানজ্ঞাপক না হইয়া গোষ্ঠীজ্ঞাপক ছিল।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

গোষ্ঠীপতি [স] ১ *বি* গোষ্ঠীর প্রধান। 'রাঢ়ীয় কেশরী গ্রামী গোষ্ঠীপতি দ্বিজ স্বামী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* সমাজপতি। 'বড় কুলীন ও গোষ্ঠীপতি কি নিমিত্ত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

গোষ্ঠীবদ্ধ [স] *বিণ* সমাজবদ্ধ। 'মনে হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ।' *হাসান*, ১৯৬২।

গোষ্ঠীবাদী [স] *বিণ* গোষ্ঠীতান্ত্রিক। 'বিভিন্ন গোষ্ঠীবাদী সমাজদর্শন জনসাধারণের মনে ক্রমেই প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে।' *শিব*, ১৯৬০।

গোষ্ঠীভুক্ত [স] *বিণ* সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। 'বং-গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের বাসভূমি বাংলাদেশ।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

গোষ্ঠীভোজন [স] *বি* পরিজন ও জ্ঞাতিবর্গকে খাওয়ানো। 'সাংবাৎসরিক গোষ্ঠীভোজনের আয়োজনটা এগিয়ে এল।' *হাসান*, ১৯৬২।

গোষ্ঠীমূলক [স] *বিণ* সম্প্রদায়কেন্দ্রিক। 'আদর্শ হিসেবে গোষ্ঠীমূলক পরিকল্পনা এখন সভ্যজগৎ থেকে একরকম লোপ পেয়েছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

গোষ্ঠোৎপন্ন [স গোষ্ঠ-উৎপন্ন] *বিণ* গোয়ালে প্রস্তুত। 'গোষ্ঠোৎপন্ন ঘৃত ... বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গোষ্পদ [স] ১ *বি* গোরুর পা রাখার ফলে সৃষ্ট ছোটো গর্ত। 'গোষ্পদ আস্পদ কভু হয় রত্নাকরে?' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। ২ *বি* অতি ক্ষুদ্র জলাশয়। 'কোথাও ডোবা বলি কোথাও গোষ্পদ বলি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

গোসআরা [ফা গোশওয়ারাহ্] *বি* পুরুষের কানের অলঙ্কার। 'এক যোড়া শাল ও এক গোসআরা দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

গোসঙ্গ [স গো>] *বি* মাখন। 'আর ব্রমাএ গোসঙ্গ চোরি করিয়াছিলেন ...।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

গোসবারা [ফা গোশওয়ারাহ্] *বি* পুরুষের কানের অলঙ্কার। 'এক যোড়া শাল ও এক গোসবারা পাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

গোসল [আ গুসল] *বি* স্নান। 'গোসল করিআ চক্ষে সুরমা পড়িবা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গোসলখানা [আ গুসল+ফা খানাহ্] *বি* স্নানের ঘর। 'একটা গলা শোনা গেল, গোসলখানার থেকে।' *জীবন*, ১৯৩২।

গোসসা, গোস্‌সা [আ গুস্‌সাহ্] *বিণ* রাগান্বিত; ক্ষুব্ধ। 'ফেরাউন খুব গোসসা হইলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

গোস্‌সাঘর [আ গুস্‌সাহ+ঘর] *বি* রাগ করে থাকার ঘর। 'তাই বলে কি উষ্মাভরে গোস্‌সাঘরে এখনও খিল দিয়ে বসে রইবেন?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গোসা [আ গুস্‌সাহ্] ১ *বি* রাগ। 'হরিষে বিষাদে আছে মন করো না এ কথায় গোসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* অভিমান। 'অথচ ছেলেটিও আদুরে – গোসা করিলে পাছে প্রমাদ ঘটে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গোসা এড়ানো *ক্রি* প্রকৃতিস্থ হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গোসা খাওয়া *ক্রি* অভিমান করা। 'একথা ওকথা শুন্যা গাজী গোসা খান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গোসাই [স গোস্বামী] *বি* সাধুপুরুষ। 'খেওয়া নাও পাতিয়া গোসাইরে করে পার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গোসাঁই [স গোস্বামী] *বি* সাধুপুরুষের উপাধিবিশেষ। 'আসনে বসিয়া উন্মনা হইয়া ভাবেন ব্যাস গোসাঁই।' *ভারত*, ১৭৬০।

গোসাঞি, গোসাঞিঁ, গোসাঞী [স গোস্বামী] *বি* প্রভু। 'ছাওআল নহোঁ রাধা আইহন গোসাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভক্ত অনুকল্পান্তে গোসাঞি দেব নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'গোসাঞীর জর্ম্ম কর্ম্ম কে কহিতে পারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **গোসাঞের** *ক্রিবিণ* গোঁসাইয়ের। 'গোসাঞের আজ্ঞা হৈল তোমা মারিবার তরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোসাপ [স গো+সাপ] *বি* গোধা; গুইসাপ। 'তাহাদিগকে সরীসৃপ বলে; যেমন সাপ, গোসাপ, টিকটিকি ... ইত্যাদি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গোসালা দ্র গো[২]

গোসেবা দ্র গো[২]

গোসোয়ারা [ফা গোশওয়ারা] ১ *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'সাত পার্চার খেলাৎ ও গোসোয়ারা এবং একজোড়া শাল।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বি* হিসাবের খাতা। 'কাহাকে বলে চিঠা, কাহাকে বলে গোসোয়ারা ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গোস্ত [ফা গোশ্‌ত] *বি* মাংস। 'জাতি নাশ করিব আজি গোস্ত খিলাইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গোস্তাকি [ফা গুসতাখী] ১ *বি* ধৃষ্টতা। 'গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বি* বেয়াদবি। 'হুজুর, গোস্তাকি হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গোস্তাখি, গোস্তাখী [ফা গুসতাখী] ১ *বি* বেয়াদবি। 'শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখির।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* স্পর্ধা। 'গোস্তাখি এই যে, তিনি নানা সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া সকল দলের এবং সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্য লাভ করিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৩।

গোস্তাকী [ফা গুসতাখী] *বি* অপরাধ। 'কী, এতবড় গোস্তাকী?' *সাদত*, ১৯৬৭।

গোস্বা [আ গুস্‌সাহ্] *বিণ* ক্ষুব্ধ। 'শুনিয়া রাছুল কহেন গোস্বা দিল হইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। দ্র **গোসা**

গোস্বাধৃত [আ গুস্‌সাহ্+স ধৃত] *বিণ* রাগান্বিত। 'গোস্বাধৃত তার গলার আওয়াজ।' *শওকত*, ১৯৬২।

গোস্বামী, গোস্বামি [স, সন্ধিক্ষেত্রে ই-কার] ১ *বি* (হিন্দু) গুরু বা ধর্মোপদেষ্টা। 'শ্রীরামপুরের গোস্বামিদিগের স্থাপিত।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদের উপাধিবিশেষ। 'শ্রীযুত গোপালচন্দ্র

গোস্বামী।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

গোহত্যা *দ্র* গো²

গো-হাটা *দ্র* গো²

গোহা [স গুহা] *বি* গুহা। 'সয়ন করিয়া আছে গোহার ভিতর।' *মালাধর*, ১৫০০।

গোহাড় *দ্র* গো²

গোহারি, গোহারী [হি গোহার] ১ *বি* অভিযোগ। 'রাজা কংসে করিব গোহারি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রাজা আগে করিবোঁ গোহারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আবেদন। 'নাগ্রি মানে প্রজার গোহারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোহারিক *বিণ* অভিযুক্ত। 'গোহারিক জন কেহ লাগ নাহি পায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গোহাল [স গোশালা] *বি* গোয়াল। 'মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গোহালা [স গোপাল>] *বি* গোয়ালা। **গোহালি** *বি স্ত্রী* গোয়ালিনি। 'জ্যৈষ্ঠ মাসে গোহালা গোহালি জেন পিটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গোহালী [স গোশালা] *বি* গোয়ালিনি। 'সরহ ভণন্তি বর সূণ গোহালী।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

গোহাল্যে [স গোশালা>] *বিণ* গোয়াল-সম্পর্কিত। 'গোহাল্যে গাইয়া গীত কোয়ালি ফিরয়ে নিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গৌখানা [স গৌ+ফা খানাহ্] *বি* গোয়ালঘর। 'গৌখানা উঠাইয়া দিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

গৌড় [স] *বি* বঙ্গদেশ। 'জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পূর্ব্বকালে বঙ্গরাজ্যের রাজধানী গৌড় ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

গৌড়জন [স] *বি* গৌড়দেশের মানুষজন। 'গৌড়জন যাহে আনন্দ করিবে পান।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গৌড়দেশ [স] *বি* প্রাচীন বঙ্গদেশের নাম। 'গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ রায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গৌড়দেশবাসী [স] *বিণ* গৌড়দেশে বসবাসকারী। 'আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৌড়-বাংলা [স গৌড়-বঙ্গ] *বি* গৌড়কেন্দ্রিক বঙ্গদেশ। 'এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা।' *জীবন*, ১৯৩২।

গৌড়-বৈষ্ণব [স] *বি* গৌড় অঞ্চলের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। 'গৌড়-বৈষ্ণবদিগের সহিত তাহাদের বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গৌড়ভূমি [স] *বি* বঙ্গভূমি। 'নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

গৌড়-মল্লার *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'গৌড়-মল্লার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গৌড়-সারঙ *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'শূন্যতা থেকে উচ্ছ্বসিত গৌড়-সারঙের আলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গৌড়াদি [স] *বি* গৌড় ও অন্যান্য দেশ। 'গৌড়াদি পূর্ব্ব দেশের নাম পুণ্ড্রদেশ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গৌড়িয়া [স গৌড়ীয়] *বি* গৌড়দেশের নাগরিক। 'হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৌড়ী [স] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'এবে কহি নিশ্চিগীত সন্ধ্যাকালে গৌড়ী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গৌড়ীয় [স] ১ *বিণ* গৌড়দেশে প্রচলিত। 'তাহাদের বিবরণ ১,৮০০ যিশবীয় সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ।' *রামমোহন*, ১৮২৬। ২ *বিণ* গৌড় দেশের। 'ছয় শত বৎসর হইল গৌড়ীয় রাজা বল্লাল সেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গৌড়ীয় ভাষা [স] *বি* বাংলা ভাষা। 'তাহাদের বিবরণ ১,৮০০ যিশবীয় সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

গৌড়ীয় সমাজ [স] *বি* উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সমাজবিশেষ। 'বিদ্যালয়ে গৌড়ীয় সমাজের সভা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

গৌড়ীয়া [স] *বি* গৌড় দেশের লোক। 'এ তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছে আত্মসাৎ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৌড়েশ্বর [স] *বি* গৌড় রাজ্যের রাজা। 'চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর ভণে যশরাজ খান।' *মালাধর*, ১৫০০।

গৌণ [স] ১ *বি* অপেক্ষা। 'আর এ স্থানে গৌণ করিও না।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *ক্রিবিণ* পরে। 'কিঞ্চিৎ কাল গৌণে ভবানন্দ বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৩ *বিণ* পরোক্ষ। 'কপালস্থ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার সহিত মুখ্যরূপে বা গৌণরূপে ইহাদের সংযোগ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গৌণকল্প [স] *বি* অপ্রধান কল্পনা। 'তাহার প্রতিলিপি দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে গৌণকল্প করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

গৌণফল [স] *বি* পরোক্ষ ফল। 'এটা কেবল গৌণফল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গৌণরূপে *ক্রিবিণ* পরোক্ষভাবে। 'কপালস্থ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার সহিত মুখ্যরূপে বা গৌণরূপে ইহাদের সংযোগ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গৌণার্থ [স গৌণ-অর্থ] *বি* অপ্রধান অর্থ। 'মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৌন [স গৌণ] ১ *বি* অবহেলা। 'তুমি ও তোমার নাএব গৌন করিবা না।' *বোগল*, ১৭৭০; 'দাদনির দফায় তুমি ও তোমার নাএব কিছু গৌন করিবা না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *ক্রিবিণ* বিলম্বে; আরও পরে। 'আশীবার গৌন কি তাগাদী ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

গৌর [স] ১ *বিণ* ফর্সা। 'দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* গৌরাঙ্গ। 'অখিলের সার প্রভু গৌর চিন্তামণি।' *জ্ঞান*, ১৬০০। ৩ *বি* নদীবিশেষ। 'খড়ী নদী কাটাইয়া গৌর নদীতে আনাইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

গৌরকান্তি [স] *বি* ফর্সা চেহারা। 'প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার নবীন গৌরকান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

গৌরকৃষ্ণ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৌরগুণমণি [স] *বি* চৈতন্যদেব। 'মায় ছেড়ে কোথা যাবে গৌরগুণমণি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গৌরচন্দ্র [স] *বি* চৈতন্যদেব। 'বিনা গৌরচন্দ্র নাহি জানে দেবী-দেবা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৌরচন্দ্রিকা [স] *বি* ভূমিকা। 'কেবল গৌরচন্দ্রিকা ভেজেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

গৌরতনু [স] *বি* ফর্সা দেহ। 'দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনুতলে আরক্তিম আলজ্জ আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গৌরপটল [স গৌর+স পদতল] *বি* পেঁয়াজ। 'গৌরপটল নাম দিয়ে – রান্নাঘরে পেঁয়াজের জন্য স্বতন্ত্র উনান।' *তারা*, ১৯৪৩।

গৌরপ্রেম [স] *বি* চৈতন্যদেবের প্রতি প্রেম। 'গৌরপ্রেম অথাই, ঝাঁপ দিয়েছি তাই।' *লালন*, ১৮৯০।

গৌরবদন [স] *বিণ* ফর্সা মুখবিশিষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গৌরবরন [স গৌরবর্ণ] *বিণ* ফর্সা রঙের। 'কেউ বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ বা দিব্যি কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গৌরবর্ণ [স] *বিণ* ফর্সা রঙের। 'গৌরবর্ণ শরীর ব্রাহ্মণের নারী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গৌরবর্ণা [স] *বিণ স্ত্রী* গায়ের রং ফর্সা এমন। 'মেয়েটি গৌরবর্ণা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

গৌরভগবান [স] *বি* চৈতন্যদেব। 'ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইল গৌরভগবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৌরমণি [স] *বি* চৈতন্যদেব। 'ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৌরহরি [স] *বি* চৈতন্যদেব। 'সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি।' *মুরারি*, ১৫৭০।

গৌরাঙ্গ [স] **১** *বি* চৈতন্যদেব। 'নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উজ্জ্বলবর্ণযুক্ত (দেহ)। 'বাহিরে গৌরাঙ্গ তার ভিতরেতে শাদা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গৌরাঙ্গমতাবলম্বিনী [স] *বি স্ত্রী* চৈতন্যদেবের অনুসারী। 'এই গৌরাঙ্গমতাবলম্বিনী দুর্ভাগ্য স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব রক্ষা করা অতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

গৌরাঙ্গসুন্দর [স] *বি* চৈতন্যদেব। 'হেন চিত্রলীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৌরাঙ্গী [স] *বিণ* গৌরবর্ণ দেহবিশিষ্ট। 'যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

গৌরনর [ই] *বি* গভর্নর। **গৌরনর জনরেল** [ই] *বি* গভর্নর জেনারেল। 'শ্রীযুত প্রবল প্রতাপ গৌরনর জনরেল সাহেবর হযুরে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

গৌরব [স] **১** *বি* সম্মান। 'আপণ গৌরব রাধা রাখহ আপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আত্মসম্মান। 'গৌরব চিনিআ বেটা হেতা হইতে জা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* আনন্দ। 'কৌতুকে সৃজিলা প্রভু করিয়া গৌরব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বি* প্রশংসা। 'ইহাতে সকলেই গৌরব করিলেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩৩; 'যে সকল মহাশয়েরা স্ত্রীবিদ্যার গৌরব করেন না ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৫** *বি* মর্যাদা। 'এই কথা লইয়া তাঁহার খুব গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বি* প্রসিদ্ধি। 'তাহা হইলে দেশের গৌরব কতদূর রক্ষিত হয় তাহা বলা যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৭** *বি* সুখ্যাতি। 'সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৮** *বি* আত্মতৃপ্তি। 'স্বজাতির যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া গৌরব লাভ করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৯** *বি* পদমর্যাদা। 'পরীক্ষা দেওয়া গৌরব লোভে একপ্রকার জুয়া খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **১০** *বি* গুরুত্ব। 'পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ করিতেও চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **১১** *বিণ* সম্মানসূচক। 'এ স্থলে তো গৌরবে বহুবচন খাটবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **১২** *বি* ভারত্ব। 'যেন তাদের কোনো গৌরব নেই, অর্থাৎ যেন তারা ভারাকর্ষণের কোনো ধার ধারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। **১৩** *বিণ* গৌরবময়। 'অখ্যাত তিমিরতলে এসো গৌরব নিশীথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

গৌরবকর [স] *বিণ* গৌরবজনক। 'তাহার সহিত আমাদের গৌরবকর আত্মীয় সম্বন্ধ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গৌরবঘোষণা [স] *বি* মর্যাদা প্রকাশ। 'যাঁহারা সাহিত্যবীর তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরবঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গৌরবচ্ছটা [স] *বি* উৎকর্ষের দ্যুতি। 'সেই গৌরবচ্ছটা সমস্ত দেশ হইতে সহস্র রশ্মিতে বিচ্ছুরিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গৌরবজনক [স] *বিণ* সম্মানজনক। 'জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গৌরবদীপ্ত [স] *বিণ* গৌরবমণ্ডিত। 'সে সাহিত্য হবে জাতীয় গৌরবদীপ্ত অথচ বিশ্বমানবতার ভাবে অনুপ্রাণিত।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

গৌরবদৃষ্টি [স] *বি* সুদৃষ্টি। 'আল্লাহর গৌরবদৃষ্টি তাহার উপরে।' *সৈয়দ*, ১৬৫০।

গৌরবপুষ্ট [স] *বিণ* গৌরবপূর্ণ। 'হিন্দু গৌরবপুষ্ট হিন্দুসাহিত্য।' *এসলাম*, ১৯১৯।

গৌরববর্জিত, গৌরববর্জ্জিত [স] *বিণ* মর্যাদাহীন। 'তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরববর্জ্জিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গৌরববিশিষ্ট [স] *বিণ* মর্যাদাপূর্ণ। 'কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

গৌরববিহীন *বিণ* গৌরব নেই এমন। 'গবর্মেন্টের সমুন্নত ফাঁসিকাষ্ঠ কি তোদের মতো গৌরববিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

গৌরবভূমি [স] *বি* মর্যাদাপূর্ণ স্থান। 'এসলামের গৌরবভূমি তুরস্কের বুকের উপর ...।' *এসলাম*, ১৯৩৪।

গৌরবমণ্ডিত [স] *বিণ* মহিমান্বিত। 'একুশে ফেব্রুয়ারী তাই পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি অশেষ গৌরবমণ্ডিত ক্রান্তিকালের দিন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

গৌরবময় [স] *বিণ* গৌরবপূর্ণ। 'অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সে স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

গৌরবমিনার [স গৌরব+আ মিনার] *বি* মহিমারূপ মিনার। 'তাঁর কোন কৃতি গৌরবমিনার হয়ে রইল কীর্তি হিসেবে?' *শরীফ*, ১৯৭০।

গৌরবলাঘব [স] *বি* মর্যাদা হ্রাস। 'গৌরবলাঘবের ভয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গৌরবলাভেচ্ছা [স] *বি* গৌরব লাভের ইচ্ছা। 'গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গৌরবলোক [স] *বি* গর্বের ভুবন। 'পলিটিকস-ইকনমিকস'-এর বাইরেও আমাদের গৌরবলোক আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গৌরবশূন্য [স] *বিণ* মর্যাদাহীন। 'মুছলমানরা পুরাপুরি গৌরবশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

গৌরবসবিতা [স] *বি* গৌরবরূপ সূর্য। 'ব্রহ্মাণ্ড-অম্বর-মধ্যে অনির্বাণ গৌরবসবিতা।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

গৌরবসূচক [স] *বিণ* সম্মানজনক। 'ক্রিয়াটি আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবসূচক না হলেও মেনে নিতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১২।

গৌরবসূর্য, গৌরবসূর্য্য [স] *বি* গৌরবরূপ সূর্য। 'হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গৌরবস্পর্ধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* গৌরবমণ্ডিত। 'বঙ্গভূমির রাজধানী দিল্লীর গৌরবস্পর্ধিনী গৌর নগরীতে রাজত্ব।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

গৌরবহানি [স] *বি* মর্যাদা লোপ। 'কলঙ্ক সত্ত্বেও গৌরবহানি হইতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

গৌরবহানিকর [স] *বিণ* মর্যাদা নষ্ট করে এমন। 'ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি গৌরবহানিকর যথেচ্ছ লেখনী পরিচালনা ...।' *মোসলেম*, ১৯২৫।

গৌরবহীন [স] *বিণ* গুরুত্বহীন। 'এই গৌরবহীন মুখের চতুর্দিকে অনন্ত অতৃপ্তিভরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

গৌরবান্বিত [স] *বিণ* মহিমান্বিত; গৌরবযুক্ত। 'অতি গৌরবান্বিত ব্যক্তিরাই মনোনীত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

গৌরবীয়া [স গৌরব] *বিণ* সম্মানিত। 'তাঁহার বিদ্যা ভদ্রসমাজে অবশ্যই গৌরবীয়া বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

গৌরবেচ্ছা [স] *বি* শ্রেষ্ঠত্বের বাসনা। 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হয়।' *রাজ*, ১৮৭৪।

গৌরবোজ্জ্বল [স] *বিণ* মর্যাদা বা গৌরবে পূর্ণ। 'বোনের দেওয়া স্নেহ-বিজড়িত অশ্রু গৌরবোজ্জ্বল ...।' *নজরুল*, ১৯২৪। 'সেই গৌরবোজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত মুখচ্ছবি চিরকাল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

গৌরবদন *দ্র* গৌর

গৌরবরন *দ্র* গৌর

গৌরবর্ণ, গৌরবর্ণা *দ্র* গৌর

গৌরয়াল [স গৌর>] *বিণ* গেরুয়ামিশ্রিত শ্বেতবর্ণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গৌরাঙ্গী *দ্র* গৌর

গৌরাল [স গৌর>] *বিণ* গৌর বর্ণের। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

গৌরি [স গৌরী] *বি* (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'গৌরি রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

গৌরিকাল [স] *বি* কুমারী নারীর আট বছর বয়সের সময়। 'তিনি, ধনবতীনাম্নী নিজ কন্যার, গৌরিকালে, গৌরিদত্ত নামক ধনাঢ্য বণিকের সহিত বিবাহ দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গৌরিমা [স গৌরী] *বি* গৌরবর্ণ। 'মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গৌরী [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) দুর্গা বা পার্বতী দেবী। 'বাঁশী পাইল হর গৌরী বরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'গৌরীরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* কুমারী। 'পুষিআ পালিয়া সুত গৌরীকোলে করিল আধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি স্ত্রী* নদীবিশেষ। 'গৌরী, পদ্মা, যমুনা, পার হইয়া সপরিবারে এ অঞ্চলে আসিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **৫** *বিণ* ফর্সা। 'গৌরী কাপালিকা দাঁড়াল সম্মুখে আসি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

গৌরীদান [স] *বি* আট বছর বয়সী কন্যার বিবাহ দানের রীতি। 'আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গৌর্যাদি [স] *বি* গৌরী আদি দেবতা। 'গৌর্যাদি করিল পূজা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গৌল [স গোশালা>] *বি* গোয়াল। 'দুষ্ট গরু থাকাচ্চেয়ে শূনুগৌল ভাল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গ্যাড় [স গর্ত>] *বি* গর্ত। 'নকুল শেয়াল গ্যাড়ে লুকাইল জম্বুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গ্যাং [ই] *বি* দল। 'আমির তার গ্যাংকে চুপিচুপি কী বললে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গ্যাংস্টার [ই] *বি* অপরাধীদের দল। 'মার্কিন গ্যাংস্টাররা যে রকম পকেটের ভিতর থেকেই ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

গ্যাঁও গ্যাঁও [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তিকর শব্দের আওয়াজ। 'গ্যাঁও গ্যাঁও আওয়াজ অন্ধকারকে ধরে মুচড়ে দিলে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

গ্যাঁগোঁ [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তিকর শব্দের আওয়াজ। 'গ্যাগো করে রেডিয়োটা, কে জানে কার জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

গ্যাঁজা [স গঞ্জিকা] *বি* নেশাদ্রব্যবিশেষ। 'আমি স্বচক্ষে দেখেছি পুরুত ঠাকুর গ্যাঁজা খায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

গ্যাঁজানো [স গঞ্জিকা>] *ক্রি* বাজে বকা; বার বার এক কথা বলা। 'খুব গ্যাঁজাচ্ছিস, না?' *শামসুল*, ১৯৭৩।

গ্যাঁট *বিণ* স্থির। **গ্যাঁট হয়ে বসা** *ক্রি* অটল হওয়া। 'মুদীও গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, দাম চড়াবার আশায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গ্যাঁড়াকল *বি* বিপদ; ঝামেলাযুক্ত ফাঁদ। 'ও চলে গেলে আপন মনে বিড়বিড় করে, আচ্ছা গ্যাঁড়াকল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

গ্যাগ [ই] *বি* মুখাবরোধ; মুখের ঠুলি। 'গ্যাগ পরাইতে করো সশস্ত্র ডাক্তারে ইনভিটেশন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গ্যাগা *বিণ* পাজি; দুষ্ট। 'আমি যত গ্যাগা-ই হই না কেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

গ্যাঙোর গ্যাঙোর [ধ্বন্যা] *বি* ব্যাঙের ডাক। 'ব্যাঙের গ্যাঙোর গ্যাঙোর ডাক।' *তারা*, ১৯৪২।

গ্যাঙওয়ে [ই] *বি* জাহাজের পার্শ্বদ্বার থেকে তীরে নামানোর সিঁড়ি। 'গ্যাঙওয়ে এখনো তোলা হয়নি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

গ্যাট *বিণ* নিশ্চল। 'কারখানার সদর দরজায় গ্যাট হয়ে বসল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

গ্যাট ম্যাট *বি* কোনো কিছু পরোয়া না করা বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ। 'এরা গ্যাট ম্যাট করে হাঁটতে শিখলে না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

গ্যাদা *বি* অভিমান। 'আর গ্যাদা করে হতচ্ছেদা করিস নে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

গ্যাদারি [হি গীধড়] *বিণ* নোংরা। 'এমন গ্যাদারি বউ দেখিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

গ্যান [স জ্ঞান] *বি* জ্ঞান। 'যাহার মহা গ্যান পরমেশর পরাচএ ভেদ থাকে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

গ্যাপোন [স জ্ঞাপন] *বিণ* নিবেদিত। 'সকোলি তোমাতে গ্যাপোন আছে ...।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

গ্যারাজ [ফ গারাঝ] *বি* গাড়ি মেরামতের স্থান; গাড়ি রাখার ঘর। 'কোথায় যে একটা গ্যারাজের আংটাতে পা দিয়ে সামান্য তকলিফেই ছাতে ওঠা যায়।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

গ্যারান্টি [ই] **১** *বি* নিশ্চয়তা। 'হাজেরান মজলিসকে পুনঃপুনঃ গ্যারান্টি দান করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫। **২** *বি* প্রতিশ্রুতি। 'সে বিষয়ে আমাদের গ্যারান্টি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

গ্যারেজ [ফ গারাঝ] *বি* গাড়ি মেরামতের স্থান; গাড়ি রাখার ঘর। 'সব আবার আস্তাবল, গ্যারেজ ও কারখানায় ফিরে গিয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গ্যালন [ই] *বি* তরল পদার্থের মাপ (৪.৫ লিটার)। 'সোয়া কোটী হইতে দেড় কোটী গ্যালন জল পানোপযোগী ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

গ্যালারি [ই] **১** *বি* নীচ থেকে উপরের দিকে উঠে গেছে এমন সারিতে বিন্যস্ত আসন। 'ঘরের চারি দিকে গোল গ্যালারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* চিত্রশালা। 'মস্কৌ শহরে ট্রেটিয়াকভ নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

গ্যাস [ই] **১** *বি* বায়বীয় দাহ্য বস্তু। 'জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে ...।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* বায়বীয় পদার্থ। 'বায়ুতে কয় প্রকার গ্যাস আছে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

গ্যাসচেম্বার [ই] *বি* গ্যাসপূর্ণ করে যে কক্ষে প্রাণনাশ করা হয়। 'কারাগারে, দাসশিবিরে কি গ্যাসচেম্বারে প্রাণ দিয়েছেন।' *শিব*, ১৯৫০।

গ্যাসদেহী [ই গ্যাস+স দেহী] *বিণ* গ্যাসের তৈরি দেহবিশিষ্ট। 'এরা গ্যাসদেহী সূর্যেরই স্বগোত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গ্যাসপুঞ্জ [ই গ্যাস+স পুঞ্জ] *বি* গ্যাসের সমষ্টি। 'নক্ষত্রের বিস্ফোরণ হতে ছাড়া পাওয়া গ্যাসপুঞ্জ হতেই গ্রহের উৎপত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গ্যাসপোস্ট [ই] *বি* ল্যাম্পপোস্ট; রাস্তার ধারে যে স্তম্ভে গ্যাসের আলো জ্বলে। 'একটি গ্যাসপোস্টের নীচে একটা মানুষ দেখিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

গ্যাসময় [ই গ্যাস+স ময়] *বিণ* গ্যাসপূর্ণ। 'এমন নক্ষত্র আছে যারা গ্যাসময় বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গ্যাস-মাস্ক [ই] *বি* গ্যাস প্রতিরোধক মুখোশ। 'প্রতিবেশীদের কেউ কেউ লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে গ্যাস-মাস্ক পরত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গ্যাসলাইট [ই] *বি* গ্যাসে জ্বলে এমন বাতি। 'পথে পথে গ্যাসলাইটে রয়েছে ঝাঁঝালো।' *জীবন*, ১৯৩০।

গ্যাস লাইটার [ই] *বি* গ্যাসচালিত আগুন ধরানোর যন্ত্রবিশেষ। 'গ্যাস লাইটারের দীর্ঘ নীলাভ শিখায় তার মুখের আঁকাবাঁকা রেখা।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

গ্যাসল্যাম্প [ই] *বি* রাস্তার ধারের গ্যাসের বাতি। 'গ্যাসল্যাম্পগুলোর গায়ে সূর্যের আলো এমনি চিকমিক করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গ্যাসালোক [ই গ্যাস+স আলোক] *বি* গ্যাসের বাতি। 'পাব্লিক-নামক গ্যাসালোক-জ্বালা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গ্যাসীয় [ই গ্যাস+স ঈয়] *বিণ* গ্যাস থেকে উৎপন্ন। 'গ্যাসীয় অগ্নিকাণ্ডের অনেক খবর মেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গ্যাসট্রিক [ই] *বিণ* পেটের অম্লজনিত। 'গ্যাসট্রিক পেনের কথা বলেছিলে।' *জীবন*, ১৯৩২।

গ্যাসোলিন [ই] *বি* পেট্রল। 'সবখানে গ্যাসোলিন পাইপ বিশুষ্ক।' *শামসুর*, ১৯৭০।

গ্রথিত [স] **১** *বিণ* রচিত; প্রস্তুত। 'সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* গাঁথা। 'কেশরনিকরেতে কদম্ব-কুসুমের গ্রন্থির ন্যায় গ্রথিত আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বিণ* নির্মিত। 'সুরকীদ্বারা প্রথম গ্রথিত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৪** *বিণ* লিখিত। 'কুলীনের অংশ বংশ মিশ্র গ্রন্থে গ্রথিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

গ্রন্তচূড়া [স] *বি* গাঁটছড়া। 'গ্রন্তচূড়া পিতামহ করিল বন্ধনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গ্রন্থ[১] [স] *বি* পুস্তক; বই। 'কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গ্রন্থকর্তা, গ্রন্থকর্ত্তা [স] *বিণ* গ্রন্থের লেখক। 'গ্রন্থকর্তা ভাস্করাচার্য্যের কন্যা দ্বিতীয় লীলাবতী।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গ্রন্থকর্ত্রী [স] *বি স্ত্রী* লেখক। 'গ্রন্থকর্ত্রী।' *অবোধবন্ধু*, ১৮৬৮; 'শৈশবাবস্থাতেই যখন এইরূপ প্রতিভাশালিনী গ্রন্থকর্ত্রী প্রাপ্ত হইয়াছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

গ্রন্থকার [স] *বি* গ্রন্থ প্রণেতা। *মিলার*, ১৭৯৭। 'অনতিপ্রাচীন গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গ্রন্থকারক [স] *বি* গ্রন্থ রচয়িতা। 'বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গ্রন্থকীট [স] *বি* বইয়ের জগতেই সীমাবদ্ধ যে। 'অন্ধ গ্রন্থকীটগণ বহু বর্ষ ধরি শুধু করিছে রচন শব্দমরীচিকাজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গ্রন্থগত [স] *বিণ* গ্রন্থের অন্তর্গত। 'যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গ্রন্থদাস [স] *বি* বইপাগল। 'কেউ কেউ গ্রন্থদাস।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

গ্রন্থদ্বয় [স] *বি* দুইটি বই। 'অস্মদাদির অনুমেয় যে বর্ত্তমান গ্রন্থদ্বয় উত্তমাতিশয়রূপে বিখ্যাত হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গ্রন্থপত্র [স] *বি* গ্রন্থের পাতা। 'মহান সে গ্রন্থপত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

গ্রন্থপাঠ [স] *বি* বই পড়া। 'এই গ্রন্থপাঠে আমাদিগের প্রয়াস ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গ্রন্থপাঠক [স] *বি* বইয়ের পাঠক। 'নাপিতকে তাহাতে গ্রন্থপাঠক জ্ঞান করিয়া যদি বল যে ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

গ্রন্থবর [স] *বি* প্রার্থিত বই। 'অবিলম্বে তাঁহার নিকট গ্রন্থবর প্রেরণ করা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গ্রন্থবাক্য [স] *বি* গ্রন্থের পদাবলি; গ্রন্থের বিষয়বস্তু। 'সেই দুই গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গ্রন্থবিতান [স] *বি* বই বিক্রির দোকান। 'যেখানে যাই, অলিতে-গলিতে,/ গ্রন্থবিতানে, ক্যাফেটারিয়ার ভিড়ে।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

গ্রন্থ-বিবরণ [স] *বি* গ্রন্থের আলোচনা; গ্রন্থ-তালিকা। 'পাঠকবর্গ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ-বিবরণ ... দেখিতে পাইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গ্রন্থবিস্তার [স] *বি* (বিষয় অনুসারে) পুস্তকের ব্যাপ্তি। 'গ্রন্থবিস্তারভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে যে স্থানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গ্রন্থবিহারী [স] *বিণ* গ্রন্থের মধ্যে যার মন বিহার করে এমন। 'সংসারে অনভিজ্ঞ গ্রন্থবিহারী শশিভূষণের ধারণা ছিল যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গ্রন্থভারনত [স] *বিণ* বইয়ের ভারে নত। 'গ্রন্থভারনত শিক্ষকমহাশয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গ্রন্থ-মুখবন্ধ [স] *বি* বইয়ের ভূমিকা। 'দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গ্রন্থরচক [স] *বি* গ্রন্থ রচয়িতা। 'গ্রন্থরচকের নহে এমত বোধ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গ্রন্থরহস্য [স] *বি* বইয়ের অজানা বক্তব্য। 'গ্রন্থরহস্য মধ্যে মন্দার পর্বতের মতো আপাতাল-নিমজ্জিত হওয়ারই নাম অন্তরঙ্গ পর্যালোচনা।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

গ্রন্থলোক [স] *বি* বইয়ের জগৎ। 'গ্রন্থলোকের পরিক্রমা তো শেষ!' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

গ্রন্থশালা [স] *বি* লাইব্রেরি। 'যাচ্ছে পুড়ে নূতন করে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

গ্রন্থশোধক [স] *বি* গ্রন্থে প্রাপ্ত ভুল সংশোধনকারী। 'লিখিত গ্রন্থশোধক দুই জনের ৮০ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গ্রন্থসমালোচনা [স] *বি* বইয়ের আলোচনা। 'তাহা গ্রন্থসমালোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

গ্রন্থসমূহ *বি* রচনাবলি। 'তাঁহার আজ্ঞানুসারে মতপ্রকাশ জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থসমূহ রচনা করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গ্রন্থসাহেব [স গ্রন্থ+আ সাহিব] *বি* শিখ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ। 'সর্দারজী ... বললেন, আমি তো গ্রন্থসাহেব মানি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

গ্রন্থসূত্র [স] *বি* বইয়ের তথ্য। 'পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থসূত্র অনুসারে/ যেই নাহি লিখি তাহা লিখিয়ে বিস্তারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গ্রন্থস্থ [স] *বিণ* বইয়ের অন্তর্ভুক্ত। 'লেখাকে আমি এখনও গ্রন্থস্থ করিনি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

গ্রন্থাকার [স] *বি* গ্রন্থের আকার। 'সমস্ত কথা ... অনতিকাল পরেই গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গ্রন্থাকৃতি [স গ্রন্থ-আকৃতি] *বি* বইয়ের আকার। 'পীরের আদেশে তিনি এটাকে গ্রন্থাকৃতি দেন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

গ্রন্থাগার [স গ্রন্থ-আগার] *বি* পাঠাগার। 'জনসমাজের মঙ্গল নিমিত্তে গ্রন্থাগার স্থাপন করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গ্রন্থাগারিক [স গ্রন্থ-আগারিক] *বি* গ্রন্থাগারের পরিচালক; লাইব্রেরিয়ান। 'গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি।' *জসীম*, ১৯৬১।

গ্রন্থাদি [স গ্রন্থ-আদি] *বি* গ্রন্থ ও অন্যান্য বস্তু। 'তাঁহার ... বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থাদি সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গ্রন্থানুশীলন [স গ্রন্থ-অনুশীলন] *বি* গ্রন্থের অনুশীলন; গ্রন্থচর্চা। 'তন্মূলক গ্রন্থানুশীলন দ্বারা স্বয়ং চরিতার্থ হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গ্রন্থানুসারে [স] *ক্রিবিণ* গ্রন্থ অনুযায়ী। 'উক্ত গ্রন্থানুসারে বিয়াফরের অর্থ বিদ্যাফল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গ্রন্থাবলম্বনে [স] *ক্রিবিণ* গ্রন্থ অবলম্বন ক'রে। 'এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাবলম্বনে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গ্রন্থাবলি, গ্রন্থাবলী [স গ্রন্থ-আবলি] *বি* গ্রন্থসমূহ। 'চেম্বর্স এডুকেশনল কোর্স নামক গ্রন্থাবলি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'তাঁহার গ্রন্থাবলী দ্বারা বঙ্গদেশের যে প্রভূত উপকার হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

গ্রন্থারম্ভ [স গ্রন্থ-আরম্ভ] *বি* পুস্তকের শুরু। 'এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গ্রন্থ[২] [স] *বি* গ্রন্থি। 'কদম্ব পুষ্পের কেশরসকল তাহার গ্রন্থকে বেষ্টন করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গ্রন্থন [স] ১ *বি* রচনা। 'সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* গাঁথন। 'কেহ বলে মালা আমি করিব গ্রন্থন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* নির্মাণ। 'গৃহগ্রন্থনের ক্রম ও স্তম্ভের উচ্চত্ব ... বিবরণ তাহাতে আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

গ্রন্থনা [স] *বি* গাঁথনি; রচনা। 'অসংখ্য বর্তমানের গ্রন্থনা আমাদের জীবন।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

গ্রন্থা [স গ্রন্থন>] *ক্রি* গ্রন্থিত করা। 'বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস/ আপনার বীণার তন্ত্রতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গ্রন্থাকারিত [স] *বিণ* গ্রন্থিত। 'ক্রমে বইটা গ্রন্থাকারিত হল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

গ্রন্থি [স] ১ *বি* দেহের হাড়ের মিলনস্থান। 'অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ফুলের পাপড়িসমূহের সন্ধিস্থল। 'কেশরনিকরেতে কদম্ব-কুসুমের গ্রন্থির ন্যায় গ্রথিত আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* তালি; পট্টি। 'তিনি শতগ্রন্থিযুক্ত চীর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বি* গাঁট। 'জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল-বিশিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বি* গেরো। 'গুটিয়ে তাতে লাগায় গ্রন্থি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৬ *বি* বন্ধন। 'আচারের হাজার গ্রন্থি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গ্রন্থিচ্ছেদন [স] *বি* বন্ধন ছিন্নকরণ। 'অকস্মাৎ গ্রন্থিচ্ছেদন খর সংঘাত, লুপ্তি, সুপ্তি, বিস্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

গ্রন্থিডোর [স গ্রন্থি+ডোর] *বি* গাঁটবন্ধন। 'ছিন্ন কর এ গ্রন্থিডোর/ রিক্ত হয়েছে চিত্ত মোর।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

গ্রন্থিত [স] ১ *বিণ* গাঁথা হয়েছে এমন। 'মধ্য স্থল সামুদায়িক রেকতায় গ্রন্থিত।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* প্রস্তুত। 'ঘর গ্রন্থিত করাইয়া দিব্য সেবার বন্ধান করিয়া দিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বিণ* লিখিত। 'তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

গ্রন্থিবদ্ধ [স] ১ *বিণ* নথিভুক্ত। 'এটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বিণ* গিঁট বাঁধা। 'তাহার গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গ্রন্থিবন্ধন [স] *বি* গাঁটছড়া বাঁধা। 'একটা বিশেষ গ্রন্থিবন্ধন হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

গ্রন্থিবাঁধা [স গ্রন্থিবন্ধন] *বিণ* গিঁট দিয়ে বাঁধা হয়েছে এমন। 'পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

গ্রন্থিযুক্ত [স] *বিণ* জোড়াতালি রয়েছে এমন। 'তিনি শতগ্রন্থিযুক্ত চীর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গ্রন্থিল [স] ১ *বিণ* অনেক গ্রন্থিযুক্ত। 'গ্রন্থিল বাঁকা হিন্তাল শাখা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* গ্রন্থিযুক্ত। 'সে কোনো কোনো আদিম জীবের মতো বহুগ্রন্থিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

গ্রস্ত [স] ১ *বিণ* আক্রান্ত। 'যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকালে পরলোকগত হইলেন। *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* কবলিত। 'সকল বিপত্তিগ্রস্ত

হইব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

গ্রহ [স] **১** *বি* সূর্য অথবা নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণকারী জ্যোতিষ্ক। 'সপ্ত ঋষি ঋতু হয় গ্রহ আদি রবি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* গৃহীত। 'কোন২ কথার তাৎপর্য গ্রহ হইল না।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

গ্রহকক্ষ [স] *বি* গ্রহের কক্ষপথ। 'ক্রমে সমস্ত গ্রহকক্ষ অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

গ্রহকুলরাজা [স] *বি* সূর্য। 'গ্রহকুলরাজা সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহিপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গ্রহগণ [স] *বি* নক্ষত্রপুঞ্জ। 'গ্রহগণ তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূরে স্থিতি করতঃ তাহাকে প্রদক্ষিণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গ্রহতারক [স] *বি* গ্রহ-নক্ষত্র। 'গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গ্রহতারকা [স] *বি* গ্রহ-নক্ষত্র। 'উর্ধ্বনেত্রে নিশীথগগনের গ্রহতারকার গতিবিধি নির্ণয় করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

গ্রহতারা [স] *বি* গ্রহ-নক্ষত্র। 'বিশ্ব দেখা দেয় তার গ্রহতারা লয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গ্রহতারাময় [স] *বিণ* গ্রহনক্ষত্রবেষ্টিত। 'প্রকৃতি শান্তমুখে/ ছুটায় গগনবুকে/ গ্রহতারাময় তার রথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গ্রহদল [স] *বি* গ্রহাণুপুঞ্জ। 'চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে নতভাবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গ্রহদোষ [স] **১** *বি* (জ্যোতিষ) গ্রহের অশুভ প্রভাব। 'গ্রহদোষে নরপতি নাহি করে দয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দুর্ভাগ্য। 'গ্রহদোষে তাঁর সে অভিলাষ নিষ্ফল হলো।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

গ্রহনক্ষত্র [স] *বি* নক্ষত্র, তাদের গ্রহ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। 'পৃথিবীর গতি দ্বারা যে চন্দ্র সূর্য গ্রহনক্ষত্রাদির উদয় অস্ত বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গ্রহপরিচয়ওয়ালা [স গ্রহপরিচয়+হি ওয়ালা] *বিণ* গ্রহ আছে এমন। 'গ্রহপরিচয়ওয়ালা নক্ষত্রসৃষ্টি এই বিশ্বে প্রায় অঘটনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গ্রহপ্রযুক্ত [স] *বিণ* (জ্যোতিষ) মন্দ ভাগ্যযুক্ত। 'কি দোষে গৃহস্থের কন্যা গ্রহপ্রযুক্ত গৃহ হইতে বাহির হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গ্রহফল [স] *বি* (জ্যোতিষ) ভবিতব্য। 'নাহি জানি কিবা গ্রহফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গ্রহবংশ [স] *বি* গ্রহ-উপগ্রহ। 'প্রত্যেক প্রাচীন নক্ষত্রেরই ... বিস্ফোরণের দশা আসে, আর গ্রহবংশের সৃষ্টি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গ্রহবশত [স] *ক্রিবিণ* (জ্যোতিষ) দুর্ভাগ্যক্রমে। 'গ্রহবশত তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

গ্রহ-বিচ্ছিন্ন [স] *বিণ* গ্রহ থেকে আলাদা হয়েছে এমন। 'আমাকে গ্রহ-বিচ্ছিন্ন উল্কার সঙ্গে তুলনা করেছিস।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

গ্রহবিজ্ঞান [স] *বি* জ্যোতির্বিজ্ঞান। 'গ্রহবিজ্ঞানের বইখানা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গ্রহবিপ্র [স] *বি* পেশাজীবী ব্রাহ্মণবিশেষ, যাদের অন্যতম জাতপেশা জ্যোতিষচর্চা। 'গ্রহবিপ্র বেশে যান ভানুর ভবন।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

গ্রহবৈগুণ্য [স] *বি* (জ্যোতিষ) দুর্ভাগ্য। 'আমারদিগের গ্রহবৈগুণ্য কেবল লেখা মাত্র সার হইয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

গ্রহমালা [স] *বি* গ্রহসমূহ। 'আকাশে গ্রহমালার আবর্তনের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গ্রহযজ্ঞ [স] *বি* গ্রহপূজা। 'তারপর তিনি সহস্রপক্ষ, কুণ্ড মণ্ডপসহ গ্রহযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

গ্রহশশী [স] *বি* গ্রহ ও চাঁদ। 'যেতান দিয়ে অবাক কর গ্রহশশীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

গ্রহশান্তি [স] *বি* হিন্দুদের মধ্যে অশুভ গ্রহের প্রভাব নষ্ট করার জন্য পূজা। 'দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসিলে তিনি গ্রহশান্তির পরামর্শ দিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গ্রহশ্রেণী [স] *বি* গ্রহের সারি। 'পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ গ্রহশ্রেণী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

গ্রহসকল [স] *বি* সকল গ্রহ। 'গ্রহসকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

গ্রহসন্তান [স] *বি* গ্রহরূপ সন্তান। 'সূর্য এক সময়ে ... আপন উৎসারিত বিচ্ছিন্ন অংশ থেকেই গ্রহসন্তানদের জন্ম দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গ্রহস্থ [স গৃহস্থ] *বি* গৃহস্থ। 'গ্রহস্থ কহিলেক, ওরে কৃতঘ্ন পাষণ্ড।' *তারিণী*, ১৮০৩।

গ্রহাচার্য, গ্রহাচার্য্য [স] *বি* জ্যোতিষী; গ্রহবিপ্র। 'দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে এই গ্রহাচার্য্য।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

গ্রহান্তর [স] *বি* অন্য গ্রহ। 'গ্রহ হতে গ্রহান্তরে লয়ে যায় মোরে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

গ্রহেন্দ্র [স গ্রহ-ইন্দ্র] *বিণ* গ্রহের অধিপতি। 'জ্যোতিষী? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

গ্রহের ফের *বি* (জ্যোতিষ) গ্রহের অশুভ প্রভাব। 'গ্রহের ফেরে এবার আমি ডুবেছি নির্ঘাত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

গ্রহণ[১] [স] **১** *বি* সূর্য বা চন্দ্রের আংশিক বা পুরোটা অদৃশ্য হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ দেখায় পাঠাত্তে কোন দিন ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্ঞানশাস্ত্র পাড়ে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বি* নেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২; পারিতোষিকাদি গ্রহণ করিলে, তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত হইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৩** *বি* বিবাহ। 'কুলীনেরা নিষ্কুল হইতে কন্যা গ্রহণ করাতে স্বীয়২ মর্য্যাদা প্রদানের অনেক মূল্য লইতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৪** *বি* বরণ। 'তাঁহাকে অতি সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **৫** *বি* স্বীকার। 'সভার প্রতিজ্ঞাত মহৎকার্য্যে ... একবাক্যতাকে গ্রহণ করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৬** *বি* অবলম্বন। 'প্রথমে লোকে যদৃচ্ছা ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৭** *বি* ভোজন। 'অন্ন গ্রহণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৮** *বি* ধারণ। 'আপনি কাষ্ঠপাদুকা গ্রহণ করিয়া গঙ্গার উপর দিয়া গমন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৯** *বি* অর্জন। 'শিক্ষা গ্রহণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **১০** *বি* লাভ। দাসত্ব অনেকে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **১১** *বি* স্বীকার। 'ঋণদায় গ্রহণ করিয়া কন্যাদায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **১২** *বি* অবলম্বন। 'আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **১৩** *বি* ভোগ। 'সেও যে শাস্তিগ্রহণ করিতেছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

গ্রহণজন্য [স] *ক্রিবিণ* গ্রহণের কারণে। 'নকল গ্রহণজন্য মহা ধূমধাম।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

গ্রহণপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* গ্রহণ করার পর। 'অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

গ্রহণযোগ্য [স] *বিণ* গ্রহণ করা যায় এমন। 'লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায়

আমাদের গ্রহযোগ্য নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

গ্রহণলাগা [স গ্রহণ+লাগা] *বিণ* গ্রহণ বা গ্রাস লেগে আছে এমন। 'যক্ষপুরী গ্রহণলাগা পুরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

গ্রহণশীল [স] *বিণ* সবকিছু উপলব্ধি করতে পারে এমন। 'মন তখন ছিল অদ্ভুত রকমের তাজা ... গ্রহণশীল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গ্রহণসাপেক্ষ [স] *বিণ* গ্রহণনির্ভর। 'মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

গ্রহণার্থ [স] *ক্রিবিণ* গ্রহণের উদ্দেশে। 'তাহা গ্রহণার্থ দুই শত মহাশয়েরা স্বাক্ষর করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

গ্রহণী [স] *বি* পেটের কঠিন রোগবিশেষ। 'অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ আর যক্ষ্মাকাশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

গ্রহণীয় [স] ১ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'যে বালকগণ পাঠবিষয়ে ব্যয়াশক্ত হইবেন ... বিনা বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বিণ* গ্রহণ করা উচিত এমন। 'যাহা গ্রহণীয় তাহাও গ্রহণ করিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গ্রহণীয়তা [স] *বি* গ্রহণযোগ্যতা। 'দলগুলির গ্রহণীয়তা বা অগ্রহণীয়তা বিচারপূর্ব্বক জনসাধারণকে এক একটি দলের পক্ষে বা বিপক্ষে ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

গ্রহণীরোগ [স] *বি* একজাতীয় কঠিন উদরাময় রোগ। 'গ্রহণীরোগ তাও ছিল শেষ ভাগ্যে!' *নজরুল*, ১৯৩১।

গ্রহণেচ্ছা [স] *বি* গ্রহণের ইচ্ছা। 'যাহার গ্রহণেচ্ছা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

গ্রহণোপযোগী [স] *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'যদি সমাজের গ্রহণোপযোগী হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

গ্রহা [স গ্রহণ>] *ক্রি* সংবরণ করা। 'কাটারী গ্রহিয়া ধৈর্য আচরি রহিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গ্রহান্তর দ্র গ্রহ

গ্রহিকা [স] *বি* গ্রহাণু। 'ওদের নাম দেওয়া যাক গ্রহিকা। ইংরেজিতে বলে asteroids।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গ্রহিতব্য [স গৃহীতব্য] *বিণ* গ্রহণ করার উপযুক্ত। 'একস্থানে যাহা পরিত্যাজ্য, অপর স্থলে গ্রহিতব্য।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

গ্রহীতা [স] *বি* গ্রাহক। 'গ্রহীতাকে হীন করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গ্রাউণ্ড ফ্লোর [ই] *বি* একতলা। 'মাটির সঙ্গে লাগানো তলাটিকে এরা ফার্স্ট ফ্লোর বলে না – বলে গ্রাউণ্ড ফ্লোর।' *হাই*, ১৯৫৮।

গ্রাজুয়েট [ই] *বি* স্নাতক ডিগ্রিধারী। 'দুই একটা মেয়ে গ্রাজুয়েট।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

গ্রাণ্ডজুরি [ই] *বি* বিচারের উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে কি না তা ঠিক করে যে জুরি। 'প্রথমতঃ গ্রাণ্ডজুরি, যাহারা পুলিশ-চালানি ও অন্যান্য লোক যে ইণ্ডাইটমেন্ট করে তাহা বিচারযোগ্য কি না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গ্রানাইট [ই] *বি* ধূসর রঙের কঠিন পাথরবিশেষ। 'চুনাপাথর ও গ্রানাইটের ছোট বড় পাহাড়।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

গ্রান্ড [ই] *বিণ* চমৎকার। 'তোমার মামাটি গ্রান্ড।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

গ্রান্দজুরি, গ্রান্দজুরী [ই] *বি* বিচারের উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে কি না তা ঠিক করে যে জুরি। 'গ্রান্দজুরি হইবার অনুপযুক্ত হইয়াছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'যে নালিশ হইয়াছিল তাহা গ্রান্দজুরীর সাহেবেরা গ্রাহ্য করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

গ্রাফ খাতা [ই গ্রাফ+ফা খাতা] *বি* নকশা আঁকার খাতাবিশেষ। 'রুলকাটা গ্রাফের খাতার মত।' *জীবন*, ১৯৩১।

গ্রাফস [ই গ্রেইপস] *বি* মদবিশেষ। 'গাজা গুলি চরস গ্রাফস এবং মদিরার মেদেরা ... সর্ব্বদাই কর্ম্ম চলে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গ্রাবু [ই] *বি* তাস খেলাবিশেষ। 'তাহারই অনুলিপি তাসের গ্রাবু খেলায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

গ্রাভিটেশন [ই] *বি* মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। 'পাছে সার আইজাকের গ্রাভিটেশন যায় ন'ড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

গ্রাম[১] [স] ১ *বি* কয়েকটি পাড়ার সমষ্টি। 'নানা গ্রাম হৈতে সব নানা উপায়ন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* গ্রামের। 'গ্রাম-সম্বন্ধে তুমি আমা সবাকার ভাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* ক্ষুদ্র জনবসতি। 'যেখানে অল্প লোক বাস করে, তাহার নাম গ্রাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গ্রাম-কুক্কুট [স] *বি* পোষা মোরগ। 'মিষ্টিসুরের নহবৎ বাজে গ্রাম-কুক্কুটের অনবসন্ন কণ্ঠে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

গ্রামখরচা [স গ্রাম+আ খরজ] ১ *বি* গ্রামীণ সালিসি বাবদ খরচ। 'প্রজারা কিছু গোলযোগ বাদাইলে ... থামাইবার জন্য গ্রামখরচা দিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩। ২ *বি* ঘুষবিশেষ। 'উৎকোচস্বরূপ যাহা দেয়, তাহাকেই গ্রামখরচা কহে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

গ্রামচৈত্য [স] *বি* গ্রামের পূজার স্থান। 'বর্ষার প্রাক্কালে গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক পাখিরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গ্রামছাড়া ১ *বিণ* গ্রাম থেকে দূরবর্তী। 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* গ্রাম পরিত্যক্ত। 'কার্যোপলক্ষে স্বামীটিকে প্রায়ই গ্রামছাড়া হতে হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

গ্রামছাড়া করা *ক্রি* গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। 'শশীকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে বলিয়া ... প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গ্রামজীবন [স] *বি* গ্রামীণ জনজীবন। 'গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মূল কথা স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

গ্রামণ্য [স গ্রাম>] *বি* গ্রামের প্রধান শ্রেণীর ব্যক্তি। 'আর জত গ্রামণ্য নামে সম্বন্ধে তাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গ্রামতলি [স গ্রাম+স তল>] *বি* গ্রামের উপকণ্ঠ। 'তফাতে একটি গ্রামতলি গড়িয়া উঠিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

গ্রামদাহ [স] *বি* গ্রাম পোড়ানো। 'প্রায় প্রত্যহ গ্রামদাহ ও লুণ্ঠনের সংবাদ আসিতে লাগিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

গ্রামদৃশ্য [স] *বি* গ্রামের দৃশ্য। 'নিভৃত গ্রামদৃশ্য শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দেখা দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গ্রাম-দেবতা [স] *বি* গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা। 'গ্রাম-দেবতার কাছে, নীরবে কহিও ছোট মনে তব যত না বাসনা।' *জসীম*, ১৯৩১।

গ্রামদেশী [স গ্রামদেশীয়] *বিণ* গ্রামে তৈরি। 'আমাদের গ্রামদেশী পুতুলগুলি আইডিয়ালিস্টিক।' *জসীম*, ১৯৬১।

গ্রামনাশা [স] *বিণ* গ্রামকে ধ্বংস করে এমন। 'যদি এমন গ্রামনাশা বিবাদ বেধে ওঠে।' *তারা*, ১৯৪০।

গ্রামনিবাসী [স] *বি* গ্রামে বাস করে যে। 'একজন গ্রামনিবাসী এই গত বৃত্তান্ত দেখিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

গ্রামপতি [স] *বি* গ্রামের মোড়ল। 'গ্রামপতি, পুরপতি প্রভৃতির শাসন-কর্তৃত্ব পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গ্রামপথ [স] *বি* গ্রামের রাস্তা। 'গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা

উচিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গ্রামপ্রান্ত [স] গ্রামের শেষ সীমানা। 'নদীতীরে কোনো-এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গ্রামবধূ [স] *বি* গাঁয়ের বউ। 'গ্রামবধূদের জল তোলা, স্নান করা প্রায় বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গ্রামবাসি [স গ্রামবাসী] *বিণ* গ্রামে বাসকারী। 'গ্রামবাসি বালকেরাই তথায় পাঠ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

গ্রামবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* গ্রামে বাসকারী। 'কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গ্রামবাসী [স] *বিণ* গ্রামে বাস করে এমন। 'এক গ্রামবাসী নিরাকাঙ্ক্ষী ইন্দুর ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

গ্রামবৃদ্ধ [স] *বি* গ্রামের বয়স্ক লোক। 'গ্রামবৃদ্ধদের দ্বারের নিকটে যে চৈত্যবট শুককাকলীতে মুখর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গ্রাম ভাঁটি, গ্রামভাটি [স গ্রাম>] *বি* বিয়ের মতো সামাজিক উৎসবে গ্রামের বারোয়ারিতে দেয় চাঁদা। 'গ্রামভাটি ও নানা প্রকার বারের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'বওআটে ছোঁড়ারা গ্রাম ভাঁটির জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গ্রামভিত্তিক [স] *বিণ* গ্রামকেন্দ্রিক। 'প্রাক-বৃটিশ পর্বে এ দেশে সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও প্রধানতঃ গ্রামভিত্তিক।' *সনৎ*, ১৯৭০।

গ্রামমুখী [স] *বিণ* গ্রামকেন্দ্রিক। 'কর্মতৎপরতা শহরকেন্দ্রিক না হয়ে গ্রামমুখী হওয়া উচিত।' *বেগম*, ১৯৭৫।

গ্রামযাজী [স] *বি* গ্রামের পুরোহিত। 'এক ঘরে পায়্যা মান গ্রামযাজী দ্বিজ জ্ঞান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গ্রামযুক্ত [স] *বিণ* গ্রাম সমন্বিত। 'গঙ্গাতীরে বহু গ্রামযুক্ত মার্কন্দী নগরী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গ্রামযুদ্ধ [স] *বি* গ্রাম্য বিবাদ। 'মৌলানাগণ সেনাপতিরূপে এই গ্রামযুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গ্রামলক্ষ্মী [স] *বি* গ্রামের ধন-ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের প্রতীক। 'গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী ... অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গ্রামলগ্ন [স] *বিণ* গ্রামের সঙ্গে লাগোয়া। 'গ্রামলগ্ন দ্বিতীয় দিঘিটিতে জল তোলপাড়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

গ্রামশ্রী [স] *বি* গ্রামের সৌন্দর্য। 'তাহার গানে ... গ্রামশ্রী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গ্রামসম্পর্ক [স] *বি* গ্রামের বাসিন্দা হওয়ার সূত্রে সম্পর্ক। 'প্রায় গ্রামসম্পর্ক বলিলেই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গ্রাম-সম্বন্ধ [স] *বি* গ্রামের বাসিন্দা হওয়ার সূত্রে সম্পর্ক। 'গ্রাম-সম্বন্ধে তুমি আমা সবাকার ভাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গ্রামসীমা [স] *বি* গ্রামের প্রান্ত। 'তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গ্রামসীমানা [স] *বি* গ্রামের প্রান্ত। 'অন্ধকার হইয়া গিয়াছে দূর গ্রামসীমানা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গ্রামসুদ্ধ [স গ্রাম-শুদ্ধ] *বিণ* সমগ্র গ্রামের। 'কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে পাত পাড়িত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

গ্রামসুবাদ [স] *বি* একই গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে সম্পর্ক। 'তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম সুবাদ মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

গ্রামস্থ [স] *বিণ* গ্রামের। 'ঈশ্বরী গঙ্গা স্নানে গ্রামস্থ প্রায় সকলি আসিয়াছিলেন ...।' *কেরি*, ১৮০২।

গ্রামহায় [স গ্রাম+ফা হায়] *ক্রিবিণ* গ্রামসমূহে। 'গ্রামহায় মহাজন কেহো নাঞী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

গ্রামাঞ্চল [স] *বি* পল্লী এলাকা। '... খুলনার গ্রামাঞ্চল সফর করেন।' *বেগম*, ১৯৫১।

গ্রামাধ্যক্ষ [স] *বি* গ্রামের প্রধান। 'গ্রামাধ্যক্ষ ইত্যাদি ইহারদের শীল প্রজাগণকে দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চয় করে।' *রামরাম*, ১৮০২।

গ্রামান্ত [স] *বি* গ্রামের শেষ। 'খেয়ালি আশায় সন্ধানে যার দিনের শেষে গ্রামান্তে কোনো।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

গ্রামান্তর [স] *বি* অন্য গ্রাম। 'আর গ্রামান্তর হইতে সামগ্রী আনিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গ্রামে গ্রামে *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'গ্রামে গ্রামে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গ্রাম[২] *বি* সুর-সপ্তক, কোমল ও কড়ি-সহ মোট বারোটি স্বর। 'প্রত্যেক গ্রামে ১২ সুর থাকায় ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

গ্রামফোন [ই] *বি* রেকর্ড বাজিয়ে যে কোনো ধ্বনি শোনার যন্ত্র। 'টেলিফোন, গ্রামফোন – ফনোগ্রাফ ইত্যাদিতে মানুষের কণ্ঠস্বর ধরা গিয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

গ্রামভারি, গ্রামভারী [স গম্ভীর] *বিণ* গুরুগম্ভীর। 'গ্রামভারী গাঁও-বুড়োরা রবিবারের নেভিবু সুট পরে চলেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'ভীরু অঙ্গুলি দিয়ে গ্রামভারি সর্বাগ্রজের কপালে তিলক দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

গ্রামার [ই] *বি* ব্যাকরণ। 'ঐ ভাষায় যে প্রথম গ্রামার।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গ্রামিক [স] **১** *বিণ* গ্রামীণ চিন্তাধারাবিশিষ্ট। 'বছর দশেক ধরে শহরেই আছে ... তবু সে নাগরিক নয়, মনে মনে গ্রামিক।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮। **২** *বি* গ্রামরক্ষক। 'এগিয়ে গেলো সোনামিঞার সঙ্গে আসা চার-পাঁচজন গ্রামিক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গ্রামিজন [স গ্রাম>+স জন] *বি* গ্রামের লোকজন। 'বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামিজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গ্রামিনি [স গ্রামণী] *বি* নাপিত। 'কাটাইল নখদাড়ি আনিয়া গ্রামিনি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গ্রামী [স, সমাসে ই-কার] *বিণ* গ্রামের। 'বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামিজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাঢ়ীয় কেশরী গ্রামী গোষ্ঠিপতি দ্বিজ স্বামী।' *ভারত*, ১৭৬০।

গ্রামীণ [স] *বিণ* গ্রামের। 'গ্রামীণ উৎসব।' *জীবন*, ১৯৪০।

গ্রামীয় [স] *বিণ* গ্রামে অবস্থিত। 'সুখচরগ্রামীয় বৌণ্টীয়স সিমিনেরি।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

গ্রামোফোন [ই] *বি* কলের গান। 'একটা গ্রামোফোনে বাজত দিশি-বিদিশি সংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গ্রাম্ভারি, গ্রাম্ভারী [স গম্ভীর] **১** *বিণ* গুরুগম্ভীর। 'পলিটিক্‌স এবং অন্যান্য গ্রাম্ভারি বিষয় নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* গুরুপাক। 'গ্রাম্ভারী রান্না কেন, মামুলী রান্নায় সামান্যতম মশলা দিলেও জর্মনরা ... পারে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গ্রাম্য [স] **১** *বিণ* পার্থিব। 'গ্রাম্য বিসএ জন্ম লইলাঙ আমি।' *মালাধর*,

১৫০০। **২** *বিণ* গ্রামে বাস করে এমন। 'গ্রাম্য মূষিকা।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* গ্রাম সম্পর্কিত। 'তদ্দেশের যে ইতর ভাষা তাহার নাম গ্রাম্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* স্বল্পশিক্ষিত। 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৫** *বিণ* গ্রামীণ; গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'পতিসরের নদী নিতান্তই গ্রাম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৬** *বিণ* স্থূল। 'যাহাদের হিসাব অতিশয় সূক্ষ্ম তাহারা মোটা-হিসাবের লোকদিগকে অবজ্ঞা করে; তাহাদিগকে বলে গ্রাম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৭** গ্রাম্য প্রতিনিধিদের আসন সংখ্যা অধিক করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

গ্রাম্যকথা [স] *বি* লোকসমাজের কথা। 'গ্রাম্যকথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গ্রাম্যচেতনা [স] *বি* গ্রাম্যতাবোধ। 'পৃথিবীর বয়েসি গ্রাম্যচেতনায় উপস্থিত হতে জানত।' *হাসান*, ১৯৬৭।

গ্রাম্যজন [স] *বি* গ্রামের লোক। 'আমি যেন গ্রাম্যজন বসে আছি বিমূঢ়, উৎসুক।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

গ্রাম্যজীবন [স] *বি* পল্লীতে জীবনযাপন। 'সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্যজীবনের চিত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

গ্রাম্যতা [স] **১** *বি* ভাঁড়ামি। 'তাঁহাদের কাছে রসিকতার নাম গ্রাম্যতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* ভাষার শব্দগত অর্থগত অশোভনতা। 'দুটো-চারটে গ্রাম্যতা-দোষ সংশোধন করে দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* অমার্জিত ভাব। 'অদ্ভুত গ্রাম্যতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাস্যকর ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বি* অজ্ঞতা। 'কৈলাসের গ্রাম্যতায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৫** *বি* অশ্লীলতা। 'উক্তিটি গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

গ্রাম্যদেবতা [স] *বি* লৌকিক দেবতা। 'কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার বর্ণ – ... শীতলা, বুড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মূলাই।' *অবন*, ১৯৪৯।

গ্রাম্যপথ [স] *বি* কাঁচামাটির পথ। 'সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্যপথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গ্রাম্যপশু [স] *বি* গৃহপালিত পশু। 'গো, অশ্ব, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু লোকালয়ে থাকে ... এই সকল জন্তুকে গ্রাম্যপশু বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গ্রাম্যবধূ [স] *বি* গ্রামের বউ। 'আসিছে শুশ্রূষা বহি গ্রাম্যবধূসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গ্রাম্যবার্তা, গ্রাম্যবার্ত্তা [স] *বি* গ্রামের মানুষের কথা। 'গ্রাম্যবার্ত্তা ভয়ে দ্বিতীয় জনসঙ্গহীন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গ্রাম্যব্যাঙ্ক [স গ্রাম্য+ই ব্যাংক] *বি* গ্রামাঞ্চলে পরিচালিত ব্যাংক। 'ঐ টাকার দ্বারা গ্রাম্যব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া ...।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

গ্রাম্যভাবে [স] *ক্রিবিণ* স্থূলভাবে। 'সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গ্রাম্যভাষা [স] *বি* গ্রামের অমার্জিত ভাষা। 'গ্রাম্যভাষায় লিখিতে তাহা যেন অতি লঘু হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

গ্রাম্যরস [স] *বি* আদিরস। 'গ্রাম্যরস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গ্রাম্যলোক [স] *বি* গ্রামে বাসরত জনসাধারণ। 'বহুবিবাহ আমারদিগের গ্রাম্যলোকের এক প্রকার ব্যবসায় হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

গ্রাম্যসংগীত [স] *বি* লোকসংগীত। 'গ্রাম্যসংগীত, বাউলের গান, এ-সবের মার নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

গ্রাম্যসমাজ [স] *বি* গ্রামীণ সমাজ। 'এমনি ভাবেই গ্রাম্যসমাজের ক্রমবিস্তৃতি ছিল।' *তারা*, ১৯৪২।

গ্রাম্যসাহিত্য [স] *বি* লোকসাহিত্য। 'গ্রাম্যসাহিত্য'-নামক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গ্রাস [স] **১** *বি* গলাধঃকরণ। 'বিশাল বোদালি তারে করিবেক গ্রাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* ভস্মীভূত। 'কাঁটার মধ্যে হইতে এক অগ্নি নির্গত হইবেক যে লবনার সর বৃক্ষাদিকেও গ্রাস করিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* খাদ্য। 'এমন সুস্বাদু গ্রাস কেমন করিয়া হাত করিতে পারিব।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* জোরপূর্বক দখল। 'গোরা মিস্ত্রী আসিয়া ঐ কর্ম্ম তাবৎ গ্রাস করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৫** *বি* আচ্ছাদন। 'রাহু দৈত্যের গ্রাস দ্বারা সময়ে সময়ে তাহাদিগের গ্রহণ হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৬** *বি* অধিকার। 'পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে চতুর্দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৭** *বি* লোপ। 'মৃত্যু শুধু ফেলে ছায়া, পারে না করিতে গ্রাস জীবনের অমৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

গ্রাসক [স] *বিণ* গ্রাসকারী। 'হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা অশনায় পীড়িত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গ্রাসকট [ই] *বি* ঘাস বা খাদ্য সরবরাহকারী। 'অশ্ব তৃণাহরক গ্রাসকটের আশা করিয়া থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

গ্রাসগত [স] *বিণ* অধিকারভুক্ত। 'তাহাও ক্রমশঃ মহাজনদের গ্রাসগত হইয়া যাইতে থাকে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

গ্রাসচ্যুত [স] *বিণ* কবলমুক্ত। 'অসুর-গ্রাসচ্যুত।' *নজরুল*, ১৯২২।

গ্রাসপিণ্ড [স] *বি* খাওয়ার জন্য এক-একবার মুখে দেওয়া খাদ্যের পরিমাণ। 'প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

গ্রাসাচ্ছাদন [স গ্রাস-আচ্ছাদন] *বি* খোরপোশ; অন্নবস্ত্র। 'ছাত্রদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

গ্রাসেক *বিণ* এক গ্রাসে খাওয়া যায় এমন। 'অর্দ্ধপেটে না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গ্রাসা [স গ্রাস>] **১** *ক্রি* ভস্মীভূত করা। 'গ্রাসিতে আইসে অগ্নি কর নিবারন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* শিকার করা। 'গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু তাহায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গ্রাসী [স] *বিণ* জবরদখল করেছে এমন। 'সর্ব্বগ্রাসী বণিকদিগের ... হস্তে আসিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গ্রাহক [স] *বি* ক্রেতা। 'গ্রাহকেরদিগকে ক্রয়নার্থ নিবারণ করি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

গ্রাহকতা [স] *বি* কেনার বা লাভের ইচ্ছা। 'কোন নূতন অদৃষ্ট দ্রব্য দৃষ্ট হইলে গ্রাহকের গ্রাহকতা হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

গ্রাহকত্ব [স] *বি* গ্রাহকত্বত্ব। 'এক্ষণে তদ্‌গ্রন্থ গ্রাহকাগ্রগণ্য অর্থাৎ যাঁহারা গ্রাহকত্বসূচক স্বনাম স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারদিগের নিকট পুস্তক প্রেরিত হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গ্রাহ্য [স] **১** *বি* গ্রহণ। 'সে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক অর্থাৎ গ্রাহ্য করা যাইবে না।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫। **২** *বিণ* গৃহীত। 'তাহা অনায়াসে গ্রাহ্য হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'অন্য দেশীয় লোকেরদের গ্রাহ্য বস্তু এখানে উৎপন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৪** *বি* স্বীকার। 'এই ত্রুটি বিজ্ঞ মহাশয়েরা গ্রাহ্য করিবেন না।' *দর্পণ*,

১৮৩৯। **৫** *বিণ* গোচর। 'জল ... লঘুতর হইলে বায়ুবৎ হইয়া আমাদিগের গ্রাহ্য হইত না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৬** *বি* বিবেচনা। 'জমিদারেরা অর্থমোহে অন্ধ হইয়া তাহার কিছুই গ্রাহ্য করেন না।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯। **৭** *বিণ* গ্রহণীয়। 'স্বদেশীয় সজ্জা ত্যাজ্য এবং বিদেশী পোশাকই গ্রাহ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৮** *বিণ* মান্য। 'সেখানে কোনো কৈফিয়ত কেউ গ্রাহ্য করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৯** *বি* পরোয়া। 'মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

গ্রাহ্য করা **১** *ক্রি* মেনে নেওয়া। 'দয়ালু ভগবান কৃপা পূর্ব্বক তাহা গ্রাহ্য করিয়া ... দিলেন।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *ক্রি* পরোয়া করা। 'রৌদ্রের উত্তাপকে আমি বড়ো একটা গ্রাহ্য করি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গ্রিজা [প ইগ্রেজা] *বি* খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। **গ্রিজাঘর** [প ইগ্রেজা+পা ঘর] *বি* খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। 'মদরসার নিকটে কোম্পানির এক গ্রিজা ঘর হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

গ্রিজাবাটী [প ইগ্রেজা+স বাটী] *বি* খ্রিস্টানদের উপাসনা-গৃহ। 'টাকশালের সম্মুখস্থ প্রধান গ্রিজাবাটীতে প্রধান স্থানে তাঁহার কবর হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গ্রিন [ই] *বিণ* সবুজ। 'রং বেরং ... সাদা, গ্রিন, লাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গ্রিনিজ মানদণ্ড [ই গ্রিনিজ+স মানদণ্ড] *বি* লন্ডনের উপকণ্ঠে গ্রিনিচ মানমন্দিরের অবস্থানকে শূন্য ডিগ্রি দ্রাঘিমা বলে ধরে নিয়ে সে স্থানের সময়কে মান সময় বলে বিবেচনা করা। 'তিনি গ্রিনিজ মানদণ্ড-বিভাগে সংবাদ নিয়ে জানলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গ্রিল [ই] **১** *বিণ* লোহার শিকে গেঁথে আগুনে ঝলসানো। 'গ্রিল কাবাব ঝলসাও না কেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯। **২** *বি* লোহার পাত। 'গ্রিল দেওয়া জানালা।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

গ্রিলদান [ই গ্রিল+ফা দান] *বি* রান্না করার অথবা ঢাকা দেওয়ার ধাতব কাঠামোবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

গ্রিসিয়ান [ই] *বিণ* গ্রীস দেশীয়। 'গ্রিসিয়ান শ্লিপারটা নেচে উঠে।' *জীবন*, ১৯৩২।

গ্রিস্মতাপ [স গ্রীশ্ম-তাপ] *বি* গ্রীষ্মের উষ্ণতা। 'গ্রিস্মতাপে নিতি নিতি জল হয় ক্ষয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

গ্রিহ [স গৃহ] *বি* ভবন। 'রাজ গ্রিহে হৈব উপনিতী।' *মালাধর*, ১৫০০।

গ্রিহস্ত [স গৃহস্থ] *বিণ* গৃহস্থ। 'পাচ খান হাল আমার নিজে গ্রিহস্ত লোক ...।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

গ্রীক [ই] **১** *বি* গ্রীসের ভাষা। 'আমি লাটিন অভ্যাস করিলাম তিন বৎসর আর গ্রীক ...।' *কেরি*, ১৮০১। **২** *বিণ* গ্রীক দেশের। 'প্লুটার্ক নামক সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত কহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বি* গ্রীক দেশের অধিবাসী। 'গ্রীক, আরব, রোমক, জারমান ইংরেজ ইত্যাদি জাতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গ্রীকলোক [ই গ্রীক+স লোক] *বি* গ্রীক দেশের অধিবাসী। 'ইউরোপীয় গ্রীকলোক যাহারা কিয়ৎকাল ভারতবর্ষের পশ্চিম বাহ্লীক (বালখ) ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গ্রীজাঘর [প ইগ্রেজা>+ঘর] *বি* খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। 'প্রধান গ্রীজা ঘরে তিনি ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

গ্রীন [ই] *বিণ* তরুণ। 'তুমি হয়ে উঠছ, যাকে বলে গ্রীন, এখানকার পাইন গাছের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গ্রীনরুম [ই] *বি* সাজঘর। 'মত্তাবস্থায় গ্রীনরুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারী গোল বাধাইয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গ্রীন হাউস [ই] *বি* শীতপ্রধান অঞ্চলে গাছের চারা জন্মানো ও বৃদ্ধির জন্য নির্মিত কাচের ঘর। 'মানুষকে যাঁরা গ্রীন হাউসে পূরে সতী বা যতি বানাতে চান ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

গ্রীব [স গ্রীবা] *বি* গ্রীবা; ঘাড়। 'সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমলনয়ন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গ্রীবা [স] **১** *বি* ঘাড়। 'আমার ঘোড়ার গ্রীবা না ফিরায় উর্দ্ধে নাহি চায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* গলদেশ। 'অসাধুর বোল কিবা কেবল কূর্ম্মর গ্রীবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গ্রীবা-আন্দোলন [স] *বি* ঘাড় দোলানো। 'তারাও গ্রীবা-আন্দোলনে আমাদের প্রত্যভিবাদন করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গ্রীবাচ্যুত [স] *বিণ* ঘাড় হতে বিচ্ছিন্ন। 'মস্তকটি গ্রীবাচ্যুত হইয়া পক্ক তালের মত সশব্দে ভূপতিত হইল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

গ্রীবাদেশ [স] *বি* গলা; ঘাড়। 'গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

গ্রীবামূল [স] *বি* ঘাড় ও গলদেশের সংযোগস্থল। 'লজ্জায় গ্রীবামূল পর্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

গ্রীষ্ম [স] **১** *বি* গরম কাল; বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস। 'এককালে ছয় ঋতু গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* গরম। 'পরে যেমন গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বি* ক্ষুধা। 'কেটে যায় জঠরের গ্রীষ্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গ্রীষ্মকঠিন [স] *বিণ* গ্রীষ্মের ন্যায় রুক্ষ। 'গ্রীষ্মকঠিন বর্ষাকোমল শহরের মুখ।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

গ্রীষ্মকাতর *বিণ* গ্রীষ্মের দরুন কাতর। 'এই বীজনপরায়ণ গ্রীষ্মকাতর মেমমূর্তিটির প্রতি কালীপদর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

গ্রীষ্মকাল [স] *বি* বাংলা সনের প্রথম ঋতু। 'গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গ্রীষ্মকালীন [স] *বিণ* গ্রীষ্ম ঋতুর। 'পাঞ্জাবের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গ্রীষ্মক্লিষ্ট [স] *বিণ* গ্রীষ্মের তীব্র গরমে কাতর। 'গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গ্রীষ্মতপ্ত [স] *বিণ* গ্রীষ্মের প্রখর তাপযুক্ত। 'গ্রীষ্মতপ্ত পৃথিবী আমাদের কাছে আভাসিত হয়ে দেখা দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গ্রীষ্মতাপসঞ্জাত [স] *বিণ* গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে সৃষ্ট। 'শকুন্তলার পীড়া গ্রীষ্মতাপসঞ্জাত নয়।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গ্রীষ্মদগ্ধ [স] *বিণ* গ্রীষ্মের গরমে পোড়া। 'গ্রীষ্মদগ্ধ তাপশুষ্ক মারী-ধ্বংস-স্তূপে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

গ্রীষ্মদিন [স] *বি* গরমের দিন। 'নিচের একটা খাতে গ্রীষ্মদিনেও জল থাকে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

গ্রীষ্মপ্রত্যূষ [স] *বি* গ্রীষ্মের প্রভাত। 'গ্রীষ্মপ্রত্যূষের ঝিরঝির হাওয়ার মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

গ্রীষ্মপ্রধান [স] *বিণ* গ্রীষ্ম যেখানে দীর্ঘস্থায়ী। 'গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এর জন্মস্থান।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

গ্রীষ্মরিক্ত [স] *বিণ* গ্রীষ্মের তীব্র গরমে নিঃস্ব। 'গ্রীষ্মরিক্ত অবলুপ্ত/ নদীপথে অকস্মাৎ প্লাবনের দুরন্ত ধারায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

গ্রীষ্মশীর্ণ [স] *বিণ* গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে গেছে এমন। 'এখানকার গ্রীষ্মশীর্ণ ছোটো নদীর শান্ত স্রোত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গ্রীষ্মাতিশয্য [স] *বি* গ্রীষ্মকালীন উত্তাপের আধিক্য। 'দুর্বলতা, মনঃকষ্ট, গ্রীষ্মাতিশয্য ... এই অনুমান কয়টি প্রাধান্য পাইল বেশি।' *মানিক*, ১৯৩৭।

গ্রীষ্মাবকাশ [স] *বি* গ্রীষ্মকালীন ছুটি। 'গ্রীষ্মাবকাশে দেবদাস বিদেশ বেড়াইতে গিয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গ্রীষ্মাবাস [স] *বি* গ্রীষ্মকালে বাসযোগ্য আবাসস্থান। 'এখানে তাঁহাদের গ্রীষ্মাবাসের প্রতিষ্ঠা করতঃ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গ্রীস [ই] *বি* দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের প্রাচীন ঐতিহ্যসমৃদ্ধ দেশ। 'ইজিপ্ট, গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা জনপদে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

গ্রীসদেশীয় [ই গ্রিস+স দেশীয়] *বিণ* গ্রীস দেশ সম্বন্ধীয়। 'গ্রীসদেশীয় বেকসদেবেরও লিঙ্গপূজা বিস্তৃতরূপে প্রচলিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গ্রীসিয়ান [ই] *বিণ* গ্রীসদেশে তৈরি। 'হাইহীলের জায়গায় গ্রীসিয়ান স্যান্ডেল।' *বেগম*, ১৯৫১।

গ্রীসীয় [ই গ্রিস+স ঈয়] *বিণ* গ্রীসদেশীয়। 'গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরবকল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

গ্রীহিনি [স গৃহিণী] পত্নী। 'অবন্তি নগরে বসি সঙ্গেতে গ্রীহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গ্রুপ [ই] **১** *বিণ* সমষ্টিগত। 'প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে গ্রুপ পার্সোনালিটি এবং ইনডিভিজুয়াল পার্সোনালিটি জাগ্রত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **২** *বি* দল। 'ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট গ্রুপ গঠন সম্বন্ধে তাঁদের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা ঘোষণা করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

গ্রুপ ফটো [ই] *বি* যৌথ ছবি। 'নিজের নানা বয়সের ছবি ছাড়াও আছে পারিবারিক গ্রুপ ফটো।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

গ্রেট [ই] *বিণ* মহান। 'তুমি হবে শালীবাহন দি গ্রেট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গ্রেট ওঅর [ই] *বি* প্রথম মহাযুদ্ধ। 'গ্রেট ওঅর-এর থেকেও বিশালতর যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

গ্রেটম্যান [ই] *বিণ* বিখ্যাত ব্যক্তি। 'সকলেই গ্রেটম্যান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গ্রেড [ই] *বি* পদমর্যাদা। 'নীচের গ্রেডের চাকুরীতে কোন সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

গ্রেণ, গ্রেন [ই] *বি* গ্রেন; এক আউন্সের ৪৩৭ ভাগের ১ ভাগ। 'ওজনে এক গ্রেণের ... ভাগের এক ভাগ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। 'কুইনিন খেতে হল দশ গ্রেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

গ্রেনেড [স] *বি* হাতবোমা। 'খোঁজে রাইফেল, গ্রেনেড, মেশিনগান, মুক্তিফৌজ, বিদ্রোহী তরুণ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

গ্রেপ্তার [ফা গিরিফতার] *বিণ* আটক। 'সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

গ্রেপ্তারি, গ্রেপ্তারী [ফা গিরিফতার>] *বিণ* গ্রেপ্তারের আদেশযুক্ত। **গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট** [ফা গিরিফতার+ই ওয়ারেন্ট] *বি* গ্রেপ্তারের আদেশযুক্ত পত্র। 'তাহার গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট হওয়ার জন্য কোর্ট ইনস্পেক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

গ্রেপ্তারী পরওয়ানা [ফা গিরিফতার+ফা পরোয়ানা] *বি* গ্রেপ্তারের আদেশযুক্ত পত্র। 'তখনকার গ্রেপ্তারি পরওয়ানার জন্য বড় আইন-কানুন খুঁজিতে হইত না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

গ্রেফতার [ফা গিরিফতার>] *বি* আটক। 'তুমি যদি তাহাদের জানোই তবে তাহাদের গ্রেফতার করিয়া দাও-না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

গ্রেফতারী [ফা গিরিফতার>] *বিণ* আটকের আদেশযুক্ত। 'পুত্রের নামে গ্রেফতারী এক পরওয়ানা বাহির করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

গ্রেফতারী পরোয়ানা [ফা গিরিফতার+ফা পরোয়ানা] *বি* গ্রেপ্তার করার আদেশ। 'কর্মীদের মাথার উপর যদি গ্রেফতারী পরোয়ানা ঝুলিতে থাকে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

গ্রে-হাউণ্ড [ই] *বি* শিকারি কুকুরবিশেষ। 'দুটি গ্রে-হাউণ্ড, দুটি ফক্স আর একটি বুল-টেরিয়র।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

গ্রোন [ই] *বি* আর্তনাদ। 'ভারতমাতা করেন গ্রোন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

গ্রোস [ই] *বি* বারো ডজন; ১৪৪টি। 'এক গ্রোস যুবতি সুন্দরী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

গ্র্যাচুয়িটি [ই] *বি* চাকরি শেষে প্রাপ্য এককালীন টাকা। 'গ্র্যাচুয়িটি কিংবা ইনভ্যালিড পেনসন নিয়ে ...।' *সাদত*, ১৯৬৭।

গ্র্যাজুয়েট [ই] *বি* স্নাতক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি। 'কলেজ পাশ গ্র্যাজুয়েটের ফলে সমাজ পুষ্ট হইতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০১।

গ্র্যাজুয়েটত্ব [ই গ্র্যাজুয়েট+স ত্ব] *বি* স্নাতক ডিগ্রি। 'গ্র্যাজুয়েটত্ব অর্জন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাইয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা [ই] *বি* একপ্রকার বিদেশি ফুল। 'ওর নাম গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গ্র্যান্ড পিয়ানো [ই] *বি* বড়ো পিয়ানো। 'সিমপ্যাথেটিক গ্র্যান্ড পিয়ানো কি কটেজ পিয়ানো সে সম্বন্ধেও ভ্রম হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গ্র্যানযুড়ি [ই] *বি* বিচারের উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে কি-না তা বিচার করে যে জুরি। 'পুলিসের বিচারে শেষে সঁপতো তোমায় গ্র্যানযুড়ি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গ্র্যাভিটি [ই] **১** *বি* আপেক্ষিক গুরুত্ব। 'স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বি* গৌরব; সম্মান। 'নিজের গ্র্যাভিটি নিয়ে থাকবেন।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

গ্লান [স] *বিণ* কলঙ্কিত। 'তবু যবনিকাপাত দেবে গ্লান পরাজয় ঢেকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

গ্লানি [স] **১** *বি* মলিনতা। 'নগরবাসিরদিগের মানের হানি ও মনের গ্লানি।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* নিন্দা। 'তাহাতে ... ঘরের কথাসম্বলিত অনেক গ্লানি আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বিণ* অবমাননাকর। 'নানা সময়ে তিনি যে গ্লানি উক্তি কহিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৪** *বি* অনুশোচনা। 'মনের গ্লানির আর পরিসীমা থাকে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বি* কালিমা। 'অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৬** *বি* কলঙ্ক। 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৭** *বি* ক্ষুদ্রতা। 'কালে কালে দেশে দেশে শিল্পস্বপ্নে দেখে রূপখানি, নাহি তাহে প্রত্যহের গ্লানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৮** *বি* অবহেলা। 'কোনো কাজে কেতুমাত্র গ্লানি সেবার মাধুর্যে ছায়া নাহি দেয় আনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

গ্লানিকর [স] *বিণ* নিন্দাসূচক; অপমানজনক। 'তাঁকে কোন গ্লানিকর কথা কইও না।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

গ্লানিজনক [স] *বিণ* অপমানজনক। 'অসম যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করা

বীরপুরুষের গ্লানিজনক নহে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

গ্লানিপূর্ণ [স] *বিণ* কলঙ্কময়। 'যখন নাগরিকদের নৈতিক জীবন গ্লানিপূর্ণ হয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

গ্লানিবিহীন [স] *বিণ* কালিমামুক্ত। 'দেবে যে গান গ্লানিবিহীন ফুলের মতো উঠল ফুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

গ্লানিমা [স] *বি* অবসন্নতা। 'নিরাশা গ্লানিমা ত্রাস।' *জীবন*, ১৯২৭।

গ্লানিমিশ্রিত [স] *বিণ* অপমানজনক। 'গ্লানিমিশ্রিত কথা ... কহিয়া শেষে কহিলেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

গ্লানিহর [স] *বিণ* গ্লানি দূরকারী। 'আমি রাজনর্তকী। জীবনের সুরা। গ্লানিহর। ক্লান্তিহর!' *মুনীর*, ১৯৬৬।

গ্লানিহীন [স] **১** *বিণ* নির্মল। 'দাও সেই তপোবন পূণ্যচ্ছায়ারাশি, গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **২** *বিণ* প্রশান্ত। 'রোগ যদি আসে রুখে সকরুণ শান্ত হাসি লেগে থাকে গ্লানিহীন মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

গ্লাভস [ই] *বি* দস্তানা; হাতমোজা। 'হাতে গ্লাভস।' *হাই*, ১৯৫৮।

গ্লাশ [ই] *বি* গ্লাস; জলীয় পদার্থ খাওয়ার পাত্রবিশেষ। 'তবে সেই বোতলটা আর একটা গ্লাশ শীঘ্র করে আন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গ্লাস [ই] **১** *বি* জলীয় পদার্থ খাওয়ার পাত্রবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কট গ্লাসের কোষা পড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **২** *বি* আয়না; দর্পণ। 'সোনাউল্লা সাহেবের কএক জোড়া কাপড় তৈলিয়া চিরুণী, ব্রাস, গ্লাস ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* গ্লাস পরিমাণ। 'ততক্ষণ এক গ্লাস বরফ-দেওয়া জল খান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

গ্লাসকেস [ই] *বি* পানপাত্র রাখার তাক বা আধার-বিশেষ। 'দেওয়ালগিরি, আয়না, গ্লাসকেসের মধ্যে ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গ্লাসভরা *বিণ* গ্লাসপূর্ণ। 'গ্লাসভরা রঙীন পানীয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

গ্লাসের ঝাড় *বি* কাচের ঝাড়বাতি। 'গ্লাসের ঝাড় হাজার করিয়াছিলেন।' *কেরি*, ১৮০২।

গ্লুকোজ [ই] *বি* পরিশুদ্ধ শর্করা। 'একটু গ্লুকোজ দাও তো।' *জীবন*, ১৯৩৩।

গ্লেসিআর [ই] *বি* হিমবাহ। 'কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

গ্লোব [ই] *বি* ভূগোলক। 'ইংরেজী গ্লোবের অর্থাৎ ভূগোলের ও দেশ বিভাগের ... পরীক্ষা দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

ঘচি করা *ক্রি* কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘট [স] **১** *বি* ঘড়া; কলস। 'আগে সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মূর্তি চিত্রিত কলস। 'লজ্জিয়া তোমার ঘট ছয় ডিঙ্গা হইব নঠ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ঘর। 'যে আলিম জানিত্র দ্বীনের ঘটে চোর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বি* দেহ। 'নিরঞ্জন আদমের ঘটে স্থাব্য থুইলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **৫** *বি* পাত্র। 'ছোট মুখের লম্বা লম্বা ঘটে কুটি কুটি মাংস ভরা রাখিয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৬** *বি* মাথা। 'একটু ঘটে বুদ্ধি নেই।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৭** *বি* ভাগ্য। 'আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৮** *বি* আধার। 'কৃতান্ত আজ ব্যক্ত সর্ব ঘটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

ঘটকক্ষ [স] *বি* ঘট সংবলিত কক্ষ। 'ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে চলে যান।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঘট-কঙ্কণ [স] *বি* কলস ও হাতের কাঁকন। 'তটে তটে ঘট-কঙ্কণে নটমল্লারে ওঠে গান।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঘটদাসী [স] *বি স্ত্রী* ধর্মঠাকুরের পূজারী। 'চন্দ্র কটাল আইল বসুআ ঘটদাসী।' *রামাই*, ১৭১০।

ঘট পট [স] *বি* পূর্ণ কলস ও চিত্রপট। 'ঘটে পটে সব জাগায় আছে আবার নাই বলা যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

ঘট পাওয়া *ক্রি* কমানো। 'ঘট পাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘটস্থাপনা [স] **১** *বি* অভিষেক। 'কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে তার মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বি* বিশেষ আচরণের মাধ্যমে পূজার ঘট সাজিয়ে রাখা। 'প্রথমে সামান্যকাণ্ড – যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন ... ঘট-স্থাপন' *অবন*, ১৯১৯।

ঘটক [স ঘটক+আ বিদা] **১** *বি* বিবাহের মধ্যস্থতাকারী। 'দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* রাঁধুনি। 'তাঁর মত লুচী অনেক ঘটক ও মেঠাইওয়ালা বামুনেও ভাজতে পাত্তো না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘটকতা [স] *বি* ঘটকের কাজ; ঘটকালি। 'আমিও ঘটকতা করিয়া থাকি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ঘটকবিদায় [স ঘটক+আ বিদা] *বি* ঘটকের পারিশ্রমিক। 'তোমাদিগকে ঘটকবিদায়স্বরূপ কিছু দিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঘটকালি, ঘটকালী [স ঘটক>] **১** *বি* ঘটকের কাজের পারিশ্রমিক। 'ঘটকালী পাবে ওঝা দ্বাদশ কাহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ঘটকের কাজ। 'ঘটকালি মালীর মহিলা ভাল জানে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'বলে চলে যাব কালি ঘটকালী কি করিবে আর।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ঘটকী [স] *বি স্ত্রী* যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী হয়ে বিবাহ সম্বন্ধ ঘটিয়ে দেয়। 'এখন যে অনেক ঘটকী হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ঘটঘট [ধ্বন্যা] **১** *বি* বারে বারে ঘোঁটার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* ধাতব পদার্থের পরস্পরের সঙ্গে বার বার ঘর্ষণের ধ্বনিবিশেষ। 'দিবারাত্রি যন্ত্রের ঘটঘট শব্দ মনে হইত।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

ঘটন [স] **১** *বি* ঘটনা। 'দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বিধান। 'দৈব ঘটন কভু খণ্ডন না জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* স্থাপন। 'শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘটনা [স] **১** *বি* গঠন। 'চাঁদ সার লএ মুখ ঘটনা করু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ব্যাপার। 'অনেক ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিলাষের পোষকতা করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৩** *বি* ঘটনাপরম্পরা। 'এই ঘটনার প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ এমত এক আখ্যান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* কর্ম সম্পাদনা। 'তদবধি সেখানে কি কি বিষয়ের ঘটনা হইয়াছে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বি* রেওয়াজ। 'ঈদৃশ অঘটন-ঘটনা ভূমণ্ডলে অতীব বিরল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৬** *বি* পরিস্থিতি। 'মানসিক বৈলক্ষণ্যই অনৈক্য ঘটনার একমাত্র কারণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৭** *বি* অপ্রীতিকর বিষয়ের অবতারণা। 'অন্য দেশে এ প্রকার ঘটনা হইলে একটা খণ্ড-প্রলয় উপস্থিত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৮** *বি* সংঘটিত বিষয়। 'ঘটনাস্থলে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

ঘটনাক্রম [স] *বি* ঘটনা পরম্পরা। 'ঘটনাক্রম আর সংলাপের অনুসরণও করেছেন বিদ্যাসাগর।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ঘটনাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* দৈবাৎ; ঘটনাগতিকে। 'দৈবের ঘটনাক্রমে নবাবের বিপদ উপস্থিত হইল।' *রাজীব*, ১৮০৫।

ঘটনাঘটন [স ঘটন-অঘটন] *বি* ভালো ও খারাপ নানা ঘটনা। 'যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানীন্তন ঘটনাঘটন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

ঘটনাচক্র [স] *বি* ঘটনা পরম্পরা। 'সেই আদর্শকে ঘটনাচক্রের খেয়ালী বিবর্তনের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।' *আজাদ*, ১৯৭০।

ঘটনাধীন [স] *বিণ* পরিস্থিতিজাত। 'সে ইচ্ছাপূর্বক নহে, ঘটনাধীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ঘটনাপঞ্জী [স] *বি* ঘটনাবলি। 'একুশের ঘটনাপঞ্জী।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ঘটনাপরম্পরা [স] *বি* পর পর সংঘটিত ঘটনা। 'ইহার পূর্ববর্তী যে সকল ঘটনাপরম্পরা এই শেষ ঘটনাটিকে সম্ভবপর করিয়াছে ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ঘটনাপ্রবাহ [স] *বি* কতোগুলো ঘটনার পরম্পরা। 'যে অনতিতরঙ্গিত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এতক্ষণ কালযাপন করিতেছিলাম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ঘটনাপ্রবাহে [স] *ক্রিবিণ* পাকচক্রে। 'ঘটনাপ্রবাহে ইহা জঘন্য ঘাতকতায় পর্যবসিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

ঘটনাবলী [স] *বি* নানা ঘটনার সমাহার। 'এই সমস্ত প্রামাণিক ঘটনাবলী দ্বারা ... প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ঘটনাবহুল [স] *বিণ* ঘটনার আধিক্য সম্পন্ন। 'বুশ এবং সুকুমার রায়ে প্রধান তফাত এই যে, বুশ বেশির ভাগই ঘটনাবহুল।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ঘটনামূলক [স] **১** *বিণ* ঘটানার উপর নির্ভরশীল এমন। 'এই-সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বিণ* ঘটনাপ্রধান। 'ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বিণ* ঘটনাসম্পর্কিত। 'প্রথম ঘটনামূলক সাদৃশ্য – নিছক প্রতিরূপ পেলেম সেটি দিয়ে।' *অবন*, ১৯২৫।

ঘটনাসংস্থান [স] *বি* ঘটনার বিন্যাস। 'তিনি ... ঘটনাসংস্থানের প্রতি দৃকপাত মাত্র করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঘটনাস্থল [স] *বি* যে স্থানে ঘটনা ঘটে। 'ঘটনাস্থলে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

ঘটনাস্রোত [স] *বি* অনেকগুলি সংঘটিত বিষয়ের প্রবাহ। 'ঘটনা-স্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঘটপটিয়া *বিণ* বাজে বকে এমন। 'ঘটপটিয়া মূর্খ তুমি কাঁহা তোমার জ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘটয়িতা [স] *বি* সংঘটনকারী। 'সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্তি হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঘটর-ঘটর [ধ্বন্যা] *বি* অবিরাম ঘট শব্দ। 'শিল আর নোড়ায় ঘষাঘষি করে শব্দ তুলছে ঘটর-ঘটর।' *অবন*, ১৯২৭।

ঘটা[১] [স ঘট্] ১ *ক্রি* সংঘটিত হওয়া। 'সমুদ্রের জল জদি ঘটে পরমানি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* দেখা পাওয়া। 'সুপুরুষ কুলোত্তম কোথা না ঘটয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *ক্রি* হওয়া। 'সুন্দর এক পতি যারে লো ঘটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৪ *ক্রি* বওয়া। 'সুন্দর সৌরভ ছুটে মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ঘটাবে** *ক্রি* সংঘটিত করবে। 'কোনজন কবে, ঘটাবে এনে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ঘটিবেক** *ক্রি* ঘটবে। 'অল্প দিনের মধ্যেই, রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **ঘটিল** *ক্রি* হলো। 'আসন্ন কালে বিপরিত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঘটে ওঠা *ক্রি* সম্ভবপর হওয়া। 'পরীক্ষায় পাশ করা অনেকের পক্ষেই ঘটে উঠবে না।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ঘটা[২] [স ঘট্] ১ *বি* আড়ম্বর। 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* আয়োজন। 'পূজার ঘটা করিতে সাধ্যপর্য্যন্ত কেহই কসুর করে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ঘটাঘটি *বি* জাঁকজমক। '... ঘটাঘটি কৈ লো, কিছুই যে দেখিনে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ঘটা[৩] *বি* পরিজন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘটা[৪] [স ঘট] *বি* জল রাখার ছোটো মাটির পাত্র। 'মাটির ঘটায় করে পানি তুলে আনে ডোবা থেকে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঘটাকাশ [স] *বি* ঘটনার স্থান। 'ঘটাকাশের ঘটনা সমস্ত থেকে অনেক দূরে।' *অবন*, ১৯২৫।

ঘটাঘট [স] ১ *বি* কঠিন বস্তু দিয়ে আঘাতের শব্দ। 'সঘন ঘটাঘট বিজলী ছটাছট দশদিশ বরিক্ষয় আগিনী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'খানিক নোড়া ঘষে দিলে ঘটাঘট।' *অবন*, ১৯২৭।

ঘটাটোপ [স] ১ *বি* আচ্ছাদন। 'স্বর্ণমণ্ডিত উপরি ভাগে মখমলের ঘটাটোপ।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* পর্দা। 'রহস্যের ঘটাটোপ কীর্ণ করে প্রপন্ন জগতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঘটাপটা [স ঘটপট>] *বি* জাঁকজমক। 'বড় ঘটাপটা কিছু হইল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ঘটামেঘ [ঘটা+স মেঘ] *বি* আকস্মিক মেঘের আড়ম্বর। 'শ্রীবৈষ্ণব-ঘটামেঘে হইল বাদল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘটি [স ঘটী] ১ *বি* ঘটিকা; ঘণ্টা। 'সাত ঘটি গেল হএ দুঅজ পহর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ক্ষুদ্র আকৃতির জলপাত্রবিশেষ। 'দূর হত্যে দেখে চোর ঘটি বাটি থালা।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটিটী পাচ্চে না।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* (অপকর্ষমূলক) পশ্চিমবঙ্গের লোক। 'হ্যাঁ, ঘটিদের মেয়ে, তাদের আবার স্বভাব-টভাব অন্যরকম।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ঘটি খেলা *বি* খেলাবিশেষ। 'ঘটি খেলা খেলিতে লাগিল আর জলে একজাই ডেলা বৃষ্টি করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ঘটিজল [স ঘটী+স জল] *বি* ঘটিতে রাখা জল। 'ঘটিজল বলে, ওগো মহাপারাবার/ আমি স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল, তুমি অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ঘটিবাটি [স ঘটী>] *বি* থালাবাটি ইত্যাদি; তৈজসপত্র। 'নানা দ্রব্য পরিপাটি তুতি লোটা ঘটিবাটি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সপরিবারে ঘটি-বাটি ... সমেত দাখিল হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ঘটিকা [স] ১ *বি* ঘড়ি। 'ইউরোপীয় ঘটিকা যন্ত্রের বাহুল্য দ্বারা বেলা কালের পরিমাণ প্রচলিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বি* ঘণ্টা; সময়ের একক; দিনরাত্রির ২৪ ভাগের এক ভাগ। 'প্রতি দিবস পূর্ব্বাহ্ণে বেলা ১১ ঘটিকার অবধি ... আফিসে উপস্থিত।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮।

ঘটিত [স] ১ *বিণ* যুক্ত। 'প্রবাল ঘটিত চক্ষু চরন তাহার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সম্পর্কিত। 'মালগুজারির ঘটিত যে কোন বিষয়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ৩ *বিণ* ঘটেছে এমন। 'রজনীতে যে সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা ঘটিত হয়, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঘটী [স] ১ *বি* ছোটো জলপাত্রবিশেষ। 'কাচ ঘটী অনুগত জন জেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'অম্বল খাইআ পিলা জল ঘটী ঘটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ঘটিকা; সময়। 'সেই ঘটী ক্ষণ পল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘটী-যন্ত্র [স] *বি* ঘড়ি। 'ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় কালচক্রের ভ্রমণ বশতঃ বর্ত্তমান ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ঘটোদরী [স] *বিণ* স্থূল কটিবিশিষ্ট। 'যৌবন বিহনে তুমি হবে ঘটোদরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘটোধ্নী [স] *বিণ* ঘটের মতো প্রশস্ত এবং স্থূল স্তনবিশিষ্ট। 'উভয়েই লাবণ্যময়ী এবং ঘটোধ্নী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঘট্টা [স ঘট্ট] *বি* ঘাট। 'দিব্য ঘট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ঘড়ুই *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'ভিকারিদাস ঘড়ুই।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ঘড়ঘড় [ধ্বন্যা] ১ *বি* গাড়ি চলার শব্দ। 'ট্রামের ঘড়ঘড় না থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* শ্লেষ্মাজনিত গলার শব্দ। 'খক খক খন খন ঘড় ঘড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘড়ঘড়ানি [ধ্বন্যা ঘড়ঘড়>] *বি* ঘড় ঘড় শব্দ। 'কলকাতার দৌড়ধাপ হাঁসফাঁস ফড়ফড়ানি ঘড়ঘড়ানি ভারী ছোটো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘড়ঘড়ি [ধ্বন্যা] *বি* ঘড় ঘড় শব্দ। 'লরির নটখটি ঘড়ঘড়ির চেয়ে এ কান্না ঢের আলাদা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঘড়র ঘড়র [ধ্বন্যা] *বি* চরকা ঘোরার শব্দ। 'চরকার ঘড়র ঘড়রও শুনি না।' *জসীম*, ১৯৬০।

ঘড়া [স ঘট] ১ *বি* কলস। 'লোহার সীকলে ছিল সাত ঘড়া ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বড়ো পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এক ঘড়ার উপর পীঠ, যাহাতে কিছু ঝোল পড়িয়াছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ঘড়া ঘড়া *বিণ* বহু ঘট। 'ঘড়া ঘড়া টাকা ঘরে গগড়াগড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'ঘড়া ঘড়া তীর্থবারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘড়াঞ্চি [স ঘট>] *বি* ঘড়া বসানোর কাঠের মঞ্চ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঘড়ি [স ঘটিকা] *বি* **১** *বি* ঘড়া। 'চউশঠী ঘড়িয়ে দেট পসারা।' *চর্যা* ৩, ১২০০। **২** *বি* ঘর। 'না জানি কোন ঘড়ি যাই।' *সুলতান*, ১৭৫০। **৩** *বি* ঘণ্টা; সময়ের এককবিশেষ। 'দুইজনে রাত্রি আট নয় ঘড়ির সময় আমার বাটীর দরোওয়াজ্জায় আসীয়া কহিলেক ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **৪** *বি* সময়মাপক যন্ত্র। 'আপনে আমাকে একটী বড় ঘড়ি দিতে চাহিছেন।' *বোগল*, ১৭৮০; 'ঘড়ি ছোট অল্প কিম্মত।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মতো বন্ধ হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৫** *বি* পিতলের থালাকৃতি ঘণ্টা। 'আশা শোটা, ঘড়ি ও ঢক্কা একত্র হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘড়িআলি [স ঘটী+হি ওয়ালী] *বি* ঘড়ি বিক্রেতা; ঘড়ি নির্মাতা; ঘড়ি মেরামতকারী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঘড়িওয়ালা [ঘড়ি+হি ওয়ালা] *বিণ* ঘড়ি টানানো আছে এমন। 'ঘড়িওয়ালা কোন বাড়িতে ঘণ্টাধ্বনি বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘড়িখানেক *বিণ* ঘণ্টাখানেক। 'ঘড়িখানেক হইল কাছারিতে গিয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

ঘড়ি ঘড়ি *ক্রিবিণ* থেকে থেকে। 'ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িআলে ঘন ফুকারএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঘড়িঘর [ঘড়ি+ঘর] *বি* ঘড়ি টানানো আছে এমন ঘর। 'তাহার উপরি ভাগে ঘড়িঘর।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঘড়িধরা [ঘড়ি+ধরা] *বিণ* নির্ধারিত। 'চিরাভ্যাসমত একেবারে ঘড়িধরা সময়ে মধুসূদন ঘুমিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঘড়িবানাইয়া [স ঘটী+হি বনানা>] *বি* ঘড়িওয়ালা; ঘড়ি বানায় যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘড়ি স্লো করা *ক্রি* ঘড়িতে সময় কমিয়ে রাখা। 'ঘড়িটা তাঁর কে স্লো করে রেখেছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ঘড়িআল[১] *দ্র* **ঘড়িয়াল**

ঘড়িআল[২] [স ঘটিকা>] **১** *বি* ঘণ্টাবাদক। 'ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িআলে ঘন ফুকারএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* ঘড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘড়িয়াল, ঘড়িআল [হি] *বি* মেছো কুমির। 'ঘড়িআল কুম্ভীর তাহাত আপার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কুম্ভীর হাঙ্গর লিখে ঘড়িয়াল সুশুক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘড়ী[১] [স ঘটী] *বি* ছোটো ঘট। 'সোনার চুপড়ী রাধা রূপার ঘড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘড়ী[২] [স ঘটিকা] **১** *বি* ঘণ্টা বা প্রহর নির্ণায়ক পাত্র। 'কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ঘড়ি; সময় নিরূপক যন্ত্র। 'মেহেরবান করায়া ঘড়ী পঠাইবেন।' *বোগল*, ১৭৮০। **৩** *বি* ঘণ্টা। 'কেহ ৬ কেহ বা ১২/ ১৮ ঘড়ী বসিয়া থাকিবে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ঘড়ীওয়ালা [স ঘটী+হি ওয়ালা] *বি* ঘড়িনির্মাতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঘড়ী ঘড়ী *ক্রিবিণ* ঘণ্টায় ঘণ্টায়। 'এই ঔষধ দুই প্রহর রাত্রি পর্যন্ত ঘড়ী ঘড়ী খাওয়াইবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

ঘড়ুলী [স ঘটী>] *বি* ছোটো ঘড়া। 'এক সে ঘড়ুলী সরুই নাল।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

ঘড়েল [ঘড়িয়াল] **১** *বিণ* ধূর্ত; সতর্ক। 'ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হইনু ভাল।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* সুচতুর। 'গাছের তলায় ঘড়েল শেয়াল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঘণ [স ঘন] *বিণ* ঘন। 'তিণিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

ঘণা, ঘনানো *ক্রি* ঘনিষ্ঠ হওয়া। 'দেও পরী যক্ষ প্রেত কাছে না ঘনাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঘণ্ট [স ঘট্ট] *বি* কয়েক রকম সবজি একত্র করে রান্না-করা এক প্রকার ব্যঞ্জন। 'অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘণ্টস্বর [স ঘণ্টা+স স্বর] *বি* নদীবিশেষ। 'পশ্চিমে গর্গর নদী পূর্ব্বে ঘণ্টস্বর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ঘণ্টা[১] [স] **১** *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'আলিকালি ঘণ্টা নেউর চরণে।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **২** *বি* সময়ের একক; ৬০ মিনিটের সমান। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বি* কাঁসার তৈরি এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ঢাকীরা ... ঘণ্টা ও ঘুমুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় বাজিয়ে বাজিয়ে ...।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৪** *বি* বিদ্যালয়ে পাঠদানের নির্দিষ্ট সময়। 'ইতিহাসের পরে লজিকের ঘণ্টা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঘণ্টাঘর [স ঘণ্টা+ঘর] *বি* ঘণ্টা বাঁধা আছে এমন ঘর। 'মন্দিরের আকার চূড়া তাহার নাম ঘণ্টাঘর।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঘণ্টাধ্বনি [স] *বি* ঘণ্টার আওয়াজ। 'ঘড়িওয়ালা কোন বাড়িতে ঘণ্টাধ্বনি বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘণ্টা-নিনাদিনী [স] *বিণ* ঘণ্টাবাদক। 'ঘোর ঘণ্টা-নিনাদিনী ঘম্মরাস্যা পাতাকিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘণ্টা পড়া *ক্রি* ছুটি বা নির্দিষ্ট সময় শেষের ঘণ্টা বাজিয়ে সংকেত জানানো। 'ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঘণ্টাবধি [স ঘণ্টা-অবধি] *ক্রিবিণ* নির্দিষ্ট ঘণ্টা পর্যন্ত। 'প্রতিদিন প্রাতে ১১ ঘণ্টাবধি ৪ ঘণ্টাবধি পরাহ্ন পর্য্যন্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ঘণ্টাবাদক [স] *বি* ঘণ্টা বাজায় যে। 'ঘণ্টাবাদক কল ফিরাইলেই আপনা হতে ঘণ্টা ঠনাঠন শব্দ করে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঘণ্টাব্যাপিয়া [স ঘণ্টাব্যাপী] *ক্রিবিণ* নির্দিষ্ট ঘণ্টা ব্যাপী। 'তিন ঘণ্টাব্যাপিয়া এতদ্রূপ পরীক্ষা লওনের পর ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ঘণ্টা[২] [স ঘট্ট] *বি* রাজপথ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘণ্টিওয়ালা [স ঘণ্টা+হি ওয়ালা] *বি* ঘণ্টা বাজায় যে ব্যক্তি। 'সিগন্যালের লোক, ক্রুম্যান, মায় ঘণ্টিওয়ালা।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ঘণ্টো [স ঘট্ট] *বি* পাঁচমিশালি ব্যঞ্জন। 'এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘণ্টো ও আটা নেবড়ান লুফে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট হয়ে বসে আচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘণ্ডা [স ঘণ্টা] *বি* বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। 'কালো ধলো কেহ রাঙ্গা দামা ঘণ্ডা বাজায় সিঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘন [স] **১** *বিণ* প্রবল। 'নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* নিরেট। 'নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* পুষ্ট। 'দূর করোঁ তোর হার ঘন পীন তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *বিণ* দ্রুত। 'মনতোষ ভৈল কাহ্নাঞিঁ ছাড়ে ঘন শাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৫** *বি* মেঘ। 'উনশ্বাস বাএ রাধা কৈল ঘন গড়।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৬** *বি* (গণিত) সমান তিন রাশির গুণফল (যেমন ৩x৩x৩)। 'ছাত্রেরদিগের প্রতি বর্গ ও বর্গমূল ও ঘন ও ঘনমূল প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৭** *বিণ* ঠাসবুননযুক্ত। 'অত্যন্ত ঘন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৮** *বিণ* গাঢ়। 'তিনি একপ্রকার ঘন

মসী প্রস্তুত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৯** *বিণ* নিবিড়। 'ঘনবনতলে এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **১০** *বিণ* গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'কালকে ছিল এমন ঘন রাত, আকুল ধারে এমন বারিপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **১১** *বিণ* ভারী; প্রশস্ত। 'ঘন শ্রোণির, গুরু উরুর, দাড়িম-ফাটার ক্ষুধা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ঘন-আঁওটা *বিণ* গাঢ়। 'আজকের দুধটুকু বেশ ঘন-আঁওটা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

ঘন-ইঞ্চি [স ঘন+ই ইঞ্চ] *বি* (গণিত) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ প্রতিটি এক ইঞ্চি পরিমাণ। 'প্রত্যেক ঘন-ইঞ্চিতে আধ ডজন মাত্র পরমাণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঘনকৃষ্ণ [স] **১** *বিণ* মেঘের মতো কালো। 'ঘনকৃষ্ণ পল্লব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* গভীর। 'তাহার শূন্যনিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঘনগন্ধ [স] *বি* প্রবল লক্ষণ। 'সে ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঘনগর্জিত, ঘনগর্জ্জিত [স] *বিণ* মেঘের গর্জনযুক্ত। 'ঘনগর্জ্জিত তুষার প্রপাতের গলিত ধারায় ক্রমোচ্ছ্বসিত জলস্রোত মত।' *সবুজ*, ১৯২১।

ঘনঘটা [স] **১** *বি* মেঘাড়ম্বর। 'সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটা দ্বারা আকাশমণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। **২** *বি* সমারোহ। 'বরষার ঘনঘটা, বিজুলি খেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ঘনঘটাচ্ছন্ন [স] *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'এক কর্দ্দমাকীর্ণ ঘনঘটাচ্ছন্ন বৈতরণী, যেখানে স্বর্গের কোন দৃষ্টিই প্রবেশের পথ পায় না।' *সবুজ*, ১৯২১।

ঘন ঘন, ঘনঘন **১** *ক্রিবিণ* বারবার। 'মেলে ঘনঘন জীহের যোগে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* ক্ষণে ক্ষণে। 'নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ... ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'গগন ঢাকা ঘন মেঘে, ধ্বনিছে ঘন ঘন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘনঘনে *ক্রিবিণ* বারবার। 'শ্রমের কারণে হাস্তী হৈল ঘন ঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘনঘুম [স] *বি* গভীর ঘুম। 'আঁখি তোমার তড়িৎবৎ ঘনঘুমের মোহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ঘনঘোর [স] *বিণ* গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন। 'অরণ্যেতে ঘনঘোর ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘনঘোরা [স] *বিণ স্ত্রী* মেঘে অন্ধকার। 'সেই ঘনঘোরা নিশি স্বপ্নে জাগরণে মিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘনচয় [স] *বি* মেঘমালা। 'ঘনচয় অহর্নিশি যিনি তমোহিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঘনচ্ছায়া [স] **১** *বিণ* গাঢ় ছায়ায় আচ্ছন্ন। 'মুখ তুলে দেখি ঘনচ্ছায়া গ্রামের ধারে একটি ঘাট এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* গাঢ় ছায়া। 'বড়ো বড়ো গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘনতম [স] *বিণ* অতিশয় গাঢ়। 'আঁধার কেন গো ঘনতম হয় উদয়-উষার আগে?' *নজরুল*, ১৯৪১।

ঘনতমসা [স] *বি* গাঢ় অন্ধকার। 'ঘনতমসার মধ্যে হাতড়িয়ে ফিরছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ঘনতর [স] *বিণ* অত্যন্ত গাঢ়। 'যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ঘনতা [স] *বি* গাঢ়তা। 'পাখিকে নির্ভর দিতে পারে এতটা ঘনতা আছে বাতাসের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঘনত্ব [স] *বি* গাঢ়তা। 'কাঠিন্য, কোমলতা, ঘনত্ব, তারল্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ঘনধারা [স] *বি* জলের বিপুল প্রবাহ। 'ঝরে ঘনধারা নব পল্লবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঘননিবদ্ধ [স] *বিণ* গাঢ়। 'বিটপীসমূহের ঘননিবদ্ধ ছায়া এবং স্থানটি ঠাণ্ডা ও জনবিরল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ঘননিশ্বসিত [স] *বিণ* ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে এমন। 'ঘননিশ্বসিতমুখে যুবকের কাঁধে/ হেলিয়া বসেছে শ্যামা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ঘননীল [স] *বিণ* গাঢ় নীল বর্ণের। 'ঘননীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘনপঙ্কিল [স] *বিণ* খুব কাদাময়। 'কভু বা পন্থ গহন জটিল, কভু পিচ্ছল ঘনপঙ্কিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঘনপতি [স] *বি* মেঘশ্রেষ্ঠ। 'চল, ঘনপতি! ঘন-কুলোত্তম তুমি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ঘনপিনদ্ধ [স] *বিণ* শক্ত গাঁথুনি বিশিষ্ট। 'কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ঘনবনসমাচ্ছন্ন [স] *বিণ* ঘন জঙ্গলে ঢাকা। 'নদীর পরপার ঘনবনসমাচ্ছন্ন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ঘনবরন [স ঘনবর্ণ] *বি* গাঢ় রঙের যে। 'ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঘনবর্ষণ [স] **১** *বি* প্রবল বৃষ্টি। 'ঘনবর্ষণের আড়ালে কলকাতার ইটকাঠের বাড়িগুলো এল মোলায়েম হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বিণ* প্রবল বর্ষণমুখর। 'এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে, প্রদীপ নিবালে কেন অঞ্চলঘাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ঘনবর্ষা [স] *বি* মুষল ধারায় বৃষ্টি। 'ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঘনবসতি [স] *বি* জনবহুলতা। 'মানুষের ঘনবসতির ঢেউ নিরুত্তেজ রোদের ভিতরে।' *জীবন*, ১৯৩০।

ঘনবসতিপূর্ণ [স] *বিণ* জনবহুল। 'ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার রাস্তাঘাটের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে ধীরে চলার নীতি অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

ঘনবিন্যস্ত [স] *বিণ* নিবিড়ভাবে বিন্যস্ত। 'ঘনবিন্যস্ত লতাস্রগ্বিশোভী বিশাল বিটপীসকল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮।

ঘনবুনুনি [স ঘন+স বপন>] *বি* ঘনবদ্ধ। 'গোটানো ঘনবুনুনির পালক মেলে গেল।' *হাসান*, ১৯৬০।

ঘনবৃষ্টি [স] *বি* প্রবল বৃষ্টি। 'ঘনবৃষ্টির ঝমঝম শব্দ মনের ভিতরে সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঘনমূল [স] *বি* (গণিত) ঘনের মূলরাশি; কিউব-রুট। 'যেমন ৮ এর ঘনমূল ২; ২৭ এর ঘনমূল ৩; ৬৪ এর ঘনমূল ৪।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ঘনমেঘ [স] *বিণ* জমাটবদ্ধ মেঘ। 'তখন ঘনমেঘের আড়ালে সূর্য আছে কি নেই জানি না।' *হাসান*, ১৯৬৩।

ঘনম্লানিমা [স] *বি* গভীর মলিনতা। 'এখনো তোমার পথ ছেয়ে আছে ঘনম্লানিমা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

ঘনরব [স] *বি* অবিরাম শব্দ। 'ঘনরব কৈলে ঘন ঘণ্টার বাজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘনরাঙা [স ঘন+স রঙ্গ] *বিণ* গাঢ় লাল। 'ঘনরাঙা ফুলের গুচ্ছ দোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘনশীতল [স] *বিণ* বরফ-ঠাণ্ডা। 'ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুলকুল করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঘনশ্বাস [স] *বি* দ্রুত শ্বাস। 'মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘনশ্বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ঘনশ্যাম [স] *বিণ* গাঢ় সবুজবর্ণের। 'গঙ্গার জল ঘন নীল – তটারূঢ় বনরাজী ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঘনশ্যামল [স] *বিণ* গাঢ় সবুজবর্ণের। 'ঘনশ্যামল তমাল-তরুমূলে দাঁড়িয়েছি এই দণ্ড-দুয়ের তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঘনশ্রেণী [স] *বিণ* নিবিড়ভাবে সারিবদ্ধ। 'নীলমেঘ ঘনশ্রেণী-গাছপালার উপরে ভারাবনত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঘনসন্নিবিষ্ট [স] *বিণ* ঘনবিন্যস্ত; মধ্যে প্রায় ফাঁকশূন্য। 'বাংলা পদে ঘনসন্নিবিষ্ট বিশেষণবিন্যাসের প্রথা না থাকাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ঘনসার [স] *বি* কর্পূর। 'হিঙ্গ হিঙ্গুল দ্রাক্ষা ঘনসার গজভক্ষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘনস্নিগ্ধ [স] *বিণ* স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ এমন। 'খুলে দাও কেশভার, ঘনস্নিগ্ধ অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ঘন হওয়া *ক্রি* অন্তরঙ্গ হওয়া; কাছে আসা। 'হাজি সাহেব একটু ঘন হয়ে বসলেন।' *শামসুল*, ১৯৬২।

ঘনাকার [স ঘন-আকার] *বি* মেঘের আকার। 'ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ঘনাচ্ছন্ন [স ঘন-আচ্ছন্ন] *বিণ* মেঘাবৃত। 'সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় যেমতি শশধর।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

ঘনান্ধকার [স] *বি* ঘোর অন্ধকার। 'দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস ফেলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ঘনান্ধতমময়ী [স] *বিণ* গাঢ়তম অন্ধকারময়। 'রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমময়ী হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

ঘনাবর্ত, ঘনাবর্ত্ত [স ঘন+আবর্ত] *বিণ* জ্বাল দিয়ে ঘন-করা; গাঢ়। 'তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিলা ধরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘনাবৃততা [স] *বি* মেঘে আবৃত অবস্থা; মেঘাচ্ছন্নতা। 'আকাশের ঘনাবৃততা প্রযুক্ত নাবিকেরা ভীত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ঘনায়মান [স] *বিণ* ঘনীভূত। 'সেই ঘনায়মান গভীর রাতের ঘুম।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঘনায়িত [স] ১ *বিণ* জমাট; ঘনিয়ে এসেছে এমন। 'চতুর্দিকে ঘনায়িত নিবিড় দুঃখের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* গাঢ়। 'আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘনাসন [স ঘন-আসন] *বি* মেঘের আসন। 'ঘনাসন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ঘনে ঘনে, ঘনে ঘন ১ *বিণ* অবিরাম। 'মজুরিআ বুলী ডাক দিল ঘনে ঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নিত্যানন্দ বলি শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* বারবার। 'নির্ঘাত সব্দ তথা হইল ঘনেঘন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘনা[1] [স ঘন>] *বিণ* তেল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। 'তেলি বৈসে কত জনা কেহ চাষী কেহ ঘনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘনা[2], **ঘনানো** [স ঘন>] ১ *ক্রি* কাছে আসা। 'কেহ না ঘনায় মন্দ কুচরিত্র পাশে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* ঘনীভূত হওয়া। 'নিজের নিশাসে কুয়াশা ঘনায়ে ঢেকেছে নিজের কায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *ক্রি* নিবিড় হয়ে আসা। 'নিবিড় আঁধার ঘনাল বাহিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঘনায়ে আসা, ঘনিয়ে আসা ১ *ক্রি* কাছে আসা। 'ঘোর কলি এসেছে ঘনায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *ক্রি* গাঢ় হয়ে ওঠা। 'এমনি স্তরে স্তরে ঘনিয়ে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *ক্রি* নিকটবর্তী হওয়া। 'বিদায়ের বেলা মোর ঘনায়ে আসে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ঘনিমা [স] *বি* ঘনতা। 'নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ঘনিষ্ঠ [স] ১ *বিণ* অবিচ্ছেদ্য। 'তখন কর্মের সহিত বর্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* নিবিড়। 'বাস্তব সত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে তাঁহাদিগকে শক্ত হইয়া উঠিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *বিণ* নিকট। 'হিন্দু-মুসলমানে প্রতিবেশিসম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৪ *বিণ* একান্ত। 'সৃজনকার্যে বিশ্বকর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঘনিষ্ঠতম [স] *বিণ* অতি অন্তরঙ্গ। 'মণির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু জুটল ইউসুফ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ঘনিষ্ঠতর [স] *বিণ* অধিক অন্তরঙ্গ। 'সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাশুড়ির সহিত পতিবিরহবিধুরা বধূর ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঘনিষ্ঠতা [স] ১ *বি* অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। 'সাহেবেরা বাঙ্গালীদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। ২ *বি* অন্তরঙ্গতা; প্রণয় সম্পর্ক। 'ল্যাণ্ডলেডির যুবতী কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নেন, দু-তিন দিনের মধ্যে তার একটি আদরের নামকরণ করা হয়, সপ্তাহ অতীত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৩ *বি* ঘনভাবে অবস্থান। 'অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায় একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।' *আহসান*, ১৯৬২।

ঘনিষ্ঠভাবে [স] *ক্রিবিণ* নিবিড়ভাবে। 'ঘনিষ্ঠভাবে, এমন কি, অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর জড়িত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঘনিষ্ঠরূপে [স] *ক্রিবিণ* ঘনিষ্ঠভাবে; নিবিড়ভাবে। 'ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘনীকৃত [স] *বিণ* ঘন হয়েছে এমন। 'শীত দ্বারা ঘনীকৃত হইয়া তুষাররূপে অবস্থান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ঘনীভূত [স] ১ *বিণ* জমাট। 'সেই সমস্ত পরমাণু শীতল হইলে ঘনীভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* জোরালো। 'পর্বতদৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* গহিন। 'জলের উপর স্থির ছায়া ফেলে ও পারের ঘনীভূত বন স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* অন্ধকারময়। 'যখন গোধূলি ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বিণ* সংহত। 'বাঙালি মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাংলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় ...।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ৬ *বিণ* পরিণত। 'ভালোবাসা প্রেমে ঘনীভূত হইতে কতক্ষণ?' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ঘনেশ্বর [স] *বি* মেঘরাজ। 'কোথায় পুষ্কর, আবর্তক – ঘনেশ্বর?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ঘনেশ্বরী [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যধিক কালো। 'ঘৃণাময়ী ঘোর ঘনেশ্বরী।'

মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘয়লা [স ঘট] *বি* জলপাত্রবিশেষ। 'এদেশী পিতলের ঘয়লা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ঘর [পা] **১** *বি* আবাসগৃহ। 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০। **২** *বি* সংসার। 'হইআ সতন্তর তুমি করহ ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* বিবাহিত স্ত্রী। 'অধার্মিক হব নর দুই তিন/ জাত্যে ঘর জার ধন সেই কুলজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* দেশ। 'রাজা বলে সদাগর কোথায় তোমার ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'হিরালাল ঘর।' *সেবধি*, ১৮৪০। **৬** *বি* কক্ষ। 'কলের গাড়ীর কামরার মত ছোট ছোট ঘর।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **৭** *বি* (বাউল) দেহ। 'ঘরের মধ্যে আছে লতিফা ছয়জন।' *লালন*, ১৮৯০। **৮** *বি* পরিবার। 'তাহাতে রামমোহন রায়ের ঘরের কথাসম্বলিত অনেক গ্লানি আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ঘরওয়া [ঘর>] *বিণ* পারিবারিক। 'আপনার অসুখ, আমরা তো ঘরওয়া একটা পরামর্শ করি নি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ঘরকন্না [ঘর+স করণ>] **১** *বি* গৃহস্থালি। 'ঘরের কায কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘরকন্না কেমন করিয়া চালাইবি।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* সংসার। 'কেমন করে সে ভাতারকে নিয়ে ঘরকন্না করবে?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ঘরকরণ [ঘর+স করণ] *বি* ঘরকন্না; সংসারধর্ম। 'ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন ঘরকরণের কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ঘরকরণা, ঘরকরনা, ঘরকর্ণা, ঘরকর্না [ঘর+স করণ>] **১** *বি* সংসারধর্ম। 'হিয়া বড় উতরোল ঘরকরণায় নাই সাধ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'ঘরকর্নার কাজ নিয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'দুটিতে মিলে ঘরকরনা করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম। 'স্ত্রীজাতি খায়দায় ঘরকর্ণা করে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

ঘর করা **১** *ক্রি* বিবাহিত জীবন যাপন করা। 'মনেতে ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আমার ঘরে গিয়া স্বামীর ঘর করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* জীবন অতিবাহিত করা। 'যে হরফকে নিয়ে রবিঠাকুর, নজরুল ইসলাম সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করতে পেরেছিলেন।' *উমর*, ১৯৬৮। **৩** *ক্রি* মিলেমিশে থাকা। 'মনকষাকষির থেকেই হিন্দু মুসলমানের এক সাথে ঘর না করার সিদ্ধান্ত।' *উমর*, ১৯৬৮।

ঘরকুনো *বিণ* ঘরে থাকতে পছন্দ করে এমন। 'এমন ঘরকুনো মানুষ আপনি পাবেন না।' *শামসুল*, ১৯৬২।

ঘর কে ঘর *ক্রিবিণ* ঘরের পর ঘর। 'ঘর কে ঘর উজাড় হয়ে তাতে তালাচাবি পড়ল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঘর খরচ [ঘর+আ খরজ] *বি* ঘরের খরচ; সংসার চালনার খরচ। '২২ বাইষ তঙ্কা তহবিলে আছে তাহা এখন ঘর খরচ হইবেক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

ঘর-গড়া কথা *বি* বানানো কথা। 'এ যেমন আমার ঘর-গড়া কথা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঘরগাড়ি [ঘর+গাড়ি] *বি* গৃহস্থালি। 'সবংশে নাশিব নয় নিব ঘরগাড়ি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঘরগারী [ঘর>] *বি* গৃহস্থালি। 'দুঃখ রহিল মনে স্বামী দিব অন্য জনে সঞ্চয় করিআ ঘরগারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘরগুষ্টি [ঘর+স গোষ্ঠী] *বি* বংশের সব লোক। 'রাজার ঘরগুষ্টি সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঘর-গৃহস্থালী [স ঘর+স গৃহস্থালি] *বি* ঘর-সংসার। 'ঘর-গৃহস্থালী সুনিপুণ হাতে সুসজ্জিত রাখিয়া ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ঘরগেরস্থ [ঘর+স গৃহস্থ] *বিণ* ঘর-সংসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'আমরা বুড়োবুড়ি ঘরগেরস্থ মানুষ কী বুঝব বল।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঘর গেরস্তি [ঘর+স গৃহস্থ] *বি* ঘর-সংসার। 'ভালমতো ঘর গেরস্তি করিতে পারিবে।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

ঘর-গেরস্থালি [ঘর+স গৃহস্থালি] *বি* ঘর-সংসার। 'ঘর-গেরস্থালির একটু ঝাঁঝ সইতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঘর ঘর *ক্রিবিণ* ঘরে ঘরে। 'তবে ঘর ঘর উকীল হয়ে কিছু প্যাঁচ পরছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ঘরঘ্যাঁশা [ঘর+ঘেঁষা] *বিণ* অতি চেনাজানা বিষয়ের মতো। 'অ্যাত ঘরঘ্যাঁশা করে এনেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নকশায় চিনতে পারেন না।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

ঘরছাড়া [ঘর+ছাড়া] **১** *বিণ* ঘর থেকে বিতাড়িত। 'গৃহস্থকে কী করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* ঘর ত্যাগ করেছে যে। 'ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেল যে রইল মজে আপন মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **৩** *বিণ* আশ্রয়হীন। 'নিয়ে যায় ... ঘরছাড়া কোন পথের পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। **৪** *বিণ* গৃহত্যাগী। 'কোন ঘর-ছাড়া বিবাগির বাঁশি শুনে উঠেছিলে জাগি।' *নজরুল*, ১৯২৫। **৫** *বিণ* ঘরে নেই এমন। 'প্রবীণ ভৃত্য ছুটি নিয়ে ঘরছাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৬** *বিণ* বেহাত। 'প্রাচীন সামগ্রী ঘরছাড়া হইবে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ঘরজামাই [ঘর+স জামাতৃ] *বি* শ্বশুরালয় নিবাসী ও শ্বশুর পালিত জামাতা। 'আজ তারা ঘরজামাই ও অন্নদাস ভাগনেদের দলে গণ্য।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘর-ডাকা [ঘর+ডাকা] *বিণ* গৃহাভিমুখী। 'সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা গৃহ-পানে ঘর-ডাকা পথে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ঘরদল [ঘর+স দল] *বি* নিজ দেশের বাদ্যদল। 'ঘরদল পরদল নাহি চিনি তোমা/ প্রবেশিআ রাজপুরে কেন বাজায় দামা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘর-দুয়ার [ঘর+স দ্বার] **১** *বি* ঘরবাড়ি। 'ধীবরের ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* সংসার। 'রহিল তোমার এ ঘর-দুয়ার কেষ্টারে লয়ে থাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বি* ঘর ও দরজা। 'ঘরদুয়ার মাজিয়া ঘষিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ঘরদুয়োর [ঘর+স দ্বার] *বি* ঘর, দরজা ইত্যাদি। 'ঘরদুয়োর বিশেষ করে সাজানো হয়েছে ফুলে পাতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘরদোর [ঘর+স দ্বার] *বি* ঘরবাড়ি। 'আঁধিয়ার রেতে ঘরদোর দিল জ্বেলে রে!' *নজরুল*, ১৯২২।

ঘরদ্বার [ঘর+স দ্বার] *বি* সংসার। 'কী করিব ঘরদ্বার সব মায়াবন্ধ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘর নাই তার উত্তর শিয়র – বৃথা আস্ফালন। 'কথায় বলে ঘর নাই তার উত্তর শিয়র।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ঘরন্তী [ঘর>] *বিণ স্ত্রী* গৃহকর্মে নিপুণ। 'নিজেরই ঘরের জন্যে ঘরন্তী শক্তির নির্মমতা।' *জীবন*, ১৯৩০।

ঘরপণ *বি* ঘরকন্না। 'আঙ্গণ ঘরপণ সুনভো বিআতী।' *চর্যা* ২, ১২০০।

ঘরপর [ঘর+স পর] *বি* আপন ও পর। 'স্ত্রীলোকেরা মূর্খপ্রযুক্তই ঘরেপরে বিবাদ।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

ঘর-পলাতক [ঘর+স পলাতক] **১** *বিণ* ঘর থেকে পালিয়েছে এমন।

'ফিরিছে বালক ঘর-পলাতক ঝরা পালকের ঝড়ে।' *জীবন*, ১৯২৭। ২ *বিণ* ফেরারি। 'আমজাদও আজকাল ঘর-পলাতক।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ঘরপাঠ [পা ঘর+স পাঠ] *বি* পাঠশালা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘরপোড়া কাটের হিসাব – লোকসানের মধ্যেও সামান্য লাভ। 'দত্তজা ঘরপোড়া কাটের হিসাবে ও দাওয়ানজীকে খুসি রাখবার জন্য তাতে আর কথা কইলেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় – যে একবার ঠেকেছে সে আর দ্বিতীয়বার সেই কাজে এগোয় না। 'তবে শুনিতে পাওয়া যায় নাকি ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।' *জামায়াত*, ১৯৩৬।

ঘরপোষা [ঘর+পোষা] *বিণ* ঘরকুনো। 'ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে অন্ধকার কোণ থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ঘরবন্ধন [ঘর+স বন্ধন] *বি* লৌকিক মন্ত্রবিশেষ। 'ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ধুলো-পড়া এ সব জান তো?' *শরৎ*, ১৯১৭।

ঘরবসত *বি* সংসার। 'বিবাহের পর বধূ এই প্রথম ঘরবসত করিতে আসিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

ঘর বাঁধা ১ *বি* সংসার পাতা। 'তারে নিয়ে হল না ঘর বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *ক্রি* ঘর মেরামত করা। 'রূপাই ছিল ঘর বাঁধিতে, পিছন ফিরে চায়।' *জসীম*, ১৯২৯।

ঘরবাটী *বি* ঘরবাড়ি। 'শ্রী সেকরমজানি মেস্ত্রি কস্য ঘরবাটী বন্দকপত্রমিদং।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

ঘরবাড়ি, ঘরবাড়ী [ঘর+স বাটী] *বি* ঘর ও বাড়ি। 'পুরের পশ্চিম পাটী বলায় হাসনহাটী এক মুদনিয়া ঘরবাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কোথা রবে ঘরবাড়ী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ঘরবারান্দা [ঘর+ফা বরামদহ্] *বি* ঘর ও বারান্দা। 'আলোপ্রাপ্ত ঘরবারান্দা।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

ঘরবাসী [ঘর+স বাসী] *বিণ* গৃহবাসী; সংসারী। 'ঘরবাসী তুই মনরে আমার পিঞ্জরে তোর বাড়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ঘর-ব্যাভারি [ঘর+স ব্যবহার>] *বি* নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র। 'ঘর-ব্যাভারি থাকে, প্রীতি-উপহারও থাকে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ঘরভরা [ঘর>+ভরা] ১ *বিণ* পুরো ঘর। 'পরিপূর্ণ কৈল ঘরভরা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* কানায় কানায় ভরা। 'ঘর-ভরা মোর শূন্যতার বুকের পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

ঘর ভাড়া *বি* অর্থের বিনিময়ে অন্যের বাড়ি ব্যবহার। 'এখানকার মতো ঘর ভাড়া দেবার প্রথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঘর-ভোলানো [ঘর+ভোলানো] *বিণ* ঘরের কথা বা কাজের কথা ভুলিয়ে দেয় এমন। 'বাজাত কোন ঘর-ভোলানো সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘরময় [ঘর+স ময়] *ক্রিবিণ* ঘর জুড়ে। 'ছয়গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘরময় ঝমঝম করিয়া, রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঘরমুখ [পা ঘর+স মুখ] *বিণ* গৃহাভিমুখী। 'বারফটকা বাবুরা ঘরমুখ হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘরমুখী [ঘর+স মুখী] *ক্রিবিণ* ঘরের অভিমুখে। 'ঘরমুখী যাইতে মোর না চলএ পাও।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঘরমুখো [পা ঘর+স মুখ>] ১ *বিণ* ঘরের দিকে যাচ্ছে এমন। 'ঘরমুখো পাল-তোলা পান্সিনৌকোখানি। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* গৃহাসক্ত। 'বর্ষায় আমাদের মন ঘরমুখো হয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঘর-লাগা *বি* ঘর-সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকে এমন। 'বিয়ে করে ঘর-লাগা শিষ্ট মানুষ হয়ে যাবে, এত বড় অপদার্থ ভাবলেন তাকে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ঘর-শত্রু [ঘর+শত্রু] *বি* আত্মীয়রূপী শত্রু। 'তাহাকে সত্যের ঘর-শত্রু করিয়া তাহার ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘর-সংসার [ঘর+স সংসার] ১ *বি* সংসারের তাবৎ বিষয়। 'কহে কবিজায়া, "পারি নেকো আর, ঘরসংসার গেল ছারেখার।"' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* গৃহস্থালি। 'ছেলেবেলার ঘর-সংসার আবার বজায় হইল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ঘর-সাজানা [ঘর+হি সজানা] *বিণ* ঘর সাজাতে ব্যবহৃত হয় এমন। 'সেলুলয়েডের ঘর-সাজানা জাপানী সামুরাই পুতুল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঘরসুদ্ধ [ঘর+স শুদ্ধ] *বিণ* ঘরব্যাপী। 'ঘরসুদ্ধ রমণী হাসিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঘর হতে আঙিনা বিদেশ – ঘরকুনো; ঘর থেকে আঙিনা যার কাছে দূরের বলে মনে হয়। 'ঘর হতে যার আঙিনা বিদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ঘরহারা [ঘর+স হারা] ১ *বিণ* ঘর হারিয়েছে এমন। 'তাঁহার প্রাণ গুমরিয়া গুমরিয়া ফোঁপাইয়া উঠিতেছে, আর একজন আর এক রকমের ঘরহারা কবির কথায়।' *সবুজ*, ১৯২১। ২ *বিণ* আশ্রয়হীন। 'ঘর-হারা পরবাসী বন্ধুর পথে চলিতে চলিতে দেখিবে।' *জসীম*, ১৯৩১।

ঘরহীন [ঘর+স হীন] *বিণ* গৃহহারা। 'প্লাবন করেছে সত্তা ঘরহীন পথহীন প্রিয়হীন পরিচিতহীন।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

ঘরাভিমুখ [ঘর+স অভিমুখ] *বিণ* ঘরের দিকে চলছে এমন। 'শহরের মানুষরা সায়ন্তন ঘরাভিমুখ চাঞ্চল্যে থরথর করে কাঁপছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ঘরুয়া [ঘর>] *বিণ* পারিবারিক। 'শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বাঙ্গালীর নেহাৎ ঘরুয়া কথা।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ঘরে কে ও, না কিছু খাই নাই – অসাবধানতা বশত নিজের দোষ স্বীকার করা। 'একটা কথার কথা বলে "ঘরে কে ও, না কিছু খাই নাই"।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ঘরে গড়া *ক্রি* নিজে তৈরি করা। 'অক্ষর ও ভাষা তুমি ঘরে গড়িয়া বন্দোবস্ত করিয়া বদল করিতে পার ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ঘরে ঘরে *ক্রিবিণ* প্রত্যেক ঘরে। 'ঘরে ঘরে মধুপুরি ভ্রমিল যেমতে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘরে ছুঁছার কীর্ত্তন বাহিরে কোঁচার পত্তন – প্রকৃত অবস্থা গোপন ক'রে বাইরে আড়ম্বর প্রদর্শন। 'ঘরে ছুঁছার কীর্ত্তন বাহিরে কোঁচার পত্তন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

ঘরে ঢোকা *বি* পরস্ত্রীতে গমন। 'আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঘরে-ফেরা *বিণ* ঘরে ফিরে যায় এমন। 'ঘরে-ফেরা মুক্তি-দূত!' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঘরে বাইরে *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'ঘরে বাইরে যত রসনা ছিল তার সমস্ত

রস বিষ হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানো – নিজের লাভ ছাড়া অন্যের জন্যে কাজ করা। 'ঘরের খাইয়া বনের মহিষ কত তাড়াইবে।' *গৌর*, ১৮২২।

ঘরের বেটি *বি* বাড়ির মেয়ে। 'জমির মাটি ঘরের বেটি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ঘরের ভাড়া *বি* অন্যের ঘরে থাকার জন্যে প্রদত্ত মাশুল। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ঘরের মেয়ে *বি* সংসারের একজন মেয়ে। 'এক কালে তুই ছিলি যেন ওদেরই ঘরের মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ঘরের রশি *বি* ঘরের টান। 'তোর ঘরের রশি ছিঁড়ে রে গেল/ ঘাটের কড়ি নাই।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ঘরে লওয়া *ক্রি* গৃহত্যাগীকে আবার ঘরে আশ্রয় দেওয়া। 'সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘরের লক্ষ্মী *বি* সৌভাগ্যের প্রতীক। 'তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ঘরে লওয়া *ক্রি* ঘরে আশ্রয় দেওয়া। 'সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘরো *বিণ* ঘরের। 'লোকে বলে সউরে মেয়েগুলো কিছু ঠমকমারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যয় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ঘরোওয়ানা [ঘর+ওয়ানা] *বি* অভিজাত গৃহ। 'নিলেম থেকে দাঁওয়ে কেনা ঘরোওয়ানার আসল জামিওয়ার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘরোয়া [ঘর>] **১** *বিণ* ব্যক্তিগত। 'এ আমাদের ননদ-ভাজের ঘরোয়া গোপন চিঠি।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বিণ* আত্মজন বা খুব পরিচিতদের মধ্যে সীমিত। 'ঘরোয়া।' *অবনী*, ১৯৪১; 'তারা ঘরোয়া বা সাধারণ মঞ্চে এ-নিয়ে জলসা বা অভিনয়ের ব্যবস্থাও করতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ঘরোয়ানা [ঘর+ওয়ানা] **১** *বি* বিশেষ রীতি। 'এই সব ঘরোয়ানার সুর ভেঙে কিংবা হিন্দুস্থানি কথার বদলে ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। **২** *বি* বনেদি অবস্থা। 'চলতি ইতিহাস থেমে গেছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো ঘরোয়ানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ঘরঘর [ধ্বন্যা] *বি* চাকা ঘোরা বা চলার শব্দ। 'শির পিষে হাঁকে রথ-ঘর্ঘরধ্বনি ঘরঘর!' *নজরুল*, ১৯২২।

ঘর ঘর ঘর [ধ্বন্যা] *বি* চাকার চলার শব্দ। 'ছোটে শন শন শন ঘর ঘর ঘর সাঁই সাঁই।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঘরঘরি [ধ্বন্যা] *বি* ঘরঘর শব্দ। 'ঘরঘরি করন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঘরঘরে [ধ্বন্যা ঘরঘর>] *বিণ* ঘরঘর করছে এমন। 'গলার স্বর কেমন ঘরঘরে শোনায়।' *শামসুল*, ১৯৬২।

ঘরঘুট্টি [স ঘোর>] *বিণ* অতি ঘোর। 'আমার সোয়ামীর ভিটে আজ ঘরঘুট্টি অন্ধকার।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ঘরট্ট [ধ্বন্যা ঘর>] *বি* পেষণযন্ত্র; জাঁতা। 'তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্মাণ করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ঘরণী [পা] *বি* গৃহিণী; স্ত্রী। 'হয় অনুকূল মাতা হরের ঘরণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘরনি [পা ঘরণী] *বি* পত্নী; স্ত্রী। 'সুন দেবি নারায়নি হরের ঘরনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘরষা [স ঘর্ষণ>] *ক্রি* ঘর্ষণ করা। 'কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে মর্মমাঝারে শূল্য বরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ঘরা [পা ঘর>] *বি* প্রকোষ্ঠ। 'এখন চুপনি ঘরা চুলকাইছে।' *লালন*, ১৮৯০।

ঘরাও [পা ঘর>] *বিণ* ঘরোয়া। 'এতো তোমার আমার ঘরাও কথা নয় ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ঘরাও কথা *বি* ঘরোয়া কথা। 'এতো তোমার আমার ঘরাও কথা নয় ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ঘরাও বিবাদ *বি* ঘরোয়া বিবাদ। 'ঘরাও বিবাদ ... ইত্যাদি যাবতীয় নালীশ সে সময় কেনী গ্রহণ করিতেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

ঘরাঘরি [পা ঘর>] *ক্রিবিণ* নিজ নিজ ঘরে; ঘরে ঘরে। 'জলখেলা সাঙ্গ করি চলে সবে ঘরাঘরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘরানা [হি] *বিণ* বিশেষ রীতি বা গোষ্ঠীর অনুসারী। 'লার্ড ঘরানা হো সকতা; লার্ড ঘারানা হোনে সে হি লার্ড হোতা নেহি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'বেহার অঞ্চলে শরীফ ঘরানার মহিলাগণ ...।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ঘরামি [ঘর>] *বি* ঘর বানায় যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কোন ঘরামি ঘর বেঁধেছে কোনখানে সে বসে আছে।' *লালন*, ১৮৯০; 'ঘরামি দিয়ে চাল ছাইতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৩৮।

ঘরামিগিরি [ঘর>+ফা গিরি] *বি* ঘরামির কাজ। 'যখন শস্যের কোন কাজ থাকে না, ঘরামিগিরি করে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

ঘরি [ঘর>] *বি* বাসিন্দা। 'আপনি ঘর সে আপনি ঘরি।' *লালন*, ১৮৯০।

ঘরিণী, ঘরিনী [পা ঘরণী] *বি* গৃহিণী। 'নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০; 'কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী/ কতএ লঙ্কাপুর বাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঘরিষণ [স ঘর্ষণ] *বি* ঘর্ষণ। 'গদা গদা ঘরিষণে ঝনাঝনি শব্দ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঘরিষয় [স ঘর্ষণ] *ক্রি* ঘষে। 'কেহ ঘরিষয় হস্তে যুগল চরণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঘর্ঘর [ধ্বন্যা] *বি* চাকা বা ঐ জাতীয় কিছু ঘোরানোর শব্দ। 'ঘর্ঘর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঘর্ঘরঘর [ধ্বন্যা] *বি* চাকা ঘোরার শব্দ। 'ঘর্ঘরঘর ঘূর্ণি তোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঘর্ঘরনাদিনী [ধ্বন্যা ঘর্ঘর+স নাদিনী] *বিণ* প্রচণ্ড শব্দকারিণী। 'বরাহী খেটকধরা ঘর্ঘরনাদিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘর্ঘরমন্দ্র [স] *বি* কোলাহল-ধ্বনি। 'মুহূর্তে উঠিল বাজি চারি দিক হতে কর্মের ঘর্ঘরমন্দ্র সংসারের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ঘর্ঘরা [ধ্বন্যা ঘর্ঘর>] *ক্রি* চাকার শব্দ হওয়া। 'স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে ঘর্ঘরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৩; 'ঘর্ঘরিয়া চলেছি আজ কিসের ব্যর্থতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ঘর্ঘরিত [স] *বিণ* ঘর্ঘর ধ্বনিতে মুখরিত। 'ঘর্ঘরিত রথবেগ গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঘর্ঘরা[২] [ধ্বন্যা] *বি* নদীবিশেষ। 'ঘর্ঘরা নদীর তীরে শ্রীকালিকার মন্দির।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ঘর্ঘরা[2] *দ্র* **ঘর্ঘর**

ঘর্ম, ঘৰ্ম্ম [স] ১ *বি* গ্রীষ্ম। 'ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ঘাম। 'পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘর্মবারি [স] *বি* ঘামের জল। 'গায়ে বহে ঘর্মবারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘর্মবিন্দু, ঘর্ম্মবিন্দু [স] *বি* ঘামের ফোঁটা। 'শ্রমযুক্ত হইল কৃষ্ণ মুখে ঘর্ম্মবিন্দু।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ঘর্মবিন্দু মুকুতা গুম্ফিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঘর্মসিক্ত [স] *বিণ* ঘামে ভেজা। 'প্রতিদিনের সুখদুঃখসমাকুল ঘর্মসিক্ত কর্মনিরত সংসার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘর্মাক্ত, ঘর্ম্মাক্ত [স] *বিণ* ঘামে ভেজা। 'ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দালানে দণ্ডায়মান।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ঘর্মাক্তকলেবর [স] *বি* ঘামে ভেজা শরীর। 'আমার সেই ক্যাম্পখাটের উপরে ঘর্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঘর্ষণ [স] ১ *বি* মার্জন। 'এক গর্দভের গাত্র ঘর্ষণ করিতে লাগিল।' *কেরি*, ১৮১২। ২ *বি* ঘষাঘষি। 'বিছানাতে হস্ত পদাদি ঘর্ষণ করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* আঘাত। 'শরীরের ঘর্ষণে গাছ পালা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

ঘর্ষণজনিত [স] *বিণ* ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট। 'মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণজনিত বায়ব তাপের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘলঘষি *বি* ফুলবিশেষ; দণ্ডকলস। 'লবঙ্গ তুলসী দনা ঘলঘষি বাকসনা প্রত্যঙ্গিরা তুলিল ধুস্তুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘলঘসি *বি* ফুলবিশেষ; দণ্ডকলস। 'পথের পাশের এই আলোকলতা ঘলঘসি ফুল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঘলাপাড়ী *বি* ছিদ্ররোধক পাটি। 'ঘলাপাড়ী সুরগুঠি দিল সব নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘষড়ানি [স ঘর্ষণ>] *বি* ক্রমাগত আঘাত। 'কাঁটার ঘষড়ানিতে এই আধখুটে মেয়েটাকে ফালা ফালা করে দিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঘষড়ানো [স ঘর্ষণ>] *ক্রি* ক্রমাগত ঘষা। 'নরম ছালটাকে কে যেন ঘষড়ে তুলে দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'কুষ্ঠরোগী ঘষড়াতে ঘষড়াতে রাস্তা দিয়ে ... চলেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঘষন [স ঘর্ষণ>] *ক্রি* ঘষা। *ওগ্সাঁ*, ১৭৮৫।

ঘষা[1] [স ঘর্ষণ>] ১ *ক্রি* লেপা; লেপন করা। 'এইমত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘষিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* মালিশ করা। 'পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘষিয়া দিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঘষাঘষি [স ঘর্ষণ>] *বি* টানা-হ্যাঁচড়া; অতি চাপাচাপি। 'পরীক্ষা-পাসের ঘষাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঘষা পয়সা *বি* টাঁকশালের ছাপ মুছে যাওয়ার দরুন অচল মুদ্রা। 'শুধু ঘষা পয়সা ও মেকি চলবে না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

ঘষামাজা [ঘষা+মাজা] ১ *বি* পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজ। 'কত ঘষামাজা ঘটি বাটি থালা লয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* চুল, দেহের ত্বক ইত্যাদি ঘষে সৌন্দর্যচর্চা। 'কাউয়ার মতো মুন্সী বাড়ির দাওয়ায় দেখবো বসে তোমার ঘষা মাজা।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ঘষা[2], **ঘসা** [স ঘর্ষণ>] ১ *বিণ* চকচকে। 'মিশী দাঁতে ঘষা মাথা, গোট কোমরে হাতে বেয়ালা।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* টাকশালের ছাপ মুছে গেছে এমন। 'পোদ্দারেরা টাকাতে ঘসা পয়সা ১৬ গণ্ডা করিয়া দিতে চাহে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ৩ *বিণ* ঘষে ধারালো করা হয়েছে এমন। 'কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিনুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঘষ্টানি [স ঘৃষ্ট] *বি* ক্রমাগত ঘর্ষণ। 'দাঁতের তুমুল ঘষ্টানি।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ঘষ্টানো [স ঘৃষ্ট] *ক্রি* ঘষাঘষি করা। 'শান বাঁধানো ছ'ফর্লোঙি চত্বর ঘষ্টাতে হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঘষ্টি-ঘর্ষণা [স ঘৃষ্ট+স ঘর্ষণ] *বি* দোষগুণের আলোচনা। 'রামলালের সংক্রান্ত ঘষ্টি-ঘর্ষণা এইরূপ হইতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঘস ঘস [ধ্বন্যা] *বিণ* যান্ত্রিক। 'একটা মোটর লরী ঘস ঘস আওয়াজ করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঘসর ঘসর [ধ্বন্যা] *বি* হাতির কলাগাছ খাওয়ার শব্দ। 'তা বাদে কলাগাছ খাবে ঘসর ঘসর খচমচিয়ে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ঘসা[1] [স ঘর্ষণ>] *ক্রি* ঘর্ষণ করা। *ওগ্সাঁ*, ১৭৮২। **ঘসানো** *ক্রি* স্থানচ্যুত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **ঘসিআঁ** *ক্রি* ক্ষয়প্রাপ্ত করে। 'ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ঘসে** *ক্রি* ঘর্ষণ করে; ঘষে। 'পারিজাত সুগন্ধি কীবা দুর্গন্ধি ঘসে নাকে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঘস্যে** *ক্রি* ঘ'ষে। 'হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘস্যে দিস লোন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ঘসাঘসি [স ঘর্ষণ>] *বি* অবিরাম ঘর্ষণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঘসামাথা [স ঘর্ষণ>] *বিণ* চুলহীন পরিষ্কার মাথা। 'নেড়ীবালা অতিভুল, ঘসামাথা ফাঁকাচুল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঘসা[2] *দ্র* **ঘষা**[2]

ঘসি, ঘসী [স করীষ] *বি* শুষ্ক গোবর খণ্ড; ঘুঁটে। 'একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ঘসীর অনল তুষের ধুঁমা সদায় জ্বইলা উঠেরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ঘস্মরাস্যা *বিণ* বিবৃতবদনা; মুখ হা করে আছে এমন। 'ঘোর ঘন্টা-নিনাদিনী ঘস্মরাস্যা পতাকিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘা [স ঘাত] ১ *বি* ক্ষত। 'তার ঘাএঁ পরবত চুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ঘাএত লবণ যেন সহন না যাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* আঘাত। 'টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘা কশানো *ক্রি* আঘাত করা। 'একটা হাতুড়ির ঘা কশিয়ে দিলে আর কি!' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঘা-খাওয়া *বিণ* তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। 'ঘা-খাওয়া বংশ, ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঘা দেওয়া *ক্রি* আঘাত করা। 'তাহার সেই অহঙ্কারে রহম ঘা দিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

ঘা মারা *ক্রি* আঘাত করা। 'আধ-মরারে ঘা মেরে তুই বাঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঘাঅ [স ঘাত] ১ *বি* ক্ষত। 'কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আঘাত। 'হৃদয়ত ঘাঅ দির্আঁ রাধা গোআলিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘাই [স ঘাত] ১ *বি* আঘাত; বাদন। 'মঙ্গল বাজনা বাজে খঞ্জরিতে ঘাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* মাছের লাফ। 'রাঘববোয়াল কাব্য এখনি ভাষাজলে দিবে ঘাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ *বিণ* শিকারের কাজে ব্যবহৃত। 'এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি।' *জীবন*, ১৯৩৬। ৪ *বি* জালের নিম্নপ্রান্ত। 'একখানির ঘাই অবধি পৌঁছে গেছে নবিতুন।'

কায়সার, ১৯৬২।

ঘাই মারা *ক্রি* জলের উপরে লেজ দিয়ে আঘাত করা। 'মাছ যেমন ঘাই মেরে ওঠে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ঘাইমৃগী [ঘাই+স মৃগী] *বি* শিকারের কাজে ব্যবহৃত মাদি হরিণ। 'ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

ঘাইহরিণী [ঘাই+স হরিণী] *বি* শিকারের কাজে ব্যবহৃত মাদি হরিণ। 'এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি।' *জীবন*, ১৯৩৬।

ঘাইট [হি ঘটতি] ১ *বিণ* ঘাটতি। 'সে সবের ঘাইট না রহিবে চিরকাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* দোষ-ত্রুটি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ঐ সাহেবলোকেরা আপনারদের ঘাইট স্বীকার করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বিণ* কম। 'ঘাইট কিছু।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘাইটবাড়ি [হি ঘটতি+স বৃদ্ধি>] *বিণ* কমবেশি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘাউ [স ঘাত] *বি* আঘাত। 'না দেখিয়া জসোদা বুকে ঘাউ হানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘাও [স ঘাত] ১ *বি* ঘা; ক্ষত। 'সেই গাড়ু মুনি শৃঙ্গে হইলেক ঘাও।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* আঘাত। 'দুই হাতে ঘাও হানে বুকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঘাওনা [স ঘাত] *বিণ* আহত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘাঁই [স ঘাত] *বি* কাঁটা ফোটানোর আঘাত। 'পোলোর ভেতরে হাত দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঘাঁই খেয়েছিলো।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ঘাঁউ ঘাঁউ [ধ্বন্যা] *বি* কাশির শব্দ। 'বৃদ্ধ মহিষের মতো ঘাঁউ ঘাঁউ শব্দে কেউ কেশেছিল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ঘাঁটা[1] [স ঘণ্টা] *বি* ক্ষুদ্র ঘণ্টা। 'ধবল চামর ছটা উরমাল ঘাঘর ঘাঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘাঁটা[2] [স ঘট্ট>] ১ *ক্রি* ঘোঁটা; আলোড়ন করা। 'ইঙ্গিচা পলতা গিমা বোআলি ঘাঁটিয়া কর পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* উলটেপালটে দেখা। 'পুরনো বই-ঘাঁটার ভিতর যে একটু আমোদ আছে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫। ৩ *ক্রি* খোঁজা। 'কিছুও তার পাই যদি ঘেঁটে কবিতা-সমাধিপূত পেপার-বাস্কেটে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৪ *ক্রি* ওলটপালট করা। 'হাতপাকা জন্তর-নাড়িভুঁড়ি-ঘাঁটিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ঘাঁটাঘাঁটি ১ *বি* মাতামাতি। 'তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে করিস ঘাঁটাঘাঁটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* অনবরত নাড়াচাড়া। 'কেঁচোগুলোকে লইয়া অস্থিরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ঘাঁটা দেওয়া *ক্রি* চটিয়ে দেওয়া। 'ঘাঁটা দিলে রকমবেরকমের গল্প বেরিয়ে আসে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ঘাঁটা পড়া *ক্রি* দাগ পড়া। 'এত দিনেও মনে ঘাঁটা পড়ে যায়নি?' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ঘাঁটিয়া *ক্রি* ঘুঁটে। 'ইঙ্গিচা পলতা গিমা বোআলি ঘাঁটিয়া কর পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘেঁটে দেখা, ঘাঁটিয়া দেখা *ক্রি* অনুসন্ধান করা। 'ছবি খুঁজিতে হইলে আমাদের অভিধানতিরস্কৃত শব্দগুলি ঘাঁটিয়া দেখিতে হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ঘাঁটানো [স ঘট্ট>] *ক্রি* সমালোচনা ক'রে খেপিয়ে তোলা। 'আমরা ইংরেজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঘাঁটা-পড়া [স ঘট্ট>+পড়া] *বিণ* ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে দাগ পড়েছে এমন। 'ঘাঁটা-পড়া ঘাড় ওদের।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঘাঁটি, ঘাঁটী [স ঘট্ট] *বি* ঘাঁটি; সৈনিকদের আস্তানা। 'নিকটে শত্রুপক্ষের ঘাঁটী নাই।' *আজাদ*, ১৯৪০।

ঘাঁটু [স ঘন্টাকর্ণ] ১ *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'ঘাঁটুফুল ঘাঁটুকাল কাটিল কেয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হিন্দুসমাজে পূজিত লোকদেবতাবিশেষ। 'প্রণাম করিয়া বন্দো পুড়সের ঘাঁটু।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঘাঁটুকাল *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'ঘাঁটুফুল ঘাঁটুকাল কাটিল কেয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘাঁটুফুল [স ঘন্টাকর্ণ] *বি* ফুলবিশেষ। 'ঘাঁটুফুল ঘাঁটুকাল কাটিল কেয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘাঁটোর নাচ [স ঘণ্টাকর্ণ>] *বি* চৈত্র মাসে হিন্দুসমাজে ঘাঁটু পূজা উপলক্ষে পরিবেশিত নাচ। 'ঘাঁটোর নাচ অর্থাৎ চৈত্র মাসীয় নাচ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ঘাঁতঘুঁত [স ঘাত>] *বি* অন্ধিসন্ধি। 'এই দেশের ভাষা ও রীতি ব্যবহার ও ঘাঁতঘুঁত সকল ভালো বুঝিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঘাঁৎঘোঁৎ [স ঘাত>] *বি* কাজের অনুকূল সুযোগ। 'অন্য সবাই যেখানে হাত ছেড়ে, ঘাঁৎঘোঁৎ খুঁজে ফিরছে, অমরেশ সেখানে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঘাগর [স ঘর্ঘরা] *বি* ছোটো ঘণ্টা। 'ঘাগর কিঙ্কিণী বাজে ঘন্টার কুণিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘাগরা [স ঘর্ঘরা] *বি* স্ত্রীলোকের স্কার্টজাতীয় লম্বা পোশাকবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কেবল জামা ও ঘাগরা পরে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ঘাগরি [স ঘর্ঘরা>] *বি* স্ত্রীলোকের স্কার্টজাতীয় লম্বা পোশাকবিশেষ; ঘাগরা। 'ঘাগরির ঘূর্ণা তার ঘূর্ণি-ধাঁধা লাগায় নয়নালোকে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঘাগি, ঘাগী [হি ঘাঘ] ১ *বিণ* ঘা খাওয়া এবং ধূর্ততায় পাকা। 'ঘাগী বটে কত ঠাঠে কথা দড় দড়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'দুই তিন ঘণ্টা ... ঘাগি ও কুঁজড়া বেশ্যার সহিত বকাবকি করিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ২ *বিণ* পূর্বে দণ্ডপ্রাপ্ত; দাগি। 'আসামিটা পাক্কা ঘাগী চোর।' *মনসুর*, ১৯৫৫। ৩ *বিণ* দক্ষ। 'খুব শক্ত এবং ঘাগী লড়ুয়ে।' *হাসান*, ১৯৬৯।

ঘাগু [হি ঘাঘ] *বিণ* সুচতুর। 'ঘাগু রশিদ সাহেব হাসলেন মিটিমিটি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ঘাঘর [স ঘর্ঘর] ১ *বি* ঘুঙুর। 'ঘাঘর মগর পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। 'ধবল চামর ছটা উরমাল ঘাঘর ঘাঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* এক ধরনের তাল। 'নেপুরে ঘাঘর তাল বাজয় সুরঙ্গে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঘাঘরা [স ঘর্ঘরা] ১ *বি* শাড়ির নীচে পরার বস্ত্রবিশেষ; পেটিকোট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* মেয়েদের পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ঢিলা পোশাক। 'রেসমীয় বস্ত্র ও ঘাঘরা পরিধান করে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ঘাঘরি [স ঘর্ঘরা] ১ *বি* সায়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মেয়েদের পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ঢিলা পোশাক। 'ঘাঘরি ঝলকি গাগরি ছলকি নাগরী জোহরা যায়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ঘাঘী [হি ঘাঘ] *বিণ* ঝানু। 'মাগী বড়ই ঘাঘী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ঘাট[1] [স ঘট্ট] ১ *বি* শুল্ক আদায়ের স্থান। 'ঘাট ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ।' *চর্যা ১৫*, ১২০০। ২ *বি* জলাশয়াদিতে অবতরণের জায়গা। 'ঘাটত ভেটিল নান্দের পো।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘাটদান [স ঘট্ট+স দান] *বি* ঘাটের শুল্ক। 'বাটদান হাটদান আর ঘাটদানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘাটবাঁধানো [ঘাট+বাঁধানো] *বিণ* পাকা ঘাট আছে এমন। 'জানালার নীচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঘাটমাঝি [ঘাট+মু মাঝি] *বি* খেয়াঘাটের মাঝি। 'নৌকাদির ভাড়াদায়ক ও ঘাটমাঝি প্রভৃতির কর্ম্মও কাড়িয়া লইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ঘাটের মড়া *বি* নিরুদ্যম ব্যক্তি। 'তা হলে কি ঘাটের মড়া নিয়ে দেশের কাজ করবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঘাট[2] [স ঘট্>] *বি* অপরাধ। 'পূরবের ঘাট তাহা কাহারে বধিবে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঘাট মানা *ক্রি* দোষ স্বীকার করা। 'আমি ঘাট মানচি।' *শরৎ*, ১৯১৩।

ঘাট হওয়া *ক্রি* যথেষ্ট সাজা হওয়া। 'আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাফ করো তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘাটতি [হি] *বি* কমতি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ঘাটতি-পড়তি [হি ঘটতি+পড়্>] *বি* মান-অভিমান। 'নানা রকম ঘাটতি-পড়তির ভিতর দিয়েই ... তার গভীর বন্ধুত্ব চলেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঘাটলা [ঘাট>] *বি* ঘাট। 'ভাঙা ঘাটলায় এই।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঘাটা[1] [স ঘন্ট] **১** *ক্রি* আলোড়িত করা। 'তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* জোগাড় করা। 'বাঁশী যবেঁ পাইএ তবেঁ ঘসি ঘাটিএ চারি চীর করি বা পোড়াইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ঘাটোঁ** *ক্রি* ঘাঁটি; আলোড়িত করি। 'তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘাটা[2] [স ঘট্>] *ক্রি* হার মানা। 'ঘাটিলোঁ ঘাটিলোঁ এই বলিল তোমারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ঘাটা[3] [স ঘট্ট] **১** *বি* পথ। 'ধীরে ধীরে বাড়াও পাও পিছল হৈছে ঘাটা।' *মর্ত্তুজা*, ১৭৫০। **২** *বি* ঘাট। 'পারের ঘাটা পাঠালো তরী ছায়ার পাল তুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ঘাটাটোপ [স ঘটাটোপ] *বি* পর্দা রক্ষার জন্যে পালকি ঢাকার বস্ত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঘাটানো *ক্রি* রাগানো। 'তাদের কাউকে ঘাটানো নিরাপদ নয়।' *পাশা*, ১৯৭১।

ঘাটাপারলী [স ঘন্টাপারুল] *বি* ঘন্টা পারুল; ঘন্টার মতো দেখতে এক প্রকার ফুল ও এর গাছ। 'ভাঁন্টি ঘাটাপারলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘাটি, ঘাটী [স ঘট্>] **১** *বি* ত্রুটি। 'দোষ ঘাটী কিছুই নাঞি পাপ পরমাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আমার ঘাটি ক্ষমা করিয়া আমার স্বামীর সহিত আমাকে মিলাইয়া দিবেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *বি* ফাঁড়ি। 'ডাকাইতি রহিতের নিমিত্তে ঘাটী ও রোঁদগস্তি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ঘাটিআল, ঘাটিয়াল [স ঘট্টপাল] *বি* মাঝি; পাটনি। 'ঘাটে ঘাটিআল আহ্মে তোহ্মার কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন বাসস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘাটোআল [স ঘট্ট>] *বি* পাটনি; খেয়ানৌকার মাঝি। 'পার কর মথুরাক ঘাটোআল কহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘাঠিআল [স ঘট্ট] *বি* ঘাটোয়াল; ঘাটের মাঝি। 'ঘাটে ঘাঠিআল তেজ নাগরাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘাটিদানী [স ঘট্ট+স দানী] *বি* নদীর ঘাটে শুল্ক আদায়কারী। 'ঘাটি দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘাটিয়াল *দ্র* **ঘাটিআল**

ঘাটী *দ্র* **ঘাটি**

ঘাটু [স ঘন্টাকর্ণ>] *বি* ফুলবিশেষ। 'স্যামলতা ঘাটুফুল কাল্যাকড়া তোলে মৌল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘাটু নাচ [স ঘন্টাকর্ণ+নাচ] *বি* হিন্দুসমাজে প্রচলিত ঘাঁটু পূজায় পরিবেশিত নাচ। 'তন্মধ্যে ঘাটু নাচ প্রধানতম।' *ইসলাহ*, ১৯৩৩।

ঘাটো [স ঘন্ট>] *বি* ভুট্টা বা মকাই সিদ্ধ। 'মকাই সেদ্ধ করলে বলে ঘাটো।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ঘাড় [স ঘাটা] *বি* কাঁধ; গর্দান। 'গোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘাড়কাতা [ঘাড়+কাতা] *বি* মল্লযুদ্ধের কৌশল। 'ঘাড়কাতা মারি তার মস্তক ছিণ্ডিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘাড় থেকে দায় যাওয়া – ঝামেলা মুক্ত হওয়া। 'তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘাড় ধরা *ক্রি* জোরজবরদস্তি করা। 'আমি নিজেকে ঘাড় ধরে কোনো একটা রচনাকার্যে নিযুক্ত করাতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঘাড়ধাকা [ঘাড়+ধাক্কা] *বি* গলা ধাক্কা। 'ঘাড়ধাকা মারিয়া বাড়ীর বারি করে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঘাড় ধাক্কা [ঘাড়+ধাক্কা] *বি* গলা ধাক্কা। 'ঘাড় ধাক্কা কী রকম?' *জীবন*, ১৯৩২।

ঘাড় নুয়ে পড়া *ক্রি* বিনয়ে মাথা নিচু হওয়া। 'ভদ্রতার ভারে প্রতি কথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঘাড় পাতা *ক্রি* দায় স্বীকার করা। 'নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘাড় বাঁকা **১** *বিণ* অবাধ্য। 'ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **২** *বিণ* ঘাড় সোজা নয় এমন। 'যখন তার বাঁকা ঘাড় আরও বেঁকিয়ে বলত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ঘাড় বাঁকানো *ক্রি* অবজ্ঞা দেখিয়ে গতিপথ পরিবর্তন করা। 'দেশী লোক দেখলে নাক তুলে, ঘাড় বেঁকিয়ে চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'আমাকে দেখেই ঘাড় বেঁকিয়ে নিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ঘাড় ভাঙা *ক্রি* ক্ষতি করা। 'একটা শোকাতুর মানুষের ঘাড় ভেঙে পালাতে পারতাম না।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ঘাড় ভেঙে খাওয়া *ক্রি* অন্যের অর্থে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা। 'তুমি মনে করিয়াছ বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘাড় মটকানো *ক্রি* ঘাড় ভেঙে দেওয়া। 'ভূতকে অবিশ্বাস করলে যদি সে ঘাড় মটকে দেয়!' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঘাড়মোড় ভাঙা *ক্রি* নিবিষ্ট চিত্তে একটানা কোনো কাজ করা। 'তোমরা একবার পড়লে ব্যাটবল গুলিডাণ্ডা সবসুদ্ধ ঘাড়মোড় ভেঙে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঘাড়ে গদ্‌দানে *বিণ* অত্যন্ত স্থূল। 'শরীরটি ঘাড়ে গদ্‌দানে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘাড়ে-গর্দানে *ক্রিবিণ* অত্যন্ত স্থূল। 'এই লেখকদের রচনাও তেমনি ঘাড়ে-গর্দানে সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঘাড়ে চাপা *ক্রি* দায়-দায়িত্ব অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া। 'সেই কর্মের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'ধর্ম তা ঘাড়ে চাপাতে চায়।' *উমর*, ১৯৬৮।

ঘাড়ে চাপানো *ক্রি* জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া। 'ধর্ম তা ঘাড়ে চাপাতে চায়।' *উমর*, ১৯৬৮।

ঘাড়ে ভূত চাপা *ক্রি* বাতিক হওয়া। 'তোমার ঘাড়ে ম্যালথসের ভূত চাপল নাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘাণ্ট [পা ঘট্ট (ঘর্ষণ)] *বি* ঘর্ষণ। 'কমল কুলিশ ঘাণ্টে করহুঁ বিআলী।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

ঘাত [স] **১** *বি* আঘাত। 'চরণের ঘাত লাগে তাহার সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বাধা। 'কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঘাত-প্রতিঘাত [স] **১** *বি* বাধা-বিঘ্ন। 'কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* আঘাত ও প্রত্যাঘাত। 'দ্বৈত-সত্তার ঘাতপ্রতিঘাত নিভাননীর চোখ এড়ায় না।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ঘাতসংঘাত [স] *বি* ঘাত-প্রতিঘাত। 'এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ঘাতসংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঘাতসহ *বিণ* আঘাত সহ্য করতে সক্ষম। 'তাহা স্থূলবেধ ও সবিশেষ ঘাতসহ কাষ্ঠফলক ... মৃত্তিকামধ্যে ক্রমশঃ প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঘাতসহিষ্ণু [স] *বিণ* আঘাতে সহনশীল। 'বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ আর একটু ঘাতসহিষ্ণু হইলে ভাল হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ঘাতক [স] *বিণ* হত্যাকারী। 'পুত্র পীড়ক, সন্তান ঘাতক, ভ্রূণঘাতী না হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ঘাতকান্তর [স] *বি* অন্য ঘাতক। 'ঐ ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত ঘাতকান্তর নিযুক্ত ছিল না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ঘাতন [স] *বি* হত্যা। 'ঘোর রাজা নাগ্রি করে জাবত ঘাতন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘাতা [স ঘাত>] *ক্রি* নাশ করা। 'দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত করো ভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ঘানি, ঘানী [স ঘন] *বি* তিল-সরিষাদি তৈলবীজ পিষে তেল বানানোর যন্ত্র। 'কলু নগরে পিড়ে ঘানী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঘানিকল [ঘানি+স কল] *বি* তৈলবীজ থেকে তেল বের করার যন্ত্র। 'তার কান্না শোনালো যেন ঘানিকলের বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘানিগাছ [ঘানি+গাছ] *বি* পেষণ ক'রে তেল বের করার যন্ত্রের মূল খুঁটি। 'কর্তব্যচক্রের ঘানিগাছের [সঙ্গে] মনটাকে শক্ত দড়িতে বেঁধে দেওয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঘানিঘর [ঘানি+পা ঘর] *বি* যে ঘরে তৈলবীজ থেকে তেল তৈরি করা হয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঘানি-চক্র [ঘানি+স চক্র] *বি* ঘানির চাকা, যা পেষণের কাজ করে। 'তোর ভগবানকে ভূত বানালে ঘানি-চক্রে জুতে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঘানি টানা **১** *ক্রি* অযথা ভার বহন করা। 'কেবল টাকার ঘানি টানিয়া দুই চারি হাত জমির মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* শাস্তি ভোগ করা। 'সে বেটা খুনী বিশ বছর জেলের ঘানি টানছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫। **৩** *বিণ* ব্যর্থ ও কষ্টকর। 'জেগে রয় ঘানিটানা জীবনের চৌহদ্দিতে ফলে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

ঘাপটি [স গুপ্তি] *বি* গোপনে অপেক্ষা। 'আফগান মারে ঘাপটি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঘাপ্টি [স গুপ্তি] *বি* উদ্দেশ্যমূলকভাবে গোপনে অপেক্ষা। 'উকিলদিগের দালাল ঘাপ্টি মেরে জাল ফেলিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। *দ্র* **ঘুপটি**

ঘাপলা [হি ঘবড়া] *বি* ঝামেলা। 'চারদিকে খালি শত্রু, যেখানে যাও একটা না একটা ঘাপলা।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

ঘাবলা [হি ঘবড়া] *বি* বিপদ; ঝামেলা। 'এ আবার কি ঘাবলায় পড়া গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

ঘাবড়ানো [হি ঘবড়া] *ক্রি* ভয় পাওয়া; বিচলিত হওয়া। 'থেকে থেকে জান আমার ঘাবড়িয়ে উঠছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঘাবড়ে যাওয়া *ক্রি* দমে যাওয়া। 'দণ্ডের কথা পড়িয়া ঘাবড়াইয়া গেল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

ঘাম [স ঘর্ম] **১** *বি* পরিশ্রমের ফলে দেহনির্গত লবণাক্ত জল। 'কাঞ্চুলী ভিজিআঁ গেল ঘামে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অশ্রু। 'নয়নের ঘামে ঘামিল মুখশশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘাম ছোটা *ক্রি* ভয়ে শরীর থেকে ঘাম বের হওয়া। 'মজুমদারের সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘামবিন্দু [স ঘর্মবিন্দু] *বি* ঘামের বিন্দু। 'ঘামবিন্দু মুখে হেরএ নাহ। চুম্বএ হরসে সরস অবগাহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঘাম, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা – কঠোর পরিশ্রম করা। 'নামাবলীখানা গায়ে দিয়ে , মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ঘাম মোছা *ক্রি* শরীর থেকে ঝরে-পড়া ঘাম মুছে ফেলা। 'কপালের ঘাম মুছিয়া হর্ষ-বিস্ফারিত নেত্রে দশজন প্রতিবাসীকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

ঘাম হওয়া *ক্রি* শরীর থেকে ঘাম বের হওয়া। 'সেখান থেকে বেরিয়ে খুব ঘাম হতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

ঘামন [স ঘর্ম>] *ক্রি* ঘামা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঘামা [স ঘর্ম>] **১** *ক্রি* ঝরে পড়া। 'ধূলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবে ঘামো!' *জসীম*, ১৯২৯। **২** *ক্রি* ঘাম বের হওয়া। 'দরদর করে ঘামতে লাগল সে।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

ঘামাচি, ঘামাছি [স ঘর্ম>] *বি* ছোটো ছোটো ফুসকুড়ি। 'ঘামাছি ঘামের ছেলে উঠে দেহ ছেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ঘামাচি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পরতে না পরতেই যা ঘামাচি উঠেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

ঘামানো [স ঘর্ম>] *ক্রি* ঘেমে যাওয়া। 'না ঘামাইনি।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ঘামানো-চেমানো [স ঘর্ম>] *বিণ* ঘামে লেপ্টে আছে এমন। 'তেলময়লায় ঘামানো-চেমানো কৌচে বসল সে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঘায় [স ঘাত] *বি* আঘাত। 'বুকে ঘায় হানিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘায়ে ঘোয়ে *ক্রিবিণ* গায়ে বাতাস লাগিয়ে। 'বিষয় আশয় বানিয়ে নিয়েছেন, বারো মাস ঘায়ে ঘোয়ে ফেরেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘায়েল [স ঘাত] **১** *বি* আহত। 'বহুত ঘায়েল হইল লেখা জোখা নাই।'

গরীব, ১৭৬৫। **২** *বিণ* শ্রান্ত; জব্দ। 'বাঘটাকে ঘায়েল করে মরিয়া করে তুলবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৩** *বিণ* পরাস্ত। 'যাকে এখনো কথা দিয়ে ঘায়েল করা যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪। *দ্র* **ঘাল**

ঘারগাতা [স ঘাট>] *বি* প্রহার-বিশেষ। 'দাড়িতে ধরিয়া কেহ মারে ঘারগাতা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ঘারেঁ পারেঁ [পা ঘর+পা পর] *ক্রিবিণ* ঘরে ও পরে। 'ঘারেঁ পারেঁ কা বুজ্ঝিলে ম রে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

ঘারে ঘোরে *ক্রিবিণ* বুঝিয়ে-সুঝিয়ে। 'আমি মনে বুঝে তারে কব ঘারে ঘোরে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঘাল [স ঘাত] *বিণ* ঘায়েল। 'কাপ্তেন ঘাল হ'ল আর মদ কোথায় পাব?' *গিরিশ*, ১৮৮৯। *দ্র* **ঘায়েল**

ঘালা [স *ঘাতল] **১** *ক্রি* মারা। 'সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।' *চর্যা* ৪, ১২০০। **২** *ক্রি* ঘায়েল করা। 'ঘন ঘন পঞ্চবাণ ঘালএ মোহর প্রাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঘাশ [স ঘাস] *বি* ঘাস; তৃণ। 'এক গাছ হোগলা ঘাশ আনিয়া নিরূপন করিল খড়্গ।' *রামরাম*, ১৮০১। *দ্র* **ঘাস**

ঘাশি [স ঘাস>] *বি* ঘাস সরবরাহকারী। 'এ কাযে আর২ চাকরেরা মশ্ঠার। সইশ ও ঘাশি আছে।' *কেরি*, ১৮০২।

ঘাস [স] **১** *বি* তৃণ। 'পানি পিয়া সুখে ঘাস খাউক বাছুরগণ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* দূর্বা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* **ঘাশ**

ঘাসকর [স] *বি* ঘাসের খাজনা। '... গোপের পসার লুটে নিত্য ধরে ঘাসকর দায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘাসজল [স] *বি* ঘাস ও জল। 'কোনকালেও শুনি নাই যে মরা গরুতে ঘাসজল খাইয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঘাসপাতা [স ঘাস+স পত্র] *বি* ঘাস ও পাতা। 'পোড়া ঘাসপাতার সঙ্গে বালি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঘাসপাথর [স ঘাস+স প্রস্তর] *বি* ঘাস ও পাথর। 'যা কিছু আমার চারপাশে ছিল/ ঘাসপাথর সরীসৃপ।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

ঘাসফড়িং, ঘাসফড়িঙ [স ঘাস+স পতঙ্গ] *বি* একজাতীয় ক্ষুদ্র সবুজ পতঙ্গ। 'ঘাসফড়িঙের মত লাফাবে তখন।' *জীবন*, ১৯৩২; 'আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো।' *জীবন*, ১৯৪২।

ঘাসবন [স] *বি* তৃণবন। 'গভীর জঙ্গলে ও ঘাসবনের মধ্যে বিলায়েতী ও আফগানদের সঙ্গে ইংরাজদের ভয়াবহ যুদ্ধ হয়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ঘাসশূন্য [স] *বিণ* ঘাসহীন। 'ঘাসশূন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঘাসসমৃদ্ধ [স] *বিণ* ঘাস দ্বারা আবৃত। 'শিশুর দোলনা কিংবা স্নিগ্ধ ঘাসসমৃদ্ধ কবর।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

ঘাসিনৌকা *বি* ঘাস আনা-নেওয়ার উপযুক্ত নৌকা। 'কেরায়া-নাও আর ঘাসিনৌকার লাল-লাল আলো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

ঘাসী [স] **১** *বিণ* ঘাস কাটে যে। 'মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বিণ* ঘাস বোঝাই। 'ঘাসী নৌকাটা কাত হয়ে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ঘাসুয়া *বিণ* ঘাসের। 'বয়সী মোষের শ্বাসে ঘাসুয়া গন্ধ।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ঘাসে ঘাসে *ক্রিবিণ* অণুতে অণুতে। 'তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে ঘাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ঘি [স ঘৃত] **১** *বি* দুগ্ধজাত স্নেহ পদার্থ। 'সুবর্ণের বাটিতে দুবলা দেই ঘি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ঘিলু; মস্তিষ্ক। 'কোন পিচাশের ঝি মনুষ্য-মাথার ঘি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘিউ [স ঘৃত] *বি* ঘি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘিকলা [স ঘৃত-কদল] *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঘিজিমিজি [ধ্বন্যা] *বিণ* মসৃণ। 'কেটে দিই ভালো করে। ঘিজিমিজি করে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ঘিঞ্জি [ফা গুনজা] **১** *বিণ* ঝামেলাপূর্ণ। 'মানুষের জীবনটা ঘিঞ্জি।' *জীবন*, ১৯৩১। **২** *বিণ* ঘনবসতিপূর্ণ। 'লবটুলিয়ার নূতন তৈরী ঘিঞ্জি কুশ্রী টোলা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ঘিণ [স ঘৃণা] *বি* ঘৃণা। 'ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

ঘিণি [স গৃহীত] *ক্রিবিণ* নিয়ে। 'কাহেরি ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

ঘিত [স ঘৃত] *বি* ঘি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘিন [স ঘৃণা] *বি* ঘৃণা। 'না ফেলিও জীর্ণবস্ত্র যদি লাগে ঘিন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঘিনঘিন [স ঘৃণা>] *বি* ঘৃণার ভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ঘিন ঘিন করে আমার এরকম ময়লা গলহিজ সংসারে থাকতে।' *মাহে নও*, ১৯৪৯।

ঘিনঘিনে [স ঘৃণা>] **১** *বিণ* ঘৃণার উদ্রেককারী। 'ফ্যাকাশে, ময়লা, ঘিনঘিনে হলদে রং।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* বিরক্তিকর। 'একরোখার মতো এক ঘেয়ে ঘিনঘিনে গলায় জবাব দিচ্ছে।' *হাসান*, ১৯৬০। **৩** *বিণ* প্যাঁচপেঁচে। 'যেন ঘিনঘিনে কাদা না জমে গলির মোড়ে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ঘিনপিত, ঘিনপিৎ [স ঘৃণা+স পিত্ত] *বি* ঘৃণা ও লজ্জা। 'ঘিনপিত ঝেড়ে ফেলে কিনলুম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'যুযুধান টেওডর ঘিনপিৎ উপেক্ষা করে ... মেলা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ঘিন্না [স ঘৃণা] *বি* ঘৃণা। 'ঘিন্নাএ শরীর মোর দহএ সদাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঘিমশানি *বিণ* ভ্যাপসা। 'ঘিমশানি গরম।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ঘিয়ড় [স ঘৃত>] *বি* ময়দা ও চিনির তৈরি ঘিয়ে ভাজা পিঠাবিশেষ। 'কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঘিরগিশটি *বিণ* ঘুটঘুটে। 'চোখের সামনে ঘিরগিশটি অন্ধকার।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ঘিরা[১] *ক্রি* আবৃত করা; অবরোধ করা। 'ঘোর নাস্তি ঘিরিয়া আছিল অন্ধকার।' *সুলতান*, ১৭০০। **ঘিরলো** *ক্রি* আচ্ছন্ন করলো। 'কী বৈদিকে ঘিরলো হৃদয় হ'লনা সুরাগের উদয়।' *লালন*, ১৮৯০। **ঘিরি** *ক্রি* ঘিরে। 'বহুত মাতম জহারী করিবে ময়দান ঘিরি।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'ধরারে ঘিরি ঘিরি কেবলি যাবি বয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **ঘিরিয়া** *ক্রি* বেষ্টন ক'রে। 'ঘোর নাস্তি ঘিরিয়া আছিল অন্ধকার।' *সুলতান*, ১৭০০। **ঘিরিল** *ক্রি* আচ্ছাদিত করলো। 'কুকুরে ঘিরিল যতো গিধিনির রেলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ঘিরিলেক** *ক্রি* ঘিরলো। 'তীরন্দাজ লোক সব ঘিরিলেক আসি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ঘিরে আসা** *ক্রি* বেষ্টন করে আসা। 'এলো আঁধার ঘিরে, পাখি এলো নীড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

ঘিরা[2] *ক্রি* বেষ্টিত। 'জানগে নূরের খবর যাতে নিরঞ্জন ঘিরা।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঘিরাণ [স ঘ্রাণ] *বি* ঘ্রাণ। 'আজও তাহার মুখ শুঁকিলে দুধের ঘিরাণ মেলে।' *জসীম*, ১৯২৯।

ঘিরিনা [স ঘৃণা] *বি* তীব্র অপছন্দ। *ওর্স্যা*, ১৭৮৫।

ঘির্না [স ঘৃণা] *বি* ঘৃণা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘিলু [স ঘৃত>] *বি* মগজ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মাথার ঘিলু বেরিয়ে আসছে।' *মানিক*, ১৯৪৭।

ঘিশালী *বি* একপ্রকার ধান। 'ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঘিসকাপ [স ঘর্ষণ>] *বি* যে যন্ত্র দ্বারা ঘষে কাঠ মসৃণ করা হয়। 'গুরুদাস গুই গুলদার উড়নী পরিহার করে পুনরায় চিরপরিচিত র‍্যাদা ও ঘিসকাপ ধল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘী [স ঘৃত] *বি* ঘি। 'নঠ হৈল ঘোল দুধ আর নঠ ঘী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘীণ [স ঘৃণা] *বি* ঘৃণা। 'না ফেলিও জীর্ণ কাঁথা যদি লাগে ঘীণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঘু [স ঘৃত] *বি* ঘি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘুংগুর [ধ্বন্যা] *বি* নূপুর। 'নটীদের ঘুংগুরে যেন নৃত্যের মুদ্রায় তাল রাখা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ঘুঁচা *ক্রি* ঘুচা; লোপ পাওয়া। 'ঘুঁচিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ঘুঁচি *বি* মফস্বলের ছেলে। *ওর্স্যা*, ১৭৮৫।

ঘুঁজি [ফা গুনজা] *বি* নোংরা জায়গা; এঁদো জায়গা। 'আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ঘুঁটি [স গুটি] *বি* দাবা খেলার গুটি। 'গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘুঁটি চালা *ক্রি* দাবা খেলায় চাল দেওয়া। 'বাঁ হাত দিয়ে ঘুঁটি চালাচ্ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঘুঁটে [স গোবিষ্ঠা>] *বি* শুকনা গোবরের চাকতি, যা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। 'ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঘুঁটেঅলা *বি* ঘুঁটে কুড়ায় যে। 'কাংস্য ঘুঁটেঅলা আমি ঘোর।' *শক্তি*, ১৯৭০।

ঘুঁটেকুড়ানি, ঘুঁটেকুড়ানী, ঘুঁটেকুড়ুনী *বি* ঘুঁটে কুড়ায় যে মেয়ে। 'ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'জন্ম নিল ঘুঁটেকুড়ুনীর ঘরে।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৫; 'অথচ ঘুঁটেকুড়ানির হাত সযত্নে সেলাই করে আমার মলিন পরিচ্ছদ।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

ঘুঁটে দেওয়া ১ *ক্রি* জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে গোবর শুকানোর আয়োজন করা। 'ঘুঁটে দিয়া, হাত-পা ধুইয়া প্রদীপের জো করিতেছিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৬। ২ *বিণ* ঘুঁটে দেওয়া হয় এমন। 'চেঁচাড়ি দিয়ে তার ঘুঁটে দেওয়া হাতের গোবর চেঁছে ...।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ঘুঁড়ি [স ঘোটকী] *বি* মাদি ঘোড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘুঁষ [স ঘৃষ্>] *বি* হালকা আঘাত। 'তারা তাল ঠুকে এ ওকে ঘুঁষ মারে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঘুঁষি [স ঘৃষ্>] *বি* মুষ্টির আঘাত। 'ঘুঁষি বাগিয়ে দিয়ে বীরের মতো সটান স্বগৃহাভিমুখে হাওয়া দিলুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঘুঁষোঘুঁষি [স ঘৃষ্>] *বি* হাতাহাতি; মারামারি। 'পায়জামা প্যান্ট ধুতি নিয়া হেথা হয় নাকো ঘুঁষোঘুঁষি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ঘুকসি, ঘুকসী [হি ঘুঘস] *বিণ* অনাহুত। 'রসিক পাড়ায় গেলে তোমায় ঘুকসি বলে দেয় নাথিয়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

ঘুগনি [হি] *বি* মুখরোচক খাদ্যবিশেষ। **ঘুগনিদানা, ঘুগনীদানা** [হি ঘুঁঘনী+ফা দানহ্] *বি* টক ঝাল ও নানা মসলা মাখানো সিদ্ধ মটর আলু প্রভৃতি মিশ্রিত মুখরোচক খাদ্যবিশেষ। 'এক ঠোঙা ঘুগনিদানা নিয়ে এসেছে।' *জীবন*, ১৯৩১; 'সস্তা খেউড় ঘুগনীদানা।' *তারা*, ১৯৪২।

ঘুগনিওয়ালা *বি* ঘুগনি বিক্রি করে যে। 'পরে অনেক আস্ত ছোলা পেলাম, সেগুলো ঘুগনিওয়ালাদের দিয়েছি, কিন্তু নোট বিলকুল গায়েব।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ঘুঘু [স ঘুঘুকৃৎ] ১ *বি* সুপরিচিত পাখিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বুভুক্ষিত সয়চান দেখিল ঘুঘু পাখি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* ধূর্ত। 'মল্লিক লোকটা ঘুঘু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঘুঘু চরা – সর্বনাশ হওয়া। 'এমন ছেলেকে তিনদিন রাখিলেই বাটীতে ঘুঘু চরিবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি – বিপদে ফেলার ভয় দেখানো। 'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ঘুঙড়ি কাশি [স ঘূর্ঘুরিকা+কাশি] *বি* হুপিং কাশি। 'ঘুঙড়ি কাশি, গুপী কবরেজ বলেছে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঘুঙনি [হি ঘুঁঘনি] *বি* ব্যঞ্জনবিশেষ। 'আরো কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুঙনি।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ঘুঙুর, ঘুঙ্গুর [স ঘর্ঘরা] *বি* নূপুর। 'সেই রজ্জুর দুই প্রান্তে ঘুঙ্গুর বান্দিয়া রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'নটী তার সোনার ঘুঙুর ছুঁড়িয়া ফেলেছে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ঘুঙুরওয়ালা ১ *বি* ঘুঙুর পরিহিত। 'ঘুঙুরওয়ালা চরণচক্রপরা বাড়ির নতুন বউ।' *মুজতবা*, ১৯৬০। ২ *বি* ঘুঙুরবাদক। 'নহবতখানায় শানাইওয়ালা বাঁশিওয়ালা ঘুঙুরওয়ালা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ঘুঙ্গুর [স ঘর্ঘরা] *বি* মলজাতীয় অলঙ্কারবিশেষ। 'ঘুঙ্গুর পাইল পাএ নেপুর বেষ্টিত তাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঘুঙ্গুরি *বি* পায়ের অলংকারবিশেষ। 'রুনু ঝুনু বাজে সে ঘুঙ্গুরি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ঘুচানো ১ *ক্রি* দূর হওয়া। 'এভোঁহো নাহি ঘুচে তোর মুখে দুধবাস।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ক্ষান্ত হওয়া। 'ঘুচাহ কচাল কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* অনাবৃত করা। 'কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ রাধা দেহ মোরে কোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* সরে যাওয়া। 'এহা জাণী ঝাঁট ঘুচ আক্ষার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৫ *ক্রি* খুলে দেওয়া। 'বিপ্রের বন্ধন জত ঘুচাইয়া দিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ৬ *ক্রি* ত্যাগ করা। 'উঠিআ বসিল বড়াই নিদ্রা ঘুচাহিআ।' *মালাধর*, ১৫০০। ৭ *বি* উন্মোচিত হওয়া। 'এক জ্ঞানে বহুজ্ঞান ঘুচিবে তোমার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৮ *ক্রি* দূর করা। 'আপন কলঙ্ক ঘুচায়ে মরিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৯ *ক্রি* শেষ হওয়া। 'তোমার পথে চলা যখন ঘুচে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ১০ *ক্রি* ভাঙা। 'তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ১১ *ক্রি* বন্ধ হওয়া। 'বড়োরানীরও দেবসেবা ঘুচে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **ঘুচ** *ক্রি* সরে যাও। 'এহা জাণী ঝাঁট ঘুচ আক্ষার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ঘুচ ঘুচ মহাপাপী বিদ্যমান হৈতে।'

বৃন্দা, ১৫৮০। **ঘুচএ** *ক্রি* দূর হবে। 'কেমনে ঘুচএ কালি চিন্তিতে লাগিলা।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঘুচয়** *ক্রি* ঘুচায়; দূর হয়। 'সকল ঘুচয়ে ধর্ম হইলে সদয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ঘুচাআঁ** *ক্রি* খুলে। 'কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ রাধা দেহ মোরে কোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ঘুচাই** *ক্রি* দূর করি। 'যাইয়া যে ঘুচাই জঞ্জাল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ঘুচাইয়া** *ক্রি* খুলে। 'বিপ্রের বন্ধন জত ঘুচাইয়া দিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঘুচাইল** *ক্রি* দূর করলো। 'গোসাঞিের নিবন্ধ জেবা কে ঘুচাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঘুচাইল** *ক্রি* খুলে নিলো। 'তখন ঘুচাইল কাঢ়ী হৃদয়ের হার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ঘুচাএ ১** *ক্রি* দূর করো। 'তুক্মি যদি এ কণ্টক ঘুচাএ আহ্মার।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *ক্রি* খুলে। 'কপাট ঘুচাএ দিল উলুক মহাসএ।' *রামাই*, ১৭১০। **ঘুচাও** *ক্রি* দূর করো। 'যে কেহ আল্লার বান্দা ঘুচাও দেলের ধান্দা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ঘুচাবে** *ক্রি* দূর করবে। 'কারে শুধাবো এ কথা, কে ঘুচাবে ব্যথা।' *লালন*, ১৮৯০। **ঘুচায়** *ক্রি* খোলে। 'অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন কখন ঝাঁপয়ে তাই।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **ঘুচায়া** *ক্রি* দূর ক'রে। 'চিত্তের ঘুচায়া ধন্দ উকটএ কাটা কন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঘুচায়্যা** *ক্রি* মুক্ত ক'রে। 'ভাএরে ঘুচায়্যা লিলেক ভাএর নারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঘুচাল্য** *ক্রি* দূর করলো। 'ভূঞ্জাইয়া ভ্রম তার ঘুচাল্য সকল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঘুচাহ** *ক্রি* ঘুচাও; ক্ষান্তি দাও। 'ঘুচাহ কচাল কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ঘুচাহিআ** *ক্রি* দূর ক'রে; ত্যাগ ক'রে। 'উঠিআ বসিল বড়াই নিদ্রা ঘুচাহিআ।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঘুচিব** *ক্রি* দূর হবে। 'তবে সে ঘুচিব মোর এই মনে দুখ।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঘুচিবে** *বি* উন্মোচিত হবে। 'এক জ্ঞানে বহুজ্ঞান ঘুচিবে তোমার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **ঘুচিবেক** *ক্রি* ঘুচবে; দূর হবে। 'বিস্য পুত্র হতে মোর ঘুচিবেক কেলেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ঘুচিল** *ক্রি* দূর হলো। 'ঘুচিল নিদাগ তাপ বৃন্দাবন গুনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঘুচুক** *ক্রি* দূর হোক। 'মনের ঘুচুক মনব্যেথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ঘুচুতে** *ক্রি* দূর করতে। 'সে একেবারে সব গোল ঘুচুতে বসেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **ঘুচে** *ক্রি* দূর হয়। 'এভোঁহো নাহি ঘুচে তোর মুখে দুধবাস।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ঘুচে যাওয়া** *ক্রি* বন্ধ হওয়া। 'বড়োরানীরও দেবসেবা ঘুচে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঘুজি [ফা গুনজা] *বি* অন্ধকার সংকীর্ণ জায়গা। 'গলি ঘুজিতে সন্ধ্যার পর কি মনুষ্য নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৬।

ঘুজিঘুজি [ফা গুনজা] *বি* বদ্ধ জায়গা। 'অত ঘুজিঘুজিতে ওদের কষ্ট হবে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঘুটঘুট [স ঘুট্>] **১** *বিণ* গাঢ়। 'ঘুটঘুট ঘোর রাত্তিরে তোর সঙ্গীরা তোকে ডাকছে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩। **২** *বিণ* ঘোর: অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'ঘন ঘুট ঘুট চারধার।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

ঘুটঘুটে [স ঘুট্>] *বিণ* গাঢ়। 'দুই এক লহমার মধ্যেই চারিদিগে ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া আসিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঘুটনি [স ঘুট্>] *বি* ডাল ঘোটার চামচবিশেষ। 'ডালের পাতিলে ঘুটনি ঘোরাতে বল্লেন।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

ঘুটে [স গুথ] *বি* ঘুঁটে; গোবরের শুকনা খণ্ড। 'মুখে মাখে ঘুটে পাশ গায় খড়িমাটি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঘুটে পাশ *বি* ঘুঁটের ছাই। 'মুখে মাখে ঘুটে পাশ গায় খড়িমাটি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঘুড্ডি, ঘুড্ডী [হি গুড্ডী] *বি* ঘুড়ি। 'লাট্টু, ঘুড্ডী, কৃকেট ও পায়রা পড়ে রইলো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ছোঁড়ারা ঘুড্ডি বানায়।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

ঘুড়ি, ঘুড়ী [হি গুড্ডী] *বি* ঘুড়ি। 'ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'ছিপ ঘুড়ি লাটাই নির্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘুড়ি-ওড়া [ঘুড়ি+ওড়া] *বি* ঘুড়ি ওড়ানো। 'পাখি-ওড়া আর ঘুড়ি-ওড়ায় তফাত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঘুড়িণী [স ঘোটকী] *বি স্ত্রী* ঘোড়া। 'ঘোর হল ঘুড়িণী ঘোড়ায় অভিমুখ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঘুড়ী [স ঘোটকী] *বি* মাদি ঘোড়া। 'আগাড়ি পিছাড়ি দড়ি ঘুড়ীর এলায়।' *ঘনরাম*, ১৭১১।

ঘুণ [স] **১** *বি* জীর্ণতা। 'যাবত যৌবনে রাধা নাহি লাগে ঘুণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ক্ষতি করতে পারে এমন উপাদান। 'তাহার সামর্থ্যরূপ দারুণগর্ভে এমন বিষম ঘুণ গুপ্ত থাকিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বিণ* কাঠ নষ্টকারী পোকাবিশেষ। 'কল্পবৃক্ষে ঘুণ ধরে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৪** *বিণ* ক্ষতিকর। 'জমীদারীর ঘুণ কর্মচারী আমরা চাই নে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **৫** *বিণ* সুদক্ষ। 'আমি ও কাজে ঘুণ হয়ে গেছি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ঘুণ ধরা *ক্রি* মরিচা ধরা। 'তাহার কলমে যেন ঘুণ ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ঘুণ-ধরা [ঘুণ+ধরা] **১** *বিণ* ঘুণ পোকায় আক্রান্ত। 'প্রভেদজ্ঞান ঘুণধরা বাঁশের মতই।' *সওগাত*, ১৯২৮। **২** *বিণ* জড়তাক্লিষ্ট। 'ঘুণধরা হাড় কড়কড় করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঘুণ লাগা *ক্রি* পোকা লাগা। 'এ চারু প্রেমপ্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ঘুণাক্ষর [স] *বি* সামান্যতম ইঙ্গিত। 'ঘুণাক্ষরেও যদি টের পাইয়া থাকেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ঘুণে-ধরা ১ *বিণ* পোকায় ধরা; দুর্বল। 'তাহাদের লাঠি ঘুনে ধরা, বাহুতে বল নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। **২** *বিণ* অন্তঃসারশূন্য। 'বলতে শুরু করেছে, যাকে মহৎ বলে মনে করি সে ঘুণে ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বিণ* বিকারগ্রস্ত। 'ঘুণে-ধরা প্রাচীন সভ্যতাগুলোর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **৪** *বিণ* জরাজীর্ণ। 'সেই সাবেক আমলের ঘুণে ধরা ইউনিয়ন বোর্ডের নাম পাল্টাইয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ঘুণ্টি [স ঘণ্টা] *বি* ঘণ্টা। 'উটের গলায় ঘুণ্টি শুধু বাজে।' *জীবন*, ১৯২৭।

ঘুণ্টিমালা [স ঘণ্টা-মালা] *বি* ঘণ্টাযুক্ত গলার মালা। 'ছাড়া পেয়ে ছুটল হঠাৎ ঘুণ্টিমালা গলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ঘুণ্ডি [স ঘুণ্টিকা] *বি* বোতাম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘুৎকার [ধ্বন্যা ঘুৎ+স কার] **১** *বি* পেঁচার ডাক। 'ঘুৎকার করে উলূক অমনি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বি* ঘোঁৎ ঘোঁৎ ধ্বনি। 'ওঠে মৃত্যুআহত নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঘুৎকার।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঘুন [স ঘুণ] *বি* ঘুণ পোকা। 'পাঞ্জর বেধিআঁ বুকত লাগিল ঘুনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘুনাক্ষর [স ঘুণ-অক্ষর] *বি* সামান্যতা। 'আমি ঘুনাক্ষরে এ সকল সম্বাদ জানি না।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ঘুনঘান [ধ্বন্যা] *বি* নিচু স্বরে শব্দ। 'শুন সব বলি হবে ঢলাঢলি, যদি শুন ঘুনঘান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঘুনঘুনে [ধ্বন্যা ঘুনঘুন>] *বিণ* ঘুনঘুন শব্দ করে এমন। 'ঘুনঘুনে মাছির চেয়েও ছোটো মিহিন জলের কণা ফিনফিন করছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঘুনসি *বি* কোমরে বাঁধা যে সুতা। 'কতগুলো চাবি ঘুনসিতে ঝোলান।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ঘুনানো *ক্রি* কাছে আসা; ঘনানো। 'ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটে ঘুনাইতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ঘুনি [স ঘন>] ১ *বি* কেশবন্ধনী-বিশেষ। 'লাসে পরে পাটের ঘুনি।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* বাঁশের শলার তৈরি খাঁচার মতো মাছ ধরার ফাঁদবিশেষ। 'বন্য বাঁশের ঘুনি পাতিয়া কুচো মাছ ধরিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ঘুনি-ঘুনি [ধ্বন্যা] *বিণ* গুঁড়ি গুঁড়ি। 'ঘুনি-ঘুনি বৃষ্টি পড়ছে।' *তারা*, ১৯৫৩।

ঘুন্সি [ঘুম+রশি] *বি* কোমরে যে সুতা বাঁধা হয়; তাগা। 'কোমরেতে তিন পাক ঘুন্সি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ঘুপচি [স গুপ্তি] *বিণ* সংকীর্ণ। 'লন্ডনের কোন বাইলেনের কোন ঘুপচি আধো অন্ধকার কফিঘরে ...।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

ঘুপটি [স গুপ্তি] *বি* লুক্কায়িত ভাব। 'বাসিন্দারা সব পালিয়েছে না ঘুপটি মেরে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। *দ্র* **ঘাপটি**

ঘুপটি মারা *ক্রি* অন্যের অগোচরে জড়সড় হয়ে ওত পেতে থাকা। 'বাসিন্দারা সব পালিয়েছে না ঘুপটি মেরে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঘুপসি [স গুপ্তি] *বিণ* সংকীর্ণ। 'খোলার চালে ঘুপসি একখানা বিচ্ছিন্ন ঘর এই মণীন্দ্রর।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ঘুম [স ঘূর্ণ>] *বি* নিদ্রা। 'আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘুম কাড়া *ক্রি* নিদ্রাহরণ করা। 'নয়নে ঘুম নিল কেড়ে/ উঠি বসি শয়ন ছেড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ঘুমকাতুরে [ঘুম+স কাতর>] *বিণ* ঘুমাতে ভালোবাসে এমন। 'ঘুমকাতুরে বলিয়া ... বকুনি সত্ত্বেও সে পড়িতে পারে না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঘুম-ঘুম *বিণ* তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'মহাসিন্ধু উতলা ঘুম-ঘুম ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঘুম ঘুমিয়ে [ঘুম] *ক্রিবিণ* ঘুমাতে ঘুমাতে। 'ঘুম ঘুমিয়ে ঘুমের দেশে ঘুমলী স্বপন দেখছে খালি।' *জসীম*, ১৯৫১।

ঘুমঘোর [ঘুম+স ঘোর] *বি* ঘুমের ঘোর; ঘুমের জড়িমা। 'রহিবে মিশি দিবসনিশি আধো-আধো ঘুমঘোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

ঘুমঘোরময় [ঘুম+স ঘোর+স ময়] *বিণ* ঘুমের ঘোরাচ্ছন্ন। 'ঘুমঘোরময় গান বিভাবরী গায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

ঘুম ছুটানো *ক্রি* নিদ্রাচ্ছন্নতা দূর করা। 'নীল আকাশের ঘুম ছুটালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

ঘুম-জাগানো *বি* ঘুম থেকে জাগায় এমন। 'কখনো-বা প্রভাতের ঘুম-জাগানো গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ঘুম-টুটানো [ঘুম+টুটানো] *বিণ* ঘুম দূরকারী। 'ঘুম-টুটানো আজান দিলে – 'আল্লাহো আকবর!' *নজরুল*, ১৯২৯।

ঘুম তরাসে *বিণ* ঘুমালে ভয় পায় এমন। 'আমি ঘুম তরাসে লোক।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ঘুমদার [ঘুম+ফা দার] *বি* ঘুমকাতুরে ব্যক্তি। 'সে বটে সুবিখ্যাত ঘুমদার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ঘুমপাড়ান গান *বি* শিশুকে ঘুমপাড়ানোর উদ্দেশে রচিত গীত। 'মনে করুন মায়ের সেই ঘুমপাড়ান গান।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ঘুমপড়ানি, ঘুমপাড়ানি [ঘুম+পাড়া>] ১ *বিণ* ঘুমপাড়ানি; ঘুম পাড়ায় এমন। 'মায়াবিণী এই নিশি আসলো ঘুমপড়ানি মাসি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ২ *বিণ* শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্যে ব্যবহৃত। 'সব-সুদ্ধ এমন একটা করুণ ঘুম-পাড়ানি গান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঘুমপাড়ানিয়া [ঘুম+পাড়া>] *বিণ* ঘুম পাড়ায় এমন। 'ঘুম লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে/ ঘুমপাড়ানিয়া মাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ঘুম পাড়ানো *ক্রি* ঘুমাতে সাহায্য করা। 'বর যে ঘুমুচ্চে, কে ঘুম পাড়ালে লো?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ঘুম-পাড়ানো [ঘুম+পাড়া>] ১ *বিণ* ঘুম পাড়ায় এমন। 'কখনো-বা লোকালয়ের উপর রাত্রের ঘুম-পাড়ানো সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বিণ* সুপ্ত। 'মস্ত ঘন ব্যথার বুকেও একটা বেশ আনন্দ ঘুম-পাড়ানো থাকে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বিণ* ঘুমন্ত। 'তার ঘুমপাড়ানো চিতাকে সজাগ করে দিলি।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৪ *বিণ* ঘুম আনতে সাহায্য করে এমন (কল্পিত নারী)। 'ঘুমপাড়ানো মাসিপিসি ভাড়া করা হইয়াছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

ঘুমপুর [ঘুম+স পুর] *বি* ঘুমের রাজ্য। 'ঘুম পাড়িয়ে রাখছে নিতুই, সে ঘুমপুরে আসি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ঘুমপুরী [ঘুম+স পুরী] *বি* ঘুমানোর ঘর। 'ঘুমপুরীর সকল কটা আগল দিয়ে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

ঘুমভাঙা [ঘুম+ভাঙা>] *বিণ* ঘুম ভাঙিয়ে দেয় এমন। 'ঘুম-ভাঙা তার একলা রাতে কোন বাণী কয় একলা রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ঘুমভাঙানিয়া [ঘুম+ভাঙা>] *বি* ঘুম ভাঙায় যে। 'তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো, ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

ঘুমভাঙানো [ঘুম+ভাঙা>] *বিণ* ঘুম ভাঙায় এমন। 'গাছের ফাঁকে তাকিয়ে থাকে ঘুমভাঙানো সঙ্গীবিহীন সন্ধ্যাতারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘুমভোলা [ঘুম+ভোলা] *বিণ* ঘুমে বিভোর। 'দেহটি আলসে এলায়ে ঘুমাত সে ঘুম-ভোলা।' *জসীম*, ১৯৩১।

ঘুময়ে পড়ন [ঘুম+পড়া>] *বি* ঘুমিয়ে যাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঘুমলি, ঘুমলী [ঘুম>] ১ *বিণ* নিদ্রামগ্ন। 'ঘুমলী রাতের প্রহর।' *জসীম*, ১৯৩১। ২ *বিণ* তন্দ্রাজড়িত। 'রাঙা পায়ের ঘুমলি স্বপন দেখছে নয়ন বুঁজি।' *জসীম*, ১৯৩১; 'ঘুম ঘুমিয়ে ঘুমের দেশে ঘুমলী স্বপন দেখছে খালি।' *জসীম*, ১৯৫১।

ঘুম-সেতু [ঘুম+স সেতু] *বি* স্বপ্ন রূপ সেতু। 'তুই উগ্র ক্ষিপ্ত তেজ-মরীচিকা, নোস অমরার ঘুম-সেতু।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঘুমহারা [ঘুম+স হারা] *বিণ* নির্ঘুম। 'ডাকছে থাকি থাকি ঘুমহারা কোন নাম-না-জানা পাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ঘুমাইয়া-পড়া *বিণ* ঘুমিয়ে গেছে এমন। 'সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘুমিয়ে-পড়া *বিণ* ঘুমিয়ে গেছে এমন। 'কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে-ভরা, নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ঘুমে-ভরা [ঘুম+ভরা] *বিণ* ঘুমন্ত; নিদ্রাচ্ছন্ন। 'কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে-ভরা, নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'বাঙালির সুষুপ্ত, ঘুমে-ভরা অলস-প্রাণ জাগিয়ে তোলো।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঘুমের গাড়ি *বি* ঘুমরূপ গাড়ি। 'ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-চাকায় শব্দ তুলে সে কোথায় চলেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ঘুমের ঘোর *বি* নিদ্রার আবেশ। 'এত ঘুমের ঘোর কেন।' *উমেশ*,

১৮৫৭।

ঘুমের দুয়ার *বি* কাল্পনিক ঘুমের দেশে প্রবেশ করা দরজা। 'ঘুমের দুয়ার ঠেলে কে সেই খবর দিল মেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

ঘুমের দেশ *বি* নীরব-নিস্তব্ধ জায়গা। 'ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা, তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘুমের নূপুর *বি* ঝিঁঝিঁ পোকার একঘেয়ে ডাক। 'ঝিঁঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।' *জসীম*, ১৯২৭।

ঘুমের পর্দা *বি* ঘুমের জগৎকে আলাদা করে রাখার কাল্পনিক পর্দা। 'সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের পর্দাখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঘুমের বুড়ি *বি* ঘুমরূপ কাল্পনিক বুড়ি। 'ঘুমের বুড়ি আসছে উড়ি নয়ন-ঢুলানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ঘুমের সাগর *বি* ঘুমরূপ সাগর। 'বেড়াতেম সাঁতারিয়া ঘুমের সাগরময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ঘুমের স্রোত *বি* ঘুমের ঘোর। 'ঘুমের স্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ঘুমোঘুমো [ঘুম>] *বিণ* তন্দ্রালু। 'ছড়ার নূপুর বাজিয়ে তোমায় করতে পারি ঘুমোঘুমো।' *জসীম*, ১৯৫১।

ঘুমোনো [ঘুম>] *ক্রি* ঘুমানো। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ঘুমোল [ঘুম>] *বিণ* ঘুমোচ্ছে এমন। 'সে-ঘুমোল চোখ দেখবার প্রয়োজন নেই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

ঘুমট [ফা গুম] *বি* আবরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘুমন্ত [স ঘূর্ণ>] **১** *বিণ* ঘুমিয়ে আছে এমন; নিদ্রিত। 'আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* সুপ্ত। 'ঘুমন্তপ্রায় আকাঙ্ক্ষা যত/ পরানে উঠিবে জিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* অসচেতন। 'ইহা ঘুমন্ত মানুষের এক মাটিতে শুইয়া থাকিবার ঐক্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঘুমন্তপুরী [স ঘূর্ণপুরী] *বি* নিঃশব্দ নগরী। 'সমস্ত দেশটাই যেন একটা বিরাট ঘুমন্তপুরী।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ঘুমানো[1] [ঘুম>] *ক্রি* ঘুম পড়া। 'মৃদু মৃদু বিজইত ঘুমল হাম। ভনই বিদ্যাপতি রস অনুপাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঘুমানো[2] [স ঘূর্ণ] *ক্রি* ঘুরানো। 'মারিল মোসেব পরে নেজা ঘুমাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ঘুমুর [স ঘর্ঘরা] *বি* নূপুর। 'ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘন্টা ও ঘুমুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় বাজিয়ে ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘুর [স ঘূর্ণ>] **১** *বি* ঘোর। 'তোমার পিছুন পিছুন নেচে নেচে ঘুর লেগেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **২** *বি* দূরত্ব। 'দূরে গিয়ে বাড়াই-যে ঘুর, সে-দূর শুধু আমারি দূর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৩** *বি* বেশি ঘুরে যেতে হয় এমন অবস্থা। 'গম্যস্থানে পৌছিতে ঘুর পড়ে বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঘুরখাওয়া [স ঘূর্ণ>+খাওয়া] **১** *বি* আবর্তন। 'চলেছে প্রোটন-ইলেকট্রনের ঘুরখাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* ঘুরছে এমন। 'কুমোরের ঘুরখাওয়া চাকার সংবেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ঘুরঘুটি [স ঘোর+স ঘটা] *বিণ* ঘন। 'চারদিক আঁধার ঘুরঘুটি।' *তারা*, ১৯৪৬।

ঘুরঘুট্টি, ঘুরঘুট্টী *বিণ* নিশ্ছিদ্র; গাঢ়। 'অমাবস্যার রাত্তির – অন্ধকারে ঘুরঘুট্টী। *হুতোম*, ১৮৬১; 'যেতে যেতে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হবে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ঘুর ঘুর [ধ্বন্যা] *বি* উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা। 'কেবল ঘরে ঘরে বারান্দায় বারান্দায় ঘুর ঘুর করে বেড়ানো যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঘুর-ঘুর করা *ক্রি* ঘোরাঘুরি করা। 'হতভাগা কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর-ঘুর করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘুর-চাকা [ঘুর+চাকা] *বি* ঘূর্ণনরত চাকা। 'তোর ঘুর-চাকাতে বল-দর্পীর তোপ কামানের টুটুক জোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঘুরতে থাকা **১** *ক্রি* মাথা ঘোরা; ঝিমুনির ভাব হওয়া। 'আমার এমন মাথা ঘুরতে থাকে যে আমার দেখাশোনা সব ঘুরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯। **২** *ক্রি* আবর্তিত হওয়া। 'কুমোরের চাকা যখন ঘুরতে থাকে, তখনই কুমোর যাহা পারে গড়িয়া লয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৩** *ক্রি* বাস করা। 'কর্ম উপলক্ষ্যে ঘুরতে হয় নানা প্রদেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ঘুরপথ *বি* ঘোরানো পথ। 'ঘুরপথ ছেড়ে কোনাকুনি রাস্তায় নেমে আসে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ঘুরপাক [স ঘূর্ণ>+পাক] *বি* চক্রাকারে ঘোরা। 'নড়েচড়ে বেড়ানো বাইনাচের মতো নয়, অনবরত ঘুরপাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

ঘুরপাক খাওয়া *ক্রি* আবর্তিত হওয়া। 'মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ধরে পাগলের মতো তীব্র আমোদে ঘুরপাক খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঘুরপাক-খাওয়া [স ঘূর্ণন>+পাক+খাওয়া] *বিণ* আবর্তমান। 'প্রকাণ্ড একটা চ্যাপটা ঘুরপাক-খাওয়া জগৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঘুরপাক খাওয়ানো *ক্রি* অযথা হয়রানি করা। 'অপরপক্ষকে আদালতে কিছুদিন ঘুরপাক খাওয়াইয়া মজা দেখিয়া নিবে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

ঘুরপাক দেওয়া *ক্রি* ঘোরানো। 'বাহকেরা তাড়া খায়, ঘুরপাক দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঘুরন [স ঘূর্ণন] *ক্রি* পাক দেওয়া। 'বিচিত্র কাচুলি পৈরে সর্ব্বাঙ্গে ঘুরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘুরনচাকি [স ঘূর্ণনচক্র] *বি* ঘূর্ণিচক্র। 'ঠিক সেই সময়েই উঠিল একটি ঘুরনচাকি।' *তারা*, ১৯৪০।

ঘুরনি [স ঘূর্ণি] *বি* ধুতি। 'পরিধান দিব্য জোড়া উড়নি ঘুরনি পরিপাটী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঘুরন্ত [স ঘূর্ণন>] *বিণ* আবর্তমান। 'তারি 'পরে রূপ নিয়ে চ'লে যায়/ উদাসীন ঘুরন্ত প্রকৃতি।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

ঘুরলা [স ঘূর্ণ>] *বি* ঘূর্ণি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘুরা, ঘুরানো [স ঘূর্ণ] **১** *ক্রি* ঘূর্ণিত হওয়া। 'কুম্ভকার চক্র যেন ঘুরে দুই অক্ষ।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* ঘূর্ণন করানো। 'নয়ন ঘুরায় বড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঘুরি ঘুরি *ক্রিবিণ* ঘুরে ঘুরে। 'তালে তালে নাচে ঘুরি ঘুরি।' *মুরারি*, ১৫৭০।

ঘুরা ফিরা *ক্রি* পরিভ্রমণ করা। 'শ্রাবণগগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে *ক্রিবিণ* নানাভাবে; একবার একভাবে তারপর অন্যভাবে। 'ফলিয়ে বলা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কমিয়ে-বাড়িয়ে বলার অবসর নেই।' *অবন*, ১৯২৫।

ঘুরে ঘুরে বেড়ানো *ক্রি* আবর্তিত হওয়া। 'ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ঘুরে ঘুরে মরা *ক্রি* দিশাহারার মতো ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হওয়া। 'ঘুরে ঘুরে মরি আঁধার গহনে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঘুরে ঘুরে যাওয়া *ক্রি* বার বার ঘুরে যাওয়া। 'ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেবে ঘুরে ঘুরে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ঘুরে ফিরে *ক্রিবিণ* বার বার। 'ঘুরে ফিরে এই কথাই লিখতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঘুরে মরা *ক্রি* ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হওয়া। 'নানা ঠাঁই ঘুরে মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘুর্যা ঘুর্যা *ক্রি* ঘুরে ঘুরে। 'ঘুর্যা ঘুর্যা বুলি শুধু পলাসনের বিলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঘুরাফেরা *বি* আনাগোনা। 'দুদশ মিনিট ঘুরাফেরা করিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ঘুরানি [স ঘূর্ণ] *বি* পাক। 'ওর নাকটা ধরে একটা ঘুরানি দিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৫।

ঘুরানো *দ্র* **ঘুরা**

ঘুরুণিয়া [স ঘূর্ণ>] *বিণ* ঘূর্ণি। 'ঘুরুণিয়া ঝড়ে ডিঙ্গা ঘন বয় পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘুরুনি [স ঘূর্ণ>] *বি* পাক দেওয়ার কাজ। 'পাশা ফেলল নিপুণ হাতের ঘুরুনিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ঘুরুলি [স ঘূর্ণ>] *বি* ঘূর্ণিপাক। 'আঙুল দিয়ে টেনে-টেনে চুলের ঘুরুলি তৈরি করছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ঘূর্ণি [স ঘূর্ণি>] **১** *বিণ* আবর্তিত। 'বার মাসে তের বার ঘূর্ণি মেঘে [illegible]' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* মাথা ঘোরানো; ঝিমানি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* **ঘূর্ণি**

ঘুর্ণিত [স ঘূর্ণিত] *বিণ* আবর্তিত। 'ধুনার আগুনে হল্য ঘুর্ণিত অচলা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঘুর্ণিয়া [স ঘূর্ণি>] *বি* ঘূর্ণাবর্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঘুর্নিল [স ঘূর্ণি>] *বিণ* ঘূর্ণায়মান। 'ঘুর্নিল ফিল্মের রীল দ্রুত ভরে ওঠে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ঘুর্ণা [স ঘূর্ণি] *বি* ঘূর্ণি। 'পানির ঘুর্ণা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘুর্লি [স ঘূর্ণি] *বি* ঘূর্ণি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঘুল [স ঘূর্ণ>] *বি* মাখন তুলে নেওয়া পানি মিশ্রিত দই; ঘোল। 'দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘুল সাজাইল পসার।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘুলঘুলি *বি* ছোটো জানালা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এই বেলা গিয়ে ঘুলঘুলিতে আড়াসি পেতে বসে থাকি।' *অবন*, ১৯২৫।

ঘুলা [স ঘূর্ণ>] *বি* স্রোতের ঘূর্ণি। 'লালন গেল ঘুলায় পড়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

ঘুলানো [স ঘূর্ণ>] **১** *ক্রি* আলোড়ন করে কাদাময় করা; ঘোলা করা। 'যে জল আমি পান করিতেছি তাহা ঘুলাইতে কেমন করিয়া সাহস করিয়াছিস?' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *ক্রি* গুলিয়ে ফেলা। 'আমরা কেবল ধড়ফড় ক'রে যে জায়গাটাতে থাকি তার চতুর্দিক ঘুলিয়ে তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *ক্রি* এলোমেলো করা; ছড়িয়ে দেওয়া। 'ঘুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে দু ধারে সব উদারচিত্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঘুলিয়ে ওঠা *ক্রি* ঘোলা হওয়া। 'নদী ফুলিয়ে ঘুলিয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘুলিয়ে যাওয়া *ক্রি* তালগোল পাকিয়ে ফেলা। 'মাথা একেবারে ঘুলিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘুলি ঘুলি *বিণ* ঝাপসা। 'মায়ের দুঃখভরা মনটার মত ঘুলি ঘুলি অন্ধকার।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঘুলি-পথ [ই গলি+স পথ] *বি* গলিপথ। 'সদর ছাড়িয়া সড়কের ঘুলি-পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ঘুষ[1] [স] *বি* উৎকোচ; কোনো কাজ করানোর জন্যে বাড়তি অর্থ প্রদান। 'মপশ্বলে কোন মকদ্দমার ঘুষ খাইয়া কারসাজি করিব না।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ঘুষখোর [স ঘুষ+ফা খোর] *বি* উৎকোচ গ্রহণকারী। 'বেকনের ঘুষখোর অপবাদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঘুষখোরী [স ঘুষ+ফা খোর>] *বি* ঘুষ বা উৎকোচ নেওয়ার কাজ। 'ঘুষখোরী, সরকারী মাল চুরি ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

ঘুষ[2] [স ঘৃষ্] *বি* ঘুষি। 'ভাই আজ শয়তান ভাই – এ মারে ঘুষ কিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঘুষঘুষি *বি* ঘুষির মাধ্যমে মারামারি। 'তারা হাসাহাসি ঘুষঘুষি ও কিলাকিলি করিয়া ... আনন্দের আগুন নিভাইতে লাগে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ঘুষ ঘুষ [স ঘৃষ্>] *বি* চাপা আলোচনা। 'বিয়ে বাড়িআলারা অনেক সময়ই প্রায় ঘুষ ঘুষ করে।' *জীবন*, ১৯৩১।

ঘুষড়া [স ঘৃষ্>] *ক্রি* ঘুষি দিয়ে মারা। 'তাহাকে পোঁদে ছেঁচড়ি দিয়া ঘুষড়িয়া লইয়া কান মুচড়িয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

ঘুষা, ঘুসা [স ঘুষ্>] *ক্রি* ঘোষণা করা। 'পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন ঘুসিএ জগত জনে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ঘুষি** *ক্রি* ঘোষণা করি। 'মোর কুল সড়ে ঘুষি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ঘুষিব** *ক্রি* ঘোষণা করবো। 'জুদ্ধে পলাইলে অবজস ঘুসিব সংসার।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঘুষিবেন্ত** *ক্রি* ঘোষণা করবে। 'স্ত্রীয়া কুলে অপযশ ঘুষিবেন্ত শুনি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ঘুষিয়া** *ক্রি* ঘোষণা ক'রে। 'কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ঘুষিল** *ক্রি* ঘোষণা করলো। 'কলঙ্ক ঘুষিল লোক।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০। **ঘুসঘুসানি** *বি* মিনমিনে ভাব। 'সাধুর হাটে ঘুসঘুসানি কী বলিতে কী বলা।' *লালন*, ১৮৯০। **ঘুসি** *ক্রি* ঘোষণা করে। 'পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন ঘুসিএ জগত জনে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ঘুসিব** **১** *ক্রি* ঘোষণা করবে। 'আর অনেক নাম ঘুসিব সংসার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* ঘোষণা করবো। 'ঘুসিব তোমার যশ সকল ভুবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ঘোসিবে** *ক্রি* ঘোষণা করবে। 'না হইবে পতন জগৎ ঘোসিবে যশ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ঘুষাঘুষি [স ঘৃষ্>] *বি* মুষ্টি প্রহার। 'ঘুষাঘুষির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঘুষি [স ঘৃষ্>] *বি* মুষ্টিপ্রহার। 'এক ঘুষিতে ভূতলশায়ী করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ঘুষিঘাষা *বি* মুষ্টি দ্বারা আঘাত। 'ইংরাজের ঘুষিঘাষা খাইয়া নাকিসুরে নালিশ করা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঘুষো [স ঘৃষ্>] *বি* ঘুষি। 'সে যেন রাগী আকাশটার কিল চড় লাথি ঘুষোর আকারে আসতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঘুস [স ঘুষ] *বি* উৎকোচ; কোনো কাজ করানোর জন্যে বাড়তি অর্থ প্রদান। 'আমলা বলপূর্ব্বক টাকা ঘুস লইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ঘুসখোর [স ঘুষ+স খোর] *বি* উৎকোচ গ্রহণকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঘুসঘাস [স ঘুষ>] *বি* কার্যসিদ্ধির জন্য অবৈধভাবে দেওয়া টাকা, দ্রব্য প্রভৃতি। 'সকলে করিনু রাজী দিয়ে ঘুসঘাস।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঘুসকি [স ঘুষ্>] *বি* গুপ্ত বেশ্যা। 'খানকি, ঘুসকি ও গেরস্ত মেয়েদের ম্যালা লেগে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘুসকো [স ঘুষ্>] *বিণ* ঘুসঘুসে; ভিতরে ভিতরে চলছে এমন। 'চুলগুলো সব বাবুই দড়ি – ঘুসকো জ্বরের কাবুয় পড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঘুসঘুসানি [স ঘুষ্>] ১ *বি* গোপন কথা। 'সাধুর হাটে ঘুসঘুসানি কী বলিতে কী বলা।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* সামান্য; হালকা। 'হৈছিল একটু ঘুসঘুসানি জ্বর।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ঘুসঘুসাঁআঁ *ক্রিবিণ* ধিকিধিকি; ভিতরে ভিতরে। 'এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘুসঘুসে *বিণ* গোপন; চাপা। 'ঘুসঘুসে জ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ঘুসা[1] [স ঘুষ্>] *ক্রি* ঘোষণা করা। 'মিছাই কাহ্নঞিঁ ঘুসসি দানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘুসা[2], **ঘুসানো** [স ঘৃষ্>] *বি* মুষ্টি প্রহার। 'ঘুসা কিম্বা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'ঘুসানো।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঘুসাঘাত [স ঘৃষ্>] *বি* মুষ্টির আঘাত। 'চপেটাঘাত, কীলাঘাত এবং ঘুসাঘাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ঘুসাঘুসি [স ঘৃষ্>] *বি* পরস্পর ঘুষি দিয়ে মারামারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঘুসি, ঘুসী [স ঘৃষ্>] *বি* মুষ্টি প্রহার। 'যদি কেহ কিছু বলে ধ'রে দেয় ঘুসি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়, ঘুসী ধ'রে ওঠেন তবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঘুসিত [স ঘুষ্>] *বিণ* ঘোষিত। 'কোথা বীর পাইলা ধন ঘুসিত সকল জন পরিবাদ ছিল লোক মাঝে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘুসিতড়া *বি* নদীবিশেষ। 'ঘুসিতড়া নদীতে এক শত হাত লম্বা এক সেতু।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ঘুসো [মারাঠি ঘুস] *বি* কুচা চিংড়িবিশেষ। 'দীনের তারণকারী চিঙড়ির ঘুসো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঘুণ্ড [পা ঘুণ্ট] *বি* পর্যটক। 'থাকিব তই ঘুণ্ড কইসেঁ।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

ঘুমা [স *ঘূর্ম>] *ক্রি* ঘুমানো। 'ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

ঘূর্ণ [স] *বিণ* আচ্ছন্ন। 'অতিঘুমে ঘূর্ণ হই শয়নে সুতিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঘূর্ণচক্র [স] *বিণ* চাকার মতো ঘুরছে এমন। 'ঘূর্ণচক্র জনতাসংঘ বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঘূর্ণন [স] *বি* ক্রমাগত আবর্তন। 'ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঘূর্ণনৃত্য [স] *বি* ঘুরে ঘুরে নাচ। 'সকলে মিলে জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণনৃত্য আরম্ভ হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘূর্ণবায়ু [স ঘূর্ণিবায়ু] *বি* ঘূর্ণিবাতাস। 'সংসারপথে শত সংকট ঘুরিছে ঘূর্ণবায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ঘূর্ণমান [স] *বিণ* ঘুরছে এমন; ঘূর্ণনরত। 'আমিও সেই ঘূর্ণমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া ... ঘুরিয়া বেড়াইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঘূর্ণা [স ঘূর্ণি] ১ *বিণ* ঘূর্ণায়মান। 'একটা ঘূর্ণা বাতাস খানিকটা ধুলা এবং শুকনা পাতার ওড়না উড়াইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* জলের আবর্ত। 'ঘূর্ণা এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া উন্মত্তের মতো ঘুরিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* ঘূর্ণিবায়ু। 'ঘূর্ণা-হাতছানি দিয়া চলে ঘূর্ণি-পরি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ঘূর্ণাগতি [স ঘূর্ণি+স গতি] *বি* ক্রমাগত ঘোরার গতি। 'ঘূর্ণাগতির মধ্যে কেহ কখনো নিজেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঘূর্ণাপাক [স ঘূর্ণি+স পরিক্রম] *বি* ঘূর্ণিচক্র। 'চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ঘূর্ণাবর্ত, ঘূর্ণাবর্ত্ত [স] ১ *বি* ঘূর্ণি; প্রচণ্ড পাক। 'ঊর্মি-সংঘাত, ঘূর্ণাবর্তও তুমুল গর্জে।' *নজরুল*, ১৯৩৯। ২ *বি* ঘূর্ণ্যমান অবস্থা। 'দেশ ও জাতিকে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সম্মুখে আগাইয়া যাইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

ঘূর্ণাবর্তসংকুল [স] *বিণ* ঘূর্ণায়মান। 'ঘূর্ণাবর্তসংকুল ফেনায়িত বেগে বয়ে চলেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ঘূর্ণাবাতাস [স] *বি* ঘূর্ণিঝড়। 'প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঘূর্ণায়মান [স] *বিণ* ঘুরছে এমন। 'সাগর বা মহাসাগরের জল যে স্থানে অত্যন্ত ঘূর্ণায়মান হয় সেই স্থানকে আবর্ত্ত কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ঘূর্ণায়িত [স] *বিণ* পাক খাচ্ছে এমন। 'সাইকেলের চাকার ঘূর্ণায়িত তরঙ্গে ক্রমে ক্রমে উদ্বেলিত হতে লাগলো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ঘূর্ণি [স] ১ *বিণ* বাতাসের আবর্তনমূলক। 'হঠাৎ এক-এক জায়গায় একটা আজগবি ঘূর্ণি বাতাস দাঁড়িয়ে উঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* আবর্তন। 'বাংলাময় ঘূর্ণির মতো ... আগুন ছড়াইয়াছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৪২।

ঘূর্ণি-আঘাত [স] *বি* চতুর্দিক থেকে আসা প্রচণ্ড আঘাত। 'য়ুরোপের চিত্তাকাশে যে হাওয়ার মেজাজ বদল হয় আমাদের দেশের হাওয়ায় তারই ঘূর্ণি-আঘাত লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ঘূর্ণিঘোর [স] *বি* ঘূর্ণনজনিত ঘোর। 'ব্যক্তির আবর্তে ঘূর্ণিঘোর, কার শির ছেড়ে সুদর্শন।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

ঘূর্ণিচাকা [স ঘূর্ণি+স চক্র] *বি* ঘুরছে এমন চাকা। 'তাহলে ঘূর্ণিচাকার নিয়মে বেগটা বাইরের দিকে বেশি হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঘূর্ণিঝড় [স] *বি* বাতাসের আবর্তে সৃষ্ট প্রচণ্ড গতির ঝড়ের মতো। 'তারা বন্ধন ছিঁড়ে গর্জন করতে করতে ছুটল চার দিকে যেন ঘূর্ণি-ঝড়ের মেঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘূর্ণিত [স] ১ *বিণ* আবর্তিত। 'সখিগণ প্রতি বলে ঘূর্ণিত লোচনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* চোখের তারা ঘোরাচ্ছে এমন। 'ঘূর্ণিত লোচনে চার বলে বীরসিংহ রায় ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঘূর্ণিদুর্গত [স] *বি* ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত। 'ঘূর্ণিদুর্গতের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে ... রিলিফ কমিটি গঠন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৯।

ঘূর্ণি-ধুলা *বি* বাতাসে প্রবল বেগে ঘুরতে-থাকা ধুলা। 'মনে হল, বিশ্ব আমার চতুর্দিকে ঘোরে ঘূর্ণি-ধুলার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ঘূর্ণিনাচ [স] *বি* ঘুরে ঘুরে যে নাচ। 'নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে

ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঘূর্ণিনাচন [স] *বি* ঘূর্ণিময় নাচ। 'কোন নটিনীর ঘূর্ণিনাচন লাগে আমার গায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ঘূর্ণিনৃত্য [স] *বি* ঘুরে ঘুরে যে নাচ। 'এই সকল ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার ঘূর্ণিনৃত্যের মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঘূর্ণিনেশা [স] *বি* আবর্তনের নেশা। 'এই কর্ম-নাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা যখন এক-একটা জাতিকে পাইয়া বসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঘূর্ণিপথ [স] *বি* ঘূর্ণায়মান পথ। 'ক্রমাগত সময়তাড়িত তারা, ঘোরে ঘূর্ণিপথে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ঘূর্ণি-পরি [স ঘূর্ণি+ফা পরি] *বি* ঘূর্ণায়মান বায়ুরূপ পরি। 'ঘূর্ণা-হাতছানি দিয়া চলে ঘূর্ণি-পরি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ঘূর্ণিপাক [স ঘূর্ণি+পাক] **১** *বি* প্রচণ্ড পাকে ঘোরানোর অবস্থা। 'শুষ্কবাক্যবালুকার ঘূর্ণিপাক-ঝড়ে পথিক ধুলায় শুয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* বায়ু বা পানির প্রচণ্ড আবর্ত। 'মোরে কেন মায়ার ঘূর্ণিপাকে ফেললি এমন করে।' *নজরুল*, ১৯৩৫। **৩** *বি* দুর্বিপাক। 'তারা চারজন তেমনই ঘূর্ণিপাকে পড়েছিল।' *শওকত*, ১৯৭২।

ঘূর্ণিফল *বি* ফলবিশেষ। 'বসন্ত বিজ্ঞপ্তি আঁটে ঘূর্ণিফল গাছে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

ঘূর্ণিফুল [স ঘূর্ণি+ফুল] *বি* বাতাসে ঘোরে এমন নকশাদার ফুল। 'কাগজের ঘূর্ণিফুল।' *তারা*, ১৯৪২।

ঘূর্ণিবাত্যা [স] *বি* ঘূর্ণিঝড়। 'ঘূর্ণিবাত্যায় বিধ্বস্ত ফরিদপুর।' *বেগম*, ১৯৫১।

ঘূর্ণিবায় [স ঘূর্ণিবায়ু] *বি* ঘূর্ণিঝড়। 'নিকটের তাপতপ্ত ঘূর্ণিবায়ে ক্ষুব্ধ কোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘূর্ণি-বায়ু [স] *বি* ঘূর্ণি-বাতাস। 'ঐ বালুকা ঘূর্ণি-বায়ু দ্বারা আকাশ-মণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

ঘূর্ণিবালা [স] *বি* ক্রমাগত ধাঁধায় ফেলে যে নারী। 'ঘূর্ণিবালা হাসির হররা হানি বলে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঘূর্ণিবেগ [স] *বি* বায়ু বা জলের প্রচণ্ড আবর্ত। 'সেই সনাতন মন্থনের ঘূর্ণিবেগ যে এখনো সমুদ্রের মধ্যে রয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘূর্ণি-মাতন [স] *বি* পাকের মত্ততা। 'অসহ্য স্রোতের ঘূর্ণি-মাতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ঘূর্ণিস্রোত [স] *বি* প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খেতে থাকা স্রোত। 'যুগান্তের ঘূর্ণিস্রোত ঘিরেছে তোমাকে নিরঙ্কুশ।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

ঘূর্ণী [স ঘূর্ণি] *বি* বায়ু বা জলের প্রচণ্ড পাক। 'কোথাও বিষম ঘূর্ণী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

ঘূর্ণ্নবায়ু [স ঘূর্ণ>] *বি* ঘূর্ণিঝড়। 'ধূলায় তিমিরচয়, ঘূর্ণ্নবায়ু অতিশয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী [স] *বিণ* ঘুরে ঘুরে নাচে এমন। 'ও কি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘূর্ণ্যমান [স] *বিণ* ঘূর্ণনরত। 'অমনি সেই ঘূর্ণ্যমান জ্বলন্ত পদার্থ হইতে এক খণ্ড বাহির হইয়া ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ঘূষা [স ঘৃষ্>] *বি* ঘুষি। 'সারজনও মধ্যে মধ্যে দুই এক কিল ও ঘূষা মারিতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঘৃণা[১] [স] **১** *বি* ধিক্কার। 'হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অরুচিকর কোনো বিষয়ের প্রতি অনুভূতি। 'ঘৃণা নাহি জন্মে তায় মহাসুখ পায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* অবজ্ঞা। 'অন্যে ছুইতে করে ঘৃণা।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৪** *বি* বিতৃষ্ণা। 'অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বি* তুচ্ছতা। 'দোষী বালক যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ও লজ্জা পাইয়া নিবৃত্ত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বি* অপছন্দ। 'আমি রাম এবং তাঁহার দলবলগুলোকে ঘৃণা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৭** *বি* তাচ্ছিল্য। 'কেন আমাদের স্বজাতিকে ঘৃণা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৮** *বি* অনাগ্রহ। 'শুন বৎস, পিতৃ-রাজ্যে যদি তব ঘৃণা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৯** *বি* অনাদর। 'তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ঘৃণাকর [স] *বিণ* ঘৃণার যোগ্য। 'কৌলীন্যাচার-জনিত যত ঘৃণাকর ও ভয়ঙ্কর পাপ উৎপন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

ঘৃণাদ্বেষ [স] *বি* অশ্রদ্ধা এবং প্রতিহিংসা। 'ধরণী হইতে যাক ঘৃণাদ্বেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ঘৃণাপূর্ণ *বিণ* ঘৃণার ভাবে পূর্ণ। 'অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘৃণাবশত [স] *ক্রিবিণ* ঘৃণার বশবর্তী হ'য়ে। 'তীব্র ঘৃণাবশত তাদের বাড়ি লুঠ করতে লাগল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ঘৃণাবহ [স] *বিণ* ঘৃণার উপযুক্ত। 'বিজ্ঞানবিহীন পশুচক্ষেও যাহা ঘৃণাবহ বিবেচিত হয়।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

ঘৃণাবুদ্ধি [স] *বি* অশ্রদ্ধা-জ্ঞান। 'ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম্ম যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘৃণাবোধ [স] **১** *বি* ঘৃণার উদ্রেক বা চেতনা। 'যে আঘ্রাণে অসুখ ও ঘৃণাবোধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* বিতৃষ্ণা। 'ইহাতে তাহার ধৈর্য থাকিত না, ঘৃণাবোধ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বি* অশ্রদ্ধাবোধ। 'সহযোগীদের প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ঘৃণাব্যঞ্জক [স] *বিণ* ঘৃণা প্রকাশ পায় এমন। 'অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ঘৃণা-ভরে *ক্রিবিণ* ঘৃণায় পূর্ণ ক'রে। 'মর্মান্তিক বিরক্তি ও ঘৃণা-ভরে বলিয়া উঠিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘৃণাভাজন [স] *বিণ* ঘৃণার পাত্র। 'ঘৃণাভাজন মনে করতে দ্বিধা বোধ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঘৃণাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* ঘৃণাপূর্ণ। 'ঘৃণাময়ী ঘোর ঘনেশ্বরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘৃণার্হ [স] *বিণ* ঘৃণার যোগ্য। 'ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ঘৃণাস্পদ [স] *বিণ* ঘৃণিত। 'তুমি এ ঘৃণাস্পদ কর্ম কত্যে আমাকে আর অনুরোধ করো না।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ঘৃণাহত [স] *বিণ* ঘৃণাপ্রাপ্ত। 'ঘৃণাহত মাটি-মাখা ছেলেরে তোমার।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ঘৃণাহীন *বি* ঘৃণা নেই এমন। 'মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ঘৃণিত [স] **১** *বিণ* ঘৃণা উদ্রেককারী। 'এই ঘৃণিত ব্যবহার পরিবর্ত্তনে মনোযোগ করুন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **২** *বিণ* অবজ্ঞাত। 'তদ্ব্যতীত এদেশ ঘৃণিত অসভ্য অবস্থায় পতিত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৩** *বিণ* নিন্দাজনক। 'তাহাদের চরিত্র অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বিণ* জঘন্য। 'নরকতুল্য ঘৃণিত স্থানের বিষময় বাষ্প সংযোগে

নগরের বায়ু অনবরতই দূষিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৫** *বিণ* তুচ্ছ। 'ভাবকে ফ্যাশানের ঘৃণিত হীনত্বে পরিণত করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৬** *বিণ* অবজ্ঞাত। 'সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ঘৃণিতা [স] *বি স্ত্রী* ঘৃণার পাত্রী। 'নারী সমাজের এক বৃহত্তম অংশ পল্লী অঞ্চলে হীন অবস্থায় ঘৃণিতা ও রক্ষিতার জীবনযাপন করছে।' *বেগম*, ১৯৫২।

ঘৃণা[2] [স ঘৃ>] *ক্রি* ঘৃণা করা। 'সুদর্পণে হেরি বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ঘৃণ্য [স] **১** *বিণ* ঘৃণার যোগ্য। 'যদ্রূপ হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমারদের অপর কোন ঘৃণ্য বস্তু নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* অরুচি। 'অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাস করিতে অবশ্যই তাঁহার ঘৃণ্য ও বিরক্তি জন্মে তাহার সন্দেহ নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* তুচ্ছ। 'দিশিকে ঘৃণ্য জ্ঞান করেন, সুতরাং দেশী সাহেবী প্রচলিত করা ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বিণ* অবাঞ্ছিত। 'ওই ঘৃণাটাই ঘৃণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ঘৃণ্যতর [স] *বিণ* অধিকতর ঘৃণিত। 'তোমার ব্যবসা ঘৃণ্যতর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ঘৃণ্যতা [স] **১** *বি* কদর্যতা। 'লুকোচুরির যে একটা ঘৃণ্যতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* ইতরতা। 'ভোগ-বিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তকমা-চাপরাসের দ্বারা ঢাকা পড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘৃণ্যস্বার্থ [স] *বি* কদর্য স্বার্থ। 'ঘৃণ্যস্বার্থ সর্বস্ব ব্যক্তি ছাড়া সমাজের কারও অধিকার।' *বেগম*, ১৯৬৩।

ঘৃত [স] *বি* ঘি। 'ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজিআঁ পসার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘৃতকুম্ভ [স] *বি* ঘিয়ে ভরা কলস। 'আমি ঘৃতকুম্ভ, সোনার ষাঁড় দিয়ে তোমার পূজা দেব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ঘৃতপক্ব [স] *বিণ* ঘি দিয়ে রান্না-করা। 'অপূর্ব্ব ঘৃতপক্ব মিঠাই মতিচুর জিলাপী পোলাও পানতুয়া প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঘৃতভার [স] *বি* ঘিয়ের ভাণ্ড। 'গর্ভ হতে জন্ম হইল কান্দে ঘৃতভার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঘৃতসংক্রান্তি [স] *বি* হিন্দুসমাজে প্রচলিত ব্রতবিশেষ। 'মনগড়া ব্রত ... ঘৃতসংক্রান্তি, দাড়িম্বসংক্রান্তি, ধন-গোছানো।' *অবন*, ১৯১৯।

ঘৃতসিক্ত [স] *বিণ* ঘিয়ে ভিজানো। 'পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘৃতাক্ত [স] *বিণ* ঘিয়ে মাখা। 'পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল চারি দিকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ঘৃতাহুতি [স] **১** *বি* মন্ত্রপূত ঘৃতদান। 'অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থবোধ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ। 'ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে ...। *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ঘৃতকুমারী [স] *বি* ঔষধি গাছবিশেষ। 'প্রত্যহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গা জলে ভাসাইয়া দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ঘৃনা [স ঘৃণা] *বি* অবজ্ঞা। 'ঘৃনা করি পরিহর কী বলিব আমি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘেউ [ধ্বন্যা] *বি* কুকুরের ডাক। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **ঘেউ ঘেউ** *বি* কুকুরের অব্যাহত ডাক। 'একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঘেওর [স ঘৃত>] *বি* মুখরোচক খাবারবিশেষ। 'বরফী বুন্দে খৈচুর সেউ জিলাপী মতিচুর লুচি কচুরি ছানাবড়া নিমকী ঘেওর সিঙ্গারা ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ঘেঁচি [স ঘৃষ্ট] *বিণ* খুঁতযুক্ত। 'সাত কাহন নিল বাছ্যা ঘিয়া ঘেঁচি কড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘেঁচু [স ঘেঞ্চুলিকা] **১** *বি* ছোটো কচুবিশেষ। 'কচু, ঘেঁচু, দুনিয়ার যত সব বিদঘুটে আবোল-তাবোল দিয়ে মা যা রাঁধে।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* (অবজ্ঞার্থে) কিছুই নয়। 'আমাদের ঘেঁচুটা করবে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ঘেঁট [স ঘণ্ট] *বি* ঘণ্ট। 'আছোলা আলুর ঘেঁট।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঘেঁটু [স ঘণ্টাকর্ণ>] **১** *বি* ভাঁট ফুল ও তার গাছ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ঘেঁটু ফুলের গাছ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* ব্রতবিশেষ। 'গ্রাম্যদেবতার ব্রত – ... শীতলা, বুড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মূলাই।' *অবন*, ১৯১৯।

ঘেঁটু ফুল [স ঘণ্টাকর্ণ>+ফুল] *বি* ভাঁটফুল। 'ঘেঁটু ফুলের গাছ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ঘেঁটে ঘুঁটে [স ঘণ্ট>] *ক্রিবিণ* তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে। 'বন বাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে/ আমরা মরি খেটে খুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঘেঁষড়ে [স ঘৃষ্ট>] *ক্রিবিণ* নিকটবর্তী হয়ে। 'ঘেঁষড়ে খানিকটা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে।' *তারা*, ১৯৪৬।

ঘেঁষা[1] [স ঘৃষ্ট>] *বিণ* ঘনিষ্ঠ। 'ইয়ার গোচের ব্রাহ্মণেরা শহর-ঘেঁষা।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঘেঁষাঘেঁষি [স ঘৃষ্ট>] **১** *বি* পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ অবস্থান। 'দুই ভাবের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য যে, উভয়ে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁসি থাকিয়াও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বি* মাখামাখি। 'পরিচিতদের সঙ্গে অন্যায় ঘেঁষাঘেঁষি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* গাদাগাদি; ঠাসাঠাসি। 'নিজের শরীরের চারি দিকেই অর্থহীন জিনিশপত্রের ঘেঁষাঘেঁষিটা বড়ো শ্রান্তিজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঘেঁষা[2] [স ঘৃষ্ট>] **১** *ক্রি* গায়ে গায়ে লেগে থাকা। 'এ একবার সরিয়া দূরে যাইতেছে, ও আবার সরিয়া সরিয়া ঘেঁষিয়া ঘেঁষিয়া আসিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *ক্রি* নিকটবর্তী হওয়া। 'তাঁদের কাছে ঘেঁষতে গেলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঘেঁস [স ঘর্ষ] *বি* পাথুরে কয়লার ছাই। 'হাওয়ায় ওঠে ... নরম রোদ্দুরে পোড়া মাটি, ঘেঁস, বালি আর কাঠগুঁড়ো।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

ঘেঁসড়ানো [স ঘৃষ্ট>] *ক্রি* ক্রমাগত ঘষা। 'দেওয়ালে গা ঘেঁসড়াইয়া ... তুলিতেছেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঘেঁসা [স ঘৃষ্ট>] *ক্রি* স্পর্শ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **ঘেঁসে** *ক্রি* ঘেঁষে। 'তার কাছেত যম ঘেঁসে না।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ঘেঁসে ঘেঁসে** *ক্রিবিণ* স্পর্শ করছে এমন নিকবর্তী হয়ে। 'ঘেঁসে ঘেঁসে, কাছে বসে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ঘেঁসাঘেঁসি [স ঘৃষ্ট>] *বি* খুব কাছে এসে চাপাচাপি করে অবস্থান। 'আজ বড়ই মিসামিসি ঘেঁসাঘেঁসি।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

ঘেঙা [ধ্বন্যা ঘ্যান>] *ক্রি* ঘেঙানো; ঘ্যান ঘ্যান করা। 'হাজার ত্রিশ ঠিক কর, রোজ রোজ ঘেঙা ভাল নয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ঘেটা [স ঘট্>] *ক্রি* হ্রাস হওয়া। 'নব-কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা পরমায়ু যায় ঘেটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ঘেটি [স ঘাট>] *বি* ঘাড়। 'না, না, ঘেটি ছেঁড়ার দরকার নেই।' *সুনীল*,

১৯৭০।

ঘেঁটু [স ঘন্টাকর্ণ>] *বি* হিন্দুসমাজে প্রচলিত লোকগানবিশেষ। 'অনেককে ঘেঁটু দলভুক্ত বা পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করেও অর্থ উপার্জনের ...।' *বেগম*, ১৯৭০। দ্র **ঘেঁটু**

ঘেটেল [স ঘট্ট>] *বি* ঘাটমাঝি। 'কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঘেট্যেন [স ঘট্ট>] *বিণ* ঘাট সম্পর্কিত। 'ঘাট ঘেট্যেন নৌকার খরচপত্র জেকিছু হইবেক।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ঘেড়া *ক্রি* সায় দেওয়া। 'সোণামণির সঙ্গে পিরীত করতে যেতুম বেটী ঘেড়োয় না।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

ঘেনর ঘেনর [ধ্বন্যা] *বি* টানা সুরে বক বক। 'নিদ্রামগ্না বর্ষীয়সীর কাণের কাছে ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ঘেন্না [স ঘৃণা] *বি* ঘৃণা। 'ভাত খেতে আমার ঘেন্না করত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ঘেন্না-পিত্তি [স ঘৃণা+স পিত্ত>] *বি* ঘৃণাবোধ। 'ঘেন্না-পিত্তি লজ্জা-সরম আর কিছু দেহতে নেই।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ঘেমো [স ঘর্ম>] *বিণ* ঘামের। 'ও মা গো, তোমার জটায় যে ঘেমো গন্ধ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ঘেয়ার [স ঘৃত>] *বি* ঘিয়ে রান্না করা মিষ্টান্ন। 'ঘেয়ার, তাজফেনি, বেদানা, সেও ও জলগোজ্জা খাইয়া টপ্‌পা মারিতে আরম্ভ করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঘেয়ো [স ঘাত>] *বিণ* ক্ষতযুক্ত। 'এমন ঘেয়ো কুকুর।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঘের [স বেষ্ট] ১ *বি* আচ্ছাদন। 'চারি দিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি মায়ামন্ত্র-ঘের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* সীমা। 'আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ঘেরওয়া [স বেষ্টন>] *বিণ* অবরুদ্ধ। 'পাহারাওয়ালা জমাদারের বাড়ী ঘেরওয়া করে রেখেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ঘের-দেওয়া [ঘের+দেওয়া] *বিণ* ঘোমটা ঢাকা। 'মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ঘেরফের *বি* প্রভাবাদি। 'এক কালে ছাত্রমহলে কিছু প্রতিপত্তি থাকবার দরুণ রাজনীতির ঘেরফের সে বেশ কৌশলের সঙ্গে নিজের কাজে লাগাত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঘেরা[১] [স বেষ্টন>] ১ *ক্রি* শুরু করা। 'ওলাও ওলাও কালিন্দীর বিষ আগে ঘের কাহিনী।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* ঘিরে থাকা। 'চৌদিক ঘেরিয়া ঘোরসোয়ারের রেলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *ক্রি* ঢেকে ফেলা। 'ঘেরুক আঁধার, আমি তোর, তুই রে আমার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ঘেরা[২] [স বেষ্ট>] ১ *বি* আবাস। 'কাফেরের ঘেরা তলে লাঙ্গাশিরে যাই।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* পরিবেষ্টিত। 'বাবুজি কুর্ণিশ ঘেরা, বর্দ্ধয়ান বিচ ডেরা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ঘেরাও [স বেষ্ট>] *বি* অবরোধ। 'পাঁচখানি ছিপ ভাঁটি দিয়া দেবীর বজরা ঘেরাও করিতে চলিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ঘেরাটোপ [ঘেরা+স টোপ] ১ *বি* আবরণ। 'অন্ধকারের ঘেরাটোপে আমরা একাকী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বি* আচ্ছাদন। 'ঝাড়লণ্ঠনে ময়লা রঙের ঘেরাটোপ পরিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঘেরাটোপওয়ালা [ঘেরাটোপ+হি ওয়ালা] *বিণ* আচ্ছাদন দিয়ে ঘেরা। 'লাল বনাতের ঘেরাটোপওয়ালা পালকি এল দরজায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঘেরাটোপ-ঢাকা [ঘেরাটোপ+ঢাকা] *বিণ* রুদ্ধ; আবদ্ধ। 'ঘেরাটোপ-ঢাকা পিঞ্জরের বুলবুলকে ...।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

ঘেরাটোপ দেওয়া *বিণ* আচ্ছাদন দিয়ে ঘেরা। 'নাই বা রইলো ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ঘেরুয়ান [ঘের>] *বি* জামার গলার ঘের। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘেরোয়া [ঘের>] *বি* বেষ্টনী। 'ওদের ঘরের ঘেরোয়াতে কভু যেয়ো না কেউ।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ঘেসড়ানি [স ঘৃষ্ট>] *বি* হিঁচড়ে টানার শব্দ। 'তক্তা টানার ঘেসড়ানিতে সচকিত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঘেসুড়ে [স ঘাস>] *বি* গবাদি পশুর জন্য ঘাস কাটে যে। 'ঘেসুড়ে সেজে বসেছেন সব।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঘেসেড়া [স ঘাস>] *বি* গবাদি পশুর জন্য ঘাস কাটে যে। 'ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঘেসো [স ঘাস>] *বিণ* ঘাসের মতো। 'মেঠো-মেঠো ঘেসো-ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘোঁঘট [স গুণ্ঠন] *বি* ঘোমটা। 'যখনে চিকণ বস্ত্রে করএ ঘোঁঘট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঘোঁচ [স্ব কুচা] *বি* কুঁচি। 'কোনো একটা ঘোঁচকে কিছুতেই যে পালিশ করতে পারা যাবে না।' *জীবন*, ১৯৩১।

ঘোঁট [স ঘট্ট>] ১ *বি* জটলা; আন্দোলন। 'দলের ঘোঁট প্রায় সর্ব্বদাই হয়।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বি* ঝামেলা। 'মিথ্যা গালগল্প কিংবা দলাদলির ঘোঁট।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* আলোচনা। 'তথাবিধ স্থানে বসিয়া ঘোঁট করিতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

ঘোঁটকর্তা [স ঘট্ট>+স কর্তা] *বি* ঘোঁট পাকায় যে। 'ইহা লইয়া পাড়ার ঘোঁটকর্তারা যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ঘোঁট পাকানো *ক্রি* জটলা পাকানো। 'কথা ঘোঁট পাকিয়ে গেল সমস্ত ব্যাপারটা।' *হাসান*, ১৯৬৯।

ঘোঁটা [স ঘট্ট>] ১ *ক্রি* আলোচনা করা। 'রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়/ মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘোঁটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *ক্রি* আলোড়ন করা; মন্থন করা। 'ঘাঁটা ঘোঁটা কাঁটা চাটা, খেয়ে গেল বমি উঠে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঘোঁড়া [স ঘোটক] *বি* ঘোড়া। 'ভালো চাইলের ঘোঁড়ায় থাকিয়া লামিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। দ্র **ঘোড়া**

ঘোঁড়ার ডাক *বি* হ্রেষা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘোঁড়ার বাগ *বি* লাগাম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘোঁড়ার লাদ *বি* ঘোড়ার বিষ্ঠা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘোঁৎ [ধ্বন্যা] *বি* শূকরের ডাক। 'বুনো শুয়োরের মত মুখহানা ঘোঁৎ করে উঠলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ঘোঁতঘোঁত, ঘোঁৎঘোৎ [ধ্বন্যা] ১ *বি* নাক ডাকার শব্দ। 'কামিনী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুম ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ২ *বিণ* অবিরাম ঘোঁত ধ্বনিপূর্ণ। 'শূকরের দল ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে।' *তারা*, ১৯৪৬।

ঘোঁতঘোঁতানো *ক্রি* চাপা ক্রোধজনিত শব্দ করা। 'একজনের আশা ঘোঁতঘোঁতিয়ে রোগা হবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ঘোগ, ঘোঘ [স কোক] *বি* কুকুরের আকৃতি বন্য জন্তুবিশেষ। 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'বাঙালী বাঘের ঘরে যেমন মাড়োয়ারী ঘোঘের বাসা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ঘোঙা [হি ঘোঁঘা] *বিণ* লোভাতুর। 'মাকাল ফলটি রাঙাচোঙা তাই দেখে মন হলি ঘোঙা।' *লালন*, ১৮৯০।

ঘোচা [স ঘুস>] *ক্রি* দূর হওয়া। 'তোমার সঙ্গে গৃহবাসে মনের দুঃখ ঘোচে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ঘোচানো [স ঘুস>] **১** *ক্রি* নিয়ে যাওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রি* দূর করা; মুছে ফেলা। 'পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঘোটক [স] *বি* ঘোড়া। 'হস্তী আগে থাকি যদি ঘোটক ধাবায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঘোটকশালা [স] *বি* ঘোড়ার আস্তাবল। 'হস্তিশালা ও ঘোটকশালা ও দুই২ শিবালয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ঘোটকারূঢ় [স] *বিণ* অশ্বারোহী। 'ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছু স্থিরতা পাইলেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

ঘোটকিনী [স] *বিণ* ঘোটকীর মতো। 'জিরাফের গলা তার ঘোটকিনী মুখ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঘোটকী [স] *বি* স্ত্রী ঘোড়া। 'ঘোটকীর লেজ ভালোবেসে।' *জীবন*, ১৯৪০।

ঘোটনা [স ঘট্ট>] *বি* দ্রব্যাদির মণ্ডবিশেষ। 'এ কাড়িআ নিল মোর হিঙ্গের ঘোটনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘোটাটোপ [স ঘটাটোপ] *বি* গাড়ির ঢাকনা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঘোটালা *বি* জটলা। 'এদিকে ওদিকে ছোট ছোট দলের ঘোটালা।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ঘোড় [স ঘোটক>] *বি* ঘোড়া। 'দ্বারে বান্ধা হাথি-ঘোড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘোড়দৌড় [স ঘোটক>+দৌড়] *বি* ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কলিকাতার গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড়ের স্থানে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ঘোড়সওয়ার [ঘোড়া+ফা সওয়ার] *বি* অশ্বারোহী; ঘোড়ায় আরোহী সৈনিক। 'পুত্র জন্মিলে তাহাকে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের উপরে আমীর করিব।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ঘোড়সওয়ারি [ঘোড়া+ফা সওয়ার>] *বিণ* অশ্বারোহী। 'ঘোড়সওয়ারি সৈন্য সেথায় চলে পথে পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ঘোড়সোয়ার [ঘোড়া+ফা সওয়ার>] *বিণ* অশ্বারোহী। 'ঘোড়সোয়ার অবস্থায় বীরপুরুষের মতো প্রণয় নিবেদন করলে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

ঘোড়ন-খাটুলী [স ঘোটক>+খাট>] *বি* ঢাল আবৃত খাটিয়া। 'ঘোড়ন খাটুলী চড়ে কমল দেখিতে নড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘোড়া [স ঘোটক] **১** *বি* অশ্ব। 'পএর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বন্দুকের চাবি বা ট্রিগার। 'তার পর বন্দুকে ঘোড়া দুটি টানলেন।' *প্রমথ*, ১৯২৯; 'শঙ্কর ঘোড়া টেপবার আগে আলডারেজের রাইফেল ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৩। **৩** *বি* দাবার ঘুঁটিবিশেষ। 'গজ ঘোড়া কাটাকাটি হয়ে যাবে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঘোড়াওয়ালা [স ঘোটক>+হি ওয়ালা] *বি* ঘোড়ার মালিক। 'প্রত্যেক ঘোড়াওয়ালাকে নশরৎ আলী কলস দিয়ে সম্মান দেখাতেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

ঘোড়াচুল [স ঘোটক>] *বি* ঘোড়ার চুলের মতো লম্বা চুল। 'মাথে ঘোড়াচুল হাথে মনোহর বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া – উপরওয়ালাকে অতিক্রম ক'রে কার্যোদ্ধার। 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া আর-কি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘোড়ায় চড়ে আসা – দ্রুত চলে আসা। 'এখানকার রাত্তির তেমনি ঘোড়ায় চড়ে আসে, আর পায়ে হেঁটে ফেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঘোড়ার গাড়ি *বি* ঘোড়ায় টানে এমন গাড়ি। 'চারি জন ঘোড়ার গাড়িতে এবং দুই জন অশ্বারোহি।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ঘোড়ার ঘাসী *বি* ঘোড়ার ঘাস কাটে যে। 'মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঘোড়ার ডিম **১** *বিণ* মূল্যহীন। 'ডালরুটির যম, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। **২** *বি* অসম্ভব বস্তু। 'সকলে মিলিয়া একটা ঘোড়ার ডিম লইয়া তা দিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'দিল্লীর লাড্ডু, ঘোড়ার ডিম এরা কেউ প্রাচীন উপমা নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

ঘোড়ারোগ [ঘোড়া+স রোগ] *বি* সাধ্যাতীত আকাঙ্ক্ষা। 'আজকাল ওই ঘোড়ারোগেই গরিব কাঁচা যুবকগুলো মরছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঘোড়াশাল [ঘোড়া+স শালা] *বি* আস্তাবল। 'আজি শূন্য হইল মোর হাথি-ঘোড়াশাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘোড়াশালা [ঘোড়া+স শালা] *বি* আস্তাবল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঘোড়া সিজ [ঘোড়া+সিজ] *বি* ক্যাকটাস জাতীয় গাছবিশেষ। 'পাতা সিজ ঘোড়া সিজ গুড়কাঁউলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘোড়েল [হি ঘড়িয়াল] **১** *বি* এক ধরনের কুমির; ঘড়িয়াল। 'ঘোড়েল ছুটিল দূরে।' *জসীম*, ১৯৩৩। **২** *বিণ* ফন্দিবাজ; ধূর্ত। 'মানুষটা তো ঘোড়েল কম নয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঘোপ [স ক্ষুপ] *বি* গোপন স্থান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঘোমটা [স গুণ্ঠন] **১** *বি* মাথা এবং মুখের অংশবিশেষ ঢাকা বস্ত্রের অংশ। 'শিরায় প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* আবরণ। 'আঁধার ঘোমটা তুলি প্রকৃতি নয়ন খুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৩** *বি* ঢাকনা। 'তার মেঘের ঘোমটা সরায়ে দিব গো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ঘোমটা-আড়ে *ক্রিবিণ* চেনা মুখের ঘোমটা-আড়ে অচেনা সেই উঁকি মারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঘোমটা-খসা *বিণ* ঘোমটা উন্মোচন করেছে এমন। 'বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ঘোমটাচ্ছন্ন [ঘোমটা+স আচ্ছন্ন] *বিণ* ঘোমটায় আবৃত। 'জড়োসড়ো ঘোমটাচ্ছন্ন স্ত্রীগণকে নিম্নশ্রেণীতে পুরে দেওয়া হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঘোমটা-ছায়া *বি* ঘোটার ছায়া। 'আধেক-খোলা বিজন ঘরে ঘোমটা-ছায়ায় ঢাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ঘোমটাঢাকা [ঘোমটা+ঢাকা] *বিণ* সলজ্জ। 'সেই ঘোমটাঢাকা ভাবটুকু।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

ঘোমাটা-দেওয়া *বিণ* ঘোমটা দিয়ে ঢাকা হয়েছে এমন। 'পারিপাট্য ও ঘোমটা-দেওয়া বিনীত ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ঘোমটা-পরা [ঘোমটা+পরা] *বিণ* গোপন। 'খিড়কির বাগানের ঘোমটা-পরা সৌন্দর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঘোমটাফাঁদা [ঘোমটা+ফাঁদা] *বিণ* অবগুণ্ঠিত। 'ঘোমটাফাঁদা আঁধার

মাঝে ত্রস্ত দুটি পাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঘোমটাবতী [ঘোমটা+স বতী] *বিণ* ঘোমটা দিয়ে আছে এমন। 'হঠাৎ কী করে ঘোমটাবতী কুলবতী হয়ে গেলেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ঘোমটাবৃত [ঘোমটা+স আবৃত] *বিণ* ঘোমটায় ঢাকা। 'ঘোমাটাবৃত আশাকে বোঠান বলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচ – বাইরে সরল সাধুর মতো ব্যবহার, ভিতরে পাকামো ও দুষ্টামি। 'ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচ দেখে ...।' *নজরুল*, ১৯১৯।

ঘোমটাশূন্য [ঘোমটা+স শূন্য] *বিণ* ঘোমটাহীন। 'ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঘোমানো [স ঘুর্ম>] *ক্রি* ঘুমানো। 'জাগিতে ঘোমাতে তোমা দেখিএ সপনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘোর [স] **১** *বিণ* ঘন; নিবিড়। 'এহা ঘোর বঁনে রাধা কেহো নাহি সাথী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অন্ধকার। 'গগন গরজ ঘন জামিনি ঘোর। রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চর চোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'ভূগ্রিকক্ষ হইল তথা ঘোর দরসন।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *বিণ* ব্যাপক। 'সমুদ্রমথনে ঘোর উঠিল গরল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বিণ* প্রচণ্ড। 'অতি ঘোর কল্লোল শব্দে কর্ণ রোধ হওনের গোছ।' *রামরাম*, ১৮০১। **৬** *বিণ* গাঢ়। 'সেইখানে ঘোর নিদ্রা গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৭** *বিণ* তীব্র। 'রঙ্গিণীর ঘোর ঘটা, হেরিয়া রূপের ছটা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৮** *বিণ* বিষম। 'আজ এক ঘোর যন্ত্রণায় পড়িয়াছিলাম।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **৯** *বিণ* প্রবল। 'ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **১০** *ক্রিবিণ* অত্যন্ত। 'অনেকেই মনে করেন যে আগেকার স্ত্রীলোকেরা ঘোর মূর্খ।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **১১** *বিণ* দুর্যোগপূর্ণ। 'এ ঘোর রাতে কিসের লাগি পরান মম সহসা জাগি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **১২** *বি* মোহ। 'তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঘোর-ঘোর *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঘোরতপা [স] *বিণ* বিকট শব্দকারিণী। 'ঘোররূপা ঘোরতপা ঘোষণভূষণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘোরতর [স] **১** *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'জ্বলন্ত অনল গড় বড় ঘোরতর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* প্রচণ্ড। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* তীব্রতর। 'মহাশয়দিগের পরস্পর ঘোরতর বিসংবাদ উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৪** *বিণ* তুমুল। 'তবে সন্ধি, নহে, ঘোরতর রণ হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৫** *বিণ* প্রখর। 'ঘোরতর বুদ্ধির পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৬** *বিণ* গোঁড়া। 'ঘোরতর বৈরাগী এবং ঘোরতর অনুরাগী।' *অবন*, ১৯২৫।

ঘোর-নয়না [স] *বিণ স্ত্রী* মোহাচ্ছন্ন চোখবিশিষ্ট। 'মুক্তকেশী ঘোর-নয়না আজ হবে গো কান্তা সাকি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঘোরনাদ [স] *বি* বিষম শব্দ। 'সৈন্যগণ বীরদর্পে ঘোরনাদে বলিয়া উঠিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ঘোরনাদী [স] *বিণ* বিকট শব্দকারী। 'যারা ঘোরনাদী বজ্রে, জলে, মাটি ও পাথরে ঈশ্বর বলে পূজে গ্যাচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘোর পড়া *ক্রি* আচ্ছন্ন হওয়া। 'যদি লেখাপড়ায় ঘোর পড়িতাম তবে কি এত মজা করিতে পারিতাম।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঘোরপেঁচ [স ঘোর+ফা পেঁচ] *বি* জটিলতা। 'সংসারের ঘোরপেঁচ বোঝে না।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ঘোরপ্যাঁচ [স ঘোর+ফা পেঁচ] *বি* অস্পষ্টতা। 'ঘোরপ্যাঁচ এমনকী মেঘের নিজ মূর্তিগুলোর হুবহু ফটোগ্রাফও কাজে আসে না।' *অবন*, ১৯২৫।

ঘোরপ্যাচ [স ঘোর+ফা পেঁচ] *বি* কুটিলতা। 'রাজনীতির ঘোরপ্যাচ সুদীপ্ত ভালো বোঝেন না।' *পাশা*, ১৯৭১।

ঘোর ভাঙা *ক্রি* মোহ দূর করা। 'তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঘোরমএ [স ঘোরময়] *বিণ* অন্ধকার। 'শশী বিনে প্রদীপেত যেন ঘোরমএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঘোরমাতাল [স ঘোর+মাতাল] *বিণ* অত্যন্ত মাতাল। 'স্বামী গোড়া থেকেই ঘোরমাতাল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঘোররূপা [স] *বিণ* অতি ভয়ঙ্কর আকৃতির। 'ঘোররূপা রাক্ষসি দেখিয়াত ভয়বাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘোর-লাগা [স ঘোর+লাগা] **১** *বিণ* বিভ্রান্তিকর। 'মাঝখানে আঁকাবাঁকা ঘোর-লাগা রাস্তা এই পৃথিবীর।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০। **২** *বিণ* আবেশ জাগায় এমন। 'কিন্তু আমি ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ঘোরস্বনা [স] *বিণ* তীব্র শব্দবিশিষ্ট। 'কালঘাম বহে মুখে মুকুট গগনে ঠেকে প্রলয়বদন ঘোরস্বনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘোরস্বর [স] **১** *বি* ভয়ানক কণ্ঠস্বর। 'মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বোলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বিকট শব্দ। 'একদা এক বিষম ঘোর স্বরে/ বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘোরঘার [স ঘূর্ণ>] *বি* ঘোরাঘুরি। 'চুপে চুপে আমি যত করি ঘোরঘার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঘোরসওয়ার [ঘোড়া+ফা সওয়ার] *বিণ* অশ্বারোহী। 'ঘোরসওয়ার পথিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঘোরসোয়ার [ঘোড়া+ফা সওয়ার] *বি* ঘোড়সওয়ার। 'চৌদিক ঘেরিয়া ঘোরসোয়ারের মেলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঘোরা[1], ঘোরানো [স ঘূর্ণন>] **১** *ক্রি* ঘুরতে থাকা। 'বামবাহু নাচে তার ঘোরে বাম আঁখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মাতা ঘুরুতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *ক্রি* পরিবর্তিত হওয়া। 'বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৩** *ক্রি* ভ্রমণ করা। 'অনেক ঘুরেছি আমি।' *জীবন*, ১৯৪২।

ঘোরা[2] [স] **১** *বিণ স্ত্রী* ভয়ঙ্কর। 'রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী-পারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **২** *বিণ স্ত্রী* গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়বিভলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

ঘোরাঘুরি [স ঘূর্ণন>] **১** *বি* খোঁজাখুঁজি। 'সংস্কৃতের বেলায় *ঠেকে*, কেননা তাহার জন্য দূরে ঘোরাঘুরি করিতে হয় – সকলের সামর্থ্যে ও সময়ে কুলোয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* আবর্তন। 'হালকা যেসব পরমাণু তাদের মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটনের ঘোরাঘুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৩** *বি* ভ্রমণ। 'পুলিস দু-একদিন অকুস্থলে ঘোরাঘুরি করে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঘোরান [স ঘূর্ণ>] *বি* পেঁচিয়ে বা গোল হয়ে উঠেছে এমন। 'তিনি আর একবার ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫। *দ্র* **ঘোরানো[2]**

ঘোরাননা [স] *বিণ স্ত্রী* কালো মুখবিশিষ্ট। 'ধিয়া তাধিয়া নরমালী/

ঘোরাননা রক্তদশনা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ঘোরানো[১] *দ্র* **ঘোরা**

ঘোরানো[২] [স ঘূর্ণ>] *বিণ* প্যাঁচানো। 'দিনে মগ্ন রয় আঁখি, ওঠা-নামা ঘোরানো সিঁড়িতে।' *অমিয়*, ১৯৩৮। *দ্র* **ঘোরান**

ঘোরান্ধকার [স] *বি* ঘন অন্ধকার। 'জেলখানায় ঘোরান্ধকার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ঘোরাফেরা [স ঘূর্ণন>] **১** *বি* ঘোরাঘুরি। 'এত ঘোরাফেরা করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* আবর্তন। 'আপনাকে কেন্দ্র করে তাঁর ঘোরা-ফেরা।' *তারা*, ১৯৪৩।

ঘোরাল [স ঘূর্ণন>] **১** *বিণ* অতি জটিল। 'এই মোকদ্দমা অতি ঘোরাল ও বিলম্বসাধ্য করণের উদ্যোগ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০। **২** *বিণ* পেঁচানো। 'জলস্তম্ভের পার্শ্বদেশ ... ঘোরাল দেখায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। *দ্র* **ঘোরালো**

ঘোরালো [স ঘূর্ণন>] **১** *বিণ* নিবিড়। 'বর্ষা আসে হইয়া ঘোরালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* গাঢ়। 'গন্ধে-ভরা অন্ধকার হয়েছে ঘোরালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* আঁকাবাঁকা। 'রাস্তা ঘোরালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বিণ* বুঁদ। 'নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জমাট হইয়া ওঠে।' *মানিক*, ১৯৩৭। **৫** *বিণ* জটিল। 'কারণটা নয় মোটেই ঘোরোলো।' *হোসেন*, ১৯৪০। **৬** *বিণ* ভয়াবহ। 'দেশের এই ঘোরালো আবহাওয়া দূর করে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার মূলে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা সমধিক কার্যকরী।' *বেগম*, ১৯৫০। *দ্র* **ঘোরাল**

ঘোরিঅ [স ঘূর্ণন>] *বিণ* ঘূর্ণ্যমান। 'ঘোরিঅ অবণাগমণ বিহুন।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

ঘোরো [পা ঘর>] *বিণ* ঘরোয়া। 'সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘোল [স ঘূর্ণ] **১** *বি* মাখন তোলা দই। 'ঘৃত দধি দুধ ঘোলে সাজিআঁ পসার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* ঘোলা। 'জল হৈল যেন ঘোল কর্দমের রূপ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* ঘুরপাক; নদীর পানিতে আবর্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ঘোল খাওয়া **১** *ক্রি* অপদস্থ করা। 'ঘোল খাওয়ানো বলিয়া একটা কথা আমাদের শাস্ত্রে প্রচলিত ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** বেকায়দায় পড়া। 'কুবেরকে অনেকখানি ঘোল খেতে হল।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ঘোল খাওয়ানো *ক্রি* উচিত শিক্ষা দেওয়া। 'স্বাধীনভাবে চলিলে জমিদারকে ঘোল খাওয়াইয়া দিতে পারে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

ঘোল খায় কৃষ্ণদাস কড়ি দেয় নিধি – একজনের বোঝা ভিন্ন জনে বহন করে। 'ঘোল খায় কৃষ্ণদাস কড়ি দেয় নিধি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ঘোলঘোলাট *বি* ফাঁকফোকর। 'আইনের ঘোলঘোলাট হেরফের অলিগলি বুঝি।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

ঘোলমউনি *বি* ঘোল তৈরির মন্থনদণ্ড। 'তোর ঘোলমউনির দিব্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঘোলা[১] [স ঘূর্ণন] **১** *ক্রি* ঘোরা। 'নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **২** *ক্রি* ঘায়েল করা। 'গঅবরেঁ তোলিআ পাণ্ডুজণা ঘোলিউ।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

ঘোলা[২] [স ঘূর্ণি>] **১** *বিণ* কর্দমময়। 'তোর এত বড় আস্পর্ধা যে, আমি জলপান করিতেছি দেখিয়াও, তুই জল ঘোলা করিতেছিস!' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বি* সন্দেহ; অস্পষ্টতা। 'ঘুচে যাবে মনের ঘোলা।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* অনুজ্জ্বল; অসচ্ছ। 'আকাশের রঙ ঘোলা, আলোক মৃতব্যক্তির চক্ষুতারার মতো দীপ্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বিণ* অস্পষ্ট। 'ঘোলা ইতিহাসে নানাঘাটে উদ্ধার।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭। **৫** *বিণ* অস্থির। 'ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ঘোলাচোখ *বি* জ্যোতিহীন চোখ। 'বুড়ো বয়সের ঘোলাচোখে রঙের ফেরফার সহজে ধরা পড়ে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ঘোলাজল *বি* অস্বচ্ছ জল। 'বাঙ্গলা সাহিত্যের হাটে খাঁটী দুধ বলে হুবহু ঘোলাজল চালিয়ে দিচ্ছে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ঘোলা জলের ডোবা – *বিণ* অনুকূল নয় এমন; অপ্রসন্ন। 'আবার বললুম মনে মনে, ভাগ্যটা ঘোলা জলের ডোবা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘোলাট [স ঘোলা>] *বিণ* অস্বচ্ছ। 'ঘোলাট মেঘের দল ছুটে আয়।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ঘোলাটে [স ঘোলা>] **১** *বিণ* কাদাযুক্ত। 'কে যেন তাকে পঙ্কিল ঘোলাটে করে দিয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* ধূসর; অস্বচ্ছ। 'শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বিণ* ফ্যাকাশে। 'ঘোলাটে রঙের জিভ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩। **৪** *বিণ* অস্পষ্ট। 'চোখের সামনে ঘোলাটে হয়ে যায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ঘোলানো [স ঘূর্ণি>] *ক্রি* ঘুলানো; গুলিয়ে ফেলা। 'দুটোতে ঘোলাইয়া দিবার দরকার কি?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘোষ [স] **১** *বি* হিন্দু পদবিবিশেষ। 'বাপ নান্দ ঘোষ/ চাহিআঁ বুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* গোয়ালা। 'ঘোষপাড়াতে হনহনিয়ে চলে নাপিতবউটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ঘোষজ, ঘোষজা [স] *বি* ঘোষবংশজাত। 'কাশীপ্রসাদ ঘোষজ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় ইহার প্রতিযোগী কলিকাতায় প্রায় দেখি না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'গয়ারাম ঘোষজার তহবিল হইতে ... তঙ্কা কর্জ্জ করিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

ঘোষণ [স ঘুষ্>] **১** *বি* প্রচার। 'মহাশয়ের যশ স্বদেশ বিদেশ ঘোষণ হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪। **২** *বি* শব্দ করা। 'স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ঘোষণভূষণা [স ঘোষণ-ভূষণ] *বিণ স্ত্রী* শব্দকারী অলংকার পরিহিত। 'ঘোররূপা ঘোরতপা ঘোষণভূষণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘোষণা [স] **১** *বি* উচ্চৈঃস্বরে প্রচার। 'শেষে জয় জয় ধ্বনি করয়ে ঘোষণা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; *বি* 'শিবে জয় কর যশ করিব ঘোষণা।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বি* কীর্তিকথা। 'ঘোষণা রাখিব বীরের অবনি ভিতর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* উচ্চ রব। 'স্বর্গ জায় বলি বীর উঠিল ঘোষণা ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিল কান্দনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* সংবাদ। 'তাঁহার ইউরোপ গমনের ঘোষণা দেশময় ব্যাপ্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৫** *বি* রটনা। 'আমাদিগের অপযশ ঘোষণা করিয়া স্বার্থ লাভ করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ঘোষণা করা *ক্রি* প্রচার করা। 'আমাদিগের অপযশ ঘোষণা করিয়া স্বার্থ লাভ করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ঘোষণাকারী [স] *বি* যে ঘোষণা করে। 'ঘোষণাকারীকে সাক্ষী মানতে হৈব।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ঘোষণাপত্র [স] **১** *বি* কোনো তথ্য বা আদেশ-নির্দেশ জানানোর জন্য প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি। 'গবরনর জেনরল ... গেজেটপত্রে এরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫২। **২** *বি* ইস্তাহার। 'পাবনার গোলযোগের সময় তিনি যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

ঘোষণা-পোত [স ঘোষণাপত্র] *বি* ঘোষণাপত্র। 'ভাসাল ঘোষণা-

পোতে, এই কথা।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

ঘোষণাবাণী [স] *বি* বিজ্ঞপ্তি। 'ইহুদীদের নিবাস স্থল গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে এক ঘোষণাবাণী প্রচারিত হয়।' *সওগাত*, ১৯২৯।

ঘোষণালিপি [স] *বি* প্রজ্ঞাপন। 'তিথি আর তিথির বাইরে তার মহাশ্বেত ঘোষণালিপির শমন পৌছয়।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

ঘোষণীয় [স] *বিণ* প্রকাশের যোগ্য। 'গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঘোষা [স ঘুষ্>] *ক্রি* ঘোষণা করা। 'তবে সে অদ্বৈতসিংহ নাম লোকে ঘোষে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ঘোষই** *ক্রি* ঘোষণা করে। 'নিজজন বচন ঢোল সম ঘোষই নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ঘোষএ** *ক্রি* ঘোষণা করে। 'কি হৈল ২ করি ঘোষএ সকল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ঘোষুক** *ক্রি* ঘোষণা করুক। 'চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **ঘোষে** *ক্রি* ঘোষণা করে। 'তবে সে অদ্বৈতসিংহ নাম লোকে ঘোষে। *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ঘোষাঘোষি *বি* উচ্চ স্বরে কথা বলা। 'ঘোষাঘোষি করন্ত বসিয়া এক মেলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঘোষাণো [স ঘুষ্>] *বি* দ্রব্যের নাম সুর করে মুখস্থ বলানো। 'ঘোষাণোর অর্থ ... সমস্ত দ্রব্যের ইংরাজী নাম সুর করিয়া মুখস্থ বলা।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ঘোষাল [স ঘোষ>] *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। 'ব্রহ্মবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘোষিত [স] *বিণ* ঘোষণা করা হয়েছে এমন। 'গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ঘোষিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* ঘোষণা অনুযায়ী। 'তাঁর প্রত্যয় ঘোষিতভাবে উদারতন্ত্রবিরোধী।' *শিব*, ১৯৬০।

ঘোসন [স ঘোষণ] *বি* প্রচার। 'এত অবজস মোর হইল ঘোসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘোসনা [স ঘোষণা] *বি* উচ্চ শব্দে প্রচার। 'সাজ বলি ঘোসনা দিলত সত্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘোসা [স ঘুষ্>] *ক্রি* ঘোষণা করা। **ঘোসএ** *ক্রি* ঘোষণা করে। 'উপেন্দ্র বলিয়া নাম ঘোসএ সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঘোসসি** *ক্রি* ঘোষণা করছো। 'কমণ কারণে রাধা ঘোসসি মাউলানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ঘোসে** *ক্রি* ঘোষণা করে। 'অপুত্রা করিয়া মোরে ঘোসে বসুমতী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ [ধ্বন্যা] *বি* আলতোভাবে কোনো কিছু কাটার শব্দ। 'খ্যাশ খ্যাশ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ, রাত কাটে ঐরে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ঘ্যাঁট [স ঘন্ট] *বি* পাঁচমিশালি তরকারি। 'খানিকটা ঘ্যাঁট দিয়া সেরখানেক বুকড়ি চাউলের অন্ন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

ঘ্যাঁস [ধ্বন্যা] *বি* গাড়ির চাকার থেমে যাওয়ার শব্দ। 'একটি জিপ এসে ঘ্যাঁস করে ব্রেক কষে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

ঘ্যাঙানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* ঘ্যান ঘ্যান করা। 'ঘ্যাঙায় শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানঘ্যানে আর প্যানপ্যানে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ঘ্যাচাং [ধ্বন্যা] *বি* নরম জিনিস কাটার শব্দ। 'ছুরি বসিয়ে দেবে ঘ্যাচাং করে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ঘ্যাটাটোপ [স ঘটাটোপ] *বি* ঘেরাটোপ; আচ্ছাদন। 'এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘ্যাটাটোপ পরিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘ্যানঘ্যান [ধ্বন্যা] *বি* বারবার বিরক্তিকর শব্দ। 'ঘ্যানঘ্যান কোরো না।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ঘ্যানঘেনে [ধ্বন্যা] *বিণ* একঘেয়ে কথাপূর্ণ। 'তোমাদের ওইসব ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে গান আমার এখন ভাল লাগবে না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান [ধ্বন্যা] *বি* অনবরত নাকি কান্না ও অনুযোগ। 'রাত্রিদিন ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঘ্যানঘ্যানানি [ধ্বন্যা] *বি* একঘেয়ে বিরক্তিকর কথা। 'শোন – আর ঘ্যানঘ্যানানি তুল না।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

ঘ্যানর ঘ্যানর [ধ্বন্যা] *বি* বিরতিহীনভাবে করা বিরক্তিকর ধ্বনি। 'ঘ্যাঙায় শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানঘ্যানে আর প্যানপ্যানে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ঘ্যেঁটু [স ঘণ্টাকর্ণ>] *বি* (হিন্দু পুরাণ) শিবের অনুচর ঘণ্টাকর্ণ; ঘাঁটু। 'ঘ্যেঁটু পূজোতেও চিনির নৈবিদ্দি ও শকের যাত্রা বরাদ্দো ছিলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘ্রত [স ঘৃত] *বি* ঘি। 'দধি দুগ্ধ ঘ্রত ঘোল সকটে সকটে ভরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘ্রতধারা [স ঘৃতধারা] *বি* ঘৃতপ্রবাহ। 'নিরন্তর ঘ্রতধারা অগ্নি প্রজ্জলিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘ্রাণ [স] **১** *বি* সুবাস। 'যোজনেক যাউক তোর সুললিত ঘ্রাণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* ঘ্রাণেন্দ্রিয়; নাক। 'যাহার দ্বারা গন্ধ জ্ঞান হয়, তাহার নাম ঘ্রাণ।' *সেবধি*, ১৮৩৯। **৩** *বি* গন্ধ। 'কাউকে চেনে ঘ্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ঘ্রাণ করা *ক্রি* গন্ধ নেওয়া। 'নবকৌতূহলী শিশুদের মতো সকল জিনিসই তাহারা স্পর্শ করে, ঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ঘ্রাণজ [স] *বিণ* ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। 'ওটা তোমার ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ঘ্রাণলুব্ধ [স] *বিণ* ঘ্রাণলোভী। 'চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ঘ্রাণশক্তি *বি* গন্ধ উপলব্ধি করবার ক্ষমতা। 'প্রখর ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তির বলে ... আক্রমণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঘ্রাণে অর্ধভোজন – সরাসরি আস্বাদ না ক'রে পরোক্ষভাবে স্বাদগ্রহণ। 'ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয় সেটা মিথ্যা কথা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় [স] *বি* নাক। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রখরশক্তিসম্পন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ঘ্রান [স ঘ্রাণ] *বি* ঘ্রাণ। 'জোজনেক জাউক তোর সুললীত ঘ্রান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঘ্রেনা [স ঘৃণা] *বি* অবজ্ঞা। 'পামর তুঞ্রা পরউচিষ্ট না করিলি ঘ্রেনা।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঙমা [স উমা] *বি* (হিন্দু পুরাণ) দুর্গা। 'ঙমা তুমি আসিয়া [illegible] [illegible] দয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঙরা [স উত্তরণ>] *ক্রি* ত্রাণ করা। 'ঙরিতে উচিত বিদ্যা মাগে [illegible]।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঙাপ্পি *বি* নাপ্পি; তীব্র গন্ধযুক্ত চাটনিজাতীয় খাবার। 'বার্মার ঙাপ্পিতে বাপরে কি গন্ধ।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

চ

চ *বি* বাংলা ষষ্ঠ ব্যঞ্জনবর্ণ। 'চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বোলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চবর্গ *বি* চ, ছ, জ, ঝ, ঞ – এই পাঁচটি বর্ণের সমষ্টি। 'দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের কবর্গ চবর্গাদি বর্গ বিভাগের নিয়মানুসারে বিভক্ত দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

চই [স চবিকা] *বি* পিপুলজাতীয় ঝাল স্বাদের লতা ও মূল। 'চই মরীচ সুক্ত দিয়ে সব ফল-মূলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চইতন-চুটকি [স চৈতন্য+স চূড়া>] *বি* টিকি। 'ছিল চইতন-চুটকি আদিতে টিকি হয় যার বংশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। *দ্র* **চৈতন**

চউঁকি [স চমকিত] *ক্রিবিণ* চমকিত হয়ে। 'চউঁকি চলএ খনে খনে চলু মন্দ। মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চউকোডি [স চতুঃ+কোটি] *বিণ* চার কোটি। 'চউকোডি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

চউখ [স চক্ষু] *বি* চোখ। 'এতো আর ধলাকর্তার ছানিপড়া চউখ না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

চউখণ [স চতুঃক্ষণ] *বি* চতুর্থ ক্ষণ। 'আছহুঁ চউখণ সংবোহী।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

চউঠ [স চতুর্থ] *বিণ* চতুর্থ। 'চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চউদিস [স চতুর্দিশ] *বি* চতুর্দিক। 'মাঙ্গত চড়ুহিলে চউদিস চাহঅ।' *চর্যা ৮*, ১২০০।

চউধরি [স চতুর্ধুরী] *বি* রাজপ্রদত্ত পদবিবিশেষ। 'নিউগি চউধরি নহি না করি তালুক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চউপর [স চতুঃপ্রহর] *ক্রিবিণ* দিবানিশি। 'দেহত বরিষত চউপর চম্পত বিরহিণী বৈরী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চউশঠী [স চতুঃষষ্ঠিকা] *বিণ* চৌষট্টি। 'চউশঠী ঘড়িয়ে দেট পসারা।' *চর্যা ৩*, ১২০০।

চউষঠ্‌ঠি [স চতুঃষষ্টিক] *বিণ* চৌষট্টি। 'চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুনিআ লেহুঁ।' *চর্যা ১২*, ১২০০।

চউহাণী *বিণ স্ত্রী* আশঙ্কিত। 'না দেখিল তোক্ষা হেন কথাহোঁ চউহাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

-চএ *প্রত্যয়* -চয়। 'নানা রত্ন নানা অস্ত্র নানা সাস্ত্র চএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চওড়া [হি চৌড়া] **১** *বি* খোলা জায়গা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* প্রশস্ত। 'ঝোল, চওড়া চেটকা পাত্রে রাখিয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* দীর্ঘ। 'বেশ একটু চওড়া গোছের নাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চওড়া-পেড়ে *বিণ* প্রসারিত পাড়বিশিষ্ট। 'অসীমা চওড়া-পেড়ে খয়েরী রঙের পুরনো একখানা তাঁতের শাড়ি দিল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

চংক্রমণ [স] *বি* পরিভ্রমণ; ঘুরে ঘুরে ভ্রমণ। 'তবে কত দিনে কৈল পাদ-চংক্রমণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চক[1] [স চতুষ্ক] **১** *বি* চতুষ্কোণ ভূমি। 'চকের মাঝেতে কোতয়ালি চবুতরা।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* এলাকা। 'এ চকের মধ্যে জে বাজে জমি আছে।' *ভেরলি*, ১৭৮৩। **৩** *বি* হাট-বাজার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৪** *বি* চত্বর। 'চকের মুড়া পর্যন্ত দোকাতারি আসাবরদার ও চাপদার।' *রামরাম*, ১৮০১। **৫** *বি* মাঠ। 'জল উঠেছে কি, ডুহার চকের কাছে?' *জসীম*, ১৯৩১।

চক-কাটা *বিণ* খোপ খোপ। 'ধর্মনীতির যে সোজা সোজা চক-কাটা ঘর বানাইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

চক[2] [স চক্ষু] *বি* চোখ। 'কেবল চকের দেখা বৈতো নয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

চক[3] [ই] *বি* লেখার জন্য ব্যবহৃত খড়িমাটি। 'চকখড়ি চকখড়ি চক/ এইবার আঁকছি বক।' *অন্নদা*, ১৯৫০।

চকখড়ি [ই চক+হি খড়ী] *বি* খড়িমাটি। 'চকখড়ি চকখড়ি চক/ এই বার আঁকছি বক।' *অন্নদা*, ১৯৫০।

চকচক [ধ্বন্যা] *বি* দীপ্তি প্রকাশ। 'তাদের চোখ চকচক করে উঠেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

চকচকে [ধ্বন্যা চকচক>] *বিণ* উজ্জ্বল। 'হীরের মতো পল-কাটা চকচকে ঝকঝকে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

চকনামা [চক+ফা নামাহ্] *বি* জমির সীমানা নির্ধারণ। 'কর্ম্মচারি ও প্রজা কোতওয়াল মৌফিক চকনামা দরখাস্ত মতে নিসাদা করিয়া দিবেক।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

চকবন্দী [চক+ফা বন্দী] *বিণ* চারদিকে দালান-ঘেরা; চকমিলান। 'অন্তরমহলে চকবন্দী আঙিনা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চকমক [তু] **১** *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বল; ঝকমকে। 'চিকন কাবাই গায় চকমক সোনা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* ইস্পাত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চকমকে [ধ্বন্যা] *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

চকমকি [তু চকমক>] **১** *বি* আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহৃত পাথর। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'চকমকি ঝেড়ে এক ছিলিম তামাক সাজা তো?' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা। 'বিদ্যুতের চকমকিতে ভয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলি পাকাতে আরম্ভ কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চকমকি-ঠোকা *বিণ* চকমকি দ্বারা আগুন জ্বালানো হয়েছে এমন। 'সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুলকিটি ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

চকমকির পাথর *বি* আগুন জ্বালানোর পাথর। 'চকমকির পাথর যদি কারু থাকে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

চকমিলান, চকমিলানো [স চতুষ্ক>] **১** *বি* পরিবেষ্টন। 'বাটী চতুর্দ্দিগে চকমিলান করিয়া তিন চারি মহাল করিয়াছেন।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বিণ* চারদিকে ঘর দিয়ে বেষ্টিত। 'সে আমলের চকমিলানো বাড়ি।' *তারা*, ১৯৪০।

চকমেলানো [স চতুষ্ক>] *বিণ* চতুষ্কোণ উঠান ঘিরে তৈরি হওয়া। 'চকমেলানো বাড়ি।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

চকলখোর [ফা চুগল-খোর] *বিণ* পরনিন্দাকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চকলেট [ই চকোলেট] *বি* কোকোর গুঁড়া, দুধ, চিনি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি শুকনা মিষ্টিবিশেষ। 'জরিশাড়ি-মোড়া চকলেট।' *নজরুল*, ১৯৩১। *দ্র* **চকোলেট**

চকা[১] [স চক্র] *বি* চক্র। 'চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিংদা।' *চর্যা* ১৪, ১২০০।

চকা[২] [স চক্রবাক>] *বি* চখা; হাঁসজাতীয় পাখিবিশেষ। 'হরিয়াল, চকা, ডাক আদি শত শত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চকাচকী [স চক্রবাক>] *বি* পুরুষ ও স্ত্রী জাতের চখা পাখি। 'শরৎকালে যে নির্জনে চকাচকীর ঘর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চকা[৩] [স চকিত>] *ক্রি* চকিত হওয়া। 'চকিয়া দিকে দিকে/ তিমির চিরি যায় চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চকার বকার [স চ-কার ব-কার] *বিণ* অশ্লীল (গালি)। 'চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বোলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চকিত [স] **১** *বিণ* চঞ্চল। 'চাহে দশ দিশ কাহ্নু চকিত নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* চমকিত। 'তাহার প্রাশস্ত্য ও তেজ এক বেঞ্চ দেখিয়া বড় চকিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* ঝলকিত। 'তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বিণ* ক্ষণিকের। 'চকিত এক হাসির ছটায়, ললিত কপোলে তার গোলাপ ফুটায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৫** *বি* ক্ষণকাল। 'দূর থেকে চকিতের মতো সেই অনির্বচনীয় চির-রহস্যকে দেহের স্ফটিক-বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৬** *বিণ* বিস্মিত। 'মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল, তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৭** *বিণ* হঠাৎ। 'চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চকিতমাত্র [স] *ক্রিবিণ* ক্ষণকালের জন্য। 'ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

চকিত হওয়া **১** *ক্রি* বিস্মিত হওয়া। 'তখন রাজপুত্র চকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *ক্রি* দীপ্তি পাওয়া। 'বিদ্যুতের আলোক চকিত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চকিতা [স] **১** *ক্রিবিণ স্ত্রী* হঠাৎ। 'পহিলহি রাধা মাধব ভেট/ চকিতাহি চাহি বয়ন করু হেট।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ স্ত্রী* চঞ্চল। 'শুনিব বঁধুর বাঁশি বন-হরিণী চকিতা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

চকিনী [স চক্রবাকী] *বি স্ত্রী* চাতক পাখি। 'চকোয়া বিচ্ছেদে যেন তাপিত চকিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চকেবা [স চক্রবাক] *বি* চক্রবাক; পাখিবিশেষ। 'কুচজুগ চারু চকেবা। নিঅ কুল মিলিত আনি কোন দেবা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চকো চকো [ধ্বন্যা] *বি* চুক চুক শব্দ। 'জল চকো চকো করে চাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চকোয়া [স চক্রবাক] *বি* চাতক পাখি। 'চকোয়া বিচ্ছেদে যেন তাপিত চকিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চকোর [স] *বি* পাখিবিশেষ। 'তাত মজ্জি গেল মোর নয়নচকোর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চকোরিণী [স চকোরী] *বি স্ত্রী* চকোর। 'চকোরিণী অভাগিনী হাহারব মুখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চকোরী [স] *বি স্ত্রী* পাখিবিশেষ। 'জলে তাম্রচূড় লেখে চকোর চকোরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চকোলেট [ই] *বি* কোকোর গুঁড়া, দুধ, চিনি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি শুকনা মিষ্টিবিশেষ। 'চকোলেট খাওয়ার লোভটাকে দিলে ছেড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চক্কর, চক্কোর [স চক্র] **১** *বি* ঘূর্ণি। 'পূব কোণেতে মেঘের গায়ে চক্কর দিয়ে যায়।' *জসীম*, ১৯২৭; 'বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। **২** *বি* গোলাকার স্থান। 'মেহেদির বেড়া ঘেরা সবুজ চক্কর।' *অবন*, ১৯২৭।

চক্কোত্তি, চক্কোবর্ত্তি [স চক্রবর্তী] *বি* হিন্দু পদবি-বিশেষ; চক্রবর্তী। 'আমার সঙ্গে পাঠশালে সেই যে হরি চক্কোত্তির ছেলেটা ছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

চক্কোবর্ত্তিগিরি [স চক্রবর্তী+ফা গিরি] *বি* চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের পেশা। 'কিছু পেয়েছ? খড়ম পায়ে চক্কোবর্ত্তিগিরি করেছ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

চক্র [স] **১** *বি* চক্রাকার পৌরাণিক অস্ত্র। 'যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে/ সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* চক্রান্ত। 'মিছে কেহ্নে চক্র কাহ্নাঞিঁ করহ বাখান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* (তন্ত্র) শরীরের কল্পিত কেন্দ্র। 'মূল চক্র হয় হংস যোগের আধার।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৪** *বি* সংঘ; বর্গ। 'বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে গৃহীত।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৫** *বি* চাকা। 'শকটের চক্রগুলি অতি ভীষণ ক্যাঁচ কোঁচ রব করিতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৬** *বি* ব্যূহ স্থাপন প্রণালিবিশেষ। 'বৃত্ত, তার্ক্ষ্য, সৌত্র, চক্র, পদ্ম ... শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৭** *বি* চাকার মতো আকৃতি। 'একটি চক্র আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৮** *বি* দফা। 'এই প্রথম চক্রে ভয় নাই।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **৯** *বি* ফণা। 'চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে।' *শরৎ*, ১৯১৮। **চক্রেত** *ক্রিবিণ* চক্রাকারে। 'দেখিলেন্ত সুর শশী বিশুদ্ধ চক্রেত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চক্রক [স] *বি* প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। 'লোহার রাহাক আনি চক্রক করিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চক্রচালন [স] *বি* চাকা ঘোরানো। 'কুমারের চক্রচালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চক্রচিহ্ন [স] *বি* চাকার ছাপ। 'গোরুর গাড়ি-চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চক্রদার [স চক্র+ফা দার] *বিণ* চাকার মতো গোল নকশাযুক্ত। 'চক্রদার যত অজগর।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

চক্রনৃত্য [স] *বি* চক্রাকারে নাচ। 'প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত-অব্যক্তের চক্রনৃত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চক্রনেমি [স] *বি* চাকার বেড়। 'ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে চক্রনেমি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চক্রপথ [স] *বি* বৃত্তাকার পথ। 'চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'গাড়িটা কেবলই ... চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চক্রপাণি [স] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'শূন্যভরে কৌতুকে রহিলা চক্রপাণি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চক্রপাণী, চক্রপানি [স চক্রপাণি] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'এবেঁ তাক কি বুলিবোঁ বোল চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কোন আজ্ঞা হউক মোরে দেব চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চক্রবাণ [স] *বি* অস্ত্রবিশেষ। 'দোয়াড়ি চেয়াড় বাণ তরয়ার খরসান ভুষণ্ডি ডাবুষ চক্রবাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চক্রবাত্যা [স] *বি* ঘূর্ণিবায়ু। 'পারস্যে তার চক্রবাত্যা যখন পাক দিয়ে উঠছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

চক্রবান [স] *বিণ* চাকাওয়ালা। 'চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ করে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

চক্রবাল [স] *বি* দিগন্তরেখা। 'নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল সীমায়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চক্রবালতট [স] *বি* আকাশ ও পৃথিবীর মিলনরেখা বলে মনে হয় যে স্থানকে। 'ধুধু ধুধু বালুকার বিজন সঙ্কটে, চক্রবালতটে ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

চক্রবালরেখা [স] *বি* আকাশ ও পৃথিবীর মিলনরেখা। 'দূরবিসর্পিত চক্রবালরেখা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

চক্রবৃদ্ধি [স] **১** *বি* আসল ও সুদের সুদ দিয়ে বৃদ্ধি। 'কিস্তি বাকী পড়িয়া চক্রবৃদ্ধিহার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। **২** *বি* ক্রমে অধিক হারে বৃদ্ধি। 'বিপ্লবে বিপ্লবে বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

চক্রব্যূহ [স] *বি* সৈন্যদের চক্রাকার বেষ্টনী। 'চক্রব্যূহ ভেদকথা কহত আশ্বাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চক্রভ্রমি [স চক্রভ্রম] *বি* কুঁদযন্ত্র। 'চক্রেভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত আকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চক্রমণ্ডলী [স] *বি* বৃত্তাকার বেষ্টনী। 'পাঁচটা গাছের চক্রমণ্ডলী ছিল বনের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চক্রমুখরমন্দ্রিত [স] *বিণ* চাকার শব্দে মুখরিত। 'নমো যন্ত্র, তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

চক্রযন্ত্র [স] *বি* মোটর; পাম্প। 'আমাদের ইঁদারার জন্যে আমেরিকা থেকে একটা বায়ুচল চক্রযন্ত্র এনেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চক্ররেখা [স] *বি* আবর্তন রেখা। 'চক্ররেখা পূর্ণ হল আরম্ভে আর শেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চক্রলহরী [স] *বি* ঘূর্ণমান ঢেউ। 'ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চক্রলাঞ্ছিত [স] *বিণ* বিশেষ পদকধারী। 'সেই চক্রলাঞ্ছিত, ওষ্ঠাগতপ্রাণ, প্রভুভক্ত লিপিবরের বক্ষ চিরে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চক্রসীমা [স] *বি* আবর্তপথের সীমানা। 'সূর্য আপন চক্রসীমাটুকু ছাড়িয়ে বহুলক্ষ ক্রোশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চক্রহীন [স] *বিণ* চাকাহীন। 'শীতল-প্রদেশীয় লোকেরা একপ্রকার চক্রহীন শকটে আরোহণ-পূর্ব্বক বরফের উপর দিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

চক্রাকার [স চক্র-আকার] *বি* বৃত্ত। 'তার পরে চক্রাকারে সব অঙ্গে শোভে কহ্লার কুমুদ কুন্দ শ্বেত শতদল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

চক্রাকৃতি [স চক্র-আকৃতি] *বিণ* চাকার মতো গোলাকার। 'গোল২ চক্রাকৃতি চিহ্ন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

চক্রাদ্যস্ত্র [স চক্র-আদি-অস্ত্র] *বি* চক্র ও ঐ জাতীয় অস্ত্র। 'হস্ত মুখ নেত্র অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চক্রান্তরে [স] *ক্রিবিণ* প্রকারান্তরে। 'যোগজীবনকে চক্রান্তরে পাপাত্মা বলা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

চক্রাবর্ত [স চক্র-আবর্ত] *বি* স্রোতের ঘূর্ণি। 'চক্রাবর্তে ঘোরে ডিঙ্গা সাধু কম্পমান।' *কেতকা*, ১৬৫০।

চক্রোদ্ধার বিদ্যা [স চক্র-উদ্ধার-বিদ্যা] *বি* মাকড়সার জাল বোনার কৌশল। 'মাকড়সা চক্রোদ্ধার বিদ্যাতে আপন নিপুণতার প্রাগলভ্ভ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

চক্রবর্তী, চক্রবর্ত্তী, চক্রবর্ত্তি [স চক্রবর্তী] **১** *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শ্রীরাধাকান্ত চক্রবর্ত্তি।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৯। **২** *বিণ* প্রধান। 'আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চক্রবাক [স] *বি* হাঁসজাতীয় পাখি; চখা। 'অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চক্রবাকী [স] *বি স্ত্রী* চক্রবাক পাখি। 'কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী।' *ভারত*, ১৭৬০।

চক্রান্ত [স] *বি* ষড়যন্ত্র। 'এই চক্রান্ত করিয়া, তাহারা পরিশ্রম ছাড়িয়া দিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

চক্রান্তকারী [স] *বি* ষড়যন্ত্রকারী। 'পৃথিবীর নির্মম কুটিলবুদ্ধি চক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চক্রান্তজাল [স] *বি* ষড়যন্ত্রের ফাঁদ। 'সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চক্রী [স] **১** *বিণ* ঘূর্ণমান। 'আনে যদি চক্রী সমীরণ নিরতীত নৈরাজ্যের রূঢ় নিমন্ত্রণ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বি* চক্র নামক অস্ত্রধারী। 'পদাতিকের সঙ্গে চক্রীর মেলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

চক্ষ [স চক্ষু] *বি* চোখ। 'দর্পণে বদন দেখ চক্ষে বাত খো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চক্ষে অন্ধকার দেখা *ক্রি* মহাবিপদে পড়া। 'জাহাঙ্গীর চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চক্ষে ধুলা দেওয়া *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া। 'তুমি বাইরে আইলেই শক্রর চক্ষে ধুলা দিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চক্ষে ধূলি দেওয়া *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া। 'ঐ বই হুতোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

চক্ষের পলকে *ক্রিবিণ* খুব অল্প সময়ের মধ্যে; মুহূর্তের মধ্যে। 'তারে চ'ড়ে চক্ষের পলকে টেলিগ্রাফ এলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চক্ষের পাতা *বি* চোখের ঢাকনা। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'কখনো বিদ্যুৎবৎ, কখনো চক্ষের পাতা কাঁপিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

চক্ষের প্রবাহ *বি* অশ্রুধারা। 'দলনীর চক্ষের প্রবাহ আবার ছুটিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

চক্ষের বিষ *বি* শক্র। 'তেজোময় বস্তু-মাত্রই তার চক্ষের বিষ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চক্ষের মণি *বি* অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। 'ছোটো ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চক্ষের মাথা খাওয়া *ক্রি* অমনোযোগী হওয়া। 'খাইয়া চক্ষের মাথা, মিছামিছি যথা তথা ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

চক্ষের লাজ *বি* চোখের লজ্জা। 'এ পাপ চক্ষের লাজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চক্ষু, চক্ষুঃ [স চক্ষুঃ] **১** *বি* চোখ। 'প্রবাল ঘটিত চক্ষু চরন তাহার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* দৃষ্টি। 'ছেলেটিকে দেখে চক্ষু জুড়ায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চক্ষু অর্পণ করা *ক্রি* নজর দেওয়া। 'পূর্ব্ব সপ্তাহের দর্পণে চক্ষু অর্পণ করাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

চক্ষু-আবরণী *বি* চোখের ঢাকনা। 'চোখে গগল্‌সের স্থূলাভিষিক্ত গাটাপার্চার চক্ষু-আবরণী।' *তারা*, ১৯৪৩।

চক্ষুঃজল [স] *বি* চোখের জল। 'অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চক্ষুঃপ্রকাশ [স] *বি* চোখ খোলা; চোখ উন্মোচন। 'অনেকে চক্ষুঃপ্রকাশ পূর্ব্বক ছাপার পত্র দেখিয়া থাকেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

চক্ষুঃশূল [স] **১** *বিণ* সকলের অপ্রিয়। 'সে চক্ষুঃশূল হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* বিরক্তিকর। 'বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

চক্ষু কপালে উঠা *ক্রি* আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া। 'সরকার সাহেবের চক্ষু কপালে উঠে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হওয়া *ক্রি* কানে-শোনা বিষয় চোখে দেখে তার সত্যাসত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া। 'আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চক্ষুকানা [স চক্ষুঃ-কাণ] *বিণ* অন্ধ। '... নগরবাসীদিগের হতাবশিষ্টগণ কেহ খঞ্জপদ, কেহ চক্ষুকানা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

চক্ষুখাকী, চক্ষুখাগী, চক্ষুখাদিকা [স চক্ষুঃ-খাদিকা] *বি* গালিবিশেষ। 'চক্ষুখাকী তোর চোখের মাথা খাইয়া দেখিতে পাইস না।' *কেরি*, ১৮০২; 'চক্ষুখাগী তাহা কি দেখিস নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'চক্ষুখাদিকা ভর্ত্তার মরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্টির পুত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চক্ষু খোলা *ক্রি* জ্ঞান লাভ হওয়া। 'মেজদা, আমার ক্রমে চক্ষু খুলছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

চক্ষুগোচর [স] *বিণ* দৃষ্টিগ্রাহ্য। 'চক্ষুগোচর দেদীপ্যমান যে পরাক্রম।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

চক্ষু চড়কগাছ – বিস্ময়ে অভিভূত চক্ষু স্থির। 'সে-সব শুনলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠবে।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'রায়বাহাদুরের চক্ষু চড়কগাছ।' *সাদত*, ১৯৬৭।

চক্ষু ছানাবড়া – বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত। 'শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের চক্ষু ছানাবড়া।' *সাদত*, ১৯৬৭।

চক্ষু-জল [স] *বি* অশ্রু। 'দু-চোখ চক্ষু-জলেতে ভাসান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

চক্ষু জুড়ানো *ক্রি* চোখ জুড়িয়ে যাওয়া। 'ছেলেটিকে দেখে চক্ষু জুড়ায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চক্ষু টেরা *বিণ* টেরা চোখবিশিষ্ট। 'এক ব্যক্তি চক্ষু টেরা মাথা নেড়া লোম কটা ... মৃদুস্বরে কহিলেন, সালাম গো বিবি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চক্ষুতারকা, চক্ষুতারা [স] *বি* চোখের মণি। 'চক্ষুতারা বিবর্ণ হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চক্ষুতে ধুলা দেওয়া *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া। 'কল্পিত ইংরেজি নাম রাখিয়া লোকের চক্ষুতে ধুলা দিতেছেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

চক্ষুদান [স] *বি* দৃষ্টিশক্তি লাভ। 'পৃথিবীর চক্ষুদান হল সেই দিন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

চক্ষুদানি [স চক্ষু+ফা দান>] *বি* (বাউল) জ্ঞান। 'নিজ নামে হয় চক্ষুদানি।' *লালন*, ১৮৯০।

চক্ষুদীপ [স] *বি* চোখরূপ বাতি। 'রুদ্র বহ্নি তাই কি নিস্তেজে জ্বলে ক্ষুদ্র চক্ষুদীপে তার?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

চক্ষুপল্লব [স] *বি* চোখের পাতা। 'চক্ষুপল্লবের মধ্য দিয়া ... গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চক্ষুপীড়া [স] *বি* চোখের রোগ। 'কানার চক্ষুপীড়া মাত্র।' *গোলোক*, ১৮০১।

চক্ষু ফোটা *ক্রি* জ্ঞান লাভ হওয়া। 'হিন্দুরদের চক্ষু ফুটিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

চক্ষু ফোটানো *ক্রি* শিক্ষাদান করা। 'তাহারাই ইহাদের এ চক্ষু ফুটাইলেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

চক্ষুর বালি *বি* চক্ষুশূল; অপ্রিয় পাত্র। 'আমি হব স্বামীর চক্ষুর বালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চক্ষু বোঁজা[১]**, চক্ষু বুঁজা** *ক্রি* চোখ বন্ধ করা; মরা। 'চক্ষু বুঁজে ... হুরপরির সঙ্গে সমান আসন দিয়েছেন।' *নজরুল*, ১৯১৯।

চক্ষু-বোঁজা[২] *বি* মৃত্যু। 'শিখলি শুধু চক্ষু-বোঁজা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চক্ষু মুদা *ক্রি* মরে যাওয়া। 'বাবুজী চক্ষু মুদিয়া দেখ, কে কাহার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চক্ষু রাখা *ক্রি* সতর্ক দৃষ্টি রাখা। 'আমলারদের কর্ম্মেতে নিয়ত চক্ষু রাখেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

চক্ষু রাঙানো *ক্রি* রাগ দেখানো। 'চক্ষু রাঙ্গাইবেন, ঠোঁট ফুলাইবেন।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

চক্ষুরিন্দ্রিয় [স] *বি* চোখ। 'চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চক্ষুরুন্মীলন [স] *বি* চোখ খোলা। 'তিলোত্তমা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

চক্ষুরোগ [স চক্ষূরোগ] *বি* চোখের ব্যাধি। 'রোগশান্তির কারণ চক্ষুরোগ চিকিৎসায় অতিবিজ্ঞ শ্রীযুত এজের্টন সাহেবকে এ দেশে পাঠাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

চক্ষুর্গত [স] *বিণ* চোখ সংশ্লিষ্ট। 'অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুর্গত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চক্ষুর্গোচর [স] *বিণ* দৃষ্টিগোচর। 'অস্মদাদির চক্ষুর্গোচর শীঘ্র হয় এই প্রতীক্ষায় রহিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

চক্ষুর্দ্বয় [স] *বি* দুটি চোখ। 'ক্রোধে আরক্ত চক্ষুর্দ্বয়ে ব্যাঘ্রীর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া ...। *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

চক্ষুলজ্জা [স] *বি* চোখে লজ্জাজনক ঠেকে এমন কিছু করতে বা বলতে সংকোচ বা কুণ্ঠা। 'একজন না একজন চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া অবশ্য আসিবে।' *গৌর*, ১৮২২।

চক্ষুশূল [স] **১** *বি* অপ্রিয় পাত্র। 'এ প্রকারে বিবাহিত দম্পতি সাধারণের চক্ষুশূল।' *বামাবোধিনী*, ১৮৭০। **২** *বি* বিরক্তির কারণ। 'শাস্ত্র কচকচি তাঁহাদের চক্ষুশূল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

চক্ষুষ্মান [স] **১** *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'চক্ষুষ্মান উচ্ছলতায় অসিতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* সত্য উপলব্ধি করতে পারে এমন। 'মৃত্তিকা-ধূসর মাথা আপ্ত বিশ্বাসে চক্ষুষ্মান।' *জীবন*, ১৯৪০।

চক্ষুস্থির [স] *বি* অত্যধিক বিস্ময়। 'ব্যাপার দেখে আমার চক্ষুস্থির।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চক্ষুস্ফুট [স] *বি* দুরূহ বিষয় উপলব্ধি। 'দন্তস্ফুট অথবা চক্ষুস্ফুট করিতে সমর্থ হইবেন না।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

চক্ষুহীন [স] *বিণ* চোখ নেই এমন; দৃষ্টিহীন। 'তাহা চক্ষুহীন

লোককেও অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয় না।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

চক্ষুরোগ [স] *বি* চোখের পীড়া। 'চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ভবেশ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

চক্ষ্য [স চক্ষু>] *বি* দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চখ [স চক্ষু] *বি* চোখ। 'তাই বাছা চখে আসে জল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চখা [স চক্রবাক] *বি* হাঁসজাতীয় পাখিবিশেষ। 'দলে দলে চখাচখী করে সারাদিন বকাবকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চখাচখি, চখাচখী [স চক্রবাক-চক্রবাকী] *বি* চক্রবাক ও চক্রবাকী। 'দলে দলে চখাচখী করে সারাদিন বকাবকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'জলের ধারে চখাচখি কাকলি-কল্লোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

চখি, চখী [স চক্রবাকী] *বি স্ত্রী* হাঁসজাতীয় পাখিবিশেষ। 'চখার পাশে আসে/ বিরহরাতের চখি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

চখু [স চক্ষু] *বি* চোখ। 'হেন রূপ দেখি চখু আড় করে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চঙ[1] *বি* মই। 'বোঝা নিয়ে চঙ বেয়ে ওপরে ওটা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চঙ[2] *দ্র* রঙচঙ

চঙ্গিম [স চঙ্গ>] *বিণ* রূপসী। 'রামা অধিক চঙ্গিম ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চঙ্গেতা [স চঙ্গপট্ট] *বি* চাঙ্গাড়ি। 'তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গেতা।' *চর্যা ১০*, ১২০০।

চঙ্গো [স চঙ্গ] *বি* মই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চচ্চড় [ধ্বন্যা চড়চড়>] **১** *বি* ব্যথার অনুভূতি। 'মাস্টারমশায় এমন মার মেরেছেন যে আজও পিঠ চচ্চড় করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* অতিরিক্ত স্ফীত হয়ে ফেটে যাওয়ার মতো শব্দ। 'চচ্চড় করে ওঠে পাহাড়ের খাড়া শির-দাঁড়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চচ্চড়ি [ধ্বন্যা চড়চড়>] *বি* শুকনা ব্যঞ্জনবিশেষ। 'সাধারণত জামাইয়ের ডাল ... কাঁটাচচ্চড়ি হচ্ছে খাদ্যসামগ্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চঞ্চ [স চঞ্জ] *বি* গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। 'চঞ্চের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চঞ্চর [স] *বি* ভ্রমর। 'পাখায় পাখায় দোঁহে দুহুঁ বাঁধে চঞ্চর-চঞ্চরী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

চঞ্চরি [স চঞ্চরী] *বি স্ত্রী* ভ্রমর। 'খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু চঞ্চরিগণ করু রোলে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চঞ্চরিকা [স] *বি স্ত্রী* ভ্রমর। 'কমল বনে নেই কমলা, চঞ্চরিকা চুপ!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

চঞ্চল [স] **১** *বিণ* কম্পমান। 'চঞ্চল নূপুর ঘন কিঙ্কিণী বাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* কটাক্ষপূর্ণ। 'চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বিণ* নড়ছে এমন। 'সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সংবরণ নাহি করে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **৫** *বিণ* সহজে স্থানচ্যুত হয় এমন। 'কেহ পরি চঞ্চল বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *বিণ* অশান্ত। 'পবনে চঞ্চল খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৭** *বিণ* গতিশীল। 'আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৮** *বিণ* পরিবর্তনশীল। 'সাহিত্য সেই পরিবর্তমান মানবজগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৯** *বিণ* অস্থির। 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **১০** *বি* অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি। 'চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চঞ্চলকামী [স] *বিণ* বিচলিত। 'কার কামনার সৃষ্টিতে তব রূপ চঞ্চলকামী।' *নজরুল*, ১৯৪২।

চঞ্চলগতি [স] *বিণ* দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'দেখিতে চঞ্চলগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চঞ্চলগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অস্থিরভাবে চলাচল করে এমন। 'দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে তুমি চঞ্চলগামিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চঞ্চলচিত্ত [স] *বি* অস্থির মন। 'আশাকে হৃদয়ে যে বাসা দিয়েছেন তাহাও চঞ্চলচিত্তে চূর্ণায়মানা করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

চঞ্চলতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত চঞ্চল। 'নৃত্য চঞ্চল হতে চঞ্চলতর।' *মানিক*, ১৯৩৫।

চঞ্চলতা [স] **১** *বি* দুষ্টামি। 'চঞ্চলতা না করিবা করাইল শিক্ষা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* চপলতা। 'আমার এই চঞ্চলতার উপরে তুমি যেন কেবলই কটাক্ষপাত করছ!' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বি* অস্থিরতা। 'কেন পাছ, এ চঞ্চলতা! কোন শূন্য হতে এল কার বারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৪** *বি* নড়াচড়া। 'বকুল শাখার চঞ্চলতায় বনে উপবনে মর্মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৫** *বি* উচ্ছ্বাস। 'উছল প্রাণের চঞ্চলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৬** *বি* আবেগ। 'রক্তে অস্ত্র-ধারণের চঞ্চলতা সুদীপ্ত অনুভব করলেন।' *পাশা*, ১৯৭১।

চঞ্চলমতি [স] *বি* অস্থিরচিত্ততা। 'তেজহ চঞ্চলমতি স্থির কর মন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চঞ্চলমুখর [স] *বিণ* অস্থির ও কোলাহলময়। 'রাস্তা ও গলির মধ্যে স্ফীত জনপ্রবাহে চঞ্চলমুখর হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

চঞ্চলমুখরতা [স] *বি* ব্যাকুল ধ্বনিবহুলতা। 'বসন্ত সমীরণের চঞ্চলমুখরতা মৌন করে দিল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

চঞ্চলা[1] [স] **১** *বিণ স্ত্রী* চপলা। 'রূপতরঙ্গিণী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বিণ স্ত্রী* অস্থির। 'বঙ্গ-মহিলা বলিলে বুঝি – চঞ্চলা, চপলা ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

চঞ্চলা[2] [স চঞ্চল>] *ক্রি* ব্যাকুল হওয়া। 'আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চঞ্চলাক্ষী [স চঞ্চল-অক্ষি] *বিণ* চঞ্চল চোখবিশিষ্ট। 'কি গুণে বন্দিলা তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্যা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চঞ্চলিত [স চঞ্চল>] *বিণ* আন্দোলিত। 'চঞ্চলিত বীণার তারে যৌবন মোর উঠল কেঁপে কেঁপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

চঞ্চলিনী [স] *বি স্ত্রী* চঞ্চল স্বভাবের নারী। 'চলে গেছে সে-চঞ্চলিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চঞ্চালী *বি* বাঁশের সরু ফালি। 'চারিবাসে গড়িল রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

চঞ্চু [স] *বি* পাখির ঠোঁট। 'শুক চঞ্চু নাসিকা অধর বিশ্বজিৎ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চঞ্চুক্ষত [স] *বিণ* ঠোঁটের আঘাতে ক্ষত। 'বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চঞ্চুচুম্বন [স] *বি* ঠোঁটচুম্বন। 'বৃক্ষশাখায় একজোড়া কপোত-কপোতী চঞ্চুচুম্বন করিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

চঞ্চুজিৎ [স] *বিণ* ঠোঁটসদৃশ। 'শুক চঞ্চুজিৎ নাসিকা লালিত ঝলকে বেসর মোতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চঞ্চুপুট [স] *বি* পাখির দুই ঠোঁটের মধ্যবর্তী স্থান। 'চক্রবাক চক্রবাকী

খেলে চঞ্চুপুটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চঞ্চুসংলগ্ন [স] *বিণ* ঠোঁটে ঠোঁট লাগানো। 'পরস্পর চঞ্চুসংলগ্ন হংসমিথুন পাখা ঝাড়া দিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

চঞ্চুস্পর্শ [স] *বি* ঠোকর। 'আমিও অনুভব করিয়াছি সেই যত সব হিংস্র বায়সের করাল চঞ্চুস্পর্শ।' *সবুজ*, ১৯২০।

চট[1] [স কট] *বি* পাটের তৈরি মোটা বস্ত্রবিশেষ। 'কাপোরিয়া তোলে গরা ইজার মসরির ধরা আর তোলে চট ঝগরা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চটকল [চট+কল] *বি* চট তৈরির কারখানা। 'চটকলের ঘড়িতে বারটা বাজিয়া গেল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

চটকলওয়ালা [চটকল+হি ওয়ালা] *বি* চট-কারখানার মালিক। 'চটকলওয়ালারা দুই কোটি ছালার অর্ডার পাইয়াছেন।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

চটকার [চট+স কার] *বি* চট তৈরির কাজ করে যে। 'চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভূক হইয়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চটবিছানা [চট+বিছানা] *বি* চটের বিছানা। 'কলসিদড়ি কাঠখড়ি আর চটবিছানা।' *লালন*, ১৮৯০।

চট[2] [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততা। **চট করে** *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'আমি চট করে ফুল তুলে আনছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চট চট [ধ্বন্যা] *বি* জুতা পায়ে চলার শব্দ। '... চট চট করিয়া চলিবার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চটক[1] [স] *বি* চড়াই পাখি। 'চটক পর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চটক কর্কট টিয়া বায়স পেচক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চটকা [স চটক] *বি* চড়াই পাখি। 'চটকা চটকী ফিঙ্গা ডাহুকা টেঠারি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চটকী *বি স্ত্রী* চড়াই পাখি। 'চটকা চটকী ফিঙ্গা ডাহুকা টেঠারি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চটক[2] [হি] **১** *বি* চমক। 'নূপুর-কীঙ্কিণী-ধ্বনি হংস-সারস জিনি/ কঙ্কণধ্বনি চটক লাগায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* চাকচিক্য। 'তিনি কপট লম্পটের নিকট চটক দেখাইয়া আদরণীয়া হয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* ঘোর। 'গৃহিণীর চটক ভাঙিয়া গেলে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* চমক। চটক লাগাইতে করতালি জাগাইতে চেঁচাইয়া ভূত ভাগাইতে নিতান্তই ঘৃণা বোধ করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৫** *বি* চমকানি। 'বিজলী চটকের ন্যায় থেকে থেকে ঝলক দেয়।' *লালন*, ১৮৯০। **৬** *বি* বিস্ময়। 'এক মুহূর্তে আমার যেন চটক ভেঙে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

চটকদার [হি চটক+ফা দার] *বিণ* বিস্ময় সৃষ্টিকারী। 'মাসি প্রথমত অতি চটকদার লেখক।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

চটকা[1] *দ্র* চটক[1]

চটকা[2] [স চটক>] **১** *বি* অন্যমনস্কতা। 'তাহা শুনিয়া আমার সাময়িক চটকা হইত।' *প্যারী*, ১৮৬০। **২** *বি* ঘোর। 'ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৩** *ক্রিবিণ* মুহূর্তে। 'এক চটকা ঘুরে এসেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।' *শামসুল*, ১৯৬২।

চটকা[3] *বি* গাছবিশেষ। 'সকলেই কুঠীর চটকা তলায় পড়িয়া ... পয়গম্বর বা ইষ্টদেবতার নাম করিয়া থাকেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

চটকানা *বি* থাপড়। 'তরে না একখান চটকানা দিয়া কলতাবাজার পাঠাইয়া দেই।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

চটকানো [স চট্] **১** *ক্রি* চমকানো। 'চটকিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রি* পেষণ করা। 'দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

চটকিত [হি চটক] *বিণ* উজ্জ্বল। 'হইয়া দিব্ব মুর্ত্তি চটকিত মণি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চটচট [ধ্বন্যা] *বি* খাওয়ার সময়ে জিহ্বার শব্দ। 'জিব ও তালুতে একটু চট চট শব্দ করতে থাকে।' *হাই*, ১৯৪৭।

চটচটে *বিণ* আঠালো। 'এরকম চটচটে কড়কড়ে কাদা শুরকিগুলো ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

চটনমান [স ঝট>] *বিণ* (কল্পিত) ক্ষোভের পরিমাণ নির্ণায়ক। 'তাঁদের চটাভাব চটনমান যন্ত্রে ব্লাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চটপট [স ঝট>] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'ভেবে ভবে তার পায়ে ধরি চটপট।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চটেমটে **১** *ক্রিবিণ* চটে গিয়ে। 'তুই যদি ভাটপাড়ার পণ্ডিতের ঘরে জন্মাতিস, তা হলে চটেমটে মেমসাহেব হয়ে উঠতিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **২** *ক্রিবিণ* রাগ ক'রে। 'চটেমটে শেষে যদি কড়া কড়া বোল দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **৩** *ক্রিবিণ* ক্রোধসহকারে। 'আমার সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে চটেমটে বলল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চটপটা [ধ্বন্যা] *বিণ* চটপট শব্দবিশিষ্ট। 'চটপটা করতালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চটা[1] [স ঝট>] **১** *বিণ* নড়বড়ে। 'মাথা নেড়া দাঁত চটা কোতা গরদন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ* ক্ষিপ্ত। 'কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারী চটা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৩** *বি* ফালি। 'পটু বাঁশের চটার বৈঠাখানা তুলিয়া লইয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চটাচটি *বি* রাগারাগি; পরস্পর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। 'খুড়র সঙ্গে চটাচটি করাও বিষম সঙ্কট।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

চটাপট *বিণ* ক্রমাগত। 'চটাপট হাততালি পড়িতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চটাভাব *বি* ক্ষুব্ধ মনোভাব। 'তাঁদের চটাভাব চটনমান যন্ত্রে ব্লাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চটা-মারা *বিণ* চঞ্চল। 'লালন তেমনি চটা-মারা ঠিক দাঁড়ায় না একখানে।' *লালন*, ১৮৯০।

চটেমটে *ক্রিবিণ* ক্রোধসহকারে। 'আমার সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে চটেমটে বলল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চটা[2], **চটানো** [স ঝটিতি>] **১** *ক্রি* রাগান্বিত হওয়া। 'বিশ্বামিত্র ... বশিষ্ঠকে দেখিয়াই চটিয়া গেলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *ক্রি* রাগ করা। 'তাহারা চটিয়া আগুন হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *ক্রি* লোপ পাওয়া; নষ্ট হওয়া। 'ঘুম চটে গেল।' *জীবন*, ১৯৪৮। **৪** *ক্রি* কেটে যাওয়া। 'তার নেশা চটার উপক্রম।' *শওকত*, ১৯৫৮।

চটাং চটাং [ধ্বন্যা] *বিণ* আস্ফালনপূর্ণ। 'অমন যে চটাং চটাং কথা ছুড়ছিল ...।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

চটাক চটাক [ধ্বন্যা] *বি* শস্যাদি ঝাড়ার সময় কুলায় আঙুলের আঘাত লাগার ফলে সৃষ্ট শব্দ। 'দুই আঙুলে চটাক চটাক শব্দ তুলে ঝেড়ে নিল চালগুলো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

চটাচট [ধ্বন্যা] *বি* জুতা পায়ে চলার শব্দ। 'ক্রুদ্ধ চটিজুতার চটাচট শব্দ নিকটবর্তী হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চটি[1] *বি* পায়ের পিছনের দিক খোলা জুতাবিশেষ। 'মুচি চটিজুতা পায়ে

পরিয়া ...।' *মধু*, ১৮৫৭; 'ক্রুদ্ধ চটিজুতার চটাচট শব্দ নিকটবর্তী হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চটিকা [ধ্বন্যা চট>] *বি* চামড়ার তৈরি হালকা জুতাবিশেষ; চটি। 'চটিকা ছাড়িয়া সেলিমি নাগরা ধরেছি!' *নজরুল*, ১৯৩১।

চটিজুতা [ধ্বন্যা চট>+জুতা] *বি* পায়ের পিছনের দিক খোলা হালকা জুতাবিশেষ। 'মুচি চটিজুতা পায়ে পরিয়া ...।' *মধু*, ১৮৫৭।

চটি[২] [ফা চতর] *বি* পথিকদের বিশ্রামস্থান। 'চটি কত দূর।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

চটি[৩], **চটী** [ধ্বন্যা চট>] *বিণ* পাতলা; অল্প পৃষ্ঠার। 'বটতলার ছাপাখানা ওয়ালারা প্রায় দুই শত রকমারী চটী বই ছাপান।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

চটিতং [স ঝটিতি] *বিণ* রাগান্বিত। 'দাদারা ভয়ানক রকমের চটিতং হইয়া যাইবেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

চটুল [স] ১ *বিণ* দ্রুতগতিবিশিষ্ট। 'ব্যস্তসমস্ত চটুল স্রোতস্বিনী যেমন দেখিতে দেখিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* চঞ্চল। 'বাবিলনের জাদু বুঝি গুরু তব চটুল চোখের।' *নজরুল*, ১৯৩০। ৩ *বিণ* দ্রুত লয়বিশিষ্ট। 'সংগীতের তিনটি ভাগ। প্রথম অংশটা চটুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'বাদলা হাওয়ায় তালবনা ওই বাজায় চটুল দাদরা তাল।' *নজরুল*, ১৯৩২। ৪ *বিণ* হালকা চালবিশিষ্ট। 'দেহ তার ছিপছিপে, চলা তার চটুল চকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চটুলতা [স] ১ *বি* চপলতা। 'দুটো একটা ইংরিজি ধরণ-ধারণ ভড়ং এবং চটুলতা দেখিয়ে ছোটোখাটো বাহবা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* লঘুতা। 'আপনার বীভৎস অসংযমকে সহাস্য চটুলতায় পরিণত করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চটুলনয়না [স] *বিণ স্ত্রী* চঞ্চল চোখের অধিকারী। 'ছিপছিপে চটুলনয়না মেয়েটি আমার ভগ্নীর সখী।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

চট্টগ্রামী *বিণ* চট্টগ্রামে ব্যবহৃত। 'এইগুলিকে এখন খাস চট্টগ্রামী শব্দ বলা গেলেও ...।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

চট্টি [ফা চতর] *বি* সরাইখানা; হোটেল। 'হিমালয়ের চট্টিতে মানুষ যে রকম মাছি সম্বন্ধে নির্বিকার।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চট্টো [হি চট্টা] *বি* চট্টোপাধ্যায়। 'শ্রী গোপীমোহন বন্দ ও শ্রীজগতরাম চট্টো।' *মেয়র্স*, ১৭৬৯।

চট্টোপাধ্যায় [হি চট্টা+স উপাধ্যায়] *বি* বাঙালি হিন্দুর পদবিবিশেষ। 'হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।' *সেবধি*, ১৮৪০।

চড় [স চপেট] *বি* থাপড়। 'এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চড়-চাপড় [স চপেট+স চর্পট] ১ *বি* করাঘাত। 'কালকেতু চড়-চাপড়ে করে রণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ঢেউয়ের ছোটোবড়ো আঘাত। 'ঢেউয়ের চড়-চাপড়ের উপরেই দোষারোপ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চড়চিহ্ন [স চপেট+স চিহ্ন] *বি* চড়ের দাগ। 'ফুরিয়াছে চড়চিহ্ন দেখেন বিশাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চড়ই [স চটক] *বি* পাখিবিশেষ। 'চড়ই মণিয়া পাবদুয়া টুনটুনি।' *ভারত*, ১৭৬০।

চড়ক [স চক্র] ১ *বি* চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় হিন্দু পার্বণবিশেষ। 'জিব কাটে জিব ফোড়ে করএ চড়ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ঘোরে এমন। 'জলে ডুবে জলকাক পাতিলা চড়ক পাক।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* চড়কগাছ। 'দুই জন একত্র হইয়া এক কালে চড়কে ঘুরিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

চড়কগাছ [চড়ক+গাছ] *বি* চড়ক উৎসবে গাজনের সন্ন্যাসীদের ঘুরপাক খাওয়ার খুঁটিবিশেষ। 'ছোট লোক কোথায় চড়কগাছ পায় যে চড়ক করে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

চড়কতলা [চড়ক+স তল] *বি* যে জায়গায় চড়ক উৎসব হয়। 'চড়কতলায় তলতাবাঁশের টিনের মুহুরী দেওয়া বাঁশী ... বিক্রি কত্তে বসেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চড়কপূজা [চড়ক+স পূজা] *বি* চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু পূজাবিশেষ। 'চড়কপূজার সময় সন্ন্যাসিরদের মধ্যে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

চড়কী [স চক্র>] *বি* চড়ক-উৎসবে পিঠে বড়শি গেঁথে যারা দোল খায়। **চড়কীর হাসি** *বি* কৃত্রিম হাসি। 'বাহিরে প্রকাশ করে চড়কীর হাসি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চড়চড় [ধ্বন্যা] ১ *বি* কাগজের উপরে দ্রুতগতিতে কলম চালানোর শব্দ। 'চড়২ করিয়া টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ২ *বি* কাপড় বা এ ধরনের কিছু দ্রুত ছেঁড়ার শব্দ। 'চড়চড় করিয়া তাহার কোঁচার খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৩ *বিণ* অবিরাম চড় শব্দ হয় এমন। 'সঙ্গে সঙ্গে চড়চড় শব্দ করে বাজ পড়ল।' *হাসান*, ১৯৬৪।

চড়চড় করা *ক্রি* তপ্ত হওয়া। 'দুপুরবেলা রোদ খুব চড়চড় করে ওঠে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চড়চড়ানি [ধ্বন্যা চড়চড়>] *বি* চটচটে অবস্থা। 'পাহাড়ফাটা শুষ্কতার বিপুল চড়চড়ানি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চড়চড়িয়ে *ক্রিবিণ* বেড়ে। 'নদীর কানটায় কানটায় হাঁটতে হাঁটতে মনুমিঞার বুকের কটকটানি চড়চড়িয়ে ওঠে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

চড়চড়ে [ধ্বন্যা চড়চড়>] *বিণ* কড়া। 'এই দুপুরের রোদের চেয়ে ঢের বেশি চড়চড়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

চড়চড়ি, চড়চড়ী [ধ্বন্যা চড়চড়>] *বি* শুষ্ক ব্যঞ্জনবিশেষ। 'আম্র দিয়া শৌল মাছে ঝোল চড়চড়ী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'চড়চড়ি সরসড়ি পোড়া আর ভাজা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চড়ন [স চট্>] *বি* আরোহণ। 'দুর্বরিসী পাইল মান চড়নের ঘোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চড়নদার, চড়ন্দার [স চট্>+ফা দার] *বি* আরোহী। 'চড়ন্দার।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'ওরে আমার জোছনা হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

চড়বড় [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* চড় বড় শব্দ করছে এমন। 'তেল চড়বড় শব্দ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *ক্রিবিণ* বড়ো বড়ো ফোঁটায়। 'চড়বড় করিয়া গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চড়বড়ি [ধ্বন্যা চড়বড়>] *বি* বাজিবিশেষ। 'অন্যদল তখন তাদের লক্ষ্য করে পটকা কি চড়বড়ি ছুঁড়লো।' *হাই*, ১৯৫৮।

চড়বড়ে [ধ্বন্যা চড়বড়>] *বিণ* বাচাল; চালু। 'তুবড়ি মুখে চড়বড়ে গাল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চড়া[১], **চড়ানো** ১ *ক্রি* আরোহণ করা। 'লাফ দিয়া বলদেব তার কান্দ চড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* চাপানো। 'বীর দেয় অঙ্গুরি বান্যা প্রণাম করি জোঁখে বান্যা চড়াইআ পড়্যান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি*

চড়াও হওয়া। 'গৃহস্থের ঘরের মধ্যে চড়ে তাদের অপমান করবেন আপনার এ অধিকার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *ক্রি* বাজারে দাম বাড়া। 'কেন গো তোমার বাজার চড়িল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। **চড়্** *ক্রি* আরোহণ করো। 'তুহ্মি মোর পৃষ্ঠে চড় যেইমত বেশ।' *সুলতান*, ১৭০০। **চড়য়া** *ক্রি* আরোহণ ক'রে। 'চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত কত দূরে এড়াইয়া চড়য়া পর্ব্বত।' *ভারত*, ১৭৬০। **চড়সিআঁ** *ক্রি* এসে ওঠো। 'আপন ইছাএ রাধা নাএ চড়সিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চড়াইআ** *ক্রি* চাপিয়ে। 'বীর দেয় অঙ্গুরি বান্যা প্রণাম করি জোঁখে বান্যা চড়াইআ পড়্যান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চড়াইয়া** *ক্রি* চাপিয়ে। 'আর চাউল দেম চড়াইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'দালালি টাকা খতের উপর চড়াইয়া দেও।' *ভবানী*, ১৮২৫। **চড়াইল** *ক্রি* আরোহণ করালো। 'হস্তী উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **চড়াইলোঁ** *ক্রি* (চুলায়) চাপালাম। 'বিণি জলেঁ চড়াইলোঁ চাউল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চড়ান** *ক্রি* বাড়ান। 'পালাপার্ব্বণে ও শনিবারে বেশী মাত্রায় চড়ান।' *হুতোম*, ১৮৬১। **চড়ায়** *ক্রি* তুলে নেয়। 'মড়ার মাথার চুল, হাতেতে চড়ায় গুল, ছাড়ায়ে আপন কুলধর্ম্ম।' *ভবানী*, ১৮২৫। **চড়ায়ন্ত** *ক্রি* লেপন করে। 'মহাসুখে চড়ায়ন্ত তেল।' *সুলতান*, ১৭০০। **চড়াহ** *ক্রি* চড়াও; উঠাও। 'দধির পসার নাএ চড়াহ আসিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চড়ি** *ক্রি* আরোহণ ক'রে। 'তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।' *চর্যা ১০*, ১২০০। **চড়িতে** *ক্রি* চড়তে। 'উম্মতে চড়িতে যদি পাএ অবশেষে।' *সুলতান*, ১৭০০। **চড়িবা** *ক্রি* চড়বে। 'নিশ্চিএ চড়িবা রথে কহিল জানিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চড়িবারে** *ক্রি* চড়তে। 'তবে সে তোহ্মারে আহ্মি দিব চড়িবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **চড়িমু** *ক্রি* চড়বো। 'আছুক চড়িমু সে পরস না করিব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চড়িয়া** *ক্রি* আরোহণ ক'রে। 'লাফ দিয়া হনুমান পাঁচিরে চড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **চড়িলা** *ক্রি* আরোহণ করলে। 'জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০। **চড়িলে** *ক্রি* চড়লে। 'সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০। **চড়িলেন্ত** *ক্রি* চড়লেন। 'এ বলিয়া মোহারাম চড়িলেন্ত রথে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চড়িহ** *ক্রি* আরোহণ করো। 'বিনোদ মন্দিরে থাক না চড়িহ নায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চড়ী** *ক্রি* আরোহণ ক'রে। 'কদম্বতরুত চড়ী দহে দিল ঝাঁপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চড়ে** *ক্রি* আরোহণ করে। 'লাফ দিয়া বলদেব তার কান্দ চড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। **চড়ে যাওয়া** *ক্রি* দাম বাড়া। 'চামড়ার বাজার চড়ে গিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চড়া[2] [স চট্>] **১** *বি* ধনুকের ছিলা। 'ধনুকের ছিণ্ডিল চড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* বেশি। 'নাচঘরে রূপসীর দর অত্যন্ত চড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* উচ্চ। 'কলিকাতার কূলে গাঁটবন্দী হইয়া ... চড়া দামে বিকাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **৪** *বিণ* উগ্র। 'মেজাজ-চড়া উটগুলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৫** *বি* প্রখর। 'রোদ চড়া হয়ে উঠলেও ওদের কাজের কোনো বিরাম নেই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩। **৬** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'কড়া, খাড়া, চড়া রেখা, যত চড়া ভত বাঁকা।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

চড়া[3] [স চটক] *বি* চড়ুই পাখি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চড়া[4] [হি চর] *বি* চর; নদীতে পলি জমে গঠিত স্থলভাগ। 'চড়া পড়িয়া শুষ্ক হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

চড়া পড়া **১** *ক্রি* চর জেগে ওঠা; চর জাগা। 'তাহাতে মৃত্তিকা জমা হইয়া চড়া পড়ে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *ক্রি* বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া। 'আনন্দের মাঝে একটু চড়া পড়ে গেছে বলেও তো মনে হচ্ছে না।' *অবন*, ১৯২৫।

চড়াই[1] [স চট্>] **১** *বি* হামলা; আক্রমণ। 'সমস্ত আনয়ন করিয়া হুকুম হইল গৌড়ে চড়াই করিতে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* হস্তক্ষেপ। 'তাহার অধিকারের উপর চড়াই না করিয়া ঠাওরাই কোন কৌশলে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে এমন। 'কোথা-বা সে চড়াই উঁচু, কোথা-বা উৎরাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চড়াই-উতরাই *বি* অসমতল পথ। 'হিন্দুকুশের চড়াই-উতরাই ভেঙে এসে পৌচেছে কাবুল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চড়াই[2] [স চটক] *বি* চড়ুই পাখি। 'চড়াই-ছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে।' *নজরুল*, ১৯২২।

চড়াইছানা [স চটক-শাবক] *বি* চড়ুই পাখির বাচ্চা। 'চড়াই-ছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে।' *নজরুল*, ১৯২২।

চড়াও [স চট্>] *বিণ* ক্রমশ উঁচু হচ্ছে এমন। 'একবার কষ্টেসৃষ্টে টানিয়া ঠেলিয়া গাড়ি চড়াও রাস্তার উপর তুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চড়াও হওয়া *ক্রি* আক্রমণ করা। 'রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

চড়াচড়ি [স চপেট>] *বি* পরস্পর চপেটাঘাত। 'ঠেলা ঠেলি চড়াচড়ি মারিল কতক্ষণে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

চড়াৎ [ধ্বন্যা] *বি* আকস্মিক নিদ্রাভঙ্গ নির্দেশক শব্দ। 'চড়াৎ করিয়ে ঘুম ভাঙ্গিল অমনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

চড়াৎ চড়াৎ [ধ্বন্যা] *বি* হুঁকা টানার শব্দ। 'খেলো হুঁকো যেন ফেটে যাবে – কালীপ্রসন্ন চড়াৎ চড়াৎ টানে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

চড়ানো[1] [স চপেট>] *ক্রি* চড় মারা। 'চড়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চড়ানো[2] [স চট্>] **১** *ক্রি* চাপানো। 'দালালি টাকা খতের উপর চড়াইয়া দেও।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *ক্রি* তুলে নেওয়া। 'মড়ার মাথার চুল, হাতেতে চড়ায় গুল, ছাড়ায়ে আপন কুলধর্ম্ম।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *ক্রি* তীব্রতর করা। 'শোকপ্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চড়িভাতি [স চটক>] *বি* বনভোজন। 'দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিয়া আসা যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চড়ুই [স চটক] *বি* ছোটো পাখিবিশেষ; চড়াই। 'ফিঙ্গে চড়ুই গাঙ্গচিল বাদুড় সরিম।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চড়ুইভাতি [স চটকবৃত্তি] *বি* বনভোজন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'চড়ুইভাতি করবি ...?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চড়ুক [স চক্র>] *বি* হিন্দুদের পর্ব চড়কে অংশগ্রহণকারী। 'চড়কের পর চড়ুকেরা ক্লেশ মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা করে।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

চড়ুয়া [স চটক] *বি* চড়ুই পাখি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চড়োয়া [স চট্>] *বি* চড়াও; হামলা। 'পুলিস যখন করে ঘরে এসে চড়োয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চঢ়া, চঢ়ানো [স চট্>] **১** *ক্রি* আরোহণ করা। 'নিষধিতেঁ আল রাধা চঢ়িলা নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* চাপানো। 'মশল্লা আনিনু আগুনে চঢ়ানু বিছুরিনু আপন ভার।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৩** *ক্রি* তুলে ধরা। 'অধম জীবেরে চঢ়াইল উৰ্দ্ধসীমা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **চঢ়ল** *ক্রি* আরোহণ করলো। 'চাঁদ রাহু ডর চঢ়ল সুমেরু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চঢ়লিহু** *ক্রি* চড়লাম। 'তুঅ গুণ গৌরব সীল সোভাব। সেহে লএ চঢ়লিহু তোহরী নাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চঢ়াইল** *ক্রি* তুলে ধরলো। 'অধম জীবেরে চঢ়াইল উৰ্দ্ধসীমা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **চঢ়ানু** *বি* চাপালাম। 'মশল্লা আনিনু আগুনে চঢ়ানু বিছুরিনু আপন ভার।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **চঢ়িতেঁ** *ক্রি* আরোহণ করতে। 'না জানিআঁ তত্ত্ব চঢ়িতেঁ বুইলোঁ নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চঢ়িলা** *ক্রি* চড়লে; আরোহণ করলে।

'নিষধিতেঁ আল রাধা চঢ়িলা নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চঢ়িলী** *ক্রি* উঠলো; আরোহণ করলো। 'হেন গুণী মনত চঢ়িলী রাধা নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চঢ়িলেঁ** *ক্রি* চড়লে; আরোহণ করলে। 'সব্বাই চঢ়িলেঁ নাঅ না সহিব ভরা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চঢ়ে** *ক্রি* আরোহণ করে। 'নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চঢ়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চণক [স] *বি* ছোলা; চানা। 'চণক তিল সর্ষপাদিরূপ শস্যধন তাহার।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

চণ্ড [স] **১** *বিণ* প্রচণ্ড। 'যেন তৃন যাএ চণ্ড বাতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দানববিশেষ। 'চণ্ড মুণ্ড আদি বীর রণে কেহ নহে স্থির।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বিণ* উগ্র। 'মহাকালের চণ্ড-রূপে – ধূম্র-ধূপে। *নজরুল*, ১৯২২।

চণ্ডনীতি [স] *বি* ধ্বংসকর রীতি। 'এই চণ্ডনীতির পরিণাম কি?' *সওগাত*, ১৯২৮।

চণ্ডবৃষ্টি [স] *বি* প্রচণ্ড বৃষ্টি। 'চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত-ধারা-ফুলে/ বরষার বুকে ঝলে জল-মালা-হার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চণ্ড-রূপ [স] *বি* ভয়ংকর রূপ। 'মহাকালের চণ্ড-রূপে – ধূম্র-ধূপে। *নজরুল*, ১৯২২।

চণ্ডাশোক [স চণ্ড-অশোক] *বি* অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার আগেকার সম্রাট অশোক। 'অশান্তিতে দেবতা হয় চণ্ডাশোক।' *নজরুল*, ১৯৪১।

চণ্ডাল [স] **১** *বি* ব্রাহ্মণের বিপরীতে উচ্চারিত পৌরাণিক সম্প্রদায়বিশেষ। 'চণ্ডালে ত হেন কর্ম্ম না করে আসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* গালিবিশেষ। 'কুক্কুর-চণ্ডাল অন্ত করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণীর হিন্দু। 'চণ্ডাল মুছলমান ফিরিঙ্গী ইংরাজ ফরাসীয় নানা জাতির সহিত বিহার করিয়া মজা করিয়াছ।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৪** *বি* নিম্নশ্রেণী। 'তা এরা সাহেব না, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৫** *বিণ* হৃদয়হীন। 'আমি কি চণ্ডাল? না পাষণ্ড।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৬** *বি* শবদাহ পেশাধারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। *দ্র* **চাঁড়াল**

চণ্ডালপনা [স চণ্ডাল+পনা] *বি* চণ্ডালের আচরণ। 'চণ্ডালপনা সব কাজে ওর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

চণ্ডালিকা [স] *বি স্ত্রী* চণ্ডালকন্যা। 'চণ্ডালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চণ্ডালিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* চণ্ডাল জাতীয়। 'চণ্ডালিনী দূতীর আতঙ্ক হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* চণ্ডাল নারী। 'ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি, ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চণ্ডালী [স] *বি* চণ্ডাল নারী। 'সমতা জোএঁ জলিঅ চণ্ডালী।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০।

চণ্ডাশোক *দ্র* **চণ্ড**

চণ্ডিকা [স] *বি* হিন্দুদেবী চণ্ডী। 'পুজন্তি চণ্ডিকা ঘট সুবর্ন্ন পাতিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

চণ্ডী [স] *বি* হিন্দু দেবীবিশেষ। 'চণ্ডীর কৃপায় দূর হইল বিপাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চণ্ডীদাসী [স] *বিণ* বড়ু চণ্ডীদাসের পঙ্‌ক্তির মতো। 'দ্বিতীয় লাইন চণ্ডীদাসী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চণ্ডীপাঠ [স] *বি* হিন্দুদেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক পুরাণ আবৃত্তি। 'বিশ ত্রিশ জন চণ্ডীপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

চণ্ডীপূজা [স] *বি* দুর্গাপূজা। 'একস্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

চণ্ডীমঙ্গল [স] *বি* হিন্দুদেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন। 'চণ্ডীমঙ্গল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চণ্ডীমণ্ডপ [স] *বি* পূজামণ্ডপ। 'প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সঙ্গোপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

চণ্ডীমূর্তি [স] *বি* ভয়ঙ্কর চেহারা। 'আজ কী আনন্দ, তোর চণ্ডীমূর্তি দেখে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চণ্ডু [হি] *বি* আফিম থেকে তৈরি মাদক দ্রব্য। 'চরস, গাঁজা, গুলি, ছররা ও চণ্ডুতে তাহাদের মুণ্ড দিবারাত্রি ঘুরিত।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

চণ্ডুখুড়ি [হি চণ্ডু+ফা খোর] *বিণ* চণ্ডুসেবনকারীর কাজের মতো হাস্যকর ও স্থূল। 'গপ্প করতে ঠাঁই পাওনি চণ্ডুখুড়ি আষাঢ়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চতুঃ [স] *বিণ* চার সংখ্যক। 'বাহির চতুঃশালাতে বসিলা দুইজন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চতুঃপার্শ্ব [স] *বি* চারপাশ। 'চতুঃপার্শ্বে গোলা গঞ্জ শহর বাজার নগর।' *রামরাম*, ১৮০১।

চতুঃপার্শ্ববর্তী [স] *বিণ* চারপাশের। 'চতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রাম, নগর ... আবৃত করিয়া ফেলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

চতুঃশালা [স] *বি* কাছারি। 'বাহির চতুঃশালাতে বসিলা দুইজন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চতুঃষষ্টি [স] *বিণ* চৌষট্টি। 'নববিবি চতুঃষষ্টিপ্রকার বিহারবিদ্যায় বিলক্ষণ বিচক্ষণ হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চতুঃষষ্ঠি [স চতুঃষষ্টি] *বিণ* চৌষট্টি। 'চতুঃষষ্ঠি শুনি গেল পাতাল ভুবনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চতুঃসম [স] *বি* কস্তুরী, চন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূর – এ চার দ্রব্যের মিশ্রিত রূপ। 'প্রথম দিবসে পাইল চতুঃসমের গন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চতুঃসষ্টি [স চতুঃষষ্টি] *বিণ* চৌষট্টি। 'চতুঃসষ্টি সুনি গেল পাতাল ভুবনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চতুঃসীমা [স] *বি* চারদিকের সীমা। 'ভূমির চতুঃসীমা দেখিয়া লইবা।' *রামরাম*, ১৮০২।

চতুঃসীমানা [স] *বি* চতুর্দিকস্থ সীমানা; গণ্ডি। 'বিবাহের চতুঃসীমানার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চতুঃসীমাবদ্ধ [স] *বিণ* চারদিকে ঘেরা। 'এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূভাগের নাম পার্থীয়া।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

চতুঃস্কন্ধরূপী [স] *বিণ* চার কাঁধযুক্ত শরীরের অধিকারী। 'দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধরূপী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চতুঃশিমা [স চতুঃসীমা] *বি* চারদিক। 'জমী ১ বিঘা মাএ আমলা চতুঃশিমা বৎ ... বন্দক রাখিয়া।' *মেয়ের্স*, ১৭৫৮।

চতুথী [চতুর্থী] *বি স্ত্রী* অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পরবর্তী চতুর্থ দিবস। 'ভাদর মাসের তিথি চতুথীর রাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চতুদ্দিগ [স চতুর্দিক] *বি* চতুর্দিক; সকল দিক। 'ইহার বাটীর চতুদ্দিগে গড়-বন্দি ছিল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

চতুর [স] **১** *বিণ* বুদ্ধিমান। 'সরস কবি সুরস ভনে চারুতর চতুরপনে নারি আরাহিঅই পঞ্চবানা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সরেস্বতি গোপরামা

রসেতে চতুর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* পরিশ্রমী। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* বুদ্ধিমান। 'চতুরের দোস্ত।' *বোগল*, ১৭৭০। ৪ *বিণ* চালাক। 'চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৫ *বিণ* ধূর্ত। 'আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৬ *বিণ* কপট; স্মার্ট। 'চতুর রাঙা ঠোঁটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৭ *বিণ* বুদ্ধিদীপ্ত। 'মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৮ *বিণ* ছলনাপূর্ণ। 'যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চতুরজন [স] *বি* বুদ্ধিমান ব্যক্তি। 'ইজ্জৎ বাঁচাইলেন চতুরজনের মত।' *শওকত*, ১৯৫৮।

চতুরতা [স] ১ *বি* দক্ষতা। 'তাঁহাদিগের চতুরতা বিবেচনা না করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বি* ধূর্ততা। 'সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চতুরপণ [স চতুর-পণ] *বি* চতুরতা। 'কি মোরা জীবনে কি মোরা জৌবনে কি মোরা চতুরপনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চতুরা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* নিপুণ; দক্ষ। 'ইঙ্গিতাদিতে চতুরা সুরতিতে পণ্ডিতা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* বুদ্ধিমতী। 'তাহা বুঝিতে বিমলার ন্যায় চতুরার অধিককাল অপেক্ষা করে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ৩ *বিণ স্ত্রী* ছলনাময়ী। 'আমি নয় চতুরা, যে থাকে আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

চতুরং [স চতুরঙ্গ] *বি* একপ্রকার গান। 'কত কত কলায়ত, ... মৃদঙ্গ সারগম, চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চতুরক্ষর [স] *বিণ* চার অক্ষরবিশিষ্ট। 'প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা ... ত্র্যক্ষরযুক্ত চতুরক্ষরযুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

চতুরগুণিত [স] *বিণ* চারগুণ। 'দ্বিগুণিত, চতুরগুণিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চতুরঙ্গ [স] ১ *বিণ* হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতি – এই চার অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যদল। 'চতুরঙ্গ দল সাজে সমরে দুন্দুভি বাজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* দাবা খেলা। 'প্রাচীন পারসীকেরা শতরঞ্চকে বিকৃত করিয়া চতুরঙ্গ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* সংগীতের প্রকারবিশেষ। 'অন্তরার লয়ের চেয়ে দ্রুততর হয়, চতুরঙ্গে তো হয়ই।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'রামছাগী গায় চতুরঙ্গ বেড়ার ধারে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

চতুরঙ্গিণী [স] *বিণ স্ত্রী* হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতি – এই চার শাখাবিশিষ্ট। 'রাজা, চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া, তদীয় রাজধানীর অবরোধ করিলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চতুরস্র [স] ১ *বি* চতুর্দিক। 'সে জিলাতে চতুরস্র বার শত ক্রোশ আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বিণ* চারকোনা। 'তদানন্তর চতুরস্র স্বর্ণ চিত্রিত দৃতি নির্ম্মিত পট্টে সুলিখিত।' *দর্পণ*, ১৮২২।

চতুরা *দ্র* **চতুর**

চতুরাই [স চতুর>] *বি* চতুরতা। 'পরিচয় করবি সময় ভাল চাই। আজ বুঝব সখি তুআ চতুরাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চতুরাংশ [স] *বি* চার ভাগ। 'যে টেক্স দেন তাহার চতুরাংশের একাংশ।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

চতুরানন [স চতুর-আনন] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ব্রহ্মা। 'কত চতুরানন মরি মরি জাওত ন তুয়া আদি অবসানা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চতুরালি, চতুরালী [স চতুর>] ১ *বি* ছলচাতুরী। 'চতুরালী জারী জুরি ভাঙ্গিল তো আজ।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'এ কী রীতি চতুরালি।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বি* রঙ্গকৌতুক। 'শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে করিয়ো চতুরালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চতুরাশ্রম [স] *বি* ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস – মানবজীবনের এই চার অবস্থা। 'চতুর্ব্বর্ণ, ত্রিলোক, চতুরাশ্রম সকলই বেদ হইতে প্রকাশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

চতুর্গুণ [স] *বিণ* চারগুণ। 'সেলামী দিলেন সবে চতুর্গুণ তার।' *ভারত*, ১৭৫০।

চতুর্থ [স] ১ *বি* চতুর্থ স্থান। 'চতুর্থেতে নরনারায়ন অবতারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* চারসংখ্যক। 'চতুর্থ প্রহরে কান/ করিল আধর পান।' *বড়ু*, ১৫৭০।

চতুর্থ পক্ষ [স] *বি* চতুর্থ বিবাহ। 'আমার তৃতীয় পক্ষ গত হবার পর তো আমি অনায়াসে চতুর্থ পক্ষ করতে পারতুম।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

চতুর্থ রাষ্ট্র [স] *বি* সংবাদপত্র এবং সেগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা। 'সংবাদপত্রকে চতুর্থ রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চতুর্থে *ক্রিবিণ* চতুর্থত। 'চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চতুর্থেতে *ক্রিবিণ* চতুর্থ স্থানে। 'চতুর্থেতে নরনারায়ন অবতারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

চতুর্থাংশ [স] *বি* চতুর্থ ভাগ। 'বালকেরা ব্যাকরণের অর্দ্ধেক ও ত্র্যংশ ও চতুর্থাংশ আবৃত্তি করিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

চতুর্থী [স] ১ *বি স্ত্রী* তিথির নামবিশেষ। 'ভাদ্র চতুর্থীর শশী দেখিয়াছি হেন বাসি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ স্ত্রী* চতুর্থ। 'সিংহাসনের চতুর্থী পুত্তলিকা কহিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

চতুর্দল, চতুর্দ্দল [স] *বি* (তন্ত্র) চার দল বিশিষ্ট চক্র। 'কণ্ঠাম্বুজবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

চতুর্দ্দল পদ্ম [স] *বি* (তন্ত্র) মূলাধার চক্র। 'গুহ্যমূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

চতুর্দশ, চতুর্দ্দশ [স] *বিণ* চোদ্দ সংখ্যক। 'চতুর্দ্দশ বাল্যলীলার কিছু বিবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চর্তুদশ ভুবনের পতি রঘুনাথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চতুর্দশপদী [স] *বি* চোদ্দ চরণের কবিতাবিশেষ; সনেট। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'বিরহ এত গাঢ় হবে যে চতুর্দশপদীও তার পক্ষে ঢিলে বোধ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চতুর্দশবর্ষীয় [স] *বিণ* চোদ্দ বছর বয়সী। 'চতুর্দশবর্ষীয় একটি বালক – স্থানীয় স্কুলে পড়ে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

চতুর্দশশত [স] *বিণ* চোদ্দশো। 'চতুর্দশ শত বৎসরেরও পূর্বে ... বিদ্যমান ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

চতুর্দশী [স] ১ *বি স্ত্রী* চতুর্দশ তিথি। 'এই চতুর্দশীর শশী আকাশ উপরে।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ স্ত্রী* চোদ্দ বছর বয়স্ক বালিকা। 'চতুর্দশী মুক্তকেশী কনে!' *নজরুল*, ১৯৩১।

চতুর্দশীতত্ত্ব [স] *বি* চোদ্দ মাত্রাযুক্ত পদের তত্ত্ব। 'সনেটের চতুর্দশীতত্ত্ব শাস্ত্রীয় কিংবা অশাস্ত্রীয় ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

চতুর্দশে, চতুর্দ্দশে [স] *ক্রিবিণ* চতুর্দশত। 'চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ বর্ণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চতুর্দিক, চতুর্দ্দিক [স] *বি* সকল দিক। 'মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রক্ষালন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চতুর্দ্দিকে সারি সারি ঘৃত দীপ জ্বলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চতুর্দিকবর্তী [স] *বিণ* চারদিকের; ধারে-কাছের। 'তার কাছে

চতুর্দিকবর্তী সমস্ত জিনিস নিতান্ত কেবল জিনিস নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চতুর্দিকস্থ [স] *বিণ* চারপাশে আছে এমন। 'সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু চতুর্দিকস্থ বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

চতুর্দিগ, চতুর্দ্দিগ [স] **১** *বি* সকল দিক। 'চতুর্দিগে বিশ্বরূপ পায় মহাদুঃখ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'এই মাত্র শব্দ চতুর্দ্দিগে মহারাজার কুমার হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* চারদিক। 'চতুর্দ্দিগে প্রাচীর।' *রাজীব*, ১৮০৫।

চতুর্দিগবর্তী [স] *বিণ* চারদিকে বিদ্যমান। 'তাহাদের চতুর্দিগবর্তী স্বদেশীসমাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চতুর্দিগস্থ [স] *বিণ* চারপাশের। 'কোন২ জমীদারের নিয়ত চতুর্দিগস্থ বুভুক্ষু ভৃত্যবর্গ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

চতুর্দিশ, চতুর্দ্দিশ [চতুর্দিক] *বি* পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চারটি দিক। 'চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চতুর্দোল, চতুর্দ্দোল [স] *বি* চার বাহকের পালকি। 'সঘনে হুলুই পড়ে রতি চতুর্দোলে চড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মহারাজাকে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করাইয়া গতি করাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

চতুর্দোলা [স] *বি* চার বাহকের পালকি। *সেবধি*, ১৮৩৯। 'কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দোলায় চড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চতুর্ধস, চতুর্দ্ধস [স চতুর্দশ] *বি* ১৪ বছর বয়স। 'চতুর্দ্ধসে নরসিংহ অদ্ভুত সরির।' *মালাধর*, ১৫০০।

চতুর্ধা [স] *বিণ* চার টুকরায় বিভক্ত। 'তোমরা চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলে।' *অবন*, ১৯২৫।

চতুর্ধার [স] *বি* চারদিক। 'শূন্যাকার চতুর্ধার বিহিন বসতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চতুর্ধুরীণ, চতুর্দ্ধুরীণ [স] *বি* পদবি-বিশেষ; চৌধুরী। 'বঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয় ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

চতুর্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ [স] *বি* ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ – জীবনের এই চার লক্ষ্য। 'তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ দানে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'দর্শনে কলুষ নাশ চতুর্বর্গ হয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চতুর্বর্ণ, চতুর্ব্বর্ণ [স] *বি* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র – এই চার বর্ণ। 'চিরকালানুষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চতুর্বর্ণ ধর্ম্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০; 'চতুর্ব্বর্ণ, ত্রিলোক, চতুরাশ্রম সকলই বেদ হইতে প্রকাশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

চতুর্বিংশ [স] *বিণ* চব্বিশ সংখ্যক। 'চতুর্বিংশে মায়া মোহ যথেক টুটএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

চতুর্বিংশতি, চতুর্ব্বিংশতি [স] *বিণ* চব্বিশ সংখ্যক। 'চতুর্ব্বিংশতি কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'চতুর্বিংশতি বেলাতে অহোরাত্র হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

চতুর্বিংশতিতম [স] *বিণ* চব্বিশ সংখ্যক। 'আমি চতুর্বিংশতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

চতুর্বিধ, চতুর্ব্বিধ [স] *বিণ* চার প্রকার। 'আমারদের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য তদন্য অন্ন অভক্ষ্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, ভূপতিসমীপে সংবাদ দিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চতুর্বিধাঘাত, চতুর্ব্বিধাঘাত [স] *বি* চার ধরনের আঘাত। 'পদাঘাত পাদুকাঘাত চতুর্ব্বিধাঘাতে ... প্রাপ্ত প্রায় হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

চতুর্বেদ, চতুর্ব্বেদ [স] *বি* ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব – এই চার বেদ। 'মীনরূপে প্রথমেতে ... উদ্ধার করিলে চতুর্বেদ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'চতুর্ব্বেদ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার রচিত বলিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

চতুর্ভিত [স] *বি* চারদিক। 'নিরখিয়ে চতুর্ভিত, রাজা অতি পুলকিত।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

চতুর্ভিতি [স চতুর্ভিত] *বি* চারটি ভিত। 'জলময় তার চতুর্ভিতি মধ্যে থানা।' *লালন*, ১৮৯০।

চতুর্ভুজ [স] **১** *বিণ* চারহাত বিশিষ্ট। 'সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* চারহাত যুক্ত হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ রূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* চারকোনা বিশিষ্ট। 'ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ ক্লাবে ... এসে যেত হিম হাওয়া।' *জীবন*, ১৯৩০।

চতুর্ভুজা [স] *বি* হিন্দুদেবীবিশেষ; জগদ্ধাত্রী। 'চতুর্ভুজা, চারি হস্ত আছ জোড় করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চতুর্ভুজাকার [স] *বিণ* চার বাহুবিশিষ্ট। 'বাম ভাগ চতুর্ভুজাকার, ডান ভাগ অষ্টভুজাকার।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

চতুর্মাস্য, চতুর্ম্মাস্য [স] *বি* চারমাস ব্যাপী কৃত্য। 'চতুর্ম্মাস্য করিবারে আসিছে দুর্বাসা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চতুর্মুখ, চতুর্ম্মুখ [স] **১** *বিণ* চার মুখবিশিষ্ট। 'আপনে অনন্ত চতুর্মুখ পঞ্চানন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'হিন্দুরা চতুর্ব্বেদ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার রচিত বলিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* চার মুখ। 'চতুর্মুখে ব্রহ্মা ভাবেন/ দেবী আছেন চতুর্বেদে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

চতুর্মূর্তি [স] *বি* চারজন মানুষ। 'তখনই চতুর্মূর্তির একজন হঠাৎ মাথা তুলে কান খাড়া করল।' *শওকত*, ১৯৭২।

চতুর্যাম [স] *বি* চার প্রহর। 'এই রূপে চতুর্যাম নিশি নির্ব্বাহিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চতুর্সমে [স চতুঃসম] *ক্রিবিণ* চতুর্দিক সমান ক'রে। 'চতুর্সমে নির্ম্মিয়াছে সে সবের অঙ্গ।' *সুলতান*, ১৭০০।

চতুর্হস্ত [স] *বি* চার হাতবিশিষ্ট প্রাণী। 'পণ্ডিতেরা উহাদিগকে চতুষ্পদ না বলিয়া চতুর্হস্ত বলিয়া থাকেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

চতুশ্চত্বারিংশৎ [স] *বিণ* চুয়াল্লিশ সংখ্যক। 'চতুশ্চত্বারিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

চতুশ্চরণ [স] *বি* চার পা। 'এ কী অকারণ/ ধরি তব চতুশ্চরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চতুশ্বিমা [স চতুঃসীমা] *বি* চতুর্দিকের সীমানা। 'চতুশ্বিমা বসুন্দ মাএ আমলা সমেত তোমার স্থানে ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

চতুষষ্টি [স চতুঃষষ্টি] *বিণ* চৌষট্টি সংখ্যক। 'নববিবি চতুষষ্টি প্রকার বিহারবিদ্যায় বিলক্ষণ বিচক্ষণ হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চতুষ্কোণ [স] *বি* যার চারটি কোণ আছে। 'রেখা ও কোণ ও চতুষ্কোণ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

চতুষ্কোণা [স চুতষ্কোণ] *বিণ* চার কোণবিশিষ্ট। 'পৃথ্বি চতুষ্কোণা নয়, সহজে ত্রিকোণময় ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

চতুষ্টয় [স] **১** *বি* চারটির সমষ্টি। 'ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* চার সংখ্যক। 'তাই বঙ্গি বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত বৃষোৎসর্গ।' *রামনারায়ণ*,

১৮৫৪।

চতুষ্পঞ্চাশৎ [স] *বিণ* চুয়ান্ন সংখ্যক। 'চতুষ্পঞ্চাশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

চতুষ্পথ [স] *বি* চৌরাস্তা । 'কোন কোন স্থানে ঐ উভয় পথই ভূমিতলে একত্র মিলিত হইয়া চতুষ্পথ অর্থাৎ চৌমাথা হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

চতুষ্পদ [স] **১** *বিণ* চার পা আছে এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে হস্তীর আকার অতি বৃহৎ।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। **২** *বি* চৌপদী কবিতা। 'কবিতাতে যদি নাহি মিলে চতুষ্পদ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

চতুষ্পদী [স] **১** *বি* চার পা আছে এমন প্রাণী । 'কাক পিক পক্ষী আদি শিবা সেজা চতুষ্পদী যোগাইলা সভান আহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি স্ত্রী* চার পদবিশিষ্ট ছন্দ। 'ত্রিপদী কালক্রমে চতুষ্পদীতে পরিণত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

চতুষ্পাটী [স চতুষ্পাঠী] *বি* টোল; হিন্দুশাস্ত্র শেখার বিদ্যালয়। *দর্পণ*, ১৮২০; 'আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব২ চতুষ্পাটীতে গমন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

চতুষ্পাটীস্থ [স চতুষ্পাঠীস্থ] *বিণ* চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নরত। 'চতুষ্পাটীস্থ ভিন্ন বিদেশীয় ছাত্র ৮২ বিরাশী জন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

চতুষ্পাঠী [স] *বি* যেখানে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ানো হয়; টোল। 'চতুষ্পাঠীতে আসিয়া প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগকে আনাইয়া কহিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

চতুষ্পায়া [স] *বি* চারপায়া চৌকিবিশেষ। 'দুই তিনটি চতুষ্পায়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চতুষ্পার্শ্ব [স] *বি* চারপাশ। 'চতুষ্পার্শ্বস্থিত স্থান সমূহে ... বিস্তার করিতে পারিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

চতুষ্পার্শ্ববর্তী [স] *বিণ* চারদিকে অবস্থানকারী। 'তাঁহারা চতুষ্পার্শ্ববর্তীদের প্রতি অনাবশ্যক উৎপীড়ন করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চতুষ্পার্শ্বস্থ [স] *বিণ* চারপাশের। 'আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ রিয়ালিটির প্রতি মনোযোগ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

চতুষ্পার্শ্বস্থিত [স] *বিণ* চারপাশে অবস্থিত। 'চতুষ্পার্শ্বস্থিত স্থান সমূহে ... বিস্তার করিতে পারিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

চতুস্ত্রিংশৎ [স] *বিণ* চৌত্রিশ সংখ্যক। 'চতুস্ত্রিংশৎ-কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

চতুস্ত্রিংশদক্ষর [স] *বি* চৌত্রিশ অক্ষর। 'প্রথমতঃ তালপত্রস্থিত কণ্টকবিনির্ম্মিত চতুস্ত্রিংশদক্ষরে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চত্তির [স চৈত্র] *বি* বাংলা দ্বাদশ মাসের নাম; চৈত্র। 'এই চত্তির মাসের রোদ্দুরে, ফের দ্যাখো না এই জ্বরে পড়লো বলে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চত্বর [স] **১** *বি* আঙিনা। 'ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* উন্মুক্ত স্থান। 'নগর-চত্বর মাঝে শিবের মন্দির সাজে অনাথমণ্ডপ অন্নশালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চত্বারিংশৎ [স] *বিণ* চল্লিশ সংখ্যক। 'চত্বারিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

চনক [স চণক] *বি* ছোলা; চানা। 'প্রকৃতি পুরুষ উভয় মিলিত চনকদলের ন্যায়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

চন করা [ধ্বন্যা চন>] *বি* উত্তেজিত হওয়া। 'মাথায় রক্ত চন করে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

চনচন [ধ্বন্যা] **১** *বি* তীব্র ব্যথার ভাবব্যঞ্জক শব্দ। 'শিরদাঁড়া করে চনচন।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* তীব্র ক্ষুধার অনুভূতিসূচক শব্দ। 'খিদেয় চনচন করছে ওর পেটটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

চনচনে [ধ্বন্যা চনচন>] *বিণ* চনচন করে এমন। 'চনচনে একটানা ব্যথা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

চনমনে [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* চাঙ্গা। 'খিদেটা বহুগুণ চনমনে হয়ে উঠল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। **২** *বিণ* উদ্দীপক। 'কি চনমনে গন্ধ ফুলের।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

চনাচুর [স চণকচূর্ণ] *বি* ডাল, বাদাম প্রভৃতির মিশ্রণে তৈরি এক ধরনের হালকা শুকনা খাবার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চনার *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'এই পাদপ ব্যতীত এখানে সরল বা সর্জ্জতরু, দেবদারু, আখরোট, চনার, সফেদা প্রভৃতি বহুবিধ সুবৃহৎ বৃক্ষনিচয় পরিদৃষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

চন্দ [স চন্দ্র] *বি* চাঁদ। 'চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিংদা।' *চর্যা* ১৪, ১২০০।

চন্দন [স] **১** *বি* চন্দন নামের সুগন্ধি কাঠের ক্বাথ। 'আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সুগন্ধি কাঠবিশেষ। 'জিনি কর্পূর বেনামূল চন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চন্দনকাঠ [স চন্দনকাষ্ঠ] *বি* সুগন্ধি কাঠবিশেষ। 'চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চন্দনকাষ্ঠ [স] *বি* চন্দন গাছের সুগন্ধি কাঠ। 'খড়ম চন্দনকাষ্ঠের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বৌল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চন্দনকুঙ্কুম [স] *বি* চন্দন ও কুঙ্কুম; চন্দন ও জাফরানের সুগন্ধি প্রলেপ। 'কোন জনমের চন্দনকুঙ্কুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চন্দন-গন্ধ [স] *বি* চন্দনের সুগন্ধি। 'মনে আনে চন্দন-গন্ধ সোনার বঁধুয়ার।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

চন্দন-গন্ধিত [স] *বিণ* চন্দনের গন্ধযুক্ত। 'চন্দন-গন্ধিত মন্দ দখিনাবায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চন্দনচর্চিত, চন্দনচর্চ্চিত [স] *বিণ* বাটা চন্দন দ্বারা সজ্জিত। 'এই যে ললাট – প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত চিন্তারেখা বিশিষ্ট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'ময়ূরপংখিতে একটি চন্দনচর্চিত অজাতশ্মশ্রু নববর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চন্দনচৌকি [স চন্দন-চতুষ্কী] *বি* চন্দন কাঠের তৈরি বসার আসন। 'সুখের চন্দনচৌকি বুকে রেখে বসেছো উপরে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

চন্দনটিকা [স চন্দনতিলক] *বি* চন্দনের ফোঁটা বা তিলক। 'শ্যাম সন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে চন্দ্রকলার চন্দনটিকা জ্বলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চন্দনতিলক [স] *বি* চন্দনের ফোঁটা। 'চন্দনতিলকে আতি শোভিত কপালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চন্দনপঙ্ক [স] *বি* চন্দন বাটা। 'বিল ছেনে এনেছি চন্দনপঙ্ক।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

চন্দনবর্ণা [স] *বিণ* চন্দনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। 'নাচে গিরিকন্যা চঞ্চল ঝরনা/ নন্দনপথ-ভোলা চন্দনবর্ণা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

চন্দনভূষণ [স] *বি* চন্দনের তিলক। 'চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দনভূষণ নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চন্দনভূষিত [স] *বিণ* চন্দনসজ্জিত। 'চন্দনভূষিত অঙ্গ দেখি দেবতার রঙ্গ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চন্দনলেপিত [স] *বিণ* চন্দন লেপন করা হয়েছে এমন। 'চন্দনলেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চন্দনা [স চন্দন>] **১** *বি* পাখিবিশেষ। 'টিয়া তোতা ফরিয়াদী, কাজালা চন্দনা আদি, হিরামন লালমন শুয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* নদীবিশেষ। 'চন্দনা নদীর তীরে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

চন্দনিত [স] *বিণ* চন্দনের সুগন্ধযুক্ত। 'ধূলির পথ থেকে চন্দনিত নন্দনের পথে নিত্য ...।' *নজরুল*, ১৯২৮।

চন্দা[1] [স চন্দ্র] *বি* চাঁদ। 'সামি সমাজ হম পেমে অনুরঞ্জি কুমুদিনী সন্নিধি চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চন্দা[2] [স চন্দন] *বি* চন্দনা; পোষ মানে এমন পাখিবিশেষ। 'ময়না চন্দা কি আর চার আনায় হয়রে?' *জীবন*, ১৯৩৩।

চন্দেরী *বি* শাড়ির প্রকারভেদ। 'স্নানান্তে শ্বেত চন্দেরী শাড়ি ও সাদা চেলি পরেছেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

চন্দ্র [স] **১** *বি* চাঁদ। 'সংপুন্ন চন্দ্র তোহোর বদন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'সহদেব চন্দ্র।' *সেবধি*, ১৮৪০।

চন্দ্রকর [স] *বি* চাঁদের আলো। 'নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

চন্দ্রকরচ্ছায়া [স] *বি* জ্যোৎস্না। 'স্বচ্ছ সরোবরে অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চন্দ্রকরোজ্জ্বল [স] *বিণ* জ্যোৎস্নায় আলোকিত। 'লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চন্দ্রকলা [স] **১** *বি* চাঁদের ষোলো ভাগের এক ভাগ। 'রাহু জেন্ গ্রাসে চন্দ্রকলা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* চাঁদের সৌন্দর্য। 'চন্দ্রকলার ন্যায় অতিশয় রূপবান কুমার।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* নারী। 'নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরস্তা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৪** *বি* অলংকারবিশেষ। 'চতুরা বালিকা ... আভাস দিতে ছাড়ে নাই যে "বউ বরনে চন্দ্রকলা"।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৫** *বি* নাচের মুদ্রাবিশেষ। 'অনেক রাত্রে আজ চন্দ্রকলা নাচটা নাচব মা।' *মানিক*, ১৯৩৫।

চন্দ্রকলা-নাচ [স চন্দ্রকলা নৃত্য] *বি* পূর্ণিমা তিথির নাচ। 'সেই প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রকলা-নাচ শেষ করার পর ...।' *মানিক*, ১৯৩৫।

চন্দ্রকলাপ [স] *বি* অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্নযুক্ত সজ্জা। 'চন্দ্রকলাপে দেখ নিজ পুচ্ছদেশে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

চন্দ্রকান্ত [স] **১** *বি* মণিবিশেষ। 'চন্দ্রকান্ত মণি কত জ্বলে ঠাঞিঠাঞি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* বাউল সাধনার উপলক্ষবিশেষ। 'চন্দ্রকান্ত যোগ মাসান্ত জানে কেবল রসিক যারা।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* চাঁদের মতো সুন্দর। 'চন্দ্রকান্ত নয়নের কৃষ্ণপক্ষ্ম পাতা বিস্ফারি তাকাও তুমি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চন্দ্রকান্তমণি [স] *বি* মূল্যবান রত্নবিশেষ। 'চুনি চন্দ্রকান্তমণি সূর্য্যকান্তমণি নীলকান্তমণি অয়স্কান্তমণি।' *রাজীব*, ১৮০৫।

চন্দ্রকান্তি [স] *বি* লাড্ডু আকারের সাদা পিঠাবিশেষ। 'পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চন্দ্রকিরণ [স] *বি* চাঁদের আলো। 'বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চন্দ্রকীট [স] *বি* কালো রঙের পোকাবিশেষ। 'চন্দ্রকীটে ছেয়ে কালো থাক নিচে তৈলল প্রণালী।' *শক্তি*, ১৯৬১।

চন্দ্রখণ্ড [স] *বি* খণ্ডিত চাঁদ। 'চন্দ্রখণ্ড তাহার চোখের সম্মুখে ঘন বাঁশবনের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

চন্দ্রগ্রহণ [স] *বি* পৃথিবীর ছায়ায় চাঁদের অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। 'সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চন্দ্রচূড় [স] **১** *বি* হিন্দু দেবতা শিব। 'কুলেশ্বরী আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* অলংকারবিশেষ। 'চন্দ্রচূড় মেঘের গায়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চন্দ্রচূড়া [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিবের পত্নী দুর্গা। 'আইলা দেবী চন্দ্রচূড়া মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চন্দ্রজ্যোতিঃ [স] *বি* চাঁদের আলো। 'গদাধর বোলে – প্রভু কোটী চন্দ্রজ্যোতিঃ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চন্দ্রজ্যোৎস্না [স] *বি* চাঁদের আলো। 'শৃঙ্গার-রস ছানি তারে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি/ জানি বিধি নিরমিল তায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চন্দ্রতপন [স] *বি* চাঁদ এবং সূর্য। 'গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চন্দ্রতারা [স চন্দ্র>] *বি* ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'গড়ে ডিঙ্গা সর্বধরা হিরামুনী চন্দ্রতারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চন্দ্রতুল্য [স] *বিণ* চাঁদের মতো সুন্দর। 'চন্দ্রতুল্য উত্তম পুত্র জন্মিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

চন্দ্রপুলি [স চন্দ্র>] *বি* পিঠাবিশেষ। 'ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি এবং ক্ষীরসরোবর রসমাধুরী খাওয়াইতে বড় ভালবাসেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

চন্দ্রপৃষ্ঠ [স] *বি* চাঁদের উপরিতল। 'আমাদের ধনকুবেরেরা ... মধুযামিনী যাপন করবেন চন্দ্রপৃষ্ঠেই।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

চন্দ্রবতী [স] *বিণ* জ্যোৎস্নাময়। 'চন্দ্রবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পবন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চন্দ্রবদন [স] *বি* চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'ষোল কলা সংপুন্ন চন্দ্রবদন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চন্দ্রবদনা [স] *বিণ স্ত্রী* চাঁদের মতো সুন্দর মুখের অধিকারী। 'রূমের রাজচক্রবর্ত্তীর চন্দ্রবদনা অতি সুন্দরী এক কন্যা আছে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

চন্দ্রবদনী [স] *বিণ স্ত্রী* চাঁদের মতো সুন্দর মুখের অধিকারী। 'চন্দ্রবদনী রাধা সুন মোর বোল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চন্দ্রবয়ান [স চন্দ্রবদন] *বি* চাঁদমুখ। 'তোমার চন্দ্রবয়ান দেখে আমার প্রাণ আনচান করছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চন্দ্রবাণ, চন্দ্রবান [স] *বি* অস্ত্রবিশেষ; অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ। 'চন্দ্রবান জিনি ভাল গৃধিনী শ্রবণ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'গাড়ীতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবান।' *ভারত*, ১৭৬০।

চন্দ্রবিন্দু [স] **১** *বি* চাঁদের মতো দেখতে অনুনাসিক বর্ণবিশেষ; (ঁ)। 'চন্দ্রবিন্দু।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'ড়-এ চন্দ্রবিন্দুর মতো ওর উচ্চারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **২** *বি* চাঁদ-তারা। 'আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা করুণ চন্দ্রবিন্দু!' *নজরুল*, ১৯৩১।

চন্দ্রবিম্ব [স] *বি* চন্দ্রমণ্ডল। 'অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চন্দ্রবোড়া [স চন্দ্র+স বোড্র] *বি* ফণাহীন বিষধর সাপবিশেষ। 'চন্দ্রবোড়া কিংবা শঙ্খচূড় সাপের হাতে প্রাণ দিব?' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

চন্দ্রব্রত [স] *বি* রাজধর্মবিশেষ; চাঁদ যেমন বিকশিত হয়ে চারপাশ

স্নিগ্ধ করে, রাজাও সবাইকে দান করেন এবং সবার দুঃখমোচন করেন – এই হলো চন্দ্রব্রত। 'রাজার ইন্দ্রব্রত ... চন্দ্রব্রত ও পৃথিবীব্রত; এই সপ্ত ব্রত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

চন্দ্রভাগা [স] *বি* নদীবিশেষ। 'আমোদর দামুদর ধাইল দারকেশ্বর সিলাই চন্দ্রভাগা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চন্দ্রমণি [স] **১** *বি* চাঁদ। 'না জানি কি কোটী সূর্য চন্দ্রমণি জ্বলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চন্দ্রমণ্ডল [স] *বি* চাঁদ। 'জেহেন চন্দ্রমণ্ডল বরিসএ গরল।' *মালাধর*, ১৫০০।

চন্দ্রমল্লি, চন্দ্রমল্লী [স চন্দ্রমল্লিকা] *বি* চন্দ্রমল্লিকা ফুল। 'থরে থরে ফুটে চন্দ্রমল্লি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'ছুঁয়ে আছো চন্দ্রমল্লী, পৃথিবীর অমর বিধবা।' *শক্তি*, ১৯৬১।

চন্দ্রমল্লিকা [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'জবা জুতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন।' *ভারত*, ১৭৬০।

চন্দ্রমা [স] *বি* চাঁদ। 'সব তাপ সিত চন্দ্রমা রহিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

চন্দ্রমা-গাজন [স চন্দ্রমা+গাজন] *বি* পূর্ণিমা। 'নাকি ওরা ক্ষমাহীন সমুদ্রের ফেনা/ টারা টাক টাক টাক চন্দ্রমা-গাজনে।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

চন্দ্রমাবৎ [স] *বি* চাঁদের মতো। 'চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

চন্দ্রমাস [স] *বি* চান্দ্রমাস; পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের যে-সময় লাগে (সাড়ে ২৯ দিন), সেই হিসাবে নির্ধারিত মাস। 'চন্দ্রমাস রবিয়ল আউয়ালের প্রথম তারিখ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

চন্দ্রমাসা [স চন্দ্রমা] *বি* চাঁদ। 'বদন বিকশ রূপে যেন চন্দ্রমাসা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

চন্দ্রমুখ [স] *বি* চাঁদমুখ। 'দেখিয়া সে চন্দ্রমুখ জগতজীবন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চন্দ্রমুখী [স] *বি* চাঁদবদনী। 'মৎস্য পুড়ী চন্দ্রমুখী পাঙশে মলিন দেখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চন্দ্রলেখা [স] **১** *বি* চাঁদ। 'পাণ্ডুচন্দ্রলেখা আজি অস্ত গেল, আজি কুরুসূর্য একা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বি* চাঁদের আলো। 'নন্দনেরি নন্দিনী গো চন্দ্রলেখায় ছোঁওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

চন্দ্রলোক [স] *বি* হিন্দুপুরাণে উল্লিখিত দিব্যস্থান, যেখানে চাঁদ অবস্থান করে। 'কত দূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল, রজদ্বীপ নীলজল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চন্দ্রশালা [স] *বি* চিলেকোঠা। 'কাছের সুপ্তিময় নিষ্প্রদীপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

চন্দ্রসম [স] *বিণ* চাঁদের মতো। 'মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চন্দ্রসুধা [স] *বি* চাঁদের আলো। 'চন্দ্রসুধা চকোরের – বায়স কি পায়!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চন্দ্রহার [স] **১** *বি* গলার অলংকারবিশেষ। 'চন্দ্রহার গোলমল পাওজর ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* কোমরের অলঙ্কার বা মেখলাবিশেষ। 'কোমরে সোনার চন্দ্রহার বেরিয়ে পড়ে চিকচিক করছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

চন্দ্রহাস [স] *বি* উজ্জ্বল বাঁকা তলোয়ার। 'চন্দ্রহাস লইআ মাতা উর গো মশানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চন্দ্রাঙ্কিত [স চন্দ্র-অঙ্কিত] *বিণ* চাঁদ আঁকা রয়েছে এমন। 'অৰ্দ্ধ চন্দ্রাঙ্কিত জাতীয় পতাকার তলে আইস।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

চন্দ্রাতপ [স চন্দ্র-আতপ] **১** *বি* জ্যোৎস্না। 'চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ। মলয়পবন সহ ভেল অনুরাগ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* শামিয়ানা। 'বড় বড় চন্দ্রাতপ সব টাঙ্গাইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চন্দ্রানন [স চন্দ্র-আনন] *বি* চাঁদমুখ। 'তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

চন্দ্রাননা [স চন্দ্র-আননা] **১** *বি স্ত্রী* চাঁদের মতো মুখবিশিষ্ট নারী। 'কাঁদিয়া কাঁদিয়া, নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ স্ত্রী* চাঁদের মতো মুখ এমন। 'চারুলোচনা কিঙ্করী দুলায়, মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি চন্দ্রাননা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চন্দ্রাননি [স চন্দ্রাননী, সম্বোধনে ই-কার] *বি স্ত্রী* চাঁদের ন্যায় মুখবিশিষ্ট নারী। 'ওগো চন্দ্রাননি! মম এই নিবেদন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

চন্দ্রাবলি, চন্দ্রাবলী [স সম্বোধনে 'চন্দ্রাবলি'] **১** *বি* রাধা। 'নাম তোর রাধা চন্দ্রাবলী।' *বড়ু*, ১৪৫০, 'ভাল বোল বলিলে তো চন্দ্রাবলি রাণি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* ছন্দের নাম। *আলাওল*, ১৬৮০।

চন্দ্রাভা [স চন্দ্র-আভা] *বি* চাঁদের আভা। 'চন্দ্রাভা পাণ্ডুর।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

চন্দ্রালোক [স চন্দ্র-আলোক] *বি* চাঁদের আলো। 'চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চন্দ্রালোকরেখা [স চন্দ্র-আলোক-রেখা] *বি* চাঁদের আলো। 'চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চন্দ্রালোকিত [স চন্দ্র-আলোকিত] *বিণ* চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। 'গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিত চলিয়া যাইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চন্দ্রিকা [স] *বি* জ্যোৎস্না; চন্দ্রকিরণ। 'নখপাঁতি তোর চন্দ্রিকা জিণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চন্দ্রিমা [স] *বি* চাঁদ। 'চন্দ্রিমা উদর যেন অরুণ আকারে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চন্দ্রের কলঙ্ক *বি* ভালোর মধ্যে খারাপের উপস্থিতি। 'সুরসিক কবি মহাশয়েরা চন্দ্রের কলঙ্ক ... উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

চন্দ্রের তুলামান *বি* চন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তবর্তী অংশবিশেষের পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাব। 'গালিলিয় ... ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে, চন্দ্রের তুলামান প্রকাশ করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

চন্দ্রোদয় [স চন্দ্র-উদয়] *বি* চাঁদ ওঠা। 'যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

চন্দ্রোদয়লগ্ন [স] *বি* চাঁদ ওঠার মুহূর্ত। 'বিনা ভূমিকায় হেমন্তসন্ধ্যার চন্দ্রোদয়লগ্নে ললিতের গৃহত্যাগিনী স্ত্রীর অভ্যাগমন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

চন্দ্রক [স] *বি* ময়ূরপুচ্ছের চক্রাকার চিহ্ন। 'চন্দ্রক কলাপময়, নাচে কুতূহলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চন্দ্রক-কলাপ [স] *বি* চন্দ্রকের আভরণ। 'প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক-কলাপ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চন্ননা [স চন্দন>] *বি* চন্দনা। 'ডাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্ননা তুতী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চন্নামৃত [স চরণামৃত] *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী পূজ্য ব্যক্তি বা আরাধ্যবিগ্রহাদির পায়ের স্পর্শে পবিত্র জল; চরণামৃত। 'মুচি-মোচলমানের চন্নামৃতে গড়াগড়ি খেতে হয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চন্নামেত্ত, চন্নামেত্তো, চন্নমেত্যো [স চরণামৃত] ১ *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী পূজ্য ব্যক্তি বা আরাধ্যবিগ্রহাদির পায়ের স্পর্শে পবিত্র জল; চরণামৃত। 'বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গার চন্নামেত্তো ও মাদুলী ধারণ হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'এরকম গুণীর চন্নামেত্যো খেতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বি* (ব্যঙ্গার্থে) পবিত্র খাবার। 'ঐ এক কাঁচা চন্নামেত্ত মুখে না দিলেই নয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

চপ [ই] *বি* মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদির পিঠা বা বড়া। 'তাঁহারা দুর্গার্চন বাটীতে বিফষ্টেক ও মটন চপ ... মদিরা আনয়ন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

চপ-কাটলেট, চপ কটলেট [ই] *বি* ইউরোপীয় প্রণালিতে তৈরি মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদির পিঠা বা বড়া। 'রঙ ভরপুর! সুপ চপ কটলেট, আন বাবা প্লেট প্লেট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'আলু-কাবলি, ফুচকিয়া বাজে দোকানের চপ-কাটলেট ইত্যাদি খেয়ে ...।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

চপচপে [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* বেশি পরিমাণে তেল জাতীয় তরলে মাখানো। 'তেলে চপচপে ছোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে গালে দিচ্ছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। ২ *বিণ* মজাদার। 'ফূর্তির ফানুস চাই, চপচপে কথা আর গান চাই।' *শামসুর*, ১৯৭০।

চপর চপর [ধ্বন্যা] *বি* খাওয়ার শব্দ। 'থৈকশিয়াল অতি শীঘ্র চপর চপর করিয়া খাইতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

চপল [স] ১ *বিণ* চঞ্চল। 'কিশোর বয়স দীর্ঘ চপল-নয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অস্থির। 'ধৈর্য্য গেল হইল চপল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চপল-চপলা *ক্রিবিণ* চঞ্চল বিদ্যুতের মতো। 'চপল চপলা প্রায়, তারা এক খসি যায় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫।

চপলচিত্ত [স] *বিণ* অস্থিরমতি। 'যাঁহাদিগকে চপলচিত্ত বলিয়া জানিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চপলতা [স] ১ *বি* চঞ্চলতা। 'সেখানে চপলতা, লঘুতা, আলস্য, বিলাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* প্রগল্‌ভতা। 'চপলতা আজি ঘটে যদি তবে করিয়ো ক্ষমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চপলভঙ্গী [স] *বি* চঞ্চল অভিব্যক্তি। 'নামিয়া আসিল চটুল নৃত্যের চপলভঙ্গী।' *হাই*, ১৯৫৪।

চপলমতি [স] ১ *বি* অস্থির মন। 'তোমার চপলমতি না হয় একত্র স্থিতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* চঞ্চল। 'চপলমতি বালকেরা এই সময় খুব করিয়া নামতা পড়ে।' *শওকত*, ১৯৫৯।

চপলা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* চঞ্চল। 'তা দেখিয়া প্রভাবতি অধিক চপলা।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বিদ্যুৎ। 'তারক সমাজে যেন চমকে চপলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চপলা-চপল [স] *বিণ* বিদ্যুতের মতো চঞ্চল। 'আমি চপলা-চপল হিন্দোল।' *নজরুল*, ১৯২২।

চপলাবিকাশ [স] *বি* বিদ্যুতের চমক। 'চপলাবিকাশ দর্শনে ও বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণে ভয়ে একান্ত বিহ্বল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

চপলে *ক্রিবিণ* শীঘ্র। 'চপলে উলূকে চেপে চাঁপায়ে গমন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চপেটা [স চপেট] *বি* চড়। 'ধরো ধরো খুড়ো চপেটা মুষ্টি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চপেটাঘাত [স] ১ *বি* চড়। 'চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত ... প্রাপ্ত প্রায় হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* আঘাত। 'কাষ্ঠফলকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* মৃদু চড়। 'আমার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চপ্পল [হি] *বি* পায়ে দেওয়ার চটিবিশেষ। 'মাথার সিঁথিময়ূর থেকে পায়ের চপ্পল পর্যন্ত আপাদমস্তক পরিবর্তন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

চবুতরা [ফা চবতরহ্] *বি* চাতাল; উচ্চ মঞ্চ। 'চবুতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চবুতারা [ফা চবতরহ্] *বি* প্রাঙ্গণ। 'এক চবুতারায় আমির ও রাজা ও পণ্ডিত ইত্যাদি সমস্ত ওমরা লোকের বৈঠক হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

চবুয়া *বিণ* মূর্তি সম্পর্কিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

২৪ *বিণ* চব্বিশ সংখ্যক। '২৪ ইঞ্চ মাপ।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

চব্বিশ [স চতুর্বিংশ] *বিণ* ২৪ সংখ্যক। 'চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চব্বিশ প্রহর [স] *বি* তিন দিবারাত্র। 'একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চব্বিশে *বি, বিণ* চব্বিশ সংখ্যার পূরক; মাসের ২৪ তারিখ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চব্বিস [স চতুর্বিংশ] *বি, বিণ* ২৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

চমক [স চুম্বক] ১ *বি* চুম্বক। 'বালক মহিমা যেন চমক পাথর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* চৈতন্য; হুঁশ। 'কৃষ্ণকান্তের চমক হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বি* ঘোর। 'তখন চমক ভাঙল।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

চমক খাওয়া *ক্রি* মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হওয়া। 'শব্দ পেলে লেজটি তুলে চমক খেয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

চমকদার [চমক+ফা দার] *বিণ* উজ্জ্বল। 'তখনকার রঙটা বেশ চমকদার।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চমক দেওয়া *ক্রি* শিহরিত করা। 'বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

চমকপ্রদ [স] ১ *বিণ* বিস্ময়কর। 'পতাকারাজীর সুবর্ণ-খচিত পূর্ণতারার চমকপ্রদ কিরণ।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ২ *বিণ* আশ্চর্যজনক। 'একটি সরকারী এশতেহারে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের একটি চমকপ্রদ ষড়যন্ত্রের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

চমক ভাঙা *ক্রি* ঘোর কেটে যাওয়া। 'তখন চমক ভাঙল।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

চমকময় [চমক+স ময়] *বিণ* চমকিত। 'তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

চমক-মারা *বিণ* ঝলক দেওয়া। 'এ হঠাৎ চমক-মারা বিদ্যুল্লেখা শুধু।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

চমক লাগা *ক্রি* চৈতন্য হওয়া। 'পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চমক-লাগানো *বিণ* চমক সৃষ্টি করে এমন। 'সেখানে আছে কেবল চমকলাগানো শক্তির প্রকাশ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

চমকসঞ্চার [চমক+স সঞ্চার] *বি* ভয়জনিত শিহরণ। 'শব্দমাত্রেই উভয়ের দেহে যে একটি চমকসঞ্চার হইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চমকা [চমক>] ১ *বি* চমক। 'আমি দিই ছেপে যত চাপা হাসি যতেক মিছে চমকা।' *অন্নদা*, ১৯২৭। ২ *বিণ* দমকা। 'দাউ দাউ করা চমকা হাওয়ার গুমট।' *জসীম*, ১৯৩১।

চমকন [চমক>] *বি* চমকানি। 'বিজুলির চমকনে মিলে আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

চমকানি [চমক>] *বি* ঝিলিক। 'বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চমকানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চমকানো [স চমৎকার>] ১ *ক্রি* বিস্ময়ে আঁতকে ওঠা। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং কং বোড়ো খাই।' *চর্যা ৪১*, ১২০০। ২ *ক্রি* কাঁপা; শিহরিত হওয়া। 'চমকী চমকী উঠী মোর প্রাণ জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* ঝিলিক দেওয়া। 'মেঘের বিজুরী চমকি চলিয়া গেল।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৪ *ক্রি* বিস্মিত হওয়া। 'ছাও সবে মাএর বচনে চমকিল।' *সুলতান*, ১৭০০। ৫ *ক্রি* হঠাৎ ভীত হওয়া। 'চমকিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **চমকি** ১ *ক্রি* চমকে। 'চমকি চমকি ধনি ছাড়য়ে নিসাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* ঝিলিক দিয়ে। 'মেঘের বিজুরী চমকি চলিয়া গেল।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **চমকিই** *ক্রি* চমকিত হয়। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং কং বোড়ো খাই।' *চর্যা ৪১*, ১২০০। **চমকিয়া** ১ *ক্রি* চমকে। 'চমকিয়া হিয়া উঠে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *ক্রি* বিস্মিত হয়ে। 'অমনি কৃষকেরা চমকিয়া বলিল।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **চমকিল** *ক্রি* বিস্মিত হলো। 'ছাও সবে মাএর বচনে চমকিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **চমকী চমকী** *ক্রি* কেঁপে কেঁপে। 'চমকী চমকী উঠী মোর প্রাণ জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চমকে** ১ *ক্রি* চমকায়। 'বিনি মেঘে চমকে বিজুলি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *ক্রি* বিস্মিত করে। 'ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **চমকে ওঠা** ১ *ক্রি* বিস্ময়ে আঁতকে ওঠা। 'অমনি চমকে উঠে ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *ক্রি* চমকিত হওয়া। 'শুনিয়া স্রোতস্বিনী চমকিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চমকিৎ [চমক>] *বিণ* আতঙ্কিত। 'রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

চমকিত [চমক>] ১ *বিণ* আতঙ্কিত। 'গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত। বচন ন নিকসয়ে চমকিত চীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* বিস্মিত। 'দূর থেকে পক্ষির দিকে চেয়েই ... চমকিত হয়ে যায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চমকিলী [চমক>] *বিণ স্ত্রী* চমকিত। 'চমকিলী রাধা উঠিআঁ দেখিল কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চমকীত [চমক>] *বিণ* চমৎকৃত। 'চিত্রলেখা দেখি অনিরুদ্র চমকীত।' *মালাধর*, ১৫০০।

চমচম [চমক>] *বি* ছানার তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চমচম।' *সুকুমার*, ১৯২০।

চমৎকার [স] ১ *বিণ* বিস্ময়কর। 'অদ্ভুত চমৎকার সকল সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বিস্ময়। 'দেখিয়া সকল লোক চমৎকার পায়।' *মালাধর*, ১৫০০; 'এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* বিস্মিত। 'সনাতন দেখি প্রভু হইল চমৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* আনন্দ। 'বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বিণ* আনন্দিত। 'দেখি রাজা হইল চমৎকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বিণ* ভালো। 'শুনি বড় চমৎকার লাগিল সভায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৭ *বিণ* উত্তম। 'বড় গোলা শবদ নিশান চমৎকার।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৮ *বি* সৌন্দর্য। 'সুকবি সুন্দর ভ্রমে/ কত ঠাঁই কত চমৎকার।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৯ *বিণ* বিস্ময়করভাবে ভালো। 'সকল লোকের চমৎকার বোধ হইয়া বিস্তর২ প্রশংসা করিলেক।' *রাজীব*, ১৮০৫। ১০ *বি* ভক্তি। 'জ্ঞান স্বরূপ কারণের প্রতি যাহার বিশ্বাস ও চমৎকার না জন্মে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

চমৎকারা [স] ১ *বিণ* চমৎকার। 'মরি হায় কী নীলে কলিকালে/ বেদবিধি চমৎকারা।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* উত্তম। 'কোনো-একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

চমৎকারিণী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* বিস্ময়কর। 'তাঁহার সংস্কৃতবিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষায় চমৎকারিণী।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ স্ত্রী* মনোহর; চমকপ্রদ। 'চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

চমৎকারিতা [স] ১ *বি* উৎকর্ষ; শ্রেষ্ঠত্ব। 'ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগের চিকিৎসার কিরূপ চমৎকারিতা তাহা জ্ঞাত নহে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯। ২ *বি* মাধুর্য। 'ব্যঞ্জনার সঙ্গে অন্বিত হয়ে তাই হৃদয়ের চমৎকারিতার কারণ হতে পারে।' *শিব*, ১৯৭৩।

চমৎকারিত্ব [স] *বি* শ্রেষ্ঠত্ব। '... উপদেশপ্রণালীর চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব প্রযুক্ত ভূরি ভূরি শ্রোতৃসমাগম হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

চমৎকারী [স] *বিণ* বিস্ময়কর। 'মানুষ জানেনি তার নিজের মধ্যেকার চমৎকারী শিল্পশক্তিকে।' *অবন*, ১৯২৫।

চমৎকৃত [স] ১ *বিণ* আশ্চর্যজনক। 'দৃঢ় আশা যে কিছু প্রকাণ্ড ও চমৎকৃত হইবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* বিস্মিত। 'সকল লোক চমৎকৃত হইয়া ...।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৩ *বিণ* সুন্দর। 'মেষ্টর চেলটু দ্বারা যে সকল অতি চমৎকৃত প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিতা হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

চমৎকৃতিজনক [স] *বিণ* বিস্ময়কর। 'তাহা না ছিল অত্যলঙ্কৃত, না চমৎকৃতিজনক, কিন্তু মূল্যবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

চমন [ফা] *বি* বাগান। 'চমন বুকে ফুটছে কলি, মলয় উদাস প্রাণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চমর [স] *বি* চমরী নামের তিব্বতীয় গোরু। **চমরছত্র** [স] *বি* চমর নামের তিব্বতীয় গোরুর লেজের চুল দিয়ে তৈরি ছাতা। 'সেকালের সব জিনিসপত্র আসাসোটা-গুলো চমরছত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

চমরি [স চমরী] *বি* চমরী নামের তিব্বতীয় গোরু। 'কেসপাস লএ চমরিকে সোপল পাএ মনোভব পীলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চমরী [স] *বি স্ত্রী* চমরী নামের তিব্বতীয় গোরু। 'কিবা কেশছটা, নবমেঘঘটা; দেখিয়া চমরী, মনে লাজধরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চমস [স] *বি* চামচ। 'তোমরা চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলে।' *অবন*, ১৯২৫।

চমূ [স] *বি* বৃহৎ সেনাদল। 'চলে বাসবীয় চমূ জীমূত যেমতি ঝড় সহ মহারড়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চমূর [স চমর] *বি* চমরী নামের তিব্বতীয় গোরু। 'বিশাল কৃষ্ণচমূর এদিক-ওদিক ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চম্পক [স] *বি* চাঁপা ফুল। 'আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চম্পক-অঙ্গুলি [স] *বি* চাঁপা ফুলের মতো সুন্দর আঙুল। 'চম্পক-

অঙ্গুলি দুটি দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চম্পক-আভরণ [স] *বি* চাঁপা ফুলের অলঙ্কার। 'কোথা চম্পক-আভরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চম্পককলি [স চম্পক-কলিকা] *বি* চাঁপা ফুলের কলি। 'আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চম্পককোরক [স] *বি* চাঁপা ফুলের কুঁড়ি। 'আমি ছিনু অন্তঃপুরে পড়ে, রুদ্ধদল চম্পককোরক মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

চম্পকদাম [স] *বি* চাঁপা ফুলের মালা। 'সুবর্ণ চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চম্পকবন [স] *বি* চাঁপা ফুলের বাগান। 'চম্পকবন করুক রচন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

চম্পকবরণী [স চম্পকবর্ণ] *বিণ স্ত্রী* চাঁপার মতো রং এমন। 'বিভবশালিনী ধনী চম্পকবরণী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

চম্পকবর্ণ [স] *বি* চাঁপা ফুলের রং। 'তাহার সে চম্পকবর্ণ ত্বকের কোমলতা দেখিলে কে বলিবে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

চম্পকবর্ণিমা [স] *বি* চাঁপা ফুলের রং। 'তার সুবর্ণ পূর্ণিমা চম্পক-বর্ণিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চম্পকমালা [স] *বি* চাঁপা ফুলের মালা। 'বেকত বিজুলি শোভে চম্পক-মালা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চম্পকাধর [স চম্পক-অধর] *বি* চম্পকের মতো অধর। 'থরথর কাঁপে চম্পকাধর দিনের দুঃস্বপনে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

চম্পট [স চম্প্>] *বি* পলায়ন। 'গোলযোগের অবকাশে ফ্রেণ্ডরা পুলিসের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চম্পটি [স] *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'শিবচন্দ্র চম্পটি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

চম্পা [স চম্পক] *বি* চাঁপা ফুল। 'চম্পা-একাবলী ছিন্ন ম্লান ছুঁয়ে আছে দিগন্ত ব্যাপিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৫।

চম্পানগর [স চম্পকনগর] *বি* ভাগলপুরের প্রাচীন নাম। 'চম্পানগর বর্তমান ভাগলপুরের সন্নিধ্য, অতএব তৎপ্রদেশের নাম অঙ্গদেশ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

চম্পাবরণ [স চম্পকবর্ণ] *বিণ* চাঁপাফুলের বর্ণবিশিষ্ট। 'দেখে এলাম গাছের ডালে চম্পাবরণ কনে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

চম্পূকাব্য [স] *বি* গদ্যপদ্যময় কাব্য। 'আমি, যাকে বলে, চম্পূকাব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চয়[1] [স] *প্রত্যয়* সমূহ; রাশি; পুঞ্জ। 'হেমরত্ন ছত্রচয়।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'পামর করিল কেশ চামরের চয়ে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চয়[2] [স চয়ন] *বি* চয়ন। 'প্রত্যহ প্রভাতে উঠ্যা পদ্ম কর্যা চয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চয়ন [স] *বি* সংগ্রহ। 'অন্য অন্য প্রশাখা চয়ন করিয়া দেখ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

চয়নিকা [স] *বি* সংগ্রহ। 'নিরবধিকালের চয়নিকায় একবার ধরা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চর[1] [স] **১** *বি* দূত। 'হেন কালে লঙ্কা হইতে বিভীষণ-চর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* গুপ্তচর। 'আইল বামনী বুড়ি কোন নৃপতির হয়্যা চর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চর[2] [হি চর] **১** *বি* নদী অথবা সাগরে পলি জমে যে স্থলভাগ তৈরি হয়; চড়া। 'সাগরের মাঝে পড়িল চর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* উপবেশনের মঞ্চ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চরবিহারী [হি চর+স বিহারী] *বিণ* চড়া অঞ্চলে বিচরণকারী। 'চরবিহারী জলচর পাখির ডাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চরভূমি [হি চর+স ভূমি] *বি* চর জেগে ওঠা ভূমি। 'রেবিনিউ বিভাগ চরভূমির উপর যে প্রকার খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৮২।

চরক [স] *বি* প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসক চরক-এর চিকিৎসাবিদ্যার সংক্ষিপ্ত সারগ্রন্থ। 'আরবী সরক এদেশীয় বৈদ্যক গ্রন্থ চরক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

চরকা [স চক্র] *বি* সুতা কাটার যন্ত্রবিশেষ। 'চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; যেন আলকাৎরা মাখান বড় চরকা ঘুরছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

চরকা কাটা *ক্রি* চরকায় সুতা কাটা। 'দাদা চরকা কাটো কেন?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'বিকেলে চরকা কাটি মেয়েটিরে নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চরকা-টরকা *বি* সুতা কাটার যন্ত্রপাতি। 'কেউ যেন আমার চরকা-টরকা ভাঙ্গে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

চরকাবুড়ি *বি* চরকা-কাটা বুড়ি। 'সেনাদল হল চরকাবুড়ি গো।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চরকি, চরকী [স চক্র>] *বি* সুতা কাটার যন্ত্রবিশেষ। 'চাহিতে চাহিতে যেন চরকি ঘুরায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'পিতৃগৃহে যে চরকী ঘুরছে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

চরকি-ঘুরুন [স চক্রঘূর্ণি] *বি* চরকির মতো ঘোরা। 'এমনি চরকি-ঘুরুন ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিল।' *জসীম*, ১৯৬০।

চরখা [স চক্র] *বি* হাত দিয়ে চালানো সুতা কাটার যন্ত্রবিশেষ। 'ঐ সময়ে টেকুয়া ও চরখায় সুত কাটিয়া ... গুজরান করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চরগিরি [চর+ফা গিরি] *বি* চরের কাজ। 'সে ওদের ওখানে চরগিরি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চরচা [স চর্চিত] *ক্রি* চর্চিত করা। 'চন্দনে চরচু পয়োধর গৃম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চরণ [স] **১** *বি* পা। 'আলিকালি ঘণ্টা নেউর চরণে।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **২** *বি* কবিতার পঙ্‌ক্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* কবিতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৪** *বি* করুণা। 'তোমার চরণ দেবে তারে মধুর পরশ পাষাণ-গালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

চরণ-আশ্রয় [স] *বিণ* শরণাগত; পদাশ্রিত। 'নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-আশ্রয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চরণকমল [স] *বি* পদ্মরূপ পা। 'দেখিলাম মাতা তোমার চরণকমল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চরণক্ষেপ [স] *বি* পদক্ষেপ; পা ফেলা। 'কালের চরণক্ষেপে পদে পদে বাধা দিতে জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চরণঘাত [স] *বি* পায়ের আঘাত। 'ধূলিবিলুণ্ঠিত হয় কালের চরণঘাত লেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

চরণচক্র [স] *বি* পায়ের অলঙ্কারবিশেষ; মল। 'তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাজুবন্ধ বা চরণচক্রের প্রয়োজন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চরণচিহ্ন [স] ১ *বি* পায়ের ছাপ। 'একটি চরণচিহ্নও তো আমি বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বি* অনুসৃত পথ। 'যত মানবের গুরু মহৎজনের/ চরণচিহ্ন ধরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বি* স্পর্শ। 'কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

চরণচুম্বন [স] *বি* পায়ের স্পর্শ। 'বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

চরণতরণী [স] *বি* চরণরূপ নৌকা। 'চরণতরণী দে মা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চরণতল [স] *বি* পদতল। 'বাল্মীকি চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া বীণা গ্রহণ করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

চরণতাড়ন [স] *বি* পদাঘাত। 'নিষ্ঠুর তার চরণতাড়নে বিঘ্ন পড়িছে খসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চরণধুলা [স চরণধূলি] *বি* পায়ের ধুলা। 'আমি বিনা মইনের চাকর/ চরণধুলার অধিকারী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চরণ-ধুলী [স চরণধূলি] *বি* পায়ের ধুলা। 'কি দায় চরণ-ধুলী সে রহুক পাছে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চরণধূলি [স] *বি* পদধূলি। 'পাইনে চরণধূলি হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চরণধ্বনি [স] ১ *বি* পায়ের আওয়াজ। 'খেলা-মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে যে চরণধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বি* আগমন বার্তা। 'চরণধ্বনি শুনি তব, নাথ, জীবনতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* আগমনের শব্দ। 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

চরণ নিক্ষেপ করা *ক্রি* পা ফেলা। 'পিপীলিকার ন্যায় চরণ নিক্ষেপ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

চরণপদ্ম [স] *বি* পদ্মের ন্যায় সুন্দর পা। 'সবার চরণপদ্মে করি নমস্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চরণপল্লব [স] *বি* পায়ের পাতা। 'চরণপল্লব/ আরোপ রাধা/ মোর মাথার উপরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চরণপাত [স] ১ *বি* পদচারণা। 'সেই আনন্দ-চরণপাতে ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'তোমার চরণপাত মোর স্তব্ধ সায়াহ্ন-আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* পদক্ষেপ। 'শব্দবিহীন চরণপাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চরণপুষ্কর [স] *বি* পাদপদ্ম। 'ঠক দৈত্যগণে হানি ঠাগ্রি দেহ ঠাকুরানি সুরগণে চরণপুষ্করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চরণপূজা [স] *বি* পায়ের নিকটে বসে বন্দনা। 'করিয়া চরণপূজা ষোড়শোপচারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চরণপ্রান্ত [স] *বি* পদমূল। 'চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'আপন চরণপ্রান্তে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চরণবন্দন [স] *বি* পায়ের নিকটে বসে পূজা। 'স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণবন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চরণবর্তী [স] *বিণ* পায়ের নিকটস্থ। 'পৃথিবীর সমস্ত যুবাপুরুষ ... আমার চরণবর্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চরণ-ভঙ্গ [স] *বি* পা ফেলার ভঙ্গি। 'চরণ-ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চরণমঞ্জীর [স] *বি* পায়ের নূপুর। 'তাহারি তালটি শিখো তোমার চরণমঞ্জীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চরণমূল [স] *বি* পদমূল। 'কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণ-মূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চরণরজ [স] *বি* পদধূলি। 'অধরামৃত চরণরজ ইত্যাদি গ্রহণ ও ধারণ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

চরণরাজীব [স] *বি* পাদপদ্ম। 'চরণরাজীবরাজে লয়েছি আশ্রয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চরণরেখা [স] *বি* পায়ের চিহ্ন। 'চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি/ চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

চরণরেণু [স] *বি* পায়ের ধুলা। 'তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

চরণলেখা [স] *বি* পায়ের চিহ্ন। 'ঘাটের পথরেখা তারি চরণলেখা-ময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চরণশব্দ [স] *বি* পায়ে চলার শব্দ। 'অলখ জনের চরণশব্দে মেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

চরণশায়ী [স] *বিণ* পদাশ্রিত। 'লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

চরণশুশ্রূষা [স] *বি* পদসেবা। 'তোমার চিত্তরঞ্জন ও চরণশুশ্রূষা করিলেই, উভয় লোকে নিস্তার পাইব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চরণ-শৃঙ্খল [স] *বি* পায়ের বাঁধন। 'সদ্য-ছিন্ন চরণ-শৃঙ্খল!' *নজরুল*, ১৯২৪।

চরণশোভা [স] *বি* পায়ের সৌন্দর্য। 'চরণশোভায় ভক্তজনের মনে লোভ বাড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চরণসরোজ [স] *বি* পাদপদ্ম। 'শ্রীকবিকঙ্কণ গীত আরোপণ চণ্ডীর চরণসরোজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চরণসুধা [স] *বি* পা ধোয়া জল; চরণামৃত। 'চিরদিবস করিব তোমার চরণসুধা পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চরণসেবন [স] *বি* পূজা। 'গোসাঞিদাস পূজারী করেন চরণসেবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চরণসেবা [স] *বি* পদসেবা; পরিচর্যা। 'আমি যাবজ্জীবন তোমার চরণসেবা করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চরণা [স চরণ>] *বি* চরণ। 'মঞ্জির রঞ্জিত চরণা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

চরণাবরণ [স] *বি* জুতা। 'তিনি ... ঘন উপকেশ, কৃষ্ণবর্ণ রোমজ চরণাবরণ পরিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

চরণাভিরত [স] *বিণ* চরণ সেবায় অনুরক্ত। 'পুরুষ রতন এক, চরণাভিরত দেখো/ তাঁর শিরে জটাজুট ফণী।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

চরণাম্বুজ [স চরণ-অম্বুজ] *বি* পদ্মের মতো কোমল বা সুন্দর পা। 'প্রমত্ত অনিত্য কাজে, অলস চরণাম্বুজে/ কাম ক্রোধ লোভ মোহে ভ্রমি অহংকারে।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

চরণায়ুধ [স চরণ-আয়ুধ] *বি* মোরগ। 'এই সময় চরণায়ুধ রব করিলেক প্রাতঃকাল হইল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

চরণারবিন্দ [স চরণ-অরবিন্দ] *বি* পাদপদ্ম। 'চরণারবিন্দে রমা তুলসীর স্থান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চরণালক্তক [স] *বি* পায়ের আলতা। 'সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বলা করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

চরণাশ্রয় [স] *বি* পায়ের কাছে আশ্রয়। 'আমাকে তোমার চরণাশ্রয়ের যোগ্য করিয়া লও।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চরণাশ্রয়ী [স] *বিণ* হীনভাবে অধীন থাকে এমন। 'শ্বেতাঙ্গ-চরণাশ্রয়ী মন্ত্রিসভার পক্ষে কিরূপে সম্ভব।' *সওগাত*, ১৯৪৩।

চরণাশ্রিত [স] *বিণ* শরণাগত; পায়ের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এমন। 'তাঁহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চরণে *ক্রিবিণ* নিকটে। 'এড়িলোঁ ঘরের আশ ল বড়ায়ি কহিলোঁ তোর চরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চরন [স চরণ] *বি* চরণ। 'পল্লবরাজ চরনজুগ সোভিত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চরনজুগ [স চরণযুগ] *বি* চরণদ্বয়। 'পল্লবরাজ চরনজুগ সোভিত গতি গজরাজক ভানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চরনারবিন্দ [স চরণ-অরবিন্দ] *বি* পাদপদ্ম। 'কোটি লক্ষ্মি তোমার চরনারবিন্দে।' *মালাধর*, ১৫০০।

চরবি [ফা চর্বী] *বি* তেলজাতীয় পদার্থ; মেদ। 'ঘৃতের পরীক্ষা হইবাতে চরবি মিশ্রিত সপ্রমাণ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

চরম [স] **১** *বিণ* চূড়ান্ত। 'অরণ্যে গিয়া ... চরমে চরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* অন্তিম। 'চরম কাল উপস্থিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৩** *বি* চূড়ান্ত পরিণতি। 'প্রতিশোধের চরম হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **৪** *বিণ* অনন্ত। 'সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ চরম বিশ্রামে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৫** *বিণ* চূড়ান্ত। 'জগৎই চরম জগৎ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চরম কাল [স] *বি* মৃত্যুর সময়। 'চরম কাল উপস্থিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

চরমকালিক [স] *বিণ* মৃত্যুকালীন। 'চরমকালিক দুঃখের কথা ...' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

চরমতত্ত্ব [স] **১** *বি* মূলস্বরূপ; সার কথা। 'সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখাই তো আমাদের দেশের চরমতত্ত্ব ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* চূড়ান্ত তত্ত্ব। 'সেটাই চরমতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চরমতম [স] *বিণ* সর্বোত্তম। 'বাণিজ্যই আমাদের চরমতম গতিমুক্তি নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চরমতা [স] *বি* চূড়ান্ত অবস্থা। 'কোনো কবিতারই প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পর্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চরমদশা [স] *বি* শেষ অবস্থায় উপনীত হয়েছে এমন অবস্থা। 'আপনার প্রকৃতি ও তৎসম্বন্ধ বাহ্যবস্তুর জ্ঞান তাঁহার চরমদশা প্রাপ্তির অন্তরঙ্গ সাধন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

চরমদিন [স] *বি* অন্তিম দিন। 'এতদিনের সব আয়োজন/ চরমদিনে সাজিয়ে দিব উহারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

চরমপত্র [স] *বি* শেষবারের মতো সতর্ক করে দেয় এমন পত্র। 'এক চরমপত্র দাখিল করিবার ক্ষমতা ... দেওয়া হইল।' *মনসুর*, ১৯৪০।

চরমপন্থী [স] *বি* উগ্রপন্থী। 'আমাদের দলের চরমপন্থীরা ...।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৮।

চরমবিকাশ [স] *বি* চূড়ান্ত প্রকাশ। 'এই জিনিষটা হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার চরমবিকাশ।' *ইমাম*, ১৯৪৬।

চরমসময় [স] *বি* মৃত্যুর সময়। 'চরমসময়ে নাহি নত হয় মন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চরমা [স] *বিণ স্ত্রী* চূড়ান্ত। 'সব ভয় ভ্রম ভাবনার চরমা আবৃত্তি হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

চরমোচ্ছ্বাস [স চরম-উচ্ছ্বাস] *বি* চূড়ান্ত আনন্দ। 'মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোচ্ছ্বাস।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

চরমোৎকর্ষ [স] *বি* শ্রেষ্ঠত্ব। 'রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

চরমোন্নতি [স চরম-উন্নতি] *বি* চূড়ান্ত উৎকর্ষ। 'পারলৌকিক চরমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত ...।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

চরমোপলব্ধি [স চরম-উপলব্ধি] *বি* চূড়ান্ত উপলব্ধি। 'মানুষের চরমোপলব্ধির ভাষা সুরহীন হইয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

চরস [হি] *বি* গাঁজা থেকে তৈরি মাদকবিশেষ। 'তামাক গাঁজা ভাঙ্গ চরস বিক্রি হইতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

চরা[1], চরানো [স চর্>] **১** *ক্রি* ছড়ানো। 'গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধাণ।' *চর্যা* ২১, ১২০০। **২** *ক্রি* বিচরণ ক'রে আহার করা। 'পাহাড় তাহার তুচ্ছ/ জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *ক্রি* গবাদি পশুকে মাঠে নিয়ে ঘাস খাওয়ানো। 'স্নান করছে, নৌকা বাচ্ছে, গোরু চরাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৪** *ক্রি* বিচরণ করা। 'আমরা সুখের স্ফীত বুকের/ ছায়ার তলে নাহি চরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **চরঅ** *ক্রি* চরে খায়। 'গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধাণ।' *চর্যা* ২১, ১২০০। **চরাইছে** *ক্রি* চরাচ্ছে। 'একে একে সকলে ছাগল চরাইছে।' *সুলতান*, ১৭০০। **চরাইত্যে** *ক্রি* বিচরণ করাতে। 'ছাগল চরাইত্যে নাঞি পাইলের স্থল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চরাইলে** *ক্রি* চরালে। 'ছাগল চরাইলে বুদ্ধি বাড়এ বিশেষ।' *সুলতান*, ১৭০০। **চরাত্যে** *ক্রি* চারণ করাতে। 'ছাগল চরাত্যে স্থান নাহীক অবনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চরায়্যা** *ক্রি* চরিয়ে। 'শূকর চরায়্যা বেটা গেছে সব দিন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **চরাহ** *ক্রি* বিচরণ করাও। 'মনোহংস চরাহ তাহাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **চরিতেছিল** *ক্রি* বিচরণ করছিলো। 'দূর গুল্ম-পাশে চরিতেছিল হরিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **চরিয়া** *ক্রি* বিচরণ ক'রে। 'বনে বনচর কত চরিয়া বেড়ায়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চরাই করা *ক্রি* বেড়ানো। 'আপনি চরাই করে আসুক।' *শরৎ*, ১৯২৬।

চরে খাওয়া *ক্রি* অবাধে বিচরণ করা। 'ধেনুদের চরে খেতে দেওয়ারও দরকার হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চরেফিরে খাওয়া *ক্রি* নানা জনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা। 'মেমসাহেবটির নাকি বাইরে চরেফিরে খাবার অভ্যেস ছিল।' *সাদত*, ১৯৬৭।

চরে শিক্ষা *বি* পর্যটনমূলক শিক্ষা। 'বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চরে শিক্ষা মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চরা[2] [স চর্>] *বি* চর; চড়া। 'পলক ভরে বাড়ছে চরা/ পলকে যায় তরকা ধরা।' *লালন*, ১৮৯০।

চরাচর [স] *বি* সমস্ত সৃষ্টি। 'দেবলোক রক্ষা কৈল চরাচর গন।' *মালাধর*, ১৫০০।

চরাচরময় [স] *ক্রিবিণ* চরাচর জুড়ে। 'জাগিয়াছে সাধ চরাচরময় প্লাবিয়া বহিয়া যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

চরাচরলোক [স] *বি* সমগ্র সৃষ্টিজগৎ। 'সমুখ-আকাশে চরাচরলোকে এই অপরূপ আকুল আলোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

চরাচরেশ্বরী [স চরাচর-ঈশ্বরী] *বি* সমগ্র বিশ্বসংসারের ঈশ্বরী। 'তুমি ভবসিন্ধুতরী তুমি চরাচরেশ্বরী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চরাৎ চরাৎ [ধ্বন্যা] *বি* ঘাস ছিঁড়ে খাওয়ার শব্দ। 'তিনি ওদের ঘাস খাওয়ার চরাৎ চরাৎ শব্দ শুনেছেন।' *হাসান*, ১৯৬৫।

চরি [স চর্>] *বি* আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে গো-মহিষ চরায় যে। 'চাষী ও চরির প্রজা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

চরি-মহাল *বি* গো-মহিষ চরানোর জন্য ইজারা দেওয়া সরকারি জমি। 'আসিয়াছে চরি-মহাল ইজারা লইতে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

চরিত [স] **১** *বি* আচরণ। 'কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* কার্যকলাপ। 'সবে তারা না মানিব আমার চরিত। *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* চরিত্র। 'তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে হাত বাড়াইলা চাঁদে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **৪** *বি* বৈশিষ্ট্য। 'দেখহ মালতবালা ঋতুর চরিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৫** *বিণ* মতো। 'বোরাকের দুই কর্ণ উটের চরিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **৬** *বি* জীবন-বৃত্তান্ত। 'বহুতর গ্রন্থে তাঁহার চরিত বর্ণনা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

চরিতকথা [স] *বি* জীবন-কাহিনি। 'অবাক হয়ে শুনছি রোঘোর চরিতকথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চরিতকাব্য [স] *বি* জীবনী বিষয়ক কাব্য। 'চরিতকাব্য আমাদের দেশে পূর্ণ সমাদর লাভ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চরিতকার [স] *বি* জীবনী-লেখক। 'কোনো ভাবী চরিতকার ক্যামেরা হাতে সেই বাগানের ফোটোগ্রাফ নিতে আসবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চরিত-গর্ভ [স] *বিণ* জীবনবৃত্তান্তমূলক। 'তাঁহার চরিত-গর্ভ একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

চরিতগান [স] *বি* চরিত্রকীর্তন। 'তাঁহার চরিতগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চরিতবায়ুগ্রস্ত [স] *বিণ* জীবনীর ক্ষেত্রে অতি-উৎসাহী। 'য়ুরোপকে চরিতবায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চরিতাখ্যায়ক [স চরিত-আখ্যায়ক] *বিণ* জীবনী রচনাকারী। 'চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

চরিতার্থ [স] **১** *বিণ* কৃতকার্য। *সেবধি*, ১৮৩৯। **২** *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'আমরা শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* ধন্য। 'তুমি সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত কুলীন-মহারথী-কুমারে কুমারী প্রদান করিয়া চরিতার্থ হও।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৪** *বিণ* নিবৃত্ত। 'কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সংক্ষেপে তীতুমীরের ইতিহাস প্রদত্ত হইল।' *হিতৈষি*, ১৮৯৫। **৫** *বিণ* সার্থক। 'চরিতার্থ হোক ব্যর্থতাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৬** *বিণ* পূর্ণ। 'আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি চরিতার্থ হোক আজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৭** *বিণ* সফল। 'অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি এই মহামন্ত্রখানি, চরিতার্থ জীবনের বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চরিতার্থতা [স] **১** *বি* কৃতার্থতা। 'আপনকার সন্দর্শন ও সম্ভাষণানুগ্রহ দ্বারা, চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* পরিপূর্ণতা। 'শখের খাটুনিতেই তাহার হৃদয়বৃত্তির চর্চা এবং চরিতার্থতা হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৩** *বি* বাস্তবায়ন। 'কেবলমাত্র দৈহিক পরিতৃপ্তির চরিতার্থতা।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

চরিতার্থা [স] *বিণ স্ত্রী* চরিতার্থ; সফল। 'তদ্দ্বারা মৈত্রেয়ী চরিতার্থা হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

চরিত্র [স] **১** *বি* স্বভাব। 'তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ ন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* নানা গুণের সমন্বিত রূপ। 'তোমার চরিত্র আর কতবা বুঝিব।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* উপন্যাস বা নাটকে পাত্র-পাত্রীর ভূমিকা। 'দুই একটি চরিত্র সুচিত্রিত হইলেই তাহার প্রশংসা করা যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

চরিত্র-কথন [স] *বি* মাহাত্ম্যকথা। 'রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চরিত্রগুণ [স] *বি* চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'চরিত্রগুণে তিনি হয়তো দেবতার মর্যাদা লাভ করতেন।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

চরিত্রচিত্র [স] *বি* চরিত্র-চিত্রণ। 'চরিত্রচিত্র বিষয়ে তাঁহার প্রশংসা করিলাম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

চরিত্রচ্যুত [স] *বিণ* অসচ্চরিত্র। 'অচ্যুতের যত বয়স বাড়ছে তত ও চরিত্রচ্যুত হচ্ছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ [স] *বিণ* চরিত্রতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ। 'রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চরিত্রতা [স] *বি* চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। 'হিন্দু জাতির ন্যায়পরতা ... বিশুদ্ধ চরিত্রতা দেখিয়া বিদেশীয় লোকে বিস্ময়াপন্ন হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

চরিত্রদৈন্য [স] *বি* স্বভাবের দীনতা। 'যে চরিত্রদৈন্য শুভকর্মে পরস্পর মিলিত হবার পথে সচেষ্টভাবে কাঁটার বীজ বপন করে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চরিত্রদোষঘটিত [স] *বিণ* চরিত্রের ত্রুটির জন্য ঘটে এমন। 'নিজের এবং পরের চরিত্রদোষঘটিত অমঙ্গলের সঙ্গে যে-লড়াই সবে শুরু ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

চরিত্রনীতি [স] *বি* চারিত্রিক নিয়ম। 'বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চরিত্রপরিচয় [স] *বি* চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'উদ্‌ঘাটিত হল ... এই আগন্তুকের চরিত্রপরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চরিত্রবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সচ্চরিত্র। 'চাই নারীদের সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন তাদের শিক্ষিতা, চরিত্রবতী, স্বাস্থ্যবতী ... হওয়া।' *বেগম*, ১৯৫২।

চরিত্রবল [স] *বি* চারিত্রিক দৃঢ়তা। 'জর্মানজাতির যথেষ্ট বাহুবল বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

চরিত্রবান [স] *বিণ* সচ্চরিত্র। 'বিদ্বান, রূপবান, চরিত্রবান যুবক নির্ধনতায় বিবাহ করিতে অসমর্থ হইতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

চরিত্রবিকার [স] *বি* চারিত্রিক বিকৃতি। 'অবনীভূষণের চরিত্রবিকারের পরিচয় পেয়ে তিনি নিতান্ত কাতর হয়ে পড়লেন।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

চরিত্রবিকৃতি [স] *বি* চরিত্রহীনতা। 'চরিত্রবিকৃতি বা হিংস্রতা দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চরিত্র-বিশ্লেষণ [স] *বি* চরিত্রের স্বভাব বিচার। 'ও হচ্ছে তোমার চরিত্র-বিশ্লেষণ।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

চরিত্রবিহীন [স] *বিণ* খারাপ চরিত্রের। 'যা চরিত্রবিহীন তা অসুন্দর।' *অবন*, ১৯২৫।

চরিত্রভ্রষ্ট [স] *বিণ* চরিত্রহীন। 'যাহারা চরিত্রভ্রষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চরিত্রময় [স] *ক্রিবিণ* চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। 'যদি তার দেহময় ব্যাধি মনোময় পাপ ও চরিত্রময় কলঙ্ক থাকে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

চরিত্র-মহিমা [স] *বি* চরিত্রের মাহাত্ম্য। 'বিদ্যাসাগরের চরিত্র-মহিমা ও পাণ্ডিত্যে অভিভূত বহু সংস্কৃতপণ্ডিতও ...।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

চরিত্রশোধন [স] *বি* স্বভাব সংশোধন। 'চরিত্রশোধন জন্য তোমাকে

ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

চরিত্রসৃষ্টি [স] *বি* চরিত্রচিত্রণ। 'সব ক্ষেত্রে চরিত্রসৃষ্টি নিতান্ত অপ্রধান রয়ে গেছে।' *শিব*, ১৯৫০।

চরিত্রহানিকর [স] *বিণ* চরিত্র নষ্ট করে এমন। 'গদ্যরচনা সহ্য হলেও কবিতা ছিল চরিত্রহানিকর।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

চরিত্রহীন [স] *বিণ* দুশ্চরিত্র। 'চরিত্রহীন ধর্ম্মসংশয়ীগণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চরিত্রহীনতা [স] *বি* বিপথগামিতা। 'বিষয়বুদ্ধির মতে ... রূপের চর্চা চরিত্রহীনতার পরিচয় দেয়।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

চরিত্রহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* দুশ্চরিত্র। 'যে সকল নীচ কুলোদ্ভবা – স্বধর্মত্যাগিনী – চরিত্রহীনা রমণী ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

চরিত্রালোচনা [স চরিত্র-আলোচনা] *বি* চারিত্রিক দোষগুণ উপস্থাপন। 'প্রমথবাবুর চরিত্রালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

চরীত [স চরিত্র] *বি* চরিত্র; স্বভাব। 'ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চরু [স] *বি* পায়েস। 'কোথাএ জৈজ্ঞের চরু কুকুরের ভোগ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চরুয়া [হি চর>] *বিণ* (অবজ্ঞার্থে) দ্বীপবাসী। 'সে-কথা চরুয়া ইংরেজ ছাড়া আর সবাই জানে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চর্কা [স চক্র] *বি* চরকা। 'স্ত্রীলোকেরা চর্কা ও আসনা সুতা কাটে।' *প্যারী*, ১৮৬০।

চর্কি [স চক্র] *বি* চক্র। 'চক্ষু বুজে কায়দা খেলায় চর্কিবাজির মত।' *সুকুমার*, ১৯১৮; 'বরফের পাঁজে যেন সে বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চর্কিপাক [স চক্র+পাক] *বি* চরকির মতো ঘুরপাক। 'যতই নাচি উল্টো নাচন যতই না খাই চর্কিপাক।' *সুকুমার*, ১৯২০।

চর্কিবাজি, চর্কিবাজী [স চক্র+ফা বাজি] **১** *বি* চক্রাকারে স্ফুলিঙ্গ ছড়ানো আতশবাজি-বিশেষ। 'চক্ষু বুজে কায়দা খেলায় চর্কিবাজির মত।' *সুকুমার*, ১৯১৮; 'হেডমাস্টার ইস্কুলের সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্কীনাচন নাচছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* ক্রমাগত ঘোরাঘুরি। 'অষ্টপ্রহর চর্কীবাজী কীর্তি-মন্দিরে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

চর্চ, চর্চ্চ [ই] *বি* চার্চ। 'রোমানকাতোলিক চর্চ অর্থাৎ পোর্তুগীশীয় গির্জায়...।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'কেথলিক চর্চ্চে গিয়া দেখে এস মন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চর্চা, চর্চ্চা [স] **১** *বি* পালন। 'ধর্ম্মচর্চ্চা রাজচর্চ্চা একে একে কৈল।' *মালাধর*, ১৫৫০। **২** *বি* অন্যের দোষ নিয়ে আলোচনা; পরচর্চা। 'চর্চা মাত্র করিলে সকল পুণ্য যাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* অনুসরণ। 'মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চ্চার লেশ নাই।' *রামমোহন*, ১৮১৫। **৪** *বি* কীর্তন। 'মহাপ্রভুর বিজয় প্রতিমার সঙ্গে চক্র লইয়া যায় এবং সকলের চর্চ্চা করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৫** *বি* সাধনা। 'বিদ্যার চর্চ্চা এবং অনুশীলন না ছিল এমত নহে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৬** *বি* অনুশীলন। 'তিনি আপনার অতিপ্রিয় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৭** *বি* ব্যবহার। 'কোনো একটি ভাষার যতই অনুশীলন ও চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতে থাকে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **৮** *বি* সেবন। 'কেবল মদের কথা – মদের চর্চ্চা – মদের আলাপ ...।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

চর্চিয়া [স চর্চা>] *ক্রি* অনুসন্ধান ক'রে। 'চর্চিয়া আসিতে সব আকাশ উপর।' *সুলতান*, ১৭০০।

চর্চিত, চর্চ্চিত [স] *বিণ* প্রলিপ্ত। 'চন্দন চর্চ্চিত গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'চন্দনে চর্চিত তনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চর্দ্দ [স চতুর্দশ] *বিণ* চৌদ্দ সংখ্যক। 'চর্দ্দ সহস্র রাক্ষস একা রাম মাইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

চর্ন্নমেত্তো [স চরণামৃত] *বি* চরণামৃত। 'সাফরিদের মাদুলি ও বালসির চর্ন্নমেত্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত!' *হুতোম*, ১৮৬১।

চর্ব [স চর্ব্য] *বিণ* চিবিয়ে খাওয়া হয় এমন। 'প্রতি ভাণ্ডারে চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় চারি প্রকার সামগ্রী পরিপূর্ণ।' *রাজীব*, ১৮০৫।

চর্বণ, চর্ব্বণ [স] **১** *বি* ভক্ষণ। 'ঝারিখণ্ডপথে আইলা একলা চলিয়া/ কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* চিবানোর কাজ। 'হাসিয়া করেন প্রভু তাম্বুল চর্বণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চর্ব্বণ করা *ক্রি* চিবিয়ে খাওয়া। 'গরুর মত গিলিত চর্ব্বণ করে না।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

চর্বন, চর্ব্বন [স চর্ব্বণ] *বি* চিবানোর কাজ। 'করেতে ধরিয়া কার দেই তাম্বুল চর্ব্বন।' *মালাধর*, ১৫০০।

চর্বি, চর্ব্বি [ফা] **১** *বি* মেদ। *মানোএল*, ১৭৪৩; *ওগাঁ*, ১৭৮৫। 'মাংসচর্বিওআলা শরীরের ও সুস্বাদের জন্য বিখ্যাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* প্রাণীদেহের স্নেহজাতীয় পদার্থ। '১.৭৫ আউন্স চর্বি।' *বেগম*, ১৯৫৫।

চর্বিদার, চর্ব্বিদার [ফা] *বিণ* চর্বি বা তেলওয়ালা পদার্থ রয়েছে এমন। 'দিব্বি মোটাগোটা চর্ব্বিদার জিনিস বানাইয়া, কোরমা, কালিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯; 'ভারি চর্বিদার আর ওজনী হয়েছে হাঁস দুটো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

চর্বিমাখা [ফা চর্বি+মাখা] *বিণ* চর্বিযুক্ত। 'তার মধ্যে সবচেয়ে বাজে হয়ে গিয়েছে চর্বিমাখা কার্তুজের কথা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

চর্বির বাতি *বি* মোমবাতি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

চর্বিত, চর্ব্বিত [স] *বিণ* চাবানো। 'এত বলি চর্বিত তাম্বুল কৈল দান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চর্বিতচর্বণ, চর্ব্বিতচর্ব্বণ [স] **১** *বি* পূর্বে আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনা; রোমন্থন। 'পূর্ব্বলেখকদের চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* প্রতিভা ও মৌলিকতার অভাবে অন্যের রচনা অনুকরণ। 'তাহার অধিকাংশই অপরের চর্ব্বিতচর্ব্বণ বলা যাইতে পারে।' *দর্শন*, ১৯২৬।

চর্বিতচর্বণশূন্য [স] *বিণ* পুনরাবৃত্তি নেই এমন। 'এর মধ্যে চৌর্যবৃত্তি নেই, চর্বিতচর্বণশূন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চর্বিশ [চব্বিশ>] *বিণ* ২৪ সংখ্যক। 'চর্বিশটা মৎস্য আনিয়াছি।' *কেরি*, ১৮১২।

চর্ব্য, চর্ব্ব্য [স] **১** *বিণ* চিবিয়ে খেতে হয় এমন। 'লেহ্য পেয় চস্য চর্ব্য জত অন্ন ব্যঞ্জন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* চিবিয়ে খেতে হয় এমন খাদ্য। 'চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়র নানান উপাদেয়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

চর্ব্যচোষ্য [স] *বি* চিবিয়ে ও চুষে খাওয়া যায় এমন খাদ্যবস্তু। 'নিমন্ত্রণ-কারীর ঘরে চর্ব্যচোষ্য খাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চর্ব্যজাত [স] *বি* চিবিয়ে খেতে হয় এমন কিছু। 'কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চর্ম, চর্ম্ম [স] **১** *বি* চামড়া। 'পরস না লএ চর্ম সর্ব্ব সমান।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মাংস চর্ম সিদ্ধ হই শরীর রহিছে।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* চামড়ার বর্ম। 'যুদ্ধের জানিঞা মর্ম গায়ে আরোপিল চর্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ঢাল। 'ফেলি দূরে বর্ম, চর্ম, অসি, তূণ, ধনু।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

চর্মকার, চর্ম্মকার [স] *বি* জুতা তৈরি যার পেশা। 'চর্ম্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'এক চর্মকার, মৃত ব্যাঘ্রের মাংস ও চর্ম লইয়া, প্রস্থান করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চর্মকারসুতা, চর্ম্মকারসুতা [স] *বি* চর্মকারের মেয়ে। 'চর্ম্মকারসুতা, কিবা প্রত্যয় কথায়?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চর্মচক্ষে *ক্রিবিণ* বাস্তব চোখ দিয়ে। 'কিছুক্ষণ চর্মচক্ষে এবং মনশ্চক্ষে – চার চোখ মিলিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চর্মচক্ষু, চর্ম্মচক্ষু [স] *বি* প্রত্যক্ষদৃষ্টি। 'চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চর্মচক্ষুর অন্তরালবর্তী মনোনেত্রের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চর্মচটিকা, চর্ম্মচটিকা [স] *বি* চামচিকা। 'চর্ম্মচটিকার জঙ্ঘা ও পদ অত্যন্ত অপটু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

চর্মধারী, চর্ম্মধারী [স] *বিণ* চামড়াযুক্ত। 'গণ্ডার স্থূল চর্ম্মধারী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

চর্মপত্র [স] *বি* চামড়ার কাগজ। 'বহু সহস্র চর্মপত্রে রূপালি সোনালি অক্ষরে তাদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চর্মপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা [স] *বি* চামড়ার জুতা। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'অভীষ্ট উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলনসমাধানার্থে ... জীর্ণ চর্ম্মপাদুকাতে বল্কলের তালী দিয়া লইতে হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'চর্ম্মপাদুকা প্রহার করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

চর্মপেটক [স] *বি* চামড়ার বাক্স; সুটকেস। 'বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র যেমন-তেমন করে চর্মপেটকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চর্মপেটিকা, চর্ম্মপেটিকা [স] *বি* চামড়ার ব্যাগ। 'আমি সুকোমল চর্মপেটিকায় বদ্ধ হইয়া সাহেবের পকেটে বাসা করিলাম।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

চর্মবিশারদ [স] *বি* চামড়া বিশেষজ্ঞ। 'সুশিক্ষিত চর্মবিশারদের সাহায্যে এইখানে একটা টেনারি খুলিতে পারেন।' *শিখা*, ১৯২৬।

চর্মযবনিকা [স] *বি* চামড়ার আবরণ। 'যদি হঠাৎ একদিন সেই লাবণ্যময় চর্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চর্মলোল [স] *বিণ* ঢিলা চামড়াবিশিষ্ট। 'ভাগাড়ে শ্মশানে উঠিল ঘোর/ কাঁদে সমাজ চর্মলোল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

চর্মাবরণ [স চর্ম-আবরণ] *বি* চামড়ার আবরণ। 'গাত্রে কঠিন চর্মাবরণ দিয়া দেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চর্মাম্বর, চর্ম্মাম্বর [স চর্ম-অম্বর] *বি* চামড়ার পোশাক। 'ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চর্মাসন [স চর্ম-আসন] *বি* চামড়ানির্মিত আসন। 'পৃষ্ঠে চর্মাসন ধর।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

চর্য [স] *বি* ব্রত। ''চিরশত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে যাত্রা করে ক্ষাত্রচর্যে দীক্ষা গ্রহণ করতে রাজি কি?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চর্যা [স] **১** *বি* গান। 'অইসন চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়।' *চর্যা* ২, ১২০০। **২** *বি* সেবা-শুশ্রূষা। 'আশু চিকিৎসা ও রোগিচর্যা সম্বন্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চর্যাপদী [স] *বিণ* চর্যাপদের পঙ্‌ক্তির মতো। 'যার প্রথম লাইন চর্যাপদী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চল [স] **১** *বিণ* চঞ্চল। 'সহসা জাগিয়া উঠে চলউর্মি সবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* প্রচলিত। 'গ্রামের লোকের মুখেও ওই কথার চল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে; ভালোলাগা আর ভালোবাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বি* রেওয়াজ। 'আজকাল বিয়েতে যৌতুক নেওয়ার কতকটা চল হয়ে গেছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

চলউর্মি [স] *বি* চঞ্চল ঢেউ। 'সহসা জাগিয়া উঠে চলউর্মি সবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

চলচঞ্চল [স] *বিণ* অতি চপল। 'তরণীপতাকা চলচঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চলচপলা [স] *বিণ* বিদ্যুতের মতো চঞ্চল। 'চলচপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চলচরণ [স] *বি* চঞ্চল পদক্ষেপ। 'দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চলচাহনি [স চল>] *বি* চঞ্চল চাউনি। 'চকিতে চকিতে চলচাহনিতে/ ভুলায়েছে বারে বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

চলচিত্ততা [স] *বি* অস্থিরচিত্ততা। 'গভীর হতাশা ও স্বামীর চলচিত্ততা তাঁর মনকে গভীর আঘাত করল।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

চলবিদ্যুৎ [স] *বি* চঞ্চল বিদ্যুৎ। 'চলবিদ্যুৎ – চকিত আঁখির চঞ্চল শিহরন।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

চলকানো [স চল্>] *ক্রি* ছলকানো; উছলে পড়া। 'দুধ চলকে ... পড়িতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

চলগোজা *বি* বাদামবিশেষ। 'আকরোট পেস্তা খুবানী চলগোজা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

চলচল [ধ্বন্যা] *বি* জলস্রোতের শব্দ। 'শোন চলচল ছলছল সদাই গাহিয়া চলেছে জল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চলচিত্ত [স চলচ্চিত্ত] **১** *বিণ* বিচলিত। 'আজ আপনাকে নিতান্ত চলচিত্ত দেখিতেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* উদ্বিগ্ন। 'তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চলচ্চিত্ত [স] *বি* অস্থির মন। 'যেটা তার চলচ্চিত্তের নিত্য প্রকাশের দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চলচ্চিত্র [স] *বি* ঘটনার চলমান ছবি। 'চলচ্চিত্র ছাড়া তার যথার্থ চিত্র হতেই পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চলচ্চিত্রশালা [স] *বি* সিনেমা হল। 'প্রত্যেক জেলায় চলচ্চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

চলচ্চিত্রশিল্পী [স] *বি* চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রী। 'ঢাকার চারুকলাশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, চলচ্চিত্রশিল্পী, কুশলী ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

চলচ্ছক্তি [স] *বি* চলার ক্ষমতা বা শক্তি। 'জগদীশ! আমাদের ... চলচ্ছক্তি রহিত কর!' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

চলচ্ছবি [স] *বি* চলচ্চিত্র। 'চলচ্ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠল আপাদের চেহারা।' *শামসুল*, ১৯৬২।

চলৎ [স] *বি* চলাচল। 'পদবিশিষ্ট কিজন্য চলৎশক্তিহীন হয়, গুটিপোকা কিরূপ নিজ লালায় বন্দী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

চলৎপ্রবাহ [স] *বি* চলন্ত ধারা। 'স্থাবরের মর্মের মধ্যে নিয়ে আসে প্রাণের চলৎ-প্রবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চলৎশক্তি [স] *বি* চলার ক্ষমতা বা শক্তি। 'আমি চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া আছি ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

চলৎশক্তিহীন [স] **১** *বিণ* চলাফেরা করতে পারে না এমন। 'পদবিশিষ্ট কিজন্য চলৎশক্তিহীন হয়, গুটিপোকা কিরূপ নিজ লালায় বন্দী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* স্থবির। 'উহার চলৎশক্তিহীন মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চলতা *বি* গতিশীলতা। 'ক্রিয়া উদ্যমশীল সেনাবাহিনীর মতো ভাষার চলতা ধর্মকে রক্ষা করে।' *হাই*, ১৯৫৪।

চলতি, চলতী [স চলিত] **১** *বিণ* প্রচলিত। 'এ তরজমা করিয়াছি চলতি কথার দ্বারায়।' *মিলার*, ১৭৯৭; 'ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চলতী নবত ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ইংরাজিতে একটি চলতি কথা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* চলন্ত। 'বৈদ্যবাটীর ঘাটে খেয়া কিংবা চলতি নৌকা ছিল না।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'চলতি ছবি পরে চোখের পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৩** *বি* প্রচলন। 'সে সময়ে কেরোসিন তেলের চলতি হয় নাই।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* মৌখিক। 'চলতি ভাষার রূপ নানা জেলায় নানা রূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৫** *বিণ* বেশি বিক্রি হয় এমন। 'আমার সবচেয়ে চলতি বইগুলো গেল বাজেয়াপ্ত হয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **৬** *বিণ* জনপ্রিয়। 'তারা হল ... বহুবাজারে চলতি লেখক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৭** *বিণ* প্রামাণ্য কথ্য। 'দুটো ভাষা, একটা সাধু, আর-একটা চলতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৮** *বিণ* মুখে মুখে ফেরে এমন। 'চলতি খবর – বলতি খবর – উড়ো খবর।' *জসীম*, ১৯৩৩।

চলতি অর্থে *ক্রিবিণ* সাধারণভাবে। 'চলতি অর্থে যা বোঝায় তার সাথে তাঁর কোন সম্পর্কই কখনো থাকে নি।' *উমর*, ১৯৬৮।

চলদ্বেগ [স] *বি* চলন্ত বেগ। 'আপন ছন্দস্পন্দনের চলদ্বেগে আমাদের চৈতন্যকে গতিমান আকৃতিমান করে তুলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

চলন [স] **১** *বিণ* চঞ্চল। 'চরণ চলন গতি লোচন পাব/ লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ভঙ্গি। 'ধানশী নটিকা আর কেদার চলন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বিণ* বর্তমানে প্রচলিত। 'চলন ১১০০ এগারো সত তঙ্কা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬। **৪** *ক্রি* চলতে থাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৫** *বি* আচারব্যবহার। 'ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্ব্বাক ... ইঙ্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীম ভক্তি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **৬** *বি* চালু। 'অনেক ভাষার চলন রাখিয়া লোকের দৃঢ়জ্ঞান জন্মাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৭** *বি* ব্যবহার। 'ফার্সীর চলন উঠিয়া যাইতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৮** *বি* চলাফেরা। 'তবু তোমার যায় না দেখি তেড়া চলন বদলোভা।' *লালন*, ১৮৯০। **৯** *বি* প্রচলন। 'মাংসের চলন ছিল না এমন নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'বইয়ে তখন পাতায় পাতায় ছবির চলন ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

চলন-চোলন [স চলন>] *বি* বাহ্যিক স্বভাব। 'ওই মেয়েটির গঠন-গাঠন চলন-চোলন ভালো।' *জসীম*, ১৯২৯।

চলনধর্ম [স] *বি* গতিশীলতা। 'যে জাতির মনের মধ্যে চলনধর্ম প্রবল সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ করে নিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

চলনবলন [স চলন>] *বি* জীবনধারা। 'ভিন্ন জাতীয় চলনবলন অভ্যাস করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

চলন ভাষা [স] *বি* প্রচলিত ভাষা। 'এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না।' *রামরাম*, ১৮০২।

চলনশীল [স] *বিণ* চলমান। 'বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চলনসই [স চলন+আ সওয়া] **১** *বিণ* কোনো রকমে ব্যবহার করা যায় এমন। 'এমন কি তাগে ফেলে চলন সই জুতো জোড়াটাও ছেড়ে আসেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* কাজ চালানোর উপযোগী। 'অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* মাঝারি মানের। 'তাঁর কবিতাগুলো যে খুব খারাপ তা নয়, কেবল চলনসই মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চলন হওয়া *ক্রি* চালু হওয়া। 'সর্ব্বত্র ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের চলন হইলে মনুষ্যদিগকে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

চলনিয়া [স চলন>] *বিণ* চলে এমন। 'অপথে চলনিয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চলন্ত [স] **১** *বিণ* চলছে এমন। 'একজন লোক কোনোক্রমে চলন্ত গাড়িতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **২** *বিণ* গতিশীল। 'পা-গাড়ীর মত চলন্ত এই দেবতা।' *জসীম*, ১৯৩৩। **৩** *বিণ* নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে এমন। 'এ একটা সুস্পষ্ট চলন্ত জিনিস, যেন একটা ছন্দে-গড়া পতঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৪** *বিণ* চলমান। 'শুনব সব সুর, চলন্ত দিনরাত্রির মাঝখান দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চলন্তি ভাষা [স চলন্ত+ভাষা] *বি* চলিত ভাষা। 'অভিনেতার ভাষাকেও তেমনি বলতে পারো রূপের চলা-বলা-নিয়ে চলন্তি ভাষা।' *অবন*, ১৯২৫।

চলবিচল [স চলন>] *বি* এদিক-ওদিক। 'পুরুষের মন স্ত্রীর প্রতিও চল বিচল হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চলমান [স] **১** *বিণ* চলছে এমন; গতিশীল। 'মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'চলমান-বেগে প্রাণ-উচ্ছল।' *নজরুল*, ১৯২৮। **২** *বিণ* নিত্যনতুন। 'চিরদিন তার স্রোতে/ বাঁধন-বাহিরে মোর চলমান বাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চলা[১] [স চল্>] **১** *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। 'চল ঝাঁট জাই বিকে মথুরা নগর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* গমন করা। 'তবল্লুক ছাঁদে বসন পিঁধে সঙ্গে চলয়ে হাঁটি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৩** *ক্রি* বয়ে যাওয়া। 'নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *ক্রি* কাজ হওয়া। 'যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কী?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৫** *ক্রি* বিদায় নেওয়া। 'মতি। চললেম তবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৬** *ক্রি* জীবনযাপন করা। 'তবে ধীরেসুস্থে তোমার মতে চলা যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৭** *ক্রি* সক্রিয় হওয়া। 'পা আর চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৮** *ক্রি* ঘোরা; সক্রিয় থাকা। 'ঘড়িটার মতো – সে চলে ঠিক, বাজে ভুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **চইল্যা** *ক্রি* চ'লে। 'দাহ ক্যৈরা কি চইল্যা গেছে?' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **চল** **১** *ক্রি* অগ্রসর হও। 'চল ঝাঁট জাই বিকে মথুরা নগর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'চল চল নন্দঘোস চল সেই ঠাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* যাও। 'বাহুড়িআঁ চল সে নিষধ বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চলএ** *ক্রি* চলে। 'মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চলতহি** *ক্রি* চলে। 'গাগরি বারি ঢারি করু পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **চলতে চলতে**

ক্রিবিণ প্রচলিত হয়ে। 'মুখে মুখে চলতে চলতে সমাজমনে স্থিতি পায়।' *হাই*, ১৯৪৭। **চলবি** *ক্রি* অগ্রসর হবে। 'সখি অবলম্বনে চলবি নিতম্বিনি থম্ভবি থম্ভ সমীপে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চলয়ে** *ক্রি* গমন করে। 'তবল্লক ছাঁদে বসন পিঁধে সঙ্গে চলয়ে হাঁটি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **চললহু** *ক্রি* চললাম। 'ঝাঁপল কূপ দেখহি নহি পারল আরতি চললহু ধাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চললা** *ক্রি* চলে গেলো। 'বঞ্চিত ভৈ পহু চললা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চললি** *ক্রি* চলে গেলো। 'চমকি চললি গোরি চকিত নিহারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চলহ ১** *ক্রি* চলো। 'চলহ রাধার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* চলছে। 'বিনতে ত্যজিয়া গঙ্গা চলহ হরিষে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চলাইয়া-বলাইয়া** *ক্রিবিণ* হাঁটিয়ে এবং কথা বলিয়ে। 'বর পক্ষ তাহাকে চলাইয়া-বলাইয়া শেষে চুলের দৈর্ঘ্য মাপিয়া ডিসকোয়ালিফায়েড করিয়া ...।' *বেগম*, ১৯৪৮। **চলি** *ক্রি* চলে। 'ধরিহ মোর যুগতী/ রাধার হআঁ সংহতী/ চলি জাইহ মথুরার হাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চলিআ** *ক্রি* চলে যায়। 'কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ।' *চর্যা* ১৯, ১২০০। **চলি চলি** *ক্রিবিণ* যাই-যাই। 'তুমি চলি চলি করছ কেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **চলিত** *ক্রি* চলতো। 'দুবলা চলিত জেন কুঞ্জরগামিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চলিতেঁ চলিতেঁ** *ক্রিবিণ* প্রতি পদক্ষেপে। 'চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণুঝুণু বাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চলিতে চলিতে** *ক্রিবিণ* একটু একটু ক'রে এগোনোর ভঙ্গিতে। 'এক বৎসরের একটি শিশু, টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে ... সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **চলিব** *ক্রি* যাবো। 'নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **চলিবাতে** *ক্রি* চলার জন্যে। *ক্যালগে*, ১৭৮৮। **চলিবেক** *ক্রি* চালু থাকবে। 'পাঠশালা কেবল সাধারণ লোকের কৃপাদ্বারা চলিবেক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। **চলিয়া** *ক্রি* চ'লে। 'যেন ইচ্ছা তেন কর মুঞি যাঙ চলিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **চলিল** *ক্রি* চললো। 'চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে।' *চর্যা* ১৩, ১২০০। **চলিলা** *ক্রি* চললো। 'বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্ন করি কোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চলিলাঙ** *ক্রি* গেলাম। 'তোমা সবার আজ্ঞা বিনে চলিলাঙ বৃন্দাবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **চলিলী** *ক্রি* চললো। 'আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চলিলেক** *ক্রি* চললো। 'এত সুনি চলিলেক বির ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চলিলেন** *ক্রি* চললেন। 'এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্যান্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **চলিলোঁ** *ক্রি* চললাম। 'হরি হরি কিসকে চলিলোঁ বড়ায়ি মথুরা নগর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চলিলোঁ** *ক্রি* চললাম। 'চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে।' *বড়ু*, ১৫০০। **চলিহ** *ক্রি* যাও। 'আমার মন্দিরে থাক না চলিহ পুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চলিহলি** *ক্রি* যেয়ো; গমন কোরো। 'সখি সব সঙ্গে করি চলিহলি রাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চলী ভৈলী** *ক্রি* যাত্রা করলো। 'চলী ভৈলী চন্দ্রাবলী যমুনার কূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চলু** *ক্রি* চলে। 'সখি লখি অনতয় চলু বরনারি।' *শেখর*, ১৬০০। **চলে ১** *ক্রি* হাঁটে। 'কটিতে কীঙ্কিনি বাজে চলে মন্দ গতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* গমন করে। 'অন্ধ খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* নড়চড় হয়। 'সুমেরু-পর্ব্বত যদি চলে তথাপি মহাত্মা জনের বাক্য চলিত হয় না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **চলেছ** *ক্রি* যাচ্ছো। 'একা লো যুবতি, চলেছ কোথা।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **চলো** *ক্রি* গমন করো। 'নিজ নিকেতনে সকলে চলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **চল্লেম** *ক্রি* গেলাম। 'এখন চল্লেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **চল্লো** *ক্রি* গেলো। 'বই পড়ে সচ্ছন্দে রাঁড়মানুষ বে কত্তে চল্লো।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **চল্যা** *ক্রি* চলে। 'গণেশের কাছে পুনঃ আথু চল্যা যাকু।' *কেতকা*, ১৬৫০।

চলাচল [স চল্>] **১** *বি* গমনাগমন। 'নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।' *রামাই*, ১৭১০। **২** *বি* চলাফেরা। 'তোমার ব'সে থাকা, আমার চলাচল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৩** *বি* জীবনযাত্রার ধরন। 'একটা ছেলে হলে সাকেরের চলাচল বদলে যেত।' *শওকত*, ১৯৫৮।

চলাচলতি [স চল্>] *বি* জীবন-জীবিকা। 'আপনার কাছে চলাচলতির কোন একটা উপায় হয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

চলা-পথ *বি* হাঁটার পথ। 'পাথরবসান চলাপথের উপর স্নো পড়াতে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

চলাফিরা, চলাফেরা [চলা+হি ফেরনা] **১** *ক্রিবিণ* ঘোরাঘুরি। 'সেদিন সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠেনি, পর্বত চলাফেরা করে বেড়ায়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বি* হাঁটাহাঁটি। 'নানা ভঙ্গিতে চলাফেরা করে বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* চলাচল। 'যে-পথে চলাফেরা বন্ধ সে-পথে ঘাস জন্মায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **৪** *বি* ওঠা-বসা। 'লাট সাহেবের সাথে চলাফিরা করব।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চলাবলা [চলা+বলা] *বি* হাঁটা চলা ও কথাবার্তা। 'ঠমক ঠমক করে করো চলাবলা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চলায়মান [স] *বিণ* চলন্ত। 'চলায়মান রং রেখা রূপ ও ভাব।' *অবন*, ১৯২৫।

চলা-হাঁটা *বি* চলাফেরা। 'যখন বেঁচে ছিলেন তখনও চলা-হাঁটা করতে পারতেন না।' *বিমল*, ১৯৫৩।

চলাহীন [চলা+স হীন] *বিণ* স্থির। 'নিজেরে ঝরায়ে চল চলাহীন বেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চলে যাওয়া[১] **১** *ক্রি* স্থান ত্যাগ করে যাওয়া। 'দেখ রে সবাই চলেছে বাহিরে সবাই চলিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'আর কতদিন কাটিবে এমন সময় যে চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

চলে-যাওয়া[২] *বিণ* চলে গেছে এমন। 'চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভুঁই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চলে যেতে *ক্রি* চলতে। 'চলে যেতে চারিদিকে চরণ পড়ে কাঁপা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চলা[২] [চেরা>] *বি* ফাড়া কাঠের টুকরা। 'হাতের কাছের আমচলাটা দিয়ে সজোরে আঘাত করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চলাচল[১] [স] *বি* চরাচর। 'নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।' *রামাই*, ১৭১০।

চলাচল[২] দ্র চলা[১]

চলান [ফা চালান] *বি* চালান। 'সে ছাবে মোহরে আমি চলান লয়াছিলাম।' *বোগল*, ১৭৭০।

চলিত [স] **১** *বিণ* নড়চড়। 'সুমেরু-পর্ব্বত যদি চলে তথাপি মহাত্মা জনের বাক্য চলিত হয় না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বিণ* প্রচলিত। 'এই হিন্দুস্থানের মধ্যে চলিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বিণ* চলমান। 'আর একখানি এই চলিত সময়ের।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

চলিতদন্ত [স] *বিণ* দাঁত নড়ে গেছে এমন। 'কতকগুলি শুক্লকেশ, লোলচর্ম্ম, চলিতদন্ত বৃদ্ধ ... যুবকদিগের সঙ্গে গিয়া মিলিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

চলিতনামা [স চলিত+ফা নামাহ্] *বিণ* চটপটে। 'তাই তাকে নামজাদা না হোক, চলিতনামা বলতেই হবে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

চলিত ভাষা [স] *বি* প্রচলিত প্রামাণ্য ভাষা। 'সকল লোকের সহজে বোধার্থে চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

চলিতা [স] *বি স্ত্রী* চালু। 'সেই রীতি সর্ব্বত্র চলিতা হইতেছে।' *দর্পণ*,

১৮২৯।

চলিষ্ণু [স] **১** *বিণ* পারদর্শী। 'সাহেবেরা কোম্পানীর কর্ম্ম যোগ্য হইয়া কর্ম্মে চলিষ্ণু।' *দর্পণ*, ১৮২০। **২** *বিণ* চলন্ত। 'চলিষ্ণু রথ হইতে লম্ফ প্রদান করাতে, মৃত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৩** *বিণ* গতিশীল। 'তাঁহারা স্বভাবতই চলিষ্ণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চলিষ্ণুতা [স] *বি* প্রস্থান করতে উদ্যত এমন অবস্থা। 'মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চলোর্মি [স] *বি* চঞ্চল তরঙ্গ। 'যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চলোর্মি-চঞ্চল [স] *বিণ* তরঙ্গক্ষুব্ধ। 'ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চল্লিশ [পা চত্তালিস] *বিণ* চল্লিশ সংখ্যক। 'মূর্খ বলিতে নারে বৎসর চল্লিশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চল্লিশা *বি* মুসলিম সমাজে মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর পালনীয় অনুষ্ঠান। 'চল্লিশ দিন গত হওয়ার পর চেহলাম বা চল্লিশা এলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চল্লিশেক *বিণ* চল্লিশ জনের মতো। 'আন্দাজ করি ভূমি বিঘা চল্লিশেক হইতে পারে।' *কেরি*, ১৮০২।

চশমখোর [ফা] *বিণ* নির্লজ্জ। 'বেহায়া চশমখোর, তাই কি বেহাই কই।' *নজরুল*, ১৯৩২।

চশমা [ফা চশম] *বি* দৃষ্টিশক্তির সাহায্যকারী কাচনির্মিত যন্ত্রবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রামসদয়ের চশমাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চশমাআঁটা [ফা চশম>] *বিণ* চশমা পরিহিত। 'এই পল্লীর ভুমি শহরের চশমাআঁটা চোখের সামনে ধরতে পারবেন?' *শহীদুল্লাহ্*, ১৯৩১।

চশমাধারী [ফা চশম>+স ধারী] *বিণ* চশমা পরিহিত। 'টেরি-চশমাধারী যুবক।' *শরৎ*, ১৯১৭।

চশিমা [ফা চশম] *বি* চশমা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চষক [স] *বি* পানপাত্র। 'চষক যখের রাজা তাহাতে অক্ষয় সুধাপান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চষা[১] [স চষ্>] **১** *ক্রি* চাষ করা। 'তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়ানো। 'কাঁচা পেয়ারার সন্ধানে সারা দুপুর পাড়া চষি।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **চষি** *ক্রি* চাষ করি। 'তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চষিলো** *বি* চাষ করলো। 'কেহো ভম কারণ হাল চষিলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

চষা[২] [স চষ্>] *বিণ* চাষ করা হয়েছে এমন; কর্ষিত। 'জলা ও চষা মাঠ অতিক্রম করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

চষা-ভুঁ *বি* কর্ষিত জমি। 'নকলী রাতে চাষার সাথে চষা-ভূঁয়ের হচ্ছে বিয়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

চষে বেড়ানো **১** *ক্রি* তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজ করা। 'যে কৌপীনবন্ত হয়ে বেলাভূমির বালুকা চষে বেড়াচ্ছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮। **২** *ক্রি* নানা স্থানে ঘুরে বেড়ানো। 'রাস্তাঘাট চষিয়া বেড়াইতেছি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

চসম [ফা চশম] *বি* চোখ। 'তার উপদেশ হয় চসম বোলগার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চসমখোর [ফা চশম+ফা খোর] *বিণ* নির্লজ্জ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চসমনামা [ফা চশম>] *বি* তিরস্কার। 'যে লিখেছিল, তার চসমনামাই হল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

চসমা [ফা চশমাহ] *বি* চশমা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কাহারো দন্ত বান্ধানো, কেহ চসমা ব্যতিরেকে দেখিতে পায়েন না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চসা [স চষ্>] *ক্রি* চাষ করা। 'অষ্ট হালে জঙ্গ ভূমি তথাই চসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

চস্য [স চূষ্য] *বিণ* চুষে খাওয়া যায় এমন। 'লেহ্য পেয় চস্য চর্ব্য জত অন্ন ব্যঞ্জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

চহকি [হি চমক] *ক্রিবিণ* চমকি। 'চহকি চহকি দুই খঞ্জন খেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চহ চহ [ধ্বন্যা] *বি* ফরফর। 'ছোট পানী চহ চহ করপোঠী কে নহি জান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চা[১] [চী] *বি* চা গাছের পাতা দিয়ে তৈরি পানীয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আমি চা খাইয়া আশীবো।' *মিলার*, ১৭৯৭; 'আমি চা খাইবার সময়ে দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চা-আবাদী [চী চা+ফা আবাদ] *বিণ* চা উৎপন্ন হয় এমন। 'চা-আবাদী জেলাগুলি ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের জন্য অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

চা-উৎসব [চী চা+স উৎসব] *বি* চা-সম্পর্কিত উৎসব। 'জাপানে দেখেছি চা-উৎসব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

চা-কর [চী চা+স কর] *বিণ* চা-উৎপাদনকারী। 'বার্মংহ্যাম রাজা, নীলকর রাজা, চা-কর রাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চা-খানা [চী চা+ফা খানাহ্] *বি* চা বিক্রি ও পান করার স্থান। 'চা-খানার যে ছেলেটি তাকে ঘুষি মেরেছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'স্বাধীনতা তুমি চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

চা-খোর [চী চা+ফা খোর] *বিণ* অতি মাত্রায় চা পান করে এমন। 'যুগলপ্রসাদ অত্যন্ত চা-খোর।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

চা-চক্র [চী চা+স চক্র] *বি* চা ও হালকা নাস্তা গ্রহণের অনুষ্ঠান। 'বিদায়ী ছাত্রীদের এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয়।' *বেগম*, ১৯৭০।

চা-দানি [চী চা+ফা দানি] *বি* চা দেওয়া হয় যাতে; চায়ের পাত্র। 'অত্যন্ত ময়লা একটা দস্তার চাদানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চা-পাত্র [চী চা+স পাত্র] *বি* চায়ের কাপ। 'অন্নদাবাবু আজ চাপাত্রের মুহুর্মুহু আহ্বান উপেক্ষা করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

চা-পানসভা [চী চা+স পানসভা] *বি* চা-চক্র। 'মেয়েদের চা-পান-সভা বসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চা-পিপাসু [চী চা+স পিপাসু] *বি* চায়ের জন্য তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি। 'চাপিপাসুর ভিড় লাগে সাড়ে চারটের পর থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

চা-পেয়ালা [চী চা+ফা পিয়ালাহ্] *বি* চা পান করা হয় যে-পেয়ালায়। 'ওঠে চা-পেয়ালার তলে, বিষম লেগে শৌখিনদের চোখ ভেসে যায় জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চা-বাগান [চী চা+ফা বাগ>] *বি* যে বাগানে চা জন্মানো হয়। 'তাঁহাদের চা-বাগানের কুলি, নীলক্ষেত্রে চাষি, পাট-জোগানে পাইকড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চা-বিস্কুট [চী চা+ই বিস্কিট] *বি* হালকা নাশতা। 'একসঙ্গে বসে চা-বিস্কুটও খান।' *সাদত*, ১৯৬৭।

চা বৃক্ষ [চী চা+স বৃক্ষ] *বি* চা-পাতার গাছ। 'তাঁহার সহকারির সমভিব্যাহারে চা বৃক্ষ রোপণার্থে আসাম দেশে গমন করিয়াছেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

চা-রস [চী চা+স রস] *বি* চা পাতা থেকে তৈরি পানীয়। 'চা-রস পানে শরীরের জড়তা পরিহার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চা-সভা [চী চা+স সভা] *বি* চা পানের অনুষ্ঠান; টি পার্টি। 'চা-সভা, লন পার্টি, এক্সকার্শন, পিকনিক ইত্যাদি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চা-স্পৃহ [চী চা+স স্পৃহ] *বিণ* চা-পানে আগ্রহী। 'চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল চল হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

চা[2] *দ্র* চাওয়া[1]

চাইনিজ [ই] *বি* চীন দেশের অধিবাসী। 'সব চাইনিজে ভরা।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

চাইর [স চত্বারি] *বিণ* চার। 'কতো নরক আছে? চাইর।' *মাঁনোএল*, ১৭৪৩।

চাইল [স তণ্ডুল] *বি* চাল; চাউল। 'তুমি গেলে চাইল কলা সব আসে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

চাউনি *বি* চাহনি; নজর। 'কি চাউনি!' *উমেশ*, ১৮৫৭।

চাউর *বি* গাছবিশেষ। 'পিছনের চাউর গাছের পাতায় পাতায় কী খুশির ঝিলিমিলি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

চাউল [স তণ্ডুল] *বি* চাল। 'বিষি জলে চড়াইলোঁ চাউল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চাউলী [স তণ্ডুল>] *বি* চাল দিয়ে তৈরি লাড্ডু। 'অমলা ফেলিয়া মরে গুড় চাউলী।' *কেতকা*, ১৬৫০।

চাওন *বি* চাওয়া। *ওঁসা*, ১৭৮৫।

চাওয়া[1] ১ *ক্রি* দেখা। 'এহি চিহ্নে কাহাঞিকে চাইহ গোকুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* প্রত্যাশা করা। 'পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *ক্রি* চাহিদা জানানো। 'দাও দাও বলে সকলি যে চাস, জঠর জ্বলিছে ভুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বি* দেখা। 'কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **চা** *ক্রি* তাকা; দেখ। 'আয় রে বাছা কোলে বসে চা মোর মুখপানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **চাঅ** *ক্রি* তাকাও; দেখো। 'আদির্ত্ত উদয় ভৈল আখি মেলি চাঅ।' *মালাধর*, ১৫০০। **চাই** ১ *ক্রি* প্রত্যাশা করি। 'পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* তাকাই। 'কাখে করি জসোদা পুত্র মুখ চাই।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রি* তাকিয়ে। 'কাঠের পুতলী রৈয়াছে চাই।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৪ *ক্রি* চায়। 'অতেব করিতে চাই বিপ্রের বন্দনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **চাইনি** *ক্রি* চাই না। 'আমি বেশী চাইনি, শুধু মাগী বশ করা অষুধটা আমায় শিখিয়ে দাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **চাইয়া** *ক্রি* চেয়ে। 'কান্দে সভে গোবিন্দ চাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **চাইহ** *ক্রি* চেয়ো। 'এহি চিহ্নে কাহাঞিকে চাইহ গোকুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চাএ** *ক্রি* চায়। 'বসিল তরুর ছাএ/ ঘন কানু মুখ চাএ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **চাও** *ক্রি* তাকাও। 'শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও।' *বিজয়*, ১৬৫০। **চাওনিয়া** *বিণ* চায় এমন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **চাক** *ক্রি* তাকাক। 'নেঙ্গে ধরি-দেই পাক সিংহ জেন ফিরে চাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চাঞা** *ক্রি* চাহিয়া; চেয়ে। 'রহে পথ পানে চাঞা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **চান** *ক্রি* তাকান। 'অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।' *ভারত*, ১৭৬০। **চাস্তি** *ক্রি* চায়। দিবে রাত্রি খেতে চাস্তি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **চাবে** *ক্রি* দেখবে। 'কে চাবে মুখের পানে কেবা দিবে দানা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **চায়** *ক্রি* তাকায়। 'আপাদমস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০। **চায়্যা** ১ *ক্রি* চেয়ে। 'তোমার সে আজ্ঞা পায়্যা সকল সংসার চায়্যা।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* চায়। 'দুই ভাই চায়্যা সীতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চাহ** *ক্রি* তাকাও। 'হে ভৈরব শক্তি দাও ভক্তপানে চাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **চেএ** *ক্রি* চেয়ে। 'ফিরে চেএ দেখি ফের নাঞি সরোবর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **চেয়ে** ১ *ক্রিবিণ* ধার ক'রে। 'শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রি* তাকিয়ে। 'ভ্রূকুটি করেন চেয়ে তা সবার পানে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **চেহো** *ক্রি* চেয়ো। 'খোকা বলে আপনার পানে তুমি চেহো/ মা যে কেন ভালোবাসে/ বোঝে না তা কেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

চাই-ই-চাই *ক্রি* অবশ্যই প্রত্যাশা করি। 'ইসপার কি উসপার! তার চানভানুকে চাই-ই-চাই।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চেয়ে চিন্তে *ক্রিবিণ* যাচঞা ক'রে। 'তুমি চেয়েচিন্তে যে প্রকারে পার, আনিয়া খাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

চেয়ে চেয়ে *ক্রিবিণ* তাকিয়ে থেকে। 'সকাতরে গান গেয়ে পথপানে চেয়ে চেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

চাওয়াচাওয়ি *বি* পরস্পরের প্রতি অর্থবোধক দৃষ্টিপাত। 'দুইজনে একটু চাওয়াচাওয়ি করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

চাওয়া-চিন্তা *বি* ইচ্ছা ও প্রার্থনা। 'তার পরে ভিক্ষুকের চাওয়া-চিন্তা নেই –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

চাওয়া-চিন্তা *বি* ইচ্ছা ও প্রার্থনা। 'তার পরে ভিক্ষুকের চাওয়া-চিন্তা নেই –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

চাওয়া[2] *বি* দেখা। 'কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

চাং[1] [ফা চকলাহ্, শব্দসংক্ষেপ] *বি* চাকলা। 'চাং বর্দ্ধমান পরগনে বালিগাড়ি মৌজে।' *ওঁসা*, ১৭৭৯।

চাং[2] [স তুঙ্গ] *বি* বাঁশ বা কাঠের তৈরি ঘরের মাচা। 'লম্ফে রূপা আনলো পেড়ে চাং হতে তার সড়কিখানা।' *জসীম*, ১৯২৯।

চাঁই[1] [স চঙ্গ] *বি* প্রধান নেতা। 'সেপাইরা ... নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চাঁই[2] [ফা চাঙ্গ] *বি* ঢেলা; টুকরা। 'বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে ভরা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

চাঁই[3] [স চ্যু>] *বি* বাঁশের শলার তৈরি মাছ ধরার ফাঁদবিশেষ। 'জোয়ানকালে গভীর পানিতে চিংড়ির চাঁই পেতে অভ্যস্ত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

চাঁওড় *বি* চেষ্টা। 'একটুকু চাঁওড় করে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চাঁচ [হি চাঁচনা] *বি* চাটাই; দরমা। 'শণে ছাওয়া চাঁচের বেড়ায় গ্রামেরই চিরন্তন নিজস্ব নীড়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

চাঁচড়া [স চর্চ্চরী] *বি* ছোটো বাদুড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চাঁচনি [হি চাঁচনা] *বি* চেঁছে তোলা অংশের ন্যায় সূক্ষ্ম আকৃতি। 'চাঁদ একটুখানি চাঁচনি থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ সুন্দর ...।' *অবন*, ১৯২৫।

চাঁচর [স চর্চ্চরী] *বিণ* কুঞ্চিত। 'কাল কাহাঞি চাঁচর কেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চাঁচরী [হি চাচর] *বি* হিন্দুদের হোলি উৎসব। 'চাঁচরী খেলাওঁ মোঞ যমুনার

কূলে।' বড়ু, ১৪৫০।

চাঁচা[1] [হি চাচনা] *ক্রি* মসৃণ করা। 'সুচাঁছে চাঁচিল ভার দুঈ মুঠী।' বড়ু, ১৪৫০।

চাঁচা[2] [হি চাচা] *বি* চাচা। 'চাঁচা ফুফা ডাকে জোলা অতি ত্বরাতরি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চাঁচা[3] [হি চাচনা] **১** *বিণ* সুকোমল। 'মাজা-গলা চাঁচা সুর আহ্লাদে ভরপুর।' *সুকুমার*, ১৯১৮। **২** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'টেড়িকাটা যুবক হাসিমুখে চাঁচা গলায় উত্তর করলে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

চাঁচাছোলা [হি. চাচনা>] **১** *বি* মসৃণ করার কাজ। 'বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* গোঁফদাড়িহীন। 'সোমনাথের চাঁচাছোলা মুখটি ছিল ঘড়ির ... মতো।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **৩** *বিণ* স্পষ্ট। 'মুখের উপর চাঁচাছোলা ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন!' *নজরুল*, ১৯২২।

চাঁচা মাজা [হি চাচনা>] *বিণ* মসৃণ। 'দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

চাঁছা [হি চাচনা] **১** *ক্রি* কামানো। 'অপন মূর অপনে হম চাঁছল দোখ দিব গএ কাহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'গুরু কন তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *ক্রি* অস্ত্রের সাহায্যে উপরের আবরণ মসৃণ করা। 'শিলায় সানায়্যা বাশি পাটি চাঁছে রাশি রাশি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাঁছাছোলা [হি চাচনা] *বিণ* রূঢ়। 'তত্ত্বের সিদ্ধান্তের মত ছাঁটাছোঁটা, চাঁছাছোলা, আটঘাট-বাঁধা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চাঁছাপোছা [হি চাচনা] *বিণ* ঝকঝকে; ধুয়েমুছে পরিষ্কার-করা। 'বাসাটা যে ঠেকছে একেবারে চাঁছাপোছা নতুন?' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চাঁছি [হি চাচনা] *বি* দুধের শুষ্ক অবশেষ, যা পাত্র থেকে চেঁছে তুলতে হয়। 'দুধের চাঁছি শুষছে মাছি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

চাঁট [স চপেট] *বি* মুখরোচক খাবারবিশেষ। 'চাঁট ও চাটনি চায়েরই নাতনি।' *নজরুল*, ১৯৩৩; 'ঝাল মেটুলির চাঁট আর এক নম্বর বাংলায় সন্ধ্যেটা বেশ গুলজার হয়।' *সুনীল*, ১৯৭০।

চাঁটি [স চপেট] *বি* করাঘাত। **চাঁটি মারা** *ক্রি* করতল দিয়ে হালকা আঘাত করা। 'পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাঁটি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চাঁড় ইষর *বি* গাছবিশেষ। 'চাঁড়-ইষর মূল নৌকায় বান্ধিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাঁড়াল [স চণ্ডাল] *বি* (অপকর্ষমূলক) সামাজিক মর্যাদাহীন হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; চণ্ডাল। 'চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী।' *ভারত*, ১৭৬০।

চাঁড়ালনী, চাঁড়ালণী [স চণ্ডালিনী] *বি* (অপকর্ষমূলক) চণ্ডাল নারী। 'বেদিণী, যুগিণী, চাঁড়ালণী, কলুণী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

চাঁদ [স চন্দ্র] **১** *বি* চন্দ্র। 'সংপুন পুনমীচাঁদ তোহ্মার বদন।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *বি* (বাউল) মনের মানুষ। 'অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখিতে পায়।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* প্রিয়। 'চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলিকে জুড়াই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বি* আদরণীয় বস্তু। 'ন্যাশনালিটির স্পর্শমণির স্পর্শে সমস্ত অন্যায় সোনার চাঁদ হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৫** *বি* চান্দ্রমাস। 'অনেক চাঁদ আগেকার কথা।' *বিভূতি*, ১৯৩৩

চাঁদ চুয়ানো *বিণ* জ্যোৎস্নাকে পরিস্রুত করা হয়েছে এমন। 'কল্পনাতে আঁকব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

চাঁদজাগা *বিণ* জ্যোৎস্নাময়ী। 'সেই চাঁদজাগা রাতে সৈয়দবাড়ি থেকে ফেরার সময় ...।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

চাঁদপনা, চাঁদপানা [স চন্দ্র>] *বিণ* চাঁদের মতো। 'চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল!' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'ওর চাঁদপনা মুখ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চাঁদপাল্লা [স চন্দ্র>+হি পল্লা] *বি* চাঁদের ফালির আকৃতিবিশিষ্ট পাঁচকল্লি টুপিবিশেষ। 'মাথায় চিকনিয়া চাঁদপাল্লা টুপি।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

চাঁদ ফোটা *ক্রি* জ্যোৎস্না বিচ্ছুরিত হওয়া। 'আকাশে ঢেউ লেগেছে/ চাঁদ ফুটেছে চাঁদের গায়।' *ক্ষীরোদ*, ১৯২৫।

চাঁদবদন [স চন্দ্রবদন] *বি* চাঁদের মতো উজ্জ্বল গোল মুখ। 'যে না দেখে সে চাঁদবদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চাঁদবরণী [স চন্দ্রবর্ণ>] *বিণ* চাঁদের মতো গায়ের রংবিশিষ্ট; ফরশা। 'চান করে কে চাঁদবরণী।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

চাঁদমালা [স চন্দ্রমালা] *বি* শোলা বা রাংতা দিয়ে তৈরি চাঁদের মতো মালা। 'ধবল বর্ণের চাঁদমালা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চাঁদমুখ [স চন্দ্রমুখ] *বি* চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'আর না দেখিব চাঁদমুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাঁদহাসা [স চন্দ্র+স হাস] *বিণ* চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল। 'ফলফুল তরুলতাশোভিত চাঁদহাসা রজনীর স্তব্ধতায় পূর্ণ।' *নজরুল*, ১৯৪১।

চাঁদের কর *বি* জ্যোৎস্না। 'খেলি চকোরের সনে, মেখে চাঁদের কর।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

চাঁদের ফুল *বি* জ্যোৎস্না। 'চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

চাঁদের বুড়ি *বি* চাঁদের গায়ে দেখা-যাওয়া কল্পিত বুড়ি। 'মনপবন আর চাঁদের বুড়ি মিলে কেমন যেন ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চাঁদের ভুরু *বি* ভ্রুর মতো বাঁকা চাঁদ। 'কেন কলঙ্ক টিপে চাঁদের ভুরু ভাঙিলে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

চাঁদের হাট *বি* সৌন্দর্যের সমাবেশ। 'কর-নখ চাঁদের হাট বংশী উপর করে নাট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চাঁদওয়া [স চন্দ্রাতপ] *বি* শামিয়ানা। 'মোটা রূপার ডাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

চাঁদন [স চন্দন] *বি* চন্দন। 'চীর চাঁদন ভেল আগী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চাঁদনি, চাঁদনী [স চন্দ্রিকা] *বিণ* জ্যোৎস্না। 'দামিনি বেঢ়লি চাঁদনি বেলি।' *জ্ঞান*, ১৬০০; 'চাঁদনীর পোনেরো দিন সন্ধ্যার পর আলো জেলে ভাত খান না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চাঁদনি-চক *বি* রূপের হাট। 'গুলে-বকৌলি উর্বশীর এ চাঁদনি-চক।' *নজরুল*, ১৯২৮।

চাঁদনী-চর্চিত [স] *বিণ* জ্যোৎস্নালোকিত। 'এমনি এক চাঁদনী-চর্চিত যামিনী।' *নজরুল*, ১৯২২।

চাঁদমারি *বি* লক্ষ্যবস্তু; নিশানা। 'অব্যর্থলক্ষ্য শব্দটি সরাসরি চাঁদমারি বিদ্ধ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

চাঁদা[1] [ফা চান্দাহ্‌] **১** *বি* বিশেষ কাজের জন্যে সংগৃহীত অর্থ। 'উকীলেরা চাঁদা করিয়া পাঁচ হাজার টাকা জমা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* কোনো সংস্থার সদস্য হিসেবে নিয়মিত প্রদত্ত অর্থ। 'টাকাটা

প্রেট্রিয়টিক আসোসিয়াশ্যনে চাঁদা দিতে পারিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

চাঁদা-আদায় কার্য *বি* চাঁদা সংগ্রহের কাজ। 'পতিত ভারতের চাঁদা-আদায় কার্যে ব্যস্ত ছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চাঁদাওয়ালা [ফা চান্দাহ্+হি ওয়ালা] *বি* চাঁদা সংগ্রহকারী। 'দ্বিরুক্তি না করিয়া চাঁদাওয়ালার প্রস্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চাঁদাচুরি [স চন্দ্র+স চোর] *বি* চাঁদার নামে চুরি। 'হিতসাধনী সভার চাঁদাচুরি কাণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চাঁদার খাতা *বি* চাঁদা আদায়ের হিসাবের খাতা। 'চাঁদার খাতা নিয়ে বেরোও এখনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চাঁদার খাতা খোলা *ক্রি* চাঁদা তোলা শুরু করা। 'ভারতমাতার তরে হবে খুলতে চাঁদার খাতা।' *অমৃত*, ১৯০০।

চাঁদা সাধা *ক্রি* চাঁদা ভিক্ষা করা। 'তখন কি দ্বারে দ্বারে চাঁদা সেধে বেড়াতে হবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চাঁদাস্বরূপ *ক্রিবিণ* চাঁদা হিসেবে। 'গ্রামবাসীদিগকে চাঁদাস্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

চাঁদা[২] [স চন্দ্র>] *বি* ছোটো রুপালি মাছবিশেষ। 'টেঙরা মৌরলা পুঁটি বেলে আর চাঁদা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চাঁদা[৩] [স চন্দ্র] *বি* চাঁদ। 'কোন গগনে মেঘের কোণে/ লুকায়ে কোন চাঁদা রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চাঁদাকাঁটা [স চন্দ্র+স কণ্টক] *বি* কাঁটাযুক্ত গাছবিশেষ। 'চাঁদাকাঁটা বেতকাঁটার ঠাসবুনোন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চাঁদি [স চন্দ্র>] **১** *বি* মাথার তালু। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'চাঁদি-ফাটা রোদ্দুরের তাপে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* রুপা। 'আজিকে দুয়ারে নাই চাঁদির কবাট/ মোতির কবরপোষ আর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

চাঁদিফাটা [চাঁদি+ফাটা] *বিণ* অত্যন্ত প্রখর। 'চাঁদি-ফাটা রোদ্দুরের তাপে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চাঁদিনি, চাঁদিনী [স চন্দ্রিমা] **১** *বিণ* জ্যোৎস্নাময়ী। 'তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* জ্যোৎস্না। 'যেখানে বনের কাছে বনদেবতারা নাচে/ চাঁদিনিতে রুনুঝুনু নূপুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৩** *বি* জ্যোৎস্নাময়ী রাত। 'তার চোখে চেয়ে ম্লান হয়ে যায় গো চাঁদিনী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

চাঁদিনী রাত [স চন্দ্রিমা+স রাত্র] *বি* জ্যোৎস্না-রাত। 'গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রুকণা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

চাঁদিম [স চন্দ্রিমা] *বিণ* জ্যোৎস্নাময়। 'প্রসন্ন আকাশ চাঁদিম রাতি।' *সুকুমার*, ১৯২০।

চাঁদিমা [স চন্দ্রিমা] **১** *বি* চাঁদ। 'আমাদের তরে উঠে রে তপন/ আমাদেরি তরে চাঁদিমা ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫। **২** *বি* চন্দ্রকিরণ; জ্যোৎস্না। 'এই চাঁদিমা-গর্বিত যামিনীর সমগ্র বক্ষ ব্যেপে ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

চাঁদিমা-গর্বিত *বিণ* জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত। 'এই চাঁদিমা-গর্বিত যামিনীর সমগ্র বক্ষ ব্যেপে ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

চাঁদুয়া [স চন্দ্রিমা] *বি* চাঁদোয়া। 'ধবল চাঁদুয়া খাট।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চাঁদোয়া [স চন্দ্রিমা] *বি* শামিয়ানা; আচ্ছাদন। 'চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চাঁন্দ [স চন্দ্র] *বি* চাঁদ। 'দশনখে দশ চাঁন্দ ভাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাঁন্দমুখ [স চন্দ্রমুখ] *বি* চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'ভৃঙ্গারে পাখাল চাঁন্দমুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাঁপদাড়ি [ফা চাপীদন] *বিণ* চাপদাড়ি। 'তুরাণি মোগলঘটা, চাঁপ দাড়ি মেত্তীকটা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চাঁপদেড়ে [ফা চাপীদন>] *বি* সমস্ত চিবুক ও চোয়ালজোড়া দাড়ি আছে এমন ব্যক্তি। 'একেবারে মারা যায় যত চাঁপদেড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চাঁপা [স চম্পক>] **১** *বি* চাঁপা ফুলের গাছ। 'কুরুবক চাঁপা নাগেশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* এক জাতের কলা। 'চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ভার দশ দধি কলা চাঁপা মত্তমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাঁপাকলা [চাঁপা+কলা] *বি* কলাবিশেষ। 'চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চাঁপাকলি [চাঁপা+কলি] *বিণ* চাঁপাফুলের কলির মতো। 'চাঁপাকলি স্বর্ণমালা হাঁসলি রুপার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চাঁপাকুড়ি [চাঁপা+স কোরক] *বি* চাঁপা ফুলের কুঁড়ি। 'চাঁপাকুড়ি দেখিতে রূপসে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

চাঁপাগাছ [চাঁপা+স গচ্ছ] *বি* চাঁপা ফুলের গাছ। 'এক পাশে অনেক কালের চাঁপাগাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চাঁপাবরণ [স চম্পকবর্ণ] *বিণ* চাঁপা ফুলের মতো রঙিন। 'চাঁপাবরণ লঘু বসনখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চাঁপা-রঙ [চাঁপা+স রঙ্গ] *বি* চাঁপা ফুলের রং। 'চাঁপা-রঙের গামছা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চাঁপার পেয়ালা [চাঁপা+ফা পিয়ালাহ্] *বি* চাঁপা ফুলের গন্ধরূপ পেয়ালা। 'যে সুর চাঁপার পেয়ালা ভরে দেয় আপনারে উজাড় ক'রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

চাঁপালতা [চাঁপা+স লতা] *বি* চাঁপা ফুলের গাছ। 'তমালতরু চাঁপালতার মতো জড়িয়ে কত জনম হল গত।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

চাঁপালি [স চম্পক>] *বিণ* চাঁপা ফুলের রঙের মতো। 'নিজের মনের রঙ মেলাবার বাটিতে/ চাঁপালি খড়ির মাটিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চাঁমঠুলি [স চর্ম>] *বি* চামড়ার চক্ষুবন্ধ। 'চাঁমঠুলি ঢাকি আঁখি লইল সয়চান পাখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাঁমর [স চমর] *বি* চমরী গোরুর লেজ। 'আশে পাশে পড়ে শ্বেত চাঁমরের বা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাক[১] [স চক্র] **১** *বি* মাটির বাসনপত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত কুমারের গোলাকার চাকা। 'সেই বায়ে ফিরে যেন কুমারের চাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মৌচাক। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কিছু মৌমাছির মত, ... যে স্থানে চাক আছে তাহার চারিদিকে বেষ্টিয়া উড়িত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* সঙ্ঘ। 'সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বাঁধিয়া তুলিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চাক-নাড়া [চাক+নাড়া] *বিণ* মৌচাক থেকে উৎক্ষিপ্ত। 'মাথার চতুর্দিক হতে রাজ্যের বাংলা কথা চাক-নাড়া মৌমাছির মতো মুখদ্বারে ভিড় করে ছুটে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চাকনাশক [চাক+স নাশক] *বিণ* মৌচাক ধ্বংসকারী। 'মধুমক্ষিকার চাকনাশক বাবু নাম রাখহ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

চাকভরা [চাক+ভরা] *বিণ* চাকবাঁধা। 'একটি চাকভরা বোলতার দল আমার এই ঘরে অংশী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

চাকভাঙা [চাক+ভাঙা] *বিণ* চাকহারা। 'চাকভাঙা যত ভীমরুল এসে/

ব্যস্ত করিছে কূৰ্চ্চিফুলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

চাকচক্য [স] *বি* চাকচিক্য। 'সড়কীর অগ্রভাগের চাকচক্য।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

চাকচিক্য [স চাকচক্য] ১ *বিণ* উজ্জ্বল। 'স্থূল চাকচিক্য শরীর ও উদার স্বভাব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বি* জাঁকজমক। 'ইঁহাদিগের বেশের চাকচিক্য ও বাগড়াম্বরের আর পরিসীমা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

চাকচিক্যময় [স চাকচক্যময়] *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'চাকচিক্যময় টেবিলে বসে লেখনীর চোটে পিছিয়ে পড়া কোণঠাসা নারী জাতিকে জাগানো যায় না।' *বেগম*, ১৯৫২।

চাকণ চিকণ [স চিক্কণ, ফা চিকীন] *বিণ* উজ্জ্বল; চাকচিক্যপূর্ণ। 'তাহাদের উপরে চাকণ চিকণ, ভিতরে খ্যাড়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চাকতি [স চক্র>] *বি* চাকার মতো গোল বস্তু। 'এই চাকতির খাঁকতি ছিল না এ জীবনে কোনোদিন।' *নজরুল*, ১৯৪১।

চাকতি নিক্ষেপ [স চক্রনিক্ষেপ>] *বি* খেলাবিশেষ। 'চাকতি নিক্ষেপ।' *বেগম*, ১৯৭০।

চাকন্দিআ *বি* বুনো ছোটো গাছবিশেষ; চাকুন্দা। 'চাকন্দিআ কাসন্দিআ নিসন্ধ্যা ভেলা গোরোকচাঙলি কাটে কাসীমলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাকভাঙরি [স চক্র-ভ্রমি] *বি* চক্রাকারে ভ্রমণ। 'লেজে ধরি ফিরায় তারে চাকভাঙরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চাকমা *বি* নৃ-গোষ্ঠীবিশেষ। 'রাজবংশী, চাকমা, জুমিয়া প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জনসমষ্টিভুক্ত মানুষ।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

চাকর [ফা] ১ *বি* গৃহভৃত্য। 'চারিদিগে রহে জত নফর চাকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বেতনভোগী কর্মচারী। 'বিবি রাষের চাকর সিবু সরকারের কাগজে জমা করিয়া দিলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

চাকরবাকর *বি* ভৃত্য এবং ভৃত্য শ্রেণীর কর্মচারী। 'চাকর বাকর যারা, ধনে বশ হবে তারা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চা-কর *দ্র* চা[১]

চাকরান, চাকরাণ [ফা চাকরান] *বি* চাকর অথবা কর্মচারীকে ভরণ-পোষণের জন্য প্রদত্ত নিষ্কর জমি। 'চাকরাণ জমিভোগী বেহারাদিগের বাটিতে লোক ছুটিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'চাকরান।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চাকরানভোগী [ফা চাকরান+স ভোগী] *বি* বেতনের পরিবর্তে নিষ্কর ভূমি প্রভৃতির সুবিধাদি ভোগ করে যে। 'কাজের জন্য চাকরানভোগী হিসেবে খেতাব পেয়েছিল।' *তারা*, ১৯৪৬।

চাকরানি, চাকরানী, চাকরাণী [ফা চাকর>] *বি স্ত্রী* গৃহপরিচারিকার কাজ করে এমন নারী। 'চাকরানি।' *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'কোন বাবু আইলে তাঁহাকে বহু সমাদরে ঘরে বসাইয়া চাকর ও চাকরাণীকে কহিয়া দিবা ...।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'অনেক ভাড়াটে থাকলে তারা চাকরানী রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চাকরাণী মহল [ফা চাকর>+আ মহল] *বি* চাকরানিরা থাকে যে জায়গায়। 'সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

চাকরি, চাকরী [ফা চাকরী] ১ *বি* বেতনের বিনিময়ে কাজ করা। 'বিহিস্তের হুর সব করএ চাকরী।' *সুলতান*, ১৭০০; 'রাজার দরবারে গিয়া চাকরি করিব।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* কাজ। 'সাহিত্যসম্ভোগের মাধ্যম হিসেবে কানের চাকরি গেল, তার জায়গা দখল করে বসল চোখ।' *শিব*, ১৯৫০।

চাকরিআ [ফা চাকরী>] *বিণ* চাকরিজীবী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চাকরিজীবী [ফা চাকরী+স জীবী] *বিণ* চাকুরে; চাকরি করে জীবন ধারণকারী। 'আমরা চাকরিজীবী।' *নজরুল*, ১৯২২।

চাকরিপিপাসু [ফা চাকরী+স পিপাসু] *বি* চাকরিপ্রত্যাশী। 'চাকরিপিপাসুদের মতো কলেজে পাশ দেওয়া আমার বংশমর্যাদার হানিজনক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চাকরিপ্রার্থী [ফা চাকরী+স প্রার্থী] *বি* চাকরির প্রত্যাশাকারী ব্যক্তি। 'চাকরিপ্রার্থীদের চেষ্টার ত্রুটি নেই।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

চাকরি-বঞ্চিত *বিণ* চাকরি নেই এমন; চাকরি-চ্যুত। 'চাকরি-বঞ্চিত নৈরাশ্যপীড়িত কৃশ কন্‌গ্রেসটাকে আরো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চাকরি বাকরি, চাকরী বাকরী [ফা চাকরী, অনুকার বাকরী] *বি* জীবিকার সংস্থান। 'চাকরী বাকরী করে আনছে – নিচ্ছে খাচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'দুর্বলজাতির চাকরি-বাকরি ... অসুবিধা ঘটিবার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চাকরিস্থল [ফা চাকরী+স স্থল] *বি* চাকরিক্ষেত্র। 'কি চাকরিস্থলই বলি ...।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

চাকরীয়া [ফা চাকরী>] *বি* চাকরিজীবী। 'চাকরীয়াদের যতটা মাইনা বাড়িয়াছে তাহা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তুলনায় অতি সামান্য।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চাকুরে [ফা চাকরী>] *বিণ* চাকরিজীবী। 'মধ্যবিধ শ্রেণীর চাকরে লোকদের স্ত্রীরা সুখী।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

চাকলা [ফা চাকলাহ্] ১ *বি* শাসন কার্য ও খাজনা আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিভাগ। 'জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব খাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ভাতের নলা। 'মুখে দিব্যি চাকলা গিলে হুট করে গাছের মাথায় চড় গিয়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮। ৩ *বি* টুকরা। 'বেচারাকে তিনি চৌ চাকলা করে ফ্যালেন একেবারে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

চাকলা চাকলা [ফা চাকলাহ্] *বিণ* গোলাকার খণ্ডে বিভক্ত। 'ঠোঁটগাল ছেঁড়া ছেঁড়া, চাকলা চাকলা বুক।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

চাকলাদার [ফা চাকলাহ+ফা দার] *বি* চাকলার অধিকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চাকলে, চাকেলে [ফা চাকলাহ্] *বি* রাজস্ব আদায়ের এলাকা। *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'চাকলে যশহর ওগএরহের রাজত্বর বহলি ফরমান রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

চাকলি *বি* ভেষজ গাছবিশেষ। 'তেজপাত ভোজপাত চাম্পাতী চাকলি।' *বড়ু*, ১৫০০।

চাকা[১] [হি চখনা] *ক্রি* স্বাদ গ্রহণ করা। **চাকিনু** *ক্রি* স্বাদ গ্রহণ করলাম। 'পরের বচনে চাকিনু বদনে খাইনু আপন মুড়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

চাকিনি [হি চখনা] *বিণ স্ত্রী* স্বাদ গ্রহণকারী। 'উল্লসনের ভোগ রাগ চাকিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

চাকা[২] [স চক্র] ১ *বি* গোলাকার বস্তু। 'ফটিকের গাঁথনি সুধামাণিকের চাকা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* গাড়ির চাকা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'স্প্রিংওয়ালা ৪ চাকার যাবতীয় প্রকার গাড়ী ... ২ টাকা।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

চাকা-অলা *বিণ* চাকাযুক্ত। 'সাইকেল ছিলো, তিন চাকা-অলা।' *শামসুর*, ১৯৭২।

চাকা চাকা *বিণ* স্থানে স্থানে গোল হয়ে উঠেছে এমন। 'মার খেয়ে পিঠ ফুলে হল চাকা চাকা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

চাকি, চাকী [স চক্র>] ১ *বি* চাক চাক করে কাটা অংশ। 'দেউল-প্রসাদ আদা চাকি লেম্বু সলবণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* কানের চক্রাকার অলঙ্কার। 'চড়কতলায় চিনের চাকী ... বিক্রি কত্তে বসেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* চাকতি। 'সপ্তমহী আকাশ ঢালের চাকি প্রাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বি* টাকা; মুদ্রা। 'অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চাকিয়া [স চতুষ্কী] *বি* পাটি। 'দশন এক চাকিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চাকী *দ্র* **চাকি**

চাকু [তু] *বি* ভাঁজ করে রাখা যায় এমন ছুরি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'যেন দুফলা চাকু।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চাকুমচুকুম [ধ্বন্যা] *বি* চিবানোর শব্দ। 'সখিনা সেই চালিতা ... চাকুমচুকুম করিয়া খাইত মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

চাকুরা [ফা চাকর>] *বিণ* চাকরিজীবী। 'সে ব্যক্তি নিজে বরেহাঁ চাকুরা।' *কেরি*, ১৮০২।

চাকুরানি [ফা চাকর>] *বি* চাকরানি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চাকুরি, চাকুরী [ফা চাকরী] ১ *বি* বেতন নিয়ে নিয়মিত কাজ করার দায়িত্ব। 'আমি আপন সযুর্গথায় খোদ মুক্তারে হরেক চাকুরি করিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩; 'মেয়েরা চাকুরি করিবে না জমিদারি মহাজনী করিবে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বি* কাজ। 'পেয়েছ জল-ছেঁচো এক চাকুরি।' *লালন*, ১৮৯০।

চাকুরিজীবন [ফা চাকরী+স জীবন] *বি* চাকরিকালীন জীবন। 'চাকুরিজীবন শেষ হলে ... তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

চাকুরিজীবী, চাকুরীজীবী [ফা চাকরী+স জীবী] *বি* চাকরি যাদের পেশা। 'চাকুরীজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

চাকুরিপ্রার্থী, চাকুরীপ্রার্থী [ফা চাকরী+স প্রার্থী] *বিণ* চাকরির সন্ধানকারী। 'অসিতও চাকুরীপ্রার্থী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

চাকুরিবতী [ফা চাকরী+স বতী] *বিণ স্ত্রী* চাকরি করে এমন; চাকরিজীবী। 'বন্ধু-বান্ধব মহলে চাকুরিবতী স্ত্রী কার কার ঘরে আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

চাকুরি-বাকুরি, চাকুরী-বাকুরী [ফা চাকরী>] *বি* জীবিকানির্বাহক কার্যাবলি। 'আন্তঃপ্রাদেশিক চাকুরী-বাকুরীর ব্যাপারও আছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

চাকুরিয়া, চাকুরীয়া [ফা চাকরী>] *বি* চাকরিজীবী। 'তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী ... এবং বড় চাকুরিয়া।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'নূতন চাকরীয়া।' *কোহিনূর*, ১৮৯৮।

চাকুরিসমস্যা, চাকুরীসমস্যা [ফা চাকরী+স সমস্যা] *বি* চাকরিপ্রাপ্তি সংক্রান্ত জটিলতা। 'চাকুরীসমস্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

চাকুরে [ফা চাকরী>] *বি* চাকরিজীবী। 'দেশী চাকুরের যাহা কর্ত্তব্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চাকোর [ফা চাকর] ১ *বি* চাকর; সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তি। 'যতো কার্য করেন তাহার চাকোর নফরে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বি* কর্মচারী। 'তোমাকে ওকালতী খেদমতে চাকোর রাখিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। *দ্র* **চাকর**

চাক্কা [স চক্র] *বি* গাড়ির চাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তুবড়ে যেত রেল গাড়ি লাগত গুঁতো চাক্কাতে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

চাক্কু [তু চাকু] *বি* চাকু। 'পদ্মা নদী – কাটাল ভারি, চাক্কুতে যায় কাটা।' *জসীম*, ১৯২৭।

চাক্তি, চাক্তী [স চক্র] ১ *বি* ছোটো চাকা। 'ভিতরের হাতল একটা চাক্তী।' *ক্যালগে*, ১৮০০। ২ *বিণ* গোল ক'রে কাটা হয়েছে এমন। 'চাক্তি চাক্তি মাংস খেতে দিল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চাক্ষুষ [স] ১ *বিণ* চোখ দিয়ে দেখা। 'ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ন্যায় আমার অন্তঃকরণে অবিরত অবভাসিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* চোখের দেখা। 'তোমার সঙ্গে আমার কখনও চাক্ষুষ হইত না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ৩ *বিণ* দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়। 'এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ এবং রাসন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'অনাসৃষ্টির চাক্ষুষ প্রমাণ দেবরা জন্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ [স] *বি* দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য দর্শন। 'চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় – রূপ, বহির্বিষয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

চাখড়ি [ই চক+হি খড়ী] *বি* সাদা মাটিবিশেষ। 'অনেকগুলি পর্ব্বত কেবল চাখড়ি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

চাখনাচুর [হি চখনা+স চূর্ণ] *বিণ* চূর্ণবিচূর্ণ; চুরমার। 'যশোখ্যাতির ঠুনকো এ কাচ করব ভেঙে চাখনাচুর।' *নজরুল*, ১৯৪২।

চাখা [হি চখনা] ১ *ক্রি* স্বাদ দেখা। 'সুধন্য কৌসলকালা তুলিল রন্ধনশালা বিবি চাখে বান্দি যথা রান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কিঞ্চিৎ চাখিয়া সরবত উপহার।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* উপভোগ করা। 'আমি অনন্তকাল সেই স্মৃতি চেখে কাটাতাম।' *হাসান*, ১৯৬৩। **চাখনি করা** *ক্রি* চেখে দেখা। 'চাখনি করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **চাখে** *ক্রি* স্বাদ গ্রহণ করে। 'সুধন্য কৌসলকাণা তুলিল রন্ধনশালা বিবি চাখে বান্দি যথা রান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চেখে** *ক্রি* স্বাদ নিয়ে। 'প্রেমের কি এই শিক্ষে/ বেড়ায় ব্যঞ্জন চেখে।' *লালন*, ১৮৯০। **চেখে খাওয়া** *ক্রি* আস্বাদন করা। 'মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

চাখন [হি চখনা>] *বি* স্বাদ গ্রহণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চাখাচাখি [হি চখনা>] *বি* বারে বারে স্বাদ গ্রহণ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চা-খানা *দ্র* **চা**[১]

চাখি [স চতুষ্ক] *বি* দাবা জাতীয় খেলাবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চাগানো [স তুঙ্গ>] ১ *ক্রি* উসকে দেওয়া। 'সুদের লোভে কাগজ কেনার বাতিক চাগাতে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩। ২ *ক্রি* গুটানো; ওঠানো। 'বাগিয়ে থাপড় দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *ক্রি* চাড়া দেওয়া। 'আত্মসম্মানবোধ ... চাগিয়ে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চাঙ[১]**, চাঙ্গ** [অ চাং, স তুঙ্গ] *বি* প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্য নির্মিত উঁচুস্থান বা মঞ্চ। 'গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চাঙে ওঠা *ক্রি* বিফল হওয়া। 'বিমার ত্রিশ হাজার তো চাঙে উঠলো।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

চাঙ[২] [ফা চাঙ্গ] *বি* চাঁই; খণ্ড। 'মাঝে মাঝে ভেসে আসে বরফের চাঙ।' *হোসেন*, ১৯৪০।

চাঙা চোঙা [ফা চাঙ্গ] *বি* পিণ্ড। 'চাঙা চোঙা করিয়া ভাজ্যা পেল বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাঙড় [ফা চাঙ্গ] **১** *বি* দলা। 'জমাট রক্তের চাঙড়গুলো ধুয়ে ফেললে।' *জীবন*, ১৯৩৩। **২** *বি* খণ্ড। 'মাটির বড় বড় চাঙড় তুলিতেছে।' *তারা*, ১৯৪০।

চাঙারি, চাঙারী [পা চঙ্গোটক] *বি* চওড়া মুখ বাঁশের ঝুড়ি। 'ধামা চাঙারি কুলো প্রভৃতি তৈরি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'মাথার চাঙারী নামাইতেই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চাঙ্গ *দ্র* **চাঙ[১]**

চাঙ্গড় [ফা চাঙ্গ] *বি* খণ্ড। 'এ যে আঁস্তাকুড়ে সোণার চাঙ্গড়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চাঙ্গড়া [পা চঙ্গোটক] *বি* বাঁশের তৈরি ঝুড়ি। 'বান্ধিআ বাঁশের আগে পাটের পাছড়া ফিরাইল শত পল সুবর্ণ চাঙ্গড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাঙ্গা [স তুঙ্গ] **১** *বিণ* দূরীভূত। 'জরুর ভজনে বৈ চাঙ্গা নাহি হইবে দরদ।' *গরীব*, ১৭৫০। **২** *বিণ* উন্নত। 'লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুঈনদের চাঙ্গা শির!' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বিণ* উচ্চমূল্যসম্পন্ন। 'আমরা লবণ এমন চাঙ্গা কৈরা দিছি।' *মনসুর*, ১৯৪৫। **৪** *বিণ* সতেজ; সজীব। 'টবের গাছগুলিতে পানি ঢেলে নিড়েন দিয়ে রোদ লাগিয়ে চাঙ্গা করে তোল তুমি।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

চাঙ্গি, চাঙ্গী [অ চাং] *বি* ছাউনি। 'ঢের জায়গা আছে এখানে চাঙ্গি করি।' *কেরি*, ১৮০২; 'যবন উঠায়ে চাঙ্গী, নগরেতে করিল প্রবেশ।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

চাচর [স চর্চরী] *বিণ* কোঁকড়া। 'সুবলিত মস্তকে চাচর ভাল কেশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চাচরি [হি] *বি* এক ধরনের নৃত্যগীত। 'নাচিছে চাচরি সঙ্গে তিন্ন যথা রহে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চাচা [হি চাচা] **১** *বি* পিতার ভাই বা পিতার বন্ধু। 'গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যাবত তোমার চাচা নাহি আসে দেশে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* চাচার মতো বয়স্ক ব্যক্তি। 'ঠকচাচা দেখিলেন গতিক বড়ো ভালো নয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চাচা আপন বাঁচা – বিপদের মুহূর্তে অন্যের কথা না ভেবে নিজেকে নিরাপদ করা। 'কেবা আপত্তি করে! চাচা আপন বাঁচা।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

চাচাশ্বশুর *বি* স্ত্রী বা স্বামী অথবা স্ত্রীর চাচা। 'বৃদ্ধ চাচাশ্বশুরের সেবা করবে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

চাচী [হি] *বি* পিতার ভাইয়ের স্ত্রী। 'তখন মাথা কুটে চাচী মরে।' *মিত্রপ্রকাশ*, ১৮৭১।

চাঞ্চল্য [স] **১** *বি* চপলতা। 'শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অস্থিরতা। 'এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

চাঞ্চল্যকর [স] **১** *বিণ* আগ্রহব্যঞ্জক। 'কয়েকটা দিন আগে এমন চাঞ্চল্যকর জ্ঞান নাই বা জুটিত।' *মানিক*, ১৯৩৯। **২** *বিণ* উত্তেজনাপূর্ণ। 'চাঞ্চল্যকর মোকাদ্দমার ফলে ... অনেকেই মীরপুরের নাম জানে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চাঞ্চল্যজনক [স] *বিণ* চাঞ্চল্যকর। 'আধুনিক খবরের- কাগজের ভাষায় যাকে বলে চাঞ্চল্যজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চাট[১] [হি] *বি* চেটে খাওয়ার মতো মুখরোচক খাদ্যবিশেষ। 'দু-পয়সার চাট দিগে, তামাক টামাক যা চায়, দিস।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

চাট[২] [স চট্>] *বি* ছাপ। 'এ মেঝের উপর কখনো কোনো জুতোর চাট পড়েনি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চাটগাঁ [স চট্টগ্রাম] *বি* চট্টগ্রাম। 'বাবাজীরা চাটগাঁ ও চন্দননগরের আমদানী পেরু ও মোরোগের মত থার্ড ক্লাস বদ্ধ হয়ে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ কত্তে চল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চাটগামী [স চট্টগ্রামী] *বি* বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'সন্দীপী ও চাটগামী নামে পরিচিত।' *এসলাম*, ১৯১৮।

চাটগেঁয়ে *বিণ* চট্টগ্রামের। 'তাহারদিগের ন্যায় পোসাক পরিলে চাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গি দেখায়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

চাটনি, চাটনী [হি চাটনী] *বি* টক-মিষ্টি স্বাদবিশিষ্ট খাবারবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তাই সাথে চাই ঝালের চাটনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'এ যে চাটনীর মসলা –।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

চাটা[১] [হি চাটনা>] *ক্রি* লেহন করা। 'লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **চাটি** *ক্রি* লেহন করি। 'ঝোলমাখা মাস নিয়া চাটি করে চাটি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **চাটিতে** *ক্রি* লেহন করতে। 'চাটিতে লাগিলা মাত্র না চটিলা পাএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **চাটিলা** *ক্রি* লেহন করলো। 'চাটিলা খুড়ার অঙ্গ জিহ্বাএ নবীর।' *সুলতান*, ১৭০০। **চাঠে** *ক্রি* লেহন করে। 'পায় চাঠে লাউসেনে পাতাল চায় নিতে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চাটা[২] [হি চাটনা>] *বিণ* চেটে খায় এমন। 'কথা ঝুটা, নজর ছোটা, পাতচাটা চাটা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চাটাচাটি *বি* অব্যাহত চাটা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চাটাই [স কট] *বি* মাদুর; দরমা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া ... চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চাটি, চাটী [স চপেটী>] **১** *বি* হাত অথবা আঙুলের আঘাত। 'তবলার চাটীর শব্দ।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* উচ্ছেদ। 'অনেক লোকের ভিটেমাটি চাটি করিয়াছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চাটিগ্রাম *বি* চট্টগ্রাম। *এডমন*, ১৭৯০; 'মোং চাটিগ্রামে ১৩ আকটোবর অবধি।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

চাটিম [ধ্বন্যা] *বি* চাঁটি মারার শব্দ। 'তাল ধুমাধুম পৃষ্ঠে, – মাথায় চাটিম চাটিম!' *নজরুল*, ১৯২৬।

চাটিম চাটিম [ধ্বন্যা] *বি* তবলার বোল। 'বাঁয়া-তবলার পিছনে ঘাপটি মেরে চাটিম চাটিম বোল তোলে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চাটিমকলা *বি* এক প্রকার কলা। 'আধখানা চাটিমকলা খেয়ে বললে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

চাটী *দ্র* **চাটি**

চাটু[১] [স চিপিটি] *বি* লোহার তাওয়া বা ভাজবার পাত্রবিশেষ। 'লোহার চাটুতে তপ্ত তৈলে কৈ মাছ ভাজে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চাটু[২] [স] *বি* তোষামোদ। 'পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিথ্যে চাটু মক্কা কাশী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চাটুকথা [স] *বি* তোষামোদপূর্ণ বাক্য। 'তখন শুনেছি বহু চাটুকথা, শুনিনি এমন সত্যবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

চাটুকর [স] *বিণ* তোষামোদকারী। 'তোমরাও চাটুকর/ সভাসদসম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চাটুকার [স] *বিণ* তোষামোদকারী। 'কোনও কালেই প্রসাদাকাঙ্ক্ষী চাটুকার ছিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'এই বিনা বেতনে চাটুকার এবং

জাদুকরের কাজ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চাটুকারিতা [স] *বি* তোষামোদ; মন জুগিয়ে কথা বলা। 'সে স্থলে যদি চাটুকারিতা দোষ উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

চাটুগান [স] *বি* তোষামোদ রূপ গান। 'চাটুগান শুনি সারা নিশিদিন করি না ক্ষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চাটুচাতুর্য [স] *বি* তোষামোদী কৌশল। 'চমৎকার চাটুচাতুর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চাটুবচন [স] *বি* তোষামোদপূর্ণ কথা। 'প্রথমতঃ, শত শত চাটুবচনেও, যে ব্যক্তি আলাপ করে নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'চাটু বচনের মিষ্টি রচন জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চাটুবাক্য [স] *বি* তোষামোদপূর্ণ কথা। 'দুটো চাটুবাক্যের আঁচ দিয়াই তাঁহাদিগকে ননীর মতন গলাইয়া ফেলিবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

চাটুবাণী [স] *বি* খোশামুদে কথা। 'কারা চলে গির্জায়/ চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চাটুবাদ [স] *বি* খোশামুদে কথা। 'পরচর্চা, প্রশংসা চাটুবাদে, তেজ ক্রোধে, এবং ধর্মপ্রীতি ধর্মান্ধতার স্তরে নেমে আসতে পারে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

চাটুভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* চাটুবাক্য বলে এমন। 'চাটুভাষিণী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চাটুভাষী [স] *বিণ* চাটুবাক্য বলে এমন। 'চাটুভাষী সভাসদের ন্যায় গোবিন্দমাণিক্য সেই কিরীটী শিশুকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

চাটু[৩] [হি চড্ডা (ফোঁড়াবিশেষ)] *বিণ* ফোঁড়াযুক্ত। 'চাটু হস্তে মাছি মারতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চাটুজ্যে [স চট্টোপাধ্যায়] *বি* হিন্দু পদবি বিশেষ। 'তোমার বাসার পার্শ্বেই বিপ্রদাস চাটুজ্যের বাড়ি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চাটুতি *বি* হিন্দু পদবি বিশেষ। 'ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

চাট্টি [চার>] *বি* অল্প পরিমাণ খাবার। 'মা-গো, চাট্টি খেতে দাও।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

চাট্টিখানি *বিণ* অতি অল্প। 'নজর শুধু কাবুলের চাট্টিখানি ঘাসের উপর।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চাড় [স চাপ>] **১** *বি* চাপ। 'মানব স্বভাব এই যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* আগ্রহ; গরজ। 'রাত্তির হোলে যত লেখা-পড়ার চাড়।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **৩** *বি* তাগাদা। 'নাইবার চাড় নেই বলে কলতলায় ভিড় কম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চাড় দেওয়া **১** *ক্রি* তা দেওয়া; হাত বুলানো। 'নিশ্চল হাতে পিস্তল কাঁপে তবু গোঁফে দাও চাড়।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *ক্রি* কোনো কিছু ফাঁক জন্য বিশেষ চাপ দেওয়া। 'মুখের ভিতর লোহার শিক পুরে দিয়ে মোক্ষম চাড় দিয়ে তবে মুখ খোলা যেত।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

চাড়া[১] *বি* তালু। 'মাথার চাড়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চাড়া[২] [স চাপ>] **১** *বি* মোচড়; তা। 'গরবেতে গোঁপে দেয় চাড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* গরজ। 'এখন শহরবাসী বলে তেমন চাড়া নেই।' *শওকত*, ১৯৭২।

চাড়া দিয়ে ওঠা *ক্রি* জেগে ওঠা। 'ওর মনের ভেতর চাড়া দিয়ে ওঠে।' *জীবন*, ১৯৩২।

চাড়া দেওয়া *ক্রি* তা দেওয়া; হাত বুলানো। 'বেকার বসিয়া বৃথা গোঁফে চাড়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চাণক্য [স] *বিণ* রাজা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের মতো ধূর্ততাপূর্ণ। 'ঈষত হাসিয়া বলে চাণক্য বচনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

চাণক্যতা [স] *বি* কূটনৈতিকতা। 'কলাকৌশল ধূর্ততা চাণক্যতা পরিহার করিয়া যথার্থ পুরুষের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

চাণক্যনীতি [স] *বি* চাণক্যের নীতি। 'ছোট্ট মাথাটিতে অনায়াসে চাণক্যনীতি খেলে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

চাণ্ডাল [স চণ্ডাল] **১** *বিণ* (গালি) অত্যাচারী। 'চাণ্ডাল কাহ্নাঞি এবেঁ বল করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পৌরাণিক নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সুনিঞা চাণ্ডাল গুহা আইল ধাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **চণ্ডাল**

চাতক [স] **১** *বি* পাখিবিশেষ – বৃষ্টির পানির জন্যে চেয়ে থাকে বলে কথিত। 'মরে চাতক পিতে না পাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* তৃষ্ণার্ত জন। 'চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চলো হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

চাতক-উদ্বেগ [স] *বি* চাতক পাখির মতো উৎকণ্ঠা। 'চাতক-উদ্বেগে চাই ঊর্ধ্বে হলধর।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

চাতকপক্ষ [স চাতকপক্ষী] *বি* চাতক পাখি। চৌদিগে চাতকপক্ষ করে পিউ পিউ।' *মালাধর*, ১৫০০।

চাতকিনী [স] *বি স্ত্রী* চাতক পাখি। 'আর তোষে চাতকিনী-দলে জলদানে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চাতকী [স] *বি স্ত্রী* চাতক পাখি। 'চাতক চাতকী জল মাগে ঘন ঘন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাতর [স চত্বর] *বি* চত্বর। 'নগর চাতরে ফিরে কেহ নাঞি সঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাতাল [স চত্বর] *বি* চত্বর। 'কাক পাহাড়ের চাতালের গোড়ায় নিকট এক শর গাছের উপর বাসা করিয়াছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

চাতুরতা [স] *বি* চালাকি। 'ধর্মাবতারের ধূর্ততা, চাতুরতা সীমারের বুঝিতে আর বাকী নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

চাতুরাই [স চতুর>] *বি* চাতুরী। 'এ সখি ন কর বহুত চাতুরাই।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চাতুরালী [স চতুর>] *বি* চাতুর্য। 'চাতুরালী পরিহর মোরে দেহ দান।' *বড়ু*, ১৫৭০।

চাতুরি [স চাতুরী] **১** *বি* চালাকি। 'বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* চাতুর্যপূর্ণ। 'বচন চাতুরি তোর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মন বুঝি সদাগর চাতুরি বচনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* কৌশল। 'ঐ সে জানে ত্রিকলা মোহন চাতুরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* প্রতারণা। 'খেঁকশিয়ালী যদ্যপি কৌতুকাপেক্ষে প্রায় চাতুরিতে অধিক রত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৫** *বি* বুদ্ধিকৌশল। 'অরুণা তার বাবার চাতুরি স্পষ্টই ধরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৬** *বি* ফন্দি। 'চাতুরি দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

চাতুরী [স] **১** *বি* চালাকি। 'আচার্য্য কহেন ছাড় তুমি আপন চাতুরী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ঠকানোর কৌশল; হাত-সাফাই। 'হাসয়ে সকল শিশু দেখিয়া চাতুরী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* শঠতা। 'প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা, মনে করে অন্তর্দ্দাহ কর্চ্চে ...।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৪** *বিণ* কৌশলী। 'পয়সা বাঁচাবার জন্যে নানাপ্রকার গিন্নিপনার চাতুরী খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চাতুরীজাল [স] *বি* নানা রকমের ছলনা। 'কেন করিলে হরণ/ স্বর্গের চাতুরীজালে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চাতুর্বর্ণ্য, চাতুর্ব্বর্ণ্য [স] *বি* চার বর্ণ। 'প্রতি পরিবারে চাতুর্ব্বর্ণ্য কালো, ধলো, বুল্লু, ব্রাউন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

চাতুর্বিধ, চাতুর্ব্বিধ [স] *বিণ* চার রকমের। 'চাতুর্ব্বিধ প্রকার চব্য চষ্য লেহ্য পেয়।' *রামরাম*, ১৮০১।

চাতুর্মাস্য, চাতুর্ম্মাস্য [স] *বি* চারমাস ব্যাপী পালনীয় ব্রতবিশেষ। 'নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ভট্টের আজ্ঞা লঞা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চাতুর্য, চাতুর্য্য [স] **১** *বি* দক্ষতা। 'অন্তরে নাহিক ভাগ্য চাতুর্যে কি করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* চতুরতা। 'চাতুর্য্য করিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠান।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* নৈপুণ্য। 'কত বিবি আমার নয়নভঙ্গির চাতুর্য্যে মোহিত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮; 'আশ্চর্য চাতুর্য ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৪** *বি* কৌশল। 'তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চাতুর্যতা, চাতুর্য্যতা [স] *বি* চতুরতা। 'যোটকতা ব্যবসায় স্বাভাবিক চাতুর্য্যতায় যুবতীর যৌবন ধন লুটাইবার নিমিত্ত ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চাতুর্যময়ী, চাতুর্য্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। 'বিমলা সুন্দরী, প্রেমিকা, রসিকা, প্রগল্‌ভা, চাতুর্য্যময়ী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

চাদর [ফা] **১** *বি* পেতে দেওয়ার মতো বস্ত্রবিশেষ। 'সুজনি চাদর দিলা বসিতে বিবিগণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢাকার বস্ত্রবিশেষ। 'একটা মানুষ চাদর মুড়ি দিয়া যাইতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪; 'জাহাজের খোলের মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়া গুটিসুটি মারিয়া বসিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বি* ধাতব পাত। 'একটা পিত্তলের চাদরের ঘটী, একটা মাটির ছোবা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চাদরবিভূষিত [ফা চাদর+স বিভূষিত] *বিণ* চাদর দ্বারা সজ্জিত। 'তাঁহাদের চাপকান চেন চাদরবিভূষিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চা-দানি *দ্র* চা[১]

চান্দিক [চারিদিক] *বি* চারদিক; সব দিক। 'চান্দিক দিয়ে ... সর্বনাশ হয়ে গেল যে!' *মানিক*, ১৯৪০।

চান [স স্নান] *বি* স্নান। 'আঁধা বাঁঝা রোগী কুষ্ঠী চান করেন জলে।' *রামাই*, ১৭১০।

চানক [স চন্দ্রক] *বি* চাঁদোয়া। 'চানক দিল মানিক ভাণ্ডার পুখুর আড়র উপর।' *রামাই*, ১৭১০।

চানকা [স চন্দ্রক] *বি* বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি খিলান আকৃতির খাঁচা। 'অগ্রাকার বহুতর চানকার মধ্যে পরিষ্কার ইষ্টকচূর্ণ পথ সুরচিত ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

চানকানো *ক্রি* চাঙা করা। 'আঙারধানী চানকে তোলে মন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

চানা [স চণক] *বি* ছোলা; বুট। 'আপনে রহে এক পৈসার চানা চাবানা খাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চানাচুর [স চণকচূর্ণ] *বি* বুটের ডাল, বাদাম ইত্যাদি ভেজে তৈরি খাবার বিশেষ; ডালমুট। 'চানাচুর ভাজায় ঝালছিটের মতো।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চানার *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'সমগ্র কাশ্মীরে তাঁরাই চানার নামক মনোরম বৃক্ষ রোপণ করেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চানেল [ই] *বি* প্রণালী; প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জলপথ। 'ব্রিটিস চানেল নামক অনতিবিস্তৃত সাগরের তটস্থিত সেন্টমেলো নগরে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

চান্দ [স চন্দ্র] *বি* চাঁদ। 'চান্দসুজ্জ বেণি পখা ফাল।' *চর্যা ৪*, ১২০০; 'দেখি লাজে গেলা চান্দ দুঈ লাখ যোজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চান্দকান্তি [স চন্দ্রকান্তি] *বি* চাঁদের মতো চেহারা। 'চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ।' *চর্যা ৩১*, ১২০০।

চান্দবদন [স চন্দ্রবদন] *বিণ* চাঁদের মতো সুন্দর মুখের অধিকারী। 'দেখি সর্ব তাপ হরে সে চান্দবদন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চান্দমুখ [স চন্দ্রমুখ] *বি* চাঁদের মতো মুখ। 'গাওখানি মোড়া দিয়া উঠে রাধে চান্দমুখ চাই।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

চান্দসম [স চন্দ্রসম] *বিণ* চাঁদের মতো। 'মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চান্দের মাস *বি* পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের যে-সময় লাগে (২৯.৫ দিন) সেই দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মাস। 'চান্দের মাস।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

চান্দের হাঁস *বি* গলায় পরার দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো আকৃতির অলঙ্কারবিশেষ; চন্দ্রহাঁস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চান্দন [স চন্দন] *বি* চন্দন। 'বিভূতি ভূষণ নহি চান্দনক রেনূ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চান্দনী [স চন্দ্রিমা] *বিণ* চাঁদনি। 'উজর চান্দনী রাতি/ মন্দিরে রতনবাতি।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

চান্দনীবাটী [স চন্দন>] *বি* চন্দন কাঠ দিয়ে তৈরি নাটমন্দির। 'রথযাত্রা মহোৎসবার্থ যে নাট্যালয় অর্থাৎ চান্দনীবাটী নির্ম্মিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

চান্দা[১] [স চন্দ্র] *বি* চাঁদোয়া। 'কিতা কথুবায় বান্ধ্যা উপরে টানায় চান্দা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চান্দা[২] [ফা চান্দাহ্] **১** *বি* সংগ্রহ। 'লোকেরদের উপকার নিমিত্ত চান্দা করিয়া টাকা দিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* বহুজনের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ। 'এই পাঠশালার নিমিত্তে একটা চান্দা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

চান্দাগুঁড়া [স চন্দ্রগুণ্ডক] *বি* একপ্রকার ছোটো মাছ। 'চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

চান্দি [স চন্দ্র>] **১** *বি* রুপা। 'টাকসালে চান্দি সোনা লওয়া জাবেক।' *ক্যালণে*, ১৭৮৭। **২** *বি* মাথার তালু। 'চান্দিতে পাট দিয়া হাত পঞ্চাশেক একটি নকল টিকি লাগাইয়া ...।' *জসীম*, ১৯৬০।

চান্দিনিচক [হি চাঁদনী চৌক] *বি* প্রধান বাজার। 'চান্দিনিচকের চিকিৎসালয়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

চান্দোয়া [স চন্দ্রাতপ] **১** *বি* শামিয়ানা। 'উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* রুপা। 'হীরা জড়ি চান্দোয়া যে মাণিক্য পেখন।' *সুলতান*, ১৭০০।

চান্দ্র [স] *বিণ* চাঁদ-সম্বন্ধীয়। 'হিজরী সনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌরমানের গণনার বৈলক্ষণ্যে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

চান্দ্রমান [স] *বি* চান্দ্রমাসের হিসাব। 'হিজরী সনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌরমানের গণনার বৈলক্ষণ্যে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

চান্দ্রমাস [স] *বি* পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসতে চাঁদের যে সময় লাগে (২৯.৫ দিন) সেই দৈর্ঘ্যের মাস। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'কল্য সপ্তম

চান্দ্রমাসের পঞ্চদশ দিবস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

চান্দ্রায়ণ, চান্দ্রায়ন [স চান্দ্রায়ণ] *বি* এক চান্দ্রমাস পালনযোগ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের কঠোর কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ উপবাসবিশেষ। 'সটকাল তৃকাল চান্দ্রায়ন ব্রত বিধি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তোর মুখ দেখলেও চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চান্দ্রিক [স] *বিণ* চাঁদের। 'চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

চান্স [ই] *বি* সম্ভাবনা। 'তোমার প্রমোশনের কোনো চান্স নেই।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

চাপ[1] [স] **১** *বি* পেষণ: পীড়ন। 'সহিতেঁ নারিবি চাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* চাপ পড়েছে এমন অবস্থা। 'ভীষণ অপমানের চাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **৩** *বি* তাড়া। 'জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৪** *বি* ভর। 'হাওয়ার চাপ এক ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া জিনিসের উপর প্রায় সাতাশ মণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৫** *বি* ভেদাভেদ। 'আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চাপকল [স চাপ+কল] *বি* নলকূপ। 'চাপকলের জল খালি কষটা লাগে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

চাপ-চাপ [স] **১** *বিণ* খণ্ড খণ্ড হয়ে আছে এমন। 'করোটি, হাড়পোড়া, ধুলো – চাপ-চাপ জমাট রক্ত।' *নীরেন*, ১৯৪৪। **২** *বিণ* অত্যন্ত ঘন। 'চাপ চাপ অন্ধকার জমেছে নদীর উপরে।' *হাসান*, ১৯৬৪।

চাপবন্দী [চাপ+ফা বন্দী] *বিণ* নিবিড়ভাবে দলবদ্ধ। 'গরুর গায়ে মাছি বসে থাকে চাপবন্দী হয়ে।' *তারা*, ১৯৪৬।

চাপমান যন্ত্র [স] *বি* বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র; ব্যারোমিটার। 'আধঘণ্টার মধ্যে চাপমান যন্ত্র দুই ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

চাপরক্ত [স] *বি* জমাট রক্ত। 'যেখানে যাও সেখানে চাপরক্ত পাবে শীর্ণ করপুটে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

চাপ[2] [স] *বি* ধনুক। 'চাপ লগ্নে শনৈশ্চর তুলালগ্নে ভৃগুবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাপগারি [স চাপ+ফা গারি] *বি* ধনুর্বিদ্যা। 'করিআ আখড়া ঘরে দণ্ডযুদ্ধ কেহ করে মল্লবিদ্যা গুলি চাপগারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাপদার [স চাপ+ফা দার] *বি* ধনুকধারী। 'চকের মুড়া পর্য্যন্ত দোকাতারি আসাবরদার ও চাপদার।' *রামরাম*, ১৮০১।

চাপ[3] [স] *বি* চাঙড়। 'মাটির একটা চাপ ছাড়াবার চেষ্টা করছিল।' *তারা*, ১৯৪৬।

চাপকান, চাপকাণ [ফা] *বি* লম্বা জামাবিশেষ; শেরওয়ানি। 'চাপকান, পাজামা, পাপোষ, পাগড়ী আমামা ... ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'আমি তোমায় চাপকাণ পাগড়ী দিচ্ছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

চাপচুপ [চুপ>] *বিণ* চুপচাপ। 'ঘরের কোণে বসে আছো/ কেন অমন চাপচুপ।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

চাপটানো [স চিপিট>] *ক্রি* পেষণ করা। 'চলন ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী চাপটিল জীবন মোর।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **চাপটিল** *ক্রি* পেষণ করলো। 'চলন ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী চাপটিল জীবন মোর।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

চাপড় [স চর্পট>] *বি* থাপড়। 'চাপড় মারিয়া কৃষ্ণে এক ভিতে করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চাপড়া [স চাপ>] *বি* ঘাসসহ মাটির খণ্ড। 'সর্ব্বত্র ঘাসের চাপড়া দ্বারা অতিসুশোভিত হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

চাপড়া চাপড়া *বিণ* ছোপ ছোপ। 'চাপড়া চাপড়া রং চড়িয়েও তাকে দাম্পত্য কলহ কোনোমতেই বলা যায় না।' *মানিক*, ১৯৩৮।

চাপড়ানি *বি* মৃদু চাপড়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চাপড়ানো [স চর্পট>] *ক্রি* প্রশংসা প্রকাশ করার জন্যে টেবিলের উপর হাত দিয়ে মৃদু আঘাত। 'ইংরাজি ইস্‌পিচ ও টেবিল চাপড়ান চল্লো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'বিছানাটার মাঝখানে বালিশ চাপড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চাপদাড়ি [ফা চাপীদন] *বি* ছেঁটে-রাখা ঘন দাড়ি। 'চাপদাড়ি শোভে জনু।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চাপন [চাপ] *বি* নিষ্পেষণ; দলন। 'গজ-চাপনে যেমন ভাঙ্গে নল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাপর [স চর্পট>] *বি* চড়। 'তাহা সভার অস্ত্র নিল চাপর মারিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

চাপরাশ [ফা চপরাস] *বি* পরিচয় অঙ্কিত ধাতুফলকবিশেষ। 'রাম চাপরাশ গলায় বাঁধিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

চাপরাশবাহক [ফা চপরাস+স বাহক] *বি* ভৃত্য; বেয়ারা। 'সকল দেশেই চাপরাশবাহকের একই চরিত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

চাপরাশি, চাপরাশী [ফা চপরাস] **১** *বি* বেয়ারা; পেয়াদা। 'তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল চিন্তারাম চাপরাশী এসে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* উর্দি ও তকমা পরিহিত কর্মচারী। 'তাঁর চাপরাশি সে কথা তাঁকে জানায়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চাপরাস [ফা চপরাস] **১** *বি* বেয়ারার কাজ। 'চাপরাসের মূল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **২** *বি* পরিচয় অঙ্কিত ধাতুফলকবিশেষ। 'আরদালি খুড়ো চাপরাসখানি ইটের গুঁড়ো দিয়ে ঘসে ঘসে ফরসা করে এনেছিলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। **৩** *বি* পদক; সম্মানসূচক খেতাব। 'গবর্মেন্টের চাপরাস বুকে বাঁধিবার কোনো দরকার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চাপরাসি, চাপরাসী [ফা চপরাস>] **১** *বি* পেয়াদা। *এডমন*, ১৭৯০; 'পোলীসের কোন চাপরাসিও নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি* পিয়ন। 'হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মার-প্যাঁচ বোঝে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

চাপরাসিগিরি [ফা চপরাস+স গিরি] *বি* পেয়াদার কাজ। 'তারা শুধু বেহেশতের ... চাপরাসিগিরি করবে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

চাপলি *বি* জুতাবিশেষ। 'মারহাট্টি চটি কি মাদ্রাজী চাপলি।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

চাপলুস [ফা] *বি* মোসাহেব। 'হেনকালে আহম্মদ চাপলুস আইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

চাপল্য [স] **১** *বি* চপলতা। 'এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বাকচাতুরী। 'তুই চাপল্য করিস না।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* অস্থিরতা। 'চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৪** *বি* হালকা মনোভাব। 'আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৫** *বি* ছেলেমি; প্রগলভতা। 'বেশভূষায় মনোযোগ দেওয়াকে চাপল্য, এমন-কি, অন্যায় মনে করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

চাপা[1] [চাপ>] **১** *বি* দল। 'একে চাপে চলিয়াছে দুই শত ধোপা।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বিণ* গোপন। 'পাছে বুঝ মাসি কিছু করিয়াছে চাপা।'

কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ *বিণ* চ্যাপটা। 'পৃথিবীও গোল কিন্তু উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৪ *বি* পিষ্ট। 'নিজের গাড়ির তলে চাপা পড়ার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৫ *বিণ* পাতলা। 'বঙ্কিমবাবুর খড়্গনাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৬ *বিণ* অস্পষ্ট। 'স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৭ *বিণ* ঢাকা। রাগিণী মোর পড়েছে আধো চাপা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৮ *বিণ* মৃদু। 'ডাকছে মিষ্টি চাপা সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৯ *বিণ* অশ্রুত। 'বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদন হুহু করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চাপাকান্না *বি* অব্যক্ত কান্না। 'আমার সেই গোপন আকাঙ্ক্ষিতার বাষ্পরুদ্ধ চাপাকান্নার আকুলতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চাপাচাপি [চাপ>] ১ *বি* ঠাসাঠাসি। 'লোকের চাপাচাপিতে ছত্রিশ জন মরে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* জোরাজুরি। 'কোনো ভয় নেই, বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি কোনো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ৩ *বি* গোপনীয়তা। 'যে কথা সংসার-সুদ্ধ লোকে জানে, তার আর চাপাচাপি কি?' *শরৎ*, ১৯১৭।

চাপাডাল [চাপ+ডাল] *বিণ* ঢালে ঢাকা। 'ধায় পাইক চাপাডাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাপাবসা *বিণ* চোয়ালভাঙা। 'খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা চাপাবসা একটা লোক।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

চাপা², চাপানো [চাপ>] ১ *ক্রি* চেপে ধরা। 'তিঅড্ডা চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী।' *চর্যা ৪*, ১২০০; 'গলা চাপি প্রান নিল পড়িল কীঙ্করে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* দংশন করা। 'আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* স্থির হওয়া। 'গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* ভিড়ানো। 'অনেক যতনে আণি চাপাইল ঘাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শুন ঘাটিআল নাঅ চাপায়িআঁ ঘাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৫ *ক্রি* আরোহণ করা। 'তোর পিঠে চাপি আমি রঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *ক্রি* পেষণ করা। 'পাথর চাপানে বীর করে থরথর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৭ *ক্রি* বন্ধ করা। 'দুয়ার চাপিয়া দিল থানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৮ *ক্রি* দোহন করা। 'কালিয়া কুচের আগে দুগ্ধ দেখে চাপি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৯ *ক্রি* ভর দেওয়া। 'শার্দূল চাপ্যাছে দড় লাউসেন রাউত।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ১০ *ক্রি* ঠাসা। 'বুকেতে চেপে ধরে বলিছে – ঘুমো ঘুমো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ১১ *ক্রি* চুলায় রান্নার জন্য বসানো। 'ভাত চাপাইয়া জয়া রান্নাঘরের বাহিরে।' *মানিক*, ১৯৩৬। **চাপিআ** *ক্রি* চেপে। 'আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে দুর্গাবর আখণ্ড চাপিআ তার বসিব গাবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চাপিআঁ** *ক্রি* চেপে। 'গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চাপিয়া** *ক্রি* চেপে। 'কাহারে চুম্বএ কপোল চাপিয়া ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **চাপিল** *ক্রি* চেপে ধরলো। 'বিসরী রাধার বোল চাপিল দশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চাপী** *ক্রি* চেপে ধরে। 'তিঅড্ডা চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

চাপা দেওয়া ১ *ক্রি* গোপন করা। 'বড় বৌমা কথা চাপা দেয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *ক্রি* ঢেকে রাখা। 'উহাকে চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চাপা পড়া *ক্রি* দৃষ্টির আড়ালে পড়া। 'চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদির মধ্যে চাপা পড়ে গেল মানুষের হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি।' *বেগম*, ১৯৭২।

চেপে আসা *ক্রি* প্রবলভাবে হওয়া। 'এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চেপে ধরা, চাপিয়া ধরা ১ *ক্রি* জড়িয়ে ধরা। 'সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা। 'কঠিন বিচারক সেটাকে চাপিয়া ধরিয়া সুখ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চেপে পড়া, চাপিয়া পড়া *ক্রি* হাপিত্যেশ করা। 'প্রত্যেক ঘটনার উপর যে ব্যক্তি বুক চাপিয়া পড়ে, সে অতি হতভাগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চেপে বসা *ক্রি* পুরাদস্তুর অধিকার করা। 'একবার চাপিয়া বসিলে তাহাদের পুরাতন ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

চেপে রাখা *ক্রি* গোপন করা। 'সে-সব কথা মানুষ চেপে রাখতেই ভালোবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চাপাচুপি দেওয়া [চাপ>] *বি* জোরাজুরি করা। 'কোনোরকমে চাপাচুপি দিতে গেলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চাপাটি [চাপ>] *বি* হাতে চাপড়িয়ে তৈরি পাতলা রুটিবিশেষ। 'চাপাটির মত পাতলা রুটি বানাবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চাপান [চাপ>] *বি* ভিড়। 'বেড়িআ মসান পাইকের চাপান ঘনবাজে দামামা পড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চাপান দেওয়া *ক্রি* পান করা। 'খেয়ে ঢেকুর তুলে তার উপরে ঢকঢক করে গেলাস দুই-তিন জল চাপান দিয়ে তখন সাহেবের দিকে দৃষ্টি পড়ে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

চাপানি [চাপ>] *বি* খিল। 'গেটের চাপানিটা লাগিয়ে দু'পা এগুতেই ... বৈঠক খেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

চাপানো¹ দ্র চাপা²

চাপানো² [চাপ>] ১ *বিণ* ঢাকা। 'আধখানা ভাঙা কপাট চাপানো আড়াই হাত একটা ফোকরে।' *অবন*, ১৯২৭। ২ *বি* ভার স্থাপন করা। 'পঁচিশ মণ বাটখারা চাপানো দোষের নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চাপিল [চাপ>] *বিণ* সংকুচিত। 'চাপিল বস্ত্র।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চাপিল করা *ক্রি* সংকুচিত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চাপুনি [চাপ>] *বি* চাপ। 'সইতে পারে না তার চাপুনি/ পালাজ্বরে দিল তারে কাঁপুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চাপেলি [চাপ>] *বি* মাছবিশেষ। 'পুকুরে চাপেলি পায়রাচাঁদা মৌরলা আছে।' *জীবন*, ১৯৪০।

চাবকানো [ফা চাবুক] ১ *ক্রি* চাবুক মারা। 'আমি সব বেটাকে থামে বেঁধে চাবকাবো।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'আজ্ঞে, আমায় চাবকান, গোলাম হাজির আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *ক্রি* প্রহার করা। 'জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

চাবকে দেওয়া *ক্রি* চাবুক দিয়ে প্রহার করা। 'মাঝে মাঝে যেখানে যাকে পাচ্ছে সাঁই সাঁই শব্দে দিচ্ছে চাবকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চাবড়া [চাপ>] *বি* ঘাসের চাপড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ঘাসের চাবড়ার ওপর বসল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চাবানা [হি চাবনা] *বি* চাবানোর উপযোগী খাবার। 'আপনে রহে এক পৈসার চানা চাবানা খাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চাবানো [স চর্বণ>] *ক্রি* চর্বণ করা। 'চাবাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **চাবাই** *ক্রি* চর্বণ করি। 'নরম আউক হয়ে লখাইরে চাবাই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চাবালি [স কবল] *বি* চোয়াল। 'এমনি থাপ্পর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়য়ে দেই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

চাবি, চাবী [প] ১ *বি* তালা খোলার ধাতুনির্মিত কাঠি। 'তোমার হাথে তহবিলের চাবি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ভাণ্ডারের চাবী আপনি রাখিতেন।' *প্যারী*, ১৮৬০। ২ *বি* তালা। 'মালতীকে ঘরে চাবি দিয়ে রাখবেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

চাবিঅলা [প চাবি+হি ওয়ালা] *বি* নকল চাবি তৈরি করে যে ব্যক্তি। 'রাস্তা দিয়ে চাবি বাজাতে-বাজাতে যদি কোনো চাবিঅলা যায়।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

চাবি আঁটা *ক্রি* তালা দেওয়া; বন্ধ করা। 'হক ছাহেব মুখে চাবি আঁটিয়া কোনক্রমে দুইকূল রক্ষার অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় আছেন।' *আজাদ*, ১৯৪২।

চাবিকাঠি [প চাবি+স কাষ্ঠিকা] *বি* কলকাঠি। 'তার সর্বস্ব আগলাবার সুন্দর চাবিকাঠি।' *অবন*, ১৯২৫।

চাবিতালা [প চাবি+স তালক] *বি* তালা ও চাবি। 'মার মসলার বাক্সর চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চাবি দেওয়া *ক্রি* তালা দেওয়া। 'জয় বিজয় দ্বারে চাবি দেয় ও চৌকি দেয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

চাবিবদ্ধ [প চাবি+স বদ্ধ] *বিণ* তালাবদ্ধ। 'রিভলভারটি খুলে ট্রাংকের মধ্যে চাবিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।' *সাদত*, ১৯৬৭।

চাবিবন্ধ [প চাবি+স বন্ধ] *বিণ* তালাবদ্ধ। 'তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়িতে চাবিবন্ধ করিয়া আসে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চাবির গোছা *বি* একগুচ্ছ চাবি। 'আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা তাঁর পিঠে ঝুলিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

চাবির রিং *বি* চাবি রাখার কড়া। 'আঁচল-বীণ চাবির রিং।' *নজরুল*, ১৯২৩।

চাবি লাগানো *ক্রি* তালাবদ্ধ করা। 'ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চাবুক [ফা] *বি* চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি প্রহার করার উপকরণ। 'বুকেতে মারিয়া চাবুকের ঘা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

চাবুক খাওয়া *ক্রি* চাবুকের প্রহৃত হওয়া। 'যে ব্যক্তি চাবুক খাইয়া স্থির থাকে, সেই কাপুরুষ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

চাবুক-জ্বালা [ফা চাবুক+স জ্বালা] *বি* কশাঘাত। 'বিদ্রূপের চাবুক-জ্বালা, অনাদর, অপমান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চাবুক মারা *ক্রি* চাবুক দিয়ে প্রহার করা। 'ইন্সপেক্টরকে চাবুক মারে, ঘোড়ার পশ্চাতে দৌড় করায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

চাবুকসোয়ার [ফা] *বি* চাবুকধারী অশ্বারোহী। 'সমুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুকসোয়ার।' *ভারত*, ১৭৬০।

চাবুক হানা *ক্রি* চাবুক দিয়ে আঘাত করা। 'ঐ যে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ চাবুক হানে।' *নজরুল*, ১৯২২।

চাম [স চর্ম>] *বি* চামড়া; ত্বক। 'চামে ঢাকীল গোসাঞি স্ত্রীমায়া পুজিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

চাম কুঠুরি [চাম+স কোষ্ঠ>] *বি* চামড়ায় ঢাকা দেহ; চর্মসার। 'তোমার নাই সবুরি, চাম কুঠুরি।' *লালন*, ১৮৯০।

চামচ [ফা চামচাহ] *বি* কোনো বস্তু তোলার জন্যে ব্যবহৃত ছোটো হাতল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে, পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চামচরা [স চর্মচটিকা] *বি* চামচিকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চামচা [ফা চামচাহ] ১ *বি* চামচ। 'চামচা ৩টা।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'হাবু আনে ছুটি খুন্তি, আবু উঁচাইয়া ধরে চামচা।' *নজরুল*, ১৯৩৩। ২ *বি* চাটুকার। 'যাঁরা বুদ্ধিজীবী তাঁদের বেশির ভাগই বিত্তবান অথবা শক্তিমানের চামচাগিরিতে অভ্যস্ত।' *শিব*, ১৯৫৬।

চামচাগিরি [ফা চামচাহ+ফা গিরি] *বি* চাটুকারিতা। 'যাঁরা বুদ্ধিজীবী তাঁদের বেশির ভাগই বিত্তবান অথবা শক্তিমানের চামচাগিরিতে অভ্যস্ত।' *শিব*, ১৯৫৬।

চামচিকা, চামচিকে [স চর্মচটিকা] ১ *বি* চামড়ার পাখাওয়ালা বাদুড়ের মতো প্রাণীবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; (তুচ্ছার্থে) 'মহাশয় তাঁহাদিগকে ... চামচিকা বরাবর জ্ঞান করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বি* গালিবিশেষ (চামচিকার সঙ্গে তুলনীয়)। 'তাঁহাকে চামচিকে বলিয়া ডাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চামচিটে [স চর্মচটিকা] *বি* চামচিকা। 'লোকটা একেবারে চামার। চিনে জোঁক। চামচিটের মতো বিঝাড়া।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

চামচিটেল [স চর্মচটিকা>] *বিণ* চটচটে বা আঠালো। 'দেখছি চিটে গুড়ের চেয়ে চামচিটেল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চামচে [ফা চামচাহ] *বি* কোনো বস্তু তোলার জন্যে ব্যবহৃত ছোটো হাতল; চামচ। 'আমি চা খাইবার সময়ে দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চামড় *বি* গাছবিশেষ। 'চামড় গাছের বাছি কাটিলেক ডাল।' *বড়ু*, ১৫০০।

চামড়া [স চর্ম] *বি* ত্বক; যে পাতলা আবরণ দিয়ে মাংসপেশি ঢাকা থাকে। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নাড়ীভুঁড়ী চামড়া গুলা থু২ করিয়া ফেলিয়া দি ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

চামড়া খসানো *ক্রি* চামড়া তুলে নেওয়া। 'চামড়া খসাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চামড়াবাঁধানো *বিণ* চামড়া দিয়ে বাঁধাই-করা। 'তার চামড়াবাঁধানো খাতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চামড়ামোড়া *বিণ* চামড়ায় মোড়ানো। 'সেই চামড়ামোড়া প্যাকেটটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

চামড়া-শিল্প [স চর্মশিল্প] *বি* চামড়ার আমদানি, রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প। 'স্থানীয় চামড়া-শিল্পের অসুবিধা দূর করবার জন্যে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চামবাদুড় [স চর্মচটিকা+স বাতুলি] *বি* বাদুড় শ্রেণীর ছোটো প্রাণীবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চামর [স চমরী>] ১ *বি* চমরী গোরুর লেজের লম্বা লোম। 'শেত চামর সম কেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* চমরী গোরুর লেজ দিয়ে তৈরি পাখাবিশেষ। 'ধবল চামরছটা উরমাল ঘাঘর ঘণ্টা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* চুলের গুচ্ছ। 'অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে, অকম্প চামর শিরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৪ *বি* পুচ্ছ। 'ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

চামরধারিণী [স] *বি* চামর দিয়ে বাতাস করে যে নারী। 'কোথা গেল মোর চামরধারিণী?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

চামর ব্যজন [স চমর-ব্যজন] *বি* চমরী গোরুর পুচ্ছ দিয়ে তৈরি পাখার বাতাস। 'চামর ব্যজন নিমিত্ত চামর দেয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

চামরিণী [স চমর>] *বি স্ত্রী* চামর দিয়ে বাতাস করে যে নারী। 'ঢুলাইছে কাঁদি চামরিণী সুচামর।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চামরী [স চমর>] *বি* চমরী গাইয়ের লেজের কেশগুচ্ছ। 'চামরী জিনিঞা তোর চিকণ কবরী।' *বড়ু, ১৫৭০।*

চামর্‍্যা [স চর্ম] *বি* চামড়া। 'চামর্‍্যা পামরি ভোট সকল্লাথ গজ্জঘোট।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

চামসে [স চর্ম>] *বিণ* শুকনো চামড়ার মতো। 'চামসে ধরনের গন্ধ।' *বিভূতি, ১৯৩৮।*

চামাতি [স চর্মপত্র] *বি* চর্মরজ্জু। 'ডাণ্ডুকা চরণে কেন দুহ্যথে চামাতি।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

চামার [স চর্মকার] **১** *বি* চর্মকার। 'চামার বসিল এক ভিতে।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* **২** *বি* (গালি) ইতর লোক। 'ঐ এক বেটা চামার!' *গিরিশ, ১৮৮৯।*

চামারণী [স চর্মকার>] *বি স্ত্রী* (গালি) ইতর লোক। 'নইলে চামারের বেটি চামারণী!' *গিরিশ, ১৮৮৭।*

চামার-নন্দিনি [স চর্মকারনন্দিনী] *বি* (ব্যঙ্গ) চর্মকারের কন্যা। 'আরে আরে, চামার-নন্দিনি।' *গিরিশ, ১৮৮৭।*

চামারে *বিণ* (অপকর্ষমূলক) চর্মকারের উপযোগী। 'আমি চামার – আমার সাথে চামারে কথা ক।' *গিরিশ, ১৮৮৭।*

চামীকর [স চমীকর] *বি* সোনা। 'চাঁপায়ের চারিঘাট চামীকরে বাঁধা।' *মানিকরাম, ১৭৮১।*

চামীকর মাটা *বিণ* সোনা দিয়ে মণ্ডিত। 'চরণে নূপুর চারি চামীকর মাটা।' *মানিকরাম, ১৭৮১।*

চামুণ্ডা [স] *বি* দেবী চণ্ডীর আরেক নাম। 'চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডা চণ্ডবিনাশিনী।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

চামুরি [স চামর>] *বি* চামর দিয়ে বাতাস করে যে। 'শুনহ চামুরি তুমি।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

চামেলা [হি চমেলী] *বি* চামেলি ফুল। 'প্রাতে মল্লি চাঁপা, সাঁঝে বেলা চামেলা।' *নজরুল, ১৯২৮।*

চামেলি, চামেলী [হি চমেলী] *বি* জুঁই জাতীয় ফুলবিশেষ। 'কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৮*; 'বাদলশেষে করুণহেসে যেন চামেলী-কলিয়া।' *রবীন্দ্র, ১৯০০।*

চাম্পা [স চম্পক] *বি* চাঁপা ফুল। 'চাম্পা নাগেশর আর নেআলী মাল্লী।' *বড়ু, ১৪৫০।*

চাম্পাতী *বি* গাছবিশেষ। 'চাম্পাতী চাকলি।' *বড়ু, ১৪৫০।*

চাম্ভলী [স চম্পক-কলি] *বি* চাঁপা ফুলের কলি। 'চাম্ভলী সুকল্প লোচনে।' *বড়ু, ১৪৫০।*

চায়না কোট [ই] *বি* চীনা ঢঙে তৈরি এক ধরনের কোট। 'কারুর কফ ও কলারওয়ালা কামিজ ... কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট।' *হুতোম, ১৮৬১।*

চায়নিজ [ই] *বি* চীনা পদ্ধতিতে তৈরি খাবার। 'চায়নিজ খেতে ভারি ভালবাসে।' *শামসুল, ১৯৭৩।*

চার[১] [পা চতুর] *বিণ* চার সংখ্যক। 'দোসর বস্ত্র গায় দিবে চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া।' *রামপ্রসাদ, ১৭৮০।*

চার আনা *বিণ* এক-চতুর্থাংশ। 'পৃথিবীতে বারো আনা জল চার আনা স্থল।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৭।*

চারআনী *বি* সিকি টাকা মূল্যের মুদ্রা। 'প্যারিসে চারআনী টিকিটের জায়গা ...।' *মুজতবা, ১৯৬০।*

চারকোণা *বিণ* চার কোণবিশিষ্ট। 'দোসর বস্ত্র গায় দিবে চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া।' *রামপ্রসাদ, ১৭৮০।*

চারগাছি *বিণ* চার গুচ্ছবিশিষ্ট। 'তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৪।*

চারগুছি *বিণ* চার গোছাওয়ালা। 'মা তুমি চারগুছির বিনুনি করতে জানো?' *বিভূতি, ১৯২৯।*

চার চন্দ্র *বি* (বাউল) শুক্র, রজঃ, মল ও মূত্র। 'এক চাঁদে চার চন্দ্র মিশে রয়।' *লালন, ১৮৯০।*

চার-দেয়াল *বি* চারদিকের ঘের। 'সমস্ত রাত একা একা ঘরে চার-দেয়ালে।' *শামসুর, ১৯৫৯।*

চারধার *বি* সব দিক। 'দ্বার খুলে দিস চারধারে।' *রবীন্দ্র, ১৯১৯।*

চারপাই [চাপ+স পদ] *বি* চারপায়াযুক্ত খাটিয়াবিশেষ। 'দড়ির চারপাই।' *বিভূতি, ১৯৩৮।*

চারপাইয়ে [চার+স পদ>] *বি* চারপায়াযুক্ত বসার আসবাববিশেষ। 'দ্বারবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া ...।' *বঙ্কিম, ১৮৭৮।*

চার পা তুলে ছোটা *ক্রি* দ্রুত গতিতে যাওয়া। 'বাকি রাস্তাটা একেবারে চার পা তুলে ছুটতে থাকে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫।*

চারপায়ী [চার+স পদ>] *বি* চারপায়াযুক্ত খাটিয়াবিশেষ। 'চারপায়ীর উপর বসিয়া হুঁকা হাতে ...।' *বঙ্কিম, ১৮৭৫।*

চারপাশ *বি* সব দিক। 'উজবক জলবাশে ঘেরিয়াছে চারপাশে।' *ভারত, ১৭৬০।*

চার-পেয়ে [চার+স পদ>] *বিণ* চার পা-ওয়ালা। 'চার-পেয়ে জন্তু যত সহজে তার বহন করতে পারে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৩।*

চার যুগ [স চতুর্যুগ>] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগ। 'চার যুগে ঐ কেলে সোনা শ্রীরাধার দাস হতে পারলো না।' *লালন, ১৮৯০।*

চার রঙ *বি* (বাউল) রজের চার রং – লাল, গোলাপি, পীত এবং সাদা। 'এক ফুলে চার রঙ ধরেছে।' *লালন, ১৮৯০।*

চার[২] [হি চারা] *বি* মাছকে আকৃষ্ট করবার উপযোগী গন্ধযুক্ত মসলা দিয়ে তৈরি খাবার। '... চার ফেললেই মাছ পড়িবে।' *প্যারী, ১৮৫৮।*

চার[৩] *বি* মাচা। 'ঘটিটাকে তুলে রাখল চারের উপর।' *কায়সার, ১৯৬২।*

চারখানা *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'চারখানা, জামদানী এবং মলমলখাস।' *মাহেনও, ১৯৪৯।*

চারটর [ই চার্টার] *বি* সনদ। '১৮১৩ সালের চারটর অর্থাৎ সনন্দের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকের এমত বোধাধিকারের কোন লক্ষণ ছিল না।' *বঙ্গদূত, ১৮২৯।*

চারণ [স] **১** *বি* লোকগায়ক। 'চারণের মতো পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি।' *নজরুল, ১৯২৭।* **২** *বি* পদচারণা। 'মানবের অনন্ত চারণ।' *জীবন, ১৯৪০।*

চারণভূমি [স] *বি* বিচরণক্ষেত্র। 'আমাদের চারণভূমি অতীত।' *ধূর্জটি, ১৯৩১।*

চারণসংগীত [স] *বি* স্তুতিমূলক সংগীত। 'দলিছে দুর্বার দর্পে অতীতের চারণসংগীত।' *সুধীন্দ্র, ১৯২৮।*

চারণা [স চারণ>] *বি* অভিব্যক্তি। 'নির্বৈপ্লবিক মনের চারণা।' *জীবন, ১৯৪৮।*

চারম্যান [ই] *বি* চেয়ারম্যান; সভাপতি। 'এই সভার চারম্যান অর্থাৎ

সভাপতি শ্রীযুত রামকমল সেন হউন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

চারা[১] ১ *ক্রি* ছাওয়া। 'চারিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* পোড়ামাটির ফলক; টালি। 'চারার ঢাকনি।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চারিয়ে যাওয়া *ক্রি* সঞ্চারিত হওয়া। 'প্রাণের ফোয়ারা ... আকাশে বাতাসে চারিয়ে গেল।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'সেই নতুন জ্ঞান নতুন ভাব কালক্রমে সমগ্র জাতির মনে চারিয়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

চারা[২] [টিপরা চেরা] ১ *বি* কৃশকায় ব্যক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* নতুন গজানো গাছ; কচি গাছ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সাহেব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোকা ধরেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

চারাগাছ [টিপরা চেরা] *বি* কচি গাছ। 'কিল চড় চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলাবৃষ্টির মতো অজস্র বর্ষিত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চারা[৩] [ফা চারাহ্] ১ *বি* ব্যত্যয়। 'এলাহী যা করে ভাই তাহে নাহি চারা।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* প্রতিকার। 'সত্য বুঝি এই পীড়া তাহার সাংঘাতিক হইল। চারা কি।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* উপায়। 'ধর্মের বিশিষ্টতার খাতিরে শব্দগুলি না চালাইয়া আমাদের কোন চারা নাই।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৮।

চারি[১] [স চত্বারি, পা চত্তারি] *বিণ* চার সংখ্যক। 'চারিবাসে গড়িল রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

চারিকোনা [চারি+স কোণ>] *বিণ* চার কোণবিশিষ্ট। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

চারি চন্দ্রভেদ [চারি+স চন্দ্রভেদ] *বি* শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র – বাউল সম্প্রদায়ের এই চার বস্তুর সাধনাবিশেষ। 'প্রকৃতি-সাধনের অন্তর্গত চারি চন্দ্রভেদ নামে একটি ক্রিয়া আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

চারিটী *বিণ* চারটি। 'করিব নাচার ৪ চারিটী টাকা পাঠাই।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

চারিটি-চারিটি *ক্রিবিণ* দুমুঠো; সামান্য পরিমাণে। 'চারিটি-চারিটি খাইতে পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চারিদণ্ড [চারি+স দণ্ড] *বি* চার দণ্ড বা মুহূর্ত বা কলা; ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট। 'চারিদণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চারিদিক [চারি+স দিক] *বি* সব দিক। 'চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চারিদিককার *বিণ* চারদিকের। 'বাইছ খেলা দেখিবার জন্য চারিদিককার লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চারিদিগ [চারি+স দিক] *বি* চতুর্দিক। 'চারিদিগে ভক্তগণ চামর ঢুলায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চারিদিশ [চারি+স দিশ] *বি* চার দিক। 'নির্মল রমণী/ চারিদিশ নির্মল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চারিধার [চারি+স ধার] *বি* চারপাশ। 'নিভৃত নির্জন চারিধার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

চারিপানে *ক্রিবিণ* চারপাশে। 'দিবসে আন্ধার দেখি চাহি চারিপানে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চারি পাশ [চারি+স পার্শ্ব] ১ *বি* চারপাশ। 'চারি পাশে চাহী বৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সব দিক। 'চারিপাশে তারই ডাকে কুক্কুর।' *নজরুল*, ১৯২২।

চারি পাস [চারি+স পার্শ্ব] *বি* চারপাশ। 'চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চারিপোয়া [চারি+স পাদ] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'সত্য জজ্ঞ তপোদান চারিপোয়া ধর্ম্ম।' *মালাধর*, ১৫০০।

চারিবেদ [চারি+স বেদ] *বি* চার বেদ। 'ষোল নাম চৌতিশ বর্ণ চারিবেদ সার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চারি ভিত [চারি+স ভিত্তি] *বি* চারপাশ। 'সিংহাসন মার্জ্জি চারি ভিত শোধিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চারিভিতা [চারি+স ভিত্তি>] *বিণ স্ত্রী* চার ভিতবিশিষ্ট। 'উজানির কথা গড় চারিভিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চারি[২] ১ *বি* গবাদি পশুকে খাবার দেওয়ার মাটির পাত্রবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* চালনি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চারিণী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* আচার পালনকারী। 'বিশুদ্ধচারিণী পাটরাণীর অনাদর করিয়াছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ২ *বিণ স্ত্রী* বিচরণকারী। 'কত গগনচারিণী ভৈরবী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

চারিত্র [স] ১ *বি* চরিত্র। 'চারিত্র-চিত্র যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* জীবনীবিষয়ক। 'প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম ও চারিত্র গ্রন্থে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বি* অনুসরণীয় চরিত্র। 'চারিত্রপূজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বি* নৈতিকতা। 'চারিত্রনীতি শব্দটি উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে আর একটু সংহত করিয়া চারিত্র বলিলে ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চারিত্রচিত্ত [স] *বি* মানসিকতা। 'ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা এই চারিত্রচিত্ত যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চারিত্রনীতি [স] *বি* নৈতিকতা। 'চারিত্রনীতি শব্দটি উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে আর একটু সংহত করিয়া চারিত্র বলিলে ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চারিত্রনীতিগত [স] *বিণ* নৈতিকতা সংক্রান্ত। 'মানুষের চারিত্রনীতিগত নূতন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

চারিত্রনৈতিক [স] *বিণ* নৈতিক চরিত্র গঠনকারী। 'চারিত্রনৈতিক শিক্ষা একেবারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চারিত্রশক্তি [স] *বি* স্বভাবের শক্তি। '...নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্রশক্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

চারিত্রসৃষ্টি [স] *বি* স্বভাব সৃজন। 'তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্বোধন, চারিত্রসৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চারিত্রিক [স] *বিণ* আচরণগত। 'তার চারিত্রিক দোষঘাট হিংস্রতা অমানুষিকতা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

চারী [পা চত্তারি] *বিণ* চার। 'চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চারীভীত *বি* চারদিক। 'চারী ভীত চাহী রাধা বুইল বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চারীত [স চরিত্র] *বি* চরিত্র। 'এখো না বুঝিএ বড়ায়ি কাহ্নের চারীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চারু [স] *বিণ* মনোহর। 'কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চারুকলা [স] *বি* সুকুমার শিল্প; ললিতকলা। 'যাঁদের দ্বারা দেশের চারুকলা রক্ষিত হয়ে এসেছে তাঁরা বেশ্যা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

চারুকলাশিল্পী [স] *বি* চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যাদি নির্মাণশিল্পী। 'ঢাকার চারুকলাশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, চলচ্চিত্রশিল্পী, কুশলী ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

চারুকুল [স চারু+স কোলি] *বি* ফুল ও গাছবিশেষ। 'নাদন চারুকুল

কাটিআ উপাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চারুচিত্রিত [স] *বিণ* মনোহর চিত্রাঙ্কিত। 'কামরার কাষ্ঠের দেওয়াল, বিচিত্র চারুচিত্রিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

চারুতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত সুন্দর। 'সরস কবি সুরস ভনে চারুতর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ভাগ্যবুদ্ধি সুমিশ্রিত কার্য চারুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চারুতা [স] *বি* সৌন্দর্য। 'একটুখানি চারুতা চর্চা করবার অবকাশ পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চারুদর্শন [স] *বিণ* সুদর্শন; দেখতে সুন্দর। 'বলিষ্ঠ চারুদর্শন যুবকটির উদ্দেশে নিযুক্ত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

চারুদর্শনা [স] *বিণ স্ত্রী* সুদর্শন। 'সহচারিণীরা সবাই ছিল চারুদর্শনা তরুণী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

চারুনেত্রা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর চোখ আছে এমন। 'নিবিড়-নিতম্বী সহা সহ চিত্রলেখা চারুনেত্রা; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

চারুপদ [স] *বি* সুললিত পদ। 'তাহার সভাসদ রুচির চারুপদ রচে মুকুন্দ কবিবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চারুবাস [স] *বি* সুন্দর পোশাক। 'তিলোত্তমার ... অংসারূঢ় চারুবাস কম্পিত করিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

চারুমতি [স] *বিণ* সুন্দর স্বভাববিশিষ্ট। 'চারুমতি শসিমুখি দেয় আলিঙ্গন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চারুমুখী [স] *বিণ* সুদর্শনা। 'চারুমুখী কন্যাটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

চারুলোচনা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'চারুলোচনা কিঙ্করী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চারুশিল্প [স] *বি* ললিতকলা। 'বয়নাদি, চারুশিল্প, উচ্চশিল্প — সব শিখিয়েছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চারুশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* সৎ স্বভাববিশিষ্ট। 'তিনি যেমন চারুশীলা, তেমনই উদারশীলা।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চারুসর্বাঙ্গী [স] *বি স্ত্রী* সর্বাঙ্গ যার সুন্দর। 'আমার চারুসর্বাঙ্গীকে গড়ার সময় আমি তুলি ফটোগ্রাফ।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

চারুহাসিনি [স চারু+স হাস্য>] *বি স্ত্রী* হাসি যার সুন্দর। 'হে চারুহাসিনি, তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখলে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

চারূ [স চারু] *বিণ* ললিত। 'সর্ব্বকলা জান তুমি কাম চারূ গতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চারূমতি *বিণ স্ত্রী* সুন্দর মনবিশিষ্ট। 'আজ্ঞা পাইলে অনিরূদ্রে দিএ চারূমতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চারেক [চার+স এক] *বিণ* চার সংখ্যক। 'সবে দিন চারেক হল এখানে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চার্চ [ই] *বি* গির্জা; খ্রিস্টানদের উপাসনার ঘর। 'ঐটে চার্চ, ঐটে বাগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চার্চগামিনী [ই চার্চ+স গামিনী] *বি* চার্চে যায় এমন নারী। 'চার্চগামিনীদের আকর্ষণে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

চার্জ, চার্জ্জ [ই] ১ *বি* কার্যভার। 'এই চার্জ পাইয়া গ্রাঞ্জুরি কামরার ভিতর গমন করিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* অভিযোগ। 'যদি ... চার্জ্জ আনতো তাহলে সর্ব্বনাশ হত।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৩ *বি* দাবি। 'বেশী গহনার চার্জ্জ করিয়া বরপক্ষীয়কে জোলম না করেন।' *রওশন*, ১৯২৫। ৪ *বি* বিদ্যুৎশক্তি। 'অতিরিক্ত হয়ে পড়বে পজিটিভ বৈদ্যুতের চার্জ্জ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৫ *বি* মাশুল। 'দশ টাকা আমাদের চার্জ।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ৬ *বি* তত্ত্বাবধান। 'খান এককালে মিলিটারি মেসের চার্জে ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চার্জশীট [ই] *বি* অভিযোগপত্র। 'শীঘ্রই তাহাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

চার্ট [ই] ১ *বি* সারণি; তালিকা। 'নক্ষত্রের চার্ট আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। ২ *বি* তথ্যজ্ঞাপক রেখাচিত্র। 'টেম্পারেচারের চার্টের দিকে এমনি ভাবে তাকিয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চার্টর [ই চার্টার] *বি* সরকারি সনদ। 'যদ্যপি কোম্পানি বাহাদুর ... পুনর্ব্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

চার্টার [ই] *বি* সরকারি সনদ। 'ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের পুনর্ব্বার চার্টার প্রাপনের কথা বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি [ই] *বি* সদন দেওয়া হয় এমন হিসাববিদ্যা। 'চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়তে বিলেত যাচ্ছে।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

চার্বাক, চার্ব্বাক [স] *বি* চার্বাক মতবাদের অনুসারী; জড়বাদী। 'ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্ব্বাক কেহ এক আত্মবাদী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

চার্বাক-চেলা *বি* দার্শনিক চার্বাকের অনুসারী। 'কনফুসিয়াস? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বলো আরো।' *নজরুল*, ১৯২৫।

চার্বাকাচরণ [স চার্বাক-আচরণ] *বি* লোকায়ত আচরণ। 'বিস্তর ধর্মাচার এবং ততোধিক চার্বাকাচরণ দেখে দেখে মানুষের চিত্তের প্রসার হয় বটে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চার্য [স আচার্য] *বি* পণ্ডিত ব্যক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চার্য², চার্য্য [ই চার্জ] *বি* অভিযোগ। 'জজ সাহেব যখন দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গালার চার্য্য দিতেছিলেন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

চাল¹ [স] ১ *বি* চাতুরালি। 'তোহ্মে বড়ায়ি বোলে চালে হআঁ যাবি পার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* কূটকৌশল। 'কেউ ... আজ আন্তীল হয়ে অনেক চাল চালচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* কৌশল। 'বর্শার চাল।' *মশাররফ*, ১৮৮৭। ৪ *বি* গতিভঙ্গি। 'সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৫ *বি* জীবনযাত্রার মান। 'আমাদের চাল বাড়িয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৬ *বি* চলার ধরন। 'কেউ যান ছার্তকে কেউ যান কদমে কেউ যান দুলকি চালে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৭ *বি* দাবা খেলার দান; ঘুঁটি চালন। 'বাজিমাৎ করে দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাবব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চালচলন [স] ১ *বি* আচার-ব্যবহার। 'ফলতঃ দেশীয় লোকের চালচলন অন্য এক রূপ হইয়া উঠিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* ভাব-ভঙ্গি। 'এক্ষণে বাবুয়ানা চালচলন সাধারণ।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'অব্যবসায়ী জানে যেটা জানা নিতান্তই সহজ, অর্থাৎ হাব-ভাব, চাল-চলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ *বি* জীবনযাপনের মান। 'এখন সাধারণের চালচলন বাড়িয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চাল চালা *ক্রি* ফন্দি খাটানো। 'চাল চেলেছে সাহেবানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চালচিত্তির [স চালচিত্র] *বি* প্রতিমার পিছন দিকের পট বা চিত্র; খসড়া কাঠামো। 'চালচিত্তির খাড়া করে একটা খসড়া মনের সঙ্গে দাঁড় করিয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চালচিত্র [স] *বি* পশ্চাৎপট। 'চারদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'দক্ষিণের দেয়ালটি চালচিত্রের মত সাজানো হয়েছে বিচিত্র ফুলে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

চালচোল [স চাল>] *বি* আচার-আচরণ। 'এক-এক জাতির বাইরের চালচোল রকম-সকম এবং অন্তরের ভাবনা-চিন্তা ...।' *অবন*, ১৯২৫।

চালবাজ [স চাল+ফা বাজ] *বিণ* চালিয়াত। 'অরু ভারী চালবাজ।' *বিভূতি*,১৯৩১।

চালবাজি, চালবাজী [স চাল+ফা বাজ>] *বি* ঠকামি; ফন্দিবাজি। '... স্বামীর চালবাজী জানিতেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১; 'চালবাজির জন্যই ... দেখিতে পারে না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

চালমাৎ *বিণ* কোণঠাসা। 'যদি কোনও উদ্দেশ্য থাকে ত সে হচ্ছে ইংরাজ-রাজকে চালমাৎ করা।' *প্রমথ*, ১৯২০।

চালমাত [স চাল+আ মাত] *বি* দাবাখেলায় রাজার অচল অবস্থাবিশেষ। 'দাবাখেলায় এই অবস্থাকেই বলে চালমাত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চাল মারা *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া। 'তুই ভেবেছিস আমায় এখন চাল মেরে তুই করবি ফেল।' *সুকুমার*, ১৯২০।

চাল[২] [স চল্>] **১** *বি* ছাউনি। 'প্রবাল বিচিত্র চাল মুকুতা থোপনা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* আবরণ। 'এই অধ্যা লিখা আছে কাচলির চালে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বি* চালা। 'বাঁশের বেড়া ও খড়ের চাল তাহাদের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চালকুমড়া, চালকুমড়ো [চাল+স কুষ্মাণ্ড] *বি* চালের উপরে ফলে এমন কুমড়াবিশেষ। 'শনিবারের হাঁটে পঁচিশটা চালকুমড়া কেনা হয়েছিল।' *জীবন*, ১৯৩২; 'পাকা চালকুমড়ো।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

চালকুমড়ী করা *ক্রি* ঘর থেকে বের করে দেওয়া। 'যেদের গলায় পা দাও, আর বুড়ো মাকে চালকুমড়ী কর।' *গিরিশ*, ১৮৮১।

চালশূন্য [চাল+স শূন্য] *বিণ* ছাদহীন। 'চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগ-ছানা চরিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চাল[৩] [স তণ্ডুল] **১** *বি* ধানের শস্য। 'ধান্য চাল অবধি যাবদীয় সামিগ্রি।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* ধান। 'ধানখেত হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিয়া রাখালদের সঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

চালওয়ালা *বি* চাল বিক্রেতা। 'আমি চালওয়ালাকে কড়কে দেব।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চালকড়াই *বি* চাল এবং কড়াই ডালের ভাজাবিশেষ। 'তার চালকড়াই ভাজার দোকানে না যাওয়াই ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চালকলাভোজী *বিণ* চাল-কলা খায় এমন। 'চালকলাভোজী বঞ্চনাব্যবসায়ী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চাল কোটা *বি* চালের গুঁড়া। 'চাল কোটা নাই কার ঘরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চালচুলা [চাল+স চুল্লি] *বি* আশ্রয়। 'নাহি যার চালচুলা, গায়ে মাখে ছাই ধুলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চালচুলাহীন [চাল+চুলা+স হীন] *বিণ* সহায়-সম্বলহীন। 'কহে, ওটা লক্ষ্মীছাড়া, চালচুলাহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

চালচুলো *বি* বাসের ও আহারের ব্যবস্থা। 'আদর-অভ্যর্থনা চালচুলো চাষবাস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'ফুটো হাঁড়ি ভাঙা চাল চুলো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

চালচুলোহীন *বিণ* আহার ও আবাসের ঠিকঠিকানা নেই এমন। 'এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ জুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চালধোয়া *বিণ* চাল ধুয়ে এসেছে এমন। 'কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত।' *জীবন*, ১৯৩২।

চালভাজা *বি* শুকনো ভাজা চাল। 'কুটুর কুটুর করে চালভাজা খায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

চালের কল *বি* ধান থেকে চাল তৈরির যন্ত্র। 'এখানে চালের কল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চালক [স] **১** *বি* যে চালনা করে। 'লুবুধ মানস চালক মত্তন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'চালক মনে করিলে উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা দক্ষিণে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* নিয়ন্ত্রক। 'আমি চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চালকপদ [স] *বি* চালকের আসন। 'বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তা হলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চালকত্ব [স] *বি* চালকের কাজ; নেতৃত্ব। 'তখন চালকত্বের প্রত্যাশীরা তেমনি করেই অকস্মাৎ দেখা দিতে থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চালচলন *দ্র* **চাল**[১]

চালচুলা *দ্র* **চাল**[৩]

চালচোল *দ্র* **চাল**[১]

চালতা [স চরিত্রা] *বি* টক স্বাদযুক্ত ফলগাছবিশেষ। 'দীঘির উত্তর দিকে চালতার তলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চালতাফুল [চালতা+ফুল] *বি* চালতা গাছের ফুল। 'চালতাফুল কি আর ভিজিবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

চালন[১] [মু চালা>] *বি* চালুনি। *মানোএল*, ১৭৪৩। *দ্র* **চালনি**

চালনি *বি* চালুনি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

চালন[২] [স] *বি* চালনা। 'নিষ্ঠা যে কেবল আমাদের শুষ্ক কঠিন পথের উপর দিয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালন করে নিয়ে যায়, তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

চালনা [স চালন] **১** *বি* চলার ভঙ্গি। 'দেখিয়ে চালনা যোগী কি ভুলে না।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* পরিচালনা। 'শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **৩** *বি* চাষ। 'যাহাদের উপজীবিকা হল চালনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯। **৪** *বিণ* প্রসারিত। 'দূর দূরান্তরে দৃষ্টি চালনা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **৫** *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'অদৃশ্য হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৬** *বি* পরিচালনা। 'রাষ্ট্রনীতিকে চালনা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চালনি, চালনী [মু চালা>] *বি* চালুনি; ছাঁকনি। 'কুড়ুম চালনী আঁব।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যেহেন চালনি মধ্যে জল না রহিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চালবাজ *দ্র* **চাল**[২]

চালশে, চালসে [স চত্বারিংশ] *বি* চল্লিশ বছর বয়সে যে দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মে। 'চল্লিশ বৎসরে চালশে ধরে।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'চোখ চালসেলাগা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চালশে-ধরা *বি* বয়সের জন্যে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া। 'দূরদৃষ্টি লাভ করার অর্থ চোখে চালশে-ধরা নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

চালসে-লাগা *বিণ* বয়সের জন্যে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে এমন।

'চোখ চালসে-লাগা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চালা[1]**, চালানো** [স চালি>] **১** *ক্রি* চালনা করা; গতিশীল করা। 'চালিঅ ষষহর গউ নিবাণেঁ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০। **২** *ক্রি* খেলার দান দেওয়া। 'ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল।' *চর্যা* ৩, ১২০০। **৩** *ক্রি* সামলানো। 'ঘন চালিআঁ বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* তাড়ানো। 'আপনার ধেনু বলি লইল চালাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **৫** *ক্রি* ছুড়ে দেওয়া। 'জল উর্দ্ধে চালাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৬** *ক্রি* সক্রিয় করা। 'জীবদেহ সাঁই চালায় ফেরায়/ সেই প্রকারে।' *লালন*, ১৮৯০। **৭** *ক্রি* গছানো: কৌশলে অন্যকে গ্রহণ করানো। 'সদ্‌ব্রাহ্মণের ঘরে তোমাকে চালিয়ে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৮** *ক্রি* গুলি ছোড়া। 'রাইফেল চালাইতে আমার জুড়ি নাই।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৯** *ক্রি* প্রবেশ করানো। 'চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙুল চালিয়ে অমিত বললে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **১০** *ক্রি* ছাঁকা। 'বালি চালতে চালতে পাথরে নুড়ির রাশির মধ্যে।' *বিভূতি*, ১৯৩৩। **১১** *ক্রি* ব্যবহার করা। 'চালান দেশের তৈরি খাঁটি প্লেন কাসুন্দি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। **চাল** *ক্রি* চালাও। 'ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল।' *চর্যা* ৩, ১২০০। **চালাঅন্ত** *ক্রি* চলা। 'চালাঅন্ত নানা ছন্দে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **চালাইতে** *ক্রি* চালাতে। 'বহুল প্রকারে উট চালাইতে চাহিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **চালাইব** *ক্রি* চালাবো। 'অল্পে অল্পে বাউ তবে অধে চালাইব।' *মালাধর*, ১৫০০। **চালাইয়া** *ক্রি* খেদিয়ে; তাড়িয়ে। 'আপনার ধেনু বলি লইল চালাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **চালায় ১** *ক্রি* ছোড়ে। 'তবকি চালায় গুলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *ক্রি* সক্রিয় করে। 'জীবদেহ সাঁই চালায় ফেরায়/ সেই প্রকারে।' *লালন*, ১৮৯০। **চালায়া** *ক্রি* তাড়িয়ে। 'বাছুর চালায়া ঘর আইলা শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **চালিআঁ** *ক্রি* সামলে নিয়ে; সংবরণ করে। 'ঘন চালিআঁ বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চালিউঅ** *ক্রি* চালিত হোক। 'চালিউঅ ষষহর মাগে অবধূই।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

চালিয়ে দেওয়া *ক্রি* আসলের পরিবর্তে অন্য পরিচয়ে ব্যবহার করা বা গছানো। 'তোমাকে কুলীনের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চালা[2] [স চাল>] **১** *বি* অস্থায়ী ছাউনি। 'মাঠের আগে রাখিল এক চালা বান্ধিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* খড়ের চালের ঘর। 'গঞ্জে আগুন লাগল, একখানা চালা বাকি রইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *বি* নৌকার ছই। 'এ নায়ে কাঁদিছে শিশু মার কোলে – ও নায়ে চালার তলে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

চালাঘর *বিণ* খড় দিয়ে তৈরি চালযুক্ত ঘর। 'আমার চালাঘরে নদী বহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

চালা[3] [স চল্>] *বি* কম্পন। 'ভূচালার মত চালা কোটা সব লড়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

চালা[4] [চেলা>] **১** *বি* রান্নার জন্যে ব্যবহৃত চেরা কাঠ। 'এরে আজ চালা করে ধরাইব আথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* ফাড়া। 'নূতন চালা কাঠে আগুন জ্বালাবার জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চালাক [ফা] **১** *বিণ* বুদ্ধিমান। 'তিন ভ্রাতার মধ্যে শিবানন্দ বড় চালাক।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* চতুর। অতঃপর বিবির মাতা বিবিকে চালাক করিবার নিমিত্তে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চালাকদাস [ফা চালাক+স দাস] *বিণ* অতি চতুর। 'আমরা যে ছেলেব্যালা চালাকদাস ও জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চালাকি [ফা চালাক>] **১** *বি* চালবাজি। 'আমার কাছে তোর চালাকি খাটিবেক না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বি* চাতুরী। 'নেহাইয়ত চালাকিতে একাজ করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

চালাচালি [স চালি>] *বি* অব্যাহত আদান-প্রদান। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দুই পক্ষে অনেক উত্তর চালাচালি হইলে পর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চালান [ফা] **১** *বি* পাঠানোর দলিল। *মেয়র্স*, ১৭৬২: 'মাফীক চালান নগদ টাকা বুঝিয়া লইয়া রসিদ পাঠাবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **২** *বি* প্রেরণ। 'আগামি মাষের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিতে চাহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *বি* খেপ। 'পৌল্যা চালানের জে ফেরত কাপড় আমরা পাইয়াছি।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **৪** *বি* প্রেরিত মালের মূল্যসহ তালিকা। 'লাল বাজারির চালান লইয়া বনে গিয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২। **৫** *বি* গ্রেপ্তারের পর বিচারের জন্য প্রেরণ। 'মদ খেয়ে মাতলামী করে চালান হওয়া।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চালানকারী [ফা চালান+স কারী] *বি* চোরাচালানী। 'চালানকারীর নামধাম জানতে চেয়েছিল প্রেসিডেন্ট।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চালান যাওয়া *ক্রি* পাচার হওয়া। 'দেশের টাকা বিদেশে চালান যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চালানি, চালানী [ফা] **১** *বি* প্রেরণের ছাড়পত্র। 'জেহাজ চালানি করিতে ফৌজদারকে নন্দকুমার রায়কে আমার স্থানে দিয়াছিলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *বিণ* চালান সংক্রান্ত। 'আমলারা চালানি মকদ্দমা টুকছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বিণ* চালানকারী। 'খান্দা বান্দা ভূত চালানি।' *লালন*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* রপ্তানি সংক্রান্ত। 'চালানী ব্যবসা, ফটোগ্রাফী কাজ, কিছু বাকী রাখে নাই।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **৫** *বিণ* রপ্তানিযোগ্য মাল পাঠানো হয় এমন। 'চালানি জাহাজ থেকে ঝরে যায় গোপন চালান।' *শক্তি*, ১৯৭০।

চালানিয়া [স চালি>] *বিণ* নিক্ষিপ্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চালানেওয়ালা [স চালন+হি ওয়ালা] *বি* চালক। 'ধূমকেতুর পাইলট বা চালানেওয়ালা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চালায়ন [স চালন>] **১** *বি* চালিয়ে দেওয়া। 'কোম্পানির নোট কৃত্রিমকরণ এবং কৃত্রিম জানিয়া তাহা চালায়নের বিষয়ে যে নালিশ।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* পরিচালনা। 'তাঁহাকেই এই মহারাজ্যের রাজশাসনকার্য্য চালায়নের উপযুক্ত বোধ করা যাইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

চালি[1] [স চালন>] *বি* ঘোড়ার চালবিশেষ। 'বোহা আর সপ্ত চালি চালাইল সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চালি[2] [স চাল] *বি* বড়াই; অহংকার। 'যে চালি আমারদিগের মর্য্যাদা হইতে দূর ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

চালি[3] [স তণ্ডুল] *বি* চাল। 'ভেটেল ধানের চালির ভাত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চালিঅ [স চালিত] *বিণ* চালিত। 'চালিঅ ষষহর গউ নিবাণেঁ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

চালিত [স] *বিণ* চালনা করা হয়েছে এমন। 'স্রোতোবেগচালিত ভাসমান শুভ্রতুষারখণ্ডসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

চালিতা [স চরিত্র] *বি* অম্ল-কষায় স্বাদবিশিষ্ট গোলাকার ফলবিশেষ। 'চালিতা তেন্তলি সাতকড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চালিয়াত [স চাল>] *বি* ফন্দিবাজ। 'উপস্থিত না থাকলে চাল-চালিয়াতরা আরো সুবিধা পাইয়া যায়।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

চালিয়াতি [স চাল>] *বি* মিথ্যা বড়াই। 'কনখল চালিয়াতি শেখেনি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

চালু[1] [স তণ্ডুল] *বি* চাল। 'নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চালুগুলিন *বি* চালসমূহ। 'আপনে একবার কলিকাতায় জাইয়া সে চালুগুলিন বেচীয়া টাকা ... দাখিল করিবা।' *ওসাঁ,* ১৭৮২।

চালুকেলা [চাল+কলা] *বি* চাল ও কলা। 'হররোজ চালুকেলা সাড়ে পাঁচ খায় ডালা।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

চালুআতি [স তণ্ডুল>] *বি* ধান ভানা যাদের পেশা। 'চালু লয় চালুআতির ঘরে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

চালু[2] [হি] *বি* সচল। 'সমাজ জীবন চালু রাখবার জন্যে কথা বলি।' *হাই,* ১৯৬৪।

চালুনি, চালুনী [মু চালা>] *বি* ছিদ্রবহুল পাত্রবিশেষ। 'বিঅনি চালুনী ঝাঁটা ডোম গড়ে ছাতা নাটা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

চালুনি দিয়া জল আনা – অসম্ভবকে সম্ভব করার অযথা চেষ্টা। 'চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন ঘন ঘাটেঘেরে আনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সহ্য হয় না।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০।

চাল্লি [ফা চালাক] *বিণ* চালাক। 'হানিফও চাল্লি কম নয়।' *ইলিয়াস,* ১৯৭২।

চাশী [স চষ্>] *বি* চাষি। *এডমন,* ১৭৯৩।

চাষ [স চষ্>] **১** *বি* কৃষিজমি। 'তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **২** *বি* চাষাবাদ। 'পুণ্য মাইসর মাস পুণ্য মাইসর মাস বিফল জনম তার জার নাহি চাষ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **৩** *বি* হাল চালানো। 'হালিয়া আনিয়া তবে ভিটাতে চাষ কৈল।' *বিজয়,* ১৬৫০। **৪** *বি* চর্চা। 'গান আমরা চাষ করি আনন্দে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৮। **৫** *বি* ফসল। 'বর্ষাকালে ধান ছাড়া অন্য চাষ নাই মাঠে।' *শওকত,* ১৯৫৮।

চাষ আবাদ [চাষ+ফা আবাদ] *বি* কৃষিকাজ। 'পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইল।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৯।

চাষকারী [চাষ+স কারী] *বিণ* চাষ করে এমন। 'বিজুলিয়া কনসরণের ইউরোপীয় নীলকরদিগের নীল চাষকারী প্রজা।' *এডুকেশন,* ১৮৯০।

চাষবাস [চাষ>] *বি* চাষাবাদ; কৃষিকাজ। 'মিথ্যা কাজে ফিরে পতি নাঞি চাষবাস।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

চাষভূমি [চাষ+স ভূমি] *বি* কৃষিজমি। 'জত বৈসে দ্বিজবর তার নাহি নিব কর চাষভূমি বাড়ি দিব দান।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

চাষাবাদ [চাষ+ফা আবাদ] *বি* কৃষিকাজ। 'কিছু দিন চাষাবাদ করিয়া হরবিব্র ফসলের দ্বারা বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছিল।' *প্যারী,* ১৮৫৮।

চাষা[1] [চাষ>] **১** *বিণ* অমার্জিত। 'কেহ ধীর কেহ চাষা মিথ্যাবাদী সত্যভাষা।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০। **২** *বি* কৃষক। 'কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০; 'ভদ্রলোকের নিকট 'চাষা বেটা' প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

চাষাগাঁ *বি* পাড়াগাঁ; চাষাবাদ করা হয় যে গ্রামে। 'চিরকাল এই রকম চাষাগাঁয়ে বসে ঠাকুরপূজা করিবে।' *বিভূতি,* ১৯৩১।

চাষাড়ে *বিণ* মূর্খ। 'হাঁদা! ক্যাবলাকান্ত! চাষাড়ে।' *নজরুল,* ১৯২৬।

চাষাধোপা *বি* হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কেহ কেহ চাষ করিয়া চাষাধোপা বলিয়া পৃথক জাতি হইয়াছে।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২।

চাষানী, চাষাণী *বি* চাষার বউ। 'চাষানী ধূলি আনিয়া দিল।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১৩; 'নতুন চাষা ও নতুন চাষাণী পাতিল নতুন ঘর।' *জসীম,* ১৯২৯।

চাষাভুষা, চাষাভূষা **১** *বিণ* অশিক্ষিত। 'চাষাভুষা লোকের ছেলেরা যাবৎ পয়সা পাইত তাবৎকাল পাঠশালায় যাইত।' *চন্দ্রিকা,* ১৮৩২। **২** *বি* অমার্জিত লোক। 'কোচম্যান, চাষাভুষা ইত্যাদি ছাড়া এই বিশাল জাতির মধ্যে মানুষের মত মানুষ খুব কম পাওয়া যায়।' *তরক্কী,* ১৯২৬। **৩** *বি* কৃষক শ্রেণী। 'আমাদের চাষাভুষারা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭।

চাষাভুষো, চাষাভূষো **১** *বিণ* সাধারণ মানুষ। 'চাষাভুষোর মুখে যে কথাটা ছোট্ট বড়োলোকের মুখে সেইটেই কত বড়ো শোনায়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৯; 'একটা চাষাভূষো ধরে দাও গে।' *শরৎ,* ১৯১৬। **২** *বি* কৃষক শ্রেণী। 'চাষা ভুষোদের আবাদের ক্ষেত হতে পারলো না।' *মনসুর,* ১৯৩৫।

চাষামি [স চষ্>] *বি* গ্রাম্যতা। 'হুজুর, পেয়াদা বলে, বেটাদের চাষামি।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১।

চাষা[2] [স চষ্>] *বি* পাখিবিশেষ; নীলকণ্ঠ। 'আমি বড় চাষা গগনে আমার বাসা।' *সুলতান,* ১৭৫০।

চাষি, চাষী [চাষ>] *বি* কৃষক; কৃষিজীবী। 'তেলি বৈসে কত জনা কেহ চাষী কেহ ঘনা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০; 'শস্যক্ষেত আগলিছে চাষি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯০।

চাষিত্ব, চাষীত্ব [চাষি+স ত্ব] *বি* নীচতা। 'বেগমসাহেবার চাষীত্ব প্রমাণের দ্বারা লুৎফুনের আভিজাত্য খণ্ডিত।' *মনসুর,* ১৯৫৫।

চাষিপ্রধান, চাষীপ্রধান [চাষি+স প্রধান] *বিণ* অধিকাংশই চাষী এমন। 'অবস্থাপন্ন চাষীপ্রধান গ্রামে ...।' *তারা,* ১৯৪২।

চাষিবাসী *বি* কৃষক। 'চাষিবাসীর সংসারে ঝঞ্ঝাট বেশি।' *শওকত,* ১৯৫৮।

চাষিবৌ [চাষি+স বধূ] *বি* কৃষকের স্ত্রী। 'পরশু দিনে যে চাষিবৌ এসেছে, সেই বললে মুক্তিবাহিনী চারিদিকে প্রতিরোধ শুরু করেছে।' *শওকত,* ১৯৭২।

চাষিভূষি, চাষীভূষি *বি* কৃষক ও গ্রামের অশিক্ষিত লোক। 'যত চাষীভূষির সঙ্গে ব'সে গল্প করবে।' *তারা,* ১৯৪০।

চাষিমহিলা *বি* কৃষক পরিবারের নারী। 'প্রৌঢ়া চাষিমহিলার কণ্ঠস্বর অনুরোধ মাখা?' *শওকত,* ১৯৭২।

চাষি-সদ্‌গোপ, চাষী-সদ্‌গোপ [চাষি+স সদ্‌গোপ] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'কুমার-সদ্‌গোপ, চাষী-সদ্‌গোপ এবং গন্ধবণিকদের বাস।' *তারা,* ১৯৪৬।

চাস [চাষ>] *বি* আবাদ। 'কাহাকেও অসম্মতিতে বলক্রমে পৌস্তের চাস না-করাইবার ...।' *ফরস্টার,* ১৭৯৮।

চাসকর্ম [চাষ+স কর্ম] *বি* কৃষিকাজ। 'চাসকর্ম্মের আধিক্যে মহাজনী দ্রব্যাদি অনেক জন্মে।' *ফরস্টার,* ১৭৯৩।

চাসবাস *বি* চাষাবাদ; কৃষিকাজ। 'দাদনী লইয়া কালক্রমে চাসবাস করিতে না পারিলে ...।' *বঙ্গদূত,* ১৮২৯।

চাসা [চাষ>] **১** *বিণ* গ্রাম্য। 'মহা চাসা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **২** *বিণ* অমার্জিত রুচিসম্পন্ন। 'রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাসা।' *ভারত,* ১৭৬০। **৩** *বি* কৃষক। 'মূর্খ কেবল চাসা হাষ্টি।' *কেরি,* ১৮০২।

চাসাকৈবর্ত্ত [চাষা+স কৈবর্ত] *বি* পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক।' *ভারত,* ১৭৬০।

চাসী [চাষ] *বি* চাষি। *ওসাঁ,* ১৭৮২।

চাহনি, চাহনী [স চক্ষ্>] ১ *বি* দৃষ্টি। 'হাসির চাহনি দেখাল কামিনী পরাণ হারানু তাহু।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'সে চাহনীতে একটা সন্দেহের আবেশ।' *হাই*, ১৯৪৭। ২ *বি* তাকাবার ভঙ্গি। 'দেখি তাহার চাহনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* জ্যোৎস্না। '(ও চাঁদ), বনে বনে দোল জাগালো ওই চাহনি তুফান-তোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৪ *বি* উদাসী দৃষ্টিপাত। 'দিক-হারানো চাহনি অজানা আকাশের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৫ *বি* আলোকন। 'শেষরাত্রের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া আলোর আড়-চাহনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

চাহনি-ছুরি *বি* চাহনিরূপ ছুরি। 'নয়নকোণের চাহনি-ছুরিতে **মর্মতন্ত্র** টুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চাহনি-তরে *ক্রিবিণ* দৃষ্টিপাতের আশায়। 'একটি চাহনি-তরে চেয়ে আছে কত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চাহনি ফেরাফিরি *বি* পরস্পরের প্রতি অর্থবোধক দৃষ্টিবিনিময়। 'চাহনি ফেরাফিরি করিয়া অভীষ্ট পথে গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

চাহা[১] [স চক্ষ্>] ১ *ক্রি* দেখা। 'মাঙ্গত চড়ুহিলে চউদিস চাহঅ।' *চর্যা* ৮, ১২০০। ২ *ক্রি* খোঁজা। 'চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। ৩ *ক্রি* ইচ্ছা করা। 'বোল চালেঁ হাট জাইতেঁ চাহসি সুন্দরী।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* কামনা করা। 'চাহিলেন সুরতি/ নাহি দিল পাপমতি।' বড়ু, ১৫৭০। ৫ *ক্রি* চেষ্টা করা। 'প্রথমে চাহিঅ তুষ্কি করিবারে বধ।' *সুলতান*, ১৭০০। ৬ *ক্রি* দাবি করা। 'কমণ/ কারণে কাহ্নাঞিঁ/ চাহ এহার বিচারা।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহঅ** *ক্রি* দেখে। 'মাঙ্গত চড়ুহিলে চউদিস চাহঅ।' *চর্যা* ৮, ১২০০। **চাহএ** *ক্রি* তাকায়। 'জইঅও জতনে গোঅএ চাহএ হিমগিরি ন নুকাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চাহন্ত** *ক্রি* ইচ্ছা করলো। 'শিশু সনে চাহন্ত ছাগল রাখিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **চাহন্তি** *ক্রি* তাকালো। 'নারি সভে কৃড়া করে কতুক চাহন্তি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চাহন্তে** *ক্রি* খুঁজতে। 'চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। **চাহসি** *ক্রি* চাচ্ছ। 'বোল চালেঁ হাট জাইতেঁ চাহসি সুন্দরী।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহা** *ক্রি* চাও। 'তুলি চাহা মোর মুখে।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহাঁ** *ক্রি* চেয়ে; দেখে। 'রাধার বদন চাহাঁ কাহ্নাঞিঁ হাসে।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহাম** *ক্রি* খুঁজি। 'জা এথু চাহাম সো এথু নাহি।' *চর্যা* ২০, ১২০০। **চাহি** ১ *ক্রি* খুঁজে। 'ফেটলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।' *চর্যা* ২০, ১২০০। ২ *ক্রি* ইচ্ছা করে। 'চাহি সৈল বুঢ়ীঅ মাই।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ *অব্য* চেয়ে। 'জীবন চাহি জৌবন বড় রঙ্গ। তবে জৌবন জব সুপুরুখ সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৪ *ক্রি* তাকাই। 'জব পরিহরি চলএ চাহি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **চাহিঅ** *ক্রি* চেষ্টা করো। 'প্রথমে চাহিঅ তুষ্কি করিবারে বধ।' *সুলতান*, ১৭০০। **চাহিআ** *ক্রি* চেয়ে। 'ঐর্ন্যে ঐর্ন্যে সমাহি সমাহি মুখ চাহিআ।' *মালাধর*, ১৫০০। **চাহিআঁ** *ক্রি* খুঁজে। 'সোদর মাউলানী পাইলী চাহিআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহিএ** *ক্রি* চাই। 'তোমার আকর চাহিএ তাহাতে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৬৫। **চাহিত** *ক্রি* কামনা করতো। 'এই চাহিত যে আর আর জাতির ন্যায় তাহাদিগের একজন রাজা হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। **চাহিতে** *ক্রি* দেখতে। 'নরক চাহিতে মোর হাবিলাষ অতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **চাহিতেঁ** *ক্রি* খুঁজতে। 'গাছ চাহিতেঁ আহ্মে জাইএ বৃন্দাবনে।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহিনু** *ক্রি* দেখলাম। 'ত্রিগর্ত লাহুর ডিল্লি চাহিনু অনেক পল্লি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চাহিব** *ক্রি* ইচ্ছা করবো। 'রাধাক দেখিলেঁ আহ্মে চাহিব দানে।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহিবা** *ক্রি* দেখবে। 'জদি বা দ্বারেতে জাঅ রথে না চাহিবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চাহিবার** *ক্রি* চাইতে; দেখতে। 'অন্তঃপুরে জত নারি আইল চাহিবার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চাহিবেক** *ক্রি* চাইবে। *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **চাহিয়া** ১ *ক্রি* চেয়ে। 'তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিনুঁ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* দেখে। 'ফাতেমা বাপের শির এজিদে চাহিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **চাহিল** *ক্রি* চাইলো। 'দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞিঁ চাহিল।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহিলে** *ক্রি* চাইলে। 'একেঁ চাহিলেঁ আরেঁ পায়িলেঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহিলেক** *ক্রি* তাকালো। 'চাহিলেক দৃষ্টে দৃষ্টে হস্তলেপ দিল বক্ষে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চাহিলেন** *ক্রি* কামনা করলেন। 'চাহিলেন সুরতি/ নাহি দিল পাপমতি।' বড়ু, ১৫৭০। **চাহিলুঁ** *ক্রি* চাইলাম। 'বিমর্ষি চাহিলুঁ পাছে মুঞি অল্পবুদ্ধি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **চাহিলোঁ** *ক্রি* চাইলো। 'নিজ পতি না চাহিলোঁ তোহ্মাক উপেখিলোঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহী** ১ *ক্রি* চেয়ে। 'চারি পাশে চাহী বৃন্দাবনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* কামনা করি। 'আহোনিশি আহ্মে সহি তোর ভাল চাহী।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহীঞাঁ** *ক্রি* কামনা ক'রে। 'এবে মঙ্গল চাহীঞাঁ দেখিলোঁ বড়ায়ি।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহীব** *ক্রি* চাইবো। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **চাহীল** ১ *ক্রি* চাইলাম। 'জাহাত লাগিআঁ নিজ পতি না চাহীল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* তাকিয়ে দেখলো। 'কটাক্ষে সে কিঞ্চিৎ চাহীল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চাহু** *ক্রি* দেখুক। 'বহিতেঁ না পারিব রাধা তুলী চাহু ভার।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহুঁ** *ক্রি* চাই। 'বল করিতে চাহুঁ তোরে।' বড়ু, ১৫৭০। **চাহে** ১ *ক্রি* চায়। 'কাঞ্চলী ভাঁগিতে চাহে বলে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* দেখে। 'ডুব দিআ বিচারিয়া চাহে বহু দুর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চাহেন** *ক্রি* তাকান। 'শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **চাহেন্ত** *ক্রি* কামনা করে। 'সঙ্কোঞিঁ চাহেন্ত তোক রোষু বনমালী।' বড়ু, ১৪৫০। **চাহো** *ক্রি* চাই। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **চাহোঁ** *ক্রি* কামনা করি। 'তেঁসি সংহতী করি নিতেঁ চাহোঁ রাহী।' বড়ু, ১৪৫০।

চাহা[২] [বা চাহ] *বি* বাসনা। 'উজির দৌলত ভাবত সতত পুরিতে মনের চাহা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চাহা[৩] [চী চা] *বি* চা। 'চাহা পীয়নের পর দশ ঘড়ি তক।' *কেরি*, ১৮০২।

চাহারখানা [পা চিহরাহ্+খানা] *বি* মুখচ্ছবি। 'সুর্কি রং চাহারখানার ঢিলে আরবি পায়জামা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চাহিত [স চক্ষ্>] *বি* বায়না। 'বাবুজনে তোমার গান বাজ্জানা শুনিলে তবেত তোমাকে চাহিত করিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চাহিদা [হি চাহ>] *বি* প্রয়োজনের পরিমাণ; ডিমান্ড। 'চাহিদা ও সরবরাহের প্রচলিত প্রথা অচল হইয়া পড়িয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

চিঅ [স চিত্ত] *বি* চিত্ত। 'চিঅ কণ্ডহার সুণত-মাঙ্গে।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

চিঅরাঅ [স চিত্তরাজ] *বি* চিত্তরাজ। 'চিঅরাঅ মঁই অহার কএলা।' *চর্যা* ৩৫, ১২০০।

চিঅরাঅ [স চিত্তরাগ] *বি* চিত্তরাগ। 'এবেঁ চিঅরাঅ মকু ণঠা।' *চর্যা* ৩৫, ১২০০।

চিআ, চিআনো *ক্রি* জাগ্রত হওয়া। 'বড়ায়িক চিআইঞাঁ বুইল বচন।' বড়ু, ১৪৫০। **চিঅ** *ক্রি* জাগো। 'চিঅ পুত্র শিঅরে জননী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চিআইআঁ** *ক্রি* সচেতন হয়ে। 'চিআইআঁ সমতী দেহ রাধা।' বড়ু, ১৪৫০। **চিআইঞাঁ** *ক্রি* জাগিয়ে। 'বড়ায়িক চিআইঞাঁ বুইল বচন।' বড়ু, ১৪৫০। **চিআইতে** *ক্রি* জাগাতে। 'তভোঁহো চিআইতে আজী না লাগিল গাএ।' বড়ু, ১৪৫০। **চিআইয়া** *ক্রি* জাগিয়ে। 'নিদ্রা গেলে আমি চিআইয়া স্বামী আপনি খাওয়ান গুয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চিআইল** *ক্রি* জেগে উঠলো। 'তার রাএ কংসের পহুরী চিআইল।' বড়ু, ১৪৫০। **চিআয়িলী** *ক্রি স্ত্রী* জেগে উঠলো। 'কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী।' বড়ু, ১৪৫০।

চিংড়ি, চিংড়ী [স চিঙ্গট] *বি* জলচর প্রাণীবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'চিংড়িও একপ্রকার. জলজ কীট, মৎস্য নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'দাড়াওয়ালা

চিংড়ী ... জালে পড়ল।' *অবন*, ১৮৯৬।

চিঁচিঁ [ধ্বন্যা] *বি* ক্ষীণ আর্তধ্বনি। 'ভারী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিঁচি করিয়া কথা বলিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চিঁচি করা *ক্রি* ক্ষীণ শব্দ করা। 'গলা চিঁচি করছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

চিঁড়া, চিঁড়ে [স চিপিটক>] *বি* চাল চ্যাপটা ক'রে তৈরি করা খাবারবিশেষ। 'এই মত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রামচরণে আমাতে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

চিঁড়িতন, চিঁড়েতন [হি] *বি* খেলার তাসবিশেষ। 'চিঁড়িতন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রং হল চিঁড়েতন সব গেল ঘুলিয়ে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

চিঁহি চিঁহি [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* অবিরাম চিঁহি শব্দ করছে এমন। 'আস্তাবল থেকে চিঁহি চিঁহি শব্দে হ্রেষাধ্বনি উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বি* ঘোড়ার ডাকের মতো ধ্বনি। 'সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

চিক[১] [তু] *বি* বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি পর্দা। 'দান দিতে চিক দ্বারে আইল কলাবতী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চিক-ঢাকা *বিণ* বাঁশের শলার তৈরি পর্দায় ঢাকা। 'পাশের গলির চিক-ঢাকা ওই ঝাপসা আকাশতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চিক[২] [ধ্বন্যা] *বি* গলায় পরার অলংকারবিশেষ। 'ডায়মনকাটা চিক তাবিজ বাজু হাতের কড়া স্বর্ণ গোটা চাবির সিকলি; চন্দ্রহার ... ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চিকচিক [ধ্বন্যা] *বি* ঈষৎ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ; ঝিকমিক। 'দেখিতে অপূর্ব্ব যাহা করে চিকচিক।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

চিকচিকানো [ধ্বন্যা চিকচিক>] *ক্রি* চিকচিক করা। 'কি যেন ঔজ্জ্বল্যের সন্ধান পেয়ে চিকচিকিয়ে উঠেছে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

চিকচিকে [ধ্বন্যা চিকচিক>] ১ *বিণ* চিকচিক করছে এমন। 'পৃথিবীর তৃণ-আবরণ বেশ একটু সবুজ চিকচিকে টসটসে হয়ে উঠুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* ঝিকিমিক করে এমন। 'পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিকে জ্যোৎস্নার আলো।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চিকড় [স শিখর] *বি* শিকড়। 'মূল চিকড় করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চিকণ [ফা চিকিন] ১ *বিণ* চকচকে। 'নীল জলদ সম চিকণ চিকুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* মসৃণ। 'চামরী জিনিঞা তোর চিকণ কবরী।' *বড়ু*, ১৫৭০।

চিকণকালা, চিকনকালা *বি* কৃষ্ণ। 'চিকণকালা করিয়াছে থানা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'আমার চিকনকালা ভালোবাসি/ কালা রাধার প্রাণাধার।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

চিকন [ফা চিকিন] ১ *বিণ* মসৃণ। 'ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* মিহি; সরু-দানাদার। 'কিনিতে চিকন চিনি কত হুড়াহুড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বিণ* পাতলা। 'কত বা নেতের তুলি চিকন মশারী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *বিণ* মনোহর। 'চিকন গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৫ *বিণ* চকচকে। 'চিন্তা উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৬ *বিণ* সরু। 'চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

চিকন কালো [ফা চিকিন>+স কাল] *বি* মসৃণ কালো রং। 'মিশিকালো মোষেকালো নিকষ কালো চিকন কালো আলাদা আলাদা রং।' *অবন*, ১৯২৫।

চিকনচাকন [ফা চিকিন>] *বি* চাকচিক্য। 'বাহিরের চিকনচাকনকে যদি তুমি খাতির করিতে না চাও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিকনদার [ফা] *বি* মিহি কাপড়নির্মাতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চিকনা [ফা চিকিন] *বিণ* লাবণ্যময়। 'কেটেছে রঙিন মখমল দিন ওজুদে চিকনা সরে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

চিকনাই [স চিকিন] *বিণ* উজ্জ্বল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'চেহারা বেশ চিকনাই হইয়া উঠিতে লাগিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

চিকনা মাটি [স চিকিন+মাটি] *বি* সাচি মাটি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চিকনিয়া [ফা চিকিন>] *বিণ* উজ্জ্বল। 'মাথায় চিকনিয়া চাঁদপাল্লা টুপি।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

চিকমিক [ধ্বন্যা] *বি* ঝিকমিক। 'একটু বিদ্যুৎ চিকমিক করতে আরম্ভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চিকমিকিয়ে *ক্রিবিণ* ঝিকমিক ক'রে। 'আকাশ জুড়ে চিকমিকিয়ে চিকমিকিয়ে রে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

চিকমিকে *বিণ* ক্ষণে ক্ষণে দ্যুতি প্রকাশ করে এমন। 'সমস্ত আকাশজোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া/ চিকমিকে বিদ্যুতের আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিকরুনি [স চিৎকার] *বি* চিৎকার। 'দাদার চিকরুনি দেখে বাবা কাঞ্চনকে ডাকয়ে এনে বাড়ীর ভিতর পাঠয়ে দিলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

চিকলি *বি* উদ্ভিদ বিশেষ। 'বাগানটির চিকলি চারার বেড়ার গায়ে বসানো বাঁশের বাতা দিয়া তৈরি গেট।' *মানিক*, ১৯৩৭।

চিকারি, চিকারী [হি চিকারী] ১ *বি* চিৎকার। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সেতারাদি তারযন্ত্রে ঝালা দেওয়ার জন্য সংলগ্ন অতিরিক্ত তার। 'চিকারির ঝনঝনানি তাঁদের কানে অসহ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৬; 'তারের যন্ত্রে চিকারী ও জুড়ীর সাহায্যে সুরকে পুষ্ট করিবার যে পদ্ধতি আছে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

চিকিচিকি করা [ধ্বন্যা চিকিচিকি>] *ক্রি* চিকচিক করা। 'বালি চিকিচিকি করে চরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিকিচ্ছা [স চিকিৎসা] *বি* চিকিৎসা। 'ঘুচাইয়া লাজে চিকিচ্ছার কাজে বসিলা রোগীর কাছে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

চিকিচ্ছে [স চিকিৎসা] *বি* চিকিৎসা। 'কিছু জান না চিকিচ্ছের।' *মানিক*, ১৯৩৬।

চিকিতসা [স চিকিৎসা] *বি* চিকিৎসা। 'এক ঠাই ঘাএর চিকিতসা কারিলে বড় উপকার হঅ।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৯।

চিকিৎসক [স] *বি* যিনি চিকিৎসা করেন। 'ডাকতর ও তাহারদিগের নীচে শতাধিক বাঙ্গালি চিকিৎসক।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

চিকিৎসা[১] [স] *বি* রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি। 'চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চিকিৎসাগ্রন্থ [স] *বি* চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক বই। 'এক চিকিৎসাগ্রন্থ তর্জমা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

চিকিৎসাধীন [স চিকিৎসা-অধীন] *বিণ* চিকিৎসা চলছে এমন। 'হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ৫৬ জন।' *বেগম*, ১৯৭২।

চিকিৎসাপত্র [স] *বি* রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাদি। 'গ্রাম্য প্রদেশে চিকিৎসাপত্র বড় ছিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

চিকিৎসাবিদ্যা [স] *বি* চিকিৎসাবিষয়ক জ্ঞান। 'ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মধ্যে যে চিকিৎসাবিদ্যা আছে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ [স] *বিণ* চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী। 'চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ এণ্ড্রু কুম্ব।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

চিকিৎসা-বিদ্যালয় [স] *বি* চিকিৎসাবিদ্যা শেখার বিদ্যালয়। 'কলিকাতা নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ী [স] *বি* চিকিৎসা যার জীবিকার উপায়। 'ডাক্তার ... একজন আধবুড়ো চিকিৎসাব্যবসায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চিকিৎসাভ্যাস [স] *বি* চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা। 'সেই খানে থাকিয়া চিকিৎসাভ্যাস করিয়া পরে ঐ আপন ব্যবসায় করিত।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

চিকিৎসার্থ [স চিকিৎসা-অর্থ] *ক্রিবিণ* চিকিৎসার জন্য। 'চিকিৎসার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত ডাক্তর কেরি সাহেব অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

চিকিৎসার্থিনী [স] *বি স্ত্রী* রোগী। 'চিকিৎসার্থিনীগণকে সঙ্কোচের সঙ্গে পুরুষ ডাক্তারের নিকট ...।' *বেগম*, ১৯৬৩।

চিকিৎসালয় [স চিকিৎসা-আলয়] *বি* হাসপাতাল। 'এক চিকিৎসালয় মো কলিকাতায় প্রস্তুত হইবে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

চিকিৎসাশাস্ত্র [স] *বি* যে শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে চিকিৎসা করা যায়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তিনি ... তদ্দেশের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রচারকর্ত্তা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ [স] *বিণ* চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। 'চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আরব দেশে গমনপূর্ব্বক বিবিধ শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

চিকিৎসাহীন [স] *ক্রিবিণ* বিনা চিকিৎসায়। 'বিনা ঔষধে চিকিৎসাহীন নিবেছে জীবন তার।' *জসীম*, ১৯৫১।

চিকিৎসিত হওয়া *ক্রি* চিকিৎসা গ্রহণ করা। 'ধনেশবাবু কিছুতেই আমাদের অনুমোদিত উপায়ে চিকিৎসিত হইতে রাজী হইলেন না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

চিকিৎসা[২] [স চিকিৎসা>] *ক্রি* চিকিৎসা করা। 'চিকিৎসিমু প্রাণপণ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'নিঃসরিল গর্ব্ব তবে বৈদ্যে চিকিৎসিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চিকিমিকি [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* চিকচিক শব্দ করছে এমন। 'কীটপতঙ্গের চিকিমিকি শব্দ বিশ্রুত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ২ *বি* ক্ষণে ক্ষণে আলোর ঝিলিক। 'কোথাও একটু জল ফুটিয়া উঠিতেছে – সেখানে একটু চিকিমিকি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৩ *বি* ঝিকিঝিকি। 'কালো মেঘ ভেসে এল হেসে চিকিমিকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চিকিয়ে ওঠা *ক্রি* চকচক করা। 'আমার মনের মধ্যে চিকিয়ে উঠল আলোর ঝলক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চিকীর্চ্ছা [স চিকিৎসা] *বি* চিকিৎসা। 'তাহাতেই পিড়া হইয়াছিল চিকীর্চ্ছা করানো গিয়াছিল।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৪।

চিকীর্ষু [স] *বিণ* করতে ইচ্ছুক। 'যাঁহারা ধর্ম্মলোপ চিকীর্ষু হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

চিকুর[১] [স] ১ *বি* চুল; কেশ। 'খদিরকুসুমমালা আউলাইল চিকুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বিদ্যুৎ। 'ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুরদুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিকুর চামরী [স] *বি* তিব্বতি গাভির লেজের চুল। 'সিংহকটি গজগতি চিকুর চামরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চিকুর-জাল [স] *বি* কেশগুচ্ছ। 'চাঁচর চিকুর-জাল জলধর জিনি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চিকুরভার [স] *বি* চুলের রাশি। 'মুকুতা চিকুরভার সুসন সঞ্চরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চিকুর[২] *বি* পক্ষীবিশেষ; বাজ পাখি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চিকেন কারি [ই] *বি* মুরগির মাংসের ঝোল। 'চিকেন কারি, মটন কারি ইত্যাদি ত রয়েছেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চিক্কণ [স] ১ *বিণ* মসৃণ; তেলতেলে। 'বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ধোপদুরস্ত। 'গোরা গায় চিক্কণ কাবাই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চিক্কণতা [স] ১ *বি* মসৃণতা। 'আপন চিক্কণতা যাহাতে দেবতা মনুষ্য তুষ্ট আছেন।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* উজ্জ্বলতা। 'রঙের চিক্কণতায়, নয়নের চটুল ভঙ্গিমায় ...।' *তারা*, ১৯২৯।

চিক্কুর [স চিৎকার] *বি* তীব্র চিৎকার। 'শোনো তার হ্রেষার চিক্কুর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চিক্কুরি [স চিৎকার>] *বি* চিৎকার। 'যদি চিক্কুরি দেখতে! ... মাথায় জলটল দে তবে ভাল হ'ল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

চিক্যতা *বি* চাকচিক্য। 'তাহাদের বেশভূষা স্বতন্ত্র, পরিচ্ছদে চিক্যতা থাকে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

চিখ মারা [স চিৎকার>+মারা] *ক্রি* চিৎকার করা। 'চিখ মেরে কাঁদে আরশে'র পানে চেয়ে, মারে জোর হাঁক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চিখিল [স পিচ্ছিল] *বিণ* কর্দমাক্ত। 'দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

চিঙলি [স চিঙ্গট] *বি* চিংড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চিঙড়ি [স চিঙ্গট] *বি* চিংড়ি। 'পুঁইখাড়া চিঙড়ির ক'রে ভুষ্টিনাশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চিঙ্গটি [স চিঙ্গট] *বি* চিংড়ি। 'সরস্বতীর কমলবনে চিঙ্গটিনামক কর্দমচর ক্ষুদ্র মৎস্যের সন্ধানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিঙ্গড়া [স চিঙ্গট] *বি* চিংড়ি। 'রন্ধন-সন্ধান জানে পঙ্কাল চিঙ্গড়া কিনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিঙ্গড়ি, চিঙ্গড়ী [স চিঙ্গট] *বি* চিংড়ি। 'কীছু ভাজ বালিকড়া চিঙ্গড়ির তোল বড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পুরাণ চিঙ্গড়ী মাছ তার এই দাড়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চিঙিড়ি [স চিঙ্গট] *বি* চিংড়ি। 'চিঙিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চিঙ্কারী [স চিৎকার] *বি* চিৎকার। 'চিঙ্কারী পড়িল পাপী আর্তনাদ ছাড়ি।' *সুলতান*, ১৭০০।

চিচিং ফাঁক হওয়া – গুপ্ত বিষয় প্রকাশিত হওয়া। 'ঐ রে চিচিং ফাঁক হলো।' *নজরুল*, ১৯২২।

চিচিঙ্গা, চিচিঙ্গে [স চিচিণ্ড] *বি* সবজিবিশেষ। 'চিচিঙ্গা।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তুমি বঁটি আমি চিচিঙ্গে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

চিচ্ছক্তি [স চিৎ-শক্তি] *বি* চেতনাশক্তি। 'একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চিজ [ফা] ১ *বি* খাদ্য। 'প্রথমে মীনের চিজ খাইব সকলে।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* সামগ্রী। 'এই তিন চিজ দেখ এলাহির ভেজ্জা।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* ধূর্ত। 'সাবাস! উকিল কি চিজ!' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৪

বি মালামাল। 'সে বাপ বাপ বলে তোমার চিজ তোমায় ফিরিয়ে দেবে।' *নজরুল*, ১৯২৫। **৫** *বি* অদ্ভুত লোক। 'বুঝলে একটা চিজ বটে – সহজ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চিজবস্তু [ফা চিজ+স বস্তু] *বি* গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আশয়। 'তৎসঙ্গে আরও কত কী কবিপ্রসিদ্ধির চিজবস্তু।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চিঞ্চপেটি *বি* গলায় পরার অলংকারবিশেষ। 'সধবাকালীন অবস্থায় তিনি নাকে নথ, কণ্ঠে চিঞ্চপেটি বা চিক ... পরতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

চিট [ই] *বিণ* ঠক; শঠ। 'চুল করে প্যানচিট, হয় ফিট কত চিট।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চিটচিটে [ধ্বন্যা] *বিণ* আঠালো। 'আর দেখলেন অগুণতি টুপির শোভা ... তেল চিটচিটে অথবা ছেঁড়াখোড়া।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

চিটানো [স ছটা] *ক্রি* ছিটানো। 'চিটাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চিটাফোঁটা [স ছটা>] *বিণ* ছিটাফোঁটা; সামান্য। 'দুবলা কহিল তাঁরে সব বিবরণ চিটাফোঁটা ঔষধ নেহ পিরিতি কারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিটি, চিটী [হি চিট্‌ঠী] *বি* চিঠি; পত্র। 'জেহাজ রওনার চিটী মেং এঙ্গ সাহেবের হস্তে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'সাহেব মোহর ১ খান আমাকে দিতে সাহেবকে চিটী লিখিয়াছেন।' *ভেরলি*, ১৮০০; 'তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিটি লিখিবেন সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বলবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

চিটিংবাজ [ই চিটিং+ফা বাজ] *বি* প্রতারক। 'চিটিংবাজদের মতোই আওয়াজ।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

চিটিংবাজি [ই চিটিং+ফা বাজ>] *বি* প্রতারণা। 'চিটিংবাজির মামলায় জেলখানায় ঘানি টেনে আসুক।' *কায়সার*, ১৯৬২।

চিটে গুড় [স চিপিট>+স গুড়] *বি* চিটাগুড়; ঝোলা গুড়বিশেষ। 'চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান ক'সে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চিটে গুড়ে পিঁপড়ে – আঠার মতো লেগে থাকা। 'চিটে গুড়ে পিঁপড়ের মতো জড়িয়ে আছি দেখি।' *পাশা*, ১৯৭১।

চিটেপানা *বিণ* চুপসে রয়েছে এমন। 'ভুঁড়িটা ... একদিক চিটেপানা আর একদিকে বেঢপ মোটা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

চিঠা [হি চিট্‌ঠা] **১** *বি* হিসাবের খাতাপত্র। 'দেওয়ান ঘোষের বেটা বহিত আমার চিঠা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* চিঠি। 'মহাশয় তুমি চিঠা বাহির করিয়া দেখ।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বি* জমি জরিপের বিবরণপত্র। 'কাহাকে বলে চিঠা, কাহাকে বলে গোসায়ারা ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চিঠি, চিঠী [হি চিট্‌ঠা] **১** *বি* চিঠি। 'যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ইংরেজী চিঠী লিখেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* লটারির টিকিট। 'মালের চিঠী সকলে তিনসত পঞ্চিত্রিস চিঠী ইহার বিতং এক চিঠী।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। **৩** *বি* ফর্দ; তালিকা। 'নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা বাজারের চিঠীখানা লিখিতে অক্ষম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

চিঠি চলা *ক্রি* চিঠির আদান-প্রদান করা। 'রাজার সঙ্গে তোমার চিঠি চলে!' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

চিঠি-চাপাটি *বি* চিঠিপত্র। 'কাজ না থাকলে হয়ত তারা চিঠি-চাপাটিও লেখে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চিঠি-চালাচালি *বি* চিঠি আদান-প্রদান। 'আমি গোপনে চিঠি-চালাচালি করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চিঠি-পত্তর [হি চিট্‌ঠা+স পত্র] *বি* চিঠিপত্র। 'তাই এতদিন চিঠি-পত্তর লেখনি?' *নজরুল*, ১৯২৭।

চিঠিপত্র [হি চিট্‌ঠা+স পত্র] **১** *বি* চিঠি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র। 'কতকগুলি চিঠিপত্র তিনি বাড়ী তল্লাসীতে পাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* পত্রবিনিময়। 'আপনার বুঝি এই সম্বন্ধে চিঠিপত্র চলছে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চিঠিপিঠি [হি চিট্‌ঠা>] *বি* চিঠিপত্র। 'কারো চিঠিপিঠি নিয়ে এসেছেন নাকি?' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

চিঠির বাক্স [হি চিট্‌ঠা+ই বক্স] *বি* ডাকে পাঠানোর জন্য চিঠিপত্রাদি রাখার আধারবিশেষ। 'পোষ্ট অফিস, চিঠির বাক্স এবং পোষ্টম্যানের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

চিঠিলিখিয়ে *বি* পত্রলেখক। 'ঐ চিঠিলিখিয়ের চিঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চিঠীওয়ালা *বি* পত্রবাহক। 'উমেদার, বেকার রেকমেণ্ড চিঠীওয়ালা লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চিঠে [হি চিট্‌ঠা] *বি* চিঠি। 'দুশো পাঁশো সাৎশো হাজার, কত দিলে লিখে চিঠে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চিড় [স চীর>] *বি* ফাটল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চিড় খাওয়া *ক্রি* ফাটল ধরা। 'কল্লোলের সংহতিতে যেন চিড় খেল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

চিড়কার [স চিৎকার] *বি* চিৎকার। 'এ সড়ার চিড়কারে মোর নিদ্রা হতেছে না ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চিড়চিড় [ধ্বন্যা] *বি* ফাটার অনুভূতি। 'অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দুফাঁক করে দিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

চিড়চিড়ে *বি* কাঁটাগুল্মবিশেষ। 'মাঝে চিড়চিড়ে, আকন্দ, বোয়ান এবং আরো কত কী কাঁটাগুল্ম...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চিড়বিড় [ধ্বন্যা] *বি* তেলে ভাজার শব্দ। 'ফুটন্ত তেলে একবার এ পিঠ চিড়বিড় করে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিড়া[1] [স চিপিটক] *বি* চাল চ্যাপটা করে তৈরি করা খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। 'নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব কৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চিড়াভাজা [স চিপিটক+পা ভজ্জ] *বি* তেল অথবা তেলহীনভাবে ভাজা চিড়া। 'আড়াইসের ধানের কিনিল চিড়াভাজা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। *দ্র* **চিড়া**

চিড়ামুড়কি *বি* মিশ্রিত চিঁড়া ও গুড়-মাখানো মুড়ি। 'বস্ত্র হইতে চিড়ামুড়কি পতন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

চিড়া[2] [স চীর>] *ক্রি* বিদীর্ণ করা। 'যদি হএ কাঙ্খই করাত লই চিড়ে।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

চিড়িক [ধ্বন্যা] *বি* ঝলকানি। 'কেরোসিনের ধোঁয়া, চিমনির চিড়িক, ঘরে গুমোট মাকড়সার জাল।' *জীবন*, ১৯৩১।

চিড়িতন [হি চিড়ী] *বি* তাসবিশেষ। 'আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, ত্রূপ খেললি কেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চিড়িমার [হি চিড়ী] *বি* চিড়িতন; তাসের চিহ্নবিশেষ। 'হরতন, রুইতন, ইস্কাবন ও চিড়িমার এই চারিরঙ্গ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

চিড়িয়া[1] [হি] **১** *বি* পাখি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* গুপ্তসংবাদ সরবরাহকারী। 'মাস দেড়েকের মধ্যেই একটা নতুন চিড়িয়া ধরে ফেলেছেন।' *সাদত*, ১৯৬৭।

চিড়িয়াখানা [হি চিড়িয়া+ফা খানা] *বি* পশুপক্ষীশালা। 'বাংলা দেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্দ্ধমানের তুল্য চিড়িয়াখানা আর কোথাও নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চিড়িয়ামারি *বি* পাখিশিকার। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

চিড়িয়া[2] [হি চিড়ী] *বি* তাসের রংবিশেষ। **চিড়িয়ার গোলাম** *বিণ* তুচ্ছ; মূল্যহীন। 'ছোট বাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেসায় শিবের বাবা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চিড়ে [স চিপিটক] *বি* চিঁড়া। 'সরু চিড়ে শুকো দই মত্তমান ফাকা খই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

চিড়ে-কোটা *বিণ* ঢেঁকিতে চিঁড়া কোটার সময় তৈরি হয় এমন। 'নোলক উঠতো দুলে যার চিড়ে-কোটা তালে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

চিৎ[1] [স] **১** *বি* চিত্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* চেতন। 'শিঙ্গে বীর্য লাগিয়া গরু প্রবর চিৎ হইলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

চিৎপ্রকর্ষ [স] *বি* মনের বৈদগ্ধ্য। 'চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিৎপ্রকৃতি [স] *বি* মনঃপ্রকৃতি। 'ফসলের অধিকার নির্ণয় করতে গেলে বৈজ্ঞানিকের কাছে চিৎপ্রকৃতির দাবি অগ্রাহ্য হয়ে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চিৎশক্তি [স] *বি* চেতনাশক্তি। 'তাঁহাদের চিৎশক্তি জাগ্রত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চিৎ হওয়া *ক্রি* চেতন হওয়া। 'শিঙ্গে বীর্য লাগিয়া গরু প্রবর চিৎ হইলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

চিৎ[2] [হি চিত] *বিণ* উপরে মুখ দিয়ে পিঠের উপর শোয়া। 'বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

চিৎপটাং [হি চিত>] *বি* হাত পা ছড়িয়ে পতন। 'হেঁইয়ো বলে হাত পা ছেড়ে পড়ছে তেড়ে চিৎপটাং।' *সুকুমার*, ১৯২০।

চিৎপাত [হি চিত>] *বিণ* সম্পূর্ণ চিত হয়ে পড়ে গেছে এমন। 'বাঁধনছেঁড়া মহিষ ঘোড়া পথের ধারে চিৎপাত।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

চিৎ-সাঁতার [হি চিত>+স সন্তরণ] *বি* পানিতে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যে সাঁতার। 'তৃতীয় মাইল চিৎ-সাঁতার দিয়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯২২।

চিৎ হওয়া *ক্রি* বেহুশ হওয়া। 'আগু বাড়িয়ে নিতে এসে গাঁজা টেনে চিৎ হয়ে আছে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

চিত[1] [স চিত্ত] *বি* মন; চিত্ত। 'তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চিত-উতরোল [স চিত্ত-উত্তরল] *বি* মনের চঞ্চলতা। 'সে হাসি হিল্লোল জাই চিত-উতরোল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চিতকমল [স চিত্তকমল] *বি* চিত্তরূপ কমল। 'নমি চিতকমলদলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

চিত-কানন [স চিত্ত-কানন] *বি* চিত্তরূপ বাগান। 'পুলকিত চিত-কাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিতগামী [স চিত্তগামী] *বিণ* চিত্তে বিচরণশীল। 'এই চিতগামী হবে যার স্বামী।' *ভারত*, ১৭৬০।

চিত-চাতক [স চিত্ত-চাতক] *বি* চিত্ত রূপ চাতক। 'জাগো রে আনন্দে চিত-চাতক জাগো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চিত-চোর [স চিত্তচোর] *বি* হৃদয় হরণকারী। 'এস মম চিতে ওগো চিত-চোর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

চিতসঞ্চিত [স চিত্ত-সঞ্চিত] *বি* হৃদয়ের ধনস্বরূপ অতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি। 'আমার চিতসঞ্চিত এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চিতে *ক্রিবিণ* মনে। 'শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চিত[2] [হি] *বিণ* ঊর্ধ্বমুখী হয়ে শায়িত। 'লাফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'চিত হৈয়া পড়ে জরাসন্ধ মহামনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিতপাত *বি* সম্পূর্ণ চিত হয়ে পড়ে গেছে এমন অবস্থা। 'চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

চিতানো *ক্রি* ফোলানো। 'সে বুক চিতিয়ে খাড়া হল আমার সামনে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

চিতই পিঠা *বি* চালের মণ্ড ভেজে তৈরি পিঠাবিশেষ। 'আর চিতই পিঠা।' *জসীম*, ১৯৬০।

চিতকার [স চিৎকার] *বি* উঁচু গলায় কথা বলা। *ওর্সা*, ১৭৮২।

চিতল[1] [স চিত্রফল] *বি* সূক্ষ্ম সাদা আঁশ-ওয়ালা বড়ো মাপের মাছবিশেষ। 'পাড়ে মৎস্য পড়িল চিতল শাল রুই।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চিতল[2] [স চিত্রল] *বিণ* চিত্রল। 'চিতল হরিণ ঐ শিশু।' *জীবন*, ১৯৪০।

চিতল-হরিণী [স চিত্রল-হরিণী] *বি স্ত্রী* চিত্রল হরিণ। 'একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া।' *জীবন*, ১৯৪২।

চিতা[1] *বি* ফুলগাছ বিশেষ; রাংচিতা। 'অশোক কিংশুক চূআঁ চিতা খঞ্চী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চিতা[2] [স] *বি* মৃতদেহ দাহ করার অগ্নিকুণ্ড। 'চিতা শত জ্বালি জদি ছয় মাসে পোড়ে বন্ধুগণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিতাগ্নি [স চিতা-অগ্নি] *বি* চিতার আগুন। 'স্বামীর উদ্দেশে দোধূয়মান চিতাগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

চিতাচুল্লি [স] *বি* মৃতদেহ পোড়ানোর চুলাবিশেষ। 'চিতাচুল্লিতে শোকের পাবক, নিভে না বাতাস লেগে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

চিতাধূম্র [স] *বি* চিতার ধোঁয়া। 'আসি চিতাওর গড় চিতাধূম্র দেখিলা বিদিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চিতাধূলি [স] *বি* মৃতদেহ চিতায় ভস্মীভূত করার পর সংগৃহীত ছাই। 'উন্মত্ত লাঙ্গট জটাধর চিতাধূলি গায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিতানল [স চিতা-অনল] *বি* চিতার আগুন। 'জগতের মহা চিতানল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

চিতাবহ্নি [স] *বি* চিতার আগুন। 'সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব ভস্মও নাহি তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিতাভস্ম [স] *বি* মৃতদেহ পোড়ানো ছাই। 'মৃত্যুমাঝে হবে তব চিতাভস্মে সবার সমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

চিতাভূমি [স] *বি* শ্মশান। 'বারণ না শুনিয়া সহমরণ করিয়াছেন চিতাভূমি প্রত্যক্ষ দেখ গিয়া।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

চিতারচনা করা *ক্রি* চিতা তৈরি করা। 'মৃতদেহ ... শ্মশানে লইয়া গিয়া, চিতারচনা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চিতারোহণ [স চিতা-আরোহণ] *বি* চিতায় প্রাণ বিসর্জন। 'চিতারোহণ করিয়া আত্ম শরীর পরিত্যাগ করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

চিতাশায়ী [স] *বি* হত্যা; বধ। 'আমরা তোমার শত্রুকে খড়্গধারের পরিচিতি কিম্বা চিতাশায়ী করি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

চিতা[৩] [স চিত্রক] *বিণ* হলুদ রঙের উপর কালো দাগওয়ালা। 'চিতা হরিণ।' *ক্যালগে,* ১৭৮৮।

চিতাবাঘ [স চিত্রক-ব্যাঘ্র] *বি* অত্যন্ত দ্রুতগামী খর্বাকৃতি বাঘবিশেষ। *ওসা,* ১৭৮৫; 'এক চিতাবাঘ মাত্র আছে।' *দর্পণ,* ১৮৩৬।

চিতাবাঘিনী [স চিত্রক-ব্যাঘ্র>] *বি স্ত্রী* চিতাবাঘ। 'চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে।' *জীবন,* ১৯৪২।

চিতা হরিণ [স চিত্রক-হরিণ] *বি* হরিণের প্রজাতি বিশেষ। 'দাগদার চিতা হরিণ।' *ক্যালগে,* ১৭৮৭।

চিতান, চিতেন *বি* কবিগান, আখড়াই প্রভৃতি গানের স্তবক বা তুকের নামবিশেষ, স্থায়ী বা মহড়ার পরে সাধারণত যা উচ্চ স্বরগ্রামে পরিবেশিত হয়। 'এমন অধ্যক্ষতা করা কেবল চিতেন কেটে বাহবা লওয়া।' *প্যারী,* ১৮৫৮; 'চিতান।' *বিদ্যা,* ১৮৯১।

চিতি, চিতী *বি* এক প্রকার সাপ। 'ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতী ঢোঁড়া।' *ভারত,* ১৭৬০; 'ইয়া এক পাহাড়ে চিতি – ধরলে পিছনের ঠ্যাঙে।' *তারা,* ১৯৪০।

চিতেন *দ্র* **চিতান**

চিতে *বি* রাংচিতা গাছ; ফুলগাছ বিশেষ। 'রক্ত কম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের ... বরাদ্দ আছে।' *হুতোম,* ১৮৬১।

চিৎকার [স] *বি* চেঁচানি। 'জন কয়েক চেংড়া ... চিৎকার করিতে করিতে আসিল।' *প্যারী,* ১৮৫৮।

চিৎকার-চেচামেচি *বি* হৈহল্লোড়। 'আর চিৎকার-চেঁচামেচি হবে না কেন?' *মুজতবা,* ১৯৫৮।

চিৎকারধ্বনি [স] *বি* চিৎকারের শব্দ। 'যাত্রা গানের চিৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতাকে ভাঙিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৮।

চিৎকারসর্বস্ব [স] *বিণ* চেঁচামেচি প্রধান বৈশিষ্ট্য এমন। 'সংগীত যেমন বেসুরো তেমনি চিৎকারসর্বস্ব।' *প্রমথ,* ১৯৩৭।

চিৎকারা [স চিৎকার>] *ক্রি* চিৎকার করা। 'হট্টমাঝে ফিরে যেন অবাধে চিৎকারি অনভিজাতিক দম্ভে।' *সুধীন্দ্র,* ১৯২৮।

চিত্ত [স] **১** *বি* মন। 'অহোনিশি মোর চিত্ত বেআকুল।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *বি* বোধ। 'অদ্বৈত-সংকল্প চিত্তে হইল গোচর।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **৩** *বি* বক্ষ। 'যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪। **৪** *বি* অনুভূতি। 'যে-সকল সৌন্দর্যে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

চিত্ত অম্বর [স] *বি* হৃদয়াকাশ। 'চিত্ত অম্বর কর তরঙ্গিত।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০।

চিত্ত-আকাশ [স] *বি* চিত্তরূপ আকাশ। 'কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

চিত্তকমল [স] *বি* চিত্তরূপ কমল। 'শান্তি সরসীমাঝে চিত্তকমল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৩।

চিত্তকাপট্য [স] *বি* শঠতা। 'পূজার পারিপাট্য বিত্তশাঠ্য ও চিত্তকাপট্য রহিত ...।' *দর্পণ,* ১৮২১।

চিত্তকায়া [স] *বি* কায়মন। 'টানরে দিয়ে সকল চিত্তকায়া/ টানরে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০।

চিত্তকুহর [স] *বি* মনের গহ্বর। 'চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

চিত্তকোষ [স] *বি* মনের কোঠা। 'তারা যে জানে আমার চিত্তকোষে অমৃতরূপ আছে বসে গো।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৩।

চিত্তক্ষুধা [স] *বি* মনের ক্ষুধা। 'সে ইহলৌকিক চিত্তক্ষুধাদাহে একবারেই ভুলিয়া বসিয়াছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৮।

চিত্তক্ষেত্র [স] *বি* মন। 'তাহাই তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া থাকিত।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

চিত্তক্ষোভ [স] *বি* মনের খেদ। 'মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া দিত।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

চিত্তগগন [স] *বি* মনের আকাশ। 'চিত্তগগনে আঁকা থাকে তার নিত্যনীহাররেখা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

চিত্তগত [স] *বিণ* মনোগত। 'ধর্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ – এটি চিত্তগত আছে।' *হুতোম,* ১৮৬১।

চিত্তগতি [স] *বি* মনের ভাব। 'ওবের্স্টের চিত্তগতি আমি ধরতে পেরেছিলুম।' *মুজতবা,* ১৯৫২।

চিত্তগহন [স] *বি* হৃদয়ের গভীরতা। 'অতল তোমার চিত্তগহন।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

চিত্তগুহা [স] *বি* হৃদয়গহ্বর। 'অদ্ভুত চিত্তগুহার তমো করে নাশ।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

চিত্তগ্রাহী [স] *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'আমি এইমাত্র তোমার নিকট হইতে একখানি দীর্ঘ ও চিত্তগ্রাহী পত্র পাইলাম।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৭।

চিত্তচকোর [স] *বি* চকোরের মতো ব্যাকুল হৃদয়। 'আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

চিত্তচঞ্চলতা [স] *বি* মনের অস্থিরতা। 'আমার চিত্তচঞ্চলতার কারণ শুনতে উৎসুক।' *মাইকেল,* ১৮৫৯।

চিত্তচাঞ্চল্য [স] *বি* মনের অস্থিরতা। 'সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২; 'উত্তেজনায় আমাদের যে চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মে তাহাতেও আনন্দ আছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

চিত্তচাপল্য [স] *বি* মানসিক অস্থিরতা। 'ত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য ... এই চতুর্দশ রাজদোষ।' *বঙ্কিম,* ১৮৮৭।

চিত্তচৈত্য [স] *বি* মনমন্দির। 'ধূমাঙ্কিত চিত্তচৈত্য ভরে নেবে বর্ণাঢ্য প্রবাদে।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩৭।

চিত্তচোর [স] *বি* মনচোর। 'আজি সে পাইনু চিত্তচোর বলি কান্দে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

চিত্তজড়তা [স] *বি* মানসিক সংকীর্ণতা। 'স্বাভাবিক চিত্তজড়তা না থাকলে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৩।

চিত্তজয় [স] *বি* মন জয়। 'সর্বসাধারণের চিত্তজয় করবার জন্য।' *হাই,* ১৯৫৪।

চিত্তজয়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* চিত্তকে জয় করে এমন। 'তোমার চিত্তজয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৬।

চিত্তজ্বালা [স] *বি* মানসিক অশান্তি। 'সে মুখে আজ চিত্তজ্বালার রক্তচ্ছটা ছিল না।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

চিত্ততনু [স] *বি* দেহ ও মন। 'প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ততনু-ক্ষোভ।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

চিত্ততল [স] *বি* হৃদয়তল। 'নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

চিত্ততীর্থ [স] *বি* চিত্তরূপ তীর্থ। 'মানবের চিত্ততীর্থ নিত্যস্বর্গ নহে

মোর।' *বুদ্ধ*, ১৯৩৩।

চিত্ততৃপ্তি [স] *বি* মানসিক তৃপ্তি। 'তাদের নৃত্যকুশলতা দ্বারা সকলের চিত্ততৃপ্তি করে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

চিত্ত দর্পণ [স] *বি* চিত্তরূপ দর্পণ। 'চিত্ত দর্পণেতে যেন বান্ধা সে সুন্দরী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

চিত্তদল [স] *বি* আন্তরিকতা। 'ইহাদের বিত্ত নাই, পুঁজি চিত্তদল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চিত্তদাহ [স] *বি* মনের জ্বালা। 'সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চিত্তদীর্ণ [স] *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিত্তদুয়ার [স] *বি* মনের দুয়ার। 'চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চিত্তদৃষ্টি [স] *বি* অন্তর্দৃষ্টি। 'চিত্তদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে তাকাতে চলেছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

চিত্তদোলা [স চিত্তদোলন] *বি* চিত্তকে নাড়া দেওয়া। 'আপনা-আপনি দক্ষিণবায়ে/ দুলিছে চিত্তদোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চিত্তদৌর্বল্য [স] *বি* মানসিক দুর্বলতা। 'ও সব রোমাঞ্চে তার কোনও চিত্তদৌর্বল্য নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চিত্তধারা [স] *বি* চিন্তার ধারা। 'বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চিত্তনিবিষ্ট [স] *বি* মনোনিবেশ। 'লেখাপড়ায় চিত্তনিবিষ্ট করিলে বৈধব্যদশা হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

চিত্তনিবেশ [স] *বি* মনোনিবেশ। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'মৃত্যুকালে যদি শিশুর প্রতি চিত্তনিবেশ করেছিলেন বলে পরজন্মে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চিত্তপট [স] *বি* চিত্তরূপ পট; মনের ছবি। 'মুহূর্তেক পরে লীন হল চিত্রচয় চিত্রপট হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

চিত্তপদ্ম [স] *বি* চিত্তরূপ পদ্ম। 'মোর চিত্তপদ্মে বসি একাকিনী ঢালিতেছ স্বর্গসুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

চিত্তপাবন [স] *বিণ* মানসিক প্রশান্তিদাতা। 'এসো গো চিত্তপাবন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চিত্তপুত্তলি, চিত্তপুত্তলী [স চিত্ত+স পুত্রিকা] *বি* মনের পুতুল। 'অনুসন্ধান কিছু না পাইয়া চিত্তপুত্তলীর ন্যায় অবাক হইয়া রহিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'তাহার চিত্তপুত্তলি একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিত্তপুলিন [স] *বি* মনের কিনারা। 'আজ পরশিলে চিত্ত পুলিন বিদায়-গোধূলি লগনে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

চিত্তপ্রকৃতি [স] *বি* মনের প্রকৃতি। 'একটি বিশেষ উদ্যমশীল চিত্তপ্রকৃতির ভূমিকা সমস্ত জগতে প্রবর্তিত করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিত্তপ্রতিমা [স] *বি* মনের প্রতিমা। 'প্রাণসমা প্রিয়তমা চিত্তপ্রতিমা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

চিত্তপ্রবাহ [স] *বি* চঞ্চলতা। 'আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চিত্তপ্রভাব [স] *বি* মনের সান্নিধ্য। 'মেহদীর চিত্তপ্রভাবে হঠাৎ জেগে-ওঠা সূর্যের মত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চিত্তপ্রমোদকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মনকে আনন্দ দেয় এমন। 'পণ্ডিতেরা চিত্তপ্রমোদকারিণী সুমধুর সংস্কৃত ভাষার ললিত গুণে মোহিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

চিত্তবংশী [স] *বি* চিত্তরূপ বাঁশি। 'বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিত্তবন [স] *বি* চিত্ত রূপ বন। 'চৈত্র পবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

চিত্তবান [স] *বিণ* হৃদয়বান। 'সে চিত্তও চিত্তবান পারসিকের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চিত্তবারুদ [স চিত্ত+তু বারুদ] *বি* মানসিক উত্তেজনা। 'কাত্যায়নীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্তবারুদে নিপতিত হইয়া...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

চিত্তবিকার [স] *বি* মনের বিকৃতি। 'ইহাতেও চিত্তবিকার জন্মে না।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'ঐ সময়ে তাঁহার চিত্ত-বিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

চিত্তবিকারশূন্য [স] *বিণ* মানসিক বিভ্রমহীন। 'তুমি এককাপীন চিত্তবিকারশূন্য হয়েছ?' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

চিত্তবিক্ষেপ [স] *বি* মানসিক উত্তেজনা। 'সেখানে চিত্তবিক্ষেপ কত ঢেউ তুলেছে – কত সংশয়, কত বিরোধ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

চিত্তবিক্ষোভ [স] *বি* মানসিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। 'মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তবিক্ষোভ দমন করিয়া দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চিত্ত-বিজ্ঞান [স] *বি* মনস্তত্ত্ব। 'আহার্যতত্ত্ব, প্রাথমিক চিকিৎসা ও শিক্ষামূলক চিত্ত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

চিত্তবিনোদন [স] **১** *বি* মনোরঞ্জন। 'পরিশেষে চিত্তবিনোদনের কোনও উপায় না দেখিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* মনে সুখ দেয় এমন। 'চিত্তবিনোদন, দুঃখবিনাশন, বিপদভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'হার্মোনিয়াম বাজাইয়া চিত্তবিনোদন করিবার জন্য সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

চিত্তবিনোদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয়কে আমোদিত করে এমন। 'যথা শুনি চিত্তবিনোদিনী বীণাধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চিত্তবিপর্যয়, চিত্তবিপর্য্যয় [স] *বি* মানসিক উদ্ভ্রান্তি। 'তাঁহার এই চিত্তবিপর্য্যয় আমাদের বিশেষ দুঃখের কারণ।' *ছোলতান*, ১৯২৪।

চিত্তবিভ্রম [স] *বি* মনোবিকার। 'নৃত্যগীত পটীয়সী, কামকলায় সিদ্ধ, চিত্তবিভ্রম উৎপাদনকারী।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

চিত্তবিমোহিনী [স] *বিণ* রমণীয়; মনোমুগ্ধকর। 'চিত্তবিমোহিনী অবস্থা প্রভৃতিতে আনন্দেরই বিকাশ অনুভব ... করি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

চিত্তবিস্ফারক [স] *বিণ* মনকে কষ্ট দেয় এমন। 'এমন-একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

চিত্তবীণা [স] *বি* চিত্তরূপ বীণা। 'তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিত্তবৃত্তি [স] *বি* মনোবৃত্তি। 'মানব চিত্তবৃত্তি আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

চিত্তবেগ [স] *বি* আবেগ। 'একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*,

১৯৩৭।

চিত্তবেদন [স] *বি* মনের দুঃখ। 'কী জানাব চিত্তবেদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

চিত্তবৈকল্য [স] *বি* মনের বিকলত্ব। 'এরূপ অবস্থায় অনেকেরই চিত্তবৈকল্য ও বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

চিত্তব্যাসঙ্গ [স] *বি* হৃদয়ের অতি আসক্তি। 'এই সার্বক্ষণিক চিত্তব্যাসঙ্গ দ্বারা আমার এক বারে নিদ্রার ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

চিত্তভবন [স] *বি* মনের ঘর। 'চিত্তভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

চিত্তভাব [স] *বি* মনের অবস্থা। 'রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্ব্বিত চিত্তভাব।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

চিত্তভূমি [স] **১** *বি* চিত্ত রূপ ভূমি। 'চিত্তভূমিতে কেবল অঙ্কের প্রতিরূপ অঙ্কিত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* মনোজগৎ। '(রামায়ণ) চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৩** *বি* মননশীলতা। 'বাংলাদেশের হৃদয়কে আজ ধ্বনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চিত্তমধ্য [স] *বি* মনের মধ্যস্থল। 'অদ্ভুত চরিত্র চিত্তমধ্যে লাগে ধন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চিত্তমনোহারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় হরণ করে এমন। 'অনুপম সুন্দরী, চিত্তমনোহারিণী মস্তানীর সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

চিত্তময় [স] **১** *ক্রিবিণ* সমগ্র চিত্তব্যাপী। 'হেরিনু হে স্নেহে প্রেমে জগতময় চিত্তময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **২** *বিণ* প্রাণময়। 'এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়, এ যে চিত্তময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চিত্তমহাসাগর [স] *বি* চিত্তরূপ মহাসাগর। 'তাদের চিত্তমহাসাগর উদ্দাম উত্তাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চিত্তমালিন্য [স] *বি* মনের কালিমা। 'বিচারাদি দ্বারা বাদি প্রতিবাদির চিত্তমালিন্য দূর করিতে সক্ষম হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

চিত্তযন্ত্র [স] *বি* চিত্তরূপ যন্ত্র। 'সেদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

চিত্তরঞ্জন [স] *বি* হৃদয়ের আনন্দ বিধান। 'তোমার চিত্তরঞ্জন ও চরণশুশ্রূষা করিলেই, উভয় লোকে নিস্তার পাইব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চিত্তরঞ্জনার্থে [স] *ক্রিবিণ* মনের আনন্দের জন্য। 'বোধসৌকর্য্য ও চিত্তরঞ্জনার্থে, প্রয়োজনানুসারে, অনেক বিষয়ের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি [স] *বি* মনের আনন্দদায়ক প্রবৃত্তি। 'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত ... সৌন্দর্য্য সম্যকরূপে উপলব্ধ হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

চিত্তরম্য [স] *বিণ* মনের মতো। 'এই সকল পরামর্শ বিবির চিত্তরম্য হইল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চিত্তলোক [স] *বি* মনোলোক। 'বিশ্বলোকে এবং চিত্তলোকে "আমি দেখছি" এই অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলাই হচ্ছে আমার কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

চিত্ত-শিখী [স] *বি* মনরূপ ময়ূরী। 'চিত্ত-শিখী নাচে মদালস ছন্দে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

চিত্তশুদ্ধি [স] **১** *বি* মনের শুদ্ধতা। 'চিত্তশুদ্ধি সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদ্গম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মনের পরিশোধন। 'ফিলজফারের বুদ্ধি, দরকার করে বহুৎ চিত্তশুদ্ধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চিত্তসংকীর্ণতা [স] *বি* মনের অনুদারতা। 'আত্মত্যাগের যে ঢেউ চিত্তসংকীর্ণতার কূল ছাপিয়ে উঠেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চিত্তসংযম [স] *বি* কুপ্রবৃত্তি দমন। 'নিজের আচরণে লজ্জিত হলেন এবং চিত্তসংযম আয়ত্ত করে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

চিত্তসম্পদ [স] *বি* চিত্তরূপ সম্পদ। 'যেখানে মানুষের চিত্তসম্পদ আছে সেখানে ভেদ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

চিত্তসুখ [স] *বি* মানসিক তৃপ্তি। 'বিপদেও চিত্তসুখ সম্ভোগ করিয়া নিশ্চিন্তে কালযাপন করেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

চিত্তস্ফূর্তি [স] *বি* মনের আনন্দ প্রকাশ। 'চিত্তস্ফূর্তির কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

চিত্তস্রোত [স] *বি* চিত্তরূপ স্রোত। 'মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চিত্তহরণ করা *ক্রি* হৃদয় আকৃষ্ট করা। 'সৌন্দর্যের একমাত্র কার্য চিত্তহরণ করা অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ সঞ্চার করিয়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিত্তহারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* চিত্তকে হরণ করে এমন। 'চিত্তহারিণী কেশবিলাসিনী ক্ষীণকটি কঠোরকুচা বেশ্যাদিগমনে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চিত্তহারিত্ব [স] *বি* মনোহারিতা। 'প্রাণীজগতের এইরূপ সৃষ্টিবৈষম্য ও চিত্তহারিত্ব ব্যাপার যেমন লোভনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

চিত্তহারী [স] *বিণ* চিত্তকে হরণ করে এমন। 'হায় রে যত চিত্তহারী রূপকুমারী জর্জিয়ার।' *নজরুল*, ১৯৪২।

চিত্তহীন [স] *বিণ* নিষ্প্রাণ। 'শুচিত্ব কেবল চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

চিত্তাকর্ষক [স চিত্ত-আকর্ষক] *বিণ* মনকে আকর্ষণ করে এমন। 'প্রবন্ধটি বিষয়গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

চিত্তাকর্ষণ [স চিত্ত-আকর্ষণ] *বি* দৃষ্টি আকর্ষণ। 'পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করাটা কাগজের বিশেষত্ব বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন।' *এসলাম*, ১৯২০।

চিত্তাকাশ [স চিত্ত-আকাশ] *বি* মনের আকাশ। 'বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চিত্তারতি [স চিত্ত-আরতি] *বি* মনের আগ্রহ। 'চিত্তারতি অনুরূপ না পাইয়া ভাল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চিত্তের রোকা *বি* প্রেমপত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চিত্তোৎকর্ষ [স চিত্ত-উৎকর্ষ] *বি* মনের সন্তুষ্টি। 'তাহাতে শ্রাদ্ধকারীর চিত্তোৎকর্ষ হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক [স চিত্ত-উৎকর্ষ-বিধায়ক] *বিণ* মনের উদ্দীপনা বাড়ায় এমন। 'সেই কলম ... বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

চিত্তোল্লাস [স চিত্ত-উল্লাস] *বি* মনের আনন্দ। 'এতদ্বিষয়ে অনেকের চিত্তোল্লাস হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

চিত্তা[১] [স চিত্ত] *বি* বোধ। 'অলক্ষলখচিত্তা মহাসুহেঁ।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

চিত্তা[২] [স চিত্রক] *বি* চিতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চিত্তির [স চিত্র] ১ *বি* চিত্র। 'চিত্তির করা হাঁড়ি ... বিক্রি কত্তে বসেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* বিস্ময়কর। 'সবচেয়ে চিত্তির যখন হঠাৎ বাঁক নিয়ে সামনে দেখতে পাবেন আধ মাইল লম্বা উটের লাইন।' *মুজ্তবা*, ১৯৪৯।

চিত্তিরমিত্তির *বিণ* একেবারে ছত্রভঙ্গ। 'হরিণের পাল আর পাল রইল না, হয়ে গেল চিত্তিরমিত্তির।' *মুজ্তবা*, ১৯৬৬।

চিৎপটাং *দ্র* **চিৎ**[২]

চিৎপাত *দ্র* **চিৎ**[২]

চিৎপ্রকর্ষ *দ্র* **চিৎ**[১]

চিৎপ্রকৃতি *দ্র* **চিৎ**[১]

চিত্ত [স চিত্ত] *বি* মন। 'অধর্ম্ম নাহিক চিত্তে স্বঙরি স্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিত্ত্য [স চিত্ত] *বি* চিত্ত। 'কায়মন চিত্ত্যে দেবি সেবিল ব্রাহ্মণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চিত্র [স] ১ *বি* নকশা। 'নানা চিত্রে পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ছবি; প্রতিকৃতি। 'চিত্রের পুতলি প্রায় একদৃষ্টে ঘন চায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* বর্ণনা। 'মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিত স্বরূপ লিখিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

চিত্রকর [স] ১ *বি* চিত্রশিল্পী; পটুয়া। 'কোনও নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা, সেই অবস্থার ব্যঞ্জক এক আলেখ্য প্রস্তুত করাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* বর্ণনাকারী। 'মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিত স্বরূপ লিখিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বি* নকশাকার। 'অগ্রেই গুপ্তচর, চিত্রকর এবং কুঠারধারীগণকে ছদ্মবেশে প্রেরণ করিতে হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৪ *বি* আলোকচিত্রী। 'আর একটা ছবি না লইয়া চিত্রকর ছাড়িল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চিত্র করা[১] *ক্রি* ছবি আঁকা। 'চিত্রকর সেই রূপ চিত্র করিয়া রাজার সাক্ষাৎ দিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

চিত্র করা[২] *বি* নকশা। 'নীচ লোকের কর্ম্ম সুন্দর অক্ষর লেখা, painting অর্থাৎ চিত্র করা তাহাতে আবশ্যক নাই।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

চিত্রকর্ম, চিত্রকর্ম্ম [স] *বি* চিত্রকলা। 'তাঁহার ... চিত্রকর্ম্মে বিশেষরূপ অনুরক্তি ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'কোপর্নিকস ... গণিত, পরিপ্রেক্ষিত, জ্যোতিষ ও চিত্রকর্ম এই কয়েক বিদ্যায় ... অনুরাগী ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

চিত্রকলা [স] *বি* চিত্রশিল্প। 'লেখক কিছুই বাদ দেননি – চিত্রকলাও নয়, নৃত্যকলাও নয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

চিত্রকল্প [স] *বি* কবিতায় বা গদ্যে শব্দ দিয়ে বর্ণিত কল্পিত ছবি। 'যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পেয়েছি যাতে মূল ভাব ও চিত্রকল্প ... অপরিবর্তিত থাকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

চিত্রকাব্য [স] *বি* চিত্র সংবলিত কাব্য। 'বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি।' *ভারত*, ১৭৬০।

চিত্রকার [স] *বি* চিত্রশিল্পী। 'চিত্রকারকে উপমা দেবার বেলায় অন্য পথ দেখতে হয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

চিত্রকারি [স চিত্রকরী] *বি* চিত্রশিল্পের কাজ। 'সেখানে বসুক ছেলেরা চিত্রকারি খোদকারি নানা কারিগরি শিখতে।' *অবন*, ১৯২৫।

চিত্রকারিণী [স] *বি স্ত্রী* অঙ্কনশিল্পী; চিত্রী। 'তাঁহার সমান চিত্রকারিণী প্রায় কেহ ছিল না।' *গৌর*, ১৮২২।

চিত্রকুশলা [স] *বি স্ত্রী* নকশা করায় পারদর্শী। 'চিত্রকুশলা ... আলেপনা দিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

চিত্রক্ষেত্র [স] *বি* দৃশ্য। 'এই চিত্রক্ষেত্র দৃষ্টি করিলে অনায়াসে বোধ হয়, পৃথিবী গোলাকৃতি না হইলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

চিত্রগতি [স] *ক্রিবিণ* সুন্দর ভঙ্গিমায়। 'চিত্রগতি চলে জেন নাটুয়া খঞ্জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিত্রগর [স চিত্র+ফা গর] *বি* যে ছবি অঙ্কন করে; চিত্রকর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চিত্রচর্চা [স] *বি* ছবি আঁকার অনুশীলন। 'সেগুলোও যেন আনাড়ির চিত্রচর্চা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

চিত্র জগৎ [স] *বি* সিনেমা সংশ্লিষ্ট এলাকা। 'নাহার চৌধুরী বিএ, চিত্র জগতে বনানী চৌধুরী নামেই পরিচিতা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

চিত্রণ [স] *বি* অঙ্কন। 'মুসলমান রমণীর চরিত্র চিত্রণে যেরূপ সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।' *এসলাম*, ১৯১৫।

চিত্রতারকা [স] *বি* সিনেমার অভিনেতা। 'মুছলমান চিত্রতারকা অমুছলমানী নাম গ্রহণ করে ...।' *জামায়াত*, ১৯৪২।

চিত্রধর্ম [স] *বি* চিত্রময়তা। 'ভাষার চিত্রধর্ম এবং সঙ্গীতধর্ম মারফত ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সামর্থ্যে পাউন্ডের সমতুল্য কবি এ যুগে দুর্লভ।' *শিব*, ১৯৭৩।

চিত্রপট [স] ১ *বি* ছবি আঁকার মোটা কাপড়বিশেষ। 'বস্তু সকলকে স্বভাবতঃ যেরূপ দেখা যায়, আলেখ্যে অর্থাৎ চিত্রপটে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* চিত্রাঙ্কিত বস্ত্র। 'অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চিত্রপুতলি [স চিত্র+স পুত্রিকা] *বি* অঙ্কিত পুতুল বা প্রতিমূর্তি। 'যে যেমন আছি রহিব বসিয়া চিত্রপুতলি যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চিত্র পুতলির পারা – পটের পুতুলের মতো। 'চাহিয়ে রহিল চিত্র পুতলির পারা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চিত্রপুত্তলিকা [স চিত্র+স পুত্রিকা] *বি* অঙ্কিত পুতুল বা প্রতিমূর্তি। 'সমস্ত সামাজিক লোক ... চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

চিত্রফলক [স] *বি* ছবি আঁকার কাজে ব্যবহৃত কাঠের ফলক। 'জন্মান্ধের নিকটে পরম মনোহর চিত্রফলক উপস্থিত করিলে কি ফলোদয় হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

চিত্রবৎ [স] *বিণ* ছবির মতো। 'ধূমময় চিত্রবৎ এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

চিত্রবয়ন [স] *বি* কাপড়ের উপর সুচ-সুতা দিয়ে নকশা তৈরির কাজ। 'চীনাংশুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জানত তরুণীরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

চিত্রবর্ণ [স] *বিণ* নানা বর্ণের। 'চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী ভুনী পোতা পট্ট পাড়ি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চিত্রবস্তু [স] *বি* চিত্রের বিষয়। 'চিত্রবস্তুর সংস্থান, তার বর্ণকল্পনা, তার অঙ্কন ... অল্প লোকেরই জানা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চিত্রবস্ত্র [স] *বি* বিচিত্র পোশাক। 'চিত্রবস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চিত্রবাঘিনী [স চিত্রক>] *বি স্ত্রী* চিতাবাঘ। 'চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চিত্র-বিচিত্র [স] **১** *বিণ* নানা রকম নকশাযুক্ত। 'চিত্র বিচিত্র দেখে চোরের বিছানা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* নানা ধরনের। 'চিত্র-বিচিত্র কণ্ঠের সীমা ছাড়িয়ে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চিত্র বিচিত্রিত [স] *বিণ* নানা ধরনের নকশাযুক্ত। 'পর্য্যঙ্ক দুগ্ধফেণান্যক্কৃত চিত্র বিচিত্রিত বস্ত্রে...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

চিত্রবিদ [স] *বি* চিত্রশিল্পী। 'কে চিত্রবিদ কী বা চিত্র এ সম্বন্ধে মত প্রচারিত হয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

চিত্রবিদ্যা [স] *বি* চিত্রাঙ্কনবিষয়ক বিদ্যা। 'চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন উপায় না থাকাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

চিত্রবিদ্যাপারদর্শিনী [স] *বিণ স্ত্রী* চিত্রাঙ্কনে কুশলী। 'একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রবিদ্যাপারদর্শিনী, রন্ধননিপুণা, রূপবতী কিশোরী সেকালে বেশি ছিল [illegible] *[illegible]*, ১৯৩৬।

চিত্রব্যাঘ্র [illegible] *বি* চিতাবাঘ। 'চিত্রব্যাঘ্র পঙ্কনখচিহ্নরেখা [illegible] পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিত্রভাণ্ডার [স চিত্র+ভাণ্ডার] *বি* ছবির প্রদর্শনশালা। 'মস্কৌ শহরে ট্রেটিয়াকভ গ্যালারি নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চিত্র-ভারত [স] *বি* ভারতের মানচিত্র। 'তখনও চিত্র-ভারত বুকে ধরিয়া উপুড় হইয়া কাঁদিতেছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চিত্রভারতী [স] *বি* ছবির বাণী। 'আমাদের দেশের সঙ্গে আমার চিত্রভারতীর সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চিত্রময় [স] *বিণ* সচিত্র। 'অনেক বিষয়ের চিত্রময় প্রতিরূপও প্রকাশ করা গিয়েছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

চিত্রমুগ্ধ [স] *বিণ* ছবির মতো নিশ্চল। 'আমরা চিত্রমুগ্ধ হয়ে মহানন্দে তাম্রকূটজ্ঞানে খড়ের ধূম পান করছি।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

চিত্ররচনা [স] *বি* ছবি আঁকা। 'চিত্ররচনানৈপুণ্যের বহুল প্রশংসা করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

চিত্ররেখা [স] *বি* আলপনা। 'নানা চিত্ররেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চিত্রযোগ্যতা [স] *বি* ছবির বিষয় হওয়ার যোগ্যতা। 'আর্টিস্ট পুরনো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে, তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

চিত্রল [স] *বিণ* চিত্রবিচিত্র। 'উচ্চকিত, দ্রুত, লঘু, মন্থর, চিত্রল/ কখনো অমর্ত্য গদ্যে।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

চিত্রলিপি [স] *বি* ছবির মাধ্যমে লেখার পদ্ধতি। 'তাহার সঙ্গে প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ভিন্ন আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিত্রলীলা [স] *বি* বিচিত্র লীলাখেলা। 'হেন চিত্রলীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চিত্রলেখা [স] **১** *বি* স্বর্গের অপ্সরা। 'উসার আরতি দেখি চিত্রলেখা জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ছন্দ; কবিতা। 'সেইখানে বসে রচনা করি আমার চিত্রলেখা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চিত্রলোক [স] *বি* চিত্রপুরী। 'চিত্রলোক থেকে প্রাণলোকে সূর্যের আলো ভোগ করতে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চিত্রশাল [স] *বি* চিত্রশালা। 'চকিতে কার দেখা পেতেম রাজার চিত্রশালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চিত্রশালা [স] *বি* চিত্র প্রদর্শনের ঘর। 'চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চিত্রশালিকা [স] *বি স্ত্রী* চিত্র সংগ্রহশালা। '[illegible] নগরে সুইডেনের রাজমহিষীর যে চিত্রশালিকা ছিল ...।' *[illegible]*, ১৮৪৯।

চিত্রশিল্প [স] *বি* অঙ্কন-শিল্প। 'চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাবিদ্যা যদিচ সাহিত্যের ন্যায় মানবপ্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ খাদ্য নহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

চিত্রশিল্পী [স] *বি* চিত্রকর। 'মাদ্রাজের [illegible] চিত্রশিল্পী রবিবর্মার দেশী ছবিগুলি যখন প্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

চিত্রসনাথ [স] *বিণ* সচিত্র। 'এ যুগের সাহিত্য চিত্রসনাথ হয়ে উঠেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

চিত্রাক্ষর [স চিত্র-অক্ষর] *বি* চিত্রলিপি। 'অক্ষর বা চিত্রমূর্তি – কতকটা ইজিপ্তের চিত্রাক্ষরের মতো।' *অবন*, ১৯১৯।

চিত্রাগার [স চিত্র-আগার] *বি* চিত্রশালা। 'বড় বড় থিয়েটার সিনেমা নাচঘর কন্সার্ট হল চিত্রাগার মিউজিয়াম প্রদর্শনী।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

চিত্রাঙ্কন [স চিত্র-অঙ্কন] *বি* ছবি আঁকা। 'পূর্ব্বে সূর্য্যালোক সাহায্যেই এই আলোকচিত্রাঙ্কন সমাহিত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

চিত্রাঙ্কনরীতি [স চিত্র-অঙ্কন-রীতি] *বি* ছবি আঁকার পদ্ধতি। 'চিত্রাঙ্কনরীতির সঙ্গে তাঁর দার্শনিক চিন্তার সম্পর্ক মোটেই সেভাবে প্রতিফলিত নয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

চিত্রাঙ্কিত [স] *বিণ* ছবির মতো সুন্দর। 'চিত্রাঙ্কিত বুকে যদি ঘুমাইতে দাও মাথা রাখি সুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

চিত্রার্পিত [স চিত্র-অর্পিত] **১** *বি* অঙ্কিত ছবির মতো অবস্থা। 'তুমি, কি নিমিত্তে ... চিত্রার্পিতের ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিয়াছ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* চিত্রিত। 'বিমলা চিত্রার্পিত পুত্তলীবৎ নিস্পন্দ হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। **৩** *বিণ* নিস্পন্দ। 'সেইমতো চিত্রার্পিত দাঁড়াইয়া, দীর্ঘকায় বনস্পতিসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিত্রার্পিতবৎ [স] *বিণ* চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো। 'দুর্গপ্রাকারে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে আছেন রানি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

চিত্রার্পিতা [স চিত্র-অর্পিতা] *বিণ স্ত্রী* ছবির মতো স্থির। 'কামে পিড়িত গোপী চিত্রার্পিতা হয়্যা।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিত্রের পুতলি *বি* স্থির মূর্তি। 'চিত্রের পুতলি হেন চারি দিগে রহি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিত্রক [স] *বি* হরিণের প্রজাতিবিশেষ। 'বৃদ্ধ আশ্রমমৃগ চিত্রক ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নব-দূর্বাদল-ভোজনে ব্যাপৃত ছিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

চিত্রক লগনী [স চিত্রক>] *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥ একতালী।' *বড়ু*, ১৫০০।

চিত্রভানু [স] *বি* আগুন। 'গরজিলা ভালে চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চিত্রা[1] [স] *বি* (তন্ত্র) নাড়িবিশেষ (শরীরস্থ সুষুম্না নাড়ির ভিতর মৃণালতন্তুসদৃশ)। 'সুসর্ম্মা ভিতরে আছে চিত্রা নামে নাড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিত্রা[2] [স চিত্র>] *ক্রি* রঙিন করা। 'লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'অশোকের রক্তকান্তে চিত্রি পদতল।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯৫।

চিত্রিকর [স চিত্রকর] *বি* যে ছবি আঁকে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চিত্রিকরন [স চিত্রীকরণ] *বি* চিত্র অঙ্কন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চিত্রিগর [স চিত্রকর] *বি* চিত্রকর; ছবি আঁকে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চিত্রিণী [স] *বি* কামশাস্ত্রে বর্ণিত চার রকমের স্ত্রীজাতির একটি। 'পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী।' *ভারত*, ১৭৬০।

চিত্রিত [স] **১** *বিণ* খচিত। 'তদানন্তর চতুরস্র স্বর্ণ চিত্রিত দৃতি নির্ম্মিত পট্টে সুলিখিত।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* নানা বর্ণে রঞ্জিত। 'বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুওষ্ঠবদন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* অঙ্কিত। 'মহাশয়ের ছবি অবিকল্প চিত্রিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। **৪** *বিণ* চিহ্নিত। 'অপমানকর্ত্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

চিত্রিত করা *ক্রি* 'রাবণকে ক্ষুদ্রতম মনুষ্য করিয়া বিচিত্র করিয়াছেন, তাহা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

চিত্রিতবৎ [স] *বিণ* অঙ্কিত চিত্রের মতো। 'ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

চিত্রিতভিত্তি [স] *বিণ* দেয়াল-অঙ্কিত। 'কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীল-যবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিত্রিতরূপ [স] *বিণ* নানা বর্ণে রঞ্জিত। 'বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুওষ্ঠবদন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

চিত্রিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অঙ্কিত। 'এতদিনে কথামালার চিত্রিতা গর্দভী হয়ে যেত।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চিত্রী [স] *বি* চিত্রকর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'চিত্রী যখন ছবি আঁকতে বসেন তখন তিনি তথ্যের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

চিৎশক্তি *দ্র* **চিৎ**[১]

চিথল [স চিত্রফল] *বি* চিতল মাছ। 'কটু তৈলে রান্ধে রামা চিথলের কোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিদংশ [স] *বি* চেতনার অংশ। 'চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চিদম্বর [স] *বি* চিদাকাশ। 'হেরো চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে সর্ব চরাচর লীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চিদাকাশ [স] *বি* চিত্তরূপ আকাশ। 'তোমার চিদাকাশে ভাতে সূরয চন্দ্র তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

চিন[১] [স চিহ্ন] **১** *বি* চিহ্ন। 'সমর কানন ভাগে ... আজি হতে সম্পদের চিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* লক্ষণ। 'মেহু বিজুলীর বৃষ্টি বরিষার চিন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* পরিচয়। 'জিবরিলে দিল চিন।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বি* ছাপ। 'এমন সময় এল মুসাফির গায়ে আজারির চিন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

চিন[২] [স চীন] *বি* চীন দেশ। **চিনের কাগজ** *বি* পাতলা কাগজবিশেষ। 'মেয়ে মানষের চরিত্র চিনের কাগজ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। *দ্র* **চীন**

চিনচিন [ধ্বন্যা] *বি* অল্প অল্প বেদনার ভাব। 'প্রাণের ভিতর চিনচিন করছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

চিনচিনানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* ব্যথা হওয়া। 'পেটের ভেতর চিনচিনায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

চিনচিনে [ধ্বন্যা] *বিণ* অল্প অল্প। 'ধীরে-ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

চিনন *বি* চেনা; চিনতে পারা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চিনা[১] *ক্রি* চেনা। 'আপণা চিনহ কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিন** *ক্রি* চিনে নাও। 'এহি মকার মধ্যে ত্রিভুবন চিন।' *সুলতান*, ১৭০০। **চিনই** *ক্রি* চিনতে। 'চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **চিনএ** *ক্রি* চেনে। 'ধর্মবন্তে চিনে তানে না চিনএ পাপী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **চিনলহুঁ** *ক্রি* চেনা। 'চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **চিনস** *ক্রি* চেনো। 'মস্তো হইয়া তুহ্মি আহ্মারে না চিনস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চিনহ** *ক্রি* চেনো। 'আপণা চিনহ কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিনা** *ক্রি* চেনা। 'মুর্শিদ রতন চিনলে পরে চিনা যাবে অচেনারে।' *লালন*, ১৮৯০। **চিনানো** *ক্রি* চিনিয়ে দেওয়া। 'গানেতে চিনালেম সে চিরচিনারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। **চিনি** *ক্রি* জানি। 'চিনি নিজ প্রভু সর্বভৌম মহাশয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **চিনিঞা** *ক্রি* চিনে। 'শিখিআ ডাকিনী-কলা ... বুড়ি আপনা চিনিঞা জাহ বাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চিনিতে** *ক্রি* চিনতে। 'চিনিতে নেরেচ বাছা দ্বিজবর কেবা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **চিনিল** *ক্রি* চিনলো। 'সুরেশ্বর অভিমানে তোমা না চিনিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **চিনিলেক** *ক্রি* চিনলেন। 'চিনিলেক নৃপতি প্রত্যক্ষ মহেশ্বর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **চিন্যা** *ক্রি* চিনে। 'চিন্যা লহ সুন্দরী তোমার পুত্র কে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চিনা[২] [স চিহ্ন] *বি* চিহ্ন। 'টেরচা রহিল পুরি লাঙ্গলের চিনা।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বিটঙ্ক মুখের শোভা বসন্তের চিনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চিনা[৩] [স চীন>] **১** *বিণ* চীনদেশ সংক্রান্ত। 'কৈজুড়ি খাজুরছড়ি চিনা ধলবাঁক।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* চীনদেশে তৈরি বিশেষ রকমের বস্ত্র। *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'চিনার বস্ত্র।' *বোগল*, ১৭৭০।

চিনাবাদাম [স চীন>+স বাতাম্র] *বি* বাদামবিশেষ। 'চিনাবাদাম-ওয়ালাকে ডাকিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চিনাম্যান [ই] *বি* চীন দেশের মানুষ। 'দাদু বুঝি চিনাম্যান মা, নাম বুঝি চাং চু।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চিনা[৪] [চেনা>] **১** *বি* পরিচয়। 'কার সাথে আজ হবে চিনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বিণ* পরিচিত। 'গাড়োয়ানের এটা চিনা রাস্তা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চিনাচিনি [চেনা>] *বি* পরস্পরের পরিচয়। 'এ চিনাচিনির কোন মানে হয় না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চিনাশোনা *বিণ* পরিচিত। 'অনেকেই হালিমের চিনাশোনা লোক।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চিনার *বি* শশা জাতীয় এক প্রকার ফল। 'চিনার গাছের দোদুল হাওয়া।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চিনাল [স চিহ্ন>] *বি* চিনিয়ে দেয় যে। 'চিনাল পেলে চিনে নিতাম/ যেত মনের ধুকধুকি।' *লালন*, ১৮৯০।

চিনি, চিনী [স চীনীয়] *বি* পরিশুদ্ধ গুড়। 'অতপ্ত তণ্ডুল ফুল চিনি চাপাকলা।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কিনিঞা নবাত ফেনি বিশা দরে কিনে চিনি পান কিনে সহস্রের দরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিনিকন্দ [চিনি+স কন্দ] *বি* শাঁখ আলু। 'গুণ দেখে চিনিকন্দ নাম দিলে তাই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চিনিচম্পা কলা [চিনি+স চম্পক+স কদল] *বি* কলাবিশেষ। 'বাইছা বাইছা কাটো গিয়া চিনিচম্পা কলার পাত।' *অবন*, ১৯১৯।

চিনি চাঁপা [চিনি+স চম্পক] *বি* চাঁপাকলাবিশেষ। 'ভেট নিল কান্দি দুই চিনি চাঁপা কলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পৃথিবীর রাঙা রোদ চরিতেছে আকাঙ্ক্ষায় চিনিচাঁপা গাছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

চিনিচাপা [চিনি+স চম্পক] *বি* সুমিষ্ট কলাবিশেষ। 'অতগু তণ্ডুল ফুল চিনিচাপা কলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিনিপাতা [চিনি+স পত্র] *বিণ* চিনিযুক্ত। 'দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল, চিনিপাতা দৈ।' *যোগীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চিনির বলদ [চিনি+স বলীবর্দ] *বি* যে লোক অন্যের জন্য জিনিস বহন করে কিন্তু নিজে কিছুই ভোগ করতে পারে না। 'কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন চিনির বলদ সবে একখানি গুণ।' *ভারত*, ১৭৬০।

চিনিরস [চিনি+স রস] *বি* চিনির রস। 'কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে বুড়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

চিনি চিনি [স চিহ্ন>] *বিণ* পরিচিত মনে হয় এমন। 'লোকটি কে ইনি যেন চিনি চিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চিনে [স চীন>] *বিণ* চীনদেশীয়। 'আমরা তাহাদিগকে চিনে লোক বলি।' *মধু*, ১৮৫৭।

চিনেবাদাম, চীনেবাদাম *বি* ছোটো বাদামবিশেষ। 'চিনেবাদাম ডাকো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'চীনে বাদাম বলতে আপত্তি করিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চিন্তন [স] *বি* চিন্তা। 'তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চিন্তনাতীত [স] *বিণ* অভাবনীয়। 'তার অগ্নি আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চিন্তনীয় [স] **১** *বিণ* ভাবনার যোগ্য। 'সৈয়দ সাহেবের একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। **২** *বিণ* বিবেচনাযোগ্য। 'বাহ্যিক ব্যাপারটাই আমাদের দেশে সব চেয়ে আজ পরম চিন্তনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চিন্তনা [স চিন্তন] *ক্রি* চিন্তা করা। 'ব্রহ্মাণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্মাণ কাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চিন্তা[1] [স চিন্তন>] *ক্রি* ভাবা; চিন্তা করা। 'সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তিল হীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিন্ত** *ক্রি* চিন্তা করো। 'না বোল না বোল নিরাস বড়ায়ি আপণে চিন্ত উপাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিন্তএ** *ক্রি* চিন্তা করে। 'দরশন উপায় চিন্তএ মনে মনে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **চিন্তব** *ক্রি* চিন্তা করবো। 'জহি খনে হুনহি মনেঁ মাধব চিন্তব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চিন্তহ** *ক্রি* চিন্তা করো। 'তাক দুখ দিতেঁ কিছ চিন্তহ উপাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিন্তি** *ক্রি* উদ্বিগ্ন হয়ে। 'হেন মনে চিন্তি গেলা দেব দামোদর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিন্তিআঁ** *ক্রি* চিন্তা ক'রে। 'সভোই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিন্তিতে** *ক্রি* চিন্তা করতে। 'সে দুঃখ চিন্তিতে মনে উড়এ পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **চিন্তিতে চিন্তিতে** *ক্রি* চিন্তা করতে করতে। 'শিশু ছিলাম বৃদ্ধ হইলাম চিন্তিতে চিন্তিতে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৫। **চিন্তিব** *ক্রি* চিন্তা করবো। 'মহাদেবে পূজা করি চিন্তিব মঙ্গল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চিন্তিবারে** *ক্রি* চিন্তা করতে। 'চিন্তিবারে লাগিলা আপনা মনে মন।' *সুলতান*, ১৬৫০। **চিন্তিবোঁ** *ক্রি* চিন্তা করবো। 'চিন্তিবোঁ তোহ্মার হিত পরাণশকতি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিন্তিয়া** *ক্রি* চিন্তা ক'রে। 'মূর্ত্তরূপে গর্ভবাসে কৃষ্ণ চিন্তিয়া হতাস।' *মালাধর*, ১৫০০। **চিন্তিল** *ক্রি* চিন্তা করলো। 'সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তিল হীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিন্তিলা** *ক্রি* চিন্তা করলে। 'কি কর্ম্ম সাধিবা মাও চিন্তিলা কি ফলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চিন্তিলুঁ** *ক্রি* চিন্তা করলাম। 'অনেক ভাবিয়া মনে চিন্তিলুঁ উপায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **চিন্তিলুম** *ক্রি* চিন্তা করলাম। 'না চিন্তিলুম পরিণাম মুক্তি পশুবুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **চিন্তিলেঁ** *ক্রি* ভাবলো। 'বৃদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিন্তিলেক** *ক্রি* চিন্তা করলেন। 'এথা গঙ্গা মনেং চিন্তিলেক কাজ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **চিন্তিহ** *ক্রি* চিন্তা করো। 'এহ্যত আঅর মণে না চিন্তিহ বাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিন্তী** *ক্রি* চিন্তা করি। 'বিষভরা চিত্তে চিন্তী তার কথা শুনি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। **চিন্তে** *ক্রি* চিন্তা করে। 'কৃষ্ণ নাহি সাম্ভাএ সাপা চিন্তে মনে মনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **চিন্তেন** *ক্রি* চিন্তা করেন। 'বাহিরে থাকীয়া তবে চিন্তেন গোপাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **চিন্ত্য** *ক্রি* চিন্তা করি। 'সর্বক্ষণ চিন্ত্য চণ্ডী অষ্টাক্ষর পড়ু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিন্তা করা *ক্রি* ভাবা। 'পুত্র হবেক রাজা উপায় চিন্তা কর।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিন্তা[2] [স] **১** *বি* উদ্বেগ। 'আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* স্মরণ। 'সেহো না বাখানে ভক্তি করে শুদ্ধ চিন্তা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* ভয়। 'নিশ্চিন্তে আছএ সভ কোন চিন্তা নাই।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* সংকল্প। 'এই সময় বটে যে নড়িবার চিন্তা করি।' *তারিণী*, ১৮০৩। **চিন্তাএ** *বিণ* চিন্তারত অবস্থায়। 'চলিতে না পারে সখী চিন্তাএ আতুরী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চিন্তাকালীন [স] *ক্রিবিণ* চিন্তা করার সময়ে। 'যতদিন দেহ মধ্যে অন্তরেন্দ্রিয় ধারণ করিবেন এবং চিন্তাকালীন ভাষা প্রয়োগ করিবেন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

চিন্তাকুল [স চিন্তা-আকুল] *বিণ* চিন্তিত। 'ভূমিতে বসিল রাজা চিন্তাকুল অতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চিন্তা কাঁথা [স চিন্তা-কন্থা>] *বি* চিন্তা-রূপ কাঁথা। 'ছেড়ে রাজস্য প্রেমের উদ্দিশ্য চিন্তা কাঁথা উড়ে যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

চিন্তাক্ষত [স] *বিণ* দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। 'তারই ভারিত্বে হয়তো চিন্তাক্ষত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

চিন্তাখণ্ড [স] *বি* চিন্তার অংশ। 'দেখিবে ভাবের আবর্জনা, ছিন্ন টুকরা, অব্যবহার্য চিন্তাখণ্ড লইয়া সমস্ত গড়িয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিন্তাগ্রস্ত [স] *বিণ* চিন্তিত। 'কি যেন ভাবতে লাগলো বৌঠান নিজের মনে, যেন চিন্তাগ্রস্ত।' *বিমল*, ১৯৫৩।

চিন্তাজীবী [স] *বি* বুদ্ধিজীবী। 'মুসলমান চিন্তাজীবী ও নেতারা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রবহীন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চিন্তাজ্বর [স] *বি* দুর্ভাবনা। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'তাঁহারা কোন বিষয়ে নির্ধন লোকের ন্যায় চিন্তাজ্বারে জর্জ্জরীভূত হন না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

চিন্তাতপ্ত [স] *বিণ* চিন্তিত। 'স্নিগ্ধ মাতৃপাণি চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিন্তাতাপ [স] *বি* চিন্তাজ্বর। 'চিন্তাতাপে জ্বলিয়া গোঞাই কথদিন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চিন্তাতাপিত [স] *বিণ* চিন্তাগ্রস্ত। 'তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চিন্তাধার [স] *বি* চিন্তার আধার। 'যেহেতু মস্তিষ্ক চিন্তাধার ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চিন্তাধারা [স] **১** *বি* কল্পনা। 'কবির চিন্তাধারা হইতে একেবারে সরিয়া যাও!' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বি* বুদ্ধিবৃত্তি। 'যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৩** *বি* ভাবনারাশি। 'আমাকে পেয়ে নির্জনে জমানো তাঁর চিন্তাধারা যেন উপচে পড়ল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চিন্তানত [স] *বিণ* চিন্তার ভারে নত। 'চিন্তানত মস্তকে বাহিরের

অন্ধকারে চলিয়া গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চিন্তানায়ক [স] *বি* চিন্তাবিদ। 'চিন্তানায়কদের কেহ কেহ অবরোধপ্রথার পক্ষপাতী।' *সওগাত*, ১৯২৯।

চিন্তা-নিমীলিত [স] *বিণ* চিন্তায় চোখ বুঁজে আছে এমন। 'কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া চিন্তা-নিমীলিত নয়নে বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যাপন করি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

চিন্তানুরক্ত [স] *বিণ* চিন্তা করতে ভালোবাসে এমন। 'আমার চিন্তানুরক্ত ভক্তাগ্রগণ্য অমূল্যচরণের হৃদয়ের রেশমাত্র বিকার জন্মিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

চিন্তা-নেতা [স] *বিণ* শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদ। 'বাংলার শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ।' *ওদুদ*, ১৯৪৯।

চিন্তান্তর [স চিন্তা-অন্তর] *বিণ* চিন্তিত। 'জুদ্ধরসে ভিমসেন চিন্তান্তর হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিন্তান্বিত [স] *বিণ* উদ্বিগ্ন। 'মহারাজ চিন্তান্বিত আছেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

চিন্তাপীড়িত [স] *বিণ* চিন্তায় কাতর। 'চিন্তাপীড়িত সংশয়াপন্ন মানুষের কাছে এই দ্বিধাশূন্য ইচ্ছাশক্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চিন্তাপুঞ্জ [স] *বি* চিন্তারাশি। 'অনির্বচনীয় উদ্বর্তিত চিন্তাপুঞ্জ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিন্তাপ্রণালী [স] *বি* চিন্তার পদ্ধতি। 'ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রণালী অন্যরূপ।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

চিন্তাপ্রবল [স] *বিণ* চিন্তাপ্রধান। 'আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চিন্তাপ্রবাহ [স] *বি* ভাবনাস্রোত। 'আঘাত-প্রতিঘাতে চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে বিবিধ ঢেউ তোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিন্তাপ্রসূত [স] *বিণ* ভাবনা থেকে উৎসারিত। 'বহু বিনিদ্র রজনীর চিন্তাপ্রসূত দর্শন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চিন্তাবিনিময় [স] *বি* ভাবনার লেনদেন। 'দেশবিদেশের ভাবুকদের সঙ্গে চিন্তাবিনিময়ের বিশ্বনাগরিক উদ্যম ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

চিন্তাবিষ [স] *বি* চিন্তারূপ বিষ। 'অহোরাত্র এই বিষম চিন্তাবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চিন্তাবিহীন [স] *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'চিন্তাবিহীন শিশিরমণ্ডিত ফুলের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চিন্তাবীর [স] *বি* চিন্তানায়ক। 'অনেক শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরকে অশেষ নির্যাতন, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়েছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

চিন্তাবৃত্তি [স] *বি* বুদ্ধিবৃত্তি। 'ইয়োরোপীয় চিন্তাবৃত্তি, অনুভবসম্পদ যোগ দিয়ে নূতন সভ্যতা ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

চিন্তাব্যথাযুক্ত [স] *বিণ* দুশ্চিন্তাজনিত কষ্টে কাতর। 'খানিকটা চিন্তাব্যথাযুক্ত হয়ে স্রেঠিমা ... একবার তাকাল।' *জীবন*, ১৯৩২।

চিন্তাভাবনা [স] *বি* চিন্তা ও ভাবনা। 'তুচ্ছাতিতুচ্ছ কয়েকটি লাইন নিয়ে আজকের এই সমস্ত চিন্তাভাবনা।' *জীবন*, ১৯৩১।

চিন্তামগ্ন [স] *বিণ* চিন্তায় নিবিষ্ট। 'চন্দ্রবাবু সুগভীর চিন্তামগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিন্তামণি [স] *বি* কাল্পনিক মণিবিশেষ; পরশমণি। 'প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

চিন্তামার্গ [স] *বি* চিন্তা প্রক্রিয়া। 'যদি আমরাই চিন্তামার্গে ক্লেশ করব, তা হলে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

চিন্তাযুক্ত [স] *বিণ* চিন্তিত। 'সবে চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে মনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চিন্তাযুতা [স] *বিণ স্ত্রী* উদ্বিগ্ন। 'কহ ভগ্নী সত্য কথা না হইঅ চিন্তাযুতা।' *সুলতান*, ১৬৫০।

চিন্তারতা [স] *বিণ স্ত্রী* চিন্তা করছে এমন। 'তাহা শুধু নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চিন্তারাজ্য [স] *বি* চিন্তার জগৎ। 'চিন্তারাজ্যে মুসলিম এক যুগান্তর আনয়ন করুক।' *ইসলাহ*, ১৯৩২।

চিন্তারাশি [স] *বি* চিন্তাপুঞ্জ। 'প্রকাশহীন চিন্তারাশি করিছে হানাহানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চিন্তারেখা [স] *বি* কপালের ভাঁজ। 'এই যে ললাট – প্রশস্ত, চন্দনচর্চিত চিন্তারেখা বিশিষ্ট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

চিন্তারেখাহীন [স] *বিণ* চিন্তামুক্ত। 'উদার উন্মুক্ত আকাশের চিন্তারেখাহীন জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ললাট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চিন্তার্ণব [স চিন্তা-অর্ণব] *বি* চিন্তারূপ অর্ণব; চিন্তার সাগর। 'সে যে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

চিন্তালোক [স] *বি* ভাবনার জগৎ। 'লেখক ও পাঠকের বহু ঊর্ধ্বে তাঁদের অচিন্ত্যনীয় চিন্তালোকে অধিষ্ঠিত।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

চিন্তাশক্তি [স] *বি* চিন্তা করার ক্ষমতা। 'মনুষ্যের তেমন চিন্তাশক্তি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চিন্তাশীল [স] **১** *বিণ* ভাবুক; চিন্তা করে এমন। 'তাহা চিন্তাশীল লোকের অবিদিত নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* চিন্তা উদ্রেককারী। 'চিন্তাশীল শব্দে গ্রন্থকার যাহা বুঝিলেন পাঠক তাহার ঠিক উল্টা বুঝিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

চিন্তাশীলতা [স] *বি* চিন্তা করার ক্ষমতা। 'ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চিন্তাশূন্য [স] *বিণ* চিন্তাহীন। **চিন্তাশূন্যতা** [স] *বি* ভাবনাহীন অবস্থা। 'হাস্যপরিহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিন্তাশূন্যতা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

চিন্তাসংকট [স] *বি* চিন্তান্বিত অবস্থা। 'তাহাকে চিন্তাসংকট হইতে উদ্ধার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চিন্তাসম [স] *বিণ* চিন্তার মতো। 'চিন্তাসম তাপ নাহি এ মহীতলে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চিন্তাসূত্র [স] *বি* চিন্তার খেই। 'ছিন্ন হয়ে গেছে ওর সমস্ত চিন্তাসূত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চিন্তা-সৌকর্য [স] *বি* চিন্তার উৎকর্ষ। 'যুগপৎ সঙ্কেতের জটিলতা ও চিন্তাসৌকর্য সাধিত হয়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

চিন্তাস্রোত [স] **১** *বি* চিন্তাধারা। 'তাহারদিগের চিন্তাস্রোত এ পথে স্বপ্নেও কখন প্রবাহিত হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* গভীর চিন্তা। 'দরিয়াবিবি পুনরায় চিন্তাস্রোতে মগ্ন হইয়া যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

চিন্তাহারা [স] *বিণ* চিন্তাহীন। 'আকাশে অসংখ্য তারা চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা, হৃদয় বিস্ময়ে সারা হেরি একদিঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চিন্তাহীন [স] *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিন্তিত [স] *বিণ* উদ্বিগ্ন। 'সুনিগ্রা চিন্তিত কৃষ্ণ ব্যাজ না কইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিন্তিতা [স] *বিণ স্ত্রী* উদ্বিগ্ন। 'দলনী চিন্তিতা হইল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

চিন্ন [স চিহ্ন] *বি* চিহ্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'লামাকে জে জরদ রাঙ্গব বানাত একখান পত্র চিন্ন দিয়া লেখীয়াছেন।' *বোগল*, ১৭৭০।

চিন্ময় [স] *বিণ* চৈতন্যস্বরূপ। 'পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চিন্য [স চিহ্ন] *বি* চিহ্ন। 'অস্ত্রের চিন্য দেখী গাএ ক্ষত্রির লক্ষণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চিপ, চিফ [ই] *বিণ* প্রধান। 'শ্রীযুত চিপ জষ্টিস সাহেবের সুখ্যাতিপত্র।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'পূর্ব্বের চিফজুষ্টিস সর এডবার্ড হাইডইষ্ট সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

চিপজুষ্টিস [ই] *বি* প্রধান বিচারপতি। *দর্পণ*, ১৮২৭। 'চিপজুষ্টিস ও ... কএক জন সংভ্রান্ত বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

চিপড়ানো *ক্রি* হাত দিয়ে বারে বারে কচলানো; নিংড়ানো। 'আমের আঁটি যেমন হাতের মুঠো হইতে বড় হইলে চিপড়ানো অসুবিধা হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চিপস [ই] *বি* পাতলা ফালি করা ভাজা আলু। 'চিপস মুখে দিয়ে সরিয়ে রাখল চিপসের রেকাবি।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

চিপসে [স চিপিট] *বিণ* চাপা; সরু। 'পেটটা কারুর চিপসে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চিপা¹ [চাপ>] *ক্রি* নিংড়ানো। 'ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে পিপিলোঁ। বড়ু, ১৪৫০।

চিপা দেওয়া *ক্রি* যৈতলে দেওয়া। 'হাত পাও চিপা দিলা বান্ধিয়া পেলাই।' *সুলতান*, ১৭০০।

চিপা² [চাপ>] *বিণ* আঁটসাট। 'নীল চন্দেরার বুটিদার আচকান, গাঢ় নীল চিপা পায়জামা ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

চিপিক [ধ্বন্যা] *বি* চড়ুই পাখির ডাক। 'ওঠে চিপিক চিপিক ডাকি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

চিপিটক [স] *বি* চিঁড়া। 'কদলক চিপিটক ভজ্জিত তণ্ডুল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চিবন [স চর্বণ] *বি* চিবানোর কাজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চিবা, চিবানো [স চর্বণ] *ক্রি* দাঁত দিয়ে পেষণ করা। 'শুষ্ক রুটী চাবানা চিবায় ভোগ পরিহরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'খুধা পাইলে সাধু তণ্ডুল চিবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চিবাইমু** *ক্রি* চিবিয়ে খাবো। 'আর আমি বাসায় গিয়া চিরা গুর চিবাইমু।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **চিবাইয়া** *ক্রি* চিবিয়ে। 'নাপান করিয়া পেলে চিবাইয়া গুবা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **চিবি** *ক্রি* চিবিয়ে। 'যেমত দশনে চিবি ইক্ষুরস লএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **চিবুতে চিবুতে, চিবোতে চিবোতে** *ক্রি* অবিরাম চর্বণ করতে করতে। 'কাণে উডেন প্যানসীল গুঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তোন্নো সেরে যান।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'দাঁতন চিবোতে চিবোতে দরজার কাছে বেরিয়ে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চিবিয়ে চিবিয়ে *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'সন্দীপ চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চিবুক [স] *বি* থুতনি। 'চিবুক কণ্ঠেত দিয়া যোগাসনে বসি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চিবে [স চর্বণ] *বি* পিক। 'কোথাও বা কতগুলা বাড়িওয়ালী ও বেশ্যা বসিয়া পানের চিবে ফেলছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চিমটা [হি] *বি* যা আঙুল দিয়ে তোলা অথবা ধরা যায় না, তা ধরার দুই হাতওয়ালা ধাতব হাতিয়ার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সন্ন্যাসী তাহার চিমটার ইঙ্গিতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চিমটাওন [হি চিমটা] *বি* চিমটি দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চিমটান [হি চিমটা] *ক্রি* চিমটানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চিমটি, চিমটী [হি চিমটা] **১** *বি* দুই হাতওয়ালা হাতিয়ারবিশেষ, যা দিয়ে কোনোকিছু চিমটে ধরা যায়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* দুই আঙুলের ডগা বা নখ দিয়ে চেপে ধরা। 'যাবৎ সে না ডাকিলেক তাহার কানে চিমটী কাটিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'এই না বলে কুটুৎ করে চিমটি কাটে ঘাড়ে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

চিমটি কাটা *ক্রি* বিদ্রূপ করা। 'চিমটি কেটে এর ঘুম ভাঙাবার ... পলিসির উল্লেখ আছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চিমিটা [হি চিমটা] *বি* চিমটা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চিমটে [হি চিমটা] *বি* তপ্ত বস্তু ধরার কাজে ব্যবহৃত ধাতব যন্ত্র। 'চিমটে দিয়ে কয়লা থেকে যখন কালু তুলে আনল গনগনে আঁসাটা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

চিমনি, চিমনী [ই] **১** *বি* কল-কারখানার ধোঁয়া বের হওয়ার নলবিশেষ। 'চিমনি থেকে অবিশ্রান্ত পাথুরে কয়লার ধোঁয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'বাড়ীর চিমনী বা ধোঁয়াঘর হইতে এত ধোঁয়া উঠে যে, কোন কোন দিন ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বি* বাতাসে যাতে আলোর শিখা নিভে না-যায়, তার জন্যে ব্যবহৃত কাঁচের চোঙার মতো বেষ্টনী। 'লণ্ঠনের চিমনি।' *মানিক*, ১৯৪০। **৩** *বি* আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখার ফায়ার প্লেস। 'চিমনিতে আবার কাঠ দেওয়া হল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

চিমনীওয়ালা [ই চিমনি+হি ওয়ালা] *বিণ* চিমনিযুক্ত। 'লণ্ডনের চিমনীওয়ালা বাড়িগুলো চুরুটখোরদের মতো মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

চিমসে [স চর্ম] **১** *বিণ* ছিপছিপে। 'শুকিয়ে একেবারে শোলার মতো চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **২** *বিণ* শীর্ণ। 'বয়স হল অষ্টআশি চিমসে গায়ে ঠুনকো হাড়।' *সুকুমার*, ১৯২০।

চিমসে জ্যোৎস্না *বি* ক্ষীণ জোছনা। 'একটু চিমসে জ্যোৎস্না জোনাকী আর লক্ষ্মীপেঁচা।' *জীবন*, ১৯৩২।

চিয়া [স চেতন>] *ক্রি* জাগানো। 'চিয়াইল প্রহরি সব ক্রন্দন সুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **চিয়াইআ, চিয়াইয়া** **১** *ক্রি* চেতনা পেয়ে। 'চিয়াইয়া যসোদা পুত্র দেখি পাসে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* জাগিয়ে। 'চিয়াইআ উত্তর দেহ রতিরে সংহতি লেহ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চিয়াইল** *ক্রি* জেগে উঠলো। 'চিয়াইল প্রহরি সব ক্রন্দন সুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিয়ার্স [ই] *বি* আনন্দধ্বনি। 'বরকনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চির¹ [স চীর] *বি* কাপড়। 'উনত উরজ চিরে ঝাপাবএ পুনু পুনু দরসাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চির[2] [স] **১** *বি* চিরকাল; দীর্ঘদিন। 'চির জীঅ কাহ্নাঞি কুলের নন্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* চিরন্তন। 'বারে বারেই জানি তুমি তো চির হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

চির-অচেনা [স] **১** *বিণ* চিরজীবন যাকে চেনা যায়নি এমন। 'ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বি* চিরকাল অচেনা যে। 'সেই চিরচেনা, চিরঅচেনার শেষ হল নাকি ব্যগ্র অন্বেষণ?' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

চিরঅজ্ঞাত [স] *বিণ* চিরকাল ধরে অজানা। 'হিরণ্ময় চিরঅজ্ঞাত দেশের।' *ফজ্লল*, ১৯১৩।

চির-অতৃপ্তিপূর্ণ [স] *বিণ* চিরকালই অতৃপ্তিতে ভরা। 'পুরুষের প্রেমের মধ্যে যে একটি চির-অতৃপ্তিপূর্ণ অনির্বচনীয় সুখ আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

চির-অপরাধী [স] *বিণ* চিরকাল দোষী। 'মার্জ্জনাও করলে না? রেখে গেলে চির-অপরাধী করে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

চিরঅভিলষিত [স] *বিণ* চিরকাল ঈপ্সিত। 'ভারত গ্রাস করা যে রুসিয়ার চিরঅভিলষিত।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

চিরঅমর [স] *বিণ* কখনও মরে না এমন। 'তার চিরঅমর আত্মাকে – তার সত্যকে বুঝতে হলে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চির-আইবুড়ো *বিণ* আজীবন অবিবাহিত। 'এ দেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চির-আদৃত [স] *বিণ* চিরকাল সমাদর পায় এমন। 'মৃত্যুর আহ্বানমাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিরআয়ুষ্মতীসু [স] *বি* দীর্ঘজীবী হও – এই সম্বোধন। 'চিরআয়ুষ্মতীসু।' *নজরুল*, ১৯২৯।

চির-আয়ুষ্মান [স] *বিণ* চিরজীবী। 'চির-আয়ুষ্মান রবি – তোমারে না দিক দৃষ্টিদান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চিরআরাধনা [স] *বি* চিরন্তন প্রার্থনা। 'চিরআরাধনা সে যে প্রেমনিষ্ঠের।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

চির-আলস্য [স] *বিণ* চিরকাল ব্যাপী পরিশ্রমে অনিচ্ছুক। 'প্রকৃতির চিরসন্তুষ্টি ও পালকের চির-আলস্য জমীদারীর পরাকাষ্ঠা।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

চিরআশ্রয় [স] *বি* অনন্ত ঠাঁই। 'কোথা তাপহারী পিপাসার বারি – হৃদয়ের চিরআশ্রয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চির-উৎস [স] *বি* চিরকালের উৎস। 'আপনার দুর্গমের মাঝে সান্ত্বনার চির-উৎস কোথায় বিরাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চির-উৎসুক [স] *বিণ* চিরদিন উৎসুক এমন। 'প্রাণের স্বভাবই চির-উৎসুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চিরউৎসুকী [স] *বিণ* অসীম আগ্রহী। 'চিরউৎসুকী তাই মানুষের মুখে চাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

চিরউদাসী [স] *বিণ* চিরকাল নিরাসক্ত থাকে এমন। 'সে যে চিরউদাসী, চির বৈরাগী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চির-উপবাস [স] *বি* চির অনাহার। 'চির-উপবাস-ভূখারি ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চির-উপবাসী [স] *বিণ* চিরদিন অনাহারী। 'আমাদের এই চির-উপবাসী ক্ষুধিত স্বভাবের মধ্যেও যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চির-একা *বিণ* সর্বদা সঙ্গীহীন। 'তাঁরা ছিলেন চির-একা।' *শরীফ*, ১৯৭০।

চির-একাকিনী *বিণ স্ত্রী* সর্বদা সঙ্গীহীন। 'অনম্বরা অনাসক্তা চির-একাকিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চির-এয়োতি [স চির-আয়ুষ্মতী] *বি* যে নারীর মৃত্যু পর্যন্ত স্বামী বেঁচে থাকে। 'তুই চির-এয়োতি হ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চিরঋণী [স] *বিণ* চিরকাল কৃতজ্ঞ। 'আপনার কাছে আমি চিরঋণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চিরকবি [স] *বি* অমর কবি। 'রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

চিরকলঙ্ক [স] *বি* দীর্ঘস্থায়ী কলঙ্ক। 'ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

চিরকলতান [স] *বিণ* চিরকাল মুখরিত। 'সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা/ বহিছে আঁধার আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চিরকল্যাণ [স] *বি* সবসময়ে মঙ্গল। 'দুঃখীর আশীর্ব্বাদে তাঁহার চিরকল্যাণ হউক।' *সুলভ সমাচার*, ১৮৭৩।

চির-কল্যাণকর [স] *বিণ* চিরকাল মঙ্গলজনক। 'বিশ্বের যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণকর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

চির-কাঙাল [স চির+কাঙাল] *বিণ* চিরনিঃস্ব। 'ভেবেছিল চির-কাঙাল সে এই ভুবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চির-কারা [স] *বি* চিরকালের কারাগার। 'কাঁদিছে হিন্দু-মুসলিম হেথা বন্দী হইয়া চির-কারায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

চিরকাল [স] **১** *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* সারাজীবন। 'আচার করিলে আউ হয় চিরকাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রিবিণ* বহুদিন যাবৎ। 'তাহারা চিরকাল ধূর্ত্ততা করিয়া কাল যাপন করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

চিরকালাবধি [স চিরকাল-অবধি] *ক্রিবিণ* বহুকাল পর্যন্ত। 'চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় তাবৎ পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

চিরকালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* চিরকালব্যাপী বিরাজ করে এমন। 'কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী/ শুধু এ কালিনী নয়, যারা চিরকালিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চিরকালীন [স] *বিণ* চিরকালব্যাপী। 'লার্ড কর্ণওয়ালিসের চিরকালীন বন্দোবস্তের সময়অবধি।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

চিরকিঙ্কর [স] *বি* চিরকালের সেবক। 'আজ্ঞাবহ – চিরকিঙ্কর।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

চিরকিশোর [স] **১** *বি* চিরতরুণ। 'ট্রামের রাস্তায় একটি চিরকিশোর প্রাচীন দেবতা তাঁহার ধনুকটি গোপন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'এস যৌবনে হে চির-কিশোর!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বিণ* চিরকাল কিশোরের মতো দুরন্ত। 'আমি চির-শিশু, চির-কিশোর।' *নজরুল*, ১৯২২।

চিরকিশোরী [স] *বি* চিরকাল কিশোরী থাকে এমন নারী। 'তোমার সেই চিরকিশোরী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চিরকীর্তি [স] *বি* চিরকালের সুখ্যাতি। 'চিরকীর্তি করিয়া অর্জন তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

চিরকুমার [স] *বিণ* আজীবন অবিবাহিত। **চিরকুমার-সভা** [স] *বি* আজীবন অবিবাহিত থাকে এমন ব্যক্তিদের সভা। 'চিরকুমার-সভার সভ্য হলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিরকুমার-ব্রত [স] *বি* চিরকুমার থাকার সংকল্প। 'চিরকুমার-ব্রত রক্ষা করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিরকুমারী [স] **১** *বি স্ত্রী* চিরকাল অবিবাহিত থাকে যে। 'আমি চির-কুমারীই থাকব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* চির-অন্ধকার। 'যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চিরকুমারী – আলোক-পরশ একটি রোমাঞ্চরেখা আঁকেনি তাহার গাত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিরকৃতজ্ঞতা [স] *বি* আজীবন কৃতজ্ঞ থাকার অবস্থা। 'হৃদয়ে জাগায়ে রবে চিরকৃতজ্ঞতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চির-কেনা [স চির+স ক্রীত>] *বিণ* আজীবনের জন্য ক্রয় করা হয়েছে এমন। 'করো তোমার চরণতলে চির-কেনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

চিরকেলে [স চিরকাল>] **১** *বিণ* চিরকালের। 'তখন চিরকেলে শোনা কথাটা নতুন সংগীতে কানের মধ্যে মনের মধ্যে বাজতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* শাশ্বত। 'দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চিরকৌমার [স] *বিণ* চিরকুমার; সারাজীবন অবিবাহিত। 'যিনি দারিদ্র্য, চিরকৌমার ... পতঙ্গ কর্তৃক পরাজিত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

চিরকৌমার্য [স] *বি* চিরদিন অবিবাহিত থাকার অবস্থা। 'অনেক, অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিণী, আমার চিরকৌমার্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চিরক্রীত [স] *বিণ* চিরদিনের মতো কেনা। 'আমি আপনকার নিকট চিরক্রীত রহিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চিরগঠনশীল [স] *বিণ* সবসময়ে গঠিত হচ্ছে এমন। 'সেগুলি আমার চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিরগম্ভীর [স] *বিণ* চিরকালের গাম্ভীর্যপূর্ণ। 'হাওয়ার চিরগম্ভীর মহাসমুদ্রে মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চিরগম্যস্থান [স] *বি* চরম আকাঙ্ক্ষিত স্থান। 'সেই নির্জন শিখর এবং আমার কোনো-এক চিরনিকেতন, অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিরগৌরব [স] *বি* চিরকালের অহংকার। 'বহিছে একটি চিরগৌরব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চিরচঞ্চল [স] *বি* চিরকাল অশান্ত যে। 'চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

চিরচঞ্চলতা [স] *বি* চিরকালের চপলতা। 'কতকগুলি বিশেষ ছন্দের বিদ্যুৎমণ্ডলীর চিরচঞ্চলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চিরচলন্ত [স] *বিণ* চিরকাল বয়ে চলে এমন। 'বর্ত্তমান চিরচলন্ত, চিরপরিবর্ত্তমান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

চিরচলিত [স] *বিণ* চিরপ্রচলিত। 'তাঁদের কাছে চির-চলিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ... ভালোবাসাকে অস্বীকার করব না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চিরচাঁদ [স চিরচন্দ্র] *বি* অনন্ত চাঁদ। 'চিরচাঁদ স্মৃতি-জ্যোৎস্নায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

চিরচিনা *বি* চিরদিন চেনা যে। 'গানেতে চিনালেম সে চিরচিনারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

চিরচেনা *বিণ* চিরদিনের পরিচিত। 'চিরচেনা ছিল চোখে চোখে/ অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চিরচোর [স] *বি* চিরকাল চুরি করে যে। 'যেন কোন চিরচোর অরক্ষিত মহাবিত্ত তার হরেছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চিরচ্ছায়াময় [স] *বিণ* চিরকাল ছায়াঘেরা থাকে এমন। 'একটি চিরচ্ছায়াময় লতাবিতান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

চিরছায়াময় [স] *বিণ* নিত্য ছায়াবৃত। 'দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে চিরজ্যোতি চিরছায়াময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

চিরজনম [স চির-জন্ম] *বি* সারা জীবন। 'চিরজনমের পরিচিত ওহে তুমিই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

চিরজয়ী [স] *বিণ* চিরকাল বিজয়ী। 'দেবর লক্ষ্মণ, চিরজয়ী রণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

চিরজাগরূক [স] *বিণ* সবসময়ে মনে করিয়ে দেয় এমন। 'স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'সুখস্মৃতি ব্যথা সম চিরজাগরূক।' *নজরুল*, ১৯২৯।

চিরজাগ্রত [স] *বিণ* সবসময়ে জেগে থাকে এমন। 'সেই চিরজাগ্রত প্রজাপালকের বিশ্বনিয়মের প্রতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিরজানা [স চির+জানা] *বিণ* চিরকাল ধরে জানা। 'অজানা প্রবাসে যেন চিরজানা বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চিরজিবি [স চিরজীবী] *বিণ* অমর। 'চিরজিবি হৈয়া আক্ষি বেড়াই সংসার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চিরঁজীব [স চিরঞ্জীব] *বিণ* চিরজীবী। 'চিরঁজীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চিরজীবন [স] **১** *বি* পুরো জীবন। 'যিনি আমাদের কল্যাণার্থে চিরজীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *ক্রিবিণ* আজীবন। 'একটি জন্তুরও চির জীবন উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

চিরজীবনরস [স] *বি* অমরত্বের মহৌষধ। 'চিরজীবনরস আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিরজীবনী [স] *বিণ* দীর্ঘজীবী। 'তাঁহারদের সুখ্যাতিই চিরজীবনী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

চিরজীবি [স চিরজীবী] *বিণ* দীর্ঘায়ু। 'চিরজীবি হও তুমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিরজীবিত [স] *বিণ* অমর। 'ভালো-খারাপের প্রতিনিধি হিসেবে তারা চিরজীবিত।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

চিরজীবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দীর্ঘজীবী; অমর। 'এই ফল খাও, চিরজীবিনী ও স্থিরযৌবনা হইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চিরজীবী [স] **১** *বিণ* দীর্ঘজীবী। 'চিরজীবী হও দুই ভাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অমর। '... বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচিতে পারে, কিন্তু চিরজীবী হইবে না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

চিরজ্ঞাত [স] *বিণ* চির পরিচিত। 'কোনো-একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিরজ্যোতি [স] *বিণ* নিত্য আলোকিত। 'দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে চিরজ্যোতি চিরছায়াময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

চিরজ্যোতির্ময় [স] *বিণ* চিরকাল আলোকিত। 'সূর্যের মতো ধর্ম চিরজ্যোতির্ময় চিরকাল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

চির জ্যোৎস্না [স] *বিণ* চিরকাল জ্যোৎস্নাময়। 'চির-শ্যামল বসুন্ধরা চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১।

চিরঞ্জী *বি* গাছবিশেষ। 'চিরঞ্জী গাছের পাতাগুলি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

চিরঞ্জীব [স] *বি* চিরজীবী। *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

চিরঞ্জীবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অমর; অবিনশ্বর। 'মহাসাধ্বী মৈত্রেয়ীর সুখ্যাতি চিরঞ্জীবিনী অদ্যাপি আছে।' *গৌর*,১৮২২।

চিরঞ্জীবেষু [স] *বি* চিঠিতে সম্মানপ্রদর্শক সম্বোধনসূচক শব্দ। 'চিরঞ্জীবেষু ভায়া নবীনকিশোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

চিরতপস্বিনী [স] *বিণ স্ত্রী* চিরকাল তপস্যায় মগ্ন থাকে এমন। 'ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী...।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চিরতরে [স] *ক্রিবিণ* চিরদিনের জন্য। 'সুধামাখা কথাগুলি চিরতরে নীরবিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

চির-তিক্ত [স] *বিণ* চিরকাল অপ্রসন্ন। 'আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চিরতুষারাবৃত [স] *বিণ* সবসময়ে তুষারে ঢাকা থাকে এমন। 'সে দেশে ভয়ঙ্কর শীত; নদী, মাঠ, পর্ব্বত ইত্যাদি চিরতুষারাবৃত।' *প্রমথ*, ১৯২০।

চিরতৃপ্ত [স] *বিণ* সবসময়ে সন্তুষ্ট। 'চিরতৃপ্ত দাস আমি, কোলে দাও চরণ তোমার।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

চিরতৃষা [স] *বি* অনন্ত তৃষ্ণা। 'শান্তি পেত এই চিরতৃষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিরতৃষাতুর [স] *বিণ* চিরকাল ধরে তৃষ্ণার্ত। 'চিরতৃষাতুর দীন অন্তর আমার।' *নজরুল*, ১৯২২।

চিরতৃষিত [স] *বিণ* চিরপিপাসার্ত। 'আমার চিরতৃষিত অতৃপ্ত বুকে বিপুল বলে চেপে ধরলুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চিরত্ব [স] *বি* স্থায়িত্ব। 'চির-কুমার সভার চিরত্ব আমরা অচিরে ঘুচিয়ে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চির দখলী [স চির+আ দখল>] *বিণ* দীর্ঘদিন ধরে দখলে আছে এমন। 'চির দখলী পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি লিখিয়া দিতে ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

চিরদগ্ধ [স] *বিণ* চিরকাল যন্ত্রণাময়। 'আমার চিরদগ্ধ বুক তো শীতল হল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চিরদাস [স] *বিণ* চিরভৃত্য। 'মারওয়ান না আসিলে চিরদাস অলীদ বোধ হয় আর দামেস্কের মুখ দেখিতে পাইবে না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

চিরদাসত্ব [স] *বি* ক্রীতদাসপ্রথা। 'আমেরিকার চিরদাসত্বের উচ্ছেদ জন্য সেদিন ঘোরতর সমর হইয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

চিরদাসী [স] *বিণ স্ত্রী* চিরকাল অনুগত থাকে এমন। 'মম প্রাণেশ্বর, আমি পদে চিরদাসী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চিরদিন [স] **১** *ক্রিবিণ* দীর্ঘদিন। 'চিরদিন মথুরাক না জাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* আজীবন। 'তিন স্থানে তিন-বস্তু চিরদিন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* অনন্তকাল। 'আঁধারে বিলীন আকাশমণ্ডপে শুধু বসে আছে এক "চিরদিন"।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

চিরদিনকার *বিণ* চিরস্থায়ী। 'যৌবন তোমার চিরদিনকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

চিরদিন কারুর সমান যায় না – সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য চিরস্থায়ী নয়। 'জানিয়ে দিলে যে, চিরদিন কারুর সমান যায় না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চিরদিনের *বিণ* শাশ্বত। 'আসব যাব চিরদিনের সেই-আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

চিরদিবশ [স চিরদিবস] *বি* বহুকাল। 'চিরদিবশের পরে তোমার পত্র পাইয়া সেখানকার বেওরা সমাচার জ্ঞাতো হইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

চিরদিবস [স] **১** *বি* দীর্ঘদিন। 'অত্র কুসল হয় বিশেষ চিরদিবসের পর সে বাটীর মঙ্গলাদি বাত্রা পাইয়া পরম আহ্লাদিত।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* সারা জীবন। 'চিরদিবসের সুখ রয়েছে গোপন আপনার আত্মার মাঝার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

চির দিবা *ক্রিবিণ* চিরদিন ধ'রে। 'সংগীত ধ্বনিছে ... চির দিবা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিরদীপ্যমান [স] *বিণ* চির উজ্জ্বল। 'কেবল প্রতিভার জ্যোতি চিরদীপ্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চিরদুঃখিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আজীবন দুঃখী। 'চিরদুঃখিনীর দুঃখে দুঃখিত না হয়?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

চিরদুঃখী [স] *বি* আজীবন দুঃখী। 'পৃথিবীতে চিরদুঃখী অনেক আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চিরদুখ [স চিরদুঃখ] *বি* চিরকালের দুঃখ; অনন্ত দুঃখ। 'আমার নিতি-সুখ ফিরে এসো/ আমার চিরদুখ ফিরে এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চিরদুখী [স চিরদুঃখী] *বি* আজীবন দুঃখী। 'হতভাগী এই চিরদুখী।' *জসীম*, ১৯৩৩।

চির-দুর্জয় [স] *বিণ* চিরদিনই জয় করা কঠিন এমন। 'বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

চিরদুর্দম [স] *বিণ* কখনো দমন করা যায় না এমন। 'আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত।' *নজরুল*, ১৯২২।

চিরদুর্ভাগ্য [স] *বিণ* চির-অভাগা। 'হিন্দু বিধবাদিগের মত চিরদুর্ভাগ্য, উপেক্ষিত, প্রতারিত এবং অত্যাচারিত জীব আর কেহ নাই।' *বামাবোধিনী*, ১৮৭০।

চিরদুর্ভিক্ষ [স] *বি* চিরকালের দুর্ভিক্ষ। 'চিরদুর্ভিক্ষকে ভদ্র আকার দান করাই যে যথার্থ অন্নরীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চিরদুর্লভ [স] *বি* চিরদিনই পাওয়া কঠিন যা। 'চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চির-দুষমন [স চির+ফা দুশমন] *বি* চিরশত্রু। 'মানুষের চির-দুষমন যক্ষ্মা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চিরদূর [স] *বিণ* চিরকাল দূরবর্তী। 'তারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহ-বারতা চিরদূর স্বর্গপুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চিরদৈন্য [স] *বি* চিরকালের দীনতা। 'চিরদৈন্যও তাহাদের ভাগ্যাধিকার করে।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯।

চিরদৈন্যপীড়িত [স] *বিণ* চিরকাল দারিদ্র্যে আক্রান্ত। 'সেই চিরদৈন্যপীড়িত অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চিরধনী [স] *বিণ* চিরদিন সম্পদশালী। 'অন্তর-মাঝে চিরধনী তুই অন্তবিহীন বিত্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চিরধীর [স] *বিণ* চিরস্থির। 'পারি আমি উপাড়িতে তরুবর ... চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে অধীরিতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চিরনগণ্য [স] *বিণ* অত্যন্ত তুচ্ছ। 'চিরনগণ্য অর্দ্ধ সভ্য নিম্নশ্রেণীর

হিন্দু বংশজ বলিয়া ...।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

চিরনন্দন [স] *বিণ* সবসময়ে আনন্দদায়ক। 'হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন চিরবসন্ত বায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিরনবীন [স] *বিণ* সবসময়ে নতুন। 'মানবহৃদয়ের চিরন্তন অথচ চিরনবীন ভাবসকল নিয়ে কারবার করে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

চিরনবীনতা [স] *বি* সবসময়ে নতুনের ভাব। 'চিরনবীনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

চির-নাবালক [স চির+ফা নাবালিগ] *বিণ* চিরকালের জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'ইচ্ছাটাকে পর্যন্ত আমরা বেহাত করে পাকাচুলের কাছে চির-নাবালক সেজেছি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

চিরনিকেতন [স] *বি* স্থায়ী আবাস। 'সেই নির্জন শিখর এবং আমার কোনো-এক চিরনিকেতন, অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিরনিদ্রা [স] *বি* মৃত্যু। 'নামিয়ে দিয়ো শেষে/ বহুদিনের বোঝা তোমার চিরনিদ্রার দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চিরনিদ্রা উপভোগ করা *ক্রি* মৃত্যুবরণ করা। 'মানুষ তখন চিরনিদ্রা উপভোগ করতে বাধ্য হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

চিরনিদ্রিত [স] *বিণ* চিরকাল ধরে ঘুমিয়ে আছে এমন। 'আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চিরনিপীড়িত [স] *বিণ* চিরকাল নির্যাতিত। 'এই চিরনিপীড়িত জাতির নিকট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিরনিবাসভূমি [স] *বি* চিরকালের বাসস্থান। 'নহিলে চিরনিবাসভূমি প্রকৃতির সহিত কিছুতেই মানুষের সন্ধিস্থাপন হইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চিরনিবিড় [স] *বিণ* চিরকাল একান্ত থাকে এমন। 'সেই আওতাটাকে চিরনিবিড় করিয়া রাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চিরনিরমল [স চিরনির্মল] *বিণ* চিরপবিত্র। 'চিরনিরমল তব মূরতির ভায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

চির-নিরুত্তর *বিণ* কোনোদিন উত্তর দেয় না এমন। 'হিমাদ্রি কহিল, মোর চির-নিরুত্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

চিরনির্জন [স] *বিণ* চিরকাল জনশূন্য। 'যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জন এবং চিরান্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিরনির্বাক [স] *বিণ* চিরকাল বাক্যহীন। 'চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক রহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চিরনির্ভর [স] *বি* চিরদিনের নিরাপদ আশ্রয়। 'চির বন্ধু, চির নির্ভর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিরনিশাবৃত [স] *বিণ* চিরকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চিরনিশি [স] *ক্রিবিণ* বহু রাত ধ'রে। 'নদী চিরদিন চিরনিশি রবে অতল আদরে মিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিরনিশিদিন [স] *ক্রিবিণ* আবহমানকাল ধরে। 'অরণ্য যথা চিরনিশিদিন/ শুধু মর্মর স্বনিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চিরনিশীথিনী [স] *বি স্ত্রী* অনন্ত রাত। 'পিছনে অন্ধকার চিরনিশীথিনী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

চিরনিশ্চিত [স] *বি* চিরকালীন নিশ্চয়তা। 'তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চিরনীরব [স] *বিণ* চিরকাল নিঃশব্দ। 'এই-যে আকাশ চিরনীরব অমৃতময় বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চিরনীরবতা [স] *বি* মৃত্যু। 'এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট চৌদিকের চিরনীরবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চিরনূতন [স] *বিণ* সর্বদা নতুন থাকে এমন। 'বহে জীবন রজনী দিন চিরনূতন ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চিরনূতনত্ব [স] *বি* চিরদিন নতুনভাবে প্রকাশ পায় এমন অবস্থা। 'পুরাতনের মধ্যে যে চিরনূতনত্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চিরনৈপুণ্য [স] *বি* চিরদিনের দক্ষতা। 'মৌচাক-রচনায় চিরনৈপুণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চিরন্তন [স] **১** *বিণ* প্রাচীন। 'এখন যার-তার সঙ্গে বিবাহ দিয়া চিরন্তন কুলে জলাঞ্জলি দিব?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* চিরদিনের। 'টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্যাদারক্ষার কথা বিস্মৃত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* চিরকাল ধরে প্রচলিত ও সমাদৃত। 'থেমে যায় সৌন্দর্যের গীতি চিরন্তন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৪** *বি* চিরসত্য। 'আমি কবি, চিরন্তনের কণ্ঠস্বর।' *শওকত*, ১৯৬২।

চিরন্তনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* চিরকালীন। 'এই চিরন্তনী ব্যবস্থা অনুসারে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **২** *বি স্ত্রী* শাশ্বত নারী। 'সামান্যাদের সোহাগ খরিদ ক'রে চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চিরপঙ্গু [স] *বি* জন্ম থেকে পঙ্গু। 'দৈবকৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চিরপত্তনিদার [স চির+স পত্তন+ফা দার] *বিণ* চিরদিনের জন্য জমি বন্দোবস্ত নিয়েছে এমন। 'কায়েমী মৌরশী চিরপত্তনিদার হিন্দুকে ...।' *দর্শন*, ১৯২৪।

চিরপথ [স] *বি* অনন্ত পথ। 'চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

চিরপথহারা [স] *বিণ* চিরদিনের জন্য পথ হারিয়েছে এমন। 'লীলাছলে তুমি চিরপথহারা/ বন্ধনহীন নৃত্যের ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চিরপথিক [স] *বিণ* চিরদিন পথ চলে এমন। 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'আমার ঘরের ভূষণ কেড়ে নিয়ে/ দিলে চিরপথিক সাজ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চিরপদাতিক [স] *বি* চিরকালের পদচারী সৈনিক। 'আমাদের পদে পদে মোহভঙ্গ, তবু আমরা চিরপদাতিক।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

চিরপরাধীন [স] *বিণ* চিরকাল পরাধীন। 'চিরপরাধীন প্রাচ্যদেশে সর্বথা উপযোগী নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিরপরিচিত [স] **১** *বিণ* অতি ঘনিষ্ঠ। 'আপনার চিরপরিচিত বন্ধুদের নকশায় চিনতে পারেন না।' *হুতোম*, ১৮৬৮। **২** *বিণ* চিরব্যবহৃত। 'হুতোমের চিরপরিচিত রীত্যনুসারে ...।' *হুতোম*, ১৮৬৮। **৩** *বিণ* অনেক দিনের চেনা। 'এ পৃথিবীতে যা চিরপরিচিত তাই সবচেয়ে অপরিচিত।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

চিরপরিচিতা [স] *বি স্ত্রী* চিরকাল পরিচিত যে। 'অনন্ত জীবনের অসংখ্য খণ্ডপরিচয়ের মধ্যে তোমার একমাত্র চিরপরিচিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চির-পরিপন্থী [স] *বিণ* সবসময়ে বিরোধী। 'মুছলমান জাতির মুক্তি ও মঙ্গলের চির-পরিপন্থী।' *আজাদ*, ১৯৪২।

চিরপরিবর্তনশীল [স] *বিণ* প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে এমন। 'কাল তো চিরপরিবর্তনশীল।' *ওদুদ*, ১৯৪৯।

চিরপরিবর্তমান, চিরপরিবর্ত্তমান [স] *বিণ* প্রতিনিয়ত বদলে যায় এমন। 'বর্তমান চিরচলন্ত, চিরপরিবর্তমান।' *মোতাহের, ১৯৫০।*

চিরপশু [স] *বিণ* চিরমূঢ়; চিরকালের জন্যে বিবেকহীন। 'তারা চিরশিশু বা চিরপশু।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৩।*

চিরপালিত [স] *বিণ* দীর্ঘদিন ধরে পোষণ-করা। 'আমার চিরপালিত আশালতার উচ্ছেদ হলো।' *দীনবন্ধু, ১৮৬৭।*

চিরপিপাসিত [স] *বিণ* দীর্ঘকাল ধরে তৃষ্ণার্ত। 'তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা, সেই চিরপিপাসিত যৌবনের কথা।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৬।*

চির-পিয়াসী *বিণ* দীর্ঘদিন ধরে তৃষ্ণার্ত। 'চির-পিয়াসী আমার চিরন্তন তৃষিত আত্মা ...।' *নজরুল, ১৯২২।*

চিরপুরাতন [স] **১** *বিণ* চিরদিনের চেনা। 'চিরাপুরাতন মৃত্যু আজি ম্লান-আঁখি সেজেছে সুন্দর বেশে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৬।* **২** *বি* একেবারেই সেকেলে যা। 'ভোল রে চির-পুরাতনের সনাতনের বোল।' *নজরুল, ১৯২৯।*

চির-পূজারিণী *বি স্ত্রী* চিরকাল পূজা করে যে। 'তুমি মম চির-পূজারিণী।' *নজরুল, ১৯২৩।*

চিরপূজ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* চিরকাল পূজনীয়। 'তুমি চিরপূজ্যা মা।' *নজরুল, ১৯৩১।*

চিরপূর্ণ [স] *বিণ* সর্বদা পরিপূর্ণ। 'চিরদৈন্য, চিরপূর্ণ হেম।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩।*

চির-পোষিত [স] *বিণ* চিরকাল জিইয়ে রাখা হয়েছে এমন। 'চির-পোষিত মনোমালিন্যটাকে আড়াল করিয়া ...।' *নজরুল, ১৯২২।*

চিরপ্রকাশ [স] *বি* যে সবসময়ে প্রকাশিত; ঈশ্বর। 'হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২।*

চিরপ্রচলিত [স] *বিণ* বরাবর চলে আসছে এমন। 'সমর পদ্ধতির চিরপ্রচলিত বিধি।' *মশাররফ, ১৮৮৫।*

চিরপ্রতীক্ষিত [স] *বিণ* চিরদিন প্রতীক্ষা করা হয়েছে এমন। 'আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলোতে চিরপ্রতীক্ষিত চিরসম্ভবের বেশে।' *রবীন্দ্র, ১৯০১।*

চিরপ্রত্যাশা [স] *বি* চিরকালের আশা। 'তোমার মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন বাঁশি।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫।*

চিরপ্রত্যাশিত [স] *বিণ* চিরকাল প্রত্যাশা করা হয়েছে এমন। 'সে আমাদের চিরপ্রত্যাশিত।' *নরেন্দ্র, ১৯৫২।*

চিরপ্রথা [স] *বি* চিরন্তন প্রথা। 'এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৭।*

চিরপ্রথিত [স] *বিণ* চিরপ্রসিদ্ধ। 'ইহারা চিরপ্রথিত প্রতারক।' *বঙ্কিম, ১৮৭৫।*

চিরপ্রবহমান [স] *বিণ* চিরকাল বয়ে চলে এমন। 'এই চিরপ্রবহমান কালধারার বাধাকে অগ্রাহ্য করে এমন কতিপয় লোক আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ান।' *মোতাহের, ১৯৫০।*

চিরপ্রবাদ [স] *বি* লোকমুখে চলে এসেছে এমন প্রবাদ। 'চিরপ্রবাদ আছে যে, সময় বিশেষে অর্থই অনর্থের মূল হইয়া উঠে।' *অক্ষয়, ১৮৪৯।*

চিরপ্রবাসী [স] *বিণ* দীর্ঘকাল প্রবাসে আছে এমন। 'স্বদেশানুরাগী চিরপ্রবাসী ব্যক্তি ... একান্ত উৎসুক হইয়াছেন।' *অক্ষয়, ১৮৫৪।*

চিরপ্রবাহিত [স] *বিণ* চিরকাল ধরে বহমান। 'শব্দ শুনিনে ওদের চিরপ্রবাহিত চৈতন্যধারার।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২।*

চিরপ্রবীণ [স] *বিণ* চিরকাল রক্ষণশীল। 'তখন চিরপ্রবীণ বুদ্ধি মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

চিরপ্রভুত্ব [স] *বি* চিরদিনের আধিপত্য। 'তাহাদের চিরপ্রভুত্ব রক্ষা হয়।' *অক্ষয়, ১৮৪৬।*

চিরপ্রশ্ন [স] *বি* যে প্রশ্ন সবসময় অমীমাংসিত থেকে যায়। 'চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক রহে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৮।*

চিরপ্রাণ [স] *বি* চিরন্তন প্রাণ। 'রাখো যদি ভালোবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২।*

চিরপ্রাণারাম [স] *বি* চিরন্তন প্রাণের আরাম। 'এই সীমাহীন চিরনূতন চিরপ্রাণারাম।' *ফজলল, ১৯১৩।*

চিরপ্রাপ্তি [স] *বি* স্থায়ীভাবে পাওয়া। 'অনুধ্যানে পাওয়াই চিরপ্রাপ্তি।' *সুনীল মুখো, ১৯৭০।*

চিরপ্রিয় [স] *বি* অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। 'অপরূপ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে কোনো-একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

চিরপ্রিয়জন [স] *বি* চিরকাল প্রিয় যে। 'আরও প্রিয় করে পাওয়া চিরপ্রিয়জনে।' *নজরুল, ১৯২৬।*

চিরপ্রিয়া [স] *বি স্ত্রী* চিরকালের প্রিয়। 'চিরপ্রিয়া, চিররাণী, নিধি হৃদয়ের।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।*

চিরপ্রেম [স] *বি* চিরদিনের ভালোবাসা। 'চিরপ্রেম বর মাগি লব ওলো ললনে।' *মাইকেল, ১৮৬১।*

চিরপ্রোজ্জ্বল [স] *বিণ* চিরকাল ধরে জ্বলতে থাকে এমন। 'তবু একবার সেই চিরপ্রোজ্জ্বল আলোর দেশে।' *বীরেন্দ্র, ১৯৫৬।*

চিরফুল্ল [স] *বিণ* চিরপুষ্পিত। 'সেই স্নিগ্ধ তপোবন, চিরফুল্ল তরুগণ।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৩।*

চিরবঞ্চিত [স] *বিণ* সবসময়ে প্রতারিত। 'অত্যাচারিত চিরবঞ্চিত জাগে জীবনের দোলে।' *জসীম, ১৯৫১।*

চিরবদ্ধ [স] *বিণ* চিরকাল অবরুদ্ধ। 'শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল।' *বঙ্কিম, ১৮৮৭।*

চিরবধির [স] *বিণ* কোনো দিন শুনতে পায় না এমন। 'যদি চিরবধির হইয়া জন্মিতাম সেই ভাল ছিল।' *প্রভাত, ১৮৯৬।*

চিরবন্দী [স চির+ফা বন্দী] *বিণ* দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। 'চিরবন্দী ভালোবাসা প্রাণপিঞ্জরে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫।*

চিরবন্ধু [স] *বি* চিরদিনের মিত্র। 'চির বন্ধু, চির নির্ভর।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২।*

চিরবসতি [স] *বি* চিরদিনের আবাস। 'তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চিরবসতি।' *রবীন্দ্র, ১৯০৩।*

চিরবসন্ত [স] *বি* সবসময় বসন্ত ঋতু বিরাজ করে এমন অবস্থা। 'হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন চিরবসন্ত বায়।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩।*

চিরবহমান [স] *বিণ* চিরকাল প্রবাহিত। 'চিরবহমান নদীরধারায় আর হাওয়ায় চিরগাম্ভীর মহাসমুদ্রে মিলন।' *রবীন্দ্র, ১৯২৯।*

চিরবাঞ্ছা [স] *বি* চিরকালের সাধ। 'চিরবাঞ্ছা শিরশ্চূড়ায় সাপ।' *শক্তি, ১৯৬১।*

চিরবাঞ্ছিত [স] *বি* চিরকালের কাম্য জন। 'আমার চিরবাঞ্ছিত এসো।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

চিরবাধিত [স] *বিণ* চিরদিনের জন্যে কৃতজ্ঞ। 'এতৎপত্র দর্পণার্পণে চিরবাধিত করিয়া উক্তাত্যাচার রাজাপ্রজা উভয়ের সুগোচর করাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

চিরবার্তা [স] *বি* চিরকালের বাণী। 'সমস্ত অন্তর মম সে-মুহূর্তে গেয়ে ওঠে গান অনন্তের চিরবার্তা নিয়া।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

চিরবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* চিরকাল বাস করে এমন। 'স্বয়ং মা কমলা রাজগৃহে চিরবাসিনী।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

চিরবাসী [স] *বিণ* চিরকাল এক সঙ্গে অবস্থান করে এমন। 'কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চিরবিচিত্র [স] *বিণ* কোনোদিন বৈচিত্র্য শেষ হয় না এমন। 'চিরবিচিত্র আকার-ইঙ্গিতে কেবলমাত্র সারসংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চিরবিচ্ছিন্ন [স] *বিণ* স্বতন্ত্র। 'অবুদ্ধির বাধায় সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'এ মহাদেশ দুটি চিরবিচ্ছিন্ন খণ্ডদেশে বিভক্ত করতে পারত।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

চিরবিচ্ছেদ [স] *বি* চূড়ান্ত বিচ্ছেদ। 'চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিরবিজয়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিত্য বিজয়ী। 'চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চিরবিজয়ী [স] *বিণ* সবসময়ে জয়ী। 'মহারাজ চিরবিজয়ী হোন!' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

চিরবিদায় [স চির+আ বিদা] *বি* চিরদিনের জন্য বিদায়; মৃত্যু। 'ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চিরবিদ্রোহী [স] *বিণ* চিরকাল বিদ্রোহী; চির-আপোসহীন। 'আমি চির-বিদ্রোহী বীর –।' *নজরুল*, ১৯২২; 'চিরবিদ্রোহী মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চিরবিরহ [স] *বি* চিরকালের বিরহ। 'মনের মধ্যে চিরবিরহের একটা শুষ্কতা রয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চিরবিরহী [স] *বি স্ত্রী* চিরকাল বিরহকাতর যে। 'এই চিরবিরহীর কানে কানে বলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিরবিরাগী [স] *বিণ* চিরকালের জন্য বিবাগী। 'মানুষের লাগি যে চিরবিরাগী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চিরবিরোধ [স] *বি* নিরবচ্ছিন্ন শত্রুতা। 'হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আচার-ব্যবহারের চিরবিরোধ থেকে যাবে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

চিরবিরোধী [স] *বিণ* চিরকাল বিরোধী। 'আমিও চিরবিরোধী।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

চিরবিশ্রাম গৃহ [স] *বি* সমাধি মন্দির। 'মির্জা ঈশা তারখানের চিরবিশ্রাম গৃহটি একটী অতি চিত্তাকর্ষক অট্টালিকা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চিরবিস্ময় [স] **১** *বি* চিরকাল বিস্ময় জাগায় যা। 'আমাদের সামান্যের মুখশ্রীতেই চিরবিস্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* অতি আশ্চর্যজনক। 'উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!' *নজরুল*, ১৯২২।

চিরবৃদ্ধ [স] *বিণ* চিরকাল তারুণ্যবর্জিত। 'আমার সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চিরবৈধব্য [স] *বি* চিরকাল বিধবার দশা। 'রমণীগণের চিরবৈধব্য যন্ত্রণা সম্ভোগ করিতে হয়।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

চিরবৈরাগী [স] **১** *বি* চিরকাল বৈরাগ্য সাধনা করে যে। 'ওগো চির-বৈরাগী!' *নজরুল*, ১৯২৫। **২** *বি* চিরকাল বৈরাগ্য সাধনা করে এমন। 'সে যে চিরউদাসী, চির বৈরাগী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চিরবৈরি [স চিরবৈরী] *বি* চিরশত্রু। 'চিরবৈরি হেরি, – তরঙ্গদল রণরঙ্গে মাতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চিরবৈরী [স] *বিণ* দীর্ঘদিনের শত্রু। 'মহাবীর কাসেম চিরবৈরী বিনাশ করিতে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

চিরব্রতধারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* চিরকাল ব্রতাচার পালন করেন এমন। 'আমাদিগকে দেবসিংহাসনে বসাইয়া ঐ-যে চিরব্রতধারিণী সেবিকাটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চির-ব্রহ্মচারী [স] *বি* চিরকুমার। 'কোন আনন্দ-প্রেয়সীরে পেয়ে, হে চির-ব্রহ্মচারী!' *নজরুল*, ১৯৪১।

চিরভিখারী *বিণ* চিরদিন ভিক্ষা করে এমন। 'চিরভিখারী হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চিরভোলা [স চির+ভুল>] *বি* চির-উদাসীন ব্যক্তি। 'হায় চিরভোলা! হিমালয় হতে অমৃত আনিতে গিয়া ...।' *নজরুল*, ১৯২৫।

চিরমঙ্গল [স] *বি* অনন্ত কল্যাণের আধার। 'তুমি চিরমঙ্গল সখা হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিরমহিমা [স] *বি* চিরন্তন গৌরব। 'চিরানন্দ রাগিণীর দ্বারা একটা চিরমহিমা লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চিরমানব [স] **১** *বি* চিরন্তন মানব। 'উদাস শান্তি করিতেছে দান চিরমানবের প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* মহামানব। 'সর্বমানুষের মাঝে এক চিরমানবের আনন্দকিরণ চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চিরমিলন [স] *বি* অন্তহীন মিলন। 'শরৎপূর্ণিমারাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চিরমুক্ত [স] *বিণ* চির স্বাধীন। 'সত্যের চিরমুক্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'আমি কারা-ত্রাস চিরমুক্ত বাধাবন্ধ-হারা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চির-মৌন [স] *বিণ* চিরকাল নীরব। 'চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিল কঠিন বন্ধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'তাই তব চির-মৌন ভাষা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

চিরযুগ [স] *বি* অনন্তকাল। 'যেন চিরযুগ ধরে মোরে মনে করে রেখেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিরযুবা [স] **১** *বিণ* অনন্ত যৌবনের অধিকারী। 'চিরযুবা শূর বীর/ বিজয়ীর কুঞ্জে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪; 'চিরযুবা তুই যে চিরজীবী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বিণ* চিরন্তন যৌবনের প্রতীক। 'যিনি চিরযুবা তিনি তাকে যৌবনে মণ্ডিত জগতের মাঝখানে হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

চিরযৌবন [স] *বি* অনন্ত যৌবন। 'চিরযৌবনের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

চিরযৌবনা [স] *বিণ* চিরযৌবনবিশিষ্ট। 'জ্ঞান কবিতার বিষয় নহে। কবিতা চিরযৌবনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'আমি পদ্মিনী কন্যা চিরযৌবনা।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

চিররজনী [স] *বি* অনন্ত রাত। 'সংগীত ধ্বনিছে ... চির দিবা চির রজনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিররহস্য [স] *বি* কোনোদিন যে রহস্যের অবসান বা সমাধান হয় না। 'সমস্ত জানাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষ চিররহস্যের অন্ধকারের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'সৃষ্টির মূলে যে চিররহস্য আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

চিররাণী [স চিররাজ্ঞী] *বি* চিরকালের রানি। 'চিরপ্রিয়া, চিররাণী, নিধি হৃদয়ের।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

চির-রাত [স চিররাত্রি] *বি* অনন্ত রাত। 'বসে থাকি ... চির-রাতের পাথার পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

চিররাত্রি [স] **১** *ক্রিবিণ* বহু রাত। 'চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* সবসময়ে থাকে এমন রাত; চির অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত। 'দণ্ড প্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর-একবার ঘুমাইয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বি* শেষ হতে চায় না এমন রাত। 'প্রতীক্ষার চির-রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য, তারা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চিররুগ্ণ, চিররুগ্ন [স] *বিণ* চিরদিন অসুস্থ। 'চিরজীবন এই চিররুগ্ণকে লইয়া যাপন করিতে হইবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। 'স্ত্রী চিররুগ্ন।' *শরৎ*, ১৯৩১।

চিররুগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* সবসময়ে অসুস্থ। 'একজন চিররুগ্না এবং প্রাচীনা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চিররুচি [স] *বি* চিরকালীন সৌন্দর্য। 'চিররুচি কোকনদ; বাসে কোকনদে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

চিররুদ্ধ [স] *বিণ* সবসময়ে আবদ্ধ। 'চিররুদ্ধ গৃহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চিররূপরাশি [স] *বি* চিরকালের রূপের সমাহার। 'ফুটে চিররূপরাশি/ চিরমধুময় হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চিররোগী [স] *বিণ* সারাজীবন ধরে অসুস্থ। 'অতি ক্ষীণজীবী চিররোগী সন্তানেরও বিবাহ দেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

চিরলাঞ্ছিত [স] *বিণ* চিরকাল দীনদশাবিশিষ্ট। 'যার যা আছে তার তাই থাক, আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

চিরশত্রু [স] *বি* যার সঙ্গে দীর্ঘকালীন শত্রুতা। 'জগৎময় আমার চিরশত্রু।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

চিরশরণ [স] *বি* স্থায়ী আশ্রয়দাতা। 'চিরশরণ হে, তুমি কাছে থাকো সুখে দুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

চিরশান্তি [স] **১** *বি* অনন্ত শান্তির উৎস। 'চির নির্ভর, চিরশান্তি তুমি হে প্রভু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* মুক্তি; মৃত্যু। 'এমন চিরশান্তি এমন চিরসান্ত্বনা আর কিসে থাকত?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চিরশিশু [স] **১** *বিণ* চির অপরিণত। 'হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **২** *বিণ* অত্যন্ত অবুঝ ও দুরন্ত। 'আমি চির-শিশু, চির-কিশোর।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বিণ* অত্যন্ত নির্বোধ। 'তারা চিরশিশু বা চিরপশু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চির-শীতাতুর [স] *বি* চিরকাল ঠাণ্ডায় কাতর যে। 'রবি বিনা মাতা স্বস্তি কে দিবে/ এই চির-শীতাতুরে?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

চির-শুদ্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* চিরকাল পবিত্র। 'তুমি দেবী, চির-শুদ্ধা তাপস-কুমারী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

চিরশূন্য [স] *বিণ* চিরকাল ফাঁকা। 'কারে পেতে চেয়েছিনু চিরশূন্য মম হিয়া-তলে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

চিরশ্যাম [স] *বিণ* চিরদিনের জন্যে সবুজ। 'অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চিরশ্যামল [স] *বিণ* চিরদিনই শ্যামলতায় ভরা। 'চির-শ্যামল বসুন্ধরা।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১।

চিরসংলগ্ন [স] *বিণ* চিরকাল সম্পর্কযুক্ত। 'যদিও তারা চিরসংলগ্ন চিরপ্রতিবেশী তবু পরস্পরের কাছে পরস্পর এমনি হাস্যজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চিরসংশয়বাদী [স] *বিণ* সবসময় সংশয়গ্রস্ত। 'আরম্ভ সংশয়ে, পরিসমাপ্তি সংশয়ে এবং তারা চিরসংশয়বাদী।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চিরসখা [স] *বি* আজন্ম বন্ধু। 'চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

চিরসঙ্গিনী [স] *বি স্ত্রী* চিরদিনের সাথী; স্ত্রী। 'কোন বিশ্বাসে আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী ... করিয়া লইব।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

চিরসঙ্গী [স] *বি* চিরদিনের সাথী। 'চিরসঙ্গী চির জীবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিরসজাগ [স] *বিণ* সদাজাগ্রত। 'আমাদের মুমূর্ষুজাতিকে চিরসজাগ রাখিতে ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

চিরসঞ্চিত [স] *বিণ* দীর্ঘকাল ধরে আহৃত। 'অনায়াসে স্বৈরিণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, চিরসঞ্চিত কর্মফলে বঞ্চিত হইলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৯।

চিরসন্তুষ্টি [স] *বি* চিরদিনের তুষ্টি। 'প্রকৃতির চিরসন্তুষ্টি ও পালকের চির আলস্য।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

চিরসন্ধি [স] *বি* আজীবন সমঝোতা। 'স্বামীশোকে সপত্নীযুগল বিগ্রহের চিরসন্ধি করিয়া ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

চিরসন্ধ্যা [স] *বি* মৃত্যু। 'রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা-তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চির সময় [স] *বি* চিরকাল। 'চির সময় সঞ্চিত উ ভয় তোর মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চিরসমাপ্তি [স] *বি* চিরকালের মতো অবসান। 'এখানেই তাঁহার বৃন্দাবনলীলার চিরসমাপ্তি ঘটিয়াছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

চিরসমুজ্জ্বল [স] *বিণ* সর্বদা উজ্জ্বল। 'সহজ বিশ্বাসে সে যে করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চিরসম্পদ [স] *বি* অক্ষয় ঐশ্বর্য। 'রাজঅধীশ্বর তব চিরসম্পদে সব সম্পদ করো হতগরবা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

চিরসম্বন্ধ [স] *বি* চিরকালের সম্পর্ক। 'এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্যন্ত আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চিরসম্বন্ধযুক্ত [স] *বিণ* চিরকালের জন্যে সম্পর্কিত। 'তার চেয়ে বড়ো অথচ তার সঙ্গে চিরসম্বন্ধযুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চিরসম্বল [স] **১** *বি* চিরদিনের সম্বল। 'রূপকথাই লোকসাহিত্যের চিরসম্বল।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বি* একমাত্র সম্বল। 'মরণে পুড়েছে খাদ, আছে শুধু হেম/ যাত্রীর চিরসম্বল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

চিরসম্ভব [স] *বি* সবসময়ে সম্ভব এমন পরিস্থিতি। 'আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলোতে চিরপ্রতীক্ষিত চিরসম্ভবের বেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

চিরসহচর *বিণ* চিরদিন সঙ্গে আছে এমন। 'তাহার উপর চিরসহচর

ম্যালেরিয়া।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

চিরসহযোগী [স] *বিণ* চিরকালের সাহায্যকারী। 'চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বার বার বলিব না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

চিরসহিষ্ণু [স] *বিণ* সবসময়ে সহ্য করে এমন। 'চিরসহিষ্ণু চিরন্তন প্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চিরসাথী *বি* চিরদিনের সঙ্গী। 'দুর্দিনে সুদিনে তুমি থাকো চির সাথী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

চিরসাধ্য [স] *বিণ* জীবনব্যাপী সাধনার যোগ্য। 'চিরসাধ্য প্রেমের দেশ।' *ফজলল*, ১৯১৩।

চিরসান্ত্বনা [স] *বি* চূড়ান্ত সান্ত্বনা। 'এমন চিরশান্তি এমন চিরসান্ত্বনা আর কিসে থাকত?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চিরসারথি [স] *বি* চিরদিনের সারথি। 'তুমি চিরসারথি তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

চিরস্নিগ্ধ [স] *বিণ* চিরদিনই স্নিগ্ধতার পূর্ণ। 'হেথা বাতাস গীতি গন্ধ-ভরা চিরস্নিগ্ধ মধু মাসে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১।

চিরসুখিনী [স] *বিণ স্ত্রী* চিরকাল সুখী। 'রাজনন্দিনী! চিরজীবিনী ও চিরসুখিনী হোন।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

চিরসুখী [স] *বিণ* চিরকাল সুখী। 'চিরজীবী হও! চিরসুখী হও!' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

চিরসুদূর [স] *বিণ* চিরকাল দূরবর্তী। 'পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম/ হে চিরসুদূর প্রিয়তম।' *নজরুল*, ১৯২৯।

চিরসুধা [স] *বি* অমৃত। 'চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার তব সকরুণ করপল্লব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

চিরসুন্দর [স] *বিণ* চিরকালীন সুন্দর। 'চাঁদেরি মত চিরসুন্দর সে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

চিরসুমধুর [স] *বিণ* চিরকাল সুমধুর এমন। 'সব কাজে মোর সব ভাবনায় জাগে চিরসুমধুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

চিরসৌন্দর্য [স] *বি* অনন্ত সৌন্দর্য। 'সে আমাকে ... চিরসৌন্দর্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চিরস্থান [স] *বি* স্থায়ী আসন। 'ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার চিরস্থান লভিতাম সেথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিরস্থায়ি [স চিরস্থায়ী] *বিণ* চিরদিনের জন্যে স্থায়ী। 'যদি চিরস্থায়ি যশ লভ্য হয় ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

চিরস্থায়িত্ব [স] *বি* দীর্ঘকালের স্থায়িত্ব। 'অস্মদাদির এই প্রার্থনা যে উক্ত সভার চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনা হউক।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

চিরস্থায়িনী [হ] *বিণ স্ত্রী* চিরদিনের জন্যে স্থায়ী। 'কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

চিরস্থায়ী [স] **১** *বিণ* চিরকালের জন্য স্থায়ী। 'তবে সে চিরস্থায়ী হবে না ধনুকের শরের মত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **২** *বিণ* চিরদিনের জন্যে টিকে থাকে এমন। 'তখন জানিত না যে, সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত [স চিরস্থায়ী+ফা বন্দ-ও-বস্ত] *বি* ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত জমিদারি ব্যবস্থা। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভাবই ইহার মূল কারণ।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৫৯।

চিরস্থিত [স] *বিণ* চিরস্থায়ী। 'যাহার অধ্যক্ষেরা এই নগরের চিরস্থিত প্রজা ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

চিরস্থির [স] *বিণ* চিরদিনের জন্য স্থির। 'যদ্যপি অচিরপ্রভা চিরস্থির হয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চিরস্বচ্ছ [স] *বিণ* সর্বদা নির্মল। 'সে যে তার অন্তরের পথ সে যে চিরস্বচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চিরস্বত্ব [স] *বি* চিরকালীন মালিকানা। 'যে সম্পত্তির কথা লিখিয়াছেন তাহাতে তাহার জীবনস্বত্ব অথবা চিরস্বত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চিরস্বভাব [স] *বি* চিরকালীন প্রকৃতি। 'সই খর্বতাটাই আমাদের চিরস্বভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চিরস্বয়ম্বরা [স] *বিণ স্ত্রী* চিরদিন ধরে প্রেমিক সন্ধানকারী। 'পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

চির-স্বাক্ষর [স] *বি* অমোচনীয় চিহ্ন। 'আমার জীবনে চির-স্বাক্ষর তোমার নাম।' *আহসান*, ১৯৫৯।

চিরস্মরণ [স] *বি* চিরকালের স্মৃতি। 'চিরস্মরণের ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

চিরস্মরণার্থ [স] *ক্রিবিণ* চিরস্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে। 'মুদ্রাযন্ত্র মুক্ত হওনোপকার চিরস্মরণার্থ যে অট্টালিকা নির্ম্মাণকরণের কল্প হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

চিরস্মরণীয় [স] *বিণ* চিরকাল মনে রাখার যোগ্য। 'এইরূপ চিরস্মরণীয় উপকারে অনেকেই ইচ্ছুক হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

চিরস্মরণীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* চিরদিন মনে রাখার মতো। 'এ কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়া থাকুক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

চিরস্মরণীয়াগার [স চিরস্মরণীয়-আগার] *বি* চিরকালীন স্মৃতির ভাণ্ডার। 'অপূর্ব ছবি এক মুহূর্তে চিহ্নিত হয়ে গেল ... চিরস্মরণীয়াগারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চিরস্রোত [স] *বিণ* চিরকাল বহমান। 'প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চিরস্রোতা [স] *বিণ স্ত্রী* চিরকাল প্রবাহিত। 'চিরস্রোতা তটিনীর/ মন্দ্রভাষী জলধির/ শুনি গান নিত্য মনোরম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

চিরহরিৎ [স] *বিণ* চিরসবুজ; চিরনবীন। 'চিরহরিৎ হৃদয় দুঃখ জুড়াতে যায় ভ্রান্ত দুঃখ জুড়াতে যায় পথে পথে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

চিরহরিতা [স] *বিণ স্ত্রী* চিরসবুজ। 'এই চিরহরিতা ফলশস্যপূরিতা নদনদীভূষিতা বঙ্গভূমি।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

চিরহাহাকার [স চির+ধ্বন্যা হাহা+স কার] *বি* চিরকালের আর্তনাদ। 'তবু ঘুচিল না চিরহাহাকার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

চিরহিতৈষী [স] *বিণ* সবসময়ে কল্যাণকারী। 'এই বৃদ্ধ আপনার পিতার চিরহিতৈষী।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

চিরহিম [স] *বিণ* অনন্তকাল ধরে জমে থাকা বরফ। 'এ পর্বতের অধিকাংশই চিরহিমের আলয়।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

চিরাকাঙ্ক্ষিত [স চির-আকাঙ্ক্ষিত] *বিণ* চির প্রত্যাশিত। 'তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া, ... চিরাকাঙ্ক্ষিত মদনরসের আস্বাদন দ্বারা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চিরাগত [স চির-আগত] *বিণ* বহুকাল ধরে চলে আসছে এমন। 'লোকেরা বিচারের সময় চিরাগত কতিপয় নির্দ্ধারিত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

চিরাগত অধিকার [স] *বি* চিরদিন চলে এসেছে যে অধিকার। 'এক পক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্য পক্ষের সাহস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চিরাগত নিয়ম [স] *বি* চিরদিন ধরে চলে এসেছে এমন নিয়ম। 'মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিরাগত প্রথা [স] *বি* চিরদিন চলে এসেছে যে প্রথা। 'একান্ত মিনিতি করি চরণে তোমার প্রভু! চিরাগত প্রথা চিরপ্রবাহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চিরাগত প্রেয়সী [স] *বি* চিরদিনের প্রিয়া। 'হৃদয়ের পরে চিরাগতা প্রেয়সীর প্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চিরাগত রীতি [স চির-আগত-রীতি] *বি* ধ্রুপদী। 'ক্লাসিকের অর্থাৎ চিরাগত রীতির বাইরেই রোমান্টিকের লীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

চিরাচরিত [স চির-আচরিত] *বিণ* প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। 'আহারবিহার বেশবাসের চিরাচরিত ব্যবস্থায় নানা রকম ত্রুটি হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চিরাতুর [স চির-আতুর] *বি* চির রুগ্ণ যে। 'হে চিরাতুর, হে উদাসীন, তুমি ওঠো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিরাধিপত্য [স চির-আধিপত্য] *বি* সর্বকালের কর্তৃত্ব। 'একনায়কত্বের চিরাধিপত্যের পক্ষে এমন অনুকূল অবস্থা আর কিছুই হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চিরাধীনতা [স চির-অধীনতা] *বি* চিরদিনের অধীনতা। 'তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

চিরাধীনা [স চির-অধীনা] *বিণ স্ত্রী* চিরদিন অধীন হয়ে থাকে এমন। 'পিতা, স্বামী ও পুত্রের চিরাধীনা, তাঁহাদের আবার কিসের সুখ?' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

চিরানন্দ [স চির-আনন্দ] *বি* অবিচ্ছিন্ন আনন্দ। 'সুখে দুঃখে পারব বন্ধু চিরানন্দে রইতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিরানন্দরাগিণী [স চির-আনন্দ-রাগিণী] *বি* চিরন্তন আনন্দের সুর। 'চিরানন্দরাগিণীর দ্বারা একটা চিরমহিমা লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চিরানুগত [স চির-অনুগত] *বিণ* দীর্ঘদিনের অনুগত। 'সে ছিল রাম-শ্যামের চিরানুগত বন্ধু।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

চিরান্ধকার [স চির-অন্ধকার] *বি* অন্তহীন অন্ধকার। 'স্বদেশীয় লোকদিগকে চিরান্ধকারে রাখিবার জন্য ... ভ্রমশিক্ষা প্রদান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

চিরাবলম্বিত [স] *বিণ* আজীবন গৃহীত। 'তথাচ চিরাবলম্বিত হিতব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যান নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

চিরাবসান [স চির-অবসান] *বি* চিরকালীন সমাপ্তি। 'এই ধরনের ইবলিশী খেয়ালের চিরাবসান কামনা করি।' *বেগম*, ১৯৫১।

চিরাভিলাষ [স চির-অভিলাষ] *বি* দীর্ঘদিনের বাসনা। 'চিরাভিলাষ পূর্ণ করিবার অবসর ও সুযোগ অন্বেষণেই সর্ব্বদাই সমুৎসুক।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

চিরাভ্যস্ত [স চির-অভ্যস্ত] *বিণ* চিরকাল ধরে অভ্যস্ত। 'চিরাভ্যস্ত নিকৃষ্ট পরিচ্ছদ ছাড়িয়া রাজপরিচ্ছদ ধারণ করুন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

চিরাভ্যাস [স চির-অভ্যাস] *বি* দীর্ঘকালের অভ্যাস। 'চিরাভ্যাসমতো যেখানে শয়ন করিয়া থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিরায়মান [স চির-আয়মান] *বিণ* চিরকাল বিদ্যমান। 'প্রিয়প্রত্যাশিত দিনের চিরায়মান উৎকণ্ঠিত প্রহরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চিরায়মানা [স চির-আয়মানা] *বিণ স্ত্রী* চিরকাল বিদ্যমান। 'চিরায়মানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চিরায়িত [স চির-আয়িত] *বিণ* চিরন্তন। 'আশাশীল রাত্রি আসে চিরায়িত আশা ভালোবেসে।' *জীবন*, ১৯৪০।

চিরায়ু [স চির-আয়ু] *বিণ* দীর্ঘজীবী। 'সাত সাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চিরার্জিত [স চির-অর্জিত] *বিণ* চিরকাল ধরে অর্জিত। 'চিরার্জিত তপস্যার ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিরোদ্ভিন্ন [স] *বিণ* চিরবিকশিত। 'চিরোদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্য হইতে আমাদের অভ্যুত্থানের উপাদান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চির[৩] [স চীর্ণ] *বি* টুকরা। 'খড়্গেতে কাটিয়া তোরে করিব দুই চির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিরকুট [হি] *বি* ছোটো চিঠি। 'চিরকুট পেলাম, দেমিদফ লিখেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চিরচিরকার [ধ্বন্যা চিরচির+স কার] *বিণ* বিকট। 'চিরচিরকার শব্দেতে মোটি পতোনীর গর্ভপাত হইলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

চিরণ [স চীর্ণ] ১ *বি* চেরা। 'দুই পদ ধরি জে করিবে চিরণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* চিরুনি। 'চুপড়ি মালা আর্শি চিরণ কৌটা ইত্যাদি এ সকল দ্রব্যের মাসুল আমদানি কালে মহাজনেরা দিয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

চিরণি *দ্র* চিরনি

চিরতা [স চিরতিক্ত] *বি* তিক্ত স্বাদযুক্ত ওষধিবিশেষ। 'নিম ও চিরতা তিক্ত ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

চিরধারিণী [স চীরধারিণী] *বিণ স্ত্রী* ছেঁড়া কাপড় পরিহিত। 'অন্ধ ভিক্ষুক চিরধারিণী পত্নীর হাত ধ'রে দেশলাই বেচছে বা বাজনা বাজাচ্ছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

চিরনি, চিরণি [স চির] *বি* চিরুনি। 'কেশমার্জন করে কেহ চিরনি লইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সোনার গিলিপে ছিল সাধের চিরণি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চিরল [স চীর্ণ>] *বিণ* সরু ও লম্বা। 'পাশে একটি নারকেল গাছ চিরল-চিরল পাতায় ছাওয়া।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

চিরলা [স চীর্ণ>] *বি* লম্বা পাতাওয়ালা উদ্ভিদবিশেষ। 'চিরলার ছত্র গৃহ বালুভুলো 'পরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চিরা[১] [স চির>] *ক্রি* ছেঁড়া। 'আজি পুথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **চিরি** *ক্রি* চিরে; বিদারণ ক'রে। 'ঠোট চিরি লইলে পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **চিরিআ** *ক্রি* ফেড়ে। 'চিরিআ বাঅতি পার্শ্ব পাসান চিরিআ।' *রামাই*, ১৭১০। **চিরিবোঁ** *ক্রি* দ্বিখণ্ডিত করবো। 'পাঁজী পুথী তোহ্মার চিরিবোঁ বাম হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিরিয়া** *ক্রি* চিরে; ফেড়ে। 'তীক্ষ্ণধার এক ছুরী লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **চিরিয়াছে** *ক্রি* ছিঁড়ে গেছে। 'মসারিটা চিরিয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২। **চিরিল** ১ *ক্রি* ছিঁড়ে ফেললো। 'কাঞ্চুলী চিরিল টানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* বিদীর্ণ হলো। 'অবিচারে গান্ধারীর চিরিল উদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *ক্রি* ফাড়লো। 'করাতিরা কাঠ

যেন চিরিল করাতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **চিরী** *ক্রি* ছিঁড়ে। 'তীন ভাগ চিরী তাক পেলাহ এখানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চির্‍্যা** *ক্রি* চিরে। 'দুই ঠোটে চিরা্যা তারে কইল দুই চীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিরা[২] [স চির>] *ক্রি* আঁচড়ানো। 'চুল চিরিতে চিরিতে এইরূপ হইতে লাগিল।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

চিরাই [স চিরায়ু] *বিণ* চিরায়ু। 'জীঅ জীঅ কূর্ম্ম বাছা হওরে চিরাই।' *রামাই*, ১৭১০।

চিরাগ [ফা] *বি* বাতি। 'কুটির বা গৃহাঙ্গনে দীপ্ত সেই চিরাগের শিখা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

চিরিগড়া *বিণ* টুকরা কাপড় দিয়ে তৈরি। 'কৌপীন পরিল চিরিগড়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চিরিতন [হি চিড়ী] *বি* একটি বিশেষ রঙের তাসের নাম। 'এই হরতন, চিরিতন, রুহিতন, ইশকাপনের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে লটকে দিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চিরুণ [স চীর্ণ>] *বি* চিরুণি। **চিরুণ-চুমা** [স চীর্ণ>+স চুম্বন] *বি* চিরুনির আঁচড়। 'গুলফ চুমি কাঁদবে গো কেশ চিরুণ-চুমার আশেপাশে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চিরুণদাঁতী [স চীর্ণদন্তী] *বিণ স্ত্রী* চিরুনির মতো ফাঁকা-ফাঁকা দাঁত বিশিষ্ট। 'খণ্ড-কপালিনী তুই বেহুলা চিরুণদাঁতী।' *কেতকা*, ১৬৫০।

চিরুণি, চিরুণী [স চীর্ণ>] *বি* চিরুনি। 'হস্তিদন্তে বাক্স, কৌটা, চিরুণী, পাখা, পাশা প্রভৃতি নানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০; 'চিকন চিরুণি চারু চিকুরের জালে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চিরুনি [স চীর্ণ>] *বি* চুল আঁচড়ানোর উপকরণ বিশেষ। 'করেতে চিরুনি ধরি আঁচড়এ কেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিরুনি করা *ক্রি* চুল আঁচড়ানো। 'তাছাড়া চুলটুল চিরুনিও করে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চিরূণী [স চীর্ণ>] *বি* চিরুনি; চুল আঁচড়ানোর উপকরণ বিশেষ। 'সোনাউল্লা সাহেবের কএক জোড়া কাপড় তৈলিয়া চিরূণী, ব্রাস, গ্লাস ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

চিরেতা [স চিরতিক্ত] *বি* তিতাস্বাদযুক্ত ঔষধিবিশেষ। 'এখন বুঝি কেবল মুখ সিটকে চিরেতা খাচ্ছিস?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিরোচ্ছিন্ন *দ্র* চির[২]

চিরোল [স চীর্ণ] *বিণ* সরু এবং লম্বা। 'চিরোল চিরোল পাতার ডগায় থোপা থোপা ফুল।' *তারা*, ১৯৪২।

চির্ত্ত [স চিত্ত] *বি* মন। 'গোকুলের রমনির চির্ত্ত সে হরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

চির্ন্ন [স চিহ্ন] *বি* চিহ্ন। 'হৃদএ শ্রীবৎস চির্ন্ন লর্ব্বাটে উদ্ধগতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিল [স চিল্ল] *বি* শিকারি পাখিবিশেষ। 'চিলে জেন ছুঁঞা লয় মীন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিলদৃষ্টি [চিল+স দৃষ্টি] *বি* প্রখর দৃষ্টি। 'সুপরিসর চিলদৃষ্টির ভেতর কবলিত করে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চিলপুরুষ [চিল+স পুরুষ] *বি* পুরুষ জাতীয় চিল। 'প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো।' *জীবন*, ১৯৪২।

চিলসত্বর [স চিল্ল>+স সত্বর] *ক্রিবিণ* চিলের মতো দ্রুতগতিতে। 'যা শফী চিলসত্বর চইল্যা আবি।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

চিলছাদ [আ জিলদ+স ছাদ] *বি* চিলেকোঠার ছাদ। 'চিলছাদের ওপরে ব'সে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

চিলতি [আ জিলদ] *বিণ* লম্বা চিকন ফালিযুক্ত। 'চিড়িয়াখানার চিলতি চিলতি মাঠ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চিলমচি, চিলমচী [তু চাবলচী] *বি* হাত ধোয়ার পাত্রবিশেষ। 'চিলিমচী ২ দুই।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'খেদমতগার চিলমচি ও পাত্র করিয়া জল আন।' *কেরি*, ১৮০২।

চিলাই *বি* নদীবিশেষ। 'ধলেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে।' *জীবন*, ১৯৩২।

চিলিম [ফা চিলম] *বি* তামাক বা গাঁজার কলিকা। 'চিলিমটা দেখে ভক্তি হল – ইয়া ডাবর পরিমাণ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চিলিমিলি *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'গঙ্গাপ্রসাদ চিলিমিলি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

চিলিয়া *বি* বালতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চিলু [স চিতা] *বি* চিতা। 'তাহার কামাই নাই রাবণের চিলুর মত জ্বলিতেছে।' *কেরি*, ১৮০২।

চিলুমচি [তু চাবলচী] *বি* হাত ধোয়ার গামলাজাতীয় পাত্র। 'হাত ধুইবার জন্য চিলুমচি ছিল না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চিলেকুঠি, চিলেকোঠা [আ জিলদ+স কোষ্ঠ] *বি* ছাদসংলগ্ন ঘরবিশেষ। 'বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'টিনের চালের একটি চিলেকুঠি আছে এ বাড়িতে।' *মানিক*, ১৯৩৮।

চিলে ঘর [আ জিলদ+পা ঘর] *বি* ছাদসংলগ্ন ঘরবিশেষ। 'কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলে ঘরের ছায়ায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিলেঘুড়ি [চিল+স ঘূর্ণ] *বি* চিলের আকৃতিবিশিষ্ট ঘুড়ি। 'ঠিক যেন একটা চিলেঘুড়িকে খেলোয়াড় গোঁতা মারছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

চিল্কা *বি* ভারতের একটি বিখ্যাত হ্রদ। 'চিল্কার জলে ভাসালাম গণ্ডোলা।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

চিল্যানো [হি চিল্লানা] *ক্রি* চিৎকার করা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

চিল্ল [স] *বি* চিল; পাখিবিশেষ। 'একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

চিল্লাচিল্লি [স চিল্ল] *বি* চিৎকার-চেঁচামেচি। 'যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

চিল্লানো [স চিল্ল] *ক্রি* চিৎকার করা। 'চিল্লায় জোর ওই ওই নাবে দীন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চিহ্ন [স] **১** *বি* সংকেত। 'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।' *চর্যা* ৩, ১২০০। **২** *বি* লক্ষণ। 'রাজ্জ চিহ্ন বস্ত্র এড়ি কপিন পরিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* দাগ। 'বসন্তের চিহ্ন আছে মুখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* নমুনা। 'কৃতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদানার্থ যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৫** *বি* প্রতীক। 'অনেকে চিহ্নধারণ করিতে শুরু করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৬** *বি* ছাপ। 'যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চিহ্নধারণ [স] *বি* বেশধারণ। 'অনেকে চিহ্নধারণ করিতে শুরু করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিহ্নধারী [স] *বিণ* বেশধারী। 'এলেন নানাচিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের

ভক্তদল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চিহ্নমাত্র [স] *বি* সামান্য চিহ্ন। 'তিনদিনের মধ্যে তাহাদের আর চিহ্নমাত্র রহিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

চিহ্নশূন্য [স] **১** *বিণ* ছাপহীন। 'আমার যত কথা আছে সমস্ত আমি এই চিহ্নশূন্য বাধাশূন্য ধরণীর উপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেল্‌তে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* চিহ্নহীন। 'আনন্দ তলিয়ে গেল চিহ্নশূন্য হয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

চিহ্নসংকেত [স] *বি* সাংকেতিক লিখন। 'ভৌতিক উপলব্ধি পৌঁছল গাণিতিক চিহ্নসংকেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চিহ্নহারা [স] **১** *বিণ* নিশানাহীন। 'চিহ্নহারা পথে আমায় টানবে অচিন-ডোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বিণ* সনাক্ত করার মতো চিহ্ন নেই এমন। 'হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

চিহ্নহীন [স] **১** *বিণ* কোনো চিহ্ন নেই এমন। 'এমনি করিয়া চিহ্নহীন পথহীন অকূল ধরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* বিলুপ্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'বিগত সে-দিন, সে-মৎসর অহংকার চিহ্নহীন অক্ষম ধিক্কারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* সীমাহীন। 'চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চিহ্নাভাব [স চিহ্ন+স অভাব] *বি* চিহ্নের অভাব। 'বাঙ্গালা লেখার শেষাদি নির্ণায়ক চিহ্নাভাবে অনেক ব্যাঘাত হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

চিহ্নার্থে [স চিহ্ন+স অভাব] *ক্রিবিণ* চিহ্নের জন্য। 'অশৌচের চিহ্নার্থে কেবল চুলধারণ মাত্র করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

চিহ্নিত [স] **১** *বিণ* চিহ্নযুক্ত। 'সেকৃটরি যে সাহেব তিনিও স্বাক্ষর চিহ্নিত এক প্রশংসাপত্র ঐ বিদ্যার্থীকে দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **২** *বিণ* অধিকৃত। 'তিন সহোদরে পৃথক হইয়া আপন আপন চিহ্নিত বিভক্ত স্থাবরাদি ধনে ভোগবান থাকিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৯। **৩** *বিণ* নির্ধারিত। 'নীলকর সাহেব ... কৃষকের অনভিমতে তাহার ভূমি চিহ্নিত করিয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৪** *বিণ* কলঙ্কিত। 'ধূলি-ভরা দুটি লইয়া চরণ/ চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৫** *বিণ* নির্দিষ্ট। 'প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ ছি-ছির ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

চিহ্নৎ [স চিহ্নিত] *বিণ* চিহ্নিত। 'সম্পূর্ণ ট্যাকসই বেড়া-দেওয়া চিহ্নৎ-করা সাধুসম্মত প্রেম!' *অন্নদা*, ১৯২৮।

চিহ্না [স চিহ্ন>] *ক্রি* চেনা। 'মোর বৃন্দাবন পসী মোক নাহি চিহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিহ্ন ১** *ক্রি* চেনো। 'কি না লাভ লোভে কাহ্নাঞি না চিহ্ন এখন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* জানো। 'আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিহ্নই** *ক্রি* চিনতে। 'বিদ্যাপতি কহ সুন বর কান/ তরুনিম সৈসব চিহ্নই ন জান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চিহ্নলুঁ** *ক্রি* চিনলাম। 'ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নলুঁ ঐছন কুটিল কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চিহ্নসি** *ক্রি* চেনো; জানো। 'আহ্মাকে না চিহ্নসি তোঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিহ্নি** *ক্রি* চিনে; জেনে। 'এবোঁহো আপণ চিহ্নি জাউ নিজ ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিহ্নিআঁ** *ক্রি* চিনে। 'আপনাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিহ্নিল** *ক্রি* চিহ্নিত করলো। 'গুরু অঙ্গে অনেক চিহ্নিল নিজ করে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **চিহ্নিলি** *ক্রি* চিনলে। 'না চিহ্নিলি আল রাধা না গুণিলি বাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিহ্নিলী** *ক্রি* চিনলি; চিনলে। 'যৌবন গরবে আহ্মা না চিহ্নিলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চিহ্নী** *ক্রি* চিনি। 'ও নহি ভেলাহে চিহ্নী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চিহ্নে** *ক্রি* চেনে। 'মোর বৃন্দাবন পসী মোক নাহি চিহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চীঅ [স চিত্ত] *বি* চিত্ত। 'মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **চীএ** *ক্রিবিণ* চিত্তে। 'চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।' *চর্যা* ১, ১২০০।

চীঅণ [স চিক্কণ] *বি* চিক্কণ। 'চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

চীজ[১] [ফা] **১** *বি* উপচার। 'হায় রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* অদ্ভুত বস্তু। 'ঐ এক চীজ আছে, হিম্মৎ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চীজ[২] [ই] *বি* পনির। 'ভেজিটেরিয়ানদের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ-আলু, কিংবা চীজ-মটর কারি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চীঠী [হি চিট্‌ঠী] *বি* চিঠি। '২ দুই সাহেব ১ সাহেবকে চীঠী লিখিয়াছিলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৭১।

চীৎ [হি চিত] *বিণ* উপরের দিকে মুখ করে শোয়া। 'একলা চীৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা গণনা করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চীত [স চিত্ত] **১** *বি* চিত্ত। 'তার ঝিউ হআঁ তোর কেহ্নে হেন চীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মন। 'আহ্মার বচনে রাধা দেহ তোহ্মে চীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চীতক চোর *বি* চিত্তচোর। 'সজনি সো ধনি চীতক চোর।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

চীৎকার [স] **১** *বি* উচ্চশব্দ। 'অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* চেঁচানি। 'মাদক মদে উন্মত্ত হইয়া সুদীর্ঘ চীৎকারে সংযুক্ত উল্লাস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বি* আর্তনাদ। 'রাখালের চীৎকার শুনিয়া সকলে দৌড়িয়া আসিল।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **৪** *বি* হৈচৈ। 'পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

চীৎকারধ্বনি [স] *বি* উচ্চ কণ্ঠস্বর। 'ডাঙা থেকে এক চীৎকারধ্বনি শোনা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চীৎকারস্বর [স] *বি* উচ্চ শব্দ। 'যাহা হইয়া থাকে পৃথিবীতে তাহা চীৎকারস্বরে হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চীৎকারা [স চিৎকার] *ক্রি* চিৎকার করা। 'করে কেলি তাহে ভীষণ-মূরতি ভেক, চীৎকারী গম্ভীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চীন[১] [স] **১** *বি* ভারতের উত্তরে অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ দেশ। 'হয় হিন্দুস্তানে হস্তী খোরাসানে/ বিড়াল চীন দেশে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* চীন দেশের অধিবাসী। 'আর্য্যক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে শক, খস ... চীন যবন প্রভৃতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* চমরু নামক হরিণ। 'ডালপালাগুলো চীনের পায়ের মতো বিষম বাঁকাচোরা।' *অবন*, ১৯২৫।

চীনদেশীয় [স] *বিণ* চীন দেশের। 'যখন চীনদেশীয় পর্যটক হুয়েন্থ সাঙ এতদ্দেশে ভ্রমণে আগমন করিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

চীনবংশীয় [স] *বিণ* চীনাবংশের ভাষা থেকে জাত। 'সিকিম ভূটানের ভাষা চীনবংশীয়।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

চীনবাস [স] *বি* চীনদেশীয় রেশমি বস্ত্রবিশেষ। 'তোমার ও চীনবাস ত্যাগ করিয়া আমি যে বসন দিই, তাই পর।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

চীনসমুদ্র [স] *বি* চীন সাগর। 'চীনসমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মনমাতানো কালবৈশাখী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চীনাংশুক [স চীন-অংশুক] *বি* চীনে প্রস্তুত রেশমি কাপড়বিশেষ। 'চিত্ত হোক রাজোচিত, রুচি চীনাংশুকে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

চীনাম্বরা [স চীন-অম্বরা] *বিণ স্ত্রী* রেশমি বস্ত্র পরিহিত। 'লম্বোদরা, চীনাম্বরা, বরাহবদনা বারাহী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

চীনীয় [স] *বিণ* চীন দেশীয়। 'চীনীয়েরা দলে২ ঐ স্থানে রীতিমত

মেজ সমেত আসিয়াছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

চীনে *বিণ* চীনের অধিবাসী। 'চীনে মিস্ত্রির সাহায্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চীনে-ঘুড়ি *বি* চীন দেশে প্রচলিত ঘুড়ি। 'চীনে-ঘুড়ির সে যে বর্ণনা করত।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

চীনেবাদাম *দ্র* চিনে

চীনের খেলনা *বি* চীন দেশে তৈরি খেলনা। 'শখের জিনিস চীনের-খেলনা প্রভৃতি সাজানো ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চীনের প্রাচীর *বি* চীনে অবস্থিত সুউচ্চ ও সুদীর্ঘ প্রাচীর। 'বিধি-নিষেধের চীনের প্রাচীরে অসীম দুঃসাহসে/ দু-হাতে চালাল হাতুড়ি শাবল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

চীন[২] [স চীনাংশুক] *বি* বস্ত্রবিশেষ। 'কটি দেখি ক্ষীণ কসে পড়ে চীন।' *ভারত*, ১৭৬০।

চীনা [স চীন>] *বি* একপ্রকার শস্য ও তার ঘাসজাতীয় গাছ। 'আরও ফুটিক ডলক দিলে চীনার ভাত খাই।' *জসীম*, ১৯২৯।

চীনা ঘাস [চীনা+স ঘাস] *বি* ক্ষুদের মতো শস্য হয় এমন ঘাসবিশেষ। 'চীনা ঘাসের দানা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

চীনা জবা [চীনা+স জবা] *বি* ফুলবিশেষ। 'পাতাবাহার ও চীনা জবার ঝোপটা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

চীনাপট্টি [চীনা+স পট্টন] *বি* চীনের অধিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। 'কলকাতার চীনাপট্টিতে পা দিলেও ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

চীনাবাদাম *বি* চিনেবাদাম। **চীনাবাদামওয়ালা** *বি* চীনাবাদাম বিক্রেতা। 'একটি চীনাবাদামওয়ালা প্রায়ান্ধকারে কর্তব্যচক্রে ঘুরে গেলো।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

চীনাভাষাভিজ্ঞ [চীনা+স ভাষা-অভিজ্ঞ] *বিণ* চীনা ভাষায় পারদর্শী। 'চীনাভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

চীনাম্যান, চীনেম্যান [চীনা+ই ম্যান] *বি* চীন দেশের মানুষ। 'ইহুদি, পার্শি, মোগল, চীনেম্যান, মাদ্রাজী, সব জাত এক সঙ্গে গান বাজনা আহারাদি করবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'অবশেষে একজন চীনাম্যান ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়তেই গোবর্ধন সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

চীনীয় *দ্র* চীন

চীনেজোঁক [স শীর্ণ>+স জলৌকা] *বি* ছোটো আকারের জোঁক। 'মেজবানী দাও বলে তারে ধরবে চীনেজোঁকে।' *জসীম*, ১৯২৯।

চীনেম্যান *দ্র* চীনা

চীপ হুইপ [ই] *বি* সংসদে দলীয় শৃঙ্খলা, উপস্থিতি প্রভৃতির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান নেতা। 'উনিই চীপ হুইপ।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

চীফ [ই] *বি* নেতা বা শাসক। 'দিল্লির নেড়ে চীফ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চীফ ইনসপেক্টর [ই] *বি* প্রধান পরিদর্শক। 'প্রাইমারী চীফ ইনসপেক্টর খান বাহাদুর ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চীবর [স] *বি* বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্রখণ্ডবিশেষ। 'ফিরেছি ধনীর দ্বারে অপলাপী চীবরে সজ্জিত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চীর[১] [স] ১ *বিণ* ছিন্ন। 'ছাড়াইবোঁ তার ক্ষীর কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বিদীর্ণ। 'প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* বস্ত্র। 'না বান্ধে চিকুর না পরে চীর।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ৪ *বি* গাছের ছাল। 'চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিহিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

চীরখণ্ড [স] *বি* কাপড়ের ফালি। 'মলিন পরিত্যক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চীরধারী [স] *বিণ* ছিন্নবস্ত্র পরিহিত। 'ভূমিতলে চীরধারী মলিন পুরুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চীর[২] [স চীর>] *বি* কৃমি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চীরা [স চীর] *বি* কাপড়। 'নরঅ নারী মঝেঁ উভিল চীরা।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

চীরি [স চীর] *বি* বসন। 'উত্তম কাজিম চীরি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চীর্ণ [স] *বিণ* খণ্ড-বিখণ্ড। 'সংসারের নির্বোধ সংঘাতে চীর্ণ, দীর্ণ হৃদয় আমার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

চীল [স চিল্ল] *বি* বাজ জাতীয় পাখিবিশেষ। 'কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে যেন চীল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চীল্লানী [স চিল্ল>] *বি* চিৎকার। 'চীল্লানী আর মারামারি, ধড়ে কি আর পরাণ থাকতো?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চীহড় *বি* বুনো ফলবিশেষ। 'চীহড় ফলের গাছ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

চুআ, চুআঁ [স চ্যু>] *বি* সুগন্ধিবিশেষ। 'অশোক কিংশুক চুআঁ চিতা খয়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কুসুম চন্দন চুআ করিআ ভূষিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চুআনো [স চ্যু>] *ক্রি* চুইয়ে পড়া। 'নিরবধি ঘর্ম তার শ্রীঅঙ্গে চুআয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চুইংগাম [ই] *বি* স্বাদ ও সুগন্ধ মেশানো রাবারের খণ্ডের মতো বস্তু, যা অনেক ক্ষণ ধরে চিবানো যায়। 'তাই চুইংগাম, মামার পায়ে লাগিয়ে তাকে আটকে রাখতে চাও?' *শিবরাম*, ১৯৫০।

চুঁ ধরা *ক্রি* বিশেষ বুলি আওড়ানো। 'কবাটি খেলার চুঁ ধরার সুরে গেয়ে যাচ্ছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চুঁয়ানো [স চ্যু>] *ক্রি* ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরা। 'এক-এক জায়গায় জল চুঁইয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চুক [হি] *বি* ত্রুটি। 'সপক্ষতা ও পক্ষপাতের নিমিত্তে কোন চুক অসঙ্গত নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

চুকচুক [ধ্বন্যা] ১ *বি* চকচকে ভাব। 'বীচিগুলো তেল চুকচুক কচ্ছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯। ২ *বি* জিভ দিয়ে ধীরে ধীরে তরল পদার্থ পান করার কোমল শব্দ। 'এই চুকচুক শব্দটিও নিস্তব্ধ রাত্রে কানে বড় মিঠে লাগত।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

চুকলি, চুকলী [ফা চুগল>] *বি* আড়ালে নিন্দা করা। 'চুকলী।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'নিশ্চয়ই কেউ চুকলি করেচে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

চুকলি কাটা *বি* ভাঙানি দেওয়া; নিন্দা করা। 'তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চুকলিখোর [ফা] *বিণ* আড়ালে অপবাদকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চুকলিহ [তু চুগল] *বিণ* পরোক্ষে নিন্দা করা হয় এমন। 'ন মোয়ঁ কবহু তুঅ অনুগতি চুকলিহ বচন ন বোলল মন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চুকুলি [তু চুগুল>] *বি* আড়ালে নিন্দা বা অপবাদ। 'আকুলি বিকুলি

কত চুকুলির লাগি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চুকনো *ক্রি* পাওনা চুকিয়ে দেওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

চুকা[১], চুকানো [হি চুক>] ১ *ক্রি* শেষ করা। 'দধি দুধে সজ্জাইআঁ চুকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* সমাপ্ত করা। 'বচন চুকিলিহু সখিহ্নি সমাজে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *ক্রি* দাম মেটানো। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ৪ *ক্রি* মিটিয়ে ফেলা। 'আমি এখন যাই, বাকি জুকি এই সময় চুকাই গে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৫ *ক্রি* দূর হওয়া। 'আমায় বাঁধিয়ে দিন, আপদ চুকে যাগ।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৬ *ক্রি* পরিশোধ করা। 'ডাক্তার এলে ভিজিট চুকিয়ে।' *শামসুর*, ১৯৬৬। **চুকতে** *ক্রি* শেষ করতে। 'বাবু উপরে এলেন ... সেকহ্যাণ্ড, গুড ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় চুকতে আদ ঘণ্টা লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **চুকাই** *ক্রি* মিটিয়ে ফেলি। 'আমি এখন যাই, বাকি জুকি এই সময় চুকাই গে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **চুকাইয়া** *ক্রি* মিটিয়ে দিয়ে। 'দরদস্তুত চুকাইয়া সওদাপত্র লিখিয়া ... লইয়াছিলাম।' ওসাঁ, ১৭৮২। **চুকিলিহু** *ক্রি* সমাপ্ত করলাম। 'বচন চুকিলিহু সখিহ্নি সমাজে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চুকাবুকা *ক্রি* মিটানো। 'চিরকালের মতো চুকেবুকে যায় তেমন নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চুকেবুকে যাওয়া *ক্রি* নিস্পত্তি হওয়া। 'সব কিছু চুকেবুকে গেলে তার আপন দেশ ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

চুকিয়ে দেওয়া ১ *ক্রি* নিঃশেষে সমর্পণ করা। 'তোমার হাতে আপনারে শেষ করে আজ চুকিয়ে দেব একেবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ২ *ক্রি* শোধ করা। 'মৌলবী সাহেবকে বল, আমার বাপ এলে সব চুকিয়ে দেব।' *শওকত*, ১৯৫৮।

চুকে যাওয়া ১ *ক্রি* মিটে যাওয়া। 'এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* শেষ হওয়া। 'আমার এ নাম যাক না চুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

চুকা[২] [স চুক্র] *বিণ* স্বাদু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চুকু চুকু চুকু [ধ্বন্য] *ক্রিবিণ* অবিরাম চুকু শব্দ ক'রে। 'চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

চুকুম [ধ্বন্য] *বি* ঢুলুনি। 'আগা নায়ে মন-মনুরায় বসে বসে চুকুম খেলায়।' *লালন*, ১৮৯০।

চুকুমবুদাই *বি* মুখচোরা ও ক্ষণে ক্ষণে চটে যায় এমন স্বভাবের লোক। 'এক চুকুমবুদাই অর্থাৎ এদিকে মুখচোরা ওদিক চটে যায় ক্ষণে ক্ষণে, এসেছে কলকাতায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চুকুলি *দ্র* **চুকলি**

চুক্তি [হি চুকতী] ১ *বি* মীমাংসা; সম্মতিনামা। 'থান চুক্তির সময় তাতি সাক্ষাতে থাকীয়া চুক্তি করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* শর্ত; অঙ্গীকার। 'তুমি চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'এ চুক্তি ভাঙ্গিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। 'আমার এত বড়ো একটা চুক্তির কথা আমি ভুলিনি ভাই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চুক্তিনামা [হি চুকতী+ফা নামাহ্] *বি* শর্তযুক্ত দলিল। '১০টি শর্তে ইহাদের মধ্যে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

চুক্তিপত্র [স] *বি* শর্তযুক্ত দলিল। 'থাতিয়েকান্ত চুক্তিপত্র আর চেকপত্র দুয়ের বিনিময়েই দুখানা হ্যান্ডনোট লিখে দ্যান।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

চুক্তিবদ্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* চুক্তি করেছে এমন। 'তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধা সন্তান-উৎপাদন করবে বলে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

চুগলি [তু চুগুল>] *বি* পিছনে নিন্দা। 'পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুগলি খেয়ে ভরায় উদর।' *নজরুল*, ১৯২২।

চুঙা [হি চোঙ্গা] *বি* নলাকৃতি পাত্র। 'নাপিতের ষোল চুঙা বুদ্ধি!' *জসীম*, ১৯৬০।

চুঙ্গল *বি* ধারালো তীক্ষ্ণ নখ। 'পায়ে চুঙ্গল এবং মাথায় শিং দেখেছ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

চুঙ্গি, চুঙ্গী [হি চোঙ্গা] *বি* ছোটো নল। 'পিস্তল ও দুই চুঙ্গীর বন্দুক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'আদ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাযেই ফাটে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

চুঙ্গিওয়ালা [হি] *বি* শুল্ক কর্মকর্তা। 'চুঙ্গিওয়ালা বলবে, নিশ্চয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চুঙ্গিঘর *বি* মাল আমদানির উপর ধার্য নগর-করের কার্যালয়। 'চুঙ্গিঘর কথাটা বাংলা ভাষাতে কখনও খুব বেশি চালু ছিল না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চুচি [হি চূচী] *বি* স্তন। 'সে সব নারীর চুল চুচিত বান্ধিয়া গিরির উপরে সব রাখিছে টাঙ্গিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

চুচুক [স] *বি* স্তনবৃন্ত। 'সহকার পল্লব চুচুক দেব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চুচুড়া [স চঞ্চু] *বি* ঘাসবিশেষ। 'বরাটা চুচুড়া মুথা আমার ভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চুচুরে *ক্রি* নেশাগ্রস্ত। 'চুচুরে হয়ে মদে, এলোচুলে কোমর বেঁধে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

চুচী [হি চূচী] *বি* চুচুক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চুটকি, চুটকী [স ছোটিকা] ১ *বি* পায়ের আঙুলে ব্যবহৃত আংটিবিশেষ। 'অনট চুটকী দরুণ সহস্ররাম বিদ্যানিধি ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৪৭; 'পদাঙ্গুলে আছে চুটকী ছাল্লাতে মিশায়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'তোমার শ্রীচরণে চুটকি হয়ে পড়ে আছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ২ *বি* মুচকি। 'চুটকি হাসি এবং খুচরো কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* লঘু চটুল ছোটো ও রসালো রচনা বা কথা। 'আর্যযুগেও চুটকি কাব্যাচার্যদিগের নিকট অতি উপাদেয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫। ৪ *বি* চটুল রসিকতা। 'এই চট করে যাহা বলে ফেলা যায় চুটকি তাহারে কয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ৫ *বিণ* মূল্যহীন। 'চুটকি কথা দিয়ে আমাদের ভোলাতে পারবেন না সাহেব।' *পাশা*, ১৯৭১।

চুটকিত্ব *বি* ছোটো ও চটুল রসের ভাব। 'কাব্যের চুটকিত্ব তার আকারের উপর নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

চুটকিলা [হি চুটকুলা] *বিণ* চটুল রসিকতাপূর্ণ। 'নানা রকমের গল্প বলে যেতে লাগলেন – প্রধানত শঙ্কর রামানুজের জীবনের চুটকিলা ঘটনা নিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চুটখিলা [হি চুটকুলা] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী গৌরী। চুটখিলা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

চুটা *ক্রি* সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা। 'বন্ধু হাসিছ চুটে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

চুটীয়া *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আসামে চুটীয়া নামে একটি জাতি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

চুড়া [স চূড়া] ১ *বি* ঝুঁটি। 'ময়ূর পুছেঁ বান্ধিআঁ চুড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শীর্ষ; সর্বোচ্চ জায়গা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

চুড়ামনি [স চূড়ামণি] *বিণ* শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'বৃন্দাবনে বিহারে গোপাল চুড়ামনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চুড়ি, চুড়ী [হি চুড়ী] *বি* হাতের অলংকার বিশেষ। 'বাহুতে কনক চুড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পুর মধ্যে বইসে নড়ি নানা বর্ণে গড়ে চুড়ি জৌ দিয়া করয়ে গঠন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চুড়িওলা [হি চুড়ীওয়ালা] *বি* চুড়ি বিক্রেতা। 'আসবে কখন চুড়িওলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

চুড়িদার [স চুড়ী+ফা দার] *বিণ* চুড়ির মতো কোঁচকানো ও সরু নিম্নভাগবিশিষ্ট। 'লক্ষ্ণৌ ফ্যাসানে (বাইয়ের ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামজামা ... মনোমত পোসাক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চুড়িলী [হি চুড়ৈল] *বি* পিশাচী। 'তহি চুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

চুড়ো [স চূড়া] *বি* সর্বোচ্চ অগ্রভাগ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চুড়োবাঁধা *বিণ* ঝুঁটি-বাঁধা। 'খুকী উৎসাহের সঙ্গে বলে – চুড়োবাঁধা একমিনসে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চুণ [স চূর্ণ] *বি* চুন। 'চুণ বিহনে জেন তাম্বুল তিতা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

চুণা [স চূর্ণ] *বি* চুন। 'কেহ সুধা চুণা ভক্ষে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চুতমারানি, চুতমারানী [হি চুত>] *বি* (অশ্লীল গালি) যত্রতত্র যৌনসঙ্গম করে এমন স্ত্রীলোক। 'চুতমারানির ব্যাটারা।' *সুনীল*, ১৯৭০; 'আব্বে চুতমারানী, এহেনে খাড়াইয়া কিয়ের রং দ্যাহো?' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

চুতা [স যুক্ত>] *বি* জুতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চুৎরা [স চ্যুতি] *বি* বিছুটি পাতা। 'সাহেবজাদীর নামে যেন তার গায় কে চুৎরার বাড়ি মারে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চুন [স চূর্ণ] **১** *বি* ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি পুড়িয়ে তৈরি করা ক্ষার। 'কার পান চুন নাহি খাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ইট গাঁথার কাজে ব্যবহৃত উপকরণবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বিণ* বিবর্ণ। 'বুক ফাটলেও কুঁধে তারা মুখটি করে চুন।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

চুনকাম [স চূর্ণ+স কর্ম>] *বি* গোলানো চুনের প্রলেপ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'চুনকাম করে নিয়েছে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

চুনকাম-করা *বিণ* গোলানো চুনের প্রলেপযুক্ত। 'চুনকাম-করা দেয়ালগুলি শুধু শুভ্রই নয়, শূন্যও।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৩।

চুনকামকারক [চুনকাম+স কারক] *বি* চুনকামকারী। 'শোভান্বিত চক চিনার ভাস্করেরা তাহার চুনকামকারক।' *রামরাম*, ১৮০১।

চুনকালি, চুনকালী [চুন+কালি] *বি* চুন ও কালি। 'জারুয়া বলিয়া গালি মুখে জেন চুনকালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গালে দেখে চুনকালি বদনে মাছুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চুনখড়ি [চুন+স খটিকা] *বি* দাগ। 'শোথ হয়েছে এই মেয়েটার, শরীরে চুনখড়ি নেই।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চুন-বালি [চুন+বালি] *বি* চুন ও বালি; নির্মাণ সামগ্রী। 'চুন-বালি মাখা আননে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চুনবালি-ঝরা *বিণ* পলেস্তারা উঠে গেছে এমন। 'দুপাশে চুনবালি-ঝরা দেয়াল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

চুনরেখ [চুন+স রেখা] *বিণ* (চুনের রেখার মতো) সাদা ও সরু। 'ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্নু দেখি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চুন-সুরকি [চুন+ফা সুড়খী] *বি* ইটের কাজে ব্যবহৃত উপকরণ। 'ইট-কাঠ চুন-সুরকির প্যাটার্ন দেখিয়ে আমাদের এবং নিজেদের ভোলাতে আনন্দ বোধ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'চুন-সুরকি ঢাকা সাজানো ইটের স্তূপ।' *মানিক*, ১৯৩৭।

চুনের গোলা *বি* চুনের আড়ত। 'হরেক রকম সওদাগরি আছে বেলেঘাটায় চুনের গোলা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চুনের পাথর *বি* চুনাপাথর। 'শ্বেত প্রস্তর কয়লা ও চুনের পাথর।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

চুনট [স চূর্ণপট] *বি* কুঞ্চন। '*রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চুনট-করা *বিণ* কুঞ্চিত। 'পরনে চুনট-করা ফুরফুরে মসলিনের জামা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চুনটদার [স চূর্ণপট+ফা দার] *বিণ* কাপড়, জামা প্রভৃতির হাতা বা কিনারা কুঞ্চিত এমন। 'অভিনেতারা বৃহৎ চুনটদার জামাকাপড় পরে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

চুনরি **১** *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'লোচনরাম চুনরি।' *সেবধি*, ১৮৪০। **২** *বি* রঙিন কাপড়। 'পরায় তাকে আপন হাওয়ার চুনরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

চুনরিয়া *বি* রঙিন কাপড়ের পোশাক। 'পরো মেঘ-নীল শাড়ি ধানি-রঙের চুনরিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩২।

চুনা [স চূর্ণ>] *বি* খুব ছোটো মাছ। 'বাজারে বিক্রয় হয় চুনা বহুতর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চুনাগলি [চুনা+হি গলী] *বি* সংকীর্ণ গলি। 'চুনাগলি অধিবাস খোলার আলয়/ তাহাতেই কতরূপ আড়ম্বর হয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চুনাপাথর [চুনা+স প্রস্তর] *বি* প্রাকৃতিক পাথরবিশেষ; লাইমস্টোন। 'চুনাপাথর ও গ্রানাইটের ছোট বড় পাহাড়।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

চুনা পুঁটি *বি* ছোটো পুঁটিমাছবিশেষ; গুরুত্বহীন লোক। 'চুনা পুঁটিরা কিছু চপল প্রকৃতির।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

চুনোপুঁটি [চুনা+পুঁটি] *বি* ছোটো মাছবিশেষ। 'নদীতে বেঁউতিজাল পাতা থাকে ... চুনো পুঁটিও এড়ায় না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চুনাপোকা [চুনা+স পুত্তিকা] *বি* শুয়োপোকা; যে পোকা রেশমগুটি থেকে বের হয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চুনারি [স চূর্ণকারী] *বি* চুন তৈরি করা যাদের পেশা। 'চৌদুলি চুনারি মাঝি কোরঙ্গা দেখায় বাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চুনি [হি চুন্নী] *বি* লাল রঙের মূল্যবান পাথরবিশেষ; রুবি। 'সার চুনি চুনি হার জে গাঁথল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চুনিন্দা [ফা চিনীদা] *বিণ* বাছাই-করা। 'চুনিন্দা সেফাই আর যতেক সরদার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

চুনি বিল্লু, চুনীবিল্লি [চোরনী+হি বিল্লী] *বি* চুরি করে ধরা-পড়া অসহায় বিড়াল। 'মতলব পাকিয়ে চুনি বিল্লু'র মতো চুপসে বসেছিলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'চুনীবিল্লির মতো মুখ করে সকলে বেরিয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চুনুরি [স চূর্ণ>] *বিণ* রাঙিন। 'তোমার যে চুনুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

চুনো [স চূর্ণ>] *বিণ* চুনের। 'চুনো গন্ধ আসে রক্তের ভেতর থেকে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চুনোট [স চূর্ণপট] *বি* কাপড়ের কিনারা, জামার হাতা প্রভৃতির কুঞ্চন। 'চমৎকার চুনোট-করা গেরুয়া কাপড়ে ...।' *অবন*, ১৯২৭।

চুপ [স] *বিণ* নীরব। 'রূপ দেখ্যা মদন কোকিল করে চুপ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চুপ কথা [স] *বি* নীরব বাণী। 'পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপকথার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চুপ করন *বি* চুপ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চুপ করা *ক্রি* কথা না বলা। 'নির্ঝরের ধারে ঝোপের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

চুপকার [স] *বি* চুপ করে আছে যে। 'রূপকারের কাজের চেয়ে চুপকারের কাজ অনেক ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চুপখানা [স চুপ+ফা খানাহ্] *বি* খাস কামরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চুপ চাপ ১ *বিণ* নীরব। 'বে বাড়ী সব চুপ চাপ দেখতেছি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বিণ* নিস্তব্ধ। 'চুপচাপ চারি দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৩** *বিণ* অল্প কথা বলে এমন; মৃদুভাষী। 'খুব নিরীহ শান্ত প্রকৃতির চুপচাপ মানুষ।' *মানিক*, ১৯৪০।

চুপচাপ ক'রে *ক্রিবিণ* নীরবে। 'আমার সেই কাল্পনিক সঙ্গীটি অগত্যা চুপচাপ করে শুনে যাচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চুপ মেরে থাকা *ক্রি* মৌন থাকা। 'তেমনি একটা কথা বলিয়া চুপ মারিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

চুপেচাপে *ক্রিবিণ* নীরবে। 'বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে চুপেচাপেই চললি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চুপে চুপে ১ *ক্রিবিণ* চুপিসারে; গোপনে। 'চুপে চুপে আমি যত করি ঘোরঘার।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *ক্রিবিণ* ফিসফিস ক'রে। 'কানের কাছে কে যেন চুপেচুপে বলিতেছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

চুপটি [স চুপ্>] *বিণ* নীরব। **চুপটি ক'রে** *ক্রিবিণ* নীরবে। 'বলব, তুমি চুপটি ক'রে পড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

চুপড়ি, চুপড়ী, চুপুড়ি, চুপুড়ী [হি ছবড়া] *বি* ক্ষুদ্র ঝুড়ি; বাঁশ নির্মিত পাত্রবিশেষ। 'চলিতেঁ না পারে কাখে চুপড়ী করিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'চুপড়ি করিয়া বাঁস বনেতে পেলাএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কেহো সিকাএ কেহো চুপুড়ি নিল কোলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

চুপনি ঘরা [স চুপ+স ঘট>] *বি* (নীরব প্রকোষ্ঠ অর্থে) পাকস্থলী। 'এখন চুপনি ঘরা চুলকাইছে।' *লালন*, ১৮৯০।

চুপশানো *ক্রি* সংকুচিত হওয়া। 'মাহমুদ ভয়ে চুপশে গেলো আরো।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

চুপসা *ক্রি* শুষে নেওয়া। **চুপসে তোলা** *ক্রি* শুষে নেওয়া। 'যেন মোটা মোটা ব্লটিং প্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চুপসে যাওয়া ১ *ক্রি* শুকিয়ে যাওয়া। 'ভিতরে যা ছিল সব চুপসে, ওর নাম কি, শুকিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **২** *ক্রি* সঙ্কুচিত হওয়া। 'নর্টন তো চুপসে গেছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

চুপি [স চুপ্>] *ক্রিবিণ* চুপিসারে। 'ও চুপি কী বলে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

চুপিচাপি [স চুপ্>] **১** *বিণ* শান্ত স্বভাবযুক্ত। 'নিতান্তই চুপিচাপি মাটির মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *ক্রিবিণ* নীরবে। 'ভাবলুম ফিরে গিয়ে চুপিচুপি তার কম্বল স্বস্থানে রেখে আমারটি নিয়ে আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চুপিচুপি [স চুপ্>] **১** *ক্রিবিণ* অপরের অজ্ঞাতসারে; নীরবে। 'অনঙ্গের পিসি তার সঙ্গে চুপি চুপি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'চুপিচুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* গোপন। 'শুনি যেন কাহাদের চুপিচুপি কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

চুপিসারে [স চুপ্>] **১** *ক্রিবিণ* নীরবে। 'মানুষকে চুপিসারে এত ডাকে।' *জীবন*, ১৯৩১। **২** *ক্রিবিণ* গোপনে। 'অন্ধকারে চুপিসারে তাহারেই খুঁজে খুঁজে মরি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চুবক [স চ্যুত>] *বি* চুয়া; সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। 'চুবক লইয়ে ফুকরি কহয়ে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

চুবড়ি, চুবড়ী [হি ছবড়া] *বি* ছোটো ঝুড়ি। 'চুবড়ি মুলাইয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা/ কৃষাণ জেন হাটে দেই মুলার পশারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আলিপনা সিন্দূর চুবড়ী গাঁথা ফোঁটা কাটা বুটা তোলা ...।' *গৌর*, ১৮২২।

চুবনি [হি চুভনা] *বি* পানিতে ডোবানো। 'চক্ষু রাঙ্গা ভরে পেট খাইয়া চুবনি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

চুবানি [হি চুভনা] *বি* চুবনি। 'লালন তাতে খেলো চুবানি।' *লালন*, ১৮৯০।

চুবানো [হি চুভনা] *ক্রি* পানি বা অন্য তরলে ডোবানো। 'পানিতে চুবাইলে পাগলের পাগলামী সারে।' *জসীম*, ১৯৬৪।

চুবসানো *ক্রি* শুকিয়ে যাওয়া। 'রক্তের ফোঁটা দুটি ছড়াতে চুবসাতে আরম্ভ করবে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

চুবসে আসা *ক্রি* স্তিমিত হয়ে আসা। 'উৎসাহ ক্রমেই চুবসে আসছিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চুবসে যাওয়া *ক্রি* সংকুচিত হওয়া। 'আগুনের কাছে ধরলে পর জামা চুবসে গিয়ে জবুথবু হয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চুম [স চুম্ব] *বি* চুম্বন। 'বলেঁ চুম যদি দিবেঁ দশনের ঘাত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চুমকুড়ি [স চুম্বকৃতি] *বি* চুম্বনের মতো আওয়াজ। 'চুমু দিতে গেলে চুমকুড়ি দিয়ে কথং হসসি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

চুমহারা [চুম+স হারা] *বিণ* চুম্বনহীন। 'চুমহারা ঠোঁট পানের পিকের হিঙুল রঙে রাঙবে না।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চুমক [স চুম্ব>] *বি* চুমুক। 'চুমকের টানের মত তার মুখটা হঠাৎ আরো নিচে নেমে যায়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

চুমকি, চুমকী [স চুম্ব>] *বি* সোনা রুপা ইত্যাদির উজ্জ্বল ছোটো ছোটো চাকতি পাত বা বুটি। 'চুমকি জড়িত চারু পীতাম্বরী চেলি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'কাঁসারির দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটী চুমকী ঘটী।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চুমড়া *ক্রি* পাকানো; মোচড় দেওয়া। 'দাড়ি চুমড়ে মুচকি হেসে কেওয়ল সিং বললো।' *সুনীল*, ১৯৭০।

চুমরানো [স চুম্ব>] **১** *ক্রি* পাকানো। 'চুমরিয়ে দিল তার জুলফি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **২** *ক্রি* ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে মুচকি হাসা। 'ঠোঁট চুমড়ে একটু হেসে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চুমা[১], চুমানো [স চুম্ব>] *ক্রি* চুমু খাওয়া। 'সেতাবি চুমিয়া মর্দ্দ লিলেক তুরিত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

চুমা[২] [স চুম্ব] **১** *বি* চুম্বন। 'দুই ভায়ের মস্তকে চুমা দিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *ক্রি* স্বীকার করা। 'ব্যথা পথের পথিক তুমি/ চরণ চলে ব্যথা চুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চুমাওন [স চুম্বন] *বি* বরণ। 'করিয় চুমাওন রাএ বসন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চুমু [স চুম্ব>] *বি* স্পর্শ। 'ও লো হিমের চুমু হার মেনেছে এইটুকু

আইবুড়িকে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চুমু-ভুকচানি *বি* প্রবল চুম্বনস্পৃহা। 'চুমু-ভুকচানি লাগে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

চুমুক[১] [স চুম্ব>] *বি* ঠোঁট লাগিয়ে চোষণ। 'চুমুক জুড়িয়া প্রান লএত আমার।' *মালাধর*, ১৫০০।

চুমুক দেওয়া *ক্রি* পাত্রে ঠোঁট লাগিয়ে তরল পান করা। 'চুমুক দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চুমুক[২] *বি* জলবিম্ব। 'আসন ছাড়িআ পরভু বৈসেন চুমুক উপরে।' *রামাই*, ১৭১০।

চুমো [স চুম্ব>] *বি* চুম্বন। 'ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটা চুমো খেলেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০। দ্র **চুমা, চুমু**

চুমো খাওয়া *ক্রি* চুম্বন করা। 'চুমো খেয়ে যায় কত বার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

চুমোচুমি **১** *বি* পরস্পর চুম্বন। 'কবে কোন মোহনায় তাদের চুমোচুমি হবে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* একে অন্যকে স্পর্শ। 'আকুল আকাশ আর উদাস মাঠে চুমোচুমি হয়েছে। *নজরুল*, ১৯২৭।

চুম্ব [স] *বি* চুমু। 'সরসহৃদয় করি দেহ চুম্ব কোল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চুম্বদান [স চুম্ব>+স দান] *বি* চুমু দেওয়া। 'এবেঁ দেহ চুম্বদানে আর দেহ মধুপানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চুম্বক [স] **১** *বিণ* সংক্ষিপ্ত। 'যে আয়িন নিরূপণ করেন তাহার চুম্বক তর্জমা এই।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* লোহাকে আকর্ষণ করে এমন কঠিন পদার্থ। 'চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

চুম্বক ফর্দ [স চুম্বক+আ ফর্দ] *বি* সংক্ষিপ্ত তালিকা। 'সকালবেলা একখানা হিসাবের চুম্বক ফর্দ লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চুম্বকশক্তি [স] *বি* চুম্বকত্ব। 'চুম্বকশক্তি বিদ্যুৎ তাপ ও আলোককে বিভিন্ন শক্তি বলিয়া মনে করিতাম।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

চুম্বকশলা [স চুম্বক+স শলাকা] *বি* চুম্বকের তৈরি কাঁটা। 'বিনয়ের মন বৈদ্যুতচঞ্চল চুম্বকশলার মতো স্পন্দিত হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চুম্বক-শলাকা [স] *বি* চুম্বকের তৈরি দিক-নির্ণায়ক শলা; কম্পাস। 'একটা চুম্বক-শলাকা সঙ্গে থাকিলে, কি অকূল সমুদ্রে, কি নিবিড় অরণ্যে, সকল স্থানেই দিক নিরূপণ করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

চুম্বকশৈল [স চুম্বক+স শৈল] *বি* চুম্বকের মতো লোহা আকর্ষণকারী পাহাড়। 'চুম্বকশৈলের আকর্ষণে দূর হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চুম্বকের কাঁটা *বি* চুম্বক-শলাকা। 'বিদ্যুৎস্রোত বহিয়া চুম্বকের কাঁটা নাড়িয়া দেয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

চুম্বন [স] **১** *বি* চুমু। 'আতি নেহেঁ করিআঁ চুম্বনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* স্পর্শ। 'কেশকলাপ ঈষৎ দুলিয়া দুলিয়া গোলাপীগণ্ড চুম্বন করিতেছিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

চুম্বনকণিকা [স] *বি* চুমু। 'অসংখ্য তারার মতো চুম্বনকণিকায় ভরে দিতে পারতুম।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

চুম্বন-তাপ [স] *বি* চুম্বনের উষ্ণতা। 'চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন-তাপ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

চুম্বনতৃষিত [স] *বিণ* চুম্বনের পিপাসাযুক্ত। 'কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

চুম্বনধ্বনি [স] *বি* চুম্বনের শব্দ। 'সে চুম্বনধ্বনি শুনে চমকে আপনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

চুম্বন-পরশ [স চুম্বন+স স্পর্শ] *বিণ* চুম্বনরূপ স্পর্শ। 'বসন্তের প্রাণভরা চুম্বন-পরশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চুম্বনপ্রয়াসী [স] *বিণ* চুমু পেতে ব্যাকুল। 'শান্ত-মধুর-রূপে আমার চুম্বনপ্রয়াসী হয়ে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চুম্বন-বিত্ত [স] *বি* চুমুরূপ ধন। 'তোমারে করিব দান চুম্বন-বিত্ত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

চুম্বনমদিরা [স] *বি* নেশা ধরিয়ে দেয় এমন চুম্বন। 'চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

চুম্বনরত্ন [স] *বি* চুম্বন রূপ রত্ন। 'অন্তরালে থেকে আমারে করিছ দান অমূল্য চুম্বনরত্ন, আলিঙ্গনসুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চুম্বন-সংকেত [স] *বি* মুখভঙ্গিতে চুম্বনের ইঙ্গিত। 'ট্রেন ছাড়বার সময়ে আমাদের সহযাত্রিগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি রুমাল আন্দোলন, অনেক চুম্বন-সংকেত-প্রেরণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চুম্বনা [স চুম্বন] *ক্রি* চুম্বন করা। 'কেহ বেশ্যামুখ চুম্বনে কেহ আলিঙ্গনে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চুম্বা [স চুম্ব>] *ক্রি* চুম্বন করা। 'তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।' *চর্যা ৪*, ১২০০। **চুম্বই** *বি* চুম্বন করি। 'কাহ্নক চুম্বই ধাই নিশঙ্ক।' *শেখর*, ১৬৫০। **চুম্বএ** *ক্রি* চুম্বন করে। 'কাহারে চুম্বএ কপোল চাপিয়া ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **চুম্বওঁ** *ক্রি* চুমু খাই। 'হের তোর চুম্বওঁ বদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চুম্বয়ে** *ক্রি* চুম্বন করে। 'কেশের আগ চুম্বয়ে টাগ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **চুম্বি** *ক্রি* চুম্বন ক'রে। 'নয়ানে বয়ানে চুম্বি ললাট ঘ্রাণিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **চুম্বিয়া** *ক্রি* চুম্বন ক'রে। 'শিরেত তুলিয়া পত্র চুম্বিয়া অধরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **চুম্বিল** *ক্রি* চুম্বন করলো। 'চুম্বিল কপোল গল আধর নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চুম্বিলা** *ক্রি* চুম্বন করলে। 'চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি সোহাগে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **চুম্বী** *ক্রি* চুম্বন করি। 'তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।' *চর্যা ৪*, ১২০০। **চুম্বীল** *ক্রি* চুমু দিলো। 'নানা থানক চুম্বীল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চুম্বে** *ক্রি* চুম্বন ক'রে। 'অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **চুম্বো** *ক্রি* চুম্বন করি; চুমু দিই। 'এ বোলে পাইলোঁ সুখ/ চুম্বো বড়ায়ি তোর মুখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চুম্বিত [স] **১** *বিণ* চুম্বন করা হয়েছে এমন। 'অলিকুলচুম্বিত অবিনিবিলম্বিত বনি বনমাল বিটঙ্ক।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* স্পর্শিত। 'কাঁপিছে উল্লাসে আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চুম্মুক [স চুম্বক] *বি* চুম্বক। 'লোহার সহিত চুম্মুক পাথরের যে সম্পর্ক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চুম্মন [স চুম্বন] *বি* চুম্বন। 'অধরে অধরে কার এরএ চুম্মন।' *মালাধর*, ১৫০০।

চুয়া [স চ্যুত>] **১** *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'অসোক বাসক কিয়া কিংসুক রাঙ্গন চুয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* তিলক। 'খাওয়াব খিরখণ্ড পরাব চুয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* গন্ধদ্রব্য বিশেষ। 'আতর, চন্দন, চুয়া, কস্তুরী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

চুয়াড় [স চণ্ডাল] *বি* নৃগোষ্ঠী বিশেষ। 'কি তোমরা রাড় চুয়াড় মত রাত্রি দিন ঝকড়া করহ।' *কেরি*, ১৮০২।

চুয়াড়ের দেশ *বি* বর্বরের দেশ। 'আগ্রায় কি মানুষ নাই যে, চুয়াড়ের দেশে যাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

চুয়ানি বাঁধা [স চ্যু>] *ক্রি* ক্ষয় রোধ করা। 'চুয়ানি বাঁধিয়ে খেলে যে জনা।' *লালন*, ১৮৯০।

চুয়ানো[1], **চুয়ান** [স চ্যুত>] **১** *ক্রি* ক্ষরণ করা। 'চুয়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রি* পরিস্রবণ করা। 'মুখে দিলে, না অম্ল, না মিষ্ট, না তিক্ত, না কটু, কিছুই বোধ হয় না; যেমন, গঁদ, চুয়ান জল ইত্যাদি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **চুয়ায়** *ক্রি* চুঁইয়ে পড়ে; বিচ্ছুরিত হয়। 'নিরাকারে কী প্রকারে/ নূর চুয়ায় খোদার।' *লালন*, ১৮৯০।

চুয়ানো[2] *বিণ* পরিস্রুত। 'কল্পনাতে আঁকব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

চুয়ান্ন [পা চতুপঞ্ঞাসা] *বিণ* ৫৪ সংখ্যক। 'লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ান্ন কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

চুয়াল্লিশ [স চতুচত্তালীসা] *বিণ* ৪৪ সংখ্যক। 'শরীর আধার মূল চুয়াল্লিশ আঙ্গুল।' *সুলতান*, ১৭০০।

চুর [স চূর্ণ] **১** *বিণ* বিনষ্ট। 'লঙ্কার রাবণ বীর করিলোঁ চুর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* ছিন্ন। 'শতশত শির করে চুর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বিণ* বিহ্বল; নেশাগ্রস্ত। 'চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চুর চুর **১** *বিণ* খণ্ড খণ্ড। 'প্রতিমা ভেঙে হয় চুর চুর।' *জসীম*, ১৯২৭। **২** *বিণ* বিভোর; বুঁদ। 'সেদিন থেকেই তো নেশায় চুরচুর।' *মুনীর*, ১৯৬১।

চুরমার [স চূর্ণ>] *বিণ* সম্পূর্ণ চূর্ণ ও বিনষ্ট। 'মাঝ বুকে ডাঙ্গিয়া করিছে চুরমার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চুরট [তা ছুরট্টু; ই চেরুট] *বি* সিগারেট জাতীয় ধূমপানের সামগ্রীবিশেষ। 'পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চুরণী [স চুর্>] *বি স্ত্রী* চোর। 'কলঙ্ক থুয়িল মোর বাঁশীচুরণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চুরমার *দ্র* **চুর**

চুরা[1] [স চূর্ণ>] *ক্রি* চূর্ণ হওয়া। 'অষ্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চুরা[2] [স চুর্>] *ক্রি* চুরি করা। 'কে দিল খোকার ঘুম চুরায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

চুরা মাল [স চুর্>] *বি* চোরাই মাল। 'মারফতি সেই প্রকারে/ চুরা মালের মহরতি।' *লালন*, ১৮৯০।

চুরাশি [পা চুলাসীতি] *বিণ* ৮৪ সংখ্যক। **চুরাশি লক্ষ যোনি** *বি* (বাউল) বৃক্ষ রূপে ত্রিশ, কৃমি রূপে দশ, মাছ রূপে নয়, পাখি রূপে এগারো, পশু রূপে বিশ এবং মানব রূপে চার লক্ষ বার জন্মান্তর। 'ঘুরতে বুঝি হল রে মন/ এবার চুরাশি লক্ষ যোনি।' *লালন*, ১৮৯০।

চুরি, চুরী [স চুর্>] **১** *বি* অপহরণ; অপরের জিনিস না বলে গ্রহণ। 'গোপী মাঝেঁ বাঁশী তোর কেহো কৈল চুরী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তেকারণে নন্দঘোসে আমি কৈনু চুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* গোপনে আত্মসাৎ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চুরি করন *বি* চুরি করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চুরি কে চুরি উলটো সিনাজুরি – চুরি করার পরও বড়ো গলায় কথা বলা। *নজরুল*, ১৯২৭।

চুরি-চামারি [চুরি>] *বি* চুরি ও এ জাতীয় অন্যান্য অপকর্ম। 'বাপের চুরি-চামারির পয়সায় লেখাপড়া শিখে এত কেন?' *মানিক*, ১৯৩৬।

চুরিডাকাতি [স চুর্>+হি ডাকাত>] *বি* চোর ও ডাকাতের কাজ। 'ভয়ের শাসন যদি চুরিডাকাতি এবং পরের অন্যায়ের উপরেই টানা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চুরিধারি *বি* চুরি ও অন্যান্য অপকর্ম। 'চুরিধারি করে হলেও শাড়িটা-চুড়িটা এনে দেয়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

চুরি বিদ্যে বড়ো বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা – চুরি বিদ্যা অর্থ সংগ্রহের অন্যতম উপায়, কিন্তু ধরা পড়লে রক্ষা নেই। 'সাহিত্যে চুরি বিদ্যে বড়ো বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।' *প্রমথ*, ১৯১২।

চুরির উপর বাটপাড়ি করা *ক্রি* অন্যায়ভাবে অর্জিত কারও সম্পদ প্রতারণার মাধ্যমে নিজের আয়ত্তে আনা। 'এখন থেকে চুরির উপর বাটপাড়ি করবার রাস্তা আটক রইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চুরীদোষ [চুরি+স দোষ] *বি* চুরিদোষ; চুরির অপবাদ। 'মিছা চুরীদোষ দিআঁ জাইর্তে দেহ রাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চুরিণী [চোর>] *বি স্ত্রী* অপহরণকারী; চোর নারী। 'চুরিণী হয়িলাহোঁ তোর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চুরী *দ্র* **চুরি**

চুরুট [তা ছুরট্টু; ই চেরুট] *বি* ধূমপানের জন্য পাকানো তামাকপাতার মোটা শলাকা। 'কুঠেল এক শোলার টুপি মাথায় – মুখে চুরুট ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চুরুটখোর [চুরুট+ফা খোর] *বি* চুরুটের মাধ্যমে ধূমপান করে যে। 'চুরুটখোরদের মতো মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আকাশের দিকে চেয়ে হাসছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

চুরোট [তা ছুরট্টু; ই চেরুট] *বি* সিগারেট জাতীয় ধূমপানের সামগ্রীবিশেষ। 'এই বৃটিশ গবর্মেন্ট এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুরোট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চুর্ন্ন [স চূর্ণ>] *বি* চূর্ণ। 'চরন প্রহারে তার চুর্ন্ন কৈল রথ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চুর্ন্নবত [স চূর্ণবৎ] *বিণ* গুঁড়া হয়েছে এমন। 'ধ্বজ ছত্র সারথি করিল চুর্ন্নবত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চুল [স চ্যুত>] *বি* চোয়াল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চুল [স চূড়া>] *বি* মাথার কেশ। 'পএর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চুলওয়ালা [চুল+হি ওয়ালা] *বিণ* চুলবিশিষ্ট। 'তেলতেলে চুলওয়ালা মাথার নিচে ১ হাত রেখে ... অঘোরে ঘুমায়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

চুলওলা [চুল+হি ওয়ালা] *বিণ* চুলযুক্ত। 'কালো চুলওলা চামরের মতো পরিচ্ছন্ন লম্বা লেজ।' *হাসান*, ১৯৬৯।

চুল কাটা *বিণ* মাথার চুল নির্দিষ্ট মাপে কাটা হয়েছে এমন। 'আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারী মালাহীন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

চুলখোলা *বিণ* চুল বাঁধা নেই এমন। 'চুলখোলা আয়েশা আক্তার।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

চুলচেরা [চুল+স চীর্ণ] *বিণ* সূক্ষ্ম। 'কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চুল পাকা *ক্রি* অভিজ্ঞতা হওয়া। 'শ্রাদ্ধ দেখতে দেখতে আমার মাথার চুল পাকলো, আমি আর ব্যবস্থা জানিনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

চুলপেড়ে *বিণ* সরু পাড়বিশিষ্ট। 'চুলপেড়ে সাদা একখানা আধময়লা ধুতি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

চুলভর্তি *বিণ* অনেক চুল আছে এমন। 'এইরূপ ভনিতাপর্বের পর অতি দ্রুত পুরোহিত মনোহরের উষ্কখুষ্ক জটিল চুলভর্তি বৃহৎ মাথাটিকে ...।' *হাসান*, ১৯৬৭।

চুলমাত্র [চুল>] *বিণ* সামান্যতম। 'ভারতবর্ষের সঙ্গে চুলমাত্র বিচ্ছেদ ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চুলাচুলি [স চূড়া>] *বি* ভীষণ ঝগড়া। 'দুই দলে আলাআলি চুলাচুলি গালাগালি বরযাত্রী দেউটী না ছাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চুলের গার্ড চেন *বি* পকেটঘড়ির সঙ্গে লাগানোর জন্য চুল দিয়ে বোনা সরু চেন। 'কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট, হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গার্ড চেন গলায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চুলের দড়ি *বি* কৃত্রিম চুলের বেণী। 'বিনুনি-করা চুলের দড়ি দিয়ে খোঁপা তৈরি হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চুলকানি [চুলকা>] *বি* শরীরের চামড়ায় নখ দিয়ে আচড়ানো। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

চুলকানো [চুলকা>] *ক্রি* নখ ইত্যাদি দিয়ে আচড়ানো। 'চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল।' *ভারত*, ১৭৬০; 'তিনি ... কাহারো গলা চুলকাইয়া দেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

চুলকুনি [চুলকা>] *বি* চুলকানি। 'নূতন গেঞ্জির চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চুলকোনি [চুলকা>] *বি* চুলকানি। 'কত দিনের চুলকোনি যে জমা হয়ে রয়েছে মাথার মধ্যে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

চুলচুল্যা [চুল>] *বি* কীটবিশেষ। 'মৃত্যুশয্যা হইল ধুলা সহচরি চুলচুল্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চুলচেরা *দ্র* চুল

চুলবুল [ধ্বন্যা] **১** *বি* অস্থিরতা প্রকাশক ভাব। 'চোখ-ইশারায় ডাকে দিল তাই মন করে চুলবুল।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *ক্রিবিণ* অস্থিরভাবে। 'চুলবুল বুলবুল শিস দেয় পুষ্পে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চুলবুলে [ধ্বন্যা চুলবুল>] **১** *বি* অশান্ত ব্যক্তি। 'চুলবুলেরা সবখানে পায় লজ্জা ঢের।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* চঞ্চল। 'তোর মতন চুলবুলে লাজের মামুদ ... বেজায় বেখাপ্পা শুনাল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চুলমাত্র *দ্র* চুল

চুলা[1] [চুল>] *বি* চুল। 'তোর মাথে শোভে ঘোড়া চুলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চুলা[2] [স চুল্লি] *বি* উনান। 'বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হাণ্ডি চুলাতে ধরিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চুলায় দেওয়া *ক্রি* বিসর্জন দেওয়া। 'বি.এ. ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চুলায় যাক – উচ্ছন্নে যাক। 'তাহাকে কানাকড়ি সাহায্য করা চুলায় যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

চুলাশাল [স চুল্লি-শালা] *বি* রান্নাঘর। 'দরিয়াবিবি আবার চুলাশালে ফিরিয়া আসিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

চুলাচুলি *দ্র* চুল

চুলি[1] [স চূড়া>] *বি* চুল। 'দেখয়ে খসায়ে চুলি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

চুলি[2] [প] *বি* ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক; জ্যাকেট। *মেয়ের্স*, ১৭৬২।

চুলির বোতাম *বি* জামায় লাগানোর বোতাম। 'চুলির বোতাম ৮ আটটা।' *মেয়ের্স*, ১৭৬২।

চুলি[3] [স চুল্লি] *বি* উনান। 'নাই চাল নাই চুলি ধূলির পর্বতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চুলিচালা *বি* চুলা ও চালা। 'চুলিচালা সব ফেলেছে সে ভেঙে।' *জীবন*, ১৯২৭।

চুলো [স চুল্লি] *বি* চুলা। 'রোগাপেটে খেতে হ'লে যেতে হয় চুলো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চুলোমুখী [স চুল্লি>] *বি* গালিবিশেষ। 'লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগী, চুলোমুখী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

চুলোতে যাওয়া *ক্রি* গোল্লায় যাওয়া। 'এখন কাজকর্ম চুলোতে যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

চুলোয় যাওয়া **১** *ক্রি* মরা। 'রোগাপেটে খেতে হ'লে যেতে হয় চুলো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *ক্রি* গোল্লায় যাওয়া। 'জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

চুলোচুলি [স চূড়া>] *বি* পরস্পর চুল টানাটানি করে যে মারামারি। 'শেষটা হাতাহাতি চুলোচুলিই বা হয়, কিন্তু তাহাতে আমাকে পারা ভার।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

চুল্লি, চুল্লী [স] *বি* উনান; চুলা। 'নিয়তির চুল্লী কে এড়ায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

চুল্লি-শ্মশান [স] *বি* শ্মশানের চুল্লি। 'জাগো ভাগীরথী-কূলে-কূলে চুল্লি শ্মশানে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চুষা [স চুষ্>] *ক্রি* শোষণ করা। 'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চুষি, চুষী [স চুষ্>] *বিণ* চুষে খেতে হয় এমন। 'চুষী রুটি রামরোট মুগের সামুলী। *ভারত*, ১৭৬০।

চুষিকাটি [স চুষ্>+স কাষ্ঠিকা] *বি* কাঠের তৈরি খেলনাবিশেষ। 'দোলা, চুষিকাটি, ঝিনুকবাটি, মায়ের কোল ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

চুষিকাঠি [স চুষ্>+স কাষ্ঠিকা] *বি* কাঠের তৈরি খেলনাবিশেষ। 'মাটনচাপের হাড়গুলো হয়েছিল হাতির দাঁতের চুষিকাঠি।' *অবন*, ১৯৪১।

চুষী রুটি [স চুষ্>+হি রোটী] *বি* পিঠাবিশেষ। 'চুষী রুটি রামরোট মুগের সামুলী।' *ভারত*, ১৭৬০।

চুসা [স চুষ্>] *ক্রি* মুখ দিয়ে চুষে খাওয়া। 'যত চুসী তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চুহান *বি* চৌহান; যোদ্ধা সম্প্রদায়ের লোক। 'বাইশ বন্দুকী সঙ্গে বিংশতি চুহান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চূড় [স] **১** *বি* মুকুট। 'চূড়ধড়া পরিলে হইলে কুতূহলী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* শীর্ষদেশ। 'একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

চূড়া [স] **১** *বি* ঝুঁটি। 'ময়ূর পুছেঁ বান্ধিআঁ চূড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* খোঁপা। 'মল্লিকা-চম্পক-দামে চূড়ার টালনী বামে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **৩** *বি* শীর্ষদেশ। 'হিরা নিলা মরকতে নির্মাইল চূড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* মুকুট। 'অর্ধেক মাথায় কালা একভাগ চূড়া টালা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৫** *বি* মিনার। 'মন্দিরের আকার চূড়া তাহার নাম ঘণ্টাঘর।' *রামরাম*, ১৮০১। **৬** *বি* চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। 'ফলের পিতৃব্য বুড়া শ্যালা রসিকের চূড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৭** *বি* নেতা। 'সেই রাজপুত জাতির চূড়া রাজা মানসিংহ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮। **৮** *বি* শৃঙ্গ। 'পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৯** *বি* কর্তৃত্ব। 'ভাঙবে

তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

চূড়াওয়ালা [স চূড়া+হি ওয়ালা] *বিণ* চূড়া আছে এমন। 'মস্ত চূড়াওয়ালা টুপি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চূড়াকরণ [স] *বি* হিন্দুসমাজের বিশেষ সম্প্রদায়ের পালনীয় মস্তকমুণ্ডনাদি আচারবিশেষ। 'কর্ণবেধ করাইলা শ্রীচূড়াকরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চূড়াপদবাচ্য [স] *বিণ* শীর্ষস্থানীয়। 'সভ্যতার চূড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

চূড়া বাঁধা *ক্রি* মাথার চুলে ঝুঁটি করা। 'দে মা চূড়া বেঁধে দে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

চূড়ামণি [স] ১ *বি* শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'পাণ্ডব বংশের চূড়ামণি।' *রূপরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। 'ভালো ওলো ধনি, যদি চূড়ামণি/ যতনে বসনে ঢেকেছ ঢাক।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ৩ *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০। ৪ *বিণ* প্রবর। 'যিনি মতিলালের উপদেশক, তিনি ধার্মিক চূড়ামণি।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৫ *বিণ* সর্বশ্রেষ্ঠ। 'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি বীরবাহু।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৬ *বি* নেতা। 'যাহারা সমাজের চূড়ামণি তাঁহাদের মধ্যে এমন কত শত মহাপুরুষ আছেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

চূড়াশূন্য [স] *বিণ* শিখরহীন। 'চূড়াশূন্য রথে চড়ি কোন বীর যুঝে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

চূড়াসম্বলিত [স] *বি* চূড়াবিশিষ্ট। 'গগনস্পর্শী চূড়াসম্বলিত মনোমুগ্ধকর অট্টালিকাশ্রেণী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

চূড়ান্ত [স] ১ *বিণ* একশেষ। 'যদি আর আর বিদ্যাতেও এইরূপ হন, তা হলেই চূড়ান্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বি* সমাধান। 'এ ফেরেব্বাজির একটা চূড়ান্ত করা উচিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৩ *বিণ* সর্বশেষ। 'ইহার পরে আর কোথায় যাইবে? ইহাই চূড়ান্ত সীমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮[illegible]। ৪ *বি* চরম উৎকর্ষ। 'হিন্দু কালেজে পড়িলে ইঙ্গরেজীর চূড়ান্ত হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৫ *বিণ* চরম। 'ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করে তবে ঘাস-রূপে টিঁকে থাকতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৬ *বিণ* তর্কাতীত। 'প্রচুর ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত এ সম্বন্ধে কথা চূড়ান্ত হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৭ *বি* সর্বশেষ কথা। 'ইতিহাসে প্রাকৃতিক সীমাই চূড়ান্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৮ *বিণ* সর্বশেষ। 'ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট গ্রুপ গঠন সম্বন্ধে তাঁদের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা ঘোষণা করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

চূড়ান্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* একেবারে। 'নিজের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনকে একটা কোথাও চূড়ান্তভাবে সমর্পণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

চূড়ান্তসত্য [স] *বি* চরম সত্য। 'শিক্ষালব্ধ বাঁধিবচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্তসত্য বলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চূড়ামণি [স] *বিণ* সর্বশ্রেষ্ঠ। 'সকল সর্বজ্ঞ চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।' বৃন্দা, ১৫৮০

চূড়ালি [স চূড়া>] *বি* শীর্ষদেশ। 'জালের জানালা খোলা, গগনে তাকা/ টিপিটিপি পাহাড় চূড়ালি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

চূড়ি *বি* চুড়ি। 'হাতে দুগাছি গালার চূড়ি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

চূড়ো [স চূড়া>] *বি* শীর্ষদেশ। 'বোম্বাইয়ের রাজাবাই টাওয়ারের উঁচু চূড়োটা।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

চূণ [স চূর্ণ] *বি* চুন। 'একগালে কালি আর গালে চূণ দিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চূনকাম করা *বিণ* লোকদেখানো। 'বাইরের চূনকাম করা মিলের কোন মূল্য নাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

চূণক্ষার [স চূর্ণ>+স ক্ষার] *বি* চুন ও ক্ষার। 'চূণক্ষার ছালাছালা ফেলে সেই জলে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চূত [স] *বি* আম। 'চূত মুকুল কুল সঙ্কুলদলিকুল গুন গুন রঞ্জন গানে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

চূতকষায়কণ্ঠ [স] *বিণ* কণ্ঠে আমের কষ লেগে আছে এমন। 'কোথায় চূতকষায়কণ্ঠ কোকিলের কুহুকাকলি?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

চূতবৃক্ষ [স] *বি* আমগাছ। 'পল্লবাঙ্গুলি-দ্বারা চূতবৃক্ষ যে সংকেত করে তাহা সামমন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুগত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চূত-রেণু [স] *বি* আমের মুকুলের রেণু। 'হাওয়া তারে মাতায়েছে চূত-রেণু-মাখা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

চূতলতা [স] *বি* আমগাছ। 'মুকুলিত চূতলতা কোরক জালে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চূনা [স চূর্ণ] *বি* চুন। 'ইঁট, চূনা, সুড়কী, বালি, লোহার একটা বিরাট বিরাট স্তূপ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চূনি চূনি [স চূর্ণ>] *ক্রিবিণ* চূর্ণ-বিচূর্ণ। 'চূনি চূনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চূমকী *দ্র* **চুমকি**

চূর [স চূর্ণ] ১ *বিণ* ভঙ্গুর। 'ঢাবস হইল দূর ঢৌল রঙ্গ হৈল চূর।' বাহরাম, ১৬[illegible]। ২ *বিণ* চূর্ণ। 'নতুবা বাঝিলে মাত্র রথ হএ চূর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* ব্যর্থ। 'ভাঙ্গা গেল যত ভূর চাতুরী হইল চূর ...।' *ভারত*, ১৭৬০। ৪ *বিণ* বিহ্বল। 'দেহ যে ধরেছে হেথা দুঃখে সুখে সেই হবে চূর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

চূর্ণ [স] ১ *বিণ* নিঃশেষ। 'চূর্ণ করোঁ মায়া তার অশেষ বিশেষে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* খণ্ড খণ্ড। 'চরণ প্রহারে তার চূর্ণ কৈল রথ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* ভঙ্গ। 'সে দর্প চূর্ণ হ'ল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৪ *বি* চুন। 'এই শ্বেতচূর্ণের প্রতি তাঁহার সতর্কতা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

চূর্ণকরণ [স] *বি* গুঁড়া করা। 'তিসিজাত ছাঁট চূর্ণকরণেতে যত কাল ব্যয় হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

চূর্ণ করা *ক্রি* গুঁড়া করা। 'পারি আমি উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চূর্ণিতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চূর্ণকুন্তল [স] *বি* কপালের উপর এসে-পড়া চুলের গুচ্ছ। 'স্বেদবিজড়িত চূর্ণকুন্তলের শোভা!' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

চূর্ণপাত [স] *বিণ* টুকরা টুকরা। 'চূর্ণপাত হই পুনি ভাঙ্গিয়া পড়িত।' *সুলতান*, ১৭০০।

চূর্ণপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় বিধ্বস্ত। 'ইংরাজ তখন হিটলারের আঘাতে চূর্ণপ্রায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চূর্ণবত [স চূর্ণবৎ] *বিণ* গুঁড়া হয়েছে এমন। 'ধ্বজ ছত্র সারথি করিল চূর্ণবত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চূর্ণবিচূর্ণ [স] ১ *বিণ* ভেঙে টুকরা টুকরা হয়েছে এমন। 'অটল অচলের গাত্রও চূর্ণবিচূর্ণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* সম্পূর্ণ ধ্বংস। 'কলমের খোঁচায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা কখনই সম্ভব নয়।' *বেগম*, ১৯৪৮। ৩ *ক্রিবিণ* খণ্ড-বিখণ্ড। 'পাকিস্তানকে অচল করিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করার যে ষড়যন্ত্রের আয়োজন।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

চূর্ণরশ্মি [স] *বি* আলোকগুচ্ছ। 'দুটি স্বচ্ছ নেত্র হতে কাঁপিত আলোক নির্মল-নির্ঝর-স্রোতে চূর্ণরশ্মিসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চূর্ণা [স চূর্ণ>] *ক্রি* চুরমার করা। 'চূর্ণিবে সে লোকালয়, উচ্ছন্ন করিবে দেশ গ্রাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

চূর্ণায়মানা [স] *বিণ স্ত্রী* বিনষ্ট। 'আশাকে হৃদয়ে যে বাসা দিয়াছেন তাহাও চঞ্চলচিত্তে চূর্ণায়মানা করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

চূর্ণিত [স] **১** *বিণ* বিনষ্ট। 'নিজে চূর্ণিত হইয়া।' *আহমদী*, ১৮৮৮। **২** *বিণ* গুঁড়া। 'নিজে চূর্ণিত হইয়া চিনি, লবণ পরিষ্কার করিয়া তোমারই খাদ্যের সুবিধা করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

চূর্ণীকরণ [স] *বি* ভেঙে ফেলার কাজ। 'দেবমূর্ত্তি চূর্ণীকরণ প্রভৃতি ইহাদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পড়ে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

চূর্ণীকৃত [স] *বিণ* বিধ্বস্ত। 'তাঁহার মানস শিষ্যেরা তাহা চূর্ণীকৃত করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

চূর্ণি [স চূর্ণ>] *বি* চুনি; পদ্মরাগ মণি। 'লালে লাল করে কৃষ্ণসাগর রক্ত-প্রবাল চূর্ণি ফের।' *নজরুল*, ১৯২৮।

চূষ্য [স চূষ্>] *বি* চুষে খাওয়া হয় যা। 'চুকু চুকু চুকু চূষ্য চুষিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

চেঅণ [স চেতন] *বি* চেতনা। 'চেঅণ ণ বেঅন ভর নিদ গেলা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

চেইন [ই] *বি* শিকল। **চেইনপেড়ে** [ই চেইন+স পার] *বিণ* শিকলসদৃশ পাড়বিশিষ্ট। 'রাজা পেড়ে, চেইনপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চেউটি [স চর্মচটিকা] *বি* চামচিকে। 'হস্তী না পায় দিশে, তথা চেউটি এসে বেওরা করে।' *লালন*, ১৮৯০।

চেংড়া [স চঙ্গ] *বি* দুষ্ট তরুণ। 'জন কয়েক চেংড়া ... চিৎকার করিতে করিতে আসিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'চেংড়ার সুমার বুদ্ধি তোমার ভুস্কো কুয়ারা জানালে।' *লালন*, ১৮৯০।

চেঁচামেঁচি [স চিৎকার] *বি* বহুজনের একসঙ্গে চিৎকার। 'তখন মারামারি, কাটাকাটি, চেঁচামেঁচি ... ভারি হুলস্থুল পড়িয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

চেঁচাড়ি [স চঞ্চা] *বি* বাঁশের পাতলা ফালি। 'চেঁচাড়ি দিয়ে তার ঘুঁটে দেওয়া হাতের গোবর চেঁছে ...।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চেঁচানি, চেঁচানী [স চিৎকার>] *বি* চিৎকার; চেঁচামেচি। 'তাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চেঁচানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'চেঁচানীর পালাটা আমাদের উপরেই রইল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

চেঁচানো, চেচান [স চিৎকার>] *ক্রি* চিৎকার করা। 'চেঁচানো।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'চেঁচান।' *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'বৎসকে বাহির করিয়া চেঁচাইয়া কহিতে লাগিল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

চেঁচিয়ে উঠা *ক্রি* চিৎকার দিয়ে ওঠা। 'বাবু মজলিস থেকে তড়াক করে লাপিয়ে উঠে বারেণ্ডায় গিয়ে ... চেঁচিয়ে উঠলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চেঁচামেচি [স চিৎকার>] *বি* অব্যাহত চিৎকার। 'খুব চেঁচামেচি গোলমালও করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

চেঁচে-পুঁছে, চেঁছেপুছে [স তক্ষ্>] *ক্রিবিণ* একটুও অবশিষ্ট না রেখে। 'স্বল্প লোকে হাঁড়ি চেঁচে-পুঁছে খেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চেক[১] [ই] *বি* ব্যাংক থেকে টাকা তোলার একপ্রকার আদেশপত্র। 'ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

চেকপত্র [ই চেক+স পত্র] *বি* ব্যাংকে জমা টাকা তোলার আদেশপত্র। 'ধাতিয়েকান্ত চুক্তিপত্র আর চেকপত্র দুয়ের বিনিময়েই দুখানা হ্যান্ডনোট লিখে দ্যান।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

চেকবই [ই চেক+বই] *বি* ব্যাংক থেকে টাকা তোলার আদেশপত্রের বই। 'অন্য পক্ষে শুদ্ধমাত্র চেকবইখানি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চেক[২] [ই] **১** *বিণ* চারকোনা আকৃতির নকশা অঙ্কিত। 'একজন লা-চেক র‍্যাপার গায়ে।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *বি* যাচাই। 'হামার অফিসর লোগ খাতাপত্র চেক করবে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

চেক-আপ [ই] *বি* রোগ-নির্ণায়ক পরীক্ষা। 'আপনাদের মেডিক্যাল চেক-আপ হবে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

চেককাটা [ই চেক+কাটা] *বিণ* চারকোনা আকৃতির নকশাবিশিষ্ট। 'চেককাটা কম্বলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চেকন-চোকন [ফা চিকিন] *বিণ* মিহি; সরু। 'ফাঁপগুলি তার কাঠের মত, চেকন-চোকন আঁশ।' *জসীম*, ১৯২৯।

চেকনাই [ফা চিকিন] **১** *বি* চাকচিক্য। 'হারাম-বাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা।' *নজরুল*, ১৯৩০। **২** *বিণ* মসৃণ। 'শেয়ালের চেকনাই কান।' *জীবন*, ১৯৪০।

চেকনাইওয়ালা [ফা চিকিন>+হি ওয়ালা] *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। '... হায় হায় রে আমার চেকনাইওয়ালা খাসিটারে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

চেকার [ই] *বি* টিকিট চেক করে যে। 'রেল-লাইনের টিকিট চেকার।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

চেগরা [স চঙ্গ>] *বিণ* বাচাল। 'কি বলে ডেগরা বড় যে চেগরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

চেঙরা [স চঙ্গ>] *বি* অল্পবয়সী পুরুষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চেঙ্গ [স চঙ্গ] *বি* চ্যাং মাছ। 'ছোট ছোট চেঙ্গ মৎস্যের ফালাইয়া মুড়।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চেঙ্গমুড়ী *বিণ* চ্যাং মাছের মতো মাথা যার। 'নিরন্তর বলে মোরে কানী চেঙ্গমুড়ী।' *কেতকা*, ১৬৫০।

চেঙ্গড়া ছোঁড়া [স চঙ্গ>] *বি* অল্পবয়সী পুরুষ। 'কতকগুলো চেঙ্গড়া ছোঁড়া গুনিয়া বলিল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

চেঙ্গারী [পা চঙ্গোটক] *বি* বাঁশ বেত প্রভৃতি দিয়ে তৈরি ঝুড়িবিশেষ। 'মাথায় চেঙ্গারী করিয়া উইলসনের দোকান হইতে ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

চেঙ্গা হওয়া [স তুঙ্গ>] *ক্রি* আরোগ্য লাভ করা। 'চেঙ্গা হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চেঙ্গিস *বিণ* মধ্য এশিয়ার মধ্যযুগীয় অভিযানকারী চেঙ্গিস খানের মতো নির্মম ও নৃশংস। 'আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস।' *নজরুল*, ১৯২২।

চেএা [স বাঞ্ছ>] *ক্রি* চেয়ে। 'নয়ান জুড়ায় চেএা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

চেঞ্চা *বি* তেঁতুল গাছ। 'চেঞ্চা বহু বাঁস কাটিল মান্দারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চেঞ্জ [ই] *বি* স্বাস্থ্যের উন্নতির আশায় বায়ু-পরিবর্তন। 'চেঞ্জের দরকার, বাঁচি সুট করবে।' *জীবন*, ১৯৩১।

চেট [স] *বি* ভৃত্য। 'কুমারে ধরিআ আনে চেট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চেটক [স] **১** *বি* ভাঁড়ামি। 'কখন নাটক কখন চেটক।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* চাটুকার। 'তাঁহারা ... দশজন চেটক ও যোটক ইয়ারলোক লইয়া গাঁজা চরস খান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চেটাই [স কট>] *বি* চাটাই। 'তালপাতার চেটাই পাতিয়া বসিলাম।'

বিভূতি, ১৯৩৮।

চেটাল *বিণ* চওড়া। 'লোহিতসাগর বেশি চেটাল নয়, বিশেষ এডেন হইতে ছাড়িয়া কতক দূর অতি অল্প প্রশস্ত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

চেটাস [স] *বি* অহঙ্কার। 'কিসের চেটাস কর কার ধন খাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চেটি [স চেটী] *বি* চাকরানি। 'সাধু বিদ্যমানে আইল পাটরানির চেটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চেটেপুঁছে *ক্রিবিণ* একটুও অবশিষ্ট না রেখে। 'পয়সার মাল চেটেপুঁছে খাব।' *মনোজ*, ১৯৬১।

চেটেপুটে *ক্রিবিণ* একটুও অবশিষ্ট না রেখে। 'জিভ দিয়ে খোরাটাকে চেটেপুটে খায়।' *কায়সার*, ১৯৬২।

চেটো[1] [স চেটিকা] *বি* দাসী। 'চেটো হয়ে চাকরিতে আছ লজ্জা খেয়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চেটো[2] *বি* তালু। 'হাতের চেটো উপুড় করে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

চেট্টি *বি* মানব সম্প্রদায়বিশেষ। 'সিঙ্গাপুরেই পেনাঙি, চেট্টি, গোরা, মগ, তুর্কমান, ইহুদি, মেড়ো ...।' *জীবন*, ১৯৩৩।

চেট্টে নেট্টে *বি* অল্পবয়সী বধূ। 'চেট্টে নেট্টে যায় জলে তারে তুমি ধর চুলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

চেড়া [স চীর্ণ] *ক্রি* বিদীর্ণ করা। **চিড়িয়া** *ক্রি* চিরে। 'এক নখে চিড়িয়া করে দুই খান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চেড়ি [স চেটী] *বি* দাসী। 'লহনার বাক্যে চলে চেড়ি দুবলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চেড়ী [স চেটী] *বি* নারী প্রহরী। 'সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কল্যাণী মাণিকী দ্বারে হাসে দুই চেড়ী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চেৎ [স চেতন] *বি* রাগ। 'আমি কি করছি তোমার যে চেৎ দেখাইতাছ?' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

চেতন [স] **১** *বিণ* জাগ্রত। 'পুরুব জাণায়িআঁ আক্ষে করায়িউঁ চেতন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* চতুর। 'চেতন পাপু চিন্তাএে আকুল হরখে সবে সোহাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বি* হুঁশ। 'মুর্ছিতা হৈয়া রামা হরিলা চেতন।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *বিণ* জীবন আছে এমন। 'সমুদয় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৫** *বিণ* অনুভূতিসম্পন্ন। 'চেতন এবং অচেতন পদার্থ সৃজন করিয়াছেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২। **৬** *বিণ* সচেতন। 'গবর্মেন্টকে চেতন করাইতে তাহারা পরিশ্রম করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৭** *বি* অনুভূতি। 'আসিব যখন জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৮** *বি* চেতনা। 'অনশ্বর জড়বিশ্বে জেগে থাকে মানুষী চেতন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চেতন-অচেতন [স] *বিণ* জাগ্রত অথবা সুপ্ত। 'তোমার তো চেতন-অচেতন পার্থক্যজ্ঞান নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চেতনগুরু [স] *বি* আত্মা। 'চেতনগুরুর সঙ্গে কর ভগ্নাংশ শিক্ষা।' *লালন*, ১৮৯০।

চেতনপুর [স] *বি* হৃদয়। 'চেতনপুরে ফুলের চারায় ধরলো নতুন কলি।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

চেতন-বন [স] *বি* চেতনারূপ বন। 'যেথায় অন্ধকার ঘনিয়ে আছে চেতন-বনের ছায়াতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চেতনমন [স] *বি* সচেতন মন। 'চেতনমনের অগোচরে ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন চাপ দিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চেতন মানা *ক্রি* চেতনা জাগ্রত হওয়া। 'যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চেতন-লোক [স] *বি* সচেতনতা। 'ক্রমে ক্রমে চেতন-লোকের আলোতে যে উঠে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

চেতনহারা [স] *বিণ* অচেতন। 'চেষ্টাহারা চেতনহারা কেবল তন্দ্রাভরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

চেতনানন্দ [স চেতন-আনন্দ] *বি* চেতনার আনন্দ। 'আমার বক্ষে চেতনানন্দ হয়ে কাঁদ চুপে চুপে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

চেতনা [স] **১** *বিণ* সচেতন। 'কুমার চেতনা দেখি হরিস উসাবতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* জীবন। 'মনুষ্যেরা পুত্তলিকার মুখ, চোখ, নাক, কান, হাত, পা সমুদয় গড়িতে পারে ... কিন্তু চেতনা দিতে পারে না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৩** *বি* উপলব্ধি। 'বেদনা আরো বেদনা দাও মোরে আরো চেতনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বি* অনুভূতি। 'অরুণরাঙা চেতনা জাগে চিতে। *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৫** *বি* চৈতন্যজ্যোতি। 'আমারই চেতনায় পান্না হল সবুজ চুনি উঠল রাঙা হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৬** *বি* চিন্তা। 'নানা কর্মে বিক্ষিপ্ত চেতনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

চেতনাচেতন [স] *বি* চেতনা ও চেতনাহীনতা। 'জগতের চেতনাচেতনের গূঢ়াদপি গূঢ় তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চেতনাচ্ছন্ন [স] *বিণ* চিন্তায় আচ্ছন্ন। 'নাজমার চেতনাচ্ছন্ন মনও বন্ধুর কথায় অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া উঠিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চেতনাজগৎ [স] *বি* বস্তুজগৎ। 'চেতনাজগতে তার বাসস্থান বটে কিন্তু এক অদৃশ্য অচেনা লোকেরই সে বাসিন্দা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

চেতনাদীপ্ত [স] *বিণ* জাগরিত। 'নারী সমাজকে নতুন করে চেতনাদীপ্ত করে তোলে।' *বেগম*, ১৯৬৬।

চেতনাধর্মী [স] *বিণ* চেতনাসম্পন্ন। 'চেতনাধর্মী সত্তা এবং উপাদানসম্পন্ন প্রকৃতির সঙ্গমে রূপ এবং অর্থের জন্য।' *শিব*, ১৯৫০।

চেতনাধারা [স] *বি* চিন্তার প্রবাহ। 'চমকি কম্পিছে চেতনাধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চেতনানন্দ *দ্র* **চেতন**

চেতনাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* হুঁশ ফিরেছে এমন। 'আমি যখন পুনর্বার চেতনাপ্রাপ্ত হইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

চেতনাবান [স] *বিণ* চৈতন্যময়। 'আপনার প্রাণবান গতিবান চেতনাবান পক্ষিজন্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চেতনাবোধ [স] *বি* সজ্ঞান উপলব্ধি। 'রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করার জন্য।' *বেগম*, ১৯৪৯।

চেতনাময় [স] *বিণ* চেতনাযুক্ত। 'আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

চেতনা মানা *ক্রি* চৈতন্য হওয়া। 'যদি কোনো দিন তোমার আহ্বানে সুপ্তি আমার চেতনা না মানে/ বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চেতনাযুক্ত [স] *বিণ* জ্ঞানসম্পন্ন। 'মুষ্টিমেয় শিক্ষিতা ও রাজনৈতিক চেতনাযুক্ত নারী যদি অধীর হয়ে পড়েন ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

চেতনালব্ধ [স] *বিণ* অনুভূতির মাধ্যমে প্রাপ্ত। 'চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

চেতনাশূন্য [স] *বিণ* অচেতন। 'চেতনাশূন্য শয্যাধরা, প্রায় মরা রোগীর মুখে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

চেতনাসঞ্চার [স] *বি* চেতনা জাগ্রতকরণ। 'জড় উপাদানের মধ্যে যেন এক অপূর্ব নিয়মে চেতনা সঞ্চার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'তখন চেতনাসঞ্চারের জন্য অহমিকাবাণীর দরকার হয়ে পড়ে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

চেতনাসমৃদ্ধ [স] *বিণ* চৈতন্যময়। 'তাঁর লোকোত্তর চেতনাসমৃদ্ধ হৃদয় থেকে গভীর ধ্যান ও জ্ঞানের কথা।' *হাই*, ১৯৫৪।

চেতনাসম্পন্ন [স] *বিণ* চৈতন্যময়। 'মানসিক অনুভবশক্তি সম্বন্ধে নিজের চতুর্দিকের চেয়ে অধিক চেতনাসম্পন্ন হওয়া ভারী আপদের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চেতনাসিন্ধু [স] *বি* চেতনারূপ সমুদ্র। 'চেতনাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গগর্জনে নটরাজ করে নৃত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চেতনাসূর্য [স] *বি* চৈতন্যরূপ সূর্য। 'এদেশে প্রতীচ্য-চেতনাসূর্যের উদয় ঘটে রামমোহনের মাধ্যমেই।' *রমেন*, ১৯৭০।

চেতনাহীন [স] *বিণ* বোধশক্তিহীন। 'চেতনাহীন ছায়ামাত্রসার আমারো নামটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চেতনাহীনতা [স] *বি* সংজ্ঞাহীনতা। 'সে চেতনাহীনতা থেকে ক্ষীণভাবে তার মনে একটি প্রশ্ন জাগে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

চেতম্ব [স চৈতন্য] *বি* টিকি। 'চেতম্বের গোড়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চেতয়িতা [স] *বি, বিণ* চেতনা সঞ্চারকারী। '... সমস্ত চেতনার চেতয়িতা, তাঁহাকে সেই নিত্যরূপে, সেই চেতয়িতারূপেই পাইতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চেতা, চেতানো [স চেতন>] **১** *ক্রি* সংবরণ করা। 'ন চেতএ চিকুর ন চেতএ চীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* উতলা করা। 'এ সখী চেতাওসি মোহে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *ক্রি* জাগা। 'সখী বোলে চেতন চেতহ মন মাঝ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *ক্রি* জাগ্রত করা। 'পুনর্বার আসিয়া চেতাইল সেই জনে।' *সুলতান*, ১৭০০। **৫** *ক্রি* রাগানো। 'তদ্বিষয়ে আমারদিগকে বিলক্ষণ চেতাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **৬** *ক্রি* চেতনা দান করা। 'অমৃত-আসারে চেতাইবি মৃত-কল্পে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৭** *ক্রি* উস্কে দেওয়া। 'নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৮** *ক্রি* উত্তেজিত করা। 'দুঃখের অনুভূতি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি চেতিয়ে রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চেতাবনী [স] *বি* সতর্কবাণী। 'চোঙা ফুঁকে নানারূপ চেতাবনী দেওয়া হয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

চেন [ই] **১** *বি* শিকল। 'মস্ত চেন ঝুলচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। **২** *বি* গলার অলংকারবিশেষ। 'তাঁহাদের চাপকান চেন চাদরবিভূষিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৩** *বি* আবরণী আটকানোর জন্য ছোটো দাঁতওয়ালা ধাতব চেইন। 'প্যান্টের চেন টানতে টানতে জাফর ফিরে আসে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

চেন-ছাড়া [ই চেইন+ছাড়া] *বিণ* বন্ধন থেকে মুক্ত। 'কেউ বেরয় চেন-ছাড়া পাখির মত তিড়িং তিড়িং করে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

চেন-স্মোকার [ই] *বি* বিরতিহীনভাবে ধূমপান করে যে। 'সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দুটো অবধি চেন-স্মোকারদের মত এ্যাট্টুখানি ...।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

চেনা[১] [স চিহ্ন>] *বি* জানাশোনা। 'চেনা পরিচয় নাহি করে কাটাকাটি।' *গরীব*, ১৭৫০।

চেনাচিনি, চেনাচেনি [স চিহ্ন>] *বি* পরস্পরকে জানা বা চেনা। 'ইশারাতে চলছে চেনাচিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'চোখে চোখে আজ চেনাচেনি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

চেনা-চেনা *বিণ* কিছুটা পরিচিত। 'মাঝে মাঝে যেন চেনা-চেনা-মতো মনে হয় থেকে থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'তাকে যেন চেনা-চেনা বলে মনে হল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চেনাজানা *বিণ* পরিচিত। 'চেনাজানা লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনাও নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না – সুপরিচিত লোকের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। 'চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চেনাশুনো *বিণ* পরিচিত। 'চেনাশুনো জিনিসে পণ্ডিতের মনস্তুষ্টি হয় না।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

চেনাশোনা [চেনা+শোনা] **১** *বি* আলাপ-পরিচয়। 'ক্ষীণালোকে বুঝি মনে পড়ে দুই অচেনার চেনাশোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* মেশামেশি। 'সেইখানেতে আলোছায়ার চেনাশোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৩** *বি* পরিচিত জগৎ। 'চেনা শোনার কোন বাইরে যেখানে পথ নাই নাইরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

চেনাহাঁটা *বি* পরিচিত জনের চলাফেরা। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই গেটের কাছে চেনাহাঁটার শব্দ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬।

চেনা[২] [স চিহ্ন>] **১** *ক্রি* জেনে নেওয়া। 'আমি চাই মানুষ আমাকে আপনার লোক বলিয়া চিনিয়া লইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *ক্রি* উপলব্ধি করা। 'চিনতেম যদি চরণ-জোড়া কপাল হতো কি এমন পোড়া?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **চেনহ** [স চিহ্ন>] *ক্রি* জানো। 'হালাল হারাম যাহা চেনহ যতনে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

চেনার *বি* গাছবিশেষ। 'সারা কাশ্মীর সুদৃশ্য চেনার বৃক্ষে ছাইয়া ফেলিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

চেপটা [স চিপিট>] *বিণ* চাপে থেবড়া হয়েছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'নবেন্দু ... চাপিয়া চেপটা করিয়া বেলিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

চেপেচুপে [স চাপ>] **১** *ক্রিবিণ* গোপন ক'রে। 'ডুবে দেখ দেখি মন ভবকূপে/ আর কত দিন রাখবা চেপেচুপে।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *ক্রিবিণ* জোরাজুরি ক'রে। 'আমরা চাঁচজনের পড়ে চেপেচুপে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। **৩** *ক্রিবিণ* গাদাগাদি ক'রে। 'কী জানি কোন দোষে ঠেলেঠুলে চেপেচুপে মোরে ...। *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৪** *ক্রিবিণ* গুছিয়ে। 'বালিশ একটু চেপে-চুপে ঠিক করে গায়ের উপর গরম কাপড়টা টেনে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চেপ্টা [স চিপিট>] *বিণ* চাপে থেবড়া হয়েছে এমন। 'তাহাদের চঞ্চু কোমল ও চেপ্টা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

চেবট্টা [স চিপিটা] *বিণ* চ্যাপটা। 'চেবট্টা করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চেবা [স চেতন>] *ক্রি* বুঝতে পারা। 'স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মাণী।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

চেবেল্লা [আ সাফাহ্>?] *বিণ* দুর্বিনীত। 'দুটি বন্ধুতেই এত বেশি বেয়াদব আর চেবেল্লা হয়ে পড়েছিল ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চেম্পিয়ন [ই] *বি* প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভকারী। 'গেল বছরই এ অঞ্চলের চেম্পিয়ন হয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চেম্বার, চেম্বর [ই] ১ *বি* আইনজীবীদের দপ্তর। 'সুদূর শহরে হোথা চেম্বারে চেম্বারে হাসিল গ্রাম্ভারি যত জজ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* কক্ষ। 'একতলায় মাটির নীচে ব্রিক চেম্বার।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

চেম্বর অফ কমার্স, চেম্বার অব কমার্স [ই] *বি* ব্যবসায়ীদের সংগঠনবিশেষ। 'চেম্বর অফ কমার্স অর্থাৎ বাণিজ্য সমাজের দ্বারা যেমন বাণিজ্য বিষয় রক্ষা পাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭; 'নীলকর রাজা, চা-কর রাজা, চেম্বর অফ কমার্স রাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'চেম্বার অব কমার্স নামক শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

চেয়ন [স চেতন] *বি* চেতন; হুঁশ। 'আমার বাচ্চাকে না মেরে দেখি তোমার চেয়ন হবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চেয়াড় [স চঞ্চা] *বি* তীক্ষ্ণধার বাঁশের ছাল। 'দোয়াড়ি চেয়াড় বাণ তরয়ার খরসান ভুষণ্ডি ডাবুস চক্রবাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চেয়াড়ি *বি* শলাকা। 'সোনার চেয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পরছেন।' *অবন*, ১৮৯৬।

চেয়ার [ই] *বি* চার পা-ওয়ালা ও পেছনে হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা-সংবলিত আসনবিশেষ। 'সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিস।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চেয়ারম্যান [ই] *বি* প্রধান কর্মকর্তা। 'লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান।' *জীবন*, ১৯৩২।

চেয়ারম্যানশিপ [ই] *বি* সভাপতিত্ব। 'ত্রিশ বছর ... চেয়ারম্যানশিপ করে এই তো হল।' *জীবন*, ১৯৩২।

চেয়ে *অব্য* হতে; থেকে। 'কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

চেয়েচিন্তে *দ্র* চাওয়া

চেরা [স চীর্ণ] *ক্রি* বিদীর্ণ করা। 'তুমি যদি মন কর পর্বত চিরিতে পার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চেরা-কণ্ঠ [স চীর্ণ-কণ্ঠ] *বি* ভাঙা গলা। 'প্রায় আসন্ন-মৃত্যু রোগীর মত চেরা-কণ্ঠে ইয়াকুব ডাকিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

চেরাগ [ফা চিরাগ] ১ *বি* প্রদীপ। 'ঘরের চেরাগ পুত্র করেত রৌশন।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* আলো। 'দীনের চেরাগ আলেম ফাজেলেরা ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫। ৩ *বি* জ্যোতি। 'সুর্মা আঁকা আঁখির চেরাগ চাই না আজ।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

চেরানো [স চীর্ণ] *ক্রি* ফাঁক করা। 'চেরাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চেরাপুঞ্জি *বি* আসামের চেরাপুঞ্জি নামক সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান। 'অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চেরাপুঞ্জিতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

চেরি, চেরী [ই] ১ *বি* ফল ও ফুলবিশেষ। 'পথে হল দেরি, ঝরে গেল চেরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'ও যে চেরীফুল তব বন-বিহারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ২ *বি* লাল রঙের ছোটো ফলবিশেষ। 'কাবুলের আঙুর, কান্দাহারের চেরী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চেরিটি [ই চ্যারিটি] *বিণ* দাতব্য। 'চেরিটি বা দাতব্য স্কুল।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

চেরিটেবল [ই চ্যারিটেব্‌ল্] *বিণ* দাতব্য। 'হিন্দু চেরিটেবল ইনষ্টিটিউসন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

চেরু *বি* এক প্রকার লেবু বা তার গাছ। 'চেরু বিরুঅ ফেরুস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চেরেক পাও হওয়া *ক্রি* (ঘোড়ার বেলায়) পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। 'চেরেক পাও হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চেরেচ [ফা সিরীশ] *বি* শিরিশ আঠা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চেরেট [ই] *বি* দুজন আরোহী যেতে পারে এমন চার চাকার হালকা ঘোড়ার গাড়ি। 'চেরেট গাড়িতে আরোহণ করিয়া ... বাগানে প্রস্থান করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চেরেটী [ই চ্যারিটি] *বিণ* দাতব্য; বিনাবেতনে পড়ানো হয় এমন। 'চেরেটী স্কুল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

চেরো *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সে সকল চেরো এবং কোলজাতীয়দিগের নির্মিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

চেল[১] [স তণ্ডুল] *বি* চাল। 'এক সের চেলের অন্ন এক গ্রাসে খাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চেল[২] [স] *বি* ধুতি বা শাড়ি; কাপড়। 'চেলের পুটলি এক আছে ডান হাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চেলাঞ্চল [স চেল-অঞ্চল] *বি* শাড়ির আঁচল। 'বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে উঠিছে স্পন্দিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চেল[৩] [স চাল] *বি* ধরন; ঢঙ। 'হিন্দু হয়ে কেন চল সাহেবের চেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চেলা[১] [হি] ১ *বি* শিষ্য। 'রায়ঠাকুরের তথা ছিল এক চেলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* অনুসারী। 'চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন।' *ভারত*, ১৭৬০।

চেলাগিরি [হি চেলা+ফা গিরি] *বি* শিষ্যত্ব। 'আমি চেলাগিরিতে যেটের কোলে ষোলয় পা দিইছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চেলাচামুণ্ডা [হি চেলা+স চামুণ্ডা] *বি* শিষ্য ও অন্ধ অনুগামী। 'তাঁর চেলাচামুণ্ডারা আমায় লিখতে শেখাবার জন্য সমুৎসুক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চেলাসমেত [হি চেলা+স সমেত] *ক্রিবিণ* শিষ্যসমেত। 'চেলাসমেত তার নামও উহ্য রাখা তারা বুদ্ধিসঙ্গত মনে করে থাকবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

চেলা[২] *বি* মাছবিশেষ। 'পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

চেলা[৩] [স চীর্ণ] ১ *বি* শক্ত মাটির চাপ। 'পোয়ালের কুণ্ড সম হনুমান তোলে চেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ফাড়া অংশ। 'কিছু কাঠের চেলা উঠানে পড়িয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৩ *বি* ফাড়া কাঠ। 'তোমার কনে গড়াতে দিয়েছি, মোটা মোটা সুঁদরীর চেলা দিয়ে!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

চেলাকাঠ [স চীর্ণকাষ্ঠ] *বি* ছোটো চেলি কাঠ। 'ফুটি ফাটা হল ঘাট চেলাকাঠ যেন মাঠ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চেলাঞ্চল *দ্র* চেল[২]

চেলানো *ক্রি* দূরে অপসারণ করা। 'চেলাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চেলি, চেলী [স চেলিকা] *বি* রেশমি কাপড়। 'চেলীর শাড়ী।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'চুমকি জড়িত চারু পীতাম্বরী চেলি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চেলি-পরা *বিণ* চেলি-পরিহিত। 'ওই অবগুণ্ঠিতা চেলি-পরা মেয়েটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

চেল্লাচিল্লি, চেল্লাচেল্লি [স চিল্ল>] ১ *বি* কথার বাড়াবাড়ি। 'তিন দিনের

বর্ষা, তার জন্য বারো মাস চেল্লাচিল্লি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বি* চিৎকার-চেঁচামেচি। 'চেল্লাচেল্লি না করে তবে দুনিয়ার সামনে তারা মুখ দেখাতে পারে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চেল্লানি [স চিল্ল>] *বি* চিৎকার। 'প্রচণ্ড চেল্লানি অস্পষ্ট সাগর গর্জনের মতো মিঠে লাগে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

চেল্লো [ই] *বি* খাদে বাজানোর বড়ো বেহালাবিশেষ। 'বাপ পিয়ানো আর মেজো ছেলে হুবের্ট চেল্লো ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চেষ্ট [স] *বি* চেষ্টা। 'পয়ার লিখতে চেষ্ট করি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চেষ্টবেগ [স] *বি* আগ্রহ। 'রাষ্ট্রহিতৈষার চেষ্টবেগ যতই বাড়িতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চেষ্টক [স] ১ *বিণ* সচেষ্ট। 'ইংরাজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* প্রয়াসী। 'আপনি দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্ম প্রতিপালনচেষ্টক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ৩ *বি* উদ্যোক্তা। 'সতীরীতিবারণের প্রথম চেষ্টক।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

চেষ্টড্রয়ার [ই] *বি* দেরাজওয়ালা আলমারিবিশেষ। 'চেষ্টড্রয়ারের একটি দেরাজ খুলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

চেষ্টনাট [ই] *বি* কাঠবাদাম গাছ ও এর ফুল। 'মে মাস ছিল টিউলিপ, উইলো ... চেষ্টনাট আর ডেইজীর।' *হাই*, ১৯৫৮।

চেষ্টনিয়া [স চেষ্টা>] *বিণ* প্রার্থনাকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চেষ্টা [স] *বি* প্রয়াস। 'এমন চেষ্টা হইল তাহার।' *মালাধর*, ১৫০০।

চেষ্টা-চরিত্তির [স চেষ্টা-চরিত্র] ১ *বি* তদবির। 'চেষ্টা-চরিত্তির করে এ-সব জিনিস হয় না।' *প্রমথ*, ১৯১৬। ২ *বি* উদ্যোগ-আয়োজন। 'আমার কবি না হওয়ার জন্যে যা-কিছু চেষ্টা-চরিত্তির করার প্রয়োজন।' *নজরুল*, ১৯২২।

চেষ্টা চরিত্র [স] *বি* তদবির। 'তবু অনেক চেষ্টা চরিত্র ধরাধরির ফলে ... ফ্রী-বেডের ব্যবস্থা হয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

চেষ্টাতুর [স চেষ্টা-আতুর] *বিণ* চেষ্টা করছে এমন। 'ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্তেই সতত চেষ্টাতুর।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

চেষ্টান্তর [স চেষ্টা-অন্তর] *বি* অন্য উপায়। 'ঈশ্বর আছেন ইহাই বলিয়া চেষ্টান্তর পাইতে লাগিল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

চেষ্টান্বিত [স চেষ্টা-অন্বিত] *বিণ* সচেষ্ট। 'একবার সকলে চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

চেষ্টাবেগ [স চেষ্টা-আবেগ] *বি* উদ্যোগ-আয়োজন। 'রাষ্ট্রহিতৈষার চেষ্টাবেগ যতই বাড়িতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চেষ্টাশীল [স] *বিণ* প্রয়াসী; সচেষ্ট। 'যাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

চেষ্টাশূন্য [স] *বিণ* তৎপরতাহীন। 'চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

চেষ্টাসাধ্য [স] *বিণ* চেষ্টা দিয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব এমন। 'চেষ্টাসাধ্য অধিক পত্তন না করিতে পারিলে পশ্চাৎ পত্তন হওন ভার হইবেক।' *রামরাম*, ১৮০২।

চেষ্টাহারা [স] *বিণ* নিশ্চেষ্ট। 'চেষ্টাহারা চেতনহারা কেবল তন্দ্রাভরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

চেষ্টিত [স] ১ *বিণ* চেষ্টা করেছে এমন। 'এই মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রিদিনে/ উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপবচনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সচেষ্ট। 'পরোপকার করিতে সর্বদা চেষ্টিত থাকেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

চেষ্টীত [স চেষ্টিত] *বিণ* চেষ্টিত। *ক্যাস্পেে*, ১৭৯২।

চেস [ই] *বি* দাবা। 'চেস ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চেসবোর্ড [ই] *বি* দাবা খেলার বোর্ড। 'মাঝে চেসবোর্ড একধারে চেয়ারে শিউলি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চেহলাম [ফা চহলাম] *বি* মুসলমান সমাজে প্রচলিত মৃত্যুর চল্লিশদিন পরের অনুষ্ঠান। 'চল্লিশ দিন গত হওয়ার পর চেহলাম বা চল্লিশা এলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চেহারা [ফা চিহরাহ্] ১ *বি* আকৃতি। 'পাইবা চোরের জাতি দেখ চেহারায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* রূপ। 'আয় না, আরেক চেহারা দেখবি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৩ *বি* মুখচ্ছবি। 'কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বি* বিন্যাস। 'সবসুদ্ধ ঘরের চেহারা অন্যরকম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চেহারাবাজ [ফা] *বিণ* রূপবান। 'মেয়ে-মানুষ দেখা মনে করেছ, তোমরাই চেহারাবাজ!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

চৈ [স চবি] *বি* মসলার মতো রান্নার উপযোগী ঝাল স্বাদের লতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'চৈ মিশানো নারিকেল তৈল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

চৈই [স চবি] *বি* মসলার মতো রান্নার উপযোগী ঝাল স্বাদের লতা। 'ধুম নিধুম রান্ধে দিয়া চৈইর ঝাল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চৈৎ [স চৈত্র] *বি* চৈত্র মাস। 'চৈৎ-বৈশাখ মাসে রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চৈত [স চৈত্র] *বি* চৈত্র; বাংলা মাসবিশেষ। 'আইল চৈত মাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চৈতনচুটকি [স চৈতন্য>+স চূড়া] *বি* টিকি। 'লম্বাচুলের চৈতনচুটকি সর্ব্বদা খোপার মত বাঁধা থাকতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চৈতন ফক্কা [স চৈতন্য>+স ফক্কিকা] *বি* টিকি। 'মতায় কামান চৈতন ফক্কা ঝুঁটি করে বাঁধা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চৈতনি ঝাণ্ডা [স চৈতন্য>+মু ঝাণ্ডা] *বি* টিকি। 'রাখি ফেজে চৈতনি ঝাণ্ডা!' *নজরুল*, ১৯৩১।

চৈতন্য [স] ১ *বি* চেতনা। 'বিষে বিষ হরিল চৈতন্য পাইল ভিম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* সজাগ। 'রাণী অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া চৈতন্য হইয়া রাজাকে গাত্রোত্থান করাইলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

চৈতন্যকথা [স] *বি* চৈতন্যমাহাত্ম্য। 'চৈতন্যকথা বিনা মুখে আর কথা নাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চৈতন্যচরিত [স] *বি* চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনি। 'তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত বর্ণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চৈতন্য চুটকি [স চৈতন্য+স চূড়া] *বি* টিকি। 'তাঁর পাঁচপুয়া পরিমিত চৈতন্য চুটকিটা ভেকছানাসম ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চৈতন্যজন্য [স] *ক্রিবিণ* সচেতনতার জন্য। 'লোকসকলের চৈতন্যজন্য নাগরাদ্বারা বাদ্যোদ্যম করিলে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

চৈতন্যধারা [স] *বি* চেতনাপ্রবাহ; অনুভূতি। 'যে চৈতন্যধারা সহসা উদ্ভূত হয়ে অকস্মাৎ হবে গতিহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চৈতন্যপন্থী [স চৈতন্য-পন্থাঃ] *বিণ* চৈতন্যদেবের অনুসারী। 'চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মুখে রূপান্তরিত হয়েই ...।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

চৈতন্যপ্রখর [স] *বিণ* শাণিত চেতনাসম্পন্ন। 'আমার পুরনো কাস্তে

পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে/ তাই দাও দীপ্ত কান্তে চৈতন্যপ্রখর – ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

চৈতন্য-বিমুখ [স] *বিণ* অবৈষ্ণব। 'চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত পাষণ্ড।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চৈতন্যবোধ [স] *বি* চেতনা। 'আমার চৈতন্যবোধকে গভীরতম সুষুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখল।' *মুজতবা* ১৯৫২।

চৈতন্যভক্ত [স] *বি* বৈষ্ণব। 'গৌড়দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপে গণন/ অনন্ত চৈতন্যভক্ত না যায় কথন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চৈতন্যরহিত [স] *বিণ* অচেতন। 'চৈতন্যরহিত দেহ শুষ্ককাষ্ঠসম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চৈতন্যলোক [স] *বি* চেতনার জগৎ। 'অসীম চৈতন্যলোকে পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চৈতন্যসত্তা [স] *বি* সচেতন সত্তা। 'একটা চৈতন্যসত্তা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

চৈতন্যসমুদ্র [স] *বি* চৈতন্যরূপ সাগর; চেতনা-জগৎ। 'তেমনই চৈতন্যসমুদ্রে নিমজ্জিত।' *শওকত*, ১৯৭২।

চৈতন্যসাধন [স] *বি* চেতনা সঞ্চার। 'ডাক্তার তার চৈতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চৈতন্যহীনতা [স] *বি* অনুভূতিশূন্যতা। 'যেন চৈতন্যহীনতার কোন গহ্বর থেকে আচমকা উঠে এলো কাপ্তান হিকস।' *কায়সার*, ১৯৬২।

চৈতন্যোদয় [স] *বি* চেতনার জাগরণ; বোধোদয়। 'ইহাতে কিছু চৈতন্যোদয় হইয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

চৈতালি, চৈতালী [স চৈত্রালি] **১** *বিণ* চৈত্র মাসে উৎপন্ন। 'চৈতালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'চৈতালি ফসলে ... সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বি* চৈত্র মাসের ফসল; রবিশস্য। 'ফলিবে ... সোনার চৈতালী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

চৈতি, চৈতী [স চৈত্র>] *বিণ* চৈত্র মাসের; বসন্তকালীন। 'চৈতী রাতের গাইত গজল বুলবুলিয়ার বর।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'কুসুমি-রাঙা শাড়িখানি চৈতি সাঁঝে পরবে রানী।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'চৈতী ঢাকের বাদ্য শুনি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

চৈতিফসল [স চৈত্র>+আ ফসল] *বি* চৈত্র মাসে উৎপন্ন ফসল। 'চৈতিফসল তুলবার সময় চাষিদের জোর করে ধরে এনে রাস্তা তৈরি করাচ্ছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

চৈতিবায় [স চৈত্র>+স বায়ু>] *বি* চৈত্র মাসের বাতাস। 'যায় প্রবীণ চৈতিবায়/ আয় নবীন শক্তি আয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চৈতী হাওয়া [স চৈত্র>+আ হাওয়া] *বি* চৈত্র মাসের বাতাস। 'বইছে আবার চৈতী হাওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৫।

চৈতে পাওয়া *বি* ভাবাবেগে আক্রান্ত হওয়া; উদাসীনতায় আক্রান্ত হওয়া। 'তাকেই চৈতে পাওয়া বলে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

চৈত্য [স] *বি* বৌদ্ধ মঠ, মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভ। 'ধর্ম্মশালা, বিহার, চৈত্য সংস্থাপিত ... হইয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

চৈত্যবট [স] *বি* মঠের নিকটস্থ বটগাছ। 'গ্রামবৃদ্ধদের দ্বারের নিকটে যে চৈত্যবট শুককাকলীতে মুখর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চৈত্যবিহার [স] *বি* বৌদ্ধ বিহার। 'গুহাগহ্বরে চৈত্যবিহারে বিপুলশক্তিসাধ্য শিল্পকলা অপর্যাপ্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চৈত্ত্য [স] *বি* চেতনা। 'জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাহে গুরু চৈত্ত্যরূপে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চৈত্র [স] *বি* বাংলা মাসবিশেষ। 'চৈত্র রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চৈত্রমাসে পূজে হর নানা উপহারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চৈত্রতপ্ত [স] *বিণ* চৈত্রমাসের তাপযুক্ত। 'চৈত্রতপ্ত দিনে যারা বেঁধেছিল একদা মৌচাক।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

চৈত্রপবন [স] *বি* চৈত্রের বাতাস। 'চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

চৈত্রবায় [স চৈত্রবায়ু] *বি* চৈত্র মাসের হাওয়া। 'যেন চৈত্রবায়বিতাড়িত হূনিসক্রু।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

চৈত্রমাস [স] *বি* বাংলা বছরের শেষ মাস। **চৈত্রমাসীয়** [স] *বিণ* চৈত্র মাসের। 'ঘাঁটোর নাচ অর্থাৎ চৈত্র মাসীয় নাচ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

চৈত্রসংক্রান্তি [স] *বি* চৈত্র মাসের শেষ দিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান। 'কাল চৈত্রসংক্রান্তি ... আমার নৃত্যের দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চৈত্রী [স] *বিণ* চৈত্র মাসে ফোটে এমন। 'পিয়ালাগুলি তুলে ধরো চৈত্রী লালা ফুলের প্রায়।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

চৈদ্দ [পা চতুদ্দস] *বি* চোদ্দ। 'বন্দিনু ইমাম বার চৈদ্দ মাসুমে।' *গরীব*, ১৭৬০।

চৈন [স] *বি* চীন দেশের অধিবাসী। 'চৈন, শক, পহ্লব এবং যবন সম্বন্ধেও তাহা কথিত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

চৈনিক [স] *বিণ* চীন দেশীয়। 'চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

চৈনিকত্ব [স] *বি* চীনা বৈশিষ্ট্য। 'এর মধ্যে ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে ... আছে মার্কিনত্ব, চৈনিকত্ব, ইহুদীত্ব।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

চৈনিকীয় ভাষা [স] *বি* চীনদেশী ভাষা। 'আমরা ঐ ভাষাগুলি চৈনিকীয় ভাষা বলিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

চৈব্য [স চর্ব্য] *বি, বিণ* চর্ব্য। 'চৈব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খোজএ সকল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চোআল [স কবল] *বি* চিবুক সংলগ্ন দু গালের অস্থি। 'চোয়াল একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

চোঁচ **১** *বি* বাঁশের ধারালো ছাল। 'কুটো-কাটা ঝাঁটানোর জন্যে ছিল চোঁচের মতো খোঁচা দুফাঁক ঝাঁটা।' *অবন*, ১৯২৭। **২** *বি* কাঠের পাতলা ফালি। 'কাঠের চোঁচ ও টুকরা কুড়াইয়া আনে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **৩** *বি* চামড়া। 'কিসের মোটা ও শক্ত চোঁচ লেগে আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

চোঁচা [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* রুদ্ধশ্বাসে। 'থলি ফেলে চোঁচা দৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চোঁ চোঁ, চোঁ চোঁ চোঁ [ধ্বন্যা] **১** *বি* ক্ষুধার আধিক্য নির্দেশক শব্দ। 'পেটের মধ্যে চোঁ চোঁ করতে আরম্ভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *ক্রিবিণ* কোনোদিকে না তাকিয়ে। 'দে দৌড় চোঁ চাঁ আঁধমহলে পৌঁছিল হতে নেমে।' *নজরুল*, ১৯২৬। **৩** *ক্রিবিণ* অবিরাম চোঁ শব্দ ক'রে। 'দেশলাই জ্বালিয়ে বিড়ি ধরিয়ে চোঁচোঁ টানতে থাকবে।' *হাসান*, ১৯৬০। **৪** *বি* শরীর থেকে রক্তপানের ধ্বনি। 'চোঁ-চোঁ-চোঁ করে কেবল রক্ত টেনে চলেছে।' *মুনীর*, ১৯৬১।

চোঁ মারা *ক্রি* শব্দ ক'রে চুমুক দেওয়া। 'চোঁ মেরে সমস্ত মালসা

নিঃশেষ করলে ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

চোঁতা [স চ্যুত>] *বিণ* (কাগজের ক্ষেত্রে) টুকরা। 'কেবল চোঁতা কাগজে ঘটনাবলীর একটু একটু ইতিহাস টোকা আছে।' *অবন*, ১৯৪১।

চোঁয়া [স চুক্র>] *বিণ* টক গন্ধযুক্ত। 'ধোঁয়া বিনে চোঁয়া ঢেকুর ঠেলে ওঠে কণ্ঠমূলে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

চোঁয়ানো[1], **চোঁয়ান** [স চ্যু>] *বিণ* চুইয়ে পড়েছে এমন। 'তোমার হৃদয়ে সাধারণ রক্তও নাই, – পাথর চোঁয়ান রস থাকিতে পারে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

চোঁয়ানো[2] [স চ্যু>] *ক্রি* তরল পদার্থের আস্তে আস্তে ঝরা। 'বিলাসিনী দন্তবাস চোঁয়ায়ে চুম্বনে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'খেজুরগুঁড়ি দিয়া রস চোঁয়াইতেছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চোঁয়ায়ে নামা *ক্রি* চুঁইয়ে পড়া। 'এক ফোঁটা জল মেঘ চোঁয়ায়ে নামল না গাঁর বাটে।' *জসীম*, ১৯২৯।

চোঁয়াল [স কবল] *বি* চোয়াল। 'বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

চোক[1] [স চক্ষু] *বি* চোখ। 'ঘৃতের দোকানে দেখি এত কেন চোক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চোকে ধুলো দেওয়া *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া। 'আমাদের সকলের চোকে ধুলো দিয়ে তুই কেমন করে এ কাজ করলি?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

চোক ফোটা *ক্রি* বুদ্ধি হওয়া। 'দেশের লোকের চোক ফুটেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

চোকের মাথা খাওয়া *ক্রি* মনোযোগ না থাকা। 'তুই যেমন চোকের মাথা খেয়েছিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

চোক[2] [স চতুষ্ক] *বি* টাকার অংশবিশেষ; চার পণ অথবা তিন আনার সমান। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

চোক[3] [ধ্বন্যা] *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'রুষি লঙ্কাপতি চোক চোক শরে শূর ঘাতিলা শূরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চোকলা [স চোলক] **১** *বি* মাছের আঁশ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* পাতলা অংশ। 'তার থেকে ছালের চোকলা উড়তে লাগল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। **৩** *বি* খোসা। 'নিজের দাঁত দিয়ে চোকলা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

চোকা[1] [স চোলক] *বি* ফলের খোসা। 'চুষি চুষি চোকা আঁটি ফেলিল পাটুয়াতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চোকা[2] [স চোক্ষ>] *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'তর্জ্জে গর্জ্জে হরি সাধু চোকা খাণ্ডা হাতে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চোকা[3] [হি চুক>] *ক্রি* ঘোচা; চুকে যাওয়া। 'না থাকিলেই আপদ চোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

চোকা-চোকি [স চক্ষু>] *বি* পরস্পরের চোখে চোখ পড়া। 'চোকা-চোকি হ'লে আবার ভাব না বেরিয়ে পড়ে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চোকানি [হি চুক>] *বি* পরিশোধ। 'বন্ধুরা ধার চায়, দাম চায় দোকানি/ চাকর-বাকর চায় মাসহারা চোকানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চোকানো [হি চুক>] *ক্রি* মিটিয়ে দেওয়া। 'তুমি মোকাবিলায় চোকাতে চাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চোকিদার [স চতুষ্ক+ফা দার] *বি* চৌকিদার; গ্রামে পাহারা দেয় যে। 'মাঝে মাঝে চোকিদারের হাঁক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চোকোলা [স চোলক] *বি* আঁশ। 'মাছের চোকোলা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চোখ [স চক্ষু] **১** *বি* চক্ষু। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* বাতি। 'বাসখানার মাত্র একখানা চোখ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **৩** *বি* বাঁশ আখ ইত্যাদির গিঁট, যেখানে প্রশাখা বা মুকুল গজানোর চিহ্ন থাকে। 'লাঠিটার দুমাথা ও সবগুলি চোখ রূপায় বাঁধা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চোখ-ইশারা [চোখ+আ ইশারা] *বি* চোখের ইঙ্গিত। 'চোখ-ইশারায় ডাক দিল তাই মন করে চুলবুল।' *নজরুল*, ১৯২২।

চোখ উল্টানো *ক্রি* মরে যাওয়া। 'যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উল্টে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চোখ এড়ানো *ক্রি* নজরে না পড়া। 'একটা হাতের কাছের মোটাকথা চোখ এড়িয়ে গেছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

চোখওয়ালা [চোখ+হি ওয়ালা] *বিণ* সচেতন। 'এরা অন্ধভক্ত, চোখওয়ালা ভক্ত নয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চোখ কপালে তোলা *ক্রি* বিস্মিত হওয়া। 'চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৬।

চোখকান বোজা *ক্রি* সবকিছু নীরবে সহ্য করা। 'চোখকান বুজিয়া অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত।' *মানিক*, ১৯৪০।

চোখখাগী [চোখ+খা>] *বিণ স্ত্রী* বিচারবুদ্ধিহীন। 'কোন চোখখাগী আবাগির বেটি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চোখ খোলা **১** *ক্রি* জ্ঞান হওয়া; কোনো বিষয়ে সচেতন হওয়া। 'কে চোখ খুলে দিল শুনি?' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বিণ* চোখ খোলা রাখে এমন। 'চোখখোলা মৃতের মতো পড়ে থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

চোখ গরম করা *ক্রি* রাগ দেখানো; ভয় দেখানো। 'লীলা চোখ গরম করে বললে।' *জীবন*, ১৯৩২।

চোখ গেল [ধ্বন্যা] *বি* পাখিবিশেষের 'চোখ গেল' শব্দের মতো ডাক। 'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

চোখ ছলছল করা *ক্রি* চোখ অশ্রুপূর্ণ হওয়া। 'তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চোখজুড়ানো *বিণ* দৃষ্টিসুখকর। 'এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

চোখ-ঝলসানো *বিণ* চোখধাঁধানো। 'কি দিগন্ত-ছোঁয়া ফেল্ট-এর চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতায়।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

চোখ টাটানো **১** *ক্রি* উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করা। 'এক ঝলক আলো এসে চোখ টাটিয়ে দিল।' *জীবন*, ১৯৩১। **২** *ক্রি* অপরের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া। 'আমার হাতে কয়েকটা টাকা হইয়াছে দেখিয়া আপনার চোখ টাটাইতাছে।' *মনসুর*, ১৯৫০।

চোখ টিপে বলা *ক্রি* উপহাস করে চোখের পাতা একটু কুঁচকে বলা। 'লোকে যাকে চোখ টিপে বলে কবিত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চোখ টেপা *ক্রি* চোখের পাতা টিপে ইঙ্গিত করা। 'হাঁগা তুমি চোখ টিপলে যে?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

চোখ টেপাটেপি *বি* চোখের ইশারা বিনিময়। 'চোখ-টেপাটেপি করিয়া হাসি চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

চোখঠার [চোখ+স স্তার] **১** *বি* চোখের ইশারা। 'আমাদের চোখঠার দিয়ে তারা গৈবী পণ্য নিয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩০। **২** *বি* মিথ্যা সান্ত্বনা। 'হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চোখঠারানি *বি* বাঁকা দৃষ্টিতে ইশারা। 'মেয়েমানুষের চোখঠারানি

ছাড়া কি অমন কাজ করতে সাহস পায়?' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

চোখ দিয়ে কথা গেলা *ক্রি* অতিমাত্রায় মনোযোগী হওয়া। 'কথা শোনার সময়ও এমন ভাবে তাকায়, মনে হয় যেন চোখ দিয়ে কথা গিলছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চোখধাঁধক [চোখ+স দ্বন্দ্ব] *বিণ* চোখে ধাঁধা লাগে এমন; চোখ ঝলসানো। 'চার দিকেই ... চোখধাঁধক ভিড়ের আনাগোনা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চোখ-ধাঁধানি [চোখ+স দ্বন্দ্ব>] *বি* উজ্জ্বলতা। 'তার তকমার চোখ-ধাঁধানি বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চোখধাঁধানো *বিণ* চোখে ধাঁধা লাগায় এমন। 'রুক্ষ হাওয়ায় ধরার বুকে সূক্ষ্ম কাঁপন কাঁপে চোখ-ধাঁধানো তাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চোখ নরম হওয়া *ক্রি* চোখ অশ্রুপূর্ণ হওয়া। 'বিরজার চোখ নরম হয়ে এল।' *জীবন*, ১৯৩২।

চোখপড়ামাত্র *ক্রিবিণ* দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। '... সকলের কথা থেমে গেছে সখিনার দিকে চোখপড়ামাত্র।' *শওকত*, ১৯৭২।

চোখ পাকানো *ক্রি* রেগে চোখ ঘোরানো ও বড়ো করা। 'এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

চোখ ফেরানো *ক্রি* তাকানো। 'কত দিকেই চোখ ফেরালেম কত পথেই চ'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চোখ ফোটা ১ *ক্রি* প্রকৃত বিষয় জানতে পারা। 'শুনে রাজার চোখ ফুটবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *ক্রি* জ্ঞান লাভ করা। 'আমিও সম্প্রতি চোখ-ফোটার পর হইতে বুঝিতে শুরু করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *ক্রি* বুদ্ধি হওয়া। 'আজ আমাদের অনেকেরই চোখ ফুটেছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

চোখবন্ধ *বিণ* চোখ খোলা নেই এমন। 'ঘুমুচ্ছেন, না চোখবন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চোখ বুলানো *ক্রি* দ্রুত দেখে নেওয়া। 'জ্বালাকর চিঠির উপর দ্রুত চোখ বুলাইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চোখ বোজা ১ *ক্রি* আরামে চোখ বন্ধ করা। 'রোদ পোহাতে ডাঙাই উঠি, হাওয়াটি খাই চোখ বুজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *ক্রিবিণ* বাধ্য হয়ে। 'বিয়ে করেছিলুম চোখ বুজে বড়ি গেলার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *ক্রিবিণ* বিস্মিতভাবে। 'চোখ বুজে ভাবি – এমন আঁধার, কালি দিয়ে ঢালা নদীর দু ধার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৪** *ক্রিবিণ* অন্ধের মতো। 'দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে পথ চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৫** *ক্রি* মনোযোগের জন্য চোখ বন্ধ করা। 'চোখ বুজে কান পেতে শোন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চোখ-ভুলানো *বিণ* নয়ন মুগ্ধকারী। 'একপারে হঠাৎ-থামা নারীর কৌতূহলদৃষ্টি, অন্যপারে চোখ-ভুলানো পোশাকের নমুনা ও দাম।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

চোখ-ভোলানো *বিণ* নজরকাড়া। 'নানাপ্রকার চোখ-ভোলানো সস্তা শৌখিন জিনিস আনাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

চোখ মারা *ক্রি* গোপন ইঙ্গিত করা। 'যদি চোখ মারি তো কুড়ি-পঁচিশটা মেয়ে ... কাছে এসে গড়াবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

চোখ মুখ ঘোরানো *ক্রি* চোখমুখ পাকিয়ে রাগ দেখানো। 'চারু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চোখমুখের খেলা *বি* চোখমুখের ভঙ্গি। 'বড্ডো চোখমুখের খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চোখ মুদলে কেবা কার – মৃত্যুতেই সব সমাপ্তি। 'কথায় বলে – চোখ মুদলে কেবা কার!' *নজরুল*, ১৯২৭।

চোখরাঙানি ১ *বি* ক্রোধ। 'চোখ-রাঙানি ও বুক-ফুলানির যতই ভান কর-না কেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বি* তীব্র সমালোচনা। 'রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের চোখরাঙানি হেলায় উপেক্ষা করতে পারেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **৩** *বি* চোখ লাল করে রাগ দেখানো। 'রাক্ষুসি বলে কুৎসা, ঘেন্না, মুখ ব্যাঁকানি, চোখ রাঙানি।' *নজরুল*, ১৯২৪। **৪** *বি* ভয় দেখানো। 'ও কি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চোখ রাঙানো *ক্রি* রাগ দেখানো। 'চক্ষু রাঙাইলে সে বিদ্যাও ছুটে যায় স্বপ্নের মতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

চোখরাঙ্গানি *বি* ক্রুদ্ধ কটাক্ষ। 'গোঁড়া ব্রাহ্মণের অভিসম্পাৎ ও চোখরাঙ্গানিকে ভয় না করিয়া।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

চোখ রাঙ্গানো *ক্রি* ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। 'তিনি চোখ রাঙ্গিয়ে শাসন করলেন।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

চোখে অন্ধকার দেখা *ক্রি* অত্যন্ত কাতর হওয়া। 'আমরা কামনা করি, কিন্তু সাধনার বেলা চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চোখে আঙুল গুঁজে বোঝানো *ক্রি* প্রমাণ দিয়ে বোঝানো। 'বিজ্ঞাপনওয়ালারা যেন পণ ক'রে বসেছে মানুষের চোখে আঙুল গুঁজে বোঝাবে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

চোখে আঙুল দিয়া/দিয়ে দেখানো *ক্রি* প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া। 'যাহাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চোখে-কালি পড়া ১ *ক্রি* চোখের নীচে কালো দাগ পড়া। 'তোমার চোখে কালি পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* চোখের নীচে কালি পড়েছে এমন। 'ছেলেগুলো লম্বা-চুল-ওয়ালা, চোখে-কালি-পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চোখে খাটো *বিণ* নির্লজ্জ। 'পুরুষগুলো মেয়েদের চেয়ে একটু চোখে খাটো না?' *নজরুল*, ১৯২৭।

চোখে ঘোর লাগা *ক্রি* মোহে আচ্ছন্ন হওয়া। 'চোখে একটু ঘোর লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'অবোধকে ভোলাও, ঠকাও, চোখে ঘোর লাগাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চোখে চোখে ১ *ক্রিবিণ* দুজন দুজনের চোখে তাকিয়ে থাকা। 'কথা কও নাহি কও চোখে চোখে চেয়ে রও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রিবিণ* সজাগ দৃষ্টিতে। 'চিরকাল চোখে চোখে নূতন নূতনালোকে/ পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *ক্রিবিণ* চোখে চোখ মিলিয়ে। 'আমার কেবল চোখে চোখে চাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

চোখে চোখে রাখা ১ *ক্রি* চোখের আড়াল হতে না দেওয়া। 'চোখে চোখে রাখব তারে/ আর কি মুদিবো আঁখি।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রিবিণ* নজরদারিতে। 'সর্ব্বদা ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

চোখে-ঠুলি-দেওয়া *বিণ* আবরণ দিয়ে দৃষ্টিকে প্রতিহত-করা। 'সময় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বলদের মতো, চিরদিন একই ঘানিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চোখে ঠুলি পরা *বিণ* চোখ বাঁধা আছে এমন; উদাসীন। 'চোখে ঠুলি পরিয়া তাহারা কেবল টাকার ঘানি টানিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩;

'এঁরা ঠিক যেন চোখে ঠুলি-পরা কলুর ঘানির বলদ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চোখে ঠুলি বাঁধা *ক্রি* আবরণ দিয়ে চোখ বাঁধা। 'বেঁধে দিয়ে চোখে ঠুলি কল্পনারে করি অন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চোখে ঠেকা ১ *ক্রি* ব্যতিক্রম মনে হওয়া। 'বিলেতে নতুন এসেই বাঙালিদের চোখে কোন জিনিস ঠেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রি* দৃষ্টিগোচর হওয়া। 'আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

চোখে-দেখা *বিণ* চোখে দেখেছে এমন। 'সে জিনিস ছিল তাদের চোখে-দেখা পদার্থ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

চোখে ধাঁধা লাগানো *ক্রি* দৃষ্টিবিভ্রম করানো। 'সে এক নিমেষে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চোখে ধুলা দেওয়া ১ *বি* ফাঁকি। 'এ কৈফিয়তটার মধ্যে কিছু চোখে ধুলা দেওয়া আছে এইরূপ আমরা অনুমান করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া। 'যাবি পালিয়ে চোখে ধুলা দিয়ে/ মায়াফাঁদ ফেদে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

চোখে ধুলো দেওয়া *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া। 'তাসের কাগজ গোপন করে শর্মিলারই চোখে ধুলো দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চোখে পড়া *ক্রি* দৃষ্টিগোচর হওয়া। 'সকলের চেয়ে চোখে পড়ে লোকের ব্যস্ততা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

চোখেমুখে কথা *বি* প্রগল্‌ভতা। 'এর যে খুব চোখেমুখে কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

চোখের আগা *বি* চোখের সম্মুখ। 'যে রূপ জাগায় চোখের আগায় কিসের স্বপন সে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

চোখের আলো *বি* দৃষ্টি। 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চোখের ইঙ্গিত *বি* চোখের ইশারা। 'চোখের ইঙ্গিতে তব তমিস্রা করাল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

চোখের দেখা *বি* ক্ষণিক দর্শন। 'চোখের দেখা দেখতে গেলে/ তাও দেখা নাহি মেলে।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১।

চোখের পলকে *ক্রিবিণ* মুহূর্তের মধ্যে। 'হাজার টাকার ন-শো নব্বই চোখের পলকে পেল সর্বই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।; 'জ্বরজ্বালা হয়, পাঁচন বড়ি দিয়া চোখের পলকে সারাইয়া দিবে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

চোখের পাতা ১ *বি* চক্ষুপল্লব। 'কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে দুই চাহনির চোখের পাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **২** *বি* চোখের দৃষ্টি। 'আজ চোখের পাতায় তার দেখা পেলাম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চোখের পালিস *বি* চোখে লাগানোর রং; আইশেড। 'কবরী, পাউডার, মাস্কারা, চোখের পালিস, রুজ, নখ-পালিস।' *বেগম*, ১৯৪৭।

চোখের বাতায়ন *বি* দৃষ্টিশক্তি। 'চোখের বাতায়ন দিয়ে শুধু দেখতে পাই।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

চোখের বালি *বি* চক্ষুশূল; (এখানে) বান্ধবী। 'আমার চোখের বালিকে কেমন লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চোখের বাহির ১ *বি* দৃষ্টির অগোচর। 'মুহূর্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* বাহ্যজগৎ। 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চোখের ভাষা *বি* ইশারা। 'এ লোক জানে না চোখের ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চোখের মণি *বিণ* অত্যন্ত প্রিয়। 'আমার চোখের মণি – তোর কথাতেই এতবড়ো পাপে হাত দিচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'তুই আমার চোখের মণি।' *মানিক*, ১৯৩৭।

চোখের মাথা খাওয়া *ক্রি* দেখেও না-দেখা; প্রকট জিনিসও দেখতে না-পাওয়া। 'সে আপনার চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চোখের সুখ *বি* চোখের শান্তি। 'যদি চোখের সুখ দিতে চাও তবে এমন বন্দোবস্ত করো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চোখে লাগা *ক্রি* পছন্দ হওয়া। 'আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

চোখে সর্ষেফুল দেখা – বিপদে পড়ে দিশাহারা হওয়া। 'মনে পড়েছে চোখে কী করে সর্ষেফুল দেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চোখা [স চোক্ষ] **১** *বিণ* ধারালো। 'হাতে করি লইল দাও অতি চোখা ধার।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* কূট বুদ্ধি। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'থেকে থেকে দু-চারিটি চোখা চোখা বুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* বুদ্ধিদীপ্ত। 'তোমার চোখা লেখার জন্য নয়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

চোখা চোখা *বিণ* তীক্ষ্ণ ও চৌকস। 'থেকে থেকে দু-চারিটি চোখা চোখা বুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চোখাই [স চোক্ষ] *বি* কূটতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চোখাচুখি, চোখাচোখি [চোখ>] *বি* পরস্পরের চোখে চোখ পড়া। 'চোখাচোখি হতে ঘটালে প্রমাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

চোখাচোখি হওয়া, চোখাচুখি হওয়া ১ *ক্রি* মুখোমুখি হওয়া। 'চোখাচোখি হতে ঘটালে প্রমাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **২** *ক্রি* পরিচয় হওয়া। 'নতুন নতুন সত্যের সঙ্গে তার চোখাচুখি হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চোখো [স চোক্ষ] **১** *বি* দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'অভিশাপগুলোকে আরও চোখো আর স্পষ্ট করে শুনিয়ে চলেছিল।' *কায়সার*, ১৯৬২। *দ্র* **চোখা**

চোগলখোর [ফা] *বি* পরচর্চা। 'পণ্ডিত কানা অহঙ্কারে/ মাতব্বর কানা চোগলখোরে।' *লালন*, ১৮৯০।

চোগা [ফা] *বি* লম্বা ঢিলেঢালা জামাবিশেষ। 'চোস্ত চাপকান, কেহ বা দোদুল্যমান চোগা ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

চোগাচাপকান [ফা] *বি* লম্বা ঢোলা বুকখোলা জামাবিশেষ। 'দুই একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'একালের অদ্বৈতবাদীরা চোগাচাপকান পরে আপিসে যান।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

চোঙ [হি চোঙ্গা] *বি* ফাঁপা নল। 'ধোঁয়ার চোঙ হইতে প্রজ্বলিত অঙ্গার উৎক্ষিপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

চোঙর ভোঙর *বি* মাথার যুদ্ধমুকুট। 'চোঙর ভোঙর মাথে কৃপাণ কামান হাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চোঙা [হি চোঙ্গা] **১** *বি* ফাঁপা নল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* ফাঁপা নলের মতো। 'নাকটা ঈষৎ চোঙা।' *জীবন*, ১৯৩২। **৩** *বি* বন্দুকের ফাঁপা নল। 'রাইফেলের চোঙা চোখের সামনে দেখতে পেলুম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চোঙা [হি চোঙ্গা] ১ *বি* ফাঁপা নল। 'চোঙ্গার ভিতর দ্রব্যাদি পুরিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* তামাক রাখার বাঁশের তৈরি আধারবিশেষ। 'কবির তামাকের চোঙ্গা ... লইয়া বসিয়া আছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চোচা *বি* খোসা বা ছাল। 'দুই হাতে চোচা ধরি লইল কামড়।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চোট [স চুট্>] ১ *বি* কোপ। 'এক চোটে গজশির করিয়া ছেদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আঘাত। 'আলি দেখি সেই চোট লইল সামালিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* বাগাড়ম্বর। 'বৃথা গেল চোট যে কুফর বড় লাজে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *বি* তেজ। 'প্রথমেই এই চোট, শেষ কি করেন বলা যায় না।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৫ *বি* আতিশয্য। 'গানের চোটে বাটীর সকলের নিদ্রা ছুটে পালাইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৬ *বি* আকর্ষণ। 'রসকে বঁধূর রূপের চোটে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৭ *বি* দফা; বার। '(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৮ *বি* আঘাতের ফলে সৃষ্ট ক্ষত। 'ঠোঁটের কাছ রক্তমাখা চোট।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

চোট পাওয়া *ক্রি* ব্যথা পাওয়া। 'কখন দিলে চোট পায় ডর লাগে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

চোটপাট *বি* ধমক; তিরস্কার। 'গোসা করে পরে মোরে কহে চোটপাট।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চোটপাট করা *ক্রি* ধমকানো। 'তাদের উপরে চোটপাট করে পুলিশ দু'পয়সা কামিয়ে নিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চোট মারা *ক্রি* কোপ দেওয়া। 'এক মোসোলমান বিষে তরোয়াল দিয়া তাহারি এক চোট মারিলো।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চোট হানা *ক্রি* আঘাত করা। 'যে যারে পালোটে পায় হাঁ করিয়া একা চোট হানে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চোটা *ক্রি* রাগ করা। 'বলি, শোন না, তারপর চোটো।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চোটানো *ক্রি* আঘাত করা। 'দুমদাম চোটায় দুহাতে ধর্‍্যা খাঁড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চোটা[১] *বি* সেচন। 'চোটা দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চোটা[২] [হি চৌথা] *বি* মহাজনী ঋণবিশেষ। 'চোটার নিয়মটি বড় সহজ নয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

চোটাখোর [হি চৌথা+ফা খোর] *বিণ* চড়া সুদখোর। 'চোটাখোর বেণের ঘরে, ও টাকাওয়ালার বাড়িতে একবার যেতেই হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চোট্টা [হি] *বি* চোর। 'শালা চোট্টা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

চোট্টামি *বি* প্রতারণা। 'চোট্টামি কৈরা পরের টাকা মারবার চাইলে দেনা হৈব না?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চোত [স চৈত্র] *বি* চৈত্র। 'না জেনে কৃষক চোত-বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে প'ড়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চোতরা *বি* বিছুটি পাতা। 'ভিঙ্গুরের কামড়ে জর্জ্জর সর্ব্বজন অধিক তাপ হইল চোতরার কারণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চোতা [স চ্যুত] *বিণ* হিসাব-লেখা কাগজের টুকরা। 'সামনে কতকগুলো খোলা খাতা ও এক ঝুড়ি চোতা কাগজ আর এক দিকে চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চোতাদার *বি* যাদের কাছে লিখিত কাগজের টুকরা আছে। 'পেচোনে চোতাদারেরা চেঁচিয়ে হাত নেড়ে গান বলে দিচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চোথাপত্তর [স চ্যুত+স পত্র] *বি* নানা বিষয়ের খসড়া কাগজপত্র। 'অফিস যাবো কি বয়ে চোথাপত্তর।' *শক্তি*, ১৯৬১।

চোদন [স] *বি* (অশ্লীল) যৌনসঙ্গম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চোদ্দ [পা চতুদ্দস] *বিণ* চৌদ্দ। 'লঘু গুরু সকলে ১৪ চোদ্দ কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

চোদ্দ আনা *বিণ* বেশির ভাগ। 'আজ তারই চোদ্দ আনা ওদেরই পূর্বপুরুষের ঘরে জন্মান্তরিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

চোদ্দই [চোদ্দ+ই] *বিণ* চোদ্দ সংখ্যক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চোদ্দগুষ্টি [চোদ্দ+স গোষ্ঠী] *বি* পুরো বংশ; চোদ্দ পুরুষ। 'তোমার চোদ্দগুষ্টির নিকুচি করে ছেড়ে দেবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

চোদ্দ পুরুষ [চোদ্দ+স পুরুষ] *বি* পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অধস্তন চোদ্দ পুরুষ বা প্রজন্ম। 'আমার ফোরটিন জেনারেষণ অর্থাৎ চোদ্দ পুরুষ মরিবে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

চোনা [ধ্বন্যা] *বি* গবাদি পশুর মূত্র। 'পইতেয় যে চোনা লাগবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

চোপ [ফা চুব] *বি* গাছবিশেষ। 'সেতু চোপ অর্থাৎ মহলাল নামে বৃক্ষের ছালেতে নির্ম্মিত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

চোপদার, চোপাদার [ফা] *বি* দণ্ডধারী। 'যেদিন আজ্জরাইলে আল্লা ভেজিবে চোপদার।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'বিচিত্র নিশান ঝান্টা চেলা চোপাদার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

চোপড় [ধ্বন্যা] *বি* বস্ত্রের অনুরূপ কিছু। 'কাপড় চোপড়গুনো সেরে সুরে গায় দিচ্চি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

চোপরা *বি* চোপা; তর্ক-বিতর্ক। 'মুখে মুখে চোপরা করিস, এত বড় আস্পর্ধা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

চোপরাও [হি] *ক্রি* চুপ করো। 'চোপরাও গস্তানি!' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'চোপরাও ভীরু।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চোপসানো *বিণ* বসে-যাওয়া। 'চোখের চোপসানো চুলোয় বলকানো আঁধার ফুটিয়ে ...।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

চোপা[১] [স চোলক>] *বি* খোসা। 'আঁঠ্যা চোপা খাইলে নহে কুলের খাঁখার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চোপা[২] [স চুব] ১ *বি* তর্ক-বিতর্ক। 'তুই তো কম মেয়ে নয়, আবার চোপা করিস?' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বি* বড়ো বড়ো কথা। 'ঘটকের মুখে সুধু কুলীনের চোপা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* মুখ। 'প্রতিবাদ করবার মত চোপা নেই তার।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চোপা করা *ক্রি* উদ্ধতভাবে তর্ক করা। 'তুই তো কম মেয়ে নয়, আবার চোপা করিস?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

চোপাড় [স চপেট] *বি* চড়। 'চোপাড়ে চাপড়ে ভাঙ্গম গাল।' *বিজয়*, ১৭০০।

চোপাদার *দ্র* চোপ

চোপার চাপর [স চপেট] *বি* চড় চাপড়। 'চোপার চাপর মারে দেয় চুনকালি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চোব [ফা] *বি* তরবারির আঘাতে ক্ষত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চোবদার [ফা] *বি* ১ *বি* পদবিবিশেষ। 'শ্রীসেক কালে চোবদার যুচরিতেষু।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। ২ পার্শ্বচর ভৃত্য। '২৫ জন

চোবদার সোটাবদার বল্লমদার তৈনাতি ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

চোবে *বি* ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। 'পাঁড়ে, দোবে, চোবে, সিং, চার জওয়ান নৌকা রক্ষক হইয়া চলিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

চোমৎকার [স চমৎকার] *বিণ* চমৎকার। 'গোটা কত দংশিয়া দেখাউক চোমৎকার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চোমরানো *ক্রি* পাকানো; তা দেওয়া। 'দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, দাড়ি চোমরানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

চোয়াড় [হি চুহড়া] **১** *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* পার্বত্য জাতিবিশেষ। 'পর্ব্বতস্থ চোয়াড় লোকেরা নিতান্ত অশিষ্ট।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫।

চোয়াড়ে [হি চুহড়া] **১** *বি* অসভ্য। 'ভাবখানা এমন চোয়াড়ের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* অমার্জিত। 'তাঁর চেহারাতে চোয়াড়ে ভাব ছিল না।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

চোয়ানি [স চ্যু>] *বি* ঝরে বা চুইয়ে পড়া। 'যাতে চোয়ানিতে এবং বাষ্পীভূত হয়ে নষ্ট না হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চোয়ানো [স চ্যু>] *বিণ* পরিস্রুত। 'মেঘ-চোয়ানো আলোর ভিতর।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

চোয়াল [হি চুয়াল] *বি* মুখমণ্ডলের যে অস্থিদ্বয়ের সঙ্গে দাঁত লাগানো থাকে। 'গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহী নাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চোয়াল-জাগা *বিণ* গাল বসে গিয়ে চোয়ালের হাড় বেশি করে চোখে পড়া। 'লতিকার চোয়াল-জাগা ফ্যাকাসে মুখ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

চোয়ালভাঙাকথা *বি* উচ্চারণ করা কঠিন এমন কথা। 'নূতন গড়া চোয়ালভাঙা কথা চলিত করিয়া দিয়াছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

চোয়ালভাঙ্গা *বিণ* উচ্চারণ করা কষ্টকর এমন। 'কথাটা একে তো চোয়ালভাঙ্গা, তাহাতে আবার সংস্কৃত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

চোর [স] *বি* যে অন্যের জিনিস আত্মসাৎ করে। 'কানেট চোরে নিল কাগই মাগঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। দ্র **চোরা**

চোরকাঁটা, চোরকাটা [স চোর+স কণ্টক>] *বি* ঘাসজাতীয় উদ্ভিদবিশেষ যার কাঁটা কাপড়ে বিঁধে গেলে ছাড়ানো কঠিন। 'চোরকাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'কাশ আর চোরকাটা ছেড়ে দিয়ে ফড়িং চলিয়া গেছে ঘরে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

চোরকুঠরি, চোরকুঠরী, চোরকুঠুরি [স চোর+স কোষ্ঠ>] *বি* বাড়ির ভিতরের ছোটো গুপ্ত ঘর। 'মাটির নীচে অনেক চোর-কুঠরী বাহির হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'সিঁড়ি, চোরকুঠরি, কুলুঙ্গি ইত্যাদিতে ভরা এই বাড়ি।' *অবন*, ১৯২৭; 'নিখিলনাথ চোর-কুঠুরি হইতে বাহির হইলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

চোর-চোখ *বি* আড় চোখ; বাঁকা দৃষ্টি। 'সরে এসে চোর-চোখে আনু তাকাল।' *শামসুল*, ১৯৬২।

চোরচোট্টা *বি* চোর ও প্রতারক। 'চোরচোট্টার ভয়ে শেষতক।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চোর-জোচ্চোর *বি* চোর ও প্রতারক। 'আজেবাজে চোর-জোচ্চোর মানুষ এসেও তো দাঁড়াতে পারে ছাঁচতলায়।' *মনোজ*, ১৯৬১।

চোর-ডাকাত [চোর+হি ডাকাত] *বি* চোর ও ডাকাত। 'বাংলাদেশে কেবল চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চোরদায় [স চোর+স দায়] *বি* চুরির অভিযোগ। 'আমি কি পড়েছি সখী চোরদায়ে ধরা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চোর-ধরা *বিণ* চোর ধরার কাজে ব্যবহৃত। 'পাহারাওয়ালার চোর-ধরা গোল লণ্ঠনের হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে – সময় চলে গেলে সঠিক কর্তব্য মনে হয়। 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে – ঠিক বিয়ের দিনটিতে বুঝি তোমার চৈতন্য হল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চোরবাদ [স] *বি* চুরির অপবাদ। 'চোরবাদেঁ তোক্ষা বান্ধিয়া থুয়িবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'চোরবাদে জেন তোমারে সাস্তি করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

চোরে যাওয়া *ক্রি* চুরি হওয়া। 'রাজার ভাণ্ডার কিবা দ্রব্য চোরে গেল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চোরের উপর বাটপাড়ি – চোরকে ঠকিয়ে উপার্জন। *মাইকেল*, ১৮৫৯।

চোরের উপর বাটপাড়ের ভয় – অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ প্রতারকের হাতে হারানোর আশঙ্কা। 'এক্ষণে আবার চোরের উপর বাটপাড়ের ভয় উপস্থিত।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া – অপাত্রে রাগ করে নিজেকে কষ্ট দেওয়া। 'চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চোরের তাড়না *বি* চোরের মতো করে পেটানো। 'নিষ্করুণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে।' *রামমোহন*, ১৮১৯।

চোরের মন বোচকার দিকে – নিজের লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ। *জসীম*, ১৯৬১।

চোরের রাত্রিবাস লাভ – বিশেষ লাভের প্রত্যাশায় গিয়ে লাভ না হওয়া। *উমেশ*, ১৮৫৭।

চোরোয়ালি করা *ক্রি* চৌকিদারি করা। 'চোরোয়ালি করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চোরতা [চোতরা] *বি* বিছুটি লতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চোরপালীটা [স চোর>] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'ভাদালী ভাষনা চোরপালীটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চোরা[১] [স চোর>] *ক্রি* চুরি করা। 'কতি সয়ঁ রূপ ধনি আনলি চোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চোরাআঁ** *ক্রি* চুরি ক'রে। 'দুহাঁর কপট হাসী চোরাআঁ আহ্মার বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চোরাবএ** *ক্রি* চুরি করতে। 'মানিনি মান মহঘ ধন তোর/ চোরাবএ অএলাহু অনুচিত মোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চোরায়ব** *ক্রি* ঢেকে দেবো। 'জব হরি করে ধরি কোর বইসাওব আঁচরে চোরায়ব দীপে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চোরায়ল** *ক্রি* চুরি করলো। 'এ সখি পেখল অপুরুব গোরি/ বল করি চীত চোরায়ল মোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **চোরায়লি** *ক্রি* চুরি করলো। 'চীত নয়ন মঝু দুহুঁ সে চোরায়লি শূন হৃদয় অব মান।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **চোরায়িআঁ** *ক্রি* চুরি করলো। 'নিকট গিআঁ/ বাঁশী চোরায়িআঁ সত্বরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চোরায়িতেঁ** *ক্রি* চুরি করতে। 'তথাঁ বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চোরায়িব** *ক্রি* চুরি করবো। 'তবেঁ তার কেনমতেঁ চোরায়িব বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চোরায়িলি** *ক্রি* চুরি করেছিস। 'তোঁ মোর চোরায়িলি বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **চোরি** *ক্রি* চুরি ক'রে। 'কতি সয়ঁ রূপ ধনি আনলি চোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চোরা[২] [স চোর>] **১** *বি* চোর। 'কেহ বলে ধর ধর এই চোরা যায়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* স্নেহপূর্ণ গালিবিশেষ। 'শুনি প্রভু কহে চোরা

দিলি দরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* গোপন। 'মোর সুক ভঙ্গ কৈলে চোরা বান মারী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বিণ* চোরাই। 'চোরা মেকি পয়সায় বিকাব কি বন্ধুত্ব তোমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চোরা আলো *বি* আড়াল থেকে বিচ্ছুরিত আলো। 'মাঝে মাঝে চোরা আলো পড়ে রাস্তা হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চোরাই [স চোর>] **১** *বিণ* চুরি করা হয়েছে এমন। 'তাহারা চোরাই মাল পাচার করিবার চেষ্টায় রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বিণ* অপহৃত; চুরি-করা। 'চুরিও করিলাম, অথচ চোরাই মাল ঘরে আসিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৩** *বি* অপহরণ। 'চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চোরাই চালান *বি* খুব গোপনে পাচার। 'কেউ কেউ এসব মালের চোরাই চালান দিতে শুরু করেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চোরাই মাল **১** *বি* চুরি করা জিনিস। 'তাহারা চোরাই মাল পাচার করিবার চেষ্টায় রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'চুরিও করিলাম, অথচ চোরাই মাল ঘরে আসিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **২** *বি* অবৈধ পণ্য। 'চোরাই মাল সমেত মোল্লা সাহেবের ট্রাকখানাকে ভাঙা উল্টানো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চোরা-উৎপাত *বি* গোপন ঝামেলা। 'এইরকম চোরা উৎপাতের সময় সমুদ্রের ওপার হইতে খবর আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চোরাও [স চোর>] *বিণ* চোরাই। 'একটা হুকুমের চোরাও নকল দিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

চোরা-কটাক্ষ [চোরা+স কটাক্ষ] *বি* বাঁকা চাউনি। 'কবির ললনা আধখানি বেঁকে চোরা-কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চোরাকাটা *বি* ঘাসজাতীয় উদ্ভিদবিশেষ যার কাঁটা কাপড়ে বিঁধলে খোলা কঠিন। 'দাঁত দিয়ে একটা চোরাকাটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললো ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

চোরাকারবার [স চোর+ফা কারবার] *বি* অবৈধ ব্যবসা। 'ফাটকাবাজি, মজুতদারি চোরাকারবার এ সমস্তের কী ...।' *মানিক*, ১৯৪৭।

চোরাকারবারি, চোরাকারবারী [স চোর>+ফা কারবার>] *বি* অবৈধ ব্যবসায়ী। 'মজুতদার ও চোরাকারবারীদের ট্রাকগুলো যুদ্ধের কয়েক বছর ধরে সে চালিয়ে এসেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'চোরাকারবারি, মজুদদার, মুনাফাখোর ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

চোরাকোঠা [স চোর>+স কোষ্ঠ>] *বি* বাড়ির ভিতরের ছোটো গুপ্ত ঘর। 'হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন চোরাকোঠায় গিয়ে ঢোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চোরাগলি *বি* গোপন পথ। 'সেটা যথার্থই একটা পথ, চোরাগলি নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

চোরাগুপ্তি *বি* গোপন পথ বা উপায়। 'আইনের ফাঁকি দেওয়ার পথ-বিপথ চোরাগুপ্তিগুলিও আবিষ্কৃত হয়েছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

চোরা গোপ্তা **১** *বি* গোপনে করা হয় এমন কাজ। 'বাজে দর্শকদের মধ্যে দু এক জন কুটেল চোরা গোপ্তা মাচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* গোপনে ও অতর্কিতে করা হয় এমন। 'সম্মুখসংগ্রামে পরাস্ত হয়ে তারা চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছিল।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

চোরা গোপ্তান *বি* প্রকৃত বিষয় গোপন রাখা। 'আজ কালও অনেক কাগজে চোরা গোপ্তান চলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চোরাচর *বি* ডুবোচর। 'নইলে তা যে কোনো সময় চোরাচরে আটকা পড়তে পারে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

চোরা-চাওয়া *বি* গোপন চাহনি। 'সবাইকে লুকিয়ে ঐ একটি চোরা-চাওয়ায় ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

চোরাচালান *বি* অবৈধভাবে আমদানি-রপ্তানি। 'চোরাচালান ও তাহারই অনুসঙ্গী কালোবাজারী যে বন্ধ হইবে।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

চোরাচালানকারী *বি* অবৈধভাবে আমদানি-রপ্তানি করে যে। 'চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

চোরাচালানী *বি* অবৈধভাবে আমদানি-রপ্তানি করে যে। 'কালোবাজারী ও চোরাচালানী সমাজে সদর্পে বিচরণ করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

চোরাচোখ *বি* আড়নজর। 'কাজেই সুযোগ বুঝে চোরাচোখে এদিক-ওদিক তাকানো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

চোরা না শুনে ধর্মের/ধর্ম্মের কাহিনী – খারাপ লোকে ভালো পরামর্শ শোনে না। 'মনে মনে বলিবে এ বেটা উঠে গেলে বাঁচি – চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।' *প্যারী*, ১৮৫৯; 'কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

চোরাবাজার [স চোর>+ফা বাজার] *বি* অবৈধ পণ্যের বাজার। 'চোরা-বাজারের থেকে তবু ঠুলি চাই।' *জীবন*, ১৯৩০।

চোরাবাজারী [স চোর>+ফা বাজার] *বি* অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে। 'আড়তদার আর চোরাবাজারীর দল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চোরাবালি [স চোর>+স বালুকা] *বি* পানিতে ডোবানো ফাঁপা বালির চর, যার উপর ভর দিলে তা ডুবে যায়। 'বিরহের চোরাবালি বড়ই দুষ্কর।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

চোরাবালু [স চোর>+স বালুকা] *বি* চোরাবালি। 'প্রিয়তমা, পথে পড়েনি তো চোরাবালু?' *শক্তি*, ১৯৬৫।

চোরা রাস্তা *বি* গুপ্তপথ। 'লোভের প্রকাশ্য ও চোরা রাস্তা দিয়ে কারখানাঘরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চোরে [স চোর>] *বি* চুরি। 'সোনার ঘড়ী চোরে গিয়াছে।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

চোরা[৩] [স ক্ষুর>] *বি* ধান, ছুরি প্রভৃতির অগ্রভাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চোরো [চর>] *বিণ* নদী বা চর সংলগ্ন। 'ফোটা সরিষার পাপড়ির ভরে চোরো মাঠখানি কাঁপে থরে থরে।' *জসীম*, ১৯৩০।

চোলনা [স চোল>] *বি* নেংটি। 'চোলনা পরিধান কোপে বীর কম্পমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চোলা *বি* জ্বালানি কাঠ; চেলা; চলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চোলাই [হি চুলা>] *বিণ* পরিস্রুত। 'রসের বাজারে চোলাই করিতেছ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'যতই চোলাই করা যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

চোলাইখানা *বি* মদের কারখানা। 'রবীন্দ্রকাব্যের চোলাই-খানার দেশে তামাশা করাটা সব অবস্থাতেই সোজা।' *মানিক*, ১৯৩৯।

চোলানো [হি চুলা>] **১** *ক্রি* পরিস্রুত করা। 'বিশ্বজগৎকে ভাষা দিয়া মানুষের ভিতর দিয়া চোলাইয়া লইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *ক্রি* মিশ্রণ করা। 'দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চোলি, চোলী [হি চোলী] *বি* কাঁচুলি। 'খসত বসন রসন চোলি বিগলিত বেণি লোলনি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০; 'তাসের কাপড়ের ঘাঘড়া,

কিংখাপের চোলী, দিল্লির ওড়না ...।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

চোষট্টি [পা চতুসট্‌ঠি] *বিণ* ৬৪ সংখ্যক। 'ক খ আদি ইঙ্গিতে চোষট্টি বর্ণ জানে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চোষা *বিণ* চোষে এমন। 'মণ্ডালোষা দধি চোষা ঢোসা জল যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

চোষ্য [স] *বিণ* চুষে খেতে হয় এমন। 'প্রতি ভাণ্ডারে চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় চারি প্রকার সামগ্রী পরিপূর্ণ।' *রাজীব*, ১৮০৫।

চোষ্যা [স চোষ্য] *বিণ* চোষ্য। 'চৈব্যা চোষ্যা লেহ্যা পেয় খোজএ ষকল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চোস্ত [ফা] ১ *বিণ* ক্ষীণ। 'গরমি কালের কারণ কিছু চোস্ত হইয়াছে।' *কেরী*, ১৮০১। ২ *বিণ* চতুর। 'প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দ হতে চালাক চোস্ত ও ধড়িবাজ লোক।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* আঁটসাঁট; ঢিলা নয় এমন। 'একটি সাটিনের চোস্ত কুরতি ছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ৪ *ক্রিবিণ* চটপটে। 'বয়স কম চোস্ত কাজ করে।' *জীবন*, ১৯৩২। ৫ *বিণ* চমৎকার। 'বলেছো তো বেশ চোস্ত।' *অন্নদা*, ১৯৪২। ৬ *বিণ* উঁচু মানের। 'রেডিয়োওয়ালার চোস্ত ফার্সী জানার কথা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ৭ *বিণ* দক্ষ। 'হাত কত চোস্ত হলে তাড়াতাড়ির মধ্যে এমন নিখুঁত গর্ত হয়।' *মনোজ*, ১৯৬১। ৮ *বিণ* নির্ভেজাল। 'বাইরের লোকের সামনে চোস্ত ক্যালকেশিয়ান।' *সুনীল*, ১৯৭০।

চোস্তো [ফা] *বিণ* দারুণ; চমৎকার। 'তোফাই! উমদা চিজই বটে, আমীর-ওমরাদের আর অপরাধ কি দস্তুরমতোই চোস্তো খাবার।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

চোহাড় *বি* বন্য জাতিবিশেষ। 'অতি নিচ কুলে জন্ম জাতিতে চোহাড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **চোয়াড়**

চোহেল [হি চুহল] *বি* মুখরিত আনন্দ-উৎসব। 'কেউ ষেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পণ করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের এক শেষ করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চৌ [পা চতু] *বিণ* চার সংখ্যক। 'চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চৌচালা *বি* চারটি চালওয়ালা ঘর বা মন্দির। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চৌআড়ি, চৌআরি [স চতুর্দ্বারী] ১ *বিণ* চার চালাবিশিষ্ট। 'চৌআড়ি মন্দির অতি বিবিধ শোভন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* পাঠশালা। 'সেই কন্যা মনোরঙ্গে ... অই চৌআড়িত নিত্য যাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* বৈঠকখানা। 'ঘরে ঘরে সকলের সুবর্ণ চৌআরি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চৌকরা [স চতুষ্ক] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'মুক্তার চৌকরা পাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

চৌকশ [হি চৌকস] *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'নির্বিবাদ চৌকশ ঘুমে।' *জীবন*, ১৯৪৮। *দ্র* **চৌকোস**

চৌকষ [হি চৌকস] *বিণ* পরিশ্রমী। *মানোএল*, ১৭৪৩। *দ্র* **চৌকোস**

চৌকা [স চতুষ্ক] *বিণ* চার কোণবিশিষ্ট। 'শয্যার নীচে যথার্থই একখানি চৌকা তক্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

চৌকাট, চৌকাঠ [হি চৌখট] *বি* দরজার চারপাশের ফ্রেম বা কাঠামো। 'সূত্র ধরিআ ভিত দিল চারি পাট. জৌ ঝান-কাট কৈল কপালি চৌকাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'করিয়া লোহার পাট দিল চারি চৌকাঠ।' *কেতকা*, ১৬৫০।

চৌকাঠ মাড়ানো *ক্রি* বাড়িতে আসা; দরজা দিয়ে ঢোকা। 'কখনও সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'একদিনও তো আমাদের চৌকাঠ মাড়াননি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চৌকান্ত [স চতুষ্কী] *বিণ* চার কোনাবিশিষ্ট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চৌকি[১], চৌকী [স চতুষ্কী] ১ *বি* ঘাঁটি; পাহারার স্থান। 'পাষাণ পাঁচির বেড়ি রাত্রি দিবা চৌকি এড়ি পুরুষ কেমনে গেল তথা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* চৌকিদার। 'চৌদিগে সহরপনা দ্বারে চৌকী কত জনা।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* ফাঁড়ি। 'তার আগে দড় দড়, পাঠানের চৌকী বড়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৪ *বি* শুল্ক আদায়ের জায়গা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আমীন সাহেবের তস্মাৎ যথাকার ব্যাপ্য যে চৌকী হয় তথায় পাঠাইয়া দিবেন।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭। ৫ *বি* পাহারা। 'সন্তান হইলেই তাহাকে মারিব, এই নিশ্চয় করিয়া ... চৌকি বসাইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

চৌকিখানা [স চতুষ্কী+ফা খানাহ্] *বি* ফাঁড়ি; থানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চৌকিদার, চৌকীদার [স চতুষ্কী+ফা দার] *বি* পাহারাদার। 'চোরে চৌকিদার বান্ধে।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'সাতজন দেশী চৌকীদারের হাজিরি করিয়া রিপট দাখীল করিয়াছিলাম।' *ভেরলি*, ১৭৮০।

চৌকিদারি, চৌকিদারী [স চতুষ্কী+ফা দার>] ১ *বি* পাহারাদারের জন্যে কর। 'নিলাম হইলে চৌকিদারি ও খাজনা কিম্বা টেকস দিগর যাহা লাগে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ২ *বি* পাহারা দেওয়ার কাজ। 'আমিও তখন চৌকিদারী করি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

চৌকীদারান [স চতুষ্কী+ফা দারান] *বি* গ্রামের অথবা পুলিশ ফাঁড়ির পাহারাদারগণ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

চৌকি[২] [স চতুষ্কী] ১ *বি* চেয়ার; টুল। *মানোএল*, ১৭৪৩; *ওসাঁ*, ১৭৮৫। 'সমাদর পুরঃসরে, যত্ন করে বসিবারে, চৌকি আনি দিল।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬; 'বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* চার পায়াযুক্ত কাঠের খাট। 'প্রহরী ঘুমায় সভে চৌকির উপর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চৌকীয়াত [স চতুষ্কী>] *বি* রাজস্ব আদায়ের স্থান অথবা পাহারা। 'নমক চৌকীয়াতের যে আমলারা নিষেধিত নমকের কারবারের বারণার্থ ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

চৌকে [স চতুষ্ক] *বিণ* চার সংক্রান্ত। 'প্রথমে কড়াকে গণ্ডাকে বুড়কে চৌকে নামতা পর্য্যন্ত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

চৌকো [স চতুষ্ক] ১ *বি* চারকোনা ছাঁচ। 'কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপর সে ছোটো ছোটো ঝিনুক সাজাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ *বিণ* চারকোনা। 'চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

চৌকোড়হি [স চতুষ্কোটি] *বিণ* চার কোটি। 'চৌকোড়হি বিমুকা জইসো তইসো হোই।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

চৌকোণ [স চতুষ্কোণ] *বিণ* চার কোণবিশিষ্ট। 'সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

চৌকোনা [স চতুষ্কোণ] *বিণ* চার কোণবিশিষ্ট। 'বাড়িগুলো চৌকোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'সুন্দর সপরিকল্পিত চৌকোনা আসন।' *জসীম*, ১৯৬১।

চৌকোশ [হি চৌকস] ১ *বিণ* কাজের উপযুক্ত। 'কাজেই যা গোল, তাকে তিনি চৌকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৯। ২ *বিণ* মুগ্ধ করে এমন। 'যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি চৌকোশ কথাবার্তা।' *সুনীল*, ১৯৭০।

চৌকো শাক *বি* শাকবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চৌকোষ [হি চৌকস] *বিণ* মজবুত ও সুন্দর। 'বড়ো বড়ো চৌকোষ থাম সেকালের স্মৃতি বহন করছে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

চৌকোস [হি চৌকস] *বিণ* সকল বিষয়ে পারদর্শী। 'আজকালকার ছেলেরা কি চৌকোস।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

চৌক্ষ [স চক্ষু] *বি* চোখ। 'তবে কেন কানা চৌক্ষের ঔষধ না কর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চৌখ [সচক্ষু] *বি* চোখ। 'নাহি তার দুয়ি চৌখে লাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চৌখ ঠারা *ক্রি* চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চৌখের বালি *বি* চোখের বালি। 'ননদী দেখয়ে চৌখের বালি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

চৌখণ্ড [স চতুঃ-খণ্ড] *বিণ* চার টুকরা। 'খণ্ডে খণ্ডে চৌখণ্ড বুরুজ বহুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চৌখণ্ডি [স চতুঃ-খণ্ড] *বিণ* চৌচালা। 'বিচিত্র চৌখণ্ডি ঘর দেখিতে সুন্দর।' *মালাধর*, ১৫০০।

চৌখার [চৌ+ফা খার] *বি* কাঁটাময় চতুর্দিক। 'চাহিতে চৌখার দেখে চমকে শরীর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চৌখুপ্পি [চৌ+স ক্ষুপ>] *বিণ* চেককাটা; চারকোনা নকশা-আঁকা। 'চৌখুপ্পি কম্বল জড়িয়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চৌখুরি, চৌখুরী [চৌ+স ক্ষুর>] *বি* চার পায়াযুক্ত পিঁড়ি; চৌকি। 'চন্দন চৌখুরি দিল রত্ন কণ্ঠমালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'চন্দন চৌখুরী দিল ঝারি কণ্ঠমালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চৌগুন [স চতুর্গুণ] *বিণ* চার গুণ। 'মনে পাওল ভেল চৌগুন বানি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চৌগুনা [স চতুর্গুণ] *বিণ* চার গুণ সম্পন্ন। 'সৈয়দগিন্নী তেগুনা কিংবা চৌগুনা আয়ের ব্যবস্থা করে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

চৌগোঁপ্পা [চৌ+স গুম্ফ>] *বিণ* দাড়ি দুই ভাগ করে উপর দিকে গোঁফের সাথে তুলে দেওয়া হয়েছে এমন। 'বাবুরামবাবু চৌগোঁপ্পা ...' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চৌগোঁফা [চৌ+স গুম্ফ>] *বিণ* দাড়ি দুইভাগ করে উপর দিকে গোঁফের সাথে তুলে দেওয়া হয়েছে এমন। 'চৌগোঁফা মজাই দাড়ি, খুলিয়াছে ভাল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'নির-গোঁফের নাকে চড়ে ইঁদুর চৌগোঁফা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

চৌঘড়া *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; নহবত। 'চৌঘড়া বাজল না।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

চৌঘুড়ি, চৌঘুড়ী [চৌ+স ঘোটক] *বি* চার ঘোড়ার গাড়ি। 'শিঙ্গাকাড়া করতল চৌঘুড়ি ঘোড়ায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'চৌঘুড়ী, ভেঁপু, মোসাহেব ও রাঁড়ের ছড়াছড়ি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চৌচল্লিশ [পা চতুচত্তালীসা] *বিণ* চুয়াল্লিশ। 'চৌচল্লিশ বাব কথা শুন অনুভাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চৌচির [চৌ+স চীর] *বিণ* খণ্ডবিখণ্ড। 'পাথর ফাটিয়া শোকে হইল চৌচির।' *গরীব*, ১৭৬৫।

চৌচাপটে *ক্রিবিণ* পূর্ণ মাত্রায়। 'ইয়ার গোচের বামুনদিগের চৌচাপটে জিত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চৌচাল [চৌ+স চাল] *বিণ* চার চালবিশিষ্ট। 'চৌচাল বাঙ্গলা শোভে বিশেষ জোঁঘর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চৌচালা [চৌ+স চাল] *বিণ* চার চালাবিশিষ্ট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

চৌট [হি চোট] *বি* আঘাত। 'তোবের গোলার চৌটে নিপাত করিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

চৌটখণ্ডী *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। 'গঙ্গাধর চৌটখণ্ডী।' *সেবধি*, ১৮৪০।

চৌটি [চৌ>] *বি* চার ভাগের এক ভাগ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

চৌঠ [স চতুর্থ] *বিণ* চতুর্থ। 'চৌঠ পহরে গুণিআঁ পাঁচ সাতে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চৌঠমেতে *ক্রিবিণ* চতুর্থত। 'চৌঠমেতে নূর ছিতারা।' *লালন*, ১৮৯০।

চৌঠা [স চতুর্থ] ১ *বিণ* চতুর্থ। 'চৌঠা জ্বর।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* (তারিখের ক্ষেত্রে) চার সংখ্যক। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

চৌঠা জ্বর *বি* চার দিন পর পর আসে এমন জ্বর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চৌঠি [স চতুর্থী] ১ *বিণ* চতুর্থী। 'কী হমে সাঁঝক একসরি তারা ভাদর চৌঠিক সসী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* চতুর্থাংশ। 'পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চৌড়া [হি চৌড়া] *বিণ* চওড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আর জে সকল জিনিষ ছিল তাহার জায়দাদ সিন্দুক লম্বা ১২ ইঞ্চি চৌড়া ৯ ইঞ্চি উচা ৭ ইঞ্চি।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

চৌড়াই *বিণ* প্রস্থবিশিষ্ট। 'অমন লম্বাই চৌড়াই কর কেন।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

চৌত [হি চৌথ] *বি* প্রজার উপস্বত্বের চার ভাগের এক ভাগ। 'চৌত দিতে হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চৌতরা [ফা চবতরাহ] ১ *বি* চত্বর। 'আর যত লোক সব চৌতরা দালানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সভাগৃহ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চৌতলা [স তলা>] *বি* চারতলা। 'চৌতলাতে একটা ধারে জানালাখানার ফাঁকে/ প্রদীপশিখা ছুঁচের মতো বিঁধছে আঁধারটাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৩৭।

চৌতাল [চৌ+স তাল>] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ; দুই মাত্রার পর্ববিশিষ্ট বারো মাত্রার তাল। 'আমারদিগের সর্ব্বাঙ্গে বিবস্ত্র করিয়া খেমটা আড়খেমটা চৌতাল ঝাঁপতাল বাজাইলে ছেনাল বলে না।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'ইহা চৌতালও নহে, একতালও নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

চৌতালা [চৌ+স তলা>] *বিণ* চার তলাবিশিষ্ট। 'এক উত্তম চৌতালা বাটী লওয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

চৌতিশ [স চতুস্ত্রিংসতি] *বিণ* ৩৪ সংখ্যক। 'ষোল নাম চৌতিশ বর্ণ চারিবেদ সার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চৌতিশা *বি* চৌত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণের প্রতিটিকে আদ্যক্ষর ধরে রচিত ছোটো ছোটো কবিতা বা পদসমষ্টি। 'বারমাস বিলাপএ চৌতিশা সহিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চৌতুলা *বি* এক ধরনের টুপি। 'চামের চৌতুলা শোভে শিরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চৌত্র *বিণ* অভিযোগকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চৌত্রিশ [পা চতুত্তিংসতি] *বিণ* ৩৪ সংখ্যক। 'চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া কৈলা স্তব।' *ভারত*, ১৭৬০।

চৌথ [হি] ১ *বি* চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ। 'জমিদার মহাশয়রা চৌথ

অর্থাৎ চারিভাগের এক ভাগ লন।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫। **২** *বি* গাছের উপর নিরূপিত করবিশেষ। 'আপনার জায়গায় গাছ তয়েরি করিবে, তাহার চৌথ জমিদার পাইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

চৌথা [হি] *বিণ* চতুর্থ। 'তাঁকে চৌথা আসমানে লইয়া গেলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

চৌথাই [হি চৌথা>] *বি* চার ভাগের এক ভাগ। 'চৌথাই সেলামি দিয়া আপন নামে পাট্টা করিয়া লইবা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

চৌদ [পা চতুদ্দস] *বিণ* চতুর্দশ সংখ্যক। 'চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চৌদল [স চতুর্দোল] *বি* চতুর্দোল। 'আস্থবেস্থ দুলিআ চৌদল করে কান্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চৌদানি, চৌদানী [চৌ+ফা দানাহ>] *বি* কানের অলংকার বিশেষ। 'যথা, দমদম, চৌদানি, বোন্দা, দোলড়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'কেহ কেরাপাত পরে কেহ বা চৌদানী।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

চৌদিক, চৌদিগ [স চতুর্দিক] *বি* চতুর্দিক। 'চৌদিগে গোপিনিগণ মদ্ধে নন্দবালা।' *মালাধর*, ১৫০০; 'চৌদিকে লোক বলি উঠে হরি হরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চৌদিশ, চৌদীস [স চতুর্দিশ্] *বি* চারদিক। 'বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস।' *চর্যা* ৬, ১২০০; 'সখিজন হুলাহুলী পাড়ে চৌদিশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চৌদুন [স চতুর্গুণ] *বিণ* (সংগীত) চারগুণ দ্রুততাসম্পন্ন। 'দম দিয়ে কলের তাল দুন চৌদুন করা শক্ত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চৌদুলি [স চতুর্দোল] *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'চৌদুলি চুনারি মাঝি কোরঙ্গা দেখায় বাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চৌদোল [স চতুর্দোল] *বি* এক প্রকার পালকি। 'ডগমগ চৌদোল চাইনে' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

চৌদোলা [স চতুর্দোল] *বি* এক প্রকার পালকি। 'চৌদোলায় সালঙ্কারা সুন্দরী বধূ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

চৌদ্দ [পা চতুদ্দস] *বিণ* চোদ্দ (১৪) সংখ্যক। 'আড়ে চৌদ্দকোস বঠে গোবর্দ্ধন গিরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চৌদ্দআনা *বিণ* সিংহভাগ। 'রিলিফ ফাণ্ডের টাকার চৌদ্দআনা কর্মীদের ভরণ-পোষণে ব্যয় হইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

চৌদ্দ কলা *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'লঘু ১৪ চৌদ্দ কলা। পরে গুরু।' *বড়ু*, ১৫৭০।

চৌদ্দ পুরুষ *বি* পূর্বপুরুষ। 'তাহার চৌদ্দ পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া।' *শরৎ*, ১৯১৮।

চৌদ্দপুরুষের চল্লিশার আয়োজন হওয়া– অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করা। 'আজহার ও তার চৌদ্দপুরুষের চল্লিশার আয়োজন হইতেছিল দরিয়াবিবির ঠোঁটে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

চৌদ্দপেয়ে *বিণ* চতুর্দশপদী; চৌদ্দপংক্তিবিশিষ্ট। 'আমি লিখি ... চৌদ্দপেয়ে কবিতা।' *প্রমথ*, ১৯২০।

চৌদ্দ পোয়া *বি* এক ধরনের শাস্তির নাম (দুই পায়ের পাতা সাড়ে তিন হাত দূরত্বে রেখে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা)। 'শুনি চৌদ্দ পোয়ার কথা/ কুড়ো কাঠা কই আন্দাজে।' *লালন*, ১৮৯০।

চৌদ্দ ভুবন *বি* (বৈষ্ণব) সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল অথবা চৌদ্দ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ। 'চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

চৌদ্ধ [পা চতুদ্দস] *বিণ* চোদ্দ (১৪) সংখ্যক। 'পৈতালিষ তঙ্কা চৌদ্ধ আনা আট গণ্ডা খাজনা সহি দিবা।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪। *দ্র* **চৌদ্দ**

চৌধর *বি* ঘোড়ার প্রজাতিবিশেষ। 'পঞ্চমাল আনচাল মমছি চৌধর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চৌধুরাণী [স চতুর্ধুরী] *বি স্ত্রী* পদবি বিশেষ। 'বুঝি দেবী চৌধুরাণী হরবোলা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

চৌধুরি, চৌধুরী [স চতুর্ধুরী] **১** *বি* মোড়ল। 'সপ্তগ্রাম মুলুকের যে হয় চৌধুরী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* গ্রামের প্রধান। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *বি* জমিদার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৪** *বি* বাঙালি পদবি বিশেষ। 'তাহার টরণি শ্রীযুত লালমোহন চৌধুরি।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'রাজকৃষ্ণ চৌধুরী।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

চৌপদী [চৌ+স পদী] *বি* সংগীতবিশেষ। 'মথুরাজীব, চৌপদী, রসকদমী; এই তিন রকম গান শিকিচি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চৌপর[1] [চৌ+স প্রহর] *ক্রিবিণ* চার প্রহর ধ'রে। 'চারিজন বসি পারে খেলিতে চৌপর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চৌপর[2] [চৌ+স পল>] *বি* টুপি। 'ফুলের চৌপর শিরে, ফুল-মালা গলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

চৌপল [হি চৌপাল] **১** *বি* চারকোনা বিশিষ্ট সভাগৃহ। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* চারকোনা বোতল। 'চৌপলের শোলার ছিপিটি খুলে ফেল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চৌপাঈ [হি] *বি* চারপদবিশিষ্ট কবিতা। 'হিন্দুস্তানী ভাষে সেই চৌপাঈ ছেটি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চৌপাড়ি, চৌপাড়ী [স চতুষ্পাঠী] **১** *বি* টোল; স্কুল। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'চৌদিকে চৌপাড়িময়, পাঠ চায় পড়ুয়াচয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* গ্রন্থাগার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* টোল; হিন্দুশাস্ত্র শেখার বিদ্যালয়। 'অন্য২ শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

চৌপায়া [চৌ+স পাদ] **১** *বিণ* চার পাওয়ালা। 'টেবিলের উপরে চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **২** *বি* চারটি পায়া দিয়ে তৈরি ছোটো আসনবিশেষ। 'চৌপায়া নিয়ে আয়, শিগগির।' *তারা*, ১৯৪০।

চৌবাচ্চা, চৌবাচ্ছা [ফা] *বি* পানি রাখার চারকোনা আধার। 'ভড়দেশের এক মন্দির ও চৌবাচ্চা পুনর্গ্রন্থন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'কয়েকটী চৌবাচ্ছা বা পুকুর আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

চৌবাচ্চাঘর *বি* যে ঘরে পানি রাখার চৌবাচ্চা স্থাপিত। 'এখন কুঠির ভাঙা চৌবাচ্চাঘর, জ্বালঘর ... ইটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চৌবাড়ী [স চতুষ্পাঠী] *বি* টোল; সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র। 'গ্রামে২ চৌবাড়ী ও পাঠসালা ও মকতবখানা।' *রামরাম*, ১৮০১।

চৌবেড় [স চতুর্বেষ্টনী] *বি* চারদিক। 'বেড়িবে চৌবেড়ে ময়না বিশিষ্ট বাঞ্ছিত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চৌবেদী [স চতুর্বেদী] *বি* এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। 'কত কত দোবেদী, চৌবেদী ... ব্রহ্মচারী স্তোত্র পাঠ করিতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চৌমহলা [চৌ+আ মহল>] *বিণ* চার মহলবিশিষ্ট। 'উত্তর দক্ষিণ দিঘল - চৌমহলা সে ঘর।' *রামরাম*, ১৮০১।

চৌমাথা [স চতুঃ>] *বি* চার পথের মিলনস্থল। 'দেখিলাম, চৌমাথার কাছে, একটি ছোট বালক।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

চৌম্বক [স] *বিণ* চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তিবিশিষ্ট। 'বৈদ্যুতীয় বলে, বা চৌম্বক বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

চৌয়ান্ন [পা চতুপঞ্ঞাসা] *বিণ* চুয়ান্ন সংখ্যক। 'আচার্য্য কহে নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চৌয়ার *বি* পাশা খেলায় চার সংখ্যক দান। 'বিদু পেল্যা সদাগর পেলিল চৌয়ার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চৌয়াল্লিশ [পা চতুচত্তালীসা] *বিণ* চুয়াল্লিশ সংখ্যক। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'চৌদ্দ লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার চারি শত সাতাশী জন লোক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

চৌর [স] **১** *বি* চোর। 'কানেট চৌরি [চৌর+ই] নিল অধরাতী।' *চর্যা* ২, ১২০০; 'জো ষো চৌর সৌ দুষাধী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০। **২** *বিণ* অভিযোগকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চৌরতুল্য [স] *বিণ* চোরের মতো। 'চৌরতুল্য দাসে মাতা কর পরিত্রাণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চৌরসংজ্ঞা [স] *বি* চোরে চোরে চেনাজানার জন্য নানারকম গোপন-সংকেত। 'দেবভাষায় এ-জিনিসের নাম চৌরসংজ্ঞা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

চৌরঙ্গি [হি চৌরঙ্গ] *বি* হাত-পা বিচ্ছিন্ন অবস্থা। 'রহিল চৌরঙ্গি হই ধরণীত গড়ি।' *সুলতান*, ১৭০০।

চৌরঙ্গিয়া [হি চৌরঙ্গ] *বি* পক্ষাঘাত-রোগী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চৌরঙ্গিবাত [হি চৌরঙ্গ] *বি* এক প্রকার বাতরোগ। 'জাতিটাকে যখন চৌরঙ্গিবাতে ধরল …।' *অবন*, ১৯২৫।

চৌরস [স চতুরস্র] *বিণ* চারকোনা ভাঁজবিশিষ্ট। 'চৌরস করিয়া পাত্র শ্রীমুখ করিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চৌরানয়ি [পা চতুনবুতি] *বিণ* চুরানব্বই। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

চৌরাম করা *ক্রি* কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। 'চৌরাম করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চৌরাশি, চৌরাশী, চৌরাসি [পা চতুরাসীতি] *বিণ* চুরাশি সংখ্যক। চৌরাসি নরক কুণ্ড জত জমলোকে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'চৌরাশী-ক্রোশ সেই খণ্ডেরময়াল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'লুট কর্‌য়া খায় বাঘ চৌরাশি বাজার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চৌরাস্তা [চৌ+ফা রাশতহ>] *বি* চার রাস্তার মিলনস্থল। 'চৌরাস্তার বামপার্শ্বে ৬৬ নং বাটীভাড়া হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

চৌরাহ [চৌ+ফা রাহ] *বি* চৌরাস্তা। 'চৌরাহে যেথা যেথা লটকায় পরওয়ানা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

চৌরি [স চৌর] *বিণ* গুপ্ত। 'তুহুঁ জদি কহসি করিএ অনুসঙ্গ/ চৌরি পিরীতি হএ লাখ গুন রঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চৌরি ঝাড় *বি* গোপন স্থান। 'দুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চৌর্য, চৌর্য্য [স] *বি* চুরি। 'পরদার পরহিংসা পরধন চৌর্য্য।' *মালাধর*, ১৫০০।

চৌর্যকরণ [স] *বি* চুরির কাজ। 'চৌর্যকরণহেতু লাকেট সাহেবের বেত খাইয়া …।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চৌর্যক্রিয়া [স] *বি* চুরির কাজ। 'নগরে গুরুতর চৌর্যক্রিয়া আরম্ভ হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চৌর্যবিদ্যা, চৌর্য্যবিদ্যা [স] *বি* চুরিবিদ্যা। 'মহোদয় নূতন গ্রন্থ প্রকাশে যে চৌর্য্যবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

চৌর্যবৃত্তি, চৌর্য্যবৃত্তি [স] *বি* চুরির পেশা। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'ধনলুব্ধ হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি ও উৎকোচ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'চৌর্যবৃত্তিকেই রাতারাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ …।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চৌর্যাদি, চৌর্য্যাদি [স চৌর্য-আদি] *বি* চুরি এবং অনুরূপ খারাপ কাজ। 'ভ্রান্ত ও অশান্ত স্বান্ত হইয়া … চৌর্য্যাদি বৃত্তিতেই বীর্য্য প্রকাশ করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চৌর্যাপরাধ [স চৌর্য-অপরাধ] *বি* চুরির অপরাধ। 'চৌর্যাপরাধে শূলে আরোহিত হইয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চৌর্যার্থে, চৌর্য্যার্থে [স চৌর্য-অর্থ] *ক্রিবিণ* চুরি করার উদ্দেশ্যে। 'যেমত চোরেরা ধনবানেরদের বাটীতে চৌর্য্যার্থে গমন …।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

চৌগুরা *বিণ* চারটি। 'দেখো; সেই মস্তোকের চৌগুরা জোরা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

চৌষট্টি [পা চতুসট্‌ঠি] **১** *বি* চৌষট্টি মাতৃকা (দেবী)। 'যাহা কহি আমি তাহা শুন তুমি শুনহ চৌষট্টি সনে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* ৬৪ সংখ্যক। 'চৌষট্টি জুগিনী মেলে যুদ্ধ কৈল তোমা ঝিএ দেখ্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চৌষট্টি করা *ক্রি* প্রতিমা পূজা করা। 'চৌষট্টি করা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চৌষাট [পা চতুসট্‌ঠি] *বিণ* চৌষট্টি সংখ্যক। 'চৌষাট লাখ তাত মোর দানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চৌসট্টি [পা চতুসট্‌ঠি] *বিণ* চৌষট্টি সংখ্যক। 'পড়িল চৌসট্টি বিদ্যা গুরু সন্নিধানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

চৌসঠ্‌ঠী [স চতুসট্‌ঠি] *বিণ* চৌষট্টি সংখ্যক। 'এক সো পদমা চৌসঠ্‌ঠী পাখুড়ী।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

চৌহদ্দি [আ হদ্দ>] *বি* চারদিকের সীমানা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দক্ষিণদেশের নির্ভুল চৌহদ্দি নির্ণয় করে দেওয়া আমার সাধ্য নয়।' *প্রমথ*, ১৯১২।

চৌহরা [হি] *বিণ* চারদিকে প্রশস্ত। 'চৌহরা বাজার দেখে অনেক দোকান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চৌহাত্তরি [পা চতুসত্ততি] *বিণ* চুয়াত্তর সংখ্যক। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

চৌহালিনী *বিণ স্ত্রী* আশঙ্কিত। 'আহ্মে নাগরী গোআলী বড়ায়ি চৌহালিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চছল চছল [ধ্বন্যা] *বি* নদীর পাড়ে জলের ঢেউয়ের আঘাত হানার শব্দ। 'নদীর চছল চছল শব্দে জেগে উঠলাম।' *জীবন*, ১৯৪২।

চছাড়া *ক্রি* ত্যাগ করা। 'বাম দাহিণ দো বাটা চছাড়ী সান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।' *চর্যা* ১৫, ১২০০।

চিছজা [পা ছিজ্জতি] *ক্রি* ছেদ করা। 'নৌ দাড়ই নৌ তিমই ন চ্ছিজই।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০।

চ্ছিণালী [পা ছিন্নিকা] *বিণ স্ত্রী* ভ্রষ্টা। 'ডোংবিত আগলি ণাহি চ্ছিণালী।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

চ্ছেদন [স ছেদন] *বি* কর্তন। 'স্ত্রীলোক নষ্টা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণ নাসিকা চ্ছেদন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

চ্ছেদস্থল [স ছেদস্থল] *বি* নিরসনের জায়গা। 'শাস্ত্রার্থের সন্দেহ চ্ছেদস্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

চ্যবনপ্রাশ [স] *বি* কবিরাজি ওষুধবিশেষ। 'যা চ্যবনপ্রাশ বলে কিনে আনা হয়।' *প্রমথ*, ১৯১২।

চ্যাটাই *বি* খেজুর বা নারিকেল জাতীয় গাছের পাতা থেকে তৈরি মাদুর। 'সে একটা চ্যাটাইয়ে শুয়েছিল।' *হাসান*, ১৯৬৯।

চ্যাংড়া [স চঙ্গ] *বি* অপরিণতবুদ্ধি পুরুষ। 'দোহাই বাবা চ্যাংড়া থাম!' *নজরুল*, ১৯৩১।

চ্যাংড়া-চিংড়ী *বি* অপরিণতবুদ্ধি তরুণ-তরুণী। 'চ্যাংড়া-চিংড়ীরা কী বেদম ফুর্তিটাই না করতে জানে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চ্যাংড়ামি *বি* চেংড়ার ভাব। 'আওয়ামী লীগের এই সব চ্যাংড়ামি সেনাবাহিনী ঘুচিয়ে দিতে পারে।' *পাশা*, ১৯৭১।

চিংড়ি *বিণ* ছোটোখাটো ও ছটফটে। 'চিংড়ি বউদের ঠেকাবার জন্য সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চ্যাংদোলা [স তুঙ্গ+স দোলন] *বি* দুই হাত দুই পা ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে বহন। 'হ্যাংলা হাতি চ্যাংদোলা শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

চ্যাঁচানি [চেঁচা>] ১ *বি* চিৎকার। 'প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি খাসা তোর চ্যাঁচানি।' *সুকুমার*, ১৯১৮। ২ *বি* চেঁচামেচি। 'এত চ্যাঁচানি কিসের রে বাবু!' *মানিক*, ১৯৩৯।

চ্যাঁচানো [চেঁচা>] *ক্রি* চিৎকার করা। 'মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটলে এমন সুর করে চ্যাঁচাতে পারে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চ্যাঁচারি *বি* বাঁশের চটা। 'বাঁশের চ্যাঁচারি পুরিয়া দিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চ্যাগানো *ক্রি* দুই পা ফাঁক করে হাঁটা। 'ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চ্যাঙারি [পা চঙ্গোটক] *বি* চওড়ামুখো ঝুড়িবিশেষ। 'চ্যাঙারি বোঝাই করিয়া আনিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চ্যাটা [স কট] *বি* চাটাই। 'ভাঙ্গা কলসী ছেঁড়া চ্যাটা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চ্যাটার্জি, চ্যাটার্জী [স চট্টোপাধ্যায়] *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণ-পদবি চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজি প্রতিবর্ণিত রূপ। 'হিন্দু-বঙ্গের বহু সম্মানলব্ধ প্রতিনিধি মিঃ বি সি চ্যাটার্জী।' *আজাদ*, ১৯৩৬; 'ভারী রাশভারী মানুষ নবনী চ্যাটার্জি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

চ্যাটালো [স চিপিট] *বিণ* চ্যাপটা। 'আহ্নিকের সময় খ্যালবার তাসের মত চ্যাটালো সোণার ইষ্টি কবচ পরে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চ্যানেল [ই] *বি* ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী প্রণালী। 'ব্রিটিশ চ্যানেল পার হবার সময় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চ্যান্সেলর [ই] *বি* বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান। 'চ্যান্সেলর কথাটা মোনায়েম খান ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারতেন না।' *পাশা*, ১৯৭১।

চ্যাপটা, চ্যাপ্টা [স চিপিট] ১ *বিণ* সমান্তরাল। 'ভূমিতে চ্যাপ্টা হইয়া আত্মগোপনপূর্বক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* থ্যাবড়া। 'চ্যাপটা নাকেই বাজত সাতটা শাঁখ।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'নাকটা ওইরকম চ্যাপ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চ্যাপ্টার [ই] *বি* অধ্যায়। 'পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চ্যাম্পিয়ন [ই] *বি* প্রতিযোগিতামূলক খেলায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ব্যক্তি; বিজয়ী ব্যক্তি। 'বক্সিং চ্যাম্পিয়ন।' *জীবন*, ১৯৩২।

চ্যাম্পিয়নশিপ, চ্যাম্পিয়নশীপ [ই] ১ *বি* বিজয়। 'এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেন।' *বেগম*, ১৯৬২। ২ *বি* বিজয়ী নির্ধারণী প্রতিযোগিতা। 'ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

চ্যারিটি [ই] *বি* বদান্যতা; সহানুভূতি। 'ইংরেজি ভাষায় যাকে চ্যারিটি বলে এর মধ্যে তা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চ্যালা [হি চেলা] *বি* শিষ্য। 'আমার চ্যালাদের নিয়ে আমি ... পরীক্ষা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চ্যালা কাঠ [স চীর্ণকাষ্ঠ] *বি* চেরাই কাঠ। 'হজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে আর ফেরে না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চ্যালেঞ্জ [ই] ১ *বি* প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান। 'ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* কাউকে থামতে বলে পরিচয় দেওয়ার জন্য সান্ত্রি কর্তৃক উচ্চারিত নির্দেশ। 'সান্ত্রি একবার গুরুগম্ভীর আওয়াজে চ্যালেঞ্জ করলে, হল্ট, হু কামস দেয়ার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চ্যালেঞ্জ করা *ক্রি* শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান করা। 'গ্রামের টিম এসে আমাদের চ্যালেঞ্জ করল ফুটবল ম্যাচে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

চ্যুত [স] ১ *বিণ* বিচ্যুত; বিচ্ছিন্ন। 'অচ্যুত বলেন তুমি দৈবে জীবসখা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ঘন কাঁপে অঙ্গ, কক্ষচ্যুত হেমঘট।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* বিতাড়িত। 'তুই স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া মর্ত্তলোকে গর্দ্দভরূপে থাক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

চ্যুতবৃন্ত [স] *বিণ* বোঁটা থেকে খসে পড়েছে এমন। 'তরুতলে চ্যুতবৃন্ত মালতীর ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

চ্যুতি [স] *বি* বিকৃতি। 'অনেক২ স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ... নানা দোষ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'তোমার ভাষায় চ্যুতি হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ছ[1] বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনি ও বর্ণবিশেষ। '৬ ষষ্ঠ ছ ছেঁচড়ামি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছ[2] [পা] *বিণ* ছয় সংখ্যক। 'ছ মাসের মড়া হয়্যা জলে ভাস্যা যায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছটা *বিণ* ছয়টা। 'ছটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ছটি *বিণ* ছয়টি। 'কান্দি ছটি পুত্র শোকে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ছনম্বরী [ছ+ই নম্বর>] *বিণ* ছয় নম্বর মাপবিশিষ্ট। 'আমার ছনম্বরী পা-কে আটনম্বরী পরাতে যাব নাকি?' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ছ-পাই ন-পাই [ধ্বন্যা] **১** *বি* ভীরুতা। 'বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস স্বরাজ চাই।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বি* দুরুদুরু শব্দ। 'বুকের ভেতর ছপাই নপাই ধুকপুকুনির চোটে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ছ-ফুটি [ছ+ই ফুট>] *বিণ* ছয় ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। 'দেখি সামনে এক ছ'ফুটি পাণ্ডা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ছই[1] [পা ছুপতি] *ক্রি* ছুঁই। 'ছই ছোই জাই সো বান্ধ নাড়িআ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

ছই[2] [স ছদি] **১** *বি* ছাউনি। 'ঘন ঘন ঝড়ে ছই গেল উড়ে।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বি* নৌকার অর্ধগোলাকার ছাদ বা চাল। 'ছইয়ের এ-মাথা দিয়ে বেড়িয়ে যাত্রী ভদ্রলোকটি তার সামনে এসে দাঁড়াল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ছইওয়ালা [ছই+হি ওয়ালা] *বিণ* ছাউনিযুক্ত। 'যজ্ঞেশ্বর ছইওয়ালা গরুর গাড়ির যোগাড় করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ছইশূন্য [ছই+স শূন্য] *বিণ* ছই নেই এমন। 'আবছা-আবছা নজরে পড়ে ঘাটে বাঁধা ছইশূন্য ভারি খেয়া নৌকাটা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ছইলরী [হি ছই>] *বিণ* চতুর। 'ন বুঝসি ছইলরী বানী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ছএ [পা ছ] *বিণ* ছয়। 'তথা থাকি দেখিল মনিস্য ছএ জন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ছও [পা ছ] *বিণ* ছয়। 'ছও অনুপম এক ঠামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ছওয়াব [আ সাওয়াব] *বি* পুণ্য; সৎকর্মের ফল। 'হজ্জে আকবরের ছওয়াব অনেক।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

ছওয়ার [ফা সওয়ার] *বি* আসীন। 'যার বাবা আলী সাহা দুল দুল ছওয়ার।' গরীব, ১৭৬৫।

ছওয়াল [আ সওয়াল] *বি* প্রশ্ন। 'এই ছওয়ালের জওয়াব খুঁজিলেই বুঝা যাইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ছঁচি *বিণ* নষ্ট বা অশুদ্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছঁড়া [স ছমণ্ড>] *বি* চ্যাংড়া; ছেলে। 'আবার জেলে ছঁড়া জাল নামাইয়া করে দিল জবজবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছক [স ষট্‌ক] **১** *বি* নকশা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* দাবা পাশা ইত্যাদি খেলার ঘর। 'এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ছককাটা *বিণ* পরিকল্পিত। 'আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে ছককাটা পথে ... পরিচালনা করা যায় না।' *আজাদ*, ১৯৭০।

ছকড়া [স শকট] *বি* ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। 'ছকড়া গাড়ির উৎপাতে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ছকড়া নকড়া [স কপর্দক>] *বি* তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। 'উনি আমাকে ছকড়া নকড়া করেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ছকা [স ষট্‌ক] *বিণ* পরিকল্পনার খসড়া-করা হয়েছে এমন। 'সে মতলব মনে মনে সুধামুখীর ছকা রয়েছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ছক্ক [ধ্বন্যা] *বি* তেলে-ভাজা বা ঘিয়ে ভাজা ব্যঞ্জনবিশেষ। 'ছেঁচকি – ছোঁকা – ছক্ক – চচ্চড়ি – লাবড়া।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ছক্কড় [স শকট] *বি* ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। 'আজ ছক্কড় মহলে পোহাবারো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ছক্করবাজি নাচ *বি* নাচের প্রকারবিশেষ। 'ছক্করবাজি নাচ শিখেছিলাম।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ছক্কা[1] [ধ্বন্যা] *বি* একধরনের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'ডাল আর কুমড়ার ছক্কা ছাড়া ও কিছু নেয় না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

ছক্কা[2] [পা ছক্ক] **১** *বি* ছয় ফোঁটাযুক্ত তাস। 'শেষ কচে বার পেরে মাগো পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* ছয় ফোঁটাযুক্ত লুডোর ঘুঁটির চাল। 'লুডোর ছকে এককালে ছক্কা ফেলেছিলে।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

ছক্কাপাঞ্জা [পা ছক্ক+ফা পাঞ্জাহ্‌] *বি* বড়ো দান। 'ছক্কাপাঞ্জার সম্ভাবনায় খেলা যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ছখেল *বি* হামানদিস্তার নীচে যে অংশ নড়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছগমগ *ক্রি* বিরক্ত হওয়া। 'সরযূ ছগমগ করতে করতে বললে, বড্ড গোলমাল কর তুমি।' *জীবন*, ১৯৩২।

ছঙ্গত্রাস [ফা সঙ্গ>] *বি* যে পাথরের খাদে কাজ করে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছঙ্গু *বিণ* পাথুরে। 'ছঙ্গু-সায়রে কার বহিত্র বাওয়া।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ছচ্চড় [ধ্বন্যা] *বি* হাত ও পা সামান্য আলগা করে লম্বা গাছ থেকে দ্রুত নামার শব্দ। 'ছচ্চড় করে গিয়ে পড়বে একেবারে রমজানের মুঠোয়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ছছন্দ [স স্বচ্ছন্দ] *বি* স্বচ্ছন্দ। 'গোপীজন সঙ্গে আহ্মে ছছন্দে বুলিলোঁ ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছজদা [আ সিজ্‌দাহ্‌] *বি* সেজদা; মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে সম্মান জানানো। 'পীরকে ছজদা করে।' *এসলাম*, ১৯২০।

ছট [স ষষ্ঠী] **১** *বি* ছট ব্রতের প্রসাদ। 'নদীতে ছট ভাসাতে যায়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **২** *বি* হিন্দুস্তানিদের পর্ববিশেষ; ষষ্ঠী পর্ব। 'ছট-পরবের পিঠে বাবুজী।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ছট পরব *বি* হিন্দুস্তানিদের পর্ববিশেষ। 'কার্তিক মাসে ছট পরবের দিন।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ছটকা [স ছটা] *ক্রি* উজ্জ্বল হয়ে ওঠা। 'সম্মুখে ছটকে চক্ষু তারা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছটকে বেড়ানো *ক্রি* ছোটাছুটি করে বেড়ানো। 'ফটকে ছেলে ছটকে বেড়ায় আঁটি তারা বজ্জাতের।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ছট ছট [ধ্বন্যা] *বি* সবেগে বৃষ্টিপাতের শব্দ। 'বৃষ্টি যেন একেবারে ছিটেগুলির মতো বিষম জোরে ছট ছট শব্দে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ছটপট [ধ্বন্যা] *বি* অস্থিরতা নির্দেশক অনুকার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ছটপটে [ধ্বন্যা] *বিণ* যন্ত্রণায় কাতর; অস্থির। 'কথাটা শুনে জবেহ-করা প্রাণীর ন্যায় আমি ছটপটে হয়ে পড়লুম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ছটফট [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* অস্থির। 'ভূমি নিপতিত অঙ্গ করে ছটফট।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রিবিণ* আকুল হয়ে। 'হঠাৎ সেই প্রবাহটা ভেঙে গেলে মনটা ছটফট করে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ছটফট করা *ক্রি* অস্থির হওয়া। 'ভূমি নিপতিত অঙ্গ করে ছটফট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছটফটান [ধ্বন্যা] *বি* চঞ্চলতা। 'এই ছটফটানই মিসেস খানের ভালো লাগতো।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

ছটফটানো [ধ্বন্যা] *বি* অস্থিরতা। 'স্কুলে থাকিতে গেলে ছটফটানো ধরে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ছটফটি *বি* অস্থিরতা। 'অগ্নি-তাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

ছটফটিয়ে তোলা *ক্রি* অস্থির করে তোলা। 'সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে ছটফটিয়ে তুলেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ছটফটে *বিণ* অস্থিরমতি। 'বাজীকরের রুলের পুত্তলের মত খটখটে ছটফটে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

ছটা [স] ১ *বি* শোভা। 'দেহ নীল মেঘ ছটা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দ্যুতি। 'প্রভাতভানুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ঝিলিক। 'রোদের ছটা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছটা[২] *ক্রি* দ্রুতগতিতে যাওয়া। 'নীল পদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা ছুটিতেছে নিরবধি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। দ্র **ছোটা**[১]

ছটাক [হি ছটাঁক] *বি* এক সেরের ষোলো ভাগের এক ভাগ, প্রায় ৬০ গ্রাম। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'চার পয়সা ছটাক বালচরে পাতি ভরা গাঞ্জা আসিতে লাগিল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছটাছট [স ছটা>] *বি* চমকানি। 'বিজলী ছটাছট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছটী [স ছটা>] *বি* অলংকারবিশেষ। 'রজত পাসুলি ছটী পরে দিব্য তুলাকোটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছড় [স শল্ক] ১ *বি* ছাল। 'অভাগি ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কাঠি। 'মাঝে মাঝে ছড়ের বাড়ি পড়ত আমার আঙুলে।' *অবন*, ১৯৪১।

ছড়গই [স ষড়্-গতি] *বি* ষড়্গতি। 'ছড়গই সঅল সহাবে সূধ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

ছড় ছড় [ধ্বন্যা] *বি* ছড় ছড় শব্দ। 'ডাল নাড়া দিলেই জল ছড় ছড় করিয়া পড়িয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ছড়া[১] [স ছটা] ১ *বি* গুচ্ছ। 'বেণী বিরাজিত কুসুম রচিত লম্বিত মুকুতা ছড়া।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'জড়াও পৈঁছা ৪ ছড়া।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* পানির ছিটা। 'শেষে দিবে গোবর ছড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বি* এক ধরনের কবিতা। 'নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছড়া কাটা *ক্রি* ছড়ার ভাষায় বিদ্রূপ করা। 'লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ছড়াকাটাকাটি *বি* ছড়ায় ছড়ায় প্রতিপক্ষকে উত্তর বা প্রত্যুত্তর দেওয়া। 'দুই দলে ভাগ হয়ে মুখে মুখে ছড়াকাটাকাটি করে।' *অবন*, ১৯১৯।

ছড়া ছড়া *বিণ* গুচ্ছ গুচ্ছ। 'হাথের উপরে বাজুবন্ধ ছড়া ছড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছড়াদার [স ছটা+ফা দার] *বিণ* ছড়া কাটতে পারে এমন। 'ছড়াদার কবি তাঁহার উক্ত ছড়ায় ...।' *এসলাম*, ১৯৩৪।

ছড়া-বাঁধা চতুর্দোলা *বি* যে পালকির বেহারারা চলার সময়ে সুর করে ছড়া বলে। 'ছড়া-বাঁধা চতুর্দোলা চলেছিল যে-গলি বাহিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ছড়া[২] [স সরিৎ] *বি* ঝরনা। 'চণ্ডীমণ্ডপ আর হেঁসেলঘর কেবল শুদ্ধ করে ছড়ার নুড়ি।' *লালন*, ১৮৯০।

ছড়া[৩] [স ছিন্ন>] *ক্রি* চামড়া ওঠা। 'পাড়তে গিয়ে সর্বাঙ্গ ছড়েও যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ছড়াছড়ি [স ছটা>] ১ *বি* প্রাচুর্য; ব্যাপকভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা। 'গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* অবহেলাজনিত অপচয়। 'জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন ছিন্ন ছড়াছড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* ছড়িয়ে-থাকা। 'ঘরময় ছড়াছড়ি বাক্স-পুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ছড়ানো [স ছটা>] ১ *ক্রি* ত্যাগ করা। 'রোস ছড়াএ বড়াওল হাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* প্রচার করা। 'নিত্যানন্দ বোলে যাহা ছড়াইঞা পেলিনু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* ছিটানো। 'সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৫ *ক্রি* ছিঁড়ে ফেলা। 'কেহ বা আছে যাহাকে ছড়াইয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৬ *ক্রি* বিস্তৃত হওয়া। 'পূর্ববঙ্গের লোকের মুখে স্বরবর্ণ ছড়িয়ে যায়, কলকাতার লোকের মুখে স্বরবর্ণ জড়িয়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯১২।

ছড়িয়ে দেওয়া *ক্রি* বিছিয়ে দেওয়া। 'পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ছড়িয়ে-পড়া *বিণ* ছড়িয়ে পড়েছে এমন। 'ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি/ কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ছড়ি[১] *বি* উন্মাদ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছড়ি[২] [স যষ্টি] ১ *বি* লাঠি। 'চারি দিগে ধায় মিশ্র হাতে ছড়ি লঞা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সরু লাঠি। 'লাঠি গালি দেয়, ছড়ি, তুই সরু কাঠি! ছড়ি তারে গালি দেয়, তুমি মোটা লাঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *বি* যে তারওয়ালা চিকন লাঠির সাহায্যে বেহালায় সুর তোলা হয়। 'বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ছড়িত্ব [স যষ্টি>] *বি* লাঠির রূপ। 'ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভীত বাবুবর্গের হাতে শোভা কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ছড়িবরদার [ছড়ি+ফা বরদার] *বি* প্রভুর ছড়ি বহন করে যে ভৃত্য। 'জগন্নাথ ডাকেন তো ছড়িবরদার ছাড়ে না।' *অবন*, ১৯২৫।

ছড়ি[৩] *বি* ফলের বড়ো গুচ্ছ; কাঁদি। 'মৌসুমের এই প্রথম ছড়ি, মোটাতাজা বাইশ হালি সাগর।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

ছড্যা [স ছর্দ>] *ক্রি* ছাড়িয়ে। 'যন্ত্র আড়ি বাঘ মারি ছড্যা লয় ছাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছতর [আ সতর] *বি* লজ্জাস্থান। 'দুহাতে ছতর ঢাকিয়া মাটিতে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ছতরহীনতা [আ সতর+স হীনতা] *বি* আব্রুহীনতা। 'এখানে ছতরহীনতা পাপবোধ উদ্রেক করে বৈইকী।' *শওকত*, ১৯৭২।

ছতরি [স ছত্র] *বি* নৌকার ছই। 'মতিলাল এদিক ওদিক দেখছে ... এক একবার ছতরির উপর বসছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ছত্তর [স ছত্র] *বি* ছাতা। 'নবীর শির পর মেঘের ছত্তর।' *সুলতান*, ১৭০০।

ছত্তিশ [পা ছত্তিংস] *বিণ* ৩৬ সংখ্যক। 'রামকিরী সিন্ধুছড়া ছত্তিশ রাগিণী চূড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছত্র[1] [স] *বি* ছাতা। 'আপণ মাথার ছত্র ধরু মোর মাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছত্রখান [স ছত্রখণ্ড] *বিণ* দলচ্যুত। 'পিছু হটে ছত্রখান হয়ে পালিয়ে যখন যায়নি।' *মানিক*, ১৯৪৭।

ছত্রধর [স] *বি* রাজার ছাতা ধারণ করে যে। 'ছত্রধর রাজছত্র ধরে চলল।' *অবন*, ১৮৯৬।

ছত্রদণ্ড [স] *বি* ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে ছাতা ও লাঠি। 'আজি অধিবাস কালি পাব ছত্রদণ্ড।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০।

ছত্রধর [স] *বি* ছত্র বহনকারী। 'ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি ...।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ছত্রধারিণী [স] *বি স্ত্রী* ছাতা ধরে যে। 'শশী, তুই সাজ ছত্রধারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ছত্রধারী [স] *বি* ছাউনিতে থাকে এমন সেনা। 'একশত ছত্রধারী সন্তানের অধিকারী ধবল অরুণ গজেশ্বর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ছত্রপতি [স] *বি* সম্রাট। 'রাজা ... রুমদেশের ছত্রপতির নিকট নানা জাতীয় সামগ্রী সুদ্ধা এক দূতকে পাঠাইলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ছত্রভঙ্গ [স] **১** *বি* বিশৃঙ্খলা। 'বিহার কালে ছত্রভঙ্গ না দেখিছি আর।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বিণ* বিশৃঙ্খল। 'শত্রু হয় ছত্রভঙ্গ।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **৩** *বি* বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। 'সেই ছত্রভঙ্গের দল একাত্মিক সত্তাকে উদ্ভাবিত করবে কোন যন্ত্রের সাহায্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ছত্রাকার [স ছত্র-আকার] *বিণ* ছাতার আকৃতিবিশিষ্ট। 'ঝর্ণা-উৎসারিত ছত্রাকার জলবিন্দুর উত্থান-পতনে এই লীলার আভাস কিছুটা চোখে পড়ে।' *শওকত*, ১৯৬২।

ছত্র[2] [স সত্র] *বি* খাদ্য বা পানীয় বিতরণের স্থান। 'ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ছত্রপাট করা *ক্রি* ভোজন শেষ করা। 'ছত্রপাট করি নাট লাগাইল আসি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ছত্রভোগ [স] *বি* খাওয়াদাওয়া। 'অমলঙ্গ দিআ সাধু গেল ছত্রভোগে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছত্র[3] [স সতর] *বি* পঙ্ক্তি; লাইন। 'তাহাই ব্যক্ত করিতে তিন ছত্র লিখিতে হয়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ছত্রক [স] *বি* ছত্রাক। 'ছত্রক বা কোঁড়ক জাতীয় কোনও কোনও উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ছত্রি [স ক্ষত্রিয়] *বি* ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ। 'আমি ছত্রির মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

৩৬, ছত্রিশ [পা ছত্তিংস] *বিণ* ছত্রিশ সংখ্যক। 'লঘুগুরু সকলে ৩৬ ছত্রিশ কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

ছত্রিশরাগিণী [স] *বি* (সংগীত) ছয় রাগের ছত্রিশ পত্নী হিসেবে কল্পিত ছত্রিশটি প্রধান সুর। 'ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ছদকা [আ সদকাহ্] *বি* ইসলামি মতে বিপদ থেকে মুক্তি কামনায় দান। 'কোরবানী, ফেৎরা, আকিকা, ছদকা।' *রওশন*, ১৯২৫।

ছদপ *বি* ঝিনুক। 'ছদপের মুক্তা হৈলে কাচ প্রতিপ্রাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছদরিয়া *বি* কারুকাজ করা একপ্রকার ছোটো জামা। 'কতিপয় ছদরিয়া, পাগড়ী এবং জুব্বাধারী।' *সওগাত*, ১৯২৯।

ছদ্ম [স] *বিণ* কপট; নকল। 'ছদ্মবেশধারী নেকড়িয়ার।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ছদ্মঐতিহাসিক [স] *বিণ* কল্পিত আধা-ঐতিহাসিক। 'আমীর হামজা কাব্যের একটি ছদ্মঐতিহাসিক পটভূমি আছে।' *আনিস*, ১৯৬৪।

ছদ্মকংগ্রেসী [স] *বিণ* কংগ্রেসের ছদ্মবেশধারী। 'দলত্যাগী ছদ্মকংগ্রেসী শামছীয়া কৃষক-প্রজাদলের অবলম্বন ...।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

ছদ্মতা [স] *বি* ছলের ভাব। 'ছাম্বালে ছদ্মতা ছাড় হয় নয় করি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ছদ্মদীপ্তি [স] *বি* কপট দ্যুতি। 'কাষ্ঠপ্রফুল্লতার ছদ্মদীপ্তি মুহূর্তের মধ্যে কালিমায় ব্যাপ্ত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ছদ্মনাম [স] *বি* সত্যিকার নয় এমন নাম; কৃত্রিম নাম। 'এ দুর্গতির অনেক ছদ্মবেশ, অনেক ছদ্মনাম।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ছদ্মপরিচয় [স] *বি* কপট পরিচয়। 'অতিথি ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ছদ্ম-প্রগতিবাদী [স] *বিণ* বাইরে প্রগতিশীল হলেও অন্তরে রক্ষণশীল। '... প্রকৃতপক্ষে কেবল ছদ্ম-প্রগতিবাদী ছিলেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ছদ্মবন্ধ [স] *বিণ* গুপ্ত। 'কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা-ছদ্মবন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ছদ্মবেশ [স] **১** *বি* পরিচয় গোপন করার জন্য কৃত্রিম বেশ ধারণ। 'ছদ্মবেশধারী নেকড়িয়ার।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* ভণ্ডামি। 'কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান-অভিমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বি* লুকানো অবস্থা। 'যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ছদ্মবেশধারী [স] *বিণ* কপট বেশ ধারণকারী। 'ছদ্মবেশধারী নেকড়িয়ার।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ছদ্মবেশী [স] **১** *বি* কপট লোক। 'হেন ছদ্মবেশী তার অধর্ম্মেতে ভয় কি?' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বিণ* কপট বেশ ধারণকারী। 'কহ, তুমি কেবা ছদ্মবেশী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ছদ্মব্যবহার [স] *বি* কপট আচরণ। 'এই গভীর ছদ্মব্যবহারে বার বার বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ছদ্মভাবে [স] *ক্রিবিণ* গোপনে। 'বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া ছদ্মভাবে গমনাগমন করিত।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ছদ্ম-লক্ষণ [স] *বি* ভুয়া বৈশিষ্ট্য। 'এ দুর্গতির অনেক ছদ্মবেশ, অনেক ছদ্মনাম, অনেক ছদ্ম-লক্ষণ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ছদ্মসাজ [স] *বি* পরিচয় গোপন করার উপযুক্ত সাজ। 'বালিশ বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি/ বেড়াই ছদ্মসাজেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ছদ্মী [স] *বিণ* ছদ্মবেশধারী। 'হুঙ্কারি আসিছে ছদ্মী মৃগরাজ-গতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ছন [স শণ] *বি* শণ; তৃণবিশেষ। 'মাথা উঁচু করে রয়েছে দীর্ঘধারালো ছন

ও ভাতসোলা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ছন ছন [ধ্বন্যা] *বি* বীণার শব্দ। 'ঝম ঝম ছন ছন ঝনন ঝনন ... বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ছনতি *বিণ* ছেঁটে ফেলা হয়েছে এমন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছনন ছনন [ধ্বন্যা] *বি* বীণার শব্দ। 'ছন ছন ঝনন ঝনন ছনন ছনন ...বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ছনবন *বি* উসখুস। 'সেই থেকে ছনবন করছে ওদের মনটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ছনমনে *বিণ* ব্যাকুল। 'দিন দিন ছনমনে হয়ে উঠছে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ছনম্বরী *দ্র* ছ[২]

ছন্দ [স ছন্দঃ] **১** *বি* সাবলীলতা। 'গোপীজন সঙ্গে আঙ্গে ছছন্দে বুলিলোঁ ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* (সংগীত) তাল। 'করুনা ছন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* ছাঁদ। 'খোয়াইনু নখের ছন্দ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৪** *বি* পদ্যরচনা। 'রচিআ ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বি* কাব্য। 'মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'সে যেন হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৬** *বি* কূজন। 'অমনি উঠিল কাননে কাননে বিহগ ছন্দ।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯০৩। **৭** *বি* সংগীত। 'সেই আনন্দ নাচায় ছন্দ বিশ্বভুবন ছেয়ে ছেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৮** *বি* কাব্যের তাল। 'বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যতকিছু আলোচনা করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৯** *বি* নিয়ম। 'অনেকদিন একই ছন্দে পায়ের মাপে বাড়ি ফিরছো।' *শক্তি*, ১৯৬১। *দ্র* ছন্দো

ছন্দ-অছন্দ [স] *বি* ছন্দ ও ছন্দের অভাব। 'কাব্য জিনিসটা একান্তভাবে ছন্দ-অছন্দ নিয়ে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ছন্দঃপাত [স] *বি* ছন্দহীনতা। 'সংস্কৃত পদ্যের ছন্দঃপাত করিলে তাহা যে বাংলা গদ্যে পরিণত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ছন্দঃপাতন [স] *বি* ছন্দবিচ্যুতি। 'সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছন্দঃস্রোত [স] *বি* ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ছন্দছাড়া *বিণ* ছন্নছাড়া। 'ছন্দছাড়া, বন্ধুহারা, – ঘরে তাদের কেউ আনে না।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ছন্দতত্ত্ব [স ছন্দঃ-তত্ত্ব] *বি* ছন্দবিষয়ক বিদ্যা। 'সাহিত্যের কারুকারিতা সম্বন্ধে, তার ছন্দতত্ত্ব, তার রচনারীতি সম্বন্ধে আলোচনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ছন্দতরঙ্গ [স ছন্দঃ-তরঙ্গ] *বি* ছন্দের প্রবাহ বা ঢেউ। 'তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে, কলকল্লোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছন্দতরঙ্গিতা [স ছন্দঃ-তরঙ্গিতা] *বিণ স্ত্রী* ছন্দময়। 'কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছন্দনৈপুণ্য [স ছন্দঃ-নৈপুণ্য] *বি* ছন্দ প্রয়োগের দক্ষতা। 'তাঁর ছন্দনৈপুণ্যে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়।' *হাই*, ১৯৫০।

ছন্দপতন [স ছন্দঃ-পতন] *বি* ছন্দের ত্রুটি। 'হেরি কত শত ছন্দপতন অপূর্ণতা বিরাজে।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

ছন্দ-পাত [স ছন্দঃ-পতন] *বি* ছন্দপতন; ছন্দের ত্রুটি। 'লিখিতে লিখিতে হন আনমনা, সৃষ্টিতে হয় ছন্দ-পাত।' *নজরুল*, ১৯৪০।

ছন্দ-ভাঙা *বিণ* ছন্দপতন ঘটায় এমন। 'ছন্দ-ভাঙা স্তব্ধতায় ভ্রান্তি এনে দিল চিরন্তন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ছন্দময় [স ছন্দঃ-ময়] *বিণ* ছন্দযুক্ত। 'ঝরনার অনাবিল গতির মতো ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ছন্দ-মাতন [স ছন্দঃ-মত্ত>] *বিণ* ছন্দের আনন্দে উন্মত্ত। 'আসলো বাধাবন্ধহারা ছন্দমাতন পাগলাগাজন-উচ্ছ্বাসে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ছন্দলক্ষ্মী [স ছন্দঃ-লক্ষ্মী] *বি* কবিতা। 'পাষাণ গলাবার ক্ষমতা আছে আমার ছন্দলক্ষ্মীর।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ছন্দলোক [স ছন্দঃ-লোক] *বি* ছন্দের জগৎ। 'ছন্দলোক অতিক্রম করে কাব্যলোকে আর পৌঁছোতে পারেনি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ছন্দশাস্ত্র [স ছন্দঃ-শাস্ত্র] *বি* ছন্দবিষয়ক বিদ্যা। 'বিদেশী কোনোরূপ ছন্দশাস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ছন্দস্পন্দন [স ছন্দঃ-স্পন্দন] *বি* ছন্দের লয়। 'আপন ছন্দস্পন্দনের চলদ্বেগে আমাদের চৈতন্যকে গতিমান আকৃতিমান করে তুলছে নানা প্রকার চাঞ্চল্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ছন্দ-হরিণী [স ছন্দঃ-হরিণী] *বি* ছন্দরূপ হরিণী। 'এরই তালে মম ছন্দ-হরিণী নাচিবে তমাল-ছায়ে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ছন্দহীন [স] *বিণ* ছন্দ নেই এমন। 'ছন্দহীন বুনো চালতার।' *জীবন*, ১৯৩২।

ছন্দেবন্দে [স ছন্দঃ-বন্ধ>] *ক্রিবিণ* কথার কৌশলে। 'ছন্দেবন্দে ভেটিবে কমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছন্দেবন্ধে [স ছন্দঃ-বন্ধ>] *ক্রিবিণ* কথার-কৌশলে। 'ছন্দেবন্ধে শুঁড়ির দোকানের আমেজমাত্র দেননি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ছন্দের ঘের *বি* ছন্দের বেষ্টনী। 'যত রাজ্যের যত কবি তাকে ছন্দের ঘের দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ছন্দা [স ছন্দ] *ক্রিবিণ* ইচ্ছামতো। 'বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই বাহ তু ছন্দা।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

ছন্দায়িত [স] *বিণ* দোলায়িত। 'ছন্দায়িত হবে ছন্দে সৃষ্টি যতদিন।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

ছন্দি [স সন্ধি] *বি* ফন্দি। 'সেই সে প্রেমের ছন্দি জানা যায় না মূলে না ডুবিলে।' *লালন*, ১৮৯০।

ছন্দিতা [স] *বি* মানসকন্যা। 'আমার মনের ছন্দিতা আর সে নূপুর পরে না পায়।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ছন্দো [স ছন্দঃ] *বি* ছন্দ। 'ছন্দো ভাগ ১২০০ হইতে ১০০০।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। *দ্র* ছন্দ

ছন্দোজাল [স] *বি* ছন্দের মালা। 'ছন্দোজালে বাঁধে যার ছবি না-পাওয়া বেদনা দিয়ে কবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ছন্দোবতী [স] *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'ছন্দোবতী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ছন্দোবন্ধ [স] **১** *বি* ছন্দশৈলী। 'ছন্দোবন্ধ তাল মান কিছুই না জানি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বিণ* পদ্যকাঠামো। 'পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে ভাষিত করিয়া প্রকাশ করণেচ্ছু হইয়াছি ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **৩** *বি* ছন্দের গাঁথুনি। 'কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছন্দোবন্ধন [স] *বি* ছন্দোজাল। 'অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে এ মোর ছন্দোবন্ধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ছন্দোবন্ধহীন [স] *বিণ* ছন্দের গাঁথুনিহীন। 'ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায়

গদ্যের প্রত্যেক পদ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছন্দোবিৎ [স] *বি* ছন্দশাস্ত্রে পণ্ডিত। 'ছন্দোবিৎ কী বলছেন ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ছন্দোবিধি [স] *বি* ধ্বনি ও মাত্রার সুষম বাঁধুনি সংক্রান্ত রীতি। '... (৩) সন্ধি ও সঙ্গতি, (৪) ছন্দোবিধি, (৫) লিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং (৬) যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি।' *হাই*, ১৯৫৪।

ছন্দোভঙ্গ [স] **১** *বি* ছন্দঃপতন। 'প্রকৃতির যেই ছন্দ এসেছি শুনিয়া সেই ছন্দোভঙ্গ যেন হয়েছে তাহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *ক্রি* ধারাবাহিকতা নষ্ট করা। 'তৃতীয় ব্যক্তি ছন্দোভঙ্গ করতে চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ছন্দোময় [স] *বিণ* ছন্দপূর্ণ। 'ছন্দোময় পদ্য হৃদয়ভাব প্রকাশের অধিক উপযোগী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

ছন্দোময়ী [স] **১** *বি* ছন্দ আছে যার। 'ওরে আমার ছন্দোময়ী, সেথায় করবি যাত্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ স্ত্রী* ছন্দে নাচে বা চলে এমন; নৃত্যময়ী। 'কোন ঊর্মি-ছন্দোময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে ডুবুরীর ঘরে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

ছন্দোমুক্ত [স] **১** *বিণ* ছন্দহীন। 'ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দকোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* ধ্বনি ও মাত্রার সুষম বাঁধুনিবিযুক্ত। 'সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দোমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ছন্দোযুক্ত [স] *বিণ* ছন্দবিশিষ্ট। 'কবির ভাষা ছন্দোযুক্ত।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

ছন্দোস্রোত [স] *বি* ছন্দের গতি। 'ছন্দোস্রোত বজায় রাখিয়া যথার্থ আবৃত্তি বা পাঠের দ্বারা।' *হাই*, ১৯৫৪।

ছন্দোহীন [স] *বিণ* ছন্দবর্জিত। 'অঙ্গহীন ছন্দোহীন প্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ছন্ধন [স ছন্দঃ] *বি* ছান্দন; আঁটনি। 'কত রকম করি দমন কতই করি বন্ধন ছন্ধন।' *লালন*, ১৮৯০।

ছন্ন [স] **১** *বিণ* আচ্ছন্ন। 'শিশু মৈল হেন করি নহ ছন্ন মন।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* দূরীভূত। 'পাপ তাপ হবে ছন্ন নানা রস সুসম্পন্ন।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বিণ* বিধ্বস্ত। 'কত লোক অন্ন বিগর ছন্ন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **৪** *বিণ* আচ্ছাদিত। 'মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি/ ছায়ায় ছন্ন অরণ্য অঙ্গনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৫** *বি* উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণকারী। 'ছন্নের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ছন্নছাড়া [স ছন্ন+ছাড়া] **১** *বিণ* আশ্রয়হীন। 'ছন্নছাড়া হয় যে পলে পল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বিণ* শৃঙ্খলাহীন; লক্ষ্মীছাড়া। 'এমন ছন্ন-ছাড়া 'দেবদাস'-এর জীবন।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বিণ* অনৈক্য। 'আমাদের রাজনীতিতেও ছন্নছাড়ার বাতাস লাগিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

ছন্নতা [স] *বি* বুদ্ধিভ্রষ্টতা। 'এ রকম কথা বলায় ছন্নতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিসের ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ছন্নবুদ্ধি [স] *বি* বুদ্ধিশূন্যতা। 'সাধু সবে বোলে ছন্নবুদ্ধি নহে ভাল।' *সুলতান*, ১৭০০।

ছন্নমতি [স] *বিণ* জ্ঞানভ্রষ্ট। 'নির্বুদ্ধি করিলে পান ছন্নমতি হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছপ ছপ [ধ্বন্যা] *বি* পানিতে কোনো কিছুর আঘাতজনিত শব্দ। 'শ্রান্তভাবে ছপ ছপ দাঁড় ফেলে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ছপর্ণো [পা ছপন্নাসা] *বিণ* ছাপ্পান্ন। 'ছপর্ণো কোটি যধোবংশো আপনের তাহা বধিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ছ-পাই ন-পাই দ্র **ছ**[2]

ছফর [আ সফর] *বি* ভ্রমণ। 'ছফর শেষ করিয়া আহমদাবাদ যাত্রার প্রাক্কালে ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

ছফীনা [আ সাফীনা] *বি* সমন; আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ। 'মোকদ্দমাহায়ের জওয়াবের হেতুক ছফীনা কিম্বা তলবচিঠী।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

ছফেদ [ফা সফেদ] *বি* সাদা। 'ভাইরা তারে আজকে ছাফা ছফেদ কর।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

ছবক [আ সবক] *বি* পাঠ। 'এই ছবক সরকার ও দেশবাসী উত্তমরূপেই শিক্ষা করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

ছবছবে [ধ্বন্যা] *বিণ* ভিজে জবজব করছে এমন। 'কদিন ধরেই এগুলো ভিজে ভিজে ছবছবে।' *জীবন*, ১৯৩১।

ছবি[1] [স] *বি* দীপ্তি। 'তিমির দহন করে ছবি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছবি[2] [আ সবীহ] **১** *বি* চিত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বর ও বরযাত্র যাত্রা করিলে কৃত্রিম পাহাড় কোটা বাগান নৌকা প্রভৃতি নানাবিধ ছবি সঙ্গে গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* চেহারা। 'এমন বিকট ছবি না দেখি কখন।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* দৃশ্য। 'ছবির কি কব ঘটা, রবির অধিক ছটা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৪** *বি* ঘটনাবলী। 'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৫** *বি* স্মৃতি। 'এই ছবি ভৈরবী আলাপে দোলে মোর কম্পিত বক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৬** *বি* চলচ্চিত্র। 'আমাকে ছবিটা দেখতেই দিচ্ছে না।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ছবিওয়ালা [আ সবীহ+হি ওয়ালা] **১** *বিণ* ছবি আছে এমন। 'সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বি* চিত্রগ্রাহক; ফটোগ্রাফার। 'কলকাতা থেকে ছবিওয়ালা আনিয়ে ... দাদা এটি তুলিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ছবিওলা [আ সবীহ+হি ওয়ালা] *বিণ* ছবি ছাপা আছে এমন। 'বারান্দায় বসে ছবিওলা বিদেশী পত্রিকার পাতা ওল্টান।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

ছবিনিয়া [আ সবীহ>] *বিণ* মূর্তি সম্পর্কিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছবি-নেয়া-কল *বি* ক্যামেরা। 'বায়স্কোপের ছবি-নেয়া-কল এমনি ভাবে কাজ করে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

ছবিপূর্ণ [আ সবীহ>+স পূর্ণ] *বিণ* সচিত্র। 'ছড়া ও ছবি-পূর্ণ এমন পুস্তক মোনাদির পূর্বে দেখে নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ছবিয়া [আ সবীহ>] *বিণ* মূর্তি সম্পর্কিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছবি লিখা *ক্রি* ছবি আঁকা। 'পাত্রসমস্যা শুধু যে ছবি লিখছে তাকেই যে পূরণ করতে হয় তা নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

ছবি-লিখিয়ে *বি* চিত্রকর। 'ছবি-লিখিয়ের হা-হুতাশ হচ্ছে কলালক্ষ্মীর জন্যে।' *অবন*, ১৯২৫।

ছবিল *বিণ* সুন্দর; ছবির মতো। 'শহরটা ছবিল কিন্তু আমার মনে হয় এ সত্ত্বেও বম্বে ভারতীয় নগর-স্থাপত্যের ভালো নিদর্শন নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ছবুড়ি *বিণ* ছয় কুড়ি; ১২০ সংখ্যক। 'সারাদিন বঁড়শি বাও ছবুড়ি নবুড়ি

পাও।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ছম *বি* আশ্রয়। 'ছমে রাখিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছমকি [ধ্বন্যা] *বি* ছলকে ওঠার ভাব। 'আমি চল চঞ্চল ঠমকি ছমকি পথে যেতে যেতে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ছমছম [ধ্বন্যা] *বি* ভয়জনিত শিহরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'অন্ধকারে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিতে গা ছমছম করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* শরীর শিহরিত হয় এমন। 'ছম ছম নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ছমছমে *বিণ* শিহরিত। 'শরীরটে কেমন যেন ছমছমে হয়েছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ছমছমা [ধ্বন্যা ছমছম>] *ক্রি* গায়ে কাঁটা দেওয়া। 'ছমছমিয়ে এলো রাতি ভুবন ডাঙার মাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ছম্বর [স শম্বর] *বি* হরিণের প্রজাতিবিশেষ। 'ছম্বর মারিয়া চর্ম বেচন্ত আনিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছয় [পা ছ] *বিণ* ৬ সংখ্যক। 'এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছয়ই** *বিণ* ছয় সংখ্যক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ছয়ঞি *বিণ* মাসের ছয় তারিখ। *ডানকান*, ১৭৮৪।

ছয়ঋতু [পা ছ+স ঋতু] *বি* বাংলা ঋতুচক্র। 'একে একে ছয়ঋতু নিজপতি সঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ছয়পদী [পা ছ+স পদী] *বিণ* ছয় চরণবিশিষ্ট। 'পশুস্থাপনে বনে ছয়পদী গীত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছয়ষট্টি [পা ছসট্‌ঠি] *বিণ* ৬৬ সংখ্যক। 'ছয়ষট্টি লক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ছয়লাপ, ছয়লাব [ফা সয়লাব] **১** *বিণ* পরিপূর্ণ। 'ফুটনোটে ফুটনোটে ছয়লাপ।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বিণ* প্লাবিত। 'পানি হবে ইন্দুর – ছয়লাব হবে দুনিয়া ...।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ছয়া [স ছায়া] *বি* কলঙ্ক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছরকট [স ছত্র>] *বি* বিশৃঙ্খলা। 'বিদ্যাসাগর বাবু এ ছরকট টের পান নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ছরকুট [স ছত্র>] *বিণ* ছড়াছড়ি। 'বাঁধাঘাট কাদায় ছরকুটে আছে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ছরছর [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত পানি পড়ার শব্দ। 'ছরছর করিয়া মুতিয়া ফেলায় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

ছরপেশ [ফা সরপোশ] *বি* ঢাকনা। 'নকশীদার ছরপেশ দ্বারা উহা আবৃত করিয়া ...।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

ছররা [হি ছর্রা] **১** *বি* ছড়াছড়ি। 'হাসির গররা ও তামাক চরস গাঁজার ছররা ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* বন্দুকের ছোটো গুলি। 'ছররা দেওয়া বন্দুক ছুঁড়িনি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ছরহঙ্গ [ফা সরহঙ্গ] *বি* সৈনিকবিশেষ। 'এক ছরহঙ্গ ছিল নৃপতি বিদিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছরাদ [স শ্রাদ্ধ] *বি* শ্রাদ্ধ। 'কোথা বুঝি ছরাদ কত্তি গেচে, বামুণদের কি?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ছরি [স যষ্টি] *বি* লাঠি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ছরি মারন *বি* লাঠি পেটা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ছর্তিষ [পা ছত্তিংস] *বিণ* ছত্রিশ। 'ছর্তিষ আশ্রমে খ্যাতি গন্ধবণিক জাতি উজানি নগরে মোর স্থিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছল[১] *ক্রি* ছিলো। 'জেহু ছল সীতল সেহু ভেল তীখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ছল[২] [স] **১** *বি* কৌশল। 'মাএর গর্ব্ভপাত ছল করিআঁ আপণে রহিলা রোহিণীগর্ব্ভে গিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ছলনা। 'কুটুম্ব ধরিব ছল পরীক্ষাতে অনুবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* রূপ। 'মনুষ্য শরীর ছলে সহস্রাক্ষ ক্ষিতিতলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৪** *বি* পালক। 'শত২ ময়ূর ছল লইয়া লোকেরা ডণ্ডবত হইয়া রহিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৫** *বি* অভিনয়। 'অনবরত ইংরাজী কথনাদি দ্বারা এইরূপ ছল করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৬** *বি* ছুতা; অজুহাত। 'এমনি যদি নাহি পারি ভিক্ষার ছলে বলবো হরি।' *লালন*, ১৮৯০।

ছলকারী [স] *বিণ* ছলনাকারী। 'সাধিতে রমণী মন হয় ছলকারী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ছলকুমারী [স] *বি* ছল করে যে তরুণী। 'ছলকুমারী নানান ছলে আমারে সে জানায়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ছলক্রমে [স] *ক্রিবিণ* ছলনা ক'রে। 'তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ছলগ্রাহী [স] *বিণ* ছলনাকারী। 'ছলগ্রাহী জন সুশীল নহে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ছলচাতুরী [স] *বি* ছলনা। 'ছাড় রে মন ছলচাতুরী।' *লালন*, ১৮৯০।

ছল-ছাওয়া *বিণ* ছলনাপূর্ণ। 'অতুলনীয় সে ছল-ছাওয়া হাসি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ছললব্ধ [স] *বিণ* প্রতারণার মাধ্যমে পাওয়া। 'ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে ফেলে রাখি সেও চলে যাক নির্বাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ছলে-বলে *ক্রিবিণ* কলে-কৌশলে। 'এত যে সাধনা করি নানা ছলে-বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ছলেবলেকৌশলে *ক্রিবিণ* যে কোনো প্রকারে। 'ভারতবর্ষ ছলেবলেকৌশলে হস্তগত করিয়া এখানকার লোকদিগকে অশেষ প্রকার পীড়া প্রদান করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ছলভরে *ক্রিবিণ* ছল ক'রে। 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কতো ছল ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ছলকি ছলকি [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* অবিরাম ছিটকে প'ড়ে। 'জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি কর খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ছলকে *বিণ* ছিটকে পড়ে এমন। 'ওর ছলকে ঝলকে উছলে পড়া জোয়ানকি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ছলচ্ছল [ধ্বন্যা] *বিণ* ছলছল শব্দে প্রবাহিত হয় এমন। 'ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ছলছল [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০; 'ছল২ আক্ষিতে রোদন করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* আবেগপূর্ণ। 'তোমার নয়নে ভাসে ছলছল অভিমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *বিণ* ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনিবিশিষ্ট। 'মেয়েরা ঘড়া দিয়ে জল ঠেলে দেয় তারই ছলছল শব্দ ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৪** *বি* উচ্ছলতার ভাব। 'জল ও মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছলছল জ্বলজ্বল করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৫** *বি* অশ্রুর লক্ষণ প্রকাশ। 'দুই চক্ষে ছলছল/ বিষণ্ণ অধর, ম্লান মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৬** *বিণ* ম্লান; ঠিকরে পড়ছে এমন। 'বরষার নদী-'পরে ছলছল আলো।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

ছলছলানি [ধ্বন্যা ছলছল>] *বিণ* অশ্রুপূর্ণ; ছলছল করছে এমন। 'ছলছলানি চোখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছলছলানো [ধ্বন্যা ছলছল>] *ক্রি* অশ্রুপূর্ণ হওয়া। 'মোর সরোবরে জলতল ছলছলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছলছলিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ছলছলিনী [ধ্বন্যা ছলছল>] *বিণ স্ত্রী* ছল ছল করছে এমন। 'কাজল আঁখি চোখের জলে ছলছলিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ছলছলে [ধ্বন্যা ছলছল>] *বিণ* জলভরা। 'ছলছলে নেত্রে চাহিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ছলছলো [ধ্বন্যা ছলছল>] *ক্রিবিণ* অশ্রুপূর্ণ চোখে। 'কৃতজ্ঞতায় কেমন ছলছলো হাসে কদম।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ছলছুতা, ছলছুতো [স ছল+স সূত্র>] *বি* অছিলা; ভান। 'এই কি তোমার ছলছুতা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩: 'হাজার ছল-ছুতো ... করে খুব মস্ত মাথা নাড়া দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছলন [স] *বি* ছলনা। 'মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ছলনা[১] [স] **১** *বি* ধোঁকা। 'গুরু মোরে মন্ত্র দিছে ভুজঙ্গ ছলনা।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* শঠতা। 'প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা, মনে করে অন্তর্দাহ কর্চ্চে ...।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বি* প্রলোভন। 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৪** *বি* কপটতা। 'ভাল সে বাসিত যবে করেনি ছলনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৫** *বি* প্রতারণা। 'ছলনা করেছ মোরে প্রভু! ... ছলনা বুঝেছি আমি তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৬** *বি* প্রত্যাশা। 'আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ছলনা-জাল [স] *বি* ছলনারূপ জাল। 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করে বিচিত্র ছলনাজালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ছলনা-বিলাস [স] *বি* প্রবঞ্চনা করার বিলাসিতা। 'জ্বলে যাক এই ছলনা-বিলাস মিথ্যার কারসাজি।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

ছলনাভরা **১** *বিণ* প্রতারণাপূর্ণ। 'কালো জলে কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি ঘুরি, যেন সে ছলনাভরা সুগভীর চুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* মায়াময়। 'মুখের ছলনাভরা হাসি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ছলনাময় [স] *বিণ* কপটতাপূর্ণ। 'রমণীর ছলনাময় হাস্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ছলনাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* মায়াবী; ছলনাপূর্ণ। 'ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'আজ হেরি – তুমিও ছলনাময়ী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ছলনা[২] *বি* অলংকারবিশেষ। 'দমদম, চৌদানি, বোন্দা, দোলড়া, ছলনা, মুক্তার লচ্ছা দেওয়া কর্ণফুল ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছলনি [স ছলনা] *বি* চালাকি। 'বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ছলা[১] [স ছল] **১** *বি* ছলনা। 'মার গিয়া পাতি নানা ছলা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কৌশল। 'ঘরে ঘরে বুলে সেই পাতিয়া নানা ছলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

ছলাকলা [ছলা+স কলা] *বি* ছলচাতুরী। 'তোমার রীতি সরল অতি, নাহি জান ছলাকলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ছলাকলানিপুণা [ছলা+স কলা-নিপুণা] *বিণ* ছলাকলায় দক্ষ। 'ছলাকলানিপুণা নায়িকা ক্লিওপেট্রা তাই স্বেচ্ছাবৃত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ...।' *শিব*, ১৯৬০।

ছলাময় [ছলা+স ময়] *বিণ* ছলনাযুক্ত। 'ছলাময় গগনের নীচে।' *জীবন*, ১৯২৭।

ছলা[২] [স ছল>] *ক্রি* ছলনা করা। 'দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছল** *ক্রি* ছলনা করো। 'হেন বর দিয়া কেন ছল গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছলিআ** *ক্রি* ছলনা ক'রে। 'তালভঙ্গ করি ছলা দিবে কন্যা রত্নমালা ছলিআ আনিবে বসুমতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছলিআঁ** *ক্রি* ছলনা ক'রে। 'দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছলিতে** *ক্রি* ছলনা করতে। 'বড়ুরূপে রহিলা কৃষ্ণ তাহাকে ছলিতে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছলিয়া** *ক্রি* প্রতারণা ক'রে। 'বলিকে ছলিয়া নিল রসাতলপুরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছলিল** *ক্রি* ছলনা করলো; ঠকালো। 'তারে ছলিল কৃষ্ণ রূপ ধরিয়া বামনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছলিলেঁ** *ক্রি* ছলনা করলে। 'বামন রূপেঁ তোক্ষে বলিক ছলিলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছলাৎছল [ধ্বন্যা] *বি* পানি ছলকে পড়ার শব্দ। 'ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে, সেই।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

ছলাৎ ছলাৎ [ধ্বন্যা] *বি* তরল পদার্থের ছলকে পড়ার অবস্থা। 'বদনা হতে ছলাৎ ছলাৎ জল যেতে চায় পড়ি।' *জসীম*, ১৯২৯।

ছলি [হি ছুলি] *বি* চামড়ার রোগবিশেষ; শ্বেতী; লিউকোডার্মা। *ওসা*, ১৯৮৫।

ছলি বলি [স ছল>] *ক্রিবিণ* ছলে বলে। 'হইয়া বামনরূপ ছলি বলি মহাভূপ পাতালে রাখিলা চিরকাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ছলোছলো [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* ছলছল করছে এমন। 'বাষ্প আভাসে দিগন্ত ছলোছলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বিণ* ছলছল শব্দ করছে এমন। 'মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলোছলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'হাঁটুজল জমেছে রাস্তায় ... ছলো ছলো শব্দে চলে গাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছহবত [আ সুহবত] *বি* সহবাস; সঙ্গ। 'ছহবত করিল বুড়ি আজ্ঞার লাগিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ছহর [ফা শহর] *বি* শহর। 'তাঁহারা লিখিলেন – ছহর কলিকাতা!' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

ছহি [আ সহীহ] *বিণ* নির্ভরযোগ্য; শুদ্ধ। 'ছহি হাদিস।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৯।

ছা[১] [স ছায়া] *বি* ছায়া। 'বসিল তরুর ছাএ।' *বড়ু*, ১৫৭০।

ছা[২] [স শাবক] *বি* ছানা। 'কপি বলে শুন মা আমার জতেক ছা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছাঅ [স ছায়া] *বি* ছায়া। 'ছাঅ মাআ কাঅ সমাণা।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

ছাই [স ক্ষার] **১** *বি* ভস্ম। 'ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়ে ছাই।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* বাধা। 'আমলার আশায় ছাই পড়িল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৩** *বি* শস্তা জিনিস। 'ছাই খেয়ে কেন মাকড়ি দিয়েছিলেম গো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৪** *বিণ* অর্থহীন। 'ছাই মহিষীগৌরব!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৫** *বিণ* ভস্ম। 'বুঝে কাজ নেই এত শত কথা, ফিলজফি হোক ছাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৬** *বিণ* খামখা। 'কী তুমি ছাই ইস্কুলে যে পড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৭** *বিণ* ধ্বংস। 'পুড়ে হোক ছাই বাসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৮** *ক্রি* লুপ্ত হওয়া। 'ছাই হোক যা ছাই হবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ছাই আর ভসসো *বি* আজেবাজে জিনিস। 'যত ছাই আর ভসসো

রাতদিন বেঁধে নিয়ে ঘুরচেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ছাইকপালে [ছাই+স কপাল>] *বিণ* মন্দভাগ্য। 'ছারকপালে ছাইকপালে দেখে পায় ডর লো।' *ভারত*, ১৭৬০।

ছাইগাদা *বি* ছাইয়ের স্তূপ। 'চক্রান্ত করে দুয়োরাণীর সাত ছেলে আর এক মেয়ে ছাইগাদায় পুঁতে ফেলেছিল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ছাই-চাপা ১ *বিণ* অন্তরে বিদ্যমান অথচ বাইরে অপ্রকাশিত। 'বাহির হইতে নাড়া পাইলে ছাই-চাপা আগুন আবার জ্বলিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বিণ* সুপ্ত। 'চুরুটের ছাইচাপা আগুনের এক-আধটা কণিকার দিকে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ছাইচাপা দেওয়া *ক্রি* ঢেকে রাখা। 'বাহির হইতে তাহাকে ছাইচাপা দিয়া রাখেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছাই-ঢাকা *বিণ* ভস্মাবৃত। 'কোথায় ছাই-ঢাকা আগুন আছে?' *প্রমথ*, ১৯০৫।

ছাইদান [ছাই+ফা দান] *বি* সিগারেটের ছাই রাখার পাত্র। 'আমজাদের পাশে ছাইদান পূর্ণ হয়ে উঠেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৬।

ছাইদানি [ছাই+ফা দানী] *বি* সিগারেটের ছাই রাখার পাত্রবিশেষ। 'ছাইদানিতে জমতে থাকে, ছাই, দেশলাইকাঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ছাইপাঁশ, ছাইপাশ [ছাই+স ভস্ম>] *বি* বাজে বিষয়। 'লাগে না ভালো ছাইপাঁশ পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'এসব কি ছাইপাশ, থামবে তুমি।' *জীবন*, ১৯৩২।

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো – *ঠেকায় পড়ে অবহেলিত ব্যক্তির সমাদর*। 'হৃদয়ের মানে যদি হয় ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ছাই ফেলতে ভাঙ্গাকুলা – *ঠেকায় পড়ে অবহেলিত ব্যক্তির সমাদর*।। 'গোপী কহে কতগুলা, ছাই ফেলতে ভাঙ্গাকুলা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ছাইভস্ম [ছাই+স ভস্ম] **১** *বি* বাজে জিনিস। 'বৃথায় তিলক ধরে ছাইভস্ম খেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* গুরুত্বহীন বিষয়। 'কতকগুলো ছাই-ভস্ম যে লিখে পাঠিয়েছিলাম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছাইমাখা *বিণ* ছাই রঙের। 'সেই ছায়াটুকুর আশ্রয়ে ছাইমাখা কাকটা গা ধুতে এলো।' *হাসান*, ১৯৬৫।

ছাইরঙা *বিণ* ছাইয়ের মতো বর্ণবিশিষ্ট। 'আকাশে চৌরঙ্গির মতো চওড়া ছাইরঙা রাস্তা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

ছাই হওয়া ১ *ক্রি* বিনষ্ট হওয়া। 'দিনশেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে!' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *ক্রি* শেষ হওয়া। 'পুড়ে ছাই হয়ে গেছে যার সুখ-সাধ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ছাইয়া [স ক্ষার>] *বিণ* ছাই রঙের। 'ছাইয়া বস্ত্র।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছাইলা [স শাবক] *বি* ছেলে। 'দুগ্ধ বিনে ছাইলা কান্দে মায়ের বড় দুখ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ছাউনি [স ছাদন] **১** *বি* সৈন্যদের ব্যারাক; সৈন্যদের বসবাসের আস্তানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মাংস যাবে সামরিক ছাউনিতে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬। **২** *বি* রেলস্টেশন। 'ইষ্টেসিয়ান অর্থাৎ ছাউনি হওয়াতে এ পর্য্যন্ত শহর আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **৩** *বি* আচ্ছাদন। 'উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৪** *বি* চালা। 'একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ছাও [স শাবক] *বি* ছানা; শাবক। 'বিস্যাক ধরিয়া তোলে জেন সিংহছাও।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ছাওাল [স শাবক] *বি* পুত্র; ছেলে। 'ছাওাল হইয়া করে এত বড় রনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ছাওনি [স ছাদনী] **১** *বি* ছাউনি। 'ডিঙ্গার ছাওনি ভাঙ্গ্যা করে খান খান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ঢাকনা; চালার মতো আচ্ছাদন। *ক্যালগে*, ১৭৯৯।

ছাওনি ঘর *বি* সুগন্ধি খড়ের ঘর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছাওয়া[1] [স ছায়া>] **১** *ক্রি* বিছানো। 'তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **২** *ক্রি* ঢেকে ফেলা। 'আঁধার ছাইল, রজনী আইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *ক্রি* আবেশে ঢাকা। 'ক্রমে ছাইতেছে প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *ক্রি* ভিজিয়ে দেওয়া। 'আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ/ নয়নবাষ্পে ছেয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৫** *ক্রি* ভরে থাকা। 'তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **ছাইছে** *ক্রি* ভরে গেছে। 'বন্ধুর ভাবে চিত্ত ব্যাকুল অঙ্গ ছাইছে বিষে।' *সুলতান*, ১৭৫০। **ছাইতে ১** *ক্রি* ঘরের চাল আবৃত করতে। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রি* আচ্ছাদিত করতে। 'জাহাতে সিগ্র অগ্নি লাগে ইহা দিয়া ছাইতে পারিবা না।' *ক্যালগে*, ১৮০০। **ছাইল ১** *ক্রি* আচ্ছাদন করলো। 'সামল মেঘে ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ভরে গেলো। 'বিষে ছাইল সর্ব্ব গায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **ছাইলী** *ক্রি* বিছানো হলো। 'তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **ছাইলেক** *ক্রি* বিস্তৃত হলো। 'ছাইলেক হাট বাট স্বর্ণ পাটাম্বরে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ছেয়ে** *ক্রি* আচ্ছন্ন হয়ে। 'দগ্ধ দিনের বুকে যেমন/ আসে শীতল আঁধার ছেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ছেয়ে ফেলা *ক্রি* আচ্ছন্ন করা। 'ভালোবাসা দিয়ে ছেয়ে ফেলো না আমায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ছেয়ে যাওয়া *ক্রি* ভরে যাওয়া। 'নাটক নভেল কাব্যে দেশ ছাইয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছাওয়া[2] [স ছায়া] **১** *বিণ* আচ্ছাদিত। 'ভালিয়া চাহিয়া দেখি ছাওয়া নাই চাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* নারীর জননেন্দ্রিয়। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* ছায়া। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যাঁরা আপনার ছাওয়া দেখে ভয় পান।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৪** *বি* ছাউনি। 'রোদ্দুর প্লাটফর্মের ছাওয়ার বাইরে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ছাওয়া-পোয়া [স শাবক] *বি* ছেলে-মেয়ে; সন্তান। 'হুজুরের ছাওয়া-পোয়া নাই।' *শামসুল*, ১৯৬২।

ছাওয়াল [স শাবক] **১** *বি* ছেলেমানুষ। 'ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পুত্র। 'নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* নবজাতক। 'প্রসবিয়া ছাওয়াল থুইল মির্তিকায়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বিণ* বালকের মতো অপরিপক্ব। *মেয়র্স*, ১৭৬২। **৫** *বি* পুত্রতুল্য ব্যক্তি। *মেয়র্স*, ১৭৬২।

ছাওয়ালকি *বি* ছেলেমি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছাওয়ালদিগের *বি* ছেলেদের। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ছাওয়ালপান *বি* ছেলেমেয়ে। 'ছাওয়ালপানের জৈন্যে সের দুই তিন গুড় লইয়া যান।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

ছাঁই *বি* পুর; পিঠা ইত্যাদির ভিতরে পোরা হয় এমন জিনিস। 'ভিতরে পুরিয়া ছাঁই আলু দেয় ঢাকা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছাঁকা[1] [স শাতন>] *ক্রি* শোধন করা। 'চালুনির মত দোষ ছাঁকিয়া ফেলা ইহার উদ্দেশ্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ছেঁকে ধরা *ক্রি* ঘিরে ধরা। 'গাইড পাণ্ডা আমাদের ছেঁকে ধরলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ছাঁকা[১] [স শাতন>] *বিণ* খাঁটি। 'একেবারে ছাঁকা কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ছাঁকাতেল [স শাতন-তৈল] *বি* ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তোলা যায় এই পরিমাণ তেল। 'টপাটপ খেয়ে ফেলি ছাঁকাতেলে ভাজা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছাঁচ [ফা সাজ] ১ *বি* আদর্শ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* ছাপ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* গড়ন। 'সং এদের মুখের ছাঁচ ও পোষাক সকলেরই এক রকম।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৪ *বি* কাঠামো। 'নিয়তপরিবর্তমান জিনিষকে প্রত্যক্ষের কঠিন ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বি* ছাঁচে তৈরি মিষ্টান্ন। 'ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই গড়ালেন।' *অবন*, ১৮৯৬। ৬ *বি* নরম বস্তুকে একই আকার দেওয়ার উপকরণ। 'এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৭ *বি* দাগ; চিহ্ন। 'পাথরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ছাঁচ-গলি *বি* দুই ঘরের ছাঁচের নিচে সরু জায়গা। 'সারাটি রাত মায়ে-পোয়ে শুয়ে ছাঁচ-গলিতে।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

ছাঁচতলা *বি* ঘরের চালের বা ছাদের প্রান্তভাগের নিচের জায়গা, যেখানে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ে। 'আজেবাজে চোর-জোচ্চোর মানুষ এসেও তো দাঁড়াতে পারে ছাঁচতলায়।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ছাঁচে ঢালা *বিণ* ছাঁচে তৈরি। 'এইরূপ একই ছাঁচে ঢালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ছাঁচে তোলা *ক্রি* ছাঁচ দিয়ে গড়া। 'মুখ খানি যেন ছাঁচে তুলেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ছাঁচি *বিণ* প্রকৃত; দেশি। **ছাঁচিপান** *বি* একপ্রকার সুগন্ধি পান। 'খাসা গুয়া খায় ছাঁচিপান।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ছাঁচিলাউ *বি* লাউয়ের প্রজাতিবিশেষ। 'নূতন ছাঁচিলাউ কাটা হইয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ছাঁট [স শাত] ১ *বি* ভাঙা অংশ। 'তিসিজাত ছাঁট চূর্ণকরণেতে যত কাল ব্যয় হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* কাটার পদ্ধতি। 'কোটের কোন ছাঁটটা ফ্যাশন-সংগত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* বায়ুতাড়িত বৃষ্টির ঝাপটা। 'যে দিকে বৃষ্টির ছাঁট পৌচচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ছাঁটকাট ১ *বি* ছাঁটাই। 'ছাঁটকাট হবে।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* হাবভাব। 'শহরের ছাঁটকাট এনেছে কিন্তু পয়সা আনতে পারেনি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ছাঁটা [স শাত] ১ *বিণ* কেটে ছোটো-করা হয়েছে এমন। 'তাহার বলিষ্ঠ গঠন, চৌগোঁপ্পা ও ছাঁটা গালপাট্টা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *ক্রি* বাদ দেওয়া। 'উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* টুকরা। 'ছাঁটা কাপড়, নানা রঙের ফিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৪ *বিণ* খোসা ছাড়ানো হয়েছে এমন। 'ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।' *জীবন*, ১৯৪২।

ছাঁটাছোঁটা *বিণ* কেটে ছোটো করা হয়েছে এমন। 'গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ছেঁটেছুঁটে *ক্রি* কাটছাঁট ক'রে। 'কতকগুলো মানুষে একত্রে থাকলে তারা পরস্পরকে ছেঁটেছুঁটে অত্যন্ত খাটো করে রেখে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ছাঁটাই [স শাত>] ১ *বি* ছাঁটাই করা যায় যা দিয়ে। 'তাঁরা ছাঁটাই-কলের মধ্যে মানুষ বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *বি* 'ছাঁটা থেকে ছাঁটাই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৩ *বিণ* চাকরিচ্যুত। 'মহিলা শ্রমিককে সম্প্রতি ছাঁটাই করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৬।

ছাঁটাইকৃত *বিণ* ছাঁটাই করা হয়েছে এমন। 'ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের প্রায় সবাই ৭/৮ বছর যাবৎ সেখানে কর্মরত ছিলেন।' *বেগম*, ১৯৬৬।

ছাঁটাই-বাছাই *বি* যাচাই-বাছাই। 'ছাঁটাই-বাছাইয়ের যে কথা আছে সেটাও সম্ভব মনে হইতেছে না।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

ছাঁৎ [ধ্বন্যা] *বি* ঘটনার আকস্মিকতায় মানসিক শিহরনের অনুভূতি। **(বুক) ছাঁৎ করে ওঠা** *ক্রি* হঠাৎ কষ্ট পাওয়া। 'ছাঁৎ করে ওঠে সেই শেষ কাতারের মানুষগুলোর বুক।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ছাঁদ [স ছন্দ] ১ *বি* ধরন। 'তবল্লক ছাঁদে বসন পিঁধে সঙ্গে চলয়ে হাঁটি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* গড়ন। 'নিন্দিকুন্দ বিন্দুচাঁদ বিশদ দেহের ছাঁদ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* বন্ধন। 'চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া তুলে রাখি বুকে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৪ *বি* ভঙ্গি। 'নৃত্য করিল বিবিধ ছাঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৫ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ছাঁদদড়ি *বি* ছাঁদনদড়ি। 'শিঙ্গা বেত্র বংশী ছাঁদদড়ি গুঞ্জামালা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ছাঁদনা তলা [স ছন্দ>+স তল] *বি* হিন্দুবিবাহের ছায়ামণ্ডপ বা চাঁদোয়া। 'ছাঁদনা তলায় চারটি কলা গাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পীড়ে রাখা হয়েছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ছাঁদা[১] [স ছন্দ] ১ *ক্রি* আটক করা। 'ছলিয়া মধুর ভাষে ছাঁদিয়া বিষম পাশে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* ফাঁদা। 'রূপকথাটি ছাঁদা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ছাঁদা[২] [স ছন্দ] ১ *বিণ* বাঁধা। 'তার পিছনের পা দুটো দড়ি দিয়ে ছাঁদা।' *প্রমথ*, ১৯২২। ২ *বি* শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেওয়া ব্রাহ্মণের খাবারের পুঁটলি। 'চাইনে তোমার ছাঁদা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ছাঁদাছাঁদি *বি* জড়াজড়ি। 'দু-হাত ছাঁদাছাঁদি করিয়া তাহারই মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ...।' *তারা*, ১৯৪২।

ছাঁপা [স উপচয়>] *ক্রি* প্লাবিত হওয়া। 'বর্ষায় নদী ছাঁপিয়া খেতের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ছাকা[১] [স শাতন>] *বি* অবশিষ্ট অংশ। 'উক্সুরের ছাকা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছাকা[২] [স শাতন>] *ক্রি* তন্নতন্ন করে খোঁজা। 'ছাকিল কোটাল সব রাস্তার বাজার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ছাকিনা [স শাতন] *বি* ছাঁকনি। **ছাকিনার কানি** *বি* জল ছাঁকার ন্যাকড়া। 'পোস্তের হোলা ভেসে গেল ছাকিনার কানি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ছাক্কা [স সত্য] *বিণ* খাঁটি। 'আমি কি ফকিরি করব ছাক্কা।' *লালন*, ১৮৯০।

ছাগ [স] *বি* ছাগল। 'রাম্ভ কাড়ে যেন বোকা ছাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছাগ-ছানা [স ছাগশাবক] *বি* ছাগল-ছানা। 'চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগ-ছানা চরিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছাগ-ছাল *বি* ছাগলের চামড়া। 'বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছাল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছাগদুগ্ধ [স] *বি* ছাগির দুধ। 'শুক্তির কোষার্দ্ধে ছাগদুগ্ধ পূর্ণ করিয়া তাহার মুখবিবরে প্রদান করিতে উদ্যোগ করিতেছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ছাগ-নাদী *বি* ছাগলের বিষ্ঠা। 'ঘুচাব গোঁড়ামী রোগ দিয়া ছাগ-নাদী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছাগবৎস [স] *বি* ছাগলের বাচ্চা। 'কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ছাগমাতা [স] *বি* মা ছাগল। 'একটা ছাগমাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধ-ভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ছাগ-রাখাল [স ছাগ+রাখাল] *বি* ছাগল চরায় যে। 'অই দোষে হৈলি ছাগ-রাখাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছাগলোম [স] *বি* ছাগলের লোম। 'তিব্বত দেশে বিস্তর ছাগলোম পাওয়া যায় তাহাতে শালবস্ত্র হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ছাগশাবক [স] *বি* ছাগলছানা। 'ছাগশাবক কাকদন্তির হিসাব পর্যন্ত মিলাইয়া দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ছাগশিশু [স] *বি* ছাগলছানা। 'ছাগশিশুকে যখন বলিদান দিতে লইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ছাগা [স ছাগ] *বি* পাঁঠা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছাগি [স ছাগী] *বি* মাদি ছাগল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছাগী [স] *বি* মাদি ছাগল। 'সাধু সাধু সাধু তুমি ছাগীর সন্তান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছাগল [স ছাগ] *বি* গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ। 'আমি অভাজন না কইল পালন ছাগল রাখিলে বনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছাগলছানা *বি* ছাগলের বাচ্চা। 'ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ছাগলদড়ি *বি* ছাগল বাঁধার দড়ি। 'বিধি ছাগলদাড়ি যারে দেছে তারে কেন ছাগলদড়ি দিয়ে বাঁধিব না।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ছাগলের পায় জব মাড়া – কোনো বড়ো কাজ অক্ষম ব্যক্তিকে দিয়ে করানোর চেষ্টা। 'এ কি ছাগলের পায় জব মাড়া।' *গৌর*, ১৮২২।

ছাগলের বাচ্চা *বি* ছাগশিশু; ছাগলছানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ছাগুনা *বি* ছাতাপড়া ভাব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছাচ [ফা সাজ] **১** *বি* ঠাট। 'মিছেঁ ছাচেঁ কাহ্নাঞি ভাণ্ডাআঁ যাই ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ছাঁচ। 'যেন তেন ছাচের আছয়ে এক গুণ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ছাচ্চা [স সত্য] *বিণ* সত্য। 'রচনের ঝুট ছাচ্চা আমি নাই ঠেকি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ছাজা [ফা সাজা] *বি* শাস্তি। 'খেদমত করিবা তফাত করো ছাজা পাইবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ছাঞিঅণ [পা সত্তপণ্ণি] *বি* ছাতিম গাছ। 'পদ্মকাষ্ঠ আর ছাঞিঅণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছাট [স শাতন] **১** *বি* গাছের সরু ডাল। 'দনা ছাট খুঞা বাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গবাদি পশু তাড়ানোর লাঠিবিশেষ। 'ছাট হাথে ডাল মাথে ধীরে ধীরে জায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* চাবুক। 'ছাটের উপরে ছাট অশ্বরে চাপিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বি* আঘাত। 'মহাবীর আলিএ ঢালের ছাট দিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **৫** *বি* জলের ছিটা, যা বায়ুবাহিত হয়ে আসে। 'প্রবল বাতাস বৃষ্টির ছাট লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ছাটছোট *বি* কাটছাঁট। 'মাষ্টর ছাটছোট করিয়া ২০৫১০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে স্থির বুঝিয়া রিপোর্ট করিলে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ছাটন [স শাতন] **১** *বি* আঘাত। 'ছাটন করিয়া যেন ছোড়াএ কপাট।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* চালের বাইরের অংশ। 'পিরীত আটন পিরীত ছাটন পিরীতির দুখানা চাল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ছাটা [স শাত>] *ক্রি* ছেটে ফেলা। 'কেহ২ গোঁপ ছাটিয়া দাঁতে মিশি দিয়া ... বেড়াইতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ছাড় [পা ছড্ড>] **১** *বি* ছাড়ানোর প্রক্রিয়া। 'সেক্রটরী সাহেব নমকের ছাড় রওয়ানা দিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৯৮। **২** *বি* মুক্তি। 'জেল হলে মেয়াদ অন্তে কোন একদিন ছাড়ও হয়ে যায়।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ছাড়চিঠি, ছাড়চিঠী [ছাড়+হি চিট্‌ঠি] *বি* ছাড়পত্র; গমনাগমনের অনুমতিপত্র। 'খরিদার বাকী চাউল লইয়া জাওনের রওয়ানা ও ছাড় চিঠী পাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬; 'ভারত-সরকারের ছাড়চিঠি জুটল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ছাড়-দেওয়া *বিণ* আলগা-করা। 'বিশ্বের মধ্যে এই ছাড়-দেওয়া এবং টান-রাখার নিত্যলীলাতেই সুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছাড়পত্র [ছাড়+স পত্র] **১** *বি* স্বাধীনতা। 'কাজেই কবিদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* অনুমতি। 'অরূপ অদ্ভুত একটা বাজি দেখবে তার কাছে ছাড়পত্র নিয়ে।' *অবন*, ১৯২৫। **৩** *বি* অধিকার। 'বর্ণমালায় সে ঢুকেছে একারের নামের ছাড়পত্র নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৪** *বি* অধিকারপত্র। 'ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে/ মরণের ছাড়পত্র নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে তার মুখে খবর পেলুম : সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। **৫** *বি* সনদ। 'অনেকে পাসের ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়ে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ছাড়-পাওয়া *বিণ* মুক্ত; অবারিত। 'উড়ানীর চরে ছাড়-পাওয়া রোদ।' *জসীম*, ১৯৩০।

ছাড়তোক *বি* ঘোড়ার চলনবিশেষ। 'ছাড়তোক ভাঙিয়া দুলকি চাল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ছাড়ন [পা ছড্ড>] *বি* ত্যাগ করা। 'রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ছাড়া[১], ছাড়ানো [পা ছড্ড>] **১** *ক্রি* ত্যাগ করা। 'ছাড়ু ছাড় মাআমোহা বিষমো দুন্দোলী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০; 'ছাড় তোঁ আক্ষার দানের আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ছিটকে পড়া। 'পসার টলিআঁ গেল/ ছাড়ায়িল কিছু দুধ দহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'ঘৃত দধি দুধ ঘোল ছাড়াআঁ মোর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* ফেলে দেওয়া। 'ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *ক্রি* কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া। 'দালাল ছাড়াইলে কুম্পানির দাদনির দফার জামিন কেহ থাকে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৬** *ক্রি* ডিঙিয়ে যাওয়া। 'সেখানকার আলাদা কোটী ছাড়াইয়া দ্বারহাটায় সামিল করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৭** *ক্রি* অতিক্রম করা। 'ইহা ছাড়াইলে পুরীর আরম্ভ।' *রামরাম*, ১৮০১। **৮** *ক্রি* বাদ দেওয়া। 'এ প্রযুক্ত আমার কর্ম্ম হইতে ছাড়াইল।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৯** *ক্রি* ত্যাগ করা। 'তিনটের ট্রেনে ব্রিন্দিসি ছাড়লেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **১০** *ক্রি* নিষ্কৃতি দেওয়া। 'সরলা যে ছাড়বে এমন বোধ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **১১** *ক্রি* পরিবর্তন করা। 'কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

১২ *ক্রি* ভোগাধিকার দেওয়া। 'বিস্তর ব্রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **১৩** *ক্রি* বন্ধ করা। 'লেখাটা কোথায় ছেড়ে দিয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **১৪** *ক্রি* পৃথক করা। 'যদি পার দেহ থেকে রূপ নাও ছাড়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **১৫** *ক্রি* বাজারজাত করা। 'চাউল ছাড়িতে কৃষকদের সম্মত করিবার পথে বাধা আছে।' *আজাদ*, ১৯৪৭। **১৬** *ক্রি* উচ্চারণ করা। 'যে ছয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **১৭** *ক্রি* খালাস করা। 'বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্য।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **ছাড় ১** *ক্রি* ছাড়ো। 'ছাড়ু ছাড় মাআমোহা বিষমো দুন্দোলী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। **২** *ক্রি* ত্যাগ করো। 'ছাড় তোঁ আব্ধার দানের আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছাড়অ ১** *ক্রি* ছাড়ে। 'খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো।' *চর্যা ১৯*, ১২০০। **২** *ক্রি* ত্যাগ করো। 'এখনে আমার সঙ্গ ছাড়অ ষুবুদ।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছাড়এ** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'উলটি বসিআঁ সুন্দরি রাধা ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছাড়থু** *ক্রি* ছাড়ুক। 'মোহি বরু অতনু অতনু কএ ছাড়থু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ছাড়ন্ত** *ক্রি* ত্যাগ করছে। 'অধিক চিন্তিত হই ছাড়ন্ত নিশ্বাস।' *সুলতান*, ১৭০০। **ছাড়বার** *ক্রি* বাদ দেওয়ার। 'আঁকতে গেলে একটি সামান্যতম রেখা পর্যন্ত ছাড়বার যো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **ছাড়য়** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'নানা খেলা খেলিয়া না ছাড়য় আশা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ছাড়য়ে** *ক্রি* ছাড়ে। 'চিন্তায়ে আকুল রাজা ছাড়য়ে নিশ্বাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ছাড়ল** *ক্রি* ত্যাগ করলো। 'সৈসবে বাপুড়ে সীমা ছাড়ল জউবনে বাঁধল ফেদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ছাড়হ ১** *ক্রি* ত্যাগ করো। 'জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বলো। 'পাগলাই না করিহ না ছাড়হ ঝুট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ছাড়া ১** *ক্রি* ত্যাগ করা। 'মারিলে না যায় ছাড়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *অব্য* ব্যতীত; বাদ দিয়ে। 'কাব্য ছাড়া একটুক কদাচিত মুখে নাহি ভাষা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ছাড়াইতুঁ** *ক্রি* ছাড়াতাম। 'আপনে আহার হইয়া স্বামী ছাড়াইতুঁ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ছাড়াইতে** *ক্রি* মুক্ত করতে। 'ঘাটি দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ছাড়াইবোঁ** *ক্রি* ছড়িয়ে দেবো; বিক্ষিপ্ত করবো। 'ছাড়াইবোঁ তার ক্ষীর কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছাড়াইয়া** *ক্রি* ছাড়িয়ে। 'সেখানকার আলাদা কোটী ছাড়াইয়া দ্বারহাটার সামিল করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **ছাড়াতে** *ক্রি* খালাস করতে। *ওর্সা*, ১৭৮২। **ছাড়ায়** *ক্রি* খালাস করে। 'ওঝা ঠাঞি যাই যদি সে ভূত ছাড়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ছাড়ায়িল ১** *ক্রি* ছিটকে পড়লো। 'পসার টলিআঁ গেল/ ছাড়ায়িল কিছু দুধ দহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ছড়িয়ে গেলো; বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। 'তখন ছাড়ায়িল ঘৃত দধি ঘোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছাড়ায়িলেঁ** *ক্রি* ছড়ালে। 'দধি দুধ ছাড়ায়িলেঁ তার কড়ী দেউ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছাড়ি ১** *ক্রি* ছাড়লাম। 'তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এস্তা।' *চর্যা ১০*, ১২০০। **২** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'বড়াইকে ছাড়ি কেন হইব একাকিনী।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *ক্রি* ছেড়ে দিই। 'সে মূঢ় নরকগামী আমি ছাড়ি তাকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ছাড়িঅ** *ক্রি* ছেড়ে। 'ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।' *চর্যা ৩১*, ১২০০। **ছাড়িআ** *ক্রি* ছেড়ে। 'পুত্রক ছাড়িআ বাপ ধাএ প্রাণ লইআ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ছাড়িঞাঁ** *ক্রি* ছেড়ে। 'না জাইবো ঘর আর তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছাড়িব** *ক্রি* ছেড়ে দেবো। 'ছাড়িব দান রাধা দেহ আলিঙ্গন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছাড়িবা** *ক্রি* ছেড়ে যাও। 'তুমি ধর্মময় যদি জননী ছাড়িবা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ছাড়িবেন** *ক্রি* ছাড়বেন; ত্যাগ করবেন। 'জামিলেন প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ছাড়িমু** *ক্রি* ছাড়বো। 'তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্বথা ছাড়িমু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ছাড়িয়া** *ক্রি* ছেড়ে। 'সরির ছাড়িয়া গেলা বৈকুন্ট পুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছাড়িয়াত** *ক্রি* ছেড়ে। 'ছাড়িয়াত নিজপুর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ছাড়িল** *ক্রি* ত্যাগ করলো। 'ছাড়িল রাধা/ তোর দধির দাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছাড়িলাম** *ক্রি* ত্যাগ করলাম। 'ছাড়িলাম আপনা দীন মানিলাম তোহ্মারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **ছাড়িলুঁ** *ক্রি* ত্যাগ করলাম। 'ছাড়িলুঁ সকল আসা সব অকারন।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছাড়িলে** *ক্রি* ত্যাগ করলে। 'মনেত ভাবিল তান সুগন্ধি ছাড়িলে।' *সুলতান*, ১৭০০। **ছাড়িলেক** *ক্রি* ছাড়লো। 'স্বামিরে ছাড়িলেক ভয় খণ্ডিলেক লাজ।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছাড়ী** *ক্রি* ছেড়ে। 'বাম দাহিণ দো বাটা ছাড়ী সান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।' *চর্যা ১৫*, ১২০০। **ছাড়ু** *ক্রি* ত্যাগ করুক। 'ছাড়ু সুরতীর আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছাড়ে ১** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'না ছাড়ে নান্দের পোএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ফেলে। 'মনতোষ ভৈল কাহ্নাঞিঁ ছাড়ে ঘন শাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* হাঁকে। 'বিপরিত ডাক ছাড়ে রাক্ষসি দারুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছাড়েন** *ক্রি* ত্যাগ করেন। 'হিয়ার উপরে থুয়া ছাড়েন নিশ্বাস।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছাড্যা** *ক্রি* ছেড়ে। 'ছাড্যা গেল কালিদহ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছেড়ে** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'শহরের লোক যত কাম কাজ ছেড়ে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ছেড্যা** *ক্রি* ছেড়ে। 'ভূমি ছেড্যা তিন বার নেচ্যা উঠে থালা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ছোড়** *ক্রি* ছেড়ে দাও। 'ছোড় ছোড় পিন্ধন, নিচোল পাছে ফাটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ছ্যেড়ে** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'ইষ্টিমারের হুইল ঘুরে ছ্যেড়ে দিলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ছেড়ে ছুড়ে *ক্রি* পরিত্যাগ ক'রে। 'কখন তা ছেড়ে ছুড়ে হাতে করে বেত্রী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ছেড়ে দেও ভাই কেঁদে বাঁচি – উপকার না চেয়ে বরং নিষ্কৃতি চাওয়া। 'এখন ছেড়ে দেও ভাই কেঁদে বাঁচি।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ছেড়ে দেওয়া ১ *ক্রি* মুক্ত করা। 'ভালুক বৎসেরদিগকে আনিয়া কাছারিতে সকল লোকের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেক।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *ক্রি* ত্যাগ করা। 'সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ছাড়া[২] [পা ছড্ড>] **১** *বি* মুক্তি। 'একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছাড়া দিতে পারতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* মুক্ত। 'যেমন ছাড়া বনের পাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ছাড়া কাপড় *বি* ব্যবহৃত পোশাক। 'আলনার উপরে হিমাংশুর স্কুলের ছাড়াকাপড় ঝুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ছাড়া-ছাড়া ১ *ক্রিবিণ* বিচ্ছিন্নভাবে। 'ছাড়া-ছাড়া ভাবে দুই-চারটে কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বিণ* খণ্ড খণ্ড। 'ছাড়া-ছাড়া মেঘ করেছে সেদিন।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

ছাড়াছাড়ি [পা ছড্ড>] **১** *বি* বিচ্ছেদ। 'সাধী হারামজাদী ... করিতে চায় ছাড়াছাড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ব্যবধান। 'নানা বিষয়ে নগরে গ্রামে ছাড়াছাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বি* নিষ্কৃতি। 'কোনো ছাড়াছাড়ি নেই, আপনাকে আসতেই হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ছাড়াছুড়ি [পা ছড্ড>] *বি* মুক্তি। 'সন্ধ্যেবেলায় কোনোমতেই ছাড়াছুড়ি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ছাড়া-পাওয়া *বিণ* মুক্ত; বন্ধনহীন। 'আজ তারা সব ছাড়া-পাওয়া জানোয়ার।' *হোসেন*, ১৯৪০।

ছাড়াবাড়ি *বি* পরিত্যক্ত বাড়ি। 'কবেকার ছাড়াবাড়ি কে জানে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ছেড়ে দেওয়া[১] *দ্র* ছাড়া[১]

ছেড়ে-দেওয়া[২] *বিণ* আলুলায়িত। 'ছেড়ে-দেওয়া চুলের চারপাশে

অন্ধকার জ্বলছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

ছাড়া[৩] *অব্য* ব্যতীত। 'ছয় মাসের পচামড়া অস্থি আর মাংস ছাড়া।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ছাড়ান [পা ছড্ড>] *বি* ত্যাগ। '*নেজ্জ পর্য্যন্ত ক্ষতাম্বিত হইয়া, বড়ই ঠকঠকিতে ছাড়ান পাইলেক*।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ছাড়ান দেওয়া *ক্রি* ত্যাগ করা। 'আরবী ফারসীর সংস্রব ছাড়ান দিয়া ... হিন্দু ভ্রাতৃগণের ও সংস্কৃতের সেবা করিলাম।' *এসলাম*, ১৯১৫।

ছাড়ী [পা ছড্ড] *অব্য* ব্যতীত। 'আহ্মা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছাঢ়া *অব্য* ছাড়া; ব্যতীত। 'পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই ইহা ছাঢ়া বামণ নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ছাত[১] [স ছাদ] *বি* ছাদ; ঘরের পাকা চাল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'চতুর্দ্দিগের প্রাচীর ও দোকানের ছাত প্রভৃতি।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ছাতওআলা [স ছাদ+হি ওয়ালা] *বিণ* ছাদবিশিষ্ট। 'বাড়িগুলো লন্ডনের মতো থামবারান্দাশূন্য, ঢালু ছাতওআলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ছাতপেটা *বি* ছাদ পেটানোর কাজ। 'ছাতপেটার শব্দের মতই ছাতিপেটার শব্দ হচ্ছিল।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ছাতেরোপর [স ছাদ+স উপর] *বি* ছাদের উপরিতল। 'কোন২ দিন ছাতেরোপরে। বঁধু মধু আশে ভ্রমণ করে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ছাত[২] [স ছত্রাক>] *বিণ* ময়লা; ছত্রাক। **ছাতকুড়ো** [স ছত্রাক>] *বি* ছাৎলা। 'পুরনো নরম ছাতকুড়োর জন্য মমতার কোনো গন্ধও নাই।' *জীবন*, ১৯৩১।

ছাতকুরা [স ছত্রাক>] *বিণ* ময়লা; ছত্রাক। 'ছাতকুরা বস্ত্র।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছাতা[১] [স ছত্র] ১ *বি* রাজছত্র। 'ব্রাহ্মণের রাজা করি ধরাইল ছাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সূর্যের তাপ এবং বৃষ্টি থেকে শরীর রক্ষা করার দণ্ডযুক্ত আচ্ছাদনবিশেষ। 'যবে যে বাগ ঝাটি/ ধরিবে ছাতার বাটি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ছাতাহস্তক [স ছত্র>+স হস্তক] *বিণ* ছাতি হাতে ধরে আছে এমন। 'চারিদিকেই ছাতাহস্তক, টুপিমস্তক ও চোখধাঁধক ভিড়ের আনাগোনা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ছাতা[২] [স ছত্রাক] ১ *বি* ছত্রাক। 'বর্ষাকালে পুস্তকে যে ছাতা পড়ে ... উহাদিগকে বেঙের ছাতা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* বিরক্তিকর বস্তু। 'কি ছাতার এক টিন দিয়ে গড়া।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ছাতা-ধরা *বিণ* ছাতলাযুক্ত। 'সে কালোতে কোনো জৌলুস নেই – কেমন ছাতা-ধরা, মসনে-পড়া ছাবড়া ছাবড়া।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ছাতাপড়া *বিণ* ছাতলাযুক্ত। '*টোল-খাওয়া ছাতাপড়া মাথা, ফাটা-মত মনে হয় যেন*।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ছাতানাতা [স ছত্র] *বি* টুকরা টুকরা খণ্ড। 'ভাবে আকাশের নীল শামিয়ানা ছিঁড়ে করি ছাতানাতা।' *জসীম*, ১৯৫১।

ছাতা পড়া *ক্রি* বিনা ব্যবহারে নষ্ট হওয়া। 'আমার ... টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ছাতার [ধ্বন্যা] *বি* এক্প্রকার পাখি। 'খঞ্জনকে গঞ্জন দিয়া ছাতারের মান বাড়াইয়া সকলকে মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছাতারের নৃত্য *বি* আনাড়ি নাচ। 'বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ছাতারিয় [ধ্বন্যা] *বি* সাপ বিশেষ। 'শিয়র চাঁদা ছাতারিয় নাগ চর্ম কষা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ছাতারিয়া, ছাতারে [ধ্বন্যা] *বি* পাখি বিশেষ। 'ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল।' *ভারত*, ১৭৬০; 'ছাতারে পাখি কিচমিচ করিতেছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ছাতি[১] [স ছত্র] *বি* ছাতা। 'নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ছাতিওয়ালা *বি* ছাতা বিক্রেতা। 'ছাতিওয়ালার দোকান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ছাতিপেটা[১] *বি* ছাতা দিয়ে পেটানো। 'ছাতপেটার শব্দের মতই ছাতিপেটার শব্দ হচ্ছিল।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ছাতিপেটা[২] *দ্র* **ছাতি**[২]

ছাতিহীন [স ছত্রহীন] *বিণ* ছাতা নেই এমন। 'শিলাবৃষ্টির নিচে ছাতিহীন পথিকের মতই হালিম ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ছাতি[২] [স ছত্র] *বি* বক্ষ। 'অতি দুঃখ কাতি যেই করে ছাতি বাহু বহুবিধ নারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছাতিপেটা *বি* বুকের ছাতি চাপড়ানো। 'গাছ থেকে লাশ নামিয়ে সে ত ছাতিপেটা শুরু করল আর হাউ মাউ কান্না।' *শওকত*, ১৯৬২।

ছাতি-ফাটা *বিণ* পিপাসায় বুক শুকিয়ে যাওয়া। 'আহ্লেখানা দেখে কান্দে শোকে ছাতি ফাটে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ছাতিম [পা সত্তপণ্ণি] *বি* এক ধরনের বৃক্ষ। 'ছাতিম গাছের শাখায় বাদুড় ঝুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ছাতিঅন, ছাতীঅন, ছাতিন [পা সত্তপণ্ণি] *বি* ছাতিম গাছ। 'রবি লোধ ছাতীঅন ভান্টি দুধিআকন।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সিমুলি ছাতিন আঙ্গনা নিম পারুলি দেবদারু মারুল্যা সিম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছাতীঅন [স সপ্তপর্ণ] *বি* গাছবিশেষ; ছাতিম। 'রবি লোধ ছাতীঅন ভান্টি দুধিআকন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছাতিয়া [স ছত্র] *বি* বুক। 'ফাটি যাওত ছাতিয়া।' *শেখর*, ১৬০০।

ছাতিয়ারা *বি* হিন্দুসমাজের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানবিশেষ। 'শতামৃত, ছাতিয়ারা এবং অন্নপ্রাশন।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছাতী [স ছত্র] *বি* ছাতা। 'হরিষ করিআঁ তার মাথে ধর ছাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছাতু [স শক্তু] ১ *বি* যবের গুঁড়া। 'তন্মধ্যে ধান্য হইতে তণ্ডুল, যব হইতে ছাতু, গম হইতে ময়দা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* ধ্বংস। 'দেশের অস্থিমজ্জা ছাতু করে বানিয়ে তুলেছে বস্তাবন্দী ভালোমানুষি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ছাতুখোর [ছাতু+ফা খোর] ১ *বিণ* ছাতুভোজী। 'তোমরা এদের ছাতুখোর বলে অবজ্ঞা কর।' *প্রমথ*, ১৯৩১। ২ *বিণ* হিন্দুস্তানি। 'ঐ ছাতুখোর নির্বুদ্ধি উকিলের চাইতে তুমি মামলা ঢের ভালো চালাতে পারবে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

ছাতো [স ছত্রাক] *বি* ছাতাপড়া ভাব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছাত্তর [স ছাত্র] *বি* ছাত্র। 'গুরু-ট্রেনিঙের এক পিলেওয়ালা ছাত্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ছাত্র [স] *বি* শিক্ষানবিশ। 'গুরু সঙ্গে জেন ছাত্র হও তুমি মহাপাত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছাত্র-জীবন [স] *বি* শিক্ষার্থীকাল। 'ছাত্র-জীবনের মতো মধুর জীবন

আর নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছাত্রত্ব [স] *বি* শিষ্যত্ব। 'আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ছাত্রদল [স] *বি* ছাত্রসমষ্টি। 'আমরা শক্তি আমরা বল আমরা ছাত্রদল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ছাত্রদশা [স] *বি* ছাত্রজীবন। 'তার পরে এদের ছাত্রদশা কেটে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ছাত্র ধর্ম্মঘট [স] *বি* শিক্ষার্থী কর্তৃক আহ্বানকৃত ধর্মঘট। 'ঢাকার ছাত্র ধর্ম্মঘট পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া আমরা এই আশঙ্কাই পোষণ করিতেছিলাম।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

ছাত্রনিবাস [স] *বি* ছাত্রদের বাসস্থান; হস্টেল। 'যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ছাত্রনেতা [স] *বি* শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দানকারী। 'আহত ছাত্রনেতা ... শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

ছাত্রবয়স [স] *বি* ছাত্রজীবন। 'ছাত্রবয়সের সহিত কর্মকালের সম্পূর্ণ ব্যবধান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছাত্রবিক্ষোভ [স] *বি* ছাত্র আন্দোলন। 'ছাত্রবিক্ষোভ কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

ছাত্রবৃত্তি [স] *বি* মেধাবী ছাত্রদের প্রদত্ত পুরস্কার। 'নিউটন ... ত্রিনীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা [স] *বি* বৃত্তি প্রদানের বাছাই পরীক্ষা। 'ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছাত্রমণ্ডলী [স] *বি* ছাত্রসমাজ। 'ছাত্রমণ্ডলী সমবেতভাবে এই উৎসব বর্জ্জন করিয়াছিলেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

ছাত্রমহল [স] *বি* শিক্ষার্থী সমাজ। 'ছাত্রমহলে সোহিনী পাত্র সন্ধান করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ছাত্ররাজনীতি [স] *বি* ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ। 'ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার জন্য ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকগণ ...।' *আজাদ*, ১৯৬২।

ছাত্ররূপে [স] *ক্রিবিণ* ছাত্র হিসেবে। 'কেবল হিন্দুবংশ্য বালকগণ ছাত্ররূপে গৃহীত হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

ছাত্রলীগ [স ছাত্র+ই লীগ] *বি* ছাত্র সংগঠনবিশেষ। 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের মহিলা সংগঠন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ছাত্রসংখ্যা [স] *বি* শিক্ষার্থীর সংখ্যা। 'শিক্ষালয়ের ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত অল্প হওয়া বিহিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ছাত্রসভা [স] **১** *বি* ছাত্রজীবন। 'ছাত্রসভার ডিম্ব ভেদ করিয়া গোরা বয়স্কসভায় কাকলি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* ছাত্রদের সমাবেশ। 'এলাহাবাদের এক ছাত্র-সভায় বলিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ছাত্রসমাজ [স] *বি* শিক্ষার্থীবর্গ। 'এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে শুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্যন্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ছাত্রাগার [স] *বি* ছাত্রাবাস। 'ছাত্রাগার-সকলের নিয়ম ও কার্যপ্রণালী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছাত্রাবাস [স] *বি* ছাত্রদের বাসস্থান। 'তাহার ছাত্রাবাসে চেনা হাতের অক্ষরে একখানি চিঠি পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ছাত্রালয় [স ছাত্র>] *বি* বিদ্যালয়। 'উক্ত ছাত্রালয়ে এক উপদেশকর্ত্তা নিযুক্ত ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ছাত্রী [স] *বি স্ত্রী* শিক্ষানবিশ; শিক্ষার্থী। 'শ্রীমতী বিবি তাহেরণ লেছা, বোদা বালিকা বিদ্যালয়, প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্রী।' *বামাবোধিনী*, ১৮৬৫।

ছাত্রীদল [স] *বি স্ত্রী* শিক্ষার্থীগণ। '... এবং তাঁর বাছাই করা ছাত্রীদল।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ছাত্রীনিবাস [স] *বি* ছাত্রীদের আবাসস্থল। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রীনিবাস।' *বেগম*, ১৯৬৯।

ছাত্রীনেত্রী [স] *বি* ছাত্রীদের নেত্রী। 'ছাত্রীনেত্রীবৃন্দ বক্তৃতাকালে ... স্বাধীনতা-পরবর্তী অবস্থা আলোচনা করেন।' *বেগম*, ১৯৭২।

ছাত্রীবাহী [স] *বিণ* ছাত্রী বহনকারী। 'ছাত্রীবাহী গাড়িগুলির অব্যবস্থা সর্ম্পকে কর্তৃপক্ষকে বহুবার জানিয়েও কোনো ফল হয়নি।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ছাত্রীবাস [স] *বি* ছাত্রীদের বাসস্থান। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রীবাস রোকেয়া হলে ...।' *বেগম*, ১৯৭১।

ছাত্রী সংসদ [স] *বি* ছাত্রীদের সঙ্ঘ। 'নবনির্বাচিত ছাত্রী সংসদের অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৫।

ছাদ[১] [স ছন্দ] *বি* গঠন। 'বদন ছাদ কামের ফাঁদ।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

ছাদ[২] [স] **১** *বি* পাকা বাড়ির চালা; আচ্ছাদন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'অনেক ছাদ পড়িয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* চালা। 'দুই-চারিটি টিনের-ছাদ-বিশিষ্ট কুটির।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ছাদন [স] *বি* আবরণ। 'দাদনের গাদনে বাঁধনের ছাদনে ভিটে মাটি চাটি সার।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

ছাদনাতলা [স ছাদন+স তল] *বি* হিন্দুবিবাহের ছায়ামণ্ডপ বা চাঁদোয়া। 'যেন অপরাধীর মত, ছাদনাতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ছানচে [আ কুনাসাহ্] *বি* ঘরের দেয়ালের পাশ। 'ঘর ছেড়ে ছানচেতে বাসা কুপথে তার যাওয়া আসা।' *লালন*, ১৮৯০।

ছানলা [স ছাদন+স তল] *বি* চাঁদোয়া। 'উঠোনে বিয়ের ছানলা তুলতে পারত না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ছানা[১] [স ক্ষরণ>] **১** *বি* টক মিশিয়ে দুধ থেকে তৈরি পিণ্ড। 'অমৃতমণ্ডা ছানার বড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সন্দেশ। 'ছাগ মেষ দধি দুগ্ধ সুমধুর ছানা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছানা কাটা *ক্রি* দুধ থেকে ছানা পৃথক করা। 'কাল রাত্রে ছানা কেটেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ছানাবড়া [ছানা+স বটক] **১** *বি* ছানা দিয়ে তৈরি মিষ্টিবিশেষ। '... লুচি কচুরি ছানাবড়া নিমকী ঘেওর সিঙ্গারা গজা খাজা খাস্তা বাদাম কিসমিস পেস্তা মোহনভোগ অদ্ভুত।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ* বিস্ময়ে ছানাবড়ার মতো গোলাকার ও বড়ো। 'ব্যাপার দেখে অবাক সবাই চক্ষু ছানাবড়া।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ছানার বড়া *বি* ছানা দিয়ে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'অমৃতমণ্ডা ছানার বড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ছানা[২] [স শাবক] *বি* শাবক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নকুলের ছানা বলি বান্ধিল বসনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছানা[৩] [স ক্ষরণ>] **১** *ক্রি* ছাঁকা। 'গোবিন্দ-কুণ্ডের জল আনিল ছানিআ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* মন্থন করা। 'শৃঙ্গার-রস ছানি তারে চন্দ্রজ্যোৎস্না ছানি/ জানি বিধি নিরমিল তায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩**

ক্রি চটকানো। 'কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।
ছানিআ, ছানিয়া *ক্রি* ছেনে। 'কিবা বা দিঞা অমিয়া ছানিয়া গড়িল কোন্ বা রাজে।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০; 'গোবিন্দ-কুণ্ডের জল আনিল ছানিআ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ছানিয়া-গড়া *বিণ* মন্থন ক'রে তৈরি। 'তার মন-কাড়িয়া-লওয়া হাসি, শৈশবতারল্য, চাঁদ ছানিয়াগড়া মুখ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ছানি [স ছাদনী] **১** *বি* চোখের মণিতে-পড়া হালকা আবরণ যার ফলে দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হয়। 'কন্যার পিতার চক্ষে পড়ুক ছানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ছাউনি। 'রূপার বাড়ির রুশাই ঘরের ছুটল চালের ছানি।' *জসীম*, ১৯২৯।

ছানিপড়া **১** *বিণ* চোখে আবরণ পড়েছে এমন। 'এতো আর ধলাকর্তার ছানিপড়া চউখ না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১। **২** *বিণ* আবৃত। 'বুড়ো রাজমিস্ত্রীর চোখের মতো ছানি-পড়া আকাশে/ জ্যামিতিক চাঁদ শোনে তারার কথকতা।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

ছানিত [স ক্ষরণ>] *বিণ* ছেঁকে নেওয়া হয়েছে এমন। 'ছানিত কিরণে ভাসে দশদিশি।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ছান্দ [স ছন্দ] **১** *বি* ছন্দ। 'হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ জাএ গজগড়ি ছান্দে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ছল। 'করসি তোঁএ ছান্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* প্রকার। 'সুধা ঝরে সুবদনে শোভা কত ছান্দে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ছান্দ দড়ি *বি* ছাঁদনদড়ি। 'তাড় খাড়ু বেত্র বংশী শিঙ্গা ছান্দ দড়ি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ছান্দক [স ছন্দ>] *বিণ* ছন্দের; বাসনার। 'এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।' *চর্যা ১*, ১২০০।

ছান্দলা [স ছন্দ>] *বি* ছায়া-মণ্ডপ; ছাদনাতলা। 'আরোপী হেমকুম্ভ করিল কর্মারম্ভ ত্বরিতে বান্ধিল ছান্দলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছান্দসিক [স] *বিণ* ছন্দজ্ঞানী। 'যে স্তরে উঠলে ছান্দসিক কবি হয়ে ওঠেন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ছান্দা [স ছন্দ] **১** *ক্রি* বিন্যস্ত করা। 'বাহে বাহে ছান্দা জাহ্নবীর কাদা ভরিল যতেক নারী।' *মুরারি*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* নির্মাণ করা। 'দুয়ারখানি ছান্দ।' *জসীম*, ১৯৩৩। **ছান্দিয়া** *ক্রি* বেষ্টন ক'রে। 'নব দ্বার বান্ধিয়া ভাঁড়ার ঘর ছান্দিয়া মন মোর সদায় নাগরী।' *সুলতান*, ১৭৫০। **ছান্দে** *ক্রি* বেষ্টন করে। 'বলদেব ধরি ছান্দে মন্থের বন্ধনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ছাপ[১] [প ছাপা] **১** *বি* খোদাই করা ধাতুফলক। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* চিহ্ন। 'একখান ছাপ রাখা কর্ত্তব্য।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। **৩** *বি* দাগ। 'আমাদের সর্বাঙ্গ কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বি* প্রলেপ। 'তার পরে কখন তার উপরে নতুন নতুন ছাপ প'ড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ছাপ করন *বি* ছাপানোর কাজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ছাপমারা **১** *বিণ* মুদ্রিত; সিল-দেওয়া। 'কতকগুলো ছাপমারা লেফাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* খ্যাতিমান; খ্যাতির চিহ্নযুক্ত। 'তারা হল ... বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়োবাজারের ছাপ-মারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ছাপ[২] [আ সাফ] **১** *বিণ* পরিষ্কার। 'শতং মালিরা তাহার তদবির করে নিরবধি ছাপ ও সমশির রাখিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* স্পষ্ট। 'কোরানে ছাপ শুনিতে পাই অলিয়েম মুরশিদ সাঁই।' *লালন*, ১৮৯০।

ছাপছন্দ [আ সাফ+স ছন্দ] *বি* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। 'খেলার শেষে ছাপছন্দ হয়ে কনখল যখন নিজের ঘরে যায়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ছাপড়া [হি ছপ্পর] *বি* ছাউনি। 'ছাপড়া দেওয়া ঘরটিতে বসে রান্না করছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ছাপর [হি ছপ্পর] *বি* ছাউনি। 'অনেকগুলো ছাপরওয়ালা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ছাপর-খাট [হি ছপ্পর+খাট] *বি* মশারি টাঙানোর ব্যবস্থা আছে এমন ফ্রেমযুক্ত খাট। 'হেঁকুর হেঁকুর ঢেঁকুর তুলে, শুচ্ছে সুখে ছাপর-খাটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছাপরবিহীন [হি ছপ্পর+স বিহীন] *বিণ* ছাউনিহীন। 'ছাপরবিহীন খোলা নৌকা এগিয়ে চলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

ছাপরা [হি ছপ্পর] **১** *বি* ছাউনি। 'সে ছাপরায় অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজেস্ট্রেটি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *বি* তৃণাদি দিয়ে ছাওয়া ঘর; কুঁড়েঘর। 'কিছুদূরে দেখা যাচ্ছে একসারি বাঁশের ছাপরা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

ছাপা[১] [স ছপ্] **১** *বি* মুদ্রণ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'ছাপা গেট আপ যখন ভাল হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* সিলমোহর। 'কাপড়ের কিনারায় পলভার নামে এক ছাপা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। **৩** *বিণ* মুদ্রিত। 'বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৪** *বি* চিহ্ন। 'শুদ্ধ বাকির দায় যাবি যমালয় হবে রে কপালে দায়মাল ছাপা।' *লালন*, ১৮৯০।

ছাপাওয়ালা [ছাপা+হি ওয়ালা] *বি* মুদ্রণকারী; মুদ্রণ ব্যবসায়ী। 'এই ছাপাওয়ালাদিগের জ্বালায় আর প্রাণ বাঁচে না।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ছাপা করা *ক্রি* মুদ্রিত করা। 'অনুষ্ঠান পত্র ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ কর।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

ছাপা কর্ম, ছাপা কর্ম্ম [ছাপা+স কর্ম] *বি* মুদ্রণের কাজ। 'শ্রীরামপুরে অবস্থিতানন্তর শ্রীযুত ডাং কেরি সাহেবের সমভিব্যাহারে ছাপা কর্ম্মের সৃজন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ছাপাকারী [ছাপা+স কারী] *বি* মুদ্রক। 'যে সকল লোক প্রিন্টর অর্থাৎ ছাপাকারী তাহারদিগের প্রত্যেকের নাম।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

ছাপাখানা [ছাপা+ফা খানাহ্] *বি* যেখানে ছাপা যায়; মুদ্রণশালা। 'ইষ্টুর সাহেবের ছাপাখানায় পৌঁছীয়া দিবা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

ছাপাগর [ছাপা+স কর>] *বি* মুদ্রক; ছাপানোর কাজ করে যে। 'ছাপাগর।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ছাপাঘর [ছাপা+ পা ঘর] *বি* ছাপাখানা। 'ছাপাঘর।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ছাপাদোষ [ছাপা+স দোষ] *বি* মুদ্রণের ভুল। 'ছাপাদোষ ছাপা রহে না।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ছাপান্তর [ছাপা+স অন্তর] *বি* ছাপার ভুল। 'আমি বৈতালিক শব্দের ছাপান্তর মনে করেছিলুম।' *প্রমথ*, ১৯১২।

ছাপাযন্ত্র [ছাপা+স যন্ত্র] *বি* মুদ্রণযন্ত্র। 'এতদ্দেশে ছাপাযন্ত্র প্রকাশ হওয়া অবধি।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ছাপাযন্ত্রবিষয়ক সভা [ছাপা+স যন্ত্র-বিষয়ক-সভা] *বি* ছাপা সংক্রান্ত সভা। '১৮৩৫ সালের ৫ জানুআরি তারিখের ছাপাযন্ত্রবিষয়ক সভা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

ছাপার কাগজ [ছাপা+ফা কাগজ] *বি* মেশিনে মুদ্রিত কাগজ। 'একখানি ছাপার কাগজে জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ছাপারম্ভ [ছাপা+স আরম্ভ] *বি* ছাপা শুরু। 'উত্তম কাগজে এবং

উত্তমাক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ছাপা[2] [হি ছিপা] ১ *বিণ* অপ্রকাশিত। 'কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* গোপন। 'ছাপাদোষ ছাপা রহে না।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ছাপাছাপি *বি* লুকোচুরি। 'দুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছাপা[3] [হি ছিপা] ১ *ক্রি* লুকানো। 'ইমামের শির তবে ছাপাইআ রাখিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* একত্র হওয়া। 'তাহাতে মোমেন লোকে যাইয়া ছাপিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *ক্রি* উপচে পড়া। 'মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **ছাপাই** *ক্রি* লুকিয়ে। 'রসুলক যথাথ ছাপাই থুইছে নারী।' *সুলতান*, ১৭০০। **ছাপাইআ, ছাপাইয়া** *ক্রি* লুকিয়ে। 'ইমামের শির তবে ছাপাইআ রাখিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'একজন মাবিয়ারে কহে ছাপাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ছাপায়ে** *ক্রি* লুকিয়ে। 'আর কয়দিন রাখবে ছাপায়ে/ নিজ রূপ মাধুরী।' *লালন*, ১৮৯০। **ছাপিল** *ক্রি* একত্র হলো। 'তাহাতে মোমেন লোকে যাইয়া ছাপিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ছাপাই সাক্ষী [হি ছিপা>] *বি* অনিবন্ধিত বা তালিকার বাইরের সাক্ষী। 'ছাপাই সাক্ষী আরও দুজন আছে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ছাপাছাপি [হি ছিপা>] *বি* গোপনীয়তা। 'দুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছাপান[1] [স উপচয়>] *ক্রিবিণ* ব্যাপী; জুড়ে। 'আরশ কুরসী যথ ভুবন ছাপান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছাপান[2] [স ছপ>] *বি* মুদ্রিত করা। 'তাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ছাপান[3] [হি ছিপা>] *বি* একের রক্ষিতা হয়ে অন্যের সাথে গোপন প্রণয়। 'ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেচড়ামি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছাপানো[1] [স ছপ>] *ক্রি* প্রকাশ করা। 'গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটীর বিষয় ছাপাইয়াছিলাম।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ছাপানো[2] [হি ছিপা>] ১ *ক্রি* স্পষ্ট হওয়া। 'নিন্দা-অপবাদকে ছাড়াইয়াও তাহার মূল্য ছাপাইয়া উঠিত না?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *ক্রি* উপচে পড়া। 'বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৩ *ক্রি* লুকানো। 'তোর চোখের জল ভাই ছাপাতে চাস/ নদীর জলে এসে।' *নজরুল*, ১৯২৯। ৪ *ক্রি* অতিক্রম করা। 'বুদ্ধিবিদ্যা সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৫ *বিণ* নকশাওয়ালা ছাঁচ দিয়ে ছাপ দেওয়া। 'কুসুম রঙে ছাপানো শাড়ী।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **ছাপিয়ে** *ক্রি* অতিক্রম ক'রে। 'প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ছাপিয়ে ওঠা *ক্রি* ঘনীভূত হওয়া। 'আস্তে-আস্তে আঁধার ছাপিয়ে উঠছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ছাপিয়ে পড়া *ক্রি* ছাপিয়ে ওঠা। 'রং ছাপিয়ে পড়ে আপনা-আপনি।' *অবন*, ১৯২৫।

ছাপিয়ে যাওয়া *ক্রি* উপচে পড়া; প্লাবিত হওয়া। 'বর্ষাজলের ঢল নেমেছে, ছাপিয়ে গেল বাঁধখানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ছাপানো[3] [স ছপ>] *বিণ* প্রকাশ করা। নকশাওয়ালা ছাঁচ দিয়ে ছাপ দেওয়া। 'কুসুম রঙে ছাপানো শাড়ী।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ছাপান্ন [পা ছপঞ্ঞাসা] *বিণ* ছাপ্পান্ন; ৫৬ সংখ্যক। 'ছাপান্ন কোটি যদুবংশ লয়্যা নারায়ণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছাপি [হি ছিপা] *বিণ* গোপন। 'ইহা কভু ছাপি নাহি হবে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ছাপোষা [স শাব+পোষা] ১ *বিণ* অনেকগুলো সন্তানের ভরণপোষণ করতে হয় এমন। 'গরীব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বিণ* দরিদ্র। 'ছা-পোষা মানুষ হলেও ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ছাপ্পর খাট [স খর্পর>+স খট্টা] *বি* মশারি টাঙানোর ফ্রেমযুক্ত খাট। 'বড় ছাপ্পর খাট রয়েছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ছাপ্পান্ন [পা ছপঞ্ঞাসা] *বিণ* ৫৬ সংখ্যক। 'আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস২ ছাপা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ছাফ [আ সাফ] ১ *বিণ* স্পষ্ট। 'বড় বজ্জাতি, ছাফ নেমকহারামি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বি* পরিষ্কার। 'তাকে ধুয়ে-মুছে রগরে ছাফ করে নিচ্ছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছাফা [আ সাফ] *বি* পরিষ্কার। 'ভাইরা তারে আস্তকে ছাফা ছফেদ কর।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

ছাফাই [আ সাফ] *বি* দোষস্খালন। 'এসব কথা প্রতিক্রিয়াশীল হক মন্ত্রীমণ্ডলের ছাফাই।' *আজাদ*, ১৯৪০।

ছাব [ছাপ] *বি* চিহ্ন। 'শশিবিম্ব অঙ্গুলে অঙ্গুরী ছাবময়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছাবড়া, ছাবড়া [ছাপ>] *বিণ* ছোপ ছোপ। 'সে কালোতে কোনো জৌলুস নেই – কেমন ছাতা-ধরা, মসনে-পড়া ছাবড়া ছাবড়া।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ছাব মোহর [ছাপ+ফা মোহর] *বি* সিলমোহর। 'সে পত্র চিন্ন কাথতে বান্দিআ ছাব মোহর লয়াছে।' *বোগল*, ১৭৭০।

ছাবা [ছাপ] *বি* মুদ্রা বা মোহরের চিহ্ন। 'সর্বাঙ্গে শোভিত ছাবা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ছাবান [ছাপ>] *বিণ* মুদ্রিত। 'ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে এক খানা ছাবান হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ছাবাল *বি* ছেলে। 'মালাকার আন্যা গলে দিল ওড়মাল টিটিকারি দেই জত নগরিআ ছাবাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছাব্বিশ [পা ছব্বীসতি] *বিণ* ২৬ সংখ্যক। 'লকনয়ের কাপড় নামে কোকরা লম্বা ২৬ ছাব্বিশ হাত।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

ছামনি, ছামনী [স ছাদন] *বি* বরকন্যার শুভদৃষ্টি। 'হরিষে পুলক তনু দুজনে ছামনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'শুভমুখে দুইজনে ছামনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছাযাল [স শাবক>] *বি* ছাওয়াল; সন্তান। 'ছাযালে ছন্নতা ছাড় ছয় নয় করি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ছায় [স ছায়া] *বি* ছায়া। 'কালো কালো গাছের ছায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ছায়নি [স আচ্ছাদন] *বি* বরকন্যার শুভদৃষ্টি। 'ছায়নি করিতে আসিল মনসা চাহে এক দিষ্টে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ছায়নী [স ছাদন] *বি* ছাউনি। 'সোল পাট দিআ কৈল্ল জৌয়ের ছায়নী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছায়া[1] [প সায়া] *বি* পেটিকোট; শাড়ির নীচে পরার বস্ত্র। *মেয়র্স*, ১৭৬২।

ছায়া[2] [স] ১ *বি* আড়াল। 'কাল মেঘের ছায়া নাহি জাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অন্ধকার। 'এক সূর্য্য জল ভির্ম্মে অসংস্কৃত ছায়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* আশ্রয়। খণ্ডিয়া দুর্গতি রাখ ভগবতী দিআ চরণের

ছায়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* আলোকরশ্মির গতিপথ রুদ্ধ হওয়ায় সৃষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব। 'অয়নাংশ মতে আষাঢ়মাসান্ত দিনে মাধ্যাহ্নিক ছায়ার শূন্যত্বহেতুক ছায়া পাদতলে আসিয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ৫ *বি* প্রতিবিম্ব। পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে লম্বা হওয়াতে চন্দ্রগ্রহণ জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৬ *বি* প্রতিরূপ। 'যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি, দেখি বিষাদের ছায়া।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *বি* ইঙ্গিত। 'তিনি ... *আরলি রেকর্ডস অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া* নামক পুস্তক পাঠ করিয়া গণ্ডুষের অস্পষ্ট ছায়ামাত্র দেখিতে পাইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৮ *বি* অনুষঙ্গ। 'তাহার দুঃখের উপর সুখের ছায়া পাতিত করিয়া শোকের বিষয় কিয়ৎক্ষণ বিস্মৃত রাখিতে পারি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৯ *বি* অনুকরণ। 'ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ১০ *বি* অশরীরী অবয়ব। 'তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **ছায়ে** *বিণ* ছায়ায়। 'নিরালাতে গাছের ছায়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ছায়া-অন্ধকার [স] *বি* ছায়া থেকে সৃষ্ট অন্ধকার। 'ছায়া-অন্ধকার। মাঠ-নদী-বন পেয়েছে নিদ্রার শান্তি।' *নীরেন*, ১৯৫১।

ছায়া-অরণ্য [স] *বি* ছায়ারূপ অরণ্য। 'কাঁচ-রোদ্দুর, ছায়া-অরণ্য, হ্রদের স্বপ্ন।' *নীরেন*, ১৯৪৪।

ছায়া-আলোক [স] *বি* আলো ও ছায়া। 'এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ছায়া-কাঁপা *বিণ* আলো-আঁধারি। 'ছায়া-কাঁপা ঘরে মিটমিটে আলোতে বুক করছিল ধুক ধুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ছায়াকুঞ্জ [স] *বি* অস্থায়ী নিবাস। 'নানা আকারের ছায়াকুঞ্জ নির্মাণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ছায়া-কুহেলি [স] *বি* ছায়ার রহস্য। 'তুমি দেখেছিলে বন্ধু ছায়া-কুহেলির ...।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ছায়াগহন [স] *বিণ* ঘন ছায়াযুক্ত। 'আর্দ্র ছায়াগহন স্থান।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ছায়াগিরি [স] *বি* ছায়ার মতো দেখা যায় এমন পর্বত। 'সুদূরের ছায়াগিরি তাহারে ঘিরি ঘিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ছায়াঘন [স] *বিণ* ঘন ছায়াময়। 'পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ছায়া ঘনানো *ক্রি* ছায়া ঘনীভূত হওয়া। 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

ছায়াঘনিষ্ঠ [স] *বিণ* ছায়াঘেরা। 'উপর থেকে তাদের ছায়াঘনিষ্ঠ শ্যামল মূর্তি দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ছায়া-ঘেরা [স ছায়া>] *বিণ* ছায়াবেষ্টিত। 'তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দিঘি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ছায়াঙ্কিত [স] *বিণ* ছায়া-মেশানো। 'শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ছায়াচর [স] *বিণ* ছায়ানুবর্তী। 'তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ছায়াচিত্র [স] *বি* সিনেমা; চলচ্চিত্র। 'দেবদাস দেখতে গেছিলাম ছায়াচিত্রে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ছায়াচিত্রশিল্প [স] *বি* চলচ্চিত্রশিল্প। 'সঙ্গীত, ছায়াচিত্রশিল্প, চিত্রকলা ... কোন ক্ষেত্রে সে দেশের নারী আজ পশ্চাৎপদ নয়।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

ছায়াচুর [স ছায়াচূর্ণ] *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'কালিন্দী কনকচুর ছায়াচুর পুদি।' *ভারত*, ১৭৬০।

ছায়াচ্ছন্ন [স] ১ *বিণ* ছায়ায় ঢাকা। 'ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝরনার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* অন্ধকারে নিমজ্জিত। 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

ছায়াচ্ছন্না [স] *বিণ স্ত্রী* ছায়ায় ঢাকা। *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ছায়াচ্ছবি [স ছায়া+আ সবীহ] *বি* ছায়ার মতো অস্পষ্ট ছবি। 'প্রকীর্তির ছায়াচ্ছবি নিরাশ্রয় চোখে ফুটে ওঠে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ছায়াছবি [স ছায়া+আ সবীহ] ১ *বি* ছায়াময় ছবি। 'নামো জলে ছায়াছবি-সৃজনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ২ *বি* ছায়া দিয়ে তৈরি ছবি। 'আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বি* ছায়ার মতো অস্পষ্ট ছবি। 'আমার বিশ্বের শেষরেখাতে যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৪ *বি* চলচ্চিত্র। 'ছায়াছবি লাকি ল্পি এবং আরও নানা প্রকারের আমোদ আয়োজনও করা হইতেছে।' *কোম*, ১৯৪৮।

ছায়া ছায়া ১ *বিণ* ছায়ার মতো অস্পষ্ট। 'মলিন সে সাঁঝের আলোতে/ ছায়া ছায়া গাছপালাগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* হালকা। 'মাঠে-মাঠে নামে ছায়াছায়া ঘুম।' *নীরেন*, ১৯৫০। ৩ *বিণ* নিস্তেজ। 'বিকেলের ছায়া-ছায়া আলো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ছায়াজাল [স] *বি* ছায়ার জাল। 'পরান-ভরানো ঘন ছায়াজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

ছায়াঢাকা ১ *বিণ* ঘন ছায়াময়। 'তোমাদের ছায়াঢাকা, পাখিডাকা দেশ।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *ক্রিবিণ* অন্তরালে। 'এখানকার জনসাধারণ ভদ্রলোকের আওতায় একটুও ছায়া ঢাকা পড়ে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* প্রভাব জড়ানো। 'স্বপ্নের ছায়া-ঢাকা সুরভবনের মিলনমন্ত্র লেগে কবে দুজনের পাখায় ঠেকিল পাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছায়াতরণী [স] *বি* ছায়ার মতো অস্পষ্ট নৌকা। 'মায়ালোক হতে ছায়াতরণী ভাসায় স্বপ্ন পারাবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ছায়াতরী [স] *বি* ছায়ার মতো অস্পষ্ট নৌকা। 'ভাসিয়ে দিলে তারার ছায়াতরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ছায়াতরু [স] ১ *বি* ছায়াদানকারী বৃক্ষ। 'পার হয়ে এসেছ মরু, নাই যে সেথায় ছায়াতরু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ২ *বি* বটবৃক্ষ। 'পথের ধারে ছায়াতরু নাই তো তাদের কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বি* ছায়ারূপ তরু। 'ভীরু ছায়াতরু।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ছায়াতল [স] ১ *বি* ছায়াময় স্থান। 'সেই ছায়াতলে পান্থ করেন্ত বিশ্রাম।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'তোমারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া বিরহ ছায়াতল সুশীতল করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* ছায়ার নীচ। 'দুই-একটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া ... ঝরিয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বি* অন্তরাল। 'কলব একা বসে, মনের ছায়াতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ছায়াতুলি [স] *বি* তুলির মতো ছায়ার গুচ্ছ। 'উড়ো মেঘ জলে বুলিয়ে যেত ক্ষণিকের ছায়াতুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছায়াতুল্যা [স] *বিণ স্ত্রী* নিজের ছায়ার মতো। 'সুখ দুঃখে সমভাগিনী, ছায়াতুল্যা সহচরী।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

ছায়াত্রস্তা [স] *বিণ স্ত্রী* ছায়া দেখে ভয় পায় এমন। 'আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ছায়া-দিগন্ত [স] *বি* ছায়ারূপ দিগন্ত। 'গোধূলি মেঘের ছায়া-দিগন্ত চেয়ে থাকে উল্লাসে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

ছায়াদেহ [স] *বি* ছায়ারূপ দেহ। 'সে তাঁহাকে ধরিতেছে পিছন হইতে, ধরিতেছে তাঁহার ছায়াদেহ।' *সবুজ*, ১৯২১।

ছায়াদেহী [স] *বিণ* ছায়াই দেহ এমন। 'আমার ছায়াদেহী দলবল জুটেছে শরতের শিশিরভেজা ঘাসের উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ছায়াদ্বীপ [স] *বি* ছায়ার মতো দ্বীপ। 'মনে পড়ে কোন ছায়াদ্বীপে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ছায়াধূপ [স] *বি* ধূপছায়া; আলো ও ছায়ার মিশ্রণ। 'খুঁজে ফিরি রূপ সৃজনের ছায়াধূপে, আকাশে আলোকে।' *জীবন*, ১৯৩০।

ছায়ানট [স] **১** *বি* (সংগীত) রাতের বেলা গেয় রাগিণীবিশেষ। 'আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* ছায়ার মতো অস্পষ্ট নৃত্য। 'ডাকে অদৃশ্য অপ্সরী ছায়ানটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

ছায়ানটী [স] *বি* ছায়ারূপ নর্তকী। 'নাচে ছায়ানটী কানন পুরে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ছায়ানাট্য [স] *বি* ছায়ারূপ নাটক। 'ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছায়ানিবিড় [স] *বিণ* ছায়াঘন। 'পথের প্রান্তে ছায়ানিবিড় তপোবনের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ছায়ানিভৃত [স] *বিণ* ছায়াময় ও বিজন। 'অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়ানিভৃত অরণ্যগুলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ছায়ানৃত্য [স] *বি* ছায়ার নাচ। 'দগ্ধতাম্র দিগন্তে আস্বচ্ছ ছায়ানৃত্য আরম্ভ হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ছায়ান্ধ [স] *বিণ* ছায়া দ্বারা আচ্ছন্ন। 'বসে আছি একা শহরতলীর হু হু ছায়ান্ধ প্রান্তরে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ছায়াপট [স] **১** *বি* ছায়ার পর্দা। 'লুকালে রবিরে, ছায়াপটে আঁকো এ কোন ছবিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **২** *বি* চলচ্চিত্রের পর্দা। 'নিখুঁত কপট ছায়াপট প্রেমে পড়িয়াছে জনগণ।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

ছায়া পড়া *ক্রি* প্রতিবিম্বিত হওয়া। 'জলের উপরে কুসুমের ছোটো ছায়াটি পড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ছায়াপথ [স] **১** *বি* রাতের আকাশে অস্পষ্ট সাদা মেঘের মতো দেখতে নক্ষত্রপুঞ্জ (মিল্কিওয়ে)। 'গগন-মণ্ডলে যে দক্ষিণোত্তর-ব্যাপিনী শুভ্রবর্ণ রেখা হরিতালী ও ছায়াপথ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* ছায়াযুক্ত পথ। 'ঘাটে যাইবার ছায়াপথে স্নান সারিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ছায়াপথচারী [স] *বিণ* ছায়াপথে চলাচল করে এমন। 'ছায়াপথচারী দয়িতের পদধ্বনি।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

ছায়াপথ-বীথি [স] *বি* সারিবদ্ধ গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন পথ। 'ছায়াপথ-বীথি দিয়া শেফালি দলিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ছায়াপথ-সরণি [স] *বি* ছায়াপথের মতো আকাশপথ। 'এসো বলাকার রং পালক কুড়ায়ে/ বাহি ছায়াপথ-সরণি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ছায়াপাত [স] **১** *বি* ছায়া পড়া। 'দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* ছায়াবিস্তার। 'চারিদিকে বিচ্ছেদ-বেদনার একটি করুণ ছায়াপাত হইতেছে।' *মানিক*, ১৯৩৭। **৩** *বি* ছায়ার মতো প্রকাশন। 'প্রচ্ছদে ওই ছায়াপাত করে কারা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ছায়াপিণ্ড [স] *বি* অশরীরী অবয়ব। 'ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ছায়াপুরী [স] *বি* রহস্যময় জগৎ। 'দেখে বহুদূরে ছায়াপুরীসম অতীতজীবন-রেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ছায়াপূর্ণ [স] *বিণ* ছায়ায় ভরা। ছায়াপূর্ণ সুকোমল স্নেহের আচ্ছাদন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ছায়াপ্রধান [স] *বিণ* মুখ্যত ছায়া দানকারী। 'ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভঙ্গনা করিতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ছায়াপ্রায় [স] **১** *বিণ* ছায়ার মতো নিত্য সহচর এমন। 'ছায়াপ্রায় খোসামদি করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২**. *বিণ* ছায়ার মতো। 'যাই জানলার কাছে, ছায়াপ্রায়।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ছায়াপ্রিয় [স] *বিণ* ছায়া পছন্দ করে এমন। 'মনের গুণগুলা যে ছায়াপ্রিয় শৌখিনজাতীয় উদ্ভিজ্জের মতো নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ছায়াবট [স] *ক্রি* ছায়াদানকারী বটগাছ। 'কোথাও প্রাচীন ছায়াবটের তলে খেয়াতরীর অপেক্ষী দুটি চারিটি পারের যাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ছায়াবৎ [স] *বিণ* অন্ধকারের মতো। 'সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ছায়াবরণ [স ছায়াবর্ণ] *বিণ* ছায়ার ন্যায় রংবিশিষ্ট। 'তবু চিনি ঘাসের ঘাগরা-পরা ছায়াবরণ তার সুন্দরীদের।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

ছায়াবলম্বন [স ছায়া-অবলম্বন] *বি* অনুকরণ। 'আজগুবী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত।' *এসলাম*, ১৯১৯।

ছায়াবাজি [স ছায়া+ফা বাজি] **১** *বি* তামাশা। 'অবশেষে ধনাভাবে হোলো ছায়াবাজি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* ছায়ার বা ম্যাজিক লণ্ঠনের খেলা। 'চোখের সামনে ছায়াবাজির মতো অস্পষ্ট একেকটা শহরের ছবি ভেসে ওঠে।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

ছায়াবাহী [স] *বিণ* ছায়া বহন করে এমন। 'ছায়াবাহী মেঘ নির্বাসিত প্রেমিকের অশ্রু বহন করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ছায়াবিলাস [স] *বি* ছায়াশোভা। 'তোমার ছায়াবিলাসে নইতো শরিক আমি।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

ছায়াবিষ্ট [স] *বিণ* ছায়াপূর্ণ। '... আম, তেঁতুল, সজনে গাছের ঘনশ্যামল বেষ্টনে ছায়াবিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ছায়াবিহীন [স] *বিণ* ছায়া পড়ে না এমন। 'শব্দবিহীন শূন্য পরে ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সেরকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ছায়াবীথি [স] *বি* ছায়াযুক্ত পথ। 'শালের ছায়াবীথি বাজায় বনের কলগীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ছায়াবীথিকা [স] **১** *বি* আশ্রয় ও আশ্বাসপূর্ণ পথ। 'নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **২** *বি* ছায়াদানকারী বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত পথ। 'বসে আছি কাজ ভুলে অস্তাচলমূলে ছায়াবীথিকায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ছায়াবৃত [স ছায়া-আবৃত] *বিণ* ছায়ায় আবৃত। 'ছায়াবৃত সূর্য্যের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'মেঘাবৃত আকাশম ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ছায়াবৃতা [স] **১** *বি স্ত্রী* ছায়ায় আবৃত যে। 'হায় ছায়াবৃতা, কালো ঘোমটার নীচে অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২** *বিণ স্ত্রী* ছায়ার মতো আবৃত। 'মাকে দেখি প্রতিদিন ধ্যানী প্রদক্ষিণে ছায়াবৃতা আপন সংসারে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

ছায়াবৃত্ত [স] *বিণ* ছায়ায় আবর্তিত। 'ঘনমেঘে মধ্যাহ্ন ছায়াবৃত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছায়াবেষ্টিত [স] *বিণ* ছায়া-ঘেরা। 'আর সুন্দর সব ছায়াবেষ্টিত লোকালয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ছায়া-ভয় [স] *বি* অকারণ ভিতু। 'ছায়া-ভয় চকিত-মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ছায়া-ভরা *বিণ* ছায়াচ্ছন্ন। 'ছায়া-ভরা সিঁড়ি।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

ছায়ামগ্ন [স] *বিণ* ছায়াচ্ছন্ন। 'তন্দ্রাঘন বটশাখা পরে ছায়ামগ্ন পক্ষিনীড় গীতশব্দহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ছায়ামগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* ছায়াময়। 'অন্তরের অন্তরীক্ষে ছায়ামগ্না যে শক্তি-শরণী।' *হোসেন*, ১৯৪০।

ছায়াময় [স] **১** *বিণ* ছায়াবৃত। 'কোন নিভৃত স্নিগ্ধকর ছায়াময় স্থানে নিদ্রা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* ছায়াপূর্ণ। 'স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* ছায়ার মতো। 'ছায়াময় পাখি হয়ে কার পানে ধায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৪** *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'গোপনে থেকো সা মনোলোকে ছায়াময় মায়াময় সাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ছায়াময়ী [স] **১** *বিণ* ছায়া দ্বারা আবৃত। 'ছায়াময়ী মূর্তিখানি/ আপনে আপনি মিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ স্ত্রী* ছায়ার মতো অস্পষ্ট। 'কোন ছায়াময়ী অমরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ছায়ামাখা *বিণ* ছায়ায় মেশানো; ছায়াচ্ছন্ন। 'ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার-মধ্যে-ডুবে-থাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'ফাল্গুনের ছায়ামাখা ঘাসে শুয়ে আছি।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ছায়া মাড়ানো **১** *ক্রি* নিকটে যাওয়া। 'অজ্ঞার কি সাধ্য যে তোমার ছায়া মাড়ায়।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *ক্রি* সংস্রব রাখা। 'আগে আর্য অনার্যের ছায়া মাড়াতেন না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছায়ামাত্র [স] *ক্রিবিণ* লেশমাত্র। 'আজকের সকালে সেই চিরকালের ছায়ামাত্রও নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ছায়ামূর্তি [স] *বি* অশরীরী কায়া। 'অতি দীপ্তি মনোহর ছায়ামূর্তি কলেবর।' *সুলতান*, ১৭০০।

ছায়াম্লান [স] **১** *বিণ* ছায়ার মতো মলিন। 'ছায়াম্লান আর্দ্র একঘেয়ে দিনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* ছায়ায় মলিন। 'বিরহের ছায়াম্লান বৈকালেতে ওই জানালায় বিজনে কেটেছে বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছায়াযুত [স] *বিণ* ছায়াযুক্ত। 'বিরহপরিপূত ছায়াযুত শয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ছায়ারচিত [স] *বিণ* ছায়ার তৈরি। 'চাঁদের আলোতে এমন একটা ছায়ারচিত কাল্পনিক আকার ধারণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ছায়ারাজ্য [স] *বি* স্বপ্নের মতো অবাস্তব জগৎ। 'সুখ-স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যময় জীবজগৎকে অতি দূরবর্তী ছায়ারাজ্যের মতো বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ছায়ারূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ছায়ার মতো সহচর এমন। 'ছায়ারূপিণী সীতা ... নিকটে ছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ছায়া-রেখা [স] *বি* অস্পষ্ট রূপ। 'খুঁটি ও কঞ্চির ছায়া-রেখা আগুনের ঝলকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ছায়ারৌদ্রময় [স] *বিণ* আলো-ছায়া মিশ্রিত। 'মধ্যাহ্নের স্বপ্নাতুর ছায়ারৌদ্রময় সুদীর্ঘ প্রহরগুলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ছায়ালোক [স] *বি* আকাশ। 'উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ছায়াশরীরী [স] *বি* প্রেত। 'হে ছায়াশরীরীগণ, সোমক আমার নাম, বিদেহভূপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ছায়াশীতল [স] *বিণ* ছায়ায় ঠাণ্ডা। 'বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ছায়াশূন্য [স] *বিণ* কোনো ছায়া নেই এমন। 'বিশেষ ছায়াশূন্য প্রান্তর।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ছায়াসঙ্গিনী [স] *বিণ স্ত্রী* খুব ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। 'ছায়াসঙ্গিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'যে ব্যক্তি তোমার ছায়াসঙ্গিনী ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

ছায়াসুনিবিড় [স] *বিণ* ঘন ছায়াময়। 'ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ছায়া-সৈনিক [স] *বি* ছায়ারূপ সৈনিক। 'সময়ের ইশারায় অগণন ছায়া-সৈনিকেরা।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ছায়াস্তৃত [স] *বিণ* ছায়াময়। 'করো তামসগুণ্ঠন। ছায়াস্তৃত একখানি ধূসর-বাতাস।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

ছায়াস্ফুট [স] *বিণ* ছায়ারূপে প্রস্ফুটিত। 'কল্পনার স্বর্ণলেখা ছায়াস্ফুট ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ছায়াস্রোত [স] *বি* ছায়ারূপ স্রোত। 'তরুশ্রেণী ধাবমান নিবিড় ছায়াস্রোতের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ছায়াহরিণ [স] *বি* ছায়ারূপ হরিণ। 'আলোর বাঘ কখনো ছায়াহরিণে ফেরে তাড়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৪।

ছায়াহীন [স] *বিণ* ছায়া নেই এমন। 'ঝাউগাছ ছায়াহীন নিশ্বসিছে উদাসীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ছায়েবানুগতা [স ছায়া+স এব+স অনুগতা] *বিণ স্ত্রী* ছায়ার মতো অনুগত। 'মনে জানে তুমি তার ছায়েবানুগতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ছায়াল [স শাবক>] *বি* ছাওয়াল; শিশু। 'কেমনে যাইবি তোরা দুগ্ধের ছায়াল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ছায়াল পায়াল *বি* ছেলে মেয়ে। 'ছায়াল পায়াল লইয়া ঘরে যাও ...।' *কেরি*, ১৮০২।

ছার [পা] **১** *বি* ছাই। 'রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।' *চর্যা* ১১, ১২০০; 'দয়া মায়া কোন ছার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বিণ* তুচ্ছ। 'ছার তিরী বামা জাতী রাধে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* অধম। 'কোন স্তুতি জানোঁ মুঞি ছারের শকতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ছার কপালি [পা ছার>] *বিণ* অভাগী। 'থাকলো ছার কপালি গিদেরি থাক।' *কেরি*, ১৮০২।

ছারকপালিআ [পা ছার+স কপাল>] *বিণ* দুর্ভাগা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ছারক্ষার [পা ছার+স ক্ষার] *বিণ* বিধ্বস্ত। 'এর মধ্যে গাঁখান ছারক্ষার করো্যে তুলেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ছারখার, ছারেখার [পা ছার+স ক্ষার] **১** *বি* সর্বনাশ; ধ্বংস। 'বহুমূল পসার করিআঁ ছারখার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ছারে খারে জাউ মুগধী বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* ছিন্নবিচ্ছিন্ন। 'বেশ হইল ছারখার খসিল চিকুর ভার ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ছারেখার যাওয়া *ক্রি* ধ্বংস হওয়া। 'আর যত সব যায় ছারেখার।' *লালন*, ১৮৯০।

ছারেখারে দেওয়া *ক্রি* ধ্বংস করা। 'সংসারটা এমনি ছারেখারে

দিলি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ছারেখারে যাওয়া *ক্রি* ধ্বংস হওয়া। 'ছারে খারে জাউ মুগধী বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মহম্মদপুর ছারেখারে যাক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ছারতক [তু ছারতক] *বি* ঘোড়ার চলনের গতিভঙ্গিবিশেষ। 'দুলকি কদম ছারতক সব চালেই চলে।' *প্রমথ*, ১৯১২।

ছারপোকা [পা ছার+পোকা] *বি* বিছানাপত্রে থাকে এমন এক ধরনের ক্ষুদ্র কীট; মৎকুন। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'উকুন, ছারপোকা, পিপীলিকা, উই প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কীট জাতি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ছারমায়াদার *বি* পুঁজিপতিগণ। 'কৃষকের ঘরের মওজুত পাট যাতে সরকার ও ছারমায়াদার ... উচিত মূল্যে খরিদ করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ছারা[১] [স ছর্দ] *ক্রি* ত্যাগ করা। 'ছার ছার বলি সাম্মুবিরে বলে দিজবর।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছারিতে** *ক্রিবিণ* ছেড়ে দিতে। 'বিনা দোসে ছারিতে চাহে বিস্য অধিকারী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ছারা[২] *অব্য* ব্যতীত। 'তিনি এক হইলে কি তিনি সষ্ঠি ছারা?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ছারান [ছাড়ান>] *বি* বাদ। 'মাঝি বলে, ছারান দে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ছারো *বি* বৃক্ষবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছার্তক [তু ছারতক] *বি* ঘোড়ার চলনের গতিভঙ্গিবিশেষ। 'কেউ যান ছার্তকে কেউ যান কদমে কেউ যান দুলকি চালে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছাল [স শল্ক] **১** *বি* চামড়া। 'মুখে তার ছাল গেল জিহ্বা করে জ্বালা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ভুজঙ্গের ছাল আন্য নেউলের অণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বাকল। 'কাফুর কস্তুরী জিনি সে বৃক্ষের ছাল।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* খোসা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বি* ত্বক। 'তাহার উপরকার ছাল এত পাতলা হইতে পারে যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **৫** *বি* ঢাকনা। 'বণভেদের ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ছাল-পাতলা [ছাল+স পত্র>] *বিণ* স্পর্শকাতর। 'আমাদের মতো ছাল-পাতলা লোকের মোটেই মিশ খায় না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছালন [হি সালন] *বি* তরকারি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছালনা [স ছাদন] *বি* ছাঁদনা। **ছালনাতলা** [স ছাদন+স তল] *বি* ছাঁদনাতলা। 'বাটীর ছালনাতলায় উপস্থিত হইলে ঐ কন্যাকে সভাতে আনিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ছালনা-বাঁধা [স ছাদন>] *বিণ* চাঁদোয়া টানানো। 'বিয়ে-বাড়ির ছালনা-বাঁধা আঙিনায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

ছালা[১] [স শল্ক] *বি* বস্তা। 'কেহ বলে এদিগ আয়ে ছালা ভরিয়া লই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ছালাছালা *ক্রিবিণ* প্রচুর পরিমাণে। 'চূণস্কার ছালাছালা ফেলে সেই জলে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ছালা[২] *ক্রি* ত্যাগ করা। 'তা দেখিয়া লোভ মুঞি ছালিলুঁ সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ছালাম [আ সালাম] *বি* শান্তি কামনা। 'একে একে সবাকারে ছালাম আমার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ছালামত [আ সালামত] *বি* সদ্ভাব। 'ইয়ার আমার কেহ নাহি ছালামত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ছালামী [আ সালামী] **১** *বি* উপঢৌকন। 'দুই ভাই এসে মুঝে দেহ যে ছালামী।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* উপরি আয়। 'জমিদারের সকল প্রকার ছালামী রহিত হইল।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

ছালি [পা ছারিকা] *বি* ছাই। 'যমের মুখে ছালি দিছি মৃত্যু নাহি মোর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ছালুন [হি সালন] *বি* রান্না করা ব্যঞ্জন। 'অনেক দিনই এমন ছালুন খাইনি কারো ঘরে।' *জসীম*, ১৯২৯।

ছাল্যা [স শাবক] *বি* ছেলে। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'ছাল্যাটি সুবুদ্ধি বটে সৌন্দর্যা সুশ্রী।' *কেরি*, ১৮০২।

ছাল্যাপিলা *বি* সন্তানাদি। 'এখন যে মত আমি তাহারও ছাল্যাপিলাগুলিন আছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ছাহাবা, ছাহাবী [আ সাহাবী] *বি* নবীর সঙ্গী বা সহচর। 'ছাহাবাগণের সময়ে কোন প্রকার গীত ...।' *ইসলাম*, ১৯২৫; 'খলিফাগণ ও ছাহাবীবৃন্দ যে সকল বস্তুর প্রতি।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৭।

ছাহেব [আ সাহিব] *বি* সম্মানসূচক পদবী। 'পীর ছাহেবের বুজুরগী ও কেয়ামত বয়ান করিয়া ফাঁদে ফেলে।' *এসলাম*, ১৯২০।

ছাহেবজাদা [আ সাহিব+ফা জাদা] *বি* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র। 'ছাহেবজাদাগণ যাহাতে তাহাদের গদিনশীন হইতে পারে।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

ছিআরি [পা ধীতা] *বি* ঝিয়ারি। 'নিরঞ্জন বোলন্ত ছিআরি তুঙ্কি থাক ঘরে।' *রামাই*, ১৭১০।

ছিঁচকা [ফা সীখ্‌য়াহ্] *বি* শিক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'রাম অমনি হুঁকায় ছিঁচকা দিয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ছিঁচকাদনিআ [ছিছি+স ক্রন্দন>] *বি* অল্পেই কেঁদে ফেলে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ছিঁচকান্না [ছিছি+স ক্রন্দন>] *বি* কারণে-অকারণে কান্না; অল্পতেই কান্না। 'বউ-এর ছিঁচকান্না তাহার কানে গেল।' *তারা*, ১৯৪২।

ছিঁচকাঁদুনে [ছিছি+স ক্রন্দন>] *বি* অল্পেই কেঁদে ফেলে এমন লোক। 'ছিচকাঁদুনের মত প্যান প্যান করে কাঁদে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ছিঁচকে [স সূচক] *বিণ* চোরা স্বভাবের। 'বড্ড ছিঁচকে তুমি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ছিঁচকে চোর *বি* সামান্য জিনিস চুরি করে এমন চোর। 'বড়ো বড়ো সম্রাট বড়ো বড়ো চোর ... তারাই ছিঁচকে চোর মারবার পূর্বেই যারা ধরা পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ছিঁচে পানি [স ছটা+হি পানি] *বি* পানির ছিটা। 'ছিঁচে পানি আর মিছে কথা মানুষের গায়ে বড়ো লাগে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছিঁট [হি ছীট] *বি* কাপড়। 'ছিঁটের সার্টে বাংলা অ্যানাটমির সৌন্দর্য ঢেকে সাহেবি ঢঙে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

ছিঁটেফোটা *বি* সামান্য পরিমাণ। 'রচনার মধ্য থেকে যতটুকু ছিঁটেফোটা পরিচয় পাওয়া যায়।' *হাই*, ১৯৪৯।

ছিঁড়া [স ছিন্ন>] **১** *ক্রি* ছিন্ন করা। 'কাঘুলী ভাঁগিআঁ/ তন বিগুতিল/ ছিঁড়ি সাতেসরী হারা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* ছিন্ন। 'ছিঁড়া কম্বলে বসি মুখে মৃদু মন্দ হাসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* ফাঁড়া। 'বসনবিহীন ঘোষ ছিঁড়া কাঁথা গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৪** *ক্রি* বৃন্তচ্যুত করা। 'একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৫** *ক্রি* মুক্ত করা। 'ছিঁড়ি মর্মের শত বন্ধন, তোমা পানে ধায় শত ক্রন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলা *ক্রি* ছিন্নভিন্ন করা। 'হৃদয়ের দলগুলি ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ছিঁড়েখুঁড়ে যাওয়া *ক্রি* ছিন্নভিন্ন হওয়া। 'মাকড়সার জালের মতো, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ছিঁপি [পা সিপ্পী] *বি* ছিপি; শিশি-বোতলের মুখ বন্ধ করার জন্য কাঠ, শোলা বা কাচের তৈরি গোঁজ। 'বোতলের ছিঁপি খুলে যদি খাই সোঁদা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছিঁপি-আটা *বিণ* ছিপি আটকানো। 'মনের ভিতর রাশীকৃত কৌতূহল ছিঁপি-আটা শ্যাম্পেনের মতো চাপা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ছিঁয়েপড়া *বিণ* নুয়ে থাকে এমন। 'শালোর পেটরোগা হেগো রুগীর মতো ছিঁয়েপড়া ধান।' *হাসান*, ১৯৬৪।

ছিকরেট [ই সিগারেট] *বি* সিগারেট। 'সে যখন ফুটগঞ্জ, কন্নিক আর সুত নিয়ে ছিকরেট টানতে টানতে কাজে যায়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ছিকল [স শৃঙ্খল] *বি* শিকল। 'রূপার ছিকল শিরে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ছিকলি [স শৃঙ্খল] **১** *বি* শিকলের কড়ার মতো বন্ধনযুক্ত ছন্দ। '**ছিকলির** ছন্দে পয়ার মধ্যে লাচারি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* শিকল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছিকা, ছিকে [স শিক্য] *বি* দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য দড়ির তৈরি এক রকম ঝুলানো আধার। 'ঘরে একটিমাত্র ছিকা।' *কায়সার*, ১৯৬২; 'মাঝখানে চিলে কাঠের সঙ্গে কতকগুলো ছিকে।' *জহির*, ১৯৬৪।

ছি ছি [ধ্বন্যা] *বি* ধিক্কার বা লজ্জাব্যঞ্জক শব্দ। 'ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ছি ছি ছি [ধ্বন্যা] *বি* ধিক্কার নির্দেশক ধ্বনি। 'জীবনটাকে একটা মস্ত ছি ছি ছি ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ছি-ছি পড়া *ক্রি* ধিক্কার পড়া। 'দেশময় তার নামে ছি-ছি পড়িয়া গিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ছিজ্জা [পা ছিজ্জ] *ক্রি* ছেদ করা। 'বরগুরু বঅণে কুঠারে ছিজঅ।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

ছিট [হি ছীট] **১** *বি* ছাপানো রঙিন কাপড়। 'এক সত থান ছিট।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। **২** *বি* কিছু পাগলামি। 'সবকটার মাথার ছিট আছে।' *মানিক*, ১৯৩৭। **৩** *বি* দাগ। 'হীরের টুকরোর ছিট দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৪** *বি* ঈষৎ পাগলামি। 'ক্ষেন্তির মাথায় ... ছিট দেখা দিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৪০; 'অতিদূরে করতালি দিয়ে একা ডাকে মারাত্মক ছিটকোকিল।' *শক্তি*, ১৯৬৫। **৫** *বি* বাতিক। 'খেয়ালখুশীর ছিট নিয়ে কেউ সরাইয়ে আশ্রয় নেয় না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ছিটগ্রস্ত [হি ছীট+স গ্রস্ত] *বিণ* বাতিকগ্রস্ত। 'যদিও একটু ছিটগ্রস্ত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ছিটকানো [হি ছিটকানা] **১** *ক্রি* নিক্ষিপ্ত হওয়া বা করা। 'পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *ক্রি* দ্রুত ছুটে আসা। 'ঘোড়াটা ছিটকে এসে আমার পেটে লাথি মেরে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* সম্প্রসারিত; বিচ্ছিন্ন। 'শহরতলির খানিকটা ছিটকানো অংশের মতো একটা গ্রাম।' *মানিক*, ১৯৩৭। **৪** *বিণ* ছিটকে পড়েছে এমন। 'জমি ... কোনোটা ছিটকানো পায়েস।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ছিটকে পড়া *ক্রি* বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়া। 'ছিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছিটকিনি [হি সিটকিনী] *বি* দরজা-জানালা বন্ধ করার হুড়কা বা খিল। 'জানলা-দরজার ছিটকিনিগুলা নড়িয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ছিটনি, ছিটনী [হি সিটকিনী] *বি* দরজা বন্ধ করার ছোটো খিল। 'জৌ ঝান-বাতা কৈল জৌয়ের ছিটনী সোল পাট দিআ কৈল জৌয়ের ছায়নী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রঙ্গরস পরিপাটি ঘরের ছিটনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছিটা [স ছটা] *বি* সামান্য অংশ। 'যদিও সে পায় না নারীর মুখমদের ছিটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। দ্র **ছিটে**

ছিটাফোঁটা, ছিটাফোটা *বিণ* অতি সামান্য পরিমাণ। 'ছিটা ফোঁটা করিআছে ঔষধ প্রবন্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি।' *ভারত*, ১৭৬০।

ছিটানো [স ছটা] **১** *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'ডক্ষ শেষে সুগন্ধি ছিটএ বহুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রি* ছড়িয়ে দেওয়া। 'জামার উপরে থোড়া ছিটাইল পানি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ছিটকিয়া** *ক্রি* ছিটকে পড়া। 'আসমান উপরে লহু ছিটকিয়া লাগিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ছিটে** *ক্রি* ছিটায়। 'ধুলি ছিটে ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ছিটাল *বিণ* অনুচিত ব্যবহারকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছিটিকিনি [হি সিটকিনী] *বি* দরজা জানালা প্রভৃতি বন্ধ করার খিল। 'আমার জানলা বন্ধ ছিল উঠেও ছিটকিনি খুলিনি।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

ছিটে [স ছিটা] *বি* আফিম-গুলিতে তৈরি মাদক দ্রব্যবিশেষ। 'কিছুই আসেনি এই যে এত ছিটে খেলি!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। দ্র **ছিটা**

ছিটেগুলি, ছিটে-গুলী *বি* বন্দুকের ছোটো ছোটো গুলি। 'পিটে পুলি পেটে যেন ছিটে-গুলী ফোটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'কাঁকরগুলো বায়ুতাড়িত হয়ে ছিটেগুলির মতো আমাদের বিধতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ছিটেফোঁটা *বিণ* অতি সামান্য পরিমাণ। 'শিক্ষার আবশ্যক ... সেও যে সামান্য ছিটেফোঁটা মাত্র তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ছিটে বেড়া *বি* মাটির প্রলেপ দেওয়া বাঁশের বেড়া। 'ঘরখানা নিতান্ত ছোট, ছিটে বেড়ার দেয়াল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ছিড়ি [স ছিন্ন>] *বি* পাগল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছিড়িপনা *বি* পাগলামি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছিড়া [স ছিন্ন>] *ক্রি* ছেঁড়া। **ছিড়িল** *ক্রি* ছিঁড়লো। 'প্রদক্ষিণ সপ্তবার/ ছিড়িল গলার হার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ছিড়ে** *ক্রি* ছিঁড়ে ফেলে। 'বস্ত্র ফালাএ হার ছিড়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ছিড়্যা** *ক্রি* ছিঁড়ে। 'বৈষ্ণবের কৌপীন বাতাসে গেল ছিড়্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ছিণ্ড [স ছিন্ন] *বিণ* ছিন্ন।

ছিণ্ডা[১] [স ছিন্ন] *ক্রি* ছেঁড়া। 'বল করি ছিণ্ডিবেক সাতেসরী হার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেই ক্ষণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ছিণ্ডউক** *ক্রি* ছিটিয়ে দিক। 'সুগন্ধি সকল যথ ছিণ্ডউক পন্থে পন্থে।' *সুলতান*, ১৭০০। **ছিণ্ডসি** *ক্রি* ছিনিয়ে নিয়েছিস। 'কাঞ্চুলী ভাঁগসি মোর ছিণ্ডসি হার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছিণ্ডি** *ক্রি* ছিঁড়ি; ছিন্ন করি। 'হার মোর ছিণ্ডি নিলেঁ বাহের কঙ্কন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছিণ্ডিআ** *ক্রি* ছিঁড়ে। 'যুদ্ধের ঘোড়া ছিণ্ডিআ দড়া হইল অধীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছিণ্ডিআঁ** *ক্রি* ছিঁড়ে। 'ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছিণ্ডিব** *ক্রি* ছিঁড়ে নেবো। 'বিদায় করিতে বস্ত্র সে ডোর ছিণ্ডিব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ছিণ্ডিবেক** *ক্রি* ছিন্ন করবে। 'বল করি ছিণ্ডিবেক সাতেসরী হার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছিণ্ডিয়া** *ক্রি* ছিঁড়ে। 'পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্মুখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ছিণ্ডিয়া পেলিল শিব মহিতলে

জটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছিণ্ডিল** *ক্রি* ছিড়লো। 'গাছে লাগি ছিণ্ডিল সকল গজমুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছিণ্ডে** *ক্রি* ছিন্ন করে। 'মাটি আঁচড়িয়া বুলে ছিণ্ডে লতাপাতা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছিণ্ডা[২] [স ছিন্ন] *বিণ* ছেঁড়া। 'ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ছিতরানো [হি ছিটকানা] *ক্রি* ফেটে ছিন্নভিন্ন হওয়া। 'পাকা কুলগুলি ছিতরাইয়া চটচটে শাঁসে ...।' *তারা*, ১৯২৯।

ছিতড়ে পড়া [হি ছিটকানা] *ক্রি* ছড়িয়ে যাওয়া। 'আমরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছিতড়ে পড়লাম।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ছিত্তিছান *বিণ* বিশৃঙ্খল; বিপর্যস্ত। 'ছিত্তিছান হয়েছিল ঘর-দোর হাট-বাজার!' *কায়সার*, ১৯৬২।

ছিদাম *বি* সিকি পয়সা। 'ত্যাগ নাই তোর এক ছিদাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ছিদিরা [হি ছিদনা] *ক্রি* অনুসন্ধান করলো। 'ফিরিস্তা সকল আদি ছিদিরা কৌসর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছিদ্দত [আ সিদ্দত] *বি* বিপদ। 'ছিদ্দতে ডরাস না, আসবে সুখের দিন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ছিদ্র [স] **১** *বি* দোষ। 'সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ফুটা। 'নিচ্ছিদ্র লোহার ঘর কোন ছিদ্র নাই।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* সুযোগ। 'ছিদ্র পাই আহ্মি তাক চাহি মারিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বি* ফাঁক। 'মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ছিদ্রতল [স] *বিণ* তলায় ছিদ্রযুক্ত। 'ছিদ্রতল পাত্রে মাপ করিয়া প্রতারণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

ছিদ্রপথ [স] *বি* ছিদ্র রূপ পথ। 'সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন জ্যোতির্ময় তোমার আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ছিদ্রবিশিষ্ট [স] *বিণ* ছিদ্র আছে এমন। 'নিবিড়তম বস্ত্রও জালের মতো ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ জানিবার বেলায় তাহাকে আমরা অচ্ছিদ্র বলিয়াই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ছিদ্রময় [স] *বিণ* ছিদ্রবিশিষ্ট। 'শতছিদ্রময় এই হৃদয়-বাঁশিটি লয়ে বাজাই সতত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ছিদ্রমুখ [স] *বি* প্রবেশদ্বার। 'যজ্ঞনাথ ছিদ্রমুখে পাথর চাপা দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ছিদ্রশূন্য [স] *বিণ* ছিদ্র নেই এমন। 'তাহা সবগুলি ছিদ্রশূন্য নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ছিদ্রহীন [স] *বিণ* নিশ্ছিদ্র। 'ছিদ্রহীন পাকা বাঁশের লাঠি সংসারপথের পক্ষে ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ছিদ্রানুসন্ধান [স ছিদ্র-অনুসন্ধান] *বি* পরের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো। 'আমার শত্রু পক্ষগণ সহজেই ছিদ্রানুসন্ধান করে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ছিদ্রান্তরাল [স] *বি* ছিদ্রের আড়াল। 'আশপাশের দ্বার-জানালার ছিদ্রান্তরাল হইতে একটু-আধটু চাপা হাসি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ছিদ্রান্বেষণ [স ছিদ্র-অন্বেষণ] *বি* ফুটো অনুসন্ধান। 'তটে অবতরণ করিয়া নৌকার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ছিদ্রান্বেষী [স ছিদ্র-অন্বেষী] **১** *বিণ* অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় এমন। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'তাহারই মত সে ছিদ্রান্বেষী ও অসহিষ্ণু।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* ছিদ্র-সন্ধানী। 'ছারপোকা, ছিদ্রান্বেষী ইঁদুরের উৎপাত।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

ছিদ্রিত [স] *বিণ* ছিদ্রযুক্ত। 'দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছিনা[১] [ফা সীনাহ্] *বি* বুক। 'গুপ্ত ভেদ সব দিলাম ছিনায়।' *লালন*, ১৮৯০।

ছিনা জোঁক, ছিনে জোঁক [স শীর্ণ-জলৌকা] *বি* রক্তপায়ী কীটবিশেষ। 'ছিনা জোঁক আনি শ্বেত কাকের শোণিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ছিনে জোঁক, কাঁটালের আটা, আর ভট্টাচার্য্য বামন, অল্পে ছাড়ে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ছিনানো [স ছিন্ন>] *ক্রি* কাড়া। 'এয়ছা নিয়ামত দিয়া ফের লেয় ছিনাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'তাঁহার ভূষণ ছিনাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ছিনার [স ছিন্ন>] *বি* লম্পট। 'ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার।' *ভারত*, ১৭৬০।

ছিনারী *বিণ* কুলটা; প্রগল্ভা। 'ছিনারী পামরী নাগরী রাধা কিকে পাতসিমায়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছিনাল [স ছিন্ন] *বি* বেশ্যা। 'সে কানেট পরে আছে হয়তো বা চোরের ছিনাল।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ছিনালি, ছিনালী [স ছিন্ন] *বি* নষ্ট নারীর ছলচাতুরী। 'ছিনালি।' *ওসাঁ*, ১৭৫৫; 'বেবুশ্যার মতো ন্যাংটা আর অমন ছিনালী ঢং।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ছিনালিপনা *বি* দুশ্চরিত্রা নারীর চাতুর্য। 'কত আর ছিনালিপনা করবি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ছিনেলীপনা *বি* নির্লজ্জ আচরণ। 'ছিনেলীপনার জন্যে সেটাকে দেখতে পারতেন না গিন্নিমা।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ছিনিমিনি [স ছিন্নভিন্ন] *বি* জলের উপর ঢিল বা মাটির ভাঙা পাত্রের টুকরা ছুড়ে মারার খেলা বিশেষ। 'ছিনিমিনি খেলে ঘাটে দাঁড়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছিনিমিনি খেলা *ক্রি* যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করা। 'হৃদয় নিয়ে এ ছিনিমিনি খেলার অভিনয় যেন আর ভালো লাগছিল না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ছিনু *দ্র* **আছা**

ছিন্তা [স ছিন্ন] *ক্রি* ছিন্ন করা। 'পানের ছিন্তিয়া বোঁট কানে দেহ কাঠি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছিন্ন [স] **১** *বিণ* ছেঁড়া। 'পুরাতন বস্ত্রের এক স্থান সংস্কৃত হইতে-না-হইতে অপর স্থান ছিন্ন হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'তাহাদিগের জননীদিগের গর্ভ হইতে ছিন্ন করিয়া আনা গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বিণ* মুক্ত। 'বাঁধন কর ছিন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৪** *বিণ* খণ্ডবিখণ্ড। 'যে দিকে ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়ে সকাল বেলার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৫** *বিণ* আহত। 'রাক্ষসের অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন আমি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ছিন্ন-কণ্ঠ [স] **১** *বি* ভাঙা গলা; বিকৃত কণ্ঠস্বর। 'ছিন্ন-কণ্ঠে আর্ত কণ্ঠে তোমাদের ওই ভীরু বিধাতার ...।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বিণ* গলদেশ বিচ্ছিন্ন হয়েছে এমন। 'সুদীর্ঘ কাণ্ডটা ছিন্নকণ্ঠ হইয়া পুরাকীর্তির স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া থাকে।' *তারা*, ১৯৪০।

ছিন্ন কন্থা [স] *বি* ছেঁড়া কাঁথা। 'যে একে অন্তরে জেনেছে, সে ছিন্ন

কন্থায় লজ্জা পায় না।' *রবীন্দ্র*, **১৯৩৭**।

ছিন্ন করা *ক্রি* ছিঁড়ে ফেলা। 'ছিন্ন করি কালের বন্ধন।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯০**।

ছিন্নকেতু [স] *বি* ছেঁড়া পতাকা। 'ছুটল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী/ ভগ্নরণে ছিন্নকেতুর প্রায়।' *রবীন্দ্র*, **১৯০০**।

ছিন্নখণ্ড [স] *বি* বিচ্ছিন্ন অংশ। 'অনেক আলস্যক্রান্ত দিনরজনীর উপেক্ষিত ছিন্নখণ্ড।' *রবীন্দ্র*, **১৯১৪**।

ছিন্নচেতন [স] *বিণ* চেতনাহীন। 'এলোমেলো ছিন্নচেতন/ টুকরো কথার ঝাঁক।' *রবীন্দ্র*, **১৯৪১**।

ছিন্ন ছিন্ন *বিণ* টুকরো টুকরো। 'সেই দলিল ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।' *রবীন্দ্র*, **১৯০৭**।

ছিন্নতন্ত্রী [স] *বিণ* তার ছিঁড়ে গেছে এমন। 'আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন ছিন্নতন্ত্রী বীণা।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯৫**।

ছিন্নতা [স] *বি* বিভক্তি। 'একদা ইংরেজ-জাতের মধ্যে ভেদের যে ছিন্নতা ছিল।' *রবীন্দ্র*, **১৯৩৭**।

ছিন্নতাপ [স] *বিণ* উত্তাপ-প্রশমিত। 'বর্ষার নবজলসেকে ছিন্নতাপ বনান্তে পবনচালিত কদম্বশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত।' *রবীন্দ্র*, **১৯১৬**।

ছিন্নপক্ষ [স] **১** *বিণ* পাখা ছিঁড়েছে এমন। 'কণ্টকে ছিন্নপক্ষ ভ্রমরী যেমন দুর্লভ সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষতলে কষ্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।' *বঙ্গদর্শন*, **১৮৭৪**। **২** *বিণ* ওড়বার ইচ্ছা বা শক্তি নেই এমন। 'আকাঙ্ক্ষাহীন, প্রেমহীন, ছিন্নপক্ষ সাহিত্য যে ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কী।' *রবীন্দ্র*, **১৮৮৭**।

ছিন্নপত্র [স] **১** *বি* বোঁটা থেকে ঝরে পড়া পাতা। 'ছিন্নপত্র সকল ধূলি সঙ্গে সম্মিশ্রিত।' *অক্ষয়*, **১৮৪৩**। **২** *বি* বইয়ের বিচ্ছিন্ন পাতা। 'মহাকাব্যের কয়েকখণ্ড ছিন্নপত্র।' *রবীন্দ্র*, **১৯০৫**।

ছিন্নপদ্ম [স] *বি* ছেঁড়া পদ্মফুল। 'তাঁর ছিন্নপদ্মের পাপড়িগুলোর চারি দিকে মন ... ঘুরে বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, **১৯১৫**।

ছিন্নপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় ছিঁড়ে গেছে এমন। 'তাহার ছিন্নপ্রায় চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯৪**।

ছিন্নবল্গা [স] *বিণ* লাগামছেঁড়া। 'নৌকা তখন ছিন্নবল্গা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিল।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯৪**।

ছিন্নবসন [স] *বিণ* ছেঁড়া পোশাক পরিহিত। 'একজন ছিন্নবসন কৃশকায় বৃদ্ধ ফকীর।' *প্রভাত*, **১৮৯৫**।

ছিন্নবসনা [স] *বি* ছেঁড়া কাপড় পরিহিত নারী। 'একটি ম্লানমুখশ্রী ছিন্নবসনা দরিদ্রবালিকা অশ্রুময় নেত্রে শৈলের পথে ভ্রমণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, **১৮৭৭**; 'মেঝের ওপর, আলুথালু ছিন্নবসনা।' *আলাউদ্দিন*, **১৯৬৩**।

ছিন্নবাধা [স] *বিণ* বাধা অতিক্রম করেছে এমন। 'ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯৫**।

ছিন্নবাস [স] *বি* ছেঁড়া পোশাক। 'পরাও সজ্জা লজ্জাহারা জীর্ণকন্থা ছিন্নবাস।' *রবীন্দ্র*, **১৯০০**।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন [স] **১** *বিণ* বহুধাবিভক্ত। 'ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উপদ্রুত শ্রান্ত দেশে সাহিত্যের যে যথেষ্ট অবনতি হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কী।' *রবীন্দ্র*, **১৮৮১**। **২** *বিণ* ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। 'কতকগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড সামাজিক কর্ত্তব্যের মধ্যে মনটা যখন লাফ দিয়ে বেড়ায় ...।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯৫**। **৩** *বিণ* লণ্ডভণ্ড। 'তাহার সুখস্বপ্নজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, **১৯০২**।

ছিন্নবিচ্ছিন্নতা [স] *বি* ইতস্তত বিক্ষিপ্ততা। 'বাহিরে এই-সমস্ত বাধাবিরোধ ছিন্নবিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চলতে হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, **১৯১৬**।

ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে [স] *ক্রিবিণ* বিক্ষিপ্তভাবে। 'স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, **১৯০৭**।

ছিন্নবৃন্ত [স] *বিণ* বোঁটা-ছেঁড়া। 'দিন মোর নিরুদ্দেশ স্রোতে ছিন্নবৃন্ত চলিয়াছে ভেসে।' *রবীন্দ্র*, **১৯৪০**।

ছিন্নবেশ [স] *বিণ* ছেঁড়া পোশাকধারী। 'ছিন্নবেশ ভিন্নদেশী ভিক্ষাজীবী রুক্ষ বিভীষণ।' *বিষ্ণু*, **১৯৪১**।

ছিন্ন ভিন্ন **১** *বিণ* বিধ্বস্ত। 'মহামারিতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাউদের সেনারদিগকে।' *রামরাম*, **১৮০১**। **২** *বিণ* ক্ষতবিক্ষত। 'নারাচাস্ত্র প্রহারে ছিন্নভিন্ন কলেবর।' *হরপ্রসাদ*, **১৮১৫**। **৩** *বিণ* বহু ভাগে বিভক্ত। 'তাহাতেই সে সমাজ ছিন্নভিন্ন হইল।' *দর্পণ*, **১৮৩১**। **৪** *বিণ* পৃথক। 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা ... পরস্পর অজ্ঞাতরূপে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।' *অক্ষয়*, **১৮৪৩**। **৫** *বিণ* ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার করা হয়েছে এমন। 'কনকপদ্মটি যথার্থই ছিন্নভিন্ন কত্যে এলেম।' *মাইকেল*, **১৮৬১**। **৬** *বিণ* ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। 'ছিন্নভিন্ন হাওয়া ছোটে, বৃষ্টি পড়ে, ডোবায় আকাশ।' *বিষ্ণু*, **১৯৪১**।

ছিন্ন ভিন্ন করা *ক্রি* বিধ্বস্ত করা। 'মহামারিতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাউদের সেনারদিগকে।' *রামরাম*, **১৮০১**।

ছিন্নমস্তা [স] *বিণ স্ত্রী* মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন এমন দেবীপ্রতিমাবিশেষ; হিন্দুদেবী চণ্ডীর অন্যতম রূপ। 'ছিন্নমস্তা হইলা সতী অতি বিপরীত।' *ভারত*, **১৭৫০**; 'আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্ব্বনাশী।' *নজরুল*, **১৯২২**।

ছিন্নমুণ্ড [স] *বি* কাটা মাথা। 'মোর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে, নিজ হস্তে জালন্ধর-রাজ-করে দিবে উপহার।' *রবীন্দ্র*, **১৮৮৯**।

ছিন্নমূল [স] **১** *বিণ* মূল উৎপাটিত হয়েছে এমন। 'বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিন্ধুসৌবীরাধিপতি ...।' *বঙ্কিম*, **১৮৮৭**; 'ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯৩**। **২** *বিণ* বাস্তুহারা। 'ছিন্নমূল হৈয়া অজানা-অচেনা ভিন দেশের পানে ভাইসা যাব?' *মনসুর*, **১৯৫৫**।

ছিন্নমেঘ [স] **১** *বি* খণ্ড খণ্ড মেঘ। 'মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।' *রবীন্দ্র*, **১৯০৮**। **২** *বিণ* ছিন্ন মেঘে পূর্ণ। 'শ্রাবণের বৃষ্টি-ধরা ছিন্নমেঘ রাতে কোনো, – নূতন ধরণী 'পরে ...।' *প্রেমেন্দ্র*, **১৯৩২**।

ছিন্না *বিণ স্ত্রী* ছেঁড়া। 'ব্যাকুল শরমে অসহ ব্যথায় লুটায়ে ছিন্না-লতিকা-সমা।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯৯**।

ছিন্নাংশ [স] *বি* ছেঁড়া টুকরা। 'চিঠির গুটিকতক ছিন্নাংশ।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯৮**।

ছিন্নাভিন্না [স] *বিণ স্ত্রী* লণ্ডভণ্ড। 'পৃথিবী ছিন্নাভিন্না হইয়া যাইবে।' *নজরুল*, **১৯২২**।

ছিন্নি [ফা শীরীনী] *বি* শিরনি; আটা, কলা, চিনি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি খাদ্যবস্তুবিশেষ। 'এবার যে পিরির দরগায় কতো ছিন্নি দিছি তা আর বলবো কি?' *মাইকেল*, **১৮৬০**।

ছিপ[১] [স ক্ষিপ্>] *বি* বাঁশ বা কঞ্চির তৈরি বড়শি ফেলার পাতলা ও লম্বা দণ্ডবিশেষ। 'এক মোন লোহ্যর বড়শি বড়োয়া বাঁশের ছিপ।' *বিজয়*,

১৬৫০।

ছিপফেলা *বি* বড়শি দিয়ে মাছ ধরা। 'ছুটির দিনে ছিপফেলার পাস ছাড়ে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ছিপ[2] [স ক্ষিপ্র] *বি* দ্রুতগামী লম্বা ও সরু নৌকাবিশেষ। 'রঙ্গরাজ ডাকিয়া বলিল, ছিপ খোল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ছিপছিপানি [স ক্ষিপ্‌>] *বিণ* সরু। 'কখনো ছিপছিপানি নালার কাদামাটি।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ছিপছিপে [স ক্ষিপ্‌>] *বিণ* পাতলা ও লম্বা গড়নবিশিষ্ট। 'বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ, ছিপছিপে বালক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ছিপড়ে *বি* পোকামাকড়। 'একটা মস্ত বড় ছিপড়ের জঙ্গল হয়েছে মশারিটা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ছিপর [স ছুপ্‌>] *বিণ* লুক্কায়িত। 'ছলা করে বাঘটা ছিপর কৈল গা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ছিপি[1] [পা সিপ্পী] *বি* ঝিনুক। 'সৃজিলেক ছিপি মুতি রত্ন বহুমূল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছিপি[2] [পা সিপ্পী] *বি* শিশি ইত্যাদির মুখ বন্ধ করার উপকরণবিশেষ। *ওগুঁ*, ১৭৮৫; 'স্পেন দেশে কর্ক নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। উহার বক্কল এরূপ স্থূল, কোমল ও রন্ধ্রশূন্য যে তদ্দ্বারা শিশি, বোতল প্রভৃতির ছিপি নির্মিত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ছিপি-আঁটা *বিণ* অবরুদ্ধ। 'জীবনের ছিপি-আঁটা সমস্ত কর্তব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ছিবড়া, ছিবড়ে ১ *বি* ফলের সারহীন অংশ। 'কমলার ছিবড়েটা পড়ে রয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বি* মূল্যহীন অংশ। 'ছিবড়ের ভাগটাই পড়বে ওর কপালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছিবলেমি [স শাব>] *বি* চাপল্য। 'আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনাযুক্ত ছিবলেমি।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

ছিমছাম [স শ্রী>] ১ *ক্রিবিণ* স্বচ্ছন্দে। 'ফিরিঙ্গি যুবক কটি চ'লে যায় ছিমছাম।' *জীবন*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। 'চাচিকে কী সুন্দর ছিমছাম দেখাচ্ছে।' *শামসুল*, ১৯৫৭। ৩ *বিণ* গোছালো। 'ছিমছাম কথা তার মুখ পর্যন্ত আর আসে না।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

ছিমছিমে *বিণ* লিকলিকে। 'পাতলা ছাতলা একবারে ছিমছিমে।' *হাই*, ১৯৫৬।

ছিয়া *বি* মুষলবিশেষ। 'ছিয়া লৈয়া কন্যা সেই ধান্য কোটে ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ছিয়াশী [পা ছাসীতি] *বিণ* ছিয়াশি (৮৬) সংখ্যক। 'রাজস্ব তিন লক্ষ ছিয়াশী হাজার টাকা।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ছিরকুটা *ক্রি* কামড়ে ধরা। 'কোন দিন দাঁত ছিরকুটে মরে থাকবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ছিরছির [ধ্বন্যা] *বিণ* অবিরাম ছির শব্দ হয় এমন। 'তাকিয়ে থাকে ভাবলেশহীন চোখে, ল্যাম্পোস্ট পেলেই ছিরছির পেচ্ছাব করে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ছিরফল [স শ্রীফল] *বি* বেল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছিরা *বি* পাইন গাছ ও তার তক্তা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছিরি [স শ্রী] ১ *বি* শ্রী। 'ছিরি মনোহর চতুর শোভাকর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* রাগিণীবিশেষ। 'সিন্দুরী রাগিণী গাহি তার পাছে ছিরি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* চেহারা। 'বেড়ার ফাঁকেতে উঁকি মেরে দেখি দুটি খেয়ালীর ছিরি।' *জসীম*, ১৯২৯। ৪ *বি* দশা; অবস্থা। 'কী হাসি লাগে আব্বার ছিরি দেখলে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ছিরিছাঁদ [স শ্রী+স ছন্দ>] *বি* সৌন্দর্য। 'তোর কথার, জানিস আনন্দ, ছিরিছাঁদ নেই।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ছিল *দ্র* আছা

ছিলকা, ছিলকে [স ছল্লিকা] ১ *বি* মাংস। 'ছিলকা খসাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* খোসা; ছাল। 'রসুনের ছিলকা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। ৩ *বিণ* টুকরা; খণ্ড। 'এক সোরাহি সুরা দিয়ো, একটু রুটির ছিলকে।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

ছিলছিলে *বিণ* ছিটেফোঁটা। 'ছিলছিলে পানিজমা ডোবা।' *হাসান*, ১৯৬৪।

ছিলট [স শ্রীহট্ট] *বি* সিলেট। *এডমন*, ১৭৯০।

ছিলা, ছিলে [স ছল্লি] *বি* ধনুকের গুণ। 'যে ধনুর ছিলা বাঁধা মত্ত মধুকরে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে গেল।' *মানিক*, ১৯৩৯।

ছিলাট *বি* একপ্রকার ধান। 'দাদুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।' *ভারত*, ১৭৬০।

ছিলান [স শিলিন্দ] *বি* পাঙ্গাস জাতীয় মাছবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ছিলাম *দ্র* আছা

ছিলারি [স ছিন্ন] *বি* ছিনালি। 'চুরি ছিলারি জখন জে ধরা পড়িবেক।' *ওগুঁ*, ১৭৮২।

ছিলিম [ফা চিলম] *বিণ* এক কলকে পরিমাণ। 'এক ছিলিম তামাকু খাওয়া যেমন সহজ।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ছিলিমিলি [ধ্বন্যা] *বি* মুসলমান ফকিরদের মালা। 'মাথায় চিকন কালা হাথে ছিলিমিলি মালা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ছিলে *দ্র* ছিলা[1]

ছিলেট [স শ্রীহট্ট] *বি* সিলেট। 'ছিলেটের পাথরিয়া চুণ।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

ছিলেম[2] [ফা চিলম] *বি* ছিলিম; তামাকের কলিকা। 'বর্তমানে আর-এক ছিলেম তামাক ডাকো।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ছিষ্টি [স সৃষ্টি] ১ *বি* সৃষ্টি। 'নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।' *রামাই*, ১৭১০। ২ *বিণ* যাবতীয়। 'ছিষ্টির কাজ করবো তবে তো ঘাটে যাব।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ছিষ্টিছাড়া *বিণ* অদ্ভুত। 'মুখপোড়ার যত ছিষ্টিছাড়া কথা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ছিসটি [স সৃষ্টি] *বি* সৃষ্টি। 'ছিসটি কর ছিসটি কর্ত্তা বোলিগো তুমাকে।' *রামাই*, ১৭১০।

ছীটে *বি* ছিটা। 'মুকে জলের ছীটে মারা হলো ও অন্য অন্য নানা তদ্বির হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ছীম [স শিম্ব] *বি* শিম। 'ইহার বীচি ঢের পাইব কিন্তু লাউ সসা ছীম।' *কেরি*, ১৮০২।

ছীল *ক্রি* ছিলো। 'তাঁহার সঙ্গে পোসা দুই ভূত ছীল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।
ছীলাম *ক্রি* ছিলাম। 'সেই হুকুমনামা এখানের জমীদার দিগকে ওয়াকীব করাইয়া ছীলাম।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ছীড়িয়া [স ছিন্ন>] *ক্রি* ছিঁড়িয়া; ছিঁড়ে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ছুঁআ, ছুয়া [স ছুপ>] *ক্রি* ছোঁয়া; স্পর্শ করা। **ছুঁঅইত** *ক্রি* ছুঁতেই। 'ছুঁঅইত বালি মলিন ভৈ গেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ছুইআঁ** *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'তুমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ দুঈ কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছুইঞা** *ক্রি* ছুঁয়ে। 'ভূমি ছুইঞা হাথে পরশি দুইকানে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **ছুইল** *ক্রি* স্পর্শ করলো। 'কোপেঁ কভোঁ মোকে হাথে না ছুইল সামী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছুইলেঁ** *ক্রি* ছুঁলে; স্পর্শ করলে। 'ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছুঁআ** *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'পক্ষ উড়্যা যায় যেন ছুঁআ লয় বাজে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ছুঁই** *ক্রি* স্পর্শ করি। 'প্রত্যয় না কর বল গঙ্গাজল ছুঁই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ছুঁইতে** *ক্রি* স্পর্শ করতে। 'পরের বসন হাতে না পারি ছুঁইতে।' *সুলতান*, ১৭০০। **ছুঁইবারে** *ক্রি* স্পর্শ করতে। 'তবে সে উত্তম কেশ ছুঁইবারে পারে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ছুঁইল** *ক্রি* স্পর্শ করলো। 'সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ছুঁইহ** *ক্রি* স্পর্শ কোরো। 'অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ছুঁতে** *ক্রিবিণ* স্পর্শ করতে। 'ছুঁতে না জুয়ায় বেটা জারুয়া ঢেমনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছুঁয়্যা** *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'ভোজনের কালেতে কুক্কুর ছুঁয়্যা যায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছুঁইচ, ছুঁচ [স সূচি] *বি* সুচ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছুঁই ছুঁই [স ছুপ>] **১** *বিণ* নিকটবর্তী। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে এমন। 'সবসময়ে ছুঁই ছুঁই ভাব।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

ছুঁচ [স সূচি] *বি* সুচ বা সুই। 'গাড়ু, পিলসুজ, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ ইত্যাদি বস্তু ও নানাবিধ অলঙ্কার, এ সমুদয় ধাতুনির্মিত।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ছুঁচলো, ছুঁচালো, ছুঁচোলো [স সূচি>] **১** *বিণ* সুচের মতো সরু; সুচালো। 'ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বিণ* ক্রমশ সরু। 'উখো দিয়ে দাঁত ঘষে ছুঁচালো করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ছুঁচা, ছুঁচো [স ছুছুন্দর>] **১** *বি* গালিবিশেষ। 'বিপক্ষে দিতেছে গালি বলি ছুঁচো পাজি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* অসৎ ব্যক্তি। 'রহ ছুঁচো! আমিও তোর উপর এক চাল চালিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *বি* ইঁদুরজাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'ছুঁচা।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ঠিক যেন সাপের ছুঁচো গেলা গোছ।' *নজরুল*, ১৯২২।

ছুঁচাবাজি, ছুঁচোবাজি [স ছুছুন্দর>+ফা বাজি] *বি* এক ধরনের আতশবাজি। 'ছুঁচাবাজি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দেবতারা একটা বিদ্যুতের ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ছুঁচোধরা সাপের অবস্থা – নোংরা বিষয় নিয়ে বিব্রতকর অবস্থা। 'বাঙালীর যে ছুঁচোধরা সাপের অবস্থা হয়েছে তা ত সর্ব্বজনবিদিত।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ছুঁচোপারা *বিণ* ছুঁচোর মতো। 'ঐ যার সেই ছুঁচোপারা মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ছুঁচোমো *বি* ছুঁচার মতো আচরণ। 'ছুঁচোমো, ছ্যাঁছড়ামো ওদেশ থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ছুঁচোর কীর্তন – ঝগড়া-ঝাটি; চেঁচামেচি। 'বাইরে দুজনে মানিয়েছিল বেশ, কিন্তু ভেতরে ছুঁচোর কীর্তন।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ছুঁচি [স শুচি] *বি* শুচি। **ছুঁচিবাই** [স শুচিবায়ু>] *বি* শুচিবায়ু। 'নিজের তো ছুঁচিবাই, কবে আছেন কবে নেই।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ছুঁচিবেয়ে [স শুচিবায়ু>] *বিণ* শুচিবায়ুগ্রস্ত। 'নিজের ছুঁচিবেয়ে মা পর্যন্ত কাছে মাড়ায়নি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ছুঁছলো [স সূচি>] *বিণ* সুচালো; সুচের মতো তীক্ষ্ণ। 'পাথরের মতো শক্ত ছুঁছলো ঢেলা মাড়িয়ে ...।' *হোসেন*, ১৯৪০।

ছুঁছা [স ছুছুন্দর] *বি* ইঁদুর জাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'ঘরে ছুঁছার কীর্ত্তন বাহিরে কোঁচার পত্তন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

ছুঁড়া *ক্রি* নিক্ষেপ করা। 'যখন গর্জ্জন ক'রে হাত পা ছুঁড়তে থাকে সেও মিষ্টি লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। দ্র **ছোড়া**

ছুঁড়ি, ছুঁড়ী [স ছমণ্ড>] *বি* (তাচ্ছিল্যে) বালিকা। 'হ্যাদে ছুঁড়ি হাস্যা মোর ভঙ্গ কৈলি নৃত্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'তাহার মধ্যে ছোট ছুঁড়ী ভাল মানুষের মাইয়া।' *কেরি*, ১৮০২।

ছুঁত, ছুঁৎ [স শুচি>] *বি* অস্পৃশ্যতা। 'শুধু দেহে নয় মনেও ছুঁতমার্গী হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।' *প্রমথ*, ১৯২২।

ছুঁৎবাইগ্রস্ত [স শুচিবায়ুগ্রস্ত] *বিণ* স্পর্শদোষের ভয়ে ভীত। 'শব্দ গ্রহণ বাবদ সে যে কত মারাত্মক ছুঁৎবাইগ্রস্ত ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ছুঁৎমার্গ [হি ছুত+স মার্গ] *বি* অস্পৃশ্যতা। 'আমাদের মধ্য হইতে এই ছুঁৎমার্গটাকে দূর করো দেখি।' *নজরুল*, ১৯২২।

ছুঁতমার্গী, ছুঁৎমার্গী [হি ছুত+স মার্গী] *বিণ* অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাসী। 'শুধু দেহে নয় মনেও ছুঁতমার্গী হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।' *প্রমথ*, ১৯২২; 'আমাদের ছুঁৎমার্গী আচারনিষ্ঠদেরও সেই দশা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ছুঁতানাতা [স সূত্র>] *বি* অজুহাত। 'হাসুবৌ আবহাওয়া সহজ করিতে ছুঁতানাতা খোঁজে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ছুকরি, ছুকরী [স ছমণ্ডী] **১** *বি* কাজের মেয়ে; পরিচারিকা। 'ছুকরী স্তন কাটি জ্বলাতে নিতান্ত কাতরা হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'ছুকরি রূপে নিযুক্তা হয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* বারবনিতা। 'আপন আপন সহচারিণী অর্থাৎ ছুকরী সঙ্গে লইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ছুচ [স সূচি] *বিণ* সুচের মতো সূক্ষ্ম; সরু। 'দুঈ পাশেঁ ছুচ করী মাঝেঁ পুষ্ট করী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছুচুন্দর [স ছুছুন্দর] *বি* ইঁদুর জাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'কীর্তন গায় ছুচুন্দর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ছুছা [স ছুছুন্দর] *বি* ইঁদুর জাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'কিচিকিচি করে তথা ছুছা পনে পন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছুছার [স সুস্যার] *বি* বিস্তার। 'চৌদিকে ছুছার হইল জাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছুছুন্দর, ছুছুন্দরি [স ছুছুন্দরী] *বি* একপ্রকার বাজি। 'সুঘট্ট ভয়ঙ্করি সঘনে ছুছুন্দরি গগনে হানে সিখিবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'অনেক চরক ছুছুন্দরি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছুজান *বি* লিলি ফুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছুঞা [স ছুপ>] *ক্রি* ছোঁয়া। 'ছায়া ছুঞি যে জন করিল গঙ্গাস্নানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ছুঞা** *ক্রি* ছোবল মেরে। 'অবতার মনে করি চিলে ছুঞা নিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ছুঞাঁ** *ক্রি* ছিনিয়ে। 'চিলে জেন ছুঞাঁ লয় মীন তেন তোর রতি সতিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছুঞি** *ক্রি* ছুঁয়ে। 'ছায়া ছুঞি যে জন করিল গঙ্গাস্নানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ছুঞিতে** *ক্রি* স্পর্শ করতে। 'ব্রাহ্মন ছুঞিতে আস্য কেমত সাহসে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছুঞিব** *ক্রি* ছোঁবো। 'যদি বা মারিয়া বাণ গোধিকার লই প্রাণ না ছুঞিব দিনমুখ কালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছুঞিলে** *বি* ছুঁলে। 'কহি আমি হিতবাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী ছুঞিলে উচিত হয় স্নান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছুঞ্যা** *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'হাটে নিঞা বেচে লোন কিনে ডোম হাড়ি ব্যায়াজের তরে ছুঞ্যা করে কাড়াকাড়ি।' *মুকুন্দ*,

১৬০০।

ছুট[1] [স ক্ষিপ্র>] ১ *বি* দৌড়। 'ভজনা হইলে পর উঠে দেন ছুট।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* বর্জিত। 'এ ঋতু পাখি-ছুট।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ছুট দেওয়া *ক্রি* দৌড় দেওয়া। 'হাবেলির দিকে দমবন্ধ করে ছুট দিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

ছুটকি [স ক্ষুদ্রক] *বি* শিশু। 'বড়কি নাচে ছুটকি নাচে/ মুটকি নাচে ধাতিং তিং।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ছুটকো [স ক্ষুদ্রক] ১ *বিণ* তুচ্ছ। 'ও যে ফুট-কড়ায়ের ছুটকো বেসাতি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বিণ* বিক্ষিপ্ত; হঠাৎ ছুটে আসা। 'সমগ্র দলের যে বেগ তার চেয়ে স্বতন্ত্র ছুটকো অণুর বেগ অনেক বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৩ *বিণ* টুকিটাকি। 'ছুটকো কাজে অনেক সময় গেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

ছুটকো-ছাটকা [স ক্ষুদ্রক>] *বিণ* গণনার মধ্যে আসে না এমন। 'অটোগ্রাফ লিখে দিয়েছেন ছুটকো-ছাটকা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ছুটছাট [স ছটা>] *বিণ* হাতছাড়া। 'মনোমত নাহি দিলে সব ছুটছাট।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ছুটন্ত [পা ছুট্‌ঠ>] *বিণ* ছুটে চলেছে এমন; ধাবমান। 'ছুটন্ত চৌকো জানালায় সবুজ ধান শুধু।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ছুটন্দাজ [পা ছুট্‌ঠ>+ফা আন্দাজ] *বি* ছুটন্ত ব্যক্তি। 'ছুটন্দাজকে একদমে পৌঁছাতে হবে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ছুটা[1], **ছুটানো** [পা ছুট্‌ঠ>] ১ *ক্রি* অতি দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। 'আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। 'খনে খনে দসনছটা ছুট হাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *ক্রি* বহির্গত হওয়া। 'সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *ক্রি* দূর হওয়া। 'বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে।' *ভারত*, ১৭৬০। ৫ *ক্রি* প্রবাহিত হওয়া। 'সুন্দর সৌরভ ছুটে মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৬ *ক্রি* দৌড়ানো। 'তরাসে গেলাম ছুটে রঙ্গপুর ক্ষিপ্র।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৭ *ক্রি* প্রবাহিত করা। 'ছুটাও শোণিতস্রোত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৮ *ক্রি* বেগে ধাবিত করা। 'কুহকলেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ৯ *ক্রি* দূর করা। 'নেশা ছুটাইয়া মনটাকে আর-কোনো দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ১০ *ক্রি* লোপ পাওয়া; কাটা। 'আমাদের মোহ ছুটিতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ১১ *ক্রি* অতিক্রান্ত হওয়া। 'দুখনিশা না ছুটিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ১২ *ক্রি* ছাড়ানো। 'পারবে না তার গন্ধটুকু ছোটাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ১৩ *ক্রি* ভাঙা। 'দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে মোরে করো ত্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ১৪ *ক্রি* দূর হওয়া। 'গান-ভোলা তুই গান ফিরে নে, যাক সে আপদ ছুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **ছুটাও** *ক্রি* প্রবাহিত করো। 'ছুটাও শোণিতস্রোত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **ছুটায়** *ক্রি* চালনা করে। 'আশোয়ার ছুটায় ঘোড়া দানাগণে লোফে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছুটি** *ক্রি* ছুটে। 'আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছুটে** ১ *ক্রি* দূর হয়। 'বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রি* প্রবাহিত হয়। 'সুন্দর সৌরভ ছুটে মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *ক্রি* দূর হয়ে। 'কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৪ *ক্রি* দৌড়ে। 'তরাসে গেলাম ছুটে রঙ্গপুর ক্ষিপ্র।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ছুটাছুটি, ছুটোছুটি *বি* ব্যস্ততা। 'ছুটী পেয়ে ছুটাছুটি আস্ফালন কত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'একদিনের ছুটোছুটিতেই তিন দিন বেতালা হয়ে পড়ে থাকি।' *জীবন*, ১৯৩১।

ছুটাছুটি করা *ক্রি* দৌড়াদৌড়ি করা। 'অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ছুটে আসা *ক্রি* দৌড়ে আসা। 'ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ছুটে পালানো *ক্রি* দৌড়ে গিয়ে লুকানো। 'ছুটিয়া পালাইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ছুটা[2] [হি ছুটা] *বিণ* বাঁধা নয় এমন। 'রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

ছুটি, ছুটী [পা ছুট্‌ঠ>] ১ *বি* কর্মের অবসর। *ভবানী*, ১৮২৩; 'শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদিগের পণ্ডিত প্রভৃতিকে ছুটি দেওনের আবশ্যকতা প্রযুক্ত ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৯; 'ছুটীর পরে বুঝি, সেখানে খেলা করিতেছিলে?' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। ২ *বি* ছাড়। 'সমাজে যেমন নিয়মের বাঁধাবাঁধি, তেমনি মাঝে মাঝে দুটো-একটা ছুটিও থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* মুক্তি। 'দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর – তার পরে ছুটি নিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বি* বাধাহীনতা। 'যেখানেতে অগাধ ছুটি মেল সেথা তোর ডানাদুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ছুটিছাটা *বি* কর্ম বিরতি। 'ছুটিছাটার দিন আজকাল তাদের সঙ্গে দেখা হয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ছুটি নেওয়া *ক্রি* অবসর নেওয়া। 'সময় যেন আজ সমস্ত দিনের মতো ছুটি নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ছুটি-পাওয়া *বিণ* ছুটি পেয়েছে এমন। 'ছুটি-পাওয়া ছেলেদের ধেয়ে যাওয়া হৈহৈ রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ছুটিবার *বি* ছুটির দিন। 'ছুটিবারে আসে তার দরিয়ার ইয়ারেরা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ছুটির ঘণ্টা *বি* ছুটির সংকেত। 'কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ছুটির দিন *বি* কর্মবিরতির দিন। 'একদিন ছুটির দিনে রামলোচনবাবুর বাসায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ছুটিসম্ভোগী [ছুটি+স সম্ভোগী] *বি* ছুটি উপভোগ করতে যাচ্ছে যারা; হলিডে মেকার্স। 'মোটর বাস ভর্তি করে চলেছে সব ছুটিসম্ভোগীর দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছুটো [পা ছুট্‌ঠ] ১ *বি* যেসব যৌনকর্মীর বাঁধা খদ্দের নেই। 'মেয়ে মানুষ পেলেন না; তাঁদের জানতে ও সহরের ছুটো গোচ্ছের বাচতে বাকী করেন নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* ছুটন্ত। 'ছুটো ইলেকট্রনদের মধ্যে থেকে অভাব পূরণ করে নিয়ে স্বধর্মে ফিরে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ছুটোছাটা *বিণ* ছোটোখাটো। 'ছুটোছাটা কাজ কোথা থেকে সে খুঁজে বের করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছুটোছুটি ১ *বি* দৌড়াদৌড়ি। 'মাইল কতক ছুটোছুটি করে তবে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* বেগে প্রবাহিত হওয়া। 'সদা হেসে করে লুটোপুটি, চলে কোনখানে ছুটোছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ছুড়ান, ছোড়ান *বি* তালা খোলার হাতিয়ার। 'চার যুগে ঘর চাবি আঁটা ছুড়ান পরের ঠাঁই।' *লালন*, ১৮৯০; 'যে-জন শ্রীরূপে গত হবে তালার ছোড়ান পাবে।' *লালন*, ১৮৯০।

ছুড়ি [স ছমণ্ড] *বি* যুবতী। 'নিষেধ না মানে ছুড়ি না মানে দোহাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছুতনো [স ক্ষিপ্র>] *বিণ* ছোটো; ঠুনকো। 'ছুতনো কথায় মুখভার করে

চলে গেল।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

ছুতর [স সূত্রধর] *বি* ছুতার; কাঠমিস্ত্রি। '... অবশেষে, তিনি ছুতরের কর্ম করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ছুতা[1] [স যুক্ত>] *বি* জুতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছুতা[2], **ছুতো** [স সূত্র] ১ *বি* ছলনা করা। 'মড়ার আকার হইয়া রহিলাম ছুতায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* অছিলা। 'ছল ছুতা মিছা সাঁচা।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* উপলক্ষ। 'হয়তো একটা ফুলের গন্ধের ছুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছুতা করা *ক্রি* অজুহাত দেখানো। 'ঘর পরিষ্কার করিবার ছুতা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ছুতানতা, ছুতোনতা [স সূত্র>] ১ *বি* সামান্য অজুহাত। 'ছুতোনতায় ঘরে আসে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'ছুতানতা করিয়া দুই একটা কাজ করিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'অনেক ছুতোনাতা ভেবে চলেছি একেলা মনে।' *জসীম*, ১৯২৭। ২ *বি* ত্রুটি। 'সামান্য ছুতোনাতা সকলই পাথরে গাঁথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ছুতা-নাতা *বি* সামান্য কারণ বা অজুহাত। 'ছুতা-নাতায় তাহার সহিত কথা কহিতে ভালোবাসিতাম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ছুতার, ছুতোর [স সূত্রধর] *বি* কাঠমিস্ত্রি। 'দুই শত ছুতার চলে তিন শত করাতি।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'ছুতোর ধোবা মামা যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছুতারনি [স সূত্রধর>] *বি* ছুতারের স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ছুতারপাড়া [স সূত্রধর+স পাটক] *বি* কাঠমিস্ত্রিদের পাড়া। 'সে ছুতারপাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ছুতোরমিস্ত্রি [স সূত্রধর>+প মিস্ত্রি] *বি* কাঠমিস্ত্রি। 'রাজমিস্ত্রি ছুতোরমিস্ত্রিরা অধিকাংশ যন্ত্রপাতির ...।' *প্রমথ*, ১৯২২।

ছুধ [পা ছুদ্ধ] *বিণ* অপবিত্র। 'ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

ছুন্নত [আ সুন্নত] *বি* নবীর অনুসৃত জীবনাচরণ ও উপদেশ। 'টুপি ব্যবহার ছুন্নত।' *এসলাম*, ১৯২৩।

ছুন্নী [আ সুন্নি] *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসে শিয়া ছুন্নীর মনোভাব ...।' *ছোলতান*, ১৯২৬।

ছুপই [স ছুপ্>] *ক্রি* ছোঁয়। 'তিণ ণ ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

ছুপানো [স ছুপ্>] *ক্রি* রাঙানো। 'কার বুকের রক্তে হাত ছুপিয়েছ।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ছুপারিশ [ফা সিফারিশ] *বি* সুপারিশ; প্রস্তাব। 'হোমগার্ডে লোক লওয়া হইয়াছে হিন্দুসভার চাঁইদের ছুপারিশ অনুসারে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

ছুফী [আ সূফী] *বি* সুফি; মুসলমান মরমি সাধক। 'ছুফী সাহেব কিছু মনে করিবেন না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

ছুবলানো [স কবল>] *ক্রি* ছোবল মারা; দংশন করা। 'আজ আমাকে না ছুবলে ছেড়ে দিত?' *শরৎ*, ১৯১৭।

ছুয়া [স ছুপ্>] *ক্রি* স্পর্শ করা। 'রাধার ছুয়িল জঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তাক মো না ছুয়িলোঁ হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছুঁতে** *ক্রি* স্পর্শ করতে। 'খাড়া যেন খুরধার ছুঁতে মাটি কাটে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ছুঁয়ে ছুঁয়ে *ক্রি* স্পর্শ ক'রে ক'রে। 'অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ছুরত, ছুরৎ, ছুরাৎ [আ সূরাত] *বি* রূপ। 'বাহিরে দেখিনু এক আজব ছুরত।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'বড়ই ছুরৎ তার দেখিতে সুবান।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আপন ছুরাৎ আপনি সারা।' *লালন*, ১৮৯০।

ছুরা [আ সুরা] *বি* সুরা; কোরানের এক-একটি পরিচ্ছেদ। 'মৃত জনের ফাতেহা, আমিন, ছুরা ফাতেহা।' *এসলাম*, ১৯২০।

ছুরাত [আ সুরাত] *বি* রূপ। 'পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের ছুরাত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ছুরাতহাল [আ সুরৎহাল] *বি* ঘটনার বিবরণ; অবস্থা। *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ছুরাতাল [আ সুরৎহাল] *বি* ঘটনার বিবরণ; সুরতহাল। 'হকীকত ছুরাতাল সন ১১৭৯ এগারো সও উনছত্তর সাল ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ছুরি, ছুরী [স ছুরিকা] *বি* লোহা বা অন্য কোনো ধাতু দ্বারা নির্মিত ছোটো অস্ত্র। 'করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তীক্ষ্ণধার এক ছুরী লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ছুরি কাঁচির গঞ্জ *বি* ছুরি ও কাঁচির বাজার। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ছুরিকাঁটা *বি* ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভোজনকালে ব্যবহার্য ছুরি ও শলাকাবিশেষ। 'ছুরিকাঁটা ব্যবহার করলে শুধু আঙুলের ডগা ধুলেও চলে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

ছুরি মারা *ক্রি* ছুরি দিয়ে আঘাত করা। 'ছুরি মেরে নিজেকে মুক্ত করতে চাচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ছুরিকা [স] *বি* ছোট ছোরা; চাকু। 'কেহ কেহ ... সঙ্গে মদ্য, মাংস ও ছুরিকা রাখিয়া দেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ছুরিকাঘাত [স] *বি* ছুরির আঘাত। 'তার সহপাঠীকে ছুরিকাঘাত করে।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

ছুলাক [আ সুলূক] *বি* ছিদ্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছুলি [স ছল্লি] *বি* চামড়া বিবর্ণ হওয়ার রোগবিশেষ; শ্বেতী; লিউকোডার্মা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ছুলুনি *বি* জিহ্বা পরিষ্কার করার কাঠিবিশেষ। 'পিতলের একটা ছুলুনি দিয়ে একেক দিন সকালে ময়লা কেটে ফেলতে।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

ছুলো [স ছল্লি] *বিণ* খসখসে। 'তোবড়ানো গাল, টিকটা ছুলো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ছেআনি [স ছেদনী] *বি* ছেনি; লোহার ধারালো অস্ত্রবিশেষ। 'বন্দির ডাণ্ডুকা তারা ছেআনিতে কাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছেইলে [স শাবক] *বি* ছেলে। 'নাবালক ছেইলে, এমনি সব লাসের খবর গুছায়ে রাখবেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ছেঁকছেঁকানি [ধ্বন্যা] *বি* রান্না করার শব্দ। 'শুনে ছেঁকছেঁকানি শব্দ কানে, তবু কতক বাঁচি প্রাণে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছেঁকা [ধ্বন্যা] *বি* তাপযুক্ত ধাতব বস্তুর স্পর্শ। 'বৌকে ছেঁকা দেওয়া বঙ্গের একটা রোগ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৪।

ছেঁকে ধরা *ক্রি* ঘিরে ধরা। 'কাজের ভিড় এখনো চতুর্দিকে ছেঁকে ধরেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ছেঁক্কি *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'নন্দকুমার ছেঁক্কি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ছেঁচকি [ধ্বন্যা] ১ *বি* ঝোলহীন ব্যঞ্জনবিশেষ; ঘন্ট। 'বাগুন ছেঁচকি করেছিলাম।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বিণ* ছোটোখাটো জিনিস চুরি করে এমন। 'ছেঁচকি চোরের মতো এই বুঝি কেউ দেখে ফেললে রে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছেঁচড়া [স সূচক>] ১ *বিণ* নীচ প্রকৃতির। 'ওলো ছেঁচড়া লক্ষ্মীছাড়া মাগী ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিণ* ইতর। 'যদ্যপি কেহ তোমাকে ছেঁচড়া কহেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছেঁচড়ামি [স সূচক>] *বি* নীচ প্রবৃত্তি। '৬ ষষ্ঠ ছ ছেঁচড়ামি ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছেঁচড়ি দেওয়া [স ছিদ্>] *ক্রি* থ্যাঁতলানো। 'তাহাকে পোঁদে ছেঁচড়ি দিয়া ঘুষড়িয়া লইয়া কান মুচড়িয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

ছেঁচতলা [হি ছজ্জা+স তল] *বি* চালের প্রান্তভাগের নীচে ঘরের পাশ; ছাঁইচ। 'রান্নাঘরের ছেঁচতলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ছেঁচা[1] [স সিদ্>] *বিণ* পিষ্ট। 'ছেঁচা পানের বড়ি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ছেঁচা[2] [স সিচ্>] ১ *ক্রি* সেচন করা। 'জন্মভাঙ্গা ডিঙ্গে আমার বল ফুরালো জল ছেঁচে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* সেচন করা যায় এমন। 'ভাল জল-ছেঁচা কল পেয়েছ মনা।' *লালন*, ১৮৯০। **ছেঁচতে** *ক্রি* সেচন করতে। 'পেয়েছি এক ভাঙ্গা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি।' *লালন*, ১৮৯০। **ছেঁচি** *ক্রি* সেচন করি। 'আমার দশা তলা ফাঁসা জল ছেঁচি আর গুধরি গলায়।' *লালন*, ১৮৯০। **ছেঁচে** *ক্রি* সেচন ক'রে। 'জন্মভাঙ্গা ডিঙ্গে আমার বল ফুরালো জল ছেঁচে।' *লালন*, ১৮৯০।

ছেঁড়া [স ছিন্ন] ১ *বিণ* ছিঁড়ে-যাওয়া। 'ভাঙ্গা কলসী ছেঁড়া চ্যাটা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'এক ছেঁড়া টুপি, পচা কাপড়ের জ্যাকেট পান্টুলন এবং কাঁচের টম্বল সম্বল মাত্র ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* উপড়ে যায় এমন। 'ছেঁড়া চুল দিয়ে পাকিয়েছিলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *ক্রি* ভেদ করা। 'মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদের জ্যোছনা কেমন ছিটে-ফোঁটা হয়ে পড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৪ *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৫ *বিণ* খসে পড়া। 'কোন গ্রহ হতে ছিঁড়ি উল্কার মতো ছুটেছি বাহিয়া সৌরলোকের সিঁড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৯। ৬ *বিণ* মুক্ত। 'প্রভাতের বাঁধন ছেঁড়া আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৭ *বিণ* অস্পষ্ট। 'ঝাপসা পুরানো ছেঁড়া ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৮ *বিণ* ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। 'ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে/ দেউলচূড়ার ত্রিশূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ছেঁড়াকাঁথা *বি* ছিন্ন কাঁথা। 'ছেঁড়া কাঁথা আর শাল-দোশালা এল জড়িয়ে মিশিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'অগ্রিম নিয়ে নিয়ে ছেঁড়াকাঁথার মতো মাসকাবারের মাইনেটা।' *হাসান*, ১৯৬৩।

ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি *বি* বর্জনযোগ্য ছেঁড়া কাগজ ফেলা হয় যে ঝুড়িতে; ওয়েস্ট পেপার বাসকেট। 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ছেঁড়াখোঁড়া ১ *বিণ* ছিন্নবিচ্ছিন্ন। 'পাতাগুলিন ছেঁড়াখোঁড়া শিশুর অত্যাচারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বিণ* বিভিন্ন জায়গায় ছিঁড়েছে এমন। 'ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* অগোছালো। 'কড়ি আর রাঙা নুড়ি : ছেঁড়াখোঁড়া খেলার সংসার।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

ছেঁড়াছিঁড়ি *বি* ক্ষতবিক্ষত করা। 'শকুনি-গৃধিনীর ন্যায় কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ছেঁড়া ছেঁড়া ১ *বিণ* বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। 'আছে শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া ঘরবাড়ি এখানে সেখানে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* খণ্ড খণ্ড; টুকরা টুকরা। 'এসব ছেঁড়াছেঁড়া খবর জুড়ে দিয়ে বুঝতে পারলুম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ছেঁড়াস্মৃতি [ছেঁড়া+স স্মৃতি] *বি* ভগ্ন স্মৃতি। 'সে কোন ... ছেঁড়াস্মৃতি মনের বনে খাপছাড়া মেঘের মতো ভেসে উঠছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছেঁদ [স ছেদ] *বি* বিরতি। 'উঁচু গলার ডাকে ওর কথায় ছেদ পড়লো।' *জহির*, ১৯৬৪।

ছেঁদা [স ছিদ্র] *বি* ছিদ্র। 'কানে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ।' *ভারত*, ১৭৬০।

ছেঁদাওয়ালা [স ছিদ্র+হি ওয়ালা] *বিণ* ছিদ্রযুক্ত। 'ছেঁদাওয়ালা একটি কাঠের বাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ছেঁদুর [স ছিদ্র] *বি* ছিদ্র। 'ভরে দেবো কানের ছেঁদুর।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ছেঁদে [স ছন্দ>] *ক্রিবিণ* জড়িয়ে। 'আদর করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ছেঁদো [স ছন্দ>] *বিণ* কৌশলপূর্ণ। 'ছেঁদো কথা ছাড়িয়া দেও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ছেঁদো কথা *বি* অসার কথা। 'একজন খামখেয়ালি লেখকের ছেঁদো কথায় সায় দেওয়া উচিত ছিল না।' *নজরুল*, ১৯১৯।

ছেক [স ছেদ>] *বি* নমুনা। 'প্রথম পিঠার ছেক সম্মুখে আনিয়া রাখে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ছেকড়া [স শকট] *বি* ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। 'ছেকড়া প্রভৃতি সমুদয় ভাড়াটিয়া গাড়িতে আলো দেওনের অনুমতি কি ভাল হইয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

ছেচড়ামি *বি* নীচ প্রবৃত্তি। 'ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেচড়ামি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছেচল্লিশ [পা ছচত্তালীসা] *বি* ছেচল্লিশ বছর বয়স। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ছেচা [স ছিদ্] ১ *ক্রি* পানি ছিটানো। 'মাছে জেন বাড়ে পাড়ে ছেচিআ দানা ঝাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* থেঁতলানো। 'নারিকেল ঘৃত দিল আর আদা ছেচা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ছেছড়ানো, ছেঁছুড়ানো ১ *ক্রি* টেনে নিয়ে যাওয়া। 'নিকাশিল ছেছড়াই দাড়িত ধরিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* আছাড় দিয়ে ফেলা। 'গুদ ছেছড়ি দিল তার ধরি দুই পা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *ক্রি* টেনে-হিঁচড়ে নেওয়া। 'সুড়ঙ্গে ফেলিয়া পায়ু ছেঁছুড়িয়া লইল চোরে পাশে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ছেজদা [আ সিজদাহ্] *বি* সেজদা; মাথা নুইয়ে কপাল মেঝের সঙ্গে লাগিয়ে সম্মান জানানো। 'আল্লার আদেশে মানুষকে তারা ছেজদা করল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ছেট [ই সেট] *বি* দফা। 'শুক্রবার সন্ধের সময় এক ছেট লোহার সিন্দুক চুরি গিয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

ছেটাভেটা *ক্রি* ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া। 'খইয়ের মতো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছিটেভিটে যায় চারদিকে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ছেড়ছাড় *বিণ* পরস্পর। 'ছেড়ছাড় মিষ্টি গালী গালাজ চলিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

ছেদ [স] ১ *বি* বিচ্ছেদ। 'নাহি বল চলে, কোমল কমলে,/ বদ্ধ হয়ে করে ছেদ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ২ *বি* অসঙ্গতি। 'যখন দেখে কার্যকারণের কোনো ছেদ নেই তখন ...। *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৩ *বিণ* বিরতি নির্দেশ করে এমন। 'ছেদ চিহ্নগুলো আ-এক জাতের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

ছেদ করা ১ *ক্রি* ছেদন করা। 'উর্দ্ধাধোভাবে বল্মীক ছেদ ... করিলে

যেরূপ দেখায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ *ক্রি* নিরসন করা। 'এই অদ্ভুত ব্যাপার কীর্তন করে আমাদের সংশয়ছেদ করুন।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ৩ *ক্রি* ভেদ করা। 'ছেদ করি বাষ্পের আবরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৪ *ক্রি* ছিন্ন। 'নিকটের সংকীর্ণতা করি ছেদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ছেদ টানা *ক্রি* ইতি টানা; সাময়িকভাবে বন্ধ করা। 'শুধু ক্ষুধার তাড়না এই অবসর উপভোগে ছেদ টানিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ছেদ পড়া *ক্রি* বিরতি পড়া। 'গৃহকর্মে ছেদ পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ছেদ ভেদ চিহ্ন [স] *বি* বিরামচিহ্ন; যতিচিহ্ন। 'পুস্তকাদিতে যে সকল ছেদ ভেদ চিহ্ন আছে তাহাতেই সংস্কার হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ছেদহীন [স] *বিণ* বিরামহীন। 'বিশাল ছেদহীন, বাধাবন্ধনহীন।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ছেদন [স] ১ *বি* কর্তন। 'এক চোটে গজশির করিয়া ছেদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ধ্বংস। 'জমদগ্নি সুত হলে/ ক্ষত্রিয় ছেদন কৈলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* বিনাশকরণ। 'এদেশে অজ্ঞান বন ছেদন ও জ্ঞানাঙ্কুর রোপণের পথ প্রদর্শন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বি* বিচ্ছিন্নকরণ। 'অবিশ্বাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ছেদা [স ছেদ>] ১ *ক্রি* ভেদ করা। 'গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ছেদন করা। 'মস্তক ছেদিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *ক্রি* জড়ানো। 'ভানুমতী রম্ভার গলা ধরে ছেদ্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ছেদি** *ক্রি* ভেদ ক'রে। 'ছেদি গিরি তোরে ধ'রে করিব সংহার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **ছেদিতে** *ক্রি* ছেদন করতে। 'মস্তক ছেদিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **ছেদিয়া** *ক্রি* ভেদ ক'রে। 'পাঁচ গজ জমিন ছেদিয়া প্রবেশিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ছেদিল** *ক্রি* ছিন্ন করলো। 'অর্জ্জুনে ছেদিল তাকে খুরসান ঘায়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ছেদিলোঁ** *ক্রি* ছিন্ন করলো; ছেদন করলো। 'গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছেদ্যা** *ক্রি* জড়িয়ে। 'ভানুমতী রম্ভার গলা ধরে ছেদ্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ছেদিত [স] *বিণ* হত; কর্তিত। 'এক মহিষ ও এক নর ... ছেদিত হইয়া পড়িয়া আছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ছেনা [ছানা>] *বি* ছানা। 'পিঠা পানা ছেনাবড়া তোমরা সে লেহ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **ছানা**

ছেনা নাড়ু [ছানা+স লড্ডুক] *বি* খাবারবিশেষ। 'ছেনা নাড়ু কাঁজি বড়া আদ্রকে বার্তাকি পোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছেনা পনা *বি* ছানার পানীয় বিশেষ। 'ছেনা পনা পৈড় আম্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ছেনাবড়া [ছানা+স বটক] *বি* ছানার তৈরি খাদ্যবিশেষ। 'পিঠা পানা ছেনাবড়া তোমরা সে লেহ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ছেনানো *ক্রি* ছেনি দিয়ে পাথর ছেদন করা। 'বহু সাধনায় ছেনিয়ে তোলা মর্মরমূর্তির মতো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

ছেনারী [স ছিন্না] *বিণ স্ত্রী* কুলটা; ব্যভিচারী। 'পামরী ছেনারী নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছেনাল [স ছিন্ন>] ১ *বি* ব্যভিচারী নারী। 'ছেনালের কত ছল কে বুঝিতে পারে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* পর-পুরুষে আসক্ত নারী। 'আপন পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের আকাঙ্ক্ষা করেন তাহাকেই ছেনাল কহেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছেনালপনা [ছেনাল+স পণ>] *বি* লজ্জা ত্যাগ করে প্রণয়ভাব দেখানো। 'ছেনালপনা সব সময়ই ভাল লাগে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ছেনালি [স ছিন্ন>] ১ *বি* ব্যভিচারী নারীর প্রেমের অভিনয়। 'ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেচড়ামি।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* প্রেমের ভাব। 'ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা আর একটু ছেনালিও আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৩ *বি* বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতা ও তার অভিনয়। 'এইবার তোর ছেনালি ভঙ্গ হইবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ছেনি [স ছেদনী] *বি* কাঠ, পাথর ইত্যাদি কাটার ধারালো হাতিয়ারবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ঠুকঠাক খিটখাট ছেনির শব্দ হচ্ছেই।' *অবন*, ১৯২৭।

ছেন্দা [স ছিদ্র] *বি* গর্ত; ফুটো। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ছেপ [স ক্ষেপ] *বি* থুতু। 'রসুলে মুখের ছেপ সেই ঘাএ দিল লেপ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ছেপ ফেলা *ক্রি* থুতু ফেলা। 'ছেপ ফেলাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছেফাত [আ সিফত] *বি* গুণ। 'জাতে ছেফাত ছেফাতে জাত।' *লালন*, ১৮৯০।

ছেব [স ছেদ] *বি* ছেদ। 'জো তরু ছেব ভেবউ ন জাইণ।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

ছেবা [স ছেদ] *ক্রি* ছেদ করা। 'ছেবই বিদুজ্জন গুরু পরিমাণী।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

ছেমহলা [ফা সেহ্+আ মহল>] *বিণ* তিন মহল সমন্বিত। 'সামিয়ানা চারি দিগে ছেমহলার ছাতেতে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ছেমো *বি* গোপন প্রেম ঢেকে রাখার জন্য ছলনা। 'ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেচড়ামি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছেয়া [স ছিন্ন] *বি* হামানদিস্তার দণ্ড। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছেয়াত্তর [পা ছসত্ততি>] *বিণ* ছিয়াত্তর (৭৬) সংখ্যার পূরক। 'সনাত ৭৬৷ সাড়ে ছেয়াত্তর তঙ্কা।' *বোগল*, ১৭৮০।

ছেয়াত্তরি [পা ছসত্ততি>] *বিণ* ছিয়াত্তর (৭৬) সংখ্যার পূরক। *ওসাঁ*, ১৭৬৭।

ছেয়ানই [পা ছন্নবুতি] *বিণ* ছিয়ানব্বই। 'পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ছেয়ানব্বই [পা ছন্নবুতি] *বিণ* ছিয়ানব্বই। 'ছয় স্বর্ণ ষোড়শ ও ছেয়ানব্বই রূপার ষোড়শ।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

ছেয়ানয়ি [পা ছন্নবুতি] *বিণ* ছিয়ানব্বই। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

ছেয়ানি [স ছেদনী] *বি* কাঠ, পাথর ইত্যাদি কাটার উপযোগী হাতিয়ারবিশেষ। 'ছেয়ানিকে কেহ কাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **ছেনি**

ছেয়াশী [পা ছাসীতি] *বিণ* ছিয়াশি (৮৬) সংখ্যক। 'ছেয়াশী হাত লম্বা এক সেতু।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ছের [ফা শের] *বি* মাথা। 'কহে সবে এই বাত ছের পরে মারে হাত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ছেরে তাজ [ফা শের>+আ তাজ] *বিণ* মাথার তাজের মতো। 'আমার ছেরে তাজ মাথার মণি আলেম মহোদয়গণ।' *এসলাম*, ১৯২০।

ছেরেপ, ছেরেফ [আ সিরফ] *ক্রিবিণ* কেবল। 'এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান ছেরেপ জমিতে সার দিয়ে।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'ছেরেফ কল্পনামূলক।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ছেল [স শল্য] *বি* বর্শা। 'বুকে পৃষ্ঠে হানিলেক ছেল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ছেলম [স ছল্লী] *বি* খোলস। 'সাপের ছেলম পায়ে জড়ায়েছে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ছেলহট্ট [স শ্রীহট্ট] *বি* সিলেট। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

ছেলি [স ছাগী] *বি* ছাগল। 'তৃণ লোভে ধায় ছেলি না আইসে নেউটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছেলে [স শাবক] *বি* পুত্রসন্তান। 'কারো ছেলে কান্দে কারো ছেলে মারি খায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

ছেলিয়া [স শাবক>] *বি* ছেলেপিলে। 'এক ছেলিয়ার পাল হঠাৎ তাহার ধারে খেলিতে উপস্থিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ছেলেকাল [ছেলে+স কাল] *বি* ছেলেবেলা। 'ছেলেকালে ছেলেধরা শুনিয়াছি কানে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছেলে-খাওয়া *বি* হত্যা করা। 'ছেলে-খাওয়ার ঘটা দেখে রাজার মাকে একদিন রাগের চোটে ডাইনি বলে ফেলেছিলাম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছেলেখেকো *বিণ স্ত্রী* (গালিবিশেষ) আপন পুত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী। 'তোমার পাপে আমার এমন দশা হয়েছে, ছেলেখেকো রাক্ষসি।' *মানিক*, ১৯৪০।

ছেলেখেলা [ছেলে+খেলা] **১** *বি* সহজসাধ্য কাজ। 'মিছামিছি বকাবকি যেন ছেলেখেলা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* অতি তুচ্ছ কাজ। 'আজি ফুরায়েছে বেলা, জগতের ছেলেখেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *বি* খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন কাজ। 'যা-কিছু সব চলছে ওই ছেলেখেলার রথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৪** *বি* অপরিণত স্তর। 'আমাদের কাছে সংগীতের ছেলেখেলা বলে ঠেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ছেলেছোকরা [ছেলে+ছোকরা] *বি* অপরিণত তরুণ। 'ছেলে-ছোকরারা নিজেরা প্রেম করতে এত ব্যস্ত ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ছেলেধরা *বি* অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে অপহরণ করে অথবা ভুলিয়ে নেয় যে। 'মিশনরি ছেলেধরা ছেলে ধ'রে খায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছেলে-পড়ানো *বি* গৃহশিক্ষকতা; টিউশনি। 'আজ রবিবার ছেলে-পড়ানো নাই।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ছেলেপিলা, ছেলেপিলে, ছেলেপুলে, ছেলেপেলে [ছেলে>] *বি* সন্তান-সন্ততি। 'ছেলে পিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই।' *ভারত*, ১৭৬০; 'ছেলেপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন।' *গৌর*, ১৮২২; 'আমার ছেলেপুলে নাই।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'ভদ্র মহোদয়গণের ছেলেপেলে শিক্ষা লাভ করিয়া উন্নতি লাভ করিতেছেন।' *ইসলামিয়া*, ১৮৯৫।

ছেলেবয়স [ছেলে+স বয়স] *বি* বাল্যকাল। 'ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তদিন শান্ত শিষ্ট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ছেলেবুড়ো [ছেলে+স বৃদ্ধ>] *বি* নবীন ও প্রবীণ। 'ছেলেবুড়োর শখ বলে একটা জিনিস ...।' *অবন*, ১৯৪১।

ছেলেবেলা, ছেলেব্যালা [ছেলে+স বেলা] **১** *বি* শৈশবকাল। 'ছেলে বেলা পতি হীন, কিন্তু নহি পরাধীন।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'আমরা যে ছেলেব্যালা চালাকদাস ও জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* বাল্যকাল। 'আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'কারও কারও ছেলেবেলা কিছু দীর্ঘকালস্থায়ী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ছেলেবেলাকার *বিণ* বাল্যকালের। 'ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ছেলেভুলানো, ছেলেভুলান [ছেলে+ভুলানো] **১** *বিণ* শিশুদের মন ভোলাতে ব্যবহৃত; শিশুকে মুগ্ধ করে এমন। 'ছেলেভুলানো গল্প ঝুড়ি ঝুড়ি বাহির হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'এই ছেলেভুলান চুষিকাঠিতে কেউ সন্তুষ্ট হইতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৪৩। **২** *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া। 'তাহাকেই অতিশয় করিয়া তুলিয়া আমাদিগকে ছেলে-ভুলাইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ছেলেমহল [ছেলে+আ মহল] *বি* ছেলেদের দল। 'ছেলেমহলে সে একজন মস্ত লোক।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ছেলেমানষি, ছেলেমানসী [ছেলে+স মানুষ>] *বি* বালকসুলভ আচরণ। 'সব জিনিসের সীমা আছে কেবল ছেলেমানষির সীমা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'এ শিকার ছেলেমানসী।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

ছেলেমানুষ [ছেলে+স মানুষ] **১** *বিণ* অল্পবয়স্ক। 'তোমার সুলোচনাকে নেও, ছেলে মানুষ বড় ভয় পেয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বি* অল্পবুদ্ধির মানুষ। 'বিশেষ বিষয় নিয়ে ছেলেমানুষের মতো খুঁতখুঁত করতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন। 'আমরা যে কেবলই ছেলেমানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ছেলেমানুষি, ছেলেমানুষী *বি* অবুঝের মতো আচরণ। 'কত প্রকার যে ছেলেমানুষি করেন তার ঠিক নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'দুজনে মিলেমিশে একটা ছেলেমানুষী করে ফেলে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ছেলেমি [ছেলে>] *বি* বালকসুলভ আচরণ। 'ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেচড়ামি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছেলের হাতের পিটে – অতি সহজলভ্য বস্তু। 'একি ছেলের হাতের পিটে?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ছেলের হাতের মোয়া – অতি সহজলভ্য বস্তু। 'জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ছেল্যা [ছেলে>] *বি* ছেলে। 'ছেল্যার তরে মেয়্যা সব ওষধ যায় খাতে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছেষট্টি [পা ছসট্‌ঠি] *বিণ* ৬৬ সংখ্যক। 'ছেষট্টি লোক খুন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ছেস *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'নিধিরাম ছেস।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ছেহত্তর [পা ছসত্ততি] *বিণ* ছিয়াত্তর। 'ছেহত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পঁচিশ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ছেহাই [ফা সিয়াহী] *বি* কালি। 'ছেহাই খারাপ ছিল কাগজ পাতল।' *সুলতান*, ১৭০০।

ছেহাত [আ সিহাত] *বি* স্বাস্থ্য। 'ছেহাতের খাতিরে সেটি বাদ দেওয়া যায় না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ছৈ [স ছদি] *বি* ছাউনি। 'নৌকোর ছৈয়ের ভিতরের দিকটা ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ছৈয়দ [আ সয়্যিদ] *বি* মুসলিম পদবীবিশেষ। 'গুণীর সম্পদ ছৈয়দ মহাম্মদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছোঃ [ধ্বন্যা] *বি* ঘৃণা বা লজ্জাব্যঞ্জক শব্দ। 'আমি দুর্গন্ধ পয়সার কাঙাল! ছোঃ!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ছোঁ [স ছুপ্>] *বি* হঠাৎ আক্রমণ। 'উপরে ঐমনি ঘোরে ঘন দেই ছোঁ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ছোঁ ছোঁ করা *ক্রি* হন্যে হওয়া। 'নাদায় গুড় নাইরে মনা খাবড়ি/ ছোঁ ছোঁ করে ছুটে বেড়াও।' *লালন*, ১৮৯০।

ছোঁ মারা ১ *ক্রি* কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা। 'কাহার কিসে ছোঁ মারিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *ক্রি* অতর্কিতে ঠোকর দিয়ে নেওয়া। 'তারা বাজের মতো ছোঁ মেরে খায়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ছোঁ মেরে নেওয়া ১ *ক্রি* হঠাৎ আক্রমণ ক'রে কেড়ে নেওয়া। 'ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কহিল, আবার টাকা!' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *ক্রি* হঠাৎ আক্রমণ করে তুলে নেওয়া। 'তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে আসবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ছোঁওয়া [স ছুপ্>] *বি* স্পর্শ। 'ছোঁওয়া লাগলে কালো হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ছোঁওয়াখাওয়া *বি* ছোঁয়া-ছুঁয়ি। 'ছোঁওয়া-খাওয়াও তাহার জন্য দৃঢ়নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ছোঁওয়াছুঁয়ি *বি* স্পর্শজনিত দোষ। 'তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়াছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ছোঁকছোঁক [ধ্বন্যা] *বি* লোলুপতা। 'আসামে আসবার জন্য তাঁদের ছোঁকছোঁকের অন্ত ছিল না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ছোঁকা [ধ্বন্যা] *বি* ঘিয়ে ভাজা ব্যঞ্জনবিশেষ। 'ছেঁচকি – ছোঁকা – ছক্ক – চচ্চড়ি – লাবড়া।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ছোঁচা [স ছুছুন্দর>] *বিণ* অতি লোভী। 'কেহ ছোঁচা কেহ বোঁচা কেহ বা সরল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছোঁচানো [স শৌচ>] *ক্রি* শৌচ করা বা করানো। 'গোলাপজল দিয়ে ছোঁচান ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ছোঁছা [স ছুছুন্দর>] *বিণ* অতি লোভী। 'ছি ছি ওরে ছোঁছা ভেড়া ছার তোর জীবনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ছোঁড়া[1] [স ছমণ্ড] *বি* ছোকরা। 'কএক জন ছোঁড়া উক্ত বাবু হইতে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অধিক শিক্ষিয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ছোঁড়াছুঁড়ি[1] [স ছমণ্ড>] *বি* কিশোর ও কিশোরী। 'বুড়ি নাচে ভুঁড়ি নাচে নাচে ছোঁড়াছুঁড়ি গো।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ছোঁড়া[2] [স ক্ষিপ্>] ১ *ক্রি* ছুড়ে মারা; নিক্ষেপ করা। 'বন্দুকের হুড়া মারে কেহ ছোঁড়ে তীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রি* সঞ্চালন করা। 'সাঁতার দিতে গিয়া অত্যন্ত বেশি হাত-পা ছোঁড়া অপটুতারই প্রমাণ দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ছুঁড়ে ফেলা *ক্রি* ছোড়া; নিক্ষেপ করা। 'অবশিষ্ট টাকা ... ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ছোঁড়াছুঁড়ি[2] [স ক্ষিপ্>] *বি* পরস্পর নিক্ষেপের কাজ। 'ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ছোঁয়া[1] [স ছুপ্>] *ক্রি* স্পর্শ করা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'কারণ, সে পূর্বে শুনিয়াছিল, ভালুক মরা মানুষ ছোঁয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **ছোঁয়াইয়া** *ক্রি* ছুঁইয়ে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ছোঁয়া[2] [স ছুপ্>] *বি* উচ্ছিষ্ট খাদ্য। 'কেউ খায় না কারো ছোঁয়া।' *লালন*, ১৮৯০।

ছোঁয়াছানা *বি* ধোয়াধুয়ি। 'একটা বিশ্রী ছোঁয়াছানার কাজ করছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ছোঁয়াছুঁয়ি [স ছুপ্>] ১ *বি* পরস্পর স্পর্শ। 'দুটি চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি, মাঝে শরমের হাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বি* অস্পৃশ্যতা। 'তিনি তো খুব সাবধানে ছোঁয়াছুঁয়ি মেনে চলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'ছোঁয়াছুঁয়ির উপসর্গটা যদি কেউ হিন্দুসমাজ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছুঁয়ে ছুঁয়ে *ক্রিবিণ* চোখ বুলিয়ে। 'অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ছোঁয়াচ [স ছুপ্>] *বি* স্পর্শ। 'কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ছোঁয়াচে *বিণ* স্পর্শে সংক্রামিত হয় এমন। 'রোগটা ছোঁয়াচে।' *মানিক*, ১৯৪০।

ছোকরা [আ সুগরা] ১ *বি* ক্রীতদাস। 'বিবির চাকর ফিরাঙ্গি ছোকরা।' *মেয়ের্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* বালক। 'কাশীপুর অঞ্চলের এক জন ছোকরা বল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ছুকরি [আ সুগরা>] ১ *বি* বালিকা। *মেয়ের্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* ক্রীতদাসী। *মেয়ের্স*, ১৭৬২।

ছোকরি, ছোগরি [আ সুগরা>] *বি* বালিকা; কমবয়সী মেয়ে। 'মনিকা ছোগরি ছাওয়ালকে দিলাম।' *মেয়ের্স*, ১৭৬২; 'ছোকরি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ছোকা [হি ছোঁকনা] *বি* ঘিয়ে ভাজা ব্যঞ্জনবিশেষ। 'মেজোবউ কোথা, ডেকে দাও তারে/ কোথা ছোকা, কোথা লুচি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। *দ্র* **ছোঁকা**

ছোক্রা [আ সুগরা] *বি* বালক। 'রাখাল ছোক্রারা প্রত্যহ ঐ মাটে ... ঐখানে খেলায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

ছোচা [স ছুছুন্দর] *বিণ* ছোটোলোক। 'মাহদ্যা প্রবন্ধ কর্য্যা মর বেটা ছোচা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ছোট *দ্র* **ছোটো**

ছোটখাট *দ্র* **ছোটোখাটো**

ছোটগল্প *দ্র* **ছোটোগল্প**

ছোটলোক *দ্র* **ছোটোলোক**

ছোটা[1] [স ক্ষিপ্ত] ১ *ক্রি* দ্রুত বেগে চলা। 'মন মাতা হাতি ছোটে দিবা রাতি নিবারি শাস্তি অঙ্কুশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* আবর্তিত হওয়া। 'উঠিতেছে, ছুটিতেছে গ্রহ উপগ্রহ দলে দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *ক্রি* যাওয়া। 'সব সেরা জিনিস শহরে ছুটছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ছোটাছুটি *বি* ব্যস্ততার সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি। 'শহরে ছোটাছুটি করছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ছোটা[2] [পা ছুট্‌ঠ] *বিণ* ছোটো। 'কথা ঝুটা, নজর ছোটা, পাতরা চাটা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছোটি [পা ছুট্‌ঠ] *বিণ* ছোটো। 'রঅনী ছোটি হো দিবস বাঢ়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ছোটি বাটি।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছোটো, ছোট [পা ছুট্‌ঠ] ১ *বিণ* হেয়। 'কান্ধে হাল দিয়া বলাই ছোট কৈল তারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* ক্ষুদ্রায়তন। 'ছোট বড় মন্দির।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ছোটো কুরা।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বিণ* কনিষ্ঠ। 'ভাণ্ডু দত্তের ছোট ভাই নাম তার শিবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* অল্প পরিমাণ। 'ছোট গ্রাস তোলে বীর জেন হাড়িয়া তাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* ক্ষমতায় বা পদমর্যাদায় খাটো। 'তিলকে অধিক ছোট কিসে আমি বড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বিণ* তুচ্ছ। 'তাহা ভাবিয়া ইহাকে ছোট জ্ঞান করিবা না।' *রামরাম*, ১৮০১। ৭ *বিণ* নিম্নবর্ণের। 'বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বলিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খুঁজিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ৮ *বিণ* হীন। 'তোমার ছোটো মন।'

রবীন্দ্র, ১৯০২। **৯** *বিণ* ক্ষুদ্র। 'এইগুলো সব ছ্যাবলা পাখি নেহাৎ ছোট জাত।' *সুকুমার*, ১৯২০। **১০** *বিণ* নগণ্য। 'পুষ্করিণীর সহিত সমুদ্রের তুলনা দিলে সমুদ্রকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **১১** *বিণ* গুরুত্বহীন। 'ছোটো কথা, ছোটো সুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **১২** *বিণ* তেমন সফল নয় এমন। 'বড়ো কবিও জানে ছোটো কবিও জানে, অকবিও জানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **১৩** *বিণ* মহত্ত্ব নয় এমন। 'ছোটো-ইংরেজের জোর সমস্ত আমাদের ছোটো শক্তির উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ছোট আদালত [ছোটো+আ আদালত] *বি* নিম্ন আদালত। 'পর দিবস ছোট আদালতে দুই মাসের মাহিয়ানার ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ছোটকাল [ছোটো+স কাল] *বি* বাল্যকাল। 'ছোটকালে ঢাকায় দেখেছি ...।' *উমর*, ১৯৬৮।

ছোটগিন্নী [ছোটো+স গৃহিণী] *বি* পরিবারের ছোটোকর্তার স্ত্রী। 'আর আছেন বিধবা ছোটগিন্নী।' *তারা*, ১৯৪৩।

ছোটোকবিতা [ছোটো+স কবিতা] *বি* দীর্ঘ নয় এমন কবিতা। 'একালের ছোটোগল্প কিংবা ছোটোকবিতার বই।' *প্রমথ*, ১৯১২।

ছোটো-কর্তা [ছোটো+স কর্তা] *বি* কনিষ্ঠ কর্মকর্তা। 'কেউ বা বড়ো-কর্তা, কেউ বা মেজো-কর্তা, কেউ বা ছোটো-কর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ছোটো কাজ, ছোট কাজ [ছোটো+স কার্য] *বি* অসম্মানজনক কাজ; যোগ্যতার অনুপযুক্ত চাকরি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ছোটোখাটো, ছোটখাট [ছোটো+পা খুদ্দ] **১** *বিণ* খর্বাকৃতি। 'দেখিতেছ ছোটখাট বয়ো বহু নয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* ছোটো আকারের। 'ছোটোখাটো শহর যেমন হয়ে থাকে ব্রিন্দিসিও তাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* অপ্রধান। 'আমার এ হৃদয়ের ছোটোখাটো গীতগুলি, স্নেহ-কলরব, তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের সংগীত ভৈরব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বিণ* ক্ষমতায় বা পদমর্যাদায় অপেক্ষাকৃত খাটো। 'দেশীয় ছোটখাট শাসনকর্তা।' *নজরুল*, ১৯২২। **৫** *বিণ* সামান্য। 'ক্ষুদ্র একটু মিষ্টি কথায়, ছোটখাটো উপহারে/ এত খুশি হতো ...।' *জসীম*, ১৯৫১।

ছোটোগল্প, ছোটগল্প [ছোটো+স জল্প] *বি* দীর্ঘ নয় এমন গল্প। 'গিন্নি বলিয়া একটা ছোটোগল্প লিখিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'আমাদের হাতে শুধু জন্মলাভ করে শুধু ছোটোগল্প।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ছোটো/ছোটগল্পলেখক [ছোটো+স জল্প+স লেখক] *বিণ* ছোটোগল্প-রচয়িতা। 'ঔপন্যাসিক, কবি, ছোটগল্পলেখক সকলেরই প্রতি প্রযোজ্য।' *নজরুল*, ১৯২২।

ছোটো ছোটো **১** *বিণ* ক্ষুদ্রায়তন। 'ছোটো ছোটো পুকুরের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বিণ* টুকরা টুকরা। 'ছোটো ছোটো মেঘগুলি/ সাদা সাদা পাখা তুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ছোটো-দি *বি* কনিষ্ঠ দিদি। 'যদি জোটে দরদি ছোটো-দি বা বড়ো-দি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ছোটো/ছোটপাত *বি* ছোটো থালা। 'ছোটপাতে মুখরোচক আচার-চাটনিও কয়েক পদের।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ছোটো/ছোটবড়, ছোটোবড়ো **১** *বিণ* সাধারণ ও অসাধারণ। 'ছোট বড় ভক্তগণ বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ভালো-মন্দ; যোগ্য-অযোগ্য। 'একালে যে বৈষ্ণবেরে ছোট বড় বলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। 'মোটবাহী ও যাত্রীবাহী অসংখ্য ছোটোবড়ো নৌকা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ছোটোবাবু, ছোটবাবু [ছোটো+ফা বাবু] **১** *বি* অল্পবয়স্ক বাবু। 'ছোটবাবুকে কহিলেন তুমি আমার সহিত অন্তঃপুরে চল।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* ঘরের বা সংসারের ছোটো কর্তা। 'ছোটবাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ছোটো/ছোটমনা *বিণ* সংকীর্ণ মনবিশিষ্ট। 'আমরা অত ছোটমনা না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ছোটো মোজা *বি* পায়ের পাতা ঢাকার ছোটো আবরণ; সক্স। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ছোটোলোক, ছোটলোক [ছোটো+স লোক] **১** *বি* সামাজিক মর্যাদায় পিছিয়ে-থাকা সম্প্রদায়। 'বিশেষতঃ ছোটলোক যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'চাষাকে ... তাঁতিকে ... ছোটোলোক বলে অবজ্ঞা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* গালিবিশেষ; নীচ স্বভাবের লোক। 'যাহা মুখে আসিল গাল দিতে লাগিল। বলিল, ছোটোলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৩** *বি* গরিব মানুষ। 'ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৪** *বি* নিম্নশ্রেণীর লোক। 'কেমনে সহে মা আজি ছোটো লোকে কটু বলে।' *অশ্বিনী*, ১৯২০। **৫** *বিণ* নীচ মনের অধিকারী। 'গরিব আমি, তা বলে তো ছোটোলোক নই!' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৬** *বি* ইতরজন। 'গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটোলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটো লোক।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ছোটোলোকত্ব [ছোটো+স লোকত্ব] *বি* নীচ লোকের মতো আচরণ। 'গৃহস্বামীর ছোটোলোকত্বের কথা তারস্বরে যুক্তিপ্রমাণসহ দেখাতে থাকেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছোটো/ছোটলোকোমি *বি* নীচ লোকের মতো আচরণ। 'বাঙলা কথায় একদম ছোটলোকোমি করলেন।' *মুজতবা*,

ছোটো সাহেব [ছোটো+আ সাহিব] *বি* ডেপুটি গভর্নর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ছোটোহাজরি [ছোটো+আ হাজরি] *বি* নাশতা; সকালের খাবার। 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ছোটোহাজরির অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'বিরক্তিকর স্বর প্রকাশ করে তারা ছোটহাজরি অন্বেষণে চতুর্দিকে চলে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ছোট্ট [পা ছুট্‌ঠ] *বিণ* অত্যন্ত ছোটো। 'ছোট্ট ছোট্ট নালি মৎস্যের ফালাইয়া মুরি ... বান্ধিলেক ঝুরি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ছোট্ট দেখা *ক্রি* অল্প সময়ের জন্য দেখা। 'মালেকাবাণুর সাথে ছোট্ট দেখা হলো ফারুকের।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

ছোড়দা [পা ছুট্‌ঠ+হি দাদা>] *বি* ছোটো দাদা। 'ছোড়দা এসে ঘুষি বাগায়।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

ছোড়দি, ছোড়দিদি [পা ছুট্‌ঠ+হি দাদা>] *বি* ছোটো দিদি। 'ছোড়দিদিও বঞ্চিত হবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'তুমি আমার ছোড়দি হবে?' *নজরুল*, ১৯২৬।

ছোড়ন, ছোড়ান [স ক্ষিপ্>] **১** *বিণ* মুক্ত। 'বন্দি ছোড়ান করি আনি অনিরুদ্ধ বিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ছাড়ান। 'বসন চন্দন দিআ করিল ছোড়ানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* মুক্তি। 'চণ্ডী না ভজিলে তোর নাহিক ছোড়ান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছোড়া [স ক্ষিপ্>] *ক্রি* ছুড়ে ফেলা; খোলা; ত্যাগ করা। **ছুড়ি** *ক্রি* ছেড়ে। 'তোক্ষার আক্ষার বৈরী না দিবা তাহারে ছুড়ি।' *সুলতান*, ১৭০০। **ছোড়** *ক্রি* ছুড়ে ফেলো। 'ছোড় ছোড় পিন্ধন, নিচোল পাছে ফাটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ছোড়এ** *ক্রি* ছোড়ে। 'কোটালেরে বীরবর ছোড়এ খরশর মেঘে জেন পানি পসলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছোড়ব** *ক্রি* ছাড়বো। 'যাবত জীওব/ প্রেম ন ছোড়ব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ছোড়বি *ক্রি* ছেড়ে দিবি। 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ দয়া জনি ছোড়বি মোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ছোড়য়ে** *ক্রি* ছোড়ে। 'দক্ষের বীরবর ছোড়য়ে খর শর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ছোড়াইতে** *ক্রি* খুলতে। 'গাঠি ছোড়াইতে ছল করি সখীগণ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ছোড়াইয়া** *ক্রি* ছাড়িয়ে; মুক্ত ক'রে। 'বন্দি ছোড়াইয়া তারে বলে পূয় বানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ছোড়ি** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'সঙ্গে নায়ক কুসুমশায়ক ছোড়ি মঞ্জির লোল রে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **ছোড়ে** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'ছোড়ে লাজ কংস পাশ কহু গে গোহারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ছোতিয়ারা *বি* বিবাহের আচারবিশেষ। 'শতামৃত, ছোতিয়ারা এবং অন্নপ্রাশন।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছোন [পা ছণক] *বি* শণ। 'মনে পড়ে ঘর ছোনের ছাউনি।' *জসীম*, ১৯৩১।

ছোপ[১] [স হম্প্>?] *বি* দৌড় প্রতিযোগিতা। 'ইষকারি কুত্তা চলে দিতে চাহে ছোপ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ছোপ[২] [স ছুপ্] *বি* ছাপ; দাগ। 'স্বামীর খুনের ছোপ-দেওয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

ছোপড়া [স ছল্ল] *বি* ছোবড়া। 'কায়েব অর্থাৎ নারিকেলের ছোপড়ার রজ্জুতে সকল প্রস্তুত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ছোপানো[১] [স ছুপ্>] *ক্রি* রাঙানো। 'ভাল ক'রে ছোপাইব রুধিরের জলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছোপানো[২] [স ছুপ্>] *বিণ* রাঙানো। 'আলতা-ছোপানো পায়ের আঁখর টানি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ছোবড়া [স ছল্ল] **১** *বি* ফলের আঁশওয়ালা বহিরাবরণ। 'নারিকেলের চারটি সামগ্রী – জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* অভুক্ত। 'কয়েদিরা ছোবড়া পেটে ঘানি টানে সতরঞ্চি বোনে।' *মনোজ*, ১৯৬১। **৩** *বি* রসহীন পদার্থ। 'সব তো এখন ছোবড়া।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ছোবল [স কবল] *বি* প্রবল জলের ঝাপটা; দংশন। 'দেঁতো ক্রিটিকের মতো ছোবলে তোকে আমি জখম করে দিচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছোবা [স শল্ল>] *বি* মাটির পাত্র। 'খান কত ছোবা লইল উল্টা কোছে।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ছোবানো, ছোবান [স ছুপ্>] *বিণ* রঙিন। 'তারকেশ্বরে ছোবান গামচা হাতে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'শেফালির বোঁটায়-ছোবানো ফিরোজা রং।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছোভা [স শল্ল] *বি* নারিকেলের খোসা। 'নারিকেল ছালিয়া ফালাইল ছোভা বোট।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ছোয়া [স ছুপ্>] *ক্রি* স্পর্শ করা। **ছো** *ক্রি* স্পর্শ কর। 'কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহি ছো।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ছোই** *ক্রি* ছুঁই। 'ছই ছোই জাই সো বাহ্ম নাড়িআ।' *চর্যা ১০*, ১২০০। **ছোবে** *ক্রি* ছুঁয়ে দেখবে। 'ছোবে না তার গন্ধ পেলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ছোয়** *ক্রি* স্পর্শ করে। 'কারে ছোয় কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ছোয়াইল** *ক্রি* স্পর্শ করলো। 'সাত গাছ কাছনা ছোয়াইল দুই পায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ছোয়াব [আ সওয়াব] *বি* পুণ্য। 'ছোয়াবের কথা শুনে একবার আপাদমস্তক মজিদকে দেখে নেয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ছোর [হি] *বি* গোঁফ। 'দুই ছোর আক্কার মুড়াইমু।' *সুলতান*, ১৭০০।

ছোরমা [ফা সুর্‌মহ্] *বি* সুরমা। 'হস্তে লয়ে ছোরমাদানী।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ছোরমাদানী [ফা সুর্‌মহ্+ফা দান>] *বি* সুরমা রাখার ছোটো পাত্র। 'দুখের দহে ভাসল তাহার ছোরমাদানী।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ছোরমারেখা [ফা সুর্‌মহ্+স রেখা] *বি* সুরমার দাগ। 'তাহার চোখের ছোরমারেখা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ছোরা [স ছুরিকা] *বি* ছুরি। 'তাহার গলায় এক ছোরা মারিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ছোরাছুরি [স ছুরিকা>] *বি* ছুরি চালিয়ে মারামারি। 'জলে হাওয়ায় ছোরাছুরি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'পাড়ার হিন্দু বীরদের ধর্মীয় জিকিরে বহু হিন্দু জমায়েত হইল এবং তৎপর শুরু হইল নিষ্ঠুর ছোরাছুরির খেলা।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

ছোলকা [স চণক] *বি* ছোলা। 'ঘোড়ার দানা ছোলকা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ছোলঙ্গ [স সুরঙ্গ] *বি* বাতাবি লেবু। 'ছোলঙ্গ চিপির্আঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছোলতান [আ সুলতান] *বি* সুলতান। 'আজ্ঞা কৈল ছোলতানে হরষিত মন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছোলা[১] [স চণক] *বি* ডাল জাতীয় শস্যবিশেষ। 'তণ্ডুল কিনিল ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছোলাভাজা *বি* ভাজা হয়েছে এমন ছোলা। 'বাদাম দেওয়া ছোলাভাজা ছেনাবড়া পানতোয়া।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছোলা[২] [স শল্ল] **১** *ক্রি* খোসা ছাড়ানো। 'যত নারিকেল ছোলিয়া লও সমান।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* যা ছুলে ফেলে দেওয়া হয়; ফলের খোসা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছোলা[৩] [স শল্ল] *বি* যা ছুলে ফেলে দেওয়া হয়; ফলের খোসা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ছোহরা [হি ছুহারা] *বি* খোরমা; শুকনা বড়ো খেজুরবিশেষ। 'বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ছ্যাঃ [ধ্বন্যা] *বি* তাচ্ছিল্য নির্দেশক শব্দ। 'মামার এঁটো হুঁকোয় টান মারতে ছ্যাঃ!।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ছ্যাঁক [ধ্বন্যা] *বি* হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দনের শব্দ। 'কম হতে দেখলে প্রাণ ছ্যাঁক করে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ছ্যাঁক ছ্যাঁক [ধ্বন্যা] *বি* গরম তেলে রান্নার শব্দ। 'ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ছ্যাঁকা [ধ্বন্যা ছ্যাঁক>] *বি* গরম বস্তুর স্পর্শ। 'মামা মামীরা ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়েচে।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ছ্যাঁচড় [স ছিত্বর] **১** *বিণ* দুষ্ট বা নিম্ন প্রকৃতির। 'ছ্যাঁচড় ছেলে-মেয়ের দঙ্গলকে ... জব্দ করার বৃথা চেষ্টা।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বিণ* শঠ। 'আচ্ছা ছ্যাঁচড় লোক তো আপনি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ছ্যাঁচড়া [স ছিত্বর] **১** *বিণ* পাজি। 'ছ্যাঁচড়া ছেলে বেদড় ভারি।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* অতি নিচু শ্রেণীর। 'বোঝা গেল ঘরে ছ্যাঁচড়া চোর আসে নাই।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৩** *বিণ* শঠতাপূর্ণ। 'ওদের যেন কেমন ছ্যাঁচড়া অভ্যাস।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭। **৪** *বি* শাকসবজির ঘণ্ট। 'রাত্তি ছ্যাঁচড়া রাঁধছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ছ্যাঁচরামি [স ছিত্বর] *বিণ* টানাটানি অবস্থা। 'কতদিন আর এমন ছ্যাঁচরামির ভেতর দিয়ে টিকে থাকতে পারা যায়?' *জীবন*, ১৯৩১।

ছ্যাঁচা [স ছিদ্>] **১** *বিণ* চ্যাপটা। 'ওরে ছ্যাঁচা ঝিনুক।' *নজরুল*, ১৯২৭।

২ *বি* মারধর। 'অনেক ধমক, অনেক ছ্যাঁচা।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ছ্যাঁছড়ামো [স ছিত্বর>] *বি* ছেঁচড়ামি; নীচ বৃত্তি। 'ছুঁচোমো, ছ্যাঁছড়ামো ওদেশ থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ছ্যাঁৎ [ধ্বন্যা] *বি* আকস্মিক বিস্ময়ে বা ভয়ে হৃৎকম্পন। 'বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ছ্যাঁদা [স ছিদ্দ>] ১ *বিণ* ছলনাময়; ফালতু। 'আইনের কর্ত্তারা সেদিক অতি ছেলে-ভুলান ছ্যাঁদা কথায় চাপা দিয়া রাখিয়াছেন।' *জ্যোতিরিন্দ্রনাথ*, ১৯৩৯। ২ *বি* ছিদ্র। 'চৌবাচ্চার ছ্যাঁদার ন্যাতা খসিয়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ছ্যাঁরা *বি* ছেলে। 'ওই ছ্যাঁরাটা?' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ছ্যাকড়া [হি ছক্কড়া] *বি* ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। 'ছ্যাকড়া টানে না বোঝাও বহে কভু ঘোড়া কভু গাধা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ছ্যাকরা গাড়ি *বি* ঘোড়ার গাড়ি। 'ছ্যাকরা গাড়িতে করে মাসিমাকে কালীঘাটে পৌঁছিয়ে দিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ছ্যাতলা [স ছত্রাক] *বি* শেওলা। 'নানা রঙের ছ্যাতলা পড়া পাথরটার নীচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ছ্যাতলা পড়া *বিণ* শেওলাযুক্ত। 'পাঁচিলের ছ্যাতলা পড়া সবুজে কালোয় মেশা নানা রেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ছ্যাতা [স ছত্রাক] *বি* শেওলা। 'রঙে ছ্যাতা পড়বার উপক্রম করলেও এখনো সে-রং ধবধব করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ছ্যাৎলা [স ছত্রাক] *বি* শেওলা। 'পাঁচিল ছ্যাৎলা-পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ছ্যাদা [স ছিদ্র] *বি* ফুটা। 'চৌবাচ্চার ছ্যাদার ন্যাতা খসিয়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ছ্যান [স ছেদনী] *বি* খেজুর গাছ কাটার হাতিয়ারবিশেষ। 'হানরে লাঠি – হানরে কুঠার, গাছের ছ্যান আর রামদা ঘুরা।' *জসীম*, ১৯২৯।

ছ্যাবলা [আ সিফ্‌লাহ্] *বিণ* হালকা স্বভাবের। 'এইগুলো সব ছ্যাবলা পাখি নেহাৎ ছোট জাত।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ছ্যাবলামি ১ *বি* রসিকতা। 'কৌতুকরসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাত্রেই ছ্যাবলামি বলিয়া ঘৃনা করিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* গাম্ভীর্যহীনতা; ছেলেমি। 'হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাবলামি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ছ্যাবা [স শল্ক] *বি* ছিবড়া; দ্রব্যের সারহীন অংশ। 'তাহার শুষ্ক ছ্যাবা বাহির করিয়া দিতে থাকে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ছ্যামড়া [স ছমণ্ড] *বি* বালক; ছোটো ছেলে। 'চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ছ্যালা [স শাবক>] *বি* ছেলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ছ্যালে [স শাবক>] *বি* পুত্র। 'সাঁপোলতলার ৫ কুড়ো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়াব কি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ছ্যালেপিলে *বি* ছেলেমেয়ে। 'ছ্যালেপিলে খাবে কি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ছ্যেলেব্যালা [ছেলে+স বেলা] *বি* ছেলেবেলা। 'ছ্যেলেব্যালা তাঁর ... সাহেবদের উপর বিজাতীয় ভয় ও ঘৃণা ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জ

জ[1] [স যঃ] *সর্ব* যা। 'কাজ ন কারণ জ এহু জুঅতি।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

জ[2] *বি* বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি ও বর্ণবিশেষ। 'অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জকার [স] *বি* 'জ' এই বর্ণ। 'অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জঅ [স জয়] *বি* জয়। 'জঅ জঅ দুংদুহি সাদ্‌ উছলিআঁ।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

জঅকার [স জয়কার] *বি* জয়ধ্বনি। 'পড়িব জঅ জঅকার।' *রামাই*, ১৭১০।

জঅঢাক [স জয়-ঢক্ক] *বি* জয়ডঙ্কা। 'বেআল্লিশ বাজনা বাজে জঅঢাক বাজে।' *রামাই*, ১৭১০।

জআ [স জয়া] *বি* হিন্দু দেবী দুর্গা। 'জগতজননী জআ শিবের জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জঅন্তি [স জয়ন্তী] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'জঅন্তি যুআএ ফল পিপলির লতা।' *মালাধর*, ১৫০০।

জই[1] [স যদি] *অব্য* যদি। 'মোহ বিমুক্কা জই মাণা।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০।

জই[2] [স জয়ী] *বিণ* জয়ী। 'রাক্ষসের রণে জখন রাম হইলা জই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জইঅও [পা যত্তক] *ক্রিবিণ* যতই। 'জইঅও জতনে গোঅএ চাহএ হিমগিরি ন নুকাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জইও [স যদি] *অব্য* যদিও। 'তুঅ দরসন বিনু তিলও ন জীব। জইও কলামতি পীউখ পীব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জইতঁহ *ক্রি* যেতাম। 'মোয়ে অভাগলি নহি জানল রে সঙ্গহি জইতঁহ সেহ দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জইন [স যমানী] *বি* মসলাবিশেষ। 'জইনের গুঁড়া চিবাও।' *জসীম*, ১৯৬০।

জইফ [আ] *বি* বৃদ্ধ। 'মেছেল নাহিক হয় জইফ ও জওয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫। দ্র **জঈফ**

জইর [আ জওর] *বি* জুলুম। 'একটা মস্ত জইর গজব।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জইষ [স যাদৃশ] *বিণ* যেমন। 'বাতাবর্ত্তে সো দিঢ় ভইআ অপে পাথর জইষ।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

জইষ্ঠ [স জ্যৈষ্ঠ] *বি* জ্যৈষ্ঠ; বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় মাস। 'পাপিষ্ঠ জইষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন/ খণ্ড খণ্ড হইল মোর খুঞ্চার বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জইসনে [স যাদৃশ] *ক্রিবিণ* যেমনে। 'জইসনে অছিলেস তইসনে অছ।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

জইসা [স যাদৃশ] *বিণ* যেমন। 'পেখু সুঅণে অদশ জইসা।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০।

জইসো [স যাদৃশ] *বিণ* যেমন। 'গন্ধ পরসরস জইসো তইসো।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

জঈফ [আ] *বিণ* বৃদ্ধ। 'প্রধান কারণ তার জঈফ অবস্থা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

জউ [স জতু] *বি* গালা। 'জউ দিয়্যা অভেদ করিল হরিতালে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জউতুক [স যৌতুক] *বি* যৌতুক। 'জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

জউবন [স যৌবন] *বি* যুবাবস্থা। 'নব জউবন নব কন্তা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জউনা [স যমুনা] *বি* যমুনা। 'গঙ্গা জউণা মাঝেঁ রে বহই নাই।' *চর্যা* ১৪, ১২০০।

জএধ্বনি [স জয়ধ্বনি] *বি* জয়সূচক ধ্বনি। 'দেবগনে আকাসেত করে জএধ্বনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জওাব [আ জওয়াব] *বি* জবাব; উত্তর। *বোগল*, ১৭৭০।

জওঁ [স জন্ম] *বি* জন্ম। 'জনম হোঅএ জদি জওঁ পুনু হোই। জুবতী ভএ জনমএ জনি কোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জওয়ান [ফা] ১ *বি* যুবক। 'মেছেল নাহিক হয় জইফ ও জওয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* যুবতী। 'বুড়িকে জওয়ান আলা করিবারে পারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* সেনাবাহিনীর সেপাই। 'পাকিস্তানী জওয়ানদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে ... পরিচালনার আহ্বান জানাইয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৭১।

জওয়ানি [ফা জওয়ান>] *বি* যৌবন। 'সুরাত জামাল জওয়ানির ঠোঁটে বেকার নওজোয়ান।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

জওয়াব [আ] *বি* উত্তর। 'আখেরে কি জওয়াব পুছিবে খোদায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জওয়াবদিহি [ফা জওয়াবদেহী>] *বি* কারণ দেখানো। 'এসব প্রশ্নের জওয়াবদিহি আজ করিতেই হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

জওয়াহের [আ জওহর] *বি* বহু মূল্যবান রত্ন। 'এলবাস পোষাক ও সোণারূপার গহনা ও বাসন ও জওয়াহের প্রভৃতি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

জওহর [আ] *বি* মূল্যবান রত্ন। 'পানি কওসর মণি জওহর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জওহরাৎ [আ জওহর>] *বি* জহরত; হীরা পান্না চুনি ইত্যাদি নানা রত্ন। 'বাড়িতে এসে শ্রেষ্ঠী ... অলঙ্কার-জওহরাৎ বের করলেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

জওহরি [আ জওহর>] *বি* মণিমুক্তার ব্যবসায়ী। 'কোন দিগে জওহরিদের দোকান।' *রামরাম*, ১৮০১।

জওাব [ফা জওয়াব>] *বি* জবাব; উত্তর। 'মেহেরবান করাবেন ইহা জওাব।' *বোগল*, ১৭৭০।

জং [ফা জঙ্গ] *বি* মরিচা। 'সেই আবার রোজই 'অয়েল্ড' হচ্ছে, তার কোথাও একটু জং ধরে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

জংধরা [ফা জঙ্গ+ধরা] ১ *বিণ* মরিচা ধরে আছে এমন। 'খুলেছে কাবার পথে সে রুদ্ধ লাখো জংধরা দ্বার।' *ফররুখ*, ১৯৪৬। ২ *বিণ* কলুষিত। 'জ্যোতির পাপড়ি কাঁটায় ছিঁড়তে চায় জংধরা পাষাণ দিল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

জংগী [ফা জঙ্গী] *বিণ* যুদ্ধসংক্রান্ত। 'আজ নিতে হবে জংগী সাঁজোয়া মাল্লার নীল বেশ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

জংঘ [স জঙ্ঘা] *বি* উরু। 'ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জংঘযুগল [স জঙ্ঘাযুগল] *বি* উরুযুগল। 'কনক কেতকী জংঘযুগলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জংঘা [স জঙ্ঘা] *বি* উরু। 'জংঘার পাশে ছিল তার খয়েরি জরুল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

জংঞ্জাল [স ঝঞ্ঝা] *বি* গোলযোগ; ঝগড়া। 'মিছা পাতি দান করহ জংঞ্জাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জংধরা *দ্র* **জং**

জংলা [ফা জঙ্গল] **১** *বি* জংলি। 'জংলা কভু পোষ মানে না।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* বুনো। 'সে উদাস মনে বসে থাকে জংলা পথের পাশে।' *নজরুল*, ১৯২৪। **৩** *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'জংলা কাহারবা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

জংলাটে [ফা জঙ্গল>] *বিণ* জঙ্গলে ভরা। 'গাঁ খানা বড় জংলাটে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

জংলি, জংলী [ফা জঙ্গল>] **১** *বিণ* অসভ্য। 'জঙ্গলে থাকি জংলী নই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বিণ* বন্য। 'এই কি প্রণয়-নিবেদন রীতি/ জংলি বাঁদর অলম্মুশ!' *নজরুল*, ১৯৩৯। **৩** *বি* জঙ্গলের অধিবাসী। 'একদল বুনো জংলি লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এলো।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

জংশন [ই] *বি* একাধিক রেলপথের মিলন হয় যে স্টেশনে। 'গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জক জক [ধ্বন্যা] *বি* ঝকঝক। **জকজক করা** *ক্রি* উজ্জ্বল হওয়া। 'চারডেলে দিয়ালগিরিতে বাতি জ্বলচে – মজলিস জক জক কচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জকর, জকরা *সর্ব* যার। 'জকর মরমে বৈসয় বরনারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'জকরা ভরেস রসবতী রে সে কৈসে জাএ বিদেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জক্কী [স যক্ষী>] *বিণ* অত্যন্ত কৃপণ। 'মাগি যে জক্কী।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জক্ষ [স যক্ষ] *বিণ* ধনরক্ষক। 'জক্ষ রক্ষ সর্ব্ব জনে করিয়া বিনএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

জখন [স যৎক্ষণ>] *ক্রিবিণ* যখন। 'আজি জখনে মোঁ বাড়ায়িলোঁ পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জখনকার [স যৎক্ষণ>+স কার] *বিণ* যে সময়ের। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

জখম [ফা] **১** *বি* আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত। 'বহুত জখম পায়ে লহু চুয়ে পড়ে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* সমস্যা। 'জান সাহেবকে দশ পনরো হাজার টাকা সরবরাহ করিতে হইবে তাতে কিছুমাত্র জখম নাই।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বি* রক্তপাত। 'দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন জখম করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **৪** *বিণ* ক্ষতিগ্রস্ত। 'ছাত যে একেবারে জখম হয়ে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৫** *বি* বিদ্রূপ। 'মনের কথা বললে খুলে টিটকারী সে করবে জখম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **৬** *বিণ* আহত। 'আপনারা প্রেমে জখম হলে তো বাঘের মত রুখে দাঁড়াবেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জখমের স্রোত *বি* রক্তের স্রোত। 'শেয়ার মার্কেট, থানা, রেডিয়ো, ঘোরে জখমের স্রোতের পাকে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

জখমি, জখমী [ফা জখম>] **১** *বিণ* আহত। 'সরাব খাইয়া তলওয়ার হাতে করিয়া আসিয়া হাদি মজুকুরকে নাহক জখমী করিয়াছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'জখমি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* আহত ব্যক্তি। 'দুজন ছাত্র ... জখমীটাকে বয়ে নিয়ে আড়ালে চলে গেছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

জখমি-ঘায়েল [ফা জখম>+] *বিণ* আহত। 'জখমি-ঘায়েল ভাইকে আগে আস্তে নামা রে।' *নজরুল*, ১৯২২।

জখৈল *বি* হামানদিস্তার নিম্নভাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জগ[১] [স জগৎ>] *বি* জগৎ। 'এ জগ জলবিম্ব কারে।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

জগজন [স] *বি* জগৎবাসী। 'কাল কাজলে নারী জগজন মোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জগজিৎ [স] *বি* জগৎ জয় করে যে। 'দশন তড়িত যিনি হাস্য জগজিৎ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জগতারণ [স] *বিণ* জগৎ-উদ্ধারক। 'জয় জগতারণ কারণধাম।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

জগত্রয় [স] *বি* ত্রিভুবন। 'আমি যদি এই জগত্রয়ের অধীশ্বর হতেম।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

জগপতি [স] *বি* ঈশ্বর। 'প্রেম আলোকে প্রকাশো জগপতি হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

জগবন্ধু [স] *বি* সূর্য। 'বন্ধু গেলেন জগবন্ধু দর্শন করতে দিনের আলোতে রাজার মতো।' *অবন*, ১৯২৫।

জগভর [স] *ক্রিবিণ* জগৎ জুড়ে। 'মারুত চতুর শোভএ জগভর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জগমণ্ডল [স] *বি* বিশ্বজগৎ। 'ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জগমন [স] *বি* জগতের সকলের মন। 'বিকশিলে জগমন মোহে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

জগমন্দির [স] *বি* জগতের মন্দির। 'তব জগমন্দির উজলি রমে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

জগমিত [স জগ+মিত্র>] *বিণ* জগতের মিত্র। 'জগমিত পরহিত কৃত চিত্ত নিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জগহর্তা [স জগ-হর্তা] *বি* ইহজগতের কর্তা। 'তাহা হোন্তে সকল সেই সে জগহর্তা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জগ[২] [ই] *বি* তরল পদার্থ রাখার পেটমোটা মুখসরু হাতলযুক্ত আধারবিশেষ। 'পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জগজগ [ধ্বন্যা] *বিণ* ঝলমল। **জগজগ করা** *ক্রি* ঝকমক করা। 'স্মৃতিটা একদিন হঠাৎ অশান্ত জীবনযাপনের মাঝে জগজগ করে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জগজ্জন [স জগৎ-জন] *বি* জগৎবাসী। 'আমরা সচরাচর দেখিতেছি ধনবানেরা জগজ্জন মধ্যে বিশেষ গণ্য ও আদরণীয় হন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

জগজ্জননী [স জগৎ-জননী] *বিণ* বিশ্বমাতা। 'জেন্নাতবাসিনী জগজ্জননী বিবি ফাতেমাও মায়মুনাকে ভালবাসিতেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জগঝম্প [স] *বি* বড়ো ঢাকবিশেষ; জয়ঢাক। 'ঘন বাজে জগঝম্প।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জগঝম্পওয়ালা [স জগঝম্প+হি ওয়ালা] *বি* জগঝম্প বাজনদার। 'আমি জগঝম্পওয়ালা বা কীর্ত্তনের পাইল নহি যে এমত পোষাক পরিব।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

জগঝাঁপ [স জগঝম্প] *বি* বড়ো ঢাকবিশেষ; জয়ঢাক। 'কার হাতে দণ্ড কার হাতে জগঝাঁপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জগডুমুর [স যজ্ঞ-উডুম্বর] *বি* এক জাতের ডুমুর। 'জগডুমুর গাছের ডালে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জগৎ [স] *বি* ত্রিভুবন; বিশ্ব। 'না হইবে পতন জগৎ ঘোসিবে যশ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'জগতের জগন্নাথে/ সেহ আমি রাজপথে।' *বড়ু*, ১৫৭০। দ্র **জগত**

জগৎআলো [স জগৎ-আলো] *বিণ* জগতের আলো স্বরূপ। 'আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎআলো নূরজাহান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

জগৎকর্তা, জগৎকর্ত্তা [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'বুদ্ধি দ্বারা জগৎকর্ত্তার সত্তা নিরূপিত হইতে পারিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

জগৎকল্যাণকর [স] *বিণ* জগতের জন্য মঙ্গলজনক। 'ঈশ্বরের প্রেমকরুণাময় বা জগৎকল্যাণকর মূর্তি আমাদের চোখের সামনে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

জগৎকারণ [স] *বিণ* বিশ্বসৃষ্টির নিদান। 'সেই বিপত্তারণ জগৎকারণ জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

জগৎকার্য, জগৎকার্য্য [স] *বি* জগতের স্বরূপ। 'মনুষ্য যখন বুদ্ধিসহকারে জগৎকার্য্য আলোচনা দ্বারা ... জগতের যে সকল নিয়ম অবগত হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

জগৎঘোষিত [স] *বিণ* পৃথিবী বিখ্যাত। 'তোমার জগৎঘোষিত পূর্ব্ব প্রতিভা ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জগৎচরাচর [স] *বি* বিশ্বসংসার। 'কাঁপায়ে জগৎ-চরাচরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

জগৎছাড়া [স] *বিণ* জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। 'আমি তো জগৎছাড়া নই, জগৎ আমাছাড়া নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

জগৎ জননী [স] *বিণ* বিশ্বমাতা। 'জগৎ জননী জয়া করেন রোদন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

জগৎ-জনা [স] *বি* পরমেশ্বর। 'জগৎ-জনার মন রূপে করে পাগলিনী।' *লালন*, ১৮৯০।

জগৎজেতা [স] *বিণ* বিশ্বজয়ী। 'জগৎজেতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

জগৎজোড়া [স জগৎ>] **১** *বিণ* জগৎবিস্তৃত। 'তাঁহার জগৎজোড়া অঙ্কেও তিনি সে রাত্রে আমাকে স্থান দিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'জগৎজোড়া কলক্রন্দন শুনতে পাচ্ছি বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* বিশাল। 'ভুঁড়ির পরে জগৎজোড়া আচকানেরে লয় সে টানি।' *জসীম*, ১৯৩১।

জগৎ-তন্ত্র [স] *বি* বিশ্বতত্ত্ব। 'টলেমির জগৎতন্ত্র আমাদের ধারণাযোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

জগৎপতি [স] *বি* জগতের স্রষ্টা। 'বিহঙ্গ অদ্ভুতসৃষ্টিকৌশলী জগৎপতির একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জগৎপাতা *বিণ* জগতের সৃষ্টিকারী। 'জগৎপাতা জগদীশ্বরের এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য ... নিদর্শন প্রতীত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জগৎপাবন [স] *বিণ* পৃথিবীর ত্রাণকর্তা। 'জগদীশপণ্ডিত হয় জগৎপাবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জগৎ-পিতা [স] *বি* জগতের পিতা; ঈশ্বর। 'তিনি তদ্দ্বারা এককালে নানাবিষয় দর্শন করিয়া জগৎপিতার মহিমাবলোকন করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

জগৎপূজিতা [স] *বিণ স্ত্রী* জগতে সবার পূজনীয়। 'অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা জগৎপূজিতা আর্য্যা নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জগৎপ্রকাশক [স] *বিণ* বিশ্বকে উপস্থাপন করে এমন। 'টাইমস-এর জগৎপ্রকাশক স্তম্ভে আমাদের নাম না হয় নাই উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জগৎপ্রকৃতি [স] *বি* বিশ্বসংসারের স্বরূপ। 'এক হিসাবে জগৎপ্রকৃতি আমাদের ধর্মপ্রকৃতির বিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জগৎপ্রদীপ [স] *বিণ* জগতের আলোকস্বরূপ। 'জগৎপ্রদীপ সূর্য্য জাজ্বল্যমান থাকিতেও এই দুষ্কর্ম্ম করিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

জগৎপ্রাণ [স] **১** *বি* পৃথিবীর প্রাণ। 'প্রাচীন পণ্ডিতেরা বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* অনন্ত প্রাণ। 'আমার সঙ্গে আর অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জগৎপ্রান্ত [স] *বি* পৃথিবীর শেষ প্রান্ত। 'নিভৃত জগৎপ্রান্তের সেই বাক্যহীন ব্যাকুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জগৎ-ফুল [স জগৎ+ফুল] *বি* পৃথিবীরূপ ফুল। 'কত যুবার অস্বাদিত রইল জগৎ-ফুলের মধু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

জগৎ-বরেণ্য [স] *বিণ* পৃথিবী জুড়ে বরণীয়। 'স্বাধীনতা লাভে যারা দিল প্রাণ জগৎ-বরেণ্য তারা গরীয়ান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জগৎবরেণ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* পৃথিবীব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন। 'দুই দিকপালের জন্মদান করিয়া জগৎবরেণ্যা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

জগৎবশ [স] *বি* পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব। 'বিটলামি করিয়া জগৎবশ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

জগৎবাসী [স] *বিণ* জগতের অধিবাসী। 'ওগো, তোমরা জগৎবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জগৎবিখ্যাত [স] *বিণ* বিশ্বখ্যাত। 'একটি জগৎবিখ্যাত ফরাসী লেখক আজীবন দুনিয়া দেখে শুনে ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

জগৎব্রহ্মাণ্ড [স] *বি* বিশ্বজগৎ। 'তাই এত বড়ো জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমার গৌরব ঘুচিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জগৎময় [স] *বিণ* জগৎ-জোড়া। 'জগৎময় হোম।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

জগৎ-মা, জগৎমাতা [স জগৎমাতা] **১** *বি* জগৎ রূপ মা। 'খোকা থাকে জগৎ-মায়ের অন্তঃপুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'শুনে কথা জগৎমাতা কাঁদিয়া অস্থির।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'জগৎমাতার দেখ মহারণ দশদিকে।' *নজরুল*, ১৯২২।

জগৎমান্য [স] *বিণ* বিশ্ববরেণ্য। 'জগৎমান্য হজরত মহম্মদের প্রতি ...।' *মোসলেম*, ১৯২৫।

জগৎমুখী [স] *বিণ* পার্থিব। 'ঐতিহ্য এবং আবহাওয়া থেকে ... জগৎমুখী, আত্মনির্ভর ও উদ্যোগী মনোভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার নামই রেনেসাঁস।' *শিব*, ১৯৫৬।

জগৎযোনি [স] *বি* বিশ্বস্রষ্টা। 'হে বিভো জগৎযোনি, অযোনি আপনি, জগদন্ত নিরন্তক।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

জগৎ-রচনা [স] *বি* সৃষ্টিজগৎ। '... জগৎ-রচনার তিলমাত্র সংশোধন হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জগৎরহস্য [স] *বি* বিশ্বরহস্য। 'এমনি করিয়া অন্তহীন জগৎরহস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জগৎরাশি [স] *বি* বিশ্বজগৎ। 'নবজাগ্রত নয়নে আনিবে/ নূতন জগৎরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জগৎলক্ষ্মী [স] *বি* জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'রিক্ততায়, নিঃস্বতায়, পূর্ণতার প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জগৎলোচন [স] *বিণ* জগৎ দেখতে পায় এমন। 'জগৎলোচন রবি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জগৎ-শেঠ [স জগৎ+স শ্রেষ্ঠী] *বিণ* ধনী। 'দেখিয়াছি মোরা রাজা-সন্ন্যাসী প্রেমের জগৎ-শেঠ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

জগৎসংসার [স] **১** *বি* পৃথিবী। 'এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে/ এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎসংসারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মানবিক জগৎ। 'জগৎসংসারের ঐশ্বর্য্যও সে অমূল্য সুখের উচিত মূল্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বি* পার্থিব জগৎ। 'জগৎসংসারে বৈরাগ্যটা খুব যুক্তিসঙ্গত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বি* পৃথিবী ও গার্হস্থ্যজীবন। 'আমি যে কী ভাবে জগৎসংসারকে দেখে থাকি, ... এই কথাটা আমি তাঁকে বোঝাচ্ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জগৎ-সভা [স] *বি* বিশ্বসভা। 'দিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জগৎস্থ [স] *বিণ* জগতে আছে এমন। 'নিখিল জগৎস্থ প্রাণিরাজ্যের উপরি একেশ্বর হইতে সমর্থ হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জগৎস্রোত [স] *বি* জগতের কর্মপ্রবাহ। 'জগৎ-স্রোতে ভেসে চলো, যে যেথা আছ ভাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

জগত [স জগৎ] **১** *বি* বিশ্ব; ত্রিভুবন। 'নিজ মাঁসে জগতের বৈরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* রাজ্য; দেশ। 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে।' *জীবন*, ১৯৪২। দ্র **জগৎ**

জগত উদ্ধার [স জগৎ-উদ্ধার] *বিণ* মুক্তিদাত্রী। 'যার মা ফাতেমা বিবি জগত উদ্ধার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জগত-চরাচর [স জগৎ-চরাচর] *বি* জগতের সমস্ত সৃষ্টি। 'সব কবিতাময় জগত-চরাচর/ সব শোভাময় নেহারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জগত জন [স জগৎ-জন] *বি* জগৎবাসী। 'পুনমীর চান্দ তোক্ষার বদন/ ঘুসিএ জগত জনে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জগতজননি [স জগৎ-জননী] *বি* জগতের মা। 'ত্রিভূবনেশ্বরি দেবি জগতজননি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জগতজননী [স জগৎ-জননী] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'জগতজননী জআ শিবের জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জগতজীবন [স জগৎ-জীবন] *ক্রিবিণ* জীবনব্যাপী। 'দেখিয়া সে চন্দ্রমুখ জগতজীবন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জগতনাথ [স জগৎ-নাথ] *বি* জগতের নাথ; জগন্নাথ। 'তোর রূপ যৌবনে মোহিত জগতনাথ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জগতনিবাস [স জগৎ-নিবাস] *বি* বিশ্বময় যার আবাস। 'রাখোআল হআঁ বোল জগতনিবাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জগতপালক [স জগৎ-পালক] *বি* জগতের পালক। 'শিবপদ ভজ তিনি জগতপালক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

জগতপুরবাসী [স জগৎ-পুরবাসী] *বি* পৃথিবীর বাসিন্দা। 'জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

জগত বল্লভ [স জগৎ-বল্লভ] *বি* জগতের স্বামী। 'যেরূপে করিলা কৃপা জগত বল্লভ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জগতবান্ধব [স জগৎ-বান্ধব] *বি* জগতের বন্ধু। 'যথোচিত দুঃখ পালো জগতবান্ধব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জগতবিস্তার [স জগৎ-বিস্তার] *বি* চরম ব্যবধান। 'দেখিত সে অন্তহীন জগতবিস্তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জগত মোহন [স জগৎ-মোহন] *বিণ* পরম সুন্দর। 'একবিংসে বৌদ্ধ রূপে জগত মোহন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জগতমোহিনি [স জগৎ-মোহিনী] *বিণ স্ত্রী* পরমাসুন্দরী। 'জগতমোহিনি দেবি নামে সত্যভামা।' *মালাধর*, ১৫০০।

জগতযোনি [স জগৎ-যোনি] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিন্ধু তুমি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

জগতারণ [স] *বি* জগতের উদ্ধারকর্তা। 'তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময় অতএ তোহরি বিশোয়াসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জগতীতল [স জগৎ>+স তল] *বি* পৃথিবী। 'জগতীতল এক্ষণে অস্মাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে ... সুশীতল হইল?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জগতীয় [স] *বিণ* জগৎ সম্বন্ধীয়। 'ইহা জগতীয় জাতিগণের মধ্যে ভাই ভাই সংস্থাপনের যুক্তি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

জগত্তারণকারী [স] *বিণ* জগতের উদ্ধারকর্তা। 'তুমি জগত্তারণকারী দীনদয়াময় হরি।' *হাই*, ১৯৫৪।

জগদন্ত [স] *বিণ* বিশ্বনাশী। 'হে বিভো জগৎযোনি, অযোনি আপনি, জগদন্ত নিরন্তক।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

জগদল-শিলা [স জগদ্দল+স শিলা] *বি* সহজে নড়ানো যায় না এমন পাথর। 'সংস্কারের জগদল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জগদানন্দ [স] *বি* জগতের আনন্দ। 'জয় শ্রীজগদানন্দ শ্রীগর্ভজীবন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জগদীশ [স] *বি* পরমেশ্বর। 'জয় জগদীশ গোপীনাথের ঈশ্বর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জগদীশ্বর [স] *বি* জগতের ঈশ্বর; বিশ্বপতি। 'শস্যাদির সুলভত্ব এবং দুর্লভত্ব জগদীশ্বরের হস্তগত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

জগদীশ্বরতা [স] *বি* ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য। 'জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধানে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জগদীশ্বরী [স জগদীশ্বরী, সম্বোধনে ই-কার] *বি স্ত্রী* জগতের ঈশ্বর। 'কলিকাতা রাজধানীমধ্যে শারদীয়মহোৎসবে ত্রিবিধলোকের আলয়েই জগদীশ্বরীর পূজা হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'দেবীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, জগদীশ্বরি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জগদীশ্বরো [স] *বি* জগতের ঈশ্বর। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, বলতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জগদ্গুরু [স] *বি* পুরোধা। 'কান্ট সাহিত্যের জগদ্গুরু।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

জগদ্দল [স] **১** *বিণ* অতিশয় ভারী। 'তিল তিল করি জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বি* মস্ত পাথর। 'জগদ্দল হয়ে চেপে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জগদ্দলন [স] *বিণ* খুব ভারী। 'ভাবিস এ কি রইবে বক্ষে চেপে জগদ্দলন-শিলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জগদ্দল পাথর [স জগদ্দল+স প্রস্তর] *বি* গুরুভার পাথর। 'একটা জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলে সহিষ্ণু ভারতবর্ষই কেবল তাহা মার্জনা করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জগদ্দল পাষাণ [স] *বি* সহজে নড়ানো যায় না এমন পাথর। 'প্রতিভার উৎসমুখে পৈতৃক বৃত্তির জগদ্দল পাষাণ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

জগদ্ধাত্রী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* পরম পালক। 'অমন জগদ্ধাত্রী বড় রাণী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ২ *বি* হিন্দুদেবী বিশেষ। 'যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জগদ্বাসী, জগদ্‌বাসী [স] *বি* পৃথিবীর বাসিন্দা। 'জগদ্বাসী শতলক্ষ ভক্তের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'ওঠ রে চাষী জগদ্‌বাসী ধর কষে লাঙল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

জগদ্বিখ্যাত [স] *বিণ* জগতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ। 'ফিনিশিয়ার জগদ্বিখ্যাত দুঃসাহসিক পোতবণিকেরা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

জগদ্বিনাশী [স] *বিণ* বিশ্বধ্বংসী। 'সেই কোণ হইতে জগদ্বিনাশী ঝড় উঠিবেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

জগদ্ব্যাপক [স] *বিণ* বিশ্বব্যাপী। 'তাঁহার ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

জগদ্ব্যাপার, জগদ্‌ব্যাপার [স] *বি* জাগতিক বিষয়। 'জগদ্‌ব্যাপার সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'কল্পনাবলে সাধারণ জগদ্ব্যাপারের ভিতর অতীন্দ্রিয় নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

জগদ্ব্যাপিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। 'এইরূপে আমার কলঙ্কঘোষণা, ক্রমে ক্রমে, জগদ্ব্যাপিনী হইবার সম্ভাবনা।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জগদ্ব্যাপী, জগদ্‌ব্যাপী [স] *বিণ* বিশ্বব্যাপী। 'ঔ জগদ্ব্যাপী পরমাণুরও থাকবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'হৃদয়কে এই জগদ্‌ব্যাপী সৌন্দর্যের মধ্যে প্রসারিত করে দিতে পারতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জগন্নাথ [স] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জগন্মণ্ডল [স] *বি* পৃথিবী। 'এই জগন্মণ্ডল প্রলয়জলধিজলে নিলীন হইলে, মীনরূপধারণ করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জগন্ময় [স] *ক্রিবিণ* জগৎজুড়ে। 'ছিন্ন ক'রে মুক্ত করে সর্বজগন্ময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

জগন্ময়ী [স] *বিণ* সর্বত্র বিরাজিতা। 'আয় মা শ্যামা জগন্ময়ী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

জগন্মাতা [স] *বি* জগতের মাতা। 'সেইক্ষণে ভক্ত-অন্নে রমা জগন্মাতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জগন্মান্য [স] *বিণ* বিশ্বের কাছে মান্য। 'কোথাও এরূপ ব্যক্তি জগন্মান্য হইবেন...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জগাখিচুড়ি [জগা+খিচুড়ি] *বি* পাঁচমিশালি। 'তার বদলে সর্বত্র জগাখিচুড়ির পরিবেশন হচ্ছে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩৫।

জগাত [আ জকাত] *বি* শুল্ক। 'শুন হে দয়ালে ব্রাহ্মণের জগাত না লবো কোন কালে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জগাতি [আ জকাত>?] *বি* বাধা-বিঘ্ন। 'ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি অপার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জগাভাট [স জগৎ>] *বি* পেশাজীবী জাতিবিশেষ। 'আসি পুর গুজরাটে বৈসে জত জগাভাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জগ্‌গি [স যজ্ঞ] *বি* ভোজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জগ্ধতৃণ [স] *বি* যে স্থানের তৃণ খাওয়া হয়েছে। 'দাবদাহে জগ্ধতৃণ দগ্ধমরু।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

জঘন [স] *বি* কোমর। 'গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জঘনক *বিণ* জঘনের। 'গুরুয়া কুচভরে চল উলটপদ পীন জঘনক ভার রে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

জঘনা [স] *বি* কটিদেশ। 'অঞ্চল দলিত স্থগিত জঘনা।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

জঘন্য [স জঘন+য] ১ *বিণ* নোংরা। 'পূতিগন্ধক শোণিতে দূষিত হইয়া অতিমাত্র জঘন্য হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* ঘৃণিত। 'এমন কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিলেই, এ জঘন্য ব্যবসা ছাড়িয়া দিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৩ *বিণ* গুরুতর। 'এক রকম জঘন্য চোখের ব্যামোর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৪ *বিণ* হেয়। 'এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জঘন্যতম [স] *বিণ* ঘৃণ্যতম। 'কুটুম্ব-মাংস ভক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া জঘন্যতম পাপাচরণ পর্যন্ত কিছুই বাকি রাখে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

জঘন্যতা [স] *বি* ঘৃণা। 'আমি জঘন্যতার জলনিধি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

জঘন্যতাবোধ [স] *বি* নোংরামির উপলব্ধি। 'আরো জঘন্যতাবোধ, আরো মরিয়া হতাশা।' *হাসান*, ১৯৬৫।

জঙলা [স/ফা জঙ্গল>] *বিণ* অমার্জিত। 'না হয় সুরও আমাদের জঙলা হোক।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

জঙলী *বিণ* অভদ্রোচিত। 'ওরকম জঙলী দাড়ি মানুষ রাখে কেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জঙ্গ [ফা] ১ *বিণ* যুদ্ধে কাজে লাগে এমন। 'জঙ্গ ডিঙ্গা লইআ তারা বাণিজ্যেরে আইসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ডিঙ্গা জঙ্গ গঠে আর নৌকা কত পরকার যথায় তথায় কারখানা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* যুদ্ধ। 'ইমাম এজিদ জঙ্গ হইবে আলবত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জঙ্গবাজ [ফা] *বিণ* যুদ্ধবাজ। 'বড় জঙ্গ বাজ ছিল আপনা মতলব।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জঙ্গম [স] ১ *বি* প্রাণী। 'বিধি কৈল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* গতিশীল। 'স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জঙ্গমশক্তি [স] *বি* প্রাণশক্তি। 'য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জঙ্গল [স/ফা] *বি* অরণ্য; বন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

জঙ্গলতা [জঙ্গল+স তা] *বি* আগাছার প্রাধান্য। 'উপবনে জমা হোক জঙ্গলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জঙ্গল-নীতি [জঙ্গল+স নীতি] *বি* বর্বরতা। '... আজ এই জঙ্গল-নীতির প্রবর্ত্তন করিতেই কোমর বাধিয়া প্রস্তুত হইতেছেন?' *আজাদ*, ১৯৪২।

জঙ্গলবিধি [জঙ্গল+স বিধি] *বি* বনভূমিবিষয়ক আইন। 'জঙ্গল বিধি দ্বারা কাষ্ঠসংগ্রহ নিষেধ, নিজ ব্যবহারের জন্যও লবণ প্রস্তুত করিতে নিষেধ ... অসম্ভব শুল্ক স্থাপন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জঙ্গলভরা [জঙ্গল+ভরা] *বিণ* জঙ্গলময়। 'অন্ধকার দিয়ে রাত্রি গ্রাম

নগর জঙ্গলভরা পৃথিবীকে সাবধানে ঘিরে রেখেছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

জঙ্গলভূমি [জঙ্গল+স ভূমি] *বি* বনভূমি। 'টাকি অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

জঙ্গলময় [জঙ্গল+স ময়] *বিণ* সমস্ত জঙ্গল জুড়ে আছে এমন। 'গঙ্গাযমুনার অন্তর্বেদীর উত্তরভাগে জঙ্গলময় দেশ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জঙ্গলমহল, জঙ্গলমহাল [জঙ্গল+আ মহল] *বি* সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকা বনাঞ্চল। 'সাহেব জিলা জঙ্গলমহলের জজ মাজিস্ত্রেটি পদে নিযুক্ত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'এদের উপজীবিকাই হচ্ছে ... জঙ্গলমহাল বন্দোবস্ত নিয়ে চাষবাস করা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

জঙ্গলা [জঙ্গল>] ১ *বিণ* জঙ্গলাকীর্ণ। 'জঙ্গলা জাগা তোমাকে কুটী করিতে পাট্টা দীলাম।' *বোগল*, ১৭৭০। ২ *বি* সংগীতের রাগিণীবিশেষ। 'বিরহ, লাহড়, খেউড়, টপ্পা, নক্সা, জঙ্গলা, গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

জঙ্গলাকীর্ণ [স] *বিণ* ঝোপঝাড়ে ঢাকা। 'নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জঙ্গলাবৃত [স] *বিণ* জঙ্গলে ঢাকা। 'জঙ্গলাবৃত বালিয়াড়ি টিলা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

জঙ্গলি, জঙ্গলী [জঙ্গল>] ১ *বি* যারা জঙ্গলে বাস করে। 'জঙ্গলিরা পূর্ব্বাবধি দ্রব্য বিনিময় দ্বারা ব্যবসায় করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* জঙ্গলে জন্মে এমন। 'জঙ্গলী লতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জঙ্গুলে [জঙ্গল>] *বিণ* জঙ্গলপূর্ণ। 'একটি জঙ্গুলে জায়গা হল আমার প্রথম কর্মস্থল।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

জঙ্গি, জঙ্গী [ফা জঙ্গী] ১ *বি* সৈনিক; যোদ্ধা। 'ভিড়নে চলিল জঙ্গি বাইশ হাজার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* যুদ্ধবাদী। 'নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। ৩ *বিণ* যুদ্ধরত। 'অকস্মাৎ জঙ্গী জেট ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় নীলিমাকে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

জঙ্গিরাজ *বি* দুষ্ট রাজা। 'নিজ বলে প্রথমে মারিল জঙ্গিরাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জঙ্গীবাদী [ফা জঙ্গী+স বাদী] *বিণ* যুদ্ধবাজ। 'দোষ বিজ্ঞানী অটো হ্যানের নয়, দোষ জঙ্গীবাদী হিটলার, তোজো ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

জঙ্ঘ [স জঙ্ঘা] *বি* হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত। 'জঙ্ঘে জঙ্ঘে দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া বাঁশের উপর চড়ে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

জঙ্ঘা [স] *বি* হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত। 'জঙ্ঘা সুললিত অতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

জজ [ই] *বি* বিচারক। 'প্রধান জজ শ্রীযুত ইষ্ট সাহেব ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জজ-আদালত [ই জজ+আ আদালত] *বি* দেওয়ানি বিচারালয়। 'জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জজকোর্ট [ই] *বি* জজকোর্ট-ভবন। 'সে জজকোর্টের সামনে দিয়া বিজলি-বাতি ঘরের কাছে আসিয়া পড়িল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

জজকোর্ট উকিল [ই জজকোর্ট+আ ওয়াকিল] *বি* জজকোর্টে মামলা পরিচালনা করেন এমন আইনজীবী। 'বড়ো জোর, পাটকলে পদস্থ কেরানী, জজকোর্ট উকিল হয়তো-বা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

জজপণ্ডিত [ই জজ+স পণ্ডিত] *বি* ইংরেজ বিচারকের সাহায্যকারী হিন্দু আইনের ব্যাখ্যাদাতা পণ্ডিত। 'তাহারা আদালতে জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জজমেন্ট [ই] *বি* বিচারের রায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জজসাহেব [ই জজ+আ সাহিব] *বি* বিচারক মহোদয়। 'জজসাহেব ... প্রজাপালক সদ্বিচারক লোকোপকারক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

জজ গগ [ধ্বন্যা] *বি* গোঙানির অস্পষ্ট শব্দ। 'জজ গগ জজ গগ গদগদবচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জজন [স যজন] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়ের যজ্ঞ-পূজাদির কাজ। 'জজন জাজন বেদ পঠে অধ্যয়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জজিয়তি [ই জজ>] *বি* বিচারকের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'হাইকোর্টের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'বড় হয়ে তোকে জজিয়তি করতে হবে না।' *শরৎ*, ১৯১৪।

জজ্জর [স জর্জ্জর] *বিণ* ক্লিষ্ট; কাতর। 'সিত্যার সোকে রঘুনাথ জজ্জর সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জজ্ঞ[1] [স যজ্ঞ] *বি* যজ্ঞ; পূজার অঙ্গবিশেষ। 'আরদিনে মৌনজজ্ঞ করিল গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কেমতে নিধা জজ্ঞ না দেখি উপায়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

জজ্ঞদান [স যজ্ঞ-দান] *বি* যজ্ঞের দান। 'তুমি জপ তুমি তপ তুমি জজ্ঞদান।' *মালাধর*, ১৫০০।

জজ্ঞভূমি [স যজ্ঞভূমি] *বি* যজ্ঞের ক্ষেত্র বা স্থান। 'অষ্টহালে জজ্ঞভূমি তাহাই চসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

জজ্ঞসাল [স যজ্ঞশাল] *বি* যজ্ঞের স্থান। 'জজ্ঞসালে জজ্ঞ জথা করএ ব্রাহ্মণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

জজ্ঞস্থান [স যজ্ঞস্থান] *বি* যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'কস্যপের জজ্ঞস্থানে দেব হৃসি মুনিগনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জজ্ঞ[2] [স যোগ্য] *বিণ* যোগ্য। 'পৃথুবি মণ্ডলে নাহি তার জজ্ঞ পতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জএো [স যেন] ১ *অব্য* যেন। 'বাম নয়না জএো ভেল দূতে ও দাহন রহু লজাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *অব্য* যদি। 'হম জএো জানিতওঁ কানুক রীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জঞ্জাল [স ঝঞ্ঝা] ১ *বি* উপদ্রব। 'খণ্ডউ সব জঞ্জাল আর ঠেঁটা দান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ঝঞ্ঝাট। 'আবাল গোপাল না কর জঞ্জাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* আবর্জ্জনা। 'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

জঞ্জালজাল [স ঝঞ্ঝা+স জাল] *বি* ঝামেলাসমূহ। 'বিদেশী কার্যবিধির অসংগত অনাবশ্যক বিপুল জঞ্জালজালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জঞ্জাল-ঝক্কি [স ঝঞ্ঝা+হি ঝক্কী] *বি* ঝামেলা। 'হাজার জঞ্জাল-ঝক্কির মাঝে পড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জঞ্জালমুক্ত [স] *বিণ* আবর্জনাহীন। 'জমিকে জঞ্জালমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরি করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

জঞ্জালাবদ্ধ [স জঞ্জাল-আবদ্ধ] *বিণ* আবর্জনায় পরিপূর্ণ। 'সব পয়ঃপ্রণালী দশ বৎসরের অনাদরে জঞ্জালাবদ্ধ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জট [স] ১ *বিণ* বিশৃঙ্খলভাবে জড়িয়ে গেছে এমন। 'পাঁচ ঠাঁঞি ভাঁড়ুর রাখিল জট চুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* জটিলতা। 'শাস্ত্রাচারের জটমোচন করতে করতেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিলেন।' *শরীফ*,

১৯৭০।

জট ছাড়ানো *ক্রি* জটিলতা মোচন করা। 'কী করলে জট ছাড়ানো যাবে, জঞ্জাল দূর হবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জট পড়া ১ *ক্রি* জট পাকিয়ে যাওয়া। 'গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরও জট পড়ে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বিণ* জড়িয়ে গাঁট হয়েছে এমন। 'জট-পড়া চুল উড়বার চেষ্টা করছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

জট পাকানো *ক্রি* তালগোল পাকিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করা। 'তুই আবার এ কী জট পাকিয়ে বসে আছিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জটবাঁধা *বিণ* জড়িয়ে গাঁট হওয়া। 'জটবাঁধা ঝুল কালো বটগাছতলে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

জটমোচন *বি* জটিলতা দূরীকরণ। 'শাস্ত্রাচারের জটমোচন করতে করতেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিলেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

জটলা [স জট>] **১** *বি* জল্পনা। 'আম্র-কাননের মধ্যে দস্যুদল জটলা করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪। **২** *বি* ভিড়। 'বাড়িটাতে গিয়ে জটলা করে বসলেই যেন আপাতত সংসারের সমস্ত অভাব দূর হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৩** *বি* অনেকের সমাবেশ। 'জটলা করে তীরে রাখাল এসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৪** *বি* সম্মিলন। 'সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জটা [স] **১** *বি* বিশৃঙ্খল চুলের গুচ্ছ। 'কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।' বড়ু, ১৪৫০; 'তোমার মুখখানা বিশ্রী জটাঢাকা ছিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বি* ঝুরি। 'বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জটাক্ষ [স] *বি* খোঁপা। 'সিরে ধরে জটাক্ষ বসন বাকল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জটাচাঞ্চল্য [স] *বি* চুলের জটার নড়াচড়া। 'সে যেন উলসিত শিবের জটাচাঞ্চল্য।' *নজরুল*, ১৯২৬।

জটাজাল [স] **১** *বি* চুলের জটারাশি। 'চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি জাহ্নবী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* জটিলতা। 'চিন্তার এলোমেলো জটাজাল অন্ধকারে হামাগুড়ি দেওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।' *শওকত*, ১৯৫৮।

জটাজুট [স জটাজূট] *বি* জটারাশি। 'জুটাজুটময়ী জয়া যাত্রা-শিরোমণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'জটাজুট করিল মুণ্ডন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জটাজুটধারী [স জটাজূটধারী] *বিণ* জটাবদ্ধ চুলের অধিকারী। 'প্রাঙ্গণে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জটাজুটবতী [স জটাজূটবতী] *বিণ স্ত্রী* জটাবদ্ধ চুলের অধিকারী। 'জটজুতবতী জে যাত্রিক-শিরোমুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জটাজূট [স] *বি* চুলের জটরাশি। 'নিজে তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ, তৎপশ্চাৎ আগুল্‌ফবিলম্বিত পিঙ্গল বর্ণ জটাজূটভার।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

জটাজূটধারী [স] *বিণ* জটাবদ্ধ চুলের অধিকারী। 'জটাজূটধারী এক পৌনে-ষোলো-আনা নাগা সন্ন্যাসী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জটা-ঝোলা *বিণ* জটা ঝুলে পড়েছে এমন। 'জটা-ঝোলা বটের ডালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জটাঢাকা *বিণ* জট দিয়ে আবৃত। 'তোমার মুখখানা বিশ্রী জটাঢাকা ছিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

জটাধর [স] *বিণ* জটা ধারণ করেছে এমন। 'উন্মত্ত লাঙ্গট জটাধর চিতাধূলি গায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জটাধারণ [স] *বি* চুল জটা করে রাখা। 'মদারি-সম্প্রদায়ী লোকে জটাধারণ, ভস্মলেপন, অগ্নিসেবন ও প্রচুর পরিমাণে সম্বিদা সেবন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জটাধারী [স] *বিণ* জড়ানো গুচ্ছাকৃতি চুলের অধিকারী। 'কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটাধারী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জটানিঃসৃত [স] *বিণ* অবিন্যস্ত লম্বা কেশরাশি থেকে নামা। 'হোক জটানিঃসৃত অগ্নিভুজঙ্গম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জটাপাক [স] *বি* জটাজাল। 'শূন্যক্ষরা নীরে বিড়ম্বিত জিজ্ঞাসার বক্র জটাপাক।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

জটাবল্কল [স] *বি* গাছের জড়ানো-পাকানো ছাল। 'রামকেও জটাবল্কল ধারণ করিতে হইয়াছিল।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

জটা বুড়ি *বি* চুলে জটা আছে এমন বুড়ি। 'ধোঁয়ার কুণ্ডলি জটা বুড়ির চুলের মতো কেবলই পাকিয়ে উঠছে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

জটাভার [স] *বিণ* জটাযুক্ত। 'নহি মোরা জটাভার চিকুবক বেনী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'জটাভার মস্তকে গোপি করিলা গমন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জটাভ্রষ্ট [স] *বিণ* জটা থেকে পতিত। 'গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

জটাময় [স] *বিণ* বিশৃঙ্খল। 'ধীরে ধীরে মহারণ্য নাড়িতেছে জটাময় মাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

জটারাশি [স] *বি* চুলের জটাগুচ্ছ। 'দীর্ঘ জটারাশি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

জটাইবুড়ি [স জটা>+বুড়ি] *বি স্ত্রী* জটাধারী বুড়ি। 'ইরুমাসি শুরু করেছিল জটাইবুড়ির কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

জটাউ [স জটায়ু] *বি* রামায়ণে উল্লিখিত পাখিবিশেষ। 'দেখিতে জটাউ পক্ষ আর কথো দুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জটায়ু [স] *বি* রামায়ণে বর্ণিত পাখিবিশেষ। 'বাগানের সমস্ত গাছপালা পায়ে-শিকলি-বাঁধা প্রকাণ্ড জটায়ু পাখির মতো ডানা আছড়ে ঝটপট ঝটপট করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জটিল [স] **১** *বিণ* জমকালো; জাঁকালো। 'কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদ এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* পেঁচানো; জটবাঁধা। 'জটিল সে তরু বটে কুটিল ত নয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বিণ* যন্ত্রণাময়। 'কুটিল হইল পথ, জটিল জীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* দুরূহ। 'রাজ্যশাসনপ্রণালী জটিল ও বিস্তৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৫** *বিণ* ভয়ানক। 'কুটিল হাসি ঘটিয়ে তোলে জটিল সর্বনাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৬** *বিণ* কুটিল। 'আমরা জটিল ঢের হয়ে গেছি।' *জীবন*, ১৯৪২। **৭** *বিণ* গুরুতর; কঠিন। 'নূতন জানাজানির ভিতর দিয়া দেশের অনেক জটিল সমস্যা সহজ মীমাংসার পথে আসিবে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

জটিলঝুরি *বি* জটপাকানো ঠেসমূল। 'দীর্ঘতর বট, এমন জটিলঝুরি ...।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

জটিলতম [স] *বিণ* অত্যন্ত জটিল। 'বৃহত্তম অনুভাব হইতে অতি সূক্ষ্মতম অনুভাব, জটিলতম অনুভাব হইতে অতি বিশদতম অনুভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। '... একটি জটিলতম আলোচ্য বিষয়।'

মোহাম্মদী, ১৯৩১।

জটিলতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত জটিল। 'ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত জটিলতর সংস্রব থাকে যে, বালিকা নিকট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'ক্রমে সমাজজীবন জটিলতর হল।' *শিব*, ১৯৫০।

জটিলতরো [স জটিলতর] *বিণ* অধিকতর জটিল। 'মামলাকে জটিলতরো করিয়া খুশিমতো মীমাংসার দিকে ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

জটিলতা [স] *বি* দুর্বোধ্যতা। 'ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জটিলতাপূর্ণ [স] *বিণ* গোলমেলে। 'ভারতের অবস্থা এখন জটপাকানো জটার মতোই জটিলতাপূর্ণ।' *নজরুল*, ১৯২২।

জটিলতামুক্ত [স] *বিণ* সরল। 'ব্যাপারটাকে জটিলতামুক্ত করবার জন্য জিনিশগুলি খুলে ধরে ...।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

জটিলমস্তক [স] *বিণ* মাথায় জটাযুক্ত। 'জটিলমস্তক বট চারিদিকে ঝুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জটিলা [স] *বিণ স্ত্রী* কূটবুদ্ধিসম্পন্ন; দজ্জাল। 'জটিলা শাশুড়ী খুন্তি পোড়াইয়া তাঁহার গাত্রে ...।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮৬।

জঠর [স] **১** *বি* পেট। 'হেনক নরক সুন জঠর জননি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* গর্ভ। 'জেই কালে জন্মিলাঙ যশোদা-জঠরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* গহ্বর। 'একটু হেসে-খেলেই ভরে যায় এর মনের জঠর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জঠরজ্বালা [স] *বি* ক্ষুধার যন্ত্রণা। 'প্রবাসীরা জঠর-জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জঠরদেশ [স] *বি* পেট। 'স্বাভাবিক তার জঠরদেশ – স্ফীতির কোন চিহ্ন নাই সেখানে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

জঠরযন্ত্রণা [স] *বি* প্রসববেদনা (এখানে মুদ্রণবিষয়ক বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা)। 'মুদ্রাযন্ত্রের জঠরযন্ত্রণার হাত সে এড়াইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

জঠরলগ্না [স] *বিণ* উদরসংলগ্ন। 'রাত্রির জঠরলগ্না। ছায়াচ্ছন্ন অপদেবতার।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

জঠরস্থ [স] *বিণ* উদরে অবস্থিত; গর্ভস্থ। 'তাহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জঠরহুতাশ [স] *বি* ক্ষুধার যন্ত্রণা। 'পরের উঞ্ছ অঞ্চলে লয়ে ঢালিনু জঠরহুতাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জঠরাগ্নি [স] *বি* ক্ষুধার তাড়না। 'জঠরাগ্নির বাড়া তো আর অগ্নি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

জঠরানল [স জঠর-অনল] *বি* ক্ষুধার তাড়না। 'জাবত জঠরানলে ছাওাল না মানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জঠি [স জ্যেষ্ঠী] *বি* টিকটিকি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জঠুর [স জট>] *বিণ* শক্ত। 'যার মাংস জঠুর ও বিস্বাদ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

জঠোর [স জঠর>] *বি* পেট। 'কিসের আগুন? জঠোরের।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

জড় [স] **১** *বিণ* আন্তরিকতাহীন। 'কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বে জড়-ব্যবহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* একত্র। 'চারি পাঁচ দুঃখ মোর হইআ গেল জড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* মূল। 'শত হাত পতাকা উপরে যার জড়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৪** *বিণ* অজ্ঞান। 'তিনি পশুদিগের জড় বুদ্ধির ন্যায় তাহাদিগের বুদ্ধিও এ প্রকার নির্দিষ্ট সীমা নির্ণয় করিয়া দিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৫** *বিণ* বিকলাঙ্গ। 'তদবস্থায় তাঁহার যে দুই সন্তান জন্মে, দুটিই জড় হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৬** *বিণ* নিষ্প্রাণ। 'বিচারপতি সাহেব বুদ্ধিজীবী মানুষকেও জড় বিষয়ের মধ্যে গণ্য করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১। **৭** *বি* বস্তুর উপাদান। 'মানুষের সহিত জড়ের সম্বন্ধ লইয়াই সংসার নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৮** *বি* বস্তু। 'যাহারা জড়ের উপাসনা করে তাহারাই আমাদের ভক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৯** *বিণ* স্তূপীকৃত। 'নিজের ক্ষুধার অন্ন আনিয়া চরণে করিব জড়?' *জসীম*, ১৯৩১।

জড়কণা [স] *বি* বস্তুকণা। '... জ্যোতির্কণা ও জড়কণার মধ্যে নিহিত ছিল সম্ভাবনারূপে, ভ্রূণরূপে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

জড় করা *ক্রি* জোগাড় করা। 'জড় করে আনি সব, থাক সেই আশাতে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

জড়জগৎ [স] *বি* বস্তুজগৎ। 'ইউরোপে ঘোর মেটেরিয়ালিজমের যুগে ঐ উপমাটি জড়জগৎ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

জড়তা [স] **১** *বি* আড়ষ্টতা। 'জিভ্যার জড়তা কিবা মনের বাসনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* প্রাণহীনতা। 'লোকের অন্তঃকরণ জড়তায় আচ্ছন্ন হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

জড়তাক্রান্ত [স জড়তা-আক্রান্ত] *বিণ* জড়তাগ্রস্ত। 'দুর্মর চারিত্রিকের সমাবেশের ফলেও সমাজ জড়তাক্রান্ত হতে পারে।' *শিব*, ১৯৫৬।

জড়তাপ্রযুক্ত [স] *বিণ* জড়তাগ্রস্ত। 'বুদ্ধির জড়তাপ্রযুক্ত, বাহ্যবস্তু সকলকে আপনাদিগের আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

জড়তাশিলা [স] *বি* জড়তা রূপ পাথর। 'আত্মার আলোকচ্যুত জড়তাশিলায়।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

জড়তাশূন্য [স] *বিণ* আড়ষ্টতাহীন। 'পাখির মতো জড়তাশূন্য দৃষ্টি নিয়ে জেগে উঠতে পারে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

জড়তাহারী [স] *বিণ* আড়ষ্টতা দূর করে এমন। 'মুখের জড়তাহারী কে আর এমন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জড়ত্ব [স] **১** *বি* নিষ্ক্রিয়তা। 'আমারে ডুবায়ে দেয় জড়ত্বের তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* জড়তা। 'অভ্যাসের জড়ত্ব হঠাৎ এক মুহূর্তের ... কেন যে একটুখানি ছিঁড়ে জানি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জড়ত্বজনক [স] *বিণ* স্থবির; জড়পদার্থের ন্যায়। 'এমন জড়ত্বজনক জিনিষ আর কিছু নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জড়ত্বজয়ী [স] *বিণ* স্থবিরতাকে জয়কারী। 'জাগে সুন্দর, জাগে নির্মল, জাগে আনন্দময়ী – / জাগে জড়ত্বজয়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জড়ত্বনাশা [স] *বিণ* জড়তা-নাশক। 'এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা, জড়ত্বনাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

জড়ত্বপ্রাপ্ত [স] *বিণ* আড়ষ্টতাপূর্ণ। 'পৃথিবীর প্রচলিত ও জড়ত্বপ্রাপ্ত নীতির বিরুদ্ধে।' *হাই*, ১৯৫৪।

জড়ত্বপ্রাপ্তি [স] *বি* আড়ষ্টতা। 'তাতে অনুভূতির সূক্ষ্মতাসাধনের চাইতে অনুভূতির জড়ত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই বেশি।' *শিব*, ১৯৫০।

জড়দেহ [স] *বি* স্থূল দেহ। 'আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

জড়দেহী [স] *বিণ* অচেতন দেহের মতো। 'ভুলে থাকি শিল্পে, মোহে, নীচতায়, রুগ্ন জড়দেহী।' *শক্তি*, ১৯৬১।

জড়ধর্ম [স] *বি* জড় পদার্থের স্বভাব। 'আমাদের মনের মধ্যে স্বভাবতই অনেকটা পরিমাণে জড়ধর্ম আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জড়ধী [স] *বিণ* জড় বুদ্ধিসম্পন্ন। 'নিতান্ত জড়ধী না হলে এই অসামান্য সংঘটনকে অগ্রাহ্য করা একেবারেই অসম্ভব।' *শিব*, ১৯৫৬।

জড়নিদ্রা [স] *বি* জড় পদার্থের মতো নিশ্চলতা। 'আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ ... আবর্তিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

জড়পদার্থ [স] *বি* অচেতন পদার্থ। 'জড়পদার্থ ঘটিত কার্য্য বিবিধ প্রকার ভৌতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জড়-পিণ্ড [স] *বি* জড়পদার্থ। 'বাস্তবিক উহা পৃথিবীর তুল্য এক প্রকাণ্ড জড়-পিণ্ড।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জড়পিণ্ডবৎ [স] *বিণ* জড় বস্তুর মতো। 'বর্ত্তমান কালের ন্যায় জড়পিণ্ডবৎ করিতে সমর্থ হয় নাই।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

জড়পুত্তলিবৎ [স] *বিণ* প্রাণহীন পুতুলের মতো। 'জড়পুত্তলিবৎ ও মনুষ্যত্বের খর্ব্বকার অবস্থায়।' *সওগাত*, ১৮২৬।

জড়পূজা [স] *বি* জড় বস্তুর উপাসনা। 'নরপূজার, জড়পূজার, প্রতীক ও প্রকৃতিপূজার।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

জড়প্রকৃতি [স] *বিণ* জড়ের মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'এক-একটি জড়প্রকৃতি লোক আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জড়প্রতিমা [স] *বি* প্রাণহীন প্রতিচ্ছবি। 'আমাদের মনে জাগ্রত না থাকিলেও তাহার জড়প্রতিমা কোনোমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জড়প্রথাবন্ধন [স] *বি* প্রাণহীন নিয়মের বন্ধন। 'কেবল পূর্বাপরপ্রচলিত জড়প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে যোগসাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জড়বৎ [স] ১ *বিণ* জড়ের মতো। 'স্পন্দহীন জড়বৎ নীরব।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* স্থির। 'শব্দ উচ্চারণে আত্মহারা হইয়া জড়বৎ দণ্ডায়মান থাকিতে হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

জড়বস্তু [স] *বি* অচেতন পদার্থ। 'চন্দ্র সূর্যাদি জড়বস্তুর আরাধনা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

জড়বাদ [স] *বি* দেহাত্মবাদ; আত্মার চৈতন্যে অবিশ্বাস। 'খাঁটি জড়বাদের মধ্যে বুদ্ধির একটি সততা আছে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

জড়বাদী [স] *বিণ* আত্মার চৈতন্যময়তায় বিশ্বাস করে না এমন; বস্তুবাদী। 'আজিকার জড়বাদী জগতের পক্ষে উপলব্ধি করা একবারে মুস্কিল ব্যাপার।' *জয়তী*, ১৯৩০।

জড়-বিজ্ঞান [স] ১ *বি* জড় পদার্থ বিষয়ক বিজ্ঞান; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। 'উনবিংশ শতাব্দীতে জড়-বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি।' *সবুজ*, ১৯১৭। ২ *বি* বস্তুবাদ। 'পুরাতন জড়-বিজ্ঞান ও দর্শন নির্বাসিত করতে হবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

জড়বিশ্ব [স] *বি* নিষ্প্রাণ বস্তুজগৎ। 'অনশ্বর জড়বিশ্বে জেগে থাকে মানুষী চেতন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জড়বিষাদ [স] *বি* জড়তা আচ্ছন্ন বিষাদ। 'মোচন করো জড়বিষাদ মোচন করো হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জড়বুদ্ধি [স] *বি* নির্বুদ্ধিতা। 'যারে দিলা জড়বুদ্ধি বচনে নাহিক সিদ্ধি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জড়ভরত [স] ১ *বি* স্থূলবুদ্ধি ও জড়ভাবাপন্ন ব্যক্তি। 'গাড়ীতে বসিয়া জড়ভরতের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯; 'এ রকম স্ত্রীলোক দেখলে পুরুষগুলোকে নিতান্ত আনাড়ি জড়ভরত মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ২ *বি* পৌরাণিক রাজাবিশেষ। 'আমার বাবার মুখে শোনা জড়ভরতের উপাখ্যান।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জড়ভাবাপন্ন [স] *বিণ* জড়তাপ্রাপ্ত। 'সজীব বস্তু কিরূপ জড়ভাবাপন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জড়ময় [স] *বিণ* জড়নির্মিত। 'তাহাও এক অদ্ভুত জড়ময় বস্তু, অন্তরীক্ষে অতি দ্রুতবেগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জড়যন্ত্র [স] *বি* অচেতন পদার্থ। 'মানুষ তো জড়যন্ত্র নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জড়যবনিকা [স] *বি* অন্ধকারের পর্দা। 'যবে আলোতে আলোতে লীন হত জড়যবনিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জড়রাজত্ব [স] *বি* প্রাণহীনতার রাজত্ব। 'জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

জড়রূপে *ক্রিবিণ* নিষ্ক্রিয়ভাবে। 'অষ্টমেত জড়রূপে ভরথ অবতরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জড়শক্তি [স] *বি* প্রাণহীন শক্তি। 'জড়শক্তি অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি দুর্ধর্ষতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জড়শয্যা [স] *বি* অলস শয্যা; কর্মহীনের শয্যা। 'সে তার জড়শয্যা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জড়শয়ন [স] *বি* জড়ের মতো নিদ্রা। 'সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর ... জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

জড়শীলতা [স] *বি* ভীত ও আড়ষ্টতা। 'পণ্ডিতদের ধর্মে জড়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, যার সব কিছু পণ্ড হয়ে গিয়েছে সেই পণ্ডিত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জড়সড় [স জড়>] ১ *বিণ* আড়ষ্ট। 'জর্জ্জর হইয়া কাঁপিতে২ অবসন্ন অর্থাৎ জড়সড় হইয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিণ* কুঁচকানো। 'আমরা ভয়ে জড়সড় হইব না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'ভ্রূ একটু জড়সড় করিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বিণ* ভীত। 'অসির শাসনে মোরা হব জড়সড়।' *জসীম*, ১৯৩১। *দ্র* **জড়োসড়ো**

জড়াবস্থা [স জড়-অবস্থা] *বি* স্থবিরতা। 'পূর্ববর্তী জড়াবস্থার সঙ্গে তুলনামূলক বৈষম্য ... রেনেসাঁকে চিহ্নিত করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

জড়োপাসক [স জড়-উপাসক] *বিণ* জড় বস্তুর আরাধনাকারী। 'ঐক্যবিহীন, জড়োপাসক নির্বীর্য নগণ্য জাতিতে পরিণত করবে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

জড়া [স জট] ১ *বি* কুণ্ডলী। 'বাহির হইতে পথ নাই নাগে করিছে জড়া/ লিখিতে গণিতে নারি যত আছে বড়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বিণ* জড়ানো। 'অষ্টবেকি গুজরি কড়া, পায়েতে ঘুঙ্গুর জড়া।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

জড়াও [হি] হিরা-মণি-মুক্তা খচিত গহনা। 'কএক আদদ জড়াও দ্রব।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

জড়াও জিগা *বি* মূল্যবান মণিখচিত অলংকার। 'জড়াও জিগা, সিরপেচ, মুক্তার মালা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

জড়াজড়ি [স জট>] ১ *বি* জাপটা-জাপটি। 'মল্লে মল্লে হুড়াহুড়ি জড়াজড়ি ক্ষিতিপড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* ঘনিষ্ঠভাবে লাগালাগি অবস্থা। 'জীর্ণদেহ বট অশ্বত্থের গাছ জড়াজড়ি করি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বি* আলিঙ্গন। 'মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ধরে পাগলের

মতো তীব্র আমোদে ঘুরপাক খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'নিজের চোখে বউ আর বন্ধুকে জড়াজড়ি করিতে দেখিলেও ...।' *মানিক*, ১৯৪০।

জড়ানো, জড়ান [স জট>] ১ *ক্রি* জড়িয়ে ধরা। 'হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বেষ্টন করা। 'জড়াউ কোমরে পাটা।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *ক্রি* আচ্ছন্ন হওয়া। 'আলস্যে পিড়িত দেবি নিদ্রাএ জড়িল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *ক্রি* জটিল করা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *ক্রি* প্যাঁচিয়ে যাওয়া। 'দৈবাৎ কসার ঘাস যে ডেঙ্গার নিকট হইয়াছিল তাহাতে জড়াইয়া পড়িল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৬ *ক্রি* পরিধান করা। 'জড়াও পৈঁছা ৪ ছড়া।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৭ *ক্রি* সম্পৃক্ত করা। 'তুমি এসো, দাও যোগ বাধার মতন জড়াও চরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৮ *ক্রি* পাকানো। 'তার স্ত্রীর একগুচ্ছ চুল খোঁপা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া আঙুলে জড়াইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৯ *ক্রি* আলিঙ্গন করা। 'কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জড়িয়ে আসা *ক্রি* আড়ষ্ট হওয়া। 'তাহার জিহ্বা ক্রমে জড়াইয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জড়িয়ে-জড়িয়ে *ক্রিবিণ* আড়ষ্টভাবে। 'কথায় কথায় ইনিয়ে-বিনিয়ে লতিয়ে-লতিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জড়িয়ে-পড়া ১ *ক্রি* আটকা পড়া। 'স্বপ্নের জালে ব্যর্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বিণ* মিশে-থাকা। 'আমার বিশ বছরের জীবনে জড়িয়ে-পড়া নিতান্ত আপনার মানুষটিকে হারাতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বিণ* বাঁধা-পড়া। 'সে অশ্বত্থের আলিঙ্গনে জড়িয়ে-পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জড়িয়ে-মড়িয়ে *ক্রিবিণ* ভালো-মন্দ মিশিয়ে। 'সবসুদ্ধ জড়িয়ে-মড়িয়ে কাইরো টুরিস্টজনের ভূস্বর্গ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জড়াপটকি *বি* বিশৃঙ্খলা। 'নানা সূত্রের এহেন জড়াপটকি বাধানো যে সম্ভব।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

জড়ালসভাবে [স] *ক্রিবিণ* নিষ্ক্রিয় আলস্যের সঙ্গে। 'দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জড়ি [ফা জরীন] *বিণ* সোনা। 'হীরা জড়ি চান্দোয়া যে মাণিক্য পেখন।' *সুলতান*, ১৭০০।

জড়িপাড় [ফা জরীন+পাড়] *বিণ* সোনালি পাড়যুক্ত। 'এককোণে চওড়া জড়িপাড় লাল মখমলে মোড়া উঁচু বরাসন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জড়িত [স] ১ *বিণ* খচিত। 'হিরাঞ্জঁ জড়িত/ রতন কুণ্ডল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* পরিহিত। 'অঙ্গুলিজড়িত মোর আছে গরুড়মণি/ এই হেতু হাথে মোর না খাইল ফণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* মিশ্রিত। 'গরলে জড়িত বিষ দুষ্ট খরতর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৪ *বিণ* আবদ্ধ। 'দরিদ্র ভারত দুশ্ছেদ্য ঋণজালে জড়িত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৫ *বিণ* আড়ষ্ট। 'সরমে জড়িত জিহ্বা, বচন না সরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৬ *বিণ* সংশ্লিষ্ট। 'খেলাফৎ ও তুরস্কের সহিত হিন্দুর কোন স্বার্থ জড়িত নাই।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

জড়িতকণ্ঠ [স] *বি* ধরা-গলা। 'জড়িতকণ্ঠে খুকি আবার জিজ্ঞাসা করে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

জড়িতবিজড়িত [স] *বিণ* সম্যকভাবে সংশ্লিষ্ট। 'প্রকৃতির বিশ্বকার্য এবং মানবের মানসিক সৃষ্টি পরস্পর জড়িতবিজড়িত হয়ে নানা আকারের ছায়াকুঞ্জ নির্মাণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জড়িতমিশ্রিত [স] *বিণ* তালগোল-পাকানো। 'মানুষের ভাব সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য জড়িতমিশ্রিত, ভগ্নখণ্ড, ক্ষণস্থায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জড়িতস্বর [স] ১ *বি* জড়িয়ে গেছে এমন কণ্ঠস্বর। 'বিছানার চারি দিকে হাত বুলিয়ে জড়িতস্বরে বললেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* টানাস্বর। 'বই খুলে একঘেয়ে জড়িতস্বরে পড়তে শুরু করল।' *হাসান*, ১৯৬০।

জড়িবড়ি, জড়িবুটি [স জটা+স বটী] *বি* শিকড় বা জড় থেকে তৈরি ওষুধ। 'জড়িবুটির পুঁটলি হাতে তাহাকে প্রায়ই দেখা যায়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮; 'রাজবৈদ্য তার জড়িবড়ি ওষুধের পাটা ঘষিতে ঘষিতে আসিলেন।' *জসীম*, ১৯৬০।

জড়িমা [স] ১ *বি* জড়তা। 'বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দবিহ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'স্মঙরণে জড়িমা জায় দূরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আবেশ। 'জড়িমাজড়িত তনু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

জড়িমা-জড়িত [স] *বিণ* আড়ষ্ট; জড়তায় আচ্ছন্ন। 'কি কারণে শব্দাড়ম্বরময় জড়িমা-জড়িত ভাষা মনে করেন।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

জড়ীভূত [স জড়>] ১ *বিণ* জড়তায় আচ্ছন্ন। 'আপন সাজেতে জড়ীভূত হইয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* স্পন্দনহীন; চেতনা নেই এমন। 'আমাদের জড়ীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* আচ্ছন্ন; হতবুদ্ধি। 'বিষম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* উৎসাহহীন। 'জড় অভ্যাসের জালে প্রতিদিন জড়ীভূত হয়ে পড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জড়ুল [হি] *বি* শরীরের তিলের চেয়ে বড়ো চিহ্ন। 'ফিরিছে জড়ুলে, ফিরিছে ভুরুর তিলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

জড়ো [স জটা>] *বিণ* জমা। 'করিছে প্রমাণ জড়ো পাঁজি পুঁতি খুলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জড়ো-হওয়া *বিণ* সমবেত। 'গেটের পাশে জড়ো-হওয়া কাঙালীরা হাসে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

জড়োপাসক *দ্র* জড়

জড়োয়া [হি জড়াউ] *বি* মণিমুক্তা বা মূল্যবান প্রস্তরাদি খচিত অলঙ্কার। 'আমাদের জড়োয়া চিক নির্ম্মিত হইয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

জড়োসড়ো [স জটা>] ১ *বিণ* ভীত ও আড়ষ্ট। 'কতকগুলি জড়োসড়ো ঘোমটাচ্ছন্ন স্ত্রীগণকে নিম্নশ্রেণীতে পুরে দেওয়া হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* সংকুচিত। 'জড়োসড়ো নির্বোধ কাঁচুমাচু ভাব কিচ্ছু নেই অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। *দ্র* **জড়সড়**

জণি [স যেন] *অব্য* যেন। 'সেজণি এহাক শুণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জৎ *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী সিন্ধু – তাল জৎ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

জত [স যাবৎ] ১ *বিণ* যত। 'হাথ দিআঁ দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে/ জত বড় উপজিল জ্বরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* যে পরিমাণে। 'জত জত করিতহু তত মন জাগ। অনুসএ হীন ভেল অনুরাগ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জতখন *ক্রিবিণ* যতো সময়; যে পর্যন্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জতদিন *ক্রিবিণ* যতোদিন। 'কষ্ট দেসে প্রান মোর জতদিন ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জতবার *ক্রিবিণ* যতোবার। 'জতবার মৈল গৌরী তাহার নিসান করি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জতোটী *বি* যতোটি ।*ওসাঁ*, ১৭৮২।

জতুগৃহ [স জতুগৃহ] *বি* লাক্ষা বা গালা দিয়ে তৈরি ঘর। 'যুক্তি করি

ইন্দ্রপ্রস্থে জতগৃহ করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জতচীত [স যথোচিত] *বিণ* যথোচিত। 'তাহাতেই জতচীত ভাবিত আছি।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

জতন [স যত্ন] **১** *বি* সাবধানতা। 'তোহ্মা তেজিলোঁ জতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* চেষ্টা। 'না কর জতন/ সুন্দরী রাধা/ আহ্মাত না পাত মায়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জতনে *ক্রিবিণ* যত্নে। 'খুদ কিছু ধার নিহ সয়্যের ভবনে/ কাঁচড়া খুদের কাঁজি রান্ধিবে জতনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জতয় [স যাবৎ] *ক্রিবিণ* যে-পরিমাণে। 'সঙ্খ সিন্দুর আদি জতয় কঙ্কন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জতি [স যৎ>] *অব্য* যদি (সম্ভাবনা অর্থে)। 'চলিতে না পার জতি গোওআলার নারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জতু [স] *বি* লাক্ষা বা গালা। **জতুগৃহ** [স] *বি* লাক্ষা বা গালা দিয়ে তৈরি ঘর। 'জতু গৃহে মুক্তি পঞ্চ পাণ্ডবে রক্ষিনু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'হিংসুকের বন্ধদ্বার জতুগৃহে আনো অবকাশ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জতুঘর *বি* লাক্ষা বা গালা দিয়ে তৈরি ঘর। 'নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাসিক যৌথ জতুঘরে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

জতুর ঘর *বি* জতুগৃহ। 'চতুর্থে জতুর ঘরে/ রাখিলা হামিদ খাঁরে/ আনলে দহিয়া পরীক্ষীলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জতুচিত [স যথোচিত] *ক্রিবিণ* উপযুক্তরূপে। 'কানু বোলে ঘুল মুহ্ন কহি জতুচিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

জতেক [স যাবৎ>] *ক্রিবিণ* যতো। 'জতনে জতেক ধন পাপে বটোরলুঁ মেলি পরিজনে খায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জতোটীতে *ক্রিবিণ* যত জায়গায়। 'চেষ্টা জতোটীতে করিতেছি খরচপত্রের ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

জত্তন [স যত্ন] *বি* যতন; আদর। 'পুর্ব্বে নিসেদিল তোরে করিয়া জত্তন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জত্তনে *ক্রিবিণ* যত্ন সহকারে। 'তৃতীএ গোছল অতি জত্তনে করিব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জত্ন [সযত্ন] *বি* আগ্রহ। 'জত্ন করি আনিল তাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জত্ননে *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে; সযত্নে। 'আর এক বর দিব পালিয় জত্ননে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জত্নেক *ক্রিবিণ* যত্ন সহকারে। 'মায় সমে জত্নেক খাএ চারি সহোদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জত্নেন *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে। 'নিবায় জত্নেন করি পাপিষ্ট আগুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জত্নো [স যত্ন] *বি* যত্ন। 'আমি ঘোড়া বে পীহাত জত্নো তনদামি করিছিলাম।' *বোগল*, ১৭৭০।

জথ [স যতি] *বিণ* যতো। 'সজীবে করহ গ্রাস ইথে মিথ্যা অভিলাষ মোহব্রত জথ সতন্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জথা [স যথা] *ক্রিবিণ* যেখানে। 'আছএ অমৃত জথা নন্দন বনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জথাএ *ক্রিবিণ* যেখানে। 'জথাএ চলি জাও তুহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জথাঁ *ক্রিবিণ* যেখানে। 'জথাঁ আইলেঁ সি তথা জানী।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

জথাজোগ্য [স যথাযোগ্য] *বিণ* উচিতমতো। 'জথাজোগ্য জথাদান বিষ্ণুর সেবন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জথাতথা [স যথাতথা] *ক্রিবিণ* ইতস্তত। 'জথাতথা সয়ন অলস সুবেস কত।' *মালাধর*, ১৫০০।

জথাদান [স যথাদান] *বি* উপযুক্ত দান। 'জথাজোগ্য জথাদান বিষ্ণুর সেবন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জথাবিধি [স যথাবিধি] *ক্রিবিণ* নিয়মানুযায়ী। 'জথাবিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ হইল অবসান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জথি [স যথা] *ক্রিবিণ* যেখানে। 'জথি সোলো উপচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জথোচিত [স যথোচিত] *ক্রিবিণ* যথাযোগ্য। 'জথোচিত দক্ষিনা দিল জতেক ব্রাহ্মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জদি, জদী [স যদি] *অব্য* যদি। 'তুহুঁ জদি কহসি করিএ অনুসঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সেহ জদি অল্প জ্ঞান করিল আমারে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'জদী কোনো ইংরেজ লোক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

জদ্যপি, জদ্যপী [স যদ্যপি] *অব্য* যদি। 'জদ্যপী ... তোমার কাজ্য কথক তফাত পড়িবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'জদ্যপি বাকি মযকুরে আদায় না করে ... তবে নিলামে বিক্রী হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

জদ্যবি, জদ্ববি [স যদ্যপি] *অব্য* যদিও। 'জদ্যবি ইস্তবা দিয় তবে আকীম কহিবেক তুমি কাহীল ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯; 'জদ্ববি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জন [স] **১** *বি* ব্যক্তি। 'ভাল বুলিবে তোরে গুণী কোন জন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* গণ। 'সভাপতি আর সব সভাসদ জন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জন-অরণ্য [স] *বি* বহু লোকের ভিড়। 'জন-অরণ্য হেরিছে হেলায় অচল-অটল-ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জনকতক [স জন+স কতি>] *বিণ* কয়েকজন। 'জনকতক আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া হরবল্লভ কার্য সমাধা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

জনকতো [স জন+স কতি] *বিণ* কয়েকজন। 'একদিন হাটে যায় জনকতো মেয়্যা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জনকয়েক [স জন+স কতি+স এক] *বিণ* কয়েকজন। 'জনকয়েক পিয়াদা হন হন করিয়া আসিয়া বরদাবাবুকে ঘিরিয়া ফেলিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জন খাটা [স জন+খাটা] *ক্রি* মজুরের কাজ করা। 'দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জনে জনে *ক্রিবিণ* প্রত্যেককে। 'জনে জনে জিজ্ঞাসা করিলাম ঘরে ঘরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জনক [স] **১** *বি* পিতা। 'শ্মশুরে সকল লোক জনক জননি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সৃষ্টিকারী। 'উপদ্রব জনক সে ব্যক্তি হয়।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

জনক জননী [স] *বি* পিতামাতা। 'জনক জননী আর না করে তল্লাস।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

জনকতাশক্তি [স] *বি* উৎপাদনশক্তি। 'জীবের জনকতাশক্তি অতি ভয়ানক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জনকত্ব [স] *বি* প্রবর্তনকারী। 'সেই জনকত্বই তাঁর স্থিতি।' *শরীফ*, ১৯৭০।

জনকবর [স] *বি* পিতা। 'দারুণ জনকবর আকুল হৃদএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জনক-ভবন [স] *বি* পিতার বাড়ি। 'জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কী তার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জনকানুরাগ [স জনক-অনুরাগ] *বি* পিতার প্রতি অনুরাগ। 'কন্যার জনকানুরাগে অখণ্ড বিশ্বাস করেন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

জনকেশ্বর [স জনক-ঈশ্বর] *বি* খ্রিস্টানদের দেবতা। 'জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বর, এই ঈশ্বরত্রয় খ্রিষ্টানদিগের উপাস্য দেবতা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জনকল্যাণ [স] *বি* সর্বসাধারণের কল্যাণ। 'তারা পৃথিবীর জনকল্যাণেই ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

জনকল্যাণকর [স] *বিণ* জনগণের কল্যাণধর্মী। 'দু একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ছিল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

জনকল্যাণবোধ [স] *বি* সর্বসাধারণের মঙ্গল করার উপলব্ধি। 'জনকল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ মহিলারা গ্রহণ করুন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

জনকল্যাণমূলক [স] *বিণ* জনহিতকর। 'গণতান্ত্রিক ও জনকল্যামূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

জনকোলাহল [স] *বি* মানুষজনের শোরগোল। 'গাড়ি, ঘোড়া, জনকোলাহল প্রভৃতিতে অবাক হয়ে যেতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জনখান *বি* শিষ্টাচার বিনিময়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জনগণ [স] *বি* জনসাধারণ। 'জনগণ সন্নিধানে স্ব স্ব নামে সম্ভ্রমাভিলাষী হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জনগণতান্ত্রিক [স] *বিণ* জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা চালিত। 'জনগণতান্ত্রিক বাঙলাদেশের মানুষ।' *পাশা*, ১৯৭১।

জনগণনেতা [স] *বি* জনগণের নেতা। 'জনগণনেতা হতে চায় যারা তারা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

জনগণপতি [স] *বি* জনগণের প্রধান নেতা। 'হইয়াছে ভারতে জনগণপতি।' *নজরুল*, ১৯৪২।

জনগণমত [স] *বি* জনমত। 'জনগণমতে বিধিনিষেধের বেড়ি পরাও।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

জনগণমন [স] *বি* জনগণের মন। 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

জনগণেশ [স] *বি* গণদেবতা। 'আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

জনজঙ্গল [স জন+ফা জঙ্গল] *বি* লোকজনের ঘনবসতি। 'রাস্তার দুপাশের জনজঙ্গলের ভিতর ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

জন-জাগরণ [স] **১** *বি* গণ-জাগরণ। 'বর্ত্তমান জন-জাগরণের যুগে এই বিচ্ছেদ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪। **২** *বি* গণ-অভ্যুত্থান। 'জনজাগরণে সদলবলেই মেনেছি হার।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

জনজীবন [স] *বি* নাগরিক জীবন। 'আমাদের দেশের জনজীবনের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা।' *বেগম*, ১৯৭৭।

জনতন্ত্র [স] *বি* জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা শাসন। 'ডিমোক্রাসি কথাটার নানারূপ সংস্কৃত অনুবাদ করা হয়েছে যথা – প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, জনতন্ত্র ...।' *প্রথম*, ১৯২০।

জনতরঙ্গ [স] *বি* জনসাধারণের ভিড়। 'জনতরঙ্গে আমরা ক্ষিপ্ত ঢেউ ফেনিল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

জনতরণী [স] *বি* জনতারূপ নৌকা। 'আজ আর তোলে নাকো/ জনতরণীর পাল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

জনতা [স] **১** *বিণ* ভিড়। 'এই বিস্ময়াপন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্যে লোক বড় ইচ্ছা করিয়া জনতা করিয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* জনসাধারণ। 'বহু জনতা দেখিয়া কোপাবিষ্ট।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **৩** *বি* অনেক লোকের সমাবেশ। 'লোকের এত জনতা হতো যে কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রী হয়েছিলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জনতা-আঁধার [স জনতা-অন্ধকার] *বি* জনতারূপ আঁধার। 'কোলাহল-কুৎসিত এ-নগরের ভিড়ে/ দুষ্টশ্বাস জনতা-আঁধারে বার হয়ে এলে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩২।

জনতা-উৎসব [স] *বি* জনতার আনন্দানুষ্ঠান। 'আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জনতা-কোলাহল [স] *বি* জনতার উচ্চশব্দ। 'জনতা-কোলাহল হইতে কল্পনাযোগে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জনতা-জটলা *বি* আড্ডা। 'হৈ-হল্লা, জনতা-জটলা ভালো লাগে না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

জনতা-জোয়ার [স জনতা+স জলবৃদ্ধি] *বি* জনতারূপ জোয়ার। 'আজকে কিন্তু জনতা-জোয়ারে দোলে প্লাবন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

জনতাপাথার [স জনতা+স প্রান্তর] *বি* জনসমুদ্র; জনসমাজ। 'দেবী, ছেড়ো না আমারে, যেয়ো না একেলা ফেলি জনতাপাথারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

জনতাময় [স] *বিণ* জনাকীর্ণ। 'জনতাময় নির্জনতা, আর অনিদ্রার তীব্রমধুর উন্মাদনা।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

জনতা-মহারাজ *বি* জনতারূপ মহারাজ; শক্তিমান জনতা। 'জনতা-মহারাজকে আমিও যথেষ্ট সম্মান করি, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর হইতে করিতে ইচ্ছা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জনতারণ্য [স জনতা-অরণ্য] *বি* জনারণ্য; বহু লোকের ভিড়। 'ওই রে নগরী – জনতারণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জনতাসংঘ [স] *বি* জনগণ; নগরবাসী। 'ঘূর্ণচক্র জনতাসংঘ বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জনতাসমুদ্র [স] *বি* বিপুল জনতা। 'রাস্তায় রাত্রির অন্ধকার কালো বুক জনতাসমুদ্রে ডুবে গেছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

জনতা-সাগর [স] *বি* জনসমুদ্র। 'এ নিরালম্ব জনতা-সাগরে ঢুকেছে ভাসা রুদ্ধশ্বাস।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

জনতোষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* জনতাকে তুষ্ট করে এমন। 'তার কবিতা হয়তো জনতোষিণী নয়, কিন্তু মনোতোষিণী।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

জনত্রাতা [স] *বিণ* জনগণের ত্রাণকারী। 'বৃটিশ এখন এখানে জনত্রাতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

জন-দরদ [স জন+ফা দরদ] *বি* জনসেবা। 'জন-দরদ, পার্টি-মিটিং, বক্তৃতাও বহুকাল বন্ধ।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

জনদাবী [স জন+ফা দাবি] *বি* গণমানুষের দাবি। 'নৈতিক বিজয় ও জনদাবীর স্বীকৃতি সর্বত্র।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

জনন [স] *বিণ* প্রজনন। **জননযোগ্য** [স] *বিণ* প্রজননের উপযুক্ত। 'যেখানে ইহাদের জননযোগ্য স্থান এবং রোগবীজের সংস্পর্শ সম্ভাবনা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

জননশক্তি [স] *বি* জন্মদানের ক্ষমতা। 'যৌবনের বন্দনা আমার সে কি শুধু জননশক্তির পূজা?' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

জননান্তর *বি* জন্মজন্মান্তর। 'হ্যাঁ, জননান্তর সৌহৃদানি নয়, এ জন্মেরই ব্যাপার।' *হাসান*, ১৯৬০।

জননায়ক [স] *বি* জনগণের নেতা। 'জননায়ক বলিয়া সর্বদা সভামঞ্চের উপরে আরোহণ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জননি [স জননী] *বি* মাতা। 'চোর জননি জঞো মনে মনে ঝাখএগ্রা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'জননির জঠরে দুঃখ না জাএ সহন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জননিরাপত্তা [স] *বিণ* জনসাধারণের সুরক্ষা সংক্রান্ত। 'জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে তাঁহাকে গ্রেফতার করা প্রসঙ্গে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

জননী [স] *বি* মা। 'পাণ্ডু পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জননীগ্রন্থি [স] *বি* জন্মনাড়ি। 'জননীগ্রন্থি কেটে যায় শিগগিরই।' *জীবন*, ১৯৪৮।

জননীজঠর [স] *বি* মায়ের গর্ভ। 'জননীজঠরে আসিবার পূর্বে কোথায় কোন পথ।' *ফজলল*, ১৯১৩।

জননী জন্মভূমি [স] *বি* জননীরূপ জন্মভূমি। 'জননী জন্মভূমির দুঃখ মোচনার্থে যেরূপ যত্ন করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী [স] – মা ও মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়েও গৌরবের বস্তু। 'অদ্যাপি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্দ্ধ শ্রুত না হয় যে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'আমরা অন্য মা মানি না – জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

জননী-স্বরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* মায়ের সমতুল্য। 'জননী-স্বরূপা জন্মভূমির পরিত্রাণ-সাধনের নিমিত্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জননীতিক [স] *বি* জননেতা। 'যুগের নিকটে ঋণ মনবিনিময় এবং নতুন জননীতিকের কথা।' *জীবন*, ১৯৪০।

জননেতা [স] *বি* জনগণের নেতা। 'তিনি একজন ব্রিটিশ বিরোধী জননেতা হন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জনপদ [স] **১** *বি* সমাজ। 'তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত ...।' *রামমোহন*, ১৮২১। **২** *বি* জনপদের মানুষ। 'কখন শুনি নাই যে ছাত্রেরা যেং প্রস্তাব করেন তদ্বিষয়ের জনপদের গুণোদয়ের সম্ভাবনা না হয়।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৩** *বি* লোকালয়। 'হিমপ্রধান জনপদে গ্রীষ্মকালে অপর্য্যাপ্ত পশু, পক্ষী, ও মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বি* রাজ্য; প্রদেশ। 'সে সময় উল্লিখিত জনপদ-নিবাসীরা দারুণ দুরবস্থায় পতিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জনপদকল্যাণী [স] *বিণ স্ত্রী* জনপদবাসীদের কল্যাণ করে এমন। 'জনপদকল্যাণী সরোজিনী।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

জনপদপীড়া [স] *বি* রাজ্যে অস্থিরতা। 'পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

জনপদপ্লাবী [স] *বিণ* জনসংখ্যার ভিড় অধ্যুষিত। 'কোনো জনপদপ্লাবী জলোচ্ছ্বাসকে ডাকে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

জনপদবধূ [স] *বি* গাঁয়ের বধূ। 'অনেকগুলি "জনপদবধূ" তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জনপদবাসী [স] *বিণ* লোকালয়ে বাসকারী। 'যাহারা জনপদবাসী বিদ্বান অনুকূল প্রত্যুৎপন্নমতি ও যথোক্তবাদী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

জনপদাধিকার [স জনপদ-অধিকার] *বি* জনসাধারণের অধিকার। 'জনপদাধিকার করণে বাঞ্ছিত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

জনপদাধ্যক্ষ [স জনপদ-অধ্যক্ষ] *বি* জনপদের প্রধান। 'মণ্ডলাধ্যক্ষ এবং জনপদাধ্যক্ষ এবং গ্রামাধ্যক্ষ ইত্যাদি ইহারদের শীল প্রজাগণকে দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চয় করে।' *রামরাম*, ১৮০২।

জনপরম্পরা [স] *বিণ* জনসাধারণে প্রচলিত। 'জনপরম্পরা বাক্যের অর্থটি যেরূপ বিপরীত হইয়া থাকে।' *দিক্‌প্রকাশ*,১৮৬৯।

জনপল্লী [স] *বি* আবাসিক এলাকা। 'জনপল্লী নয় জায়গাটা।' *শওকত*, ১৯৪৬।

জন-পাখি [স জন+স পক্ষী] *বি* জনতারূপ পাখি। 'জন-পাখিদের কণ্ঠে তবুও আলোর অভ্যর্থনা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

জনপিণ্ড [স] *বি* অনেক মানুষের সম্মিলন। 'চলমান জনপিণ্ডের বেগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জনপীড়া [স] *বি* জনগণের ঠেলাঠেলি। 'আমি জনপীড়ায় অনিচ্ছায় সরছি শহরের দিকে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

জনপুঙ্গব [স] *বি* শ্রেষ্ঠজন। 'জনপুঙ্গব আমার সম্মুখে আসিয়া গুরুগর্জনে বলিলেন।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

জনপূর্ণ [স] *বিণ* অনেক লোক আছে এমন। 'জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জনপ্রতি [স] *ক্রিবিণ* মাথাপিছু। 'তণ্ডুল আড়াই সের দিব জন প্রতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জনপ্রবাদ [স] *বি* মুখে মুখে প্রচলিত প্রবাদ। 'জনপ্রবাদে লোকের গুণাগুণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'বহু স্মৃতি জনপ্রবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা এখনো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জনপ্রবাহ [স] *বি* জনগণের জীবনধারা। 'রাজকুমার প্রাসাদ হইতে জনপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিতেছেন।' *জগদীশ*, ১৮৯৪।

জনপ্রাণী [স] *বি* জীবজন্তু। 'এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই!' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

জনপ্রয়োজন [স] *বি* গণ-আকাঙ্ক্ষা। 'জনপ্রয়োজনে পাল্টাতে হ'ল নিয়ম ও আদর্শের ধরন।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

জনপ্রাচুর্য [স] *বি* লোকসংখ্যার আধিক্য। 'জনপ্রাচুর্য ও সম্পন্নতায় মুর্শিদাবাদ ম্লান করে দিয়েছিল লণ্ডনকে।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

জন-প্রাণ [স] *বিণ* জনতার জন্য নিবেদিত। 'স্নেহকারী জন-প্রাণ তুমি দেবপুরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

জনপ্রাণী [স] *বি* মানুষজন। 'মাঠে জনপ্রাণীর আভাস নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

জনপ্রাণীহীন [স] *বিণ* জনপ্রাণীর অস্তিত্ব নেই এমন। 'তাঁরা দুজনে যেন জনপ্রাণীহীন তৃণশস্যহীন দুই দ্বীপ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

জনপ্রিয় [স] *বিণ* জনসাধারণের নিকটে আদৃত। 'জনপ্রিয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জনপ্রিয়তা [স] *বি* লোকপ্রিয়তা। 'আকস্মিক জনপ্রিয়তা তাকে এখানে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'ভাবাবেগ শাসিত বাংলা দেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর জনপ্রিয়তার ইহাও একটি কারণ বটে।' *হাই*, ১৯৫৪।

জন-বসতি [স] *বিণ* জনগণ বাস করে এমন। 'এক একটি জন-বসতি এলাকা।' *পাশা*, ১৯৭১।

জনবহুল [স] *বিণ* জনাকীর্ণ। 'আট্টারা সুমাত্রার একটি সুবিস্তীর্ণ জনবহুল জাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের

... ।' *ওয়ালী*, **১৯৪৮**।

জন-বাহিনী [স] *বি* জনসাধারণ। 'এদেশে জন-বাহিনী তাই নিমেষে হয় তৈরি।' *সুকান্ত*, **১৯৪৮**।

জনবিরল [স] *বিণ* কম জনবসতিপূর্ণ। 'এই জনবিরল নির্বাসনেও টিনের খনি চলছে।' *রবীন্দ্র*, **১৯২৯**।

জনভারাক্রান্ত [স] *বিণ* জনতার ভারগ্রস্ত; জনবহুল। 'জনভারাক্রান্ত ট্রেন হেলেদুলে প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করে।' *ইলিয়াস*, **১৯৭২**।

জনভোজ [স] *বি* সর্বসাধারণের ভোজের অনুষ্ঠান। 'আমরা হিন্দুমুসলমানে জনসভা না ক'রে জনভোজ করতুম।' *অন্নদা*, **১৯২৯**।

জনম [স জন্ম] **১** *বি* জীবন। 'পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে।' *বড়ু*, **১৪৫০**। **২** *বি* জন্ম। 'হাম সাগরে তেজব পরাণ আন জনমে হোয়ব কান।' *বিদ্যাপতি*, **১৪৬০**।

জনম জনম [স জন্ম>] *ক্রিবিণ* বহু জন্ম ধ'রে। 'জনম জনম হরগৌরি অরাধলোঁ সিব ভেল সকতি বিভোর।' *বিদ্যাপতি*, **১৪৬০**।

জনমদিন [স জন্মদিন] *বি* জন্মদিন। 'খৃষ্টের জনমদিন বড়দিন নাম।' *গুপ্ত*, **১৮৫৮**।

জনমদুখিনী [স জন্মদুঃখী] *বিণ স্ত্রী* জন্ম থেকে দুঃখী। 'রাজার নন্দিনী জনমদুখিনী/ ভিখারিনি বেশে ভ্রমে বনে বনে।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, **১৯২৫**।

জনম-দুখী [স জন্মদুঃখী] *বিণ* চিরদুঃখী। 'জনম-দুখী বিধবাদের অশ্রুজলের ধারায় ভাসি।' *জসীম*, **১৯৩১**।

জনম-পাগলা [স জন্ম-পাগল] *বিণ* (স্নেহার্থে) জন্ম থেকেই পাগলা স্বভাবের। 'আজিজ আমার জনম-পাগলা মা-নেওটা ছেলে।' *নজরুল*, **১৯২৪**।

জনমভর [স জন্ম-ভর] **১** *বি* সারাটা জীবন। 'মনকে বুঝাইতে নারি জনম ভরে।' *লালন*, **১৮৯০**। **২** *ক্রিবিণ* সারা জীবন ধরে। 'তুই কি জনমভর এই রকম খ্যাপাই থাকবি।' *নজরুল*, **১৯২৪**।

জনম-ভরা [স জন্ম-ভর] *ক্রিবিণ* সারা জীবন ধরে। 'দুলিয়ে দিল জনম-ভরা ব্যথা-অতলা।' *রবীন্দ্র*, **১৯১৪**।

জনমভূমি [স জন্মভূমি] *বি* জন্মভূমি। 'জননী জনমভূমি, সে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।' *গুপ্ত*, **১৮৫৮**।

জনমসুধা [স জন্ম>+স সুধা] *বি* জনমরূপ সুধা। 'তুমি চন্দন ভোলালে ঘর জনমসুধার ধারা।' *শক্তি*, **১৯৬১**।

জনমাবধি [স জন্ম>+স অবধি] *ক্রিবিণ* জন্ম থেকে। 'বঞ্চিত জনমাবধি জনক-সেবায়।' *গিরিশ*, **১৮৮৭**।

জনমজুর [স জন+ফা মজদুর] *বি* কামলা; কৃষিশ্রমিক। 'প্রচুর ওদের জমিজমা, গোরুবাছুর, জনমজুর, পালপার্বণ, আদায়বিদায়।' *রবীন্দ্র*, **১৯২৯**।

জনমণ্ডলী [স] *বি* লোকজন। 'সুবৃহৎ জনমণ্ডলী উপস্থিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, **১৯০৭**।

জনমত [স] *বি* জনসাধারণের অভিমত। 'ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করিনি।' *রবীন্দ্র*, **১৯২১**।

জনমত গড়া *ক্রি* জনসাধারণের সমর্থন আদায় করা। 'জনমত গড়তে গিয়ে দেশের ভাষাকে তাদের প্রচারমুখী আদর্শের বাহন করে তোলে।' *হাই*, **১৯৫৮**।

জনমতামত [স] *বি* জনসাধারণের অভিমত। 'নিজেদের অপরের সবায়ের জনমতামতে ... ।' *জীবন*, **১৯৪৪**।

জনমন [স] *বি* জনসাধারণের মন। 'মনের মধ্যে বহু জনমনের যে অখণ্ড ধারাবাহিকতা।' *শরৎ*, **১৯১৭**।

জনমনিষ্যি [স জনমনুষ্য] *বি* মানুষজন। 'গর্তে ঢুকে পড়ল পৃথিবীর জনমনিষ্যি সব।' *জীবন*, **১৯৪৮**।

জনমা [স জন্ম>] *ক্রি* জন্মগ্রহণ করা। 'কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, **১৪৬০**। **জনমিআ** *ক্রি* জন্মগ্রহণ ক'রে। 'জনমিআ যেই জনে না লএ তান নাম।' *আলাওল*, **১৬৮০**। **জনমিছ** *ক্রি* জন্মগ্রহণ করেছো। 'নরকুরে জনিমছ তুমি বিদ্যাধর।' *বাহরাম*, **১৬৫০**। **জনমিএা** *ক্রি* জন্মগ্রহণ ক'রে। 'পৃথুবিতে জনমিএা আর কোন কাজ।' *মালাধর*, **১৫০০**। **জনমিব** *ক্রি* জন্ম নেবে। 'ফাতেমা এর গর্ভ হইব দুই নাতি জনমিব।' *বাহরাম*, **১৬৫০**। **জনমিয়া** *ক্রি* জন্মগ্রহণ ক'রে। 'রুদ্রের রোষবহ্নিতে জনমিয়া।' *নজরুল*, **১৯৩৭**। **জনমিয়ে** *ক্রি* জন্মগ্রহণ ক'রে। 'কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, **১৪৬০**। **জনমিল** *ক্রি* জন্মগ্রহণ করলো। 'দৈব হৈয়া জনমিল নন্দের কুমার।' *মালাধর*, **১৫০০**। **জনমিলা** *ক্রি* জন্মগ্রহণ করলো। 'পূর্ব্বতপবরে তাহার উদরে জনমিলা মহামায়া।' *ভারত*, **১৭৬০**। **জনমু** *ক্রি* জন্মেছে। 'জনমু সেমার লতা বিনু নীর।' *বিদ্যাপতি*, **১৪৬০**।

জনমানব [স] *বি* মানুষজন। 'কোনোখানে জনমানব নাই।' *রবীন্দ্র*, **১৯০৩**।

জনমানবশূন্য [স] *বিণ* মনুষ্যবিহীন। 'সেইসময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে ... ।' *রবীন্দ্র*, **১৮৯৫**; 'অতি প্রাচীন ও জনমানবশূন্য অট্টালিকা শ্রেণীর মতো দেখাচ্ছে।' *হাসান*, **১৯৭৪**।

জনমানবহীন [স] *বিণ* জনশূন্য। 'জনমানবহীন অরণ্য।' *বিভূতি*, **১৯৩১**।

জনমানুষী [স জনমানুষ] *বি* সাধারণ মানুষ। 'সাধারণ কথা জনমানুষীর কাছে বলে যায়।' *জীবন*, **১৯৪৪**।

জনমাবধি দ্র **জনম**

জনমুনিশ, জনমুনীষ [স জনমনুষ্য] *বি* অধীনস্থ কর্মচারী। 'গালাগাল খেত জনমুনিশেরা।' *শওকত*, **১৯৪৬**; 'কামলা বা জন-মুনীষদের মুখে শোনা গীতের কয়েক চরণ অবিকল গাহিয়া সে সকলকে অবাক করিয়া দিত।' *শামসুদ্দীন*, **১৯৪৮**।

জনযুদ্ধ [স] *বি* জনসাধারণের মঙ্গলার্থে যুদ্ধ। 'জনযুদ্ধের ব্যাপারে তুমিই আমারে এক বছর আগে ভাবাইয়া তুলছিলা।' *মনসুর*, **১৯৫৫**।

জনয়িত্রী [স] *বিণ* জন্মদানকারী। 'সংযম মানে পীড়ন আর পীড়ন নিষ্ঠুরতার জনয়িত্রী।' *মোতাহের*, **১৯৫০**।

জনরব [স] **১** *বি* লোকমুখে প্রচারিত কথা। 'লোক পরম্পরা মাত্র সিদ্ধ জনরব প্রযুক্ত স্ত্রী লোকের পাঠবিষয়ে দোষ জ্ঞান করিয়া ... ।' *গৌর*, **১৮২২**। **২** *বি* কোলাহল। 'হঙ্গাম উপস্থিত হইলে সকলে জনরব করিবে।' *দর্পণ*, **১৮২৯**। **৩** *বি* উড়োখবর। 'যুবরাজের মৃত্যুর জনরব প্রতাপাদিত্যের কানে গেল।' *রবীন্দ্র*, **১৮৮৩**। **৪** *বি* গুজব। 'কী একটা জনরব শোনা গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, **১৯০২**।

জনরাজ্য [স] *বি* জনতা। 'এদেশে বিপ্লবী আছে, জনরাজ্যে মুক্তির সন্ধানী।' *সুকান্ত*, **১৯৪৮**।

জনরেল [ই জেনারেল] *বি* [গভর্নর] জেনারেল; শাসক। *ডানকান*, **১৭৮৪**।

জনশক্তি [স] *বি* সর্বসাধারণের শক্তি। 'য়ুরোপের রাজশক্তি, প্রজাশক্তি,

ধনশক্তি, জনশক্তি ক্রমেই অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জনশিক্ষা [স] *বি* সর্বজনীন শিক্ষা। 'আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব স্বৈচ্ছিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'জনশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।' *বেগম*, ১৯৫০।

জনশূন্য [স] *বিণ* জনহীন। 'দুর্দ্ধর্ষ প্রকোপে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'নর্ম্যান অত্যাচারে দেশ কতখানি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জনশূন্যতা [স] *বি* নির্জ্জনতা। 'হতভাগা এক কোকিল ডাকিছে খালি, জনশূন্যতা নিবিড় করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

জনশ্রদ্ধেয় [স] *বিণ* জনগণ শ্রদ্ধা করে এমন। 'এই জনশ্রদ্ধেয় নেতার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে পার্থক্য ...।' *সওগাত*, ১৯৪০।

জনশ্রুত [স] *বিণ* বিখ্যাত। 'জনশ্রুত স্বৈরিতার অপ্রচল প্রকীর্তি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

জনশ্রুতি [স] *বি* জনরব। 'জনশ্রুতি হইয়াছে যে ... সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

জনশ্রেণী [স] *বি* মানুষের সমষ্টি। 'কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জনসংকুল [স] *বিণ* লোকপূর্ণ। 'ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, উর্বর, জনসংকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জনসংখ্যা [স] *বি* বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা। 'তিনি, তাঁর স্ত্রী ... নিয়ে এই বাড়ির জনসংখ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জনসংগীত [স] *বি* লোকসংগীত। 'জনসংগীতের প্রবাহ সেও ছিল বহু শাখায়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

জনসংঘ [স] *বি* সংঘবদ্ধ জনতা। 'জনসংঘের আঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জনসংঘাত [স] *বি* গণযুদ্ধ। 'সেই ভীষণ জনসংঘাতের মধ্যেও তাঁহার মতো একক প্রাণী আর কে ছিল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জনসংস্রব [স] *বি* জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার। 'কংগ্রেসের গঠিত জনসংস্রব কমিটীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

জনসঙ্কুল [স] *বিণ* জনবহুল। 'জনসঙ্কুল স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

জনসঙ্গহীন [স] *বিণ* নির্জন। 'গ্রাম্যবার্ত্তা ভয়ে দ্বিতীয় জনসঙ্গহীন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জনসঙ্ঘ [স] **১** *বি* সঙ্ঘবদ্ধ জনতা। 'জনসঙ্ঘের আঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* জনগণ। 'এ বিরাট জনসঙ্ঘের জীবিকা যোগাতে হ'লে ইউরোপের আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের চাকা একদিনও অচল হলে চলবে না।' *সবুজ*, ১৯২০।

জনসভা [স] *বি* সর্বসাধারণের সমাবেশ। 'এখন জনসভার জন্য গদ্য উপনীত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জনসভাপতি [স] *বি* জনসমাবেশের সভাপতি। 'জনসভা ও জনসভাপতিদের মধ্যে ভূদেববাবু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জনসমর্থন [স] *বি* জনসাধারণের পোষকতা। 'গ্রামে গ্রামে পার্টির জন্য জনসমর্থন সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জনসমর্থনহীন [স] *বিণ* জনগণের সমর্থন নেই এমন। 'জনসমর্থনহীন এক বা একাধিক বিরোধীদলের এই তৎপরতার চ্যালেঞ্জ।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

জনসমষ্টি [স] *বি* জনগোষ্ঠী। 'সেই জনসমষ্টির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার অসিতচর্ম মানুষও আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

জনসমষ্টিভুক্ত [স] *বিণ* জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। 'রাজবংশী, চাকমা, জুমিয়া প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জনসমষ্টিভুক্ত মানুষ।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

জনসমাগম [স] *বি* অনেক লোকের জমায়েত। 'নানা জনসমাগম পুরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

জনসমাজ [স] *বি* লোকসমাজ। 'জন সমাজ পূজ্যা বারাঙ্গনাগণধন্যা বকনাপেয়ারী প্রভৃতির নিকটে নববাবু গললগ্নীকৃতবসা।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'সুখে-দুঃখে বাধায়-বিঘ্নে সমস্ত জনসমাজ তরঙ্গিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

জনসমাজপূজ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* লোকসমাজে শ্রদ্ধার পাত্র বলে পূজনীয়। 'জনসমাজ পূজ্যা বারাঙ্গনাগণধন্যা বকনাপেয়ারী প্রভৃতির নিকটে নববাবু গললগ্নীকৃতবাসা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জনসমাবেশ [স] **১** *বি* বিরাটসংখ্যক লোকের একত্রে বাস। 'শহরের অতিবৃহৎ জনসমাবেশ আপন অতিবিস্তীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-আত্মীয়তার রক্তস্রোত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* জনসভা। 'সেখানে জনসমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৭২।

জন-সমারোহ [স] *বি* জনসমাগম। 'বাণিজ্যের আড়ম্বর, মনোহর শোভা, জন-সমারোহ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জনসমিতি [স] *বি* জনগোষ্ঠী। 'নির্দিষ্ট এক জনসমিতিকে বিভেদের পথে নিয়ে না গিয়ে ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

জনসমুদ্র [স] **১** *বি* বিপুল জনতা। 'এরূপ অগাধ জনসমুদ্রমধ্যে যখন চারি দিকে এরূপ শত্রুতা ও বৈরিতা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বি* জনসংখ্যার আধিক্য। 'লন্ডনের জনসমুদ্রে জোয়ারভাঁটা খেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জনসমুদ্রতীর [স] *বি* জনতার ভিড়। 'তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

জনসমূহ [স] *বি* জনসাধারণ। 'তিনি অবিলম্বে জনসমূহের সাহায্য পাত্র হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫; 'তাঁহারাই ভারতবর্ষীয় জনসমূহের উপমেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

জনসম্প্রদায় [স] *বি* সকল শ্রেণীর লোক; সমাজ। 'জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জনসাগর [স] *বি* বিপুল জনতা। 'নীরব জনসাগর পুলিশ বেষ্টনীর বাহিরে দাঁড়িয়ে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জনসাধারণ [স] **১** *বি* সাধারণ লোক। 'ভারতবাসী জনসাধারণের চিত্ত বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। 'বাণিজ্য বহুলরূপে প্রচারিত হইলে জন-সাধারণ শীঘ্রই তাঁহাদের অনুগামী হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯। **৩** *বি* জনগণ। 'জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত হইয়া ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

জনসাধারণ্য [স] *বি* লোকসাধারণ। 'জনসাধারণ্যে প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত নামে অভিহিত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জনসাহিত্য [স] *বি* সাধারণ জনের জন্যে রচিত সাহিত্য। 'জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

জনসিংহ [স] *বি* জনতারূপ সিংহ; গণশক্তি। 'জনসিংহের ক্ষুব্ধ নখর/ হয়েছে তীক্ষ্ণ, হয়েছে প্রখর।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

জনসেবক [স] *বি* সমাজসেবক। 'দেশ ও জনসেবকদিগকে চিরকাল ... ভক্তি করিয়া আসিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

জনসেবা [স] **১** *বি* জনগণের সেবা। 'যেখানে জনসেবার ও দেশসেবার বিচিত্র পথ প্রশস্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বি* জনহিতকর কাজ। 'জনসেবা মহৎ কার্যে সে জীবনে কোনও দিন যায় নাই।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

জনস্থান [স] *বি* জনপদ। 'গিরিশিখরের জলপ্রপাত যখন শৈলবৃক্ষ ছেড়ে প্রবাহিত জনস্থানের মধ্য দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

জনস্বার্থ [স] *বি* জনগণের সাধারণ স্বার্থ। 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাত হইতে জনস্বার্থের উদ্ধার।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

জনস্বাস্থ্য [স] **১** *বিণ* দেশবাসীর স্বাস্থ্য বিষয়ক। 'জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী।' *বেগম*, ১৯৪৮। **২** *বি* জনগণের শারীরিক সুস্থতা। 'সবচেয়ে বড় কাজ হলো জনস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

জনস্রোত [স] *বি* জনতার ভিড়। 'কোথা জনস্রোত! কোথা জীবনমরণ! কোথা সেই মানবের অবিশ্রাম সুখদুঃখ-সম্পদ-তরঙ্গ উচ্ছ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

জনস্রোতঃ [স] *বি* মানুষের প্রবাহ। 'বহিছে জনস্রোতঃ কলরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জনহিত [স] *বি* জনগণের কল্যাণ। **জনহিতকর** [স] *বিণ* জনগণের কল্যাণমূলক। 'জনহিতকর নানা কার্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।' *জগদীশ*, ১৯১৭; 'নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে, জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

জনহিতব্রতী [স] *বিণ* সর্বসাধারণের কল্যাণকারী। 'খ্যাতনামা জনহিতব্রতী ব্যবসায়ী।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

জনহিতৈষী [স] *বিণ* সর্বসাধারণের কল্যাণকামী। 'জনহিতৈষী লোকদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবে।' *মনসুর*, ১৯৪০।

জনহীন [স] **১** *বিণ* আত্মীয়স্বজন বিহীন। 'এই মহানগরে ... ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বিণ* লোকশূন্য। 'পথঘাট জনহীন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **৩** *বিণ* শূন্য। 'তব জনহীন ভবনে থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জনহীনতা [স] *বি* নির্জনতা। 'এই সুস্নিগ্ধ অগাধ জনহীনতার মধ্যে প্রথম ঝাঁপ দিয়ে পড়বার সময় অনেকগুলি বন্ধনে টান পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জনা [স জন] **১** *বি* জন। 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রতিজন। 'বেদেও বুঝায় স্বর্গ বোলে জনা জনা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জনাকীর্ণ [স] *বিণ* জনবহুল। 'হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি বিজন জনার পক্ষে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

জনাকীর্ণতা [স] *বি* জনবহুলতা। 'এর জনাকীর্ণতায় আমরা অভ্যস্ত।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

জনাকুল [স] *বিণ* মানুষে পূর্ণ। 'পথটিকে জনাকুল করিয়া রাখিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

জনাদর [স] *বি* জনপ্রিয়তা। 'রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার প্রতি জনাদর হ্রাস পাইয়াছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জনানা [ফা জানানাহ্] *বি* নারী। **জনানা সোয়ারি** *বি* নারীদের বহনকারী পালকি। 'একদিন সন্ধ্যার সময় বৈদ্যবাটী বাটীর নিকট দিয়া একখানা জনানা সোয়ারি যাইতেছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জনান্তিকে [স] *ক্রিবিণ* (নাটকে) লোকের সম্মুখে কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অন্যান্য অভিনেতা শুনতে না পায় এমনভাবে। 'অনৃ। (জনান্তিকে) দক্ষিণা দ্বিগুণ পাবে শীঘ্র দাও বিয়া।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জনাপবাদ [স] *বি* লোকনিন্দা; কলঙ্ক। 'তাহাতে জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে তাহাদের ভ্রূভঙ্গের আনুষঙ্গিক ফল হইয়া উঠে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জনামাত্র [স জন-মাত্র] *বিণ* একজনও। 'সারাদিনে জনামাত্র নেইকো খরিদ্দার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

জনার [স যবনাল] *বি* ভুট্টাজাতীয় শস্যবিশেষ। 'জনারের খেতে লাঙল থামায়ে গ্রাম্য চাষীরা শুনিত তোমার বাণী।' *জসীম*, ১৯৫১।

জনারণ্য [স] **১** *বি* মানুষের ভিড়। 'জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* লোকজন। 'নিঃশক্তিনী, জনারণ্য উন্মথি, সে চলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

জনারোহণ [স] *বি* যানবাহন। 'আপন২ জনারোহণে সেই স্থানে গেলে।' *রামরাম*, ১৮০১।

জনালয় [স] *বি* লোকালয়। 'জনালয় নেই ওদিকে, বাদাবন।' *মনোজ*, ১৯৬১।

জনি [স যেন] **১** *ক্রিবিণ* যেন না। 'পাছে জনি লোক উপহাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *অব্য* যেন। 'দুঁহু মন মনোভাব পেষল জনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জনিতা [স] *বি* জনক। 'অসংখ্য লতিকা যাহে জনিতা বিরলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জনী [স যেন] *অব্য* যেন। 'পাছে জনী রোষ কর তোহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জনু [স যেন] *অব্য* যেন। 'মেঘমালা সয়ঁ তড়িতলতা জনু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জনুরবাজন [আ জুন্নর] *বি* কোমরবন্ধের বাজনা। 'জনুরবাজন জেমন বাজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জনেক [স জনৈক] *বিণ* অনির্দিষ্ট কোনো। 'নাহি জনেক ভুবনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জনেরেল [ই] *বি* জেনারেল। 'গবর্ণর জনেরেল বহাদর ইংরেজী ১৮২৩ সালের মাহ মার্চের ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

জনৈক [স] *বিণ* কোনো এক। 'জনৈক মৈথিলি ব্রাহ্মণ, ইহার অর্থকথা পালিভাষায় ... প্রস্তুত করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জনৈকা [স] *বিণ স্ত্রী* কোনো এক। 'একটি গ্রামের জনৈকা সম্ভ্রান্তা মোছলেম মহিলাকে জানি।' *বেগম*, ১৯৪৮।

জনোচ্ছ্বাস [স] *বি* উচ্ছ্বসিত জনতার ঢল। 'দুই জনোচ্ছ্বাস মিলে গিয়ে যে খণ্ড খণ্ড আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

জনোপকার [স] *বি* জনগণের উপকার। 'যথার্থ জনোপকার বটে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

জনোয়ার [ফা জানোয়ার] *বি* জানোয়ার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জন্ডিস [ই] *বি* পাণ্ডুরোগ, যাতে চোখ ও ত্বক হলদে হয়ে যায়। 'মুহূর্তকাল অনিমেষ চেয়ে রইলে যেন সবুজ জন্ডিস জন্মায়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

জন্তন *বি* পরিমাপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জন্তি, জন্তী **১** *বি* একপ্রকার বৃক্ষ ও তার ফল। 'ওপারে রে জন্তি গাছ

জন্তি বড় ফলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'নদীর পারে জন্তীগাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে।' *অবন*, ১৮৯৬। **২** *বি* ফুলবিশেষ। 'হাতে বেঁধেছিলে জন্তীর ফুল কাঁখেতে মাটির ছড়া।' *জসীম*, ১৯৩০।

জন্তু [স] **১** *বি* পশু। 'কোনো জন্তু তাতে না করএ জল পান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রাণী; জীব। 'মৎস্য একপ্রকার জন্তু।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

জন্তুজানোয়ার [স জন্তু+ফা জানোয়ার] *বি* হিংস্র জীবজন্তু। 'জন্তুজানোয়ারের কিছু নাই।' *মানিক*, ১৯৩৬।

জন্তুতত্ত্ব [স] *বি* প্রাণীবিজ্ঞান। 'জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব ও জন্তুতত্ত্বের ক্ষেত্রকে ... সহায়তা করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জন্তুধর্ম [স] *বি* জন্তুর বৈশিষ্ট্য। 'তারা রইল জন্তুধর্মের স্থাবর বেড়াটার মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জন্তু-বিচারক [স] *বি* জন্তু হয়েও বিচারক। 'জন্তু-বিচারক মানুষকে কি নির্বোধ বলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জন্ত্র [স যন্ত্র] **১** *বি* বাদ্যযন্ত্র। 'সিখিকুল নাচত অলিকুল জন্ত্র। দ্বিজকুল আন পড় আসিখ মন্ত্র।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* যন্ত্র। 'সভাকে ভৃগ্রাই আমি জেন কাষ্ট জন্ত্র।' *মালাধর*, ১৫০০।

জন্ত্রী [স যন্ত্রী] *বি* বাদ্যযন্ত্র বাজায় যে। 'জন্ত্রীরা আপনারদের জন্ত্রেতে দিবা রাত্রি বাদ্যোদ্যম করিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

জন্ত্রণা [স যন্ত্রণা] *বি* যন্ত্রণা; কষ্ট। 'স্ত্রীকে জন্ত্রণা দিয়া সংহার করিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

জন্ম [স] **১** *বিণ* প্রসব সংক্রান্ত। 'জন্ম জাতনা দুঃখ অল্প করি মানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* জীবনকাল। 'কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* ভূমিষ্ঠ হওয়া। 'চন্দ্রবংসে জন্ম মোর হস্তিনার গ্রাম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* সৃষ্টি। 'সকলে এই অপেক্ষাতে আছে যে কিছু অদ্ভূত জন্ম ত্বরা উপস্থিত হইবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

জন্ম-অকর্মণ্য [স] *বিণ* জন্ম থেকে অলস। 'আমিও জন্ম-অকর্মণ্য, কিন্তু লেখবার শক্তি স্বাভাবিক থাকাতে আমি এ যাত্রা এক রকম করে তরে গেলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জন্ম-অধিকার [স] *বি* জন্মগত দাবি। 'তাই তো ওদের আছে জন্ম-অধিকার যৌবনের জাদুকর রূপান্তরে।' বুদ্ধ, ১৯৪৪।

জন্ম-ইতিহাস [স] *বি* উৎপত্তির বৃত্তান্ত। 'কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে এখানে কেউ তাঁর সম্মান অপহরণ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; তীরুতার জন্ম-ইতিহাস ক্রমে ক্রমে তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে যায়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

জন্ম-একলা [স জন্ম+একলা] *বিণ* আজন্ম নিঃসঙ্গ। 'এই রকম জন্ম-একলা মানুষদের জন্যে দরকার মুক্ত আকাশ, বিস্তৃত নির্জনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জন্ম-এয়ো [স জন্ম-অবিধবা] *বিণ* চিরসধবা। 'জন্ম-এয়ো হও তুমি, রসবতী সতী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জন্মঋতু [স] *বি* জন্মের মৌসুম। 'এই ভিন্ন ভিন্ন ভাগের এক-একটা বিশেষ জন্মঋতু আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জন্মকালাবধি *ক্রিবিণ* জন্মের সময় থেকে। 'যাহারা জন্মকালাবধি বোবা ও বধির তাহারদিগকে বিদ্যাভ্যাসকরণার্থে ইংগ্লণ্ডদেশে ও ফ্রান্সদেশে মহোদ্যোগ হইতেছে। *দর্পণ*, ১৮৩০।

জন্ম-কাহিনী [স জন্মকথনিকা] *বি* জন্মবৃত্তান্ত। 'তাহার জন্ম-কাহিনীর বেদনা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জন্মকুঁড়ে [স জন্ম+স কুষ্ঠ] *বিণ* (কুঁড়ে) সবসময়ে অলস। 'আমি সুবোধকে বলিতাম জন্মকুঁড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জন্মকুণ্ডলী [স] *বি* জন্মপত্রিকা; কোষ্ঠী। 'আমার জন্মকুণ্ডলীতেও নাকি লগ্নে আছেন চন্দ্রদেবতা।' *তারা*, ১৯৪০।

জন্মকোষ [স] *বি* গর্ভ। 'জন্মকোষের মাঝে রহি শুধু এই করিয়াছি জপ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

জন্মকোষ্ঠি [স জন্মকোষ্ঠী] *বি* জন্মপত্র। 'জন্মকোষ্ঠিতে লেখা আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

জন্ম-ক্লান্ত [স] *বিণ* চিরকেলে ক্লান্ত। 'আমি এক জন্ম-ক্লান্ত লোক।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

জন্মক্ষণ [স] *বি* জন্মের মুহূর্ত। 'জন্মক্ষণ ও সন-তারিখ লইয়া গনাইতে গেলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জন্মখ্যাপা [স জন্ম+ক্ষিপ্ত] *বি* চির উন্মত্ত লোক। 'সে যে জন্মখ্যাপাদের মগজে মগজে দেশে দেশে দেখা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জন্মগত [স] *বিণ* সহজাত। 'ঐটে হয়তো আমার জন্মগত প্রকৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জন্ম-গরিব [স জন্ম+আ গরীব] *বিণ* জন্ম থেকে গরিব। 'আমি নিতান্ত কাঁচা, জন্ম-গরিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জন্মগৃহ [স] *বি* যে বাড়িতে জন্ম হয়েছে। 'অতিক্ষণিক জন্মগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জন্মগ্রহণ [স] *বি* জন্মলাভ। 'প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

জন্মগ্রাম [স] *বি* যে গ্রামে জন্ম হয়েছে। 'আমাদের জন্মগ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বলিয়া জানিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জন্মচিহ্ন [স] *বি* জন্মদাগ। 'ঘাড়ের কাছে লোমভরা মস্ত জন্মচিহ্নটি।' *মানিক*, ১৯৪০।

জন্মজন্ম [স] **১** *বি* জন্মজন্মান্তর। 'যে প্রভু আমার জন্মজন্মের জীবন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* যুগ যুগ ধ'রে। 'মনে হয় জন্ম-জন্ম আছ এ পরানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

জন্মজন্মান্ত [স] *বি* এই জন্ম ও পরবর্তী অন্যান্য জন্ম। 'জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

জন্ম জন্মান্তর [স] *বি* (হিন্দুমতে) বর্তমান জন্ম এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য জন্ম। 'যেন জন্ম-জন্মান্তর শুনে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

জন্মজন্মান্তরে *ক্রিবিণ* অন্য জন্মে। 'জন্ম জন্ম জন্মান্তরে মা, কতই দুঃখ দিয়েছিলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

জন্মজায়গা [স জন্ম+ফা জায়গা] *বি* জন্মস্থান। 'ওদের জন্মজায়গা খুলনায় থাকেন।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

জন্মতপস্বিনী [স] *বি স্ত্রী* চিরসন্ন্যাসী। 'তোমার জননী কথনই জন্মতপস্বিনী নন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

জন্মতারকা [স] *বি* যে নক্ষত্রের প্রভাবকালে জন্ম। 'জন্মতারকার ডাকে বারবার পৃথিবীতে ফিরে এসে।' *জীবন*, ১৯৪০।

জন্মতিথি [স] *বি* যে তিথিতে জন্ম। 'বারমাসে আইল জন্মতিথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জন্মদরিদ্র [স] *বি* জন্ম থেকেই যে গরিব। 'আমরা জন্মদরিদ্রের এই চিরাভ্যস্ত কথাটা মুহূর্তেই ভুলে যাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জন্মদাতা [স] ১ *বিণ* জন্মদানকারী। 'জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পিতা। 'সুশীলা জননী মোর তুমি জন্মদাতা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* কোনো বিষয়ের উদ্ভাবক বা সূচনাকারী। 'ইনি সরল গদ্যের জন্মদাতা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

জন্মদাত্রী [স] *বি স্ত্রী* জন্ম দিয়েছে যে। 'সে নারী আমারই জন্মদাত্রী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জন্মদান [স] ১ *বি* সৃজন। 'চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* জন্ম দেওয়া। 'দুই দিকপালের জন্মদান করিয়া জগৎবরেণ্যা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

জন্মদাস [স] *বি* জন্ম থেকেই দাস। 'সে জন্মদাস নহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জন্মদিন [স] *বি* জন্মের তারিখ। 'লোকপুণ্য হেতু তাঁর হইল জন্মদিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জন্মদিনের পোশাক *বি* উলঙ্গ অবস্থা। 'আদুল গা, ধূলিলিপ্ত গামছা পরনে, কেউ বা জন্মদিনের পোশাকে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

জন্মদিবস [স] *বি* জন্মদিন। 'জন্মদিবসের আবর্তন হয়ে আসে সমাপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জন্মদিবসাবধি [স] *ক্রিবিণ* প্রথম প্রকাশ থেকে। 'এই পত্রিকার জন্মদিবসাবধি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

জন্মনক্ষত্র [স] *বি* (জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়কার নক্ষত্র। 'তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জন্মনালা [স] *বি* জন্ম দরজা। 'ঈশ্বরের জন্মনালা ভাব মনে মনে।' *লালন*, ১৮৯০।

জন্মনিয়ন্ত্রণ [স] *বি* জন্মরোধ। 'জন্মনিয়ন্ত্রণ কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

জন্মনিরপেক্ষ [স] *বি* কোন্ বংশে জন্ম তার উপর নির্ভরশীল নয় এমন। 'ইংরেজরা ... শ্রমবিভাগকে করলো জন্মনিরপেক্ষ।' *উমর*, ১৯৬৬।

জন্মনিরোধ [স] *বি* জন্মনিয়ন্ত্রণ। 'জন্মনিরোধ না করলে কী ভীষণ অবস্থারই না সৃষ্টি হবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

জন্মনির্ভর [স] *বিণ* যে বর্ণে জন্ম তার উপর নির্ভরশীল। 'ইংরেজপূর্ব যুগে ভারতবর্ষে শ্রমবিভাগ ছিল জন্মনির্ভর।' *উমর*, ১৯৬৬।

জন্মপত্র [স] *বি* কোষ্ঠী। 'জন্মপত্র দেখিয়া করিল আশীর্বাদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জন্মপত্রিকা [স] *বি* কোষ্ঠী; ঠিকুজি। 'ভারতীয় জন্মপত্রিকা না দেখানো পর্যন্ত আমরা পাসপোর্ট দেব কি করে?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জন্ম-পরিচিত [স] *বিণ* জন্মলগ্ন থেকে চেনা। 'আমার জন্ম-পরিচিত কলকাতা ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাবে।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

জন্মপল্লী [স] *বি* যে গ্রামে জন্ম। 'তাহার জন্মপল্লীর কথা ... মা আছেন সেখানে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জন্ম-পাগল [স] *বিণ* জন্ম থেকে পাগল। 'পশুরা যদি বিচারক হত মানুষকে বলত জন্ম-পাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জন্মপাপ [স] *বি* জন্মেই যে পাপের অংশীদার হতে হয়। 'যার নাম স্মরণে খণ্ডএ জন্মপাপ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জন্মপূর্ব [স] *বিণ* জন্মের পূর্ববর্তী। 'তার অতীত জীবনের উপর জন্মপূর্বের অন্ধকার নামে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

জন্মবয়স [স] *ক্রিবিণ* জন্মের পর প্রথমবার। 'জন্মবয়সে আজ প্রথম আমাকে যেচে কথাটা বলতে এলেন।' *মানিক*, ১৯৩৬।

জন্মবার্ষিকী [স] *বি* জন্মের বর্ষপূর্তি। 'রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী উদযাপন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

জন্মবাসর [স] *বি* জন্মদিন। 'অপরাহ্ণ এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জন্মবিবরণ [স] *বি* জন্মবৃত্তান্ত। 'ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্মবিবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জন্মবীজ [স] *বি* সৃষ্টির সম্ভাবনা; শুক্রাণু। 'বাতাসে ভাসিছে যেথা জন্মবীজ, রতি-সম্মোহন।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

জন্মবৃত্তান্ত [স] ১ *বি* জন্মবিবরণ। 'শঙ্করাচার্য্যের জন্মবৃত্তান্তের বিষয়ে কিছু সংশয় আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* উৎপত্তির বিবরণ। 'জরমনদিগের ভাষায় আদ্যোপান্ত জন্মবৃত্তান্ত কলহপূর্ণ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জন্ম-বেকার [স জন্ম+ফা বেকার] *বিণ* চিরকর্মহীন। 'যে মানুষ জন্ম-বেকার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জন্মবেদনা *বি* প্রসবকালীন ব্যথা। 'জন্মবেদনার তীক্ষ্ণযন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

জন্মভাঙা *বিণ* তৈরির সময় থেকেই ভাঙা। 'জন্মভাঙা ডিঙ্গে আমার বেল ফুরালো জল ছেঁচে।' *লালন*, ১৮৯০।

জন্ম-ভিখারিনী [স জন্ম+ভিক্ষাকারী>] *বি স্ত্রী* জন্ম থেকে ভিখারী। 'জন্ম-ভিখারিনী তুমি? তাই এত চোখে জল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

জন্মভূম [স জন্মভূমি] *বি* জন্মভূমি। 'তথির কারণে জন্মভূমেতে আসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

জন্মভূমি [স] ১ *বি* জন্মস্থান। 'জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* স্বদেশ। 'জন্মভূমিতে অন্তর্গত থাকিয়া কালযাপন করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বি* উৎপত্তিস্থল। 'এ অঞ্চল বিদ্রোহিতার জন্মভূমি।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

জন্মমরণ [স] *বি* জন্ম ও মৃত্যু। 'আমরা জন্মমরণের অধীন। আমরা স্তুতিনিন্দায় আন্দোলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জন্মমাত্র [স] *ক্রিবিণ* ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে। 'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর বেদে কয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জন্মমাস [স] *বি* যে মাসে জন্ম হয়েছে। 'ভদ্র মাস আমার জন্মমাস।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

জন্মমূঢ়তা [স] *বি* জন্ম থেকে অজ্ঞতা। 'নানা পর্যায়ের জন্মমূঢ়তা আছে বলেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জন্মমৃত্যু [স] *বি* জন্ম ও মৃত্যু। 'জীবের জন্ম মৃত্যু কর্ম্মবশতো ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জন্মমৃত্যুপরম্পরা [স] *বি* জন্ম ও মৃত্যুর চক্র। 'জন্মমৃত্যু-পরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জন্মযাত্রা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণের জন্মদিনে শোভাযাত্রা। 'জন্মযাত্রা, রাসযাত্রা – বিশেষ উৎসব।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

জন্ম-যাযাবর [স] *বিণ* জন্ম থেকে ভবঘুরে। 'উদ্ভিদের মতো স্থাবর হ'তে তার আপত্তি, সে জন্ম-যাযাবর।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

জন্মলক্ষ্মীছাড়া [স জন্ম+স লক্ষ্মী+ছাড়া] *বি* জন্ম থেকেই লক্ষ্মীছাড়া

যে। 'আমাদের দেশে সেই জন্মলক্ষ্মীছাড়া কি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জন্মলগ্ন [স] *বি* জন্মের সময়কার লগ্ন। 'আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'আমার জন্মলগ্নে কেতুর দশা চলছিল।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

জন্মলাভ [স] *বি* জন্মগ্রহণ। 'উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তোমাদের জন্মলাভ সার্থক হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

জন্মলীলা [স] *বি* জন্মবৃত্তান্ত। 'ইহা সবার শ্রীচরণ শিরে বন্দি নিজ-ধন জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জন্মশক [স] *বি* শকাব্দ অনুযায়ী জন্মের সাল। 'খড়ি পাতিয়া জন্মশক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল সকল নিরূপণ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

জন্মশত্রু [স] *বি* চিরকালের শত্রু। 'তারা জানলো তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা হয়েছে মুসলমানদের জন্মশত্রু হিন্দুদের কাছ থেকে।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

জন্মশাসন [স] *বি* জন্মনিয়ন্ত্রণ। 'জন্মশাসন না করায় গর্ভের সংখ্যা ও জন্মহার ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৭।

জন্মশিখর [স] *বি* জন্ম হয়েছে যে শিখরে; উৎপত্তি স্থল। 'পার্বতী নদীর মতো জন্মশিখরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জন্মশোধ [স] *ক্রিবিণ* জন্মের মতো। 'জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

জন্মসংখ্যা [স] **১** *বি* জন্মের ক্রম। 'নূতন জন্ম সংখ্যায় সংখ্যিত ছিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বি* জন্মগ্রহণকারী লোকসংখ্যা। 'মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যা বেশি হওয়াই কল্যাণের লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জন্মসংগীত [স] *বি* সূচনাসংগীত। 'নবজাতির জন্মসংগীত গান হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

জন্মসংবাদ [স] *বি* জন্মের সংবাদ। 'পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জন্মসংরোধ [স] *বি* জন্মনিয়ন্ত্রণ। 'জন্মসংরোধ সম্বন্ধে হয়ত কেহ পাপের কথা তুলিতে পারেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৭।

জন্মসময় [স] *বি* জন্মের সময়। 'আমার জন্মসময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জন্মসুলভ [স] **১** *বিণ* জন্মকালীন অবস্থার মতো। 'জন্মসুলভ নগ্নতা হইতে অনাবশ্যকরূপ পরিচ্ছদপ্রাচুর্য্য ইহাদের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত।' *প্রমথ*, ১৯২০। **২** *বিণ* জন্মগত। 'যে সম্প্রদায়ের গায়ত্রীমন্ত্রে জন্মসুলভ অধিকার আছে।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

জন্মসৈনিক [স] *বিণ* জন্ম থেকেই সৈনিকের স্বভাবসম্পন্ন। 'যাহারা জন্মসৈনিক তারা ছুটে এসো।' *নজরুল*, ১৯৪১।

জন্মস্থান [স] *বি* যে স্থানে জন্ম। 'নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইএগ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জন্মস্বত্ব [স] *বি* জন্মগত অধিকার। 'দক্ষিণ ভারত নারীকে তার জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত না ক'রে ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

জন্মস্বাধীন [স] *বিণ* জন্ম থেকেই স্বাধীন। 'মোরা বন্ধনহীন জন্মস্বাধীন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

জন্মস্মর [স] *বিণ* আজন্ম স্মরণযোগ্য। 'জন্মস্মর কার প্রণব সারিগান স্বপ্নাবেশে পিক গুঞ্জে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

জন্মস্রোত [স] *বি* জন্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। 'জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জন্ম-হাভাতে [স জন্ম+হাভাত>] *বিণ* জন্ম থেকেই দুর্ভিক্ষপীড়িত। 'ধূলাকাদাতে বুকে হেঁটে বেড়াস যেন জন্ম-হাভাতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

জন্মা [স জন্ম>] *বি* জন্ম। 'মালগুজারি করিয়া মিরাস জন্মা হইয়া পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে সুখে ভোগ করহ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জন্মান্ধ [স জন্ম-অন্ধ] **১** *বিণ* জন্ম থেকে অন্ধ। 'জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহার দৃষ্টিপ্রাপ্ত হইলে আনন্দ অনুভব করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **২** *বিণ* গোঁড়া; প্রাচীনপন্থী। 'এই জন্মান্ধ মানুষের দেশে একজন যুগলপ্রসাদ কি করিয়া জন্মিয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

জন্মান্ধতা [স জন্ম-অন্ধতা] *বি* আজন্ম অন্ধত্ব। 'রুচির দিক থেকে জন্মান্ধতার উদ্ভব।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

জন্মাবচ্ছিন্ন [স জন্ম-অবচ্ছিন্ন] *ক্রিবিণ* আজীবন। 'মেলবন্ধ থাকাতে অনেক কুলীনকন্যা জন্মাবচ্ছিন্ন অদত্তাই থাকিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

জন্মাবধি [স জন্ম-অবধি] *ক্রিবিণ* জন্ম থেকে। 'বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত উপাখ্যান সংক্ষেপে লিখি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

জন্মাষ্টমী [স] *বি* শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। 'ভাদ্র মাসের অরন্ধন ও জন্মাষ্টমীর পর অনেক যায়গায় প্রিতিমের কাঠামোয় ঘা পড়লো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জন্মের মত, জন্মের মতো *ক্রিবিণ* সারা জীবনের জন্য। 'জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'হরির সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস – একটি মাত্র কাজ করে গর্ব করে এমন। *উমেশ*, ১৮৫৭।

জন্মোৎসব [স জন্ম-উৎসব] *বি* জন্ম সম্পর্কিত আনন্দানুষ্ঠান। 'তাঁর পুত্রের জন্মোৎসব বাতিল করে।' *বেগম*, ১৯৬৯।

জন্মোদয় [স জন্ম-উদয়] *বি* জন্মলাভ। 'ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জন্মা, জন্মানো [স জন্ম>] **১** *ক্রি* জন্মগ্রহণ করা। 'জন্মিবাঙ আমি গিয়া মথুরা গোকুলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* প্রতীয়মান হওয়া। 'কেহ সুখ পায় কারো না জন্মে বিশ্বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* জাগ্রত হওয়া। 'মনের ভিতর এই রকম যে একটা ইচ্ছা জন্মায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **জন্মউক** *ক্রি* জন্মাক। 'জগতের মনে অতি জন্মউক সন্তোষ।' *সুলতান*, ১৭০০। **জন্মএ** *ক্রি* জন্মগ্রহণ করে। 'তৃতীয় কহিলা শিশু জন্মএ যেইরূপে।' *সুলতান*, ১৭০০। **জন্ময়** *ক্রি* জন্ম নেয়। 'দেখিতেই মাত্র তার সাধ্বস জন্ময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জন্মাই** *ক্রি* জন্মগ্রহণ করি। 'ততেক্ষনে দুই পুত্র গেলেক জন্মাই।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জন্মাইলি** *ক্রি* জন্ম দিলি। 'অপার আনন্দে দুঃখ জন্মাইলি চিত্তে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **জন্মাইলেক** *ক্রি* জন্ম নিলেন। 'কৈন্যাকালে জন্মাইলেক পরাশর মুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জন্মাইলেন** *ক্রি* জন্ম দিলেন। 'স্ত্রী আপন স্বামীর আজ্ঞামতে ... দেবতা হইতে পাঁচ পুত্র জন্মাইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **জন্মাবে** *ক্রি* জন্মগ্রহণ করবে। 'প্রথমে কলির অংশে জন্মাবে আক্ষটি বংশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জন্মায়** *ক্রি* জন্ম দেয়। 'বিধবা জন্মায় জদি ক্ষেত্রজ তনএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জন্মিছ** *ক্রি* জন্মগ্রহণ করেছো। 'সাক্ষাতে জন্মিছ তুক্ষি বিষ্ণু অবতার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জন্মিছে** *ক্রি* উৎপন্ন হয়েছে।

'জন্মিছে প্রেমের মুক্তা ভাব সিন্ধু যথা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জন্মিছে** *ক্রি* হয়েছে। 'কেহ বোলে তাহার বাউ জন্মিছে নিশ্চএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জন্মিতাম** *ক্রি* জন্ম নিতাম। 'পক্ষি হইয়া জন্মিতাম থাকিতাম বৃন্দাবনে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **জন্মিব ১** *ক্রি* জন্ম নেবে। 'তাহাতে জন্মিব পুত্র বভ্রুবাহন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* জন্মগ্রহণ করবে। 'পৃথিবীত না জন্মিব তান সম সতী।' *সুলতান*, ১৭০০। **জন্মিবাঙ** *ক্রি* জন্ম নেবো। 'জন্মিবাঙ আমি গিয়া মথুরা গোকুলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জন্মিবেক** *ক্রি* উন্মেষ হবে। 'খণ্ডিব উন্মাদ মতি জন্মিবেক জ্ঞান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জন্মিমু** *ক্রি* জন্ম নেবো। 'বিস্যের বধের হেতু জন্মিমু ভুবনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জন্মিয়াছে** *ক্রি* জন্মেছে। 'চিত্তে তান কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জন্মিল** *ক্রি* জন্ম নিলো। 'জন্মিল চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **জন্মিলা ১** *ক্রি* জন্ম নিলো। 'মুমীন হইয়া সেই জগতে জন্মিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *ক্রি* জন্ম নিলে। 'যোগরূপে জন্মিলা আপনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **জন্মিলাঙ** *ক্রি* জন্মেছিলাম। 'জেই কালে জন্মিলাঙ যশোদা জঠরে কৃষ্ণ হেতু পড়িলাঙ পাপ কংস করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জন্মিলেক** *ক্রি* জন্ম নিলো। 'দারুণ জনক মনে জন্মিলেক পীড়।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জন্মুক** *ক্রি* জন্ম হোক। 'যথাতথা জন্মুক সবার শ্রেষ্ঠ হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জন্মে** *ক্রি* জন্ম নেয়। 'বিয়োগী জনার চিত্তে জন্মে মহাপীড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **জম্মিয়াছে** *ক্রি* জন্মগ্রহণ করেছে। 'ধৈন্য পুত্র জম্মিয়াছে কুলের নন্দন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জন্মান্তর [স] **১** *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী পূর্বজন্ম। 'জন্মান্তরে নাহি সেবে গোবিন্দ চরন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী পরজন্ম। 'জন্মান্তরে যেন সুখী হই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *বি* জন্ম ও মৃত্যু। 'জন্মান্তর নিমেষে ফুরায় ও-চুম্বনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বি* নতুন জন্ম। 'আনছে আমার জন্মান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জন্মান্তরবাদ [স] *বি* পুনর্জন্মবাদ। 'পৌত্তলিকতাবাদ, [illegible], নিরীশ্বরবাদ, জন্মান্তরবাদ, সন্ন্যাসবাদ প্রভৃতি।' *বঙ্গীয়*, ১৯২২ [illegible]।

জন্মান্তরিত [স] *বিণ* অন্য জন্মপ্রাপ্ত। 'আজ তারই চোদ্দ আনা ওদেরই পূর্বপুরুষের ঘরে জন্মান্তরিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

জন্মান্তরীণ [স] *বিণ* পূর্বজন্মে সংঘটিত। '... জন্মান্তরীণ পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকে, সাধুসমাগম লব্ধ হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জন্মান্তরীয় [স] *বিণ* জন্মান্তর সম্বন্ধী। *সেবধি*, ১৮৩৯।

জন্মান্ধ *দ্র* **জন্ম**

জন্মাবচ্ছিন্ন [স] *ক্রিবিণ* জন্ম থেকে। 'মেলবন্ধ থাকাতে অনেক কুলীনকন্যা জন্মাবচ্ছিন্ন অদত্তাই থাকিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

জন্মায়তি [স জন্ম-আয়ুষ্মতী] *বিণ* চিরসধবা। 'জন্মায়তি হও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

জন্মায়্যাতি [স জন্ম-আয়ুষ্মতী] *বিণ* আজীবন সধবা। 'জন্মায়্যাতি হয়্যা বাছা জিয়ে থাক সুখে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জন্মাষ্টমী *দ্র* **জন্ম**

জন্মিত [স] *বিণ* ঔরসজাত। 'অনন্তর কন্যা আপন পূর্ব্বস্বামির জন্মিত ঐ পুত্রের কথা ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

জন্য [স] *অব্য* কারণে। 'বিধি কার জন্য, গঠিল বটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'তিরোধান মনে দিএ যোগ জন্য মায়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জন্যে ১ *ক্রিবিণ* উদ্দেশ্যে। 'চিন্তামণি তবে চিন্তিত বৈভবে সৃষ্টি সৃজিবার জন্যে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *ক্রিবিণ* কারণে। 'তাই জন্যে ইহারা আগে হইতে পদে পদে জগৎকে অপমান করিবার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

জপ [স] *বি* ইষ্টমন্ত্রাদির পুনঃপুন পাঠ বা মনে মনে আবৃত্তি। 'অহনিস জপ হরি নাম তোহারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ভক্ত বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জপ তপ [স] **১** *বি* ঈশ্বর আরাধনা। 'ভক্ত বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* বারবার আবৃত্তি ও উপাসনা। 'সমস্ত দিন জপতপ করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জপন [স] *বি* জপ। 'পুরাণ বেদের মন্ত্র করেন্ত জপন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জপনিরতা [স] *বিণ স্ত্রী* জপে মগ্ন। 'তাহার কাতরতার উচ্ছ্বাস জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জপনীয় [স] *বিণ* জপ করার যোগ্য। 'বিশ্বামিত্রদৃষ্ট মন্ত্র গায়ত্রীনামে ব্রাহ্মণমাত্রেরই আরাধ্য জপনীয় মন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

জপমন্ত্র [স] *বি* পুণ্যের উদ্দেশ্যে বারবার নীরবে পাঠ করার শ্লোক – ইষ্টমন্ত্র। 'তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জপমাল [স জপমালা] *বি* জপমালা। 'যোগপাটা জপমাল/ জটাজুট শোভে ভাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জপমালা [স] *বি* জপ করার মালা। 'কালা হইল জপমালা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

জপের বাড়ি *বি* রক্ষিতাগৃহ। 'বাবু ... ও গলির "জপের বাড়ি" থেকে উঠে এসেই দেখবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জপতা [স জপতপ>] *বি* উপদেশ। 'যদি দুরাশা কর্ণে জপতা না করিত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

জপা [স জপ>] **১** *ক্রি* বার বার বলা। 'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *ক্রি* আরাধনা করা। 'জপে পির পেগম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জপএ** *ক্রি* জপ করে। 'অজপা জপএ নিত্য নিঃশব্দ নীরব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জপয়ে** *ক্রি* জপ করে। 'জপয়ে শ্রীদুর্গানাম পূর্ণ হেতু মনস্কাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **জপি** *ক্রি* জপ ক'রে। 'তোহ্মার নাম জপি উদ্ধার হএ পাপী।' *সুলতান*, ১৭০০। **জপিল** *ক্রি* জপ করলো। 'মহাভক্তি করি তারা দুজনে জপিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **জপিলে** *ক্রি* জপ করলে। 'জপিলে অময়াসন আর প্রনামে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জপ্যা** *ক্রি* জপ ক'রে। 'মুক্ত হইল অজামিল জপ্যা তুয়া নাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **জপ্যায়া** *ক্রি* জপ করিয়ে। 'প্রসূতি জপ্যায়া ধর্মে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জব[1] [স যদা] **১** *অব্য* যদি। 'এ সখি এ সখি জব রহুঁ জীব। হরি দিগে চাহি পানি নহি পীব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রিবিণ* যখন। 'জব পরিহরি চলএ চাহি। কুটিল নয়ানে হেরবি তাহি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

জবতক *ক্রিবিণ* যতক্ষণ পর্যন্ত। 'জবতক হানিফা মর্দ্দ নাহি হয় হাত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জবহী *ক্রিবিণ* যখন। 'রভস সাঁগব পিয়া জবহী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জবহুঁ *ক্রিবিণ* যখন। 'অবহন জবহুঁ মোহে পরি হোয়ল তবহি মানহু নিজ দেহা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জব[2] [স যব] *বি* দৈর্ঘ্য মাপার একক; এক ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

জব[3] [স যব] *বি* যব; গম জাতীয় শস্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'এ কি ছাগলের পায় জব মাড়া।' *গৌর*, ১৮২২।

জব[4] [আ জওয়াব] *বি* জবাব। 'আমার কতার জব দিবে না আয়াত ভাই।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

জবক্ষার [স যবক্ষার] *বি* একপ্রকার তীব্র ক্ষার; পটাশিয়াম নাইট্রেট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জবজব [ধ্বন্যা] *বি* তেল, ঘি ইত্যাদি তরল পদার্থে সিক্ত হওয়ার ভাব। 'ঘৃতে জব জব খায় মীন মাংস বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জবজবা [ধ্বন্যা জবজব>] *বিণ* ভিজা। 'আবার জেলে ছঁড়া জাল নামাইয়া করে দিল জবজবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

জবজবে [ধ্বন্যা জবজব>] *বিণ* জবজব করছে এমন। 'আজ চুলে আবার জবজবে করিয়া নারিকেল তেল দিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

জবড়জঙ, জবড়জঙ্গ *দ্র* **জবরজঙ্গ**

জবড়-জঙ্গিমা [আ জবর+ফা জঙ্গ>] *বিণ* এলোমেলো। 'জরার কোপে দাড়ি-গোঁপে হয় নি জবড়-জঙ্গিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

জবত [স যাবৎ] *ক্রিবিণ* যাবৎ; যে পর্যন্ত। 'জবত তোমার টাকা সোদ করি তবত বাগ মজুকুরের ব্রক্ষে আদি বরজায় রাখিয়া রাজার মালগুজারি দিয়া ভোগ করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

জবদ কাগজ [আ জাবিতাহ্+ফা কাগজ] *বি* হিসাব রাখার কাগজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জবন [স যবন] *বি* যবন; মুসলমান। 'জবন রাজার সঙ্গে জুদ্ধ সে আঙ্গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

জবনকরণক [স যবন+স করণক] *বি* মুসলমান বাদ্যকর। 'ভক্তরার চাটীর শব্দ গ্রহণে জবনকরণক বাদ্যোদ্যম অনুমান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

জবনকৃত [স যবনকৃত] *বিণ* মুসলমানের তৈরি। 'প্রাতরুত্থাপূর্ব্বক প্রায় জবনকৃত মিসি যাহা শাস্ত্র মতে স্পর্শ পাপ।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

জবনাদি [স যবনাদি] *বি* মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়। 'কেহ২ গোপনে উপপতি ভজিত কিন্তু জবনাদি নীচগামিনী হইতে পারিত না।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

জবনাধিকার [স যবনাধিকার] *বি* মুসলমান শাসনামল। 'এই অনাদি বিদ্যা পূর্ব্ব জবনাধিকারে হিন্দুদিগের কেবল পরমার্থ প্রদর্শিকা ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

জবনাধীন [স যবনাধীন] *বিণ* মুসলমানদের অধীন। 'এইপ্রদেশ জবনাধীন ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

জবনী [স যবনী] *বি* মুসলমান নারী। 'এক জবনী কহিল ব্রাহ্মণঠাকুর এইটি মোসলমানের কন্যা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

জবর [ফা জবর্] **১** *বিণ* বড়ো। *ভবানী*, ১৮২৩; 'কোনখানে পাড়ো তুমি জবর সোনার আণ্ডা।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩। **২** *বিণ* খাসা; উৎকৃষ্ট। 'ক্যাশ খুব জবর, পার্টিসন কেন, একজিবিসন হতি পারে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'সে খুব জবর কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৩** *বিণ* দারুণ। 'তখন বাংলাদেশে একটি জবর যাত্রার দল ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

জবরজং, জবড়জঙ, জবড়জঙ্গ [আ জবর+ফা জঙ্গ] **১** *বিণ* বিশৃঙ্খল। 'রামেশ্বরের লোকেরা বাবুকে জবড়জঙ্গ বলিয়া ডাকে।' *রাজ*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* অত্যধিক জমকালো। 'মল্লিক কোম্পানির জবড়জঙ জ্যাকেট।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'একটা জবরজং লেস-লাগানো জ্যাকেট গায়ে দিয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৩** *বিণ* স্থবির। 'একেবারে জবর-জং আর কী।' *নজরুল*, ১৯২৭। **৪** *বিণ* অগোছালো। 'ময়লা টেবিলের ওপর জবরজং খাতাটা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

জবড়জঙ্গি [আ জবর+ফা জঙ্গ>] *বিণ* জাঁকালো। 'তুই জাতফিরিঙ্গী জবড়জঙ্গি।' *রাজ*, ১৮৭৪।

জবর-দখল [ফা জবর+আ দখল] *বি* জোরপূর্বক অধিকার। 'তাহা জবর-দখল করিতে চেষ্টা করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জবরদস্ত [ফা] **১** *বিণ* শক্তিশালী; ক্ষমতাসম্পন্ন। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'বলে যারা জবরদস্ত, তাদের ঘরে লাভের গস্ত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* জোরালো। 'ওখান থেকে জবরদস্ত একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জবরদস্তি, জবরদস্তী [ফা] **১** *বি* অন্যায়ভাবে জোর খাটানো। 'তাহাদিগের উপর জোর ও জবরদস্তিতে ও ... আদায় করিতে পারে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'মঙ্গলীরদের দ্বারা জবরদস্তীতে নিমক প্রস্তুত করা যাইতেছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি* জোর। 'বাঙলা ব্যাকরণের সম্প্রদান কারক জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জবরদস্তিমূলক, জবরদস্তীমূলক [ফা জবরদস্তি+স মূলক] *বিণ* অন্যায়ভাবে জোর খাটিয়ে করা হয় এমন। 'বেগার প্রভৃতি জবরদস্তিমূলক প্রথার কল্যাণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া আসিয়াছে।' *এসলাম*, ১৯৩২; 'এই জবরদস্তীমূলক নীতি ও হুমকী দ্বারা গবর্ণমেন্টকে কংগ্রেস দাবী স্বীকার করিতে ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

জবরাণ [আ জবর>] *বি* জবরদস্তি। 'আমার পরিবারের প্রতি কোন নরাধম নারকী জবরাণে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জবর্দস্তি [ফা] *বি* জোর; শক্তি প্রয়োগ। 'কোনো কোনো ক্ষুদ্র কবি কিছু জবর্দস্তি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জবল [আ জবাল] *বিণ* দুর্ভাগ্যময়। 'জবল আরাফাতে গেলা কুতুহল রঙ্গে।' *সুলতান*, ১৭০০।

জবহ [আ] *বি* জবাই। 'গরু জবহ করা যে এসলামী ধর্ম্মসঙ্গত ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

জবা [স] *বি* ফুল বিশেষ। 'ভুজঙ্গকেসর রাখিল জবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জবাকুসুমসঙ্কাশ [স] *বিণ* জবা ফুলের মতো লাল। 'জবাকুসুমসঙ্কাশ ওই উদার অরুণোদয়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জবাঙ্কুশ [স] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'যথেষ্ট ভূষণ জবাঙ্কুশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জবাপুষ্প [স] *বি* জবাফুল। 'সাঁড়াসিএ ধর‍্যা আনে ... জবাপুষ্প সমান সাবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জবাপুষ্পাঞ্জলি [স জবাপুষ্প-অঞ্জলি] *বি* জবাফুলের অঞ্জলি। 'লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

জবাফুল [স জবা+ফুল] *বি* ফুলবিশেষ। 'তোর চোক দুটী যেন রাঙ্গা জবাফুল হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

জবাযুগ-সম [স] *বিণ* জবা ফুলের লাল রঙের মতো। 'জবাযুগ-সম

আঁখি – রক্তবর্ণ সদা।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

জবাই [আ জবহ্] ১ *বি* ইসলামি মতে আল্লাহর নাম নিয়ে গলনালি কেটে প্রাণী হত্যা। 'বকরি জবাই জথা মোল্লাকে দেই মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ধ্বংস। 'পয়সার জন্য আর্টকে জবাই করছে।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বি* জবাই করা পশুর মাংস। 'কসাইখানায় যেন ঝুলে আছে একখণ্ড সদ্যকাটা সন্ধ্যার জবাই।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

জবাইকরা [আ জবহ্+করা] *বিণ* গলাকাটা হয়েছে এমন। 'নিশিদিন জবাই করা অসহায় প্রাণীর মতন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জবান [ফা] ১ *বি* ভাষা। 'আরবী আল্লার খাস জানিও জবান।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* মুখ। 'তাহার গিবত গিধি জবানে চালায়।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আরো লক্ষ লোকের জবান খুলিয়া যায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

জবানবন্দি, জবানবন্দী [ফা] ১ *বি* মৌখিক বিবৃতি। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* ঘটনা সম্পর্কে শপথ ক'রে দেওয়া বিবৃতি। 'মোকদ্দমার ওাকিপার লোকদিগের জবানবন্দি ...।' *এডমন*, ১৭৯২। ৩ *বি* সাক্ষ্য। 'জবানবন্দী।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'তোমাদের জবানবন্দিতে মকদ্দমা জিতব।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জবানবন্দিনবিস [ফা] *বি* সাক্ষ্য লেখক। 'জবানবন্দিনবিস হন হন করিয়া জবানবন্দি লিখিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জবানি, জবানী [ফা] ১ *বি* ভাষা। 'সে সকল আদ্যপান্ত আপনার মনুস্য জবানীতে জ্ঞাত হবেন।' *বোগল*, ১৭৭০। ২ *বি* উক্তি। *ভবানী*, ১৮২৩; 'বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জবাব [আ জওয়াব] *বি* উত্তর; প্রত্যুত্তর। 'তেষরা রাগীটরি জবাব দিতেছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

জবাবদিহি [আ জওয়াব+ফা দিহি] ১ *বি* কারণ দর্শানো। 'তুমি কিন্তু জবাবদিহিতে পড়বে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। ২ *বি* দায়িত্ব। 'ব্রাহ্মসমাজের কাছে যে আমাদের জবাবদিহি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *বি* কৈফিয়ত। 'যত রকম পাপ আছে করে যাও, তার জবাবদিহি করতে হয় না।' *নজরুল*, ১৯২৬।

জবাব দেওয়া ১ *ক্রি* শেষ কথা বলা। 'উপকার করিলেন না জবাবও দেন না।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *ক্রি* বিদায় করে দেওয়া। 'আর কেরাণি ও মুনসি ইহাদিগের জবাব দেও।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *ক্রি* নিষেধ করে দেওয়া। 'কর্ত্তা তাহারদিগের জবাব দিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* ইস্তফা দেওয়া; পদত্যাগ করা। 'তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জবাব যোগানো *ক্রি* উত্তর খুঁজে পাওয়া। 'কোন জবাব যোগাইতেছিল না মোনাদিরের মুখে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

জবাব সওয়াল [আ জওয়াব+আ সওয়াল] *বি* আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর। 'জোখোন জেখানে জে জবাব সওয়াল হয় করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

জবাবি, জবাবী [আ জওয়াব>] ১ *বিণ* জবাব সংবলিত। 'জবাবি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* সাড়া দেয় এমন। 'জবাবী দেহ ও মন পাইলে ... বড় ভালবাসায় পরিণত হৈতে পারে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জবাবী তার *বি* উত্তর পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত মাশুল দেওয়া টেলিগ্রাম। 'মীরপুরে সায়েবের নামে একটা জবাবী তার কৈরা দেও।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জবায় [আ জবহ্] *বি* ইসলামি মতে গলনালি কেটে প্রাণী বধ। 'জবায়ের বেলা গরু বাচুর এড়ায় না।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **জবাই**

জবাহ [আ জবহ্] *বি* জবাই। 'মুসলমানগণ কখনই দুগ্ধবতী গাভী ও দুগ্ধপায়ী বৎস জবাহ করে না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

জবুথবু [স যুবস্থবির] ১ *বিণ* আড়ষ্ট। 'তুমি রুগ্ন জবুথবু।' *জসীম*, ১৯২৭। ২ *বিণ* জড়সড়। 'জবুথবু জাতকে নিয়ে এ তো দেখি বিষম ল্যাঠা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

জবুর [আ] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী দাউদ নবির উপরে অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থবিশেষ। 'জবুরাদি যথ শাস্ত্র সব লুকাইব।' *সুলতান*, ১৭০০।

জবুস্থবু [স যুবস্থবির] *বিণ* জড়সড়; স্থির। 'গাছগুলো বোকার মতো জবুস্থবু হয়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জবে[১] [স যদা] ১ *ক্রিবিণ* যখন। 'জবে করহা করহকলে পিচিউ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। ২ *অব্য* যদি। 'সঙ্গে আসিবে জবে লয় দধিভারে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

জবে[২] [আ জবহ্] *বি* জবাই-করা পশু। 'দাড়ি রাখে বাদী রাখে আর জবে খায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

জবে-করা *বিণ* জবাই-করা। 'হাসান-হুসেন তড়পায় যেন জবে-করা কবুতর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জবেঁ [স যদা] *ক্রিবিণ* যখন। 'জবেঁ মুষাএর অচার তুটঅ।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

জবেহ [আ জবহ্] *বি* জবাই। 'জীবনে জবেহ আছে মরণে হালাল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জবেহ-করা *বিণ* জবাইকৃত। 'কথাটা শুনে জবেহ-করা প্রাণীর ন্যায় আমি ছটপটে হয়ে পড়লুম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জব্দ [আ দব্ৎ] ১ *বিণ* শায়েস্তা। 'নূরনবী মোহাম্মদ কুফেরে করিয়া জব্দ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* আটক; বাজেয়াপ্ত। 'তাহা সরকারে জব্দ হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৮। ৩ *বিণ* প্রশমিত। 'নাতি ঝেঁটা না হলে জব্দ হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* লাঞ্ছিত। 'এক ব্রকোদ গৌসাই বড় জব্দ হয়েছিলেন!' *হুতোম*, ১৮৬১।

জব্দ করা *ক্রি* শায়েস্তা করা। 'একে, আজ জব্দ করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জব্দী [আ জব্ৎ+ফা ঈ] *বিণ* আটককৃত। 'জব্দী মাল।' *এডমন*, ১৭৯৩।

জব্বর [আ জবর] ১ *বিণ* ভীষণ। 'বায়স্কোপে জব্বর গরমের ছ'হাজার ফুটী বর্ণনা দেখা যায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* দারুণ। 'মসিয়ো ভোতিয়ে একটা জব্বর রকমের জোলাপের ব্যবস্থা করেছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জব্বুর [আ] *বি* জবুর; ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী দাউদ নবির উপরে অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থবিশেষ। 'দাউদে জব্বুর কেতাব হইল হাসিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জম [স যম] *বি* হিন্দুমতে মৃত্যুর দেবতা। 'মোর বানে আজি জাবে জমের করন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জমঘর [স যম+পা ঘর] *বি* মৃত্যুপুরী; যমের আলয়। 'সভাকে মারিয়া কৃষ্ণ পাঠাইল জমঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জমপুরি [স যমপুরী] *বি* যমের আলয়। 'তাহার দক্ষিনে জমপুরির আশ্রম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জমলোক [স যমলোক] *বি* যমালয়। 'চৌরাসি নরক কুণ্ড জত জমলোকে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জমক [হি] *বি* আড়ম্বর। **জমক-জৌলুস** [হি জমক>+আ জলূস] *বি* অতি আড়ম্বর। 'খানাপিনার জমক-জৌলুস দেখেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জমকালো, জমকাল [হি জমক>] ১ *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'এখানে মদের দোকানগুলোই সব চেয়ে জমকালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* প্রভাবশালী। 'যখন আসন্ন দুর্ভিক্ষের করাল বিভীষিকায় দেশবাসী সন্ত্রস্ত – সে একজন জমকাল কর্মচারী হয়ে বসল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জমকিয়ে বসা [হি জমক>] *ক্রি* গ্যাঁট হয়ে বসা। 'কাছারিতে গিয়া জমকিয়া বসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

জমকে [হি জমক>] *বিণ* জাঁকালো। 'জমকে পোষাক করি গাড়ী আরোহণে। চর্চ্চে যান সুরূপসী শ্রীমতীর সনে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জমজ [স যমজ] *বিণ* একই গর্ভজাত এবং একই সময়ে ভূমিষ্ঠ। 'জমজ মনুষ্য হএ যাহার কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

জমজম[১] [আ] *বি* মক্কার একটি কূপ যা মুসলমানদের কাছে পবিত্র। 'জমজম কূয়া পাড়ে তাহার বসতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

জমজম[২] [আ] *বি* গমগম; সরগরম ভাব। 'আর-একবার বাড়ি-ঘরদোর জমজম করবে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

জমজমা [আ জমজম>] *বিণ* জমজমাট। 'টাল মাটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকে সরগরম ও জমজমা হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জমজমাট [আ জমজম>] ১ *বিণ* ব্যস্তসমস্ত। 'তারই ফলে জেলেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ *বিণ* জমে উঠেছে এমন। 'সভা জমজমাট।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। ৩ *বিণ* ঘনীভূত। 'জমজমাট অন্ধকার।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

জমজমে [আ জমজম>] *বিণ* জমজমাট। 'সেদিনের সেই জঙ্গুলে শহরতলী জায়গা জমজমে শহর এখন।' *মনোজ*, ১৯৬১।

জমধর [স যম>] *বি* দুই দিকে ধারওয়ালা ছুরিবিশেষ। 'প্রখর নখর জমধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জমরদ [আ জমরুদ] *বি* পান্না। 'জড়াও দ্রব্য ও হিরা ও জমরদ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

জমরুদ [আ] *বি* পান্না। 'পত্রসব জমরুদ জিনি জ্যোত অতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

জমল [স যমল] *বিণ* যুগল। 'জমল আর্জ্জুন তরু উপাড়িল আক্ষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জমা[১] [আ] ১ *বিণ* লিপিবদ্ধ। 'বিবি রাষের চাকর সিবু সরকারের কাগজে জমা করিয়া দিলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* আয়ের হিসাব। 'জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বিণ* সঞ্চিত। 'তাতির নামে জমা হইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৪ *বি* খাজনার পরিমাণ। 'এখন দারইজার্দার শ্রীজাদবরাম রায় আমার জমায় ত্রিষ টাকা বেসী করিয়াছে।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

জমাওয়াসিল [আ] *বি* আয়-ব্যয়ের হিসাব। '... কাহাকে বলে জমাওয়াসিল বাকি কিছুই বোধ নাই।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জমা করন *বি* জমানো; সংগ্রহ করণ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

জমা করা ১ *ক্রি* সঞ্চয় করা। 'সূর্যের আলো জমা করে রাখে গাছের অনেক বস্তুতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* সঞ্চিত; জমানো। 'বাপের জমা-করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া।' *মানিক*, ১৯৪০।

জমাখরচ [আ জমা+আ খরজ] ১ *বি* আয়-ব্যয়ের হিসাব। 'পঞ্চ অবধূত যে টাকা আনিয়াছে সকল জমা খরচ করিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৬১। ২ *বি* দেনাপাওনা। 'বোধ হয় আজীবন সম্পর্কের জমা খরচ হিসাব ক'রে খুব একটা বড়ো রকম অঙ্ক হাতে থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জমাখরচা [আ জমা+আ খরজ] *বি* হিসাব। 'আগের রাতের অভিজ্ঞতার জমাখরচা নিতে লাগলুম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জমাখরচি [আ জমা+আ খরজ>] *বি* আয়-ব্যয়ের হিসাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জমা খারিজ [আ জমা+আ খারিজ] *বি* এজমালি সম্পত্তির অংশীদারগণ কর্তৃক রাজা, জমিদার বা সরকারকে পৃথকভাবে খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা। 'উত্তর মাঠে অজবল্লভের জমা খারিজের মধ্যে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৬১০।

জমা জমি [আ জমা+ফা জমি] *বি* ভূসম্পত্তি। 'স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমা জমি করে্য গিয়েছেন তাহাতে কখন পরের চাকরি স্বীকার করিতে হয়নি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

জমাট [আ জমা] ১ *বিণ* গাঢ়। 'খালি জমাট নেশা চলুগ।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* তীব্রতর। 'এবার শীতটাও বড় জমাটভাবে চেপে এসেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জমাট বাঁধা ১ *ক্রি* ঘনবসতিপূর্ণ হওয়া। 'বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁসিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ *বিণ* ঘনসন্নিবিষ্ট। 'জমাট-বাঁধা ভিড়।' *মানিক*, ১৯৪৭। ৩ *বিণ* ঘনীভূত। 'জমাটবাঁধা কুয়াশায় তখনও চারদিক চাঁদনি রাতের মতই আবছা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জমাদার [আ জমা+ফা দার] ১ *বি* সেনাবাহিনীর কর্মচারীবিশেষ। 'আমজাদা সিফাই যতেক জমাদার।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* মেথর। *ভবানী*, ১৮২৩; 'বেনিগারদের জমাদার তাহার নিকট দাঁড়াইয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* দারোয়ানদের সর্দার। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'পুলিসের রাতকানা সার্জ্জন, ঠোঁটকাটা দারোগা, নুলো জমাদার ... মহাশয়েরা রোঁদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৪ *বি* বাঙালি পদবিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

জমাদারনী [আ জমা+ফা দার>] *বি স্ত্রী* মেথর। 'রিকসাওলা জমাদারনী ডরেই ভাগে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

জমাদারী [আ জমা+ফা দার>] ১ *বি* প্রহরীদের নেতৃত্ব প্রদান। 'জমাদারী, খেদমতগারী, ও আর২ সব রকম তাবেদারী ও ফরমাবরদারী কিয়াথা।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* দারোয়ানি। 'জমীদারী ও জমাদারী।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

জমাদ্দার [আ জমা+ফা দার] *বি* জমাদার। 'দ্বারী কহে তবে পারি জমাদ্দার বখশীরে কয়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

জমান [আ জমা>] *বিণ* সঞ্চিত। 'হাতে যাদের ছিল জমান-টাকা।' *সবুজ*, ১৯২০। *দ্র* **জমানো**

জমানবিশ [আ জমা+ফা নবীস] *বি* জমিদারি সেরেস্তায় জমি ও খাজনার হিসাবরক্ষক কর্মচারী। 'বেচারার কাছ থেকে নায়েব গোমস্তা জমানবিশ ... দু-পয়সা আদায় করে নেয়।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

জমানবিস [আ জমা+ফা নবীস] *বি* জমি ও খাজনার হিসাবরক্ষক কর্মচারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জমা নেওয়া *ক্রি* খাজনার বিনিময়ে ইজারা নেওয়া। 'এই কুলবন জমা লইয়া থাকে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

জমানো [আ জমা>] ১ *ক্রি* আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা। 'খুব শীঘ্র জমিয়ে তুলতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* বৃদ্ধি করা। 'তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রি* সংগ্রহ করা। 'ডাকের টিকিট জমায়।' *রবীন্দ্র*,

১৯০৫। ৪ *ক্রি* সঞ্চয় করা। 'পাঁচ টাকা করে মাইনে। তুমি জমিও।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৫ *ক্রি* বসানো। 'বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। *দ্র* **জমান**

জমাপত্তন [আ জমা+স পত্তন] *বি* জমির প্রজাস্বত্ব। '১২৫০ সালের কাগজে দেখা যায় – এক নতুন জমাপত্তন।' *তারা*, ১৯৪৬।

জমাবন্দি, জমাবন্দী [আ জমা+ফা বন্দি] ১ *বি* নামওয়ারি হিসাব। 'কদলীপত্রে তেরিজ জমাখরচ জমাবন্দি প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* বন্দোবস্ত। 'জমিদারীর ভূমিসকল সম্পূর্ণ উচ্চহারে জমাবন্দী হইয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

জমা রাখা *ক্রি* শক্ত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জমাসমেত *ক্রিবিণ* জমাসহ। 'পঞ্চ হাজারির মনশবে আপনার সমস্ত লওয়া জমাসমেত রাঘব রায়ের নালিসে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

জমা হওয়া *ক্রি* একত্র হওয়া। 'যথারীতি কাতার করিয়া জমা হইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

জমে যাওয়া *ক্রি* অসাড় হওয়া। 'আমি তখন শীতে জমে গিয়েছি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জমা[২] [আ জমা>] ১ *ক্রি* জমাট বাঁধা। 'জল শীতল হইলে জমিতে আরম্ভ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *ক্রি* অন্তরঙ্গ হওয়া। 'কোনো রমণীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার সহিত জমিয়া গিয়াছেন।' *প্রমথ*, ১৮৯০। ৩ *ক্রি* উৎসাহ নিয়ে। 'কাল দুপুরবেলা সবেমাত্র একটুখানি জমিয়ে লিখতে বসেছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *ক্রি* জমজমাট হওয়া। 'দিল-দরাজ মোগল-সম্রাটের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৫ *ক্রি* ঘন হওয়া। 'ঘনশ্রেণী ঝাউগাছগুলির মাথার উপর অন্ধকার এমন জমিয়া আসিল যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৬ *ক্রি* বসে যাওয়া। 'গলার স্বর দইয়ের মতো জমে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৭ *ক্রি* প্রাণবন্ত হওয়া। 'দুই পক্ষের কথা খুব জমিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জমাত [আ জমায়াত] ১ *বিণ* সঙ্গত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মানুষের সম্মিলন। 'ঈদের জমাত মোছলেম সমাজে একদা সম্প্রীতি ...।' *এসলাম*, ১৯১৯। ৩ *বি* সম্প্রদায়। 'মোহাম্মদী জমাতে সামাজিক শাসন প্রচলিত।' *এসলাম*, ১৯১৯। ৪ *বি* ইসলাম ধর্মমতে নামাজের জন্য শ্রেণীবদ্ধ সারি। 'ওই জমাতের পিছে কারা দাঁড়ায়ে রয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জমাতি [আ জমায়াত] *বি* জমায়েত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জমানত [আ জমানত] *বি* জামিন স্বরূপ গচ্ছিত অর্থ। 'কাজীকে কজাই কর্ম্ম হইতে মাজিস্ট্রেট স্থগিত করিয়া ১০০০ টাকার জমানতে দওরাতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

জমানা [আ জমানাহ্] *বি* কাল; যুগ। 'ইহা সবে বোজরগ জানিবে জমানার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জমায়ত, জমায়ৎ, জমায়াত, জমায়েত [আ] ১ *বি* জনসমাবেশ। 'দুই লক্ষ লোক পথে জমায়ত।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'লোক জমায়েত করিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বি* ধর্মীয় সম্প্রদায়বিশেষ। 'স্থানে স্থানে অনেক সন্ন্যাসী একত্র দলবদ্ধ হইয়া অবিস্থিতি করেন অথবা তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া থাকেন। ঐ দলকে জমায়াত বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* একত্র। 'খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়ত করিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'তাবৎ বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েৎ হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২। ৪ *বিণ* সঞ্চিত। 'মেঘরা যে সাধারণত ওই অজ্ঞাত কোণেই জমায়েত হয়, এটা ওর জানা আছে।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'সমস্ত ভাষাভাষী জনগণের শক্তি জমায়েত হবে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

জমায়ৎবস্ত [আ জমায়ত+ফা বস্ত] *বি* জনসমাবেশে শরিক। 'ডাকাইতের দল জমায়েৎবস্ত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

জমি, জমী [ফা জমীন] ১ *বি* ভূমি। 'জমি তকিত দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমার বসতবাটী কারণ জমী ও একটী কোঠা দিয়াছীলেন সর্ত্ত ত্যাগ করিয়া।' *মেয়ার্স*, ১৭৭০। ২ *বিণ* সমস্ত। 'তারিখ ১৮ আগস্ত মায় আমলা কিতা জমী মতালকে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৯২।

জমিছাড়া *বিণ* জমিহারা। 'তাতে প্রজারা জমি ছাড়া হত।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

জমিজমা [ফা জমীন+আ জমা] *বি* ভূসম্পত্তি। 'তোমার জমিজমা জে আছে তাহাতে বেসীর বিসয় নাই।' *ভেরলি*, ১৭৯১।

জমিজারাত [ফা জমীন+আ জরায়াত] *বি* কৃষিক্ষেত্র। 'জমিজ্যরাত যন্ত্রপাতি থেকে মানুষ কী ভাবে বিচ্যুত হলো।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

জমি-জিরাত, জমিজিরাৎ, জমি-জেওরাত, জমিজেরাৎ [ফা জমীন+আ জরায়াত] *বি* ভূ-সম্পত্তি। 'তৎকালেই জমিজেরাৎ বন্ধক পড়ে।' *প্যারী*, ১৮৬০; 'আমার তালুক-মুলুক, জমি-জেওরাত, বিষয়-আশয় সর্বস্ব দিতেছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'ছেলে-পেলে বেশী অথচ সে আন্দাজ জমি-জিরাত নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫; 'জমিজিরাৎ যা আছে গায়েগতরে খাটলে অন্তত ডালভাতের অভাব হবে না।' *শওকত*, ১৯৭২।

জমিজিরাতহীন [ফা জমীন+আ জরায়াত+স হীন] *বি* জমিজমাহীন। 'পরে জমিজিরাতহীন চাষী।' *শওকত*, ১৯৪৬।

জমিবন্ধকী [ফা জমীন+স বন্ধক>] *বিণ* জমি বন্ধক রাখে এমন। 'নূতন আশার সঞ্চার করিল – জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

জমিভোগী [ফা জমীন+স ভোগী] *বিণ* জমি ভোগদখলকারী। 'চাকরাণ জমিভোগী বেহারাদিগের বাটিতে লোক ছুটিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

জমিদার, জমীদার [ফা জমীনদার] ১ *বি* জমির মালিক; সরকারে রাজস্ব দিয়ে যে জমির মালিকানা পেয়েছে। 'জমীদার।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'এখানের জমীদাররা বাজে।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বি* মেয়র; কলকাতার মেয়র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জমিদারতনয় [ফা জমীনদার>+স তনয়] *বি* জমিদারের ছেলে। 'আপনারা ভাবিবেন না যে, আমি কোনও জমিদারতনয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

জমিদারনি [ফা জমীনদার>+নি] *বি* মহিলা জমিদার। 'জমিদারনির প্রতাপে জমিদারিতে কানাঘুষাও হইতে পারিল না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জমিদারবহুল [ফা জমীনদার+স বহুল] *বিণ* জমিদারের সংখ্যাধিক্যপূর্ণ। 'বাঙ্গলার জমিদারবহুল মন্ত্রিসভা এ-কাজে হাত দেবেন কি না।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

জমিদারবাবু [ফা জমীনদার>+বাবু] *বি* জমিদার মহাশয়। 'তাহা অনেকটা যেন নধরকান্তি জমিদারবাবুর শখ করিয়া মাছ ধরিতে বসার মতো।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

জমিদারান/জমীদারান [ফা জমীনদার, বহুব] *বি* জমিদারগণ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জমিদারি, জমিদারী, জমীদারী [ফা জমিনদার>] ১ *বি* জমিদারের এলাকাধীন অঞ্চল। 'তারে দিলে জমিদারি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'সমুদ্র সান্নিধ্য চাঁদ খাঁ মছন্দরির জমিদারি ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* কর্তৃত্ব; শাসন। 'সাহেবদিগকে গঙ্গাসাগরে জমীদারী করিতে অনুমতি দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৩ *বি* জমিদারের কাজ। 'আপন বাটীতে বসিয়া জমিদারী ও সদাগরী কর্ম ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* জমিদারের। 'জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি টাকা বার আনা দিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

জমিদারি তোলা *ক্রি* জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা। 'জমিদারি তুলবার, খাজনা কমাবার ... কত প্রস্তাবই ত দিয়েছে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

জমিদারি/জমিদারীলোপ [ফা জমিনদার>+স লোপ] *বি* জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন। 'একটি হইল জমিদারীলোপ; দ্বিতীয়, বর্গাপ্রথায় তেভাগা-নীতির প্রবর্তন।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

জমিদারি-সেরেস্তা [ফা জমিনদার>+ফা সুরিশতাহ্] *বি* জমিদারের দফতর। 'হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারি-সেরেস্তার কাজ শিখাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জমিদারিস্বত্ব [ফা জমিনদার>+স স্বত্ব] *বি* ভূসম্পত্তির মালিকানা। 'কোম্পানি বাহাদুর ... পেয়েছিলেন শুধু চব্বিশ-পরগনার জমিদারিস্বত্ব।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

জমিন, জমীন [ফা জমীন] ১ *বি* ভূমি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* ভূপৃষ্ঠ। 'জমীন আশমান ফারাক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

জমিনহারা [ফা জমীন+স হারা] *বিণ* ভূমিহীন। 'জমিন পেয়ে বর্তে যাবে/ জমিনহারা ভুখা চাষা।' *অন্নদা*, ১৯৫২।

জমিবন্ধকী *দ্র* জমি

জমিভোগী *দ্র* জমি

জমিয়ত [আ জমায়াত] *বি* জনসমাবেশ। 'জমিয়ত, আঞ্জুমন, লীগ ... প্রভৃতির সঙ্গে হামদর্দ রাখ।' *রওশন*, ১৯২৫।

জমীদার *দ্র* জমিদার

জমীদারান *দ্র* জমিদার

জমীন *দ্র* জমিন

জমুনা [স যমুনা] *বি* নদীবিশেষ। 'জমুনাক তির উপবন উদবেগল ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'জমুনা কল্লোল দেখি পাইল তরাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

জমুন [স যমুনা>] *বি* যমুনা। 'জমুনক তিরে তিরে সাঁকড়ি বাটী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জমেয়াৎ [আ জমায়াত] *বিণ* একত্র সমবেত। 'দোয়াররা কুটী থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ করে জমেয়াৎ হন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জমৈতি *বি* ঘোড়ার নাচের প্রকারবিশেষ। 'ঘোড়ার নাচ দু রকম, জমৈতি আর ফনৈতি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

জম্বু [স] *বি* জাম ফল। 'কেহ দেই মোয়া জম্বু কর্কটিকা ফল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জম্বুকুঞ্জ [স] *বি* জাম গাছের বন। 'কদম্ব ফুটিবে, জম্বুকুঞ্জ ভরিয়া উঠিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জম্বুপুঞ্জ [স] *বি* জাম গাছের বন। 'জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জম্বুবন [স] *বি* জাম গাছের বন। 'পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জম্বুক [স] *বি* শৃগাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জম্বুকি, জম্বুকী [স জম্বুকী] *বি* স্ত্রী শিয়াল। 'পড়সিক বাক কাক সম কল কল ননদিনী জম্বুকী বোলে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'নকুল শেয়াল গ্যাড়ে লুকাইল জম্বুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জম্বুরা [স জম্বীর] *বি* জাম্বুরা; বাতাবি লেবু। 'দাদা আমাকে জম্বুরা (বাতাবি লেবু) দিয়ে খেলার বল বানিয়ে দিত।' *সুনীল*, ১৯৭০।

জম্ভ [স] *বি* দৈত্যবিশেষ। 'মহিষ রাক্ষস জম্ভ নাশিলে সভার দম্ভ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জম্ভলিকা [স] *বি* হাই তোলার শব্দ। 'ওই শোনা যায়, জম্ভলিকা! নৃসিংহ-হুঙ্কার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

জম্ম [স জন্ম] *বি* জন্ম। 'এখনে তৃতিয় জম্ম তোমার উদরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জম্মা [স জন্ম] *ক্রি* জন্ম লাভ করা। **জম্মি** *ক্রি* জন্ম লাভ করি। 'তেজেস্মোত জম্মি আমি আদি দত্তে কার।' *মালাধর*, ১৫০০। **জম্মিব** *ক্রি* জন্ম গ্রহণ করবো। 'জম্মিব সুনহ তুমি।' *মালাধর*, ১৫০০। **জম্মিল** *ক্রি* জন্ম লাভ করলো। 'জখনে জম্মিল অই বাপের ভবনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জম্মে জম্মে** *ক্রিবিণ* প্রতি জন্মে। 'জম্মে জম্মে পাই দেব গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

জম্মিৎ [স জন্ম] *বিণ* জন্মগ্রহণকারী। 'কায়েতরা বলত অমাবস্যার জম্মিৎ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জয় [স] ১ *বি* জয়ধ্বনি। 'জয় জয় হুলাহুলি দিল দেবগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্তুতিসূচক উক্তি। 'জয় জয় বিশ্বম্ভর বৈষ্ণবের নাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* সাফল্য। 'যথা ধর্ম তথা জয় কভু নহে আন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বি* দখল; অধিকার। 'রাজার পূর্ব্ব পুরুষ ঐ বহু দেশ জয় করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৫ *ক্রি* জয় হোক। 'জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জয় করা *ক্রি* চূড়ায় আরোহণ করা। 'একদিন যাবে মাউন্টেন অফ দি মুন জয় করতে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

জয়কার [স] *বি* উলুধ্বনি। 'নারীগণে হরি বলি দেয় জয়কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জয়কেতু [স] *বি* সুবিধাবাদী। 'কলকেতা সহরে কতকগুলি বেকার "জয়কেতু" আছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জয়গর্ব [স] *বি* বিজয়ের অহংকার। 'আশীর্বাদ করি ফিরে এসো জয়গর্বে অক্ষত শরীরে পিতৃসিংহাসন-'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

জয়গাথা [স] *বি* জয়সূচক গান। 'গাহে তব জয়গাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

জয়গান [স] ১ *বি* জয়ের আনন্দসূচক গান। 'জয়-গান গায় রাজপথে গলাগলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* গুণকীর্তন। 'তাহাতে আমরা কংগ্রেসী নীতি ও কার্য্য-পদ্ধতিরই জয়গান শুনিয়াছি।' *আজাদ*, ১৯৪০।

জয়ঘণ্টা [স] *বি* জয়সূচক বাদ্যধ্বনি। 'জয়ঘণ্টা বাজাইআ নিসান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জয়ঘাঁটা [স জয়ঘণ্টা] *বিণ* জয়ঘণ্টা। 'মুক্তাফল মাথায় গলায় জয়ঘাঁটা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জয়জয় [স] *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'গুর্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ জয়জয়।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জয়জয়কার [স] **১** *বি* আনন্দধ্বনি। 'ইন্দ্রের ভুবনে পড়ে জয়জয়কার।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বিণ* জয়সূচক। 'জয়২ কার ধ্বনি দিয়া ঢেঁড়ি মারিল সমস্ত সহরে২।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* সর্বত্র জয়। 'আনন্দমঠী আদর্শের পূর্ণ জয়-জয়কার।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

জয় জয় ধ্বনি [স] *বি* বিজয় ঘোষণার ধ্বনি। 'শেষে জয় জয় ধ্বনি করয়ে ঘোষণা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জয়জয়ন্তী [স] *বি* রাতের রাগবিশেষ। 'জয়জয়ন্তী, বেহাগ, বা কানেড়া বজায় আছে কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জয়টিকা [স] *বি* জয়ের চিহ্নস্বরূপ তিলক। 'আমার কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

জয়ডঙ্ক [স জয়+স ঢক্কা] *বি* জয়সূচক বাদ্যধ্বনি। 'বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জয়ডঙ্কা [স জয়+স ঢক্কা] *বি* বিজয়বাদ্য। 'প্রতাপাদিত্য রায়ে পিঞ্জরা ভরিয়া চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

জয়ঢক্কা [স] *বি* বিজয়বাদ্য। 'ঢক্কা জয়ঢক্কা ডক্কা ঢোল ডম্ফ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

জয়ঢাক [স জয়+স ঢক্কা] **১** *বি* বিজয়বাদ্য। 'জয়ঢাক বীরঢাক ব্যালিষ বাজনা প্রলয়সমএ জেন পড়িছে ঝঞ্ঝনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অহঙ্কার। 'খোঁপা, তবে কোথা রবে তব জয়ঢাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

জয়ঢোল [স জয়+মু ঢোল] **১** *বি* যুদ্ধে জয়সূচক ঢোলের বাদ্য। 'ঢেমচা টমক সিঙ্গা বাজে জয়ঢোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বৃহদাকার ঢোলবিশেষ। 'করনান জয়ঢোল মৃদঙ্গ বিশাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জয়তিলক [স] *বি* জয়সূচক তিলক। 'ভট্টাচার্য সায়াহ্নের জয়তিলক ... পরিয়ে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জয়তু [স] *ক্রি* জয় হোক। 'জয় জয়তু বন্দি-বীর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জয়-তূর্য [স] *বি* জয়ধ্বনি। 'দিকে দিকে বাজে তব জয়-তূর্য।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

জয়তোরণ [স] *বি* বিজয়ের স্মারক হিসেবে নির্মিত তোরণ। 'খুরওয়ালা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

জয়দুর্গা [স] *বি* অলংকারবিশেষ। 'বাম কানে জয়দুর্গা ঝঙ্কারে কঙ্কণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

জয়দৃপ্ত [স] *বিণ* জয়লাভে উল্লসিত। 'তিতুও এত জয়দৃপ্ত হইয়াছিল যে, আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল।' *হিতৈষি*, ১৮৯৫।

জয়ধর্ম [স] *বি* জয় করার মনোভাব। 'রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই, শুধু জয়ধর্ম আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

জয়ধুনি, জয়ধুনী [স জয়ধ্বনি] *বি* জয়ধ্বনি। 'রতিরণে জয়ধুনী করিএ কিঙ্কিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'চতুর্দিগে ভক্তগণ করে জয়ধুনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জয়ধ্বজা [স] *বি* বিজয় পতাকা। 'নাই বাদ্য, নাই জয়ধ্বজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

জয়ধ্বনি [স] *বি* আনন্দসূচক ধ্বনি। 'পরাঙ্গনা দেই জয়ধ্বনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সঘনে পড়ে জয়ধ্বনি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

জয়নাদ [স] *বি* জয়ধ্বনি। 'দামেস্ক রাজের জয়নাদে আকাশ ফাটাইয়া ... এখনই যাত্রা কর।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জয়পতাকা [স] *বি* বিজয়সূচক পতাকা। 'পরে মিশরেও তাহাদের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জয়পতাকিনি [স জয়পতাকা>] *বি* জয়সূচক পতাকাধারিণী। 'জয়ঙ্করি জয়পতাকিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জয়পত্র [স] **১** *বি* সন্দেহভঞ্জনপত্র। 'জয়পত্র ছিল মোর সপ্তম মহলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বিজয়ের স্মারকপত্র। 'ওর মাথায় জয়পত্র বেঁধে দিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

জয়পত্রী [স] *বি* বিজয়ের স্মারকপত্র। 'যার জয় হবে সে পাবে রাজার জয়পত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জয়পরাজয় [স] *বি* জয় ও পরাজয়। 'কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

জয়পাতি [স জয়পত্র] *বি* বিদেশ যাত্রাকালে স্ত্রীর স্বভাব সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনার্থে স্বামীর প্রমাণপত্র। 'শুন পূর্ব ইতিহাস মাতার আর্দাস নিদর্শন তিনে জয়পাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জয়পিপাসু [স] *বিণ* জয় আকাঙ্ক্ষী। 'জয়পিপাসু রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জয়পুরী [স] *বিণ* জয়পুরে উৎপন্ন। 'জয়পুরী শ্বেত প্রস্তরে তোমার জলপান-পাত্র ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জয়-প্রাচীর [স] *বি* জয়সূচক দেয়াল। 'লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ... জয়-প্রাচীর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জয় বাংলা [স জয়+বাংলা] *বি* শ্লোগানবিশেষ। 'জয় বাংলা!' *মুজিব*, ১৯৭০; 'জয় বাংলা শ্লোগানে যেন বিছুটির জ্বালা।' *পাশা*, ১৯৭১; 'সহযোগীবৃন্দ বিজয় উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো "জয়বাংলা।" *সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*, ১৯৭১।

জয়বাণী [স] *বি* বিজয়ের বার্তা। 'তোমাতেই লভিয়াছে জয়বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জয়বাদ [স] *বি* জয়ধ্বনি। 'তৎক্ষণাৎ বাইসী শ্লাঘা করিতে লাগিল, এবং জয়বাদ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

জয়বাদ্য [স] *বি* জয়সূচক বাজনা। 'ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জয়বান [স] *বিণ* জয়ী। 'যদি জয়বান জাতি স্বাধিকৃত দেশে বাহুল্য রূপে বসতি না করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জয়বিজয় [স] *বি* বিষ্ণুর কিঙ্কর। 'তিন জন্মে মুক্তি কৈল জয় বিজয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

জয়ভেরী [স] *বি* জয়ঢাক। 'তোমার জয়ভেরী বেজেছে আজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

জয়মন্ত্র [স] *বি* সাফল্যের মন্ত্র। 'জয়মন্ত্র পড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জয়মালা [স] *বি* জয়ের নিদর্শনস্বরূপ পাওয়া মালা। 'জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ-যে হাতের দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

জয়মাল্য [স] *বি* জয়ের গৌরবসূচক মালা। 'জয়মাল্য নিতে আসিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

জয়যাত্রা [স] **১** *বি* জয় করার উদ্দেশে যাত্রা। 'জয়যাত্রায় যাও গো,

ওঠো জয় রথে তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **২** *বি* বিজয়ী বেশে গমন। 'ওদের জয়যাত্রার ওই অপরূপ শোভা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জয়যাত্রী [স] *বি* জয়যাত্রার যাত্রী। 'তবে শেষে যোএ হয়ে সবে জয়যাত্রী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জয়যুক্ত [স] *ক্রিবিণ* জয়ীবেশে। 'তাহা তখনি খৈকশিয়ালী উঠাইয়া লইয়া জয়যুক্ত প্রস্থান করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

জয়যুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* জয়ী; সফল। 'নানা দেশের পণ্ডিতেরদের সঙ্গে বিচার করিয়া জয়যুক্তা হইয়াছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

জয়যুক্তেষু [স] – জয়যুক্ত হোক, এই ইচ্ছা প্রকাশক সম্বোধনবিশেষ। *নজরুল*, ১৯২৭।

জয়রথ [স] *বি* জয়সূচক রথ। 'জনগণ-পথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

জয়রোল [স] *বি* জয়ধ্বনি। 'খমক বীণা বাঁশি বাজয়ে শঙ্খ কাঁসি চৌদিগে শুনি জয়রোল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

জয়লক্ষ্মী [স] *বি* জয়রূপ লক্ষ্মী। 'জয়লক্ষ্মীর হাত থেকে নিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

জয়লব্ধ [স] **১** *বিণ* বিজয়ী। 'তাহাতে তাঁহারদিগের পক্ষেই জয়লব্ধ হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* জয়ের মাধ্যমে লাভ করা হয়েছে এমন। 'নানা দেশের জয়লব্ধ সামগ্রী ও উপঢৌকনাদি প্রাপ্ত হইয়া রোমের ক্রমশঃ ধনসম্পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জয়লাভ [স] *বি* বিজয় অর্জন। 'নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

জয়লালসা [স] *বি* জয় করার আকাঙ্ক্ষা। 'একদিকে দুর্ধর্ষ বৈদেশিক শক্র, নিষ্ঠুরতা, জয়লালসার দর্প, রক্তস্রোত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জয়লিপি [স] *বি* জয়লেখা। 'এই চলাই যেন আমার অদৃষ্টের জয়লিপি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

জয়লেখ [স] *বি* জয়ের লেখা। 'ললাটে দিয়েছে জয়লেখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জয়শঙ্খ [স] *বি* জয়সূচক শঙ্খধ্বনি। 'সঘনে বাজায় জয়শঙ্খ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জয়শালী [স] *বিণ* জয়ী; জয়যুক্ত। 'দুষ্টামির দ্বারা বাল্যপ্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনোদিন পায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জয়শীল [স] *বিণ* বিজয়ী। 'এই রাজমুদ্রা সৌরাষ্ট্র দেশে ১২১০ সালে জয়শীল শা আলম ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

জয়শৃঙ্গ [স] *বি* শিঙ্গা নামের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'নফেরী রণশৃঙ্গ জয়শৃঙ্গ মৃদঙ্গ ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

জয়শ্রী [স] *বি* জয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!' *নজরুল*, ১৯২২।

জয়সংগীত [স] *বি* জয়ের আনন্দ-প্রকাশক সংগীত। 'শূন্যতলে উথলে জয়সংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জয়সাধনা [স] *বি* জয়লাভের প্রচেষ্টা। 'দিনে দিনে জয়সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জয়সূচক [স] *বিণ* বিজয় প্রকাশ করে এমন। 'রঞ্জিত পতাকাসকল হেলিয়া দুলিয়া জয়সূচক চিহ্ন দেখাইতেছিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জয়স্তম্ভ [স] *বি* বিজয় অর্জনের প্রতীক স্বরূপ নির্মিত স্তম্ভ। 'মনোহর অট্টালিকা, মহোচ্চ জয়স্তম্ভ, ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জয়োৎসব [স জয়-উৎসব] *বি* বিজয়লাভ উপলক্ষে উৎসব। 'মন্দিরাদিতে যুদ্ধ জয়োৎসবের প্রতিকৃতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জয়োদ্ধত [স জয়-উদ্ধত] *বিণ* বিজয়ের কারণে উদ্ধত। 'দলে দলে গেছে কত লোকে সুদীর্ঘ অতীতে জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জয়োল্লাস [স জয়-উল্লাস] *বি* বিজয়ের আনন্দ। 'ঐ শোন, জয়োল্লাসে গায় প্রজাগণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

জয়োস্তু [স] – জয় হোক। 'জয়োস্তু রাজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

জয়তুনী [আ জায়তুন] *বিণ* জয়তুন বা জলপাই সংক্রান্ত। 'কোন জয়তুনী স্মৃতিকথা বহি জাগো অ-শ্রান্ত রজনী-দিন?' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

জয়ত্রী [স জাতীপত্রী] *বি* মসলাবিশেষ। 'নানা প্রকার মসলা ছোট এলাচি বড় এলাচি লবঙ্গ জায়ফল জয়ত্রী জোয়ান ধনে সুপারি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

জয়দাদ [ফা জায়দাদ] *বি* সম্পত্তি। *ভবানী*, ১৮২৩।

জয়দেবী [স জয়দেব>] *বিণ* জয়দেব রচিত। 'তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জয়দেবীয় [স] *বিণ* জয়দেবের। 'যেগুলি আমার নিকট বিশেষরূপে জয়দেবীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

জয়ন্তিকা [স] *বি* দুর্গার সহচরী। 'বিজয়শঙ্খ বাজায় স্বর্গে জয়ন্তিকা।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জয়ন্তী [স] **১** *বি* গাছ ও তার ফুলবিশেষ। 'জয়ন্তী বিষকরঞ্জ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বাৎসরিক স্মরণোৎসব। 'কর্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোধূলিবেলায় একটা উপসংহারে এসে পৌঁছল। আলো ম্লান হবার শেষ মুহূর্তের এই জয়ন্তী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'রাজত্বকাল পঁচিশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রৌপ্য জুবিলী বা রজত জয়ন্তী মহোৎসব।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫। **৩** *বি* পাহাড়ের নাম। 'সিলেট ও জয়ন্তী পাহাড়ের কাছে নদী।' *হাই*, ১৯৫৪।

জয়ন্তীয়া *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

জয়লে *বি* বিবরণ। 'তাহাতে জে দুই নীয়ম জয়লে লিখ হইতেছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

জয়া [স] **১** *বি* ফুলবিশেষ; জয়ন্তী। 'আঙলা কুড়চি কিআ মদন বাকস জয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দুর্গাদেবী। 'জয়া যোগেন্দ্রজায়া।' *আন্টুনি*, ১৮০০।

জয়াঙ্ক [স] *বিণ* জয়চিহ্নাঙ্কিত। 'জোর কর্যা জয়াঙ্কে যজ্ঞের ঘোড়া ধরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জয়ানগি [ফা জওয়ান+কি>] *বি* যৌবন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জয়াহের [আ জওহর] *বি* রত্ন। 'বেরলে সাহেবের জয়াহেরের গহনা আদদ হরেক তরোর।' *ভেরলি*, ১৭৯৪।

জয়িত্রী [স] *বি* মসলারূপে ব্যবহৃত জায়ফলের শুকনা ছাল। 'জায়ফল জয়িত্রী দারুচিনি প্রভৃতি নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জয়ী [স] *বিণ* জয়লাভ করেছে এমন। 'সমরে করাইব জয়ী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জয়ীফ [আ] **১** *বিণ* জরাগ্রস্ত। 'এখানে জয়ীফ স্থবির আঁধার – জমানো মেঘ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬। **২** *বি* অথর্ব ব্যক্তি। 'এ কাহিনী পুরাতন,

তবু বৃদ্ধ জয়ীফেরা বলে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

জয়েন [ই] *বিণ* যুক্ত। 'একেবারে মাটির সঙ্গে "জয়েন।"' *নজরুল*, ১৯২৭।

জয়েন করা *ক্রি* যোগদান করা। 'আজই তার জয়েন করা চাই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

জয়েন্ট, জয়েণ্ট [ই] ১ *বিণ* যৌথ। 'ও যদি বলে জয়েন্ট ফেমেলি, দাদা আমাদের ফাঁকী দেবার জন্য করেছেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* সহযোগী; যুগ্ম। 'কলিকাতা মোছলেম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী।' *আজাদ*, ১৯৪১।

জয়েবাদ [স জয়বাদ] *বি* জয়ধ্বনি। 'সাধু২ সব্দ করি আকাসে জয়েবাদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জয়েল [ফা জায়] ১ *বি* ফর্দ। 'ওগয়রহ মতাবকে তপশীল জয়েল জদি ইঙ্গরেজি সন ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ২ *বি* বিস্তৃত বিবরণ। 'তাহা খোলাসা নিকালিয়া জয়েলে লিখা জাইতেছে।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

জয়োৎসব *দ্র* জয়

জয়োদ্ধত *দ্র* জয়

জয়োল্লাস *দ্র* জয়

জয়োন্মত্ত *দ্র* জয়

জর[1] [স জ্বর] *বি* জ্বর। 'হাথ দিআঁ দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে/ জ্বত বড় উপজিল জরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জরহরণ [স জ্বরহরণ] *বি* জ্বরের উপশম। 'তোক্ষা ছাড়ী নাহিঁ জরহরণ উপাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জরুআ [জ্বর-উয়া] *বি* জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি। 'বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জর[2] [স জরা] *বিণ* একগুঁয়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জর[3] [ফা জর] *বি* সোনা। 'বাঙ্গালার আষরফি জর টাকসালে মওকুপ হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

জরকশী [ফা] *বিণ* জরির কাজ করা। 'জরকশী পাদুকা পায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জরকশীচীরা [ফা জরকশী+স চীর] *বি* সোনা বা সোনালি রঙের তার দিয়ে কাজ করা বস্ত্র। 'বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

জরকসি [ফা জরকশী] *বিণ* জরির কাজ করা। 'জরকসি কাবাই গায় করিয়া পৈরণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জরজর [স জর্জর] ১ *বিণ* জর্জরিত। 'দুঃসহ মদনশর দুই অঙ্গ জরজর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* জীর্ণ। 'তনু হল জর জর।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জরজরে *বিণ* ঝাঁঝরা। 'অবলার শরীরে বিন্ধি করে জরজরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জরট [স জলজ] *বি* জলচর। 'জরট কমট ভেট দিআ কৈল মাথা হেটে সোমাঞি ওঝা করিল কল্যাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জরতারি [ফা] *বি* জরি বা সোনালি সুতায় নির্মিত কাপড়। 'খেনে নেত পাট পৈরে খেনে জরতারি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জরতী [স] *বিণ স্ত্রী* অতি বৃদ্ধ। 'হইলা দেবী জরতী ব্রাহ্মণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জরদ্গবজরতী [স] *বি* প্রাচীন প্রাচীনা। 'এস জরৎজরতী, এই মিলনমন্দিরে এক মন প্রাণ হয়ে মুক্তি সাধনা করি।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

জরথুস্ত্রী [ফা] *বিণ* জরথুস্ত্রপন্থী। 'বোম্বাইয়ের জরথুস্ত্রী কামা-প্রতিষ্ঠান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জরদ [ফা জর্‌দ] ১ *বি* হলুদ রং। 'মোজা কশা পরিলে জরদ অতি ভাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* উজ্জ্বলতা। 'খেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন জরদ।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জরদ কাগজ [ফা জর্‌দ+আ কাগজ] *বি* ঝকমকে উজ্জ্বল কাগজ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

জরদ জবা [ফা জর্‌দ+স জবা] *বি* জবাফুলের প্রজাতিবিশেষ। 'শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জরদা [ফা জর্‌দ>] ১ *বি* জাফরানি রং ও কিশমিশমিশ্রিত মিষ্টি পোলাও। 'ফিরি জরদা আর উত্তম পাঁউরুটি।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* জাফরান রং। 'গোলাপী, বেগুনে, জরদা, সবুজ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বি* পানের সঙ্গে খাওয়ার সুগন্ধী মসলাযুক্ত তামাকপাতাচূর্ণ। 'তাম্বুল বিহার জরদা কিমাম এইসব আমরা ব্যবহার করি।' *জীবন*, ১৯৩২।

জরদে [ফা জর্‌দ>] *বিণ* হলুদাভ। 'হলুদে জরদে-সোনা।' *জসীম*, ১৯৩১।

জরদ্গব, জরদ্গাব [স] ১ *বি* বুড়া ষাঁড়। 'অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অথর্ব। 'তোমার পাপের ভাগী হতে ডাকহ জরদ্গব সবে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

জরনেল [ই জার্নাল] *বি* সাময়িকপত্র। '২০ দিসেম্বরের কলিকাতার জরনেল হইতে আমরা লইলাম ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জরম [স জন্ম] *বি* জন্ম। 'অনন্ত জরমে গুরু ব্রাহ্মণেরেঁ দিলোঁ নানা দুখভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জরমক *বিণ* চিরকালের। 'জরমক তরেঁ কুলে কলঙ্ক থুইবেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জরমদুখ [স জন্মদুঃখ] *বি* জন্মদুঃখ। 'পালাউ জরমদুখ দেহ আলিঙ্গন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জরমান [ই] *বি* জার্মান ভাষা। 'ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কারবিশিষ্টা ... জরমান, ইটালীয় এবং স্পানীয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জরমানা [আ জুর্ম+ফা আনাহ্] *বি* অর্থদণ্ড। 'হাজার আসরফি জরমানা দিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

জরল [স জর্জর>] *ক্রি* জর্জরিত হলো। 'পিরীতের ভুজঙ্গমে ডংশিল দোহান মর্মে গরল জরল সর্বদেহে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জরা[1] [স জর্জর>] *ক্রি* জর্জরিত হওয়া। 'বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জরিতে** *ক্রি* আক্রান্ত করতে। 'ঐ বিষে রসুলক লাগিল জরিতে।' *সুলতান*, ১৭০০। **জরিল** *ক্রি* আক্রান্ত হলো। 'যথজনে খাইলেন্ত না জরিল বিষে।' *সুলতান*, ১৭০০। **জরিলা** *ক্রি* জর্জরিত হয়েছে। 'বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জরা[2] [স] ১ *বি* বার্ধক্য। 'আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ জরা সিসু কতদিন গেলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* বৃদ্ধা। 'স্বামী বিনু যুবাকালে জরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* জর্জরিত। 'চিন্তায় কোটাল বড় হইয়াছে জরা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জরাকাল [স] *বি* দুঃসময়। 'দৈন্য-দুঃখজালে এ জরাকালে বিফল ডিঙ্গা নির্মাণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জরাগ্রস্ত [স] *বিণ* বার্ধক্যপ্রাপ্ত। 'জরাগ্রস্ত নহিব দোঁহার কলেবর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জরাজটিল [স] *বিণ* অত্যন্ত গভীর। 'জরাজটিল অরণ্যে তার ঠাঁই হলো না, ঠাঁই হলো না।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

জরাজর্জর [স] *বিণ* জরাগ্রস্ত। 'মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মীয়জনের প্রতি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

জরাজীর্ণ [স] *বিণ* বার্ধক্যপীড়িত। 'জরাজীর্ণ দেখি ঘোষে বেড়ি কেন পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

জরাজ্বর [স] *বি* বার্ধক্য ও ব্যাধি। 'নাহি জরাজ্বর পাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জরাঞ্চল [স] *বি* জরাগ্রস্ততা। 'দীপ্ত জ্যোতির্শিখায় ঢাকিল শীর্ণ জরাঞ্চল।' *নজরুল*, ১৯৪২।

জরাতুর [স] *বিণ* বার্ধক্যগ্রস্ত। 'আমি বৃদ্ধ জরাতুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জরান্ধ [স] *বিণ* জরাগ্রস্ত। 'জরান্ধ, নির্ণয়হারা নিয়তির বাহুর আড়াল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

জরা-বিশীর্ণ [স] *বিণ* জরাবশত কৃশ। 'অনেক দিনের জরা-বিশীর্ণ পায়রা সে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

জরামরণ [স] *বি* বার্ধক্য ও মৃত্যু। 'ঐ সমস্ত দেব দেবী ... জরামরণের বশবর্তী নহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জরামরণাদিজ [স] *বিণ* বার্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত। 'জরামরণাদিজ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখ নিবারণের উপায় বলিয়া গণ্য করেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জরামৃত [স] *বি* জরা ও মৃত্যু। 'ভক্তি মুক্তির করণ সেতো তাতে যায় না জরামৃত।' *লালন*, ১৮৯০।

জরামৃত্যু [স জরামৃত্যু] *বি* বার্ধক্য ও মৃত্যু। 'নাহি হএ জরামৃত্যু পুষ্পের পরসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জরামৃত্যু [স] *বি* বার্ধক্য ও মৃত্যু। 'যাও না ছেড়ে জরামৃত্যু নাই যে দেশেতে।' *লালন*, ১৮৯০।

জরা-মৃত্যু-ভীষণা [স] *বিণ* জীর্ণতা ও মৃত্যুর ভয়পূর্ণ। 'বন্য-শ্বাপদ-সংকুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জরাযুত [স] *বিণ* বয়স ভারাক্রান্ত। 'জরাযুত হইল তনু বসিতে ধরিএ জানু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জরায় ফোঁপরা – জরাবশত অন্তঃসারহীন। 'যৌবনের দিনগুলোও একবারে জরায় ফোঁপরা।' *জীবন*, ১৯৩২।

জরায়-মরা *বিণ* জরাগ্রস্ত। 'জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে।' *নজরুল*, ১৯২২।

জরায়ু [স] **১** *বি* নারীদেহের যে অঙ্গে ভ্রূণ থাকে; গর্ভকোষ। 'সন্তান যখন জননী গর্ভে জরায়ু শয্যায় শয়ান থাকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **২** *বি* গর্ভ; গহ্বর। 'অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু।' *জীবন*, ১৯৪২।

জরি, জরী [ফা জরীন] *বি* সুতায় বোনা সোনালি বা রুপালি তারের ফিতা। 'ধরি অনেক প্রহরণ জরীর পহিরণ সিপাইগণ রণমাঝে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'জরি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জরিদার [ফা জরীন+ফা দার] *বিণ* জরির কাজ করা। 'উত্তম বস্ত্র ও জরিদার শাল উপহার দিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

জরিপেড়ে *বিণ* জরির পাড়যুক্ত। 'জরিপেড়ে ধুতি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জরির চটি *বি* জরি বসানো চটিজুতা। 'জরির চটি ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জরিশাড়ি-মোড়া [ফা জরীন+স শাটী>+স মুণ্ডন>] *বিণ* জরির আবরণে আবৃত। 'জরিশাড়ি-মোড়া চকলেট।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জরিন, জরীন [ফা জরীন] *বিণ* সোনালি। 'কুঞ্জে জরীন ফারসি ফরাস বিছিয়েচে।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'দোলা-ঢিলা তার সোহাগ-বেণির জরিন ফিতার লোভে।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

জরিপ, জরীপ [আ জরীব] **১** *বি* জমির মাপ। 'আমার মহল জরিপ করিয়া বুঝাইয়া না দিলে আমি খাজনা দিব না।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* কর দেওয়া হয় এমন জমির পরিমাপক দল। 'গ্রামে জরীপ আসাতে উত্তর মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **৩** *বি* যাচাই-বাছাই। 'বিমান সার্ভিসের ব্যবস্থাও জরীপে হওয়া উচিত।' *আজাদ*, ১৯৪৯। **৪** *বি* বিশ্লেষণমূলক অনুসন্ধান। 'দেহকে জরীপ করেই তারা তাদের দেহের অধিকারী মনের মানুষ মনের মাঝে করে অন্বেষণ।' *হাই*, ১৯৫৪। **৫** *বি* কল্পনা। 'ভবিষ্যতের দিগন্ত জরিপ ছাড়া আর কোন পথ খোলা আছে?' *শওকত*, ১৯৫৮।

জরিমানা, জরীমানা [আ জুর্ম+ফা আনাহ্] *বি* অর্থদণ্ড। 'চারি শত টাকা করিয়া জরীমানা।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'সে জরিমানারূপ প্রতিফল পাইয়া থাকে।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫।

জরিপানা [আ জুর্ম+ফা আনাহ্] *বি* জরিমানা। 'তাহারদিগের ভারি জরিপানা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

জরিবানা [আ জুর্ম+ফা আনাহ্] *বি* জরিমানা; অর্থদণ্ড। 'এইরূপ জরিবানা এক বৎসর করিলে জমীদারগণ আর জমীদারী রক্ষা করিতে পারিবেন না।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

জরিমানা-দেওয়া *বিণ* শাস্তিস্বরূপ অর্থ কাটা গেছে এমন। 'ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া মাইনের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জরিষ্ণু [স] *বিণ* ক্ষয়শীল। 'পদধ্বনি, সেই পদধ্বনি আমাদের স্মৃতির বাসরে জরিষ্ণু ধমনী ক্ষিপ্র করে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

জরিষ্ণুতা [স] *বি* জরা। 'সাহিত্যিকেরা বিভিন্ন দিক থেকে লিখেছেন জরিষ্ণুতার উপন্যাস।' *শিব*, ১৯৬০।

জরী *দ্র* **জরি**

জরীন *দ্র* **জরিন**

জরীপ *দ্র* **জরিপ**

জরীমানা *দ্র* **জরিমানা**

জরীয়াত [আ জরায়াত] *বি* চাষাবাদ। 'মৌরসী-মোকররী প্রভৃতির জরীয়াতেই খাজনা-খেরাজ মায় আবওয়াব আদায়-উসুল করে আসছেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জরু [হি জোরূ] **১** *বি* নারী। 'জরুর খেয়াল সব দূর করি দিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* স্ত্রী। 'ব্যানে বিকেলে দুপহরে/ জরু ছাবাল সাতে করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

জরুজাত [হি জোরূ+স জাত] *বি* সন্তান। 'কার ঘর কার বাড়ী কার জরুজাত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জরুড় [স জটুল] *বি* শরীরের জন্মদাগ। 'জরুড় দক্ষিণ করে কুন্তল সকল শিরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জরুর, জরুরত, জরুরাত [আ জরুর] **১** *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'জরুর কেবল আছে যে খ্রিস্তান এহা না করুক।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রিবিণ* অবিলম্বে; দ্রুত। 'শুন ভাই মেরা বাত নিকা কর জরুরাত।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *ক্রিবিণ* অবশ্যই। 'নাদনা দিয়ে জরুর রানির ভাঙা

চাই-ই মাজা।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৪ *বি* প্রয়োজন। 'সোজার সঙ্গে একটু বাঁকা চাউনিরও জরুরত আছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

জরুরি, জরুরী [আ জরুর>] ১ *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'এমন জরুরি খবর দিলে শিরোপা পাইব।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বিণ* আবশ্যক। 'এইরূপ কার্য্যে তওবা ও তজদিদে-ঈমান জরুরী হইবে।' *জামায়াত*, ১৯৩৭। ৩ *বিণ* সংকটময়। 'তারপর জরুরী অবস্থার ফলে দেশে যত ... বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

জরুরি/জরুরী অবস্থা *বি* রাষ্ট্রের সংকটজনক পরিস্থিতি। 'তারপর জরুরী অবস্থার ফলে দেশে যত ... বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

জরুল [স জটুল] *বি* শরীরের জন্মদাগ। 'জংঘার পাশে ছিল তার খয়েরি জরুল।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জর্জর, জৰ্জ্জর [স] ১ *বিণ* আচ্ছন্ন। 'জৰ্জ্জর হইয়া প্রভু ভাবের প্রহারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পীড়িত। 'রুসিআ বীরবর করিল জর্জ্জর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তোমার বচনে আমি হইলাম জৰ্জ্জর।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* কাতর; জর্জরিত। 'বেদনাএ জৰ্জ্জর তনু রক্ত পড়ে গাও।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'বন্ধনে কাতর তনু জর্জর ব্যথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

জর্জরতা [স] *বি* জীর্ণতা। 'এই জর্জরতার বিষই মানুষের মধ্যে ছড়াইতে ছড়াইতে তাহারা পথ চলে।' *তারা*, ১৯৪২।

জর্জরা [স জর্জর>] *বিণ স্ত্রী* জর্জরিত। 'বসুন্ধরা, অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জর্জরিত, জৰ্জ্জরিত [স] ১ *বিণ* ক্ষত-বিক্ষত। 'কর্কশ, নীরস, অন্তর্ঘাতী, মর্ম্মপীড়িত নিদারুণ বাক্য-রোগে সৰ্ব্বদা বন্দীদিগকে জর্জরিত করিতে থাকে।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ২ *বিণ* জীর্ণ; পীড়িত। 'ভেদ-বিচ্ছেদে জৰ্জ্জরিত ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

জর্জরিতা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* জর্জর করা হয়েছে এমন। 'সমাজের অত্যাচার এবং অন্যায়ে জর্জরিতা নারী সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত বেদনা ...।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বিণ স্ত্রী* পীড়িত। 'যন্ত্রণায় জর্জরিতা দুঃখিনী সে আলোর স্বরূপে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

জর্জরিতাঙ্গী [স] *বিণ* পীড়িত। 'অনঙ্গমঞ্জরীও, অনঙ্গশরপ্রহারে জর্জরিতাঙ্গী হইয়া, ধরাশয্যা অবলম্বন করিলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জর্জরীভূত, জৰ্জ্জরীভূত [স] ১ *বিণ* বিষাক্ত। 'সর্পগণ নিঃশ্বাস নিঃসরণে নিকটস্থ চতুর্দ্দিক বিষ দ্বারা জর্জরীভূত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ২ *বিণ* পীড়িত। 'এ প্রকার আচরণে একেবারে জৰ্জ্জরীভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৩ *বিণ* ক্লিষ্ট। 'রোগে জৰ্জ্জরীভূত হয়ে মদ ছাড়া না ছাড়া সমান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'জর্জরীভূত হয়ে কোনো ফল প্রসব না করেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *বিণ* আক্রান্ত। 'তাঁহারা কোন বিষয়ে নির্ধন লোকের ন্যায় চিন্তাজ্বরে জৰ্জ্জরীভূত হন না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

জর্জরীভূতা [স] *বিণ স্ত্রী* পীড়িত। 'এখন দুঃখের হলাহলে একপ্রকার নীলকণ্ঠ। জর্জরীভূতা হয়ে রয়েছি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

জর্জীয় [ই] *বি* উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার দেশ জর্জিয়ার অধিবাসী। 'বাট্রীক প্রদেশে জর্জীয় আর্মানিগণ যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জর্জেট [ই] *বি* একপ্রকার মিহি কাপড়বিশেষ। 'অপরূপ জর্জেটের শাড়ি বের করে এনে।' *জীবন*, ১৯৩২।

জর্ডন [ই] *বি* ফিলিস্তিন ও জর্ডানের মধ্যবর্তী নদীবিশেষ। 'জর্ডন নদে ডুবিয়াছে পাক জেরুজালেমের নাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জর্ণাল [ই] *বি* দৈনিক সংবাদপত্র; সাময়িকী। 'জর্ণালের পাতায় যেখানে প্রাত্যহিক ঐকতানে/ লিপিবদ্ধ আরো কিছু।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

জর্দা, জরদা [ফা জরদহ্] ১ *বি* পানের মসলাবিশেষ। 'যেই পাবে না ... কৌটো পানের জর্দার।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বি* হলুদ। 'যার রঙ কখনো লাল, কখনো বেগুনি, কখনো বা ফিকে জরদা।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

জর্নেল [ই জ্যর্নাল] *বি* সাময়িকপত্র। 'এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নেলের ষষ্ঠ ভাগে ইহা প্রকটিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জর্ম, জৰ্ম্ম [স জন্ম] *বি* জন্ম। 'গোসাঞির জৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কে কহিতে পারে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'না করিলে কোন কর্ম বিফল দেবতাজৰ্ম্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জর্মদাতা [স জন্মদাতা] *বি* জন্মদাতা। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

জৰ্ম্মহ *বি* জন্ম। 'কুলে জৰ্ম্মহ বানিএর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জৰ্ম্মিবেক *ক্রি* জন্মাবে। 'এহাতে ভক্তি জৰ্ম্মিবেক।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

জর্মন, জৰ্ম্মন [ই] ১ *বি* জার্মানি দেশের অধিবাসী। 'এইরূপ ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিরা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* জার্মানি সংক্রান্ত। 'নূতন জৰ্ম্মন সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জর্মনজ্ঞান [ই জর্মন+স জ্ঞান] *বি* জার্মান ভাষায় পাণ্ডিত্য। 'চাচার জর্মনজ্ঞান ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জর্মনি, জৰ্ম্মণি [ই] *বি* জার্মানি; পশ্চিম ইউরোপের দেশবিশেষ; ডয়েশল্যান্ড। 'জৰ্ম্মণি দেশে এক প্রকার নূতন ছাপা সৃষ্টি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জর্মনীয়, জৰ্ম্মনীয় [ই জর্মন+স ঈয়] *বি* জার্মানির অধিবাসী। 'জৰ্ম্মনীয়গণ অনুকারীই রহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জর্মান, জৰ্ম্মান, জৰ্ম্মাণ [ই] ১ *বি* জার্মানির নাগরিক। 'জৰ্ম্মানেরা বিজ্ঞ, প্রতিজ্ঞাশীল, এবং বিদ্বান।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ২ *বি* জার্মান ভাষা। 'তিনি ইংরাজি, ... জর্মান ও ইটালিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'জৰ্ম্মাণ ... ভাষা সুন্দর রূপে অভ্যাস করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* জার্মানির। 'ইংলন্ড-প্রবাসী জর্মান ইতালীয় পোলীয় ইহুদিগণের প্রতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জর্মানিক [ই] *বিণ* জার্মান দেশের। 'লুথারের প্রবর্তিত রিফর্মেশনই জর্মানিক ভাষাসমূহকে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

জর্যর [স জর্জর] *বিণ* জীর্ণ; ক্লিষ্ট। 'হএ নহে দেখ এই বিরএ জর্যর।' *মালাধর*, ১৫০০।

জল [স] ১ *বি* পানি; সলিল। 'জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* জলাধার। 'জলে পসি তপ করে নীল উতপল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* শীতল। 'সে দেখে শরীরের রক্ত জল হয়ে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বি* বৃষ্টি। 'চারদিক আঁধার ঘুরঘুটি। আর ঝমঝম জল।' *তারা*, ১৯৪৬। ৫ *বি* তরল পদার্থ। 'সব ফুটিয়ে জল করে ফেলতে হয়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। **জলেত** ১ *ক্রিবিণ* জল দ্বারা। 'দন্তধাবন কৈল জলেত মার্য্যন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* জলে। 'না ভিজয় জলেত অগ্নিত না পোড়য়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **জলেতে** *ক্রিবিণ* জলের মধ্যে। 'মনে মর্ত্ত হৈয়া করে জলেতে বেহার।' *মালাধর*, ১৫০০। **জলেরে** *ক্রিবিণ* জল আনতে। 'প্রত্যুষে জলেরে

গেলি।' *আলাওল*, ১৭৫০।

জল অঞ্জলি [স] *বি* অঞ্জলি-ভরা জল। 'তিরথ জানি জল অঞ্জলি দেবা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জলকণা [স] **১** *বি* জলবিন্দু। 'সমুদায় মেঘই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা সমূহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **২** *বি* জলের ছিটা। 'হস্তস্খলিত জলকণা কপি-তপস্বীর অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

জলকণিকা [স] *বি* জলের কণা; জলের ফোঁটা। 'জলের ওপরে জলকণিকার কথিকার শব্দের মতন।' *জীবন*, ১৯৪০।

জলকন্যা [স] *বি* জলপরি। 'জলকন্যা দেখলা নাকি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

জলকর [স] *বি* জল ব্যবহারের শুল্ক। 'জলকর বিষয়ে নতুন আইন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

জলকলস [স] *বি* জলের কলস। '... জলকলস, চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিহিত মুনিগণের বেদপাঠধ্বনি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জলকল্লোল [স] *বি* জলের কলকল ধ্বনি। 'মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

জলকষ্ট [স] *বি* পানির অভাবে কষ্ট। 'অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত জল কষ্ট হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জলকাচা *বি* শুধু পানি দিয়ে ধোয়া। 'কাঁথাখানা জলকাচা করে রোদে দেই।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জল কাটা *ক্রি* বেয়ে নিয়ে যাওয়া। 'ছোটো ডোঙায় চ'ড়ে হাত দিয়ে জল কেটে কেটে ছোটো নদী পার হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জলকাদা *বি* বৃষ্টির পানি ও তার ফলে সৃষ্ট পথের কাদা। 'ঝড়বৃষ্টি জলকাদা বৃষ্টি পচা আবর্জ্জনা দূষিত পূতিগন্ধময় হাওয়া নাই।' *মনুজ*, ১৯২১।

জলকিন্নরী *বি স্ত্রী* জলে বসবাসকারী দেবলোকের গায়িকা। 'শহরে পানির ফোয়ারা শোনাতো তাকে জলকিন্নরীর কতো গান।' *শামসুর*, ১৯৭২।

জলকুণ্ড [স] *বি* পুকুর। 'অপরিষ্কার জলকুণ্ডে স্নান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জলকুমারী [স] *বি* জলে বাস করে এমন কল্পলোকের পূর্ণযৌবনা সুন্দরী নারী। 'সুভা যদি জলকুমারী হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জলকুমুদী [স] *বি* জলপদ্ম। 'বক্ষে তাহার জলকুমুদী মেলছে শতদল।' *জসীম*, ১৯২৯।

জলকৃড়া [স জলক্রীড়া] *বি* জলক্রীড়া। 'দেখিলেক জলকৃড়া করে নারি লোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জলকে চলা *ক্রি* পানি আনতে যাওয়া। 'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জলকেলি [স] *বি* জলক্রীড়া। 'জলকেলি করিবারে কাহ্ন কৈল মন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জলক্রীড়া [স] *বি* পানিতে নেমে সাঁতার বা এ-রকম খেলাবিশেষ। 'হরসিতে জলক্রীড়া করে এক মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জল খাওন *বি* জল পান করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জল-খাবার [স জল+খাবার] *বি* নাস্তা; হালকা খাবার। 'সন্ধ্যা হল – আর জল-খাবার থাকুক ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জল খাবার ছুটি *বি* হালকা খাবারের বিরতি। 'পড়া বলতে না পারায় জল খাবার ছুটির সময় ... বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কনফাইন হয়ে রয়েচি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জলখুম্বির [স] *বি* জলের পোকাবিশেষ। 'মাছ যেন অকস্মাৎ জলখুম্বিরের কামড় খেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

জলখ্যাংরা *বি* জলে ভিজানো ঝাঁটা। 'তোমার বাড়ী ওরে এক দিন আনি, এনে জলখ্যাংরা খাইয়ে বিদেয় করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

জলগণ্ডূষ [স] *বি* এক আঁজলা পানি। 'গঙ্গায় জলগণ্ডূষ ভাসাইয়া দিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

জলগর্ভ [স] *বি* জলের ভিতর। 'জলগর্ভে রবে বার্ত্তা হৃদয়-আগারে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

জলগামি [স জলগামী] *বিণ* পানিপথে চলাচলকারী। 'যিনি ... জলগামি নৌকা সকলের স্থান জানেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জলগোজা [স জল>] *বি* ফলবিশেষ। 'সেও জলগোজা খাইয়া টপ্‌পা মারিতে আরম্ভ করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জলগ্রহণ [স] *বি* খাদ্যগ্রহণ। 'প্রত্যহ বহু স্তোত্র ও বহু মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তবে জলগ্রহণ করেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

জলঘট [স] *বি* পানি রাখার ঘটিবিশেষ; জলপাত্র। 'কেহ জলঘট দেয় মহাপ্রভুর করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জলঘাস [স] *বি* পানিতে জন্মে এমন এক ধরনের ঘাস। 'জলঘাসগুলি ঈষৎ কাঁপিছে তাদের চলার দোলে।' *জসীম*, ১৯৫১।

জলঘূর্ণি [স] *বি* নদী প্রভৃতিতে জলের পাক। 'জলঘূর্ণির ভিতর ধরা পড়ে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

জলচক্কী [স জল+স চতুষ্ক] *বি* ছোটো চারকোনা কাঠের নিচু আসনবিশেষ। 'জলচক্কীর চাকা ঘুরায়ে ঘুরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

জলচ যন্ত্র [স জলদ-যন্ত্র] *বি* পিচকারি। 'কুচ্যামোড় কার হাথে কার জলচ যন্ত্র সাধুকে তাড়িআ ধরে নহে পরতন্ত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জলচর [স] *বি* জলে বাস করে যে প্রাণী। 'নানাবিধ জলচর বিমল সলিলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জলচল [স] *বি* সামাজিকভাবে খাদ্যাদি গ্রহণ। 'তাদের সঙ্গে জলচল বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

জলচুড়ি [স জল+চুড়ি] *বি* জলতরঙ্গ। 'বাজায়ে জলচুড়ি কিঙ্কিণী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জলচৌকি, জলচৌকী [স জল+স চতুষ্ক] *বি* ছোটো ও নিচু চারকোনা কাঠের আসনবিশেষ। 'একটা জলচৌকির উপর মাজাঘষা কতকগুলি পিতল-কাঁসার বাসন।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'জলচৌকীর উপর বসিয়া ওজু করিতেছিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

জলছবি [স জল+স ছবি] *বি* জলে ভিজিয়ে অন্য কাগজে ছাপ তোলা যায় এমন ছবি। 'জলছবি আর লাট্টু লাটাই ...।' *সুকুমার*, ১৯২০।

জল-ছল-ছল [স জল+ধ্বন্যা ছলছল] **১** *বিণ* জলস্রোতের মতো। 'আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* এই বুঝি জল গড়িয়ে পড়ে এমন। 'নীরবে জল-ছল-ছল চোখে দাঁড়িয়ে।' *নজরুল*, ১৯২২।

জল ছোঁড়া *ক্রি* জল ছিটানো। 'বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দুরন্তপনা করিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

জলজ [স] *বিণ* জলে জন্মে এমন। 'চিংড়িও একপ্রকার জলজ কীট,

মৎস্য নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

জলজন্তু [স] *বি* জলে বাস করে এমন জন্তু। 'সমুদায় জলজন্তু নষ্ট হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জলজলা [স জ্বল>] **১** *বি* জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা। 'দিন কতক বাবুদের বড় জলজলা হয়ে উঠেছিলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *ক্রিবিণ* নির্বিঘ্নে। 'প্রতি বছর কলার উপরে জলজলা চলে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

জলজলাট [স জ্বল>] **১** *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'এই মত অতি জলজলাট দিবা রাত্রি সেস্থানে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা। 'পূর্ব্বে মিত্তির বাবুদের বড় জল জলাট ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জলজ লিলি [স জলজ+ই লিলি] *বি* জলপদ্ম। 'জলজ লিলির দল ফুটিত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

জলজান [স] *বি* হাইড্রোজেন গ্যাস। 'তিনি জলজান বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করেন নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জলজ্যান্ত [স] **১** *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'আমি তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ।' *প্রমথ*, ১৮৯৮। **২** *বিণ* সম্পূর্ণরূপে জীবন্ত। 'সব কটাই জলজ্যান্ত বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

জলঝড় [স] *বি* বৃষ্টি ও ঝড়। 'সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জলঝাঁটি [স জল+ঝাঁট>] *বি* জলের ঝাপটা। 'নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলঝাঁটি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জলটুঙি [স জল+স তুঙ্গ] *বি* জলাশয়ের মাঝে তৈরি ঘরবিশেষ। 'এবার আমি নিচ্ছি ছুটি, ছুটছি এবার জলটুঙিতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

জলডোরা *বি* ডোরাকাটা দেহত্বক বিশিষ্ট নির্বিষ সাপবিশেষ। 'মুখের পেছনে জলডোরা সাপের চলন।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জলঢোঁড়া *বি* ডোরাকাটা দেহত্বক বিশিষ্ট নির্বিষ সাপবিশেষ। 'অসংখ্য চন্দ্রবোড়া, অজগর, জলঢোঁড়া নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জলতরঙ্গ [স] **১** *বি* জলের ঢেউ। 'কেবল প্রকাণ্ড জলতরঙ্গের পরস্পর আঘাত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* জলভরা বাটিতে কাঠির আঘাতে সপ্ত স্বরের সঙ্গতিপূর্ণ সুর তোলা হয় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'জলতরঙ্গ গুণীর হাতে পড়ল।' *অবন*, ১৯২৫।

জলতল [স] *বি* জলের নিম্নস্থ ভূমি। 'গুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জলতলবিহারী [স] *বিণ* পানির নীচে বিচরণকারী। 'জলতলবিহারী প্রাণীগণের আহার, ক্রীড়া, যুদ্ধ প্রভৃতি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

জলতৃষ্ণা [স] *বি* পিপাসা। 'জলতৃষ্ণায় তালু ও কণ্ঠ পরিশুষ্ক হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

জলতেষ্টা [স জলতৃষ্ণা] *বি* জলপিপাসা। 'আমার আজও জলতেষ্টা পেয়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জলদস্যু [স] *বি* নদী বা সমুদ্রে যারা ডাকাতি করে। 'অকূল জলধির পূর্ব্বপশ্চিম দিক তাহাদের অজ্ঞাত, তাহাতে জলদস্যু পরিপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জলদাস [স] *বি* জেলে। 'জলদাসদের সেই একরত্তি মেয়ে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জলদেবতা [স] *বি* হিন্দুমতে জলাধিপতি দেবতা; বরুণ। 'জলদেবতা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

জলদোষ [স] *বি* উদরী; পেটে জল জমা রোগ। 'দেখিতেছি কিছু কিছু আছে জলদোষ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জলধনু [স] *বি* চাঁদের চারপাশে যে বাষ্পরেখা দেখা যায়। 'জলধনু তনু জিনিয়া উপমা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জলধর [স] **১** *বি* সাগর। 'ইচ্ছা মাত্র হইল অমৃত জলধর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* মেঘ। 'নব জলধর রূপ মুনি মন মোহে গো তেঞি জলে যেতে করি মানা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

জলধর-ধ্বনি [স] *বি* মেঘের গর্জন। 'চাতকী আমি স্বজনী/ শুনি জলধর-ধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জলধরপটল [স] *বি* মেঘরাশি। 'দেখতে এলেম বর্ষার জলধরপটল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জলধরাবৃত [স জলধর-আবৃত] *বিণ* মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন। 'জলধরাবৃত তব শশাঙ্কবদন?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

জলধার [স] *বি* পানির প্রবাহ। 'অবিরল নয়ন গলএ জলধার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জলধারা [স] *বি* জলের প্রবাহ। 'কেশ নিঙ্গাড়িতে বহ জলধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জল-ধোয়া *বিণ* পরিষ্কার করা হয়েছে এমন। 'এমন কি পাতালের জল-ধোয়া অমল প্রাসাদ।' *শামসুর*, ১৯৭০।

জলধৌত [স] *বিণ* জলে ধোয়া। 'কৃষ্ণচূড়া গাছের বর্ষা-জলধৌত পল্লবিত চিক্কণতা দেখা যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জল-নটিনি [স জলনটিনী] *বি* নৃত্যময়ী বর্ষা। 'তরঙ্গেরই নূপুর পরে জল-নটিনি আয় নেমে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

জলনাথ [স] **১** *বি* হিন্দুদেবতা বরুণ। 'কোথা জলনাথ? কোথা অলকার পতি?' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* সমুদ্র। 'মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

জলনিকাশ [স] *বি* জলনিষ্কাশন। 'চওড়া রাস্তা আর চমৎকার জলনিকাশের বন্দোবস্ত।' *হাসান*, ১৯৭৪।

জলনিধি [স] *বি* সাগর। 'আমি জঘন্যতার জলনিধি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

জলপটি [স জলপট্টিকা] *বি* জলে ভেজা টুকরা কাপড়; জলসেক। 'শীতলার চোখে জলপটি দিতে দিতে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

জল পড়া *বি* মন্ত্রপূত জল। 'কত ঝাড়ান ঝোড়ান, সরষে পড়া, জল পড়া ও লঙ্কা পড়া দিতে, তবে ভাল হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জলপতি [স] *বি* (হিন্দু পুরাণ) জলের দেবতা; বরুণ। 'জলপতি হুরপরী স্বর্গ বিদ্যাধরী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জলপথ [স] *বি* নৌযান চলাচলের পথ। 'জলপথে আনীত বাণিজ্যদ্রব্যের মাসুল বিষয়ে নতুন আইন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

জলপদ্ম [স] *বি* জলে জন্মে এমন পদ্মবিশেষ। 'হেনা, কেয়া, হাসুহানা? জলপদ্ম? না স্থলপদ্ম?' *শিবরাম*, ১৯৪০।

জলপাই, জলপায়ি, জলফই [স জল>] *বি* বৃক্ষবিশেষ ও তার অম্ল ফল। 'চেরু বেরু সফেরু জলপায়ি থেকর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সিমলি পলাস সত গুয়া জলপাই কত।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দক্ষিণে কাটিল পদ্মা জলফই পায়েলা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

জলপাইরঙ *বিণ* জলপাইয়ের রংবিশিষ্ট। 'পথের কুকুর দেখি বারংবার তেড়ে যাচ্ছে জলপাইরঙ একটি জীপের দিকে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

জলপাত্র [স] *বি* পানি রাখার পাত্র। 'এত বলি মুরারি ধরিল জলপাত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জলপান [স] **১** *বি* পানি পান। 'কোহো জন্তু তাত না করএ জলপান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* জলখাবার। 'বাঘরাজ সমস্ত করিল জলপান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জলপান-পাত্র [স] *বি* জল পানের পাত্র; গ্লাস। 'জয়পুরী শ্বেত প্রস্তরে তোমার জলপান-পাত্র বা ভোজন-পাত্র নির্মিত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জলপানি [স জল-পানীয়] **১** *বি* প্রাতরাশ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সকাল বেলার জলপানি তার তিনটি ধামা পেস্তা মেওয়া।' *সুকুমার*, ১৯১৮। **২** *বি* ছাত্রবৃত্তি। 'চন্দ্রবাবু যে কালেজে পাঁচ বচ্ছোর চাল্লিশ টাকা করে জলপানি পেয়েছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। **৩** *বি* হাতখরচা। 'এই তোমাকে কিঞ্চিৎ জলপানি দিচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

জলপায়রা [স জলপারাবত] *বি* পাখিবিশেষ। 'ডাকত ডাহুক জল-পায়রা, নাচত ভরা বিল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

জল পিওন *বি* জলপান করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জলপিঁড়ি [স জল+স পিণ্ডি] *বি* পা ধোয়ার পিঁড়ি। 'বেহুলা আনিল জলপিঁড়ি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

জলপিপাসা [স] *বি* জলপান করার ইচ্ছা; তৃষ্ণা। 'আমাদের জলপিপাসা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জলপিপি [স জল+ধ্বন্যা পিপি] *বি* ছোটো জলচর পাখিবিশেষ। 'কলমী-শাকের দামে জলপিপি বসিয়া আছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জলপুলিশ [স জল+ই পুলিস] *বি* জলপথ পাহারা দেয় যে পুলিশ। 'ভাগ্যদোষে নিজেরাও পড়তে পারে জলপুলিশের শিকার হয়ে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

জলপুষ্প [স] *বি* পানিতে জন্মে এমন ফুল। 'পদ্ম, কুমুদ প্রভৃতি জলপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া, জলাশয়ের শোভা করে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

জলপূর্ণ [স] *বিণ* জলে ভরা। 'তেঁই শুকাইল জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জলপৃষ্ঠ [স] *বি* পানির উপরিভাগ। 'পরিবর্তন সে তো জলপৃষ্ঠের বুদ্বুদ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

জলপ্রণালী [স] *বি* জল নিষ্কাশনের নালা বা খাল। 'নগরান্তর্গত জলপ্রণালী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জলপ্রপাত [স] *বি* পর্বত বা খুব উঁচু থেকে তীব্রবেগে নীচের দিকে প্রবাহিত জলধারা। 'আমেরিকার জলপ্রপাত সমুদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জলপ্রবাহ [স] *বি* পানির স্রোত। 'একটা প্রকাণ্ড জলপ্রবাহ প্রভৃত বাষ্পরাশিতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জলপ্রবেশ [স] *বি* জলে ডুবে জীবন বিসর্জন। 'জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ ও উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জলপ্রিয় [স] *বিণ* জল পছন্দকারী। 'জলপ্রিয় পাখিগুলো উড়ে উড়ে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জলপ্লাবন [স] **১** *বি* প্রবল বন্যা। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া যায়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *বি* জলোচ্ছ্বাস। 'ভূমিকম্প অগ্নি-উচ্ছ্বাস জলপ্লাবন তুষারসংহতি কালে কালে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

জলফুল [স জল+ফুল] *বি* পদ্ম, শাপলা ইত্যাদি জলজ ফুল। 'সরোবর সুনির্ম্মল শত শত শতদল তাহে আর নানা জলফুল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জলবৎ [স] **১** *বিণ* জলের মতো। 'কোন জলবৎ দ্রব্য বোতলে থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *ক্রিবিণ* সহজে। 'জলবৎ অর্থব্যয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

জলবতী [স] *বিণ* জলে পরিপূর্ণ। 'জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জলবর্ষণ [স] *বি* জলধারার আকারে নীচে ফেলা। 'কর্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জলবসন্ত [স] *বি* শরীরে জলবিন্দুর মতো গোটা ওঠা রোগবিশেষ। 'হাম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জলবাতাস [স জল+হি বতাস] *বি* আবহাওয়া। 'কেবল-মাত্র ভারতেরই জলবাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জলবায়ু [স] *বি* আবহাওয়া। 'স্থানিক জলবায়ুর স্বাস্থ্যপ্রদত্বে ... বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জলবায়ুতত্ত্ব [স] *বি* আবহাওয়া-বিদ্যা। 'তাহার রহস্য জলবায়ুতত্ত্বের রহস্যের মতোই দুর্বোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জলবিছুটি [স জল+স বৃশ্চিক] *বি* বুনো গাছবিশেষ, যার পাতা গায়ে লাগলে চুলকায় ও জ্বালা করে। 'জলবিছুটি দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দিতুম।' *শরৎ*, ১৯১৩।

জলবিদ্যুৎ [স] *বি* জলস্রোতের দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুৎ। 'দু'লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জলবিন্দু [স] *বি* জলের ফোঁটা। 'জলবিন্দু দিল চণ্ডী গজবল-মুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জলবিন্দুবৃষ্টি [স] *বি* বৃষ্টির ফোঁটা। 'এদের নাচ বর্ষার ঝমাঝম জলবিন্দুবৃষ্টির মতো নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জলবিম্ব [স] *বি* পানির বুদ্বুদ। 'জীব-আত্মা মিলাইবে একেকটি জলবিম্ববৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

জলবিম্বকার [স] *বিণ* জলবিম্বের মতো; জলবিম্বাকার। 'এ জগ জলবিম্বকারে।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

জলবিম্বপারা [স জলবিম্বপ্রায়] *বিণ* পানির বুদ্বুদের মতো। 'সহসা কে ডুবে যায় জলবিম্বপারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

জলবিম্বু [স জলবিম্ব] *বি* জলের বুদ্বুদ। 'সংসার অসার জেন জলবিম্বু ছায়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

জলবিশিষ্ট [স] *বিণ* জলপূর্ণ। 'এই জলবিশিষ্ট স্থানটি অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

জলবিহার [স] *বি* জলপথে বেড়ানো। 'শখ হল – একদিন ডিঙি চড়ে জলবিহার করবেন।' *প্রমথ*, ১৯৪২।

জলবুদ্বুদ [স] *বি* জলের বুদ্বুদ যা মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

'জলবুদ্বুদের ন্যায় মরণোত্তর কেহ কাহারো নয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

জল-বোঝাই [স জল+স বাহ্য] *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'টলমল আঁখি জল-বোঝাই।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জলবোড়া [স জল+স বোড্র] *বি* সাপের প্রজাতিবিশেষ। 'জলবোড়া সাপ এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়।' *জসীম*, ১৯৬৪।

জলভরতি [স জল+ভরতি] *বিণ* জলপূর্ণ। 'টেবিলের উপর জলভরতি পড়ে রয়েছে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

জলভরা [স জল+ভরা] **১** *বিণ* অশ্রুভরা। 'ঘরে যাব ফিরে দোঁহে দুই জলভরা দু নয়ানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* জলসিক্ত। 'আজি জলভরা বরিষায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *বিণ* অশ্রুভেজা। 'কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জলভরা এক ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **৪** *বিণ* জলপূর্ণ। 'জলভরা ঘটে চলে নদীতটে বধূর চরণ ক্লান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৫** *বিণ* বেদনার্ত। 'নিশীথের জলভরা কণ্ঠে কোন বিরহিণীর বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জলভারনত [স] *বিণ* জলের ভারে নুয়ে-পড়া। 'চারুর চিত্ত পুলকিত কৌতূহলে জলভারনত মেঘের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

জলভারনম্র [স] *বিণ* জলের ভারে নুয়ে আছে এমন। 'অন্তঃকরণ জলভারনম্র মেঘের মতো পরিপূর্ণতার দ্বারা নত হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জলভারাক্রান্ত *বিণ* জলের ভারে পূর্ণ। 'আজ সকালে সমস্ত আকাশ জলভারাক্রান্ত মেঘে যেন নত হয়ে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জলমএ [স জলময়] *বিণ* জলে পরিপূর্ণ। 'গিরিশৃঙ্গে উজ্জ্বল পাথর জলমএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জলমগ্ন [স] *বিণ* পানিতে ডুবে-যাওয়া। 'কিছু দিনের মধ্যে ইহাও জলমগ্ন হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

জলমঞ্জীর [স] *বি* জলের নূপুর। 'তব জলমঞ্জীর বাজাইয়া তুমি ওগো গর্বিতা চলিয়াছ নিজ পথে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জলমণ্ডুক [স] *বি* জলের ব্যাঙ। 'জলমণ্ডুক বাদ্য বাজায় সবে করতলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জলমন্ধার [স জল-মন্দর] *বিণ* জলমগ্ন। 'জলমন্ধার পৃথুবি প্রীষ্ঠে তুলি লৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

জলময় [স] **১** *বিণ* জলে মগ্ন। 'জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* জলে একাকার। 'শুধু জলে জলে জলময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বিণ* জলপূর্ণ। 'বর্ষাকালে চারিদিকে জলে জলময় হইয়া যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

জলময়ী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* জলাশয়। 'হলে তুমি জলময়ী, ও জলে ডুবিয়া সই জুড়াব জীবন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ স্ত্রী* জলপূর্ণ। 'ওগো জলময়ী নদী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

জলমরু [স] *বি* মরুতুল্য নিষ্প্রাণ জলরাশি। 'সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জলমসৃণ [স] *বিণ* তেলতেলে। 'ভিস্তি বুড়ো কেঁপে কেঁপে তার জলমসৃণ মশক বয়।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

জলমেয়ে [স জল+স মাতৃকা] *বি* স্নানরত মেয়ে। 'সেই জলমেয়েদের স্তন ঠাণ্ডা, শাদা, বরফের কুঁচির মতন।' *জীবন*, ১৯৩৬।

জল-মেশানো *বিণ* পানি মিশে আছে এমন। 'এ আমার চোখের জল-মেশানো হাসির শিলাবৃষ্টি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জলযন্ত্র [স] **১** *বি* জলের ফোয়ারা। 'জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মেঘ। 'পরমেশ্বরের জলযন্ত্র দিবারাত্রি ভ্রমণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

জলযাত্রা [স] *বি* জলপথে ভ্রমণ। 'আমরা জনকয়েক বন্ধুতে মিলে একবার নিরুদ্দেশ জলযাত্রা করেছিলুম।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

জলযান [স] *বি* জলে চলে এমন পরিবহন। 'সমুদ্রজলের উপরিভাগ ও অভ্যন্তর-প্রদেশ দিয়া গমনাগমনকারী বহুবিধ জলযান ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জলযুক্ত [স] *বিণ* জল আছে এমন। 'জলযুক্ত স্থানের জল দূর করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

জলযুদ্ধ [স] **১** *বি* জলক্রীড়া বিশেষ। 'জলযুদ্ধ করে প্রভু যার যার সঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* দরিয়াযুদ্ধ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জলযোগ [স] *বি* হালকা খাবার; নাশতা। 'শত আশরুপি কাঙ্গালি লোকেরদিগকে দিয়া জলযোগ করিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

জলরঙ [স জলরঙ্গ] *বি* জলে গুলে নিয়ে আঁকতে হয় এমন রং। 'দেশী, বিদেশী তৈল চিত্র, জলরঙ, প্যাস্টেল পটের ছবি, পোর্ট্রেট।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৩৬।

জলরাজ্য [স] *বি* জলসীমা। 'শৈবালবিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জলরাশি [স] *বি* বিপুল পরিমাণ জল। 'জলরাশি সতেজে নদী-মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ড-বেগে গমন করিতে থাকে, ইহাকেই বান কহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

জলরুটি [স জল+হি রোটী] *বি* জল ও রুটি। 'গাছের আগার জলরুটি তোর পথিক জনে সাধছে গো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

জলরেখা [স] **১** *বি* জলধারা। 'আমার এই নদীর জলরেখা, বালির চর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* জলবিন্দু; অশ্রু। 'দিত দেখা দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা নিষ্কারণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জলরেখাবলয়িত [স] *বিণ* জলরেখাবেষ্টিত। 'জলরেখাবলয়িত মৃৎপিণ্ডই আমার কাছে পৃথিবী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জল-লহরী [স] *বি* জলের ঢেউ। 'জল-লহরীর হেরিতাম দোলা।' *জসীম*, ১৯৩১।

জললিখন [স] *বি* জলের লেখা; অশ্রুর দাগ। 'সেই হৃদয়ের লহো প্রীতি, সজল আঁখির জললিখন।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জলশয্যা [স] *বি* জলরূপ শয্যা। 'জলশয্যা লোচনের লোহে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জলশয়ী [স] *বি* সন্ন্যাসীবিশেষ। 'কোন কোন সন্ন্যাসী সায়ংকাল অবধি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জলমধ্যে শরীর মগ্ন রাখিয়া তপস্যা করেন, ... ঐ সমস্ত তপস্বীকে জলশয়ী বলিয়া উল্লেখ করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জলশূন্য [স] **১** *বিণ* শুকনা। 'জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* জল নেই এমন। 'জলশূন্য কলসখানি গড়ায় গৃহতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জলসই [স জলসাৎ] *বিণ* পানিতে নিমজ্জিত। 'এক টুঁতে জগদম্বারে

জলসই করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

জলসংসিক্ত [স] *বিণ* জলের তৈরি এমন। 'নানা যান-সমাকীর্ণ জলসংসিক্ত রাজমার্গ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জলসঞ্চার [স] *বি* জলের প্রবাহ। 'জলসঞ্চারে, হৃদয় রসে।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

জলসত্র [স] *বি* পিপাসার্তকে জল দানের বন্দোবস্ত। 'একাদশীর তেপান্তরে খুলবে কে জলসত্র গো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

জল-সমাধি [স] *বি* জলে ডাসিয়ে দেওয়া। 'ইহাকেই মৃৎ-সমাধি ও জল-সমাধি বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জলসরা *ক্রি* জলাশয় থেকে নিত্য ব্যবহারের পানি নেওয়া। 'সে পুস্কর্নিতে পাড়াপড়সি সকলে জলসরে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জলসাই [স জলসাৎ] *বি* মুমূর্ষু ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য হিন্দুমতে তার নিম্নাঙ্গ গঙ্গাজলে ডুবিয়ে রাখার আচার। 'হৈল জলসাই পতি ইন্দ্রবধু ছায়াবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জলসাৎ [স] *বিণ* জলে পরিণত। 'হায় সে অতীত – জলসাৎ হইয়াছে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

জল সারা *ক্রি* প্রস্রাব করা। 'এত লোক দিনের মধ্যে কতবার জল সারে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

জলসিঁড়ি, জলসিড়ি [স জলশ্রেণী] **১** *বি* কল্পিত নদীবিশেষ। 'তখন এ জলসিঁড়ি শুকায়নি।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* সিঁড়ির মতো ঢেউখেলানো। 'কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে।' *জীবন*, ১৯৪২।

জলসিক্ত [স] *বিণ* পানিতে ভেজা। 'বিলের জমির মতো জলসিক্ত সুখদ লজ্জায়।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জলসিঞ্চিত [স] *বিণ* জলসিক্ত। 'জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জলসেক [স] *বি* পানি ছিটানো। 'জলসেক করিলেই অগ্নি নির্ব্বাণ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জলসেচন [স] *বি* পানি সেচ দেওয়া। 'জলসেচনের দ্বারা অকর্ম্মণ্য ভূমিকে কর্ম্মণ্যকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

জলসেচনি [স জলসেচনা] *বি* সেঁওতি। 'ঈশ্বরী পাটনী কহিলেন পা দুইখানি জলসেচনির উপরে রাখ।' *রাজীব*, ১৮০৫।

জলসেবা [স] *বি* খানাপিনা। 'অখিল ভরিয়া সুখে করে জলসেবা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জলসৈ [স জলসাৎ] *বি* জলসই; বরকনের স্নানের জল তোলার আচার। 'পাড়ার মেয়েরা জলসৈতে যাবে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জলস্তম্ভ [স] *বি* সমুদ্রে স্তম্ভের মতো ওঠা জলরাশি। 'সমুদ্রের যে স্থানে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জলস্থল [স] **১** *বি* মাটি ও জল। 'জলস্থলে শরীর স্থাপনপূর্ব্বক অন্তর্জলে সহোদর সকলে তারকব্রহ্ম নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বি* সারা পৃথিবী। 'আজি সর্ব জলস্থল কেন এত স্থির?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

জলস্পর্শ [স] *বি* জলগ্রহণ। 'কোন ব্যক্তি কুকর্ম্ম করিলে তাহার বাটীতে কেহ জলস্পর্শ করে না।' *ভবানী*, ১৮২৩।

জলস্রোত [স] *বি* জলের ধারা। 'জলস্রোতে ইহা ক্রমে সমধরাতল হইতেছে।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

জলহস্তী [স] *বি* হাতির মতো একপ্রকার জলজন্তু। 'জিরাফ আসে ১৮৩৪ সালে। 'সিম্পাঞ্জী, জলহস্তী ও সাপ ১৮৫০-এ।' *হাই*, ১৯৫৮।

জল-হাওয়া [স জল+আ হাওয়া] *বি* আবহাওয়া। 'সে দেশের জল-হাওয়ায় ওটা ঠিক টিকতে পারবে কি না সন্দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জলহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* শুকনা। 'জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জলাকার [স জল-আকার] *বিণ* জলময়। 'নাভি কুণ্ড উদধি ভাঁওর জলাকার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জলাঞ্জলি [স জল-অঞ্জলি] *বি* বিসর্জন। 'লাজে জলাঞ্জলি দিলাঙ তাপে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জলাতঙ্ক [স] *বি* পাগল কুকুরের কামড়ের ফলে সৃষ্ট জলের প্রতি আতঙ্কিত হওয়ার রোগ । 'দুইজনেরই হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক হইয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

জলাধার [স] *বি* জলের পাত্র। 'অগভীর একটা গোল জলাধার ধার করে আনতে হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জলাধিপ [স জল-অধিপ] *বি* হিন্দুদেবতা বরুণ। 'ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডধর জলাধিপ নিশাকর ঈশান কুবের সমীরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জলাবশেষ [স জল-অবশেষ] *বি* অবশিষ্ট জল। 'পঙ্ককুণ্ডের হরিদ্বর্ণ জলাবশেষ থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জলাভাব [স জল-অভাব] *বি* জলের অভাব। 'জলাভাবে কৃশ শাখা শুখাইয়া মরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জলার্ত [স জল-ঋত] *বিণ* জলপূর্ণ; অশ্রুপূর্ণ। 'কোনো কোনো সন্ধ্যা যুবতীর জলার্ত চোখের মতো।' *শামসুর*, ১৯৭০।

জলার্থী [স জল-অর্থী] *বি* জল চায় যে। 'বোম্বে শহরের জলার্থীদের জল সরবরাহ করা হয়।' *মানিক*, ১৯৪০।

জলার্দ্র [স জল-আর্দ্র] *বিণ* অশ্রুসিক্ত। 'এমন স্থান মনে করিয়াই নয়ন জলার্দ্র হইত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

জলাশয় [স জল-আশয়] *বি* জলের আধার; পুকুর; খাল, নদী ইত্যাদি। 'এই দেশের উদ্যান ক্ষেত্রে ও পর্ব্বত কান্তার এবং রত্নকরাদি জলাশয়ে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

জলাসার [স জল-আসার] *বি* বৃষ্টির ধারা। 'বরষিলা জলাসার, কি কৌশলে গোবর্ধনে তুলি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

জলাহার [স জল-আহার] *বি* কেবল জল পান। 'উপবাস ফলাহারে জলাহারে সুদ্ধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ – উভয় দিকেই বিপদ এমন অবস্থা। 'নিশ্চিত মরিতে হইবে। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ।' *নজরুল*, ১৯২২।

জলে-খাওয়া *বিণ* জল-প্লাবিত। 'নদীর চরের প্রতি জলে-খাওয়া ডাঙার কিষাণ।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জলে-ডোবা *বিণ* জলে ডুবছে এমন। 'জলের প্রত্যাশায় জলে-ডোবা মানুষের মতো এলোপাথাড়ি ঢোক গিলতে লাগলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

জলে-ধোয়া *বিণ* পরিষ্কার। 'কী সুন্দর জলে-ধোয়া আকাশ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জলে পড়া **১** *ক্রি* বিপদে পড়া। 'আপনাদের প্রাণের বন্ধুটি জলে পড়েননি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *ক্রি* নষ্ট হওয়া। 'কিন্তু এ টাকাতো

জলে পড়ছে না!' *নজরুল*, ১৯৩১।

জলে ফেলা *ক্রি* অপচয় করা। 'মধ্যে হতে কতকগুলো টাকা শুধু জলে ফেলা হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

জলে-ভরা *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'সেখানে জলে-ভরা দুইটি সরল সকরুণ চক্ষু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জলে যাওয়া *ক্রি* বিফল বা অহেতুক খরচ হওয়া। 'তিনটে টাকা জলে গেল।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। পৃ. ২১

জলের কণা *বি* বুদ্বুদ। 'ঘুনঘুনে মাছির চেয়েও ছোটো মিহিন জলের কণা ফিনফিন করছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জলের ডাক *বি* জলপ্রবাহের শব্দ। 'এ-গাঁও ও-গাঁও মধ্যে ত দূর শুধুই জলের ডাক।' *জসীম*, ১৯২৯।

জলের দর *বি* অত্যন্ত শস্তা। 'আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জলের দাম *বি* নামমাত্র মূল্য। 'তামাম সম্পত্তিও পেয়ে গেলেন জলের দামে।' *তারা*, ১৯৪৬।

জলের ধার *বি* জলাশয়ের কিনারা। 'কেতকী জলের ধারে/ ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জলের ধারা *বি* বৃষ্টি। 'এক দিবস অতিশয় মেঘাড়ম্বর হইয়া নিরন্তর জলের ধারা পড়িতেছে।' *গৌর*, ১৮২২।

জলের মতো *ক্রিবিণ* সহজে; বিনা কষ্টে। 'সে-সমস্তই জলের মতো বুঝা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জলেলেখা *বিণ* জল দিয়ে লিখিত। 'অবশেষে একদিন জলে লেখা নাম কবি মাটির বাসরে ঘুম রচে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

জলেশ [স] *বিণ* হিন্দুমতে জলদেবতা। 'উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ পাশী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

জলেশ্বর [স] *বি* হিন্দুমতে জলের অধিষ্ঠাতা দেবতা বরুণ। 'শঙ্খ দিল জলেশ্বর শক্তি দিল বৈশ্বানর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জলোচ্ছ্বাস [স] **১** *বি* জলের প্লাবন। 'দরিদ্রদিগের কঙ্কালাবশিষ্ট মূর্ত্তি দেখিলে ... মরুচক্ষেও জলোচ্ছ্বাস হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* জলের স্ফীতি। 'তিনি ... সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

জলোপরি [স] *বিণ* জলের উপরিস্থ। 'অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

জলওয়া [আ জলওয়াহ্] *বি* জেল্লা বা ঔজ্জ্বল্য। 'সে নূরের জলওয়া পীর সাহেবের চক্ষে সহ্য হইত না।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

জলওয়ার *বি* একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'জলওয়ার, পান্নাহাজার, দুবলিজাল, সাওয়াল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জলদ [স] **১** *বি* মেঘ। 'সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* (সংগীত) দ্রুত লয়। 'রাগিণী ধানশী ॥ জলদ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *বিণ* মেঘপূর্ণ। 'হেমন্তের জলদ বাতাসে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জলদখণ্ড [স] *বি* টুকরা মেঘ। 'আকাশে জলদখণ্ড শ্রেণী বাঁধিয়া হিমালয় পানে ছুটিয়াছে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

জলদগভীর [স] *বিণ* মেঘের গর্জনের মতো গম্ভীর। 'জলদগভীর স্বরে কহিল সন্ন্যাসী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

জলদগম্ভীর [স] *বিণ* মেঘের গর্জনের মতো গম্ভীর। 'জলদগম্ভীর স্বরে/ তপনের করে স্তবগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

জলদগর্জন [স] *বি* মেঘের মতো উচ্চগর্জন। 'ডাকো তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জলদগ্নি [স জলদ্+অগ্নি] *বি* জ্বলন্ত আগুন। 'দৃঢ় বন্ধন পুরঃসরে জলদগ্নিতে দগ্ধ করণ ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

জলদচারী [স] *বিণ* মেঘে বিচরণ করে এমন। 'সে গান শোনায় মধুরতর গো সজল জলদচারী।' *নজরুল*, ১৯৪১।

জলদজল [স] *বি* বৃষ্টি। 'বরিষে জলদজল হরিষে ভেকের দল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জলদ-জাল [স] *বি* মেঘমালা। 'সায়ংকালীন জলদ-জালের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া কে না মোহিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জলদধ্বনি [স] *বি* মেঘের গর্জন। 'দামা-আড়ম্বর পুরিল অম্বর অভিনব জলদধ্বনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জলদবাষ্প [স] *বি* জলীয়বাষ্প। 'চক্রসীমাটুকু ছাড়িয়ে ... জলদবাষ্পের অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয় উড়িয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জলদমন্দ্র [স] *বি* মেঘের গম্ভীর শব্দ। 'নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের, স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জলদসুন্দর [স] *বিণ* মেঘের মতো সুন্দর। 'জলদসুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

জলদস্পর্শী [স] *বিণ* মেঘের মতো সুউচ্চ। 'জলদস্পর্শী শৈলমালা ...।' *রবীন্দ্র*,১৯০০।

জলদি, জলদী [আ] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'খানা জলদি তৈয়ার হওনের আটক হবেক না।' *কেরি*, ১৮০২; 'কোথায় রয়েছ ভাট ব্রাহ্মণ, কোথায় গণক দল/ জলদী করিয়া গুণে দেখ কেন দিঘিতে ওঠে না জল?' *জসীম*, ১৯৫১।

জলদানো [স জল+স দানব] *বি* জলে বসবাসকারী কল্পিত দানব। 'জলদানো নদী হতে উঠে এল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জলদী *দ্র* **জলদি**

জলধি [স] *বি* সাগর। 'পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জলধিতরঙ্গ [স] *বি* সাগরের ঢেউ। 'উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

জলন্ত [স] *বিণ* জ্বলন্ত। 'জলন্ত আনলে জেন ঘৃত দিল ধারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জলন্দার [স জলন্ধর] *বি* বাধা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জলন্দারি *বিণ* বাধাপ্রাপ্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জলবাশ [আ জলু+ফা বশ] *বি* অশ্বারোহী সৈন্য। 'উজবক জলবাশে ঘেরিয়াছে চারপাশে।' *ভারত*, ১৭৬০।

জলসা [আ জলসাহ্] *বি* আসর। 'নাসারাদের বজ্জাতি সম্বন্ধে ওয়াজের জলসা বসালেন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

জলসাঘর [আ জলসাহ্+ঘর] *বি* নাচ-গানের ঘর। 'সিগার সিগারেটের অত্যাচারে সমুদ্রের লোনা হাওয়া জলসাঘরে নাক গলাতে পারেনি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জলা[1] [স জ্বল>] *ক্রি* দগ্ধ হওয়া। **জলে** *ক্রি* জ্বলে; জ্বলছে। 'ভিতরে অনঙ্গ আনল জলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জলা[1] [স জল>] ১ *বিণ* অগভীর। 'জলা হ্রদ।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* জলাধার। 'হরিণ এক পরিষ্কৃত জলাতে জল পান করাতে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* জলপূর্ণ নিম্নভূমি। 'জলা ও চষা মাঠ অতিক্রম করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

জলা-জমি [জলা+ফা জমীন] *বি* জলময় নিম্নভূমি। 'এই আমাদের জলা-জমি জঙ্গল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

জলাভূমি [স] *বি* জলে ডুবে থাকে এমন নিচুভূমি; বিল। 'জলাভূমিতে ও সমাধিক্ষেত্রে সচরাচর যে আলোকময় বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জলাময় [স] *বিণ* জলাবদ্ধ। 'কতখানি তার অতিত-পতিত কতখানি সে জলাময়।' *লালন*, ১৮৯০।

জলামাটি *বি* পানি ও কর্দমাক্ত নিম্নভূমি। 'শিল্পী এসেছিল জীবিকার জন্যে জলামাটির দেশে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

জলা হ্রদ [জলা+স হ্রদ] *বি* অগভীর হ্রদ; বিল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জলাঙ্গী *বি* নদীবিশেষ। 'জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

জলাঞ্জলি *দ্র* **জল**

জলাতঙ্ক *দ্র* **জল**

জলাধার *দ্র* **জল**

জলাশ [স] *বি* জলজ উদ্ভিদ। 'জলের জলাশ এনে জাল দিবে তায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জলাশয় *দ্র* **জল**

জলি[1] [স জল>] *বিণ* জলে উৎপন্ন। 'ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জলি[2] [স জল>] *বিণ* জোলো। **জলিধান** [জলি+স ধান্য] *বি* চরে আবাদ হয়ে থাকে এমন বিশেষ ধরনের ধান; জোলো ভূমিতে চাষ-করা ধান। 'ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জলিঅ [পা জলিত] *বিণ* প্রজ্বলিত। 'সমতা জোএঁ জলিঅ চণ্ডালী।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০।

জলিবোট [ই] *বি* পানসি। 'একটি বড়ো জলিবোটের উপর ছাত তৈরি করে এই বোটটি হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জলীয় [স] ১ *বিণ* জলের মতো তরল। 'জলীয় দ্রব্য মৃত্তিকার পাত্রে বা কাঁচপাত্রে স্থাপিত করে।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বিণ* জলে জন্মে এমন। 'জলীয় লম্বা ঘাস ভিজা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথা দোলায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

জলীয় অংশ [স] *বি* রস; রসালো অংশ। 'সমস্ত আঁঠি আঁশ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জলীয় বাষ্প [স] *বি* জলপূর্ণ বাতাস। 'সমস্ত জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময়ে অদৃশ্য থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জলীয় ভাগ [স] *বি* জলপূর্ণ অংশ। 'তাহার জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জলুই [স জল>] *বি* নৌকার তক্তা জোড়া লাগানোর দুমুখো পেরেক; পাতাম। **জলুই খসা** *বিণ* নৌকার পাতাম খুলে গেছে এমন। 'গলুই ভাঙ্গা জলুই খসা বরাবরি এমনি দশা।' *লালন*, ১৮৯০।

জলুশ [আ জলুস] *বি* চাকচিক্য; জৌলুশ। 'চেহারা ও পোশাক দুয়েরই দিব্যি জলুশ।' *মানিক*, ১৯৩৯।

জলুস [আ] ১ *বিণ* উজ্জ্বল। 'এজলাসে বসিয়া দুনিয়া জলুস করিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ২ *বি* উজ্জ্বলতা। 'বড় বড় ফুলের বাজারে পুষ্প-প্রদর্শনীতে অবাক হয়ে বিদেশী ফুলের জলুস দেখেছি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

জলুসী [আ জলুস>] *বি* সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার কাল। 'তাহার পর ঐ বাবরের পুত্র হুমাউন অবধি শাহা আলমের জলুসী ৪৫ সন পর্য্যন্ত ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

জলেশ *দ্র* **জল**

জলেশ্বর *দ্র* **জল**

জলো [স জল>] ১ *বিণ* পানিমেশানো। 'গুমো চিড়ে জলো দই তিত গুড় ধেনো খই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* জলপূর্ণ। 'চোখ যেমন বড়ো, তেমনি জলো।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

জলোদুধ [স জল>+দুধ] *বি* পানি মেশানো দুধ। 'জলোদুধের আমদানি আমরা বিনা আপত্তিতে গ্রাহ্য করতে পারিনে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

জলো-হাওয়া *বি* ভেজা বাতাস। 'জলো-হাওয়ার নাড়া পেয়ে শিউলি ঝরে পড়ার মতো।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জলোচ্ছ্বাস *দ্র* **জল**

জলৌকা [স] *বি* জোঁক। 'উড়ুষ কৎস্যবগুলা সসা জেন মসাগুলা জলৌকা কুম্ভের গুণাকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জল্পনা [স] ১ *বি* আলাপ-আলোচনা। 'তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০। ২ *বি* চিন্তা-ভাবনা। 'কেহ আপনাকে স্বদেশ হিতৈষিরূপে পরিচিত করিবার নিমিত্ত ... যথেষ্ট কথা জল্পনা করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* বৃথাবাক্যব্যয়। 'তাঁহারই পার্শ্ববর্তী হইয়া তাঁহার কানে কানে মৃদুস্বরে কত কথাই জল্পনা করিতে থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বি* কল্পনা বিলাসিতা। 'এ ভালোবাসা হ'ত না হত-আশা, কেবল কবিতার জল্পনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বি* পরিকল্পনা। 'দুটি বোন তারা করে কানাকানি কী না জানি জল্পনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জল্পনা-কল্পনা [স] ১ *বি* চিন্তাভাবনা। 'যদি আমরা এক উদ্দেশ্য করিয়া আর-একটা জিনিস গড়িবার আয়োজন করিয়া থাকি, তবে আমাদের জল্পনা-কল্পনা বৃথা হইয়া যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* পরিকল্পনা। 'পত্রিকা ছাপাবার রঙিন জল্পনাকল্পনা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

জল্বস [আ জলুস] *বি* সিংহাসন আরোহণ। 'পাদসাহের সন ২৪ চব্বিশ জল্বস সন।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

জল্লাদ [আ] *বি* প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করে যে। 'জল্লাদকে ডাকিয়া তবে আজ্ঞা দিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

জল্লাদখানা [আ জল্লাদ+ফা খানা] *বি* কসাইখানা। 'জল্লাদখানার গহ্বরে সে একজন সমব্যথী হারাইল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

জল্লাদিনী [আ জল্লাদ+স ইনী] *বি* জল্লাদের মতো নিষ্ঠুর নারী। 'জল্লাদিনী ভাগ্যলক্ষ্মী, ওর্ফে ওগো গ্রহের ফের!' *নজরুল*, ১৯৫৯।

জল্লাদী [আ জল্লাদ+স ঈ] *বিণ* নিষ্ঠুর। 'জল্লাদী পর্দার প্রচলন।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

জশন [ফা] *বি* উৎসব। 'একটা খুশীর জশন (পরব) উপস্থিত হল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জষ্টি [স জ্যৈষ্ঠ] *বি* বাংলা মাসের নাম; জ্যৈষ্ঠ। 'বোশেখ-জষ্টি মাসকে ওরা/ দুপুর বেলা কয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

জষ্টিমাস [স জ্যৈষ্ঠমাস] *বি* জ্যৈষ্ঠ মাস। 'আর বছর জষ্টিমাসে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জষ্টিস, জষ্টীষ [ই জাস্টিস] *বি* বিচারক। 'কলিকাতার পুলিস আফিসের জষ্টীষ সাহেবান হুকুম দেন।' *মিলার*, ১৮০০; 'শ্রীযুত চিপ জষ্টিস সাহেবের সুখ্যাতিপত্র।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জষ্ঠি [স জ্যৈষ্ঠ] *বি* জ্যৈষ্ঠ। 'বোশেখ জষ্ঠি পাহাড়গুলো লোকে লোকারণ্য।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

জষ্ঠিস [ই জাস্টিস] *বি* বিচারক। 'জষ্ঠিসেরা ধর্ম্মঅবতার, কায়মনে কচ্চেন সুবিচার।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জষ্যপর *ক্রিবিণ* যার পরে। 'জষ্যপর আমার মধ্যমা কন্যার শুভবিভাহ পচীষা আসাড়ে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

জস [স যশ] *বি* সুখ্যাতি। 'তোমাকে মারিলে জস দিবেক কোন জনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জস অপজস [স যশ-অপযশ] *বি* খ্যাতি-অখ্যাতি। 'জস অপজস দুই রহ গএ ঠাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জসটিস [ই] *বি* বিচারক। 'শিবকেষ্টোর মকদ্দমার মুখে জসটিস ওয়েল্‌স নতুন ইণ্ডেন্ট হন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জসম [ফা জওসন] *বি* বাজু; হাতের অলংকার।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জসিমী *বিণ* জসীমউদ্দীনের মতো। 'জসিমী ঢঙে লেখা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

জসু [স যস্য] *সর্ব* যার। 'কাঅ বাক চিঅ জসু ণ সমাঅ।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

জসোদা [স যশোদা] *বি* যশোদা; কৃষ্ণের পালক-মাতা। 'মায় জসোদা পুষিলেক দিঞাঁ খীর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জস্যপর, জষ্যপর [স] – যার উপরে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জহন্নম [আ] *বি* ইসলামি মতে নরকবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জহমত [আ] *বি* কষ্ট। 'চাঙ্গা নাহি হইবে জহমত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জহর[১] [ফা] *বি* বিষ। 'আখেরে মরিব আমি জহর খাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জহর আলুদা [ফা জহর+ফা আলুদা] *বিণ* বিষমাখা। 'জহর আলুদা তির হেনেই আমার সুখ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জহরব্রত [ফা জহর+স ব্রত] *বি* সতীত্ব রক্ষার জন্য অগ্নিকুণ্ডে অথবা বিষপান করে জীবন বিসর্জন। 'বুঝলেন মেয়েরা জহরব্রত নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

জহরমাখা [ফা জহর+মাখা] *বিণ* বিষমাখা। 'শিশু আসগর তৃষ্ণা তৃষ্ণা করে জহরমাখা তীর খেয়ে মরেছিল!' *নজরুল*, ১৯২৭।

জহর[২] [আ জওহর] *বি* মণি রত্ন ইত্যাদি। 'পৃথিবীতে জহরের তত অভাব নাই যত জহরির।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জহরকোট *বি* জওহারলাল নেহরু যে-ঢঙের কোট পরতেন, সেই ধরনের কোট। 'একটা জহরকোট গায়ে এঁটে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

জহরত [আ জওয়াহিরাত] *বি* হীরা পান্না চুনি প্রভৃতি রত্ন। 'তাহাদিগের সর্বদা এই ইচ্ছা যে জরি জহরত ও মুক্তা প্রবাল পরিব।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জহরৎ [আ জওয়াহিরাত] *বি* হীরা পান্না চুনি প্রভৃতি মূল্যবান রত্ন। 'রাস্তাঘাটে যদি হীরে জহরৎ পাওয়া যেত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জহরতি *বি* হীরা পান্না চুনি প্রভৃতি রত্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জহরাৎ [আ জওয়াহিরাত] *বি* বহুমূল্যবান রত্নরাজি। 'জহরাৎ আভরণ ও জায়দাদ ইত্যাদিতে ৬০ লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

জহরি, জহরী [আ জউহর>] ১ *বি* মণিমুক্তার ব্যবসায়ী; অলংকার ব্যবসায়ী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'রামচন্দ্র জহরী।' *সেবধি*, ১৮৪০। ৩ *বি* জহুরি; রত্ন বিশেষজ্ঞ। 'পৃথিবীতে জহরের তত অভাব নাই যত জহরির।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* সমঝদার। 'এতদিনে তো একটা জহরি জুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জহাঁ *ক্রিবিণ* যেখানে। 'জহাঁ জহাঁ পদজুগ ধরঈ। তহি তহি সরোরুহ ভরঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জহানপনা [ফা] *বি* সম্মানসূচক সম্বোধনবিশেষ। 'জিন্দাবাদ শাহানশাহ জহানপনা চিৎকার খাইবারের দুদিকের পাহাড়ে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জহারী [ফা আহাজারি] *বি* বিলাপ। 'বহুত মাতম জহারী করিবে ময়দান ঘিরি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জহি *ক্রিবিণ* যেখানে। 'জহি মণ ইন্দিঅবণ হো ণঠা।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

জহিআ *ক্রিবিণ* যখন। 'জহিআ কাহ্নু দেল তোহে আনি। মনে পাওল ভেল চৌগুন বানি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জহিনী *ক্রিবিণ* যেমন। 'কহএ ন পারিঅ দেখলি জহিনী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জহীন [আ] *বিণ* চালাক। 'জহীন কিম্বা চালাক বললে আমরা বুঝতে পারি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

জহুরা [আ জহর] *বি* অলৌকিকত্ব। 'মুসা এর জহুরা বুঝিতে পারিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

জহুরি, জহুরী [আ জওহর>] ১ *বি* মণিমুক্তার ব্যবসায়ী; অলংকার ব্যবসায়ী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আধুনিক জহুরিরা সকলগুলি নামও জানেন কিনা সন্দেহ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'সে জহুরি বা বণিক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* সমঝদার। 'নওজোয়ানীর জহুরি ঢের।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'আমার বন্ধুরা সকলেই সুশিক্ষিত ও গানবাজনার জহুরী।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

জহ্নুকন্যা [স] *বি* গঙ্গা। 'যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জহ্লাদ [আ জল্লাদ] *বি* জল্লাদ; নির্মম বা নিষ্ঠুর ব্যক্তি। 'মর্তে নামে কামাতুর জিগীষু জহ্লাদ।' *হোসেন*, ১৯৪০।

জা[১] [পা যা] ১ *সর্ব* যা। 'জা এথু চাহাম সো এথু নাহি।' *চর্যা* ২০, ১২০০। ২ *বি* যে বিষয়। 'জা সেবি কার্ত্তিকবির্য্য জগতে অধিকারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জা[২] [স যাতৃ] *বি* স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী। 'তোমার জা, ওর এমন দশা কেন গা?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

জাই *বি* ফর্দ। 'তালিকা এক জাই জীনিষ বিবি ইষপ্রেসাদী রোজারু।' *মেয়র্স*, ১৭৬২। দ্র **জায়**

জাইংগা [স জঙ্ঘা>] *বি* নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাস। 'লম্বা হয়ে ঘুমুচ্ছে হাফ জাইংগা পরা লোকগুলো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

জাইণ [পা এগ্রান] *ক্রি* জানে। 'জো তরু ছেব ভেবউ ন জাইণ।' *চর্যা* ৪৫, ১২০০।

জাইত [স জাতি] *বি* জাতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জাইন [আ জহীন>] *বি* বুদ্ধিমত্তা; ধাঁধা। 'বিবাহে অথবা ভোজের সভায়, যে ছেলে জাইন ঝাড়িতে পারিত, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জাইন্ট [ই] *বিণ* যুগ্ম। 'জিলার জাইন্ট মাজিস্ত্রেট।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

জাইর [আ জাহির] *বি* প্রকাশ। 'এখানকার সমাচার লিখীয়া কি জাইর করিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জাউ [স যবাগূ] *বি* বেশি সিদ্ধ করে রান্না-করা মণ্ড। 'দুগ্ধ তিলে গুড়ে জাউ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাউপাকানো *ক্রি* মোচড় দেওয়া। 'কথাটা তার পেটে জাউ পাকাইতেছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

জাএজ [আ জাইজ] *বিণ* ইসলামিমতে শাস্ত্রসমর্থিত। 'সঙ্গীতকে জাএজ বলিয়া মনে করিতেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৯।

জাও [স যাতৃ] *বি* স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী। 'আহা অমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জাওঙাঞি [স জামাতৃ] *বি* জামাই। 'ঘরে জাওঙাঞি রাখিআ পুষিব কতকাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাওন [পা যা>] *বি* গমন। 'তাহাদিগের জাওনে খরিদের কাজের খতরা ... হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

জাওনওয়ালা *বি* যে যায়। 'লইয়া জাওনওয়ালার পাওনা এই নোট ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

জাওনকালিন *ক্রিবিণ* যাবার সময়ে। 'এ মুলুক হইতে বিলাত জাওনকালিন ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

জাওয়া [স যাতি] *ক্রি* যাওয়া। **জা** *ক্রি* যাও। 'দধি বিকে জা আজি মথুরার রাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বেগ সংসার বড়হিল জাঅ।' *চর্যা ৩৩*, ১২০০। **জাঅ ১** *ক্রি* যায়। 'আগু জাঅ রাধা কাহ্নু চাহিতেঁ আপুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* যাও। 'জদি বা দক্ষিনে জাঅ এক পুরি পাইবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জাই ১** *ক্রি* যায়। 'জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০। **২** *ক্রি* যাই; গমন করি। 'তাক লআঁ জাই আহ্মে রাধিকার থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* পারি। 'অব্যহার জত কর কহিতে না জাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **জাইঅ** *ক্রি* যেয়ো। 'তরণী সাজিআ জাইঅ সিংহল নগর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জাইআ** *ক্রি* গিয়ে। 'সেই অনুসারে সবে তানে দেখ জাইআ।' *মালাধর*, ১৫০০। **জাইউ ১** *ক্রি* যাই। 'ঘাট ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজ্জিঅ বাট জাইউ।' *চর্যা ১৫*, ১২০০। **২** *ক্রি* যেয়ো। 'মথুরার হাট জাইউ চিত্তের হরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাইএ** *ক্রি* যাই; যাচ্ছি। 'জাইএ আহ্মে মথুরার হাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাইছে** *ক্রি* যাইতেছে; যাচ্ছে। 'বিশ্বাস তত্ত করিতেছেন পাওয়া জাইছে না।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **জাইতাম** *ক্রি* যেতাম। 'পক্ষী জদি হইতাঙ উড্যা জাইতাম ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জাইতি** *ক্রি* যায়। 'ভাগি জাইতি মনসিজে ধরি রাখলি ত্রিবলি লতা অরুঝাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **জাইতে** *ক্রি* যেতে। 'পথে জাইতে মহাবীর খায় বনফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জাইতেঁ** *ক্রি* যেতে। 'পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাইব** *ক্রি* যাবো। 'না থাকিব তোর থানে জাইব আহ্মে রোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাইবা ১** *ক্রি* যাওয়া। 'জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* যাবে। 'তিন দিগে ভ্রমিয়া দক্ষিনে না জাইবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জাইবি** *ক্রি* যাবে। 'আহ্মা ছাড়ী জাইবি কোণ পথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাইবে** *ক্রি* যাবে। 'চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাইবেঁ** *ক্রি* যাবে। 'মোএঁ আপোগুষ হৈবো তোহ্মে জাইবেঁ মার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাইবেক** *ক্রি* যাবে। 'জখন সরকার মযুকুর তলব করিবেন তখন সুদ সমেত টাকা বেওজরে দেয়া জাইবেক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২। **জাইবেন** *ক্রি* যাবেন। *ক্যালগে*, ১৭৮৫। **জাইবো** *ক্রি* যাবো। *বোগল*, ১৭৭০। **জাইবোঁ** *ক্রি* যাবো। 'মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাইমু** *ক্রি* যাবো। 'এমত সোন্দরী ছাড়ি জাইমু কি কারন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জাইয়** *ক্রি* যেয়ো। 'কদাচীত রথে চড়ি না জাইয় মৃগয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জাইল্য** *ক্রি* গেলো। 'সহিত গমনে জাইল্য ধর্ম্মর গাজন।' *রামাই*, ১৭১০। **জাইহ** *ক্রি* যেয়ো। 'ধরিহ মোর যুগতী রাধার হআঁ সংহতী/ চলি জাইহ মথুরার হাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাউ** *ক্রি* যায়। 'মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আনেঁ।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০। **জাউক** *ক্রি* যাক। 'এরূপ জৌবন মোর জাউক রসাতলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জাউ** *ক্রি* যাও। 'আপণে আপণা চিহ্নিআঁ ঘর জাউ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাএ ১** *ক্রি* যায়। 'ধরি লআঁ জাএ কুঞ্জতলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* যাবে। 'জকরা ভরেস রসবতী রে সে কৈসে জাএ বিদেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **জাএন্ত** *ক্রি* যায়। 'মহা ২ বীরগণ জাএন্ত পলাইআ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জাএব** *ক্রি* চলে যাবে। 'তা দেখিতে প্রাণ জাএব মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাও** *ক্রি* যাও। 'ঝাটে জাও পঞ্চ দূত আনে ডাক দিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। **জাওঁ** *ক্রি* যাই; যাচ্ছি। 'মথুরা জাওঁ মো বিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাওত** *ক্রি* যায়। 'ভনই বিদ্যাপতি দোতিক বচনে। বিসকল অঙ্গ না জাওত ধরনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **জাওবি** *ক্রি* যাবে। 'জাওবি বসনে ঝাপি সব অঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **জাকু** *ক্রি* যাক। 'মর‍্যা জাকু সারিগুল্যা তোমার বালাই লইআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জাত্যে** *ক্রি* যেতে। 'হাট জাত্যে না পাইল মথুরা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জান** *ক্রি* গমন করেন। 'হাথে গণ্ডিবান জান লঙ্কামুখে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জাব** *ক্রি* যাবো। 'লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'তাহানে দেখিতে জাব ইর্ষ্চা থাকে মনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জাবা** *ক্রি* যাবে। 'পুরি মৈদ্ধে জাবা জদি পাইবা এক কৈন্যা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জাবি ১** *ক্রি* যাবে। 'কৃষ্ণেরে পেলিয়া কহে আজি জাবি কহি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* যাবি। 'জাবি জদি আন আগে আমার ইনাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জাবে** *ক্রি* যাবে। 'মোর বানে আজি জাবে জমের করন।' *মালাধর*, ১৫০০। **জাবেক** *ক্রি* যাবে। 'টাকসালে চান্দি সোনা লওয়া জাবেক।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **জাম** *ক্রি* যাবো। 'শীঘ্র জাম ময়না সম্পাশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **জায়** *ক্রি* যায়। 'খেপহুঁ জোইণি লেপ ন জায়।' *চর্যা ৪*, ১২০০। **জায়ন্ত** *ক্রি* যাচ্ছেন। 'মাও প্রণমিয়া মুনি চলিয়া জায়ন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জায়ি** *ক্রি* যাই। 'চলি জায়ি ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জায়িতেঁ** *ক্রি* চলতে। 'জায়িতেঁ নারোঁ তুরিত গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জায়িব** *ক্রি* যাবো। 'এবেঁ ঘর জায়িব কোণ ছলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জায়িবাক** *ক্রি* যেতে। 'জায়িবাক নান্দে মোরে বল করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জায়িবোঁ** *ক্রি* যাবো। 'জায়িবোঁ তোহোর পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাসি ১** *ক্রি* যাও। 'অইসসি জাসি ডোম্বী কাহরি নাবেঁ।' *চর্যা ১০*, ১২০০। **২** *ক্রি* যাস। 'ডাক দিয়া বলে বির জাসি কোথাকারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জাহ** *ক্রি* যাও। 'আপণা চিহ্নিআঁ জাহ ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাহা** *ক্রি* যাও। 'কোণ বধূ লআঁ জাহা মথুরা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাহিহ** *ক্রি* যেয়ো। 'পুনরপি জাহিহ সেই পুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **জাহী** *ক্রি* যেয়ো। 'নিঅড্ডী বোহি দূর ম জাহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০। **জাহু** *ক্রি* যাও। 'নিয়ড্ডহি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক।' *চর্যা ৩২*, ১২০০।

জাওয়াঁতি, জাওয়াতি [স জন্মপত্রী] *বি* জন্মপত্র। 'দীপিকা ভাস্বতী ধরে জ্যৌতিষ বিচার করে বালকের লিখয়ে জাওয়াঁতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাওর [স যবস] *বি* জাবর; চর্বিত বস্তু আবার চিবানো। 'সবাই কেবল চিবোচ্ছে আর জাওর কাটছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জাওলা *বি* জিয়ল মাছ ধরার বিশেষ জাল বা ফাঁদ। 'জাওলা পেতে ... বান-বোয়াল শেষ করতে পারেনি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

জাংতে [পা যা>] *ক্রি* যেতে। 'সুনা পান্তর উহ ন দিসই ভান্তি ন বাসসি জাংতে।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

জাংলা [স জঙ্গাল] *বি* মাচা। 'ঘরের ওধারে জাংলার পরে ঝিঙা ও সিমের লতা।' *জসীম*, ১৯৫১।

জাঁক [স চমৎকার>] *বি* আড়ম্বর। *ভবানী*, ১৮২৩; 'সে দরগার জাঁক অতিশয়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জাঁকজমক *বি* আড়ম্বর। 'তাহা বড়ই জাঁকজমকের কথায় কহিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

জাঁকজমকশালী *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'জাঁকজমকশালী ইংরেজি ভাষার চোটে।' *এসলাম*, ১৯১৯।

জাঁকজমকসহকারে *ক্রিবিণ* জাঁকজমকপূর্ণভাবে। 'মেলাটাও বেশ জাঁকজমকসহকারেই বসিয়াছিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

জাঁক জোঁক *বি* আড়ম্বর। 'তুমি বড়লোক বলে করি জাঁক জোঁক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জাঁকা [স চমৎকার>] **১** *ক্রি* জমে ওঠা। 'দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *ক্রি* চেপে বসা। 'কেমন জাঁকিয়ে বসা হয়েছে আবার, দ্যাখোনা!' *শিবরাম*, ১৯৫০। **জাঁকিয়া বসা** *ক্রি* গ্যাঁট হয়ে বসা। 'কাছারিতে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **জাঁকিয়ে তোলা** *ক্রি* গৌরবান্বিত করা। 'মানুষই নামকে জাঁকিয়ে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **জেঁকে ওঠা** *ক্রি* জমে ওঠা। 'টীকে করেন, ব্যাখ্যা করেন, জেঁকে ওঠে বঙ্কিমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **জেঁকে বসা** *ক্রি* চেপে বসা। 'নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

জাঁকান [হি জকড়না] *বি* চাপ; ভার। 'ফিকিরে রাখিল ফেলে ফলার জাঁকানে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জাঁকালো, জাঁকাল [স চমৎকার>] *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'আর্ক-ফলার ঘটাটা জাঁকাল রকম।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'মানুষের চেয়ে নামটা জাঁকালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জাঁত[১] [স যন্ত্র] *বি* চাপ। 'গহনার ইষ্টিমারে অসংখ্য লোক ওঠাতে বাবাজীরা লোকের চপটানে হটপ্রেসের ফরমার ও ইক্ষু কলের গাঁটের মত জাঁত সহ্য করে ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জাঁতচাপা *বি* গাদাগাদি; ঠাসাঠাসি। 'ঘরের ভেতর ... এরা যা জাঁতচাপা হয়ে থাকে।' *জীবন*, ১৯৩২।

জাঁত[২] [স জাত] *বিণ* সঞ্চিত। **জাঁতঘর** *বি* মালখানা; গুদাম। 'জাঁতঘরে জ্বালানী মাল জাঁত হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

জাঁতা[১] [স যন্ত্র] **১** *বি* শস্য পেষার যন্ত্রবিশেষ। 'হনুমান টানে জাঁতা হুতার লহরি।' *রামাই*, ১৭১০। **২** *বি* কামারের হাপরে হাওয়া দেওয়ার যন্ত্র। 'তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামামদিস্তে পড়ে রয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জাঁতাকল [স যন্ত্র+কল] **১** *বি* ইঁদুর মারার কলবিশেষ। 'ইঁদুরের মতো চুরি করে খেতে এসে খাতার জাঁতাকলের মধ্যে পড়ে গেছ দেখছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **২** *বি* চাপকল; নলকূপ। 'গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে ... তারপর জাঁতাকলের কাছে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

জাঁতা[২] [স যন্ত্র>] **১** *ক্রি* চেপে ধরা। 'কাকতলি জাঁতি খুদ লুকায়্যা রাখিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* মর্দন করা। 'অঙ্গ জেন জাঁতেন কিঙ্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাঁতি [স যন্ত্র] *বি* সুপারি কাটার যন্ত্র। 'সাপিনী পলাইতে মারে সুবর্ণের জাঁতি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

জাঁতিকল, জাঁতীকল [স যন্ত্র+স কলা] *বি* ইঁদুর ধরার ফাঁদ। 'নলিন ফেল করিতে করিতে এন্ট্রান্স ক্লাসে জাঁতিকলের ইঁদুরের মতো আটকা পড়িয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'আচ্ছা জাঁতীকলে ফেলেছে রে বাবা।' *পাশা*, ১৯৭১।

জাঁদরেল [ই জেনারেল] **১** *বিণ* বিরাট। 'জাঁদরেল আওয়াজ।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* সেনাপতিবিশেষ। 'কতকগুলি একাধিপত্যলোলুপ জাঁদরেল পরস্পর লড়াই করে দেশটাকে ছারখার করে দিচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৩** *বিণ* নামডাকওয়ালা। 'জাঁদরেল দাড়িওয়ালা অধ্যাপক।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **৪** *বিণ* জবরদস্ত। 'জাঁদরেল পুলিশ অফিস্যার বলে আজো যাঁর নাম ডাক আছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

জাঁদরেলি [ই জেনারেল>] **১** *বিণ* বিরাট; দশাসই। 'একটি জাঁদরেলি চেহারার পুরুষের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **২** *বিণ* বড়ো রকমের। 'জাঁদরেলি গোছের দাপাদাপি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জাঁহাপনা [ফা জহান-পনাহ] *বি* সম্রাটের প্রতি সম্বোধনবিশেষ; হুজুর। 'কাজি কহে জাঁহাপনা কত কব আর।' *ভারত*, ১৭৬০।

জাঁহাবাজ [ফা জাহানবাজ] **১** *বিণ* দুরন্ত; দুঃসাহসী। 'জালিম জাঁহাবাজ মেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বিণ* দজ্জাল। 'আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

জাঁহার [পা যে>] *সর্ব* যাঁর। 'জাঁহার প্রসাদে মোর হৈল আচম্বিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

জাক[১] [পা যে>] *সর্ব* যাকে। 'আহ্মি জাক জনমাইব তাক দিও ঠাঁই।' *রামাই*, ১৭১০।

জাক[২] [স চমৎকার>] *বি* বড়াই। 'আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে দুদ করেছিলেন, সেদিন তারও জাক ভেঙ্গে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জাকজারি *বি* বাহাদুরি। 'ভারতের তরে তোমার, কত জাকজারি।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

জাকাত [আ জকাত] *বি* ইসলামি মতে সঞ্চিত সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ দান করা। 'সপ্তম বাবেত শুন জাকাতের কথা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জাকাতদাত্রী [আ জকাত+স দাত্রী] *বিণ স্ত্রী* জাকাত দান করে এমন। 'রোজা-পালিনী ও জাকাতদাত্রী হইতে হইবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

জাকানো *ক্রি* শানিয়ে দেওয়া। 'আমার লাঙ্গল জাকাইয়া দিয়া আসবি বুঝলি?' *মনসুর*, ১৯৫৩।

জাকিট [ই] *বি* খাটো কোট; জ্যাকেট। 'পেনটলুন জাকিট পরে, ধুতি চাদর তুচ্ছ করে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

জাকে [পা যে>] *সর্ব* যাকে। 'জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জাগ[১] [স যজ্ঞ] *বি* যজ্ঞ। 'পয়সি পয়াগে জাগ সত জাগই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জাগ[২] [স জাগ্‌] *বি* কাঁচা ফল পাকাবার জন্যে কৃত্রিম চাপ বা আবরণের সাহায্যে তাপ দেওয়া। 'সাহিত্যকে সংস্কৃতের জাগ দিয়া পাকাইতে চাহিতেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

জাগ দেওয়া *বিণ* পচানোর জন্য পানিতে ভিজানো। 'জাগ-দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

জাগ[৩] [ই] *বি* জগ; হাতলযুক্ত জলপাত্রবিশেষ। 'আমাদের মাথার উপর ঢেলে দেয় এক জাগ হিমশীতল জল।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

জাগড়া *বি* বর্শা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জাগত [স জগৎ] *বি* জগৎ। 'সে বড় পাপিষ্ঠ হএ জাগত মাঝার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জাগতিক [স] ১ *বিণ* জগৎবিষয়ক; ইহলৌকিক। 'জাগতিক জীব জীবনধারণ করিতে পারিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'জন্মও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'জাগতিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ করে কোনো সুখ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* বিষয়মুখী। 'জাগতিক, সুখশান্তিকামী ... গৃহী ব্যক্তির চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টিতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জাগতিকতত্ত্ব [স] *বি* বস্তুকেন্দ্রিক তত্ত্ব। 'অধুনাতন জাগতিকতত্ত্ব-গবেষণাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রকাশিত বিবরণ পাঠেই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জাগতিকতা [স] *বি* জগতের আচরণ। 'পাশবিক জাগতিকতায় সে জেগে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

জাগন *বি* জাগা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জাগনা [স জাগ্রৎ] *বিণ* সজাগ। 'সারা রাইত জাগনা আছিলা।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

জাগন্ত [স জাগ্রৎ] ১ *বিণ* জাগ্রত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* পানি সরে গেছে এমন। 'জাগন্ত চরের বেশিরভাগই চোরাবালি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

জাগর [স] *বি* জাগরণ। 'কমলাদীকে পরিত্যাগই আমার কত জাগর, কত চিন্তা।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

জাগরক্লান্ত [স] *বিণ* জাগরণে ক্লান্ত। 'ধন্য হলি ওরে পান্থ/ রজনী জাগরক্লান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

জাগর-ডঙ্কা [স জাগর+স ঢক্কা] *বি* জাগরণী ঢাক। 'শান্তিপুরে শুনবে কে তোর জাগর-ডঙ্কা-রোল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জাগরমন্ত্র [স] *বি* জাগরণের মন্ত্র। 'নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র কানে আমার বোলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জাগরমুখর [স] *বিণ* জাগরণে মুখর। 'এসো জাগরমুখর প্রভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জাগররক্ত [স] *বিণ* জাগরণরূপ রক্তিম। 'উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্তনেত্রের ন্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জাগর-সুর [স] *বি* জাগরণের গান। 'তন্দ্রা অলস নয়নে বুলাও জাগর-সুরের স্পর্শ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

জাগরণ [স] ১ *বি* জাগ্রত অবস্থা। 'কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* চৈতন্য। 'সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* অনিদ্রা। 'ছয় দিনে ষ্যাঠারা করিল জাগরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* চেতনা। 'কোথা হতে সমীরণ আনে নব জাগরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বি* উদ্দীপনা। 'জাগরণসম তুমি আমার ললাটে চুমি উদিছ নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

জাগরণকাল [স] *বি* জেগে থাকার সময়। 'আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

জাগরণতান [স] *বি* জাগরণের সুর। 'শ্যামল জীবনগাথা জাগরণতান!' *নজরুল*, ১৯২৫।

জাগরণমন্ত্র [স] *বি* জাগিয়ে তোলার বাণী। 'সত্যের জাগরণমন্ত্র যে সেখানে পৌঁছায়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জাগরণ-রোল [স] *বি* জাগরণের উচ্চ শব্দ। 'এই জাগরণ-রোলে এ-মেঘের দেশও জাগাও ফের!' *নজরুল*, ১৯২৮।

জাগরণহীন [স] *বিণ* কখনো জেগে ওঠে না এমন। 'জাগরণহীন নিদ্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

জাগরণী [স] ১ *বি* জাগিয়ে দেয় যে। 'আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বি* হিন্দুদেবী দুর্গার আগমন উপলক্ষে গাওয়া গান। 'সেদিন গাইব নব জাগরণী।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বিণ* জাগরণবিষয়ক। 'আমি শুধু গান গেয়ে চলেছি – জাগরণী গান।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জাগরন [স জাগরণ] *বি* জাগ্রত অবস্থা। 'পুজিয়াত ভগবতি করিল জাগরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জাগরনি [স জাগরণ>] *বি* জাগরণের গান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জাগরিত [স] *বিণ* জাগ্রত। 'তাহাকে সুপ্ত দেখিয়া জাগরিত করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জাগরী [স] *বিণ* নিদ্রাহীন। 'দেখ একবার আমরা জাগরী চারকোটি পরিবার।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

জাগরুক [স জাগরূক] ১ *বিণ* জাগ্রত। 'লোক-হিতকর সারগর্ভ উপদেশটি ... হৃদয়ে জাগরুক করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* জাজ্বল্যমান। 'বিদ্বান লোকদিগের উপদেশ সমস্ত চিরকাল জাগরুক রহিতেছে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

জাগরূক [স] ১ *বিণ* জাগ্রত; সজাগ। 'রাত্রি দিন জাগরূক পবননন্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* সতর্ক। 'আমি জাগরূক হইয়া আছি সঙ্কেত পাওয়া মাত্রে তুমি ত্বরায় পলায়ন করিও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ৩ *বিণ* অবিস্মৃত; না-ভোলা। 'পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরূক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'কেবল একটি হাসি অধরের প্রান্তে আসি আনন্দ করিত জাগরূক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বিণ* উদ্বোধিত। 'মানুষের প্রতি খৃষ্টধর্ম যে অসীম শ্রদ্ধা জাগরূক করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

জাগা[১] [ফা জায়গাহ] *বি* জায়গা। 'জঙ্গলা জাগা তোমাকে কুটী করিতে পাট্টা দীলাম।' *বোগল*, ১৭৭০।

জাগা[২] [স] ১ *বি* জেগে থাকা। 'স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা,কাঁদি আকুল ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* জাগরণ। 'ঘুমও যায় ঘুলিয়ে/ জাগাও যায় ঘুলিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

জাগানে [স জাগ্>] *বিণ* স্মরণ করিয়ে দেয় এমন। 'বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জাগিয়ে তোলা *বি* স্মরণ করা। 'চেষ্টা করতে গেলেই বিস্তর অপ্রিয় আলোচনাকে জাগিয়ে তোলা হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জেগে উঠন *বি* জেগে ওঠা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জেগে ওঠা ১ *ক্রি* সহসা উজ্জীবিত হওয়া। 'জাগিয়া উঠিছে প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* উদিত হওয়া। 'গাছপালা, সূর্যালোক, গৃহ, লোকজন কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *ক্রি* সঞ্চার হওয়া। 'মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ

সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *ক্রি* প্রকাশ পাওয়া। 'জেগে ওঠে সব শোভা, সব মাধুরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জেগে থাকা ১ *ক্রি* নিমজ্জিত না হওয়া। 'আমার চারিটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *ক্রি* উন্মুখ থাকা। 'দিনরাত ডানা ঝাপটায় আর শুধু ইচ্ছে জেগে থাকে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

জাগা[৩] [স জাগৃ>] **১** *ক্রি* জেগে থাকা। 'সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০; 'চন্দ্র অতন্দ্র নভে জাগিছে সুপ্ত ভবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *ক্রি* উদিত হওয়া। 'দুহার মুরতি দুহ রিদএত জাগ।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* ঘুম ভাঙানো। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ঘুমের ঘোর ভাঙায়ে দিব উষারে জাগায়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *ক্রি* জাগ্রত হওয়া। 'সে উসুখুসু করিয়া জাগিয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৫** *ক্রি* উজ্জীবিত হওয়া। 'হৃদয়ের মাঝে জীবন জাগিছে/ পরশ লভিনু তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৬** *ক্রি* সৃষ্টি করা। 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৭** *ক্রি* জ্বলে ওঠা। 'একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৮** *ক্রি* মুক্ত হওয়া। 'স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৯** *ক্রি* **উদ্বুদ্ধ** করা। 'পরিবর্তনের সময়ে মানুষ নিজের সমস্ত বুদ্ধিকে জাগাবে কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **১০** *ক্রি* বাজা। 'তা হলেই সুর জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **১১** *ক্রি* উসকিয়ে দেওয়া। 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!' *জীবন*, ১৯৪২। **জাগঅ** *ক্রি* জাগে। 'সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। **জাগই** *ক্রি* জাগে। 'পয়সি পয়াগে জাগ সত জাগই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **জাগত** *ক্রি* জাগে। 'জাগত অনঙ্গ ঘন কাঁপে অঙ্গ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **জাগন্তে** *ক্রি* জেগে থাকতে। 'কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০। **জাগা** *ক্রি* ঘুম ভাঙা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **জাগিতে** *ক্রি* নিদ্রা ত্যাগ করতে। 'তোমার নিদ্রা সে নিদ্রা জাগিতে জাগয়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জাগিয়া** *ক্রি* জেগে। 'কেহ বলে তুঞি বড় আছিলি জাগিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জাগিলা** *ক্রি* জাগ্রত হলো। 'কর্কশ রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জাগূ** *ক্রি* জাগ্রত হয়। 'মুনিহুক মানস মনমথ জাগূ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **জাগে** *ক্রি* জাগ্রত হয়। 'সে বচন জাগে মোর পাঞ্জর ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জাগেন্ত** *ক্রি* জেগে থাকে। 'সবে নিদ্রা যায়ন্ত জাগেন্ত নরপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **জাগোন্ত** *বিণ* জেগে আছে এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জাগাজাগি [স জাগৃ>] *বি* বারে বারে জাগা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জাগাত [আ জকাত] *বি* শুল্ক। 'মায়ায় গম হঠে জাগাতের মুড়াঘাটে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জাগানিয়া *বি* জাগিয়ে তোলে যে। 'ওগো দুখ-জাগানিয়া, তোমায় গান শোনাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

জাগানো[২] [পা জাগৃ>] **১** *বি* ফোটানো। 'এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বিণ* জাগ্রতকারী। 'দিল-জাগানো দক্ষিণতা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

জাগীরদার [ফা জাগীর] *বি* কর্মের জন্যে পুরস্কারপ্রাপ্ত জমির অধিকারী ব্যক্তি। *চেরী*, ১৭৮৮।

জাগু *ক্রি* যায়। 'অধোগতি জাগু লীলাবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাগৃতি [স] *বি* জাগরণ। 'আজিকে আমার নভে জাগৃতির শুকতারা হাসে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

জাগৃহি [স জাগৃ>?] *বিণ* জাগ্রত। 'আজ জাগৃহি মা, আজ জাগৃহি মা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জাগোয়াল [পা জাগর] *বি* জাগ্রত প্রহরী। 'রজনী দিবস সম জাগে জাগোয়াল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জাগ্রৎ [স] *বিণ* জীবিত। 'নিয়মিত কালপর্য্যন্ত জাগ্রৎ থাকিয়া কালবশে নিদ্রিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

জাগ্রৎকরণ [স] *বি* জাগিয়ে তোলা। 'সুপ্তদশা হইতে জাগ্রৎকরণ।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

জাগ্রৎচিত্ত [স] *বি* জাগরূক মন। 'আমাদের সেই জাগ্রৎচিত্ত যে কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জাগ্রৎচৈতন্য [স] *বি* জাগরূক চেতনা। 'জাগ্রৎচৈতন্য এতবড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জাগ্রৎসত্তা [স] *বি* জাগরূক সত্তা। 'তাহাকে কোনো জাগ্রৎসত্তা বড়ো হওয়া মনে করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জাগ্রৎস্বপ্ন [স] *বি* জাগ্রত অবস্থায় দেখা স্বপ্ন। 'অর্ধশয়ান অবস্থায় জাগ্রৎস্বপ্নে নিযুক্ত ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জাগ্রত [স] **১** *বিণ* সজাগ। 'জাগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাকে বনপ্রিয়।' *ভারত*, ১৭৬০; 'এ ঘরে কে জাগ্রত আছহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বিণ* সচেতন। 'অন্য নিদ্রিত লোককে জাগ্রত কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৩** *বিণ* সতর্ক। 'এইক্ষণে আমাদিগের মনে জাগ্রত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বি* সচেতন অবস্থা। 'শৈবলিনী ভ্রান্তি বশে জাগ্রতেও, চীৎকার বলিল, আমার কি হবে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **৫** *বিণ* উপস্থিত। 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৬** *বিণ* সক্রিয়। 'প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে গ্রুপ পার্সোনালিটি এবং ইনডিভিজুয়াল পার্সোনালিটি জাগ্রত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **৭** *বিণ* অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। 'সবাই বলে ঠাকুর বড় জাগ্রত।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

জাগ্রত-ঈমান [স জাগ্রত+আ ঈমান] *বিণ* বিশ্বাস জাগ্রত এমন। 'জাগ্রত-ঈমান মুছলমান ভোটার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

জাগ্রত করা *ক্রি* জাগরূক করা। 'যে পরিমাণে কষ্ট ও অশান্তি জাগ্রত করিয়া তুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জাগ্রত থাকা *ক্রি* জাগরূক থাকা। 'বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জাগ্রত রাখা *ক্রি* জাগরূক রাখা। 'ইংলণ্ডে স্বভাবতই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে সচেষ্ট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জাগ্রত হওয়া *ক্রি* জাগরূক হওয়া। 'পথে পথে কর্মকোলাহল জাগ্রত হইয়া উঠিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জাগ্রতা [স] *বিণ স্ত্রী* অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। 'মা কি এতই জাগ্রতা!' *হাসান*, ১৯৬৭।

জাগ্রতাবস্থা [স] *বি* জাগ্রত অবস্থা। 'শৈবলিনী অপহৃত চেতনা হইয়া, অর্দ্ধ নিদ্রাভিভূত, অর্দ্ধ জাগ্রতাবস্থায় রহিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

জাঙ *ক্রি* যাচ্ছে। 'নিতি নিতি দধি বিকে জাঙ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তেঞি সে দধি বিকে জাঙ মথুরার হাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জাঙলা [স জঙ্গল] *বি* মাচা। 'জাঙলা ভরিয়া লাউয়ের লতায়।' *জসীম*, ১৯৩০।

জাঙাল [স জঙ্গাল] **১** *বি* বাঁধ। 'উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* পথ। 'দাঁড়িয়ে তোমার যম – জাঙালের

বক্র মোড়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। দ্র **জাঙ্গাল**

জাঙিয়া [স জঙ্ঘা>] *বি* নিম্নাঙ্গে পরার অন্তর্বাস। 'পায়জামা পরিণত হয়েছে জাঙিয়ায়।' *নজরুল*, ১৯৪০।

জাঙিআ [স জঙ্ঘা>] *বি* নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাসবিশেষ; জাঙিয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জাঙ্গলিকতা [ফা জঙ্গল+স ইক+স তা] *বি* বর্বরতা। 'জাঙ্গলিকতা পরিহার পূর্ব্বক সভ্যতাসনে আসীন হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জাঙ্গাল [স জঙ্গাল] **১** *বি* বাঁধ। 'উত্তরিল সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দেয়াল। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* উঁচু আলপথ। 'কাকার সঙ্গে জলা-জাঙ্গালে পথ ভাঙিতে লাগিল সে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

জাচক [স যাচক] *বিণ* বিনা আহ্বানে কিছু বলে বা করে এমন। 'জাচে রে জাচক জন তারে দিতে নাহি ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাচা [স যাচ্>] *ক্রি* পরীক্ষা করে দেখা। 'ন সুনলি মহাজন মুখবাঁ। জাচত বাঘ ন খাএত বনকাঁ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জাচাই [স যাচ্>] *বি* যাচাই; পরীক্ষা করে দেখা। 'ফেরত কাপড় জাচাইর ফর্দ্দ।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

জাচাইসই [যাচাই+আ সওয়া] *বি* যাচাইকৃত পরিমাণ। 'কার কতো জাচাইসই কতো ফেরত তাহা লিখিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

জাছুছ [আ জাসূস] *বি* গুপ্তচর। 'কুটনী তালাসে ভেজে জাছুছ কমিনা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জাজ [ই] *বি* বিচারক। **জাজসাহেব** [ই জাজ+আ সাহিব] *বি* বিচারক। 'পৈতৃকাধিকারে অনংশীকরণ স্বরূপ দণ্ড দিবেন এমত কোন জাজসাহেব নাহি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

জাজন [স যাজন] *বি* পৌরোহিত্য। 'জজন জাজন বেদ পঠে অধ্যয়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জাজিম [ফা] *বি* পুরু গদিবিশেষ। 'উঠোনে ... তার উপর মাঁদরাজি খেরোর জাজিম হাসচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জাজ্জ্বল [স] *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে উজ্জ্বল-জাজ্জ্বল-অনিমিখ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

জাজ্বল্য [স] *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বল। **জাজ্বল্যমান** [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'জগৎ প্রদীপ সূর্য্য জাজ্বল্যমান থাকিতেও এই দুষ্কর্ম্ম করিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'এই জাজ্বল্যমান জগৎ যদি অসৎ হইয়া যায়, তথাপি আমি বর্ত্তমান থাকিব!' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* সুস্পষ্ট। 'দেহের অবস্থা তিনি কত জাজ্বল্যমান করিয়া আঁকিতে পারেন।' *প্রমথ*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* সুস্পষ্ট। 'সুরটাকে বিচিত্র এবং জাজ্বল্যমান করবার জন্যে বেসুরো মিশিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জাট [হি] *বি* পাঞ্জাব ও রাজপুতনার জাতিবিশেষ। 'শক, জাট, হূণ প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়েরা ... সিন্ধুনদের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জাটি [স যষ্টি] **১** *বি* যষ্টি; লাঠি। 'সেজ্যা এল্যা অস্ত্রজাল লয়ে শেল জাটি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ। 'শেল, শক্তি, জাটি, তোমর, ভোমর, নারাচ, কৌন্ত – শোভে দন্তরূপে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জাঠ [হি জাট] *বি* পাঞ্জাব ও রাজপুতনার জাতিবিশেষ। 'নানা জাতি বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী ... জাঠ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জাঠসর্দার [হি জাট+ফা সরদার] *বি* পাঞ্জাব ও রাজপুতনার হিন্দু গোত্রবিশেষের সর্দার। 'কোন জাঠসর্দার কোথায় ভাত রাঁধিয়া খাইয়াছে।' *শরৎ*, ১৯৩১।

জাঠ [স যষ্টি] *বি* মাড়াই কলের পেষণ-দণ্ড। 'মন আমার কুসর-মলা জাঠ হল রে।' *লালন*, ১৮৯০।

জাঠতুতো, জাঠততো [স জ্যেষ্ঠতাত] *বিণ* জেঠার সঙ্গে সম্পর্কিত। 'ওর জাঠতুতো ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'তোমার জাঠততো ভাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জাঠরিক [স] *বিণ* দৈহিক। 'লোকসাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কী করিয়া হইতে পারে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জাঠা [স যষ্টি] **১** *ক্রি* প্রহার করা। 'মাহুত হাথির পিঠে শেল শাবল জাঠে গগনে পুরয়ে আড়ম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* যষ্টি; বড় লাঠি। 'শব্দ শুন্যা সৈন্য সহ লয়্যা শেল জাঠা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জাঠি, জাঠী [স যষ্টি] *বি* লোহার লাঠিবিশেষ। 'ক্ষণে দন্তে তৃণ লয় ক্ষণে জাঠি মারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কাহার হাতে খড়্গ জাঠী নানা অস্ত্রে পরিপাটী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

জাড্য [স জড়] *বি* জড়তা। 'এক অঙ্গে জাড্য তার আর অঙ্গে কম্প।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জাড্যদোষ *বি* আলস্য। 'জাড্যদোষ দূর কর।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

জাড় [স জাড্য] **১** *বি* শীত; ঠাণ্ডা। *ওর্সী*, ১৭৮৫; 'গেল জাড়ের পালা/ ওলো আগুন জ্বালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বি* শীতজনিত জড়তা; শীতলতা। 'আমার কি জাড় আছে?' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জাড়কাল [স জাড্যকাল] *বি* শীতকাল। 'বাতাসের আমেজ ভালো করে অনুভব করতে না করতেই হুড়মুড় করে জাড়কাল এসে পড়ল।' *হাসান*, ১৯৬৪।

জাড়ি, জাড়ী [স জড়>] *বি* মাটির বড়ো ঘড়া বা কলস। 'বাইশ জাড়ী পানি দিনে ভরেন রামাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জাণ [তুল. ফা জান] *বি* জীবন। 'জাণ জৌবন মোর ভইলেসি পূরা।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

জাণা [পা ঞান্>] *ক্রি* জ্ঞাত হওয়া; অবগত হওয়া। 'লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।' *চর্যা* ১, ১২০০; 'নাহি জাণ এবেঁ তোঁ আপণার নাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণএ** *ক্রি* জানে। 'দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণওঁ** *ক্রি* জানি। 'আল জাণওঁ রতি সকল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণমি** *ক্রি* জানি। 'ণ জাণমি অপা কঁহি গই পইঠা।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। **জাণল** *ক্রি* জানলাম। 'কালকূট বিষহরি জাণল কটাক্ষ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণসি** *ক্রি* জানো। 'না জাণসি ধরমবেবধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণহ** *ক্রি* জানো। 'এতেকেঁ এ সব/ কাজের প্রকার/ জাণহ আশেষে বিশেষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণহুঁ** *ক্রি* জানি। 'অন্তে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই।' *চর্যা* ২২, ১২০০। **জাণা** *ক্রি* জানাও। 'জাণা গিআঁ গোআল আইহনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণাআঁ** *ক্রি* জানিয়ে। 'মারিবোঁ পরাণে তোকে জাণাআঁ গোআল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণাইহ** *ক্রি* জানায়ো। 'না জাণাইহ কাহ্নাঞিকে সুন বড়ায়ি ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণায়িআঁ** *ক্রি* জানিয়ে। 'কংশ জাণায়িআঁ তোক কাটায়িব আহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণায়িবোঁ** *ক্রি* জানাবে। 'মোএঁ কান্দিআঁ সাসু জাণায়িবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণায়িল** *ক্রি* জানালো। 'দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণি** *ক্রি* জানি। 'জাণি মেণ আল বড়ায়ি কাহ্নের কাহিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণিএ** *ক্রি* জানি। 'এ সব কাজের আহ্মে জাণিএ প্রবন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণিবোঁ** *ক্রি* জানবো। 'জৈসাণে রতি জাণিবোঁ/ তেসাণে কাহ্ন আণিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাণিল** *ক্রি* জানলো। 'দেবের প্রসাদেঁ

তবেঁ বসুল জাণিল।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণিলোঁ** *ক্রি* জানলাম। 'এবেঁ সে জাণিলোঁ কাহ্নু বাটোআড় তোহ্মে।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণী** *ক্রি* জেনে। 'বাণ্ডকুরু সন্তারে জাণী।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০; 'এহা জাণী ঝাঁট চল রাধিকার পাশে।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণীআঁ** *ক্রি* জেনে। 'এহাক জাণীআঁ রাধা পুর মোর আশ।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণে** *ক্রি* জানে। 'আহ্মা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জাণে।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণো** *ক্রি* জেনেছি। 'সে নিল জাণো আনুমানে।' বড়ু, ১৪৫০।

জাত[১] [স জাতি] **১** *বি* জাতিগোষ্ঠী। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিট্টানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ভালো বংশ। 'হালাল হারাম জান জাত কি অজাত।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাসকারী অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি-ভিত্তিক জনগোষ্ঠী; নেশন। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৪** *বি* দল। 'ছেলের জাত ভাল মন্দ কিছুই জানে না।' *সুলভ*, ১৮৭১। **৫** *বি* চরিত্র। 'তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৬** *বি* ধর্ম। 'কেউ মালা কেউ তসবি গলে তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে।' *লালন*, ১৮৯০। **৭** *বিণ* প্রকৃত। 'যারা জাত লেখক তারা পাগলের রূপান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৮** *বি* বংশানুক্রমিক পেশাভিত্তিক সম্প্রদায়। 'জাতের কথা হচ্ছে না, বংশের কথা হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'জাতে হয়তো মেথর হবে, কিংবা নেহাত ওঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জাতকবি [স জাতি-কবি] *বি* জন্মগতভাবে প্রতিভাবান কবি। 'অক্ষয়কুমার বড়াল জাতকবি।' *প্রমথ*, ১৯১২।

জাত কাড়া *ক্রি* জাতিচ্যুত করা। 'তিনি নিজে এসে আমার জাত কেড়ে নিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জাত-কুঁড়েমি [স জাতি+কুঁড়েমি] *বি* আজন্ম অলসতা। 'এই তো দেখি পুরুষ জাতের জাত-কুঁড়েমির চিহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জাতকুল [স জাতিকুল] *বি* বংশমর্যাদা। 'জাতকুলের কথাটাকে রুমু তার ভক্তি দিয়ে চাপা দিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জাতক্রোধ [স জাতিক্রোধ] *বিণ* জাতের প্রতি ক্রুদ্ধ। 'বাবু জাতক্রোধ হইয়া তৎকালীন মনে মনে বিবেচনা করেন যে ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

জাত খাওয়া *ক্রি* জাতিচ্যুত করা। 'তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

জাত খোয়ানো *ক্রি* জাতিচ্যুত হওয়া। 'হরিহর গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল, জাত খোয়াইবি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জাতগুণী [স জাতি-গুণী] *বি* প্রকৃত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। 'ঘোষাল একজন জাতগুণী।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

জাতগুষ্টি [স জাতিগোষ্ঠী] *বি* বংশ-গোত্র। 'বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুষ্টির কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জাত-গোখরো [স জাতি+স গোক্ষুর] *বি* আসল কেউটে সাপ। 'ফোঁস-ফোঁসানি থাকলেই হল, লোকে মনে করবে জাত-গোখরো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জাতচাষী [স জাতি+চাষি] *বি* প্রকৃত কৃষক। 'মকবুল জাতচাষী নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

জাত-জালিয়াৎ [স জাতি+আ জালীয়াত] *বি* পুরোদস্তুর ধোঁকাবাজি। 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জাত-জুয়াড়ি [স জাতি+স দ্যূত>] *বি* পুরোদস্তুর প্রতারক। '(এই) জাত-জুয়াড়ির ভাগ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জাতঠেলাঠেলি [স জাতি+ঠেলাঠেলি] *বি* জাত নিয়ে বাছবিচার; জাতের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা। 'জাতঠেলাঠেলি অনেকটা পরিমাণে ঘোচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জাত পেশা [স জাতি+ফা পেশাহ্] *বি* বংশপরম্পরায় ক'রে আসা ব্যবসা। 'এ তো আমার জাত পেশাই বলা চলে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

জাতবান্ধবী [স জাতি-বান্ধবী] *বি* পেশাদার বান্ধবী। 'সিনেমা মঞ্চপথবর্তিনী রঙ মাখানো বাঙালি মেয়ে, যারা জাতবান্ধবী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জাতবিচার [স জাতি+স বিচার] **১** *বি* জাতপাতের বিষয় বিবেচনায় নেওয়া। 'পূর্বরাগ তো আর জাতবিচার করে হয় না।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **২** *বি* জাত নিয়ে ভেদাভেদ। 'ভগবানের ফৌজদারি-কোর্ট নাই সেখানে জাত-বিচার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জাত-বিজাত [স জাতি+স বিজাতি] *বি* নিজ জাত ও ভিন্ন জাত। '(তোদের) জাত-ভগীরথ এনেছে জল জাত-বিজাতের জুতো ধোওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জাত-বিদ্রোহী [স জাতিবিদ্রোহী] *বি* খাঁটি বিদ্রোহী। 'এই হল জাত-বিদ্রোহীদের উপযুক্ত কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জাতবেজাত [স জাতি+ফা বে+স জাতি] *বি* নানা জাত। 'আর সে কত জাতবেজাতের লোক।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জাতব্যবসা [স জাতিব্যবসায়] *বি* বংশগত পেশা। 'সময়ের সদ্‌ব্যয় করা তার জাত-ব্যবসা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জাতভাই [স জাতি+ভাই] *বি* একই জাতিভুক্ত হিসেবে ভাই। 'জন-তিনেক জাতভাই জুটিয়ে।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

জাত মানা *ক্রি* স্বজাতির আচার রক্ষা করা। 'ঠাকুর-পুজো, জাত মেনে চলা, সবই হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জাত মারা **১** *ক্রি* ধর্ম নষ্ট করা। 'পুঁটের নামে জাত মারার দাবী দিয়া এক নম্বর ফৌজদারী করেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **২** *ক্রি* জাতিচ্যুত করা। 'একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *ক্রি* গুণগত মান নষ্ট করা; গানের ধ্রুপদী চরিত্র নষ্ট করা। 'তখন হারমোনিয়াম আসেনি এদেশের গানের জাত মারতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জাতমিত্র [স জাতি>+স মিত্র] *বি* আজন্ম বন্ধু। 'অজাতশত্রু শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম দেখলাম – জাতমিত্র।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

জাতমিস্ত্রী [স জাতি+প মিস্ত্রি] *বি* প্রকৃত কারিগর। 'আপনি জাতমিস্ত্রীর চেয়েও সেরা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

জাত রাজনীতিক [স জাতি>+স রাজনীতিক] *বিণ* অভিজ্ঞ রাজনৈতিক। 'তুমি জাত রাজনীতিক হতে পারনি।' *পাশা*, ১৯৭১।

জাত-লেখক [স জাতি+স লেখক] *বি* প্রকৃত বা শ্রেষ্ঠ লেখক। 'আজকাল প্রমাণ হয়েছে যারা জাত-লেখক তারা পাগলের রূপান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জাতশত্রু [স জাতিশত্রু] *বি* আসল শত্রু। 'একমাত্র সাহিত্যই ... সংকীর্ণতার জাতশত্রু।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

জাত-শিকারি [স জাতি+ফা শিকার>] *বি* দক্ষ শিকারি। 'সে ব্যক্তি জাত-শিকারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জাতশিল্পী [স জাতিশিল্পী] *বি* প্রকৃত শিল্পী। 'তারা কদাচিৎ জাতশিল্পী হয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

জাত-সমাজ [স জাতিসমাজ] *বি* জাতিভেদ দিয়ে গঠিত সমাজ। 'জাত-সমাজের নাই সেথা ঠাঁই/ জগন্নাথের সাম্য-লোক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জাতসাপ [স জাতি+স সর্প] *বি* বিষধর সাপবিশেষ। 'সে জাতসাপ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জাতসাপিনী [স জাতি+স সর্পিণী] *বি স্ত্রী* বিষধর সাপবিশেষ। 'তাহারা নাকি জাতসাপিনীর বংশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জাতে ওঠা *ক্রি* উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হওয়া। 'জাতে ওঠার লোভে প্রচুর অর্থ ঘুষ দিয়ে তাদের অভিপ্রেত শ্রেণীবিশেষের ছেলের হাতে কন্যা সমর্পণ করে থাকেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

জাতে ঠেলা *ক্রি* জাতিচ্যুত করা। 'জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জাতে-ঠেলাঠেলি *বি* শ্রেণী নিয়ে বিতর্ক। 'সাহিত্যে এইরকম জাতে-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জাতে তোলা ১ *ক্রি* সমাজভুক্ত করা। 'তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* মর্যাদা দেওয়া। 'সংস্কারকে তারা সায়ান্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জাতে-বাঁধা *বিণ* জাত দিয়ে চিহ্নিত। 'জাতে-বাঁধা রীতি ছাড়া আর কোনো রীতি না থাকাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

জাত[২] [স] *বিণ* জন্মেছে এমন; উৎপন্ন। 'পার্বনি পঞ্চক জাত ওড়ালোন সানা ভাত ধানকাটী কলম কসুরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ইনি কুলীনের ঔরসে জাত।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জাতক [স] ১ *বি* যে জন্মলাভ করেছে। 'জাতক অদৃষ্টে দেখি বহু পর্যটন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। ২ *বি* যার জন্মপত্রিকা সে। 'জাতক যদি এখনো সতর্ক না হয় বিপদ বেড়ে চলবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৩ *বি* বুদ্ধের জন্মের আগের কাহিনি-সংবলিত গ্রন্থ বিশেষ। 'আমাদের সার্থকতা জাতকের ব্যর্থ বিদূষণে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

জাতকর্ম, জাতকর্ম্ম [স] *বি* শিশুর জন্মোপলক্ষে অনুষ্ঠেয় হিন্দু আচারবিশেষ। 'করাইল জাতকর্ম যে আছিল বিধি-ধর্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'জাতকর্ম ... বৈদিক মন্ত্র-দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জাতকোষ্ঠী [স] *বি* জন্মপত্রিকা। 'জাতকোষ্ঠী প্রকরণে জ্যোতিষের প্রথম আভার প্রথম কিরণে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

জাতপত্র [স] *বি* কোষ্ঠী; জন্মপত্রিকা। 'জাতপত্র অঙ্গুরি বাপের নিদর্শন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাতা [স] *বিণ স্ত্রী* জাত; জন্মগ্রহণকারী। 'মেনকা-উদরে জাতা হইলাঙ শিখরিসুতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাতকি [স জাতি] *বি* চামেলি বা মালতী ফুল। 'জাতকি ও কেতকি কুসুম সুবাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জাতনা [স যন্ত্রণা>] *বি* দুঃখ; বেদনা। 'আর কত দিন আমি জাতনা পাইব।' *মালাধর*, ১৫০০।

জাতবেদা [স] *বিণ* সর্বজ্ঞ। 'জাত জাতবেদা যাঁহারে আনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

জাতা[১] [পা যাতি>] *ক্রি* যায়। 'কালিন্দি তীর ধীর চলি জাতা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জাতা[২] *দ্র* **জাত**

জাতা[৩] [স যন্ত্র>] *ক্রি* চেপে ধরা। 'দুইপা জাতি তুষ্ট কৈল চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জাতাআত, জাতায়াত [পা যাতি>] *বি* যাতায়াত। 'আমীহ দুই একবার জাতাআত করিতাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তেব্বত মুলুকে তেজারতের দফা জাতায়াত হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

জাতাতালা [স যন্ত্র>] *বি* জাঁতাওয়ালা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জাতি[১] [স] *বি* চামেলি ফুল। 'জাতি জুতি মালতিরে কথোদুরে দেখি।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **জাতী[১]**

জাতিফুল *বি* ফুলবিশেষ। 'এত লিখি জাতিফুল মুষ্ঠি ভরি লৈয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জাতি[২] [স] ১ *বি* প্রাণীর ক্ষেত্রে শ্রেণী; প্রজাতি। 'পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পেশাগত শ্রেণীপরিচয়। 'গোপজাতি আমরা অরণ্যে করি ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* স্বগোত্র। 'জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* বর্ণাশ্রম অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ। 'দেখি গো উত্তম জাতি দেবতা সমান ভাঁতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* শ্রেণী। 'জাতিএ পদ্মিনী বালী অতিশয় উজিয়ালি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৬ *বি* নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাসকারী অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি-ভিত্তিক জনগোষ্ঠী; নেশন। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'জয়পিপাসু রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *বি* সম্প্রদায়। 'প্রাণিক্রীড়াপ্রদর্শক বেদিয়া প্রভৃতি জাতিরা ইহাদের পোষে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৮ *বি* ধরন। 'এক এক জাতি পুষ্প অনেক প্রকার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। ৯ *বি* ধর্মাবলম্বী। 'এই তো খৃষ্টান জাতি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ১০ *বি* একই স্বাধীন দেশের নাগরিক। 'যাহারা এক রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত তাহারা এক জাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ১১ *বিণ* বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'বাঙ্গালী জাতিকে কবি জাতি বলিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

জাতিক [স] *বিণ* জাতিভিত্তিক। 'তাকে বলা যেতে পারে জাতিক সত্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জাতিকুল [স] *বি* বংশ ও গোত্র। 'জাতি কুল যাক পিছে থিবি তার কাছে কাছে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

জাতিগঠন [স] *বি* জাতিনির্মাণ। 'মনে করো কি দেশ-উদ্ধার হইবে, জাতিগঠন হইবে?' *নজরুল*, ১৯২২।

জাতিগত [স] ১ *বিণ* সম্প্রদায়গত। 'জাতিগত ধর্ম তাঁহার একেবারেই ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। 'তা ছাড়া এদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জাতিচ্যুত [স] *বিণ* আপন সমাজ থেকে বহিষ্কৃত। 'পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত হইতে হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

জাতিজীবী [স] *বিণ* বিভিন্ন জাতির উপর নির্ভরশীল। 'দুরন্ত কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল জাতিজীবী বসিল কেয়লা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাতিতত্ত্ব [স] *বি* নৃতত্ত্ব। 'জাতিতত্ত্ব, প্রাচীন ও আধুনিক জাতিসমূহের ইতিহাস।' *এসলাম*, ১৯২০।

জাতিতত্ত্ববিদ [স] *বি* নৃতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত। 'জাতিতত্ত্ববিদ জাতীয় ঐতিহাসিক জাতীয় শিল্পসমালোচক প্রভৃতির হাতে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

জাতিত্ব [স] ১ *বি* গোত্র; বর্ণবিভাগ। 'ব্যবসায়ভেদে লোকে ভিন্ন জাতিত্ব প্রাপ্ত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* জাতীয় পরিচয়। 'কিসে আমাদের জাতিত্ব থাকে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

জাতিত্ববোধ [স] *বি* জাতীয়তাবোধ। 'ভারতের দশকোটি

মুসলমানের সমবেত মনে যেই জাতিত্ববোধ জাগছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জাতিধর্ম [স] *বি* জাত ও ধর্ম। 'জাতিধর্ম, জন্মস্থান ও জন্মমৃত্যুর তারিখ।' *হাই*, ১৯৫৪।

জাতিনাশ [স] *বি* জাতিচ্যুতি। 'নদীয়ার বিপ্রের করিব জাতিনাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জাতিনিগড়বদ্ধ [স] *বিণ* জাতিভেদ প্রথা দ্বারা আবদ্ধ। 'এই জাতিনিগড়বদ্ধ দেশে জাতিভেদ কথঞ্চিৎ শিথিল করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জাতিপাত [স] *বি* জাতিচ্যুতি; জাতি নষ্ট হওয়া। '... জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে তাহাদের ভ্রূভঙ্গের আনুষঙ্গিক ফল হইয়া উঠে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জাতিপীড়া [স] *বি* জাতিভেদের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। 'রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে তাহা দুইপ্রকারে ঘটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জাতিপ্রেম [স] *বি* স্বাজাত্যবোধ। 'ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

জাতিবর্ণ [স] *বি* জাতপাত। 'এ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষত্ব কেবল হিন্দু ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।' *তারা*, ১৯৪২।

জাতিবাচক [স] *বিণ* জাতি নির্দেশক। 'ইউরোপে এই সকল শব্দের যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জাতিবাদ [স] *বি* বংশপরিচয়। 'জাতিবাদ নহে তার জদি হয় রক্ষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাতিবিচার [স] **১** *বি* জাতিগত ভেদ। 'ভৈরবীচক্রে জাতিবিচার নাই।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* সম্প্রদায়গত ভেদ। 'এই বুদ্ধোতা জাতিবিচার করেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

জাতি-বিদ্বেষ [স] *বি* জাতিসমূহের মধ্যে শত্রুতা। 'আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ নাই, জাতি-বিদ্বেষ নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

জাতিবিদ্বেষমূলক [স] *বিণ* জাতিবিদ্বেষ উসকে দেয় এমন। 'ধর্মদ্রোহিতা ও জাতিবিদ্বেষমূলক কোন পুস্তক।' *এসলাম*, ১৯৩০।

জাতিবিদ্যা [স] **১** *বি* পুরুষানুক্রমে অর্জিত জ্ঞান। 'আপনারদিগের জাতিবিদ্যা আর এমনি এ বংশের গুণ আছে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* জাতীয় শাস্ত্র। 'ইঙ্গরেজী তাঁহার জাতিবিদ্যা নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

জাতি বিবেচনা [স] *বি* জাতবিচার; জাতিভেদ জ্ঞান। 'মঘেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ও তাহারদের জাতি বিবেচনা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২০।

জাতিবিভাগ [স] *বি* শ্রেণীবিভাগ। 'জাতিবিভাগ-সংবলিত আমাদের বিশাল সমাজ-দেহই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'শিল্পের মোটামুটি জাতিবিভাগ দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ঘটেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

জাতি-বিশুদ্ধি [স] *বি* নৃতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা। 'রাষ্ট্রনীতিতন্ত্রে জাতিবিশুদ্ধির কোনো খোঁজ রাখে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জাতিবৈরতা [স] *বি* জাতিভিত্তিক শত্রুতা। 'তাহাদের স্বাভাবিক জাতিবৈরতার পরিবর্তে একটা মেলামেশার ভাব আসিয়া পড়ে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

জাতি-ব্যবসা [স জাতিব্যবসায়] *বি* বংশগত পেশা। 'জাতি-ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

জাতিভাই [স জাতি+ভাই] *বি* স্বসম্প্রদায়ের সদস্য। 'অফিস-আদালত সবই দখল করিয়া আছে আমাদেরই জাতিভাইরা।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

জাতিভাষা [স] *বি* স্বজাতির ভাষা; মাতৃভাষা। 'প্রথম কথা কহিতে শিখা, স্বজাতীয় লোকের নিকটে হয়; এ নিমিত্ত প্রথম শিক্ষিত ভাষাকে জাতিভাষা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

জাতিভেদ [স] **১** *বি* হিন্দুসমাজের জাতিগত বিভেদ। 'জাতিভেদ প্রভৃতি সকল প্রতিবন্ধক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **২** *বি* শ্রেণীগত ভেদ। 'দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ। 'আয় রে মুসলমান ভাই আজি জাতিভেদ নাই।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

জাতিভেদগ্রস্ত [স] *বিণ* জাতিভেদ রয়েছে এমন। 'জাতিভেদ-গ্রস্ত সমাজেরই এক অংশের নাম যে যবন ...।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪।

জাতিভেদপ্রথা [স] *বি* জাতিগত ভেদাভেদের রীতি। 'জাতিভেদপ্রথা এখানে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত।' *শিব*, ১৯৫৬।

জাতিভ্রংশ [স] *বি* জাতিচ্যুতি। 'হিন্দুশাস্ত্রের কোন বিধি উল্লঙ্ঘন করাতে জাতিভ্রংশ বিষয়ে নিত্য অতি সাবধান।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

জাতিভ্রষ্ট [স] *বিণ* জাতিচ্যুত। 'ক্ষুদ্র অপরাধিকে প্রায় জাতিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

জাতিভ্রষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* জাতিচ্যুত। 'আমি কুলটাও নই, জাতিভ্রষ্টা নই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

জাতিমর্যাদা, জাতি-মর্য্যাদা [স] *বি* হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান। 'বল্লাল ভূপাল ... জাতি-মর্য্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুল-মর্য্যাদা প্রচার করিয়া যান।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জাতি যাওয়া *ক্রি* ধর্ম নষ্ট হওয়া। 'উহার জাতি গিয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জাতিয় [স জাতীয়] *বিণ* শ্রেণীর। 'মনিলা ও মেলাই এ সকল জাতিয় কথক লোক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

জাতিরক্ষা [স] *বি* জাত বজায় রাখা। 'ধর্মের কৃপায় দাদা জাতিরক্ষা হৈল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জাতির জনক *বি* কোনো জাতির স্বাধীনতার দ্রষ্টা ও এ-সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রধান নেতা। 'আজ জাতির জনক ... সম্পর্কে যদি প্রশ্ন ওঠে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জাতির পিতা *বি* কোনো জাতির স্বাধীনতার দ্রষ্টা ও এ-সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রধান নেতা। 'জাতির পিতা ... আমরার স্কন্ধে যে জিম্মাদারি দিয়া গেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

জাতিলোক [স] *বি* একই সম্প্রদায়ের মানুষ। 'মোরদে এই জাতিলোক অনেক বসতি করে।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

জাতিশ্রেষ্ঠ [স] *বিণ* স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'যিনি জাতিশ্রেষ্ঠ, সদ্বংশপ্রসূত, বয়োবৃদ্ধ, ধার্ম্মিক, তাঁহারই প্রতি রাজার ভক্তি জন্মে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

জাতিসংঘ [স] *বি* বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা, রাষ্ট্রপুঞ্জ; ইউনাইটেড নেশনস। 'জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।' *বেগম*, ১৯৪৭।

জাতিসাপ [স জাতি-সর্প] *বি* অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ; কেউটে। 'প্রেম পীরিতের এমন ধারা/ যেন জাতিসাপের লেজে ধরা।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

জাতিস্মর [স] *বি* আগের জন্মের কথা স্মরণ আছে যার। 'কেবল চণ্ডীর বর দুহেঁ হইলা জাতিস্মর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাতিস্মরতা [স] *বি* গতজন্মের কথা স্মরণ রাখার ক্ষমতা। 'এই জাতিস্মরতা লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইতিহাস।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

জাতিহিতৈষিতা [স] *বি* জাতির হিতসাধন করবার ইচ্ছা। 'জাতিহিতৈষিতা প্রকাশপূর্বক পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন করিতে থাকুন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

জাতিয়া [স জ্যোতি] *বিণ* জ্যোতিষ্মান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জাতী[1] [স] *বি* চামেলি ফুল ও তার গাছ। 'অশোক কিংশুক ঝাটি জাতী জুতি দুইবটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **জাতি**

জাতী[2] [স জাতি] **১** *বি* শ্রেণী। 'বিষম পুরুষ জাতী/ কপটপুরিত মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুযায়ী সম্প্রদায়। 'গোকুলে থাকোঁ মো গোআল জাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* ধর্ম অনুযায়ী শ্রেণী। 'আপনি এ দেশের কর্ত্তা আপনকার নিকটে সকল জাতীর মনুষ্য আছে।' *রাজীব*, ১৮০৫। *দ্র* **জাতি**[2]

জাতীভূত [স] *বিণ* জাতির অন্তর্ভুক্ত। 'বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহারদিগের সহিত এক জাতীভূত না হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জাতীয় [স] **১** *বিণ* ধরনের। 'আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* রকমের। 'নানা জাতীয় ও নানা দেশীয় পুস্তক।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বিণ* সম্প্রদায়ভুক্ত। 'সংপ্রতি কৈবর্ত্তাদি নানা জাতীয় প্রায় অনেকেই ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৪** *বিণ* জাতিগত। 'ইংরাজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৫** *বিণ* সমগ্র জাতির। 'একতাই জাতীয় শক্তির ভিত্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৬** *বিণ* সমগ্র দেশবাসীর। 'কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৭** *বিণ* রাষ্ট্রীয়। 'জানিলে জাতীয় বিদ্যা সুখ তাহে নানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৮** *বিণ* দেশসংক্রান্ত। 'সকলে মিলে লিখুক শ্লোক "জাতীয়" উপদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জাতীয় আন্দোলন [স] *বি* সমগ্র জাতির কল্যাণে পরিচালিত আন্দোলন। 'যে কোন প্রকার জাতীয় আন্দোলনকে বাধা দান করতে বদ্ধপরিকর।' *উমর*, ১৯৬৮।

জাতীয়করণ [স] *বি* রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণতকরণ। 'ভূমিকে জাতীয়করণের দাবী যারা করেন।' *সওগাত*, ১৯৪৪।

জাতীয়-চেতনা [স] *বি* নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাসকারী অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি-ভিত্তিক জনগোষ্ঠী-সংক্রান্ত চেতনা। 'স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষে জাতীয়-চেতনার প্রথম সঞ্চার মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।' *উমর*, ১৯৬৬।

জাতীয় জীবন [স] **১** *বি* জাতিসত্তাগত পরিচয়। 'আমরা জাতীয় জীবন ও জাতীয় একতাহারা।' *প্রচারক*, ১৯০৩। **২** *বি* রাষ্ট্রীয় পরিচয়। 'ভারতের জাতীয় জীবনে এক মর্ম্মান্তুদ রেখাপাত করিয়া গেলেও ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

জাতীয়ত্ব [স] *বি* জাতীয় বিশেষত্ব। 'এক জাতীয়ত্ব কোথায় থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'তুমি যখন তোমার জাতীয়ত্ব যথাসম্ভব ঢাকিয়া আসিয়াছ তখন এবারকার মতো আমাদের ক্লাবের সভ্য করা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জাতীয় পতাকা [স] **১** *বি* জাতিসত্তার পরিচয়-নির্দেশক পতাকা। 'অর্দ্ধ চন্দ্রাঙ্কিত জাতীয় পতাকার তলে আইস।' *প্রচারক*, ১৯০৩। **২** *বি* রাষ্ট্রের পরিচয়-নির্দেশক পতাকা। 'জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত লইয়া হিন্দু ও মুছলমানের উভয় সমাজের মধ্যে একটা দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

জাতীয় পরিষদ [স] *বি* সংসদ; পার্লামেন্ট। 'সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য ...।' *বেগম*, ১৯৭৩।

জাতীয় বিদ্বেষ [স] *বি* জাতিগত ঈর্ষা। 'আছে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, জাতীয় বিদ্বেষ প্রভৃতি।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

জাতীয়-বিদ্যালয় [স] *বি* জাতীয়তাবাদী আদর্শের বিদ্যালয়। 'তোমাদের প্রতিষ্ঠিত জাতীয়-বিদ্যালয়ে স্কুল-মাস্টারি করব।' *প্রমথ*, ১৯২০।

জাতীয় ভাষা [স] **১** *বি* মাতৃভাষা। 'আপন জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া ... বিদ্যা উপার্জন করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বি* সর্বজনব্যবহৃত ভাষা। 'কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* দেশীয় ভাষা। 'তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৪** *বি* সমগ্র দেশের সরকারি ভাষা। 'ভারতের "জাতীয় ভাষা" "রাষ্ট্রভাষা" প্রভৃতি ব্যাপারে পাকিস্তান-ওয়ালাদের মনে আজ কোন সন্দেহ ও গোঁজামিলের অবকাশ নাই।' *আজাদ*, ১৯৪১।

জাতীয় মহত্ত্ব [স] *বি* জাতিগত মহত্ত্ব। 'জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

জাতীয়-রাষ্ট্র [স] *বি* জাতীয়তাভিত্তিক রাষ্ট্র। 'জাতীয়-রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে কোন সংঘর্ষ ছিল না।' *উমর*, ১৯৬৬।

জাতীয় সংগীত, জাতীয় সঙ্গীত [স] *বি* জাতীয়-পরিচয়সূচক রাষ্ট্রীয় সংগীত। 'এই আমার রাজ্যের জাতীয় সংগীত।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত লইয়া হিন্দু ও মুছলমানের উভয় সমাজের মধ্যে একটা দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

জাতীয় সংসদ [স] *বি* আইন পরিষদ। 'জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের হুইপ নিযুক্ত হয়েছেন।' *বেগম*, ১৯৭৩।

জাতীয় সংস্কৃতি [স] *বি* সমগ্র জাতির সংস্কৃতি। 'সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশকে অনেকখানি ব্যাহত করে।' *উমর*, ১৯৬৮।

জাতীয় সংহতি [স] *বি* জাতিগত ঐক্য। 'সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

জাতীয় সাহিত্য [স] *বি* জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় এমন সাহিত্য। 'হিন্দু ও মুসলমানী জাতীয় সাহিত্য সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখিন।' *এসলাম*, ১৯১৬।

জাতীয় স্তোত্র [স] *বি* জাতীয় সঙ্গীত। 'জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্র লইয়া একটা নূতন আন্দোলন ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

জাতীয় স্বভাব [স] *বি* জাতিগত প্রকৃতি। 'প্রকৃতির শিক্ষা, জাতীয় স্বভাব।' *ফজলল*, ১৯১৩।

জাতীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* জাতিভুক্ত। 'হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

জাতীয়তা [স] **১** *বি* জাতীয় বৈশিষ্ট্য। 'য়ুরোপের সংস্পর্শে আমাদের এই জাতীয়তা সংকটাপন্ন হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* জাতীয় ভাব; একজাতির অন্তর্গত – এই ভাব। 'একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৩** *বি* রাষ্ট্রীয় পরিচয়।

'মানুষের জাতীয়তা, ইংরেজিতে যাকে nationality বলে, ক্রমশ উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৪** *বি* জাতিগত ভেদ। 'মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বর্ণভেদ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **৫** *বি* জাতীয় পরিচয়। 'যে জাতি জাতীয়তা লাভ করে নাই সে বিশ্বজাতীয়তাকে হারাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

জাতীয়তাবাদ [স] **১** *বি* জাতীয় স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত মতবাদ। 'আত্মসর্বস্ব পাশ্চাত্য জাতীয়তাবদের নিষ্ঠুরতা প্রলয়ংকার বিপদের দিকে চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বি* জাতীয়তাবোধের চেতনা। 'জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা ঘটিবে।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

জাতীয়তাবাদী [স] *বিণ* জাতীয় স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। 'ইনি হইতেছেন জাতীয়তাবাদী মুছলমান।' *আজাদ*, ১৯৪০।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন [স] *বি* জাতীয়চেতনা ও স্বরূপভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন। 'পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ধর্মীয় প্রভাব দেশের বৃহত্তর স্বার্থের সমূহ ক্ষতিসাধন করেছে।' *উমর*, ১৯৬৬।

জাতীয়তাবোধ [স] *বি* জাতিত্বের ধারণা। 'ভারতবর্ষের সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জাতীয়তামূলক [স] *বিণ* জাতীয়তা-ভিত্তিক। 'বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন জাতীয়তামূলক রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে উঠেছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

জাতুধান *বি* রাক্ষস। 'মোহ ত্যজে শীঘ্রগতি এসে জাতুধান।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

জাত্য [স] *বি* বর্ণাশ্রম অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ; জাত। 'জাত্যের নির্নয় নাহি তারে আগু বরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **জাত্যের** *বিণ* জাতের। 'জগতে নাহিক জাতি জাত্যের নাহিক স্থিতি কায়েস্ত বলাও গুজরাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাত্যংশ [স জাতি-অংশ] **১** *বি* জাতি-গোত্র। 'বিবাহ ও জাত্যংশের বিবাদ।' *ক্যাল্গে*, ১৭৮৪। **২** *বি* বংশ। 'তাহারা জাত্যংশেতে যেমন আর অন্নযোগ স্বচ্ছন্ন আছে।' *কেরি*, ১৮০২।

জাত্যন্তর [স জাতি-অন্তর] *বিণ* জাতিচ্যুত; জাতিভ্রষ্ট। 'ইহাতে কেহ জাত্যন্তরও হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

জাত্যন্তরিত [স জাতি-অন্তরিত] *বিণ* জাতিচ্যুত। 'তিনি জাত্যন্তরিত হয়েন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

জাত্যভিমান [স জাতি-অভিমান] *বি* উঁচু বংশে বা বর্ণে জন্মের জন্য অহংকার। 'তিনি … জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে সাহসী হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জাত্যহংকার [স জাতি-অহংকার] *বি* বংশগরিমা; উচ্চবংশে জন্মের অহংকার। 'ইংরাজের … জাত্যহংকার কি যথেষ্ট নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জাত্যাচার [স জাতি-আচার] *বি* গোত্র ও জাতির চিরাচরিত রীতিনীতি। 'তাহাদিগের কুলধর্ম ও জাত্যাচার।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

জাত্রা [স যাত্রা] *বি* প্রস্থান। 'সুভক্ষনে জাত্রা করি হইলা বাহির।' *মালাধর*, ১৫০০।

জাত্রাবর [স যাত্রা>] *বি* পেয়াদা। 'জাত্রাবর রাওখান্দেরে আনিল ধরিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

জাত্রীলোক [স যাত্রী+হি লোগ] *বি* যাত্রীরা। *শৌভে*, ১৭৮৯।

জাদ [আ জদ্] *বি* রেশমি ফিতা বা চুল বাঁধার দড়ি। 'খসিল পাটের জাদ বিগলিত কেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

জাদা [ফা] *বি* পুত্র। 'বহু শেখ সৈয়দ জাদা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জাদু[1] [স জাত] *বি* পুত্র অর্থে আদরের সম্বোধন। 'জাদু! তুমি আবার কেমন হবে বলতে পারি না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জাদুমণি [জাদু+স মণি] *বি* আদরসূচক সম্বোধন। 'আয় রে আমার জাদুমণির ঘুম আয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

জাদু[2] [ফা] *বি* ভেলকি। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'সঙ, নিগ্রোর গান, জাদু, প্রহসন, অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জাদুকর [ফা জাদুগর] *বি* ভেলকি দেখায় যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সন্দীপ হচ্ছে আইডিয়ার জাদুকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

জাদুকরি, জাদুকরী [ফা জাদুগর>] **১** *বিণ* ভেলকিবাজ। 'হার মানে ও চোখের কাছে, জাদুকরি সকল লোকের।' *নজরুল*, ১৯৩০। **২** *বিণ* মায়াবী। 'সেই জাদুকরী শক্তি খানিকটা আমি পেয়েছি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

জাদু কাটা *ক্রি* সম্মোহন দূর হওয়া। 'ওকে ওষুধ খাওয়ালেই ওর জাদু কেটে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জাদুগর [ফা] *বি* ভেলকি দেখায় যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জাদুগরি [ফা জাদুগর>] *বি* জাদুকরের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জাদুগিরি [ফা] *বি* ঐন্দ্রজালিকতা। 'দেশলাই কাঠি জ্বালাইয়া জাদুগিরি করিতে চাহেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জাদুগীর [ফা] *বি* জাদুকর। 'সে বড় জাদুগীর।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

জাদুগৃহ [ফা জাদু+স গৃহ] *বি* জাদুঘর। 'আগুনের বাতাসে জাদুগৃহের কালো পর্দাগুলি পৎ পৎ …।' *হাসান*, ১৯৬৭।

জাদুঘর [ফা জাদু+পা ঘর] *বি* যেখানে কৌতূহলোদ্দীপক বিরল ও প্রাচীন বস্তু সংরক্ষিত থাকে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সেকালের কাব্যের জাদুঘর হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

জাদুবিদ্যা [ফা জাদু+স বিদ্যা] *বি* ভোজবিদ্যা; ম্যাজিক। 'সে এক রকমের জাদুবিদ্যা বললেই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

জাদুভরা *বিণ* মায়াবী। 'তার সেই জাদুভরা হাসি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

জাদু ভাঙা *ক্রি* সম্মোহন দূর করা। 'এমন জাদু তো ভেঙে দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জাদুমন্ত্র [ফা জাদু+স মন্ত্র] *বি* মায়ামন্ত্র; ইন্দ্রজাল। 'মন-ভোলাবার জাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

জাদুমাখা *বিণ* মায়াময়; স্নেহমাখা। 'এত জাদুমাখা তার ও কঠিন অঙ্গুলি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জাদুশক্তি [ফা জাদু+স শক্তি] *বি* সম্মোহনশক্তি। 'জলধারায় এমন অভৌতিক জাদুশক্তির সঞ্চার হয় যাতে স্নানকারীর …।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জান[1] [স যেন] *অব্য* যেন। 'দধীচির অস্থি জান পাইল সকুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জান[2] [ফা] **১** *বি* প্রাণ। 'যাহা পার কর মেরা জানের তালাশ।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* আত্মা। 'অঙ্গ ভেঙ্গে করলেন ছয়খান পাঁচ তনেতে বসালেন জান।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বি* হৃদয়। 'বিরহের ব্যথায় জানটা যখন পিয়া পিয়া বলে ফরিয়াদ করে মরে।' *নজরুল*, ১৯২২।

জান কবচ করা *ক্রি* প্রাণ হরণ করা। 'অনেক আদমীর জান কবচ করে ফিরছিল হয়তো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

জান-কবুল [ফা জান+আ কবুল] *বিণ* প্রাণ বাজি রাখতে পারে এমন। 'বাঙালি যে প্রতিজ্ঞা পালনে জান-কবুল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জানজাহান [ফা] *বি* জীবন ও ভূ-সম্পত্তি। 'আপনি রাজা; জানজাহানের মালিক; মাল্লেও মার্ত্তে পারেন; রাখলেও রাখতে পারেন!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

জান বেরিয়ে যাওয়া *ক্রি* মাত্রাতিরিক্ত খাটুনি হওয়া। 'জমির তদারক করতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

জানমাল [ফা জান+আ মাল] *বি* জীবন ও ধনসম্পদ। 'এই বিপদ টালিবার জন্য ... জান মাল শুদ্ধা খোদার রাহে দিতে আছে।' *আখবার*, ১৮৭৭।

জানে মন – (সম্বোধন) আমার প্রাণপ্রিয়। 'ও রমজান খান, জানে মন, বরাদরে মন এদিকে এসো।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জানের তালাশ [ফা জান+ফা তালাশ] *বি* জীবন হরণ। 'যাহা পায় কর মেরা জানের তালাশ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জান[২] [স জ্ঞান] *বি* গণক। 'কেমন করিয়া বলিব, আমি তো আর 'জান' নহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জানওয়ার [ফা] *বি* প্রাণী। 'হা বঙ্গদেশ! ... তোমাতে যে সকল জানওয়ার আছে, তা পৃথিবীর কোন চিড়িয়া খানায় নাই!!!' *হুতোম*, ১৮৬১।

জানদার [ফা] *বি* গোয়েন্দা। 'জানদার সভার আছে প্রজাগণ পলায় পাছে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাননিয়া [স জ্ঞান>] *বিণ* বিজ্ঞ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জাননেওলা, জাননেওয়ালা *বিণ* জানে এমন। 'ইংরেজি জাননেওলা শহুরেকে তর্কে কাবু করে আনতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮; 'ফরাসি-জাননেওয়ালা ফরাসি অফরাসি ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

জানপাদিক [স] *বিণ* জনপদের। 'জানপাদিক ইলেকশনের উপদ্রব সহ্য করিবার পক্ষে তাঁহাদিগকে অপটু করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জানবার [ফা জানওয়ার] *বি* জীব; জানোয়ার। 'বিধাতা সে জন্য আলাদা জানবার সৃষ্টি করে রেখেছেন।' *জীবন*, ১৯৩১।

জানয়ার [ফা জানওয়ার] *বি* জন্তু। 'এডা কি জানয়ার কতি পারিস?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

জানরেল [ই] *বি* জেনারেল। 'গবনর জানরেল মেস্তর হিষ্টিন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

জানলা[১] [স জ্ঞান>] *বিণ* জানা। 'অব নিত মতি জদি হরলহি মোরি। জানলা চোরে করব কী চোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জানলা[২] [প জানেলা] *বি* বাতায়ন; খিড়কি। 'শেষরাত্রে এই জানলা দিয়ে নেবে যাবেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

জানা [স জ্ঞান>] **১** *ক্রি* অবগত হওয়া। 'কে তোকে জানাইলে মাউলানী সম্বন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* চেনা। 'তোমাকে যতটা জানি, দুই মিশিয়া অনেকখানি হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *ক্রি* উপলব্ধি করা; বুঝতে পারা। 'তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **জান ১** *ক্রি* জানো। 'সব জান তারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* জেনে রাখো। 'সাক্ষ্য জনম জান আক্ষারা সভান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জানএ** *ক্রি* জানে। 'কেবা উগ্রসেন কেবা জানএ সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জানতুম** *ক্রি* জানতাম। 'আমি আগেই জানতুম, যেখানে এ কর্ম্ম হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **জানতে আসা** *ক্রি* নিতে আসা। 'আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **জানন্ত** *ক্রি* জানে। 'মোহাম্মদ হানিফাএ কিছু না জানন্ত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জানম** *ক্রি* জানি। 'ন জানম কোল হোন্তে শিশু কোনে নিল।' *সুলতান*, ১৬৫০। **জানমি** *ক্রি* জানি। 'ণ জানমি অপা কঁহি গই পইঠা।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। **জানয়** *ক্রি* জানে। 'তথাপিহ ভক্ত বহি অন্য না জানয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জানল** *ক্রি* জানলাম। 'ন জানল কতি খন তেজি গেল রে বিছুরল চকেবা জোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **জানলুম** *ক্রি* জানলাম। 'তা এখন ভাল করে জানলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **জানলেম** *ক্রি* জানলাম। 'নচেৎ জানলেম তোর হতেই আমার সব সুখ নষ্ট হলো।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **জানহ** *ক্রি* জানো। 'তোহ্মে না জানহ রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জানাইয়া** *ক্রি* অবগত ক'রে। 'পুনি ভাবে নৃপতিরে না জানাইয়া দিলে।' *সুলতান*, ১৭০০। **জানাইল** *ক্রি* জানালো। 'দৈবকীর গর্ভপাত জানাইল রাজারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জানাইলে** *ক্রি* জানালো। 'কে তোকে জানাইলে মাউলানী সম্বন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জানাএ** *ক্রি* অবগত করে। 'রাজারাণ্ড সভে দিয়া রাজাকে জানাএ গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **জানাওঁ** *ক্রি* অবগত করাও। 'আল জানাওঁ রতি সকল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জানাগ্রিল** *ক্রি* জানালো। 'সত্বরে রাজার ঠাঞি জানাগ্রিল গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **জানান্ত** *ক্রি* অবগত করান। 'যথ নীতি জানান্ত বসিয়া বিদিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **জানা-বোঝা** *ক্রি* যথাযথভাবে অবগত হওয়া। 'এই-সমস্তই ভালো করে জেনে-বুঝে নিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **জানায়** *ক্রি* অবগত করায়। 'লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জানায়্যা** *ক্রি* জানিয়ে। 'জানায়্যা তোমার পদে মুক্রি জাইব নাইয়র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জানি ১** *ক্রি* জানা আছে। 'তিন ভুবনে জানি তপস্যা জাহার।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* জেনে। 'ইহা জানি একমনে পূর মোর আশে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *ক্রি* অবগত হই। 'চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি জানি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *ক্রি* অনুভব করি। 'দোসর বর্জ্জিত প্রভু মনে জানি সার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জানিঅ** *ক্রি* জেনে রেখো। 'জানিঅ মোহোর দীন বলবন্ত অতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **জানিআ** *ক্রি* জেনে। 'এথেক জানিআ সবে গর্ব অনুচিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **জানিএ** *ক্রি* জানি। 'না জানিএ কিবা দিবারাতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **জানিছিল** *ক্রি* অবগত হয়েছিলো। 'জানিছিল এসব প্রকার।' *সুলতান*, ১৭০০। **জানিঞা** *ক্রি* জেনে। 'জানিঞা না জান তুমি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **জানিতওঁ** *ক্রি* জানতাম। 'হম জঞো জানিতওঁ কানুক রীত। তব কিঅ তা সয়ঁ বাঁধয় চীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **জানিতাঙ** *ক্রি* জানতাম। 'জানিতাঙ জদি আমি এমত বিচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জানিতাম** *ক্রি* জানতাম। 'আগে যদি জানিতাম প্রণয় এমন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **জানিনু** *ক্রি* জেনেছি। 'জানিনু সাক্ষাত জন্ম নারায়ণ তুহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জানিবা** *ক্রি* জানবে। 'পাইবা সাপের ফল জানিবা পশ্চাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জানিবি** *ক্রি* অবগত হবে। 'এখনি জানিবি বেটা কিবা তোর প্রাণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **জানিয়** *ক্রি* জেনে। 'না জানিয় কহ কথা পরিমাণ শুদ্ধি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জানিয়া** *ক্রি* জেনে। 'উড়ি পড়ে জানিয়া উদ্যান।' *সুলতান*, ১৭০০। **জানিয়াছ** *ক্রি* জেনেছো। 'নিভৃতে আছয়ে প্রভু জানিয়াছ দঢ়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জানিল ১** *ক্রি* জানলো। 'না জানিল কেহো আছে গুপ্তবেসে তারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* জানলাম; জ্ঞাত হলাম। 'এখন জানিল আমি পুরুষ উত্তম তুমি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **জানিলা** *ক্রি* জানলো। 'জগন্নাথ যোগেশ্বর যোগেতে জানিলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **জানিলাঙ** *ক্রি* জানলাম। 'জানিলাঙ তোমারে কপট কালিহৃদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জানিলাম** *ক্রি* জানলাম। 'যার যার যথার্থ না জানিলাম ধাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **জানিলুঁ** *ক্রি* জানলাম। 'জনম জানিলুঁ সার্থক জীবন সফল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জানিলেক *ক্রি* জানলেন। 'বলভদ্রে জানিলেক কৃষ্ণের প্রকার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জানিলেন** *ক্রি* জানলেন; অবগত হলেন। 'জানিলেন প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জানিলেন্ত** *ক্রি* অবগত হলেন। 'জানিলেন্ত এহি শিশু হইব প্রধান।' *সুলতান*, ১৭০০। **জানিস** *ক্রি* জেনে নিস। 'জিজ্ঞাসিয়ে জনকে জানিস আমি কেবা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **জানিহ** *ক্রি* জেনো। 'জানিহ সে অতি সত্য কহিল তোমারে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **জানী** *ক্রি* জানে। 'আনন্দে নন্দন সব আপনা না জানী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জানে ১** *ক্রি* অবগত হয়। 'কে জানে তোমার ভেদ ব্রহ্ম সনাতন বেদ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *ক্রি* উপলব্ধি করে। 'না জানি তোমার তত্ত্ব যোগী যারে যোগে নাহি জানে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **জানেন** *ক্রি* জ্ঞাত আছেন। 'মহেশ জানেন কিছু মহিমা তোমার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **জানো** *ক্রি* জানি। 'না জানো কপট কাহ্নাঞি আহ্মে শুদ্ধমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জেনে শুনে ১** *ক্রি* জ্ঞাত হয়ে। 'নিকাশী কাশ বাধবে গলে/ জেনে শুনে কেন ভুলি।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *ক্রি* ভালোভাবে জেনে। 'চিরজন্মের মতো কাঁদিয়ে এসেছ? জেনেশুনে, ইচ্ছাপূর্বক?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **জেনো** *ক্রি* জেনে রেখো। 'বিশ্বাস দুর্লভ অতি জেনো বাছাধন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **জেন্যা** *ক্রি* জেনে। 'শুভ হয় অশুভ সফুল্লা মনে জেন্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জানাজা [আ জানাজাহ্] *বি* ইসলামি মতে মৃতকে সমাধিস্থ করার আগেকার প্রার্থনা। 'জানাজার পাছে মাত্র করিবা পয়ান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জানাজানি, জানাজাণী [স জ্ঞান>] **১** *বি* প্রচার; প্রকাশ। 'বড়কাজ করিআঁ না করী জানাজাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'জানাজানি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কত কানাকানি, মন-জানাজানি, সাধাসাধি কত ছলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* আলাপ-পরিচয়। 'নূতন জানাজানির ভিতর দিয়া দেশের অনেক জটীল সমস্যা সহজ মীমাংসার পথে আসিবে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

জানান [স জ্ঞান>] *ক্রি* জ্ঞাত করানো। 'কেবল লোক জানান কারণ এই সকল নাম রাখে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জানান দেওয়া *ক্রি* প্রকাশ করা। 'নিজেরে জানান দেয় তীব্রকণ্ঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জানানা [ফা জানানাহ্] **১** *বি* নারী। 'সকল জানানা আর হোসেনের শির।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* পর্দা; অবরোধ। 'আমাদের দেশে জানানা রীতি প্রচলিত হইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জানানা রীতি [ফা জানানাহ্+স রীতি] *বি* পর্দা-প্রথা। 'আমাদের দেশে 'জানানা' রীতি প্রচলিত হইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জানানিস্তান [ফা জানানাহ্+ফা ইস্তান] *বি* নারীদের বসবাসের এলাকা। 'আমার দেশকে মরদানিস্তান ও জানানিস্তান এই দুই ভাগে ভাগ কৈরা ...।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

জানানো [স জ্ঞান>] *ক্রি* জ্ঞাত করানো। **জানাইব** *ক্রি* জানাবো। 'উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্যক হয় পশ্চাৎ লিখিয়া জানাইব।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

জানালা [প জেনালা] **১** *বি* বাতায়ন। *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'আমি জানালা দিয়া সকল দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* পাতা ও ডালের ফাঁকফোকর। 'অশথের জানালার ফাঁকে।' *জীবন*, ১৯৪২।

জানালাবন্ধ [জানালা+স বন্ধ] *বিণ* জানালা আটকানো। 'জানালাবন্ধ, কর্কমোড়া ঘরে জীবন কাটিয়েও প্রুস্ত এ যুগের শ্রেষ্ঠ ফরাসি উপন্যাস ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

জানাশুনা [স জ্ঞান>+শোনা] *বি* পরিচিতি। 'আলোচনার ফাঁক দিয়ে জাতির স্বভাব ধরা প'ড়ে যায়, আন্তর্জাতিক জানাশুনা হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

জানাশোনা [স জ্ঞান>+শোনা] **১** *বিণ* পরিচিত। 'এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বি* পরিচয়। 'চুপিচুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জানি [স যেন] *অব্য* যেন। 'দিনে দিনে খিন তনু হিম কমলিনি জনু না জানি কি জিব পরজন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কেহো জানি আসিয়াছে বাড়ির ভিতরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জানিত [স জ্ঞাত>] *বিণ* চেনা; পরিচিত। 'আপনার জানিত একজন যুবাপুরুষের ভাগ্যে ঔদাস্যই একমাত্র ...!' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

জানিশুনি [স জ্ঞান>] *বিণ* অভিজ্ঞ। 'আমি জানিশুনি একটু কমই।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

জানী[1] [স জ্ঞান>] *বিণ* জ্ঞাত। 'জথাঁ আইলেসি তথা জানী।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

জানী[2] [ফা জান>] *বি* প্রাণেশ্বরী। 'এখন আমি তোমার জানী হইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

জানু [স] *বি* হাঁটু। 'ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জানু-চংক্রমণ [স] *বি* হামাগুড়ি। 'তহে কত দিনে প্রভুর জানু-চংক্রমণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জানুত *ক্রিবিণ* হাঁটুতে। 'ভুজযুগকরিকর জানুত লুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জানুযুগল [স] *বি* দুই হাঁটু। 'জানুযুগল পরিশ্রান্ত হইল, কিন্তু গল্পের কোনও সুরাহা হইল না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

জানুয়ারি, জানুয়ারী, জানুআরি, জানেওারি [ই] *বি* খ্রিস্টীয় বছরের প্রথম মাস। 'জানেওারি।' *এডমন*, ১৭৯৩; 'প্রধান পরীক্ষা গত জানুআরি মাসের প্রথম দিবসে ... হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১; '২০ জানুয়ারি ১৮২১।' *দর্পণ*,১৮২১; '... সাহেব ৩রা জানুয়ারী ঢাকায় তশরীফ এনেছেন।' *মাহে নও*, ১৯৪৯।

জানের [ই] *বি* জানুয়ারি মাস। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; '১৭৫৮ সাল ইঙ্গরেজী ২৭ জানের।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

জানেরেল [ই] *বিণ* সাধারণ; প্রধান। 'একোনটেন্ট জানেরেল।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪; 'তাঁহার গবনর জানেরেলির কাজ ইস্তফার বিসএ ...।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

জানেলা [প জানেলা] *বি* বাতায়ন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'জানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

জানোয়ার [ফা] **১** *বি* জন্তু। 'সেম্মাগোস ভৈঁস গড়া জোরায়র জানোয়ার ঢের।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'কতকগুলি সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র; বলতে গেলে তারা একরকম ভয়ানক জানোয়ার।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* জন্তুতুল্য শত্রু। 'আনোয়ার ভাই! জানোয়ার সব সাফ!' *নজরুল*, ১৯২২।

জানোয়ারত্ব [ফা জানোয়ার+স ত্ব] *বি* পশুধর্ম। 'বিলেত ঘুরে এলেই জানোয়ারত্ব ঘুচে যেত?' *মণীশ*, ১৯৫৭।

জানোয়ারী [ফা জানোয়ার>] *বিণ* পশুসুলভ। 'জানোয়ারী উল্লাস নিয়ে ... এগিয়ে এল পুলিশের এক সায়েব।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

জান্তব [স] **১** *বিণ* পাশব। 'জান্তব জিগীষা বক্ষে অতীতের সে নিষাদ অন্ধকার।' *মণীশ*, ১৯৩৯। **২** *বিণ* জন্তুতুল্য। 'জঘন্য জান্তব দেহে দেশ-কাল-সংকলিত মল সংসক্ত থাকে না আর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০। **৩**

বিণ প্রাণীসুলভ। 'ফের ঘরে ঢোকার জান্তব টানে সে পিছুতে চেয়েছিল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

জান্দরেল [ই] *বি* জেনারেল। 'গৌরনর জান্দরেল।' *শৌডে*, ১৭৮৯।

জাহান্নব [আ জাহান্নাম] *বি* অধঃপাত। 'একেবারে জান্নবে গিয়েচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

জান্নাত [আ] *বি* ইসলামি মতে বেহেশ্‌ত। 'জান্নাত হতে ফেলে হুরি রাশ রাশ ফুল।' *নজরুল*, ১৯২২।

জান্নাতবাসী [আ জান্নাত+স বাসী] *বিণ* স্বর্গবাসী। 'পরকালে ঈশ্বর তোমাদিগকে জান্নাতবাসী করিবেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জান্নাতবাসী হওয়া *ক্রি* মৃত্যুবরণ করা। 'তিনি জান্নাতবাসী হইলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

জান্নাতী [আ জান্নাত>] *বিণ* স্বর্গীয়। 'জান্নাতী ফেরেশতা সেও লাজনম্র।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

জান্য [স জ্ঞান>] *ক্রি* জানিয়ো। 'তবে জান্য বিধাতা হইল তাকে বাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জাপটানি [আ জওত>] *বি* বাহু ও বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরা। 'পাহাড়-ভাঙা জাপটানি তোর – ভাবিস সোহাগ-সুখ-ছোঁওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জাপটানো [আ জওত>] *ক্রি* আঁকড়ে ধরা। 'সকলেই এই উপায়টাকেই ... জাপটিয়া ধরিয়াছেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

জাপটে ধরা *ক্রি* জড়িয়ে ধরা। 'লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপটে ধরি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

জাপ্টে ধরা *ক্রি* জড়িয়ে ধরা। 'ভয়ে বাবাকে জাপ্টে ধরেছি।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

জাপন [স যাপন] *বি* অতিবাহন। 'গোপাল রায় সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া কাল জাপন করেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

জাপপুষ্পক [ই জাপান>+স পুষ্পক] *বি* জাপানি যুদ্ধবিমান নিক্ষিপ্ত বোমা। 'জাপপুষ্পকে জ্বলে ক্যান্টন, জ্বলে সাংহাই।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

জাপা [স জপ>] *ক্রি* জপ করা। 'দিগঙ্গনা কী জপ জাপে, হাওয়ায় লাগে মোহপরশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জাপানী [ই জাপান>] **১** *বিণ* জাপান দেশীয়। 'উহা জাপানী ভাষায় অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিয়া ... বিতরণ করিবেন।' *প্রচারক*, ১৯০৪। **২** *বি* জাপানের অধিবাসী। 'একটি শিক্ষিত জাপানী বলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বিণ* জাপান দেশে তৈরি। 'সেলুলয়েডের ঘর-সাজানো জাপানী সামুরাই পুতুল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জাপ্য [স] *বি* একই কথা বারে বারে উচ্চারণ। 'বাবু আপন দোষ কখনো স্বীকার করেন না, সর্ব্বদাই জাপ্য করেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

জাপ্য মালা *বি* জপমালা। 'চিহ্ন নেয় জাপ্য মালা অজয় কাটারি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জাফ্রান, জাফরাণ [আ জা'আফরান] **১** *বি* রং এবং মসলা হিসাবে ব্যবহৃত ফুলের কেশর; কুঙ্কুম। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'জাফরাণমণ্ডিত পথে ভ্রমণ করিতে করিতে ...।' *রোকেয়া*, ১৯২২। **২** *বিণ* হলদে। 'কেবল জাফরান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির-চটি-পরা দুইখানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জাফরানি, জাফরানী, জাফরাণি [আ জা'আফরান>] *বিণ* জাফরান অর্থাৎ হলদে রঙের। 'বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানী, কখনো জাফরানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'পউষের বেলাশেষ পরি জাফরানি বেশ।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'তার ভেতরে হলুদ, বেগুনে, লাল, নীল, জরদ, জাফরাণি, ধূসর ও আসমান রঙের বালব জ্বলে।' *হাই*, ১৯৫৮।

জাফরি [আ জাফরী] *বি* বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি বেড়া। 'বাঁশের জাফরি দিয়া ঘেরা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জাফরি-কাটা *বিণ* একটু একটু ফাঁক আছে এমন। 'ইটের পাঁচিল জাফরি-কাটা সিঁড়ি এই সমস্ত–।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

জাব [স যবস] *বি* কুচি কুচি ক'রে কাটা খড়, ভুসি, খৈল, পানি ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরি গরুর খাদ্য। 'গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

জাবক [স যাবক] *বি* আলতা। 'বেষ্টিত জাবক কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাবত [স যাবৎ] **১** *ক্রিবিণ* যতক্ষণ পর্যন্ত। 'জাবত নাহিক আস্যে দেব গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* যে পরিমাণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জাবত জনম [স যাবৎ-জন্ম] *ক্রিবিণ* জন্মাবধি। 'জাবত জনম হম তুঅ পদ ন সেবিলুঁ জুবতী মতিময় মেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জাবদ [স যাবৎ] *ক্রিবিণ* যাবৎ। 'তাবদ জাবদ নহে তোমার সন্তোষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাবদা [ফা জাবিদা] *বি* দৈনিক হিসাবের খাতা। 'ওরে সেখানেতে তোর নামেতে আছে রে যে জাবদা আঁটা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। *দ্র* জাবেদা

জাবনা [স যবস] **১** *বি* কুচানো খড়ের সঙ্গে মিশ্রিত খইল, ভুসি প্রভৃতি মিশ্রিত গোরু-মহিষের খাদ্য। 'নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* উচ্ছিষ্ট খাবার; নগণ্য খাবার। 'প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জাবর [স যবস] **১** *বিণ* সিক্ত। 'ঘৃত তৈল মিশাইয়া করিল জাবর।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* চর্বিতচর্বণ। 'তিনি সভায় বসে মদের জাবর কাটছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

জাবরকাটা *ক্রি* চর্বিতচর্বণ করা। 'তাঁর ত সভ্য হওয়া নয়, জাবরকাটা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

জাবরাণ [আ জওত>] *বি* ধস্তাধস্তি। 'মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জাবরাণ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

জাবার[১] [ফা জাই] *বি* হিসাব। 'কাপড় পাঠাইতে সঙ্গতি হইছিল না অদ্য কাপড় মএ জাবার ফর্দ্দ সম্মলিত পাঠাই।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

জাবার[২] *ক্রি* যাবার। *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

জাবিন [আ জামিন] *বি* জামিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জাবিনদার *বি* জামিনদার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জাবেদা, জাবেতা [আ জাবিত্বা] *বি* দৈনিক হিসাব। 'হাতকাঠী ও হার নিরিখের জাবেতা নকল লইবার নিমিত্ত।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

জাবেদা নকল *বি* অবিকল প্রতিরূপ। 'তোমার দৃষ্টির জন্য এই সঙ্গে গল্পটির জাবেদা নকল পাঠাচ্ছি।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

জাবেদা প্রস্তাব [আ জাবিত্বা+স প্রস্তাব] *বি* আইনসম্মত বিবেচনার আবেদন। 'কর্মপন্থা দুইটিই জাবেদা প্রস্তাবের আকারে পেশ করা হইল।' *মনসুর*, ১৯৪০।

জাব্বাজোব্বা [আ জুববাহ্] *বি* বুকখোলা ও হাঁটু পর্যন্ত লম্বা টিলাঢালা জামাবিশেষ। 'জাব্বা-জোব্বা দিয়ে ধোঁকা দিবি আল্লারে, ওরে বোকা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জাভানি [জাভা>] ১ *বিণ* জাভা দেশীয়। 'এই কীচক জাভানি মহাভারতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* জাভাবাসী। 'জাভানিরা ভারতবর্ষে গিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জাম[1] [স জন্ম] *বি* জন্ম। 'গেলী জাম বহুড়ই কইসেঁ।' *চর্যা* ৮, ১২০০।

জাম[2] [স জম্বু] *বি* মিষ্টি ফলবিশেষ। 'আম জাম সিয়াকুলি কালচিত ফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জামবাগান [স জম্বু+ফা বাগ>] *বি* জাম গাছের বাগান। 'জামাবাগানের তলায় চরে ধোবাদের গাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জাম[3] [ফা] *বি* পানপাত্র। 'কাঁখের কলসে কওসর ভর, হাতে আব-জম-জম-জাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জামবাটি [ফা জাম+স বাটি] *বি* কাঁসার তৈরি বড়ো বাটি। 'কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জামদগ্ন্য [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) জমদগ্নি মুনির পুত্র পরশুরাম। 'জামদগ্ন্য তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জামদান [আ জামদানী] *বি* নকশা-তোলা মিহি তাঁতের কাপড়বিশেষ। 'ঢাকাই ধুতি জামদানের একলাই পরীধান করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

জামদানি, জামদানী [আ জামদানী] *বি* তাঁতের ফুলতোলা মিহি কাপড়বিশেষ। 'চারখানা, জামদানী এবং মলমলখাস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'শাদা ও সবুজ জামদানি শাড়ির খসখস আওয়াজ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

জামদানে [আ জামদানী] *বি* জামদানি; নকশাতোলা মিহি তাঁতের কাপড়বিশেষ। 'গাএর বস্ত্র একখানি জামদানে দোলাই ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৮।

জামধর [ফা জামদার] *বি* সাঁড়াশি জাতীয় প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ। 'সুপারি কাটার জাঁতির মত জামধর।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জাম-ধরা [ফা জঙ্গ+ধরা] *বিণ* মরচে ধরা। 'আজ হৃদয়ের জাম-ধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও।' *নজরুল*, ১৯২৫।

জামবুরি [ই jamboree] *বি* বয়স্কাউট বা গার্লসগাইডদের সম্মিলন। 'জামবুরি মানে নানান জায়গায় বয়স্কাউট দলের জমায়েত।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

জামরুদ [আ জমরুদ] *বি* উজ্জ্বল রঙের মূল্যবান পাথরবিশেষ। 'আনি আলমাস, গওহর লুটে আনি জামরুদ লাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

জামরুল [স জম্বু>] *বি* ফলবিশেষ ও তার গাছ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গাছে উঠে পাড়ে জামরুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জামা [ফা] *বি* শরীরের উপরের অংশ ঢাকার বস্ত্রবিশেষ। 'ভাল জামা কোথা পাব ইমাম খাতিরে।' *গরীব*, ১৭৫০।

জামাকাপড় [ফা জামা+স কর্পট] *বি* পোশাক-পরিচ্ছদ। 'ধ্যাড়ধেড়ে জামাকাপড় ন্যাকড়ার ফালির মতো তারে তারে ঝুলছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

জামাজোড়া *বি* একপ্রস্থ পোশাক; ধুতি ও শাল। 'ছাতা জুতো জামাজোড়া চিরকাল থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জামাটামা *বি* পোশাকাদি। 'জামাটামা ঢাকা দিলে চলবে না?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

জামাধরা *বিণ* পরনির্ভরশীল। 'ধামাধরা! জামাধরা! মরণভিতু! চুপ রহো!' *নজরুল*, ১৯২৪।

জামাই [স জামাতৃ] *বি* মেয়ের স্বামী। 'অনুমতি রাখ জামাই হইআ প্রবোধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জামাই আদর [জামাই+স আদর] *বি* (ব্যঙ্গ) জামাইয়ের মতো বিশেষ আদর-যত্ন। 'আঁধার কক্ষে জামাই আদরে বেঁধেছে শিকল প্রণয়-ডোরে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জামাইনাড়ু [জামাই+নাড়ু] *বি* ধানের নাম। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জামাই পিঠা [জামাই+স পিষ্টক] *বি* পিঠাবিশেষ। 'জামাই পিঠা, বউ পিঠা, আরও কত কি?' *জসীম*, ১৯৬০।

জামাইবাড়ি [জামাই+স বাটী] *বি* জামাতার ঘর। 'হালিমকে গালাগালি করিবার জন্যই ... জামাইবাড়ি চলিয়া আসেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জামাইষষ্ঠী [জামাই+স ষষ্ঠী] *বি* জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লষষ্ঠীতে জামাইকে নিমন্ত্রণ ও উপহার প্রদানের হিন্দু আচারবিশেষ। 'তাঁহাদিগকে জামাইষষ্ঠী পাঠাইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জামাঞি [স জামাতৃ] *বি* জামাই। 'জামাঞি শ্বশুর দ্বন্দ্ব হইল বহুকাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জামাত [আ জমায়াত] *বি* ইসলামমতে নামাজে পড়ার শ্রেণীবদ্ধ সারি। 'সকলে আসিয়া জামাতে দাঁড়াল, কণ্ঠে কালাম পড়ি।' *জসীম*, ১৯৫১।

জামাতখানা [আ জমায়াত+ফা খানা] *বি* যে স্থানে অনেক লোক সমবেত হয়। 'প্রতি জামাতখানাতে একটা সুন্দর প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক থাকে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

জামাতা [স] *বি* কন্যার স্বামী। 'নদীয়া-নিবাসী বিশারদের জামাতা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জামাতৃ [স] *বি* জামাই। **জামাতৃগৃহ** [স] *বি* জামাইয়ের বাড়ি। '... দৌহিত্রমুখ নিরীক্ষণের পূর্ব্বে জামাতৃগৃহে অভ্যবহারেও বিমুখ থাকেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জামাদার [আ জমা+ফা দার] *বি* জমাদার; কর্মচারী। 'তাহাও ওাকীফ নহি তোমার জামাদারে।' *বোগল*, ১৭৭০।

জামানত [আ] *বি* জামিনস্বরূপ গচ্ছিত অর্থাদি। 'রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

জামানতনামা [আ জামানত+ফা নামাহ্] *বি* যে পত্রে জামানতের শর্তাদি লেখা থাকে। 'রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

জামানা [আ জমানাহ্] *বি* যুগ। 'অত আগারপাগার ভেবে কাজ কল্লে আর এ জামানায় কোন কাজ করা যায় না।' *লালন*, ১৮৯০।

জামায় [স জামাতা] *বি* জামাই। 'শুনে জামায়ের প্রতি কহিল শুন্দরী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জামায়েত [আ জমায়াত] *বিণ* একত্রে সমবেত। 'আজিও তেমনিই জামায়েত হয় ঈদগাহে মসজিদে।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

জামাল [আ] *বি* রূপ। 'কার হবে আর রৌশন এমন জামাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

জামিওয়ার [ফা জামওয়ার] *বি* ফুলতোলা দামি কাশ্মীরি শালবিশেষ। 'নিলেম থেকে দাঁওয়ে কেনা ঘরোওয়ানার আসল জামিওয়ার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

জামিদার [ফা জমীনদার] *বি* জমিদার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জামিদারিক [ফা জমীনদার>+স ইক] *বিণ* জমিদারি সম্বন্ধীয়। 'জামিদারিক ভাষার আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জামিন, জামীন [আ] **১** *বি* অপরকে হাজির করার দায়িত্ব। 'জামিন লইয়া মোরে দিয়াছে খালাস।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* অপরের দায় গ্রহণকারী। 'দালাল ছাড়াইলে কুম্পানির দাদনির দফার জামিন কেহ থাকে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *বি* জামানত। 'হাজার টাকার জামীন দিয়া অছি মোকরর হইয়া সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭; 'জামিন লইয়াই হউক বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হোক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

জামিনদার [আ জামিন+ফা দার] *বি* যে অন্যের পক্ষে দায়ী থাকতে রাজি হয়। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'জামিনদারের কাছে ব্যাংক টাকা চাইব কেন?' *মনসুর*, ১৯৫৩।

জামিননামা [আ জামিন+ফা নামাহ্] *বি* দায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকারপত্র। 'নিজে জামিননামা সম্পাদন করিয়া দেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

জামিনস্বরূপ [আ জামিন+স স্বরূপ] *ক্রিবিণ* জামানত হিসেবে। 'কোম্পানির কাগজ জামিনস্বরূপ রাখিলে জামিনীর বিবেচনা করা যাইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

জামিনি, জামিনী [আ জামিন>] **১** *বি* জামিনের দায়িত্ব বা কাজ। 'ওই জামিনির জন্যে দালালি খরচ বদস্তুর সাবেক থান করা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* জামানত। 'তাহা জামিনি আনিত শ্রীযুত দত্ত দেওয়া মহাসয়।' *ভেরলি*, ১৭৯৭। **৩** *বি* (হাজির বাবদ) করবিশেষ। 'হাজির জামিনী দিয়া মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

জামিনে [আ জামিন>] *বি* জামিনদার। 'পেশাদার জামিনেরা তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জামীনীপত্র [আ জামিন+স পত্র] *বি* জামিন হওয়ার স্বীকৃতিপত্র। 'এই করারে জামীনীপত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

জামিনি[১] [স যামিনী] *বি* রজনী; রাত। 'জামিনি আথ আঁধার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'প্রসন্নত নদ নদি প্রসন্ন জামিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জামিনি[২] *দ্র* **জামিন**

জামিনী *দ্র* **জামিন**

জামিনে *দ্র* **জামিন**

জামিয়ার [ফা জামওয়ার] *বি* মূল্যবান কাশ্মীরি শালবিশেষ। 'একটি দামী পুরাতন জামিয়ার বাহির করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জামির, জামীর [স জম্বীর] *বি* বড়ো আকারের অম্লস্বাদযুক্ত লেবু। 'গোটা কাসন্দি তায় জামিরের রস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কুল আম জামীর খাইতে মন ধাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

জামীনীপত্র *দ্র* **জামিন**

জামে মসজিদ [আ] *বি* (ইসলাম) বড়ো জামাত অনুষ্ঠানের উপযোগী মসজিদ। 'জামে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

জাম্পার [ই] *বি* হাতাওয়ালা বা হাতাছাড়া উল দিয়ে বোনানো উষ্ণ বস্ত্রবিশেষ। 'সে মেশিনে শীতের সোয়েটার আর জাম্পার তৈরি হবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

জাম্বীর [স জম্বীর] *বি* বড়ো আকারের লেবুবিশেষ। 'জাম্বু জাম্বীর আম্বড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জাম্বু [স জম্বু] *বি* জাম। 'জাম্বু জাম্বীর আম্বড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জাম্বুবান [স] *বি* হিন্দুপুরাণে বর্ণিত ভল্লুকরাজ। 'হনুমান, জাম্বুবান ও ঋক্ষসৈন্য দ্বারা পরিবৃত হইয়া যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জাম্বুরা [স জম্বীর] *বি* বাতাবি লেবু। 'টইটুম্বুর সুগোল জোড়া জাম্বুরা যেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩। *দ্র* **জাম্বীর**

জায় [ফা জাই] *বি* বিবরণ; তালিকা। 'জায় মাফিক দীয়া জে বাকী থাকিবেক ...।' *মেয়র্স*, ১৭৭০।

জায়দাদ [ফা] **১** *বি* জমির চুক্তি। 'সালিয়ানা সুদ আদায় করিবার জন্যে মাকুল এক জায়দাদ মোকরর হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। **২** *বি* বিবরণ। 'আর জে সকল জিনিষ ছিল তাহার জায়দাদ সিন্দুক লম্বা ১২ ইঞ্চি চৌড়া ৯ ইঞ্চি উচা ৭ ইঞ্চি।' *ক্যালগে*, ১৮০০। **৩** *বি* ভূসম্পত্তি। 'জহরাৎ আভরণ ও জায়দাদ ইত্যাদিতে ৬০ লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

জায়পত্র [ফা জায়+স পত্র] *বি* হিসাবের ফর্দ; তফসিল। 'এমন শুনিঞা সাধু খুল্লনার ভারথি জায়পত্র লিখিবারে দিল অনুমতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জায়বদলি [ফা জায়+আ বদল>] *বি* বিনিময়। 'জায়বদলি বা Exchange স্বরূপ তাঁর সহোদরার পাণিপীড়ন করলে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জায়গা [ফা জায়গাহ্] **১** *বি* জমি। 'পঁহের জায়গা।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সেই জায়গাতে একটা পুস্কর্ন পুরিয়া কোটা এমারত দেওয়াল ওগয়রহ অনেক দফায় খরচ অনেক করিয়াছী।' *মেয়র্স*, ১৭৭০। **২** *বি* পদ। 'তাহার বড় সাহেবির জায়গা খালি হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

জায়গাজমি [ফা জায়গাহ্+ফা জমীন] *বি* ভূসম্পত্তি। 'সব জায়গাজমি বিক্রী করে বেরিয়ে পড়ল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জায়গা জোড়ানো *ক্রি* স্থান পাওয়া। 'আমার এক তিল জায়গা জোড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জায়গায় জায়গায় [জায়গায় জায়গায়] *ক্রিবিণ* স্থানে স্থানে। 'তফসিল মনফুক এই সকল ... জায়গায়২ মোকরর।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

জায়গা রাখা *ক্রি* স্থান দেওয়া। 'পরস্পরের জন্য যথেষ্ট জায়গা রেখে দিই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জায়গির, জায়গীর [ফা জাগীর] **১** *বি* দান বা পুরস্কার পাওয়া নিষ্কর জমি। 'অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির তাঁর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'তাহার সালিয়ানা লক্ষ টাকার জায়গীর আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* শিক্ষার্থী সন্তানদের পড়ানোর বিনিময়ে পরিবারে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। 'একটা কলেজে পড়া ছেলেকে জায়গীর রেখেছেন।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

জায়গিরদার, জায়গীরদার [ফা জাগীরদার] *বি* জায়গিরের মালিক। 'জায়গিরদার ও তালুকদারগণ যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাই করে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬; 'বড় জায়গীরদার মাকিনো তাঁর চরিত্রের খ্যাতি শুনে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

জায়গিরদারি, জায়গিরদারী [ফা জাগীরদার>] *বি* রাজা বা সরকার প্রদত্ত জমিদারি বা ভূসম্পত্তির ভোগ-দখল। 'সেখানে সেদিন পর্য্যন্ত জায়গিরদারী প্রথা অটুট ছিল।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

জায়গিরনামা [ফা জাগীরনামাহ্] *বি* জায়গিরের স্বত্ববিষয়ক পত্র। 'নিজের নামে জায়গিরনামা লিখিয়ে ঝাঁসিরাজ্যের ... তহসিলদারদের পাঠালেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

জায়গিরি, জায়গিরী [ফা জাগীর>] *বি* ভূসম্পত্তির অধিকার। 'গুজরাট জায়গিরী আর দিব মধুপুরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জায়দাদ *দ্র* জায়

জায়নামাজ [ফা] *বি* ইসলামিমতে উপাসনার আসনবিশেষ। 'মগরেবের সময় জায়নামাজে বসেন, আর এশার নামাজ শেষ করে তবে ওঠেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

জায়পত্র *দ্র* জায়

জায়ফল [স জাতীফল] *বি* একপ্রকার সুগন্ধযুক্ত বীজ; জাতিফল। 'অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জায়বদলি *দ্র* জায়

জায়মান [স] *বিণ* জন্মলাভ করছে এমন। 'সংশয় ত্যাগ করিয়া মরণাবধারণে জায়মান আনন্দসন্দেহে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

জায়া [স] *বি* স্ত্রী। 'বঙ্গে জায়া নিলেসি।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

জায়াকেন্দ্রিক [স] *বিণ* স্ত্রীকে কেন্দ্র ক'রে ঘটে এমন। 'স্বামীর শোক খুবই জায়াকেন্দ্রিক।' *জীবন*, ১৯৪৮।

জায়াঘ্রাণহীন [স] *বিণ* স্ত্রীর সংস্পর্শহীন। 'তার কামস্পর্শহীন জায়াঘ্রাণহীন আনন্ত্যকে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

জায়েজ [আ জাইজ] *বিণ* বৈধ। 'কাউন্সিলে যাওয়া কেবল জায়েজ নহে বরং বিশেষ কর্ত্তব্য।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

জার[১] *সর্ব* যার। 'আল রাধে জার ধুনী সরগ দুআরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জার[২] [স] **১** *বি* উপপতি। 'সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* গোপন প্রণয়। 'কদাচিত না করিমু পরদার জার।' *সুলতান*, ১৭০০।

জার[৩] [স জ্বল্>] *বিণ* জ্বলন্ত। 'করএ বিলাস দীপ লএ জার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জার[৪] [স জাড্য] *বি* শীত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জারানো *ক্রি* শিহরিত হওয়া। 'দেখলে গা জারিয়ে আসে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

জার[৫] [ই] *বি* রাশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক শাসক। 'জারের আমলে সেখানকার সাধারণ মানুষের অবস্থা আমাদের দেশের মতোই ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

জার-তন্ত্র [ই জার+স তন্ত্র] *বি* জারের শাসন। 'রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলশেভিক তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জারক [স] *বিণ* হজমকারক। 'প্রথমে জারক লেবু প্রভৃতি টোটকার ব্যবস্থা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

জারকরস [স] *বি* পরিপাককারী রস। 'জঠরে জারকরস অনেকের পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জারজ [স] *বি* বিবাহবহির্ভূত সন্তান। 'যে কর্ম্মে জারজ আহ্মি আপনে বুলিলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জারজা [স] *বিণ স্ত্রী* বিবাহবহির্ভূত কন্যা। 'জারজা কন্যাকে বিবাহ করিলে কি প্রকারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

জারজার [ফা] *বিণ* একান্ত কাতর। 'জার জার হইয়া নবী কান্দিল বিস্তর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জারদর্জি [আ জার+ফা দরজী] *বি* কাপড়ের উপরে যে নকশা করে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জারমান, জারম্যান [ই] *বি* জার্মানির অধিবাসী। 'একজন জারমানকে বিবাহ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'ইংলিশ, আর্মেনিয়ান, জারম্যান।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

জারল [স জারি>] *ক্রি* জর্জ্জর করলো। 'জারল বীখ ভরল সব অঙ্গে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জারা[১] [স জৄ>] **১** *ক্রি* জর্জ্জরিত হওয়া। 'ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *ক্রি* দগ্ধ হওয়া। 'মনমথ পাপ দহনে তনু জারত।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* জারিত বা শোধন করা। 'এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জারা[২] [স জর্জ্জর] *বিণ* জর্জ্জরিত। 'কাঁচা বাঁশে ঘুণে জারা না চিনিলে ঘটিবে দায়।' *লালন*, ১৮৯০।

জারি[১]**, জারী** [আ] **১** *বি* কার্যকর। 'গুজর ওছিলা জারি হইবেক না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বিণ* চালু। 'বিমার যে ধারা বিলায়েতে জারি আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **৩** *বি* প্রবর্তন। 'আইনের মতে নির্দ্দিষ্টিয়া জারী করিলেন।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'জেনরল বাহাদুর এই হুকুম জারী করিয়া আমারদিগের জাতিধর্ম্ম রক্ষাকরণপূর্ব্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **৪** *বি* প্রয়োগ। '... দুষ্ট প্রজা ব্যতীত নির্দ্দোষ প্রজার বিরুদ্ধে কোন জমিদার হপ্তম বা পঞ্চম আইন জারী করেন না।' *প্রভাকর*, ১৮৫২। **৫** *বি* বড়াই; অহংকার। 'কিসের জারি করিয়া বেড়ায়।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **৬** *বিণ* উপস্থিত। 'ঐহিক দ্বারে রসিক গণ্য ঘুকসি জারি প্রেম-টাকশালে।' *লালন*, ১৮৯০।

জারিজুরি, জারী জুরি [আ জারি>] **১** *বি* বড়াই; বাহাদুরি। 'অনেক বাবুগিরি জারিজুরি করিয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'ভ্রমর ভাঙ্গিব তোর জারী জুরি আজ।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বি* কলাকৌশল। 'বাঙালিয়ানার সমস্ত জারিজুরি ধরে ফেলেছে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

জারি[২] [ফা] **১** *বি* শোকগীত। 'হইল বহুত সুর কান্দনের জারি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* কান্না। 'হায় হায় করে মর্দ্দ করে বড় জারি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জারিগান [ফা জারি+স গান] *বি* মুসলমানদের ধর্মীয় কাহিনিনির্ভর গানবিশেষ। 'জারিগান আর গাজির গানেতে সারা গ্রাম চঞ্চল!' *নজরুল*, ১৯২৮।

জারিত [স] *বিণ* শোধিত। 'তীব্র জারক রসে জারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জারুণি [স জার>] *বি* গালিবিশেষ; উপপতি নিয়েছে যে। 'ওরে ভাতারখাইকা জারুণি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

জারুয়া [স জার>] *বি* বিবাহবহির্ভূত সন্তান। 'জারুয়া বলিয়া গালি মুখে জেন চুনকালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জারুল *বি* এক প্রকার গাছ ও তার ফুল। 'আবলুস, জারুল, সুন্দরি, পশরি, কৃপা কণ্টকি প্রভৃতি কাষ্ঠ নানা কর্ম্মোপযোগি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'জারুল ফুল পারুল ফুল ফুটল রে।' *নজরুল*, ১৯২২।

জারেজার [ফা জারজার] **১** *বিণ* একান্ত কাতর। 'দেখিলাম সিয়া মুখ কান্দে জারে জার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* ক্ষতবিক্ষত। 'তোমার সমস্ত শরীর জখমে-খুনে জারেজার।' *শওকত*, ১৯৬২।

জার্নাল [ই] *বি* সাময়িকপত্র। 'বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌ল্‌স ম্যাগাজিন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'জার্নালের পাতা নেড়েচেড়ে দেখছে উৎপলা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

জার্নালিজম [ই] *বি* সাংবাদিকতা। 'জার্নালিজম করতে পারে বিলেতে গিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

জার্নালিস্ট [ই] *বি* সাংবাদিক। 'জার্নালিস্ট হলে ... একবার ফিরে তাকাতে পারত।' *জীবন*, ১৯৩২।

জার্নি [ই] *বি* ভ্রমণ। 'একে সন্ধেরাত, তার ওপর শীত, তদুপরি জার্নির স্ট্রেন।' *জীবন*, ১৯৩১।

জার্ম [ই] *বি* জীবাণু। 'মুড়ির সঙ্গে ছেলে তোর জার্ম খাচ্ছে জানিস?' *মানিক*, ১৯৩৬।

জার্মান [ই] *বি* জার্মানির নাগরিক। 'এদের 'খুকরি' দেখলে এখনও জার্মানরা রাইফেল ছেড়ে পালায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

জার্মানি [ই] *বিণ* জার্মানির। 'ধর্মিনী নয়, জার্মানি শেল!' *নজরুল*, ১৯৩১।

জার্মেন, জার্ম্মেন [ই] *বি* জার্মানির নাগরিক। 'জার্ম্মেন ও ডেনিশদের মত।' *জীবন*, ১৯৩২।

জাল[1] [স] *বি* রাশি। 'আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জাল[2] [স] *বি* পাশ নামক যুদ্ধাস্ত্র। 'কণ্ঠযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জাল[3] [স জ্বাল>] *বি* জ্বালা। 'তখন বিষের জালে দগধ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জাল দেওয়া ১ *ক্রি* উত্তপ্ত করা। 'আলস্য তেজিয়া জাল দিবে দুই দণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সিদ্ধ করা। 'তোমার জাল-দেওয়া দুধ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

জাল[4] [স] **১** *বি* ফাঁদ। 'তণ্ডুল কনা দিয়া জাল সে পেলিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মাছ ধরার উপকরণ বিশেষ। 'পড়িব বোদালি বন্দি ধীবরের জালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* মাকড়সা নির্মিত শিকার ধরার ফাঁদ। 'মাকড়সার জালে হঠাৎ জড়াইয়া পড়িল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* জট। 'বাস্তবিকে কাল্পনিকে জড়িয়ে-জড়িয়ে কী যে একটা জাল পাকিয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৫** *বি* আবেশ। 'আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

জাল কাটা *ক্রি* ঝামেলামুক্ত হওয়া। 'একটা জাল কাটিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জাল ফেলা ১ *ক্রি* মাছ ধরা। 'জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *ক্রি* সুরবিস্তার করা। 'রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

জালবদ্ধ [স] *বিণ* জালের মতো পাতলা বুননের কাপড় দ্বারা আবৃত। 'শিখ সর্দারজীদের জালবদ্ধ দাড়ির হরেক রকম বাহার।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জালবুনন [স জাল+হি বুননা] *বি* ফাঁক ফাঁক করে বোনা সুতা। 'জরা যেন জালবুনন, যত দীর্ঘই হোক ফাঁকে ফাঁকা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

জাল-বুনানি পথ *বি* মাছধরার জাল রোদে শুকানোর সময়ে এর উপর সূর্যের আলো পড়লে যেরকম পথদৃশ্য তৈরি হয়। 'বাঁশবনের আলোছায়ার জাল-বুনানি পথ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জালাবৃত [স জাল-আবৃত] *বিণ* জালে বন্দী। 'তুমি জালাবৃত পক্ষীর ন্যায়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

জাল[5] [আ] **১** *বিণ* বানোয়াট। 'জাল সালীসিনামাহ্‌য়ের তৈয়ার করনে কসুরে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৮। **২** *বি* কৃত্রিমতা। 'অসত্য-জাল দ্বারা কি সত্যকে একেবারে আচ্ছন্ন রাখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বিণ* নকল। 'তাহাকে প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্ত এক জাল লেখ্যপত্র প্রস্তুত করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জাল-কর্তা [আ জাল+স কর্তা] *বি* নকল কর্তাব্যক্তি। 'সব জাল-কর্তা আর জাল-গিন্নি/ শালগ্রাম আর পিরের সিন্নি।' *অমৃত*, ১৯০০।

জালখত [আ জাল+আ খত] *বি* নকল দলিল। 'রোজন ক্রেন্‌জ জালখত প্রস্তুত করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

জাল-গিন্নি [আ জাল+স গৃহিণী] *বি* নকল গৃহিণী। 'সব জাল-কর্তা আর জাল-গিন্নি/ শালগ্রাম আর পিরের সিন্নি।' *অমৃত*, ১৯০০।

জাল-জালিয়াতি [আ জাল+আ জালিয়াত>] *বি* ধোঁকাবাজি। 'কত লোকে জাল-জালিয়াতি করিয়া ইহকাল পরকাল খোয়াইতে উদ্যত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জাল-জুয়াচুরি [আ জাল+জুয়াচোর>] *বি* ধোঁকাবাজি। 'জাল-জুয়াচুরির সাহায্যে কত বড় বড় ওয়াকফ স্টেট চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩৩।

জাল-জোচ্চুরি [আ জাল+জুয়াচোর>] *বি* প্রতারণা। 'ধাপ্পাবাজি জাল-জোচ্চুরি করার ক্ষমতা যার আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

জালদড়ি [স জাল+স দোরক>] *বি* চুল বাঁধার উপকরণবিশেষ। 'জালদড়ি বান্ধিয়া রঞ্জিত কৈল কেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জালপত্র [আ জাল+স পত্র] *বি* মিথ্যা দলিল। 'ক্লাইব সাহেব এই বিষয় সাধনার্থ মিথ্যা কথন, কপট ব্যবহার, প্রতারণা, জালপত্র প্রস্তুতকরণ, কৃত্রিম নাম স্বাক্ষরকরণ ইত্যাদি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জাল-ফাঁদ [স জাল+ফা ফন্দ] *বি* জাল দিয়ে তৈরি ফাঁদ। 'জাল-ফাঁদ ধনে আড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জালবাজ [আ জাল+ফা বাজ] *বিণ* কপটতায় পটু। 'সকলেই মিথ্যেবাদী ও জালবাজ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জালসাজ [আ জাল+ফা সাজ] *বিণ* জালকারক; জালিয়াত। 'লেঠেরা, ফেঁসেড়া, জালসাজ প্রভৃতি বদমাইশ মাত্রের বোধক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

জালসাজী [আ জাল+ফা সাজ>] *বি* জালিয়াতি। 'খুড়র জালসাজী ধরিয়া ... সাজা দিতে আজ্ঞা হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

জালসাজে [আ জাল+ফা সাজ>] *বিণ* প্রবঞ্চক। 'কোন জালসাজে জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

জাল[6] বহুবচন নির্দেশক অনুসর্গ। 'মাতৃভাষা-রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

জালক [স] *বি* জানালা। 'রথের জালক অর্থাৎ জানালা দিয়া হস্ত, পদ ও মস্তক প্রসারিত করিয়া দেওয়াতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জালনা [প জানেলা] *বি* বাতায়ন। 'কোনো-একটি জানলা থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জালা[1] [পা] *বি* অগ্নিশিখা। 'ণউ খর জালা ধূম ণ দিশই।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০।

জালা[2] [ফা] *বি* মাটির তৈরি বড়ো পাত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'নাই উনুন জ্বালা, একি জ্বালা, জালায় নাই জল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জালা[3] [স জ্বালা] *বি* জ্বালা। 'কত না সহিব রে কুসুমশরজালা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জালে** *ক্রিবিণ* যন্ত্রণায়। 'নিদ্রা নাহি হয় খুদ্যা পিপীলিকার জালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জালা[4] [স জ্বাল>] *ক্রি* প্রজ্বলিত করা। 'আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জালাও** *ক্রি* জ্বালাও। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **জালাঞা** *ক্রি* জ্বালিয়ে। 'অজরাহ জবরজস্তি খামখায় দেহতপুরকে

জালাএগ্রা পোড়াএগ্রা ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৭। **জালালে** *ক্রি* প্রজ্বলিত করলে। 'সন্ধ্যার পর ... শিবের ঘরে বাতি জালালে তবে জল খাবে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **জালি** *ক্রি* জ্বেলে। 'পঞ্চশিখা জালি পুন করে বন্দীপনা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জালিআ** *ক্রি* জ্বেলে। 'জালিআ ঘৃতের বাতি গায়েন প্রসাদের আদরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জালিআঁ** *ক্রি* জ্বেলে। 'কালি নী রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জালিব** *ক্রি* জ্বালবো। 'কুণ্ড কুড়ি জালিব আনল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জালিয়া** *বি* জ্বেলে। 'জোগে অগ্নি জালিয়া দহিলা কলেবর।' *মালাধর*, ১৫০০। **জালিল** *ক্রি* জ্বাললো। 'আগুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জালী** *ক্রিবিণ* জ্বেলে। 'মরিবোঁ জালী আগুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জাল্যা** *ক্রি* জ্বালিয়ে। 'তবে সে করিহ বীরে প্রাণিবধ দণ্ড বাপের পুণ্যেতে মোরে জাল্যা দেহ কুণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জালে** *ক্রি* প্রজ্বলিত করে। 'আরে কে না জালে ফুকে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জালাতন [ফা জালওতন] *বি* বিরক্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **জ্বালাতন**

জালাতিয়া *বিণ* সঞ্চয়ী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জালানি [স জ্বালানি] *বিণ* জ্বালানো হয় এমন। 'অনেকগুলি জালানি কাষ্ট ও কয়লা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

জালানিকাষ্ট [স জ্বালানিকাষ্ঠ] *বি* জ্বালানি কাঠ। 'জালানিকাষ্ট আনিতে ৫০০ পাচ সত টাকা লইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জালাবৃত *দ্র* **জাল**[৪]

জালায়ন [স জালক] *বি* চিক; বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি পর্দা। 'মৌন জালায়ন তুলে।' *জীবন*, ১৯২৭।

জালালী কবুতর [জালাল+ফা কবুতর] *বি* পোষা নয় এমন একজাতের কবুতর। 'অগণিত জালালি কবুতর ঘরে ফিরে আসছে।' *মুনীর*, ১৯৬৩।

জালাসাচ [আ জাল>] *বিণ* প্রতারক। 'দুই তিন ঘণ্টা যাবতীয় বক্বলিয়া ও জালাসাচ লোক ... সহিত বকাবকি করিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

জালি[১] [স জাল>] **১** *বি* জালের মতো বোনা কাপড়। 'খাটায়্যা মসারী জালি শয়ন করিল শশিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মেয়েদের মুখের অংশবিশেষ ঢেকে রাখে জালের মতো এমন পোশাক। 'আপন২ পসন্দ মত পোষাক ... যথা পাজামা, কুরতি, দোপাট্টা, আস্তিন, জালি ...।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* আরব দেশীয় অলংকারবিশেষ। 'ললাটের উপরিস্থিত মালার জালি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৪** *বি* মাছ ধরার জাল। 'একে যাই ধেপো বিলি তাতে বই ঠেলা জালি ওঠে শামুকের ভারা।' *লালন*, ১৮৯০।

জালি[২] [স জালক>] *বিণ* কচি। 'জালি কুমড়া ছিঁড়ে কেন করলি জাতের খোঁটারে।' *জসীম*, ১৯২৭; 'জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু।' *জসীম*, ১৯২৯।

জালিআ [স জাল>] *বি* নৌকার প্রকারবিশেষ। 'মাছুয়া গোরাপ পাঁতি জালিআ ভাওরি নানা রঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জালিআত [আ] *বি* জালকারক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জালিআতি [আ জালীয়াত>] *বি* জাল করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জালিক [স] *বি* জেলে। 'নদীতট হেরো হোথা জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জালিবোট [ই] *বি* জাহাজের সঙ্গে বেঁধে-রাখা ছোটো নৌকা। 'জালিবোট জুটানো বড্ড শক্ত।' *জীবন*, ১৯৩২।

জালিম [আ] *বি* অত্যাচারী। 'কাহে কো ডালিয়া যাহ জালিমের হাতে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আজ জাল ফেলেছে জালিম যত জমাদারের চরে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

জালিমশাহী [আ জালিম+ফা শাহী] *বি* অত্যাচারী শাসনামল। 'জালিমশাহীর বিপক্ষে রায় দিয়ে আদর্শ ও মানবতাকেই সমর্থন জানিয়েছেন।' *বেগম*, ১৯৫৪।

জালিয়া [স জাল>] *বি* জেলে। 'দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জালিয়াত, জালিয়াৎ [আ] **১** *বি* প্রতারণা। 'হলধর ... ফ্যের ফন্দিতে ও জাল জালিয়াতে প্রকৃত শুভঙ্কর।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* প্রবঞ্চক। 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জালিয়াতি [আ জালিয়াত>] *বি* ধোঁকাবাজি। 'না অনুভব করিয়া কবি হইবার এক প্রকার গিলটি করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

জালুন *বি* তুলার প্রকারবিশেষ। 'জালুন তুলা আটার টাকা মোন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

জালুয়া [স জাল>] *বি* জেলে। 'কোন জালুয়ার মাছ সে খেয়েছে/ নাহি দিয়ে তার কড়ি।' *জসীম*, ১৯২৯।

জালেম [আ জালিম] *বি* অত্যাচারী। 'কিবা যাকে জালেমে জুলুম করি কাড়ে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জাসু [প্রা যস্‌স] *সর্ব* যার। 'জাসু সুণন্তে তুট্টই ইন্দিআল।' *চর্যা* ৩০, ১২০০।

জাসুগিরি [আ জাসূস>] *বি* ধূর্ততা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জাস্টিস [ই] *বি* বিচারপতি। 'বেগম জাস্টিস আসির শিশুদের ...।' *বেগম*, ১৯৬০।

জাস্টিস অব পিস [ই] *বি* স্থানীয় আদালতে কম গুরুতর বিষয়ের বিচারক। 'যাঁহারা জাস্টিস অব পিস হবেন তাঁহাদিগের হুকুম এদেশের সর্বস্থানে জারি হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জাস্তি [ফা জিয়াদতী; আ জিয়াদত] *বিণ* অধিক; প্রচুর। 'জাস্তি না মেলে তবু খুশি রব থোড়াতেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জাস্তুতো [স জ্যেষ্ঠতাত] *বিণ* জেঠাতো। 'ওর জাস্তুতো ভাইটে বড় ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

জাহগিরদার [ফা জাগিরদার] *বি* জায়গিরের মালিক। 'কালিঞ্জরের জাহগিরদার চৌবে এবং বাণপুরের মর্দন সিং-এর মধ্যস্থতায় ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

জাহা *সর্ব* যা কিছু। 'সোনা রুপা কাপড় জাহা হয়ে সোদ দেও তবে আমার এতবার হয়।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

জাহার *সর্ব* যার। 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জাহার অধিকার।' *মালাধর*, ১৫০০।

জাহাঁপনা [ফা জহান-পনাহ] *বি* সম্মানসূচক সম্বোধন। 'কাজি কহে জাঁহাপনা কত কব আর।' *ভারত*, ১৭৬০।

জাহাঁবাজ [ফা জাহানবাজ] *বিণ* দুর্দান্ত; সাহসী। 'জাহাঁবাজ কিশোরীর দাপাদাপি মনে পড়েছিল রে?' *নজরুল*, ১৯২৭।

জাহাগিরনগর [ফা জাহানগীর+স নগর] *বি* জাহাঙ্গীরনগর; ঢাকা। *এডমন*, ১৭৯০।

জাহাজ [আ] **১** *বি* বড়ো জলযান। 'তাহার জাহাজ ও নৌকা সকল ডুবিয়া

গেল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* রণতরী। 'দেশী জাহাজ।' *ওর্সা*, ১৭৮৫।

জাহাজঘাট [আ জাহ্‌জ+স ঘট্ট] *বি* জাহাজে যাত্রী ও মালামাল ওঠানো-নামানোর ঘাট। 'জাহাজঘাটে স্টিমার ভিড়িলে কুবের গিয়া ... দাঁড়াইয়া থাকে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

জাহাজঘাটা [আ জাহাজ+স ঘট্ট] *বি* জাহাজ থামা ও ছেড়ে যাওয়ার স্থান। 'আয় এ সোনার নায়/ ধরিয়া দীনের রশি/ কলেমার জাহাজঘাটায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

জাহাজ-ডুবি [আ জাহাজ+ডুবি] *বি* জাহাজ ডুবে যাওয়া। 'যেদিন তুফান উঠল সেদিন খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে জাহাজ-ডুবি আসন্ন হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জাহাজ-যাত্রী [আ জাহাজ+স যাত্রী] *বি* জাহাজে ভ্রমণ করছে এমন যাত্রী। 'জাহাজ-যাত্রীদের সমস্ত জিনিসপত্র।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

জাহাজারোহণ [আ জাহাজ+স আরোহণ] *বি* জাহাজে আরোহণ। 'অনুমতি না পাইয়াও দেনমার্কীয় এক জাহাজারোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

জাহাজি, জাহাজী [আ জাহাজ>] ১ *বি* জাহাজে বাণিজ্য করে যে। 'সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'জাহাজি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* জাহাজে বহন করা হয় এমন। 'জাহাজি দ্রব্যের পরমিটে অধিক লভ্য জানিয়া তাহারি প্রবলতা করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *বি* জাহাজের চালক। 'জাহাজীরা যাদের মানে — হাজা-মজ্জার হিসাব জানে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৪ *বিণ* জাহাজে প্রচলিত। 'জাহাজে থাকবার সময় জাহাজী কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'জাহাজি ভাষায় আঁকে এশিয়ার বিচিত্র ভূগোল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ৫ *বিণ* জাহাজে অতিক্রান্ত। 'জাহাজী জীবনের অনির্দিষ্ট দিনগুলোর একটি দিন শুরু হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

জাহাজীয় [আ জাহাজ+স ঈয়] *বিণ* জাহাজের কাজের সঙ্গে যুক্ত এমন। 'জাহাজীয় সমাজের প্রথম বার্ষিক বৈঠক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

জাহাত [স যৎ>] *সর্ব* যার। 'জাহাত লাগিআঁ নিজ পতি না চাহীল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জাহাতে *সর্ব* যাতে। 'জাহাতে হল্য কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জাহার *সর্ব* যার। 'তিন ভুবনে জানি তপস্যা জাহার।' *বড়ু*, ১৫৭০।

জাহারা *সর্ব* যারা। *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

জাহের *সর্ব* যার। 'জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

জাহেরি *সর্ব* যার। 'পদযাবক রস জাহেরি হৃদয় অছ আও কি কহব অনুরাগে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জাহান [ফা] *বি* বিশ্ব। 'সেইরূপে পয়দা হইল দুনিয়া জাহান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জাহাননুরী [ফা জাহান+আ নূর>] *বি* বিশ্বজগতের আলো। 'জাগ তুমি জাহাননুরী আলোয় ভর দিক আবার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

জাহান্নাম, জাহান্নম [আ] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী নরকবিশেষ। 'একেবারে জাহান্নামে দাখিল সে হয়।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'নরক ও জাহান্নম পৃথিবীর দুঃখ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জাহান্নামী [আ জাহান্নাম>] ১ *বিণ* ইসলামমতে নরকবাসী। 'তুই ত আজই জাহন্নামী (প্রধান নারকী) হইলি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* জাহান্নামের মতো। 'জাহান্নামী জঠরজ্বালা নিবৃত্ত করিয়া আসিতেছিল ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

জাহান্নামে যাওয়া [স] *ক্রি* গোল্লায় যাওয়া; সর্বনাশের পথে যাওয়া। 'ব্যবসায়ীর লাভ হউক অথবা সে জাহান্নামেই যাউক ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

জাহান্নামের খেলা *বি* ভয়ঙ্কর কাণ্ড। 'আগুন পেলেই জ্বলবে সেথায় জাহান্নামের খেলা।' *জসীম*, ১৯২৯।

জাহাবাজ [ফা জাহানবাজ] *বিণ* যুদ্ধবাজ। 'বড় জাহাবাজ লাড়কা রূপে অনুপাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জাহাবাজী [ফা জাহানবাজ>] *বি* যোদ্ধা। 'সবে জেরাপোস গায় বড় জাহাবাজী।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জাহির, জাহীর [আ] ১ *বি* প্রকাশ। 'জাহির করিবে গুণ জিয়াইয়া মরা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* প্রদর্শন। 'কেরামতে দুনিয়াতে করিলে জাহীর।' *ভবানী*, ১৮২৮।

জাহিরি [আ জাহির>] *বি* প্রদর্শনের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জাহিলি [আ জাহিল>] *বিণ* নিষ্ঠুর। 'অকর্ম জাহিলি কার্যে নরকেত পড়ে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জাহের [আ] ১ *বিণ* প্রকাশ্য। 'জাহের বাতেন নাম মহিমা প্রকাশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* ব্যক্ত। 'যে সব বাত তুমি জাহের করলে সে সব সাচ্চা বাত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জাহেরি, জাহেরী [আ জাহের>] ১ *বিণ* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী অ-মরমি। 'হানিফী, লা-মজহাবী ও জাহেরী, বাতেনী দলের সমস্যা ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩। ২ *বিণ* প্রকাশ্য। 'সেই লোককে আমি জাহেরি-বাতেনি উভয় প্রকারের জ্ঞান দান করিয়াছি।' *মনসুর*, ১৯৫০।

জাহেল [আ জাহিল] *বিণ* মূর্খ। 'যাহারা জাহেল এবং ধর্মবিষয় অনভিজ্ঞ ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

জাহ্নবী [স] ১ *বি* গঙ্গা। 'জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* নদী। 'তোমারি জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জাহ্নবীপ্রবাহ [স] *বি* গঙ্গার স্রোত। 'জাহ্নবীপ্রবাহ-পানে চেয়ে আছি সারা বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

জিঅন, জিআন [স জীবন>] *ক্রি* (মাছের ক্ষেত্রে) পানির মধ্যে রাখা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জিঅন্ত [স জীবন্ত] *বিণ* (মাছের ক্ষেত্রে) পানির মধ্যে রাখা হয়েছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জিঅল [স জীবন>] *বিণ* অল্প পানিতেও জীবিত থাকে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জিআ [স জীব>] ১ *ক্রি* বাঁচিয়ে তোলা। 'জিআও কাহ্নাঞিঁ রাধা দিআঁ চুম কোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* জীবন থাকা। 'জিঅঁতে না এড়ে রাধা কাহ্নাঞিঁ তোর পাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* বেঁচে থাকা। 'চিরকাল থাক জিআ আর কর সাত বিভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জিঅ** *ক্রি* জীবিত হও। 'সব মরষিল রাধা জিঅ একবার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জিঅঁতে** *ক্রি* জীবন থাকতে। 'জিঅঁতে না এড়ে রাধা কাহ্নাঞিঁ তোর পাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জিআও** *ক্রি* বাঁচিয়ে তোলো। 'জিআও কাহ্নাঞিঁ রাধা দিআঁ চুম কোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জিআইবার** *ক্রি* বাঁচাতে। 'রাধা জিআইবারে কাহ্নাঞিঁ কর পরকার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জিআউলি** *ক্রি* বাঁচলাম। 'আজ ধরি মোএঁ আসে জিইউলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জিই *ক্রি* বাঁচি। 'কহ নবী মহাশএ জিই এ কেমন।' *সুলতান*, ১৭০০। **জিউক** *ক্রি* জীবিত থাকুক। 'যুগে যুগে জিউক।' *আলাওল*, ১৬৮০। **জিএ** *ক্রি* বেঁচে থাকে। 'সুকৃতি পুরুষ জিএ সুখভোগ হেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জিএত** *ক্রি* বাঁচে। 'ভালমতে ঘাস হৈলে জিএত গোধন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জিইয়ে রাখা *ক্রি* জমিয়ে রাখা। 'সে-সব জিইয়ে রাখার বা সফল করে তোলার প্রেরণা ও প্রয়াস থাকে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

জিআপূত [স পুত্রঞ্জীব] *বি* পাহাড়ি গাছবিশেষ। 'আতভড়ি জিআপূত বণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জিউ [স জীব>] **১** *বি* জীবন। 'তা সুনিঞা গোপিগণ নাঞি ধরে জিউ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মন। 'যাহাতে সর্ব্বদা জিউ খুসি থাকিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বিণ* মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়। 'জিউয়ের দিনে অর্থাৎ খতের মেয়াদ পূর্ণ হইলে টাকা না পাও আমরা দিব।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জিউদান *বি* জীবনদান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জিউয়ের দিন *বি* যে তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। 'জিউয়ের দিনে অর্থাৎ খতের মেয়াদ পূর্ণ হইলে টাকা না পাও আমরা দিব।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জিউলরি [ই] *বি* রত্নখচিত অলংকারাদির সম্ভার। 'কলিকাতার জিউলরি অর্থাৎ সোনারূপার হীরকাদি দ্বারা আভরণ প্রস্তুত।' *ভবানী*, ১৮২৩।

জিউলি [স জীব>] *বি* একপ্রকার গাছ, যার কষ থেকে আঠা তৈরি হয়। 'বঁইচি জিউলি আকন্দ বনধুধুলের জঙ্গল।' *জীবন*, ১৯৩২।

জিউলির আটা [স জীব>] *বি* জিউলি গাছের আঠা। 'কতকটা জিউলির আটা, একটা নিক্তি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

জিওগ্রাফি, জিওগ্রাফী [ই] **১** *বি* ভূগোল। 'ফ্রান্স ইংরাজী হিষ্টোরি জিওগ্রাফি ... ইত্যাদি শাস্ত্র।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বি* মানচিত্র। 'বম্বে শহরের জিওগ্রাফীতে কিন্তু মহারাষ্ট্রের স্থিতি গলির বস্তিতে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

জিওমেট্রি [ই] *বি* জ্যামিতি। 'তিন বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

জিওলজিস্ট [ই] *বি* ভূতত্ত্ববিদ। 'মিঃ রায়চৌধুরী, জিওলজিস্ট।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জিঁজির [ফা জিনজীর] *বি* জিঞ্জির; শিকল। 'কাঁকালে জিঁজির শিরে সোনার টোপর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জিঁণা [স জি>] *ক্রি* জয় করা। 'মাণিক জিঁণিআঁ তোর দশনের পাঁতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জিকির, জিকীর [আ জিক্‌র] **১** *বি* যাঁকে আরাধনা করা হয়, তাঁর নাম বারে বারে উচ্চারণ বা জপ। 'না পড়িঅ সবক জিকির না করিঅ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* প্রচারণা; প্রোপাগান্ডা। 'পাড়ার হিন্দু বীরদের ধর্মীয় জিকিরে বহু হিন্দু জমায়েত হইল এবং তৎপর শুরু হইল নিষ্ঠুর ছোরাছুরির খেলা।' *আজাদ*, ১৯৩৯। **৩** *বি* স্লোগান। 'ঘন ঘন জিকীর তুলছিলেন "বন্দে" আর তার অনুগামীরা ...।' *সাদত*, ১৯৬৭।

জিকির তোলা *বি* কোনো বিষয়ে বার বার বলা। 'অবশ্য সেই একই জিকির তোলা এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য নয়।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

জিকে [স জীব>] *বি* গাছবিশেষ। 'রাংচিতে কি জিকে গাছের চল নেই।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

জিগজ্যাগ [ই] *বি* আঁকাবাঁকা অবস্থা। 'আমি সারল্য ভেঙে জিগজ্যাগ করেছি কৌশল।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

জিগর [ফা] **১** *বি* জিওল গাছ। 'এই জিগরগাছের বেড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বি* সাহস। 'মস্ত তোমার জিগর।' *সাধনা*, ১৯২১। **৩** *বি* হৃৎপিণ্ড। 'তৈয়ার হয় ... ফাড়তে জিগর শত্রুদের।' *নজরুল*, ১৯২২।

জিগা *বি* অলংকারবিশেষ; জড়াও জিগা। 'এক জিগা ও এক ছড়া মুক্তার মালা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

জিগাসা [স জিজ্ঞাস] *বি* জিজ্ঞাসা। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'অল্পে অল্পে জিগাসা করি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

জিগির, জিগীর [আ জিক্‌র] **১** *বিণ* প্রকাশিত। 'তাহার নম্বর সন তারিখ নিচে জিগির আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪। **২** *বি* বিশেষ জোর দিয়ে বলে হৈ চৈ সৃষ্টি। 'সাম্প্রদায়িক জিগীরে হিন্দু জনসাধারণকে প্রভাবিত ...।' *আজাদ*, ১৯৪৭। **৩** *বি* ধুয়া। '১৮৫৭ সালে ধর্মনাশ ও জাতিনাশের জিগির তুলেছিলেন সামন্ত নৃপতি ও পুরোহিত গোষ্ঠী।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

জিগীষা [স] *বি* জয়ের ইচ্ছা। 'তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষাপ্রযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

জিগীষু [স] *বিণ* জয় করতে ইচ্ছুক। 'জিগীষুদিগের দুর্দান্ত সংহারক।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

জিগেস [স জিজ্ঞাসা] *বি* জিজ্ঞাসা। 'নাম যদি তার জিগেস কর/ সেই আছে এক ভাবনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

জিগ্‌গেসপড়া [স জিজ্ঞাসা>] *বি* খোঁজখবর। 'পথে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্‌গেসপড়া করব তার জো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

জিঘাংসা [স] *বি* হত্যা করার ইচ্ছা। 'জিঘাংসাবৃত্তিও এ পৃথিবীতে সম্যক আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জিঘাংসু [স] *বিণ* হত্যা করতে ইচ্ছুক। 'হিন্দু সংস্কৃতি আজ জিগীষু ও জিঘাংসু উভয়ই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

জিঙ্গালরু [স ঝিঙ্গাক>] *বি* ঝিঙ্গা। 'আকোরল জিঙ্গালরু দ্রাক্ষা সুদর্শন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জিঙ্গোপনা [ই জিঙ্গো+ফা পনা] *বিণ* উগ্র স্বাদেশিকতা; জিঙ্গোইজ্‌ম। 'আর্য্যামি আর জিঙ্গোপনায় ছাই দিয়ে দে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

জিজির, জিজীর [ফা জিঞ্জির] *বি* গলার মালা; চেইন। 'আর একটা সোনার জিজীর সমেত।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'অনেকে ... জিজিরের মতো একরূপ অলঙ্কার পায়ে পরে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জিজীবিষা [স] *বি* বেঁচে থাকার ইচ্ছা। 'পরমেশ্বর যখন জিজীবিষা দিয়াছেন, তখন জীবন রক্ষার যত্ন করা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জিজীবিষু [স] *বিণ* বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক। 'আমার প্রচণ্ড আকুলতা – জিজীবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

জিজ্ঞাস [স] *বি* প্রশ্ন। 'বড় ব্যস্ত হয়ে শাহা করেন জিজ্ঞাস।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জিজ্ঞাসক [স] *বি* প্রশ্নকর্তা। 'অপ্রতিভ না হইয়া জিজ্ঞাসকের উপরে রাগাসক্ত।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জিজ্ঞাসন [স] *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'লীলাবতী তাহার কুশল জিজ্ঞাসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জিজ্ঞাসা[1] [স] ১ *বি* প্রশ্ন। 'নিত্যানন্দ স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* প্রশ্নবোধক। 'জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্যবোধক চিহ্ন ... অবগত হইবার উপকার হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **জিজ্ঞাসাওন** *বি* জিজ্ঞাসা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জিজ্ঞাসাবাদ [স] ১ *বি* সাক্ষাৎকার। 'তাঁহারা জিজ্ঞাসাবাদে যে উত্তর প্রয়োগ করিলেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ২ *বি* প্রশ্ন ও আলাপ আলোচনা। 'হাসপাতালে গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

জিজ্ঞাসাবিরোধী [স] *বিণ* ভক্তিপ্রধান। 'জিজ্ঞাসাবিরোধী যে আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে ... রবীন্দ্রনাথ ... তার প্রভাব অনেকটাই এড়াতে পারেননি।' *শিব*, ১৯৫০।

জিজ্ঞাসাবৃত্তি [স] *বি* প্রশ্ন করার প্রবণতা। 'জিজ্ঞাসাবৃত্তির নিবৃত্তিই মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জিজ্ঞাসাভরা [স জিজ্ঞাসা+ভরা] *বিণ* প্রশ্নপূর্ণ। 'কেবল বঞ্চিত বিহ্বল বিমূঢ় জিজ্ঞাসাভরা চোখে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

জিজ্ঞাসা[2] [স জিজ্ঞাস>] *ক্রি* প্রশ্ন করা; জানতে চাওয়া। **জিজ্ঞাস** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করো। 'ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু তুমি কোন কাছে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জিজ্ঞাসএ** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করে। 'যাক তাক জিজ্ঞাসএ পুত্রের কথন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জিজ্ঞাস করা** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'জিজ্ঞাস করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **জিজ্ঞাসন্ত** *ক্রি* জানতে চাইলো। 'জিজ্ঞাসন্ত ভক্তি করি পন্থিকের স্থানে।' *সুলতান*, ১৭০০। **জিজ্ঞাসয়** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করে। 'জিজ্ঞাসয় বারেবার/ উত্তর না পায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **জিজ্ঞাসি** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করি। 'চাহ তুম্বি জিজ্ঞাসি দেখেনি তাহানে পুনর্বার।' *সুলতান*, ১৭০০। **জিজ্ঞাসিঅ** *ক্রি* প্রশ্ন করো। 'কহিল যদি সে কথা জিজ্ঞাসিঅ তারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **জিজ্ঞাসিআ** *ক্রি* জিজ্ঞাসা ক'রে। 'বার্তা জিজ্ঞাসিআ তার করিল মাননা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জিজ্ঞাসিতে** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করতে। 'দেখিয়া অবিষ্ট মোর জিজ্ঞাসিতে ভয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জিজ্ঞাসিয়ে** *ক্রি* জিজ্ঞাসা ক'রে। 'জিজ্ঞাসিয়ে জানকে জানিস আমি কেবা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **জিজ্ঞাসিল** *ক্রি* প্রশ্ন করলো। 'কেমতে মারিব সম্মর রতিরে জিজ্ঞাসিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **জিজ্ঞাসিলা** *ক্রি* প্রশ্ন করলো। 'পায় জাতি জিজ্ঞাসিলা পুর্ব্ব সোঙরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **জিজ্ঞাসিলে** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করলে। *ক্যালগে*, ১৭৯৫। **জিজ্ঞাসিলেক** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করলো। 'কারণ জিজ্ঞাসিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **জিজ্ঞাসিলেন** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করলেন। 'যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সব ভক্তগণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জিজ্ঞাসীবা** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'আমি জিজ্ঞাসীবা মাত্রে ইহারা দুই জনে কহিলেন ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **জিজ্ঞাসে** *ক্রি* প্রশ্ন করে। 'যে জনে জিজ্ঞাসে তানে কহিতে উচিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **জিজ্ঞাসেন** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করেন। 'আপনি ভূপতি তারে তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

জিজ্ঞাসিত [স] *বিণ* জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এমন। 'জিজ্ঞাসিত হইলে সে জানায় যে, তার নাম হইতেছে ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

জিজ্ঞাসু [স] ১ *বিণ* জানতে আগ্রহী। 'কেহ যদি কৃষকদিগের দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসু হন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮। ২ *বিণ* অনুসন্ধানী। 'মানুষের জিজ্ঞাসু বুদ্ধি তাকে বার বার স্বনির্মিত সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে।' *শিব*, ১৯৫০।

জিজ্ঞাস্য [স] ১ *বি* জিজ্ঞাসা করার বিষয়। 'ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে তিন জাতির মধ্যে কোন জাতির ব্যবস্থানুসারে তাঁহার দানপত্র সিদ্ধ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* প্রশ্ন। 'কার বিরুদ্ধে সে সম্বন্ধে এখনও তাঁদের জিজ্ঞাস্য আছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

জিজ্ঞেসবাদ [স জিজ্ঞাসাবাদ] *বি* জেরার মাধ্যমে জানার চেষ্টা। 'বেশি জিজ্ঞেসবাদ করলে ঠোঁটকাটারা হয়তো বলে বসবে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জিজ্ঞেসা [স জিজ্ঞাসা] *বি* কৌতূহল। 'পশ্চিমের বাতায়নিক হাওয়ার ছোঁয়ায় সে-জিজ্ঞেসা গভীর ও ব্যাপক হয়ে ওঠে ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

জিএগ [স জীব>] *ক্রি* বাঁচা। 'দরজি কাপড় শিএগ বেতন করিআ জিএগ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জিঞ্জির [ফা জিন্‌জীর] ১ *বি* শিকল। 'বাঘহাথা হাথে দিল গলায় জিঞ্জির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হাজত। 'জেলেই যাউক আর জিঞ্জিরেই যাউক কিছুতেই ভয় নাই।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* জেল। 'বাঙ্গালির কুলে কালী দিয়ে চোদ্দ বৎসরের জন্য জিঞ্জির গ্যালেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জিঞ্জিরধ্বনি [ফা জিন্‌জীর+স ধ্বনি] *বি* শিকলের শব্দ। 'তাহাদের জীবনের প্রতি স্তরে যতই বন্ধনের জিঞ্জিরধ্বনি বাজিয়া ওঠে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

জিঞ্জির-মঞ্জীর [ফা জিন্‌জীর+স মঞ্জীর] *বি* শিকলের নূপুর। 'আমি ঝড়, জুলুমের জিঞ্জির-মঞ্জীর বাজে ক্রস্ত মম পায়!' *নজরুল*, ১৯২৪।

জিঠী [স জ্যেষ্ঠী] *বি* টিকটিকি। 'হাঁছি জিঠী আয়র উঝট না মানিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জিণউরা [পা জিনপুর] *বি* জিনপুর। 'সৎ গুরু পাঅপএঁ জাইব পুণু জিণউরা।' *চর্যা* ১৪, ১২০০।

জিণরঅণে [পা জিনরতন] *বি* জিনরত্ন। 'ভণই কাহ্ন জিণ রঅণ বি কইসা।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

জিণা [স জি>] *ক্রি* জয় করা। **জিণি** *ক্রি* জয় ক'রে। 'হেম পাট জিণি তোহোর জঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জিণিআঁ** *ক্রি* জয় ক'রে। 'পাকিল শ্রীফল জিণিআঁ শোভে তোহ্মার দুই তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জিণী** *ক্রি* জয় ক'রে। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জিণে** *ক্রি* জয় ক'রে। 'নখপাঁতি তোর চন্দ্রিকা জিণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জিৎ [স] ১ *বিণ* জয়ী। 'সর্বো দয়া করেন, সর্বো জিৎ, তিনি কারো অন্যাএ না করেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বি* জয়। 'কিন্তু অবশেষে জিৎ হলো ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জিত [স] ১ *বিণ* বিজিত; জয় করা হয়েছে এমন। 'কনক কান্তি জিত শরীর সুবলিত।' *সুলতান*, ১৬৫০। ২ *বি* লাভ। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বি* জয়। 'তোদের বরের জিত হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৪ *বি* পরাজিত জন বা গোষ্ঠী। 'জিত ও বিজেতা অবশ্য প্রত্যক্ষে সুপ্রতিষ্ঠ অনুকরণীয় সখ্যে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

জিতজরামর [স জিত-জর-অমর] *বিণ* জরাকে জয়কারী। 'জিতজরামর হয় সেই নর।' *ভারত*, ১৭৬০।

জিত-জাতি [স] *বিণ* পরাজিত জাতি। 'জেতৃ ও জিত-জাতির মধ্যে সেতুবন্ধন ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জিতন [পা জিত] *বিণ* জয়ী। 'জিতন হৈতে।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জিতশ্রম [স] *বিণ* শ্রমবিমুখ। 'গড্ডলিকা, জিতশ্রম, স্বাচ্ছন্দ্যবিহীন, গমনসর্বস্ব তোরা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

জিতা [পা জিত] *ক্রি* জয় করা। 'সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল।' *চর্যা* ১২, ১২০০। **জিতল** *ক্রি* জয় করলো। 'দেখিনু সে শ্যাম জিনি কোটি কাম বদন জিতল শশী।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **জিতা রও** *ক্রি* বেঁচে থাকো। 'কামাল জিতা রও।' *নজরুল*, ১৯২২। **জিতি** *ক্রি* জয় ক'রে। 'ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি রহয়ে মদন জিতি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

জিতিল *ক্রি* জিতলো। 'বনু মুস্তাহা পাপী না জিতিল রণে।' *সুলতান*, ১৭০০। **জিতে** *ক্রি* বেঁচে থাকার। 'জিতে পরকার নাহী বোল মাহাদানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জিতেল** *ক্রি* জিতলাম। 'সদগুরু বোহেঁ জিতেল ভববল।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

জিতা রহ – বেঁচে থাকো। 'বোমা পিস্তলের কামকারবার নাই – জিতা রহ।' *সাদত*, ১৯৬৭।

জিতেন্দ্রিয় [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়জয়ী। 'শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ বিষয়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জিতেন্দ্রিয়তা [স] *বি* ইন্দ্রিয় সংযম। 'এই কি তোমার খ্রীষ্টানধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

জিতেন্দ্রিয়ত্ব [স] *বি* ইন্দ্রিয় জয়করণ। 'বুদ্ধাবতার হইয়া, দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জিতেন্দ্রিয়া [স] *বিণ স্ত্রী* কামাদি রিপু বশে এনেছে এমন। 'নয়নরমণী – কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে – জিতেন্দ্রিয়া!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

জিদ [আ জিদ্দ] *বি* গোঁ; প্রবল ইচ্ছা। 'কোন আত্মীয় ব্যক্তিকে মনসাপূজা করিয়া দিবার নিমিত্ত বিস্তর জিদ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জিদ-ছাড়া করা *ক্রি* জিদ ভাঙা। 'কিশোর বালকগুলির জিদ বোধহয় জীবনে তাকে প্রথম জিদ-ছাড়া করিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

জিদি [আ জিদ্দী] *বিণ* একরোখা। 'তেমন জিদি লোক হ'লে একটা সুটে যে তিন জেনারেসন কাটানো যায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

জিদ্দি, জিদ্দী [আ] *বিণ* একগুঁয়ে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মুনশী সাহেব ধড়িবাজ জিদ্দী এবং দাদলেনেওয়ালা বান্দা।' *শওকত*, ১৯৪৬; 'জিদ্দী মেয়ে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জিন[১] [ফা জীন] ১ *বি* চামড়ার আসনবিশেষ। 'মোজা পানই জিন নিরমায়ে অনুদিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ঘোড়ার পিঠে পেতে বসার চর্মাসন। 'ঘোড়ার জিনেতে সাজে নৈ হাজার কাঠি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

জিন কষা *ক্রি* ঘোড়ার পিঠে গদি লাগানো। 'একটা ভাল ঘোড়া, শীঘ্র জিন কষিতে বল।' *শরৎ*, ১৯১৩।

জিন দেওয়া *ক্রি* ঘোড়ার জিন পরানো। 'ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন কিনা একবারে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জিন[২] [ই] *বি* একপ্রকার মদ। 'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থানে ব্রাণ্ডি, রম, জিন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জিন[৩] [ই] *বি* একধরনের মোটা কাপড়। 'নীল-লোহিত-রেখাঙ্কিত জিনের রাত্রিবস্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জিন[৪] [আ] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী আগুন থেকে তৈরি অদৃশ্য সত্ত্বাবিশেষ। 'সেইদিন উক্ত জিনগণ মনস্থ করিল।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'রোয়ে 'ওয়যা-হোবল' ইবলিস খারেজিন, – কাঁপে জিন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জিনউর [পা জিনপুর] *বি* জিনপুর। 'হেরি সে কাহ্নি পিঅড়ী জিনউর বইঠই।' *চর্যা* ৭, ১২০০।

জিনদেগী [ফা জিন্দগী] *বি* প্রাণ। 'জাতীয় জীবনে এসেছে নতুনতর জিনদেগীর জোয়ার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জিনন [স জি>] ১ *বি* জয়ী হওয়া। 'ভক্তি বিনু বিশ্বম্ভর জিনন না জায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আধিক্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জিননিয়া *বিণ* জয়ী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জিনপোষ [ফা] *বি* ঘোড়ার পিঠে বসার জন্য ব্যবহৃত আসনের বাঁধুনি। 'সম্ভবত জিনপোষ থেকে পেরেকটি সেখানে বিঁধেছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

জিনা[১] [স জি>] *ক্রি* জয় করা। 'জিনিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **জিনএ** *ক্রি* জয় করে। 'ভুরু যুগ জিনি ধনু কটাক্ষে জিনএ কামপুর।' *সুলতান*, ১৬৫০। **জিনি** ১ *ক্রি* জয়লাভ করি। 'সজল জলদরুচি জিনি দেহকান্তী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* জয় লাভ করে। 'হেনকালে কৃষ্ণ জিনি কাহার সকতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রি* জয় ক'রে। 'রাজহংসবর জিনি চরণে নূপুর ধ্বনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জিনিআ, জিনিআঁ** *ক্রি* জয় ক'রে। 'মাণিক জিনিআ দশনদুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তালফল জিনিআঁ তোক্ষার পয়োভার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জিনিঙা** *ক্রি* জয় ক'রে। 'মুকুতা জিনিঙা দুই দশন প্রকাশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জিনিএগ্রা** *ক্রি* জয় ক'রে। 'মাণিক জিনিএগ্রা দশন জুতি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **জিনিতে** *ক্রি* জয় করতে। 'কেহোত জিনিতে নারে একোই স্মোসর।' *মালাধর*, ১৫০০। **জিনিব** *ক্রি* জিতবো। 'না জিনিব আন্ধি তার রণে।' *সুলতান*, ১৭০০। **জিনিবে** *ক্রি* জয়ী হবে। 'বিচারে জিনিবে যেই জন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **জিনিবেক** *ক্রি* জয় করবে। 'সপ্তদ্বীপ জিনিবেক সপ্তম সমুদ্র।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জিনিমু** ১ *ক্রি* জয় করবো। 'অহংকার করিয়া বোলে জিনিমু বসতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *ক্রি* জয়ী হবো। 'অন্যায় করিলে তবে সে জিনিমু।' *সুলতান*, ১৭০০। **জিনিয়া** *ক্রি* জয় ক'রে। 'কেসরি জিনিয়া মাঝহিঁ খীন দুলহ লোচন কোনা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কিবা দন্তভাতি মুকুতার পাঁতি জিনিয়া কুন্দক কঁড়ি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৫০। **জিনিল** *ক্রি* জয়লাভ করলো। 'সিসু হৈয়া প্রভুরাম তাহাকে জিনিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **জিনিলা** *ক্রি* জয় করলে। 'প্রেমেত জিনিলা তুমি পৃথিবী আকাশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **জিনিলে** *ক্রি* জয় করলে। 'তোমার চরণে জার আছয়ে ভকতি ত্রিভুবনে জিনিলে তার কি করে দুর্গতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জিনে** *ক্রি* জয় করে। 'জেই জন জিনে তারে কান্দেতে করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **জিনেন** *ক্রি* জয় করেন। 'জয়যোগে যদ্যপি জিনেন করে রণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **জিন্যা** *ক্রি* জয় করে। 'বিধু জিন্যা বরণ বৈশাখ চাঁপা ফুল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **জিন্যাছি** *ক্রি* জিতেছি। 'অনেক হার্যাছি গো জিন্যাছি একবার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জিনা[২] [আ জিনা] *বি* বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসঙ্গম। 'জিনা করছ ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জিনাকারি [আ জিনাকার] *বি* ব্যভিচার। 'বিয়া ছাড়া পেটে সন্তান ধরা যে সত্যই জিনাকারি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জিনি *সর্ব* যিনি। 'ধর্মে জিনি যুধিষ্ঠির।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জিনিয়া [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'সে অর্কিড, ডালিয়া, জিনিয়া, ক্যানার চারা চেয়ে নিত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

জিনিয়াস, জিনিয়স [ই] *বি* প্রতিভাবান ব্যক্তি। 'সত্যি তুই একটা জিনিয়াস।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'বাঘা জিনিয়সের মত তেড়ে এলেন না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জিনিশ [আ জিনস] *বি* বস্তু। 'পুরানা পল্টনের যে-জিনিশটি আমি কখনো ভুলবো না, তা হচ্ছেতার বর্ষার রূপ।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৩২।

জিনিষ [আ জিন্‌স] ১ *বি* মালামাল; বিভিন্ন বস্তু। 'জে জিনিষ এখানে আসিয়া পৌছীয়াছে দাখিল মাফীক পাইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* কাজ। 'সে একটা জিনিষ নিজে আরম্ভ করেছে বলেই ... শেষ করতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। *দ্র* **জিনিস**

জিনিষপত্র [আ জিন্স+স পত্র] *বি* দ্রব্যসামগ্রী। 'তৈজষপত্র ঘরবাটী গরুবাছুর গহনাগাটী গাছপালা জিনিষপত্র।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জিনিস [আ জিন্স] **১** *বি* বস্তু। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এই খবর কিম্বা কোন জিনিস ঠাহওনা জায় কিম্বা পাওয়া জায়।' *ক্যালগে*, ১৮০০। **২** *বি* প্রতিষ্ঠান। 'বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।' *শিব*, ১৯৫০।

জিনিসপত্তর [আ জিন্স+স পত্র>] *বি* মালপত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মোক্ষদা সত্বর প্রস্তুত হইল বাঁধি জিনিস-পত্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

জিনিসপত্র [আ জিন্স+স পত্র] *বি* দ্রব্যসামগ্রী। 'পুনরায় সিন্দুক সমেদ জিনিসপত্র রাখিলেন।' *ভেরলি*, ১৮০০; 'নিজের শরীরের চারি দিকেই অর্থহীন জিনিসপত্রের ঘেঁষাঘেষিটা বড়ো শ্রান্তিজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জিন্দা [ফা] *বিণ* জীবিত। 'মুর্দা দীল আর জিন্দা দেহের নিছক স্তব।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

জিন্দাপির, জিন্দাপীর [ফা] *বি* সিদ্ধপুরুষ। 'তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর প্রায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আগে জিন্দাপিরের খান্দানে যাও দেখিয়ে দিবে সন্ধানে।' *লালন*, ১৮৯০।

জিন্দাবাদ [ফা জিন্দা+স বাদ] *বি* অমর হোক – কামনাসূচক শব্দ। 'আল্লাহ জিন্দাবাদ-এর ধ্বনি।' *নজরুল*, ১৯৪১।

জিন্দান [ফা] *বি* কারাগার। 'বজ্রহাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জিন্দান-কুঁয়া [ফা জিন্দান+স কূপ] *বি* কারাগার স্বরূপ কূপ। 'এরকম জিন্দান-কুঁয়ায় পড়ে থাকতে দেখা হয়নি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জিন্দানখানা [ফা] *বি* জেলখানা। 'জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাত।' *নজরুল*, ১৯২৫।

জিন্দিগানী [ফা] *বি* জীবন। 'একী ঘন-সিয়া জিন্দিগানীর বা'ব।' *মহেশ*, ১৯৪৩।

জিন্দিগি, জিন্দিগী, জিন্দেগি [ফা] *বি* জীবন। 'জিন্দেগীর বাকি কালটা যে আল্লার নাম নিয়ে কাটিয়ে দেব।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'জিন্দিগি ভরিয়া পতি আর ত দেখা হল না।' *জসীম*, ১৯৩৩; 'সহযোগী হিন্দু মন্ত্রিদিগকে চটাইলে তাঁর মন্ত্রিসভার জিন্দিগী কাবার হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

জিন্নত, জিন্নাত [আ জান্নাত] *বি* ইসলাম ধর্মমতে বেহেস্ত। 'আল্লাহ তাকে জিন্নতে জায়গা দেন।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'জিন্নাতে সে যাইবে নাক, মা না তাহার সঙ্গী হলে।' *জসীম*, ১৯৩১।

জিন্নতবাসিনী [আ জান্নাত+স বাসিনী] *বিণ স্ত্রী* ইসলাম ধর্মমতে বেহেস্তবাসী। 'জিন্নতবাসিনী জাহান-আরার স্মরণে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জিপ [ই] *বি* মোটরগাড়িবিশেষ। 'কোথা থেকে ছেলেরা এল জিপ নিয়ে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

জিপসি, জিপসী [ই] *বি* ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন জাতি। 'জিপসিদের গান গাইবার ঢং।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

জিপসী নাচ [ই জিপসি+ন্যাচ] *বি* জিপসিদের অনুরূপ নাচ। 'নার্গিস মুর্শিদার একটি সারি নাচ, তখনের জিপসী নাচ এবং ...' *বেগম*, ১৯৬০।

জিব[১] [স জিহ্বা] *বি* জিহ্বা। 'জিব কাটে জিব ফোড়ে করএ চড়ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জিব কাটা *ক্রি* লজ্জা প্রকাশ করা। '(জিব কাটিয়া মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জিব[২] [ফা জেব] *বি* পকেট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জিবন [স জীবন] *বি* প্রাণ। 'ধরিয়া অক্ষটি তার বধিল জিবন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জিববন্ধন [স জীববন্ধন] *বি* জীবন-বন্ধন। 'ভনই বিদ্যাপতি সোই কলাবতি জিববন্ধন আসপাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জিবরিল [আ জীবরাঈল] *বি* ইসলামিমতে স্বর্গীয় দূতবিশেষ। 'জিবরিল স্থানে প্রভু কহিলা বচন।' *সুলতান*, ১৭০০।

জিবা[১] *ক্রি* যাওয়া। 'জাবে হে সাগর বায়্যা সে পথে না জিব নায়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জিবা[২] [স জীব>] *বি* বাঁচা। 'সাজনি জিবথু সএ পচাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'না জানি কি জিব পরজন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'জদি আছে জিবার সাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জিবে গজা *বি* জিহ্বার মতো আকৃতিবিশিষ্ট গজাবিশেষ। 'গোটা দুই জিবে গজা, গুটি দুই মণ্ডা।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

জিব্রিল [আ জীবরাঈল] *বি* জিব্রাইল; ইসলামিমতে স্বর্গীয় দূতবিশেষ। 'জিব্রিল রহিল তথা রহিলেক হএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জিভ [স জিহ্বা] *বি* জিহ্বা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তীব্র ধারটুকু তোমার জিভের আগায় রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

জিভঅলা [স জিহ্বা+হি ওয়ালা] *বিণ* শিখাযুক্ত। 'বেরিয়ে আসবে ধারালো জিভঅলা আগুন।' *হাসান*, ১৯৭৪।

জিভ কাটা *ক্রি* লজ্জা প্রকাশ করা। 'এমন কথা স্বপ্নে ভাবলে স্বপ্নে জিভ কাটেন।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

জিভ বের হওয়া *ক্রি* সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করা। 'অন্নসংস্থান করতেই তার জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

জিভে [স জিহ্বা>] *বিণ* জিহ্বার মতো আকৃতি এমন। 'জিভে-গজার ফেরিওয়ালারা ... বাজনা বাজিয়ে ছেলেদের আকর্ষণ করতো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

জিভে পানি আসা *ক্রি* লোভ হওয়া। 'জিভে পানি এসে যাচ্ছে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

জিভ্যা [স জিহ্বা] *বি* জিহ্বা। 'জিভ্যার জড়তা কিবা মনের বাসনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

জিম [স যস্মিন] *বিণ* যেমন। **জিম জিম** [স যস্মিন] *ক্রিবিণ* যেভাবে। 'জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ।' *চর্যা ৯*, ১২০০।

জিমনাসিয়াম, জিমন্যাসিয়াম [ই] *বি* ব্যায়ামাগার। 'জিমন্যাসিয়াম নেই।' *জীবন*, ১৯৩২; 'জিমনাসিয়ামে যা দলাইমলাই দেয় একখানা।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

জিমনাস্টিক, জিমন্যাস্টিক [ই] **১** *বিণ* এক রকমের শারীরিক কসরত-সম্পর্কিত। 'শেষবারে সে এক জিমন্যাস্টিকের দলে জুটিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* শারীরিক প্রশিক্ষণ। 'জিমনাস্টিকের মাস্টার এসেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জিম্মা [আ জিম্মাহ্] *বি* জমা। 'দশানি ছয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ পত্র দোরস্ত করিয়া দস্তাখতি ২ করাইয়া আপন জিম্মা রাখিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

জিম্ভিত [স জৃম্ভিত] *বিণ* হাইতোলা। 'জ্বর নহে অঙ্গে সদাই তাপ জিম্ভিত মুখ কলেবর কাঁপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জিম্মা, জিম্মে [আ জিম্মাহ্] **১** *বি* আয়ত্ত; অধিকার। 'তোর জিম্মা মোর পুরী।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* জমা। 'বাকি দালালের জিম্মে আখেরি মৌসুমে হইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *বি* তত্ত্বাবধান। 'ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

জিম্মাদার, জিম্মেদার [আ জিম্মাহ্+ফা দার] **১** *বি* যার কাছে কোনো জিনিস জমা রাখা যায়। 'জিম্মাদার।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'শেয়ারের টাকা ও লভ্যাংশের জন্য জিম্মাদার খোদ গভর্নমেন্ট।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* তত্ত্বাবধানকারী। 'তার জন্য গাইডকে জিম্মেদার করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

জিম্মাদারি, জিম্মাদারী [আ জিম্মাহ্+ফা দারি] *বি* কোনো কিছুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। 'জাতির পিতা ... আমরার স্কন্ধে যে জিম্মাদারি দিয়া গেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫; 'তোমার জিম্মাদারী এখন বেড়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

জিয়ন-মরা [স জীবন+মরা] *বিণ* জীবন্মৃত। 'যারা বস্ত্র ছিল আঁকড়িয়ে/ তারা জিয়ন-মরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জিয়ন্ত [স জীব্>] *বিণ* জীবন্ত; জীবিত। 'কাহ্নের বিরহভার জিয়ন্তে ময়িলোঁ ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জিয়ন্তে মরা *বি* জীবিত থেকেও মৃত অবস্থা। 'জিয়ন্তে মরা থেকে মুক্তি পেয়ে সে শেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।' *অবন*, ১৯২৫।

জিয়ল, জিয়েল, জিয়োল [স জীব্>] **১** *বি* অল্প পানিতে বহুদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় এমন মাছ। 'পাঁচটা জিয়োল, এক গণ্ডা বাচা।' *শামসুল*, ১৯৬২। **২** *বি* গাছবিশেষ। 'জিয়লের ডালের দীর্ঘ ছায়াটা সুহানীর দেহে এসে পড়েছে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯। **৩** *বিণ* অল্প পানিতে বহুদিন বাঁচে এমন। 'যে সব প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা মানুষকে বদ্ধকূপের জিয়েল মাছ করে রেখেছে।' *শরীফ*, ১৯৭০; 'জিয়ল মাছের ভরা বিশাল ভাণ্ডের মতো।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জিয়লজিকাল [ই] *বিণ* ভূতাত্ত্বিক। 'আমাকে জিয়লজিকাল সার্ভের কাজে লাগিয়ে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জিয়লজিস্ট [ই] *বি* ভূতত্ত্ববিদ। 'অ্যাসিস্টেন্ট জিয়লজিস্ট লিখেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জিয়া, জিয়ানো [স জীব্>] *ক্রি* বাঁচা; জীবিত থাকা। **জিয়এ** *ক্রি* বাঁচে। 'তুমি জিলে সকল জিয়এ।' *মালাধর*, ১৫০০। **জিয়া** *ক্রি* জীবিত থেকে। 'মাগু মৈল তথি বুড়া জিয়া কাজ কী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জিয়াইতে** *ক্রি* জীবিত করতে। 'কর্পূর পাচন করি তবে জিয়াইতে পারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জিয়াইয়া** *ক্রি* জীবিত ক'রে। 'জাহির করিবে গুণ জিয়াইয়া মরা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **জিয়াইল** *ক্রি* জীবন দান করলো। 'অমৃত দিষ্টি দিয়া কৃষ্ণ সভারে জিয়াইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **জিয়াইলা** *ক্রি* জীবন্ত রাখলা। 'পাইতে আজন্ম দুঃখ কেন জিয়াইলা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **জিয়াএ** *ক্রি* জীবিত করে। 'সজীবকে মৃত করে মৃতকে জিয়াএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জিয়াব** *ক্রি* জীবিত করবো। 'মরা শিশু আন তবে জিয়াব এখনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **জিয়ায়** *ক্রি* জীবন দান করে। 'অধরঅমৃত দিয়া জিয়ায় শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **জিয়াল্য** *ক্রি* জীবিত করলো। 'লুইচন্দ্রে জিয়াল্য আপন বিদ্যমান।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **জিয়ে** **১** *ক্রি* বাঁচে। 'ঐছ নগরকা বিচ কৈছে লোক জিয়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* উজ্জীবিত হয়ে। 'জিয়ে মোর কাম।' *ভারত*, ১৭৬০। **জিয়্যা** *বিণ* জীবন্ত। 'তোমার আসিবে জদি বাবা আইল জিয়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জিল** *ক্রি* জীবিত হলো। 'মরিয়া জিল পুত্র মোর আবাল সুন্দরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জিলা** *ক্রি* বেঁচে গেলো। 'কালীয় সাপের মুখে জিলা দেবরাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জিলাহোঁ** *ক্রি* জীবন লাভ করলে। 'ভাগে পুণী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জিলী** *ক্রি* জীবিত হলি। 'মরিআঁ জিলী রাধা গোকুল সমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জিলে** *ক্রি* জীবিত হলে; বাঁচলে। 'তুমি জিলে সকল জিয়এ।' *মালাধর*, ১৫০০। **জিলো** *ক্রি* বাঁচলাম। 'জিলো মোঞ গোকুল আগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জিয়াদা, জেয়াদা [আ জিয়াদাহ] *বিণ* বেশি; অতিরিক্ত। 'জিয়াদা কি লিখিব।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

জিয়ানো[২] [স জীব্>] **১** *বিণ* জমাট বাঁধা। 'জিয়ানো মিছরি রসে তার হাসি অতুল।' *নজরুল*, ১৯৩৪। **২** *বিণ* জীবন্ত। 'যদি তুমি ছিঁড়ে দাও, ভেঙে দাও জিয়ানো কুসুম।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

জিয়াফত [আ] *বি* ভোজনের নিমন্ত্রণ। 'তাঁদেরও দেখি সেদিনে খোদার জিয়াফত কবুল করতে।' *হাই*, ১৯৪৭।

জিয়ারত [আ] *বি* ভক্তির সঙ্গে কবর পরিদর্শন ক'রে প্রার্থনা। 'হজরত নুরনবী মোহাম্মদের রওজা জিয়ারত।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জিয়েল, জিয়োল দ্র **জিয়ল**

জিয়োগ্রাফি [ই] *বি* ভূগোলবিদ্যা। 'তোমার জিয়োগ্রাফি আনো।' *শরৎ*, ১৯১৭।

জিয়োমেট্রি [ই] *বি* জ্যামিতি। 'জিয়োমেট্রির ভুলে রাস্তা খারাপ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জির *বি* কেঁচো। 'মাটিতে লেগে থাকে জিরের মতো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

জিরগা [তু জরগাহ্] *বি* আফগান রাজ্য পরিষদ। 'বাড়িতে পাঠানমুল্লুকের জিরগা বসে যেত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জিরা [স জীরক] *বি* মসলাবিশেষ। 'নরম কিনে তালশাঁস হিঙ্গ জিরা রসবাস চঞি মেথি জোহানি মহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জিরাই [ফা জিরা] *বি* শিকল-নির্মিত বর্ম। 'শিরের মুকুট কাটি কাটিলা জিরাই।' *সুলতান*, ১৭০০।

জিরান কাট [ফা জিরয়ান+কাটা>] *বি* খেজুর গাছ কেটে পরপর তিনদিন রস নিয়ে বিরতির পর প্রথম দিনের কাটা। 'জিরান কাটের টাটকা রস।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জিরানিয়ম [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

জিরানো [ফা জিরয়ান>] *ক্রি* বিশ্রাম করা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সিংহ একটু জিরাইবা মাত্র কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **জিরুতি** *ক্রি* বিশ্রাম করতে। 'এট্টু জিরুতিও পালাম না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জিরাফ [ই] *বি* আফ্রিকার লম্বা গলাওয়ালা উঁচু প্রাণীবিশেষ। 'সাব্লিমিটি'র সঙ্গে কমিক্যালিটি'র একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে – সেই জন্যে হাতি কমিক, উট কমিক, জিরাফ কমিক, স্থূলতা কমিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জিরি জিরি [স জর্জর] *বিণ* সরু সরু। 'ও-পারের তীরে জিরি জিরি পাতা ঝুরিতেছে ঝিরি ঝিরি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জিরে [স জীরক] *বি* মসলাবিশেষ। 'মোটবন্দি জিরে মরিচ সুপারি ... ইত্যাদি এ সকল দ্রব্যের মাসুল ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

জিরেন [ফা জিরয়ান] *বি* অবসর। 'মোড়োলেরা জিরেন পেলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জির্ন্ন [স জীর্ণ] *বিণ* ক্ষয়প্রাপ্ত। 'সংসারের সার গোসাঞি সব জির্ন্ন জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

জির্ম্ম [আ জিম্মাহ্] *বি* জমা। 'জির্ম্মে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জির্ম্মা [আ জিম্মাহ্] *বিণ* দায়িত্বাধীন। 'জদি কিছু লোকসান হয় পহিলা খরিদারের জির্ম্মা হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

জিলকদ [আ] *বি* হিজরি একাদশ মাস। 'নামে জিলকদ রাতের শা'জাদী তের তবকের চাঁদ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

জিলকি [হি ঝলকী] *বি* ঝিলিক। 'তরবারির মত ঝকঝকে জিলকি আর আগুন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

জিলহজ্জ [আ] *বি* হিজরি দ্বাদশ মাসের নাম। 'সপ্ত দিন জিলহজ্জ চান্দের হৈল যবে।' *সুলতান*, ১৭০০।

জিলা [আ] *বি* দেশ অথবা প্রদেশের অংশবিশেষ। 'তোমাকে জিলার আদালতে আমার তরফ ... মোকরর করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'জিলা ভাগলপুর।' *এডমন*, ১৭৯৩।

জিলাদার [আ জিলা+ফা দার] *বি* জেলার শাসক। 'জিলাদার সাহেব লোক ও অন্য২ সাহেব লোক অনেক আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জিলাপি, জিলাপী [হি জলেবী] *বি* প্যাঁচানো কুণ্ডলাকৃতির মিঠাইবিশেষ। 'অপূর্ব্ব ঘৃতপক্ব মিঠাই মতিচুর জিলাপী পোলাও পানতুয়া প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জিলাপির ফের – জিলাপির পাকের মতো মনের কুটিলতা। 'জিলাপির ফেরে চলে, তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কথা বলে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জিলাবি [হি জলেবী] *বি* প্যাঁচবিশিষ্ট গোলাকার মিঠাইবিশেষ। 'জিলাবি মিঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জিলাবোর্ড [আ জিলা+ই বোর্ড] *বি* জেলা পরিষদ। 'জিলাবোর্ড ইউনিয়ন বোর্ড এসব কিছু নয়।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

জিলিপি, জিলিপী [হি জলেবী] *বি* জিলাপি। 'এই আলুকাবলি আর ওই জিলিপির দোকান পর্যন্ত।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'দোকানের সামনে গরম জিলিপী ভাজছে একটা লোক।' *বিমল*, ১৯৫৩।

জিলিবি [হি জলেবী] *বি* জিলাপি; মিষ্টান্নবিশেষ। 'জিলিবি আর মেঠাই আনাব।' *নজরুল*, ১৯৩০।

জিষ্ণু [স] *বিণ* জয়শীল। 'আর্য সনাতন জিষ্ণু ইন্দ্র অজ মহাবিষ্ণু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জিহাদ [আ] *বি* ইসলাম ধর্মমতে ধর্মের জন্য যুদ্ধ। 'আমান উল্লাকে বিতাড়িত করবার জন্য জিহাদ ঘোষণা করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জিহি [স জিহ্বা, হি জীহ] *বি* জিভ। 'জিহি গোটা পাইল তার সকল ভুবন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জিহোবা [আ] *বি* ইহুদি বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বশক্তিমান। 'য়িহুদীয়েরা জিহোবাকে ... অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জিহ্বা [স] **১** *বি* জিভ। 'জিহ্বার সহিত দন্তের পিরীতি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* কণ্ঠ। 'সভার জিহ্বায় সেই ভাগবতী গায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জিহ্বাওয়ালা [স জিহ্বা+হি ওয়ালা] *বিণ* জিহ্বাধারী। 'জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

জিহ্বা খসা *ক্রি* বোবা হওয়া। 'মহিনের সম্বন্ধে নিন্দা ... তাহার জিহ্বা খসিয়া যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

জিহ্বাগ্র [স] *বি* জিহ্বার ডগা। 'হরিবংশে আছে ... জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মূর্দ্ধা হইতে অথর্ব্বের সৃজন হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জিহ্বা দংশন [স] *বি* দাঁত দিয়ে জিব চেপে ধরা; জিবকাটা। 'হুকুম আলীর সেই জিহ্বা দংশন, সেই পদস্পর্শন।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

জিহ্বাদোষ [স] *বি* রুচির তারতম্য। 'কেহ তিক্ত বাসে জিহ্বাদোষের কারণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জিহ্বামূল [স] *বি* জিভের গোড়া। 'কণ্ঠ হোন্তে চারি আঙ্গুল জিহ্বা মূল।' *সুলতান*, ১৭০০।

জিহ্বামূলীয় [স] *বিণ* জিহ্বামূল বিষয়ক। 'জিহ্বামূলীয় বর্ণরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

জিহ্বালম্পট [স] *বিণ* লোভী। 'যতি হঞা জিহ্বালম্পট অত্যন্ত অন্যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জিহ্বাশোষ [স] *বি* জিহ্বার রোগবিশেষ। 'জিহ্বাশোষ এবং নাড়ীর চাঞ্চল্য হওয়াতে গুরুতর রোগ বোধ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

জিম্ভণ [স জৃম্ভণ] *ক্রি* হাই ওঠা। 'সাক্ষাৎ জিম্ভণ হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

জীআ, জীয়া [স জীব্>] *ক্রি* বাঁচা। 'রাধিকা এড়িআঁ আজি জীবোঁ কেনমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জী** *ক্রি* বাঁচে। 'বৃথায় জীবন জী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **জীঅ** *ক্রি* জীবিত থাকো। 'চির জীঅ কাহ্নাঞি/ কুলের নন্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জীআউক** *ক্রি* জীবিত করুক। 'বাঁশী দিআঁ জীআউক মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জীউব** *ক্রি* বাঁচবো। 'অরে কৈসে জীউব মঞেরে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **জীউক** *ক্রি* বেঁচে থাকুক। 'কুর আনুমতী/ নাগর কাহ্নাঞি/ জীউক তার পরসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জীএ** *ক্রি* বাঁচে; জীবন ধারণ করে। 'মরে ভাল জীএ ভাল জাণাইলোঁ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জীওঁ** *ক্রি* জীবিত আছি। 'দিঠী দিঠী চিত্ত মজিআঁ গেল তোর আনুমতী জীওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জীওব** *ক্রি* বেঁচে থাকবো। 'যাবত জীওব/ প্রেম ন ছোড়ব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জীও** *ক্রি* বাঁচাও। 'কিবা জীও মারোঁ এই হউ মোর আশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জীএঁা** *ক্রি* জীবিত আছি। 'জীএঁা মোঁ সঙ্গমে তোরে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জীতে** *ক্রি* বাঁচতে। 'বিফল জনম তার জীতে কেন সাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জীবোঁ** *ক্রি* বাঁচবো। 'রাধিকা এড়িআঁ আজি জীবোঁ কেনমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জীল** *ক্রি* জীবিত হলো। 'জত মরিয়াছিল জীল ততক্ষণ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **জীলোঁ** *ক্রি* বাঁচো। 'তোর প্রসাদেঁ আর জীলোঁ একবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জীউ [স জীব] *বি* জীবন; প্রাণ। 'দয়া করী কাহ্নু মোরে দেউ জীউ দান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জীউত *বিণ* জীবিত। 'এক ধোয়ানে জীউত পয়াণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জীউতা [স জীবন্ত>] *বিণ* জীবন্ত। 'জীউতা জেন্দেগী ভর বন্দখানা রহে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জীউদান *বি* জীবনদান। 'এক বার দেহ জীউদানে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

জীউন [স জীবন] *বি* জীবন। 'তেজব জীউন কণ্ঠে পরাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জীউ [স জীব>] *বি* বুক। 'জীউত উপর উঠী নিবারিলোঁ কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জীওন [স জীবন] **১** *বি* জীবন। 'পথ জীওনের।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* জীবন নেওয়া; জীবন দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জীওল [স জীব>] *বি* গাছবিশেষ, যার কষ দিয়ে আঠা তৈরি করা যায়। 'নদীর ধারের বাবলা ও জীওল গাছের আড়ালে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জীঙ্গাসা [স জিজ্ঞাসা] *বি* জিজ্ঞাসা। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

জীজ্ঞাসা [স জিজ্ঞাসা] *বি* জিজ্ঞাসা; প্রশ্ন। 'রাজা বিক্রমাদীত্যকে জীজ্ঞাসা করিলেন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

জীতা [স জি>] *বি* জীবিতগণ। 'আলীকে দেখিয়া সবে জীতা হইল মরা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জীন [ফা] *বি* ঘোড়ার পিঠে বসার গদি। 'হামেশা বান্ধিনু জীন বাঘের পিঠেতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জীনা *ক্রি* জয় করা। 'চাঁদ সতাবএ সবিতাহু জীনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জীনিয়স, জীনিয়াস [ই] *বি* প্রতিভাবান ব্যক্তি। 'কর্তারা ওঁকে জীনিয়স বলত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'আমাগো বাঙ্গালগো মইধ্যে কত জীনিয়াস আছে!' *সুনীল*, ১৯৭০।

জীনিষ [আ জিন্‌স] *বি* বস্তু; মাল। 'খত চাহি না আমাকে জীনিষ দেও।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

জীনিস [আ জিন্‌স] *বি* বস্তু; মাল। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জীপ [ই] *বি* এক ধরনের মোটরগাড়ি। 'পুরুষ-নারী পথে ফুটপাতে মাঠে জীপে ব্যারাকে।' *জীবন*, ১৯৪০।

জীব [স] ১ *বি* প্রাণী। 'পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* জীবিত। 'তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* মানুষ। 'সন্ন্যাস করিয়া সব জীব উদ্ধারিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* জীবন। 'শিব অঙ্গে পরসে পুতলি পাইল জীব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জীবকঙ্কাল [স] *বি* জীবদেহের কঙ্কাল-কাঠামো। 'অতীত যুগের জীবকঙ্কালের ন্যায় তাহাকে কেবল দেখিবার জন্য রাখিয়া দাও।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

জীবকীট [স] *বি* জীবিতজন। 'জীবকীট কোথায় পাইবে তার পার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জীবকুল [স] *বি* প্রাণীজগৎ। 'যেখানে ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে বহিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

জীবকোষ [স] *বি* জীবদেহের সূক্ষ্মতম একক। 'মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জীবঘন [স] *বিণ* জীবপূর্ণ। 'অভিশাপ হেথা বর্ষে নিরন্তর নক্ষত্রের ঋষ্টিরূপে জীবঘন ধরিত্রীর বুকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

জীবচেতনা [স] *বি* জীবনের অনুভূতি। 'রাতে দুপুরে তার মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনি স্পন্দিত হতে থাকে জীবচেতনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জীবজগৎ [স] *বি* প্রাণীজগৎ। 'জীবজগতের কোন দ্রুতগমনশীল জন্তুই ধাবনে ইহাদের সমকক্ষ নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জীবজনক [স] *বি* নতুন জীবাণুর স্রষ্টা। 'শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জীবজননলীলা [স] *বি* জীব জন্মের প্রক্রিয়া। 'কত জগৎ আপন লক্ষকোটি বৎসরের জীবজননলীলা সম্বরণ করে আজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জীবজন্তু [স] *বি* সব ধরনের প্রাণী। 'তোক্ষে নিরমিল ত্রিভুবনে জল থল জীবজন্তুগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জীবতত্ত্ব [স] ১ *বি* জীবনের গূঢ় কথা। 'জীবতত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইল দুঃখে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* জীববিজ্ঞান। 'জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

জীবতত্ত্ববিদ [স] *বি* জীববিদ্যায় অভিজ্ঞ যে। 'জীবতত্ত্ববিদেরা অবধারিত করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জীবদেহ [স] *বি* মানবদেহ। 'জীবদেহ সাঁই চালায় ফেরায় সেই প্রকারে।' *লালন*, ১৮৯০।

জীবদ্রোহী [স] *বিণ* জীবসংহারক। 'জীবদ্রোহী ব্যাঘ্র আপনার নৃশংস শক্তি প্রচার করিয়া নিরুপদ্রব ছাগ মেষের সহিত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জীবধর্ম [স] *বি* প্রাণীমাত্রের অত্যাবশ্যক বৃত্তিসমূহ। 'জীবধর্মরক্ষার চেষ্টাতেও মানুষের নিরন্তর একটা দ্বন্দ্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জীবধর্মী [স] *বিণ* জীব-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। 'ইহা যে একটা জীবধর্মী পদার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জীবধাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* জীবের পালনকারী। 'জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জীবনাশ [স] *বি* জীবহত্যা। 'জীবনাশে সতত বিরত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জীবন্যাস [স] *বি* জীবন প্রতিষ্ঠা। 'জীবন্যাস দিআ বারি করিল অর্চনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জীবপশু [স] *বি* জীবজন্তু। 'জীবপশু মারি কৈল চাকলা সব খাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জীবপাল [স] *বিণ* জীবের পালনকর্তা। 'মহীরূপে তুমি সর্ব জীবপাল মাতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জীবপালন [স] *বি* জীবনধারণ। 'আপনার জীবপালনের সমস্ত কাজ করেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

জীবপালিনী [স] *বি স্ত্রী* জীবের পালনকারী। 'সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জীব-পুর [স] *বি* জীবজগৎ। 'উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

জীবপ্রাণ [স] ১ *বি* জীবের প্রাণ। 'ইহারা ক্ষুৎপীড়িত ও বিশেষ উত্তেজিত না হইলে ... অকারণ জীবপ্রাণহরণ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* রক্তমাংসের জীব। 'জীবপ্রাণের দাবি স্পন্দমান ছোট্ট ওই মাতৃমনের স্নেহরসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

জীবপ্রীতি [স] *বি* জীবের প্রতি ভালোবাসা। 'তাঁর অপূর্ব সত্যপ্রীতি, মানবপ্রীতি, জীবপ্রীতি তাঁর অনুরাগীদের অনুধাবনের বিষয় হলো না।' *ওদুদ*, ১৯৪৯।

জীববন্ত [স জীব>] *বিণ* সজীব; প্রাণবন্ত। 'মুমীন যেহেন অরুগী জীববন্ত।' *সুলতান*, ১৭০০।

জীববলি [স] *বি* দেবতার উদ্দেশ্যে কোনো প্রাণী হত্যা। 'সৈন্য লয়ে থাকো হেথা নিষেধ করিতে জীববলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জীববস্তু [স] *বি* শরীর। 'প্রকৃত যে শরীর, সেই বস্তু সৎ ... প্রতিবিম্বের ন্যায় জীববস্তু অসৎ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

জীববাচক [স] *বিণ* জীব নির্দেশক। 'জীববাচক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

জীববিজ্ঞান [স] *বি* উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক বিজ্ঞান। 'প্রাথমিক জীববিজ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

জীববিজ্ঞানী [স] *বি* উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক বিজ্ঞানী। 'জীববিজ্ঞানীরা তাদের সেই কাঠামোর ঐক্য থেকে নানা পরিবর্তনের ভিতরেও

তাদের শ্রেণী নির্ণয় করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জীববিদ্যাবিশারদ [স] *বি* জীববিদ্যায় পারদর্শী। 'বিখ্যাত জীববিদ্যাবিশারদ প্রখরেশ পাল বিদ্যাসমুদ্র মন্থন করিয়া ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

জীববিধাতা [স] *বি* সর্বশক্তিমান। 'জীববিধাতার পরিত্যক্ত পৃথিবী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জীববীণা [স] *বি* জীবনরূপ বীণা। 'অনুকম্পায়ী জীববীণা মোর ঝংকৃত আজ সে অনুনাদে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জীবভাব [স] *বি* জীব-প্রকৃতি। 'একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জীবমানব [স] *বি* প্রাণী হিসাবে মানুষ। 'অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জীবযাত্রা [স] *বি* প্রাণধারণ। 'জীবযাত্রার সধূম অনল জ্বালেনি মানের বোঝা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জীবরক্ত [স] *বি* প্রাণীরক্ত। 'দেবীর কাছে জীবরক্ত নৈবেদ্য দেওয়া হত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জীবরচনা [স] *বি* জীব সৃষ্টি। 'সৃষ্টিকর্তার জীবরচনা-পরীক্ষায় মানুষের সম্বন্ধে হঠাৎ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জীবরাজ্য [স] *বি* জীবজগৎ। 'জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জীবলক্ষ্মী [স] *বি* জীবজগতের পালনকর্ত্রী। 'যে জীবলক্ষ্মীর মনে পালনের শক্তি বহমান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জীবলীলা [স] *বি* জীবনের কার্যাবলি। 'এত দিনে আজি ফুরাইলা জীবলীলা জীবলীলাস্থলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'তাহার জীবলীলা সাঙ্গ করিবেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৭।

জীবলীলাস্থল [স] *বি* সংসার। 'এত দিনে আজি ফুরাইলা জীবলীলা জীবলীলাস্থলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জীবলোক [স] *বি* জীবজগৎ। 'ব্রহ্মপ্রভৃতি কীটপর্যন্ত জীবলোকের ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

জীবশক্তি [স] *বি* প্রাণশক্তি। 'অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জীবশরীরবাসী [স] *বিণ* জীব শরীরে বসবাসকারী। 'জীবশরীরবাসী জীব বা জীবোৎপাদক বীজ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জীবশিলা [স] *বি* জীবাশ্ম। 'জীবশিলা যদি ফসিলের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

জীবসখা [স] *বি* প্রাণীর বন্ধু। 'অচ্যুত বলেন তুমি দৈবে জীবসখা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জীবসীমা [স] *বি* জীবের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সীমা। 'তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জীবসৃষ্টি [স] *বি* জীবজগৎ। 'জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

জীবহিংসা [স] *বি* প্রাণীবধ। 'জীবহিংসা করা যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম, ইহা কোন না কোন সময়ে প্রায় সকলের মনেই উদয় হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জীবহীন [স] *বিণ* জীবজন্তু নেই এমন। 'জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জীবণ [স জীবন] *বি* জীবন; প্রাণ। 'কিরূপে বাঁচিত তবে জীবের জীবণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জীবৎ [স] *বিণ* জীবিত। 'যে যাহাকে জীবৎ সময়ে প্রীতি করে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জীবৎকাল [স] *বি* জীবনকাল। 'তাঁর জীবৎকাল, পিতৃপিতামহের পরিচয়।' *হাই*, ১৯৪৯।

জীবৎশরীর [স] *বি* জীবন্ত শরীর। 'স্ত্রী পুরুষ দুইজনে জীবৎশরীর হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

জীবৎসময় [স] *বি* জীবনকাল। 'যে যাহাকে জীবৎসময়ে প্রীতি করে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জীবতকাল [স জীবৎকাল] *বি* জীবদ্দশা। 'আমি জিবতকালে মালিক আছি।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬।

জীবন্ত [স জীবন্ত] *বি* জীবিত কাল। 'জীবন্তে দেখিতে হল্য মরণ তোমার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জীবত্ব [স] *বি* জীবের ধর্ম। 'ভৌতিক পদার্থের সমবায়বিশেষ জীবত্ব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

জীবদবস্থা [স জীবৎ-অবস্থা] *বি* জীবদ্দশা; জীবিত অবস্থা। *দর্পণ*, ১৮২৩।

জীবদ্দশা [স] *বি* জীবিতাবস্থা। 'মূর্খ হইয়া জীবদ্দশাতে থাকা কদাচ ভাগ্য নয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

জীবদ্দান [স] *বি* প্রাণবিসর্জন। 'নরবলি গঙ্গাজলে মনুষ্যবালক জীবদ্দান করণ ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

জীবন [স] **১** *বি* প্রাণ। 'তবেঁ রহে আহ্মার জীবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* জীবনকাল। 'ধিক জাউ নারীর জীবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* জীবিকা। 'এবেঁ গোআলার গেল জীবন উপাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *বি* পানি। 'একটি কূপ আছে, তাহা হইতে জীবন আনাইয়া কুমারকে পান করাইলে পূর্ব্বমত সুস্থির হইবেন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

জীবন অঞ্জলি [স] *বি* জীবনরূপ অঞ্জলি। 'জীবন অঞ্জলি দিয়ে পূজিব অতি যতনে।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১।

জীবন-আঁধার [স জীবন-অন্ধকার] *বি* জীবনের অন্ধকার। 'জীবন-আঁধারে জ্বালো প্রেমভক্তি মম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জীবন-আবেগ [স] *বি* প্রাণের উচ্ছ্বাস। 'গৃহকোণে এই জীবন-আবেগ/ করি বসে পরিপাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জীবন-আহুতি [স] *বি* জীবনরূপ হোম। 'জীবন-আহুতি দিলাম কী আশাহুতাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জীবন-ইতিহাস [স] *বি* জীবনের ইতিহাস। 'মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন-ইতিহাস।' *নজরুল*, ১৯২৬।

জীবনকক্ষ [স] *বি* জীবনের পথ। 'আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু, মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জীবনকণা [স] *বি* জীবনের মূল উপাদান। 'মানুষের জীবনকণা পরম সুন্দরের আলো পেয়ে।' *অবন*, ১৯২৫।

জীবন কাটানো *ক্রি* জীবন অতিবাহিত করা। 'রাজপুত্র হইয়া সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটাইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

জীবন-কানন [স] *বি* জীবনরূপ কানন। 'পাপ-জাত মৃত্যু জীবন-কাননে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

জীবনকানাই [স জীবনকৃষ্ণ] *বি* মনের মানুষ। 'কার ভাবে এ ভাব হারে জীবনকানাই।' *লালন*, ১৮৯০।

জীবনকাব্য [স] *বি* জীবনরূপ কাব্য। 'জীবনকাব্য দেখছিলাম।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

জীবনকার [স] *বি* জীবনী-রচয়িতা। 'এই সব আচরণের অর্থ মহারাষ্ট্রীয় জীবনকার এমনভাবে করেছেন ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

জীবনকাল [স] *বি* জীবিতাবস্থা; আয়ুষ্কাল। 'যাহাতে লোকে জীবনকাল পরম সুখে কাটাইয়া যাইতে পারে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

জীবনকাহিনী [স জীবন+কাহিনি] *বি* জীবনের গল্প। '... জীবন-কাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

জীবনকুঞ্জ [স] *বি* জীবনরূপ কুঞ্জ। 'তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

জীবনক্ষণ [স] *বি* জীবনকাল। 'এটুকু জীবনক্ষণ আমরা নিজেদেরি ইচ্ছামতো নিজেদেরি সাধ্যমতো বাঁচতে চাই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

জীবনক্ষেপ [স] *বি* জীবন অতিবাহিত করা। '... সংসর্গেই জীবনক্ষেপ করিব?' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

জীবনখাতা [স জীবন+আ খাতা] *বি* জীবনরূপ খাতা। 'জীবন-খাতার অনেক পাতাই এমনিতরো শূন্য থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'জীবনখাতার পাতাগুলো কি এমনই শূন্যই থেকে যাবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

জীবনগতি [স] *বি* জীবনযাপনের ধারা। 'শালীনতার প্রশ্ন তুলে আপনার সহজ জীবনগতিতে যারা বাধা দেয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

জীবনগান [স] *বি* জীবনের গান। 'যে-ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে মিলাব তাই জীবনগানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

জীবন গেহ [স জীবনগৃহ] *বি* জীবনরূপ ঘর। 'তোমার জীবন-গেহ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

জীবনগ্রন্থ [স] *বি* জীবনরূপ গ্রন্থ। 'জীবনগ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা উলটিয়া যাব ত্বরিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জীবনঘড়ি [স জীবন+স ঘটী] *বি* জীবনরূপ ঘড়ি। 'জীবনঘড়ির খুব বেশী নয় দম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

জীবনঘাতিনী [স] *বিণ স্ত্রী* জীবনকে ধ্বংস করে এমন। 'দূর কর তোর জীবনঘাতিনী মায়া।' *নজরুল*, ১৯২৬।

জীবনঘেরা [স জীবন>] *বিণ* জীবনঘনিষ্ঠ। 'ব্যর্থ মোদের জীবনঘেরা কুগ্রহ সব মেঘলা প্রায়।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

জীবনচরিত [স] *বি* জীবনী। 'এই দুই ব্যক্তির জীবনচরিত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জীবনচর্চা [স] *বি* জীবনের অনুশীলন। 'মানুষ এক নীচুস্তরের জীবনচর্চায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।' *সনৎ*, ১৯৭০।

জীবনচাঞ্চল্য [স] *বি* প্রাণের চঞ্চলতা। 'যেখানেই জীবনচাঞ্চল্য লক্ষিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জীবনচিত্র [স] *বি* জীবনের প্রতিচ্ছবি। 'নিজেদের জীবনচিত্র নিজেরা যেমন নিখুঁতভাবে আঁকতে পারব।' *বেগম*, ১৯৪৮।

জীবনচেতনা [স] *বি* জীবনবোধ। 'নারী সেদিন পেলো এক নতুন জীবনচেতনা।' *বেগম*, ১৯৫০।

জীবন-ছবি [স] *বি* জীবনরূপ ছবি। 'আমাদের জীবন-ছবির দাগ একটু ঝাপসা করেই টেনে দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

জীবন-জাহাজ [স জীবন+আ জাহাজ] *বি* জীবনরূপ জাহাজ। 'আজকে তাহার জীবন-জাহাজ ভেঙেছে রোগের ঘায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

জীবন-জিজ্ঞাসা [স] *বি* জীবন সম্পর্কিত কৌতূহল। 'তিনি ... জীবন-জিজ্ঞাসার জনক।' *শরীফ*, ১৯৭০।

জীবন জুড়ানো *ক্রি* মৃত্যুবরণ করা। 'হলে তুমি জলময়ী, ও জলে ডুবিয়া সই জুড়াব জীবন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জীবন-ডোবানো *বিণ* সমগ্র সত্তা ডুবিয়ে ফেলছে এমন। 'জীবন-ডোবানো বৃষ্টি যখন ঝরে।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

জীবন-ঢল [স জীবন+ঢল] *বি* জীবনস্রোত। 'আশেপাশে তোর বহে যে জীবন-ঢল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জীবনতত্ত্ব [স] *বি* জীবন-দর্শন। 'জীবনতত্ত্বে একটা জায়গায় আমাদের গভীরতর অমিল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জীবনতন্ত্রী [স] *বি* জীবনরূপ বীণার তার। 'জীবনতন্ত্রী ক্রমশ সকরুণ কড়ি মধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জীবন-তরঙ্গ [স] *বি* জীবনের লীলাখেলা। 'মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

জীবনতরণী [স] *বি* জীবনরূপ নৌকা। 'অকূল সাগর-মাঝে চলেছে ভাসিয়া জীবনতরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জীবনতরী [স] *বি* জীবনরূপ নৌকা। 'ভাসায়ে জীবনতরী সাগরের মাঝে তরঙ্গ লঙ্ঘন করি পারি না বাহিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

জীবতারা [স জীবন-তারকা] *বি* জীবনরূপ তারা। 'প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে এ দেহ আকাশ হতে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জীবন-তীর [স] *বি* জীবনের পার। 'চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবন-তীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জীবন-তুলি [স] *বি* জীবনরূপ তুলি। 'সবুজের জীবন-তুলি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

জীবন-দর্শন [স] *বি* জীবনাদর্শ। 'কারণ পাকিস্তান একটা বিরাট idea, একটা জীবন-দর্শন।' *আজাদ*, ১৯৪২।

জীবনদাতা [স] *বিণ* প্রাণদাতা। 'জীবনদাতা জীমূতবাহনের জীবনরক্ষণের উপায়প্রার্থনা করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জীবনদান [স] *বি* পুনরুজ্জীবন। 'কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদান, বংশের একমাত্র পুত্র – পিণ্ডলোপ ইত্যাদি।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জীবন দান করা *ক্রি* উদ্ধার করা। 'ভারতবাসীকে কে জীবন দান করিবে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

জীবনদায়িনী [স] *বিণ* জীবন দানকারী। 'সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর জীবদায়িনী সুধা বাঁচাও লক্ষ্মণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জীবনদায়ী [স] *বিণ* প্রাণ দান করে এমন। 'মোস্তফা কামালের সাধনার ফল ... জীবনদায়ী অমৃতরূপে দেখা দিয়েছে।' *সওগাত*, ১৯২৯।

জীবনদীপ [স] *বি* জীবনরূপ দীপ। 'প্রবল আঘাতে বৃক্ষের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

জীবনদেবতা [স] *বি* জীবনের অধিপতি। 'এখানেও তুমি জীবনদেবতা! কহিনু নয়নজলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জীবনদেবী [স সম্বোধনে পদান্তে ই-কার] *বি* জীবনকে পরিচালনা করে বলে মনে করা হয় এমন কল্পিত দেবী। 'ওগো জীবন-দেবি!' *নজরুল*, ১৯২৫।

জীবনদ্বন্দ্ব [স] *বি* জীবনযুদ্ধ। 'চক্রবর্তীরা জীবনদ্বন্দ্বে বিজয়ী।' *তারা*, ১৯৪৩।

জীবনধর্ম [স] *বি* জীবনের প্রকৃতি। 'নিজের বকুনিতেই মন জীবনধর্মের তৃপ্তি পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জীবন-ধাত্রী [স] *বিণ* জীবন পালনকারিণী। 'সেদিন ছিলো না জীবন-ধাত্রী ধরা নির্মম এতোখানি।' *সিকান্দার*, ১৯৪০।

জীবনধারণ [স] *বি* প্রাণধারণ। 'আর কি সুখেই বা জীবনধারণ করি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জীবনধারণপদ্ধতি [স] *বি* জীবনযাপনের ধরন। 'সাঁওতালদের জীবনধারণপদ্ধতি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

জীবনধারা [স] **১** *বি* জীবনের প্রবাহ। 'তেমনি করে ধেয়ে এলাম জীবনধারা বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **২** *বি* জীবনের গতি। 'চাই স্রোতপূর্ণ নদীর মতো সাবলীল জীবনধারা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

জীবন-নদী [স] *বি* জীবনরূপ নদী। 'জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জীবননাটক [স] *বি* জীবনরূপ নাটক। 'নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

জীবননাট্য [স] *বি* জীবনরূপ নাটক। 'আমাদের জীবননাট্যকে প্রতিদিন নব নব গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জীবননাথ [স] *বি* জীবনের অধিপতি। 'হে জীবননাথ, আমার রজনী আমার প্রভাত আমার নর্ম আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জীবন-নাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* জীবন শেষ করে দেয় এমন; প্রাণহন্তারক। 'ঘোরতর পিপাসা আমার জীবন-নাশিনী হইয়াছে, আর সহ্য হয় না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

জীবননির্ঝর [স] *বি* জীবনরূপ ঝরনা। 'প্রত্যেক মানুষের জীবননির্ঝরের এক-একটা বিশেষ উপত্যকা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জীবননির্বাহ [স] *বি* জীবনযাপন। 'যেখানে পরের অর্থেই জীবননির্বাহ হয় সেখানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জীবননিশি [স] *বি* জীবনরূপ রাত। 'নিবায়ে দীপ জীবননিশি যাপনা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জীবনপণ [স] *বিণ* জীবন বাজি রাখে এমন। 'দামেস্করাজ্য সমভূমি করিতে জীবনপণ।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

জীবনপথ [স] *বি* জীবনরূপ পথ। 'আমি জীবনপথের পথিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

জীবনপদ্ধতি [স] *বি* জীবনযাপনের রীতি। 'উন্নততর আরেক জীবনপদ্ধতি ও সভ্যতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জীবনপদ্ম [স] *বি* জীবনরূপ পদ্ম। 'জীবনপদ্মে সংগোপনে রবে নামের মধু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

জীবনপাত্র [স] *বি* জীবনরূপ পাত্র। 'পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র জনসংঘাতমদিরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জীবন-পান্থশালা [স] *বি* জীবনরূপ পান্থশালা। 'জীবন-পান্থশালার দেয়ালে তুলিতেছে ঝঙ্কার।' *জীবন*, ১৯২৭।

জীবনপাশ [স] *বি* জীবনের বন্ধন। 'মাধবীলতাটির মতো এই কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জীবন-পুথি [স জীবনপুস্তিকা] *বি* জীবনরূপ পুথি। 'জীবন-পুথির পাতাগুলি পড়বে ঝরে, নাই দেরি।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

জীবনপোত [স] *বি* জাহাজডুবির সময়ে যাত্রীদের স্থানান্তরিত করার নৌকা; লাইফবোট। 'আরোহীগণ সকলেই উক্ত জীবনপোতের আশ্রয় লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জীবনপ্রদীপ [স] *বি* জীবনরূপ প্রদীপ। 'নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জীবনপ্রদীপ নেভা *ক্রি* মৃত্যু হওয়া। 'বীরোচিত কাজের ভিতরেই তাঁহার জীবনপ্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে।' *ইস্‌লাহ*, ১৯৩৮।

জীবনপ্রবাহ [স] *বি* জীবনের চলমানতা। 'জীবন-প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে যায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জীবন-প্রভাত [স] *বি* শৈশব। 'জীবন-প্রভাত কাটিল খেলায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

জীবনপ্রান্ত [স] *বি* জীবনের শেষপর্যায়। 'দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জীবনপ্রেরণা [স] *বি* জীবনোদ্দীপনার উৎস। 'বাইরের ধর্মকে যারা গ্রহণ করে তারা আল্লাকে জীবনপ্রেরণা রূপে পায় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

জীবনফুল [স জীবন-ফুল্ল] *বি* জীবনরূপ ফুল। 'যারা প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে সে ফুলের অপরূপ রূপ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

জীবনবঁধু [স জীবন-বন্ধু] *বি* জীবনরূপ বন্ধু। 'ওকি জীবনবঁধু, ঢালিছ মধু।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

জীবনবধূ [স] *বি* জীবনরূপ বধূ। 'জীবনবধূ হবে তোমার নিত্য অনুগতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

জীবনবল্লভ [স] *বি* জীবনস্বামী; প্রাণপতি। 'জীবনবল্লভ মরণ অধিক সো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জীবনবাঁশি [স জীবন-বংশী] *বি* জীবনরূপ বাঁশি। 'শিশুর নবীন জীবনবাঁশিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

জীবন-বাগ [স জীবন+ফা বাগ] *বি* জীবনরূপ বাগান। 'আনন্দহীন জীবন-বাগে ফলে শুধু তিক্ত ফল।' *নজরুল*, ১৯৪২।

জীবনবাদ [স] *বি* জীবনবোধ। 'রাজনৈতিক নয়, জীবনবাদের বিদ্রোহ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

জীবনবাদী [স] *বিণ* জীবনমুখী। 'দুইজনই ছিলেন জীবনবাদী মানবতাব্রতী মুক্তপুরুষ।' *শরীফ*, ১৯৭০।

জীবনবান [স] *বিণ* প্রাণবন্ত। 'এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের শাসন করিয়া দলন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

জীবনবাসনা [স] *বি* বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। 'প্যারাসাইটের মতো একাগ্র কি জীবনবাসনা?' *শক্তি*, ১৯৬৬।

জীবনবিচ্ছিন্ন [স] *বিণ* জীবনের সাথে সম্পর্কহীন। 'তন্দ্রাকাতর ভাবশাসিত জীবনের যে সৌন্দর্য আছে তা শুধু কর্মময় জীবনবিচ্ছিন্ন।' *হাই*, ১৯৫৪।

জীবনবিধাতা [স] *বি* জীবনের কল্পিত নিয়ন্ত্রকশক্তি। 'ঠিক তার পূর্বরাত্রেই আমার জীবন-বিধাতা এসে আমার দ্বারে আঘাত করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জীবনবিন্দু *বি* প্রাণের ক্ষুদ্র নিদর্শন। 'মৃত্যুর আগমনে জীবনবিন্দু বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

জীবনবিমা, জীবনবীমা [স জীবন+ফা বীমাহ্] *বি* নিয়মিত অর্থসঞ্চয়ের বিনিময়ে মেয়াদশেষে অথবা তার আগে মৃত্যুতে বর্ধিত হারে অর্থপ্রাপ্তির চুক্তি। 'জীবনবীমা আমরা সমর্থন করি না।' *শিখা*, ১৯২৬; 'জীবনবিমার হাজার দুই টাকা।' *মানিক*, ১৯৩৭।

জীবনবিমুখ [স] *বিণ* জীবনের প্রতি নেতিবাদী। 'তিনি আড়াল নিলেন শেষের কবিতার জীবনবিমুখ ভাবোচ্ছ্বাসে।' *শিব*, ১৯৫০।

জীবনবিমুখতা [স] *বি* জীবনের প্রতি আগ্রহহীনতা। 'এই বইটির জীবনবিমুখতার তুলনা নেই।' *শিব*, ১৯৫০।

জীবনবিমুখী [স] *বিণ* জীবনের প্রতি অগ্রহহীন। '...তাৎক্ষণিক সুখ ও জীবনবিমুখী আমোদই প্রশ্রয় পায় বেশী।' *সনৎ*, ১৯৭০।

জীবনবিহঙ্গ [স] *বি* প্রাণপাখি; আত্মা। 'উড়িবার আগে বুঝি জীবনবিহঙ্গ বিচিত্র-বরন পাখা করিছে বিস্তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

জীবনবিহীন [স] *বিণ* জীবন্ত নয় এমন। 'তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জীবনবীজ [স] *বি* বীর্য। 'কুৎসিত উচ্চুণ্ডে জীবনবীজ ছড়িয়েছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

জীবনবীণা [স] *বি* জীবনরূপ বীণা। 'জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

জীবনবৃক্ষ [স] *বি* জীবনরূপ বৃক্ষ। 'কাব্যের মতো দর্শনও জীবনবৃক্ষের ফুল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

জীবনবৃত্ত [স] *বি* জীবনের বৃত্তান্ত। 'এই জীবনবৃত্ত পারস্য ভাষায় লিখিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

জীবনবৃত্তান্ত [স] *বি* জীবনী। 'দুই একটি প্রত্যক্ষগোচর বিষয়েও তাঁহার জীবনবৃত্তান্তের কোন কোন বিষয়ের পোষকতা করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

জীবনবেদ [স] *বি* জীবনদর্শন। 'জীবনবেদের নিরাশা তাপ ভয়।' *জীবন*, ১৯৪০।

জীবনবোধ [স] *বি* জীবন সম্পর্কিত চেতনা। 'আদর্শের গোঁড়ামীর জন্য সে বৈচিত্র্যবোধ তথা জীবনবোধ হারিয়ে বসে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

জীবন-ব্যবস্থা [স] *বি* জীবনযাত্রার প্রণালী। 'পুরুষের তৈরি জীবন-ব্যবস্থাই তাঁদের ভাগবত।' *বেগম*, ১৯৫০।

জীবনব্যাপী [স] *ক্রিবিণ* আজীবন। 'সে জীবনব্যাপী যে-একটা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জীবনভয় [স] *বি* জীবনের আশঙ্কা। 'জীবনভয়, অপেক্ষা মানুষের মনে ধর্মভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

জীবনভর [স] *ক্রিবিণ* সারা জীবন। 'জীবনভর বোরখার ভিতর মুখ লুকাইয়া রাখছি।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

জীবন-ভরা [স জীবন+ভরা] **১** *বিণ* সারা জীবন ধরে। 'আছে ত জীবন-ভরা দুখ।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বিণ* প্রাণপূর্ণ। 'আমার সেই ঘর-ভরা অসীমকে, আমার সেই জীবন-ভরা অসীমকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'জীবন-ভরা চঞ্চলতা দিয়ে ... মুগ্ধ করিস কেন?' *নজরুল*, ১৯২৭।

জীবনভাবনা [স] *বি* জীবন সম্পর্কিত চিন্তা। 'কালোপযোগী জীবনভাবনা জগৎ চেতনা তাঁকে দ্রোহী ... করে তুলেছিল।' *শরীফ*, ১৯৭০।

জীবনভিত্তিক [স] *বিণ* জীবনমুখী। 'আজকের সাহিত্য মানুষের জীবনভিত্তিক।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

জীবনভূমি [স] *বি* জীবনরূপ ভূমি; পৃথিবী। 'জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

জীবন-ভেলা [স জীবন+স ভেল] *বি* জীবনরূপ ভেলা। 'মরণ-সাগরপানে ভাসে মোর জীবন-ভেলা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

জীবনভোগ [স] *বি* জীবনকে উপভোগ। 'জীবনভোগের জন্য এ-সব দরকার।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জীবনভোজ [স] *বি* জীবনরূপ ভোজ। 'জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জীবনভোর [স জীবন-ভর] *ক্রিবিণ* জীবন ব্যেপে। 'কাঁদ তুই অভাগিনী এ জীবন-ভোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'এই পণ মোর, সমস্ত জীবন-ভোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'ইচ্ছা আর অনিচ্ছায় জীবনভোর কলম ঠেলে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

জীবনমঞ্জরী [স] *বি* জীবনরূপ ফুল। 'মোদের জীবন মঞ্জরী দুটি হায়/ কতবার ফোটে কতবার ঝরে যায়।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

জীবনমণি [স] *বি* জীবনরূপ মণি। 'প্রেমান্ধ জনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবনমণি কিছুই নয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

জীবনময় [স] **১** *বিণ* জীবনপূর্ণ। 'সংসার জীবনময়, নাহি সেথা মরণের স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বিণ* প্রাণবন্ত। 'অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদান-প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৩** *ক্রিবিণ* সমস্ত জীবন ধ'রে। 'অসত্যের সঙ্গে জীবনময় যুদ্ধ ক'রে এসেছেন।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **৪** *ক্রিবিণ* জীবনব্যাপী। 'এ জীবনময় তব পরিচয় এখানে কি হবে শূন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জীবনমরণ [স] *বি* জন্ম এবং মৃত্যু। 'কোথা জীবনমরণ! কোথা সেই মানবের অবিশ্রাম সুখ-দুঃখ-বিপদ-সম্পদ-তরঙ্গ উচ্ছ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে জীবন মরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

জীবনমরণ পণ *বি* যে কোনো উপায়ে কার্যসিদ্ধির ইচ্ছা। 'পৌছিবার জন্য জীবন মরণ পণ করিয়া দাঁড়াইল।' *বেগম*, ১৯৫১।

জীবনমরণপ্রভু [স] *বি* জীবন-মৃত্যুর অধিপতি। 'সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়স্বামী জীবনমরণপ্রভু !' নৌকা দিল খুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

জীবন-মরণবিহারী *বি* জীবন ও মরণের মধ্যে বিহার করে যে। 'মম জীবন-মরণবিহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জীবন-মরণের প্রশ্ন *বি* অস্তিত্বের প্রশ্ন। 'মুছলমানদের রাজনৈতিক জীবন-মরণের প্রশ্ন – আত্মসম্মানের প্রশ্ন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

জীবন-মরু [স] *বি* জীবনরূপ মরুভূমি; শুষ্ক জীবন। 'জানে শুধু জীবন-মরুর বালুর চর।' *নজরুল*, ১৯৩০।

জীবনমাত্র [স] *বি* যে-কোনো জীবন। 'এ-পথ জীবনেরই পথ, কিন্তু জীবনমাত্রের নয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

জীবনমুখী [স] *বিণ* জীবনঘনিষ্ঠ। 'মানুষ অধিকতর জীবনমুখী হল।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

জীবন-মৃত্যু [স] *বি* জীবন ও মরণ। 'পরমেশ্বর রোগ আরোগ্য ও জীবন-মৃত্যু অনেকাংশে আমাদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'এই-সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন-মৃত্যু খেলা বৈ তো নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

জীবনমৃত্যুকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মৃত্যুতুল্য। 'জীবনমৃত্যুকারিণী লজ্জা আমাকে আর যন্ত্রণা দিতে পারিবে না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

জীবনযজ্ঞ [স] *বি* জীবনরূপ যজ্ঞ। 'মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষুদ্র খুলেছে জীবনযজ্ঞ রুদ্র আবালবৃদ্ধরমণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জীবনযাত্রা [স] **১** *বি* প্রাণধারণ বা জীবিকা। 'জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে কেবল পরদ্রব্য অপহরণের উপর নির্ভরশীল ... হইয়া উঠিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* জীবনপ্রবাহ। 'জীবনযাত্রা দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাস্বরূপ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **৩** *বি* জীবনের পথে যাত্রা; জীবনের সূচনা। 'সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৪** *বি* জীবনযাপন। 'সভ্য জাতিদের পক্ষে এরূপ জীবনযাত্রা নিতান্ত অসহ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৫** *বি* জীবনযাপনের পদ্ধতি। 'জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৬** *বি* জীবননির্বাহ। 'কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

জীবনযুদ্ধ [স] *বি* বেঁচে থাকার লড়াই। 'এ জেহাদপ্রচার করা মানে স্বীকার করা যে প্রকৃত জীবনযুদ্ধে, যেখানে জয়ী হ'তে হয় পরকে মারার শক্তিতে নয় ...।' *সবুজ*, ১৯২০।

জীবনরক্ষা [স] *বি* বেঁচে থাকার তাগিদ। 'তখন জীবনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, সুখসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়েরই নিমিত্তে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জীবন-রঙ্গ [স] *বি* জীবনলীলা। 'শ্মশানের বুকে নাচিত তাথই জীবন-রঙ্গে তাল-বেতাল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জীবনরথ [স] *বি* জীবনরূপ রথ। 'জীবনরথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জীবনরস [স] **১** *বি* প্রাণশক্তি। 'শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া নিগূঢ় জীবনরসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* প্রাণরস। 'তারা জীবনরসে প্রাণবন্ত ও গতিশীল।' *অবন*, ১৯২৫। **৩** *বি* জীবনীশক্তি। 'জীবন-রস দিন দিন কিরূপ শোচনীয়ভাবে শুকাইয়া আসিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

জীবনরসিক [স] *বিণ* রসবোধসম্পন্ন। 'এমনি বোধের অধিকারী হলেই মানুষ হয় জীবনরসিক।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

জীবনরহস্য [স] *বি* জীবনের দুর্বোধ্য অংশ। 'জীবনরহস্য যায় মরণরহস্য-মাঝে নামি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০; 'এ জীবনরহস্যের সন্ধান।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জীবনলক্ষ্মী [স] *বি* প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'জাগ্রত জীবনলক্ষ্মী পরায় আপন মাল্যগাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

জীবন-লতা [স] *বি* জীবনরূপ লতা। 'জীবন-লতা অবনতা তব চরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জীবনলীলা [স] *বি* আয়ুষ্কাল। 'মরণে বাবুর্চ্চি-জীবনলীলা সাঙ্গ করে।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

জীবনশক্তি [স] *বি* প্রাণের শক্তি। 'সমাজতন্ত্রের মর্মস্থলে তাহাদের জীবনশক্তি তাঁহাদের চিৎশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জীবনশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* জীবনপূর্ণ। 'জীবনশালিনী জীবনদায়িনী মাতৃভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জীবনশিখা [স] *বি* জীবন রূপ আলো। 'জীবনশিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগবগ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জীবনশিল্পী [স] *বি* জীবনের নান্দনিক দ্রষ্টা ও উদ্‌যাপনকারী। 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ যদি জীবনশিল্পীর স্বাক্ষরিত হয় তবে তার রূপের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'তাই শিল্পী হলেও জীবনশিল্পী তারা হতে পারে না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

জীবনশূন্য [স] *বিণ* নিষ্প্রাণ। 'নগর যেন জীবনশূন্য হইয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

জীবনসংকট [স] *বি* মৃত্যুর আশঙ্কা। 'তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

জীবনসংগীত [স] *বি* জীবনপ্রবাহরূপ সংগীত। 'মানুষের জীবনসংগীতে কেবল অবিশ্রাম তানই আছে, আর কোনো জায়গাতেই সম নাই, এ কথা আমরা মানি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

জীবনসংগ্রাম [স] *বি* বেঁচে থাকার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই। 'জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, ... প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চলছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জীবনসংশয় [স] *বি* মৃত্যুর আশঙ্কা। 'তাহা কাটিয়া না ফেলিলে নাকি তাহার জীবনসংশয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

জীবনসঙ্গিনী [স] **১** *বি স্ত্রী* জীবনের সহচর। 'জীবনসঙ্গিনী, বিরহশঙ্কায় তব নরকেরে আজ আমি চিনি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* স্ত্রী। 'যিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন, আজও তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী রইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জীবনসঙ্গী [স] *বি* স্বামী। 'স্বেচ্ছায় জীবনসঙ্গী বাছাই করার ব্যাপারটা ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

জীবনসঞ্চার [স] **১** *বি* প্রাণদান। 'উহাদের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে পারিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* প্রাণের আবির্ভাব। 'জীবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারি দিকে সেই বায়ুসঞ্চারও আরম্ভ হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জীবন-সন্ধ্যা [স] *বি* জীবনের শেষ সময়। 'জীবন-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবার পূর্ব্বেই ...।' *দর্শন*, ১৯২০।

জীবনসমুদ্র [স] *বি* জীবনরূপ সমুদ্র। 'জীবনসমুদ্র অমন করিয়া মন্থর করিতে গেলে, কাহারও কপালে অমৃত, কাহারও কপালে গরল উঠে!' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জীবনসর্বস্ব [স] *বি* জীবনের সবকিছু। 'তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, নীলমাধব প্রকৃতই তাঁর জীবনসর্বস্ব।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

জীবন-সাঁজ [স জীবনসন্ধ্যা] *বি* জীবনের সন্ধ্যা। 'তোমার রাতে মিলাক আমার জীবন-সাঁজের রশ্মিরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জীবনসাধনা [স] *বি* জীবনব্যাপী চেষ্টা। 'আমাদের জীবনসাধনা সেদিন সত্যকার সার্থকতার পথে এসে পৌঁছবে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

জীবনসিন্ধু [স] *বি* জীবনরূপ সিন্ধু। 'মনে করিয়াছিলাম – এ জীবনসিন্ধু সাঁতারিয়াই আমাকে পার হইতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জীবনসীমা [স] *বি* জীবৎকাল। 'তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবনসীমায় বর্তমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'যা ছিল শুধু জীবনসীমায় বহিঃপ্রাচীর।' *মানিক*, ১৯৩৬।

জীবনসুখ [স] *বি* জীবনের সুখ। 'কৈশোর জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জীবনসুধা [স] *বি* জীবনরূপ অমৃত। 'আনন্দের এই জীবনসুধার পায় নাকো স্বাদ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

জীবনসূর্য [স] *বি* জীবনরূপ সূর্য। 'এ জীবনসূর্য যবে অস্তে গেল চলি, হে বঙ্গজননী মোর, আয় বৎস বলি খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশদুয়ার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জীবনসৈকত [স] *বি* জীবনরূপ সৈকত। 'জীবনসৈকতে তব দুলে যায়।' *জীবন*, ১৯২৭।

জীবনসৌধ [স] *বি* জীবনরূপ সৌধ। 'বদ্ধ-অন্ধকার দুর্গন্ধময় জীবনসৌধের প্রতিটি কক্ষে ...।' *তারা*, ১৯৪২।

জীবনস্নায়ু [স] *বি* জীবনী শক্তি। 'নূতন জীবনস্নায়ু দানিছে হতাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জীবনস্পন্দন [স] *বি* প্রাণের স্পন্দন। 'গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন তব মাতৃহৃদয়ের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জীবনস্বত্ব [স] **১** *বি* আজীবন অধিকার। 'মানুষের হৃদয়ে আমাদের জীবনস্বত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* জীবনধারণের অধিকার। 'কেবল ভোগস্বত্ব এবং জীবনস্বত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বি* সহায়-সম্পত্তি। 'আমার জীবনস্বত্ব আমি দেবরদেরই লিখিয়া দিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জীবনস্বপ্ন [স] *বি* জীবনের আকাঙ্ক্ষা। 'যদি কোথা থাকে লেশ জীবনস্বপ্নের শেষ তাও যাক মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জীবনস্বর্বস্ব [স] *বি* জীবনের সবকিছু। 'তুমি আমাদের জীবনস্বর্বস্ব।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জীবনস্বামী, জীবনস্বামি [স, সম্বোধনে ই-কার] **১** *বি* জীবনের আরাধ্য। 'প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'আজি তুমি ডাকো অভিসারে, হে মোহন, হে জীবনস্বামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* জীবনের প্রভু। 'যেন আর না কাঁদায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ, হে মোর জীবনস্বামী!' *নজরুল*, ১৯২৩; 'হে মোর সুদূর জীবনস্বামি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

জীবনস্মৃতি [স] *বি* অতীত জীবনের কথা। 'জীবনস্মৃতি লিখিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

জীবনস্রোত [স] *বি* জীবনের প্রবাহ; জীবনধারা। 'উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জীবনহত [স] *বিণ* নির্জীব। 'জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা জীবনহত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জীবন-হননকারী [স] *বিণ* প্রাণ ধ্বংসকারী। 'পরাধীনতার মতো জীবন-হননকারী তীব্র হলাহল আর নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

জীবনহারা [স] **১** *বিণ* প্রাণের স্পন্দনহীন। 'যে জীবনহারা অচল অসাড় পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **২** *বিণ* মৃত। 'যা-কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার, জীবনহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জীবনাচরণ [স জীবন-আচরণ] *বি* জীবনযাপন। শিল্পে ও জীবনাচরণে কিম্ভূতকিমাকার হওয়াটাই যুগের দাবি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

জীবনাতিপাত [স জীবন-অতিপাত] *বি* জীবনযাপন। 'সামান্যমাত্র বৃত্তিলাভ করিয়া অতি কষ্টে ও মনোদুঃখে জীবনাতিপাত করিতেছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৮।

জীবনাদর্শ [স জীবন-আদর্শ] **১** *বি* জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে গৃহীত নৈতিক মানদণ্ড। 'তাঁহার জীবনাদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিয়া ...।' *এসলাম*, ১৯৩৪। **২** *বি* জীবনবোধ। 'রবীন্দ্রপ্রতিভা হচ্ছে বহুমুখী এবং বহু দেশ ও বহু জাতির জীবনাদর্শ তাঁর প্রতিভায় এসে মিশেছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

জীবনাধার [স জীবন-আধার] *বিণ* জীবনের অবলম্বন স্বরূপ। 'আমি মীন আর তুমি আমার জীবনাধার পানি।' *হাই*, ১৯৫৪।

জীবনাধিক [স জীবন-অধিক] *বিণ* প্রাণের চেয়ে অধিক। 'জীবনাধিক সন্তান ব্যতীত আর কিছুতেই চরিতার্থ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জীবনানন্দ [স জীবন-আনন্দ] *বি* প্রাণের আনন্দ। 'আমি মুক্ত জীবনানন্দ।' *নজরুল*, ১৯২২।

জীবনানুভূতি [স জীবন-অনুভূতি] *বি* জীবনের উপলব্ধি। 'ভাষা হচ্ছে জীবনানুভূতির বাহন।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

জীবনান্ত [স জীবন-অন্ত] **১** *বি* জীবননাশ; মৃত্যু। 'মৈলে জীবনান্ত যার অন্তে রহে নাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* জীবনের শেষ মুহূর্ত। 'তিনি ... জীবনান্ত পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া কালহরণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জীবনাবধি [স] *বিণ* আজীবন। 'আমি কহিলাম সম্বন্ধো জীবনাবধি, জীবনাবধিই সম্পর্ক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জীবনাবস্থা [স জীবন-অবস্থা] *বি* জীবনের হাল। 'তাহাদিগের জীবনাবস্থা জ্ঞাত ... হইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জীবনাভিনয় [স জীবন-অভিনয়] *বি* জীবনের অভিনয়। 'হতভাগ্য সমস্ত সন্তানদিগের জীবনাভিনয় সমাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

জীবনাভিসার [স জীবন-অভিসার] *বি* জীবনের অভিসার। 'তারপর শুরু হবে নূতন জীবনাভিসার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জীবনামৃত [স জীবন-অমৃত] *বি* যা পান করলে প্রাণ ফিরে পাওয়া যায়। 'যেখানে ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে বহিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

জীবনায়োজন [স জীবন-আয়োজন] *বি* জীবনের প্রাচুর্য। 'এদের সার্থক ক'রে তোলার জন্য দরকার তেমনি বিপুল জীবনায়োজন।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

জীবনার্ধ [স জীবন-অর্ধ] *বি* জীবনসঙ্গী। 'আমার জীবনার্ধ, – যাকে প্রাণ দিবারাত্রি প্রার্থনা করে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

জীবনাশা [স জীবন-আশা] *বি* বেঁচে থাকার আশা; জীবনের আশা। 'স্ত্রী জীবনাশা ত্যাগ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জীবনেতর [স জীবন-ইতর] *বিণ* জীবনের চেয়ে উন্নত। 'সাহিত্য হবে ব্যবহারিক জীবনেতর এক কল্পজগতের দিশারী।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

জীবনেতিহাস [স জীবন-ইতিহাস] *বি* জীবনের ইতিহাস। 'পার্শ্ববর্তিনীর জীবনেতিহাস।' *মানিক*, ১৯৩৫।

জীবনের তাপ *বি* জীবন-যন্ত্রণা। 'অতলে মগ্ন হয়ে ভুলে যাব জীবনের তাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জীবনের বন্দর *বি* জীবনের আশ্রয়। 'আমার এ জীবনের বন্দরে।' *জীবন*, ১৯৪০।

জীবনের সাগরসঙ্গম *বি* মৃত্যু। 'জীবনের সাগরসঙ্গম বুঝি সম্মুখে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

জীবনেশ্বর [স জীবনেশ্বর] *বি* জীবনদেবতা। 'আমি সহজ-আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জীবনোত্তাপ [স জীবন-উত্তাপ] *বি* প্রাণের উত্তাপ। 'মানুষের সঙ্গে যে জীবনোত্তাপ সেও যেন মনের প্রাণধারণের পক্ষে আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জীবনোদ্‌বেগ [স জীবন-উদ্‌বেগ] *বি* প্রাণচাঞ্চল্য। 'জীবনোদ্‌বেগে তাড়া করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জীবনোপভোগ [স] *বি* জীবন-উপভোগ। 'জীবনোপভোগের পরিধি হল প্রসারিত।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

জীবনোপায় [স জীবন-উপায়] *বি* জীবন রক্ষার উপায়; জীবিকা। 'বাবু বৈদ্যেরদিগের জীবনোপায় করিয়া দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

জীবনোপায়ী [স জীবন-উপায়ী] *বি* জীবিকা অর্জনকারী। 'তদ্রূপ ঐ ব্যক্তিরাও আপন২ জীবনোপায়ী হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

জীবনোল্লাস [স জীবন-উল্লাস] *বি* জীবনের আনন্দ। 'ব্যাপ্তিতেই তার আনন্দ, তার জীবনোল্লাস, তার আরাম।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

জীবনী [স] **১** *বি* প্রাণশক্তি। 'শুন ধনি কমলিনী জীবের জীবনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* জীবনচরিত। 'মহাভারত প্রধানতঃ ... যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুনের জীবনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জীবনীকার [স] *বি* জীবনী রচনাকারী। '... তাঁর একজন জীবনীকারের।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

জীবনীক্রিয়া [স] *বি* জীবনের প্রক্রিয়া। 'আমাদের নিত্য জীবনীক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জীবনী দোলক [স] *বি* হৃৎপিণ্ড। 'বাজে বাঁচার অমোঘ শব্দ অবিরাম জীবনী-দোলকে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

জীবনীশক্তি [স] *বি* যে শক্তি জীবকে জীবিত রাখে। 'দীর্ঘ জীবন ও দুর্দ্ধর্ষ জীবনীশক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জীবন্ত [স] **১** *বিণ* জীবিত। 'কে তারে জীবন্ত বলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* স্পষ্ট। 'তাঁহার লেখার জীবন্ত ভাব, জলন্ত রচনা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। **৩** *বিণ* টাটকা। 'বাইরের জগতের একটা জীবন্ত প্রভাব আমার সমস্ত মুক্ত দ্বার দিয়ে অবাধে প্রবেশ করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বিণ* আন্তরিক। 'সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৫** *বিণ* প্রাণবন্ত। 'রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্ত ভাবে বিরাজমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৬** *বিণ* মূর্তিমান। 'তথাপি আবার কহিলাম – তুমি জীবন্ত বর্তমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৭** *বিণ* সজীব। 'মরা মন জীবন্ত ভাব ধারণ করে।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **৮** *বিণ* চলমান। 'জীবন্ত ভাষা চিরকাল এক রূপ ধারণ করে থাকে না।' *প্রমথ*, ১৯১২। **৯** *বি* উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পূর্ণ তরুণ। 'আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জীবন্তে *ক্রিবিণ* জীবন থাকতে। 'জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল ণঅণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

জীবন্তিকা [স] *বি* জীবনের বাস্তবতা আছে এমন গল্প। 'রূপকথা সে যুগের জীবন্তিকা।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

জীবন্মথিত [স] *বিণ* প্রাণকে আলোড়িত করে এমন। 'চোখ জুড়ে আছে কিমাকার জীবন্মথিত দৃশ্য।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

জীবন্মুক্ত [স] *বিণ* মোহমুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী। 'কোনদিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জীবন্মৃত [স] *বিণ* জীবিত থেকেও মৃতপ্রায়। 'ড্রোজুর [ডিরোজিওর] মরণে তাহারা জীবন্মৃত প্রায় হইয়া থাকিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩২। *বিণ* আধ-মরা। 'আমি শয্যাগত জীবন্মৃত পড়ে ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জীবন্মৃতবৎ *বিণ* জীবিত থেকেও মরার মতো। 'সমগ্র মুসলমান সমাজ নিঃসাড় হয়ে জীবন্মৃতবৎ জীবন অতিবাহিত করছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জীবন্মৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* জীবিত থেকেও মৃতপ্রায়। 'তোমার দর্শনলালসায় কুঞ্জবনে পদ্মাসনে জীবন্মৃতা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

জীবন্মৃত্যু [স] *বিণ* জীবিত থেকেও মৃতের মতো। 'আমাদের বউ জীবন্মৃত্যু হয়ে রয়েচেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

জীবা [স জীব>] *ক্রি* বাঁচা। 'যোইণি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।' *চর্যা* ৪, ১২০০; 'তোহ্মার জীবার আর নাহিক উপাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জীবাণু [স] **১** *বি* অতি ক্ষুদ্র জীব। 'অনেক জীবাণু এসে রোমকূপে জমে।' *জীবন*, ১৯৩০। **২** *বি* ক্ষুদ্রতা। 'লিপ্সার জীবাণু আছে অনেক।' *আহসান*, ১৯৪৪।

জীবাণুকোষ [স] *বি* জীবদেহের অতি সূক্ষ্ম কোষ। 'জীবাণুকোষের সঙ্গে সমগ্র দেহের সম্বন্ধ আলোচনা করেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জীবাণুতত্ত্ব [স] *বি* রোগজীবাণু সম্পর্কে জ্ঞান। 'পর্য্যায়ক্রমে নার্সিং, শরীরতত্ত্ব, জীবাণুতত্ত্ব, পথ্য বিধান, আকস্মিক বিপৎপাতে প্রাথমিক প্রতিবিধান ইত্যাদি ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

জীবাণুতত্ত্ববিৎ [স] *বি* জীবাণুবিদ্যাবিশারদ। 'জীবাণুতত্ত্ববিৎ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

জীবাত্তমা [স জীবাত্মা] *বি* জীবাত্মা। 'জীবাত্তমা পরমাত্তমা তথাত যে বৈসে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জীবাত্মা [স] *বি* জীবের দেহস্থ চৈতন্য; জীব-জীবনের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মা। 'প্রথমে কহিলুঁ জীবাত্মার সঞ্চার।' *সুলতান*, ১৭০০।

জীবাধম [স] *বিণ* প্রাণীদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। 'অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জীবান্তর [স] *বি* অন্য জগৎ। 'জীব মলে যায় জীবান্তরে।' *লালন*, ১৮৯০।

জীবাভিমান [স] *বি* জীবের অহংকার। 'জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জীবিকা [স] *বি* জীবনোপায়। 'আজি আমি জীবিকা না দিলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জীবিকাজ্ঞাপক [স] *বিণ* জীবিকাসূচক। 'ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ বিশেষ বর্ণ অর্থাৎ জীবিকাজ্ঞাপক সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জীবিকা-নির্ধারণ [স] *বি* জীবনধারণের ব্যবস্থা। 'সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও জীবিকা-নির্ধারণ আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জীবিকানির্বাহ [স] *বি* জীবনযাত্রা সম্পাদন। 'আপনারদের ও ছাত্রেরদের জীবিকা নির্ব্বাহ করাও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

জীবিকাপ্রয়াস [স] *বি* জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা। 'জীবিকাপ্রয়াস হল তীব্রতর।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

জীবিকাবিজয়ী [স] *বিণ* পেশাগত জীবনে সফল। 'জীবিকাবিজয়ী প্রাণ আজ যেন মনে হলো তীতু।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

জীবিকা-যন্ত্র [স] *বি* জীবিকারূপ যন্ত্র। 'জীবিকা-যন্ত্র যখনই দিয়েছে ছাড়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

জীবিকার্জন, জীবিকার্জ্জন [স জীবিকা-অর্জন] *বি* চাকরি ইত্যাদি লাভ বা অর্থ-উপার্জন। 'জীবিকার্জ্জনের শিক্ষাদান বিষয়ে কার্য্য করেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

জীবিত [স] ১ *বি* জীবন। 'হস্তী জীবিত পাইয়া সে-চারিজনকে শুণ্ডে ধরিয়া শিলাতে আচ্ছাড়িল।' *কেরি*, ১৮১২। ২ *বিণ* জীবন্ত। 'আরও দশ বৎসর স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

জীবিতকাল [স] *বি* জীবনকাল। 'পণ্ডিতের জীবিতকাল নির্ধারণ করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। *ক্রিবিণ* জীবিত থাকা পর্যন্ত। 'মা'র জন্য জীবিতকাল পর্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

জীবিতপ্রায় [স] *বিণ* জীবিত আছে এমন। 'অসংখ্য জীবিতপ্রায় দেব-দানব কেটে বার করেছেন তিনিও।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

জীবিতবান [স] *বিণ* জীবন্ত। 'তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক ও জীবিতবান আদর্শ স্বরূপ হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জীবিতমৃত্যু [স] *বি* মৃত্যুতুল্য জীবন। 'আমাকে জীবিতমৃত্যুর হাতে সমর্পণ করবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

জীবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* জীবন্ত। 'তাঁহারা যৎকালে পৃথিবীতে জীবিতা ছিলেন।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

জীবিতাবস্থা [স জীবিত-অবস্থা] *বি* জীবদ্দশা। 'ইহারদিগের অহিতাচরণে তদ্দেশস্থ তাবল্লোক জীবিতাবস্থায় শবাকার হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

জীবিতাশা [স জীবিত-আশা] *বি* বেঁচে থাকার আশা। 'যত বয়স হচ্চে, ততই জীবিতাশা বলবতী হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জীবিতেশ [স জীবিত-ঈশ] *বি* প্রিয়তম। 'জীবিতেশ! জগতে সখিনী বাঁচিয়া থাকিতে তোমার দেহ ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জীবিতেশ্বর [স জীবিত-ঈশ্বর] *বি* প্রিয়তম। 'জীবিতেশ্বরের সঙ্গে পর্ণকুটিরে গিয়ে ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

জীবোৎপাদক [স] *বিণ* জীব উৎপন্ন করে এমন। 'জীবশরীরবাসী জীব বা জীবোৎপাদক বীজ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জীব্য [স] *বি* অস্তিত্ববান। 'ব্যক্তির কৈবল্যে, সখা, বাহুল্য ব্যক্তিও,/ জনসমষ্টিতে জীব্য তোমার ব্যষ্টিও।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

জীমা [আ জিম্মাহ্] *বিণ* গচ্ছিত। 'পূর্বে যে সকল লওয়াজীমা জিনিষপত্র করিয়াছিলেন ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জীমূত [স] *বি* মেঘ। 'সরোবরে নামি জল তোলয় জীমূত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জীমূতনাদ [স] *বি* মেঘের গর্জন। 'শুনিল গম্ভীর জীমূতনাদ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জীমূত-মন্দ্র [স] *বিণ* মেঘের গর্জন। 'অশ্রুবারি ধারা আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জীম্বা [আ জিম্মা] *বি* দায়িত্ব। 'কনট্রাক্ট ওালার জীম্বা হইবেক।' *এডমন*, ১৭৯৩।

জীয়তে [স জীব>] *বিণ* জীবিত থাকা অবস্থায়। 'জীয়তে মোহর নাম করিলা মোচন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জীয়ন [স জীবন>] *বি* জীবন। 'জীয়নের শেষ।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

জীয়নকাঠি [স জীবন+স কাষ্ঠ] *বি* যে কাঠির স্পর্শে জীবন সঞ্চার হয় বলে কল্পনা করা হয়। 'জীয়নকাঠির স্পর্শ পাওয়া যাবে উজ্জ্বল রোদ্দুরে?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

জীয়নিয়া *বিণ* জীবন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জীয়ন্ত [স জীব>] ১ *বিণ* জীবিত। 'জীয়ন্ত থাকিত যবেঁ নান্দের নন্দনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* জীব। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জীয়ন্তে *ক্রিবিণ* জীবিত অবস্থায়। 'রঞ্জাবতী বনি মোর জীয়ন্তে মরিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

জীয়ন্তে কবর *বি* জীবিত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলার কাজ। 'পরদিন তাহার জীয়ন্তে কবর হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

জীয়ন্তেমরা *বিণ* জীবদ্দশাতেই মৃতের মতো জীবনযাপনকারী। 'সে হচ্ছে জীয়ন্তেমরা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জীয়ল [স জীব্>] *বিণ* অনেকদিন বাঁচে ও জিইয়ে রাখা যায় এমন। 'হাটের ঘাটে জীয়ল মাছের তালাশে জালিয়ারাও আসে।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

জীয়া[1] [স জীব>] *বি* প্রাণ। 'ছটফট করে জীয়া দরদ হইল হিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জীয়া[2], **জীয়ানো** [স জীব>] ১ *ক্রি* বাঁচানো। 'জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* জীবিত করা। 'মারিয়া তাহার পুত্র দিনু জীয়াইয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *ক্রি* জন্মানো। 'ভালবাসা একবার মরে গেলে আর জীয়ায় না।' *জীবন*, ১৯৩২। **জীয়াইতে** *ক্রি* বাঁচাতে। 'জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **জীয়াইয়া** *ক্রি* জীবিত ক'রে। 'মারিয়া তাহার পুত্র দিনু জীয়াইয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **জীয়াইল** *ক্রি* বাঁচিয়ে রাখলো। 'যে জন্মাইল জীয়াইল তাঁরে না মানিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **জীয়ায়** ১ *ক্রি* জীবন দেয়। 'গুরু সে মারয় আমা গুরু সে জীয়ায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* জন্মায়। 'ভালবাসা একবার মরে গেলে আর জীয়ায় না।' *জীবন*, ১৯৩২। **জীয়ে** *ক্রি* বেঁচে থাকে। 'সেই জলে জীয়ে শাখা ফুলফল পায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **জীয়্যা** *ক্রি* বেঁচে। 'জীয়্যা থাকুক জননীর কোলজোড়া হয়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জীয়ানরস [স জীবনরস] *বি* জীবনরস। 'করিবারে চায় পরাভব যোগায়ে জীয়ানরস অপুষ্পক বীজে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জীরণ [স জীর্ণ] *বি* পুরানো দশা বা অবস্থা। 'দেবের দুর্লভ ধন জীরণের ঘড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জীরা [স জীরক] *বি* রান্নার কাজে ব্যবহৃত একপ্রকার মসলা। 'ঘৃত জীরা সাম্ভলনে রান্ধিবে পালঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জীরা সিকা [স জীরক+ফা সিরকাহ্] *বি* সিরকাবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জীর্ণ [স] ১ *বিণ* কাতর। 'চৈতন্যবিরহে জীর্ণ সর্ব ভক্তগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ছেঁড়া। 'না ফেলিও জীর্ণ কাঁথা যদি লাগে ঘীণ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* শীর্ণ। 'এক দেবতা জীর্ণ গোরূপ ধারণ করিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৪ *বিণ* অসুস্থ। 'জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *বিণ* হজম। 'নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৬ *বিণ* ক্ষয়প্রাপ্ত। 'বিষ জীর্ণ হইবার নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৭ *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'যে জীবনহারা অচল অসাড় পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৮ *বিণ* বহু ব্যবহারে শ্রুতিকটু; ক্লিশে। 'অনন্ত এবং অসীম শব্দ-দুটা আজকাল সর্বদা ব্যবহারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৯ *বিণ* শুকনা। 'জীর্ণ পাতা ঝরার

বেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **১০** *বিণ* সংস্কারযোগ্য। 'সমাজের জীর্ণ আদর্শ।' *বেগম*, ১৯৪৭।

জীর্ণকণ্ঠ [স] *বি* দুর্বল কণ্ঠস্বর। 'জীর্ণকণ্ঠ মিশবে মাটিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জীর্ণকন্থা [স] *বি* ছেঁড়া কাঁথা। 'পরাও সজ্জা লজ্জাহারা জীর্ণকন্থা ছিন্নবাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জীর্ণ-কাঁথা [স জীর্ণকন্থা] *বি* ছেঁড়া কাঁথা। 'ভিক্ষুক তার জীর্ণ-কাঁথা মেলে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

জীর্ণচীর [স] *বি* ছেঁড়া পোশাক। 'সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জীর্ণচীরধারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* পুরানো ছেঁড়া কাপড় পরিহিত। 'আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণীভারতমাতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জীর্ণতম [স] *বিণ* অতি পুরানো ও নড়বড়ে। 'জীর্ণতম কুটীরের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জীর্ণতা [স] *বি* জরাগ্রস্ততা। 'আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখো, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

জীর্ণতামুক্ত [স] *বিণ* জরা থেকে মুক্ত। 'তাকে জীর্ণতামুক্ত করে নবজীবনের খাতে পরিচালিত করার এক সুকঠিন দায়িত্ব ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

জীর্ণধূসর [স] *বিণ* প্রাচীন ও একঘেয়ে। 'সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিধাতার এক জীর্ণধূসর কৌশল।' *জীবন*, ১৯৩২।

জীর্ণনীড় [স] *বি* পুরানো ভাঙা বাসা। 'রামমোহন রায় বঙ্গসমাজের জীর্ণনীড় স্বভাবতই পরিত্যাগ করিয়া ... সত্য কুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

জীর্ণপত্র [স] *বি* ছেঁড়া চিঠি। 'সেই আলোতে জীর্ণপত্রের ছিন্ন টুকরোগুলো একবার দেখে নিল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

জীর্ণবস্ত্র [স] *বি* ছেঁড়া পোশাক। 'না ফেলিও জীর্ণবস্ত্র যদি লাগে ঘিন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জীর্ণভিত্তি [স] *বিণ* ভিত্তি ক্ষয় হয়েছে এমন। 'মনুষ্যত্ব ভেঙ্গে পড়ে যাবে জীর্ণভিত্তি অট্টালিকা-সম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জীর্ণশরীর [স] *বি* ভগ্নস্বাস্থ্য। 'ভূরি ভূরি কারণে কলিকাতার লোক রুগ্ন ও জীর্ণশরীর হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জীর্ণশীর্ণ [স] *বিণ* অসুস্থ ও কৃশ। 'দুঃখী লোক অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুসখার আশ্রয় লইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

জীর্ণশীর্ণতা [স] *বি* জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। 'জীর্ণশীর্ণতা ঘুচল না।' *জীবন*, ১৯৩৩।

জীর্ণসাজ [স জীর্ণসজ্জা] *বি* ছেঁড়া পোশাক। **জীর্ণসাজপরা** *বিণ* ছেঁড়া পোশাক পরিহিত। 'জীর্ণসাজপরা বরকন্দাজেরা লজ্জায় ঘর হতে বার হতে চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জীর্ণা-শীর্ণা [স] *বিণ স্ত্রী* অসুস্থ ও কৃশ। 'এক জীর্ণা-শীর্ণা ভিখারিনি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জীলা [আ জিলা] *বি* জেলা; দেশ অথবা প্রদেশের প্রশাসনিক বিভাগ। 'জীলা মজকুরের জমিদার লোকের নিকট জারি করিবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

জীলাদার [আ জিলা+ফা দার] *বি* জেলার শাসক। 'জীলাদার সাহেবের দস্তখতি পরোয়ানা পাঠাই।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

জীলান [আ জলওয়াহ্] *বিণ* উজ্জ্বল। 'এনে দাও সুপ্রবল প্রাণ-বহ্নি জীলান সূর্যের।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

জীহ [স জিহ্বা] *বি* জিহ্বা। 'মেলে ঘন ঘন জীহের আগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জীহ্বা [স জিহ্বা] *বি* জিভ। 'জ্ঞানেন্দ্রিয় জীহ্বা কর্ণ নাসা ত্বক চক্ষু।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

জু [ই] *বি* চিড়িয়াখানা। 'বৃহত্তম জু দেখিনু জীবনে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জুঅলজিকাল গার্ডেন [ই] *বি* চিড়িয়াখানা। 'সার্কাস দেখাইতে, জুঅলজিকাল গার্ডেনে লইয়া যাইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জুওলজিকাল [ই] *বি* চিড়িয়াখানা। 'জুওলজিকালে বারে বারে বেড়িয়ে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জুঅতি [স যুক্তি] *বি* যুক্তি। 'কাজ ন কারণ জ এহু জুঅতি।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

জুআ [স দ্যূত] *বি* টাকাপয়সা বাজি রেখে তাস পাশা ইত্যাদি খেলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জুআচুরি [স দ্যূত>] *বি* জুয়াচুরি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জুআচোর [স দ্যূত>] *বি* জুয়াচোর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জুআএ [স যুজ>] *ক্রি* যোগ্য হয়। 'এবেঁ মথুরার হাট জাইতে জুআএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জুআর [স জলবৃদ্ধি>] *বি* জোয়ার। 'জাএ ধনে দিতহু আলিঙ্গন গাঢ়। জনি জুআর পরু সে খেল পাঢ়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জুঁই [স যূথিকা] *বি* সুগন্ধি ফুলবিশেষ। 'ফুটেছে সাঁঝের জুঁই ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

জুঁইকুঁড়ি [জুঁই+কোরক] *বি* জুঁই ফুলের কুঁড়ি। 'জুঁইকুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

জুঁইবাগান [জুঁই+ফা বাগ>] *বি* জুঁই ফুলের বাগান। 'জুঁইবাগানের আরেকদিনের গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

জুঁহি [স যূথিকা] *বি* জুঁই; সুগন্ধি ফুলবিশেষ। 'জুঁহি-বেলির গন্ধে মেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জুকত [স যুক্ত] *বি* মিলন। 'স্বামীর আদেস মাত্র করিব জুকত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জুকতি [স যুক্তি] *বি* যুক্তি। 'তবে বিস্যে পৃথু সমে করিয়া জুকতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জুকা *ক্রি* অবনত হওয়া। 'জুকিনু হৃদয় তুলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

জুক্ত [স যুক্ত] *বিণ* ব্যাপৃত। 'কেমতে আপদ মায় সুনিতে যুক্ত হএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জুক্তি [স যুক্তি] **১** *বি* পরামর্শ। 'দ্বারিকা জাইতে মোরে প্রিয়া জুক্তি দিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ষড়যন্ত্র। 'জুক্তি করি ইন্দ্রপ্রস্থে জতুগৃহ করে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* স্থির। 'সান্তনুরে রাজ্জ দিতে মনে জুক্তি করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* বিচার-বিবেচনা। 'সাস্ত্র জুক্তি দ্বারা দুষ্ট বেবহার দেখিয়া ঐ জয়মুনিকে ত্যাগ করিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৪।

জুক্তিয়া [স যুক্তি>] *ক্রি* পরামর্শ ক'রে। 'মনে বুদ্ধি জুক্তিয়া ভজহ স্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জুখা [স যোগ>] *ক্রি* পরিমাপ করা। **জুখিয়া** *বিণ* ওজন ক'রে। 'পঞ্জরের তরে সোনা দিলেন জুখিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জুখ্যা** *ক্রি* পরিমাণ বা পরিমাপ ক'রে। 'কেহ কাটে কেহ কোটে কেহ জুখ্যা ভাগ বাঁটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জুগ [স যুগ] **১** *বি* যুগল। 'পল্লবরাজ চরনজুগ সোভিত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* যুগ। 'চৌদ্দ জুগ গেল পরভুর এক কল্প জানে।' *রামাই*, ১৭১০।

জুগত [স যুক্ত] *বিণ* উচিত। 'তোহ্মাকে জুগত নহে এ সব করম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জুগতওালা [স যুক্ত>] *বি* সক্ষম ব্যক্তি। 'গুনাগারি ও তহ খরচা দিগর সমেত দাদানের টাকা আদায় হয় এমত জুগতওালার নাম লিখিয়া পাঠাইবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

জুগতি [স যুক্তি] **১** *বি* মন্ত্রণা। 'বৃহস্পতি আনি ইন্দ্র করিল জুগতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* যুক্তি; সিদ্ধান্ত। 'নড়িলা পুতুনা নারি সভার জুগতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জুগল [স যুগল] *বি* জোড়া। 'খঞ্জন জিনিঞা শোভে নয়ান জুগল।' *মালাধর*, ১৫০০।

জুগি [স যোগী] *বি* যোগী। 'বিধাতা নির্মাণ ঘর নাগ্রিক দুয়ার জুগি পুরুষ তাহে আছে অনাহার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জুগিনী [স যোগিনী] *বি* যোগিনী। 'হান হান করিআ ধরে আমার কেশ চৌষট্টি জুগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জুগুতি [স যুক্তি] *বি* যুক্তি। 'সীতলি উকুতি জেহো জুগুতি সমদল ছল আনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জুগুপ্সা [স] **১** *বি* অপবাদ। 'রতি ভয় ক্রোধ উৎসাহ জুগুপ্সা বিস্ময়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* ঘৃণা। 'ভয়, বিস্ময়, বিরাগ, জুগুপ্সা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জুগুপ্সাকর [স] *বিণ* নিন্দাজনক। 'লৌকিক স্তরে যে ভাব হয়তো নিতান্তই জুগুপ্সাকর ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

জুগুপ্সিত [স] *বিণ* নিন্দিত। 'অতি জঘন্য জুগুপ্সিত চরিত্রের নাটক, থিয়েটার ও অভিনয়।' *এসলাম*, ১৯১৬।

জুগ্য [স যোগ্য] *বিণ* যোগ্য। 'সেই বর জুগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জুচ্চুরি, জুচ্চুরী [স দ্যূত>] *বি* প্রতারণা। 'জুচ্চুরী ধত্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বঙ্কবাবুর বাড়িতে গেলেম।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'জুচ্চুরি করে বিষয় রাখবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

জুচ্চরী [স দ্যূত>] *বি* ধোঁকাবাজি। 'জুয়ার সাথে জুচ্চরী, ঘোড়া দৌড়, মদ, নারী ঘটিত ব্যাপার।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

জুচ্চোর [স দ্যূত>] *বি* ঠক। 'শালা। জুচ্চোর। ফাঁকিবাজ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

জুজদান [ফা] *বি* কাপড়ের থলি। 'কাপড়ের থলিতে (জুজদানে) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি।' *রোকেয়া*, ১৯২৭।

জুজা [স যুধ্>] *ক্রি* যুদ্ধ করা। 'সমরের মাজে জুজে পাত্যা দুই আঁটু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জুজু [ফা জু] **১** *বি* কল্পিত ভয়ঙ্কর মূর্তি বা জীব। 'প্রজারা হুজুরকে জুজুর অপেক্ষা অধিক ভয় করে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* কাতর। 'কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জুজুবুড়ি, জুজুবুড়ী [স জু>+বুড়ি] *বি* শিশুদের কাছে ভীতিজনক কল্পিত বৃদ্ধা। 'ঠিক যেন ওই গোঁদলপাড়ার জুজুবুড়ির পারা।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'ঘেরাটোপ জড়ানো জুজুবুড়ী।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

জুজুৎসু [জা] **১** *বি* জাপানি কুস্তিবিশেষ। 'হাবু সে দেখায় জুজুৎসু প্যাঁচ, আবু মোহরমি ছন্দ।' *নজরুল*, ১৯৩৩। **২** *বি* মারপ্যাঁচ। 'মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জুঝা [স যুধ্>] *ক্রি* যুদ্ধ করা। 'নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০। **জুঝঅ** *ক্রি* যুদ্ধ করে। 'নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০। **জুঝও** *বি* যুদ্ধ করি। 'দেহ অনুমতি হে জুঝও পঁচবান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **জুঝি** *ক্রি* যুদ্ধ করে। 'দক্ষিণ দুয়ারে বীর জুঝি তেজধাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জুঝিতে** *ক্রি* যুদ্ধ করতে। 'খরধুসন হইয়া কেহ জুঝিতে আইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **জুঝিবারে** *ক্রি* যুদ্ধ করতে। 'তার সঙ্গে জুঝিবারে নারে প্রিথিবিতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জুঝিবে** *ক্রি* যুদ্ধ করবে। 'কটাক্ষে করহ বধ জুঝিবে কি কারনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জুঝিবেন** *ক্রি* যুদ্ধ করবেন। 'বলিলেন একাএকি ভিম জুঝিবেন গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **জুঝিল** *ক্রি* যুদ্ধ করলো। 'ত্রয়োদস দিবস জুঝিল এই মতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জুঝিলেক** *ক্রি* যুদ্ধ করলেন। 'তোমা সনে জুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্মে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **জুঝে** *ক্রি* যুদ্ধ করে। 'সার্ত্তকীর সনে জুঝে বান নরপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জুট [ই] *বি* পাট। **জুটবোর্ড** [ই] *বি* পাট বিষয়ক দপ্তর। 'জুটবোর্ড আশা করেন যে, ইহা আরো দুই লাখ বেল বেশী হইতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

জুটমিল [ই] *বি* পাটের কারখানা। 'কটন মিল, জুট মিল, পেপার মিল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

জুট করা [হি জুট] *ক্রি* যূথবদ্ধ হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জুটা, জুটানো [হি জুট] **১** *ক্রি* সংগ্রহ করা। 'কিছু জুটিয়ে পুটিয়ে দাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **২** *ক্রি* ডেকে আনা। 'ভিখিরি জুটিয়ে আন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৩** *ক্রি* একত্র হওয়া। 'পারে কে যাবি তোরা আয় না জুটে।' *লালন*, ১৮৯০। **৪** *ক্রি* যোগাড় করা। 'কাজ জুটাইয়া দেওয়া সরকারের অন্যতম কর্ত্তব্য।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

জুটাজুটময়ী [স জটাজূট>] *বিণ স্ত্রী* জটাধারী। 'জুটাজুটময়ী জয়া যাত্রা-শিরোমণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জুটি [মু জুড়ি] *বি* সঙ্গী; দোসর। 'আনাজেতে তুল্য আর জুটি নাই দুটি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জুডিসিয়াল, জুডিশ্যাল [ই] *বিণ* বিচারসংক্রান্ত। 'একজিক্যুটিভ ও জুডিশ্যাল একত্র হওয়াতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'সরকার নিয়োজিত জুডিসিয়াল এনকোয়ারী কমিটি।' *সাদত*, ১৯৬৭।

জুড়া, জুড়ানো [স যুক্ত>] **১** *ক্রি* যুক্ত করা। 'বদনে বদনে জুড়ি কৈল মধুপানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* তৃপ্ত করা। 'কাহ্ন আলিঙ্গিআঁ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* শীতল হওয়া। 'জুড়ায়িলেঁ সোআদ লাগে তপত দুধ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* প্রশান্ত হওয়া। 'শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *ক্রি* সেঁটে দেওয়া। 'কপালে জুড়ি ফোঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *ক্রি* ঠাণ্ডা করা। 'জুড়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৭** *ক্রি* আরম্ভ করা। 'না জুড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৮** *ক্রি* মুগ্ধ হওয়া। 'পাহাড়িয়া যত পাখী দেখিতে জুড়ায় আঁখি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৯** *ক্রি* প্রশমিত হওয়া। 'হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হলি গা জুড়য়।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'নিবিড় কাননে পশি এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে।' *মাইকেল*,

১৮৬১। **১০** *ক্রি* দখল করা। 'যতসব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **১১** *ক্রি* প্রসন্ন হওয়া। 'জুড়াবে হিয়া সুধাবরিষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **১২** *ক্রি* নিবারণ করা। 'জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **১৩** *ক্রি* মুগ্ধ হওয়া। 'আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **১৪** *ক্রি* ব্যাপ্ত হওয়া। 'স্মরণশক্তি জুড়ে বসে আছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **১৫** *ক্রি* বিস্তৃত থাকা। 'উত্তরচল্লিশ আমি ... গলকম্বলের থর মুকুরের অধিকাংশ জোড়ে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০। **জুড়সি** *ক্রি* আরোপ করছিস। 'আমি সে সৃজিলা দান আমারে জুড়সি মান।' *বড়ু*, ১৫৭০। **জুড়াই** *ক্রি* তৃপ্ত করি। 'কি করি এখন জুড়াই জীবন বদন দেখিব তার।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **জুড়াএব** *ক্রি* জুড়াবো। 'পুনহি দরসন জীব জুড়াএব টুটব বিরহক ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **জুড়াওহ** *ক্রি* শীতল করো। 'হৃদয় জুড়াওহ মোর।' *মুরারি*, ১৫৭০। **জুড়াগু** *ক্রি* জুড়াক। 'দেহ আলিঙ্গন জুড়াগু চিত্ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **জুড়াব** *ক্রি* তৃপ্ত করবো। 'জুড়াব জীবন আজি মিলনের জলে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **জুড়ায়** *ক্রি* মুগ্ধ হয়। 'পাহাড়িয়া যত পাখী দেখিতে জুড়ায় আঁখি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **জুড়ায়িবোঁ** *ক্রি* জুড়াবো। 'কাহ্নু আলিঙ্গিআঁ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জুড়ায়িলেঁ** *ক্রি* ঠাণ্ডা হলে; শীতল হলে। 'জুড়ায়িলেঁ সোআদ লাগে তপত দুধ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জুড়ালো** *ক্রি* শান্ত হলো। 'জুড়ালো হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **জুড়ি ১** *ক্রি* যুক্ত ক'রে। 'বদনে বদনে জুড়ি কৈল মধুপানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* যুক্ত করি। 'আরজ করিল আসি দোন হাত জুড়ি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **জুড়িআ** *ক্রি* জোড় ক'রে। 'জুড়িআ উভয় পাণি বলে সবিনয় বাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জুড়িতে** *ক্রি* আরম্ভ করতে। 'না জুড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **জুড়িয়া** *ক্রি* জুড়ে। 'চুমুক জুড়িয়া প্রান লএত আমার।' *মালাধর*, ১৫০০। **জুড়িয়াছে** *ক্রি* যুক্ত করেছে। 'তবে ধর্ম্ম নরনাথে জুড়িয়াছে দুই হাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **জুড়িল ১** *ক্রি* জুড়লো; শুরু করলো। 'নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* সংযুক্ত করলো। 'জুড়িল তার কন্দ মুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জুড়িলা** *ক্রি* বেঁধে দিলো। 'মজনুর বসনে জুড়িলা হিত জানি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **জুড়িলাঙ** *ক্রি* জুড়লাম। 'তুমি বৈলে অনুত্তর আমি জুড়িলাঙ শর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জুড়িহো** *ক্রি* জুড়ো; যোজনা করো। 'পুরিবোঁ তোহ্মার আশ না জুড়িহো বাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জুড়ী** *ক্রি* জুড়ে দেয়। 'নাগর কাহ্নাঞি মোকে বিগুতে আশেষ নেআত জুড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **জুড়ে** *ক্রি* বিস্তৃত হয়ে। 'ক্রোশ যুগ জুড়ে হৈলা নক্ষত্রের রেলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **জুড়্যা** *ক্রি* জুড়ে। 'কুল জুড়্যা বহে জল একাকার ধারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জুড়িয়ে আনা *ক্রি* শীতল করা। 'আর একটুখানি জুড়িয়ে আনলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জুড়িয়ে যাওয়া *ক্রি* তৃপ্ত হওয়া। 'রাস্তার উপর গেলে শরীর একেবারে জুড়াইয়া যায়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

জুড়ে দাঁড়ানো *ক্রি* আগলে দাঁড়ানো। 'সাড়া পাবামাত্র কথাগুলো দৌড়ে এসে জুড়ে দাঁড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জুড়ে দেওয়া *ক্রি* যুক্ত করা। 'ঐসঙ্গে জুড়ে দিলে হয় না?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

জুড়ে নেওয়া *ক্রি* একত্র করা। 'তার সূত্রগুলো জুড়ে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জুড়ি[২] [মু জুড়ি] **১** *বি* জোড়। 'এক এক মলি জুড়ি মনহর পুত্তলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দুই ঘোড়ায় টানা গাড়ি। 'কিছুদিনের মধ্যে তকমা, বাগান, জুড়ী ও বালাখানা বনে গ্যালো!' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বিণ* প্রতিদ্বন্দ্বী। 'লোককে কথায় ভুলিয়ে বশ করতে ওর জুড়ি কেউ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বি* দোসর; সাথি। 'রঞ্জনের জুড়ি নাকি?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

জুড়িকণ্ঠ [জুড়ি+স কণ্ঠ] *বি* দ্বৈতকণ্ঠ। 'দুই পেচক কলহ করিয়া আবার জুড়িকণ্ঠ মিশাইল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

জুড়িগাড়ি, জুড়িগাড়ী [জুড়ি+স গন্ত্রী>] *বি* দুই ঘোড়ায় টানা গাড়ি। 'একটা বড়ো জুড়িগাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'মোটর, জুড়িগাড়ী ... বিচিত্র দালান এমারত প্রভৃতি।' *হেদায়েত*, ১৯৩৫।

জুড়ি জুড়ি *ক্রিবিণ* জোড়ায় জোড়ায়। 'সকলে মিলে জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণনৃত্য আরম্ভ হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জুড়িদার *বিণ* সমকক্ষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তারই জুড়িদার আরও জন তিন-চার রাজমিস্তিরি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

জুড়িদারি *বি* সমকক্ষতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জুড়িনৃত্য *বি* যুগল নাচ। 'দুই জাতীয় বৈদ্যুতওয়ালা কণাবস্তুর জুড়িনৃত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জুড়ি[২] *বি* প্রলাপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জুড়ি[৩], **জুড়ী** [মু জুড়ি] *বি* বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ বিন্যাসে ব্যবহৃত তার। 'তারের যন্ত্রে চিকারী ও জুড়ীর সাহায্যে সুরকে পুষ্ট করিবার যে পদ্ধতি আছে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

জুঠ [স যূথ>] *বিণ* একত্র; জোটবদ্ধ। 'প্রজারা এক জুঠ হইয়া নীল বুনিবে না এই প্রতিজ্ঞা করিল।' *অমৃতবাজার*, ১৮৬৯।

জুঠা [স যূথ>] *ক্রি* জড়ো হওয়া। 'জুঠিল মধুপাবলি হইয়া ব্যাকুল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জুণি [স যেন] *অব্য* যেন। 'মাথার মুকুট কাহ্নাঞি ভাঁগি জুণি জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জুৎ [স যুক্ত>] **১** *বি* সুবিধা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* যথাযথ আরাম। 'একটা চেয়ার টেনে জুৎ করে তার সামনে বসলেন।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

জুৎসই [জুত+আ সওয়া] **১** *বিণ* সুস্থ-সমর্থ। 'দেহ জুৎসই টেকসই রাখিবার জন্য ওসবের দরকার আছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫। **২** *বিণ* উপযুক্ত। 'ধার তুলে তুলে জুৎসই করে নিতে হবে ছ্যান।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

জুত[১] [স যুক্ত] **১** *বি* সুখকর অবস্থা। 'যক্ষ দানা প্রেত ভূত বসতি সভার জুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সুবিধা। 'অকথ্য ভাষায় তেমন জুত করে উঠতে পারে না সে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

জুত করিয়া বসা *ক্রি* আরাম করে বসা। 'তামাক সাজিয়া বেশ জুত করিয়া বসিতেই ...।' *তারা*, ১৯৪২।

জুতসই *বিণ* সুবিধামতো। 'মাঝে মাঝে ভান করতেন যেন জুতসই শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

জুতি *ক্রিবিণ* অনুকূল অবস্থায়। 'নীরে ক্ষীরেতে ভেলা বায় কি জুতি।' *লালন*, ১৮৯০।

জুত[২] [হি জুতা] *বি* জুতা। 'ও ত জুত নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

জুতা[১], **জুতো** [হি] **১** *বি* পাদুকা। 'পায়ে দিল জুতা।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'জুতো।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস নে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* জুতার বাড়ি। 'এর দাম বিশঘা জুতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জুতা খাওয়া *ক্রি* জুতা দ্বারা প্রহৃত হওয়া। 'চাবুকের বদলে স্বামীর জুতা খাইতে রাজি হইয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

জুতাখাকি *বি স্ত্রী* গালিবিশেষ; জুতাপেটা হয় যে। 'সন্ন্যাসীর ওষুধ খেয়ে ছেলেটা জানিস জুতাখাকি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

জুতাধারী *বিণ* জুতা পরিহিত। 'আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারী মালাহীন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

জুতাবরদার, জুতোবর্দার [হি জুতা+ফা বরদার] *বি* জুতা বহনকারী ভৃত্য। 'জুতাবরদার।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ডেকে দাও কোথা আছে সর্দার, নিয়ে যাক দশ জুতোবর্দার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

জুতাবিক্রেতা *বি* জুতা বিক্রি করে যে। 'আমি জুতাবিক্রেতার বাড়িওয়ালার হাতে গিয়া পড়িলাম।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

জুতো-পেটা ১ *বি* জুতা দ্বারা আঘাত। 'যারা এদের জুতো-পেটা করত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বি* অপমান। 'গোমূর্খামির জন্য আমি মনে মনে নিজেকে খুব জুতোপেটা করলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জুতো-বওয়া *বিণ* জুতো বহন করে এমন। 'তুমি জুতো-বওয়া তার অধীন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ – ছোটোবড়ো নির্বিশেষে সব কাজ করা। 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

জুতা[2] [স যুত>] *ক্রি* জুড়ে নেওয়া। 'অনেকগুলো ঘোড়াকে এক গাড়িতে জুতে, এক রাস্তা দিয়ে, এক উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জুতানো [হি জুতা>] *বি* জুতা দিয়ে প্রহার। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ঠ্যাঙানো, কিলোনো, ঘুষোনো, গুঁতোনো, চড়ানো, লাথানো, জুতানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জুতার *বি* গোড়ালি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জুতি[1] [স জ্যোতিঃ] *বি* জ্যোতি। 'মাণিক জিনিঞা/ দশন জুতি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

জুতি[2] [স যূথী>] *বি* এক প্রকার সুগন্ধী ফুল। 'তুলসি মালতি জাতি অমলকী কুন্দ জুতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জুতি[3] [হি জুতা>] *বি* জুতা। 'চরণে বিলাতী জুতি, পরিলেন ধোপধুতি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জুতির্মএ [স জ্যোতির্ময়] *বিণ* জ্যোতির্ময়। 'রত্তনের কন্দিল অধিক জুতির্মএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

জুতী [স যুক্তি] *বি* মনোযোগ। 'রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জুতুয়া [স যুক্ত] *বি* জুতা। 'সেই লাল জুতুয়া হয়ে দেখা দিলে।' *অবন*, ১৯২৫।

জুতো *দ্র* **জুতা**

জুতোবর্দার *দ্র* **জুতা**

জুথি [স যূথী] *বি* জুঁই ফুল। 'সতবর্গ মালতি জুথি কুন্দ কুরুবক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জুদা [ফা] *বিণ* ভিন্ন। 'তাহা মোরে দেহ জুদা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

জুদিসিয়াল [ই] *বিণ* বিচার বিভাগীয়। 'জুদিসিয়াল ও রেবিনিউ সম্পর্কীয় যে সকল উচ্চ পদ প্রকাশ পাইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

জুদ্ধ [স যুদ্ধ] *বি* লড়াই। 'পাইলে জুদ্ধ সহিবারে নারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জুদ্ধরিস [স যুদ্ধবিশারদ] *বিণ* যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। 'জুদ্ধরিস হউক স্বামী রনে মহাবলী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জুদ্ধি [স যুদ্ধ] *বি* যুদ্ধ; সংগ্রাম। 'তবেত আমার বাপ জুদ্ধি সঙ্কলিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

জুন [ই] *বি* খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার ষষ্ঠ মাস। '১৭৫৬ সালের জুন মাসে নবাবি হঙ্গামার সময় ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

জুনি, জুনী [স যেন] *অব্য* যেন না। 'বন্ধন ঘুচাহ জুনি দেখে দেবগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি জুনী জাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জুনিয়র [ই] *বিণ* নিম্নপদস্থ। 'যে সকল সাহেব জুনিয়র অর্থাৎ কনিষ্ঠ পদাভিষিক্ত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

জুনিয়র পরীক্ষা [ই জুনিয়র+স পরীক্ষা] *বি* প্রাথমিক স্কুলের সমাপনী পরীক্ষা। 'দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই জুনিয়র পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

জুনো [ই] *বি* একটি গ্রহাণুর নাম। 'জুনো, সীরিস, পালাস, হাইজ্জির প্রভৃতি ১৪৮ এক শত আটচল্লিশটা ক্ষুদ্র গ্রহ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জুপ জুপ [ধ্বন্যা] *বি* ভারী বস্তু পানিতে পড়ার শব্দ। 'হাত পা অস্থি আলাদা আলাদা জুপ জুপ পড়ে গেল সাগরজলে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

জুবড়ি [স যবস্] *বিণ* অতিরিক্ত ভিজা। 'মাথাটা ভিজে যে একেবারে জুবড়ি হয়ে গিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জুবড়ে [স যবস>] *বিণ* খুব ভেজা। 'সাপুর সুপুর জুবরে দাড়ি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জুবতি, জুবতী [স যুবতি] *বি স্ত্রী* প্রাপ্তযৌবন নারী। 'জনম হোঅএ জদি জও পুনু হোই। জুবতী ভই জনমএ জনি কোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কেমতে পাইব সেই সুন্দর জুবতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জুবান [ফা জওয়ান] *বি* জোয়ান। 'সব জুবান রাজপুত পাঠান মজবুত।' *ভারত*, ১৭৬০।

জুবিলি, জুবিলী [ই] *বি* জয়ন্তী; জন্মতারিখ। 'পঞ্চাশৎ বার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে সভা।' *রোকেয়া*, ১৯২৭; 'জুবিলি উৎসবে সভাপতি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জুবুথুবু [স যুবস্থবির] *বি* আড়ষ্ট। 'কতোকাল জুবুথুবু হয়ে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সুখ নিংড়ে বের করতে চাইবে?' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

জুবেক [স যুবক] *বি* যৌবন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জুব্বা [আ] *বি* আলখাল্লা। 'গলায় হজ্জের জোব্বা ঝুলে পড়ে গায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জুভা [স জিহ্বা] *বি* জিহ্বা। 'জুভাখান খাণ্ডার সমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জুম [আ জুলুম] **১** *বি* স্পর্ধা। 'এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* জুলুম। 'বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* পার্বত্য এলাকায় চাষাবাদের বিশেষ পদ্ধতি। 'জুম চাষের জন্য আগুন দিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

জুমজুম [আ জমজম] *বি* মক্কার জমজম নামক কূপ। 'জুমজুমেরি পানি যেন করছে তারা পান।' *জসীম*, ১৯২৯।

জুমল [আ জুমলা] *বি* মোট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জুমলা [আ] **১** *বি* হিসাব। 'এই আমদানীর জুমলা এইরূপে লেখা যায় যে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বিণ* মোট। *দর্পণ*, ১৮২৮। 'শ্যামবাজারের পাঠশালাতে ৩ জন করিয়া পড়ে ইহাতে জুমলা ২৪০

জন হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

জুমা [আ জুমআহ] *বি* ইসলামিমতে শুক্রবার দুপুরের সমবেত উপাসনা। 'জুমা জমাতে শরিক করা।' *এসলাম*, ১৯১৯।

জুমিয়া [জুম>] *বি* নৃগোষ্ঠী বিশেষ। 'এক-এক জায়গায় জুমিয়া চাষারা এক-একটা পাহাড় সমস্ত দগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'রাজবংশী, চাকমা, জুমিয়া প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জনসমষ্টিভুক্ত মানুষ।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

জুম্মা [আ জুমআহ] *বি* শুক্রবার। 'জুম্মা দিনে নৃপতি হইয়া রোজাদার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জুম্মাবার [আ জুমআহ+ফা বার] *বি* শুক্রবার। 'আগামী জুম্মাবার জয়নাল দ্বারা মহারাজের নামে খোৎবা পাঠ করাইব।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জুম্মা মসজিদ [আ] *বি* শুক্রবার দুপুরের সমবেতভাবে নামাজ পড়া হয় এমন মসজিদ। 'রেশমী চাদর উপরে টানাইয়া জুম্মা মসজিদে লইয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জুম্মার ঘর [আ জুমআহ+ঘর] *বি* জুম্মার নামাজ পড়া হয় এমন মসজিদ। 'আগ্গা কয়ড়া জুম্মার ঘরে দিয়া আবি।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

জুম্মার নামাজ [আ জুমআহ+ফা নামাজ] *বি* ইসলামিমতে শুক্রবার দুপুরের সমবেত উপাসনা। 'জুম্মার নামাজের জমাতে এবং হাট-বাজারের অলি-গলিতে।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

জুয়া[1], **জুয়ানো** [স যুজ্] ১ *ক্রি* যোগ্য হওয়া। 'লোকাচার উর্দ্দেস তার করিতে জুয়াএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* ইচ্ছা হওয়া। 'অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* হওয়া। 'কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *ক্রি* শোভা পাওয়া। 'চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না জুয়ায়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৫ *ক্রি* ইচ্ছা করা। 'ছুঁতে না জুয়ায় বেটা জারুয়া ঢেমনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *ক্রি* উচিত হওয়া। 'এমত অশক্য কথা কহিতে না জুয়াএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৭ *ক্রি* সুযোগ হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৮ *ক্রি* জোগানো। 'সে এলে অবশ তনু, কথা না জুয়ায় আর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

জুয়া[2], **জুয়ো** [স দ্যূত] *বি* বাজি রেখে প্রতিযোগিতামূলক খেলা। 'অনেক২ লোক আসিয়া জুয়া খেলা করে।' *দর্পণ*, ১৮১৮; 'এখন জুয়ো খেলায় মত্ত হয়ে/ কাঁদিতে হবে সব হারায়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

জুয়া খেলন [স দ্যূত>] *বি* জুয়া খেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জুয়াচুরি, জুয়াচুরী [স দ্যূত>+স চোর>] ১ *বি* ঠকানোর জন্যে ভুল বুদ্ধি দেওয়া। 'জুয়াচুরি।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* ধোঁকাবাজি। 'চুরি জুয়াচুরি পরদারী ভাঁড়ামী ঠকামী বদনামী কোটনামীতে অদ্বিতীয়।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'খুড়োর কথা মত – এ সকল প্রলয় জুয়াচুরী।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জুয়াচোর [স দ্যূত>+স চোর] *বি* প্রতারক। 'এক গ্রামে দুই জুয়াচোর থাকে।' *কেরি*, ১৮১২।

জুয়াচ্চুরি, জুয়াচ্চুরী [স দ্যূত>+স চোর>] ১ *বি* জোচ্চুরি। 'ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচ্চুরীরও লাঘব হয়ে আসচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* ধোঁকাবাজি। 'ও-সব জুয়োচ্চুরি কথা আর শুনছিনে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

জুয়াড়ি, জুয়াড়ী [স দ্যূত>] *বি* জুয়া খেলায় আসক্ত যে। '(এই) জাত-জুয়াড়ির ভাগ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'বিকালের দিকে জুয়াড়ী ধরা পড়িল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

জুয়াদার [স দ্যূত>+ফা দার] *বিণ* জুয়া খেলে এমন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জুয়োখেলা [স দ্যূত>] *বি* যে খেলায় বাজি রাখা হয়। 'বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

জুয়ান [ফা জওয়ান] ১ *বি* যুবক। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বিণ* তরুণ; শক্ত-সমর্থ। 'আমায় বে দিলি কেন? আমার অমন জুয়ান ভাতার ছিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

জুয়ার [হি জুবার] *বি* জোয়ার; চাঁদসূর্যের আকর্ষণে নদী ও সাগরের জল স্ফীত হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জুয়ার ভাঁটি *বি* জোয়ার ও ভাটা; নদী ও সাগরের জলের প্রবাহ। 'জুয়ার ভাঁটি হউক টুটিআ জাউক জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জুয়ারি, জুয়ারী [স দ্যূত>] ১ *বিণ* জুয়ারির মতো। 'জুয়ারী ঢেমন সম চরিত্র তোমার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* জুয়া খেলে যে। 'প্রসিদ্ধ জুয়ারিদিগের খেলার নিমিত্ত এক স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

জুয়ারিয়া [স জলবৃদ্ধি] *বিণ* জোয়ারের ফলে সৃষ্ট। 'জুয়ারিয়া বিল ও চর সমস্ত জল ভরা।' *কেরি*, ১৮০২।

জুয়েল [ই] *বি* রত্ন। 'অপু একটা জুয়েল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জুয়েলার [ই] *বি* অলংকার প্রস্তুতকারী। 'টাকাটা ওরা জুয়েলারকে দিয়ে দেবে।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

জুয়েলারি [ই] *বি* রত্নখচিত অলঙ্কারসামগ্রী। 'জুয়েলারির আর কাপড়ের দোকান।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জুয়ো দ্র **জুয়া**

জুর [ফা জোর] *বিণ* জোর। 'জুর পায়ে সুজনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জুরাতাই *বি* টাক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জুরি, জুরী [ই] *বি* বিচারকের সহায়তাকারী মনোনীত ভদ্রমণ্ডলী। 'বিজ্ঞ বাঙালিরদিগকে এই উচ্চ জুরিপদ অর্পণ করিবার মানসে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

জুরিসৃডিক্সন [ই] *বি* এক্তিয়ার; প্রভাবসীমা। 'সহরের অনেক বেশ্যা গৌসায়ের জুরিসৃডিক্সনের ভেতর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জুর্দ্ধতা [স যোগ্যতা] *বি* যোগ্যতা। 'এত বড় জুর্দ্ধতা আমার ঘর ভাঙ্গে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জুর্দ্ধপতি [স যোদ্ধপতি] *বি* বড়ো যোদ্ধা। 'আতিবড় জুর্দ্ধপতি সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর।' *মালাধর*, ১৫০০।

জুলজুল [স জ্বলজ্জ্বল] *ক্রিবিণ* লোভাতুর দৃষ্টিতে। 'যেমন সিংহ শীকার ধরিলে শৃগাল জুলজুল চাহিয়া দেখে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

জুলনী [ফা জুলাহা>] *বি স্ত্রী* মুসলমান তাঁতি। 'জোলা আর জুলনী হাত ধরাধরি করিয়া ...।' *জসীম*, ১৯৬৪।

জুলপি, জুলপী [ফা জুল্ফ] *বি* জুলফি; কানের পাশ দিয়ে ঝুলে-পড়া লম্বা চুল। 'তাহারা আপন২ পসন্দ মত চুল কাটিয়া জুলপী বাহির করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

জুলফ [ফা জুল্ফ] *বি* কানের পাশ দিয়ে ঝুলে-পড়া লম্বা চুল। 'জুলফ ধরিয়া কারে ফেলিল টানিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জুলফওয়ালি [ফা জুল্ফ+হি ওয়ালী>] *বিণ* অলকগুচ্ছ আছে এমন নারী। 'নব বোগদাদি আলিফ লায়লা, শাজাদি জুলফওয়ালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জুলফি [ফা জুল্‌ফ] *বি* কানের পাশ দিয়ে ঝুলে-পড়া লম্বা চুল। 'জুলফির পাশের দাগটাও বেশ সরু আর লম্বা।' *জীবন*, ১৯৩২।

জুলফিআলা [ফা জুল্‌ফ+হি ওয়ালা] *বিণ* কানের পাশে গালের কিছুদূর পর্যন্ত দাড়ি আছে এমন। 'জুলফিআলা মস্তানগুলি হালায় ফাইব ফিফটি ফাইব মারতাছে!' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

জুলফিকার, জুলফেকার [আ] *বি* (ইসলাম) হজরত আলীর তলোয়ার। 'মারিলেক জুলফিকার সিফর উপর।' *সুলতান*, ১৭০০; 'জুলফেকার খুলবে তার দুধারী ধার।' *নজরুল*, ১৯২২।

জুলমাত [আ জুলমত] *বি* অন্ধকার। 'দিনের আকাশে একী জুলমাত মাঝি!' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

জুলয়া [হি জুলনা>] *বি* মঙ্গলধ্বনিবিশেষ; উলুধ্বনি। 'মঙ্গল জুলয়া দিলা সুললিত সুরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জুলা [ফা জুলাহা] *বি* তাঁতি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জুলাই [ই] *বি* খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার সপ্তম মাস। 'দসগ্রি জুলাই সন ১৭৮৪।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

জুলি [স জল>] *বি* সরু নালা; জোল। 'দেহলা পাতিল আঠার খালি জুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জুলু *বি* দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী সবচেয়ে বড়ো উপজাতির ভাষা। 'জুলু ভাষায় বললে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

জুলুওয়া [হি জুলনা>] *বি* বিবাহের আচারবিশেষ। 'নেকা পড়াইয়া যে জুলুওয়া দেলাইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জুলুফে [ফা জুল্‌ফ] *বি* কানের দু পাশ দিয়ে ঝুলে-পড়া লম্বা চুল। 'দেখিয়া জুলুফে মদন কুলুফে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

জুলুম [আ জুলম] **১** *বি* অত্যাচার। 'কিবা যাকে জালেমে জুলুম করি কাটে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* জবরদস্তি। 'তার সঙ্গে বসুন্তের জুলুম সহ্য করিতে কোনো কষ্ট হয় না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

জুলুমতন্ত্র [আ জুলম+স তন্ত্র] *বি* নির্যাতনতন্ত্র। 'সম্পর্করিক্ত মানুষ ... নেতার অনুসরণ করে ... জুলুমতন্ত্রের গড্ডল সমর্থক হয়ে ওঠে।' *শিব*, ১৯৫৬।

জুলুমবাজ [আ জুলম+ফা বাজ] *বি* অত্যাচারী। 'গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে।' *নজরুল*, ১৯২২।

জুলুমবাজী [আ জুলম+ফা বাজী] *বি* অত্যাচারীর আচরণ। 'জুলুমবাজীর পাহাড় ভার।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

জুলুয়া [হি জুলনা] *বি* মঙ্গলধ্বনিবিশেষ; উলুধ্বনি। 'জুলুয়া দিলেন্ত সব করি হুলাহুলি।' *সুলতান*, ১৭০০।

জুষ্টিষ [ই জাস্টিস] *বি* বিচারপতি। *ক্যালগে*, ১৭৯৪; 'চিপ জুষ্টিষ আফ দি পিস সাহেব লোকেরা এই হুকুম দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

জুষ্টিস [ই জাস্টিস] *বি* সুবিচার। 'জুষ্টিস কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

জুস [স যূষ] *বি* ঝোল। 'রোহিত মৎসের জুস যতনে রান্ধিয়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জুহ [স জিহ্বা] *বি* জিভ। 'জুহ লোলনা সঘন লার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জুহার [স জয়কার] *বি* জয়ধ্বনি। 'কালু কয় সম্মুখে জুহার সাত বার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জৃম্ভকাস্ত্র [স] *বি* দিব্যাস্ত্রবিশেষ। 'জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জৃম্ভণ [স] *বি* হাই তোলা বা ওঠা। 'আমি আছি দীর্ঘশ্বাসে ঘনিষ্ঠ আশ্লেষে, জৃম্ভণেই অথবা কান্নায়।' *আহসান*, ১৯৫০।

জৃম্ভিত [স] *বিণ* বিস্তৃত। 'তখনও যেসব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনির্ভাসিটি প্রবেশদ্বারের দিকে জৃম্ভিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জেঁকে ওঠা, জেঁকে বসা দ্র **জাঁকা**

জে [পা যে] **১** *সর্ব* যে। 'জে জে উজু বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ।' *চর্যা* ১৫, ১২০০। **২** *বিণ* যত। 'মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *সর্ব* যা। 'করে কর ধরি জে কিছু কহল বদন বিহসি থোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জেকালে *ক্রিবিণ* যে সময়ে। 'জেকালে অভয়া আইল কলিঙ্গের দেশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জেখান *বি* যেখান। 'জেখানে পড়ে মা গো তোমার তালের ঘা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

জেখানে *ক্রিবিণ* যেখানে। 'জেখানে বসিআ আছে সাধু শ্রীয়পতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জে জে **১** *ক্রিবিণ* যে যে। 'জে জে উজু বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ।' *চর্যা* ১৫, ১২০০। **২** *ক্রিবিণ* যেমনি যেমনি। 'জে জে উপায় করি চিন্ত সিদ্ধ করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জে তাগাদি *ক্রিবিণ* যারপরনাই। 'তবে জে তাগাদি তোমার উপর বেজেহার হইব।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

জেবা **১** *সর্ব* যেই। 'জেবা দুষ্ট কংসরাজা তোমার নাম সুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* যেমন। 'গোচরিঞা ফল ধরাইব জেবা জানি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *সর্ব* যা। 'অবশেষে জেবা ছিল রন্ধন করিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জে মত *ক্রিবিণ* যে রকম। 'পুর্ব্বে অক্ষত যুনি আছিল জে মত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জেমত *বিণ* যেমন। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'জেমত২ কথোপকথোন।' *বোগল*, ১৭৭০।

জেমতী *ক্রিবিণ* যেমনি। *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

জেমতে *ক্রিবিণ* যে প্রকারে; যেরূপে। 'জেমতে কইল বিভা শ্রীমধুসোদনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জেরূপ *বিণ* যেমন। 'জেরূপ চাতুরি দেখিল সঙ্কর শিষ্যগণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

জে সকল *বিণ* যে সকল; যেসব। 'দুই প্রহর সময় নিলাম সুরু হবেক এবং সেই কালীনিয়ো জে সকল লোক ... হাজির হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

জে হঅ *ক্রি* যা হয়। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জেহএ *বিণ* যেমন। 'বিচিত্র বসন দিল জেহএ উচিৎ।' *মালাধর*, ১৫০০।

জেহি *বিণ* যেমন। 'জেহি মত জেহি দিন জেহি পরস্তাব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জেহেন **১** *বিণ* যে রকম। 'জেহেন অর্জ্জুন দেখি সিসু অল্প বএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *অব্য* যেমন। 'পুষ্পের জেহেন মালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জেহের *ক্রিবিণ* যে রূপ। 'জেহের দক্ষিনা বাত সেহ করে আসোআস্ত।' *মালাধর*, ১৫০০।

জেআদা [আ জিয়াদাহ] *বিণ* অধিক। 'জেআদা কী লিখী।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

জেআরত [আ জিয়ারত] *ক্রি* পরিদর্শন। 'মওতার কবর করিব জেআরত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জেই [পা যে>] **১** *সর্ব* যে। 'ধর্ম্ম হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* যেমন। 'জেই ইচ্ছা করহ তেমন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *সর্ব* যা। 'নিজ মনে জেই লএ সেই কর্ম্ম করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জেইক্ষণ [পা যে+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* যতক্ষণ অবধি। 'মদিনাতে যেইক্ষণে আছিল ইমাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জেওর [ফা জীওয়ার] *বি* অলঙ্কার। 'সকল জেওর খুলিয়া ফেলিলে তুমি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জেওরপত্তর [ফা জীওয়ার+স পত্র] *বি* অলঙ্কারাদি। 'লাশ উল্টেপাল্টে দেখেছে, পয়সাকড়ি জেওরপত্তর যদি মেলে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

জেওরা [ফা জীওয়ার] *বি* অলঙ্কার। 'জেওরাতে শোভা যেন করিয়াছে মিলি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জেঁ [স যেন] *ক্রিবিণ* যেন। 'জেঁ অজরামর হোই দিঢ় কান্ধঃ।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

জেঁণ [স যেন] *সর্ব* যেন। 'জেঁণ তুটঅ অবণা গবণা।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

জেকের [আ জিকর] *বি* জিকির; জপ। 'এই জেকেরের দরজা ভারি।' *লালন*, ১৮৯০।

জেগে ওঠা, জেগে থাকা *দ্র* জাগা[২]

জেঙ্গালি পেয়াজি *বি* এক প্রকার রঙের নাম। 'কুসমি সব্জলি, জেঙ্গালি পেয়াজি ... ইত্যাদি নানা রঙ্গে রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

জেট [ই] *বি* দ্রুতগামী বিমানবিশেষ। 'জেট-প্লেন উঠে যায় কোনো-এক অন্তহীন রাত্রির হৃদয়ে।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

জেটতুত, জেটতিত, জেটতুতা [স জ্যেষ্ঠতাত] *বিণ* জ্যেষ্ঠার সূত্রে আত্মীয়। 'বাপের জেটতিত ভাই।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯; 'জেটতুতা ভগ্নি, জেটতুত ভগ্নিপতি, জেট সস্বুর, খুড় সস্বুড়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জেটসস্বুর [স জ্যেষ্ঠশ্বশুর] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর জেঠা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জেটসাস্বুড়ী [স জ্যেষ্ঠশ্বশ্রূ] *বি স্ত্রী* স্বামী বা স্ত্রীর জেঠাই। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জেটা [স জ্যেষ্ঠ] *বি* জেঠা; পিতার বড়ো ভাই। 'শ্রীযুত রামানন্দ ঘোষজা জেষ্টতাত এবং জেটা তথা শ্রীযুত ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

জেটি[১] [স জ্যেষ্ঠী] *বি* টিকটিকি। 'শঙ্খের মুটি জেটি মক্ষিকার মুণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জেটি[২] [ই] *বি* বড়ো ধরনের নৌযান থেকে যাত্রী ও মালমাল নামানো ও তোলার ঘাট। 'স্টিমারটা জেটিতে লাগল।' *জীবন*, ১৯৩১।

জেঠ[১] [স জ্যৈষ্ঠ] *বি* জ্যৈষ্ঠ মাস। 'জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জেঠ[২] [স জ্যেষ্ঠ] *বি* জ্যেষ্ঠ। 'বালা সৈসব তারুন ভেট। লখএ ন পারিঅ জেঠ কনেট।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জেঠতত [স জ্যেষ্ঠতাত>] *বিণ* পিতার বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জেঠতুতো ভগিনী [স জ্যেষ্ঠতাত ভগিনী] *বি* জেঠার কন্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জেঠতুতো ভাই [স জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা] *বি* জেঠার পুত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জেঠা [স জ্যেষ্ঠ] **১** *বি* পিতার বড়ো ভাই। 'ইহার বাপ-জেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* পাকা। 'বাক্যে জেঠা, কর্মে ঘৌটা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

জেঠামশায় [স জ্যেষ্ঠমহাশয়] *বি* পিতার বড়ো ভাই। 'জেঠামশায় কবে কলিকাতায় ফিরিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

জেঠাই [স জ্যেষ্ঠ] *বি* পিতার বড়ো ভাই। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জেঠাইমা [স জ্যেষ্ঠ-মাতা] *বি* পিতার বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

জেঠাত [স জ্যেষ্ঠতাত>] *বিণ* পিতার বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জেঠামি [স জ্যেষ্ঠ>] *বি* পাকামি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বাইরের লোক মেয়েদের জেঠামি সইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জেঠি[১] [স জ্যেষ্ঠী] *বি* টিকটিকি। 'কেমন দারুণ বেলা আইলাও তাণ্ডবশালা হাঁছি জেঠি না পড়িল বাধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জেঠি[২] [স জ্যেষ্ঠতাত>] *বি* পিতার বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'পুত্র বলি কোলে করে খুড়ি আর জেঠি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

জেঠিমা [স জ্যেষ্ঠ-মাতা] *বি* পিতার বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'পিসিমা জেঠিমা কাকিমারা কেউ এলেন না।' *জীবন*, ১৯৩২।

জেঠ়শাস [স জ্যেষ্ঠশ্বশ্রূ] *বি* স্ত্রীর বড়ো বোন। 'আপনি আমার জেঠ়শাস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জেণ্টিলম্যান [ই] *বি* ভদ্রলোক। 'আমি হামেহাল জেণ্টিলম্যান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জেত [স জাতি] *বি* জাত। 'লালন কয় জেতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে।' *লালন*, ১৮৯০।

জেতই [পা যতো] *ক্রিবিণ* যতোই। 'জেতই বোলী তেতবি টাল।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

জেতা[১] [স জ্যান্ত] *বি* জ্যান্ত যা। 'জেতা এড়িয়া কেন মড়া খাইতে চাও।' *বিজয়*, ১৬৫০।

জেতা[২] [স] *বি* জয়ী হয়েছে যে। 'তাহা জেতা ও বিজিতের মধ্যে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

জেতৃ [স] *বি* জিতেছে যে। 'জেতৃ ও জিত-জাতির মধ্যে সেতুবন্ধন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জেতৃপক্ষ [স] *বি* জয়লাভ করেছে এমন পক্ষ। 'জেতৃপক্ষের ঘন ঘন হুঙ্কারে ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

জেতে [স জাতি>] **১** *বিণ* জাতের। 'সে বেটা জেতে নেড়ে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* একই শ্রেণীর বা ধর্মের অন্তর্গত। 'না হবে কেন? জেতে-ভাই কি না।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭২।

জেদ[১] [আ জিহাদ] *বি* যুদ্ধ। 'এরূপ রাজক্ষমতাধারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেদ না করিলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জেদ[২] [আ জিদ্দ] **১** *বি* জোর। 'আপনাকে আমি জেদ করে এখানে

পাঠয়েছিলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বি* একগুঁয়েমি। 'বাঙ্গালেরা ... সর্বস্বান্ত করিয়াও, জেদ বজায় রাখে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

জেদাজেদি [আ জিদ্দ] *বি* পুনঃপুন একগুঁয়েমি। '... জেদাজেদি করিয়াই ইহার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' *এসলাম*, ১৯১৫।

জেদালো [আ জিদ্দ>] ১ *বিণ* একগুঁয়ে। 'নেলি যেরকম জেদালো মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* উত্তাল। 'ফেনিয়ে উঠছে জেদালো ঢেউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জেদী [আ জিদ্দ>] *বিণ* একগুঁয়ে। 'হিম্মৎ সিংয়ের মত জেদী ... আমার জীবনে দুটি দেখিনি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জেন[১] [স যেন] ১ *ক্রিবিণ* যেমন। 'গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* যেন। 'বৈষ্ণব জন জেন বিষ্ণু অনুসরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জেনক *ক্রিবিণ* যেরূপ। 'জেনক কৃসক রহে দেখি অনাবৃষ্টি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জেনমত *ক্রিবিণ* যেরূপ। 'জেনমত জার অঙ্গ জার জেন কেসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জেনমতে *ক্রিবিণ* যেভাবে। 'অষ্টমে কপোত্থ গুরু মোর জেনমতে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জেন[২] [আ জিন] *বি* জিন; ইসলামি বিশ্বাস অনুসারে আগুনের তৈরি অদৃশ্য দেহধারীবিশেষ। 'দেব, দৈত্য, দানব, জেন, পরী, সাগরে, জঙ্গলে পর্ব্বতে, কোথায় কে লুকাইত।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

জেনরল [ই] *বিণ* সাধারণ। 'তাহার এক মাস পূর্ব্বে জেনরল এডবরটাইজ করা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

জেনা [আ জিনা] *বি* বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসঙ্গম। 'তখনই জানতাম জেনা করার শাস্তি।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

জেনাকার [আ জিনা+স কার] *বিণ* বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসঙ্গমকারী। 'জেনাকার হারামজাদ এজিদা মাতাল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জেনাকারিণী [আ জিনা+স কারিণী] *বি স্ত্রী* ব্যভিচারকারী। 'পাথর ঢেলাতে থাক যতক্ষণ না যেনাকার বা জেনাকারিণীর মৃত্যু হয়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

জেনানা [ফা জানানাহ] *বি* অবরোধ। 'স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা ভাঙ্গার প্রবন্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

জেনানা-বক্স [ফা জানানাহ+ই বক্স] *বি* মেয়েদের বসার জন্য নির্ধারিত ঘেরা-জায়গা। 'জেনানা-বক্স থেকে একটি হাসির আওয়াজ তাঁর কানে এল।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

জেনারেল, জেনারল [ই] ১ *বি* সেনাবাহিনীর অতি উচ্চপদ। 'জীবন-রণে সেই জেনারল টোগো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* বীর সৈনিক। 'চাই না নেতা, চাই জেনারেল, প্রাণ-মাতনের ছুটুক ধূম!' *নজরুল*, ১৯২৪। ৩ *বিণ* সাধারণ। 'জেনারেল নলেজের পরিধি বাড়াবার প্রয়াস পাই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

জেনারেশন, জেনারেসন, জেনেরেশন [ই] *বি* প্রজন্ম। 'তেমন জিদি লোক হ'লে একটা সুটে যে তিন জেনারেসন কাটানো যায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'এই জেনারেশনের হাত থেকে সেই সব কাজ নেবার।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'গত জেনেরেশনের কেমব্রিজ য়ুনিভার্সিটির পিএইচ.ডি. দলের একজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জেনাহ [আ জিনা] *বি* বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতা। 'জেনাহ কবিরা গোনাহ।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

জেনুইন [ই] *বিণ* আসল। 'এ চেক জেনুইন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

জেনেনা [আ জানানাহ] *বি* অন্দরমহল। 'নিজেকে যেন একেবারে জেনেনার মধ্যে বন্ধ করে রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জেনেরল [ই] *বিণ* সাধারণ। 'জেনেরল কমিটি আব পবলিক ইনিকট্রকসন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

জেনেরাল [ই] *বি* প্রধান কর্মকর্তা। *ওসা*, ১৭৮৫।

জেনেরাল লেটর [ই] *বি* স্ট্যাম্প লেখার জন্য বিশেষ মাপের কাগজ। 'দুইখানি জেনেরাল লেটর কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

জেনেরেল [ই] *বিণ* প্রধান। 'মেং তামস ইস্কাট সাহেব একেকৌনটেন্ট জেনেরেল।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

জেন্টেলমেন, জেন্টেলম্যান [ই] ১ *বি* ভদ্রলোক। 'জেন্টেলমেন, আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত করেছেন ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'একজন জেন্টেলম্যানের অফরটি ত্যাগ করা উচিত নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। ২ *বি* বিষয়সম্পত্তি আছে এমন লোক। 'জেন্টেলম্যানরা যেখানে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

জেন্দ [ফা জিন্দ] *বি* প্রাচীন পারস্যের ভাষা। 'প্রাচীন পারসীক জেন্দ ভাষাতে এই শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

জেন্দা [ফা জিন্দাহ] ১ *বিণ* অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন; সদা-জাগ্রত। 'দুশ মোমবাতি মানিয়া আসিল জেন্দাপীরের ঘর।' *জসীম*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* সচল। 'যেন দুটি জেন্দা কামান।' *জসীম*, ১৯৩৩।

জেন্দাপীর [ফা জিন্দাহ্+ফা পীর] *বি* অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ধর্মগুরু; সদা-জাগ্রত পীর। 'দুশ মোমবাতি মানিয়া আসিল জেন্দাপীরের ঘর।' *জসীম*, ১৯৩৩।

জেন্দেগানী [ফা জিন্দগী] *বি* আয়ুষ্কাল। 'জেন্দেগানী কাটাইব খোদায় ভাবিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জেন্নাত [আ জান্নাত] *বি* স্বর্গ। 'এই ব্যক্তি জেন্নাতের যথার্থ অধিকারী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জেন্নাতবাসিনী [আ জান্নাত+স বাসিনী] *বিণ স্ত্রী* স্বর্গবাসী। 'জেন্নাতবাসিনী জগজ্জননী বিবি ফাতেমাও মায়মুনাকে ভালবাসিতেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জেপলিন, জেপেলিন [ই] *বি* এক ধরনের আকাশযান – জার্মানির বিজ্ঞানী কাউন্ট জেপলিন-এর নাম অনুসারে এই নামকরণ। 'তাহার অচিরোদ্ভাবিত এরোপ্লেন ও জেপলিন নামে অত্যদ্ভুত গগনযানদ্বয় তদ্বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণস্থল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'জার্মানদের জেপেলিনগুলো দূর থেকে দেখায় যেন একটা বড় শুঁয়োপোকা।' *নজরুল*, ১৯২২।

জেব [ফা জেব] *বি* পকেট। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'জেব হতে দুডুমো সুপুরি বাই করে চিবুতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জেবঘড়ি [ফা জেব+ঘড়ি] *বি* পকেটে রাখার ঘড়ি। 'পকেট থেকে জেবঘড়ি বের করে সময়টা যাচাই করে নেয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

জেব্রা [ই] *বি* আফ্রিকার ঘোড়া জাতীয় গায়ে ডোরাকাটা এক প্রকার বন্য পশু। 'হাজার হাজার জেব্রা, জিরাফ।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

জেভলিন [ই] *বি* বর্শা। 'পালক-লাগানো জেভলিন হাতে নিয়ে ঠিক ব্যালান্স করাই মুশকিল।' *সুনীল*, ১৯৭০।

জেমত [স যৎ+মত] *অব্য* যেমন। 'জেমত আকৃতি জার জেমন বএসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জেমতী *ক্রিবিণ* যেমন। '২ লোককে জেমতী দিবে।' *মেয়র্স*, ১৭৭৪।

জেমন [স যস্মিন] ১ *ক্রিবিণ* যেমন। 'জেমত আকৃতি জার জেমন বএসে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* যেন। 'নারীর যৌবন কেবল অধন জেমন জলের ফোঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জেমনি *ক্রিবিণ* যেভাবে। 'জেমনি জেমনি গোপি করএ স্মোরণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

জেমনে *ক্রিবিণ* যেভাবে। 'অজামিল মুক্ত পদ পাইল জেমনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জেয়র [ফা জীওয়ার] *বি* অলঙ্কার। 'তস্করের হাত থেকে জেয়র কি পাওয়া যায় ত্বরা।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জেয়াঁচ কুণ্ড [স জীবিতবৎস+স কুণ্ড] *বি* প্রাণীপূর্ণ জলাশয়। 'এই জেয়াঁচ কুণ্ডে যখন ইচ্ছা করিবা তখনি শৌল মৎস্যের পোনা পাইবা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জেয়াজতি [আ জিয়াদত] *বি* বৃদ্ধি। 'ইহা না মানিয়া ফের জেয়াজতি করে তোমি আমার এখানে আসীবা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জেয়াদা [আ জিয়াদাহ] ১ *বিণ* অতিরিক্ত। 'এহার জেয়াদা দাম দেবেন তোমাকে দেই নাহি আর দেলাই নাহি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। ২ *বিণ* প্রচুর। 'সেরেস্তাদার ও পেসকার নীলকরের নিকট হইতে জেয়াদা ঘুষ লইয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* চড়া; বেশি। 'বাবু বলে দাম খুব জেয়াদা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

জেয়াফত [আ জিয়াফত] ১ *বি* মুসলিম সমাজে মৃতের কল্যাণে আয়োজিত ভোজ অনুষ্ঠান। 'তাহাকে খানা জেয়াফতে ডাকা হইবে না।' *এসলাম*, ১৯১৯। ২ *বি* দাওয়াত। 'তিন গ্রামের ফকির - মিসকিন জেয়াফত পেল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

জেয়ারত [আ জিয়ারত] *বি* ইসলামি রীতিতে কবর পরিদর্শন। 'করিলেন ইমামের জেয়ারত কাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জের [ফা] *বিণ* পরাজিত। 'জের হইল নিমকহারাম।' *ভারত*, ১৭৬০।

জেরদস্ত [ফা] *বিণ* দুর্বল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জেরপাই *বি* এক প্রকার জুতা। 'ছোট আন্নি জেরপাই নাগোর ... ইত্যাদিতে চরণ শোভায় ভক্তজনের মনের লোভ বাড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

জেরবার [ফা] ১ *বি* হেনস্থা। 'দ্বিগুণ টাকা লইয়া নানা প্রকারে জেরবার করেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* হয়রান। 'প্রজাকে ... জেরবার করতে চাও তো করো উচ্ছেদের মামলা।' *প্রমথ*, ১৯১৯। ৩ *বি* পর্যুদস্ত। 'জোরওয়ার শের কই? জেরবার জানোয়ার।' *নজরুল*, ১৯২২।

জেরা[১] [ফা] *বি* বর্ম। **জেরাবক্ত** [ফা] *বিণ* বর্মযুক্ত। 'মাথায় ফেলিল পাগ জেরাবক্ত পোস।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জেরাবন্দি [ফা] *বি* পোশাক। 'তার জেরাবন্দি পরে আছি সর্ব্বদায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জেরা[২] [আ জরহ্] *বি* জিজ্ঞাসাবাদ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বারিস্টারের জেরায় জেলাকোর্টে ... নাকাল হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জেরা করা *ক্রি* জিজ্ঞাসাবাদ করা। 'তাকে এইরূপ জেরা করিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জেরা[৩] [আ জররা] *বি* অল্প কয়েকটির দল। 'নীলগাইয়ের জেরা দৌড়চ্ছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

জেরেনিয়ম [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'বিদেশী ফুলের টব, সেথা জেরেনিয়মের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জেল [ই] ১ *বি* কারাগার। 'তারে লয়ে দিল গিয়ে জেলে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* কারাদণ্ড। 'মা শোনেনি, তার জেল হয়েছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

জেলখাটা *বিণ* জেল খেটেছে এমন। 'আমার কয়েকজন জেলখাটা বন্ধু।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

জেলখানা [ই জেল+ফা খানাহ্] *বি* কারাগার। 'আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

জেলখালাসি [ই জেল+আ খলাসী] *বিণ* কারাগার থেকে মুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জেলগেট [ই] *বি* কারাগারের ফটক। 'জনতা জেলগেট হইতে তাঁদের অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জেলদারগা, জেলদারোগা [ই জেল+ফা দারোগাহ] *বি* কয়েদিদের তত্ত্বাবধায়ক ও জেলের শান্তিরক্ষক কর্মকর্তা। 'জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'জেল-দারোগার হাতে আমাকে সমর্পণ করে দেবেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জেল-পাখী [ই জেল+স পক্ষী] *বি* আগে জেল খেটেছে এমন লোক। 'এসব আসামির কেউ পুরাতন জেল-পাখী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জেল পুলিস [ই] *বি* কারারক্ষী পুলিশ। 'হিজলীর জেল পুলিসের যথেচ্ছা গুলিবর্ষণ কোনোমতেই ...।' *সাদত*, ১৯৬৭।

জেলফেরত [ই জেল+হি ফিরতা] *বিণ* কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। 'জেলফেরত সিপাহিরা প্রায়ই জাতিচ্যুত হতো।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

জেলর [ই] *বি* কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক। 'জেলরও ভয় পেয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জেলার [ই] *বি* কারাধ্যক্ষ। 'জেলার আসিয়া জাহাঙ্গীরকে লইয়া চলিয়া গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জেলকদ [আ] *বি* হিজরি একাদশ মাস। 'জেলকদ মাসে নেকা বিবাহ না করা।' *হাফেজ*, ১৮৯৭।

জেলদ [আ জিলদ] *বি* বাঁধাই। 'এই কেতাব চামড়া বন্ধ জেলদ করা।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

জেলদগর [আ জিলদ+ফা গর] *বি* পুস্তক বাঁধাই করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'অন্য পরের হস্ত দূরে থাকুক জেলদগর ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই।' *ভবানী*, ১৮২৩।

জেলদবন্দি [আ জিলদ+ফা বন্দি] *বিণ* বাঁধাইকৃত। 'বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতোত্তর জেলদবন্দি হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

জেলা [আ জিলা] *বি* দেশ অথবা প্রদেশের প্রশাসনিক বিভাগ। *ক্যালগে*, ১৭৮৮; 'জেলা হওয়ালী শহরের পুলীসের দারোগা।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

জেলাওয়ারী [আ জিলা+ফা ওয়ারি] *বিণ* জেলাভিত্তিক। 'জেলাওয়ারী হৃদ্যতা দেখাতেই বললে ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

জেলা-কোর্ট [আ জিলা+ই কোর্ট] *বি* জেলা আদালত। 'উকিল হইয়া তাহাদের জেলা-কোর্টে ব্যবসায় চালাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জেলা প্রশাসক [আ জিলা+স প্রশাসক] *বি* জেলার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। 'রাজশাহী জেলা প্রশাসক ...।' *বেগম*, ১৯৬৮।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট [আ জিলা+ই ম্যাজিস্ট্রেট] *বি* জেলার ফৌজদারি মামলার বিচারক। 'এতদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, না, কালেক্টর হয়েছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

জেলাস্থিত [আ জিলা+স স্থিত] *বিণ* জেলার অন্তর্গত। 'পাটনা জেলাস্থিত রাজগিরিতে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জেলাপি [হি জলেবী] *বি* প্যাঁচবিশিষ্ট কুণ্ডলাকার মিঠাইবিশেষ। 'বুদ্ধিতে উনি জেলাপির পাক।' *তারা*, ১৯৪০।

জেলাপির পাক *বিণ* জিলাপির প্যাঁচের ন্যায় জটিল বা অসরল। 'বুদ্ধিতে উনি জেলাপির পাক।' *তারা*, ১৯৪০।

জেলাস [ই] *বিণ* ঈর্ষাপরায়ণ। 'কম বয়েসী টিউটর রাখলে ওর ছেলে বন্ধুরা জেলাস হবে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

জেলাসি [ই] *বি* ঈর্ষা। 'ওটা তোমার জেলাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জেলি, জেলী [ই] *বি* ফলের রস, মণ্ড, চিনি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি খাদ্যবিশেষ। 'জেলি মাখানো টোস্ট।' *জীবন*, ১৯৩২; '১ বার জেলী ... চালান করে দিচ্ছে পেটের মধ্যে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

জেলে [স জাল>] *বি* জাল দিয়ে মাছ ধরে যে; ধীবর। 'সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।' *ভারত*, ১৭৬০।

জেলিয়া [স জাল>] *বি* জেলে। 'ইতিমধ্যে একজন জেলিয়া বৈদ্যবাটীর বাটীতে মাছ বেচতে আসিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জেলে জমা [জেলে+আ জমা] *বি* মাছ ধরা বাবদ কর। 'প্রত্যেক জেলেকে "জেলে জমা" দিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

জেলেডিঙি, জেলেডিঙ্গি [জেলে+ডিঙ্গি] *বি* জেলেদের মাছ ধরার ছোটো নৌকা। 'বৃহৎ বৃহৎ দেশীয় পোতে ঐরূপ এক একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বা জেলেডিঙ্গি সংলগ্ন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'এক-আধখানা জেলেডিঙির গতায়াত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জেলেপাড়া [জেলে+স পাটক] *বি* জেলেদের পল্লী। 'পুবদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া।' *মানিক*, ১৯৩৬।

জেলেনি [স জাল>] *বি* জেলে নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তোমরা তো নও জেলেনী, তাঁতিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

জেলেবোনা [স জাল>+স বপন>] *বিণ* জালের মতো করে বোনা। 'জেলেবোনা ঝাড়নের একটি কুর্তা, আর পাঁচহাতি একখানি গামছা।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

জেল্‌দ [আ জিল্‌দ] *বি* বই ইত্যাদির চামড়ার মলাট। 'খুব বড় আকারের সুন্দর জেল্‌দ বাঁধা কোরান খানা।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

জেল্লা [আ জলওয়াহ্‌] *বি* উজ্জ্বলতা। 'বাবু যেমন রোদ কাটিয়ে, ধুলো বাঁচিয়ে, নিজের রঙের জেল্লা, চুলের বাহার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জেল্লাই [আ জলওয়াহ্‌] *বি* জাঁকজমক। 'দিল্লী আগ্রা সেকেন্দ্রার জেল্লাই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জেল্লাময় [আ জলওয়াহ্‌+স ময়] *বিণ* দীপ্তিময়। 'কিন্তু এমন জেল্লাময় তোমাকে তো কখনো দেখি নি।' *শওকত*, ১৯৭২।

জেষ্ট[১] [স জ্যেষ্ঠ] **১** *বিণ* জ্যেষ্ঠ। 'তুমি জেষ্ট সহদর জুকতি পরিণয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* ভাইদের মধ্যে যার বয়স বেশি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জেষ্টতাত [স জ্যেষ্ঠতাত] *বি* পিতার বড়ো ভাই। 'শ্রীযুত রামানন্দ ঘোষজা জেষ্টতাত এবং জেটা তথা শ্রীযুত ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

জেষ্টত্র [স জ্যেষ্ঠ] *বি* জ্যেষ্ঠ হওয়ার সুবাদে বেশি অধিকার; অগ্রাধিকার। 'তাহা মহাশয়ের জেষ্টত্র রহিল।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জেষ্ট[২] [স জ্যৈষ্ঠ] *বি* জ্যৈষ্ঠ। 'মাহ জেষ্ট তঙ্কা পরিসোধ করিব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

জেষ্ঠ [স জ্যেষ্ঠ] **১** *বি* বয়সে বড়ো যে। 'কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হঞাঁ দুঠমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* বয়সে সকলের বড়ো। 'তোমার জেষ্ঠপুত্র শ্রীরামকানাই দত্তজার সহিত আমার কনেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতি রামমনির যুক্তসম্বন্ধ নির্নয় করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জেষ্ঠ্য [স জ্যেষ্ঠ] *বিণ* বয়সে বড়ো। **জেষ্ঠ্য ভ্রাতা** *বি* সবার বড়ো ভাই। 'বাবুদিগের পিতা কিম্বা জেষ্ঠ্য ভ্রাতা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জেহাজ [ফা জাহাজ] *বি* জাহাজ। 'জেহাজ রওনার চিটী মেং এঙ্গ সাহেবের হস্তে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

জেহাদ [আ জিহাদ] **১** *বি* ইসলামি মতানুযায়ী ধর্মযুদ্ধ। 'মোহাম্মদীয়গণ জেহাদের নাম শুনিয়া আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বি* সত্যের জন্য সংগ্রাম। 'জাতীয় আদর্শ-সাধনার জীবন জেহাদে ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

জেহাদরত [আ জিহাদ+স রত] *বিণ* ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ করছে এমন। 'বহু কষ্টে জেহাদরত নায়েবে-নবীদ্বয়কে ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

জেহাদি, জেহাদী [আ জিহাদ>] *বিণ* অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিষয়ক। 'একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮; 'বাঁচনু যারা কেবল তব জেহাদী ঝনঝায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জেহালৎ, জেহালাত [আ জাহিলীয়াত] *বি* মূর্খতা; অজ্ঞতা। 'কারণ জেহালৎ বা মূর্খতা।' *ইমান*, ১৯০১।

জেহীর [আ জিকর] *বি* জিকির। 'খানকা ঘরে বসে সারা রাত আল্লা আল্লা করে জেহীর করেছি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

জেহু *বিণ* যেমন। 'জেহু ছুল সীতল সেহু ভেল তীখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জেহেন *বিণ* যেন। 'জেহেন চন্দ্রমণ্ডল বরিসএ গরল।' *মালাধর*, ১৫০০।

জেহেল [ই জেইল] *বি* কারাদণ্ড। 'তোমার জেহেল হতে পারে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

জেহেলখানা [ই জেইল+ফা খানা] *বি* কারাগার। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তাহারা বাবুকে জেহেলখানায় লইয়া গমন করিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জৈজ্ঞ [স যজ্ঞ] *বি* যজ্ঞ। 'তবেত দ্রৌপদ রাজা জৈজ্ঞ আড়ম্ভিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জৈঠ [স জ্যৈষ্ঠ] *বি* জ্যৈষ্ঠ। 'জৈঠ মাস বৃস রাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

জৈত *বি* ফুলবিশেষ। 'মধ্যখানেতে রঙে রঙ মেলি জৈত ফুলের।' *জসীম*, ১৯৩৩।

জৈতুন [আ জয়তুন] *বি* জলপাই। 'জৈতুন বৃক্ষকে কহিলেক, তুমি আমাদিগের রাজা হও।' *তারিণী*, ১৮০৩।

জৈন [স] *বি* মহাবীর প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায় ও সে ধর্মের অনুসারী। 'জৈনদিগের শাস্ত্রে তাহাদিগের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীরের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীষ্টানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

জৈব [স] **১** *বিণ* জীবজাত। 'তাহার অনেকাংশ জৈব পদার্থ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* জৈবিক। 'সহজ বুদ্ধি জৈব অভ্যাসের অনুগামী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জৈবক্ষেত্র [স] *বি* জীবজগৎ। 'জৈবক্ষেত্রে প্রকৃতির অধিকারের মধ্যে মানুষের অনেক সৃষ্টি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জৈবপ্রবৃত্তি [স] *বি* জৈব লালসা। 'আপন জৈবপ্রবৃত্তিগুলিকে বশীভূত করে আপন পাপক্ষয় ও দুঃখলাঘব করতে হবে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

জৈবনিক [স] *বিণ* জীবনঘটিত। 'আমরা ইহাকে "জৈবনিক" বলিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জৈবিক [স] ১ *বিণ* জীব সংক্রান্ত। 'তাহা যান্ত্রিক, তাহা জৈবিক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* জীবনের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত। 'মানুষ বিয়ে করে কিছুটা জৈবিক কারণে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

জৈবিকতা [স] *বি* জীবসুলভ সীমাবদ্ধতা। 'অনুরাগ ও শ্রদ্ধা মানুষের জীবনকে নিছক জৈবিকতার গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

জ্যৈষ্ঠ [স] *বি* বাংলা বছরের দ্বিতীয় মাস। 'জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জৈষ্ট [স জ্যৈষ্ঠ] *বি* বাংলা বছরের দ্বিতীয় মাস; জ্যৈষ্ঠ। 'জৈষ্ট মাসে দাবাগ্নি বনে উপজিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

জৈষ্ঠী [স জ্যৈষ্ঠ] *বি* জ্যৈষ্ঠ। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

জ্যৈষ্ঠমধু [স যষ্টিমধু] *বি* মসলা হিসাবে ব্যবহৃত গাছের মিষ্টি শিকড়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জৈসন [স যাদৃশ] *বিণ* তেমন। 'মুকুতা জৈসন, সোহত ঐসন/ সরম জল উপজেল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

জৈসাণে *ক্রিবিণ* যখনই। 'জৈসাণে রতি জানিবোঁ তেসাণে কাহ্ন আনিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জৈবা [স যা>] *ক্রি* যাওয়া। 'হমরো রঙ্গ রভস লএ জৈবহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জো[1] [পা যো] ১ *সর্ব* যে। 'জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলে কুল বুড়ই।' *চর্যা* ১৪, ১২০০। ২ *অব্য* যদি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জো[2] [স যোগ] ১ *বি* সুযোগ। 'একটু জো পাইয়া তিনি টাকা কুড়াইতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* উপায়। 'নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে থাকবার জো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* অনুকূল অবস্থা। 'যে জন রসিক চাষা হয় জমির জো বুঝে হাল বয়।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* উপক্রম। 'ধীবরের ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জোএঁ *ক্রিবিণ* যোগে। 'সমতা জোএঁ জলিঅ চণ্ডালী।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০।

জোআর [স জলবৃদ্ধি] *বি* চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে নদী ও সাগরের জলস্ফীতি; জোয়ার। 'যে পর্যন্ত জোআর উঠে প্রায় সেই পর্যন্ত উঠিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

জোই [স যোগী] *বি* যোগী। 'ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

জোইআ [স যোগী] *বি* যোগী। 'মাররে জোইআ মুসা পবণা।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

জোইণি [স যোগিনী] *বি* যোগিনী। 'তিঅড্ডা চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী।' *চর্যা* ৪, ১২০০।

জোইণিজাল [স যোগিনীজাল] *বি* যোগিনীজাল। 'জোইণিজালে রএণি পোহাঅ।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

জোঈ [স যোগী] *বি* যোগী। 'অনুভব সহজ মা ভোল রে জোঈ।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

জোওয়ান [ফা জওয়ান>] *বিণ* যুবক। 'জোওয়ান স্বামীর মুখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

জোওয়ানি [ফা জওয়ান>] *বি* যৌবন। 'ওযারত বিবির হৈল জোওয়ানি হাছিল।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

জোংরা *বি* বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরি এক ধরনের ছাতা। 'জোংরাটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল নবিতুন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

জোঁক[1] [স জলৌকা] *বি* রক্তপায়ী কীটবিশেষ। 'জোঁকে পোকে ভাসে ভাসে কামড়াই মারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জোঁক-সম [জোঁক+স সম] *বিণ* জোঁকের মতো। 'জনগণ যারা জোঁক-সম শোষে তারে মহাজন কয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

জোঁক[2] [মু জোকা] *বি* আন্দাজমতো মাপ। 'হলুদপট্টী বাঁধতে কপালে জোঁক লাগাতে পুরুষের চেয়েও পাকাপোক্ত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

জোঁকা [মু জোকা] *ক্রি* ওজন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জোঁখ [মু জোকা] *বি* মাপ। 'রঙ্গা সুতা দিআ জোঁখে বরের অধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জোঁদা [স যমদূতিকা] *বিণ* অত্যন্ত টক স্বাদযুক্ত। 'তার তার বোদা লাগে মুখ হয় জোঁদা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জোকত [স যুক্তি] *বিণ* যথাযথ। 'আশুরাতে দশ কর্ম করিতে জোকত।' *রাইরাম*, ১৬৫০।

জোকার [স জয়কার] ১ *বি* জয়ধ্বনি। 'গীতে নাটে হুলুস্থুলি করয় জোকার।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* শামুক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জোকাস্বরি *বি* লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'জোকাস্বরি, সানালি, পাগলচান, প্রেম-ফকির ... দলগুলি।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

জোখ [মু জোকা] *বি* হিসাবনিকাশ। 'বাহ্যবস্তুর মাপজোখের সঙ্গে আমাদের মানস-জাত বস্তুর মাপজোখ হুবহু মিলে যেতেই হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

জোখা [মু জোকা] *বি* পরিমাপ। 'আপনেরা গয়নার জোখা নেন নাই?' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

জোখোন [স যৎ-ক্ষণ] *ক্রিবিণ* যখন। 'জোখোন জেখানে জে জবাব সওয়াল হয় করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

জোগ [স যোগ] ১ *বি* মিলন। 'রজোবির্জ্জে জোগ হএ চুমুদ লক্ষনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সাধনা। 'মুনি রূপে জোগ সব করিল বাথান।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* ধ্যানের বিষয়। 'তুমি জোগ তুমি ভোগ পরম গিয়ান।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোগনিদ্রা [স যোগনিদ্রা] *বি* ধ্যান অবস্থায় সুপ্তি। 'তবে জোগনিদ্রা হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোগবস [স যোগবশ] *বিণ* যোগের বশবর্তী। 'অভ্যাসের জোগবস করিয়া পবন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোগবানি [স যোগবাণী] *বি* জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন-বার্তা। 'উদ্ধবেরে গোসাঞি বুঝাইল জোগবানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোগাড় [স যুজ্>] ১ *বি* আয়োজন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকার জোগাড় করিয়া ... রাঁধাবাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* সংগ্রহ। 'সেই রকম গদ্য কিম্বা পদ্যের জোগাড় করা যেতে পারত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* উপক্রম। 'মিঠাইওয়ালা ফতুর হবার জোগাড়

হল।' *অবন*, ১৯২৫।

জোগাড়জাগাড় ১ *বি* গোছগাছ। 'গোছগাছ মোটমাট খোপখাপ খোলাখালা জোগাড়-জাগাড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ২ *বি* প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। 'এত মেয়ে খুঁজবার জোগাড়-জাগাড়ও আমাদের নেই।' *জীবন*, ১৯৩২।

জোগাড় দেওয়া *ক্রি* কারো কাজে সাহায্য করা। 'আমাকে কাল থেকে জোগাড় দিতে নিয়ে যাবে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

জোগাড়-যন্তর *বি* আয়োজনাদি। 'আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়-যন্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জোগাড়ে *বিণ* জোগাড় করতে পারদর্শী। 'আসলে মোটেই জোগাড়ে লোক নও তুমি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

জোগান [স যোগ>] ১ *বি* সরবরাহ। 'জখন মালিনী জাএ জোগান লইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ঘনিষ্ঠ অনুগমন। 'নগরিয়া জোগান ধরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জোগানদার [স যোগ>+ফা দার] *বি* সরবরাহকারী। 'জোগানদার হইয়া থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জোগানিএাঁ [স যোগ>] *বিণ* অনুচর। 'জোগানিএাঁ পাইক সাধুর ধরিল জোগান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জোগানো [স যোগ>] ১ *ক্রি* সরবরাহ করা। 'ফুল জোগায় নীলাম্বর।' *মুকুন্দ*,১৬০০। ২ *ক্রি* উদ্ভূত হওয়া। 'কতক-বা ভাবিয়া বলিত, কতক-বা উপস্থিতমত তাহার মাথায় জোগাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **জোগাইয়া** *ক্রি* সরবরাহ ক'রে। 'পাদুকা জোগাইয়া পাএ হরিস অন্তরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **জোগাঙ** *ক্রি* জোগাই। 'রাজাক জোগাঙ মুগ্রি কুমকুম কস্তুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **জোগায়** *ক্রি* সরবরাহ করে। 'সেবক প্রধান জোগায় গুয়া পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জোগালদার [স যোগ>+ফা দার] *বি* কাজের সহকারী। 'যে জোগালদার আমার কাদা ছেনিয়া দিয়াছিল।' *জসীম*, ১৯৬৪।

জোগি, জোগী [স যোগী] ১ *বি* তপস্বী। 'জোগী বেস ধরি আওল আজ। কে ইহ সমুঝব অপরুব কাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* মনোযোগী। 'দাণ্ডাইল রাজার পাশে অত্যন্ত জোগি হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোগ্য[১] [স যজ্ঞ] *বি* যজ্ঞ। 'বরিয়া বসিলা রাজা জোগ্য করিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোগ্য[২] [স যোগ্য] *বিণ* উপযুক্ত। 'জেই জেন মত জোগ্য দিবাত জুয়াএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোগ্যতর [স যোগ্যতর] *বিণ* অধিক যোগ্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জোগ্যবর [স যোগ্যবর] *বি* উপযুক্ত পাত্র। জোগ্যবরে ভগীনি দিয়া করিব কার পুজা।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোজ্ঞ [স যজ্ঞ] *বি* যজ্ঞ। 'নানা জোজ্ঞ নানা দান করিল সন্তচিত্তে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোচ্চুরি, জোচ্চুরি [জুয়া+স চোর>] *বি* ধোঁকাবাজি। 'আমাদের হাতে একটি জোচ্চোরের জোচ্চুরি বেরিয়ে পড়ে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'জোচ্চুরি ক'রে ঠকিয়ে ... টাকা নিয়েচে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

জোচ্চোর [জুয়া+স চোর>] *বি* প্রতারক। 'আমাদের হাতে একটি জোচ্চোরের জোচ্চুরি বেরিয়ে পড়ে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জোচ্চোরণী [জুয়া+স চোর>] *বি স্ত্রী* প্রতারক। 'হাঁগা তুমি কেমন জোচ্চোরণী গা?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

জোচ্চোরি [জুয়া+স চোর>] *বি* প্রতারণা। 'তুমি বলবে জোচ্চোরি।' *জীবন*, ১৯৩২।

জোছনা [স জ্যোৎস্না] *বি* চাঁদের আলো। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'এমন জোছনা সুমধুর বাঁশরি বাজিছে দূর দূর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জোছনা-চন্দন [স জ্যোৎস্না+স চন্দন] *বি* জ্যোৎস্নারূপ চন্দন। 'কোটি চাঁদের জোছনা-চন্দন মেখে যা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

জোছনার কুচি *বি* জ্যোৎস্নার আলো। 'জোছনার কুচিগুলি পড়ে হেথাহোথা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

জোছনামত্তা [স জ্যোৎস্না+স মত্ত>] *বিণ স্ত্রী* চাঁদের আলোতে প্লাবিত। 'ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল যামিনী জোছনামত্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

জোজন [স যোজন] ১ *বি* চার ক্রোশ। 'লাফে ডিঙ্গাইল সমুদ্র সতেক জোজন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সমবেত। 'এক শত কুমারী জোজন করাইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জোজনেক [স যোজন+স এক] *ক্রিবিণ* এক যোজন দূরে। 'গায়ের আমিষ গন্দ জোজনেক যায়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জোজ্ঞ [স যোগ্য] *বিণ* উপযুক্ত। 'তোমার জোজ্ঞ মালা লেহ নারায়নে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোট [স যূথ] *বি* ভিড়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জোট পাকানো *ক্রি* একতাবদ্ধ হওয়া। 'প্রজা-সমিতির জোট পাকানোর ফলে।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

জোটপাট *বি* জোগাড়। 'টাকার জোট পাট কিছুই হয় নাই।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'দাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জোটবদ্ধ [স যূথবদ্ধ] *বিণ* একত্র। 'প্রতিবাদীগণের সহিত জোটবদ্ধ হইয়া অমুখ তারিখে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

জোটবন্দী [জোট+ফা বন্দী] *বিণ* একতাবদ্ধ। 'মফস্বলে গিয়া জোটবন্দী ও বিদ্রোহী হইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

জোটবন্ধন [জোট+স বন্ধন] *বি* জোট গঠন। 'সামরিক চুক্তি ও জোটবন্ধন।' *আজাদ*, ১৯৬২।

জোট বাঁধা *ক্রি* একত্র হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জোটনা [হি] *বি* সংগ্রহ। 'খরিদ ও জোটনা করাতে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

জোটা [স যূথ>] ১ *ক্রি* সংগ্রহ হওয়া; মেলা। 'দিনান্তেও অন্ন জোটা ভার।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *ক্রি* একত্র হওয়া। 'জুটল অলিদল লুটল পরিমল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

জোটান [স যূথ>] *বি* ঐক্য। 'গাঁয়ের জোটান আছে আপনাদের?' *তারা*, ১৯৪২।

জোটানো [স যূথ] ১ *ক্রি* সংগ্রহ করা। 'আপনি আমার ক্লার্ক হবেন ... ক্লায়েন্ট জোটাবেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *ক্রি* একত্র করা। 'অধিক লোক জোটাতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জোড়[১] [ফা জোর] *বি* শক্তি। 'শির হইতে জোড়েতে মাড়িয়া তলওয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জোড়ওয়ার [ফা] *বিণ* শক্তিধর। 'জাগিয়া দেখিল সাপ বড় জোড়ওয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জোড়[২] [স যোগ] ১ *বিণ* যুক্ত। 'হাত জোড় করি ভকতি করু।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বিণ* জোড়া। 'এক তঙ্কা এক জোড় বস্ত্র সে তোমার।'

বৃন্দা, ১৫৮০। **৩** *বি* জুটি। 'কুরঙ্গ ভ্রমএ যেন হারাইয়া জোড়।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বিণ* যুগ্ম। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৫** ধুতি ও চাদর। 'বাবাজীর ... বুটাদার সাস্তি জোড় একটী আর সামগ্রীর দফা দষ টাকা সিক্কা পাঠাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জোড়কর [জোড়+স কর] *বি* করজোড়; যুক্ত দুই হাত। 'কারণ না জানে কিছু রহে জোড়করে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জোড়করপুট [জোড়+স করপুট] *বি* জোড় হাত। 'জোড়করপুটে দাঁড়াইল এসে দেশের প্রধান চর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জোড়তালি [জোড়+স তালিক] *বি* জোড়াতালি। 'ভাঙা এ মন জুড়তে এখন হচ্ছে নিতি জোড়-তালিতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

জোড়পাণি [জোড়+স পাণি] *ক্রিবিণ* হাতজোড় ক'রে। 'শুনিঞাঁ শ্রীমন্ত তারে বলে জোড়পাণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জোড়বাংলা *বি* দোচালা কুঁড়েঘর। 'শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়বাংলা ঘর তুলতে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

জোড়-বিজোড় [জোড়+স বি+স জোড়] *বি* খেলাবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ডান হাত আর বাঁ হাতকে প্রতিপক্ষ করে খেলে জোড়-বিজোড়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

জোড়ভাঙা [জোড়+স ভঙ্গ] *বিণ* জোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন। 'জোড়ভাঙা পাখিকুল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

জোড়মাণিক [জোড়+স মাণিক্য] *বি* মানিকজোড়; ঘনিষ্ঠ জুটি। 'জোড়মাণিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরুছায়।' *জসীম*, ১৯২৭।

জোড়-লাগানো *বি* মেলানো। 'আগেরকার সঙ্গে এর ঠিক জোড়-লাগানো চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জোড়হস্ত [জোড়+স হস্ত] *বি* করজোড়। 'জোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন, "গোলাম হাজির"।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জোড়হস্তে *ক্রিবিণ* হাতজোড় ক'রে। 'জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি মাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জোড় হাত [জোড়+স হস্ত>] *বি* যুক্ত দুই হাত। 'জোড় হাতে কহে কিছু হানিফা গোচর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জোড়হাত করা *ক্রি* মিনতি করা। 'ব্রজেশ্বর ... নিশির কাছে জোড়হাত করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

জোড়হাতে *ক্রিবিণ* হাত জোড় ক'রে। 'জোড়হাতে দাঁড়াইল পদ্মার সাক্ষাতে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

জোড়হাথ [জোড়+স হস্ত>] *বি* হাতজোড়। 'মস্তকে করিয়া জোড়হাথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জোড়া[১] [স যোগ] **১** *ক্রি* জড়ো হওয়া। 'ভাল গেরস্তের নাঞি জোড়এ সম্বল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* ভরা; ছেয়ে ফেলা। 'পীলায় জুড়িল পেট শশা যে খাইল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *ক্রি* আরম্ভ করা। 'জুড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *ক্রি* যুক্ত করা। 'শির লিয়া ফেরেশতারা ধড়ে জোড়া দিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৫** *ক্রি* উত্থাপন করা। 'সাকেরের মা সংসারের কথা জুড়িল।' *শওকত*, ১৯৫৮। **জোড়এ** *ক্রি* জড়ো হয়। 'ভাল গেরস্তের নাঞি জোড়এ সম্বল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জোড়াইল** *ক্রি* আরম্ভ করলো। 'বারমতি গীত জোড়াইল শুভক্ষণে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **জোড়ি** *ক্রি* জড়ো হলো। 'নিমিষেকে জোড়ি মেঘ গগনমণ্ডল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **জোড়িঅ** *ক্রি* জোড়া হলো। 'ফাড্ডিঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

জোড়া[২] [স যোগ] **১** *বিণ* যুক্ত। 'সে শির বেনানী জালে নবগুঞ্জামণি মালে উপরে চঞ্চল চাঁদ জোড়া।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০। **২** *বি* ধুতি ও চাদর। 'অঙ্গ হৈতে উতারিআ দিল খাসা জোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* যুগ্ম; দুটি। 'অমর্ত গুটিকা দিলা জোড়া নারিকল।' *রামাই*, ১৭১০। **৪** *বিণ* অখণ্ডিত; অবিভক্ত। 'কোনও কোনও পশুর খুর অখণ্ডিত অর্থাৎ জোড়া।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৫** *বি* সমকক্ষতা। 'ইহার জোড়া নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৬** *বিণ* অন্য কিছুর সঙ্গে যুক্ত। 'তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৭** *বিণ* পরস্পর যুক্ত। 'হাত জোড়া, মাথায় কাপড় দেবার জো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৮** *বিণ* জরির কাজ-করা। 'ফুল পাগড়ী মাথায় তাহার জোড়া জামা গায়।' *জসীম*, ১৯২৯। **৯** *বি* সঙ্গী। 'এর জোড়াটা যে এবার তোকে খুঁজে বেড়াবে।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

জোড়া খসানো *ক্রি* হাড়ের জোড়া খুলে ফেলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জোড়াতাড়া **১** *বি* কোনোপ্রকারে জোড়া বা ঠেকনা। 'ঐ সকল ফুলে জোড়াতাড়া দিয়া যখন তখন মনের সুখে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০। **২** *বি* জোড়াতালি। 'দুইয়ে মিলে জোড়া-তাড়া দিয়ে এখানকার লোকালয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জোড়াতালি **১** *বি* গোঁজামিল। 'জোড়াতালি দিয়ে চালাতে হয়।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* অসম্পূর্ণ অবস্থা। 'জোড়াতালি দিয়া কোনো রকমে সবই সে করে।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৩** *বি* কোনোরকমে কাজ চালানোর মতো অবস্থা। 'জোড়াতালি দিয়ে জীবন কাটিয়ে কী লাভ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

জোড়াতালি দেওয়া *ক্রি* আপোশ করা। 'না পেলে হয়তো সে জোড়াতালি দিয়ে কোনো মতে ... চালিয়ে যায়।' *সাদত*, ১৯৬৭।

জোড়া-দেওয়া *বিণ* জোড়া দেওয়া হয়েছে এমন। 'সেই আমার জোড়া দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

জোড়ান [স যুক্ত] *বি* যুক্ত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জোড়ানক্ষত্র *বি* একত্রে পাক-খাওয়া দুই নক্ষত্র। 'আকাশে অনেক জোড়ানক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জোড়ানিয়া *বি* যে ধাতুপদার্থ মিশ্রণের কাজ করে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জোড়ানো *ক্রি* ধাতব পদার্থের সংযোগ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জোড়া মানিক [জোড়া+স মাণিক্য] *বি* মানিকজোড়; ঘনিষ্ঠ জুটি। 'যেন দুইটি ননীর পুতুল, সোনার চাঁদ, জোড়া মানিক বাবা!' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জোড়াসন *বি* সমতল জায়গায় হাঁটু ভাঁজ ক'রে বসা (পদ্মাসনের অনুরূপ)। 'চেয়ারের উপর একটি ভদ্রলোক জোড়াসন হয়ে বসে আছেন।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

জোত[১] [স জ্যোতি] *বি* জ্যোতি। 'পত্রসব জমরুদ জিনি জোত অতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

জোত[২] [আ জোয়াত] *বি* *বি* চাষের জমি। 'আমার মালগুজারি নিজ জোতে সাড়ে তিন সও টাকা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জোতজমা [আ জোয়াত+আ জমা] *বি* ভূসম্পত্তি। 'নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জোতজমি [আ জোয়াত+ফা জমীন] *বি* ভূসম্পত্তি। 'পৈত্রিক জোতজমি দেখা শোনা করিয়া সুখে-সম্মানেই আছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

জোতদার [আ জোয়াত+ফা দার] *বি* জোতের মালিক; ছোটো জমিদার। 'জোতদার, প্রজা, সকলেই ভয়ে ভীত।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

জোতা [স যুক্ত>] **১** *ক্রি* গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া (গোরু বা ঘোড়া)। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গরু দুটো জুতে সামাদকে তারই গাড়িতে উঠিয়ে বাড়ি ফিরে এল।' *হাসান*, ১৯৬২। **২** *বিণ* যুক্ত। 'কাজের ঘানিতে জোতা রয়েছি।' *অবন*, ১৯২৫।

জোতাজুতি [স যুক্ত>] *বি* বারে বারে যুক্ত করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জোতি [স জ্যোতি] *বি* জ্যোতি। 'অধর পল্লব নব মনোহর দসন দালিম জোতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জোতিষ [স জ্যোতিষ] *বি* গ্রহাদির অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ভাগ্য গণনাকারী; গণক। 'কিতাব চাহিয়া পুনি জোতিষে চাহিলু।' *সুলতান*, ১৭০০।

জোতিসপুরি [স জ্যোতিস্পুরী] *বি* গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রাদি পূর্ণ নভোমণ্ডল। 'পরম জোতিসপুরি মহাঘোরতর।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোৎদার [আ জোয়াত+ফা দার] *বি* ছোটো জমিদার। 'জোৎদার বেটারা খৃষ্টান হবে বলে পাদরী সাহেবের কাছে পড়েছিল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

জোত্র [স] **১** *বি* জোগাড়। 'পৃথিবী সমূহ পত্র সারদা করিয়া জোত্র।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* উপায়। 'জদী জোত্র ক্রমে কিছু পাঠাইতে পার তাহা চেষ্টা করিয় পাঠাইবা।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

জোথা [স যথা] *ক্রিবিণ* যেখানে। 'সর্গে হৈতে পারিজাত আরোপিল জোথা।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোদ্দার [আ জোয়াত+ফা দার] *বি* ছোটো জমিদার। 'এই জমীর খাজনা জোদ্দারেদ্দে পাশ দেলাইয়া দীলেন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০০।

জোন [স জন] **১** *বি* মানুষ। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *বি* মজুর। 'মুই টিকিরি – জোন খাটে খাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

জোনাই [স জ্যোৎস্নাকীর] *বি* জোনাকি পোকা। 'নিত্যি দেখি রাতের বেলা একটি শুধু জোনাই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

জোনাক [স জ্যোৎস্নাকীর] *বি* জোনাকি পোকা। 'গাছে গাছে জোনাক জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জোনাকি, জোনাকী [স জ্যোৎস্নাকীর] *বি* অন্ধকারে শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় এমন এক রকমের পোকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আসিছে সঘনে অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে...।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

জোনাকিজীবন *বি* জোনাকির মতো জীবন। 'দুরাশায় আজো জোনাকি-জীবন, কখনো তারা।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

জোনাকি পোকা *বি* অন্ধকারে শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় এমন এক রকমের পোকা। 'বাতির আলো জোনাকি পোকার মত দেখছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জোনাকী ফুল *বি* ফুলবিশেষ। 'তাহারি দোলায় বন পথে পথে ফুটিছে জোনাকী ফুল।' *জসীম*, ১৯৫১।

জোনাকী মেয়ে *বি* জোনাকি পোকা। 'জোনাকী মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো।' *জসীম*, ১৯২৭।

জোনাকীর রাজত্ব *বি* দুর্বল শাসনব্যবস্থা। 'জোনাকীর রাজত্ব কায়েম করতে হলে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তাড়াতেই হবে।' *উমর*, ১৯৬৮।

জোনাজাতি *ক্রিবিণ* একে একে। 'মনে মনে করে রব পেরেশানি যায় জোনাজাতি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জোনাপোকা [স জ্যোৎস্নাকীর] *বি* অন্ধকারে শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় এমন এক রকমের পোকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জোনাব [আ জনাব] *বি* জাঁহাপনা; মহাশয়। 'সাহেবের জোনাব দৌলাতে কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

জোনি [স যোনি] *বি* স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়। 'বাম হস্তে জোনি ঢাকী লজ্জা তো পাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

জোনিছেদ [স যোনিছেদ] *বি* যোনিভেদ। 'জোনিছেদ করিএ আক্ষি বাহির হইব।' *রামাই*, ১৭১০।

জোন্দা [স যমদূতিকা] *বি* তেঁতুল। 'পথশ্রমহরা জোন্দা কিন হে তোড়ানি মন্দা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জোবর [আ জবর] *বিণ* অনেক। 'জোবর তো – এত পান করবার পারমু ক্যান?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

জোবা *বি* সুযোগ। 'এমন জোবা সচরাচর পায় না বলিয়া শিকারীদেরও লোভ বাড়িয়া উঠিয়াছিল।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

জোবানবন্দি, জোবানবন্দী [ফা জবান>] **১** *বি* কোনো তদন্ত কর্মচারীর কাছে প্রদত্ত বিবরণ। 'তাহার নিকট আসিয়া জোবানবন্দি করাতে ঐ অভাগিনী ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **২** *বি* আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য। 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জোব্বা [ফা জুব্বাহ্] *বি* আলখাল্লা; ঢিলা ও লম্বা পোশাকবিশেষ। 'গলায় হজ্জের জোব্বা ঝুলে পড়ে গায়।' *গরীব*, ১৭৫০।

জোব্বাজুব্বা *বি* ঢিলা এবং দীর্ঘ জামাবিশেষ। 'শানদার জোব্বাজুব্বা পরে যে-লোকটি এদেশে আসেন।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

জোয়া [স দ্যূত>] *বি* জুয়া। 'মতি দেদার মদ খায় – জোয়া খেলে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জোয়াইন [স যমানী] *বি* যমানী; মসলা বিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জোয়াচোর [জুয়া+স চোর>] *বি* প্রবঞ্চক। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'সে বেটা জোয়াচোরের পাদশা।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জোয়ান[1] [ফা জওয়ান] **১** *বি* পুরুষ। 'জোয়ান হতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* যুবক। 'এ দেসস্ত মনস্য স্ত্রি ও পুরুষ ও ছোকরা এবং জোয়ান।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **৩** *বিণ* বলিষ্ঠ। 'একটা জোয়ান পেটমোটা ব্যক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বি* সেনাসদস্য; সিপাই। 'সাবাস জোয়ান! সাবাস!' *নজরুল*, ১৯২২।

জোয়ানকি, জোয়ানকী [ফা জওয়ান>] *বি* যৌবন। 'জোয়ানকির সুরুজ একবার ডুবে গেলে আবার কি উঠবে রে?' *কায়সার*, ১৯৬২; 'জোয়ানকীর জোয়ার বড় তেজী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

জোয়ানমদ্দ [ফা জওয়ান+ফা মরদ] *বি* যুবা পুরুষ। 'ওই জোয়ানমদ্দ।' *মানিক*, ১৯৩৮।

জোয়ানী [ফা জওয়ান>] *বি* যৌবন। 'তা ছাড়া ওর এখন পুরো জোয়ানী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

জোয়ান[2] [স যমানী] *বি* এক প্রকার মসলা। 'ছোট এলাচি বড় এলাচি লবঙ্গ জায়ফল জয়ত্রী জোয়ান ধনে সুপারি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

জোয়ানি [স যমানী] *বি* মসলা বিশেষ। 'সান্তলিবে জোয়ানি ফোড়ায়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জোয়ার [স জলবৃদ্ধি] **১** *বি* চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে সমুদ্র ও নদীর জল ফুলে

ওঠা। 'জোয়ারের স্রোতে ভুরি জলে ভাস্যা যায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* উচ্ছলতা। 'কথার ভিতর এমন একটি প্রাণের জোয়ার বইত।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **৩** *বি* প্রবল আলোড়ন। 'ফ্যাকাশে জীবনে এলো রক্তের জোয়ার।' *আহসান*, ১৯৪৪।

জোয়ার-উতলা [জোয়ার+স উত্তল>] *বিণ* জোয়ারের আগমনে অশান্ত। 'জোয়ার-উতলা সিন্ধু পূর্ণিমা চাঁদেরে পেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

জোয়ারজল [জোয়ার+স জল] *বি* জোয়ারের পানি। 'মায়ের পরাণ তারি জোয়ারজলে ভাসে।' *জসীম*, ১৯২৯।

জোয়ার-জ্বর [জোয়ার+স জ্বর] *বি* জোয়াররূপ জ্বর। 'তপ্ত ঢেউয়ের মত্ত জোয়ার-জ্বরে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

জোয়ারবেলা [জোয়ার+স বেলা] *বি* জোয়ারের সময়। 'জোয়ারবেলায় কানায় কানায় যে জল জমল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জোয়ারভাঁটা [জোয়ার+অ ভাটা] **১** *বি* কখনো বাড়া কখনো কমা। 'লন্ডনের জনসমুদ্রে জোয়ারভাঁটা খেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* পর্যায়ক্রমিক আবর্তন। 'আকাশেতে আলো-আঁধার খেলে জোয়ারভাঁটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

জোয়ার-ভাটি [জোয়ার+অ ভাটা] *বি* জোয়ার ও ভাটা। 'ও ভাই দরিয়ায় আসে জোয়ার-ভাটি রে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জোয়ারলাগা *বিণ* বাড়ন্ত। 'জোয়ারলাগা ভরাগাং না হলেও একেবারে টসকানো নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

জোয়ারি[1] [ফা জারক্] *বি* ঝঙ্কার; মূল সুরের পেছনে সমান্তরাল সুর। 'তাতে জোয়ারি ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

জোয়ারি[2] [ফা জওয়ার] *বি* গমজাতীয় শস্যবিশেষ। 'নদীর ধারে জোয়ারির খেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

জোয়াল [স যুগল] *বি* লাঙলের সঙ্গে জোড়া দেওয়া কাঠের আড়াআড়ি দণ্ড যা চাষ করার সময় গোরুর কাঁধে দেওয়া হয়। 'মাথার উপরে দেখে পুরান জোয়াল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

জোয়ালটানা *বি* দাসত্ব। 'সেক্ষেত্রে মানুষের ইতিহাস পর্যবসিত হত ... অভ্যাসের জোয়ালটানা ... অর্থহীন দিনগুজরানিতে।' *শিব*, ১৯৫৬।

জোর[1] [স যোগ] **১** *বিণ* যুগল। 'ন জানল কতি খন তেজি গেল রে বিছুরল চকেবা জোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* সঙ্গম। 'জোর চন্দ্রের।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

জোর কাটি [জোর+স কাষ্ঠিকা] *বি* এক জোড়া কাঠি; ঢাকের কাঠি। 'পূজ বাটীতে, জোর কাটিতে, বাজচে যেন ঢাক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জোর হাথ [জোর+স হস্ত>] *ক্রিবিণ* জোড়হাতে; করজোড়ে। 'বসুদেব দৈবকী বন্দিলাম জোর হাথ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জোর[2] [স জলবৃদ্ধি] *বি* জোয়ার। 'কোথায় সোকানি কোথায় সারেং, সাগরে উঠেছে জোর।' *জসীম*, ১৯৫১।

জোর[3] [ফা] **১** *বিণ* একগুঁয়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* শক্তি। 'দেখিবে আওরত হইয়া কেয়ছা জোর ধরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* শক্তি প্রয়োগ। 'তাহাদিগের উপর জোর ও জবরদস্তিতে ও ... আদায় করিতে পারে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৪** *বি* সৃষ্টিক্ষমতা। 'এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৫** *বি* দৃঢ় কণ্ঠস্বর। 'জোরগলায় বললে, "ক" বর্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৬** *বিণ* জমজমাট। 'এখন তো ভর সকালবেলা – জোর বাজার।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

জোরআর [ফা জোরওয়ার>] *বিণ* বলশালী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জোরআরি [ফা জোরওয়ার>] *বি* বলবত্তা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জোরওয়ার [ফা জোরওয়ার>] *বিণ* শক্তিশালী। 'জোরওয়ার শের কই? জেরবার জানোয়ার।' *নজরুল*, ১৯২২।

জোর কদম [ফা জোর+আ কদম] *বি* দ্রুত পদক্ষেপ। 'জোর কদম চল রে চল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জোর কলম [ফা জোর+আ কলম] *বি* কলমের জোর। 'মোটা মাহিনা বা জোর কলমের কোনো ধার ধারিতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

জোর করা **১** *ক্রি* শক্তি প্রয়োগ করা। 'নরমেতে করে জোর, গরমে নরম তার কাছে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *ক্রি* ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া। 'জোর করিয়া এখানে ধরিয়া রাখিবার অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

জোর জবরদস্তি, জোরজবর্দস্তি [ফা] *বি* জোরাজুরি। 'জোর জবরদস্তির কথা শুনিলে আমাদের মনে বিজাতীয় ঘৃণা ও রোষের সঞ্চার হয়!' *মশাররফ*, ১৮৮৯; 'তার সঙ্গে জোরজবর্দস্তি খাটবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'জোর-জবরদস্তি? কিসের জন্যে! সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে!' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জোরজবরি [ফা] *বি* জোরাজুরি; জোরজবরদস্তি। 'সতত সদয় সাকী আমাদের জোরজবরিতে নাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

জোর জরাবতি [ফা জোর+ফা জোরওয়ার] *বি* পীড়াপীড়ি। 'জোর জরাবতি নাই।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

জোরজার [ফা জোর>] *বি* জোরাজুরি। 'জোরজার করে কোনোমতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জোরজারি [ফা জোর>] *বি* বলপ্রয়োগ; জবরদস্তি। 'জোরজারি করতে গেলে উল্টো ফল ছোবল দেয়।' *মনোজ*, ১৯৬১।

জোর-জুলুম [ফা জোর+আ জুলুম] *বি* বলপ্রয়োগ; জোরাজুরি। 'সত্যতে জোর-জুলুম নাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জোরদার [ফা] *বিণ* শক্তিশালী। 'জোরদার কজনা দল বেঁধে বাকীগুলিকে মেরে ফেলে ...।' *সবুজ*, ১৯২১।

জোর দেওন *বি* গুরুত্ব দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জোরবার [ফা জোরওয়ার>] *বি* বলদৃপ্ততা। 'ঘাতক জালিম জোরবারের।' *নজরুল*, ১৯২২।

জোর যার মুলুক তার – যার শক্তি আছে সেই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী। 'জোর যার মুলুক তার এই নীতি স্বীকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জোরসে [ফা জোর>] *ক্রিবিণ* জোরেশোরে। 'শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

জোরাবতী [ফা জোরওয়ার>] *বি* জবরদস্তি। 'জোর জোরাবতী কদিন চলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

জোরাবরী [ফা জোরওয়ার>] *বি* জবরদস্তি। 'বর্ত্তমানে যে চলিত ধারা অর্থাৎ জোরাবরী করা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

জোরায়র [ফা জোরওয়ার] *বিণ* শক্তিশালী। 'সেয়াগোস ভৈঁস গড়া জোরায়র জানোয়ার ঢের।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

জোরালো, জোরাল [ফা জোর>] **১** *বিণ* শক্তিশালী। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জোরালো সুডোল শরীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* প্রকাশক্ষম। 'তাঁর লেখা ধারালো, ভাষা জোরালো।' *নজরুল*, ১৯৩২। **৩** *বিণ*

যুক্তিপূর্ণ। 'প্রবন্ধে তোমার তর্কটা খুব জোরালো হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৪ *বিণ* প্রবল। 'আন্দোলন খুব জোরাল রূপ লাভ করতে পারেনি।' *বেগম*, ১৯৬০।

জোরেসোরে *ক্রিবিণ* জোরালোভাবে। 'ইহা আরো জোরেসোরে চলিতে থাকে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

জোরু [হি জোরূ] *বি* পত্নী। 'এই বিপদ টালিবার জন্য জোরু, লাড়কা, জান মাল শুদ্ধা ...।' *আখবার*, ১৮৭৭।

জোল [স যুগল] *বিণ* যুগল। 'বিমল কঞ্চন কমল চঢ়ি জনি খেলু খঞ্জন জোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জোলফ [ফা জুল্‌ফ] *বি* জুলফি; কানের পাশ দিয়ে নেমে-আসা চুলের গোছা। 'দুই ভ্রাতার জোলফে জোলফে বন্ধন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জোলসি [আ জুলুস] *বিণ* জৌলুস; সিংহাসন আরোহণ; অভিষেক। 'সন একইস ও সন তেরো জোলসির দুই হুকুমনামা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

জোলা[1] *বি* সরু জলাশয়। 'জোলায় সোঁত আছে তো?' *মণীশ*, ১৯৬৩।

জোলা[2] [ফা জুলাহা] *বি* মুসলমান তাঁতি সম্প্রদায়বিশেষ। 'চাঁচা ফুফা ডাকে জোলা অতি ত্বরাতরি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

জোলা-কারিকর [ফা জুলাহা+ফা কারিগর] *বি* মুসলমান তাঁতি সম্প্রদায়বিশেষ। 'গায়ে গায়ে সাজে সব জোলা কারিকর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

জোলাপ [ফা জুলাব] ১ *বি* কোষ্ঠ-পরিষ্কারক ঔষধ। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বিণ* উৎপাত; ঘৃণ্য। 'বক্কবেহারি বাবু ভদ্র লোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জোলাপ লওন *ক্রি* মলনিঃসারক ঔষধ গ্রহণ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জোলাভাতি *বি* চড়ুইভাতি। 'জোলাভাতি রাঁধতে আস না?' *কায়সার*, ১৯৬২।

জোলো [স জল>] ১ *বিণ* পানসে। 'রাঙামুখে বাবা অন্ন দি তুলি নিজে খাই জোলো মাড়।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* জলীয়। 'শুক্রে জোলো বাষ্পের সন্ধান যে পাওয়া গেল না সেটা আশ্চর্যের কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৩ *বিণ* জলবিশিষ্ট। 'জলবিশিষ্ট জলুয়া (জোলো), পাঁকুয়া (পেঁকো) ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জোশ [ফা] *বি* উদ্দীপনা। 'ডগমগিয়ে জোশ উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

জোষ্ঠিমাস [স জ্যৈষ্ঠমাস] *বি* জ্যৈষ্ঠ মাস। 'জোষ্ঠিমাসের গুমোট রে বন্ধু।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

জোস [ফা জোশ] *বি* উদ্দীপনা। 'ইসলামী জোস একটু দেখান।' *পাশা*, ১৯৭১।

জোহর[1] [আ জুহর] ১ *বি* ইসলামিমতে দুপুরের নামাজ। 'জোহরে সুরত নুহু পড়িবা নিশ্চয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* অপরাহ্ণ। 'ফজরে এলে না, জোহর কাটানু কেঁদে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জোহর[2] [আ জওহরি] *বি* অতিমূল্যবান পাথরবিশেষ; রত্ন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জোহরী [আ জওহরি] *বি* জহরত অথবা মূল্যবান অলঙ্কারের ব্যবসা করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জোহা *ক্রি* যুদ্ধ করা। 'জুহিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

জোহানি [স যমানী] *বি* গন্ধমসলা-বিশেষ। 'নরম কিনে তালশাঁস হিঙ্গ জিরা রসবাস চঞ্চি মেথি জোহানি মহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জোহার [হি জুহার] ১ *বি* প্রণাম। 'আসিয়া কোটাল নৃপে করিল জোহার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অভিবাদন। 'চতুর্দিকে জোহার শুনিল জয় রোল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জোহ্না [পা জুহ্না] *বি* জ্যোৎস্না। 'তইলা বাড়ির পাসের জোহ্না বাড়ি তাএলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

জৌ [স জতু] *বি* গালা। 'পুর মধ্যে বইসে নড়ি নানা বর্ণে গড়ে চুড়ি জৌ দিয়া করয়ে গঠন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জৌগৃহ [স জতুগৃহ] *বি* গালা নির্মিত ঘর। 'জৌগৃহ নামে তারা হেটমাথা করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জৌঘর [স জতুগৃহ] *বি* গালা দিয়ে নির্মিত ঘর। 'জৌঘর করিল সীতা সন্ডে কহে সেই কথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জৌ-শালা [স জতুশালা] *বি* জতুগৃহ। 'উপনীত হইল রামা যথা জৌ-শালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জৌ [স যদি] *অব্য* যদি। 'হমর সপথ জৌ হেরহ মুরারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জৌতা [স যুক্ত] *বিণ* যৌথ। 'আমারদিগের জৌতা লেখাতে তাম্বা বন্দক রাখিয়া টাকা লইয়াছিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

জৌতিষ [স জ্যোতিষ] *বি* গ্রহের অবস্থান দেখে ভাগ্যগণনা। 'দীপিকা ভাস্বতী ধরে জৌতিষ বিচার করে বালকের লিখয়ে জাওয়াঁতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জৌতুক [স যৌতুক] *বি* উপঢৌকন; বিবাহে বর ও কনেকে যে সম্পদ দেওয়া হয়। 'হস্তি ঘোড়া রথ দিল জৌতুক করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

জৌবণ [স যৌবন] *বি* যৌবন। 'জাণ জৌবণ মোর ভইলেসি পূরা।' *চর্যা ২০*, ১২০০।

জৌবন [স যৌবন] *বি* যৌবন। 'কি মোরা জীবনে কি মোরা জৌবনে কি মোরা চতুরপনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'রূপ গোণ জৌবন জে রসেত পুরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

জৌবনি [স যৌবন] *বি* যৌবনকাল। 'তৈলক্য সুন্দরি কন্যা উন্মত্ত জৌবনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জৌলস [আ জলূস] *বি* চাকচিক্য; উজ্জ্বলতা। 'কী বিচিত্র জৌলসে রাঙে নিথর রাত্রিতল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

জৌলসী [আ জলূস] *বি* উজ্জ্বল। *ভবানী*, ১৮২৩।

জৌলুশ [আ জলূস] *বি* জাঁকজমক। 'সে মেলার জৌলুশ তত বেশী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জৌলুষ [আ জলূস] *বি* চাকচিক্য। 'তোমার আরক্ত বর্ণে নাই সেই উজ্জ্বল জৌলুষ।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

জৌলুস [আ জলূস] *বি* উজ্জ্বলতা। 'দাড়িতে কি মুখের জৌলুস বাড়ে না?' *নজরুল*, ১৯৩১।

জৌলুস খোলা *ক্রি* খোলতাই বৃদ্ধি পাওয়া। 'রংটি ফর্সা, শহরের ছায়ায় আরো জৌলুস খুলিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

জ্জোতির্ম্ময় [স জ্যোতির্ময়] *বিণ* দীপ্তিময়। 'জ্জোতির্ম্ময় দেখি ব্রহ্মা দৈবকী উদরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জ্ঞাত [স] ১ *বিণ* সতর্কীকৃত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* অবগত। 'আপনকার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম।' *বোগল*, ১৭৭০।

জ্ঞাত করা *ক্রি* অবহিত করা। 'তাহা তোমারদিগকে এক্ষণে জ্ঞাত করা উপযুক্ত জানিয়া কহি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

জ্ঞাত কারণ *ক্রিবিণ* অবগতির জন্যে। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

জ্ঞাতকুলশীল [স] *বিণ* বংশ-চরিত্র জানা এমন। 'সন্ততিরা জড়ায়ে গিয়েছে জ্ঞাতকুলশীল আর অজ্ঞাত ঋণে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

জ্ঞাতব্য [স] *বিণ* জানার যোগ্য। 'যা-কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সমস্ত অনুসন্ধান করে বেড়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জ্ঞাতসার [স] *বি* অবগতকরণ। 'এ বিষয়ের নালিশ কিম্বা জ্ঞাতসার আদালতে করিয়া থাকে।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

জ্ঞাতসারে *ক্রিবিণ* জানা মতে; গোচরে। 'আমারদের জ্ঞাতসারে যে২ কর্ম্ম হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

জ্ঞাতা [স] **১** *বিণ* জানে এমন। 'নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* পণ্ডিত ব্যক্তি। 'জ্ঞাতা বড়ো/ জ্ঞাতা মহৎ।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

জ্ঞাতে *ক্রিবিণ* সজ্ঞানে; জেনেশুনে। 'জ্ঞাতে হরিলে একবিংসতি পুরুস নাস করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জ্ঞাতি[1] [স] *বি* সংবাদ। 'নৌকাযোগে অর্থ দিয়া বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতি পাঠাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

জ্ঞাতি[2] [স] **১** *বি* একই বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। 'না লিবেক তোমারে জ্ঞাতি বন্ধু জন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ঘনিষ্ঠজন। 'জ্ঞাতি অর্থাৎ জানাশোনার দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

জ্ঞাতিকুটুম্ব [স] *বি* বংশের লোক ও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়। 'জ্ঞাতিকুটুম্ব সকল কহে উহার জাতি গিয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জ্ঞাতিগুষ্টী [স জ্ঞাতিগোষ্ঠী] *বি* বংশের লোকজন। 'জ্ঞাতিগুষ্টী সব ধড়ধড় করে উঠে যাচ্ছে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

জ্ঞাতিগোত্র [স] *বি* বংশের লোকজন। 'উপরওআলার জ্ঞাতিগোত্রকে যথোচিত পাশ কাটিয়ে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জ্ঞাতিগোষ্ঠী [স] *বি* বংশের লোকজন। 'আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর খবর যতটা আমার জানা ছিল তাহা তাহাকে বলিতে হইল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

জ্ঞাতিত্ব [স] *বি* জ্ঞাতির সম্বন্ধ। 'কোন ধর্মমতে, কহ দাসে, গুনি, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি – এসকলে দিলা জলাঞ্জলি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জ্ঞাতিপুত্র [স] *বি* আত্মীয়ের পুত্র। 'মিলিলেন্ত রণস্থলে জ্ঞাতিপুত্র জন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

জ্ঞাতিবন্ধন [স] *বি* আত্মীয়তার বন্ধন। 'বললাভের জন্য বৃহৎ জ্ঞাতিবন্ধন বা গোত্রবন্ধন ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জ্ঞাতিবন্ধু [স] *বি* আত্মীয়স্বজন। 'ছাগল রাখাইল্য তোরে জ্ঞাতিবন্ধু ছলে ধরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জ্ঞাতিবিদ্বেষিতা [স] *বি* সগোত্রীয়দের প্রতি বৈরিতা। 'আর্য্যেরা জ্ঞাতিবিদ্বেষিতা লাভ করিয়া স্বতন্ত্রতা দোষে এমনি নিস্তেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

জ্ঞাতিবিবাদ [স] *বি* গোত্রে গোত্রে ঝগড়াঝাঁটি। 'জ্ঞাতিবিবাদ তখনও ছিল এখনও আছে।' *অবন*, ১৯২৫।

জ্ঞাতিবিরোধ [স] *বি* আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিরোধ। 'ফলে বন্ধুবিচ্ছেদ জ্ঞাতিবিরোধ প্রভৃতি জন্মলাভ করে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

জ্ঞাতিভ্রাতা [স] *বি* জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাই। 'তাঁহার এক জ্ঞাতিভ্রাতা বহুদিন যাবৎ পশ্চিম-প্রবাসী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জ্ঞাতিশত্তুর [স জ্ঞাতিশত্রু] *বি* বংশের শত্রু। 'সেও নাকি বলেছে, জ্ঞাতিশত্তুর।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জ্ঞাতিশত্রুতা [স] *বি* সগোত্রীয়ের সঙ্গে শত্রুতা। 'উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্তে জ্ঞাতিশত্রুতা জন্মায়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

জ্ঞাতিসম্পর্ক [স] *বি* একই বংশজাত সম্পর্ক। 'আমার জ্ঞাতিসম্পর্কের মথুরদাদা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জ্ঞাতিসম্বন্ধ [স] *বি* জ্ঞাতিসম্পর্ক। 'পণ্ডিত আসিয়া আমাদের জ্ঞাতিসম্বন্ধের কুলুজি বাহির করিবার পূর্বেই ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জ্ঞাতো [স জ্ঞাত] *বিণ* অবগত। 'বেওরা সমাচার জ্ঞাতো হইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

জ্ঞাৎকুটুম্ব [স জ্ঞাতিকুটুম্ব] *বি* জ্ঞাতি ও কুটুম্বগণ; আত্মীয়-স্বজন। 'জ্ঞাৎকুটুম্ব দুঃখে মরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জ্ঞান [স] **১** *বি* অনুভব। 'কৃষ্ণ মুখ জ্ঞান করি হরিস অন্তরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* চেতনা; বুদ্ধি। 'এভোহ কানাঞি তোর না ডইল জ্ঞানে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *বি* ধারণা। 'তোমারেত সভার হইল মুর্খ জ্ঞান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* অবলম্বন। 'ধর্মপদ ভাবএ সতত সৎ জ্ঞান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৫** *বি* পরমতত্ত্ব। 'তুমি জ্ঞান উপদেশ পরমাত্মা ত্রিদিবেশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৬** *বি* বিবেচনা। 'মহারাজ আমাকে ভ্রান্ত জ্ঞান করিবেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৭** *বি* মনে হওয়া। 'রাতকে রাত জ্ঞান হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জ্ঞান-অর্জন, জ্ঞান-অর্জ্জন [স] *বি* শিক্ষালাভ। 'নাহি জ্ঞান-অর্জ্জন কামনা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

জ্ঞান-ইন্দ্রিয় [স] *বি* চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়। 'অনামক অচিনায় কখন জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে না সম্ভবে।' *লালন*, ১৮৯০।

জ্ঞান এরণ্ড [স] *বি* জ্ঞানরূপ এরণ্ডফল। 'ওরে জ্ঞান এরণ্ডের এ যে ফল!' *নজরুল*, ১৯৩১।

জ্ঞানকরী [স] *বিণ* জ্ঞান লাভ হয় এমন। 'জ্ঞানকরী শিক্ষাতে সুবিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি হয়।' *প্যারী*, ১৮৬০।

জ্ঞান করা *ক্রি* গণ্য করা; বিবেচনা করা। 'শোভনীয় বস্তুকে কাজুয়া বস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে ...' *তারিণী*, ১৮০৩।

জ্ঞানকাণ্ড [স] *বি* বুদ্ধিবিবেচনা। 'কেবল জ্ঞানকাণ্ড-বিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আনুষঙ্গিক কর্ম্ম কাণ্ড বিষয়কে ...' *দর্পণ*, ১৮৩১।

জ্ঞান-কূপ [স] *বি* জ্ঞানরূপ কুয়া। 'জেনে শুনে ঘোল্য ক'রে তোলা জ্ঞান-কূপ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

জ্ঞানকৃত [স] *বিণ* সচেতনভাবে কৃত। 'অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বধের শাস্তি প্রতিহত্যাই হইবেক।' *ফরস্টার*, ১৮০১।

জ্ঞানকেন্দ্র [স] *বি* জ্ঞান বিতরণের প্রধান স্থান। 'প্রতিষ্ঠানটি ... শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হইবে।' *সওগাত*, ১৯৪১।

জ্ঞানগত [স] *বিণ* জ্ঞানের আওতাধীন। 'মানব বুদ্ধি ... কিঞ্চিৎ স্বরূপমাত্র অতি কষ্টে জ্ঞানগত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্ঞান-গম্মি [স জ্ঞানগম্য] *বি* বুদ্ধিসুদ্ধি বা জানাশোনা। 'আমার যা কিছু জ্ঞান-গম্মি তা ঐ আড্ডারই ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জ্ঞানগম্য [স] *বিণ* জ্ঞান দ্বারা বোঝা যায় এমন। 'জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকের দ্বারা বুঝাইতে গেলে পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

জ্ঞানগম্যি [স জ্ঞানগম্য>] *বি* বুদ্ধিবিবেচনা। 'চাচার পরেই

জ্ঞানগম্যিতে তাঁর প্রাধান্য।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জ্ঞানগরিমা [স] *বি* বিদ্যার গৌরব। 'জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জ্ঞানগর্ভ [স] *বিণ* জ্ঞানপূর্ণ। 'যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের অর্থ অবগত হওয়া লোকের পক্ষে অতিশয় কঠিন ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

জ্ঞানগুণ [স] *বি* বিদ্যাবুদ্ধি। 'বাঙ্গালিদিগের জ্ঞানগুণ বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

জ্ঞানগোচর [স] **১** *বি* জ্ঞানচোখ। 'যেখানে আরোপিত কথা প্রবেশ করে সেখানে জ্ঞান গোচর লোপ পায়।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* জ্ঞানের অধিগম্য। 'তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জ্ঞানচক্ষু [স] *বি* জ্ঞানরূপ চক্ষু। 'ঈশ্বর-কৃপায় আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জ্ঞানচর্চা, জ্ঞানচর্চ্চা [স] *বি* জ্ঞানের অনুশীলন। 'জ্ঞানচর্চ্চার ক্রমশঃ বাহুল্যপ্রযুক্ত ... আশা প্রবল হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'ইংরেজ কস্মিনকালেও কোনও প্রকারের জ্ঞানচর্চা করেনি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

জ্ঞানছাড়া [স জ্ঞান+স ছর্দ] *বিণ* জ্ঞানহীন। 'মন রে তুই ভেড়ুয়া বাঙাল জ্ঞানছাড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

জ্ঞানজনক [স] *বিণ* জ্ঞানমূলক। 'নানাপ্রকার জ্ঞানজনক পুস্তকও ছাপা হইয়া সর্ব্বত্রে যাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

জ্ঞানজ্যোতি [স] *বি* জ্ঞানের আলো। 'চতুর্দ্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জ্ঞানত [স] **১** *ক্রিবিণ* সজ্ঞানে। 'জ্যেষ্ঠ দেশকাল বিবেচনা না করিয়া জ্ঞানত বা অজ্ঞানত কনিষ্ঠগণের নিকট ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *ক্রিবিণ* সচেতনভাবে। 'যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

জ্ঞানতত্ব [স জ্ঞানতত্ত্ব] *বি* যথার্থ বিষয়বোধ। 'জ্ঞানতত্ব কথা কহি বিরে লোভাইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

জ্ঞানতপস্বী [স] *বি* জ্ঞানের তপস্যা করে যে। 'উকিল-জজ-কেরানির অভাব নাই, কিন্তু জ্ঞানতপস্বী কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

জ্ঞানতৃষ্ণা [স] *বি* জ্ঞান অর্জ্জনের প্রবল আগ্রহ। 'তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা বেড়ে গেল বুঝতে পারলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জ্ঞানদান [স] *বি* বিদ্যাশিক্ষা। 'দুই সাহেব এতদ্দেশে জ্ঞানদানের যে সকল উপায় করিয়া লোকেরদিগের যেরূপ উপকার করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

জ্ঞানদিবস [স] *বি* জ্ঞানচর্চার সময় বা কাল। 'নূতন জ্ঞানদিবসের উষাকাল মাত্র সম্প্রতি উপস্থিত বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

জ্ঞানদীপ [স] *বি* জ্ঞানরূপ প্রদীপ। 'জ্বালিলে প্রথম জ্ঞানদীপ আনি হইলে বিশ্বনন্দিতা রানী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

জ্ঞানদৃপ্ত [স] *বিণ* জ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান। 'জ্ঞানদৃপ্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে এইরূপে বিজ্ঞানের জয়পতাকা উত্তোলিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

জ্ঞানদৃষ্টি [স] *বি* শিক্ষার আলো। 'হিন্দুরমণীরা বহুকাল পর্য্যন্ত জ্ঞানদৃষ্টিবিহীনা রহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

জ্ঞানধন [স] *বি* জ্ঞানরূপ ধন। 'প্রকৃতি, তাঁহার জ্ঞানধন কাঙালিবিদায়ে অপব্যয় করেন না।' *প্রমথ*, ১৯২০।

জ্ঞানধর্ম, জ্ঞান-ধর্ম্ম [স] *বি* জ্ঞানরূপ ধর্ম। 'যাহাদের স্বদেশে জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রচারিত হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জ্ঞাননির্জ্ঞানগ্রন্থি [স] *বি* চেতন-অবচেতন মন। 'জ্ঞাননির্জ্ঞানগ্রন্থি নিয়ে খুব চিন্তিত হয়েছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

জ্ঞাননেত্র [স] *বি* জ্ঞানের চোখ। 'মানব জাতির জ্ঞাননেত্র যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হইবে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

জ্ঞানপন্থী [স] *বিণ* জ্ঞানবাদী। 'জ্ঞানপন্থী সাম্যবাদী মুসলমান পৃথিবীর যে দেশেই গিয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জ্ঞানপবন [স] *বি* (বাউল) চৈতন্য। 'কটাক্ষেতে অমনি ভুলি জ্ঞানপবন যায় সকলি।' *লালন*, ১৮৯০।

জ্ঞানপাপ [স] *বি* জেনেশুনে করা পাপ। 'অনন্তের জ্ঞানপাপ মুছে দিতে হবে।' *জীবন*, ১৯৪০।

জ্ঞানপাপী [স] *বি* বুঝে-শুনে পাপ করে যে। 'তার সততায় আজ জ্ঞানপাপী করে কে সন্দেহ?' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

জ্ঞানপিপাসা [স] *বি* জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা। 'যেটা ... জ্ঞানপিপাসা মেটানো ছাড়া মানুষের অন্য কোনো কাজে লাগছে না ... ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

জ্ঞানপিপাসু [স] *বিণ* জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী। 'তাহা জ্ঞানপিপাসু পাঠকদিগের অবিদিত নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

জ্ঞানপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* সচেতন অবস্থায়। 'চৌয়াল্লিশ বৎসর বয়সের কালে জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

জ্ঞানপ্রচার [স] *বি* জ্ঞানের প্রচার। 'ষ্টানহোপ ... লৌহযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, জ্ঞানপ্রচারের পথ সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্ঞানপ্রদ [স] *বিণ* জ্ঞানদায়ক। 'মহাশয়ের কিলকলাপ কি পর্য্যন্ত জ্ঞানপ্রদ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

জ্ঞানপ্রদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* জ্ঞানপ্রদান করে এমন। 'জ্ঞানপ্রদায়িনী হৃদয়ে আলো দিলে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

জ্ঞানপ্রদীপ [স] *বি* জ্ঞানরূপ প্রদীপ। 'আবির্ভূত সুন্দর, সেখানে জ্ঞানপ্রদীপের সাহায্য নেওয়ার দরকারই হয় না।' *অবন*, ১৯২৫।

জ্ঞান-প্রবীণ [স] *বিণ* অকর্মণ্য তাত্ত্বিক। 'বল রে তোরা বল নবীন/ চাইনে এসব জ্ঞান-প্রবীণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জ্ঞানপ্রাপ্তি [স] *বি* জ্ঞান অর্জন। 'পর্য্যাপ্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি ও ... সমুচিত ফল হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জ্ঞানবতী [স] *বিণ স্ত্রী* জ্ঞান আছে এমন। 'যদি বিশেষ জ্ঞানবতী কি ধর্মনিষ্ঠা হইলেন।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

জ্ঞানবদ্ধ [স] *বিণ* প্রজ্ঞাসম্পন্ন। 'জ্ঞানবদ্ধ গাম্ভীর্যের সাথে কিছু উষ্ণতা ঢালে সৈয়দ-পুত্র।' *কায়সার*, ১৯৬২।

জ্ঞানবন্ত [স] *বিণ* জ্ঞানবান। 'জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জ্ঞানবাদ [স] *বি* জ্ঞানই মুক্তিলাভের উপায় – এই দার্শনিক মতবাদ। 'দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

জ্ঞানবান [স] *বিণ* জ্ঞানী। 'আজন্ম ধার্মিক উদাসীন জ্ঞানবান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জ্ঞান-বানিয়া [স জ্ঞান-বণিক] *বি* জ্ঞান নিয়ে ব্যবসা করে যে। 'আমরা চাহি না ... জ্ঞান-বানিয়ার বই-গুদাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জ্ঞান-বাপী [স] *বি* জ্ঞানরূপ পুকুর। 'জ্ঞান-বাপীর জলে সন্ধ্যা নামিল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

জ্ঞান-বিজ্ঞান [স] **১** *বি* জ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্র। 'মানব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নততর হইতে উন্নততম সোপানে আরূঢ় হইয়া ...' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* তত্ত্বজ্ঞান। 'নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

জ্ঞানবিতরণ [স] *বি* জ্ঞানের প্রসার। 'সর্বসাধারণের ভাষাকে শিক্ষাবহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জ্ঞানবিরুদ্ধ [স] *বিণ* জ্ঞানানুসারী নয় এমন; জ্ঞানের সঙ্গে মেলে না এমন। 'জ্ঞানবিরুদ্ধ বর্ণনা কাব্যে দোষ হিসেবে গণ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

জ্ঞানবিশিষ্ট [স] *বিণ* জ্ঞানপূর্ণ। 'তাবৎ জ্ঞানবিশিষ্ট ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস কর।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

জ্ঞানবিশিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* জ্ঞানের অধিকারী। 'নর জাতির ন্যায় ব্যাপ্তি জ্ঞানবিশিষ্টা।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

জ্ঞানবিস্তার [স] *বি* জ্ঞানের প্রসার। 'দেশে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জ্ঞানবীজ [স] *বি* জ্ঞানের আধার। 'গণাধিপ জ্ঞানবীজ শশিধর বিঘ্নরাজ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

জ্ঞানবীর [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। 'জ্ঞানবীর আবু হানিফার ধর্ম্মমত।' *সওগাত*, ১৯২৮।

জ্ঞান-বুদ্ধি [স] *বি* বিবেচনাবোধ। 'যে-ধর্মকে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও ভক্তির সাধনায় আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

জ্ঞানবৃক্ষ [স] *বি* জ্ঞান রূপ বৃক্ষ। 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোগ বিষয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া – চতুর হয়ে ওঠা। 'এরা এখনো জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জ্ঞানবৃদ্ধি [স] *বি* জ্ঞানের বৃদ্ধি। 'তার টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'তিনি সেগুলো সানন্দে এবং অনায়াসে মেরামত করে দিয়ে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি করে দেবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

জ্ঞানবোধ [স] *বি* জ্ঞানের উপলব্ধি। 'জ্ঞানবোধ আর চারিত্রিক অভাব কিছুটা কাটে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

জ্ঞানভর [স] *ক্রিবিণ* জ্ঞান দিয়ে। 'তরজমা ষুধারনে করিবেন ... তিন জবান মজকুরের জ্ঞানভর।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

জ্ঞানভাণ্ডার [স জ্ঞান+ভাণ্ডার] *বি* জ্ঞানের আধার। 'তাহার জ্ঞানভাণ্ডারপূরণ করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জ্ঞানভিক্ষা [স] *বি* বিদ্যা প্রার্থনা। 'কেউ করে গুরুর কাছে জ্ঞানভিক্ষা।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

জ্ঞানভূমি [স] *বি* জ্ঞানের জগৎ। 'এক নূতন প্রকার জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

জ্ঞানভূষণ [স] *বি* জ্ঞানরূপ অলংকার। 'রাজ চিহ্ন, ধর্ম্ম তিলক, জ্ঞানভূষণ প্রভৃতি ধারণ করিয়া আছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জ্ঞান-মজুর [স জ্ঞান+ফা মজদুর] *বি* জ্ঞানের সেবা করে যে। 'শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর যেতে নারে সেই হুরি-পরির ...।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জ্ঞানমত্ত [স] *বিণ* জ্ঞানবান। 'হেন জ্ঞানমত্ত বিপ্র নাহিক সংসার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জ্ঞানমন্দির [স] *বি* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'জ্ঞানমন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

জ্ঞানময় [স] **১** *বিণ* সর্বজ্ঞ; সমস্ত-কিছু জানে এমন। 'উপনিষদুল্লিখিত নিরাকার, নির্বিকার, জ্ঞানময়, পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* জ্ঞানপূর্ণ। 'পরিপূর্ণ জ্ঞানময় কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'দিব্য জ্ঞানময় নয়ন লভি।' *সুকুমার*, ১৯২০।

জ্ঞানমার্গ [স] *বি* জ্ঞান সাধনের পথ। 'চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জ্ঞানমার্গী [স] *বিণ* জ্ঞানপন্থী। 'এত বড়ো জ্ঞানমার্গী কবি কী করে জন্মাল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জ্ঞানমিশ্রভক্তি [স] *বি* জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তি। 'রায় কহে জ্ঞানমিশ্রভক্তি সাধ্যসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জ্ঞানমূল [স] *বি* জ্ঞানের আকর। 'তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জ্ঞানযজ্ঞ [স] *বি* জ্ঞানের পূজা। 'দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জ্ঞানযোগ [স] **১** *বি* জ্ঞানরূপ যোগ। 'কেমতে দেখুক আজি জ্ঞানযোগ রাখে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* জ্ঞান অর্জন। 'বেদপাঠ করিয়া যে স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইতে পারে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

জ্ঞানযোগী [স] *বিণ* জ্ঞানযোগের সাধক। 'অক্ষয় সে জ্ঞানযোগী, কর্ম্মযোগী বিদ্যার সাগর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

জ্ঞানরত্ন [স] *বি* জ্ঞানরূপ রত্ন। 'তিনি স্বয়ং যে জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বসাধারণকেই বিতরণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জ্ঞানরহিত [স] *বিণ* জ্ঞানহারা। 'রাজা, দর্শনমাত্র, অতিমাত্র মোহিত ও জ্ঞানরহিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জ্ঞানরাজ্য [স] *বি* জ্ঞানের জগৎ। 'জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল-তিল করিয়া বাড়িতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

জ্ঞান লম্ভা *ক্রি* চেতনা পাওয়া। 'জ্ঞান লম্ভি কুমার হৈল অচেতন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জ্ঞানলাভ [স] *বি* জ্ঞান অর্জন। 'কথায় বার্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'জ্ঞানলাভ গৌণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

জ্ঞানশক্তি [স] *বি* জ্ঞানরূপ শক্তি। 'ইহার মধ্যে যে অমেয় জ্ঞানশক্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জ্ঞানশাস্ত্র [স] *বি* তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্র। 'ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ... উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

জ্ঞানশিক্ষা [স] **১** *বি* জ্ঞানচর্চা। 'জ্ঞানশিক্ষাকে প্রদেশের জিনিস করিয়া দাঁড় করানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* লৌকিক শিক্ষা। 'যদি বলি জ্ঞানশিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জ্ঞানশূন্য [স] ১ *বিণ* অচেতন। 'জ্ঞান শূন্য হএ পড়ে যতেক গোলাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* অবোধ। 'আমি জ্ঞান শূন্য হয়েছি, কিছুই স্থির করতে পাচ্ছি না।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৩ *বিণ* মূর্খ। 'জ্ঞান-শূন্য করিল গোঁসাই।' *মাইকেল*, ১৮৬৫। ৪ *বিণ* হিতাহিত জ্ঞান নেই এমন। 'দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য জুয়া খেলোয়াড় হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বিণ* ব্যাকুল; উদ্বিগ্ন। 'এজিদের মুখ এক মুহূর্ত না দেখিলে একেবারে জ্ঞানশূন্য হন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

জ্ঞানশূন্যতা [স] *বি* জ্ঞানহীনতা। 'হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা তাদের সংসারটাকে পণ্ড করে ফেলেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

জ্ঞানসমৃদ্ধ [স] *বিণ* জ্ঞানে গরীয়ান। 'বলিষ্ঠ দেহ; অটুট স্বাস্থ্য; জ্ঞানসমৃদ্ধ; ভাবে গরীয়ান; আর ত্যাগে মহীয়ান।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

জ্ঞানসম্পন্ন [স] ১ *বিণ* জ্ঞানী। 'সর্বাংশে নির্মম ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও ... বঞ্চিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* জ্ঞানসমৃদ্ধ। 'প্রকাশিত বিবরণ পাঠেই আমরা তৎসম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছি'। *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্ঞানসাধক [স] *বিণ* জ্ঞানের সাধনাকারী। 'সাহিত্যিক ও জ্ঞানসাধক হিসাবে তাঁর অতুলনীয় অবদান।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

জ্ঞানসাধনা [স] *বি* জ্ঞানের অনুশীলন। 'ধর্মসাধনা জ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজেই মানুষের সম্মিলিত চেষ্টার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

জ্ঞানসাপেক্ষ [স] *বিণ* জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। 'ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

জ্ঞান-সূর্য [স] *বি* জ্ঞান রূপ সূর্য। 'উজ্জ্বল হোক জ্ঞান-সূর্য উদয়-সমারোহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

জ্ঞানস্তর [স] *বি* জ্ঞানের স্তর। 'মানব-মন যে জ্ঞানস্তরে সন্নিবিষ্ট ছিল, ইদানীন্তন যুগে সে স্তর এত সুদূর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্ঞানস্পৃহা [স] *বি* জ্ঞান লাভের ইচ্ছা। 'তাহার জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জ্ঞান হওয়া *ক্রি* মনে হওয়া। 'জ্ঞান হয় তুমি দেব, সেই মহাজন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

জ্ঞানহত [স] ১ *বিণ* কিংকর্তব্যবিমূঢ়। 'হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞানহত।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* জ্ঞানহীন। 'তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জ্ঞানহারা [স] ১ *বিণ* কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। 'অনিমিখ নয়ান হইল জ্ঞানহারা। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* বিবেচনাশূন্য। 'সেই জ্ঞানহারা উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বলফেন ভক্তিমদধারা নাহি চাহি নাথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

জ্ঞানহীন [স] ১ *বিণ* মূর্খ। 'অতি জ্ঞানহীন তাহে অভাজন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* জানা নেই এমন। 'ডাক্তারি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানহীন পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ৩ *বিণ* অচেতন। 'হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দুদিন, বদ্ধ হইল নাড়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জ্ঞানহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* জ্ঞান নেই এমন। 'জ্ঞানহীনা মাতার দ্বারা প্রেরিত হইলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

জ্ঞানাঙ্কুর [স জ্ঞান-অঙ্কুর] *বি* জ্ঞানরূপ অঙ্কুর। 'এদেশে ... জ্ঞানাঙ্কুর রোপণের পথ প্রদর্শন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জ্ঞানাচ্ছন্ন [স জ্ঞান-আচ্ছন্ন] *বিণ* অচেতন। 'কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জ্ঞানাঞ্জন [স জ্ঞান-অঞ্জন] *বি* তত্ত্বজ্ঞানরূপ কাজল। 'ভেঙে গড়ে তুচ্ছ মাটির ঢেলা কররে মানুষ – দিলে জ্ঞানাঞ্জন!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

জ্ঞানাঞ্জনশলাকা [স জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা] *বি* তত্ত্বজ্ঞানরূপ কাজল দেওয়ার কাঠি। 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকার অপ-প্রয়োগে যাঁদের চক্ষু উন্মীলিত না হয়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

জ্ঞানাতীত [স জ্ঞান-অতীত] *বিণ* জ্ঞান দ্বারা লভ্য নয় এমন। 'তাঁহার ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

জ্ঞানাধিকারবঞ্চিত [স জ্ঞান-অধিকার-বঞ্চিত] *বিণ* জ্ঞানের অধিকার থেকে বঞ্চিত। 'বিদ্যাশূন্য পুরুষেরা ও জ্ঞানাধিকারবঞ্চিত অবলারা পুরাণাদি অধ্যয়ন না করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জ্ঞানাধিগত [স] *বিণ* জ্ঞানের অধিকারে এসেছে এমন। 'বিজ্ঞানানুশীলনের ফলে এক্ষণে সে গূঢ়রহস্য তাহার জ্ঞানাধিগত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী [স] *বিণ* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাকারী। 'জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী ... ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি ঐ অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্ঞানানুশীলন [স জ্ঞান-অনুশীলন] *বি* জ্ঞানচর্চা। 'প্রতিদিবসই জীবিকা-নির্ব্বাহে কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়া, অবশিষ্ট কাল জ্ঞানানুশীলন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্ঞানান্ধ [স জ্ঞান-অন্ধ] *বিণ* অজ্ঞান। 'উহারা নিতান্ত জ্ঞানান্ধ জীব।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্ঞানাপন্ন [স জ্ঞান-আপন্ন] ১ *বিণ* জ্ঞান রয়েছে এমন। 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বিণ* জ্ঞানবান। 'জ্ঞানাপন্ন ভাগ্যবানের-দিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জ্ঞানাপন্না [স] *বিণ স্ত্রী* জ্ঞানপ্রাপ্ত। 'স্ত্রী লোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অতিশীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জ্ঞানাভ্যাস [স জ্ঞান-অভ্যাস] *বি* জ্ঞানের চর্চা। 'বক্তৃতা শুনিয়া সন্তোষপূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাস করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

জ্ঞানামৃত [স জ্ঞান-অমৃত] *বি* জ্ঞান রূপ অমৃত। 'জ্ঞানামৃত-রস সম্বলিত অপর্য্যাপ্ত আনন্দ-সুধা পান করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জ্ঞানারণ্য [স জ্ঞান-অরণ্য] *বি* জ্ঞান রূপ অরণ্য। 'সুশিক্ষিত ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও বর্ধিত করিয়া ... পরমাদ্ভুত পরিশুদ্ধ জ্ঞানারণ্যে বিচরণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্ঞানারুণোদয় [স জ্ঞান-অরুণোদয়] *বি* জ্ঞানরূপ সূর্যোদয়। 'নাস্তিকতার বশতাপন্ন হইয়া ... জ্ঞানারুণোদয় পূর্ণ করিতেছি।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

জ্ঞানার্জন, জ্ঞানার্জ্জন [স] *বি* জ্ঞানলাভ। 'তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানার্জ্জন করিবার উপায়ও নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জ্ঞানার্জনী, জ্ঞানার্জ্জনী [স জ্ঞান-অর্জন>] *বিণ* জ্ঞানার্জন সম্বন্ধীয়। 'জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মের স্বরূপজ্ঞান হইতে পারে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

জ্ঞানালোক [স জ্ঞান-আলোক] *বি* জ্ঞানরূপ আলো। 'জ্ঞানালোকে প্রাপ্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

জ্ঞানালোকিত [স জ্ঞান-আলোকিত] *বিণ* জ্ঞানরূপ আলোতে উদ্ভাসিত। 'এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জ্ঞানেচ্ছুক [স জ্ঞান-ইচ্ছুক] *বিণ* জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক। 'জ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির মহোপকার হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জ্ঞানেন্দ্রিয় [স জ্ঞান-ইন্দ্রিয়] *বি* যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়। 'জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ নামাত্মক।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

জ্ঞানের দেশ *বি* জ্ঞানের জগৎ। 'জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল বলেই বেঁচে গেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জ্ঞানের বীজ *বি* জ্ঞান রূপ বীজ। 'অগ্রে তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে জ্ঞানের বীজ রোপিত হউক।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

জ্ঞানোৎকর্ষ [স জ্ঞান-উৎসর্গ] *বি* জ্ঞানের উৎকর্ষ। 'এইরূপ জ্ঞানোৎকর্ষ বিধানের সুসঙ্গত সমাবেশ ... হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্ঞানোৎপত্তি [স জ্ঞান-উৎপত্তি] *বি* জ্ঞানোদয়। 'বিদ্যাশিক্ষাজন্য জ্ঞানোৎপত্তি এবং তদ্ধেতু লোকের মোক্ষপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

জ্ঞানোদয় [স জ্ঞান-উদয়] **১** *বি* উপলব্ধি। 'এই নিবন্ধ ও অন্য২ নিবন্ধ দ্বারা সে জ্ঞানোদয় হইবে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **২** *বি* জ্ঞানের উন্মেষ। 'লজ্জা ও ভয় উভয় জন্মিয়া জ্ঞানোদয় হইতে পারিবেক কিমলং বিস্তরেণ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

জ্ঞানোদ্বুদ্ধ [স জ্ঞান-উদ্বুদ্ধ] *বিণ* চেতনাসম্পন্ন। 'অহং জ্ঞানোদ্বুদ্ধ মানুষ সমগ্র মানব সমাজের ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জ্ঞানোদ্রেক [স জ্ঞান-উদ্রেক] *বি* জ্ঞানের উদয়। 'জ্ঞানোদ্রেক বিনা তাহা নিবারিত হইবার উপায় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জ্ঞানোপদেশ [স জ্ঞান-উপদেশ] *বি* জ্ঞান সংক্রান্ত উপদেশ। 'যে ব্যক্তি মনুষ্যত্বের ভাবনা রাখে না, সে জ্ঞানোপদেশ কৃচিৎ মানে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

জ্ঞানোপযোগি [স জ্ঞানোপযোগী] **১** *বিণ* জ্ঞানের উপযোগী। 'উক্ত গ্রন্থসকলে জ্ঞানোপযোগি কোন কথা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বিণ* জ্ঞানগর্ভ। 'জ্ঞানোপযোগি শাস্ত্রপাঠে শূদ্র জাতীয়ের অধিকার।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

জ্ঞানোপার্জনার্থে, জ্ঞানোপার্জ্জনার্থে [স জ্ঞান-উপার্জন-অর্থে] *ক্রিবিণ* জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে। 'বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জ্জনার্থে এক সমাজ স্থাপন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

জ্ঞানৈষা [স জ্ঞান-ঈষা] *বি* জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ। 'জ্ঞানৈষা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতে সমান।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

জ্ঞানি [স জ্ঞানী] *বিণ* জ্ঞানবান। 'জ্ঞানি লোকের সহিত আলাপ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

জ্ঞানিক [স] *বিণ* জ্ঞান সম্বন্ধীয়। 'জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

জ্ঞানিকৃত [স] *বিণ* বিজ্ঞজনের দ্বারা করা হয়েছে এমন। 'যেমন ভগবৎ-সেবা, জ্ঞানিকৃত, মহাপূজা ইত্যাদি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

জ্ঞানী [স] **১** *বিণ* জ্ঞান আছে এমন। 'সভেই বেদান্তী জ্ঞানী সভেই তপস্বী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* জ্ঞানের অধিকারী। 'অনেক ভূয়োদর্শনাভিজ্ঞ জ্ঞানী মনীষী ভূমিকম্পকে ... অকল্যাণময় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্ঞানীগুণী [স] *বি* জ্ঞান ও গুণের অধিকারী ব্যক্তি। 'যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জ্ঞাপক [স] **১** *বিণ* নির্দেশক। 'ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ বিশেষ বর্ণ অর্থাৎ জীবিকাজ্ঞাপক সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* প্রকাশক। 'সৈয়দ সুলতানের সময় জ্ঞাপক একটি চরণ পাওয়া যায়।' *হাই*, ১৯৫৪।

জ্ঞাপকত্ব [স] *বি* সূচকতা। 'কোন শব্দ বা রবের অনুকরণের এই দন্ত্য নর নিষেধ জ্ঞাপকত্ব সৃষ্টি?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

জ্ঞাপন [স] **১** *বি* নিবেদন। 'অতি আহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* জানানো। 'বহুবিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন করা গিয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯। **৩** *বি* ঘোষণা। 'অতিখেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ... কোলবোরোক সাহেব লোকান্তরগত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৪** *বি* প্রচার। 'দেশের উৎকৃষ্টতা জ্ঞাপন জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৫** *বি* প্রকাশ। 'বিরক্তি জ্ঞাপন করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

জ্ঞাপনা [স জ্ঞাপন>] *ক্রি* জ্ঞাপন করা। 'সখী বলে রাজবালা জ্ঞাপন চৌষট্টি কলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জ্ঞাপনার্থ [স] *ক্রিবিণ* জানার জন্য। 'আমারদিগের বংশ পরম্পরার জ্ঞাপনার্থ অঙ্কিত করণের প্রার্থনা করি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জ্ঞাপনার্থে *ক্রিবিণ* জানার জন্য। 'সকলের জ্ঞাপনার্থে ইহা প্রকাশ করা যাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

জ্ঞেআতি [স জ্ঞাতি] *বি* জ্ঞাতি। 'দেশে দেশে আছে জত কুটুম্ব জ্ঞেআতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জ্বর [স] **১** *বি* শরীরের তাপ ও নাড়ির স্পন্দন বৃদ্ধি করে এমন রোগবিশেষ; জ্বালা। 'তনু দহে বিরহের জ্বরে।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'আলিঙ্গন চাহে কানাঞি বিরহের জ্বরে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* প্রবল কামপ্রবৃত্তি; কামজ্বর। 'শ্রাবণের মেঘ কী মন্থর! তোমার সর্বাঙ্গ জুড়ে জ্বর।' *শক্তি*, ১৯৬৫। **৩** *বি* উত্তাপ। 'সন্ধেবেলা আলোর জ্বরে ঝাঁ ঝাঁ করে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

জ্বরগ্রস্ত [স] *বিণ* জ্বরে আক্রান্ত। 'সাহেব লোক জ্বরগ্রস্ত হইয়া লোকান্তরগত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

জ্বরঘ্ন [স] *বিণ* জ্বরনাশক। 'জ্বরঘ্ন রস গিলিয়ে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জ্বরজাড়ী *বি* জ্বর ও আনুষঙ্গিক উপসর্গ। 'এতো আর জ্বরজাড়ী নয়, জল দিতে দোষ কি।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

জ্বরজারি *বি* জ্বর ও আনুষঙ্গিক উপসর্গ। 'আমাদের শরীরের জ্বরজারি বাতের ব্যথাও ঐ টানের জোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জ্বরজ্বর **১** *বিণ* জর্জরিত। 'কহই কবিবর, কুসুমশরবর দহনে জ্বরজ্বর দেহ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* জ্বরের ভাব আছে এমন। 'জ্বরজ্বর মনটা বেশ একটু ঝরঝরে হয়ে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

জ্বরজ্বালা [স] **১** *বি* দুঃখ-যন্ত্রণা। 'উদর পুরিয়া খাইতে পায় না বলিয়াই বাঙ্গালায় এত জ্বরজ্বালা।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **২** *বি* জ্বর ও তার উপসর্গ। 'জ্বরজ্বালা হয়, পাঁচন বড়ি দিয়া চোখের পলকে সারাইয়া দিবে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

জ্বরতপ্ত [স] *বিণ* জ্বরে উত্তপ্ত। 'তাহার জ্বরতপ্ত দুই করতলের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জ্বরবিকার [স] *বি* রোগ বাড়ার কারণে উচ্চারিত প্রলাপ। '... বোধ হয় জ্বরবিকার ও উল্বণ হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জ্বরভুক্ত [স] *বিণ* জ্বরে আক্রান্ত। 'জ্বরভুক্ত হইয়া ১২৩০ শালের ২১ ভাদ্র শুক্রবার পরলোকগামী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জ্বররোগ [স] *বি* শরীরের তাপ ও নাড়ির স্পন্দন বৃদ্ধি করে এমন রোগবিশেষ। 'জ্বররোগেতে অভিভূত হইয়া নয় দিবস পর্য্যন্ত

শয্যাগত।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

জ্বরহর [স] *বিণ* জ্বরনাশক। 'জ্বরহর শুভকর বল করে দান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জ্বরাক্রান্তা [স জ্বর-আক্রান্তা] *বিণ স্ত্রী* জ্বরের দ্বারা আক্রান্ত। 'বিধবা শ্যালিকা ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্তা।' *শরৎ*, ১৯৩১।

জ্বরাতুর [স জ্বর-আতুর] *বি* জ্বরে কাতর। 'জ্বরাতুর দেহখানি শীর্ণ হয়ে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

জ্বরারি-বটিকা [স জ্বর-অরি-বটিকা] *বি* জ্বর সারানোর বড়ি। 'একজন লোক ... জ্বরারি-বটিকার বিজ্ঞাপন খাটিয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জ্বরাশনি [স জ্বর-অশনি] *বি* জ্বরের চিকিৎসায় ব্যবহৃত কবিরাজি ওষুধ। 'মাধব কবিরাজ বিক্রি করে জ্বরাশনি বটিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

জ্বরোত্তাপ [স জ্বর-উত্তাপ] *বি* জ্বরের উত্তাপ। 'ইম্পীরিয়ালিজমের জ্বরোত্তাপ যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জ্বরা[১] [স জরা] *বিণ* জরাগ্রস্ত। 'ধর্ম নাহী পাব স্থান অপাত্রে সভার মান ষোড়শ বৎসরে হব জ্বরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জ্বরা[২] [স জ্বর>] *ক্রি* জর্জর হওয়া। 'ওগো মা সাপের বিষেতে জ্বরেছি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

জ্বরি [স জ্বর>] *বিণ* জ্বর রোগে আক্রান্ত। 'ভূরি২ জ্বরি দীনদরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসাভাবে মারা পড়িতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

জ্বল জ্বল [স] ১ *ক্রিবিণ* উজ্জ্বলভাবে। '... বড়ো বড়ো তারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বি* উজ্জ্বলতার ভাব। 'জল ও মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছলছল জ্বলজ্বল করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* উজ্জ্বল। 'কেউ বা অতি জ্বল জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জ্বলজ্বলে ১ *বিণ* জ্বলন্ত। 'হীরকখণ্ডের মতো নিরেট কঠিন জ্বলজ্বলে সত্য খুব অল্পই আছে।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বিণ* উজ্জ্বল। 'একটা জ্বলজ্বলে তারার স্থির প্রতিবিম্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জ্বলচ্চিতা [স] *বি* জ্বলন্ত চিতা। 'স্বামির জ্বলচ্চিতায় অনায়াসে আরোহণ করে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

জ্বলচ্চিতারোহণ [স] *বি* জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ। 'স্বামিশবসহ জ্বলচ্চিতারোহণপূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ ... করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

জ্বলজ্জটামণ্ডিত [স] *বিণ* অগ্নিময় শিখাবিশিষ্ট। 'তাহার জ্বলজ্জটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জ্বলত্তড়িৎ [স] *বিণ* বিদ্যুৎময়। 'তাঁহাদের জ্বলত্তড়িৎ রোষকটাক্ষপাত হইতেও আমরা বঞ্চিত।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

জ্বলদগ্নি [স] *বি* জ্বলন্ত আগুন। 'এক দেবালয় নিকটে জ্বলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত তৈল পূরিত ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

জ্বলদর্চি [স] *বিণ* জ্যোতির্ময়। 'উড়িছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জ্বলদর্চিরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জ্বলদি [আ জলদি] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'ফুক দিতে জ্বলদি চলে যান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

জ্বলন [স] ১ *বি* আগুন। 'সকল মুখ হইতে জ্বলন নির্গত হইতেছে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। ২ *বি* জ্বালা। 'যে জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

জ্বলনচণ্ডী [স] *বি* প্রচণ্ড জ্বালানিশক্তি। 'হীলিয়াম গ্যাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দুরন্ত জ্বলনচণ্ডী নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জ্বলনধর্মী [স] *বিণ* দহন করার গুণসম্পন্ন। 'বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জ্বলনশীলতা [স] *বি* জ্বলে ওঠার শক্তি। 'তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

জ্বলন্ত [স] ১ *বিণ* জ্বালাময়। 'খাত্যে শুত্যে বাক্য বলে জ্বলন্ত আগুন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* দাউদাউ-করা। 'জ্বলন্ত অনলে হইবে ছাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫। ৩ *বিণ* উজ্জ্বল। 'জ্বলন্ত নয়নেম বদ্ধ করি হস্তমুঠি – কুটীর হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৪ *বিণ* প্রাণবন্ত। 'তাঁহার লেখার জীবন্ত ভাব, জ্বলন্ত রচনা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। ৫ *বিণ* তপ্ত। 'রৌদ্রালোকে জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৬ *বিণ* আলোকিত। 'পূর্বতীরে গ্রাম বন নাহি যায় দেখা, জ্বলন্ত দিগন্তে শুধু মসীপুঞ্জরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৭ *বিণ* আন্তরিক। 'দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৮ *বিণ* সুস্পষ্ট। 'জ্বলন্ত আদর্শবোধ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা লইয়া লীগের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৯। ৯ *বিণ* তেজস্বী। 'তরুণ জ্বলন্ত বাঘ হয়ে ফের নেমেছে নদীতে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

জ্বলন্ত অঙ্গার [স] *বি* যে কয়লাখণ্ড জ্বলছে। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

জ্বলন্ত বর্ণ *বি* লাল রং। 'জ্বলন্ত বর্ণের জামা পাজামা জুতোয়/ হেঁটে আসে রেস্তোরাঁয়।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

জ্বলা[১] [স জ্বল্>] ১ *ক্রি* প্রজ্বলিত হওয়া। 'লক্ষকোটি দীপ সব চতুর্দিগে জ্বলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* রাগান্বিত হওয়া। 'জ্বরতপ্ত ক্লান্ত দেহ আরো জ্বলিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৩ *ক্রি* উজ্জ্বল হওয়া। 'কেবল চোখ-দুটা জ্বলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *ক্রি* আলো ছড়ানো। 'মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি।' *নজরুল*, ১৯২৬। **জ্বলএ** *ক্রি* জ্বলে। 'চক্ষু কর্ণ মুখ হোন্তে জ্বলএ আনল।' *সুলতান*, ১৭০০। **জ্বলিল** *ক্রি* পুড়লো। 'সুখের লাগিয়া রন্ধন করিনু জ্বালাতে জ্বলিল দে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **জ্বলে** *ক্রি* প্রজ্বলিত হয়। 'লক্ষকোটি দীপ সব চতুর্দিগে জ্বলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জ্বলে ওঠা ১ *ক্রি* জেগে ওঠা। 'স্মরণের জ্যোতি উঠিল জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ২ *ক্রি* খুব ক্রুদ্ধ হওয়া। 'হঠাৎ তার জ্বলে উঠা মুখটি দেখে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জ্বলা[২] [স জ্বল্>] *বিণ* ঝলকিত। 'রুটি চিবোয় অভ্যাসবশে জ্যোৎস্নাজ্বলা দাঁতে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

জ্বলাতনা [স জ্বল্>] *বিণ* দগ্ধ। 'বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলাতনা হইয়া শবসহ জলজ্জ্বানে জ্বলদগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

জ্বলিত [স] ১ *বিণ* দগ্ধ। 'কোনো কামিনী স্বামীর জ্বালায় জ্বলিতাঙ্গ হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'এই কথা শুনিবামাত্র চন্দ্রপ্রভা কোপে জ্বলিত হইয়া বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জ্বলুনি [স জ্বল>] *বি* জ্বালা। 'খাটুনি যে ভালো ছিল জ্বলুনির চেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

জ্বাল [স জ্বল্>] *বি* আগুনের তাপ। 'সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া, এখনও লবণ প্রস্তুত করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

জ্বালঘর *বি* কারখানার যে ঘরে চুলা স্থাপন করা হয়। 'এখন কুঠির ভাঙা চৌবাচ্চাঘর, জ্বালঘর ... ইটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জ্বাল দেওয়া *ক্রি* আগুনের তাপ দিয়ে ফোটানো। 'দুধ জ্বাল

দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

জ্বালা [স] ১ *বি* যন্ত্রণা। 'সুখের লাগিয়া রন্ধন করিনু জ্বালাতে জ্বলিল দে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* আগুনের হলকা। 'উত্তপ্ত এবং জ্বালাবিশিষ্ট ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বিণ* জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে এমন। 'একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বি* ক্ষুধা। 'জীবনে আনন্দ অল্প, অথচ পেটের জ্বালা কম নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৫ *বি* উৎপাত। 'মশার জ্বালায় সর্বাঙ্গ চাপড়াইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৬ *বি* রোদ। 'দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৭ *বি* শিখা। 'নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা।' *নজরুল*, ১৯২২। ৮ *ক্রি* আলোকিত করা। 'সোনার প্রদীপে জ্বালো আঁধার ঘরের আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

জ্বালাকর [স] *বিণ* জ্বালাবোধ হয় এমন। 'জ্বালাকর চিঠির উপর দ্রুত চোখ বুলাইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

জ্বালা-করা *বিণ* যন্ত্রণা দেয় এমন। 'মানুষের জ্বালা-করা বেদনার হল্কা প্রবেশ করে নাই।' *মানিক*, ১৯৩৬।

জ্বালা ধরা *ক্রি* যন্ত্রণা হওয়া। 'আধুনিক অধিকারীর গায়ের জ্বালা ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জ্বালা-পিচকিরি *বি* আগুনের হলকা। 'মেঘ-বৃন্দাবনে মুহু ছুটে মোর বিজুরির জ্বালা-পিচকিরি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জ্বালাবাষ্প [স] *বিণ* জ্বলন্ত বাষ্পময়। 'হাহাতপ্ত জ্বালাবাষ্প দিনের শিয়রে কাঁপে হৃদয় আমার।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

জ্বালাভরা *বিণ* জ্বালাপূর্ণ। 'মুখে জ্বালাভরা হাসি দেখা দেয়।' *মানিক*, ১৯৪০।

জ্বালাময় [স] ১ *বিণ* উদ্দীপিত করে এমন। 'অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে ... দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্তকালসমীপে পাঠাইয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বিণ* যন্ত্রণাদগ্ধ। 'জ্বালাময় বিদ্ধ বেদনায় যেন থরথর করে কাঁপছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* উত্তপ্ত। 'শিশু সূর্যের জ্বালাময় রোষ।' *নজরুল*, ১৯২২।

জ্বালাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* জ্বালা ধরিয়ে দেয় এমন। 'সেগুলো শুধু জ্বালাময়ী প্রখর তেজে জ্বলছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

জ্বালামুখ [স] *বি* জ্বালাময় মুখবিশিষ্ট। 'সম্মুখে সংরক্ষিত সভ্যতার জ্বালামুখ প্রাকারমণ্ডল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

জ্বালামুখী [স] ১ *বি* আগ্নেয়গিরি। 'কারাগাতোয়া নামক একটি ক্ষুদ্র জ্বালামুখীর সমুদ্রতলবর্তী একটি স্থানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বিণ* প্রজ্বলিত মুখবিশিষ্ট। 'সর্বনাশী জ্বালামুখী ধূমকেতু।' *নজরুল*, ১৯২২।

জ্বালাতন [ফা জালাওতন] ১ *বিণ* কষ্ট ভোগ করে এমন। 'ক্রোধী ব্যক্তি আপনার বিষে আপনি জ্বালাতন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* উৎপাত। 'কোথা পালাইবে মোরে করে জ্বালাতন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* বিরক্ত। 'প্রভুগণ জ্বালাতন হইবার সম্ভাবনা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

জ্বালান কাষ্ঠ [জ্বালানি+স কাষ্ঠ] *বি* জ্বালানি কাঠ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

জ্বালানি, জ্বালানী [স জ্বাল্>] ১ *বিণ* জ্বালাবার উপযুক্ত। 'এক খণ্ড জ্বালানি কাঠ পাইলেই মহাসন্তুষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* জ্বাল দেওয়া হয়েছে এমন। 'জাঁতঘরে জ্বালানী মাল জাঁত হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ৩ *বি* জ্বাল দেওয়ার উপকরণ। 'কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

জ্বালানো [স জ্বল্>] ১ *ক্রি* প্রজ্বলিত করা। 'নিশাকালে লক্ষ লক্ষ কন্দিল জ্বালিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* অগ্নিসংযোগ করা। 'প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৩ *ক্রি* উত্যক্ত করা। 'আত্মীয়ের সন্ধানের জন্য ... জ্বালিয়ে খেয়েছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **জ্বালাইয়া** *ক্রি* প্রজ্বলিত ক'রে। 'প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে।' *দর্পণ*, ১৮২০। **জ্বালাউক** *ক্রি* জ্বালাক। 'আকাশেত প্রদীপ জ্বালাউক সারি সারি।' *সুলতান*, ১৭০০। **জ্বালাস** *ক্রি* পোড়াস। 'মরুর বাতাস জ্বলিস জ্বালাস কত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **জ্বালি** *ক্রি* প্রজ্বলিত করি। 'সজল প্রদীপ জ্বালি সুফল সহিতে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **জ্বালিয়া** *ক্রি* প্রজ্বলিত ক'রে। 'তবে রসুলের সৈন্য আনল জ্বালিয়া ...।' *সুলতান*, ১৭০০। **জ্বালিয়ে খাওয়া** *ক্রি* উত্যক্ত করা। 'আত্মীয়ের সন্ধানের জন্য ... জ্বালিয়ে খেয়েছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **জ্বেলে** *ক্রি* প্রজ্বলিত ক'রে। 'লালন বলে ভাবুক যারা/ জ্ঞানের বাতি জ্বেলে চরণ পাবে।' *লালন*, ১৮৯০।

জ্বালায়তন [ফা জালাওতন] *বিণ* উৎপীড়িত। 'নীলকরের দৌরাত্ম্যে লোকসকল জ্বালায়তন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৪৪।

জ্বিলকদ [আ] *বি* হিজরি সনের মাসবিশেষ। '৬ই জ্বিলকদ ১৩৬৭ হিজরী রোজ শনিবার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জ্যা [স] *বি* ছিলা; গুণ। 'ধনুকের জ্যা হয়ে থাকুন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

জ্যাকেট [ই] *বি* জামার উপরে পরার মতো পোশাকবিশেষ; কোট। 'এক ছেঁড়া টুপি, পচা কাপড়ের জ্যাকেট পাণ্টুলন এবং ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

জ্যাটা [স জ্যেষ্ঠ] *বি* ইঁচড়ে পাকা। 'আমরা ছেলে বেলাতেই জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জ্যাটামি, জ্যাটামো [স জ্যেষ্ঠ>] *বি* পাকামি। 'স্কুল ছাড়াতে জ্যাটামি ভাতের ফ্যানের মতন উতলে উঠলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

জ্যাঠা [স জ্যেষ্ঠ] ১ *বি* ইঁচড়ে পাকা। 'বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে, অথচ জ্যাঠাও নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* প্রবীণ। 'তুমি এই জ্যাঠা অভিমন্যুর পৃষ্ঠরক্ষী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জ্যাঠাই [স জ্যেষ্ঠ>] *বি* পিতার বড়ো ভাই। 'জানি তব জামাইয়ের জ্যাঠাইয়ের যে বেহাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

জ্যাঠাইমা [স জ্যেষ্ঠ>+স মাতা] *বি* পিতার বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'জ্যাঠাইমা তাঁহার বড়ো আদরের কমলাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জ্যাঠামশায় [স জ্যেষ্ঠমহাশয়] *বি* পিতার বড়ো ভাই। 'তোর জ্যাঠা-মশায়কে প্রণাম কর্।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জ্যাঠামি [স জ্যেষ্ঠ>] *বি* কম বয়সে বড়োদের মতো কথাবার্তা। 'পাকা কথাও জ্যাঠামি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জ্যান্ত [স জীবন্ত] ১ *বি* জীব। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* জীবন্ত। 'তার পেটের মধ্যে জ্যান্ত একজন।' *লালন*, ১৮৯০।

জ্যান্ত মরা *বিণ* জীবন্ত হয়েও মৃতের মতো। 'কুলশীলে ইস্তফা দিয়ে হতে হবে জ্যান্ত মরা।' *লালন*, ১৮৯০।

জ্যাবড়ানো *বিণ* জড়ানো। 'মোটা গলা, র-অক্ষরবিহীন জ্যাবড়ানো উচ্চারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জ্যাভেলিন থ্রো [ই] *বি* বর্শানিক্ষেপ। '৮০ মিটার হার্ডল, জ্যাভেলিন থ্রো, ডিসকাস থ্রো।' *বেগম*, ১৯৬৩।

জ্যাম [ই] *বি* ফল ও তার রস দিয়ে তৈরি জমাট-বাঁধানো খাবারবিশেষ। 'বিস্কুট জ্যাম।' *জীবন*, ১৯৩৩।

জ্যামিতি [স] ১ *বি* ভূমি পরিমাপ বিষয়ক শাস্ত্র; রেখাগণিত। 'পাটীগণিত

এবং জ্যামিতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট ভূখণ্ড। 'সে জ্যামিতি থেকে ক্রমাগত উঠে এসে মাছ পাখি পশু।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জ্যামিতিক [স] **১** *বিণ* জ্যামিতিশাস্ত্রসংক্রান্ত। '... জ্যামিতিক প্রণালীই সকল জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী।' *সবুজ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* জ্যামিতির মতো। 'অতি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নিয়মে চাক বাঁধবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* জ্যামিতিবিদের মতো। 'যুদ্ধ, রক্ত, জ্যামিতিক ঈশ্বর, মাকড়শা, মশার জঞ্জাল।' *জীবন*, ১৯৩০।

জ্যালজেলে *বিণ* ঘন নয় এমন বুনটের। 'শাড়ি এমন জ্যালজেলে?' *জীবন*, ১৯৩২।

জ্যাসমিন [ই] *বি* জুঁই জাতীয় ফুলবিশেষ। 'লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োলেট আমাদের নিকট নামমাত্র।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

জ্যেঠা [স জ্যেষ্ঠ] **১** *বি* পিতার বড়ো ভাই। 'বাপ জ্যেঠা আন নহে পাইবে যাতনা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অকালপক্ব। 'কাঁটাল হইল জ্যেঠা এঁচড়ে পাকিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জ্যেষ্ট [স জ্যেষ্ঠ] *বিণ* অগ্রজ। 'জ্যেষ্ট ভ্রাতা মহারাজার আজ্ঞা।' *রামরাম*, ১৮০১।

জ্যেষ্টা [স জ্যেষ্ঠা] *বিণ স্ত্রী* অগ্রজ। 'জ্যেষ্টা কন্যা অম্বা।' *প্যারী*, ১৮৬০।

জ্যেষ্ঠ [স] **১** *বিণ* বড়ো। 'বএসেঁ জ্যেষ্ঠ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অগ্রজ। 'জ্যেষ্ঠের সেবনে রত শ্রীলক্ষ্মণ নাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জ্যেষ্ঠগুন্ন [স জ্যেষ্ঠগুণ] *বি* বড়ো গুণ। 'বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্ঠগুন্ন তার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

জ্যেষ্ঠতাত [স] *বি* পিতার বড়ো ভাই। 'জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করিবে কে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

জ্যেষ্ঠতাতত্ব [স] *বি* জ্যাঠামি। 'ঐ সব জ্যেষ্ঠ্যতাতত্ব আমার সঙ্গে করিও না।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

জ্যেষ্ঠত্ব [স] *বি* বড়ো ভাইসুলভ আচরণ। 'উৎকণ্ঠিত মুখে ফের দেখতে পেলাম ওঁর জ্যেষ্ঠত্ব।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

জ্যেষ্ঠপুত্র [স] *বি* বড়ো ছেলে। 'জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা [স] *বি* বড়ো ভাই। 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভর্তৃহরি আছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

জ্যেষ্ঠা [স] *বি স্ত্রী* নক্ষত্রবিশেষ। 'না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা খেলাধূলা কে ভাঙ্গিবা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

জ্যোগ্রাফি [ই] *বি* ভূগোল। 'চোখের সামনে যে-জ্যোগ্রাফি খুলে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

জ্যোছনা [স জ্যোৎস্না] *বি* জ্যোৎস্না; চাঁদের কিরণ। 'মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদের জ্যোছনা কেমন ছিটে-ফোঁটা হয়ে পড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

জ্যোছনার রোদ *বি* জ্যোৎস্নার আলো। 'জ্যোছনার রোদে কতিপয় চুল রূপালী।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

জ্যোত [স জ্যোতিঃ] *বি* জ্যোতি। 'মাণিক্য প্রদীপ জ্যোতে বাসর উজ্জ্বল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জ্যোতি, জ্যোতিঃ [স জ্যোতিঃ] **১** *বি* দীপ্তি; উজ্জ্বলতা। 'মধ্যে কিঞ্জুক জ্যোতি তপ্ত হেমমঞ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'নিশাশেষে পূর্ণচন্দ্র হঠাৎ মলিনভাব ধারণ করিলে তারাদলের জ্যোতিঃ তখন কোথায় থাকে?' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বি* আলো। 'জ্যোতি রূপে কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* আভা। 'ধবল অঙ্গের জ্যোতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৪** *বি* দৃষ্টিশক্তি। 'দুগ্ধ বা দুগ্ধ সংযুক্ত কোন দ্রব্য না খাইলে চক্ষের জ্যোতিঃ ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

জ্যোতিঃকণা [স] *বি* আলোর কণা; অধ্যাত্মকণা। '... জ্যোতিঃকণা ও জড়কণার মধ্যে নিহিত ছিল সম্ভাবনারূপে, ভ্রূণরূপে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

জ্যোতিঃধারা [স] *বি* আলোর প্রবাহ। 'শিকারীর ফ্লাস লাইটের জ্যোতিঃধারা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

জ্যোতিঃপদার্থ [স] *বি* নক্ষত্র। 'ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জ্যোতিঃপাত [স] *বি* আলোর কণা। 'বিচ্ছুরিলে জ্যোতিঃপাত মদগর্ব মোগলের প্রমোদসভাতে।' *জীবন*, ১৯৩০।

জ্যোতিঃপুঞ্জ [স] *বি* নক্ষত্রমণ্ডলী। 'সেই জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জ্যোতিঃপূর্ণ [স] *বিণ* আলোকময়। 'আকাশমণ্ডলের পশ্চিমাংশ দাবদাহ তুল্য অসামান্য জ্যোতিঃপূর্ণ দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জ্যোতিঃপ্রবাহ [স] *বি* আলোর ধারা। 'অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় রমণীয় জ্যোতিঃপ্রবাহ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জ্যোতিঃশাস্ত্র [স] *বি* জ্যোতির্বিজ্ঞান। 'জ্যোতিঃশাস্ত্রে জ্ঞানবান।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় [স] *বিণ* জ্যোর্তিবিজ্ঞান সম্পর্কিত। 'জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় কোন গ্রন্থের রচনাকাল ধার্য্য করিবার জন্য ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

জ্যোতিঃশূন্য [স] *বিণ* নক্ষত্রহীন। 'দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

জ্যোতিঃসমুদ্র [স] *বি* আলোর সমুদ্র। 'কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতিঃসমুদ্রেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

জ্যোতিঃসম্পদ [স] *বি* আলোক রূপ সম্পদ। 'জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক্ চিত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জ্যোতিঃসীমা [স] *বি* আলোর রেখা। 'রূপেরে আনিল ডাকি অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃসীমা আঁকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জ্যোতিঃহীন [স] *বিণ* দীপ্তিহীন। 'চন্দ্রমা গগনমধ্যস্থ জ্যোতিঃহীন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

জ্যোতিছায়া [স জ্যোতিঃ-ছায়া] *বি* আলোকরশ্মি। 'আঁধার মুছিয়া/ চলে জ্যোতিছায়া তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জ্যোতিকণা [স জ্যোতিঃকণা] *বি* আলোর কণা। 'ছড়ায় হৃদয়ে, কোটি জ্যোতিকণা বিলায় মনে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

জ্যোতি-দীক্ষা [স জ্যোতিঃ-দীক্ষা] *বি* আলোর নির্দেশনা। 'তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা পূর্ণ কর, লহ জ্যোতি-দীক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

জ্যোতি-দীপ্তি [স জ্যোতিঃ-দীপ্তি] *বি* আলোর প্রভা। 'যে জ্যোতি-দীপ্তি রাঙায় রাতের সীমা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জ্যোতি-পরিবার [স জ্যোতিঃ-পরিবার] *বি* জ্যোতিষ্কমণ্ডল। 'উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি-পরিবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

জ্যোতিপূর্ণ [স জ্যোতিঃ-পূর্ণ] *বিণ* দীপ্তিময়। 'তাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল

শ্যাম, চক্ষু জ্যোতিপূর্ণ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

জ্যোতি-প্রদীপ্ত [স জ্যোতিঃ-প্রদীপ্ত] *বিণ* আলোকোজ্জ্বল। 'অপরূপ জ্যোতি-প্রদীপ্ত তনু এ কার মহিমায়!' *নজরুল*, ১৯৪১।

জ্যোতিবিভাসিত [স জ্যোতিঃ-বিভাসিত] *বিণ* আলোকে উদ্ভাসিত। 'তব জ্যোতিবিভাসিত বিশ্বপটে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

জ্যোতিবিম্ব [স জ্যোতিঃ-বিম্ব] *বি* আলোর প্রতিচ্ছায়া। 'জলে যথা জ্যোতিবিম্ব যেমতি তরল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জ্যোতি-মুখরিত [স জ্যোতিঃ-মুখরিত] *বিণ* দীপ্তিময়। 'জ্যোতি-মুখরিত মহাগগন-অঙ্গনে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জ্যোতিরঙ্গুলি [স জ্যোতিঃ-অঙ্গুলি] *বি* আলোকরশ্মি। 'তোমার জ্যোতিরঙ্গুলি যখনই স্পর্শ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

জ্যোতির্গণ [স জ্যোতিঃ-গণ] *বি* গ্রহ-নক্ষত্রের সমষ্টি। 'সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতুর এক সাধারণ নাম জ্যোতির্গণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

জ্যোতির্গেহ [স জ্যোতির্গৃহ] *বি* আলোময় ঘর। 'জ্যোতির্গেহে তিমির-প্রদীপ জ্বালো।' *নজরুল*, ১৯২৫।

জ্যোতির্গ্রন্থ [স জ্যোতিঃ-গ্রন্থ] *বি* গ্রহ-নক্ষত্রবিষয়ক বই। 'তিনি ভাষায় অনেক জ্যোতির্গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।' *গৌর*, ১৮২২।

জ্যোতির্চক্র [স জ্যোতিঃ-চক্র] *বি* নক্ষত্রাদির চক্র। 'ছুঁড়িতেছে ভাঁটা জ্যোতির্চক্র ঘূর্ণমান।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জ্যোতির্জগৎ [স জ্যোতিঃ-জগৎ] *বি* গ্রহ-নক্ষত্রাদির সমষ্টি। 'আকাশে সমস্ত জ্যোতির্জগৎ, সমস্ত লোকলোকান্তর...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জ্যোতির্জ্ঞ [স জ্যোতিঃ-জ্ঞ] *বি* জ্যোতির্বিদ। 'জ্যোতির্জ্ঞ মাত্রই ... লীলাবতীকে অবগত।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

জ্যোতির্দীপ্ত [স জ্যোতিঃ-দীপ্ত] *বিণ* আলোকোজ্জ্বল। 'উড়িবারে চাই যত জ্যোতির্দীপ্ত মুক্ত নভ-পানে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জ্যোতির্দৃষ্টি [স জ্যোতিঃ-দৃষ্টি] *বি* আলোক-দৃষ্টি। 'সভ্যতার বর্বর কলুষ কালিমামুক্ত জ্যোতির্দৃষ্টি দিয়ে?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

জ্যোতির্দেহ [স জ্যোতিঃ-দেহ] *বি* জ্যোতির্ময় দেহ। 'দিব্য জ্যোতির্দেহ পাবে, দানবঅসুর ভয় রবে না।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

জ্যোতির্ধারা [স জ্যোতিঃ-ধারা] *বি* আলোর ধারা। 'কেমন করে কালী হয়ে নামে ব্রহ্ম জ্যোতির্ধারা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

জ্যোতির্বাষ্প [স জ্যোতিঃ-বাষ্প] *বি* নভোমণ্ডলে ভেসে বেড়ানো বাষ্প। 'জ্যোতির্বাষ্প অসংহতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ [স] *বিণ* জ্যোতির্বিদ। 'তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ গাণিতিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

জ্যোতির্বিৎ, জ্যোতির্বিদ, জ্যোতির্ব্বিদ [স জ্যোতিঃ-বিদ] *বি* জ্যোতির্বিদ্যায় পণ্ডিত। 'দিবারাত্রির মধ্যে জ্যোতির্বিদের কুত্রাপি গতিবিধি বারণ নাই।' *কেরি*, ১৮১২; 'ব্রহ্মগুপ্ত, বরামিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা স্ব স্ব গ্রন্থে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা [স জ্যোতিঃ-বিদ্যা] *বি* গ্রহ-নক্ষত্রবিষয়ক বিজ্ঞান। 'অভয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা ... গ্রন্থ প্রস্তুত করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'ইজিপ্ট, গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা জনপদে জ্যোতির্বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

জ্যোতির্বিদ্ধ [স জ্যোতিঃ-বিদ্ধ] *বিণ* আলোকবিদ্ধ। 'জনপূর্ণ সুবিজনে জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

জ্যোতির্বেত্তা [স জ্যোতিঃ-বেত্তা] *বি* জ্যোতির্বিদ্যায় পাণ্ডিত্য আছে যার। 'এক জ্যোতির্বেত্তা ও এক পৌরাণিক।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জ্যোতির্ভূষা [স জ্যোতিঃ-ভূষণ] *বি* আলোর সাজ। 'কে জেগেছ জ্যোতিরর্ভূষা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

জ্যোতির্মণিকা [স জ্যোতিঃ-মণিকা] *বি* উজ্জ্বল রত্ন। 'তাঁহারই জ্যোতির্মণিকা কণিকা এসেছে প্রকৃতি হয়ে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

জ্যোতির্মণ্ডল [স জ্যোতিঃ-মণ্ডল] *বি* গ্রহ-নক্ষত্রসহ মহাবিশ্ব। 'প্রত্যেক জ্যোতির্মণ্ডল এক এক প্রকাণ্ড জীবলোক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জ্যোতির্মণ্ডলী [স জ্যোতিঃ-মণ্ডলী] *বি* নক্ষত্রাদির জগৎ। 'ঐ জ্যোতির্মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র জীবনের অনন্ত ইতিহাস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জ্যোতির্মতী [স জ্যোতিঃ-মতী] *বিণ স্ত্রী* জ্যোতিতে পূর্ণ। 'মা যে আমার জ্যোতির্মতী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

জ্যোতির্ময়, জ্যোতির্ম্ময় [স জ্যোতিঃ-ময়] *বিণ* আলোকিত; উজ্জ্বল। 'জ্যোতির্ময় দেখি সকল আকাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সূর্য্যে জ্যোতি বিকীর্ণ হওয়ায় তৎসন্নিহিত সমুদয় স্থান জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্যোতির্ময়ী [স জ্যোতিঃ-ময়ী] *বিণ স্ত্রী* আলোকপূর্ণ। 'এই জ্যোতির্ময়ী আলোকচ্ছটার বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তর ধারণ করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্যোতির্মহান [স জ্যোতিঃ-মহান] *বিণ* আলোকোজ্জ্বল। 'আবার হল পবিত্র জ্যোতির্মহান তোমার দিল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

জ্যোতির্লোক [স জ্যোতিঃ-লোক] **১** *বি* আলোকোজ্জ্বল ভুবন। 'শোভা দেখালে শান্তির্লোক, জ্যোতির্লোক প্রকাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* নক্ষত্রের জগৎ। 'কত জ্যোতির্লোক গূঢ় বহ্নিময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

জ্যোতির্শিখা [স জ্যোতিঃ-শিখা] *বি* আলোর রশ্মি। 'কী এক জ্যোতির্শিখার ঝলকে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

জ্যোতির্হীন [স জ্যোতিঃ-হীন] *বিণ* দীপ্তিহীন। 'একটা ছিন্ন টুকরো ... হয়তো জ্যোতির্হীন নির্বাপিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জ্যোতিশ্চক্র [স জ্যোতিঃ-চক্র] *বি* নক্ষত্রমণ্ডলী। 'বহুকোটি ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্রে তৈরি এক মহা জ্যোতিশ্চক্রের টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জ্যোতিষ্কণা [স জ্যোতিঃ-কণা] *বি* আলোক রশ্মি। 'জানিয়ে দিলে আলো অসংখ্য জ্যোতিষ্কণা নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জ্যোতিষ্কমণ্ডল [স] *বি* গ্রহ-নক্ষত্রাদি। 'চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্কমণ্ডল পরস্পর বদ্ধ ও অবস্থিত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জ্যোতিষ্টোম [স জ্যোতিঃ-ষ্টোম] *বি* (হিন্দুমতে) যজ্ঞবিশেষ। 'রাজসূয়, অগ্নিষ্টোম, গোষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

জ্যোতিষ্পিণ্ড [স জ্যোতিঃ-পিণ্ড] *বি* সূর্য। 'এই জ্যোতিষ্পিণ্ড উদয় হইতে তিরোধানের কাল পর্য্যন্ত ... গৃহকর্ম্মাদি সমাপন করিয়া লয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

জ্যোতিষ্মন্ত [স জ্যোতিঃ-মন্ত] *বিণ* জ্যোতির্ময়। 'আমারে করিলে জ্যোতিষ্মন্ত,/ আপন জ্যোতির ভাগী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

জ্যোতিষ্মান [স জ্যোতিঃ-মান] ১ *বিণ* উজ্জ্বল। 'তাহা এই শ্রেণীর সকল আসন হইতে উন্নত ও জ্যোতিষ্মান বলিয়া প্রতীয়মান হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* আলোকপূর্ণ। 'নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতিষ্মান হইয়া দেখা দিয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জ্যোতিসিঞ্চিত [স জ্যোতিঃ-সিঞ্চিত] *বিণ* আলোক বিধৌত। 'ঐ জ্যোতিসিঞ্চিত আকাশ পর্যন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জ্যোতিস্তত্ত্ব [স জ্যোতিঃ-তত্ত্ব] *বি* জ্যোতিষ শাস্ত্র। 'দীপিকা ও জ্যোতিস্তত্ত্বের বাক্যার্থে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জ্যোতিস্তর [স জ্যোতিঃ-স্তর] *বি* আলোক স্তর। 'উর্ধ্বায়ত জ্যোতিস্তরের মতো।' *মানিক*, ১৯৩৫।

জ্যোতিস্তরঙ্গ [স জ্যোতিঃ-তরঙ্গ] *বি* আলোকতরঙ্গ। 'জ্যোতিস্তরঙ্গ-বৈচিত্র্যই জগতের বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জ্যোতিস্নাত [স জ্যোতিঃ-স্নাত] *বিণ* আলোক বিধৌত। 'জ্যোতিস্নাত মূর্তিমতী উষা, হাতে সাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জ্যোতিহারা [স জ্যোতিঃ-হারা] *বিণ* দীপ্তিহীন। 'দেবতারা আজ জ্যোতিহারা।' *নজরুল*, ১৯২২।

জ্যোতিহীন [স জ্যোতিঃ-হীন] *বিণ* দৃষ্টিশক্তিহীন। 'শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১।

জ্যোতিহ্রাস [স জ্যোতিঃ-হ্রাস] *বি* উজ্জ্বলতা কমে যাওয়া। 'আলগলের জ্যোতিহ্রাসের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া গুডরিক অনুমান করেন যে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

জ্যোতিষ, জ্যোতিষঃ [স] ১ *বি* জ্যোতিষী; ভাগ্যগণনাকারী। 'বিচারে জ্যোতিষ নানা পুথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* জ্যোতিষ শাস্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'জ্যৌতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রন্থ লইয়া সভাস্থ।' *রামরাম*, ১৮০১; 'ন্যায় ও স্মৃতি ও পুরাণ ও জ্যোতিষঃ ও ব্যাকরণাদি প্রসঙ্গ ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

জ্যোতিষশাস্ত্র [স] *বি* গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ভাগ্যগণনার বিদ্যা। 'কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

জ্যোতিষার্ণব [স] *বি* জ্যোতিষীশ্রেষ্ঠ। 'একতলায় থাকেন জ্যোতিষার্ণব।' *মানিক*, ১৯৩৮।

জ্যোতিষিক [স] *বিণ* জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত। 'জ্যোতিষিক গবেষণার এক নূতন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

জ্যোতিষী [স] *বি* ভাগ্যগণনাকারী। 'মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে জ্যোতিষী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

জ্যোতিষ্ক [স] *বি* গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা ইত্যাদি। 'গগনের জ্যোতিষ্ক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

জ্যোতিষ্কজগৎ [স] *বি* গ্রহ-নক্ষত্রাদির জগৎ। 'আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্কজগতে।' *জীবন*, ১৯৪০।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী [স] *বি* গ্রহ-নক্ষত্ররাজি। 'নীরব-জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-অধিরাজিত অনন্ত জগতের।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

জ্যোতিষ্কলোক [স] *বি* নক্ষত্রলোক। 'ভালোবাসার জ্যোতিষ্কলোক থেকে একটা দীপ্তি প্রতিফলিত হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জ্যোতিষ্কশিখা [স] *বি* চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদির আলো। 'আঁধার অরব রাতে অগণন জ্যোতিষ্কশিখায়।' *জীবন*, ১৯৪০।

জ্যোৎমার্গ [জ্যোৎ+স মার্গ] *বি* সন্ন্যাসীদের গোপন অনুষ্ঠান। 'জ্যোৎমার্গে সুরাপানাদি গুহ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জ্যোৎমার্গানুসারী [জ্যোৎ+স মার্গানুসারী] *বিণ* জ্যোৎমার্গীয় পথের অনুসরণকারী। 'জ্যোৎমার্গানুসারী সন্ন্যাসী ব্যতিরেকে অন্যে তাহা জানিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

জ্যোৎস্না [স] *বি* চাঁদের আলো। 'গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়।' *ভারত*, ১৭৬০।

জ্যোৎস্না-আশিস [স] *বি* জ্যোৎস্নারূপ আশীর্বাদ। 'জ্যোৎস্না-আশিস ঝরে উছলিয়া শশী-থাল।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

জ্যোৎস্নাউদ্ভাসিত [স] *বিণ* চাঁদশোভিত। 'জ্যোৎস্নাউদ্ভাসিত রাতের প্রতি তার অদমনীয় আকর্ষণ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

জ্যোৎস্নাজরি [স জ্যোৎস্না+ফা জরীন] *বি* হালকা রঙের জরি। 'জ্যোৎস্নাজরির সূতায় বোনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

জ্যোৎস্নাধারা [স] *বি* চাঁদের আলোর ধারা। 'জ্যোৎস্নাধারায় যায় ভেসে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

জ্যোৎস্নাধৌত [স] *বিণ* চাঁদের আলোয় স্নাত। 'পড়িবে না আমার কবিতাখানি জ্যোৎস্নাধৌত বাতায়ন-তলে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩৩।

জ্যোৎস্নানিশীথ [স] *বি* জ্যোৎস্নাপূর্ণ রাত। 'জ্যোৎস্নানিশীথে পূর্ণ শশীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত [স] *বিণ* জ্যোৎস্নাস্নাত। 'সুধো সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জ্যোৎস্নাবতী [স] *বিণ স্ত্রী* জ্যোৎস্নায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে এমন। 'জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিশা সুনির্মল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জ্যোৎস্নাবরণী [স জ্যোৎস্না+স বর্ণ>] *বিণ* জ্যোৎস্নার মতো রংবিশিষ্ট। 'জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জ্যোৎস্নাবিন্দু [স] *বি* আলোকবিন্দু। 'শিশির রূপে ঝরিয়া/ পড়ে জ্যোৎস্নাবিন্দু।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জ্যোৎস্না-বিবশ [স] *বিণ* চাঁদের আলোয় বিভোর। 'এসো জ্যোৎস্না-বিবশ-নিশীথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

জ্যোৎস্না-বিবশা [স] *বিণ স্ত্রী* জ্যোৎস্নায় বিহ্বল। 'জ্যোৎস্না-বিবশা নিশীথিনীর মতোই যেন ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

জ্যোৎস্নাভুক [স] *বিণ* জ্যোৎস্না পান করে এমন। 'জ্যোৎস্নাভুক পাখি গাইতো সুস্নিগ্ধ গান।' *শামসুর*, ১৯৭২।

জ্যোৎস্নাময় *বিণ* জ্যোৎস্নাপূর্ণ। 'জ্যোৎস্নাময় গ্রাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

জ্যোৎস্নাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* জ্যোৎস্নাপূর্ণ। 'শুক্লপক্ষের শুভ্রাকারা জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

জ্যোৎস্নারাত [স জ্যোৎস্নারাত্র] *বি* জ্যোৎস্নাপূর্ণ রাত। 'গুঞ্জরতান করিয়াছি গান জ্যোস্নারাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

জ্যোৎস্নারাত্র [স] *বি* জ্যোৎস্নালোকিত রাত। 'জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কি সুন্দর দেখায়!' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জ্যোৎস্নারাত্রি [স] *বি* জ্যোৎস্নালোকিত রাত। 'এই জ্যোৎস্নারাত্রি, এই বসন্তকাল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জ্যোৎস্নারেখা [স] *বি* পানিতে প্রতিফলিত জ্যোৎস্নার আলো। 'একটি প্রশস্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিক ঝিক করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জ্যোৎস্নালোক [স] ১ *বি* চাঁদের আলো। 'জ্যোৎস্নালোকে রাজা

প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বি* জ্যোৎস্নাময় জগৎ। 'এই বসতিহীন জ্যোৎস্নালোকে উপস্থিত করতে পারতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জ্যোৎস্নালোকিত [স] *বিণ* চাঁদের আলোয় আলোকিত। 'একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

জ্যোৎস্নাশীর্ষ [স] *বিণ* পূর্ণিমা বা পূর্ণচাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। 'হেমন্তের কোন-এক জ্যোৎস্নাশীর্ষ রাতে।' *জীবন*, ১৯৩০।

জ্যোৎস্নাশুভ্র [স] *বিণ* চাঁদের আলোতে উজ্জ্বল। 'জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশে সিগারেটের ধূম-সহযোগে বিচিত্র কল্পনাকুণ্ডলী নির্মাণ করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

জ্যোৎস্নাসম্পাত [স] *বি* চাঁদের আলো পড়া। 'রাস্তা জ্যোৎস্না-সম্পাতে চিকচিক করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

জ্যোৎস্নাসুপ্ত [স] *বিণ* চাঁদের আলোয় ঘুমন্ত। 'জ্যোৎস্নাসুপ্ত নিশীথের নিস্তব্ধ প্রহরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ [স] *বিণ* জ্যোৎস্নায় আলোকিত। 'জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ দক্ষিণ হাওয়ায়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

জ্যোৎস্না-হানা [স জ্যোৎস্না+স হন্>] *বিণ* জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে এমন। 'তোর জ্যোৎস্না-হানা হাসিতে আজ ফুটল কি মাণিক!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

জ্যোসনা [স জ্যোৎস্না] *বি* জ্যোৎস্না। 'সাহস থাকে ঢাকো না জ্যোসনাকে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জ্যৌতিষিক [স] **১** *বিণ* জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয়। 'জ্যোতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রন্থ লইয়া ... কোষ্ঠী স্থির করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত। 'হর্শেল, মৃত্যুর ... পূর্ব পর্যন্ত জ্যৌতিষিক পর্যবেক্ষণে ক্ষান্ত হয়েন নাই...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ঝ

ঝংকার [স] **১** *বি* তিরস্কারপূর্ণ চিৎকার। 'শাশুড়ি ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, শ্রী তো ভারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* মূর্ছনা। 'বীণার ঝংকার-সম, সে তো মোর নহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। *দ্র* **ঝঙ্কার**

ঝংকার দিয়ে ওঠা *ক্রি* ক্রোধ প্রকাশ করা। 'তিনু ঝংকার দিয়ে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ঝংকোরা [স ঝংকার>] *ক্রি* ঝংকার করা। 'মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী ঝংকারিত কত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঝংকারিত [স] *বিণ* মুখরিত। 'কালঝঞ্ঝাঝংকারিত দুর্যোগ-আঁধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ঝংকৃত [স] *বিণ* ঝংকারযুক্ত। 'শূন্য ছাতের উপরে আপন জয়গান ঝংকৃত করিয়া বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঝংকৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* ঝংকারযুক্ত। 'হে নিঃশঙ্কিতা, আত্মহারানো রুদ্রতালের নূপুর ঝংকৃতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ঝককি *বি* ঝামেলা। 'ঝককি পোয়াতে বাঞ্ছারাম, আর পায়ে পা রেখে লাভের কড়ি গোনবার ব্যালা তুই।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ঝকঝক [ধ্বন্যা] *বি* ঔজ্জ্বল্য প্রকাশক ভাব। 'বরফের উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া ঝক ঝক করিয়া জ্বলিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ঝকঝকানি [ধ্বন্যা ঝকঝক>] *বি* দীপ্তি। 'সে যেন দামী হীরের ঝকঝকানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঝকঝকে [ধ্বন্যা ঝকঝক>] **১** *বিণ* চকচকে। 'দাঁতগুলি সব ঝকঝকে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বিণ* উজ্জ্বল। 'ঝকঝকে কারখানা তার পাশে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

ঝকড়া[1] [হি ঝক্কড়] *বি* বল্লম। 'ঝকড়া বিন্দিলে মোরে পাপ কালিদয়' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝকড়া[2] [স ঝকট] *বি* ঝগড়া; কলহ। 'মাতুল ভাগিনা দুই বাজিল ঝকড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'এই কথায় বড়ই ঝকড়া হইল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ঝকমক [ধ্বন্যা] *বি* উজ্জ্বলতার ভাব। 'সর্বাঙ্গে পুঁতির সজ্জা, আলোতে ঝকমক করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

ঝকমকা *ক্রি* ঝকমক করা। 'দৈত্যদ্বয়ে ঝকমকি বীর-আভরণে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ঝকমকানি [ধ্বন্যা ঝকমক>] *বি* ঝলকানি। 'বাহারে রঙের সতেজ ঝকমকানিতে সেটা বোঝা যায়।' *তারা*, ১৯৪৩।

ঝকমকায়মান [ধ্বন্যা ঝকমক>] *বিণ* ঝকমক করছে এমন। 'জরিতে ঝকমকায়মান পাগড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঝকমকি [ধ্বন্যা ঝকমক>] *বি* ঝকমক করার অবস্থা। 'বাহিরেতে আমলকী/ করিতেছে ঝকমকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ঝকমকে [ধ্বন্যা ঝকমক>] *বিণ* ঝকমক করছে এমন। 'ঝকমকে সাটিন মকমলের চোস্ত চাপকান।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ঝকমারি [হি ঝক>] **১** *বি* ঝামেলা। *ভবানী*, ১৮২৩; 'দেখ না মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারি।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* অর্থহীন ব্যাপার। 'গাঁজাখুরী ঝকমারি সবলোট ইত্যাদি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচুর্য্য হেতুক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বি* বোকামি। 'ওরে আমি কি ঝকমারি কর্‌ল্যে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম ... জাতি মান সমুদায় গেল।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। **৪** *বিণ* ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। 'চাকুরি ঝকমারি কাম করি মুই তাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ঝকা *ক্রি* ঝকমক করা। 'সমুদ্রের জলে সূর্য্যের কিরণ পড়ায় উহা ঝকিতে লাগিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ঝক্কি [হি ঝক্কী] *বি* ঝামেলা। 'সংসারের সব ঝক্কি এখন আমার ওপর।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঝখা [হি] *ক্রি* পাগলামি করা। 'অনুখনে ঝখইতে তনু ভেল সেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঝগড় [স ঝকট] *বি* ঝগড়া। 'কি মোর ঝগড় ভৈল মথুরার পথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঝগড়া [স ঝকট] **১** *বি* গণ্ডগোল। 'ঝগড়া করাইলে মাতা দিআ নিজ বসু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* কলহ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দুইজনে ঝগড়া এয়ছা কাটা কাটি ছিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ঝগড়া করা *ক্রি* বিবাদ করা; কোন্দল করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঝগড়াওন [ঝগড়া>] *বি* ঝগড়া করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঝগড়াঝাঁটি [ঝগড়া>] **১** *বি* বাদানুবাদ; কলহ-বিবাদ। 'অনেকক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি করে দুই পক্ষ শান্ত হয়ে বসলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* দ্বন্দ্বকলহ। 'চোপা করে একটা ঝগড়া-ঝাঁটির পত্তন করে বসে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঝগড়াটিআ [ঝগড়া>] *বিণ* ঝগড়াটে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঝগড়াটে [ঝগড়া>] **১** *বিণ* ঝগড়ায় পটু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* আক্রমণাত্মক। 'তাহারা ... ঝগড়াটে সুরে প্রবন্ধ লিখিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঝগড়ানো [ঝগড়া>] *ক্রি* প্রশ্ন করা; অনিষ্ট করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝগড়া-বিবাদ [ঝগড়া+স বিবাদ] *বি* ছোটোখাটো কলহ; তর্কাতর্কি। 'অতএব তোরা ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ কর।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ঝগড়েটে [ঝগড়া>] *বিণ* কলহপ্রিয়। 'ঝগড়েটে বামা নাচে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঝগমগ [ধ্বন্যা] *বিণ* প্রদীপ্ত। 'পীন তার মনোভব ঝগমগ অধিক বিরাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঝগর [হি ঝকর] *বি* প্রবল বাতাস। 'ঝগর পাইয়া অগ্নি মহাবলী হএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঝগরা *বি* অস্থায়ী দোকান পাতানোর আসন। 'কাপোরিয়া তোলে গরা/ ইজার মসরির ধরা/ আর তোলে চট ঝগরা।' *বিজয়*, ১৭০০।

ঝঙ্কার [স] *বি* গুঞ্জন। 'নিকরে মধুর ঝঙ্কারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **ঝংকার**

ঝঙ্কারপূর্ণ [স] *বিণ* ঝংকৃত। 'জগৎটা সেই রকম বাষ্পময় এবং ঝঙ্কারপূর্ণ হয়ে উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঝঙ্কারমুখর [স] *বি* গুঞ্জরিত। 'রাত্রিকে করেছো তাই ঝঙ্কারমুখর।' *সুনীল*, ১৯৬১।

ঝঙ্কারা [স ঝঙ্কার>] **১** *ক্রি* তিরস্কার করা। 'আর কর্ত্তো না ঝঙ্কারিবী মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* উচ্চারণ করা। 'ঝঙ্কারন্ত নবীবরে আল্লার ফরমান।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *ক্রি* ঝঙ্কৃত হওয়া। 'বাম কানে জয়দুর্গা ঝঙ্কারে কঙ্কণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঝঙ্কারিত [স] *বিণ* ধ্বনিত। 'পাঁচ ওয়াক্ত আজানের সুমধুর ধ্বনি ঝঙ্কারিত হইত।' *এস্‌লাম* ১৯৩৪।

ঝঙ্কৃত [স] *বিণ* ঝংকারযুক্ত। 'উৎসববীণা মন্দমধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঝঞ্ঝট [স ঝঞ্ঝা>] *বি* ঝামেলা। 'মদিরার আস্বাদ ... কেবল ঝঞ্ঝট আর উদ্বেগ লইব।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ঝঞ্ঝনা [স] **১** *ক্রিবিণ* ঝন ঝন শব্দে। 'হাজার বাজনা পড়িল ঝঞ্ঝনা।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বি* উচ্চশব্দ। 'ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঝঞ্ঝনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ঝঞ্ঝনিত [স] *বিণ* ঝন ঝন শব্দযুক্ত। 'বজ্রঝঞ্ঝনিত মৃত্যুমাতাল দিনের/ হুহুংকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ঝঞ্ঝা [স] *বি* ঝড়। 'ঝঞ্ঝা প্রচণ্ডবেগে মাস্তুলে আঘাত করিতে লাগিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ [স] *বিণ* ঝড়ের মতো উত্তাল। 'ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

ঝঞ্ঝাঘাত [স] *বি* ঝড়ের আঘাত। 'ঝঞ্ঝাঘাতের মধ্যেও এলাকে পাঠিয়ে দিলেন দূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ঝঞ্ঝাচুর [স ঝঞ্ঝা-চূর্ণ] *বিণ* ঝড়ের আঘাতে চূর্ণ। 'চূর্ণি চলে ঝঞ্ঝাচুর মম আগে আগে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঝঞ্ঝাজীর্ণ [স] *বিণ* ঝড়ে আক্রান্ত। 'বৈশাখীর ঝঞ্ঝাজীর্ণ গ্রীষ্মে শেষে হয় ভস্মলীন।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

ঝঞ্ঝা-ঝড় *বি* ঝঞ্ঝা ও ঝড়। 'ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঝঞ্ঝনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ঝঞ্ঝাবাত [স] *বি* ঝোড়ো বাতাস। 'ঝঞ্ঝাবাত আগে কেন জ্বালাও প্রদীপ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঝঞ্ঝাবায়ু [স] *বি* ঝোড়ো বাতাস। 'উন্মাদ-ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঝঞ্ঝাবেগ [স] *বি* ঝড়ের গতিবেগ। 'পাশমুক্ত কার ঝঞ্ঝাবেগ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

ঝঞ্ঝা-মথিত [স] *বিণ* ঝড়ের বেগে উত্তাল। 'ঝঞ্ঝা-মথিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছ্বাস।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ঝঞ্ঝামদমত্ত [স] *বিণ* ঝড়ে উন্মত্ত। 'ঝঞ্ঝামদমত্ত রাতে, বজ্র-বহ্নি বহি মাথে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

ঝঞ্ঝা-মদরস *বি* মত্ত ঝঞ্ঝার নেশা। 'হে হংস-বলাকা ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঝঞ্ঝাশ্বাস [স] *বি* ঝোড়ো বাতাসের মতো প্রশ্বাস। 'মুক্তির ঝঞ্ঝাশ্বাসে পাঁজরের হাহাকার ছিন্ন পত্রের মত।' *শওকত*, ১৯৪৬।

ঝঞ্ঝাস্বর [স] *বি* ঝড়ের আওয়াজ। 'মরু বিয়াবান কাঁপায়ে প্রবল ঝঞ্ঝাস্বর।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

ঝঞ্ঝাহত [স] *বিণ* ঝড়ে বিধ্বস্ত। 'মুহূর্তে হইয়া যাবে ধূলিসাৎ, বজ্রদীর্ণ, দগ্ধ, ঝঞ্ঝাহত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ঝঞ্ঝাট [স ঝঞ্ঝা>] *বি* ঝামেলা। 'মদিরার আস্বাদ ... ত্যজিয়া কেবল ঝঞ্ঝাট আর উদ্বেগ লইব।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ঝট [স ঝটিতি] **১** *ক্রিবিণ* শীঘ্র। 'সাধু বলে ঝট চল কাজ নাই এথা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'ঝট করি একজন নেকাল ময়দানে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ঝট করে *ক্রিবিণ* জলদি ক'রে। 'ঝট করে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঝটকা [স ঝটিকা] **১** *বি* ঝড়। 'কার্ত্তিকের ঝটকায় দাঁড়কাকগুলো মরে গেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **২** *বি* ঝাপটা। 'এক-একবার গামছার ঝটকা মারে আজহার।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ঝটঝট [ধ্বন্যা] *বি* দাঁড় পতনের শব্দ। 'ঘন কেরয়াল পড়ে সুনি ঝটঝট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝটপট [ধ্বন্যা] *বি* ডানা সঞ্চালনের শব্দ। 'দাঁড়কাক, এইরূপে বদ্ধ হইয়া, ঝটপট ও প্রাণভয়ে কা কা করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ঝটপট করা *ক্রি* ডানা ঝাপটানো। 'হৃদয় বিহগমত ঝটপট করত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ঝটপটা [ধ্বন্যা ঝটপট>] *ক্রি* ডানা সঞ্চালন করা। 'দাঁড়কাক স্নান করে জলে পাখা ঝটপটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ঝটপটানি [ধ্বন্যা ঝটপট>] *বি* অবিরাম ঝটপট শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পাখিটা যখন ... পাখনার ঝটপটানিতে ...।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ঝটাপট [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'মহিষের লেজ ঝটাপট চাবকে গেল তাকে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঝটাপটি [ধ্বন্যা ঝটপট>] *বি* ডানা সঞ্চালন। 'পাখির দল কিচমিচ ও ঝটাপটি করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঝটিকা [স] *বি* ঝড়। 'এক প্রবল ঝটিকা উঠিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ঝটিকাগ্রস্ত [স] *বিণ* ঝড়ে আক্রান্ত। 'কর্ণধারবিহীন ঝটিকাগ্রস্ত তরণীর ন্যায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ঝটিকাবৃষ্টি [স] *বি* ঝড় ও বৃষ্টি। 'তাঁহাদের অন্তরাকাশে তুমুল ঝটিকাবৃষ্টি হইতেছিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ঝটিকাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* ঝটিকাপূর্ণ। 'ক্রূর ঝটিকাময়ী রজনী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ঝটিৎ [স ঝটিতি] *ক্রিবিণ* অতি দ্রুত। 'ঝড়ের মেঘ ঝটিৎ এসে/ দাঁড়িয়ে থাকে এলোকেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ঝটিত [স ঝটিতি] *ক্রিবিণ* শীঘ্র। 'ঝটিত করহ মাতা ঝগড়া মোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝটিতি [স] **১** *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'ওয়াদা খিলাফের বিরোধ ঝটিতি ভঞ্জন না হয়।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *ক্রিবিণ* ঝড়ের মতো দ্রুত গতিতে। 'ঝটিতি চিত্তহারিণী কেশবিলাসিনী ক্ষীণকটি ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঝড় [স ঝট] *বি* বাতাসের প্রবল প্রবাহ। 'সাত দিন নয় রাতি গোকুলেত ঝড়।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঝড়গতি [স ঝট-গতি] *বিণ* ঝড়ের মতো তীব্র গতিসম্পন্ন। 'ঝড়গতি ঘোড়া।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ঝড়-ঝঞ্ঝা [স ঝট-ঝঞ্ঝা] *বি* বাধা-বিপত্তি। 'বহু ঝড়-ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে এসে এখন মুসলিম ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঝড়-ঝাপট, ঝড় ঝাপটা [ঝড়+মু ঝাপটাও] **১** *বি* বিপদের ধাক্কা। 'আপনিই ঝড় ঝাপটা খাচ্ছেন, আর কেউ কখন খায়নি?' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **২** *বি* ঝড় ও তার আঘাত। 'ঝড়-ঝাপটের দিনে তুফানকে অটলভাবে ঠেকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঝড়-তরঙ্গ [ঝড়+স তরঙ্গ] *বি* ঝড়-তুফান। 'চাঁদের ভাঁটার ঝড়-তরঙ্গে যুঝে সে হয়েছে ম্লান?' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

ঝড়তুফান [ঝড়+আ তুফান] **১** *বি* ঘূর্ণি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* প্রবল ঝড়। 'যতদিন ঝড়-তুফান ছিল না ততদিন সে জাহাজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'আমরা ঝড়-তুফানে সাগর-দোলার নাগরদোলায় দুলি।'

নজরুল, ১৯২৬।

ঝড়-বাদল [ঝড়+মু বাদর] *বি* ঝড় ও বৃষ্টি। 'উর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঝড়বিধ্বস্ত [ঝড়+মু বাদর] *বিণ* ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত। 'প্রলয়ঙ্করী ঝড়বিধ্বস্ত মদনপুর।' *বেগম*, ১৯৬৯।

ঝড়বৃষ্টি [ঝড়+স বৃষ্টি] *বি* একই সঙ্গে ঝড় ও বৃষ্টি। 'ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঝড়শ্রান্ত [ঝড়+স শ্রান্ত] *বিণ* ঝড়ে বিধ্বস্ত। 'অতলান্ত দরিয়ার ঝড়শ্রান্ত, বিশীর্ণ যাত্রিক।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

ঝড়হীন [ঝড়+স হীন] *বিণ* ঝড় নেই এমন। 'ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে জীবনের অনন্ত আলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ঝড়ঝড়ানি [ধ্বন্যা ঝড়ঝড়] *বি* গাড়ি বা ভারী পদার্থের চলার ফলে সৃষ্ট ঝড়ঝড় শব্দ। 'গাড়ির ঝড়ঝড়ানির সঙ্গে গলা মিলিয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঝড়তি-পড়তি [ঝরা+পড়া>] *বিণ* ঝরে-পড়া ও পরিত্যক্ত। 'ঝড়তি-পড়তি নষ্ট ফসল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঝড়ি [ঝড়>] **১** *বি* বৃষ্টি। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* ঝড়। 'বরসা কাল ঝড়ি বৃষ্টি হইয়া ...।' *বোগল*, ১৭৭০; *ওর্সা*, ১৭৮২: 'আসবে ঝড়ি, নাচবে তুফান, টুটবে সকল বন্ধন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ঝণ্ডা [মু ঝাণ্ডা] *বি* নিশান। 'দাউদের শিরশ্ছেদন করিয়া ঝণ্ডার উপরিভাগে টাঙ্গাইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঝনকা [ধ্বন্যা] *ক্রি* ঝনাৎ শব্দ করা। 'কলসে কাঁকনে ঝলকি ঝনকি ভোলায় রে দিক্‌ভ্রান্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ঝনঝন [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* বার বার ঝন করে এমন। 'ঘন-ঘন ঝন-ঝন বজর নিপাত।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ধাতব পাত্র ভূমিতে পতনের শব্দ। 'পরিচারিকার হাতে পানের বাটা ছিল, ঝন ঝন করিয়া পড়িয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ঝনঝন করা **১** *ক্রি* ঝনঝন শব্দ করে ওঠা। 'তলোয়ারখানা ঝনঝন করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *ক্রি* প্রকম্পিত হওয়া। 'তার গলা ঝনঝন করে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ঝনঝনা[1] [ধ্বন্যা] *ক্রি* ঝনঝন করা। 'হেষি আস্কন্দিল হয়-বৃন্দ; ঝনঝনিল কৃপাণ পিধানে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ঝনঝনা[2] [ধ্বন্যা ঝনঝন>] **১** *বিণ* ঝনঝন শব্দ করে এমন। 'শিলাবৃষ্টি চতুর্দিগে বাজে ঝনঝনা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ঝনঝন শব্দ। 'কেবল মার মার শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ঝনঝনাৎ [ধ্বন্যা ঝনঝন>] *বিণ* ভেঙে খানখান। 'একেবারে চিমনিসুদ্ধ ঝনঝনাৎ।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঝনঝনানি [ধ্বন্যা ঝনঝন>] *বি* অবিরাম ঝনঝন শব্দ। 'মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ঝনঝনি [ধ্বন্যা] *বি* ঝনঝন শব্দ। 'নূপুরের ঝনঝনি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ঝনঝা [স ঝঞ্ঝা] *বি* ঝড়। 'কৃষ্ণ পতাকা পশ্চিমা-ঝনঝায় থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঝনৎ [ধ্বন্যা] *বিণ* ধাতব বস্তুতে উদ্ভূত ঝন শব্দের মতো। 'ঝনৎ শব্দে আগড় খুলিয়া গেল।' *মধু*, ১৮৫৭।

ঝনৎকার [ধ্বন্যা ঝনৎ+স কার] *বি* ঝনঝন শব্দ। 'টাকা ঝন ঝন ঝনৎকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঝনন ঝন [ধ্বন্যা] *বি* তলোয়ার ইত্যাদি ধাতব পদার্থের আঘাতে সৃষ্ট ধ্বনি। 'বাজে তরবারি ঝনন ঝন।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঝনন ঝনন [ধ্বন্যা] *বি* বীণার শব্দ। 'ঝম ঝম ছন ছন ঝনন ঝনন ... বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ঝনন রণন [ধ্বন্যা] *বি* অনুরণিত ঝনঝন শব্দ। 'দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র/ ঝনন রণন স্বর্ণতন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঝনা [ধ্বন্যা] *ক্রি* ঝন ধ্বনি করা। 'ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঝনাঝন [স ধ্বন্যা] *বিণ* ঝনঝন শব্দের। 'সুর না বেঁধেই ঝনাঝন ঝংকার দিয়ে যা-তা বাজাতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঝনাঝনি [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* ঝনঝন করে এমন। 'ঝনাঝনি শব্দে অস্ত্র হএ খান খান।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* স্রোতের শব্দ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

ঝনাৎ [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব বস্তুর শব্দ। 'বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঝপ [ধ্বন্যা] **১** *বি* দ্রুত গতিতে জলে ডুব দেওয়ার শব্দ। 'ঝপ করে দুটো ডুব দিয়ে নেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* জলে জাল ফেলার শব্দ। 'ঝপ করিয়া জালটা জলে ফেলিয়া দেয়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ঝপঝপ *ক্রিবিণ* ঝপঝপ শব্দে। 'ঝুমঝুম ঝপঝপ বৃষ্টি পড়ছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঝপাঝপ [ধ্বন্যা] **১** *ক্রিবিণ* ঝপঝপ শব্দ ক'রে। 'ডালে ডালে ঝপাঝপ বাঁদরের হ'ত লাফালাফি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'ঘাটের কাছে আসিয়া দাঁড় পড়িতে লাগিল ঝপাঝপ ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ঝপট [স ঝটিতি] *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'ঝপট পত্রের কালি করিব বিচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝপাং [ধ্বন্যা] *বি* জলে ঝাঁপ দেওয়ার শব্দ। 'শব্দ হল ঝপাং।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ঝপাং ঝপাং [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* ঝপাং ঝপাং শব্দে। 'লেজ আর মাথা এক করে ঝপাং ঝপাং ঝাপটা মারতে থাকে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ঝপাৎ [ধ্বন্যা] *বি* কঠিন পদার্থ জলে পড়ার শব্দ। 'ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ঝপাস [ধ্বন্যা] *বি* ঝপাস শব্দ। 'ঝপাস করিয়া একটা শব্দ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঝমকা [ধ্বন্যা] *ক্রি* আঁতকে ওঠা। **ঝমকে** *ক্রিবিণ* আঁতকে। 'মেয়েটা আমার অবাক হয়েছে, কাল থেকে ঝমকে২ উঠছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ঝমকে ঝমকে [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* অবিরাম ঝমক শব্দ ক'রে। 'ঝিল্লির সাথে ঝমকে ঝমকে চরণে ভূষণ বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ঝম ঝম [ধ্বন্যা] **১** *বি* নূপুর পায়ে হাঁটার শব্দ। 'এই যে ঝম ঝম কত্তে কত্তে আসচেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'ঘরময় ঝমঝম করিয়া, রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* পানি পতনের শব্দ। 'ঝরনা হইতে ঝম ঝম রবে দুধের ফেনার মতো সাদা জল বেগে পড়িতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **৩** *বি* নাচের তালে পা ফেলার শব্দ। 'শ্রাবণমেঘ নাচে নটবর/ ঝমঝম ঝমঝম ঝমঝম।' *নজরুল*, ১৯২৯। **৪** *বিণ* অবিরাম ঝম শব্দ করে এমন। 'চারদিক আঁধার ঘুরঘুটি। আর ঝমঝম জল।' *তারা*, ১৯৪৬।

ঝমঝমানি [ধ্বন্যা] *বি* বৃষ্টি পড়ার শব্দ। 'আকুল মেঘের ঝমঝমানি শোনা যাচ্ছে, ঝিম ঝিম ঝিম!' *নজরুল*, ১৯২২।

ঝমর ঝমর [ধ্বন্যা] *বি* মল, নূপুর ইত্যাদি পায়ে দিয়ে হাঁটার শব্দ। 'নয়নতারা ওরফে কালপেঁচা ঝমর ঝমর করিয়া ফিরিয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ঝমরু ঝমরু [ধ্বন্যা] *বিণ* ঝমর ঝমর করে এমন। 'ঝমরু ঝমরু সব্দে বাজে কেরুআল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঝমাঝম [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* ঝমঝম শব্দে। 'ঝমাঝম ঝমাঝম রণ বাদ্য বাএ।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* মুষলধার। 'বর্ষার ঝমাঝম জলবিন্দু-বৃষ্টির মতো নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঝম্প [স] *বি* ঝাঁপ। 'অগ্নির সমুদ্র দেখি তাত দেয় ঝম্প।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঝম্পক [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিনী ধানশী। ঝম্পক।' *বড়ু*, ১৫৭০।

ঝম্পবহুল [স] *বিণ* লাফালাফিপূর্ণ। 'বিলিতি নাচের মতো ঝম্পবহুল নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঝম্পটি *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। 'রঘুনাথ ঝম্পটি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ঝম্পা [স ঝম্প>] *ক্রি* ঝাঁপ দেওয়া। 'ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।' *শেখর*, ১৬০০।

ঝরক [স ক্ষর>] *বিণ* পতিত। 'ঝরক পানী ডোভক কোঁঙ্গ গরব উপজু জাহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঝরকে ঝরকে *ক্রিবিণ* ঝ'রে ঝ'রে। 'ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঝরকা [হি ঝরোখা] *বি* জানালা। 'ধূপাবলি রাখিল সকল ঝরকায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঝরঝর [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* অবিরল ধারায়। 'দুই চক্ষে জল মোর ঝরে ঝরঝর।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'হয়তো বরষা কাল – ঝর ঝর বারি ঝরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* অবিরাম ঝর শব্দ করে এমন। 'নারকোল গাছের পাতা ঝরঝর শব্দ করে কাঁপছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'গাড়ির খড়খড়েগুলো থরথর করিয়া কাঁপিয়া ঝরঝর শব্দ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* এখনই ঝরে যাবে এমন। 'ঝর-ঝর কামিনীর, এলো চোখে ঘুম।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঝরঝরে [ধ্বন্যা ঝরঝর>] ১ *বিণ* ঝরঝর শব্দ করে এমন। 'এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝরঝরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* জর্জরিত। 'ক্রমে ঝরঝরে হয়ে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* ফুরফুরে। 'জ্বরজ্বর মনটা বেশ একটু ঝরঝরে হয়ে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২৫। ৪ *বিণ* পরিষ্কার। 'ঝরঝরে ঢালা বিছানার ওপর শুয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২। ৫ *বিণ* বিনষ্ট। 'পরকাল ঝরঝরে করে রাঁড়ি তো হয়েছিস।' *জীবন*, ১৯৪৮। ৬ *বিণ* স্পষ্ট। 'এমন ঝরঝরে, নির্ভার অন্তব শব্দ প্রয়োগের কারুকলা।' *হাই*, ১৯৫৪।

ঝরঝরানি [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* অবিরল বর্ষণের শব্দ জ্ঞাপক। 'ঝরঝরানি গান গাব ওই বনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ২ *বি* অবিরল প্রবাহ। 'ঝরঝরানি হঠাৎ-হাওয়ার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ঝরঝরি [ধ্বন্যা] *বি* পানির পড়ার শব্দ। 'ঝরঝরি জলের বাউর খড়খড়ি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

ঝরন [স ক্ষর>] *বি* ক্ষরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'অঝোর ঝরন শ্রাবণজলে/ তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ঝরনা [ঝরন>] *বি* পাহাড় থেকে নেমে আসা জলের ধারা। 'হেট ভাগে পর্বত ঝরনা বহু নদী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঝরনা-ঝরানো *বিণ* অবাধে নির্গত। 'তাইতে তোমার বাণী বাজে ঝরনা-ঝরানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঝরনা-ঝোরা [ঝরনা+স ক্ষর্>] *বিণ* ঝরনাধারা থেকে সৃষ্ট। 'ঝরনা-ঝোরা তটিনীর নটিনি-নাচন-সুখ লাগে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঝরনাতলা [ঝরনা+স তল>] *বি* ঝরনার পাদদেশ। 'গানের ঝরনাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

ঝরনাধার [ঝরনা+স ধার] *বি* ঝরনাধারা। 'ঝরনাধারের কুটিরে তার ফিরে এল তাই।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

ঝরনাধারা [ঝরনা+স ধারা] *বি* ঝরনার প্রবাহ। 'একটি ক্ষীণ ঝরনাধারা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঝরনাহাসি [ঝরনা+স হাস্য] *বি* উচ্ছল হাসি। 'মুখভরা তোর ঝরনাহাসি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ঝরনির্ঝর [ঝরন+স নির্ঝর] *বি* ঝরনাধারা। 'ঝরে ঝরনির্ঝর পাষাণে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ঝরা[১] [ঝরন>] ১ *ক্রি* নিঃসৃত করা। 'বচন ঝরএ তার আমৃতের ধার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* নির্গত হওয়া। 'ধারেঁ ঝরেঁ রাধিকার নয়নের পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তনে হৈতেঁ ঝরিআঁ পড়িল ক্ষীরধারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* পতিত হওয়া। 'জ্বার রূপ দেখিআ বনের পুস্প ঝরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ *ক্রি* বিচ্ছুরিত হওয়া। 'বদন শরত চান্দ সুধা হাসি ঝরে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৫ *ক্রি* ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া। 'ঝর ঝর বারি ঝরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ঝরা-জল *বি* ঝরে পড়ছে এমন জল। 'মোরা মুক্ত-ধারার ঝরা-জল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ঝরা-পাতা [ঝরা>+স পত্র] *বি* পচে বা শুকিয়ে পড়ে যাওয়া পাতা। 'আমরা ঝরাপাতার দল।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

ঝরে-পড়া [স ক্ষর>] *বিণ* খসে-পড়া। 'স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত ঝরে-পড়া পাতার মতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ঝরা ফুল [স ক্ষর>+ফুল] *বি* গাছ থেকে ঝরে পড়া ফুল। 'কখন বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ঝরে-পড়া *বিণ* ঝরে গেছে এমন। 'ঝরে-পড়া মালতী তার গন্ধশ্বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ঝরা[২] [ঝরন] ১ *বি* ঝরনা। 'ঝরার খালে বাঁধ বাঁধিলে রূপের পুলক ঝলক দেয়।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* ঝালর। 'দরজায় লক্ষ্মীপূজার সময় টাঙানো সোলার ঝরা।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

ঝরাংঝরাং [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব পদার্থের পরস্পরের আঘাতে সৃষ্ট ধ্বনিবিশেষ। 'রিকশাগুলি খোয়ার উপর ঝরাংঝরাং শব্দে গড়িয়ে চলে যায়।' *হাসান*, ১৯৬৪।

ঝরানি [ঝরন>] *বি* কোনো বস্তুর ঝরা বা গলিত অংশ। 'মোমের ঝরানি থেকে বেশি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঝরিত [স ক্ষরিত] *বিণ* ঝরে পড়েছে এমন। 'সহস্র২ ব্যক্তির নয়নবারি ঝরিত হইয়া অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ হইবেক।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

ঝরোকা [স জালক] ১ *বি* জানালা। 'ঝরোকা শ্রীপাট নেত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ঝালর। 'পাশ্চাত্য দস্যুর অনুকরণে চোখের ওপর দিয়ে কালো কাপড়ের ঝরোকা বাঁধা।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ঝরোখা [স জালক] ১ *বি* জানালা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'উছলি চলি – খোলা – ঝরোখা 'পরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। ২ *বি* জানালায় ব্যবহৃত

ফাঁকযুক্ত আবরণ; ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড। 'ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ঝরোঝর [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* ঝরঝর শব্দে। 'এখনো শ্রাবণ ঝরোঝর/ অবিশ্রান্ত মাতায় অন্তর।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ঝর্ঝর [ধ্বন্যা] *বি* অবিরাম ঝর শব্দ। 'তালপত্রের ঝর্ঝর ধ্বনি আমার শ্রবণে ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

ঝর্ঝর-গান [ধ্বন্যা ঝরঝর+স গান] *বি* ঝরনার জলপ্রবাহের শব্দ। 'ছবির আড়ালে কোথা অনন্ত নির্ঝর নীরব ঝর্ঝর-গানে পড়িছে ঝরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ঝর্ঝরা [ধ্বন্যা] *ক্রি* ঝর ঝর করা। 'নদীর জলে ঝর্ঝরি ঝরিছে জলধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ঝর্না, ঝর্ণা [স নির্ঝরিণী] *বি* ঝরনা। 'তালবনের কাছে একটি মেঠো ঝর্নার মতো আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঝর্ণাধারা [ঝরনা+স ধারা] *বি* ঝরনার প্রবাহ। 'ঝর্ণাধারায় আনবেই বরাভয়।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

ঝর্নাতলা [ঝরনা+স তল>] *বি* ঝরনার পাদদেশ। 'ঝর্নাতলায় আনতে বারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঝলক [মু] **১** *বি* দ্যুতি। 'কিঞ্চিত ঝলক পাইল হীরা রত্ন মুতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* ফালি। 'এক ঝলক জোছনা এসে পড়েছে তার মুখের ওপর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঝলক-ঝলক [মু] *বিণ* হঠাৎ ঝাপটার মতো পড়ে এমন। 'সে-রাতে ঝলক-ঝলক বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছিল ঘাটের রানা।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

ঝলক মারা *ক্রি* ঝলকানো। 'তড়িৎ-রেখা ঝলক মেরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ঝলকানি *বি* প্রখর আলোর আকস্মিক স্ফুরণ। 'দিগন্তে আলোর ঝলকানিতে আমাদের পথ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ঝলকে উঠা *ক্রি* ঝলকে উজ্জ্বল আলো প্রকাশ করা। 'স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ঝলকে ঝলকে *ক্রিবিণ* থেকে থেকে অধিক পরিমাণে। 'ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে তার তুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝলকা, ঝলকানো [মু ঝলক>] **১** *ক্রি* স্ফুরিত হওয়া। 'দেখিতে দেখিতে বিজুরি ঝলকে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *ক্রি* চকমক করা। 'লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্ছে : রক্ত ছুটছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫। **ঝলকএ** *ক্রি* স্ফুরিত হয়। 'বিনি বাবি ঝলকএ বিজুলির গতি।' *সুলতান*, ১৬৫০। **ঝলকত** *ক্রি* ঝলকায়। 'জঁহা জঁহা ঝলকত অঙ্গ। তহিঁ তহিঁ বিজুরি তরঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ঝলকে** *ক্রি* আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হয়। 'দেখিতে দেখিতে বিজুরি ঝলকে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

ঝলকিত [মু ঝলক>] *বিণ* উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। 'আমার চতুর্দিকে শরৎকিরণে ঝলকিত হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঝলঝলায়মান [ধ্বন্যা ঝলঝল>] *বি* ঝলমল করছে এমন। 'কিবা তোমার কিরীটবিস্রস্ত ঝালর ঝলঝলায়মান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

ঝলম [স ঝল্লরা] *বি* ঝালর। 'ঝলম বিচিত্র সাজ ঝলমলিএ বিরাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঝলমল [ধ্বন্যা] *বিণ* ঝকঝক। 'যমুনার জল করে ঝলমল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ঝলমলা [ধ্বন্যা ঝলমল>] *ক্রি* ঝলমল করা। 'ঝলম বিচিত্র সাজ ঝলমলিএ বিরাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঝলমলানি [ধ্বন্যা ঝলমল>] *বি* উজ্জ্বলতা। 'দুদিন গেল আলোর ঝলমলানির ভেতর দিয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৩৯।

ঝলমলি [ধ্বন্যা ঝলমল>] *বিণ* ঝকঝক। 'রত্নকুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝলসন [আ জল্‌স] *বি* পোড়া গন্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝলসা [আ জল্‌স] **১** *বিণ* সেঁকা; ঝলসানো। 'ঝলসা, পোড়া, সিদ্ধ, সুরুয়া – যাহার যেরূপ অভিরুচি হয় করিয়া উদরে ফেল।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* দগ্ধপ্রায়; তামাটে। 'ভারতবর্ষের রোদে ঝলসা শুকনো খটখটে হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁজালো ঝুনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের সঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঝলসানি [আ জল্‌স] *বি* ঝলসানোর ভাব বা অবস্থা। 'সাইকেলের ঝিকমিকানিটাকে জোজ্বালির ঝলসানির মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঝলসানি-লাগা *বিণ* ঝলসানোর অবস্থা তৈরি হয় এমন। 'শাণিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ঝলসানো [আ জল্‌স] **১** *ক্রি* ঝলমল করা। 'সুবর্ণমধ্য হইতে হীরকাদি রত্ন ঝলসিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬; 'বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *ক্রি* দগ্ধ করা। 'ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘুরাও তড়িৎ-অসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **ঝলসে যাওয়া** *ক্রি* উজ্জ্বল আলোতে দেখতে না পাওয়া। 'তেজে নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ঝলসিত [আ জল্‌স>] *বিণ* চোখ ধাঁধায় এমন। 'মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ঝলা[১] [স জ্বল>] *বি* ঝলক; প্রখর দীপ্তি। 'বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা!' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'বিজলীর ঝলাসম ঝলসি নয়নে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

ঝলা[২] [স জ্বল>] *ক্রি* ঝলমল করা। 'ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ঝলিতেছে জল তরল অনল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত-ধারা-ফুলে/ বরষার বুকে ঝলে জল-মালা-হার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঝল্ল [স] *বি* ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। 'কত ঝল্ল, বীর মল্ল, হাতে ভল্ল, ভাঁজে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

ঝল্লরি [স ঝল্লরী] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঝল্লরি বাজে বজ্রে ঘনঘন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঝষ [পা ঝস] *বি* মাছ। 'মূল্য দিআ পণ দশ জিয়ন্ত কিনিল ঝষ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝা *সর্ব* যা কিছু। 'মুনিব ঝা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ঝাইট [স ঝট্>] *বি* ঝাড়ু দেওয়া। 'ঘরের পাইট ঝাইট কুটনা বাটনা রাঁধা বাড়া দেওয়া থোয়া করিতেই দিন যায়।' *গৌর*, ১৮২২।

ঝাউ [স ঝাবুক] *বি* সরু পাতাওয়ালা উদ্ভিদ বিশেষ। 'আহড় বিহড়ে ঢুণ্ডে ঝাউ ঝিটি ঝাকনা গহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝাউগাছ *বি* সরু পাতাওয়ালা উদ্ভিদ বিশেষ। 'ঝাউগাছে পাতাটি নড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ঝাউ-ঝুমঝুমি *বি* ঝুমঝুম শব্দ করা ঝাউবন। 'শহর বিস্বাদে ঢেকে, ডাকি; ঝাউ-ঝুমঝুমির ছায়ায় এসো হে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

ঝাউঝোপ *বি* ঝাউগাছের বন। 'ঝাউঝোপের ধুলো বালির মধ্যে আজকাল আমরা যেমন শহরে প্রবেশ করি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঝাউডাঙা *বি* ঝাউখেত। 'শুধু রাতদুপুরে/ শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে ঝাউডাঙাটার 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ঝাউডাল *বি* ঝাউগাছের শাখা। 'ঝাউডালের মতো দুলছে মনের ভিতরটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ঝাউবন *বি* সুচের মতো তীক্ষ্ণ ও সরু পাতাযুক্ত গাছের বন। 'তেঁতুলের তলা দেখে আর ঝাউবন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঝাউবাগান *বি* ঝাউগাছের বাগান। 'বৃষ্টি-ধারার ঝরঝরে ঝাউ-বাগানের মরমরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ঝাউবীথি *বি* ঝাউগাছের সারি। 'রাবীন্দ্রিক সুরে নানান বিন্যাসে অবিরাম দুলবে সত্তার মৌন ঝাউবীথি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ঝাউফল *বি* ঝাউ গাছের ফল। 'মাঠের কিনারে ঢের ঝরা ঝাউফল।' *জীবন*, ১৯৪২।

ঝাউশাখ *বি* ঝাউ গাছের শাখা। 'বুনো ঝাউ-শাখে বুনিয়া গোলাপী শাড়ী।' *জসীম*, ১৯৩১।

ঝাউশাখা *বি* ঝাউগাছের শাখা। 'মাথার উপর ঝাউশাখার করুণ মর্মর ধ্বনি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ঝাও [স ঝামক] *বি* ঝামা। 'ওরই বর্দোয়ায় নাকি এমন সোনার শহর পুড়ে ঝাও হয়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঝাওন [পা ঝাপন>] *বি* পোড়া গন্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝাওয়া [পা ঝাপন>] *ক্রি* ঝলসে যাওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝাঁ [স ধাব] *বি* অত্যন্ত শীঘ্রতার ভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আধ-ইশারায় সব বুঝে নেয় ঝাঁ করে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঝাঁও [স ঝামক] *বি* ঝামা। 'ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঝাঁক [হি ঝাক্] **১** *বি* বহুর সমাবেশ। 'ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* পাখির দল। *ওসাঁ*, ১৭৪৩; 'যাহাতে সেই পাখীর এক বড় ঝাঁক বদ্ধ ছিল।' *তারিণী*, ১৮৫৩।

ঝাঁক বাঁধা *ক্রি* দল বেঁধে থাকা। 'পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ঝাঁকে ঝাঁক *ক্রিবিণ* দলে দলে। 'জার বাণে নাহী রাক বাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝাঁকে ঝাঁকে *ক্রিবিণ* একত্রে অনেক। 'ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঝাঁকড় মাকড় [ঝাঁক>] *বিণ* এলোমেলো। 'ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঝাঁকড়া [ঝাঁক>] **১** *বিণ* ঝোপের মতো। 'ছোট্ট কুকুরটি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রোঁয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* দীর্ঘ গুচ্ছবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৩** *বিণ* গুচ্ছময়। 'ঝাঁকড়া ডাল মাটির কাছ ঘেঁষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ঝাঁকবন্দী [ঝাঁক+ফা বন্দি] *বিণ* দলবদ্ধ। 'মাথার উপর ঝাঁকবন্দী মশা সঙ্গে চলে ভনভন শব্দ তুলে।' *তারা*, ১৯৪৬।

ঝাঁকরা [ঝাঁক] *বিণ* গুচ্ছবিশিষ্ট। 'পাথরের মতো কালো ঝাঁকরা-চুলের ঝুঁটি বাঁধা মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঝাঁকা[১] [হি] *বি* চওড়ামুখো শক্ত ঝুড়ি। 'কেহ বলিল – আমার ঝাঁকা ফেলিয়া দিয়াছে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঝাঁকা মুটে *বি* ঝাঁকা বহনকারী কুলি। 'ওগো বাবু, ঝাঁকা মুটের উপর বসে যাবে?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঝাঁকা[২] [প্রা ঝঙ্খ] *ক্রি* সবেগে নাড়ানো। 'কলসি তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঝাঁকা দেওয়া *ক্রি* ধাক্কা দেওয়া। 'একবার ঝাঁকা দাও, শালা জেগে উঠুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ঝেঁকে ওঠা *ক্রি* জোরে নড়া বা আন্দোলিত হওয়া। 'তার ভয়ভাবনাগুলো তর্কবিচারকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ঝেঁকে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঝেঁকে ঝেঁকে **১** *ক্রিবিণ* বিক্ষুব্ধ হয়ে। 'তাকে বারবার ঝেঁকে ঝেঁকে বললেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রিবিণ* ক্রমাগত ঝাঁকুনি দিয়ে। 'ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে টলমল করে কলম চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঝাঁকাঝাঁকি [ঝাঁকা>] *ক্রি* ধাক্কাধাক্কি করা; ঠেলাঠেলি করা। 'আগে পাছে পাকাপাকি, আঁকাআঁকি তাকাতাকি, ঝাঁকাঝাঁকি স্থান নাহি পায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঝাঁকানি [ঝাঁকা>] **১** *বি* জোরে নাড়া। 'নিজেকে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* ঝাঁকুনি। 'গোরুর গাড়ির ঝাঁকানিতে সর্বাঙ্গে ব্যথা।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ঝাঁকানি দেওয়া *ক্রি* জোরে ঝাড়া দেওয়া। 'নিজেকে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঝাঁকিয়ে দেওয়া *ক্রি* নাড়া দেওয়া। 'মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ঝাঁকি [ঝাঁকা>] *বি* জোরে নাড়া দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঝাঁকিজাল *বি* মাছ ধরার জালবিশেষ। 'কামের ফাঁকে ফাঁকে ঝাঁকিজাল বুনছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঝাঁজ[১] [স ঝর্ঝর] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঘড়িয়ালেরা দণ্ডে ২ তাহারদের কাংস্য ঝাঁজের উপরে মুদ্গার ক্ষেপণ করিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঝাঁজ[২] [স অর্চিস>] **১** *বি* তেজ। 'তাহার এতই বেশি ঝাঁজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* জ্বালা; উত্তাপ। 'কোনোপ্রকার অতিরিক্ত ঝাঁজ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঝাঁজর [স ঝর্ঝর>] **১** *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সাঁজে ঝিল্লি-ঝাঁজর বাজায়ে কত/ করেছে তোমার স্তুতি আরাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বি* পায়ের মল বিশেষ। 'কেউ কিনিয়াছে নূতন ঝাঁজর।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ঝাঁজরা [স ঝর্ঝর>] **১** *বিণ* বহুছিদ্রবিশিষ্ট। 'ঝাঁজরা চকে আমাকে ফাকি দিতে পারবে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **২** *বিণ* জীর্ণ বা পুরানো। 'গুদামঘরের ছাদ একেবারে ঝাঁজরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঝাঁজরা চক [স ঝর্ঝর>+চোখ] *বি* অল্পতেই অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরে এমন চোখ। 'ঝাঁজরা চকে আমাকে ফাকি দিতে পারবে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ঝাঁজরাপারা [স ঝর্ঝর>+স প্রায়] *বিণ* ঝাঁঝরা হয়েছে এমন। 'ঝাঁঝরাপারা বক্ষ ... দেখিয়া কাঁদিয়ো না!' *নজরুল*, ১৯২২।

ঝাঁজরী [স ঝর্ঝর>] *বি* কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'কাড়া নাকাড়া ও ডঙ্কা-ঝাঁজরী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ঝাঁজানো [ঝাঁজ>] *বিণ* ঝাঁজযুক্ত। 'আমার ও ঝাঁজানো কথা শুনেও ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঝাঁজালো, ঝাঁজাল [ঝাঁজ>] **১** *বিণ* উগ্র। 'অত্যন্ত ঝাঁজালো ঝুনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* তীব্র। 'ঝাঁজাল হাওয়ায় বাজত উদাস মাছরাঙার স্বর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ঝাঁঝ[১] [স ঝর্ঝর] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'পত্রসব ঝাঁঝ হৈল কুসুম মৃদঙ্গ।'

বাহরাম, ১৬৫০।

ঝাঝ[2] [ঝাঁজ>] *বি* তীব্র তেজ; আঁচ। 'রৌদ্রের বিষম ঝাঝে শুষ্ক ডোবা ফাটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ঝাঝরা [স ঝর্ঝর] **১** *বি* ছিদ্র। 'ঝাঁঝা রোদ আকাশ জুড়ে, মাথাটার ঝাঁঝরা ফুঁড়ে।' *সুকুমার*, ১৯১৮। **২** *বিণ* বহুছিদ্রবিশিষ্ট। 'বেদনার কাঁটায় কত ছিন্নভিন্ন কি রকম ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বিণ* দুর্বল। 'পরের দিন থেকে মাটির তলায়/ ভিত হয়েছে ঝাঁঝরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ঝাঁঝরি, ঝাঁঝরী [স ঝর্ঝর] **১** *বি* বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'দুন্দুভির শব্দ অতি মোহোরি ঝাঁঝরি তথি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'সপ্তস্বরা বীণা বাঁশি পিনাক ঝাঝরি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* বহু ছিদ্রযুক্ত নল; শাওয়ার। 'ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঝাঝা [স ঝর্ঝর] *বি* বলয়াকার অলঙ্কারবিশেষ। 'অধরোষ্ঠ বেড়িয়া সমর ঝাঁঝা সনে ঘুঙ্গুর পাইল অতি শোভএ চরণে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঝাঁঝা [ধ্বন্যা] **১** *বি* রোদের প্রচণ্ড উত্তাপের ভাব। 'চারটের সময় রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* গভীর নিস্তব্ধতা প্রকাশক ভাব। 'দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ-ঝাঁ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বি* জ্বালাবোধ। 'এখনই কান ঝাঁঝা করতে শুরু করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঝাঝানো [ঝাঁজ>] *ক্রি* ক্রুদ্ধস্বরে কথা বলা। 'এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঝাঝালো, ঝাঁঝাল [ঝাঁজ>] **১** *বিণ* ঝাঁঝবিশিষ্ট। 'নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু, পুরাতনে অম্লমধুর একটুকু ঝাঁঝালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* উগ্র; রাগান্বিত। 'দুপুরবেলায় স্বামীকে ঝাঁঝাল গলায় বলল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩। **৩** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'তার দাঁতগুলি খ্যাংরা কাঠির মতো, মুখমণ্ডল বড়োই ঝাঁঝালো।' *মুনীর*, ১৯৬৭। **৪** *বিণ* তীব্রতাপূর্ণ। 'পতাকা-শোভিত শ্লোগানে-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ঝাঝি *বি* এক প্রকার জলজ গুল্ম। 'জলের ভিতরে ঝাঁঝি।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

ঝাট[1] [স ঝটিতি] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'রাধা লঞা ঝাট বিনএ যাহা ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঝাট[2] [স ঝট্>] *বি* ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা। 'উঠান ঝাঁট দিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ঝাটপাট *বি* ঘর পরিষ্কার করা ও সাজানোর কাজ। 'ঝাঁটপাট দেওয়ার ধুম দেখে অনুমান করা যায়।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ঝাটা [স ঝট্>] *বি* যা দিয়ে ঝাঁট দেওয়া হয়; ঝাড়ু। 'বিঅনি চালুনী ঝাঁটা ডোম গড়ে ছাতা নাটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝাঁটাপিটা, ঝাঁটাপেটা *বি* ঝাঁটা দিয়ে পেটানো। 'যে যায় তাহাসে স্বামী ঝাঁটাপিটা করে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'ঝাঁটাপেটা করে আসবো এখন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ঝাঁটারা *বিণ* ঝাঁটা সদৃশ। 'ঝাঁটারা মুণ্ডের কেশ দীর্ঘল লক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঝাঁটান [ঝাঁটা>] *বি* ঝাড়ু দেওয়ার কাজ। 'ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ঝাঁটানো [ঝাঁটা>] **১** *ক্রি* ঝাঁটা দিয়ে প্রহার করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পোড়ারমুখীরে ঝেঁটিয়ে করিব সারা।' *জসীম*, ১৯৩৩। **২** *ক্রি* তাড়ানো। 'একেবারে ঝাঁটাইয়া দিবার চেষ্টা কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঝেঁটিয়ে বেড়ানো *ক্রি* খুঁজে বেড়ানো। 'পাত্র খুঁজতে দেশ ঝেঁটিয়ে বেড়াতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ঝাঁটাল [স ঝিণ্টী] *বি* ঘণ্টাপারুল ফুল। 'ফুল তুলিবাক লাগিল ঝাঁটাল বনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঝাঁটি[1], **ঝাঁটী** [ঝাঁটা>] **১** *বি* ঝাড়ু। 'ঝাঁটী আনি বোঝা একত্র করিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ঘর বাটী ঝাঁটি দেওয়া এবং হুঁকা বৈঠক মাজা।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* বিবাদ। 'অনেকক্ষণ ঝগড়াঝাটি করে দুই পক্ষ শান্ত হয়ে বসলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঝাঁটি[2] [স ঝিণ্টী] *বি* গাছবিশেষ। 'টাঙ্গুর ঝাঁটি কাটিল কাল্যা নোয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝাড় [স ঝাট] *বি* গুচ্ছ। **এক ঝাড়ের বাঁশ** – একজাতের লোক। 'এক ঝাড়ের বাঁশ।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

ঝাড়ফুক [স ঝট্>+ধ্বন্যা ফুক] *বি* মন্ত্র বা দোয়া পড়ে ফু দেওয়া। 'তিনি গিয়ে ঝাড়ফুক করতে পারেন।' *শামসুল*, ১৯৬২।

ঝাঁপ[1] [স ঝম্প] *বি* লাফ। 'ঝাঁপ দিবোঁ যমুনার জলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঝাঁপ[2] [প্রা ঝম্প] **১** *বি* দোকানের তুলে-রাখার দরজা। 'সারি সারি ঝাঁপতোলা দোকান।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **২** *বি* দরজা। 'কেয়ার বা ঝাঁপ বাঁধিয়া ঘরের দরজা।' *জসীম*, ১৯৬৪।

ঝাঁপটা[1] [ধ্বন্যা] *বি* বেগে ধাক্কা। 'চিতা বাঘ তাঁহার অতিনিকটে ঝাঁপটা মারিয়া চলিয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ঝাঁপটা[2] [প্রা ঝম্প>] *বি* স্ত্রীলোকের মাথার খোঁপাবিশেষ। 'সীতের ট্যাড়চা সাড়ী, ঝাঁপটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপার বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঝাঁপটা কাটা *ক্রি* খোঁপা বাঁধার সময়ে সিঁথি কেটে কানের দুই পাশে চুলের গুচ্ছ ঝুলিয়ে দেওয়া। 'ঝাঁপটাকাটা সহজ কর্ম্ম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ঝাঁপতাল [ঝাঁপ+স তাল] *বি* (সংগীত) দশ মাত্রার তালবিশেষ। 'আমারদিগের সর্ব্বাঙ্গে বিবস্ত্র করিয়া খেমটা আড়খেমটা চৌতাল ঝাঁপতাল বাজাইলে ছেনাল বলে না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ঝাঁপা[1], **ঝাঁপানো** [প্রা ঝম্প] **১** *ক্রি* আচ্ছাদন করা। 'উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল আধ পয়োধর হেরু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* ঝাঁপ দেওয়া। 'লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লেজ নেড়ে উৎসাহ প্রকাশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *ক্রি* বন্ধ করা। 'ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *ক্রি* লুকিয়ে থাকা। 'রুধিয়া অধরদ্বারে/ ঝাঁপিতে চাহিলি তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **ঝাঁপএ** *ক্রি* আচ্ছাদন করে। 'ঝাঁপএ সহস্র কোশ যাহার ছায়ায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ঝাঁপল** *ক্রি* আচ্ছাদন করলো। 'তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ঝাঁপাইয়া** *ক্রি* আচ্ছাদিত হয়ে। 'পলাই রহিছে পাপী রেণু ঝাঁপাইয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **ঝাঁপি** *ক্রি* আচ্ছাদিত ক'রে। 'উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল আধ পয়োধর হেরু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ঝাঁপিয়া** *ক্রি* ঢেকে। 'কত প্রিয়ভাষে সাধু ঝাঁপিয়া বদনবিধু চলে রামা ভিতর মহল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝাঁপাঝাঁপি [প্রা ঝম্প>] *বি* লাফালাফি। 'জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঝাঁপিয়ে পড়া *ক্রি* প্রাণপণে কিছু করা। 'যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজের মধ্যে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ঝাঁপা[2] [প্রা ঝম্প] **১** *বিণ* পাতানো। 'নেয়াল করিআ আট প্রথমে বিছায়

খাট তুলি মুসরি সেজি ঝাঁপা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* আচ্ছাদিত। 'আকারে সাকার ঝাঁপা মন সামান্যে কি যায় জানা।' *লালন*, ১৮৯০।

ঝাঁপান[1] [প্রা ঝম্প>] *বি* সাপ খেলা দেখানোর মন্ত্র। 'বাদ্যা রোজা পড়য়ে ঝাঁপান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝাঁপান[2] [প্রা ঝম্প>] *বি* পাহাড়ে ওঠার উপযোগী পালকিবিশেষ। 'সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঝাঁপানি [প্রা ঝম্প>] *বি* পাহাড়ে ওঠার উপযোগী পালকি বা ডুলি বহনকারী। 'সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঝাঁপালো [প্রা ঝম্প>] *বিণ* ডালপালায় বা লতাপাতায় ভরা; ঝোপদার। 'গুহার মুখে প্রাচীন ঝাঁপালো বটগাছ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ঝাঁপি, ঝাঁপী [প্রা ঝম্প] ১ *বি* বাঁশ-বেতের তৈরি ঢাকনাযুক্ত পাত্র। 'সমাদরে মোর ঝাঁপি রাখিবেক এই।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* বাঁশের তৈরি কপাট। 'পথিপার্শ্বের দোকানগুলো ঝাঁপি বন্ধ করছে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

ঝাঁপিটুপরি [প্রা ঝম্প>] *বি* বন্য গুল্মবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝাঁম্প [প্রা ঝম্প] *বি* ঝাঁপ। 'ঝাঁম্প দিয়া গোসল করম।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঝাক [হি ঝাংক] *বি* ঝাঁক। 'অলি উড়ে ঝাক ঝাক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঝাকড়া [ঝাঁক>] *বিণ* ঝাঁকড়া; রুক্ষ ও উসকোখুসকো। 'বাঙ্গাল, ঝাকড়া চুল, জুলপি বয়ে সরষে তেল পড়ছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ঝাকনা [ঝাঁক>] *বি* ঝোপঝাড়। 'আহড় বিহড়ে ঢুণ্ডে ঝাউ ঝিটি ঝাকনা গহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝাকমারি [হি ঝক>] *বি* ঝামেলা। 'রছুল বলে এ দুনিয়া মিছে ঝাকমারি।' *লালন*, ১৮৯০।

ঝাকি জাল [প্রা ঝঙ্খ+স জাল] *বি* হাত দিয়ে নিক্ষেপ করার মতো জাল। 'ঝাকি জাল আর খেপলা জাল লইয়া।' *জসীম*, ১৯৬৪।

ঝাকিঝুকি [প্রা ঝঙ্খ] *বি* উঁকিঝুঁকি। 'আহড়ে বিহড়ে কপি মারে ঝাকিঝুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝাঙ্কারা [স ঝঙ্কার] ১ *ক্রি* ঝাঁকুনি দেওয়া। 'ঝাঙ্কারিতে লাগিলেন্ত বহু আলিঙ্গিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* বর্ণনা করা। 'ঝাঙ্কারন্ত নবীবরে আল্লার ফরমান।' *সুলতান*, ১৭০০। **ঝাঙ্কারিবা** *ক্রি* ঝাঁকুনি দিবে। 'ঝাঙ্কারিবা বাহুত ধরিয়া ঘন ঘন।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঝা চকচকে [ধ্বন্যা] *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'ঝা চকচকে ফ্যান্সি দোকান খুলল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঝাজর [স ঝর্ঝর] *বি* বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'ঝাজর বাজয়ে ঘন ঘন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ঝাঝর [স ঝর্ঝর] *বিণ* ঝাঁঝরা; বহুছিদ্রযুক্ত। 'ঝাঝর নাঅ নৈল চারি পাসেপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঝাঝরি [স ঝর্ঝর] *বি* গাছে জল ছিটানোর পাত্রবিশেষ। 'ঝাঝরিটা হাতে নিয়ে সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

ঝাঞ্জনী [স ঝঞ্ঝা] *বি* ঝড়। 'কাল কাকোদর যেন ঝাঞ্জনীর শ্বাস।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঝাট [স ঝটিতি] ১ *ক্রিবিণ* শীঘ্র; তাড়াতাড়ি। 'ঝাট করি দেহ মোরে সেই নিজ পতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* গণনা। 'রাশি রাশি রত্ন কত ঝাট নাই যায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঝাট দেওন *বি* ঝাঁট দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঝাটরা *বিণ* ঝাঁকড়া। 'ঝাটরা মাথায় কোঁকড়া চুলে লেগেছে খড়কুটো।' *জসীম*, ১৯৩১।

ঝাটাই [স ঝট্>] *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'পুনি মক্কাদেশে নবী চলিলা ঝাটাই।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঝাটাপারা [স ঝট্>+স প্রায়] *বিণ* ঝাঁটার মতো। 'ঝাটাপারা দুটা গোঁফ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝাটি [সঝট্>] *বি* ঝাঁটা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝাটি [স ঝিণ্টী] *বি* গুল্ম বিশেষ ও তার ফুল। 'অশোক কিংশুক ঝাটি জাতী জুতি দুইবটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝাড়[1] [স ঝাট] ১ *বি* ঝোপ। 'বনে গিয়া জাল আড়ি ঝাড়ে মারে বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শাখাযুক্ত দীপাধার; ঝাড়বাতি। 'সুবর্ণের ঝাড়ে জ্বলে ষোল গণ্ডা বাতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঝাড়ফানুস *বি* ঝাড়বাতি। 'ঝাড়ফানুসে মসজিদের অন্দর ও বারান্দা আলোকময় এবং শোভাময় হইয়া উঠিয়াছে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

ঝাড়বংশ [স ঝাট+স বংশ] *বি* বংশের সমস্ত লোক। 'নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশে বোকা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঝাড়বরদারী [ঝাড়>+ফা বরদার] *বি* ঝাড়বাতি জ্বালানো-নিভানোর কাজ। 'বাইলোকেরা তোমাকে ... ঝাড়বরদারী কর্ম করিতে কহিয়া থাকিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ঝাড় লন্টন [ঝাড়+ই ল্যানটার্ন] *বি* ঝাড়বাতি। 'ঝাড় লন্টন বাদ্য নাচ তামাশার আধিক্য।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ঝাড়লণ্ঠন [ঝাড়+ই ল্যানটার্ন] *বি* ঝাড়বাতি। 'ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঝাড়[2] [স ঝট্>] *বি* ঝাড়ু দেওয়া। **ঝাড়পোঁচ** [ঝাড়+স পুস্ত>] *বি* ধুলাবালি মোছার কাজ। 'অতি সযত্নে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঝাড়পোঁছ [ঝাড়+স পুস্ত>] *বি* ধুলাবালি পরিষ্কারকরণ। 'বাইরের বৈঠকখানাঘর ঝাড়পোঁছ করবার উপলক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঝাড়ফুঁক [ঝাড়+ধ্বন্য ফুঁ>] *বি* রোগ বা বিপদ থেকে মুক্তির আশায় ধর্মীয় বচন পাঠ করে ফুঁ দেওয়ার আচারবিশেষ। 'মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, কবচ-মাদুলি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঝাড়ন [সঝট্>] ১ *বি* যা দিয়ে ধুলা ঝাড়া হয়; ঝাঁটা। 'একটি ঝাড়ন নিয়ে ড্রয়িং রুম সাফ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* রুমাল। 'কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ন পকেটে করে ... ছুটতে হবে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। ৩ *বি* নিম্নমানের কাপড়বিশেষ। 'জেলেবোনা ঝাড়নের একটি কুর্তা, আর পাঁচহাতি একখানি গামছা।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

ঝাড়া[1] [ঝাড়>] ১ *ক্রি* খালি করা। 'মহেশ ঝাড়িল ঝুলি চালু হইল কথোগুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* চেলে পরিষ্কার করা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'চাউল ঝাড়িয়া কুঁড়া বাহিরকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *ক্রি* ঝাড়ফুঁক করা। 'তারা নি পারিব বিষ নামাইতে ঝাড়িয়া।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। ৪ *ক্রি* আঘাত করা। 'এক চোট কিল ঝাড়বে না কি?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ৫ *ক্রি* বলা। 'বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৬ *বিণ* খুইয়েছে এমন। 'সর্বস্ব ধন নিল চোরে নেংটি ঝাড়া করলো আমারে।' *লালন*, ১৮৯০। ৭ *ক্রি* (ভাষা) প্রয়োগ করা। 'যদি আপনি তাঁর বক্তব্য না বোঝেন তবে তিনি উর্দু ঝাড়েন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঝাড়া[2] [ঝাড়>] ১ *বিণ* ঝাড়ামোছা; পরিষ্কার। 'পণেকে দুই পোন পান

সেহ নহে ঝাড়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* ঝাঁকুনি। 'মাথা তুলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বিণ* পুরো। 'ঝাড়া পনেরো বৎসর চুরি করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ঝাড়া-ঝোড়া *ক্রি* ধুলাবালি ইত্যাদি পরিষ্কার করা। 'ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

ঝেড়ে ফেলা *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'সযতনে ঝেড়ে ফেলো বসন হইতে প্রতি নিমেষের যত ধূলি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ঝাড়াঝাড়ি [ঝাড়>] *বি* বকুনি। 'দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঝাড়াঝাপটা [ঝাড়>+মু ঝাপটাও] **১** *বিণ* লণ্ডভণ্ড। 'লোহার শিকগুলোকে ভেঙেচুরে ঝাড়াঝাপটা করে ফেলতে পারে না।' *জীবন*, ১৯৩৩। **২** *বিণ* ঝামেলামুক্ত। 'আপনারা বেশ ঝাড়াঝাপটা থাকতে চান।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঝেড়েঝুড়ে *ক্রিবিণ* চটপট ক'রে। 'অফিসারেরা ঝেড়েঝুড়ে টাইট হলেন।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ঝাড়ান ঝোড়ান [ঝাড়>] *বি* ঝাড়ফুঁক। 'কত ঝাড়ান ঝোড়ান, সরষে পড়া, জল পড়া ও লঙ্কা পড়া দিতে, তবে ভাল হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঝাড়ানি [ঝাড়>] *বি* ঝাড়ু দেওয়ার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঝাড়ু [সঝট্>] *বি* ঝাঁটা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝাড়ু করা *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঝাড়ুখাকি [ঝাড়ু+খা>] *বি* ঝাড়ু দিয়ে পিটানোর উপযুক্ত যে (গালি)। 'শুনবি নি, ঝাড়ুখাকি, পাছে পস্তাবি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ঝাড়ুদার [ঝাড়ু+ফা দার] *বি* ঝাঁট দেয় যে। 'আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঝাড়ু দেওয়া *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'রণস্থলে ঝাড়ু দিআ জত ফিরিস্তাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঝাড়ুবরদার [ঝাড়ু+ফা বরদার] *বি* ঝাঁট দেয় যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঝাড়ুবর্দার [ঝাড়ু+ফা বরদার] *বি* ঝাঁট দেয় যে। 'ঝাড়ুবর্দার হারুসর্দার ফেরে ঘরদ্বার ঝেড়ে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ঝাড়ু মারা **১** *ক্রি* ঝাঁটা পেটা করা। 'তোর মুখে ঝাড়ু মারেনি?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বি* অবজ্ঞা করা; কাজ ছাড়া। 'ঝাড়ু মেরে জেলা কোর্টে চলে যাব।' *সাদত*, ১৯৬৭।

ঝাড়ে-মূলে [স ঝাট>+স মূল>] *ক্রিবিণ* সবশুদ্ধ। 'ঝাড়েমূলে উপড়াইয়া একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে শিখি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঝাণবখান [পা ঝান+স ব্যাখ্যান] *বি* ধ্যান ব্যাখ্যান। 'কিন্তো রে ঝাণবখানে।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

ঝাণ্ডা [মু] **১** *বি* নিশান। 'ঠাঁই ঠাঁই গাড়াইল ঝাণ্ডা ও নিশান।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* সৈন্যবাহিনীর পতাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঝাণ্ডাগাড়া *বিণ* নিশানবাহী বাঁশ পোঁতা। 'ফেরেব ফকিরের ধারা দরগা নিশান ঝাণ্ডাগাড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

ঝাণ্ডি [মু ঝাণ্ডা] *বি* ফেজটুপির তালুতে টিকির মতো যে লেজ থাকে। 'তুর্কি ফেজের উপরের কালো ঝাণ্ডিটা যেমন হিন্দুত্বের ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঝাণ্ডু [পা ঝান] *বিণ* ঝানু। 'রহমান ঝাণ্ডু লোক: বাংলা না বুঝেও বুঝত।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ঝান [পা ঝান] *বিণ* মজবুত। 'জৌ ঝান-বাতা কৈল জৌয়ের ছিটনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝানকাট [পা ঝান+স কাষ্ঠ] *বি* দরজার প্রান্তের কাঠ। 'বান্ধিআ পাথর দিল বীর ঝানকাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝান-বাতা *বি* ছাঁচায় চেরা বাঁশের দীর্ঘ খণ্ড। 'জৌ ঝান-বাতা কৈল জৌয়ের ছিটনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝানু [পা ঝান] **১** *বিণ* পাকা। 'সে ঝানু হয়ে না গেলেও ডাঁশিয়ে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* চালাক। 'বড় ঝানু মেয়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ঝাপ [প্রা ঝম্প] *বি* দরজা বা বেড়া। 'কাজির ঘরে ভাঙ্গা ঝাপ তাহা দিয়া সামাইল সাপ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ঝাপট [মু ঝাপটাও] **১** *বি* বৃষ্টির প্রবল আঘাত। 'বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* ধাক্কা। 'লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৩** *বি* পাখির পাখার আঘাত। 'পাখার ঝাপট দিন-রাত যাব শুনে?' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

ঝাপটা[১] [মু ঝাপটাও] *বি* নারীদের মাথার অলঙ্কার; ঝাঁপটা। 'তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ঝাপটা[২], **ঝাপটানো** [মু ঝাপটাও] **১** *ক্রি* পাখা নাড়া দিয়ে শব্দ করা। 'শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *ক্রি* ঝাপটা অর্থাৎ প্রবল আঘাত দেওয়া। 'ওঠে ঝঞ্ঝা ঝাপটি দাপটি সাপটি।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঝাপটা[৩] [মু ঝাপটাও] **১** *বি* জোরালো ছিটা। 'মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* হঠাৎ জোরে ধাক্কা। 'কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দোলায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঝাপড়া [হি ঝাংকা] *বিণ* ঝাকড়া। 'মস্তবড় ঝাপড়া কামিনী গাছের ভেতর।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঝাপতাড়া [প্রা ঝম্প>] *বি* বাঁশের তৈরি কপাট বা দ্বার। 'দোকানীরে ঝাপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঝাপশা [ঝাঁপ>] *বিণ* অস্পষ্ট। 'ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঝাপশা আলোয় বুকের মন্দিরে কোন এক নিস্তাপ মধুর আলো বাজছিল।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

ঝাপসা [ঝাঁপ>] **১** *বিণ* আবছা। 'পাহাড়গুলোর উপরে মেঘ জ'মে ঝাপসা হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* অগোছালো। 'নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৩** *বিণ* অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় দৃষ্টি অস্পষ্ট। 'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বিণ* অস্ফুট। 'গলার সুরে কী করুণা লাগে ঝাপসা হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঝাপা[১] [প্রা ঝম্প>] *ক্রি* ঢাকা; আবৃত করা। **ঝাপি** *ক্রি* ঢেকে। 'সে গাতের মুখ চাপি রাখিলেন্ত পদে ঝাপি।' *সুলতান*, ১৭০০। **ঝাপিআ** *ক্রি* আচ্ছাদন ক'রে। 'বিক্ষ ঝাপিআ লতা অতি মনুহর।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঝাপিলেক** *ক্রি* আবৃত করলো। 'গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঝাপা[২] [প্রা ঝম্প] *ক্রি* ঝাঁপ দেওয়া। 'পাথ ফর তবেত ঝাপম।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঝাপাই ঝোড়া *বি* গ্রাম্য রসিকতা। 'গ্রাম্য ইতর ভাষায় তাহার নাম ঝাপাই ঝোড়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ঝাপিনী [স ঝম্প] *বিণ স্ত্রী* ঝাঁপ দেয় এমন। 'লালন বলে রূপের করণ দরশনে রূপ ঝাপিনী।' *লালন*, ১৮৯০।

ঝাপুটে [ঝাঁপ>] *ক্রিবিণ* জাপটে। 'লাউসেন উলটে ধরিল ঝাপুটে।'

মানিকরাম, ১৭৮১।

ঝাপ্লাটি [ঝাঁপ>] *বি* জলে ঝাঁপ দেওয়ার খেলা। 'জলে রে যাইয়া লো ঝাপ্লাটি খেলাই।' *অবন*, ১৯১৯।

ঝাল্সা [ঝাঁপ>] *বি* অস্পষ্টতা। 'তখন সন্ধ্যার ঝাল্সা কাটিয়া গিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ঝাবা [হি ঝাব্বা] *বি* ঝালর। 'তেজস্কর চুনী ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত মুক্তার ঝাবা চতুষ্পার্শ্বে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঝাবুক [হি ঝাব্বা] *বি* ঝাউ গাছ। 'উদগ্রীব ঝাবুকে জাগে থেকে থেকে সতর্ক শীৎকার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

ঝামর [পা ঝামক] *বিণ* কালো; ঝামার মতো মলিন। 'শুনি পদ্মাবতী মুখ হইল ঝামর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঝামা [পা ঝাম] *বি* অতিরিক্ত পোড়ানো ইট অথবা ইটের অংশ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ভাঙ্গা ইট ইহার মাফিক ঝামা ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ঝামেলা [হি ঝমেলা] *বি* ঝঞ্ঝাট। 'ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, বেশ ছিলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

ঝাম্পা, ঝাম্পানো [প্রা ঝম্প>] ১ *ক্রি* আবৃত করা। 'ক্ষেনে চক্ষু প্রকাশয় ক্ষেনে পুন ঝাম্পে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* ঝাঁপিয়ে পড়া। 'আপন প্রভুর বুকের উপর ঝাম্পাইতে উদ্যত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **ঝাম্পে** *ক্রি* চোখ বন্ধ ক'রে। 'ক্ষেনে চক্ষু প্রকাশয় ক্ষেনে পুন ঝাম্পে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঝাম্পান [প্রা ঝম্প] *বিণ* প্রশস্ত; বিশাল। 'বুকেতে ঝাম্পান ঢাল যুগল লোচন লাল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ঝার [স ঝাট>] *বিণ* আলোকময়। 'পিন্দি অলঙ্কার পুরা এ ঝার পুরীর চূড়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঝারফুঁক [ঝাড়+ফুঁ>] *বি* তুকতাক। 'কুহকীর ঝাড়ফুঁকে ডুবে গেছে সব।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঝারলণ্ঠন [ঝাড়>+ই ল্যানটার্ন] *বি* ঝাড়বাতি; বাতির গুচ্ছ। 'ঝারলণ্ঠনে ময়লা রঙের ঘেরাটোপ পরিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঝারা [স ধারা] *বি* ঝালর। 'মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঝারি [স ধারা] ১ *বি* জল রাখার বিশেষ পাত্র। 'তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল্প পান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পুরিয়া সুগন্ধি বারি কেহ লয়া জায় ঝারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গাছে পানি দেওয়ার পাত্রবিশেষ। 'ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি সেজেছ কি শুচি দুকূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৩ *বি* কিরণধারা। 'উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ঝাল [স জ্বালা] ১ *বি* কটু স্বাদ। 'অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দিবে তায় মরিচের ঝাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ঝাঁঝযুক্ত। 'চিঙড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* তেজ। 'তাঁদের গায়ে মেয়েদের ঝাল আছে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৪ *বি* কঠিন ব্যবহার। 'গিন্নির এরকম ঝাল ছাড়তে হয় মাঝে মাঝে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৫ *বি* বেশি মরিচ দিয়ে রান্না করা ব্যঞ্জন। 'ঝালের বাটি উপচে পড়ে ঝোলে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ঝালচচ্চরি [ঝাল+ধ্বন্যা চচ্চড়ি] *বি* ঝালের চচ্চড়ি। 'ঝালচচ্চরি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঝালচানা [ঝাল+স চণক] *বি* ঝাল-মেশানো ছোলা-ভাজা। 'ঝালচানা হলেই চলবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঝালছিটে [ঝাল>] *বি* সামান্য পরিমাণ ঝাল। 'চানাচুর ভাজায় ঝালছিটের মতো।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ঝাল ঝাড়া *ক্রি* মনের ক্ষোভ প্রকাশ করা। 'মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়িতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে ঝাল ঝাড়া। অর্থাৎ মনে জ্বালা ধরিলে আর-একজনকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঝাল-মসলা *বি* ঝাল স্বাদের মসলা। 'জ্বলন্ত চুল্লিতে হাঁক-ডাক ঝাল-মসলা ও খরতর ভাষার ঘন্ট পাকাইয়া খাইবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'শুধু ঝালমসলার তীব্র গন্ধ তার নাকে এসে লাগল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

ঝাল মেটানো *ক্রি* উষ্মা প্রকাশ করে স্বস্তি লাভ। 'মনের ঝাল মেটাবার উপায় বোধ করি আর-কোনো ভাষাতেই নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ঝালতা রাং [ঝাল>+স রঙ্গ] *বি* ঝালাই করা টিন বা ধাতু। 'সারা গায়ে মোড়া ঝালতা রাং।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ঝালর [স ঝল্লরা] ১ *বি* বস্ত্রাদির কুঞ্চিত বাড়ানো অংশ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কিবা তোমার কিরীটবিস্রস্ত ঝালর ঝলঝলায়মান!' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'দোলিত পাখার ঝালর মৃদু মৃদু নড়িতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ২ *বি* কারুকার্যময় ঝুলন্ত ও দোদুল্যমান অংশ। 'শাটীন বস্ত্রেতে সোনা রূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া।' *দর্পণ*, ১৮২০।

ঝালরওয়ালা [স ঝল্লরা+হি ওয়ালা] *বিণ* ঝালরবিশিষ্ট। 'জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড়-হাত দুই-হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঝালর-ঝোলানো *বিণ* কারুকার্যমণ্ডিত কুঞ্চিত কাপড় ঝুলানো হয়েছে এমন। 'সালুতে-মোড়া ঝালর-ঝোলানো নিশেন-ওড়ানো এক নহবতখানা উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঝালা, ঝালানো [ঝাল>] ১ *ক্রি* নতুন ক'রে পরিচিত হওয়া। 'নূতন গৃহিণীর সঙ্গে আলাপটা একবার ঝালিয়ে গেলে হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *ক্রি* কাঁপন ধরানো। 'সমস্ত গ্যাঞ্জেটিক ভ্যালি শীতে ঝালিয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩৩। ৩ *বি* ঝঙ্কার; সেতার বাজনার শেষ দিকে অত্যন্ত দ্রুত বাদন। 'শিরায় শিরায় সেতারের ঝালা।' *শামসুর*, ১৯৬৬। ৪ *ক্রি* চর্চা করা। 'তরুণ কেউ প্রেমিক এসে নতুন গান ঝালাক।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ৫ *ক্রি* যাচাই করা। 'যা কিছু ছোঁয় দেখেছি সবি ঝালিয়ে।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

ঝালাই *বি* জোড়া লাগানোর কাজ। 'দেব-অংশের ঝালাই দিয়ে এর দেহখানা তৈরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ঝালাপালা [স জ্বালা>] ১ *বিণ* কর্ণবিদারী শব্দে অস্থির। 'শরীর হইল ঝালাপালা।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* বিরক্তিকর শব্দের মাধ্যমে করা উৎপাত। 'কী শুনাতে এত প্রাতে মরিস ডেকে, এ যে বিষম জ্বালা ঝালাপালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঝালাফালা [স জ্বালা>] *বিণ* খুব বিরক্ত। 'এমনি ঝালাফালা হয়ে বসে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঝালি, ঝালী [মুণ্ডারি] ১ *বি* বেতের ঝুড়ি। 'সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বাদিয়ার ঝালী বয়ে ফিরি দেশে দেশে।' *জসীম*, ১৯৩৩। ২ *বি* ঝুলন খেলা। 'ঝালি খেলে চণ্ডী সহ সখিগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝালিআরজল [মু ঝালি>+স জল] *বি* মরীচিকা। 'ঝালিআর জল যেন তখনে পালাইল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঝালোর [হি ঝল্লরী] *বি* বস্ত্র অথবা অলংকারের কারুকার্যময় ও ঝুলন্ত অংশ। *ওসাঁ*, ১৭৮২। *দ্র* **ঝালর**

ঝি [স দুহিতা] **১** *বি* কন্যা। 'গোআলের বহু ঝি লইআঁ জাইব আহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'চৌষট্টি জুগিনী মেলে যুদ্ধ কৈল তোমা ঝিএ দেখ্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গৃহস্থালি কাজের জন্য নিযুক্ত নারী; পরিচারিকা। 'মনে কচ্ছো ঝি রাখবে?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ঝি-গিরি [ঝি+ফা গিরি] *বি* পরিচারিকার কাজ। 'ঘুঁটে দিয়ে ঝি-গিরি করে মরলাম।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ঝি-বৃত্তি [ঝি+স বৃত্তি] *বি* পরিচারিকার কাজ। 'বাবুদের বাড়ির ঝি-বৃত্তি করলে।' *তারা*, ১৯৪৬।

ঝিয়ের কাজ *বি* পরিচারিকার কাজ। 'মা নিজেদের অংশটায় ঝিয়ের কাজ করছেন।' *তারা*, ১৯৪৩।

ঝিঅর [স দুহিতা] *বি* কন্যা। 'সুক্রবার দিনে গো ঝিঅর করিব হবিস্য।' *রামাই*, ১৭১০।

ঝিআরি, ঝিআরী [স দুহিতা] *বি* ঝি; কন্যা। 'হআঁ তোঁ গোআল ঝিআরী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ঝিআরি বলিআ তাক করিল সম্ভাসন।' *রামাই*, ১৭১০।

ঝিউ [স দুহিতা] *বি* কন্যা। 'তার ঝিউ হআঁ তোর কেহ্নে হেন চীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঝিউড়ি, ঝিউড়ী [স দুহিতা] *বি* কন্যা। 'লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'কি ঝিউড়ি, কি বউ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ঝিঁক [স শৃঙ্গ] *বি* চুলার উঁচু অংশ, যেখানে হাঁড়ি বসে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঝিঁকা মারা, ঝিঁকে মারা [ধ্বন্যা ঝিকা>] **১** *ক্রি* দাঁড় টানা। 'ঝিঁকে মারতে মাঝিদের কাল ঘাম ছুটবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *ক্রি* হেঁচকা টান দেওয়া। 'দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিঁকা মারিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঝিঁকুর [স কঙ্কর] *বি* কাঁকর। 'তৃণ-ধূলি ঝিঁকুর সব একত্র করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঝিঁঝট খাম্বাজ [হি ঝিংঝোটী+স স্তম্ভ] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী ঝিঁঝট খাম্বাজ – তাল আড়া ঠেকা।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ঝিঁঝিঁ [ধ্বন্যা] **১** *বি* ঝিঁঝি পোকার ডাক। 'ঘাসের মধ্যে ঝিঁঝিঁ ক'রে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **২** *বি* ঝিঁঝিঁ শব্দ করে এমন পোকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ঝিঁঝিঁ ধরা *ক্রি* ঝিম ঝিম করা। 'হাতে ঝিঁঝিঁ ধরে যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ঝিঁঝিট [হি ঝিংঝোটী] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী ঝিঁঝিট।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ঝিক *বি* মাটির চুলার তিন চূড়া যার উপর হাঁড়ি বসানো হয়। 'কাঁচা মাটি আনিয়া গড়ি তিন ঝিক।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ঝিক ঝিক [ধ্বন্যা] **১** *বি* আলোর চঞ্চল দীপ্তি বা প্রভা প্রকাশ। 'একটি প্রশস্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিক ঝিক করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* ঝলমল। 'এক-এক জায়গায় একটু-একটু স্বচ্ছ জল ঝিক ঝিক করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঝিকটিক [ধ্বন্যা] *বি* ঝিকিমিকি রং। 'গালের ঝিকটিকগুলো দেখা যাচ্ছিল না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ঝিকমিক [ধ্বন্যা] *বিণ* ঝলমল। 'সে স্থানে তেজস্কর ঝিকমিক করে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঝিকা [ধ্বন্যা] *ক্রি* ঝলমল করা। 'নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে আলোকে ঝিকিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঝিকিয়া-ওঠা[১] [ধ্বন্যা ঝিক>] *বিণ* ঝলমল করে এমন। 'আলোতে ঝিকিয়া-ওঠা ঘট কাঁখে পল্লীমেয়েদের/ ঘোমটায় গুণ্ঠিত আলোকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ঝিকিয়ে ওঠা[২] *ক্রি* হেলেদুলে চলা। 'আঁশটে দুধরাজের মত ঝিকিয়ে উঠছে দোতলার ঘরে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঝিকিঝিক [ধ্বন্যা] *বি* উজ্জ্বল। 'গায়ে আলো করে ঝিকিঝিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঝিকমিকানি [ধ্বন্যা ঝিকমিক>] *বি* ঝিকমিক করার ভাব। 'সাইকেলের ঝিকমিকানিটাকে জোজ্বালির ঝলসানির মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঝিকমিকি [ধ্বন্যা ঝিকমিক>] *বি* উজ্জ্বলতা। 'রাধিকার রত্ন-অলংকারের ঝিকমিকি।' *অবন*, ১৯২৫।

ঝিকিমিকি, ঝিকীমিকী [ধ্বন্যা ঝিকমিক] **১** *বি* উজ্জ্বলতা। 'কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি।' *জ্ঞান*, ১৬০০। **২** *বিণ* উজ্জ্বল। 'কণ্ঠেতে সোনার হার করে ঝিকীমিকী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *বি* ঝলমল। 'সায়াহ্নকিরণ জলে করিত গো ঝিকিমিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। *বিণ* ঝলমলে। 'মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে ... ঝিকিমিকি আলোয় ছায়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঝিঙা, ঝিঙে [মু ঝিঙ্গা, স ঝিঙ্গক] *বি* সবজি বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ঝিঙা না ভাজিয়া ভাজিলে ঝিঙ্গা ছন্দ ফুঁকিবে শিঙ্গা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'ঘরের ওধারে জাংলার পরে ঝিঙা ও সিমের লতা।' *জসীম*, ১৯৫১।

ঝিঙে ফুল *বি* ঝিঙে লতার ফুল। 'সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ঝিঙে ফুল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঝিঙ্কুর [হি] *বি* ঝিঁঝি পোকা। 'ঝিঙ্কুরে শিখিনী ভেক পাপিয়ার রোলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঝিঙ্গা [মু ঝিঙ্গা, স ঝিঙ্গাক] *বি* সবজিবিশেষ। 'নারিকেল দিয়া রান্ধিলেক ঝিঙ্গা।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'ঝিঙা না ভাজিয়া ভাজিলে ঝিঙ্গা ছন্দ তখনি ফুঁকিবে শিঙ্গা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঝিঙ্গে[১] [স ঝিল্লী] *বি* ঝিঁঝিঁ। 'পাও ঝিঙ্গে হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝিঙ্গে[২] [মু ঝিঙ্গা, স ঝিঙ্গাক] *বি* সবজিবিশেষ। 'ঝিঙ্গে লাউ কুমড়োর পুল।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

ঝিঝি [স ঝিল্লী] **১** *বি* ঝিঁঝি পোকা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* নিদ্রিত; জড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝিটি [স ঝিণ্টী] *বি* গুল্ম বিশেষ। 'আহড় বিহড়ে চুণ্ডে ঝাউ ঝিটি ঝাকনা গহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝিণ্টী [স] *বি* ঝাঁটি ফুল বা গাছ। 'কিংশুক ধাতকী ঝিণ্টী তোলে মুচকুন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ঝিনই, ঝিনাই [স শুক্তিক] *বি* ঝিনুক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝিনঝিন [ধ্বন্যা] **১** *বি* অব্যাহত ঝিনঝিন শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* রক্ত চলাচল বন্ধের কারণে কোনো প্রত্যঙ্গের ঝিমঝিম অনুভূতি। 'কোমর টন টন করছে, পা ঝিন ঝিন করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বি* সেতারের ধ্বনি। 'ঝিনি ঝিনি ঝিন ঝিন ইমনকল্যাণ বাজিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঝিনি ঝিনি [ধ্বন্যা] **১** *বি* ঘণ্টার ধ্বনি। 'চলেছে গোরুর গাড়ি, ঝিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বি* সেতারের ধ্বনি। 'ঝিনি ঝিনি ঝিন ঝিন ইমনকল্যাণ বাজিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*,

১৯০৭। ৩ *বি* ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। 'ঝিল্লির ঝিমানি-ঝিনিঝিনি/ শুনি যেন মোর প্রতি রক্ত-বিন্দু-মাঝে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঝিনুক [স শুক্তি] ১ *বি* শামুকের মতো শক্ত খোলা বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী; শুক্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সমুদ্রের তলদেশে, স্থানে স্থানে একজাতীয় বড় শুক্তি বা ঝিনুক আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* ধাতুনির্মিত ঝিনুকাকৃতি চামচ। 'দুধ খাওয়াইবার পিতলের ঝিনুকটি তুলিয়া রাখিয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* সামান্য পরিমাণ। 'পুত্র মোর দুধ পায় নাই এক ঝিনুক।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ঝিনুকবাটি [স শুক্তিক+স বাটি] *বি* শিশুদের খাওয়ানোর কাজে ব্যবহৃত ঝিনুকের তৈরি বাটি। 'দোলা, চুষিকাটি, ঝিনুকবাটি, মায়ের কোল ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঝিম [ধ্বন্যা] *বি* ক্লান্তিজনিত অবসন্নতা। 'ঝিম ছাড়ি মন আর কাজেত না যাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঝিমকিনি [ধ্বন্যা ঝিম>] *বি* ঝিমানি। 'এক একবার ঝিমকিনি ভাংলে মনে কচ্চেন যেন উড়চি!' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঝিম ঝিম [ধ্বন্যা] ১ *বি* নেশাদ্রব্য গ্রহণের ফলে আচ্ছন্নতার ভাব। 'ঝিম ঝিম ঝুম ঝুম ঝুম ... মাথা টলছে, বুকটায় হাত দাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বি* শিহরণ নির্দেশক অনুভূতি। 'মানসম্ভ্রম যা-কিছু ছিল সমস্ত যেন ঝিম ঝিম করে আমার গা বেয়ে নেবে গিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৩ *বি* নূপুরের শব্দ। 'ঝিমঝিম রিমঝিম – রিমিরিমি রিম ঝিম বাজে পাঁইজোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঝিমধরা *বিণ* ঝিম মেরে থাকে এমন। 'ঝিমধরা রেলগাড়ি সর্পিল গতিতে এসে পৌছয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঝিমঝিমানি [ধ্বন্যা ঝিম>] *বি* দুর্বলতা বা মানসিক চাপে সৃষ্ট এক ধরনের শারীরিক অবস্থা। 'মাথার ঝিমঝিমানি বাড়িয়া গিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৯।

ঝিমন্ত [ধ্বন্যা ঝিম>] *বিণ* ঘুমের আবেশে ঢুলছে এমন। 'মধ্যদিনের আকাশ আমার হয়েছে তন্দ্রাতুরা, ঝিমন্ত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

ঝিমমারা *বিণ* ঝিমিয়ে আছে এমন; নিস্তব্ধ। 'দুপাশে ঝিমমারা ঘর বাড়ী, দহলিজ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ঝিমানি [ধ্বন্যা ঝিম>] *বিণ* ক্লান্তিপূর্ণ। 'ঝিল্লির ঝিমানি-ঝিনিঝিনি/ শুনি যেন মোর প্রতি রক্ত-বিন্দু-মাঝে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঝিমায়িত *বিণ* ঝিমোচ্ছে এমন। 'নিদ্রিত সভাপতি ও ঝিমায়িত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ঝিমি ঝিমি [ধ্বন্যা ঝিম>] *বিণ* রাতের নিস্তব্ধতায় যে শব্দ শোনা যায় তেমন। 'চাঁদের আলোয় শুভ্র তনু, ঝিমি ঝিমি গীত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ঝিমিক ঝিম [ধ্বন্যা ঝিম>] *বি* নাচের তাল। 'রিমিক ঝিম ঝিমিক ঝিম।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ঝিমুনি [ধ্বন্যা ঝিম>] *বি* ঘুমের আবেশে ঢুলুনি। 'আমাদের সুখ ঝিমুনিতে।' *প্রমথ*, ১৯০২।

ঝিমুনো [ধ্বন্যা ঝিম>] *ক্রি* নেশা বা তন্দ্রার আবেশে চোখ বন্ধ ক'রে ঢোলা। 'আমি বসে থাকি। শরীর ঝিমুচ্ছে!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ঝিমা, ঝিমানো [ধ্বন্যা ঝিম>] ১ *ক্রি* ঘুমে ঢুলে পড়া। 'ঝিমাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* ঝি ঝি ধরা; খিল ধরা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *ক্রি* মাথা ঘোরা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৪ *ক্রি* ঘুমানো। 'হিমের রাতে আমরা জাগি আমরা কভু ঝিমাই নে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। ৫ *বিণ* ঘুম ধরিয়ে দেয় এমন। 'একটা ঝিমানো সুর এসে কানে ফিসফিস করে।' *শামসুল*, ১৯৬২। **ঝিমে** *ক্রি* ক্লান্তিতে অবসন্ন থাকে। 'ঝারিয়া রাখহ মন ঝিমে অনুক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঝিমিয়ে নেওয়া *ক্রি* বিশ্রাম নেওয়া। 'চলব সারারাত, মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঝিমিয়ে-পড়া *বিণ* স্তিমিত। 'এ জায়গাটা ঝিমিয়ে-পড়া ঝাপসা চেতনার দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ঝিয়ারি, ঝিয়ারী [স দুহিতা] *বি* কন্যা। 'রাজার ঝিয়ারী বয়সে কিশোরী।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'কোন রাক্ষসের পুরে ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ঝিরঝির [ধ্বন্যা] ১ *বি* বৃষ্টি পড়ার শব্দ। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঝিকঝিক ঝিকমিক ঝিকিমিকি ঝিনঝিন ঝিরঝির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* ধীরগতিতে জল প্রবাহিত হওয়ার শব্দ। 'একটুখানি জল ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঝিরঝিরে [ধ্বন্যা ঝিরঝির>] *বিণ* মৃদু বেগে প্রবাহিত। 'সকাল বেলাকার এই ঝিরঝিরে বাতাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঝিরি ঝিরি [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* ঝিরঝির শব্দ ক'রে। 'তাই ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *ক্রিবিণ* ঝিরঝির করে। 'কাঁপে ঝিরিঝিরি বাতাসের শাড়ি।' *নীরেন*, ১৯৫০। ৩ *বিণ* মৃদুমন্দ বেগে বাতাস প্রবাহিত হয় এমন। 'ঝিরিঝিরি ফাল্গুনের পরে বৈশাখের সুখের শিখর।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

ঝিল [প্রা ঝিল্ল] *বি* জলাশয়। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ঝিল হইতে জলসেচনের দ্বারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ঝিলবিল [প্রা ঝিল্ল+স বিল] *বি* ঝিল ও বিল। 'নদীনদে, ঝিলবিল হ্রদে, মাছ ধ'রে খায় মালা জেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঝিলকানো [ধ্বন্যা ঝিল>] *ক্রি* ঝিলিক দেওয়া। 'তবু তার আঙুলের পঞ্চমুদ্রার বঙ্কিম ভঙ্গিতে বিধাতা ঝিলকিয়ে ওঠেন হঠাৎ।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫; 'এ হৃদয় যেন ঝিলকিয়ে কখনো উঠতে চায়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ঝিলম *বি* কাশ্মীরের নদীবিশেষ। 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ঝিলমিল [ধ্বন্যা] ১ *বি* জানালার খড়খড়ি। 'ঝিলমিল শার্সি কে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *ক্রি* ঝিলমিল করে ওঠা। 'রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ঝিলিমিলি[১] *বি* জানালার খড়খড়ি। 'তোমার বাতায়নের ঝিলিমিলি খুলে রেখো।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ঝিলিমিলি[২] [ধ্বন্যা] ১ *বি* উজ্জ্বলতা প্রকাশক ভাব। 'ঝিলিমিলি করে পাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* ঝিলঝিল করে এমন। 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ঝিলিক [স ঝলক] *বি* চমক; ঝলক। 'সূর্য যেথায় অস্তে নামে ঝিলিক মারে মেঘে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঝিলিক-দেওয়া *বিণ* ঝিলিক দিয়ে ওঠে এমন। 'ঝিলিক-দেওয়া ব্যথা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ঝিলিক মিলিক *বি* ঝিলিমিলি। 'কোন সাগরের ঝিলিক মিলিক।' *জসীম*, ১৯৪৯।

ঝিলিক হানা *ক্রি* মুহূর্তের জন্যে আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া। 'ঝিলিক হানে চোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ঝিল্লি, ঝিল্লী [স] *বি* ঝিঁঝিঁ পোকা। 'ঝিল্লিরবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ঝিল্লিঝংকৃত [স] *বিণ* ঝিঁঝি পোকার শব্দে মুখরিত। 'ঝিল্লিঝংকৃত রাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঝিল্লিঝঙ্কৃত [স] *বিণ* ঝিঁঝি পোকার শব্দে মুখরিত। 'ঝিল্লিঝঙ্কৃত নিশীথে পথে যেতে বাঁশরিতে শেষ গান পাঠাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঝিল্লিঝনক [স] *বিণ* ঝিঁঝি পোকার শব্দবিশিষ্ট। 'আষাঢ়ের ঝিল্লিঝনক রাত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ঝিল্লিধ্বনি [স] *বি* ঝিঁঝি পোকার শব্দ। 'কেবল ঝিল্লিধ্বনি শোনা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঝিল্লিমন্দ্র [স] *বি* ঝিঁঝি পোকার শব্দ। 'ঝিল্লিমন্দ্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঝিল্লিমন্দ্রিত [স] *বিণ* ঝিঁঝি পোকার শব্দে মুখরিত। 'ঝিল্লিমন্দ্রিত খদ্যোতখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঝিল্লিমুখর, ঝিল্লীমুখর [স] *বিণ* ঝিঁঝি পোকার শব্দে মুখরিত। 'ঝিল্লীমুখর পল্লীভবন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১; 'ঝিল্লিমুখর বেণুবীথিকার ছায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঝিল্লিরন্ধ্র [স] *বি* চামড়ার পাতলা আবরণে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূপ থাকে। 'অসংখ্য ঝিল্লিরন্ধ্রে যাদের গোপন বাসর।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঝিল্লিরব [স] *বি* ঝিঁঝি পোকার শব্দের মতো একটানা ধ্বনি। 'ঝিল্লিরবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ঝিল্লিস্বন [স] *বি* ঝিঁঝি পোকার ডাক। 'ঝিল্লিস্বনে তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে বীণার তন্ত্রীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ঝিল্লিস্বর [স] *বি* ঝিঁঝি পোকার শব্দ। 'পাখি-গান নাই, আছে ঝিল্লিস্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

ঝিহি [স ঝিল্লী] *বি* ঝিঁঝি পোকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝী [স দুহিতা] *বি* কন্যা; দুহিতা। 'আর জাইতেঁ না পাইবেঁ গোআলার ঝী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঝুঁকা [হি ঝুকা] **১** *ক্রি* ঝাঁপিয়ে পড়া। 'একেবারে ঝুঁকে পড়ে কুক্কুর সকল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *ক্রি* হেলা। 'পাহাড় সমুদ্রের জলের উপর খুব ঝুঁকে পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঝুঁকিয়া পড়া *ক্রি* আকৃষ্ট হওয়া। 'শ্রীমতি ... দিকে, কাজেই, ঝুঁকিয়া পড়িলাম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঝুঁকি [হি ঝোংকি] **১** *বি* ভার; দায়িত্ব। 'কেহ এমন ভয়ানক কপাল পরীক্ষার ঝুঁকি লইলেক না।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* তত্ত্বাবধান। 'দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ঝুঁকী [হি ঝোংকি] *বি* বিপদের আশঙ্কা থাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ঝুঁটা[১] [স জূট] *বি* ঝুঁটি। 'সক্রোধ তপলোক ব্যাপিলেক ঝুঁটা।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঝুঁটা[২], **ঝুঁটো** [হি জুটা] **১** *বি* মিথ্যা। 'ঝুঁটা।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বিণ* নকল। 'পৃথিবীর ছোটো এবং বড়ো, খাঁটি এবং ঝুঁটা, সমস্ত বড়োত্বের গোরস্থান করিয়া রাখিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঝুঁটি [স জূট] **১** *বি* খোঁপা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* চূড়া ক'রে বাঁধা চুল। 'ঝুঁটি খুলে দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে উকুন বাছতে আরম্ভ করে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বি* মুলার মুখের কাছের পাতার গুচ্ছ। 'মুলার ঝুঁটি ঝুলিয়ে নাকে।' *সুকুমার*, ১৯২০। **৪** *বি* মাথায় গজানো মাংসপিণ্ডবিশেষ। 'লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগিটা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঝুঁটিওয়ালা *বিণ* ঝুঁটিযুক্ত। 'লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগিটা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঝুঁটো *দ্র* **ঝুঁটা**

ঝুঁটোপুটি [হি ঝোংটা>] *বি* ঝামেলা। 'তার পর থেকে ঝুঁটোপুটি চলল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঝুঁপড়ি [প্রা ঝুম্পড়া] *বি* কুটির। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝুট [হি] *বি* মিথ্যা কথা। 'পাগলাই না করিহ না ছাড়হ ঝুট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঝুটবাত [হি] *বি* মিথ্যা কথা। 'ওফাত হয়েছে? ঝুটবাত! আলবত!' *নজরুল*, ১৯২৮।

ঝুটমুট *ক্রিবিণ* মিছামিছি। 'ঝুটমুট ক্যান চইলা যান, শুনলেন না ত!' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঝুটা[১], **ঝুটো** [হি] **১** *বি* উচ্ছিষ্ট খাবার। 'বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মিথ্যা। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'কস্য কালে জেয়াদা জাহির করি ঝুটা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'যে কথা নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না কিংবা ঝুটো বলে জানেন।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **৩** *বিণ* নকল; আসল নয় এমন। 'প্রবাল আসল ও ঝুটা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'টাকা দিতে চায় না, কে নাকি বলেছে ঝুটো গহনা।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ঝুটা[২] [স জূট>] *বি* চুলের বেণী; খোঁপা। 'ঝুটা মুকুতার লতা লোলক সহিত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঝুটাপুটি, ঝুটোপুটি [স জূট>] **১** *বি* চুলাচুলি; তর্কাতর্কি। 'সমাজে ও সমাজের কলে মাঝে-মাঝে ঝুটাপুটি বাধিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* জাপটাজাপটিপূর্ণ। 'তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঝুটো *দ্র* **ঝুটা**

ঝুঠা [হি ঝুটা] *বিণ* মিথ্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝুড়ি[১] [মুণ্ডারি] *বি* বাঁশ বা বেতের তৈরি পাত্র। 'হাথে নড়ি কাখে ঝুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝুড়ি ঝুড়ি [মুণ্ডারি ঝুড়ি>] *বিণ* প্রচুর। 'আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা কহি ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঝুড়ি[২] *বি* গালা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝুড়েন [স ঝাট্>] *বি* ঝাঁটা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝুণা[১] [স জীর্ণ] *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'এগুলোর নাম হচ্ছে ঝুণা, রঙ, সরকারে আলী, খাসা, সবনাম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঝুণা[২] [হি ঝিণা] *বিণ* সূক্ষ্ম। 'ঝুণা শব্দটা এসেছে হিন্দী ঝিণা থেকে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঝুন্টি *বি* ঝুঁটি। 'দেখছ নেড়ে ঝুন্টি ধরে বাচ্চা কেমন চটপটে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ঝুনঝুন [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব পদার্থে ঠোকা লাগার শব্দ। 'প্লেট কাঁটা চামচের মধ্যে টুংটাং ঝুন ঝুন চলছেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঝুনঝুনি [ধ্বন্যা ঝুনঝুন] **১** *বি* নূপুরের মতো ঝুন ঝুন শব্দ। 'যে পথে পলায় শশকেরা শুনি ঝরনার ঝুনঝুনি।' *নজরুল*, ১৯২৯। **২** *বি* ঝুনঝুন শব্দ করে এমন ঘণ্টি। 'রাস্তায় দেখি ফেরিঅলা একটা ঠেলায় পিরিচ-পেয়ালায় দোকান সাজিয়ে ঝুনঝুনি বাজিয়ে চলেছে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

ঝুনা, ঝুনো [স জীর্ণ] **১** *বিণ* (নারকেলের বেলায়) পাকা। 'মাকড়ের

হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* মানসিকভাবে পরিপক্ব। 'আমার এ ঝুনো মাথায় বিনুর দন্তস্ফুট করবার জো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* বয়স্ক। 'অত্যন্ত ঝাঁজালো ঝুনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে ..।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বিণ* পুরানো। 'একটা ঝুনো বাসার দরজায় কড়া নাড়তে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ঝুপ [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'ঝুপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঝুপঝাপ [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* কঠিন বস্তু জলে পড়ার ভাবপ্রকাশক। 'পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপঝাপ শব্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *ক্রিবিণ* ঝুপঝাপ শব্দ ক'রে। 'কত বড়ো পাথরের চাপ জলে খসে পড়ে ঝুপঝাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঝুপ ঝুপ [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* অব্যাহত ঝুপ শব্দ ক'রে। 'ঝুপ ঝুপ জলের উপরে মাছ তোলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* বৃষ্টি পড়ার ভাবপ্রকাশক। 'ঝুপ-ঝুপ শব্দ আর ঝরঝর পাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বি* পানিতে মাটি ভেঙে পড়ার শব্দ। 'নদীর তীব্র স্রোতে তীর থেকে ক্রমাগতই ঝুপ ঝুপ করে মাটি খসে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বি* পানিতে ক্রমাগত ডুবার শব্দ। 'ঝুপ ঝুপ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঝুপঝুপিয়ে *ক্রিবিণ* ঝুপঝুপ শব্দ ক'রে। 'ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন/ বাঁশের বনে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ঝুপকি [প্রা ঝুম্পড়া] *বি* ঝোপ। 'নদীতীরে ঝুপকি হইয়া থাকা গোলগাছের সবুজ সারিও ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঝুপড়ি [প্রা ঝুম্পড়া] *বি* ছোটো ঘর। 'ঝুপড়ি বান্ধিআ এক পাশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝুপড়ি ঘর *বি* এক ধরনের কুঁড়েঘর। 'এক নেকড়িয়া এক ঝুপড়ি ঘরের ভিতর ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ঝুপরি [প্রা ঝুম্পড়া] *বি* ঝুপড়ি; ডালপালা, লতাপাতা দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘর। 'ঘরতো নয় ঝুপরি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঝুপসি [প্রা ঝুম্পড়া] ১ *বি* ঝুপড়ি। 'ঝুপসির ভিতরে, অন্যান্য নৌকোর কাছে, জঙ্গলের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* পোটলা। 'ভিজিয়া ঝুপসি হইতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। ৩ *বি* গাছবিশেষ। 'ঝুপসি গাছের ডাল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ঝুপসি অন্ধকার [প্রা ঝুম্পড়া+স অন্ধকার] *বি* ঘোর অন্ধকার। 'লিচুগাছগুলোর তলায় ঝুপসি অন্ধকারে শুকনো পাতায় ওরা একটা সর-সর শব্দ শুনতে পেল।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ঝুপি [প্রা ঝুম্পড়া] *বি* তৃণনির্মিত কুটির। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঝুপ্পা *বি* ঝুটি। 'কাল ঝুপ্পাটি হাওয়ায় উড়িতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ঝুবড়ি [প্রা ঝুম্পড়া] *বি* কুটির। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঝুমক [ধ্বন্যা] *বি* ঝুমুর। 'হাসি খেলি সকলে ঝুমক গায় গীত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঝুমকা, ঝুমকো [ধ্বন্যা] ১ *বি* ঝুমকা ফুলের মতো কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'তাবিজ, বাজু, স্বর্ণ, পঞ্চনরি, পাসা, ঝুমকা, ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* ঘণ্টার মতো দোলায়মান এক প্রকার ফুল। 'কুটিরেতে বেড়ার পরে দোলে ঝুমকালতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'আপন রং ঘুচাল ঝুমকোলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

ঝুমকালতা, ঝুমকোলতা [ধ্বন্যা ঝুমকা+স লতা] *বি* ঝুমকো ফুলের লতা। 'কুটিরেতে বেড়ার পরে দোলে ঝুমকালতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'আপন রং ঘুচাল ঝুমকোলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

ঝুমকো-জবা [ধ্বন্যা ঝুমকা+স জবা] *বি* ঝুমকা ফুলের আকৃতিবিশিষ্ট জবা ফুল। 'ঝুমকো-জবা দোলায় দুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

ঝুমকি [ধ্বন্যা ঝুম>] *বি* ঝুমঝুমি। 'তাল্বিন ঝুমকি বাজায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ঝুমঝুম [ধ্বন্যা] ১ *বি* বৃষ্টি পড়ার শব্দ। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ ... ঝিরঝির ঝুনঝুন ঝুপঝুপ ঝুমঝুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ২ *বি* নূপুরের পুনঃপুন ধ্বনি। 'ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এল গো।' *নজরুল*, ১৯৩৫। ৩ *ক্রিবিণ* ঝুমঝুম শব্দ ক'রে। 'রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ঝুমঝুমি [ধ্বন্যা ঝুমঝুম>] ১ *বি* নদীবিশেষ। 'ধাইল ঝুমঝুমি করিআ দামাদামী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শব্দ করে এমন খেলনাবিশেষ। 'ঝুমঝুমি বাজিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঝুমঝুমিয়ে [ধ্বন্যা ঝুমঝুম>] *ক্রিবিণ* ঝুমঝুম ক'রে। 'নিশুতি রাত ঝুমঝুমিয়ে আর্তনাদের বর্শা এল ছুটে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

ঝুমরা নাচ [ধ্বন্যা ঝুমুর+নাচ] *বি* ঝুমুর নাচ। 'ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এল গো।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ঝুমরো [মু ঝোলা] *বিণ* ঝুলন্ত। 'ঝুমরো বটের ঝুরি মোদের ঝুলনের ঝোলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ঝুমা [মু ঝোলা] *ক্রি* ঝোলা। 'পাণ্ডুর চাঁদ ঝুমিছে গগন কোণে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ঝুমুকা [ধ্বন্যা] *বি* ঝুমকো ফুলের মতো কানের অলঙ্কার। 'ঝুমুকা সোনার জোড়া।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

ঝুমুর [ধ্বন্যা] ১ *বি* নাচ যোগে পরিবেশিত সংগীত-বিশেষ। 'ঝুমুরের গীত গায়, বেহালা বাজায়।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* নাচ। 'মনটা ঝুমুর দিয়ে ওঠে।' *জীবন*, ১৯৪৮। ৩ *বি* নূপুর। 'কাঠবিড়ালের পায়ে ঝুমুর।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

ঝুমুর ঝুমুর [ধ্বন্যা] *বি* নূপুরের শব্দ। 'শিরীষের পাতায় নূপুর,/ বাজে তার ঝুমুর ঝুমুর।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ঝুমুরের দল *বি* ঝুমুর নৃত্যের দল। 'দলটি একটি ঝুমুরের দল।' *তারা*, ১৯৪২।

ঝুরঝুর [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* মৃদু। 'নারকেল-পাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* ক্রমাগত পড়ার মৃদু শব্দ। 'ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করে।' *জসীম*, ১৯৩৩। ৩ *বি* ছোটো কিছু পড়ার ভাব। 'ঝুরঝুর করে, ডাল থেকে নাড়া পেয়ে আরো কত শিউলি যে ছড়িয়ে পড়ত।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

ঝুরঝুরে *বিণ* জীর্ণ। 'ঝুরঝুরে প'ড়ো ঘরে থুরথুরে বুড়ী।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ঝুরন [স ক্ষর্>] *বি* ক্রন্দন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝুরা [স ক্ষর্>] ১ *ক্রি* কান্না করা। 'একসরী ঝুরো মো কদমতলে বসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ঝরা। 'দুই ভুরু হস্তে বিন্দু ঝুরিতে লাগিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *ক্রি* ঝরে পড়া। 'এসো গো হৃদয়ে এসো, ঝুরিছে হেথায় লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **ঝুরি** *ক্রি* কান্না করি। 'আমি ঝুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে।' *মুরারি*, ১৫৭০। **ঝুরিয়া** *ক্রিবিণ* গুমরিয়ে। 'ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০। **ঝুরে** ১ *ক্রি* কাঁদে। 'মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ঝরে। 'ভেদ-পরিচয় দেয় না আমার ওই খেদে ঝুরে আঁখি।' *লালন*, ১৮৯০। **ঝুরো** *ক্রি* অশ্রু বর্ষণ করি; কান্না করি। 'একসরী ঝুরো মো কদমতলে বসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ঝুর‍্যা** *ক্রি*

দুঃখে। 'মূর্তি দেখ্যা সদাই মদন ঝুর্যা মরে।' *মানিকরাম, ১৭৮১।* **ঝূর** *ক্রি* কাঁদে। 'সুনি ধনি মনহুদি ঝূর।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

ঝুরা [স চূর্ণ>] *বি* ঝুরঝুরে। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

ঝুরি [স দুল্>] **১** *বি* গুচ্ছ। 'মনোহর মুকুতার ঝুরি।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।* **২** *বি* ঝুলন্ত শিকড়। 'বটের ঝুরির দোলনাতে হায় দুলিছে শিশু।' *নজরুল, ১৯২৮।*

ঝুরিনামানো *বিণ* ঘনীভূত। 'কোথায় চলে গিয়েছিলাম ঝুরিনামানো সন্ধ্যাবেলা?' *শঙ্খ, ১৯৬৬।*

ঝুরু-ঝুরু, ঝুরুঝুরু [ধ্বন্যা] **১** *ক্রিবিণ* ঝুরঝুর ক'রে। 'জানলা দিয়ে পশিছে ঘরে বাতাস ঝুরুঝুরু।' *রবীন্দ্র, ১৮৯০।* **২** *বিণ* অবিরত ঝরছে এমন। 'ঝুরু-ঝুরু ঝরা পাতা হুহু হাওয়ার কাণ্ড।' *অমিয়, ১৯৩৯।* **৩** *বিণ* মৃদুমন্দ। 'তাই ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩।*

ঝুরো [স চূর্ণ] **১** *বিণ* ঝরে গেছে এমন। 'পড়ে আছে বুঝি ঝুরো ফুল।' *রবীন্দ্র, ১৮৯০।* **২** *বিণ* ঝুরঝুরে। 'মাটিটা ঝুরো।' *ওয়ালী, ১৯৪৫।*

ঝুল [স দুল্>] **১** *বি* মাকড়সার জালের সঙ্গে মেশা ধোঁয়ার কালি। 'ঝুলের ঝালর দেয়া মাকড়সার জাল।' *গুপ্ত, ১৮৫৮।* **২** *বি* পরিধেয় কাপড়ের লম্বালম্বি দৈর্ঘ্য। 'স্কার্টের ঝুল হাঁটুর ওপরে উঠে কোমর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে।' *অন্নদা, ১৯২৯।*

ঝুলকালি *বি* মাকড়সার জালের সঙ্গে মিলিত ধোঁয়ার কালি। 'ভুরুর নিচে জমালো ঝুলকালি।' *মাহমুদ, ১৯৬৬।*

ঝুল ধরা *ক্রি* পীড়াপীড়ি করা। 'বিয়ের জন্য শেষ দিকে বড্ড ঝুল ধরেছিল।' *শামসুল, ১৯৭৩।*

ঝুলঝাপপুর, ঝুলঝোপপুর [স দুল>] **১** *বি* হইচই ও শোরগোল প্রকাশক শব্দ। 'ডানপিটেরা ঝুলঝাপপুর গুলি-ডাণ্ডায় মদ্দ খুব।' *নজরুল, ১৯২৬।* **২** *বিণ* ঢিলাঢালা। 'এই ঝুলঝোপপুর পোশাকগুলো খুলে ফেলো।' *নজরুল, ১৯৩০।*

ঝুলন [স দুল্>] **১** *বি* দোলন। *বিদ্যা, ১৮৯১।* **২** *বি* দোলনা। 'এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।*

ঝুলন-উৎসব [ঝুলন+স উৎসব] *বি* হিন্দু পার্বণবিশেষ। 'বাবাজীর আখড়ার ঝুলন-উৎসব দেখার স্মৃতি।' *তারা, ১৯৪২।*

ঝুলনকুঞ্জ [ঝুলন+স কুঞ্জ] *বি* দোলনকুঞ্জ। 'ভ্রমর গুঞ্জে দোলনচাঁপার ঝুলনকুঞ্জে।' *নজরুল, ১৯৩১।*

ঝুলনখেলা [ঝুলন+স খেলা] *বি* দোলন ক্রীড়া। 'আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে ঝুলনখেলা।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩।*

ঝুলনযাত্রা [ঝুলন+স যাত্রা] *বি* হিন্দু পর্ববিশেষ। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

ঝুলনা [ঝুলন>] *বি* দোলনা। *বিদ্যা, ১৮৯১;* 'নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।' *রবীন্দ্র, ১৯০০।*

ঝুলনিয়া [ঝুলন>] *বি* দোলনা। 'সখী বাঁধো লো বাঁধো লো ঝুলনিয়া।' *নজরুল, ১৯৩২।*

ঝুলন্ত *বিণ* শূন্যে ভাসমান। 'বিকেল বেয়ে ঝুলন্ত ধোঁয়া সমস্ত বাতাসটুকু শুষে নেবার তাল খুঁজছে।' *শ্যামল, ১৯৬৭।*

ঝুলমুলে [স দুল্>] *বিণ* ঢিলা হয়ে ঝুলে পড়েছে এমন। 'চুল পেকে হয়েছে ছুড়ো চামড়া বুড়ো ঝুলমুলে।' *লালন, ১৮৯০।*

ঝুলা[১] [স দুল্>] *বি* ভিক্ষার ঝুলি। 'আঁচলা ঝুলা করুয়া কোপীন সার।' *লালন, ১৮৯০।*

ঝুলা[২] [স দুল্>] *বিণ* কুঁজো। 'নরই সরই নূলা ঝুলা পেঁচ পেঁচী আলা-ভোলা।' *লালন, ১৮৯০।*

ঝুলা[৩]**, ঝুলানো** [স দুল্>] **১** *ক্রি* ঝুলে থাকা। 'ইহার ওষ্ঠ অধরের উপর ঝুলে পড়িয়া আছে।' *মদনমোহন, ১৮৫০।* **২** *বিণ* ঝুলে আছে এমন। 'কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো থাকিত।' *রবীন্দ্র, ১৮৮১।* **৩** *ক্রি* ঝোলানো। 'বীরগণের বামপার্শ্বে ঝুলিয়া অরাতিকুলের সন্ধান লইতেছে।' *মশাররফ, ১৯০৮।* **ঝুলায়া** *ক্রি* ঝুলিয়ে। 'খস্তিক পুতিয়া, মুকুতা ঝুলায়া, কহয়ে গাহকী আগে।' *চণ্ডী, ১৫৫০।* **ঝুলি** *ক্রি* ঝুলে। 'শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা।' *গুপ্ত, ১৮৫৮।* *দ্র* **ঝোলা**

ঝুলাঝুলি [স দুল্>] *বি* অবিরাম ঝোলা। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

ঝুলানো [ঝুলন>] *ক্রি* ঝুলিয়ে রাখা। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

ঝুলে ঝুলে *ক্রিবিণ* অনবরত ঝুলে থেকে। 'মানুষ দু পায়ে খাড়া হয়ে চলে বলে তাদের হৃদ্‌যন্ত্র পাকযন্ত্র ঝুলে ঝুলে মরছে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৭।*

ঝুলে থাকা *বিণ* ঝুলে আছে এমন। 'ঝুলে থাকা বাদুড়ের মতো।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৬।*

ঝুলেপড়া **১** *ক্রি* শিথিল হওয়া। 'গালের মাংস ঝুলে পড়েছিল।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৫।* **২** *বিণ* ঝুলন্ত। 'স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৯;* 'নিচু ঝুলে পড়া ককুদ।' *হাসান, ১৯৬৯।* **৩** *ক্রি* ঝাপিয়ে পড়া; অগ্রসর হওয়া। 'ভয় কী, দুর্গা বলে ঝুলে পড়ো।' *রবীন্দ্র, ১৯২৩।*

ঝুলানদা [স দুল্>] *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'কানে বুগড়ী বা ঝুলানদা, গলায় কণ্ঠচিঞ্চি পরতেন।' *মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।*

ঝুলি, ঝুলী [স দুল্>] **১** *বি* কাপড়ের থলি। 'মহেশ ঝাড়িল ঝুলি চালু হইল কথোগুলি।' *মুকুন্দ, ১৬০০;* 'ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র রাখিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ঝুলী গ্রহণ করে।' *অক্ষয়, ১৮৫০।* **২** *বি* বাউলদের ভিক্ষার থলি। 'ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়।' *অক্ষয়, ১৮৫০।*

ঝুলোঝুলি [স দুল্>] *বি* সাধাসাধি। 'থিয়েটার-ওয়ালারা ঝুলোঝুলি করবে এটা অভিনয় করবার জন্যে।' *রবীন্দ্র, ১৯২৮।*

ঝুল্লন [ঝুলন>] *বি* ঝুলন; দোলা। 'ওরে রে বরই গাছ, ঝুল্লন দে।' *অবন, ১৯১৯।*

ঝেউয়া [স দুহিতা] *বি* ঝি; দাসী। 'শুন ঝেউয়া চেড়ী আমি মন্দ নারী।' *কেতকা, ১৬৫০।*

ঝেঁকে ওঠা *দ্র* **ঝাঁকা**

ঝেঁটোন [ঝাঁটা>] *বি* ঝাঁট দেওয়ার কাজ। 'ঘর ঝেঁটোন, ঘর নিকোন, এটাও বড় পারি নে।' *বঙ্কিম, ১৮৮২।*

ঝেঁটোনো [ঝাঁটা>] *ক্রি* ঝাঁট দেওয়া। 'চিন্তা ও কাজের ছিন্ন আবর্জনাগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সুদূরে ফেলে দিই।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।* **ঝেঁট্যায়** [ঝাঁটা>] *ক্রি* ঝাঁটা মারে। *ওসাঁ, ১৭৮২।*

ঝেঁটিয়ে-ফেলা *বিণ* ঝাঁট দিয়ে ফেলা। 'এ-যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।' *রবীন্দ্র, ১৯২৬।*

ঝেঁয়া *বি* ছোটো মাছবিশেষ। 'ঝেঁয়া মাছের ঝাঁক লেগেচে।' *বিভূতি, ১৯২৯।*

ঝেড়েঝুড়ে *দ্র* **ঝাড়া**

ঝেড়ে ফেলা *দ্র* **ঝাড়া**

ঝোঁক [ঝুঁক>] **১** *বি* আকর্ষণ; টান। 'কাহনের হিসাবেতে আহারের

ঝোঁক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* গুরুত্ব। 'নিজত্ব-প্রকাশের উপর এতটা ঝোঁক দিয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* ওঠানামা; ভঙ্গি। 'স্বরের ঝোঁক আর হাত-পা নাড়া দেখে জানছি ...।' *অবন*, ১৯২৭।

ঝোঁকা [ঝুঁক>] ১ *ক্রি* আকৃষ্ট হওয়া। 'পাড়ার মেয়েছেলে দেখিবার জন্য ঝুঁকিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *ক্রি* অবনত হওয়া; নোয়া। 'ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঝোঁটন [স জূট] *বি* ঝুঁটি। 'নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঝোঁপাল [স ক্ষুপ>] *বিণ* ঝোঁপময়; ছোটো গাছের ঝাড়ে আচ্ছন্ন। 'ঝোঁপাল গাছগুলোর পাতা সরিয়ে সরিয়ে পথ করে নিচ্ছে অন্ধকার।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঝোকড়া [স ক্ষুপ>] *বি* গুল্মবিশেষ। 'জোকড়া ঝাউ কাটে আদাড়মালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝোকা *বি* গুচ্ছ। 'সুতোয় ঝোলানো এক ঝোকা তাবিজ দোলে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঝোটন [স জূট] *বি* ঝুঁটি। 'উচ্চ ঝোটন আকারে বিরাজমান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঝোড়ঝাড় [স ক্ষুপ>] *বি* ঝোপঝাড়। 'ঝোড়ঝাড় ঝঙ্কার রাখিল নানা খাল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঝোড়া[1] [মু ঝুরি] *বি* হাতগাড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝোড়া[2] [মু ঝোলা] *বি* গাছের ঝুরি। 'বটের উচ্চশাখা যেমন তাহার নিম্নগামী অসংখ্য ঝোরাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঝোড়াচাপা *বিণ* ঝুড়িতে পুরে দেওয়া হয়েছে এমন। 'ঝোড়াচাপা মুরগির মতো জবাই হবার জন্যে অপেক্ষা করা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ঝোড়ো [ঝড়>] ১ *বিণ* ঝড় হয়ে থাকে এমন। 'জায়গাটা নাকি ভারি ঝোড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* ঝড়যুক্ত। 'নিবিড়-কৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* ঝড়ের দ্বারা পীড়িত। 'গোঁসাই একেবারে ঝোড়ো কাকের চেহারা নিয়ে এসে হাজির।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১। ৪ *বিণ* ঝড়ের মতো উত্তাল। 'স্বাধীনতা তুমি চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ঝোড়োরাত [ঝড়>+স রাত্র] *বি* ঝড়ের রাত। 'কত ঝোড়োরাতে বাদলের সাথে মেঘেতে বাজায়ে ঢোল।' *জসীম*, ১৯৩০।

ঝোপ [স ক্ষুপ] ১ *বি* ছোটো গাছের ঝাড় বা জঙ্গল। 'নিরবধি ফিরি ঝোপ দরী গিরি বাঘে সাপে নাই খায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গুল্ম। 'শ্বেতকান্তি শঙ্খাকার ভিন্ন ভিন্ন ঝোপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঝোপঝাড় *বি* ঝাড় বা জঙ্গল। 'এক তীরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে গ্রাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঝোপঝাপ *বি* ছোটো গাছের জঙ্গল। 'উঁচুনিচু জমি, কাঁটাগাছের ঝোপঝাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঝোপ বুঝে কোপ – অবস্থা বুঝে সুযোগ গ্রহণ। 'আমাদেরও ঝোপ বুঝে কোপ, মটকা মেরে বসে থাকি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ঝোপ বুঝে কোপ মারা – অবস্থা বুঝে সুযোগ গ্রহণ করা। 'বাবুদিগের মন যোগাইয়া কথাবার্তা কহেন – ঝোপ বুঝে কোপ মারেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঝোপ বুঝে কোপ হওয়া – সুযোগ বুঝে কাজ হওয়া। 'ঝোপ বুঝে কোপ হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ঝোর [স ক্ষর>] *বি* জলনালি। 'ঝোরে না চাপাও নাও বিনে ফরমান।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ঝোরা[1] [স ক্ষর>] ১ *বি* জলের উৎস। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* ঝরনা। 'আজ বিধাতার বিড়ম্বনায় চোখের জলে ঝরছে ঝোরা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ঝোরা[2] [মু ঝোলা] *বি* বট, অশথ ইত্যাদি গাছের শাখা-প্রশাখা থেকে নেমে আসা শিকড় সদৃশ জটা। 'বটের উচ্চ শাখা ... নিম্নগামী অসংখ্য ঝোরাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঝোল [স জল] *বি* তরল ব্যঞ্জন। 'যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঝোলা[1] [স জল>] *বিণ* তরল। 'ঝোলাগুড় তোলা ছিল শিকের উপরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঝোলাগুড় [ঝোলা+স গুড়] *বি* তরল ঝোলের মতো গুড়। 'ঝোলাগুড় তোলা ছিল শিকের উপরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঝোলা[2] [মু] ১ *বি* বড়ো থলি। 'ঝোলা কক্ষে, ঘটি হস্তে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ২ *বি* ভিক্ষার ঝুলি। 'ছিলাম কুলের কুলবালা স্কন্ধে নিলাম আঁচলা-ঝোলা।' *লালন*, ১৮৯০।

ঝোলাঝুলি *বি* ছোটো-বড়ো নানা ধরনের থলি। 'ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে ভুলগুলো সব আন রে বাছা-বাছা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ঝোলা[3] [মু] ১ *ক্রি* টানা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* ঢোলা। 'ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *ক্রি* দোল খাওয়া। 'বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঝুলিয়া-পড়া *বিণ* ঝুলে আছে এমন। 'একগাছা ঝুলিয়া-পড়া শুকনো কঞ্চিতে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ঝোলানো[1] *বিণ* ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এমন। 'একটা বড় আয়না এক জায়গায় ঝোলানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঝোলানো[2] *ক্রি* চাপানো; পরা। 'শাড়ির উপরে গাউন ঝুলিয়ে ডিগ্রি নিতে গেছে কনভোকেশনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঝোল্লা [মু ঝোলা] *বি* ঝুলি। 'গোল্লা পেয়ে ঝোল্লা ভরে আবার না হয় যাবেন কাজে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ঝ্যাঁটা [ঝাঁটা>] *বি* ঝাঁটা; ঝাড়ু। 'কাল হাল গরু বেচে গাঁর মুখে ঝ্যাঁটা মেরে ... পালুয়ে যাব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ঝ্যালঝেলে [ধ্বন্যা] *বিণ* ঝলমল করে এমন; ঝলমলে। 'ঝ্যালঝেলে সিল্কের শাড়ি পরে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

-ঞ *প্রথমা বিভক্তি*। 'এবেঁ দৈবকীঞ যত গবৃর্ত ধরিব।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঞন্দ্র [স ইন্দ্র] *বি* ইন্দ্র। 'ঞন্দ্রের আপদ হরো কৃপায় কেবল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঞশান [স ঈশান] *বি* ঈশান। 'ঞশান বনিতা তুমি ইন্দিয় সকল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

-ঞিঁ *সপ্তমী বিভক্তি*। 'হেন মনে গুণী বড়ায়ি গেলান্তি তথাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঞিহো *সর্ব* তিনি। 'তাঁর প্রিয়শিষ্য ঞিহো পণ্ডিত হরিদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঞিহাঁরে *সর্ব* এঁকে। 'ঞিহাঁরে পূজিবে পুরন্দর আদি রাজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঞিহাকে *সর্ব* একে। 'ঞিহাকে জিজ্ঞাসা কর।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ঞিহার *সর্ব* এঁর। 'কাজী যবন কেহো ঞিহার না কর হিংসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাংলা একাডেমি

২

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

- বাংলা ভাষার সব শব্দ একই সময়ে জন্ম নেয়নি অথবা একই সময়ে সেসব শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হয়নি। কোন শব্দ প্রথম কখন ব্যবহৃত হলো, এবং তারপর ধীরে ধীরে তার অর্থ কিভাবে বদলে গেলো, এ অভিধানে প্রধানত তা-ই দেখা যাবে। কেবল অর্থের বিবর্তন নয়, শব্দের বানান কিভাবে বদলে গেলো, সে ইতিহাসও জানা যাবে এই অভিধান থেকে।

- এই অভিধানে ভুক্তি অর্থাৎ মূলশব্দ আছে প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার। আর, এসব মূলশব্দের রূপান্তরগুলো হিসেব করলে মূলশব্দের সংখ্যা হবে প্রায় দেড় লাখ। এ ছাড়া, অর্থান্তর বোঝানোর জন্যে প্রয়োগবাক্য আছে এক লাখ ষাট হাজারের বেশি।

- আনুমানিক ১২০০ সাল থেকে শুরু করে মোটামুটি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত রচিত নানা ধরনের পুথি, দলিল-দস্তাবেজ, বই, পত্র-পত্রিকা, নথিপত্র ইত্যাদি থেকে এই অভিধানে শব্দ গৃহীত হয়েছে।

- শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই অভিধানে যেসব প্রয়োগবাক্য দেওয়া হয়েছে, তার অনেকগুলোর কালই আনুমানিক। তবে ১৭৪৩ সালের পর থেকে বেশির ভাগ প্রয়োগবাক্যের সময় সুনির্দিষ্ট।

- প্রতিটি মূলশব্দের অর্থ এবং অর্থান্তর নির্ণয় করা হয়েছে প্রয়োগবাক্য থেকে।

- প্রয়োগবাক্যগুলোর উৎস নির্দেশ করা হয়েছে কখনো গ্রন্থ, কখনো লেখক, কখনো পত্রিকা, এমনকি কখনো দপ্তরের নাম দিয়ে। এসব নামের শব্দসংক্ষেপ ছাপা হয়েছে বাঁকা হরফে।

- সাধারণভাবে ক্রিয়াপদের রূপান্তর এই অভিধানে নেই। তবে আঠারো শতকের আগেকার ক্রিয়াপদের রূপান্তরের কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছে।

- প্রতিটি মূলশব্দের পাশে সে শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে, তা বন্ধনী [ ] চিহ্নের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো শব্দের বেলায় তা আনুমানিক। আর, আদৌ জানা না-গেলে, সেসব শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়নি। যেসব শব্দের শেষে [স] লেখা আছে, সেসব শব্দ যে সবই সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ছিলো, তা নয়। বরং সেগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণ-সিদ্ধ বলে [স] লেখা হয়েছে।

- শব্দের অর্থ যথাসম্ভব সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে।

বাংলা একাডেমির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

- প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
- প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
- ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
- বাংলা উচ্চারণ অভিধান
- বাংলা বানান-অভিধান
- ছোটদের অভিধান
- সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
- আরবি-বাংলা অভিধান
- চরিতাভিধান (তৃতীয় সংস্করণ)
- বিজ্ঞান বিশ্বকোষ
- শাহনামা
- English-Bangla Dictionary
- Bengali-English Dictionary

বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান
দ্বিতীয় খণ্ড (ট–ব)

বাংলা একাডেমি

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

দ্বিতীয় খণ্ড (ট-ব)

সম্পাদক

গোলাম মুরশিদ

সহযোগী সম্পাদক

স্বরোচিষ সরকার

বাংলা একাডেমি ঢাকা

বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান কর্মসূচি
জুলাই ২০১০ – ডিসেম্বর ২০১৩
সংশোধিত: জুলাই ২০১০ – জুন ২০১৪

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৪২০/ নভেম্বর ২০১৩

বাএ ৫১৫৪

মুদ্রণসংখ্যা
৬০০০ কপি

প্রকাশক
শাহিদা খাতুন
পরিচালক
প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
এক হাজার টাকা মাত্র

BIBARTANMULAK BANGLA ABHIDHAN, DWITIYA KHANDA [A Diachronic Dictionary of Bangla Language, Second Volume]. Editor: Ghulam Murshid. Associate Editor: Swarochish Sarker. Publisher: Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Edition: November 2013. Price: Taka 1000.00 only, US $ 100.00

ISBN 984-07-5173-5

বাস্তবায়ক

শামসুজ্জামান খান

কর্মসূচি পরিচালক

শাহিদা খাতুন

সমন্বয়কারী

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম

সংকলক

আসিফ আজিজ — কল্পনা ভৌমিক
জামাল উদ্দিন জাহেদি — ফারহান ইশরাক
মতিন রায়হান — মাহফুজা হিলালী
মোঃ আমিরুল ইসলাম — মোঃ মাইনুল ইসলাম
রাজীব কুমার সাহা — শামস্ নূর

প্রকাশনা সহযোগী

মোহাম্মদ খোরশেদ আলম

শব্দসংক্ষেপ

অ	অসমিয়া
অক্ষয়	অক্ষয়কুমার দত্ত
অচিন্ত্য	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অতুল	অতুলপ্রসাদ সেন
অন্নদা	অন্নদাশঙ্কর রায়
অবন	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবোধবন্ধু	অবোধবন্ধু পত্রিকা
অমিয়	অমিয় চক্রবর্তী
অমৃত	অমৃতলাল বসু
অমৃতবাজার	অমৃতবাজার পত্রিকা
অযোধ্যা	অযোধ্যানাথ পাকড়াশি
অশ্বিনী	অশ্বিনীকুমার দত্ত
আ	আরবি
আইয়ুব	আবু সয়ীদ আইয়ুব
আকরম	মোহাম্মদ আকরম খাঁ
আখবার	মহাম্মদি আখবার পত্রিকা
আজাদ	আজাদ পত্রিকা
আনটুনি	হেন্‌সম্যান আনটুনি
আনিস	আনিসুজ্জামান
আনোয়ার	আলী আনোয়ার
আন্তোনিয়ো	দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো
আলাউদ্দিন	আলাউদ্দিন আল আজাদ
আলাওল	সৈয়দ আলাওল
আহমদী	আহমদী পত্রিকা
ই	ইংরেজি
ইংলিশম্যান	ইংলিশম্যান পত্রিকা
ইছলাম	নেদায়ে-ইছলাম পত্রিকা
ইব্রাহীম	ইব্রাহীম খাঁ
ইমদাদুল	কাজী ইমদাদুল হক
ইমান	নূর-অল-ইমান পত্রিকা
ইমাম	ইমাম পত্রিকা
ইলিয়াস	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
ইসলামিয়া	আখবারে ইসলামিয়া পত্রিকা
ইসলাহ্‌	আল-ইসলাহ্‌ পত্রিকা
ইসহাক	আবু ইসহাক
ঈশান	ঈশানচন্দ্র ঘোষ
উপ	উপসর্গ
উমর	বদরুদ্দীন উমর
উমেশ	উমেশচন্দ্র মিত্র
একব	একবচন
একাডেমি	বাংলা একাডেমির নথি
এডমন	নীল এডমনস্টোন
এডুকেশন	এডুকেশন গেজেট
এনামুল	মুহম্মদ এনামুল হক
এসলাম	শরিয়তে-এসলাম পত্রিকা
ও	ওড়িয়া
ওদুদ	কাজী আবদুল ওদুদ
ওবায়দুল্লাহ	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
ওয়াজেদ	এস ওয়াজেদ আলি
ওয়ালী	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌
ওরাঁও	ওরাঁও
ওল	ওলন্দাজ
ওসাঁ	অগুস্তাঁ ওসাঁ
কবীন্দ্র	কবীন্দ্র পরমেশ্বর
কমলাকান্ত	গোবিন্দ অধিকারী
কায়সার	শহীদুল্লা কায়সার
কালান্তর	কালান্তর পত্রিকা
কালীপ্র	কালীপ্রসন্ন সিংহ
কাশীরাম	কাশীরাম দাস
কৃত্তিবাস	কৃত্তিবাস ওঝা
কৃষ্ণকমল	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
কৃষ্ণচন্দ্র	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
কৃষ্ণদাস	কৃষ্ণদাস কবিরাজ
কৃষ্ণভাবিনী	কৃষ্ণভাবিনী দাস
কৃষ্ণরাম	কৃষ্ণরাম দাস
কেতকা	কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ
কেরি	উইলিয়ম কেরি
কৈলাস	কৈলাসবাসিনী দেবী
কোহিনুর	কোহিনুর পত্রিকা
কৌমুদী	সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা
ক্যালগে	ক্যালকাটা গেজেট
ক্রি	ক্রিয়া
ক্রিবিণ	ক্রিয়াবিশেষণ
ক্ষীরোদপ্রসাদ	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
গণবাণী	গণবাণী পত্রিকা

গরীব	ফকির গরীবুল্লাহ
গিরিশ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
গুপ্ত	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গুলিস্তাঁ	গুলিস্তাঁ পত্রিকা
গোপাল	গোপাল হালদার
গোবিন্দ	গোবিন্দদাস
গোরেসিও	গাসপেল গোরেসিও
গোলক	গোলকচরণ শর্মা
গৌর	গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার
গ্রামবার্ত্তা	গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা পত্রিকা
গ্রী	গ্রীক
ঘনরাম	ঘনরাম চক্রবর্তী
চণ্ডী	চণ্ডীদাস
চণ্ডীচরণ	চণ্ডীচরণ মুনশী
চন্দ্রিকা	সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকা
চর্যা	চর্যাপদ
চাষী	চাষী পত্রিকা
চিঠিপত্রে	চিঠিপত্রে সমাজচিত্র
চী	চীনা
চেরী	জর্জ ফ্রেডারিক চেরী
ছায়াবীথি	ছায়াবীথি পত্রিকা
ছোলতান	ছোলতান পত্রিকা
জ	জর্মন
জগদীশ	জগদীশচন্দ্র বসু
জয়তী	জয়তী পত্রিকা
জয়বাংলা	জয়বাংলা পত্রিকা
জয়ানন্দ	জয়ানন্দ
জসীম	জসীমউদ্দীন
জহির	জহির রায়হান
জা	জাপানি
জামায়াত	ছুন্নত অল-জামায়াত পত্রিকা
জিল্লুর	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
জীবন	জীবনানন্দ দাশ
জ্ঞান	জ্ঞানদাস
জ্ঞানান্বেষণ	জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা
জ্ঞানারুণোদয়	জ্ঞানারুণোদয় পত্রিকা
জ্যোতিরিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
ডানকান	জোনাথান ডানকান
ঢাকাপ্রকাশ	ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকা
তবলীগ	তবলীগ পত্রিকা
তমোলুক	তমোলুক পত্রিকা
তা	তামিল
তাঁতি	তাঁতিদের চিঠিপত্র
তারকচন্দ্র	তারকচন্দ্র সরকার
তারা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তারিণী	তারিণীচরণ মিত্র
তু	তুরকি
দক্ষিণা	দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
দর্পণ	সমাচার দর্পণ পত্রিকা
দর্শন	ইসলাম দর্শন পত্রিকা
দাশরথি	দাশরথি রায়
দিক্‌প্রকাশ	দিক্‌প্রকাশ পত্রিকা
দীচণ্ডী	দীন চণ্ডীদাস
দীনবন্ধু	দীনবন্ধু মিত্র
দীপিকা	দীপিকা পত্রিকা
দ্বিচণ্ডী	দ্বিজ চণ্ডীদাস
দ্বিজেন্দ্র	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
ধূমকেতু	ধূমকেতু পত্রিকা
ধূর্জটি	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ধ্বন্যা	ধ্বন্যাত্মক
নওরোজ	নওরোজ পত্রিকা
নজরুল	কাজী নজরুল ইসলাম
নজিবর	মোহাম্মদ নজিবর রহমান
নবনূর	নবনূর পত্রিকা
নবযুগ	নবযুগ পত্রিকা
নরেন্দ্র	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
নীরেন	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
প	পর্তুগিজ
পরশু	রাজশেখর বসু
পা	পালি
পাশা	আনোয়ার পাশা
পূর্ণচন্দ্র	সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকা
পূর্ণিমা	পূর্ণিমা পত্রিকা
প্যারী	প্যারীচাঁদ মিত্র
প্রচারক	প্রচারক পত্রিকা
প্রভাকর	সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা
প্রভাত	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রমথ	প্রমথ চৌধুরী
প্রা	প্রাকৃত
প্রেমেন্দ্র	প্রেমেন্দ্র মিত্র
ফ	ফরাসি
ফজলল	শেখ ফজলল করিম
ফয়জুন্নেছা	ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী
ফয়জুল্লাহ	মীর ফয়জুল্লাহ
ফররুখ	ফররুখ আহমদ
ফরস্টার	হেনরি পিটস ফরস্টার
ফা	ফারসি
ফোর্ট	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ
বঙ্কিম	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গদর্শন	বঙ্গদর্শন পত্রিকা
বঙ্গদূত	বঙ্গদূত পত্রিকা
বঙ্গনূর	বঙ্গনূর পত্রিকা
বঙ্গীয়	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

বড়ু	বড়ু চণ্ডীদাস
বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
বন্দে	বন্দে আলী মিয়া
বল্লভ	কবি বল্লভ
বাংলার মুখ	বাংলার মুখ পত্রিকা
বান্ধব	বান্ধব পত্রিকা
বামাবোধিনী	বামাবোধিনী পত্রিকা
বাসনা	বাসনা পত্রিকা
বাহরাম	দৌলত উজির বাহরাম খান
বি	বিশেষ্য
বিজয়	বিজয় গুপ্ত
বিণ	বিশেষণ
বিদ্যা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বিদ্যাপতি	বিদ্যাপতি
বিনোদিনী	বিনোদিনী পত্রিকা
বিপ্লবী বাংলাদেশ	বিপ্লবী বাংলাদেশ পত্রিকা
বিভূতি	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিমল	বিমল মিত্র
বিষ্ণু	বিষ্ণু দে
বীরেন্দ্র	বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বুদ্ধ	বুদ্ধদেব বসু
বুলবুল	বুলবুল পত্রিকা
বৃন্দা	বৃন্দাবন দাস
বেগম	বেগম পত্রিকা
বেনজীর	বেনজীর আহমদ
বোগল	জর্জ বোগল
ব্র	ব্রজবুলি
ভবানন্দ	ভবানন্দ
ভবানী	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
ভারত সংস্কারক	ভারত সংস্কারক পত্রিকা
ভেরলি	জঁ ভেরলি
মণীশ	মণীশ ঘটক
মদনমোহন	মদনমোহন তর্কালঙ্কার
মধু	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়
মধ্যস্থ	মধ্যস্থ পত্রিকা
মনসুর	আবুল মনসুর আহমদ
মনোজ	মনোজ বসু
মশাররফ	মীর মশাররফ হোসেন
মহাশ্বেতা	মহাশ্বেতা দেবী
মা	মারাঠি
মাইকেল	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মানিক	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মানিকরাম	মানিকরাম গাঙ্গুলি
মানোএল	মানোএল দা আসসুম্পসাঁও
মান্নান	সৈয়দ আবদুল মান্নান
মালাধর	মালাধর বসু
মাহমুদ	আল মাহমুদ
মাহেনও	মাহেনও পত্রিকা
মিত্রপ্রকাশ	মিত্রপ্রকাশ পত্রিকা
মিলার	জন মিলার
মিহির	মিহির পত্রিকা
মু	মুণ্ডারি, অস্ট্রিক
মুকুন্দ	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
মুক্তিযুদ্ধ	মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকা
মুখলেস	মুখলেসুর রহমান
মুজতবা	সৈয়দ মুজতবা আলী
মুজিব	শেখ মুজিবুর রহমান
মুনীর	মুনীর চৌধুরী
মুরশিদ	গোলাম মুরশিদ
মুরারী	মুরারী গুপ্ত
মুসলমান	মুসলমান পত্রিকা
মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
মেয়র	জর্জ মেয়র
মেয়র্স	মেয়র্স কোর্ট
মোজাম্মেল	মোজাম্মেল হোসেন
মোতাহার	কাজী মোতাহার হোসেন
মোতাহের	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
মোয়াজ্জিন	মোয়াজ্জিন পত্রিকা
মোসলেম	মোসলেম ভারত পত্রিকা
মোস্তফা	গোলাম মোস্তফা
মোহাম্মদী	মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা
মোহিত	মোহিতলাল মজুমদার
যোগীন্দ্র	যোগীন্দ্রনাথ সরকার
রওশন	রওশন হেদায়েৎ পত্রিকা
রঙ্গ	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রমেন্দ্র	রমেন্দ্রনাথ ঘোষ
রশীদ	রশীদ করীম
রসরাজ	সম্বাদ রসরাজ পত্রিকা
রাজ	রাজনারায়ণ বসু
রাজীব	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
রামনারায়ণ	রামনারায়ণ তর্করত্ন
রামপ্রসাদ	রামপ্রসাদ সেন
রামমোহন	রামমোহন রায়
রামরাম	রামরাম বসু
রামাই	রামাই পণ্ডিত
রূপরাম	রূপরাম চক্রবর্তী
রোকেয়া	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
লালন	লালন শাহ
শওকত	শওকত ওসমান
শক্তি	শক্তি চট্টোপাধ্যায়
শঙ্খ	শঙ্খ ঘোষ
শরৎ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরিয়ত	শরিয়ত পত্রিকা
শরীফ	আহমদ শরীফ
শহীদুল্লাহ	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
শামসুদ্দীন	শামসুদ্দীন আবুল কালাম
শামসুর	শামসুর রাহমান
শামসুল	সৈয়দ শামসুল হক
শাহাদাত	শাহাদাত হোসেন
শিখা	শিখা পত্রিকা
শিব	শিবনারায়ণ রায়
শিবরাম	শিবরাম চক্রবর্তী
শেখর	রায় শেখর/কবি শেখর
শৌভে	জন লুই শৌভে
শ্যামল	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
স	সংস্কৃত
সওগাত	সওগাত পত্রিকা
সংগ্রহ	বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা
সংবিধান	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
সখা	সখা পত্রিকা
সত্যার্ণব	সত্যার্ণব পত্রিকা
সত্যেন্দ্র	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সৎসঙ্গ	সৎসঙ্গ পত্রিকা
সনৎ	সনৎকুমার সাহা
সবুজ	সবুজপত্র পত্রিকা
সম্বো	সম্বোধন
সাঁ	সাঁওতালি, অস্ট্রিক
সাদত	সাদত আলী আখন্দ
সাধনা	সাধনা পত্রিকা
সাধারণী	সাধারণী পত্রিকা
সাপ্তাহিক বাংলা	সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
সাম্যবাদী	সাম্যবাদী পত্রিকা
সাহিত্যিক	সাহিত্যিক পত্রিকা
সিকান্দার	সিকান্দার আবু জাফর
সিরাজী	ইসমাইল হোসেন সিরাজী
সুকান্ত	সুকান্ত ভট্টাচার্য
সুকুমার	সুকুমার রায়
সুধাকর	মিহির ও সুধাকর পত্রিকা
সুধাবর্ষণ	সমাচার সুধাবর্ষণ পত্রিকা
সুধীন্দ্র	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
সুনীল	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সুনীলমুখো	সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
সুবল	সুবলচন্দ্র মিত্র
সুভাষ	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সুলতান	সৈয়দ সুলতান
সুলভ	সুলভ সমাচার পত্রিকা
সেবধি	শিশুসেবধি পত্রিকা
সোমপ্রকাশ	সোমপ্রকাশ পত্রিকা
স্ত্রী	স্ত্রীলিঙ্গ
স্ত্রীশিক্ষা	স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক পত্রিকা
স্বরো	স্বরোদয় পত্রিকা
হরপ্রসাদ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
হরপ্রসাদ রায়	হরপ্রসাদ রায়
হাই	মুহম্মদ আবদুল হাই
হাকিম	আবদুল হাকিম
হানাফী	হানাফী পত্রিকা
হাফিজুর	হাসান হাফিজুর রহমান
হাফেজ	হাফেজ পত্রিকা
হাবীব	আহসান হাবীব
হামজা	সৈয়দ হামজা
হালিসহর	হালিসহর পত্রিকা
হাসান	হাসান আজিজুল হক
হি	হিন্দি
হিতৈষী	হিতৈষী পত্রিকা
হিস্পা	হিস্পানি
হুতোম	কালীপ্রসন্ন সিংহ
হুমায়ুন	হুমায়ুন আহমেদ
হেদায়াত	হেদায়াত পত্রিকা
হেম	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হেয়াত	হেয়াত মামুদ
হোসেন	আবুল হোসেন
হ্যালহেড	ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড

ট

টইটই [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* উদ্দেশ্যবিহীন। 'তুমি শুধু দিন-রাত টইটই ঘুরবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

টইটম্বুর, টইটুম্বুর [স তুঙ্গ>+আ তম্বুর] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'শূন্য গেলাস টইটুম্বুর।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'যে নাট্য মূলে হাস্যরসে টইটম্বুর তার অভিনয় হবে কী প্রকারে?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

টউরানো *ক্রি* ক্রমাগত ঘোরা। 'সমস্ত দিন টউরে বেড়িয়ে এই রকমডা হয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

টং [স তুঙ্গ] ১ *বি* উঁচু স্থানে নির্মিত ঘরবিশেষ। 'চারিদিক জলময় – মধ্যে মধ্যে চৌকি দিবার টং।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* অত্যন্ত ক্রোধান্বিত। 'রেগে-মেগেই টং।' *মনসুর*, ১৯৪৩। ৩ *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'কে শরাব খেয়ে টং হয়নি বল।' *মুজতবা*, ১৯৬০। দ্র **টঙ**

টং হওয়া *ক্রি* অতিশয় রাগান্বিত হওয়া। 'সাহেব রাগে টং হয়ে উঠলেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

টংঅস [ধ্বন্যা] *বি* অহংকারপূর্ণ পদক্ষেপের ভাব। 'কোথাও বা ফৈরাদিরা নীচে উপরে টংঅস টংঅস করিয়া ফিরিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮

টংকরা [স টংকার>] *ক্রি* ধনুকের ছিলায় শব্দ করা। 'ঝন-ঝন পিণাক টংকরো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

টংকার [স] *বি* ধনুকের ছিলার শব্দ। 'প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধনুক, টংকারে টংকারে, মেঘগর্জন অনুভব হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

টংকারা [স টংকার] *ক্রি* ধনুকের ছিলার মতো শব্দ করা। 'অধরের অঙ্কিত কার্মুকে বিরল গুঞ্জনধ্বনি টংকারিছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

টংকৃত [স টংকার>] *বিণ* খুব ব্যথা অনুভূত হচ্ছে এমন। 'পেটের নাড়ি ব্যথায় টংকৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

টং টং [স ধ্বন্যা] *বি* ঘড়ির ঘন্টার শব্দ। 'টং টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

টক[1] [স তক্র] *বি* অম্ল স্বাদ। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **টকের ভয়ে পালিয়ে এসে তেঁতুল-তলায় বাসা** – কোনো কিছু এড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা। *নজরুল*, ১৯২২।

টক[2] [ধ্বন্যা] *বি* অতি দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'আমার মন বলে কথাটা হক হলেও টক করে মেনে নিতে আমার বাধছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

টকটক[1] [ধ্বন্যা] ১ *বি* জুতা পায়ে হাঁটার শব্দ। 'টেক্কা সর্বদা ভারি টকটক করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* অবিরাম টক ধ্বনি করে এমন। 'ঘড়িটা শুধু টকটক শব্দ করিতেছে।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৩ *ক্রিবিণ* অতি দ্রুতগতিতে। 'বিলকুল তোয়াক্কা না করে টক-টক হক কথা বলে যাবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

টকটকায়মান [ধ্বন্যা টকটক>] *বিণ* টকটক শব্দ করে এমন। 'প্রাচীরবিলম্বিত টকটকায়মান ঘড়ি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

টকাটক [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* চটপট। 'রাজনীতি সোপান টকাটক অতিক্রম করিয়া ফেলিব।' *নবনূর*, ১৯০৪। ২ *বি* টমটম চলার শব্দ। 'একটা টমটম চলে গেল টকাটক টকাটক করতে করতে।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

টকটক[2] [ধ্বন্যা] *বি* রঙের উজ্জ্বলতার ভাব। 'লেফাফাখানি একেবারে রাঙা টকটক করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

টকটকে [ধ্বন্যা টকটক>] ১ *বিণ* গাঢ় লাল। 'বিষয়টা বেশি মানসিক উত্তাপ লেগে খুব টকটকে কড়া গোছের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* উজ্জ্বল। 'স্বপ্ন শুনি স্নেহমুখ রাঙা টকটকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

টকর[1] [স তগর] *বি* টগর ফুল। 'টকর তুলসী রাখিল রাঙ্গন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টকর[2] [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* মাথা পর্যন্ত। 'ঢালে অঙ্গ ঢাকিল টকর পরিমাণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

টকি, টকী [ই] *বি* সবাক চলচ্চিত্র। 'প্লাজায় চমৎকার টকি ছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

টকী হাউস [ই] *বি* সিনেমা হল। 'ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন টকী হাউস, থিয়েটার ...।' *এসলাম*, ১৯৩৪।

টক্কর [ধ্বন্যা] ১ *বি* যোগ্যতার লড়াই। 'কেবল তা হলেই ... সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে – নচেৎ নয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* প্রহার। 'লাঠির গুঁতো, বুটের টক্কর লাগাইয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বি* ধাক্কা। 'গাড়ির চাকায় ঈষৎ টক্কর খেল।' *জীবন*, ১৯৩২। ৪ *বি* হোঁচট। 'টক্কর খেয়ে উলটে পড়ে ময়লা গাড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩৩। ৫ *বি* দ্বন্দ্ব। 'ম্যাপের উঁচুনিচুর টক্করের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

টক্করটক্করি [ধ্বন্যা] *বি* অবিরাম টক্কর শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টগবগ [ধ্বন্যা] ১ *বি* ফুটন্ত জলের শব্দ। 'টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'সামনে তাকিয়ে দেখি পরিবর্তনের টগবগ ঘোড়া।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

টগবগ করা *ক্রি* ফোটা। 'হৃদয়ের কটাহে রাগ টগবগ করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

টগবগা [ধ্বন্যা টগবগ>] *ক্রি* টগবগ শব্দ করা। 'আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে/ টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

টগবগানি [ধ্বন্যা টগবগ>] *বি* অতি উৎসাহ। 'চার দিকেই ফুটে ফুটে উঠছে কাগজ বের করবার টগবগানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

টগবগানো [ধ্বন্যা টগবগ>] *ক্রি* উত্তেজিত হয়ে ওঠা। 'একটা মোষেল রাগ অনবরত টগবগায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

টগবগে [ধ্বন্যা টগবগ>] *বিণ* উত্তেজনাপূর্ণ। 'তারাও এতটা বড়ো হয়েছে যে নিজের মধ্যে তেমন টগবগে ঝগড়াও আর করে না।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

টগর [স তগর] *বি* ফুলবিশেষ। 'নেহালি বাকুলি চাঁপা টগর তুলসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টঙ [স তুঙ্গ] ১ *বি* কবুতর রাখা হয় যেখানে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* উঁচু স্থানে নির্মিত ঘরবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পাহাড় পরে টিপির আড়াল টঙ সে সারে সার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বিণ* অত্যন্ত রাগান্বিত। 'বিনা দোষে তাই রেগে হই টঙ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। দ্র **টং**

টঙারা *ক্রি* ধনুকের ছিলায় শব্দ করা। 'হুহুঙ্কারি টঙারিলা ধনুঃ ধনুর্ধারী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

টঙ্ক[1] [স] *বি* স্বর্ণাদি গলাবার জন্য ব্যবহৃত ক্ষারজাতীয় পদার্থ; সোহাগা। 'বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টঙ্ক[2] [স টঙ্ক>] ১ *বি* বিদ্ধ করার অস্ত্র। 'টঙ্ক অতি খরতর টান দিয়া পঞ্চশর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* ঝানু। 'ঠকচাচা হেলবার

দোলবার পাত্র নয় – মামলায় বড়ো টঙ্ক ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* মজবুত। 'একটি খুব ভালো আর টঙ্ক ডিঙি দেখে, ... নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলুম।' *প্রমথ*, ১৯৪২।

টঙ্ক[২] [স] *বি* টাকা। 'পৃথিবীর অন্যান্যভাগে প্রচলিত সমুদায় টঙ্ক সংগ্রহ করিবার বাসনা করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

টঙ্কবিজ্ঞানবিদ্যা [স] *বি* মুদ্রা বিষয়ক বিদ্যা। 'ডুবালের টঙ্কবিজ্ঞানবিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

টঙ্কশালা [স] *বি* টাকশাল। 'তাহা কলিকাতাস্থ টঙ্কশালার যন্ত্রের ন্যায় বাষ্পের তেজে চলিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

টঙ্কালয় [স] *বি* টাকশাল। 'সম্রাট তাঁহাকে উক্ত টঙ্কালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

টঙ্কা [স তঙ্কা] *বি* টাকা। 'আমাদের সাথে থাকতে হবে আর টঙ্কা দিতে হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

টঙ্কার [স] ১ *বি* ধনুকের ছিলার শব্দ। 'শুনয়ে মুরারিগুপ্ত আটোপ টঙ্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* উত্তেজনা। 'বধির টঙ্কার বেজে ওঠে সারা মর্মে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ৩ *বি* টান টান ভাব। 'উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে তীরের ফলার মত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

টঙ্কার হুঙ্কার [স] *বি* তর্জন-গর্জন। 'টঙ্কারে হুঙ্কারে যথ সতত নির্মাণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

টঙ্কারা [স টঙ্কার>] *ক্রি* টঙ্কার শব্দ করা। 'চলিলা ধনুঃ টঙ্কারিয়া রথী সেনানী।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জটি/ বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে!' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

টঙ্কালয় দ্র **টঙ্ক**[২]

টঙ্গা [স তুঙ্গ] *বি* টাট্টু ঘোড়ায় টানা দুই চাকার গাড়িবিশেষ। 'একখানি টঙ্গা ভাড়া করে কংগ্রেস-ক্যাম্পের দিকে রওনা হলেন।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

টঙ্গাওয়ালা [টঙ্গা+হি ওয়ালা] *বি* টাট্টু ঘোড়ায় টানা গাড়ির চালক। 'টঙ্গাওয়ালা দয়াপরবশ হয়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

টঙ্গিত করা *ক্রি* কোনো কিছু ভাড়া দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টঙ্গিত হওয়া *ক্রি* খাজনা জারি হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টঙ্গি, টঙ্গী [স তুঙ্গ] *বি* কোঠা; কুঠুরি। 'রবি অধিষ্ঠান টঙ্গি পীত বর্ণ ধরে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'দীর্ঘ এক টঙ্গী শীঘ্রে কর উপস্কার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

টটক [স চটক] *বি* চমক। 'দেখে জয়যাত্রী গণে টটক লাগিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

টন [ই] *বি* পরিমাপের একক; ১০০০ কিলোগ্রাম। 'কুঠরীতে ৫৪,০০০ টন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

টনক [স টঙ্ক>] *বি* চৈতন্য। 'কপালে টনক নড়ে সুক্ষ ধুতি নাঞি উড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টনক নড়া *ক্রি* চৈতন্য হওয়া। 'কংগ্রেসী বড় কর্তাদের টনকও নড়িয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

টনটন [ধ্বন্যা] *বি* অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি। 'কোমর কেন টনটন করে রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

টনটনিয়ে ওঠা *ক্রি* কষ্ট অনুভব হওয়া। 'বুকটা টনটনিয়ে উঠলো।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

টনটনে [ধ্বন্যা টনটন>] ১ *বিণ* তীব্র। 'বিরোধটা সম্প্রতি যে বিশেষ টনটনে হয়ে উঠেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বিণ* প্রখর। 'বাবুর আবার অপমানজ্ঞানটি টনটনে।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বিণ* জোরালো। 'টনটনে স্বরে কথাটা বলে ... সে চলে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

টনসিল [ই] *বি* গলার মধ্যে জিহ্বার মূলদেশে স্থিত গ্রন্থিদ্বয়। 'হৃদপিণ্ডটা এক লাফ দিয়ে টনসিলে এসে আটকে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

টনসিলিটিস [ই] *বি* টনসিলের ব্যথা। 'আমার একটি ছাত্রীর টনসিলিটিস।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

টনিক [ই] *বি* শক্তিদায়ক ওষুধ। 'উপাসনা যেমন মনের টনিক অর্থাৎ বলকর ঔষধ ...।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'তাঁহাকে একটু টনিক ঔষধ পান করাইলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

টপ[১] [ই] *বিণ* সর্বোচ্চ। **টপ গিয়ার** [ই] *ক্রিবিণ* সবচেয়ে জোরে। 'মুখহানা খাটতে লাগলেন টপ গিয়ারে। *মুজতবা*, ১৯৫২।

টপ[২] [ধ্বন্যা] *বিণ* হঠাৎ। **টপ করে** *ক্রিবিণ* হঠাৎ করে। 'অনেক সময় জানা জিনিসও টপ করে বলা যায় না।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

টপকা *বি* লাফ। 'সে তো তিন টপকায় মেরে দিলে।' *অবন*, ১৯৪১।

টপকানো [টপকা>] *ক্রি* লাফ দিয়ে পার হওয়া। 'জানালা দিয়ে টপকাতে পারলে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

টপটপ [ধ্বন্যা] *বি* তরল পদার্থের পতনসূচক শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

টপটপানি [ধ্বন্যা টপটপ>] *বি* টপ টপ শব্দে পড়ছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টপা [ধ্বন্যা টপ>] *ক্রি* ঝরা। 'কার হস্তে পুষ্পমালা সুগন্ধি চন্দন ভালা কার হাতে পুষ্পসার টপে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

টপাটপ [ধ্বন্যা টপ>] *ক্রিবিণ* ক্রমাগত ও অতি দ্রুত। 'টপাটপ খেয়ে ফেলি ছাঁকাতেলে ভাজা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

টপাৎ [ধ্বন্যা] *বিণ* টপ ক'রে পড়ে এমন। 'গোলপাতা থেকে চুঁইয়ে পড়া কালো পানির টপাৎ টপাৎ শব্দ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

টপ্পা [হি] *বি* এক শ্রেণীর সুবদ্ধ সংগীত। 'যাত্রার গীত, রামপ্রসাদী পদ, নিধু টপ্পা ও মিত্রজার খেমটা পর্যন্ত গাইতে পারেন।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'বিরহ, লাহড়, খেউড়, টপ্পা ... গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

টপ্পাকার [হি টপ্পা+স কার] *বি* টপ্পা গান রচয়িতা। 'নিধু বাবুর পরবর্তী টপ্পাকারের মধ্যে শ্রীধর কথক অতিশয় বিখ্যাত।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

টপ্পাগীত [হি টপ্পা+স গীত] *বি* এক শ্রেণীর সুবদ্ধ সংগীত। 'তেড়া হয়ে তুড়ি মারে টপ্পাগীত গেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

টপ্পাবাজ [হি টপ্পা+ফা বাজ] *বিণ* রসিক। 'টপ্পাবাজ নিরীহ ভালমানুষ মাষ্টারবাবুরা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

টফি [ই] *বি* চকলেটের মতো মিষ্টি খাদ্যবিশেষ। 'বনমালী কো-অপেতে গেলে টফি-চকোলেট যদি মেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

টব [ই] ১ *বি* বৃহৎ জলপাত্র বা স্নানাধার। 'যত দুধে শিশু, ভ'জে ঈশু, ডুবে ম'ল ডবের টবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'আয়ার দোমড়ানো টিনের বাক্স এবং নাবার টব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* ফুলগাছ লাগানোর মাটির পাত্রবিশেষ। 'টবের গাছগুলোকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সুন্দর বাতাস এসে গায়ে লাগছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* কমোড। 'টুথক্রীম ও টুথব্রাস পায়খানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

টববারান্দা [ই টব+ফা বরামদহ] *বি* টব রাখা যায় এমন ছোটো

বারান্দা। 'তারপর এক পা দু'পা করে এগিয়ে টববারান্দায় উঠল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

টবর [হি টাবর] *বি* জ্ঞাতিগোষ্ঠী। 'বসিল অনেক মিঞা আপন টবর নিঞা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টমক [ধ্বন্যা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সাজ সাজ বলিয়া টমকে দিল তরা।' *মালাধর*, ১৫০০।

টমক দেওয়া *ক্রি* বাজনা বাজানো। 'মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় টমক দেয় অর্থাৎ বাদ্য করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

টমটম [ধ্বন্যা] *বি* এক ঘোড়ায় টানা দুই চাকার গাড়ি। 'আমায় কিনে দাও টমটম।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

টমাটো, টম্যাটো [ই] *বি* পাকলে উজ্জ্বল লাল রং ধরে টক-মিষ্টি স্বাদের এমন গোলাকার সবজিবিশেষ। 'কাঁচা টম্যাটো খাওয়া যে কত উপকারী।' *মানিক*, ১৯৪০; 'বিস্তর টমাটো রস।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

টমাটো/টম্যাটো কেচাপ *বি* টমেটোর রস, ভিনেগার ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চাটনি। 'ট্যাবলেট, সিরাপ, চা, টমাটো কেচাপ।' *শামসুল*, ১৯৬৯; 'আসবার পথে একটা টম্যাটো কেচাপের বোতল নিয়ে এসো।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

টমিগান [ই] *বি* আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষ। 'সৈন্যেরা টহল দিচ্ছে টমিগান হাতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

টমিগানওয়ালা [ই টমিগান+হি ওয়ালা] *বি* আগ্নেয়াস্ত্রধারী। 'টমিগানওয়ালারা তখন উত্তর-পশ্চিম কোণাকুনির দিকে এগিয়ে গেছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

টম্বল [ই টাম্ব্লার] *বি* পানপাত্রবিশেষ। 'এক ছেঁড়া টুপি, পচা কাপড়ের জ্যাকেট পাণ্টুলন এবং কাঁচের টম্বল সম্বল মাত্র ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

টয়লেট [ই] *বি* প্রসাধন। 'চলো লীলাদের বাড়ি যাই, বেশ টয়লেট করে এসো।' *জীবন*, ১৯৩২।

টয়লেট পেপার [ই] *বি* শৌচাগারে ব্যবহারের কাগজ। 'টয়লেট পেপারের অভাব আছে বলে মনে হলো।' *হাই*, ১৯৫৮।

টয়লেট রুম [ই] *বি* শৌচাগার। 'আমাদের কামরার পাশে ছিলো টয়লেট রুম।' *হাই*, ১৯৫৮।

টরটরে [ধ্বন্যা] *বিণ* চনমনে। 'একটু টরটরেও হয়ে এলো যেন।' *হাসান*, ১৯৬৯।

টরনি, টরনী [ই অ্যাটর্নি] *বি* অ্যাটর্নি। 'টরনিনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চঃ আগে।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬; 'ইস্কাট সাহেব এককৌনটেন্ট জেনেরেল ষুপ্রম কোর্টের টরনী বাবু মজকুরের হইয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

টরণি [ই অ্যাটর্নি] *বি* অ্যাটর্নি। 'তাহার টরণি শ্রীযুত ... চৌধুরি।' *দর্পণ*, ১৮২০।

টরনিনামা [ই অ্যাটর্নি+ফা নামা] *বি* ওকালতনামা; অ্যাটর্নি নিয়োগের চুক্তি। 'টরনিনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চঃ আগে।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬।

টর্নি [ই] *বি* অ্যাটর্নি। 'তাহার টর্নি ঐ স্থাননিবাসি শ্রীযুত ... হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

টরমিনস [ই] *বি* টার্মিনাল; যখন চালু অবস্থায় থাকে না তখন যানবাহন রাখার জায়গা। 'বৃষ্টিতে তাঁর রেলওয়ে টরমিণসে উপস্থিত হবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত করে ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টরে-টক্কা [ধ্বন্যা] *বি* টেলিগ্রাফ পাঠানোর মোর্স কোড; (এখানে) অর্থহীন কাজ বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ। 'তারপর কাগজ পেনসিল নিয়ে কী সব টরে-টক্কা করবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

টর্চ [ই] *বি* ব্যাটারিতে চলে এমন বহনযোগ্য ছোটো বাতিবিশেষ। 'টর্চলাইট ও বন্দুক সাথে ছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'টর্চও নেই, কে নিরীহ পান্থ কেবা দস্যু, বোঝা দায়।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

টর্চলাইট [ই] *বি* ব্যাটারিতে চলে এমন বহনযোগ্য ছোটো বাতিবিশেষ।। 'টর্চলাইট ও বন্দুক সাথে ছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

টর্নি *দ্র* টরনি

টর্নেডো [ই] *বি* প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। 'কথার টর্নেডো দিয়ে সনাতন মূঢ়তার ভিত তাণ্ডবে বলে একদিন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪; 'টর্নেডো দুর্গত গ্রাম খালপাড়ে সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করেন।' *বেগম*, ১৯৬৯।

টর্পেডো [ই] *বি* জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র। 'আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন।' *নজরুল*, ১৯২২।

টর্ম, টর্ম্ম [ই টার্ম] *বি* মেয়াদ। 'বর্ত্তমান টর্ম্মের পঞ্চম দিবসে সুপ্রিমকোর্টে বিচারহওনার্থে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

টলটল [স] ১ *বি* নড়াচড়া। 'ভগবতী আসন করএ টলটল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না এমন। 'বলদ দুর্বল করে টলটল নাঞি খায় ঘাস পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* সামান্য আন্দোলনে উপচে পড়বে এমন। 'যৌবন জুয়ারের জল কানে কান, টল টল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

টলটলা, টলটলানো [টলটল>] *ক্রি* কানায় কানায় পূর্ণ হওয়ার ফলে তরল পদার্থের গড়িয়ে পড়া। 'কোন পরশঘায়ে পড়িছে টলটলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

টলটলায়মান [স] *বিণ* পতনোন্মুখ। 'অটল ভিত টলটলায়মান হল।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

টলটলে [টলটল>] *বিণ* স্বচ্ছ। 'টলটলে সেই পুরোনো পুকুরে ফেলেছো চিকন ছিপ।' *শামসুর*, ১৯৭০।

টলটাল [টলটল>] *বি* জল প্রবাহিত হওয়ার শব্দ। 'ছলচ্ছল টলটাল কলকল তরঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

টলবল [স টল>] *বিণ* টলমল। 'যমুনার জলে টলবল করে নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

টলবলানো [টলবল>] *ক্রি* টলমল করা। 'নাঅ টলবলাএ আধিকে দামোদর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

টলমল [স] ১ *বিণ* টালমাটাল; পতনোন্মুখ। 'শৈল মহী করে টলমল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পদভরে টলমল করে বসুমতী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ঘন ঘন আন্দোলিত। 'মহাকুণ্ড উথালিয়া করে টলমল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* অস্থির। 'বিবির কান্দনে জমি করে টলমল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *বি* উজ্জ্বলতার ভাব। 'জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৫ *বি* দোলার ভাব। 'তাঁহারা তোমাদের মতোই টলমল করিয়া দুলিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৬ *বিণ* পরিপূর্ণ। 'শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৭ *বিণ* চঞ্চল। 'পরম নির্বুদ্ধির মতো চোখ মুখের ভাব সর্বদা টলমল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৮ *বি* মাতাল। 'এসো দিগ্‌ভ্রান্ত টলমল হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

টলমলা, টলমলানো [টলমল>] *ক্রি* টলমল করা। 'মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'চোখের অশ্রু ... মন-পাতায় টলমলায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

টলমলে [টলমল>] ১ *বিণ* নড়বড়ে। 'প্রবল বিরহানলে ধৈর্য্য হৈল টলমলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* দোদুল্যমান। 'আমাকে মুঠো

ক'রে ধ'রে টলমলে মাথাটা নিয়ে হাম ক'রে খেতে আসত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* সংশয়পূর্ণ। 'আমি এমনি টলমলে জায়গায় আছি যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

টলমলানি [টলমল>] *বি* টলমলকরণ। 'কত ঢেউয়ের টলমলানি/ কত স্রোতের টান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

টলোমলো *বিণ* টলমল করছে এমন। 'রক্ত কমল তরঙ্গ টলোমলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

টলা [স টল্>] ১ *ক্রি* নড়া। 'গণ সমুদেঁ টলিআঁ পইঠা।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০। ২ *ক্রি* বিচলিত হওয়া। 'তা দেখি মুনিমন টলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* স্খলিত হওয়া। 'সেই ঘড়ি বিন্দুমণি টলিয়া পড়িল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *ক্রি* কম্পিত হওয়া। 'টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৫ *ক্রি* দোলায়িত হওয়া। 'অভাগীর সম, চিত্ত টলিল রাজার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৬ *ক্রি* বিচ্যুত হওয়া; ধ্বংসে হওয়া। 'ইসলামের মূল ভিত্তি টলিতে বসিয়াছে।' *প্রচারক*, ১৯০১। **টলই** *ক্রি* নড়ে। 'যাহাঁ ঘন চুম্বনে বদন না টলই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **টলাইতে** *ক্রি* নড়াতে। 'গিরিসম অচল নারিলুঁ টলাইতে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **টলাএ** *ক্রি* বিচলিত করে। 'রসভাব বচনে টলাএ সতী মন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **টলি** *ক্রি* চলি। 'চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই।' *চর্যা ৩১*, ১২০০। **টলিআঁ** *বিণ* বিচলিত হয়ে। 'গণ সমুদেঁ টলিআঁ পইঠা।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০। **টলিতে টলিতে** *ক্রিবিণ* পড়ো পড়ো ভাবে। 'এক বৎসরের একটি শিশু, টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে ... সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **টলিয়াছে** *ক্রি* বিচ্যুত হয়েছে। 'তাঁহাদের ভক্তি টলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **টলিল** ১ *ক্রি* কম্পিত হলো। 'টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *ক্রি* দোলায়িত হলো। 'অভাগীর সম, চিত্ত টলিল রাজার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **টলে** *ক্রি* বিচলিত হয়। 'তা দেখি মুনিমন টলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **টলৌক** *ক্রি* টলুক। 'সতী সো টলৌক প্রেম-পন্থের গমনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

টলমান [স] *বিণ* দুলছে এমন। 'অবসাদক্লান্ত পায় পথশ্রমে টলমান দেহে/ নীরবে দাঁড়িয়েছিনু দূরে এক কোণে।' *হোসেন*, ১৯৪০।

টলাটল [স টল্>] *বিণ* টালমাটাল। 'টলাটল করণ যাহার পরশ গুণ কই মেলে তার।' *লালন*, ১৮৯০।

টলানো [স টল্>] ১ *ক্রি* অন্যথা করানো। 'মা যখন মনস্থির করেছেন ওঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *ক্রি* নাড়িয়ে দেওয়া। 'সুচরিতাকে টলানো সম্ভব নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

টলে পড়া *ক্রি* হেলে পড়া। 'ইংরাজেরা গর্ব্বে টলিয়া পড়িতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

টল্যা পড়া *ক্রি* টলে পড়া। 'সুবস্ত সাধন হেতু টল্যা পড়ে খড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

টসকানো [ধ্বন্যা] ১ *ক্রি* নষ্ট হওয়া। 'কেমন টসকে গেছে দেখুন না।' *জীবন*, ১৯৩৩। ২ *ক্রি* ভেঙে পড়া। 'এ কথা বলতে গিয়ে বিপিনবাবু একটুও টসকালেন না।' *জীবন*, ১৯৪৮। ৩ *বিণ* বিগতযৌবনা। 'তানু বিবির মতো জোয়ারলাগা ভরাগাং না হলেও একেবারে টসকানো নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। ৪ *ক্রি* ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। 'ঘড়ি একটুও টসকায় না।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

টসকে যাওয়া *ক্রি* খারাপ হওয়া। 'মনটা কেমন টসকে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

টসটস [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* রসে পরিপূর্ণ। 'টসটস জবাজুতি দীঘল রসনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* অশ্রুপতন নির্দেশক শব্দ। 'চক দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

টসটসে [টসটস>] *বিণ* টসটস করছে এমন। 'পৃথিবীর তৃণ-আবরণ বেশ একটু সবুজ চিকচিকে টসটসে হয়ে উঠুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

টসটসানি [টসটস>] *বি* রসে পরিপূর্ণতার ভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টসটসিআ [টসটস>] *বিণ* রসে পরিপূর্ণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টস্ক [হি টসকনা] *বি* ভগ্নস্বাস্থ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টস্কান [হি টসকনা] *ক্রি* ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টহরিক [হি টহল>?] *বি* অতিরিক্ত করবিশেষ। 'টহরিক বলিয়া কোন কোন জমিদারিতে প্রজার নিকট হইতে কিছু কিছু আদায় হয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

টহল [হি] ১ *বি* প্রহরার জন্য পদচারণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দরজা পর্যন্ত একবার টহল দিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ...।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ *বি* ঘোরাফেরা। 'বাদল-রাজের কালো-উর্দি-পরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টহলদার [হি টহল+ফা দার] ১ *বি* যে টহল দেয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* ভ্রমণকারী। 'বিদেশী টহলদারের ক্যামেরা-কলুষিত চোখে নয়।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

টহলদারি, টহলদারী [হি টহল+ফা দারি] ১ *বিণ* টহল দানকারী; পাহারাদার। 'গ্রামের সেই টহলদারী পুলিশের দল জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* টহলদারের কাজ। 'পাড়া টহলদারি করে ফিরে আসে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

টহল দেওয়া *ক্রি* ঘোরাফেরা করা। 'বাদল-রাজের কালো-উর্দি-পরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টহলধারী [হি টহল+স ধারী] *বিণ* পাহারারত। 'কয়েক হাত পর পর টহলধারী সশস্ত্র পুলিশ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

টহলানো [হি টহল>] *ক্রি* হাঁটা বা পায়চারি করা; টহল দেওয়া। 'শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে তারা টহলিয়ে বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টাই [ই] *বি* গলাবন্ধবিশেষ। 'আমার টাইটা বুঝি কলারের উপরে উঠে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

টাইগার [ই] *বি* বাঘ। 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হৃদয়ের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে একাত্মিকতার বোধ আত্মীয়তার রসযুক্ত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

টাইগ্রিস [ই] *বি* ইরাকের নদীবিশেষ। 'টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের বদ্ধ মোহনাগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

টাইট [ই] *বিণ* আঁটসাঁট। 'বোতলের টাইট ছিপি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

টাইটল [ই] *বি* উপাধি। 'আমায় টাইটল দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

টাইটল পেজ [ই] *বি* আখ্যাপত্র। 'তাহার টাইটল পেজ অর্থাৎ ভূমিকাব্যতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

টাইটেল [ই] *বি* উপাধি। 'কোনো একটা টাইটেল জোগাড় করা যায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

টাইটেল-টুইটেল [ই টাইটেল>] *বি* খেতাবাদি। 'বরাতে থাকলে টাইটেল-টুইটেলও মিলে যেতে পারে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

টাইপ [ই] ১ *বি* মুদ্রাক্ষর বা টাইপ-রাইটার যন্ত্রের সাহায্যে লেখার কাজ। 'তুমি টাইপ করিতে পার?' *রোকেয়া*, ১৯২৪। ২ *বি* বিশেষ ধরন; শ্রেণী। 'তারা এক-একটা টাইপ, তারা শ্রেণীগত; তাই তারা অনেকগুলো মানুষের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ৩ *বি* মুদ্রণ। 'কাল

আমরা যে-ছায়াভিনয় দেখতে গিয়েছিলেম তার গল্পাংশটাকে টাইপ করে আমাদের হাতে দিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৪** *বি* ধাতু দিয়ে তৈরি অক্ষরের ছাঁচ, যার ছাপ দিয়ে ছাপার কাজ হয়; মুদ্রাক্ষর। 'তিন কেস টাইপ আছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

টাইপ করা [ই] *ক্রি* মুদ্রাক্ষর বা টাইপ-রাইটার যন্ত্রের সাহায্যে লেখা। 'তুমি টাইপ করিতে পার?।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

টাইপ রাইটার [ই] *বি* মুদ্রণের যন্ত্রবিশেষ। 'বাংলা টাইপ রাইটার বানাব।' *জীবন*, ১৯৩২।

টাইপ-রাইটিং [ই] *বি* টাইপ মেশিনে লেখা। 'টাইপ-রাইটিং জান?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

টাইপমেশিন [ই] *বি* মুদ্রণের যন্ত্রবিশেষ; টাইপরাইটার। 'টাইপমেশিন আনলে দেশে হরফ রিপাব্লিক।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

টাইপিং [ই] *বি* মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের সাহায্যে লেখার কৌশল। 'কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

টাইপিষ্ট, টাইপিস্ট [ই] *বি* টাইপ করে যে। 'সিভিল সার্জন রাখিয়া বেগম টাইপিস্ট আর সিদ্দিকা খাতুন কি হইয়াছেন?' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'প্রাইভেট সেক্রেটারী, টাইপিষ্ট, একাউন্ট্যান্ট ও কেরাণী।' *বেগম*, ১৯৪৯।

টাইফয়িড, টাইফয়েড [ই] *বি* জীবাণুঘটিত জ্বরবিশেষ। 'যাহাকে সে টাইফয়েড হইতে বাঁচাইয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'চার দিকে টাইফয়িডের প্রবল প্রকোপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

টাইফুন [আ তুফান] *বি* প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঝড়। 'চীন সমুদ্রে টাইফুনে পড়িয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

টাইবার [ই] *বি* নদীবিশেষ। 'টাইবারের পারে সেই ইটার্ণাল সিটিতে।' *জীবন*, ১৯৩২।

টাইম [ই] *বি* সময়। 'ভাই, টাইম বড় খারাপ পড়েছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

টাইমটেবিল [ই] *বি* সময়সূচি। 'কাশী যাওয়ার সময়ে টাইমটেবিলে মাইলটা দেখেছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

টাইম বেটাইম [ই টাইম+ফা বে+ই টাইম] *বি* সময়-অসময়। 'টাইম বেটাইম আছে?' *শামসুল*, ১৯৫৬।

টাইম বোমা [ই] *বি* নির্ধারিত সময়ে বিস্ফোরিত হয় এমন বোমা। 'টাইম বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে দুই ব্যক্তি নিহত।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

টাইরিং [ই টাই-রিং] *বি* গলাবন্ধ আটকে রাখার বেষ্টনীবিশেষ। 'টাইয়ের উপরে টাইরিং পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

টাইল [ই] *বি* টালি; ঘরের ছাদ আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত পোড়া মাটির ফলক। 'লাল টাইলে ছাওয়া বাংলোয় ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

টাউট [ই] *বি* প্রতারক। 'গ্রাম্য টাউট থেকে হাইকোর্টের এটর্নি।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

টাউটগিরি [ই টাউট+ফা গিরি] *বি* প্রতারণার কাজ। 'দাঁওবাজি ও টাউটগিরি করে প্রচুর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

টাউন [ই] *বি* শহর। 'টাউনহলের কোন কোন মহতী সভায় দণ্ডায়মান হইয়া ... স্বীয় পক্ষ রক্ষা করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'এরা গাউন পড়ে, টাউন হলে, বিলাতি বোল কবেই কবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

টাউনহল [ই] *বি* শহরের প্রধান মিলনায়তন। 'টাউনহলের কোন কোন মহতী সভায় দণ্ডায়মান হইয়া ... স্বীয় পক্ষ রক্ষা করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

টাউন সার্ভিস [ই] *বি* শহরের পথে চলাচলকারী। 'টাউন সার্ভিসের বাসগুলো চলতে শুরু করেছে।' *জহির*, ১৯৬৮।

টাউয়া *বি* গালের ভিতরের খালি অংশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টাউয়া গাল *বি* ভরা গাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টাওয়ার [ই] **১** *বি* উঁচু ভবন। 'বোম্বাইয়ের রাজাবাই টাওয়ারের উঁচু চূড়োটা।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **২** *বি* উঁচু কাঠামো। 'টাওয়ার ঘড়িটা দেখে চমকে উঠল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

টাংকি [ধ্বন্যা] *বি* রণকুঠার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

টাংগাওয়ালা [ই টঙ্গা+হি ওয়ালা] *বি* টাট্টু ঘোড়ায়-টানা গাড়ির চালক; গাড়োয়ান। 'অশীতিপর বৃদ্ধ টাংগাওয়ালাদের কাছে ঘাস বিক্রি করে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

টাঁক[১] [স টঙ্ক] *বি* টাকাপয়সা। **টাঁকশাল** [স টঙ্কশালা] *বি* টাকাপয়সা তৈরির কারখানা। 'টাঁকসাল।' *ক্যাসেগ*, ১৭৮৪; '... তিনি তদীয় আনুকূল্যবলে টাঁকশালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। দ্র **টাকশাল, ট্যাঁকশাল**

টাঁক[২] [ই] *বি* সেলাই। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টাঁকন [ই tuck>] *বি* সেলাইয়ের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টাঁকা [স তর্ক>] **১** *ক্রি* প্রতীক্ষা করা। 'সতিনে মরণ টাঁকে কেবল তোমার পাকে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* আন্দাজ করা। 'মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *ক্রি* সম্পন্ন করা। 'জন্মফলারে যজমেনে বামুনেরা আদ্য শ্রাদ্ধ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টাঁকতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টাঁগন [স তুরঙ্গম] *বি* ঘোড়া। 'তুরগী টাঁগন তাজি টাটু জোড়া জোড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

টাঁটি *বি* বসার আসন; বেঞ্চি। 'দোকানের সম্মুখস্থ বাঁশের টাঁটির উপর বসিয়া পড়িল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

টাঁঠি [স অস্থি] *বিণ* পরিপক্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টাঁড়বারো **১** *বি* গাছবিশেষ। 'বাঁয়ে ওই সেই টাঁড়বারোর গাছ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **২** *বি* বনমহিষের দেবতা। 'বন্যমহিষের দেবতা টাঁড়বারোর কথা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

টাঁসা [হি টাঁস] *ক্রি* আটকানো। **টেঁসে যাওয়া** *ক্রি* আটকে যাওয়া। 'হচ্ছে কী সব, টেঁসে গেলে কোথায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

-টাক *বিণ* মতো। 'আর মাইলটাক আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

টাক [স তৃক] **১** *বি* কেশহীন মাথা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* মাথায় চুলের স্বল্পতা বা চুল না থাকা। 'আমার নাতনীরা আমার টাক দেখিয়া মোহিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

টাকনাশক [টাক+স নাশক] *বিণ* চুলহীনতা দূরকারী। 'শিশিতে টাকনাশক চুল-উঠে-যাওয়া-নিবারক অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

টাক-পড়া **১** *বিণ* বয়স্ক লোকের। 'বলতে গেলে টাক-পড়া উপদেশের মতো শোনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বিণ* টাক পড়েছে এমন। 'টাক-পড়া, আধ-বুড়ো, আস্তে-চলা দু-জন মানুষ।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

টাকমাথা *বিণ* মাথায় টাক আছে এমন। 'টাকমাথা বেঁটে দিগম্বর আদ্য কথাটা শুনিয়াই ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

টাক ডুমাডুম টাক [ধ্বন্যা] *বি* আনন্দধ্বনি বিশেষ। 'বাজিয়ে বগল টাক ডুমাডুম টাক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

টাকর [ধ্বন্যা] *বি* ঘুষি। 'ভাঙ্গে দানা টাকরে ঘোড়ার মুখনালি।' *মুকুন্দ*,

১৬০০।

টাকরা [ধ্বন্যা] *বি* মুখগহ্বরের তালু। 'তৃপ্তির সাথে টাকরায় টোকার দিতে দিতে তার সদ্ব্যবহার করছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

টাকলি[1] [ধ্বন্যা] *বি* টক টক শব্দ। 'গঅণ টাকলি লাগি রে চিত্তা পইঠ নিবাণা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

টাকলি[2] [হি টাক>] *বি* সেলাই করার হাতিয়ারবিশেষ। 'চরকা ঘুরিয়ে, টাকলি চালিয়ে কী তালগাছ কেটে ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

টাকশাল, টাকসাল [স টঙ্কশালা] *বি* টাকাপয়সা তৈরির কারখানা। 'টাকসালে চান্দি সোনা লওয়া জাবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'টাকশালের সম্মুখস্থ প্রধান গ্রিজাবাটীতে প্রধান স্থানে তাঁহার কবর হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। দ্র **টাঁকশাল**

টাকা [স টঙ্ক] **১** *বি* তঙ্কা; মুদ্রাবিশেষ যার আর্থিক মূল্য আছে। 'বাহির মহলে জার সাত মরাই টাকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অর্থ; সম্পদ। 'ইংলণ্ডে টাকাই সর্বেসর্বা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

টাকা উড়ানো *ক্রি* বাজে খরচ করা। 'জমিদারের ছেলেটা ... বাঈজি নিয়ে টাকা উড়িয়ে দিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

টাকাওয়ালা [টাকা+হি ওয়ালা] **১** *বি* ধনী। 'চোটাখোর বেণের ঘরে, ও টাকাওয়ালার বাড়িতে একবার যেতেই হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* টাকা আছে এমন। 'একজন দশ টাকাওয়ালা লোক আপনাকে বড় মনে করিয়া একজন আট টাকাওয়ালা লোকের সঙ্গে কথা কহিতে চাহে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

টাকাকড়ি *বি* ধনসম্পত্তি। 'হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

টাকা করা *ক্রি* আয় করা। 'কল্যাণ করিব এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

টাকাগত [স টঙ্ক>+স গত] *বিণ* অর্থসর্বস্ব। 'সুতরাং টাকাগত ধনিত্ব বৈতরণীর এপার পর্যন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

টাকাটুকি *বি* অর্থকড়ি। 'টাকাটুকি নিলে খুলে কে জানিতে পারে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

টাকাপয়সা *বি* টাকাকড়ি। 'ট্যাকশালের চলতি টাকাপয়সা লইয়াই তাহাদের কারবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

টাকাপ্রার্থী [টাকা+স প্রার্থী] *বিণ* অর্থপ্রত্যাশী। 'টাকাপ্রার্থী গোয়ালা তাহার গরু বাছুরের প্রাণের দিকে তাকায় না।' *সুলভ*, ১৮৭০।

টাকা যার, মামলা তার – টাকা খরচ করলে মামলায় জেতা যায়। *সুবল*, ১৯০৬।

টাকায় টাকা আনে – ধনী মানুষ অর্থ খাটিয়ে আরো আরো অর্থ লাভ করে। *সুবল*, ১৯০৬।

টাকায় টাকা আসে – ব্যবসা ইত্যাদিতে যত বেশি টাকা বিনিয়োগ করা হয় তত বেশি টাকা লাভ হয়। 'টাকায় টাকা আসে, তেমনি সুখে সুখ আনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

টাকার অঙ্ক *বি* টাকার পরিমাণ। 'টাকার অঙ্কটাকে বড়ো করতে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

টাকার কুঠী *বি* টাকা লেনদেনের স্থান। 'এ ব্যাঙ্ক কেবল টাকারি কুঠী।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

টাকার কুমীর – প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি। 'মনীর মিঞা টাকার কুমীর।' *জসীম*, ১৯৩৩।

টাকার গন্ধ *বি* ধনদৌলতের অহঙ্কার। 'সে দিন আর মনে নাই তবু এখনও টাকার গন্ধ রয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টাকার ঘানি টানা *ক্রি* অন্ধভাবে আয় করা। 'কেবল টাকার ঘানি টানিয়া দুই-চারি হাত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

টাকার শ্রাদ্ধ *বি* অপচয়। 'এ যে মিছিমিছি টাকার শ্রাদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; টাকার শ্রাদ্ধ করিবার অনেক উপায় আছে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

টাকার [স তর্ক] *বি* বদ্ধমুষ্টি; ঘুষি। 'টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

টাকি *বি* শোলের মতো ছোটো মাছবিশেষ। 'টাকি মাছে সিঁড়ির ফাটল ভরে গেছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

টাকু [স তৃক] *বি* টাক মাথা যার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

টাকুয়া [স তর্কু] *বি* সুতা কাটার ও জড়িয়ে রাখার শলাকাবিশেষ। 'এ কি প্রমাদ, যে এমন সুন্দর পশুকে এমন কদর্য্য টাকুয়ার ন্যায় সরু পা দেন।' *তারিণী*, ১৮০৩।

টাকুআ [স তর্কু] *বি* সুতা কাটার ও জড়িয়ে রাখার শলাকাবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টাকুর [স ঠক্কুর] *বি* ঠাকুর; ব্রাহ্মণ। *মেয়র্স*, ১৭৬২।

টাকুরা [স তৃক>] *বি* কেশহীন মাথা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টাক্স [ই] *বি* ট্যাক্স; খাজনা। 'কলিকাতার ঘরের টাক্স।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

টাগ *ক্রি* টানা। 'নৌবাহী নৌকা টাগুঅ গুণে।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

টাগারি [ফা তগারী] *বি* পবিত্র জলপাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টাঙন [স তুরঙ্গম] *বি* পাহাড়ি ঘোড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মাথার ওপর দৌড়ে টাঙন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

টাঙ্গন [স তুরঙ্গম] *বিণ* পাহাড়ি। 'পর্বতিআ টাঙ্গন তাজি নিল দিব্য ঘোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টাঙ্গন তাজি [স তুরঙ্গম+ফা তাজী] *বি* পাহাড়ি ঘোড়া। 'টাঙ্গন তাজি নিল দিব্য ঘোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টাঙা, টাঙ্গা [হি টঙ্গা] *বি* টাট্টুঘোড়া বাহিত দুই চাকার যানবিশেষ। 'এই শীতের রাতে টাঙা হাঁকাচ্ছে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

টাঙাওয়ালা [টাঙা+হি ওয়ালা] *বি* টাট্টুঘোড়ায় টানা দুই চাকাবিশিষ্ট গাড়ির চালক। 'লক্ষ্ণৌ-এর এক টাঙাওয়ালা।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

টাঙ্গা-ওয়ালা [টাঙ্গা+হি ওয়ালা] *বি* টাট্টু ঘোড়ায় টানা দুই চাকার গাড়ির চালক। 'টাঙ্গাওয়ালার খোঁজ পাওয়া গেল না।' *শরৎ*, ১৯৩১।

টাঙানো[1] [স টঙ্ক>] **১** *ক্রি* ঝুলানো। 'খানকতক দর্মা এবং কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* ঝুলন্ত। 'নারীমূর্তির বাঁধানো এনগ্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

টাঙ্গান[1], **টাঙ্গানো** [স টঙ্ক>] **১** *ক্রি* টাঙানো; ঝুলানো। 'বৃক্ষডালে হাটে বাটে রাখএ টাঙ্গিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া মুণ্ড ঝণ্ডার উপরি ভাগে টাঙ্গাইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **টাঙ্গাল্য** *ক্রি* টানালো। 'টাঙ্গাল্য আলম চান্দা করে ঝলমল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **টাঙ্গিয়া** *ক্রি* ঝুলিয়ে। 'গিরির উপরে সব রাখিছে টাঙ্গিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

টাঙ্গান[2] *বিণ* টানানো বা ওড়ানো আছে এমন। 'ভিন্ন ভিন্ন নিশান টাঙ্গান আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

টাঙি [ধ্বন্যা টাঙ্গি] *বি* রণকুঠার। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বর্শা, টাঙি, তলোয়ার।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

টাঙ্কুর *বি* গাছবিশেষ। 'টাঙ্কুর ঝাঁটি কাটিল কাল্যা নোয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টাঙ্কি [ধ্বন্যা টাঙ্গি] *বি* রণকুঠার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

টাঙ্গ *বি* শর জাতীয় তৃণবিশেষ। 'শর নল খাকড়া ইকড়ি টাঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টাঙ্গন *দ্র* **টাঙন**

টাঙ্গা[১] *দ্র* **টাঙা**

টাঙ্গান, টাঙ্গানো *দ্র* **টাঙানো**

টাঙ্গি[১], **টাঙ্গী** [ধ্বন্যা] *বি* কুঠার জাতীয় লোহার অস্ত্রবিশেষ। 'আদঅ কিটি় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ।' *চর্যা ৫*, ১২০০; 'কাছিল লসান টাঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টাঙ্গি[২] [স তুঙ্গ] *বি* উচ্চ প্রাসাদ। 'সমুদ্রের তীরে টাঙ্গি নানা বর্ণে রসারঙ্গি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

টাঙ্গী *দ্র* **টাঙ্গি**

টাঙ্গো [হিস্পা] *বি* মন্থর তালের বলরুম নাচবিশেষ। 'নাচিছে স্পানিস টাঙ্গো নীল ঢেউয়ে।' *জীবন*, ১৯৩০।

টাট[১] *বি* সুদ। 'টাট সমেৎ টাকা আনিয়া দিব।' *কেরি*, ১৮০২।

টাট[২] [পা তট্টক] *বি* পূজায় ব্যবহৃত তামার থালা। 'নামল মাঠে তামার টাটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছি টাটে ফুল সাজাবার জন্য।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

টাটক [স চটক] *বি* চমক; বিস্ময়। 'তা দেখিয়া নৃপসৈন্যে লাগিল টাটক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

টাটকা [স তৎকাল>?] ১ *বিণ* মাটির তৈরি। 'টাটকা সরায় রামা পরিসএ ভাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* নবীন। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দুই এক টাটকা দলপতিরা ... আপন আপন দলে প্রোক্লেমেশন দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* তাজা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'অপর পৃষ্ঠদ্বয়ে টাটকা২ সম্বাদ প্রকাশ পাইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *বিণ* নতুন। 'টাটকা গোরে হুটকা ভূতের রব।' *রাজ*, ১৮৭৪। ৫ *ক্রিবিণ* সদ্য। 'তারা টাটকা ভারতবর্ষ থেকে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বিণ* নতুন প্রকাশিত। 'আনাতোল ফ্রাঁসের টাটকা বই পড়িনি।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ৭ *বিণ* সাম্প্রতিক। 'ইহার টাটকা উদাহরণ ... হাহেব।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

টাটকিনি *বি* এক প্রকার ছোটো মাছ। 'টাটকিনি খয়রোলার পানপে ব্যঞ্জন সমানে খেয়ে যাচ্ছেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

টাটপটি [হি টাট+স পট্ট>] *বি* মোটা কাপড়ের বস্ত্র। 'টাটপটি আর কম্বলের ফাঁক থেকে একটা বিড়ি বের করল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

টাটবাটি [হি টাট+স পট্ট>] *বি* ক্যাম্বিসের কাপড়ের তৈরি জুতাবিশেষ। 'গোড় তোলা মাথা নেড়া টাটবাটি জুতা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

টাটানি [ধ্বন্যা] ১ *বি* ব্যথা। 'কিন্তু পার টাটানি কিছুই কমিল না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* টনটন করে এমন অবস্থা। 'দুখের টাটানিতে আমাদের 'পরিবার'দের বাঁট ফাটিয়া যাইতে লাগিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

টাটানো *ক্রি* ব্যথায় টনটন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমার আঙুলগুলো বড় টাটাচ্ছে।' *তারা*, ১৯৪০।

টাটি, টাটী [হি টট্টী] ১ *বি* ছাউনি। 'তৃণ টাটী দিএগা চারিদিক আবরিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বেড়া। 'সে ভুজের লোম কাটি ছাইতে পারে টাটি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* কপাট। 'দুয়ারে লাগিল টাটী না পারি বাহিরাতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *বি* মলত্যাগের স্থান। 'এক ভাঁড় হস্তে লইয়া টাটিতে যান।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৫ *বি* দরজার খিল। 'টাটি-দেওয়া রাজবাড়িতে ওগো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

টাটু, টাট্টু [হি টট্টু] ১ *বি* ছোটো ঘোড়া। 'জামা জোড়া পরিধান আরোহণ টাটু।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ উক্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

টাটুঘোড়া [হি টট্টু+ঘোড়া] *বি* ছোটো ঘোড়া। 'গ্রাম্য টাটুঘোড়া ... ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

টাট্টু ঘোড়া [হি টট্টু+ঘোড়া] *বি* ছোটো ঘোড়া। 'এক কৃষকের এক টাট্টু ঘোড়া ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'আসল ভুটানি টাট্টু যাকে বলে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

টাটে *ক্রিবিণ* বিপদে। 'কংশে শুনিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

টাট্টি [হি টট্টী] ১ *বি* বেড়া। 'খাটায়ে খসের টাট্টি মুড়িয়াছে ঘর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* লাগাম। 'ওক্কুজ্যার মুখে টাট্টি নেই, যাচ্ছেতাই বলে যখন-তখন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

টাট্টু *দ্র* **টাটু**

টাতাই [স তপ্ত>] *বি* বিরক্তিকর ঘটনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টান [স তন্>] ১ *বি* বল ক'রে টানা। 'হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আকর্ষণ। 'ঘৃণার টানেও কেহ বা আসিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বিণ* লম্বা। 'এক রাত্রিতে যখন আমি একটি ইহুদী রমণীর পাশে ... টান হইয়া শুইয়া ছিলাম।' *সবুজ*, ১৯২০। ৪ *বি* আয়ত অবস্থা। 'কাজল টেনে চোখের টান বাড়িয়ে প্রেয়সী দেখা দিলে বলে বাহবা।' *অবন*, ১৯২৫। ৫ *বিণ* লম্বাটে। 'কান দুটো টান – ঠিক সে কুলো।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৬ *বি* আঁচড়। 'সূর্য তার তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৭ *বি* নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া শোষণ। 'সিগারেট জ্বালিয়ে ... টান দিতে গেল ভুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৮ *বি* দৃঢ়ভাবে বাঁধা অবস্থা। 'দরজাটা আটকানো ছিল, কিন্তু টান নেই, খুলে গেল।' *জীবন*, ১৯৩৩।

টান-টান *বিণ* সুঠাম। 'আসলেই তার শরীরটা টান-টান।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

টান টানা *ক্রি* পক্ষ অবলম্বন করা। 'কর্তাগণ ... অধিকাংশ সময়ে ধনী মহাজনদের টান টানিয়া থাকে।' *সওগাত*, ১৯৩৮।

টান পড়া[১] *ক্রি* নিরুপায় হয়ে নেওয়া। 'বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

টানপড়া[২] *বিণ* কোঁচকানো। 'মুখের উপর টানপড়া শুকনো চামড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

টান পাড়া *ক্রি* টেনে আনা। 'কেন ... ভাবিতে হইলেই পূর্বজন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

টান মারা *ক্রি* বলপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া। 'বুকের কাছে বিদ্ধ করে টান মেরেছ কবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

টান-রাখা *বি* টেনে ধরা। 'বিশ্বের মধ্যে এই ছাড়-দেওয়া এবং টান-রাখার নিত্যলীলাতেই সুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

টানটুন *বি* কথার স্বরের ওঠা-নামা। 'প্রভেদ যা আছে সে শুধু টানটুনের।' *প্রমথ*, ১৯১২।

টানটোন [টান>] *বি* সুর, তাল ইত্যাদি। 'সমস্তই পুরাকালের গানের টানটোন ভাবভঙ্গির ব্যর্থ অনুকরণ।' *অবন*, ১৯২৫।

টানটোন দেওয়া *ক্রি* রেখা আঁকা। 'নানা লক্ষণাক্রান্ত নাক মুখ চোখের টানটোন দিয়ে পাথরের মূর্তিতে বুদ্ধত্বটুকু পরিষ্কার ধরে ফেলা চলল।' *অবন*, ১৯২৫।

টানমান [টান>] *বি* ইতস্তত ভাব। 'পন্নার সাক্ষাতে নেত্তা করে টানমান।' *বিজয়*, ১৬৫০।

টানা[1] [টান>] **১** *ক্রি* আকর্ষণ করা। 'স্থির হইয়া রহে টানিলে না চলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* লম্বা করা। 'সিংহের দাঁত ধরিয়া জিব টানিয়া মুখের ভিতর মাথা দিয়া কৌতুক দেখায়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। **৩** *ক্রি* বহন করা। 'লাঙ্গল বহে, জল টানে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **৪** বাতাস করা। 'এখন সে কাজকর্ম করে, দুপুরবেলা বসিয়া পাখা টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৫** *ক্রি* শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা। 'বাঁধানো হুঁকার তামাক টানিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৬** *ক্রি* শুষে নেওয়া। 'রবির কিরণ নেয় যে টানি ফুলের বুকের শিশির খানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **৭** *ক্রি* আরোপ করা। 'এক দিনের দায় টানি কেন আর-এক দিনের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৮** *ক্রি* মাতৃদুগ্ধ পান করা। 'স্তন টানা শেষ করে খোকনটা বেলুন ওড়ায়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩। **টানএ** *ক্রি* টানাটানি ক'রে। 'কাঞ্চুলী টানএ মোর গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **টানাই** *ক্রি* ঝুলিয়ে। 'স্থানে স্থানে টানাই রাখিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **টানায়** *ক্রি* ঝুলিয়ে রাখে। 'কিতা কথুবায় বাক্ষ্যা উপরে টানায় চান্দা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **টানি** **১** *ক্রি* টেনে। 'তোমার পুত্র ভাঙ্গিল গাছ উদুখল টানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* টেনে নিই। 'কোলেত বৈসাএ নিয়া হাতে ধরি টানি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *ক্রিবিণ* টান দিয়ে। 'বিদ্যার অঙ্গের বস্ত্র খসাইল টানি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **টানিছে** *ক্রি* টানছে। 'জলের ভিতরে কে জানি টানিছে ভুজবল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **টানিঞা** *ক্রি* টেনে। 'কাকতলি হৈতে কানি আনিল টানিঞা।' *মালাধর*, ১৫০০। **টানিবে** *ক্রি* গোটাবে। 'ইন্দ্র বৃত্তার ছলে টানিবে অঙ্কল।' *ভবানী*, ১৮২৮। **টানিয়া** *ক্রি* টেনে। 'জুলফ ধরিয়া কারে ফেলিল টানিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **টানিল** *ক্রি* টানলো। 'জমুনা টানিল বলদিয়া তাহে হাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **টানেন** *ক্রি* পক্ষাবলম্বন করেন। 'প্রজার পক্ষে টানেন কি না তাহা আমরা জানি না।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩। **টেনে** *ক্রিবিণ* টান দিয়ে। 'এ হার কি ছার, ফেলি গো টেনে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

টানিয়া নেওয়া *ক্রি* হিঁচড়ে নেওয়া। 'স্বামী-নামক চলৎশক্তিরহিত অনাবশ্যক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

টানিয়া-বুনিয়া *ক্রিবিণ* টেনেটুনে। 'টানিয়া-বুনিয়া কোনোমতে একটা অর্থ বাহির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

টেনে আনা **১** *ক্রি* কাছে নিয়ে আসা। 'বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে, প্রাণের টানে টেনে আনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বিণ* কৃত্রিম। 'একটা টেনে-আনা হাসির আজ সে তার গম্ভীর মুখে ফুটিয়ে তুলতে চায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

টেনে-উপড়ে *ক্রি* বলপূর্বক উৎপাটন ক'রে। 'টেনে-উপড়ে একেবারে গাছের নেতার মেরে দিয়েছে।' *তারা*, ১৯৪৬।

টেনেটুনে **১** *ক্রিবিণ* টানাটানি ক'রে। 'টেনেটুনে সেরেসুরে নিয়ে বেশ ফিটফাট হয়ে পুরুষটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *ক্রিবিণ* কোনোরকমে। 'অনেকটা যেন টেনে-টুনে গড়ে-পিটে লিখেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

টেনে নেওয়া *ক্রি* বহন করা। 'সারজন বলবান – জোরে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

টেনে বসানো *ক্রি* জোর ক'রে বসিয়ে দেওয়া। 'দুই হাত ধরে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

টেনে-বুনে চলা *ক্রি* ধার-কর্জ করে জীবনযাপন করা। 'নেশাটা-আশটা করতে গেলে একটু টেনে-বুনে চলতে হবে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

টেনে বেড়ানো *ক্রি* বয়ে বেড়ানো। 'তুমি কি এমনভাবে নৌকা টেনে বেড়াবে?' *ওয়ালী*, ১৯৬৩।

টানা[2] [টান>] *বি* কাপড়ের উপাদান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টানা[3] [টান>] **১** *বিণ* বিরতিহীন। 'চড়২ করিয়া টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বিণ* প্রলম্বিত। 'কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা স্বর একটিও নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* চলন। 'সইতে কভু পারবিনে রে বিষম পথের টানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৪** *বিণ* লম্বাটে। 'টানা চোখ ঘন পক্ষচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৫** *বি* আকর্ষণশক্তি। 'বিশ্বের অণীয়সী গতিশক্তির দিকে তাকাও, সেখানেও বিরাট চলা-টানার একই ছন্দের লীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

টানাকলম *বি* বিরতিহীন লেখা। 'চড়২ করিয়া টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

টানাহেঁচড়া [টানা+হেঁচড়া] *বি* টানাটানি। 'পাঁচ জনে মিলে আমাকে টানাহেঁচড়া আরম্ভ করেছিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

টানা জাল *বি* একসঙ্গে অনেক মাছ ধরার জালবিশেষ। 'টানা জালে ... তোলে অসীমকালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

টানা টানা *বিণ* লম্বাটে। 'জোড়া ভ্রূ, টানাটানা নাক চোখ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

টানাটানি, টানাটানী [টান>] **১** *বি* পরস্পর আকর্ষণ। 'সব জন্তু বংস মেলি টানাটানি কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* টানা-হেঁচড়া। 'টানাটানি করে তাভু হাটুআ নাহি ছাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আপসে আপসে মারামারি, টানাটানী, হেঁচড়াহেঁচড়ী আরম্ভ করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **৩** *বি* অনটন। 'ও বাছা বলিলে তো হয় না, সংসারের টানাটানি দেখিতে পাইতেছ।' *গৌর*, ১৮২২; 'মৌতাতের টানাটানীর জ্বালায় বিব্রত।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৪** *বি* অনুনয়-বিনয়। 'পোসা গেল হাতে ধরে করে টানাটানি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৫** *বি* প্রাণসংশয়। 'বেহারারদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৬** *বি* অব্যাহতভাবে জোরে টানা। 'অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৭** *বি* জোর-জবরদস্তি। 'তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই, র'বার যেটা সেটাই রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৮** *বি* গুরুত্ব দান। 'ফরজ তরফ কৈরা নফল নিয়া টানাটানি করাকে ইবাদত বলা চলে না।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

টানা-ঠ্যালা *বি* জোড়াতালি। 'তোমার এই প্রাচ্যদেশীয় টানা-ঠ্যালা ... কায়দা থামাও।' *মুক্তবা*, ১৯৫২।

টানা পাখা [টানা+পাখা] *বি* কাপড়ের খণ্ডে বিশেষ পদ্ধতিতে লাগানো দড়ি হাতে টেনে বাতাস করার পাখা। 'টানা পাখার বাতাস খেয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

টানা-পোড়েন *বি* তাঁতযন্ত্রে বস্ত্র বয়নের কাজ। 'মনের মধ্যে কথা বয়ন করবার যে তাঁতটা ছিল, ... এখন ঘনঘন টানা-পোড়েন আর সয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

টানাবুনা *ক্রি* জোড়াতাড়া দেওয়া। 'প্রাসাদচূড়াকে পর্বতের সঙ্গে টেনেবুনে মিলিয়ে দেখতে হয় না।' *অবন*, ১৯২৫।

টানাবোনা *বিণ* মেকি। 'টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া ছন্দ নির্মাণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

টানাহেঁচড়া [টানা+হেঁচড়া] ১ *বি* জোরাজুরি। 'কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীনদরিদ্র ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'একটা মজার টানাহেঁচড়ার ভাব।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বি* টানাটানি। 'যতই টানাহেঁচড়া করে ততই আসল মানুষটাকে হারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বি* একে অপরকে টানা। 'টানা হেঁচড়ায় চারি ভাই হৈল দিশহারা।' *মনসুর*, ১৯৪৩। ৪ *বি* ধস্তাধস্তি। 'পাগড়ি নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে গিয়ে ... রাজমুকুট খসে পড়ল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ৫ *বি* তর্কাতর্কি। 'আমার খুব অস্বস্তি লাগছে তোমার সঙ্গে টানাহেঁচড়া করতে।' *হাসান*, ১৯৬৩।

টানেল [ই] *বি* মাটির তলা দিয়ে পথ। 'তোলপাড় চলছে তোমার বুকের টানেলে, মগজের ট্রেঞ্চে।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

টানান, টানানো [টান>] ১ *ক্রি* টানানো; ঝুলিয়ে রাখা। 'নানা ভাতি কানাত সুবর্ণ টানাইল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* ঝুলন্ত। 'অর্দ্ধ মাস্তুল পর্য্যন্ত সকল দিন টানান ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

টাপ [ধ্বন্যা] *বি* ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। 'গাড়ির হররা সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেপে উঠছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টাপেটোপে *ক্রিবিণ* ইঙ্গিতে। 'সব কিছু টাপেটোপে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

টাপু [স স্তূপ>] *বি* উঁচু স্থান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টাপুর টুপুর [ধ্বন্যা] *বি* বৃষ্টির পানি পড়ার শব্দ। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর মেঘ করেছে আকাশে, উষার রাঙা মুখখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

টাফিন [ই] *বি* টিফিন। 'সাহেবের যেজের সজ্জা এবং খানা ও টাফিন খাওয়া দেখিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

টাব[১] [ই] *বি* ফুল গাছ রোপণ করার পাত্র। 'বই-ছড়ানো টেবিলে, ফুলের সাজি, ফুল গাছের টাব।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

টাব[২] [ই টপ] *বি* কানের অলঙ্কার; টপ। 'কানের ছিদ্রে টাবজোড়া লাগানো শেষ করে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

টাবা [ও টভা] *বি* কমলা জাতীয় একপ্রকার লেবু। 'নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

টাবাজল [ও টভা+স জল] *বি* টাবা লেবুর রস। 'রান্ধিবে মুসুরি সুপ দিআ টাবাজল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টাভা [ও টভা] *বি* টাবা লেবু। 'হিঙ্গুী পিআল টাভাপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

টামনা *বি* মাটি কাটার সরঞ্জামবিশেষ। 'কোপ দিলে কোদাল-টামনারই ধার বেঁকে যায়।' *তারা*, ১৯৪৬।

টায়টায় *ক্রিবিণ* একটুও কম বা বেশি নয় এমনভাবে; ঠিকঠিকভাবে। 'মিলন হইলে মিলে যাবে টায়টায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

টায়ে-টুয়ে *ক্রিবিণ* কোনো রকমে। 'প্রভিডেন্ট ফণ্ডটা অনেকবার অনেক মার খেয়েও টায়ে-টুয়ে টিকে আছে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

টায়ার [ই] *বি* রাবারের চাকা। 'সেই মোটর টায়ার ও মেশিনিজমের বিশেষজ্ঞতা কাজে খাটাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

টায়ার্ড, টায়ারড্ [ই] *বিণ* ক্লান্ত। 'অনর্থক বেচারাকে টায়ারড্ করা।' *শিবরাম*, ১৯৭০; 'এমনি শুনতে থাকো, দেখবে টায়ার্ড হয়ে পড়ছো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

টারটামেটিক [ই tartar emetic] *বি* বমি করানোর এক প্রকার ওষুধ (কালাজ্বরের চিকিৎসায় তখনকার দিনে বহুল ব্যবহৃত)। 'সংগৃহীত উপচারে টারটামেটিক মিসিয়ে দিয়াছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টারপিন [ই] *বি* পাইন জাতীয় গাছের রস থেকে তৈরি তেলবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। দ্র **টার্পিন**

টারম [ই] আদালতের স্থায়িত্বকাল; মেয়াদ। 'টারম খোলবার আগে টাকা দাখিল না করিলে কর্ম বন্ধ হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

টারিফ [ই ট্যারিফ] *বি* শুল্ক। 'জানলেন টারিফের বড়োকর্তা।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

টার্কিশ, টার্কিস [ই] *বিণ* তুর্কি। 'টার্কিস তোয়ালে না হলে ওঁর এক পা চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ান নামে প্রচলিত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

টার্গেট [ই] *বি* লক্ষ্যবস্তু। 'এদের মহলে তাঁর টার্গেট-প্র্যাক্টিসের জায়গা সব চেয়ে সংকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

টার্পিন, টার্পিণ [ই] ১ *বি* পাইন বা ঐ জাতীয় গাছের রস জ্বাল দিয়ে যে তেল বের করা হয়। 'ধূনা, টার্পিন, তৈল, খদির, হিঙ্গ, কর্পূর, গঁদ ইত্যাদি সমুদয়ই বৃক্ষনির্যাস হইতে উৎপন্ন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* পাইন বা ঐ জাতীয় গাছবিশেষ। 'টার্পিণ তরুতলে শশক ফেরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। দ্র **টারপিন**

টার্ম [ই] *বি* শিক্ষাবর্ষের ভাগ বা পর্ব। 'বিদেশের টার্ম স্বদেশে গোনা হইত।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

টার্মিনস [ই] *বি* শেষ গন্তব্য। 'নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনসে এল আগামী ফাল্গুন মাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

টার্মিনাল [ই] *বি* রেলওয়ের প্রান্তিক স্টেশন। 'শিয়ালদহ হাওড়ায় টার্মিনালে/ মাঝে মাঝে থেমে দম নেয়।' *হোসেন*, ১৯৪০।

টাল[১] [স তুঙ্গ] ১ *বি* উঁচু জায়গা। 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০। ২ *বি* স্তূপ। 'ভূষি দেখছেন না রয়েছে টাল করা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

টাল[২] [স টল্] *বি* ভুল। 'জেতই বোলী তেতবি টাল।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

টাল খাওয়া[১] *ক্রি* টলা বা টক্কর খাওয়া। 'আমি টাল খেয়ে মাথা ঘুরে পড়তে পড়তে শুনতে পেলাম।' *নজরুল*, ১৯২২।

টালখাওয়া[২] *বিণ* টক্কর খাওয়া। 'টালখাওয়া ভাঙ্গা এক প্রাচীন কবর।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

টাল যাওয়া *ক্রি* জ্ঞান হারানো। 'কোলে তুলিস নে, টাল যাবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

টালনি, টালনী [স টালি>] *বি* হেলন; টলন। 'কেহ বোলে চূড়া টালনি মনুহর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মল্লিকা-চম্পক-দামে চূড়ার টালনী বামে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

টালমটাল, টালমাটাল [স টল্>] ১ *বি* অস্থিরতা বা চঞ্চলতার ভাব। 'টালমটালেতেই কাটান।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে ঘুরানো; টালবাহানা। 'টালমাটাল করিয়া সারেন আর কহেন মাসকাবার হইলে আইস।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* হাঙ্গামা। 'বাক্সের ভিতর টাকা থাকে কিন্তু টালমাটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকে সরগরম ও জমজমা হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* টলটলায়মান। 'কাঁপুক দুনিয়া টালমাটাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

টালা[১] [স টালি>] *বিণ* হেলানো। 'অর্ধেক মাথায় কালা একভাগ চূড়া টালা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

টালা[1] [স টালি>] ১ *ক্রি* নিক্ষিপ্ত করা। 'কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ।' *চর্যা ১৮, ১২০০*। ২ *ক্রি* কাত করা। 'পসার টালিআঁ দধি ছাড়ায়িল।' *বড়ু, ১৪৫০*। ৩ *ক্রি* নাড়ানো। 'শিশু মুখে পরবত টালী।' *বড়ু, ১৪৫০*। ৪ *ক্রি* উঁচু করা। 'টালিএগ্রা করবী বান্ধে।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। ৫ *ক্রি* বিচলিত হওয়া। 'করিতে না পারে নিশা টালে টোলে টালে।' *ভারত, ১৭৬০*। ৬ *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া। 'কথায় রাখিব কত টেলে।' *ভারত, ১৭৬০*। ৭ *ক্রি* চালানো। 'কিছু নাই অন্য জ্বালা এক মাত্র পেট টালা।' *রামনারায়ণ, ১৮৫৪*। **টালিআঁ** *ক্রি* টলে; নাড়িয়ে। 'পসার টালিআঁ দধি ছাড়ায়িল।' *বড়ু, ১৪৫০*। **টালিউ** *ক্রি* নিক্ষিপ্ত করিস। 'কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ।' *চর্যা ১৮, ১২০০*। **টালিএগ্রা** *ক্রি* উঁচু করে। 'টালিএগ্রা করবী বান্ধে।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **টালিতে** *ক্রি* নাড়াতে। 'তাহাতে টালিতে মোর বল হৈল বৃথা।' *মালাধর, ১৫০০*। **টালিলেক** *ক্রি* টলিয়ে দিলো। 'ছল করি টালিলেক রাধার পসার।' *বড়ু, ১৪৫০*। **টালী** *ক্রি* টলাও। 'শিশু মুখে পরবত টালী।' *বড়ু, ১৪৫০*। **টালে** *ক্রি* বিচলিত হয়ে। 'করিতে না পারে নিশা টালে টোলে টালে।' *ভারত, ১৭৬০*।

টালাটালি [স টালি>] *বি* অব্যাহত চালানো। *বিদ্যা, ১৮৯১*।

টালেটোলে *ক্রিবিণ* ছলনাপূর্ণ কথায়। 'নিষেধ বচন না পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন।' *দর্পণ, ১৮৩১*।

টালি [ই টাইল] *বি* ঘরের ছাদ নির্মাণে ব্যবহৃত পোড়া মাটির ফলক। 'টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে।' *বঙ্কিম, ১৮৭৩*।

টালি-ক্লার্ক [ই] *বি* যে কেরানি মিলিয়ে দেখার কাজ করে। 'কতকগুলি টালি-ক্লার্ক ভর্তি করিয়া এই ১৮৬ জনের সংখ্যা পূরণ করা হইয়াছে মাত্র।' *মোহাম্মদী, ১৯৩৫*।

টাস্ক [ই] *বি* ঘরে বসে করার স্কুলের কাজ; হোমওয়ার্ক। 'স্কুলের টাস্ক দিলে হলে ডায়েরিয়া হওয়া যত রাজ্যির ব্যারাম তো তোর লেগেই আছে।' *শিবরাম, ১৯৪০*।

টাহা [স টঙ্কা] *বি* টাকা। 'মক্কায় যাইবার সময় হ্যামারে পঞ্চাশটি টাহা দেয়।' *মশাররফ, ১৮৬৯*।

-টি – নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ। 'আপনি আপন বিবাহিত ৭৪টি স্ত্রীর প্রত্যেকের কি ধর্মরক্ষা করিতে পারেন?' *রামনারায়ণ, ১৮৫৪*।

টি [ই] *বি* চা। **টি-পার্টি** [ই] *বি* চা পানের অনুষ্ঠান। 'দৃশ্যটা আর কিছু নয়, বাঁদরদের টি-পার্টি।' *অন্নদা, ১৯২৯*।

টিআ *বি* কাকাতুয়া জাতীয় পাখি। *বিদ্যা, ১৮৯১*। *দ্র* **টিয়া**

টিউটর, টিউটার [ই] ১ *বি* ছাত্রদের কাজ মূল্যায়ন করে এমন ব্যক্তি। 'টিউটরের নিকটে ছাত্রেরা অনেক বিষয় জিজ্ঞাসিতে ও জানিতে পারে।' *কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫*। ২ *বি* শিক্ষক। 'অমলকে তুমি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটর পেয়েছ?' *রবীন্দ্র, ১৯০১*; 'পাঁচ দিন দশ দিন পড়িয়ে অনেক প্রাইভেট টিউটার ছেড়ে চলে গেছে।' *শিবরাম, ১৯৪০*।

টিউটরিয়াল, টিউটোরিয়াল [ই] *বি* শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীকে প্রদেয় বিশেষপাঠ ও কাজ। 'ইংরাজী ভাষায় টিউটরিয়াল প্রস্তুত করার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে।' *আজাদ, ১৯৬৪*; 'সুদীপ্তর টিউটোরিয়াল গ্রুপের ছাত্র।' *পাশা, ১৯৭১*।

টিউটারি [ই] *বি* শিক্ষকতা। 'এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটারি হল।' *রবীন্দ্র, ১৯০১*।

টিউনিক [ই] *বি* পুলিশ, সৈনিক প্রভৃতির গায়ে সেঁটে থাকা জ্যাকেটবিশেষ। 'বর্বর বুটে লাল টিউনিকের জেল্লায় দুদ্দাড় ছড়ায় বুলি।' *হোসেন, ১৯৬৯*।

টিউব [ই] *বি* পাতালরেল। 'টিউব কাকে বলে?/ মাটির নীচে চলে/ সুড়ং পথের রেল।' *অন্নদা, ১৯২৭*।

টিউবওয়েল [ই] *বি* নলকূপ। 'টিউবওয়েল বসাইতে হইবে।' *বিভূতি, ১৯৩১*।

টিউবারকুলেসিস [ই] *বি* যক্ষ্মারোগ। 'টিউবারকুলেসিসের রোগীকে একটু আলাদা থাকতে দেয়াই ভাল।' *জীবন, ১৯৩২*।

টিউলিপ [ই] *বি* লিলিজাতীয় ফুল। 'চাঁপা, ডেইজি, ভায়োলেট? রোজ, টিউলিপ, ড্যাফোডিল?' *শিবরাম, ১৯৪০*।

টিউশন [ই] *বি* গৃহশিক্ষকতা। 'মেসে থেকে টিউশন করে।' *জীবন, ১৯৩৩*।

টিউশন ফি [ই] *বি* শিক্ষাদানের বিনিময়ে দেওয়া অর্থ। 'মেয়েদের কাছ থেকে নাম মাত্র টিউশন ফি ... গ্রহণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।' *বেগম, ১৯৫৫*।

টিউশনি [ই] *বি* গৃহশিক্ষকতা। 'চল্লিশ টাকার টিউশনি।' *বিভূতি, ১৯৩১*। *দ্র* **ট্যুইশনি**

টিউশানি [ই টিউশন>] *বি* গৃহশিক্ষকতা। 'তাহমিনা দুটো টিউশানি নিয়েছে।' *শামসুল, ১৯৫৬*।

টিংচার [ই] *বি* নির্যাস। 'প্রত্যেক কৌটার মধ্যে কত পাঠকের সুখস্মৃতি আদার-টিংচার আকারে বিরাজ করিতেছে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭*।

টিংটিঙে [ধ্বন্যা] *বিণ* কাঠির মতো রোগা। 'আমি টিংটিঙে তুমি ডিংডিঙে।' *নজরুল, ১৯৩২*।

টিকে থাকা *দ্র* **টেঁকা**

টিক[1] [ধ্বন্যা] *বি* টক অপেক্ষা লঘু শব্দ। *বিদ্যা, ১৮৯১*।

টিক[2] [স তীক্ষ্ণ>] *বি* নাক। 'তোবড়ানো গাল, টিকটা ছুলো।' *নজরুল, ১৯২৬*।

টিকটিক [ধ্বন্যা] ১ *বি* ঘড়ির দোলকের শব্দ। 'কানের কাছে টিক টিক করে সময় নির্দেশ করেন।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২*। ২ *বি* টিকটিকি ডাকার শব্দ। 'টিকটিকি ঘরের কোণে টিকটিক করিতেছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭*। ৩ *বি* তর্কবিতর্ক। 'ধর্ম লইয়া টিকটিক করিতে থাকা মূঢ়তা।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৭*।

টিকটিক করা *ক্রি* সতর্ক দৃষ্টি রাখা। 'দেশের স্বার্থের উপরে বসাইয়া ধর্ম লইয়া টিকটিক করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্বলতা ...। *রবীন্দ্র, ১৯২৩*; 'ভিটের ঘুঘুর মতো টিকটিক করে লেগে রইলাম।' *জীবন, ১৯৩২*।

টিকটিকি[1] [ধ্বন্যা] *বি* সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণীবিশেষ, যা টিকটিক শব্দ করে। *ওসাঁ, ১৭৮৫*; 'আর একপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদিগকে সরীসৃপ বলে; যেমন সাপ, গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিটি, বেঙ ইত্যাদি।' *বিদ্যা, ১৮৫১*।

টিকটিকি[2] [ই ডিটেকটিভ] *বি* গোয়েন্দা। 'এক বেটা টিকটিকি আমার পিছু নিয়েছিল।' *নজরুল, ১৯৩০*।

টিকর [স তুঙ্গ>] *বি* উচ্চ স্তূপ। 'কুত্তার সামনে গোশতের এক-একটা টিকর।' *মনসুর, ১৯৫৫*।

টিকলি[1] *বি* ফোঁটা। 'অভ্র-চিকণ টিকলি জলের ঝলমলিয়ে যায় বাতাসে।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১২*।

টিকলি[2], **টিকলী** *বি* মাথা থেকে কপালের উপর ঝুলে থাকে এমন

অলঙ্কারবিশেষ। 'টিকলী এমন একটি গহনা, যা কপালের ঠিক মাঝখানটাতেই মানায়।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'টিকলি নেকলেস চুড়ি কানপাশা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

টিকলো, টিকালো *বিণ* খাড়া। 'বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'টিকালো নাক, টানা-টানা ভাসা-ভাসা ডাগর দুটি চোখ।' *তারা*, ১৯৪২।

টিকল *বিণ* খাড়া। 'টানা চোখ, টিকল নাক।' *মনোজ*, ১৯৬১।

টিকা[১] [স বটিকা] ১ *বি* শিশুদের খেলাবিশেষ। 'খেলে টিকা কোট ডেঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* তামাক জ্বালাবার জন্য অঙ্গারাদি দিয়ে তৈরি দ্রব্যবিশেষ। 'টিকায় ফুঁ দেওন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

টিকা[২] [স গুটিকা] ১ *বি* তিলক। 'নিজ হস্তে ভালে টিকা দিল নরপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ফোঁটা; বিন্দু। 'পুরস্কারের টিকা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

টিকা[৩], **টীকা** *বি* রোগ প্রতিষেধক। 'বসন্ত রোগ বৃদ্ধি হইয়া ... যে লোকের টীকা না হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। 'শীতলা মায়েরে করে হেলা; বসন্তের টিকা নেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

টিকাদার [স ঠিকা>] *বি* বসন্ত রোগের টিকা দেয় এমন লোক। 'টিকাদারকে ঘুষ দিয়া বিদায় করিয়াছিল কেন?' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

টিকাদারি [স ঠিকা>] *বি* টিকাদারের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টিকা[৪] [স তিষ্ঠ>] *ক্রি* স্থির হওয়া। 'তিলেক টিকিয়া মোর সনে কহ কথা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

টিকে থাকা[১] *ক্রি* অস্তিত্ব বজায় রাখা। 'ললিতা রমণীরা কী করে টিকে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

টিকে-থাকা[২] *বি* যা টিকে আছে। 'নিরন্তর টিকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

টিকান [স তিষ্ঠ>] *বি* স্থায়ী করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টিকারা [ও টিকারা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মেলকারি খেলয় বাজাইয়ে টিকারা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

টিকালো দ্র **টিকলো**

টিকি, টিকী [স শিখা] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী মাথার পিছনে রাখা চুলের গুচ্ছ। 'কান ফোঁড়ে টিকি রাখে এই মাত্র দায়।' *ভারত*, ১৭৬০; 'রত্নদের সকলেরই এক রকম ধুতি, চাদর ও টিকী। *হুতোম*, ১৮৬১।

টিকি-ঝুল *বি* টিকির মতো ঝুল। 'মগজমহলে মাকোষা ঢুকিলে বেরুবেই টিকি-ঝুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

টিকিত্ব [টিকি+স ত্ব] *বি* টিকিধারীর ঔদ্ধত্য। 'হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য।' *নজরুল*, ১৯২৬।

টিকি দাড়ি *বি* টিকি ও দাড়ি; হিন্দু ও মুসলমানের ভেদাভেদ। 'খুঁজি টিকি দাড়ি নাড়ি কাছা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

টিকি দেখা *ক্রি* দেখতে পাওয়া। 'হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখার জো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

টিকিমূল [টিকি+স মূল] *বি* টিকির গোড়া। 'ঢাল তেল টিকিমূলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

টিকিট, টিকীট [ই] ১ *বি* ভাড়া বা মাশুলের রসিদ। 'প্রতিমাতে সূর্ত্তি দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট এক টাকা করিয়া।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* টাকার রসিদ। 'যে২ টিকীট উঠিয়াছে তাহা নীচের তপশীলে জানা যাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'শিক্ষকেরদিগকে পারিতোষিক টাকার টিকিট দিয়া বিদায় করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৩ *বি* ডাকটিকিট। 'টিকিট বার করে নিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩২। ৪ *বি* মনোনয়নপত্র। 'কংগ্রেস টিকিটে একজন মুছলমানও নির্ব্বাচিত হন নাই।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

টিকিট চেকার [ই] *বি* যাত্রী টিকিট কিনেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে যে। 'রেল-লাইনের টিকিট চেকার।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

টিকিটবাবু [ই টিকিট+ফা বাবু] *বি* টিকিট বিক্রি করে যে। 'টিকিটবাবু আমাকে পাইবামাত্র একবার ঠং করিয়া টেবিলে আছাড় দিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৬; 'টিকিটবাবু বললে হেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

টীকিট [ই] *বি* টিকিট। 'ছাপার টীকিট দেওয়া জাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

টিকিয়া [হি] *বি* এক প্রকার কাবাব। 'নানা রকমের সুরুয়া (সুপ), শিক-শামী-টিকিয়া-বুড়ী-আফগানী-মিশ্রী-নরগিস কত রকমের কাবাব।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

টিকিরি [স ঠিকা>] *বি* ঠিকা মজুর। 'মুই টিকিরি – জোন খাটে খাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

টিকী দ্র **টিকি**

টিকীট দ্র **টিকিট**

টিকে[১] [হি টিকিয়া] ১ *বি* কয়লার গুঁড়া দিয়ে তৈরি গুটির মতো এক প্রকার জ্বালানি। 'মতিলাল পিছন দিগ দিয়া একখানা জ্বলন্ত টিকে দাড়ির উপর ফেলিয়া দিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* তামাকের আগুন। 'এখন টিকে ধরাচেছ, কাল সকালে এসে খাওয়া যাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ৩ *বি* মাটিতে পড়া গোল কালো বিষ্ঠা। 'বুড়ো গোরুর টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং।' *নজরুল*, ১৯২৬।

টিকে[২] [স গুটিকা>] *বি* রোগের প্রতিষেধক। 'প্রেমরোগের টিকে দিয়ে রাখা হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। দ্র **টিকা**[২]

টিকেট [ই টিকিট] ১ *বি* ভাড়া বা মাশুলের রসিদ। 'স্টেশ্যন মাষ্টার অবতারে বদ্ধ টিকেটহীন পথিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* দলীয় মনোনয়ন। '৯ জন মহিলা মুসলিম লীগ টিকেট প্রার্থী হয়েছেন বলে জানা গেছে।' *বেগম*, ১৯৬৫। দ্র **টিকিট**

টিকে-থাকা দ্র **টিকা**[৪]

টিকোল, টিকোলো *বিণ* খাড়া। 'ওর সুন্দর টিকোল নাকটি।' *কায়সার*, ১৯৬২; 'টিকোলো একটি নাক।' *মণীশ*, ১৯৬৩। দ্র **টিকলো**

টিক্কা [হি টিকিয়া] *বি* তামাক পোড়ানোর জন্যে কয়লা দ্বারা তৈরি জ্বালানি। 'চিলিম হাতে হাত দোলাইয়া টিক্কা ধরাইতে লাগিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

টিঙটিঙে [ধ্বন্যা] *বিণ* কৃশ। 'লোকটা অতি রোগা টিঙটিঙে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

টিচর, টিচার [ই] *বি* শিক্ষক। 'ড্রোজু সাহেব নামক একজন টিচর।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১; 'এক জন টিচার অর্থাৎ শিক্ষক আনা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

টিচরী, টিচারি, টিচারী [ই টিচার+ই] *বি* শিক্ষকতা। 'এক জনে টিচরী কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'টিচারি করলাম।' *জীবন*, ১৯৩২; 'টিচারী অবশ্য পাই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

টিটকারি, টিটকারী, টিটকিরি [স ধিক্কার] ১ *বি* বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি। 'মালাকার আন্যা গলে দিল গুড়মাল টিটিকারি দেই জত নগরিআ

ছাবাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ঠাট্টা। 'গাড়োয়ানরা হাসি টিটকিরির সঙ্গে "তবে ঝাকা মুটের যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম্ম নয়" ইত্যাদি কমপ্লিমেন্ট দিচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* লজ্জা। 'পিকবধূ সব টিটকিরি দেয় বুলবুলি চুমকুড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

টিটীকারি *বি* ব্যঙ্গ। 'খোঁটা দেওয়া ও টিটীকারি করা তাঁর কাজ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টীটকারি *বি* বিদ্রূপ। 'টীটকারি টাকরে পাইল পরাজই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টিটি [ধ্বন্যা] *বি* 'টি-টি' শব্দ করে এমন পাখিবিশেষ। 'অনেক দিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে – ঐ টিটি পাখির ডাক-সুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

টিট্টিকার [ধ্বন্যা টিট্টি+স কার] *বি* টিট্টিভ পাখির ডাক। 'হৃদয়ভেদী টিট্টিকার শোনা যায়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

টি-টেবিল [ই] *বি* চা-নাস্তা পরিবেশনের টেবিল। 'ছোট্ট টি-টেবিলটুকুর ওপর।' *জীবন*, ১৯৩৩।

টিটিভ [স টিট্টিভ] *বি* এক ধরনের ছোটো পাখি। 'শাস্ত্রে টিটিভ খাওয়াও বিধান আছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

টিন, টীন [ই] ১ *বি* রাং; এক প্রকার ধাতু। 'মলায়া এবং ব্যাঙ্কাক হইতে টীন আইসে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'রঙ্গের ইংরেজী নাম টিন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* লৌহজাত পাতবিশেষ। 'লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠে ইহার মন্দির প্রস্তুত করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৩ *বি* টিনের কৌটা। 'টিনের ঘন দুধ খাওয়াতে হলে ...।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

টিন-কাটার [ই] *বি* টিনের পাত্র কাটতে ব্যবহৃত অস্ত্র। 'কাউন্টারের নীচ থেকে টিন-কাটার বের করে দিলে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

টিনপাত্র [ই টিন+স পাত্র] *বি* টিনের তৈরি আধার। 'একটা কেরোসিন তেলের শূন্য টিনপাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

টিনশেড [ই] *বি* টিনের ছাউনি দেওয়া খোলা ঘরবিশেষ। 'স্টেশনের বাইরে একটা টিনশেডের মধ্যে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

টিনের খড়্গ *বি* টিনের তৈরি খাঁড়া। 'সেথা তব হাতে টিনের খড়্গ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

টিনস্থ [ই টিন+স স্থ] *বিণ* টিনের কৌটাজাত। 'বাংলার বুকের উপর বসিয়া হোম হইতে টিনস্থ বেকন না পাইলে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

টিনচার আইডিন [ই] *বি* ক্ষতের পচন ও বিষক্রিয়া নিবারক ওষুধবিশেষ। 'যেখানে কাটিয়া গিয়াছে, একটু টিনচার আইডিন।' *মানিক*, ১৯৩৭।

টিপ [প্রা টিপ্পি] ১ *বি* চাপ। 'কলেবর আকুঞ্চন টিপ দিয়া টান।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* কপালের ফোঁটা। 'তোর চুল বাঁধা টিপ পরা দেখলে কাকেও আস্ত রাখবেন না।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৩ *বি* সামান্য ভাব। 'সারারাত ঘুমের টিপই এল না আমার চোখে।' *জীবন*, ১৯৪৮। ৪ *বি* চাপ। 'কলিংবেলে আঙুলের টিপ দেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫। ৫ *বি* দফা। 'একটা টিপও ফসকাতে পারে না।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

টিপছাপ *বি* দস্তখতের পরিবর্তে হাতের আঙুলের ছাপ। 'সেই কাগজে তোরা আঙুলের টিপছাপ দিবি।' *তারা*, ১৯৪০।

টিপ-তালা *বি* চাবির বদলে টিপ দিয়ে বন্ধ করা যায় এমন তালা। 'সব টিপ-তালা।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

টিপবাতি *বি* ব্যাটারিচালিত বাতিবিশেষ, যা টিপ দিয়ে জ্বালাতে হয়; টর্চলাইট। 'টিপবাতি জ্বেলে খুঁজতেই হলো সারা গায়।' *অন্নদা*, ১৯৫২।

টিপবোতাম [টিপ+প বোতাম] *বি* অল্প চাপে বন্ধ করার বোতামবিশেষ। 'বুকের কাছে জামার টিপবোতাম খোলে পটাপট।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

টিপসই [টিপ+আ সহীহ] *বি* স্বাক্ষরের পরিবর্তে বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ। 'আর ওকে টিপসই দিতে হবে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

টিপট, টীপট [ই] *বি* চা তৈরির পাত্রবিশেষ। 'টিপট থেকে চা ঢেলে নিচ্ছিলাম।' *জীবন*, ১৯৩৩; 'টীপট থেকে সুবিমলের কাপে সেদিন সরসী চা ঢেলে দিয়েছিল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

টিপটপ, টিপটাপ[1] [ই] *বিণ* পরিপাটি। 'টিপ টাপ করিয়া ফিটফাট মারিয়া ছাতের উপরে ডিল ডৌল দেখাইয়া বেড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'তিনি নিজেও যেমন টিপটপ থাকেন, নিজের অফিসটিকেও তেমনি রাখতে চান।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

টিপ টাপ[2] [ধ্বন্যা] *বি* পানি পড়ার শব্দ। 'বিন্দু বিন্দু বারি ... ক্ষণে ক্ষণে টিপ টাপ শব্দ করিতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

টিপ টিপ [ধ্বন্যা] ১ *বি* বৃষ্টি পড়ার শব্দ। 'টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* গুঁড়ি গুঁড়ি। 'বৃষ্টি কমে কমে এখন টিপটিপ, হাওয়াটি স্যাঁতলা।' *হাসান*, ১৯৬৭।

টিপটিপানি [ধ্বন্যা] *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের শব্দ। 'বুকের অস্বাভাবিক টিপটিপানি কমিয়া তখন স্বাভাবিক কান্না ... উঠিয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

টিপটিপি [ধ্বন্যা] *বি* বারে বারে জ্বলা ও নেভার ভাব। 'মাথার শূন্য কোটরে জোনাকীর টিপটিপি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

টিপন [স টিপ্>] ১ *বি* টিপ দেওয়ার কাজ। 'গুহ্য দ্বারে টিপ দিয়া করিয়া টিপন।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* চাপ। 'উরুতে খুব একটা টিপন দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টিপনি [স টিপ্পনী] *বি* উপহাসমূলক মন্তব্য। **টিপনি কাটা** *ক্রি* উপহাসমূলক মন্তব্য করা; ফোড়ন কাটা। 'আমায় গান শুনিয়ে টিপনি কেটে ... জ্বালাতন করে ফেলত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

টিপয় [ই ট্রিপড] *বি* তিন পায়াবিশিষ্ট টেবিল। 'টিপয়, পিয়ানো, আয়না ... এই আমাদের নূতন সভ্যতার উপকরণ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

টিপাই [ই ট্রিপড] *বি* তিন পায়াবিশিষ্ট টেবিলবিশেষ। 'কৌচ টিপাই ইত্যাদি বহুবিধ এতদ্দেশীয় শিল্পিদ্রব্য।' *ইংলিশম্যান*, ১৮৩৬।

টিপায় [ই ট্রিপড] *বি* তিন পায়াবিশিষ্ট টেবিলবিশেষ; তেপায়া। 'কুমু তিনটে আংটি খুলে টিপায়ের উপর রাখলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টিপরা [স ত্রিপুরা] *বি* ত্রিপুরানিবাসী নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'এককালে খুবই বর্ব্বর ছিল এসব টিপরারা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

টিপস [ই] *বি* বখশিশ। 'এই টিপসটা আপনাকে দিচ্ছি।' *শিবরাম*, ১৯৭০। দ্র **টীপ**

টিপা [স টিপ্>] ১ *ক্রি* খুব সাবধানে মাটিতে পা ফেলা। 'পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাও দূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *ক্রি* মর্দন করা। 'ফলগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া টিপিয়া টুপিয়া কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

টিপিয়া টিপিয়া *ক্রিবিণ* নিঃশব্দে পা ফেলে। 'মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেরা আনিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

টিপে ধরা *ক্রি* চেপে ধরা। 'ক্যাঁক করে তার গলা টিপে ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

টিপে মারা *ক্রি* চেপে ধরে মারা। 'আমার আদমি একথা টের পালি্য আমাগো দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

টিপাই *দ্র* **টিপয়**

টিপাটিপি *বি* অবিরাম টিপুনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টিপায় *দ্র* **টিপয়**

টিপিটিপি [স টিপ্>] ১ *ক্রিবিণ* নিঃশব্দ পদক্ষেপে। 'টিপিটিপি চলেন গুপি সাবধানেতে অতি।' *সুকুমার*, ১৯২০। ২ *বিণ* টিপ টিপ শব্দ করে পড়ে এমন; হালকা। 'টিপিটিপি বৃষ্টি ঘোমটার মতো পড়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

টিপিন [ই] *বি* মধ্যাহ্নকালীন লঘু ভোজন; টিফিন; হালকা খাবার। 'সবে একাসনে, টিপিন করে হৃষ্টমনে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

টিপ্পনী [স] *বি* ব্যাখ্যা; বিবরণ। 'উদ্দেশে আমরা সব তোমার টিপ্পনী/ লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

টিপ্পনী কাটা – সব বিষয়ে খুঁত ধরা। *সুবল*, ১৯০৬।

টিপ্পনী চলা *ক্রি* হাসিঠাট্টা করা। 'তার পরে দুই সখীতে টিপ্পনী চলল। "ফেমাস লাবণ্য ডিব্রীশস ...' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

টিপ্পনী দেওয়া *ক্রি* উপহাসমূলক মন্তব্য করা; ফোড়ন কাটা। 'নবীন একটুখানি টিপ্পনী দিয়ে বললে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টিফিন [ই] ১ *বি* হালকা খাবার; নাস্তা। 'টিফিন অর্থাৎ জলপান করিলে ১॥ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ২ *বি* খাবারের বিরতি। 'টিফিনের পর আদালত বসলে; আপনি যখন জবানবন্দী দেবেন সেই সময়ের ফটো একখানা।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

টিফিনকারি [ই টিফিন ক্যারিয়ার] *বি* হালকা খাবার পাত্রবিশেষ। 'ছোট্ট টিফিনকারিতে ভরে সারাক্ষণ কোলে কোলে রেখে' *শামসুল*, ১৯৬২।

টিফিন ক্যারিয়ার, টিফিন ক্যারিয়র [ই] *বি* হালকা খাবার বহন করার পাত্রবিশেষ। 'বাড়ির তৈরী খাবার-ভরা টিফিন ক্যারিয়ার।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'টিফিন-ক্যারিয়রে থাকে থাকে সোহিনী খাবার সাজিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

টিফিনবাহিনী [ই টিফিন+স বাহিনী] *বি স্ত্রী* টিফিন বহন করার পাত্র। 'একটা টিফিনবাহিনী হঠাৎ আমার তৈজসপত্রের অন্তর্গত হয়ে বিরাজ করতে দেখা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

টিফিনের ছুটি *বি* নাস্তা খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বিরতি। 'টিফিনের ছুটির সময় স্কুলের সামনে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

টিবি [ই টিউবারকিলোসিস] *বি* যক্ষ্মারোগ। 'যদি টিবি রোগে কোন মেয়ে আক্রান্ত হয় সেও গৌরবের।' *বেগম*, ১৯৪৮।

টিব্বা [স স্তূপ] *বি* পাহাড়ের উচ্চ অংশ। 'তখন টিব্বায় টিব্বায় ... খড়্গগণ দাঁড়াইয়া মহা আনন্দভরে গান ধরিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

টিম, টীম [ই] *বি* দল। 'একটা বাঙালি টিম করবেন।' *জীবন*, ১৯৩২; 'আর কোন ভারতীয় টীম জয়ের গৌরব লাভ করিতে পারে নাই।' *সওগাত*, ১৯৩৬।

টিমক [হি টিমাক] *বি* জাঁকজমক। 'তাহার কৃত্রিম টিমক তাহার মিথ্যা ছলের সন্ধান করিয়া দিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

টিমটিম [ধ্বন্যা] *বি* আলোকের অনুজ্জ্বলতা নির্দেশক শব্দ; মিটমিট। 'দিবার প্রদীপের ন্যায় টিম২ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'টিমটিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

টিম টিম করা *ক্রি* কোনো প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখা। 'দিবার প্রদীপের ন্যায় টিম২ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

টিমটিমে [টিমটিম>] ১ *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'একটা টিমটিমে প্রদীপ লইয়া একলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* ভরপুর। 'খই আর সন্দেশ ভরা পেটে এক গ্লাস পানি পড়ে বেশ টিমটিমে হয়েছে পেটটা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

টিম্বার [ই] *বি* কাঠ। 'কিসের ব্যবসা করবে? এই ধর টিম্বারের।' *জীবন*, ১৯৩১।

টিয়া, টিয়ে *বি* পাখিবিশেষ। 'চটক কর্কট টিয়া বায়স পেচক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টিয়াঠুঁটি *বি* এক জাতের আম। 'টিয়াঠুঁটি আম, কাঁচামিঠে আম।' *সুনীল*, ১৯৭০।

টিয়ামুখো *বিণ* টিয়া পাখির মতো মুখবিশিষ্ট। 'টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

টিয়েপাখি *বি* তোতাজাতীয় পাখিবিশেষ। 'টিয়েপাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টীয়া [ধ্বন্যা] *বি* টিয়া পাখি। 'কাঠকোঠর পেচা টীয়া কাদকোঁচা মহরিয়া সালিক ডাহুক তামচূড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টিয়ারগ্যাস [ই] *বি* যে গ্যাস চোখে লাগলে চোখে জল আসে; কাঁদুনে বা কাঁদানে গ্যাস। 'সেখানে চল্লো লাঠি, গুলী আর টিয়ারগ্যাস।' *বেগম*, ১৯৪৮।

টিলা, টীলা [হি টীলা] ১ *বি* পাহাড়। 'হ্রাদশাদিত্য টীলায় এক মাঠ পাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পতনশীল শিলারাশির ন্যায় সন্তানসেনা টিলা হইতে ফিরিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮১। ২ *বি* মাটির ঢিবি। 'কুমুদের চোখ পড়িল ... মাটির টিলাটির দিকে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

টিলাভূমি [হি টীলা+স ভূমি] *বি* পাহাড়ি অঞ্চল। 'শুষ্ক রুক্ষ টিলাভূমিই তো ঝর্ণার উৎস।' *শওকত*, ১৯৭২।

-টী নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ; -টি। 'বাকীর টাকাটী দেওয়ান প্রভৃতি কুঠীর যাবতীয় কর্ম্মকারক অংশা-অংশী করিয়া লইত।' *ফোর্ট*, ১৮০৮; 'রাজা কাহাকেও রাজকর হইতে মুক্তি দিবেন না এইটী সামান্য নিয়ম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

টী[১] [ই tea] *বি* চা। 'গরম জলে কর্ম্মকর্ত্তার প্রাতরাশের টী ও কফি প্রস্তুত হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টী[২] *বি* টিপ। 'আয় আয় চাঁদমামা টী দিয়ে যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

টী[৩] [ধ্বন্যা] *বি* কোলাহল-নির্দেশক ধ্বনি। **টী টী** *বি* হৈচৈ। 'গোলাম-চোর বলিয়া পাড়ায় টী টী পড়িয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

টীকা[১] [স] ১ *বি* গ্রন্থাদির ব্যাখ্যাপুস্তক। 'ভাগবত শ্লোকময় টীকা তার সংস্কৃত হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সাত মাসে সাত টীকা পড়াল্য গোসাঞিঃ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* ব্যাখ্যা। 'ন্যায়দর্শন প্রভৃতি সকল দর্শন টীকা সহিত অল্পমূল্যে পাওয়া যায়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

টীকাকার [স] *বিণ* টীকা রচনাকারী। 'মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যে এক বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

টীকা-টিপ্পনী [স] *বি* বিদ্রূপ মন্তব্য; বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য। 'তোমার টীকা-টিপ্পনী রাখো তো ঘোষাল!' *প্রমথ*, ১৯১৮।

টীকাটিপ্পনী কাটা *ক্রি* কথার মধ্যে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করা। 'নানান রকমের টীকাটিপ্পনীও কাটিতেছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

টীকাভাষ্য [স] *বি* ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা। 'নিন্দা প্রশংসা টীকাভাষ্য শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

টীকাসমেত [স] *ক্রিবিণ* টীকাসহ; সটীক। 'শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণ ... টীকাসমেত তুলাত কাগজে মুদ্রিত।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

টীকাসহিত [স] *ক্রিবিণ* ব্যাখ্যাসহ; সটীক। 'ন্যায়দর্শন প্রভৃতি সকল দর্শন টীকাসহিত অল্পমূল্যে পাওয়া যায়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

টীকা[১] [স তিলক] *বি* প্রতীকী তিলক বা চিহ্ন। 'তারো ভালে রাজটীকা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

টীকাছাতা [স টীকা+স ছত্র] *বি* রাজছত্র; আধিপত্য। 'দিব তাকে ইনাম ময়নার টীকাছাতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

টীকা[২] [স গুটিকা] *বি* রোগের প্রতিষেধক। 'যে লোকের টীকা না হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। দ্র **টিকা**[২]

টীকাদার [টিকা+ফা দার] *বি* বসন্ত প্রভৃতি রোগের টিকা দেয় যে। 'শহর থেকে টীকাদার এসেছে বসন্তের টীকা দেওয়ার জন্যে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬। দ্র **টিকাদার**

টীকানা [হি ঠিকানা] *বি* ঠিকানা; কোনো স্থানের সঠিক অবস্থান। *মেয়র্স*, ১৭৬৮।

টীকিট দ্র **টিকিট**

টীচার [ই] *বি* শিক্ষক। 'তোমার টীচার?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

টীট [স ধৃষ্ট] *বিণ* নির্লজ্জ। 'এক টীট কাক অকারণ মনস্থ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

টীটকারি দ্র **টিটকারি**

টীন দ্র **টিন**

টীপ [ই] *বি* বখশিশ। 'বেশি বেশি টীপ দিয়ে সেও রেস্টুরেন্টের এক নাবালিকার সাথে ভাব জমিয়েছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০। দ্র **টিপস**

টীপট দ্র **টিপট**

টীপদার মহাজন [স টিপ+ফা দার+স মহাজন] *বি* টিপসই রেখে টাকা ধার দেয় যে ঋণদাতা। 'কত টীপদার মহাজনকে টাকা লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

টীম দ্র **টিম**

টীয়া দ্র **টিয়া**

টীলা দ্র **টিলা**

টু [ধ্বন্যা] *বি* টোকা। 'খ্যাদা নাকের ছেঁদা দিয়ে টুকি কে দেয় টু।' *নজরুল*, ১৯২৬।

টু শব্দ *বি* ক্ষীণ শব্দ। 'নিজে ত টু শব্দ করেন নাই।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

টুইমুই-টুইমুই [ধ্বন্যা] *বি* অযথা হাঁটাহাঁটি। 'খানিকক্ষণ টুইমুই-টুইমুই করে হেঁটে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

টুইয়ে দেওয়া *ক্রি* লেলিয়ে দেওয়া। 'আমাকে ত্যক্ত করিবার জন্য রাস্তার ছোঁড়াদের টুইয়ে দিত ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

টুইল [ই] *বি* বিশেষ বুননশৈলীর কাপড়বিশেষ। 'ময়লা দেশী টুইলের সার্ট।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

টুইশন [ই] *বি* গৃহশিক্ষকতা। 'সুবোধ এমনই একটা টুইশন নিলে।' *জীবন*, ১৯৩২।

টুইশনি, টুইশানি [ই টুইশন>] *বি* গৃহশিক্ষকতা। 'আরো একটি টুইশনির জোগাড় করিয়া লইতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'টুইশানির টাকা পাইয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

টুংটাং [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব দ্রব্যে ক্রমাগত মৃদু আঘাতের শব্দ। 'ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে চারটে বেজে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টুং টাং ঢং [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব দ্রব্যে ক্রমাগত মৃদু আঘাতের শব্দ। 'গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং, করে চারটে বেজে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টুঁ [ধ্বন্যা] *বি* সামান্যতম শব্দ। 'বিয়ের কথা নিয়ে কখনও টুঁ করতে সাহস করত না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

টুঁ-টি করা *ক্রি* সামান্য প্রতিবাদ করা। 'আমার এলাকায় টুঁ-টি করিতে পারিবে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

টুঁ শব্দ ১ *বি* সামান্যতম প্রতিবাদ। 'উহার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করিতেও পাদ্রী সাহেবের শক্তি অপারগ।' *সুধাকর*, ১৮৯৩। ২ *বি* ক্ষীণ শব্দ। 'টুঁ শব্দটি করতে পারবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

টুঁটি [স ত্রোটি] *বি* কণ্ঠনালী। 'যখন আবার আমাকে একবার হাতে পাবেন তখন টুঁটি চেপে ধরবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

টুকটাক [ধ্বন্যা] *বিণ* অতি সামান্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তাহার দৃষ্টান্ত টুকটাক, ঠুকঠাক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'টুকটাক হাতখরচ বাবদ ফী মাসেই পঁচিশ-ত্রিশ টাকা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

টুক টুক [ধ্বন্যা] *বিণ* অতি সামান্য। 'টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই মিটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

টুকটিকি [ধ্বন্যা] *বি* ছোটো টিকটিকি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টুকটুক [স টুষ্ঠক>] *বিণ* লাল রঙের। 'ফুরফুরে ঠোঁট, টুকটুক-রঙিন হলো।' *বুদ্ধ*, ১৯৩২।

টুকটুকে [স টুষ্ঠক>] ১ *বিণ* উজ্জ্বল লাল। 'তাঁহার মনোহর গাল, বসরাই গোলাপের মতো টুকটুকে হউক আর ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* দেখতে সুন্দর। 'অমন টুকটুকে বৌটী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* কোমল। 'একেবারে বেশি কচি। বেশি টুকটুকে।' *মুনীর*, ১৯৬১।

টুকনি, টুকনী [হি টুকনী] *বি* ভিক্ষার ঝুলি। 'নব বিবি ... হাতে টুকনী লইয়া ভিক্ষাশিক্ষায় বেড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'কোন দিন আপনার হাতে টুকনি দিবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

টুকরা, টুকরো [হি টুকড়া] ১ *বি* ক্ষুদ্র কণা। *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ২ *বি* ছোটো খণ্ড। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বিণ* ক্ষুদ্র পরিমাণ। 'এক টুকরা পনীরের আপন মুখে লইয়া।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বিণ* কিঞ্চিৎ। *ভবানী*, ১৮২৩। ৫ *বি* ছিন্ন বা কাটা অংশ। 'ঐ ক্ষতের রক্তে রুটির টুকরা ডুবাইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৬ *বিণ* ছোটো। 'মাথার মধ্যে কত টুকরো টুকরো লাইন এবং কত অসমাপ্ত ভাব যাতায়াত করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'টুকরো ছবি তুলে নিয়ে মনে রোজ ফিরে আসি ঘরে।' *শামসুর*, ১৯৫৯। ৭ *বিণ* ছিন্ন। 'টুকরো ক'রে কাছি ডুবতে রাজি আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

টুকরাটাকরা, টুকরোটাকরা [হি টুকড়া>] ১ *বিণ* ক্ষয়প্রাপ্ত। 'এই দুর্গন্ধ টুকরাটাকরা দাঁতগুলো ...।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* এটা-ওটা। 'টুকরো-টাকরা যা পায় তাতেই ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

টুকরাটাকরি, টুকরো-টাকরি [হি টুকড়া>] *বি* ছোটো-বড়ো ভাঙা অংশ। 'হাঁড়িটার তলায় পিঠের টুকরাটাকরি এখনো বুঝি লেগে আছে।' *কায়সার*, ১৯৬২; 'বেতের টুকরো-টাকরি চেরা বাঁশের

আগাছার মতো হাবিজাবিগুলো সরিয়ে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

টুকরা টুকরা *বিণ* ছিন্নভিন্ন। 'খানিক বেগনি কাপড় টুকরা টুকরা করিয়া কাটিলেন।' *মধু*, ১৮৫৭।

টুকরি, টুকরী [হি টোকরি] *বি* বাঁশ বা বেতের ঝুড়িবিশেষ। 'কয়লা কিটাকা ১২ বার টুকরি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'বেত দ্বারা টুকরী, ঝুড়ি, ফুলের সাজি।' *বেগম*, ১৯৬৭।

টুকলিফাই [টুকলি+ই ফাই] *বি* নকল করার কাজ। 'রচনার বই থেকে টুকলিফাই করে বলে যাচ্ছে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

টুকা[১], টুকানো *ক্রি* লিখে রাখা। 'ইহা দর্পণে টুকিয়া রাখিতে অস্মাদাদির মহাসন্তোষ আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'টুকে রাখুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

টুকে নেওয়া *ক্রি* লিখে রাখা। 'তাঁর ঠিকানা টুকে নিয়ে এলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

টুকা[২] *ক্রি* কুড়িয়ে নেওয়া। 'সেই চাউল ওরা টুকাইয়া লইয়া আসে।' *জসীম*, ১৯৬০।

টুকি[১] [ধ্বন্যা] *বি* টোকা। 'বুকে টুকি দিয়া বোলে সকুনি দুর্মতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

টুকি[২] [হি টুক] *বি* ক্ষুদ্র খণ্ড। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টুকিটাকি [হি টুক>] ১ *ক্রিবিণ* একটু আধটু। 'টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই মেটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* ছোটোখাটো কাজ। 'অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার দরকার করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* ছোটোখাটো বিষয়। 'আমাদের কত টুকিটাকি, কত ইটি-উটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

টুকি[৩] [স তোক>] *বি* খুকি। 'খ্যাদা নাকের ছেঁদা দিয়ে টুকি কে দেয় টু।' *নজরুল*, ১৯২৬।

টুকুটুকু [স তোক (শিশু)>] *বিণ* খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। 'ভেঙে ভেঙে টুকুটুকু খাবার দেবে মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

টুকুন – স্বল্পতাসূচক প্রত্যয়বিশেষ। 'উসুখুসু শব্দটুকুন কোটর-মাঝে কীটের খেলার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

টুকুর টুকুর [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* অবিরাম টুকুর শব্দ ক'রে। 'পাল্কিহাটে বেতোঘোড়া চলে টুকুর-টুকুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

টুকুরা *বি* যুদ্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টুটকা [স ত্রোটক] *বি* তুচ্ছ দাওয়াই। 'টুটকা দিয়ে ফটকায় ফেললে রে মন ভোলা।' *লালন*, ১৮৯০।

টুটপানি [হি] *বি* অল্পজল। 'অগাধ জলচর জেন না জানে টুটপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

টুটা[১] [স ত্রুট্>] ১ *ক্রি* নির্বাপিত হওয়া। 'টুটুক কাম আনল দেহ চুম কোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ঘোচানো। 'অএো পুনু জোলি হো টুটল সরস সিনেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *ক্রি* অবসান হওয়া। 'বিষ্টি টুটাইআ আইল কার্তিক মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নিশার তিমির গিয়া টুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৪ *ক্রি* দূর হওয়া। 'খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ।' *বিচত্রী*, ১৬০০। ৫ *ক্রি* পরাজিত হওয়া। 'পরাক্রমে বীর নাহি টুটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *ক্রি* ছেড়ে দেওয়া। 'আহার টুটান মাতা দিবসে দিবসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৭ *ক্রি* খসে পড়া। 'পুঞ্জে ২ নানা স্থানে স্থান না টুটিল পরিধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৮ *ক্রি* কমানো। 'এহি পঙ্কবার হতে কহ গিয়া টুটাইতে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৯ *ক্রি* হ্রাস পাওয়া। 'কমলার দয়া তারে কভু নাহি টুটে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ১০ *ক্রি* দূর করা। 'ক্ষণেক টুটাব আমি তেরা অহঙ্কার।' *গরীব*, ১৭৬৫। ১১ *ক্রি* ছিন্ন হওয়া। 'ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'যত বাঁধন সব টুটে গো যেন, প্রভু, তোমার টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ১২ *ক্রি* মুক্ত করা। 'দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে মোরে করো ত্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **টুটএ** *ক্রি* দূর হয়। 'চতুর্বিংশে মায়া মোহ যথেক টুটএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **টুটত** *ক্রি* দূর হয়। 'যাহাঁ কর করষণে টুটত বলই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **টুটব** *ক্রি* দূর হবে। 'পুনহি দরসন জীব জুড়াএব টুটব বিরহক ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **টুটল** *ক্রি* ভাঙলো। 'অএো পুনু জোলি হো টুটল সরস সিনেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **টুটাইআ** *ক্রি* শেষ হয়ে। 'বিষ্টি টুটাইআ আইল কার্তিক মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **টুটাইতে** *ক্রি* কমাতে। 'এহি পঙ্কবারে হতে কহ গিয়া টুটাইতে।' *সুলতান*, ১৭০০। **টুটাএ** *ক্রি* দূর করে। 'না টুটাএ মহাজন।' *মালাধর*, ১৫০০। **টুটান** *ক্রি* ছাড়েন। 'আহার টুটান মাতা দিবসে দিবসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **টুটাব** *ক্রি* দূর করবো। 'ক্ষণেক টুটাব আমি তেরা অহঙ্কার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **টুটায়ল** *ক্রি* ভাঙলো। 'অনু কি মান/ টুটায়ল যাকর ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **টুটি** *ক্রি* দূর হয়ে। 'বচনক দোসে পেম টুটি গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **টুটিআ** *ক্রি* দূর হয়ে। 'সুয়ার ভাঁটি হউক টুটিআ জাউক জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **টুটিল** ১ *ক্রি* ভেঙে গেলো। 'এবেঁসি মোর টুটিল সে নেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* খসে পড়লো। 'পুঞ্জে ২ নানা স্থানে স্থান না টুটিল পরিধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **টুটুক** *ক্রি* টুটে যাক; নির্বাপিত হোক। 'টুটুক কাম আনল দেহ চুম কোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **টুটে** ১ *ক্রি* ভাঙে; ভগ্ন হয়। 'ভাণ্ড মাথে যোল পন কভুহো নাহি টুটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* পরাজিত হয়। 'পরাক্রমে বীর নাহি টুটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* হ্রাস পায়। 'কমলার দয়া তারে কভু নাহি টুটে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *ক্রি* দূর হয়। 'খঞ্জন-খঞ্জনী-প্রেমতিলেক না টুটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **টুট্যা** *ক্রি* শেষ হয়ে। 'দেখিতে দেখিতে তাঁর টুট্যা আইল বপু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টুটে যাওয়া *ক্রি* ভেঙে যাওয়া। 'আঁখি হতে মিলায় মায়া, স্বপন টুটে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

টুটা[২] [স ত্রুট্>] ১ *বিণ* ছোটো। 'কাকেয় নাহি টুটা বাড়া সমান হৃদয়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* কম। 'কেহ টুটা নয় বটে কি কাজ মিছা হটে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বিণ* ভেঙে-যাওয়া। 'ইরাকের টুটা তখত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

টুটা ফাটা ১ *বিণ* ভাঙাচোরা। 'টুটা ফাটা নহে সে যে সম সমাধান।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* ভাঙা ভাঙা। 'দেওয়ালের ঝরে পড়া চুন সুরকিতে সেতারের টুটাফাটা বোল খুঁটে বেড়ানো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

টুটাফুটা [স ত্রুট্>] *বিণ* অর্ধশুদ্ধ। 'ভাঙা ফরাসি, টুটাফাটা আরবী ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

টুটি [স ত্রোটি] *বি* কণ্ঠনালি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'রক্ত-সুধা-বিষ আন, ধর টিপে টুটি!' *নজরুল*, ১৯২৩।

টুটেনখামেনি *বিণ* মিশরের প্রাচীন রাজা টুটেনখামেনের। 'স্বতঃস্ফূর্ত টুটেনখামেনি সোনা।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

টুড়ি [ধ্বন্যা] *বি* হাতের আঙুল দিয়ে করা শব্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টুথ [ই] *বি* দাঁত। **টুথক্রীম** [ই] *বি* দাঁতের মাজন। 'টুথক্রীম ও টুথব্রাস পায়খানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

টুথপাওডার [ই] *বি* দাঁত মাজার গুঁড়াবিশেষ। 'স্নো, ক্রীম, টুথ পাওডার।' *জামায়াত*, ১৯৩৪।

টুথপিক [ই] *বি* যে কাঠি দ্বারা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্যের কণা পরিষ্কার করা হয়; খিলাল। 'কেহ কেহ টুথ পিক দিয়া খিলাল

করিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

টুথপেক [ই] *বি* খিলাল। 'এল খড়কে – টুথপেক।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

টুথপেস্ট [ই] *বি* দাঁত মাজার পেস্ট। 'আমি একটা টুথপেস্ট কিনতে বেরিয়েছি।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

টুথব্রাশ, টুথব্রাস [ই] *বি* দাঁত মাজার উপকরণবিশেষ। 'টুথক্রীম ও টুথব্রাস পায়খানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'রইল পড়ে বাঁধা-ছাঁদা টুথব্রাশ আর আয়না।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

টুন *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'দক্ষিণে শাল, শিশু, টুন কাষ্ঠ বিস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

টুনটুন [ধ্বন্যা] *বি* চুড়ির পরস্পর আঘাতে সৃষ্ট শব্দ। 'টুনটুন বাজে নবিতুনের হাতের চুড়ি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

টুনটুনানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* কোনো পাত্রে টুং টুং শব্দ করা। 'টুনটুনাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

টুনটুনি [ধ্বন্যা] ১ *বি* পাখিবিশেষ। 'গুড়গুড় তারই ঘটা টুনটুনি তালচটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* টুনটুনি পাখির মতো ছোটো। 'টুনিখুকির মুখটি ছোটো টুনটুনি তার মন সরল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

টুনি [ধ্বন্যা] ১ *বি* টুনটুনি পাখি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* ছোটো। 'টুনিখুকির মুখটি ছোটো টুনটুনি তার মন সরল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

টুনুকি ঝুনুকি [ধ্বন্যা] *বি* চুড়ির সঙ্গে অন্য চুড়ির আঘাতজনিত শব্দ। 'বেলোয়ারি চুড়ি বোল ছাড়ে টুনুকি ঝুনুকি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

টুপ [ধ্বন্যা] *বি* হঠাৎ পতন। 'টুপ করে খ'সে তরে না আঁচল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

টুপ করে *ক্রিবিণ* হঠাৎ পতিত হয়ে। 'টুপ করে খ'সে তরে না আঁচল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

টুপটাপ [ধ্বন্যা] ১ *বি* বৃষ্টি পতনের শব্দ। 'যখন বলি টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে তখন এই বুঝায় যে, ছোটো ফোঁটাটি টুপ করিয়া এবং বড়ো ফোঁটাটি টাপ করিয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* গাছ থেকে মাটিতে নরম ফলের পড়ার শব্দ। 'টুপটাপ ঝরিত কালো জাম।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

টুপটুপা [ধ্বন্যা] *ক্রি* জলের ফোঁটা পড়া। 'ফুলের পরে মুক্তোগুলি দোলে/ টুপটুপিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

টুপটুপে [ধ্বন্যা টুপটুপ] *বিণ* টসটসে; পেকে স্ফীত। 'কাঁচা ফল বাইরেতে দিব্যি টুপটুপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

টুপরি [স টপ্পর] *বি* পেটিকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টু-পাইস [ই] *বি* বাড়তি টাকা-পয়সা। 'শিক্ষা বিভাগে টু-পাইস কামাবার যে উপায় ছিল না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

টুপি, টুপী [হি টোপি] *বি* মাথায় পরার পরিচ্ছদবিশেষ। 'না ছাড়ে আপন পথে সদাই টুপী দেই মাথে ইজার পরয়ে দড় নাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাল ধল রাঙ্গা টুপি সভাকার মাথে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

টুপিওআলা, টুপিওয়ালা, টুপীওয়ালা [টুপি+হি ওয়ালা] ১ *বি* ইউরোপীয় লোক। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'কলিকাতার সীমানার মধ্যে টুপীওয়ালা তের হাজার।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* যে টুপি পরে আছে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টুপি খসানো *ক্রি* টুপি খোলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টুপিমস্তক [টুপি+স মস্তক] *বিণ* টুপিওয়ালা মাথাবিশিষ্ট। 'টুপিমস্তক ও চোখধাঁধক ভিড়ের আনাগোনা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

টুপুটুপু [ধ্বন্যা] *বি* তরল পদার্থের ফোঁটা পড়ার শব্দ। 'টুপুটুপু বৃষ্টি পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

টুপুর টুপুর [ধ্বন্যা] *বি* বৃষ্টির পানি পড়ার শব্দ। 'বিষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর মেঘ করেছে আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

টুবটুব [ধ্বন্যা] ১ *বি* পানিতে মাছের ডুব দেওয়ার শব্দ। 'টুবটুব করে আদরিয়া পুনঃ জড়ার বুকের ছায়।' *জসীম*, ১৯৫১। ২ *বি* গাছ থেকে ফল পড়ার শব্দ। 'টুব টুব করিয়া বরই পড়ার শব্দ শুনিতাম।' *জসীম*, ১৯৬৪।

টুবুটুবু [ধ্বন্যা] *বিণ* টইটম্বুর। 'আগাছার জঙ্গল এখন বর্ষার টুবুটুবু জলের তলে ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

টুম *বি* কাটা কলা গাছের খণ্ড। 'কলার টুমের মতো অসাবধানে শুয়ে পড়লো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

টুর ক্লার্ক [ই] *বি* ভ্রমণ-সহকারী। 'পদ্মর ভগ্নিপতি লাটের টুর ক্লার্ক।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

টুরিজম [ই] *বি* পর্যটন। 'দেশভ্রমণ কিংবা হালফিলের কথা টুরিজম।' *মুজতবা*, ১৯৫৮; 'সেদিন টুরিজম ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

টুরিস্ট [ই] *বি* পর্যটক। 'আমি টুরিস্ট না, মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

টুরিস্টব্রত [ই টুরিস্ট+স ব্রত] *বি* ভ্রমণের নেশা। 'অনুকূল হলে বারা টুরিস্টব্রত গ্রহণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টুর্কি *বি* বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'টুর্কি বাজাইয়া ভিড়াইল নায় নায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

টুল [ই স্টুল] *বি* কাঠের আসনবিশেষ। 'স্কুলে টুল এবং বেঞ্চির অপ্রতুল হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

টুলটুলে [ধ্বন্যা টুলটুল>] ১ *বিণ* কানায় কানায় পূর্ণতা হেতু টলটল করছে এমন। 'তুলোর তুলি আমার হাতে/ রঙের রসে টুলটুলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বিণ* সজল। 'টুলটুলে চোখ হাসে কতই ছলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

টুলা *বি* বড়শি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টুলি [হি টোলী] *বি* পাড়া; মহল্লা। 'কুমোরটুলিতে স্বদেশের যে সস্তা রাঙতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

টুলো [টোল>] *বিণ* টোলে শিক্ষিত। 'টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টুলো পণ্ডিত [টোল+স পণ্ডিত] ১ *বি* অল্প জ্ঞানী লোক। 'এত অগাধ বিদ্যা! – কতকগুলো টুলো পণ্ডিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে ফাঁসি দেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* টোলের। 'আমি টুলো পণ্ডিত, সংস্কৃত পড়াই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

টুসক *বি* এক প্রকার ঘাস। 'দীর্ঘ টুসক ঘাসের বন।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

টুসকি, টুস্কি [ধ্বন্যা] *বি* টোকা। 'টুস্কি মাক্লে রক্ত বেরোয়।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আবার কোথায় মৌটুসকি টুসকি মারে ফুলে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

টুসানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* ঠেসে মারা। 'সরতে সরতে ধরে টুসাইয়া মুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টুস্কি *দ্র* টুসকি

টেঁক [স কটি] ১ *বি* পকেট। 'ঘড়ী একটা চাহিয়া টেঁকে দিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* নদীর বাঁকা তীর। 'টেঁকের মাথায় ঐ কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৩ *বি* গাঁটি। 'লোকের টেঁক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

টেঁকচাঁদী *বি* টেকচাঁদ ঠাকুর সংক্রান্ত। 'টেকচাঁদী বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

টেঁকসই *দ্র* **টেকসই**

টেঁকশাল [স টঙ্ক+স শালা] *বি* মুদ্রা তৈরির কারখানা; টাকশাল। 'বংশী বাবু টেঁকশালের দেওয়ান হইয়াছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। *দ্র* **টাকশাল**

টেঁকসাল [স টঙ্কশালা] *বি* টাকশাল। 'নিচে লেখামত রিজিষ্টর বহি টেঁকসালে খোলা থাকিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

টেঁকা [স তিষ্ঠ>] ১ *ক্রি* স্থায়ী হওয়া। 'যেমন হাঁড়ি তেমন কড়ি, কিছুদিন টেঁকে যাইতে পারিলে।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *ক্রি* টিকে থাকা। 'বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজন্য সেখানে তাহার মন টেঁকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

টিকে থাকা *ক্রি* বেঁচে থাকা। 'ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করে তবে ঘাস-রূপে টিকে থাকতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

টিকে যাওয়া *ক্রি* বহাল থাকা। 'বিনা বিপত্তিতে এ যাত্রা টিকে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

টেঁটন [ও তেন্টন] *বি* প্রবঞ্চক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টেঁপারি *বি* কুলজাতীয় অম্লমধুর ফলবিশেষ। 'তালুকদল ... টেঁপারি খাইতে নামে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'টেঁপারির আচার।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

টেঁসে যাওয়া *দ্র* **টাঁসা**

টেক [স কটি] *বি* পকেট বা খোপযুক্ত কটিবন্ধ। 'তখন টেক হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

টেকদান *বি* ধান সিদ্ধ করার বড়ো গোলাকার পাত্রবিশেষ। 'বড় বড় টেকদানে সিদ্ধ হইত ধান।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

টেকনিক [ই] *বি* কৌশল। 'আমরাও খর্বকেশিনী খর্ববেশিনী সাহিত্যকীর্তির টেকনিকের হালফ্যাশন নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

টেকনিকেল, টেকনিক্যাল [ই] ১ *বিণ* প্রযুক্তিগত। 'নিজ ব্যয়ে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন।' *জগদীশ*, ১৯১৮। ২ *বিণ* পরিভাষাগত। 'আমাদের সাহিত্যের নমাজ, রোজা, হজ, জাকাত প্রভৃতি শব্দ টেকনিকেল।' *এসলাম*, ১৯১৯।

টেকশ ই ট্যাক্স্] *বি* কর। 'এখন ইনকাম্ টেকশকে অসহ্য মনে করি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

টেকস [ই ট্যাক্স্] *বি* কর। 'নিলাম হইলে চৌকিদারি ও খাজনা কিম্বা টেকস দিগর যাহা লাগে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

টেকসই [স স্থা>টেক+আ সহীহ্] *বিণ* মজবুত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দেহ জুৎসই টেকসই রাখিবার জন্য ওসবের দরকার আছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

টেঁকসই *বিণ* মজবুত। 'যেগুলো টেঁকসই সেগুলোর মধ্যে একটা ঐক্য দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। *দ্র* **ট্যাকসই**

টেকসাল *দ্র* **টেঁকশাল**

টেকস্ট [ই] *বিণ* পাঠ্য। 'ইস্কুলে টেকস্ট বই পড়েও এ-কথাটা আমার ঘুণাক্ষরে জানা থাকত।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'টেকস্ট বুক দেখেই কি আর সবসময় কথা বলতে ইচ্ছে করে!' *রশীদ*, ১৯৬৩।

টেকা [স তিষ্ঠ>] ১ *ক্রি* স্থায়ী হওয়া। 'টিকতে পারব কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *ক্রি* বেঁচে থাকা; রক্ষা পাওয়া। 'না হলে শরীর টিকবে না।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৩ *ক্রি* থাকা। 'পাড়ায় যে টেকা ভার।' *জসীম*, ১৯৩৩।

টেকুয়া [স তর্কু] *বি* সুতা পাকাবার যন্ত্র। 'পোলাতনির্ম্মিত টেকুয়ার দ্বারা সুতা কাটে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

টেকো[1] [স তর্কু] *বি* সুতা পাকাবার যন্ত্র। 'ধোপানীর চরকার টেকো গড়াইয়া দিব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

টেকো[2] [টাক>] *বিণ* টাকবিশিষ্ট। 'টেকো মাথা তেতে ওঠে পায়ে ছোটে ঘর্ম।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

টেকোনি [স তর্কু] *বি* ঘূর্ণিবিন্দু। 'ছুতোর ব্যাটার গুণ পরিপাটি ঘোল কলে ঘুরায় টেকোনি।' *লালন*, ১৮৯০।

টেক্কা [হি টিক্কী] ১ *বি* তেরোটি তাসের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এই এসো, আমি টেক্কা মারলেম।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'ছোট বাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেসায় শিবের বাবা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টেক্কা দেওয়া ১ *ক্রি* শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা। 'ইস, ইনি যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে আমাদের সকলের উপরে টেক্কা দিতে এসেছেন!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। 'মধুসূদন কেবল একটা বিষয়ে টেক্কা দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *ক্রি* ছাড়িয়ে যাওয়া। 'এটা আমাদের কর্তাবাবুদের উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টেক্কা মারা ১ *ক্রি* ছাড়িয়ে যাওয়া। 'মামা মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে!' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'সহধর্মিণীর উপরে টেক্কা দিতে পারিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *ক্রি* পাল্লা দেওয়া। 'আমার উপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে এক জাল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'অনেক বিষয়েই ভবভূতির তুরুপের পিঠে নিজের টেক্কা মেরে বসেছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

টেক্ষ [ই ট্যাক্স] *বি* কর। 'টেক্ষ কমিটের ঘরে দেখিবে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

টেক্স, টেক্‌স [ই] *বি* ট্যাক্স; কর। 'টেক্স অর্থাৎ প্রতি পাকা ঘরের কারণ কিছু২ কর ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'ডাক টেক্‌স কোম্পানি বাটী।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

টেক্সট [ই] *বিণ* পাঠ্য। 'একটা ঢিলে মলাটের টেক্সট বুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'টেক্সট বই ছাপার মওসুম বিধায় কাগজের অতিরিক্ত চাহিদার জন্য।' *আজাদ*, ১৯৬০।

টেক্সটাইল [ই] *বিণ* পোশাকশিল্প বিষয়ক। 'টেক্সটাইল কমিশনার ভেক্কোটী সাহেব বলিয়াছেন।' *ইত্তেলাম*, ১৯৪৫।

টেঙরা, টেঙ্গরা [স ত্রিকণ্টক] *বি* তিন কাঁটাঅলা ছোটো মাছবিশেষ। 'চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা।' *ভারত*, ১৭৬০; 'টেঙরা মৌরলা পুঁটি বেলে আর চাঁদা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। *দ্র* **ট্যাংরা**

টেটন [ও তেন্টন] *বিণ* চতুর। 'টেটন নটক লোক সমে নেহ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

টেটনী [ও তেন্টন] *বিণ স্ত্রী* ধূর্ত; চতুর। 'তাহাতে টেটনী রাধা কি করিবি বুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

টেঁঠারি *বি* পাখিবিশেষ। 'পায়রা কপোত লিখি লিখে গাঙ্গচিল কুলিঙ্গ সালিকা ডেঠা টেঁঠারি কোকিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টেডি [ই টেডি] *বিণ* প্রচলিত নিয়মরীতি মানে না এমন; বখাটে। 'তরুণ সমাজের মধ্যে টেডি প্রবণতা বৃদ্ধি।' *বেগম*, ১৯৬৩।

টেড্ডা [টের+টা] *বি* অনুভব করতে পারাটা। 'মানুষ মেলে টেড্ডা পেতে তোমায় যেতে হতো হরিণবাড়ি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টেড়া [স তির্যক] *বিণ* বাঁকা। 'কিবা কহে বিজি বিজি কত বুঝি নাও বুঝি বিষম মগজ সদা টেড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। *দ্র* **টেরা**

টেড়ি [স তির্যক] *বি* বাঁকা সিঁথি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **টেরি**

টেড়িকাটা *বিণ* বাঁকা সিঁথিবিশিষ্ট। 'একটি গৌরবর্ণ ছিপছিপে টেড়িকাটা যুবক।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

টেন্টন [ও তেন্টন] *বিণ* ঠেঁটা; বেহায়া। 'সুণহ নটক টেন্টন কাহ্ন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

টেণ্ডার, টেন্ডার [ই] *বি* দরপত্র। 'কর্পোরেশনের সেই টেণ্ডারটা নিলে?' *জীবন*, ১৯৩২; 'প্রথমে সে দেখে দুয়ের পাতার টেন্ডারের বিজ্ঞাপন।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

টেনা[১] [স তুন্ন] *বি* কাপড়ের টুকরা। 'সাত গেঁটে টেনা তার হয় জ্ঞানহারা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

টেনা[২] *বি* লোহার ছিপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টেনারি [ই] *বি* চামড়া পাকা করার কারখানা। 'সুশিক্ষিত চর্মবিশারদের সাহায্যে এইখানে একটা টেনারি খুলিতে পারেন।' *শিখা*, ১৯২৬।

টেনিস, টেনিশ [ই] *বি* র‍্যাকেট এবং বল ব্যবহৃত হয় এমন এক ধরনের খেলা। 'টেনিস-ক্ষেত্র, কাঁচের জানলা-মোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'টেনিশ সুট পরেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

টেনিস-কোর্ট [ই] *বি* টেনিস খেলার অঙ্গন। 'টেনিস-কোর্ট নৃত্যশালা শিকার-পার্টি রঙ্গমঞ্চ সংগীতসভায় স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চলা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

টেনিস ক্লাব [ই] *বি* টেনিস খেলার জন্য গঠিত সমিতি। 'পাড়ার এক টেনিস ক্লাব ...।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

টেনিস-ক্ষেত্র [ই টেনিস+স ক্ষেত্র] *বি* টেনিস খেলার কোর্ট। 'টেনিস-ক্ষেত্র, কাঁচের জানলা-মোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

টেনিস গ্রাউণ্ড [ই] *বি* টেনিস খেলার কোর্ট। 'টেনিস গ্রাউণ্ড তৈরি করবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

টেনিসপার্টি [ই] *বি* টেনিস খেলার বিশেষ আয়োজন। 'বালিগঞ্জের টেনিসপার্টিতে উচ্চ কলহাস্যে চা পরিবেশন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

টেনিস বল [ই] *বি* টেনিস খেলার বল। 'বেওয়ারিশ বাতিল টেনিস বলের সঙ্গে ফুটবলের মতো দুর্ব্যবহার করছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

টেনিসব্যাট [ই] *বি* টেনিস খেলার র‍্যাকেট। 'টেনিস ব্যাট।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টেনিস সুট [ই] *বি* টেনিস খেলার বিশেষ পোশাক। 'আমি টেনিস সুট পরে আসিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'টেনিশ সুট পরেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

টেনে *দ্র* **টানা**

টেন্ডার *দ্র* **টেণ্ডার**

টেপন *ক্রি* টেপা। 'গাত্র টেপন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

টেপরেকর্ডার [ই] *বি* শব্দ রেকর্ড করার এবং রেকর্ডকৃত শব্দ বাজিয়ে শোনার যন্ত্র। 'বাড়ির ছাদে টেপরেকর্ডার বাজছিলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

টেপা ১ *ক্রি* নিষ্পেষণ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *ক্রি* চাপ দেওয়া। 'তাহার পরে কল-টেপা অর্গিনের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

টেপাটুপি *বি* চাপাচাপি। 'এই যন্ত্রটা টেপাটুপি করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

টেপাটেপি *বি* পরস্পরের গোপন ইঙ্গিত বা ইশারা। 'দুদিন এইরকম টেপাটেপি বলাবলি করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টেপানো *বি* নিষ্পেষণ করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টেবলেট [ই] ১ *বি* সমাধির দেয়ালে লাগানো ফলকবিশেষ। 'খোদাই করা মার্বেল পাথরের টেবলেটে লেখা রয়েছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫। ২ *বি* ওষুধের বড়ি। 'এ্যাসপিরিন, ডেসপ্রোটেব এই জাতীয় টেবলেট জমানো আছে।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

টেবিল [ই] *বি* চার পায়াবিশিষ্ট উঁচু আসবাববিশেষ। 'খানার টেবিলে বসি করি খুব তুল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

টেবল [ই] *বি* সারণি। 'ঐ গ্রন্থে অনেক টেবল আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

টেবিলক্লথ [ই] *বি* টেবিলের উপরে বিছানোর কাপড়বিশেষ। 'বেশ মানাবে টেবিলক্লথের বর্ডারে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

টেবিলচালা [ই টেবিল+চালা] *বি* লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মৃত আত্মাকে হাজির করার আয়োজন; প্ল্যানচেট। 'মেয়েদের লইয়া এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে টেবিল-চালা হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

টেবিল-টেনিস [ই] *বি* টেবিলের মাঝখানে ছোটো জাল টানিয়ে দু ভাগ করে ছোটো একটি বল এবং ব্যাট দিয়ে খেলাবিশেষ। 'টেবিল-টেনিস খেলার জন্য নেমন্তন্ন ছিল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

টেবিল-ঢাকা [ই টেবিল+ঢাকা] *বি* টেবিল ঢাকার কাপড়বিশেষ। 'নিজের হাতের কাজ-করা সুন্দর একটি টেবিল-ঢাকা দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

টেবিল ল্যাম্প [ই] *বি* টেবিলে ব্যবহারযোগ্য ছোটো প্রদীপ। 'টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে চেয়ার টেনে একটা বই নিয়ে বসল।' *জীবন*, ১৯৩২।

টেবেল [ই] *বি* টেবিল। 'ঘর বাড়ি টেবেল চৌকি।' *অবন*, ১৯২৫।

টেবো [স স্তূপ>] *বিণ* গোলগাল। 'গাল টেবো যাঁর নাম টেবি তাঁর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

টেবো-টোবো *বিণ* গোলাগাল; স্ফীত। 'মেঘগুলো ... বাবুদের মতো সজলশ্যামল টেবো-টোবো নধরনন্দন ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

টেমপরেচার [ই] *বি* তাপমাত্রা। 'তোমার টেমপরেচারটা সমান করে নাও না বাবা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

টেমস [ই] *বি* ইংল্যান্ডের প্রধান নদী। 'লণ্ডননগরের পাদদেশপ্রবাহিতা টেমস নদীর তলভূমি।' *অক্ষয়*, ১৮৫১; 'টেমস নদীর নীচের সুড়ঙ্গের কথা বোধহয় অনেকেই শুনিয়াছেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

টেমি [ই টিন] ১ *বি* বুদ্ধি। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* কুপি। 'বড় টিনের টেমি দেখাইয়া বলিল, সেখেনে রান্নাঘরে জ্বালবো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

টেম্পরারি [ই] *বিণ* অস্থায়ী। 'টেম্পরারি চাকরির লগি ঠেলে ঠেলে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

টেম্পারাচার, টেম্পারেচর, টেম্পারেচার [ই] *বি* তাপমাত্রা। 'তিনি শুনিয়া ও টেম্পারেচার-চার্ট দেখিয়া ব্যবস্থা দিতেছেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'জিভের নিচে থার্মোমিটার রেখে টেম্পারাচার দেখে।'

জীবন, ১৯৩৩; 'ছিদ্র পেলেই টেম্পারেচর চড়িয়ে দেয় হু হু ক'রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

টের[1] *বি* অনুভব। 'পাপী টের পান যেন তাঁহার মনে কেহ ছুঁচ বিঁধছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

টের পাওয়া *ক্রি* বুঝতে পারা। 'এক আঁচড়েই টের পাওয়া গেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

টের[2] [স তির্যক>] *বি* সবার কাছ থেকে দূরে এক কোণ বা প্রান্ত। 'নবরত্নের সভার মাঝে রইতাম একটি টেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

টেরচা [স তির্যক>] *বিণ* বাঁকা; কোনাকুনি। 'টেরচা রহিল পুরি লাঙ্গলের চিনা।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **ট্যারচা**

টেররিস্ট, টেররিষ্ট [ই] ১ *বি* সন্ত্রাসী। 'টেররিষ্ট বলত সবাই অনুপম মহলানবিশকে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* সন্ত্রাসবাদী। 'এককালে টেররিস্ট দলে ছিলেন নিশি ঠাকুর্দা।' *সুনীল*, ১৯৭০।

টেররিজম [ই] *বি* সন্ত্রাসবাদ। 'টেররিজম করবে, সাম্প্রদায়িকতা করবে, আরও কী করবে তা ভাবীকাল জানেন।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

টেরা [স তির্যক] *বিণ* তির্যক দৃষ্টিবিশিষ্ট। 'চক্ষু টেরা।' *মানোএল*, ১৭৪৩। দ্র **টেড়া**

টেরাচক্ষু [টেরা+স চক্ষু] *বি* টেড়া বা বাঁকা চোখ যার। *ওর্সা*, ১৭৮২।

টেরা চাউনি [টেরা+চাউনি] *বি* বাঁকা চাহনি। 'একবার টেরা চাউনি দিয়ে অভ্যর্থনা করে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

টেরি [স তির্যক] *বি* বাঁকা সিঁথি। 'টেরি-চশমাধারী যুবক।' *শরৎ*, ১৯১৭। দ্র **টেড়ি**

টেরিকাটা [টেরি+কাটা] ১ *বিণ* কেশবিন্যাস করা। 'সকলের মাথায় টেরিকাটা।' *বিভূতি*, ১৯২৯। ২ *বিণ* চুলের বাঁকা সিঁথিবিশিষ্ট। 'টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা।' *জীবন*, ১৯৪২।

টেরি বাগানো [টেরি+বাগানো] *ক্রি* বিশেষ কায়দায় মাথার চুল সিঁথি করা। 'ছেলের টেরি বাগাবার শখ হল কবে থেকে?' *শরৎ*, ১৯১৩।

টেরিয়ার [ই] *বি* ছোটো আকারের কিন্তু বড়ো লোমওয়ালা কুকুরবিশেষ। 'নয়কো এটা টেরিয়ার/ নয়কো য়্যালসেশিয়ান।' *অন্নদা*, ১৯৫১।

টেলক [ই] *বিণ* শীতল; ঠান্ডা। 'সন্ধ্যাবেলার টেলক পানিতে দুদু চিৎকার করিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

টেল কোট [ই] *বি* পিছনের অংশ লম্বা এমন এক ধরনের কোট। 'সকলের উপরে একটি টেল কোট (লাঙ্গুল-কোট)।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

টেলা [স টল্>] *বি* নির্বোধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টেলামি *বি* নির্বুদ্ধিতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টেলিগ্রাফ, টেলীগ্রাফ [ই] *বি* তারের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ। 'টেলীগ্রাফ অর্থাৎ সঙ্কেত দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রাপণ ও প্রেরণার্থ যন্ত্র।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'গবর্ণর বাহাদুরের নিকট টেলিগ্রাফ করিয়াছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

টেলাগ্রাফ [ই] *বি* টেলিগ্রাফ। 'টেলাগ্রাফ ও ডাকের ঘর।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

টেলি [ই টেলিগ্রাম] *বি* তারবার্তা পাঠানো। 'নবাববাহাদুর টেলি করিয়া ... কি কি চাকরি দিতে চাহিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

টেলিগিরাপ [ই টেলিগ্রাফ] *বি* টেলিগ্রাফ। 'টেলিগিরাপের তার ও খুঁটি দেখিতে দেখিতে আসিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

টেলিগেরাম [ই টেলিগ্রাম] *বি* তারবার্তা। 'কিছু টাকা তুমি পাঠাইয়া দিবে টেলিগেরামের পর।' *জসীম*, ১৯৫১।

টেলিগ্রাফি, টেলিগ্রাফী [ই] ১ *বি* তারের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি। 'বর্তমান তারহীন টেলিগ্রাফী ও ঐথরিক বার্তাবহন-প্রণালী উলটপালট করিয়া দিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২০। ২ *বিণ* টেলিগ্রাফ সংক্রান্ত। 'আমার টেলিগ্রাফী ঠিকানা ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

টেলিগ্রাম [ই] *বি* তারবার্তা। 'টেলিগ্রামে টেলিফোনে সংবাদ আদান প্রদান করা কি শাস্ত্রের বাহিরের কার্য্য নয়?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

টেলিগ্রাম করা *ক্রি* তারবার্তা পাঠানো। 'এত ঘন ঘন টেলিগ্রাম করা কেন বলুন তো!' *নজরুল*, ১৯৩১।

টেলিপ্রিন্টার [ই] *বি* তারবার্তা পাঠানো এবং সঙ্গে সঙ্গে তা ছাপানোর যান্ত্রিক ব্যবস্থা। 'টেলিপ্রিন্টার খবর জানিয়ে যাচ্ছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

টেলিফোন [ই] *বি* তারের সাহায্যে দূরবর্তী লোকের সঙ্গে কথোপকথনের যন্ত্রবিশেষ; দূরালাপনী। 'ডাক্তার ম– একটা টেলিফোন কিনে এনেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'টেলিগ্রাফের তার, কোনটা বা টেলিফোনের তার।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

টেলিফোন অপারেটর [ই] *বি* টেলিফোন প্রেরণ এবং গ্রহণ করার যন্ত্রী। 'অফিসে টেলিফোন অপারেটরের চাকরি নিয়েছে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

টেলিফোন একচেঞ্জ [ই] *বি* টেলিফোনের সংযোগ ঘটানোর স্থান। 'মাদ্রাসা, ব্যাঙ্ক, টেলিফোন একচেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও সেখানকার রাস্তাঘাট সংস্কারবিহীন।' *আজাদ*, ১৯৭১।

টেলিফোন করা *ক্রি* টেলিফোনের মাধ্যমে কথা বলা বা বলার চেষ্টা করা। 'কিন্তু টেলিফোন করে কই লীলা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

টেলিফোন গাইড [ই] *বি* টেলিফোনের নির্দেশিকা। 'আপনাদের টেলিফোন গাইডের ক্লাসিফায়েড লিস্টে পাওয়া যাবে?' *শিবরাম*, ১৯৪০।

টেলিভিশন [ই] *বি* বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মাধ্যমে প্রেরিত ছবি ও ধ্বনি গ্রহণ ও প্রদর্শনকারী যন্ত্রবিশেষ। 'বেতার ও টেলিভিশন হইতে পাঠ্যপুস্তক পর্য্যন্ত একই নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

টেলিযোগাযোগ [ই টেলি+স যোগাযোগ] *বি* টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ। 'পূর্বাঞ্চলীয় টেলিযোগাযোগ দফতরের ...।' *বেগম*, ১৯৬৮।

টেলিস্কোপ [ই] *বি* দূরের বস্তুকে কাছে ও বড়ো দেখার যন্ত্রবিশেষ। 'টেলিস্কোপের আবিষ্কার অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

টেষকানা *বি* পাখি বিশেষ। 'চাতক তিথির ফিঙ্গা টেষকানা মাছরাঙ্গা নাবক সারস গাঙ্গচিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **ট্যাসকনা**

টেষ্ট, টেস্ট [ই] ১ *বি* স্বাদ। 'টেবিলেতে রেষ্ট নিয়া টেষ্ট পান যারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* বাছাই পরীক্ষা। 'টেস্টে এলাউ হইনি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

টেষ্টফুল [ই] *বিণ* সুস্বাদু। 'পোলাওয়ে করেছ সুধাময় আর কালিয়ার অতি টেষ্টফুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

টেষ্টরিলিফ [ই] *বি* বিশেষ খাদ্যসহায়তা। 'যাহাতে অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে কৃষিঋণ, টেষ্টরিলিফ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

টেস্টলেস [ই] *বিণ* স্বাদহীন। 'ওই বরফ দেওয়া মাছগুলি ...

একেবারে টেস্টলেস।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

টেঁটম্বুর, টৈটুম্বুর [আ তম্বুর] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'টৈটুম্বুর।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'লাওৎসে কন-ফুৎসিয়ে টৈ-টম্বুর হয়ে আছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

টোঁ টোঁ কোম্পানি [ধ্বন্যা টোঁ>+ই কম্পানি] *বি* ভবঘুরের দল। 'আমার মতন হতভাগা দু-দশটা প্রায়ই দেখতে পাবে পথে-ঘাটে টোঁ-টোঁ কোম্পানির দলে।' *নজরুল*, ১৯২২। দ্র **টো টো**

টোকফর্দ *বি* টুকে রাখা তালিকা। 'টোকফর্দের পাতাগুলো কোন পাতালে নিমজ্জিত?' *শামসুর*, ১৯৭৪।

টোকরি [হি টোকরী] *বি* ধনুক রাখার পাত্র। 'ধনুর টোকরি দিয়া করিলেক পার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

টোকলা সাধা *ক্রি* ঘুরে ঘুরে খাবার সংগ্রহ করা। 'কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

টোকা[1] [ধ্বন্যা] *বি* আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে মৃদু আঘাত। 'মধুর স্বরে বলে গীত মৃদঙ্গ টোকা দিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

টোকা[2] [স টঙ্কন>] *বি* মাথাল। 'চাষারা মাথায় টোকা প'রে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

টোকা[3] *বিণ* সংগৃহীত। 'বাড়ির সমস্ত চিঠি ও টেলিগ্রাম ... টোকা থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টোকা *ক্রি* স্মরণার্থে লিখে রাখা। 'আমার সৌন্দর্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

টোকানো *ক্রি* কুড়িয়ে নেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টোকাপানা *বি* জলজ লতাবিশেষ। 'পুকুরের জলে টোকাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

টোকার [ধ্বন্যা] *বি* তালুতে জিভ লাগিয়ে টুক টুক শব্দ। 'টাকরায় টোকার দিতে দিতে তার সদ্ব্যবহার করছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

টোকেন [ই] *বিণ* প্রতীকী। 'দাবির সমর্থনে ... টোকেন স্ট্রাইক করছি মাত্র।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

টোকো [স তক্র] *বিণ* অম্লস্বাদযুক্ত; টক। 'হাড়ে টোকো মুখে মিঠে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

টোকো-মিঠে *বিণ* টকযুক্ত মিষ্টি স্বাদবিশিষ্ট। 'পাকা খর্জুর, ডাঁশা আঙুর, টোকো-মিঠে কিসমিস।' *নজরুল*, ১৯২৮।

টোগা [স টঙ্কন>] ১ *বি* টোপরের মতো পাতার ছাতাবিশেষ। 'টোগা মাথায় কেউ বা একখান কচুপাতা মাথার উপর ধ'রে ভিজতে ভিজতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* উত্তরীয়বিশেষ। 'প্রাচীন রোমান জাতির টোগার ন্যায়, স্কন্ধের উপর দিয়া পরিধান করে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

টোটক [স তোটক] *বি* তোটক (ছন্দ)। 'বেলডিহা ধাম দ্বিজ মানিকরাম রচিল টোটোক ছাঁদে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

টোটকা [স ত্রোটক] *বি* গৃহে প্রস্তুত ঔষধবিশেষ। 'প্রথমে জারক লেবু প্রভৃতি টোটকার ব্যবস্থা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

টোটা[1] [তা তোট্টম] *বি* বাগান। 'আপনে টোটার শাক তুলিতে লাগিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

টোটা[2] [স ত্রুট] *বি* কামানের গোলা; বন্দুকের গুলি। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'তাতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহিলোকের সহিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

টোটাফুটা *বিণ* ভাঙা ভাঙা। 'আমার টোটাফুটা উর্দু দিয়ে বলতে হবে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

টোটাল [ই] *বি* মোট পরিমাণ। 'তোমার টোটাল দেখাবে বৈত নয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

টোটেম [ই] *বি* আদিম বা উপজাতীয়দের গোত্রস্মারক। 'প্রেমের চেয়েও ভালো মনে হল একটি টোটেম।' *জীবন*, ১৯৪৪।

টো টো [ধ্বন্যা] ১ *বি* লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা। 'টো টো করিয়া বেড়িয়া বেড়াইতেছে।' *সুলভ*, ১৮৭১। ২ *বিণ* লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এমন। 'টোটো সন্ন্যাসী বা দরবেশ গোছের কিছু হবে বলে, মাথায় লম্বা চুলও রেখেছিলে।' *নজরুল*, ১৯২৭। দ্র **টোঁ টোঁ**

টো টো করা *ক্রি* ক্রমাগত ঘুরে বেড়ানো। 'না-খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টো টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

টোডর *বি* ঘুঙুরওয়ালা হাতের অলঙ্কার। 'হাতে দিব টোডর গলায় দিব হার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

টোডা *বি* নৃগোষ্ঠী বিশেষ। 'নীলগীরির টোডারা একখণ্ড বস্ত্র, ... স্কন্ধের উপর দিয়া পরিধান করে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

টোড়ি *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

টোন [স তূণ] *বি* বাণ রাখার পাত্র; তূণ। 'টোন সুন্য হইল বান দৈত্যের সমাজে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কার্মুক অক্ষয়গুণ বাণপূর্ণ দুই টোন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টোনা[1] [স তন্ত্র] *বি* জাদু। 'জগতমোহিনী ততোধিক মোর টোনা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

টোনা[2] [টুনটুনি>] *বিণ* ছোটো; চিকন। **টোনা টেংড়ি** *বিণ* লিকলিকে আকৃতিবিশিষ্ট। 'মানুষের পেটে এ কী টোনা টেংড়ি বল তো দিকি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

টোনোক [স টঙ্ক] *বিণ* শক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টোপ[1] [স স্তূপ] ১ *বি* শিরস্ত্রাণ। 'মজ্জাএ প্রবেশি ভস্ম ভেদি শির টোপ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* টুপি। 'কার পাগ কার টোপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

টোপ[2] [স তূপ] ১ *বি* বড়শি। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মাছকে আকৃষ্ট করার জন্য বড়শিতে গেঁথে দেওয়া মাছের খাদ্য। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'বাবুগণের মনোমীন ধরিবার নিমিত্তে হাত হইতে টোপ ফেলিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

টোপ গেলা *ক্রি* প্রলোভনে আত্মসমর্পণ করা। 'একটা ধরতে যাই, দুটো এসে পড়ে টোপ গিলতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

টোপর [স স্তূপ] ১ *বি* পাগড়ি। 'সোনার টোপর শিরে ঘন শৃঙ্গনাদ পুরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মুকুট। 'কাঁকালে জিঞ্জির শিরে সোনার টোপর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

টোপর পরা *বিণ* টুপি পরিহিত। 'খাজনা লইয়া কাছারি-ঘরে টোপর পরা বরবেশধারী নায়েবের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

টোপর পানা *বি* এক প্রকার গোলাকার ফাঁপা পানা বা জলজ উদ্ভিদ, যা পানিতে ডোবে না। 'টোপর পানায় ভরল ডোবা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

টোপলা [স টঙ্কর] *বি* পুঁটুলি। 'আগুনির কলা কিম্বা পাটর টোপলা।' *রামাই*, ১৭১০।

টোপা [স স্তূপ>] ১ *বিণ* ফাঁপা। 'রস নাই যশ কিসে ফুল হ'ল টোপা।'

গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ *বি* টুপি; মুকুট। 'প্রজাপতির ডানা ঝরা সোনার টোপাতে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

টোপাপানা [টোপা+পানা] *বি* কচুরিপানার মতো জলজ উদ্ভিদবিশেষ। 'টোপাপানার দাম।' *বিভূতি*, ১৯৫০।

টোপাকুল [টোপা+স কোলি] *বি* দেশি কুলবিশেষ। 'খেতেছি বসিয়া টোপাকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

টোপাজ [ই] *বি* পাথরবিশেষ। 'টোপাজ পাথরের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

টোপি [হি টোপি] *বি* টুপি। **টোপিওয়ালা** [হি] *বি* ইউরোপের মানুষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

টোফা [হি টোপি] *বি* হাঁড়ি। 'মাথায় চটের থলি টোফার মত করিয়া দেওয়া।' *শওকত*, ১৯৫৮।

টোমাটো [ই] *বি* পাকলে টকটকে লাল রং ধারণ করে এমন টক স্বাদের ছোটো সবজিবিশেষ; বিলেতি বেগুন। 'টোমাটোর ঝোল।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

টোল[1] ১ *বি* সংস্কৃত পাঠশালা। 'এখানে কতগুলি টোল আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* কুঁড়েঘর। 'ডাকাত আসিয়া ঘিরিয়াছে তোর বসতবাড়ির টোল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

টোল-আউট [টোল+ই আউট] *বিণ* চতুষ্পাঠী-উত্তীর্ণ। 'পুরোহিতটি তাঁহারই টোল-আউট শিষ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

টোল-বাড়ী [টোল+বাড়ি] *বি* যে বাড়িতে চতুষ্পাঠী বা সংস্কৃত বিদ্যালয় অবস্থিত। 'টোল-বাড়ীর আটচালার বাহিরে খোলা উঠানে ...।' *তারা*, ১৯৪২।

টোলো *বিণ* টোলে পাঠদান করে এমন। 'টোলো-পণ্ডিত, আপনি চেষ্টায় ইংরেজি শিখেছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

টোল[2] [স তডু>] *বি* চামড়া সংকোচনের ফলে তৈরি ছোটো গর্ত। 'পেটের টোল মরে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'গালের টোল চিবুক দোল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

টোল-খেকো *বিণ* কথা বললে গালে টোল পড়ে এমন। 'ওঁর ছিল পুরুষ্ট টোল-খেকো বাচ্চা ছেলের তুলতুলে গাল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

টোলদার [টোল+ফা দার] *বিণ* টোল পড়ে এমন। 'স্বপ্নের জৌলুস তোমার টোলদার চিবুক-গণ্ডের কূপ থেকেই।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

টোল-খাওয়া[1] *বিণ* তুবড়ে গেছে এমন। 'এক সময় হঠাৎ টোল খাইয়া তুবড়াইয়া বাঁকিয়া শুকাইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'টোল-খাওয়া ছাতাপড়া মাথা, ফাটা-মত মনে হয় যেন।' *সুকুমার*, ১৯১৮; 'যেন মাস্তল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টোল খাওয়া[2] ১ *ক্রি* স্তিমিত হওয়া। 'মাস্টারের মতো তার গাম্ভীর্য কোথাও একটু টোল খায় না।' *মানিক*, ১৯৩৫। ২ *ক্রি* কাত হয়ে পড়া। 'কিছুদূর গিয়ে নাও টোল খায়।' *অন্নদা*, ১৯৭৫।

টোল পড়া *ক্রি* সামান্য দেবে যাওয়া। 'ধাতু কলস চারিদিকে টোল পড়িলেও আপন কার্য্য করিতে থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

টোলা [হি টোল>] *বি* পাড়া। 'বালকেরা বাঙ্গালি টোলার দিগে যাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

টোসা [ধ্বন্যা] *বি* বিন্দু; ফোঁটা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টোস্ট [ই] *বি* আগুনে সেঁকা পাউরুটির টুকরা। 'কিছু রুটি-টোস্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টোষ্ট [ই] *বি* গরমে সেঁকা মচমচে পাঁউরুটি। 'বাতিদান পরিষ্কার করে, রুটি টোষ্ট করে, খেলিবার সময়ে তাহাকে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

টৌনহল, টৌনহাল [ই] *বি* টাউন হল; নাগরিকদের সর্বজনীন মিলনায়তন। 'কলকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'সেদিন টৌনহলে একটা মস্ত তামাশা হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ট্যাংরা [স ত্রিকণ্টক>] ১ *বি* মাছবিশেষ। 'পা কেটে গেল-মাজা-ট্যাংরা মাচ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বিণ* বখাটে। 'ইসাই সমাজের ট্যাংরো বাবুদের নিকট অগণ্য ধন্যবাদও পাইয়াছেন।' *সুধাকর*, ১৮৯৩। দ্র **টেঙরা**

ট্যাঁক [স কটি>] *বি* কোমরের কাপড়। 'সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট পরিপূর্ণ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ট্যাঁক-ঘড়ি *বি* টেঁক বা পকেটে রাখা যায় এমন ঘড়ি। 'ট্যাঁক-ঘড়ির ডালা খুলতে খুলতেই এ দেশে দিন চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ট্যাঁক ট্যাঁক [ধ্বন্যা] *বি* বেশি বেশি কথা। 'যা যা – হারামজাদা, ট্যাঁক ট্যাঁক করছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ট্যাঁকশাল [স টঙ্কশালা] *বি* টাকাপয়সা মুদ্রণের কারখানা। 'ট্যাঁকশালে কাজের তারি ধুম পড়িয়া গিয়াছিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬। দ্র **টাঁকশাল**

ট্যাকশাল *বি* টাকশাল। 'তা সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ট্যাঁকসই *বিণ* মজবুত। 'সম্পূর্ণ ট্যাকসই বেড়া-দেওয়া চিরস্থৎ-করা সাধুসম্মত প্রেম!' *অন্নদা*, ১৯২৮। দ্র **টেকসই**

ট্যাঁটা [স ত্রিকণ্টক] *বি* লোহার ফলাযুক্ত দীর্ঘ দণ্ডবিশেষ বা সাধারণত অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। 'ট্যাঁটা মেরে দিয়েছি পিঠে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ট্যাঁ ট্যাঁ [ধ্বন্যা] ১ *বি* ট্যাসকনা পাখির ডাক। 'এতটুকুতেই রেগে ট্যাসকনার মতো ট্যাঁ ট্যাঁ করে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বি* শিশুর কান্নার ধ্বনি। 'কোলে যখন নোতুন এক আগন্তুক ট্যাঁ-ট্যাঁ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। ৩ *বি* অনর্গল কথা বলা বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ। 'বেড়ার উলটো দিক থেকে ট্যাঁ ট্যাঁ করছে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ট্যাঁপা [স স্তূপ] *বি* একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় মাছ, যা পেটে বাতাস ঢুকিয়ে পেট বড়ো করতে পারে। 'চুল কাটিয়ে ট্যাঁপা মাছের মত চেহারা নিয়ে এখন কবীর এলেন।' *হাসান*, ১৯৬৬।

ট্যাঁপা ট্যাঁপা [স স্তূপ>] *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'ট্যাঁপা ট্যাঁপা ফুলো-ফুলো গালে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ট্যাকটিক, ট্যাকটিকস [ই] *বি* কৌশল। 'তারপর আলাদা ট্যাকটিক চালাবার জন্য ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'এ সব ট্যাকটিকস তুমি আজো শিখতে পার নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ট্যাকশাল [স টঙ্ক+স শালা] *বি* টাকশাল। 'তা সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। দ্র **টাকশাল**

ট্যাক্স, ট্যাক্সো [ই] *বি* কর; খাজনা। 'প্রজারা খাজনা ও ট্যাক্স দিতেছে।' *সুলভ*, ১৮৭০; 'অন্তত সরকারী ট্যাক্সো দিয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ট্যাক্সদাতা [ই ট্যাক্স+স দাতা] *বি* করদাতা। 'ট্যাক্সদাতাদিগের মধ্যে অমুছলমানের তুলনায় মুছলমানের সংখ্যা কম কখনই নহে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

ট্যাক্সি, ট্যাক্সী [ই] ১ *বি* মোটরগাড়ি বিশেষ। 'একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'মোটর ট্যাক্সীগুলো সবেগে ঐ একই বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* ভাড়ায় চলে এমন মোটরগাড়ি। 'ট্যাক্সি ও বাসওয়ালাদের ব্যবসা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

ট্যাকসি [ই] *বি* ভাড়ায় চালিত ছোটো মোটরগাড়ি। 'তারপর ট্যাকসিতে যাওয়ার জন্যেই বোধহয় তিনি নেমে গেলেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ট্যাক্সিওয়ালা, ট্যাক্সিওলা [ই ট্যাক্সি+হি ওয়ালা] *বি* ট্যাক্সি চালায় যে। 'একজন ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে "ট্যাক্সি চাই বাবু, ট্যাক্সি।"' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'ট্যাক্সিওলা যে বাড়ির সামনে দাঁড়াল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ট্যাঙট্যাঙ [ধ্বন্যা] *বি* ধীরগতিতে গমন। 'বলরাম ট্যাঙট্যাঙ করতে করতে রাস্তায় গিয়ে উঠলো।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ট্যাঙরা [স ত্রিকণ্টক] *বি* এক জাতের আঁশশূন্য কাঁটাওয়ালা মাছ। 'ছিপ দিয়া ট্যাঙরা মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ট্যাঙ্ক[1] [ই] *বি* জলাধার। 'ময়লা জলের প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কটা জীর্ণ।' *তারা*, ১৯৪৩।

ট্যাঙ্ক[2] [ই] *বি* কামান-বসানো দুর্ভেদ্য যুদ্ধযানবিশেষ। 'বিদেশ থেকে যে সব ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ি এনেছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ট্যাট ট্যাট [ধ্বন্যা] *বি* আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি ছোড়ার শব্দ। 'ট্যাট ... ট্যাট ... ট্যাট ...।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ট্যাটন [স ধৃষ্ট] *বি* ধড়িবাজ; ধূর্ত। 'আগেকার দিনে হাটে বাজারে দু'একজন ট্যাটন থাকিত।' *জসীম*, ১৯৬০।

ট্যাটামি *বি* ঠ্যাটামি; ধৃষ্টতা। 'ফের ট্যাটামি করবি তো বের করে দেব।' *জীবন*, ১৯৩২।

ট্যাড়চা [স তির্যক] *বিণ* আড়ভাবে বোনা। 'সীতের ট্যাড়চা সাড়ী, ঝাঁপটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপার বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ট্যান [ই] *বিণ* বাদামি; রোদে পোড়া রংবিশিষ্ট। 'মুচি এসে দাদুর আমার নাক করেছে ট্যান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ট্যানা [স তুন্ন] *বি* জীর্ণ বস্ত্র। 'মধ্যে ট্যানা পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে হোম কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'তন্বঙ্গী কিশোরী লজ্জা নিবারণের ট্যানা নেই বলে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ট্যানারী [ই] *বি* চামড়া পাকা করার কারখানা। 'সহরতলীতে রায় সাহেবের ট্যানারী খ্যাতিলাভ করেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

ট্যাপ [ই] *বি* পানির কল। 'জল একটুও ছোঁব না, ট্যাপের নীচে একটু বসব।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ট্যাবলেট [ই] *বি* ওষুধের বড়ি। 'এক ফাইল কি যেন ট্যাবলেট।' *জীবন*, ১৯৩২।

ট্যাবা ট্যাবা [স স্তূপ>] *বিণ* গোলগাল। 'ট্যাবা ট্যাবা মুখ।' *জীবন*, ১৯৩২।

ট্যারচা [স তির্যক] *বিণ* বাঁকা। 'কামিজ্ঞ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'চার কোণ জুড়ে ট্যারচা করে অতি ক্ষুদ্র ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০। *দ্র* **টেরচা**

ট্যারা [স তির্যক] *বিণ* টেড়া; বাঁকা। 'ট্যারা চোখে সে তাকায়।' *মানিক*, ১৯৪০।

ট্যারানো [স তির্যক>] *ক্রি* তির্যকভাবে তাকানো। 'ফির যদি ট্যারাবি চোখ।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ট্যালকাম [ই] *বি* গায়ে মাখার সুবাসিত পাউডার। 'কিউটিকিউরা ট্যালকামের গুঁড়ি পড়েছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ট্যালা ১ *বিণ* বোকা। 'তুই ট্যালা হয়ে গেলি যে।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* হাভাতে। 'ট্যালার মত এই খাবারের ... খুবড়ি খেয়ে পড়ে আছিস যে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ট্যাসকনা *বি* পাখিবিশেষ। 'এতটুকুতেই রেগে ট্যাসকনার মতো ট্যাঁ ট্যাঁ করে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭। *দ্র* **টেৎকানা**

ট্যাসল, ট্যাসেল [ই] *বি* সৌন্দর্য বাড়ানোর উদ্দেশে ফেজ অথবা তুর্কি টুপির তালু থেকে ঝোলানো এক গুচ্ছ মোটা সুতো। 'বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপি।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'তুর্কী টুপির ট্যাসেল দুলিয়ে দুলিয়ে খানা-টেবিল যে বিলক্ষণ তপ্ত-গরম রাখলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ট্যাসু [ই ট্র্যাস] *বি* মিশ্রবর্ণ; কালো সাহেব। 'বিলেত গেলে হয়ে আসবেন ট্যাসু।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ট্যুইশনি [ই] *বি* গৃহশিক্ষকতা। 'একবেলা প্রাইভেট ট্যুইশনি করে।' *তারা*, ১৯৪৩। *দ্র* **টিউশন**

ট্যুষন [ই] *বি* টিউশন; অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা প্রদান। 'একটি প্রাইভেট ট্যুষনও আছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

ট্যুরিস্ট [ই] *বি* পর্যটক। 'ট্যুরিস্ট দু'চোখ বেড়ায় সবুজে : সমাহিত মাঠে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ট্রু কাপি [ই] *বি* অনুলিপি। 'ছেলেটা কেবল ট্রু কাপির সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ট্রটস্কীয় [ই ট্রটস্কি+স ঈয়] *বিণ* সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট নেতা ট্রটস্কির মতানুসারী। 'গ্রীসের ট্রটস্কীয় বামাচারী বিনষ্ট চার্চিলের বাক্যবাণে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

ট্রপিকাল [ই] *বিণ* গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। 'ট্রপিকাল ফরেস্ট তত জমকালো নয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ট্রফিক [ই] *বিণ* চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী। 'দিচ্ছে বিছিয়ে ট্রফিক আইল্যাণ্ডে।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

ট্রলি [ই] *বি* সাধারণত রোগী বহনে ব্যবহৃত দুই বা চার চাকার ঠেলাগাড়ি। 'হাসপাতালের ট্রলি ডাক্তার নার্স আয়া।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

ট্রাষ্টি [ই] *বি* অর্পিত দ্রব্য বা সংঘের রক্ষাকারী। 'তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ট্রাই [ই] *বি* খাওয়ার চেষ্টা। 'ঠনঠনের নিমকীটাও ট্রাই করুন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ট্রাই করা [ই] *ক্রি* খাওয়ার চেষ্টা করা। 'কখানা ট্রাই করবে?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ট্রাইপস [ই] *বি* কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক পরীক্ষা। 'মানের উপাধির জন্য যে সকল পরীক্ষা হয়, তাহাদের ট্রাইপস বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ট্রাইবুনাল [ই] *বি* বিশেষ বিচার। 'খোদার দরবারে আবার এন্টি-কোরাপশান ট্রাইবুনাল বসল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ট্রাইসিকল [ই] *বি* তিন চাকার সাইকেল। 'ওদের জন্যে বল, ব্যাট, ট্রাইসিকেল, কতরকমের খেলনা, পুতুল, মোটরগাড়ি কত কী!' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ট্রাউজার [ই] *বি* প্যান্ট। 'চাঁদনির কোট ট্রাউজার পরে বার হতে লজ্জা

করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ট্রাংক, ট্রাঙ্ক [ই] *বি* জিনিসপত্র রাখার ধাতব বাক্স। 'সন্ধ্যার ট্রেনে আমাদের ট্রাঙ্কগুলি ফিরিয়া আসিল।' *রোকেয়া*, ১৯০৪; 'স্টিলের ট্রাংকে জোহরার গহনাপত্র থাকিত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ট্রাক [ই] *বি* মালবাহী মোটরযান বিশেষ। 'কয়েকখানা মাঝারি গোছের ট্রাক।' *জীবন*, ১৯৩২।

ট্রাক্টর [ই] *বি* জমি চাষের ইঞ্জিনচালিত যন্ত্রবিশেষ। 'ট্রাক্টরের হাতল চেপে তবু কখন ঝিমিয়ে পড়ল মন।' *নীরেন*, ১৯৪৪।

ট্রাঙ্ককল [ই] *বি* দূরবর্তী স্থান থেকে আসা টেলিফোনের ডাক। 'পাটনা থেকে আমার একটা ট্রাঙ্ককল আসবে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ট্রাজি-কমেডী [ই ট্রাজেডি+কমেডি] *বি* শোকাবহ মিলনান্তক ঘটনা। 'ট্রাজি-কমেডিই হচ্ছে ছোটো গল্পের প্রাণ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ট্রাজেডি, ট্রাজেডী, ট্র্যাজেডি [ই] ১ *বি* বিয়োগান্ত নাটক। 'হৃদয়বিদারক ট্রাজেডি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* করুণ পরিণতি; শোকাবহ ঘটনা। 'ভেলিশিয়া ট্রাজেডী বা মজলুমা-বধ-কাহিনী।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'তার নড়বড়ে জীবলীলার প্রহসনটাকে হয়তো ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত করে দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ট্রাজিক [ই] ১ *বিণ* বিয়োগান্ত। 'জীবনটা ট্রাজিক কি কমিক ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ২ *বিণ* দুঃখজনক। 'দেখুন ছোটবেলায় খুব একটা ট্র্যাজিক ...।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ট্রানজিস্টর, ট্রানজিসটর, ট্রানজিস্টার [ই] *বি* ছোটো ব্যাটারিচালিত ছোটো মাপের বেতার যন্ত্র। 'ট্রানজিস্টারটা বেজেই যাচ্ছিল ফেকুর বগলে।' *হাসান*, ১৯৬৬; 'পাড়াময় ট্রানজিস্টর রেডিওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে/ টিভির বক্সিং রিং ভেঙে তেড়ে আসে।' *হোসেন*, ১৯৬৯; 'একটা ছোট ট্রানজিসটর।' *পাশা*, ১৯৭১।

ট্রানস্লেশন [ই] *বি* অনুবাদ। 'আবার কখনো ক্লাসের ট্রানস্লেশন বলে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ট্রান্সপোর্ট [ই] ১ *বিণ* দ্বীপান্তরিত। 'সুপ্রিমকোর্টে জাল সাক্ষী দেওয়ার অপরাধে ... বিচারে চোদ্দ বছরের জন্য ট্রান্সপোর্ট হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* পরিবহন ব্যয়। 'রাহা খরচা (ট্রান্সপোর্ট) কত পড়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬। ৩ *বি* মানুষ ও পণ্য পরিবহন। 'ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা, বিশাল বড়লোক।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ট্রান্সফার [ই] *বি* বদলি; চাকরিস্থল পরিবর্তন। 'বিদেশ হইতে ট্রান্সফার হইয়া এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদলাভ করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

ট্রাফিক [ই] ১ *বিণ* যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী। 'ট্রাফিক ইনস্পেক্টরের জিম্মায় মাদুরা হইতে প্রায় বারোটা দশ মিনিটের সময়ে তৎক্ষণাৎ একটি রিলীফ ট্রেন চালানো হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* গাড়ির চলাচল; গাড়ির ভিড়। 'ট্রাফিকের কলতান বাজেনি প্রবল সুরে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ট্রাফিক আইন [ই ট্রাফিক+ফা ই] *বি* যানবাহন চালনার নিয়মকানুন। 'বাসটা ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে, ট্রাফিক আইন ভেঙে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ট্রাফিক আইল্যান্ড [ই] *বি* উঁচু সড়ক-বিভাজক; সড়কদ্বীপ। 'আমাদের মৃত্যু আসে হাটে সুডৌল ট্রাফিক আইল্যান্ডে ধু ধু চরে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ট্রাফিক জ্যাম [ই] *বি* যানজট। 'নারিন্দার নিয়মিত ট্রাফিক জ্যাম পার হতে হতে বেরিয়ে আসছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ট্রাফিক পুলিস [ই] *বি* যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশ। 'ট্রাফিক পুলিসে আজকাল বড় কড়াকড়ি করে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ট্রাবল [ই] ১ *বি* রোগ। 'হার্ট ট্রাবলের জন্যে ডাক্তার বলেছিল হাওয়া বদলাতে।' *শিবরাম*, ১৯৫০। ২ *বি* সমস্যা। 'ট্রাবলটা কী আপনার?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ট্রাভেলিং [ই] *বিণ* ভ্রমণ সংক্রান্ত। **ট্রাভেলিং ব্যাগ** [ই] *বি* ভ্রমণ ব্যাগ, যাতে ভ্রমণকালীন অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি থাকে। 'সামনের র‍্যাকে ঠিক মুখোমুখিই ছিল একটা ট্রাভেলিং ব্যাগ।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ট্রাম, ট্র্যাম [ই] *বি* সাধারণ সড়কে চলাচলকারী ছোটো রেলগাড়ি। 'ট্রাম-গাড়ী, মোটরগাড়ী প্রভৃতি স্থলযান ... পরিচালিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ওম্নিবাস ও ট্র্যামে উঠিয়া দেখিতে দেখিতে পাইবে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ট্রামওয়ে [ই] *বি* যে লোহার লাইনের উপর দিয়ে ট্রাম চলাচল করে। 'রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টীমার, এরোপ্লেন, মোটর লরী, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টাফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারী।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

ট্রাম-কণ্ডাক্টর [ই] *বি* ট্রামের তত্ত্বাবধায়ক ও টিকিট-পরীক্ষক। 'সেখানে থাকে দুজন ট্রাম-কণ্ডাক্টর।' *তারা*, ১৯৪৩।

ট্রামগাড়ী, ট্রামগাড়ি [ই ট্রাম+গাড়ি] *বি* সাধারণ সড়কে চলাচলকারী ছোটো রেলগাড়ি। 'এই শক্তির বলে ট্রাম-গাড়ী, মোটরগাড়ী প্রভৃতি স্থলযান ... পরিচালিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ট্রাম-গাড়ি চড়বার পয়সা অনেককে চেয়ে চিন্তে নিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ট্রাম-ডিপো [ই] *বি* ট্রামঘাঁটি। 'কানাই দ্রুতপদে অগ্রসর হল ট্রাম-ডিপোর দিকে।' *তারা*, ১৯৪৩।

ট্রামবাস [ই] *বি* ট্রামগাড়ি। 'জন্ম থেকেই চারপাশে শুধু ট্রামবাস কলকারখানার কর্কশ ধ্বনির প্রতিযোগিতা।' *শিব*, ১৯৫০।

ট্রাম-লাইন [ই] *বি* ট্রাম চলাচলের পথ। 'ট্রাম-লাইনের ধারে সুকৌশলে হয়তোবা ...।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ট্রাম স্টপেজ [ই] *বি* ট্রামে যাত্রী উঠানামার জন্য নির্ধারিত স্থান। 'ট্রাম স্টপেজে নেমে কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনে ঢুকে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

ট্রাম্প [ই] *বি* তাস খেলার অপেক্ষাকৃত মূল্যবান তাসের দান; তুরুপ। 'মেয়েদের তাসের উপর কোন পুরুষ ট্রাম্প করতে পারবে না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ট্রায়াল, ট্রায়েল [ই] ১ *বি* বিচার। 'এখুনি নিউ ট্রায়েল অর্থাৎ পুনর্বিচারের জন্য প্রার্থনা করিব।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* পরীক্ষা; যাচাই। 'একটা ট্রায়ালেই ঘায়েল হয়ে আমি বুঝলাম, যে হ্যাঁ, ব্যায়াম বটে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ট্রাষ্টি, ট্রাষ্টী, ট্রাসটি, ট্রাস্টী [ই] *বি* অর্পিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। 'একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি ... তুমি তার ট্রাষ্টি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'মরে গেল ট্রাসটিরা করে দিক বণ্টন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'সতীশ তাঁর বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেছেন মেয়েকে। কিন্তু ট্রাস্টীর হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ট্রাস্ট [ই] *বি* গচ্ছিত সম্পত্তি। 'আমার ট্রাস্ট সম্পত্তির প্রেসিডেন্ট করে দেব রেবতীকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ট্রাস্টফান্ড [ই] *বি* ন্যস্ত অর্থের তহবিল। 'শিক্ষাখাতে ট্রাস্টফান্ড থেকে

কিছু থোক টাকা আমার হাতে রেখে দিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ট্রিক [ই] *বি* চালাকি। **ট্রিক খেলা** *ক্রি* চালাকি করা। 'শেষে কিনা আমার সঙ্গেও ট্রিক খেলছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ট্রিগার [ই] *বি* বন্দুকের ঘোড়া। 'হে সিগার তুমি মোর ভাবের ট্রিগার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ট্রিটমেন্ট [ই] *বি* চিকিৎসা। 'অদ্ভুত ট্রিটমেন্টের হিস্ট্রি।' *তারা*, ১৯৫৩।

ট্রিপ [ই] *বি* ভ্রমণ। 'স্টিমার-ট্রিপের আয়োজন করেছিলেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ট্রুকপি [ই] *বি* নকল। 'সহরের বড় মানষের ছেলেদের ট্রুকপি ধোপার গাধারা দ্যাখা দিলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ট্রুথ [ই] *বি* সত্য। 'ইংরেজিতে যাহাকে ট্রুথ বলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ট্রুপ [ই] *বি* সৈনিকদের বড়ো দলবিশেষ। 'একটি স্কোয়াড্রন ... একটি ট্রুপ।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ট্রে [ই] *বি* বারকোশ। 'ছোটো সাদা পাথরের বাটিতে চিনি, আর ড্রাগন-আঁকা জাপানী ট্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ট্রেইন্ড [ই] *বিণ* প্রশিক্ষিত। 'ট্রেইন্ড নার্সের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৫।

ট্রেজরি [ই] *বি* সরকারি কোষাগার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ট্রেজারার [ই] *বি* কোষাধ্যক্ষ। 'আর-এক ভাই হত তার ট্রেজারার।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ট্রেজারি, ট্রেজারী [ই] *বি* কোষাগার। 'পকেট মোর সাথে চলে, চলন্ত এ ট্রেজারী।' *জসীম*, ১৯২৭; 'ওধারে ট্রেজারি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ট্রেঞ্চ [ই] *বি* পরিখা। 'মস্ত ভারি গোলা হয়তো ট্রেঞ্চের সামনেটায় পড়ে ... গোর দিয়ে দেবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ট্রেড [ই] *বিণ* সংগঠন বা ব্যবসায় সংক্রান্ত। **ট্রেড ইউনিয়ন** [ই] *বি* শ্রমিক সংগঠন। 'বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রতিনিধি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ট্রেডমার্ক, ট্রেডমার্কা [ই ট্রেডমার্ক] ১ *বি* পণ্যচিহ্ন। 'বিলাতি জিনিসের ট্রেডমার্ক ...।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য। 'বিলাতি শিক্ষারই ট্রেডমার্কা উঠাইয়া স্বদেশী মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

ট্রেড সিক্রেট [ই] *বি* এমন তথ্য, যা বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া কেউ জানে না। 'সে সব ট্রেড সিক্রেট, আমাদের জানা নিষেধ।' *জীবন*, ১৯৩১।

ট্রেডল [ই] *বি* এক প্রকার মুদ্রণযন্ত্র। 'ট্রেডল মেশিনে ... ছাপা হচ্ছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ট্রেন, ট্রেণ [ই] *বি* রেলগাড়ি। 'লন্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেন মিস করেছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'নৈহাটী ষ্টেশনে রাত্রি ১১টার সময় যখন ট্রেণ থামিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

ট্রেনজার্নি [ই] *বি* রেলভ্রমণ। 'সারা বিকেলের ট্রেনজার্নির ক্লান্তি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

ট্রেনার [ই] ১ *বি* প্রশিক্ষক। 'তুমি হর্স ট্রেনার হলে আবার কবে থেকে।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ *বি* গান শেখায় যে। 'মিস ... প্রাদেশিক ট্রেনার।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ট্রেনিং, ট্রেণিং, ট্রেনিঙ [ই] ১ *বি* প্রশিক্ষণ। 'ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপক।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'প্রত্যেকেই কয়েকটা গৃহশিল্পের ট্রেনিং পান।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'গুরু-ট্রেনিঙের এক পিলেওয়ালা ছাত্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ২ *বি* শিক্ষা। 'আমাদের বাপেমায়ের ট্রেনিং সে রকম ছিল না।' *জীবন*, ১৯৩১।

ট্রেনিংপ্রাপ্ত [ই ট্রেনিং+স প্রাপ্ত] *বিণ* প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। 'সুশিক্ষিতা ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীদের নিয়োগ করতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ট্রেনিং সেন্টার [ই] *বি* প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। 'এরা অনেক স্কুল ও ট্রেনিং সেন্টারও খুলেছেন।' *বেগম*, ১৯৭০।

ট্রেলার [ই] *বি* বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহৃত চলচ্চিত্রের অংশবিশেষ। 'সিনেমাহল ভরে আছে মানুষে, ট্রেলার দেখাচ্ছে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

ট্রেস [ই] *বি* খোঁজ। 'এমনকী শেষ পর্যন্ত সন্দেশওয়ালারও ট্রেস পাওয়া গেল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ট্রেসপাস [ই] *বি* অনধিকার প্রবেশ। 'ট্রেসপাসের দাবি দিয়ে পুলিস-কেস আনব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ট্রোফী [ই] *বি* ট্রফি; বিজয়স্মারক। 'অনেক রকম ট্রোফী হাতে/ ফিরব আমি তোমার সাথে।' *অন্নদা*, ১৯৬৪।

ট্র্যাক্টার [ই] *বি* চাষ করা বা মাটি কাটার জন্য ব্যবহৃত ইঞ্জিনচালিত যন্ত্রবিশেষ। 'পাহাড় দুটি ট্র্যাক্টার দিয়ে জোর হতেই কেটে নীচু করা হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ট্র্যাজেডি দ্র ট্রাজেডি

ট্র্যাডিশন [ই] *বি* ঐতিহ্য। 'বাপ-দাদার সে ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে পারেনি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ট্র্যামগাড়ি দ্র ট্রাম

ঠ

ঠং [ধ্বন্যা] *বি* ঘন্টা প্রভৃতির শব্দ। 'টিকিটবাবু আমাকে পাইবামাত্র একবার ঠং করিয়া টেবিলে আছাড় দিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

ঠংঠং [ধ্বন্যা] *বি* ঘন্টা প্রভৃতির শব্দ। 'ঠংঠং করিয়া ঘন্টা বাজাইয়া আবার কলে মিশিয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ঠক[১], ঠগ [স স্থগ] ১ *বিণ* প্রবঞ্চক। 'ঠক কোটাল বেটা না শুনে বিনয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আগাছা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বিণ* দুষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বিণ* ভণ্ড। 'আমার থিকা ঠগ-পীর বেশি হইল?' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঠক বাছতে গাঁ উজোড় – বাছাই করতে গেলে দেখা যাবে বেশির ভাগ মানুষই অসাধু। *সুবল*, ১৯০৬।

ঠক বাচতে গা ওজাড় – সকলেই এক রকমের। *উমেশ*, ১৮৫৭।

ঠকবাজি [ঠক+ফা বাজী] *বি* প্রতারণা। 'সেখানে ঠকবাজি চলবে কিনা জানা নেই।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ঠকসুত [ঠক+স সুত] *বি* ঠগের সন্তান। 'ঠক নহি ঠাকুরাণি নহি ঠকসুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঠকা [ঠক>] *বি* প্রবঞ্চক ব্যক্তি। 'নগর ভাঙ্গিলি ঠকা করিয়া কন্দল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঠকাঠকি [ঠক>] *বি* পরস্পর ঠকানোর কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১: 'আর্টের জগতে অনুকরণ এবং সচকিত করণ – এইদুটো পথ ধরে দিয়ে গেল ঠকাঠকি ব্যাপার।' *অবন*, ১৯২৫।

ঠকান [ঠক>] *বি* প্রতারণা। 'কী ঠকানটাই ঠকালে মা গো!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ঠকাম [ঠক>] *বি* নিন্দা। 'তোমার নামে ঠকাম করিবার জন্য কি আমি তাহার বাড়ীতে আসিয়াছি?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঠকামি, ঠকামী [ঠক>] ১ *বি* প্রতারণা। 'চুরি জুয়াচুরি পরদারী ভাঁড়ামী ঠকামী বদনামী কোটনামীতে অদ্বিতীয়।' *ভবানী*, ১৮২৮: 'ঠকামি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* পরনিন্দা। 'তাহার ঠকামি কাণে তুলিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ঠগ বাছিতে গ্রাম উজার – সকলেই এক দলভুক্ত। 'কিন্তু ঠগ বাছিতে গিয়া গ্রাম যাহাতে উজাড় না হয়।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

ঠগি, ঠগী *বি* ইংরেজ আমলে ভারতের এক শ্রেণীর ছদ্মবেশী দস্যু। 'যাতায়াতের পথ ... ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত।' *বিভূতি*, ১৯২৯: 'ঠগি দমনের ব্যাপারে বুন্দেলখণ্ডে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ঠক[২] [ধ্বন্যা] *বি* দুটি কঠিন বস্তুর পারস্পরিক আঘাতের শব্দ। 'তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাথরের উপরে ঠক করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ঠকঠক [ধ্বন্যা] ১ *বি* টোকা দেওয়ার ফলে সৃষ্ট শব্দ। 'দরজায় একটা লোহার কড়া লাগানো, সেইটেতে ঠক ঠক করলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* লাঠি প্রভৃতি শক্ত জিনিস ঠোকার ধ্বনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* অবিরাম ঠক ধ্বনি-বিশিষ্ট। 'কুড়ুল নিয়ে ঠক ঠক শব্দে কাঠ চেলা করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বি* কাঁপুনির শব্দ। 'শীত-ঠকঠক রাত্রির নরম লেপে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

ঠক-ঠকানি [ধ্বন্যা] *বি* ঠক ঠক ক'রে কাঁপা। 'দাঁতে দাঁতে ঠক-ঠকানি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ঠকঠকি [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত ঠক শব্দ। 'ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঠকঠকে [ধ্বন্যা] *বিণ* কঠিন। 'শেলাই তো বড় ঠকঠকে কায।' *গৌর*, ১৮২২।

ঠকাঠক [ধ্বন্যা] *বি* ঠকঠক শব্দ। 'ঠকাঠক ঠকাঠক করতে করতে রোগা রোগা লাইন আর ...।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ঠকা[১] *দ্র* ঠক[১]

ঠকা[২], ঠকানো [স স্থগ>] ১ *বি* প্রতারিত করা। 'ঠকিয়ে ঠকিয়ে দেড়শো টাকা করে কাঠা কিনে নেব।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *ক্রি* প্রতারিত হওয়া। 'লালন বলে আগে ঠকলে পিছে কাঁদলে সারবে না।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *ক্রি* হেরে যাওয়া। 'সে তো নিতান্তই ঠকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঠকাঠকি[১] *দ্র* ঠক[১]

ঠকাঠকি[২] [ধ্বন্যা ঠকঠক>] *বি* আঘাতজনিত ঠকঠক শব্দ। 'হাড়ে হাড়ে ঠকাঠকি লাগিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঠকাস ঠকাস [ধ্বন্যা] *বি* অন্যকিছুর সঙ্গে কঠিন বস্তুর আঘাতজনিত শব্দ। 'ঠকাস ঠকাস করে মেয়েটির হাতপাখা আধ মিনিট অন্তর অজিতকে ঠুকে যাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঠগ *দ্র* ঠক[১]

ঠঙঠঙ [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব পদার্থে আঘাতের শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১: 'মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা বাজল ঠঙ ঠঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ঠন *বি* অস্ত্রাগার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠনঠন [ধ্বন্যা] ১ *বি* ধাতব পদার্থে আঘাতের শব্দ। 'দুই দলে কাটাকাটী শুনি ঠনঠন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* (নারকেলের সঙ্গে তুলনায়) অতি পাকার ফলে কঠিন। 'যদিও এ দেহ ঝুনো ঠনঠন।' *নজরুল*, ১৯২৪। ৩ *বি* শূন্যতা প্রকাশক শব্দ। 'দীর্ঘ জীবন শূন্য কলসের মতো শুধু ঠনঠন করছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ঠনঠন করা *ক্রি* শূন্য করা। 'আমি কি তেমন অবুঝ যে চৌবাচ্চা ঠনঠন করে ফেলে রাখা।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঠনঠন ঠননন [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব পদার্থে আঘাতের শব্দ। 'ঠনঠন ঠননন বরিখত বরকন্দাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঠনঠনা [ধ্বন্যা ঠনঠন>] *ক্রি* ঠন ঠন শব্দ করা। 'উঠোনের মাটিতে ঠনঠনিয়ে ওঠে পিঁড়িটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঠনঠনান [ধ্বন্যা ঠনঠন>] *ক্রি* ঠন ঠন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠনঠনানি [ধ্বন্যা ঠনঠন>] *বি* ঠন ঠন করার ভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠনঠনাস্তি [ধ্বন্যা ঠনঠন>] *ক্রি* ঠনঠন করে। 'ঘরে হাঁড়ি ঠনঠনাস্তি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঠনঠনি [ধ্বন্যা ঠনঠন>] *বি* ঠনঠন শব্দ। 'মুখে দিআ ঠনঠনি ভাঙ্গা নাহি জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঠনঠনে [ধ্বন্যা ঠনঠন>] *বিণ* ঠনঠন শব্দ করে এমন। 'এমনি শুকিয়ে ঠনঠনে পাথর হয়ে গিয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঠনাঠন [ধ্বন্যা ঠনঠন>] *বি* বার বার ঠন শব্দ। 'ঘন্টা বাদক কল

ফিরাইলেই আপনা হতে ঘণ্টা ঠনাঠন শব্দ করে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঠনাঠনি [ধ্বন্যা ঠনঠন>] *বি* ঠন ঠন শব্দ। 'রন্দে রন্দে ঠনাঠনি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঠমক [স স্তম্ভক] ১ *বি* ঠাট। 'ঠসক ঠমক করে করো চলাবলা।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* নাচের তালে তালে পা ঠুকে চলার শব্দ। 'অন্তরে বাজে বিধাতার হেঁয়ালি ঠমক।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ঠমক মারা *বিণ* অহঙ্কারী। 'লোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমক মারা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ঠমকা [স স্তম্ভক] *বি* দেহভঙ্গি বিশেষ। 'পাকাইয়া মাথার চুলে ঠমকা মারিয়া বলে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ঠমকি ছমকি [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* নাচের তালে তালে। 'আমি চল চঞ্চল ঠমকি ছমকি পথে যেতে যেতে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঠমরু [স স্তম্ভক] *বিণ* সুন্দর অঙ্গভঙ্গিবিশিষ্ট। 'খেনে খেনে মন্দগতি চলন ঠমরু।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঠলা [ধ্বন্যা] *ক্রি* আঘাত লাগা। **ঠলকি** *ক্রি* আঘাত লেগে। 'ঠলকি মৃত্তিকা পাত্র হৈল খান খান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঠসক [হি] ১ *বি* ছিনালি। 'ঠসক ঠমক করে করো চলাবলা।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* গর্বযুক্ত ভাবভঙ্গি। 'চলবার কি ঠসক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ঠাই [স স্থান] *ক্রিবিণ* নিকট। 'তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঠাই ঠাই *ক্রিবিণ* স্থানে স্থানে। 'ঠাই ঠাই কৃষ্ণসার নীলগাও বাউট বিস্তর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ঠাউরা [সাঁ ঠহর] *ক্রি* বিবেচনা করা। 'শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকা মুটে ভাড়া করে।' *হুতোম*, ১৮৬২।

ঠাউরাওন *ক্রি* অনুমান করা; মনে করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঠাএ [স স্থান] *ক্রিবিণ* কাছে; নিকটে। 'কহিলোঁ মোঁ ই সকল তোক্ষার ঠাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঠাওনা [সাঁ ঠহর] *বি* ঠাহর; আন্দাজ। *ক্যালগে*, ১৮০০।

ঠাওয়া [স স্থা>] *ক্রি* অল্প বিলম্ব করা। 'ঠাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠাওর [সাঁ ঠহর] ১ *বি* অনুভব; উপলব্ধি। 'তবে ধর্মো তর্থো বিচারে যে ঠাওর হএ, তাহাই নিরোপণ করিবো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বি* বিবেচনা। *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বি* মনোযোগ। 'অত ঠাওর করেনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ঠাওরা ১ *ক্রি* নির্ণয় বা উপলব্ধি করা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ইহাতেই সদা সর্ব্বদা উন্মাম্বিত ঠাওরায়।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *ক্রি* চিনতে পারা। 'কেহ ঠাওরাইতে না পারিয়া অবাক হইয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ *ক্রি* অনুমান করা। 'আমাদের যতটা ঠাওরাচ্ছেন ততটা ভয়ংকর নই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **ঠাওরাবে** *ক্রি* অনুমান করবে। 'না ভাই, বাঙ্গলা কথা কইলে মুখ্যু ঠাওরাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **ঠাওরে** *ক্রিবিণ* মনোযোগ সহকারে। 'চেতন হয় না যেন ঠাওরে দেখ।' *লালন*, ১৮৯০।

ঠাউরিয়া মারা *ক্রি* লক্ষ্য নির্দেশ করা। 'মারিতে ঠাউরিয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠাঁই [স স্থান] ১ *ক্রিবিণ* স্থানে। 'হেন কালে দুতসব আসি সেই ঠাঁই।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বার। 'তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এক কথা ফিরিয়া কহিমু কথ ঠাঁই।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *ক্রিবিণ* কাছে; নিকট। 'নিবেদন করিল সমস্ত বিবরণ দাউদের ঠাঁই।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঠাঁই ঠাঁই *ক্রিবিণ* নানা স্থানে। 'সে সকল সৈন্য মারা গেল ঠাঁই ঠাঁই।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঠাঁইনাড়া [স স্থান>] *বিণ* স্থানচ্যুত। 'তিনি স্বয়ং আসিতে পারে নাই এবং আমিও ঠাঁইনাড়া হইয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ঠাঁই বদল [ঠাঁই+আ বদল] *বি* স্থান পরিবর্তন। 'আমার অজ্ঞাতে একটু একটু করে ঠাঁই বদল করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঠাঁই হওয়া *ক্রি* আহারে বসার ব্যবস্থা হওয়া। 'নিশি ব্রজেশ্বরকে বলিল, ঠাঁই হইয়াছে – উঠ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ঠেঁয়ে *ক্রিবিণ* ভেতরে। 'আর ওঁর ঠেঁয়ে কিছু নাই।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ঠাঁউরানো [সাঁ ঠহর] *ক্রি* আন্দাজ করা। 'লাবণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাঁউরেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঠাঁঠী [স ধৃষ্ট] *বিণ* প্রগলভা। 'ঠাঁঠী বড়ী গোআলিনী তোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঠাকঠমক *বি* জাঁকজমক। 'লোকের সামনে কত ঠাকঠমক!' *মনোজ*, ১৯৬১।

ঠাকরুণ, ঠাকরুন [স ঠক্কুর>] ১ *বি* মাননীয় নারী। 'সেই কথা দিদি ঠাকরুণদের পরচে দিচ্ছিলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'বেন ঠাকরুণ কি বল্লেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'ঠাকরুন, পালকি তো আসেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* দেবী। 'আমরা ঠাকরুন দর্শন করতে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ঠাকরুনদিদি *বি* পিতামহী। 'প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপস্থিত ঠাকরুনদিদি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঠাকা *ক্রি* ইঙ্গিতে আহ্বান করা। 'ঠাকিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠাকাঠক [ধ্বন্যা] *বি* ঠকঠক; লাঠি ঠোকার আওয়াজ। 'লাঠির ঠাকাঠক।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

ঠাকুমা [স ঠক্কুর>+স মাতা] *বি* পিতার মা। 'ঠাকুমা দুপুরবেলা কালীঘাটে গিয়েছেন।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঠাকুর [স ঠক্কুর] ১ *বি* রাজা। 'ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।' *চর্যা* ১২, ১২০০। ২ *বি* হিন্দুদেবতা। 'ঠাকুরের জর্ম্ম।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। 'এ তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছে আত্মসাৎ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* সন্ন্যাসী। 'দুই দস্যু ধায় দুই ঠাকুর পলায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৫ *বি* প্রভু। 'রণসিংহ পাইকের ঠাকুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বি* ঈশ্বর। 'বসিয়াছে ঠাকুর মহেশ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৭ *বি* গুরুস্থানীয় পুরুষ। 'আমার পিতা ঠাকুর।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৮ *বি* পুরোহিত। 'তাহার শ্রাদ্ধ ও ঠাকুরকে পনেরো টাকা ...।' *কেরি*, ১৮০২। ৯ *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'দ্বারকানাথ ঠাকুর।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ১০ *বি* প্রতিমা। 'তোমার ঐ ঠাকুরকে এখানে রাখা চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ঠাকুরঘর *বি* পূজা করা হয় যে ঘরে। 'ভাঁড়ার-ঘর রান্নাঘর ঠাকুরঘরেই আশার দিনগুলি কাটিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঠাকুর ঘরে কে,/ না আমি ত কলা খাই নে – যে প্রকৃত দোষী, সে নিজ দোষ ঢাকতে গিয়ে এমন কথা বলে যাতে নিজের দোষই প্রকাশ পায়। *সুবল*, ১৯০৬।

ঠাকুর জামাতা *বি* ননদের স্বামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ঠাকুরঝি *বি* ননদ। 'ঠাকুরাণী ঠাকুরঝি নাতিনী মিতিনী।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঠাকুরদা, ঠাকুরদাদা, ঠাকুর্দা [ঠাকুর+হি দাদা] *বি* পিতার পিতা। 'ঠাকুরদাদা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আমি বুড়ো, তোমার ঠাকুরদাদা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'শুনেছি আমার ঠাকুরদামশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। 'যেতে যেতে ঠাকুর্দা একবার হোঁচট খেলেন।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ঠাকুরদালান [ঠাকুর+ফা দালান] *বি* পাকা পূজামণ্ডপ। 'ঠাকুরদালানের পাশের যে ঘরটাতে সে থাকিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঠাকুরদেবতা [ঠাকুর+স দেবতা] *বি* আরাধ্য দেবতা। 'গিন্নীর মতো একটা ঠাকুরদেবতা আশ্রয় করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঠাকুরপূজা [ঠাকুর+স পূজা] *বি* পুরোহিতের কাজ। 'বামুনের ছেলে ঠাকুরপূজা করিয়া খাইবে।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

ঠাকুরপো *বি* স্বামীর ছোটো ভাই; দেবর। 'তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিটি লিখিবেন সেই সময় পাঁচ রঙের সুতার কথা লিখে দিতে বলবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ঠাকুরবাড়ি *বি* মন্দির। 'ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুরবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ঠাকুরমা, ঠাকুরমাতা [ঠাকুর+স মাতা] *বি* পিতার মাতা। 'ঠাকুরমাতা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ঠাকুরমা।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠাকুরসেবা [ঠাকুর+স সেবা] *বি* ঠাকুরপূজা। 'ঠাকুরসেবা না শিখিলে ... কী জানবে?' *মানিক*, ১৯৪০।

ঠাকুরাণি, ঠাকুরাণী, ঠাকুরানি, ঠাকুরানী [ঠাকুর>] ১ *বি* ব্রাহ্মণী। 'নিভৃতে বলিল সুন সব ঠাকুরাণি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'এক ব্রাহ্মণের একটি শ্যামা ঠাকুরাণী ছিল।' *রাজ*, ১৮৭৪। ২ *বি* দেবী। 'ঠক নহি ঠাকুরাণি নহি ঠকসুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ধন্য শচী ঠাকুরাণী মিশ্র পুরন্দর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* রানি। 'সত্য করি ঠাকুরাণী অবিলম্বে বল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *বি* গুরুস্থানীয় স্ত্রীলোক। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৫ *বি* দেবীপ্রতিমা। 'পূজার দিবস ঠাকুরাণীর সম্মুখে খণ্ড প্রলয়ের মত অতিশয় মারামারি হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৬ *বি* মহারানি। 'মহিষীর বাক্যাবসান হইতে না হইতেই একজন কিঙ্করী আসিয়া বলিল, ঠাকুরাণি!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ৭ *বি* পিতামহী। 'আছে বৃদ্ধা ঠাকুরাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঠাকুরাণী দিদি, ঠাকুরানিদিদি *বি* মাতামহ। 'আমি আমার ঠাকুরাণী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি।' *গৌর*, ১৮২২; 'ঠাকুরানিদিদি।।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠাকুরাল [ঠাকুর>] ১ *বি* রঙ্গ। 'বন্ধুগন পালিব করিব ঠাকুরাল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* প্রভুত্ব। 'এখন পরের ধনে এত ঠাকুরাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঠাকুরালি, ঠাকুরালী [ঠাকুর>] ১ *বি* প্রভুত্ব। 'তবে যে এমত কর নহে ঠাকুরালী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* রহস্য। 'একি কর ঠাকুরালি।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঠাকুরী [ঠাকুর>] *বিণ* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট। 'ধীরে বন্ধু ধীরে কেন ঠাকুরী টোড়ি হবে না?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ঠাকুরুণ [ঠাকুর>] ১ *বি* গুরুস্থানীয় স্ত্রীলোক। 'মা ঠাকুরুণ! তোমার বাবাঠাকুর কোতা গো।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* শাশুড়ি। 'ঠাকুরুণ গেল হাটে মহাশয়কে আনতে বলেছিলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ঠাগা *ক্রি* চুরি করা। *ভবানী*, ১৮২৩।

ঠাঞি, ঠাঞী [স স্থান] ১ *বি* ঠাঁই; স্থান। 'তিলোত্তমা হেতু দুই মরিলা এক ঠাঞি।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *ক্রিবিণ* সমীপে। 'মুদগরের ঘাএ তুমি জাবে জম ঠাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সেবকের ঠাঞী কি প্রভুর অবিনয়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *ক্রিবিণ* কাছ থেকে। 'তার ঠাঞি পিঠাপানা লব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঠাঞি ঠাঞি ১ *বিণ* রাশি রাশি। 'মারিল সকল সৈন্য হৈল ঠাঞি ঠাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* স্থানে স্থানে। 'দেখিল অপূর্ব্ব কত দ্রব্য ঠাঞি ঠাঞি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঠাট[1] ১ *বি* সজ্জিত সেনাদল। 'পথে জাইতে তিন ভাই বাছিআ লৈল ঠাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হাঁকডাক। 'পাষাণে রচিত ঘাট দুকূলে যাত্রীর ঠাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* কোলাহল। 'চৌআড়ি তরিল পুন শিশুগণ ঠাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৪ *বি* কার্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *বি* জাঁকজমক; বাহ্যিক রূপ। 'আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'কোনোমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৬ *বি* চাতুরী। 'ভাঙাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট বলে শালা আলা টাকা মোর।' *ভারত*, ১৭৬০। ৭ *বি* ঢং। 'তোর ভাই ঠাট দেখে বাঁচিনে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৮ *বি* ভাবভঙ্গি। 'হিঁদুর দেবতা সম ঠাট তার ধড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৯ *বি* আভিজাত্য। 'সাবেক কালের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ১০ *বি* জৌলুশ। 'রূপ নেই, রূপের ঠাট।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ১১ *বি* ধরন। 'তোমার সাঁঝ-সকালের সুরের ঠাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ঠাট-ঠমক *বি* রচনাশৈলী। 'আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঠাটবোল *বি* বাগ্মী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠাট বসানো *ক্রি* লোক-দেখানো উদযোগ। 'পুলিস তদন্তের ঠাট বসাতে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ঠাট সাজানো *ক্রি* সাজসজ্জা গ্রহণ করা। 'কিছু কিছু ঠাট সাজাইতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ঠাট[2] *বি* ঠাট্টা। 'বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ঠাটকবাজি *বি* ফাঁকিবাজি। 'দুই-একটা ঠাটকবাজিগোছ জাতীয় স্কুল-কলেজ দাঁড় করাইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, তাহা নয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঠাটা [ধ্বন্যা] *বি* বজ্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠাটা পড়া[1] *ক্রি* বজ্রপাত হওয়া। 'পড়িতে ঠাটা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠাটাপড়া[2] ১ *বিণ* প্রখর। 'ঠাঠা-পড়া দুপুর দিনে, রাজা বলে আর বাঁচিনে।' *সুকুমার*, ১৯১৮। ২ *বিণ* বাজপড়া। 'জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঠাটারি, ঠাটারু [হি ঠঠানা] *বি* কাংস্যকার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠাট্টা [মু ঠাটা] *বি* উপহাস। *ভবানী*, ১৮২৩; 'ওলাওঠা ঐ চিকিৎসকদিগকে ঠাট্টা করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

ঠাট্টা করা *ক্রি* উপহাস করা। 'ঐ প্রস্তাবের উপরে বিলক্ষণ ঠাট্টা করিয়া ... উদাহরণ দিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ঠাট্টা খাওয়া *বি* উপহাসের শিকার হওয়া। 'বেয়াড়া রকমের দরোয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঠাট্টাচ্ছলে *ক্রিবিণ* পরিহাসের ভঙ্গিতে। 'দরিয়াবিবি ঠাট্টাচ্ছলেই দাওয়াতের কথা পাড়িয়াছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ঠাট্টাতামাশা [মু ঠাটা+আ তামাশা] *বি* হাস্য-পরিহাস। 'তুমি

আমাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করিয়া আসিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ঠাট্টানিবারণী [মু ঠাটা+স নিবারণী] *বিণ* তামাশা নিবারণ করে এমন। 'ঠাট্টানিবারণী সভার সভ্য হব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঠাট্টাপোরা *বিণ* রসিকতাপূর্ণ। 'সকল জিনিসগুলিই ঠাট্টাপোরা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঠাট্টাবাজ [মু ঠাটা+ফা বাজ] *বিণ* রসিকতায় পটু। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠাট্টাবাজি [মু ঠাটা+ফা বাজী] *বি* রসিকতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠাট্টা মসকরা, ঠাট্টা মস্করা [মু ঠাটা+আ মসখরাহ্] *বি* পরিহাস; হাসিতামাশার মাধ্যমে বিদ্রূপ। 'কেউ মাতাল বলে জেলেকে ঠাট্টা মসকরা কত্তে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'শুকনো পশ্চিমকে ঠাট্টামস্করা করা কাষ্ঠরসিকতা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঠাঠ [স স্থা>] ১ *বি* কুসীদ গ্রহণ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* চতুরতা। 'ঘাগী বটে কত ঠাঠে কথা দড় দড়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ঠাঠা [ধ্বন্যা] *বি* বজ্র। 'এ সকল অধিকার ঠাঠায় বিজুলির।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঠাড়া [স দণ্ড>] *বিণ* দণ্ডায়মান। 'আর দিন হইতে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া/ সিংহদ্বারে ঠাড়া রহে আহার লাগিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঠাণা [স স্থান] *বি* স্থান। 'তিঅ ধাএ বিলসই উহ ণা ঠাণা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

ঠাণ্ডা [মু ঠাণ্‌ঢা] ১ *বিণ* শীতল। 'তাহাকে আনিয়া দেহ জীউ ঠাণ্ডা করি।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'ঠাণ্ডা মাংস।' *ওর্সা*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* তৃপ্ত। 'গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা করি প্রাণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* আন্তরিকতাহীন। 'ব্যবহারটাও নেহাত ঠাণ্ডা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *বিণ* নিস্পৃহ। 'নিস্পৃহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঠাণ্ডাই *বি* মৃদুতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠাণ্ডা করা ১ *ক্রি* বশে আনা। 'পুশু ঠাণ্ডা করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* শান্ত করা। 'তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহে স্থান দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঠাণ্ডাগারদ [মু ঠাণ্‌ঢা>+হি গারদ] *বি* নীরব কয়েদখানা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠাণ্ডাজল [মু ঠাণ্‌ঢা>+স জল] *বি* শীতল জল। 'দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডাজলে স্নান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঠাণ্ডা-টাণ্ডা [মু ঠাণ্‌ঢা>] *বিণ* ধীরস্থির। 'কাঁদবেন না, বাড়ীর ভিতর যান, ঠাণ্ডা-টাণ্ডা হোন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ঠাণ্ডানিবিড় [মু ঠাণ্‌ঢা>+স নিবিড়] *বিণ* প্রচণ্ড শীতল। 'কুয়াশানির্জন ঠাণ্ডানিবিড় শেষ রাতে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঠাণ্ডা মেরে যাওয়া *ক্রি* নীরব হওয়া। 'ঘরটা ঠাণ্ডা মেরে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

ঠাণ্ডা লড়াই *বি* স্নায়ুযুদ্ধ; নেটো ও ওয়ারসো চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর সশস্ত্র শত্রুতা। 'এমনকি তাহাদের মধ্যে যদি ঠাণ্ডা লড়াই অব্যাহত থাকে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

ঠাণ্ডা হওয়া *ক্রি* ধীর স্থির হওয়া। 'ঠাণ্ডা হইয়া বসিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঠাণ্ডি [মু ঠাণ্‌ঢা>] *বি* ঠাণ্ডাজনিত অসুখ। 'ব্রাহ্মী জল খায় তবু ঠাণ্ডি নাহি করে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঠান [পা] ১ *বি* গড়ন। 'দেখিয়া কতুক শিব বলদের ঠান।' *বিজয়* ১৫০০। ২ *বি* ইশারা। 'আখির ঠানে দেখাইল সেই সে মুকতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* আকৃতি। 'দেখিআ বন্দির ঠান সদাগর অনুমান হেন বুঝি এই মোর বাপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঠানদি [ঠাকুর>] *বি* ঠাকুরমা; দাদি। 'বুড়ি ঠানদি জুড়ে দিলে তার কান্না অস্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ঠানদিদি [ঠাকুর>] *বি* ঠাকুরমা; দাদি। 'ওলো ঠানদিদি, বলি একি লো?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ঠাবী [স স্থানিক] *বি* ঠাঁই। 'রুপা থোই নহিকে ঠাবী।' *চর্যা* ৮, ১২০০।

ঠাম [স স্থান] ১ *বি* স্থান। 'জস অপজস দুই রহ গএ ঠাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* ভঙ্গি। 'কাঁহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* আকার। 'ভাঙ্ত ধনু ঠাম নয়নের বাণ হাসি খসে সুধারাশি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৪ *বি* মাটি। 'সেজ্জ তেজি বইসব ঠামে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৫ *বি* গড়ন। 'স্মরণ করে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ঠামে ঠামে *ক্রিবিণ* স্থানে স্থানে। 'ঠামে ঠামে হীরামণি মাণিক্য গুম্ফিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঠামা [স স্থান] *বি* স্থান। 'বড় কএ জীবন কএল পরাধিন নহি উপচর এক ঠামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঠায় [স স্থান] *ক্রিবিণ* জায়গায়। 'বামনী নাহিলে আজি বধিতাম ঠায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঠায়ি [স স্থান] ১ *বি* স্থান। 'সকল ঠায়িত মোর তোক্ষোসি সহাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* স্থানে। 'এক ঠায়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঠায়িখানী *বি* একটুখানি স্থান। 'পসার গাথাইতেঁ নাএ নাহি ঠায়িখানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঠায়িত *ক্রিবিণ* স্থানে। 'সকল ঠায়িত মোর তোক্ষোসি সহাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঠার [স স্তার] *বি* ইশারা। 'ঠারে ঠোরে কহি কথা দিনে পতির সনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঠারা [স স্তার] ১ *ক্রি* নেত্রপাত করা। 'ঠারিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* ইশারা বা ইঙ্গিত করা। 'তবে তোমায় ঠারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ঠারাঠারি *বি* পরস্পর ইশারা ইঙ্গিতে ভাব বিনিময়। 'সার্ব্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ঠারাঠারি করে গো কোটাল হানিবারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঠারে ঠারে *ক্রিবিণ* আকারে ইঙ্গিতে। 'নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ঠারে ঠোরে *ক্রিবিণ* ইশারায়। 'ঠারে ঠোরে কহে হরিবাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঠাল [মু ঢাল] *বি* ঢাল। 'যেন ঢালি বাম হাতে চালায় ভারি ঠাল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ঠাশবুনুনি দ্র ঠাসবুনুনি

ঠাশা *বিণ* বোঝাই-করা। 'এই আশবাব-ঠাশা হাঁশফাঁশ-করা গুমোট ঘরে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

ঠাস[1] [ধ্বন্যা] *বি* সজোরে চড় মারার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মোক্ষদা ঠাস করিয়া চড়াইয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঠাসঠাস *বি* মাছের লেজের আঘাতের শব্দ। 'চড়ের মতো ঠাসঠাস

করে এসে বাজছে মালুর হাতের পিঠে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ঠাস[২] *বিণ* নিরেট। 'যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ঠাসন *বি* চেপে ধরা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠাসবুনন, ঠাস বুনানি, ঠাস-বুনানো [ঠাস+বুনন>] ১ *বি* ঘনভাবে গ্রন্থন। 'যৌবন যেন ঠাসবুনন, মৃত্যু তাকে যেখান থেকেই ছিঁড়ে নিক।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ২ *বি* কড়াকড়ি। 'শাসনের ঠাস বুনানিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* ঘনভাবে গ্রন্থিত। 'ঠাস-বুনানো বাংলা হরফে অনেক কিছু লেখা আছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ঠাশবুনুনি [ঠাস+বুনন>] *বি* জমাটভাবে গাঁথা। 'কালো চামড়ার রহস্যময় ঠাশবুনুনিটি ঘিরে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ঠাসবুনুনি, ঠাসুবুনুনী [ঠাস+বুনন>] ১ *বি* ঘন গাঁথুনি। 'ঠাসবুনুনির কবিতা।' *মুক্তধারা*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* মজবুত। 'ঠাসবুনুনী করোটি নিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে হানিফ পৌঁছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ঠাস-বুনোনি, ঠাসবুনোন [ঠাস+বুনন>] *বি* ঘন গাঁথুনি। 'নইলে ফাঁক পড়ে কথার ঠাস-বুনোনিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'চাঁদাকাঁটা বেতকাঁটার ঠাসবুনোন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঠাসবোঝাই [ঠাস+বোঝা>] *বিণ* খুব পরিপূর্ণ। 'জ্ঞানের চর্চায় মনটা ঠাসবোঝাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঠাসা [ধ্বন্যা ঠাস>] ১ *বিণ* ভর্ৎসনা। 'শাশুড়ির ঠাসা খাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বিণ* চাপাচাপি ক'রে রাখা। 'তার উপরে রবিঠাকুরের বই ঠাসা।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ৩ *ক্রি* চেপে ঢুকানো। 'তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ঠেসে ১ *ক্রি* চাপাচাপি ক'রে। 'দিয়ে ভাঙ্গা নায় বোঝাই ঠেসে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *ক্রিবিণ* জোরে। 'নাই পরোয়া যতই কেন খিস্তি আর থাপড় দাও ঠেসে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঠাসাঠাসি ১ *বি* অব্যাহত চাপ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* ঘনিষ্ঠ অবস্থা। 'নিজের সঙ্গে নিজেকে বড়ো বেশি ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঠাসাঠুসি *বি* গাদাগাদি। 'উভয়ে মিলিয়া কোনোমতে চাপাচাপি ঠাসাঠুসি করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঠাহওনা [সাঁ ঠহর] *বি* ঠাওরানো। 'এই খবর কিম্বা কোন জিনিস ঠাহওনা জায় কিম্বা পাওয়া জায়।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

ঠাহর [সাঁ ঠহর] *বিণ* ঠিক; স্থির। 'এই ঠাহর করিয়া গেল যে কোন প্রতিবাসীকে ডাকিব।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ঠাহর করে দেখা *ক্রি* মনোযোগ সহকারে দেখা। 'বাহির হইতে ঠাহর করিয়া দেখা আমার পক্ষে সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ঠাহর পাওয়া *ক্রি* বুঝতে পারা। 'কোথায় কি ঠাহর পাইতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ভাবিয়াই সে ঠাহর পায় না।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ঠাহর হওয়া *ক্রি* চেতনা হওয়া। 'হঠাৎ ঠাহর হল আটই তারিখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ঠাহরা [সাঁ ঠহর>] *ক্রি* অনুমান করা। 'এ ব্যাধি কেমন ঠাহরিতে কিছু নারি।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঠাহোর [সাঁ ঠহর>] *বি* আন্দাজ। 'আমি কী করিব ঠাহোর করিতে পারি নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ঠাহুর [স ঠক্কর] *বি* দেবতা। **ঠাহুরঘর** [ঠাকুর+পা ঘর] *বি* হিন্দুদের পূজার ঘর। 'মুসলমানে মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব ঠাহুরঘর।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ঠিক, ঠীক [মু ঠিকা] ১ *বিণ* আগে বা পরে নয় এমন। 'অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুক্কুর বেলা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *ক্রিবিণ* যথার্থ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি ঠিক মেলে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৩ *বিণ* নিশ্চিত। *ভবানী*, ১৮২৩। ৪ *বি* যোগ। 'পাঁচটা অঙ্ক ঠিক দিতে পারে না কসামাজা জানে না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ৫ *বিণ* স্থির। 'অস্মদেশীয় লোকেরা মনের মধ্যে এমত ঠিক দিয়া রাখিয়াছেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। ৬ *বিণ* অবিকল। 'উঃ! বেটা যেন ঠিক যমদূত।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৭ *বিণ* বন্দোবস্ত। 'আমি একটি বাড়ি ঠিক করে রেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৮ *ক্রিবিণ* যথানিয়মে। 'ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে।' *জীবন*, ১৯৪২।

ঠিক করা *ক্রি* স্থির করা। 'আমি তাই একটা উপায় ঠিক করেছি।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ঠিকটি *ক্রিবিণ* সঠিকভাবে। 'আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঠিকঠাক ১ *বিণ* যথাযথ। 'ঠিকঠাক কাল বুঝে হয় উপনীত।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* পাকাপাকিভাবে স্থিরীকৃত। 'তার পরে সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঠিক ঠিক ঠিক *বি* টিকটিকির ডাক। 'মাথার উপর কে তিন বার বলে উঠল "ঠিক ঠিক ঠিক।"' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ঠিক-ঠিকানা [মু ঠিকা+হি ঠিকানা] ১ *বি* নির্দিষ্ট স্থান; হদিস। 'মোদের কিছু ঠিক-ঠিকানা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ২ *বি* নিশ্চয়তা। 'হায়াত-মওতের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই!' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঠিক বেঠিক [মু ঠিকা+ফা বে+মু ঠিকা] *বিণ* সত্য-অসত্য। 'আমার মনের কথার কোন অংশ ... ঠিক বেঠিক, মিল গরমিল বোধ হয়।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

ঠিকমত, ঠিকমতো *ক্রিবিণ* যথাযথভাবে। 'মনের ভাব ঠিকমত ব্যক্ত করিয়া লিখিতে পারিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'বুঝতে পারি কাছের লোকের মধ্যে আমার প্রাণের অনুপ্রাণন ঠিকমতো ঘটে ওঠেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ঠিক হওয়া *ক্রি* স্থির হওয়া। 'ছমাস আগে হইতে ঠিক হইয়া আছে।' *মানিক*, ১৯৩৯।

ঠিকরানো [হি ঠিকরা] ১ *ক্রি* বিচ্ছুরিত হওয়া। 'কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগবিদিকে ঠিকরিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* ঝলসানো। 'চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৩ *ক্রি* ঝিলিক দেওয়া। 'আঙিনার ধবল পাথরে আগুন ঠিকরে ওঠে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ঠিকরে পড়া ১ *ক্রি* বিকীর্ণ হওয়া। 'রৌদ্র ঠিকরে পড়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ *ক্রি* বিচ্ছুরিত হওয়া। 'তার চোখদুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

ঠিকরিত [হি ঠিকরা>+স ত] *বিণ* বিকীর্ণ। 'ঠিকরিত মাণিক্যের শত সূচীমুখে দ্রৌপদীর অঙ্গ হতে, বিদ্ধ হত বুকে কুরুকুলকামিনীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ঠিকরি [হি ঠিকরা] *বি* ছোটো ঢেলা। 'বহির্বাসে বান্ধি সেই ঠিকরি রাখিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঠিকা [মু] ১ *ক্রিবিণ* চুক্তিমাফিক। 'ঠিকা ১৮ (টাকা) হিসাবে।' *বোগল*, ১৭৮০। ২ *বিণ* নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত। 'এ ব্যক্তি পূর্ব্বে ঠিকা

বেহারার কর্ম্ম করিতেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ঠিকাওয়ালা [ঠিকা+হি ওয়ালা] *বি* ঠিকাদার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঠিকা গাড়ি *বি* ভাড়ায় চলে এমন গাড়ি। 'ঠিকা গাড়ি কোথায় গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঠিকাদার [ঠিকা+ফা দার] *বি* নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যয়ে কাজ সম্পাদনের চুক্তি গ্রহণ করে যে। 'এখানের ভাগচাষ – শহরের হুণ্ডি – ঠিকাদার ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

ঠিকাদারি [ঠিকা+ফা দারী] *বি* ঠিকাদারের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ঠিকাদারি কাজে বিপুল সম্পত্তি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ঠিকাপ্রজা [ঠিকা+স প্রজা] *বি* নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দখলপ্রাপ্ত প্রজা। 'ঠিকাপ্রজা ... হইতে আরম্ভ করিয়া বেসরকারি বেকার পর্যন্ত সকলেরই এক-একটা সমিতি আছে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ঠিকে *বিণ* কাজের চুক্তিভিত্তিক বা নির্ধারিত শর্তযুক্ত। 'গোয়েন্দাগিরী, দালালী, খোসামুদী ও ঠিকে রাইটরী করে যা পান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঠিকে-ঝি *বি* অল্প সময়ের জন্য নিযুক্ত চাকরানি। 'ঠিকে ঝি কামাই করলে রাত থাকতে বিছানা ছেড়ে উনুন ধরিয়ে রাখবেন।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

ঠীকা [মু ঠিকা] *বিণ* নির্ধারিত সময়ের বা কাজের জন্যে নিযুক্ত; ঠিকা। 'দস্তুরমতে ঠীকা ওগয়রহ মকবর করিয়া লইতে পারিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

ঠীকা করা *ক্রি* নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করা। 'পঞ্চাশ হাজার বিঘা ভূমির বন কাটাইবার কারণ ঠীকা করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

ঠীকাদারান [মু ঠিকা+ফা দার] *বি* ঠিকাদারগণ। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

ঠিকানা [হি] ১ *বি* বাসস্থানের বিবরণ; কোনো স্থানের সঠিক অবস্থান। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'বাটীর ঠিকানা নম্বর ২ দুই পুরানা আদালতের ঘরের দক্ষিণ সড়কে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। ২ *বি* হিসাব। 'কত জাতের দোকানবাজার আছে তার ঠিকানা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* সন্ধান। 'মনপাত্র হলে মেটে, কী করবি কেঁদে কেটে আগে কর সেই পাত্রের ঠিকানা।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* পরিচয়। 'মায়েরে ভজিলে হয় সে বাপের ঠিকানা।' *লালন*, ১৮৯০। ৫ *বি* পাত্তা। 'ঘটিবাটি জিনিসপত্র কোথায় কী পড়িয়া থাকিত, তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঠিকারা *ক্রি* ক্লান্ত হওয়া। 'চক্ষু ঠিকারিয়া গেল চাহিতে চাহিতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঠিকুরে *ক্রিবিণ* সবেগে। 'এই বলিয়া বেণীবাবুর হাত ধরিয়া ঠিকুরে বেরিয়া গেলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঠিকুজি, ঠিকুজী [স স্থির] *বি* কোষ্ঠী; জন্মপত্রিকা। 'সে দিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'এমন মিল আর কোন কনের ঠিকুজীতে পাননি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

ঠিকুনো *ক্রি* খোঁচা দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠিকে *দ্র* **ঠিকা**

ঠির ঠির [ধ্বন্যা] *বি* কম্পনের ভাব। 'মন্দের মতো ছেলে ঠিরঠির করে কাঁপতে থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঠিলিয়া [হি] *বি* মাটির ছোটো পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠিল্লা [হি ঠিলিয়া] *বি* কলসের মতো ছোটো পানির পাত্র বিশেষ। 'কাঁধে ঠিল্লা ভরা পানি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ঠীকা *দ্র* **ঠিকা**

ঠুংঠাং [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব জিনিসে মৃদু আঘাতের শব্দ। 'ঠুংঠাং ঢংঢং, কত ব্যথা বাজে রে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ঠুং ঠুং [ধ্বন্যা] ১ *বি* চুড়ির শব্দ। 'তাহার বালাতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠুং ঠুং শব্দ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* ছোটো ঘণ্টার শব্দ। 'তাহাদের গলার ঘণ্টার ঠুং ঠুং শব্দ শুনিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঠুংরি, ঠুংরী [হি ঠুমরী] ১ *বি* রাগসংগীতের একপ্রকার তাল। 'খাম্বাজ রাগিণী, – তাল ঠুংরি।' *রাজ*, ১৮৭৪। ২ *বি* এক শ্রেণীর সুবদ্ধ সংগীত। 'কিছু হাঁ হুঁ না দিয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি গাইতে গাইতে নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮; 'ঠুংরীতে ওস্তাদ ছিল কাঞ্চনবাঈ।' *বিমল*, ১৯৫৩। *দ্র* **ঠুমরি**

ঠুঁটো, ঠুঁঠা [প্রা টুংটো] ১ *বিণ* অক্ষম। 'তবু লোকে ভাবে ঠুঁটো পল্টন।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* হাতহীন। 'কিলবিলিয়ে দুটো ঠ্যাং নড়বে যেমন ঠুঁটো ব্যাং।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঠুঁটো জগন্নাথ [প্রা টুংটো+স জগন্নাথ] *বি* শক্তিমান হয়েও কাজে অক্ষম লোক। *সুবল*, ১৯০৬; 'মম অগ্নি-দাহনে জ্বলে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঠুঁটো ঠাকুর *বি* ক্ষমতাহীন ঈশ্বর। 'করবি কী তুই ঠুঁটো ঠাকুর/ জগন্নাথের আশিস লয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ঠুঁঠা জগন্নাথ [প্রা টুংটো+স জগন্নাথ] *বি* শক্তিমান হয়েও কাজে অক্ষম লোক। 'ঠুঁঠা জগন্নাথ রূপের মুখোশ খুলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঠুকঠাক [ধ্বন্যা] ১ *বি* ছোটো ছোটো বিষয় নিয়ে কোন্দল। 'কিছুতেই সন্ধি হইল না – কেবলই ঠুকঠাক চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* ছোটোখাটো। 'ঠুকঠাক কাজ করছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ঠুক ঠুক [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* খণ্ড খণ্ড। 'ঠুকঠুক করা।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* ঠুকঠুক শব্দ করে এমন। 'ঠুকঠুক লাঠির আগায় পথ খুঁজে-খুঁজে চলে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঠুকরানো *ক্রি* ঠোকর দেওয়া। 'পাখি ইহাকে দেখিলে ঠুকরিয়া বিরক্ত করে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

ঠুকা [ধ্বন্যা] ১ *ক্রি* আঘাত করা। 'বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০; 'মারিব বলিয়া বুক ঠুকে ঘন ঘন।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *ক্রি* মার দেওয়া। 'ব্যাটাদের খুব ঠুকেচি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ঠুকুর-ঠুকুর [ধ্বন্যা] *বি* ঠনঠন। 'হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর-ঠুকুর কলসির কাঁধা।' *জবন*, ১৯১৯।

ঠুটঠার [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* ছোটো জিনিস পড়ে এমন শব্দে। 'ঠুটঠার লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে চালগুলো।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ঠুটা [হি ঠুঁঠা] *বিণ* ঠুঁটো। 'ঠুটা খোড়া হয়ে যেন ঘরে বসে থাকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। *দ্র* **ঠুঁটো**

ঠুঠা [হি ঠুঁঠা] *বি* বানর নাচায় এমন লোক। 'কপি বলে শুন মা আমার জতেক ছা ঠুঠারে বেচিল মহাবীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঠুন [ধ্বন্যা] *বি* কাঠ জাতীয় কঠিন পদার্থের একটার সঙ্গে আরেকটার ঠোকা লাগার ফলে সৃষ্ট শব্দ। 'ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঠুন ঠুন [ধ্বন্যা ঠুন>] *বিণ* ক্রমাগত ঠুন শব্দ করে এমন। 'বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিকদোলকগুলির ঠুন ঠুন ধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঠুনঠুনানি [ধ্বন্যা ঠুন>] *বি* ক্রমাগত ঠুন শব্দ। 'চায়ের কাপের ঠুনঠুনানি শুনিতে লাগে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ঠুনকো [ধ্বন্যা ঠুন>] *বিণ* সামান্য আঘাতে ভেঙে যায় এমন। 'কাচ ভঙ্গুর নহে, ঠুনকোও নহে, উহা ভঙ্গপ্রবণ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ঠুনঠুনি [ধ্বন্যা ঠুন>] *বি* চুড়ির শব্দ। 'চুড়িবালার ঠুনঠুনির তালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ঠুনু ঠুনু [ধ্বন্যা ঠুন>] *ক্রিবিণ* ঠুম ঠুম শব্দে। 'পায়ে ঠুনু ঠুনু বাজে নুড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঠুনি *বি* খুঁটি। 'একটি বাঘ ঝুলছে, একটা ঠুনির মধ্যে আটকানো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

ঠুমকি [হি ঠমক] *বি* নাচের এক প্রকার ভঙ্গি। 'তাতে সই ঠুমকি নাচে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ঠুমরী [হি] *বি* এক শ্রেণীর সুবদ্ধ সংগীত। 'ঠুমরী তালে ঢেউ তোলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪। *দ্র* ঠুংরি

ঠুলি [স স্থালী] *বি* আবরণ; খাপ। 'লইল অশ্বক্ষপাত বিশাশয় ঠুলি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঠুসা, ঠুসানো [হি ঠুসনা] *ক্রি* ঘুষি মারা। 'ঠুসিয়ে ওর সেই গুঁজা কোমরটার মতোই বেঁকিয়ে দেবে ওর থুতনিটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঠুসি[1] *বি* ঘুষি। 'দিলে খুব ... জোরসে ঠুসি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঠুসি[2] [স স্থালী] *বি* পশুর মুখ বা চোখ ঢাকার ঢাকনা। 'অহর্নিশি মায়ার ঠুসি জ্ঞান-চক্ষেতে।' *লালন*, ১৮৯০।

ঠেঁটাপনা *বিণ* বেহায়ার মতো। 'ঠেঁটাপনা নটী মাগি নাচিলে রূপসী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঠেঁটি, ঠেঁটী *বি* বিধবার পরিধেয় পাড়হীন ছোটো কাপড়। 'খাসা ঠেঁটী পরাইল।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'তার মাগকে ঠেঁটি কিনে দাও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ঠেঁঠা [স ধৃষ্ট>] *বিণ* নির্লজ্জ। 'ঠেঁঠা দাণে কেহে বিচিবেঁ সহী।' বড়ু, ১৪৫০।

ঠেঁয়ে *দ্র* ঠাঁই

ঠেক [স স্থা>] *বি* বাধা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বিচার উচিত, কিন্তু মতে বরো ঠেক দেখি, এ কারণে বিস্তর বিচার না করি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ঠেকনা *বি* অবলম্বন; ঠেস। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এটা তার ঠেকনার কাজ করে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ঠেকনো *বি* পতন রোধ করার অবলম্বন। 'তুমি ইন্দ্রলোকে গিয়া ... পারিজাত-বৃক্ষ-শাখার ঠেকনো হইয়া আছ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ঠেকা[1], **ঠেকানো** ১ *ক্রি* আবদ্ধ হওয়া। 'পুনরপি ঠেকিলাম তাহার জে হাথে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* আঘাত লাগা। 'জাতে ঠেকে সেইসব হইয়া জাএ গুড়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রি* আটকে যাওয়া। 'গাছে ঠেকী প্রান দিল অসুর তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ *ক্রি* বাধা পাওয়া। 'ঠেকিল রাজার ঝি।' *দ্বিজ চণ্ডী*, ১৬০০। ৫ *ক্রি* সংঘটিত হওয়া। 'প্রেম-জালে বন্দী হৈল ঠেকিল বিপাক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৬ *ক্রি* বদ্ধ হওয়া। 'ঠেকিলেন্ত মজনুর নয়ন রোদন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৭ *ক্রি* স্পর্শ করা। 'অতি বড় বরির ঠেকিল দুই কূলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৮ *ক্রি* অনুভব করা। 'কালি যে কহিলা বুঝি আপন ঠেকিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৯ *ক্রি* আটক হওয়া। 'পোলীসের হস্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরো শিক্ষা পাইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ১০ *ক্রি* মনে হওয়া। 'মেয়েটীর রকম ভাল ঠেকে না।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'আজ কেমন ঠেকছে?' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ১১ *ক্রি* উপনীত হওয়া। 'তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ১২ *ক্রি* মিলিত হওয়া; জড়ো হওয়া। 'গুটিকতক সচেতন প্রাণী ... কাছাকাছি এসে ঠেকেছি এ একটা আকস্মিক সংযোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ১৩ *ক্রি* প্রণত হওয়া। 'স্নেহের সে দাবে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ১৪ *ক্রি* প্রতিহত করা। 'আজ পর্যন্ত বিলাপে কেহ বন্যাকে ঠেকাইতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ১৫ *ক্রি* পৌঁছানো। 'ঠিক পূর্বলগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ১৬ *ক্রি* ভিড়া। 'কোনো ঘাটে ঠেকবে কিনা নাহি জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ১৭ *ক্রি* দমিয়ে রাখা। 'বাজারে কে কাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি।' *জীবন*, ১৯৩২। **ঠেকিল** ১ *ক্রি* সংঘটিত হলো। 'প্রেমজালে বন্দী হৈল ঠেকিল বিপাক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* স্পর্শ করলো। 'আকাশে ঠেকিল গিয়া ঢেকুরের ধ্বজা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ঠেকিলা** *ক্রি* বাধ্য হলো। 'অনুগ্রহ গেল নাশ নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস।' ভরত, ১৭৬০। **ঠেকে** *ক্রি* স্পর্শ করে। 'কালঘাম বহে মুখে মুকুট গগনে ঠেকে প্রলয়বদন ঘোরস্বনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঠেকা[2] *বি* বাধ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠেকাঠেকি ১ *বি* পরস্পর স্পর্শ। 'বানে ২ ঠেকা ঠেকি নাহি আদি অন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বি* পারস্পরিক সংঘর্ষ। 'এমন-কি, ঠেকাঠেকি হইলেও ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঠেকাঠেকী হওয়া *ক্রি* পরস্পর ধাক্কা লাগা। 'সকলেই ভয়ে ভয়ে গাড়ী চালাইতেছে, পাছে অন্ধকারে ঠেকাঠেকী হইয়া লোক মারা যায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ঠেকা পড়া *ক্রি* দায় লাগা। 'অন্য লোকের কি ঠেকা পড়িয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ঠেকি দেওয়া *ক্রি* স্তূপীকৃত করা। 'ধান এক জায়গায় ঠেকি দিচ্ছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঠেকিয়ে রাখা *ক্রি* আটকে রাখা; দমন ক'রে রাখা। 'আর তো ঠেকাইয়া রাখা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ঠেকে শেখা *ক্রি* বিপদে প'ড়ে শিক্ষা লাভ করা। 'পুরুষ বড় নিষ্ঠুর কথায় শুনেছিলাম, এখন ঠেকে শিখলাম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ঠেকানা [হি ঠিকানা] ১ *বি* নির্দিষ্ট গন্তব্য। 'ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* ব্যবস্থা। 'চালু ও কুড়ি মোন চিড়ার ঠেকানা হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

ঠেকার [স অহংকার] *বি* অহংকার। 'কিছু শিখিয়াছিস বলিয়া কি ঠেকারে মাটিতে পা পড়ে না।' *গৌর*, ১৮২২।

ঠেকারা [স অহংকার] *বি* অহংকার। 'তোর যে বড় ঠেকারা হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

ঠেকারী [স অহংকারী] *বিণ স্ত্রী* অহংকারী; দেমাগি। 'কিন্তু সে বড় ঠেকারী।' *গৌর*, ১৮২২।

ঠেকো [প্রা থক্ক>] *বি* ঠেস। 'পাথর উঁচু করে তাদের ঠেকো দিয়ে রাখতে হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঠেকোওয়ালা *বিণ* খুরযুক্ত। 'ছাগলের খুরের মতো সরু সরু ঠেকোওয়ালা জুতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঠেঙ [স টঙ্গ] *বি* পা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠেঙা, ঠেঙ্গা [স টঙ্ক>] ১ *বি* লাঠি। 'ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ঠেঙা।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ছিঁড়ে নাড়া দিয়ে ঠেঙার বাড়িতে/ তবে ও জিনিস হয় যে গাড়িতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি* প্রহার। 'কখন ঠেঙ্গা খাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঠেঙাঠেঙি, ঠেঙ্গাঠেঙ্গি [স টঙ্ক>] *ক্রি* লাঠি দিয়ে মারামারি। 'ভায়্যা ভায়্যা ঠেঙ্গাঠেঙ্গি আপনা আপনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'ঠেঙাঠেঙি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠেঙাড়িআ *বি* ডাকাত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠেঙানি *বি* লাঠি দিয়ে মারার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'একদিন গুরুমশায় এমন ঠেঙানি দিলেন।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ঠেঙানো, ঠেঙ্গানো [স টঙ্ক>] ১ *ক্রি* লাঠি দিয়ে মারা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ছেলেটাকে বেশ করে দু-ঘা ঠেঙায়।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'পোটাকতক শুয়ার ঠেঙ্গিয়ে মারচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *ক্রি* লাঠি দিয়ে খোঁচা দেওয়া। 'ঠেঙিয়ে তোরে করব ঢিট।' *সুকুমার*, ১৯১৮; 'ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ফল পাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঠেঙ্গামারা *বিণ* আঘাত দেয় এমন। 'তোমার কথাবার্তাগুলোও ঠেঙ্গামারা গোছের।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ঠেট [স স্থাতৃ] *বি* শৈলী। 'হিন্দুস্তানী ভাবে সেই চৌপাঈ ঠেট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঠেটন [ও তেন্টন] *বি* ভণ্ড। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠেটা[1] *বি* রশ্মি। 'প্রভাতে তামুর ঠেটা কপালে সিন্দুর ফোটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঠেটা[2], **ঠেঠা** [স ধৃষ্ট] ১ *বি* নির্লজ্জ। 'গুয়া পান নিত্য লয় ঠেঠা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* লজ্জা নেই এমন। 'গুহ বড়ি ঠেটা কুটিল কুলটা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঠেঠলামি [স ধৃষ্ট>] *বি* ভণ্ডামি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠেঠাএ [স ধৃষ্ট>] *ক্রিবিণ* নির্লজ্জভাবে। 'ঠেঠাএ পোঞাইলুঁ কাল ঠাণ্ডা গৃহে দুঃখজাল।' *বাহ্‌রাম*, ১৬৫০।

ঠেটি [স ধৃষ্ট>] *বি* পাড়হীন খাটো কাপড়। 'পরিল মলমল ঠেটি গলে দিল হার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঠেটী *বি* পাখিবিশেষ। 'ঠেটী জেঠী ভাটা হরিতাল গুড়গুড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঠেণ্ঠালি [ও তেন্টন>] *বিণ স্ত্রী* কুচক্রী। 'অতি বড় ঠেণ্ঠালি রহিলী মূল পথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঠেনঠেনি *বি* শাকবিশেষ। 'আনিবা তুয়া সলুফা ঠেনঠেনি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ঠেমরা *বি* কুঞ্চিত চামড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠেঁয়ে [স স্থানে] *ক্রিবিণ* কাছে। 'আমার ইচ্ছা ছিল, তোমার ঠেঁয়ে যোগ শিখব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ঠেলা[1] ১ *ক্রি* ধাক্কা দেওয়া। 'রথ পাছে যাই ঠেলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'করে কর ঠেলব আলিঙ্গন বারব সেজ তেজি বইসব ঠামে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *ক্রি* ঘেরা। 'একে যাই ধেপো বিলি তাতে বই ঠেলা জালি ওঠে শামুকের ভারা।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। 'ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি, এ যাত্রা তুমি থামাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৪ *ক্রি* পোরা। 'তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *ক্রি* নাড়া দেওয়া। 'সে চিন্তাও মনকে ঠেলা দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৬ *বি* আঘাত। 'এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৭ *ক্রি* সরানো। 'কান্নাসাগর-পানে যে যায় বুকের পাথর ঠেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। **ঠালি** *ক্রি* ঠেলে। 'মাতা পূজে ভদ্রকালী তাঁর ঘট পায়ে ঠালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ঠেলহ** *ক্রি* ঠেলো। 'না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **ঠেলাএ** *ক্রি* ধাক্কা দিয়ে। 'নখে বিদারিয়া কারে ঠেলাএ মারিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঠেলি** *ক্রি* ঠেলে। 'চলিলা কেওটকুল নৌকা সব ঠেলি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ঠেলিআ** *বি* ঠেলে। 'এমন নিন্দিআ নারী চরণে ঠেলিআ বারি পুনু যাত্রা করে সদাগর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ঠেলিয়া** *ক্রি* ঠেলে। 'কোটালের আজ্ঞা পায় .... পেলিলেক বামনী ঠেলিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ঠেলীতে** *ক্রি* ঠেলতে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ঠেলা দেওয়া *ক্রি* সরিয়ে দেওয়া। 'টানিবে বলে দিতেছ ঠেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ঠেলা মারা *ক্রি* ধাক্কা দেওয়া। 'ঠেলা মেরে চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঠেলা সামলানো *ক্রি* পরিস্থিতি মোকাবেলা করা। 'ঠেলাটা সামলাও এবার।' *পাশা*, ১৯৭১।

ঠেলিয়া চলা *ক্রি* অবহেলা ক'রে যাওয়া। 'স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চলা অসামান্য বলশালী লোকের কর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঠেলেঠুলে *ক্রি* ধাক্কাধাক্কি ক'রে। 'ঠেলেঠুলে টেনেটুনে পাশ কাটিয়ে পথ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঠেলে ঠেলে *ক্রিবিণ* অবিরাম ঠেলা দিয়ে। 'টেম্পরারি চাকরির লগি ঠেলে ঠেলে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঠেলে ঠেলে ওঠা *ক্রি* চাপা আবেগ প্রকাশিত হওয়া। 'হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে যেন ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠতে চায়।' *শামসুল*, ১৯৬২।

ঠেলে দেওয়া *ক্রি* অবজ্ঞা করা। 'তুমি আমাকে ঠেলে দিও না।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

ঠেলে পালানো *ক্রি* জোর ক'রে পালিয়ে যাওয়া। 'তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ঠেলে রাখা *ক্রি* ঠেকিয়ে রাখা। 'অন্তরবাসীকে বিহারী কোনোমতেই ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঠেলা[2] ১ *বি* ধাক্কা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* ঠেলাগাড়ি। 'রাস্তায় দেখি ফেরিঅলা একটা ঠেলায় পিরিচ-পেয়ালায় দোকান সাজিয়ে ঝুনঝুনি বাজিয়ে চলেছে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

ঠেলাগাড়ি, ঠেলাগাড়ী *বি* মানুষে ঠেলে চালাতে হয় এমন গাড়ি। 'বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ঠেলাগাড়ী টানিয়া ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঠেলাঠেলি ১ *বি* ধাক্কাধাক্কি। 'তার ঠেলাঠেলি গাছ অনেক ভাঙ্গিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পাথরগুলো ঠেলাঠেলি করে নাড়াবার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* দ্বন্দ্ব। 'জাতিতে জাতিতে বড় ঠেলাঠেলি হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ৩ *বি* অর্থহীন প্রচেষ্টা। 'অসম্ভবকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করে সময় নষ্ট করি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঠেলাঠেলিহীন *বিণ* ধাক্কাধাক্কি নেই এমন। 'প্রতিটি দরজা কাউন্টার কনুইবিহীন আজ ... লাইনে দাঁড়ানো নেই, ঠেলাঠেলিহীন।' *শামসুর*,

১৯৭০।

ঠেলার চোট *বি* ধাক্কার তোড়। 'পাথরগুলো যখন *ঠেলার চোটে* টলিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঠেলার নাম বাবাজী – চাপে না পড়লে কেউ ভালো কাজ করতে চায় না। *সুবল*, ১৯০৬।

ঠেশান [স ঘৃষ্>] *বি* হেলান। 'শাশ্বতী বসলো চেয়ারে *ঠেশান* দিয়ে অভিজ্ঞ ধরনে।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৪৯।

ঠোশা ঠোশা *বিণ* তরতাজা। '*ঠোশা ঠোশা* বহুদিন এমন কচি ঘাস ওরা চোখে দেখেনি।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ঠেস [স ঘৃষ্>] *বি* হেলান। 'সর্ব্বদা গোলবালিসে *ঠেস* দিয়া আলস্যের সহিত গলাগলি প্রেম করিতে থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

ঠেস দেওয়া *ক্রি* হেলান দেওয়া। '*ঠেস* দিয়া ঠাকুরে শুইল ঠাঞি ঠাঞি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঠেস দিয়ে কথা বলা *ক্রি* আঘাত দিয়ে কথা বলা। 'লোকে কথায় কথায় *ঠেস* দিয়ে কথা কবে, তা আমার প্রাণ থাকতে সবে না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ঠেসাঠেসি **১** *বি* গাদাগাদি। 'পাতায় পাতায় *ঠেসাঠেসি* মিশামিশি, শ্যাম রূপের রাশি রাশি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* বাড়াবাড়ি। 'আমোদপ্রমোদে ঘেঁষাঘেঁষি *ঠেসাঠেসি*।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঠেসান *বি* হেলান। 'গাছের গুঁড়ি *ঠেসান* দিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঠেসে ঠুসে *ক্রিবিণ* কানায় কানায়। 'তুমি কেবল লুটে পুটে/ পেট পোরাবে *ঠেসে ঠুসে*।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঠেসে দেওয়া *ক্রি* যদ্দুর সম্ভব ভর্তি করা। 'চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল *ঠেসে*।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ঠেসে ধরা *ক্রি* চেপে ধরা; কোণঠাসা করা। 'আশীর্ব্বাদ করি মনুষ্যজাতির কল্যাণ হোক, কিন্তু আমাকে তাঁরা *ঠেসে* না ধরুন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঠেসে পড়া *ক্রি* আছড়ে পড়া। 'জল ঘুরে-ঘুরে ফুলে-ফুলে ডাঙার উপর গিয়ে *ঠেসে* পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঠোঁট, ঠোট [স ওষ্ঠ] **১** *বি* পাখির চঞ্চু। '*ঠোট* চিরি লইলে পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০। '*ঠোঁট*।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* অধর। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'যাহাতে সে কেবল *ঠোটের* আগামাত্র ডুবাইতে পারে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ঠোঁটকাটা *বিণ* কোনো কথাই মুখে বাধে না এমন; স্পষ্টভাষী। '*ঠোঁটকাটা*।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ঠানদি চিরকালই *ঠোঁটকাটা* মানুষ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৩।

ঠোঁট কোঁচকানো *ক্রি* তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করা। 'কুন্তলা এমন *ঠোঁট কোঁচকায়!*' *জীবন*, ১৯৩২।

ঠোঁট পাতলা *বি* কথা গোপন রাখতে না পারার স্বভাব। 'তোর আবার যেমন *ঠোঁট পাতলা*।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ঠোঁট ফুলানো *ক্রি* অভিমান করা। 'আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমাটি তাঁর ক্ষুদ্র *ঠোঁট ফুলিয়ে* অভিমান করতে শিখেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঠোঁট ফোলানো *ক্রি* অভিমান করা। 'কত পাঠিকাই ... *ঠোঁট* ফুলাইবেন।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

ঠোঁট-ভরাভর *বিণ* মুখভরা। 'ঠাটে ঘটক কয়গো কথা *ঠোঁট-ভরাভর* হাসে।' *জসীম*, ১৯২৯।

ঠোঁটস্থ *বিণ* মুখস্থ। 'তাও আবার ... একেবারে *ঠোঁটস্থ*।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ঠোঁটাঠুঁটি *বি* বাগ্‌যুদ্ধ। 'হাতাহাতি দাঁতাদাঁতি ও *ঠোঁটাঠুটির* উপক্রম।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ঠোঁটানো *ক্রি* ছেঁটে দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠোঁটে ঠোঁটে *ক্রিবিণ* মুখে মুখে। 'লেগে গেছে *ঠোঁটে ঠোঁটে*।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ঠোঁটে মারা *ক্রি* মৌখিক গঞ্জনা করা। 'হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত *ঠোঁটে*।' *জসীম*, ১৯২৭।

ঠোঁটকাটা *বিণ* কাউকে কোনো কিছু বলতে বাধে না এমন। 'পুলিসের রাতকানা সার্জ্জন, *ঠোঁটকাটা* দারোগা ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঠোকনা [ঠোকা>] *বি* আঙুল দিয়ে গালে বা থুতনিতে মৃদু আঘাত। 'ছোট বউ-এর মুখে সে আর একটা *ঠোকনা* দিল।' *জসীম*, ১৯৬০।

ঠোকর [ধ্বন্যা] **১** *বি* আঘাত। 'মাথে তার মারয়ে *ঠোকর*।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বি* খোঁচা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর *ঠোকর* ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৩** *বি* *ঠোঁট* দিয়ে আঘাত। 'খাদ্যকণায় *ঠোকর* মেরে দেখে কী হয় ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ঠোকর মারন *ক্রি* *ঠোকরানো*। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঠোকরাই *বিণ* *ঠোকরায়* এমন। '*ঠোকরাই* পাখির মতো, খুটখুট চার কিনারে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩২।

ঠোকরাঠুকরি *বি* ঝগড়া। 'খুব *ঠোকরাঠুকরি* করতে শিখেছ।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঠোকরানি *বি* *ঠোঁট* দিয়ে আঘাত করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠোকরানো *ক্রি* *ঠোঁট* দিয়ে আঘাত করা; *ঠোকর* দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গাইটির গুহ্যজিঘারে *ঠুকরিয়া* রক্তপাত করিআছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৭।

ঠোকা [ধ্বন্যা ঠুক>] **১** *বি* সংশয়। 'ময়না ইনাম খায় মনে নাই *ঠোকা*।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *ক্রি* সশব্দে আঘাত করা। 'শাবল *ঠুকিয়া* শব্দ করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *ক্রি* ধাক্কা লাগা। 'উঠতে বসতে মাথা *ঠুকে*।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঠোকা খাওয়া *ক্রি* আঘাত পাওয়া। 'কড়িকাঠে আমার মাথা *ঠোকা* গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ঠোকাঠুকি **১** *বি* পাথরে পাথরে ঘর্ষণের শব্দ। 'চকমকির *ঠোকাঠুকি* শব্দ ও স্ফুলিঙ্গবর্ষণ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* পরস্পর আঘাত। 'ঘটিবাটি একসঙ্গে থাকলে *ঠোকাঠুকি* লাগে।' *শরৎ*, ১৯১৩। **৩** *বি* ঝগড়া। 'মানুষের যেটা স্বভাব তারই সঙ্গে ওর *ঠোকাঠুকি* বাধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঠোক্কর [ধ্বন্যা] *বি* আঘাত। 'মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া ধাক্কা খাইয়া, *ঠোক্কর* খাইয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ঠোঙা, ঠোঙ্গা [স তুঙ্গ] *বি* গাছের পাতা বা কাগজ দিয়ে তৈরি আধারবিশেষ। 'মিঠায়ের *ঠোঙাটি* সট করিয়া কাড়িয়া লইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'এক *ঠোঙ্গা* পাইতেছ না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঠোট *দ্র* ***ঠোঁট***

ঠোনা[১] [ধ্বন্যা] *বি* মৃদু আঘাত। 'মুখে মারে তিন বজর *ঠোনা*।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঠোনা[1] *বি* ইন্দ্রজাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঠোস [স স্থাপক] *বি* ফাঁপা বস্তু। 'সোণার ঠোসের লৎ আছে নাসিকায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঠোসা *ক্রি* অত্যন্ত ভোজন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঠ্যাং [স টঙ্গ>] *বি* পা। 'চিঙ্গিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং।' *হুতোম*, ১৮৫৮।

ঠ্যাটা [স ধৃষ্ট] *বিণ* বেহায়া। 'ঠ্যাটা লোকের শাস্তি যত ওরাই শেষে ভুগবে তা।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ঠ্যাক [স স্থা] *বি* বাধা। 'ওস্তাদ উত্তর করিলেন, তার ঠ্যাক কি, যাহারে হুনবার চান, হুনক্যান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ঠ্যাক্না *বি ঠেক্না*; আশ্রয়। 'আমি দোসরা এলাকায় ঘরের ঠ্যাক্না করিছি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ঠ্যাকার [স অহংকার] *বি* অহংকার। 'কেমন যেন ঠ্যাকার তোমার বাপু।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঠ্যাকারে *বিণ* অহংকারী। 'আরি ঠ্যাকারে হয়েছ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঠ্যাঙ [স টঙ্গ>] *বি* পা। 'হাড়িকাঠে ফেলে দিই ধরে দুটি ঠ্যাঙ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঠ্যাঙা [স টঙ্গ>] *বি* ডাঁটা। 'নিটপিটে ঠ্যাং সজনে ঠ্যাঙা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঠ্যাঙাড়ে [স টঙ্গ>] *বি* ডাকাত। 'সোনাডাঙা মাঠের মাঝে ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ঠ্যাঙানো, ঠ্যাঙ্গানো *ক্রি* প্রহার করা। 'বাবাদের বেঁধে ঠ্যাঙাতে মোরাই কেটে দি বাঁশের ঝাড়।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙ্গাইছি!' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঠ্যালা *বি* বিপদ। 'শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ঠ্যাশ [স দৃষ্>] *বি* পিঠ রেখে বসা; *ঠেকনা*। 'গোলবালিশে ঠ্যাশ মারি গুড়ুক তামুক খায়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ড

ডংশা, ডংসো [স দংশন>] *ক্রি* দংশন করা। 'পিরীতের ভুজঙ্গমে ডংশিল দোহান মর্মে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ডংশি** *ক্রি* দংশন ক'রে। 'মত্ত হস্তী ডংশি মারে বিষতিয়া সর্প।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ডংশিতে** *ক্রি* দংশন করতে। 'মহা সর্প হৈয়া পৈতা লাগিল ডংশিতে।' *সুলতান*, ১৭০০। **ডংশিল** *ক্রি* দংশন করলো। 'পিরীতের ভুজঙ্গমে ডংশিল দোহান মর্মে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ডংসিলা** *ক্রি* দংশন করলো। 'সেই পদে খোটাই ডংসিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **ডংসিলুঁ** *ক্রি* দংশন করলাম। 'ডংসিলুঁ তেকারণে দুঃখ অতি ভাবি মনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ডক [ই] ১ *বি* জাহাজঘাটা। 'আমি ডাঙা ডোঙা কলার ভেলা তুমি খিদিরপুরি ডক।' *নজরুল*, ১৯৩২। ২ *বি* যেখানে জাহাজ মেরামত করা হয়। 'দিনের বেলা ক্যাস্টরি ডক বস্তি ফাঁড়ি।' *জীবন*, ১৯৪০।

ডকাইত [হি ডকৈত] *বি* ডাকাত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ডকুমেন্ট [ই] *বি* প্রমাণ। 'কোন ডকুমেন্ট ছিল?' *শরৎ*, ১৯৩১।

ডক্টরেট [ই] *বি* বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি। 'ডক্টরেট পেল না।' *জীবন*, ১৯৩২।

ডগ [ই] *বি* কুকুর। 'নটি ডগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ডগডগে [ধ্বন্যা] *বিণ* অতি উজ্জ্বল। 'একটি মিসমিসে কালো গাউনের উপর একটি ডগডগে হলদে জ্যাকেট।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ডগমগ [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* আনন্দে উৎফুল্ল। 'সাক্ষাতে দেখিব কালা ডগমগ মন।' *দ্বিজ*, ১৬০০। ২ *বিণ* উজ্জ্বল। 'জরকশী পাদুকা পায় রত্নের কাবাই গায় ডগমগ অতি দীপ্তি করে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ডগমগিয়ে *ক্রিবিণ* প্রবল ও পরিপূর্ণভাবে। 'ডগমগিয়ে জোশ উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ডগর [স তগর] *বি* টগর ফুলের গাছ। 'কসাল পিআল ডগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ডগা [স অগ্র>] ১ *বি* লতার সরু অগ্রভাগ। 'নাউডগা ত্যোলে কিছু কচি কচি বলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* প্রান্তভাগ। 'যেন তরুণীর আঙুলের ডগা।' *নজরুল*, ১৯২৮। ৩ *বি* নিব। 'কলমের ডগা দিয়ে আমি তার ঠোঁটে গোঁফ এঁকে দিতাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

ডগী [স অগ্র>] *বি* লতার অগ্রভাগ। 'ডগী ডগী তোলে পুই পুনকা কাঁচড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডঙ্ক[1] [স দংশ] ১ *বি* সাপুড়ে। 'সর্প-ক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* দংশন। 'দহে তনু জেন সাপের ডঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডঙ্কা [স ঢক্কা] *বি* জয়ঢাক। 'পড়িল দীনের ডঙ্কা শহরে তামাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

ডঙ্ক[2] [স ঢক্কা] *বি* জয়ঢাক। 'ডঙ্কেশ্বর কখন ডঙ্ক না ধরে তাহার এই বিশেষ চেষ্টা ছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

ডঙ্কা-ঝাঁজরী [স ঢক্কা-ঝর্ঝর] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'কাড়া নাকাড়া ও ডঙ্কা-ঝাঁজরী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ডঙ্কাধ্বনি [স ঢক্কাধ্বনি] *বি* ঢাকের আঘাতে সৃষ্ট শব্দ। 'এইরূপ কল্পনাপথবর্ত্তী হইয়া সাহস ও উৎসাহ সহকারে পার্শ্ববর্ত্তী ডঙ্কাধ্বনি করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ডজন [ই] *বিণ* বারোটা; ১২টা। 'শয্যায় পতিত রাখ, পতিপাবনি! বাক্স বাহনে চল, ডজন ডজনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'রুমালও এক ডজন চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ডজনখানেক [ই ডজন+খানেক] *বিণ* এক ডজন। 'জর্মন নিয়ে এল ডজনখানেক সসেজ।' *মুজতবা* ১৯৫২।

ডডনং *বিণ* অমনোযোগী। 'পড়াশোনায় এতই ডডনং এবং আকাটমূর্খ ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ডণ্ড [স দণ্ড] *বি* দণ্ড। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

ডণ্ডবত [স দণ্ডবৎ] *বিণ* প্রণত। 'শত২ ময়ূর হুল লইয়া লোকেরা ডণ্ডবত হইয়া রহিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ডণ্ডানো [স দণ্ড>] *ক্রি* দাঁড়ানো। 'কায়দা মত শেলাম করিয়া ডণ্ডাইলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

ডন [স দণ্ড>] *বি* ব্যায়ামের পদ্ধতিবিশেষ। 'এদেশে ডন, কুস্তী, মুগুর প্রভৃতি নামা প্রকার ব্যায়াম ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ডনখানা *বি* ব্যায়ামচর্চার কক্ষ। 'আমার ডনখানা দেখাবার লৈয়া যামু মনে করছি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ডনগির [স দণ্ড+ফা গির] *বি* ডনবৈঠক করে স্বাস্থ্যচর্চা করে যে। 'তাদের অনেকে আবার ডনগির কুস্তিগির ও যুযুৎসুবিদ।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ডন ফেলা *ক্রি* মাটিতে দুই হাতের তালু ও পায়ের আঙুলের উপর সমস্ত শরীরের ভর রেখে উপুর হয়ে ওঠা-নামা করা। 'চটাচট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়, ডন ফেলছে বিশ-পঁচিশ বার ঘন ঘন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ডনবৈঠক *বি* ওঠা-বসা করবার ব্যায়াম। 'সিং এর ঘরে তখন হুম্‌ম্ হুম্‌ম্ করে ডনবৈঠকের আওয়াজ হচ্ছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ডপকি *বিণ স্ত্রী* উঠতি বয়সের। 'ধেড়ে ধেড়ে হুনোরা ডপকি ডপকি মেনীদের গলা জড়িয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ডবকা ১ *বিণ* উঠতি। 'ও মা ও যে ডবকা বয়সের ছেলে, ও যে এতক্ষণ দু বার খায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বিণ* উত্তাল; তরঙ্গময়। 'যখন তাকাই ডবকা নদীর দিকে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ডবডবে [ধ্বন্যা] *বিণ* বিস্ফারিত। 'ডবডবে চোখের নীচে দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ডবল [ই] ১ *বিণ* দ্বিগুণ। *ভবানী*, ১৮২৩; 'ডবলকে ডবল ইত্যাদি ইত্যাদি বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* দুটি। 'পাছে ডবল বোতল বা অন্য কোন জিনিস বলে যদি দর্শকদের সন্দেহ হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডবল আনন্দ [ই ডবল+স আনন্দ] *বি* দ্বিগুণ খুশি। 'কাজেই আমাদের পক্ষে ডবল আনন্দ।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

ডবলডেকার [ই] *বি* দোতলা বাস বা গাড়ি। 'উট, বাস, ডবলডেকার পর্যন্ত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ডবল প্রমোশন [ই] *বি* একবারে দুই ক্লাস উপরে ওঠা। 'স্বর্গে তুমি যখন ডবল প্রমোশন পেতে থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ডবল ব্যারেল [ই] *বিণ* দুই নলবিশিষ্ট। 'ডবল ব্যারেল পুরনো বিদেশী বন্দুকটির প্রতি ওর আকর্ষণ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

ডবি [ই ডাফ] *বিণ* আলেক্সান্ডার ডাফ প্রভাবিত; অকালপক্ক; ইঁচড়ে পাকা।

'এ বি পড়া ডবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ডবোল [ই] *বিণ* দ্বিগুণ। 'বেস বেস ডবোল বেস।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ডমরু [স ডম্বরু] *বি* ডুগডুগি। 'অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে।' *চর্যা* ১১, ১২০০; 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু, ঘন মেঘের ভ্রূ কুটিল কুঞ্চিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ডমরুধ্বনি [স ডম্বরুধ্বনি] *বি* বাদ্যধ্বনি। 'যুদ্ধক্ষেত্রে ডমরুধ্বনি যুদ্ধরত সৈনিকদের প্রাণে যেমন অপরূপ প্রেরণার সঞ্চার করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ডমরুমধ্য [স ডম্বরুমধ্য] *বি* ডমরুর মতো ক্ষীণ মধ্যভাগবিশিষ্ট ভূভাগ। 'দুই বৃহৎ ভূমিখণ্ড সংযোগ বিশিষ্ট যে অল্প পরিসর ভূমি তাহাকে ডমরুমধ্য কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ডমরুমধ্যম [স ডম্বরুমধ্যম] *বিণ* ডমরুর মাঝখানের মতো সরু। 'ডমরুমধ্যম মাজা ডিণ্ডিম-বাদিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডমরুলি [স ডম্বরু>] *বি* ছোটো ডমরু। 'অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

ডমিনিয়ন [ই] *বি* ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসিত দেশ (১৯২৬)। 'ভারতের ডমিনিয়ন অধিকার লাভ বর্ত্তমানে নির্ভর করিতেছে ...।' *আজাদ*, ১৯৪০। দ্র **ডোমিনিয়ন**

ডফ [আ দফ] *বি* খঞ্জনার মতো এক প্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। 'ডফ বাজে তাধিংধিন্না।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডম্বর [স] *বি* আড়ম্বর; সমারোহ। 'নিবাত ধূমের ডম্বরে বাজে পলাতক ঝড়ের মুরজমন্দ্র।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ডম্বরু [স] *বি* বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'ডম্বরু বাজায়ে গায় শিবের কথন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ডম্বুর[১] [স ডম্বরু] *বি* ডম্বরু। 'কেহ দেখে জটা শিঙ্গা ডম্বুর বাজায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ডম্ভুর [স ডম্বরু] *বি* বাদ্যযন্ত্র বিশেষ; ডম্বরু। 'বলদে চড়িয়া যায়ে শিঙ্গা ডম্ভুর গায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ডম্বুর[২] [স উডুম্বর] *বি* ডুমুর। 'মুলাতে বার্ত্তাকু সিম তাহে দিআ রাব্ধ নিম আর দেহ ডম্বুরের ফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডর [তুল. ফা ডর] *বি* ভয়। 'দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০; 'আম্মার থানত তোর নাহি কিছু ডর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তুঅ ডরে ইহ সব দূরহি পলাএল তুহুঁ পুন কাহি ডরাসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ডর-পুকুনে *বি* অল্পেই ভয় পায় যে। 'ডর-পুকুনে আঁতকে ওঠে নাপতে দেখে আঁক করে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ডরা, ডরানো ১ *ক্রি* ভয় পাওয়া। 'কাহ্নু কাখো না ডরাঅ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* চিন্তা করা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **ডরাঅ** *ক্রি* ভয় করে। 'কাহ্নু কাখো না ডরাঅ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ডরাই** *ক্রি* ভয় করি। 'হাজিল বিলের শস্য তারে না ডরাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ডরাইল** *ক্রি* ভয় পেলো। 'উদর ডাগর দেখি ডরাইল রাণী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ডরাইলা** *ক্রি* ভয় পেলে। 'বাঘ সিঙ্গির নামে ডরাইলা?' *মানিক*, ১৯৩৬। **ডরাও** *ক্রি* ভয় পাও। 'কিতাব থাকিতে কেনে ভূতেরে ডরাও।' *বিজয়*, ১৬৫০। **ডরাওঁ** *ক্রি* ভয় পাও। 'মোয়ে পরাণে ডরাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ডরাঙ** *ক্রি* ডরাই; ভয় পাই। 'তাহাতে ডরাঙ প্রভু শুন মন দিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ডরাএ্রা** *ক্রি* ভয় হচ্ছে। 'পাউস নিঅর আএলা রে সে দেখি সামি ডরাএ্রা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ডরায়িলী *ক্রি* ভয় পেল। 'সাসুড়ীর বোল সুনি ডরায়িলী রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ডরাস** *ক্রি* ভয় পাস। 'সত্যবেশী ভণ্ড পশু মারতে ডরাস কারে?' *নজরুল*, ১৯২৯। **ডরাসি** *ক্রি* ভয় পাস। 'তুঅ ডরে ইহ সব দূরহি পলাএল তুহুঁ পুন কাহি ডরাসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ডরে** *ক্রিবিণ* ভয়ে। 'আমা দেখি সর্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ডরানিয়া ১ *বিণ* কাপুরুষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* ভয় পায় এমন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ডরানেওয়ালী *বিণ স্ত্রী* ভয়কাতুরে। 'তেমন ডরানেওয়ালী মায়ে পয়দা করেনি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ডরুক *বিণ* ভীরু। 'ভারী ডরুক ছানা দুটো, কাছে গেলেই ম্যাঁ ম্যাঁ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ডলক [ঢলক] *বি* বর্ষণ। 'আরও কুটিক ডলক দিলে চীনার ভাত খাই।' *জসীম*, ১৯২৯।

ডলনকাঁঠি *বি* সুতা কাটার কাঠিবিশেষ। 'কাঠের তৈরি চরকা এবং ডলনকাঁঠির সাহায্যেই মসলিনের সুতো কাটা হতো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ডলা [স দল্>] ১ *ক্রি* ঘষা-মাজা করা। 'জলে নামিয়া গাও ডলে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* মর্দন করা। 'ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বাঙ্গ ডলতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *ক্রি* মালিশ করা। 'যার যেখানে ব্যথা নেহাত সেইখানে হাত ডলামলা।' *লালন*, ১৮৯০।

ডলাই-মলাই *ক্রি* অঙ্গ মর্দন ও হাত বুলানোর কাজ করা। 'ইয়াসিন, সহিসের ঘোড়া ডলাই-মলাই।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ডহর [স দভ্র] ১ *বি* জলাভূমি। 'ডহর ডাঙ্গার সব একুই মুখর।' *রামাই*, ১৭১০। ২ *বি* নিম্নস্থান। 'ডহর করিবে ডাঙ্গা।' *ঘনরাম*, ১৭১১। ৩ *বিণ* অনাবাদি। 'কিন্তু ডহর জমির দিকে চোখ রাখাই গিন্নিপনা।' *শওকত*, ১৯৭২।

ডহরা [স দভ্র] *বি* নৌকার খোল। 'পসার পাথার্থা থোহ ডহরার মাঝে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ডহি [স দহন] *বিণ* দগ্ধ। 'ডহি জো পঞ্চ ধাটণ ইন্দি বিসঅ ণঠা।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০।

ডহু *বি* গাছ বিশেষ। 'গাম্ভারি তমাল ডহু নখে চিরা্যা রাখে বহু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডাইএলাগ [ই] *বি* কথোপকথন; সংলাপ। 'ইংরাজি বাঙ্গলাতে কতকগুলিন ডাইএলাগ ... আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ডাইং [ই] *বি* কাপড়ে রং করার কাজ। 'কাল সেখানে ছিল চায়ের দোকান, আজ সেখানে ডাইং ক্লিনিং।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ডাইন[১] [স দক্ষিণ] ১ *বিণ* ডান। 'ইমামের ডাইন হস্ত কাটিল সত্বর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* দক্ষিণ দিক। 'বামেতু ডাইনে প্রবেশিলু।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* তবলা। 'ডাইনের চেয়ে ডুগি ভালো অর্থাৎ কিনা বামা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ডাইনে বাঁয়ে ১ *ক্রিবিণ* কোনোদিকে। 'ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি তোমার না দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বি* যা কিছু সব। 'ঋণের দায়ে ডাইনে বাঁয়ে বিকিয়ে বাসা নাইকো আমার ঠিকানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৩ *ক্রিবিণ* কোনোকিছু। 'ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৪ *ক্রিবিণ* ডানে ও বাঁয়ে। 'কালের মঞ্জিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ডাইন[২] [স ডাকিনী] *বি* ডাইনি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দেখিস লো যেন

ডাইনের হাতে পো সমর্পণ করা হয় না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ডাইনসর [ই] *বি* প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তুগোষ্ঠী। 'একদা মেগাথেরিয়ম ডাইনসর প্রভৃতি অতিকায় জন্তু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। *দ্র* **ডাইনোসর**

ডাইনামাইট [ই] *বি* ডিনামাইট; তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ। 'আমি তোমাদের সেই অন্তঃপুরের ভিত্তিতলে ডাইনামাইট লাগাইতে আসি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ডাইনামিক [ই] *বিণ* প্রাণবন্ত; গতিশীল। 'বিক্কিশুকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে একটা অভিপ্রায়ের টানে, আঁট হয়ে উঠবে, ডাইনামিক হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ডাইনামো [ই] *বি* বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রবিশেষ। 'ডাইনামোতে বিজলি বাতি জ্বালাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ডাইনি, ডাইনী [স ডাকিনী] **১** *বিণ স্ত্রী* পিশাচ। 'সেই ডাইনী মাগী আর এক মিশে ডান।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **২** *বিণ স্ত্রী* রাক্ষস। 'ডাইনি তুমি হোঁতকা পেটুক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ডাইনিবুড়ি *বি* রূপকথার জাদুকরী বুড়ি। 'এক যে ছিল রাজা – থুড়ি, রাজা নয় সে ডাইনি বুড়ি।' *সুকুমার*, ১৯২০; 'লাঠি হাতে কুঁজোপিঠ খিলিখিলি হাসত ডাইনিবুড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ডাইনি-হাওয়া [ডাইনি+আ হাওয়া] *বি* শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দেয় এমন শীতল বাতাস। 'বাইরে বরফের রাত্রি, ডাইনি-হাওয়ার কনকনে চাবুক।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

ডাইনিং, ডাইনিঙ [ই] *বিণ* খাবার সংক্রান্ত। **ডাইনিং রুম** [ই] *বি* খাবার-ঘর। 'ডাইনিং রুমের কাঁচের গ্ল্যাস ও ডিসেরা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগ্‌লো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডাইনিরুম, ডাইনিঙরুম [ই] *বি* খাবার কক্ষ। 'ডাইনিঙরুমে পাড়াগেঁয়ে ছেলে যা করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'খানাটা কিন্তু আমির ঘরেই হবে – ডাইনিংরুমে না।' *মুজতবা* ১৯৫২।

ডাইনিং সেলুন [ই] *বি* খাওয়ার কেবিন। 'ডাইনিং সেলুনে খানার আয়োজন হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ডাইনিং হল [ই] *বি* খাবার ঘর। 'অনেককেই পিছনে ফেলে ডাইনিং হলে প্রবেশ করলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ডাইনোসর, ডাইনোসুর [ই] *বি* জীবজগতের আদিকালের সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। 'ডাইনোসুরের লড়াই হলো কত।' *জীবন*, ১৯২৭; 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসর।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। *দ্র* **ডাইনসর**

ডাইবেটিস [ই] *বি* বহুমূত্র রোগ। 'ওর যে ডাইবেটিস।' *জীবন*, ১৯৩২।

ডাইভ [ই] *বি* ডুব। **ডাইভ খাওয়া** *ক্রি* পানির নীচে ডুব দেওয়া। 'আর উনি ডাইভ খাচ্ছিলেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ডাইভোর্স [ই] *বি* তালাক; বিবাহবিচ্ছেদ। 'এই দণ্ডেই তোমাকে ডাইভোর্স করবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ডাইরেক্ট [ই] **১** *বিণ* সরাসরি। 'বঙ্গীয় উচ্চ পরিষদের ডাইরেক্ট ইলেকশনের ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪০। **২** *বি* পরিচালনা। 'একখানা ছবি ডাইরেক্ট করবার ভার পেয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

ডাইরক্টর [ই] *বি* পরিচালক। 'জানেরেল বেঙ্কর ডাইরক্টর।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ডাইরেক্টর, ডাইরেকটর [ই] **১** *বি* পরিচালক। 'পাঁচ জন ডাইরেক্টর অর্থাৎ কার্য্যাধ্যক্ষ নিরূপণার্থে অনেক বাদানুবাদ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটর, ইনসপেকটর।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য। '২৩ এপ্রিল শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষ দিগের কালেজের অন্তান্তত্র বিবেচনা নিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ডাইরেক্টরী, ডাইরেকটরি [ই] **১** *বিণ* সবজান্তা। 'বাবু বাই মহলের ডাইরেক্টরী।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* নির্দেশিকা। 'স্ট্রীট ডাইরেকটরি দেখে তার চেহারা চেনা যায় না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

ডাইরেক্টরেট [ই] *বি* পরিচালকের দপ্তর। 'শহর সমাজ উন্নয়ন ডাইরেক্টরেট এবং প্রাদেশিক সরকারের ব্যুরো অফ হেলথ এডুকেশনের যৌথ উদ্যোগে ... সেমিনারটি আরম্ভ হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬২।

ডাইরেক্টার [ই] *বি* পরিচালক। 'ডাইরেক্টারদের মীটিং।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ডাইরেক্টার জেনারেল [ই] *বি* মহাপরিচালক। 'মূল সমিতির ডাইরেক্টার জেনারেল তাঁদের প্রোগ্রাম তৈরী করবেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ডাইল [স দাল] *বি* ডাল; শস্যবিশেষের ঝোল। 'মান্দিআ এড়িনু হাগলাইমু ডাইল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খেসারির ডাইল রান্ধে কাঁঠালের মুছি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ডাইস[১] [ই] *বি* ছাঁচ। **ডাইসযন্ত্র** [ই ডাইস+স যন্ত্র] *বি* নির্মাণের ছাঁচ। 'হাত দুখানা মুঠা বাঁধিয়া ডাইসযন্ত্রের মত কঠোর করিয়া তুলিল।' *তারা*, ১৯৪২।

ডাইস[২] [ই] *বি* জুয়াখেলার জন্য ফুটকি চিহ্নিত ঘুঁটি। 'চালও দিতে হত পাশা (ডাইস বা অক্ষ) ফেলে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ডাউক *দ্র* **ডাকা**[২]

ডাউট [ই] *বি* আশঙ্কা। 'খেলতে গেলে হকী তার/ প্রাণে বাঁচাই ডাউট!' *অন্নদা*, ১৯৪১।

ডাউন [ই] **১** *বিণ* লোকসানি। 'ব্যবসাকে ডাউন করব আমি?' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* ফিরতি; মূল স্টেশন অভিমুখী। 'ডাউন ট্রেনের গার্ডের কাছ থেকে।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

ডাউল [স দাল] *বি* ডাল। 'যখন ডাউল খাই, তখনি তার দরকার।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ডাং *বি* ডাক্তার শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ। 'শ্রীযুত মেং ডাং হের ও শ্রীযুত মেং ব্রিএর্স ও ... অনেক২ ভাগ্যবান বাঙ্গালির সাক্ষাতে বালকেরদিগের পরীক্ষা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ডাংগুলি [স দণ্ড>] *বি* খেলাবিশেষ। 'ছেলেদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলছিল।' *শরৎ*, ১৯১৩।

ডাঃ *বি* পিএইচডি উপাধির সংক্ষিপ্ত রূপ। 'অর্থনীতিক ডাঃ খানোভিকার হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

ডাংপিটে [স দণ্ড>] *বিণ* দুরন্ত; দুঃসাহসিক। 'আমি বড় ডাংপিটে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ডাঁই[১] [স দণ্ড>] *বি* স্তূপ; গাদি। 'লাউ আলু বেগুণ বাজারে দেখ ডাঁই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ডাঁই ডাঁই *বিণ* রাশি রাশি। 'সেই ডাঁই ডাঁই বই পড়ে স্বহস্তে উত্তর লেখার তাঁর সময় কই?' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ডাঁই[২] [স দণ্ড>] *বি* বড়ো লাল পিঁপড়া। 'আমি ডাঁই ভাষায় একটা কেতাব লিখব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ডাঁইন [স ডাকিনী] *বি* ডাইনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডাঁট[1] [স দণ্ড>] **১** *বি* বোঁটা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* ডাঁটা। 'নরোম পাটের ডাঁট।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

ডাঁটা [স দণ্ড>] **১** *বি* বোঁটা; সরু ডাল। 'জলের ভিতরে দেখ কমলের ডাঁটা।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'গাছে পাতা নাই, কেবল ডাঁটা সার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* সবজিবিশেষ। 'চর্বিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ডাঁটাচচ্চড়ি *বি* ব্যঞ্জনবিশেষ। 'ওলের ডাঁটাচচ্চড়ি।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ডাঁটি [স দণ্ড>] **১** *বি* গাছের সরু কাণ্ড। 'পাটিপাতা ডাঁটির মতো চিকনচাকন মসৃণ কালচে-সবুজ দু'খানি বাহু।' *কায়সার*, ১৯৬২। **২** *বি* বাঁট। 'চশমার কাঁচ নীল, ডাঁটি ঘামের ভেতর।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ডাঁটি-পাতা [স দণ্ডপত্র>] *বি* সরু কাণ্ড ও পাতা। 'ভাস্যা গেল ডাঁটি-পাতা কোথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডাঁটো [স দণ্ড>] **১** *বিণ* সমর্থ। 'ইংরাজীওয়ালারা প্রাচীন-রীতি পালনকারী ব্যক্তিদের ন্যায় ডাঁটো ও সুস্থকায় নহেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* পোক্ত। 'ডাঁটো আম।' *জীবন*, ১৯৪০।

ডাঁট[2] [স দম্ভ] *বি* দেমাক। 'অত ডাঁট ভালো নয়।' *সুনীল*, ১৯৭০; 'কি ডাঁটে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছিলেন।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ডাঁড় [স দণ্ড] **১** *বি* নৌকার হাল। 'বিষম জলের ভয় ঝড়ে প্রাণ স্থির নয় ডাঁড়িয়া ধরিতে নারে ডাঁড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* যে দণ্ডের উপর পাখি বসে। 'পাখীর ডাঁড়টা সামনে ঝুলাইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ডাঁড়ি [স দণ্ড>] *বি* নৌকার দাঁড়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডাঁড়িয়া [স দণ্ড>] *বি* মাঝি। 'বিষম জলের ভয় ঝড়ে প্রাণ স্থির নয় ডাঁড়িয়া ধরিতে নারে ডাঁড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডাঁড়ানো *ক্রি* দাঁড়ানো। 'ডাঁড়া ডাঁড়া একবার আমি সঙ্গে যাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ডাঁড়াশ [স দণ্ডসর্প] *বি* বড়ো আকৃতির সাপবিশেষ। 'তক্ষক উদয়কাল ডাঁড়াশ কানাড়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

ডাঁডুকা [স দণ্ড>] *বি* পায়ের বেড়ি। 'বন্দির ডাঁডুকা তারা ছেআনিতে কাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডাঁশ [স দংশ] *বি* এক প্রকার বড়ো মাছি। 'ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

ডাঁস [স দংশ] *বি* এক প্রকার বড়ো মাছি। **ডাঁস মসা** *বি* বড়ো জাতীয় মশাবিশেষ। 'ডাঁস মসা নিবারণে পাটের মসারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডাঁশা, ডাঁসা **১** *বি* তক্তপোষ। 'কাঠের আড়া, বাঁশের ডাঁশা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বিণ* আধপাকা। 'আঙুরের ডাঁশা থোকাগুলো রসে আর লাবণ্যে ঢল্-ঢল্।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বিণ* উজ্জ্বল। 'নাসিকার সরলরেখার মতো ডাঁশা।' *জীবন*, ১৯৪০।

ডাঁসা-আখি [স দংশ] *বিণ* কবুতরের প্রজাতিবিশেষ। 'গলাছিনা ডাঁসা-আখি বাকনা বকরেখি নানাবর্ণে লইল পায়রি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডাঁস *দ্র* **ডাঁশ**

ডাক[1] [স] **১** *বি* আহ্বান। 'আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পারি যদি, অন্তরে তার ডাক পাঠাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বি* উচ্চশব্দ। 'বিপরিত ডাক ছাড়ে রাক্ষসি দারুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* পশুপাখির কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'অশথ গাছে পেঁচার ডাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। **৪** *বি* নিষেধ। 'না বন্ধু না বান্ধব কেহ তাহাদিগের ডাক মানিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৫** *ক্রি* আহ্বান জানানো। 'ডাক মোরে স্নেহভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৬** *বি* প্রার্থনা। 'কে শুনিছে শত কোটি হৃদয়ের ডাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৭** *বি* আকর্ষণ। 'মাটির ডাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৮** *বি* হাঁক। 'কুলি, কুলি ডাক পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। **৯** *বি* গর্জন। 'ঝড়ের ডাক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **১০** *বি* রোগী দেখার আহ্বান। 'প্রণাম ডাক্তারবাবু! কোথায় গিয়েছিলেন? ডাকে?' *তারা*, ১৯৫৩।

ডাককারী [স] *বি* নিলামে যে দর হাঁকে। 'সর্বোচ্চ ডাককারীকেই জমির ইজারা দেওয়া হল।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

ডাকঘড়ি [স ডাক+ঘড়ি] *বি* কলিং বেল। 'রেবতী ... ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন চাপ দিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ডাক ছাড়া **১** *ক্রি* উচ্চ শব্দে ডাকা। 'অনুরক্ত ভক্তটিকে এমন উর্ধ্বশ্বাসে ডাক ছাড়াচ্ছে কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* চিৎকার-করা। 'ডাক-ছাড়া তার কান্না শুনি।' *জসীম*, ১৯২৭।

ডাক ছেড়ে কাঁদা *ক্রি* চিৎকার করে কাঁদা। 'ডাক ছেড়ে কাঁদব?' *হোসেন*, ১৯৬৯।

ডাক দেওয়া *ক্রি* আহ্বান জানানো। 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তো জানে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ডাক পড়া *ক্রি* হাজির হওয়ার নির্দেশ আসা। 'কাজের মাঝে ডাক পড়েছে কেন যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ডাকনাম [স ডাক-নাম] *বি* প্রচলিত নাম; যে নামে ডাকা হয়। 'ডাকনামে ডাক তোর তরে নয়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ডাক ভাঙা *বি* মারামারির আগে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হুঙ্কার। 'ডাক ভাঙার উত্তর প্রত্যুত্তরেই নিস্তেজ পক্ষ হটিয়া যায়।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

ডাক[2] [হি ডাক] **১** *বি* ডাকঘর। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* চিঠিপত্র পাঠানো ও পাওয়ার ব্যবস্থা। 'জবাব লিখিয়া ডাক মারফত পাঠাইয়াছি।' *বোগল*, ১৭৭০। **৩** *বি* চিঠিপত্র ইত্যাদি বহনের গাড়ি। 'খাল প্রভৃতি প্রযুক্ত কোম্পানির ডাক যাওনের বাধা জন্যে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

ডাকওয়ালা [হি ডাক+হি ওয়ালা] *বি* যে চিঠিপত্র বিলি করার কাজ করে। 'এক ব্যক্তি ডাকওয়ালা ডাকের দোকান করে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ডাকখানা [হি ডাক+ফা খানাহ্] *বি* ডাকঘর; পোস্ট অফিস। 'শোনা যায় ... বাড়ী থেকে ডাকখানা।' *অন্নদা*, ১৯৬১।

ডাক খরচা [হি ডাক+আ খরজ>] *বি* ডাকের খরচ বাবদ খাজনা। 'ডাক খরচা – জমিদারি ডাক ট্যাক্স তুলিবার জন্য রাজস্বের ফি টাকায় ১৫ পয়সা গ্রহণ।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

ডাকগাড়ি, ডাকগাড়ী [হি ডাক+গাড়ি] *বি* চিঠিপত্র বহনকারী গাড়ি। 'রাত্রে ডাকগাড়ীর পূর্বে এক সাহেব আসিয়া বোম্বাইয়ের টিকিট চাহিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৬; 'এখান হইতে ডাকগাড়িতে যাইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ডাকঘর [হি ডাক+ঘর] *বি* চিঠিপত্র ইত্যাদি আদান-প্রদান ও বিলি-সংক্রান্ত ঘর। 'কলিকাতার ডাকঘরের সম্মুখে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

ডাকজাহাজ [হি ডাক+আ জাহাজ] *বি* ডাকবাহী জাহাজ। 'ডাকজাহাজ ছাড়তে প্রায় দু ঘণ্টা দেরি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ডাকপিওন [হি ডাক+ই পিয়ন] *বি* ডাক বিভাগের যে কর্মচারী চিঠিপত্রাদি বাড়িতে পৌছে দেয়। **ডাকপিওনগিরি** [হি ডাক+ই পিয়ন+ফা গিরি] *বি* ডাকপিয়নের কাজ। 'ঘটনার ডাকপিওনগিরি করে না সে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ডাকপিয়ন [হি ডাক+ই পিয়ন] *বি* ডাক বিভাগের যে কর্মচারী চিঠিপত্রাদি বাড়িতে পৌছে দেয়। 'ডাক-পিয়নের মূর্ত্তি ধেয়ান করে সকল ক্ষণ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ডাকপেয়াদা [হি ডাক+ফা পিয়াদাহ্] *বি* ডাকপিয়ন। 'ডেড লেটারের ডাকপেয়াদা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ডাকবাংলা, ডাকবাংলো, ডাকবাঙলা [হি] *বি* সরকারি বিশ্রামাগার। 'কান্টনমেন্টের মধ্যে দুইটি ডাকবাঙলা বিদ্রোহীরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'ডাকবাংলোতে আমাদের থামবার কথা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সর্বপ্রথমে গিরিধি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ডাকবাক্স [হি ডাক+ই বক্স] *বি* ডাকের চিঠিপত্র রাখার জন্য নির্ধারিত বাক্স। 'বেয়ারিং পত্রটা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ডাকবাবু [হি ডাক+ফা বাবু] *বি* ডাকঘরের কর্তা; পোস্টমাস্টার। 'ডাকুবাবুসের কাছে শুধাই এসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ডাকবাহক [হি ডাক+স বাহক] *বি* ডাকপিয়ন। 'একজন ডাকবাহককে যেমন চিঠি বিলি করার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ডাক বেহারা [হি ডাক+ই বেয়ারার] *বি* ডাকবাহক ব্যক্তি; ডাকপিয়ন। 'কোম্পানি উপযুক্ত মূল্য লইয়া ডাক বেহারা দিতেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ডাকমাশুল, ডাকমাসুল [হি ডাক+আ মাহসূল] *বি* ডাকের খরচ বাবদ কর। 'ডাকের মাসুল ইত্যাদি নানা প্রকরণ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'জমিদারেরা ডাকমাশুল বলিয়া কিছু আদায় করিতে পারিবেন না।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

ডাকযোগে [হি ডাক+স যোগে] *ক্রিবিণ* ডাকের মাধ্যমে। 'দূর দেশস্থ সভ্যের নিকট ডাকযোগে পুস্তক প্রেরিত হইলে ডাকের বেতন সেই সভ্য দিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ডাক ষ্টাম্প [হি ডাক+ই স্ট্যাম্প] *বি* ডাক টিকিট। 'ভিন্ন প্রদেশীয় মহাত্মারা পুস্তক প্রেরণ জন্য নিজ নিজ পত্রের সহিত ডাক ষ্টাম্প প্রেরণ করিবেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

ডাকহরকরা [হি ডাক+ফা হরকারাহ্] ১ *বি* পত্রবাহক। 'বঙ্গদেশীয় ডাকহরকরা কি পত্রবাহক মনে করিবেন না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বি* এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে চিঠি আনা-নেওয়া করে যে। 'অনেক ডাক-হরকরা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ডাকের ঘর *বি* ডাকঘর; পোস্ট অফিস। 'এ নিমিত্ত একটা টেলগ্রাফ ও ডাকের ঘর ও পাকিটবোট রাখা যাইবে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

ডাকের দোকান *বি* ডাকঘর। 'এক ব্যক্তি ডাকওয়ালা ডাকের দোকান করে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ডাকের পেয়াদা *বি* ডাক পিয়ন; ডাক বিলি করে যে। 'ভাই বিদেশে কাজ করে কিন্তু ডাকের পেয়াদার দয়া হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ডাক[৩] [স ডাহুক] *বি* ডাহুক। 'হরিয়াল, চকা, ডাক আদি শত শত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ডাক[৪] [হি ডাঁক] *বি* রাংতা, জরি, শোলা প্রভৃতি দিয়ে তৈরি প্রতিমার সাজ।

ডাকওয়ালা [হি ডাঁকওয়ালা] *বি* প্রতিমার ডাকের সাজ সরবরাহকারী। 'কুমোর, ডাকওয়ালা ও অধ্যক্ষরা খেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডাকের সাজ *বি* রাংতায় তৈরি সাজসজ্জা। 'মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ডাক[৫] ১ *বি* ডাকতন্ত্রে সিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি। 'এই ডাক-পুরুষে কথাটি একদম খাঁটি।' *নজরুল*, ১৯২৭; ২ *বি* ডাক নামক ব্যক্তি যার উপদেশমূলক বাক্য মুখে মুখে প্রচলিত। 'প্রবাদবাক্যে ও ডাক ও খনার বচনে কত যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ডাকপুরুষের বচন *বি* ডাকের নামে প্রচলিত বাংলা প্রবচন। 'কথাটা অবশ্য ডাকপুরুষের বচন।' *তারা*, ১৯৪৬।

ডাক[৬] [স ডাক] *বি* পিশাচ। 'যারা ডাক ডাকিনী ভূত-পিশাচের নৃত্যে মাতে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ডাক ডাকিনী [স ডাক-ডাকিনী] *বি* পিশাচ-পিশাচী। 'যারা ডাক ডাকিনী ভূত-পিশাচের নৃত্যে মাতে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ডাক[৭] [ই] *বি* পাতিহাঁস। 'এমন চমৎকার ডাক রোস্ট রাঁধে যে কী বলব!' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ডাকটর[১] [ই] *বি* চিকিৎসক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ডাকটর[২] [ডাক>] *বি* নিলামে দর হাঁকে যে। 'সকলে কহে জে ডাকটর মুজকুরের জে মযলা আছে শে অতি খারাব।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩১।

ডাকতর, ডাকতার [ই] *বি* ডাক্তার; চিকিৎসক। *বোগল*, ১৭৭০; 'ডাকতার।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ডাকতর ও তাহারদিগের নীচে শতাধিক বাঙ্গালি চিকিৎসক।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

ডাকন [স ডাক>] ১ *বি* আহ্বান। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* ডাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ডাকবাংলা, ডাকবাংলো *দ্র* ডাক[২]

ডাকর [স দীর্ঘ>] *বিণ* ডাগর; বড়ো। 'ডাকর ডালিম দুই কুচে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ডাকসাইটে [ডাক+স সিদ্ধা>] ১ *বিণ* বড়ো আকারের। 'ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েৎবেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* কুখ্যাত। 'আসামের পিলে ডাকসাইটে পিলে।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* খ্যাতিমান। 'ডাকসাইটে সুন্দরীরা পাহাড়-পর্বতে ঘুরতে গেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ডাকা[১] [হি] *বি* ডাকাতি। **ডাকাচুরি** *বি* চুরি-ডাকাতি। 'ডাকা চুরি পরগৃহ-দাহ সর্বক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'মোর শিরে দায় জদি হয় ডাকাচুরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডাকা[২] ১ *ক্রি* আহ্বান করা। 'পড়িছা-পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* ধ্বনি করা; কূজন করা। 'চারি দিকে পাখি ডাকছে, ফুল ফুটছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *ক্রি* স্মরণ করা। 'ডাকো তাঁরে ডাকো যিনি শ্রান্তিহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **ডাউক** *ক্রি* ডাকুক। 'ডাউক দর্দুর কলরবত মত্ত মউর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ডাকউ** *ক্রি* ডাকুক। 'সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ডাকএ** *ক্রি* ডাকে। 'নবজলদমদ-মত্ত ডাকএ দাদুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ডাকন্ত** *ক্রি* ডাকছে। 'বিস্যাক ডাকন্ত বির ধনু লৈয়া হাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ডাকন্তি** *ক্রি* ডাকেন। 'হাথে ভাত করি ডাকন্তি গোওাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ডাক পাড়া** *ক্রি* আহ্বান করা। 'ঘন ঘন ডাক পাড়ে আন্ধি ভএ বাসি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ডাক**

লওয়া *ক্রি* আহ্বান করা। 'লইতে ডাক।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **ডাকাই** *ক্রি* ডেকে। 'চারিজন মুসলমান আনিতে ডাকাই।' *সুলতান*, ১৭০০। **ডাকাইয়া** *ক্রি* ডেকে। 'আনাইলা গন্ধর্ব সকল ডাকাইয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **ডাকি** *ক্রি* ডেকে। 'আনিল শুকুনি পাত্র ডাকি ততেক্ষন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ডাকিআ** *ক্রি* ডেকে। 'কোপে কম্প-কলেবর ডাকিআ বলেন হর মূঢ়মতি শুন মালাধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ডাকিছ** *ক্রি* ডাকছো। 'ডাকিছ কে তুমি তাপিতজনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **ডাকিব** *ক্রি* আহ্বান করবো। 'প্রতিবাসীকে ডাকিব যে কল্য ক্ষেত কাটিতে সহায়তা করে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **ডাকিমু** *ক্রি* ডাকবো। 'পুনরপি না দেখিমু বাপ বলি না ডাকিমু।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ডাকিয়া** *ক্রি* ডেকে। 'ডাকিয়া অরিষ্ট বির আনিল সত্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ডাকিল** *ক্রি* ডাকলো। 'ডাকিল মোরে খেলার সাথী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **ডাকীয়া** *ক্রি* ডেকে। 'রাজা ডাকীয়া কহিলেন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **ডাকীয়াছি** *ক্রি* ডেকেছি। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **ডাকীল** *ক্রি* ডাকলো। 'জত মেঘ জত বাউ ডাকীল সত্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **ডাকে ১** *ক্রি* আহ্বান করে। 'বাহু পসারিয়া তাকে ডাকে নাম ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* শব্দ করে। 'বুঝা যায় সটীক ফটিক জল ডাকে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *ক্রি* স্মরণ করে। 'দাণ্ডাইয়া হাতে তালে ডাকে তব দাস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ডাকো** *ক্রি* আহ্বান করো। 'ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **ডাক্তে** *ক্রি* ডাকতে। 'বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাক্তে আরম্ভ করেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **ডাক্যা** *ক্রি* ডেকে। 'ডাক্যা আন নীলাম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ডেকে** *ক্রি* আহ্বান ক'রে। 'প্রাণ বড় কান্দে, দেনা লো ডেকে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ডেকেছেন** *ক্রি* আহ্বান করেছেন। 'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ডাকাডাকি ১ *বি* বারবার ডাকা। 'তিনি যখন ডাকাডাকির জন্য বাড়ী প্রায় থাকেন না।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* হৈ চৈ করে ডাকা। 'যদি আমাকে এমত পুক্তিতে দেখিত না জানি কেমনই ডাকাডাকি করিত।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ডাকান *ক্রি* ডেকে আনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডেকে নেওয়া *ক্রি* আহ্বান করা। 'কে আমারে ডেকে নেবে, কাছে করে নেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ডাকাইত [হি ডকৈত] *বি* ডাকাত; দস্যু। 'নিরন্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'একজন ডাকাইত কামরার ভিতর প্রবেশ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৩।

ডাকাইতনী *বি স্ত্রী* ডাকাত। 'লোকে আমাকে ডাকাইতনী বলিয়া জানে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৩।

ডাকাইতি *বি* ডাকাতি। 'কৃষ্ণনগর জিলায় ১৬২ স্থানে ডাকাইতি হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ডাকাত [হি ডকৈত] **১** *বি* দস্যু। 'ডাকা নাহি দি নহি ডাকাতের সাথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ডাকাতেরে দিতে যাএ খদিজার মাল।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* ছেলে ধরা। 'এক-এক দিন ডাকাতের ভয় হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* দুঃসাহসী। 'মেয়েরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ডাকাত কালী [হি ডকৈত+স কালী] *বি* ভয়ঙ্কর কালীমাতা। 'আয় মা ডাকাত কালী আমার ঘরে কর ডাকাতি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ডাকাত পড়া *ক্রি* ডাকাতের হামলা হওয়া। 'আমার বাড়ি আজ ডাকাত পড়েছে রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ডাকাতনি *বি* দস্যু প্রকৃতির নারী। 'ওই ডাকাতনি যে অমৃতকে কাজের তার দেয়নি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ডাকাতি [হি ডকৈত>] **১** *বি* দস্যুবৃত্তির মাধ্যমে অপহরণ; ডাকাতের কাজ। 'কানুর বাঁশীটি দুপুরিয়া ডাকাতি সরবস হরি নিলে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৫৭০; 'দুপুরে ডাকাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* অপহরণ। 'এ কী রকমের ডাকাতি দিদি! আমার গানের খাতাখানা নিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। **৩** *বি* সর্বনাশ। 'এখন সবচেয়ে বড়ো ডাকাতি হয় যদি আপনি বলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ডাকাতিয়া *বিণ* ডাকাতের মতো। 'কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ডাকাতি লোক *বি* ডাকাত; দস্যু। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ডাকাডাকি *দ্র* ডাক[২]

ডাকাবুকা, ডাকাবুকো *বিণ* ডানপিটে। 'সঙ্গে ছিল দিনু, সুরেন আরো সব ডাকাবুকো লোক।' *অবন*, ১৯৪১; 'ডাকাবুকা আয়াত আলীর বুকের মধ্যে ভয়ের আওয়াজ।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ডাকিনী [স] **১** *বি* ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শিনী। 'যোগিনী ডাকিনী গণে দেহ অনুমতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* ডাইনি। 'ডাকিনী না হলেও যোগিনী যে, তা আমি বিলক্ষণ টের পাই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ডাকিনী বিদ্যা [স] *বি* জাদুবিদ্যা। 'দেশে ডাকিনী বিদ্যার কথা নাম শুনিলে সকলের কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ডাকু [হি] *বি* ডাকাত। 'না জানি কেমন ডাকু লাগ পাই মোরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ডাকুয়া, ডাকুআ [স ডাক>] *বি* পথনির্দেশক। 'ডাকুয়া সমান সঙ্গে যথ পয়গাম্বর।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'ডাকুআ সমান সঙ্গে যথেক রসুল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ডাকোয়াল [স ডাক>] *বি* ঘোষক। 'ডাকোয়ালে ডাকিয়া কহিল সবলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ডাক্তার [ই ডক্টর] **১** *বি* চিকিৎসক। 'উকিল ও ডাক্তার ও পাদরিরদের প্রতি নিষেধ নাই।' *ডানকান*, ১৭৮৫। **২** *বি* বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিবিশেষ। 'আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ডাক্তর [ই] **১** *বিণ* পণ্ডিত। 'ডাক্তর জানসন ইঙ্গরেজী তাবার অভিধান প্রথমেই কহেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* ডাক্তার; চিকিৎসক। 'ইঙ্গরেজ ডাক্তর কেন না আন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ডাক্তর ফি [ই] *বি* বিশেষ ধরনের খাজনা। 'ডাক্তর ফি – কোন কোন জমিদার গবর্ণমেন্টকে দিবার জন্য ...।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪

ডাক্তার-খরচ [ই ডক্টর+আ খরজ] *বি* চিকিৎসা বাবদ খরচাদি। 'প্রত্যেক মাসে জ্বরজারি আর ডাক্তার-খরচ লেগেই আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

ডাক্তারখানা [ই ডক্টর+ফা খানাহ] *বি* চিকিৎসালয়; ঔষধালয়। *দর্পণ*, ১৮২২; 'বাবুর ডাক্তারখানা আছে কি?' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ডাক্তারবাবু ই ডক্টর+ফা বাবু] *বি* ডাক্তার মহাশয়। 'ডাক্তারবাবু, কী মনে করেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'ডাক্তারবাবু গলা খাঁকারি দিয়া গুম্ফাগ্রটিকে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে সূক্ষ্মতর করিতে লাগিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ডাক্তারি, ডাক্তারী [ই ডক্টর>] **১** *বি* ডাক্তারের কাজ; ডাক্তারের পেশা। 'এই সময়ে, ভারতবর্ষে, ডাক্তারি, ভিন্ন অন্য কর্মের সুবিধা

ছিল না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *বিণ* চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয়। 'নিচের তাকে চকচকে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বিণ* চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত। 'ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় কয়েকটী কেন্দ্র খোলা হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪২। ৫ *বি* চিকিৎসাবিদ্যা। 'সরকারের বৃত্তি নিয়ে এদেশে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি শিখে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ডাক্তারি ঔষধ [ই ডক্টর>+স ঔষধ] *বি* পশ্চিমা চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী তৈরি ওষুধ। 'ডাক্তারি ঔষধ স্পর্শ করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ডাক্তারি-তন্ত্র [ই ডক্টর>+স তন্ত্র] *বি* চিকিৎসা বিদ্যা। 'যে ডাক্তারি-তন্ত্র লইয়া তুমি ডাক্তার আমি তাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ডাক্তারি দেওয়া *ক্রি* ডাক্তারি পরীক্ষা দেওয়া। 'এখন মহিনকেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ডাক্তারি বই [ই ডক্টর>+আ বহী>] *বি* চিকিৎসা বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ। 'দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ডাক্তারি বই বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ডাক্তারি বিদ্যা [ই ডক্টর>+স তন্ত্র] *বি* চিকিৎসা বিদ্যা। 'অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যার ন্যায় ডাক্তারি বিদ্যাতেও আমার পারদর্শিতা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ডাক্তারিবিদ্যে [ই ডক্টর>+স বিদ্যা>] *বি* চিকিৎসাবিদ্যা। 'ডাক্তারি-বিদ্যের সাত সমুদ্রে দিনরাত সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ডাক্তারিশাস্ত্র [ই ডক্টর+স শাস্ত্র] *বি* চিকিৎসাবিদ্যা। 'আপনাদের ডাক্তারিশাস্ত্রে বুঝি এইমত লেখা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ডাক্তারী করানো *ক্রি* চিকিৎসা করানো। 'এই জমিনের মায়ায় দাদার ডাক্তারী করাইলায় না।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ডাক্তারী বিদ্যা [ডাক্তারি+স বিদ্যা] *বি* চিকিৎসাশাস্ত্র। 'ইচ্ছা ও অধ্যবসায় দ্বারা ডাক্তারী বিদ্যা অর্জন করতে পারে।' *বেগম*, ১৯২৯।

ডাগর [স দীর্ঘ>] ১ *বিণ* বড়ো। 'এক কোস জুড়ি তার মস্তক ডাগর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* স্ফীত। 'উদর ডাগর দেখি ডরাইল রাণী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বিণ* বিশাল। 'সে যে অকূল সাগর, দারুণ ডাগর, কালা পানি বড় লোণা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'আমার মতো ডাগর পুরুষ মানুষের পক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৫ *বিণ* উত্তম। 'হাজার-তারা সেতারখানি বলিছে কি ও ডাগর বাণী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ডাগর আঁখি ১ *বি* বড়ো চোখ। 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বিণ* বড়ো চোখবিশিষ্ট। 'মিলবে সেথাই আসল শরাব তম্বী ছুরি ডাগর আঁখি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ডাগর চোখ *বি* আয়তনেত্র। 'খোশ-খুমারে বিশ্বাস সুরমা-ডাগর চোখ করে ঢুলঢুল।' *নজরুল*, ১৯২২।

ডাগর ডাগর *বিণ* বড়ো বড়ো। 'ডাগর ডাগর, ফুটেছে টগর, গোলাপ প্রলাপ বাড়ায় প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'অপুর মত চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ডাগর ডোগর *বিণ* বেশ বড়োসড়ো। 'এখানে একটি বেশ ডাগর-ডোগর মেয়ে আছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ডাগরতর *বিণ* অতিশয় বড়ো। 'উভয়ের ডাগর চক্ষু ডাগরতর হইল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ডাগর-পানা *বিণ* বড়ো ও টানাটানা। 'গাচ্ছিল গান ঘুরিয়ে নয়ান সুরমা-টানা ডাগর-পানা।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

ডাগর হওয়া *ক্রি* বড়ো হওয়া। 'কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ডাগর হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ডাঙ [স তুঙ্গ>] *বি* স্তূপ; রাশি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডাঙপিটিয়া [স দণ্ড>] *বিণ* শাসন মানে না এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডাঙর, ডাঙ্গর *বিণ* ডাগর; বড়ো। 'ডাঙ্গর দিগল গাচ।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'তিনি তখন আমান উল্লার অ্যারফোর্সের ডাঙর পাইলট।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ডাঙশ, ডাঙস, ডাঙ্গশ [স দণ্ড-অঙ্কুশ] *বি* অঙ্কুশ; হাতি চালানোর দণ্ড। 'মনস্বরূপ মাতঙ্গ হস্তিকে জ্ঞান রূপ ডাঙ্গশ দিয়া নিবারণ করিয়া ...।' *গৌর*, ১৮২২; 'ডাঙস।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কে যেন আমার মাথায় ডাঙশ মারলে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ডাঙা, ডাঙ্গা [স তুঙ্গ>] ১ *বি* স্থলভাগ। 'কুঠারি ধরিয়া সবে উঠিল ডাঙ্গায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* উচ্চভূমি। 'তার বিষয় নাই কেবল ডাঙ্গা ভূই ...।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* জায়গা। 'মদন-রাজার ডাঙ্গা তারি হলাম তার আজ্ঞাকারী।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* স্তূপ; রাশি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৫ *বি* খেত। 'শুধু রাতদুপুরে/ শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে ঝাউডাঙাটার 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ডাঙাপথ [ডাঙা+স পথ] *বি* স্থলপথ। 'ডাঙাপথ একেবারেই নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ডাঙায়-তোলা কইমাছের নৃত্য – ছটফট করছে এমন অবস্থা। 'আমার নৃত্যটা ডাঙায়-তোলা কইমাছের নৃত্যের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ডাঙ্গা-পথ [ডাঙ্গা+স পথ] *বি* স্থলপথ। 'ডাঙ্গা-পথে এখন প্রাণরক্ষার উপায় আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ডাঙ্কা [স ঢক্কা] *বি* ডঙ্কা; জয়ঢাক। 'দামামা নাকাড়ার গুড়গুড়ি ডাঙ্কায় কর্ণভেদী ধ্বনি আর অস্ত্রের চাকচিক্য।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

ডাঙ্গ [স দণ্ড>] *বি* লাঠি দিয়ে এক রকমের খেলা। 'সদাই খেলে কড়া ডাঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডাঙ্গর *দ্র* **ডাঙর**

ডাঙ্গশ *দ্র* **ডাঙশ**

ডাঙ্গুলি *বি* খেলাবিশেষ। 'আম কুড়ানো, ডাঙ্গুলি খেলা, পাড়া বেড়ানো – সব শেষ হয়ে গেলো।' *সেলিনা*, ১৯৬৯। *দ্র* **ডাংগুলি**

ডাঙ্গা *দ্র* **ডাঙা**

ডাচ [ই] *বিণ* হল্যান্ড দেশীয়। 'ডাচ চুরুট।' *জীবন*, ১৯৩২।

ডাঞ্জিন-কলা [স ডাকিনী-কলা] *বি* ডাইনিকলা। 'শিখিআ ডাঞ্জিন-কলা ... বুড়ি আপনা চিনিএর জাহ বাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডাট [স দম্ভ] *বি* দেমাক; অহংকার। 'ডাট দেখিয়ে গেল, বুঝলি?' *শামসুল*, ১৯৭৩।

ডাটি [স দণ্ড] *বি* ছোটো হাতল। 'কালো মশালের ধরিয়া ডাটি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ডাড়া *বি* বেদি। 'সর্ষা দিয়া স্নান করি কুলাই ছত্তির ডাড়া গুয়া পান দেই।' *কেরি*, ১৮০২।

ডাড়িম্ব [স দাড়িম্ব] *বি* ডালিম। 'ডাড়িম্ব দশন পাঁতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ডাণ [স ডাকিনী] *বি* ডাইনি। 'ও দিদি, এ ডাণ! তুমি সরে এস।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ডাণ্ডা [স দণ্ড] ১ *বি* দণ্ড। 'তোমাকে ডাণ্ডা দেওয়ায় রোজ ইতলাক সমেত

১০ দস টাকা দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **২** *বি* মশারি খাটানোর জন্যে খাটের চার দিকের দণ্ড। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ডাণ্ডাওয়ালা [ডাণ্ড+হি ওয়ালা] *বিণ* হাতলযুক্ত। 'খুব লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কি করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ডাণ্ডাগুলি [স দণ্ড>] *বি* লোকক্রীড়াবিশেষ। 'হেঁড়েডুডু, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেলতে লাগলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'লালন কয় আমার খেলা ডাণ্ডাগুলি সার হলো রে।' *লালন*, ১৮৯০।

ডাণ্ডা চালানো *ক্রি* লাঠি দিয়ে মারা। 'উঠে-পড়ে ডাণ্ডা চালালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ডাণ্ডা-বরদার [ডাণ্ড+ফা বরদার] *বি* প্রহরার কাজে মোটা লাঠি বহন করে যে। 'চুন্সিঘরের পাইক বরকন্দাজ, ডাণ্ডা-বরদার, আস-সরদার বেবাক চাকর-নফর বিলকুল বেমালুম গায়েব।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ডাণ্ডাবাজ [ডাণ্ডা+ফা বাজ] *বিণ* খুনি। 'পীর সাহেবের ডাণ্ডাবাজ চেলাদের কথা ভাবলেও গলা শুকিয়ে আসে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ডাণ্ডি [স দণ্ড>] *বি* ছোটো দণ্ড। 'লাল বনাতের খাস গেলাস ও রুপোর ডাণ্ডিতে রেসমের নিসেন ধরা তকমা পরা মুটে ও ক্ষুদে ছোঁড়ারা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডাণ্ডা, ডাণ্ডানো [স দণ্ড>] *ক্রি* দাঁড়িয়ে থাকা। 'একানই পুরুষ তোমার আছে ডাণ্ডাইয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দাণ্ডাইয়া** *ক্রি* দাঁড়িয়ে। 'আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ডাণ্ডাইয়া বরাবরি করিতে ... আমার এই শেষ দসা।' *রামরাম*, ১৮০১। **ডাণ্ডাইল** *ক্রি* দাঁড়িয়ে থাকলো। 'চালিয়াত সিপাহীরা সমস্ত ডাণ্ডাইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

ডাণ্ডিআ [স দণ্ড>] *বি* নৌকার দাঁড়ি। 'ডাণ্ডিআ ধরিতে নারে দাণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডাণ্ডুকা [স দণ্ড>] *বি* পায়ের বেড়ি। 'চরণে ডাণ্ডুকা দিআ বান্ধে মহাবীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডান[১] [স দক্ষিণ] *বি* দক্ষিণ। 'ডানি বামে পালি গায় ভরসা তোমার পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ডানদিক [স দক্ষিণদিক] *বি* হাতের দক্ষিণ প্রান্ত। 'সৈন্যগণ ডানদিকে মোড় ফিরিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

ডান হাত [স দক্ষিণহস্ত] *বি* শরীরের দক্ষিণ হস্ত। 'চেলের পুটলি এক আছে ডান হাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ডানি, ডানী [স দক্ষিণ] **১** *বি* দক্ষিণ দিক। 'লিলাএ পাত্তিব ধনু ডানি বামে টানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* দক্ষিণ। 'ডানী দিগে বিশ্বকর্ম লিখে মুনিপন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডান[২] [স ডাকিনী] *বি* ডাইনি। 'মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ডানি [স ডাকিনী] *বি* ডাইনি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ডানকিনে [স দণ্ডিকা] *বি* ছোটো মাছ বিশেষ। 'রেল সড়কের ছোটো খাদ ভরে ডানকিনে মাছ।' *জসীম*, ১৯৩১। *দ্র* **ডানিকোনা**

ডানপিটে [স দণ্ড+স পৃষ্ঠ>] *বিণ* শাসন মানে না এমন। 'যত-সব ডানপিটে ছেলে এ পাড়ায় জুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ডানপিটেমি *বি* ডানপিটের স্বভাব; দুরন্তপনা। 'তার গা থেকে ডানপিটেমির চিহ্ন মেলায়নি।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ডানা [স ডয়ন] *বি* পাখা। 'গাছে ডানা মারে আঁটি, ধমকেতে মাটী ফাটী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ডানাওয়ালা [স ডয়ন+হি ওয়ালা] *বিণ* ডানা রয়েছে এমন। 'ডানাওয়ালা ছোটো ছোটো নিরীহ জীবগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ডানা কাটা *বিণ* ডানা কাটা এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ডানাকাটা পরী।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ডানাকাটা পরী [ডানাকাটা+ফা পরি] *বি* অপূর্ব সুন্দরী; ডানা নেই কিন্তু পরীর মতো সুন্দরী। *সুবল*, ১৯০৬; 'ঐ ডানাকাটা পরীর বিয়ে।' *শরৎ*, ১৯১৬; 'আহ্লাদে পুতুল, যেন কার্ত্তিকটি, যেন ডানাকাট পরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ডানাকাটা হুরী [ডানাকাটা+আ হুর] *বি* অসাধারণ সুন্দরী নারী। 'ডানাকাটা হুরীর মত চেহারা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

ডানাভাঙা *বিণ* ডানা ভেঙে যাওয়ায় উড়তে পারে না এমন। 'আমি যেন আবার আর একটা ডানাভাঙা পাখির মত।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ডানিকলা *বি* শাকবিশেষ। 'হিলচা কলমী শাক তোলে ডানিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডানিকোনা [স দণ্ডিক] *বি* ছোটো আকৃতির একপ্রকার মাছ। 'শিঙ্গী মরা পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা।' *ভারত*, ১৭৬০। *দ্র* **ডানকিনে**

ডান্স [ই] *বি* নাচ। 'ঘুরে ঘুরে নাচকে রাউন্ড ডান্স বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ডাব [স ডিম্ব] *বি* কচি নারকেল। 'নারিকেলের ডাবই জল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ডাব-চিংড়ি *বি* চিংড়ি মাছের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'বাঙালীর সর্ষে-ইলিশ, মালাই-চিংড়ি, ডাব-চিংড়ি, বাঙালী বিধবার নিরামিষ ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ডাবর [হি] **১** *বি* পিকদানি; মুখ ধোয়ার পাত্রবিশেষ। 'উলটি ডাবরে সাধু কৈল আচমন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বড়ো জলপাত্র। 'সুবর্ণ ডাবরে তারে করাইল স্নান।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বিণ* বড়ো আকৃতির। 'তার ডাবর-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ডাবা, ডাব্বা [স ডিম্ব>] **১** *বি* নারিকেলের মালার তৈরি হুঁকা। 'আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খেলো আর ডাবা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* মুগুর। 'গোয়ালবাড়ী দ্বিতীয় যমালয়, তথায় ... বুকে বাঁশ ও ডাবা চাপা দিয়া উত্তমরূপে পাট করে।' *সুলভ*, ১৮৭০। **৩** *বি* নিতম্ব। 'ডাবার পর মুগুর পলে তুমি সেইদিন গা টের পাবা।' *লালন*, ১৮৯০।

ডাবাসুন্দরী *বি* (কৌতুকার্থে) নারকেলের মালায় প্রস্তুত হুঁকা। 'তাম্রকূটশীর্ষ ডাবাসুন্দরীর সুচিক্কণ কৃষ্ণগণ্ডে একটি মাত্র নিবিড় চুম্বন দিতে পারেননি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ডাবাহুঁকা, ডাবাহুঁকো, ডাব্বা হুঁকা [ডাবা+আ হুক্কাহ্] *বি* নারকেলের মালায় প্রস্তুত হুঁকা। 'দালান ডাবাহুঁকা নস্য ও নিন্দা লইয়া এই রৌদ্রতাপদগ্ধ নিদাঘ-মধ্যাহ্ন অতিবাহিত কর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'ডাব্বা হুঁকাও চলিয়াছে ছুটি এর হতে ওর হাতে।' *জসীম*, ১৯৩১; 'ডাবাহুঁকো বাঁ হাতে ধরে তামাক খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ডাবুষ [স দর্বী] *বি* লোহার তৈরি অস্ত্রবিশেষ। 'তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল সেল সাঙ্গি তুলগুি ডাবুষ খরসান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডামর [স ডম্বর>] *বি* ধুনা। 'মেট্যা তৈল ডামর সাপনকাষ্ঠ মধু মোম হস্তিদন্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ডামাকুল *বি* গাছবিশেষ। 'সেআকুল ডামাকুল সিঙ্গারবেত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডামাডোল [স ডম্বর+মু ডোল>] *বি* বিশৃঙ্খলা অবস্থা। 'দেশে কড় ডামাডোল ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ডামাস্ক কাপড় *বি* দামাস্কাসে তৈরি কাপড়। 'ডামাস্ক কাপড়ের ন্যাপকিন শুভ্র ফুলের মতো।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ডায়নামাইট [ই] *বি* ডিনামাইট; তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ। 'ডায়নামাইট এলো গাছ ওড়াতে।' *অন্নদা*, ১৯৪৯।

ডায়মন্ড জুবিলী [ই] *বি* হীরক জয়ন্তী। 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডাইমণ্ড জুবিলী উৎসবের পর।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ডায়মন [ই ডায়মন্ড] *বি* হীরক। 'ডায়মনকাটা চিক তাবিজ বাজু হাতের কড়া।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ডায়মনকাটা [ই ডায়মন্ড+কাটা] *বিণ* কাটা হীরকবিশিষ্ট। 'যথা, দমদম, চৌদানি, বোম্বা, দোলড়া, ছল্‌না, মুক্তার লচ্ছা দেওয়া কর্ণফুল, কামবালা, হীরা, পান্না, ধুকধুকি, মুক্তার সাতনড়ি, ডায়মনকাটা ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ডায়রাক্টারান [ই ডাইরেক্টর+ফা আন] *বি* পরিচালকরা। 'ডায়রাক্টারানদের নামে দেয়া জাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

ডায়লগ [ই] *বি* সংলাপ। 'লেখায় কতকগুলো এমন মজার ডায়লগ ছিল।' *জবন*, ১৯৪১।

ডায়লেক্ট [ই] *বি* উপভাষা। 'এ ছাড়া রয়েছে কয়েকটি উপজাতি যাদের রয়েছে স্থানীয় ডায়লেক্ট।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ডায়ারি *দ্র* ডায়েরি

ডায়ার্কি [ই] *বি* দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা। 'একালের ভাষায় বলতে হলে দিল্লির বাদশা ডায়ার্কির সৃষ্টি করলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

ডায়ালগ [ই] *বি* সংলাপ। 'এমন কালে সেরকম ডায়ালগ রচিত হত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ডায়াস, ডায়েস [ই] *বি* মঞ্চ। 'কনফারেন্সে ডায়েসের পরে চেয়ার পড়েনি তার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'ছোকরারা ডায়াসের সুমুখের দিকের চেয়ার দখল করে বসেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ডায়েরি, ডায়েরী [ই] **১** *বি* দিনপঞ্জি। 'ওর ডায়েরি লেখাও বার করব আমি।' *শিবরাম*, ১৯৪০। **২** *বি* অভিযোগপত্র। 'এদের নামেই পুলিসে ডায়েরী করেছেন তাঁরা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ডায়ারি [ই] *বি* ডায়েরি; দিনপঞ্জি; রোজনামচা। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ডায়ারিওয়ালা [ই ডায়ারি+হি ওয়ালা] *বি* ডায়েরি লিখিয়ে। 'এখন ক্যামেরাওয়ালা, ডায়ারিওয়ালা, নোটটুকনেওয়ালা অত্যন্ত সতর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ডায়েরিয়া [ই] *বি* উদরাময়। 'ডায়েরিয়া, ডিসেন্ট্রি, আর ডিপথিরিয়া সব হৈ-চৈ করে একসঙ্গে এসে পড়ে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ডারউইনিয়ান [ই] *বিণ* চার্লস ডারউইনের মতবাদে বিশ্বাসী। 'কখনো তিনি হেগেলীয়ান বা ডারউইনিয়ান ব'লে পরিচিত হতে চাননি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ডারুয়িন-তত্ত্ব [ই ডারুয়িন+স তত্ত্ব] *বি* রবার্ট চার্লস ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদ। 'ডারুয়িন-তত্ত্ব খাঁটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ডারা [হি ডারনা] *ক্রি* ফেলা। **ডারি** *ক্রি* ঢেলে দিলো। 'শ্যামরু শোকে সিন্ধু নিরমায়ল তথি পর আনল ডারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ডারিয়া** *ক্রি* ফেলে। 'বিষম বাড়ব আনল মাথারে আমারে ডারিয়া দিল।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **ডারে** *ক্রি* নিক্ষেপ করে। 'পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ডারি [হি ডারনা] *বি* বিসর্জন। 'জয় গুরুজির কহি শতবীর/ শত শির দেয় ডারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ডার্করুম [ই] *বি* আলো ঢুকতে পারে না এমন। 'ডার্করুমে পরিণত ক'রে নিয়েছিলুম।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ডার্বি [ই] *বি* ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় বার্ষিক ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। 'ডার্বি জিতেছে ৫৩৭৮৬ নম্বরের টিকিট।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ডার্লিং [ই] *বি* প্রিয়তম ব্যক্তি। 'দেখবামাত্রই ডিয়ার ডার্লিং বলে ছুটে এসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ডাল[১] [তুল ফা ডাল] **১** *বি* গাছের ডাল। 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।' *চর্যা* ১, ১২০০। **২** *বি* কাঠ। 'ছাট হাথে ডাল মাথে ধীরে ধীরে জায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডালপাতা [ডাল+স পত্র>] *বি* গাছের শাখা ও পাতা। 'শুকনো ডালপাতা আর খড় বড়ে আমে মোতালেফ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

ডালপালা [ডাল+স পল্লব>] *বি* শাখা-প্রশাখা। 'ডালপালা কাটিয়া করিল সমতুল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ডালপালাওয়ালা [ডাল+পালা+হি ওয়ালা] *বিণ* ডালপালাবিশিষ্ট। 'চমৎকার আঁকাবাঁকা ডালপালাওয়ালা বনস্পতিশ্রেণীর বৃক্ষ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ডালী *বি* ডাল। 'পাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

ডাল[২] [স দাল] **১** *বি* খাদ্যশস্য বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'চাল ডাল লবণ মাটী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* মুগ, মসুর ইত্যাদির ব্যঞ্জন। 'ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি রাঁধে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ডাল-চচ্চড়ি *বি* শুকনো করে রান্না-করা ডাল। 'এক বাঙালী নিমন্ত্রণ করে ডাল-চচ্চড়ি খাইয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ডালপুরি *বি* বাটা ডালের পুর দিয়ে তেলে-সেঁকা খাদ্যবিশেষ। 'চায়ের দোকানে ডালপুরি ভাজা হচ্ছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ডালবাটা *বি* ডাল বেটে তৈরি খাবার বিশেষ। 'তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ডালভাত **১** *বি* সাধারণ খাবার। 'পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডালভাত এবং তদীয় স্ত্রীর বাক্যঝাল খাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* রান্না-করা ডাল ও ভাত। 'ডালভাত, মাছতরকারি, দুতিন রকমের ভাজি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ডালমুট *বি* মটর, বাদাম ইত্যাদি একত্রে ভাজা মুখরোচক চানাচুর জাতীয় খাবার। 'এক পয়সার ডালমুট কিনে খেতেও ভরসা পাইনি।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ডালি [স দল>] *বি* ডাল। 'কেহ দিল চালু কড়ি কেহ দিল ডালি বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডালের বড়ি *বি* ডাল এবং কুমড়া দিয়ে তৈরি শুকানো বড়ি, যা তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়। 'ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি।' *ওয়ায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

ডাল[৩] [ই] *বিণ* মন্দা অবস্থায় পতিত। 'কি হে, কাজ কর্ম্ম ডাল নাকি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ডাল-কুকুর [হি ডাল+স কুকুর] *বি* শিকারি কুকুর বিশেষ। 'ডাল-কুকুরে সে কী বাস করলে তাড়া।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ডালকুত্তা, ডালকুত্তো [হি] *বি* শিকারি কুকুরবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'ডাকবাবুটিকে

দিল মুখে ডালকুত্তোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ডালচিনি *বি* দারুচিনি। 'রোজ রোজ ডালচিনি চাই।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ডালনা [স দল>] *বি* ভেজা-ভেজা ব্যঞ্জনবিশেষ। 'দুধখোড় ডালনা শুক্তানি ঘন্ট তাজা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ডালনা-চাখা *বিণ* ডালনার স্বাদ পেয়েছে এমন। 'বাঁধাকপির ডালনা-চাখা রসনা কোনো জন্মে ততখানি উৎসাহ সংগ্রহ করতে পারে না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ডালমেশিয়ান [ই] *বি* কুকুরের প্রজাতিবিশেষ। 'বুড়োর কুকুরটা গ্রেট ডেন আর জুলিরটা ডালমেশিয়ান।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ডালা [মু] **১** *বি* সাজিতে ভরা উপহার-সামগ্রী। 'পুসিআ পালিআ বালা কারে সাজ্যা দিল ডালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বাঁশের তৈরি ছোটো পাত্র বা ঝুড়ি বিশেষ। 'আমি তার কুল, ডালা, ধুচুনি, সব পুরোহিত, বহু দিন আছি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৩** *বি* ঢাকনা। 'পরে ডালা ফেলিয়া সিন্দুকটিকে পুনর্ব্বার বন্ধ করত ...।' *মধু*, ১৮৫৭। **৪** *বি* পূজার উপচার। 'সন্ধ্যার পর লীলাবতীর ডালা দিয়ে শিবের ঘরে বাতি জ্বালালে তবে জল খাবে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৫** *বি* উপহার। 'কোথায় নামিয়ে রাখি এ প্রেমের ডালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **৬** *বি* আধার। 'নরম ডানার ডালায় ধরিয়া দূর আকাশের গান।' *জসীম*, ১৯৩১।

ডালি[1], **ডালী**[1] [মু ডালা] **১** *বি* বাঁশের তৈরি ছোটো এক প্রকার পাত্র বা ঝুড়ি। 'ডালি ভরাআঁ ফুল পানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ফুলে তাম্বূলে ভরি লআঁ যাহা ডালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* নজরানা। 'পুত্র তোর ঘরে ভ্রমসী নগরে যৌবন করিআ ডালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* আধার। 'অবলা প্রবলা পাপ কলঙ্কের ডালি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ডালিডুলি *বি* উৎকোচস্বরূপ উপহারাদি। 'হাজার আটেক টাকা কাছারির ডালিডুলি, নাজরানায় খরচ হবে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ডালি[2] *দ্র* **ডাল**[2]

ডালিম [স দাড়িম্ব] *বি* ডালিম ফল। 'ডাকর ডালিম দুঈ কুচে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ডালিমগাছ *বি* ডালিম ফলের গাছ। 'এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিমগাছের তলে।' *জসীম*, ১৯২৭।

ডালিম ফুল *বি* ডালিমের ফুল। 'তার ডালিম ফুলের ডালি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ডালিমা [স দাড়িম্ব] *বি* ঘিয়ে তাজা ময়দা দিয়ে তৈরি ডালিমের বীজাকৃতির পিঠা বিশেষ। 'ডালিমা মরিচালাড়ু নবাত অমৃতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ডালিম্ব [স দাড়িম্ব] *বি* ডালিম গাছ। 'আম্বু লেম্বু ডালিম্ব।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ডালিয়া [ই] *বি* সূর্যমুখীর মতো দেখতে এমন ফুলবিশেষ। 'বাগানের নিমন্ত্রণে এসেছে ডালিয়া, এসেছে ফুশিয়া, এসেছে ম্যারিগোল্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ডালী[2] *দ্র* **ডাল**[1]

ডাস্টবিন, ডাষ্টবিন [ই] *বি* আবর্জনা ফেলবার আধার। 'মনে হইতে লাগিল সে যেন খানায় পড়িয়া গিয়াছিল, ডাস্টবিনে।' *মানিক*, ১৯৩৭; 'ডাষ্টবিনে জমে এদের ভিড় –।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

ডাহ [স দাহ] *বি* দাহ। 'ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০।

ডাহা *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ডাহা মারা পড়বে।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

ডাহিণ, ডাহিন [স দক্ষিণ] **১** *বিণ* দক্ষিণ; ডান। 'বাম হাতে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ডান দিক। 'ডাহিন বামে বৃক্ষ ভাঙ্গে অঙ্গের হেলনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ডাহিনেত** *ক্রিবিণ* ডান দিকে। 'ডাহিনেত রত্নপুর পারীন্দ্র দুয়ার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ডাহীন [স দক্ষিণ] *বি* ডান দিক। 'ডাহীনে নদ্যা পাড়পুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডাহুক [স দাত্যূহ] *বি* পাখিবিশেষ। 'শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ডাহুকা *বি স্ত্রী* পাখিবিশেষ। 'চটকা চটকী ফিঙ্গা ডাহুকা টেঁঠারি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ডাহুকী *বি স্ত্রী* ডাহুক। 'মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী।' *শেখর*, ১৬০০।

ডিউ [ই] *বিণ* পূর্বনির্দিষ্ট। *ভবানী*, ১৮২৩; 'কি করিব অনেক লোকে ডিউ হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ডিউক [ই] *বি* রাজপরিবারের সদস্য; উপাধিবিশেষ। 'ঐ ধর্ম্মদায় সকল ডিউকআরল প্রভৃতি সম্ভ্রান্তদের ও অন্যান্য ধনী লোকদের হস্তগত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'বিলাতে ইনি ডিউক ডাচেস ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও কন নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ডিউটি [ই] *বি* নির্ধারিত কাজ। 'রাত দশটা পর্যন্ত ডিউটি আজকাল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ডিংগানো *দ্র* **ডিঙানো**

ডিংডিঙে *বিণ* মোটাসোটা। 'আমি টিংটিঙে তুমি ডিংডিঙে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ডিংসায়ি *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'রামকমল ডিংসায়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ডিঁয়ে মারা [মু ডোঙ্গী] *ক্রি* পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া লাফানো। 'ডিঁয়ে মারে ডাক ছাড়ে আগুলে সরণি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ডিক [স দৃক] *বি* দৃষ্টি। 'ডিক ভরি না দেখিলুঁ আর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ডিকটেটর, ডিকটেটার [ই] *বি* সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; একনায়ক। 'একমাত্র যাঁর গৃহিণী ডিকটেটার তিনি ছাড়া।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ডিকটেটরশিপ [ই] *বি* একনায়কত্ব। 'আর-একটা তর্কের বিষয় হচ্ছে ডিকটেটরশিপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ডিকবাজি [স ডিম্ভ+ফা বাজি>] *বি* ডিগবাজি। 'কেহ ডিকবাজি খান।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

ডিকরি *দ্র* **ডিক্রি**

ডিকশন [ই] *বি* লেখার শৈলী। 'প্রকাশের জটিলতাই আধুনিক সভ্য কবিদের ভঙ্গি বা ডিকশন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ডিকশনারি, ডিকষনরি [ই] *বি* অভিধান। 'তখন লোকে ডিকষনরি মুখস্থ করিত।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'আমরা ডিকশনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ডিক্সনরি, ডিক্সনারি, ডিক্সনেরি [ই] *বি* অভিধান। 'তাহাকে যদি বল, ইংরাজী বাঙ্গালা ডিক্সনরি হইতেছে লইবা।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলতেন, ডিক্সনেরি দেখ।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'আমার ডিক্সনারিটা দেব।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ডিক্সোনারি [ই] *বি* অভিধান। 'যখন তরজমা করি, তিন চারখান

ডিক্সোনারি নিই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ডিক্স্যনরি [ই] *বি* অভিধাম। 'বাঙ্গালা ও ইঙ্গরেজী ডিক্স্যনরি গ্রন্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ডিক্স্যানেরি [ই] *বি* অভিধান। 'জানসন্ ডিক্স্যানেরি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ডিকানটর [ই] *বি* এক ধরনের কাচের পাত্র, যাতে মদ ইত্যাদি ঢালা হয়। 'পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকানটরে ব্রান্ডী।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডিক্রি, ডিক্রী[১] [ই] *বি* আদালতের নিষ্পত্তি ও নির্দেশ। 'উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'সেই মোকদ্দমায় তথাকার অপক্ষপাতি বিচারপতিগণের সুবিচারে উক্ত মহারাজ ডিক্রি প্রাপ্ত হয়েন।' *প্রভাকর*, ১৮৫২। *দ্র* **ডিগ্রি**[১]

ডিকরি [ই] *বি* আদালতের হুকুম বা রায়। *ভবানী*, ১৮২৩।

ডিকৃ [ই] *বি* আদালতের নিষ্পত্তি ও নির্দেশ। 'হুকুমে একুইটীর ডিকৃ দরুন বিক্রী হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

ডিক্রিজারি [ই ডিক্রি+আ জারি] *বি* বিচারকের রায় আরোপ করা। 'কোন অবিচারে আমার উপর করে দুঃখের ডিক্রিজারি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ডিক্রিজারি করা *ক্রি* অভিযুক্ত দেনদারের নিকট বিচারকের রায় প্রচার করা। 'মহাজন সময় বুঝিয়া ডিক্রিজারি করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ডিক্রিদার [ই ডিক্রি+ফা দার] *বি* যার অনুকূলে ডিক্রি হয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডিগরি [ই ডিক্রি] *বি* আদালত কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা। *মেয়ার*, ১৭৮৯; 'ডিগরির টাকা দেনার কারণ।' *ক্যালগে*, ১৭৯২।

ডিক্রী[২] [ই ডিগ্রি] *বি* ডিগ্রি। 'থরমমেটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিক্রী নেবে গিয়ে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডিক্সনরি, ডিক্সনারি, ডিক্সনেরি *দ্র* **ডিকশনারি**

ডিগডিকে [ধ্বন্যা] *বিণ* অত্যন্ত কৃশ। 'শরীর ডিগডিকে, পইতে গোচ্ছা করে গলায়, দাঁতে মিশি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডিগডিগ [ধ্বন্যা] *বিণ* অবিরাম ডিগ শব্দ করে এমন। 'ডিগডিগ শবদে কাড়ায় পড়ে কাঠি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ডিগডিগে *বিণ* মোটাসোটা। 'অ্যাই ডিগডিগে প্যাট।' *তারা*, ১৯৪৬।

ডিগবাজি, ডিগবাজী [স ডিঙ্+ফা বাজী] ১ *বি* উলটে পড়া। 'গেরোবাজের মতো আকাশে ডিগবাজি খেতে খেতে উঠতে হত।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'ডিগবাজী যেথা শুশুক খেলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বিণ* প্রচলিত নিয়ম পাল্টে দেয় এমন। 'যাকে বলে রীজন, সে মানস-সার্কাসের ডিগবাজি-খেলোয়াড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ডিগবাজি খাওয়া, ডিগবাজী খাওয়া ১ *ক্রি* মাথা মাটিতে রেখে দুই পা উঁচু করে উল্টে পড়া। 'ডিগবাজি খাওয়া উচিত, ইহারা তাহার কিছুই করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* উল্টে পড়া। 'গেরোবাজের মতো আকাশে ডিগবাজি খেতে খেতে উঠতে হত।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ৩ *ক্রি* সুবিধাজনকভাবে নিজের মত সম্পূর্ণ বদলানো। 'মোসলেম ভারত কি ডিগবাজি খেল নাকি?' *নজরুল*, ১৯২১।

ডিগ্রি[১], **ডিগ্রী**[১] [ই ডিক্রি] *বি* ডিক্রি। 'আদালতে এক তর্কা ডিগ্রি করিতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৬০। *দ্র* **ডিক্রি**

ডিগ্রী জারী [ই ডিক্রি+আ জারি] *বি* আদালতের আদেশ প্রচার। 'ডিগ্রী করিয়া ডিগ্রী জারীতে ভিটামাটি ঘর লইব নিলাম করি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ডিগ্রীজারী করা *ক্রি* অভিযুক্তের কাছে বিচারকের রায় প্রচার করা। 'ডিগ্রীজারী করেন বাকী খাজনা কিসে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ডিগ্রি[২], **ডিগ্রী**[২] [ই] ১ *বি* পরীক্ষা পাসের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত উপাধিবিশেষ। 'যদি ইউনিভারসিটিতে বিএ ও বিএলের মত ফলারের ডিগ্রী স্থির হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* তাপমাত্রা পরিমাপের একক। '২.৬ ডিগ্রী সূর্য্যের তাপ কমিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* কৌণিক দূরত্ব মাপার একক। 'আয়ু পশ্চিমের দিকে এক ডিগ্রি হেলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ডিগ্রিধারণ [ই ডিগ্রি+স ধারণ] *বি* ডিগ্রি অর্জন। 'শিক্ষা বলতে আমি ডিগ্রিধারণের কথাই কেবল বলছি না।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ডিগ্রিধারিণী [ই ডিগ্রি+স ধারিণী] *বি* পরীক্ষায় ডিগ্রি অর্জন করেছে এমন নারী। 'বেথুন কলেজের ডিগ্রিধারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ডিগ্রিধারী [ই ডিগ্রি+স ধারী] *বি* উচ্চ খেতাবপ্রাপ্ত শিক্ষিতশ্রেণী। 'দেশের ডিগ্রিধারীরা পল্লীর কথা যখন ভাবেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ডিগ্রি নেওয়া *ক্রি* বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জন করা। 'ফার্স্ট ক্লাস এম.এ. ডিগ্রি নিয়ে আবার সায়েন্স ধরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ডিগ্রি পাওয়া *ক্রি* বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জন করা। 'পাস না করার দামটাই ডিগ্রি পাওয়ার চেয়ে বড়ো হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ডিগ্রিবর্জিত [ই ডিগ্রি+স বর্জিত] *বিণ* প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অপেক্ষা করে না এমন। 'ফিরে এসেছেন ডিগ্রিবর্জিত নিভৃতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ডিগ্রি লওয়া *ক্রি* বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে উপাধি পাওয়া। 'পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কলেজের ডিগ্রি লইয়া অথবা দিব্য ফেল করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ডিগ্রিলাঞ্ছিত [ই ডিগ্রি+স লাঞ্ছিত] *বিণ* ডিগ্রি নামাঙ্কিত। 'ডিগ্রিলাঞ্ছিত শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার আর-কোনো পরিচয় গ্রাহ্য নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ডিগ্রীপ্রাপ্তা [ই ডিগ্রি+স প্রাপ্তা] *বিণ স্ত্রী* ডিগ্রি লাভ করেছে এমন। 'শিক্ষিতা বলতে আমরা শুধু ডিগ্রীপ্রাপ্তা মহিলাদের কথা বলছি না।' *বেগম*, ১৯৫২।

ডিঙা [স দ্রোণ] *বি* এক ধরনের নৌকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডিঙানো, ডিঙ্গানো [মু ডোঙ্গী] ১ *ক্রি* পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে অতিক্রম করা। 'ভদ্রাসনবাটীর মনসাসিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *ক্রি* লঙ্ঘন করা। 'রাজারে ডিঙায়ে, একেবারে পড়ো গিয়ে রাণীর চরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৩ *ক্রি* অতিক্রম করা। 'সে লঙ্কা ডিঙিয়ে চলে যেত।' *শিবরাম*, ১৯৭০। **ডিঙ্গায়ে** *ক্রি* পার হয়ে। 'চিরদিন ইচ্ছা মনে আইল ডিঙ্গায়ে ঘাস খাবা।' *লালন*, ১৮৯০। **ডিঙ্গুইলাম** *ক্রি* পার হলাম। 'পগার ডিঙ্গুইলাম, লাস চুরি করতে?' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ডিংগানো *ক্রি* অতিক্রম করা। 'সেই অস্বচ্ছতা, সেই অস্পষ্টতার আবছায়া ডিংগিয়ে জেগে ওঠে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ডিঙনো *ক্রি* পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে অতিক্রম করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডিঙি মারা *ক্রি* পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ানো। 'ডিঙি মারিয়া কাণ্ডটা দেখার বৃথা চেষ্টা করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ডিঙিয়ে চলা *ক্রি* উপেক্ষা করা। 'সংসারের দুঃখযন্ত্রণাগুলোকে

একেবারে ডিঙিয়ে চলে যাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ডিঙি [মু ডোঙ্গী>] *বি* এক ধরনের নৌকা; *ওগাঁ*, ১৭৮৫। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'চারি দিকে জেলেডিঙি ও পাল-তোলা নৌকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ডিঙিওয়ালা [ডিঙি+হি ওয়ালা] *বি* ডিঙি নৌকার চালক। 'সব ডিঙিওয়ালা বোঠের চওড়া মাথা মাটিতে পুঁতেছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ডিঙ্গা [মু ডোঙ্গা] **১** *বি* বাণিজ্য তরী। 'লজ্জিয়া তোমার ঘট ছয় ডিঙ্গা হইব নঠ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ছোটো নৌকা। 'নানা বর্ণ নৌকা সাজে নাহি সম ক্ষিতি মাঝে গালিয়া ও ঘাসি ডিঙ্গা রঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* রণতরী; জাহাজ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

ডিঙ্গালিয়া [মু ডোঙ্গী>] *বি* নৌকার মাঝি। 'ডিঙ্গালিয়া ভাই ডিঙ্গা রাখ দূরমান।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ডিঙ্গি, ডিঙ্গী [মু ডোঙ্গী>] *বি* ছোটো নৌকাবিশেষ। 'ডিঙ্গি।' *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ডিঙ্গে [মু ডোঙ্গী>] *বি* ডিঙি নৌকা। 'ভাসায়েছি ডিঙ্গে উপায় কী করি।' *লালন*, ১৮৯০।

ডিঙ্গানো *দ্র* **ডিঙানো**

ডিক্সিরি [ই ডিক্রি] *বি* ডিক্রি। 'তোমার নামে কোউচলে ফৈরাদ হইয়া ডিক্সিরি হয়।' *ভেরলি*, ১৭৮৯।

ডিজাইন [ই] *বি* নকশা। 'কার্পেটের ডিজাইন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ডিজাইনার [ই] *বি* নকশাকার। 'ডাক পড়ে পোশাক-বিক্রেতার আপিসের পোশাক ডিজাইনারকে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ডিজার্মড [ই] *বিণ* অস্ত্র-চ্যুত। 'হঠাৎ বোধ হয় যেন এক কোম্পানি ডিজার্মড সেপাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডিজিজ [ই] *বি* রোগ। 'বেগম সাহেবার হার্ট ডিজিজের গল্প বানাইয়া জামিনের অনুরোধ করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ডিঞানো *ক্রি* অতিক্রম করা। 'লাফে ডিঞাইল সমুদ্র সতের যোজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ডিট[1] [স দৃষ্টি] *বি* দৃষ্টি। 'ডিটের উপরে ডিট সে ডিট উঝরি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ডিট[2] [ই ডীড] *বি* দলিল। *ক্যাননেগে*, ১৭৯৮।

ডিটেকটিভ [ই] **১** *বি* গোয়েন্দা। 'আমি পুলিসের ডিটেকটিভ কর্মচারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বিণ* গোয়েন্দা কাহিনি-নির্ভর; গোয়েন্দা কর্মকাণ্ড নিয়ে রচিত। 'পড়ছি ডিটেকটিভ গল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ডিটেকটিভ নভেল [ই] *বি* গোয়েন্দা উপন্যাস। 'ডিটেকটিভ নভেল কিনে ... বাড়ি ফিরল।' *জীবন*, ১৯৩২।

ডিটেকটিভ পুলিশ [ই] *বি* গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ। 'ডিটেকটিভ পুলিশের এক দেশীয় কর্ম্মচারী।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

ডিটো [ই] *বি* সম্মতি; অন্ধ সমর্থন। 'খোকাও সেই মতে ডিটো দিয়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ডিঠি [স দৃষ্টি] *বি* চোখ। 'জঞো ডিঠিক ওল এহি মতি তোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ডিণ্ডিমডম্বুর [স] *বি* বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'ডিণ্ডিমডম্বুর পুরএ অম্বর ঘন বাজে জগঝম্প।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডিণ্ডিমডিম [ধ্বন্যা] *বি* ডমরু বাজার শব্দ। 'ডম্বুর ডিণ্ডিমডিম শিঙ্গায় সুতাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ডিণ্ডিম-বাদিনী *বি স্ত্রী* ডমরু বাজায় যে। 'ডমরুমধ্যম মাজা ডিণ্ডিম-বাদিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডিনামাইট [ই] *বি* তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ। 'ডিনামাইটের 'পরে বসে।' *জীবন*, ১৯৪২।

ডিনার [ই] *বি* রাতের ভোজ। 'তৎকালে পব্লিক ডিনারের সূচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ডিনার টেবিল [ই] *বি* খাবার টেবিল। 'ডিনার টেবিলের নায়িকাটি ... তাঁরই একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কৌতুকালাপে নিমগ্ন আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ডিপজিট [ই] *বি* জমা; জামানত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ব্যাঙ্কের ডিপজিট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ডিপজিটরি [ই] *বি* যেখানে পণ্যাদি গচ্ছিত রাখা হয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডিপটিগিরি [ই ডেপুটি+ফা গিরি] *বি* ডেপুটির কাজ। 'ডিপটিগিরিতে কি বিদ্যা লাগে?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ডিপথিরিয়া, ডিপথেরিয়া [ই] *বি* কণ্ঠনালীর সংক্রামক রোগবিশেষ। 'ডায়েরিয়া, ডিসেন্ট্রি, আর ডিপথিরিয়া সব হৈ-চৈ করে একসঙ্গে এসে পড়ে।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'আমরা কলেরা ... ডিপথিরিয়া ও প্লেগের টিকা দেখেছি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ডিপা [স ডিম্ব>] **১** *বি* কৌটা। 'হস্তে একটা ঔষধের ডিপা আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বি* কুপি; ছোটো বাতি। 'কেরোসিনের ডিপা জ্বালিয়া।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ডিপা-জ্বলা *বিণ* কুপি জ্বলছে এমন। 'আবার পুরাতন স্পীড ঝেটিয়ে যাচ্ছে ... ডিপা-জ্বলা অনিয়মতন্ত্র চা-খানা।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ডিপাজিট [ই] *বি* অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা; আমানত। 'এক লক্ষ টাকা ডিপাজিট রাখিবেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেণ্ট [ই] *বি* বিভাগ। 'সেকেন ক্লাস ও গুড্স ও লগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'টিষ্টিমেন্টেল ডিপার্টমেন্টের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ডিপার্টমেন্টাল [ই] *বিণ* বিভাগীয়। 'মাদ্রাজি কেরানি গাছতলায় বসে বই পড়ে বোধহয় কোনো ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

ডিপুটি [ই ডেপুটি] *বি* ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। 'দেশী ডিপুটির কাছে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ডিপুটিগিরি [ই ডেপুটি+ফা গিরি] *বি* ডেপুটির কাজ। 'আমি ... ডিপুটিগিরি করি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ডিপুটেশন [ই] *বি* প্রতিনিধি প্রেরণ। 'আবেদন, নিবেদন, ক্রন্দন, ডিপুটেশন কিছুই কার্য্যকরী হয় নাই।' *এসলাম*, ১৯২০।

ডিপে [স ডিম্ব>] *বি* কৌটা। 'কবিরাজ মহাশয় এক হাতে ঔষধের ডিপে ও আর এক হাতে এক বোতল গুড়চ্যাদি তৈল লইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ডিপো [ফ ডিপো] *বি* আখড়া। 'ম্যালেরিয়ার ডিপো।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ডিপোজিট [ই] *বি* জমা। 'এখানেই সেফ ডিপোজিট ভল্টে কোনো লকার ভাড়া নিয়ে রাখতাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ডিপোজিসন [ই] *বি* লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য। 'কেমন করে পড়লো প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিসন দিচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডিপ্লমাসি, ডিপ্লোমাসি [ই] *বি* কূটনীতি; রাজ্য চালানোর উপযোগী কৌশলপূর্ণ নীতি। 'ডিপ্লোমাসি যে পলিটিক্সের দেহ, সে সত্য তারা

নিজেই আবিষ্কার করেছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ডল রেস খেলে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ডিপ্লম্যাটিক [ই] *বিণ* কূটনীতিকের জন্য নির্ধারিত। 'স্পীকার্স গ্যালারি, ডিপ্লম্যাটিক গ্যালারি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ডিপ্লম্যাসি [ই] *বি* কূটনীতি। 'রাজকীয় ব্যাপারে সর্বত্রই ডিপ্লম্যাসি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ডিপ্লোমেট [ই] *বি* কূটনীতিক। 'রহমান কাঁচা ডিপ্লোমেট।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ডিপ্লোম্যাসি [ই] *বি* কূটনীতি। 'তা পার্লামেন্ট বা ক্যাবিনেটের ডিপ্লোম্যাসির অধীনে থাকবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ডিপ্লোমেসি [ই] *বি* কূটনীতি। 'কিন্তু না জানতেন তাঁরা ইউরোপীয় ডিপ্লোমেসি।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ডিপ্লোমা [ই] *বি* প্রাতিষ্ঠানিক উপাধিপত্র। 'আমাদের যন্সারের ভিতর ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডিফারেন্স [ই] *বি* পার্থক্য। 'তার ডিফারেন্স পষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ডিফেন্ড, ডিফেণ্ড [ই] ১ *বি* রক্ষা করা। 'ফ্রেন্ডরা সাধ্যমত ডিফেন্ড কত্তে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* আক্রমণ থেকে বাঁচানো। 'আপনি কিন্তু আমাকে ডিফেন্ড করবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ডিফেণ্ড করা *ক্রি* আত্মরক্ষা করা। 'তুমি কি ডিফেণ্ড করবা না?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ডিফেন্স [ই] *বি* পক্ষ সমর্থন। 'তাঁর ডিফেন্সের জন্যে তো কোনো বন্দোবস্ত করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ডিফেন্সিভ [ই] *বিণ* রক্ষণাত্মক। 'ডিফেন্সিভ খেলা খেলতে লাগলেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ডিবরি *বি* ছোটো প্রদীপ। 'লন্ঠন আর একটা ডিবরি নিয়ে এল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ডিবা, ডিবে [হি ডিবিয়া] ১ *বি* ঢাকনাবিশিষ্ট ছোটো পাত্র। 'ঔষধের পাত্র বটির ডিবা ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'পানের ডিবে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* কুপি। 'ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় কেরোসিন জ্বলিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ডিবি [হি ডিবিয়া] *বি* ছোটো কৌটা। 'ওহে, নস্যের ডিবিটা দেও তো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ডিবিয়া [হি] ১ *বি* ছোটো বাক্স। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ডিবিয়া হইতে আফিম চুরি করিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* কৌটা। *ক্যানগে*, ১৭৮৪।

ডিবেকালি *বি* প্রদীপের শিখায় বের হওয়া কালি। 'চাঁদেরে মলিন করিতে পারে না কেরোসিনি ডিবেকালি ঢালি!' *নজরুল*, ১৯২৯।

ডিব্বে [হি] *বি* কৌটা। 'টিনের ডিব্বের কৃত্রিম দুধ খায়।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

ডিবেট [ই] *বি* বিতর্ক। 'স্পীচ, ডিবেট, লেকচর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ডিবেটিং ক্লাব, ডিবেটীং ক্লব [ই] *বি* বিতর্ক বিষয়ক সভা বা সংগঠন। 'ডিবেটীং ক্লব নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০; 'স্কুল-বালকের ডিবেটিং ক্লাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ডিব্বে *দ্র* **ডিবা**

ডিভান [ই] *বি* শয্যার মতো হাতলবিহীন লম্বা আসন। 'ঢেউয়ের তোলপাড়ে ডিভানে ডুবে যায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

ডিভিজন [ই] *বি* রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিভাগ; কয়েকটি জেলার সমষ্টি। 'বদলি হলেম বর্ধমান ডিভিজনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ডিভিডেণ্ড [ই] *বি* লগ্নীর সুদ বা লভ্যাংশরূপে প্রদেয় অর্থ। 'হাওড়ার পাটের কলওয়ালারা ও-টাকার শেয়ারে ওর দুগুণ ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করলে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ডিভিশন [ই] ১ *বি* প্রশাসনিক বিভাগ। 'প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের কয়েকটি জেলার যে হিন্দুবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাওয়া।' *আজাদ*, ১৯৪৭। ২ *বি* সেনাবাহিনীর একটি দল। 'সংখ্যায় মাত্র দুই ডিভিশন হবে এবং তোপখানা থাকবে দুইটি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ডিভিশনাল [ই] *বিণ* বিভাগীয়। 'ডিভিশনাল স্কলারশিপ তুমি পাবেই।' *তারা*, ১৯৪০।

ডিম [স ডিম্ব] *বি* বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে স্ত্রী জাতীয় কিছু প্রাণীর জরায়ুতে তৈরি-হওয়া শক্ত খোলসওয়ালা প্রায় গোলাকার বস্তু। 'দলপিপি কামু ডাকে কোলে যায় ডিম।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ডিমওয়ালা [ডিম+হি ওয়ালা] *বিণ* ডিমবিশিষ্ট। 'তাহার মধ্যে একটি ডিমওয়ালা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ডিম পোচ [ডিম+স পুক্ত>] *বি* বিশেষভাবে ভাজা ডিম। 'একটা ডিম পোচ।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ডিমভরা *বিণ* ডিমযুক্ত। 'দুটা পাকা বেল, সরিষার তেল, ডিমভরা কৈ।' *যোগীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ডিমের বড়া *বি* ডিমের তৈরি পিঠা জাতীয় খাবারবিশেষ। 'ডিমের বড়া খাওয়াবে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ডিমক্রাসি, ডিমোক্রাসি, ডিমোক্রেসি [ই] *বি* গণতন্ত্র। 'একটি কথা নিত্য শোনা যায়, সে কথা হচ্ছে ডিমোক্রাসি।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রেসির গুণ বর্ণনা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'আমেরিকার বিপুলাকায় ডিমক্রাসিকে কানে ধরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ডিমোক্রাটিক [ই] *বিণ* গণতান্ত্রিক। 'এ কালের ভাষায় যাকে বলে, ডিমোক্রাটিক।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ডিমোক্র্যাট [ই] *বিণ* গণতন্ত্রপন্থী। 'পাঠান মাত্রই মারাত্মক ডিমোক্র্যাট।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ডিমনস্ট্রেশন [ই] *বি* বিক্ষোভ। 'কোনো রাজনৈতিক ডিমনস্ট্রেশন হবার কথা নয়।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ডিমা [অ] *বি* পাথর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ডিমা মারা *ক্রি* পাথর মারা। 'ডিমা মারিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ডিমাই [ই] *বিণ* বাইশ ইঞ্চি লম্বা এবং আঠারো ইঞ্চি চওড়া পরিমিত। 'ডিমাই সাইজ; একটার পর একটা।' *জীবন*, ১৯৪০।

ডিমান্ড [ই] *বি* চাহিদা। 'ডিমান্ড অনুসারে সাপ্লাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ডিমিডিমি [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* ডিমডিম শব্দ ক'রে। 'ডিমিডিমি বাজএ পড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডিমোক্রাসি *দ্র* **ডিমক্রাসি**

ডিমোশন [ই] *বি* পদমর্যাদা লাঘব। 'প্রমোশন দিলে না ডিমোশন করলে?' *শামসুল*, ১৯৭৩।

ডিম্ব [স] *বি* ডিম। 'কুক্কুটের ডিম্ব দড় হস্তে লাগে ভর।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'ডিম্ব পাড়ি উম দি রহিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

ডিম্বরেখাকার [স] *বিণ* ডিমের আকৃতির মতো; উপবৃত্তাকার। 'গ্রহদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পথ ডিম্বরেখাকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ডিম্বাকার [স] *বিণ* ডিমের আকারের মতো। 'রেশম নির্ম্মিত একটা ডিম্বাকার আবরণে রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আবরণকে গুটি বা কোয়া বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ডিম্বাকৃতি [স] *বিণ* ডিমের আকারের মতো। 'গোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি রক্তবর্ণ বিন্দুসকল ভাসিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ডিম্বু [স ডিম্ব] *বি* ডিম। 'চন্দ্র-সূর্য যে গড়েছে ডিম্বু রূপে সেই ভেসেছে।' *লালন*, ১৮৯০।

ডিম্ম [স ডিম্ব] *বি* অণ্ড; ডিম। 'চারি গোটা ডিম্ম এড়ি চারি পুত্র কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ডিয়ার [ই] ১ *বিণ* প্রিয়। 'ডিয়ার ম্যাডাম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* মহার্ঘ। 'ডিয়ার কথাটার একটা মানে হচ্ছে মহার্ঘ।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ডিরেক্টর, ডিরেক্টার [ই] *বি* পরিচালক। 'ব্যবহারজীবীকে কলকারখানার ডিরেক্টার করা হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৮; 'কারখানার একজন ডিরেক্টর।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ডিরেক্টর জেনারেল [ই] *বি* মহাপরিচালক। 'খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

ডিরেক্টরি [ই] *বি* নির্দেশিকা। 'টেলিফোন ডিরেক্টরি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ডিরোজীয়ান [ই] *বি* হেনরি ডিরোজিওর অনুসারী। 'ডিরোজীয়ানরাই প্রথম ভারত থেকে আফ্রিকায় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কুলি রপ্তানীর প্রতিবাদ করেছিলেন।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

ডিলার [ই] *বি* ব্যবসায়ী। 'আমদানীকারক, ডিলার প্রভৃতি পর্য্যায় অতিক্রম করার পর উহা ক্রেতাদের হাতে আসে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

ডিলিট [ই] *বি* উচ্চতর ডিগ্রিবিশেষ; ডক্টর অব লিটরেচার। 'বিদ্বান এমএ পিএইচডি ডিলিট যা খুশি বলতে পারেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ডিল্লি *বি* দিল্লি। 'ত্রিগর্ত লাহর ডিল্লি চাহিনু অনেক পল্লি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডিল্লীশস [ই] *বিণ* সুস্বাদু। 'ক্রেমাস লাবণ্য! ডিল্লীশস!' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ডিশ, ডিস [ই ডিশ] ১ *বি* খাবার থালা। 'ক্রেস-ফিস ভরা ডিস মধ্যে তাতে ভাত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'কত প্রাণী কেবলমাত্র ডিশ-পূরণের জন্যে আত্মবিসর্জন দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* পরিবেশনের জন্যে প্রস্তুত করা খাদ্য। 'মুরগির কোনো ডিশ আহারের জন্য পাওয়া যাইবে কিনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ডিসপোরা [ই ডিশ+পোরা] *বিণ* থালা-ভর্তি। 'করি ডিম আলুফিস ডিসপোরা কাছে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ডিস্চার্জ [ই] *বিণ* পদচ্যুত। 'আজি মন্ত্রিমশাইকে ডিস্চার্জ করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

ডিস্ট্রিক্ট, ডিস্ট্রিক্ট [ই] *বি* জেলা। 'দুর্ব্বল হিন্দুগণও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ... প্রভৃতিতে অধিকার লাভ করিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২৮; 'কোনো বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ ডিস্ট্রিক্টের ভার লইয়া যে কখনো কাজ চালাইতে পারিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ডিস্ট্রিক্ট ইনসপেক্টর [ই] *বি* জেলা পরিদর্শক। 'তাঁদের থেকে নির্ব্বাচিত করতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষার ডিস্ট্রিক্ট ইনসপেক্টর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলর [ই] *বি* জেলার কর্তৃপক্ষবিশেষ। 'রাস্তাটি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলরের পরিচালনাধীন ছিল।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ডিস্ট্রিক্ট টাউন [ই] *বি* জেলা শহর। 'হ্যাঁ, একটা ডিস্ট্রিক্ট টাউন।' *জীবন*, ১৯৩২।

ডিস্ট্রিক্টবোর্ড [ই] *বি* জেলা পরিষদ। 'দুর্ব্বল হিন্দুগণও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ... করপোরেশান, কাউন্সিল, এসেমব্লী প্রভৃতিতে অধিকার লাভ করিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রীক্ট মাজিস্ট্রেট [ই] *বি* জেলার ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচারক। 'তাৎকালিক ডিস্ট্রীক্ট মাজিস্ট্রেট।' *এডুকেশন*, ১৮৯০; 'ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদলাভ করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

ডিস্ট্রিক্ট জজ [ই] *বি* জেলা বিচারক। 'ডিস্ট্রিক্ট জজের আদালত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড [ই] *বি* জেলা পরিষদ। 'যে পথকে নিরেটভাবে বেঁধেছে রেল কোম্পানি কিংবা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড।' *অবন*, ১৯২৫।

ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ [ই] *বি* জেলার ভিত্তিতে দেওয়া বৃত্তি। 'ছেলেটি এবার ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ডিসকারেজ [ই] *বিণ* নিরুৎসাহিত। 'বাবা আপনাকে গোড়াতেই ডিসকারেজ করেছিলেন।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ডিসকাস থ্রো [ই] *বি* ক্রীড়াবিশেষ; ভারী চাকতি নিক্ষেপ। '৮০ মিটার হার্ডল, জ্যাভেলিন থ্রো, ডিসকাস থ্রো।' *বেগম*, ১৯৬৩।

ডিসকৌন্ট, ডিসকৌন্ট [ই] *বি* ছাড়। 'ডিসকৌন্ট ফিসকরা ৯ নয় টাকার হিসাবে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

ডিস্কোন্ট [ই] *বি* ডিস্কাউন্ট; ছাড়। 'ডিস্কোন্ট দিয়া টাকা কর্জ্জ করতঃ নিলাম নিবারণ করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

ডিসচার্জ [ই] *বিণ* বরখাস্ত। 'তোমাকে ডিসচার্জ করলুম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

ডিসটার্ব [ই] *বিণ* বিরক্ত। 'কেউ যেন ডিসটার্ব না করে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ডিসটিংশন, ডিস্টিংকশন [ই] *বি* বিশেষ কৃতিত্ব। 'বি.এ.-তে সে ফার্স্ট ক্লাস উইথ ডিস্টিংকশন পেয়েছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'বিএ ডিসটিংশন নিয়ে পাশ করেছে তো কি দিগগজ হয়েছে।' *হাসান*, ১৯৬০।

ডিসপেনসরি, ডিসপেনসারি, ডিসপেন্সরি, ডিসপেন্সারি [ই] ১ *বি* ওষুধের দোকান। 'ডিসপেনসরি অর্থাৎ ঔষধাগার সংস্থাপন হয় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'ডিসপেন্সরি খুলে ... আনা আটেক করে দিন পোষায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বি* হাসপাতাল। 'তাহাকে ডিসপেনসরিতে রাখিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক বুঝা যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'ডাক্তার তখন ডিসপেনসারিতে।' *শরৎ*, ১৯১২।

ডিসপিনসারি [ই] *বি* ঔষধালয়। 'নতুন রাস্তার মোড়ে ... ডাক্তারের ডিসপিনসারি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

ডিসপেনসরী বক্স [ই] *বি* ডাক্তারের বাক্স। 'আমাদের সঙ্গে একটা ডিসপেনসরী বক্স আসিয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

ডিস্পেন্সরি, ডিস্পেনসরী, ডিস্পেন্সারি, ডিস্পেন্সারী [ই] *বি* ডাক্তারখানা। 'কুটিতে ডিস্পেন্সারি স্কুল হইলেই আপনারা, খুন গুমি হইলেই আমরা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'তোমার ইচ্ছামতে ডিস্পেন্সরি করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'ডিস্পেনসরীর কমিসন, মদের দোকানের কমিসন, বুচারের দোকানের কমিসন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিস্পেন্সারী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ডিসপেপসিয়া [ই] *বি* বদহজমি। 'তোমার ডিসপেপসিয়া হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ডিসমিস [ই] **১** *বি* নিষ্পত্তি। 'ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* খারিজ। 'সাহেবের নিকট জানাইতে না পারিলে সে মামলা ডিসমিস হইবেক।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫। **৩** *বি* বাতিল। 'অনেকের দেনা পাওনা ডিক্রি ডিসমিস হইতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* কাজ থেকে বরখাস্ত। 'আমি তোমারে ডিসমিস করলাম।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ডিসিপ্লিন [ই] *বি* নিয়মানুবর্তিতা। 'তাহারা ডিসিপ্লিন মানিতে চাহে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ডিসিশন [ই] *বি* সিদ্ধান্ত। 'তারা সে ডিসিশন নিছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ডিসেন্ট্রি [ই] *বি* আমাশয়। 'ডায়েরিয়া, ডিসেন্ট্রি, আর ডিপথিরিয়া সব হৈ-চৈ করে একসঙ্গে এসে পড়ে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ডিসেম্বর [ই] *বি* খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার দ্বাদশ মাস। '১১ ডিসেম্বর ১৮১৯।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ডিস্ক [ই] *বি* পাতলা গোল সমতল থালার মতো বস্তু, যাতে যন্ত্রের মাধ্যমে বাজে এমন ধ্বনি ধারণ করা যায়; রেকর্ড। 'হৃদয়খানা ঘুরে মরে গ্রামোফোনের ডিস্কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ডিহি, ডিহী [ফা ডীহ্] **১** *বি* গ্রাম। 'আমার এক নিজ বসতবাটী মৌজে ডিহি কলিকাতা গ্রামের মধ্যে মহস্ত।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮। **২** *বি* মোগল ভূমিব্যবস্থা অনুযায়ী বঙ্গদেশে গ্রামের প্রশাসনিক নাম ছিল মৌজা, কতিপয় মৌজা নিয়ে ডিহি গঠিত হতো। 'বড়োবাবু ডিহির কাছারিতে আসিয়াছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বি* পরগনা। 'সাহেব! – এই ডিহীতে নীল দেখিতে আসিয়াছিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'বাঘনা ডিহি নিবাসী সিধু খানু নামক ভ্রাতৃদয়।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

ডিহিদার, ডিহীদার [ফা] *বি* অনেক গ্রামের শাসনকর্তা। 'ডিহিদার আবুদ খোজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ডিহীদার লোককে তহির করা গীয়াছিল।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ডিহিদারান [ফা] *বি* গ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীবৃন্দ; গ্রামের মোড়লগণ। *ওর্সা*, ১৭৮২।

ডীড [ই] *বি* দলিল; লিখিত প্রমাণ। 'তার পরিচয় আদিব্রাহ্মসমাজের ট্রস্ট ডীডে পাবেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ডীন[১] [স] *বি* উড্ডয়ন; ওড়া। 'ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ডীন[২] [ই] *বি* ধর্ম্ম-তত্ত্বাবধায়ক। 'যে যেফেলো ছাত্রদের ধর্ম্মসম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করেন, তঁহাকে ডীন বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ডীল [ই] *বি* বণ্টন। 'কোন খামখেয়ালি খেলোয়াড় যে এই তাস ডীল ক'রে এই খামখেয়ালি খেলা খেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ডুকরা, ডুকরানো [স দুষ্কর] *ক্রি* ডুকরে কাঁদা। 'ডোয়র হারাইয়া যেন ডোকরে বাঘিনী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **ডুকরিয়া** *ক্রি* ফুঁপিয়ে কেঁদে। 'ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ডুকরিয়া কাঁদা *ক্রি* চিৎকার করে কাঁদা। 'শ্রোতৃগণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ডুকরে ওঠা *বিণ* ফুঁপিয়ে ওঠা। 'তার ডুকরে ওঠা কান্না শুনে বড় আপা ছুটে আসেন।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

ডুকরে ডুকরে *ক্রিবিণ* ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। 'সাহেবও কাঁদে তাও এমন ডুকরে ডুকরে, ... ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ডুগডুগি [ধ্বন্যা] *বি* ছোটো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। **ডুগডুগি বাজানো** [ধ্বন্যা] *ক্রি* বাদানুবাদ করা। 'দুই-চারিজন ইংরাজে মিলিয়া আশ্বাসের ডুগডুগি বাজাইতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ডুগি [হি ডুগ্‌গী] *বি* তবলার জোড় হিসেবে বাম হাতে যেটা বাজানো হয়; বাঁয়া। 'ডাইনের চেয়ে ডুগি ভালো অর্থাৎ কিনা বামা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ডুগু ডুগু [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* উজ্জ্বল। 'হলুদের মতো ডুগু ডুগু রঙ ঝরিছে অঙ্গ ভরি।' *জসীম*, ১৯৫১। **২** *বি* গাঢ়তা। 'হাসিমুখে যেন হলুদের ডুগুডুগু।' *জসীম*, ১৯৬৪।

ডুড়ি [স দুণ্ঢন] *ক্রি* খুঁজি। 'আমি উড়ি হাওয়ার সাথ, ডুড়ি তোমার হাত।' *লালন*, ১৮৯০।

ডুপ্লিকেট [ই] *বি* প্রতিলিপি। 'চুক্তিপত্রের সরকারি ডুপ্লিকেট অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ডুব [প্রা বুড্ড] *বি* পানিতে পুরো শরীর ডোবানো; অবগাহন। 'জমুনার জলেতে নন্দ ডুব দিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ধেনো গাঙ্গে বেনো জলে ডুব।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ডুবজল [ডুব+স জল] *বি* পুরো শরীর ডুবে যায় এই পরিমাণ জল। 'তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া একমুহূর্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ডুব-জাহাজ [ডুব+আ জাহাজ] *বি* সাবমেরিন; যে যুদ্ধজাহাজ জলের তলা দিয়ে চলে। 'যুদ্ধের জন্য ভাসান-জাহাজ, ডুব-জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, এ-সমস্ত তৈরি করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ডুব দেওয়া **১** *ক্রি* পানিতে নিমজ্জিত হওয়া। 'জমুনার জলেতে নন্দ ডুব দিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* গভীরভাবে চিন্তা করা। 'ডুব দিআ বিচারিয়া চাহে বহু দুর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *ক্রি* নিরুদ্দেশ থাকা। 'এমন লোক, ডুব দিয়ে এতদিন কাটিয়ে দিলে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ডুব-সাঁতার *বি* ডুব দিয়ে সাঁতার। 'প্রথম মাইল তিনি ডুব-সাঁতার কেটে পার হলেন।' *প্রমথ*, ১৯২২।

ডুব ডুব [ধ্বন্যা] *বি* ফাটা ঢোল বাজার শব্দ। 'ডুব ডুব ফাটা ঢোলক।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

ডুবডুবি [প্রা বুড্ড>] *বি* অবিরাম ডুব দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডুবা, ডুবানো [প্রা বুড্ড>] **১** *ক্রি* নিমজ্জিত হওয়া। 'জলে ডুবিল জনার্দ্দনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নিমজ্জিত করানো। 'যাহাতে সে কেবল ঠোঁটের আগামাত্র ডুবাইতে পারে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *ক্রি* হারিয়ে যাওয়া। 'ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায় গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৪** *ক্রি* পূর্ণ হওয়া। 'চিত্ত তার ডোবে না অবসাদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৫** *ক্রি* বিপদে ফেলা; ক্ষতিগ্রস্ত করা। 'ছোঁড়া কিনা ডুবিয়ে গেল আমাকেই।' *মানিক*, ১৯৩৬। **ডুবল** *ক্রি* ডুবে গেলো। 'দূর গেল মানিনি মান। অমিয়া সরোবরে ডুবল কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ডুবাআঁ** *ক্রি* নিমজ্জিত করিয়ে। 'ডুবাআঁ মাইলেন্ত কাহ্নাঞিঁ জলের ভিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ডুবাই** *ক্রি* নিমজ্জিত করি। 'লালন কয় তালুয়া ডোঙা কোন ঘড়ি ডুবাই তুফানে।' *লালন*, ১৮৯০। **ডুবাইতে** *ক্রি* নিমজ্জিত করতে। 'যাহাতে সে কেবল ঠোঁটের আগামাত্র ডুবাইতে পারে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **ডুবাইয়া** *ক্রি* নিমজ্জিত ক'রে। 'ঐ ক্ষতের রক্তে রুটির টুকরা ডুবাইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **ডুবাইল** *ক্রি* ডুবালো। 'মতিপতি মনসার ঘা মারিয়া পদের সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে।' *কেতকা*, ১৬৫০। **ডুবাইলুম** *ক্রি* নিমজ্জিত করলাম।

'সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মনের বেহার।' *সুলতান*, ১৭৫০। **ডুবাওন্ত** *ক্রি* ডোবায়। 'নৃপচিত্ত ডুবাওন্ত আনন্দ সায়রে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ডুবাওল** *ক্রি* ডুবে আছে। 'তোর কুট মন মোহে ডুবাওল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ডুবাম** *ক্রি* ডুবাবো। 'নামাই গগণ হস্তে সাগরে ডুবাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ডুবায়িআঁ** *ক্রি* নিমজ্জিত করিয়ে। 'জলের ভিতরে তাক থুইল ডুবায়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ডুবায়ে** *ক্রি* নিমজ্জিত ক'রে। 'আবক্ষ ডুবায়ে জলে বসিয়া সুন্দরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **ডুবি** *ক্রি* ডুবে। 'কত দূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি পড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ডুবিনু** *ক্রি* ডুবলাম। 'ডুবিনু পরম পরিতাপে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ডুবিয়া** *ক্রি* ডুবে। 'মেঘখান উড়িল জেন ডুবিয়া আকাস।' *মালাধর*, ১৫০০। **ডুবিল** *ক্রি* ডুব দিলো। 'জলে ডুবিল জনার্দ্দনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ডুবিলা** *ক্রি* ডুবলো। 'সকলি ডুবিলা জলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ডুবিলুঁ** *ক্রি* ডুবে গেলাম। 'ডুবিলুঁ সাগর মাঝ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ডুবিলুম** *ক্রি* ডুবে গেলাম। 'ডুবিলুম পাপের কূপে মুঞি কদাচার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ডুবিলে** *ক্রি* প্রবেশ করলে। 'সেই সে প্রেমের সন্ধি জানা যায় না মূলে না ডুবিলে।' *লালন*, ১৮৯০। **ডুবেছে** *ক্রি* মজেছে। 'মধুর দেল-দরিয়ায় যে জন ডুবেছে।' *লালন*, ১৮৯০। **ডুব্যা** *ক্রি* ডুবে। 'ছয় ডিঙ্গা ডুব্যা গেল মনে লাগে তাপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডুবিয়া মরা *ক্রি* পানিতে ডুবে মরা। 'নৌকাবাসী জন সব ডুবিয়া মরিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

ডুবিয়া যাওয়া *ক্রি* বেসামাল হওয়া। 'ঐ কুপরামর্শ শুনিতে২ জমীদার মহাশয় একেবারে ডুবিয়া যান।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ডুবিয়ে দেওয়া *ক্রি* নিমজ্জিত করা। 'জগতেরে সদা ডুবায়ে দিতেছে জগৎ-অতীত গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া – বাইরে সাধুতা কিন্তু ভিতরে প্রতারণা করা। *সুবল*, ১৯০৬; 'মধুসূদনও ডুবে ডুবে জল খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ডুবারি [প্রা বুড্ড>] *বি* ডুব দিতে পটু ব্যক্তি। 'জলমগ্ন ডুবারির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ডুবারু [প্রা বুড্ড>] *বি* ডুবুরি। 'ডুবারু লইআ সাধু গেল তার কূলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডুবু ডুবু [প্রা বুড্ড>] ১ *বিণ* ডুবে যাচ্ছে এমন। 'ডুবু ডুবু করি ডুবিয়া না মরি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* প্রায় নিঃস্ব। 'ডুবুডুবু কোম্পানিকে ভাসিয়ে তুলতে হবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ডুবুরি, ডুবুরী [প্রা বুড্ড>] *বি* গভীর জলে ডুব দিয়ে নিমজ্জিত বস্তু উদ্ধার করে যে। 'কোন উর্মি-ছন্দোময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে ডুবুরীর ঘরে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২; 'কবিতার যে গভীর ভাব, ডুবুরি নামাতে হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ডুবো [ডুব>] *বিণ* পানিতে ডুবে থাকা ও পরিত্যক্ত। 'পোড়ো জমি, ডুবো নৌকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ডুবোজাহাজ [ডুব+আ জাহাজ] *বি* ডুবে গেছে প্রায় এমন জাহাজ। 'সেই ডুবোজাহাজেই ঝড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ডুবো ডিঙি *বি* ডোবানো নৌকা। 'পাড়ির কাছে ডুবো ডিঙি/ যাচ্ছে দেখা আধখানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ডুবো-পাহাড় *বি* জলের নীচের পাহাড়। 'জাহাজ ডোবে ডুবো-পাহাড় লেগে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

ডুম [স তুম্ব] *বি* দীপাধারবিশেষ। 'বাত্তির ডুম টাঙ্গানো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ডুমকি [স ডম্বক] *বি* এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'ডুমকি বাজায়ে ফিরিছে বিজন বনে।' *জসীম*, ১৯৩১।

ডুমা [তিব্বতি দুমবু] *বি* কাপড়ের খণ্ড; মেয়েদের পরার কাপড়। 'ভূঁইচম্পার কলি ডুমা-পরা উমা-সম।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ডুমী *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'নেপালের নিকটে ডুমী নামে এক অনার্য্যজাতি আজিও বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ডুমুর [স উদুম্বর] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'অশ্বত্থ, ডুমুর, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের বল্কলে একপ্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ডুমুরের ফুল – দুর্লভ বস্তু। 'তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখতে পেতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ডুমো *বিণ* টুকরা। 'এক ডুমো উঠোন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ডুম্ব [প্রা বুড্ড] *বি* ডুব। 'ভাঙ্গিলা সে ডাকে খাট ডুম্ব দিল জলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ডুম্বর [ফা দুন্‌বা] *বি* দুম্বা; মেষের মতো প্রাণীবিশেষ। 'তুর্কী হইতে কিসমিস, ঘোটক, ডুম্বর এবং চর্ম্ম আইসে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ডুম্বরি [স উদুম্বর] *বি* ডুমুরের ফল। 'ডুম্বরি তুলিয়া খাই মহানন্দমনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ডুয়েট [ই] *বি* দুইজন গায়ক মিলিতভাবে গায় এমন গান। 'দুটি ছেলেমেয়েতে ডুয়েট হলো।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ডুয়েল [ই] *বি* চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। 'বালকের সঙ্গে রিভলভার ডুয়েল?' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

ডুরি [ওরাওঁ ডোরী] *বি* সুতা। 'ছিঁড়িতে নারি লো ডুরি, কী করি মন যে তারই।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ডুরি-ছেঁড়া *বিণ* সুতা কেটে গেছে এমন। 'আমি ডুরি-ছেঁড়া ঘুড়ির মতন চলছি উড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ডুরিয়া [প্রা দোরা] ১ *বি* ডোরা কাটা শাড়ি। 'লাহরি ডুরিয়া আট আদখান।' *মেয়র্স*, ১৭৬২। ২ *বি* একপ্রকার আমদানি শাড়ি। 'সাহেবের মলমল ও ডুরিয়া আর২ কাপড় ও জিনিষ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। ৩ *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'বদনখাস, সরবতি, কাসিদা, কুমীস, ডুরিয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ডুরে [প্রা দোরা] ১ *বি* শাড়ি। 'তাবিজপেড়ে বরানগুরে ডুরে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* ডোরাকাটা। 'ইংরাজী জুতো, শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনি আর সীমলের ধুতীর কল্যাণে রাস্তায় ছোট ভদ্দর লোক আর চেন্‌বার যো নেই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডুরেদার *বিণ* ডোরাকাটা। 'কাঁধে লাল ডুরেদার গামছা।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

ডুলা *বি* ডোল। 'বাঁশের চাটাই ডুলা বানাইয়া বাজারে বিক্রয় করে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ডুলো *বি* মাছ ইত্যাদি রাখতে ব্যবহৃত বাঁশের তৈরি পাত্র; খালুই। 'বেগ পেতে হয় রাসুর মাছটাকে জুত করে ধরে ডুলোয় পুরতে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ডুলি [স দোলিকা] ১ *বি* পেটিকা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* পালকি। 'প্রাত্যকালে ডুলি পাঠাইবা আমি যাইব।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ডুলিবাহক [ডুলি+স বাহক] *বি* পালকিবাহক; বেহারা। 'ভারতবর্ষীয় ডুলিবাহকেরাও দেখাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ডুলিভাড়া *বি* পালকি ভাড়া। 'যাতায়াতের ডুলিভাড়াটা কুবেরের বাঁচিয়া গেল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ডুসাডুসি [ধ্বন্যা ডুস>] *বি* অব্যাহত মারামারি। 'ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় বীর করে ডুসাডুসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডেইজি, ডেউজী [ই] *বি* এক ধরনের বুনো সাদা-হলদে ফুল। 'চাঁপা, ডেইজি, ভায়োলেট? রোজ, টিউলিপ, ড্যাফোডিল?' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'মে মাস ছিল টিউলিপ, উইলো ... চেষ্টনাট আর ডেইজীর।' *হাই*, ১৯৫৮।

ডেউয়া [স ডহু] *বি* ছোটো কাঁঠালের মতো এক প্রকার বুনো ফল। 'সাধ করিয়াছেন কেউয়া পাকিলে খাবেন ডেউয়া।' *গৌর*, ১৮২২।

ডেও-পিঁপড়ে [স দেহিকা>+স পিপীলিকা] *বি* বড়ো পিঁপড়াবিশেষ। 'একটা ডেও-পিঁপড়ে বেড়াইতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ডেঁগি *বিণ* এখনো ডিম বা বাচ্চা দেয়নি এমন। 'দেখেশুনে ডেঁগি মোরগটাকেই পছন্দ করে রাখে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ডেঁড় [স দ্ব্যর্ধ>] *বি* পরিমাপবিশেষ। 'ছ ডেঁড়ে এক ভাউলে ব্যাভ্যার আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডেঁপো [স ডিম্ব>] *বিণ* ইঁচড়ে পাকা। 'ডেঁপো চতুর আধ-ইশারায় সব বুঝে নেয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ডেঁপোমি *বি* পাকামি। 'তাই এইসব ডেঁপোমি করে চিঠি লেখা!' *নজরুল*, ১৯২৭।

ডেঁফো [স ডিম্ব>] *বিণ* অকালপক্ব; ফাজিল। 'খুড়র মত, ডেঁফো ও অহঙ্কারিয়া হইয়া না পড়ি।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ডেক[১] [ই] **১** *বি* জাহাজের পাটাতন। 'আমাকে ধরাধরি করে জাহাজের ডেক-এ নিয়ে গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* জাহাজের ছাদ। 'জাহাজের ছাদকে "ডেক" বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ডেকচেয়ার [ই] **১** *বি* কাঠ বা ধাতব কাঠামোর উপরে মোটা কাপড় দিয়ে তৈরি বহনযোগ্য চেয়ার। 'ঘরের ভিতরে বোঁধা একটা ডেকচেয়ার পেতে দিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১। **২** *বি* জাহাজের ডেকে বসার এক ধরনের আরাম কেদারা। 'আমি ডেক চেয়ারে বসে আছি।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ডেক[২] [তু] *বি* রান্নার বড়ো হাঁড়ি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডেকচি, ডেকচী [তু] *বি* রান্নার হাঁড়ি বিশেষ। 'কোফতার সুগন্ধ, যেখানে ডেকচী-সমারূঢ়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। 'ডেকচি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দুপুর হলে খাবার আসে কাতার দিয়ে ডেকচি ভরে।' *সুকুমার*, ১৯১৮। *দ্র* **ডেগচি**

ডেকরা [স ডিঙ্গর] *বিণ* পাজি। 'এ বুড়ো ডেকরা মরেছে না কি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ডেকরেটার [ই] *বি* শোভাকার। 'নগরের শ্রেষ্ঠ ডেকরেটার খাটালেন সুদৃশ্য শামিয়ানা।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ডেকসিয়ানরি [ই] *বি* অভিধান। 'ইংরাজী ও বাঙ্গলা ডেকসিয়ানরি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ডেকসো [ই ডেস্ক্] *বি* টেবিলে সংযুক্ত ছোটো বাকসো। 'ডেকসো খুলেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে দিলেন দৌড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ডেকান্টর [ই] *বি* মদ পরিস্রুত করার বোতলবিশেষ। 'ডেকান্টর নামে আসুরিক ঘটে সংস্থাপিতা হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

ডে কেয়ার সেন্টার [ই] *বি* মা-বাবার অনুপস্থিতে শিশুদের দিনের বেলা দেখাশোনা করার কেন্দ্র। 'ডে কেয়ার সেন্টার।' *বেগম*, ১৯৭০। *দ্র* **ডে নার্সারী**

ডেকোরেটর [ই] *বি* ঘরবাড়ি সাজানোর কাজ করে যারা। 'তাই বলে আমি কি এখন ছুটব ডেকোরেটরের দোকানে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ডেক্স [ই] *বি* দেরাজযুক্ত টেবিলের মতো আসবাববিশেষ। 'ইদানী আলমারি ডেক্স প্রভৃতি কাষ্ঠের কর্ম্ম করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্গত্যাপন্ন হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'সাজায়েছে গাঁদা-গাদা ডেক্সের উপরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ডেক্সনরী, ডিক্সনরি [ই] *বি* অভিধান। 'বাঙ্গালা ডেক্সনরী।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'তাহাকে যদি বল, ইংরাজী বাঙ্গালা ডিক্সনরি হইতেছে লইবা।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ডেক্সিয়ানারী [ই] *বি* অভিধান। 'ইংরাজী ডেক্সিয়ানারীর ন্যায়।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

ডেগচি [তু] *বি* ধাতু নির্মিত বড়ো রান্নার পাত্র। 'ডেগচি, কাফগীরের ঘনসংঘাতে গোলদারবাড়ী মুখরিত হইতে লাগিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। *দ্র* **ডেকচি**

ডেগরা [স ডিঙ্গর] *বি* ধূর্ত। 'কি বলে ডেগরা বড় যে চেগরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ডেঙ্গর [স ডিঙ্গর] *বি* বড়ো। 'ডেঙ্গর উকুন নীক করে ইলিবিলি।' *ভারত*, ১৭৬০।

ডেঙ্গা [স তুঙ্গ] *বি* ডাঙ্গা। 'দৈবাৎ কসার ঘাস যে ডেঙ্গার নিকট হইয়াছিল তাহাতে জড়াইয়া পড়িল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ডেঙ্গু [ই] *বি* মশার কামড় থেকে হয়, এমন এক রকমের জ্বর। 'একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়নায় আমাদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ডেজার্ট [ই] *বি* মরুভূমি। 'যেন এককেটা গোবি মরুভূমি সাহারা ডেজার্ট।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ডেজি [ই ডেইজি] *বি* ছোটো ফুলবিশেষ। 'ঘাসের মধ্যে রাশ রাশ ডেজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ডেঞে *বিণ* বড়ো পিঁপড়াবিশেষ। 'ডেঞে পিঁপড়ের মন্তব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ডেঞে পিঁপড়ে *বি* অপেক্ষাকৃত বড়ো আকারের পিঁপড়াবিশেষ। 'ডেঞে পিঁপড়ের মন্তব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ডেটল [ই] *বি* জীবাণুনাশক রাসায়নিকবিশেষ। 'ঝিম ঝিম হাওয়ায় ডেটলের গন্ধ।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

ডেড লেটার [ই] *বি* প্রাপক ও প্রেরকের সন্ধান মেলেনি বলে যে চিঠি ডাকঘরে রাখা হয়েছে। 'ডেড লেটারের ডাকপেয়াদা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ডেডিকেট [ই] *বি* উৎসর্গ। 'বইখানি তিনি দিল্লির বাদশা-সালামাৎ মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলাকে ডেডিকেট করেন।' *মুজতবা* ১৯৬৬।

ডেড় [স দ্ব্যর্ধ] *বিণ* দেড়। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'রোজ ডেড় প্রহর রাত্রের পর বিবাহ হবেক।' *কেরি*, ১৮০২।

ডেড়া [স দ্ব্যর্ধ] *বিণ* দেড়গুণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডেড়ী [দেড়>] *বিণ* দেড়গুণ। 'জমি কম প্রমাণিত হইলে তাহাকে ডেড়ী খাজনা টানিতে হইবে।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

ডেড়ি [ফা দেরী] **১** *বিণ* অধিক। 'তোমার কর্ম্মের ফল স্বামী হইল পাগল ডেড়ি সম্বল নাহি বাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বিপদ আপদ;

অমঙ্গল। 'কপাল হইলে মন্দ পায়ে পায়ে ডেড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বি* অবহেলা। 'সদাই স্বামীর সেবা না করিহ ডেড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ডেঙেরা [স ডিণ্ডিম] *বি* ঢেঁড়া। 'ডেঙেরা পিটাইয়া নকিব গেল ফুকারিয়া।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ডেনজার [ই] *বি* বিপদ। 'একটা লালরঙের আগুন জ্বলতে থাকে, ডেনজার সিগনাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ডেনা [স ডয়ন>] *বি* ডানা; বাহু। 'ডেনায় যতোক্ষণ জোর আছে ততোক্ষণে ফায়দা উঠাইয়া লইতে হয়।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

ডেনার জোর *বি* শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষমতা। 'যায়ও যদি তার জন্যও ডেনার জোর রাখতে হয়।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

ডে নার্সারী [ই] *বি* দিবাকালীন শিশুশালা; পিতামাতার অনুপস্থিতে দিনের বেলা শিশুদের দেখাশোনা করার কেন্দ্র। 'শিশু সন্তানদের রাখার জন্য একটি ডে নার্সারীও প্রতিষ্ঠা করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩। *দ্র* **ডে কেয়ার সেন্টার**

ডেনিশ [ই] *বি* ডেনমার্কের নাগরিক। 'জার্মেন ও ডেনিশদের মত।' *জীবন*, ১৯৩২।

ডেন্টিস্ট, ডেন্টিষ্ট [ই] *বি* দাঁতের চিকিৎসক। 'হাসির জন্যে যদি ডেন্টিস্টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'ডেন্টিষ্টের কাছে যায় যখন-তখন/ আমার খোকন।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

ডেপুটি, ডেপুটী [ই] *বি* ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। 'প্যায়দারা পর্য্যন্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনাল কোড, এতে সব ক্রাইম আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬১।

ডেপুটি-ইনস্পেক্টর [ই] *বি* উপপরিদর্শক। 'এসিস্ট্যান্ট-ইনস্পেক্টর ডেপুটি-ইনস্পেক্টর, সব-ইনস্পেক্টর।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

ডেপুটি কমিশনার [ই] *বি* সহকারী প্রশাসক। 'সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটর, ইনসপেকটর।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ডেপুটি কালেক্টর [ই] *বি* সহকারী কর আদায়কারী। 'কোন ডেপুটি কালেক্টর নাকি বলিতেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

ডেপুটিগিরি [ই ডেপুটি+ফা গিরি] *বি* ডেপুটির কাজ। 'ডেপুটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝংকারমধুর বেতনটি মেলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ডেপুটি ডাইরেক্টার [ই] *বি* উপ-পরিচালক। 'ডাইরেক্টার আর ডেপুটি ডাইরেক্টার তথ্য সংগ্রহ করবেন সমস্ত এলাকা ঘুরে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ডেপুটিত্ব [ই ডেপুটি+স ত্ব] *বি* ডেপুটির কাজ। 'তুমি কর ডেপুটিত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ডেপুটিপনা [ই ডেপুটি+পনা] *বি* ডেপুটিগিরি। 'শ্রাবণে ডেপুটিপনা এ তো কভু নয় সনাতন প্রথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট [ই] *বি* ব্রিটিশ শাসনামলে সরকারি কর্মকর্তার পদ; মহকুমার দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট। 'দেব বাহাদুর মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া চলিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশন্তরে চলিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ডেপুটি সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটরী [ই] *বি* উপসচিব। 'এক সহস্র ধারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গবর্ণমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটরী ... তল্লিপি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ডেপুটি স্পীকার [ই] *বি* আইনসভার সহকারী সভাপতি। 'পরিষদের ডেপুটি স্পীকার জনাব ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ডেপুটেশন [ই] **১** *বি* প্রতিনিধি। 'লোন-কোম্পানীগুলির এক ডেপুটেশন দার্জ্জিলিং পর্য্যন্তও ধাওয়া করিয়াছিল।' *জামায়াত*, ১৯৩৭। **২** *বি* চাকুরিরত ব্যক্তিকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে অন্যত্র প্রেরণ; প্রেষণ। 'আমাকে ডেপুটেশনে পাঠাতে পারতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ডেপোমি *বি* বড়োদের আচরণ। 'ডেপোমি করতে হবে না।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

ডেফল [স ডহু] *বি* ডেউয়া ফল ও গাছ। 'ডেফল কাফল করন্দার বন করঞ্জি মেণ্ডদি কাটে আসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডেফিনেশন [ই] *বি* সংজ্ঞা। 'ইকনমিকসের ডেফিনেশন পরীক্ষায় আসে না।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

ডেবরা [প্রা ডাবো] *বিণ* বড়ো। 'প্রকাণ্ড ডেবরা ডেবরা দুই চক্ষু।' *মধু*, ১৮৫৭।

ডেবিডেন্ট [ই ডিভিডেন্ট] *বি* লাভের অংশ। 'তাঁহারদিগের দাবির অন্দরে ফি টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেন্ট।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

ডেভালাপ [ই] *বি* রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে ফিল্ম থেকে ছবি পরিস্ফুটন। 'আমার স্মরণশক্তির ফিল্ম পরে বিস্তর ডেভালাপ করেও তার থেকে এতটুকু আঁচড় বের করতে পারিনি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ডেভেলপার [ই] *বি* রাসায়নিকবিশেষ। 'ডেভেলপার ঢালিলে ছবি ফুটিয়া উঠে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

ডেভিল [ই] *বিণ* শয়তানের মতো। 'ডেভিল ডান্‌সই নাচুক কিংবা জাজ ডান্‌স।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ডেমক্রেসি, ডেমোক্রাসি [ই] *বি* গণতন্ত্র। 'ওদের রাষ্ট্র অটোক্রেসিই হোক ডেমক্রেসিই হোক, রাষ্ট্র।' *অন্নদা*, ১৯৩৭; 'এই ডেমোক্রাসির যুগে দাড়িকে ক্রাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ডেমোক্রাটিক, ডেমোক্রেটিক [ই] *বিণ* গণতান্ত্রিক। 'একালের সভ্যতা হতে চাচ্ছে ডেমোক্রাটিক।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'ডেমোক্রেটিক শাসন অর্থাৎ শুরুদের শাসন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ডেমনি *বি* বেশ্যা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ডেমি [ই] *বি* দলিল লেখার কাজে ব্যবহৃত বিশেষ কাগজ। 'দুখানা ডেমিতে একটা বন্দোবস্তির পাট্টাকবুলতি করে ফেল।' *তারা*, ১৯৪০।

ডেয়ারি [ই] *বি* দুধ সংরক্ষণ এবং দুধজাত পণ্য উৎপাদনের খামার। 'পোলট্রি, ডেয়ারি আস্তে আস্তে সবই হল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

ডেরা, ডেরে [হি ডেরা] *বি* কুটির। 'দেখিতে ফরজন্দ মর্দ্দ ডেরা বিচে যায়।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'রাছুল আইল ডেরে লইয়া ইমাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ডেরাডাণ্ডা ফেলা *ক্রি* বাসস্থান নির্মাণ করা। 'রাম লক্ষণ পঞ্চবটীর বনে উপসংহার করিয়া ডেরাডাণ্ডা ফেলিলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ডেরী [হি ঢেংড়ী] *বি* ঢেঁড়ি; ঘোষণার জন্য ব্যবহৃত ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। *মশাররফ*, ১৮৯০।

ডেলা [স ডল্লক] **১** *বি* ঢিল। 'ঘটি খেলা খেলিতে লাগিল আর জলে একজাই ডেলা বৃষ্টি করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* দলা। 'সে কি সাবান না সাজিমাটির ডেলা?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ডেলা বৃষ্টি *বি* বারে বারে ঢিল নিক্ষেপ। 'ঘটি খেলা খেলিতে লাগিল

আর জলে একজাই ডেলা বৃষ্টি করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ডেলা সেলামী *বি* এককালীন সেলামি। 'ডেলা সেলামী ও যোড়চা ৫০ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ডে-লাইট [ই] *বি* গ্যাসের উজ্জ্বল বাতিবিশেষ। 'কাঠের বিমে একটা ডে-লাইট ঝুলছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ডেলি [ই ডেইলি] প্রতিদিন। 'কালথে কিযেণ দিতি হবে ডেলি।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ডেলিনিউস [ই] *বি* দৈনিক পত্রিকা। 'শেষে পরিধান বস্ত্র বাঁধা দিয়া মদ খাইয়া ডেলিনিউস পরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা *ক্রি* বাসস্থান থেকে প্রতিদিন দূরবর্তী কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়া করা। 'ডেলি প্যাসেঞ্জারি করলে সব দেশেই পয়সা বাঁচে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ডেলিকেট [ই] **১** *বিণ* সূক্ষ্ম; নাজুক। 'ভয়ঙ্কর ডেলিকেট তো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫। **২** *বিণ* মধুর। 'আমাদের সম্বন্ধ যে কি ডেলিকেট তা তো তাঁর অজানা নেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ডেলিগেট [ই] *বি* প্রতিনিধি। 'বাঙালী ডেলিগেটদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন ... বিরুদ্ধে ছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ডেলিভারি, ডেলিভারী [ই] *বি* পৌঁছানোর কাজ; বিলি। 'রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টীমার, এরোপ্লেন, মোটর লরী, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টাফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারী।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'এখানে ডেলিভারি দিতে পারবেন তো?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ডেলিভারী কেস [ই] *বি* সন্তান জন্মদান। 'ডেলিভারী কেসের গুরুত্ব যতোখানি।' *বেগম*, ১৯৫১।

ডেসপ্যাচ [ই] *বি* প্রেরণ। 'হেড আপিসে ডেসপ্যাচ করে দেবার ওয়াস্তা মাত্র!' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ডেস্ক [ই] *বি* টেবিলবিশেষ। 'প্রকাণ্ড ডেস্কের সম্মুখে এখনও দুই জনে কার্য্য করিতেছি।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ডে-স্কলার [ই] *বি* অনাবাসিক ছাত্রী। 'সাধারণ ছাত্রী (ডে-স্কলার) ব্যতীত কেবল বোর্ডিং হাউসেই শতাধিক বালিকা বাস করে।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

ডেস্কো, ডেস্‌কো [ই] *বি* বাক্সযুক্ত টেবিলবিশেষ। 'ছোটো ডেস্‌কোখানি আখরোট কাঠ দিয়ে গড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'সবুজ একটি শাড়ি ঢুরে ঢেকে আছে ডেস্কোখানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ডেস্ট্রয়ার [ই] *বি* একপ্রকার যুদ্ধজাহাজ। 'মাইন সুইপার, ডেস্ট্রয়ার, জঙ্গি জাহাজের রক্ষাব্যূহ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ডেস্ট্রাকটিভ [ই] *বিণ* ধ্বংসাত্মক। 'আমার প্রথম প্রস্তাব ডেস্ট্রাকটিভ।' *মনসুর*, ১৯৪০।

ডৈয়া *বি* ডেওয়া; বুনো কাঁঠাল। 'ডৈয়া যে ফল খাও আমড়া চালিতা লাউ।' *বিজয়*, ১৬৫০। দ্র **ডেউয়া**

ডৈরেক্‌টর্স [ই ডাইরেক্টর্স] *বি* পরিচালকমণ্ডলী। 'কোর্ট অফ ডৈরেক্‌টর্স সাহেবেরা গাবনর জেনরল সাহেবকে সংপ্রতি এরূপ পত্র লিখিয়াছেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

ডোংবি [স ডোম্বী] *বি* ডোম নারী। 'ডোংবিত আগলি নাহি ছিণালী।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

ডোকরা [স দুষ্কর] *বিণ* জড়বুদ্ধি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডোঙা [মু ডোঙ্গা] *বি* এক প্রকার ছোটো সরু নৌকা। 'ছোটো ডোঙায় চ'ড়ে হাত দিয়ে জল কেটে কেটে ছোটো নদী পার হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ডোঙ্গা [মু] **১** *বি* কলাগাছের খোলা দিয়ে তৈরি পাত্র। 'চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর মুদ্গসূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ছোটো নৌকাবিশেষ। 'কোন এক ব্যক্তি প্রথমে ডোঙ্গা বা শালতি নির্ম্মাণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ডোঙ্গী [মু ডোঙ্গা] *বি* পাত্রবিশেষ। 'পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গী ব্যঞ্জন পূরিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ডোজ [ই] *বি* একবার গ্রহণের উপযোগী ওষুধের পরিমাণ বা মাত্রা। 'এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধে।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

ডোডো [ই] *বি* মরিশাস দ্বীপপুঞ্জের ওড়ার ক্ষমতাহীন অধুনালুপ্ত বড়ো পাখিবিশেষ। 'ভুলেছি ডোডো পাখিদের বিলীন বিবেক।' *জীবন*, ১৯৩০।

ডোন্ট কেয়ার [ই] – পরোয়া করি না। 'মনে একটা 'ডোন্ট কেয়ার'-ভাব আনে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ডোবা[1]**, ডোবানো**[1] [প্রা বুড্ড>] **১** *ক্রি* ডুবে যাওয়া। 'দুই কাইত করে নাও ঝলকে ঝলকে ডোবে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* ডুবিয়ে দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৩** *ক্রি* অধঃপাতে নিয়ে যাওয়া। 'তাসের দেশের নাম ডোবালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ডোবা[2] [প্রা বুড্ড] **১** *বি* ক্ষুদ্র জলাশয়; অব্যবহৃত ছোটো জলাশয়। *ফেরেস্তা*, ১৮০০; 'পুষ্করিণী অথবা ডোবা।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* ডুবে যাওয়া। 'আমরা এবার মন করেছি ডোবা জাহাজ তুলতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ডোবাজমি *বি* জলমগ্ন জমি। 'খাবলা-খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ডোবানো[2] [প্রা বুড্ড] *বিণ* প্লাবিত। 'আকাশ-ডোবানো ... তাঁহারই চাওয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

ডোম[1] [প্রা ডোংব] **১** *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়-বিশেষ। 'শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হাটে নিএয়া বেচে লোন কিনে ডোম হাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামতনু ডোম।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ডোমনি, ডোমনী [প্রা ডোংব] *বি* ডোম নারী। 'মাএয়া করি ধরিব তোমা ডোমনির রূপে।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'পাচ খরকি দিয়া ডোমনী পলায়ে ডরে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ডোমপাড়া *বি* ডোম সম্প্রদায় বাস করে যে পাড়ায়। 'ডোমপাড়াতে কিসের কাজে ঢাকধুমাধুম বাদ্যি বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ডোমবংশ [ডোম+স বংশ] *বি* ডোম সম্প্রদায়। 'হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ।' *তারা*, ১৯৪০।

ডোমের পণ্ডিত *বি* ডোম সম্প্রদায়ের পুরোহিত। 'ডোমের পণ্ডিত মন্দিরের সঙ্গে গান হান করে ভিক্ষা কচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ডোম[2] [ই] *বি* কাচের তৈরি গোল দীপাধার। 'কোন ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ডোমচিল [স দ্রোণ>] *বি* এক প্রকার ধূসর কালো রঙের চিল। 'যাত্রার সময় ডোমচিল উড়ে মাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডোমিনিয়ন [ই] *বি* একই শাসকের অধীনস্থ অঞ্চল। 'মুসলিম স্থাপত্যের রত্নাবলী সমস্তই ভারত ডোমিনিয়নে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ডোম্বি, ডোম্বী [স ডোংব>] *বি* ডোম নারী। 'নগর বাহিরিরেঁ ডোম্বি

তোহোরি কুড়িআ।' *চর্যা ১০, ১২০০;* 'কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।' *চর্যা ১৮, ১২০০।*

ডোয়র [প্রা দোরা] *বি* শাবক। 'ডোয়র হারাইয়া যেন ডোকরে বাঘিনী।' *বিজয়, ১৭০০।*

ডোর [প্রা দোরা] **১** *বি* সুতা। 'তথি ডোর শণদড়ি।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* **২** *বি* বন্ধন। 'প্রেম ডোর গলে বান্ধি বিরহের টানে।' *আলাওল, ১৬৮০।* **৩** *বি* সূক্ষ্ম রজ্জুবিশেষ। 'বড়শির ডোর।' *মানোএল, ১৭৪৩।* **৪** *বি* বৈষ্ণবদিগের বহির্বাস। 'কটিতে কৌপিন ডোর করেতে করঙ্গ।' *মানিকরাম, ১৭৮১।*

ডোর-কোপিনী [প্রা দোরা+স কৌপীন] *বি* বৈষ্ণবদের পরিধেয় বসন। 'করুয়া ধারণ তার করেতে কোটিতে ডোর-কোপিনী।' *লালন, ১৮৯০।*

ডোরকৌপীন [প্রা দোরা+স কৌপীন] *বি* বৈষ্ণবদের পরিধেয় বসন। 'ইহারা বৈরাগীদের ন্যায় ডোর কৌপীন ধারণ করে।' *অক্ষয়, ১৮৫২।*

ডোর-টানা *বিণ* ডোরাকাটা। 'মাঝে মাঝে কালো ডোর-টানা, যেন চিতা বাঘের গা।' *শওকত, ১৯৫৮।*

ডোরা[1] [প্রা দোরা] **১** *বি* দড়ি। 'পাটের মসারি বেড়া ... তার মাঝে নানা পাট ডোরা।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* **২** *বি* ধারা। 'ঘৃত দিআ সাত ডোরা কাঁধে দিল বসুধারা।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

ডোরাকাটা *বিণ* রেখাঙ্কিত। 'পরনে ডোরাকাটা পাজামা।' *নরেন্দ্র, ১৯৫৬।*

ডোরা-দাগ-কাটা *বিণ* নানা বর্ণের লম্বা রেখাযুক্ত। 'ডোরা-দাগ-কাটা শতরঞ্চ ঝোলানো।' *রবীন্দ্র, ১৯১৪।*

ডোরা[2] [হি ডোহরা] *বি* নৌকায় ব্যবহৃত পানি সেঁচার পাত্র। *মানোএল, ১৭৪৩।*

ডোরি, ডোরী [প্রা দোরা] **১** *বি* দড়ি। 'কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।* **২** *বি* সুতা। 'কটি পট্টসূত্র ডোরী।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

ডোল[1] [হি ডৌল] *বি* হোগলা বা বেতির তৈরি শস্য রাখার পাত্র। 'ডোল মুড়ি দিয়া আছে ঘরের এক কোণে।' *বৃন্দা, ১৫৮০।*

ডোল[2] [ই] *বি* অর্থ সাহায্য। 'দু টাকা ক্যাশ ডোল ছুঁড়ে দেবে।' *সুনীল, ১৯৭০।*

ডোলা[1] *ক্রি* আন্দোলিত হওয়া। **ডোল** *ক্রি* কাঁপে। 'হরি ডরে হরিন জইসে জিব ডোল।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

ডোলা[2] [স দোলা] *বি* পালকিবাহক। 'প্রতাপাদিত্যের ডোলার কন্যা হইলেন খাশ বেগম।' *রামরাম, ১৮০১।*

ডোস [ই] *বি* একবার গ্রহণের পরিমাণ বা মাত্রা। 'একটু মাইলড্ ডোসে খেতে দিন।' *গিরিশ, ১৮৮৯।*

ডোহারা [হি ডোহরা] *বি* নৌকায় ব্যবহৃত পানি সেঁচার পাত্র। *মানোএল, ১৭৪৩।*

ডৌল [হি] **১** *বি* আকৃতি। *মানোএল, ১৭৪৩;* 'সম্বাদপত্র সামান্যতঃ যে ডৌলেতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া থাকে ...।' *দর্পণ, ১৮৩৫।* **২** *বি* সুবিধা; সুযোগ। 'আমার এখানকার কর্ম্মের ডৌল নাএগ্রী।' *ওর্সা, ১৭৮২।* **৩** *বি* গঠন। *ভবানী, ১৮২৩।* **৪** *বি* গড়ন। 'মুখের ডৌলটিতে এমন এক ভরপুর পূর্ণতা ছিল।' *রশীদ, ১৯৬৩।*

ডৌহাকু *বি* ডেঁও; ডেউয়া। 'আম ডালিম্ব ডৌহাকু।' *বড়ু, ১৪৫০।*

ড্যাং ড্যাং [ধ্বন্যা] *বি* বিজয়ীর ভাব প্রকাশক ভঙ্গি। 'ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াব।' *সুকান্ত, ১৯৪৮।*

ড্যাংডিঙিয়ে *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'আমাদের কাছে ড্যাংডিঙিয়ে বড়ো হয়ে উঠল।' *নজরুল, ১৯৩১।*

ড্যাঙ ড্যাঙাড্যাঙ [ধ্বন্যা] *বি* বাদ্যের আওয়াজ। 'ড্যাঙ ড্যাঙাড্যাঙ বাদ্যি বাজে।' *রবীন্দ্র, ১৯৪১।*

ড্যাং পাড়া *ক্রি* আনন্দ করা। 'দূরে দূরে পা ফেলে ড্যাং পেড়ে পেড়ে আসেন।' *নজরুল, ১৯২৭।*

ড্যাকরা [স ডিঙ্গর] *বিণ* ডেকরা; পাজি। 'ড্যাকরা বুড়ো ন্যাকরা করিস।' *গুপ্ত, ১৮৫৮।*

ড্যাগার [ই] *বি* খাটো, তীক্ষ্ণ ছুরিবিশেষ। 'কোমরে বাঁধা খুতির সঙ্গে আরো একটা জিনিস ছিল ড্যাগার।' *আলাউদ্দিন, ১৯৬৩।*

ড্যাফোডিল [ই] *বি* লিলি ফুলের মতো এক ধরনের উজ্জ্বল হলদে রঙের ফুল। 'চাঁপা, ডেইজি, ভায়োলেট? রোজ, টিউলিপ্, ড্যাফোডিল্?' *শিবরাম, ১৯৪০।*

ড্যাবড্যাব [ধ্বন্যা] **১** *বি* বিশালতা প্রকাশক শব্দ। 'করুণ-মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকা।' *নজরুল, ১৯২৭।* **২** *বি* চোখের ভাষাহীন অনুজ্জ্বল ভাব। 'তার চোখ শুধু ড্যাব-ড্যাব করছে।' *ওয়ালী, ১৯৪৫।*

ড্যাবডেবে [ধ্বন্যা ড্যাবড্যাব>] **১** *বিণ* প্রসারিত। 'ড্যাবডেবে পুকুরে ঢিল ছুড়লে যে রকম ধারা হয়।' *মুজতবা, ১৯৫২।* **২** *বিণ* ভাসা ভাসা। 'ড্যাবডেবে চোখে সামনে দাঁড়ানো বন্ধুর অন্তরাত্মাটি যেন দেখে নিল।' *আলাউদ্দিন, ১৯৫৭।*

ড্যাবড্যাবিয়ে [ধ্বন্যা ড্যাবড্যাব>] *ক্রিবিণ* চোখ বড়ো বড়ো ক'রে। 'ড্যাবরা ছেলে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে থেকে গাল ফুলান।' *নজরুল, ১৯২৬।*

ড্যাবা ড্যাবা [ধ্বন্যা ড্যাবড্যাব>] *বিণ* ভাসা ভাসা। 'ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে ড্যাবা ড্যাবা চোখ।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৬।*

ড্যাবড়া [প্রা ডাবো] **১** *বিণ* ডাগর। 'ড্যাবরা ছেলে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে থেকে গাল ফুলান।' *নজরুল, ১৯২৬।* **২** *বি* বাঁ-হাতি লোক। 'ড্যাবড়াকে ডান হাত দেখিয়ে দিলে লাভ আছে।' *জীবন, ১৯৪৮।*

ড্যাম [ই ড্যাম্ড] *বিণ* গোল্লায় গেছে এমন। 'ঐ ড্যাম দুনিয়াটার দাম কত বল তো?' *মুজতবা, ১৯৫২।*

ড্যামকেয়ার [ই] *বি* ভয় নেই এমন ভাব। 'তাদের কথায় ড্যামকেয়ার করে দিনরাত বোঁ।' *নজরুল, ১৯২৪।*

ড্যারা [স দ্ব্যর্ধ] *বিণ* দেড়গুণ। 'ড্যাড়া ড্যাড়া ভাড়া দ্যেও বাড়ী পায় না।' *ইমদাদুল, ১৯২০।*

ড্যালা [স ডল্লক] **১** *বি* চোখের তারা বা পাতা। 'চোখের বড় বড় ড্যালা।' *জীবন, ১৯৩২।* **২** *বি* দলা; পিণ্ড। 'গোলাপি গন্ধের আমেজ দেওয়া এই তিলে-ঢাকা চিনির ড্যালা।' *রবীন্দ্র, ১৯৪০।*

ড্যাশ, ড্যাস [ই] (—) যতিচিহ্নবিশেষ। 'যারা কমা বসায় কিংবা ড্যাস।' *জীবন, ১৯৩১;* 'কেবল ড্যাশ?' *শিবরাম, ১৯৪০।*

ড্যুক [ই] *বি* ডিউক; ব্রিটেনের রাজপরিবারের উপাধিপ্রাপ্ত সদস্য। 'যে-সকল ড্যুকের বিপুল আয় আছে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৮।*

ড্রইং [ই] *বি* আঁকা ছবি। 'একখানা ভালো ড্রইং তাতেও রামধনুকের সাত রং ...।' *অবন, ১৯২৫।*

ড্রইংখাতা [ই ড্রয়িং+ফা খাতা] *বি* ছবি আঁকার খাতা। 'অরুণ নিয়ে

এলো কুচকুচে কালো পেন্টিংবক্স আর মস্ত ড্রইংখাতা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

ড্রপ [ই] *বি* পর্দা। 'তারপর ড্রপ পড়ত রঙ্গমঞ্চে।' *অবন*, ১৯২৭।
ড্রপসিন [ই] *বি* নাটকের পর্দা। 'ড্রপসিন উঠিয়াছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ড্রয়ার [ই] *বি* দেরাজ। 'চকোলেটের বাক্সগুলো তুলে নিয়ে নিজের ড্রয়ারের মধ্যে বন্ধ করল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ড্রয়িংরুম [ই] *বি* বসার ঘর। 'একটি ঝাড়ন নিয়ে ড্রয়িং রুম সাফ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ড্রাইভার [ই] বি গাড়িচালক। 'ড্রাইভার জানালে, লোকসান বেশি হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ড্রাইভ করা [ই ড্রাইভ+করা] *ক্রি* গাড়ি চালানো। 'আমি নিজে ড্রাইভ করি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ড্রাইভারি [ই ড্রাইভার>] *বি* গাড়ি চালনার কাজ। 'তাহলে সেও ট্যাক্সি ড্রাইভারি করতে পারতো।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ড্রাইভিং [ই] *বিণ* মোটরগাড়ি চালানো বিষয়ক। 'আমার আবার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ড্রাগন [ই] *বি* পাখাযুক্ত আগুন নিক্ষেপকারী ভয়ংকর কল্পিত জন্তু। 'ছোটো সাদা পাথরের বাটিতে চিনি, আর ড্রাগন-আঁকা জাপানী ট্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ড্রাগিস্ট [ই] *বি* ওষুধ বিক্রেতা। 'এক পরিচিত অভিজাত ড্রাগিস্টের দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে ...' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

ড্রাফট[১] [ই] *বি* দেওয়ালে টানানো গোল একটি লক্ষ্যবস্তুর ওপর হাত দিয়ে দু-তিন ইঞ্চি লম্বা লাটিমের মতো তির নিক্ষেপের খেলা। 'দাবা, ব্যাক্‌গ্যামন কিংবা ড্রাফট খেলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ড্রাফট[২] [ই] *বি* খসড়া। 'একটি চিঠি সুবিমল ড্রাফট করতে শুরু করেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ড্রাম [ই] *বি* ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। 'প্রাণপণ জোরে ড্রাম পিটোয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ড্রামাটিক [ই] *বিণ* নাটকীয়। 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ড্রিঙ্ক [ই] *বি* পানীয়। 'ডাক্তারের রেকমেন্ডেসেন ছাড়া কি মিট, ড্রিঙ্ক লোকে কিছুই ইউজ করে না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ড্রিল[১] [ই] *বি* কুচকাওয়াজ; তালে তালে ব্যায়াম। 'যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা ড্রিল বা সার্জেন্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'কর্মীরা ছিল কংগ্রেসের ড্রিল-করা ভলান্টিয়ার।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ড্রিল করা [ই ড্রিল+করা] *ক্রি* ব্যায়াম করা। 'ছাত্রীর মা বাপ ড্রিল করতে বারণ করেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

ড্রিলমাস্টার [ই] *বি* শরীরচর্চার শিক্ষক। 'ড্রিলমাস্টার হেডমাস্টার মশাইকে প্রশ্ন করলেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ড্রিল[২], ড্রিল মেশিন [ই] *বি* শক্ত বস্তু ছিদ্র করার হাতিয়ারবিশেষ। 'ড্রিল মেশিন, ছুরি ... দেখা গেল সব সরঞ্জামই আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ড্রেজার [ই] *বি* নদীর তলদেশের মাটি খননের যন্ত্রবিশিষ্ট জাহাজ। 'আদিম ড্রাগন যেন ড্রেজারের উঁচু করা ঘাড়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ড্রেন [ই] *বি* নর্দমা। 'তা গেলবার জন্য গলার নলী হওয়া চাই ড্রেন-পাইপের মতো মোটা।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

ড্রেস [ই] *বি* মেয়েদের পোশাকবিশেষ। 'পোরে ড্রেস হন ক্রেস দেখা যায় বেড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ড্রেস রিহার্সেল [ই] *বি* নাটকের পোশাক পরে মহড়া। 'এক রাত্তিরে ড্রেস রিহার্সেল হচ্ছে।' *অবন*, ১৯৪১।

ড্রেসিং [ই] **১** *বি* পোশাক পরার কাজ। 'বাবু ড্রেসিংরুমে ঢুকে পোসাক পচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে পট্টি বাঁধার কাজ। 'কাল ড্রেসিংয়ের সময় যখন ব্যান্ডেজটা খোলা হবে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ড্রেসিং কেস [ই] *বি* সাজসজ্জার আলমারি। 'ড্রেসিং কেসে রাখল খোপে খোপে হাত আয়না, রুপোয় বাঁধা বুরুশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ড্রেসিংগাউন [ই] *বি* আলখাল্লা জাতীয় ঘরে পরার ঢিলা জামাবিশেষ। 'দার্জিলিঙের প্রকাশ্যপথে ড্রেসিংগাউন পরিয়া বেড়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ড্রেসিং টেবিল [ই] *বি* প্রসাধন টেবিল। 'ড্রেসিং টেবিলে তার প্রসাধন।' *মানিক*, ১৯৪০।

ড্রেসিংরুম, ড্রেসিংরূম [ই] *বি* পোশাক পরার বা সাজসজ্জার ঘর। 'বাবু ড্রেসিংরুমে ঢুকে পোসাক্ পচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঢাখিলি [স রক্ষ্>] *ক্রি* রাখলি। 'ঢাখিলি মাতৃকাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঢ

ঢং[1] [স তঙ্গ] **১** *বি* বিশেষ ভঙ্গি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আঁচলটি ঢং করে বেড় দিয়ে কাঁদের উপর ফেলচেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *বি* কৃত্রিম ভাব। 'গাওনা বাজনা ও খানা খেলানা রং ঢং সং ইহারি বরাহর্দ্দ ভারি।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* আকৃতি। 'গিরিগিটে তার ক্যাঁকলেসে ঢং।' *নজরুল*, ১৯২৬। *দ্র* **ঢঙ**

ঢং[2] [ধ্বন্যা] *বি* ঘন্টা বাজার শব্দ। **ঢং ঢং** [ধ্বন্যা] *বি* ঘন্টা বাজার অবিরাম শব্দ। 'ঢং ঢং করে দুটো বাজলে কেলাস বসে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঢং ফং [ধ্বন্যা] *বি* হাবভাব। 'আনকোরা নাবিক বন্দরের ঢং ফং বোঝে না কিছু।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঢক [ধ্বন্যা] **১** *বি* তরল পদার্থ পান করার শব্দ। 'ঢক করে গিলে ফেল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। **২** *বিণ* কদাকার। 'সবই ওই ঢক নকশার শরীর আর কালো মুখের গ্রীটার জন্য।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঢকডিল *বি* সুশৃঙ্খলতা। 'বৌমার কামের ঢকডিল নাই।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ঢক ঢক [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত পানি পানের শব্দ। 'ঢক ঢক করে ... জল আকণ্ঠ পান করলে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ঢক্কা [স ঢক্ক] *বি* ঢাক। 'ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঢক্কা-নিনাদ [স] *বি* ঢাকের শব্দ। 'ফুটো তোর ওই ঢক্কা-নিনাদ/ পলিটিক্সের বারোয়ারিতে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ঢক্কাবাদ্য [স] *বি* ঢাকের বাজানা। 'ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঢক্কাবাহী [স] *বি* সাড়ম্বরে প্রচার চালায় এমন ব্যক্তি। 'বাংলার এই সব জনকল্যাণের ঢক্কাবাহীরা সকল বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

ঢঙ, ঢঙ্গ [স তঙ্গ] **১** *বি* ভঙ্গি। 'নানা রঙ্গে ঢঙ্গে দুহেঁ কৌতুক করন্তি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ঢঙ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* রকম। 'আর এক ঢঙ্গ বিপ্র থাকে সেই খানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* প্রতারক। 'সাধু নহ ঢঙ্গ বেটা মিছা তোর ভরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* স্টাইল। 'তোমার ঢঙের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তোমার একটা নিজস্ব ঢঙ গড়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ঢঙ্গাতি [স তঙ্গ] *বি* প্রতারকের ব্যবসা। 'শিশুমতি মোর নাতি নাহি জানে ঢঙ্গাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢঙ্গুয়া [স তঙ্গ] *বিণ* কুৎসাকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢঙঢঙ [ধ্বন্যা] *বি* অব্যাহত ঢং শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢঙঢঙাঢঙ [ধ্বন্যা] *বি* অব্যাহত ঢং শব্দ। 'আর ঢঙ ঢঙাঢঙ হচ্ছে ডাক্তারের দরজার কলিংবেল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ঢনঢন [ধ্বন্যা] **১** *বি* অব্যাহত ঢং শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* আস্ফালন। 'যুদ্ধের নামে ঢনঢন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

ঢপ[1], **ঢফ** *বি* পদাবলি কীর্তনের ঐতিহ্য থেকে সৃষ্ট এক প্রকার গান। 'ঢফের গীত গাইবার পারি ও কবি গাইবার পারি ... এয়োগা হুনক্যান।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'রাধামোহন বাউলের নিকট ঢপ শিক্ষা করেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ঢপ[2] [হি ঢব] *বি* আকৃতি; গড়ন। 'ঢাকাই ঢপে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ঢপঢপ [ধ্বন্যা] *বি* অব্যাহত ঢপ শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢপঢপিয়া [ধ্বন্যা] *বিণ* ঢপ ঢপ শব্দ করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢফ *দ্র* ঢপ

ঢরা *ক্রি* গড়িয়ে পড়া। **ঢর** *ক্রি* গড়িয়ে পড়লো। 'করতল কমল নয়ন ঢর নীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ঢরু** *ক্রি* ঝরে পড়ছে। 'মলিন বসন তনু চীরে। করতল কমল নয়ন ঢরু নীরে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঢল **১** *বি* প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মাঠে-ঘাটে-বাটে নেমেছে ঢল।' *নজরুল*, ১৯২৯। **২** *বি* ঢাল; ঢালু জায়গা। 'জল তোলে ঐ ছোটো পাহাড়ের ঢলে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৭।

ঢলকানো *ক্রি* উছলে পড়া। 'কোমর খানি দুলিয়ে ঢেউটির মতো ঢলকে পড়ে ঢেঁকির ওপর।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঢল-নামা *বিণ* পর্বত থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত। 'ঢল-নামা জল থিতায় গাঙের।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ঢলকি [প্রা ঢংঢক্ক] *ক্রিবিণ* ধাক্কা দিয়ে। 'ঢেকা মারি পঞ্চশরে ঢলকি ফেলিল মোরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঢলকো [প্রা ঢংঢক্ক] *বিণ* ঢিলেঢালা; ঢোলা। 'আজকাল নোবিলিটি আঁট প্যান্টলুন পরেন কি ঢলকো পরেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঢলঢল [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* লাবণ্যময়। 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* তরলের ভাব। 'ঢলঢল করে কাল সাপের গরল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বি* ঝলমল। 'ঢলঢল করে জল বিমল উজ্জ্বল।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **৪** *বিণ* বিভোর। 'সেরূপ খৃষ্টানগণ তাবে ঢল ঢল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৫** *বিণ* এখনই ঝরবে এমন। 'ঢল ঢল ছল ছল জলভরা বলহারা চোখ দুটো।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **৬** *বিণ* অতি উজ্জ্বল। 'অসীম আকাশ নীলশতদল, তোমার কিরণে সদা ঢলঢল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৭** *বিণ* শিথিল; টলটলায়মান। 'সংবিদা ঢলঢল ত্রিনয়ন উৎপল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৮** *বিণ* উচ্ছল। 'আজ তাহার সেই ঢলঢল হাসিখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৯** *বিণ* টলমল। 'মুখখানি তার ঢলঢল ঢলেই যেত পড়ে।' *জসীম*, ১৯২৯।

ঢলঢলে [ধ্বন্যা ঢলঢল>] **১** *বিণ* স্নিগ্ধ। 'ঢলঢলে চোখ দুটি গোলাবী নীল আকাশের পানে তুলে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বিণ* ঢিলা। 'জামাটা ঢলঢলে হয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

ঢলনি *বি* যে লোহা জোড়ার কাজ করে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢলা[1] *বি* সংযোজন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢলা[2] **১** *ক্রি* ঢলে বা হেলে পড়া। 'ষোল কলা পূর্ণ শশী পড়িছে ঢলিয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *ক্রি* ছুঁয়ে যাওয়া। 'সমীরণ, বহে যারে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

ঢলে ঢলে *ক্রিবিণ* দুলে দুলে। 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

ঢলে পড়া **১** *ক্রি* নুয়ে পড়া। 'রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে, অগাধ জলের মকর যেমন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *ক্রি* ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়া। 'জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া, তাঁহারে শান্তি-চন্দন দাও।' *নজরুল*, ১৯৩৫। **৩** *ক্রি* গড়িয়ে যাওয়া। 'দুপুর ঢলিয়া পড়িতেছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ঢলে-পড়া *বিণ* অস্ত যাচ্ছে এমন। 'পশ্চিমে ঢলে-পড়া সূর্যের লাল আলো ... এসে পড়েছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

ঢলাঢল [ধ্বন্যা] *বিণ* টলমল। 'যৌবনের জোয়ারের জল, দেখতে দেখতে ঢলাঢল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ঢলাঢলি ১ *বি* নির্লজ্জভাবে মেলামেশা। 'শুন সর বলি হবে ঢলাঢলি, যদি শুন ঘুনখান।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* প্রকাশ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ। 'মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ঢলান *বি* লোক হাসানো কাজ। 'গুণী গয়লানীকে খামকা একটা কথা বলে কি ঢলানটাই ঢলালে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ঢলানি *বি* লোক হাসানো কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢলানো *ক্রি* ফষ্টিনষ্টি করা। 'তুই যে অর্জুনের সঙ্গে ঢলাতে যাস।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ঢলোঢলো [ধ্বন্যা] *বিণ* লাবণ্যময়। 'এত দিন ফুলে ফুলে ছিল ঢলোঢলো মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

ঢাউস *বিণ* বড়ো আকারের। 'মাঝখানে ঝুলছে কাঠের ঢাউস সাইনবোর্ড।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ঢাঁচা *বি* ভাব। 'বরদাবাবু সহবাসে রামলালের মনের ঢাঁচা প্রায় তাহার মনের মতো হইয়া উঠিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঢাঁটি, ঢাঁটী [স ধৃষ্ট>] *বি* দুর্বিনীত নারী। 'লাজ ভয় নাহি তোর ঢাঁটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'জে কালে রান্ধিতে ঢাঁটী নিল গুয়া পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢাক [প্রা ঢক্ক] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢাক দগড় কাড়া বাজয়ে বিশাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ঢাক২ গুড়২, ঢাক ঢাক গুড় গুড় – কোনো কিছু গোপন রাখার চেষ্টা। 'আর ঢাক২ গুড়২ কি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ঢাকঢোল *বি* ঢাক ও ঢোল। 'ঢাকঢোল মহাসব্দ করে তার কানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঢাক ঢোল পিটানো *ক্রি* আড়ম্বরের সাথে সবাইকে জানানো। 'ঢাক ঢোল পিটিয়ে যেভাবে সেই জিগীরকে শতগুণে আবার জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন।' *উমর*, ১৯৬৮।

ঢাক পিটানো *ক্রি* সকলের নিকট প্রচার করা। 'সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ঢাকপেটা *বি* প্রচার। 'বিধাতা মানুষকে চোখ দিয়েছেন দোকানদারের ঢাকপেটা চোখ পেতে শুনতে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ঢাক হওয়া *ক্রি* ঢাকের মতো বড়ো হওয়া। 'তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ঢাকের উপর ঢেঁকি চড়ানো *ক্রি* একটি সমস্যার সঙ্গে আরেকটি সমস্যা যুক্ত হওয়া। 'নিজের দায়ই সামলাতে পারিনে, তার উপর আবার ভগবান ... ঢাকের উপর ঢেঁকি চড়িয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ঢাকের কাঠি *বি* গুণগানকারী; মোসাহেব। 'তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঢাকের গটরা *বি* ঢাকির দল। 'ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঢাকের টৌ *বি* ঢাকের বাঁয়ার ধার। 'ঢাকীরা ঢাকের টৌয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুমুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় বাজিয়ে বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঢাকের বাঁয়া – অপ্রয়োজনীয় বস্তু। *সুবল*, ১৯০৬।

ঢাকন [হি ঢাকনা] *বি* ঢাকনা। 'ঢাকন খুলিয়া তাহা বেহুলা দেখায়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ঢাকনা [হি] **১** *বি* হাঁড়ি ইত্যাদির আবরক; সরা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দেখ দেখি ওই ঢাকনা খুলি –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বি* ঢেকে রাখার পাত্র। 'পিতলের ঢাকনায় থালা ঢাকা রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ঢাকনি [হি ঢাকনা] *বি* ঢাকনা। 'খুলি হাঁড়ি ঢাকনি বাহির করয়ে ফণী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ঢাকনিওয়ালা *বিণ* খোল আছে এমন। 'ঢাকনিওয়ালা একটা বালিশও মাঝখানে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

ঢাকা[১] **১** *ক্রি* আবৃত করা। 'দক্ষিণ করেঁ ঢাকিআঁ কুচযগলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* রক্ষা করা। 'সকল অশুভ হইতে তাহারে তুমি ঢাকো, প্রভু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *ক্রি* আড়াল করা। 'তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৪** *ক্রি* লুকিয়ে রাখা। 'আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাকো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৫** *ক্রি* আচ্ছন্ন করা। 'কর্ম যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৬** *ক্রি* দূর করা। 'শুভখনে কাছে ডাকিলে লজ্জা আমার ঢাকিলে গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **ঢাকএ** *ক্রি* ঢেকে রাখে। 'শতেক পরতে যদি কস্তুরী ঢাকএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ঢাকি** *ক্রি* ঢেকে। 'চাঁমঠুলি ঢাকি আখি লইল সয়চান পাখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ঢাকিআঁ** *ক্রি* ঢেকে। 'দক্ষিণ করেঁ ঢাকিআঁ কুচগলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ঢাকিয়া** *ক্রি* ঢেকে। 'বিচিত্র বোরকা মুখে ঢাকিয়া কামিনী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ঢাকিল** *ক্রি* ঢাকলো। 'আবন্ধি দিয়া পুষ্পের সাজি ঢাকিল।' *বিজয়*, ১৬৫০। **ঢাকিলেঁ** *ক্রি* আবৃত করলে। 'আধ মুখ ঢাকিলেঁ সরুঅ বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ঢাকিলেক** *ক্রি* আবৃত করলো। 'গরিমাতে ফুলিয়া যথেষ্ট পালক দিয়া আপনাকে ঢাকিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **ঢাকী** *ক্রি* ঢেকে; আবৃত ক'রে। 'বাম হস্তে জোনি ঢাকী লর্জ্জা তো পাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঢাকীল** *ক্রি* ঢাকলো; আবৃত করলো। 'চামে ঢাকীল গোসাঞিঃ স্ত্রীমায়া পুজিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঢাকে** *ক্রি* ঢেকে রাখে। 'কাপড়ে চাপিয়া মুক ঢাকে কলেবরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঢেকেঢুকে *ক্রিবিণ* আবৃত ক'রে। 'ঢেকেঢুকে, গাছপালা দিয়ে, দু-একটি কৌচ চৌকি রেখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঢেকে রাখা *ক্রি* আড়াল করে রাখা। 'আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার, কত আর ঢেকে রাখি বল্‌।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ঢাকা[২] [হি ঢকনা] **১** *বিণ* আবৃত। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* আচ্ছাদন। 'অমল আসনে বসিয়া ঢাকা খুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৩** *বি* আবরণ। 'আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঢাকা-চাপা *বি* গোপনীয়তা; আড়াল। 'একটু ঢাকা-চাপা দিয়ে ঐ প্রস্তাবই করা হয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ঢাকাঢাকি *বি* অব্যাহত ঢাকার কাজ; গোপন রাখার প্রয়াস। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'লুকাচুরি, ঢাকাঢাকি, একবার এদিক, একবার ওদিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ঢাকাঢুকা *বিণ* ঢেকে রাখা হয়েছে এমন। 'ঢাকাঢুকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঢাকাঢুকি *বি* ঢেকে রাখা হয়েছে এমন অবস্থা। 'ঢাকাঢুকির ভিতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে নিজের কাজ করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঢাকা[৩] *বি* বাংলাদেশের রাজধানী শহর। 'ঢাকায় ঢাকেশ্বরী আরূড়ে অপর্ণা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঢাকাই ১ *বিণ* ঢাকায় তৈরি। 'ঢাকাই গলাবন্দ ৪২ বিয়াল্লিষ থান।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বিণ* ঢাকা থেকে আসা। 'কতকগুলি ... গন্ধবেণে আর কাঁশারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* ঢাকা শহরের অধিবাসী। 'তাঁরা ঢাকা থেকে আসছেন, দেখলেই কেমন ঢাকাই বলে মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ঢাকাই জালা *বি* ঢাকায় তৈরি বৃহদাকার পাত্রবিশেষ। 'ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডা জলের কুঁজো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ঢাকাইয়া *বি* ঢাকার অধিবাসী। 'বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ঢাকাই সাড়ি *বি* ঢাকায় তৈরি শাড়ি। 'সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঢাকাস্থ [ঢাকা+স স্থ] *বিণ* ঢাকায় বসবাসরত। 'ঢাকাস্থ মহিলাদের এক সভায় এ দেশের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের আশু মুক্তি ...।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ঢাকেশ্বরী [ঢাকা+ঈশ্বরী] *বি* (হিন্দুমতে) ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'ঢাকার ঢাকেশ্বরী আরূড়ে অপর্ণা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঢাকাইত [হি ডকৈত] *বি* ডাকাত। 'রাজার আজ্ঞাএ চোর ঢাকাইতের, এবং পিতার মস্তোক কাটে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ঢাকাঢাকি, ঢাকাঢুকি *দ্র* ঢাকা[২]

ঢাকানি *বি* ঢাকনা। *ক্যালগে*, ১৮০০।

ঢাকি, ঢাকী [প্রা ঢক্ক] ১ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মুক্তরাম ঢাকি।' *সেবধি*, ১৮৪০। ২ *বি* ঢাক বাজায় যে। 'ঢাকী ভাসিতে ভাসিতে বহু ক্লেশে বাঁচিয়াছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৯; 'ঢাকি তো এখনো পৌছোল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ঢাকুনি *বি* ঢাকনি; ঢেকে রাখার আবরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'চারি কোনা ঢাকুনির কিনারা পিতল দিয়া মোড়া।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

ঢাকেশ্বরী *দ্র* ঢাকা[৩]

ঢাঙ্গাতি [স ঢঙ্গবৃত্তি] *বি* প্রতারক। 'ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি নহি অক্ষটীর জাতি ঢৌল ঢামালি নাহি করি পরের যুবতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢাটাপনা [স ধৃষ্ট] *বি* ধৃষ্টতা। 'কোথাহ না দেখি মা এমন ঢাটাপনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢাবস [হি চক্ষুস] *বি* এক প্রকার ঘুড়ি। 'ঢাবস হইল দূর ঢৌল রঙ্গ হৈল চুর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঢামালি [স ধাম>] *বি* রঙ্গরস। 'হাস পরিহাস করেন কৃষ্ণ ঢামালি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঢারা [স ধারা] *ক্রি* ঢালা। **ঢারত** *ক্রি* ঢালছে। 'ঢারত সুরধুনি ধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ঢারি** *ক্রি* ঢেলে। 'গাগরি বারি ঢারি করু পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

ঢাল [মু] ১ *বি* আঘাত থেকে বাঁচার ফলকবিশেষ। 'সহস্রেক পন কৈল ঢালের উপরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অস্ত্রবেধের গোলাকার লক্ষ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢালি, ঢালী [মু ঢাল>] *বি* ঢাল হাতে সজ্জিত যোদ্ধা। 'রায়বাঁশ্যা তবকী ঢালি ধানুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ঢালি পাইক মেলা পাড়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'আশি কাহন ঢালী সঙ্গে ঢাল বান্ধা হীরা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঢাল নাই তরোয়াল নাই,/ নিধিরাম সর্দার – বড়ো হতে গেলে উপযুক্ত উপকরণ প্রয়োজন হয়। *সুবল*, ১৯০৬।

ঢালি পাখি *বি* ঢালধারী সৈনিক। 'ঢালি পাখি সাজিল হাজার তিন সাড়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঢালন *বি* ঢালা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ঢালসুমর *বি* ধার শোধ ও ধার নেওয়া। 'বড়োমানুষদিগের ঢালসুমরেই চলে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঢালা[১] [স ধারা] ১ *ক্রি* (তরল পদার্থ) সেচন করা। 'গাছ কাট্যা ঢাল পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* এলিয়ে দেওয়া। 'চন্দনতরুর তলে ঢালিলেন গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* ফেলা। 'ফাড়িয়া ঢালিল বিবির বুকের কাপড়।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *ক্রি* খাওয়া। 'আগে পেটে কিছু ঢাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৫ *ক্রি* প্রয়োগ করা। 'বড়ো পিচকিরি করে পায়ে গরম জল ঢালতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *ক্রি* প্রবাহিত করা। 'আমি ঢালিব করুণাধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৭ *ক্রি* উৎসর্গ করা। 'তবু তো জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৮ *ক্রি* মুখে দেওয়া। 'ঢালিলি কলঙ্ককালি এ কিশোর প্রাণে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৯ *ক্রি* ছড়িয়ে দেওয়া। 'আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে তোমারি কিরণ ঢালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ১০ *ক্রি* নিবিষ্ট করা। 'মানুষ ... ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ১১ *ক্রি* পূর্ণ করা। 'মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ১২ *ক্রি* অর্পণ করা। 'আমার কণ্ঠের সকল সঞ্চয় রিক্ত করে তার কণ্ঠে ঢেলে দিলাম।' *নজরুল*, ১৯৩১। **ঢাল** *ক্রি* ঢালো। 'গাছ কাট্যা ঢাল পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ঢালি** *ক্রি* ঢেলে। 'বিজ্ঞ ঢালি দিল রাজা পক্ষি বিদ্যমান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ঢালিতে** *ক্রি* ঢালতে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **ঢালিল** ১ *ক্রি* উৎসর্গ করলো। 'ঢেকা মারে একবারে শত শত জন ঢালিল তোমার পদে আপন জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* ফেললো। 'ফাড়িয়া ঢালিল বিবির বুকের কাপড়।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ঢালিলা** *ক্রি* ঢাললো। 'রসুলের শিরেতে ঢালিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **ঢালিলি** *ক্রি* মেখে দিলি; আরোপ করলি। 'ঢালিলি কলঙ্ককালি এ কিশোর প্রাণে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **ঢালিলেক** *ক্রি* ঢেলে দিলো। 'ঢালিলেক তপ্ত নীর অঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ঢালিলেন** *ক্রি* এলিয়ে দিলেন। 'চন্দনতরুর তলে ঢালিলেন গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ঢালো** *ক্রি* ছড়িয়ে দাও। 'ঢালো ঢলো শশধর, ঢালো ঢালো জোছনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **ঢাল্যা** *ক্রি* ঢেলে। 'বরের চরণে ঢাল্যা দিল দধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢালিয়া সাজানো *ক্রি* নতুন করে শুরু করা। 'ইহাকে আধুনিক পদ্ধতিতে ঢালিয়া সাজাইবার প্রয়োজন।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

ঢেলে দেওয়া *ক্রি* নিবিষ্ট করা। 'মানুষ ... ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঢালা[২] ১ *বিণ* সুবিস্তৃত। 'বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপর ... বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বিণ* ঢেলে-দেওয়া। 'আমার ঢালা গানের ধারা সেই তো তুমি পিয়েছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ঢালাঢালি *বি* অব্যাহত ঢালার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জল ঢালাঢালি চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ঢালাসুর *বি* মিঠাসুর। 'ঋজুভঙ্গিতে বসে গম্ভীরকণ্ঠে ঢালাসুরে মজিদ বলে চলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঢালাই [ঢালা>] ১ *বিণ* ছাঁচে ঢেলে গড়া হয়েছে এমন। 'কী অপূর্ব ছাঁচে ঢালাই মুখই না দেখবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* ধাতু গলিয়ে ছাঁচে

ঢালাইয়ের কাজ। 'তাকে একেবারে ছাঁচে ঢালাই করে ফেলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঢালাই-করা *বিণ* ছাঁচে তৈরি। 'লোহার ঢালাই-করা নগ্নমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ঢালাও *বিণ* নির্বিচার। 'ঢালাও গণহত্যার কথা কৃচিৎ শোনা গেছে।' *পাশা*, ১৯৭১।

ঢালান [স ধারা] *বি* ভাসান। 'স্রোতে গা ঢালান দিও না রাগে বেয়ে যাও উজান।' *লালন*, ১৮৯০।

ঢালিয়াত [মু ঢাল>] *বিণ* ঢাল ধারণ করে থাকে এমন; ঢালী। 'ঢালিয়াত সিপাহীরা সমস্ত ভাগুইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঢালু *বিণ* নিচু; ক্রমাগত নিম্নমুখী। 'বাড়িগুলো লন্ডনের মতো থামবারান্দাশূন্য, ঢালু ছাতওআলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঢিকানো *ক্রি* ক্লান্তির জন্য ধীরে চলা। **ঢিকোতে ঢিকোতে** *ক্রিবিণ* আস্তে আস্তে। 'ক'টি কথা কাঁধে করে নিয়ে দীর্ঘ পথ ঢিকোতে ঢিকোতে চলে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঢিকুতে ঢিকুতে *ক্রিবিণ* মন্থর গতিতে। 'এমন সময় তাঁর চার আনা দাদুনে দরোয়ান ঢিকুতে ঢিকুতে এসে পেস কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঢিট, ঢিঠ [স ধৃষ্ট] ১ *বিণ* নির্লজ্জ। 'ঢিট আঁখি দুঃখবতী চাকিলুঁ নয়ান জ্যোতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* চতুর। 'কোথা নাহি দেখি আমি হেন যোগী ঢিঠ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* শায়েস্তা। 'ঠেঙিয়ে তোরে করব ঢিট।' *সুকুমার*, ১৯১৮। ৪ *বিণ* জব্দ। 'পিটিনি খেয়ে পিঠ যে তোদের ঢিট হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঢিট করা *ক্রি* শায়েস্তা করা। 'ঠেঙিয়ে তোরে করব ঢিট।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ঢিটপনা *বি* শঠতা। 'এত ঢিটপনা জানে কোন জনা।' *পীঠা*, ১৫৫০।

ঢিটেন *বিণ* নির্লজ্জ। 'ঢিটেন ঢিটানি, খেতের মিঠানি।' *ঢট*, ১৫৫০।

ঢিটেমি *বি* অশিষ্টতা। 'নিছক ঢিটেমি করে বাঙালির নিন্দে করছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ঢিঢি [ধ্বন্যা] *বি* ছি ছি; ধিক্কার। 'একটা ঢি ঢি পড়বে না?' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ঢিঢিকার [ধ্বন্যা] *বি* সব জায়গায় প্রচার। 'গ্রামে ঢিঢিকার হইয়া গেল মতিলাল গদিপ্রাপ্ত হইলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঢিঢি পড়া *ক্রি* বদনাম ছড়িয়ে পড়া। 'নিন্দায় নাকি শহরে ঢিঢি পড়িয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'সারা গাঁয়ে আজ ঢি ঢি পড়ে গেছে, মেয়ে হল কুলনাশী।' *জসীম*, ১৯২৯।

ঢিপ[১] [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'সম্মুখে আসিয়া ঢিপ করিয়া গড় করিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঢিপ[২] [স স্তূপ>] *বি* ঢিবি। 'আমার ধানের ঢিপ দেখিসনি তু?' *হাসান*, ১৯৬৪।

ঢিপলে [স স্তূপ>] *বি* নেকড়া, তুলা প্রভৃতির পিণ্ডাকৃতি গুঁজি। 'ঢিপলে দিয়া নাক কাণ বন্ধ করিয়া রাখিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ঢিপসে [স স্তূপ>] *বিণ* মোটা। 'পিঠটা কারুর ঢিপসে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঢিপঢিপ [ধ্বন্যা] *বি* হৃৎস্পন্দনের শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ভয়ে বুকের ভিতরটা এমনি ঢিপঢিপ করিতে লাগিল যে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ঢিপানো [ধ্বন্যা ঢিপ>] *ক্রি* কিল চড় মারা। 'দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে ঢিপিয়েও দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঢিপি [স স্তূপ] *বি* ঢিবি; স্তূপ। 'সেই স্থানে একটা ঢিপি আছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঢিপিঢাপা *বি* ঢিবির মতো উঁচু স্থানাদি। 'ঢিপিঢাপা দেখামাত্র অজ্ঞ লোকেও বলতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঢিপিঢিপি *বিণ* উঁচু উঁচু। 'জালের জানালা খোলা, গগনে তাকা/ ঢিপিঢিপি পাহাড় চূড়ালি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

ঢিবঢিব [ধ্বন্যা] *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের শব্দ। 'বুকের ভিতর ঢিবঢিব করে উঠল।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঢিবি [স স্তূপ] *বি* মাটির স্তূপ। 'মূরতি বানান নাহি মৃত্তিকার ঢিবি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঢিমা *বিণ* ধীর; মন্থর। 'যন্ত্রের আত্মসাধনা হল আপন ভাঁটায় ঢিমা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

ঢিমানো [স মধ্যম>] *ক্রি* ধীরগতিতে চলা। 'ঢিমাইয়া ঢিমাইয়া অভিনয় চলে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ঢিমিক ঢিমিক [ধ্বন্যা] *বি* বাদ্যধ্বনি। 'ঢিমিক ঢিমিক ঢোল-করতালের বাজনা ভেসে আসছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

ঢিমে [স মধ্যম>] ১ *বিণ* ধীর লয়বিশিষ্ট। 'ঢিমে চালে তালে তালে/ বাজিয়ে যাব মল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* মৃদু। 'তা ঢিমে আঁচে চড়াও।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঢিমে আঁচ *বি* মৃদু জ্বাল। 'তা ঢিমে আঁচে চড়াও।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঢিমেতাল *বি* ধীরগতি। 'প্রেম যখন গদাই-লশকরী ঢিমেতালে চলতে থাকে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

ঢিমে-তেতালা ১ *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'মিশ্র সিন্ধু – ঢিমে তেতালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ২ *বিণ* মন্থর। 'ঢিমেতেতালা ঢেউয়ের মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঢিল[১] [স শিথিল] *বিণ* শ্লথ। *ভবানী*, ১৮২৩।

ঢিল দেওয়া *ক্রি* হাতের মুঠো শিথিল করা। 'কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিল দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঢিল[২] [প্রা ডলো] *বি* মাটির ছোটো দলা। 'বাবা চোরের ভয় হয়েছে, তাই ঢিল কুড়িয়ে জমা করেছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

(অন্ধকারে) ঢিল মারা *ক্রি* অনুমানের উপরে ভিত্তি করা। 'এ সকলই কেবল অন্ধকারে ঢিল মারা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৬।

ঢিল ছোঁড়া *ক্রি* আন্দাজ করা। 'অন্ধকার অমরতাকে লক্ষ্য করে আমি অনেকগুলো ঢিল ছুঁড়তে বসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় – যেমন কর্ম করা যায়, ফলও সেই রকম হয়। *সুবল*, ১৯০৬।

ঢিল-পাটকেল *বি* মাটি, ইট ইত্যাদির ছোটো টুকরা। 'মিছিলের উপর ঢিল-পাটকেল ... ছোড়া হইয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ঢিলা[১] [প্রা ডলো] *বি* মাটির ছোটো দলা। 'ঢিলা এক উঠাইল জমিন হইতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ঢিলা[২] [স শিথিল] ১ *বিণ* আঁটসাঁট নয় এমন। 'ঢিলা পায়জামা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* অসচেতন; শিথিল স্বভাবের। 'বেশভূষার ব্যাপারে সে স্বভাবতই কিছু ঢিলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ঢিলাঢালা, ঢিলেঢালা ১ *বিণ* শিথিল-স্বভাব; অলস। 'লোকটা

নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'লোকটি নেহাৎ অসজ্জিত ঢিলেঢালা অপরিপাটী –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* আঁটসাঁট নয় এমন। 'আমাদের কাপড়গুলা ঢিলাঢালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'ঢিলেঢালা কাছা কোঁচা সামলায়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* দায়সারা গোছের। 'তাহা পুরাণো ধরণের পাঁচমিশালো ঢিলাঢালা ইতিহাস নয়।' *সবুজ*, ১৯১৭।

ঢিলামি [স শিথিল>] *বি* আলসেমি; অনাগ্রহ। 'বাহ্য বিষয়ে আমাদের কতকটা ঢিলামি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঢিলে [স শিথিল>] ১ *বিণ* আঁটসাঁট নয় এমন। 'ঢিলে কাপড় পরে যেমন সোয়াস্তি হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* শ্লথ; অলস। 'বেলাটা একরকম ঢিলে ভাবেই চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঢিলে দেয়া *ক্রি* আলসেমি করা। 'রবিবারে কুঠিওয়ালারা বড়ো ঢিলে দেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঢিলেমি [স শিথিল>] *বি* আলস্য। 'পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে অনেক ঢিলেমিও আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঢিলে রকম [ঢিলা+আ রকম] *বিণ* হালকা। 'ঢিলে রকমে ভাব প্রকাশ করেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঢীঠ [স ধৃষ্ট] *বিণ* লম্পট। 'তুহু রস আগর নাগর ঢীঠ। হম না বুঝিএ রস তীত কি মীঠ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঢীঢি, ঢীঢী [ধ্বন্যা] *বি* প্রবল ধিকধিক রব। 'এ পাড়াময় ঢী ঢী পড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮; 'নিন্দায় নাকি শহরে ঢীঢি পড়িয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঢুই ঢুই [ধ্বন্যা] *বিণ* তন্ন তন্ন। 'আগানেবাগানে সব সময়ই ঢুই ঢুই করে ঘুরছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

ঢুঁ [ধ্বন্যা] *বি* ঢুস; গরু-ছাগলের শিং দিয়ে আঘাত করার মতো কাজ। 'এক ঢুঁতে জগদখারে জলসই করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ঢুঁ মারা *ক্রি* অল্পক্ষণের জন্য শেখার চেষ্টা করা। 'একটু-আধটু ঢুঁ মেরেছিলাম তোমাদের বাংলা ভাষাতেও।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

ঢুঁড়া [স ঢুণ্ঢ়>] *ক্রি* অন্বেষণ করা। **ঢুঁড়ে** *ক্রি* খোঁজ ক'রে। 'এই পদের অর্থ ঢুঁড়ে কারো জ্ঞান বসবে ধড়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

ঢুঁঢুঁ, ঢুঁঢু [ধ্বন্যা] ১ *বি* ফাঁকি। 'পিয়ে দেখি না, সব ঢুঁঢু।' *মুজতবা*, ১৯৫৯। ২ *বি* ফাঁকিবাজি। 'কাজের বেলায় ঢুঁঢুঁ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঢুঁশঢাঁশ [ধ্বন্যা] *বি* শিং বা মাথা দিয়ে আঘাত। 'করে নাকো ফোঁস্‌ ফাঁস/ মারে নাকো ঢুঁশঢাঁশ।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ঢুঁস [ধ্বন্যা] *বি* গুঁতো। 'কত গাছকে ঢুঁস দিয়ে বেড়ায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঢুকা ১ *ক্রি* প্রবেশ করা। 'গহন গভ্বর গিরি কাননে ঢুকীল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* যোগদান করা। 'উনি মেডিকেল কলেজে ঢুকলেন, আমি আর্টিকেল ক্লার্ক হলেম।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **ঢুকায়** *ক্রি* প্রবেশ করায়। *ভবানী*, ১৮২৩। **ঢুকিয়া** *ক্রি* ঢুকে। 'মনে ভাবে দেখী আন্ধি পুরিতে ঢুকিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ঢুকীল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'গহন গভ্বর গিরি কাননে ঢুকীল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঢুকান *ক্রি* প্রবেশ করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢুকু ঢুকু [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* অনবরত ঢুক শব্দে। 'কারুর মুখ দেখতে চাই নি, ঢুকু ঢুকু মদ খেতে চাই, বস।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ঢুড়া [স ঢুণ্ঢ়>] *ক্রি* অন্বেষণ করা। **ঢুড়ি** *ক্রি* অন্বেষণ করি। 'সুবর্ণের বাহ পাশ ঢুড়ি অতি পরকাশ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ঢুড়িয়া** *ক্রি* খুঁজে। 'নজদ গহনে গিয়া ঢুড়িয়া পাইল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ঢুড়ে** *ক্রি* খোঁজ ক'রে। 'আমি তোরে ঢুড়ে ফিরি চাহ একবার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ঢুঢু *বি* ফাঁকি। 'শরৎ চাটুয্যের নায়করাই শুধু যত্রতত্র দিদি পেয়ে যায়, আমার কপালে ঢুঢু।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ঢুণ্ঢা [স ঢুণ্ঢ়>] *ক্রি* খোঁজ করা। **ঢুণ্ঢে** *ক্রি* খোঁজে। 'আহড় বিহড়ে ঢুণ্ঢে ঝাউ ঝিটি ঝাকনা গহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢুপ [ধ্বন্যা] ১ *বি* পানিতে ঢিল পড়ার শব্দ। 'রাসুর সামনে গিয়েই ঢুপ করে পড়ল ঢিলটা।' *কায়সার*, ১৯৬২। ২ *বি* কিল পড়ার শব্দ। 'ঢুপ করে মালুর পিঠে একটা কিল মেরে উঠে যায়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ঢুব *বি* ডুব। 'কেনো গুয়ার হইয়া ঢুব দিয়া দন্তে করিয়া মির্থিকা তোলিবেন?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ঢু মারা *ক্রি* উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনো স্থানে বা কারও ঘরে অল্পক্ষণের জন্য যাওয়া। 'তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরেজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢু মেরে বেড়াচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঢুরা *ক্রি* ঘোরা। **ঢুরিয়া** *ক্রি* ঘুরে। 'জোড়া লাগাইব আমি কারবালা ঢুরিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ঢুল [মু ঢোলা] *বি* তন্দ্রা। 'ঢুল নামে ভাল মালা ছন্দ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ঢুল আসা *ক্রি* তন্দ্রাজড়িত ভাব হওয়া। 'ক্রমে ক্রমে দুজনেরই ঢুল আসিতে থাকে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ঢুলঢুল *বিণ* তন্দ্রা বা নেশায় ভরপুর এমন। 'চোখের পাতা ঢুলঢুল গো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

ঢুলনি [মু ঢোলা] *বি* ঢুলুনি খায় এমন। 'ঢুলমি আকৃতি পুনি ঢুলিতেছে একাকিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঢুলা, ঢুলানো [মু ঢোলা] ১ *ক্রি* আন্দোলিত করা; দোলানো। 'চামর ঢুলায় কৌসিক নৃপবরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* ঝিমানো। 'রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **ঢুলাঅ** *ক্রি* ঢুলায়; ব্যজন করে। 'দূরে হতে চামর ঢুলাঅ ভৃত্যগণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ঢুলায়** *ক্রি* আন্দোলিত করে। 'সেবক যোগায় তাম্বুল চামর ঢুলায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ঢুলাইয়া** *ক্রিবিণ* দুলিয়ে। 'হিন্দোলা ঢুলাইয়া শিশু শান্ত করিবার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ঢুলাএ** *ক্রি* দোলানো। 'চামর ঢুলায় কৌসিক নৃপবরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ঢুলায়** *ক্রি* ঘোরায়। 'পহুঁর দক্ষিণে থাকি চামর ঢুলায় সখী।' *শেখর*, ১৬০০। **ঢুলায়ত** *ক্রি* দোলায়। 'নাগর হেরি ঢুলায়ত মাথ।' *শেখর*, ১৬০০। **ঢুলি ঢুলি** *ক্রি* ঢুলে ঢুলে। 'কখনো বা মত্ত যেন ঢুলি ঢুলি যায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ঢুলিয়া ঢুলিয়া** *ক্রি* দুলিয়ে দুলিয়ে। 'ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা হাথী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ঢুলে পড়া** *ক্রি* থেকে থেকে হেলে পড়া। 'তাদের শুভ্র পুষ্পস্তবকগুলি নম্র করে যেন ঘুমে ঢুলে পড়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঢুলাঢুলি [মু ঢোলা>] *বিণ* ঢুলুঢুলু। 'নয়ন ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

ঢুলে পড়া *বিণ* তন্দ্রাচ্ছন্নতায় মুদে এসেছে এমন। 'কভু ঢুলে পড়া আঁখি কভু অশ্রুভারে নত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঢুলি, ঢুলী [মু ঢোল>] *বি* ঢোল বাজানো যার পেশা। 'জোড়া দামা বাজে কালি বাজনা বাজায় ঢুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মাতাল ও ঢুলী ইত্যাদি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ঢুলুঢুল [মু ঢোলা>] *বিণ* তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'তাই বুঝি আঁখি ঢুলুঢুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ঢুলু ঢুলু [মু ঢোলা>] *বিণ* তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'ঘুমে ঢুলু ঢুলু যুগল লোচন

মুখে মৃদু মৃদু হাস।' *শেখর*, ১৬০০।

ঢুলুনি [মু ঢোলা>] *বি* তন্দ্রা-ভাব; তন্দ্রাবেশ। 'একটু যেন ঢুলুনি আসিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঢুসা[1] [ধ্বন্যা ঢুস>] *বি* প্রহার। 'গুরুর ঢুসায় আমি মর্মব্যথা পাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ঢুসাঢুসি [ধ্বন্যা ঢুস>] ১ *বি* গুঁতাগুঁতি। 'ডিঙ্গার ডিঙ্গায় বীর করে ঢুসাঢুসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মাথা বা শিং দিয়ে পরস্পরকে আঘাত। 'মেষবাজি ঢুসাঢুসি করে স্থানে স্থানে।' *কয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ঢুসা[2], **ঢুসানো** [ধ্বন্যা ঢুস>] *ক্রি* ঢুঁ মারা। 'মাথা ঢুসাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢেউ[1] ১ *বি* তরঙ্গ। 'যাবত পবনে ঢেউ নাহি বান্ধে পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আলোড়ন। 'কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রে একটুখানি ঢেউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* গতি। 'প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঢেউ ওঠা *ক্রি* আলোড়ন সৃষ্টি হওয়া; উৎসাহ দেখা দেওয়া। 'হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগঠনের ঢেউ উঠিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ঢেউ খেলা *ক্রি* ঢেউ ওঠা। 'ছোট ছোট ঢেউ খেলিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ঢেউখেলানো *বিণ* তরঙ্গিত; উঁচুনিচু ঢেউযুক্ত। 'সেই-সমস্ত ঢেউ-খেলানো স্তরে-স্তরে-কোঁচানো বালির উপর নানা রঙের চিকন আভা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঢেউ-জাগানো *বিণ* ঢেউ সৃষ্টি করা। 'ঢেউ-জাগানো বাতাস ভাল।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ঢেউটিন [ঢেউ+ই টিন] *বি* ঢেউ-তোলা টিনের প্রলেপ দেওয়া লোহার পাতবিশেষ। 'ঢেউটিনের চালে অপূর্ব সেই শব্দ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

ঢেউ-তোলা ১ *বিণ* ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত। 'পরশখানি নানা-সুরের ঢেউ-তোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ *বি* ঢেউয়ের মতো দেখায় এমন। 'ঢেউ তোলা কপাল।' *মানিক*, ১৯৪০।

ঢেউ-দোলা *বি* ঢেউয়ের দোলা। 'আসবে আবার পদ্মানদী, দুলবে তরী ঢেউ-দোলায়।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ঢেউ-দোলানি *বি* ঢেউয়ের দোলা। 'পারাপারের ঢেউ-দোলানি হানছে বুকে ঘা!' *নজরুল*, ১৯২৫।

ঢেউ-পাথার *বি* ঢেউয়ের সাগর। 'দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ-পাথার।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ঢেউ-পাহাড়ী *বিণ* পাহাড়ের মতো ঢেউখেলানো। 'ঢেউ-পাহাড়ী কালো চুলের বোঝা ছড়িয়ে পিঠে নিবিড়-নিতম্বিনী।' *সিকান্দার*, ১৯৬০।

ঢেউভরা *বিণ* তরঙ্গপূর্ণ। 'তাহাতে ঝর্ণার মতো ঢেউভরা চপলতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঢেউ[2], **ঢেউক** [ধ্বন্যা] *বি* ঢেকুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢেউ দেওয়া *ক্রি* ঢেকুর তোলা। 'ঢেউ দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢেঁকশাল [মু ঢেঙ্কি+স শালা] *বি* ঢেঁকির ঘর। 'ঢেঁকশালের পেছনে নিমতলায়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ঢেঁকি, ঢেঁকী [মু ঢেঙ্কি] ১ *বি* ধান ভানার কাঠের যন্ত্র। 'হাল বলদ দিবে খুড়া দিবেহে বিছন পুড়া ভান্যা খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ঢেঁকীর উপরে উঠি ঘন দেই পাড়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* উপাধি বিশেষ। 'আশানন্দ ঢেঁকির উদ্ভব হওয়াও যদি সম্ভব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ঢেঁকিঘর [ঢেঁকি+ঘর] *বি* ঢেঁকিশালা। 'উত্তরকোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ঢেঁকিরাম [ঢেঁকি+স রাম] *বি* বোকা। 'ঢেঁকিরামকে কেউ সক্তের পতি কত্তে পারে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ঢেঁকিশাক [ঢেঁকি+স শাক] *বি* একপ্রকার শাক। 'এসেছে বাড়ির পেছনে ডাঙার ঢেঁকিশাক খুঁজতে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঢেঁকিশাল [ঢেঁকি+স শালা] *বি* ঢেঁকিঘর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢেঁকিশালা [ঢেঁকি+স শালা] *বি* ঢেঁকিঘর। 'শয়ন করিতে তারে দিহ ঢেঁকিশালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে – যার যা স্বভাব তা আমৃত্যু বজায় থাকে। *উমেশ*, ১৮৫৭।

ঢেঁক্শেল *বি* ঢেঁকিশাল। 'কখন ঢেঁক্শেলের ঢেঁকিতে পা দিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঢেকীশাল [মু ঢেঙ্কি+স শালা] *বি* ঢেঁকির ঘর। 'শয়ন ঢেকীশালে প্রভু শয়ন ঢেকীশালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢেঁকুর [স উদ্‌গার] *বি* হিক্কা। 'হেঁকুর হেঁকুর ঢেঁকুর তুলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঢেঁটরা [স ডিণ্ডিম] *বি* ঢাকবিশেষ। 'ঢেঁটরা ফিরাই কহ কোতোয়ালগণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঢেঁটা [স ধৃষ্ট] *বিণ* দুষ্ট; অবাধ্য। 'প্রসবিনী প্রথম প্রমাদ বড় ঢেঁটা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঢেঁটি *বিণ* বেহায়া। 'এই মদ্দা ঢেঁটি ছুঁড়ি বেটা ছেলের মত লেখা পড়া শিখে ...।' *গৌর*, ১৮২২।

ঢেঁড়রা [স ডিণ্ডিম] *বি* ঢাকবিশেষ। 'আমিও ঢেঁড়রা পিটে দিচ্ছি।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

ঢেঁড়স *বি* সবজিবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢেঁড়া [স ডিণ্ডিম] *বি* ঢাকবিশেষ। 'দেয় না রাজা ঢেঁড়া পিটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঢেঁড়ি[1] [স তুণ্ড] ১ *বি* ঘোষণা। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'আসপাশ চৌদিগের সমস্ত পরগনায় ঢেঁড়ি দিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'আর কর্ণমূলে, ঢেঁড়ি ঝুমকা দোলে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঢেঁড়ি [স তুণ্ড] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০।

ঢেঁক্শেল *দ্র* **ঢেঁকি**

ঢেকা [স ধক্ক] *বি* ধাক্কা। 'ঢেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ঢেকা মারে একবারে শত শত জন ঢালিল তোমার পদে আপন জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢেকিয়াল *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। 'বিবিধ বিহিত শিক্ষিত বিচক্ষণ শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ঢেকীশাল *দ্র* **ঢেঁকি**

ঢেকুর [স উদ্‌গার] *বি* উদ্‌গার। 'আকাশে ঠেকিল গিয়া ঢেকুরের ধ্বজা।'

রূপরাম, ১৭৫০; 'ধোঁয়া বিনে চোঁয়া ঢেকুর ঠেলে ওঠে কণ্ঠমূলে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ঢেকেরি *বি* আসামের ভাষাবিশেষ। 'আসামদেশে শৌমারপীঠ ও কামপীঠ নামে দুই ভাগে অনেককালাবধি বিভক্ত। ভাষাতে দুই ভাগকে অহম ও ঢেকেরি কহে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ঢেক্কুর ঢুক [ধ্বন্যা] *বি* ধান ভানার সময় ঢেঁকি থেকে সৃষ্ট শব্দ। 'দ্রুত বোল তুলে যায় ঢেঁকিটা – ঢেক্কুর ঢুক, ঢেক্কুর ঢুক।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঢেঙ [স তঙ্গ] *বি* ঢং; অদ্ভুত আচরণ। 'আমি ওসব ঢেঙের প্রশ্রয় দিই না।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঢেঙা, ঢেঙ্গা [মু ঢানগা] *বিণ* দীর্ঘাঙ্গী। 'খাট ভাতার ঢেঙ্গা মাগু দেখ্যা লোক গঞ্জে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ঢেঙা।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢেঙ্গা-ঢোঙ্গা *বিণ* লম্বাটে। 'ঢেঙ্গা-ঢোঙ্গা মুখখানা একটু ছোট দেখাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ঢেঙ্গুর [স ডিঙ্গর] *বি* কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোক। 'সঙ্গে আছে মোর দুই তিন ঢেঙ্গুর।' *সুলতান*, ১৭৫০।

ঢেটা [স ধৃষ্ট] *বিণ* প্রতারক। 'অল্প বয়সে জামাঞি হইয়াছ ঢেটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢেডরা *বি* ঢাকের ধ্বনি। 'রাজবাড়ীর ঢেডরা শুনিয়াছি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ঢেড়ী *বি* ঢেটরা; ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা দেওয়া। 'জাহাঁগীর ঢেড়ী দিলা সকল শহরে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ঢেণ্ডোরা *বি* ঢোল; কোনো কিছু প্রচার করার জন্যে ঢোল পিটিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ। *ডানকান*, ১৭৮৪।

ঢেন্ডরা *বি* ঢাক। 'ঢেন্ডরা ফিরাইল তারে গর্ধভে তুলিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঢেন্ডারা *বি* ঢাকের মতো বাদ্যযন্ত্র, যা বাজিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়া হয়। *ডানকান*, ১৭৮৪।

ঢেমচা [ধ্বন্যা] *বি* বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'ছায়ামণ্ডপের মাঝে ঢেমচা দগড়ি বাজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢেমনি [স ধমনী] **১** *বি* বেশ্যা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'সতীনাথ ভাবে ঢেমনিটা উঠতে চায় না।' *হাসান*, ১৯৬০। **২** *বি স্ত্রী* রক্ষিতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢেমন *বি* জারজ। 'জারুয়া ঢেমনে নাহী শুনাঞি পুরাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢেমনা *বিণ* জারজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢেমনিবাজি [স ধমনী+ফা বাজি] *বি* ব্যভিচার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢেম্না [স ধর্মণ] *বি* বিষহীন সাপবিশেষ। 'হেলে ঢোঁড়া ও ঢেম্না এই তিন প্রকার সর্প।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ঢেমু *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'কাহার চরণে ঢেমু তরঙ্গের মল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ঢের [হি] **১** *বিণ* বহু। 'সেয়াগোস ভঁইস গড়া জোরায়র জানোয়ার ঢের।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *ক্রিবিণ* যথেষ্ট; খুব। 'জানিস না কেটা আমি! ঢের ঢের জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *বিণ* তুলনামূলক বেশি। 'আমি ঢের prefer করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ঢের করে *ক্রিবিণ* অধিক পরিমাণে। 'খেতে পারি ঢের করে বস্যা সারাদিন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঢেরা [হি] *বি* 'x' এই চিহ্ন। **ঢেরাসই** *বি* নিরক্ষর ব্যক্তির দেওয়া ঢেরা 'X' এই চিহ্নযুক্ত স্থানে অপরের দ্বারা তার নাম সই। 'শুধু একটা ঢেরাসই করে দেওয়া।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ঢেরা সহী [হি ঢেরা+আ সহীহ] *বি* নিরক্ষর ব্যক্তির 'x' এই চিহ্নযুক্ত স্থানে অপরের দ্বারা তার নাম সই। 'জবনদিগের অমূলজ ভাষা প্রচলিত রাখিয়া কেন ঢেরা সহী দেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ঢেরী [স ডিণ্ডিম] *বি* ঢেঁড়ি। 'হেনই সময়ে বাজিল ঢেরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঢেলা [প্রা ডলো] **১** *বি* ঢিল; শুকনা মাটির দলা। 'আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায় কপালে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* দ্রব্য। 'অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঢেলা-বৃষ্টি [ঢেলা+স বৃষ্টি] *বি* অবিরাম ঢিল ছোড়াছুড়ি। 'ধূলা খেলা ঢেলা-বৃষ্টি মেলিতে না পারে দৃষ্টি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢেলাএ *ক্রি* ঢালে। 'ঢেলাএ ঝড়বরিসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢেলানো *ক্রি* ঢেলা মারা। 'লেলিয়ে দে ঢেলিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'পাথর ঢেলাতে থাক যতক্ষণ না যেনাকার বা জেনাকারিণীর মৃত্যু হয়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ঢেলান *বি* হেলান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢেলে দেওয়া *দ্র* ঢালা

ঢেঙ্কেলে *বি* কাঁপা দেহ। 'বেয়াল্লিশ বছর বয়সেও ঢেঙ্কেলে কী থাকবে আর।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঢোঁক [ধ্বন্যা] *বি* একবারে যে পরিমাণ পান করা যায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢোঁক গিলা *ক্রি* গেলার ভঙ্গি করা। 'রঞ্জু জলের প্রত্যাশায় জলে-ডোবা মানুষের মতো এলোপাথাড়ি ঢোঁক গিলতে লাগলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ঢোঁড়া [স ডুণ্ডুভ] *বিণ* বিষহীন। 'ঢোঁড়া অহি ক্রুদ্ধ হৈলে তেজে কাল সর্প।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঢোঁড়া [স ঢুণ্ঢন] *ক্রি* খোঁজা। 'তাই তারে ঢুঁড়তি ঢুঁড়তি আস্যে পড়িছি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ঢোঁঢ়া [স ডুণ্ডুভ] *বি* খোঁজা। 'হম তহ কে বিষহু আগর ঢোঁঢ়হু কা থিক ভান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঢোক *বি* তরল পদার্থ গেলা। 'ঢোকের পর ঢোকে তার মরা মুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ঢোক গেলা *ক্রি* গেলার ভঙ্গি করে ইতস্তত করা। 'সৈন্যাধ্যক্ষ পুনরায় ঢোক গিলে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঢোকা *ক্রি* প্রবেশ করা। 'ইছামতীর ভিতরে ঢোকা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঢোকানো *ক্রি* ভিতরে নেওয়া। 'বাঙালির ছেলেকে একবার ঘরের মধ্যে ঢোকালে, বের করে দেওয়া দায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঢোড়া [স ডুণ্ডুভ] *বি* ঢোঁড়া; বিষহীন সাপবিশেষ। 'ঢোড়া, গোখুরো, দুধরাজ, পাঙরাজ।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ঢোল [মু] *বি* বাদ্যযন্ত্র। 'নিজজন বচন ঢোল সম ঘোষই নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঢোল পিটানো **১** *ক্রি* ঢোল বাজানো। 'সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *ক্রি* প্রচার করা। 'হালিমের বাড়িঘর ... ঢোল পিটাইয়া ক্রোক করেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ঢোল বাজানো *ক্রি* বলে বেড়ানো। 'আজ্জিন বাজারে জোর ঢোল বাজিয়েছি, আমি খুব ভাল জর্মন জানি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ঢোল সহরৎ [মু ঢোল+আ শুহ্রত] *বি* কোনো কিছু ঢোল বাজিয়ে প্রচার। 'কাল বিকেলে হাটে ঢোল সহরৎ করে দেয়া হয়েছিল।' *শামসুল*, ১৯৬২।

ঢোল হওয়া *ক্রি* ঢোলের মতো ফুলে মোটা হওয়া। 'হাতটি ফুলে ঢোল হইয়া গিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ঢোলক [মু ঢোল>] *বি* ছোটো ঢোল। 'তবলা ঢোলক মন্দিরা লইয়া ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ঢোলকওয়ালা [মু ঢোল>+হি ওয়ালা] *বি* ঢোলবাদক। 'ঢোলকওয়ালা না হয় তুমি ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ঢোল-কলমি *বি* একধরনের কলমি লতা। 'ঢোলকলমির লতা বোধ করি।' *জীবন*, ১৯৩২।

ঢোলকান *বি* হরিণ বিশেষ। 'নীলকণ্ঠ বারস্তান বারসিংহ ঢোলকান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢোলা, ঢোলানো [প্রা ঢোল্ল>] ১ *বিণ* আঁটসাঁট নয় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ঢোলা-হাতা মলমলের কামিজ পরনে।' *নীরেন*, ১৯৬৩। ২ *ক্রি* ঘুমের ঘোরে মাথা দোলানো বা ঝোঁকানো; ঝিমানো। 'যদি সে চোখ ঘুমে ঢোলে।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ৩ *বিণ* ফাঁপা। 'খাঁ-বাড়ির বাঁশ ঢোলা ঢোলা, করছে কড়মড়।' *জসীম*, ১৯২৯।

ঢোলা ঢোলা *বিণ* অতিরিক্ত ফাঁপা। 'খাঁ-বাড়ির বাঁশ ঢোলা ঢোলা, করছে কড়মড়।' *জসীম*, ১৯২৯।

ঢোলানো *ক্রি* নাড়া বা দোলা দেওয়া। 'রাজহস্তী চামর ঢোলাতে ঢোলাতে চলল।' *অবন*, ১৮৯৬।

ঢোলাই *বি* এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন। 'গোপালনগরের বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ঢোলুয়া [মু ঢোল>] *বি* ঢুলি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢোলী [মু ঢোল>] *বি* ঢুলি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢোসা *বিণ* ফাঁপা; অন্তঃসারশূন্য। 'মত্তালোষা দধি চোষা ঢোসা জল যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ঢোসাঢোসা *বিণ* ফাঁপা ও মোটা। 'তার হাত-পা-মুখ পানিতে ঢোসাঢোসা।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ঢোস্কা [স ধ্বংসে>] *বিণ* অকর্মা। 'বুড়ো ঢোস্কা আবার বে করবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঢৌল [মু ঢোল] ১ *বি* তামাশা; কৌতুক। 'হাসি হাসি রঙ্গে রঙ্গে নানা ঢৌল করে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ছল। 'ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি নহি অষ্কটীর জাতি ঢৌল ঢামালি নাহি করি পরের যুবতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢৌলানো *ক্রি* সংগ্রহ করা। 'ঢৌলাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢ্যাংঢেঙে *বিণ* লম্বাটে। 'ঠ্যাং চাই আজ থেকে ঢ্যাংঢেঙে চিম্‌সে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ট্যাঁটা *বিণ* দুষ্ট। 'যেমন পেটুক তেমনি ট্যাঁটা।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ট্যাঁড়শ, ট্যাঁড়স [স ডিণ্ডিশ] *বি* সবজিবিশেষ। 'ট্যাঁড়সগাছের মত।' *জীবন*, ১৯৩২; 'ট্যাঁড়শ চিবেয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ট্যাঁঢরা [ধ্বন্যা] *বি* ঢাকবিশেষ। 'পাঁচশো ট্যাঁঢরা পিটিয়ে কোন বাদশাও ও-রকম হুকুমজারি করতে পারতেন না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ট্যাঁপ *বি* শালুকের ফল। 'রাখিও ট্যাঁপের মোয়া।' *জসীম*, ১৯২৭।

ঢ্যাকা *বি* ধাক্কা; ঠেলা। 'অনায়াসে ঢ্যাকা মেরে জাগায় সত্বর।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ঢ্যাঙা *বিণ* লম্বা। 'হুঁত? হাঁ তা ঠিক গরিলা, লোবমে ঢ্যাঙা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ঢ্যাঙা [স দীর্ঘ>] *বিণ* লম্বা। 'আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকেরা নিন্দে করে বলে 'ঢ্যাঙা।'' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ঢ্যাড়রা [ধ্বন্যা] *বি* ঢাকবিশেষ। 'হুজুকদারেরা আজ কাল "পদ্মলোচনকে পায় কে" বলে ঢ্যাড়্‌রা পিটে দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঢ্যাপ [স পিণ্ড] *বি* শালুক। 'ঢ্যাপের মেওয়ায় চিত্রিত হাঁড়ি আবার ভরিয়া যায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

ঢ্যাপের মেওয়া *বি* শালুকের ফল। 'ঢ্যাপের মেওয়ায় চিত্রিত হাঁড়ি আবার ভরিয়া যায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

ঢ্যাপঢেপে [ধ্বন্যা] *বিণ* স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন। 'তোমার মতন ঢ্যাপঢেপে মানুষের কাছ থেকে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঢ্যাপসা [ধ্বন্যা] *বিণ* ঢ্যাপ ঢ্যাপ শব্দ হয় এমন। 'ভাঙা হারমোনিয়াম আর ঢ্যাপসা তবলার সংগত।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ঢ্যাবঢ্যাব [ধ্বন্যা] *বি* গ্যাস হওয়ার কারণে পেটে টোকা দিলে যে শব্দ হয়। 'পেটে টোকা দিয়ে ঢ্যাবঢ্যাব করছে কিনা পরখ করছেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ঢ্যাব ঢ্যাব চাওয়া *ক্রি* বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থাকা। 'তারাগুলো ঢ্যাব ঢ্যাব চেয়ে রয়েছে মাটির পৃথিবীর দিকে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ঢ্যামনা ১ *বি* গালিবিশেষ; লম্পট। 'শালা ঢ্যামনা, ... যে নিদেন কাল হেঁকেছে।' *হাসান*, ১৯৬৭। ২ *বি* ঢেমনা; সাপবিশেষ। 'প্রথম কলোনি পত্তনের সময় তো প্রচুর কেউটে ঢ্যামনা মারা হয়েছিল।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ঢ্যারা [হি ঢেরা] *বি* 'X' এই চিহ্ন। **ঢ্যারা সই** [হি ঢেরা+আ সহীহ্] *বি* নিরক্ষর ব্যক্তির দেওয়া ঢেরা 'X' এই চিহ্নযুক্ত স্থানে অপরের দ্বারা তার নাম সই। 'ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ঢ্যারা কাটা *ক্রি* ঢেরা চিহ্ন অঙ্কিত করা। 'সায়েব স্বহস্তে আমার নামে ঢ্যারা কেটে দিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ঢ্যালা ফ্যালা *বি* মনসার পার্বণবিশেষ। 'শ্রাবণ মাসে ঢ্যালা ফ্যালা পার্ব্বণ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ণ

ণ[১] *বি* ট-বর্গের শেষ ধ্বনি ও বর্ণ। **ণকার** *বি* 'ণ' বর্ণ। 'অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও ষকার ও ণকার ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ণ[২] [স ন] *ক্রিবিণ* না। 'সোণত রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

ণঅণি [স রজনী] *বি* রজনী। 'জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল ণঅণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

ণইরামণি [স নৈরাত্ম্য] *বি* নৈরাত্ম্য যোগিনী। 'সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

ণউ [স মতু] *ক্রিবিণ* কখনোই না। 'ণউ ঘর জালা ধূম ণ দিশই।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০।

ণকার *দ্র* ণ[১]

ণখলি [স নখরিক] *ক্রি* তাড়ালাম। 'মূল ণখলি বাপ সংঘারা।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

ণচ্ছন্তে [পা ন অচ্ছতি] *ক্রি* না আছে। 'দুধ মাঝেঁ লড় ণচ্ছন্তে দেখই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০।

ণত্ব [স] *বিণ* 'ণ' বিষয়ক। 'লিখিবার শক্তি ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ণত্ব জ্ঞান *বি* কোথায় 'ণ' ব্যবহার করতে হবে সেই জ্ঞান। 'লিখিবার শক্তি ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ণবগুণ [স নবগুণ] *বি* পইতা। 'স্কীটা হই ণবগুণ শাসন পড়া।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০।

ণঠা [স নষ্ট] *বিণ* নষ্ট। 'জহি মণ ইন্দিঅবণ হো ণঠা।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

ণা [স ন] *ক্রিবিণ* না। 'তিঅ ধাএ বিলসই উহ ণা ঠাণা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

ণাণা [স নানা] *বিণ* নানা। 'ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

ণাদ [স নাদ] *বি* ধ্বনি। 'বিদু ণাদ ণ হিঁ এ পইঠা।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

ণাব [স নৌ] *বি* নৌকা। 'বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

ণাবড়ি [স নাবাটিকা] *বি* ছোটো নৌকা। 'কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০।

ণাবী [স নৌ] *বি* নৌকা। 'তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকুমারী।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

ণামা [স নম>] *ক্রি* নামা। 'জলেত ণাম্বিলী লাঙ্গট হঞাঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **ণাম** *ক্রি* নামো। 'কুবুধি তেজিআঁ যবেঁ ণাম এহা জলে।' বড়ু, ১৫০০। **ণামাআঁ** *ক্রি* নামিয়ে। 'পসার ণামাআঁ থোহ ডহরার মাঝে।' বড়ু, ১৪৫০। **ণামএ** *ক্রি* নামে। 'বিবসিনী ণামএ নীরে।' বড়ু, ১৪৫০। **ণামাইতেঁ** *ক্রি* নামাতে। 'পসার ণামাইতেঁ নাএ নাহিঁ ঠায়িথানী।' বড়ু, ১৪৫০। **ণামাএ** *ক্রি* নামায়; ঝুলিয়ে দেয়। 'নেত ধড়ী পিন্ধি আও পাছু ণামাএ।' বড়ু, ১৪৫০। **ণামায়িল** *ক্রি* নামালো। 'কাহ্নাঞিঁ ণামায়িল জলে।' বড়ু, ১৪৫০। **ণামি** *ক্রি* নামি। 'আহ্মে আগেঁ ণামি তবেঁ জলের ভিতর।' বড়ু, ১৪৫০। **ণামিল** *ক্রি* নামলো। 'জলত ণামিল কাহ্নাঞিঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **ণামিলা** *ক্রি* নেমে এলো। 'তরু হৈতেঁ তখনে ণামিলা দামোদর।' বড়ু, ১৪৫০। **ণামিলান্ত** *ক্রি* নামলো। 'সখিসব মেলিআঁ ণামিলান্ত জলে।' বড়ু, ১৫০০।

ণাল [স নল] *বিণ* নলাকার। 'নেত্র উতপল তোর নাসা ণাল দণ্ড।' বড়ু, ১৪৫০।

ণাল দণ্ড [স নলদণ্ড] *বি* নলাকার দণ্ড। 'নেত্র উতপল তোর নাসা ণাল দণ্ড।' বড়ু, ১৫০০।

ণালিক [স নল>] *বিণ* নলাকার। 'নাসিকা ণালিক যন্ত্র সমানে।' বড়ু, ১৪৫০।

ণাহি [স নঞ্>] *ক্রি* নেই। 'ডোংবিত আগলি ণাহি ছিণালী।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

ণিঅ [স নিজ] *সর্ব* নিজ। 'ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

ণিঅড়ী [স নিকট] *ক্রিবিণ* নিকটে। 'হেরি সে কাহ্নি ণিঅড়ী জিনউর বট্টই।' *চর্যা* ৭, ১২০০।

ণিংদ [স নিদ্রা] *বি* নিদ্রা। 'ণিংদ বিহুনেঁ সুইণা জইসো।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

ণিচ্চল [স নিশ্চল] *বিণ* নিশ্চল। 'সদ্গুরু বোহে করিহ সো ণিচ্চল।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

ণিবাণা [স নির্বাণ] *বি* নির্বাণ। 'গঅণ টাকলি লাগি রে চিত্তা পইঠ ণিবাণা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

ণিরন্তর [স নিরন্তর] *ক্রিবিণ* অবিরত। 'ণিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

ণিরবর [স নিরবয়ব] *বিণ* অবয়বহীন। 'আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

ণিরেবণ [স নিরেঞ্জন] *বিণ* নিশ্চল। 'হের সে শবরো ণিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

ণীসারা [স নিঃসার>] *ক্রি* নিঃসরণ করা। **ণীসারে** *ক্রি* নিঃসরণ করে। 'ঘরত বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞিঁ কোণ দিগেঁ সার ণীসারে।' বড়ু, ১৫০০।

ত

ত[1] [স তাবৎ] **১** *অব্য* তো। 'তোহ্মাক না পাইল মোঞঁ ত বড় আভাগী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তথাই ত শ্রীহরি গলা চাপি ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *সর্ব* তা। 'জানেন বিলম্বে হইবে ত বহুতর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ত[2] [স ত্বম্] *সর্ব* তুমি। 'সব সুবিধান দান সেহ ত আহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

-ত ১ *সপ্তমী বিভক্তি*; -তে। 'সান্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০; 'মনেত গুণেত বড়ায়ি আধিক তরাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *তৃতীয়া বিভক্তি*। 'মিনতী করিআঁ হাথেত ধরিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ষষ্ঠী বিভক্তি*। 'তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তআককুল [আ তাওয়াক্কুল] *বি* আল্লাহর উপর আস্থা। 'কজ্জাত হইব রাজী করি তআককুল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তই [স ত্বয়া] *সর্ব* তুই। 'থাকিব তই ঘুণ্ড কইসেঁ।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

তইঅও [স তথাপি] *অব্য* তবু। 'তইঅও কাম হৃদয় অনুপাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তইয়ার [আ তইয়ার] **১** *বিণ* প্রস্তুত। 'কাগজ হরেক মাষের ত্রিষা তইয়ার করিয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বিণ* কাজের যোগ্য। 'সাক্ষীদিগকে যেন পাখী পড়াইয়া তইয়ার করেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তইরি [আ তইয়ার] *বিণ* তৈরি। 'তইরি কাদা পেলে নিষ্কর্মা ছেলেমাত্রই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে।' *হুতোম*, ১৮৬২।

তইলা [স *ত্রিতলক] *বিণ* তৃতীয়। 'গঅণত গঅণত তইলা বাড়হী হেঞ্চে কুরাড়ী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

তইসন [স *ততিসম] *বিণ* তেমন। 'জইসনে অছিলেস তইসনে অছ।' *চর্যা ৩৭*, ১২০০।

তইসা, তইসো [স তাদৃশ] *বিণ* তাদৃশ। 'অন্তরালে মোহ তইসা।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০; 'জইসো জাম মরণ বি তইসো।' *চর্যা ২২*, ১২০০।

তউ [স তদ্] *অব্য* তবু। 'তউ ষে হেরুঅ ণ পাবিঅই।' *চর্যা ২৬*, ১২০০।

তউরাত [আ তাওরাত] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী অন্যতম প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ। 'তউরাত ইঞ্জিল এক না রাখিব।' *সুলতান*, ১৭০০।

তওবা [আ তওবাহ্] **১** *বি* অনুশোচনা। 'তওবা করিলে শীঘ্র পাইব মুকতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* পুনরায় পাপ কাজ না করার জন্য সংকল্প। 'জ্ঞান হওয়া মাত্র নয়ীমা তওবা করিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

তওবা তওবা [আ তওবাহ্>] *বি* অনুশোচনা প্রকাশক শব্দ। 'তওবা! তওবা! আমি কেন তাহার প্রাণ লইতে চাই!' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

তঁই [স তেন] **১** *ক্রিবিণ* তোর দ্বারা। 'তঁই লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ।' *চর্যা ১৮*, ১২০০। **২** *অব্য* তাই। 'তঁই অরথিত উপচিত ভেলি সে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তঁহি, তহিঁ [পা তং] **১** *ক্রিবিণ* সেখানে। 'তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।' *চর্যা ১০*, ১২০০। **২** *অব্য* তাতে। 'অলকহি তীতল তঁহি অতি সোভা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তক [হি] *ক্রিবিণ* পর্যন্ত। 'বিবাহ এ বৎসর মাঘ মাস তক দিব।' *ওর্সা*, ১৭৮২; 'ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা থেকে রাস্তা গেল মুনশিজীর বাড়ি তক।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

তকখুন [স তৎক্ষণ] *ক্রিবিণ* তখন। 'তকখুনি বে যেতেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

তকছির, তকসির [আ তাকসীর] **১** *বি* ত্রুটি। 'এয়ছা কাম কৈল কেন বেগর তকছির।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* অপরাধ। 'আদালতে তকসির সাবুদ হইলে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

তক তক [ধ্বন্য] **১** *বিণ* স্বচ্ছ। 'করিতেছে তক তক কাচের মতন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **২** *বি* পরিচ্ছন্নতার ভাব। 'সিঁড়িগুলি পরিষ্কার তক তক করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তকতকে *বিণ* পরিচ্ছন্ন। 'সোনার জলে বাঁধানো একখানি তকতকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরোতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তকদির, তকদীর [আ] *বি* ভাগ্য; অদৃষ্ট। 'সে কি তকদিরের সহিত লড়াই করা?' *প্রচারক*, ১৯০৩; 'তকদীরে ভাই কী শাস্তি আছে লিখা।' *নজরুল*, ১৯৪১। *দ্র* **তগদির**

তকবির, তকবীর [আ তাকবীর] *বি* ইসলামমতে আল্লাহু আকবর ধ্বনি। 'পুরুষ তকবীর কহে অতি শব্দ করি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'ঈদজ্জোহার তকবির শোন ঈদগাহে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

তকম *বি* বোতাম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তকমা [তু তমগা] *বি* পরিচয়-জ্ঞাপক পদক। 'রুপোর ডাণ্ডিতে রেসমের নিসেন ধরা তকমা পরা মুটে ও ক্ষুদে ছোঁড়ারা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তকমা-আঁকা [তু তমগা+আঁকা] *বিণ* পদক-লাগানো; ফলক-লাগানো। 'তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তকমাওয়ালা [তু তমগা+হি ওয়ালা] *বিণ* পদকধারী। 'তার পেচোনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরোয়ান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তকমা-চাপরাস [তু তমগা+ফা চপরাস] *বি* উপাধি-পদবি। 'তাহাদের ভোগ-বিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তকমা-চাপরাসের দ্বারা ঢাকা পড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তকমা-পরা [তু তমগা>+পরা] *বিণ* পোশাকে পরিচয়খচিত। 'তকমা পরা মুটে ও ক্ষুদে ছোঁড়ারা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তকমাহীন [তু তমগা+স হীন] *বিণ* খেতাবহীন। 'ইঁহারা ভারতশাসনের তকমাহীন সচিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তকর [ব্র] *সর্ব* তার। 'কি কহব সজনী তকর কহিনী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তকরার [আ তাকরার] **১** *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* বাদানুবাদ। 'মাঝিরা তকরার করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তকরারী [আ তাকরার>] *বিণ* তর্কবাজ। 'শ্যাম ছিলেন বেশি তকরারী।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

তকরির [আ তাকরার] *বি* বিবৃতি; বিতর্ক। *ওর্সা*, ১৭৮২।

তকলিফ, তকলীফ [আ তাকলীফ] *বি* দুর্ভোগ। 'হাজার তকলিফ যদি হয় মেরা পরে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'যে মুসাফিরীতে (ভ্রমণে) তকলীফ হয় আল্লাতাল্লা সেইটের কথাই বলেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

তকসিম, তকসীম [আ তাওসিম] *বি* ভাগ। 'রাজার কওদ করা বাবদ তকসিম হইয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'তকসীমের পর ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তানের রাষ্ট্র-ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তকসির *দ্র* **তকছির**

তকিত *বি* বন্দোবস্ত। 'জমি তকিত দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

তকোমা [তু তমগা] *বি* সম্মানসূচক ধাতব ফলক। 'তাদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

তক্কাতক্কি [স তর্ক>] *বি* তর্ক-বিতর্ক। 'কবিতা গল্প নিয়ে খুব লেখালেখি করতেন, তক্কাতক্কি হত।' *অবন*, ১৯৪১।

তক্ত[1] [ফা তখ্‌ত] *বি* সিংহাসন। 'তক্ত রব্বুল-আলমীন মক্কার গঠনা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তক্তনামা [ফা তখ্‌ত-নামাহ্‌] *বি* বিয়ের শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মানুষ বহন করে এমন এক ধরনের যান। 'বরকে তক্তনামার উপর উঠাইয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তক্তপোশ, তক্তপোষ, তক্তপোস [ফা তখ্‌তহ্‌পুশ] *বি* কাঠের চৌকি। 'তক্তপোস।' *ওসাঁ*, ১৭৮২: 'জন-দশেকে জটলা করি তক্তপোশে ব'সে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* কাঠের তৈরি খাট। 'দিদি তক্তপোষের উপর ঘুমাইয়া পড়িতেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৬।

তক্ত[2] [আ ওয়াক্‌ত] *বি* ওক্ত; সময়। 'নমাজ করয়ে পাঁচতক্ত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তক্তা [ফা তখ্‌ত] ১ *বি* কাঠের ফলক। 'এক খান তক্তা ধরিয়া সওদাগর কীনারায় উঠিল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* কাগজের তা। 'বুধবারে যে এক তক্তা কাগজ প্রকাশ হইত তাহা রহিত হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বি* কাঠের তৈরি পাটাতন। 'বোটের তক্তার উপর পা রাখলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তক্তাপোষ [ফা তখ্‌তহ্‌পুশ] *বি* চৌকি। 'একখানি ভাঙ্গা তক্তাপোষ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

তক্তারামা [ফা তখ্‌ত+ফা নামাহ্‌] *বি* কাঠের চৌকি। 'যাহারা বিবাহাদিসময়ে রাস্তায় সর্ব্বাগ্রে তক্তারামায় আরোহণ করিয়া নৃত্য করে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তক্তি [ফা তখ্‌ত>] ১ *বি* ছোটো তক্তা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* চারকোণবিশিষ্ট তক্তার আকারে প্রস্তুত মিষ্টান্ন। 'মিশ্রিসাঁচ চিনির ফেনি ক্ষীর তক্তি সরে চিনির ফেনা এলাচদানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* গলায় পরার অলঙ্কারবিশেষ। 'সোনার তক্তি ঝুলছে গলায়।' *বিমল*, ১৯৫৩।

তক্তিমালা [ফা তখ্‌ত>+স মালা] *বি* কাঠের মালা। 'তক্তিমালা হড়মবিবির গলাতে সাতপুরু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তক্মা [তু তমগা] *বি* পদক; চাপরাশ। 'মাথার তক্মা কেহ ঘষে দুই পায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তক্র [স] *বি* ঘোল। 'কিম্বা মিষ্ট তক্র তাহে পাই স্বর্গ।' *কেতকা*, ১৬৫০।

তক্রসেচন [স] *বি* ঘোল ঢালন। 'জয়শ্রীর মস্তকমুণ্ডন ও তাহাতে তক্রসেচন ... করাইয়া, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

তক্ষক [স] ১ *বি* বিষধর সাপবিশেষ। 'বাসুকী তক্ষক শিখে শেষ অহিপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গিরগিটি। 'তক্ষকটা তখুনি ডেকে ওঠে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

তক্ষন [স তৎক্ষণ] *ক্রিবিণ* তখন। 'চারি বানে চারি অশ্ব মারিল তক্ষন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

তক্ষনকার [স তৎক্ষণকার] *বিণ* তখনকার। 'সকলেই তখনকার লেখেন, তক্ষনকার বা তৎক্ষণাকার লিখিতে কাহাকেও দেখি না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তক্ষুনি [স তৎক্ষণ] *ক্রিবিণ* তখনই। 'ঘটনের কথা মনে পড়তেই তার পূর্বপুরুষ ভ্যাড়ার কথাটা মসে পড়ে গেল তক্ষুনি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

তক্ষশীলা [স] *বি* পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি প্রাচীন নগর। 'কাশী কোশল তক্ষশীলা।' *জীবন*, ১৯২৭।

তখণ [স তৎক্ষণ] *ক্রিবিণ* তখন। 'তখণ সন্ধার মণে বেধিল মদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তখত [ফা তখ্‌ত] *বি* সিংহাসন। 'রাছুলের হুকুম আছে তখতে দেহ বার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তখতে বা-আরাম [ফা] *বি* রাজ-সিংহাসন। 'আরবের তখতে বা-আরাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তখতা [ফা তখ্‌ত্‌>] *বি* সিংহাসন; পুরু নয় এমন কাঠের ফালি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তখতী [ফা তখ্‌ত্‌>] *বি* লেখার জন্য ব্যবহৃত শ্লেট। 'হাতে তখতী এবং হাতে খড়ি, বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান ... ইত্যাদির মধ্যে যে তফাৎ আছে।' *উমর*, ১৯৬৭।

তগদির [আ তকদির] *বি* ভাগ্য। 'তগদির কখনও রদ হবার নয়।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

তখন [স তৎক্ষণ] *ক্রিবিণ* সে সময়ে। 'তখন ঘুচাইল কাঢ়ী হৃদয়ের হার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তখনকার *বিণ* সেই সময়ের। 'সকলেই তখনকার লেখেন, তক্ষনকার বা তৎক্ষণাকার লিখিতে কাহাকেও দেখি না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তখন তখন *ক্রিবিণ* সে সময়ে। 'কর্তা থাকতে তখন তখন পূজা-আচ্চায় সব সময়ই তিনি আসতেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

তখনি *ক্রিবিণ* তখনই। 'তখনি তাহাকে সির্কা ২০০ সও টাকা এনাম দিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

তখনে *ক্রিবিণ* সে সময়ে। 'তখনে হৃদয়ে মোর বেধিল মদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তখনুক [স তৎক্ষণ] *ক্রিবিণ* তখন। 'তখনুক লঘু গুরু কিছু নহি গুনলে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তখলিফ [আ তাকলীফ] *বি* কষ্ট। 'রাস্তায় কোন প্রকার তখলিফ হয়নি ত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। *দ্র* **তকলিফ**

তখল্লুস [আ] *বি* উপনাম। 'হাফিজ তাঁহার তখল্লুস।' *নজরুল*, ১৯৩২।

তখ্‌ৎ [ফা তখ্‌ত] *বি* সিংহাসন। **তখ্‌ত তাউস** [ফা তখ্‌ত+আ তাউস] *বি* ময়ূর সিংহাসন। 'কোথায় তখ্‌ত তাউস/ কোথায় বাদশাহী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

তখ্‌তনশীন [ফা তখ্‌ত-নশীন] *বিণ* সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। 'দিল্লীর তখ্‌তনশীন সরকার-ই-আলা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তগদির [আ তাকদীর] *বি* ভাগ্য। 'তগদির চাচি, তগদির।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

তগমাওয়ালা [তু তমগা+হি ওয়ালা] *বিণ* উর্দি পরিহিত। 'অনেক তগমাওয়ালা হরকরা থানায় পাঠাইয়া কুটনীর উদ্ধার করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

তগর [প্রা] *বি* টগর ফুল। 'তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু।' *মৃত্যুঞ্জয়*,

১৮১২।

তগির [আ তাগঈর] **১** *বিণ* বরখাস্ত। 'তাহাদিগের কাজ হইতে তগির করিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বিণ* ক্ষমতাচ্যুত। 'এ নবাবকে তগির করিয়া অন্য এক নবাব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নাই।' *রাজীব*, ১৮০৫।

তগাল্লি [আ তাখল্লুস] *বি* মিথ্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তগাল্লিদ করা *ক্রি* মিথ্যা বলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তঙ্কা [ফা তনখাহ্; স টঙ্ক] *বি* টাকা। 'এক তঙ্কা এক জোড় বস্ত্র সে তোমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তচনচ, তছনছ [আ তহস্-নহস্] *বিণ* বিপর্যস্ত। 'আমাদিগের গ্রামটা সেইরূপ তচনচ হবে নাকি?' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'সব ওলট-পালট, তছনছ।' *অবন*, ১৯২৫।

তচ্চতুর্দিকস্থ [স] *বিণ* তার চারপাশে অবস্থিত। 'তচ্চতুর্দিকস্থ গ্রামের পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

তচ্চেষ্টক [স] *বিণ* তার উদ্যোক্তা। 'সতীরীতি-বারণের প্রথম চেষ্টক অথবা প্রথম তচ্চেষ্টক ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

তচ্চেষ্টা [স] *বি* তার জন্য চেষ্টা। 'কর্ম্ম খালি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে যদিস্যাৎ তৎসময়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

তছদিয়া [আ তসদিয়া] *বি* অসুবিধা; কষ্ট; ক্লেশ। 'তাহারদিগের অনেক তছদিয়া হয় ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

তছনছ *দ্র* **তচনচ**

তছবী [আ তাসবিহ্] *বি* মুসলমানি জপমালা। 'উপাসনার পথ কি ... শুধু তছবী টেনে?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তছরুপ, তছরূপ [আ তসরুফ] **১** *বি* ক্ষতি। 'ফসলে তছরুপ হবে মধু।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* আত্মসাৎ। 'তহবিল হইতে টাকা দিয়া তছরুপ করিয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'অর্থ তছরুফের আরও কত কাহিনী জনসাধারণের চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

তছরুপাৎ [আ তসরুফ] *বি* ক্ষতি। 'জিনিসপত্র অকারণে নষ্ট বা তছরুপাৎ কোনো প্রকারে হইত না।' *প্যারী*, ১৮৬০।

তছু [স তস্য] **১** *সর্ব* তার। 'মোর সে কালিয়া তনু তছু গোরা অঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *সর্ব* তোমার। 'তছু মুখ নিরখি তরখি জীউ যায়ত কতহিঁ করব সমাধান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তচ্ছ্রবণ [স] *বি* তা শ্রবণ। 'তচ্ছ্রবণমাত্রেই বৃক্ষান্তরাল হইতে একজন পাদুকাশূন্য যোদ্ধা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

তচ্ছ্রেণীস্থ [স] *বিণ* সেই শ্রেণীর। 'তাহাই যে নাটক বা তচ্ছ্রেণীস্থ, এমত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তজদি [আ তাসদীক] *বি* সাক্ষ্য। 'নতুবা মুদা থাকিলে সদর চুক্তির লেখা পড়াতে বহুত তজদি জানিবা।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'তা এর জন্যি আপনি এত তজদি নেলেন কেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তজবিজ, তজবীজ [আ তাজবীজ] **১** *বি* বিচার। 'আদালত সাহেব লোক তজবিজ করিবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *বি* পরীক্ষা। 'তুমি এ কথা সেখানে তজবিজ না করায়া পাঠাইছ।' *বোগল*, ১৭৭০। **৩** *বি* বিচার-বিবেচনা। 'তজবিজ করিয়া তাকিদ খবর লিখীবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **৪** *বি* তদন্ত। 'মৃত শরীর তজবীজে সেই প্রকার প্রমাণ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৫** *বি* খোঁজখবর। 'ছেলেটি ... অনেক শাস্ত্র জানিতেছে পরে লেখার তজবীজ করিলাম অতি কদক্ষর লেখে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

তজ্জ [স] *বি* তদ্ভব; তা [সংস্কৃত] থেকে জাত যা। 'ভাষাশব্দ ত্রিবিধ – তজ্জ, তৎসম, দেশ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

তজ্জনক [স] *বি* তার বাবা। 'তৎকালে স্ত্রী বা তজ্জনক জননীর নিকটে ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

তজ্জন্য [স] *ক্রিবিণ* সে কারণে। 'কেবল আধুলি সিকিমাত্র আছে তজ্জন্য খুদরা দেনাপাওনা বিষয়ে যে ক্লেশ ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

তজ্জল [স] *বি* সেই জল। 'বর্ষাকালে তজ্জল নির্গত হইয়া দেশ বিদেশ যাইতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

তজ্জাত [স] *বিণ* তা থেকে উৎপন্ন। 'ঈশ্বরে অচল ভক্তি এবং তজ্জাত ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তজ্জাতি [স] *বি* সেই জাতি। 'ইঙ্গরেজের খাদ্য খাইলে তৎক্ষণাৎ তজ্জাতি প্রাপ্ত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

তজ্জাতীয় [স] *বিণ* সেই জাতীয়। 'তখন তজ্জাতীয় অনেক বাক্য চলিত।' *ভবানী*, ১৮২৩।

তঞে [ব্র] *সর্ব* তুমি। 'সে অতি নাগর তঞে সব সার।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

তঞ্চ [স তঞ্চক>] *বি* প্রবঞ্চনা; প্রতারণা। 'তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তঞ্চক [স] *বি* প্রতারণা। 'ঔষধি দিবেক তঞ্চক করিবেক না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

তঞ্চকতা [স] *বি* প্রবঞ্চনা। 'পূর্ব্বকার বিচারকেরা এই তঞ্চকতা ভাল রূপে জ্ঞাত ছিলেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

তঞ্চট [স তঞ্চক>] *বি* গোলমাল। 'এ সব তঞ্চট ঝক্কি-ঝঞ্ঝট ছোড় দে।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

তট [স] **১** *ক্রিবিণ* সন্নিকট। 'কটি তটে পিত ধড়ি কানাঞি বান্ধিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* জলাশয়ের তীর। 'আরোপী হেমঘটে ভ্রমরা নদ তটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* উপকূল। 'তাহারা এক উপদ্বীপের তটে উপনীত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তটগঠনশীল [স] *বিণ* তীর গড়ে তোলে এমন। 'নানাভিমুখ সচল তটগঠনশীল সজীব স্রোত বাহিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তটগ্রাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* কূল গ্রাস করে এমন। 'সোমেশ্বরের আমলে পরিখা হইল তটগ্রাসিনী তটিনী।' *তারা*, ১৯৪০।

তটচিত্র [স] *বি* উপকূলের দৃশ্যাবলি। 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্বতবেষ্টিত তটচিত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তটতরু [স] *বি* প্রান্তবর্তী তরু। 'খসিয়া পড়িলি কোন নন্দনের তটতরু হতে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তটদেশ [স] *বি* তীর-সংলগ্ন স্থান। 'ইছামতী, ... শস্যে পূর্ণ হোক ক্ষেত্র তব তটদেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

তটপ্রান্ত [স] *বি* তীরের শেষসীমা। 'কে জেনেছে জীবনের সুখ? মরণের তটপ্রান্তে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

তটপ্লাবী [স] *বিণ* তীরকে প্লাবিত করে এমন। 'তটপ্লাবী কোলাহলে ওপারের আনে আহ্বান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তটবর্তী, তটবর্ত্তী [স] *বিণ* তীরের কাছাকাছি। '... রাজকুমার দ্রুতভাবে তাহার তটবর্ত্তী হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

তটবালুকা [স] *বি* বালুকাময় তীর। 'শুয়ে আছে সঙ্গীহীন প্রাণ জীবনের তটবালুকায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তটভূমি [স] *বি* উপকূলভাগ। 'তটভূমি টেনে চলে তব আশা-তরিকার গুণ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

তটরেখা [স] *বি* কূলের চিহ্ন। 'চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তটসীমা [স] *বি* তীরভূমি। 'সামনে সমুদ্রের অর্ধচন্দ্রাকার তটসীমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তটস্থ [স] ১ *বিণ* ভীত। 'পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত ... ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* বিচলিত। 'এই সকল নবরঙ্গ ভাব দেখিয়া আমি অমনি তটস্থ হইয়া থাকি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

তটস্থমতে [স] *ক্রিবিণ* ব্যস্তভাবে। 'যদিও তটস্থমতে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করহ।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

তটস্থা [স] *বিণ* তটস্থ হয়ে আছে এমন। 'অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তটহীন [স] *বিণ* অকূল। 'তটহীন সমুদ্রের বুকে বয়ে নিয়ে যাবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

তটান্ত [স] *বি* তটপ্রান্ত। 'সম্মুখে পড়িয়া থাক তটান্তশয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তটান্তিক [স] *বিণ* তটসংলগ্ন। 'জাহাজের তটান্তিক ভাগের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

তটিনি, তটিনী [স তটিনী] *বি* নদী। 'লোচন নীর তটিনি নিরমানে। করএ কমলমুখি তথিহি সনানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'যে কল্পতরু নন্দনকাননে, মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে প্রভাময়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তড় [স তট] ১ *বি* স্থল। 'তড় পথে এবেঁ লোক মথুরাক জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* কূল। 'ভেলায় চাপিয়া সাধু পাইল গিয়া তড়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

তড়ক [স তৃর>] *ক্রি* লাফিয়ে ওঠা। 'দুমদুমী কর্ণাল শব্দে পর্বত তড়কে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তড়কা[1] [স তৃর>] *ক্রি* লাফ দেওয়া; উছলানো। 'সেই নদী বিষম তড়কায়।' *লালন*, ১৮৯০।

তড়কা[2] [স তৃর>] *বি* ধনুষ্টংকার রোগ। 'বাধক, তড়কা, অজীর্ণ, আমাশা থেকে শুরু করে ... যাবতীয় বর্ধীয় রোগবিশারদ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

তড়পানো [হি তড়পনা] ১ *ক্রি* ছটফট করা। 'দুর্বল এ পিদধড়ে কেন তড়পানো আর।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *ক্রি* অস্থির হওয়া। 'আমার জান যে আজ কীরকম তড়পে তড়পে উঠছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

তড়বড় [প্রা দড়বড়] *বি* তাড়াহুড়ো ভাব। 'বাঞ্ছারামবাবু তড়বড় করিয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তড়বড়ি *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'রণ ছাড়ি সিংহ পালায় তড়বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তড়বড়িয়ে *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'নাড়ামুড়া গাছের মতো সোজা গতিতে তড়বড়িয়ে বাড়ে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

তড়া [স ত্বরা] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'এহা জাণী তড়াত উঠিআঁ নেহ বাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তড়াত্তর [স ত্বরা>] *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'ঘোড়ার মতো তড়াত্তর ডিঙিয়ে যাচ্ছিলুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

তড়াক[1] [স তৃরা>] *বি* লাফের বেগসূচক ভাব। 'বাবু মজলিস থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বারেণ্ডায় গিয়ে ... চেঁচিয়ে উঠলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তড়াক[2] [স] *বি* দিঘি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তড়াগ [স তড়াক] *বি* জলাশয়। 'ধরণী খণ্ড খণ্ড তড়াগীর জল বিনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তড়াগাদি [স তড়াক-আদি] *বি* দিঘি, গভীর জলাশয় প্রভৃতি। 'নদ-নদী তড়াগাদি, জল যথা রয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

তড়িঘড়ি [স ত্বরা>] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। 'গোলি সেটা তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেললে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

তড়িৎ [স] ১ *বি* বিদ্যুৎ। 'শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* হলুদাভ। 'পীত তড়িৎ বর্ণে হেম-মুকুলিকা কর্ণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* বিদ্যুতের ঝিলিক। 'দশন মুকুতা হাস্য উজ্জ্বল তড়িৎ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বিণ* বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো আকস্মিক। 'অখণ্ড নির্বাণ-ভরা রমণীর তড়িৎ চুম্বন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

তড়িৎ-অসি [স তড়িৎ-অসি] *বি* তড়িতের তরবারি। 'ঘুরাও তড়িৎ-অসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

তড়িৎকণা [স] *বি* বিদ্যুতের কণা। 'তড়িৎকণাগুলি নিজেদের আয়তনের অনুপাতে পরস্পরের থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

তড়িৎ-কুমারী [স] *বি* বিজলি। 'বাজে আনন্দ-মৃদঙ্গ গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

তড়িৎগতি [স] *বি* বিদ্যুৎ-গতি। 'এ তড়িৎগতি পুরুষেরে দিল দুর্দাম তাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

তড়িৎচকিত [স] *বিণ* বিদ্যুচ্চমকের মতো চঞ্চল। 'তড়িৎ-চকিত অতি, ঘোর মেঘরব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তড়িৎ-চকিত-নয়না [স] *বিণ স্ত্রী* বিদ্যুতের মতো চঞ্চল ও চমকিত নয়ন বিশিষ্ট। 'জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

তড়িত্তরল [স তড়িৎ-তরল] *বিণ* তড়িতের মতো তরল। 'তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তড়িৎতাড়িত [স] *বিণ* বিদ্যুৎপূর্ণ। 'উন্মাদিনী বৈশাখীর প্রলয়দ, নবঘনশ্যাম, তড়িৎতাড়িত মেঘে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

তড়িৎপ্রদীপ *বি* বিদ্যুতের আলো। 'তড়িৎপ্রদীপ জ্বালাইয়া আস।' *নজরুল*, ১৯৩০।

তড়িৎপ্রবাহ [স] *বি* বিদ্যুৎপ্রবাহ। 'তড়িৎপ্রবাহের আকস্মিক গতিপরিবর্তনাদি হইতেই ইহার আবির্ভাব সংঘটিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তড়িৎপ্রভা [স] *বি* বিদ্যুতের ঝলকানি। 'এক তড়িৎপ্রভা কাদম্বিনী ভেদ ... করিয়া ... উপত্যকা দেখাইয়া দিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

তড়িৎবধূ [স] *বি* বিজলিরূপ বউ। 'ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

তড়িৎবৎ [স] *বিণ* বিদ্যুতের মতো। 'আঁখি তোমার তড়িৎবৎ ঘনঘুমের মোহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

তড়িৎ-বহ্নি [স] *বি* বিদ্যুতের শিখা। 'নট-মল্লার দীপক-রাগে জ্বলুক তড়িৎ-বহ্নি আগে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

তড়িৎমাপকসূচী [স] *বি* বিদ্যুৎ মাপার যন্ত্র; গ্যালভানোমিটার।

'তড়িৎমাপকসূচীর বিচলন দ্বারা এই সাড়ের পরিমাণ ধরা পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

তড়িৎ-রেখা [স] *বি* বিদ্যুতের উজ্জ্বলতা। 'তড়িৎ-রেখা ঝলক মেরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

তড়িৎলতা [স তড়িল্লতা] *বি* বিদ্যুৎ-লতা। 'মেঘমালা সঙ্গ তড়িৎলতা জনু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

তড়িৎশিখা [স] *বি* বিদ্যুতের আলোক রেখা। 'তড়িৎশিখা ক্ষণিক দীপ্তআলোকে/ হানতেছিল চমক তোমার চোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

তড়িৎস্পৃষ্ট [স] *বিণ* বিদ্যুতাহিত। 'তড়িৎস্পৃষ্টের মত সোজা খাড়াইয়া উঠিলাম।' *শরৎ*, ১৯১৭।

তড়িৎস্ফূর্তি [স তড়িৎস্ফূর্তি] *বি* বিদ্যুচ্চমক। 'মহান ললাটে তার অযুত তড়িৎস্ফূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

তড়িৎহাসি [স] *বি* তড়িৎরূপ হাসি। 'তীব্র তড়িৎহাসি হেসে বজ্রভেরীর স্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

তড়িদুৎপাদক [স] *বিণ* বিদ্যুৎ উৎপন্নকারী। 'এই তড়িদুৎপাদক যন্ত্র ইংরেজী ভাষায় ইলেক্ট্রিক ব্যাটারি নামে খ্যাত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তড়িদ্ঘাত [স তড়িৎ-ঘাত] *বি* বজ্রাঘাত। 'মনের মধ্যে হানল চমক তড়িদ্ঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তড়িদ্দ্যুতি [স] *বি* বিদ্যুৎ ঝলকানি। 'পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বকপাঁতি/ নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তড়িদ্বল [স তড়িৎ-বল] *বি* বিদ্যুৎ-শক্তি। 'তড়িদ্বলে চতুর্দ্দিকের আকাশে তরঙ্গ ধাবিত হইবে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

তড়িল্লতা [স তড়িৎ-লতা] *বি* বিদ্যুৎ রূপ লতা। 'তড়িল্লতা তিমিরে তপন আছে ঘেরা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তড়িত- [স তড়িৎ] সমাসবদ্ধ শব্দে 'তড়িৎ' শব্দের রূপান্তর।

তড়িতানন্দ [স তড়িৎ-আনন্দ] *বি* যা সেবনে দ্রুত আনন্দ পাওয়া যায়; গাঁজা। 'একমাত্র তড়িতানন্দ সেবন করে মানুষ তার আনন্দ রক্ষা করতে পারলেও।' *প্রমথ*, ১৯২০।

তড়িতালোক [স তড়িৎ-আলোক] *বি* বিদ্যুতের আলো। 'বিজুরির তড়িতালোকে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

তড়িতালোকিত [স তড়িৎ-আলোকিত] *বিণ* বিদ্যুতের আলোতে আলোকিত। 'উত্তাপ ও তড়িতালোকিত বাষ্প-রাশির ঈষদোজ্জ্বল ভাতি।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

তণ্ডী [স তণ্ড>] *বি* বিতর্ক। 'তণ্ডী করিলেঁ না পাইবেঁ বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তণ্ডুল [স] *বি* চাল। 'তণ্ডুল কনা দিয়া জ্বাল সে পেলিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

তণ্ডুলনিষ্পাদক [স] *বিণ* ধান থেকে চাল তৈরি করে এমন। 'তণ্ডুলনিষ্পাদক একপ্রকার যন্ত্র।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

তৎ [স] *বিণ* সেই। 'প্রথম বয়সে নারী না কর তৎকাল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তৎকথা [স] *বি* তার কথা। 'তৎকথা।' *কেরি*, ১৮০২।

তৎকর্তৃক [স] *ক্রিবিণ* তার মাধ্যমে; তাকে দিয়ে। 'তৎকর্তৃক ভ্রমরের বিনাশ নেহাত অস্বাভাবিক।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

তৎকর্ম, তৎকর্ম্ম [স] *বি* সেই কাজ। 'অবকাশক্রমে ঐ দুই দিন অবশ্যই এই চিকিৎসালয়ে গিয়া তৎকর্ম্ম শিক্ষা করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

তৎকর্মাব্যক্তি, তৎকর্ম্মাব্যক্তি [স] *বি* যে ব্যক্তি তা করেছে। *ফরস্টার*, ১৮০১।

তৎকর্মোপযুক্ত, তৎকর্ম্মোপযুক্ত [স] *বিণ* সে কাজের যোগ্য। 'ঐ সাহেব বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ম্মোপযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

তৎকার্য, তৎকার্য্য [স] *বি* সে কাজ। 'পুস্তকালয় স্থাপন ও তৎকার্য্য নির্ব্বাহবিষয়ক ধারা।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

তৎকার্যেসিদ্ধার্থে, তৎকার্য্যসিদ্ধার্থে [স] *ক্রিবিণ* সে উদ্দেশ্য সাধনে। 'তৎকার্যসিদ্ধার্থে ... স্বাক্ষর করিয়া দেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

তৎকাল [স] ১ *বি* সে সময়। 'তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'প্রথম বয়সে নারী না কর তৎকাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* ত্বরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তৎকাল করা *ক্রি* শীঘ্র করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তৎকালবর্তী, তৎকালবর্ত্তী *বিণ* সেই সময়ের। 'তৎকালবর্ত্তী ধর্ম্মের সহিত তৎকালীন বিদ্যার বিরোধ জন্মিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তৎকালাবধি [স] *ক্রিবিণ* তখন থেকে। 'তৎকালাবধি এই আবুল মালের ভাষিত গ্রন্থ কলিলহ্‌দমনঃ নামে খ্যাত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তৎকালোচিত [স] *বিণ* সেই সময়ের উপযুক্ত। 'তৎকালোচিত সঙ্গীত সকল গীত হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

তৎকালিন [স তৎকালীন] *ক্রিবিণ* সে সময়ে। 'তৎকালিন হোলেমান বিস্তর শওগাত নজর ইত্যাদি দিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

তৎকালীন [স] ১ *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'তৎকালীন জানা যায় ও কানাকানিতে বাবুর কান খাড়া হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* সে সময়ের। 'তৎকালীন জিলাস্থ হাকিম সকল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

তৎকুলোদ্ভব [স] *বিণ* সেই কুল হতে জন্ম হয়েছে এমন। 'কুষ্ঠরোগ কোন গোষ্ঠির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তৎকুলোদ্ভব তাবতেই সেই রোগাবিষ্ট হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

তৎক্ষণ [স] *ক্রিবিণ* তখন। 'উন্মাদ-ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তৎক্ষণমাত্র [স] *ক্রিবিণ* তখনই। 'তৎক্ষণমাত্র রাজকন্যার প্রাণ বিয়োগ হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তৎক্ষণাকার [স] *বিণ* তখনকার। 'সকলেই তখনকার লেখেন, "তক্ষনকার" বা "তৎক্ষণাকার" লিখিতে কাহাকেও দেখি না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তৎক্ষণাৎ [স] ১ *ক্রিবিণ* তখনই; সঙ্গে সঙ্গে। 'আদালতের সাহেব তৎক্ষণাৎ এই মত সমুচিত করিতে পারিবেন।' *ক্যালদে*, ১৭৮৪। ২ *ক্রিবিণ* সেই মুহূর্তে। 'অসুরপতির নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

তৎখনাত [স তৎক্ষণাৎ] *ক্রিবিণ* সঙ্গে সঙ্গে। *ক্যালদে*, ১৭৯২।

তৎজ্ঞানী [স] *বি* পণ্ডিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তত্তৎ [স] *বিণ* সেই-সেই। 'পূর্ব্বতন স্ত্রী সকল অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তৎ শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

তত্তৎস্থান [স তত্তৎ-স্থান] *বি* সেই সব স্থান। 'তত্তৎস্থানে

সম্বোধনপদসকল ... নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তত্তদুক্তি [স তত্তৎ-উক্তি] *বি* সেই সেই বক্তব্য। 'বোর্ড তত্তদুক্তি পুনরুক্ত করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

তত্তদ্দেশীয় [স তত্তৎ-দেশীয়] *বিণ* সেই সেই দেশের। 'আপনার সৌজন্যাদি নির্ম্মল গুণদ্বারা তত্তদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অতিশয় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

তত্তদ্বংশ [স] *বি* সেই সেই বংশ। 'বল্লাল সেন প্রত্যেক বংশের প্রধান পুরুষের গুণ ও কীর্ত্ত্যনুসারে তত্তদ্বংশ গত নানা বিভেদ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তত্তদ্ব্যবহার [স তত্তৎ-ব্যবহার] *বি* সেসব ব্যবহার। 'ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের অধিকার কালে তত্তদ্ভাষা ও তত্তদ্ব্যবহার ক্রমে২ ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

তত্তদ্ভাষা [স তত্তৎ-ভাষা] *বি* সেসব ভাষা। 'ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের অধিকার কালে তত্তদ্ভাষা ও তত্তদ্ব্যবহার ক্রমে ক্রমে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

তত্তাবৎ [স] *বিণ* সেই সকল। 'তত্তাবৎ শিল্পকার্য্যের গুণ দ্বারা দিন ২ অতি উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

তৎপক্ষে [স] *ক্রিবিণ* সে উদ্দেশ্যে। 'তাঁহাকে তৎপক্ষে গোঁড়া বলতেছিলাম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

তৎপর [স] ১ *বিণ* পটু। 'বাঙ্গলা সংস্কৃত ইত্যাদি যাবৎ বিদ্যাতেই তৎপর।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* উৎসাহী। 'কেবল টাকা লইতে অতি তৎপর।' *দর্পণ*, ১৮২১।

তৎপরচরণ [স] *বি* দ্রুতগতি। 'তৎপরচরণে/ আসে যায় নিত্য কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

তৎপরতা [স] ১ *বি* নৈপুণ্য। 'বিষয় কর্ম করিলে তৎপরতা জন্মে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* ক্ষিপ্রতা। 'তারাপদ ... তৎপরতার সহিত যোগ দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* নিষ্ঠা। 'এমন নৈপুণ্য, এমন তৎপরতা, এমন অধ্যবসায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* চেষ্টা। 'জনসাধারণ ও সরকার উভয়েরই তৎপরতা করা উচিত।' *বেগম*, ১৯৫০।

তৎপরপ্রিয়তা [স] *বি* তৎপর থাকার প্রতি আগ্রহী। 'জীবনের পরম তৎপরপ্রিয়তা ধরা পড়ে।' *জীবন*, ১৯৩১।

তৎপরবর্তী [স] *বিণ* তার পরে সংঘটিত। 'বিবর্তন ও তৎপরবর্তী পরিবর্তনের ধারা নির্ণয়ের প্রয়োজন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তৎপরে [স] *ক্রিবিণ* তারপরে। 'তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তি ও অন্ধকার বিভিন্ন করিলেন।' *কেরি*, ১৮০৮।

তৎপুরুষ [স] *বি* পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় এমন সমাসবিশেষ। 'দ্বিতীয়াদির অর্থভেদে তৎপুরুষ ছয় প্রকার।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

তৎপূর্বে, তৎপূর্ব্বে [স] *ক্রিবিণ* তার আগে। 'তৎপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ কখন ছাপা হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

তৎপোষক [স] *ক্রিবিণ* তার পক্ষে। 'তৎপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

তৎপ্রকাশক [স] *বি* তার প্রকাশক। 'চন্দ্রিকাতে তৎপ্রকাশক প্রেরিত পত্র প্রণালীতে বিশেষ আড়ম্বরপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

তৎপ্রজা [স] *বি* তার প্রজা। 'আমারদিগের রাজা নহেন আমরা কি তৎপ্রজা নহি।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

তৎপ্রতি [স] ১ *ক্রিবিণ* তার প্রতি। 'তদ্দৃষ্টে তৎপ্রতি কোনো ব্যক্তি কোন উক্তি করাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *ক্রিবিণ* সেদিকে। 'তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী [স] *বি* তার প্রতিপক্ষ। 'তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী পার্থীয়ার আক্রমণ হইতে উহাকে রক্ষা করিয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

তৎপ্রথা [স] *বি* সেরকম রীতি। 'তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

তৎপ্রযুক্ত [স] *ক্রিবিণ* সে কারণে। '... তৎপ্রযুক্ত তাহার ঔরষ সন্তান হইল না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তৎফলে [স] *ক্রিবিণ* তার ফলে। 'ধনের তারতম্য – তৎফলে অধিকারের তারতম্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

তৎব্যতীত [স] *অব্য* তাছাড়া। 'তৎব্যতীত সম্রাট শাজাহানের আমলে ইষ্টকের গঠনপ্রণালী প্রবর্তিত হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তৎশামিল [স তৎ+আ শামিল] *বিণ* তার মতো। 'চিঁড়ে দুধ কলারও কোনোদিন ভক্ত নয় সে, তৎশামিল এই বিলিতি পরিজ্জের।' *জীবন*, ১৯৩১।

তৎশ্রবণ [স] *বি* তা শোনা। 'তৎশ্রবণে নাট্যাসক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্তামোদী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

তৎসংসর্গি [স তৎসংসর্গ>] *বিণ* তার সঙ্গে আছে এমন। 'তৎসংসর্গি গড্ডরিকা বলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনি লোকেরা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

তৎসন্নিহিত [স] *বিণ* তার লাগোয়া; তৎসংলগ্ন। 'সূর্য্যে জ্যোতি বিকীর্ণ হওয়ায় তৎসন্নিহিত সমুদয় স্থান জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তৎসম [স] *বি* (ব্যাকরণ) সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ বাংলা শব্দ, যেমন চন্দ্র। 'দ্বিবিধ শব্দের মধ্যে যাহা নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত মূলক তাহার নাম তৎসম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

তৎসমভিব্যাহার [স] *ক্রিবিণ* তার সঙ্গে। 'তৎসমভিব্যাহারে আর ২০/ ২৫ ঘরও রহিত হইল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

তৎসময় [স] *বি* সে সময়। 'তবে তৎসময়েই তাহা নিবারণ করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

তৎসমাজস্থ [স] *বিণ* সে সমাজের অন্তর্ভুক্ত। 'তিনি যাবজ্জীবন তৎসমাজস্থ হইতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

তৎসমান [স] *বিণ* তার তুল্য। 'তৎসমান কোন লোক এমত দৃষ্ট হয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

তৎসমীপে [স] *ক্রিবিণ* তার নিকটে। 'প্রভাতবায়ু সেবনজন্য তৎসমীপে দাঁড়াইলেম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

তৎসমুদয় [স] *বি* সে সবকিছু। 'তৎসমুদয় ভাসিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

তৎসমুদায় [স] *বি* সেই সমষ্টি। 'পৃথিবীতে তৎসমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'তৎসমুদায় একটি মাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তৎসম্বন্ধে [স] *ক্রিবিণ* সে সম্পর্কে। 'তৎসম্বন্ধে পরকে সতর্ক করিবার আবশ্যক কি?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তৎসম্মত [স] *বিণ* সেই মতো। 'তৎসম্মত ব্যবস্থার বৈপরীত্য করা অনুচিত।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তৎসাধন [স] *বি* তা সম্পাদন। 'তৎসাধন পক্ষে এখন আর কোন বিঘ্ন ছিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

তৎসাময়িক [স] *বিণ* সে সময়কার। 'তাহার দ্বারা তৎসাময়িক রাজধর্ম ... প্রতিপন্ন হইবে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তৎস্থানিক [স] *বিণ* সেই স্থানের। 'যাহা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক তাহাই অধিকাংশে লোকের কাছে সর্বপ্রধান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তৎস্পৃষ্ট [স] *বিণ* তার স্পর্শ-করা। 'দেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা নিবেদিত ও তৎস্পৃষ্ট ভক্ত ভক্তিভাবে ভোজন করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

তত[1] [স তত্ত্ব] *বি* তত্ত্ব; স্বরূপ। 'পুরুবেঁ যে কৈল তত জানিআঁ আপুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তত[2], **ততো** [পা ততো; স ততঃ] ১ *ক্রিবিণ* সেই পরিমাণ। 'আনত হেরি ততই দেই কানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* সেই পরিমাণ। 'যত করে ভক্ষণ, তত অন্ন পিঠা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তত ধন দিব আমী জত দেহ দান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ততকাল [ততো+স কাল] *ক্রিবিণ* ততটা সময়। 'ততকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা স্মরণীয় থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ততক্ষণ [ততো+স ক্ষণ] ১ *ক্রিবিণ* সেই মুহূর্তে। 'সেহো মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* সে পর্যন্ত। 'ততক্ষণে পদ্মাবতী উঠিয়া লড় দিল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ততক্ষন [ততো+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* সেই মুহূর্ত। 'আর জন হৈলে মৃর্ত্তু ততক্ষনে পাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ততখন [ততো+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* তখন পর্যন্ত। 'ততখন মোর সবুর সবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ততখানি *ক্রিবিণ* সেই পরিমাণে। 'আমাকে যতখানি দেখ আমি তো বাস্তবিক ততখানি নহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ততটা *ক্রিবিণ* সেই পরিমাণে। 'সাহিত্যে অবলম্ব্য বিষয়ের প্রতি ততটা মনোযোগ দেয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ততটুকু [ততো+টুকু] *বিণ* সেই পরিমাণ। 'তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ততদিন [ততো+স দিন] *ক্রিবিণ* ততদিন পর্যন্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ততহি [ততো+হি] *সর্ব* তাতেই। 'জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল ততহি বয়ন সুছন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০; 'সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী ততহি উদয় ভেল।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

ততাএ [ততো>] *ক্রিবিণ* সেখানে। 'ততাএ মিসাই কাম পুরে মন আস।' *মালাধর*, ১৫০০।

ততেক [ততো>+স এক] *বিণ* সেই পরিমাণ। 'ততেক ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ততেকেঁ *ক্রিবিণ* সেই পরিমাণে। 'ততেকেঁ সুঝাল গেল মোর মাহাদাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ততোক্ষণ [ততো+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* সেই পর্যন্ত। 'ভেলায় যতোক্ষণ জোর আছে ততোক্ষণে ফায়দা উঠাইয়া লইতে হয়।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

ততোদূর [ততো+স দূর] *বিণ* যে পরিমাণ। 'ইসলাম নারীকে যতোদূর অধিকার দিয়েছে ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ততঃ [স] *ক্রিবিণ* তারপর। **ততঃকিম** [স] *বি* তারপর কি। 'বোররাকে তারা হইবে সওয়ার, – ছুটাইবে ঘোড়া! ততঃকিম!' *নজরুল*, ১৯৩৯।

ততঃপর *ক্রিবিণ* তার পর। 'রসাতে রসিক মন পান ততঃপর।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ততপর [স তৎপর] *বিণ* যত্নবান। 'মধ্যদেসে বৈসে তারা ধর্ম্মে ততপর।' *মালাধর*, ১৫০০।

ততাচো [স তথাচ] *অব্য* তথাপি। 'তাহাতে পরীক্ষাতে সীতা সাঁচা হইলেন, ততাচো রামে তাহানে প্রতএ নহিলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ততি [স তাবৎ] *বিণ* সেই; সে। 'হেন গুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ততিখ [স তাবৎ-ক্ষণ] *ক্রিবিণ* ততোক্ষণ। 'আন রূপ ধরি তার লর্আ ততিখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ততিখণে, ততিখনে [স তাবৎ-ক্ষণ] *ক্রিবিণ* সেই সময়ে। 'হেন গুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সকল গোআলকুল লআঁ ততিখনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ততেয়াল [স তাবৎ-কাল] *বিণ* শীঘ্র। **ততেয়াল করা** *ক্রি* শীঘ্র করা। 'ততেয়াল করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ততৈক্ষন [স তাবৎ-ক্ষণ] *ক্রিবিণ* ততোক্ষণ। 'ধৃতরাষ্ট অগ্রেতে আইল ততৈক্ষনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ততৈক্ষনে *ক্রিবিণ* ততোক্ষণে। 'ধৃতরাষ্ট অগ্রেতে আইল ততৈক্ষনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ততো দ্র তত[2]

ততোধিক [স] ১ *বিণ* তা থেকে বেশি। 'জগতমোহিনী ততোধিক মোর টোনা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'গুণের নাহিক সীমা রূপ ততোধিক।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* তার থেকে বড়ো। 'ততোধিক কেবা আছে পতিত ধরণী মাঝে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তত্ত [স তত্ত্ব] ১ *বি* স্বরূপ। 'আগমে না জানে তত্ত বেদে অগোচর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* খবর নেওয়া। 'সেইরূপ তত্ত করিবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬। ৩ *বি* খোঁজ। 'বিশ্বাস তত্ত করিতেছেন পাওয়া জাইছে না।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

তত্ততলাষ [স তত্ত্ব+ফা তালাশ] *বি* খোঁজ-খবর। 'আমি জেমত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ গুহর এবং সকলের তত্ততলাষ করিতাঙ ...।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬।

তত্ত তল্লাস [স তত্ত্ব+ফা তালাশ] *বি* খোঁজ-খবর। 'ভরণ পোষণার্থের খরচপত্র মাসং তত্ত তল্লাস করিয়া দেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

তত্তবাত্রা, তর্ত্তবাত্রা [স তত্ত্ব+স বার্তা] *বি* খোঁজ-খবর। 'তুমিত এ বাটীর তত্তবাত্রা করহ নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

তত্ত বার্ত্তা [স তত্ত্ব>] *বি* খোঁজখবর। 'বড় মানুষের কুটুম্ব এক জনের যোত্র হইলে দশ জনের তত্ত বার্ত্তা করে।' *কেরি*, ১৮০২।

তত্তুলনা [স] *বি* সেই তুলনা। 'তত্তুলনায় এট্‌না বা বিসিউবিয়াসের অগ্নিবিপ্লব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তত্তুল্য [স] *বিণ* তার মতো। 'তত্তুল্য হইবার আস্পর্ধা করিয়া দেবতার আরাধনা করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

তত্ত্ব [স] ১ *বি* সংবাদ। 'সব তত্ত্ব কহো মোঁ তোহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এত শুনি স্বরূপগোসাঞি সব তত্ত্ব জানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* স্বরূপ। 'আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিখায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি*

অপ্রকাশ। 'মিহির হইলা তত্ত্বে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* মর্ম। 'বুঝিআ কার্যের তত্ত্ব বলে ধনপতি দত্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বি* বাণী। 'পালাইআ দিআ বিত্ত জানাইল ধর্মের তত্ত্ব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *বি* জ্ঞান। 'এই তত্ত্ব ভান্ডারে বচন মহাধন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৭** *বি* মূল কথা। 'বাইমু আবু বক্করেরে তত্ত্ব বুঝাইতে।' *সুলতান*, ১৬৫০। **৮** *বি* খোঁজ; অনুসন্ধান। 'আমার এখানে কি প্রকারে চলে তাহার তত্ত্ব একবার করিলে না।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৯** *বি* প্রয়োগ। 'তৎপত্র প্রচার করিয়া থাকেন কিন্তু কোথাও ষত্ণত্বের তত্ত্ব করেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **১০** *বি* ধারণা। 'অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিলে, তাহা ... পণ্ডিতদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **১১** *বি* মতবাদ। 'এখানে তত্ত্বটা আসল কথা নয়।' *উমর*, ১৯৬৮।

তত্ত্বকথা [স] *বি* গুরুগম্ভীর বিষয়। 'কী সর্বনাশ! আবার তত্ত্বকথা কোথা হইতে আসিয়া পড়িল!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

তত্ত্বকল্পনা [স] *বি* তাত্ত্বিক ভাবনা। 'যারা ছিল জীবন্ত নরনারী, তারা পর্যবসিত হয়েছে তত্ত্বকল্পনায়।' *শিব*, ১৯৫০।

তত্ত্বগুরু [স] *বিণ* তত্ত্বজ্ঞ; তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন। 'তত্ত্বগুরু খৈয়ামেরে পৌঁছে দিয়ো মোর আশিস।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

তত্ত্বগুহা [স] *বি* তত্ত্বের গভীরতা। 'এই তত্ত্বগুহার পথে প্রবেশ করিতে পারেন না।' *ফজলল*, ১৯১৩।

তত্ত্বচিন্তা [স] *বি* দার্শনিক মতবাদ-বিষয়ক ভাবনা। 'তত্ত্বচিন্তা না করা ছাড়া তখন অন্য কোনো উপায় ছিল না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তত্ত্বজাল [স] *বি* তত্ত্বরূপ জাল। 'দুশো হাত তত্ত্বজাল বুনতে সাহসী হই নে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু [স] *বিণ* সত্য সন্ধানকারী। 'তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সর্বত্র পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

তত্ত্বজ্ঞ [স] *বিণ* তত্ত্ব জানে এমন। 'যে ব্যক্তি যে কার্যে নিপুণ ও তত্ত্বজ্ঞ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তত্ত্বজ্ঞান [স] **১** *বি* তত্ত্বীয় জ্ঞান। 'তাঁহার অন্তঃকরণে কার্য্যকারণের তত্ত্বজ্ঞান কিছুই স্ফূর্ত্তি পায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* ধর্মীয় জ্ঞান। 'তত্ত্বজ্ঞান না হইলে, একেবারে দুঃখ দূর হয় না।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **৩** *বি* প্রকৃত জ্ঞান। 'যে জ্ঞানের দ্বারা এক অখণ্ডসত্য লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **৪** *বি* গুপ্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞান। 'কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

তত্ত্বজ্ঞানী [স] *বি* তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। 'তত্ত্বজ্ঞানী সেইজন সেহ কৃষ্ণ পরায়ণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তত্ত্বত [স] *ক্রিবিণ* প্রকৃত অর্থে। 'টাকা যখন তত্ত্বত কারওই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

তত্ত্বতলব [স তত্ত্ব+আ তলব] *বি* খোঁজখবর। 'বাড়িতে গিয়ে তত্ত্বতলব নিয়ে আসে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

তত্ত্বতা [স] *বি* খোঁজ। 'করিব কেমন, ঘটিল বিষম/ না পাইয়ে তত্ত্বতায়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

তত্ত্বতাবাশ [স তত্ত্ব+ফা তালাশ] *বি* খোঁজ-খবর। 'তাদের তত্ত্বতাবাশ করার জন্য আমরা কয়েকজন ভারতীয় তাদের কাছে গিয়েছিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তত্ত্বতালাশ [স তত্ত্ব+ফা তালাশ] *বি* খোঁজখবর। 'বধূ কোনো তত্ত্বতালাশ নিতেই এল না।' *জীবন*, ১৯৩২।

তত্ত্বদর্শন [স] *বি* দার্শনিক মতবাদ। 'তত্ত্বদর্শনের পরিক্ষিপ্ত যুক্তিজাল বাঁধিবারে পারে না আমায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

তত্ত্বদর্শী [স] *বিণ* তত্ত্বজ্ঞানী। 'সে সকল আধুনিক তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণের ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তত্ত্বনিধি [স] *বি* তত্ত্ববিদ্যার পণ্ডিত। 'দহলা তত্ত্বনিধি কেমনে করিবে রক্ষা কৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

তত্ত্বনিরূপণ [স] *বি* তত্ত্ব আবিষ্কার। 'তাঁহার তত্ত্বনিরূপণের অনুসন্ধিৎসা মনোমধ্যে উদিত হয় না কি?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তত্ত্বপরায়ণ [স] *বি* তত্ত্ব অন্বেষণ করে যে। 'তত্ত্বপরায়ণ, পুণ্যাত্মা আচার্য সকলেই ... অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তত্ত্বপরিপূর্ণ [স] *বিণ* বিপুল তথ্য আছে এমন। 'অধুনাতন তত্ত্বপরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

তত্ত্বপিপাসু [স] *বিণ* সত্য সন্ধানকারী। 'কোন কোন তত্ত্বপিপাসু পণ্ডিতবর উক্ত ভাষায় দ্বারোদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তত্ত্ববাক্য [স] *বি* দার্শনিক কথা। 'দুনিয়ার বহু জাতই এ-তত্ত্ববাক্যে সায় দেবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

তত্ত্ববিৎ [স] **১** *বিণ* তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। 'ইউরোপের তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই মত ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* অভিজ্ঞ। 'তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যাঁরে পাবার অবধারণে অসমর্থ হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তত্ত্ববৃত্তান্ত [স] *বি* খোঁজখবর। 'তাহাতে কিরূপ সকলকে তত্ত্ববৃত্তান্ত করিয়াছেন।' *কেরি*, ১৮০২।

তত্ত্ববেত্তা [স] *বিণ* তত্ত্বজ্ঞ। 'অনেকানেক প্রাচীন তত্ত্ববেত্তা ও ধর্মশাস্ত্রবেত্তা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

তত্ত্ববোধ [স] *বি* জ্ঞানের উপলব্ধি। 'অর্থকরী কিঞ্চিৎ বিদ্যোপার্জ্জনে স্বজাতীর ধর্ম হলবাহনাদিকর্ম্মে নিন্দিত তত্ত্ববোধ করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তত্ত্ববোধ করা *ক্রি* উপলব্ধি করা। 'অর্থকরী কিঞ্চিৎ বিদ্যোপার্জ্জনে স্বজাতীর ধর্ম হলবাহনাদিকর্ম্মে নিন্দিত তত্ত্ববোধ করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তত্ত্বভিত্তিক [স] *বিণ* তত্ত্বপ্রধান। 'তাঁহার কাব্য বৈষ্ণব তত্ত্বভিত্তিক।' *হাই*, ১৯৫৪।

তত্ত্বমসি [স] *বি* তুমিই সেই, তুমি সেই পরম ব্রহ্ম – এই মতবাদ। 'তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তত্ত্বরস [স] *বি* পরমার্থিক জ্ঞান। 'সকলেই তাঁহার তত্ত্বরস পানে অধিকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তত্ত্বরসিক [স] *বিণ* তত্ত্বরসের মর্মগ্রাহী। 'অন্যকথায় তিনি তত্ত্বরসিক।' *হাই*, ১৯৫৪।

তত্ত্বশাস্ত্র [স] *বি* তত্ত্ববিদ্যা। 'বেকন্ ও লাক্ ... প্রভৃতি সর্ব্ববিধ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্মভাষাতে ভাবিত করি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

তত্ত্বসার [স] *বি* প্রকৃত অবস্থা। 'বেদবাণী সমান জানিলুঁ তত্ত্বসার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তত্ত্বানুসন্ধান [স] *বি* তথ্যানুসন্ধান; গবেষণা। 'সকলের তত্ত্বানুসন্ধান

দ্বারা উক্ত সমাজের ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

তত্ত্বানুসন্ধিৎসু [স] *বিণ* জানতে আগ্রহী। 'এছলাম ধর্মে নারীর মূল্য সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৭।

তত্ত্বান্বেষণ [স] *বি* তত্ত্বের অনুসন্ধান। 'ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকে ... বিশুদ্ধ ধর্মের তত্ত্বান্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তত্ত্বান্বেষী [স] *বি* তত্ত্ব বা জ্ঞান সন্ধান করে যে; গবেষক। 'আলকেমি-তত্ত্বান্বেষীরা গোপন গৃহে নিহিত থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

তত্ত্বাবগত [স] *বিণ* খোঁজখবর জানে এমন। 'মিশন সমিতির মেম্বারগণের মধ্যে যাঁহারা মিশননীতির তত্ত্বাবগত আছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

তত্ত্বাবধান [স] **১** *বি* দেখাশোনা। 'এ বিষয়ের তত্ত্বাবধানার্থ কতিপয় কমিশনর নিয়োগ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* নজরদারি। 'মেজদার কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

তত্ত্বাবধানার্থ [স] *বি* দেখাশোনার জন্যে। এ বিষয়ের তত্ত্বাবধানার্থ কতিপয় কমিশনর নিয়োগ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

তত্ত্বাবধায়ক [স] *বি* নিয়ন্ত্রণকারী। 'তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধারণায় নিখাত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তত্ত্বাবধারক [স] *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'সোসৈয়িটীর তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত বাবু ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

তত্ত্বাবধারকতা [স] *বি* পরিচালনা। 'হিন্দু কালেজের তত্ত্বাবধারকতা কর্মে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের পরিবর্তে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

তত্ত্বাবধারণ [স] *বি* তত্ত্ব নির্ধারণ; সত্য নির্ণয়। 'তাহাতে তত্ত্বাবধারণ বিস্তারিত করিয়াছেন।' *কেরি*, ১৮০২।

তত্ত্বাবধারণা [স] *বি* তত্ত্ব নির্ধারণ। 'তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধারণায় নিখাত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তত্ত্বাবিষ্কার [স] *বি* তত্ত্বের উদ্ভাবন। 'নৃতত্ত্বের নব নব তত্ত্বাবিষ্কারের দৃষ্টিবিন্দুর সন্ধান এ-কেতাবগুলোতে পাবেন না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

তত্ত্বামৃত [স] *বি* জ্ঞানরূপ অমৃত। 'তত্ত্বামৃতপান ও সিদ্ধগুরুর সঙ্গ।' *ফজলুল*, ১৯১৩।

তত্ত্বালোচনা [স] *বি* তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। 'বর্ণনা তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে তাহার গল্পপ্রবাহ পদে পদে খণ্ডিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তত্ত্বোদ্ঘাটন [স] *বি* তত্ত্ব উদ্ভাবন। 'যদি কোন প্রকার তত্ত্বোদ্ঘাটন করিতে পারি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

তত্ত্বোপদেশ [স] *বি* পারমার্থিক জ্ঞানের শিক্ষা। 'লোকে মনে করে আমি অন্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে বসিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

তত্থ [স তত্ত্ব] **১** *বি* সত্য। 'এহা তত্থ করী জাণী দেহ মোরে বাঁশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সত্যতা। 'বাঁশীর তত্থ কহিল আম্ভে দোষ এড়ায়িল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* তথ্য। 'সকল কহিল তত্থ বসুদেব থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** খোঁজ; অনুসন্ধান। 'অনেক তত্থ করিয়া পাওয়া যায় না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

তত্থজ্ঞানি [স তত্ত্বজ্ঞানী] *বিণ* তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। 'ভাক্ত তত্থজ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি বিশেষেরা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

তত্থ তল্লাস [স তত্ত্ব+ফা তালাশ] *বি* খোঁজ-খবর। 'আমার তত্থ তল্লাস করিও।' *রামরাম*, ১৮০১।

তত্থবাণী [স তত্ত্ববাণী] *বি* সঠিক কথা। 'কথাঁ তাঁক হ্যারাইলেঁ কহ তত্থবাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তত্র [স] *ক্রিবিণ* সেখানে। 'লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তত্রত্য [স] **১** *বি* সেখানকার লোক। 'তিনি অতিসমাদর পুরঃসর তত্রত্যকর্তৃক গৃহীত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বিণ* সেখানকার। 'বিদ্যানুশীলনের পুনরারম্ভ হইলে তত্রত্য যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আদর হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

তত্রস্থ [স] *বিণ* সেখানকার। 'তত্রস্থ লোকদিগের জিজ্ঞাসা করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

তত্রাগত হওয়া *ক্রি* স্থান ত্যাগ করা। 'ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিয়া তত্রাগত হইল।' *কেরি*, ১৮১২।

তত্রাচ [স] *অব্য* তবু। 'কুক্কুর-বৃত্তি দাসত্ব করিব, তত্রাচ রেশমপ্রভুর হস্ত হইতে মুক্তির চেষ্টা করিব না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তত্রাপি [স] **১** *অব্য* তথাপি; তদ্রূপ। 'তত্রাপি আমাদের অদ্যাপি সে মত হয় নাই।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *অব্য* তবু। 'যদ্যপি সদ্বিচার ও সুগম বটে, তত্রাপি সেখানকার লোক অনিচ্ছাপূর্বক আজ্ঞাবহ ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

তথক্ষণ [স তৎক্ষণ] *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'তাহার নিকটে আঙ্কি যাই তথক্ষণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তথচ [স তথাচ] *অব্য* তবু। 'তথচ তোমার প্রত্যয় হইল না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

তথতা, তথাতা [পা] *বি* প্রজ্ঞাপারমিতা অবস্থা। 'তিম তিম তথতা মণ্ডপল বরিসঅ।' *চর্যা ৯*, ১২০০; 'চিঅ তথাতাস্বভাবে ষোহিঅ।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

তথতাস্বভাবে [পা তথতা+স স্বভাব] *ক্রিবিণ* প্রজ্ঞাপারমিতা অবস্থায়। 'চিঅ তথতাস্বভাবে সোহিঅ।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

তথা [স] **১** *ক্রিবিণ* তেমন। 'জথী আইলেঁ সি তথা জানী।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০। **২** *ক্রিবিণ* সেখানে। 'মহা অনুবন্ধ তথা করিল নৃপবরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তথাই** *ক্রিবিণ* সে স্থানে। 'আড় হইয়া উদুখল লাগিল তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **তথাএ** *ক্রিবিণ* সেখানে। 'হেনকালে নারদ মুনি আইল তথাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **তথাঁ** *ক্রিবিণ* সেখানে। 'তথাঁ গরুড়ের ভয় মোক বড় লাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তথাঁক** *ক্রিবিণ* সেখানে। 'তথাঁক না লইহ লোক কেহো সংহতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তথাঁহো** *ক্রিবিণ* তথাপিও। 'তথাঁহো চাহিআঁ বর্থে না পাহ গোপালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তথাঞি** *ক্রিবিণ* সেখানে। 'হেন মনে গুণী বড়ায়ি গেলাহিঁ তথাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তথাত** *ক্রিবিণ* সে স্থানে। 'তথাত চাহিআঁ না পাহ যবে কাহ্ন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তথাতে** *ক্রিবিণ* তথায়; সেখানে। 'তথাতে জাইব আম্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তথায়** *ক্রিবিণ* সেখানে। 'রাজপুরুষ অস্ত্রশস্ত্রাদি সম্বলিত বহুলোক সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **তথারে** *ক্রিবিণ* সেখানে। 'হেন বেলায় নারদ মুনি আইল তথারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তথাকথিত [স] *বিণ* যেমনটা বলা হয়। 'তথাকথিত শরিফগণ।' *এসলাম*, ১৯১৯।

তথাকার [স] *বিণ* সেখানকার। 'কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে।'

বৃন্দা, ১৫৮০।

তথাগত [পা] *বি* ধ্যানী বুদ্ধ। 'পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

তথাগতি [স] *বি* পরম আনন্দ। 'আসে তথাগতি তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

তথাচ [স] *অব্য* তা সত্ত্বেও। 'তথাচ দেবতা বলি না মানে তাঁহারে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

তথাচো [স তথাচ] *অব্য* তথাপি। 'তথাচো এহার বিচার করিতে ...।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

তথাছ [স তথাচ] *অব্য* তবুও। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

তথাপি [স] *অব্য* তবু। 'তথাপি তোমার চিত্তে দয়া না জন্মিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

তথাপিও [স তথাপি+ও] *অব্য* তা সত্ত্বেও। 'তথাপিও মনোরথ ত্রিজগত-জয়ি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তথাপিহ, তথাপীহ [স তথাপি+ও>] **১** *অব্য* তার পরেও। 'স্বামীর করিল সেবা জেমন পুজিতুঁ দেবা তথাপীহ না হৈল আমার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *অব্য* তবু। 'তথাপিহ দাতার মরম কে বা জানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তথারাগ [স] *বি* রাগের নাম। 'তথারাগ।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০।

তথাস্তু [স] – তাই হোক। 'তথাস্তু তথাস্তু বলে ভাগবতগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তথি [স তত্র] **১** *ক্রিবিণ* তাতে। 'তথি চিত্ত মজিল আহ্মার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* সেখানে। 'হইআ বড় আকুল অভারে তুলিলে ফুল শ্রীখণ্ড কণ্টক ছিল তথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তথিত** *সর্ব* তার। 'তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তথির** *ক্রিবিণ* তার। 'তথির কারণে জন্ম ভুমেতে আসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **তথিহি** *ক্রিবিণ* তাতে। 'করএ কমলমুখি তথিহি সনানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তথী [স তত্র] *ক্রিবিণ* সেখানে। 'আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তথৈবচ [স] – তেমনই। 'পরিধান তথৈবচ।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'ছেলেপুলেদের শিক্ষা দেওয়া তথৈবচ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তথ্য [স] *বি* বিবরণ। 'গভীরতম নিগূঢ় তথ্য তাহার অজ্ঞাতই রহিল দেখিতে পায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তথ্যনির্ভর [স] *বিণ* তথ্যভিত্তিক। 'বিশেষ করে তথ্যনির্ভর অনুবাদকাব্যে।' *হাই*, ১৯৫৪।

তথ্যপূর্ণ [স] *বিণ* তথ্যবহুল। 'তাহা বেশ বিস্তৃত ও নানা তথ্যপূর্ণ।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

তথ্যবহুল [স] *বিণ* তথ্যপ্রধান। 'জীবনদর্শনের তথ্যবহুল একটি সামগ্রিক ছবি।' *হাই*, ১৯৫৪।

তথ্যসমর্থিত [স] *বিণ* প্রামাণিক। 'এই ধারণার ভিত্তিতে আমার সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিসঙ্গত আর কতটাই বা তথ্যসমর্থিত।' *শিব*, ১৯৫৬।

তথ্যসার [স] *বি* বিবরণ সংক্ষেপ। 'কেমতে আসিলা তুমি কহ তথ্যসার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তথ্যাতথ্যতা [স] *বি* সত্যমিথ্যা। 'তাহার তথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা শপথ করিতে পারি না।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

তথ্যানুসন্ধান [স] **১** *বি* তথ্যের সন্ধান। 'যদিস্যাৎ মহাশয় এ বিষয়ের কিছু তথ্যানুসন্ধান জ্ঞাত থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বি* সংবাদ সংগ্রহ। 'বিশেষ তথ্যানুসন্ধান বিরহে শুদ্ধ সন্দেহ পাশে আবদ্ধ হইয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৩** *বি* প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা। 'ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

তদ [স তদ্‌] *বিণ* সেই। 'জখন জেমত হুকুম করিয়াছেন তদ অনুরূপ আক্রম করিয়াছি।' *তেরলি*, ১৭৯৪।

তদাদি [স] *বিণ* সেই সমস্ত। 'অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম্ম নিয়মাচরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত।' *দর্পণ*, ১৮২২।

তদগতচিত্ত [স তদ্গতচিত্ত] *বি* একান্ত মন। 'ব্রহ্মঠাকুরাণী তদগতচিত্তে মালা জপ করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

তদঙ্ক [স তদ্‌-অঙ্ক] *বি* তার কোল। 'সুপ্ত শিখী তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তদঙ্গী [স] *বিণ* সেই আকৃতির। 'তদঙ্গীভূত আশা শোটা প্রভৃতি নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

তদজনিত [স তৎ-জনিত] *ক্রিবিণ* সেই কারণে। 'সুন্দরের সঙ্গে একাত্মতা বোধ ও তদজনিত লীলাচাতুর্যের মধুরতম অনুভূতিমূলক প্রেম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তদতিরিক্ত [স] *বিণ* তার চেয়ে বেশি। 'তদতিরিক্ত এক সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

তদধিক [স] *বিণ* তারচেয়ে বেশি। 'নবদূর্বাদলতুল্য, অথবা তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

তদধীন [স] *বিণ* তার অধীন। 'প্রজাসমস্ত তদধীন হইল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

তদনন্তর [স] *ক্রিবিণ* তারপর। 'তদনন্তর তাহার পুত্র জনমেজয় রাজা হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তদনন্তরে *ক্রিবিণ* তারপরে। 'তদনন্তরে রীত্যনুসারে অক্ষর লিখিলে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তদনুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* সে অনুসারে। 'আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

তদনুযায়ি [স তদনুযায়ী] *ক্রিবিণ* সে অনুসারে। 'আমিও তদনুযায়ি করিলে ক্ষেতি কি।' *রামরাম*, ১৮০১।

তদনুরূপ [স] *ক্রিবিণ* সেরকম; একই রকম। 'কনিষ্ঠ ভ্রাতা তদনুরূপ শিষ্ট।' *রামরাম*, ১৮০১।

তদনুসারে [স] *ক্রিবিণ* সেই অনুযায়ী। 'তদনুসারে অত্যন্ত জনতা হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

তদন্ত, তদন্তঃ [স] *বি* অনুসন্ধান। 'বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত সুবোধিত সুনিশ্চিত ন্যায্যরূপে নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

তদন্তঃপাতি [স তদন্তঃপাতী] *বিণ* তার অন্তর্গত। 'কলিকাতা রাজধানী এবং তদন্তঃপাতি স্থানে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

তদন্ত কমিশন [স তদন্ত+ই কমিশন] *বি* অনুসন্ধান করার দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিষদ। 'সরকার ... এক ভুয়া তদন্ত কমিশন বসায়।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

তদন্তকার্য [স] *বি* খোঁজখবর করার কাজ। 'নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া, গড় গড় শব্দে আপন তদন্তকার্যে চলিয়া গেলাম।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯৫।

তদন্ততদারক [স] *বি* অনুসন্ধানের কাজ। 'সকলেই তৎপর হইয়াছেন এবং তদন্ততদারক জোরেসোরে আরম্ভ হওয়ার খবর বাহির হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

তদন্ত পরিষদ [স] *বি* সত্য অনুসন্ধানী পরিষদ। 'আর্থিক তদন্ত পরিষদ গঠিত হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

তদন্তর [স] *ক্রিবিণ* তারপর। 'তদন্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তদন্তিকে *ক্রিবিণ* তার কাছে। 'তদন্তিকে ভগবান গেলা ভেস্যা ভেস্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তদন্য [স] *বিণ* তদ্ভিন্ন। 'আমারদের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য তদন্য অন্ন অভক্ষ্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

তদপেক্ষা [স] **১** *ক্রিবিণ* তার চেয়ে। 'তদপেক্ষা শতকরা ৩০ টাকা কম মূল্যে ক্রয় করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *ক্রিবিণ* সেই তুলনায়। 'এ বৎসর তদপেক্ষা ন্যূন হইয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

তদবধি [স] **১** *ক্রিবিণ* তখন থেকে। 'তদবধি না ডাকে কেহ মা মা বলিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *ক্রিবিণ* সেই পর্যন্ত। 'তদবধি আমার বাটীতে থাকীবেন।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

তদবস্থ [স] *বিণ* সে অবস্থাপ্রাপ্ত। 'সাহেবটির পদযুগলও তদবস্থ।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

তদবস্থা [স] *বি* সেই অবস্থা। 'তদবস্থাকে দুঃখ-নিবৃত্তি বলেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তদবিকল্প [স] *বিণ* অপরিবর্তিত রূপ; তার অনুরূপ। 'আমরা শাসনকর্ত্তাগণের সুগোচরার্থে সাদরে ক্ষুব্ধচিত্তে তদবিকল্প নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

তদবির, তদবীর [আ] **১** *বি* প্রতিকার; উপায়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* তদারক। 'শত২ মালিরা তাহার তদবির করে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* ব্যবস্থা। 'রৌদ্রে অথবা বৃষ্টিতে নোকসান হইবেক না এই মত তদবীর হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৪** *বি* চেষ্টা। '... আমি এখানকার তদবিরে রহিলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। *দ্র* **তদ্বির**

তদবির কারক [আ তদবির+স কারক] *বিণ* তদারককারী। 'কত২ মালিগণ তাহার তদবির কারক।' *রামরাম*, ১৮০১।

তদবির তহকিক [আ] *বি* প্রতিকারের চেষ্টা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তদবির-ভরা *বিণ* আবেদনময়। 'বেশ্যার নিকটে গিয়ে বলিল না, সম্ভ্রম উঠাও/ দেখি হে তদবির-ভরা দেহখানি।' *শক্তি*, ১৯৭০।

তদবিরি [আ তদবির>] *বি* তদারক করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তদব্যতিরেক [স তদ্‌ব্যতিরেক] *ক্রিবিণ* তাছাড়া। 'তদব্যতিরেক তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি।' *রামরাম*, ১৮০১।

তদভাব [স তৎ-অভাব] *বি* তার অভাব। 'পিতার অবর্ত্তমানে মাতা এবং তদভাবে ভ্রাতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তদভাবে [স] *ক্রিবিণ* তার অভাবে। 'আর্য্যেরা এক প্রকৃতি সত্ত্বেও, তদভাবে দৈহিক সুখপরবশে ও একতার মর্ম্ম অনবগতে ... নিস্তেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তদভিনয় [স] *বি* সেই অভিনয়। 'তদভিনয় দর্শন ... নিমন্ত্রিত করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

তদভিন্ন [স তদ্‌ভিন্ন] *ক্রিবিণ* তাছাড়া। 'তদভিন্ন ভাষা সকলের অধ্যয়নে তিন মুদ্রা মাসিক বেতন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

তদভিমুখে [স তদ্-অভিমুখে] *ক্রিবিণ* সেই দিকে। 'বনকরীযূথের ন্যায় রাজগণ মুখ আবলিত করিয়া তদভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তদভ্যন্তর [স তদ্-অভ্যন্তর] *বি* তার ভিতর। 'তদভ্যন্তরে যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত গতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তদর্জিত, তদর্জ্জিত [স তদ্-অর্জিত] *বিণ* তা থেকে অর্জিত। 'উত্তরাধিকারী এবং তদর্জ্জিত রত্নাভোজনের হকদার।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

তদর্থ [স তদ্-অর্থ] *বি* তার অর্থ। 'সংস্কৃতপ্রভৃতি নানা শব্দ সংগ্রহ ও ইঙ্গরেজীতে তদর্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক এক মহাকোষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

তদর্থক [স তদ্-অর্থক] *ক্রিবিণ* সেই কারণে। 'তিনি বিষ্ণু বা তদর্থক অন্য নামে সম্বোধিত হইয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তদস্থল [স তৎস্থল] *বি* সেই জায়গা। 'এসলামের নাম-নিশানা মুছিয়া ফেলিয়া তদস্থলে ... পাপস্রোত বহাইতেছেন।' *এসলাম*, ১৯৩২।

তদা *ক্রিবিণ* সেখানে। 'একাকিনী দূতী তদা ভ্রমিতে ভ্রমিতে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

তদাকারাকারিত [স তদ্-আকার-আকারিত] *বিণ* তার আকারে আকৃতিপ্রাপ্ত। 'চিত্তের ধর্মই এই, যখন সে যার ভাবনা করে, তখন তদাকারাকারিত হয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

তদাদ [আ তাদাদ] *বি* পরিমাণ। 'ফর্দ তদাদ ইমারত মজভুরের ও তাহার মতালকের জমি ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

তদাদি [স] *অব্য* ইত্যাদি। 'অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম্ম নিয়মাচরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত।' *দর্পণ*, ১৮২২।

তদানীন্তন [স] *বিণ* তখনকার। 'তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেফ্‌টেনিন্ট গবর্নর হ্যালিডে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তদানীন্তনকাল [স] *বি* তখনকার সময়। 'তদানীন্তনকালের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলোর চর্চার ভাষা ছিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

তদানুজাই [স তদনুযায়ী] *ক্রিবিণ* তদনুসারে; সেই অনুযায়ী। *মেয়ার*, ১৭৮৯।

তদানুরূপ [স তদনুরূপ] *বিণ* সেইরকম। 'তদানুরূপ সাজত্য করিয়া রাণীকে রাজার বাম পার্শ্বে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

তদানুষঙ্গিক [স] *বিণ* তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। 'এ ভাব বিপ্লব ও তদানুষঙ্গিক যন্ত্রদানব অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীকে পুরে ফেলল আপন মুঠির মধ্যে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

তদারক [আ তদারুক] **১** *বি* অনুসন্ধান। 'আড়ঙ্গ মজকুরের বাকীর তদারক ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **২** *বি* পরিদর্শন। 'নদী তদারক করিতে পাঠাইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বি* তত্ত্বাবধান। 'রাস্তা সকল তদারক করিতে তাবৎ মাজিস্ত্রেটের উপর আজ্ঞা দিয়াছেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৪** *বি* দেখাশোনা। 'পরে, সে জাল তদারক করিতে গিয়া দেখিল, কতকগুলি বক জালে পড়িয়া আছে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

তদারক-তদন্ত [আ তদারুক+স তদন্ত] *বি* তত্ত্বাবধান। 'বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটার তদারক-তদন্ত করবার জন্য।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তদারকদার [আ তদারুক+ফা দার] *বিণ* তত্ত্বাবধায়ক। 'আমাকে তার জ্ঞানের মালিক, স্বভাব-চরিত্রের তদারকদার এবং চটে গেলে খুন করবার হক দিয়ে গিয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তদারকনবিশ [আ তদারুক+ফা নবীস] *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

তদারকি [আ তদারুক>] *বি* দেখাশোনা। 'রহমান এখন শুধু আগুনের তদারকি করে।' *মুক্তধারা*, ১৯৪৯।

তদালোক [স] *বি* সেই আলো। 'তদালোকে অম্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তদিন *ক্রিবিণ* ততদিন। 'আছে গোটাকতক বুড়ো যদিন তদিন কিছু রক্ষা পাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তদীয় [স] *সর্ব* তার। 'সৃষ্টিকর্তা দয়ারূপ সাগর মন্থন করিয়া তদীয় সারভাগে তোমার অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

তদুৎক্ষিপ্ত [স] *বিণ* তা থেকে উৎক্ষিপ্ত। 'তদুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সূর্য্যলোকে ফিরে নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তদুত্তরে [স] *ক্রিবিণ* তার উত্তরে। 'অস্মদাদি তদুত্তরে নিরুত্তর না হইয়া কিঞ্চিদুত্তর প্রদান করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

তদুৎপন্ন [স] *বিণ* তা থেকে উৎপন্ন। 'তদুৎপন্ন মঙ্গলের অংশী হইবার চেষ্টা করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

তদুৎপাদ্য [স] *বিণ* তা থেকে সৃষ্ট। 'তদুৎপাদ্য জীবের জন্য হইতে থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তদুদিশ্য [স তদুদ্দিশ্য] *ক্রিবিণ* সে উদ্দেশ্যে। 'তদুদিশ্য বসন্ত রায় কটিক সহিত পরিবার গোনের জন প্রেরিত হইল।' *রামরাম*, ১৮০২।

তদুদ্দেশে [স তদ্‌-উদ্দেশে] *ক্রিবিণ* সে উদ্দেশ্যে। 'তদুদ্দেশে তিন দেব তপস্যায় মন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তদুদ্যোগ [স] *বি* তার চেষ্টা। 'ভূমিতে বার২ ফসল যাহাতে উৎপন্ন হয় তদুদ্যোগ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

তদুপযুক্ত [স] *বিণ* যথোপযুক্ত। 'এক প্রস্তরময় কবর নির্ম্মাণ করা যায় এবং তদুপরি তদুপযুক্ত কথাপ্রবন্ধ খোদিত থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'যত মূল্যের অলঙ্কার স্ত্রীগণকে দিতে সুসমর্থ তিনি তদুপযুক্ত বস্ত্রও পরাইতে অবশ্য ক্ষম বটেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

তদুপযোগি [স তদুপযোগী] *বিণ* তার উপযুক্ত। 'যেং বালক পূর্ব্বোক্ত ব্যাকরণ ও তদুপযোগি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

তদুপরি [স] *ক্রিবিণ* তার উপর। 'তদুপরি নানাবিধোপহারযুক্ত দিব্যান্ন ব্যঞ্জন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

তদুপলক্ষে [স] *ক্রিবিণ* সেই উপলক্ষে। 'তাহার মূর্ত্তির সন্ধান লইয়া তদুপলক্ষে মিয়া টিপুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

তদুপায়জ্ঞ [স] *বিণ* সে উপায় সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'বিদ্যাদানের যে উপায় সৃষ্টি হইয়াছে তদুপায়জ্ঞ কেবল নিকল্‌স সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তদুভয় [স] *বিণ* সেই দুটি। 'তদুভয় সভা।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

তদুভয়মধ্যে [স] *ক্রিবিণ* সেই দুইয়ের মধ্যে। 'তদুভয়মধ্যে সৃষ্টিচাতুর্য্য কিছুই নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তদুল্লঙ্ঘন [স] *বি* তা লঙ্ঘন। 'তদুল্লঙ্ঘন করিয়া ... উত্থিত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তদূর্ধ্ব, তদূর্দ্ধ [স] **১** *বি* তার থেকে উঁচু স্থান। 'একণে তদূর্দ্ধে অভিনব সোপান নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* তার থেকে বেশি। 'তদূর্দ্ধ যোগ্যতার প্রার্থীদিগের মধ্য হইতে ... কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হউক।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

তদেকদেশ [স] *বি* সেই স্থান। 'তদুপরি স্তম্ভ সমূহোপরি ইষ্টকাচ্ছাদন তদেকদেশে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু নামাঙ্কিত হইয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

তদ্গত, তদ্গত [স] *বিণ* নিবিষ্ট; একাগ্র। 'তদ্গত মনে, পাঠ কর।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'তবে লেগে যাও মিতে। তদ্গত চিতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

তদ্ঘটিত [স] *বিণ* তা থেকে সৃষ্ট। 'কিন্তু সময় অতীত হইলে এবং ব্যাঙ্ক তদ্ঘটিত কোন সংবাদ না পাইলে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

তদ্দণ্ড [স] *ক্রিবিণ* সেই মুহূর্তে। 'ইচ্ছা করিল তদ্দণ্ডেই কাদম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তদ্দর্শনার্থ [স] *ক্রিবিণ* তা দেখার জন্য। 'অনেক লোক তদ্দর্শনার্থ সে স্থানে একত্র হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

তদ্দর্শনে [স তদ্দর্শন>] *ক্রিবিণ* তা দেখে। 'তদ্দর্শনে ঐ সুধীর সুবিখ্যাত মহাশয়ের যথার্থ স্বরূপ সমরূপ প্রতিবিম্বিত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

তদ্দলস্থ [স] *বিণ* সেই দলের। 'এ জন্য তদ্দলস্থ তাবৎকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

তদ্দৃষ্টে [স তদ্দৃষ্ট>] *ক্রিবিণ* তা দেখে। 'তদ্দৃষ্টে তৎপ্রতি কোনো ব্যক্তি কোন উক্তি করাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

তদ্দেশ [স] *বি* ঐ দেশ। 'অনিবার্য্য রূপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তদ্দেশে উত্তমরূপে বাণিজ্যকর্ম্ম চলিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

তদ্দেশবাসি [স তদ্দেশবাসী] *বিণ* সে দেশে বসবাসকারী। 'তদ্দেশবাসি আপামর সাধারণ লোক।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

তদ্দেশবাসী [স] *বিণ* সে দেশে বসবাসকারী। 'অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত তদ্দেশবাসী চিক্কোর রাজা পলায়ন করিলেন।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

তদ্দেশস্থ [স] *বিণ* ঐ দেশের অন্তর্গত। 'তদ্দেশস্থ লোকে কহে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

তদ্দেশীয় [স] *বিণ* সেই দেশের। 'সেই দেশে গিয়েছিলাম বল্যার্থ আমাদিগের তদ্দেশীয় রাজলোকেরা ... প্রাণ পাইয়াছি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

তদ্দোষ [স] *বি* সেই দোষ। 'তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলন পূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

তদ্দ্বারা [স] *ক্রিবিণ* তা দিয়ে। 'যাত্রীকেরা যে কিছু দেয় তদ্দ্বারা গুজরাণ করে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

তদ্ধর্ম, তদ্ধর্ম্ম [স] *বি* সেই ধর্ম। 'তদ্ধর্ম্মের আকর স্থান ভারতবর্ষে তীর্থ পর্য্যটন ... করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তদ্ধিত[১] [স] *বিণ* বিশেষ্যে শেষে যে-প্রত্যয় যোগে অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন, ঢাকা+ই = ঢাকাই। 'পড়িল সমাসবৃত্তি কৃদন্ত তদ্ধিত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তদ্ধিত[২] [স তৎ+হিত] *বি* অন্যের উপকার। **তদ্ধিতকারক** [স] *বি* পরোপকার করে যে। 'এসো পুঁথিপরিচারক তদ্ধিতকারক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

তদ্ধেতু [স] *ক্রিবিণ* সেহেতু। 'বিদ্যাশিক্ষাজন্য জ্ঞানোৎপত্তি এবং তদ্ধেতু লোকের মোক্ষপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

তদ্বংশজ [স] *বিণ* সেই কুলের। 'দাদনরূপ কালসর্প কোন গোষ্ঠির মধ্যে প্রবেশ করিলে তদ্বংশজ তাবৎকেই জ্বালাতন করে।' *প্রভাকর*,

১৮৫৩।

তদ্বৎ [স] *ক্রিবিণ* সেরকম। 'যেমন সন্তুষ্ট হয় তদ্বৎ সন্তুষ্ট হইয়া।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

তদ্বর্ণনা [স] *বি* সেই বর্ণনা। 'তদ্বর্ণনা অতি মধুর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তদ্বাটী [স] *বি* সেই বাড়ি। 'তৎপরে তদ্বাটীর দুই জন দৌবারিক ...।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

তদ্বান্ধব [স] *বি* তার বন্ধু। 'তদ্বান্ধব শ্রীযুত বাবু ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তদ্বাসি [স তদ্বাসী] *বি* সেই দেশবাসী। 'তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না?' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তদ্বিনিময় [স] *বি* তার বিনিময়। 'তদ্বিনিময়ে প্রভূত স্বর্ণ ও রৌপ্য রাশি ভারতে আসিয়া সঞ্চিত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

তদ্বিপক্ষে [স তদ্-বিপক্ষে] *ক্রিবিণ* তার বিপক্ষে। 'ঐ সহমরণ উঠাইবার সময় তদ্বিপক্ষে এক সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

তদ্বিপদ [স] *বি* সে বিপদ। 'তদ্বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তদ্বিবরণ [স] *বি* তার বিবরণ। 'কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে অপহ্নবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

তদ্বির, তদ্‌বির [আ তাদবীর] **১** *বি* চেষ্টা-চরিত্র। 'আমি নিজেই খালাসের তদ্বিরে যাইতেছি।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* প্রতিকার। 'মুকে জলের ছীটে মারা হলো ও অন্য অন্য নানা তদ্বির হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বি* ব্যবস্থা। 'চলুন! যাতে মার আসা হয়, তাই তদ্‌বির করবেন।' *হুতোম*, ১৮৬২। **৪** *বি* দেখাশোনা। 'এ পাখির তদ্বির করবে কে বলো?' *জীবন*, ১৯৩৩। **৫** *বি* প্রার্থনা। 'সকালে বিকালে প্রকৃতির খোলামেলা দরবারে আয়ুর মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাকুল তদ্বির নিয়ে যাই।' *শামসুর*, ১৯৭০। *দ্র* **তদবির**

তদ্বিরকার [আ তাদবীর+স কার] *বি* যে তত্ত্বাবধান করে। 'তদ্বিরকার ও সাকিদারদেরে যথারীতি উপদেশ দিয়া হালিম সকলকে লইয়া বিদায় হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তদ্বির-তদারক করা [আ তাদবীর-তাদারুক+করা] *ক্রি* দেখাশোনা করা। 'বিশ বছর ধরে কৃত্তিবাসের তদ্বির-তদারক করছে সে কথাও জানা গেল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

তদ্বিরুদ্ধ [স] *ক্রিবিণ* তার বিরুদ্ধে। 'তদ্বিরুদ্ধ আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তদ্বিষয় [স] *বি* সেই বিষয়। 'কখন শুনি নাই যে ছাত্রেরা যে২ প্রস্তাব করেন তদ্বিষয়ের জনপদের শুভোদয়ের সম্ভাবনা না হয়।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

তদ্বিষয়ক [স] *বিণ* সে সম্পর্কিত। 'তদ্বিষয়ক এক পত্র ছাপা হইয়া সর্বত্র প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

তদ্বিষয়জ্ঞ [স] *বিণ* সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'তদ্বিষয়জ্ঞ শ্রীযুত কাপ্তান ফর্বস সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

তদ্বিরোধী [স] *বিণ* তার বিরুদ্ধ। 'পদার্থবিদ্যাকে অবজ্ঞা করিয়া তদ্বিরোধী বায়িবল শাস্ত্রকে কি অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তদ্বিস্তর [স] *বি* তার বৃত্তান্ত। 'তদ্বিস্তর পাঠকদিগের বিরক্তিকর ও গ্রন্থবাহুল্য বিবেচনায় ...।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

তদ্বিস্তার [স] *বি* তার বিস্তার। 'তদ্বিস্তার এতদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

তদ্বৃত্তান্ত [স] *বি* সেই বৃত্তান্ত। 'আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বলি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

তদ্ব্যতিরিক্ত [স] *ক্রিবিণ* তাছাড়া। 'তদ্ব্যতিরিক্ত ভাগ্যবানেরদের ভাগ্যজন্য বিশেষ আর গুণও আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

তদ্ব্যতিরেক, তদ্‌ব্যতিরেক [স] *ক্রিবিণ* তাছাড়া; অধিকন্তু। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'যাহা পাইয়া থাকে তদ্‌ব্যতিরেক দোষ প্রদর্শনকে মানে না।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'প্রকৃত শরীরে যে সত্তা, তাহার সেই সত্তা তদ্ব্যতিরেকে তাহার সত্তা নাহি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তদ্ব্যতীত [স] *ক্রিবিণ* তাছাড়া। 'তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তদ্ভব [স] *বি* ক্রমবিবর্তিত বাংলা শব্দশ্রেণী। 'যাহা প্রাকৃতাদি সংস্কৃত মূলক ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার নাম তদ্ভব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

তদ্ভাব [স] *বি* সেই ভাব বা চিন্তা। 'তদ্ভাব এতদ্দেশীয়দিগের মনে একবার উদয়ও পায় না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

তদ্ভিন্ন [স] *বিণ* তা থেকে পৃথক। 'টাকা অথবা তদ্ভিন্ন কোনো মূল্যের সামগ্রী।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

তদ্ভূমি [স] *বি* তার জমি। 'নিষ্করে তদ্ভূমি ভোগ দখল করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

তদুপযোগী [স] *বিণ* তার উপযুক্ত। 'গুণবান লোকের গুণ বিবেচনা করিয়া তদ্যোগ্য পারিতোষিক দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

তদ্রূপ [স] *বিণ* সেইরূপ। 'স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তন[১] [স স্তন] **১** *বি* স্তন। 'কনকপদ্মকোরক সম দুই তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বুক। 'নিজ তনে হস্ত দিআ ইমাম হোছন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তনপান [স স্তনপান] *বি* স্তন পান। 'তনপান ছলে কাহ্নু তাক সংহরিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তনভার [স স্তনভার] *বি* স্তনভার। 'নিতম্ব জঘন ঘন পীন তনভার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তন[২] [ফা] *বি* তনু; দেহ। 'তুহুঁ এড়াওলি তনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০; 'জীবন যৌবন মোর তন মন হিয়া।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তন[৩] [ব্র] *বি* দিক। 'চারি তনে মোহাম্মদ এক কলেবর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তনে *অব্য* প্রতি। 'তা নইলে কি সব নূরীতন আদম তনে সেজদা জানায়।' *লালন*, ১৮৯০।

তনএ [স তনয়] *বি* পুত্র। 'বৃদ্ধকালে উপজিল নন্দের তনএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

তনখা [ফা তনখাহ্] **১** *বি* টাকা; অর্থ। 'আপন তলব তনখার বাবুদে কবজ পাবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। **২** *বি* বেতন। 'পাইলটরা ভারতীয় তনখা খায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তনখী [আ তনখিস] *বি* বকেয়া কাজ। 'এমতে বাকির জনাজ্জাত তনখী ও হালের কাজ শুরু করেন।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

তনখা [ফা তনখাহ্] *বি* টাকা। 'তনখা নিবার বেলায় মন্ত্রীরা আর সরকারী কর্মচারীরা।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

তনজিহি [আ তনজীহ্] *বিণ* আসল; প্রকৃত। 'তশবিহি রূপ এই যদি তাঁর,

তনজিহি কীবা হয়।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

তনদামি [ফা তনদুরুস্ত] *বি* পরিচর্যা। 'আমি ঘোড়া বে পীহ্যাত জন্মো তনদামি করিছিলাম।' *বোগল*, ১৭৭০।

তনযিম [আ তানজীম] *বি* সংগঠন। 'সভা-সমিতি করিতেছে, তনযিম কমিটি গঠন করিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

তনয় [স] *বি* পুত্র সন্তান। 'সকাক্ষের পুত্র অক্রুর গান্ধারি তনয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

তনয়-বৎসলা [স] *বিণ স্ত্রী* পুত্রস্নেহপরায়ণ। 'তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

তনয়বর [স] *বি* পুত্র। 'তাহার তনয়বর অতি সুচরিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তনয়া [স] *বি* মেয়ে; কন্যা। 'তাহার তনয়া দেবি রূপেত পার্ব্বতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

তনয়াগামী [স] *বিণ* আপন কন্যার সঙ্গে যৌনসংসর্গকারী। 'বিধাতা হইয়া কামী আপন তনয়াগামী সূর্য্য করে বড়বা লঙ্ঘন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

তনয়েশ্বর [স] *বি* খ্রিস্টানদের দেবতা। 'জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বর, এই ঈশ্বরত্রয় খ্রিষ্টানদিগের উপাস্য দেবতা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তনসুক *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'আবেরাওয়াঁ, আল্লাবাল্লে, তাঞ্জেব, তরন্দাম, তনসুক বা নয়নসুক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তনাখত [ফা তনাহ+আ খত] *বি* প্রজাদের জমি বন্টন। 'তজবিজ তনাখত হামেসা মোনজোগ করিয়া করিব।' *ওস্যা*, ১৭৮২।

তনিমা [স] **১** *বি* সূক্ষ্মতা। 'তাহার কি ... সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বি* ছোটো শরীর; ক্ষীণকায়া। 'সে কি পাখীর তনিমা?' *হোসেন*, ১৯৪০; 'রাত্রি তাকে দিল উপহার বিষাদের বিস্রস্ত তনিমা।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

তনু [স] *বি* দেহ। 'যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তনুকা [স] *বিণ* ক্ষীণাঙ্গী। 'তনুকা আমার বোন/ কিছুতে ছাড়বে না তোমার সঙ্গে দেখা না করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তনুকান্তি [স] *বি* দেহের সৌন্দর্য। 'কনক নিকস সম তনুকান্তি লীলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তনুক্ষয় [স] *বি* দেহক্ষয়। 'ভাবিতে ভাবিতে তনুক্ষয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তনুখানি *বি* দেহটি। 'দুগ্ধপুষ্ট তনুখানি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তনুগত [স] *বিণ* দেহের অন্তর্গত। 'তোর তনুগত রেণু চলিল পবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তনুচ্ছদ [স] *বি* দেহের আবরণ; বর্ম। 'স্ফুরিত প্রসূনে আর প্রদ্যোত রতনে রচিত ও তনুচ্ছদ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

তনুজ [স] *বি* পুত্র। 'তনুজ দনুজ রিপুবরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তনুজা [স] *বি* কন্যা। 'আপনকার তনুজার মানসপূর্ণ করিতে সমর্থ কিনা, ইহা আপনি কিরূপে বুঝিতে পারিলেন?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

তনুজোতি [স তনুজ্যোতি] *বি* দেহজ্যোতি। 'যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনুজোতি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

তনুতরি [স] *বি* তনুরূপ তরী। 'তনুতরি ভাসিল আমার ভব-সাগরে।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

তনুতল [স] *বি* দেহের কাঠামো। 'ধূলিতলে মিশে যায় রজনীগন্ধার – সুঠাম, সুগোল তনুতল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

তনুতীর [স] *বি* দেহতট। 'জাগাইয়া ধীরে ধীরে যৌবন তনুতীরে চলে যাবে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

তনুতীর্থ [স] *বি* দেহরূপ তীর্থ। 'কীটদষ্ট গ্রন্থের মতো আমার তনুতীর্থ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

তনুত্ব [স] *বি* লঘুত্ব। 'বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

তনুত্যাগ [স] *বি* দেহত্যাগ। 'শনিবার রাত্রিতে আমাশয়াদি রোগোপলক্ষে সুরধনী তীরনীরে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'গিফোর্ড, একাত্তর বৎসর বয়সে, তনুত্যাগ করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

তনুদেশ [স] *বি* শরীর। 'অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

তনুপাত [স] *বি* মৃত্যু। 'তনুপাত হইলে আত্মা তত্থাএ আন।' *মালাধর*, ১৫০০।

তনুবন [স] *বি* দেহরূপ বন। 'তনুবন জ্বলে গেলো, দিন দিন ক্ষীণ ভেলো ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

তনুবাত [স] *বিণ* তনুরূপ বায়ু। 'নিজের জলের ফেনশির নীড়কে কি চিনেছিল তনুবাত নীলিমার নীচে?' *জীবন*, ১৯৪৮।

তনুবায়ু [স] *বি* তনুরূপ বায়ু। 'কাঁপে তনুবায়ু কামনার থরোথরো।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

তনুবেদী [স] *বি* দেহাবয়ব। 'তনুবেদী ঘিরি নাই কাঞ্চন-ঠাট।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

তনুমন [স] *বি* দেহমন। 'কানু-প্রেমবিষে মোর তনুমন জরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তনুময় [স] *ক্রিবিণ* শরীর জুড়ে। 'নব-বিকশিত নীপের পুলক জাগে সারা তনুময়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

তনুরত্ন [স] *বি* অমূল্য জীবন। 'মরিবারে চাহে তনুরত্ন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তনুরুচি [স] *বি* দেহের সৌন্দর্য। 'কাঞ্চন শিরিষ কুসুম জনু তনুরুচি দিনকর কিরণে মৈলান।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

তনুলতা [স] *বি* দেহরূপ লতা। 'আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গিতে নত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তনু লীলা [স] *বি* দেহের সৌন্দর্য। 'দিনে দিনে বাঢ়ে তনু লীলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তনুহিল্লোল [স] *বি* দেহতরঙ্গ। 'লীলায়িত তনুহিল্লোলে নৃত্য-পরা প্রকৃতি যেন ওর মাঝে মুক্তি পেয়েছিল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

তনুহীন [স] *বিণ* শরীর নেই এমন। 'যে মদন তনুহীন পরদ্রোহে পরবীণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তনুকরণ [স] *বি* হ্রাস পাওয়া। 'পরমাণুশক্তির বিকিরণ, ওজোনস্তরের তনুকরণ, পরিবেশদূষণ... এসবই তো আজ প্রাজাতিক তথা বৈশ্বিক সমস্যা।' *শিব*, ১৯৫৬।

তন্ত [স তন্ত্র] *বি* তন্ত্র। 'কিন্তো কমন্তে কিন্তো তন্তে।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

তন্তু [স] *বি* সুতা; আঁশ। 'পাট ও শণ গাছের ছালের তন্তু হইতে চট, রজ্জু

প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

তন্তুক্ষয় [স] *বি* পেশীক্ষয়। 'ডাক্তারে বলে তন্তুক্ষয় এ বয়সে নিতান্ত নিশ্চয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

তন্তুগুচ্ছ [স] *বি* আঁশসমূহ। 'রক্তবৃত তন্তুগুচ্ছ রঞ্জিত মালার পুচ্ছ নামের সম্পর্ক নাই তাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তন্তু-তনন [স] *বি* সুতা বুনন; কাপড় বোনা। 'ছাত্রেরা ... সূতিকর্ম, তন্তু-তনন প্রভৃতি শিল্পকর্ম শিক্ষা করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তন্তুবায় [স] *বি* তাঁতি। 'তন্তুবায় বস্ত্র আনিলেন সেই ক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তন্ত্র[1] [স] **১** *বি* শাস্ত্র। 'অতি সূক্ষ্ম রূপ সেই মূল তন্ত্র বেড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মন্ত্রবিদ্যা। 'বিচারিআ নানা তন্ত্র লইব রামের মন্ত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তন্ত্রকার [স] *বি* তন্ত্রের ভাষ্যকার। 'তন্ত্রকারেরা কহেন, কলিযুগে বেদোক্ত সন্ন্যাসাশ্রম নিষিদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তন্ত্রধারক [স] *বিণ* মূলচেতনা ধারণকারী। 'আধুনিক ভাবের তন্ত্রধারক ছিল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

তন্ত্র মন্ত্র [স] **১** *বি* নানাবিধ মন্ত্র। 'ফিরিস্তা সকলে তন্ত্র মন্ত্র শিখাইলা।' *সুলতান*, ১৭০০; 'ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ঝাড়ফুঁক। 'তিনি তন্ত্রমন্ত্র ... জাদু, তেলকি ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভালো জানেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তন্ত্র শাস্ত্র [স] *বি* হিন্দু শাস্ত্রবিশেষ। 'তন্ত্র শাস্ত্রে বাঙ্গালা বর্ণ মালার বিশেষ বর্ণন আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তন্ত্রানুসারে [স] *ক্রিবিণ* তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে। 'পুরাণ ও তন্ত্রানুসারে পরমেশ্বরকে সাকার বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তন্ত্রী[1] [স] *বি* সাধক। 'গুরু তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী।' *লালন*, ১৮৯০।

তন্ত্র[2] [স] **১** *বি* সুতা। 'তন্ত্রবায়ে সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* তার। 'বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তন্ত্রবায় [স] *বি* তাঁতি। 'তন্ত্রবায়ে সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তন্ত্রী[2] [স] **১** *বি* বীণার তার। 'তাইতে রচিস তন্ত্রী বীণাটির তোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* ধমনী-শিরা। 'আমার প্রতি তন্ত্রী, গ্রন্থি মেদ মজ্জা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

তন্ত্রীকুশলা [স] *বিণ স্ত্রী* তার দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্রাদি বাজাতে দক্ষ। 'বরঞ্চ তন্ত্রীবাদিনী বা তন্ত্রীকুশলা বলা যেতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

তন্ত্রীবাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* তার দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্রাদি বাজাতে দক্ষ। 'বরঞ্চ তন্ত্রীবাদিনী বা তন্ত্রীকুশলা বলা যেতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

তন্ত্রীরাজি [স] *বি* বীণার তারগুলি। 'উঠিবে বাজি তন্ত্রী-রাজি, মোহন অঙ্গুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তন্দারি [আ তাদারুক] *বি* তদারকি। 'এ সকল কাম তন্দারি কর না।' *কেরি*, ১৮০২।

তন্দুর [ফা তনূর] **১** *বি* রুটি, পাউরুটি ইত্যাদি সেঁকার উনান। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* যান্ত্রিক চুলা। 'একটা আস্ত মাছ সাফসুতরো করে, মসলাদি মাখিয়ে তন্দুর-এর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

তন্দুরী [ফা তনূর] *বিণ* তন্দুর নামক উনানে রান্নাকৃত। 'তন্দুরী মাছ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

তন্দ্রা [স] *বি* ঘুম ঘুম ভাব। 'কিবা স্বপ্ন কীবা তন্দ্রা দেখিল মোহন।' *মালাধর*, ১৫০০।

তন্দ্রাঅলস [স তন্দ্রা-অলস] *বিণ* ঘুমজড়ানো। 'তন্দ্রা অলস নয়নে বুলাও জাগর-সুরের স্পর্শ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

তন্দ্রাকর্ষক [স] *বিণ* ঘুমভাব নিয়ে আসে এমন। 'ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ পার্লামেন্টের এমন তন্দ্রাকর্ষক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

তন্দ্রাকাতর [স] **১** *বিণ* ঘুমে আচ্ছন্ন। 'এমন বাদল ব্যর্থ হবে তন্দ্রাকাতর কাহার ঘরে?' *নজরুল*, ১৯২৯। **২** *বিণ* অলস। 'তন্দ্রাকাতর ভাবশাসিত জীবনের যে সৌন্দর্য আছে তা শুধু কর্মময় জীবনবিচ্ছিন্ন।' *হাই*, ১৯৫৪।

তন্দ্রাগতা [স] *বিণ স্ত্রী* ঘুমন্ত। 'ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

তন্দ্রাঘন [স] *বিণ* নিথর। 'তন্দ্রাঘন বটশাখা–'পরে ছায়ামগ্ন পক্ষিনীড় গীতশব্দহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

তন্দ্রাঘোর [স] **১** *বি* ঘুমের আবেশ। 'এ দেশবাসীর অন্ততঃ এক সম্প্রদায়েরও তন্দ্রাঘোর অনেকটা কেটে ওঠে।' *হাই*, ১৯৫৪। **২** *বি* মোহাচ্ছন্নতা। 'বাঙলার আদিম তন্দ্রাঘোরও অনেকটা কেটে উঠেছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

তন্দ্রাচ্ছন্ন [স] *বিণ* তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। 'তন্দ্রাচ্ছন্ন দেশবাসীকে জাগাইয়া তুলিয়া নূতন কর্মোদ্যমে তিনিই তাহাদিগকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তন্দ্রাজড় [স] *বিণ* ঘুমে বিভোর। 'তন্দ্রাজড় পশুর মধ্যে হইতেই দেবতা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন।' *সবুজ*, ১৯২১।

তন্দ্রাতুর [স] **১** *বিণ* ঘুমজড়ানো। 'অবশেষে শ্রান্তি মানি তন্দ্রাতুর চোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* ঘুমে কাতর। 'শীতের মধ্যাহ্নতাপে তন্দ্রাতুর বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তন্দ্রাতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* ঘুমবিজড়িত। 'মধ্যদিনের আকাশ আমার হয়েছে তন্দ্রাতুরা, ঝিমন্ত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

তন্দ্রানিঝুম [স তন্দ্রা+নিঝুম] *বিণ* আলস্যভরা। 'মাছরাঙারা দুপুরবেলায় তন্দ্রানিঝুম কলে তাকিয়ে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'ফুরিয়ে এসেছে তন্দ্রানিঝুম ঘুমন্ত দিন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

তন্দ্রানিবিড় [স] *বিণ* তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

তন্দ্রাপূর্ণ [স] *বিণ* নিদ্রাচ্ছন্ন। 'ঝিল্লিমন্দ্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তন্দ্রাবিহীন [স] *বিণ* নির্ঘুম। 'কোন্ গগনের দিশাহারা/ তন্দ্রাবিহীন একটি তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

তন্দ্রাবৃত [স] *বিণ* তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'বড়াহ রাজা ... তন্দ্রাবৃত হইয়া রাত্রি যাপন করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

তন্দ্রাবেশ [স] *বি* ঘুমের আবেশ। 'সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

তন্দ্রাভিভূত [স] *বিণ* তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। 'তন্দ্রাভিভূত মুসলমানগণ।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

তন্দ্রামগ্ন [স] *বিণ* তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। 'আমাদের অন্তরপ্রকৃতি ক্রমশ তন্দ্রামগ্ন হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'জনসাধারণ তখনো গভীর

তিমিরে এবং জমিদার ও বণিক শ্রেণী তন্দ্রামগ্ন।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

তন্দ্রাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে আসে এমন। 'তন্দ্রাময়ী জ্যোৎস্না সাথে স্বপ্নে এসে কথা কয়!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

তন্দ্রালস [স] *বি* ঘুমের আবেশে অলস। 'আমাদের দেশের তন্দ্রালস নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নেও আমরা অর্ধেক চোখ বুজিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'নয়ন আমার তামস-তন্দ্রালসে ঢুলে পড়ুক ঘুমের সবুজ রসে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

তন্দ্রালসা [স] *বিণ স্ত্রী* তন্দ্রাবেশযুক্ত। 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

তন্দ্রা-লীন [স] *বিণ* তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'সন্ধ্যা যদি তন্দ্রা-লীন মৌন অনাদরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

তন্দ্রাহত [স] *বিণ* ঘুমে বিভোর বা অবশ। 'যে দীপ্তি নিশীথে জাগে তন্দ্রাহত বিহ্বল নয়নে।' *আহসান*, ১৯৫৯।

তন্দ্রাহরণী [স] *বিণ স্ত্রী* নিদ্রাহরণকারী। 'ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী/ শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

তন্দ্রাহারা [স] *বিণ* নির্ঘুম। 'আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'চন্দ্র জাগে তন্দ্রাহারা বনের চোখে শিশিরজল।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

তন্দ্রাহীন [স] *বিণ* নিদ্রাহীন। 'এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক'পরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'যামিনীর তন্দ্রাহীন দীর্ঘ পথ ঘুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

তন্দ্রিল [স] *বিণ* তন্দ্রার আবেশ নিয়ে আসে এমন। 'তীব্র শিরায় তন্দ্রিল মার্ফিয়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

তন্ন তন্ন [স] *বিণ* পুঙ্খানুপুঙ্খ। 'প্রথমতঃ রক্ষকেরা তন্ন তন্ন করিয়া এ করণ্ডকের বিষয়ে অনুসন্ধান করিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

তন্নতন্ন ক'রে খোঁজা *ক্রি* গভীরভাবে অনুসন্ধান করা। 'তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে তার প্রাণ।' *নজরুল*, ১৯২৩।

তন্ন তন্ন করিয়া বেড়ানো *ক্রি* সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো। 'দুইজনে বাউন্ডেলের মত গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

তন্নিকট [স] *বিণ* তার নিকটের। 'তন্নিকট দেশস্থ লোকেরদের প্রমুখাৎ শুনিলাম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

তন্নিকটবর্তি, তন্নিকটবর্ত্তি [স তন্নিকটবর্তী] *বিণ* তার নিকটবর্তী। 'তন্নিকটবর্ত্তি গ্রাম হইতে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

তন্নিন্দাসূচক [স] *বিণ* তার নিন্দা প্রকাশক। 'তন্নিন্দাসূচক বাক্য ঐ অট্টালিকায় কহা যাইবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তন্নিবন্ধন [স] *ক্রিবিণ* সে কারণ। 'প্রায় বিশ বৎসর হলো সহরের 'হঠাৎ বাবুর' উপসংহার হয়ে যায় তন্নিবন্ধন ... বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্ঠার মত ভেসে ব্যাড়াচ্চিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তন্নিবারণ [স] *বি* তা নিবারণ। 'পুরুষ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইলে তন্নিবারণার্থ পণ্ডিতদিগ্যে জিজ্ঞাসা করিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৩।

তন্নিবারণার্থ [স] *ক্রিবিণ* তা মোচনের জন্য। 'পুরুষ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইলে তন্নিবারণার্থ পণ্ডিতদিগ্যে জিজ্ঞাসা করিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৩।

তন্নিমিত্ত [স] *ক্রিবিণ* সেজন্য। 'তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি।' *রামমোহন*, ১৮২১।

তন্নিমিত্তে [স] *ক্রিবিণ* তার জন্যে। 'তন্নিমিত্তে সম্পাদক মহাশয় উক্ত সম্বাদপত্রের ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

তন্নিয়মাধীন [স] *বিণ* সেই নিয়মের অধীন। 'অনেকে পাঠশালায় আসিয়া তন্নিয়মাধীন হইয়া পড়িবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

তন্নিরাস [স] *ক্রিবিণ* তা নিরসন করার জন্য। 'তন্নিরাস বিধানে ও পুলীসের ধারার সুধারা করণে যথাসম্ভব অভিনিবেশ করিবেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

তন্নির্মিত, তন্নির্ম্মিত [স] *বিণ* সেখানে নির্মিত। 'তন্নির্ম্মিত মন্দিরাদিতে ... সম্ভাবনা ছিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তন্নিষ্ঠ [স] *বিণ* যথাযোগ্য। 'জগদীশ্বর মানব শরীরকে তন্নিষ্ঠ ধর্ম ও বৃত্তি সমুদায় দ্বারা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তন্বঙ্গী [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণ অঙ্গবিশিষ্ট; তন্বী। 'নিঙাড়ি লও পুষ্প-তনু তন্বঙ্গীর অধর-আঙুর।' *নজরুল*, ১৯৩০।

তন্বী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* অপ্রশস্ত। 'নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণ ও সুগঠিত অঙ্গবিশিষ্ট। 'তন্বী সে যে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

তন্মত [স] *বি* তাঁর মত। 'মৈত্রতায় তন্মত স্থির রাখণে অনেক যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

তন্মতানুসারে [স] *ক্রিবিণ* সেই মত অনুযায়ী। 'বিষয় সমুদয় তন্মতানুসারে নিষ্পন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

তন্মতাবলম্বী [স] *বিণ* সেই মত অবলম্বনকারী। 'বল্লভাচার্য্য ইহার প্রবর্ত্তক প্রযুক্ত লোকে তন্মতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগকে বল্লভাচারী বলিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

তন্মতে [স] *ক্রিবিণ* সেই প্রকারে। 'তন্মতে পাণ্ডিত্য শিখিলেন তাহারদিগকে।' *রামরাম*, ১৮০১।

তন্মধ্য [স] *বি* তার মাঝখান। **তন্মধ্যবর্তি, তন্মধ্যবর্ত্তি** [স তন্মধ্যবর্তী] *বিণ* তার মাঝামাঝি। 'দলপতি তন্মধ্যবর্ত্তি স্থানে পৃথক আসনে উপবিষ্ট হয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

তন্মধ্যস্থিত [স] *বিণ* তার মধ্যবর্তী। 'বারবাকপুরের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে তালুক।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

তন্মধ্যে [স] *ক্রিবিণ* তার মধ্যে। 'তন্মধ্যে ছোলেমানের সরদার আমির লুদি।' *রামরাম*, ১৮০১।

তন্মনস্ক [স] *বিণ* তন্ময়। 'জ্ঞানের অনুশীলনে তন্মনস্ক ... যেসব ব্যক্তিকে তিনি ... উপস্থিত করেছিলেন তাঁরা সকলেই প্রতীচ্যের মানুষ।' *শিব*, ১৯৫৬।

তন্ময় [স] *বি* তাতেই নিবিষ্টচিত্ত। 'শেষে হৈলা পরানন্দ মূর্ছিত তন্ময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তন্ময়চিত্ত [স] *বি* একাগ্র মন। 'ছাত্রবৃন্দ বটবৃক্ষমূলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তন্ময়চিত্তে একটি মাসিক পত্রিকা পাঠ করিতেছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

তন্ময়তা [স] *বি* একাগ্রচিত্ততা। 'তন্ময়তা দেখে থমকে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

তন্মাত্র[1] [স] *বিণ* সেইটুকু। 'এজন্য তন্মাত্র আলোচিত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

তন্মাত্র[2] [স] *বি* পঞ্চভূতের পাঁচটি গুণ। 'শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তন্মাস [স] *বি* সেই মাস। 'তন্মাসের ষোড়শ দিবসে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

তন্মুহূর্ত [স] *বি* সেই সময়। 'তাহার এক প্রহারেই যে কোন মনুষ্য তন্মুহূর্তে গতাসু হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তন্মুহূর্তে [স] *ক্রিবিণ* তখনি। 'তাহার এক প্রহারেই যে কোন মনুষ্য তন্মুহূর্তে গতাসু হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তন্মূলক [স] *বিণ* সেই বিষয়ক। 'তন্মূলক গ্রন্থানুশীলন দ্বারা স্বয়ং চরিতার্থ হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তপ[1] [স তপঃ] *বি* তপস্যা। 'জলে পসি তপ করে নীল উতপল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তপজপ [স] *বি* তপস্যা। 'পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ তপজপ পিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তপফল [স] *বি* তপস্যার ফল। 'নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তপবন্ত [স] *বিণ* তাপস্যাকারী। 'খোএলদ সুতা অতি তপবন্ত ভাগ্যবতী।' *সুলতান*, ১৭০০।

তপশালী [স] *বিণ* তপস্বী। 'মোর নাম শেখ নঈমুদ্দীন মহা তপশালী।' *সুলতান*, ১৭০০।

তপ[2] [স তাপ] *বি* তাপ। 'প্রদীপের শিখা জেন তপে মোহাবল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তপ-প্রভা [স] *বি* সূর্যের দীপ্তি। 'প্রখর তোমার তপ-প্রভায়/ ... গলিয়া নামিল প্রাণের ঢল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

তপঃ [স] *বি* তপস্যা। **তপঃকৃশ** [স] *বিণ* তপস্যায় শীর্ণ। 'তপঃকৃশ শবরীর মত ক্ষীণাঙ্গী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

তপঃক্লান্ত [স] *বি* তপস্যাজনিত কারণে ক্লান্ত ব্যক্তি। 'তপঃক্লান্তের জন্য তারা আনে সুধার পাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তপঃক্ষীণ [স] *বিণ* তপস্যার কারণে শরীর শীর্ণ হয়েছে এমন। 'তপঃক্ষীণ জহ্নুমুনির শুষ্ক পাকস্থলীর অপেক্ষা এখানে ঢের বেশি স্থান আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তপঃপূত [স] *বিণ* তপস্যায় পবিত্র। 'তপঃপূত হোমধূমরচিত অলৌকিক সমাধিরাজ্যের।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

তপঃপ্রতাপ [স] *বি* তপস্যার্জিত শক্তি। 'বাধাকে বশীভূত করার তপঃপ্রতাপ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

তপঃপ্রভাব [স] *বি* সাধনশক্তি। 'সেইজন্য ঋষিদিগকে তপঃপ্রভাব প্রয়োগ করিতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তপঃশুভ্রতা [স] *বি* তপস্যার শুভ্রতা। 'বুদ্ধের কাছে তপঃশুভ্রতা।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

তপঃসাগর [স] *বি* তপস্যার সমুদ্র। 'নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তপঃসাধন [স] *বি* তপস্যা। 'সেই তপঃসাধন বাঙালির সংসারে যে নিষ্ফল হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

তপঃসিদ্ধি [স] *বি* সাধনার সাফল্য। 'সাধকদের তপঃসিদ্ধির পথে পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তপত [স তপ্ত] *বিণ* গরম; তপ্ত। 'তপত দুধ নালে না পীএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তপতি *ক্রিবিণ* অবধি। 'ব্রহ্মাণ্ড তপতি মোর নাম্ভি দেসে রহে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তপতী [স] *বি* তপস্বিনী। 'তপতী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তপন [স] ১ *বি* উত্তাপ। 'বড় খরা লাগে গাএ যৌষ্টের তপনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সূর্য। 'জেন খিতি উদয় তপন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* এক প্রকার ফুল। 'আকন্দ তপন নাটা কণ্টকারি শ্বেতজটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তপন-আতপ [স] *বি* সূর্যের উত্তাপ। 'তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে উঠেছে বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

তপনতনয়া [স] *বি* যমুনা নদী। 'তপনতনয়া তটে ময়ূর ময়ূরী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

তপনতপ্ত [স] *বিণ* রৌদ্রে উত্তপ্ত। 'তপনতপ্ত ধূলি-আবর্ত উঠিছে শূন্য আকুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তপন-তরী [স] *বি* তপনরূপ তরী। 'সুনীল নভের তপন-তরী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তপনতাপ [স] *বি* সূর্যের তাপ। 'প্রচণ্ড তপনতাপ তনু নাহী সয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তপনহীন [স] *বিণ* আলোহীন। 'এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে/ তপনহীন ঘন তমসায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তপনি [স তপন>] *বি* সূর্য। 'আজি বিষ্ণু পদতলে উরিলা তপনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তপন্ত [স] *বিণ* উত্তপ্ত। 'তপন্ত তপন সাহারা-গোবির বক্ষে জ্বলে না কি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

তপশিল, তপশীল [আ তাফসীল] ১ *বি* তালিকা। 'ওগয়রহ মতাবকে তপশীল জয়েল জদি ইঙ্গরেজি সন ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ২ *বি* বিবরণ। 'তিন সুবার উসুল তহসিল সুমার তপশিল ওয়াকিফ হএন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* হিসাব। 'নীচের তপশীলে জানা যাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২২। দ্র **তপসিল**

তপশিলী [আ তাফসীল>] *বিণ* তালিকাভুক্ত। 'তপশিলী হিন্দুদিগের দাবীদাওয়ার প্রতি নিষ্ঠুর উপেক্ষা।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

তপশিল [আ তাফসীল] *বি* তালিকা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

তপশ্চরণ [স] *বি* তপস্যা। 'রাজ্যমধ্যে তপশ্চরণ করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তপশ্চর্যা, তপশ্চর্য্যা [স] *বি* সাধনা। 'জীবন তপশ্চর্য্যায় যাপন করা বোধ হয় ইহা অপেক্ষা অনেক সুখের।' *ফজলল*, ১৯০৩; 'ক্লেশকর তপশ্চর্যা কে আর করিতে যায় তবে?' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

তপশ্চারণ [স] *বি* তপস্যা। 'কল্লোলের জন্য সেও তপশ্চারণ করছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

তপসি, তপসী [স তপস্বী] *বি* তাপস। 'দণ্ডক অরন্যে বসি হইলা তপসি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'রিসি যে তপসী নহি নহিক ব্রাহ্মন।' *রামাই*, ১৭১০।

তপসিয়া [স তপস্বী] *বি* তপসে মাছ। 'খরশুল্লা তপসিয়া পাঙ্গাস ইলিশা।' *ভারত*, ১৭৬০।

তপসিল [আ তাফসীল] *বি* তালিকা। 'উপরের তপসিল সেওয়ায় আর আফিম সন ১৮০১ সালের ১০ ফেবরিওারী।' *ক্যালগে*, ১৮০১। দ্র **তপশিল**

তপসিলী সম্প্রদায় [আ তাফসীল+স সম্প্রদায়] *বি* সরকারি তালিকাভুক্ত অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়। 'তপসিলী সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ১৫টি চাকুরী সংরক্ষিত।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

তপস্থান [স তপঃ>] *বি* তপস্যা করার স্থান। 'তপস্থানে গেলা উরমুখ হইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

তপস্বিন [স] *বি* তাপস। 'হে নবীন তপস্বিন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

তপস্বিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* তপস্যাকারী। 'গ্রীষ্ম হল তপস্বিনী যত সব ময়না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি স্ত্রী* তপস্যা করে যে। 'প্রাতঃকালে তপস্বিনী আমারে বলেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

তপস্বী [স] *বি* তপস্যাকারী। 'সভেই বেদান্তী জ্ঞানী সভেই তপস্বী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তপস্মি [স তপস্বী] *বি* ঋষি। 'রাবনরূপে কোন জন তপস্মি হইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

তপস্যি [স তপস্বী] *বি* তপস্বী। 'তপস্যির ভেস ধরি করিল গমন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তপস্যা[1] [স] *বি* সাধনা। 'তীন ভুবনে জ্ঞানী তপস্যা যাহার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তপস্যাজাত [স] *বিণ* তপস্যা করে পাওয়া যায় এমন। 'এই উভয় দলেই ... সত্যসন্ধানের তপস্যাজাত ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তপস্যালব্ধ [স] *বিণ* তপস্যায় পাওয়া যায় এমন। 'তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তপিসসা [স তপস্যা] *বি* তপস্যা। 'আমার তপিসসা ভগন কৈল্ল কুন জন।' *রামাই*, ১৭১০।

তপৈস্যা [স তপস্যা] *বি* তপস্যা। 'স্বামী অবিলাস হেতু তপৈস্যা করন্তি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তপস্যা[2] [স তপস্বী] *বি* তপসে মাছ। 'হায়রে তপস্যা তোর তপস্যা কি জোর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তপায়লুঁ [ব্র] *ক্রি* সন্তাপিত হলাম। 'হিম হিমকর কর তাপে তপায়লুঁ ভৈ গেল কাল বসন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তপাষ [আ তাফাহ্হুস] *বি* খোঁজ। 'কিরাতনগরে কর কন্যার তপাষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তপা [স তপঃ>] *ক্রি* তপস্যা করা। **তপিল** *ক্রি* তপস্যা করলো। 'কে না তপ তপিল বদরী বটেশ্বরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তপী [স] *বি* তপস্বী। 'যোগক্রিয়াতে মহা যোগী মহা তপী মহা যপী।' *রামরাম*, ১৮০১।

তপোদীপ্ত [স] *বিণ* সাধনায় দীপ্তমান। 'তপোদীপ্ত জীবনের সমস্ত বিভূতি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

তপোধন [স] *বি* তপস্বী; মুনি। 'তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোধন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তপোবন [স] *বি* মুনি-ঋষিদের আশ্রম। 'এ বলিয়া ব্যাস মুনি গেল তপোবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তপোবনবাসী [স] *বিণ* তপোবনে বাস করে এমন। 'সুইসুগী, তপোবনবাসী তাপস।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তপোবল [স] *বি* তপস্যা বা সাধনায় অর্জিত শক্তি। 'তপোবল-প্রভাবে কেহ কেহ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর শাসন করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তপোবল-প্রভাব [স] *বি* তপস্যা বা সাধনায় অর্জিত শক্তির প্রভাব। 'তপোবল-প্রভাবে কেহ কেহ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর শাসন করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তপোবহ্নি [স] *বি* তপস্যার আগুন। 'নমো, হে বৈরাগী, তপোবহ্নির শিখা জ্বালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

তপোব্রত [স] *বি* তপোবনের তপস্যা। 'কহ কোন রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

তপোভঙ্গ [স] *বি* তপস্যায় বিঘ্ন। 'পূজা লইতে গিয়া শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

তপোভূমি [স] *বি* তপস্যার ভূমি। 'সেই মিলন সাধনের তপোভূমি প্রস্তুত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

তপোমগন [স তপোমগ্ন] *বি* সাধনার মগ্নতা। 'আত্মা তোমার তবু জানি/ আরেক তপোমগন।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

তপোরিক্ত [স] *বিণ* তাপদগ্ধ। 'ভারাক্রান্ত করি তুলে তপোরিক্ত বৈশাখের ঝুলি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

তপোলোক [স] *বি* (পুরাণ) সাত ভুবনের একটি। 'জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

তপ্ত [স] *বিণ* গরম। 'মধ্যে কিঞ্জক জ্যোতি তপ্ত হেমমএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

তপ্তকাঞ্চন [স] *বি* উত্তপ্ত স্বর্ণ। 'প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তপ্ততৈল [স] *বি* গরম তেল। 'কর শীঘ্র তপ্ততৈল-কটাহ প্রস্তুত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

তপ্ত বাষ্প [স] *বি* তীব্র আবেগ। 'মনের মধ্যে আর-কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তপ্তবিগলিত [স] *বিণ* তাপে গলে গেছে এমন। 'মনের নীচের তলাকার তপ্তবিগলিত একটা প্রদীপ্ত রহস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তপ্ত ললাট [স] *বি* তাপযুক্ত কপালদেশ। 'তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তপ্তলোহ [স তপ্তলৌহ] *বি* উষ্ণ রক্ত। 'তপ্তলোহ বক্ষে মোর আবেগের ভরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

তপ্তশেল [স] *বি* উত্তপ্ত শলা। 'চারুর অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল বিঁধিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তপ্তশ্বাস [স] **১** *বি* শোকের নিঃশ্বাস। 'তাদের তপ্তশ্বাস আজ কি তোমার বুক বয়ে যাচ্ছে না?' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বি* উত্তপ্ত নিশ্বাস। 'তপ্তশ্বাস হাহুতাশ পাতাঝরা বিদীর্ণ বৈশাখীর জ্বালাকর দিনের দিগন্তে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

তপ্ত হাওয়া [স তপ্ত+আ হাওয়া] *বি* তীব্র আবেগ। 'আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তপ্তহেম [স] *বি* গরম সোনা। 'তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ডশরীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তপ্স্যামাছ [স তপস্বী>] *বি* তপসে মাছ; সুস্বাদু ছোটো মাছবিশেষ। 'এণ্ডাওয়ালা তপ্স্যামাছ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তফ্‌ছিল [আ তাফসীল] *বি* তালিকা; বিবরণী। *ডানকান*, ১৭৮৬।

তফছির [আ তাফসীর] *বি* ব্যাখ্যা। 'আমপারার তফছির প্রকাশিত হওয়ার পর ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৯।

তফরা [আ তফরাহ্] *বি* আছাড়ি-পাছাড়ি। 'প্রলয় তুফানে জেলেডিঙ্গির তফরা খাওয়ার মত সমাগত কুমুদিনীদের দুর্দশা দ্যাখে কে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তফশিলী [আ তাফসীল>] *বিণ* তালিকাভুক্ত। 'তফশিলী হিন্দুদের লইয়া নব মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিয়াছেন।' *আমায়াত*, ১৯৪১।

তফসিল, তফসীল [আ তাফসীল] **১** *বি* তালিকা। 'তফসিল মনফুক এই সকল ... জায়গায়২ মোকরর হইয়া।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'পশ্চাল্লিখিত তফসীলে যে সকল মহাশয়েরদের নাম লিখিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* বিবরণ। '১৯৭০ সালের আইনকাঠামো আদেশের ১(ক) তফসিল এবং ১১ নং তফসিল অনুযায়ী এটা করতে হবে।' *বেগম*, ১৯৭১। *দ্র* **তপসিল, তপশিল**

তফসিলী [আ তাফসীল] *বিণ* তালিকাভুক্ত। **তফসিলী হিন্দু** [আ তাফসীল+ফা হিন্দ>] *বি* সরকারি তালিকাভুক্ত অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়। 'তাঁতঘরে তফসিলী হিন্দুদের মধ্যে কথাবার্তা হইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তফসীর [আ তাফসীর] *বি* ব্যাখ্যা। 'দিবানিশি কোরআন, হাদীস, তফসীর এবং তস্‌বীহ্ লইয়া থাকেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৭।

তফাওত [আ তাফায়উত] *বি* পার্থক্য। 'ইহাতে তফায়ত হইলে ঐ খরিদা মাল পুনুরায় বিক্রয় হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৮।

তফাত, তফাৎ [আ তাফাওউত] **১** *বি* দূরবর্তী স্থান। 'তীরন্দাজ মারে তীর তফাতে থাকিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *ক্রিবিণ* অন্যথা। 'খেদমত করিবা তফাত করো ছাজা পাইবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **৩** *বি* দূর। 'তফাত থাকিয়া আশীষ ফোকারিলে মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুই কে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বিণ* বহির্গত। 'ওসব বাত দেল থেকে তফাত করো।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৫** *বিণ* দূরীভূত। 'তাদের স্বাধীনতা দেও – জাতভেদ তফাৎ কর ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৬** *বি* পার্থক্য। 'একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তফাত পড়া *ক্রি* ভিন্ন রকমের হওয়া। 'তোমার কাজ্য কথক তফাত পড়িবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

তফাত হওন *বি* সরে যাওয়া। *ওর্সাঁ*, ১৭৮৫।

তফাৎ হওয়া *ক্রি* চলে যাওয়া। 'ও মাগীগুলো তফাৎ হয় সে ভাল, রিফরমেসনের পথে বিষম কণ্টক।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

তফ্বিল [আ তাহবীল] *বি* ধনভাণ্ডার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তফ্বিলদারি [আ তাহবীল+ফা দারি] *বি* কোষাধ্যক্ষের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তব১ [স তবৎ] **১** *বিণ* সে পর্যন্ত। 'তব সে মুষা উজল পাঅল।' *চর্যা* ২১, ১২০০। **২** *অব্য* তবে। 'তব কিঅ তা সয়ঁ বাঁধয় চীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তবহি** *অব্য* তৎক্ষণাৎ। 'তবহি বিকার পায় মোর তনু-মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **তবহু** *অব্য* তথাপি। 'তবহু ধীর উছলি পড় তাপে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তবহুঁ** *অব্য* তথাপি। 'তবহুঁ ব্যাধক গীত সুনইত সাধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তব২ [স তপঃ] *বি* তপস্যা। 'এই হৃদে তব তিহোঁ কৈল চিরকাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

তব৩ *সর্ব* তোমার। 'তব পদে লইল শরণ।' *রূপরাম*, ১৬৫০।

তবক১ [ফা তোপক] *বি* বন্দুক। 'তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল সেল সাঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তবক২ [ফা] **১** *বি* আচ্ছাদন। 'চন্দ্রমণি তবক চপলাসম প্রভা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* আস্তরণ। 'দন্তগুলি মিসি ও পানের ছিবের তবকে চিক চিক করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **৩** *বি* স্তর। 'সাত-তবক আশমান পেরিয়ে যায়।' *জসীম*, ১৯৩১।

তবকি, তবকী [তু তোপক>] *বি* বন্দুকধারী সেনা। 'চৌদিকে ধাঁধাঁ বাজায় দামা তবকী তবকে রোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তবকি চালায় গুলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তবধ [স স্তব্ধ] *বিণ* স্তব্ধ। 'শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তবধরি [ব্র] *ক্রিবিণ* তখন থেকে। 'আধ উরজ হেরি আধ আঁচর তরি তবধরি দগধে অনঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তবন [ফা তাজবান্দ] *বি* লুঙ্গি। 'পরনে হলদে সবুজ খোপ আঁকা তবন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

তবল১ [আ] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; তবলা। 'হাতে দামা কাড়া ঢোল তবল নিসান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তবলচি [আ তবল+তু চী>] *বি* তবলাবাদক। 'পাকা তবলচির মতো রেলগাড়িটা কী সুন্দর কারফা বাজিয়ে যাচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

তবলচী [আ তবল+তু চী>] *বি* তবলাবাদক। 'রোদ্দুরের তবলচীকে হার মানিয়ে ...।' *মুক্তধবা*, ১৯৪৯।

তবলজী [আ তবল+তু চী>] *বি* তবলাবাদক। 'তবলজী ও শারীঙ্গেরা বড় রকমের সেলাম বাজালে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তবল২ [ফা ইস্তবল] *বি* আস্তাবল। 'তবে তূর্ণ উপনীত হইল তবলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তবলকীর মালা *বি* জরি ও সলমার কাজ করা মালা। 'জায়গায় জায়গায় রং করা পাটের চুল, তবলকীর মালা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তবলা [আ তবল] *বি* সংগীতের সঙ্গে তাল দেওয়ার চামড়া মোড়ানো বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'তবলার চাটীর শব্দ গ্রহণে জবনকরণক বাদ্যোদ্যম অনুমান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তবলাদারান [আ তবল+ফা দারান] *বি* তবলচিগণ। 'শুনিয়া কাফের কহে তবলাদারানে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তবলিয়া [আ তবল>] *বি* তবলাবাদক। 'একত্রিত গুণীগণ ধাড়ি কালওয়াত কাওয়াল কথক সারঙ্গিয়া তবলিয়া ভাঁড় প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

তবলিগ, তাবলীগ [আ তাবলীগ] *বি* ধর্ম প্রচার। 'মোসলেম তবলীগ মিশনের শাখা।' *মোসলেম*, ১৯২৮; 'হযরত মওলানার কাছে তবলিগের কি হইল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

তবল্লুক [আ তবরুক্ক] *বিণ* শৌখিন। 'তবল্লুক ছাঁদে বসন পিঁধে সঙ্গে চলয়ে হাঁটি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

তবসুদ [আ তমস্সুক] **১** *বি* চুক্তি অনুযায়ী দখলে রাখা। 'জাগা তবসুদ করিয়া পরম সুখে ভোগ করিবা।' *বোগল*, ১৭৭০। **২** *বি* চুক্তি; বণ্ড। *বোগল*, ১৭৭৮।

তবাক [ফা তবক] *বি* সোনা বা রুপার সূক্ষ্ম পাত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তবাগ্রজ [স] *বি* তোমার অগ্রজ। 'কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

তবার *বিণ* ততবার। 'তিনি য বার পা ফেলচেন তবারি যেন আতঙ্কে সাপে কামড়ালে বোধ হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তবাস [ফা তাফাহ্‌হুস] *বি* খোঁজ। 'খুল্লনা চলিল জদি পুত্রের তবাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তবাসা [ফা তাফাহ্‌হুস] *ক্রি* খোঁজ করা। **তবাসিল** *ক্রি* অনুসন্ধান করল। 'তবাসিল একে একে জনেক নাহিক দেখে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তবিয়ত, তবিয়ৎ, তবীয়ত [আ তবীয়াত] *বি* শারীরিক অবস্থা। 'তবিয়ত।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'হুজুরের তবীয়ত কেমন?' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'তোর তবিয়ত আজ ঠিক নেই।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'চাচা মিঞার তবিয়ৎ ভাল ত?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তবিল, তবীল [আ তাহবীল] **১** *বি* তহবিল; সঞ্চিত অর্থ। 'আমায় দাও মা তবিলদারী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* সঞ্চয়। 'আয়ুর তবিল মোর কুণ্ঠির হিসাবে অতি অল্প দিনেই শূন্যেতে মিশাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

তবিলদার [আ তাহবীল+ফা দার] *বিণ* তহবিলদার। *ওর্সা*, ১৭৮২।

তবিলদারি, তবিলদারী [আ তাহবীল+ফা দার>] *বি* তহবিলদারি: কোষাধ্যক্ষের কাজ। 'আমায় দাও মা তবিলদারী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'সাধের তবিলদারি নিশ্চিত ঠেকেছে তলানিতে।' *শ্যামসুর*, ১৯৬৮।

তবু [স তথাপি] *অব্য* তথাপি। 'কংস রাজা দুরুবার তবু চোর আছে।' *মালাধর*, ১৫০০। **তবুত** *অব্য* তথাপিও। 'তবুত বলিতে নারি কৃষ্ণের করন।' *মালাধর*, ১৫০০।

তবে [স তদ্বৎ] **১** *ক্রিবিণ* তারপরে। 'তবেসি কহিহ সব কথা আদিমূল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* তাহলে। 'তবে বা মোঞঁ কাহ্নের কপাড় এড়াওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তবেত** *ক্রিবিণ* ততক্ষণে। 'তবেত বারকাপুরে অরিষ্ট জন্মিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **তবেতো** *ক্রিবিণ* ততোক্ষণে। 'তবেতো পাইব সুখ, হেরিব তাহার মুখ ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **তবেসি ১** *ক্রিবিণ* তারপরই। 'তবেসি কহিহ সব কথা আদিমূল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* তবেই। 'তবেসি মেলিব এথাঁ প্রিয় জগন্নাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তবেহ** *অব্য* তবুও। 'তবেহ না লড়ে কতো নৃপতি উত্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তবেঁ [স তদ্বৎ] *ক্রিবিণ* তখন। 'সঅল ধাম উইআ তবেঁ।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০। **তবেঁসি** *ক্রিবিণ* তবেই; তাহলে। 'তবেঁসি করিবোঁ তোর রাধা দরশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তবেঁহো** *অব্য* তথাপি। 'তবেঁহো আধিক রাধা বুইলেঁ বিপরীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তবেলা [আ তব্‌লাহ] *বি* তবলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তব্ধ [স স্তব্ধ] *বিণ* স্তব্ধ। 'তব্ধ হৈয়া রহে সখী আপনা পাসরি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তভু [স তথাপি] *অব্য* তবু। 'তভু ত পরাণে আন নাহি জানে।' *দ্বীচণ্ডী*, ১৬০০।

তভো [স তথাপি] *অব্য* তবু। 'তভো তোমা হৈতে সে হইয়াছি আমি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **তভোহ** *অব্য* তবু। 'তভোহ কানাঞি কেন করহ যতনে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

তভোঁ [স তথাপি] *অব্য* তবু। 'তভোঁ বনমালী নাইল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তভোঁ না মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তভোঁহোঁ** *অব্য* তবুও। 'তভোঁহোঁ নিলজ কাহ্নাঞিঁ মাজসি দাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তভোহোঁ** *অব্য* তথাপি; তবুও। 'তভোহোঁ তোহ্মার বোল নহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তম [স] **১** *বি* অন্ধকার। 'দিননাথ-দরশনে তম গেল নাশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* প্রকৃতির নিকৃষ্টতম গুণ। 'সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের জননী।' *ভারত*, ১৭৬০।

তমগুণ [স] *বি* নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য। 'তমগুণে কহ কথা হইআ প্রবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তমচ্ছায়া [স] *বি* অন্ধকার ছায়া। 'অরণ্যে তমচ্ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তমঃ [স] *বি* খারাপ গুণ বা বৈশিষ্ট্য। 'এইরূপ চিন্তা করাতে তাঁহার তমঃ খর্ব হইতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তমত্তক, তমসুক [আ তমস্‌সুক] *বি* ঋণস্বীকারপত্র; বন্ড। *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'এ দানপত্র নহে, এ তমসুক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

তমঃত্তক, তমঃসুক [আ তমস্‌সুক] *বি* সরকারি ঋণপত্র; বন্ড। 'যে কোন তমঃত্তকের সুদ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'পূর্ব্বে এক ধর্ম্মসাক্ষী অথবা সূর্য্যসাক্ষী তমঃসুকে কাজ চলিত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

তমসুকি [আ তমস্‌সুক] *বি* ঋণস্বীকারপত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তমঘা [তু] *বি* সম্মানসূচক খেতাব। 'থিসীস লিখে তমঘা নাও।' *পাশা*, ১৯৭১।

তমদ্দুন [আ তামাদ্দুন] *বি* সংস্কৃতি; কৃষ্টি। 'একাধিক পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ, ধর্ম, সভ্যতা ও তমদ্দুন-বিশিষ্ট জাতির বাস।' *আজাদ*, ১৯৪০।

তমস, তমসা [স] **১** *বি* একটি নদীর নাম। 'আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* অন্ধকার। 'দেখি ক্ষণে ক্ষণে তমসের পরপার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তমসাঘন [স] *বিণ* অন্ধকারে ঢেকে আছে এমন। 'এঁর দিলরুবা'র সুর শুনতে হয় তমসাঘন নিথর নিশীথে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

তমসাচ্ছন্ন [স] *বিণ* অন্ধকারে ঢাকা। 'একের পৌর্ণমাসীরজনী, অন্যের ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমানিশা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তমসাচ্ছন্নতা [স] *বি* অন্ধকারাচ্ছন্নতা। 'পুস্তকের তমসাচ্ছন্নতা কিছু না মনে করিয়া ...।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

তমসাবৃত [স] *বিণ স্ত্রী* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'তমসাবৃত রাষ্ট্রগৌরবের দিকে ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ো না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

তমসাবৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'তমসাবৃতা ঘোরা 'কিয়ামত' রাত্রি।' *নজরুল*, ১৯২২।

তমসাম্লান [স] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'সেই সূর্যের প্রদাহে জ্বলুক এ তমসাম্লান রাত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

তমসুকি *দ্র* তমত্তক

তমস্ততি [স] *বি* অন্ধকার রাশি। 'যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞানতমস্ততি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তমস্বিনী [স] **১** *বি* অন্ধকার। 'তাণ্ডবে জন্মিল হল্য তমস্বিনী পেয়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি স্ত্রী* অন্ধকার রাত্রি। 'তাপ তমস্বিনী পরিণত।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **৩** *বিণ স্ত্রী* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'চারি দিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তমস্তন্দ্রালু [স] *বিণ* নিদ্রাচ্ছন্ন। 'মুদিব না অবসাদে তমস্তন্দ্রালু আঁখি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

তমাক [প তাবাকো] *বি* তামাক। 'তমাক টানিয়া মরে কাশিতে কাশিতে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

তমাদি [আ তামাদি] *বিণ* দাবি করার জন্য নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তমাল [স] *বি* বৃক্ষ বিশেষ। 'তমাল হেন্তালপুঞ্জ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তমাল-অরণ্য [স] *বি* তমাল গাছের বন। 'তাল-তমাল-অরণ্যে ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

তমালকলিকা [স] *বি* তমাল গাছের নতুন পাতা। 'তমালকলিকাকুল

রহে বনমাঝে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তমাল-কানন [স] *বি* তমাল গাছের বন। 'মেঘলা গগন তমাল-কানন সবুজ ছায়া মেলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তমালতরু [স] *বি* তমাল গাছ। 'কংসনদীর কুলে তমালতরুর মূলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তমাল-তরুমূল [স] *বি* তমাল গানের তলা। 'ঘনশ্যামল তমাল-তরুমূলে দাঁড়িয়েছি এই দণ্ড-দণ্ডয়ের তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

তমাল-বন [স] *বি* তমাল গাছের বন। 'এমনি করে কালো কোমল ছায়া আষাঢ় মাসে নামে তমাল-বনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

তমালবনভূমি [স] *বি* তমাল গাছের বন। 'নদীর পারে তমালবনভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

তমালবিপিন [স] *বি* তমাল বন। 'জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তমাল-মূল [স] *বি* তমাল গাছের তলা। 'মেঘের ছায়া পড়ে কালো তমাল-মূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

তমালশ্যামল [স] *বি* তমালের মতো কালো বর্ণ। 'তমালশ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তমালী [স] *বি* বরুণ গাছ। 'কবি, তোর তমালী কই/ শ্বসিছে পুবালি বায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

তমিজ [আ তমীজ] **১** *বি* ভদ্রতা। 'আদব তমিজ ও সাধারণ সৎনীতি।' *ইমান*, ১৯০০। **২** *বি* বিবেচনা। 'আশরাফের চেয়েও আদব তমিজ লেখাপড়া জানা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

তমিস্র [স] *বি* অন্ধকার। 'জগৎ তমিস্রপূর্ণ কিন্তু এ তমোরাশী স্বর্গই ঢালিয়া দিতেছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

তমিস্র-আবরণ [স] *বি* অন্ধকারের আবরণ। 'তমিস্র-আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

তমিস্রপূর্ণ [স] *বিণ* অন্ধকারময়। 'জগৎ তমিস্রপূর্ণ কিন্তু এ তমোরাশী স্বর্গই ঢালিয়া দিতেছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

তমিস্রতা [স] *বি* অন্ধকার; অন্ধকারময়তা। 'নীল শাড়িতে মেঘের ঘন তমিস্রতা।' *বুদ্ধ*, ১৯৩২।

তমিস্রা [স] **১** *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'এক তমিস্রা রজনীতে, পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* অন্ধকার। 'গাঢ়তম তমিস্রা বিদারি প্রতাপ তোমার এ প্রাচী দিগন্তে আজি নবতর কী রশ্মি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'চোখের ইঙ্গিতে তব তমিস্রা করাল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

তমিস্রাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অন্ধকার। গভীর শীতার্ত তমিস্রাময়ী রাত্রি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

তমী [স] *বি* রাত্রি। 'পুণ্যদা এ তমী।' *ভারত*, ১৭৬০।

তমু [সন তথাপি] *অব্য* তবু। 'তমু জদি তব পিতা না আইসেন ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তমো [স তমঃ] *বি* সন্ধির সময়ে 'তমঃ' শব্দের রূপভেদ।

তমোগুণ [স] *বি* প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের মধ্যে নিকৃষ্টতম গুণ: অজ্ঞান, মোহ ইত্যাদি। 'তমো গুণে শিব সংহার করেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

তমোঘন [স] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে অকস্মাৎ করেছি উত্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তমোনাশ [স] **১** *বি* অন্ধকার বিনাশ। 'তমোনাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অন্ধকার দূরকারী। 'তমোনাশ আভা।' *জীবন*, ১৯৪০।

তমোনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অন্ধকার বিনাশক। 'তমোনাশিনী উষা পূর্ব্বদিক হইতে আগমন করিল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

তমোনিশি [স] *বি* অন্ধকার রাত্রি। 'পদ্মিনী দিবস তুল্য তুমি তমোনিশি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তমোপূর্ণ [স] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'তমোপূর্ণ সমুদয়, তুমি হে তপন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

তমোবিদারণ [স] *বি* অন্ধকার দূরীকরণ। 'অন্ধ কারায় তমোবিদারণ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

তমোবিশিষ্ট [স] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'গমনকালীন তমোবিশিষ্ট যামিনী জন্য ইতস্ততঃ সকল দৃষ্টি হয় নাহি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তমোভয় [স] *বি* অন্ধকারের ভয়। 'অপগত তমোভয়/ জয় হে জ্যোতির্ময়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

তমোময় [স] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

তমোময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অন্ধকারে পূর্ণ। 'তমোময়ী সন্ধ্যা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

তমোরাশি [স] *বি* অন্ধকার। 'তামরসে তমোরাশি দান করে সেই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তমোহর [স] *বি* চাঁদ। 'তমোহর হীনকর, অতিশয় শুভকর, জগতের জীবন-স্বরূপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তমোহা [স] *বিণ* অন্ধকারনাশক। 'রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে দিনান্তে শিবের রত্ন তমোহা মিহিরে দিনদেব।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

তমোহারী [স] *বিণ স্ত্রী* অন্ধকার বিনাশক। 'যখন আনেন তমোহারী আলোক-তরবারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

তমোসুক [আ তমসৃসুক] *বি* ঋণস্বীকারপত্র; বন্ড। 'এক কেতা তমোসুক হারান পত্রে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

তম্বি, তম্বী [ফা তন্‌বিহ্‌] *বি* তিরস্কার; ভর্ৎসনা। 'অনেক তম্বি করিয়া শেষ ৫০ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'গোমস্তাকে কিছু তম্বী করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

তম্বাতম্ব [ফা তন্‌বিহ্‌>] *বি* তর্জন-গর্জন। 'সত্যাসত্য তম্বাতম্ব জ্ঞানজ্ঞান আদি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

তম্বিতম্বা, তম্বীতম্বা [ফা তন্‌বিহ্‌>] **১** *বি* ভর্ৎসনা। 'তাই নিয়ে তম্বীতম্বা করলে পাঠান ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বি* তর্জনগর্জন। 'স্বয়ং দাঁড়িয়ে ওয়েটারকে তম্বিতম্বা করছেন ঝড়ের বেগে – পেসট্রি নেই?' *মুজতবা*, ১৯৬০।

তম্বুর [ফা তন্‌বুরা] *বি* তানপুরা। 'দোহার তম্বুরে গায় টমক ধমক বায় পিনাক বাজায় কুতূহলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তম্বুরা [ফা তন্‌বুরা] *বি* তানপুরা। 'তম্বুরা তেঘাই বাজে তেওড়া তুবঙ্ক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তন্মুহূর্তে [স] *ক্রিবিণ* সেই মুহূর্তে। 'হাফিজ তন্মুহূর্তেই তার বদলে ... গোরস্থানে গিয়ে বসে রইলেন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

তম্বদিক [আ তাজদীক] *বি* পরীক্ষা। 'আমি নিজে কাগজ-পত্র তম্বদিক করছি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তয়ফা [আ তা'ইফা] *বি* নর্তকী। 'অনেক তয়ফাও আসিয়াছিল ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

তয়ফাওয়ালি, তয়ফাওয়ালী [আ তা'ইফা+হি ওয়ালী] *বি* বাইজি। 'কেহ বেশ্যামুখ চুম্বনে কেহ আলিঙ্গনে কেহ স্তনমর্দনে কেহ বলে তয়ফাওয়ালি কি মজা দিলি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'ছুঁড়ি দুটোকে তয়ফাওয়ালী বানাচ্ছেন?' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

তয়ম্মুম [আ তায়াম্মুম] *বি* পানির বদলে বালি বা মাটি দিয়ে দেহ পবিত্র করার ইসলামি রীতি। 'অজু তয়ম্মুম আদি যথেক গোসল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তয়ের [আ তইয়্যার] *বিণ* প্রস্তুত। 'সব তয়ের হয়েচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

তয়েরি [আ তইয়্যার] *বিণ* তৈরি। 'কে জমিদারকে ভালবাসিয়া আপনার হাতের তয়েরি গাছের 'চৌথ' তাঁহাকে দিয়া থাকে?।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

তর[1] [স ত্বরা] *বি* বিলম্ব। 'আর কতক্ষণ সয় তর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তর সওয়া [স ত্বরা>] *ক্রি* দেরি সহ্য করা। 'আজকালের এই ছোকরাগুলোর তর সয় না কিছুতেই।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

তর[2] [আ তরহ] *বি* পক্ষ। 'একতরের গৌরব অন্য তরের গৌরব হইতে পারে না।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

তরআর [স তরবারি] *বি* তলোয়ার। 'ঘোর তরআর দেখায় কতবার প্রাণে বড় বড় লাগে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তরআল [স তরবারি] *বি* তলোয়ার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তরওয়াল [স তরবারি] *বি* তলোয়ার। 'অনেকে চড়ক, বাণফোঁড়া, তরওয়াল ফোঁড়া দেখ্‌তে ভালবাসেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তরংগ [স তরঙ্গ] *বি* ঝিলিক। 'বিশেষ বীরত্ব অসি বিজুলি তরংগ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তরক [আ তর্‌ক] *বি* বর্জন। 'তোমার হুকুম তরক করি আমি শক্তি পাই।' *নজরুল*, ১৯৩২।

তরকচ [ফা তীর্‌কশ্‌] *বি* বাণ রাখার চোঙা; তূণ। 'ঐরিদত্ত অচিরাৎ কঠিন কামান হাত তরকচ পরিপূর্ণ বাণে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তরকশ [ফা তীর্‌কশ্‌] *বি* তূণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তরকস [ফা তীর্‌কশ্‌] *বি* তূণ। 'কামান তরকস তীর ঢাল তলওয়ারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তরকারি [ফা তরহ+তা কারি] *বি* শাকসবজি দিয়ে রান্না করা খাবার। 'তরকারি বানায়ে খাব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তরকারি-ওলা [তরকারি+হি ওয়ালা] *বি* সবজি বিক্রেতা। 'তরকারি-ওলা বললে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

তরকারি বাগান [তরকারি+ফা বাগ>] *বি* ঘরের কাছে তরকারি জন্মাবার উদ্যান। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

তরকারি-বেচনে-ওলা *বি* সবজি বিক্রেতা। 'তরকারি-বেচনে-ওলা গেছে জাহাজ ইস্টিশানে টিকিট কাটতে।' *মুজতবা* ১৯৫২।

তরক্কি, তরক্কী [আ তারাক্কী] *বি* উন্নতি। 'আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট তরক্কী হয়েছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'তরক্কির জন্য সুদীপ্তকে নাম লুকোতে হয়েছিল।' *পাশা*, ১৯৭১।

তরক্ষু [স] *বি* নেকড়ে বাঘ। 'তরক্ষু শুনহ কথা ধরিবে ধবল ছাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তরখি [স তর্ষ>] *ক্রিবিণ* তৃষ্ণার্ত হয়ে। 'তনু মুখ নিরখি তরখি জীউ বায়ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

তরগঁন্তে [স তরঙ্গ>] *ক্রিবিণ* ঢেউয়ে। 'তরগঁন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

তরঙ্গ [স] ১ *বি* ঢেউ। 'ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* আধার। 'প্রহ্লাদ-সমান তার গুণের তরঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মোর পুত্র ধনপতি গুণের তরঙ্গ।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বি* কটাক্ষ। 'দিব্য রঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গে নয়নে তরঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বি* উন্মাদনা। 'প্রেমের তরঙ্গ আর রসের তরঙ্গ।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৫ *বি* উত্তেজনা। 'আমোদের তরঙ্গ অতিশয় প্রবল হেতু আর ধর্মকে রক্ষা করিতে পারেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

তরঙ্গ-আকুলা [স] *বি* কূলহীন তরঙ্গ। 'অধীর যমুনা তরঙ্গ-আকুলা রে, তিমিরদুকূলা রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তরঙ্গ-আঘাত [স] *বি* ঢেউয়ের ধাক্কা। 'শরীর তার ফিরে ফিরে তরঙ্গ-আঘাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস [স] *বি* তরঙ্গের বাড়াবাড়ি। 'অবিশ্রাম সুখদুঃখ-বিপদ-সম্পদ তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

তরঙ্গ-উৎসব [স] *বি* তরঙ্গের বাহুল্য। 'পূর্ববায়ুকল্লোলিত তরঙ্গ-উৎসবে তুলিয়া আনন্দধ্বনি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

তরঙ্গ-উত্তোল [স] *বিণ* তরঙ্গে উত্তাল। 'যেমন আছে তরঙ্গ-উত্তোল সমুদ্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

তরঙ্গকুটিল [স] *বিণ* ঢেউ-খেলানো। 'ঘন কেশপাশ ... তরঙ্গকুটিল এলাইয়া পৃষ্ঠ-'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তরঙ্গকুঞ্চ [স] *বিণ* ঢেউ-খেলানো; কোঁকড়া। 'তরঙ্গকুঞ্চ কৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

তরঙ্গতর্জন [স] *বি* উদ্বেলতা। 'কোথা ছিল হৃদয়ের তরঙ্গতর্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

তরঙ্গতর্জনী [স] *বি* ঢেউয়ের আঘাত। 'বিরাট একটা নিষেধ কেবলই তরঙ্গতর্জনী তুলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তরঙ্গতাড়িত [স] *বিণ* ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে বেড়াচ্ছে এমন। 'নবেন্দুর নবীন মস্তক তরঙ্গতাড়িত কুষ্মাণ্ডের মতো ইংরাজের দ্বারে দ্বারে অবিশ্রাম উঠিতে পড়িতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

তরঙ্গদল [স] *বি* ঢেউয়ের রাশি। 'কোন তুফানে তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

তরঙ্গধর্মী [স] *বিণ* ঢেউয়ের মতো ক্রমাগত প্রবহমান। 'তরঙ্গধর্মী বললে আলোর চরিত্রের হিসাব পুরো মিলে না। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

তরঙ্গধ্বনি [স] *বি* ঢেউয়ের উপর ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ। 'কেবল তরঙ্গধ্বনি কর্ণগোচর হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তরঙ্গনিন্দিত [স] *বিণ* ঢেউ-খেলানো। 'একটি অনুনয়স্বর, একটি তরঙ্গনিন্দিত গ্রীবার আন্দোলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

তরঙ্গপাত [স] *বি* ঢেউয়ের আঘাত। 'ঝাঁপ দিয়ে তার তরঙ্গপাত ধরব বুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

তরঙ্গ-পানে *ক্রিবিণ* তরঙ্গের দিকে। 'ভাঙিয়া পড়িব তোমার তরঙ্গ-পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তরঙ্গপ্রপাত [স] *বি* ঢেউয়ের পতন। 'তরঙ্গপ্রপাতবৎ বেগে তদুপরি সসৈন্য পতিত হইয়া তাহা একেবারে নিঃশেষ করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

তরঙ্গবর [স] *বি* ঢেউ। 'জলধি মাঝার হম তরঙ্গবর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তরঙ্গবল [স] *বি* ঢেউয়ের আঘাত। 'কলের আঘাত তরঙ্গবলে দূরে নীত হয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

তরঙ্গ-বিভঙ্গ [স] *বি* ঢেউয়ের ভাঙাগড়া। 'তরঙ্গ-বিভঙ্গে মাত উদ্দাম লীলায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

তরঙ্গভঙ্গ [স] *বি* ঢেউয়ের খেলা। 'সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬; 'চলেছে তরঙ্গ-ভঙ্গ তব।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

তরঙ্গভঙ্গিমা [স] *বি* ঢেউয়ের দোলায়িত রূপ। 'নাই তার তরঙ্গভঙ্গিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

তরঙ্গমথিত [স] *বিণ* ঢেউয়ের আঘাতে বিলোড়িত। 'তরঙ্গমথিত ফেনা রেখে যায় সৈকতশিয়রে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

তরঙ্গমন্দ্রিত [স] *বিণ* তরঙ্গের শব্দে মুখরিত। 'তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তরঙ্গময় [স] *বিণ* তরঙ্গপূর্ণ। 'অনন্ত তরঙ্গময় সাগর গর্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

তরঙ্গময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* উচ্ছল। 'উমা মেয়েটি একটু তরঙ্গময়ী।' *তারা*, ১৯৪০।

তরঙ্গমালা [স] *বি* ঢেউয়ের পরে ঢেউ। 'ভয়ঙ্করী তরঙ্গমালা।' *গ্রামবার্ত্তা*, ১৮৭৩।

তরঙ্গমুখর [স] *বিণ* প্রবল ঢেউয়ে উত্তাল। 'উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'চলো যাই জীবনের তরঙ্গমুখর সমুদ্রসৈকতে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৭।

তরঙ্গ-মাঝখানে *ক্রিবিণ* ঢেউয়ের মধ্যে। 'কী নাড়ীর টানে আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গ-মাঝখানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তরঙ্গরাজি [স] *বি* ঢেউয়ের পর ঢেউ। 'বায়ুভরে তরঙ্গরাজি আসিয়া তটে প্রতিহত হইয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তরঙ্গলীলা [স] *বি* ঢেউয়ের খেলা। 'অক্ষরের ঝংকার, হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের তরঙ্গলীলা, এবং বাংলা পদে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'তরঙ্গলীলা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

তরঙ্গশিখর [স] *বি* ঢেউয়ের শীর্ষ। 'তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'বাসনার নৌকো দোলে দুর্নিবার তরঙ্গশিখরে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

তরঙ্গশীকরজাত [স] *বিণ* ঢেউ-বাহিত জলকণা উদ্ভূত। 'সে-ভাব কি সৃষ্টির মহানদীর তরঙ্গশীকরজাত নয়?' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

তরঙ্গশীর্ষ [স] *বি* ঢেউয়ের চূড়া। 'রাত্রির তরঙ্গশীর্ষে ঈষৎ ঝিলিকের রেখা টানিয়া আবার শান্ত হইয়া আসে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

তরঙ্গসংঘাত [স] *বি* ঢেউয়ের আঘাত। 'দুরন্ত তরঙ্গসংঘাত আর কল-কল্লোল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

তরঙ্গ হিল্লোল [স] *বি* ঢেউয়ের তাল। 'তরঙ্গ হিল্লোলে শতদল দোলে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

তরঙ্গা [স তরঙ্গ>] ১ *ক্রি* দোলায়িত হওয়া। 'উঠিল রে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* ঢেউ খেলানো। 'অশান্ত প্রশান্ত শূন্য তরঙ্গিয়া করিছে ফেনিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তরঙ্গায়িত [স] ১ *বিণ* দোলায়িত। 'তরঙ্গায়িতভাবে ভূপৃষ্ঠের কিয়দংশপরিমিত স্থানের কম্পন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'সমগ্র ভারতবর্ষ তরঙ্গায়িত।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ৩ *বিণ* আন্দোলিত। 'আজ যে জীবন স্পন্দন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪২। ৪ *বিণ* ঢেউ-খেলানো। 'ওপরে তরঙ্গায়িত টিনের ছাদ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

তরঙ্গাহত [স] *বিণ* ঢেউয়ের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। 'তরঙ্গাহত সমুদ্রতীরে বহুবিধ সুর শ্রুতিগোচর হয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

তরঙ্গিণী [স] ১ *বি* নদী। 'কূপ গভীর তরঙ্গিণী তীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কৃষ্ণের মধুরবাণী অমৃতের তরঙ্গিণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বিণ স্ত্রী* চঞ্চল। 'তরঙ্গিণী হেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

তরঙ্গিত [স] ১ *বিণ* উদ্বেলিত। 'তরঙ্গিত এ হৃদয় তরঙ্গিত সমুদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* উত্তাল। 'তরঙ্গিত সমুদ্রের বক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* ঢেউ-খেলানো। 'সামনে পিছে ওপরে নীচে তরঙ্গিত পর্বত।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

তরঙ্গিমা [স] *বি* ঢেউ। 'দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা/ রূপ-তরঙ্গিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

তরঙ্গোচ্ছ্বাস [স] *বি* ঢেউয়ের স্ফীতি। 'দেহের ভাঁজ যেন সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস।' *কায়সার*, ১৯৬২।

তরজমা [আ তরজমাহ্] ১ *বি* অনুবাদ। 'যে আজ্ঞা হইয়াছে ... তাহার মজমুন পারসী ও বাঙ্গলা শব্দে তরজমা।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* নকল। 'ইহারদের বাঙ্গলা কথার ধারা একপ্রকার অর্থাৎ ইঙ্গরেজীর মত তরজমা।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ৩ *বি* বর্ণনা। 'ছেলেরা যাহা তরজমা করিত, তাহার কিছু না কিছু কাটাকাটি করিতে হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বি* ব্যাখ্যা। 'অনেকে গোছালো গোছের মেয়ে মানুষ দেখে সং এর তরজমা করে বোঝাচ্চেন!' *হুতোম*, ১৮৬১।

তরজমা করন *বি* অনুবাদের কাজ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তরজমা কারক [আ তরজমাহ+স কারক] *বি* অনুবাদক। 'এক জন তরজমা কারককে নিযুক্ত করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

তরজমান [আ তরজমাহ] *বি* অনুবাদ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তরজমানবিস [আ তরজমাহ+ফা নবীস] *বি* অনুবাদক। 'পারসি ও বাঙ্গলার তরজমানবিস ও পণ্ডিত ও মৌলবি।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

তরজমাহ [আ] *বি* অনুবাদ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তরজা[1] [আ তরজী] ১ *বি* দুই দল গায়কের পাল্টাপাল্টি গাওয়া গানবিশেষ। 'তরজা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বাদানুবাদ নির্ভর এক ধরনের গান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তরজা[2] [স তর্জন>] *ক্রি* তর্জন করা। 'বেষ্টন করি জটাজাল/ যত ভুজঙ্গদল তরজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

তরজা[3] *বি* কেঁচানো বাঁশ। 'তরজার বেড়ায় লাগানো বেঞ্চিতে বসতে বসতে ... জিজ্ঞেস করলেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

তরণ [স] ১ *বি* উত্তরণ; ত্রাণ। 'তবেঁসি পাপসাগরে তোহ্মার তরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যাঁহার প্রভাবে হবে অন্তিমে তরণ।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। ২ *বিণ* উত্তরণকারী। 'মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

তরণি, তরণী [স] ১ *বি* নৌকা। 'সিংহলে গেলেন বাপা সাজিআ তরণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'জে জায় তরণী পথে বিষম সঙ্কটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* যম। 'তার ডরে প্রতাপে তরণী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

৩ *বি* সূর্য। 'শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মণিময় হার গলে অঙ্গছটা উদয় তরণি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তরণী পথ [স] *বি* নৌপথ। 'জে জার তরণী পথে বিষম সঙ্কটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তরণী-শূন্য [স] *বিণ* নৌকাহীন। 'এ তীর তরণী-শূন্য, কেন পার হবো বনান্তরে?' *শক্তি*, ১৯৬১।

তরতম [স] *বি* কমবেশি। 'মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।' *ভারত*, ১৭৬০।

তরতর [ধ্বন্যা] ১ *বি* স্রোত। 'কুণ্ড মধ্যে স্বচ্ছসলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বি* নদীর তীরে জলের আঘাত লাগার শব্দ। 'তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৩ *বি* দ্রুততা বোঝানোর শব্দ। 'গাছটাতে কাঠবিড়ালির মতো তর তর করিয়া চড়িতে পারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তর তর করে *ক্রিবিণ* সহজভাবে। 'নিয়ম-শৃঙ্খলার পথ ধরে ধ্বনিগুলো তর তর করে বের হয়ে এসেছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

তরতরবাহিনী [তরতর+স বাহিনী] *বিণ* তরতর করে প্রবাহিত হচ্ছে এমন। 'কুণ্ড মধ্যে স্বচ্ছসলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তরতরানি *বিণ* তরতর করে ঘুরে বেড়ায় এমন। 'তরতরানি কলকলানি দস্যি সোনা।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

তরতাজা [ফা] *বিণ* টাটকা। 'এমন তরতাজা মাছ।' *জীবন*, ১৯৩২।

তরতিব, তরতীব [আ তারতীব] ১ *বি* ক্রম। 'টাকা তারিখের তরতিব মাফিক টাকসালের সাহেব আদায় করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৯১। ২ *বিণ* গোছানো। 'গুছিয়ে-পাছিয়ে বা তরতীব কাজ করার ব্যাপারে ...র তুলনা ছিল না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তরতিব মাফিক [আ তারতীব+আ মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* ক্রমানুসারে; নিয়ম অনুযায়ী। 'টাকা তারিখের তরতিব মাফিক টাকসালের সাহেব আদায় করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

তরদুদ [আ তরদ্দুদ] ১ *বি* কর্মতৎপরতা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* হুঁশিয়ার। 'তাহাও ডোট সহিত তরদুদ করিয়া দিয়াছি।' *বোগল*, ১৭৭০। ৩ *বি* উদ্বেগ; দ্বিধা; খবরাখবর রাখা। *বোগল*, ১৭৭০। ৪ *ক্রিবিণ* নিশ্চিন্তে। 'খাতির জমায় আবাদ তরদুদ করহ।' *ডেরলি*, ১৭৯১। ৫ *বি* সিদ্ধান্তহীনতা। 'পোস্তের ভূমের তরদুদ করনের একরার ...।' *এডমন*, ১৭৯৩। ৬ *বি* চালু। 'নীলের আবাদ তরদুদ না করে তবে ঐ সাহেব ঐ প্রজার নামে নালিশ করিয়া ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। দ্র তরোদুদী

তরন্দাম *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'আবেরাওয়াঁ, আল্লাবাল্লে, তাঞ্জেব, তরন্দাম, তুনসুক বা নয়নসুক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তরপদার [আ তরফ+ফা দার] *বি* জমিদার; সম্পত্তির শরিক। 'নওয়াবগঞ্জ তরপদারের শ্রীযুত মুবে বেরতেল সাহেব।' *ডেরলি*, ১৭৭৬।

তরফ [আ তরফ] ১ *বি* বর্জন। 'ইচ্ছাগতে পঞ্চ অক্ত নামাজ তরকে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* পক্ষ। 'কুম্পানির তরফ হইতে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৩ *বিণ* পক্ষের। 'জমিদার বিক্রমাদিত্যের তরফ লোক।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* স্বরূপ। *ভবানী*, ১৮২৩। ৫ *বি* দিক। 'আপনিও ব্রাহ্মণ – আমিও ব্রাহ্মণ। এক তরফ ব্রহ্মহত্যা হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'প্রাচ্য সভ্যতার তরফ হইতে পাশ্চাত্য বর্বর প্রথার প্রতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

তরফদার [আ তরফ+ফা দার] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবখি*, ১৮৪০।

তরফদারী [আ তরফ+ফা দারি] *বি* অংশীদারত্ব। *এডমন*, ১৭৯৩।

তরফসান [আ তরফ+ফা সানি] *বি* দ্বিতীয় স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তরফসানি [আ তরফ+ফা সানি] *বি* দ্বিতীয় স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তরবার [স তরবারি] *বি* ধারালো অস্ত্রবিশেষ; তলোয়ার। 'তরবারের ধারে কাটা যায় না।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

তরবারি [স] *বি* তলোয়ার। 'অস্ত্রাগার হইতে একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি গ্রহণ করিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

তরবিত করন [আ তারবিয়ত+স করণ] *ক্রি* উপদেশ দেওয়া; শিক্ষা দেওয়া। *গুর্সা*, ১৭৮৫।

তরবিয়ত [আ তারবিয়ত] ১ *বি* প্রশিক্ষণার্থী। 'আমি বিলাতের কএক নামদার কুঠীতে তরবিয়ত হইয়াছি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ২ *বি* শিক্ষা। 'পাঠশালা স্থাপনের তাৎপর্য্য এই যে ... ভালরূপ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় তরবিয়তকরণের জন্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

তরবেতর [ফা তর-বে-তর] *বিণ* নানা ধরনের। 'রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তরমুজ [ফা তরবুজ] *বি* বড়ো আকারের রসালো ফলবিশেষ। 'সেং ভূমিতে ... তরমুজ ও রামতরাই প্রভৃতি সুন্দর জন্মিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

তরমুজ মদ [ফা তরবুজ+স মদ] *বি* তরমুজের শাঁসের মতো লাল মদ। 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ।' *জীবন*, ১৯৪২।

তরয়ার [স তরবারি] *বি* তলোয়ার। 'ঝনঝন বাজে দুঁহার তরয়ার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তরল [স] ১ *বিণ* চঞ্চল। 'চারি পাশ চাহে রাধা তরল নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আর্দ্র। 'যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বিণ* অস্থির। 'মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৪ *বিণ* নরম। 'আমার মতো তরল মনে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯৮। ৫ *বিণ* বিগলিত। 'তাহাকে কেহ কখনও তরল হইতে দেখে নাই।' *নজরুল*, ১৯৩১। ৬ *বিণ* কোমল। 'গুণধররা অবাক হত সেতারীর তরল অঙ্গুলির বিচিত্র লীলা দেখে।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

তরলতা [স] *বি* তারল্য; তরল স্বভাব। 'তরলতার বেশী প্রভেদ বোধ হয় নাও থাকিতে পারে।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

তরলবসনা [স] *বিণ* ফিনফিনে পাতলা কাপড় পরিহিত। 'প্রখর কৌতুকে ছিল তরলবসনা নারী দল।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

তরল বাঁশ [স তরল+স বংশ] *বি* তল্লা বাঁশ। 'তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০।

তরল-বুদ্ধি [স] *বি* অস্থির বুদ্ধি। 'তরল-বুদ্ধির তরুণ।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৩।

তরলমতি [স] ১ *বিণ* কোমল বুদ্ধিসম্পন্ন। 'যাঁহারা নানাবিধ স্কুলবুক লিখিয়া তরলমতি বালকবৃন্দের মনে ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* চঞ্চল। 'তরলমতি যুবক যুবতীর হৃদয়ে ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

তরলমনা [স] *বিণ* বিগলিত মন। 'আনন্দে তরলমনা পিয়ে রুধিরের পানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তরল সংগীত [স] *বি* একঘেয়েমিপূর্ণ গান। 'কেবল একটি তরল

সংগীতের ধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

তরলা [স তরল>] *বি* তল্লা বাঁশ। 'মুগর তরলা ভালুকা বাঁশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তরলাবস্থা [স] *বি* মাতাল অবস্থা। 'পেয়াদা তরলাবস্থায় রাত্রে পথ দিয়ে চলছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

তরলিত [স] *বিণ* তরলীকৃত। 'আগো তরলিত অগ্নি গো সুরাপেয়ালা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

তরলিয়া [স তরল>] *বিণ* তরলা বাঁশের তৈরি। 'আর কাল হৈল মোরে তরলিয়া বাঁশী।' *বড়ু*, ১৫৭০।

তরশু [স তৎপরশ্ব] *ক্রিবিণ* পরশু দিনের পরদিন। 'পরশু থিয়েটার, তরশু রাত্তিরে ম্যাডাম প্যাটির গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

তরস [স] *বি* মাংস। 'তরস ভোজনে হয় কত উপকার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তরসানো [স ত্রাস>] ১ *ক্রি* তাড়াতাড়ি করা। 'তরসিয়ে তরোয়ারে মুঠে ধরে এঁটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *ক্রি* দুঃখ দেওয়া। 'না – মা, মরা জানকে এ মিছে তরসানো আর।' *নজরুল*, ১৯২২।

তরসু [স তৎপরশ্ব] *ক্রিবিণ* দু দিন আগে অথবা পরে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

তরস্ত [স] *বিণ* ত্রস্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তরা[১] [স তর] ১ *ক্রি* পার হওয়া। 'পারগামি লোঅ নিভর তরই।' *চর্যা ৫*, ১২০০; 'ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* উদ্ধার করা। 'আপদ তরাইতে মোর আছে কোন জন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'গতি করে দাও তো মেয়েটা তরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **তরই** *ক্রি* পার হয়। 'পারগামি লোঅ নিভর তরই।' *চর্যা ৫*, ১২০০। **তরইতে** *ক্রি* পার হতে। 'ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তরাইতে** *ক্রি* উদ্ধার করতে। 'আপদ তরাইতে মোর আছে কোন জন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তরাইল** *ক্রি* উদ্ধার করলো। 'এমত সঙ্কট প্রভু তরাইল তোমারে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **তরাবার** *ক্রি* উদ্ধার করার। 'ওজোগুণ তরাবার ওপদ ওকস।' *ভারত*, ১৭৬০। **তরাবে** *ক্রি* পার করবে। 'তাহারে তরাবে কে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **তরি** *ক্রি* পার হই; উত্তীর্ণ হই। 'জাহার প্রসাদে তরি এ ভব সাগর।' *মালাধর*, ১৫০০। **তরিতে** *ক্রি* উদ্ধার লাভ করতে। 'গুনরাজখাঁন বলে তরিতে সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **তরিব** ১ *ক্রি* উত্তীর্ণ হবো। 'কোন ধর্ম্ম গৃহস্তের সংসার তরিব।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* পার হবে; অতিক্রম করবে। 'মোর আসির্ব্বাদে পুত্রএ তরিব আপদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *ক্রি* উদ্ধার পাবে। 'কেমতে তরিব পাপী উম্মত আক্কার।' *সুলতান*, ১৭০০। **তরিবম** *ক্রি* অতিক্রম করবো; পার হবো। 'তরিবম বনবাস তোক্কার প্রশাদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তরিমু** *ক্রি* অতিক্রম করবো। 'কি বুদ্ধি তরিমু দুঃখ না দেখি উপাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **তরিয়া** *ক্রি* পার হয়ে। 'কেমতে তরিয়া অগ্নি করিব গমন।' *মালাধর*, ১৫০০। **তরিল** *ক্রি* পার হলো। 'বানরে ভর করি তরিল সাগর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তরে** ১ *ক্রি* পার হয়ে। 'হরিনামে হবে রত তাহে যাবে তরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *ক্রি* পার পেয়ে। 'আমি এ যাত্রা এক রকম ক'রে তরে গেলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তরা[২] [স ত্বরা] *বি* তাড়া। 'সাজ সাজ বলিয়া টমকে দিল তরা।' *মালাধর*, ১৫০০।

তরাই [স তলভূমি] *বি* পাহাড়-পর্বতের পাদদেশের স্যাঁতসেঁতে ও জঙ্গলময় অঞ্চল। 'গেলুম উসখুস পাহাড়ের তরাইয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তরাগ [স তড়াক] *বি* দিঘি। 'বিল ঝিল তড়াগ পুকুর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

তরাজু [ফা] *বি* নিক্তি। 'মনে বড় কুতূহলি কান্দে কড়ির থলি হড়পি তরাজু করি হাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তরাতরি [স ত্বরা>] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'পাঞ্চাল নগরে তবে গেল তরাতরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তরানো [স তরণ>] *ক্রি* উত্তীর্ণ হওয়া। 'দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

তরাযু [ফা] *বি* ওজন দেওয়ার পাল্লা। *এডমন*, ১৭৯৩।

তরাল [স তরবারি] *বি* তরবারি। 'তরালের চোটে কার চক্ষু দিল তুড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তরাস [স ত্রাস] *বি* ভয়; শঙ্কা। 'বন মাঝেঁ পাইল তরাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তরাসদোদুল [স ত্রাস>] *বিণ* ভয়ে কাঁপছে এমন। 'সেই যে বিধুর তীব্রমধুর তরাসদোদুল বক্ষ দুরুদুরু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তরাসিত [স ত্রস্ত] *বিণ* ত্রস্ত। 'মুদয়ে নয়নে আতি তরাসিত মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তরাসিল [স ত্রাস>] *বিণ* ভীত। 'পুছিল তোক্ষারা কেহ্নে তরাসিল মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তরাসিনী [স ত্রাস>] *বিণ স্ত্রী* ভীত; শঙ্কিত। 'বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তরাস চামর [ফা তারস>] *বি* মাছি মারার দণ্ড বা চামরবিশেষ। 'তরাস চামর ময়ূরপুচ্ছ অস্ত্র শস্ত্র পতি পুত্রবতী স্ত্রীগণের হস্তেতে দর্পণাদি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

তরি, তরী [স] *বি* নৌকা। 'সঙ্গে লইয়া সাত তরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ত্বরায় চলএ তরী তীরের পয়ান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তরিক [আ তরীকাহ্] *বি* তরিকা; পথ। 'যে নূরে হয় আদম পয়দা সেই নবির তরিক জুদা।' *লালন*, ১৮৯০।

তরিকত, তরীকত [আ তরীকাহ্] *বি* ইসলামি মতে আধ্যাত্মিক সাধনার পথ। 'শরীয়ত, তরীকত, ইসলামী দীন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তরিকা [আ তরীকাহ্] *বি* পথ। 'তরিকার তরি নাই তোমা বৈ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তরিতরকারি, তরিতরকারী [ফা তরহ্+তা কারি>] *বি* নানাবিধ শাকসবজি। 'আছে কেবল শাক মাচ তরিতরকারি।' *কেরি*, ১৮০২; 'কায়ক্লেশে দুটা তরিতরকারী জন্মাইয়া ... অন্নের জোগাড় করিয়া আসিতেছেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তরিত্তা [পা] *বিণ* উত্তীর্ণ। 'তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইণা।' *চর্যা ১৩*, ১২০০।

তরিবত, তরিবৎ [আ তারবিয়ত] ১ *বি* শিক্ষা। 'শিশুদিগকে এমতো তরিবত দিতে হইবে যে তাহারা প্রথমে নানা বস্তুর নক্সা দেখিতে পায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* আদব-কায়দা। 'জামাইবাবুর সেইরূপ তরিবৎ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

তরিবর [স] *বি* নৌকা; তরী। 'চলিল সিংহল দেশে ত্বরা দিআ সাত তরিবরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তরু [স] *বি* গাছ। 'কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তরু-কর [স] *বি* গাছের ডাল। 'দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি/ দুলিয়ে তরুকর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

তরুকা [স] *বি* ছোটো গাছ। 'তারি মাঝে এক বালক অরকিড-

তরুকার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তরুকাণ্ড [স] *বি* গাছের গুঁড়ি। 'ঘনগুল্মগন্ধপুঞ্জীকৃত বায়ুশূন্য বনতলে তরুকাণ্ডগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

তরুকুলপতি [স] *বি* আমগাছ। 'তরুকুলপতি ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তরুকোটর [স] *বি* গাছের খোঁড়ল বা গর্ত। 'তরুকোটর-গুহাগহ্বর-বনবাসী জন্তুর মধ্যে মানুষের প্রভেদ কী?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তরুচ্ছায়াঘন [স] *বি* গাছের ঘন ছায়াযুক্ত। 'ঐ তরুচ্ছায়াঘন গ্রাম্য পথটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

তরুচ্ছায়ানিমগ্ন [স] *বিণ* গাছের ছায়াশোভিত নিস্তব্ধ। 'জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তরুছাএ [স তরুচ্ছায়া] *ক্রিবিণ* গাছের ছায়ায়। 'রৌদ্রে পিড়িত হৈয়া রহে তরুছাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

তরুছায় [স তরুচ্ছায়া] *ক্রিবিণ* গাছের ছায়ায়। 'পথের ধারে বসিয়া রব বিজন তরুছায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'রাখাল ছেলের বাঁশি বাজে সুদূর তরুছায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

তরুছায়া [স তরুচ্ছায়া] *বি* গাছের ছায়া। 'পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসীমাখা/ গ্রামখানি মেঘে ঢাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তরুতল [স] *বি* গাছতলা। 'তরুতলে নিবাস সদাই দুটি ভাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তরুতলবাসী [স] *বি* গাছের নীচে বাস করে যে। 'আমি তরুতলবাসী, পুরে প্রবেশ নিষেধ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

তরুপল্লব [স] *বি* গাছের পাতা। 'তরুপল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

তরুপুরী [স] *বি* বাগান। 'ডগমগ তরুপুরী।' *নজরুল*, ১৯২৬।

তরুবর [স] *বি* বড়ো গাছ। 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।' *চর্যা ১*, ১২০০।

তরুবিরল [স] *বিণ* গাছপালা খুব কম এমন। 'উঁচুনিচু প্রস্তরকঠিন তরুবিরল পৃথিবীর উপরে সূর্যোদয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তরুবীথিকা [স] *বি* গাছের সারি। 'এই তরুবীথিকার মধ্যে আশাকে জড়াইয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

তরুমর্মর [স] *বি* পাতার শব্দ। 'ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান/ তরুমর্মর পবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তরুমূল [স] *বি* গাছের তলা। 'তরুমূলে রাধা শ্যাম।' *বড়ু*, ১৫৭০।

তরুয়র [স তরুবর] *বি* তরুবর; বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। 'নানা তরুয়র যে ফল ফলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তরুয়া [স তরু>] *বি* গাছ। 'না যাইও যমুনাজলে তরুয়া কদম্বতলে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

তরুরাজ [স] *বি* বট, অশ্বত্থ, তাল প্রভৃতি বড়ো গাছ। 'তরুরাজ যুদ্ধ আশে তোমারে যদি সম্ভাষে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

তরুরিক্ত [স] *বিণ* বৃক্ষহীন। 'তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্তনে দেখা যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

তরুরুহ [স] *বি* পরগাছা। 'কোনও কোনও উদ্ভিদ ভূমিতে না জন্মিয়া বৃক্ষের উপরে জন্মে ... এরূপ উদ্ভিদের নাম তরুরুহ বা পরগাছা।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

তরুলতা [স] *বি* গাছপালা। 'শুরু হঞা তরুলতা শিখায় নাচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তরুলতা তৃণ মাঝে করিবে তখন, ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫; 'তরুলতা যে ভাষায় কয় কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

তরুলতাপাতা [স] *বি* গাছের লতা ও পাতা। 'কাঁদিছে ধরায় তরুলতাপাতা, কাঁদিতেছে পশুপাখি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

তরুলতিকা [স] *বি* গাছ, লতা, পাতা ইত্যাদি। 'গীতময় তরুলতিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

তরুশাখ [স] *বি* গাছের ডাল। 'ফলিবে না তরুশাখে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

তরুশাখা [স] *বি* গাছের ডালপালা। 'অন্ধকার তরুশাখা দিয়ে সন্ধ্যার বাতাস বহে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তরুশির [স] *বি* গাছের মাথা। 'পূর্বতীরে তরুশিরে অরুণ হেসে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

তরু-শুষ্ক [স] *বিণ* গাছের মতো শুকনা। 'জাগো বহ্নিরূপী তরু-শুষ্ক-জ্বালা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

তরুশ্রেণী [স] *বি* গাছের সারি। 'সুদূর তরুশ্রেণী এক পলক চোখে পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তরুসম [স] *বিণ* গাছের মতো। 'তরুসম সহিতে হইবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

তরু-সমাকীর্ণ [স] *বিণ* গাছে আচ্ছাদিত। 'মুকুলিত তরু-সমাকীর্ণ বনানীর শ্যামল প্রচ্ছদপটে শবরী বালিকার এই ছবি।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

তরুসমাচ্ছন্ন [স] *বিণ* গাছের লতাপাতায় ঘেরা। 'তরুসমাচ্ছন্ন তীরের দিকে উৎসুক দৃষ্টি চালনা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

তরুহীন [স] *বিণ* গাছপালা নেই এমন। 'জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তরুই [হি তুরই] *বি* ঝিঙ্গা জাতীয় সবজিবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তরুণ [স] **১** *বিণ* হালকা। 'মালতী মণ্ডিত কেশ তরুণ তিমির করে নাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* নবোদিত। 'সোনার বরণ, তরুণ তপন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বিণ* নবীন। 'কে যতী-ইন্দ্র তরুণ তাপস।' *নজরুল*, ১৯৩০। **৪** *বিণ* কোমল। 'মাঘের তরুণ রৌদ্র ধরণীর 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তরুণকান্তি [স] *বিণ* অল্পবয়সী। 'কাদম্বরী দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য সম্প্রতি এই তরুণকান্তি কেয়ুরককে আমরা নিযুক্ত করেছি।' *তারা*, ১৯৪০।

তরুণতা [স] *বি* তারুণ্য। 'তার মনের তরুণতা এখনো বিলুপ্ত হয় নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

তরুণবয়স [স] *বি* প্রথম যৌবন। 'তরুণবয়সের আরম্ভে এও সেইরকমের একটা কাণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তরুণবয়স্ক [স] *বিণ* তরুণবয়সী। 'তরুণবয়স্ক পতি প্রাচীনা ভার্যাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তরুণ মনুষ্য [স] *বি* যুবক। 'শত ২ সুন্দরী রমণী সুন্দর তরুণ মনুষ্য বিদেশীয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

তরুণসম্প্রদায় [স] *বি* তরুণ প্রজন্ম। 'বাংলাদেশের আশার জিনিস! ওগো তরুণসম্প্রদায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

তরুণারুণ [স তরুণ-অরুণ] *বিণ* নবোদিত সূর্যের মতো। 'তরুণারুণ থল কমলদলারুণ মঞ্জির রঞ্জিত চরণা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

তরুণার্ক [স] *বি* সদ্য উদিত সূর্য। 'তরুণার্করক্তিম বসনে শরীর মণ্ডিত করিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তরুণী [স] *বি* যুবতী। 'এক তরুণীকে/ দেখায়িল কাহাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তরুন তমাল [স তরুণ তমাল] *বি* কচি তমাল গাছ। 'তাপর উপজল তরুন তমাল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তরুনি [স তরুণী] *বি* কিশোরী। 'তরুনিম সৈসব চিহ্নই ন জান।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

তরু [স তরু] *বি* গাছ। 'উরু ভেদি উঠিলেক এক সাল তরু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তরুতল [স তরুতল] *বি* গাছতলা। 'গাছে গাছে চাহে গোপি চাহে তরুতলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তরুলতাগণ [স তরুলতাগণ] *বি* গাছলতাসমূহ। 'একে একে জিজ্ঞাসিল তরুলতাগণে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তরুসাখা [স তরুশাখা] *বি* গাছের কাণ্ড। 'তনু তিয়াগিতে তরুসাখা আরোহিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

তরেঁ [স অন্তর] *অব্য* জন্য। 'এবেঁ তোর তরেঁ কৈল অবতার কাহ্ন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তরে [স অন্তর] **১** *অব্য* জন্য। 'তা সভার তরে কৈল অনেক আয়োজন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *অব্য* প্রতি। 'হানিফা কাঁদিয়া বলে সমর্ত্তভান তরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তরো [আ তরহ্] *বি* রকম। 'সাহেবের জয়াহেরের গহনা আদদ হরেক তরো ৫৭ সাতান্ন খান ছোট বড়তে আমার স্থানে ছীল।' *তেরলি*, ১৭৯৪।

তরোদুদী [আ তরদ্দুদ] *বি* হুঁশিয়ারি। 'আমী জমি তরোদুদী তাগাবি কিছু২ দিতেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

তরোবারি [স তরবারি] *বি* তলোয়ার দিয়ে খেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তরো বতরো, তরোবেতরো [ফা তর-বে-তর] *বিণ* নানা রকম। 'তাহাতে তরো বতরো ঘড়ি।' *রামরাম*, ১৮০১; 'পশ্চিম ভারতে বহুতর তরো-বেতরো মাংস রান্না হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

তরোয়ার [স তরবারি] *বি* তলোয়ার। 'ধরে ঢাল তরোয়ার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তরোয়ারি [স তরবারি] *বি* তরবারি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তরোয়াল [স তরবারি] *বি* তরবারি। 'লাগাল পাইয়া দুই জনে ও তরোয়াল খসিয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

তরোয়াল খেলা *বি* তরবারি দিয়ে খেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তরোর [ফা তর-বে-তর] *বিণ* প্রকারের। 'বেরলে সাহেবের জয়াহেরের গহনা আদদ হরেক তরোর।' *তেরলি*, ১৭৯৪।

তর্ক [স] **১** *বি* বিতর্ক। 'তর্কে চতুর।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **২** *বি* ন্যায়শাস্ত্র। 'ভুড়াড়ি গেলেম তর্ক পড়িবার আশে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বি* বাদানুবাদ। 'বাঘকে তাদৃশ দশাগ্রস্ত দেখিয়া সতর্ক হইয়া তর্ক করে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

তর্ককরা *বি* বিতর্ক। 'প্রত্যেক কলেজে তর্ককরা, দাঁড়বহা ... প্রভৃতির নানা সমাজ আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

তর্ককীট [স] *বি* কেবলই তর্ক করে এমন ব্যক্তি। 'কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তর্কগম্য [স] *বিণ* যুক্তিগ্রাহ্য। 'ইহা তর্কগম্য কি প্রকারে হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

তর্কচাতুরী [স] *বি* তর্কনৈপুণ্য। 'আমাদের মতামত সূক্ষ্ম তর্কচাতুরী প্রকাশের জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

তর্কতাড়িত [স] *বিণ* তর্ক দিয়ে উত্তেজিত। 'তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাভ্রান্ত মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

তর্কতাপ [স] *বি* তর্কের উত্তাপ। 'এতক্ষণকার তর্কতাপ যেন জুড়াইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

তর্কদর্শী [স] *বিণ* যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী। 'অসামান্য ধী-শক্তিসম্পন্ন তর্কদর্শী পণ্ডিতদিগকেও ভ্রান্তিশূন্য আপ্তভাষী বলিয়া বিশ্বাস করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তর্কনিষ্ঠ [স] *বিণ* তর্ক-বিতর্ক করে এমন। 'তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তর্কনৈপুণ্য [স] *বি* তর্কের বিষয়। 'প্রচলিত ধর্মকে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-দ্বারা কেবলমাত্র তর্কনৈপুণ্যে পরিণত করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

তর্কপঞ্চানন [স] *বি* নৈয়ায়িকের উপাধিবিশেষ। 'শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তর্কপরায়ণ [স] *বিণ* তর্কপ্রিয়। 'রেস্তোরাঁয় হওনি কখনো তর্কপরায়ণ সাহিত্যের সৌখিন আড্ডায়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

তর্কপ্রগতি [স] *বি* তর্কবিতর্ক। 'একটি শৃগাল অনতিদূরে বসিয়া তর্কপ্রগতি উপভোগ করিতেছিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

তর্কবাগীশ [স] *বিণ* তর্কে পটু। 'আমারদিগের দেশের লোক প্রায় তাবৎই তর্কবাগীশ।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

তর্কবাগীশ করা *ক্রি* দার্শনিক বিচার করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তর্কবাচস্পতি [স] *বি* নৈয়ায়িকের উপাধিবিশেষ। 'তারানাথ তর্কবাচস্পতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

তর্কবিতর্ক [স] *বি* বাদ-প্রতিবাদ। 'অবাস্তবিক বিধি লইয়া যাঁহারা তর্কবিতর্ক করেন ... তাঁহারাই ধন্য!' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

তর্কবিদ্যা [স] *বি* ন্যায়শাস্ত্র। 'তদীয় সাহায্যে তর্কবিদ্যা, আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান ও ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ হইত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তর্কবীর [স] *বি* তর্কনিপুণ ব্যক্তি। 'আজ এই তর্কবীরকে দেখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

তর্কভূষণ [স] *বি* নৈয়ায়িকের উপাধিবিশেষ। 'শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ তর্কভূষণ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তর্কযুক্তি [স] *বি* কার্যকারণসহ বিতর্ক। 'সুচরিতা ক্ষণকালের জন্য তর্কযুক্তি সমস্তই ভুলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

তর্কযুদ্ধ [স] **১** *বি* কোনো বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিতর্ক; বিতর্কসভা। 'মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের তর্কযুদ্ধ।' *প্রচারক*, ১৮৯১। **২** *বি* বাগ্‌যুদ্ধ। 'সরকারের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে যাইবেন।' *হোলতান*, ১৯২৩।

তর্কশাস্ত্র [স] **১** *বি* ন্যায়শাস্ত্র। 'তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* দর্শনবিদ্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তর্কশাস্ত্রের

বিপর্য্যয়ানুমানে অনুমান করি যে চন্দ্রিকাকারের পূর্ব্বনিবাস ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তর্কসংশয় [স] *বি* বিতর্ক ও সন্দেহ। 'সমস্ত তর্কসংশয়কে অভিভূত করিয়া দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তর্কসরস্বতী [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

তর্কসাপেক্ষ [স] *বিণ* তর্কনির্ভর। 'তার জ্ঞান অনুভূতিসাপেক্ষ, তর্কসাপেক্ষ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

তর্কস্রোত [স] *বি* তর্করূপ স্রোত। 'আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের তর্কস্রোতের উজান ঠেলে যেতে হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

তর্কহীন [স] *বিণ* যুক্তিহীন। 'আমার চেতনা চিন্তাহীন তর্কহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তর্কাতর্কি [স] *বি* কথা কাটাকাটি। 'তর্কাতর্কি নানামত করে।' *ভারত*, ১৭৬০।

তর্কাতীত [স] *বিণ* প্রশ্নাতীত। 'মানুষের আচার-ব্যবহারে ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষার প্রাদুর্ভাব যেমন তর্কাতীত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তর্কান্ধ [স] *বিণ* যুক্তি না মেনে তর্ক করে এমন। 'তর্কান্ধ হলে সাধুভাষীরা যে প্রতিপক্ষের ভাষার স্বরূপটি দেখতে পান না।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

তর্কালঙ্কার [স] *বি* ন্যায়শাস্ত্রের উপাধিবিশেষ। 'পণ্ডিত মধুসূদন তর্কালঙ্কার।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

তর্কিত [স] *বিণ* বিতর্কিত। 'তর্কিত বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা অসম্ভব।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

তর্জন, তর্জ্জন [স] **১** *বি* ক্রুদ্ধ আস্ফালন। 'তর্জ্জন গর্জ্জন করে লোক করে কোলাহল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* তিরস্কারমূলক। 'ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্জ্জনবচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* প্রবল গর্জন। 'অশ্বিনী তর্জ্জন করি ধাইল ইন্দ্রাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* তীব্র ভর্ৎসনা। 'সতীশের নিকট তর্জন লাভ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

তর্জন গর্জন [স] **১** *বি* সক্রোধে ও সগর্জনে ভর্ৎসনা। 'তর্জ্জন গর্জ্জন করে লোক করে কোলাহল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মহাশয়েরদিগের আস্ফালন ও তর্জনগর্জনের বিসর্জন হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বিণ* আস্ফালন। 'বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তর্জনতাড়ন [স] *বি* শাসন-নির্যাতন। 'তর্জনতাড়ন-ব্যাপারে হাত পাকাইবার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

তর্জনস্বর [স] *বি* হুঙ্কার। 'বাহিরে বড়োলোকের ভৃত্যের তর্জনস্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

তর্জিত [স] *বিণ* তাড়িত; আন্দোলিত। 'উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত ঘন ঘন গর্জিত মেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

তর্জনি [স তর্জনী] *বি* প্রবল গর্জন। 'কামানের শব্দ ঘোর মেঘের তর্জনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তর্জনী, তর্জ্জনী [স] **১** *বি* হাতের বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুল। 'ডানি করে নবরত্ন তর্জ্জনী শোভায়।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'হিন্দু সমাজ তর্জনীর বিক্ষেপও করে নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* শাসনদণ্ড। 'বহিয়া চলেছে সদা ধরণীর 'পর যাঁর তর্জনীর ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

তর্জনী আঙুল [স তর্জনী-অঙ্গুল] *বি* হাতের বুড়ো আঙুল ও মধ্যমার মাঝখানের আঙুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তর্জনী-সংকেত, তর্জনিসংকেত [স] *বি* আঙুলের ইশারা বা নির্দেশ। 'চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জনী সংকেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'মানুষকে আপন তর্জনিসংকেতে ওঠবোস করানো সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তর্জমা, তর্জ্জমা [আ তরজমাহ্] **১** *বি* অনুবাদ। 'প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা হইয়া।' *দর্পণ*, ১৮১৮; 'সংস্কৃতমূলক সাধু বাংলায় তর্জ্জমা করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।' *ইমান*, ১৯০০। **২** *বি* বক্তব্য। 'যে আয়িন নিরূপণ করেন তাহার চুম্বক তর্জমা এই।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৩** *বি* রূপান্তর। 'আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তর্জমাকারক [আ তরজমাহ্+স কারক] *বি* অনুবাদক। *দর্পণ*, ১৮২৩; 'একজন এক প্রধান দপ্তরে তর্জমাকারক।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

তর্জা[১], তর্জ্জা[১] [স তর্জন>] *ক্রি* তর্জন করা। 'রথে চড়ে সর্ব্ব বির তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তর্জা[২], তর্জ্জা[২] [আ তরজী] *বি* কবিগানের অনুরূপ বিতর্কমূলক লোকগান। 'আর্জ্জা তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।' *কৃষ্ণ*, ১৫৮০।

তর্জাওয়ালা, তর্জ্জাওয়ালা [আ তরজী+হি ওয়ালা] *বি* কবিগানের অনুরূপ বিতর্কমূলক লোকগানের দল। 'প্রতিবাদী আর্তনাদী বন্ধুবর্গের এবং তাঁহাদের ভাড়াটিয়া তর্জ্জাওয়ালাদের ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

তর্ত্ত [স তত্ত্ব] *বি* খবর নেওয়া। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

তর্পণ [স] **১** *বি* হিন্দুরীতিতে মৃত পূর্বপুরুষের প্রতি বংশধরদের পালনীয় আচারবিশেষ। 'বিধিমত কৈল তেঁহো স্নানাদি-তর্পণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* নিবেদন। 'অশ্রু-রেবা-কূলে মোর এ স্মৃতি-তর্পণ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

তর্পন [স তর্পণ] *বি* হিন্দুরীতিতে মৃত পূর্বপুরুষের প্রতি বংশধরদের পালনীয় আচারবিশেষ। 'দেবের বিধানে কৈল স্নান তর্পন।' *মালাধর*, ১৫০০।

তর্পা [স তর্পণ>] *ক্রি* তর্পণ করা। 'মূর্চ্ছি পড়ে সর্প শত সত্রশিখা তর্পিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

তর্ফা [আ তরফ>] *বিণ* পক্ষের। 'আদালতে এক তর্ফা ডিগ্রি করিতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৬০।

তল [স] **১** *বি* মূলদেশ। 'কাহ্ন বিণি আয়িলাহোঁ আক্ষে কদম্বের তল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পাতাল। 'স্বগগে রাখোঁ মর্ত্ত্যে রাখোঁ তলে পাওঁ সুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* ফাঁক। 'পিণ্ডা পরে বৈসে প্রভু লইয়া এত জন। তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* নীচ। 'পাকিআ পড়িল তলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *ক্রি* নিঃশেষ। 'সুধায় আদর নাই খুধা গেল তল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৬** *বি* দিশা। 'কোথাও আর তল পাওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

তল-আঁধারি [স তল-অন্ধকার>] *বিণ* তলা অন্ধকার হয়ে আছে এমন। 'ফিরে আসব তল-আঁধারি অশত্থগাছটাকে বাঁয়ে রেখে।' *নীরেন*, ১৯৫৮।

তলচর [স] *বিণ* তলায় বিচরণকারী। 'আমরা এই বায়বীয় সমুদ্রের তলচর জীব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তলচারী [স] *বিণ* তলায় বিচরণকারী। 'তলচারী এবং শাখাবিহারীদিগের ভীষণ কোন্দল উপস্থিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

তলদেশ [স] **১** *বি* নীচের বিস্তৃত স্থান। 'যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গদেশে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালীজাতির

তীর্থস্থান হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* নীচের অংশ। 'তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তলপৃষ্ঠ [স] *বি* ভূমির উপরিভাগ। 'তাদের জগতের আয়তন কেবল তলপৃষ্ঠ নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

তলপেট [স] *বি* পেটের নীচের অংশ। 'বক্ষস্থল অবধি তলপেট পর্য্যন্ত একটা থৈলীর মত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

তলবর্তী [স] *বিণ* নীচের; তলার। 'এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তলবাসী [স] *বি* বৃক্ষমূলে বাস করে এমন। 'দেশান্তরি গরিব বৃক্ষের তলবাসী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তলবীথি [স] *বি* মূলের সারি। 'বাঁধে নিজ তলবীথি শিকড়ের গভীর বিস্তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তলভূমি [স] *বি* নিম্নদেশ। 'লণ্ডননগরের পাদদেশপ্রবাহিতা টেম্‌স নদীর তলভূমি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তল-শূন্য [স] *বিণ* নিম্নভাগ শূন্য। 'শিলা যথা তল-শূন্য দহে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

তলাইয়া দেখা *ক্রি* গভীরভাবে উপলব্ধি করা। 'এ কথাও আজ সকলের তলাইয়া দেখার সময় আসিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

তলে তলে *ক্রিবিণ* গোপনে। 'সেই বিধুভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তলওয়ার [স তরবারি] *বি* তরবারি; তলোয়ার। 'ঝন ঝনা শব্দ হয় দোহার তলওয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তলওয়ারধারী [স তরবারিধারী] *বিণ* তলোয়ার ধারণকারী। 'তলওয়ারধারী, সে তসবী-বাহী সে দরদী সর্দার।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

তলওয়ারবাজ [স তরবারি+ফা বাজ] *বি* তরবারি চালনায় দক্ষ। 'এমন পয়লানম্বরী তলওয়ারবাজ হয়ে গেল মেনিমুখো মেস্টার-মেলের একজন।' *মুক্তধারা* ১৯৬৬।

তলতল [ধ্বন্যা] *বি* খুব নরম অবস্থা। 'তলতল ছলছল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তলতা [স তরল>] *বিণ* সরু ও নরম। 'এ সুর রাখালের তলতা বাঁশির মেঠো সুর নয়।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

তলতাবাঁশ [স তরল>+বাঁশ] *বি* সরু ও নরম এক জাতীয় ফাঁপা বাঁশ। 'চড়কতলায় ... টিনের মহুরী দেওয়া তলতাবাঁশের বাঁশী বিক্রি কত্তে বসেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তলপ [আ তলব] **১** *বি* চেয়ে পাঠানো; ডেকে পাঠানো। 'তলপ রাজার তোকে তূর্ণগতি আয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'জমীদারেরা ... আমুরা খরচ তলপ করে।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **২** *বি* আহ্বান। 'রাজপুতনা থেকে গল্প তলপ করতে আরম্ভ করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তলপি [স তল্প; ফা তালাব] *বি* গাঁটরি। 'মিছে কেন তলপি বওয়া।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

তলপিদার [তলপি+ফা দার] *বিণ* অনুচর। 'দলের একজন বড় তলপিদার।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

তলপি বওয়া *ক্রি* গাঁটরি টানা। 'মিছে কেন তলপি বওয়া।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

তলপিবাহ [তলপি+স বাহ] *বি* মোটবাহী চাকর। 'তাই হইয়াছে নুড়ো-মুখ যত বুড়োর তলপিবাহ।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

তলব [আ] **১** *বি* ফিরে যাওয়ার আহ্বান। 'তবে সে পৃথিবী হোন্তে তলব হৈব তান।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* হাজির হওয়ার আদেশ। 'কাহার তলব হয় আগে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* চেয়ে পাঠানো। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'সময় ধরিয়া কৈফিয়ৎ তলব করা হইত।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৪** *বি* ডেকে পাঠানো। 'আমার মনিবকে তলব করিয়াছেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৫** *বি* খোঁজ। 'আমার তলবে লোক আসিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

তলব করা [আ তলব+করা] *ক্রি* হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া। 'ডিহীদার লোককে তলব করা গীয়াছিল।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

তলবচিঠি [আ তলব+চিঠি] *বি* পরোয়ানা। *ডানকান*, ১৭৮৪।

তলব সুদ [আ তলব+স সুদ] *বি* আদিষ্ট সুদ। 'কিস্তি খেলাপ ও তলব সুদ ইত্যাদি।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫।

তলবানা [আ তলব>] *বি* তাগাদা। 'পেয়াদার তলবানা, ... জরিমানার হ্যাঙ্গামে প্রজাদিগকে সর্বদাই শশব্যস্ত থাকিতে হইত।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

তলবার [স তরবারি] *বি* তলোয়ার। 'যোড় হাতে বুকে ধরে ফাল তলবার।' *ভারত*, ১৭৬০।

তলয়ার [স তরবারি] *বি* তলোয়ার। 'পরিসর পিঠে ঢাল করে কর তলয়ার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তলশব্দ [স] *বি* করতালি। 'বীরপুরুষদিগের তলশব্দ আর কেহ শুনিতে পায় না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তলা [স তল] **১** *বি* গাছের মূল-সংলগ্ন স্থান; গাছতলা। 'বকুলতলাত চাহা।' *বড়ু*, ১৫০০। **২** *বি* জুতার তলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* তলদেশ। 'শরতের শেষে স্বচ্ছ হয়ে আসে জল ... তলার বালি চোখে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বি* অন্ধকার। 'কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৫** *বি* একতলা। প্রাসাদভবনে নীচের তলায় সারাদিন কতমতো গৃহের সেবায় নিয়ত রয়েছ রত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৬** *বি* গহ্বর। 'পরের দিন থেকে মাটির তলায় ভিত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৭** *বি* নীচ। খাটের তলায় স্থান পেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৮** *বি* স্তর। 'শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **৯** *বি* ছায়া। 'কালো অন্ধকারের তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **১০** *বি* কাছ। 'সঁপেছ জীবন তব তাঁর পায়ের তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তলাখাক্তি *বিণ* অভাবগ্রস্ত। 'শুকনোপেটা ও তলাখাক্তি প্রজারা নিকটে আসিয়া সেলামী দিয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তলায় তলায় *ক্রিবিণ* ভিতরে ভিতরে। 'কিন্তু মনের তলায় তলায় ... একটি ভাবনাস্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

তলানি [স তল্>] *বি* তরল পদার্থের যে অংশ থিতিয়ে নীচে পড়ে। 'ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল।' *কেরি*, ১৮০২।

তলানো [স তল্>] **১** *ক্রি* ডুবে যাওয়া। 'ওরে কোন অতলেতে যেতেছি তলায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *ক্রি* ভালোভাবে উপলব্ধি করা। 'খুব বেশিদূর তলাইবার দরকার নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *ক্রি* দূর হওয়া। 'অগাধ উল্লাসে লোকলজ্জা সহসা তলাল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

তলাপাত্র *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

তলাশা [ফা তালাশ] *ক্রি* অনুসন্ধান করা। 'যেতে হয় যদি চলো নিরবধি সেই ফুলবন তলাশিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তলাস [ফা তালাশ] *বি* তালাশ। 'পুনঃ পহুঁ না কৈল তলাস।' *মুরারি*,

১৫৭০।

তলাসিয়া [ফা তালাশ>] *ক্রি* খুঁজে। 'বিকল হইয়া নারী তলাসিয়া ফিরেন সকল স্থানে।' *ভারত*, ১৭৬০।

তলি [স তল>] *বি* নিম্নদেশ। 'উভেচারি জোজন পর্ব্বতের তলি।' *মালাধর*, ১৫০০।

তলিত [স তড়িৎ] *বি* বিদ্যুৎ। 'জনি তলিত জোতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তলিয়া [স তুল্>] *ক্রি* তুলিয়া; তুলে। 'সেই শর কাটীয়া তলিয়া লৈল হাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তলী-চেরা *বিণ* তলা ফেটেছে এমন। 'তলী-চেরা নাও, যত সেঁচে ভরে জলে।' *জসীম*, ১৯৫১।

তলোয়ার [স তরবারি] *বি* তরবারি। 'ইমাম হাসান মারা যাবে তলোয়ারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তলোয়ার খেলন *ক্রি* তরোয়াল নিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তলোয়ার বাজী [তলোয়ার+ফা বাজী] *বি* তলোয়ার চালনার কাজ। 'তিরান্দাজী ও বরকন্দাজী ও তলোয়ার বাজী ... সর্ব্বতেই অতি পারক।' *রামরাম*, ১৮০১।

তলোয়ার মাছ *বি* এক ধরনের মাছ। 'তলোয়ার মাছ এসে কেটে নিয়ে গেল নাকি?' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

তল্প [স] *বি* শয্যা। 'দিন হৈল কল্প কল্প কণ্টক সমান তল্প।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তল্লি, তল্লী [স তল্প; তুল ফা তালাব] *বি* গাঁটরি; বোঁচকা। 'চল দেখি ভিন্ন গাঁয়ে তল্লী আমার নিয়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'কেউ বলে, চাঁদ তল্লি বাঁধো।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

তল্লিতল্লা [স তল্প; তুল ফা তালাব] *বি* কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্রের পুটলি। 'ব্রজেশ্বর তল্লিতল্লা বাঁধিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'তারপর তল্লীতল্লা নিয়ে বম বম করে পালাব একদিন!' *তারা*, ১৯৪২।

তল্লিদার, তল্লীদার [তল্লি+ফা দার] ১ *বিণ* মোসায়েব। 'তল্লিদার চেলা সঙ্গে থাকা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* মোটবাহী চাকর; ভৃত্য। 'বরের দল চলেছে হেঁটে আর তাদের তল্লীদাররা চেপেছে মোটরগাড়িতে!' *প্রমথ*, ১৯৩১।

তল্লীবাহক [তল্লি+স বাহক] *বি* মোটবাহী চাকর। 'পরবর্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ি অভিমুখে তল্লীবাহক সহ রওনা হইতেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

তল্লাট [স তল>] ১ *বি* অঞ্চল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তল্লাটের লোক জানে।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বি* আঙিনা। 'হরিণ পাবে না খুঁজে বাড়ির তল্লাটে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

তল্লাবাঁশ [স তরল>+বাঁশ] *বি* মুলিবাঁশ। 'তল্লাবাঁশের কাটিল আগা, কালধোয়ানির জোড়া।' *জসীম*, ১৯২৯।

তল্লাশ [ফা তালাশ] *বি* অনুসন্ধান। 'গাড়ি-তল্লাশ হবে।' *পাশা*, ১৯৭১। *দ্র* **তালাশ**

তল্লাশী [ফা তালাশ>] *বি* অনুসন্ধান; খোঁজ। 'ঘরে ঘরে জোর চলেছে তল্লাশী।' *শামসুর*, ১৯৭২।

তল্লাস [ফা তালাশ] *বি* সন্ধান। 'সীতারে তল্লাস করি ভ্রমে বনে বন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তল্লাসী [ফা তালাশ>] *বি* খুঁজে দেখার কাজ। 'খানাতল্লাসী করিতে আসিবে।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

তশতরি, তশতরী [ফা তশ্‌ত>] *বি* ছোটো রেকাবি; পিরিচ। 'মিষ্টান্নের তশতরীগুলি ভ্রাতার সম্মুখে বাড়াইয়া দিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'চালের ফিরনি তশতরি ভরে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

তশদীক [আ তাসদীক] *বি* সত্যাসত্য পরীক্ষা। 'বিজ্ঞানের মানদণ্ড হচ্ছে পরীক্ষামূলক বাস্তবতার তশদীক (verification) বা সমর্থন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

তশবিহি [আ] *বিণ* বাহ্যিক আকৃতিগত। 'তশবিহি রূপ এই যদি তাঁর, তনজিহি কীবা হয়।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

তশরিফ, তশরীফ [আ তাশরিফ] ১ *বি* (সম্মানিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে) উপস্থিতি। 'মেহেরবানী করিয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন।' *সওগাত*, ১৯২৮। ২ *বি* (সম্ভ্রম অর্থে) আদেশ। 'বসতে তশরীফ বা আজ্ঞা হোক।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

তশরীফ আনা *ক্রি* উপস্থিত হওয়া; পদার্পণ করা। 'প্রায় সকলেই মায় সওয়ারী তশরীফ আনিয়াছেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

তষর [স ত্রসর] *বি* এক প্রকার রেশমি কাপড়। 'দোছোট করিআ পরে তষরের সাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তষ্যপর *দ্র* **তস্য**

তসদী [আ তাজদীগ] *বি* ক্লেশ। 'আমাদের প্রাণে এত তসদী সহে না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

তসদিক [আ তাজদীগ] *বি* সত্যাসত্য পরীক্ষা। 'এসব কথা চিন্তা কৈরা এবং কেতাব তসদিক কৈরা দেখতে হৈবে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

তসদিয়া *বি* সত্যতা। 'কেহ কোনক্রমে তসদিয়া পান নাই।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

তসনস [আ তহস্ + আ নহস্] *বি* তছনছ; ধ্বংস। 'তসনস করি পায়ে পিষে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

তসবি, তসবী [আ তাসবীহ্] *বি* মোটা গুটির তৈরি মালাবিশেষ। 'বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায়।' *ভারত*, ১৭৬০; 'বুজর্গ ও নবীর নাম নিয়া এক একবার দাড়ি নেড়ে তসবি পড়িতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তসবি করা *ক্রি* নাম জপা। 'হজরতের নাম তসবি করে,/ যাব রে মিসকিন বেশে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

তসবিহ, তসবীহ [আ তাসবীহ্] *বি* মোটা গুটির তৈরি জপমালাবিশেষ। 'হস্তে তসবীহ (জপমালা)।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'সে নিজ হাতে একছড়া তসবিহ তৈরি করিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

তসবির, তসবীর [আ তাসবীর] ১ *বি* ছবি। 'কেহ বা তসবির আঁকে।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'মেহের-উন্নিসা খাস কামরায় বসিয়া তসবীর লিখিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বি* চেহারা। 'তার আস্তিন-টানা মারমুখো তসবির দেখে আমাকে শুধালো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

তসর [স ত্রসর] ১ *বি* রেশমি। 'তসর বসন পরিধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* এক প্রকার রেশম। 'পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তসরুপ, তসরুফ [আ তাসাররুফ] *বি* চুরি। 'তহবিল তসরুপ ও জাল করার অপরাধ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'তরি-তরকারি সবই তসরুফ হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৩। *দ্র* **তছরুপ, তছরূপ**

তসরুফী [আ তাসাররুফ>] *বিণ* চুরিকৃত। 'তসরুফী টাকার ডবল টাকা দিয়া ... রক্ষা পান।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তসলা [হি] *বি* খিল। 'লোহার কপাট তার তাম্রের তসলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তসলিম [আ তাসলিম] *বি* অভিবাদন। 'তসলিম করিয়া কহেন শুন পয়গম্বর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তসলীম [আ তাসলিম] *বি* অভিবাদন। 'তসলমি করিয়া কোটাল কুতূহলী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তসল্লি [আ তাসল্লী] *বি* সান্ত্বনা; প্রবোধ। 'এরই মূলে বসিয়া পেয়েছে মার তসল্লি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

তসু [স *তস্যকম্] *সর্ব* তার। 'বতিস বোইণী তসু অঙ্গ উহ্রসিউ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

তসুরুফ [আ তসাররুফ] *বি* কর্তৃত্ব। 'জে কারখানার এ যাবত সকল মেজর মেগাইন সাহেবের তসুরুফে ছিল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। দ্র **তছরুপ, তছরুপ**

তস্কর [স] ১ *বি* প্রবঞ্চক। 'দণ্ডে নাশ হয় অগ্নি সলিল তস্করে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* চোর। 'তস্কর ডাকাত লয়্যাছিল তোর পুত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তস্করতা [স] *বি* চুরি। 'দস্যুবৃত্তি, তস্করতা ... চারি দিকে সঞ্চারণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

তস্করবহুল [স] *বিণ* দুর্বৃত্তে পরিপূর্ণ। 'তস্করবহুল রাজ্যেও এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

তস্করবৃত্তি [স] *বি* চুরির পেশা। 'পরিশেষে, অর্থের নিমিত্ত, তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

তস্করভোগ্যা [স] *বিণ* চুরির দ্রব্য ভোগ করে এমন। 'ইনি তস্করভোগ্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তস্করী [স] *বি স্ত্রী* চোর। 'কি করিব পহরি সভয় তস্করী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তস্তা [ফা তাশ্‌ত] *বি* পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তস্তরী [ফা তশ্‌ত>] *বি* পিরিচ। 'মিটসেফের দরোজাটা খুলতে চোখে পড়ল একটা তস্তরী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

তস্মাৎ [স] *অব্য* থেকে। 'আমীন সাহেবের তস্মাৎ যথাকার ব্যাপ্য যে চৌকী হয় তথায় পাঠাইয়া দিবেন।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

তস্য [স] *সর্ব* তার। 'লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতিমাসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তস্যপর [স] *ক্রিবিণ* তারপর। 'তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

তস্যাপর [স তস্য>] *ক্রিবিণ* তারপর। 'তস্যাপর মহামহীম মাতুল মহাসয়েরা ...।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

তস্যোপরি [স] *ক্রিবিণ* উপরন্ত। 'উৎকৃষ্ট বেটুয়া অশ্ব ও তস্যোপরি নানাপ্রকার নিশান।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

তহকিক [আ তাহকীক] *বি* সত্য নির্ণয়। 'ফতে না পাইবে তাতে তহকিক কালাম।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* কঠোর। 'এ হুকুম খুব তহকিক জানিয়া কখনো বদল করিবা না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৩ *বি* প্রমাণপূর্বক। 'সেক্রেটরি দপ্তরে কৌসলের ঘরে তহকীকে বুঝা জাবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ৪ *বি* বোধ; বিশ্বাস। 'এমত বুঝাও যায় না ও তহকীকেও আইশে না।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

তহকীয়ত [আ তাহকীক] *বি* প্রশ্ন। 'বারম্বার তহকীয়ত কর‍্যাতে কোন মতে সে হস্ত সঙ্কোচ করে না।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

তহখরচ [ফা তহ+ফা খরচ] *বি* আনুষঙ্গিক খরচ। 'ফরিয়াদীর তহখরচ ও লোকসান যাহা দেয়ান উচিত।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

তহখরচা [ফা তহ+ফা খরচ] *বি* আনুষঙ্গিক খরচ। 'গুনাগারি ও তহ খরচা দিগর সমেত দাদানের টাকা আদায় হয়।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

তহখানা [ফা] *বি* মাটির নীচের ঘর। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'বালাখানা ও তহখানার লোক পরিপূর্ণ।' *রামরাম*, ১৮০১।

তহজীব [আ তাহজীব] *বি* সভ্যতা। 'নিজস্ব তহজীব ও তমদ্দুন সম্পর্কে শঙ্কিত ও সচেতন থাকতে হোত।' *উমর*, ১৯৬৮।

তহফা [আ তুহফা] *বি* উপহার। 'বিস্তর বিস্তর তহফা আদি দিয়া বাদসাহের হজুরে দরপেস হইলেম।' *রামরাম*, ১৮০১।

তহবন [ফা তাহবন্দ] *বি* লুঙ্গি। 'তখন খেলকা তহবন ছিল না।' *লালন*, ১৮৯০।

তহবন্দ [ফা তাহবন্দ] *বি* লুঙ্গি। 'তহবন্দ পরিহিত।' *ইসলাম*, ১৯০৭।

তহবিয়ান *বি* খাজনাবিশেষ। 'তহবিয়ান – আখেরি হিসাবের পাওনা।' *প্রাকৃত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

তহবিল, তহবীল [আ তাহবীল] ১ *বি* সঞ্চিত অর্থ। 'দয়ারাম ঘোষজার তহবিল হইতে ... তঙ্কা কর্জ্জ করিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬। ২ *বি* ধনভাণ্ডার। 'তহবিলে টাকা নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৩ *বি* ভাণ্ডার। 'মদনের ফুলশরের তহবিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বি* কোষাগার। 'জাতীয় তহবীল প্রতিষ্ঠার জন্য মুছলমান জনসাধারণের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪২।

তহবিলদা [আ তাহবীল+ফা দার] *বি* তহবিলদার। 'কারবারের তহবিলদা।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

তহবিলদার [আ তাহবীল+ফা দার] *বি* যে তহবিল রাখে; কোষাধ্যক্ষ। 'এখন তহবিলদার সাহেবের সরকার হইতে দস্তগির হইয়াছে।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

তহবিলদারি, তহবিলদারী [আ তাহবীল+ফা দারি] *বি* কোষাধ্যক্ষের কাজ। 'বক্সি সাহেব তহবিলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। 'তহবিলদারি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তহমত [আ তুহমাত] *বি* মিথ্যা অভিযোগ। 'আমি তহমত দিয় নাই।' *ওর্সা*, ১৭৮২; 'খুনি ও ডাকাতি ও তস্কীর হায়ের তহমত।' *এডমন*, ১৭৯০। ২ *বি* অপবাদ। 'আবার আমার উপর এই তহমত?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তহমত দেওন *ক্রি* দোষারোপ করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

তহমতি [আ তুহমাত>] *বিণ* অভিযুক্ত। *এডমন*, ১৭৯২।

তহরিমা, তহরীমা [আ তাহরিমাহ্] *বি* ইসলাম ধর্মমতে নামাজে দাঁড়িয়ে নাভির উপরে বা বুকে হাত রাখা। 'আসরে ক্লান্ত ঢুলিয়াছি শুধু বৃথা তহরিমা বেঁধে!' *নজরুল*, ১৯২৮; 'তহরীমা বাঁধার মত বুকে দুই হাত বেঁধে সে আছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

তহরী [আ তাহরীরী] *বি* প্রজার নিকট থেকে নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত যে টাকা আদায় করা হয়। 'উচিত খাজনার উপর নানারূপ বে-আইনী আবুয়াব, তহরী ও চাঁদা প্রভৃতি ধরিয়া ... প্রজাসাধারণকে শোষণ করিয়া চলিয়াছে।' *এসলাম*, ১৯৩২।

তহশিল, তহসিল [আ তাহসীল] *বি* রাজস্ব; খাজনা। 'বিসেষঃ তহসিল ভাগলপুরের পত্র লিখিছেন।' *মেয়র্স*, ১৭৭৪; 'ইহাতে সুবাজাতের

তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল না।' *রামরাম*, ১৮০১।

তহশিলদার, তহশীলদার, তহসিলদার [আ তাহসীল+ফা দার] *বি* খাজনা আদায়কারী। 'আমেল ও তহসিলদার ও এতমামদার কিম্বা আর যে কেহ।' *ডানকান*, ১৭৮৪; 'নূতন তহশীলদার চারি জন যে হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'এক কালে সামান্য তহশিলদার শ্রেণীর ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তহশিলদারি, তহসিলদারি [আ তাহসীল+ফা দারি] *বি* খাজনা আদায়ের কাজ। 'মদন তো দুষ্ট ভারি তারে দেয় তহশিলদারি।' *লালন*, ১৮৯০; 'তসরুফী টাকার ডবল টাকা দিয়া ও তহসিলদারি ছাড়িয়া রক্ষা পান।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তহি[1] ১ *সর্ব* তাতে। 'চিত্ত বিকরণে তহি টলি পইসই।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। ২ *অব্য* সেখানে। 'তহি বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তহি খনে** *অব্য* তখনই। 'পরক বচনে আপন কাম। তহি খনে জানল সময় সমান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তহিত** *ক্রিবিণ* তাতে। 'তহিত নক্ষত্রগণ পঞ্জমতীহার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তহি[2] [স তস্মিন্] *সর্ব* তাকে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

তহুর [আ তাহরীর] *বি* বার। 'তিন তহুরের তালাক প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করাই হবে তার প্রধান লক্ষ্য।' *বেগম*, ১৯৫৫।

তহুরা [আ] *বি* বেহেশতি পানীয়। 'শরবন তহুরায় দিলেক আমারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তহুরি [আ তাহরীর] *বি* প্রজার নিকট থেকে নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত অর্থ আদায়। 'তহুরি এবং সেমার দায়েই ওরা ঐ ধরণের সাজা ভোগ করিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তহে *ক্রিবিণ* তবে। 'তহে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য্য দেখাইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তহ্নিক [ব্র] *সর্ব* তার। 'তহ্নিক লাগি ফুলল অরবিন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তা[1] [স তাবৎ] ১ *সর্ব* তা; তাই। 'তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০। ২ *বিণ* সেই। 'তা সবান মহিমা কহিতে নহি আঁটি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **তাজ** *সর্ব* তাই। 'তাজ নেবে তুলি পদ্ম হইএ আকুতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **তাও** *সর্ব* সেটাও। 'ওমা স্থানের মধ্যে অভয় চরণ তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **তাক** *অব্য* তাতে। 'বচন ঝরএ তার আমৃতের ধার তাক বড় লোভ আহ্মার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তাত** ১ *সর্ব* তাতে। 'তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* সে বিষয়ে। 'যে কাজ বোলোঁ তোহ্মাক তাত কর সত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তাতা** *সর্ব* তাতে। 'সুচক রুচক কুচের বাটুল তাতা পড়ি গেল দিঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তাতে** ১ *অব্য* তাতে। 'সন্তাহ আনল সখি আমি তাতে মরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* তার মধ্যে; তার জন্য। 'সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **তাপর** *অব্য* তার উপর। 'কনয় কদলি পর সিংহ সমারল তাপর মেরু সমানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তায়** ১ *সর্ব* তাতে। 'দিবে তায় পলতার শাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *সর্ব* সেখানে। 'দাণ্ডাইআ সাধু তায় রব দুই দণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *অব্য* তাই। 'তুলসী বৈষ্ণবে সেবা তায় মন করে।।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৪ *ক্রিবিণ* তার ফলে; সে কারণে। 'স্বামীর খুনের ছোপ-দেওয়া, তায় ডগডগে আনকোরা।' *নজরুল*, ১৯২২। ৫ *ক্রিবিণ* তার উপর; তাতে আবার। 'আগুনও তখন নিবু নিবু। তায় বাইরে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার।' *বিভূতি*, ১৯৩৩। **তার** *অব্য* তারপর। 'রঙ্গাপুর যাই তার তৃতীয় দিবসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তা-বড় তা-বড় *বিণ* বড়ো বড়ো। 'বাপমায়ের ব্যাপারটা কিন্তু তা-বড় তা-বড় দেবদেবী মুনিঋষিদের মতোই গোলমেলে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

তারমাঝে *ক্রিবিণ* তার মধ্যে। 'তারমাঝে সোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম।' *মালাধর*, ১৫০০।

তা সব *ক্রিবিণ* সেসব। 'তা সব মাইল কাহ্ন বিষম সমরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তা[2] [স তদ্] ১ *সর্ব* সাধারণ নামপুরুষ। 'জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। ২ *সর্ব* তার। 'নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *সর্ব* তাদের। 'তা সব্ধার হৃদয় হরিআঁ নিল আছে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তাইরি** *সর্ব* তারই। 'ছায়াহীন যার কায়া ত্রিজগতে তাইরি ছায়া।' *লালন*, ১৮৯০। **তাই** *অব্য* তা। 'মণ্ডিত করিল তাই মালতীর মালে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **তাএ** ১ *সর্ব* তাকে। 'মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* তার। 'জুড়ায়িলোঁ সোআদ তাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রিবিণ* তাতে। 'অলি সারি শুক তাএ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **তাক** *সর্ব* তাকে। 'পাপ সুঠ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তাকর** *সর্ব* তাকে। 'ধমিলেঁ কএল তাকর অবসাদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০। **তাকে** *সর্ব* তারে; সে ব্যক্তিকে। 'যাকে তাকে ধরে প্রেমভাবে কৈলে কোলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **তাদের** *সর্ব* সে ব্যক্তিদের। 'হরিনাম দিয়ে কৈলা তাদের উদ্ধার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **তায়** *সর্ব* তাকে। 'ষেটেঁ হোতা ধায় তাড্যা ধরে তায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তার** *সর্ব* তার। 'পূর্ব্বে ছয় গর্ব্ভ তার মারিল কংশাসুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তারদিগের** *সর্ব* তাদের। 'লোকেরদিগকে ... আনয়ন করিয়া তারদিগের নির্ব্বাহ নিস্পত্যের সঙ্গত্যা।' *রামরাম*, ১৮০১। **তারা** *সর্ব* সাধারণ নামপুরুষের বহুবচন রূপ। 'মগধি শোয়ার যারা বিষম কাটোয়া তারা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **তারি** *সর্ব* তার। 'ওরে যার নেটো তারি নাট।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **তারে** ১ *সর্ব* তার। 'অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণপ্রেমধন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *সর্ব* তাকে। 'জ্ঞাত্যের নির্নয় নাহি তারে আগু বরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **তারের** *সর্ব* তাকে। *স্মরো*, ১৭২০। **তাসনে** *ক্রিবিণ* তার সাথে। 'তাসনে করএ ক্রিড়া পালঙ্কে বসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **তাসভা** *সর্ব* তাদের। 'তাসভা দেখিয়া তথা প্রভাবতি বালা।' *মালাধর*, ১৫০০। **তাসু** *সর্ব* তার। 'জংপুণা হি অধ্যা তাসু পরেলা কাহি।' *চর্যা* ৪৩, ১২০০।

তা[3] [স তাপ] ১ *বি* ওম। 'তা দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* পাক; মোচড়। 'স্কন্ধের চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ৩ *বি* উদ্দীপনা। 'মনটির উপর অবিশ্রাম কল্পনার তা দিয়া সে এমনি করিয়া তুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

তা দেওয়া *ক্রি* ডিম ফোটাবার জন্য ডিমের উপরে বসে পাখির তাপ দেওয়া। 'তা দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যথোচিত তা দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তা[4] [ফা তহ্] ১ *বি* সম্পূর্ণ একটা; এক দিস্তার চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। 'প্রতি সপ্তাহে ১৬ তা কাগজের ন্যূনে সম্পূর্ণ হইবেক না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ২ *বি* ভাঁজ। 'রাতে সেই কোর্তাটাকেই তা করে মাথার নিচে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

তাই [স তালিক] *বি* করতালি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাইরে নাইরে না – গানের বোল। 'আমরা ঘরে বাইরে গাই তাইরে নাইরে নাইরে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

তাইগিরি [তাই+ফা গিরি] *বি* কোনো কিছুর অভাব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাইদ [আ] *বি* তাগাদা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাইদনবিশ, তাইদনবিস [আ তাইদ+ফা নবীস] *বি* তাগাদাপত্রের লেখক। 'একজন তাইদনবিশ সেই কালেক্টরী আপিসে থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'তাইদনবিস।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাইদনবিসি [আ তাইদ+ফা নবীস>] *বি* তাগাদাপত্র লেখকের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাইন [আ] *বি* বন্দোবস্ত। 'আসামীর নিকট হইতে ২০০ শত টাকা তাইনে ২ জন জামিন লওয়া হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

তাইনাত [আ] *বি* দোষারোপ। **তাইনাত দিতে** *ক্রি* দোষারোপ করতে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তাইফুন [আ তুফান] *বি* প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রচণ্ড ঝড়। 'জীবন কেটেছে কত তাইফুন ঝড়ে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

তাইরি দ্র তা[২]

তাইল [আ তালিকহ্] *বি* ফর্দ। 'নামওয়ারি তাইল করিয়া ...।' *ভেরলি*, ১৮০০।

তাইস [আ তায়ীদ] *বি* চাহিদা। 'আমার মা আছেন এই জন্য টাকার এত তাইস।' *ভবানী*, ১৮২৮।

তাউই [স তাত] *বি* ভাই বা বোনের শ্বশুর। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দোস্তের কাছ থেকে মহর্‌রমের দশটা দিন চাহিয়া লইয়াছেন যে তাউই সাব।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

তাউখে *বিণ* দুরারোহ; দুর্গম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাউত [আ তায়ীদ] *বি* সেবা। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'পেনিকে দুদিন খাওয়াও-মাখাও, একটু তাউত কর।' *শরৎ*, ১৯১৬।

তাউতখানা [আ তায়ীদ+ফা খানা] *বি* হাসপাতাল। 'তাহারাও ঐ তাউতখানায় আসিতে পারিবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

তাউতা [ফা তায়্-তা] *বি* দড়ি। 'বেপারি সাব তাউতা কাটতে আছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

তাএফা [আ তা'ইফা] *বি* দল। 'দশ তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড়।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

তাএলা [স তাবৎ] *ক্রিবিণ* তখন। 'তইলা বাড়ির পার্সের জোহা বাড়ি তাএলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

তাও[১] [ফা তাহ্] **১** *বি* ভাঁজ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* মোচড়; পাক। 'নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও।' *নজরুল*, ১৯২২।

তাও[২] [স তাপ] *বি* ওম। 'তাও দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাওখানা [তাও+ফা খানাহ্] *বি* আগুন জ্বালিয়ে গরম রাখা হয় এমন ঘর। 'নাচঘর, বৈঠকখানা, তাওখানা প্রভৃতির সঠিক হিসেব।' *অবন*, ১৯২৭।

তাওয়া [ফা তাওয়া] *বি* আগুনে ভাজার পাত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'উলটে-পালটে তাওয়ায় সেঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তাওয়াজ্জাহ [আ তাওয়াজু?] *বি* দীক্ষা। 'স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া তাওয়াজ্জাহ গ্রহণ করে।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

তাওয়ানো [ফা তাওয়া>] *ক্রি* উত্তেজিত করা। 'দু-একটা কাগজ ভবশঙ্করকে অল্পবিস্তর তাইয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

তাওয়ারিখ [আ] *বি* ইতিহাস। 'তার তাওয়ারিখ অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য হবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তাওহিদ, তাওহীদ [আ] *বি* একেশ্বরবাদ। 'তাওহিদের এই সাধনকেন্দ্রগুলিকে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩; 'ধর্ম হিসাবে অনুসারী ছিলেন তিনি ইছলামের তাওহীদের।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৪।

তাওহীদবাদ [আ তাওহীদ+স বাদ] *বি* এক ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নেই এই মতবাদ। 'তাওহীদবাদ সম্বন্ধে তাঁর মতামতগুলি আলোচনা করে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৪।

তাং [আ তারিখ] *বি* তারিখ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

তাংড়ানো [স ত্র্যঙ্গট] *বি* আঁটানো। 'গাড়ির ভেতর ও পেছনে কত তাংড়াতে পারে, তারি তকরার হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তাঁ [স তদ্>] **১** *সর্ব* মানী নামপুরুষ। 'তাঁ সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *সর্ব* সেই। 'সামর সুন্দর এঁ বাট আএল তাঁ মোরি লাগলি আঁখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তাঁদের** *সর্ব* 'তাদের' শব্দের মানী রূপ। 'পুনঃ পুনঃ নতি মোর তাঁদের চরণে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **তাঁর** *সর্ব* তার। 'নিলমনি জিনি তাঁর মুখানি অনুপাম।' *মালাধর*, ১৫০০। **তাঁরা** *সর্ব* 'তারা' শব্দের মানী রূপ। 'তা সবার পুত্র আমি তাঁরা মোর মাতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **তাঁরে** *সর্ব* তাঁকে। 'খন্যে হইতে হারে মাপ্যা দিল তাঁরে টাকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তাঁহাকে** *সর্ব* তাঁকে। 'কহিল শঙ্কর কীছু তাঁহাকে কুতূহলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তাঁহায়** *সর্ব* তাঁকে। 'পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়ে তাঁহায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **তাঁহার** *সর্ব* তাঁর। 'লক্ষি সরস্বতি বন্দো তাঁহার দুই নারী।' *মালাধর*, ১৫০০। **তাঁহারদিগের** *সর্ব* তাঁদের। 'উপস্থিতপত্র যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের বিদায় নগদ ৫ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **তাঁহারা** *সর্ব* তাঁরা। 'তাঁহারা সকলে ইঙ্গরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন।' *রাজীবলোচন*, ১৮০৫। **তাঁহি** *সর্ব* তাকে। 'ভকত নখত তাঁহি বেঢ়ি সমাজ।' *শেখর*, ১৬০০।

তাঁই *বি* হাজির। 'লস্কর অগ্রভাগে তাঁই করিয়া আপনি সেই স্থানে তিষ্ঠিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

তাঁইস [আ তঈশ] *বি* রাগারাগি। 'সেরূপ বুঝানো শিক্ষার সুধারা ও কৌশলের দ্বারা হইতে পারে – কেবল তাঁইস করিলে হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তাঁউল [স তণ্ডুল] *বি* চাউল। 'ঘৃত মধু ফল আতপ তাঁউল।' *রামাই*, ১৭১০।

তাঁত[১] [স তন্ত্র] *বি* বস্ত্র বোনানোর যন্ত্র। 'কর্ত্তব্য কাজ এই মধ্যে২ তাঁত নজর করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

তাঁতকর [তাঁত+স কর] *বি* তাঁত চালকদের উপর নির্ধারিত খাজনা। 'তাঁত কর – প্রত্যেক তাঁতীর প্রতি ।০ আনা।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

তাঁতঘর [তাঁত+পা ঘর] *বি* তাঁতির কাপড় বোনার ঘর। 'ফসফরাসের কাঁথা গড়ো তাঁতঘরে রাত দ্বিপ্রহরে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

তাঁত-খুঁটি [তাঁত+খুঁটি] *বি* তাঁতের খুঁটি। 'তাঁত-খুঁটি মাথায় করিয়া হাটে চলিল।' *জসীম*, ১৯৬০।

তাঁতশাল [তাঁত+স শালা] *বি* তাঁতে কাপড় বোনা হয় যেখানে। 'গানের সুরের সঙ্গে শাল বোনা চলেছে তাঁতশালে।' *অবন*, ১৯২৫।

তাঁতশিল্প [তাঁত+স শিল্প] *বি* তাঁতে কাপড় বোনার শিল্প। 'তাঁতশিল্প ... একটি প্রাচীন ঐতিহ্য।' *কোরক*, ১৯৭১।

তাঁতে-চড়ানো *বিণ* বুনন যন্ত্রে স্থাপন করা। 'আমার অবসরের-তাঁতে-চড়ানো অনেক সাধনার সূত্রগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তাঁতের কল *বি* কাপড়ের কল। 'সেই তাঁতের কল একটি মাত্র

গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তাঁত[২]**, তাঁতো** [স তন্ত্র] *বি* ধনুকের ছিলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাঁতি, তাঁতী [স তন্ত্র>] *বি* বস্ত্র বয়ন যাদের পেশা। 'আমার দেশে একজাতি জনকত আছে তাঁতি।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'তুমি যে কাজ করেছ, এ বোকা তাঁতীর দ্বারা হবার নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

তাঁতিরদিগের *বি* তাঁতিদের। 'তাঁতিরদিগের উপর একান্ত এক্তিয়ার পাইয়া।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

তাঁতির সার *বি* তাঁত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাঁতিলোক *বি* তাঁতিগণ। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

তাঁতিনি, তাঁতিনী [স তন্ত্র>] *বি* তাঁতির স্ত্রী। 'তাঁতিনি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তোমরা তো নও জেলেনী, তাঁতিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'জাতিতে তাঁতিনি বলিয়া বিগ্রহের কাছে ঘেঁষিবার অধিকার তার ছিল না।' *মানিক*, ১৯৪০।

তাঁবা [স তাম্র] **১** *বি* তামা। *ওর্সা*, ১৭৮২: 'ফালস নোট তাঁবা মেকী চেনে সে চকিতে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* তাওয়া; ধাতুনির্মিত পাত্রবিশেষ। 'তাঁবায় চড়ালেই কি ফোস্কা পড়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

তাঁবু [ফা তনবু] *বি* মোটা কাপড়ের তৈরি অস্থায়ী আবাসবিশেষ। 'প্রাঙ্গণের চারিধারে নবাবদিগের তাঁবু ছিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

তাঁবে [আ তাবি] **১** *বিণ* অনুগত। 'আপনি যাইবে সেথা হইয়া তাঁবেদার।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'তুমি তাহাদেরি হও তাঁবে।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বিণ* অধীনস্থ। 'আমরা যেন সবাই তার তাঁবে রয়েছি।' *জীবন*, ১৯৩২।

তাঁবেদার [আ তাবি+ফা দার] *বিণ* অনুগত। 'আপনি যাইবে সেথা হইয়া তাঁবেদার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তাঁবেদারি [আ তাবি+ফা দারি] *বি* দালালি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তি পত্তন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

তাঁবোলা [স তাম্বুল] *বি* তাম্বুল। 'হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

তাক[১] [ফা] *বি* কাঠের থাক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এখানে তাক, ওখানে কুলুঙ্গি গাঁথিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

তাক[২] *দ্র* **তা**[২]

তাক[৩] [স তর্ক>] **১** *বি* চমক। 'হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে তাক লেগে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* নিশানা। 'গঙ্গা-যমুনা খেলায় কোনখানায় ভাল তাক হয়।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **৩** *বি* সুযোগ। 'তাক বুঝে মাল নিয়ে কেমন সরে পড়ল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

তাক করা *ক্রি* নিশানা করা। 'শিকারী যখন অনেক ক্ষণ অনেক তাক করিয়া হংসভ্রমে একটা দূরস্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গুলি বর্ষণ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'ও যে কোনদিকে তাক করতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'এই ঢিলটা তাক করা হয়েছিলো ল্যাম্পোস্টের বাল্বে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

তাকবাগ *বি* কলাকৌশল। 'তাকবাগ কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তাক লাগা *ক্রি* বিস্মিত করা। 'তাক লেগে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'একেবারে তাক লাগিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

তাক লাগানো **১** *ক্রি* বিস্ময় সৃষ্টি করা। 'ভারি একটা তাক লাগাইয়া দিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বিণ* তাক লাগায় এমন। 'কথাটা শুনতে যতটা তাক-লাগানো আসলে ততটা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তাকত, তাকৎ [আ তাক্‌ত] *বি* শক্তি। 'তাকত নাহিক আর লড়ে আগু হইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তাকতথি [আ তাক্‌ত] *বি* ক্ষমতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাকাত [আ তাক্‌ত] *বি* শক্তি। 'গায়ের তাকাত বাড়াও।' *পাশা*, ১৯৭১।

তাগত, তাগৎ [আ তাকত] **১** *বি* ক্ষমতা। 'গর্দান নেবার তাগৎ রাখে।' *মণীশ*, ১৯৫৭। **২** *বি* শক্তি। 'লাঠি পিটে পিত্তি পাকিয়ে দাও, ঘরে ফিরবার তাগত না থাকে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

তাগাত, তাগুৎ [আ তাকত] *বি* পৌরুষ। 'জোয়ান কি তাগাত।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাকর *দ্র* **তা**[২]

তাকলিপ [আ তাক্‌লীফ] *বি* ঝামেলা। 'তাহার লোকসান ও তাকলিপের উপর ...।' *চেরী*, ১৭৮৮। *দ্র* **তকলিফ**

তাকাত *দ্র* **তাকত**

তাকাতাকি *দ্র* **তাকানো**

তাকাদা *দ্র* **তাগাদা**

তাকাদী *দ্র* **তাগাদ**

তাকানি [আ তাক>] *ক্রি* দৃষ্টিপাত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাকানো [আ তাক>] *ক্রি* দৃষ্টিপাত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সহস্রের আঁখি রয়েছে তাকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **তাকাইতে** *ক্রি* তাকাতে; দেখতে। 'তাকাইতেই একটুক ভয়ে প্রাণ ধুক ধুক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **তাকিয়া** *ক্রি* তাকিয়ে। 'পরাণ তাকিয়া মারে কটাক্ষ বিশিখ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **তাকিল** *ক্রি* দেখলো। 'শুনিয়া যে ফাতেমা বাহিরে তাকিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **তাকে** *ক্রি* তাকায়। 'কষ্টতাপে চাতকচাতকী উর্দ্ধে তাকে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তাকাতাকি *বি* দেখাদেখি। 'এই মাসের দশঞি এক দিন আছে তোমরা পরসু তাকাতাকি আইস।' *কেরি*, ১৮০২।

তাকানে [আ তাক>] *বিণ* তাকিয়ে থাকে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাকিআ [ফা তাকিয়াহ্] *বি* হেলান দিয়ে বসার গদি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাকিত [আ তাকীদ] *বি* সত্বর। 'তাকিত।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাকিদ [আ তাকীদ] **১** *ক্রিবিণ* সত্বর। 'তাকিদ খবর গিয়া আনহ সেথায়।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* জোরাজুরি; পীড়াপীড়ি। 'কঠোর তাকিদ সহকারে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৮২৭। **৩** *বি* বারবার অনুরোধ। 'চাকরি-বাকরি করিতে কতদিন নঈমা হালিমকে তাকিদ করিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তাকিয়া [ফা তাকিয়াহ্] *বি* ঠেস দেওয়ার বালিশবিশেষ। 'বিলাতি ছিপ সুতাদি মৎস্য ধরিবার-তাম্বু তাকিয়া কনাৎ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তাকিয়েক [আ তাকীদ] *বি* ঋণ শোধ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাকুত [আ] *বি* শুশ্রূষা। 'মতিলাল অনেকক্ষণ জলে থাকাতে পীড়িত হইয়াছিল, তাকুত করাতে আরাম হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তাকে *দ্র* **তা**[২]

তাখাল্লুস [আ] *বি* ছদ্মনাম। 'তাখাল্লুস বা ছদ্মনামের জরীয়াতে সাহিত্য সেবাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তাখিত [আ তাকীদ] *বি* তাগিদ। 'জথোচিত তাখিত করিয়া এবং ঘাষ জল খাওাইলাম।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৭।

তাগ [স তর্ক] ১ *বি* তাক; নিশানা। 'বাষ হল রাগহত তাগ নাই তার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* নাগাল। 'এমন কি তাগে পেলে চলন সই জুতো জোড়াটাও ছেড়ে আসেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তাগমাফিক [তাগ+আ মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* নিশানামতো। 'তাগমাফিক অমনি একটি জুতসই উপমা লাগাও তো দেখি!' *প্রমথ*, ১৯১৮।

তাগড়া [হি তগড়া] *বিণ* বলিষ্ঠ। 'এরা তাগড়া, গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

তাগড়াই [হি তগড়া>] *বিণ* বিশাল। 'বাতুলা জন্মেছিলেম তাগড়াই হার্ট নিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

তাগত, তাগৎ *দ্র* **তাকত**

তাগদ, তাগদা *দ্র* **তাগাদা**

তাগবাগ [স তর্ক>] *বি* কলাকৌশল। 'শরীরটার জন্যই শুধু এতদিন তাগবাগ করে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

তাগা [প্রা তগ্গা] ১ *বি* সেলাইয়ের সুতা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সাপের কামড় ইত্যাদিতে রক্ত চলাচল বন্ধ করার বাঁধন। 'তাগা বান্ধি কপালে আপনি বিষ ঝাড়ে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* বাহুতে পরার এক প্রকার অলংকার। 'হাতে সোণার তাগা।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৪ *বি* দেহে পরার সুতা। 'অনেক মাদুলিতাগায় আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তাগাতাবিজ [তাগা+আ তাবীজ] *বি* দেহে পরার সুতা ও মাদুলি। 'পাঁচ পয়সার সিন্নি মেনে, তাগাতাবিজ প'রে, সে-জগতের শুভ অশুভের সঙ্গে কারবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তাগা-বন্দ [তাগা+ফা বন্দ] *বি* শক্ত বাঁধন। 'কোনখানে দিব তাগা-বন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তাগাবাঁধা *বি* ডোরবাঁধা। 'তাদের তাগাবাঁধা বাহু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

তাগাবাজী [তাগা+ফা বাজি] *বি* বাহুবন্ধনী। 'রাত্রে বেন্ধে দিল সবে করে তাগাবাজী।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তাগাড় [তু তগার] *বি* চুন-সুরকি মিশানোর পাত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাগাত, তাগুৎ *দ্র* **তাকত**

তাগাদ [আ তাগায়াৎ] *অব্য* পর্যন্ত। 'সায়কোল তাগাদ আমদানির ক্ষমা পড়িল।' *রামরাম*, ১৮০১।

তাকাদী [আ তাগায়াৎ] *অব্য* অবধি; পর্যন্ত। 'কতক দীন তাকাদী সেইখানে থাকীল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

তাগাইত [আ তাগায়াৎ] *অব্য* পর্যন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাগাইদ [আ তাগায়াৎ] *বি* পর্যন্ত। 'সাহেবের বাগান তাগাইদ যাইব।' *কেরি*, ১৮০২।

তাগাদি, তাগাদী [আ তাগায়াৎ] *অব্য* পর্যন্ত। 'আজী তাগাদী বিক্রি হয়ে নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তবে জে তাগাদি তোমার উপর বেজার হইব।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

তাগাদা [আ তাকাদাহ্] ১ *বি* পাওনা আদায় অথবা কাজের জন্যে চাপ দেওয়া। 'গোমাস্তা দিগে তাগাদা খুব করিবে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বিণ* দ্রুত। *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বি* তাড়া। 'এদিকে নিতাই তাগাদা দিতেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

তাকাদা [আ তাকাদাহ্] *বি* তাগাদা; পাওনা দেবার দাবি। 'শুনি নাকি দুই ভাই উকিলের তাকাদায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তাগদ [আ তাকত] *বি* বলিষ্ঠতা। 'গোঁফের মতই তেলপুষ্ট তাগদের চেহারা।' *জীবন*, ১৯৩১।

তাগদা [আ তাকাদাহ্] *বি* বার বার চাওয়া। 'ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল না।' *রামরাম*, ১৮০১।

তাগাদগীর [আ তাকাদাহ্+ফা গীর] *বি* পাওনা আদায়ের তাগাদাদানকারী। 'আমীন, তাগাদগীর, কোড়াবরদারসহ ... মনিবের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

তাগাদা করন *বি* তাড়া দেওয়া; পীড়াপীড়ি করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তাগাবি [আ তাকাবী] *বি* দাদন। 'আমী জমি তয়োদুগী তাগাবি কিছু২ দিতেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

তাগারি [ফা তগারী] *বি* তামপাত্র; কড়াই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাগিদ [আ তাকীদ] ১ *বিণ* জরুরি; বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* তাগাদা। 'মাঝে মাঝে তাগিদের পেয়াদাও যে আসিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বি* গরজ। 'আমার দূরবীনটা পাঁচজনের হাতে হাতে ফিরিতেছে, সেটা আমার হাতে ফিরাইয়া দিবার কোনো তাগিদ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তাগিদ করন *বি* তত্ত্বাবধান করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তাগিদদার [আ তাকীদ+ফা দার] *বি* তাগাদাদানকারী। 'তাগিদদারের এক পয়সা মোট দশ পয়সা কর্ত্তন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

তাগীরি [আ] *বি* পরিবর্তন। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

তাঙড়ানো [স ত্র্যস্ট>] *ক্রি* সাজিয়ে রাখা। 'যখন সে আপন ভাগ তাঙড়িতে যাইতেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

তাঙড়ান [স ত্র্যস্ট>] *ক্রি* সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাচ্ছল্য [স তাচ্ছিল্য] ১ *বি* তুচ্ছজ্ঞান। 'তাচ্ছল্য করে।' *মেয়ার*, ১৭৮৭। ২ *বি* অনাদর। 'সন্তান সন্ততির প্রতি নিতান্ত তাচ্ছল্য করেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০। ৩ *বি* অবজ্ঞা। 'পূর্ব্বে স্ত্রীকে তাচ্ছল্য করাই স্বামির সচ্চরিত্রতার লক্ষণ ছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তাচ্ছিল্য [স] *বি* অবজ্ঞা। 'মুখে এমন একটু মৃদু তাচ্ছিল্যের হাসি লেগেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তাচ্ছীল্যতা [স তাচ্ছিল্য>] *বি* তাচ্ছিল্য। 'চিত্তাতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইলে পরের প্রতি তাচ্ছীল্যতা ও ঘৃণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।' *প্যারী*, ১৮৬০।

তাছির [আ তাছির] *বি* কার্যকারিতা। 'এমন তাছির হেই পানিপড়ার যে পেটে গেলে এক মাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া উঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

তাজ [আ তাজ] *বি* রাজমুকুট। 'শিরেত সুবর্ণ তাজ শোভিত প্রধান।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'হরি নিল অন্য জনে পিতৃ শির তাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তাজখানী [তাজখান>] *বিণ* ধ্রুপদ সংগীতজ্ঞ তাজ খাঁ প্রণীত। 'তাজখানী খেয়াল কিংবা আলীবক্সী খেয়াল গাওয়া হতো।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

তাজঘর [আ তাজ+পা ঘর] *বি* তাজমহল; সৌধ। 'কথায় কথায় জোড়া দিতেছিল সোহাগের তাজ-ঘর।' *জসীম*, ১৯৩০।

তাজফেনি [আ তাজ>] *বি* তাজ আকৃতির চিনির বাতাসা। 'তাজফেনি, বেদানা, সেও ও জলগোজা খাইয়া টপ্পা মারিতে আরম্ভ করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তাজমহল [আ তাজ+আ মহল] *বি* মোগল সম্রাট শাহজাহান নির্মিত সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের সমাধিসৌধ। 'তাজমহল ভাস্করশিল্পের মুকুটমণিস্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তাজহারা [আ তাজ+স হারা] *বিণ* মুকুটহীন; সম্মানহারা। 'তাজহারা যার নাঙ্গা শিরে গরমাগরম পড়ছে জুতি।' *নজরুল*, ১৯২২।

তাজনি [স তর্জন] *বি* গর্জন। 'মেঘের তাজনি সম শিল যেন ঝড়ে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তাজা [ফা] ১ *বিণ* সবল। 'শরীর তাজা হইয়া উঠিলে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* টাটকা। 'বাসি খাও তাজা খাও কত তায় সুখ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* চাঙ্গা; প্রাণবন্ত। 'মনটা বেশ তাজা হয়ে ধড়ফড়িয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* নতুন। 'মানুষের হৃদয়ের জিনিসগুলো কোনোকালেই কিছুতেই পুরোনো হয় না, তাই এই পৃথিবীটা তাজা রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তাজা খবর [ফা তাজা+আ খবর] *বি* দৈনিক পত্রিকা। 'খোঁড়া পাঁচু বেচে তাজা খবর।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

তাজাঘ্রাণ [ফা তাজা+স ঘ্রাণ] *বি* সতেজ গন্ধ। 'বার দরিয়ায় পেয়েছি আমরা জীবনের তাজাঘ্রাণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

তাজা-ব-তাজা [ফা] *বি* চির নতুন। 'তাজা-ব-তাজা-র গাহিয়া গান ...।' *নজরুল*, ১৯২৮।

তাজি, তাজী [ফা তাজী] *বি* আরব দেশের ঘোড়া। 'আইসে চড়িআ তাজি সৈয়দ মোলানা কাজী খইরত দেয় বীর বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। 'ইরাকি তুরকি তাজী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তাজিম, তাজীম [আ তাজীম] ১ *বি* সমাদর। 'আলেম ওস্তাদ লোকে করিবে তাজিম।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* ভদ্রতা। 'তাজীম-মাফিক নেওন-দেওন।' *জসীম*, ১৯৩৩।

তাজিয়া [আ তাজিয়াহ] *বি* কারবালা প্রান্তরের স্মৃতিবহ হাসান হোসেনের কবরের অনুকৃতি। 'অধিকাংশ মুসলমান গৌয়ারা, তাজিয়া ও মসজিদে ফয়তা দেওয়া আদি পরিত্যাগ করিয়া ... পৃথক উপাসনালয় প্রস্তুত করিল।' *এডুকেশন*, ১৮৮৫।

তাজিয়ানা [ফা] চাবুক। 'হেট হইতে হানিফা মারিল তাজিয়ানা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তাজী *দ্র* **তাজি**

তাজে [স তর্জ>] *ক্রি* তিরস্কার করে। 'ফিরাইয়া আঁখি সে গরবা থাকি সঘনে আমারে তাজে।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০।

তাজ্জব [আ তায়াজ্জুব] ১ *বিণ* বিস্মিত। 'তাজ্জব হইল দেখি রোক্‌কা বরদারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* চমৎকার। *ভবানী*, ১৮২৩।

তাজ্যা [ফা তাজাহ] *বিণ* তাজা। 'ক্রোধে অবিসার ছোটে জমাদার তুরগে চাপিয়া তাজ্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তাঞি ১ *সর্ব* তা। 'আসিআ মিলিল তাঞি এতদিন পরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *সর্ব* সে। 'অতি জ্ঞানবন্ত তাঞি রূপ অদ্ভুত।' *সুলতান*, ১৭০০।

তাঞ্জাম [হি তামজান] *বি* পালকি। 'তাঞ্জামবাহকগণের উচ্চ চীৎকারেও তোর ঘুম ভাঙে না।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

তাঞ্জেব [আ তাজীম>?] *বি* বস্ত্রবিশেষ। 'তাঞ্জেব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'আবেরাওয়াঁ, আল্লাবাল্লে, তাঞ্জেব, তরন্দাম, তুনসুক বা নয়নসুক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তাড় [স তট্>] *বি* হাতের অলংকারবিশেষ। 'তাড় খাড়ু হাতে পায়ে নুপুর সবার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তাড়বালা *বি* হাতে পরার অলংকারবিশেষ। 'তাড়বালা দিবে মান দিবে সে বলদ ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তাড়ল *বি* তাড়বালা। 'চরণ কমলে মল্ল তাড়ল সুন্দর যাবক রেখা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

তাড়ন [স] ১ *বি* প্রহার। 'লড়িল তাড়নে দৈথ্য করিল অস্থির।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* শাসন। 'থরথরি কাঁপে প্রাণ রাজার তাড়নে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* আঘাত। 'আজি রাতি সে সভারে না করউক তাড়ন।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বিণ* কষ্টকর। 'শীত গ্রীষ্ম ভীষণ তাড়ন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

তাড়ন করা *ক্রি* নাড়ানো। 'তর্জনী তাড়ন করে বললে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

তাড়না [স] ১ *বি* তীব্রতা। 'পরম ভকতিরূপে প্রেমের তাড়না।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* প্রহার। 'স্ত্রীকে দয়ারহিত হইয়া করাঘাতে তাড়না করিতেছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বি* তিরস্কার। 'তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি কি তোষামোদ কি ভয় কি তাড়না।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *বি* অত্যাচার। 'এ সমাজের তাড়না, তাহাতে আবার প্রচুর অর্থ ব্যয় ও প্রবাসের কষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বি* অভিঘাত। 'বক্তৃতার বিষয় ছিল – যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড়পদার্থের সাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৬ *বি* প্রতিক্রিয়া। 'এরই তাড়নায় একদিকে তিনি যেমন অত্যাচার শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ ...।' *উমর*, ১৯৬৮।

তাড়নার চিহ্ন *বি* আঁচড়। 'তাড়নার চিহ্ন হের বদনে আমার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

তাড়স *বিণ* ব্যথার প্রভাব। 'তাড়সে জ্বরের মত হয়েছে।' *শরৎ*, ১৯১২।

তাড়া[1] [স তড়্>] *বি* আক্রমণের উদ্দেশ্যে ধাওয়া। 'ওথা ধর্মকেতু তাড়া দিয়াছে হরিণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তাড়্যা** *ক্রি* তাড়িয়ে। 'বেগে হোতা ধায় তাড়্যা ধরে তায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তেড়ে** *ক্রি* তাড়িয়ে। 'শূন্য মোর পুর কে দিবে তেড়ে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তাড়া[2] [স তড়্>] ১ *বি* তাগিদ। 'তাড়া দিয়া সব কর্ম্ম সারে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* ব্যস্ততা। 'বিহারীবাবুর আদালতে যাবার তাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তাড়া খাওয়া *ক্রি* ব্যাহত হওয়া। 'বারবার সহস্রবার তাড়া খাইলেও আমাদের আশা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

তাড়া দেওয়া *ক্রি* তাগাদা দেওয়া। 'তাড়া দিয়ে লেখার জন্য।' *নজরুল*, ১৯২৫।

তেড়ে আসা *ক্রি* রেগে আক্রমণ করতে আসা। 'একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তেড়ে ওঠা *ক্রি* তর্জন করা। 'আর রক্ষা নেই, মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তেড়ে তেড়ে যাওয়া *ক্রি* তাড়াতে তাড়াতে যাওয়া। 'ও দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে তেড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তেড়ে-ফুড়ে *ক্রিবিণ* প্রকাশ্যে তর্জন করতে করতে। 'মরতে তো হবেই, তেড়ে-ফুড়ে মরা কেন।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ী [স ত্বরা] ১ *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে।

'পিছেতে জুগিনিগণ দেই তাড়াতাড়ি লাগ পায়্যা কেহো মারে কর্সাঞির বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ব্যস্ততা। 'বাবু, মাফ করবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

তাড়ানো [স তড়্>] **১** *ক্রি* ধাওয়া করা। 'তাড়িয়া হরিণ ধরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* তাড়িয়ে দেওয়া। 'গলা পর্য্যন্ত যথেষ্ট খাইয়াছে, তাড়ান যাইবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

তাড়াহুড়া, তাড়াহুড়ো *বি* ব্যতিব্যস্ততা। 'তাড়াহুড়া কিছুই করিতেছেন না।' *মশাররফ*, ১৯০৮; 'বাপ যাবার সময় তাড়াহুড়ো করেছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

তাড়া[৩] [আ তুর্‌রাহ্] **১** *বি* গাদা; বান্ডিল। 'বাক্সের মধ্যে দুইতাড়া চিঠি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* গাঁইট। 'পুরাতন খাতাপত্রের তাড়া আবার বাহির করে।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **৩** *বি* বিড়া। 'শাপলা তুলে গোটা কয়েক তাড়া বেঁধে নেয় জয়গুন।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

তাড়াবন্দি [আ তুর্‌রাহ্+ফা বন্দি] *বিণ* আঁটি-বন্ধ। 'কুড়ি টাকার নোট করে তাড়াবন্দি করে রেখেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

তাড়ি[১] [আ তুর্‌রাহ্] *বি* বান্ডিল; গুচ্ছ। 'প্রতিদিন সকালে পাতের তাড়ি, দোত, কলম দে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠশালে ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

তাড়ি[২], **তাড়ী** [স তাল>] **১** *বি* তালের রস থেকে তৈরি মদবিশেষ। 'এক জালা তাড়ী রোজকী মৌতাতের উটনো বন্দবস্ত।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* গরল; বিষ। 'সমাজ গাঁজিয়া উঠিয়া ভ্রষ্টাচাররূপ জঘন্য তাড়ি উৎপন্ন করিতেছে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

তাড়িখানা [তাড়ি+ফা খানাহ্] *বি* মদ খাওয়ার জায়গা। 'তাঁহাদের গ্রন্থে একটু একটু তাড়িখানার গন্ধ থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তাড়িপত্র [তাড়ি+স পত্র] *বি* তালপাতার আকারবিশিষ্ট খড়্গ। 'তাড়িপত্র খাণ্ডা উভারিল বীরবর তুরঙ্গ সহিত পড়ে পাত্র হরিহর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তাড়িপাত [তাড়ি+স পত্র>] *বি* (লেখার উপযোগী) তালপাতা। 'আট পয়সা দিয়া তাড়িপাত সকল যোত্র করিয়াছি।' *গৌর*, ১৮২২।

তাড়িপানসভা [তাড়ি+স পানসভা] *বি* তাড়ি পানের আড্ডা। 'তাসপাশার বৈঠক হইতে বাগদিদের তাড়িপানসভা পর্যন্ত সর্বত্র সে ... যাতায়াত করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

তাড়িত[১] [স] **১** *বিণ* বিতাড়িত। 'অবশিষ্ট সকলকে বন, পর্ব্বত ও নদীতে তাড়িত করিয়া দেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* কারো ভয়ে দৌড়াচ্ছে এমন। 'শিকারের মৃগসম সে আজ তাড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

তাড়িতা [স] *বিণ স্ত্রী* সচেষ্ট। 'কষ্টসাধ্য বিদ্যাভ্যাসে তাড়িতা না হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

তাড়িয়ে ধরা *ক্রি* ধাওয়া করা। 'কুকুর-শেয়ালের মতো তাড়িয়ে ধরে মারতে পারে কেউ।' *পাশা*, ১৯৭১।

তাড়িত[২] [স তড়িৎ>] **১** *বিণ* বিদ্যুৎ দ্বারা প্রেরিত। 'অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ পূর্ব্বকালীন লোকে ... দেবকীর্ত্তি বলিয়া মনে করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। **২** *বি* তড়িৎ। 'তাড়িত ও চুম্বকের ধর্ম্ম ও নিয়ম জগতের সব জিনিসেই আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল।' *সবুজ*, ১৯১৭। **৩** *বিণ* বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। 'তাড়িত পাখির মতো চিৎকারটা তার বুকের মধ্যে ফেটে পড়ল।' *শামসুল*, ১৯৬২।

তাড়িত তার [স] *বি* বিদ্যুৎ-বাহিত তার। 'বঙ্গভূমির নানাস্থানে সেই তাড়িত তার সঞ্চালিত হইয়া রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

তাড়িতবার্তা, তাড়িতবার্ত্তা [স] *বি* তারবার্তা। '১৩ই মের তাড়িতবার্ত্তা এই।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

তাড়িত বার্তাবহ, তাড়িত বার্ত্তাবহ [স] *বি* যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রুত সংবাদ পৌঁছয়; টেলিগ্রাফ। 'অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ পূর্ব্বকালীন লোকে ... দেবকীর্ত্তি বলিয়া মনে করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

তাড়িত বিজ্ঞান [স] *বি* বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিজ্ঞান। 'রসায়নের যে বিশ্লেষণ-প্রণালী তাড়িত বিজ্ঞানে তাহার প্রভাব নাই।' *সবুজ*, ১৯১৭।

তাণ্ডব [স] **১** *বি* উদ্দাম নৃত্য। 'এইমত তাণ্ডব-নৃত্য করি কতক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কালি-মাথে দিয়া পদে তাণ্ডব করেন বনমালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* প্রলয়ঙ্কর ঘটনা। 'শোভা পায় যৌবনে তাণ্ডব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* প্রলয়। 'যখন তাণ্ডবে মোর ডাক পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

তাণ্ডবনৃত্য [স] **১** *বি* উদ্দাম নৃত্য। 'এইমত তাণ্ডব-নৃত্য করি কতক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* আলোড়ন। 'লেখাটা ... আবির্ভূত হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করে গেছে!' *নজরুল*, ১৯১৯।

তাণ্ডবলীলা [স] *বি* ধ্বংসযজ্ঞ। 'কালের তাণ্ডবলীলা ঢেকে দেয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

তাত[১] [স] *বি* পিতা। 'অধ্যাপক শিরোমণি জগতের তাত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তাত[২] [স তাপ] **১** *বি* তাপ। 'জ্যৈষ্ঠ মাসের তাতে তারে কৈল পরীক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* আঁচ। 'শীতকালে, কেবল আগুনের তাত ও রৌদ্রের উত্তাপ ভাল লাগে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'শমনতাতের তাতে বালি তাতে ভাই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তাত[৩] দ্র তা[১]

তাত[৪] [স তন্ত্র] *বি* তাঁত। **তাতওয়ালা** [তাঁত+হি ওয়ালা] *বি* তাঁতি। 'তাহার ফিডিহির দুই তাতওয়ালা ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

তাতল [স তপ্ত] *বিণ* উত্তপ্ত। 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুত মিত রমনি সমাজে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তাতা[১] [স তপ্ত] *ক্রি* উত্তপ্ত করা। 'বাহিরে চন্দন অন্তরে তাতাও।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'আগুনে হাত-পিঠ-বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাবারের টেবিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তাতা[২] দ্র তা[১]

তাতা থইথই, তাতা থৈথৈ, তাতা থেই থেই [ধ্বন্যা] *বি* নাচের বোলবিশেষ। 'তাতা থেই থেই বলে বেতাল।' *ভারত*, ১৭৬০; 'নিতি নৃত্যে কে-যে নাচে তাতা থৈথৈ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'তাতা থইথই খল খল খল নাচে।' *নজরুল*, ১৯২২।

তাতানো [স তপ্ত>] **১** *ক্রি* উত্তপ্ত করা। 'তাড়াতাড়ি আগুনে হাত-পা পিঠ-বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'কি যে তাতাল পয়সাটাকে লাল আগুনের মতো হয়ে গেল।' *কায়সার*, ১৯৬২। **২** *বিণ* উত্তপ্ত। 'তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৩** *বি* উত্তেজিত করার কাজ। 'বাঙলায় বলে, তাতানো, ওসকানো, খ্যাপানো।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

তাতিয়ে তোলা *ক্রি* উত্তপ্ত করা। 'তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাষ্পে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'তাতিয়ে তুলে কিছু কথা বলিয়ে নিতে চান।' *পাশা*, ১৯৭১।

তেতে ওঠা *ক্রি* গরম হওয়া। 'তেতে যখন উঠছে কোঠা, যায় না ঘরে টেঁকা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

তাতার [ফা] *বি* মধ্য এশিয়ার জাতিবিশেষের ভাষা। 'রুষ তাতার বেষ্টন করিয়া তথায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভাবিত কি না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

তাতারী [ফা] *বি* মধ্য এশিয়ার জাতিবিশেষ। 'মিসরী, তুর্কী, তাতারী, তুরাণী, ইরাণী, কাবুলী সবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তাতারসি [স তপ্ত>+স রস] *বি* আখের রস জ্বাল দিয়ে প্রস্তুত তরল গুড়। 'তাতারসির তপ্ত রসে বাতাস সাঁতার দেয় হরষে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

তাতি [স তন্ত্রী] *বি* তাঁতি; বস্ত্রবয়ন যার পেশা। 'নামে গঙ্গাধর নন্দি জাত্যে তারা তাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তাতিআন, তাতিয়ান [স তন্ত্রী+ফা আন] *বি* তাঁতি সম্প্রদায়। 'এই আড়ঙ্গ মজকুরের তাতিআনের উপর এখানের জমীদাররা ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'ঘুচরিতেন্থ আগে আড়ঙ্গ ধামরাইর তাতিয়ান বাকি জেয়াদা।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

তাতিলোক [তাঁতি+হি লোগ] *বি* তাঁতযন্ত্রে বস্ত্র বোনা যাদের পেশা। 'সেখানকার তাতিলোক সদর কোটীতে সরবরাহ করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

তাৎকালিক [স] *বিণ* তদানীন্তন। 'তাৎকালিক ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

তাৎক্ষণিক [স] *বিণ* সঙ্গে সঙ্গে ঘটে এমন। 'তার প্রভাব তাৎক্ষণিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তাত্ত্বিক [স] *বিণ* তত্ত্বগত। 'সাহিত্যের ঐতিহাসিক কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'তার কোন নিজস্ব তাত্ত্বিক পরিচয় নেই।' *উমর*, ১৯৬৮।

তাৎপর্য, তাৎপর্য্য [স] **১** *বি* সারবস্তু। 'কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য এই তার চিন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* তৎপরতা। 'বলদ বড়ই তাৎপর্য্যেতে চারি অংশ সমান করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* গূঢ় অর্থ; মর্মার্থ। 'যদি আমার উপকার করণে তাৎপর্য থাকে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৪** *বি* উদ্দেশ্য। 'ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের তাৎপর্য্য নহে।' *রামমোহন*, ১৮১৫।

তাৎপর্যপূর্ণ [স] *বিণ* গূঢ় অর্থসম্পন্ন। 'উপরোক্ত দুইটি মন্তব্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।' *বেগম*, ১৯৫৭।

তাৎপর্যবহ [স] *বিণ* অর্থপূর্ণ; গুরুত্ববহ। 'আমাদের কাছে খুব তাৎপর্যবহ বলে মনে হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭২।

তাৎপর্যবিশিষ্ট [স] *বিণ* তাৎপর্যপূর্ণ। 'একই খেলোয়াড়ের শক্তি একটি এক-তাৎপর্যবিশিষ্ট খেলাকে অভিব্যক্ত করে তুলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

তাৎপর্যমণ্ডিত [স] *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'একাধিক কারণে তাৎপর্যমণ্ডিত।' *আজাদ*, ১৯৭১; 'ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতিনিদর্শন...।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

তাৎপর্যহীন, তাৎপর্য্যহীন [স] *বিণ* অর্থহীন। 'আমাদের জীবন যেন তাৎপর্যহীন হয়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'তাহা হইলে পরিষদে জয়ের ব্যাপারটাও তাৎপর্য্যহীন হইয়া পড়ে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

তাথ [স তদ্>] *সর্ব* তা। **তাথতে** *ক্রিবিণ* তাতে। 'কামে মর্ত্ত হইয়া মরে তাথতে পড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **তাথাই** *ক্রিবিণ* তার জন্য। 'গন্ধকালি কুম্ভিরিনি তাথাই মারিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **তাথে** *ক্রিবিণ* তাতে। 'তাথে উপজিলা বেদব্যাস তপোধন।' *বড়ু*, ১৫৭০।

তাথই [ধ্বন্যা] *বি* বাজনার বোলবিশেষ। 'তাথই তাথই ধ্বনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তাথধিক [স ততোধিক] *বিণ* ততোধিক। 'তাথধিক মোর হৃদে মুকুরের জ্যোতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তাথানো [ধ্বন্যা তাথা>] *ক্রি* উদ্দাম নৃত্য করা। 'আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত।' *নজরুল*, ১৯২২।

তাথৈ থৈ [ধ্বন্যা] *বি* তাণ্ডব নৃত্যের বোল। 'জলের ধার ঐ হেরো দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

তাদাত্ম্য [স] *বি* একাত্মতা। 'তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তা আছে কিন্তু তাদাত্ম্য নেই।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

তাদারক [আ তাদারুক্] *বি* তত্ত্বাবধান। 'ঘরে যাইয়া খুব তাদারক করিব খাতিরজমায় থাকহ।' *কেরি*, ১৮০২।

তাদৃক [স] *বিণ* সে-রকম; তেমন। 'বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

তাদৃশ [স] *বিণ* তেমন। 'বিদ্যা দান বিষয়ে ইহারা যাদৃশ যত্নবান তাদৃশ পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান রাজারদিগের অধিকারে ছিল না।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

তাদৃশ [স] *বিণ* সেইরকম। 'সে অমৃত অবশ্য মৃত্যুদায়িক হয় তাদৃশ অনিষ্ট হইতে ইষ্ট লাভ।' *রামরাম*, ১৮০২।

তাদৃশী [স] *বিণ স্ত্রী* সেরূপ। 'তাঁহাদের তাদৃশী অনুকম্পা ও তাদৃশ স্নেহ না থাকিলে, আমরা কোন কালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

তাদের দ্র তা[২]

তাধিংধিঙ্গা [ধ্বন্যা] *বি* মৃদঙ্গের বোল। 'ডম্ফ বাজে তাধিংধিঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তাধিঙ্গা ধিঙ্গা [ধ্বন্যা] *বি* নাচ বা তবলার বোলবিশেষ। 'মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

তাধিন [ধ্বন্যা] *বি* নাচের বোলবিশেষ। **তাধিন তাধিন** [ধ্বন্যা] *বি* নাচের বোলবিশেষ। 'নেচে নেচে ঘুর লেগেছে তাধিন তাধিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'তুর্কি নাচন নাচলে তাধিন তাধিন।' *নজরুল*, ১৯২২।

তান[১] [স] **১** *বি* সুর। 'তার গীত মুরলীর তান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সুরবিন্যাস; একাধিক স্বরের বিশেষ সমন্বয়। 'তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাঁথ নন্দনহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বি* সুরের সূক্ষ্ম কারুকাজ। 'ধরা দিল অগোচরা নব নব সুরে তানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

তানকর্তব [স তান+স কর্তব্য] *বি* খেয়াল গানের বহুস্বর সমন্বিত সুরবিন্যাস-বিশেষ। 'আমাদের গানের বিপুল তানকর্তব ঐ হার্মনিবিভাগে চালান করিয়া দিলে মূল গানটার সহজ স্বরূপ ও গাম্ভীর্য রক্ষা পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

তানতালময় [স] *বিণ* সংগীতের সুর-তাল ইত্যাদিতে বিভোর। 'তম্বুর কর ধর তানতালময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

তানলয় [স] *বি* সংগীতের সুর ও লয়। 'ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিছে তানলয় ধীরি ধীরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

তানলয়বিশুদ্ধ [স] *বিণ* খাঁটি সুর-তালসম্পন্ন। 'কখন কখন মধুরকণ্ঠ অপ্সরীগণের তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

তানে তানে *ক্রিবিণ* তানের সঙ্গে তান মিলিয়ে। 'তানে তানে প্রাণে

প্রাণে গাঁথ নন্দনহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

তান[২] [স তদ্‌>] *সর্ব* মানী নামপুরুষ; তিনি। 'শেষে করিলেন তান সর্ববন্ধক্ষয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **তানা ১** *সর্ব* তারা। 'মুড়াইল ছোর তানা রসুল ফরমানে।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *সর্ব* তিনি। 'তামা হোতে সুন তোহ্মার বংসের উদ্ধার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তানাও** *সর্ব* তিনিও। 'তানাও রামের রাসে করেন স্তবন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **তানার** *সর্ব* তাঁর। 'এইদিকে চলেন, তানার কাছেই লৈয়া যাই।' *মনসুর*, ১৯৫৩। **তানি** *সর্ব* তিনি। 'তানি ঐখানে আছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩। **তানে** *সর্ব* তাঁকে। 'ধর্মবন্তে চিনে তানে না চিনএ পাপী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তানজান, তানজাম [হি তামজান] *বি* পালকি। 'যুবরাণীকে কলিকাতার নির্ম্মিত এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'চলে আনজাম দোলে তানজাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

তানজীম [আ] *বি* সম্মিলন। 'গত কয়েক বৎসর হইতে তানজীম, তবলীগ, মিশন, সোসাইটি ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

তানত [ধ্বন্যা] *বি* আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের বোলবিশেষ। 'তানত থোনত ধিয়া ধিতা তাধি থেই ধিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তানপুরা [আ তনবুর] *বি* এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ, রবাব ও তানপুরা লইয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তানপুরো [আ তনবুর] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'কুঞ্জবনের তানপুরোতে সুর বেঁধেছে বসন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

তানানা [ধ্বন্যা] *বি* বাহানা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তান্তি [স তন্ত্রী] **১** *বি* তাঁত। 'তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গেতা।' *চর্যা ১০*, ১২০০। **২** *বি* তার। 'সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।' *চর্যা ১৭*, ১২০০।

তান্ত্রিক [স] **১** *বি* তন্ত্রশাস্ত্রবিদ। 'তান্ত্রিক যেরূপ কালিকাপ্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সংকোচশূন্য ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'কে ও, তার্কিক, কে ও, তান্ত্রিক।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* তন্ত্রশাস্ত্র সংক্রান্ত। 'এদিকে সে নানাবিধ ব্রত করে, নানাবিধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

তান্ত্রিকী [স] *বিণ* তন্ত্রপ্রধান। 'সেই মত নষ্ট হৈল বহু টিকি ... বৈদিকী ... তান্ত্রিকী টিকিমেধ যজ্ঞে তার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

তাপ [স] **১** *বি* ক্ষোভ। 'আওর বুইল তোক যত বীরদাপ তাক সোঁঅরিতেঁ মোর মনে বাঢ়ে তাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অনুতাপ। 'পাছেই কাহার চিত্তে না জন্মিল তাপ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* দুঃখ। 'ছয় ডিঙ্গা ডুব্যা গেল মনে লাগে তাপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* যন্ত্রণা। 'যার পদ পরশে খণ্ডএ দুঃখ তাপ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৫** *বিণ* উত্তপ্ত। 'রবি তাপে রেণু যেন হইল তাতল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৬** *বি* জ্বর। 'তাপ জোর বড়ই দরদ।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৭** *বি* উত্তাপ। 'পাদপ রৌদ্রের তাপ করিছে বারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৮** *বি* ক্ষোভ। 'সব তাপ হবে শান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৯** *বি* তাপমাত্রা। 'তাপ মাপবার একটি যন্ত্র বেরিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

তাপক্ষয় [স] **১** *বি* জ্বালা নাশ। 'ইহাকে চন্দন দিলে আমার তাপক্ষয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* তাপহ্রাস। 'পরমাণুমাত্রেরই পরস্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয় ... গুণ আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তাপগ্রাহক [স] *বিণ* তাপ গ্রহণকারী। 'মেঘ তাপরোধক এবং তাপগ্রাহক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তাপজনক [স] *বিণ* তাপ উৎপন্ন করে এমন; অধিক ক্যালরিসম্পন্ন। 'তাপজনক খাদ্য অধিক আবশ্যক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

তাপতপ্ত [স] *বিণ* উত্তপ্ত। 'নিকটের তাপতপ্ত ঘূর্ণিবায়ে ক্ষুব্ধ কোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তাপদগ্ধ [স] *বিণ* তাপে পুড়ে গেছে এমন। 'এ তাপদগ্ধ প্রাণ যে দিকে দৃষ্টিপাত করে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

তাপন [স] *বিণ* তাপজনক। 'তাপন বলিয়া তপনে ডরিনু, চাঁদের কিরণ দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তাপ-নাশা [স তাপনাশক] *বিণ* দুঃখ ঘোচায় এমন। 'খোকার চোখে ঘুম আসে সকল তাপ-নাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

তাপ-পরিতাপ [স] *বি* ক্ষোভ-জ্বালা। 'নাহি তাহে দুঃখসুখ পরাতন তাপ-পরিতাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

তাপপ্রাচুর্য [স] *বি* তাপের আধিক্য; অতিরিক্ত তাপ। 'এখানে সূর্যের আলো প্রচুর অথচ তার আনুষঙ্গিক তাপপ্রাচুর্য নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

তাপবাহিতা [স] *বি* তাপের প্রবাহ। 'যদি সূর্য্যের তাপবাহিতা জলের ন্যায় হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তাপ-বিমোচন [স] *বিণ* দুঃখ দূরকারী। 'তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তাপবিহীন [স] *বিণ* অনুতাপ নেই এমন। 'তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে বহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

তাপমান [স] *বি* তাপমাপক যন্ত্র। 'পণ্ডিতেরা পদার্থের উষ্ণতা পরিমাণার্থে তাপমান নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তাপরোধক [স] *বিণ* তাপ রোধকারী। 'মেঘ তাপরোধক এবং তাপগ্রাহক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তাপশালী [স] *বিণ* প্রবল তাপের অধিকারী। 'স্থির নক্ষত্রমধ্যে অনেকগুলি তদপেক্ষা তাপশালী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তাপশুষ্ক [স] *বিণ* তাপে শুকিয়ে গেছে এমন। 'গ্রীষ্মদগ্ধ তাপশুষ্ক।' *নজরুল*, ১৯২৫।

তাপসংযোগ [স] *বি* তাপের সংস্পর্শ। 'জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নীচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তাপসঞ্চার যন্ত্র [স] *বি* কক্ষ গরম রাখার যন্ত্র। 'তিনি তাঁহার তাপসঞ্চার যন্ত্রের পশ্চাতে কয়েকটি জলপূর্ণ তাম্রপাত্র জুড়িয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

তাপসন্তপ্ত [স] *বিণ* উষ্ণতাপ্রবণ। 'বর্তমান জলবায়ু, তাপসন্তপ্ত বঙ্গরাজ্যে আমাদের খাদ্য কি গোমাংস?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

তাপ-হরণ [স] *বিণ* দুঃখ হরণকারী। 'ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

তাপহরা [স তাপহরণ>] *বিণ* যন্ত্রণা দূর করে এমন। 'আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

তাপহানি [স] *বিণ* তাপহ্রাস। 'অবস্থাবিশেষে তাপহানির লাঘব গৌরব ঘটিয়া থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তাপহারা [স] *বিণ* দুঃখহীন। 'দেখো মা তারা তাপহারা/ বঞ্চিত বাঞ্ছিত ধনে।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

তাপহারী [স] *বিণ* দুঃখ হরণকারী। 'কোথা তাপহারী পিপাসার

বারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

তাপের দিন *বি* বিরহের সময়। 'রসের বাদল নামিল না কেন তাপের দিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তাপর *দ্র* তা'

তাপস [স] **১** *বি* সাধক। 'হে তাপস শ্রেষ্ঠ। আমার অজ্ঞাতসারে বারিবিন্দু আপনকার গাত্রে পতিত হইয়াছে।' *মন্মথরফ*, ১৮৬৯; 'আমি হব না তাপস, হব না, হব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ* দক্ষ। 'মদ-মাংসে সমান তাপস।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

তাপসকুমার [স] *বি* সাধক যুবক। 'তাপসকুমার চাহিলা, আমার মুখপানে করি বদন নত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

তাপসকুমারী [স] *বিণ স্ত্রী* সাধক কুমারী। 'তাপসকুমারী শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয়ের অনুরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তাপসবালক [স] **১** *বি* ঋষিপুত্র। 'সে পূর্বজন্মে তাপসবালক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* তপস্বীবালক। 'যত তাপসবালক শিশিরসুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

তাপসবিহীন [স] *বিণ* তপস্যাছাড়া। 'নির্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপসবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তাপসমূর্তি [স] *বি* সাধকের রূপ। 'তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন তাপসমূর্তি ধরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

তাপসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* তপস্যাকারী। 'ঝিল্লিরবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

তাপসী [স] *বি স্ত্রী* সাধক। 'তপোবনে তাপসী জপএ প্রভু নাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তাপা [স] *ক্রি* তপ্ত হওয়া। 'সারাদিন তপনের কিরণেতে তাপিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তাপাংশ [স] *বি* তাপমাত্রা। 'ফারেনহাইটের তাপমান অনুসারে রক্তের তাপাংশ ৯৮ আটানব্বই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তাপাধার [স] *বি* তাপ ধারণ করে যে; মেঘ। 'আকাশে তাপাধার কিছু নেই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তাপার্ত [স] *বিণ* সন্তপ্ত। 'তাপার্ত মন খুঁজে বেড়ায় অনাবৃষ্টিতে তৃষ্ণার জল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

তাপি [স তাপী] *বি* পানিতে মরা মাছ। 'তাপি আর ইচা মৎস্য না খাএ সুজনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তাপিত [স] **১** *বিণ* সন্তপ্ত। 'অধিক তাপিত লোক বড় পাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তুরিতে তারিআ তোল তাপিত তনয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* তৃষিত। 'তৃষ্ণাএ তাপিত প্রাণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বিণ* ক্লেশপ্রাপ্ত। 'তাঁহারাও, আতপে তাপিত হইয়া, বিশ্রামার্থে, উপবনস্থ নিকুঞ্জমধ্যে উপস্থিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৪** *বিণ* দগ্ধ। 'বহ্নিশিখা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **৫** *বিণ* তপ্ত। 'কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান বিরহ-তাপিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তাপিত-শরণ [স] *বি* প্রার্থিত আশ্রয়। 'সেই তব তাপিত-শরণ অভয়-চরণ-প্রান্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তাপিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সন্তপ্ত; দুঃখিত। 'তাহাতে থাকিয়া তুমি তাপিতা কেবল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

তাপিনি [স তাপিনী] *বি স্ত্রী* দুঃখ পেয়েছে যে। 'সহজহি বিরহিনি জপ মাহা তাপিনি বৈরি মদনসরধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তাপিয়া [স তাপ>] *ক্রি* তপ্ত ক'রে। 'পাষাণের গৃহ সব আনলে তাপিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

তাপ্তী *বি* নদীবিশেষ। 'তাপ্তী নদীর পানিতে ...।' *ইসলাম*, ১৯০৭।

তাপ্পি *বি* ধাপ্পা। 'তাপ্পি দেওয়া ফোতোবাবুর কাঁধে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

তাফ [স তাপ] *বি* উষ্ণতা। 'ইমামের মুখেতে লাগে আফতাবের তাফ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তাবজ্জাতি [স] *বি* সকল জাতি। 'ইংরাজ প্রভৃতি তাবজ্জাতি তদপেক্ষা অধিক দুঃখে আবৃত থাকিতেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

তাবড় *বি* তা থেকে বড়ো কিছু। 'ইহাতেই বুঝে দেখ শক্তি কার বড়। ঘটাইতে পারি আমি তাবড় তাবড়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তাবৎ, তাবদ্ [স] **১** *বিণ* সেই পরিমাণ। 'তাবৎ তিলেক চিন্তা নাহিক উহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* ততদিন। 'মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* সব; সমুদয়। 'তাবৎ হিন্দু মহাশয়েরদিগের রীতি নীতি।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৪** *বিণ* সম্পূর্ণ। 'মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ তাঁহার তাবৎ মুখস্থ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৫** *ক্রিবিণ* ততক্ষণ। 'যাবৎ কণ্ঠে প্রাণ থাকিবেক, তাবৎ চিকিৎসা করাইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

তাবৎকর্ম্ম [স] *বি* সমস্ত কাজ। 'এক ব্রাহ্মণ আনিয়া ৫ টাকায় তাবৎকর্ম্ম ফুড়াইয়া দিলাম।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তাবৎকালে [স] *ক্রিবিণ* সকল ঋতুতে। 'তাবৎকালেই প্রাতঃস্নান করিয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তাবৎ পরিজনে *ক্রিবিণ* সকল আত্মীয়ের মধ্যে। 'বাটীর তাবৎ পরিজনে প্রসাদপ্রদাতা হয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তাবদক্ষর [স] *বি* সমুদয় হরফ। 'তাবদক্ষরের সঙ্গে আকৃতিরও কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

তাবদ্বিষয় [স] *বি* যাবতীয় বিষয়। 'আপনি তাবদ্বিষয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

তাবদ্বৃত্তান্ত [স] *বি* সকল বৃত্তান্ত। 'আপন পিতার তাবদ্বৃত্তান্ত স্মরণ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তাবল্লোক [স] *বি* সকল মানুষ। 'তাবল্লোক আপনার আচার ব্যবহার ধর্ম্মযাজন না করিলে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

তাবত [স তাবৎ] **১** *বিণ* সেই পরিমাণ। 'তাবত রস নাহি ডালিম ডাকরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সব। 'তাবত বিচ্ছেদ দুঃখ শরীরে সমস্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *ক্রিবিণ* সে পর্যন্ত। 'তাবত তোম্মার দুগ্ধ না খাইমু দঢ়।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *ক্রিবিণ* ততোদিন। 'জাবত তোমার টাকা সোদ করি তাবত বাগ মজুকুরের ব্রক্ষে আদি ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

তাবা [ফা তাবাহ্] *বিণ* ধ্বংস। 'কত নূহ হল তাবা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

তাবিজ [আ তাবীজ] **১** *বি* পবিত্র স্মৃতিচিহ্নের আধার; কবচ। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* অলংকারবিশেষ। 'অর্থাৎ, মুড়কি মাদুলি, ধানি মাদুলি, সোনালি, পৈচে, তাবিজ, বাজু, ষর্প, পঞ্চনরি, পাসা, ঝুমকা, ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

তাবিজপেড়ে *বিণ* তাবিজের নকশাযুক্ত এমন পাড়বিশিষ্ট। 'শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লালপেড়ে তাবিজপেড়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তাবিজলোভী [আ তাবীজ+স লোভী] *বিণ* তাবিজ পেতে চায় এমন। 'তাবিজলোভী যাত্রীদলের পায় প্রণামী।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

তাবির [আ তাবীর] *বি* ব্যাখ্যা। 'খাবের তাবির এই যে তুমি বাদশাহ ও পয়গাম্বর হইবে।' *মনসুর*, ১৯৫০।

তাবুত, তাবুৎ [আ] *বি* শবাধার; কফিন। 'তাজীয়া ও তাবুৎ প্রভৃতির নামকরণে যে-সব অভিনয়ে লিপ্ত।' *মোহম্মদী*, ১৯৩৭; 'আঙুর-কাঠের তাবুত করো, কবর দ্রাক্ষাদল-ঝুরা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

তাবে[১] [ব্র] *সর্ব* তাকে। 'তাবে বোলিঅ জে উচিত ন জান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তাবে[২] [আ তাবি] *বিণ* অধীন; এক্তিয়ারভুক্ত। *মেয়ার*, ১৭৮৭; 'মোকর্দ্দমা সকলে মপস্বলের দেওানি আদালতের তাবে থাকিবেক।' *এডমন*, ১৭৯৩। **তাবেতে** *বিণ* জিম্মাভুক্ত। 'আমার তাবেতে হইয়া আইলে মোর বাড়ি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তাবেদার [আ তাবি+ফা দার] *বিণ* অনুগত; অনুসারী। *এডমন*, ১৭৯০।

তাবেদারী [আ তাবি+ফা দারী] *বি* অধীনতা। 'জমাদারী, খেদমতগারী, ও আর২ সব রকম তাবেদারী ও ফরমাবরদারী কিয়াধা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

তাবেস [ফা তাবেশ] *বি* গৌরব। 'গোরের বরকতে যেন সে তাবেস করে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তামচূড় [স তাম্রচূড়] *বি* পানকৌড়ি। 'কাদখোঁচা মহরিয়া সালিক ডাহুক তামচূড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তামজান [হি] *বি* তাঞ্জাম; পালকি। 'তামজানের উপর আরোহণ করাইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

তামদ্দুনিক [আ তামাদ্দুন+স ইক] *বিণ* সাংস্কৃতিক। 'জাতির রাজনৈতিক ও তামদ্দুনিক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৩।

তামবখশ [আ তাম+ফা বখশ] *বি* হাতা; বড়ো চামচ। 'ফকিরের রেকাবীতে তামবখশ করিয়া পোলাও পোঁছাইয়া দিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

তামরস [স] ১ *বি* দ্বাদশ মাত্রার সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। 'তরুতলে মুরলী বাজালে তামরসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* পদ্মফুল। 'তামরসে তমোরাশি দান করে সেই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তামরসমুখী [স] *বিণ* পদ্মমুখী। 'তামরসমুখী পবিত্র প্রসূন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

তামল ভাষা [তা তামিল+স ভাষা] *বি* দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান ভাষা। *দর্পণ*, ১৮৩৮।

তামস [স] ১ *বি* অন্ধকার। 'ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি, অন্ধ তামস গেছে কিনা ছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *বি* অমঙ্গলরূপ অন্ধকার। 'সকল কলুষ তামস হর, জয় হোক তব জয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

তামসগুণ্ঠন [স] *বি* অন্ধকারের আচ্ছাদন। 'দীর্ণ করো তামসগুণ্ঠন।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

তামসা [আ তামাশা] ১ *বি* তামাশা; কৌতুক। 'নিকটস্থ ও দূরস্থ অনেক লোক তামসা দেখিতে আইসে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* মজার জিনিস। 'মুই সেরেব কেচরির ভেতর অনেক তামসা দেখেলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

তামসিক [স] ১ *বিণ* তমোগুণসম্পন্ন। 'তামসিক বিদ্যা দিআ অন্ধকার করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* নিকৃষ্ট। 'অসুর ভাবের কার্য্য তামসিক।' *রোকেয়া*, ১৯০৭।

তামসিক বিদ্যা [স] *বি* তমোগুণ সংক্রান্ত বিদ্যা। 'তামসিক বিদ্যা দিআ অন্ধকার করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তামসিকতা [স] *বি* মোহান্ধতা। 'প্রকাণ্ড তামসিকতা এক দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

তামসী [স] ১ *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'উজ্জ্বল দিবস হৈল তামসী রজনী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি। 'আনন্দে তজিব কৃষ্ণ রাখিয়া তামসী।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'আমরা বিষম তামসীর বিভীষিকা দর্শন হইতে মুক্ত হইলাম।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

তামা [স তাম্র] *বি* ধাতুবিশেষ। 'সমুখে তামার বদনা হাতে ছড়িখান।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তামাটে *বিণ* তামার মতো বর্ণযুক্ত। 'কত সে দিয়েছে রৌদ্রে তামাটে মাটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

তামাক [প তাবাকো] ১ *বি* মাদক দ্রব্যবিশেষ। 'তামাক গাঁজা ভাঙ্গ চরস বিক্রি হইতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* ঝোলা গুড় দিয়ে মাখানো তামাক পাতার চূর্ণ। 'সেই জানে যে পেয়েছে তামাকের তার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তামাক খাওয়া *ক্রি* ধূমপান করা। 'কেহবা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তামাকটামাক *বি* তামাক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি। 'একবার তামাক টামাক খাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

তামাক ডাকা *ক্রি* তামাক দেওয়ার জন্য বলা। 'এক ছিলিম তামাক ডাকো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তামাক সাজা *ক্রি* হুকো, গড়গড়া প্রভৃতির কলকেতে তামাক টিকা দিয়ে আগুন ধরানো। 'এক কলকে তামাক সেজে আনিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

তামাকু [প তাবাকো] *বি* তামাক। *ক্যালগে*, ১৭৮৫। 'সেই২ ভূমিতে তামাকু ও তুলা ... সুন্দর জন্মিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

তামাকুওয়ালা [প তাবাকো+হি ওয়ালা] *বি* তামাক বিক্রেতা। 'আলাপিত এক ব্যক্তি তামাকুওয়ালা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

তামাদি [আ তমাদি] *বিণ* দাবি করার নির্দিষ্ট সময় উতরে গেছে এমন। 'নকল না লইলে তামাদি হইয়া যাইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

তামাদ্দুনিক [আ তামাদ্দুন+স ইক] *বিণ* কৃষ্টিগত; সাংস্কৃতিক। 'অমৃতত্বের সঞ্চয় থাকে তার আত্মায়, তার তামাদ্দুনিক আবেহায়াতে।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

তামানি [আ তামাম] *বি* শেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তামান্না [আ] *বি* অভিলাষ। 'দুনিয়ার প্রতি আমার কোন তামান্না ছিল বা মৃত্যুর ভয়ে আমি ভীত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তামাম [আ] ১ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'মাগরিব শেষে কর নামাজ তামাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* সমাপ্ত (গ্রন্থ শেষে)। 'তামাম।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৩ *বিণ* শেষ। 'মৌলবীর মেহেরবাণীতে কুটিওয়ালাদের চাকা মারার কসলত তামাম হবে!' *হুতোম*, ১৮৬১।

তামারি [স তাম্র] *বি* তাম্রপাত্র; কড়াই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তামাশগির [আ তামাশা>] *বি* ভাঁড়; তামাশা করে যে। 'তামাশগির মর্দআদমী ওমরা এবং দেশ বিদেশীর লোক জমায়ত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

তামাশা, তামাসা [আ] ১ *বি* পরিহাস। 'আলার তামাসা কিছু শোন দিয়া দেল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* আনন্দ। 'এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্ঠব নাচ তামাসা বাদ্য রোশনাই আতস বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বি* কৌতুক। *ভবানী*, ১৮২৩; 'এই কি তামাসা করিবার।' *রোকেয়া*, ১৯২৬। ৪ *বি* মস্করা। 'মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে কি এমনি করে তামাসা কত্তে হয়?' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'আঃ মিছে তামাশা ছেড়ে দেও।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৫ *বি* ছেলেখেলা। 'রাজত্ব করা, এ কি তামাশা পেয়েছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৬ *বি* হাস্যকর অনুষ্ঠান। 'সেদিন টৌনহলে একটা মস্ত তামাশা হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৭ *বি* মস্করা। ' মোরে নিয়ে এ কী হাসি-তামাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৮ *বি* মজা। 'আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৯ *বি* রসিকতা। 'আমার মামাকে নিয়ে তামাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ১০ *বি* খেলা। 'এখনো চালাতে আছে পৃথিবীর প্রথম তামাশা।' *জীবন*, ১৯৪২।

তামাশা করা [আ তামাশা+করা] *ক্রি* ঠাট্টা করা। 'সুরমা হাসিয়া তামাশা করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোরে তামাশা করিত শত।' *জসীম*, ১৯২৭।

তামাশাখানা, তামাসাখানা [আ তামাশা+ফা খানাহ্] *বি* থিয়েটার; রঙ্গশালা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তামাশা পাওয়া *ক্রি* ছেলেখেলা বলে বিবেচনা করা। 'রাজত্ব করা এ কি তামাশা পেয়েছ!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তামাশাবোধ [আ তামাশা+স বোধ] *বি* কৌতুকবোধ। 'সহ্যশক্তি, সহিষ্ণুতা বা তামাশাবোধ নেই।' *জীবন*, ১৯৩১; 'তুচ্ছাতিতুচ্ছও তামাসাবোধ অপ্রয়োজন।' *জীবন*, ১৯৩১।

তামাসাওয়ালী [আ তামাশা+হি ওয়ালী] *বি স্ত্রী* তামাসা বা মজা দেখায় যে। 'বিবাহিতা নারীগণও বাজীকর-ভানুমতী ইত্যাদি তামাসাওয়ালী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পর্দা করিয়া থাকেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

তামাসাগিরি [আ তামাশা+ফা গিরি] *বি* ইয়ারকি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তামাসা ঠাট্টা [আ তামাশা+ঠাট্টা] *বি* রসিকতা। 'তামাসা ঠাট্টা ইয়ারকি রং মজা ইত্যাদি বিবিধ নামে, রসিকতা বঙ্গদেশে একাধিপত্য করিতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তামাসা-নাচ [আ তামাশা+নাচ] *বি* রঙ্গনৃত্য। 'মুখোশপরা তামাসা-নাচের সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য বেশি।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

তামিল[1] [আ তামীল] *বি* পালন; সম্পাদন। 'যে হুকুম করবেন তামিল করবই!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

তামিল[2] [তা] *বি* দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান ভাষা। 'দক্ষিণের তামিল প্রভৃতি ভাষা, তাতার ভাষা, আমেরিকার আদিমজাতীয় ভাষা এই জাতীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

তামুক [প তাবাকো] *বি* তামাক। 'তামুক খাতিও পালাম না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

তামুদ্দনিক [আ তামাদ্দুন+স ইক] *বিণ* সাংস্কৃতিক। 'সামাজিক, তামুদ্দনিক ও জাতীয় জীবনের সাথে পরিচিত হবার এতটুকু সুযোগ নেই তাঁদের।' *বেগম*, ১৯৪৯।

তামুল [স তাম্বূল] *বি* পানপাতা। 'খদির তামুল রঙ্গ ওষ্ঠে নাহি ছাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তামুলি, তামুলী [স তাম্বূলিক] *বি* পান উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে যুক্ত সম্প্রদায়বিশেষ। 'তামুলিতে দেই গুআ পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তামুলী, বারুই তুচ্ছ নয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

তামুলিনি [স তাম্বূলিক>] *বি* পানব্যবসায়ী তামলি জাতের নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তামেচা [ফা তমানচহ্] *বি* চপেটাঘাত। 'খেচিয়া তামেচা মারে মুখের উপর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তাম্বা [স তাম্র] *বি* তামা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'টাকা সিবু সরকার লইয়া তাম্বা ছাড়িয়া দিয়াছেন।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭।

তাম্বাচুড়া [স তাম্রচূড়] *বি* মোরগ। 'তাম্বাচুড়া রাএ হৈল বিহাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তাম্বি [ফ তম্বূ] *বি* তাঁবু। 'তাম্বি পাত্যা গণক করিল শুভক্ষণ চৌদিকে পণ্ডিতঘটা আইল বন্ধুগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তাম্বু [ফ তম্বূ] ১ *বি* তাঁবু; আবরণী। 'চৌদিকে তাম্বু সইবানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'যতনে তাম্বুর বিচে রাখ লুকাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* সেনাছাউনি। 'এইবার তাহাদের তাম্বু দেখা গেল।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বি* এক প্রকার ঢোলা পোশাকবিশেষ। 'দাদীমা নানীমার তাম্বুখানার পাশে বেঢপ বোরকার ছায়া ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

তাম্বুগৃহ [ফ তম্বূ+স গৃহ] *বি* কাপড় দিয়ে ঘেরা ঘর; তাঁবু। 'হস্তী উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তাম্বুরা [ফ তুনবূরা] *বি* বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'তাম্বুরা বাজানিয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাম্বুরা করা *ক্রি* বাদ্যযন্ত্রে সুর বাঁধা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাম্বুল [স তাম্বূল>] *বি* পান। 'একদিনে নৈবেদ্য-তাম্বুল খাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তাম্বূল [স] *বি* পান। 'কর্পূরবাসিত রাধা খাহ তাম্বূল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'একদিনে নৈবেদ্য-তাম্বুল খাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী [স] *বি* পানের বাটা বহনকারী দাসী। 'তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী করিয়া প্রেরণ করিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তাম্বূল বিহার [স] *বি* পানের মশলাবিশেষ। 'তাম্বূল বিহার জরদা কিমাম এইসব আমরা ব্যবহার করি।' *জীবন*, ১৯৩২।

তাম্বূলরঞ্জিত [স] *বিণ* পান খাওয়ার ফলে লাল হয়েছে এমন। 'তাম্বূলরঞ্জিত মুখে সহাস্যে স্বামীর হাতে তুলে দিতে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

তাম্বূল-রাগ [স] *বি* পান খাওয়ার ফলে ঠোঁটে যে লাল রং হয়। 'তাম্বূল-রাগ রয়েছে অধরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

তাম্বূল-রাঙা [স তাম্বূল+রাঙা] *বিণ* পান খেয়ে লাল হয়েছে এমন। 'তাম্বূল-রাঙা ঠোঁটে/ ফাগুনের ভাষা ফোটে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

তাম্বূলী [স তাম্বূলিক>] *বি* সম্প্রদায়বিশেষ। 'তাম্বূলী ১৮৩৯৬।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

তাম্র [স] ১ *বি* তামা। 'রজত দর্পণ তাম্র পোরোচোপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* তামাটে। 'তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তাম্র আদি [স] *বি* তামা এবং অনুরূপ পদার্থ। 'তাম্র-আদি যাহার পরশে হএ হেম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তাম্রকায় [স] *বিণ* তামাটে দেহবিশিষ্ট। 'তাম্রকায় মানুষের কাছে কিনে বেচা সব।' *জীবন*, ১৯৩০।

তাম্রঘণ্টা [স] *বি* তামার ঘণ্টাবিশেষ। 'কখনো বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তাম্রচূড় [স] ১ *বি* পানকৌড়ি। 'জলে তাম্রচূড় লেখে চকোর চকোরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মোরগ। 'আজুনিশি না শুনিলুঁ তাম্রচূড় নাদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* মাথার ঝুঁটি। 'কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তাম্রপর্ণী [স] *বি* দাক্ষিণাত্যের নদীবিশেষ। 'পাণ্ড্য দেশে তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তাম্রপত্রস্থ [স] *বিণ* তামার পাত্রে খোদাই করা হয়েছে এমন। 'ইহা পাষাণস্থ বা তাম্রপত্রস্থ শিল্পলিপি দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

তাম্রফল [স] *বি* তামা রঙের ফল। 'আম্রবন তাম্রফলময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তাম্রমুদ্রা [স] *বি* তামার মুদ্রা। 'স্বর্ণমুদ্রা দূরে থাকুক, এক তাম্রমুদ্রাও গ্রহণ করিব না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

তাম্রলিপ্তি [স] *বি* বঙ্গদেশের প্রাচীন বাণিজ্যবন্দর; তমলুক। 'মগধ হইতে তাম্রলিপ্তি অর্থাৎ তমলুকে দুই বৎসর কাল স্থিতি ... করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

তাম্ররুচি [স] *বিণ* তামাটে। 'সেই মালা তিনি তাঁহার তাম্ররুচি করে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তাম্রশাসন [স] *বি* তামার ফলকে খোদিত রাজার আদেশ। 'প্রাচীন তাম্র শাসন, প্রস্তর ফলকে প্রখোদিত বংশাবলী বর্ণন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তাম্রশ্মশ্রু [স] *বিণ* তামাটে রঙের দাড়িবিশিষ্ট। 'তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তাম্রাভ [স] *বিণ* তামাটে। 'কখনও ঈষৎ তাম্রাভ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

তাম্রকূট [প তাবাকো>] *বি* তামাক। 'নিউটন সাহেব তাম্রকূট ভিন্ন অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তাম্রকূটজ্ঞানে [তাম্রকূট+স জ্ঞান>] *ক্রিবিণ* তামাক মনে ক'রে। 'তাম্রকূটজ্ঞানে খড়ের ধূম পান করছি।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

তাম্রকূটধূম [তাম্রকূট+স ধূম] *বি* তামাকের ধোঁয়া। 'তাম্বুলের সহিত তাম্রকূটধূম সংযোগ করিয়া খাদ্যপরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তাম্রকূটবাসিত [তাম্রকূট+স বাসিত] *বিণ* তামাকের গন্ধভরা। 'ইত্যাকার দুশ্চিন্তায় তীব্র তাম্রকূটবাসিত পরের কম্বলের উপর কাষ্ঠাসনে রাত্রি যাপন করলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তাম্রকূটশীর্ষ [তাম্রকূট+স শীর্ষ] *বিণ* শীর্ষদেশে তামাক থাকে এমন। 'তাম্রকূটশীর্ষ ডাবাসুন্দরীর সুচিক্কণ কৃষ্ণগণ্ডে একটি মাত্র নিবিড় চুম্বন দিতে পারেননি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

তায় দ্র তা[১], তা[২]

তায়ফা [আ তাইফাহ] ১ *বি* নর্তকীদল। 'কএক তায়ফা নর্তকীরা সেই সভাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বি* বাই নাচ। 'গানের সঙ্গে এক তায়ফা মজলিস্।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তায়াতাই *বিণ* পরস্পর আক্রমণ প্রতীক্ষা। 'মুখামুখি দুজনে ডাকাডাকি সঘনে তায়াতাই হইল তায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তার[১] [ফা] ১ *বি* ধাতুর তৈরি সূত্র বা রজ্জু। 'প্রায় সকল ধাতুকে পিটিয়া, অতি পাতলা সরু তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* টেলিগ্রাম। 'নুরনগরে এখনই তার করে জানতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তার করা *ক্রি* টেলিগ্রাম করা। 'নুরনগরে এখনই তার করে জানতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তার কাটা *ক্রি* বাদ্যযন্ত্রের তার ঠিক নিয়মে না থাকা। 'সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

তারছেঁড়া *বিণ* তার ছিঁড়ে গেছে এমন। 'তারছেঁড়া তম্বুরা তালকাটা বাজিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তারবার্তা [ফা তার+স বার্তা] *বি* টেলিগ্রামে প্রেরিত খবর। 'প্রেরিত এক তারবার্তায় পূর্ব পাকিস্তান শাখাকে অবিলম্বে ... ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।' *কোম*, ১৯৫৪।

তারযোগে [ফা তার+স যোগে] *ক্রিবিণ* টেলিগ্রাফের সাহায্যে। 'তারযোগে আদেশ পাইলাম।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

তারলিপ্ত [ফা তার+স লিপ্ত] *বিণ* তার দিয়ে জড়ানো; তার প্যাঁচানো। 'তাবৎ সেতুই তারলিপ্ত নারিকেলের কাতায় নির্ম্মিত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

তারহীন [ফা তার+স হীন] *বিণ* তারের সংযোগবিহীন; বেতার। 'তারহীন বার্তাবহ আমার হাতে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

তারহীন সংবাদ ধরিবার কল *বি* রেডিও। 'তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

তারের বীণা *বি* তারযুক্ত বীণা। 'তারের বীণা ভাঙলে, হৃদয় বীণায় গাহি রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

তার[২] [স] *বি* স্বাদ। 'চিংড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার।' *ভারত*, ১৭৬০।

তার[৩] দ্র তা[১], তা[২]

তারক[১] [স] *বিণ* ত্রাতা; ত্রাণকর্তা। 'তারকের গুণনাশে সুলোচনা যুঝে রোষে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তারক[২] [স তারকা] *বি* তারকা। 'তারক অরুণ সঙ্গে বড় অপরূপ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তারকা [স] *বি* নক্ষত্র। 'সেখানে অঙ্গনাকুল তারকাকুলতুল্য সুন্দর।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

তারকা-ফোটা *বিণ* তারকা ফুটে আছে এমন। 'এক তারকা-ফোটা ঘন সন্ধ্যা ধরে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩২।

তারকারাজি [স] *বি* নক্ষত্রসমষ্টি। 'আকাশে অগণ্য তারকারাজি বিরাজ কচ্চে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

তারকালোক [স] *বি* তারার জগৎ। 'তারকালোকের জেনেছি ছন্দ।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

তারণ [স] *বি* উদ্ধার। 'কীর্ত্তন প্রচারি কৈল জগৎ-তারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তারণ্যামৃত ধারা [স] *বি* সহজিয়া বৈষ্ণবদের গুহ্য ক্রিয়াবিশেষ। 'তারণ্যামৃত ধারা তার নাম কৈল ধার্য্য।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

তারতম্য [স] *বি* পার্থক্য। 'যাঁহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ তারতম্য ছিল ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তারতম্যানুসারে [স] *ক্রিবিণ* পার্থক্য অনুসারে। 'অভাবের তারতম্যানুসারে ... রচনার উৎপত্তি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

তারতিরস্কার [স] *বি* উচ্চৈস্বরে ভর্ৎসনা। 'আশ্রমের কঙ্করবিকীর্ণ পথে আশ্রম কুক্কুরবৃন্দের তারতিরস্কার শব্দ উপেক্ষা করে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তারধিক [স ততোধিক] *বিণ* তার অধিক। 'তারধিক তিক্ষ্ণধার লোহের

কারন।' *মালাধর*, ১৫০০।

তারন [স তাড়ন] *বি* উদ্ধার। 'একচিত্তে সুন নর সংসার তারন।' *মালাধর*, ১৫০০।

তারপর [স তৎপর] *ক্রিবিণ* এরপর। 'চন্দ্রকোণার মন্ত্রেশ্বরে বন্দি তারপর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তারপা *ক্রি* আস্বাদ করা। 'রাধার আধর মধু তারপল কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তারপিন [ই টারপেনটাইন] *বি* তেলবিশেষ। 'জলজ্ঞানে তারপিন তৈল প্রভৃতি ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তারফেন [ফা তারফান] *বি* ছিদ্র করার জন্যে ছুতারের অস্ত্র। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

তারমাঝে *দ্র* তা[১]

তারস্বরে [স] *ক্রিবিণ* উচ্চ স্বরে। 'তারস্বরে আপন অঙ্গ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তারা[১] [স] **১** *বি* তারকা; নক্ষত্র। 'পহু সঙ্গ কামিনী বহুত সোহাগিনী চন্দ্র নিকট জইসে তারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* গ্রহ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* চক্ষু তারকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশকে চক্ষুর তারা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৪** *বি* রত্ন। 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

তারাকারা [স] *বিণ* তারার আকৃতিবিশিষ্ট। 'তারাকারা ফুলমালা: কবরী বন্ধনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

তারাকীর্ণ [স] *বিণ* তারায় ভরা। 'নীল তারাকীর্ণ আকাশ ভেসে চলেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তারাখচা [স তারাখচিত] *বিণ* তারকা খচিত। 'তাকাও যখন তারাখচা মহাকাশে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

তারাখচিত [স] *বিণ* তারকাসজ্জিত। 'তারাখচিত আকাশের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

তারাখসা *বি* উল্কাপাত। 'বছরে দুবার আকাশে তারাখসার মরশুম আসে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

তারাগণ, তারাগন [স তারাগণ] *বি* তারাসমূহ। 'তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি তারাগন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তারা-গাঁথা [স তারা+গাঁথা] *বিণ* তারা গেঁথে আছে এমন। 'পাতল রাতি তারা-গাঁথা আসন শূন্যতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তারাজুলি *বি* নদী বিশেষ। 'ধাইল তারাজুলি গুস্কারা কুতূহলী রত্না চলিল রঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তারাজ্বালা [স তারা+জ্বলা>] *বিণ* তারা জ্বলে আছে এমন। 'রাত্রে তারাজ্বালা অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তারাঝরা [স তারা+ঝরা] **১** *বি* ফুলবিশেষ। 'এতক্ষণে বুঝি তারা-ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খুঁজে গেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫: 'বিলিতি নাম মনে থাকে না, নাম দিয়েছি তারাঝরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **২** *বিণ* দুঃখময়। 'অবিশ্রাম তারাঝরা জীবনের বর্ষণে ও গানে।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫১।

তারা-দীপ [স] *বি* তারারূপ বাতি। 'অন্ধকারে মিটিমিটি তারা-দীপ জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

তারাপতি [স] *বি* চাঁদ। 'তারাদল লইয়া তারাপতি এখনও স্বস্থানে চলিয়া যান নাই।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

তারাফুল [স তারা+ফুল] **১** *বি* তারার প্রতিবিম্বরূপ ফুল। 'রাত্রির জোয়ার এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* তারারূপ ফুল। 'যখন রাত্রি কৃষ্ণ কবরী নেড়ে/ আনে একরাশ তারাফুল থরথর।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

তারাবলী [স] *বি* তারকাপুঞ্জ। 'নাচে তারাবলী যথা নভস্থলে স্বর্ণময়ী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তারাবাজি [স তারা+ফা বাজী] *বি* আতশবাজিবিশেষ। 'আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তারাবৃন্দ [স] *বি* নক্ষত্ররাজি। 'অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত – ইন্দীবর-নিকর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তারাভরা *বিণ* তারাপূর্ণ। 'আসে তারাভরা নিশি কুহকিনী আঁধারের পাখনায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

তারামণি [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'সৌরভ-গরবিনী তারামণি লতা সে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

তারামণ্ডল [স] *বি* নক্ষত্রমণ্ডল। 'পারিবি জাগাতে, মথি নিশ্চল দিগন্তর, বুদ্বুদসম তারামণ্ডল নিরন্তর?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

তারাময় [স] **১** *বিণ* তারকাখচিত। 'ওরে নিশীথিনি, তোর তারাময় সিঁথি।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ* তারকাপূর্ণ। 'তারাময় আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

তারাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* তারা ফুটে আছে এমন। 'তারাময়ী নিশাদেবী, উষাকে উদয়াচলের সঙ্গে মিলিত করেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'হও নিমগন তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

তারার ফুল *বি* তারকারূপ ফুল। 'ওই যে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল অঞ্জলি ভরি ধরিল তারার ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'এসো রানী/ দেব খোঁপায় তারার ফুল।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

তারার মেলা *বি* অনেক তারা দেখা যায় এমন অবস্থা। 'আকাশে তারার মেলা।' *ওয়ালী*, ১৯৩৯।

তারালোক [স তারা-আলোক] **১** *বি* তারার আলো। 'দিবালোক-অবসানে তারালোক জ্বালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২** *বি* নক্ষত্রলোক। 'কোন দূর তারালোকে কেমনে রয়েছ ভুলি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

তারা-হার [স] *বি* মালাবিশেষ। 'হ্যামিলটনের নেকলেস এবার/ তারা-হারের মুখে ছাই।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

তারাহারা [স] *বিণ* তারাহীন। 'তারাহারা রাত্রির বীণার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

তারাহীন [স] *বিণ* তারা নেই এমন। 'আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

তারা[২] [স] *বি স্ত্রী* ত্রাণকারী। 'ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ইতিন নয়নী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তারা[৩] [স তার>] *ক্রি* উদ্ধার করা। **তারিতে** *ক্রি* ত্রাণ করতে; উদ্ধার করতে। 'ভালে আইলাম আমি জগৎ তারিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **তারিবে** *ক্রি* উদ্ধার করবে। 'মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেখি এই তারিবে সংসারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **তারিবোঁ** *ক্রি* উদ্ধার করবো। 'দূতরে তারিবোঁ তোক না করিহ ডর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তারিয়া** *ক্রি* উদ্ধার ক'রে। 'লহ জননী তারিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **তারিল** *ক্রিবিণ* উদ্ধার করলো। 'কৃষ্ণ অবতারি যেহোঁ তারিল ভুবন।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **তারিলে** *ক্রি* উদ্ধার করলে। 'কৃষ্ণের সহিত রথ/ কৃপা করি আপনি তারিলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তারিয়ে তারিয়ে *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'তার সমস্ত শকটা তিনি দোতলার টেরেসে দাঁড়িয়ে তারিয়ে তারিয়ে টের পেতে লাগলেন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

তারা[৪] *বি* (সংগীত) সুর পর্যায়ের উচ্চ সপ্তক। 'ওড়ব খাড়ব প্রণব নাদ উদারা তারা লইয়া তর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

তারায় চড়ানো *ক্রি* সুর উপরে তোলা। 'মিহি মেয়েলি গলা তারায় চড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

তারাইন *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'লুসাই, কুকি, কারেন, তারাইন প্রভৃতি জাতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

তারানো *ক্রি* স্বাদ নেওয়া। 'চাটনি কিংবা সন্দেশের মতো আস্তে আস্তে তারিয়ে তারিয়েই খাবে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

তারাবাঁকা [স তির্যক>+স বক্র>] *বিণ* আঁকাবাঁকা। 'যৌবনের রোদে ঝকমারিতে তারাবাঁকা হয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

তারাবি [আ তারাবীহ্] *বি* ইসলামি মতে রমজান মাসব্যাপী এশার নামাজের পর আদায়কৃত বিশেষ নামাজ। 'সন্ধ্যার পর তারাবির নামাজে খাড়া হইলে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

তারি দ্র **তা**[২]

তারিখ [আ তারীখ] *বি* মাস বা বছরের দিনের হিসাব। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ইঙ্গরেজী ১৭৫৬ তারিখ ২২ মাঘ ২ ফেবরিল।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

তারিখকানা [আ তারীখ+স কাণ>] *বিণ* বয়স বুঝতে পারে না এমন। 'কেউ যেমন রঙ-কানা থাকে আমি তেমনি তারিখ-কানা এই কথাটি বলে রাখা ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তারিখছুট [আ তারীখ+হি ছুট] *বিণ* কালপরিক্রমা ঠিক নেই এমন। 'সংস্কৃত সাহিত্য তারিখছুট।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

তারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সংকট থেকে ত্রাণকারী। 'ত্রিশক্তি তারিণী তুমি তরঙ্গনাশিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তারিপ [আ তারীফ] **১** *বি* প্রশংসা। *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'ফিরে এসে সাহেবকে তারিপ করেন।' *মনোজ*, ১৯৬১। **২** *বি* বর্ণনা। 'যে কেহ এই তমোসুকের তারিপ করিয়া আপনার সাবুদ করিতে পারিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

তারিফ, তারীফ [আ তারীফ] *বি* প্রশংসা। 'খোদার তারিফ করে দরুদ রাছুলে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'নিন্দা তাদের স্বভাব যাদের তারীফ তোমার পর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তারিফ করন *বি* প্রশংসা করা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

তারিফে পঞ্চমুখ হওয়া *ক্রি* প্রশংসায় মুখর হওয়া। 'অফিসার পর্যন্ত তোমার তারিফে পঞ্চমুখ হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তারুণ্য [স] *বি* তরুণের বৈশিষ্ট্য; যৌবন। 'যুবতীর আদৌ বয়সের তারুণ্য জন্য দীপশিখার ন্যায় মন চঞ্চল হইল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

তারুণ্য-স্রোত [স] *বি* তারুণ্যরূপ স্রোত। 'বিফল তারুণ্য-স্রোতে জরাগ্রস্ত কিশলয় দিন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

তারুন [স তারুণ্য] *বি* প্রথম বা নবযৌবন। 'বালা সৈসব তারুন ভেট।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তারে দ্র **তা**[২]

তারোয়াল [স তরবারি] *বি* তরবারি। 'খসাইতে তারোয়াল মেয়ানে হতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

তার্কিক [স] **১** *বিণ* তর্কপটু। 'তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* দার্শনিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তার্কিকতা [স] *বি* বাকপটুতা। 'নির্ঝরিণীর মেয়েলি তার্কিকতা চড়িয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

তার্পিণ [ই] *বি* তেলবিশেষ; পাইন জাতীয় গাছের নির্যাস। 'ইহাদের গাত্রনিঃসৃত মুগ্ধবৎ রস হইতে তার্পিণ তৈল ও ধূনা প্রস্তুত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তার্পুলিন [ই] *বি* ত্রিপল। 'তার্পুলিন টাঙিয়ে ভারী চমৎকার একটা পার্টিশন করা হয়েছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

তাল[১] [স তালক] *বি* তালা। 'সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

তাল[২] [স] **১** *বি* তাল নামের ফল ও তার গাছ। 'তালফল জিণিআঁ তোহ্মার পয়োভার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ধেনুক মারিয়া কৈল তাল ভক্ষণ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বড়ো পিণ্ড বা দলা। 'তাসমান যে মস্ত দুটো রং-এর তাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

তালগাছ [স তাল+গাছ] *বি* তাল ফলের গাছ। 'পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মতো আকাশে উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তালগাছের আড়াই হাত – তালগাছের মাথার দিকের শেষ আড়াই হাত অতিক্রম করা কঠিন অর্থাৎ কাজের শেষের দিকটা বেশি মনোযোগ দাবি করে। *সুবল*, ১৯০৬।

তালচটা [স তালচটক] *বি* বাবুই পাখি। 'গুড়গুড় ভারই ঘটা টুনটুনি তালচটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তালচাকা [স তালচটক] *বি* বাবুই পাখি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

তালচিকা [স তালচটক] *বি* বাবুই পাখি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

তালজংঘে, তালজঙ্গ, তালজঙ্ঘ [স তালজঙ্ঘা] **১** *বিণ* তাল গাছের মতো দীর্ঘ পা-বিশিষ্ট। 'তালজঙ্গ সেনাপতি সম্মুখে দেখিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* খুব বেশি। 'তালজংঘে পরমাণ বোলে বর মাগ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* রাক্ষসবিশেষ। 'আর দানা আইল তার নামে তালজঙ্ঘ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তালজঙ্ঘা [স] *বি* তালগাছের মতো দীর্ঘ জঙ্ঘা যার; রাক্ষসবিশেষ। 'অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি তালজঙ্ঘা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

তালতন্ত্র [স] *বি* তালের আঁশ। 'তার গলার তালতন্ত্র তৈরি ফাঁস-দড়ি পড়বে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

তালতরুফল [স] *বি* তাল গাছের ফল; তাল ফল। 'কথাঁ না দেখিল বাঁওন হাথে তালতরুফল পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তাল তাল *বিণ* রাশি রাশি। 'বনের ভিতর তাল তাল অন্ধকার বাঁধিয়া আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

তালদিঘি [স তাল+দিঘি] *বি* যে দিঘির পারে তাল গাছ আছে। 'তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

তালপত্র [স] *বি* তালগাছের পাতা। 'তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তালপত্রস্থিত [স] *বিণ* তালগাছের পাতায় আছে এমন। 'প্রথমতঃ তালপত্রস্থিত কণ্টকবিনির্মিত চতুস্ত্রিংশদক্ষরে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তালপাকানো **১** *ক্রি* জড়সড় হওয়া। 'মানুষগুলোকে যেভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *ক্রি* জটিল অবস্থার সৃষ্টি

করা। 'বড়োগোছের তাল পাকিয়ে তুলতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* পিণ্ডাকার। 'চাঁদকে একটা তালপাকানো মরুভূমি বলা যেতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তালপাখা [স তাল+পাখা] *বি* তালপাতার তৈরি পাখা। 'পাশে দাঁড়িয়ে তালপাখা নিয়ে বাতাস করত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

তালপাটালি *বি* তালের রসে তৈরি পাটালি গুড়। 'ঢাকলো মেঘের খুঞ্চেপোশে তালপাটালির থাল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

তালপাত [স তালপত্র>] *বি* তাল গাছের পাতা, লেখার জন্য যা কাগজের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো। 'পরন্তু তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্ব্বে যেপ্রকার হইত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

তালপাতা [স তালপত্র>] *বি* তালগাছের পাতা। 'কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তালপাতার পুঁথিপত্র নিয়ে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তালপাতার সিপাই *বি* (তালপাতার মতো পাতলা) মর্যাদাহীন যোদ্ধা। 'বাঙালি পল্টনের তালপাতার সিপাই শ্রীল শ্রীযুক্ত নূরুল হুদা বরাবরেষু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

তালপাতার সেপাই – দুর্বল ব্যক্তি। *সুবল*, ১৯০৬।

তাল-পুকুর [স তাল+স পুষ্কর] *বি* যে পুকুরের চারদিকে তালগাছ আছে। 'তাল-পুকুরে জলের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

তাল-প্রমাণ [স] *বিণ* খুব বড়ো। 'লোকে তিল-প্রমাণ দোষ পাইলে তাল-প্রমাণ করিয়া বর্ণনা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'পুরুষের তিলেক ভুলভ্রান্তিও সে সমাজের চোখে তালপ্রমাণ উচ্ছৃঙ্খলতা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

তালবড়া [স তাল+বড়া] *বি* তালের গুড় ও আটা দিয়ে তৈরি বড়া। 'তালবড়া দাও তাদের পাতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

তালবন [স] *বি* বৃন্দাবনে অবস্থিত বনবিশেষ। 'মহাবন-কাম্যবন আর তালবন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তাল-বনা [স তালবন>] *বি* তালবন। 'তাল-বনা'তে ঝঞ্ঝা তাথই হাততালি দেয়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

তালবীথি, তালবীথী [স] *বি* তালগাছের সারি। 'তবু তালবীথী দোলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'নিশীত শীতের রাত্রে তালবীথি দেখেছে আগুন।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

তাল বৃক্ষ [স] *বি* তাল গাছ। 'তাল বৃক্ষ সম লোম দেখি ভয়ঙ্কর।' *সুলতান*, ১৭০০।

তালবৃক্ষের ছায়া *বি* অস্থায়ী বিষয়। 'শাস্ত্রে তাই তো বলে সব মায়া, ধনজন তালবৃক্ষের ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

তালবৃন্ত [স] ১ *বি* তালপাতা। 'দর্পণেতে তেজ হবে, তালবৃন্তে বায়ু রবে...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ২ *বি* তাল গাছের পাতায় তৈরি হাতপাখা। 'কখন তালবৃন্ত ব্যজন এবং কখন বা পদ্মহস্ত দ্বারা গাত্র দাহ নিবারণ।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

তালমিছরি [স তাল+মিছরি] *বি* তালের রস দিয়ে তৈরি মিছরি। 'ভালো তালমিছরি নিয়ে এসো।' *অবন*, ১৯৪১।

তালরস [স] *বি* তালের রস। 'তালরস বৃক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

তালশাঁস, তালশাস [স তাল+স শস্য>] *বি* তালআঁটির শাঁস। 'চিনি আর শাদা তালশাঁস।' *জীবন*, ১৯৩২; 'আমরা কত কিছু খাই – তালশাস খাই, পেয়ারা খাই।' *বৃক্ষ*, ১৯৪৯।

তালুয়া ডোঙা *বি* তালগাছের তৈরি ডিঙি। 'লালন কয় তালুয়া ডোঙা কোন ঘড়ি ডুবাই তুফানে।' *লালন*, ১৮৯০।

তালের ডোঙা *বি* তালগাছের তৈরি ডিঙি। 'পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তালের বিঁথিঞাঁ *বি* তালপাখা। 'তালের বিথিঞাঁ রাধাক বিচি কাহ্ন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তাল[৩] [স] ১ *বি* বিরতি-বিন্যাস বিশেষ; ছন্দ। 'বিবিধ সংগিত তাল সব অনুবন্দে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ঝামেলা। 'লালন বারো তালে পলো শেষ অবস্থায়।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* বেগ। 'গাড়ির ঝাঁকুনির তাল সামলে ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তাল কাটা[১] *ক্রি* (সংগীত) তাল ভঙ্গ হওয়া। 'নাচের অবহেলা করে একটাও মুহূর্ত যদি উঠানকে দেওয়া যায় তবে নাচের তাল কেটে যায়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

তালকাটা[২] *বিণ* সংগীতের তাল ভঙ্গকারী। 'তারছেঁড়া তম্বুরা তালকাটা বাজিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তালকানা, তালকাণা [স তাল+স কাণ>] *বিণ* তালের জ্ঞান নেই এমন। 'কানার বেটা তালকানা মহা ঠেটা।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'দানাদার নহে যত খোট্টা তাল-কাণা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তালগোল পাকানো *ক্রি* বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। 'বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেশ তালগোল পাকাচ্চে।' *শরৎ*, ১৯১৬।

তালচ্যুত [স] *বিণ* তালহীন। 'খেয়ালী যতই কার্দানি করুন না কেন, তালচ্যুত ... হবার অধিকার তাঁর নেই।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

তালজ্ঞ [স] *বিণ* তাল বিষয়ে জ্ঞান আছে এমন। 'সৎকবি তুম্বুর গায়ক বাদ্যক্রিয়াতে তালজ্ঞ।' *রামরাম*, ১৮০১।

তাল ঝাড়া *ক্রি* রাগ দেখানো। 'মহী তো আমার ওপরেই তাল ঝাড়বে।' *তারা*, ১৯৪০।

তাল ঠুকা *ক্রি* নিজের বাহুতে চপেটাঘাত করে আস্ফালন করা। 'তাল ঠুকিয়া ছুটল রূপাই, ছুটল পাছে হাজার লাঠি।' *জসীম*, ১৯২৯।

তাল ঠোকা *ক্রি* নিজের বাহুতে চপেটাঘাত করে আস্ফালন করা। 'দারোগা বাহ্‌স্‌ফোট অর্থাৎ তাল ঠুকিয়া বা বগল বাজাইয়া তথায় উপস্থিত হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

তাল-দোরস্ত [স তাল+ফা দুরস্ত] *বিণ* তাল বিষয়ে দক্ষ। 'গাওনার সুর বড় চমৎকার হয়েছে দোয়াররাও মিল ও তাল-দোরস্ত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তাল-ধুমাধুম [স তাল+ধ্বন্যা ধুমাধুম] *ক্রিবিণ* ধমাধম ক'রে। 'কাঁদলে আরও তাল-ধুমাধুম পড়বে তোমার ... পিঠে মুখে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

তালপণ্ডিত [স] *বিণ* তালনিপুণ। 'কেলিতাণ্ডব তালপণ্ডিত বাহুদণ্ডিত দণ্ড।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

তালফেরতা [স তাল+হি ফিরতা] *বি* একই গানে একাধিক তালের ব্যবহার। 'তিলং-খাম্বাজ মিশ্র তালফেরতা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

তালবেতাল [স] ১ *বি* উল্টাপাল্টা ছন্দ। 'সেই তালের বেতাল করিয়া তালবেতালের মত নৃত্য করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* তাল ও বেতাল নামে গল্পের বিক্রমাদিত্যের অনুচর দুই পিশাচ। 'কোটালের পুত্রের কাছে তাল-বেতালের কাহিনী শোনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* সঙ্গীতের রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন অবস্থা। 'তালে-

বেতালে অবিশ্রান্ত পিটিয়ে চলছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

তাল-বেতাল জ্ঞান [স] *বি* কাণ্ডজ্ঞান। 'তাল-বেতাল জ্ঞান বিলকুল ঠিক আছে।' *মুনীর*, ১৯৬১।

তালভঙ্গ [স] *বি* বেতাল অবস্থা। 'তিলেক নাহিক তালভঙ্গ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তালভঙ্গ হওয়া *ক্রি* তাল কেটে যাওয়া। 'মাঝে মাঝে সুরপুরে মেনকার কনকনূপুরে তালভঙ্গ হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তালভ্রষ্টতা [স] *বি* তালচ্যুতি। 'সংগীতে তালভ্রষ্টতার সীমা লয়ই নিধার্য করে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

তালমান [স] *বিণ* সঠিক মাত্রাযুক্ত। 'সুস্বর তালমান কবিতা রচনা বিবেচনা করত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

তালমানহীন [স] *বিণ* বেতালা। 'উরু প্রদর্শন বা তালমানহীন হিংস্র নৃত্য।' *হাসান*, ১৯৬৭।

তাল রাখা *ক্রি* অন্যের গতির সঙ্গে সমতা রেখে চলা। 'তাহারা তাল রাখিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

তালসঞ [তালসঙ্গে] *ক্রিবিণ* তালসহ। 'নৃত্যগিত তালসঞ পঞ্চম প্রকাসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তালে তালে *ক্রিবিণ* তালের সঙ্গে সংগতি রেখে। 'তালে তালে বাজনা বাজছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তালতো *বিণ* বৈবাহিক সম্পর্কের। **তালতো বইন** *বি* ভাইয়ের শ্যালিকা অথবা বোনের ননদ। 'সে তো আমার সাক্ষাৎ তালতো বইনের পোলা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

তালবিলিম [স তালিব-ইলম] *বি* শিক্ষার্থী। 'ফাজেল ও টাইটেল ক্লাসের তালবিলিম।' *পাশা*, ১৯৭১।

তালব্য [স] *বিণ* তালু থেকে উচ্চারিত। 'তাহা তালব্য বর্ণরূপ উচ্চারিত না করিয়া ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

তালা[1] [স তালক] *বি* বন্ধ করার উপায়বিশেষ। 'তাহাতে তালা চাবি আঁটা থাকিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

তালাচাবি [স তালক+প চাবি] *বি* আবদ্ধতা; বন্দিদশা। 'স্বামী ছাড়া তাঁহার আর সমস্তই তালাচাবির মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

তালাচাবি পড়া *ক্রি* বন্ধ হওয়া। 'ঘর কে ঘর উজাড় হয়ে তাতে তালাচাবি পড়ল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

তালাবন্ধ [তালা+স বন্ধ] *বিণ* তালা দ্বারা আবদ্ধ। 'ব্রজরাখালের ঘর তেমনি তালাবন্ধই পড়ে আছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

তালাবন্দি [তালা+ফা বন্দি] *বিণ* তালা দিয়ে আটকানো। 'সেই অবস্থায় সে তালাবন্দি ফটক ছেড়ে বন্দির সম্মুখে এসে পড়ল।' *শওকত*, ১৯৭২।

তালা লাগা *বি* সাময়িক শ্রবণশক্তি বন্ধ হওয়া। 'খরশ্বাস বহে তার কর্ণে লাগে তালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তালা[2] [স তল] ১ *বিণ* তলাবিশিষ্ট। 'কেরাণিরদের থাকিবার যে তেতালা ঘর।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* তলা। 'তাঁহারা দ্বিতীয় তালায় দরবার শালাতে উপবিষ্ট হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* স্তর। 'তালার উপরে আছে তালা তার ভিতরে আছে কালা।' *লালন*, ১৮৯০।

তালা ধরা *ক্রি* উচ্চ কোলাহলে কানে কিছু শুনতে না পাওয়া। 'কাউরে ঢোলের আওয়াজ বেজায়/ তালা ধরে যায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

তালা[3] *বি* চামড়ার ছাউনি। 'একেবারে ভাঙ্গা ঢোল তালা নাই দুটোর একটাও।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তালাক [আ] ১ *বি* ত্যাগ করা। 'তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মুসলিম রীতি অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদ। 'জয়নবেরে ছাড়াইল দেলায়ে তালাক।' *গরীব*, ১৭৫০।

তালাক আহসান [আ] *বি* তালাকের প্রকারভেদবিশেষ। 'তৃতীয় পদ্ধতি হইতেছে তালাক আহসান।' *বেগম*, ১৯৫৫।

তালাকনামা [আ তালাক+ফা নামাহ্] *বি* মুসলিম রীতি অনুযায়ী বিবাহবিচ্ছেদ পত্র। 'মুখের কথা কেন, তালাকনামা (স্ত্রী পরিত্যাগের পত্র) এখনই লিখিয়া দিতেছি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

তালাক হাসান [আ] *বি* তালাকের প্রকারভেদবিশেষ। 'ইহাকে বলা হইয়াছে তালাক হাসান।' *বেগম*, ১৯৫৫।

তালাব [ফা] *বি* পুকুর। 'যা পড়েছে তালাবের মধ্যেই পড়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

তালাশ [ফা তালাশ] *বি* অনুসন্ধান। **তালাশ করা** *ক্রি* অন্বেষণ করা। 'মাইয়া তালাশ করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

তালাস [ফা তালাশ] *বি* খোঁজ; অন্বেষণ। 'এমতে লেখা জাইতেছে কাটান নামের তালাস না করিয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

তালাসি *বি* অনুসন্ধানের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তালাসিয়া *বিণ* অন্বেষণকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তালি[1] [স তালা] *বি* প্রচণ্ড শব্দে শ্রবণশক্তির সাময়িক রুদ্ধাবস্থা। 'মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তালি[2] [স তালিকা] *বি* হাততালি; দুই হাতের আঘাতজনিত শব্দ। 'তালে তালে দিব তালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

তালি[3] [স তাল>] ১ *বি* ছেঁড়া স্থানে লাগানো পট্টি। 'তালি-দেওয়া পালগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* জোড়াতালি। 'ভাঙা চালের ছানির মত রয়েছে তার হাজার তালি।' *জসীম*, ১৯৩১।

তালি-দেওয়া *বিণ* পট্টি লাগানো। 'তালি-দেওয়া পালগুলি সেই আরক্তিম আকাশের গায়ে স্ফীত হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তালিমারা *বিণ* জোড়াতালি-দেওয়া। 'পরনে তালিমারা ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

তালিক, তালিকে [আ তালীকাহ্] *বি* ফর্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আদি মজকুরের তালিকের ফর্দ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

তালিকা [আ তালীকাহ্] *বি* ফর্দ। 'দপ্তরে তালিকা নাম ধরা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তালিকাভুক্ত [আ তালীকাহ্+স ভুক্ত] *বিণ* নিবন্ধিত। 'লোকসাধারণ কেবল সেন্সস-রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তালীবন, তালিবন [স তালী+স বন, সমাসে ই কার] *বি* তালগাছের বন। 'তালীবনে তাল রোদে লাল হতে দেখেছি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'মাঠে কোন তালি-বনের রেখা-পারে তাদের নতুন করে দেখা-শোনা হবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

তালিম [আ] *বি* প্রশিক্ষণ। 'ইহারা সকলেই আমার কাছে তালিম লইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তালিমি, তালিমী [আ তালিম>] *বিণ* প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এমন। 'তালিমী সাক্ষি সমেত হজুর চালান করিয়া আপন জাঁকে সানি জাহেল করিয়া সর্ফরাজ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'যদ্যপি তাহারা তালিমি সাক্ষী

হইত তবে সেই সোয়ালেই পড়িত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

তালী [স তাল>] *বি* পট্টি। 'অভীষ্ট উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলন সমাধানার্থে ... জীর্ণ চর্মপাদুকাতে বঙ্কলের তালী দিয়া লইতে হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

তালু [স] ১ *বি* মাথা। 'বড় বড় ইচা মৎস্যের কৈলাইয়া তালু।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* মুখগহ্বরের উর্ধ্বভাগ। 'যাহাতে কেবল জিহ্বা ও তালু পরিতৃপ্ত হয় ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তালুই [স তাত] *বি* ভাই বা বোনের শ্বশুর। 'মেজো তালুই যে ভুঁই দিতে বলচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

তালুক [আ তাআল্লুক] ১ *বি* জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেওয়া সম্পত্তি। 'তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ভূমি। 'পাটক পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ ... গ্রাম আমার নিজ্জ তালুক লেখা জায়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

তালুকদার, তালুকদারান [আ তাআল্লুক+ফা দার] *বি* ভূসম্পত্তির মালিক; ছোটো জমিদারির মালিক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'জিলা ময়মুনসিংহের মোতালকের এক তালুকদার।' *দর্পণ*, ১৮২২।

তালুকদারি, তালুকদারী [আ তাআল্লুক+ফা দারী] *বি* জমিদারি। 'জমীদারী বা তালুকদারীর সুখ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০; *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তালুকভুক্ত [আ তাআল্লুক+স ভুক্ত] *বিণ* জমিদারির অন্তর্গত। 'এপারের ভুঁইগুলো ছিল তাদেরই তালুকভুক্ত।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

তালুক-মুলুক [আ তাআল্লুক+আ মুলক] *বি* ভূসম্পত্তি। 'আমার তালুক-মুলুক, জমি-জেওরাত, বিষয়-আশয় সর্বস্ব দিতেছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

তালুকাত [আ তাআল্লুক] *বি* তালুকগুলি। *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

তালুকা [স তালুক] *বি* তালু। 'সপ্ত তারা না দেখে ওষ্ঠ তালুকা শুষ্কাগ্র।' *সুলতান*, ১৭০০।

তালুয়া *বি* জাঁতাওয়ালা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তালেব এলেম [আ তালিব ইলম] *বি* ছাত্র; শিক্ষার্থী। 'তালেব এলেমের কাঁধে কেতাব কোরান।' *জসীম*, ১৯৬০।

তালেবর [ফা তালি+আ বর] ১ *বিণ* মান্যগণ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* সৌভাগ্যবান। 'সে ভারি তালেবর।' *জীবন*, ১৯৩২।

তালোই [স তাত] *বি* ভাই বা বোনের শ্বশুর। 'আপনে আমার তালোই হন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তাল্বাদি [স তালু-আদি] *বি* তালু ইত্যাদি। 'তাঁহার তাল্বাদি বর্ণোচ্চারণ-স্থান নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তাল্লাক [আ তালাক] *বি* তালাক; বিবাহবিচ্ছেদ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাল্লাস [ফা তালাশ] *বি* তল্লাশ; অনুসন্ধান। 'অনেক তাল্লাসে এ যাবৎ তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করতঃ ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

তাল্লুক [আ তাআল্লুক] *বিণ* তালুকদারি। 'তাল্লুক বাগানের একটা গাছের হাঁড়িতেও রস নেই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তাশ [ফা তাস] *বি* তাস; খেলার জন্য চিত্রিত মোটা কাগজের খণ্ডবিশেষ। 'মাতাল জুয়াড়ী ... হাতের প্রতিটি তাশ দিচ্ছে ছুঁড়ে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

তাশা *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢোল কাঁসী তাশা বাঁশী বাজে শত শত।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

তাস [ফা] *বি* খেলার জন্যে ব্যবহৃত মোটা কাগজের ছাপানো খণ্ডবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা না জানতিস তবে অবিশ্যি টের পেতিস।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তাস-ক্রীড়া [ফা তাস+স ক্রীড়া] *বি* তাস খেলা। 'হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদের সহিত তাস-ক্রীড়া।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

তাসপাশা [ফা তাস+স পাশক] *বি* তাস ও পাশা খেলা। 'আমড়াতলায় পাড়ার প্রৌঢ়দের তাসপাশার আড্ডা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

তাস পেটানো *ক্রি* তাস খেলা। 'গুরুজনের সম্মুখে তাকিয়া ঠেসান দিয়া তাস পিটিতে লজ্জাবোধ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

তাসের উনত্রিশ *বি* তাসখেলাবিশেষ। 'কোথাও তাসের উনত্রিশের সভা বসেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

তাসের ঘর *বি* ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর সংসার। 'রক্ত-মজ্জা-অস্থি দিয়ে গড়া রক্ত-দেউল তাসের ঘরের মতো টুটে পড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

তাসন [স ত্রসর] *বি* তানা সুতার মাজন দেওয়া। 'তাসন করিআ কেহো নাম ধরে জোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তাসবির [আ তাসবীর] *বি* ছবি; চিত্র। 'তাসবির সম তুমি বিস্মিত হে মেষপালক উম্মী নবী।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

তাসা *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢোল ডক্ক তাসা মুরফা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

তাসাউফ, তাসাওফ [আ] *বি* সুফি মতবাদ। 'এল্‌ম-তাসাউফের এই ভণ্ড ব্যবসায়ীদিগকে ...।' *দর্শন*, ১৯২০; 'মুসলমানের তাসাওফ ও হিন্দুর যোগসাধনা।' *হাই*, ১৯৫৪।

তাসাদ্দক [আ তসদ্দক] *বি* ভিক্ষা দান। 'তাসাদ্দক পিয়া জানেরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তাসু *দ্র* তা[২]

তাহতখানা [আ তা'আহুদ+ফা খানা] *বি* রোগীর সেবা বা চিকিৎসা করার স্থান; হাসপাতাল। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

তাহজীব [আ] *বি* শিষ্টাচার; ভদ্রতা। 'তাহজীব ও তমদ্দুনের প্রতিও দরদ দেখাতে পারেননি।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৩।

তাহদ্দে [আ তাহদ] *বিণ* প্রভাবশালী। 'হরকরাআন ডিহিদারান তাহদ্দে রাইয়তান ওগরহ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

তাহা [স তদ্] ১ *সর্ব* তা। 'দৈব নিবন্ধ তাহা না জায় খণ্ডন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *সর্ব* তাদের। 'তাহা সভার অস্ত্র নিল চাপর মারিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *সর্ব* তা। 'তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **তাহাএ** *সর্ব* তাকে। 'ছাওাল হইয়া কৃষ্ণ মারিল তাহাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **তাহাঁ** *অব্য* সেখানে। 'তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **তাহাক** ১ *সর্ব* তাকে। 'একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* তা। 'পাষাণ বিদার হয় তাহাক শুনিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **তাহাকে** *সর্ব* তাকে। 'সিসু হৈয়া প্রভূরাম তাহাকে জিনিল।' *মালাধর*, ১৫৫০। **তাহাকেহো** *সর্ব* তাও। 'কিবা আছে রাধিকার মনে তাহাকেহো জাণহ আপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তাহাকো** *সর্ব* তাকে। 'তাহাকো না কর তোক্ষে ডরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তাহাত** ১ *ক্রিবিণ* তাতে। 'কেহে তাহাত হয়িলা আগুআনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* তার। 'মজলিস কুতুব তাহাত অধিপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **তাহাতে** ১ *সর্ব* তাহাকে; তাকে।

'তাহাতে টালিতে মোর বল হৈল বৃথা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *সর্ব* তাতে। 'তাহাতে ত্রিরূপ তনু জিনিয়া সিন্দূর ভানু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **তাহাদিগে** *সর্ব* তাদেরকে। 'তখন জোখায় তাহাদিগের নির্বুদ্ধিতা তাহাদিগে জানাইতে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **তাহাদিগের** *সর্ব* তাদের। 'তাহাদিগের জাওনে খরিদের কাজের খতরা ... হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **তাহান** *সর্ব* তার। 'হরিতে তাহান ভীতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তাহানাও** *সর্ব* তারাও। 'তাহানাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **তাহানে** *সর্ব* তাহাকে; তাকে। 'কদাচীত তাহানে তুহ্মি বিহা না করিজ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তাহায়** *সর্ব* তাকে। 'ভাগ্যগুণে স্বপনে কে না দেখে তাহার লো।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **তাহার** *সর্ব* তার। 'তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তাহারদিগকে** *সর্ব* তাদের। 'বেগাফিল না হয় তবে তাহারদিগকে আনওয়াম মত কাইক সাজাই করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **তাহারদিগের** *সর্ব* তাহাদের। 'তাহারদিগের কাজে হইতে তগির করিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **তাহারদের** *সর্ব* তাদের। 'মহাত্রাণ দিয়া গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **তাহারা** *সর্ব* তারা। 'যাহারা বিস্তাও করে তাহারা বিস্তাওর আগে কী করিবে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **তাহারার্থ** *বি* তার অর্থ। 'তাহারার্থ গঙ্গাজল নাম তলোয়ার।' *রামরাম*, ১৮০১। **তাহাসত্তা** *সর্ব* তাদের। 'তাহাসত্তা লৈয়া করে মদন সংগ্রাম।' *মালাধর*, ১৫০০। **তাহি** *সর্ব* তারে। 'জখনে জতএ জাহি নিহারএ তাহি তাহি তোহি ভান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তাহু** *অব্য* তাতে। 'হাসির চাহনি দেখাল কামিনী পরাণ হারানু তাহু।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **তাহে** **১** *সর্ব* তাকে। 'তাহে না মরিলা দামোদরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *সর্ব* তাতে। 'মালতীর মালা তাহে বেড়া সারি সারি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *অব্য* উপরন্তু। 'একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **৪** *ক্রিবিণ* সেখানে। 'মুখের রসনা রত্ন তাহে বিরাজিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **তাহের** *সর্ব* তার। 'জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস।' *চর্যা ২৯*, ১২০০। **তাহ্নে** *সর্ব* তাকে। 'তুহ্মি তাহ্নে না ফেলিলে ফেমিবেক কোনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তাহুত [আ তাঈদ] *বি* রাজস্বকেন্দ্র। 'সদর তাহুত দিল্লিতে উকিলে না কায কাম করে।' *রামরাম*, ১৮০১।

তাহুতদার [আ তাঈদ+ফা দার] *বি* খাজনা দেওয়ার চুক্তিবদ্ধ জমির মালিক। 'তাহুতদার কিম্বা প্রজা অথবা আর কোন মালগুজারের ...।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

তাহুদ [আ] *বি* দেয় খাজনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাহে *অব্য* উপরন্তু। 'কাঞ্চনমুকুট শিরে – দিনমণি তাহে মণিরূপে শোভে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

-তি দ্বিতীয়া বিভক্তি। 'দেখিবারে সেই নূর প্রভুতি মাগিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

তিঅ [স ত্রিক] *বিণ* তিন। 'তিঅ ধাএ বিলসই উহ ণা ঠাণা।' *চর্যা ২৯*, ১২০০।

তিঅজ [স তৃতীয়] *বিণ* তৃতীয়। 'তিঅজ পহর রাতী কোকিল রএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তিঅড্ডা [স ত্রিকোণ] *বি* যোনি। 'তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

তিঅস [স ত্রিদশ] *বি* ত্রিদশ বা স্বর্গ। 'জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।' *চর্যা ২২*, ১২০০।

তিউট [স ত্রিপুট] *বি* সংগীতের তাল। 'তিউট ঝঙ্কার ধুরপদ বিষ্ণুপদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তিওড়ি [স ত্রিশির] *বি* চুলা। 'তিন নারিকেল দিয়া সাজায় তিওড়ি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

তিঅর [স তীবর] *বি* শিকারবৃত্তিধারী সম্প্রদায়বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তিঅরি [স তীবরী] *বি* তিয়র নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তিওর [স তীবর] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রাধানাথ তিওর।' *সেবধি*, ১৮৪০।

তিউনিসীয় [ই] *বিণ* তিউনিসিয়ায় বসবাস করে এমন। 'তিউনিসীয় মহিলাদের আবেদন।' *বেগম*, ১৯৫২।

তিঁতানো [স তিম্>] *ক্রি* ভিজানো। 'তিঁতিল লোচন জলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তিকোনা [স ত্রিকোণ] *বিণ* তিন কোণাবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তিক্ত [স] **১** *বি* তিতা স্বাদযুক্ত। 'অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বিস্বাদ। 'কল্পনা-ভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিত রস মুহূর্তে তিক্ত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বিণ* চরম। 'আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ।' *নজরুল*, ১৯২২। **৪** *বিণ* অত্যন্ত কষ্টকর। 'তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'তে বৃটিশ গভর্নমেন্টও অনিচ্ছায় বুঝতে পারলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **৫** *বিণ* অপ্রীতিকর। 'বিশ্বসংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ তিক্তবিরক্ত হয়ে তারা ওইখানেই জবড়জং হয়ে পড়ে থাকে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

তিক্ততা [স] *বি* তিতা স্বাদ। 'একটা তিক্ততা ছড়িয়ে পড়েছে, জিহ্বায়ও তার স্বাদ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

তিক্তবিরক্ত [স] *বিণ* অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত। 'তাবতে তিক্তবিরক্ত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

তিক্ষ [স তীক্ষ্ণ] *বিণ* অত্যন্ত। 'নানাবিধ অস্ত্র সব তিক্ষ খরসান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তিক্ষধার [স তীক্ষ্ণ-ধার] *বিণ* তীক্ষ্ণধার। 'তারধিক তিক্ষধার লোহের কারন।' *মালাধর*, ১৫০০।

তিগ্ম [স তীক্ষ্ণ] *বিণ* অত্যন্ত ধারালো। 'তিগ্ম বানে খণ্ড খণ্ড করিব এখন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

তিক্ষ্ণশ্রীঙ্গ [স তীক্ষ্ণশৃঙ্গ] *বি* তীক্ষ্ণশৃঙ্গ। 'তিক্ষ্ণশ্রীঙ্গ সপ্তবৃস বান্ধে একুবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তিখ [স তীক্ষ্ণ] *বিণ* কটু। 'ধামালী সহিত কাহ্নাঞি বোলে তিখ বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তিখন [স তীক্ষ্ণ] *বিণ* ধারালো। 'কেহ বলে তিখন খড়্গ দিয়া কাট।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তিখবাণী [স তীক্ষ্ণবাণী] *বি* কটু কথা। 'ধামালী সহিত কাহ্নাঞি বোলে তিখবাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তিখিণী [স তীক্ষ্ণ] *বিণ* ধারালো। 'তিখিণী তিখিণী শর।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

তিগী [স তীক্ষ্ণ] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'খনকাল খমক খঞ্জরী ক্ষীণ তিগী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তিজলা [প তিজেলা] *বি* রান্না করার চ্যাপটা হাঁড়িবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তিজেল [প তিজেলা] *বি* রান্নার হাঁড়িবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আচারের তিজেল খুলে হাত গুটিয়ে বসে থাকে সাধ্য কার?' *শক্তি*, ১৯৬৯।

তিড়বিড় [ধ্বন্যা] *বি* চঞ্চল ভাব। 'জল পেয়ে তিড়বিড় করে উঠল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

তিড়িআ [স ত্রোট>] *ক্রি* ভাঙা। 'পাপ পুণ্য বেণি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।' *চর্যা ১৬*, ১২০০।

তিড়িং [ধ্বন্যা] *বি* লাফানোর ভাব। 'তিড়িং করে এক লাফে অনেকটা দূরে এসে পড়ল।' *যতীশ*, ১৯৫৭।

তিড়িং তিড়িং [ধ্বন্যা] **১** *বি* লাফালাফি। 'কেউ বেরয় চেন-ছাড়া পাখির মত তিড়িং তিড়িং করে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। **২** *বিণ* ক্ষিপ্রভাবে ছোটাছুটি করে এমন। 'ছুটে এলো সে পোস্তায় লাফ মেরে যেন তিড়িংতিড়িং হরিণী।' *শওকত*, ১৯৭২।

তিড়িং বিড়িং [ধ্বন্যা] *বি* বার বার তিড়িং ক'রে লাফানোর ভাব। 'ঠ্যাং নড়ে জোর ... তিড়িং বিড়িং।' *নজরুল*, ১৯২৬।

তিণ [পা] *বি* তৃণ। 'তিণ ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।' *চর্যা ৬*, ১২০০।

তিণি [পা তীণি] *বিণ* তিন। 'তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।' *চর্যা ১৮*, ১২০০।

তিনিশ *বি* জারুল ফুল ও তার গাছ। 'নাগের কেশর আর তিনিশ শিরিষ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তিত [স তিক্ত] *বিণ* তিতা স্বাদযুক্ত। 'নিমে শিমে বাগ্যানে রান্ধিআ দিবে তিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তিতপুঁটি [স তিক্ত-প্রোষ্ঠী>] *বি* ছোটো আকারের একপ্রকার পুঁটি মাছ। 'গাঁও গ্রামে থাকতে এইসব মানুষের মুখে তিতপুঁটিটাও জুটতো না।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

তিতবিরক্ত [স ত্যক্ত+স বিরক্ত] *বিণ* অত্যন্ত অতিষ্ঠ। 'জ্ঞান যেন তিতবিরক্ত হয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

তিতা[১], **তিতো** [স তিক্ত] **১** *বিণ* তিক্ত স্বাদযুক্ত। 'চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মানুষের মাংসগুলা মুখে লাগে তিতো।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* ত্যক্ত। 'তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৩** *বিণ* বিষাদময়; বিস্বাদ। 'জীবনটা হঠাৎ তিতো হইয়া গিয়াছে কুবেরের কাছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

তিতা[২], **তিতানো** [স তিম্>] *ক্রি* 'কান্দিতে কান্দিতে তিতে নয়ানের জলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **তিতি** *ক্রি* ভিজে। 'সব স্থান তিতি হৈল বরিষার মত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **তিতিতে** *ক্রি* ভিজতে। 'তিতিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **তিতিব** *ক্রি* ভিজবো। 'সমুদ্রে পশিব নীরে না তিতিব।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **তিতিয়া** *ক্রি* ভিজে। 'তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **তিতিল** *ক্রি* সিক্ত হলো। 'তিতায় তিতিল দেহ মীঠ গেল কেন।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **তিতিলা** *ক্রি* সিক্ত হলো। 'রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **তিতে** *ক্রি* ভিজে। 'কান্দিতে কান্দিতে তিতে নয়ানের জলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **তিতেঁ** *ক্রি* ভিজে। 'চারি মুকুট লোটাএ পাএ তিতেঁ আখির জল।' *মালাধর*, ১৫০০।

তিতাস *বি* বাংলাদেশের একটি নদী। 'শবরী তিতাস কী গভীর জলধারা ছড়ালো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

তিতিক্ষা [স] *বি* সহনশীলতা। 'সন্তোস তিতিক্ষা ক্ষেমা দয়া দান।' *মালাধর*, ১৫০০।

তিতিক্ষাযুক্ত [স] *বিণ* সহনশীল। 'সর্ব্বদা ... গৃহশূন্য, তিতিক্ষাযুক্ত, লোকসংসর্গবর্জ্জিত ও নিরুপদ্রব থাকিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তিতিক্ষু [স] *বিণ* ক্ষমাশীল। 'তিতিক্ষু পাঠক।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তি-তি-তি [ধ্বন্যা] *বি* হাঁস-মুরগি ডাকার কাজে ব্যবহৃত ধ্বনি। 'আয় আয় কুক কুক তি-তি-তি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

তিতিবিরক্ত [স ত্যক্তবিরক্ত] *বিণ* অত্যন্ত বিরক্ত। 'ব্যাপার দেখে শুনে এই নিরীহের দল তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

তিতির [স তিত্তির] *বি* পাখি বিশেষ। 'জটাউ সম্পাতী লিখে সুপর্ণ তিতির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তিথির [স তিত্তির] *বি* পাখি বিশেষ; তিতির। 'চাতক তিথির ফিঙ্গা টেঁৰকানা মাছরাঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তিতীর্ষু [স] *বিণ* অতিক্রম করতে চায় এমন। 'তবু তাকে সমুদ্রের তিতীর্ষু আলোর মতো মনে ক'রে নিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

তিন্তিরাজ *বি* গাছবিশেষ। 'তিন্তিরাজ গাছ থেকে শিশির নীরবে ঝরে যায়।' *জীবন*, ১৯৩০।

তিৎপল্লা *বি* গাছবিশেষ। 'তিৎপল্লার হলদে ফুল।' *বিভূতি*, ১৯৫০।

তিথি [স] **১** *বি* সময়। 'দৈবে সেই পুণ্য তিথি আসিয়া মিলিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* চান্দ্রমাস অনুযায়ী একদিন। 'তাহার পরে ত্রয়োদশী তিথি হবে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তিথিডোর [স তিথি+প্রা দোরা] *বি* লগ্নবন্ধন। 'আমি কেন তিথিডোরে বাঁধা রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

তিথিতত্ত্ব [স] *বি* তিথি সম্পর্কিত জ্ঞান। 'সভাপতি কর্ত্তৃক উক্ত হইল স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে তিথিতত্ত্বের পরীক্ষা লওয়া কর্ত্তব্য।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

তিথির দ্র তিতির

তিন [পা তীণি] **১** *বিণ* ৩ সংখ্যক। 'এহার দান তিন লক্ষ হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* তিনজন। 'এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তিনকাল [তিন+স কাল] *বি* শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। 'তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

তিনকাল-উত্তীর্ণ [তিন+স কাল-উত্তীর্ণ] *বিণ* শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে গেছে এমন। 'তিনকাল-উত্তীর্ণ প্রাচীন রমণীদের সঙ্গে নৃত্য করিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তিন কাল গেছে এক কালে ঠেকেছে – বাল্য, যৌবন, পৌঢ় অবস্থা পেরিয়ে বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছেছে। *সুবল*, ১৯০৬।

তিনকোণা [তিন+স কোণ] *বিণ* তিন কোণাবিশিষ্ট। 'পিঠে কালো রঙের তিনকোণা শাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

তিন তহুরের তালাক *বি* তিন বারে বলা তালাক। 'তিন তহুরের তালাক প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করাই হবে তার প্রধান লক্ষ্য।' *বেগম*, ১৯৫৫।

তিন তের *বি* ছলচাতুরী। 'ঘরের মধ্যে তোর তিন তের আর কোন দরজা করেছ সার।' *লালন*, ১৮৯০।

তিনদিনব্যাপী [তিন+স দিনব্যাপী] *ক্রিবিণ* তিন দিন ধরে। 'তিনদিন ব্যাপী প্রাদেশিক সাঁতার প্রতিযোগিতায়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

তিন নকলে আসল খাস্তা – কোনো জিনিস বারবার নকল করলে তার আসল রূপ বিকৃত হয়ে যায়। *সুবল*, ১৯০৬।

তিন নয়নী [তিন+স নয়নী] *বি* ত্রিনয়নী; হিন্দু দেবী দুর্গা। 'ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ইতিন নয়নী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তিন পাক *বি* তিননরি। 'কোমরেতে তিন পাক ঘুন্সি।' *রবীন্দ্র*,

১৯৪১।

তিনপায়ে দৌড় *বি* ক্রীড়াবিশেষ। 'তিনপায়ে দৌড়, শটপুট, ৮০ মিটার লো হার্ডলস এবং ব্রডজাম্প।' *বেগম*, ১৯৬২।

তিনপেয়ে *বিণ* তিন পা বিশিষ্ট। 'জল খেতে যায় এক-পা-কাটা তিনপেয়ে এক কুকুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তিনপোয়া, তিন-পো *বি* চার ভাগের তিন ভাগ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

তিন প্রহর [তিন+স প্রহর] **১** *বি* অপরাহ্ন। 'তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* ভোররাত। 'তখন রাত্রি তিন-প্রহর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তিন বার *বিণ* তিন প্রস্থ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার – বৃদ্ধ মানুষ এমনভাবে বসে যাতে তার হাঁটু ও মাথা সমান উঁচু হয়, তাই তিন মাথা, এই অর্থে বৃদ্ধ বা অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শমতো কাজ করা উচিত। *সুবল*, ১৯০৬।

তিনমুখো *বিণ* তিন দিক থেকে পরিচালিত। 'মধ্যভারতের ভিতর দিয়ে তিনমুখো অভিযান চালাবে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

তিন রস [তিন+স রস] *বি* ত্রিরস: কারুণ্য, তারুণ্য, লাবণ্য। 'তিন রস সাড়ে তিনরতি, বিভাগে করে স্থিতি।' *লালন*, ১৮৯০।

তিন লোক [তিন+স লোক] *বি* স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। 'আইহন বীর তিন লোকে ভালে জাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তিনসও [তিন+স শত>] *বিণ* তিনশো। 'তহবিল হইতে তিনসও তঙ্কা লইয়া ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

তিনসত [তিন+স শত>] *বিণ* তিনশো। 'মালের চিঠী সকলে তিনসত পঞ্চিত্রিস চিঠী ইহার বিতং এক চিঠী।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

তিন-সত্য [তিন+স সত্য] *বি* নিশ্চয়তাব্যঞ্জক পরপর তিনবার সত্য উচ্চারণ। 'তাহা হইলে তিন-সত্য করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

তিন সত্যি [তিন+স সত্য] *বি* খাঁটি সত্য বোঝানোর জন্যে তিনবার সত্য উচ্চারণ। 'তিন সত্যি করলাম।' *মানিক*, ১৯৩৬।

তিনসনি [তিন+আ সন>] *বিণ* তিন সালের। 'গৌরব চিনিঞা দেহ তিনসনি কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তিন সন্ধ্যা [তিন+স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সময়। 'জোড়া ঢাক শঙ্খ কাঁসি তিন সন্ধ্যা বাজে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তিনহাতি *বিণ* তিনহাত পরিমাণ। 'নেংটি ছাড়িয়া তিনহাতি ছোটো ময়লা কাপড়খানি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

তিনে *বিণ* তৃতীয়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তিনকা [তিন>] *বি* কাগজ দিয়ে তৈরি অক্ষরের সারি-নির্দেশক। 'ছেলেরা কেতাব পড়ে তিনকা দিয়ে অক্ষরের কাতার ঠিক রাখার জন্যে।' *শওকত*, ১৯৬২।

তিনা [পা তীণি] *বিণ* তিন। 'পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

তিনি[২] [পা তীণি] *বিণ* তিন। 'তিনি দিন ধরি মোর দুগ্ধ নাহি খায়।' *সুলতান*, ১৭০০।

তিনাতা *বি* শিশুদের খেলাবিশেষ। 'তেপাত্যা বাঘচালি খেলে সাধু সাতা ধুলি সামৱ সবই তিনাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তিনি[১] [প্রা তিন্নি] *সর্ব* মানী নামপুরুষের একবচন রূপ। 'সকল করতা তিনি যেই মনে ভাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তিনিশ *বি* জারুল গাছ। 'তিনিশ ও তমাল তরুতে শ্যামায়মান।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

তিন্তিড়ি, তিন্তিড়ী, তিন্তিলী [স তিন্তিড়ী] **১** *বি* তেঁতুল। 'আম্র তিন্তিড়ী রম্ভা প্রভৃতি ফল।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **২** *বি* তেঁতুল গাছ। 'পাণ্ডু শ্যাম তিন্তিলী সে হেথা শোভা করে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'তিন্তিড়ি পত্রের হাত এড়ানো গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

তিপান্তর [স ত্রিপ্রান্তর] *বি* তেপান্তর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তিপ্পান্ন [পা তেপঞ্ঞাসা] *বিণ* ৫৩ সংখ্যক। 'দুই লক্ষ আটার হাজার আট শত তিপ্পান্ন ঘর হিন্দু।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

তিপ্যান্ন [পা তিপঞ্ঞাসা] *বিণ* ৫৩। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

তিব্বতী *বিণ* তিব্বত দেশীয়। 'হাঁকে তিব্বতী হাওয়া।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

তিম *ক্রিবিণ* তেমন। 'তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

তিমই [স তীম্য] *বিণ* ভিজে। 'নৌ দাঢ়ই নৌ তিমই ন চিহ্নই।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০।

তিমি [স] *বি* স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণী। 'তিমি স্তন্যপায়ী; অতএব উহাকে মৎস্য বলা উচিত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

তিমিঙ্গিল [স] *বি* জলে বাসকারী বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী। 'বিরহ-সমুদ্রজলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তিমিঙ্গিলা [স] *বি স্ত্রী* তিমি অপেক্ষা বৃহৎ মাছ। 'তিমিঙ্গিলা তোয়ে হল্য তরঙ্গে নির্ভর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তিমির [স] *বি* অন্ধকার। 'তড়িত লতাতলে তিমির সম্বায়ল আঁতরে সুরধুনি ধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তিমিরঘটা [স] *বি* ঘোর অন্ধকার। 'কোথায় তিমিরঘটা, উদিলে মিহির?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

তিমিরঘন [স] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

তিমির-জয়ী [স] *বিণ* অন্ধকার রূপ বাধা জয় করেছে এমন। 'তিমির-জয়ী বীর, তোরা আজ কই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তিমির-তরঙ্গ [স] *বি* অন্ধকারের স্রোত। 'যেন দ্রুত পাবকের শিখা, ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তিমির-তারা [স] *বি* চোখের কালো তারা। 'তরল চোখের তিমির তারায় যখন তোমার পরান হারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

তিমিরধারা [স] *বি* অন্ধকারের স্রোত। 'তিমির ধারায় ক্ষালন করেছে কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তিমিরনদী [স] *বি* অন্ধকারের নদী। 'পেরোয় যখন তিমিরনদী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

তিমির-পিপাসী [স] *বিণ* অন্ধকারকে ভালোবাসে এমন। 'তিমির-পিপাসী এক রমণীকে আমি হারায়ে ফেলেছি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

তিমিরপ্রান্ত [স] *বি* অন্ধকারের সমাপ্তি। 'তিমিরপ্রান্তে চিত্তে আমার এনেছে প্রভাতরবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

তিমিরবিদার [স] *বি* অন্ধকার অপসারণ। 'সেই অপরূপ পরম শিখার লাগি সর্ব-তিমিরবিদার যাহা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

তিমিরবিদারী [স] *বিণ* অন্ধকার দূরকারী। 'তিমিরবিদারী

অলখবিহারী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

তিমিরবিনাশী [স] *বিণ* অন্ধকার দূরকারী। 'তিমিরবিনাশী তুই, জন্মভূমি।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৯।

তিমিরভেদী [স] *বিণ* অন্ধকার দূর করে এমন। 'দেখাও তিমিরভেদী দীপ্তি তোমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তিমির-মগন [স তিমির-মগ্ন] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'তিমির-মগন ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তিমিরময়ী [স] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

তিমিররজনী [স] *বি* অন্ধকারময় রাত। 'কালের তিমিররজনী ভেদিয়া তোমারি মুরতি এসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তিমিররাত্রি [স] *বি* অন্ধকারময় রাত। 'তিমিররাত্রি, অন্ধ যাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

তিমির-সাগর [স] *বি* অন্ধকাররূপ সমুদ্র। 'কার বুক না ফাটে লো দেখি এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তিমিরসায়ক [স] *বি* অন্ধকার রূপ তির। 'এ অসহ্য তিমিরসায়ক সাজে না তোমার তূণে।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

তিমিরস্নিগ্ধ [স] *বিণ* অন্ধকারের মতো স্নিগ্ধ। 'গভীর তিমিরস্নিগ্ধ শান্তির পাথার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

তিমিরস্পৃষ্ট [স] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'চাহিয়া ছিলেন গভীর তিমিরস্পৃষ্ট পথ আর বনানীর দিকে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

তিমিরহর [স] *বিণ* অন্ধকার দূরকারী। 'প্রতাপে তিমিরহর ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তিমিরাচ্ছন্ন [স] *বিণ* অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে জন্তু ব্যক্তিরা ... ভীত হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

তিমিরাচ্ছন্না [স] *বিণ স্ত্রী* অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'অন্তর্নিরূপ ঘোর তিমিরাচ্ছন্না অবলারা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

তিমিরান্তক [স] *বিণ* অন্ধকার নাশ করে এমন। 'তিমিরান্তক শিবশঙ্কর কী অট্টহাস হেসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

তিমিরান্তিক [স] *বিণ* অন্ধকারময়। 'চোখ বুঁজলে চারপাশটা রাতের চেয়েও তিমিরান্তিক মনে হয়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬।

তিমিরাবৃত [স] *বি* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'তাহারা তাঁহার আসন তলে কণ্টক স্থাপন ও তিমিরাবৃত রজনীতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

তিমিরাভিসার [স] *বি* অন্ধকারে গোপন স্থানে মিলন। 'রোজ রোজ ঘরের অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে কেন এই তিমিরাভিসার!' *বিমল*, ১৯৫৩।

তিমিরারি [স] *বি* সূর্য। 'সিন্দুর-তিলক তিমিরারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তিমিরাহত [স] *বিণ* অন্ধকারতাড়িত। 'অন্ধকারে সমস্ত এই শরতের কমনীয় শিশির তিমিরাহত রাতভরে অমরেশের কাছে সে থাকুক।' *জীবন*, ১৯৩২।

তিয়জ [স তৃতীয়] *বিণ* তৃতীয়। 'তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তিয়র [স ধীবর] *বি* মৎস্যজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।' *ভারত*, ১৭৬০।

তিয়াগা [স ত্যজ্>] *ক্রি* ত্যাগ করা। 'তনু তিয়াগিতে তরুসাখা আরোহিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'শালবানে ভগ্নী মোর তিয়াগিয়া তনু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তিয়াত্তর [পা তিসত্ততি] *বিণ* ৭৩ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তিয়াষ, তিয়াস [স তৃষা>] **১** *বি* তৃষ্ণা। 'তিয়াষ মরিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

তিয়াষা [স তৃষা] **১** *বি* পিপাসা। 'ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* প্রবল কামনা। 'আছে আজন্মের কত অতৃপ্ত তিয়াষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তিয়াষি [স তৃষা>] *বিণ* পিয়াসী। 'অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু মম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

তিয়াসা [স তৃষা] *বি* পিপাসা। 'আমার তিয়াসা ধন্য করিল নারীকণ্ঠের সুধা।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

তিয়াসী [স তৃষা>] *বিণ* উৎসুক। 'আনমনে চেয়ে রই তিয়াসী নয়নে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

তির[1] [স তীর] *বি* কূল। 'খিরোদ শমুদ্রের তিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তির[2] [ফা তির] *বি* শর। 'কালকেতু মহাবীর দূরে হইতে মারে তির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তিরকর [ফা তির+স কর] *বিণ* বাণ নির্মাণকারী। 'পট লৈয়া ফিরে কেহো নগরে নগরে তিরকর হইআ কেহো নিরমায় শরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তিরন্দাজ [ফা] *বি* তির নিক্ষেপকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কোটী কোটী তিরন্দাজ, যে যা বিন্ধে একান্দাজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তিরন্দাজি [ফা] *বি* তির নিক্ষেপের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তির[3] [স ত্রি] *বিণ* তিন। **তিরধারা** [স ত্রিধারা] *বি* ত্রিধারা। 'সেই নদীর তিরধারা কোন ধারে তার কপাট মারা।' *লালন*, ১৮৯০।

তিরপাট [স ত্রিপাটক] *বিণ* তিন মহল বিশিষ্ট। 'উগ্রসেন রাজধানি তিরপাট কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

তিরছ [স তির্যক] *বিণ* তির্যক। 'মুখ তুলি চাহ তো সকালে এই তোর তিরছ নয়ানে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

তির তির [ধ্বন্যা] *বি* কাঁপার দৃশ্যগত ভাব প্রকাশক শব্দ। 'চামড়া তির তির করে কাঁপতে থাকে।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

তিরতিরে *বিণ* কম্পমান। 'নারকেল গাছের গুড়ি, তিরতিরে পানি তার গায়ে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

তিরথ [স তীর্থ] *বি* তীর্থ। 'তিরথ জানি জল অঞ্জলি দেবা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তিরনব্বই [পা তিনবুতি] *বিণ* ৯৩ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তিরপল [ই টারপলিন] *বি* আলকাতরা মাখানো মোটা কাপড়ের আবরণী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তিরপিত [স তৃপ্ত] *বিণ* তৃপ্ত। 'আনমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে তিরপিত ন হয়ে নয়ান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তিরশূল [স ত্রিশূল] *বি* ত্রিশূল। 'সামনে একটী তিরশূল পোঁতা হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তিরষিত [স তৃষিত] *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'তিরষিত জনে জল দেখি বিদ্যমান।' *সুলতান*, ১৭০০।

তিরস্কর [স] *বিণ* পরাভবকারী। 'তিমিরতিরস্কর হৃদয়গগনভাস্কর।'

রবীন্দ্র, ১৯০০।

তিরস্করণিকা [স] *বি* যবনিকা। 'এই ইন্দ্রিয়ের গোচরতাকে ভেদবুদ্ধির তিরস্করণিকার দ্বারা আবৃত করা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তিরস্করণী [স] ১ *বি* অদৃশ্য হওয়ার বিদ্যা। 'ভূদেবের তিরস্করণী ... সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকন্যার গোচর করিয়া, গান্ধর্ব বিধানে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* পর্দা। 'পাপকে তিরস্করণীর দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তিরস্কার [স] ১ *বি* ভর্ৎসনা। 'আলো দেখি অন্ধকার পুরস্কার তিরস্কার।' *তারত*, ১৭৬০। ২ *বি* গালাগালি। 'বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যত গ্লানি তিরস্কারাদি করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *বি* নিন্দা। 'অলস, অকর্ম্মণ্য, স্বার্থপর জমিদারকে উচিত তিরস্কার করিতে পারেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

তিরস্কারদাতা [স] *বি* তিরস্কার করে যে। 'শ্রদ্ধেয় তিরস্কারদাতা, চপলতার প্রয়োজন আছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

তিরস্কৃত [স] ১ *বিণ* ভর্ৎসিত। 'তাঁহাকে তিরস্কৃত করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ২ *বিণ* আচ্ছন্ন। 'হিমালয়কে এই কুয়াশার দ্বারা তিরস্কৃত দেখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* বিতাড়িত। 'দেশ হইতে তিরস্কৃত করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তিরস্কৃতা [স] *বিণ* নিন্দিতা। 'তিরস্কৃতা হইয়াও তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়।' *সাধারণী*, ১৮৮০।

তিরস্কৃতি [স] *বি* ভর্ৎসনা। 'পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও তিরস্কৃতির লাঞ্ছনাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তিরানব্বই [পা তিনবুতি] *বিণ* ৯৩ সংখ্যক। 'দুই পাঁচ বত্রিশ তিরানব্বই একশত আঠার দশ এই অঙ্কে শত যোগ করিয়া দশ হাজার হীন করিলে কত অঙ্ক থাকে।' *গৌর*, ১৮২২।

তিরানব্বি [পা তিনবুতি] *বিণ* তিরানব্বই। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

তিরান্দাজ [ফা] *বি* তিরন্দাজ; তির চালনা করে এমন। 'তৎপর বাহুযুদ্ধে মহামল্ল তিরান্দাজী ও বরকন্দাজী ও তলোয়ার বাজী।' *রামরাম*, ১৮০১।

তিরান্দাজী [ফা] *বি* তির নিক্ষেপ করার কাজ। 'তিরান্দাজী ও বরকন্দাজী ও তলোয়ার বাজী ... সর্ব্বতেই অতি পারক।' *রামরাম*, ১৮০১।

তিরাশী [পা তে অসীতি] *বিণ* ৮৩ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তিরাস [স তৃষা] *বি* তৃষ্ণা। 'যদি সে জল খাইতে তিরাস লাগে চিতে।' *সুলতান*, ১৭০০।

তিরাসী [স তৃষা>] *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'যথেক তিরাসী লোক সকল দেখিবা।' *সুলতান*, ১৭০০।

তিরি[1] [স স্ত্রী] ১ *বি* নারী। 'তিরি হঞাঁ রাধা পুরুষ না মার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্ত্রী। 'মক্কা মদিনার লোক তিরি পুত্র নিব।' *সুলতান*, ১৭০০।

তিরিবধ [স স্ত্রীবধ] *বি* স্ত্রীবধ। 'মুখ দেখি তিরিবধ সংসঅ ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তিরি[2] [স ত্রি] *বি* তিন ফোঁটাযুক্ত তাস। 'দুরি-তিরি হইতে নহলা-দহলা পর্যন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তিরিভঙ্গ [স ত্রিভঙ্গ] *বিণ* ত্রিভঙ্গ। 'শ্যামের বামে দাঁড়াইলা তিরিভঙ্গ হৈয়া।' *দ্বীচণ্ডী*, ১৬০০।

তিরিক্ষ [প্রা তিরিক্খ] *বিণ* উগ্র। 'হালিমের মেজাজ ছিল তিরিক্ষ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তিরিক্ষি [প্রা তিরিক্খ>] *বিণ* উগ্র। 'সাহেব হালিমের তিরিক্ষি মেজাজ লক্ষ্য করেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তিরিক্ষি [প্রা তিরিক্খ>] ১ *বিণ* উগ্র। 'মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গলাও চড়ছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* অল্পেই রেগে যায় এমন। 'আমার মেজাজটা একটু তিরিক্ষি হয়ে গেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

তিরিশ [স ত্রিংশৎ] ১ *বিণ* ৩০ সংখ্যক। 'তিরিশ কেতাব আইল ইদরিছের তরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* ত্রিশের দশক। 'রবীন্দ্রঠাকুর নন, সম্মিলিত তিরিশের কবি।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

তিরিশ সাত *বিণ* ৩৭ সংখ্যক। 'বয়স তিরিশ সাত রসুল হইল তাত।' *সুলতান*, ১৭০০।

তিরী[1] [স স্ত্রী] ১ *বি* নারী। 'হাণে কুলে এখো নাহি পাটাবুলী তিরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্ত্রী। 'পরার তিরী করসি পরিহাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তিরীকলা [স স্ত্রীকলা] *বি* স্ত্রীকলা (মেয়েলি ছলনা)। 'তিরীকলা মোর থানে না পাত তোঁ রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তিরীবধ [স স্ত্রীবধ] *বি* স্ত্রীবধ। 'তিরীবধ দিবোঁ মোএ তোহ্মাতে উপরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তিরীবধিআ [স স্ত্রীবধ>] *বিণ* স্ত্রীহত্যাকারী। 'তোহ্মে তিরীবধিআ মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তিরী[2] [স ত্রি] *বিণ* তিন। **তিরীশূল** [স ত্রিশূল] *বি* অস্ত্রবিশেষ। 'এবেঁ দোষ পাইলেঁ রাজা দেএ তিরীশূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তিরোগমন [স] *বি* প্রস্থান। 'আমার তিরোগমনের দিকে অচিরা তাকিয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তিরোধান [স] ১ *বি* অন্তর্ধান। 'আদ্য আদ্যা সনে তিরোধান মনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* অতিক্রম। 'কোটী কোটী শতাব্দীর তিরোধানের পর যে সকল স্তর আসিবে, তৎসমুদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* অস্ত যাওয়া। 'এই জ্যোতিষ্পিণ্ড উদয় হইতে তিরোধানের কাল পর্য্যন্ত ... গৃহকর্ম্মাদি সমাপন করিয়া লয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তিরোভাব [স] ১ *বি* মৃত্যু। 'আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অন্তর্হিত। 'সুকুমার ভাবের তিরোভাব হইয়া ক্রমশঃ উগ্র ভাবেরই আবির্ভাব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* পলায়ন। 'ব্রাহ্মণ ঠাকুরের তিরোভাবে সরোজা যে অন্নপূর্ণা-পদাভিষিক্তা হইয়াছেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

তিরোভূত [স] *বিণ* অন্তর্হিত; বিনাশ। 'নিষ্ঠুর শাসনের ধারা ... হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

তিরোহিত [স] ১ *বিণ* অস্তমিত। 'তিরোহিত হইল দিননাথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* দূরীভূত। 'কি প্রকারে সর্ব্ব সাধারণের হৃদয় হইতে ইহা তিরোহিত হইবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩। ৩ *বিণ* অবসিত। 'যতদিন জমিদারদিগের এই স্বেচ্ছানুযায়ী বন্দোবস্ত তিরোহিত না হইবে, ততদিন আর বঙ্গীয় প্রজাদিগের মঙ্গল নাই।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯। ৪ *বিণ* অদৃশ্য। 'ওর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাও তিরোহিত হল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

তিরোহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বদ্ধ; মৃত; অন্তর্হিত। 'আজি হতে তিরোহিতা পাণ্ডুবর্ণী বৈলাতী শর্করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

তির্থ [স তীর্থ] *বি* তীর্থ। 'নানা তির্থ করিয়া করিব দেহত্যাগ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। দ্র **তীর্থ**

তির্থ করা *ক্রি* তীর্থে গমন ও তীর্থকার্য সম্পাদন করা। 'হেনকালে তির্থ করি বিস্য আইল জবে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তির্থান্তর [স তীর্থ+অন্তর] *বি* অন্যতীর্থ। 'গঙ্গা থাকীতে লোক জেন জাএ তির্থান্তর।' *মালাধর*, ১৫০০।

তির্যক [স] *বিণ* বাঁকা। 'মম তুরীয় লোকের তির্যক-গতি।' *নজরুল*, ১৯২২।

তির্যকভাবে [স] *ক্রিবিণ* তেরচাভাবে। 'উদূখলগাত্রে মুষলটি তির্যকভাবে স্থাপন করত কাত্যায়নী গোশালা অভিমুখে গমন করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

তির্যগ [স] *বিণ* তেরচা। 'শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপটানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

তিল [স] **১** *বিণ* তিলের মতো অতি ক্ষুদ্র বা সামান্য। 'তিল এক পাপ কাহ্নাঞি নাহিক।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অতি ক্ষুদ্র শস্য বিশেষ। 'তায় ফলে মাষ সরিসা তিল কাবাস ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* তিলের মতো ছোটো কালো দাগ। 'কুটিল কুন্তল নীল গাএ আছে সাত তিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তিল অর্ধ [স] *বিণ* অতি সামান্য পরিমাণ। 'তিল অর্ধ নাহি তার আপদ বিপদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তিলএকু *বিণ* তিলেক। 'বাল তিলএকু বাক্ক ণ ভুলহ রাজপথ কণ্ঢারা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

তিলকাঞ্চনি [স তিলকাঞ্চন>] *বিণ* অল্পব্যয় হয় এমন। 'তাহ্যতে কি সুদ্ধ তিলকাঞ্চনি রকমে চলবে?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তিলকাঞ্চুনে [স তিলকাঞ্চন>] *বিণ* কৃপণ। 'পিনাসে এক দল তিলকাঞ্চুনে নবশাখ বাবু।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তিলকে তাল করা – অত্যন্ত বাড়িয়ে বলা। 'তিলকে তাল কত্তে হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

তিল ঠাঁই *বি* তিলের আয়তনের মতো অতি সামান্য পরিমাণ স্থান। 'আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

তিলতাল [স] *বিণ* অতিরঞ্জিত। 'কহিতে লাগিল তবে করে তিলতাল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তিল তিল করে *ক্রিবিণ* অল্প অল্প ক'রে। 'তিল তিল করি অঙ্গ করএ দাহন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তিলধারণ [স] *বি* সামান্য কিছু ধারণ। 'তিলধারণের স্থান হয়তো আছে, মনুষ্যধারণের সত্যই স্থানাভাব।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

তিলপুষ্প [স] *বি* তিল গাছের ফুল। 'তিলপুষ্প গেল, অতুর হইল, কিবা দন্তপাটী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তিল-প্রমাণ [স] *বিণ* তিলের মতো। 'লোকে তিল-প্রমাণ দোষ পাইলে তাল-প্রমাণ করিয়া বর্ণনা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তিলফুল [স তিল+ফুল] *বি* তিল গাছের ফুল। 'তিলফুল জিনী নাসা কম্বু সম গলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তিলবর্ণ ধান *বি* তিলের মতো কালো রঙের এক প্রকার ধান। 'তিলবর্ণ ধানের দোহাই।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

তিলমাত্র [স] *বিণ* সামান্যতম। 'সে আইর প্রভাব না জানি তিলমাত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তিলার্ধ, তিলার্দ্ধ [স] **১** *বি* সামান্যতম সময়। 'তিলার্দ্ধ উহান সঙ্গ যে জীবের হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'তিলার্ধ নীলাম্বরে নাহি দেখি পাপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সামান্যতম। 'তিলার্ধ প্রভেদ তবু ঘটিত না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

তিলার্ধকাল, তিলার্দ্ধকাল [স] *বি* তিলার্ধকাল; ক্ষণকাল। 'এমন কি তিলার্দ্ধকালের জন্যও দুঃখিত থাকেন না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

তিলার্ধমাত্র [স] *ক্রিবিণ* সামান্যতমও; একটুও। 'যে রকম লজ্জাভিভূত সংকুচিত ভাব ধারণ করে এতে তার তিলার্ধমাত্র প্রকাশ পেল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তিলেক [তিল+এক] **১** *বিণ* বিন্দুমাত্র। 'ব্রহ্মবদ করিতে তিলেক নাহি ভএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* ক্ষণকাল। 'তিলেক টিকিয়া মোর সনে কহ কথা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বিণ* ক্ষণিক। 'তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

তিলেখাজা *বি* তিল দ্বারা প্রস্তুত খাজা। 'হায় রে মজা তিলেখাজা।' *লালন*, ১৮৯০।

তিলে-ঢাকা *বিণ* তিল মাখানো। 'গোলাপি গন্ধের আমেজ দেওয়া এই তিলে-ঢাকা চিনির ড্যালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তিলে তাল করা – খুব ছোটো ব্যাপারকে বড়ো করা। 'কেবল গতর শোগা মাগিরা একথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে।' *গৌর*, ১৮২২।

তিলে তিলে **১** *ক্রিবিণ* ক্রমশ। 'তিলে তিলে আসে যায়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬৬০। **২** *ক্রিবিণ* একটু একটু ক'রে। 'জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

তিলের খাজা *বি* তিলের তৈরি খাজা। 'একটা মজার দোকান তিলের খাজার।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

তিলং-খাম্বাজ *বি* মিশ্ররাগ। 'তিলং-খাম্বাজ মিশ্র তালফেরতা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

তিলক [স] **১** *বি* গাছবিশেষ। 'অশ্বত্থ পর্কটি জম্বু তিলক পনস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* চন্দনের ফোঁটা বা চিহ্ন। 'কেসরিআর তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* গৌরবস্বরূপ। 'ইনি আপনকার বংশের তিলক হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৪** *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'মহাশয় স্বদেশীয় মহাশয়সমাজের মধ্যে কি তিলক হইবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

তিলক কাচারী *বি* এক ধরনের ধান। 'গোলায় তোলে সে ধান-রূপ সাল, তিলক কাচারী/ বালাম, ক্ষীরাইজালি, দুধসর-মাঠের ঝিয়ারি।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

তিলক-কামোদ *বি* রাগবিশেষ। 'তিলক-কামোদ রূপক।' *নজরুল*, ১৯৩২।

তিলক চিহ্ন [স] *বি* ফোঁটার চিহ্ন। 'মস্তকে মুকুট ও ললাটে তিলক চিহ্ন আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

তিলকছাপা *বিণ* বৈষ্ণব কর্তৃক অঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ফোঁটা চিহ্নিত। 'যতই সম্ভ্রান্ততার তিলকছাপা থাক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

তিলকধারী [স] *বিণ* কপালে চন্দন-আঁকা। 'গেরুয়াবসন ও তিলকধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলকেশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তিলকরেখা [স] *বি* রেখার মতো তিলক। 'ললাটে তিলকরেখা যেন সে বহ্নিলেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

তিলকা [স তিলক>] *বি* দেহে চন্দনাঙ্কিত চিহ্নবিশেষ। 'অলকা তিলকা রম্ভা ভুবন-মোহিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

তিলচিকা *বি* এক রকমের চামচিকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তিলা [স তিল] *বিণ* তিল দিয়ে তৈরি। **তিলা খাজা** *বি* একপ্রকার মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য। 'বিয়ড়ী কদমা তিলা খাজার প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তিলাঞ্জলি, তিলাঞ্জলী [স তিল+অঞ্জলি] *বি* সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ। 'আজি লাজক দির্আ তিলাঞ্জলী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কানু দিনু তিলাঞ্জলি গুরু দিঠে দিনু বালি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

তিলি [স তৈলিক] *বি* তেল উৎপাদক সম্প্রদায়বিশেষ। 'তিলি ৪৬৭৬৪।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

তিলিছমাত [আ তিলসমাত] *বিণ* আশ্চর্য। 'তিলিছমাত বিদ্যা দেখি গুণি হয় ধন্দ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তিলিসমাত, তিলিসমাৎ [আ তিলসমাত] *বি* চমৎকার ব্যাপার। 'মধ্যে মধ্যে মূরতি লিখিল তিলিসমাতে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তিলুয়া [স তিল>] *বি* তিল; শস্যবিশেষ। 'তিলুয়া, রেউড়ি ও রামদানার লাড্ডু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

তিলে তিলে *দ্র* **তিল**

তিলোত্তমা [স] ১ *বি* হিন্দুবিশ্বাসে স্বর্গের অপ্সরা বিশেষ। 'তিলোত্তমা হেতু দুই মরিলা এক ঠাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অতি সুন্দর। 'তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ৩ *বিণ স্ত্রী* ঐশ্বর্যময়। 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।' *জীবন*, ১৯৪২।

তিলোত্ত্মা [স তিলোত্তমা] *বি* হিন্দুবিশ্বাসে স্বর্গের অপ্সরাবিশেষ। 'জত সর্গ বিদ্যাধরি তিলোত্ত্মা আদি করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

তিশ [স তিংস] *বিণ* ত্রিশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তিশরণ [স ত্রিশরণ] *বি* বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। 'তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকুমারী।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

তিশি [স অতসী] *বি* তেলবীজবিশেষ; তিসি। 'সোনা – নারী – তিশি আর ধানে।' *জীবন*, ১৯৪৪। *দ্র* **তিসি**

তিষ্টান [স তিষ্ঠ>] *ক্রি* টিকে থাকা। 'গৃহে তিষ্টানও ভার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

তিষ্ঠা, তিষ্ঠানো [স তিষ্ঠ>] ১ *ক্রি* অবস্থান করা। 'লস্কর অগ্রভাগে তাঁহ করিয়া আপনি সেই স্থানে তিষ্ঠিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *ক্রি* স্থির হওয়া। 'এক অগ্নি আকার পড়িল শূন্য হইতে এবং তিষ্ঠিল সেই বনে।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *ক্রি* থাকা। 'আমার ঘরে আসিয়া তিষ্ঠ দুই তিন দিন।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *ক্রি* টিকে থাকা। 'এমন স্থানে অন্তঃকরণ কখনই তিষ্ঠিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একটি লোক তিষ্ঠিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **তিষ্ঠ** *ক্রি* থাকো। 'আমার ঘরে আসিয়া তিষ্ঠ দুই তিন দিন।' *কেরি*, ১৮০২। **তিষ্ঠি** *ক্রি* অবস্থান ক'রে। 'আতিথেয় সেবা, তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **তিষ্ঠিতে** *ক্রি* টিকতে। 'এমন স্থানে অন্তঃকরণ কখনই তিষ্ঠিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **তিষ্ঠিয়া** *ক্রি* অবস্থান ক'রে। 'আপনারা সেই২ স্থানে তিষ্ঠিয়া … নৌকাযোগে যশহরে পাঠাইতে প্রবর্ত্ত হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **তিষ্ঠিল** *ক্রি* স্থির হলো। 'এক অগ্নি আকার পড়িল শূন্য হইতে এবং তিষ্ঠিল সেই বনে।' *রামরাম*, ১৮০১।

তিষ্ঠান [স তিষ্ঠ>] *বি* টিকে থাকা। 'উৎকলে তিষ্ঠান সুখের হইবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

তিষ্ণা [স তৃষ্ণা] *বি* তৃষ্ণা। 'তিষ্ণায়ে হইয়া ধন্ধ না বুজিল ভাল মন্দ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তিসি, তিসী [স অতসী] *বি* মসিনা; তেল হয় এমন একপ্রকার বীজ। 'বিলাতে যাহার নাম ফেলাক্স বাঙ্গলায় তিসী।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'তিসিজাত ছাঁট চূর্ণকরণেতে যত কাল ব্যয় হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

তিসি-চালানি *বি* তিসির আমদানি-রপ্তানি। 'আজ তিসি-চালানির টাকাতেই কাজ সিদ্ধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তিস্তা *বি* উত্তরবঙ্গের একটি নদী। 'আমি তিস্তা … পৌরাণিক মতে আমারও একটা জন্মের ইতিহাস আছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

তিঁহ, তিহ [প্রা তিন্নি] *সর্ব* তিনি। 'মায়া করি সম্বর মারিল তিহ সত্বর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'শীঘ্র যাহ যাবৎ তিঁহ আছেন সভাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তিহোঁ, তিহো *সর্ব* সে; তিনি। 'এই হৃদে তব তিহোঁ কৈল চিরকাল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তিহো না কহিলে হইবেক না।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

তিহরী [স ত্রিশিরা] *বি* উনান। 'তিন তিহরী মধ্যে কামানের শাল।' *সুলতান*, ১৭০০।

তিহুঅণ [স ত্রিভুবন] *বি* ত্রিভুবন। 'মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅণ সএল উএখী।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

তিহুবণ [স ত্রিভুবন] *বি* ত্রিভুবন। 'স্বপনে মই দেখিল তিহুবণ সুণ।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

তীকথিন [স তীক্ষ্ণ] *বিণ* তীব্র। 'চাই আমাদের জন্য তুরি ভেরীর তীকথিন বিকট নিখাদ নাদ।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

তীক্ষ্ণ [স] ১ *বিণ* শাণিত। 'কাত্যায়নী তীক্ষ্ণ বাণ কাছেন সত্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* তীব্র। 'তীক্ষ্ণ হাসিতে বাহিরে শোণিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বিণ* কড়া। 'দুপুর বেলার তীক্ষ্ণ রোদে …।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

তীক্ষ্ণতম [স] *বিণ* অত্যন্ত বেদনাদায়ক। 'ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তীক্ষ্ণতা [স] *বি* প্রখরতা। 'বিবেচনার সূক্ষ্মতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

তীক্ষ্ণঠোঁট *বি* ধারালো ঠোঁট। 'তীক্ষ্ণঠোঁটে এদের খেলার আয়োজন বন্ধ।' *হাসান*, ১৯৬০।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি [স] ১ সতর্ক দৃষ্টি। 'শিশুগণের শারীরিক নিয়ম পরিপালন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* উৎসুক দৃষ্টি। 'মুখ পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া রহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮। ৩ *বি* শাণিত দৃষ্টি। 'তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৪ *বি* কটাক্ষপূর্ণ দৃষ্টি। 'রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তীক্ষ্ণধার [স] *বিণ* তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত; অত্যন্ত ধারালো। 'এইরূপ অন্তঃকরণে বিচার করিয়া তীক্ষ্ণধার এক ছুরি লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তীক্ষ্ণধী [স] ১ *বিণ* তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন। 'তীক্ষ্ণধী বুদ্ধিমান যুবক দেবনাথ।' *তারা*, ১৯৪২। ২ *বিণ* অত্যন্ত ধারালো। 'লুব্ধচক্ষু তীক্ষ্ণধী হয়ে হয়ে হলো শেষে অনেক প্রখর।' *আহসান*, ১৯৪৪।

তীক্ষ্ণবাণ [স] *বিণ* তীব্রবাণ। 'তীক্ষ্ণবাণ রতিপতি তুরিত সন্ধান অতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি [স] *বি* কঠিন বিষয় অনুধাবন করতে সমর্থ এমন বুদ্ধি। 'জর্মানি রাজ্যের ভূতপূর্ব মন্ত্রী বিসমার্কের তীক্ষ্ণবুদ্ধি জর্মানিকে এক্ষণে স্থূল কলেবর করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তীক্ষ্ণযন্ত্রণা [স] *বি* তীব্র যন্ত্রণা। 'জন্মবেদনার তীক্ষ্ণযন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

তীখ [স তীক্ষ্ণ] *বি* দহন। 'অনিল অনল বম মলয়জ বীখ। জেহ্‌ ছল সীতল সেহ্‌ ভেল তীখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তীত [স তিক্ত] *বিণ* তিতা। 'তুহু রস আগর নাগর ঢীট। হয় না বুঝিএ রস তীত কি মীঠ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তীতি *বিণ* তিক্ত। 'তীতি হোইতি মধু জামিনি রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তীতানো [স সিক্ত>] *ক্রি* ভিজানো। 'অলকহি তীতল তঁহি অতি সোভা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তীথ [স তীর্থ] *বি* তীর্থ; পুণ্যস্থান। 'তোক্ষে মোর সব তীথ তোক্ষে পুণ্যস্থান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তীন [পা তীণি] *বিণ* তিন। 'তীন ভুবনে নাহি হেন আছিদরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তীনভুবনজনমোহিনী [স ত্রিভুবনজনমোহিনী] *বিণ স্ত্রী* বিশ্বের সবাইকে ভোলায় এমন। 'তীনভুবনজনমোহিনী রতিরস-কামদোহনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তীন রূপ বলী *বি* ত্রিবলি; নাভির কাছে পেটের ত্বকের সংকোচনের ফলে সৃষ্ট তিনটি রেখা। 'লোর্ডে নাভীতলে বসে তীন রূপ বলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তীনি [পা তীণি] *বি* তিন বস্তু: বায়ু, চন্দন ও চাঁদ। 'চাঁদ সতাবএ সবিতাহু জীনি নহি জীবন একমত ভেল তীনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তীব্র [স] **১** *বিণ* প্রবল। 'এই নদীর জলধারা তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **২** *বি* (সংগীত) এক শ্রুতি উঁচু স্বরের রূপ; কড়ি মধ্যম। 'এ প্রণালীতে সহজ ও কোমল তীব্র সকল সুরই এক এক পূর্ণ সুর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** বেশি। 'রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৪** *বিণ* উচ্চ। 'তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৫** *বিণ* নিন্দামূলক। 'একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৬** *বিণ* দুঃসহ। 'কী আছে ভাবার আর তীব্র স্মৃতি ছাড়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

তীব্রকণ্ঠ [স] *বি* তীক্ষ্ণ স্বর। 'তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া যেন এই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তীব্রগন্ধী [স] *বিণ* তীব্র গন্ধযুক্ত। 'তাঁর রসিকতা তাঁর নামেরই অনুরূপ তীব্রগন্ধী।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

তীব্রঘাতী [স] *বিণ* কঠোর আঘাত করে এমন। 'এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

তীব্রতম [স] *বিণ* অতিশয় চড়া। 'ঝংকৃত করছে বীণাপাণি আপন বীণার তীব্রতম তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তীব্রতর [স] **১** *বিণ* অধিক তীব্র। 'মনের ভিতরে এমন-একটা অসন্তাব ... প্রতিদিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* প্রখরতর। 'বছরে বছরে যে-বাসনা অপূর্ণ থেকে আরো তীব্রতর হয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। **৩** *বিণ* তুলনায় অনেক বেশি। 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং খুনজখমের মাধ্যমে পারস্পরিক বিরোধ ক্রমশঃ তীব্রতর হলো।' *উমর*, ১৯৬৬।

তীব্রতা [স] **১** *বি* তীব্র আকুলতা। 'আত্মগত হৃদয়ের তীব্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* তীক্ষ্ণতা। 'তাহাদের মুখে একটা বুদ্ধির তীব্রতা এবং সন্ধানপরতার পটুত্ব প্রকাশ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

তীব্র বাণী [স] *বি* কটু কথা। 'অকারণে কহ তীব্র বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

তীব্রভাষা [স] *বি* কটু কথা। 'মাঝে মাঝে তীব্রভাষা প্রয়োগ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

তীব্রভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* কড়া কথা বলে এমন। 'মতীচূর-এর সেই তীব্রভাষিণী লেখিকার পিপাসা ও সরসতা একই কালে শান্ত ও শুষ্ক!' *কোহিনূর*, ১৯১১।

তীব্রভাবে [স] *ক্রিবিণ* প্রবলভাবে। 'ধর্মগণ্ডীর বহির্বর্তী পরকে সে তীব্রভাবেই পর বলে জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তীব্র-মধুর [স] **১** *বিণ* খুব আন্তরিক। 'লোকের মজলিসে মহফিলে যদি ওই একই তীব্র-মধুর সম্বন্ধটা বারবার শতেকবার জানিয়ে দেওয়া হয়।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বিণ* তীব্র অথচ মধুর। 'জনতাময় নির্জনতা, আর অনিদ্রার তীব্রমধুর উন্মাদনা।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

তীব্ররসনা [স] *বিণ স্ত্রী* অতিশয় রসিক। 'মলিনবসনা, বিকটদশনা, তীব্ররসনা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তীব্রহাস্যদিগ্ধ [স] *বিণ* তীক্ষ্ণ হাসিমাখা। 'ললিতার তীব্রহাস্যদিগ্ধ জ্বালাময় কথাগুলি মনে বাজিয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তীব্রা [স] *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'তীব্রা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

তীব্রোজ্জ্বল [স] *বিণ* অতিশয় উজ্জ্বল। 'মানসীর তীব্রোজ্জ্বল ভর্ৎসনার দৃষ্টি।' *মানিক*, ১৯৪০।

তীয়র [স তীব্র] *বিণ* উচ্চ; কড়া। 'সে সুর কখনো বা অতি কোমল, কখনও বা অতি তীয়র হত।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

তীর[১] [স] *বি* কূল; পাড়। 'কদমের তলে বসী যমুনার তীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তীরতরু [স] *বি* তীরে অবস্থিত গাছ। 'তীরতরু সুবর্ণ নিবদ্ধ শাখামূল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তীরবর্তী, তীরবর্ত্তী [স] *বিণ* তীর সংলগ্ন। 'হেদুয়া সরোবরের তীরবর্ত্তী মিশনারি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'রাব'র তীরবর্তী বাউলী শিবিরের অবস্থা দেখে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তীরভূমি [স] *বি* তটভূমি। 'জলের সীমায় মাটির তীরভূমিও বুঝি লঘু গতিতে চলিয়াছে পিছনে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

তীররেখা [স] *বি* নদীর কূল। 'দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

তীরলতা [স] *বি* নদীর তীরে জন্মে থাকা লতা। 'তুমি কেন চাহিছ ধরিতে ক্ষীণপ্রাণ কুসুমিত তীরলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

তীরসন্ধানী [স] *বিণ* আশ্রয় খোঁজ করে এমন। 'কী উচ্ছল/ তীরসন্ধানী ব্যাকুল জল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

তীরস্থ [স] *বিণ* তীরে আছে এমন। 'নদী তীরস্থ বৃক্ষাদির প্রতিগমন বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

তীরাঞ্চল [স] *বি* তীর সংলগ্ন অঞ্চল। 'এমন রাতকে বঙ্গোপসাগরের এই তীরাঞ্চল ও তার কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দারা ভয় করে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

তীরান্তর [স] *বি* অন্য তীর। 'তীর থেকে তীরান্তরে নেচে নেচে যেতে পারত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তীর[২] [ফা তির] *বি* বাণ। 'প্রাণ জেন ফাটি জাএ বুকে মাল্যো তীর।' *বড়ু*,

১৫৭০।

তীর-ছোঁড়া [ফা তির+ছোঁড়া] *বিণ* তির নিক্ষেপ সংক্রান্ত। 'তীর-ছোঁড়া বিদ্যা তাঁহার ভালো আসিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

তীরন্দাজ [ফা] *বিণ* তির নিক্ষেপকারী। 'তীরন্দাজ লোক সব ঘিরিলেক আসি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তীরবল্লম [ফা তির+স ভল্ল] *বি* তির ও ফলা। 'যা কিছু আমার চারপাশে ছিল/ ধ্বস তীরবল্লম ভিটেমাটি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

তীরবিদ্ধ [ফা তির+স বিদ্ধ] *বিণ* শরীরে তির বিদ্ধ হয়েছে এমন। 'সটান শুয়ে পড়ো নিয়তির তীরবিদ্ধ মস্ত বাজপাখি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

তীরবিদ্ধা [ফা তির+স বিদ্ধা] *বিণ স্ত্রী* পায়ে তীর বিঁধেছে এমন। 'সে তীরবিদ্ধা হরিণীর মতো চমকে উঠে বললে।' *নজরুল*, ১৯২২।

তীরবেগ [ফা তির+স বেগ] *বি* দ্রুতগতি। 'তীরবেগে বাইসিকল ছুটিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তীর্ণ [স] *বিণ* উত্তীর্ণ। 'তোমার নামের গুণে তীর্ণ হয়ে দশম দশায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

তীর্থ [স] **১** *বি* পবিত্র স্থান। 'তুমি মোর সব তীর্থ তুমি পুণ্যস্থান।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* ধর্মীয় স্থান। 'হিন্দুগণের চক্ষে এটি একটি পরম পবিত্র তীর্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বি* তীর্থভ্রমণ। 'ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৪** *বিণ* পবিত্র। 'এ জায়গা তাঁর কাছে তীর্থ হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **৫** *বিণ* পূজনীয়। 'স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র তীর্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৬** *বি* উৎস। 'রক্ততীর্থ হৃৎপিণ্ড অহোরাত্র কী মন্ত্র বাখানে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

তীর্থ করা *ক্রি* তীর্থে গমন ও তীর্থকার্য সম্পাদন করা। 'হেমকান্তে তীর্থ করি শীঘ্র আইল যবে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তীর্থকাক [স] *বিণ* তীর্থের কাক; অন্যের কাছ থেকে পাবার আশায় অপেক্ষা ক'রে থাকে এমন। 'সে বেটা অতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র তীর্থকাক পরপিণ্ডাশী ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

তীর্থকেন্দ্র [স] *বি* তীর্থস্থান। 'ইসলামের এত বড় ... তীর্থকেন্দ্র ইহুদি নাছারা কর্তৃক অধ্যুষিত হইবে।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

তীর্থক্ষেত্র [স] *বি* পবিত্র ভূমি। 'চট্টগ্রাম সাহিত্যানুরাগীদের তীর্থক্ষেত্র বলে গণ্য হতে পারে।' *বেগম*, ১৯৫৮।

তীর্থগামী [স] *বিণ* তীর্থযাত্রী। 'ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

তীর্থঙ্কর [স] *বি* সিদ্ধপুরুষ। 'আমরা কজন নয়, আরো অনেক তীর্থঙ্কর।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

তীর্থজল [স] *বি* তীর্থস্থানের পবিত্র জল। 'এই ধর তীর্থজল আত্তা কর‍্যা খা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তীর্থধর্ম [স] *বি* পুণ্যের আশায় তীর্থস্থানে যাওয়া অথবা থাকা। 'তীর্থধর্মের উপর আমার তত আস্থা নেই।' *শরৎ*, ১৯১৭।

তীর্থধাম [স] *বি* পুণ্যস্থান। 'চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়ামোহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

তীর্থনীর [স] *বি* তীর্থস্থানের পানি। 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

তীর্থ-পথিক [স] *বি* তীর্থযাত্রী। 'বিশ্বে সবাই তীর্থ-পথিক।' *নজরুল*, ১৯৩০।

তীর্থপর্যটন, তীর্থপর্য্যটন [স] *বি* তীর্থস্থান ভ্রমণ। 'ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থপর্য্যটন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মাকে লইয়া তীর্থপর্যটনে বাহির হইয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৬।

তীর্থপ্রবাস [স] *বি* তীর্থভ্রমণ। 'তীর্থপ্রবাসের গল্প বলিতে লাগিল।' *শরৎ*, ১৯১৬।

তীর্থবারি [স] *বি* তীর্থস্থানের জল। 'পুরোহিত এল তীর্থবারি নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তীর্থবাস [স] *বি* তীর্থস্থানে স্থায়ীভাবে বসতি। 'মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তীর্থভূমি [স] *বি* পুণ্যস্থান। 'এই সমস্ত তীর্থভূমি পর্য্যটন ইঁহাদিগের এক পুণ্যকর্ম্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তীর্থভ্রমণ [স] *বি* পুণ্যস্থানে গমন। 'নামসন্ন্যাসী গুরু উপদেশ অনুসারে উপাসনা ও তীর্থভ্রমণাদি করিতে প্রবৃত্ত হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তীর্থযাত্রা [স] *বি* পাপক্ষয়ের জন্য তীর্থে যাওয়া। 'আমি তীর্থযাত্রাতে অনেক দেশ দেবস্থান ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

তীর্থযাত্রিণী [স] *বি স্ত্রী* তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করেছে যে। 'তীর্থযাত্রিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

তীর্থযাত্রী [স] *বি* তীর্থে যাত্রা করে যে। 'তীর্থযাত্রীরা অদ্যাপি সে স্থানকে রামচন্দ্রের বিশ্রামস্থান রূপে জ্ঞান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

তীর্থসেবা [স] *বি* পুণ্য লাভের জন্য তীর্থ দর্শন ও আচারাদি পালন। 'তীর্থসেবা ও দেশ পর্যটন করিয়া সমুদয় জীবন ক্ষেপণ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তীর্থস্থল [স] **১** *বি* পবিত্র স্থান। 'কালক্রমে তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থল হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* অত্যন্ত পছন্দের জায়গা। 'নানা জাতের নানা দেশের মোসাফেরদের তীর্থস্থল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

তীর্থস্থান [স] *বি* পবিত্র স্থান। 'বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে তীর্থস্থান রাজগৃহ নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বয়তুল মোকাদ্দেস।' *চাষী*, ১৯৩৬।

তীর্থস্নান [স] *বি* পুণ্য লাভের আশায় তীর্থস্থানে স্নান। 'তীর্থস্নান উপলক্ষে শিখ, সন্ন্যাসী, বৈরাগী এই তিন সম্প্রদায়ে একটি ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তীর্থাবসান [স] *বি* পাপমোচন। 'আমার তীর্থাবসানের দরগা-চূড়ো।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

তীর্থাভিলাষী [স] *বিণ* তীর্থ ভ্রমণে অভিলাষী। 'নানাদেশীয় তীর্থাভিলাষী সন্ন্যাসী ... পার হইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

তীর্থের কাক *বি* অতি আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে যে। 'কোথাও বা পেশাদার জামিনেরা তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তীর্থোদক [স] *বি* পবিত্র বলে বিবেচিত তীর্থের জল। 'তীর্থোদকে একমুহূর্তে আমার অভিষেক হয়ে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তীসরা [হি] *বিণ* তৃতীয়। 'তীসরা সাল থেকে খাজনা দিও।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

-তু *পঞ্চমী বিভক্তি*। 'কাফিরতু মুনাফিক অধিক দুষ্কর।' *সুলতান*, ১৭০০।

তু [স তুম্] *সর্ব* তুই। 'কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।' *চর্যা ১৮*, ১২০০। **তুঅ** *সর্ব* তোমার। 'তুঅ ডরে ইহ সব দূরহি পলাএল তুহুঁ পুন কাহি ডরাসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তুআ** *সর্ব* তোমার। 'ঘরের সেবক

মাতা স্মঙরে তুআ নাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তুঁঝে** *সর্ব* তোমাকে। 'তুঁঝে দান দিব সব তৃপকো নিকটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **তুঁহার** *সর্ব* তোর। 'লাজ নাহিক কানাঞি বদনে তুহাঁর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তুঞা** *সর্ব* তুই। 'পামর তুঞা পরউচিষ্ট না করিলি প্রেনা।' *মালাধর*, ১৫০০। **তুঞি ১** *সর্ব* তুমি। 'বৃক্ষ দ্বারে কৃপা কর সেহ শক্তি তুঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *সর্ব* তুই। 'গায়ের গরবে ডাক বিক্রমে সমসর বড়াঞি করিলি তুঞি রাজার গোচর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তুয়া ১** *সর্ব* তোমার। 'নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *সর্ব* তোমায়। 'তুয়া সেবে অবিরত।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **তুহ** *সর্ব* তুমি। 'হাম কৃশোদরী, পুরুষ কেশরী কৈসে সম তুহ সঙ্গ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **তুহাঁর** *সর্ব* তোমার। 'লাজ নাহিক কানাঞি বদনে তুহাঁর।' *বড়ু*, ১৫৭০। **তুহারে** *সর্ব* তোমাকে। 'আঁধার লাগে চোখে, দেখি না তুহারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **তুহুঁ** *সর্ব* তুমি। 'তুঅ ডরে ইহ সব দূরহি পলাএল তুহুঁ পুন কাহি ডরাসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তুহুঁ** *সর্ব* তোমার। 'না বহসি ভার তুহুঁ সিঞানের কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তুআজ [আ তোয়াদ্দহ] *বি* স্বার্থসিদ্ধির জন্য খাতির। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তুই ১ *সর্ব* মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক রূপ। 'জাইবার বাসনা তুই ছাড়হ গুয়ালি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *সর্ব* মধ্যম পুরুষের স্নেহার্থক রূপ। 'তুই নাকি খুব ভালো কবিতা লিখেছিস।' *নজরুল*, ১৯২৬। **তুইতকার** *বি* তুচ্ছতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **তুইতকারি** *বি* তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **তুইতকারিআ** *বি* যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **তুই তোকারি** *বি* ঝগড়াঝাঁটি। 'দর কষাকষি শেষ পর্যন্ত তুই তোকারিতে গিয়ে ঠেকে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

তুঁত [আ তূত] *বি* এক প্রকার বৃক্ষ। 'তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই গুটিপোকার গুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। দ্র **তুত**

তুঁতে [স তুত্থ] *বি* নীল রঙের পদার্থবিশেষ; কপার সালফেট। *ওর্সা*, ১৭৮৫। দ্র **তুতে**

তুঁদুলে [ফা তনুর>] *বিণ* তন্দুরে তৈরি। 'কথায় পদ্মলোচনকে তুঁদুলে পাঁউরুটি হতেও ফোলাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তুঁষ [স তুষ] *বি* তুষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যেন ধানের গায়ে তুঁষ?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

তুঁহুঁ *সর্ব* তুমি। 'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তুক [হি টৌক] *বি* বশীকরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তুক করছে মাগী, ধুলাপড়া দিচ্ছে চৌখে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

তুকতাক [হি টোক>] **১** *বি* বশ করার মন্ত্র। 'তুই আগে তুক তাক গুলো কর।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বি* আচার-অনুষ্ঠান। 'তাকে যে রকম তুকতাক বলে তাই সে আঁকড়ে থাকতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

তুক্ক [ফা তুকাহ্] *বি* কীর্তনের একটি অঙ্গ। 'মনোহরসাহী একটা তুক্ক তাঁহার স্মরণ হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তুক্কা [ফা তুকাহ্] *বি* প্রবাদ; শ্লোকের চরণবিশেষ। 'লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া এক২ তুক্কা বলিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

তুখড় [স তীক্ষ্ণ] *বিণ* চৌকস। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তুখার [স তীক্ষ্ণ] *বিণ* তুখোড়। 'নানা বর্ণ নানা জ্যোতি তুরঙ্গ তুখার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তুখোড় [স তীক্ষ্ণ] **১** *বিণ* চৌকস। 'তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় চু মেরে বেড়াচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* মেধাবী। 'বড়োলোকের ছেলে ... ছাত্রও খুব তুখোড়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

তুঙ্গ [স] **১** *বিণ* উচ্চ। 'তুঙ্গবদন মুখবিথার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* উগ্র। 'আমি উত্তাল, আমি তুঙ্গ ভয়াল মহাকাল।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বিণ* তীব্র। 'সহসা সাজানো রেখা তুঙ্গ করা তোমার মাধুরী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

তুঙ্গগিরিচ্যুত [স] *বিণ* পর্বত শীর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন। 'সরলস্বভাব, শ্রমশীল অরণ্যচরগণ তুঙ্গগিরিচ্যুত নদের ন্যায়।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

তুঙ্গ-গিরিরাজি [স] *বি* সুউচ্চ পর্বতমালা। 'অন্তসিন্ধু-পানে প্রসারিয়া আপনারে, তুঙ্গ-গিরিরাজি আপনার সুদুর্গম রহস্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তুঙ্গতর [স] *বিণ* উঁচু বা লম্বা আকৃতির। 'তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

তুঙ্গশিখর [স] *বি* উচ্চ চূড়া। 'তবে হোথায় দেখা দিত পাথর-ভাঙা স্রোতে/ মানব চিত্ত-তুঙ্গশিখর হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

তুঙ্গী [স] **১** *বিণ* সবচেয়ে উঁচুতে আছে এমন। 'কর্মস্থানে যে তুঙ্গী গ্রহের নির্মম দৃষ্টি সে হচ্ছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বিণ স্ত্রী* উত্তম। 'তুঙ্গী গ্রহেরা হবে বাসরের প্রহরী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৩** *বিণ* উঁচুতে অবস্থিত। 'তুঙ্গী মেঘ শুভ্রকেশ মাথা নাড়ে নাকো।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

তুঙ্গভদ্রা *বি* ভারতের মহীশূরের একটি নদী। 'সে-ই তো প্রাণের বন্যা ঢালে তুঙ্গভদ্রা, গঙ্গায় কি ভাকরা-নাঙ্গালে।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

তুচ্ছ [স] **১** *ক্রি* নগণ্য। 'উত্তম হৈয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* দুর্বল। 'যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬০। **৩** *বি* অগ্রাহ্য। 'মান-অপমান তুচ্ছ করিয়া, লাথি ঝাঁটা শিরোধার্য করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বিণ* সামান্য। 'অতি তুচ্ছ বিষয়ে কথা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৫** *বিণ* গুরুত্বহীন। 'মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারাবেলা তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা-খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৬** *বিণ* সহজ। 'তুচ্ছ সা রে গা মায় আমায় গলদঘর্ম ঘামায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তুচ্ছ করন *বি* ঘৃণা করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

তুচ্ছ করা ১ *ক্রি* উপেক্ষা করা। 'বন্ধুগণের হিতকারী নীত তুচ্ছ করে যে দুর্দ্দশা।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *ক্রি* অবজ্ঞা করা। 'ইহাকে তুচ্ছ করিতে পারে এমন লোক কে আছে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তুচ্ছ জ্ঞান [স] *বি* অবজ্ঞা। 'সেও অহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

তুচ্ছমুচ্ছ *বি* অবজ্ঞা। 'আমাকে বড় একটা তুচ্ছমুচ্ছ করে না।' *কেরি*, ১৮০২।

তুচ্ছতর [স] *বিণ* অতি নগণ্য। 'সেগুলোকে অনাবশ্যক এবং তুচ্ছতর মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তুচ্ছতা [স] **১** *বি* গুরুত্বহীনতা। 'প্রতিদিনের তুচ্ছতাই সত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* নগণ্য কাজকর্ম। 'বাদ দেওয়া যাক আরো মাস কয়েকের তুচ্ছতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য [স] **১** *বি* অনাদর। 'তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অযতনে নাশ করে।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* অবজ্ঞা। 'লাঞ্ছনাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মধ্যে যেন আত্মত্যাগের মহিমা আছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

তুচ্ছাতিতুচ্ছ [স] *বিণ* অতি সামান্য। 'বিলিতি চালচলন আদবকায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'তুচ্ছাতিতুচ্ছ কয়েকটি লাইন নিয়ে আজকের এই সমস্ত চিন্তাভাবনা।' *জীবন*, ১৯৩১।

তুচ্ছীকৃত [স] *বিণ* তুচ্ছ হিসেবে গণ্য। 'রাজা স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক তুচ্ছীকৃত হইবেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তুঝ *সর্ব* তোমার। 'মেঘবরন তুঝ, মেঘজটাজুট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তুটা [স ত্রুট্য] ১ *ক্রি* দূর হওয়া। 'জাসু সুণন্তে তুটই ইন্দিআল।' *চর্যা* ৩০, ১২০০। ২ *ক্রি* ভাঙ্গা। 'তথাপি বীরের বেটা বল নাই তুটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **তুট** *ক্রি* দূর হয়। 'আইস সহাবেঁ জই জগ বুঝমি তুট বাষণা তোরা।' *চর্যা* ৪১, ১২০০। **তুটঅ** *ক্রি* দূর হয়। 'জেঁণ তুটঅ অবণা গবণা।' *চর্যা* ২১, ১২০০। **তুটই** *ক্রি* দূর হয়। 'তবেঁ তুটই অবণা গমণা।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০। **তুটি** *ক্রি* দূর হয়ে। 'তা মহামুদেরি তুটি গেলি কংখা।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। **তুটই** *ক্রি* দূর হয়। 'জাসু সুণন্তে তুটই ইন্দিআল।' *চর্যা* ৩০, ১২০০।

তুড়ক *বিণ* ত্বরিত; চটপট। 'সাহেবের তুড়ক জবাব।' *মনোজ*, ১৯৬১।

তুড়কি *বি* লোকক্রীড়াবিশেষ। 'হেঁড়েডুডু, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেলতে লাগলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

তুড়বুড় [ধ্বন্যা] *বি* ব্যস্ততায় মাথা ঘুরছে এমন ভাব। 'মাথা কেমন তুড়বুড় করছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

তুড়া [স ত্রোট] ১ *ক্রি* ভাঙা। 'আনার তুড়িয়া দানা কৈল এক ঠাঁই।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *ক্রি* তুড়ি দেওয়া। 'তাকিয়াতে দিয়ে ঠেস দেব সব তুড়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তুড়ানি [ফা তরানী] *বি* চোয়ানি মদ। 'বারো জাত তার হাঁড়ির তুড়ানি খায়।' *লালন*, ১৮৯০।

তুড়ি[১] *বি* সঙ্গীতের রাগবিশেষ। 'তুড়ি রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

তুড়ি[২] [স ত্রোটিকা] *বি* বৃদ্ধাঙ্গুল এবং অন্য আঙুলের ঘষায় সৃষ্ট শব্দ। 'বৃদ্ধাঙ্গুলে তুড়ি গণ্ডা আর খেতরানা খেলএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তুড়ি দেওয়া *ক্রি* তুচ্ছ জ্ঞান করা। 'গ্রহ তারা তিথি এইবার বুঝি আমার নাকের উপরে তুড়ি দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তুড়ি মারা *ক্রি* অগ্রাহ্য করা। 'এই ব'লে গ্রহ তারা তিথির মুখের উপর তুড়ি মেরে বেরিয়ে পড়লুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তুড়িলাফ *বি* স্ফূর্তিতে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা। 'উড়ি উড়ি আরসুলা দ্যায় তুড়িলাফ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

তুড়িতে [স ত্রোট>] *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'কাফের তুড়িতে যায় ঘোড়ার উপর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তুণ [স তূণ] *বি* যাতে বাণ রাখা হয়। 'পৃষ্ঠদেশ তুণেতে পূর্ণিত শোভে বাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তুণ্ড [স] *বি* মুখ। 'মাউলানী মাউলানী বোলসি তুণ্ডে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তুত [আ] *বি* গাছবিশেষ। 'সফ্ তাল্ তুত নেমু বাতাবি ...।' *কেরি*, ১৮০২। *দ্র* **তুঁত**

তুতা [স ত্রোট>] *ক্রি* দূর হওয়া। **তুতিএ** *ক্রি* টুটে। 'ভকতি তুতিএ প্রভু শকতি কাহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তুতিয়া [স তুত্থ] *বি* নীল রঙের যৌগিক পদার্থবিশেষ; কপার সালফেট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তুতী[১] [স স্তুতি] *বি* স্তুতি। 'তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তুতীবচন [স স্তুতিবচন] *বি* প্রশংসাবাক্য; স্তুতিবাক্য। 'বোলসি তোঁ তুতীবচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তুতী[২] [ফা তুতা] *বি* তোতা পাখি। 'এসেছিল যারা খোদার বাণীর দধিয়াল তুতী পাপিয়া পিক বুলবুল শ্যামা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

তুতে [স তুত্থ] *বি* নীল রঙের পদার্থবিশেষ; কপার সালফেট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তুন্দ [স] *বি* ভুঁড়ি। 'চারু লম্বমান তুন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তুন্দিলতনু [স] *বিণ* স্ফীতোদর। 'তুন্দিলতনু গজানন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তুন্দুরা [ফা তুন্দুর] *বি* চুল্লিতে রুটি সেঁকার পাত্রবিশেষ। 'তুন্দুরায় ময়দা ভরিয়া চুল্লীর মুখের কাছে রাখিয়া দেয়।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

তুপড়ি *বি* লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি এক ধরনের বাঁশি। 'মোসাহেবের নাকে তুপড়িওয়ালার বাঁশী হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

তুফাঙ [আ] *বি* বন্দুকবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তুফান [আ] ১ *বি* ঝড়। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বহিছে তুফান নাহিক বিরাম/ থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* তরঙ্গ। *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বি* দুশ্চিন্তা। 'লালন ঘোর তুফানে প'লো ভক্তি চটে।' *লালন*, ১৮৯০।

তুফানি [আ তুফান] ১ *বি* ঝড়। 'প্রমত্ত সাগর-বারি – অশ্ব মম তুফানির খর ক্ষুর-বেগে।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* ঝড়ো। 'এই তুফানি বৃষ্টিতে যাস কই?' *কায়সার*, ১৯৬২।

তুবঙ্ক *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তম্বুরা তেথাই বাজে ডেওড়া তুবঙ্ক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তুবড়ানো *ক্রি* টোল খাওয়া। 'চোখ গেছে বসে, তুবড়ে গিয়েছে পেট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তুবড়ি, তুবড়ী [স তুম্ব] ১ *বি* এক ধরনের আতশবাজি। 'আর তুবড়ির ফোয়ারা ছুটিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ২ *বি* অনর্গল কথা। 'ইংরেজি বকুনির তুবড়ি।' *মণীশ*, ১৯৩১।

তুবড়ি বাঁশি, তুবড়ী বাঁশী *বি* সাপুড়েদের ব্যবহৃত লাউয়ের খোলের তৈরি বাঁশি। 'সাপুড়ের তুবড়ি বাঁশির ডাক।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'নাগ-নাগিনীর ফণায় যেমন তুবড়ী বাঁশীর সুর হাঁকিয়া।' *জসীম*, ১৯২৯।

তুবা, তুবার [আ তুবা] *বি* স্বর্গীয় গাছবিশেষ। 'রেজওান গেলমান দরক্ত তুবার।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'তুবা নামে দরক্ত পয়দা কোন মূরে গঠিল খোদা।' *লালন*, ১৮৯০।

তুমকী [স তুম্ব] *বি* একতারা। 'তুমকী বাজায়ে যথা রাজার তোরণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

তুমতুমি [ধ্বন্যা] *বি* গর্ব। 'তখন রেওয়াজ ছিল অন্যরকম, ধন-দৌলতের তুমতুমিও ছিলো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

তুমর [আ তুমার] *বি* জমা-খরচ ইত্যাদি হিসাবের খাতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তুমরি [আ তুমার] *বি* জমা-খরচ ইত্যাদি হিসাবের খাতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তুমান *বি* ইরানের মুদ্রা। 'আমাকে হাজার পঁচিশেক তুমান দাও।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

তুমি *সর্ব* মধ্যম পুরুষের একবচনের সাধারণ রূপ। 'তুমি কুমারী সতী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **তুমা** *সর্ব* তোমাকে। 'হেন রূপ বেশ কে না লোভ করে তুমা লোভ পাছে করে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **তুমার** *সর্ব* তোমার। 'তুমার মাউলানী আমি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **তুমি সব** *সর্ব* তোমরা। 'তুমি সব যথা তথা আমি সর্বক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তুমুল [স] ১ *বিণ* অবর্ণনীয়। 'তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইয়া আমেরিকার স্বাধীনত্ব লাভ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* ভয়ানক। 'হরিদ্বারে

মুণ্ডিতদের সহিত সন্ন্যাসীদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* দারুণ। 'কলিকাতা হইতে কয়েক দণ্ডের পথ ব্যবধানে এই তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হয়।' *বান্ধব*, ১৮৮১। ৪ *বিণ* প্রচণ্ড। 'নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা তুমুল কল্লোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তুম্ব [স] *বি* লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র; একতারা। 'যেখানে সেখানে যান তুম্ব করি সার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তুম্বী, তুম্বীফল [স] *বি* লাউ। 'কমণ্ডলু তুম্বীফল করঙ্গ পিবারে জল।' *ভারত*, ১৭৬০।

তুম্বুর [স তুম্ব>] *বি* তুম্বক বাদক। 'সৎকবি তুম্বুর গায়ক বাদ্যক্রিয়াতে তালজ্ঞ।' *রামরাম*, ১৮০১।

তুম্বুল [স তুমুল] *বিণ* তুমুল। 'দুই সৈন্য তুম্বুল বাজিল মহারণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

তুম্হে, তুম্হে [স তুষ্মেভিঃ] *সর্ব* তোমরা। 'জই তুম্হে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহ সি পঞ্চজণা।' *চর্যা* ২৩, ১২০০; 'জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।' *চর্যা* ৫, ১২০০।

তুয়া *সর্ব* তোমার। 'বলি তুয়া চরণপুষ্করে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তুরকি, তুরকী [ফা] ১ *বি* তুরস্কের ভাষা। 'তুরকীস্তানে তুরকী ভাষে আপনার কোরানের কথা সব লিখে লইলা সার।' *সুলতান*, ১৬৫০। ২ *বিণ* তুরস্ক দেশের। 'আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রুমী খোরাসানী উজবেকী সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'হাজার হাজার বাজী ইরাকি তুরকি তাজী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তুরকি সওয়ারী *বি* তুরস্ক দেশের অশ্বারোহী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তুরকীয় [ফা তুরকি>] *বি* তুর্কি জাতি। 'তুরকীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ... মহম্মদের হস্তে উচ্ছন্ন যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তুরগ [স] *বি* ঘোড়া। 'অসংক্ষ তুরগ গজ রথ দাস দাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

তুরগারূঢ় [স] *বি* অশ্বারোহী। 'অযুত তুরগারূঢ় প্রেরণ করিবা।' *রামরাম*, ১৮০২।

তুরগী [ফা] *বিণ* তুরস্কদেশীয়। 'তুরগী টাঁগন তাজি টাটু জোড়া জোড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তুরঙ্গ [স] *বি* ঘোড়া। 'কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তুরঙ্গম [স] *বি* ঘোড়া। 'রথ তুরঙ্গম দোলা সকর্ম্মাথ ঝারি থালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তুরঙ্গমী [স] *বিণ* অশ্বারোহী। 'দিগ্বিজয়ী শব্দে সিন্ধু তুরঙ্গমী সেনানীরে ডাকি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

তুরন্ত [প্রা] *ক্রিবিণ* দ্রুত; সত্বর। 'উদ্দামবেগে ধাই তুরন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তুরপন [ফা তুরফান] *বি* মিস্ত্রিদের ব্যবহৃত ছিদ্র করার হাতিয়ার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তুরপুন, তুরপোন, তুরফান [ফা তুরফান] *বি* মিস্ত্রিদের ব্যবহৃত ছিদ্র করার হাতিয়ার। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ছুতোরের ধরি তুরপুন।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

তুরবন্ত [স তুরমান] *বিণ* দুরন্ত। 'বাবি হোস্তে বোরাকের গতি তুরবন্ত।' *সুলতান*, ১৭০০।

তুরমান [স তুরমান] *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'জলের মোষক খুলি অতি তুরমান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তুরমুতী *বি* পাখিবিশেষ। 'সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী।' *ভারত*, ১৭৬০।

তুরাণি, তুরাণী, তুরানী ১ *বিণ* তুরস্ক দেশের। 'তুরাণি মোগলঘটা, চাঁপ দাড়ি মেতীকটা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'তুরানী তরুণকে বললুম।' *রোকেয়া*, ১৯২৮। ২ *বি* তুরস্কের অধিবাসী যোদ্ধা। 'মিসরী, তুর্কী, তাতারী, তুরাণী, ইরাণী, কাবুলী সবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তুরিত [স ত্বরিত] *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'সূর্য্য হেন তেজচক্র তুরিত গমনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তুরিতহি [স ত্বরিত>] *বি* তাড়াতাড়ি। 'বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ্জ ধর ধনি মীলব তুরিতহি কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তুরিতে [স ত্বরিত] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'তুহু রস নাগরি নাগর রসবন্ত। তুরিতে চলহ ধনি কুঞ্জক অন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তুরী [স তূর্য] *বি* রণশিঙ্গা। 'প্রভু তুরী খন্তী ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তুরীয় [স] *বিণ* চরম উৎকর্ষপ্রাপ্ত। 'মম তুরীয় লোকের তির্যক-গতি।' *নজরুল*, ১৯২২।

তুরীয়ানন্দ [স] *বি* মায়াবিহ্বল আনন্দ। 'আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি।' *নজরুল*, ১৯২২।

তুরুক [ফা তুর্ক] ১ *বি* অশ্বারোহী তুর্কি সৈন্য। 'শতেক তুরুক আছে দুই শত কামানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* দ্রুততা। 'হরিণের মতো দ্রুত ঠ্যাঙের তুরুকে অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে তারা।' *জীবন*, ১৯৪২।

তুরুক সওয়ার, তুরুক সোয়ার [ফা তুর্ক+ফা সওয়ার] *বি* তুরস্ক দেশবাসী ঘোড়সওয়ার বা অশ্বারোহী সৈন্য। 'রাঙ্গা মুখো ইংরিজী বাজনা, সাজা সায়েব তুরুক সওয়ার, বরের ইয়ার বক্স।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'চার দল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরুক-সোয়ার।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তুরুঙ্গ [স তুরঙ্গ] *বি* ঘোড়া। 'নানা বর্ণ নানা জ্যোতি তুরুঙ্গ তুখার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তুরুপ [ওল] ১ *বি* অগ্রাধিকারবিশিষ্ট তাস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* তাস খেলায় বিশেষ দানে জয়লাভ করার নিয়ম। 'ইনি যখন দুটা দশের উপর তুরুপ করিলেন না ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* মোক্ষম। 'ডাকা হইল আসামি পক্ষের তুরুপ সাক্ষী ঈদু শেখকে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

তুরুস্ক [স তুরস্ক] *বি* তুরস্ক। 'তুরুস্ক, পারস্য ও মিসর দেশের লোকেরা ...।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

তুর্ক [তু] ১ *বিণ* তুর্কি। 'বেচারি তুর্ক-তরুণীদের মূর্তি এঁকে ... দিয়েছেন।' *নজরুল*, ১৯১৯। ২ *বি* তুরস্ক। 'যাঁরা দস্তুরমতো তুর্কদেশে ভ্রমণ করেছিলেন।' *নজরুল*, ১৯১৯।

তুর্কমান [তু] *বি* তুর্কমেনিস্তানের অধিবাসী। 'আরব, তাতার, তুর্কমান ও তাদৃশ অবস্থাশ্বিত অপরাপর অনেক জাতির ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তুর্কমানী [তু] *বি* তুর্কমেনিস্তানের অধিবাসী। 'তুর্কমানীদের চেয়েও পিছিয়ে-পড়া জাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

তুর্কি, তুর্কী [তু] ১ *বিণ* তুরস্কের। 'মহেন্দ্র যদি তুর্কি ভাষাও পড়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* তুরস্কের নাগরিক। 'জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিজয়ী

আরব, ইরানী, তুর্কী।' প্রচারক, ১৯০৬।

তুর্কিনাচন [তু তুর্কি+নাচন] বি উদ্দাম নৃত্য। 'একটা তুর্কিনাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

তুর্কিস্তান, তুর্কীস্থান [তু তুর্কি+ফা স্তান] বি তুরস্ক। 'তুর্কিস্তান।' ওর্সা, ১৭৮৫; 'তুর্কীস্থানে এত অলো উচ্চারণ টিকে রইল।' মুজতবা, ১৯৪৯।

তুর্কিস্থানী [তু তুর্কি+ফা স্তান>] বিণ তুরস্কের। 'তুর্ক-পাঠান-মোগলরা যে রকম ভারতবর্ষের অলঙ্কার কারুকার্যের সঙ্গে তুর্কিস্থানী ইরানী স্থাপত্য মিলিয়ে তাজমহল বানালো।' মুজতবা, ১৯৫২।

তুর্কীনাচ [তু তুর্কি+নাচ] বি উদ্দাম নাচ। 'কাবুলে পৌঁছে কাউকে তুর্কীনাচের চর্কিবাজি খেতে হয় না।' মুজতবা, ১৯৪৯।

তুর্কীনাচন [তু তুর্কি+নাচন] বি দ্রুত ছোটাছুটি করা। 'হেডমাস্টার ইস্কুলের সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্কীনাচন নাচছেন।' মুজতবা, ১৯৫২।

তূর্ণ [স তূর্ণ] বিণ দ্রুত। 'মনের বাসনা পূর্ণ তূর্ণ রসে ক্ষমা।' রামপ্রসাদ, ১৭৫০।

তুল১ [স তুল্য] ১ বিণ সদৃশ। 'ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি তুলনা। 'এতিন ভুবনে যার দিতে নাহি তুল।' বাহরাম, ১৬৫০।

তুল২ [স তুলা] বি দাঁড়িপাল্লা; পরিমাণদণ্ড। 'অন্য এক পরিচারিকা এক সূক্ষ্ম জবনিকার অন্তরালে এক অশুদ্ধ তুল ... লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

তুল করন বি ওজন দেওয়া। ওর্সা, ১৭৮৫।

তুলকালাম [আ] ১ বি প্রচণ্ড কলহ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি হুলস্থুল। 'আর সেই মাল নিয়েই তুলকালাম কাণ্ড।' শিবরাম, ১৯৭০।

তুলকালাম কাণ্ড [আ তুলকালাম+স কাণ্ড] বি গোলমাল। 'তুলকালাম কাণ্ড চলেছে।' মণীশ, ১৯৬৩।

তুলট১ [স তুল>] বি মহাদানমূলক ব্রতবিশেষ। 'তুলটহস্তে শোভা পাও।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

তুলট২ [স তুল>] বি তুলা থেকে তৈরি কাগজে লেখা। 'তুলটের পুঁথির মধ্যেই হোক ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

তুলট কাগজ [তুলট+আ কাগজ] বি তুলা থেকে প্রস্তুত কাগজ। 'তুলট কাগজে অঙ্কিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তুলট মেঘা [তুলট+স মেঘ>] বি তুলার মতো হালকা মেঘ। 'ধুলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবে ঘামো!' জসীম, ১৯২৯।

তুলতুলা [স তুল>] বিণ অতিশয় নরম। 'তুলতুলা বালিশ।' মনসুর, ১৯৫৫।

তুলতুলি [স তুল>] বি কোমলতা। 'কার ঠোঁটে যে ঠোঁট থুলি!/ কার হাতে পায় তুলতুলি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

তুলতুলিয়ে আসা ক্রি অশ্রুপূর্ণ হওয়া। 'চোখ জোড়া যেন তুলতুলিয়ে এসেছে।' কায়সার, ১৯৬২।

তুলতুলে [স তুল>] ১ বি নরম ভাব প্রকাশক শব্দ। 'তকতকে তলতলে তুলতুলে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিণ অতি কোমল। 'তুলোয় ভরা তুলতুলে আর কিচ্ছু তারি না।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

তুলনা [স] ১ বি উপমা। 'তুলনা জে দিতে নারি অতি শোভা মনোহারি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সাদৃশ্য। 'যেং পত্রিকা হইতেছে সেই সকল পত্রিকার তুলনা এই পত্রিকা যেমত উত্তমরূপে প্রকাশ পাইতেছে ইহার সহিত দেওয়া যায় না।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৩ বি পার্থক্যনির্ধারণ। 'সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন প্রবন্ধ লিখেন।' রাজ, ১৮৭৪।

তুলনাতুল্য [স] বি তুলনা। 'কীর্ত্তির তুলনাতুল্য পাওয়া নাহি যায়।' ভবানী, ১৮২৫।

তুলনাত্মক [স] বিণ একটার সঙ্গে আরেকটার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচারমূলক; তুলনামূলক। 'তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম।' মুজতবা, ১৯৪৯।

তুলনাবিরহিত [স] বিণ অতুলনীয়। 'তা এই অঞ্চলের দীর্ঘ ইতিহাসে তুলনাবিরহিত।' শিব, ১৯৫৬।

তুলনাবিশ্লেষণ [স] বি তুলনামূলক বিশ্লেষণ। 'অভিজ্ঞতার তুলনাবিশ্লেষণের উপায়পদ্ধতি যত সূক্ষ্ম এবং নিপুণতর হয় ...।' শিব, ১৯৫০।

তুলনাবিহীন [স] বিণ তুলনা নেই এমন। 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তুলনাবিহীন।' সাপ্তাহিক বাংলা, ১৯৭১।

তুলনামূলক [স] বিণ সাদৃশ্যমূলক। 'এরূপ তুলনামূলক সমালোচনায় সেই ছেলেটির প্রতি আমাদের প্রীতিসঞ্চার হইত না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

তুলনারহিত [স] বিণ অতুলনীয়। 'সূচের কাজে তুলনারহিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

তুলনাস্পদ [স] বিণ তুলনাযোগ্য। 'বিশ্বকর্মার সঙ্গে আমি তুলনাস্পদ নই।' মুজতবা, ১৯৬০।

তুলনাহীনা [স] ১ বি স্ত্রী তুলনা নেই যার। 'দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ২ বিণ স্ত্রী অতুলনীয়। 'রবীন্দ্রনাথ একটি তুলনাহীনা কবিতা লিখতে লিখতে ...।' মুজতবা, ১৯৬৬।

তুলনিক [স] বিণ তুলনামূলক। 'উনিশ শতকের বাংলার সঙ্গে পূর্ববর্তী শতকের বাংলার তুলনিক বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট।' শিব, ১৯৫৬।

তুলনীয় [স] বিণ তুলনার উপযুক্ত। 'বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তুলনীয় নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তুলনীয়া [স] বিণ স্ত্রী তুলনার যোগ্য। 'দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া এবং অতুলনীয়া।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

তুলবটী [স তুল>] বি তুলার তোশক। 'তুলি তুলবটী তৈল তাম্বুল তপনে তরুণী তপন তোয় তসর বসনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তুলসী [স] ১ বি তুলসী গাছ বা তার পাতাবিশেষ। 'ভাগবত-তুলসী-গঙ্গায় ভক্তজনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পুদিনা। ওর্সা, ১৭৮৫।

তুলসি [স তুলসী] বি তুলসী গাছ বা তার পাতাবিশেষ। 'তুলসি মালতি জাতি অমলকী কুন্দ জুতি।' মালাধর, ১৫০০।

তুলসী-কাঁঠি [স তুলসী+কাঠি] বি তুলসী দানার মালা। 'কাঁথা কমণ্ডলু লাঠি গলায় তুলসী-কাঁঠি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তুলসীতলা [তুলসী+স তল] বি তুলসী গাছের নীচে। 'তুলসীতলায় প্রদীপ দোলে।' জসীম, ১৯৩৩।

তুলসীদল [স] বি তুলসী গাছের পাতা। 'সচন্দন নবীন তুলসীদল কুসুমাদি স্থাপন করিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

তুলসীদানা [স তুলসী+ফা দানহ্] বি মালাবিশেষ। 'তুলসীদানা ৩ যুড়া।' মেয়র্স, ১৭৬২।

তুলসীপত্র [স] বি তুলসী গাছের পাতা। 'তুলসীপত্র এবং

তুলসীমঞ্জরী আর হীরার কলিকা।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

তুলসীপাতা [তুলসী+স পত্র] *বি* তুলসী গাছের পাতা। 'তুলসীপাতার রস দিয়ে চা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তুলসীবনের বাঘ – সাধুবেশে বদমাশ। 'আহাহা, মিনসের রকম দেখ না– যেন তুলসীবনের বাঘ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তুলসীমঞ্জরী [স] *বি* তুলসীর মুকুল। 'গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভাবি করেন সমর্পণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তুলসীর কণ্ঠি [স তুলসী+স কণ্ঠী] *বি* তুলসী দানার মালা। 'তুলসীর কণ্ঠিগলে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তুলসীদাসী [স] *বিণ* তুলসীদাস-রচিত (রামায়ণ)। 'পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

তুলসী-বাকই [স তুলসী>] *বি* এক জাতের ধান। 'বাজুবন্ধ নীলাবতী আর খয়েরচুর অগুরি তুলসী-বাকই বেড়িল প্রচুর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তুলা[১] [স তূল] **১** *বি* শিমুল বা কার্পাস ফলের আঁশ। 'তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু।' *চর্যা* ২৬, ১২০০। **২** *বি* সলিতা। 'নাহি তেল তার নাহি তুলা আজগুবি হয়েছে উদয়।' *লালন*, ১৮৯০।

তুলা দেওয়া *ক্রি* পথ গুঁজে দেওয়া। **কানে তুলা দেওয়া** *ক্রি* শোনা বন্ধ করা। 'ইঁহারা বঙ্গসমাজের কানে তুলা দিয়া রাখিতে চান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

তুলা ধুনা *ক্রি* তুলা পেঁজা। 'প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তুলা ধুনিয়া ... করিয়া তুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

তুলাসম [তুলা+স সম] *বিণ* তুলার মতো। 'তুলাসম মেঘখণ্ডের মতো মনাকাশে দেখা দিয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

তুলাসূত্র [তুলা+স সূত্র] *বি* তুলার আঁশ। 'ঢাকায় অনুপম অতিসূক্ষ্ম তুলাসূত্রের যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

তুলা[২] *ক্রি* উপরে উঠানো। **তুলি** *ক্রিবিণ* উপরে উঠিয়ে। 'তুলি চাহা মোর মুখে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তুলিআ** *ক্রি* তুলে; সংগ্রহ ক'রে। 'বিসসোলা ভারত্বাজি তুলিআ পুরিল সাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তুলিআঁ** *ক্রি* তুলে। 'হাথে তুলিআঁ দেহ দানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তুলিতে** *ক্রি* উঠাতে; উত্তোলন করতে। 'তুলিতে ধনুক নারে সজ্জ করিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **তুলিবাক** *ক্রিবিণ* তোলার। 'ফুল তুলিবাক তরেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তুলিয়া** *ক্রি* তুলে; আহরণ করে। 'কোথাহ বুলেন ফুল তুলিয়া মুরারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **তুলিল** *ক্রি* সংগ্রহ করলো। 'প্রত্যঙ্গিরা তুলিল বিস্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তুলিলুঁ** *ক্রি* গ্রহণ করলি। 'তুলিলুঁ প্রেমের মুক্তা অতুল অনুপ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **তুলিলেক** *ক্রি* তুলল। 'তাক লাগি কর তুলিলেক গোপী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তুলিহ** *ক্রি* তোলো; চয়ন কোরো। 'আতি না তুলিহ বড়ায়ি গুলাল মালতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তুলী** *ক্রি* তুলে। 'হাথে তুলী যোঁ খাইলোঁ বীষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তুলীল** *ক্রি* তুললো। 'কাহাঞিঁ তুলীল গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তুলে ১** *ক্রি* তুলে। 'প্রথম যৌবন সামী গেলা তুলে ধরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'হাসিআত হাই তুলে কমললোচনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **তুলে দেওয়া** *ক্রি* বন্ধ ক'রে দেওয়া। 'ইতিমধ্যে কাগজখানা তুলিয়া দিতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **তুলে নেওয়া** *ক্রি* উঠানো। 'মুঠি মুঠি ধুলা তুলিয়া লইয়া কেবলি পুরিস মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **তুলে রাখা** *ক্রি* যত্ন করে রাখা। 'অন্য কোনো গার্হস্থ্য ব্যবহারে না লাগাইয়া যত্নপূর্বক সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **তুল্যা** *ক্রি* তুলে। 'উপনীত মগরায় তুল্যা দিল হয় নায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তুল্যাছে** *ক্রি* তুলেছে। 'বাম হাথ তুল্যাছে দক্ষিণ হাথ বুকে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তুলা[৩] [স তুল্য] **১** *বি* পরীক্ষা। 'খুল্লনা করিল তুলা হারিল বণিকগুলা শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* তুল্য। 'আমার খরচ এই হয় বুড়ির তুলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

তুলাদণ্ড [স তুলাদণ্ড] *বি* ওজন মাপার যন্ত্র। 'তুলাদণ্ড মনোমত ঠিক করিয়া অসীম দুঃখভার চাপাইয়া দিলেন।' *মন্মারক*, ১৮৮৫।

তুলা[৪] [স] *বি* (জ্যোতিষ) বারোটি রাশিচক্রের অন্যতম রাশি। 'তুলা বিছা অনাহত চক্রে সংস্থিতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

তুলালগ্ন [স] *বি* জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী সপ্তম রাশির আকাশে উদিত হওয়ার সময়। 'চাপ লগ্নে শদেশ্চর তুলালগ্নে ভৃগুবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তুলাকোটি *বি* হাত বা পায়ের ভূষণবিশেষ। 'রজত পাসুলি ছটী পরে দিব্য তুলাকোটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তুলাত [স তূল>] *বিণ* তুলট; তুলা থেকে প্রস্তুত। 'তুলাত কাগজেতে পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথম সৃষ্টি এই।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তুলাত কাগজ, তুলাৎ কাগজ [স তূল>+ফা কাগজ] *বি* তুলা থেকে প্রস্তুত হলুদ বর্ণের কাগজ। 'তাহা তুলাত কাগজের উপরে ছাপা হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'পুরাতন ধারানুসারে তুলাৎ কাগজে পুস্তকাকৃতিই করিতেছেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

তুলি [স তূলিকা] **১** *বি* তুলা দিয়ে তৈরি আসন; গদি। 'উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* তুলার লেপ। 'তুলি পাড়ি পাছুড়ি করিব নিয়োজিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* তোশক। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বি* তূলিকা; ছবি আঁকা বা রঙ লাগানোর সূক্ষ্ম ব্রাশবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দেখিলে বোধহয় যেন তুলি দিয়া আঁকিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

তুলিকা [স তূলিকা] *বি* তুলার তোশক। 'পর্যঙ্ক তুলিকা পাড়ি নিহ অভরণ-পেড়ী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তুলিক [স তূলিকা] *বি* তুলি। 'এসো চিত্রী চটপট ফেলি তুলিক পট।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

তুলিকপট [স তূলিকাপট] *বি* চিত্রকরের ছবি আঁকার উপকরণবিশেষ। 'এস চিত্রী চটপট ফেলি তুলিকপট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

তুলিকা [স তূলিকা] *বি* লেখনী। 'তাঁহার তুলিকা বর্ণবিরল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তুলুনা [স তুলনা] *বি* তুলনা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তুলে [স তুল্য] *বিণ* তুল্য; তুলনীয়। 'শতেক ব্রহ্মবধ নহে যার তুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তুলেপেড়ে ফেলা *ক্রি* জিনিসপত্র তুলে রাখা। 'একদিন দু-দিন পরে তুলেপেড়ে ফেলবে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

তুলো [স তূল>] *বি* কার্পাস শিমুল ইত্যাদি ফলের আঁশ। 'তুলোর কাপড়।' *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'স্তূপাকার তুলো যেমন কলে চেপে একটি পরিমিত গাঁটে পরিণত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তুলোট *বিণ* তুলা থেকে প্রস্তুত। 'শুধু কাগজের নয় তুলোট কাগজের ফুল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

তুলো-ধুনো করা ১ *ক্রি* ধোনা তুলার মতো ছিন্নভিন্ন করা; বিপর্যস্ত করা। *সুবল*, ১৯০৬। 'তাই তুলো-ধুনো করছে ততই বাতই মরিস কুঁথে।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *ক্রি* দীর্ঘ সময় জল্পনা-কল্পনা করে কটুকথা চূড়ান্ত করা। 'তিনি কথাটা বহুদিন ধরে তুলোধুনো করে

ভেবে রেখেছেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তুলো-ধোনা ১ *বি* পর্যুদস্ত। 'সারঙ্গি বাজিয়ে সুরের বাজারে তুলো-ধোনা চলল।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বিণ* চরমভাবে বিপর্যস্ত। 'ইংরেজকে তুলোধোনা করে ছাড়লেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তুলো-পেঁজা *বিণ* ছিন্নভিন্ন। 'আমার বুকের বরফ ধুনরীর মত তুলো-পেঁজা করে দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

তুলোময় *বিণ* তুলায় মাখামাখি এমন। 'একেবারে তুলোময় হয়ে ছিলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

তুল্য [স] *বিণ* তুলনীয়। 'গর্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তুল্যতা [স] ১ *বি* সদৃশতা। 'সকল ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত বিষয়ের তুল্যতা রক্ষা করা অসম্ভব।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* তুলনামূলক মান। 'ঈশ্বরত্বের আদর্শের তুল্যতা আজ কেউ পরিমাপ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তুল্যবয়স্ক [স] *বিণ* সমবয়সী। 'বিদ্যালয়ের কোন তুল্যবয়স্ক পাঠার্থী একত্র হইয়া ...।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

তুল্যমূল্য [স] ১ *বিণ* সমান দামি। 'সমস্ত সাম্রাজ্যও আপনকার প্রদত্ত রত্নসমূহের তুল্যমূল্য হইবেক না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* সদৃশ। '... কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভ্রান্তিপ্রবর্ত্তকের সহিত তুল্যমূল্য করিয়া নির্দেশ করিলেই, তত্ত্বপ্রদর্শকের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

তুল্যরূপ [স] *বি* সমকক্ষতা। 'সে বিবাহেতে বর-কন্যার তুল্যরূপ ছিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তুল্যা [স] *বিণ স্ত্রী* মতো। 'স্ত্রীলোকেরা শূদ্রতুল্যা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

তুল্যাংশ [স] *বি* সমান অংশ। 'টাকা তাহারা তুল্যাংশক্রমে লইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

তুল্যাতুল্য [স] *বি* ব্যতিক্রম। 'দেশাধিকারী ব্যতিরেকে অন্য কেহ প্রাণ দণ্ড করিতে পারে না তুল্যাতুল্য হইলেই প্রাণের শঙ্কা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

তুল্যাধিকারী [স] *বিণ* সমান অধিকার আছে এমন। 'আমার সহোদর এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

তুল্যে [স তুল্য] *বিণ* তুলনীয়। 'বিসেস সোন্দরী রাজা বিদ্যাধরী তুল্যে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তুল্ল [স তুল্য] *বিণ* তুল্য। 'নগ তুল্ল হইল ইমনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তুশ্চু [স তুচ্ছ] *বিণ* হেয়। 'তুশ্চু নেরেল ব্যাদ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

তুষ [স] ১ *বি* ধান বা এ জাতীয় শস্যের খোসা। 'তুষের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* আঁস্তাকুড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তুষানল [স] *বি* জ্বলন্ত তুষের আগুন যা অনেকক্ষণ ধিকিধিকি জ্বলে। 'তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তুষের আগুন *বি* দীর্ঘস্থায়ী ও চাপা অবস্থা। 'হৃদয়ের মধ্যে চিরপ্রচ্ছন্ন তুষের আগুন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

তুষতুষালী [স তুষ>] *বি* হিন্দু ব্রতবিশেষ। 'এই ব্রতের নাম তুষতুষালী।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

তুষা [স তোষ্>] ১ *ক্রি* তোষামোদ করা। 'একান্ত ভাবচিত্র তুষিলা দেব উমাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* তোষণ করা। 'তোক্ষাকে তুষিয়া আক্ষি দিব মরদান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *ক্রি* সন্তুষ্ট হওয়া। 'জাফরের প্রতি নৃপ বহুল তুষিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *ক্রি* তৃপ্ত করা। 'নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **তুষি** *ক্রি* তুষ্ট হ'য়ে। 'পাতশা হইলা খুশি কহিতে লাগিলা তুষি।' *ভারত*, ১৭৬০। **তুষিয়া** *ক্রি* তোষণ ক'রে; তুষ্ট করে। 'তোক্ষাকে তুষিয়া আক্ষি দিব ময়দান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তুষিল** *ক্রি* তুষ্ট করলো। 'তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তুষিলা** ১ *ক্রি* তোষামোদ করলে। 'একান্ত ভাবচিত্র তুষিলা দেব উমাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* সন্তুষ্ট হলো। 'জাফরের প্রতি নৃপ বহুল তুষিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **তুষিলেক** *ক্রি* তুষ্ট করলো। 'অর্জুনেক তুষিলেক নানা কেলি করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তুষে** *ক্রিবিণ* তুষ্ট করে। 'তুষ্ট হয়ে তূর্ণ তুষে তা সভার মন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **তুষেতেষে** *ক্রি* সান্ত্বনা দিয়ে। 'সকলকে তুষেতেষে ও কিছু কিছু দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তুষার [স] ১ *বি* বরফ। 'ধবল তুষার হার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* শিশির। 'শস্য শিরে দৃশ্য ভাল উষার তুষার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তুষারঅভ্র [স তুষার-অভ্র] *বিণ* সাদা মেঘের মতো। 'একদিকে তুষারঅভ্র কর্ণশঙ্খ, অন্যদিকে রক্তকপোল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

তুষারকঠিন [স] *বিণ* বরফের ন্যায় শীতল ও কঠিন। 'তুষারকঠিন মৃত্যুহিম অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তুষার-কণা [স] *বি* বরফের কণা। 'স্থানে স্থানে তুষার-কণা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তুষারকর [স] *বি* চাঁদ। 'তুষারে তুষারকর কর গুপ্ত করে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তুষারকিরীটি [স] *বিণ* বরফের মুকুটধারী। 'গগনবিচুম্বী তুষারকিরীটি হিমগিরি।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

তুষারখচিত [স] *বিণ* তুষারে ঢাকা। 'তুষারখচিত মাঠে, ট্রেঞ্চে, শূন্যে, অরণ্যে, পর্বতে ...।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

তুষারখণ্ড [স] *বি* বরফের টুকরা। 'ভাসমান শুভ্র তুষারখণ্ডসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তুষার-গলানো *বিণ* তুষার গলাতে পারে এমন। 'প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের তুষার-গলানো উত্তাপ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

তুষারগিরি [স] *বি* হিমালয় পর্বত। 'আচম্বিতে তুষারগিরি উদ্যত জাগে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

তুষারঝটিকা [স] *বি* তুষার ঝড়। 'ভ্রমণকারী বিষম তুষারঝটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

তুষারতুঙ্গ [স] *বিণ* তুষারে ঢাকা এবং উঁচু। 'তুষারতুঙ্গ চূড়ায়-চূড়ায় ঘোরা।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

তুষারত্ব [স] *বি* বরফের ধর্ম। 'জল তুষারত্ব প্রাপ্ত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তুষার-দর্পণ [স] *বি* তুষাররূপ আয়না। 'তুষার-দর্পণে দেখিছে আনন সাঁঝের লোহিত জলদ-ঘটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

তুষারদীপ্তি [স] *বি* বরফের উজ্জ্বলতা। 'নক্ষত্রলোকের অস্পষ্টতায় ... তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তুষারদ্বীপ [স] *বি* বরফে ঢাকা ভূ-ভাগ। 'সেটি একটি পর্বত-দিগ্বলয়িত নিরালা তুষারদ্বীপ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

তুষারধবল [স] *বিণ* বরফের মতো সাদা। 'গিরিশিরে রঞ্জিত মেঘের

মাঝে তুষারধবল তোমার প্রাসাদসৌধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তুষারনির্মল [স] *বিণ* বরফের মতো স্বচ্ছ। 'হেমন্তের তুষারনির্মল আলোকপ্লাবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তুষার-পর্দা [স] *বি* তুষারের আবরণ। 'দুহাতে তুষার-পর্দা সরিয়ে ফেলে ...।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

তুষারবর্ষণ [স] *বি* তুষারপাত; তুষারের বৃষ্টি। 'মধ্যে মধ্যে তুষারবর্ষণ।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

তুষারবর্ষী [স] *বিণ* বরফ-বর্ষণ করছে এমন। 'তুষারবর্ষী হিমবাতাস।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

তুষার-বৃষ্টি [স] *বি* তুষারপাত; তুষার ঝড়। 'সম্প্রতি এক তুষার-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

তুষারমণ্ডিত [স] *বিণ* তুষারাবৃত। 'উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

তুষারময় [স] ১ *বিণ* তুষারজর্জরিত। 'সে এক তুষারময় স্বপ্ন, যেন নিসর্গের তাজমহল।' *অন্নদা*, ১৯২৯। ২ *বিণ* বরফাচ্ছন্ন। 'শুভ্র মৌলি তুষারময়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

তুষারময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* তুষারাচ্ছাদিত। 'অপলক দৃষ্টির তলে তুষারময়ী পুরী বিবশার মতো শায়িতা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

তুষারমরু [স] *বি* বরফপ্রান্তর। 'পেঙ্গুয়িন পক্ষী এককাল জনশূন্য তুষারমরুর মধ্যে নির্বিরোধে প্রাণধারণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

তুষারমৌলি [স] *বিণ* চূড়ায় বরফ আছে এমন। 'তুষারমৌলি পাহাড়ে কুয়াশা গিয়েছে টুটে।' *নীরেন*, ১৯৫৬।

তুষার-শয্যা [স] *বি* তুষারের শয্যা। 'তুষার-শয্যার পর রহিবে গো শুইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

তুষারশিখর [স] *বি* তুষারে আবৃত চূড়া। 'তুষারশিখরের ঊর্ধ্বে নির্মল ঊষা দেখা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তুষারশিলা [স] *বি* বরফ। 'সাধুভাষায় বরফের নাম হিমশিলা ও তুষারশিলা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তুষারশীতল [স] *বিণ* বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'সতি দেহ দহিবারে হইল অনল তুষারশীতল হিম মৃণালশীতল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তুষার-শুভ্র [স] *বিণ* তুষারের মতো ধবল। 'তুষার-শুভ্র ঊষার আকাশ তাঁহারি জীবন্ত-ছবি করিছে বহন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তুষারসংহতি [স] *বি* ঘনীভূত তুষার। 'ভূস্তরপর্যায়ে ভূমিকম্প অগ্নি-উচ্ছ্বাস জলপ্লাবন তুষারসংহতি কালে কালে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

তুষারহৃদয় [স] *বিণ* বরফের মতো কঠিন ও শীতল হৃদয়বিশিষ্ট। 'তুষার-হৃদয় অকরুণা ওগো বুঝিয়াছি আমি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

তুষারাচ্ছন্ন [স তুষার-আচ্ছন্ন] *বিণ* বরফে ঢাকা। 'পর্বতগুলির তুষারাচ্ছন্ন চূড়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তুষারাদ্রি [স তুষার-অদ্রি] *বি* তুষার-ঢাকা পর্বত। 'শীতপ্রধান তুষারাদ্রি, উত্তপ্ত বালুকাময় মরু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

তুষারাবৃত [স তুষার-আবৃত] *বিণ* তুষারে ঢাকা। 'বসতি আমার তুষারাবৃত গিরিচূড়া দুর্গম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

তুষারি [স তুষার>] *বিণ* তুষারের মতো। 'তুষারি শিশির রিতু হিম চারি মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তুষিত [স তুষ্ট] *বিণ* তুষ্ট। 'করিআ তুষিত পুখরি নিম্মিত।' *রামাই*, ১৭১০।

তুষ্ট [স] ১ *বিণ* সন্তুষ্ট। 'তোর তপে তুষ্ট হল্যাঙ রাজা মাগ বর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* তৃপ্ত; আহ্লাদিত। 'দণ্ডে তুষ্ট তাঁরে প্রভু পাঠাইল নদীয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তুষ্ট করা *ক্রি* খুশি করা। 'হীরার আংটি ইত্যাদি প্রদান করিয়া তুষ্ট করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তুষ্টি [স] ১ *বিণ* তুষ্ট; তৃপ্ত। 'বানরেরে তুষ্টি করিল সর্ব্ব মুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* তৃপ্তি। 'গান করাতে মনের বড় তুষ্টি হয়।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

তুষ্টিকর [স] *বিণ* তৃপ্তিদায়ক। 'অভিধান ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া ... তুষ্টিকর নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তুষ্টিক্রমে [স] *ক্রিবিণ* খুশি হয়ে। 'ইনাম রুপে জোর করিয়া কিম্বা তুষ্টিক্রমে ... লয়েন।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

তুষ্টিতা [স] *বি* তৃপ্ততা। 'প্রজাদিগের তুষ্টিতা পরমধর্ম্ম।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

তুষ্ট্যর্থ [স] *ক্রিবিণ* সন্তুষ্টির জন্য। 'উইলসন সাহেবের সম্ভ্রমার্থ ও তাঁহার তুষ্ট্যর্থ এবং উপকার স্মরণার্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তুষ্টু [স তুষ্ট] *বিণ* খুশি। 'কী যে হলুম তুষ্টু পেয়ে তোর ওই পত্র।' *নজরুল*, ১৯২৬।

তুষ্ঠ [স তুষ্ট] *বিণ* খুশি; তৃপ্ত। 'তুষ্ঠ হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ক্ষুধাএ ভুঞ্জিয়া অন্ন তুষ্ঠ হইল মন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তুসা [তৃষ্ণা] *বি* তৃষ্ণা। 'পিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

তুসা [স তোষ>] *ক্রি* তুষ্ট করা। **তুসিব** *ক্রি* তুষ্ট করবো। 'দিআ আমার ধন তুসিব বীরের মন আজি হইতে বড় পাবে সুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তুসিয়া** *ক্রি* তুষ্ট ক'রে। 'সভার তুসিয়া মন।' *মালাধর*, ১৫০০। **তুসিল** *ক্রি* তুষ্ট করলো। 'সমোচিত দক্ষিনা দিয়া ব্রাহ্মন তুসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

তুহ দ্র তু

তুহারে দ্র তু

তুহিন [স] *বি* বরফ। 'এখনো ঝরিছে পাতা, পড়িছে তুহিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তুহিনশীতল [স] *বিণ* বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'ভিখারিনীদের বিশীর্ণ তুহিনশীতল স্তন ঝুলিয়া পড়িয়াছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

তুহিনাচ্ছন্ন [স] *বিণ* বরফে ঢাকা। 'তুহিনাচ্ছন্ন মরুভূমি কি কোনোদিন সবুজ শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছিলো?' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

তুহুঁ, তুহু *সর্ব* তুমি। 'তুহুঁ যদি কহসি করিয়া অনুষঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেআনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তুহ্মি [স তুম্] ১ *সর্ব* তুমি। 'মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* তোমাকে। 'সইছাএ দাষ রাজা বিহা দেয় তুহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তোহ্মরা** *সর্ব* তোমরা। 'বুলিলা তোহ্মরা আমিনার পাশে যাও।' *সুলতান*, ১৬৫০। **তোহ্মা** ১ *সর্ব* তোমায়; তোমাকে। 'বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা পাঠাইল তোহ্মা বেথী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* তোমার। 'কার সক্তি লংঘীতে পারএ তোহ্মা বানি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তোহ্মাক** *সর্ব* তোমাকে। 'দেখি তোহ্মাক আজলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোহ্মাখো** *সর্ব* তোমাকেও। 'তোহ্মাখো বড়ায়ি মোর হের পুটাজালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোহ্মাতে** *সর্ব* তোমাকে। 'আলপমতীঞ তোহ্মাতে শরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোহ্মাখো** *সর্ব* তোমা হতেও।

'তোহ্মাথো আধিক সে আছিদর।' বড়ু, ১৪৫০। **তোহ্মার** *সর্ব* তোমার। 'অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম।' বড়ু, ১৪৫০। **তোহ্মারার** *সর্ব* তোমাদের। 'আজ্ঞা দিলা করতার তোহ্মারারে কহিবার।' *সুলতান*, ১৬৫০। **তোহ্মারে** *সর্ব* তোমারে। 'তবেঁ মেলিবেক বাঁশী তোহ্মারে।' বড়ু, ১৪৫০। **তোহ্মে ১** *সর্ব* তোমায়। 'তোহ্মে নানা রূপ কইলে আসুরের খএ।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *সর্ব* তুমি। 'কথা হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।' বড়ু, ১৪৫০। **তোহ্মোঁসি** *সর্ব* তুমিই। 'সকল ঠায়িত মোর তোহ্মোঁসি সহাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

তূণ [স] *বি* তির বা বাণ রাখার আধার। 'তূণ বাণ ধনু ঢাল তলোয়ার খড়গ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

তূণীর [স] *বি* তির রাখার আধার। 'অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৯।

তূণক [স] *বি* সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। 'ভারতের তূণকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

তূতী [ফা তুতী] *বি স্ত্রী* তোতাপাখি। 'ডাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্দনা তূতী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

তূন [স] *বি* তূণ; বাণ রাখার খাপ বা আধার। 'কুন্দবল্লী তরু ধএল নিসান। পাটল তূন অসোক দল বান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তূরী [স] *বি* রণশিঙ্গা। 'অট্টালিকার উপরে বাদ্যোদ্যম শঙ্খ ঘণ্টা ঘড়ি তূরী ভেরী ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

তূরি [স তূরী] *বি* রণশিঙ্গা। 'তূরি, শঙ্খনাদে পূরিছে অবনী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তূরীবাদ্য [স] *বি* রণশিঙ্গা। 'সম্বাদ পত্রে তূরীবাদ্যের ন্যায় প্রকাশ করাতে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

তূরীয় [স] *বিণ* রণবাদ্যপূর্ণ। 'ভৈরবে ভেরী গরজে গম্ভীর তূর্যে তূরীয় তান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তূরীয়ানন্দ [স] *বি* রণবাদ্যে আত্মহারা অবস্থা। 'তূরীয়ানন্দে ঘোষো সে আজ 'আমি আছি' – বাণী বিশ্ব-মাঝ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

তূর্ণ [স] *ক্রিবিণ* ত্বরিত; শীঘ্র। 'বুকে চূর্ণ করে তূর্ণ মনে নাহি আন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তূর্য, তূর্য্য [স] *বি* প্রাচীন রণবাদ্য; রণশিঙ্গা। 'তাহারা ... তূর্য্যশাস্ত্র, চিত্রবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা ও পশ্বাদির ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তূর্যকণ্ঠ [স] *বি* রণশিঙ্গার বাদ্য। 'জগতের যত তূর্যকণ্ঠ/ মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

তূর্য-গাজন [স] *বি* রণশিঙ্গার বাজনা। 'মম তূরীয় লোকের তির্যক-গতি তূর্য-গাজন বাজায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

তূর্যধ্বনি [স] *বি* রণশিঙ্গার শব্দ। 'অরণ্যমধ্য হইতে গভীর তূর্যধ্বনি হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

তূর্যবাদক [স] *বি* রণশিঙ্গা বাজায় যে। 'বিজয়-অভিযানের আমি হবো তূর্যবাদক।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

তূর্যশাস্ত্র, তূর্য্যশাস্ত্র [স] *বি* রণবাদ্য বাজানোর বিদ্যা। 'তাহারা ... তূর্য্যশাস্ত্র, চিত্রবিদ্যা, এবং উদ্ভিদবিদ্যা ও পশ্বাদির ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তূর্যাচার্য [স] *বি* তূর্যবাদন শিক্ষক। 'তিনি ইয়র্কশায়ারে তূর্যাচার্যের কার্যে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

তূর্যাজীব [স] *বি* বাদ্যকর্মী। 'হালিফাক্সের দেবালয়ে তূর্যাজীবের পদে নিযুক্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

তূর্যাস্ফালন [স তূর্য-আস্ফালন] *বি* রণশিঙ্গার ধ্বনি। 'মেষগণের তূর্যাস্ফালন শশকদিগের ভেরী-হুঙ্কারকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

তূল[১] [স তুল্য] *বিণ* তুল্য। 'সে অতি নাগর তোএ্রে তসু তূল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তূল[২] [স] *বি* তুলা। 'সে সমুদয় ভিজা তূল বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া, লইয়া চলিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

তূলা [স তূল] *বি* তুলা; শিমুল বা কার্পাস ফলের আঁশ। 'তূলার তোষক গদী করে থর থর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তূলোধোনা *ক্রি* পর্যুদস্ত করা; ভর্ৎসনা করা। 'ইথে পণ্ডিতী আর যমজ তাহার Pedantry তূলোধোনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

তূলিকা [স] *বি* তূলি। 'তিমিরতূলিকা দাও বুলাইয়া আকাশ-চিত্রপটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তূষ্ণীম্ভাব [স] *বি* নীরবতা। 'আমিই তোমার তূষ্ণীম্ভাব দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

তৃ [স ত্রি] *বিণ* তিন সংখ্যক। 'সটকাল তৃকাল চান্দ্রায়ন ব্রত বিধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৃকাল [স ত্রিকাল] *বি* তিনকাল – অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। 'সটকাল তৃকাল চান্দ্রায়ন ব্রত বিধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৃজগত [স ত্রিজগৎ] *বি* তিন ভুবন (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল)। 'সাগর পর্ব্বত নদি দেখি তৃজগত।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৃবিধ [স ত্রিবিধ] *বিণ* তিন রকম। 'উত্তম অধম মধ্যম তৃবিধ প্রকারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৃভঙ্গিম [স ত্রিভঙ্গিম] *বিণ* দেহের তিন অংশে বাঁকা এমন; ত্রিভঙ্গিমাযুক্ত। 'তৃভঙ্গিম হৈয়া প্রভু নন্দের নন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৃভুবন, তৃভুবন [স ত্রিভুবন] *বি* ত্রিভুবন (স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতাল)। 'জেই জেই মহারাজা বৈস্যে তৃভুবনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'একজন সমান তৃভুবনে নাই।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তৃসন্ধা [স ত্রিসন্ধ্যা] *বি* তিন বেলা। 'তৃসন্ধা স্নান করি পবিত্র হইব।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৃণ [স] *বি* ঘাস। 'দাঁতে তৃণ করি যাচোঁ কাহ্নাঞিঁ।' বড়ু, ১৪৫০।

তৃণ-কাঁটা-কুটা *বি* ঘাস, খড়কুটা ইত্যাদি আবর্জনা। 'তৃণ-কাঁটা-কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তৃণকান্তার [স] *বি* নিবিড় তৃণাঞ্চল। 'বড়ো বড়ো হ্রদ মরুভূমি তৃণকান্তার ও পর্বত আছে।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

তৃণকুটো *বি* খড়কুটা। 'তৃণকুটোর পরে তো গো পড়ে রবির প্রভাতি কর।' *নজরুল*, ১৯৩০।

তৃণকুসুম [স] *বি* ঘাসফুল। 'পিচকারীর মত/ তৃণকুসুম যত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

তৃণগুচ্ছ [স] *বি* তৃণরাশি। 'নব্য সম্প্রদায় প্রায়ই নিরবলম্বনে ভাসমান তৃণগুচ্ছের ন্যায়।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

তৃণগুল্ম [স] *বি* আগাছা এবং ঘাস। 'পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা

তৃণগুল্মের মধ্যে মনোসঞ্চার করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

তৃণঘন [স] *বিণ* ঘাসপূর্ণ। 'ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল অন্তরালে বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুষ্পিত বন।' *করুরুখ*, ১৯৪৩।

তৃণচর্বণ [স] *বি* ঘাস চিবানো। 'দেখিলেন ধূমা সুস্থ হইয়াছে, তৃণচর্বণে আর অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

তৃণজাল [স] *বি* তৃণ দিয়ে গাঁথা জাল। 'কটি-বন্ধ গড়ি দিব গাঁথি তৃণজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

তৃণজীবী [স] *বিণ* তৃণাহারে জীবনযাপন করে এমন। 'উহাদিগকে তৃণজীবী বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

তৃণজ্ঞান [স] *বি* তৃণের তুল্য তুচ্ছ বা সামান্য বলে বোধ। 'ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া, রাজাকেও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

তৃণজ্ঞান করা *ক্রি* অবজ্ঞা করা। 'ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া, রাজাকেও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

তৃণতুল্য [স] *বিণ* তৃণের মতো। 'যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তৃণনিবাস [স] *বি* পর্ণকুটির। 'কেবল আমাদের শ্যামল শীতল তৃণনিবাস পরিত্যাগ করিয়া ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

তৃণ-নির্মিত [স] *বিণ* তৃণ দিয়ে গড়া। 'তৃণ-নির্মিত কটিবন্ধের মধ্যে কি প্রবাল শোভা পায়?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

তৃণপাত [স তৃণপত্র] *বি* ঘাসপাতা। 'নারীর মন তৃণপাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তৃণবৎ [স] *বিণ* ঘাসের মতো। 'প্রকৃত হিন্দু জীবনকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

তৃণবাড়ি *বি* ঘাসপাতা দিয়ে তৈরি বাড়ি। 'তার চেয়ে ভালো এই নিস্পৃহ বনানীর ভিতর অমল তৃণবাড়ি।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

তৃণ-বিছানো *বিণ* ঘাসে ঢাকা পড়েছে এমন। 'সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তৃণবিরল [স] *বিণ* ঘাস কদাচিৎ দেখা যায় এমন। 'তৃণবিরল উষরভূমি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

তৃণবিহীন [স] *বিণ* তৃণ নেই এমন। 'আছে শুয়ে জামের ছায়ার তৃণবিহীন ভুঁয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তৃণভূমি [স] *বি* তৃণময় ভূতল। 'পরিপূর্ণ তোমার ভুবন এই তৃণভূমি হতে সুদূর গগন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

তৃণরোমাঞ্চ [স] *বিণ* ঘাসের মতো শিহরিত। 'তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

তৃণশয্যা [স] *বি* ঘাসের শয্যা। 'সরল আনন্দহাস্যে ঝরি পড়ে তৃণশয্যা-'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তৃণশূন্য [স] *বিণ* ঘাসহীন। 'জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তৃণশ্যামল [স] *বিণ* ঘাসের মতো সবুজ। 'সেই লতাচ্ছাদিত, তৃণশ্যামল, সুন্দর বাড়িটি ত্যাগ করা হয়েছে।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

তৃণহীন [স] *বিণ* তৃণলতা নেই এমন। 'জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তৃণাগ্রভাগ [স] *বি* ঘাসের ডগা। 'শিশিরসিক্ত তৃণাগ্রভাগ চুম্বন করে চলে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তৃণাঙ্কুর [স] *বি* ঘাসের ডগা। 'নবীন তৃণাঙ্কুর সকল তক্ষণ কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

তৃণাচ্ছন্ন [স] *বিণ* ঘাসে আবৃত। 'শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এক-একটা পাহাড় ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তৃণাঞ্চিত [স] *বিণ* তৃণ আচ্ছাদিত। 'তৃণাঞ্চিত তীরে জলকলকলস্বরে মধ্যাহ্নসমীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তৃণাদপি [স] *ক্রিবিণ* ঘাসের থেকেও। 'যে ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ সেও গৌরব লাভ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

তৃণাবর্ত, তৃণাবর্ত্ত [স তৃণ-আবর্ত] *বি* ঘূর্ণিবায়ু। 'তৃণাবর্ত্ত হইয়া কেহ আসিয়া সত্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৃণাবৃত [স] *বিণ* ঘাসে ঢাকা। 'তৃণাবৃত পবিত্র কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

তৃণাসন [স] *বি* মাদুর। 'বসি কুঞ্জে তৃণাসনে শ্যামল কূলে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তৃণাস্তরণ [স] *বি* ঘাসে ঢাকা স্থান। 'গোলাপের ঝাড়ের নিকট তৃণাস্তরণে উপবেশন করিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

তৃণাস্তীর্ণ [স] *বিণ* ঘাসে ঢাকা। 'ছিনু শুয়ে তৃণাস্তীর্ণ তরঙ্গিণীতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

তৃণাহরক [স] *বিণ* তৃণভোজী। 'অশ্ব তৃণাহরক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

তৃণাহারি [স তৃণ-আহারী] *বিণ* তৃণভোজী। 'পূর্ব্বে বহু সংখ্যক তৃণাহারি জীব অবশ্যই বিদ্যমান ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তৃতা [স ত্রেতা] *বি* সত্য ও দ্বাপরের মধ্যবর্তী তৃতীয় যুগ। 'কন্যা বিত্তা তৃতা জুগে আইলা দ্বাপরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৃতিএ, তৃতীএ [স তৃতীয়] *ক্রিবিণ* তৃতীয়ত। 'তৃতিএ নারদ মুনি বিদিত সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তৃতীএ শয়ন শয্যা মৃত্তিকা মণ্ডল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তৃতিয় [স তৃতীয়] *বিণ* তিন সংখ্যার পূরক। 'এখনে তৃতিয় জন্ম তোমার উদরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৃতীয় [স] **১** *বি* তিন সংখ্যার পূরক। 'তৃতীয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা জায়ে স্বামী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বিণ* সেজ। 'নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ চতুর্ভুজ রায় মধ্যম অর্জুন রায় তৃতীয় দয়ারাম রায় ...' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

তৃতীয়তঃ [স] *ক্রিবিণ* তৃতীয় ক্রমে। 'তৃতীয়তঃ শহর ঘাটির প্রদেশে ... ভৈরব নদের উপর আশী হাত এক সেতু।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

তৃতীয়তো [স তৃতীয়তঃ] *ক্রিবিণ* তৃতীয় ক্ষেত্রে। 'তৃতীয়তো মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন ...' *দর্পণ*, ১৮২১।

তৃতীয় নেত্র [স] *বি* অন্তরের চোখ। 'সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তৃতীয় পক্ষ [স] **১** *বি* তৃতীয় স্ত্রী। 'আমার তৃতীয় পক্ষ গত হবার পর তো আমি অনায়াসে চতুর্থ পক্ষ করতে পারতুম।' *প্রমথ*, ১৯২৯। **২** *বি* তৃতীয় তরফ। 'খাঁয়ের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর দীর্ঘস্থায়ী অসুখ।' *তারা*, ১৯৫৩।

তৃতীয় প্রহর [স] *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'বেলা আড়াই প্রহর তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত পূজা করে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তৃতীয়া [স] *বি স্ত্রী* অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরের তৃতীয়া তিথি।

'তৃতীয়াত রহে চন্দ্র পাএর গোঠাত।' *সুলতান*, ১৭০০।

তৃতীয়াংশ [স] *বি* তিন ভাগের এক ভাগ। 'জমিদারেরা তাহার তৃতীয়াংশে গ্রাস করিয়া বসিতেছেন।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯।

তৃতীয়া তিথি [স] *বি* অমাবস্যার পরবর্তী তৃতীয় দিবস। 'কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির/ চৈতি চাঁদের দুল।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

তৃতীয়ে [স তৃতীয়] *ক্রিবিণ* তৃতীয়ত। 'তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তৃতীয়োক্ত [স] *বিণ* তৃতীয় বারে। 'তৃতীয়োক্ত পত্রের কেবল প্রথম সংখ্যাই কতিপয় হিন্দু বালক কর্তৃক প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

তৃদস [স ত্রিদশ] *বি* দেবতা। **তৃদসঈশ্বর** [স ত্রিদশ ঈশ্বর] *বি* (হিন্দুমতে) পরমেশ্বর। 'স্বামি ভিক্ষা দেহ মোরে তৃদসঈশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৃন [স তৃণ] *বি* তৃণ। 'যেন তৃন যাএ চণ্ড বাতে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তৃপ্ত [স] **১** *বিণ* সন্তুষ্ট। 'বালকেরাও ... দ্রব্য প্রাপ্তিতে তৃপ্ত হইয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২; 'একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়।' *নজরুল*, ১৯২৩। **২** *বিণ* নিবৃত্ত। 'তিনি কতকগুলি লোকের কৌতূহল তৃপ্ত করছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তৃপ্ত করা *ক্রি* সন্তুষ্ট করা। 'সেইটে নিয়ে তিনি কতকগুলি লোকের কৌতূহল তৃপ্ত করছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তৃপ্তমন [স] *বি* সন্তুষ্ট চিত্ত। 'তৃপ্তমনে হঠাৎ অপ্রীতিকর একটি সন্দেহের ছায়া উপস্থিত হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

তৃপ্তহাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পরিতৃপ্তির হাসি হাসে এমন। 'কখনো বিবাহিতা তরুণী, ভরপুর তৃপ্তহাসিনী।' *হাসান*, ১৯৬৭।

তৃপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* পরিতুষ্ট। 'আমি তোমার কিম্বা বড়াহ রাজার মাংস ভোজনেতে তৃপ্তা হই।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

তৃপ্তি [স] **১** *বি* সন্তুষ্টি। 'আমার তৃপ্তি হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* কামনার নিবৃত্তি। 'শতবর্ষ আয়ুর্ভোগ করিয়াও তৃপ্তি হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তৃপ্তিকর [স] **১** *বিণ* সন্তোষজনক। 'স্বামীর তৃপ্তিকর কার্য্য করিতে বঙ্গমহিলা অক্ষম নহেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* তৃপ্তিদায়ক। 'ইহা তৃপ্তিকর এবং রুচিকর।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

তৃপ্তিজনক [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'খুঁজে পেলেম জায়গাটা – বলা যেতে পারে ব্যাপারটা তৃপ্তিজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তৃপ্তিদায়ক [স] *বিণ* তৃপ্তি দেয় এমন। 'চুলগুলি পাকা কাশফুলের মতো নরম, মসৃণ, তৃপ্তিদায়ক।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

তৃপ্তি পাওয়া *ক্রি* তৃপ্তি লাভ করা। 'ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তৃপ্তিবিহীন [স] *বিণ* অতৃপ্ত। 'হয়তো বৃথাই সাজ, তৃপ্তিবিহীন চিত্ততলে...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'তৃপ্তিবিহীন কত-না কল্লান্ত।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

তৃপ্তিভরে *ক্রিবিণ* তৃপ্তিসহকারে। 'কচি শাপলা কচর কচর করে চিবিয়ে তৃপ্তিভরে খেল ও।' *কায়সার*, ১৯৬২।

তৃপ্তি মানা *ক্রি* তৃপ্ত হওয়া। 'তৃপ্তি না মানে মন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; আমাদের মন তৃপ্তি মানিতেছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তৃপ্তি মেলা *ক্রি* তৃপ্তি পাওয়া। 'সকল পেয়ে তবুও যদি তৃপ্তি নাহি মেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তৃপ্তিলাভ [স] *বি* প্রসন্নতা অনুভব। 'তেত্রিশ কোটিতেও তোমার তৃপ্তিলাভ হইল না?' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তৃপ্তিহারা [স] *বিণ* তৃপ্তি মেটে না এমন। 'প্রেম-পিয়াসি প্রণয়ভুখা শাশ্বত যে আমিই তৃপ্তিহারা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

তৃপ্তিহীন [স] *বিণ* তৃষিত; অতৃপ্ত। 'তৃপ্তিহীন চোখে বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

তৃবলি [স ত্রিবলি] *বি* গলার রেখাসমূহ। 'তৃবলি হইতে সেই ব্রহ্ম রন্ধ্র পাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৃষা [স] *বি* তৃষ্ণা। 'খুধা তৃষা দুঃখ সুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তৃষাকাতর [স] *বিণ* তৃষ্ণায় কাতর। 'আছে তো মোর তৃষা-কাতর আপন আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

তৃষাক্লেশ [স] *বি* জলকষ্ট। 'মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

তৃষাতপ্ত [স] *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'তৃষাতপ্ত বিরহের নিরুদ্ধ নিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

তৃষাতীক্ষ্ণ [স] *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'রয়েছেন দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তৃষাতুর [স] **১** *বি* পিপাসায় কাতর যে। 'নারিকেল, যার স্তনচয় মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ* তৃষায় কাতর। 'তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

তৃষাতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* পিপাসায় কাতর। 'তোষে বসুধারে তৃষাতুরা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তৃষাদীর্ণ [স] *বিণ* পিপাসায় কাতর। 'শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'তৃষাদীর্ণ ডাহুকের ডাক।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

তৃষাভরা *বিণ* তৃষ্ণায় ভরা। 'তৃষাভরা তৃষাহরা এ অমৃত কোথা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

তৃষামত্ত [স] *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য্য শোষে তৃষামত্ত হয়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

তৃষার্ত [স] *বিণ* পিপাসার্ত। 'তৃষার্ত পাখির ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তৃষাসন্তপ্ত [স] *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'গ্রীষ্মে সমস্ত তৃষাসন্তপ্ত দেশের রসনা আজ শুষ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তৃষাহরা [স তৃষা-হরণ>] *বিণ* তৃষ্ণা দূর করে এমন। 'তৃষাভরা তৃষাহরা এ অমৃত কোথা ছিল। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

তৃষিত [স] *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'তৃষিত চাতক যৈছে মেঘে হাহাকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তৃষিতশরণ [স] *বিণ* আশ্রয়প্রার্থী। 'তাপহরণ তৃষিতশরণ জয় তাঁর দয়া গাও রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

তৃষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* তৃষ্ণার্ত। 'নিয়ে আয় কৃপাণ! রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

তৃষ্ঠা [স তিষ্ঠ>] *ক্রি* অবস্থান করা। 'অধিক কাল আমাকে এখানে তৃষ্ঠা নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

তৃষ্ণা [স] **১** *বি* পিপাসা। 'পাসরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহধর্ম শোক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কোটি ভক্তনেত্রভৃঙ্গ করে পানে, যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে

নিরন্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'দেখবার একটা তৃষ্ণা জন্মাল কিন্তু দেখা হল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* তিস্তা নদীর অন্য নাম। 'সে ভদ্র নাম হচ্ছে তৃষ্ণা কিংবা ত্রিস্রোতা।' *হাই*, ১৯৫৪।

তৃষ্ণা-অনল [স] *বি* পিপাসার আগুন। 'তৃষ্ণা-অনল দহন করে আজও।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তৃষ্ণাকুল [স] *বিণ* তৃষ্ণায় আকুল। 'অনন্ত অগস্ত্য-তৃষ্ণাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার।' *নজরুল*, ১৯২৩।

তৃষ্ণা জাগানিয়া *বিণ* তৃষ্ণা জাগায় এমন। 'পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৮।

তৃষ্ণাতপ্ত [স] *বিণ* তৃষ্ণায় কাতর। 'মরীচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণাতপ্ত প্রহর কেটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

তৃষ্ণাতুর [স] *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'রাজপুত্র তৃষ্ণাতুর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

তৃষ্ণাতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* তৃষ্ণার্ত। 'জননী কতোই না ক্ষুধাতুরা, তৃষ্ণাতুরা; আহা, বেটির জিভ শুকিয়ে গেছে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

তৃষ্ণাত্রাণ [স] *বি* ক্ষুধা থেকে মুক্তির উপায়। 'আর্ত ত্রিলোক জপিছে তৃষ্ণাত্রাণ।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

তৃষ্ণানুরূপ [স] *বিণ* তৃষ্ণার মতো। 'তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তৃষ্ণাপাংশু [স] *বিণ* তৃষ্ণায় বিবর্ণ হয়েছে এমন। 'তৃষ্ণাপাংশু অধরেতে।' *জীবন*, ১৯২৭।

তৃষ্ণাবিহ্বল [স] *বিণ* পিপাসার কাতর। 'মন্দিরে রক্ত-তৃষ্ণারিনির তৃষ্ণাবিহ্বল জিহ্বা দিয়ে টপটপ করে পড়ছে কাঁচা খুনের ঝারা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

তৃষ্ণাভরা *বিণ* পিপাসাপূর্ণ। 'তৃষাভরা তপ্তবালু-ঢাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তৃষ্ণা-মেটানো *বিণ* তৃষ্ণা মেটায় এমন। 'তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

তৃষ্ণার্ত, তৃষ্ণার্ত্ত [স] **১** *বিণ* পিপাসার কাতর। 'তৃষ্ণার্ত প্রভুর নেত্র-ভ্রমর যুগল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* কামাতুর। 'তৃষ্ণার্ত ভোগলিপ্সু পুরুষ, যৌবনের দেবতা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

তৃষ্ণাযুক্ত [স] *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'তৃষ্ণাযুক্ত হইআ জল তেজিল নিশ্চএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তৃষ্ণাহরা [স তৃষ্ণা-হরণ>] *বিণ* তৃষ্ণা হরণকারী; তৃষ্ণা নিবারক। 'যে দ্রোণী সেই চাতকের তৃষ্ণা-হরা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

তৃষ্ণিকা [স] *বি* মরীচিকা। 'মরুদ্যানের তৃষ্ণিকাতে যায় মুসাফির মারা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তৃষ্যাতুর [স] *বিণ* লোভী। 'এক খেকশিয়াল ... অত্যন্ত তৃষ্যাতুর হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

তৃসাএ [স তৃষ্ণা] *ক্রিবিণ* পিপাসার জন্য। 'তৃসাএ আকুল হৈয়া পিল তার নিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তে[১] [পা] **১** *সর্ব* সে। 'জে জে আইলা তে তে গেলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০। **২** *বিণ* সেই। 'তেকারণে পদুমা উদরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তেই** *ক্রিবিণ* সেই কারণে। 'সেই ত ছাড়িল তেই উত্তপাত হয়।' *মালাধর*, ১৫০০। **তেকর** *সর্ব* তার। 'জে পুরুখ দেখব তেকর ভাগি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তেকারণ** *ক্রিবিণ* সেকারণে। 'অনেক মঙ্গল ফল পাই তেকারণ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **তেকারণে** **১** *ক্রিবিণ* তার জন্যে। 'তেকারণে পদুমা উদরে উপজিলা সাগরের ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* সেই কারণে। 'তেকারণে নাহি লিখে মনসার সাপ।' *কেতকা*, ১৬৫০। **তেঞি** **১** *অব্য* তাই। 'তেঞি সে দধি বিকে জাও মথুরার হাটে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রিবিণ* সেজন্য। 'তেঞি জলে যেতে করি মানা।' *দ্বিজ*, ১৬০০। **৩** *সর্ব* তা। 'নিজ অস্ত্র ধরে তেঞি ত্রিবলী ত্রিশূল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তে[২] [পা তি] *বিণ* তিন। 'তেঠজা হইআ জাত ভেকর সঙ্গীত পাত্র।' *রামাই*, ১৭১০।

তেআঠিয়া [তে+স অস্থি>] *বিণ* তিন আঁটিবিশিষ্ট। 'ছোট গ্রাস তোলে জেন তেআঠিয়া তাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তেকেলে [স ত্রিকাল>] *বিণ* তিন কালের। 'একটা তেকেলে বুড়ো।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

তেকোণ [তে+স কোণ] *বিণ* তিন কোনা। 'তেকোণ ইটের বৃত্তের মাঝখানে একটি কি দুটি গোলাপ।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

তেকোনা [তে+স কোণ] *বিণ* তিন কোণবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেগুণা [তে+স গুণ] *বিণ* তিনগুণসম্পন্ন। 'সৈরদগিন্নী তেগুণা কিংবা চৌগুনা আয়ের ব্যবস্থা করে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

তেতপ্পর [স ত্রিপ্রহর] *বি* তৃতীয় প্রহর; অপরাহ্ণ। 'এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

তেতলা [স ত্রিতল] **১** *বিণ* তিন তলাবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সিমেন্ট দিয়ে তৈরি তেতলা বাড়ি।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* তৃতীয় তলা। 'তখন বাইরের তেতলার কেউ থাকত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তেতাল [স ত্রিতাল] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'দ্রুত তেতালেই তাঁদের কালোয়াতি দেখানোর শখ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তেতালা[১] [স ত্রিতল] *বিণ* তিন তলাবিশিষ্ট। 'লালদিগীর ধারে কেরাণিরদের থাকিবার যে তেতালা ঘর।' *দর্পণ*, ১৮২১।

তেতালা[২] [স ত্রিতাল>] *বি* সঙ্গীতের তালবিশেষ। 'ঢিমে তেতালাতেই গাওয়া হয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

তেপথা [তে+স পথ>] *বি* তিন পথের সমাহার। 'তেপথার ধূলা দিয়া চতুর্দিকে বেড়ি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তেপয় [ই ট্রিপড] *বি* তিন পায়াবিশিষ্ট টেবিল। 'তেপয়টা এখানে এনে তার ওপর রাখ।' *জীবন*, ১৯৩২।

তেপাই [স ত্রিপাদ>] *বি* তিনপায়াবিশিষ্ট টেবিল। 'পাশের তেপাইরে ছোটো রুপোর থালিতে ছিল শীতকালের ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তেপায়া [স ত্রিপাদ>] *বি* তিন পা-বিশিষ্ট টেবিল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেপেড়ে [তে+পাড়>] *বিণ* তিন পাড়যুক্ত। 'পরাও তেপেড়ে শাড়ী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

তেমাথা [তে+মাথা>] *বি* তিন পথের সংযোগস্থল। 'তেমাথার পথে গিয়া দিল দরশন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তেমোহানা [স ত্রিমোহনা] *বি* তিনটি নদীর মিলনস্থল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেরাত্তির [স ত্রিরাত্রি] *বি* তিন রাত। 'আত্মীয়ের বাড়িতে তেরাত্তির কাটানো।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তেরাত্র [স ত্রিরাত্র] *বি* দুই দিন ও তিন রাত। 'শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথীতীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

তেরাস্তা [তে+ফা রাশতহ্] *বি* তিন পথের মিলনস্থান। 'খানিকটে

এগোলেই সেখানে তেরাস্তা।' মুক্তবা, ১৯৬৬।

তেসনি [তে+আ সন>] *বি* তিন বছরের পাওনা। 'তেসনি ইনাম বাড়ি প্রজা নাহি গনে কড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তেহাটা [তে+হাট>] *বি* তিন হাটের সমাহার; (বাউল) তিন নাড়ির গতিমুখ: ইরা, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না। 'তেহাটা ত্রিপিণী তাহে বাঁকা নল।' *লালন*, ১৮৯০।

তেআগা [স ত্যাগ>] *ক্রি* ত্যাগ করা। **তেআগিব** *ক্রি* ত্যাগ করবো। 'বিস খাইএ তেআগিব তনু ভাবেন পার্ব্বতী।' *রামাই*, ১৭১০। **তেআগিবোঁ** *ক্রি* ত্যাগ করবো। 'সাগর সঙ্গমে শরীর তেআগিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তেআগিল** *ক্রি* ত্যাগ করলাম। 'তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেআগে [স ত্যাগ>] *বি* ত্যাগ। 'করিবোঁ তনু তেআগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেইশ, তেইস [পা তেবীস] ১ *বিণ* ২৩ সংখ্যক। 'বাছিয়া কটক লেহ তেইস অক্ষৌহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* ২৩ প্রকারের। 'নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।' *ভারত*, ১৭৬০।

তেইসা [পা তেবীস>] *বিণ* ২৩ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেইসে [পা তেবীস>] *বিণ* (তারিখের ক্ষেত্রে) ২৩ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেউটি [স ত্রিপুট] *বি* খেসারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেউড় [স তির্যক] *বি* কলাগাছের মূল থেকে বের হওয়া চারা কলাগাছ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেউড়ি [স ত্রিপুট>] *বি* খেসারি। 'তেউড়ি দন্তি কাটিল আণ্ডলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তেউর [স তির্যক] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তেউর মৃদঙ্গ বাজে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তেওড়া [স তির্যক] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তম্বুরা তেঘাই বাজে তেওড়া তুবঙ্ক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তেওয়ারী [স ত্রিবেদী] *বি* ব্রাহ্মণদের বংশনাম-বিশেষ। 'দোবে, চোবে, পাঁড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

তেওর [স তীবর] *বি* মাছ ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। 'বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

তেওরা [স ত্রিপুট] *বি* তালের নামবিশেষ। 'রবিবাবুর গান জলদ একতালা, ঝাঁপতাল, তেওরা কিংবা কাওয়ালি।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

-তেঁ *ক্রিয়া বিভক্তি*। 'তথাঁ বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেঁ [স তেন] *অব্য* তাই। 'তেঁ সন্ধাএ ভুজপাশে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তেঁই [স তেন] *ক্রিবিণ* সেজন্যে। 'হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তেঁইতো শিবের দৈন্য দশা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তেঁএ [স তেন] *ক্রিবিণ* তার জন্যে; তাই। 'তেঁএ মোরে বাড়িল আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেঁসি [স তেন>] *ক্রিবিণ* তাই; সেই কারণে। 'তেঁসি না বুঝসি আহ্মে বালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেঁহু [স তেন>] *অব্য* তবু। 'তেঁহু সে মজিলা মায়াসীতার কারণে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

তেঁতু [স তন্ত্র] *বি* পাটের আঁশে তৈরি চিকন শক্ত দড়ি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেঁতুল [স তিন্তিড়ী] *বি* টক ফলবিশেষ। 'তেঁতুল পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তেঁতইল [স তিন্তিড়ী] *বি* তেঁতুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তেঁতলী [স তিন্তিড়ী] *বি* তেঁতুল গাছ। 'তেঁতলীর তলে বাস কৈলা গৌরহরি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তেঁতুলবন [স তিন্তিড়ী-বন>] *বি* তেঁতুল গাছের বাগান। 'তেঁতুলবনে ঝড়ের দমক যেন মাথা কোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তেঁতুলিআ [স তিন্তিড়ী>] *বিণ* তেঁতুলের মতো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেঁতুলে-বাগদী [স তিন্তিড়ী>] *বি* তেঁতুল আকৃতির এক প্রকার চিংড়ি; বাগদা চিংড়ি। 'তেঁতুলে-বাগদী যেন ফিরিঙ্গির ঝাঁক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তেঁদড় *বিণ* দুষ্ট। 'এসব ছেলে তেঁদড় ভারী।' *নজরুল*, ১৯২৬।

তেঁদড়া *বিণ* চালাক। 'যত বড় তেঁদড়া, যত বড় বেদড়া হউন না কেন, তাঁহার মনোহার গাল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

তেঁহ, তেহোঁ [প্রা তিন্ন] *সর্ব* সে; তিনি। 'এই ছয় তেঁহো যৈছে করিয়ে বিচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বল বল্কুকার ব্রহ্মচারী এসেছেন তেঁহ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তেক [স তর্ক>] *বি* তাক; লক্ষ্য। 'অন্তরীক্ষে উঠে তার মুটে ধরে তেকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তেখন [স তৎক্ষণ] *ক্রিবিণ* তখন; সে সময়ে। 'বসিল কর্পূর তেখন বেলা পানে চেয়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তেগ[১] [স ত্যাগ] *বি* বাদ। 'কেহ মহাশোকে খানাপিনা তেগ দিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তেগ[২] [ফা তীগ] *বি* তলোয়ার। 'আনিয়া তেগের তরে রাখেব দমন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তেঘাই [স ত্রিঘাত] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তম্বুরা তেঘাই বাজে তেওড়া তুবঙ্ক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তেচক্কা [স ত্রিচক্ষু] *বি* মাছবিশেষ। 'পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্কা এলেঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

তেজ, তেজঃ, তেজস্, তেজো [স] ১ *বি* শক্তি; দীপ্তি। 'আতি ত প্রচণ্ড তেজ দেখিতে ভয়ঙ্কর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* প্রতিভা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* ঝাল। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বি* আলোক। 'আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি, এই পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীর আটা আনা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৫ *বি* অহংকার। 'সিংহাসনের তেজে রাজা ... অবলোকন করিতে পারিলেন না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৬ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পীতাম্বর তেজ।' *সেবধি*, ১৮৪০। ৭ *বি* উত্তাপ ও উজ্জ্বলতা। 'অল্প অল্প কয়ি সূর্য্যের তেজ কমিয়া আসিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৮ *বি* রাগ। 'যে ব্যয় হইয়াছে তাহার পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখো না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তেজঃপুঞ্জ [স] *বিণ* তেজস্বী। 'শুভ্রালঙ্কারভূষিত কোন তেজঃপুঞ্জ পুরুষ এক মণিময় দণ্ড হস্তে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তেজঃপুঞ্জকায় [স] *বিণ* তেজদীপ্ত শরীরের অধিকারী। 'নহে স্বপ্ন, প্রত্যক্ষ সে তেজঃপুঞ্জকায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

তেজঃসূর্য [স] *বি* তেজ-বিশিষ্ট সূর্য। 'এস তেজঃসূর্য উজ্জ্বল কীর্তি-অম্বর মাঝ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

তেজকটাল [স তেজ+স করাল>] *বি* অমাবস্যা ও পূর্ণিমার

অব্যবহিত পরে সৃষ্ট জোয়ার। 'নাবিকেরা ইহাকে তেজকটাল বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

তেজ করা *ক্রি* সতেজ হওয়া। 'পলিটিক্সের কাঁটাগাছ অসম্ভব তেজ করিয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

তেজগাম [স তেজ>] *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'তেজগাম কাছেদের করিল রওয়ানা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তেজ দেওয়া *ক্রি* শক্তি জোগানো। 'আপনাদের শ্রদ্ধার দ্বারা তাহাকে নূতন তেজ দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

তেজধাম [স তেজ-ধাম] *বিণ* তেজস্বী। 'দক্ষিণ দুয়ারে বীর জুঝি তেজধাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তেজপত্র [স] *বি* তেজপাতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তেজপত্র লবঙ্গ ধন্যা, প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য এই স্থান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

তেজপাত [স তেজপত্র] *বি* তেজপাতা। 'তেজপাত তোজপাত।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তেজপাতে তেজ কেন? ঝাল কেন লঙ্কায়?' *সুকুমার*, ১৯১৮।

তেজপাতা [স তেজপত্র] *বি* মশলা হিসেবে ব্যবহৃত তীব্র গন্ধযুক্ত পাতাবিশেষ। 'খালি তেজপাতা দেখছি যে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

তেজপুঞ্জ [স তেজঃপুঞ্জ] *বি* তেজস্বিতা। 'তোমার সে তেজপুঞ্জ সহিতে না পারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তেজ-প্রদীপ্ত [স] *বিণ* শক্তিতে ভাস্বর। 'আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

তেজবর্ধক [স] *বিণ* শক্তি বৃদ্ধিকারক। 'মাটিটি নরম তাই উৎসাহপ্রদ – যেন বা তেজবর্ধক।' *হাসান*, ১৯৬৭।

তেজমন্দি [স তেজ+স মন্দ>] *বি* তেজি ও মন্দা। 'জহুরীর পুত্রে ... আফিমের তেজমন্দি খ্যালায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাবুর অবশ্য পোষ্য হয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তেজময় [স তেজোময়] *বিণ* দীপ্তিমান। 'ধরিল দৈবকী গর্ভ দেখিতে তেজময়।' *মালাধর*, ১৫০০।

তেজরূপ [স তেজোরূপ] *বিণ* জ্যোতিস্বরূপ। 'দেখিয়াত তেজরূপ জগতে অনুচরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তেজশক্তি [স তেজঃশক্তি] *বি* বীর্যবত্তা। 'আনুগত্যের অভাব না থাকলেও যৌবনের তেজশক্তি নেই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

তেজশালী [স তেজঃশালী] *বিণ* প্রতাপশালী। 'তেজশালী, বিত্তশালী ও প্রভাবশালী।' *রওশন*, ১৯২৫।

তেজশূন্য [স তেজঃশূন্য] *বিণ* শক্তিহীন। 'নির্বাণ পাবক আমি, তেজশূন্য।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

তেজসী [স তেজস্বী] *বিণ* তেজস্বী। 'তেজসী পোরুষের দোষ নাহি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

তেজস্কর [স] **১** *বিণ* দীপ্তিময়। 'তাহাতে তেজস্কর চুনী ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত মুক্তার ঝাবা চতুস্পার্শ্বে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* আলো। 'সে স্থানে তেজস্কর ঝিকমিক করে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* শক্তিদায়ক। *সেবধি*, ১৮৩৯। **৪** *বিণ* শক্তিবর্ধক। 'সন্তানদিগের প্রতি তেজস্কর বিদেশীয় ঔষধ প্রয়োগ করা ... দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ।' *রাজ*, ১৮৭৪। **৫** *বিণ* তেজ বিচ্ছুরিত হয় এমন। 'একখানা আতশী কাঁচের জোরে সূর্যরশ্মিকে তেজস্কর ওবুধে পরিণত করে ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

তেজস্ক্রিয় [স] **১** *বিণ* বিশেষ ধরনের রশ্মি বিকিরণ করে এমন: রেডিও অ্যাক্টিভ। 'পৃথিবীর স্তরে যেসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, যথেষ্ট তাপ পাওয়া যাচ্ছে তাদের থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **২** *বিণ* শক্তিবর্ধক। 'শতায়ু ওকের পাটা তেজস্ক্রিয় উৎকোণ পটলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

তেজস্ক্রিয়তা [স] *বি* পরমাণুর বিশেষ ধরনের রশ্মি বা কণা বিকিরণের ক্ষমতা; রেডিয়েশন। 'সকলের চেয়ে গুরুতার যার পরমাণু তার তেজস্ক্রিয়তা সপ্রমাণ হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তেজস্তপ্ত [স] *বিণ* প্রতাপযুক্ত। 'সে তার তেজস্তপ্ত নাম।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

তেজস্পুঞ্জ [স তেজঃপুঞ্জ] *বিণ* তেজস্বী। 'ভবানন্দ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় তেজস্পুঞ্জ।' *রাজীব*, ১৮০৫।

তেজস্বিতা [স] **১** *বি* তেজোময়তা। 'শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি সমুদয়ের সমধিক তেজস্বিতা ও নিয়মানুগত চালনাই সুখোৎপত্তির মূল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* শক্তি। 'তেজস্বিতা কম নয় কুমুদের, দুরন্ত তাহার চিত্তবৃত্তি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

তেজস্বিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* বলদীপ্ত। 'তেজস্বিনী মনোবৃত্তি পরিচালন দ্বারা যে প্রকার প্রগাঢ় সুখের উৎপত্তি হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ স্ত্রী* শক্তিশালী। 'তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বিণ* প্রতাপশালী। 'মামীমা তেজস্বিনী মহিলা।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **৪** *বিণ স্ত্রী* তেজোময়। 'সে যেন ... তেজস্বিনী অথচ মুগ্ধা, অনভিজ্ঞা, বালিকাস্বভাবা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

তেজস্বী [স] **১** *বিণ* সুতীক্ষ্ণ; শাণিত। 'চিন্তাশক্তি তেজস্বী, প্রখর ও দৃঢ় হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* শক্তিশালী। 'ঐ বৃক্ষ হইতে কিছু দূরে যে প্রকাণ্ড তেজস্বী বৃক্ষ দেখিতেছ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* পরাক্রমশালী। 'তিনি স্বভাবতঃ বদান্য ও তেজস্বী ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৪** *বিণ* তেজোদীপ্ত। 'তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

তেজোগুণ [স] *বি* তেজস্বিতা। 'মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে, কাঞ্চন-কিরীট শিরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তেজোবন্তো [স তেজোবন্ত] *বিণ* তেজোবান। 'বরো তপস্যা করিতেন ক্ষীরোদে: বরো তেজোবন্তো জোম তিনি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

তেজোব্যঞ্জক [স] *বিণ* দীপ্তিময়। 'জাহাঙ্গীর চম্পার সেই তেজোব্যঞ্জক অপরূপ রূপমাধুরী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

তেজোময় [স] *বিণ* উজ্জ্বল; দীপ্তিমান। 'শরতের চন্দ্র জেন আইসে তেজোময়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তেজোহানি [স] *বি* নিষ্প্রভতা। 'উভয়ের অপ্রীতি ও তেজোহানি ঘটিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তেজোহীন [স] *বিণ* নিষ্প্রভ। 'নয়ন ক্রমে ক্রমে তেজোহীন হইয়া অন্ধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

তেজোহীনতা [স] *বি* তেজ নেই এমন অবস্থা; উদ্দীপনা নেই এমন অবস্থা। 'শরীরের দুর্ব্বলতার সহিত তেজোহীনতা, ভীরুতা প্রভৃতি মন্দ গুণেরও আবির্ভাব হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

তেজা[১] [স ত্যজ>] **১** *ক্রি* ত্যাগ করা। 'পরসিলেঁ তেজিবোঁ পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রাধে তেজ তয় মান রাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* পাঠানো। 'যেদিন আজরাইলে আলা তেজিবে চোপদার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **তেজ** *ক্রি* ত্যাগ করো। 'রাধে তেজ তয় মান রাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেজত্ত *ক্রি* ত্যাগ করো। 'কদাচিত না তেজত্ত ঈশ্বরের ঘার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **তেজসি** *ক্রি* ত্যাগ করছিস। 'নাগরী রাধাক এবে তেজসি কেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তেজহ** *ক্রি* ত্যাগ করো। 'তেজহ জাইবার আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তেজিবে** *ক্রি* পাঠাবে। 'যেদিন আজরাইলে আলা তেজিবে চোপদার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **তেজি ১** *ক্রি* ত্যাগ করি। 'যমুনার বাস তেজি নির্ভয় মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'উর্দ্ধ পদে তপ করে তেজি অন্নপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **তেজিআ** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'বায়ু আরোহণ করে ধরণী তেজিআ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **তেজিআঁ** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'বিমতী তেজিআঁ কাহ্নাঞি গেল নিজ ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তেজিআছ** *ক্রি* ত্যাগ করেছো। 'কতেক দিবস বন্দি তেজিআছ গ্রাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তেজিব** *ক্রি* ত্যাগ করবো। 'দারিচুরি সুরাপান সত্বরে তেজিব।' *সুলতান*, ১৭০০। **তেজিবাক** *ক্রি* ত্যাগ করতে। 'এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তেজিবোঁ** *ক্রি* ত্যাগ করবো। 'পরসিলেঁ তেজিবোঁ পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তেজিমু** *ক্রি* ত্যাগ করবো। 'কেহ বোলে আপনা আচার না তেজিমু।' *সুলতান*, ১৭০০। **তেজিয়া** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'সরির তেজিয়া তোমার দেহে হব লিনা।' *মালাধর*, ১৫০০। **তেজিয়াছো** *ক্রি* ত্যাগ করেছো। 'তেজিয়াছো অন্ন পানি তাহার ধেআনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **তেজিলা** *ক্রি* বর্জন করলো। 'তেকারণে তেজিলা মানবীগণ সঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **তেজিলুম** *ক্রি* ত্যাগ করলাম। 'এতেকে সে তেজিলুম কথা পরিপাটি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **তেজিলেন্ত** *ক্রি* ত্যাগ করলো। 'তেজিলেন্ত মোর দুগ্ধ সব শিশু গণে।' *সুলতান*, ১৭০০। **তেজিলোঁ** *ক্রি* ত্যাগ করলাম। 'তোহ্মাক তেজিলোঁ তেকারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তেজীবার** *ক্রি* ত্যাগ করার। 'তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তেজীয়া** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'তেজীয়া হরের ঘর ঘটে আস্যা কর ভর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **তেজু** *ক্রি* ত্যাগ করুক। 'বোলহ কাহ্নেরে তেজু পাপবচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তেজুক** *ক্রি* ত্যাগ করুক। 'তেজুক আহ্মার পতিআশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তেজে** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'লোটায় কুন্তলভার তেজে নানা অলঙ্কার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তেজোঁ** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'ততোঁ নাহি তেজোঁ তোহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেজা[২] [স তেজস্>] *বিণ* তেজস্বী। 'ভিম সহোদর মোর সর্ব্ব গুণে তেজা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তেজাকর [স তেজস্কর] *বিণ* তেজোময়। 'তুমি তেজাকর, হৈমময় তেজঃ-পুঞ্জ প্রসাদের ছলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

তেজারত [আ তিজারত] **১** *বি* বাণিজ্য। 'তেকরত মুলুকে তেজারতের দফা জাতায়াত হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। **২** *বি* ব্যবসাসংক্রান্ত নিয়মনীতি। *ক্যালগে*, ১৭৯৬; 'জাহাজ এ প্রদেশে তেজারত বিষয়ের নিমিত্তে নিরূপিত।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

তেজারত-কানুন [আ তিজারত+আ কানুন] *বি* ব্যবসার নিয়ম বা কৌশল। 'এই তেজারত-কানুন এখতেয়ার করিয়া ...।' *ইমাম*, ১৯৪৬।

তেজারতি [আ তিজারত] **১** *বি* ব্যবসা-বাণিজ্য। 'চীন দেশে ক্রিত্রেডর অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিহীন তেজারতি ও বিলাতে বঙ্গদেশের সহিত কারবার।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* সুদের কারবার। 'ঘরে বসিয়া তেজারতি করিতেছিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৪।

তেজাল, তেজালো [স তেজস্>] **১** *বিণ* তেজস্বী। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তার কড়া খাড়া তেজালো চেহারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'আকস্কির গড়ন পিটন বড় তেজাল।' *কায়সার*, ১৯৬২। **২** *বিণ* তপ্ত ও উজ্জ্বল। 'এখানে দিনে সূর্য্য যেরূপ তেজাল, রাত্রিতে আকাশ সেইরূপ পরিষ্কার।' *কৃষ্ণতারিণী*, ১৮৮৫।

তেজি, তেজী [ফা] **১** *বিণ* তেজস্বী; বলবান। 'গুজরাটের গোরু বাঙলার ঘোড়ার চাইতে ঢের মজবুত ও তেজী।' *প্রমথ*, ১৯২৩। **২** *বিণ* জেদি। 'তেজী মেয়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **৩** *বি* রাগী ব্যক্তি। 'অনেক তেজীর তেজ নাবিয়েছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

তেজিমন্দি [ফা] *বি* দ্রব্যাদির মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেজীয়ান [স] **১** *বিণ* শক্তিশালী। 'কেহ বলে মহা তেজীয়ান অধিকারী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অতিশয় তেজস্বী। 'উন্নতবুদ্ধি তেজীয়ান পুরুষেরা কীর্তিদেবীর বংশীরব শ্রবণমাত্র ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তেজেস্মোত [স তেজোস্মান] *বিণ* তেজোময়; বলবান। 'তেজেস্মোত জন্মি আমি আদি দত্তে কার।' *মালাধর*, ১৫০০।

তেঞি[১] দ্র তেঁ

তেঞি[২] *অব্য* তাই। 'সাধু তোমার যজমান তেঞি করি অভিমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তেঞি পাকে *অব্য* সেই হেতু। 'তেঞি পাকে তোমাকে যতন করি যেতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তেড়া [স তির্যক] *বিণ* তেরচা; বাঁকা। 'কোতোয়ালের বাক্যে তেড়া দিলেন উত্তর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তেড়াবাঁকা [স তির্যক-বক্র] *বিণ* বাঁকাচোরা। 'নেহাত তেড়াবাঁকা অসামঞ্জস্য গোছ হইয়া বিদায় লইতে বিলম্ব করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তেড়ি[১] [স তির্যক] *বি* চুলের বিন্যাস। 'ফোঁটা, তেড়ি, চসমার হাট লাগিয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তেড়িকাটা [টেড়িকাটা] *বিণ* বাঁকা সিঁথি-কাটা; টেড়িকাটা। 'তেড়িকাটা ... মাষ্টারবাবুরা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

তেড়ি[২] *বি* চড়া মেজাজ। 'তেড়ি দেখেছ এইটুকু ছেলের!' *মনোজ*, ১৯৬১।

তেড়ি-বেড়ি *বি* গোলমাল; ঝামেলা। 'বেশি তেড়ি-বেড়ি করে ত তারারে পিটাইয়াই দুরস্ত করা যাব।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তেড়িমেড়ি *বি* চোটপাট। 'বকরী যদি তেড়িমেড়ি করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তেড়ে, তেড়ে আসা, তেড়ে যাওয়া দ্র তাড়া

তেড়েফুঁড়ে *ক্রিবিণ* তর্জন সহকারে। 'একটা সংঘ তেড়েফুঁড়ে উঠে মেলামেশা ছারখার করে দেবার জো করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তেত [স তক্ত] *বিণ* তিক্ত। 'তোমার কথাগুলি বড় তেত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

তেতবেরক্ত [স তক্ত-বিরক্ত] *বিণ* যন্ত্রণায় অস্থির। 'আমার জানটা তেতবেরক্ত হয়ে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

তেতই [স তিন্তিড়ী] *বি* তেঁতুল। 'অতিচর উরিআম করঞ্জা তেতই।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তেতইল [স তিন্তিড়ী] *বি* তেঁতুল। 'তেতইলের কাষ্ঠে অগ্নি করে ধুক ধুক।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তেতবি [স ততিত্বক] *ক্রিবিণ* ততোই। 'জেতই বোলী তেতবি টাল।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

তেতা [স ত্রেতা] *বি* ত্রেতা। 'তেতা জুগে সাঁজা দিলা চরিত্রা আমনি।' *রামাই*, ১৭১০।

তেতালিস [পা তেচত্তালিসা] *বিণ* ৪৩ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেতাল্লিশ [পা তেচত্তালিসা] *বিণ* ৪৩ সংখ্যক। 'তেতাল্লিশ হাজার সাত শত একাশী ঘর মুসলমান।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

তেতিশ [পা তেত্তিংস] *বিণ* তেত্রিশ। 'তেতিশ বছোর প্রথিবীতে ছিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

তেতে ওঠা *দ্র* **তাতানো**

তেতো[1] [স তিক্ত] **১** *বিণ* তিতা স্বাদযুক্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মরুক সে চিরকাল খেয়ে তেতো নিম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* বিরক্তিকর। 'মনে হয়েছে বিয়ে করাটা তেতো ব্যাপার।' *হাসান*, ১৯৬৩।

তেতো-বিরক্ত [স তিক্তবিরক্ত] **১** *বিণ* জ্বালাতন করা হয়েছে এমন; অতিষ্ঠ। 'কেউ আর তেমন অনর্থক উৎপাতের জুলুমে তেতো-বিরক্ত করে তোলে না।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বিণ* অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। 'বড়ো দুঃখে দেখে শুনে তেতো-বিরক্ত হয়ে এসব বলতে হচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

তেতো[2] [স তপ্ত] *বিণ* গরম। 'মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

তেত্তিস [পা তেত্তিংস] *বিণ* তেত্রিশ। 'লিখিল তেত্তিস ছা বোকা তার কুড়িটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তেত্রিশ [পা তেত্তিংস] *বিণ* ৩৩ সংখ্যক। 'তেত্রিশটি আদি দেবতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তেত্রিশ কোটি [পা তেত্তিংস+স কোটি] *বি* হিন্দুদের কল্পিত তেত্রিশ কোটি দেবতা। 'ইহা শ্রবণ করিয়া সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, তেত্রিশ কোটিতেও তোমার তৃপ্তি-লাভ হইল না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তেত্রিষ [পা তেত্তিংস] *বিণ* তেত্রিশ সংখ্যক। 'মওয়াজী ৩৩০০ তেত্রিষ হাজার মোন চাউল বাবুদী।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

তেত্রিস [পা তেত্তিংস] *বি, বিণ* ৩৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেন [পা] **১** *অব্য* তেমন। 'তেন গোপীগণ এড়িতেঁ কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* তেমনি। 'অল্প বএসে তেন বিরহের চিন্তা।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *বিণ* সেরূপ। 'যেন ইচ্ছা তেন কর মুঞি যাঙ চলিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তেনমত *বিণ* সেরূপ। 'সেই পথে তেনমতে আইলা মধুপুরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

তেনরি [তে+নরি] *বিণ* তিন নরি যুক্ত। 'দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার বাজুবন্দ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

তেনা [স তুন্ন] *বি* পুরনো কাপড়ের টুকরা; নেকড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নেইকো এদের তেনা।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

তেনার *সর্ব* তাঁর। 'তেনার চেয়ে ভালো তেনার হাত দিয়ে পান সাজা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

তেন্তইল [স তিন্তিড়ী] *বি* তেঁতুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তেন্তলি [স তিন্তিড়ী] *বি* তেঁতুল। 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০।

তেন্দু *বি* গাছবিশেষ। 'তেন্দু ও চিরঞ্জী গাছের পাতাগুলি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

তেপাই *দ্র* **তে**[2]

তেপাত্যা *বি* শিশুদের এক প্রকার খেলা। 'তেপাত্যা বাঘচালি খেলে সাধু সাতা ধূলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তেপানি *বি* তলানি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তেপান্তর [স ত্রিপ্রান্তর] **১** *বি* জনহীন বিশাল মাঠ। 'তেপান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মরুভূমি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তেপান্তরি, তেপান্তরী [স ত্রিপ্রান্তর>] **১** *বিণ* জনহীন বিশাল মাঠবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* জনহীন ও বিস্তৃত। 'গোদাবরীর বুক চিরে, হায়দরাবাদের তেপান্তরী মাঠ পেরিয়ে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

তেপান্তরের মাঠ *বি* বাংলা রূপকথায় ব্যবহৃত জনহীন প্রান্তর। 'সেই গল্পের 'তেপান্তরের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' ম্লান জ্যোৎস্নায় ধু ধু করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তেবদিল *বিণ* ছদ্মবেশী। 'হারুণ-অল-রশিদের ন্যায় তেবদিল অর্থাৎ ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করিবেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

তেবেঁ [স তথাপি] *অব্য* তবু। 'তেবেঁ মোকে নাহি দিলে তোহ্মে দরশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেব্বত [স তিব্বত] *বি* তিব্বত। 'বাঙ্গলা মুলুক হইতে তেব্বত মুলুকে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

তেমত [স তস্মিন্>] *বিণ* সেরূপ। 'তৃভুবনে নাহিক পুরি তেমত সুন্দর।' *মালাধর*, ১৫০০।

তেমতি *ক্রিবিণ* সেরূপই। 'জাহার চিত্তে যেই ছিল তেমতি দেখিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

তেমন [স তস্মিন্>] *বিণ* সেই রকম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেমনি [স তস্মিন্>] *বিণ* সে রকম; অনুরূপ। 'জাহার চিত্তে যেই ছিল তেমনি দেখিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

তেমনিতরো *বিণ* তেমনই রকম। 'তেমনিতরোই নিশ্চিঠি কাল কল্পনায় অত্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

তেমনি-তেমনি *বিণ* সে রকম। 'নানা কৌশল যেমন-যেমন অধিকৃত হতে থাকল তেমনি-তেমনি পার্থিব জীবনে তার ভোগ ...।' *অবন*, ১৯২৫।

তেমনিধারা *ক্রিবিণ* তেমন ক'রে। 'সেই বীণাটি গভীর তানে আমার প্রাণে বাজে তেমনিধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

তেমনে [স তস্মিন্>] *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'যেমনে পাএ তেমনে খাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেম্নি [স তস্মিন্>] *বিণ* সেরূপ। 'আমি তেম্নি ধারা ধর্ত্তে চাই মা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তেয়জা [স তৃতীয়জ>] *বিণ* তেসরা; তৃতীয়। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

তেয়াগ [স ত্যাগ>] *বি* বর্জন। 'এ বুলিয়া যুবতীক তেয়াগ করিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

তেয়াগন [স ত্যাগ] *বি* পরিত্যাগ। 'হাণ্ডিহাড়ি কৈল্ল তেয়াগন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তেয়াগা [স ত্যাগ>] *ক্রি* ত্যাগ করা। 'যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **তেয়াগিনু** *ক্রি* ত্যাগ করলাম। 'যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **তেয়াগিয়া** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'দানা পানি তেয়াগিয়া রহে গোস্বা হইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তেয়াজা [স ত্যাগ>] *ক্রি* ত্যাগ করা। 'বরিল তোমারে কে আজি তার দুঃখ শয়ন তেয়াজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

তেয়াত্তর [পা তিসত্ততি] *বিণ* তিয়াত্তর (৭৩)-সংখ্যক। 'উনিশশো তেয়াত্তর সাল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

তের [পা তেরস] *বিণ* তেরো; ১৩ সংখ্যক। 'এহার দারুন তের লক্ষ ধনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেরই *বি* মাসের ১৩ তারিখ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেরঞ্জি *বি* মাসের তেরো তারিখ। 'তেরঞ্জি মাইকে আজ্ঞা হইয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

তেরটা *বি* অতি বিলম্ব। 'রাত তেরটার সময়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

তেরচা [স তির্যক] *বিণ* তির্যক। 'পৃথিবীর উপর ঠিক খাড়া হয়ে পড়ে, অপর সব স্থানে তেরচা ভাবে।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

তেরছ [তির্যক] *বিণ* বাঁকা। 'তেরছ নয়নে দেহ আল্কাক আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেরছ-চাহনি *বি* বাঁকা চাউনি। 'তেরছ-চাহনি জাদু হানে আজ, ভাবে তনু চল চল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

তেরছা[1] [তির্যক>] *বিণ* বাঁকা; তির্যক। 'বিশালকায় ছায়াপথটা তেরছা হইয়া ঘুরিয়া যায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

তেরছা[2] [তির্যক>] *বি* একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'যেমন, তোড়াদার, কাবেলা, বুটিদার, তেরছা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তেরজুরী হি ট্রেজারি] *বি* ট্রেজারি। '"চারআনা!" "চারআনা!" "লালদিকি!" "তেরজুরী!" "এসো গো বাবু ছোট আদালত!" বলে গাড়োয়ানরা সৌখীন সুরে চীৎকার কচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তেরপাল [ই টারপোলিন] *বি* এক ধরনের পুরু জলরোধক কাপড়। 'তেরপালের মতো মোটা নীলচে কাপড়ের আঁটসাঁটো প্যান্ট ...।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

তেরসি [পা তেরসী] *বিণ* ত্রয়োদশী। 'তেরসি তিথি সসি সামর পখ নিসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তেরসী সেলাই [স তির্যক] *বি* কাঁথা সেলাইয়ের প্রকারবিশেষ। 'বাঁশপাতা সেলাই, তেরসী সেলাই প্রভৃতি যত রকমের কাঁথা সেলাই প্রচলন আছে।' *জসীম*, ১৯৬১।

তেরাত্র *দ্র* তে[2]

তেরানা *বি* তারানা; উচ্চাঙ্গ সংগীতের শ্রেণীবিশেষ; যে গানে কেবল অর্থহীন কথা থাকে। 'কত কত কলাবত, ধাড়ি ... রবাব ও তানপুরা লইয়া ... তেরানা, সারগম, চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তেরি [স তির্যক] *বি* বাঁকা সিঁথি। 'আঙুল টেনে টেনে কেটে দিল প্রিয় তেরি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

তেরিক [আ তারীখ] *বি* মাস অথবা বছরের নির্দিষ্ট দিন। *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

তেরিখ [আ তারীখ] *বি* তারিখ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তেরিখ বিংসতী আসাড়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

তেরিজ [আ তারীজ] *বি* যোগ; অঙ্কের সমষ্টি। 'আমাকে কহ যদি তুমি তেরিজ জমাখরচের পথ ভাল জান।' *গৌর*, ১৮২২।

তেরিজ ক'ষা [আ তারীজ+কষা] *ক্রি* হিসাব করা। 'নষ্ট সুযোগের তেরিজ ক'ষে আজ আমি মানতে বাধ্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তেরিমেরি [হি তেরীমেরী] *বি* চোটপাট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেরিয়া ১ *বি* উগ্রস্বভাবের লোক। 'যে-জাত নিরাপদ দেখে দুর্বলের কাছে "তেরিয়া" তোমরা যাকে বলো "বুলি"।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* মারমুখী। 'শুধু তেরিয়া হয়ে ওঠা।' *জীবন*, ১৯৩২। **৩** *বিণ* উগ্র স্বভাববিশিষ্ট। 'আমার হাত গাল না ছুঁতেই তেরিয়া হয়ে উঠিস।' *মনোজ*, ১৯৬১।

তেরেজরি [ই ট্রেজারি] *বি* কোষাগার। 'দ্রাপ ও তেরেজরি আডর।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

তেরেস্কার [স তিরস্কার] *বি* তিরস্কার; ভর্ৎসনা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

তেরো [পা তেরস] *বিণ* তেরো (১৩)-সংখ্যক। 'এক্‌ন রুমাল ১৩ তেরো জোড়া।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

তেরোই *বিণ* তেরো সংখ্যক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তেরো ঝঞ্ঝাট [পা তেরস+স ঝঞ্ঝাট] *বি* বিবিধ ঝামেলা। 'সংসারেরই তেরো ঝঞ্ঝাটে পড়াটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

তেরোয়াল [স তরবারি] *বি* তলোয়ার। 'কত নাঙ্গা পাকড়ি, তেরোয়াল ফিরতি থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

তের্ত্তিস [পা তেত্তিংসে] *বিণ* তেত্রিশ। 'তের্ত্তিস কোটি দেবতা রহিলা সারি সারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

তেল [পা] **১** *বি* তৈল। 'তেলিনি তেল বিচিতেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আয়োজন। 'তোমার যে দেখি গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

তেলওলা [পা তেল+হি ওয়ালা] *বিণ* দেহে তেল আছে এমন; তৈলাক্ত। 'খেলেন। দারুণ তেলওলা মাছ ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

তেলকল [পা তেল+কল] *বি* তেলবীজ থেকে তেল বের করার যন্ত্র। 'ও-পাড়ার তেলকলে বাঁশি ডাক দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তেলকালি [পা তেল+কালি] *বি* তেল ও কালো রঙের মিশ্রণে যে রং তৈরি হয়। 'বর্ণটি তো তেলকালি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

তেল-চটচটে *বিণ* তৈলাক্ত ও ময়লাযুক্ত। 'তেল-চটচটে বালিশের নীচে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

তেল-চিটচিটে *বিণ* তেল ও ময়লাযুক্ত। 'তেল-চিটচিটে বালিশটা হয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

তেল-চিটা *বিণ* তেল ও ময়লা মিশ্রিত। 'তেল-চিটা দাগ-লাগা বালিশের একপাশ হইতে কালো তুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

তেলচিটে *বিণ* তেল ও ময়লাযুক্ত। 'তেলচিটে ছেঁড়া মশারির ভেতর।' *জীবন*, ১৯৩২।

তেল চুকচুক *বিণ* তৈলাক্ত পদার্থ যেমন চকচক করে তেমন। 'বীচিগুলো তেল চুকচুক কচ্ছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

তেল-চুকচুকে *বিণ* পুষ্ট। 'অবহেলা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে গোলগাল তেল-চুকচুকে হয়ে উঠতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তেলতেলা *বিণ* তৈলাক্ত। 'তেলতেলা পিছলা গাড়ির গায় ময়লা হাত লাগাইয়া।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তেলতেলে *বিণ* তৈলাক্ত; 'তেলতেলে চুলওয়ালা মাথার নিচে ১ হাত রেখে ... অঘোরে ঘুমায়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

তেল দেওয়া *ক্রি* হীনভাবে তোষামোদ করা। 'পায়ে তেল দিতে একদণ্ড তর সয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'তার পায়ে তেল দিয়া ... তাহার অনুমতি সংগ্রহ করিতে পারিলে।' *মানিক*, ১৯৪০।

তেল মাখা *ক্রি* তেলের প্রলেপ দেওয়া। 'চাপড়ে চাপড়ে তেল মাখে বুকে পিঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তেল-মাখা *বিণ* তেলমিশ্রিত। 'তেল-মাখা মুড়ির বাটিটা হাতে নিয়ে

ব্রজরাখাল বললে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

তেল-মালিশ [পা তেল+ফা মালিশ] *বি* তেলরূপ মালিশ। 'পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান হাত হরতাল করে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

তেল মালিশ করা *ক্রি* প্রলেপ দেওয়া। 'কবিরাজী তেল মালিশ করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তেল-হলুদ [পা তেল+হলুদ] *বি* তেল এবং হলুদের মিশ্রণ। 'তেল-হলুদে কানায় কানায় করছে টলমল।' *জসীম*, ১৯২৯।

তেলা *বিণ* তেলতেলে। *ওঁসা*, ১৭৮৫।

তেলা কাগজ [পা তেল+আ কাগজ] *বি* তেলতেলে কাগজবিশেষ। 'প্ল্যান আঁকবার তেলা কাগজ কিম্বা খাতাপত্র নিয়ে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তেলা মাথায় তেল ঢালা – অপ্রয়োজনীয় কাজে প্রয়াস অপচয় করা। *সুবল*, ১৯০৬; 'মানুষ যে "তেলা মাথায় তেল ঢালে" তাহার কারণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'বড় হইয়া বড় জাতিরই তেলা মাথায় তেল ঢালিব?' *নজরুল*, ১৯২২।

তেলে জলে মিশ খায় না – বিপরীত প্রকৃতির লোক হলে সম্পর্ক হয় না। *সুবল*, ১৯০৬।

তেলে বেগুনে জ্বলা – অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হওয়া। 'ছোটবাবু ... প্রভুকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে গেলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তেলে বেগুনে/বেগুণে জ্বলে ওঠা – খুব ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হওয়া। 'একটুকু মানের ত্রুটি হইলেই কেহ কেহ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া না উঠিয়া, – গরু খাইতে বারণ করে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

তেলে-বেগুনে হওয়া – প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হওয়া। 'বহিনের উল্লেখে মুহূর্তে তেলে-বেগুনে হলো হরকিষণ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

তেলেভাজা ১ *বিণ* ডোবানো তেলে ভাজা। 'ফুলুরিওয়ালার তেলে-ভাজা বেগনি খেয়ে খেয়ে অম্লশূল হবার জো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* বেগুনি, ফুলুরি ইত্যাদি বেসনমিশ্রিত ভাজা খাদ্য। 'পেয়েছি বাসি লুচি তেলে-ভাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'বাড়িটার সামনের চালার নিচে বাচ্চুর তেলেভাজার দোকান।' *বিমল*, ১৯৫৩।

তেলের ছবি *বি* তেল রঙের ছবি; তৈলচিত্র (অয়েল পেইন্টিং)। 'বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতি তেলের ছবি মনে পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তেলোজ্জ্বল [পা তেল+স উজ্জ্বল] *বিণ* তেল চকচকে। 'তেলোজ্জ্বল কৃষ্ণমুখমণ্ডলে শুভ্রদন্তপংক্তির শোভা।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

তেলাওয়াত [আ তিলাওত] *বি* পাঠ। 'কোরান তেলাওয়াত করেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

তেলাঅৎ [আ তিলাওত] *বি* পাঠ। 'আয়াত তেলাঅৎ করিতে হয়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

তেলাওত [আ তিলাওত] *বি* পাঠ। 'কোরান তেলওত করবার কী নামাজ পড়বার জো নেই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

তেলায়ৎ [আ তিলাওত] *বি* পাঠ। 'আরবীতে ছুরা ইয়াছিন তেলায়ৎ করেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

তেলোয়াৎ [আ তিলাওত] *বি* পাঠ। 'কোরান শরীফ লও তো, রাইতটা তেলোয়াৎ করি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

তেলাকুচা *বি* পটলের মতো ছোটো ফল বিশেষ। 'তেলাকুচা-লতা গলায়।' *জসীম*, ১৯৩১।

তেলাকুচি *বি* পটলের মতো ছোটো ছোটো ফলবিশেষ। 'তেলাকুচির পটল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

তেলাকুচো *বি* পটলের মতো ছোটো ফল হয় এমন লতাগাছ। 'তেলাকুচোর জঙ্গলে ... ঝোপের ভেতর জোনাকি।' *জীবন*, ১৯৩২।

তেলানি, তেলানী [পা তেল>] ১ *বি* মাটির ছোটো হাঁড়িবিশেষ। 'তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* তাম্রপাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তেলাপোকা *বি* আরশোলা। 'যেন দেখছি সত্যিই তেলাপোকাগুলি পক্ষিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

তেলি, তেলী [পা তেলিক] ১ *বি* তেল উৎপাদক বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। 'কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* তেল ব্যবসায়ী। 'কুঁপি ভরি তৈল দিল তেলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তেলিনি, তেলিনী [পা তেলিক>] *বি* তেল বিক্রয়কারিণী। 'তেলিনি তেল বিচিতেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হাতকর্জ্জা লইলাম তেলিনীর ঠাঁই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তেলিবাড়ি *বি* তেলির ঘর। 'তেলিবাড়ি হইতে আঁকশি যোগাড় করিয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

তেলিয়া [পা তেলিক>] *বি* তেলি জাতির স্ত্রী। 'তৈল লঅ লঅ বলি তেলিয়া বোলায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তেলিগ্রাপ [ই টেলিগ্রাফ] *বি* তারের সাহায্যে সংকেত দ্বারা দূরে সংবাদ প্রেরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিশেষ; টেলিগ্রাফ। 'এতদ্রূপ তেলিগ্রাপ স্থাপনেতে যে উপকার তাহা প্রায় সকলেই উপলব্ধ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

তেলুআ [পা তেলিক>] *বি* তেল ব্যবসায়ী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেলুগু [স ত্রিকলিঙ্গ>] *বি* দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের ভাষা ও ঐ ভাষাভাষী লোক। 'তামিল, তেলুগু, প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষী দাক্ষিণাত্য লোক দ্বিতীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

তেলেগু *বি* অন্ধ্র প্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের ভাষাবিশেষ। 'মাঝখানে তেলেগু ভাষা আসিয়া পড়িলে ভারি মুশকিলে পড়িতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

তেলেঙ্গা [স ত্রিকলিঙ্গ>] *বিণ* ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের। 'সিংহদ্বার দক্ষিণে আছে তেলেঙ্গা গাভীগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তেলেঙ্গানা [স ত্রিকলিঙ্গ>] *বি* ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের অধিবাসী। 'জমির আস্বাদ ভোলে কি ভোলে না/ অবাধ্য স্বাধীন ছোটলোক তেলেঙ্গানা।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

তেলেছমাত [আ তিলসমাত] *বি* জাদু। 'হারাজীবন কত তেলেছমাত না শুনিন করল।' *হাসান*, ১৯৬৪।

তেলেছমাতি [আ তিলসমাত] *বি* আশ্চর্যজনক বিষয়। 'এ ত বড় তেলেছমাতির কথা!' *জসীম*, ১৯৬০।

তেলেসমাৎ [আ তিলসমাত] *বি* আশ্চর্যজনক ঘটনা। 'রওশন আরার সঙ্গে সেকান্দরের বিয়ে এবং তেলেসমাৎ।' *হাই*, ১৯৫৪।

তেলেসমাত [আ তিলসমাত] ১ *বিণ* ভরপুর। 'শিরনি রাঁধেন বড়ো বিবি, বাড়ি গন্ধে তেলেসমাত!' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বি* অলৌকিকতা। 'বনানীর, যাদু তেলেসমাত ঘেরা নীল বঙ্কনায়।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

তেলেসমাতি [আ তিলসমাত] *বি* অলৌকিক ক্ষমতা। 'পীরের তেলেসমাতির কথা লোকের কাছে বলিল।' *জসীম*, ১৯৬৪।

তেলেনা *বি* তারানার অন্য নাম; যে গানে কথার বদলে কতোগুলো অর্থহীন ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। 'যে-কোনো তেলেনা লইয়া যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

তেলেসমাৎ, তেলেসমাত, তেলেসমাতি *দ্র* তেলেছমাত

তেলৈন [পা তেলিক>] *বি* ঝোলের বাটি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তেলো[১] [স তল>] ১ *বি* করতল। 'হাতের তেলোয় দেখতে পাও না আলতা মাখান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ২ *বি* তলা; তলদেশ। 'পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

তেলো[২] [স তৈল>] *বিণ* তেল চিটচিটে। 'মেয়ের তেলো মাথায় হাত বুলিয়ে উকুন খোঁজার চেষ্টা করে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

তেলোয়াই [পা তেল>] *বি* বিবাহ উপলক্ষে বর কনের শরীরে তেল হলুদ প্রয়োগ। 'সাত দিন সাত রাত্তি তেলোয়াই দিলেক নিতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

তেলোয়াৎ *দ্র* তেলাওয়াত

তেশিরে [স ত্রিশিরা] *বিণ* তিন শিরবিশিষ্ট। 'চারিধারে তার তেশিরে কাঁটা, মাঝে চিড়চিড়ে, আকন্দ, বোয়ান এবং আরো কত কী কাঁটাগুল্ম ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

তেষট্টি [পা তেসট্‌ঠি] *বিণ* তেষট্টি-সংখ্যক। '৬৩ তেষট্টি কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

তেষ্টা [স তৃষ্ণা] *বি* তৃষ্ণা। 'তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গ্যাল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

তেষ্ণা [স তৃষ্ণা] *বি* তৃষ্ণা। 'তেষ্ণায় মরিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

তেষ্ঠা [স তিষ্ঠ>] *ক্রি* টিকে থাকা। 'ভারতবর্ষের মধ্যে কেহই তিষ্ঠিতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

তেসর [হি তীসরা] ১ *বিণ* অপর। 'ন করএো তেসর কানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* তিন। 'রসুল দোসর ছিল তেসর হইলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

তেষরা [হি তীসরা] *বিণ* ৩ সংখ্যক। 'তেষরা রাগীটরি জবাব দিতেছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

তেসরা [হি তীসরা] *বিণ* তিন সংখ্যক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মাসের ... পহিলা, দোসরা, তেসরা ইত্যাদি শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করা আবশ্যক।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

৩রা [হি তীসরা] *বিণ* তেসরা; মাসের তৃতীয় দিন বা তারিখ। 'অদ্য ৩রা বৈশাখ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

তেসাণে *ক্রিবিণ* তখনে। 'তেসাণে কাহ্ন আণিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেহ *সর্ব* তিনি। *মানোএল*, ১৭৪৩। **তেহি** *সর্ব* তিনি। 'দিব্যমান রথখান নাহি তেহি সুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তেহিন** *সর্ব* তিনি। 'তেহিন বিস্যের গুরু জনক সমান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তেহেঁ** *সর্ব* তিনি। 'বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তেহোঁ** *সর্ব* তাঁর। 'তেহোঁ মারিতে বা আমরা কেনে সহি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তেহই [স ত্রিভাগিক] *বি* এক-তৃতীয়াংশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেহাই [স ত্রিভাগিক] ১ *বি* এক-তৃতীয়াংশ। 'অর্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯১। ২ *বি* সঙ্গীতে তালের ত্র্যংশ। 'তেহাই।' *নজরুল*, ১৯৩৩; 'নূপুরঝংকারিণী অপ্সরীরা নিপুণ তালে তেহাই দিয়ে নৃত্য জমিয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তেহাত্তর [স ত্রিসপ্ততি] *বিণ* ৭৩ সংখ্যক। 'তেহাত্তর বছর বয়সে জরাজীর্ণ।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

তেহারা [স ত্রিহার] *বিণ* ত্রিগুণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তেহারি, তেহারী [হি ত্যোহারী] ১ *বি* উপঢৌকন। 'অনেক পর্বী-তেহারী দিতে হইল; চাকরদের বখশিশ দিতে হইল।' *রোকেয়া*, ১৯৩০। ২ *বি* মাংসমিশ্রিত এক ধরনের পোলাও। 'হোটেলে ঢোকার মুখে মস্ত ডেকচিতে রাঁধা তেহারি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

তেহেন *বিণ* তেমন। 'যেহেন বাহির তেহেন ভিতর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেহেরি [স ত্রিহার] *বিণ* তিনফের; তেহারা; তিন ভাঁজযুক্ত। 'বন্ধ করি তেহেরি জিঞ্জিরে বান্ধে কটী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তেহোঁ *অব্য* তবু। 'তেহোঁ সে মজিআঁ গেল শীতার কারণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেহ্ন *বিণ* তেমন। 'আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তেহ্নমতেঁ *ক্রিবিণ* তেমনভাবে; সেভাবে। 'তেহ্নমতেঁ করিব বিলাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তৈঅও *অব্য* তবু। 'তৈঅও জদি পুছলে ন বাজলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তৈঁ *অব্য* তাই। 'তৈঁ নহি কমল সুখাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তৈখন [স তৎক্ষণ] *অব্য* তখন। 'তৈখন লঘু গুরু কিছু নহি গুনল অব পাচতাবকে জাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তৈছনে *বিণ* সেই প্রকার। 'তৈছনে বৃক্ষ বারব আক্ষ পাষাণ পর্বত ঠায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তৈছে [হি] ১ *ক্রিবিণ* সেভাবে। 'যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* তখন। 'তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *ক্রিবিণ* সেরকম। 'যত দ্রব্য করে ব্যয় পুনঃ তৈছে হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তৈজস [স তেজস>] *বি* ধাতব বাসনকোসন। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

তৈজসপত্র, তৈজষপত্র [তৈজস+স পত্র] *বি* ধাতব বাসনকোসন। 'তৈজষপত্র ঘরবাটী গরুবাছুর গহনাপাটী গাছপালা জিনিষপত্র।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তৈজসপত্র প্রভৃতি কিছুই তাহার করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইল না।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

তৈজসপাত্র [তৈজস+স পাত্র] *বি* ধাতুনির্মিত থালা-বাসন। 'তৈজস পাত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য।' *দর্পণ*, ১৮২২।

তৈনাতি [আ তায়ীনাত>] *বি* সদর কাছারি হতে মফস্বলে মোতায়েন করা সৈন্য। '২৫ জন চোবদার সোটাবদার বল্লমদার তৈনাতি ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

তৈম্মম [আ তায়াম্মুম] *বি* অজুর বিকল্প; তৈয়ম্মুম। 'রেণু দিয়া তৈম্মম করিয়া সর্বজনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

তৈয়ার [আ তইয়্যার] *বিণ* তৈরি; নির্মাণ। 'হানিফার হুকুমেতে তৈয়ার হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তৈয়ারি, তৈয়ারী [আ তইয়্যার] ১ *বিণ* প্রণীত। 'নীলকরদের তৈয়ারি ...।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩; 'কলিকাতার তৈয়ারী আইন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বিণ* শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'ঈশ্বর গুপ্তের হাতের তৈয়ারি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

তৈয়ের [আ তইয়্যার] *বি* তৈরি। 'কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের করবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তৈর্থিক [স] *বিণ* তীর্থবাসী। 'আচর্য্য কহে হও তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তৈল [স] *বি* তেল। 'বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তৈল-উৎস [স] *বি* জ্বালানি তেলের খনি। 'নিকটবর্তী একস্থানের সমুদ্রে এইরূপ তৈল-উৎস আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

তৈলকটাহ [স] *বি* তেলপূর্ণ কড়াই। 'চন্দ্রভানুর মৃতদেহ সন্নিহিত জ্বলন্ত মহানসের উপরিস্থিত তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

তৈলকণা [স] *বি* তেলের ফোঁটা। 'তৈলকণা জলের এক প্রদেশ স্পর্শকরা মাত্রে অনেক জলকে ব্যাপে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তৈলকর [স] *বি* হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'তৈলকর, তন্তুবায়, সূত্রধর ইত্যাদি পেশা।' *জামায়াত*, ১৯৩৪।

তৈলখনি [স] *বি* তেলের আকর। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যে তৈলখনি আছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তৈলচর্চিত, তৈলচর্চ্চিত [স] *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'তৈলচর্চ্চিতদেহা – উদারহৃদয়া ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

তৈলচিক্কণ, তৈলচিক্কন [স তৈলচিক্কণ] **১** *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'খাইয়া-দাইয়া ঘুমাইয়া দিব্য তৈলচিক্কণ হইয়া কাটাইতে পারিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'বেশ মসৃণ, গোল তৈলচিক্কন, হাসিখুশি।' *হাসান*, ১৯৬৫। **২** *বিণ* তেল চিটচিটে। 'তৈলচিক্কণ কালো বালিশটি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

তৈলচিত্র [স] *বি* তেলরঙে আঁকা ছবি। 'দেশী, বিদেশী তৈল চিত্র, জলরঙ, প্যাস্টেল পটের ছবি, পোরট্রেট।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

তৈলজুত [স তৈলযুত] *বিণ* তেল জবজবে। 'আঁচড়িয়া কেশভার নাহি পরিবন্ধে তৈলজুত হইয়া পড়ে লহনার কন্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তৈল-ঢালা *বিণ* তেল-মাখা। 'তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

তৈলদীন [স] *বিণ* তেল কমে গেছে এমন। 'ভোরের বেলায় তার তৈলদীন শিখা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তৈলদীপ [স] *বি* তেলের প্রদীপ। 'একটা তৈলদীপ মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

তৈল-নিষ্কাশন [স] *বি* তেল বের করা। 'কোথায় সর্ষপ-বপন হইতেছে, কোথায় তৈল-নিষ্কাশন চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

তৈলনিষিক্ত [স] *বিণ* তেল মাখা হয়েছে এমন। 'দেহযষ্টি সংক্ষেপে তৈলনিষিক্ত করিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

তৈলপিপাসু [স] *বিণ* তৈল মাখতে হবে এমন। 'ঘোষের গাড়ির মন্থর গতি আর তৈলপিপাসু চাকার চিৎকার।' *হাসান*, ১৯৬৪।

তৈলবিহীন [স] *বিণ* তেলশূন্য। 'খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি, তৈলবিহীন রুক্ষ চুল, আরক্ত নয়ন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

তৈলবীজ [স] *বি* তিল, সরিষা ইত্যাদি যে সকল বীজ হতে তেল হয়। 'চামড়া, তৈলবীজ ও খেলার দ্রব্যাদি বিদেশে রফতানী করা হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তৈলভঞ্জন [স] *বি* তেলমাখা। 'দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তৈলমর্দন, তৈলমর্দ্দন [স] *বি* তেল মাখা; তেল মালিশ। 'পরে তৈল মর্দন করিয়া ... স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর ... ভোজন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'প্রবল করতাড়ন-শব্দ-সহযোগে তৈল মর্দন করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

তৈলল *বিণ* তৈলাক্ত। 'চন্দ্রকীটে ছেয়ে কালো থাক নিচে তৈলল প্রণালী।' *শক্তি*, ১৯৬১।

তৈললাঞ্ছিত [স] *বিণ* তৈলমাখা। 'তৈললাঞ্ছিত কলেবরে তো ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

তৈলহীন [স] *বিণ* তেলশূন্য; শুষ্ক। 'তৈলহীন শিখাহীন ভগ্ন দীপগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'তৈলহীন দীপশিখা নিবিয়া আসিবে ক্রমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তৈলহীন প্রদীপের মতোই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

তৈলা [স তৈল>] *বিণ* তেলতেলা; তৈলাক্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

তৈলাক্ত [স] *বিণ* তেলতেলে। 'তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।' *মানিক*, ১৯৩৭।

তৈলাক্তদেহ [স] *বিণ* তেলতেলে দেহবিশিষ্ট। 'সেখানে জাগে তৈলাক্তদেহ বিকটাকার জানোয়ার সব।' *সবুজ*, ১৯২১।

তৈলাক্তন [স] *বিণ* তৈলাক্ত। 'তৈলাক্তন তৈজসপত্র বাঁচানো কি অধিকতর কাম্য হত না।' *মুক্তভবা*, ১৯৫২।

তৈলক্য [স ত্রৈলোক্য] *বি* তিন লোক (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল)। 'তৈলক্য সুন্দরি দেবি নামে সত্যভামা।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৈলক্যমোহন [স ত্রৈলোক্যমোহন] *বিণ* তিন লোককে মোহিত করে এমন। 'তৈলক্যমোহন রূপ মনুস্য সবদ।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৈলক্ক [স ত্রৈলোক্য] *বি* তিন লোক। 'তৈলক্কের নাথ গোসাঞি সংসারের সার।' *মালাধর*, ১৫০০।

তৈলঙ্গ [স ত্রিকলিঙ্গ] *বি* ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা। **তৈলঙ্গসেনা** [স] *বি* ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার সেনা। 'ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র দেশী ... রণজয় করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

তৈলঙ্গস্বামী [তৈলঙ্গ+স স্বামী] *বি* বিবসন সন্ন্যাসী। 'আর কখনো বিনা টিকিটে ট্রেনে চোড়ো না; বিশেষত তৈলঙ্গস্বামী সেজে ফার্স্ট ক্লাসে তো নয়ই।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

তৈলঙ্গা *বিণ* ভারতের অন্ধ্র প্রদেশীয়। 'সড়া গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তৈলঙ্গী *বি* অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলেঙ্গানার অধিবাসী। 'নানা জাতি ... তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তৈলিক [স] **১** *বি* তৈল ব্যবসায়ী। 'যক্ষের নিকট যে তৈলিকের উপাখ্যান শুনিয়াছিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* তৈল উৎপাদক সম্প্রদায়বিশেষ। 'কাংশ্যকার, শঙ্খকার ... কারুক, তৈলিক, মোদক, নাপিত, তন্তুবায়, প্রভৃতি ব্যক্তি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তৈলিকা [স] *বি* স্ত্রী তৈল উৎপাদক পেশাজীবী। 'চন্দ্রভানু, তৈলিকাগৃহে জন্মিয়া ভাগ্যক্রমে ভোগবতী নগরীর অধিপতি হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

তৈলিয়া [প তোয়ালহা] *বি* তোয়ালে। 'সোনাউল্লা সাহেবের কএক জোড়া কাপড় তৈলিয়া চিরুণী, ব্রাস, গ্লাস ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

তৈলো [স ত্রৈলোক্য] *বি* ত্রৈলোক্য। 'ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই।' *চর্যা* ৪২, ১২০০।

তৈসন [স তৎ-সদৃশ] *বিণ* সেই প্রকার। 'পরক বচনে কুগ্র ধস দেঅ তৈসন কে মতিহীন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তৈসনি [স তৎ-সদৃশ] *বিণ* সে রকম। 'মাধব করব তৈসনি মেরা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

তো[1] [স তব] ১ *সর্ব* তুই। 'হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।' *চর্যা* ৬, ১২০০। ২ *সর্ব* তোর। 'তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।' *চর্যা* ৪, ১২০০। ৩ *সর্ব* তুমি। 'তো হইতে তারারূপে ত্রিগুণ অধিকা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **তোএ** *সর্ব* তোর। 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **তোএঁ** *সর্ব* তুমি। 'তোএঁ না জাণসি মোএঁ মাহাদাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোক**[1] ১ *সর্ব* তোকে। 'বনমালা আভরণ তাহা তোক দিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* তোমাকে। 'দেবতার রাজ্জ হেতু পাঠাইল তোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তোকে** *সর্ব* তুই শব্দের দ্বিতীয়া বা চতুর্থীর একবচনের রূপ। 'বোলা এক বোলোঁ তোকে যবেঁ ধর মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোঞ** *সর্ব* তুই। 'তভোঁ কি কারণে তোঞ করসি বিমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোঞিঁ** *সর্ব* তুমি। 'আহ্মাকে না চিহ্নসি তোঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোত** *সর্ব* তোকে। 'এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গেআনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোতে** *সর্ব* তোমাতে। 'বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোর** [স তব] *সর্ব* তুই শব্দের সম্বন্ধার্থক রূপ। 'কোণ সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোরা** *সর্ব* তোর। 'আইস সহাবেঁ জই জগ বুঝষি তুট বাষণা তোরা।' *চর্যা* ৪১, ১২০০। **তোরিএ** *সর্ব* তোমারি। 'লএ উঠ তোরিএ নাএ্যো।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তোরে** *সর্ব* তোকে; তোমাকে। 'যবেঁ তোরে মারিহে পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোরেঁ**[1] *সর্ব* তোকে। 'বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ণ মেলই।' *চর্যা* ১৮, ১২০০। **তোরেঁ**[2] *সর্ব* তোমার। 'বাপ মাএ গালি তোরেঁ দিবোঁর বিথর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোহর** *সর্ব* তোমার। 'গুপ্ত বলে মুঞি এই তোহর কিঙ্কর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **তোহাঁক** *সর্ব* তোমাকে। 'থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোহার** *সর্ব* তোমার। 'বুঝিলু তোহারি রীতি।' *দ্বীচণ্ডী*, ১৫৫০। **তোহারা** *সর্ব* তোমার। 'আদি অনাদি নাথ কহায়সি ভবতারন ভার তোহারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তোহারি** *সর্ব* তোমারি। 'ধনিতে তোহারি বাত।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **তোহি** *সর্ব* তোকে। 'বিহি বিহি তোহি দেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তোহে** ১ *সর্ব* তোকে। 'জহিআ কাহ্ন দেল তোহে আনি। মনে পাওল ভেল চৌগুন বানি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *সর্ব* তুমি। 'তোহে গুণআগর নাগরা রে সুন্দর সুপহু হমার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তোহেন** *বিণ* তোমার মতো। 'তৈলক্য না দেখিল আমি তোহেন রূপসি।' *মালাধর*, ১৫০০। **তোহোর** *সর্ব* তোর। 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।' *চর্যা* ১৮, ১২০০। **তোহৌরী** *সর্ব* তোমার। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

তো[2] [প] *বি* পর্তুগিজ মুদ্রাবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তো[3] [ফা তহ] *বি* ভাঁজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তোঁ [স তব] ১ *সর্ব* তুই। 'কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* তোর। 'তোঁ লাগি বিকলী রাধা গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোঁহী** *সর্ব* তুই। 'ও মধুজীবী তোঁহী মধুরাসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তোঁহে** *সর্ব* তুমি। 'সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোঁহে/ দেব মুরারি মোহে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

তোঁয়ালী *বি* ঢোলের চামড়ার ছাউনিকে টান টান রাখার জন্য ব্যবহৃত দড়ি। 'ছোট হাতুরি দিয়ে পেটে আর একগাছা করে তোঁয়ালী টানে খুব সতর্কতার সঙ্গে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তোক[1] *দ্র* তো[1]

তোক[2] [স] *বি* সন্তান। 'কশ্যপ মুনির হইল তোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তোক[3] [আ তওক] *বি* হাতকড়া। 'লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।' *ভারত*, ১৭৬০।

তোকা [আ তওক] *বি* হাতকড়ি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তোকা[1] [স তোক>] *ক্রি* খোঁজ করা। 'গহন বিপিন মাঝে তোকাই একান্ত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

তোকা[2] *দ্র* তোক[3]

তোক্কোপ [স তক্ষক] *বি* বিষধর সাপ। 'মামী শুনিতে পাইয়া কহিলেন, ও যে তোক্কোপ।' *শরৎ*, ১৯১৬।

তোগ *বি* হঠকারিতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তোগরা [তু তুগরা] *বি* অলংকৃত আরবি লিপিবিশেষ। 'আরবী তোগরা অক্ষরে পত্রিকা ও সম্পাদক ইত্যাদির নাম লিখিত হইয়াছে।' *এসলাম*, ১৯১৬।

তোগার *সর্ব* তোমাদের। 'ও বীন্! বীইন্! একবার তোগার কেচ্চে খান দিবি?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

তোজাদান [ফা] *বি* তোশদান; গুলি রাখার পাত্র। 'বন্দুক তোজাদান লইয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

তোটক [স] *বি* সংস্কৃত বারো মাত্রার ছন্দবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিটি চরণে চারটি তিন মাত্রার চারটি পর্ব থাকে। 'দ্বিজ ভারত তোটকছন্দ ভণে।' *ভারত*, ১৭৬০।

তোড় ১ *বি* স্রোত। 'এখন রয়েছে তাই কোন্দলের তোড়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* বেগ; গতি। 'জলের তোড় এমনি হইতে লাগিল যে ...।' *প্যারী*, ১৮৬০। ৩ *বি* ঝাপট। 'দাপাদাপি বৃষ্টি তোড় চলিতেছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

তোড়জোড় ১ *বি* প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। 'সেইদিন দেবদাস তোড়জোড় বাঁধিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বি* আয়োজন। 'পথিকগণ যে বেশ তোড়জোড় করিয়া লাগিয়াছেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

তোড় সামলানো *ক্রি* ধাক্কা সহ্য করা। 'বিস্ময় ও আনন্দের তোড় সামলাইতে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

তোড়ন [হি] *বি* গোছা; গুচ্ছ। 'ফুলের বালিস দিল ফুলের তোড়ন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তোড়রা [হি তোড়ন] *বি* গুচ্ছ; তাড়া; তোড়া। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

তোড়ল *বি* হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'কর্ণে কুণ্ডল দিব আমি হাতেতে তোড়ল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তোড়া[1] [স ত্রোটয়>] *ক্রি* ভাঙা। **তোড়িউ** *ক্রি* ভাঙলাম। 'বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ।' *চর্যা* ৯, ১২০০। **তোড়িআ** *ক্রি* তুলে। 'পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মরাড়িউ।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

তোড়া[2] [আ তুররাহ] ১ *বি* পায়ের ডিম্বাকৃতি অংশ। 'পায়ের তোড়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* গোছা। 'আমার তোড়া ছয়ঞি হবেক।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* গুচ্ছ; বান্ডিল। 'তিনি পাঁচ শত টাকার তোড়াটি রাখিয়া দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৪ *বি* স্তবক। 'সুরভি ফুলের তোড়া দিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

তোড়াদার [আ তুররাহ+ফা দার] *বি* একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'যেমন, তোড়াদার, কাবেলা, বুটিদার, তেরছা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

তোড়ানি [ও তোরানি] *বি* পান্তাভাতের পানীয়। 'পথশ্রমহরা জোন্দা কিনহে তোড়ানি মন্দা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তোড়ি, তোড়ী *বি* (সংগীত) দিনের দ্বিতীয় প্রহরে গাইবার মতো রাগবিশেষ; টোড়ি। 'এই খাপছাড়া আক্ষেপ সাঁঝের বেলায় তোড়ি রাগিণী আলাপের মতো যেন বিষম বে-সুরো বাজল!' *নজরুল*, ১৯২২; 'ওস্তাদরা ... তোড়ী গাইবার সময় কানে হাত ছোঁয়ান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

তোতলা, তোৎলা [হি তুতলাই] *বি* কথা বলার সময়ে বার বার আটকে যায় এমন। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা বলিতে পারিতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'গুড় ... খেয়ে খেয়ে এমনি তোতলা!' *বিভূতি*, ১৯৩১।

তোতলানো *ক্রি* তোতলার মতো বেধে বেধে কথা বলা। 'রাগলে লোকটি কেমন তোতলায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

তোতলামি [তোতলা+আমি] *বি* তোতলানোর অবস্থা। 'তাহার তোতলামিটা বেশী করিয়া দেখা দেয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

তোতা[1] [হি তুতলাই] *বি* তোতলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তোতা[2] [ফা তোতা] *বি* টিয়া জাতীয় কথা-বলা পাখি। 'টিয়া তোতা ফরিয়াদী কাজালা চন্দনা আদি হিরামন লালমন গুয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তোথা [স তত্র] *ক্রিবিণ* সেখানে। 'মৃত্যুরূপ উপজিব তোথা।' *মালাধর*, ১৫০০।

তোথাকারে *ক্রিবিণ* সেখানে; সে স্থানে। 'ঝাঁট জাহ হংসি তুমি পাঠাহ তোথাকারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

তোথাকে *ক্রিবিণ* সেখানে; সে স্থানে। 'সত্বরে তোথাকে চল তোমারে বলিব।' *মালাধর*, ১৫০০।

তোপ [তু তুপ] **১** *বি* কামান। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* কামানের গুলি। 'তাহার রাজগৃহে এক তোপ ছোড়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বি* কামানের শব্দ। 'তোপের পূর্ব্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও।' *দর্পণ*, ১৮২১।

তোপখানা [তু তুপ+ফা খানাহ্] *বি* কামান রাখার স্থান। 'সংখ্যায় মাত্র দুই ডিভিশন হবে এবং তোপখানা থাকবে দুইটি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

তোপচালক [তু তুপ+স চালক] *বিণ* কামানের গোলা নিক্ষেপকারী। 'অশ্বারোহী ও তোপচালক সেনা প্রস্তুত থাকে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

তোপচি [তু তুপ-চী] *বি* যে কামান দাগে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তোপধ্বনি [তু তুপ+স ধ্বনি] *বি* কামানের গোলার শব্দ। 'তোপধ্বনি সীমা কিবা হুড় হুড় রাত্র দিবা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

তোপন্দাজ [তু তুপ+ফা আন্দাজ] *বি* কামান দাগে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তোপ পড়া **১** *ক্রি* কারখানায় ছুটি-নির্দেশক সাইরেনের শব্দ হওয়া। 'রোজই বাড়ি ফিরতে তোপ পড়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **২** *ক্রি* কামান দাগা। 'ভোরবেলায় তোপ পড়বার আগে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

তোপচিনি *বি* ভাল মিছরি। 'সালসা তোপচিনি মারকুলি প্রভৃতি খাইয়া আরাম হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তোফা [আ তুহ্ফা] *বিণ* চমৎকার। 'কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তোফাজাত [আ তুহ্ফা+স জাত] *বি* উপঢৌকন। 'যে সকল মুলুকের তোফাজাত ও নজর নেবার বারণ মানা লিখিয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

তোব [তু তুপ] *বি* তোপ; কামানের গোলা। 'সেই স্থানে মুরচাবন্দি দশ২ ব্যামান্তরে এক২ তোব রাখিবার স্থল।' *রামরাম*, ১৮০১।

তোবচি [তু তুপ-চী] *বি* গোলন্দাজ। 'তবকি তোবচি ইত্যাদি দেড় লক্ষ।' *রামরাম*, ১৮০১।

তোবড়া-তুবড়ি [ফা তুবরহ্] *বি* থলি-পোঁটলা ইত্যাদি। 'সন্ন্যাসীর তোবড়া-তুবড়ির খানাতল্লাসী কত্তে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তোবড়ানো [ফা তুব] **১** *বিণ* চুপসে যাওয়া। 'তোবড়ানো গাল জারক লেবু – এসেছে সে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বিণ* টোল খাওয়া। 'তোবড়ানো গাল, টিকটা ছুলো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

তোবা [আ তওবা] *বি* তওবা। 'মগল পাঠান মিঞা বলে তোবা তোবা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তোম-তানা-নানা [ধ্বন্যা] *বি* রাগ-সংগীতের, বিশেষ করে তারানার, বোলবিশেষ। 'তাহা নিতান্ত তোম-তানা-নানা লইয়াই চমৎকার কাজ চালাইয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তোমর [স] *বি* প্রাচীন ভারতের এক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র। 'নরদন্ত তোমর এড়এ অহর্নিশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

তোমা [প্রা তুমহ>তুম্হ>] **১** *সর্ব* তুমি। 'তোমা বিতিরেক মোর আর কেহো নাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *সর্ব* তোমাদের। 'তোমা সভা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *সর্ব* তোমাকে। 'হেন বিস্ময় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **তোমরা** *সর্ব* সাধারণ মধ্যম পুরুষের বহুবচন রূপ। 'ধনী কহে বড়ায়িকে তোমরা সে জায় বিকে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **তোমাএ** *সর্ব* তোমায়। 'তোমাএ আমাএ ভিন্ন নাহি এক কলেবর।' *মালাধর*, ১৫০০। **তোমাকে** *সর্ব* তোমার। 'কায়মনবাক্যে আমি তোমাকে চিন্তিল।' *মালাধর*, ১৫৫০। **তোমাঞে** *সর্ব* তোমাকে। 'বলবৃত্তি যদি তোমাঞে করে কোন জন সেইক্ষণ হব সেই অবশ্য নিধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তোমাতে** **১** *সর্ব* তোমাকে। 'তোমাতে মারিতে হৈল পুরুস রতন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* তোমার প্রতি। 'তোমাতে মজিল মন।' *বড়ু*, ১৫৭০। **তোমাতে আমাতে** *ক্রিবিণ* তুমি ও আমি মিলে। 'চল, তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **তোমাতোধিক** *বিণ* তোমার চেয়ে বেশি। 'দেখিব তোমাতোধিক তোমার তনয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **তোমাদিগের** *সর্ব* তোমাদের। 'যে নির্মল পথ তোমাদিগের; তাহাতে কোনো বিপারী বিনাশ নাহি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **তোমাদের** *সর্ব* তোমার-এর বহুবচন রূপ। *ওগাঁ*, ১৭৮২। **তোমায়** **১** *সর্ব* তোমাকে। *মেয়র্স*, ১৭৭৩। **২** *সর্ব* তোমাতে। 'তস্যপর তোমায় আমায় প্রথক হইয়া পূর্ব্ব ফারখত উত্তয়ত করিয়াছী।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩। **৩** *ক্রিবিণ* তোমার দ্বারা। 'হৃদয় তখন তোমায় ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **তোমার** *সর্ব* ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত সাধারণ মধ্যম পুরুষের রূপ। 'তোমার বচন রাখে সবই আতত।' *বড়ু*, ১৫৭০। **তোমারদিগের** *সর্ব* তোমাদের। 'এহাতে তোমারদিগের শাস্ত্রে অপারনিমান নাহি?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **তোমারা** *সর্ব* তোমরা। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **তোমারি** *সর্ব* তোমার। 'তারা কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **তোমারে** *সর্ব* তোমায়। 'অয়ে বুড়া বামন তোমারে ভয় নাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **তোমারেত** *সর্ব* তোমাকে। 'এই হেতু তোমারেত কহি হে রাজন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **তোমাসনে** *ক্রিবিণ* তোমার সঙ্গে। 'শ্রীপাদ কহে তোমাসনে যাব বৃন্দাবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **তোমাহারা** *ক্রিবিণ* তোমাকে হারিয়ে। 'তোমাহারা পাগলিনী পারা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **তোমাহেন** *বিণ* তোমার মতো। 'তোমাহেন পুত্র থাকিতে সর্পে মোরে খাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

তোমি, তোমী [প্রা তুমহ>তুম্হ>] *সর্ব* তুমি। 'আমি শিশুমতি তোমি নরপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'শিবে বোলে নারদ তোমী শুনহ বিশেষ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তোম্ব *বিণ* বায়ুপূর্ণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তোয় [স তোয়ঃ] *বি* জল। 'তোয়ের তরঙ্গে তরি তারা যেন ছুটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তোয়ঃ [স] *বি* জল। 'রাজহংসেপতি পান করে তারে, তেয়াগিয়া তোয়ঃ!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তোয়াক্কা [আ তুয়াক্কু] *বি* পরোয়া। 'মাতা পিতা দাদা ভাই, কাহার তোয়াক্কা নাই।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'আমি অতীতেরও ধার ধারিনে, ভবিষ্যতেরও তোয়াক্কা রাখিনে।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

তোয়াক্কা রাখা *ক্রি* গ্রাহ্য করা। 'কে তোয়াক্কা রাখে কবে কিসে কি সুবিধা অসুবিধা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

তোয়াজ [আ তওয়াজ্জাহ্] **১** *বি* তোষামোদ। 'কংগ্রেসকে তোয়াজ করার উদ্দেশ্য এই যে ...।' *আজাদ*, ১৯৪৭। **২** *বি* যত্ন। 'বেশ তোয়াজ করে রগড়ে ... মুছে ফেলতে লাগল।' *জীবন*, ১৯৪৮। **৩** *বি* খাতির। 'তাঁকে সবাই যেন একটু বেশি তোয়াজ করে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

তোয়ালে [প তোয়ালহ্] *বি* হাত-মুখ-গা মোছার পুরু বস্ত্রবিশেষ। 'তোয়ালের কাপড়।' *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হস্তে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তোয়ের [আ তইয়্যার] *বিণ* প্রস্তুত। 'গাড়ী তোয়ের হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

তোর *সর্ব* তোমার শব্দের সম্বন্ধার্থক রূপ। 'তোর কোনো চিঠিও পাইনি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

তোরং, তোরঙ্গ, তোরঙ্গ [ই ট্রাঙ্ক?] *বি* লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি দিয়ে তৈরি বাক্স। 'বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'তোরঙ্গ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তাড়াতাড়ি মালাজোড়া তোরংয়ে তুলে যেন রক্ষা পায় নবিতুন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

তোরণ [স] **১** *বি* প্রবেশদ্বার। 'মিশর ও কনষ্টানটিনোপল ... ইউরোপ এসিয়া আফ্রিকার তোরণ স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* প্রধান ফটক বা গেট। 'বলবান সাহসী সৈনিক পুরুষ নগর-তোরণ রক্ষা করুক।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৩** *বি* দ্বারপ্রান্ত। 'অস্তরবির তোরণ হতে চরণ বাড়ালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

তোরণদ্বার [স] *বি* সদর দরজা। 'যথাকালে শিবিকাদ্বয় তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তোরণমূল [স] *বি* দোরগোড়া। 'দাঁড়ায়ে উর্বসী তোরণমূলে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

তোরফেন [ফা তারফান] *বি* জমি মাপে যে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

তোররা [আ তুররাহ্] *বি* ফুলের গুচ্ছ। 'বাবু আতোর, পান, গোলাব ও তোররা দিয়ে খাতির কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তোরল *বি* অলংকারবিশেষ। 'শুভ্র আইদ্য খারুয়া তোরল বিরাজিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তোরা [আ তুররাহ্] *বি* তোড়া; ফুলের গুচ্ছ। 'মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

তোরিত [স ত্বরিত] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'সুন্দরি, তোরিত চলিঅ অভিসারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তোলপাড় **১** *বি* হুলুস্থুল। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* আলোড়ন। 'দেশ সুদ্ধ না কি এর কথা নিয়ে তোলপাড় করতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *বি* তর্কবিতর্ক। 'নানা প্রকার কথার তোলপাড় করিতে করিতে ভোর হয় হয় ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* উচ্ছ্বাস; উন্মাদনা। 'ছেলেরা জলের মধ্যে পড়ে তোলপাড় করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৫** *বি* রাজনৈতিক আন্দোলন। 'কৈলাস হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তোলপাড় করবেন।' *নজরুল*, ১৯২৬। **৬** *বি* আবেগে উদ্বেলিত হওয়া। 'বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

তোলপাড়া *ক্রি* তোলপাড় করা। 'তোলপাড়িয়ে উঠল পাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

তোলপাল *বি* তোলপাড়। 'তোলপাল করে প্রাণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তোলবলে, তোলবোল **১** *বিণ* ভিজা। 'তেকারণে দেহ মোর ঘামে তোলবলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ঘর্ম্মে তোলবোল হৈল সকল সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* জ্যাবজেবে। 'রক্ত মাংস নাহি কিছু পুঁজে তোলবোল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

তোলবোল *দ্র* তোলবলে

তোলা[১] [স তুল্>] **১** *ক্রি* সংগ্রহ করা। 'তঁহি তোলি শবরোহ কএলা কান্দশ সগুণ শিআলী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০; 'কুমার হরিষ মনে ধূলিকদম্ব তোলে বনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* উঠানো। 'গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজণা ঘোলিউ।' *চর্যা ১২*, ১২০০। **৩** *ক্রি* কলসে ভরা। 'কেহ্নে যমুনাত তোলসি পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* নির্মাণ করা। 'কি কারণে এতগুলা তোলাইলে ভবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বি* গোঁফ মোচড়ানো। 'ঘন ঘন গোফে দেই তোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *ক্রি* ভাজা। 'কীছু ভাজ বাদিকড়া চিঙ্গড়ির তোল বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৭** *ক্রি* ওঠানো। 'তুরিতে তারিআ তোল তাপিত তনয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৮** *ক্রি* উত্তোলন করা। 'পাতাল ভেদিআ তোলে ভোগবতীর জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৯** *ক্রি* জাগানো। 'ধরিআ তোলহ পুত্র দুর্জ্জএ ম্বরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **১০** *ক্রি* সরিয়ে দেওয়া। 'ঘোমটা তুলিলেন, মুখ খুলিলেন।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **১১** *ক্রি* প্রকাশ করা; উত্থাপন করা। 'এ আবার তুমি কী কথা তুলিলে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **১২** *ক্রি* ত্যাগ করা। 'হাই তুললেম, দিদি নে যে তুড়ি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **১৩** *ক্রি* পান করা। 'করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো হে তোলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **১৪** *ক্রি* চয়ন করা। 'সন্ধ্যাবেলার কুঁড়ি তারে সকালবেলায় তুলে নিয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **১৫** *বিণ* সম্পন্ন করা। 'ছাই মিয়া মাজিয়া-তোলা বাসনেরও ...।' *তারা*, ১৯৪২। **১৬** *ক্রি* দূর করা। 'বাসনের ও ময়লা তুলিতেছে।' *তারা*, ১৯৪২। **১৭** *ক্রি* সূচিকর্মের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করা। 'রুমালের আঁকা দাগে রঙিন সুতোয় ফুল তোলা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩। **তোল** *ক্রি* ওঠাও। 'তুরিতে তারিআ তোল তাপিত তনয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তোলএ** *ক্রি* তোলে। 'বসনে লহনা নারী অঙ্গের তোলএ বারি পরিবারে জোগায় বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তোলয়** *ক্রি* তোলে। 'লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **তোলসি** *ক্রি* তুলছো। 'কেহ্নে যমুনাত তোলসি পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোলহ** *ক্রি* তোলো। 'ধরিআ তোলহ পুত্র দুর্জ্জএ ম্বরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **তোলাইলে** *ক্রি* নির্মাণ করিয়েছো। 'কি কারণে এতগুলা তোলাইলে ভবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **তোলি** *ক্রি* তোলা হলো। 'তঁহি তোলি শবরোহ কএলা কান্দশ সগুণ শিআলী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। **তোলিআ** *ক্রি* তুলে। 'গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজণা ঘোলিউ।' *চর্যা ১২*, ১২০০। **তোলিল** *ক্রি* তুললো। 'মরিছিল রাখালগণ তোলিল জিয়াইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। **তোলী** *ক্রি* তুলে। 'বরাহ রূপে দান্তের আগে তোলী ধরিলোঁ মহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তোলা জল *বি* জলাশয় থেকে উঠানো জল। 'শিরে দিআ আমলকি তোলা জলে স্নান করায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তোলামাটি *বি* উত্তোলন-করা মাটি। 'চীনের টবে তোলামাটিতে সে বীজ বপন করা পণ্ডশ্রম।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

তোলা[২] [স তুলন] ১ *বি* ওজনের পরিমাণ বিশেষ: ১ ভরি। 'এক শত মুদ্রা আর সোনা তোলাদ্বয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সামান্য পরিমাণ। 'চন্দন নাহিক এক তোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তোলা[৩] [স তুল্>] ১ *বি* বিনা মূল্যে গ্রহণ। 'আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হাটবাজারের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জমিদার বা বাজারের মালিকের নেওয়া খাজনাবিশেষ। 'হিন্দু ভূস্বামীর বাজারে দেওয়ান গাজির ফকির চিরদিন তোলা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বি* কর হিসেবে তরিতরকারি প্রদান। 'প্রজারা যখন তরিতরকারি বিক্রয় করিতে আসিবে তখন 'তোলা' দিবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

তোলা[৪] [স তল>] *বি* তলা; স্তর। 'এখানকার বাড়ীগুলি ছয় সাত তোলা উঁচু।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

তোলাপাড়া [তোলা+পাড়া] *বিণ* প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে এমন। 'তারি কথা তোলাপাড়া/ থাকে সেই কথায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

তোলাপাড়া করা *ক্রি* বারবার চিন্তা করা। 'বিনয় ... তোলাপাড়া করিতে করিতে বাসায় পৌঁছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

তোলো [স তৈল>] *বিণ* তৈলাক্ত। **তোলো হাঁড়ি** [স তৈল>] *বিণ* গম্ভীর। 'ঝার পানে চাই তানারি মুখ তোলো হাঁড়ি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

তোশক, তোষক [ফা তোশক] *বি* বিছানায় পাতার গদিবিশেষ। 'তোষক।' *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'তুলার তোষক গদী করে থর থর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'বিছানার তোশকপত্র গুটাইয়া রাখা হইয়াছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

তোশকপত্র [ফা তোশক+স পত্র] *বি* তোশক ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। 'বিছানার তোশকপত্র গুটাইয়া রাখা হইয়াছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

তোশাখানা, তোষাখানা [ফা তুশাহ্+ফা খানাহ্] ১ *বি* মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার ভাণ্ডার। 'তোষাখানা।' *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'মাঙ্গন ও বিনোদ দুইজনেই তোষাখানার জমাদার।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'কাছারি-বাড়ি, তোশাখানা, কত দাসদাসী।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বি* মূল ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ঘর। 'চাকর-নোকরদের মহল্লাকে তখন বলা হত তোশাখানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তোসাখানা [ফা তুশাহ্>] *বি* মূল্যবান জিনিস রাখার স্থান। 'তোসাখানা রাজার যাবদীয় ধন রত্ন রাখিবার স্থান।' *রামরাম*, ১৮০১।

তোষ[১] [স তুষ্] *বি* তৃপ্তি। 'আহারের কালে হয় অতিশয় তোষ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

তোষণ [স তুষ্>] *বি* সন্তোষ বিধান। 'যাজক জনের কাহ্ন করহ তোষণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তোষ[২] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'চন্দ্রমণি তোষ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

তোষ[৩], **তোস** [ই টোস্ট] *বি* আগুনে সেঁকা পাউরুটি। 'কয়লার আগুনে জ্যোতিদাদার জন্যে মাখন দিয়ে রুটি তোষ করত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'টিনের মাখন দিয়ে সেঁকা/ রুটিতোস শুধু খান তিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

তোষক *দ্র* তোশক

তোষলা *বি* ব্রতবিশেষ। 'যেমন এই তোষলা ব্রতটি।' *অবন*, ১৯১৯।

তোষা [স তুষ্>] *ক্রি* তুষ্ট করা। 'ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বড়ায়ির করিআঁ তোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোষহ** *ক্রি* তুষ্ট করো। 'রস হাস পরিহাসে তোষহ কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোষিআঁ** *ক্রি* তৃপ্ত করে। 'বিনয়বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞি আন মোর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোষিব** *ক্রি* তুষ্ট করবো। 'তোষিব তাহাক আক্ষে সংপুন্ন যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোষিবার** *ক্রি* তুষ্ট করতে। 'গোপীগণমন তোষিবারে কৈল মন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোষিবোঁ** *ক্রি* তুষ্ট করবো। 'ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোষিল** *ক্রি* তোষণ করলো। 'সন্ধাক তোষিল বিনয় হরি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোষিহ** *ক্রি* পরিতৃপ্ত করো। 'তোষিহ রাধার মনে আক্ষে যবেঁ রোধিব বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **তোষে** *ক্রি* তোষণ করে। 'আছু নর লোক দেব লোক তোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তোষাখানা *দ্র* তোশাখানা

তোষাগার [ফা তুশাহ্+স আগার] *বি* মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার ভাণ্ডার। 'নিজেদের তোষাগারের সব অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

তোষামোদ [ফা খুশামদ] ১ *বি* অহেতুক প্রশংসা। 'তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি কি তোষামোদ কি ভয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* মন-জোগানো অবস্থা। 'তোষামোদে জীবনের সম্বল হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

তোষামদ [ফা খুশামদ] *বি* মোসাহেবি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তোষামুদি [ফা খুশামদ>] *বি* চাটুকারিতা। 'বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কি করিতেছেন? – তোষামুদি ও অস্থির চিত্তের ন্যায় কার্য্যক্রম অনুসরণ।' *আজাদ*, ১৯৪১।

তোষামুদে [ফা খুশামদ>] *বিণ* চাটুকার। 'নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বড়ামুদে বহুলে রমণীমেলক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

তোষামোদ-ঘেষা *বিণ* খোশামুদে। 'তাহা নরম যুক্তিপূর্ণ ও একটু তোষামোদ-ঘেষা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তোষামোদজীবী [ফা খুশামদ>+স জীবী] *বিণ* খোশামুদি করে জীবনধারণ করে এমন। 'সঙ্গীর মধ্যে ত কতিপয় তোষামোদজীবী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তোষামোদপ্রিয় [ফা খুশামদ>+স প্রিয়] *বিণ* চাটুকারিতা পছন্দ করে এমন। 'কতকগুলি স্বার্থান্ধ তোষামোদপ্রিয় অর্থলোলুপ পারিষদবর্গ।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

তোসন [স তোষণ] *ক্রি* তৃপ্ত। 'একে একে কৈল কৃষ্ণ সভারে তোসন।' *মাধব*, ১৫০০।

তোসাখানা *দ্র* তোশাখানা

তোসিল [আ তাহসীল] *বি* খাজনা গ্রহণের দপ্তর। 'অনেক বহু মূল্যের জমিদারি সামান্য মূল্যে বিক্রয় হইয়া গবর্ণমেন্টের তোসিল ভুক্ত হইয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

তোহফা [আ তুহ্ফাহ্] ১ *বি* শ্রদ্ধাজ্ঞাপক উপহার। *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* দুষ্প্রাপ্য বস্তু। 'আল্লাহর দয়ায় তোহফা এল ধরার কূলে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

তোহ্মা *দ্র* তুহ্মি

তৌজি [আ] ১ *বি* সৈন্য, প্রজা, জমিজমা, খাজনার পরিমাণ ইত্যাদির তালিকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* রাজস্ব আদায়ের বিবরণপত্রের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডের পরিমাণ বিশেষ। 'তৌজি নং তিন শো উনিশ।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

তৌজিভুক্ত [আ তৌজি+স ভুক্ত] *বিণ* সৈন্য, প্রজা, জমিজমা, খাজনার পরিমাণ ইত্যাদির তালিকাভুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তৌড়ি *বি* (সংগীত) দ্বিতীয় প্রহরে গেয় রাগবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০। *দ্র* তোড়ি

তৌনহাল [ই টাউনহল] *বি* নগরবাসীর সভা করার ঘর। 'তৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে ইংগ্লণ্ডীয় অনেক লোক একত্র।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

তৌফিক [আ তাওফীক] *বি* ক্ষমতা। 'যাহাদের চেরাগ জ্বালাইবার তৌফিক নাই।' *আখবার*, ১৮৭৭।

তৌবা [আ তওবা] *বি* ইসলামি মতে পুনরায় খারাপ কাজ না করার সংকল্প ও অনুতাপ; তওবা। 'তৌবার দ্বার বন্ধ হইব সেই দিন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তৌল [স] **১** *বি* বাটখারা। 'নিক্তির তৌল।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যারা ভালোমন্দ বিচার করে সূক্ষ্ম তৌলের মাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* ওজনকরণ। 'এই মৃত্যুর তুলায় যে-সব জাতির তৌল হইয়া গেছে তাহারা পাস-মার্কা পাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তৌলঝাঁপ *বি* দাঁড়িপাল্লা। 'তাত গুড়া যোড়ী দিল তৌলঝাঁপে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তৌলদার [স তৌলন+ফা দার] *বি* ওজন করে যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তৌলদারি [স তৌলন+ফা দার] *বি* ওজন করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তৌলা [স তৌল>] *ক্রি* ওজন করা। 'তাকে আনি তরাজুত তৌলাইতে লাগিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

তৌলানো [স তুল্>] *ক্রি* দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তৌলি *ক্রি* ওজন ক'রে। 'নিকুতী তৌলি কএল অনুমান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তৌহিদ [আ তাওহীদ] *বি* একেশ্বরে বিশ্বাস। 'হকীকত, তৌহিদ, ইমান মহারত্ন।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কলেমা আমার তাবিজ, তৌহিদ আমার মুরশিদ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

তৌহিদবাদ [আ তাওহীদ+স বাদ] *বি* একেশ্বরবাদ। 'এমনকি তৌহিদবাদ ও সমাজবাদ এক সঙ্গেও চলিতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৭০।

তৌহিদবাদী [আ তাওহীদ+স বাদী] *বিণ* একেশ্বরবাদী। 'তৌহিদবাদী পাকিস্তানী জনগণের আদর্শ হইতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৭০।

ত্বক [স] **১** *বি* চামড়া। 'ত্বকচ্ছেদ।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* গাছের ছাল। 'তাহাদের ত্বক, পত্র, অথবা অন্য কোন স্থানে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ত্বকচ্ছেদ [স] *বি* খতনা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ত্বকহীন [স] *বিণ* চামড়া উঠে গেছে এমন। 'সমস্ত শরীর কোড়াঘাতে জর্জর, দেহ প্রায় ত্বকহীন।' *শওকত*, ১৯৬২।

ত্বগ [স] *বি* চামড়া; ত্বক। 'ত্বগ কেবল চন্দ্রশেখরের স্পর্শ অনুভূত করিতে লাগিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ত্বগিন্দ্রিয় [স] *বি* শরীরের চামড়া। 'ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভূত করি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ত্বচিসার *বি* বাঁশ। 'পথমধ্যে ত্বচিসার পুতিল নিশান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ত্বদীয় [স] *বিণ* 'তুমি' বা মধ্যমপুরুষ সম্পর্কীয়। 'ত্বদীয় শ্রীরামদুলাল দাষ তেলি।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

ত্বম [স তমঃ] *বি* তমোগুণ। 'সত্ব রজ ত্বম গোসাঞি তিন গুন ধারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ত্বরা[1] [স] **১** *বি* ক্রমাগত তাগাদা। 'না কর্য় আসিতে ত্বরা সাত নায় দিআ ভরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ব্যস্ততা। 'আজ তাদের বড় ত্বরা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ত্বরাএ *ক্রিবিণ* ত্বরায়; অবিলম্বে। 'ত্বরাএ সাজিআ তরি দূর কর মনের বিষাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ত্বরা করে *ক্রিবিণ* জলদি ক'রে। 'চল চল ভাই, ত্বরা করে মোরা আগে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ত্বরাত্বরি *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'চাঁচা ফুকা ডাকে জোলা অতি ত্বরাত্বরি।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'এসো ত্বরাত্বরি।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ত্বরাপর *বিণ* ব্যস্ত। 'উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।' *ভারত*, ১৭৬০।

ত্বরায় *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'ত্বরায় করিয়া গতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ত্বরাহীন [স] *বিণ* স্থির। 'তবু ক্ষণকাল রহো ত্বরাহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ত্বরা[2] [স ত্বর্>] *ক্রি* উদ্ধার করা। **ত্বরাও** *ক্রি* উদ্ধার করো। 'এবার ত্বরাও আল্লা মোনাজাত করে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ত্বরিবে** *ক্রি* উদ্ধার করবে। 'রসুলের পায়ে ধর ত্বরিবে আখেরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ত্বরিত [স] *বি* দ্রুত। 'জায়িতেঁ নারোঁ ত্বরিত গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ত্বরিতচরণ [স] *বি* দ্রুত গমনশীল ব্যক্তি। 'এতেক বলিয়া ত্বরিতচরণ/ আনে বেশবাস নানান-ধরন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ত্বরিতানন্দ [স ত্বরিত-আনন্দ] *বি* যা সেবনে তৎক্ষণাৎ আনন্দ পাওয়া যায়; গাঁজা। 'ত্বরিতানন্দ সেবন করলে সাধু হতেন।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

ত্বষ্টা [স] *বি* সূত্রধর; ছুতার। 'বেদে ত্বষ্টা এবং ঋভুগণ শিল্পী বলে কথিত হচ্ছেন।' *অবন*, ১৯২৫।

ত্বাচ [স] *বিণ* ত্বকেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়। **ত্বাচ প্রত্যক্ষ** [স] *বি* ত্বকেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় দর্শন। 'সেটা তোমার ত্বাচ প্রত্যক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ত্বাচ রোগ [স] *বি* চর্মরোগ। 'তাঁহার এক ত্বাচ রোগ উপস্থিত হইয়া ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ত্বিষা [স] *বি* তেজ। 'ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি দিনমণি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ত্বিষাম্পতি [স] *বি* সূর্য। 'ত্বিষাম্পতি অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে উদয় অচলে আসি দরশন দিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ত্যক্ত [স] **১** *বিণ* অনুক্ত। 'তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* পরিত্যক্ত। 'উচ্ছিষ্ট-গর্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্বর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* বিরক্ত। 'আপন স্বাধীনতাবস্থাতে ত্যক্ত হইয়া ঈশ্বরের স্থানে একজন রাজার প্রার্থনা করিলেন।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ত্যক্তজীবন [স] *বিণ* মরণাপন্ন। 'ত্যক্তজীবন সেই কাফররাজের মস্তকচ্ছেদন করিয়া যবনেশ্বরের নিকট আনিয়া দিলেন।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

ত্যক্ত বিরক্ত [স] **১** *বিণ* ক্রমাগত যন্ত্রণা পেয়ে অতিষ্ঠ। 'সংসারে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* জ্বালাতন। 'পত্নীকে

ত্যক্ত-বিরক্ত করে মারে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ত্যজন [স] *বি* বর্জন। 'মুখ জ্বলে না যা ত্যজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ত্যজা [স ত্যজ্>] *ক্রি* ত্যাগ করা। 'ত্যজ কোপ নারায়ন পড়হুঁ চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ত্যজ** *ক্রি* পরিত্যাগ করো। 'ত্যজ কোপ নারায়ন পড়হুঁ চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ত্যজয়** *ক্রি* ত্যাগ করো। 'সরির থাকিব জদি ত্যজয় সৃঙ্গার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ত্যজহ** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'সমর ত্যজহ বিস্য ছাড়িল সংগ্রাম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ত্যজি** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'কৈলাসশিখর ত্যজি একবার কন্ঠে হও অধিষ্ঠান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ত্যজিও** *ক্রি* ত্যাগ করো। 'অতি জ্ঞানহীন তাহে অভাজন আমারে ত্যজিও নাঞি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ত্যজিছি** *ক্রি* ত্যাগ করেছি। 'তোমায় ত্যজিছি।' *রোকেয়া*, ১৯০৫। **ত্যজিতে** *ক্রি* ত্যাগ করতে। 'স্বামীর অনুরোধে সমস্ত সংসার ত্যজিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হই না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **ত্যজিব** *ক্রি* ত্যাগ করবো। 'রাজ্জ খণ্ডে কাজ্জ নাহি ত্যজিব জিবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ত্যজিবে** *ক্রি* ত্যাগ করবে। 'ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?' *নজরুল*, ১৯২৬। **ত্যজিমু** *ক্রি* ত্যাগ করবো। 'সঙ্কল্প করিয়া প্রান ত্যজিমু আগুনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ত্যজিয়া** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'কৈলাস ত্যজিয়া ওর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ত্যজিয়াছি** *ক্রি* ত্যাগ করেছি। 'ত্যজিয়াছি কামিনী-কাঞ্চন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **ত্যজিয়ে** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'দাসদাসী ত্যজিয়ে কানাই একা একাই ফিরছ রে ভাই।' *লালন*, ১৮৯০। **ত্যজিল** *ক্রি* ছেড়ে গেলো। 'আখেরে ফাতেমা বিবি দুনিয়া ত্যজিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ত্যজিলে** *ক্রি* ত্যাগ করলে। 'অল্প দোষে এ দাসেরে ত্যজিলে কি পৌরুষ তোমার।' *লালন*, ১৮৯০। **ত্যজে** *ক্রি* ত্যাগ করে। 'হোয়ে ধর্মতনয়, ত্যজে আলয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ত্যজ্য [স] *বিণ* ত্যাগ করা উচিত এমন। 'রাজার কাম ক্রোধ সর্ব্বদা ত্যজ্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ত্যজ্যপুত্র [স] *বি* ত্যাগ করা হয়েছে এমন সন্তান। 'স্বজাতি-বিরোধী, নষ্টমতি ব্যক্তিরা তাঁহার ত্যজ্যপুত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ত্যয়াগা [স ত্যাগ>] *ক্রি* পরিত্যাগ করা। 'গৃহকর্ম্ম ত্যয়াগিয়ে, শয়ন আগারে গিয়ে, গোপীকে কহিল শীঘ্রগতি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ত্যাঁদড়, ত্যাঁদোড় *বিণ* দুষ্ট। 'তোরা বড্ড ত্যাঁদড় হয়ে উঠেছিস।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩; 'তুমি তো আচ্ছা ত্যাঁদোড় বাপু।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ত্যাগ [স] **১** *বি* পরিত্যাগ। 'ছিল অনুরাগ তাহা কৈল্য ত্যাগ।' *কাশীরাম*, ১৬৫০; 'একটী কোঠা দিয়াছিলেন সর্ত্ত ত্যাগ করিয়া।' *মেয়র্স*, ১৭৭০। **২** *বি* বর্জন। 'হিজরি সনের সময়ের বর্ষের উপর ভগ্নমাসের কদাচিৎ বর্ষরূপে গণনা, কদাচিৎ ঐ ভগ্নমাসের ত্যাগ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বি* স্বত্বত্যাগ; দান। 'ত্যাগ নাই তোর এক ছিদাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ত্যাগ করা **১** *ক্রি* বর্জন করা। 'সন্তান নষ্ট হইল এবং স্বামীও ত্যাগ করিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *ক্রি* ফেলা। 'দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪। **৩** *ক্রি* ছেড়ে দেওয়া। 'চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। **৪** *ক্রি* ছেড়ে যাওয়া। দুর্গামণি দেহ ত্যাগ করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। **৫** *ক্রি* খুলে ফেলা। 'নদীতীরে বস্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া বিবস্ত্রা হইয়া জলমগ্ন হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৬** *ক্রি* মুক্তি দেওয়া। 'তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ত্যাগদুঃখ [স] *বি* ত্যাগের যন্ত্রণা। 'যাকে জোর করে ত্যাগদুঃখ ভোগ করাচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ত্যাগধর্ম [স] *বি* ত্যাগের ধর্ম। 'দয়াধর্ম ত্যাগধর্ম মৈত্রীধর্মের মহতী বাণীর দ্বারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ত্যাগপত্র [স] *বি* স্বত্বত্যাগপত্র। 'সুচরিতা সম্পর্কে সে যেন ত্যাগপত্র লিখিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ত্যাগপরতা [স] *বি* কোনো কিছু ত্যাগ করার প্রবণতা। 'আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ত্যাগপরতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ত্যাগবাদী [স] *বিণ* স্বার্থত্যাগে বিশ্বাসী। 'এই ভোগবাদী কবি আশ্চর্যভাবে ত্যাগবাদীও।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

ত্যাগবীর [স] *বিণ* মহান ত্যাগী। 'বরঞ্চ ত্যাগবীর ছেলেদেরকে মনে মনে বাহাদুরি দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ত্যাগব্রতী [স] *বিণ* ত্যাগের প্রতি নিষ্ঠাবান। 'বাংলার মাটিতে লালিত নারীমন, ত্যাগব্রতী সাধকের পায়ে যেমন অর্ঘ্য ঢেলেছে যুগে যুগে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ত্যাগমার্গ [স] *বি* ত্যাগের পথ। 'আলংকারিক কর্তৃক প্রদর্শিত সাহিত্যের ত্যাগমার্গ ফরাসি লেখকেরা যে কেন ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

ত্যাগযোগ্য [স] *বিণ* ত্যাগ করা যায় এমন। 'পিছে পড়ে থাকে/ এবারের মতো/ ত্যাগযোগ্য গৃহসজ্জা যত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ত্যাগরস [স] *বি* ত্যাগরূপ রস। 'আপনারে দেয় ঝরনা আপন ত্যাগরসে উচ্ছলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

ত্যাগশীল [স] *বি* ত্যাগ করে যে। 'সেই ত্যাগশীল কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া কল্পদ্রুম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ত্যাগশীলতা [স] *বি* ত্যাগপরায়ণতা। 'ত্যাগশীলতায় সত্যকার শান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ত্যাগস্বীকার [স] *বি* স্বার্থত্যাগ। 'তাহার জন্য ত্যাগস্বীকার ... তাহাদের পক্ষে সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ত্যাগী [স] **১** *বিণ* বর্জনকারী। 'ছালেহা বৈরাগি কুল মুল ত্যাগী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* স্বার্থত্যাগী। 'এক দল ত্যাগী পুরুষ ছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ত্যাজা [স ত্যজ্>] *ক্রি* ত্যাগ করা। **ত্যাজিলেন** *ক্রি* ত্যাগ করলেন। 'ক্রুশের ক্রুশের ঘায়ে ত্যাজিলেন প্রাণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ত্যাজ্য [স] **১** *বিণ* ত্যাগ করা হয়েছে এমন। 'তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* পরিত্যাগ। 'ওরে রাজ্যবসন ত্যাজ্য করে ডোরকোপনি অঙ্গে পরে।' *লালন*, ১৮৯০।

ত্যাজ্যপুত্র [স] *বি* পুত্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত পুত্র। 'পিতা তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র রূপে গণ্য করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০ 'আমাকে বিনা অপরাধে ত্যাজ্যপুত্র করে চলে যাবেন না।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ত্যাবে *অব্য* তবে। 'ত্যাবেতো মাগ ছাওয়ালকে ভাত কাপড় দিনুঁ।' *কেরি*, ১৮০২।

ত্যাল [স তৈল] *বি* তেল। 'সর্ষের মধ্যি ত্যাল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ত্রকোন [স ত্রিকোণ] *বি* ত্রিকোণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ত্রণ [স তৃণ] *বি* তৃণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ত্রদোষ [স ত্রিদোষ] *বি* কফ, পিত্ত, বাত – শরীরের এই তিন সমস্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ত্রপু [স] *বি* রাং। 'কাংস্য পিত্তল তাম্র ত্রপু শীশক লোহ রূপাষ্ট ধাতুদ্রব্য।'

মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ত্রয় [স] *বিণ* তিন-সংখ্যক। 'একে এক ত্রয় অক্ষয় অব্যয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ত্রয়চত্বারিংশৎ [স] *বিণ* তেতাল্লিশ সংখ্যক। 'ত্রয়চত্বারিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ [স] *বিণ* তেত্রিশ। *ডানকান*, ১৭৮৪।

ত্রয়ী [স] *বি* ঋক, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদ। 'আমি সৃষ্টি আমি স্থিতি ত্রয়ী বিদ্যা অনাদি বাসনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ত্রয়োদশ [স] ১ *বি* ১৩তম দিন। 'ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাআ আইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ১৩ সংখ্যক। 'ত্রয়োদশ ভেদিলে হএত সর্বমএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ত্রয়োদশী [স] *বি* ১৩ সংখ্যক তিথি। 'তাহার পরে ত্রয়োদশী তিথি হবে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ত্রয়োদস [স ত্রয়োদশ] *বিণ* ১৩ সংখ্যক। 'ত্রয়োদসে স্ত্রীরূপে মহিল অসুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ত্রয়োবিংশ [স] *বিণ* ২৩ সংখ্যক। 'ত্রয়োবিংশ ভেদিলে সে বাক্য সিদ্ধি হএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ত্রয়োবিংশতি [স] *বিণ* ২৩ সংখ্যক। 'ত্রয়োবিংশতি কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ত্রষ্টদীড [ই ট্রাস্টডিড] *বি* ন্যাস বা ট্রাস্টের চুক্তিপত্র। 'তাহার ত্রষ্টদীড অর্থাৎ পাট্টায় লেখে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ত্রষ্টি, ত্রষ্টী [ই ট্রাস্টি] *বি* গচ্ছিত বস্তু রক্ষাকর্তা। 'নূতন ত্রষ্টি মনোনীত করণার্থে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'ত্রষ্টী প্রভৃতিকে নিযুক্ত করণ প্রযুক্ত কোন বিশেষ বিবাদ শুনা যায় নাই।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ত্রস্ত [স] ১ *বিণ* ভীত। 'ত্রস্ত হইল সান্তনু জে জেন বজ্রাঘাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* অতি দ্রুততা। 'লইল ত্রস্তের সাথে মাথায় করিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* বিচলিত। 'অমনি চমকে উঠে ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৪ *বিণ* সন্ত্রস্ত। 'ধাবমান ঘনশ্বাস ত্রস্ত-আঁখি মৃগ-সম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৫ *বিণ* সচকিত। 'আমি শুধু দেখেছিলাম তোমার দুটি আঁখি – ঘোমটা-ফাঁদা আঁধার-মাঝে ত্রস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৬ *ক্রিবিণ* দ্রুতবেগে। 'ব্যস্ত ব্যাকুল-পদে কুটীর হতে ত্রস্ত এল তাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ত্রস্তগতি [স] *বি* দ্রুতগতি। 'ত্রস্তগতিতে অন্যদিকে মোড় নিলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ত্রস্ততা [স] ১ *বি* ব্যাকুলতা। 'বিশ্বামিত্রের মনে ঘোরতর আত্মগরিমা, একটু ত্রস্ততা, আমি বাহুবলে প্রায় সমস্ত জয় করিয়াছি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বি* ভয়। 'ইহাদের পরস্পর নীলিম বিন্যাস নড়ে ওঠে ত্রস্ততায়।' *জীবন*, ১৯৪২।

ত্রস্ত-বাস [স] *বি* অগোছালো পোশাক। 'ত্রস্ত-বাস হাওয়া-পরি, বেণি তার দুলে ওঠে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ত্রস্তব্যস্ত [স] *বিণ* ভয়যুক্ত তাড়াহুড়া রয়েছে এমন। 'তাহাদের মুখে চোখে একটা ত্রস্তব্যস্ত উৎসুক সকরুণ ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ত্রস্তসতর্ক [স] *বিণ* আশঙ্কিত ও সতর্ক। 'ত্রস্তসতর্ক স্নেহে তাহাদের আগলাইবার চেষ্টা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ত্রস্তা [স] *বিণ স্ত্রী* বিচলিত। 'ধাত্রীকে দেখিয়ে ব্যস্তা ত্রস্তা রূপবানু।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ত্রস্নু [স] *বিণ* ভীরু। 'চোখের সরসে ত্রস্নু তারকা সন্ধানে সংক্রান্তি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ত্রাখিয়া জ্বর [স ত্র্যাহিক জ্বর] *বি* তিন দিন অন্তর আসে এমন জ্বর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ত্রাণ [স] ১ *বিণ* উদ্ধারকারী। 'জয় দুষ্টভয়ঙ্কর জয় শিষ্টত্রাণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* উদ্ধার। 'রাক্ষস হইতে ত্রাণ করিয়া প্রাণদান দিলা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বিণ* মুক্ত। 'দ্বার ছুটায়ে, বাধা টুটায়ে মোরে করো ত্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *বি* রক্ষা। 'পরীক্ষাতে মার্কা যে তাই কাটেন মসীশ্বর। ডাকি সরস্বতী মাকে, "ত্রাণ করো এই ছেলেটাকে"।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ত্রাণকর্তা, ত্রাণকর্ত্তা [স] *বিণ* উদ্ধারকারী। 'শিশু সবে ত্রাণকর্ত্তা জ্ঞান করে ডবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ত্রাণকর্তা যদি অন্তরে প্রবেশ করতে চান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; আমিই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ত্রাণকার্য [স] *বি* দুর্গতদের সাহায্যের কার্যক্রম। 'বাংলাদেশে ত্রাণকার্যে তাঁর সংস্থা ২০ লাখ টাকা ব্যয় করবে।' *বেগম*, ১৯৭২।

ত্রাণমহোৎসব [স] *বি* দুর্গতদের সাহায্যের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মতৎপরতা। 'তোমারই প্রভাতফেরি মেতে ওঠে ত্রাণমহোৎসবে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

ত্রাণমূলক [স] *বিণ* উদ্ধারকারী। 'পাকিস্তানকে চমকাইয়া দেওয়ার মত ত্রাণমূলক সংবাদ ঘন ঘন প্রকাশিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

ত্রায়ক [স] *বি* মোচনকারী। 'জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ত্রাস [স] *বি* ভয়। 'ত্রাসে খিন তনু তবে হইল রুক্মিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ত্রাসন [স] *বি* ভীতি। 'কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ত্রাসনীতি [স] *বি* সন্ত্রাসী কার্যকলাপ; গুপ্তহত্যা। 'ত্রাসনীতিতে ... স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা অতীতে কেবলই বিফল হইয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ত্রাস ভীতি [স] *বি* ভয়-ডর। 'বক্ষে ত্রাস ভীতি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ত্রাসরুদ্ধ [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ত্রাসা [স ত্রাস>] *ক্রি* ভীত হওয়া। 'দেখি সে মুরতি সর্বনাশিয়া/ কবির পরান উঠিল ত্রাসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ত্রাসিত [স] *বিণ* ভীত। 'দেখী ত্রাসিত রাজা হইল আকুল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ত্রাহি [স] *ক্রি* রক্ষা করো। 'সর্বলোক ত্রাহি ত্রাহি বলে হাত তুলি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ত্রাহি ত্রাহি [স] – বাঁচাও বাঁচাও। 'রাম বিভীষণের নিকট গিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

ত্রি [স] *বিণ* তিন। 'ত্রিকাল জ্ঞানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ত্রিকচ্ছ [স] *বিণ* তিন দিকে (কাছা, কোঁচা ও কোমরে গোঁজা) কাছা দিয়ে পরিহিত। 'ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ত্রিকাল [স] *বি* অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল। 'ত্রিকাল জ্ঞানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ত্রিকাল-ঋষি [স] *বি* সর্বজ্ঞ ঋষি। 'বন্দিল ত্রিকাল-ঋষি।' *নজরুল*,

১৯২৪।

ত্রিকালজ্ঞ [স] *বিণ* অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ – এই তিন কালের ঘটনা জানে এমন। 'ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞানী তুহ্মি সর্ব্ব ধর্ম্ম জান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ত্রিকালদর্শী [স] **১** *বি* সর্বজ্ঞ; যে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই জানে। 'ত্রিকালদর্শী হেরে চিত্রের রশ্মিতে ছায়া হরে গো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ – এই তিন কালের ঘটনা জানে এমন। 'ত্রিকালদর্শী মহাত্মগণের পরার্ধযুগের সমবেত সাধনা।' *ফজলল*, ১৯১৩।

ত্রিকালনষ্ট [স] *বিণ* তিন কালই হারিয়েছে এমন। 'আশি বছরের ত্রিকালনষ্ট বুড়োর মতো?' *জীবন*, ১৯৩২।

ত্রিকালী [স] *বিণ* তিন কালের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ)। 'ত্রিকালী আনন্দ তার; নেই তার আদি, নেই অন্ত।' *নীরেন*, ১৯৫৭।

ত্রিকোটি [স] *বিণ* তিন কোটি। 'ধাইল ত্রিকোটি দানা আগু দলে দেই হানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ত্রিকোণ [স] **১** *বিণ* তিন কোণবিশিষ্ট। 'তিন গুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ত্রিভুজ। 'বিদেশী ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্র, বীজগণিতের কঠিন আঁটি ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ত্রিকোণময় [স] *বিণ* তিন কোণবিশিষ্ট। 'পৃথ্বি চতুষ্কোণা নয়, সহজে ত্রিকোণময় …।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

ত্রিকোণমিতি [স] *বি* ত্রিকোণ ক্ষেত্রমাপক গণিতশাস্ত্র। 'জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ত্রিকোণা [স ত্রিকোণ] *বিণ* তিনটি কোণবিশিষ্ট। 'ত্রিকোণা নাড়ীর কথা তিন ঠাই বেক্তা।' *সুলতান*, ১৭০০।

ত্রিকোণাকৃতি [স] *বিণ* তিন কোণবিশিষ্ট। 'পৃথিবী দর্পণের ন্যায় সমভূমি ত্রিকোণাকৃতি … ইত্যাদি সংস্কার লোকের আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ত্রিকোণামিতি [স] *বি* ত্রিকোণ ক্ষেত্রমাপক গণিতশাস্ত্র। 'ত্রিকোণামিতি ও প্রাকৃতিক জ্ঞান আমার আবিষ্কার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ত্রিক্থ [স ত্রি>] *বিণ* তিন গুণ। 'তিন-ত্রিক্থে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ত্রিখণ্ড [স] *বি* তিন টুকরা। 'বিনে হাওয়ায় মৌজা খেলে ত্রিখণ্ড হয় তৃণ পলে।' *লালন*, ১৮৯০।

ত্রিগাছিয়া *বি* ধ্যান করার আসনবিশেষ। 'ত্রিগাছিয়াত বসি জপিবা মনে মনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ত্রিগুণ [স] **১** *বিণ* তিন গুচ্ছবদ্ধ। 'গুন্থিল ত্রিগুণ বেণী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* তিন গুণবিশিষ্ট। 'তো হইতে তারারূপে ত্রিগুণ অধিকা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ত্রিগুণা [স] *বি* হিন্দু দেবী দুর্গা। 'ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ইতিন নয়নী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ত্রিগুণাকর [স] *বি* তিন জগতের সকল প্রকার গুণের আধার। 'হে নিখিলশরণ ভুবনরঞ্জন পতিতপাবন ত্রিগুণাকর।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ত্রিগুণান্বিত [স] *বিণ* সুখ, দুঃখ ও মোহ – এই তিন গুণসম্পন্ন। 'প্রত্যেক মানুষই ত্রিগুণান্বিত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ত্রিজগ [স] *বি* কল্পিত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন ভুবন। 'ভাবিয়া আপনা কর ত্রিজগ ঈশ্বর।' *সুলতান*, ১৭০০।

ত্রিজগৎ [স] *বি* কল্পিত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন ভুবন। 'পাপতমঃ হৈল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ভাসাইলা ত্রিজগৎ কৃষ্ণ-প্রেমজলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ত্রিজগত [স ত্রিজগৎ] *বি* স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। 'তথাপিও মনোরথ ত্রিজগত-জয়ি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ত্রিজগতনাথ [স ত্রিজগৎনাথ] *বি* ত্রিভুবনের অধিপতি; কৃষ্ণ। 'ত্রিজগতনাথ তোহ্মে বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ত্রিতল [স] *বিণ* তিন তলাবিশিষ্ট। 'ত্রিতল গৃহ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ত্রিতলা [স] *বিণ* তিন তলাবিশিষ্ট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ত্রিতাপ [স] *বি* আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখ। 'সতত ত্রিতাপের তাপে হৃদি তুমি গেল ফেটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ত্রিতিয় [স তৃতীয়] *বিণ* তৃতীয়। 'ত্রিতিয় মাসের বেলা ভূতলে শয়ন চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকাভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ত্রিত্ববাদ [স] *বি* পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা হিসেবে ঈশ্বর বিরাজিত – এই খ্রিস্টীয় বিশ্বাস। 'তাহা ত্রিত্ববাদ মানে না, যিশুকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ত্রিদলীয় [স] *বিণ* তিন দলের। 'তা হইতেই ত্রিদলীয় মৈত্রী সম্ভব হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬০।

ত্রিদশ [স] *বি* দেবতা। 'তোর রূপে মোহে গেলা ত্রিদশের রাজা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ত্রিদশনাথ [স] *বি* দেবরাজ ইন্দ্র। 'কাটিল বাণের হাত রুষিয়া ত্রিদশনাথ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ত্রিদশপতি [স] *বি* দেবরাজ ইন্দ্র। 'অশনিধ্বনিত ঝটিকার মেঘে/ দেখেছি ত্রিদশপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ত্রিদশমণ্ডল [স] *বি* দেবালয়। 'ত্রিদশমণ্ডলে সৌরভ বয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ত্রিদশালয়-বাসি [স ত্রিদশ-আলয়-বাসী] *বি* স্বর্গবাসী। 'হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে এ পাপ সংসারে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

ত্রিদস [স ত্রিদশ] *বি* দেবতা। 'ছিষ্টির কারণ হেতু ত্রিদসর নাথ।' *রামাই*, ১৭১০।

ত্রিদিব [স] **১** *বি* স্বর্গ। 'কোথা সে ত্রিদিব।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* আকাশ। 'ওগো পূর্ণ চাঁদ … তুমি নাকি একদিন রবে না ত্রিদিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ত্রিদিবধাম [স] *বি* স্বর্গলোক। 'পবিত্র ত্রিদিবধাম ধরণিমণ্ডলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ত্রিদিব-বিভব [স] *বি* স্বর্গীয় ঐশ্বর্য। 'ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে আজি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ত্রিদিবেশ [স] *বি* দেবতা। 'তুমি জ্ঞান উপদেশ পরমাত্মা ত্রিদিবেশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ত্রিদিবেশী [স] *বি* দেবতাদের অধিশ্বরী। 'স্তুতিয়ে তাহারে তুষ্টা হয়্যা ত্রিদিবেশী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ত্রিদেব [স ত্রিদিব] *বি* স্বর্গপুরী। 'এই ত্রিদেব লোক-প্রথিত।' *বঙ্কিম*,

১৮৯২।

ত্রিদোষনাশক [স] *বিণ* বাত, পিত্ত, কফ – শরীরের এই তিন দোষ বিনাশকারী। 'কচি মূলা রুচিকর ত্রিদোষনাশক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ত্রিদোষিয়া [স ত্রিদোষ>] *বিণ* যন্ত্রণাযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ত্রিধা [স] *বিণ* তিন অংশ। 'তাঁহারা প্যালেস্টাইনকে ত্রিধা-বিভক্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

ত্রিধারা [স] *বি* তিনটি প্রবাহ। 'ত্রিধারা হইয়া গঙ্গা শিরে যার রন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ত্রিনয়ন [স] *বিণ* তিনটি চোখ আছে এমন। 'ত্রিনয়ন মূষিকবাহন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ত্রিনয়না [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'বিপদে করিব রক্ষা দেবী ত্রিনয়না।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ত্রিনয়নী [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'ওমা ত্রিনয়নী! সেই চোখ দে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ত্রিনেত্রবিশিষ্ট [স] *বিণ* তিন চোখ আছে এমন। 'কেহ বা একচক্ষুবিশিষ্ট, কাহারও বা ললাটে চক্ষু, কেহ বা ত্রিনেত্রবিশিষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ত্রিপঞ্চাশৎ [স] *বিণ* তিপ্পান্ন সংখ্যক। 'ত্রিপঞ্চাশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ত্রিপট্ট [স] *বি* তিনটি ফলক। 'কাঠের ত্রিপট্ট।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ত্রিপণ্ড [স] *বিণ* দুষ্ট। 'বালকটি অতিশয় ত্রিপণ্ড।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ত্রিপথগা [স] *বিণ* তিন দিকে গমনশীল। 'ত্রিপথগা সুরধুনী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ত্রিপথগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* তিন ধারায় প্রবাহিত। 'ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হরে শিরে ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ত্রিপদি [স ত্রিপদী] *বিণ* তিন চরণবিশিষ্ট। 'রচিআ ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ত্রিপদী [স] *বিণ* তিন চরণবিশিষ্ট। 'রচিআ ত্রিপদী ছন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ত্রিপাদ [স] **১** *বিণ* চার ভাগের তিন ভাগ। 'ত্রিপাদ ধরণী দান আইলা দৈত্যরাজ-ধাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* চার ভাগের তিন ভাগ। 'কলিযুগে তমোগুণের প্রাধান্য হেতু ধর্মকে ত্রিপাদ অন্তরে অপসৃত হইতে হইল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ত্রিপিটক [স] *বি* বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ। 'এই সংগ্রহের নাম ত্রিপিটক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ত্রিপিণী [স ত্রিবেণী] *বি* ত্রিবেণী। 'মিস্তিকার ঘট মধ্যে ত্রিপিণীর ঘাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ত্রিপিন [স ত্রিবেণী] *বি* ত্রিবেণী। 'মন-চোরারে ধরবি যদি মন ফাঁদ পাতো আজ ত্রিপিনে।' *লালন*, ১৮৯০।

ত্রিপিনি [স ত্রিবেণী] *বি* গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল। 'জ্ঞানী সবে কহে এহি ত্রিপিনির ঘাট।' *সুলতান*, ১৭০০।

ত্রিপুণ্ড্রক [স] *বি* ললাটে তিন রেখা দ্বারা অঙ্কিত তিলক। 'ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক পরতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ত্রিপুরা [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ইতিন নয়নী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ত্রিবঙ্ক [স] *বিণ* আঁকাবাঁকা। 'ত্রিবঙ্ক মস্করা দণ্ড ধরে কেহ করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ত্রিবর্ণ [স] *বিণ* তিন বর্ণবিশিষ্ট। 'এবারে ত্রিবর্ণ পতাকা নয়, কৃষ্ণবর্ণ পতাকা।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ত্রিবলি [স] **১** *বি* নাভির উপরিস্থ রেখাত্রয়। 'ত্রিবলি মাঝা বাএ হালে তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* রেখা। 'অতীত ব্যথা – কেবল তার ত্রিবলি তব ভুরুতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ত্রিবলিরেখা [স] *বি* গলার বা পেটের রেখাসমূহ। 'গভীর ত্রিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ত্রিবলী [স ত্রিবলি] *বি* নাভির উপরিস্থ রেখাত্রয়। 'সিংহমধ্য সম মধ্যে শোভে ত্রিবলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ত্রিবার [স ত্রি>] *ক্রিবিণ* তিনবার। 'বিবাহের পর জীবনকাল মধ্যে কোন শ্বশুরালয়ে ইঁহারা দ্বিবার, কোথায় ত্রিবার পদার্পণ করিয়া থাকেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ত্রিবিক্রম [স] *বি* বামনরূপী বিষ্ণু। 'ত্রিবিক্রম রূপ হয়ে এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ত্রিবিধ [স] *বিণ* তিন রকম। 'অতিগূঢ় হেতু সেহো ত্রিবিধ প্রকার দামোদরস্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ত্রিবিধলোক [স] *বি* তিন শ্রেণীর লোক – উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত। 'কলিকাতা রাজধানীমধ্যে শারদীয় মহোৎসবে ত্রিবিধলোকের আলয়েই জগদীশ্বরীর পূজা হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ত্রিবেণী [স] *বি* তিন নদী বা স্রোত। 'তিনদিকে ত্রিবেণী ত্রিধারা যথা বহে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ত্রিবেণীর ঘাট *বি* ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই ত্রিতন্ত্রের মিলন রেখা। 'ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিনু দফর খান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ত্রিবেণীসংগম [স] *বি* তিন ধারার মিলনস্থল। 'এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসংগম।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ত্রিবেদবিৎ [স] *বিণ* ত্রিবেদে পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'ত্রিবেদবিৎ কুলপুরোহিতও নৃপ্রতির সভায় অমাত্য মধ্যে গণ্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ত্রিবেনী [স ত্রিবেণী] *বি* ত্রিবেণী-তীর্থ। 'ত্রিবলি ত্রিবেনী বিপ্র অনঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ত্রিভঙ্গ [স] *বিণ* পা, কটি এবং গ্রীবা বাঁকিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিবিশিষ্ট। 'ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলীবদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ত্রিভঙ্গিম [স] *বিণ* তিন বাঁকবিশিষ্ট। 'অপুষ্পক ত্রিভঙ্গিম নীপ দুঃস্বপ্নে প্রলাপ বকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ত্রিভাঁজ *বিণ* কুঞ্চিত। 'চিবুক ত্রিভাঁজ করে, প্রতিটি সরাইখানা উচ্ছিষ্ট পাঁজরা ও রক্তে ক্লিন্ন হয়ে আছে।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

ত্রিভুজ [স] **১** *বি* তিনটি সরলরেখা দ্বারা বেষ্টিত যে ক্ষেত্র। 'গণিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ত্রিভুজ আলোচনা করিয়া আহ্লাদিত হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। **২** *বিণ* ত্রিভুজ আকৃতিবিশিষ্ট। 'ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ ক্লুবে … এসে যেত হিম হাওয়া।' *জীবন*, ১৯৩০।

ত্রিভুজাকৃতি [স] *বিণ* ত্রিভুজের আকৃতিবিশিষ্ট; তিন দিকবিশিষ্ট। 'গুহাটা ত্রিভুজাকৃতি।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ত্রিভুবন [স] **১** *বি* স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতাল। 'ত্রিভুবনজনমন গোচর তোহ্মাএ।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *বি* সমস্ত জগৎ। 'ত্রিভুবনমাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮০।

ত্রিভুবনজনমন [স] *বি* সর্বলোকের মন। 'ত্রিভুবনজনমন গোচর তোহ্মাএ।' *বড়ু,* ১৪৫০।

ত্রিভুবনদেবতা [স] *বি* জগৎ-স্বামী। 'ত্রিভুবনদেবতার ক্লান্তিহীন আনন্দের মাঝে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

ত্রিভুবননাথ [স] *বি* ত্রিভুবনের নাথ বা রক্ষাকর্তা; কৃষ্ণ। 'ত্রিভুবননাথ আহ্মে দেব গদাধর।' *বড়ু,* ১৪৫০।

ত্রিভুবনপূজ্য [স] *বিণ* স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে পূজনীয়। 'তিনি একজন ত্রিভুবনপূজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি।' *মাইকেল,* ১৮৫৯।

ত্রিভুবনবিপ্লাবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ত্রিভুবন ভেসে যায় এমন। 'ত্রিভুবনবিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

ত্রিভুবনসারা [স] *বি স্ত্রী* ত্রিভুবনের সেরা। 'ত্রাণ কর তূর্ণ মোরে ত্রিভুবনসারা।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

ত্রিভুবনেশ্বর [স] *বি* তিন ভুবনের ঈশ্বর। 'আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০।

ত্রিভুবনেশ্বরি [স ত্রিভুবনেশ্বরী, সম্বোধনে ই-কার] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'ত্রিভুবনেশ্বরি দেবি জগতজননি।' *মালাধর,* ১৫০০।

ত্রিমূর্তি [স] *বি* তিন শ্রেণীর গঠন। 'কবিতার পূর্ববর্ণিত ত্রিমূর্তির সমন্বয়ে একমূর্তি গড়বার ইচ্ছে।' *প্রমথ,* ১৯১৩।

ত্রিযামা [স] *বি* তৃতীয় প্রহর রাত। 'শরতের আবির্ভাব – ত্রিযামা অবসান – বৃন্দাবনের কিবা শোভা।' *প্যারী,* ১৮৫৮।

ত্রিয়দসি [স ত্রয়োদশী] **১** *বি* কৃষ্ণপক্ষ অথবা শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশ দিন। *ওসাঁ,* ১৭৮২। **২** *বিণ* ত্রয়োদশী। 'বুধবার ত্রিয়দসি রাত্র।' *ওসাঁ,* ১৭৮২।

ত্রিয়হ [স ত্রি+স অহ] *বি* তিন দিন। 'ত্রিয়হ তারিখ দিলা তায়।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

ত্রিরাত্রি [স] *বি* তিন রাত। 'যাহারা ত্রিরাত্রি ঐ প্রাসাদে বাস করিয়াছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

ত্রিরূপ [স] *বিণ* তিন রূপের অধিকারী। 'তাহাতে ত্রিরূপ তনু জিনিয়া সিন্দূর ভানু।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

ত্রিলোক [স] *বি* তিন লোক (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল)। 'লড়িল যৌবন বালা ত্রিলোক মোহিনী।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

ত্রিলোকতারণ [স] *বি* স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের ত্রাণকর্তা। 'তুমি নাথ ত্রিলোকতারণ।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

ত্রিলোকবন্দিতা [স] *বি স্ত্রী* ত্রিজগতের বন্দনা লাভ করে যে। 'এসো আনন্দিতা ত্রিলোকবন্দিতা।' *নজরুল,* ১৯৩৫।

ত্রিলোকী [স] *বি* তিন ভুবনের সমাহার। 'বিরহে তন্ময় দেখে ত্রিলোকী।' *মদনমোহন,* ১৮৩৪।

ত্রিলোক্য [স] *বিণ* তিন লোকের (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল)। 'সেবক বৎসল হর ত্রিলোক্য ঈশ্বর।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

ত্রিলোচন [স] **১** *বিণ* তিন চোখবিশিষ্ট। 'দুহি চক্ষু অন্ধ ছিল ত্রিলোচন হইলে।' *রামাই,* ১৭১০। **২** *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'এবার করেছি পণ পূজে সেই ত্রিলোচন বর মেগে লব মনোমত।' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪।

ত্রিশঙ্কু [স] *বি* উভয় সংকটে পড়েছে এমন ব্যক্তি। 'ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।' *নজরুল,* ১৯২২।

ত্রিশিরা [স] *বি* তিন শিরাযুক্ত একপ্রকার ঘাস। 'লোহার করাত দেখি ত্রিশিরার পিঠে।' *কেতকা,* ১৬৫০।

ত্রিশুল [স ত্রিশূল] *বি* তিনটি ফলাযুক্ত অস্ত্রবিশেষ। 'রাজারা ত্রিশুল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

ত্রিশূল [স] *বি* তিন ফলাবিশিষ্ট অস্ত্রবিশেষ। 'নিজজন বচন ঢোল সম ঘোষই নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

ত্রিশূলবৎ [স] *বিণ* ত্রিশূলের মতো। 'অগ্রভাগ দ্বিশাখাবিভক্ত ত্রিশূলবৎ।' *হাসান,* ১৯৬৭।

ত্রিশূলাকারাঙ্কিত [স] *বিণ* ত্রিশূলের আকার মুদ্রিত। 'তৃতীয়প্রকার ত্রিশূলি ত্রিশূলাকারাঙ্কিত পয়সা ত্রিশূলাঙ্ক।' *দর্পণ,* ১৮৩৩।

ত্রিশূলাঙ্ক [স] *বিণ* ত্রিশূলমুদ্রিত। 'তৃতীয়প্রকার ত্রিশূলি ত্রিশূলাকারাঙ্কিত পয়সা ত্রিশূলাঙ্ক।' *দর্পণ,* ১৮৩৩।

ত্রিশূলি [স ত্রিশূল>] *বি* ত্রিশূল মুদ্রিত ধাতব মুদ্রাবিশেষ। 'তৃতীয়প্রকার ত্রিশূলি ত্রিশূলাকারাঙ্কিত পয়সা ত্রিশূলাঙ্ক।' *দর্পণ,* ১৮৩৩।

ত্রিশূলিআ [স ত্রিশূল>] *বি* গাছবিশেষ। 'ত্রিশূলিআর পত্রে পাড়ি লইবে কালি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

ত্রিসংসার [স] *বি* স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। 'জাহের আছে ত্রিসংসারে আমায় দয়া কর স্বামী।' *লালন,* ১৮৯০।

ত্রিসক [স ত্রিশাখ] *বিণ* তিন শাখাযুক্ত। 'ধবল চামর দিল ত্রিসক পতকা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

ত্রিসন্ধ্যা [স] *বি* ভোর, দুপুর ও সন্ধ্যা – এ তিন বেলার পূজা। 'ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যা করা।' *দর্পণ,* ১৮৩১।

ত্রিসীমা [স] *বি* সান্নিধ্য। 'রুসিয়া ইহার ত্রিসীমায়ও আসিতে পারেন না।' *প্রচারক,* ১৯০৩।

ত্রিসীমানা [স] **১** *বি* নিকট; সান্নিধ্য। 'মানুষের গন্ধ পাইলে তার ত্রিসীমানায় থাকে না।' *বিভূতি,* ১৯৩১। **২** *বি* তিন সীমা; ধারে-কাছে। 'কর্পোরেশানের ত্রিসীমানার মধ্যে তাহাদের কর্তৃত্ব ফলাইতে আসে নাই।' *আজাদ,* ১৯৪০।

ত্রিসুল [স ত্রিশূল] *বি* ত্রিশূল। 'পতঙ্গে ত্রিসুল দিল সভ সিসু গনে।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

ত্রিস্থলী [স] *বি* কাশী, গয়া এবং প্রয়াগ। 'ত্রিস্থলী অর্থাৎ কাশী গয়া প্রয়াগ এবং বৃন্দাবন দর্শনাকাঙ্ক্ষী।' *দর্পণ,* ১৮২২।

ত্রিস্রোতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* তিনটি ধারাবিশিষ্ট। 'সেখানে ত্রিস্রোতা নদী এই শুকার সময়ে সহজে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।' *বঙ্কিম,* ১৮৮২। **২** *বি* তিস্তা নদীর অন্য নাম। 'সে ভদ্র নাম হচ্ছে তৃষ্ণা কিংবা ত্রিস্রোতা।' *হাই,* ১৯৫৪।

ত্রিংশ [স] *বিণ* ত্রিশ। 'ত্রিংশ কোটি।' *মুজতবা,* ১৯৪৯।

ত্রিংশৎ [স] *বিণ* ত্রিশ সংখ্যক। 'পিতৃকল্পাদি ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে বর্ত্তমান শ্বেতবারাহ-কল্প যাইতেছে।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১০।

ত্রিংশতি [স] *বিণ* ত্রিশ। 'গড়ের উপর মৃত্তিকার পোস্তা ত্রিংশতি হাত।' *রামরাম,* ১৮০১।

ত্রিপল [ই টারপোলিন] *বি* রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য মোটা কাপড়ের

আচ্ছাদনবিশেষ। 'নীল ত্রিপলের মতো আকাশের নিচে এ্যাফিথিয়েটার থেকে ফিরে যাচ্ছি পালা দেখে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ত্রিপুরারী [স ত্রিপুরারি] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। '"ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটো ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা" ভজন গাইতে গাইতে চলেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ত্রিয়াক্ষর *বি* গুড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ত্রিশ [স ত্রিংশৎ] *বিণ* ৩০ সংখ্যক। 'ত্রিশ গোটাপাটি সে যে মেরুদণ্ডের হএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ত্রিশ গাল হাসা *ক্রি* উচ্ছ্বসিতভাবে হাসা। 'আমরা সবাই ত্রিশ গাল হেসে গেজিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ত্রিশা [স ত্রিংশৎ] *বিণ* ত্রিশ সংখ্যক। *ওর্সী*, ১৭৮৫।

ত্রিশেক *বিণ* তিরিশের মতো; প্রায় ত্রিশ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

ত্রিষ [স ত্রিংশৎ] *বিণ* ত্রিশ; তিরিশ। 'সেখানে বন্ধক রাখীয়া ত্রিষ টাকা পাঠাইবেন।' *ওর্সী*, ১৭৭৯।

ত্রিষা [স ত্রিংশৎ] *বি* তিরিশতম দিন; মাসের তিরিশ তারিখ। 'হরেক মাসের ত্রিষা তইয়ার করিয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ত্রিষষ্ট [স ত্রিষষ্টি] *বিণ* ৬৩ সংখ্যক। 'সানাকি করিতে চলে ত্রিষষ্ট ভুবন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ত্রিষা[1] [স তৃষা] *বি* তৃষ্ণা। 'ত্রিষায় পানি পিএ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ত্রিষা[2] দ্র ত্রিশ

ত্রিষ্টুভ্‌ [স] *বি* সংস্কৃত ছন্দের নাম। 'কবে শুনিয়াছ ত্রিষ্টুভ্‌ অনুষ্টুভ্‌ এই পাপমুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ত্রিসা [স তৃষা] *বি* তৃষ্ণা। 'অন্নকষ্টে গায়ে শির ত্রিসায় না পাইল নীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ত্রিসেক *বিণ* ত্রিশের মতো। 'বএস বৎসর ত্রিসেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

ত্রিহস্পর্শ [স ত্র্যহস্পর্শ] *বি* একই দিনে তিন তিথি যখন একত্র হয়। 'তিথি ত্রিহস্পর্শ হৈল দশমীর কাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ত্রীত [স ত্বরিত>] *ক্রিবিণ* দ্রুত; শীঘ্র। 'হরির উদ্দেসে জাএ ত্রীত।' *মালাধর*, ১৫০০।

ত্রুটি [স] **১** *বি* বিচ্যুতি। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'ত্রুটি-অসম্পূর্ণতা দেখাইলে একেবারে তাহাদের মর্মের মূলে গিয়া আঘাত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* ঘাটতি। 'শিষ্টাচারের ত্রুটি ছিল না।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* অবহেলা। 'গোলাম আপন শক্তিমত ত্রুটি করে না।' *কেরি*, ১৮০২। **৪** *বি* অভাব। 'তবু বিজ্ঞাপনের ত্রুটি নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **৫** *বি* ব্যতিক্রম। 'পৃথিবী যদি উলট-পালট হয়ে যায় তবু বুড়োর নিয়মের ত্রুটি হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৬** *বি* দোষ। 'ছোট-খাটো ত্রুটি আবিষ্কারে তিনি ওস্তাদ।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ত্রুটিপূর্ণ [স] *বিণ* ভুলে ভরা। 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

ত্রুটি-বিচ্যুতি [স] *বি* ভুলচুক। 'ত্রুটি-বিচ্যুতি যে নাই এমন কথা বলছি না।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ত্রুটিমুক্ত [স] *বিণ* নির্ভুল। 'বাংলাও যে ত্রুটিমুক্ত এমন নয়।' *হাই*, ১৯৫৪।

ত্রুটী [স ত্রুটি] *বি* অপরাধ। 'ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

ত্রূপ [ওল ট্রুফ] *বি* তুরুপ; তাসখেলায় রঙের তাস। 'আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, ত্রূপ খেললি কেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ত্রেজারি [ই ট্রেজারি] *বি* সরকারি কোষাগার। 'টাকা ত্রেজারিতে সাহেব লোক দেলাইবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ত্রেজারী [ই ট্রেজারি] *বি* সরকারি কোষাগার। 'তাহাদিগকে নিজেরও ত্রেজারীর রক্ষার্থ মাগুরায় স্থাপন করিয়াছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

ত্রেজুরার [ই ট্রেজারার] *বি* কোষাধ্যক্ষ। 'ত্রেজুরার অর্থাৎ খাজাঞ্চি। – শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ত্রেজুরি [ই ট্রেজারি] *বি* সরকারি কোষাগার। 'কোম্পানির ত্রেজুরির খাজাঞ্চি জগন্নাথ বসু।' *দর্পণ*, ১৮২০।

ত্রেড [ই ট্রেড] *বি* বাণিজ্য। 'বিয়োজীম হুকুম সাহেবান বোর্ড ত্রেড।' *ক্যালগে*, ১৮০১।

ত্রেদ [ই ট্রেড] *বি* বাণিজ্য। 'বোর্ড ত্রেদের সেকৃটরী সাহেব।' *ক্যালগে*, ১৭৯৮।

ত্রেতা [স] *বি* হিন্দুমতে চার যুগের দ্বিতীয় যুগ। 'সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী আহ্মে নিরঞ্জন কায়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ত্রেতাযুগ [স] *বি* হিন্দুমতে চার যুগের দ্বিতীয়টি। 'ত্রেতাযুগে যজ্ঞ লাগি মোর অবতার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ত্রৈবার্ষিক [স] *বিণ* তিন বৎসর পর পর অনুষ্ঠিত। 'পঞ্চম ত্রৈবার্ষিক সম্মেলন।' *বেগম*, ১৯৬৮।

ত্রৈমাসিক [স] **১** *বিণ* তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হয় এমন। 'মাসিক ও ত্রৈমাসিক ও সাম্বৎসরিক অনেক প্রকার সংবাদ সংঘটিত পুস্তক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বিণ* তিন মাস অন্তর ঘটে এমন। 'এই বঙ্গদেশীয় ভূম্যাদির রাজস্ব গ্রহণের যে ত্রৈমাসিক কিস্তি নিরূপিত আছে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪।

ত্রৈরাশিক [স] *বি* তিনটি রাশির পরস্পর সম্বন্ধঘটিত অঙ্কপ্রণালী। 'ত্রৈরাশিক হিসাবেই মশগুল আছে।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

ত্রৈলিঙ্গ [স ত্রিকলিঙ্গ>] *বি* অন্ধ্ররাজ্যের ভাষা। 'অন্ধ্র ভাষার নাম ত্রৈলিঙ্গ তেলুগু ও তেনুগু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ত্রৈলিঙ্গী [স] *বি* তেলেগু ভাষা। 'মহারাষ্ট্রীয় ও পাঞ্জাবী ও ত্রৈলিঙ্গী ও কর্ণাটী ও উৎকলীপ্রভৃতি উনচত্বারিংশৎ ভাষায় তর্জমা করাইয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ত্রৈলোক্য [স] *বি* স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল – এই তিন ভুবনের সমষ্টি। 'বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ত্রৈলোক্যপতি [স] *বি* ত্রিভুবনের পতি; হিন্দুদেবতা মহেশ্বর। 'সহায় ত্রৈলোক্যপতি মহিমা সাগর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ত্রৈলোক্যবিজই [স ত্রৈলোক্য-বিজয়ী] *বিণ* ত্রিলোক-বিজয়ী। 'তবে হব ত্রৈলোক্যবিজই সেই ধ্বনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ত্রৈলোক্যসুন্দরী [স] *বি* ত্রিভুবনে আর নেই এমন সুন্দরী; রাধা। 'বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ত্রোটক [স] *বি* নাটকবিশেষ। 'নাটক ত্রোটকের অভিনয় দেখতেম।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ত্রোসকারী *বিণ* গ্লানিকর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ত্র্যংশ [স] *বি* তিন ভাগ। 'বালকেরা ব্যাকরণের অর্দ্ধেক ও ত্র্যংশ ও

চতুর্থাংশে আবৃত্তি করিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ত্র্যক্ষর [স] *বি* তিন অক্ষর। 'তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা পরে ... ত্র্যক্ষরযুক্ত চতুরক্ষরযুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ত্র্যমৃতযোগ [স ত্রি-অমৃত-যোগ] *বি* অত্যন্ত শুভক্ষণ। 'দুই শয়তান কাঁধে কাঁধ দিয়ে ত্র্যমৃতযোগ হয়ে দাঁড়াল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ত্র্যম্বক [স] *বি* মহাদেব। 'নাসিক ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ত্র্যস্তব্যস্তে [স ত্রস্তব্যস্ত] *ক্রিবিণ* তাড়াহুড়া করে। 'সমস্ত ত্র্যস্তব্যস্তে হস্তগত করিয়া বহির্দ্বারে পালকীর অপেক্ষায় দণ্ডায়মানা রহিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ত্র্যহস্পর্শ [স ত্রি-অহ-স্পর্শ] *বি* জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে একদিনে তিন তিথির মিলন। 'এ যে ত্র্যহস্পর্শ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ত্র্যহস্পর্শ পড়া *ক্রি* জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে অশুভ লক্ষণ হিসেবে একই দিনে তিনটি তিথি যুক্ত হওয়া। 'ত্র্যহস্পর্শ পড়েছে, আজ বড়ো অযাত্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

থ

থ [স স্তব্ধ] ১ *বিণ* স্তম্ভিত। 'চেহারা দেখেই সব মামা থ।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বিণ* হতভম্ব। 'বিস্ময়ে আমি থ হয়ে যাই।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

থ বনা *ক্রি* স্তম্ভিত হওয়া। 'আমি সত্যি থ বনে যাচ্ছি।' *মানিক*, ১৯৪০।

থই [স স্থলী] ১ *বি* পাথরের খাদে যে কাজ করে। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* কূল। 'মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* নাগাল। 'অথই মনের থই মেলে না।' *নজরুল*, ১৯৩৯। ৪ *বি* পাত্তা। 'মার্জিত কালোয়াতি সংগীত থই পাইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

থই থই [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* কানায় কানায় ভরে আছে – এই অবস্থা জ্ঞাপক। 'সমুদ্রের জল থই থই করিতেছে, তাহার এক ফোঁটা মুখে দিবার জো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

থকথকে [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* ঈষৎ গাঢ়। 'থকথকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।' *মানিক*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* তরল কাদাময়। 'ছিটকে পড়তো থকথকে সিঁড়িতে সারাদিন।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

থতমত, থতোমতো [ধ্বন্যা] ১ *বি* ইতস্তত ভাব। 'একটা কথার উত্তর দিতে কেমন থতমত খেতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* মুখে কথা সরে না এমন ভাব। 'ভয়ে থতমত খাইয়া বলিলেন ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বি* বিহ্বলতার ভাব। 'সনাতন থতোমতো খাইয়া বলিত।' *মানিক*, ১৯৩৭। ৪ *বি* অপ্রস্তুত ভাব। 'নারায়ণ একটু থতোমতো খেয়ে যায়।' *মানিক*, ১৯৪৭।

থথর [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত কম্পনের ভাব। 'সারাদিন ঝরঝর থথর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

থপথপ [ধ্বন্যা] *বি* জোরে পা ফেলার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'থপ থপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'থপ থপ পায়ে সে নাচত যে আয়েসে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

থপাস থপাস [ধ্বন্যা] *বি* পুনঃপুন থপাস ধ্বনি। 'ধোবার গাধা থপাস থপাস করিয়া যাইতেছে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

থমক [স স্তম্ভ] *বি* থেমে থেমে চলন। 'থমকি রহিল যেন ভোর মতি হৈয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

থমকা [স স্তম্ভ>] ১ *ক্রি* চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যাওয়া। 'কবিরাজ কিছুদূর যাইয়া হতভোম্বা হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* চমকে ওঠা। 'থমকি বলে, এ কে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

থমকি *বিণ* থমকে যাওয়া। 'চমকি থমকি তনু কম্পিত মনোরথ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

থমকে থাকা *ক্রি* থেমে থাকা। 'ঈশান কোণে থমকে আছে হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

থমকে-থামা *ক্রি* চমকে উঠে থেমে যাওয়া। 'ঝিলিমিলি-দেওয়া বাতায়নের নিচে থমকে-থামা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

থমকে দাঁড়ানো *ক্রি* বিস্মিত হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া। 'ত্রস্ত হরিণীর মতো থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

থমকে-যাওয়া *বিণ* সরে যাচ্ছে না এমন। 'রোদের পরে বৃষ্টিভরা থমকে-যাওয়া মেঘে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

থমকে যাওয়া *ক্রি* আটকে যাওয়া। 'ক্ষণে ক্ষণে কলম হুঁচট খেয়ে থমকে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

থমথম [ধ্বন্যা] ১ *বি* নিথর বা নিশ্চলতার ভাব। 'রাত্রিটা যেন একটা প্রকাণ্ড নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো আগাগোড়া সমান থম থম করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* স্থির। 'দরিয়াও থমথম নাই তাতে ঢেউ, ছাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

থমথমে ১ *বিণ* স্থির ও ঘোর। 'থমথমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'বটের তলায় নামল থমথমে অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* গম্ভীর। 'একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব চারদিকে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

থম্ব [স স্তম্ভ] *বি* খুঁটি। 'অল্প বলে পার তুঙ্গি তুলিতে থম্ব।' *সুলতান*, ১৭০০।

থম্ভ [স স্তম্ভ] *বি* স্তম্ভ। 'সখি অবলম্বনে চলবি নিতম্বিনি থম্ভবি থম্ভ সমীপে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

থম্ভা [স স্তম্ভ>] *ক্রি* থমকে দাঁড়ানো। **থম্ভবি** *ক্রি* থমকে দাঁড়াবি। 'সখি অবলম্বনে চলবি নিতম্বিনি থম্ভবি থম্ভ সমীপে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

থয়োত্তলী *বি* কন্যাপক্ষকে বরপক্ষের প্রদেয় অর্থবিশেষ। 'টাকা পয়সা থয়োত্তলী, সিঙ্গানী, দেয়াগিরী, মাতুল সেলামী গ্রহণ।' *রওশন*, ১৯২৫।

থর [স স্তর] *বি* স্তর। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'থোপ তায় থুইল থর কাচমুনি রাকা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

থরকাটা *বিণ* স্তরে স্তরে কাটা হয়েছে এমন। 'গোপ কামানো, থরকাটা চুল, হাতে বাজু কানে ফুল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

থর থরে *ক্রিবিণ* স্তরে স্তরে। 'প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে অধরেতে থর থরে চুম্বনের লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

থরে থরে [স স্তর>] ১ *ক্রিবিণ* ধাপে ধাপে। 'বন্দিলেক হাট ঘাট পাইক থরে থরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* নানা স্তরে। 'কাননেতে থরে থরে ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

থরে বিথরে [স স্তর>] ১ *ক্রিবিণ* থাকে থাকে। 'সকলি দিলাম তুলে/ থরে বিথরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *ক্রিবিণ* নানা স্তরে। 'থরে বিথরে সাজানো কতকগুলি।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

থরকব *বি* ঘোড়ার সাজবিশেষ। 'থরে থরে থরকব থুইল গোটা ছয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

থরথর [ধ্বন্যা] ১ *বি* কম্পনের ভাব। 'তরঙ্গহিল্লোলে কন্যা করে থরথর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রিবিণ* থরথর ক'রে। 'থর থর কম্পত দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

থরথর করা *ক্রি* কম্পিত হওয়া। 'তরঙ্গহিল্লোলে কন্যা করে থরথর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

থর থর থরি *বি* কম্পন প্রকাশক শব্দ। 'অধীরে ধরা থর থর থরি কাঁপিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

থরথরা [ধ্বন্যা থরথর>] *ক্রি* থরথর করে কাঁপা। 'থরথরি কাঁপে প্রাণ রাজার তাড়নে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'দেবতা যখন ডেকে *ওঠে/* থরথরিয়ে কেঁপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

থরথরানি *বি* কাঁপুনি। 'নিঃসঙ্গ তালগাছ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে

প্রত্যঙ্গের থরথরানি মিশাইয়া দিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

থরোথরো [স স্তর>] ১ *ক্রিবিণ* থরথর ক'রে। 'বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে/ পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ২ *বিণ* থরথর করে এমন। 'লাগে থরোথরো শিহরণ।' *নীরেন*, ১৯৫০।

থরমমেটর [ই থার্মোমিটার] *বি* দেহতাপ নির্ণয়কারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। 'প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থরমমেটরের পারার মত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

থরহর [প্রা থরহরত্তি] *বিণ* থরথর করে কাঁপছে এমন। 'সুরনর থরহর – ব্রহ্মাণ্ডবিপ্লব করো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

থরহরি [প্রা থরহরত্তি] ১ *ক্রিবিণ* থরথর করে। 'হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ। সোই লুবধ মতি তাহে করু ঝাঁপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রিবিণ* ভয়ে। 'তাঁহার দবদবায় ... সকলেই থরহরি কাঁপিত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

থল [স স্থল] *বি* স্থল। 'থলত আসিআঁ দেব মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

থলকমল [স স্থলকমল] *বি* স্থলপদ্ম। 'থলকমল জিণী তোহ্মার চরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

থলকমলি [স স্থলকমলী] *বি স্ত্রী* স্থলপদ্ম। 'থলকমলি আঁউরে যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই।' *নজরুল*, ১৯২৫।

থলকমলিনী [স স্থলকমলিনী] *বি* স্থলপদ্ম। 'যেন জলে চলে থলকমলিনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

থলকমলী [স স্থলকমলী] *বি স্ত্রী* স্থলপদ্ম। 'থলকমলীর দশ রসনা তবু সদা নীরব রয়।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

থলথল [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* থকথকে। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* টলটল। 'সীমাহীন নীল জল/ করিতেছে থলথল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

থলথলানো [ধ্বন্যা থলথল>] *ক্রি* পরিপুষ্ট ও লাবণ্যময় হওয়া। 'থলথলিয়ে উঠল সবুজ লতানো দেহগুলো।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

থলথলে [ধ্বন্যা থলথল>] *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট; স্থূল। 'থলথলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'থলথলে শরীরটা এলিয়ে বার-কয়েক চেষ্টার পর আইন পরীক্ষার শেষ তোরণ অতিক্রম।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

থলা [স স্থল>] *বি* থলি; কাপড়, চট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ঝুলি। 'কিছু কিম্মতী কাগজ ছিল তিনটা থলা আর হরেক চাবি।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; *ক্যালগে*, ১৮০০।

থলাথলি [স স্থল>] *বি* ছোটোবড়ো থলি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

থলি, থলী [স স্থলী] *বি* কাপড় অথবা চটের তৈরি ঝুলি। 'ঔষধের থলি ওঝার হাতে করি লইল।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'যে সকল কবিরাজ থলী হাতে করিয়া রাস্তায়২ বেড়ায়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

থলিঝুলি *বি* থলি ও ঝুলি। 'চীনের থলিঝুলি যারা ফুটো করতে লেগেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

থলি-থালি *বি* বোঝা ইত্যাদি; বাক্স-পেটরা; মালপত্র। 'কোথা তাদের রইবে থলি-থালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

থলিমুখ [স স্থলীমুখ] *বি* থলির মুখ। 'তোমার ওয়াজের থলিমুখ বন্ধ কর।' *শওকত*, ১৯৫৮।

থলিয়া [স স্থলী] *বি* থলি। 'থলিয়া সমেত আশরুপি দিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

থলে *বি* থলি। 'এতগুলি থলে এনেছ কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

থলো [স স্থলী] *বি* গোছা। 'নদীজলে চাবীর থলো ফেলে দিয়ে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

থল্যা [স স্থলী] *বি* থলি। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'জক্‌সেনের ঘাটের থল্যার দোকান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

থা [স স্থল] *বি* থই। 'ঢালিয়া পড়িব কোলে নাহি পাব থা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'ঘরকন্নার কর্ম কিছু থা পাইনে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

থাই [স স্থলী] *বি* থই। 'রাইপ্রেমের তরঙ্গ ভারি তাতে থাই দিতে কি পারবে হরি।' *লালন*, ১৮৯০।

থাইসিস [ই] *বি* যক্ষ্মারোগ। 'থাইসিস হবার ভয় নেই?' *জীবন*, ১৯৩৩।

থাউকো *বিণ* অপ্রত্যাশিত; উপরি। 'পাঁচশো সাতশো টাকা থাউকো পেয়ে যাবার সম্ভাবনার দিকে ...।' *সুনীল*, ১৯৭০।

থাঁৎলানো [স থুর্ত>] *ক্রি* পিষ্ট করা। 'আমাকে দু পা দিয়ে থাঁৎলাতে পারতে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

থাঁসা *ক্রি* মর্দন করা। 'আমি পাতিহাঁসির আন্ডা বেচি আর হাসির ময়দা থাঁসি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

থাক১ দ্র **থাকা**

থাক২ [স স্তবক] ১ *বি* তাক। 'থাকের নকসাটা দেখা নিতান্তই আবশ্যক হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ২ *বি* স্তর। 'আমরা নানা শ্রেণীর নানা থাকে বিভক্ত মানুষ দেখি।' *অবন*, ১৯২৫।

থাকে থাকে *ক্রিবিণ* ধাপে ধাপে। 'ঢালু পাহাড়ের উপর চষা খেত সোপানের মতো থাকে থাকে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'টিফিন-ক্যারিয়রে থাকে থাকে সোহিনী খাবার সাজিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

থাকবন্দী *বিণ* বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। 'জরীপের থাকবন্দী হিসেব।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

থাকন ১ *বি* থাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বনমালীর নিরুত্তরে অবাক হইয়া থাকন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* বসবাস। 'গৌরে বাসা বাটীতে থাকনের ন্যায় থাকিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

থাকবস্ত [হি থোকবস্ত] *বি* জমির সীমা নির্ধারণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

থাকা ১ *ক্রি* অবস্থান করা। 'মৌন করিআঁ দুহেঁ থাকি এক পাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* বর্তমান থাকা। 'তাহার শক এই কলির ৮২১ বৎসর শেষ থাকা পর্য্যন্ত থাকিবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *ক্রি* বসবাস করা। 'এ বাড়িতে থাকা হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *ক্রি* বাদ দেওয়া। 'বিহারী কহিল, এখন থাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৫ *ক্রি* বজায় থাকা। 'থেকেও মান থাকে না যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৬ *ক্রি* স্থায়ী হওয়া। 'কিছুই থাকে না দেখো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। **থাউক** *ক্রি* থাকুক। 'থাউক কুসলে পুত্র জলের ভিতরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **থাক** *ক্রি* থাকুক। 'এহা বুঝি নিবারিআঁ থাক নিজ মন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **থাকএ** *ক্রি* থাকে। 'অবস্য থাকএ পুত্র জননি জঠরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **থাকতুম** *ক্রি* থাকতাম। 'চারজন মাত্র একটি বাড়িতে থাকতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **থাকতে থাকতে** *ক্রি* অবস্থান করতে করতে। 'এই নিরগ্নিক অবস্থায় থাকতে-থাকতে একটা সময় দেখি এক-এক দল মানুষ ...।' *অবন*, ১৯২৫। **থাকন** *ক্রি* থাকেন। 'একপায় কৃতাঞ্জলি দিবসে থাকন রজনিতে করে দেবী কুশেতে শয়ন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **থাকন্ত** *ক্রি* থাকে। 'গুণীগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **থাকয়** *ক্রি* থাকে। 'যদি আয়ু শেষ প্রাণ থাকয় আমার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **থাকয়ে** *ক্রি* থাকে। 'বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **থাকসি** *ক্রি* থাকিস। 'কাহার তনয় তুই থাকসি কোথাত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **থাকহ** *ক্রি* থাকো। 'গরু রাখোআল গোঠে থাকহ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **থাকি** ১ *ক্রি* অবস্থান করি।

'মৌন করিআঁ দুহেঁ থাকি এক পাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* অবস্থান ক'রে। 'অন্তরীক্ষে থাকি সব দেখে দেবগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **থাকিআ থাকিআ** *ক্রিবিণ* থেকে থেকে। 'থাকিআ থাকিআ বড়াই করএ ধামালি।' *মালাধর*, ১৫০০। **থাকিআঁ** *ক্রি* থেকে। 'কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **থাকিউ** *ক্রি* থাকলো। 'সোণত রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০। **থাকিতুম** *ক্রি* থাকতাম। 'মুঞি যদি না থাকিতুম তাহান সহিতে।' *সুলতান*, ১৭০০। **থাকিতে, থাকীতে** *ক্রি* থাকতে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **থাকিব** *ক্রি* থাকবি। 'থাকিব তই ঘৃণ্ড কইসেঁ।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০। **থাকিবা** *ক্রি* থাকবে। 'পঞ্চভাই সাবধানে একত্রে থাকিবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **থাকিবাম** *ক্রি* থাকবো। 'আমি নি সজীবে থাকিবাম সেহিদিন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **থাকিবে** *ক্রি* থাকবে। '১৮০০০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **থাকিবেক** *ক্রি* থাকবে। 'সাহেব গোয়ালা বেটা তবে বুঝি বাসি মাখন আনিয়া থাকিবেক।' *কেরি*, ১৮০২। **থাকিয়া** *ক্রি* থেকে; অবস্থান ক'রে। 'আকাসে থাকিয়া চাহে যক্ষ দেবগন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **থাকিল** *ক্রি* থাকলো। 'রাজ তরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **থাকিলা** *ক্রি* থাকলো। 'কোমল পাতত থাকিলা কাহ্নাঞিঁ বসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **থাকিলে** *ক্রি* থাকলে। 'কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **থাকী** *ক্রি* থাকি। 'মাসঁ থাকী সঅল বিহণ।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০। **থাকীবেন** *ক্রি* থাকবেন। 'তদবধি আমার বাটীতে থাকীবেন।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **থাকীয়া** *ক্রি* অবস্থান ক'রে। 'বাহিরে থাকীয়া তবে চিন্তেন গোপাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **থাকীলাম** *ক্রি* থাকলাম। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **থাকু** *ক্রি* থাকুক। 'নিছন লইআঁ কাহ্নাঞিঁ থাকু এক বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **থাকুক** *ক্রি* থাক। 'নিশ্চিন্তে থাকুক সে জানিব কথোকালে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **থাকে ১** *ক্রি* অবস্থান করে। 'বসি থাকে কদমের তলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* থেকে যায়। 'সংসার আসার পর উপকার করিলে কিরীত থাকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **থাকোঁ** *ক্রি* থেকে। 'তান সভা মধ্যে থাকোঁ হই সভাসদ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **থাকোহ** *ক্রি* থাকো। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **থাক্তে** *ক্রি* থাকতে। 'কুলীনের ছেলে যত অধিক কাল শ্বশুরবাড়ী থাকে, তত অধিক আদর বাড়ে, তা থাক্তে পাই কৈ?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **থাক্যা** *ক্রি* থেকে। 'ঠাঞি নাঞি পৃষ্ঠে কুঞ্জ ঠায় বস্যা থাক্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

থাকাথাকি ১ *বি* বেঁচে থাকা। 'আমার আবার থাকাথাকি।' *মানিক*, ১৯৩৭। **২** *বি* অবস্থান করা। 'যাদের থাকাথাকিতে বেঁচে থাকার কোনো রদবদল হয় না।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

থাকি থাকি *ক্রিবিণ* কিছু সময় পর পর। 'সারাদিন ধরে বকুলের ফুল/ ঝরে পড়ে থাকি থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

থাঙ্গ জাঙ্গ *বি* নৌবহর। 'সাতখাম চলিয়াছে সোনার থাঙ্গ জাঙ্গ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

থাতী [স স্থিতি] *বি* স্থিতি। 'চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী।' *চর্যা ২১*, ১২০০।

থান[1] [স স্থান] **১** *ক্রিবিণ* নিকটে। 'আপণাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* স্থান। 'এহা বনে আদ্ভূত আছে থানে থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* আস্তানা। 'যেখানে পীরের নাম বারাম মোকাম থান যত ফয়তালা নাম হতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

থানত *ক্রিবিণ* নিকটে; বরাবর। 'আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

থানে *ক্রিবিণ* স্থানে। 'জনক জননী থানে দ্বারিক দুর্জন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

থানে থানে *ক্রিবিণ* স্থানে স্থানে; এখানে সেখানে। 'রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

থান[2] [হি] **১** *বি* একটানা বোনা অখণ্ড বস্ত্র। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'লামাকে জে জরদ রাঙ্গব বানাত একথান পত্র চিন্ন দিয়া লেখীয়াছেন।' *বোগল*, ১৭৭০; 'শাদা থান।' *রামরাম*, ১৮০১; 'থানের ধুতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **২** *বি* খণ্ড। 'যোলো থান মোহরে যোলো জন ঘরামি ...।' *অবন*, ১৮৯৬। **৩** *বিণ* আস্ত; গোটা। 'একখানা থান ইট নিয়ে আয় তো।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

থান থান *বিণ* জমাটবদ্ধ। 'অধোদেশ ফোলা আর থান থান রক্ত।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

থানধুতি *বি* পাড়শূন্য ধুতি। 'শ্যামের ... পরনে থানধুতি।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

থানকুনি *বি* ভেষজ উদ্ভিদবিশেষ। 'আর থানকুনি গাছ কত।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

থানা [স স্থান] **১** *বি* আস্তানা। 'দৈবযোগে সেই ঘাটে করিলেন থানা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ঘাঁটি। 'দুয়ার চাপিয়া দিল থানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* চৌকি; পাহারা। 'গড় বেড়ি কপি দেই থানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বি* কার্যালয়। 'দপ্তর থানায় যাতায়াত করিতে২ সর্ব্বত্রে পরিচিত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বি* পুলিশ ফাঁড়ি। 'থানাতে নালিশ করিলে থানাদার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব্ব জ্ঞাত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৬** *বি* আবাসস্থল। 'গরুর বাথান গোয়াল-থানা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৩। **৭** *বি* আড়ত। 'খেলিবার মাঠে বড় জমকালো মিলেছে পাটের থানা।' *জসীম*, ১৯৩১।

থানাএ *ক্রিবিণ* স্থানে। 'পথের থানাএ ২ জে খানে জে দেও আছে।' *বোগল*, ১৭৭০।

থানাজাতে *বিণ* ঘাঁটি করে আছে এমন। 'থানাজাতে সৈন্য মুরচাবন্দি করিয়া মজবুতিতে আপন মুলুকে কর্ত্তৃত্ব করিব।' *রামরাম*, ১৮০১।

থানাদার [থানা+ফা দার] *বি* থানার বড়ো দারোগা। 'থানাতে নালিশ করিলে থানাদার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব্ব জ্ঞাত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

থানা দেওয়া *ক্রি* অবস্থান করা। 'শয্যাহীন খাটখানা একপাশে দেয় থানা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

থানা বথানা ১ *ক্রিবিণ* দুর্গ থেকে দুর্গে। 'সর্ব্ব সৈন্য লইয়া দাউদের থানা বথানায় রঞ্জিত হইয়া বেগতিক লুটফশাদ করিতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *ক্রিবিণ* পর পর থানাক্রমে। 'লম্পটশ্রেষ্ঠ থানাবথানা কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

থাপড় [প্রা থপ্প] *বি* চড়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

থাপড়ানো [প্রা থপ্প] *ক্রি* থাপড় মারা। 'বুকের পাটায় থাপড়িয়ে হাত।' *জসীম*, ১৯৩৩।

থাপর [প্রা থপ্প] *বি* চড়। 'কার নাসা দন্ত ভাঙ্গে মস্তকে থাপর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

থাপন [স স্থাপন] *বি* স্থাপন। 'তিন কোন পৃথিবীর জল করিলা থাপন।' *রামাই*, ১৭১০।

থাপর দ্র **থাপড়**

থাপা[1] [স স্থাপি>] *ক্রি* আগ্রহী হওয়া। **থাপয়ে** *ক্রি* আগ্রহী হয়। 'সুনইত রসকথা থাপয়ে চীত/ জইসে করিঙ্গিনী সুনএ সঙ্গীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

থাপা[2] [প্রা থপ্প] *বি* থাবা। 'ধীরে ধীরে পাট জোড়া থাপা দিয়া নাড়ে।' *সুলতান*, ১৭০০।

থাপ্পোর [প্রা থপ্প] *বি* চড়। 'এমনি থাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়ুয়ে দেই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

থাবড় [প্রা থপ্প] *বি* থাপড়; চড়। 'হাথির উপর হানে দুরন্ত থাবড়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

থাবড়া [প্রা থপ্প] *বি* চড়। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তাহার কাঁধে এক থাবড়া মারিয়া কহিলেক, ওরে বাছা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

থাবড়ানি [প্রা থপ্প>] *বি* চড় মারার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

থাবর [স স্থাবর] *বিণ* স্থাবর। 'পাহাড় পব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম।' *রামাই*, ১৭১০।

থাবা [প্রা থপ্প] **১** *বি* করতলের আঘাত। 'থাবায় থাবায় মশাল নিবায়।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* সিংহ, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর সামনের দু'পায়ের আঘাত। 'তাহার থাবার ভয়ে তাহারা সশঙ্কিত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* চতুষ্পদ জন্তুর সামনের দুই পা। 'কুক্কুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

থাবা থাবা *ক্রিবিণ* করতলে যে পরিমাণ ধরে সেরকম। 'থাবা থাবা মেরে দেও কিছু নাই গোল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

থাবা পাতা *বি* করতল মাটিতে রাখা। 'বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়া ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

থাবা মারা *ক্রি* আঘাত করা। 'সে যে আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্জাতি এবং বে-আদবি অসহ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

থাম [স স্তম্ভ] *বি* খুঁটি। 'থামে বাঁধা কত বাজী, ইরাণি তুরকি তাজি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

থামওয়ালা [থাম+হি ওয়ালা] *বিণ* স্তম্ভসহ। 'থামওয়ালা বড়ো বড়ো প্রকোষ্ঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

থামবারান্দা [স স্তম্ভ+ফা বরামদহ্] *বি* থাম বা পিলারযুক্ত বারান্দা। 'বাড়িগুলো লন্ডনের মতো থামবারান্দাশূন্য, ঢালু ছাতওআলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

থামসদৃশ [থাম+স সদৃশ] *বিণ* থামের মতো। 'থামসদৃশ পদচতুষ্টয় – সে যেন চলন্ত পর্বত।' *হাসান*, ১৯৬৭।

থামথুম [ধ্বন্যা] *বিণ* থমথমে। 'থামথুম পরিবেশ কাঁপিয়ে হো-হো করে হাসে মনুমিয়া।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

থামা **১** *ক্রি* এগিয়ে না যাওয়া। 'থামিল চলিয়া যাবে সবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *ক্রি* শান্ত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

থামা-থুমা *ক্রি* একেবারে বন্ধ হওয়া। 'বকুনির বিড় বিড় গেছে থেমে-থুমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

থামানো **১** *ক্রি* শান্ত করা। 'তাহাদিগকে থামান কর্ত্তব্য।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩। **২** *ক্রি* নেভানো। 'কোম্পানির দমকল এলেও থামাতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

থাম্বা [স স্তম্ভ] *বি* থাম। 'কেউ যেন ঠিক থাম্বা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

থাহা [স *স্থঘক] *বি* ঠাঁই। 'মাআমোহা সমুদা রে অন্ত ন বুঝসি থাহা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

থার [স স্থির] *বিণ* শান্ত। 'ডরেঁ চিত নহে থারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

থারড [ই] *বিণ* তৃতীয়। 'ফাষ্ট সেকাণ্ট থারড ফোর্থ ক্লাস।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

থারমোমিটার [ই] *বি* শরীরের তাপ মাপার ডাক্তারি যন্ত্র। 'থারমোমিটারের খোল।' *তারা*, ১৯৫৩।

থারি [স স্থালী] *বি* থালা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পিত্তল কলসে এবং থারি ঝারি সারিসারি ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

থার্ডক্লাস [ই] **১** *বি* রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। 'থার্ডক্লাস বুকিং অফিসে লোকের ঠেল মেরেচে, রেলওয়ের চাপরাশীরা সপাসপ্ বেত মাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* উপরের দিক থেকে স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী; অষ্টম শ্রেণী। 'থার্ডক্লাশের চৌকাঠে পা দিলুম গিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

থার্মোফ্লাস্ক [ই] *বি* তাপ-অপরিবাহী পাত্রবিশেষ। 'থার্মোফ্লাস্ক থেকে একটু চা ঢাল দেখি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

থার্মোমিটার, থার্মমিটর [ই] *বি* দেহের তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র। 'লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার আনানো হয়েছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫; 'থার্মমিটর মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

থাল, থালা, থালি [স স্থালী] *বি* খাবার বাসনবিশেষ। 'হাথে থাল করি সব ব্রাহ্মনি চলিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ততৈক্ষণে দিল কুন্তি সুবর্ন্নের থালাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী নানাদ্রব্য থালি ভরি আইলা সবে যৌতুক লইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাহাকে একখানি স্বর্ণথালির মত দেখি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

থালা-ভরা *বিণ* থালাপূর্ণ। 'থালা-ভরা মিষ্টান্ন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

থালিকা [স স্থালিকা] *বি* ছোটো থালা। 'ভরি নিশীথ-তিমির-থালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

থাসা *বি* ঠাসা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

থাহা [স স্থল] *বি* থই; জলের নিম্নস্থ স্থলভাগ। 'কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

থাহী *বি* ঠাঁই। 'দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

থিউরী, থিওরি [ই] *বি* তত্ত্ব। 'না হয় তোমার থিওরিই মানিয়া লইলাম।' *প্রভাত*, ১৮৯৬; 'দুই জাতি থিউরীও স্বীকৃত হইল।' *আজাদ*, ১৯৪২।

থিওরিস্ট [ই] *বি* তাত্ত্বিক। 'হালিম মিঞা একটা থিওরিস্ট।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

থিওরেটিক্যাল [ই] *বিণ* তাত্ত্বিক। 'খাদ্য-সমস্যার থিওরেটিক্যাল আলোচনার শেষে ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

থিতাল *বিণ* থেঁতলে গেছে এমন। 'ঘোড়ার ক্ষুরে থিতাল বুক অলক্ত-সে আলোর ধারা।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

থিক *অব্য* থেকে। 'হঠ ন করিঅ কহু কর মোহি পার। সব তহ বড় থিক পর উপকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

থিকা *অব্য* অপেক্ষা। 'আমার থিকা ঠগ-পীর বেশি হইল?' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

থিত [স স্থিত] *বিণ* স্থিত। 'দআর সাগর পরভু হএ গেল থিত।' *রামাই*, ১৭১০।

থিতানো [স স্থিত>] *ক্রি* শান্ত হয়ে আসা। **থিতিয়ে নেওয়া** *ক্রি* ক্রমে শান্ত হয়ে আসা। 'আবার থিতিয়ে নিতে দুদিন যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

থিতিয়ে যাওয়া *ক্রি* সহ্য হয়ে আসা। 'আঁধারিটা যেন থিতিয়ে গেছে ওদের চোখে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

থিতী [স স্থিতি] *বিণ* স্থিতি। 'কদমতলের থিতী তোর মোর হৈব

রতী।' বড়ু, ১৪৫০।

থিতুবিতু *বি* জড়োসড়ো অবস্থা। 'ভিজে থিতুবিতু হয়ে ও যখন ছাউনিতে ফিরে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

থিবি [স স্থা>] *ক্রি* থাকবি। 'জাতি কুল যাক পিছে থিবি তার কাছে কাছে।' *দ্বিজ*, ১৬০০।

থিয়সফি, থিয়োসফী [ই] *বি* ১৮৯০-এর দশকে উদ্ভূত আধ্যাত্মিক মতবাদ; প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্যে ধ্যান অথবা প্রার্থনায় বিশ্বাস। 'থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'সেই থিয়োসফী (ব্রহ্মজ্ঞান বা এলেম এলাহী) সম্বন্ধে আলোচনা করিব।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

থিয়সফিস্ট [ই] *বিণ* আধ্যাত্মবিদ; দৈববিশ্বাসী। 'থিয়সফিস্ট আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

থিয়েটার, থিয়েটর [ই] ১ *বি* নাটকের দল। 'যিনি হিন্দু থিয়েটর করিতে প্রাবর্ত্তক হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'থিয়েটারে একজন নূতন অ্যাক্টর এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* নাট্যশালা। 'বৃক্ষ এক থিয়েটরের সদৃশ হইয়াছে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ৩ *বি* মঞ্চ-নাটক। 'আজ তাদের নাচে নেমন্তন্ন, কাল ডিনারে, পরশু থিয়েটার, তরশু রাত্তিরে ম্যাডাম প্যাটির গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'আজ তাহারা থিয়েটার দেখিতে যাইবে।' *শরৎ*, ১৯১৪।

থিয়েটার-ওয়ালা [ই থিয়েটার+হি ওয়ালা] *বি* থিয়েটারের মালিক। 'থিয়েটার-ওয়ালারা ঝুলোঝুলি করবে এটা অভিনয় করবার জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২০।

থিয়েটারি, থিয়েটারী, থিয়েটরি [ই থিয়েটার>] ১ *বিণ* নাট্যশালা বা অভিনয় বিষয়ক। 'হিন্দু থিয়েটরি একটি অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্ম সম্পন্ন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বি* নাটকীয়তা। 'ওসব স্রেফ নেহাৎ থিয়েটারী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বি* নাটকীয়। 'থিয়েটারি ভঙ্গীতে উঁচু করিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯৩১।

থিয়োরি [ই] *বি* তত্ত্ব; মতবাদ। 'নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

থিয়োসফী *দ্র* **থিয়সফি**

থির [স স্থির] ১ *বিণ* স্থির। 'ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল।' *চর্যা* ৩, ১২০০। ২ *বিণ* শান্ত। 'থির হউ সকল সংসার।' বড়ু, ১৪৫০।

থির করী *ক্রি* থিতিয়ে। 'সহজে থির করী বারুণি সান্ধে।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

থিরমতী [স স্থিরমতি] *বিণ* স্থিরমতি; ধীরা। 'থিরমতী বুঝহ আপণে।' বড়ু, ১৪৫০।

থিরতা [স স্থিরতা] *বি* স্থৈর্য। 'থিরতা দিহই অবসানহ মোহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

থিরা [স স্থিরা] *বি* স্থির। 'তথথি কুক্কুরিপা এ ভব থিরা।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

থীর [স স্থির] *বিণ* শান্ত। 'তেকারণে থীর নহে মনে।' বড়ু, ১৪৫০।

থির থির [ধ্বন্যা] ১ *বি* কম্পনের ভাব। 'পাতাগুলো থিরথির করে কাঁপছে।' *শামসুল*, ১৯৫৭। ২ *বিণ* কম্পমান। 'অলীক জল কানের পর্দায় থির থির আশাকে বাজায়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

থিসিস, থীসিস [ই] *বি* গবেষণাপত্র; অভিসন্দর্ভ। 'একটা থীসিস লিখব মনে করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'ল্যাটিন ভাষায় থিসিস লেখবার পদ্ধতি ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

থিসিসওলা [ই থিসিস+হি ওয়ালা] *বি* গবেষক। 'বাঙালি থিসিসওলা পড়ে গেছে ভাবনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

থীর *দ্র* **থির**

-থু *পঞ্চমী বিভক্তি*। 'খদিজ্জা-থু ধন লই বনিজ্জ করএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

থু [ধ্বন্যা] *বি* ঘৃণা প্রকাশক শব্দ। 'থু থু। কুঁকড়র পাখা প্যাঁজের খোসা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

থুআ, থুয়া *ক্রি* রাখা। 'বান্ধিআঁ থুইবোঁ দুঈ হাথে।' বড়ু, ১৪৫০। **থুঅ্যা** *ক্রি* রেখে। 'থুঅ্যা সস্তে চলিল ভবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **থুইঅ** *ক্রি* রেখো। 'নাম থুইঅ লখিন্দর।' *বিজয়*, ১৬৫০। **থুইআঁ** *ক্রি* রেখে। 'নহে রূপ যৌবন থুইআঁ যাহা বাঞ্ছা।' বড়ু, ১৪৫০। **থুইবার** *ক্রি* রাখার। 'ইহানে ত তাহা থুইবার যোগ্য নয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **থুইবে** *ক্রি* রাখবে। 'লুইচন্দ্র বল্যে তার থুইবে আখ্যান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **থুইবোঁ** *ক্রি* রাখবো। 'বান্ধিআঁ থুইবোঁ দুঈ হাথে।' বড়ু, ১৪৫০। **থুইয়** *ক্রি* রেখো। 'জদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থুইয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **থুইয়া** *ক্রি* রেখে। 'আপনী চলিয়া গেল মোরে একা থুইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **থুইয়াছি** *ক্রি* রেখেছি। 'দোষ আমা আমি থুইয়াছি লুকাইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **থুইলু** *ক্রি* রাখলাম। 'মুঞি তানে ইঙ্গিতে অন্তর করি থুইলু।' *সুলতান*, ১৭০০। **থুইতুম** *ক্রি* রাখতাম। 'আর দেবের কন্যা হইলে কহিতে থুইতুম কথা।' *বিজয়*, ১৬৫০। **থুইতে** *ক্রি* রাখতে। 'কোথায় থুইতে মন লালস তাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **থুইব** *ক্রি* রাখবো। 'তাঁহার পুত্রের নাম থুইব এখন।' *মালাধর*, ১৫০০। **থুইবো** *ক্রি* রাখবো। 'নহে ত বান্ধিআঁ থুইবোঁ দানের আন্তরে।' বড়ু, ১৪৫০। **থুইয়া** *ক্রি* রেখে। 'সুন্য ঘরে থুইয়া সিতা লক্ষ্মন চলিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **থুইল** ১ *ক্রি* রাখলো। 'বসুদেব থুইল নিঞা নন্দঘোস ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* রাখলাম। 'এই রত্ন মনি আমি তোমা ঠাঞি থুইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **থুইলা** *ক্রি* রাখলে। 'হরিতে তাহান জীতি যোগনিদ্রা ভগবতী থুইলা যশোদা গর্ভবাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **থুব** *ক্রি* রাখবো। 'নতুবা গোউড়ে থুব পায়ে দিয়া বেড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **থুবে** *ক্রি* রাখবে। 'কদমতলায় গেলে তোমার বসন আর থুবে না।' *লালন*, ১৮৯০। **থুবেক** *ক্রি* রাখবে। 'নৃপতি থুবেক নাম সুয়াগা বিমলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **থুয়** *ক্রি* রেখো। 'আমার পুত্রের নাম থুয় মুনিবর।' *মালাধর*, ১৫০০। **থুয়া** *ক্রি* রেখে। 'হিয়ার উপরে থুয়া ছাড়েন নিশ্বাস।' *মালাধর*, ১৫০০। **থুয়িআঁ** *ক্রি* রেখে। 'দধির চুপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **থুয়িতেঁ** *ক্রি* রাখতে। 'বান্ধিআঁ থুয়িতেঁ সজ কৈল দড়ী।' বড়ু, ১৪৫০। **থুয়িল** *ক্রি* রাখলো। 'পথে মাহাদানী থুয়িল হেন আছিয়ে।' বড়ু, ১৪৫০। **থুয়ে** *ক্রি* রেখে। 'পায়ের উপরে থুয়ে পা।' *দ্বিজ*, ১৬০০। **থুয়ো** *ক্রি* রেখো। 'লাউসেন নাম থুয়ো নিরঞ্জন কন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **থুয়্যা** *ক্রি* রেখে। 'গরুড় উপরে থুয়্যা চলিলা জগন্নাথে।' *মালাধর*, ১৫০০। **থুল** *ক্রি* রাখলো। 'গ্রহবিপ্রে ডেকে থুল লহিচন্দ্র নাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

থুঃ [ধ্বন্যা] *বি* ঘৃণার সঙ্গে থুতু ফেলার উচ্চ শব্দ। 'ছোড়দি বলে সর্দি ওটা, এ রাম! ওয়াক। থুঃ!' *নজরুল*, ১৯২৬।

থুঁতি [স প্রোথি] *বি* চিবুক। 'থুঁতি ও অধর ছবির সদৃশই আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

থুক [স থুৎ] *বি* থুতু। 'স্বর্গেত ফেলিলে থুক বদনে লাগয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

থুক থুক *বি* ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশক শব্দ। 'যারা থুক থুক করছে নীরব অবজ্ঞায় ...।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

থুক ফেলন *বি* থুতু ফেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

থুগ [স থুৎ] *বি* থুতু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

থুড়থুড়ি [ধ্বন্যা থড়থড়>] *বিণ* বার্ধক্যের কারণে ক্রমাগত কাঁপছে এমন। 'নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়থুড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

থুড়থুড়ে [ধ্বন্যা থড়থড়>] *বিণ* থুড়থুড় করছে এমন। 'সে থুড়থুড়ে বুড়া।' *মানিক*, ১৯৩৬।

থুড়ি, থুড়ী [প্রা থড়ি] *বি* ভুলবশত কিছু বলে তা প্রত্যাহারসূচক শব্দ। 'তুড়ী মেরে থুড়ী ব'লে সে বসিবে কেঁচে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'এক যে ছিল রাজা – থুড়ি, রাজা নয় সে ডাইনি বুড়ি।' *সুকুমার*, ১৯২০।

থুৎ, থুত [স থুৎ] *বি* থুতু। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

থুতকার [স থুৎ>] *বি* থুতু। 'আকাশে থুতকার নিক্ষেপ আর না করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

থুতকুড়ি [স থুৎ>] *বি* থুতু। 'এ কি থুতকুড়ি দিয়া ছাতু গেলা?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

থুৎকার [স] *বি* থুতু। 'এই উপায়ে সরকারি থুৎকার প্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

থুতনি, থুতনী [স ত্রোটি>] *বি* চিবুক। 'থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি।' *জীবন*, ১৯৩৬; 'থুতনীতে কিছু দিন কয়েকগাছা দাড়ি রেখেছিলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

থুৎনি, থুৎনী *বি* চিবুক। 'থুৎনী প্রায় বুকের উপর লইয়া আসিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'থুৎনি পরে তিল তো তোমার আছে এখন?' *শক্তি*, ১৯৬৫।

থুতনো *বি* চিবুক। 'থুতনো কারুর উচ্চে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

থুতা [স ত্রোটি>] *বিণ* বড়ো ও ভারী। 'ওদের থুতা মুখ একেবারে ভুঁতা করিয়া দিব।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

থুতি [স ত্রোটি>] *বি* চিবুক। 'সাহেব আবার ... দুই হাতের পাতায় থুতি রাখিয়া বলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

থুতু [স থুৎ] *বি* মুখের লালা। 'এত থুতু লেপে দিয়েছে তবু এখনো জ্বালা করছে।' *কায়সার*, ১৯৬৫। *দ্র* **থুথু**

থুথুরে [ধ্বন্যা থরথর>] *বিণ* থুড়থুড় করছে এমন। 'স্বাধীনতা, তোমার জন্যে এক থুথুরে বুড়ো উদাস দাওয়ায় বসে আছেন।' *শামসুর*, ১৯৭২।

থুথুরো *বিণ* অত্যন্ত জীর্ণ। 'একটা থুথুরো ভাঙা মেসে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

থুরথুরে [ধ্বন্যা] *বিণ* অতি বৃদ্ধ। 'ঝুরঝুরে প'ড়ো ঘরে থুরথুরে বুড়ী।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

থুৎকার *দ্র* **থুৎ**

থুৎনি, থুৎনী *দ্র* **থুতনি**

থুথকুড়ি *দ্র* **থুথু**

থুথি [স ত্রোটি] *বি* চিবুক। 'ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কান ঢেকে যায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

থুথু [স থুৎ>] ১ *বি* থুতু। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* ঘৃণা প্রকাশ করে নিক্ষেপ করা থুতু। 'মৃত্যুর মুখে থুথু দি।' *নজরুল*, ১৯২২।

থুথকুড়ি [স থুৎ>] *বি* থুতু। 'সচ্ছন্দে শুয়ে থাক, থুথকুড়ি দিয়ে যাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

থুথুকুড়ি *বি* থুতকুড়ি। 'থুথুকুড়ি ছড়াইল দরিয়াবিবি পুত্রের গায়ে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

থুনি [স স্তম্ভ] ১ *বি* কাঠ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* খুঁটি। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* থাম। 'হাত পাও তার যেন পাষাণের থুনি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

থুনি লাগান *বি* কাঠের ছাদ দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

থুপি [স স্তূপ] *বি* মোটা লোক। 'ভঁটকি নাচে থুপি নাচে/ নাচে সাথে আহ্লাদি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

থুপি কচু [স স্তূপ+স কচু] *বি* ছোটো কচুবিশেষ। 'পুই ডগি থুপি কচু কুন্দবড়ি দিবে কীচু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

থুবড় [স স্থবির] *বিণ* বেশি বয়স অবধি অবিবাহিত। 'গেলে কুড়ি থুবড় বুড়ি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

থুবড়ি *বিণ* বুড়ি। 'থুবড়ি হলাম যে কত্তা!' *হাসান*, ১৯৬০।

থুবড়ি খাওয়া *ক্রি* হুমড়ি বা উপুড় হয়ে পড়া। 'থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছিস যে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

থুবড়ানো *ক্রি* নীচের দিকে মুখ করে পড়া। 'বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ থুবড়ে ফেলবার চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

থুবড়ো *বিণ* থুবড়ো; বেশি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত। 'একেত সেই থুবড়ো মেয়েদের বে, তায় আবার এই অযাত্রা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

থুরথুরে *দ্র* **থুথুরে**

থুরু থুরু [ধ্বন্যা] *বিণ* থরথর। 'ফাঁকা প্রান্তরটায় দাঁড়িয়ে থুরু থুরু করে কাঁপছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

থুলি লাফ [স স্থূল>] *বি* দীর্ঘ লাফ। 'থুলি লাফে পেরা্যাতাম খালুয়ে খানা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

থেঁতলানো, থেঁৎলানো [স ধূর্ত>] ১ *ক্রি* মর্দিত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *ক্রি* পেষণ করা। 'দুটো-চারটে থেঁৎলে দেবার সম্ভাবনা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

থেঁতলানি *বি* মর্দিত করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

থেঁতলানো *বি* পেষণ। 'ভারি কথা দিয়ে তার দেহ যেন থেঁতলানো যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

থেঁতলামি *বি* মিথ্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

থেঁতো *বিণ* ছেঁচা। 'বাবুর মান গুঁতোয় গুঁতোয় থেঁতো হয়ে গেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

থেকর *বি* টক স্বাদের ফলবিশেষ। 'জলপায়ি থেকর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

থেকে *অব্য* হতে। 'ঘোমটা থেকে, থেকে থেকে, হাসির ধ্বনি হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

থেকে থেকে ১ *ক্রিবিণ* থেমে থেমে। 'তুই কি থেকে থেকে স্বপ্নে দেখতেছিস?' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *ক্রিবিণ* মাঝেমধ্যে; কখনো কখনো। 'থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

থেথানো *ক্রি* থিতানো। 'থরে থরে থেথায় থালার চারি ভিতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

থেবড়ানো ১ *ক্রি* চ্যাপটা হয়ে যাওয়া। 'ভাগ্যেই নাক তার যায় নাই থেবড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ২ *ক্রি* সজোরে লেপ্টে দেওয়া। 'থেবড়ে

দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের উপর।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

খেলো [স স্থালী] *বি* বড়ো খোলযুক্ত হুঁকা। 'আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খেলো আর ডাবা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

খেহা [স স্থিত] *বি* নিংড়ে পাওয়া অংশ। 'চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল খেহা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

খৈ [ধ্বন্যা] *বি* নাগাল। 'তাহার শিশুমন খৈ পায় না।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

খৈকর *বি* রাজমিস্ত্রি। 'মহাতরু রাখিল জনবিশ্রাম মূল বান্ধিল আনিআ খৈকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খৈ খৈ [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* পরিপূর্ণ। 'লোকে বৈঠকখানা খৈ খৈ।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* পানির ভরপুর ভাবসূচক শব্দ। 'নদীর জল তল-তল খৈ খৈ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বি* উদ্দাম নৃত্যের বোলবিশেষ। 'খৈ খৈ নর্তন নৃত্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

খৈলী [স স্থালী] *বি* থলি। 'বক্ষঃস্থল অবধি তলপেট পর্য্যন্ত একটা খৈলীর মত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

খোওয়া *ক্রি* রাখা। 'শিয়রে খোও সোনার কাঠি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

খোঁড় [প্রা খোরো] *বি* খোড়; কলাগাছের ভিতরের সারাংশ বা কাণ্ড। **খোঁড়ের গাচ** *বি* কলাগাছ। 'এসবের বেলা এট্টা খোঁড়ের গাচ আনিস।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

খোঁতা [স ত্রোটি>] *বিণ* পিষ্ট; মর্দিত। **খোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া** – দর্প বা অহংকার চূর্ণ হওয়া। 'সুপারিসওয়ালাদের খোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গ্যাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

খোঁতা মুখ ভোঁতা করা – দর্প চূর্ণ করা। 'নাথি মেরে আমার খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে যা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

খোতা মুখ ভোতা হওয়া – অহংকার চূর্ণ হওয়া। 'খোতা মুখ ভোতা হয় এখনি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

খোক [স স্তবক] **১** *বি* কিস্তি। 'খোকে ছয়তঙ্কার বণিক দ্রব্যজাত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *ক্রিবিণ* একত্রে। 'গাড়ি চড়ার আগে একেবারে খোকে পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **৩** *বিণ* সর্বমোট। 'একসঙ্গে খোক দুই হাজার টাকা হারানোর পর।' *মানিক*, ১৯৩৭। **৪** *বি* থোকা। 'সামনে টাকার খোক সাজাইয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৭। **৫** *বিণ* এককালীন; একুন। 'শিক্ষাখাতে ট্রাস্টফান্ড থেকে কিছু খোক টাকা আমার হাতে রেখে দিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

খোকথাক [স স্তবক] *বিণ* মোট; একুন। *ভবানী*, ১৮২৩।

খোকা [স স্তবক] **১** *বি* স্তূপ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* প্রজার বাকির হিসাব। 'দাখিলা, জমাওয়াশীল, খোকা, করচা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *বি* গুচ্ছ। 'একটা কাঁচা মনক্কার খোকা।' *নজরুল*, ১৯২২।

খোকা খোকা *ক্রিবিণ* গুচ্ছগুচ্ছ। 'খোকা খোকা ফুল পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'তারি মায়ায় খোকা খোকা দোলে ধানের ছড়া।' *জসীম*, ১৯৫১।

খোড় [প্রা খোরো] **১** *বি* কলাগাছের ভিতরের শক্ত কাণ্ড। 'একবার কলা খোড় কিনিয়া আনয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* গর্ভ। 'কত পাকে কত ফুলে কত খোড় তার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খোড়পারা *বিণ* খোড়ের মতো গোলগাল। 'হ্যাঁ বাপু, খোড়পাড়া গতরটা হইচে বটে।' *হাসান*, ১৯৬৩।

খোড়-বড়ি *বি* একঘেয়েমি। 'মেসের জীবনের খোড়-বড়ির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

খোড়া[১] [হি] **১** *বিণ* সামান্য। 'তোমার সাথে মোর খোড়া বাৎচিত আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'যা করি তা কেবল খোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *ক্রিবিণ* খানিকটা। 'মোদের পাড়ার খোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

খোড়াই *ক্রিবিণ* মোটেই না। 'এরা তার খোড়াই পরোয়া করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খোড়াই কেয়ার করা – **১** *ক্রি* কিছুমাত্র পরোয়া না করা। 'বাপ মা তোমার যে নাম দিল খোড়াই করি কেয়ার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *ক্রি* মোটেই ভয় না করা। 'সে অবশ্যি এসব ধমকে খোড়াই কেয়ার করে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

খোড়াই পরোয়া করা – একটুও গ্রাহ্য না করা। 'এরা তার খোড়াই পরোয়া করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

খোড়া[২] *বি* মাংসপেশি। 'মাঝে মাঝে পায়ের খোড়া থেকে জোঁকও ছাড়াতে হচ্ছিল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

খোথা [স ত্রোটি>] *বি* খোঁতা। 'খোথা মুখ ভোতা করিয়া দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

খোপ [স স্তূপ] **১** *বি* গুচ্ছ। 'বেনন পাটের খোপ মুকুতার মাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গোরু, গাধা প্রভৃতির লেজের আগায় ঝোলানো পশম বিশেষ। 'গর্দভ চলে লেজের আগে খোপ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

খোপন [স স্তূপ] *বি* গুচ্ছ। 'পাটের খোপন কনক বন্ধন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খোপা [স স্তূপ] **১** *বি* পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* গুচ্ছ। 'কচি কচি খোপা খোপা মেঘেদের ছানা।' *সুকুমার*, ১৯২০।

খোপনা [স স্তূপ] **১** *বি* স্তবক। 'প্রবাল বিচিত্র চাল মুকুতা খোপনা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* ভারী। 'নাকটি নাদুস খোপনা গাল।' *সুকুমার*, ১৯২০।

খোব [প্রা ধপ্প] *বি* থাবার আঘাত। 'সাপিনীরে দেয় খোব সাপিনী বাড়য়ে কোব।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

খোয়া [স স্থাপি>] *ক্রি* রাখা। 'রূপা খোই নহিকে ঠাবী।' *চর্যা ৮*, ১২০০। **খো** *ক্রি* রাখ। 'সেইখানে ধনজন গছাইয়া খো।' *বিজয়*, ১৬৫০। **খোই** [স স্তূপ] *ক্রি* থুই। 'রূপা খোই নহিকে ঠাবী।' *চর্যা ৮*, ১২০০। **খোএ** *ক্রি* নিয়ে যায়। 'আগু বাঢ়ায়িআঁ খোএ যমুনার কূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **খোবে** *ক্রি* রাখবে। 'এমন সুড়ঙ্গ খোবে যেন তাহে যাইতে পারে সাপ।' *কেতকা*, ১৬৫০। **খোয়** *ক্রি* রাখে। 'ধনজন গছাইয়া খোয় গঙ্গার ঠাই।' *বিজয়*, ১৬৫০। **খোল** *ক্রি* স্থগিত করলো। 'পেম পরাভব খোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **খোহ** *ক্রি* রাখ। 'পসার নাথাআঁ খোহ ডহরার মাঝে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খোর[১] [হি থোরা] *বিণ* অল্প। 'সই চাহনী মোহনী খোর।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

খোর খোর *বিণ* অল্প অল্প। 'কবহুঁ কবহুঁ করত কোর, খোর খোর দোলনা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

খোরা [হি থোরা] *বিণ* একটু। 'হমে হসি হেরলা খোরা রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

খোর[২] [প্রা খোরো] *বি* খোড়। 'লাহুতেত ডুব দিলুঁ কদলীর খোর পাইলুঁ।' *সুলতান*, ১৭৫০।

খোল [হি থোরা] *বিণ* অল্প। 'আবে দিনে দিনে পেম ভেল খোল। কও অপরাধ বোলব কত বোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

খোলো [স স্তর] *বিণ* থোকা; গোছাবদ্ধ। **খোলো খোলো** *ক্রিবিণ* থোকায় থোকায়। 'গাছে খোলো খোলো খেজুর ফলে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*,

১৮৮১; 'করবী খোলো খোলো রয়েছে ফুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

থ্যাঁতলানো, থ্যাঁৎলানো [স থূর্ত>] *বিণ* পিষ্ট হয়েছে এমন। 'থ্যাঁতলানো চুরুট।' *জীবন*, ১৯৪৮; 'একটা থ্যাঁৎলানো ইঁদুর ক্রমাগত ধুয়ে-ধুয়ে ...।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

থ্যাঁতা *বিণ* পিষ্ট হয়েছে এমন। 'থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্ত-মাখা ঠোঁটে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

থ্যাৎলানো *বিণ* ছেঁচা। 'হীলজোড়া থ্যাৎলানো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

থ্যাকথ্যাকে [ধ্বন্যা থকথক>] *বিণ* থ্যাক থ্যাক করছে এমন। 'রাস্তাটা কাদায়-কাদায় থ্যাকথ্যাকে হয়ে উঠেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

থ্যাঙ্কস [ই] *বি* ধন্যবাদ। 'কিন্তু থ্যাঙ্কস পাইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

থ্যাতানো [স থূর্ত>] *ক্রি* ঢেলে দেওয়া। 'স্থান কর‍্যা স্বর্ণ থালে থ্যাতায় ওদন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

থ্যাৎলানো দ্র **থ্যাঁতলানো**

থ্যাপ [ধ্বন্যা থপ>] *বি* নরম জিনিস লেপ্টে যাওয়ার ভাবজ্ঞাপক। 'সেই পিক থ্যাপ করে লেগেছে চাদর ভরে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

থ্যাপথ্যাপে *বি* মাংসের উপরে আঘাত করার শব্দ। 'চাপা থ্যাপথ্যাপে একটা আওয়াজ ওঠে।' *হাসান*, ১৯৬৯।

থ্যাবড়া ১ *বি* থাপড়। 'দিদিমা তাই থ্যাবড়া মেরে থ্যাবড়া করেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* চ্যাপটা। 'সমস্ত মুখখানাও থ্যাবড়া।' *জীবন*, ১৯৩২। **৩** *বিণ* স্থূল। 'থ্যাবড়া আঙুলগুলো দোক্তাপাতার গন্ধে দিনরাত্রি লেপা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **৪** *বি* প্রশস্ত। 'ইঁদুরের মত জড়োসড়ো সেই থ্যাবড়া বাড়িটা।' *হাসান*, ১৯৬৬।

থ্যাবড়ানো *ক্রি* থেতলে দেওয়া। 'দাঁত ভাঙা, নাক থ্যাবড়ানো, জেলে যাওয়া অত্যন্ত গুরুতর অশুভ বলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

থ্রু [ই] *বি* মাধ্যম। 'ক্ষুদ্র আত্মীয়ের থ্রু দিয়ে রজত চক্রের ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

থ্রেট [ই] *বি* হুমকি। **থ্রেট করা** [ই থ্রেট+করা] *ক্রি* হুমকি দেওয়া। 'আমারে থ্রেট করতেছেন সার?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দ

দ [স হ্রদ] *বি* জলাশয়। 'সকল রকম সমস্যা আড্ডার দয়ে মজে কখনো ডুবল কখনো ভাসল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

দআ[1] [স দয়া] *বি* দয়া। 'বিসার উপরে পরভুর উপজিল দআ।' *রামাই*, ১৭১০।

দআমএ [স দয়াময়] *বি* দয়াময়। 'মোর পাপ বিমোচন কর দআমএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দআল [স দয়ালু] *বিণ* দয়াশীল। 'দেখিআ পুত্রের গতি জনক দআল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দআ[2] [ব্র] *ক্রি* দেওয়া। **দঅ** *ক্রি* দিয়ে। 'বোলি বিসরলহ দঅ বিসবাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দঈ** *ক্রি* দিয়ে। 'হিরদয়ে সেল দঈ গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দউ** *ক্রি* দিয়ে। 'নীল নলিনী দউ পূজল চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দএ ১** *ক্রি* দেয়। 'হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর। খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* দিয়ে। 'দএ গেলি দুই দিঠে মেরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দই [স দধি] *বি* দুধ থেকে তৈরি খাবারবিশেষ। 'কেমনে খাইবে আসি মোর ঘোল দই।' *মালাধর*, ১৫০০।

দইওআলা [দই+হি ওয়ালা] *বি* দইবিক্রেতা। 'দইওআলা, ও দইওআলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

দইবড়া *বি* দইয়ে ভিজানো কলাইয়ের বড়াবিশেষ। 'দইবড়া ও মকাইভাজা আমার জন্য লইয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দইবাহিক [দই+স বাহিক] *বি* দই বহনকারী। 'সাথে সাথে ভাঁড় হাতে চলেছে দইবাহিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দইত্য [স দৈত্য] *বি* দানব। 'দুর্জ্জয় দইত্য গন রনে প্রবেসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দউ[1] [দ্বি] *বিণ* দুইটি। 'তিন বানে মদন জিতল তিন ভুবনে অবধি রহল দউ বানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দউ[2] *দ্র* **দআ**

দউত্র [স দৌহিত্র] *বি* কন্যার পুত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দওরা [আ দাওরাহ] *বি* পরিদর্শন। 'তাহারা পাদরি সাহেবের দওরা করিতে যাইবার পূর্ব্বেই সমাচার পাইত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

দং[1] [ফা দরুন] *অব্য* বাবদ। 'ওজন খাটী ৫..৩। দং ৪ [বারো আনা] চলন ১১০৯/ হালদারের নিজের লেখার সে মাল।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

দং[2] [ফা দহলীজ] *বি* বৈঠকখানা। 'গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দং বাটীতে গত ২৩ আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দংশন [স] **১** *বি* কামড়। 'ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশনদংশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* কথার আঘাত। 'মৃদুস্বরে দুই-একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* আক্রমণ। 'তাই সর্ব গায়ে ক্ষুধার্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

দংশন-জ্বালা [স] **১** *বি* প্রবল যন্ত্রণা। 'অনুশোচনার দংশনজ্বালা সহিতে হইবে না।' *ফজলল*, ১৯১৩। **২** *বি* দংশনের যন্ত্রণা। 'হুলের দংশন-জ্বালা যথেষ্ট থাকলেও কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।' *নজরুল*, ১৯২২।

দংশনযোগ্য [স] *বিণ* খাওয়ার উপযুক্ত। 'দংশনযোগ্য সুপক্ব কালোজাম নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দংশনবিষ [স] *বি* ছোবলের বিষ। 'অসহ্য দংশনবিষে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দংশা, দংসা [স দংশন>] *ক্রি* দংশন করা। 'অধর দংশ দশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দশনে দংশিল সব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দংশায়** *ক্রি* দংশন করে। 'দংশায় কমলের কারণ কালিদয় মরিল নীলরতন।' *লালন*, ১৮৯০। **দংশিল** *ক্রি* দংশন করলো। 'দশনে দংশিল সব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দংশিলি** *ক্রি* দংশন করলি। 'বিনা দোষে দংশিলি বাছায়?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **দংশিলে** *ক্রি* দংশন করলে। 'রূপের কালে আমায় দংশিলে।' *লালন*, ১৮৯০। **দংশিলেক** *ক্রি* দংশন করলো। 'তাহার পুত্রদিগের একজনকে দংশিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **দংশৌক** *ক্রি* দংশন করুক। 'ভুজপাশে বান্দহ দংশৌক ফণিহার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **দংসিল** *ক্রি* আঘাত করল। 'নখঘাত কুচ আগে অধরে দংসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দংষ্ট্র [স] *বি* দাঁত। 'ওষ্ঠাধর কামড়িয়া সশব্দ বিকট দংষ্ট্র ভয়ানক বদন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

দংষ্ট্রা [স] *বি* বড়ো দাঁত। 'দংষ্ট্রাপ্রভায় অরণ্যপ্রদেশ আলোকময়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দংষ্ট্রাকরাল [স] *বি* বিকট দাঁতবিশিষ্ট লোক। 'হে দংষ্ট্রাকরাল ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

দংষ্ট্রাপ্রভা [স] *বি* দাঁত থেকে বিচ্ছুরিত আলো। 'দংষ্ট্রাপ্রভায় অরণ্যপ্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দংষ্ট্রারেখা [স] *বি* দাঁতের উজ্জ্বল সারি। 'করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় ... স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

দঁক [স উদক] *বি* পানিতে ডোবানো গভীর পাক বা কাদা। 'দঁক ভেঙ্গে উঠে গিয়া চরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দঁকে পড়া *ক্রি* আকস্মিক দুরবস্থায় পড়া। 'দঁকে পড়িয়া আমাদিগের কর্তার যে বেশ হইয়াছিল ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দক্ষ [স] **১** *বিণ* পটু। 'সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **২** *বিণ* বলিষ্ঠ। 'মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।' *শামসুর*, ১৯৭২।

দক্ষতা [স] *বি* পারদর্শিতা। 'অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উক্ত কর্ম নির্বাহ করেছেন।' *গৌর*, ১৮২২।

দক্ষযজ্ঞ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবকে বর্জন করে রাজা দক্ষের পূজা। 'দক্ষযজ্ঞভঙ্গ কথা প্রথমে রচহ গাথা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার – লণ্ডভণ্ড অবস্থা। *সুবল*, ১৯০৬।

দক্ষাগ্রগণ্য [স] *বিণ* পারদর্শিতায় শ্রেষ্ঠ। 'রাজ্যশাসনে রাজপুতগণ দক্ষাগ্রগণ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

দক্ষিণ [স] **১** *বিণ* দক্ষিণ দিকস্থ। 'সাঁকাল চল তোক্ষে দক্ষিণ সাগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* ডান। 'দক্ষিণ করেঁ ঢাকিআঁ কুচযুগলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দক্ষিণগামী [স] *বিণ* দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। 'যক্ষ দক্ষিণগামী

বাতাসকে আলিঙ্গন করেছিলেন।' *মুক্তধারা*, ১৯৬০।

দক্ষিণদিকস্থ [স] *বিণ* দক্ষিণ তীরের অন্তর্গত। 'হুড়াসাগর নদীর দক্ষিণদিকস্থ বিদ্রোহীদল।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

দক্ষিণ-দুয়ারি [স দক্ষিণদ্বারী] *বিণ* দক্ষিণমুখী। 'দক্ষিণ-দুয়ারি ঘরে দক্ষিণের বাতাস আসছে।' *অবন*, ১৮৯৬।

দক্ষিণদেশী [স দক্ষিণদেশীয়] *বিণ* দক্ষিণ দেশের। 'যে প্রাদেশিক ভাষাকে দক্ষিণদেশী ভাষা বলে থাকি।' *প্রমথ*, ১৯১২।

দক্ষিণদেশীয় [স] *বিণ* দক্ষিণ দিকস্থ দেশের। 'উত্তরদেশীয় সম্রাট রাজা ... দক্ষিণদেশীয় সম্রাট রাজারা গজপতি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দক্ষিণদ্বারী [স] *বিণ* দক্ষিণ দিকে প্রধান দরজা রয়েছে এমন। 'পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণদ্বারী এক অট্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবেক।' *রাজীব*, ১৮০৫।

দক্ষিণতা [স] *বি* আনুকূল্য। 'ওগো আমার দখিন হাওয়া। অসীম তোমার দক্ষিণতা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

দক্ষিণ-পন্থী [স দক্ষিণপন্থীয়] *বিণ* ডানপন্থী; রক্ষণশীল। 'কে? বামপন্থী না দক্ষিণপন্থী?' *তারা*, ১৯৫৩।

দক্ষিণপবন [স] *বি* দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত বায়ু। 'একদিন ছিল তার শ্যামল যৌবনভার, ছিল তার দক্ষিণপবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দক্ষিণপাণি [স] *বি* ডান হাত; দাক্ষিণ্য। 'বিঘ্ন তোমার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দক্ষিণবঙ্গ [স] *বি* দক্ষিণ বাংলা। 'আমরা দক্ষিণবঙ্গের সেই পূর্বপ্রচলিত উচ্চারণভঙ্গিই মুখে মুখে রক্ষা করে আসছি।' *প্রমথ*, ১৯১২।

দক্ষিণ-বাহু [স] *বি* প্রধান অবলম্বন। 'আখেরি নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু!' *নজরুল*, ১৯২৮।

দক্ষিণমুখো [স দক্ষিণমুখী] *বিণ* দক্ষিণদিকে মুখ-করা। 'হাজরা রোডের দক্ষিণমুখো ফ্ল্যাট।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

দক্ষিণমেরু [স] *বি* পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ বিন্দু; কুমেরু। 'দক্ষিণমেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দক্ষিণ শয়ান [স] *বি* দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে শোয়া। 'গৌতম বুদ্ধের মতো/ দক্ষিণ শয়ানে।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

দক্ষিণহস্ত [স] **১** *বি* ডান হাত। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'দক্ষিণহস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি অভিলাষ হয় না?' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বি* সহায়ক শক্তি। 'স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বি* প্রধান সহায়। 'নবাবদের দক্ষিণহস্ত ছিলেন জমিদারগণ।' *অন্নদা*, ১৯৩৭। **৪** *বি* খাওয়া-দাওয়া। 'দক্ষিণহস্ত বেশ চলছে ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার *বি* ভোজন। 'সকলেই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সেরে এসেছেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দক্ষিণা [স] *বিণ* দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে-আসা। 'চঞ্চল দক্ষিণা বায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পরানে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দক্ষিণাংশ [স দক্ষিণ-অংশ] *বি* দক্ষিণ দিক। 'তাহারা লাও সীমক পর্বতের দক্ষিণাংশে উপস্থিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দক্ষিণাপথ [স] *বি* দাক্ষিণাত্য। 'দক্ষিণাপথ কেবল দুর্গম মহারণ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দক্ষিণাবর্ত [স দক্ষিণ-আবর্ত] *বিণ* ডান দিকে খাঁজযুক্ত। 'মণিমুক্তা প্রবাল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চামর চন্দন হিরা মানিকের রঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দক্ষিণাভিমুখে [স দক্ষিণ-অভিমুখে] *ক্রিবিণ* দক্ষিণদিক সম্মুখে রেখে। 'দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দক্ষিণায়ন [স দক্ষিণ-আয়ন] **১** *বি* বিষুবরেখা থেকে সূর্যের ক্রমশ দক্ষিণে গমন সময়। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে সকালে বসি চাতালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **২** *বিণ* দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে এমন। 'ঘাড় ঝুঁকিয়ে খানিকটা দক্ষিণায়নে রেখে থাচ্ছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

দক্ষিণী [স দক্ষিণীয়] **১** *বি* দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। 'লাহোরী মুলতানী হিন্দি কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* দক্ষিণ। 'এক দক্ষিণী পণ্ডিত কালভেদে রাগরাগিণীর ছবি তৈরি আরম্ভ হলো।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

দক্ষিণে [স দক্ষিণীয়] *বিণ* দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে-আসা। 'শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নায় দক্ষিণে বাতাসে চারিদিক হু হু করে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দক্ষিণের বাতাস [স দক্ষিণ>+হি বতাস] *বি* মলয় বাতাস। 'শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দক্ষিণে হাওয়া [স দক্ষিণ>+আ হাওয়া] *বি* দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে-আসা বাতাস। 'দক্ষিণে হাওয়া এক-একবার অল্প একটু নিশ্বাস ছেড়েই থেমে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দক্ষিণা[1] [স] **১** *বি* ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতকে দেওয়া সম্মানী। 'পূজার দক্ষিণা দিল দ্বিজে হেম তোলা শিরে নিল রাজা ব্রাহ্মণের পদধূলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এঁরে দক্ষিণা কিছু দাও দক্ষিণ হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* উপহার। 'এঁরে দক্ষিণা কিছু দাও দক্ষিণ হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দক্ষিণান্ত [স দক্ষিণা-অন্ত] **১** *বি* পুরোহিতকে দক্ষিণা দান করে পূজা এবং অন্যান্য কর্মের সমাধা। 'দক্ষিণান্ত এই শেষ, ধন প্রাণ অবশেষ।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* সম্মানী প্রদান। 'গণক গুটাল পুঁথি ... বিদায় নিলাম তারে যথোচিত দক্ষিণান্ত করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দক্ষিনা [স দক্ষিণা] *বি* ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতকে দেওয়া সম্মানী। 'সমোচিত দক্ষিনা দিয়া ব্রাহ্মন তুসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দক্ষিণা[2] *দ্র* দক্ষিণ

দক্ষিন [স দক্ষিণ] *বি* দক্ষিণ। 'তিন দিগে ভ্রমিয়া দক্ষিনে না জাইবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দখনে [স দক্ষিণ] *বিণ* দক্ষিণা; দক্ষিণ দিক থেকে আসা। 'আসেনি দখনে হাওয়া গজল-গাওয়া মৌমাছি বিভোল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দখল [আ দখল] **১** *বি* কর্তৃত্ব। 'ভাইপো সৌদলজঙ্গে দিলেন দখল।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* অধীন। *ভবানী*, ১৮২৩। **৩** *বি* অধিকার। 'ভূমির দখল পাওনের যে প্রতিবন্ধক আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৪** *বি* আয়ত্ত। 'এই সকল বিষয় দখল লইবার হুকুম হইলে ...।' *প্যারী*, ১৮৬০। **৫** *বি* জ্ঞান। 'বাঙ্গলা ও উর্দুতেও তাঁর দখল ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৬** *বি* শিক্ষা। 'স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দখলকৃত [আ দখল+স কৃত] *বিণ* দখল করা হয়েছে এমন। 'দখলকৃত জমি-বাড়ীর জন্য খেসারত দেওয়ার ব্যবস্থা চালু

রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

দখলদার [আ দখল+ফা দার] *বিণ* দখলকারী। 'সহসা শহরে কারফিউ, সবখানে সন্ত্রাস দখলদার।' *শামসুর*, ১৯৭২।

দখলি, দখলী [আ দখল>] ১ *বিণ* দখল সংক্রান্ত। 'সেখানকা[র] প্রতুল মায় খরচা ও দখলি পরআনা আসীতেছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩০; 'তিনি একাই অধিকারী ও দখলীকার ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বিণ* দখলে আছে এমন। 'নিজের দখলী জমিতে পুকুর কাটাতে পারবে।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

দখলিকার, দখলীকার [আ দখল>+স কার] *বিণ* দখল ক'রে আছে এমন। 'তিনি একাই অধিকারী ও দখলীকার ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'ন্যায্য স্বত্বও যে দখলিকারের মন জোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দখলীকৃত [আ দখল+স ঈ-কৃত] *বিণ* অধিকৃত। 'এই সব হুকুম দখলীকৃত জমিতে পানি মওজুদ রাখিবার জন্য ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

দখলীয় [আ দখল+স ঈয়] *বিণ* দখলে আছে এমন। 'তাদের পুরুষানুক্রমে দখলীয় এই জমি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দখলিস্বত্ব, দখলীস্বত্ব [আ দখল>+স স্বত্ব] ১ *বি* অধিকার। 'সমাজের দখলিস্বত্ববিশিষ্ট আদর্শের উচ্ছেদ করা দরকার।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'শত শত আরবী পার্সী এবং ইংরোজী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় এমন বেমালুমভাবে দখলীস্বত্ব করিয়া লইয়াছে।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৮। ২ *বি* ভোগাধিকার; দখলে থাকার সূত্রে মালিকানা। 'আমার বাড়ির দখলী স্বত্ব হারিয়ে ফেলেছি।' *শামসুর*, ১৯৭২।

দখলিস্বত্ববিশিষ্ট [আ দখল>+স স্বত্ব-বিশিষ্ট] *বিণ* অধিকৃত। 'সমাজের দখলিস্বত্ববিশিষ্ট আদর্শের উচ্ছেদ করা দরকার।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

দখিন [স দক্ষিণ] *বিণ* দক্ষিণ। 'দখিন মলয়ানিল বহল অনুকূল কুসুমিত কানন সাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দখিন-দুয়ার [স দক্ষিণ+স দ্বার>] *বি* দক্ষিণ দিকের দরজা; স্বাগতম জানানোর প্রস্তুতি। 'আজি দখিন-দুয়ার খোলা, এসো হে, এসো হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

দখিনপবন [স দক্ষিণ+স পবন] *বি* দক্ষিণের বাতাস। 'দখিনপবন দ্বারে দিয়া কান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দখিন-পাণি [স দক্ষিণপাণি] *বি* ডান হাত। 'যেমনি তব দখিন-পাণি তুলে নিল প্রদীপখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দখিন-বাতাস [স দক্ষিণ+হি বতাস] *বি* দক্ষিণ দিক থেকে আসা বাতাস। 'ওই দখিন-বাতাস গন্ধে পাগল ভাঙল আগল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

দখিন-বায় [স দক্ষিণ+স বায়ু] *বি* দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে-আসা বাতাস। 'যবে দখিন-বায়ে বাঁশির ধ্বনি উঠবে আকাশ ঘিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দখিন-মুখে [স দক্ষিণমুখ>] *ক্রিবিণ* দক্ষিণ দিক থেকে। 'বাতাস ওঠে দখিন-মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দখিন-সমীরণ [স দক্ষিণ-সমীরণ] *বি* দক্ষিণ দিক থেকে আসা বাতাস। 'গন্ধ আসে হায় কোথায় দখিন-সমীরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

দখিন হাওয়া [স দক্ষিণ+আ হাওয়া] *বি* দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু। 'তখন ছিল দখিন হাওয়া/ আধ-ঘুমো আধ-জাগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দখিনা [স দক্ষিণ>] ১ *বিণ* দক্ষিণ দিকের। 'সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে আসা বাতাস। 'কালোর গানে জীবন আনে নিথর বনে বয় দখিনা!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

দখিনাবায় [স দক্ষিণ-বায়ু] *বি* দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বাতাস। 'চন্দন-গন্ধিত মন্দ দখিনাবায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দখিনা-বায়ু [স দক্ষিণ-বায়ু] *বি* বসন্তকালীন দখিন-হাওয়া। 'পথিক দখিনা-বায়ু আমি চলিলাম বসন্তের শেষে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

দখিনাসমীর [স দক্ষিণ-সমীর] *বি* দখিনা বাতাস। 'দখিনাসমীর ঢুলায় চামর।' *নজরুল*, ১৯২২।

দখিনা[1] [স দক্ষিণা] *বি* উপহার। 'প্রাতে পড়েছে শিশিরকণা, সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

দখিনা[2] *দ্র* **দখিন**

দগড় [স দ্রগড়] *বি* ঢাকজাতীয় বাদ্য। 'ঢাক দগড় কাড়া বাজয়ে বিশাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দগড়ি [স দ্রগড়] *বি* বাদ্যবিশেষ। 'ছায়ামণ্ডপের মাঝে ঢেমচা দগড়ি বাজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দগর [স দ্রগড়] *বি* বাদ্যযন্ত্র। 'ঢোল দগর সানাই মদুবানা তার আসোয়ারি হয় সাদিয়ানা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দগদগ [স দগ্ধ>] ১ *বি* ক্ষতের ভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* জ্বলজ্বলে ভাব। 'মেঘের গায়ে গায়ে দগদগ করছে লাল আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দগাদগি [স দগ্ধ>] ১ *বিণ* দগ্ধ। 'মৈলুঁ লাজে মিছা কাজে দগদগি হইলুঁ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* পোড়ানি। 'খাত্যে শুত্যে অন্তরে সদাই দগদগি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দগদগে [স দগ্ধ>] ১ *বিণ* যথার্থ। 'নিজেদের ভাষায় বলালে তাদের যত দগদগে অভিযোগ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। ২ *বিণ* দগদগ করছে এমন। 'পায়ের দগদগে ঘাগুলো নিজ হাতে পরিষ্কার করছে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯। ৩ *বিণ* ক্ষতযুক্ত। 'দাঁত বসানোর দগদগে দাগ তার মাকে দেখাই।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

দগধ [স দগ্ধ] *বিণ* বেদনার্ত। 'তাহাক গুণিতেঁ দৈল দগধ আন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তেকারণে দগধে পরাণে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

দগধকপালী [স দগ্ধকপালী] *বিণ* দুর্ভাগ্যবতী। 'মোঞ সে দগধকপালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দগধা [স দগ্ধ>] *ক্রি* দগ্ধ হওয়া। **দগধল** *ক্রি* দগ্ধ করলো। 'তপন কিরণে যদি অঙ্কুর দগধল।' *মুরারি*, ১৫৭০। **দগধে** *ক্রি* দগ্ধ হয়। 'তবধরি দগধে অনঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'এ নব যৌবন দগধে পরাণ বিফল বালেমু আশে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দগধিনী [স দগ্ধ>] *বিণ স্ত্রী* দগ্ধ। 'দগধিনী দৈলী তোহ্মার শরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দগধিলী [স দগ্ধ>] *বিণ* সন্তপ্তা; বিদগ্ধা। 'দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দগর *দ্র* **দগড়**

দগ্ধ [স] ১ *বি* জ্বলন। 'দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

২ *বিণ* ভস্মীভূত। 'হের সাহেবের পাঠশালা দগ্ধ।' *কৌমুদী*, ১৮৩৪। ৩ *বিণ* দাহ। 'কেহ মরিলে, লোকে অবিলম্বে তাহার দেহ দগ্ধ করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

দগ্ধ করা *ক্রি* পোড়ানো। 'তৃণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে তবেই তাহার আলোকটুকু বাহির হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দগ্ধকায় [স] *বি* তপ্তদেহ। 'নিজে কাম দগ্ধকায়, আমায় দহিতে চায় ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

দগ্ধকুক্কুট [স] *বি* আগুনে ঝলসানো মোরগ; চিকেন রোস্ট। 'দগ্ধকুক্কুটের সম্মানকর স্থান ভর্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দগ্ধক্ষেত্র [স] *বি* পোড়া ক্ষেত। 'এ মরুভূমি চিরকাল এমনই দগ্ধক্ষেত্র থাকিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দগ্ধতাম্র [স] *বিণ* পোড়া তামার মতো। 'দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন ছিদ্র হতে ছুটে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দগ্ধ দিন [স] *বি* উত্তপ্ত দিন। 'দগ্ধ দিনের বুকে যেমন/ আসে শীতল আঁধার ছেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

দগ্ধপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় পুড়ে গেছে এমন। 'প্রখর রৌদ্রে সর্বশরীর দগ্ধপ্রায়।' *বিদ্যা*,

দগ্ধমুখ [স] *বিণ* পোড়ামুখো। 'সুগ্রীব-সহচর দগ্ধমুখ হনুবংশ কি দোষ করেছিল?' *নজরুল*, ১৯২২।

দগ্ধরোম [স] *বিণ* লোম পুড়ে গেছে এমন। 'সম্মুখভাগের প্রায় অনাবৃত অংশটাই এমনি দগ্ধরোম।' *তারা*, ১৯৪২।

দগ্ধশেষ [স] *বিণ* পুড়ে শেষ হয়েছে এমন। 'বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি দগ্ধশেষ মশালের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দগ্ধসূত্র [স] *বি* পুড়ে গেছে এমন সুতা। 'এ ঘটনার স্মৃতি এখন আমার মনে দগ্ধসূত্র সংস্কারের মতো রয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯৩৬।

দগ্ধহেম [স] *বি* খাঁটি সোনা। 'নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দগ্ধা [স] *বিণ* অশুভ। 'দশমী দগ্ধা তিথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দগ্ধানো [স দগ্ধ>] *ক্রি* জ্বালানো। 'আমি বুড়ো মা – আর আমার দগ্ধাসনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

দগ্ধীভূত [স] ১ *বিণ* পুড়তে হবে এমন। 'নতুবা যাবজ্জীবন এই ঘোরতর বিপদাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ২ *বিণ* পুড়ে গেছে এমন। 'একেবারে দগ্ধীভূত হইল না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দঙ্গল [ফা] *বি* দল। 'নব বাবুদিগের দঙ্গল সেইমতো চলিয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দঙ্গাল [স দ্রঙ্গপাল (নগররক্ষী)] *বি* দস্যু। 'আদত দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

দজলা [আ] *বি* ইরাকের একটি নদী। 'দজলা এনেছে লোহুর দরিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

দজ্জাল [আ] ১ *বিণ* অবাধ্য। 'বলবে দজ্জাল মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ২ *বিণ* দুর্বৃত্ত। 'পীর সাহেবের দজ্জাল সাঙ্গপাঙ্গদের হাত থেকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দজ্জালি [আ দজ্জাল>] *বি স্ত্রী* দুর্ব্যবহার করে যে। 'ওই বুড়ি দজ্জালিটা দেখলে পর রক্ষে থাকবে না।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দজ্জালী [আ দজ্জাল>] *বিণ* মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী অত্যন্ত অত্যাচারী ব্যক্তি দজ্জালের অনুসারী। 'উহাই দজ্জালী দলের নূতন মজহাব।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

দঞা [স দয়া] *বি* দয়া। 'শূন্য বুক দেখিয়া প্রভু না করিব দয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দড় [স দৃঢ়] ১ *বিণ* দৃঢ়। 'কৃষ্ণের বচন দড় সুনিঞা জুবতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* আধাসিদ্ধ। 'ভিতরের মাজি যেই দড় ভাত পায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অতিশয়। 'তাল মানে বিজ্ঞ দড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* সত্য। 'তোরে আমী কহি দড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* দক্ষ। 'সিংহ বড় রণে দড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বিণ* কড়া। 'খল্যের বেসারি দিআ জাল দিয়া দড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৭ *বিণ* পটু। 'গৃহকার্যে বধূ দড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৮ *ক্রিবিণ* নিশ্চিত। 'এই কথা জগতে জানুক দড় করি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৯ *বিণ* জঘন্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। ১০ *বিণ* সমর্থ। 'আটে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে।' *ভারত*, ১৭৬০। ১১ *বিণ* শক্তিশালী। 'তার গড়ন লম্বা, এবং পেশিগুলো দড়।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

দড় বুক *বিণ* দৃঢ়চিত্ত। 'কর প্রভু দড় বুক হৃদয়ে না ভাব দুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দড় বেলা *বি* যৌবনকাল। 'দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।' *ভারত*, ১৭৬০।

দড়কচা [স দৃঢ়>+প্রা কংচা>] *বি* দেখতে পাকা কিন্তু আসলে কাঁচা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দড়কচ্চা [স দৃঢ়>+প্রা কংচা>] *বিণ* আধাপাকা আধাকাঁচা। 'আমার ফার্সী কাঁচা, ফরাসী দড়কচ্চা।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

দড়কচ্চা মারা *ক্রি* অপূর্ণ থাকা। 'সব যেন দড়কচ্চা মেরে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দড় নাড়ি *বি* নাড়ির মতো দড়ি। 'না ছাড়ে আপন পথে সদাই টুপী দেই মাথে ইজার পরয়ে দড় নাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দড় দড় [ধ্বন্যা] ১ *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের শব্দ। 'তার আগে দড় দড় পাঠানের চৌকী বড়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* মৃদু শব্দবিশিষ্ট। 'ঘাগী বটে কত ঠাঠে কথা দড় দড়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দড়বড় [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'দড়দড় দুকূলে দায়াই খুড়ে চলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* দ্রুত চলার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দড়বড়ি [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* ব্যস্ততার সঙ্গে। 'লাজে মেনকা পালান দড়বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* নড়বড়ে। 'অঙ্গুলের দড়বড়ি লক্ষণ না যায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দড়বড়িআ [ধ্বন্যা] *বিণ* দ্রুতগতি সম্পন্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দড়মড়ি [স দলন-মর্দন] *ক্রিবিণ* পরস্পর দলন-পেষণ ক'রে। 'দুই মহাবীর জুদ্ধ করে দড়মড়ি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দড়মসা [ধ্বন্যা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'দামা দড়মসা বাজে ব্যাল্গিস বাজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দড়া[১] [স দোর] *বি* মোটা দড়ি। 'গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দড়াদড়ি [স দোর>] ১ *বি* নানা আকারের দড়ি। 'দড়াদড়ি লৈঞা গ্রামেতে চড়িয়া ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* বাঁধন। 'সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল সব দড়াদড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দড়া[২] [স দৃঢ়>] *ক্রি* ঠিক করা। **দড়াইয়া** *বি* স্থির ক'রে। 'এই দড়াইয়া

মনে ডাকি গুরু নোমানে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **দড়াইলা** *ক্রি* স্থির করলো। 'নিশ্চয় যাইব দেশে দড়াইলা মন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দড়াই [স দৃঢ়] *বি* প্রতিজ্ঞা। 'এইমতে দড়াই করিলা বীরগণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দড়ান [স দৃঢ়>] *বিণ* নিশ্চিত। 'তোরে আমি বলি সাধু করিআ দড়ান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দড়াদড়ি *বি* দড়িকাছি ইত্যাদি বাঁধার উপকরণ। 'সবাই মিলে বৈঠা নেড়ে, খুলে ফেল সব দড়াদড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দড়াম [ধ্বন্যা] ১ *বি* আছাড় খাওয়ার শব্দ। 'দড়াম করিয়া পড়িয়া গেলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* দরজা জানালা ইত্যাদি জোরে বন্ধ করার শব্দ। 'দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দেয়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

দড়াস দড়াস [ধ্বন্যা] *বি* হৃৎস্পন্দনের শব্দ। 'বুকটা দড়াস দড়াস কত্তে লাগলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

দড়ি, দড়ী [স দোরক>] ১ *বি* রশি। 'চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'জেন ঘর রাখিবারে বাতায় বান্ধে দড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ফিতা। 'ছোট ছোট বেটুয়া, চুল বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি।' *প্যারী*, ১৮৬০। ৩ *বি* বেণী। 'যেমন একঢাল চুল তেমনি দড়ি হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৪ *বি* ফাঁস। 'সে দিন গলায় দড়ি দেবেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

দড়িওয়ালা [দড়ি+হি ওয়ালা] *বি* দড়িনির্মাতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দড়ি কলশী [দড়ি+স কলসী] *বি* আত্মহত্যার উপকরণ; দড়ি ও কলসি। 'তার কি দড়ি কলশী যোড়ে নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দড়ি-কলসি [দড়ি+স কলসী] *বি* আত্মহত্যার উপকরণ। 'সেখানে যখন যাব একেবারে দড়ি-কলসি হাতে করে নিয়ে যাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দড়িকলসী [দড়ি+স কলসী] *বি* দড়ি ও কলসী; আত্মহত্যার উপকরণ। 'যদি দুঃখ ব্যক্ত করিতে হইল অমনি ছুরি ছোরা, দড়ি কলসী, বিষ আগুন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দড়ি-কলসী জোটা *ক্রি* আত্মহত্যার উপকরণ পাওয়া। 'আমার কি মরবার দড়ি-কলসী জোটে না?' *শরৎ*, ১৯১৬।

দড়িজাল [দড়ি+স জাল] *বি* ফাঁদ। 'শাদামাটা সরল জীবনে আসিতে লাগিল কূটবুদ্ধি আর কৌশলের দড়িজাল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দড়িদড়া *বি* রশি এবং বাঁধার অনুরূপ উপকরণ। 'দড়িদড়া নোঙর দিয়ে মাটি আঁকড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দড়ি দেওয়া *ক্রি* গলায় ফাঁস দেওয়া। 'স্নায়ু হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

দড়ি পাকানো *ক্রি* দড়ি তৈরি করা। 'একজন বসে বসে দড়ি পাকাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দড়িবাঁধা *বিণ* দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে এমন। 'দড়িবাঁধা ছাগল-ছানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দড়ি বেটে যাওয়া *ক্রি* দড়ির মতো শুকিয়ে যাওয়া। 'তুই এত ভাবিস কেন? ভেবে ভেবে যে দড়ি বেটে গেলি।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দড়ির খাটিয়া *বি* রশি দিয়ে বানানো খাট। 'দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখস্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দড়ি-লাফ *বি* মাথার উপর দিয়ে ও পায়ের নীচ দিয়ে ঘুরিয়ে আনা দড়ির উপর দিয়ে লাফ দিয়ে এক ধরনের খেলাবিশেষ। 'দু বার দড়ি-লাফ দিয়ে ... বেঁকিয়ে বলে উঠলো স্বাতী।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

দড়োদড়ি *ক্রিবিণ* দৌড়ে। 'দড়োদড়ি ওঁয়ার বৈঠকখানায় আসতে যাচ্চে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

দড় [স দৃঢ়] ১ *বিণ* শক্ত। 'চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অতিশয়। 'কেনে হেন করিলে নির্দয় তুমি দড়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* শান্ত। 'ভাণ্ড দন্ত বলে তাই দড় কর হিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* সত্য। 'দড় যদি হও তুক্মি আল্লার রসুল।' *সুলতান*, ১৭০০।

দঢ়া [স দৃঢ়>] *ক্রি* দৃঢ় সংকল্প করা। **দঢ়াই** *ক্রি* দৃঢ় সংকল্প করি। 'আসিতে সময় মৃত্যু দঢ়াই সকলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দঢ়ান [স দৃঢ়>] *বি* দৃঢ়তা। 'শ্রীবাস বলেন এই দঢ়ান আমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দণ্ড[1] [স] ১ *বি* সময়ের এককবিশেষ; ২৪ মিনিটের সমান সময়। 'তুমি দিবা তুমি রাত্ দণ্ড প্রহর ক্ষণ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* এক ঘণ্টা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দণ্ডটাক *বিণ* একদণ্ড। 'বুড়াইব দণ্ডটাক সমুদ্রের জলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দণ্ড দণ্ড [স] *ক্রিবিণ* উপর্যুপরি। 'গুদামে বন্ধ রাখিয়া তাহারদিগকে দণ্ড দণ্ড বিধান করিতে আদেশ করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

দণ্ডে দণ্ডে *ক্রিবিণ* প্রতি ক্ষণে। 'জগত দণ্ডনা দণ্ডে পড়ে দণ্ডে দণ্ডে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দণ্ড[2] [স] ১ *বি* শাসন। 'অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* লাঠি। 'সারিআ দণ্ডের মারে বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* জরিমানা। 'এক শত টাকার মধ্যে উপযুক্ত বুঝিয়া দণ্ড করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ৪ *বি* আঘাতের চিহ্ন। *ডানকান*, ১৭৮৫; 'তাঁহাদের শরীরের দণ্ড নাই।' *গৌর*, ১৮২২। ৫ *বি* অপরাধ। 'আজিকার তকসির মাফ করিলাম যদিত আর কখন এমত কর তবে সেই দণ্ডে ছাড়াইয়া দিব।' *কেরি*, ১৮০২। ৬ *বি* যুদ্ধ; রাজনীতির প্রাচীন চার নীতির একটি। 'ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৭ *বি* বেত্রাঘাত। 'তাঁহার শত প্রকার প্রসিদ্ধ নির্দ্দয় দণ্ড ভয়ে তাহারা কম্পিতকলেবর থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দণ্ডকারী [স] *বিণ* শাস্তিদানকারী। 'শুনেছি ভারতেশ্বরী, দুষ্টজন দণ্ডকারী।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

দণ্ডগ্রহণ [স] *বি* সন্ন্যাসীদের দণ্ড অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান। 'দণ্ডগ্রহণ ব্যাপারটি শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম বলিয়া পরিগণিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দণ্ডদাতা [স] *বিণ* শাস্তিদানকারী। 'পাপের দণ্ডদাতা ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

দণ্ডধর [স] ১ *বি* রাজা। 'বালীকে মারিয়া সুগ্রীব হইল দণ্ডধর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* পাপীদের শাসক। 'দণ্ডধর মহারথী – তপন-তনয় –।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দণ্ডধারণ করা *ক্রি* লাঠি তুলে নেওয়া। 'দুঃখকে দমন করিবার জন্য সে দণ্ডধারণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দণ্ডধারী [স] ১ *বিণ* দণ্ড ধারণকারী। 'ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী-দণ্ডধারী।' *আন্টুনি*, ১৮০০। ২ *বি* সন্ন্যাসী। 'যার ভাবে হয়েছি রে দণ্ডধারী।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বিণ* লাঠি হাতে আছে এমন। 'ইনি ছিলেন

বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দণ্ডন করা *ক্রি* শাস্তি দেওয়া। 'আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দণ্ডনীতি [স] **১** *বি* রাজ্যশাসন নীতি। 'রাজার দণ্ডনীতি প্রজাবর্গের মনোমধ্যে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *বি* বিচারের নিয়ম। 'দণ্ডনীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি কত শত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দণ্ডনীয় [স] *বিণ* শাস্তিযোগ্য। 'কহিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

দণ্ডনেতৃত্ব [স] *বি* শাসনকারিত্ব। 'যে বেদজ্ঞ, সেই সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব এবং সর্ব্বলোকাধিপত্যের যোগ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দণ্ড-পরণাম [স দণ্ডপ্রণাম] *বি* সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। 'অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দণ্ডপাট [স] *বি* দণ্ডদাতা রাজার আসন। 'বার দেই দণ্ডপাটে রাজ্য করে গুজরাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দণ্ডপ্রণেতা [স] *বি* শাস্তিবিধানকর্তা। 'যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্য্যের নাম দস্যুতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দণ্ডবৎ, দণ্ডবত [স দণ্ডবৎ] **১** *বিণ* লাঠির মতো। 'দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু ভূমিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অবনত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে প্রণাম। 'দণ্ডবৎ হৈলা তবে মুনির সাক্ষাৎ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'দণ্ডবত পড়িল রাজা মুনির চরনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দণ্ডবাড়ি, দণ্ডবারি [স দণ্ড>] *বি* লাঠিবিশেষ। 'হাতে দণ্ডবাড়ি কোন বৃদ্ধ চলি জাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'আইলা মৌলানা বেশে হাতে দণ্ডবারি।' *সুলতান*, ১৬৫০।

দণ্ডবিধান [স] *বি* শাস্তিপ্রদান। 'রাজা ইহাদের নির্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দণ্ডবিধি [স] **১** *বিণ* ফৌজদারি। 'দণ্ডবিধি আইনের ৫০৫ ধারার অপরাধ করা প্রকাশ ও সেজন্য জামানত থাকাতে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বি* শাস্তিদানসংক্রান্ত নিয়ম-পদ্ধতি। 'বৈরনির্যাতন করা দণ্ডবিধির উদ্দেশ্যে নহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দণ্ডবেদনা [স] *বি* শাস্তি দেওয়ার বেদনা। 'যে দণ্ডবেদনা পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে দিয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দণ্ডভোগ [স] *বি* সাজা প্রাপ্তি। 'আপনাদিগকেই দণ্ডভোগ করিতে হইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

দণ্ডভোগী [স] *বিণ* শাস্তি পেয়েছে এমন। 'বলশেভিক ষড়যন্ত্র কেসের দণ্ডভোগী অন্যতম আসামী।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দণ্ডমান [স দণ্ডায়মান] *বিণ* দণ্ডায়মান। 'দিবারাত্রি দণ্ডমান দিগ্গজ দিক্পতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দণ্ডমুণ্ড [স] *বিণ* সর্বময়। 'রাজনীতির দণ্ডমুণ্ড হর্তাকর্তা বিধাতার দলও ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

দণ্ডযোগ্য [স] *বিণ* শাস্তির উপযুক্ত। 'দেশী লোককে খুন করলে স্বজাতীয় বিচারকের কাছে দণ্ডযোগ্য হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দণ্ডরায় [স] *বি* রাজা। 'বীরসঙ্গে রণস্থলে বৈসে দণ্ডরায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দণ্ডশাস্ত্র [স] *বি* আইনশাস্ত্র। 'নীতিশাস্ত্র দণ্ডশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রবেত্তা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দণ্ডহীন [স] *বিণ* থ্যাবড়ানো। 'মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে উন্নত গণ্ড কপোল খীনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দণ্ডা[1] [স দণ্ড>] **১** *ক্রি* দণ্ড দেওয়া। 'বিধাতা আমারে দণ্ডী জিয়ন্ত ভাতারে রাণ্ডী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* দাঁড়িয়ে থাকা। 'দ্বারে দণ্ডাইতে নারি জননী গঞ্জনে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দণ্ডা[2] [স দণ্ড] *বি* মোটা লাঠি। 'ডেরা দণ্ডা তাম্বু কানাত রাউটি পাল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দণ্ডাঘাত [স দণ্ড-আঘাত] *বি* লাঠির আঘাত। 'অযথা যন্ত্রণা-পদাঘাত-দণ্ডাঘাত বন্দীভাগ্যে কথায় কথায় হইতে থাকে।' *মশাররফ*, ১৮৯০

দণ্ডাজ্ঞা [স দণ্ড-আজ্ঞা] *বি* শাস্তির আদেশ। 'ফাঁসির আসামি যেমন করে তার দণ্ডাজ্ঞা শোনে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দণ্ডানো *ক্রি* দাঁড়িয়ে থাকা। 'হস্তী রথ টানে দেখে দণ্ডাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দণ্ডায়মান [স] **১** *বিণ* দাঁড়িয়ে আছে এমন। 'ধারা মত দ্বাদশ পাদান্তরে উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* খাড়া। 'কোন কোন মহতী সভায় দণ্ডায়মান হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দণ্ডায়মানা [স] *বিণ স্ত্রী* দণ্ডায়মান; খাড়া। 'এই বাক্য শ্রবণে রাণী কিঞ্চিৎ অন্তরালে দণ্ডায়মানা হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

দণ্ডার্হ [স] *বিণ* দণ্ডের উপযুক্ত। 'পঞ্চম দানলব্ধ ষষ্ঠ পৈতৃক সপ্তম দণ্ডার্হ।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'সতীধর্ম্ম অশাস্ত্র ও ফৌজদারী আদালতে দণ্ডার্হ।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

দণ্ডিত [স] *বিণ* সাজাপ্রাপ্ত। 'অধর্ম্ম আচরণে ... রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দণ্ডকঃ [স] *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'দণ্ডকঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দণ্ডকারণ্য [স] *বি* নর্মদা ও গোদাবরী নদীর মধ্যস্থ প্রাচীন অরণ্য প্রদেশ। 'রামায়ণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দণ্ডি [স দণ্ডী] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজাইয়া দণ্ডি মাকড়া চণ্ডী নড়িলা সত্বর হয়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দণ্ডী[1] [স] *বিণ বিণ* শাস্তিযোগ্য। 'ঈশ্বরের নিকট দণ্ডী হইব।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

দণ্ডী[2] [স] *বি* ধর্মীয় সম্প্রদায়বিশেষ; সন্ন্যাসী। 'যাঁহারা দণ্ড কমণ্ডলু সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের নাম দণ্ডী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দত্ত [স] **১** *বিণ* দেওয়া হয়েছে এমন। 'আমা দত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বাসুদেবদত্ত বহি নাহিক উপমা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দত্তক [স] *বি* পোষ্য। 'স্বামির আজ্ঞা লইয়া দত্তক পুত্র করিলেক।' *কেরি*, ১৮১২।

দত্তকবিধান [স] *বি* পোষ্যপুত্র গ্রহণের আচারাদি। 'সকালে দত্তকবিধানের অনুষ্ঠানের সময়ে রানি যে উৎসব বেশ ধারণ করেছিলেন ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দত্তাপত্র [স] *বি* দানপত্র। *ওসা*, ১৭৮৪।

দধি, দধী [স দধি] *বি* দই। 'দধি দুধে পসার সজাঞা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভাণ্ড ভাঁগিবোঁ রাধা খাইবোঁ দধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দধিতক্র [স] *বি* ঘোল। 'দধিদুগ্ধ দধিতক্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দধিভার [স] *বি* দইয়ের ভার। 'দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইলা।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দধির অগ্র ঘোলের শেষ – দইয়ের পাত্রের উপরের গাঢ় অংশ খেতে সুস্বাদু, অন্যদিকে ঘোলের নীচের গাঢ় অংশ খেতে সুস্বাদু। *সুবল*, ১৯০৬।

দধিসংক্রান্তি [স] *বি* ব্রতবিশেষ। 'ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত – দধিসংক্রান্তি, কলাছড়া, গুপ্তধন ...।' *অবন*, ১৯১৯।

দধিয়াল [স দধিবাল] *বি* দোয়েল। 'মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে বায়ু-বেয়ালার মিড়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দধীচি [স] *বি* দেবতাদের কল্যাণে জীবনদানকারী হিন্দু পুরাণোক্ত মুনিবিশেষ। 'দনুজ দমন দধীচি-অস্থি, বহ্নিগর্ভ দম্ভোলি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দনা [স দমনক] *বি* দণ্ডকলস ফুল ও তার গাছ। 'দনা মরুআ ভাঙ্গিলে দুলালের ডাল।' *বড়ু*, ১৫০০।

দনাই *বি* নদীর নামবিশেষ। 'কুবাই দনাই ধাইল দুই ভাই বগাড়ির খাল বগা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দনুজ [স] *বি* দানব; দৈত্য। 'চমক লাগ দনুজ ভাগ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দনুজ-দল [স] *বি* দানব বাহিনী। 'দীনজনে দেখা দে মা, দনুজদল-নাশিনী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩; 'দনুজ-দলে দলতে দাদা এমনি দামাল কামাল চাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

দনুজদলনী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুমতে দস্যুহন্তারক দেবী দুর্গা। 'দনুজদলনী মূর্তি তুমি বেদমাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দনুজারি [স] *বিণ* দানব-বিনাশী। 'দনুজারি তেজে অবনী-অম্বরেতে কর সিংহনাদ বিজয় শঙ্খেতে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দন্ত [স] *বি* দাঁত। 'বিকট দন্ত কপট প্রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দন্তকুসুম [স] *বি* দাঁতরূপ ফুল। 'দন্তকুসুমে ভোমর হইয়া উড়িছে হাসির বায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

দন্তঘাত [স] *বি* দাঁতের আঘাত। 'সখি সব দেখিআঁ বুলিব দন্তঘাতে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দন্তধবল [স] *বি* দাঁতের মতো সাদা। '... তবে হল দন্তধবল বা দাঁতি-শাদা।' *অবন*, ১৯২৫।

দন্তধাবন [স] *বি* দাঁত মাজার কাজ। 'দন্তধাবন কৈল জলেত মার্যান।' *মালাধর*, ১৫৫০।

দন্তপংক্তি [স] *বি* দাঁতের সারি। 'দন্তপংক্তি বিদিত বিজুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দন্তপাটী [স] *বি* দাঁতের সারি। 'তিলপুষ্প গেল, অতুর হইল, কিবা দন্তপাটী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দন্তবাস [স] *বি* ওষ্ঠ। 'বিলাসিনী দন্তবাস চোঁয়ায়ে চুম্বনে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

দন্ত-বিকাশ [স] *বি* দাঁত দেখানো। 'আর মন্ত্র শুধু দন্ত-বিকাশ, অমনি ভূতের পুতে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দন্তবিকাশ করা *ক্রি* দাঁত বের করা। 'গাভী দন্তবিকাশ করিয়া বলিল ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দন্তভেদ [স] *বি* প্রকাশ। 'এ কথা কখনো দন্তভেদ করিব না।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

দন্তমূল [স] *বি* দাঁতের গোড়া। 'দাঁত গেল মিছি কি ঘষিব দন্তমূলে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দন্তশূল [স] *বি* দাঁতের ব্যথা। 'লোকের দন্তশূল ও শিরঃপীড়া হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দন্তশোথ [স] *বি* দাঁত ফোলা রোগ। 'শাক অতি মুখপ্রিয় দন্তশোথ হরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দন্তশ্রেণী [স] *বি* দাঁতের সারি। 'বদনবিবর তীক্ষ্ণধার দন্তশ্রেণীসমন্বিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দন্তস্ফুট [স] **১** *বি* কঠিন বিষয় উপলব্ধি। 'বিদ্যাসাগর দন্তস্ফুট করিতে পারিবেক না।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **২** *বি* নিপীড়ন। 'জমিদারগণ আর সদন্ত দন্তস্ফুট করিতে সমর্থ হইবেন না।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

দন্তস্ফুট করা **১** *ক্রি* পীড়ন করা। 'অভিনব উপায়ে প্রজাদের উপরে দন্তস্ফুট করিতে শিক্ষা করিলেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩। **২** *বি* কঠিন বিষয় বোঝা। 'দন্তস্ফুট অথবা চক্ষুস্ফুট করিতে সমর্থ হইবেন না।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

দন্তহিন [স দন্তহীন] *বিণ* দাঁত নেই এমন। 'দন্তহিন বড়াই সগন মুখ লাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দন্তহীন [স] *বিণ* দাঁত নেই এমন। 'সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দন্তা [স দন্ত>] *বিণ* দাঁতবিশিষ্ট। 'কড়মড়ি দন্তা সমরে দুরন্তা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দন্তাঘাত [স দন্ত-আঘাত] *বি* দংশন। 'কৃষ্ণকায় শ্বাপদের বিকট দন্তাঘাত।' *সবুজ*, ১৯২০।

দন্তাদন্তি [স দন্ত>] *বি* দাঁতে দাঁতে যুদ্ধ। 'দন্তাদন্তি কেশাকেশি যুদ্ধ ঘোরতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দন্তে দন্তে *ক্রিবিণ* দাঁতে দাঁতে। 'প্রমত্ত কুঞ্জর জেন ভিড়ে দন্তে দন্তে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দন্তোন্মীলন [স দন্ত+স উন্মীলন] *বি* দাঁত বের করা। 'এক টেবিলে বসে খাই এবং একত্রে দন্তোন্মীলন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৯১।

দন্তি[১], **দন্তী** [স দন্তী] *বি* হাতি। 'তেউড়ি দন্তি কাটিল আঙলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'চলে দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড দণ্ডধর যথা কাল-দণ্ড।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দন্তিদন্ত [স] *বি* হাতির দাঁত। 'দন্তিদন্ত দেখ যেন লুকাবার নয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দন্তিল [স] *বিণ* দাঁতাল। 'আসে সে বেতাল, তুমি যার বাগ্‌দত্তা, দন্তিল হাসি হাসতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

দন্তি[২] [স দন্তী] *বি* কড়ার নয় ভাগের এক ভাগ। 'কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দন্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দন্তুদি [ব্র] *বিণ* বিদীর্ণ। 'ধরনী দন্তুদি ভেলী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দন্তুরা [স] *বিণ স্ত্রী* বড়ো দাঁতবিশিষ্ট। 'মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

দন্তুরাকৃতি [স দন্তুর+স আকৃতি] *বিণ* দাঁতের আকৃতিবিশিষ্ট। 'দন্তুরাকৃতি দেওয়ালের প্রাচীন বেষ্টনের অন্তর্ভাগে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

দন্তে দন্তে *দ্র* **দন্ত**

দন্তোন্মীলন *দ্র* **দন্ত**

দন্ত্য [স] *বিণ* দাঁতের সাহায্যে উচ্চারিত। 'ইংরাজী ডেক্সয়াননারীর ন্যায় ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের প্রভেদ করিয়া ...।' *দর্পণ*,

১৮১৮।

দন্দ [স দ্বন্দ্ব] *বিণ* দ্বন্দ্ব। 'দন্দ সুমুদ হোএ জীব দএ পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দন্য [স দৈন্য] *বি* ক্ষোভ। 'কেহো মরে কেহ পালাএ কেহ করে দন্য।' *মালাধর*, ১৫০০।

দপ [ধ্বন্যা] *বি* হঠাৎ জ্বলে ওঠার ভাব। **দপ করে জ্বলে ওঠা** *ক্রি* হঠাৎ জ্বলে ওঠা। 'দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে, আবার খপ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে।' *শরৎ*, ১৯১৩।

দপদপ [ধ্বন্যা] **১** *বি* উজ্জ্বলতার ভাব। 'রত্ন জ্যোতে কুটীর উজ্জ্বল দপদপ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* বেদনা বা টাটানির ভাব। 'কপালের শির দপ দপ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* আগুন জ্বলার ভাব। 'পিদিমের আলোটা দপ দপ করছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দপদপানি [ধ্বন্যা দপদপ>] *বি* আগুন জ্বলার ভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দপদপানো [ধ্বন্যা দপদপ>] *ক্রি* জ্বলে ওঠা। 'জ্বলাভূমিতে আগুন দপদপিয়ে উঠে গড়িয়ে যায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

দপদপে [ধ্বন্যা দপদপ>] *বিণ* উজ্জ্বল। 'হঠাৎ বাইরের দপদপে বাতিটা নিভে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

দপভঙ্গ [আ দফ>] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'দপভঙ্গ শুনি লাগে ভাল।' *সুলতান*, ১৭০০।

দপ্তর, দফতর [ফা দফতর] **১** *বি* কাছারি; কার্যালয়। 'দপ্তরে তালিকা নাম ধরা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'দফতর।' *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'সম্মুখে দুইখান দফতর সাজাইয়া কিস্তির কর্ম্ম করিতে বসিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **২** *বি* বইপত্র, খাতা রাখার স্থান। 'বাবার বইয়ের দপ্তরে একখানা পুরাতন বই ছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দপ্তরখানা, দফতরখানা [ফা দফতর+ফা খানা] *বি* অফিস; কার্যালয়। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'দপ্তরখানায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'পূর্ববঙ্গ সরকারের দফতরখানায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

দপ্তরি, দপ্তরী [ফা দফতর>] *বি* অফিসের কাগজ, কলম ইত্যাদির পরিবেশক। 'দপ্তরী আমার পতি তার কথা শুন।' *ভারত*, ১৭৬০; 'দপ্তরি নিযুক্ত আছে তাহারাই সর্ব্বদা সেই সকল কেতাবের সেবা করিতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

দফতরহীন [ফা দফতর+স হীন] *বিণ* সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নেই এমন। 'দুইজন করিয়া বিরোধীদলের প্রতিনিধিকে দফতরহীন মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

দপ্পন [স দর্পণ] *বি* আয়না। 'দপ্পন মুখ প্রতিবিম্ব নাঞী বেকত ভেল বিকারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দপ্পরদপ্পর [ধ্বন্যা] *বি* যন্ত্রণার ভাবপ্রকাশক শব্দ। 'বাবার হাঁফধরা বুকটা দপ্পরদপ্পর করে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

দফতর *দ্র* **দপ্তর**

দফরা [আ দফরাহ] *বি* ধমক। *ভবানী*, ১৮২৩। 'এর দফরা খেয়ে নফরা যত, ক'রে বসে কি একখানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দফলা *বি* আসামের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দফলা কুকী ... ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

দফা [আ দফ'আ] **১** *বি* বিষয়। 'বাজে দফা।' *ভারত*, ১৭৫০। **২** *বি* বার। 'আমী সেই জায়গাতে একটা পুস্কর্ন পুরিয়া কোটা এমারত দেওয়াল ওগয়রহ অনেক দফায় খরচ অনেক করিয়াছী।' *মেয়র্স*, ১৭৭০। **৩** *বি* বাবদ। 'দালাল ছাড়াইলে কুম্পানির দাদনির দফার জামিন কেহ থাকে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'সেখানকার দেনার দফা এক সও টাকা আড়কাট পাঠাই।' *ওর্সা*, ১৭৮২। **৪** *বি* অবস্থা। 'আপনি আমার দফায় ভাল বুঝ না।' *ওর্সা*, ১৭৮২। **৫** *বি* পালা। 'বোধ হয় আমাদের প্রাপ্তির দফা একেবারে উঠে গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দফাওয়ারি, দফাওয়ারী [আ দফ'আ+ফা ওয়ারী] **১** *বিণ* প্রতি দফা অনুযায়ী। *মেয়ার*, ১৭৮৭। **২** *বিণ* পর্যায়ক্রমিক। 'অভিযোগের বিস্তৃত ও দফাওয়ারী আলোচনা করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

দফায়াত [আ+ফা] *বি* দফাগুলি; প্রতিটি বিষয়। 'দফায়াতে যেমত লেখা গিয়াছে।' *চেরী*, ১৭৮৮।

দফা রফা [আ দফ'আ+আ রিফা] **১** *বি* সমাপ্তি। 'সে দিবসের দফা রফা করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* সর্বনাশ। 'তাহাতেই তাঁহার দফা রফা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

দফে দফে *ক্রিবিণ* বারেবারে। 'কারো বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

দফাদার [আ দফ'আ+ফা দার] *বি* চৌকিদার বা মজুরদের সর্দার। 'দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল।' *ভারত*, ১৭৬০।

দফাদারি [আ দফ'আ+ফা দারি] *বি* চৌকিদার বা মজুরদের সর্দারের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দফাল [স দর্প>] *বি* আস্ফালন। 'অগ্নির দফাল যেন ষাঁড়ের গর্জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দবকিয়া [স দমন>] *ক্রিবিণ* আড়ি পেতে। 'দবকিয়া শিশুগণে শুনএ সকল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দবজ [ফা দজ] *বিণ* শক্ত। 'চুলগুলো ধরে পিছনে গেরো দিচ্ছে এমন সময় মাথায় একটা দবজ হাত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

দবদব [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুতগতির স্পন্দন। 'তাহার কপালের শিরা দব দব করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দবদবা [ধ্বন্যা দবদব>] *ক্রি* দবদব করা। 'মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে দবদবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দবদবা[1] [আ দবদবাহ] **১** *বি* স্পর্ধা। 'এয়ছাই দবদবা লেখে আমার খাতির।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* প্রতাপ; প্রতিপত্তি। 'তাঁহার দবদবায় কলিকাতা শহর কাঁপিয়া গিয়াছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দবদবাই [আ দবদবাহ] *বি* জাঁকজমক। 'শ্বশুরবাড়ির দবদবাই না দেখালে চলছিল না।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

দবদবানি [আ দবদবাহ>] **১** *বি* প্রভাব-প্রতিপত্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* দ্রুতগতির স্পন্দন; 'তার আলোটা যেন নাড়ীর দবদবানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দবদবা[2] *দ্র* **দবদব**

দবানল [স দাবানল] *বি* দাবানল। 'ঐসন করম মোর সেহও দূর গেল/ কএল দবানলে দাহে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দব্ব [স দ্রব্য] *বি* দ্রব্য। 'নানা দব্ব জত আনএ সত সত।' *রামাই*, ১৭১০।

দম[1] [ফা] **১** *বি* শ্বাসক্রিয়া। 'দেখিয়া ফাতেমা বিবি দম নাহি বয়।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* প্রতারণা। 'তুমি এই প্রকার প্রেম করিয়া কাহারো দমে

তুলিবানা।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বি ধূমপানের টান। 'মার্চ্চে গাঁজায় দম।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৪ বি ঘড়ি মেশিন ইত্যাদির স্প্রিংয়ে পাক। 'যেমন ঘড়ির কল ... নিজের দমেই নিজে চলিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৫ বি মায়া। 'অপুর ওপর একটা দম হয়েচে।' বিভূতি, ১৯২৯। ৬ বি নিশ্বাস। 'তাঁহারা দম আটকাইয়া মরেন নাই।' রোকেয়া, ১৯৩১।

দম আঁটা ক্রি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া। 'মাঠখানি আজ গুনো খাঁ খাঁ পথ যেতে দম আঁটে।' জসীম, ১৯২৯।

দম-আটকানো বিণ শ্বাসরুদ্ধকর। 'শুকনো ধুলোর দম-আটকানো তুফান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

দমকুঠুরি [ফা দম+স কোষ্ঠ] বি দমের ঘর। 'চারি হাওয়া দমকুঠুরি মাঝখানে অটলবিহারী।' লালন, ১৮৯০।

দম খাওয়া [ফা দম>] ক্রি চমকে যাওয়া। 'দলিল দেখে খদ্দের বেটা ভারি দম খেয়ে গেল।' গিরিশ, ১৮৮৯।

দম খিঁচা [ফা দম>] ক্রি শ্বাস টানা। 'দম খিঁচে ক্রোধ সংবরণ করে সে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

দমদেওয়া [ফা দম>] বিণ বাতাস ঢোকানোর ফলে স্ফীত। 'কৃত্রিম হ্রদে নরনারী দাঁড় টানে, সাঁতার দেয়, দমদেওয়া পুতুলজাহাজ ভাসায়।' অন্নদা, ১৯২৯।

দমধরা [ফা দম>] বিণ দম আটকে আছে এমন। 'আছে কেবল দমধরা নিস্তব্ধতা-নীরবতা।' সেলিনা, ১৯৭৫।

দম ফাটা [ফা দম>] ১ ক্রি শ্বাস ত্যাগ করতে না পারায় বুক ফেটে যাওয়া। 'ঘোড়াগুলো দম ফেটে প্রাণ যায় বলে কেঁদে উঠবে।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩। ২ বিণ অসহ্য। 'দমফাটা গরম।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

দমবন্ধ [ফা দম+স বন্ধ] বিণ শ্বাস বন্ধ হওয়ার মতো তীব্র। 'পাটখেতে দমবন্ধ গরমের মধ্যে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দমবন্ধ ক'রে [ফা দম+স বন্ধ>] ক্রিবিণ শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এমন জোরে। 'হাবেলির দিকে দমবন্ধ করে ছুট দিল।' জীবন, ১৯৩২।

দমের মাদার [ফা দম>+মাদার] বি মাদার ফকির। 'ঝটকা বায়ে দমের মাদার দুলিয়ে জটা।' জসীম, ১৯৩৩।

দম মারা [ফা দম>] ক্রি ধোঁয়া টানা। 'একটি মড়াফেলা খাটিয়ার উপর ... শুয়ে কিম্বা বসে ডাবা হুঁকোয় কষে দম মারছেন।' প্রমথ, ১৯৩৮।

দম[2] বি মসলাযোগে সিদ্ধ ব্যঞ্জনবিশেষ। 'অতিশয় রুচিকর এ বীজের দম।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

দমক [ফা দম] ১ বি হঠাৎ প্রবল বায়ুপ্রবাহ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি ঝট ক'রে একটুখানি। 'এক দমক ঘুমিয়ে নেবে বুঝি?' জীবন, ১৯৪৮।

দমকল [ফা দম+স কলা>] বি জল তোলা অথবা আগুন নিভানোর যন্ত্র বিশেষ। ওসাঁ, ১৭৮২; 'কএক দমকল দেখিলাম বটে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

দমকলওয়ালা [ফা দম+স কলা>+হি ওয়ালা] বি অগ্নিনির্বাপক গাড়ির কর্মী। 'খবর পেয়ে দমকলওয়ালারা এসে নিভিয়ে দিয়ে গেছে তক্ষুনি।' শিবরাম, ১৯৭০।

দমকা [ফা দম>] ১ বি হঠাৎ প্রবল বায়ুপ্রবাহ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বিণ আকস্মিক বেগে আসে এমন। 'একটা দমকা বাতাসের মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি জোরে ধাক্কা বা ঝাঁকি। 'হঠাৎ একস্থানে একটা দমকা মারিয়া ... ক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।' শরৎ, ১৯১৭।

দমকা বাতাস [ফা দম>+স বাত>] বি সহসা প্রবল বাতাস। 'আর থেকে থেকে দমকা বাতাসে নারিকেল শাখে হাওয়া।' ফররুখ, ১৯৪৩।

দমকি দমকি [ফা দম>] ক্রিবিণ থেকে থেকে। 'রণ-বাজা বাজে ... সে কী দমকি দমকি ধমকি ধমকি।' নজরুল, ১৯২২।

দমকুঁ [স দম>] ক্রি দমিত হলো। 'বিদ্যা করি দমকুঁ অকিলেসেঁ।' চর্যা ৯, ১২০০।

দমদম [ধ্বন্যা] ১ বি অলংকারবিশেষ। 'যথা, দমদম, চৌদানি, বোন্দা, দোলড়া, ছলনা, মুক্তার লচ্ছা দেওয়া কর্ণফুল ...।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি বীণা থেকে উদ্ভূত শব্দ। 'ছন ছন ঝনন ঝনন ছনন ছনন দম দম দিম দিম... বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

দমদমা [আ দমদমাহ] বি চাঁদমারির জন্য তৈরি মাটির ঢিবি। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ধোঁয়াটা যতক্ষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে কাছারির উঁচু চালের সাথে লাগোয়া দমদমায় অদৃশ্য না হয়ে যায়।' কায়সার, ১৯৬৫।

দমন [স] ১ বি শাসন। 'সেই আসি যবনের করিবে দমন।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি নিবৃত্ত। 'পুত্রতুল্য প্রজা পালন দুষ্টের দমন এই রূপে পৃথিবী পালন করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বি উপশম। 'ঔষধ দ্বারা তাঁহারি রোগের ক্ষণিক দমন হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৪ বি শাস্তিবিধান। 'এই বিষম অরির দমন তখন অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৫ বি রোধ। 'বিবাহপ্রবৃত্তির দমন।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

দমনকর্তা, দমনকর্ত্তা [স] বিণ দমনকারী; শাসনকর্তা। 'হায় হায়, এদের দমনকর্ত্তা কি আর কেউ নেই।' মশাররফ, ১৮৬৯।

দমনকারী [স] বি উৎপীড়ক। 'দমনকারীদিগকে দমন করিতে নিরুৎসাহী আছেন।' মধ্যস্থ, ১৮৭৩।

দমনার্থ [স দমন>] ক্রিবিণ দমনের জন্য। 'তাহারদিগের দমনার্থে লোক পাঠান যাইবেক।' রামরাম, ১৮০২।

দমননীতি [স] বি পীড়ন করার নীতি। 'একদিকে চূড়ান্ত সরকারী দমননীতি অন্যদিকে জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষ।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

দমনমূলক [স] বিণ দমনশীল। 'দমনমূলক তৎপরতার অভাবে ইদানীং ইহারা এতটাই বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭০।

দমনক [স] বি দনা গাছ। 'দমনক পুষ্পের সুগন্ধে মন হরে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দমবাজ [ফা] বি প্রতারক। বিদ্যা, ১৮৯১।

দমবাজি [ফা] বি ধাপ্পাবাজি। 'এক্ষণে অনেক দমবাজি ও ধড়িবাজির আবশ্যক।' প্যারী, ১৮৫৮।

দমা[1] বি নেশা। 'কারুর বুকে ছার পিরিতের দমা ধরেছে।' গিরিশ, ১৮৮৩।

দমা[2] [স দম্>] ১ ক্রি পরাজিত করা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রি নিরুৎসাহিত হওয়া। 'তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি/ দমি যায় তার বুক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ ক্রি দমন করা। 'সকল গর্ব দমিতে খর্ব করিতে কুমতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

দমানো [স দম্>] *ক্রি* পরাজিত করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দমে যাওয়া *ক্রি* দেবে যাওয়া। 'কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময় পৃথিবী দশ হাত দমে যায়।' *সুলভ*, ১৮৭১।

দমাকাড়া *বি* আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'দমাকাড়া সারি সারি, টিকারাতে ঘন বাড়ি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

দমাদম [ধ্বন্যা] **১** *ক্রিবিণ* পরপর। 'দরজায় দমাদম ঘা লাগালুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'লুৎফুন উঠিয়া দমাদম দরজার দিকে রওয়ানা হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দমাদ্দম [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* একের পর এক। 'কী দমাদ্দম পিটানি!' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

দমিত [স] *বিণ* স্তম্ভিত। 'তার নীরবতায় যুবক শিক্ষক কিছুটা দমিত হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দম্পতি, দম্পতী [স দম্পতি] *বি* স্বামী ও স্ত্রী। 'ভল ভেল দম্পতি শৈশব গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'পুত্র পাঞা দম্পতী হৈলা আনন্দিত মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দম্পতী কলহ [স দম্পতি-কলহ] *বি* স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া। 'প্রায় সকল গৃহেই দম্পতী কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

দম্পতীপ্রেম [স দম্পতি-প্রেম] *বি* দাম্পত্যপ্রেম। 'শাজাহাঁ-তাজের প্রাণে সঁপিল মধুর/ দম্পতী প্রেমের সোয়াদ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

দম্পত্য [স দাম্পত্য] *বি* দম্পতি। 'দম্পত্যে পোসএ মনে হর্স বড় হৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দম্ফ [স দম্ভ] *বি* অহংকার। 'দম্ফে গালি দিয়া চলিলা উঠিয়া শ্রবণে কর আচ্ছাদি।' *ভারত*, ১৭৬০।

দম্বদার [ফা দম+মাদার (পিরের নাম)] *বি* মাদার পিরের নামান্তর। 'মুখেত বলেত দম্বদার।' *রামাই*, ১৭১০।

দম্ভ [স] **১** *বি* আস্ফালন। 'পালাএ বানরগন দেখি তার দম্ভ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অহংকার। 'বড় রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদমাৎসর্য্য দম্ভ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

দম্ভপূর্ণ [স] *বি* অহঙ্কারে ভরা। 'পরদেশ সম্পর্কে এত বড়ো বড়ো নীতিকথার দম্ভপূর্ণ অত্যুক্তি আর কেহ কি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দম্ভপ্রসূত [স] *বিণ* অহংবোধ জাত। 'আমাদের স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা দম্ভপ্রসূত নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

দম্ভভরা *বিণ* দম্ভযুক্ত। 'দম্ভ-ভরা কাগজগুলি করিয়া দাও দূর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'তুমি অমন দম্ভভরা কথা কইছ।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

দম্ভমান [স] *বিণ* ক্ষুব্ধ। 'তাহার প্রাদুর্ভাবে বসন্তরায় দম্ভমান।' *রামরাম*, ১৮০১।

দম্ভহীন [স] *বিণ* অহংকার নেই এমন। 'ভাষণে অরুচি, দম্ভহীন, দৈন্যে নীলকণ্ঠ ... সব কিছু নিয়ে এঁর ব্যক্তিত্ব।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দম্ভায়মান [স] *বিণ* গর্বিত; অহংকার বা গর্ব অনুভব করে এমন। 'নানাবিধ খেলাত রাজ্যের ও নবাবের মনছবদারির ইহাতে রাজা অতি দম্ভায়মান।' *রামরাম*, ১৮০১।

দম্ভিকা [স] *বি* অহংকার। 'সর নাকো তাঁর দ্বিতীয় কাহারো দম্ভিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দম্ভী [স] *বিণ* অহংকারী। 'নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগলভে পশিল দম্ভী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দম্ভোলি [স] *বি* বজ্র। 'যে দম্ভোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে বৃত্রাসুরে সুরপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দয়া [স] **১** *বি* করুণা। 'মোত বড় দয়া লাগে বড়ায়ি দেখিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সাহায্য। 'দ্বিতীএ করিব দয়া দেখি পিতাহীন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* সমবেদনা। 'জিজ্ঞাসএ কুন্তীদেবী দয়ার হৃদয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দয়াই **১** *বি* দয়াশীলতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* উদারতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দয়া-ঋণী [স] *বিণ* অনুগ্রহের সাথে কৃতজ্ঞ। 'আপনার দয়া-ঋণী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দয়া করন *বি* অনুগ্রহ করা; দয়া দেখানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দয়াকুলচিত্ত [স] *বিণ* দয়ায় ব্যাকুল। 'দয়াকুলচিত্ত হইয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় ঐ দরিদ্রকে দিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২

দয়াদাক্ষিণ্য [স] *বি* কৃপা ও দানশীলতা। 'কেরি সাহেবের দয়াদাক্ষিণ্য সৌজন্যাদি গুণ কত কহিব।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য [স] *বিণ* নির্দয়। 'এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দয়াদুর্বল [স] *বিণ* দয়ালু। 'তাঁহার দয়াদুর্বল সরল পিতাকে ঠকাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দয়াদৃপ্ত [স] *বিণ* অনুগ্রহে উদ্দীপ্ত। 'তাঁর দয়াদৃপ্ত প্রজারা আজ বিদ্রোহ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দয়াধর্ম [স] *বি* করুণা। 'পিতাহীন শিশু জানি দয়াধর্ম মনে মানি বাপের খেতাব দিলা মোরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দয়াধার [স] *বি* দয়ার আধার। 'দয়াধার অভিলাষ করহ পূরণ।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

দয়ানিষিক্ত [স] *বিণ* করুণাসিক্ত। 'শিল্পী-হৃদয় দয়ানিষিক্ত ভাষার গুণে তা মৌলিক সৃষ্টির অসামান্য মহিমা লাভ করেছে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

দয়াপরতন্ত্র [স] *বিণ* দয়াপরবশ। 'দয়াপরতন্ত্র হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দয়াপরবশ [স] *বিণ* দয়ার বশবর্তী। 'দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দয়াপরায়ণ [স] *বিণ* দয়াময়। 'দয়াপরায়ণ ইংরাজরাজ তাহাদের বাসস্থান ত স্তম্ভ বেষ্টিত করিয়া দিয়াছেন। *সংসঙ্গ*, ১৮৯৮।

দয়াবতী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* দয়াশীল। 'অন্য অন্য অনেক ইংরেজ দয়াবতী রমণী আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **২** *বি* সংগীতের একটি শ্রুতি। 'দয়াবতী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

দয়াবান [স] *বিণ* দয়ালু। 'দয়াবান সাহেব দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এমত চেষ্টায় আছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

দয়াবীর [স] *বিণ* অত্যন্ত দয়ালু। 'শিবিরাজা দয়াবীর।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

দয়াভিক্ষা [স] *বি* দয়া প্রার্থনা। 'বাল্মীকির গান আরো উচ্চ হইল, দয়াভিক্ষায় পূর্ণ হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

দয়ামই [স দয়াময়ী] *বিণ* দয়াময়ী। 'তবু দয়া করি দয়ামই, রাখতে হবে চরণতলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দয়ামন্ত [স] *বিণ* দয়াবান। 'দাতাশীল দয়ামন্ত মৈর্জ্জাদা সাগর।'

কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দয়াময় [স] ১ *বিণ* করুণাময়। 'ভাল রঙ্গে সভা উদ্ধারিলে দয়াময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সদয়। 'চণ্ডীদাস কয় নাগর দয়াময়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

দয়াময়ি [স দয়াময়ী, সম্বোধনে ই-কার] ১ *বিণ স্ত্রী* দয়ালু। 'আমা সবা প্রতি দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* দয়াশীল নারী। 'উর তবে, উর দয়াময়ি বিশ্বরমে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দয়াময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* দয়াগুণসম্পন্ন। 'এ করুণাময়ী এ দয়াময়ী।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

দয়ামায়া [স] ১ *বি* মায়া-মমতা। 'দয়ামায়াহীন এমন হৃদয়শূন্য আর কে ভূমণ্ডলে আছে?' *এডুকেশন*, ১৮৮৬। ২ *বি* দরদ। 'মাতৃভাষার প্রতি একটু দয়ামায়া করা কর্ত্তব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দয়াযুক্ত [স] *বিণ* দয়াশীল। 'দাউদ আমার নিতান্ত দয়াযুক্ত মনিব ছিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

দয়াযুত [স] *বিণ* দয়াযুক্ত। 'সুপির্থা কৃষ্ণের হের দয়াযুত বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দয়ার অগ্নি *বি* অলৌকিক অগ্নি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দয়ার নিধান *বি* দয়ার সাগর। 'দয়ার নিধান পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

দয়ারহিত [স] *বিণ* নির্দয়। 'স্ত্রীকে দয়ারহিত হইয়া করাঘাতে তাড়না করিতেছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দয়ার্দ্র [দয়া-আর্দ্র] *বিণ* দয়ালু। **দয়ার্দ্রচিত্ত** [স] ১ *বিণ* দয়াবান। 'দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* করুণায় বিগলিত মন। 'স্রোতস্বিনী দয়ার্দ্রচিত্তে কহিল – বুঝিয়াছি তুমি কী বলিতে চাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দয়াশীল [স] *বিণ* দয়ালু। 'রামাই কংসাই নীল শ্বেত বড় দয়াশীল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দয়াশীলতা [স] *বি* পরদুঃখকাতরতা। 'দয়াশীলতা ক্ষমতা বক্তৃতা পরোপকারিতা অনেক বিশেষরূপে বিদিত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

দয়াশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* দয়ালু। 'কিন্তু দেবী স্বভাবতো দয়াশীলা।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

দয়াশীলী [স] *বি* বদান্যতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দয়াশূন্য [স] *বিণ* হৃদয়হীন; নির্দয়। 'ছাড়িল কটাক্ষ বাণ দয়াশূন্য হয়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দয়াশূন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* দয়াহীন। 'এ সময়ে রসময়ী দয়াশূন্যা হলে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দয়াসাগর [স] *বি* দয়ার সাগর। 'অশেষ গুণাকর সর্ব্বজনহিতৈষি দয়াসাগর।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

দয়াসিন্ধু [স] *বি* দয়ারূপ সিন্ধু। 'দয়াসিন্ধুর নিয়ম সুদ্ধ আনন্দকর।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

দয়াসিল [স দয়াশীল] *বিণ* দয়ালু। 'পালিত খুড়াভত্ত ভাই সিষ্টজোগ্য ধর্ম্মবন্ত দয়াসিল কল্যানবরেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

দয়াহীন [স] ১ *বিণ* নির্মম। 'দয়াহীন সভ্যতানাগিনী তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বিণ* রূঢ়। 'দুর্গমের বক্ষে থাকে দয়াহীন শ্রেয়, রুদ্রতীর্থযাত্রীর পাথেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৩ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'জবরদস্ত খিটমিটে দয়াহীন-মায়াহীন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দয়াল [স দয়ালু] *বিণ* দয়ালু। 'কোলেত লইয়া সিসু হইল দয়াল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দয়ালচাঁদ *বি* দয়াশীল পীর। 'দয়ালচাঁদ আসিয়ে আমায় পার করিবে।' *লালন*, ১৮৯০।

দয়ালু [স] *বিণ* দয়াবান। 'অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য/ ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দয়ালুতা [স] *বি* করুণাময়তা। 'তোমার দয়ালুতাপ্রযুক্ত পরম ধার্ম্মিকতা কি পর্য্যন্ত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দয়ালুত্ব [স] *বি* করুণাময়তা। 'বুদ্ধাবতার হইয়া, দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দয়িত [স] *বি* ভালোবাসার মানুষ। 'তুমি আমার দয়িত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দয়িত-আকাশ [স] *বি* প্রেমিকরূপ আকাশ। 'জ্যোতিষ্কলোকের রূপসীরা একে এক ছিন্ন করে দয়িত-আকাশ।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

দয়িতা [স] *বি স্ত্রী* প্রণয়িনী। 'সে স্বর্গের চিরদয়িতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

দয়েল [স দধিয়াল] *বি* দোয়েল পাখি। 'দয়েল, সপ্ত স্বর মিলাইয়া আশ্চর্য ঐকতানবাদ্য বাজাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দর [ফা] ১ *বি* মূল্য। 'বান্যা বলে দরে বাড়া হইল পঞ্চবট মোর সনে সদা করি না পাবে কপট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মূল্যের হার; নিরিখ। 'সাত মোন বিষ সের দর।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ৩ *বি* মর্যাদা। 'ও সবের দর নেই, polished society-তে কি ওসব চলে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দর করন [ফা দর>] *বি* দরাদরি করা; দাম নির্ধারণ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দর করা [ফা দর>] *ক্রি* দর কষাকষি করা। 'আবার শুরু হবে দর করা আর চেঁচামেচি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

দর কষা *ক্রি* দর নির্ধারণ করা। 'দর কষিয়া আমি ফিরাইয়া দিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

দরকষাকষি [ফা দর>] ১ *বি* নিজেকে চোখ ঠারা। 'নিজের সঙ্গে তো দর-কষাকষি চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে আলোচনা করে দর ঠিক করা। 'অত্যন্ত হুঁশিয়ারী, দর-কষাকষি।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৩ *বি* বাদানুবাদ। 'ভাগ বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে দরকষাকষি এবং মনকষাকষির থেকেই হিন্দু মুসলমানের এক সাথে ঘর না করার সিদ্ধান্ত।' *উমর*, ১৯৬৮।

দরকসান [ফা দর>] *ক্রি* দরাদরি করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দরদস্তুর [ফা দর+ফা দস্তুর] *বি* বিক্রির শর্তাদি ও দাম-দর। 'দরদস্তুর চুকাইয়া সওদাপত্র লিখিয়া ... লইয়াছিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'দরদস্তুর করিতে করিতে এখন দুই মাস কাটাইতে পারিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

দর-দাম [ফা দর+দাম] *বি* সঠিক মূল্য নির্ধারণ। 'তাহার অর্থ দেনাপাওনা, সৎকাজের দর-দাম করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

দর বৃদ্ধি করা [ফা দর+স বৃদ্ধি>] *ক্রি* দাম বাড়ানো। 'সেটাকে আড়াল করিয়া অমন দর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন?' *রবীন্দ্র*,

১৯০৬।

দর হাঁকা *ক্রি* বেচাবিক্রির সময়ে জিনিসের একটা দাম চাওয়া। 'চন্দ্রচূড় একটা চড়া দর হাঁকিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দরাদরি [ফা দর>] *বি* দর কষাকষি। 'বাজারে ফুলুরি নিয়ে দরাদরি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

দর[২] [স দরঃ] *বি* গর্ত; খানা। 'মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে।' *ভারত*, ১৭৬০।

দর[৩] [ফা] *বিণ* অপ্রধান; সাধারণ। 'দর কাছারি।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

দরইজারাদার [ফা] *বি* ইজারাদারের কাছ থেকে অংশবিশেষ ইজারা নিয়েছে যে। 'উপর্যুপরি জমিদার, পত্তনীদার, ইজারাদার ও দরইজারাদার এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দর কাছারি [ফা দর+হি কচহরী] *বি* অপ্রধান কাছারি। *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

দরজবাব [ফা দর+আ জবাব] *বি* প্রত্যুত্তর; সাধারণ নোটিস। 'দেওয়ানজীর আরজীর দরজবাব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দরপত্তনিয়াদার [ফা দর+স পত্তন>+ফা দার] *বি* পত্তনিদারের অধীন পত্তনিদার। 'এতভিন্ন ইজারাদার পত্তনিয়াদার ও দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি বহু লোকে কৃষকের পরিশ্রমার্জ্জিত ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

দরইজার্দ্দার [ফা] *বি* ইজারাদারের অধীনস্থ ছোটো ইজারাদার। 'এখন দরইজার্দ্দার শ্রীজাদবরাম রায় আমার জমায় ত্রিষ টাকা বেসী করিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দরআন [ফা দারওয়ান] *বি* দারোয়ান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দরআনি [ফা দারওয়ান>] *বি* দারোয়ানের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দরইস্ত হইল – জানা গেলো। 'অখন দরইস্ত হইল বিলাতে জাহার নাম ফেলাস বাঙ্গলাতে নাম তিসী।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

দরওয়াজা [ফা] *বি* দরজা। 'মতিলাল বাটীর সদর দরওয়াজা খুব কষে বন্ধ করিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দরওয়ান [ফা দারওয়ান] *বি* দারোয়ান; পাহারাদার। 'দরওয়ান সঙ্গে অনঙ্গ প্রসঙ্গে প্রতিদিন যামিনী সাঙ্গ করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দরওয়ানী [ফা দারওয়ান>] *বি* দ্বাররক্ষক। 'দরওয়ানী আনিয়া কুঞ্জি খুলিল ফটক।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দরকচা [স দৃঢ়>+প্রা কংচা] *বিণ* দেখতে পাকা কিন্তু মূলত কাঁচা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **দড়কচা**

দরকচ্চা [স দৃঢ়>+প্রা কংচা] *বিণ* আধপাকা ও আধকাঁচা। 'গ্রাম্যভাষায় একেই বলে দরকচ্চা হয়ে ল্যাদা মেরে যাওয়া।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

দরকার [ফা] *বি* প্রয়োজন। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যাহা২ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনজুর হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

দরকারি, দরকারী [ফা দরকার>] *বিণ* প্রয়োজনীয়। 'যত পেটের দরকারি, মাছ তরকারি ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'দুঃখটা হয়তো মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী জিনিষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দরক্ত [ফা দরখ্‌ত] *বি* গাছ। 'রেজওান গেলমান দরক্ত তুবার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দরখ্‌ত [ফা] *বি* গাছ। 'সামনে দরখ্‌ত আদি পড়িল টুটিয়া।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

দরখাস্ত [ফা দরখোয়াস্ত্] **১** *বি* আবেদন; আরজি। 'হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'নিজে রাজ্য পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বি* আবেদনপত্র। 'জে সকল দরখাস্ত সদরের লেখা মযুমুনে একরার লেখা না থাকে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৩।

দরখাস্তকরণওয়ালা [ফা দরখোয়াস্ত্+স করণ+হি ওয়ালা] *বি* দরখাস্ত করে যে। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

দরখাস্তকারক [ফা দরখোয়াস্ত্+স কারক] *বি* আবেদনকারী; যে দরখাস্ত করে। 'সেই আপীলের দরখাস্তকারককে দেয়।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫।

দরখাস্তকারী [ফা দরখোয়াস্ত্+স কারী] *বিণ* আবেদনকারী। 'দরখাস্তকারী মহিলাদের নাম ...।' *বেগম*, ১৯৬৫।

দরখাস্ত দাখিল করা *ক্রি* আবেদনপত্র দেওয়া। 'নালিশ জানাইয়া একটা দরখাস্ত দাখিল করিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়া *ক্রি* আবেদন অগ্রাহ্য হওয়া। 'দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দরখাস্তপত্র [ফা দরখোয়াস্ত্+স পত্র] *বি* আবেদনপত্র। 'ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দরখাস্তপত্রিকা [ফা দরখোয়াস্ত্+স পত্রিকা] *বি* আবেদনপত্র। 'সেটা দরখাস্তপত্রিকা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দরখাস্ত পেশ করা *ক্রি* দরখাস্ত দাখিল করা। 'দর্পণের নিকট দরখাস্ত পেশ করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

দরখাস্ত মঞ্জুর [ফা দরখোয়াস্ত্+আ মঞ্জুর] *বিণ* আবেদন গৃহীত। 'আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

দরগা [ফা দরগাহ্] **১** *বি* দরবার। 'খোদার দরগায় বলে শুকুর হাজার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* মাজার। 'সে দরগার জাঁক অতিশয়।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* স্তূপ। 'কেউ ধার্মিকের সম্পর্ক রাখেন সুতরাং আপন আস্তানায় টাকার দরগা করে কাছা খুলে ফয়তা দিচ্চেন, লোকে জানুক মোল্লাজী বড় বুজরুক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দরগাতলা [ফা দরগাহ্+স তল] *বি* সাধুপুরুষের মাজারপ্রাঙ্গণ। 'সে কি চেনে মানুষ রতন দরগাতলায় মন মজেছে।' *লালন*, ১৮৯০।

দরগা শরীফ [ফা দরগাহ্+আ শরীফ] *বি* দরবেশদের পবিত্র সমাধিক্ষেত্র। 'তারপর দরগা শরীফ, মাজার শরীফ ... প্রভৃতির কথা।' *সওগাত*, ১৯৩০।

দরগাহ্ [ফা] **১** *বি* দরবেশের কবর। 'লঙ্গর শাহের দরগাহে 'শিন্নী' লইয়া যাইতে হয়।' *রোকেয়া*, ১৯০৪। **২** *বি* আরাধ্য জনের বাসস্থান। 'সেওতো এক বিরান নারী ... ছিলাম যার দরগাহের সিঁড়িতে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দরগাহ্‌ওয়ালা [ফা দরগাহ্+হি ওয়ালা] *বি* দরগাহর খেদমতকারী। 'দরগাহ্‌ওয়ালা তাড়া দিয়া বলিল, এটা হোটেল না।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

দর্গা [ফা] *বি* দরবেশের কবর। 'দর্গার পাশ কাটিয়ে শিলেট শহরে এসে ঢুকেছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

দরজ [ফা] *বি* বিস্তারিত বর্ণনা। 'তাহা দরজ দিয়া লিখিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

দরজা [ফা দরওয়াজাহ্] **১** *বি* প্রবেশপথ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ঘর দরজাও

পাকা বটে।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বি* সম্মুখভাগ। 'আছে রূপের দরজায় শ্রীরূপ মহাশয়।' *লালন*, ১৮৯০। দ্র **দরোজা**

দরজায় তোলা *ক্রি* মর্যাদাশীল করা। 'আল্লাহ আজাজিলকে ফেরেশতার দরজায় তুলিয়া দিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

দরজি, দরজী [ফা] *বি* পোশাক তৈরি করা যার পেশা। 'শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দরজি কাপড় শিঞে বেতন করিআ জিঞে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দরদ[১] [ফা দর্দ] ১ *বি* বেদনা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ঘুম হৈলেই আমার মাথার দরদ সাইরা যাব।' *মনসুর*, ১৯৫৫। ২ *বি* দুঃখ। 'বাপ বিনে বেটির দরদ কেবা জানে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* আঘাত। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ৪ *বি* মমতা। 'দরদের ভাই বন্ধুজনা মলে সঙ্গে কেউ যাবে না।' *লালন*, ১৮৯০।

দরদভরা [ফা দর্দ>] *বিণ* দরদপূর্ণ। 'এই দুটি দরদভরা কথাতেই অশ্রুতে পুরে উঠল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দরদ-ভিজা [ফা দর্দ>] *বিণ* স্নেহার্দ্র। 'দরদ-ভিজা মিহিন সুরে গাইল গজল।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

দরদি, দরদী [ফা দর্দ>] ১ *বিণ* সমব্যথী। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বি* সমব্যথী জন। 'তার ব্যথা কি সেই দরদীর প্রাণে স'বে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৩ *বি* কাতর। 'দিকভ্রান্ত – দরদী, – উন্মন।' *জীবন*, ১৯২৭।

দরদিয়া [ফা দর্দ>] *বি* সমব্যথী। 'ও মোর দরদিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

দরদীবন্ধু [ফা দর্দ>+স বন্ধু] *বি* সমব্যথী বন্ধু। 'অবজ্ঞাত মুসলিমের দরদীবন্ধু সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী একদল চিন্তাশীল মুসলিম ...।' *মাহেনও* ১৯৪৯।

দরদ[২] *বি* প্রাচীন ভারতের জাতিবিশেষ। 'দরদেরা অদ্যাপি ... সিন্ধু নদীর নিকটে বাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দরদর [ধ্বন্যা] ১ *বি* ঝ'রে পড়ার শব্দ। 'তঁহি অতি বাদর দরদর রোল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* (তরল পদার্থের ক্ষরণ) অধিক ও দ্রুত। 'দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দর দর করে *ক্রিবিণ* টপ টপ ক'রে। 'দুই চক্ষু দিয়ে দর দর করে জল পড়তো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

দরদান [ফা দারওয়ান] *বি* দারোয়ান। 'এক দরদান ও ফরাশ ইত্যাদির বেতন ৪০ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দরদালান [ফা] *বি* দালানের বাড়ানো অংশ; বারান্দাবিশেষ। 'এই দরদালানে পড়ে থাকব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

দরদি দ্র **দরদ**[১]

দরপত্তনিয়াদার দ্র **দর**[৩]

দরপন [স দর্পণ] *বি* দর্পণ; আয়না। 'কায়া দরপন তোর হইল নির্মল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দরপেস [ফা দরপেশ] *বিণ* বিচারের জন্য আদালতে পেশ করা হয়েছে বা হাজির হয়েছে এমন। 'বাদসাহের হুজুরে দরপেস হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

দরপেস করা *ক্রি* বিচারের জন্য হাজির করা। 'অতিতৃরায় হুজুরে দরপেস করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দরব [স দর্প] *বি* অহংকার। 'দরবে পাসান তরু বংসির নাদ সুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দরবস্ত [ফা] ১ *বিণ* পুরোপুরি। 'আফিঙ্গে হামেশা মস্ত হুসিয়ার দরবস্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* সকল। 'রদ্রিগিউস সাহেব হুকুম মাগেন কলিকাতা সহরের ... দরবস্ত বসত্যা দিগকে প্রচার করিতে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

দরবা [স দ্রব>] *ক্রি* দ্রবীভূত হওয়া। **দরবয়** *ক্রি* দ্রবীভূত হয়। 'পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **দরবহে** *ক্রি* দ্রবীভূত হয়। 'শ্যামরূপ দরশনে দরবহে শিলা।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **দরবে** *ক্রি* দ্রবীভূত হবে। 'দরবে পাষাণ সব বংশীনাদ শুনি।' *গুণরাজ*, ১৫৭০।

দরবান [ফা দারওয়ান] *বি* দরজার রক্ষী বা প্রহরী। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

দরবার [ফা] ১ *বি* সভা। 'দোছরা রোজেতে গিধি দরবার করিল যদি।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* আদালত। 'দরবারে জখোন জে মামিলাত রক্ষা করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। ৩ *বি* রাজসভা। 'নিজে গ্রিহস্ত লোক দরবার কেমন তাহা দেখি নাই।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ৪ *বি* তদবির। 'বিষয়তে খুবি অভিনিবেশ অতএব ইহাকে দরবার করণের ছলে দিল্লিতে পাঠাও।' *রামরাম*, ১৮০১। ৫ *বি* মামলা-মকদ্দমা। 'মরদের কামই দরবার করা।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৬ *বি* সাধারণ সভা। 'এখন সেখানে সম্বৎসরে একটা দরবার বা লেবী হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৭ *বি* জগৎ। 'প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৮ *বি* বায়না। 'তাহার জুতার দরবার সম্পূর্ণ তুলিয়া বসিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৯ *বি* আলোচনা বা তর্ক উত্থাপন। 'সাম্যের দরবার করিবার পূর্বে সাম্যের চেষ্টা করাই মনুষ্যমাত্রের কর্তব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দরবার করা [ফা দরবার+করা] *ক্রি* আবেদন জানানো। 'রাজার কাছে দরবার করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

দরবারঘর [ফা দরবার+ঘর] *বি* বৈঠকখানা। 'প্রাসাদে দরবারঘর সুসজ্জিত করা হল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দরবার শরীফ [ফা দরবার+আ শরীফ] *বি* পীরের বৈঠকখানা। 'দরবার শরীফ, খানকা শরীফ প্রভৃতির কথা।' *সওগাত*, ১৯৩০।

দরবারশালা [ফা দরবার+স শালা] *বি* সভাকক্ষ। 'তাঁহারা দ্বিতীয় তালায় দরবার শালাতে উপবিষ্ট হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দরবারি, দরবারী [ফা দরবার>] ১ *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কানড়া হইতে দরবারি কানড়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* দরবারে যাতায়াতকারী। 'রাম ছিলেন বেশ দরবারী।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ৩ *বিণ* দরবারে পরার যোগ্য; আনুষ্ঠানিক। 'বার্নিশ-করা কালো দরবারি জুতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *বিণ* রাজকীয়। 'বেগমসাহেবও দরবারী ভঙ্গিতে সকলের সালাম গ্রহণ করেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দরবিগলিত [স] ১ *বিণ* আস্তে আস্তে গলে পড়ে এমন। 'কণ্ঠসংরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া বহিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* দরদর ধারায় পড়ে এমন। 'দরবিগলিত দুর্গন্ধ আমিষধারায় পণ্ডিতের নাক মুখ চোখ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিল ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

দরবিত [স দ্রব>] *বিণ* দ্রবীভূত। 'ত্রিভূবন দরবিত এ দোঁহার রসে।' *মুরারি*, ১৫৭০।

দরবেশ [ফা] ১ *বি* মুসলমান সাধক। 'ফকির দরবেশ আগে করিলে বড়াই।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'এই সন্দেশ, দরবেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, পান্তুয়া, বোঁদে, খাজা, গজা, মিহিদানা, মতিচুর, দই, রাবড়ি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

দরবেশবেশী [ফা দরবেশ+স বেশী] *বিণ* দরবেশের বেশধারী।

'দরবেশবেশী আব্দুর রহমান।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

দরবেশি, দরবেশী [ফা দরবেশ>] ১ *বিণ* দরবেশের মতো। 'দেখেছিস আমার দরবেশি কেরামতি!' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বিণ* দরবেশের। 'দরবেশী আস্তানায় কম্বলে ঢাকিনি দেহ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

দরবেশী নাচ [ফা দরবেশ>+নাচ] *বি* দরবেশদের আচরিত চক্রাকার নাচবিশেষ। 'পৃথিবীকেই ছুটতে হয় সূর্যের চার দিকে, দরবেশী নাচের মতো পাক খেতে খেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দরবেশীলাভ [ফা দরবেশ>+স লাভ] *বি* দরবেশসুলভ গুণ প্রাপ্তি। 'কাদেরের দরবেশীলাভের ইতিহাস।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দরবেষ [ফা] *বি* দরবেশ। 'দরবেষ ফকিরে লোটে আসনের সজ্জ্য।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দর্বেশ [ফা] *বি* দরবেশ। 'নারদে ভুলাএ শীঘ্র বহুল দর্বেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দরব্ব [স দ্রব্য] *বি* দ্রব্য। 'কি দরব্ব পাইলা তথা কহ মোর ঠাঁই।' *রামাই*, ১৭১০।

দরমন্দ [ফা দরদমন্দ] *বিণ* দরদি। 'এয়ছা দরমন্দ মেরা বাপ চলে যান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দরময়ান [ফা দরমিয়ান] *বি* মধ্যবর্তী স্থান। 'দরময়ানে লাম, আছে ডানি বাম আলেফ মিম দুইজনে।' *লালন*, ১৮৯০।

দরমা [স দৃঢ়] *বি* বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি আচ্ছাদন; মাদুর। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বসতবাটী কিম্বা দোকানঘর ওগয়রহ খড় কিম্বা বিচালি কিম্বা হোগল ও দরমা ওগয়রহ।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

দরমার বেড়া *বি* বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি বেড়া। 'দরমার বেড়ার খাড়ুয়া ঘরে বাস করে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

দরমাহা [ফা দরমহ্] ১ *ক্রিবিণ* মাস প্রতি। 'মাহীনা দরমাহা ৫৪ চারি তঙ্কার হিসাবে ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮। ২ *বি* মাসিক বেতন। 'দস টাকা দরমাহা পাইয়া ... জে জবাব সওয়াল হয় করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। ৩ *বি* সৈন্যদের বেতন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দরশ [স দর্শন] *বি* দর্শন। 'মিছে এই দরশের পরশের খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দরশ-পরশ [স দর্শন-স্পর্শন>] *বি* দর্শন ও স্পর্শ। 'মিছে এই দরশের পরশের খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া/ বরষ বরষ কাতর জাগিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

দরশন [স দর্শন] *বি* দর্শন। 'তবেঁসি করিবোঁ তোর রাধা দরশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দরশন পরশন [স দর্শন-স্পর্শন>] *বি* দর্শন ও স্পর্শ। 'ছায়ার মতন ভেসে চলে যায়/ দরশন পরশন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দরশনি [স দর্শন>] *বি* নজরানা। 'পত্র দরশনি বলি গোপী হাতে দিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দরশা [স দর্শা>] *ক্রি* দেখা। **দরশায়লি** *ক্রি* দেখালো। 'চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি চঞ্চল নয়নক ওর।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **দরশে** *ক্রি* দেখে। 'দরশে পরশে মোর আউলাইবে গা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

দরশী [স দর্শী] *বিণ* দর্শী; দ্রষ্টা। 'গুণগ্রাহী অদোষদরশী সবা প্রতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দরসন [স দর্শন] *বি* দেখা। 'এত খনে আবসই হৈত দরসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দরসা [স দর্শা>] *ক্রি* দেখা। **দরসএ** *ক্রি* দেখায়। 'নিবিল নীরদ রুচির দরসএ অরুন জনি নিঞ দেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দরা[১] [স ধারণা] *ক্রি* ভাবা। 'না করিমু পাটেশ্বরি দরাইলুম মনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দরা[২] *ক্রি* ধরা। 'অলদী পাখির বাচা তোরে দরিয়া দিমুরে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দরাজ [ফা] ১ *বিণ* উদার। 'নানা প্রকার দেশ নানা প্রকার লোক দেখিতে দেখিতে মন দরাজ হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* প্রশস্ত। 'বেশ শাদাসিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* দানশীল। 'কী দরাজ হাত হোসেন মিয়ার!' *মানিক*, ১৯৩৬। ৪ *বিণ* উদাত্ত। 'রুস্তমের গলাটা বড় মিঠা ও দরাজ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দরাজ-দস্ত [ফা] *বি* মুক্ত হস্ত। 'প্রতিকারের জন্য নিজেদের দরাজ-দস্ত সামলান না।' *নজরুল*, ১৯২২।

দরাজিয় করা [ফা দরাজী>] *ক্রি* বিচার-বিবেচনা করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দরাজ্য [স দার্ঢ্য] *বি* দৃঢ়তা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দরাদর [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* অবিরাম। 'দোন আঁখে আসু চলে দরাদর সাথ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দরাদরি দ্র **দর**[১]

দরানি [ফা দারওয়ানী] *বি* নারী দারোয়ান। 'যাইতে আটক তার না করে দরানি ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দরিদ্দ [স দরিদ্র] *বি* দরিদ্র। 'দরিদ্দকে ধন দেন তরাজু ধরিআ।' *রামাই*, ১৭১০।

দরিদ্র [স] ১ *বি* গরিব ব্যক্তি। 'দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হইয়া সুরনারী ভজহ ভিখারী দরিদ্র বর দিগম্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* নিঃস্ব। 'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* সমৃদ্ধ নয় এমন। 'এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* ফুরিয়ে-আসা। 'দরিদ্র বেলায় দেখা দিলে যেথা আমি সাথীহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দরিদ্রকুটির [স] *বি* গরিবের ঘর। 'যথাসাধ্য পূজিয়াছি দরিদ্রকুটিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দরিদ্রঘর [স দরিদ্র+পা ঘর] *বি* গরিবের সংসার। 'তাঁহাদের দরিদ্রঘরের কত ক্ষতি কত দুঃখ তাহা অনেক করিয়া বলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দরিদ্রতম [স] *বিণ* সবচেয়ে দরিদ্র। 'কুড়ি হাজার দরিদ্রতম কৃষক-পরিবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

দরিদ্রতা [স] *বি* দারিদ্র্য; গরিব অবস্থা। 'জর্মে জর্মে দরিদ্রতা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

দরিদ্রতারণ [স] *বিণ* দারিদ্র্য দূরকারী। 'তোমার উচিত একটি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় করে যাওয়া।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

দরিদ্রদশা [স] *বি* গরিব অবস্থা। 'পরিশেষে দরিদ্রদশায় উপনীত হইয়াছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

দরিদ্রনারায়ণ [স] *বি* দরিদ্র ব্যক্তি নারায়ণের মতো শ্রদ্ধেয় বা গুরুত্ব লাভের যোগ্য। 'তোমরা যদি সর্বদা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে "দরিদ্রনারায়ণ" "দরিদ্রনারায়ণ" কর, তাতে...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দরিদ্র বেলা [স] *বি* সংকটময় মুহূর্ত। 'আজ এই সম্মানহীনের দরিদ্র বেলায় দিলে দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দরিদ্র-ভাণ্ডার [স দরিদ্র-ভাণ্ডাগার] *বি* দরিদ্রদের সহায়তা করার জন্য তহবিল। 'চাঁদার সাহায্যে গঠিত দরিদ্র ভাণ্ডার।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

দরিদ্র ভোজন [স] *বি* গরিব লোকদের খাওয়ানো। 'পুত্র জন্মাইলে যেরূপ বাদ্যবাদন, ব্রাহ্মণ পূজন, দরিদ্র ভোজন স্বস্ত্যয়ন ...।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

দরিদ্রা [স] *বিণ স্ত্রী* ধনহীন; দীন। 'সে অতিশয় দরিদ্রা।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দরিদ্রাবস্থাপন্না [স] *বিণ স্ত্রী* দরিদ্র অবস্থাপন্ন। 'রজনী হয়ত নিতান্ত দরিদ্রাবস্থাপন্না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দরিদ্রাম [স দরিদ্র>] *বি* পেট ভরে খাওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দরিদ্রামি [স দরিদ্র>] *বি* ভোজনে অমিতাচার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দরিদ্রিত [স] *বিণ* দরিদ্র। 'যারা পতিত, পীড়িত, দরিদ্রিত, তাদেরকে বাঙ্ময় করে তোলে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

দরিয়া [ফা] ১ *বি* নদী। 'বরিসার ছয় পিয়া দরিয়ার নাও।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* সমুদ্র। 'আসমান জমিন কান্দে দরিয়া পাহাড়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দরিয়া যুদ্ধ [ফা দরিয়া+স যুদ্ধ] *বি* জলযুদ্ধ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

দরিয়াশীকশ্তী [ফা] *বিণ* নদীতে ডুবে গেছে এমন; নদীতে ভাঙা। 'তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকশ্তী হইয়াছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

দরিয়াই [স] *বি* বিদেশি সাটিন জাতীয় বস্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দরিয়াপ্ত [ফা দরিয়াফ্‌ত] ১ *বিণ* অবগত। 'জেখানে বিক্রী হইবেক দরিয়াপ্ত করিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬। ২ *বিণ* জানা। 'তাঁহার আইন দরিয়াপ্ত গুপ্ত ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দরিশন [স দর্শন] *বি* দর্শন। 'তোর দরিশনে জীওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দরী [স] *বি* পর্বতগুহা। 'নিরবধি ফিরি ঝোপ দরী গিরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দরী-প্রাণ [স] *বিণ* সংকীর্ণমনা। 'যাঁরা দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিন্দা করা যেমন স্বাভাবিক।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

দরুদ [ফা] *বি* ইসলাম ধর্মমতে রসুলের প্রতি নিবেদিত শান্তিবাণী। 'দরুদ সালাম হোন্তে না হএ নির অংশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দরুদ গান [ফা দরুদ+স গান] *বি* সুর ক'রে পড়া দরুদ। 'আল্লাহুমা-ছাল্লে আলা দরুদ গানের ছন্দে মেতে।' *জসীম*, ১৯৩১।

দরুন [ফা] ১ *ক্রিবিণ* কারণে। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'পড়াশুনার দরুন কিছুই লাভভাব হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* স্বত্বাধীন। 'প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দরুন তালুক ... বিক্রয় করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দরূন [ফা] *ক্রিবিণ* কারণে। *ভেরলি*, ১৭৯৪।

দরোজা [ফা দরওয়াজাহ্‌] *বি* প্রবেশপথ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'গাড়ী দরোজায় দেখলেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।' *মাইকেল*, ১৮৬০। *দ্র* **দরজা**

দরোআজা [ফ দরওয়াজা] *বি* দরজা; কপাট। *ক্যালগে*, ১৭৮৯

দরোওয়াজা [ফা] *বি* দরজা। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

দরোবস্ত [ফা] ১ *বিণ* সকল। 'ইহাতে অপারগ সাধারণ দরোবস্ত লোকেরি আনন্দ।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

দরোয়ান [ফা] *বি* দরজার পাহারাদার। 'শুনিয়া বৈষ্ণব বাক্য কহে দরোয়ান।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দরোয়ানগিরি [ফা] *বি* পাহারাদারি। 'মালখানার দ্বারে দরোয়ানগিরি করিতেছে মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দর্য়্যা [ফা দরয়া] বি দরিয়া; সাগর। 'বন্দিল দর্য়্যার পীর করিয়া সালাম।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দর্গা *দ্র* **দরগা**

দর্জা [আ] *বি* মর্যাদা। 'শহীদী দর্জা চাই।' *নজরুল*, ১৯৪১।

দর্জামত, দর্জামতো *ক্রিবিণ* শ্রেণীমতো (বড়ো ও ছোটো এই ক্রমানুসারে)। 'সকলকে দর্জ্জামত সালাম দোওয়া দেবে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

দর্জি, দর্জ্জী [ফা] *বি* পোশাক তৈরি করা যার পেশা। 'যে ধর্মে দর্জি ধোবা নাপিতের কোনো সহায়তা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'আজ্ঞে আমি দর্জি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'হোটেলে দর্জ্জী ডাকিয়া কাপড় তৈয়ার করাইতেছি।' *রোকেয়া*, ১৯২৯।

দর্জিখানা [ফা] *বি* পোশাক তৈরি করার দোকান। 'একদিকে দর্জিখানা, আর একদিকে লণ্ড্রি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

দর্জিপাড়া [ফা দরজি+পাড়া] *বি* দর্জি অধ্যুষিত এলাকা। 'দর্জিপাড়ার একটা গলির মোড়ে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

দর্জিশালা [ফা দরজি+স শালা] *বি* টেইলার্স; যেখানে পোশাক বানানো হয়। 'দর্জিশালার রেজেস্ট্রি-বহিতে ওর গায়ের মাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দর্দ, দর্দ্দ [ফা] *বি* দরদ; বেদনা। 'এখাতিরে দেলে দর্দ্দ আমার কান্দনা।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'ফজুরে দেখিয়া মর্দ দেলেতে পাইয়া দর্দ।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

দর্দমন্দ, দর্দ্দমন্দ [ফা] *বিণ* দরদি। 'মাবিয়া ইয়ার তেরা বড় দর্দ্দ মন্দ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দর্দুর, দর্দ্দুর [স দর্দুর] *বি* ব্যাঙ। 'ডাউক দর্দুর কলরবত মত্ত মউর।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'করি কোলাহল দর্দুরদল বন্দে তোরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

দর্প [স] *বি* অহংকার। 'দর্প করি জত বোল বলিলে আমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দর্পকারী [স] *বিণ* অহংকারী। 'স্পানিয়ারা এবং পোর্তুগীশেরা দর্পকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

দর্প চূর্ণ [স] *বিণ* অহংকার নাশ। 'কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গাই গে, কেবল দর্প করে বেড়ান, এখন সে দর্পটা চূর্ণ করি গে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দর্প চূর্ণ করা *ক্রি* অহংকার বিনাশ করা। 'কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গাই গে, কেবল দর্প করে বেড়ান, এখন সে দর্পটা চূর্ণ করি গে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দর্পভরে *ক্রিবিণ* অহংকারের সঙ্গে। 'দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দর্পমদ [স] *বি* দম্ভের আস্ফালন। 'দর্পমদে ইচ্ছা ক'রে বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

দর্পমত্ত [স] *বিণ* দাম্ভিক। 'দর্পমত্ত দৈত্য মারি জে কীর্ত্তি করিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দর্পহর [স] *বিণ* অহংকার চূর্ণকারী। 'কোকনদ দর্পহর বেড়িত তাহার

কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দর্পহরণ [স] *বিণ* অহংকার হরণকারী। 'ভিতরে ভিতরে তবু জাগ্রত রয় দর্পহরণ মধুসূদনের ভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দর্পহারী [স] ১ *বিণ* দর্পচূর্ণকারী। 'দেব চক্রপাণি দর্পহারী পীতাম্বর পাঠালেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* দর্পহরণ করে যে। 'আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী।' *নজরুল*, ১৯২২।

দর্পিত [স] *বিণ* অহংকারী। 'দর্পক, দর্পিত জনার দর্প করে দূর।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দর্পিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অহংকারী। 'দর্পিতা লবঙ্গলতা ভ্রুভঙ্গী করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দর্পী [স] *বি* দর্পকারী; অহংকারী। 'তোর খুর-চাকাতে বল-দর্পীর তোপ কামানের টুটুক জোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দর্পোদ্ধত [স] *বিণ* দাম্ভিক। 'দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দর্পক [স] *বি* কামদেব। 'দর্পক, দর্পিত জনার দর্প করে দূর।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দর্পণ [স] *বি* আয়না। 'বিষ্ণুভক্তি দর্পণ লোচন হয় জ্ঞান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দর্পণকান্তি [স] *বিণ* আয়নার মতো উজ্জ্বল। 'নীলমণি-দর্পণকান্তি গণ্ড ঝলমল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দর্পণাকার [স দর্পণ-আকার] *বিণ* আয়নার মতো। 'অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত দেখিনু দর্পণাকার।' *দ্বিজ চণ্ডী*, ১৬০০।

দর্পণাদ্য [স দর্পণ-আদ্য] *বি* আয়না-টায়না। 'দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দর্পন [স দর্পণ] *বি* দৃষ্টি; নজর। 'রাহুর দর্পন ঘাতে ছাড়িল নিজ মহত্বে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দর্বীকর [স] *বি* ফণাধর। 'দেবীর দেখিয়া ভাব দর্বীকরগণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দর্বেশ দ্র দরবেশ

দর্ব্য [স দ্রব্য] *বি* বস্তু। 'সকলে সুবর্ণ্ন দর্ব্য জতেক গঠন।' *মালাধর*, ১৫০০।

দর্মা [হি দরমা] *বি* বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি আচ্ছাদন। 'খানকতক দর্মা এবং কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দর্শক [স] ১ *বি* পর্যবেক্ষক। 'ছাত্রেরদের পরীক্ষা দর্শনেতে তাবৎ দর্শকেরা পরমসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'পাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত ... দর্শক। – শ্রীমন্মহারাজ।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৩ *বিণ* দর্শনার্থী। 'এক দিকে দর্শকেরা আর-এক দিকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দর্শন [স] ১ *বি* সাক্ষাৎ; দেখা। 'কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পর্যবেক্ষণ দিয়ে অর্জিত তত্ত্ব অথবা জ্ঞান। 'শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। ৩ *বি* মিলন। 'তৃষিত পরান আজি কাঁদিছে কাতরে তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৪ *বি* দেখার ক্ষমতা। 'দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ রসন স্পর্শন এবং মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রষ্টব্য প্রভৃতি বিষয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৫ *বি* মতবাদ। 'কান্টের দর্শন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দর্শনকার [স] *বি* দর্শক। 'দর্শনকার আর শরীকদার-রূপেই জীবনকে মেলাতে হয়, তবেই জীবনের শতদল ফোটে।' *শওকত*, ১৯৬২।

দর্শনগোচর [স] *বিণ* দেখা যায় এমন। 'তাহার তৃতীয় দর্শন অস্মদাদির দর্শনগোচর হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দর্শনচিন্তা [স] *বি* দার্শনিক ভাবনা। 'তাঁর দর্শনচিন্তায় শান্তির চাইতে সত্যকে অনেক সময়ই বড় বলে স্বীকার করা হয়েছে।' *শিব*, ১৯৫০।

দর্শনধন [স] *বি* দর্শনরূপ ধন। 'তব দর্শনধন-সার্থক মন হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭

দর্শননৈপুণ্য [স] *বি* দেখার দক্ষতা বা নিপুণতা। 'দর্শননৈপুণ্য সম্বন্ধে পূর্বে সে প্রসিদ্ধ ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দর্শনপথাতীত [স] *বিণ* দেখা যায় না এমন। 'যে সহস্রাংশুমণ্ডল, দুর্লক্ষণীয় কিরণমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রাণীদিগের দর্শনপথাতীত ছিল ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দর্শনপ্রার্থিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দেখা করতে চায় এমন। 'মহিষী গান্ধারী দর্শনপ্রার্থিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দর্শনপ্রার্থী [স] *বিণ* দেখা পেতে ইচ্ছুক। 'আজ এক-সপ্তাহ-কাল দর্শনপ্রার্থী হয়ে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দর্শনবিজ্ঞান [স] *বি* দর্শন ও বিজ্ঞান। 'দর্শনবিজ্ঞানের মোটা কথার আশ্রয় নেওয়ার অর্থ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

দর্শনবিৎ [স] *বি* দার্শনিক। 'কোমৃতের তুল্য দর্শনবিৎ অতি দুর্লভ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দর্শনবিদ্যা [স] *বি* চিন্তাবিষয়ক শাস্ত্র; তত্ত্বশাস্ত্র। 'দর্শনবিদ্যাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন।' *গৌর*, ১৮২২।

দর্শনযোগ্য [স] *বিণ* দর্শনীয়। 'ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা-কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দর্শনশক্তি [স] *বি* দেখার ক্ষমতা। 'সুনীতির যেমন দর্শনশক্তি তেমনি ধারণাশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দর্শনশাস্ত্র [স] *বি* দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ। 'পূর্ব্বে আমারদিগের দেশে যত দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য্য ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দর্শন হওয়া *ক্রি* দেখা যাওয়া। 'এমত দর্শন হইতেছে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

দর্শনা [স] *বি স্ত্রী* যার সাথে দেখা করা হবে। 'কাঙ্ক্ষিত দর্শনার নামের নিচে দর্শনাকাঙ্ক্ষীর নাম লিখে দিতে হবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

দর্শনাকাঙ্ক্ষি [স দর্শন-আকাঙ্ক্ষী] *বিণ* দর্শনার্থী। 'দর্শনাকাঙ্ক্ষি লোকেরদিগকে ভন প্রবেশে নিরাশ করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

দর্শনাগার [স দর্শন-আগার] *বি* দর্শনীয় স্থান। 'অতুল বিভবের পরিচায়ক 'ইলদিজ কোশক' আজ সর্ব্বসাধারণের দর্শনাগারে পরিণত।' *প্রচারক*, ১৯০৮।

দর্শনাবগাহন [স দর্শন-অবগাহন] *বি* জনসমক্ষে স্নান। 'পুরুষের সাক্ষাতে স্ত্রীলোকেরা দর্শনাবগাহন করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

দর্শনাভিজ্ঞ [স] *বিণ* অনেক দেখা ও শোনার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনকারী। 'অনেক ভূয়োদর্শনাভিজ্ঞ জ্ঞানী মনীষী ভূমিকম্পকে ... অকল্যাণময় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দর্শনাভিলাষ [স দর্শন-অভিলাষ] *বি* দেখার ইচ্ছা। 'হিন্দু তীর্থযাত্রী এই পবিত্রক্ষেত্র দর্শনাভিলাষে এখানে আগমন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দর্শনার্থ [স দর্শন-অর্থ] *ক্রিবিণ* দেখার জন্য। 'রাজ্য অনেক লোক সমভিব্যাহারে জগন্নাথ দেব দর্শনার্থ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

দর্শনার্থী [স] *বিণ* দর্শন প্রত্যাশী। 'কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত্ত হইয়া, দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দর্শনি, দর্শনী[১] [স দর্শন>] *বি* দেখার জন্য মূল্য; ভিজিট। 'দর্শনি টাকা লইয়া হাত ধরিয়া রোগ নিরূপণ করিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া কল্লেন, দর্শনী দুপয়সা রেট হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দর্শনী[২] [স] *বিণ* দর্শন বিষয়ে পণ্ডিত। 'দর্শনী বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

দর্শনীয় [স] *বি* দেখার যোগ্য বস্তু। 'অন্য দর্শনীয়টা রইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

দর্শনেচ্ছু [স] *বিণ* দেখতে ইচ্ছুক। 'দর্শনেচ্ছু আশু বদ্যি।' *শরৎ*, ১৯৩১।

দর্শনেন্দ্রিয় [স দর্শন-ইন্দ্রিয়] *বি* দর্শনের ইন্দ্রিয়। 'চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা সকল বস্তুর দর্শন নিষ্পন্ন হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য [স দর্শন-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য] *বিণ* চোখে দেখা যায় এমন। 'দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ইহাতে কোনোরূপ ভাব সংলিপ্ত নহে।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

দর্শনোৎসুক [স দর্শন-উৎসুক] *বিণ* দেখতে আগ্রহী। 'স্বদেশ-দর্শনোৎসুক দূর-প্রবাসী ব্যক্তিরা ... পুলকিত হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দর্শা, দর্শানো [স দৃশ্>] ১ *ক্রি* দেখানো। 'নূর মুহম্মদক লাগিলা দর্শিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* সংঘটিত হওয়া। 'যে কোনো কর্মে আমার উপকার দর্শে।' *রামরাম*, ১৮০১। **দর্শাইতেছেন** *ক্রি* দেখাচ্ছেন। 'তিনি আমারদিগকে মিত্রতা দর্শাইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **দর্শাইয়া** *ক্রি* দেখিয়ে। 'কর্তা সাহেবের নিকটে দর্শাইয়া তাহারদিগের অন্তঃকরণবর্ত্তি করিতে পারে।' *ক্যালেন্ডে*, ১৭৮৪। **দর্শাউক** *ক্রি* দর্শাক; প্রদর্শন করুক। 'তাহারা স্ব২ ভূমির উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা সম্বন্ধে সহস্র আপত্তি ... দর্শাউক।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯। **দর্শান** *ক্রি* দেখানো। 'তখন নিরপরাধের প্রবল হেতু দর্শান অনর্থক হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। **দর্শাবে** *ক্রি* দেখাবে। 'সে কিছু মানস নয়, কেবল দর্শাবে ভয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **দর্শিত** *ক্রি* দেখা যেতো। 'কার্য্য করিলে এ দেশের বিস্তর উপকার দর্শিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **দর্শিবার** *ক্রি* দেখাতে। 'নূর মুহম্মদক লাগিলা দর্শিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **দর্শিয়াছে** ১ *ক্রি* দেখিয়েছে। 'বিস্তর ক্ষতি দর্শিয়াছে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭। ২ *ক্রি* ঘটেছে। 'লোকেরদেরও নানা প্রকার উপকার দর্শিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **দর্শিল** *ক্রি* দেখা গেলো। 'ফল দর্শিল না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **দর্শে** *ক্রি* ঘটে। 'অন্যের অপকার না দর্শে।' *প্যারী*, ১৮৬০।

দর্শনোৎসুক *দ্র* দর্শন

দর্শায়ন [স দৃশ্>] *বি* প্রদর্শন। 'গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে চাহিলে তাহার খরচ ও নমুনা দর্শায়নের প্রস্তাব করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

দল [স] ১ *বি* পাপড়ি। 'পওস্থল শোভিত কমলদল সমা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সমূহ। 'কুন্দবল্লী তরু ধএল নিসান। পাটল তূন অসোক দল বান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* পক্ষ। 'দুই দলে কাটাকাটী গুলি ঠনঠন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* পাতা। 'যত্নে আনিবে জোড়া অশ্বত্থের দল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* সকল। 'বাহুদর্পে রিপু দল করিলা বিনাশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৬ *বি* পরত। 'তারা কথার বেড়া গাঁথে কেবল দলের পরে দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। ৭ *বি* গুচ্ছ। 'মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

দলকচু [স] *বি* পাতাকচু। 'দলকচু গুড়কচু থিকলা পাতরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

দলকে-দল *বি* একটার পর একটা দল। 'তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দলগড়া [স দল>] *বিণ* দলের সৃষ্ট। 'এইরকম যত দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দলগত [স] *বিণ* দলীয়। 'যাহারা দলগত ও পঙ্‌ক্তিভুক্ত নিয়মে বাঁধা।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

দলচর [স] *বিণ* দলবাজ। 'যারা দলচরের জাত মানুষকে পাইলে সত্যকে পাওয়ার চেয়ে তারা বেশি খুশি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দলছাড়া [স দল+ছাড়া] *বিণ* দল থেকে বিচ্ছিন্ন। 'আমি তত দিন কোথা ছিলু দলছাড়া?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দলছুট *বিণ* দল থেকে বিচ্ছিন্ন। 'সে-ই এদের মধ্যে দলছুট।' *শামসুল*, ১৯৬২।

দলত্যাগী [স] *বি* দল ত্যাগ করেছে যে। 'দলত্যাগী (straggler)-দের খোঁজে থাকবেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দলদঙ্গল [স] *বিণ* দলবদ্ধ। 'স্মৃতি যেন দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

দলনেত্রী [স] *বি স্ত্রী* দলের প্রধান নেতা। 'নিষ্ঠুর কঠোর শাসনপরায়ণা দলনেত্রী।' *তারা*, ১৯৪২।

দলপতি [স] ১ *বি* দলের প্রধান। 'দলপতি বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দেন।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বি* সমাজপতি। 'তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দলপতিত্ব [স] *বি* নেতৃত্ব। 'দলপতিত্বের সম্মান অমৃতাভিষিক্ত আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

দল-পাকানো *বিণ* জট পাকানো। 'দল-পাকানো প্রেতের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দলপিপি [স জল+ধ্বন্যা পিপি] *বি* জলপিপি নামক ছোটো জলচর পাখি। 'দলপিপি কামু ডাকে কোলে যার ডিম।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দল-পুরু [স] *বিণ* দলে ভারী; সংখ্যায় বহু। 'দস্যি ছেলের দলটা বেশ দল-পুরু হয়ে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দলপুষ্ট [স] *বিণ* দলভুক্ত। 'পরাস্বপহারক দস্যুদিগের দলপুষ্ট হইতেছে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

দলপুষ্টিতা [স] *বি* দলভারী করা। 'দুষ্ট লোকেরাই এই দলপুষ্টিতার প্রধান উপকরণ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

দলবদ্ধ [স] *বিণ* একতাবদ্ধ। 'তিতুমির নামক এক জবন বাদশাহি লাওনেচ্ছায় দলবদ্ধ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

দলবদ্ধতা [স] *বি* গোষ্ঠীবদ্ধতা। 'মতবাদী ধার্মিকের মতোই অসহিষ্ণু ও সংকীর্ণ, ধার্মিকের মতোই দলবদ্ধতায় বিশ্বাসী।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

দলবর্তী [স] *বিণ* দলের অন্তর্ভুক্ত। 'দলবর্তী সাধারণ লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দলবল [স দল>] ১ *বি* বাহিনী। 'দলবল বাঘের লইয়া মহাকায়।'

কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি শক্তি। 'মনের সমস্ত দলবল সমস্ত ধৈর্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বি লোকজন। 'রস ঝর ঝর ঝরে ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ দলবল হে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

দলবলসহ [স] ক্রিবিণ নিজ দলের লোকজন নিয়ে। 'ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেট দলবলসহ আসিয়াছেন।' মধ্যস্থ, ১৮৭৩।

দল বাঁধা ১ ক্রি সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। 'দল বাঁধিয়া, রাস্তা জুড়িয়া বসিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিণ সম্মিলিত। 'অনেকগুলো কুকুরের দলবদ্ধ ডাক শোনা যায়।' জহির, ১৯৬৪।

দলবিশিষ্ট [স] বিণ পাপড়িবিশিষ্ট। 'করপদ্ম বলিলে কুঞ্চিত দলবিশিষ্ট গোলাকার পদার্থ মনে আসে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

দলবৃদ্ধি [স] বি দল ভারী হওয়া। 'দলবৃদ্ধি শক্তিবৃদ্ধির উপায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দল-বেদল [স দল+ফা বে+স দল] বিণ দলভুক্ত ও দলবহির্ভূত। 'এই হাজার বরকন্দাজের মধ্যে দল-বেদল চিনিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

দল ভঙ্গ [স] বি দলের ভাঙন। 'যবন দল ভঙ্গের কিছু উপায় উদ্যোগ করিয়াছেন কি না শ্রুত হই নাই।' দর্পণ, ১৮৩৭।

দলভাঙা বিণ দলছুট। 'দলভাঙা মেঘগুলি শ্রাবণের কালো উর্দি ছেড়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দলভুক্ত [স] বিণ দলের অন্তর্গত। 'তাহাদের মধ্যে অনেকে আসিয়া ইহাদের দলভুক্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

দলভ্রষ্ট [স] বিণ দলচ্যুত। 'খানকত দলভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন মেঘ সূর্যালোকে শুভ্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দলমলি [স দলন>] বিণ থকথকে। 'মৃত্তিকা কোমল হৈল যেন দলমলি।' সুলতান, ১৭০০।

দল মেলা ক্রি প্রস্ফুটিত হওয়া। 'তার মনের পদ্মপাপড়ি ধীরে ধীরে দল মেলেছিল।' আলাউদ্দিন, ১৯৫৫।

দলস্থ [স] বিণ দলভুক্ত। বিদ্যা, ১৮৯১; 'দলস্থ ছোটো-বড়ো সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দলাদলি, দলাদলী [স দল>] বি একাধিক দলের মধ্যে বিরোধ। 'দলাদলির উত্তরে বুঝি অনেক গালাগালি খাইতে হইবেক।' ভবানী, ১৮২৩; 'এখন আর দলাদলীতে কি হবে।' উমেশ, ১৮৫৭।

দলাদলে [স দল>] ক্রিবিণ বহুদলে। 'এইক্ষণে যেপ্রকার দলাদলে বিভক্ত আছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

দলাধ্যক্ষ [স] বি দলপ্রধান। 'শ্রীযুত আশুতোষ বাবুর দলাধ্যক্ষ।' দর্পণ, ১৮৩৭।

দলী [স] বিণ দলভুক্ত; সঙ্গী। 'অন্তরে আমি তাহাদেরই দলের দলী।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

দলীয় [স] বিণ দল সংক্রান্ত। 'দলীয় স্বার্থেরই প্রতিনিধি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দলে দলে ক্রিবিণ অনেক দলে বিভক্ত হয়ে। 'দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

দলেপুরু বিণ সংখ্যায় বেশি। 'এঁরাই হচ্ছেন দলেপুরু।' প্রমথ, ১৯২০।

দলক [মু] বি ঝলক। 'প্রলয়দামিনী সম দলকে ফিরিবে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

দলকে ফেরা ক্রি ঝলক মারা। 'প্রলয়দামিনী সম দলকে ফিরিবে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

দলকলস [স দণ্ডকলস] বি উদ্ভিদ বিশেষ। 'দূরে এই দলকলসের ঝোপে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দলন [স] ১ বিণ মর্দনকারী; ধ্বংসকারী। 'অসুরকুল দলন হরি মোর নাম।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি মর্দন। 'গজযুদ্ধে বনের দলন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি দমন; নির্যাতন। 'এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের শাসন করিয়া দলন করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দলন-মলন [স] বি মালিশ। 'দুই বেলা চাই মোর দলন-মলন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দলা[1] [স দল্>] ১ ক্রি দলন করা। 'ভাবাভাব দ্বংদল দলিআ।' চর্যা ৩০, ১২০০। ২ ক্রি পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া। 'রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। **দলি** ক্রি দলন করে। 'চলে দশ দিগ দলি।' মুরারি, ১৫৭০। **দলিআ** ক্রি দলিত হয়ে। 'ভাবাভাব দ্বংদল দলিআ।' চর্যা ৩০, ১২০০। **দলিতে** বিণ দলন করতে। 'সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **দলিবোঁ** ক্রি দলিত করবো। 'নাম মোর বনমালী/ হেলেঁ দলিবোঁ কালী।' বড়ু, ১৪৫০। **দলিল** ১ ক্রি দলিত করলো। 'কালীয় দলিল দামোদর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি দলন করলাম। 'কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল।' বড়ু, ১৪৫০। **দলিলেঁ** ক্রি দলিত করলে। 'কলকী রূপে তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্টজন।' বড়ু, ১৪৫০। **দলিলোঁ** ক্রি দলিত করলাম। 'সকট আসুর মোএঁ দলিলোঁ হেলে।' বড়ু, ১৪৫০। **দল্যা** বি দলন ক'রে। 'চৌদিকে দল্যা বুলে না করে ভ্রূভঙ্গ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দলাইমলাই বি দলন। 'দলাই-মলাই।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'জিম্‌নাসিয়ামে যা দলাইমলাই দেয় একখানা।' শিবরাম, ১৯৭০।

দলানো ক্রি ডলানো। 'শরীর দলাইয়া সশব্দে তেল মাখিতে থাকিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দলা মলা [স দলন+স মলন] ১ ক্রি দলন ও মলন করা। 'দ'লে ম'লে ছারখার করে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ বি শরীরের বাহ্যিক যত্নআত্তি। 'তা ছাড়া আছে দলা-মলা।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

দলে যাওয়া ক্রি মাড়িয়ে যাওয়া। 'সে চলে যেতে দলে যাবে।' নজরুল, ১৯২৯।

দলা[2] [স দল>] ১ বিণ মসৃণ। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি পিণ্ডের মতো খণ্ড। 'বাক্সের তলা উল্টাইয়া মাটির দলা ফেলিয়া দিলেন।' মশাররফ, ১৮৯০।

দলা পাকানো ক্রি পিণ্ডের মতো একত্র করা। 'পাঁচটা বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

দলুআ বি গুড়ের রস ঝরিয়ে তৈরি করা চিনি। বিদ্যা, ১৮৯১।

দলা[3] বিণ দলিত। 'মানুষের-পায়ে-দলা গরিব ধুলোর পরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দলাদলি, দলাধ্যক্ষ, দলে দলে দ্র দল

দলিজ [ফা দহলীজ] বি বৈঠকখানা। 'পশ্চিমে যবনালয় তুলিলেন সএ সএ দলিজ মসিদ নানা ছাঁন্দে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দলিজা [ফা দহলীজ] বি বারান্দা। 'চাষীরা মিলিয়াছে আসি মোড়লের দলিজায়।' জসীম, ১৯৩১।

দলিত [স] ১ বিণ ব্যথিত। 'প্রেমের প্রতিমাখানি দলিত হৃদয়ে আনি।' জ্যোতিরিন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ মাখানো; মিশ্রিত। 'বরফচিনিসংযুক্ত

সুগন্ধি দলিত খরমুজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *বিণ* পিষ্ট হয়েছে এমন। 'দলিত পুষ্পের দলে মধুর আবেশ।' *আহসান*, ১৯৪৪।

দলিতপিষ্ট [স] *বিণ* বিশেষভাবে দলিত। 'স্টীমরোলার ... তাহার তলায় কী যে দলিতপিষ্ট হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

দলিতবিদলিত [স] *বিণ* বারবার বিশেষভাবে দলিত। 'তখন দলিতবিদলিত হয়ে মরবে উলুখড় জনসাধারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

দলিতমথিত [স] ১ *বিণ* নিষ্পেষিত। 'আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত সমাজকে ভীতচকিত ও দলিতমথিত করিয়া।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। ২ *বিণ* পিষ্ট। 'নিষ্ঠুরভাবে দলিত-মথিত করিয়া।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

দলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিপীড়িত। 'ওই দলিতা নাগিনীর মতো তহমিনা?' *নজরুল*, ১৯৩১।

দলিল, দলীল [আ] ১ *বি* জমির স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত কাগজপত্র। 'আমি তা'র ঘরে সিন্দুক ভেঙে দলিল চুরি করে আন্‌লেম।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বি* লিখিত প্রমাণপত্র। 'মোগল রাবেতা বলে বরজোখ লিখলে দলিলে।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* রচনা। 'কবিরে তাই ছন্দে বন্ধে বানাতে হয় দুখের দলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দলিলপত্র [আ দলিল+স পত্র] *বি* দলিল ও এর আনুষঙ্গিক কাগজপত্র। 'তিনজন আইনওয়ালা মিলে দলিলপত্র ঘেঁটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দলিলি [আ দলিল>] *বিণ* দলিল সংক্রান্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দলীল দস্তাবেজ [আ দলিল+ফা দস্তাবীজ] *বি* দলিল ও এর আনুষঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। 'আমারদের দলীল দস্তাবেজ ও প্রচুর সাক্ষী আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

দলুআ *দ্র* **দলা**[২]

দলে দলে *দ্র* **দল**

।।৵. [দশ] *বি* দশ আনা। 'নাস্তা করিবে, তবে ।৵. পাঁচ আনা আহার করিলে ।।৵. দশ আনা জরিমানা দিবে।' *শরিয়ত*, ১৯২৮।

দশ [স] ১ *বিণ* ১০ সংখ্যক। 'দশবল রত্ন হরিঅ দশদিসেঁ।' *চর্যা* ৯, ১২০০। ২ *বি* সব শ্রেণীর জনগণ। 'দশের মন রাখা যাদের ব্যাবসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। *দ্র* **দষ, দস, দহ**

দশ আনা ছ'আনা চুল – সম্মুখের চুল লম্বা এবং পিছনের চুল খাটো করে ছাঁটা। 'গাড়োয়ানী ফ্যাশানের দশ আনা ছ'আনা চুলের ওপরে চিমনী প্যাটার্নের সিল্ক টুপি পরে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

দশ আনা শরীর *বি* খুব ভারী দেহ। 'দশ আনা শরীর নিরালম্বনে দোদুল্যমান।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দশ-আনি *বি* (ষোলো ভাগের) দশ ভাগের অধিকারী। 'দশ-আনির টাক-পড়া মোটা জমিদার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দশই *বিণ* দশ সংখ্যক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দশইন্দ্র [স দশ-ইন্দ্রিয়] *বি* (বাউল) মুখ, দুই নাক, দুই চোখ, দুই কান, জননেন্দ্রিয়, পায়ু, নাভি – এই দশ ইন্দ্রিয়। 'গুরুকে কর নাগরী প্রীতি হইবে দশইন্দ্র রিপুদের মতি।' *লালন*, ১৮৯০।

দশকর্ম, দশকর্ম্ম [স] *বি* গর্ভাধান থেকে বিয়ে পর্যন্ত পালনীয় দশ ধরনের সংস্কার (হিন্দু সমাজ)। 'পুরী দশকর্ম্মের সঙ্গস্থা প্রচুর মতে করিয়া দেহ।' *রামরাম*, ১৮০১; 'শিষ্য বিবেচনায় কাহাকেও বা দশকর্মও শিক্ষা দিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

দশকুশী *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগ ভীমপলাশী। দশকুশী।' *বড়ু*, ১৫৭০।

দশঘড়ি *বি* বেলা দশটা। 'দশঘড়ি দিবসের সময়।' *ক্যালগে*, ১৮০১।

দশচক্রে ভগবান ভূত – বহুলোকের চক্রান্তে ভালো জিনিসও মন্দ জিনিসে পরিণত হয়। *সুবল*, ১৯০৬; 'দশচক্রে ভগবান ভূত কথাটা মস্ত সত্যি কথা।' *নজরুল*, ১৯২২।

দশ চড়ে মুখ না খোলা – অপমান সত্ত্বেও প্রতিবাদ না করা। 'তোমার এই বাপের মত দশ চড়ে মুখ খুলত না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দশজন [স] *বি* জনসাধারণ। 'আমার না লাগলে দশজনে যে হেসে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দশজনা [স দশজন>] *বি* জনসাধারণ। 'যা তোমার আছে মনে ... তাই দশজনারে বলিসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দশজনী [স দশজন>] *বিণ* দশজন নিয়ে গঠিত। 'এই আমাদের প্রথম দশজনী মিছিল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

দশতাল [স] *বি* দশ মাত্রার তাল। 'ধর রৌদ্ররসকে একটা নবতাল বা দশতাল মূর্তির আধার গড়ে ধরে আনলেন রচয়িতা।' *অবন*, ১৯২৫।

দশদিক [স] ১ *বি* সর্বদিক। 'তাঁহার অঙ্গগন্ধে দশদিক আমোদিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈর্ঋত, ঊর্ধ্ব, অধঃ – এই দশ দিক। 'দশদিক সপ্তদ্বীপ ভুবন স্থাপিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দশদিক-সীমা [স] *বি* দশ দিগন্ত। 'উঠিতেছে দশদিক-সীমা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দশদিগ [স] *বি* চতুর্দিক। 'দশ দিগ পূর্ণ হই উঠে হরিধ্বনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'দশদিগ প্রসন্ন হইল বহে শীতল বাও।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দশ দিন চোরের এক দিন সাধের (সাধুর) – চোর দশদিন চুরি করে কিন্তু একদিন সে সাধুর হাতে ধরা পড়বেই। *সুবল*, ১৯০৬।

দশদিশ [স] ১ *বি* দশদিক। 'দশদিশ দীপ্তিময় হৈল তার জ্যুতি।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* সর্বত্র। 'কুসুমযুবতী হাসে মোদি দশ দিশ বাসে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দশদিশা [স] *বি* দশ দিক। 'ভোর হলো নিশা, জাগে দশদিশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

দশদিশি [স] *বি* দশ দিক। 'স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

দশ দ্বার [স] *বি* দশ দিক। 'দশ দ্বার মুদিলেন্ত না রাখিলা বাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দশনামী [স] *বি* শঙ্করাচার্যের মতানুসারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়বিশেষ। 'দশনামী সন্ন্যাসীদের আখড়ার গুরু দত্তাত্রেয়ের পদ-চিহ্ন থাকে শুনিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দশ-পঁচিশ [স দশ+স পঞ্চবিংশ] *বি* শিশুতোষ খেলাবিশেষ। 'এই দেখো তাস, দশ-পঁচিশও ভুলিনি, তোমাদের না পাই, আমি খেলবার লোক জুটিয়ে নেবই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'কত রাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশ-পঁচিশ খেলিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

দশ-পঁচিশের ঘুঁটি *বি* খেলার উপকরণ। 'মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দশ পা *বি* খানিকটা দূরত্ব। 'এক পা ফেলা দশ পা ফেলার সামিল হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দশপ্রহরণধারিণী [স] *বি স্ত্রী* দশ ধরনের অস্ত্রধারী; হিন্দু দেবী দুর্গা। 'দশপ্রহরণধারিণী এল না।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দশবল [স] *বি* দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য, ধ্যান, যজ্ঞ, বল, উপায়, প্রনিধি, জ্ঞান – এই দশ বল। 'দশবল রঅণ হরিঅ দশদিসেঁ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

দশবান [স দশবর্ণ>] *বিণ* দশগুণ বেশি বর্ণবিশিষ্ট। 'পিতল আউটি কৈল হেম দশবান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দশবার্ষিকী [স] *বিণ* দশ বছরব্যাপী। 'পঞ্চবার্ষিকী বা দশবার্ষিকী বা পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনা করলেই ... পোষাক বাসস্থান ইত্যাদি জুটবে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

দশ-বিশ *বিণ* অনেক। 'দশ-বিশ কোশ দূরে ডাকাতি সেরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দশভুজা [স] *বিণ স্ত্রী* দশ হাতবিশিষ্ট। 'সমারুঢ় মহাগজা দেবী হইল দশভুজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দশমণি [স দশ+আ মন>] *বিণ* দশ মন ওজনবিশিষ্ট। 'যেন দশমণি বোঝা নেমে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

দশমুণ্ড [স] *বি* দশটি মাথা। 'এক বাণে দশমুণ্ড করে খণ্ড ২।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দশরাত্রির জ্ঞাতি [স] *বি* অতি ঘনিষ্ঠজন (একসঙ্গে মৃতের অশৌচ পালন করে এই অর্থে)। 'তাহা ছাড়া দশরাত্রির জ্ঞাতি, অতি আপনার জন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দশলকি [স] *বি* চড়ক বা গাজন উৎসবের সন্ন্যাসীদের পেটের দুপাশে ছিদ্র করে দুই ত্রিশূলাকৃতি যে ক্ষুদ্র বাণ বিদ্ধ করা হতো। 'কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দশশালা [স দশ+ফা শাল>] *বিণ* দশ সাল মেয়াদি। 'বিবেচনা না করিয়া দশশালা বন্দোবস্ত।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

দশসনী [স দশ+আ সন>] *বিণ* দশ বছর মেয়াদি। 'দশসনী বন্দোবস্ত।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫।

দশসালা [স দশ+ফা শাল>] *বি* দশ বছর মেয়াদি। 'দশসালা বন্দোবস্ত দ্বারা ইংরেজ গবর্ণমেন্ট ...।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

দশহরা [স] *বি* হিন্দুদের দুর্গাপূজার বিজয়া দশমী। 'দশহরা যোগের সময় যথেষ্ট সন্দেশ বিক্রয়।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

দশহরার দিবস *বি* হিন্দুদের বিজয়া দশমীর দিন। 'দশহরার দিবস ... আসন দিয়া বরণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

দশাধিক [স] *বিণ* দশের অধিক সংখ্যক। 'বাড়িতে সংখ্যায় দশাধিক বালক বালিকা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দশানি [স দশ>] *বি* দশ আনা; কোনো কিছুর ষোলো ভাগের দশ ভাগ। 'দশানি ছয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ পত্র দোরস্ত করিয়া দস্তাখতি ২ করাইয়া আপন জিম্মা রাখিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

দশে-ছয়ে *ক্রিবিণ* সামনে পিছনে বাড়িয়ে কমিয়ে। 'সেবায়তি অধিকারে দশে-ছয়ে যতই সূক্ষ্মভাবে ভাগ করবার চেষ্টা চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দশেন্দ্রিয় [স দশ-ইন্দ্রিয়] *বি* মানুষের দশটি ইন্দ্রিয়। 'দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দশে পাঁচে *ক্রিবিণ* দশ-পাঁচ যা হোক। 'তাঁতি বলে দশে পাঁচে দিবা যে গোসাঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দশে মিলে *ক্রিবিণ* সবাই মিলে। 'দশে মিলে যেটা স্থির করে দেবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দশে মিলে করি কাজ হারিজিতি নাহি লাজ – ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে কাজের ভালোমন্দ একক ব্যক্তির উপর বর্তায় না। *সুবল*, ১৯০৬।

দশে মিলে কাজ *বি* সবাই মিলে কাজ। 'যেখানে দশে মিলে কাজ সেখানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দশের নড়ি একের বোঝা – দশজনের পক্ষে যা সহজ একজনের পক্ষে তা কঠিন। 'অতএব দশের নড়ি একের বোঝা।' *গৌর*, ১৮২২।

দশন [স] *বি* দাঁত। 'মাণিক জিঁণিআঁ তোর দশনের পাঁতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দশনরুচি [স] *বিণ* সুন্দর দাঁতবিশিষ্ট। 'যদি কিছু বল বোলসি তবেঁ দশনরুচি তোহ্মারে।' *বড়ু*, ১৫০০।

দশনাঘাত [স দশন-আঘাত] *বি* দাঁতের আঘাত। 'গুণনিধি গুণনাথে বিষম দশনাঘাতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দশম [স] ১ *বি* দশ সংখ্যা। 'দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদি গণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* দশ (১০) সংখ্যক। 'দশম দিবসে কবি করিলা প্রবেশ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দশম গ্রহ [স] *বি* বিনাশকারী শক্তি। 'তুই জোর জুলুমের দশম গ্রহ, বিশ্ব-চক্র ভীম কঠোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দশম দশা [স] *বি* মৃত্যু। 'তোমার নামের গুণে তীর্ণ হয়ে দশম দশায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

দশমবর্ষীয় [স] *বিণ* দশ বছর বয়সী। 'দশমবর্ষীয় বালক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দশমবর্ষীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* দশ বছরের। 'দশমবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দশমি [স দশমী] *বিণ* দশম। 'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

দশমী [স] ১ *বিণ* দশম। 'দশমী দগ্ধা তিথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* তিথি বিশেষ। 'দশমীর দিবস প্রতিমা বিসর্জনকালীন নৌকায় দাঁড়াইয়া রোদন করিতে করিতে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

দশমী দশা [স] *বি* মৃত্যু। 'মন্ত্রিপুত্রের ... কেবল দশমী দশা মাত্র অবশিষ্ট রহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দশমীদ্বার [স] *বি* ব্রহ্মরন্ধ্র। 'সেই স্থানে দশমীদ্বার ত্রিপিনী সেই ঠাঁই।' *সুলতান*, ১৭০০।

দশমে *ক্রিবিণ* দশমত। 'দশমে করিল ভক্তদত্ত আস্বাদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দসমি [স দশমী] *বিণ* দশমী। 'সকল সখীগণ হেরত বিনদিনি দসমি দসা পরকাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দশমিক [স] *বি* (গণিত) একের দশমাংশের গণনা-পদ্ধতিবিশেষ। 'দশমিক রাশির আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন গ্রীসে যখন পাটিগণিতের প্রতিষ্ঠা হইল।' *সবুজ*, ১৯১৭; 'মাপ ও ওজন সম্বন্ধে যে দশমিক মাত্রা য়ুরোপের অন্যত্র স্বীকৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দশমিকতা [স] *বি* সূক্ষ্ম ভগ্নাংশের হিসাব। 'সব ছবি ভাঙা ভাঙা দশমিকতায় ফিরে আসে ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

দশা [স] ১ *বি* অবস্থা। 'দেখহ মায়ের দশা।' *মুরারি*, ১৫৭০। ২ *বি*

দুরবস্থা। 'কর্ত্তা সারীর দশা আমার মুখে শুন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৩ *বি* পরিণতি। 'যে কেহ সময়ানুসারে কর্ম্ম না করে তাহার ঐ পশুরদের এবং চোরেরদের ন্যায় দশা হয়।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৪ *বি* ভক্তিজনিত ভাবাবেশ। 'কেহ কেহ দশা পাইয়া একেবারে গড়াগড়ি দিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দশা ধরা *ক্রি* আবেশগ্রস্ত হওয়া। 'যে স্বদেশপ্রীতির গুণকীর্ত্তন করতে করতে আমাদের দশা ধরে ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

দশাপন্ন [স দশ>] *বিণ* দশাপ্রাপ্ত। 'হস্তও সেই দশাপন্ন হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দশাপ্রাপ্ত [স] ১ *বিণ* মৃত্যুমুখে পতিত। 'আমরা ভক্তিগদগদকণ্ঠে আমার দেশ বলতে বলতে দশাপ্রাপ্ত হতে পারি।' *প্রমথ*, ১৯৩০। ২ *বিণ* ভক্তিজনিত কারণে ভাববিহ্বল। 'এমন কি অনেকে দশাপ্রাপ্তও হইয়া থাকেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

দশাপ্রাপ্ত হওয়া *ক্রি* মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। 'আমরা ভক্তিগদগদকণ্ঠে আমার দেশ বলতে বলতে দশাপ্রাপ্ত হতে পারি।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

দশাবিপর্যয় [স] *বি* দুর্দশা। 'বিশ্বামিত্র নানাবিধ দশাবিপর্যয়ের পর মনুষ্যশক্তির ক্ষীণতা বুঝিতে পারিয়াছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

দশা লাগা *ক্রি* জ্ঞানহারা হওয়া। 'হরিপ্রেমে এক জন গোঁসাইএর দশা লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দশাশয়ী [স] *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'লম্বা চওড়া দশাশয়ী চেহারা।' *তারা*, ১৯৪২।

দশাসই ১ *বিণ* দীর্ঘদেহী ও বলশালী। 'আমার বদলে অন্য কোনো দশাসই পুরুষের স্ত্রী হলে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* স্থূলকায়। 'লম্বা-চওড়া দশাসই শরীর বড়বাবুর।' *বিমল*, ১৯৫৩।

দসা [স দশা] ১ *বি* অবস্থা। 'জৌবনের দসাএত কন্যাপ্রভাবতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* পরিণতি। 'পুত্র আমার শেষ দশা অতএব আমার পরে তোমার খুল্লতাত কর্ত্তা।' *রামরাম*, ১৮০১।

দশেন্দ্রিয় *দ্র* **দশ**

দষ [স দশ] *বিণ* দশ। 'ইহার সুদ ফিসতে সালি আনা ১০ দষ তঙ্কার হিসাবে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬। *দ্র* **দশ**

দস [স দশ] *বিণ* দশ সংখ্যক। 'লঙ্কাপুরি প্রেবেসিয়া মার দসকন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **দশ**

দসঞি *বি* দশই; মাসের ১০ তারিখ। 'দসঞি জুলাই সন ১৭৮৪।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

দসকন্দ [স দশস্কন্ধ] *বিণ* দশস্কন্ধবিশিষ্ট। 'লঙ্কাপুরি প্রেবেসিয়া মার দসকন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০।

দসদিগ [স দশদিক] *বি* সবদিক; সর্বত্র। 'দসদিগ দিপ্ত করি জায় কৃষ্ণ ঠাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দসন [স দশন] *বি* দাঁত। 'ভাঙ্গিল দসন সভে পালাইল ডরে।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **দশন**

দসনছটা [স দশনছটা] *বি* দন্তদ্যুতি। 'খনে খনে দসনছটা ছুট হাস। খনে খনে অধর আগে করু বাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দসমি *দ্র* **দশমী**

দসমেত [স দশমেত] *ক্রিবিণ* দশমত। 'দসমেত মিনরূপে বেদ উদ্ধারিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দসা *দ্র* **দশা**

দস্কর [স তস্কর] *বি* চোর; দস্যু। 'আগুল্যা রহিল দূত দণ্ডক দস্কর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দস্ত [ফা] *বি* হাত। 'সদর আড়ঙ্গ ঘারহাটায় তুমি আপন দস্তে দালাল কিম্বা দালারের গোমাস্তার মোকাবিলায় তাতিকে দাদনি করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

দস্ত কর্জ্জ [ফা দস্ত+আ করজ়] *বি* বিশেষ ধরনের ঋণ। 'তুই এখান হইতে দস্ত কর্জ্জ করিয়া দিয়া যা।' *কেরি*, ১৮০২।

দস্তবদস্ত [ফা] *ক্রিবিণ* হাতে হাতে। 'সে টাকা তোমার এস্থানে দস্তবদস্ত বুঝীয়া পাইলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

দস্ত-বুসি [ফা] *বি* হাতে চুমু খেয়ে সম্মান প্রদর্শন। 'সাদুল্লাহ আমায় যখন দস্ত-বুসি করে তখন ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দস্তক [ফা] *বি* ছাড়পত্র। 'দস্তক বনাম রাহাদারান ... এই দুই জিনিষ মোকাম রায়গঞ্জ জাইতেছে তোমরা কেহ রাহা ঘাটে আটক নাকরিবা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দস্তখত [ফা] ১ *বি* স্বাক্ষর; স্বাক্ষরযুক্ত কাগজ। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* প্রদানের প্রতিশ্রুতি। 'কতিপয় জনের চান্দাতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দস্তখত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

দস্তখতি, দস্তখতী [স দস্তখত>] ১ *বিণ* চুক্তিকৃত। 'দস্তখতি সুদে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বিণ* স্বাক্ষরিত। 'প্রতিনিধির দস্তখতী চিঠি প্রাপ্তি হওয়ামাত্রেই তাহা বাতিল বোধ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

দস্তাখতি [স দস্তখত>] *বি* দস্তখত; স্বাক্ষর। 'রাজা বসন্তরায়কে ডাকাইয়া বিষয়জ্ঞ করিয়া দশানি ছয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ পত্র দোরস্ত করিয়া দস্তাখতি২ করাইয়া আপন জিম্বা রাখিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

দস্তগির [ফা] ১ *বিণ* রক্ষিত। 'এখন তহবিলদার সাহেবের সরকার হইতে দস্তগির হইয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। ২ *বি* মুসলিম বংশনাম-বিশেষ। 'আমাদের পীর দস্তগির কেবলা সাহেব ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দস্তর [ফা দস্তুরি] *বি* মূল্যের যে অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়। 'ঠিকে হারে বিলি হওয়া দূরে থাকুক কম দস্তরেও কেহ লইতে চাহে না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দস্তরখান [ফা] *বি* খাবার টেবিল অথবা খাবার জায়গা বিছানোর কাপড়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সেই দস্তরখানের দুদিকে সারি বেঁধে ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

দস্তা [হি] *বি* ধাতুবিশেষ; জিঙ্ক; টিন ও সীসার মিশ্রণবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'রাঙ্গ তামা দস্তা সীসা পিত্তল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

দস্তাখতি *দ্র* **দস্তখত**

দস্তানা [ফা দস্তানহ্] *বি* হাতমোজা। 'হাতে একজোড়া সাদা দস্তানা পরা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'সাদা দস্তানা ও লম্বা টুপি পরা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দস্তাবেজ [ফা দস্তাবীজ়] *বি* দলিল। 'আপন হকের দস্তাবেজ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

দস্তিদার [ফা] *বি* জুয়া খেলার পরিচালক। 'কুফনের দস্তিদার প্রথমে দুই এক হাত জেতাইয়া দিয়া পরিশেষে সর্ব্বস্ব লয়।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

দস্তুর [ফা] ১ *বি* বিধান। 'আলী বুলিলেন্ত নাই আক্কার দস্তুর।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* রীতি। 'সাবেক দস্তুর মত সেই চুক্তি হবেক।'

হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৩ *বি* আইন। 'আমি দোহাই দস্তুর দিলাম তাহা মামিলেক না।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দস্তুরভাঙা [ফা দস্তুর+স ভঙ্গ>] *বিণ* রীতি মানা হয়নি এমন; প্রথাবিরোধী। 'একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দস্তুরমত [ফা দস্তুর+মত] ১ *বিণ* যথেষ্ট; বিলক্ষণ। 'দস্তুরমত অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'গাছের তলায় বসে কবিতা লিখলে দস্তুরমত কবিত্ব করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* রীতি অনুযায়ী। 'অ্যাল্‌বম খুলে ছবি দেখানো ইত্যাদি ঠিক-দস্তুর-মত চাল চালছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দস্তুরমতন [ফা দস্তুর+মতন] *বিণ* যথাযথ। 'বাঙ্গালা ভাষা দস্তুরমতন শিক্ষা করা চাই।' *প্রচারক*, ১৯০১।

দস্তুরমতো [ফা দস্তুর+মতো] ১ *বিণ* যথেষ্ট; বিলক্ষণ। 'যাঁরা দস্তুরমতো তুর্কদেশে ভ্রমণ করেছিলেন।' *নজরুল*, ১৯১৯। ২ *বিণ* রীতি অনুযায়ী। 'দস্তুর মতো ভয় করিয়া চলিতেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দস্তুরি, দস্তুরী [ফা] ১ *বি* রীতি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* মিতব্যয়িতা। 'দস্তুরী।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বি* উপঢৌকন; সেলামি। *এডমন*, ১৭৯৩। ৪ *বি* কমিশন। 'ছ টাকা ভাই আমার দস্তুরি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দস্যি [স দস্যু] ১ *বিণ* সাহসী। 'তোমাদের বড়বৌ যে দস্যি!' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* ডানপিটে। 'দস্যি ছেলে ভয় করে না।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দস্যিপনা [স দস্যুপ্রবণ>] *বি* দুরন্ত আচরণ। 'তারপরে না দস্যিপনা!' *নজরুল*, ১৯২৬।

দস্যু [স] ১ *বি* ডাকাত। 'কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্যু সে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অত্যাচারী। 'পুত্রতুল্য দরিদ্র প্রজারদিগকে দস্যু আমলারদের হস্তে পতিত করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ৩ *বিণ* ডানপিটে। 'এই অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* প্রবল। 'দস্যু হাওয়ার উচ্চস্বরে ...।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

দস্যু-কর [স] *বি* শত্রুর হাত। 'দস্যু-করে প্রাণে মরে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

দস্যুকর্ম, দস্যুকর্ম্ম [স] *বি* চুরি, ডাকাতি, মারামারি ইত্যাদি। 'সে লোকেরা বলবান ... দস্যুকর্ম্মে পটু।' *দর্পণ*, ১৮২১।

দস্যুতা [স] ১ *বি* লুঠতরাজ। 'গ্রামে দস্যুতা গৃহদাহ চৌর্য্য হত্যা ইত্যাদি অপকারও ঘটে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৪৪। ২ *বি* জোর-জবরদস্তি। 'মোর দস্যুতার নির্বিকার ক্ষেত্র-মাত্র তুমি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বি* প্রখরতা। 'রৌদ্রের দস্যুতা জেনে বৃষ্টির আঁচড়ে মুহ্যমান।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

দস্যুদল [স] *বি* ডাকাতদল। 'দস্যুদলের সহিত আর দেখা করেন না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

দস্যুপনা [স দস্যুপ্রবণ>] *বি* দুরন্ত স্বভাব। 'আজ যত তার দস্যুপনা, যা-কিছু হাঁক ডাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

দস্যুবৃত্তি [স] ১ *বি* দস্যুতা; জোরপূর্বক অপহরণের পেশা। 'দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* জবরদস্তি। 'দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* লুণ্ঠনবৃত্তি। 'পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দস্যুবেশ [স] *বি* ডাকাতের রূপ ধারণ। 'দস্যুবেশে ... লোকদিগকে বিদ্রোহী হতে পরামর্শ দেয়।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

দস্যুভীতি [স] *বি* ডাকাতের ভয়। 'রাজপুতানায় অতি-শীতোষ্ণ আবহাওয়া ও দস্যুভীতির জন্য ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দস্যুরাজা [স] *বি* ডাকাত সরদার; দস্যুদের রাজা। 'ওই বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়-কে করব নয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দহ[1] [স দশ] *বিণ* দশ। **দহদিহ** [স দশদিশ] *বি* দশদিক। 'পেখমি দহদিহ সব্বই শূন।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০। দ্র **দশ**

দহও দিস [স দশদিশ] *বি* দশদিক। 'পুরুসক চঞ্চল সহজ সভাব। কএ মধুপান দহও দিস ধাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দহ[2] [স হ্রদ] *বি* হ্রদ। 'দহত পসিলা কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দহদহ [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* দগদগে। 'একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ আরে কে না জলে ফুকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আনচান। 'প্রবোধ না মানে চিত করে দহ দহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দহন[1] [স] *বি* হিন্দু পুরাণে বর্ণিত পঞ্চবাণের অন্যতম। 'স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দহন[2] [স] *বি* জ্বলন। **দহনকারিতা** [স] *বি* জ্বলনযোগ্যতা। 'অগ্নির দহনকারিতা, জলের শীতলত্ব, প্রস্তরের কাঠিন্য।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

দহনজয়ী [স] *বিণ* যন্ত্রণাকে জয় করেছে এমন। 'দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দহনজ্বালা [স] ১ *বি* যন্ত্রণা। 'কৌতুকবিলাসের দহনজ্বালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* প্রেমের আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা। 'নেবে আমার দহন-জ্বালা?' *নজরুল*, ১৯২৫।

দহনপূত [স] *বিণ* আগুনে পুড়ে পবিত্র হয়েছে এমন। 'আমাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দহনপূত কালাপাহাড়ের দলকে ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

দহনভার [স] *বি* আগুনের তাপ। 'বাতাসে কত সহে দহনভার ভস্মভার মরীচিভার মালা?' *শক্তি*, ১৯৬১।

দহনরঙ্গ [স] *বি* আগুনের খেলা। 'হেরি এ বিপুল দহনরঙ্গ আকুল হৃদয় যেন পতঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দহন-সঞ্চার [স] *বি* তাপের তীব্রতা। 'সূর্যের কিরণে দহন-সঞ্চার নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দহনহীন [স] *বিণ* যন্ত্রণাহীন। 'দহনহীন বাণীমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দহরম [ফা] *বি* ঘনিষ্ঠতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দহরম মহরম [ফা] *বি* ঘনিষ্ঠতা। 'পবর্ণরগণের সহিত দহরম মহরম করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৩৯; 'পাঁচজনের সঙ্গে এঁদের দহরম-মহরম আগের থেকে তো ছিলই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

দহলা [স দশশলা] *বি* দশ ফোঁটাযুক্ত তাস। 'দুরি-তিরি হইতে নহলা-দহলা পর্যন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দহলিজ [ফা] *বি* ঘরের দাওয়া। 'কোড়া নাকি আছে মা মা তোমার দহলিজে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দহসত [ফা] *বিণ* ভয়ার্ত। 'মাবিয়া দহসত মনে কহে মর্দ্দ রাছুল হুজুরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দহা [স দহ>] *ক্রি* দগ্ধ হওয়া। 'আহোনিশি দহে/ সকল পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দহএ** *ক্রি* জ্বালায়। 'বিরহিণী বর দহএ অন্তর।' *বাহরাম*,

১৬৫০। **দহয়** *ক্রি* জ্বলে। 'সংসার দহয় তার বিরহ আগুনি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **দহল** *বিণ* দগ্ধ হলো। 'যদি সে কমল শিশিরে দহল কি করিব মধুমাসে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **দহসি** *ক্রি* দহন করবে। 'কতিহুঁ মদন তনু দহসি হমারি। হম নহ সঙ্কর হুঁ বরনারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দহি** *ক্রি* দহন ক'রে। 'ইন্দ্রের খাণ্ডব দহি মোর কর হিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দহিত** *ক্রি* দগ্ধ হতো। 'দহিত তাহাম অঙ্গ জ্বলন্ত আনলে।' *সুলতান*, ১৭০০। **দহিতে** *ক্রি* দগ্ধ করতে। 'দহিতে অহিতবন ছিল দারা হুতাশন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **দহিতেছে** *ক্রি* দগ্ধ করছে; পুড়ছে। 'সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **দহিব** *ক্রি* দহন করবো। 'দহিব খাণ্ডব বন চলিব অখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দহিবা** *ক্রি* দগ্ধ হবে। 'আনলে পতঙ্গ যেন দহিবা এখনে।' *সুলতান*, ১৭০০। **দহিবারে** *ক্রিবিণ* দহন করার জন্য। 'সতি দেহ দহিবারে হইল অনল তুষারশীতল হিম মৃণালশীতল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দহিবে** *ক্রি* দহন করবে। 'একতনু শতবার কেমনে দহিবে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **দহিবেক** **১** *ক্রি* পোড়াবে। 'সেই ক্ষনে অগ্নি দিয়া দহিবেক তবে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* দগ্ধ হবে। 'তেকারণে দহিবেক নরক আনলে।' *সুলতান*, ১৭০০। **দহিয়া** *ক্রি* দগ্ধ ক'রে। 'চতুর্থে জতুর ঘরে/ রাখিলা হামিদ ধীরে/ আনলে দহিয়া পরীক্ষীলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **দহিল** *ক্রি* দহন করলো। 'বিরহে দহিল।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **দহিলা** *ক্রি* পোড়ালে; দগ্ধ করলে। 'জোগে অগ্নি জালিয়া দহিলা কলেবর।' *মালাধর*, ১৫০০। **দহিলে** *ক্রি* দহন করলে। 'তাহাকে দহিলে মোর মন্দানল খণ্ডে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দহুক** *ক্রি* দগ্ধ হোক। 'ক্ষুধাএ তৃষ্ণাএ অঙ্গ দহুক সদাএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **দহে** *ক্রি* দহন করে। 'আহোনিশি দহে/ সকল পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দ'হে** *ক্রি* দগ্ধীভূত হয়ে। 'মৃত্যু দ'হে হয়ে গেছে ছাই।' *জীবন*, ১৯৪০। **দহেঁ** *ক্রি* দগ্ধ করে; পোড়ায়। 'ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পসূ তার পতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দহেন্ত** *ক্রি* জ্বলে। 'খুধায় তৃসায় পঞ্চর দহেন্ত কলেবর।' *রামাই*, ১৭১০।

দহি [স দধি] *বি* দই। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দক্ষিণ হস্তে শালপাতের ঠোঙায় খানিকটা দহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দহিয়াল [স দধিবাল] *বি* দোয়েল পাখি। 'ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল।' *ভারত*, ১৭৬০।

দহী [স দধি] *বি* দই। 'হেন কাহ্নাঞি ভাণ্ড ভাঁগিআঁ খাইলে দহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দহ্যমান [স] *বিণ* দগ্ধ হচ্ছে এমন। 'দহ্যমান গৃহ হইতে পলাইবার সময় যদি ঐ গৃহ ধূমপূর্ণ থাকে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

দা [স দাত্র] *বি* লোহার তৈরি ধারালো অস্ত্রবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আপন ঘর হইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

দা-কাটা *বিণ* দা দিয়ে কাটা হয়েছে এমন। 'কড়া দা-কাটা তামাক।' *মানিক*, ১৯৩৬।

দা-কুমড়া সম্বন্ধ – অত্যন্ত শত্রুতা। *সুবল*, ১৯০৬।

দা-কুমড়ো সম্পর্ক – শত্রুতা। 'তাঁর সাথে ড্রয়িং স্যারের দা-কুমড়ো সম্পর্ক।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

দাই১ [স দায়ী] *বিণ* বিবাদী; মামলায় অভিযুক্ত। 'ধুস দত্ত বলে ভাই তোর দাএ আমি দাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দাই মুদ্দুই রাজি কি করবে কাজী – বাদী বিবাদীতে মিল হলে বিচারকের আর কিছুই করার থাকে না। *উমেশ*, ১৮৫৭।

দাই২ [স ধাত্রী] **১** *বি* যে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করায়। 'কল্যাণী আনিল ডাক্যা হীরা নামে দাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* সন্তান পালনকারী। 'কন্যা কেমন আছেন, তাঁহার শুশ্রূষায় ... দাইরা নিযুক্ত আছে কি না?' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দাইমাতা [স ধাত্রীমাতা] *বি* ধাইমা। 'কোথায় আছো রে সখা দাইমাতা আলোর ঈশ্বরী।' *শক্তি*, ১৯৬১।

দাইড়া *বি* আঁকশিবিশেষ। 'আরেক জন দাইড়া দিয়া মলনের ধান উল্টাইয়া দিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দাইন [স দক্ষিণ] *বিণ* ডান। 'বাঁ হাতের চারিটি আঙ্গুল দাইন হাতে ধরিয়া অধোবদনে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দাইমাতা *দ্র* **দাই**

দাউ১ [স দদ্রু] *বি* দাদ রোগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাউ২, দাউদাউ [ধ্বন্যা] *বি* জোরে আগুন জ্বলার ভাব। 'দাউ দাউ করিয়া দাড়ি জ্বলিয়া উঠিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দাউদ [স দদ্রু] *বি* চর্মরোগ বিশেষ। 'সর্ব্ব গায়ে দাউদ যেন সিমলির কাটা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দাএ [স দায়] **১** *বি* সম্বন্ধ; সংস্রব। 'কিবা সাপ কিবা বর মোর দাএ নাই।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* দাবি। 'মোহোর উপরে কার দাএ না রাখিবা।' *সুলতান*, ১৭০০।

দাও [স দাত্র] *বি* দা; কাটার অস্ত্রবিশেষ। 'হাতে করি লইল দাও অতি চোখা ধার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দাওত, দাওৎ [আ দাওয়াত] *বি* নিমন্ত্রণ। 'সুদখোরের বাড়ীতে খাওয়া অথবা তাহাকে বাড়িতে দাওৎ করিয়া খাওয়ান।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'মোদের প্রাণের রাঙা জলসাতে জরা-জীর্ণের দাওত নাই।' *নজরুল*, ১৯২৯।

দাওন [ফা দামন] **১** *বি* আঁচল। 'ষষ্ঠীকে ছাগল মানে দাওন জুড়িয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* আশ্রয়। 'যে নবি আজ সঙ্গে তোর চিনে মন তার দাওন ধর।' *লালন*, ১৮৯০।

দাওনি [ফা দামন] *বি* বস্ত্রের প্রান্তভাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাওয়া১ *ক্রি* (ধান ইত্যাদি) রোপণ করা; কাটা। 'দাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাওয়া২ [আ দা'ওয়া] **১** *বি* দাবি। 'একান্তর তঙ্কার দাওয়া করিয়াছিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *বি* ওষুধ। 'এলাহীর দাওয়া তুমি রাখ আপনারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* জরিমানা। 'ওহার দাওয়ার নিষা করিব এতদর্থে মুচলখাপত্র লিখিয়া দিলাম।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

দাওয়াই [আ] ওষুধ। 'যা কিছু দাওয়াই পানি জানিতে যে ছিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দাওয়াইখানা [আ দাওয়াই+ফা খানাহ্] *বি* চিকিৎসালয়। 'ভিজিট ও দাওয়াইখানার দেনার আগুনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দাওয়া৩ [স ধাবন] *বি* ধাওয়া। 'নফর দাওয়া করিয়া পাকড়িয়া আনিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

দাওয়া৪ [স দারবট] *বি* বারান্দা। *ভবানী*, ১৮২৩; 'তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃষ্টির জন্যে আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দাওয়াত, দাওয়াৎ [আ] *বি* নিমন্ত্রণ। 'কংগ্রেসী নেতাদের দাওয়াতের উপরে দাওয়াত খাইতেই তাঁকে ব্যাপৃত থাকিতে হইত।' *আজাদ*, ১৯৪০; 'দাওয়াৎ করেছেন ডিনারে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দাওয়ান [ফা] *বি* খাজনাদি আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী; দেওয়া। 'বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দাওয়ানী [ফা] *বি* দেওয়ানের, কাজ। 'নিমকীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দাওরা [আ দাইরাহ্] *বি* দায়রা; উচ্চ ফৌজদারি আদালত। 'সময়ে সময়ে রাজশাহীর জজ দাওরার মোকদ্দমার বিচার করিতে পাবনায় আসিয়া থাকেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

দাওা [আ দা'ওয়া] *বি* দাবি। *মেয়র্স*, ১৭৭৩; 'আমার সঙ্গে সে দাওার এলাকা নাহি।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

দাঁ [ফা] ১ *বি* গন্ধবণিকের উপাধিবিশেষ। 'সাধুর বিহাই আইসে নামে রাম দাঁ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অভিজ্ঞ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দাঁও [স দান] ১ *বি* সুযোগ। 'সর্বক্ষণ কেবল দাঁও মারিবার ফিকির দেখেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* সুযোগে প্রচুর লাভ। 'নিলেম থেকে দাঁওয়ে কেনা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

দাঁও ফসকানো *ক্রি* সুযোগ হারানো। 'এবার এ দাঁও ফসকালে 'ফুল'-নেতা আর হবেনি যে, হায়!' *নজরুল*, ১৯২৬।

দাঁওবাজ *বি* সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি। 'নির্লজ্জ দাঁওবাজেরা জনগণকে বঞ্চিত করে বড়লোক হয়...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

দাঁওয়ে যোওয়ে *ক্রিবিণ* দর-দাম ক'রে। 'দাঁওয়ে যোওয়ে সিকি দামে কিনিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

দাঁড় [স দণ্ড] ১ *বি* নৌকার হাল। 'দাঁড় হাতে করি দেবী উঠে গিয়া নায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* খাঁচার পাখি বা পোষা পাখির বসার দণ্ড। 'টিয়েপাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* বৈঠা। 'দাঁড়ের ঘায়ে পায়ের তলে জলতরঙ্গ বাজাই জলে রে।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৪ *বি* দণ্ড। 'টুপির দাঁড়ে টুপি খুলে রেখে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

দাঁড়-চালানো *বিণ* দাঁড় টানার সময় উৎপন্ন। 'রাত্রি যে যেতে উঠেছিল দাঁড়-চালানো ধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দাঁড়বন্দী [স দণ্ডবন্দী] *বিণ* পোষা পাখির বসার দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা এমন। 'দাঁড়বন্দী পাখিটার টলটলে চোখগুলো আমাকে কবিতা দেবে কিছু?' *শামসুর*, ১৯৬৬।

দাঁড় বহা *ক্রি* নৌকার দাঁড় টানা। 'প্রত্যেক কলেজে তর্ককরা, দাঁড়বহা, ব্যাট ও বল খেলা প্রভৃতির নানা প্রকার সমাজ আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দাঁড়সাঁতার [স দণ্ড+সাঁতার] *বি* দেহের দুপাশে নৌকার দাঁড়ের মতো হাত ফেলে যে সাঁতার। 'তাহলে, সত্যের নেই সেই বুক, সেই দাঁড়সাঁতার।' *শক্তি*, ১৯৭০।

দাঁড়কাক [স দণ্ডকাক] *বি* এক জাতের কাক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। 'খৈকশিয়ালী দেখিলেক এক দাঁড়কাক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দাঁড়কিনে *বি* মাছবিশেষ। 'আর দাঁড়কিনে কত।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

দাঁড়া[১] [স দংষ্ট্রা] ১ *বি* বিকট দাঁত। 'রণমদ মাতলা কাল বেতালা খাইতে ধায় মেলিআ দাঁড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শিরদাঁড়া; মেরুদণ্ড। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আমাদের পিঠের দাঁড়া খাড়া করতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ৩ *বি* দাঁতযুক্ত লম্বা ঠ্যাং। 'কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে তাড়াল।' *সুকুমার*, ১৯২০।

দাঁড়া[২] [স দণ্ডায়>] ১ *বি* পদ্যরচনাবিশেষ। 'নকল দেখিএ দিব লাউসেনি দাঁড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* রীতি। 'সত্য তোমার ধন রাখিবার কি আশ্চর্য্য দাঁড়া।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দাঁড়াগোপন [স দণ্ডায়>+স গোপন] *বি* হিন্দুসমাজের স্ত্রী-আচারবিশেষ। 'অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াগোপন দিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দাঁড়াওন *বি* দাঁড়ানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দাঁড়ান, দাঁড়ানো [স দণ্ডায়>] ১ *ক্রি* দুই পায়ে ভর দিয়ে থাকা। 'গোলাম দাঁড়ায়ে কাছে গরবেতে গোঁপে দেয় পাক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *ক্রি* বিলম্ব করা। 'কেহ বলে চল, দাঁড়ায়ে কি ফল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *ক্রি* থামা। 'তবে একটু দাঁড়া।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৪ *ক্রি* অবস্থান করা। 'অপাঠ্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। এখন আমরা গরিব, দাঁড়াই কোথা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ৫ *ক্রি* স্থির হওয়া। 'এখন একটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। ৬ *ক্রি* তৈরি হওয়া। 'হঠাৎ এক-এক জায়গায় একটা আজগবি ঘূর্ণি বাতাস দাঁড়িয়ে উঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৭ *ক্রি* উত্তীর্ণ হওয়া। 'পরবর্তী বৎসরে তা ১৯ কোটিতে দাঁড়াইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৫। ৮ *ক্রি* পরিণতি লাভ করা। 'কেস সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

দাঁড়ালিয়া *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'চট্টগ্রামে রোসাঙ্গী, দাঁড়ালিয়া, সরালীয়া।' *এসলাম*, ১৯১৮।

দাঁড়ি, দাঁড়ী [স দণ্ড>] ১ *বি* যে দাঁড় বায়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আমি অধিক দাঁড়ি লইলাম দিবা রাত্রি যাওনের কারণ।' *কেরি*, ১৮০২; 'যত ঘাটের দাঁড়ী মাঝি, কামে নহে রাজি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* পূর্ণ বিরতি চিহ্ন। 'ক লেখ এক দাঁড়ি ফেল খ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দাঁড়ি-কমা [দাঁড়ি+ই কমা] *বি* যতিচিহ্ন। 'কাঁচা আখর চলছে উঠে নেবে, নাইকো দাঁড়ি-কমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

দাঁড়িগিরি [দাঁড়ি+ফা গিরি] *বি* দাঁড় টানার কাজ। 'তারি তোর দাঁড়িগিরি, শোন বলি তবে রে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

দাঁড়ি টানা ১ *ক্রি* সমাপ্ত করা। 'এইখানে শক্ত হইয়া দাঁড়ি টানিতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *ক্রি* সম্পর্ক শেষ করা। 'দাম্পত্যের মাঝখানটাতে দাঁড়ি টানলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দাঁড়িপাল্লা [দাঁড়ি+হি পল্লা] *বি* মানদণ্ড; ওজন পরিমাপের দণ্ডবিশেষ। 'একজন তেলি, কেবল দাঁড়িপাল্লা ধরিয়া তুলা বিক্রয় করে তাহাতে ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

দাঁড়িমাঝি [দাঁড়ি+সাঁ মাঝি] *বি* যারা দাঁড় টানে ও হাল ধরে। 'তারাপদ ক্রমশ দাঁড়িমাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দাঁড়িমাল্লা [দাঁড়ি+আ মাল্লা] *বি* দাঁড়ি ও মাঝি। 'যেমন মাঝি দিশেহারা তেমনি দাঁড়িমাল্লা তারা।' *লালন*, ১৮৯০।

দাঁড়ুকা [স দণ্ড>] *বি* পায়ের বেড়ি। 'দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাহোঁ বহি গেল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দাঁত [স দন্ত] ১ *বি* দন্ত। 'আতিশয় চাপিহ আধর দাঁতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* চিরুন শলাকাবিশেষ। 'চিরুনীর নম্র দাঁতে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

দাঁত আঘলতা হওয়া – দাঁত নড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাঁতওয়ালা [দাঁত+হি ওয়ালা] ১ *বিণ* দাঁতাল; বড়ো দন্তযুক্ত। 'দাঁতওয়ালা হাতি হওয়া আমার ইচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'দাঁতওয়ালা ধাড়ী শুওরটা মারিব।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। ২ *বিণ* দাঁতের মতো নকশা করা হয়েছে এমন। 'টাঙ্গাইলের কড়কড়ে দাঁতওয়ালা চওড়া পাড়ের শাড়ি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

দাঁতকড়মড়ানি [দাঁত+ধ্বন্যা কড়মড়>] *বি* রাগে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণের শব্দ। 'ঐ শোন দাঁতকড়মড়ানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দাঁতকপাটি [দাঁত+স কপাটি] *বি* দাঁতে খিল লাগা; দারুণ বিস্মিত অবস্থা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাবতে লাগে দাঁত-কপাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

দাঁত-কিড়মিড় *বি* কামড় দেওয়ার ইচ্ছা। 'হাতি নিসপিস ও দাঁত-কিড়মিড়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দাঁত-খামচি [দাঁত+খামচি] *বি* দাঁত বের করে ভয় দেখানো। 'ডরায় না দাঁত-খামচিকে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দাঁত খিচা [দাঁত+হি খিচ>] *ক্রি* দাঁত বের করে বিরক্তির সঙ্গে ভেংচি কাটা। 'খ্যাক খ্যাক করে মিছে, সব-তাতে দাঁত খিচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দাঁত-খিচুনি [দাঁত+হি খিচ>] *ক্রি* দাঁত বের করে ভয় দেখানো। 'দাঁতকপাটি লাগে তাদের দাঁত-খিচুনির ভঙ্গি দেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দাঁত-খিলাল [দাঁত+আ খিলাল] *বি* দাঁত খোঁচানোর কাঠি। 'বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দাঁত গাদা *ক্রি* দাঁত কড়মড় করা। 'দাঁত গাদিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাঁত ঘষা *ক্রি* দাঁত মাজা। 'জারুলের ডাল ভেঙে দাঁত ঘষে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝা যায় না – জীবিতকালে অনেক মানুষের গুরুত্ব বোঝা যায় না মৃত্যুর পর বোঝা যায়। *সুবল*, ১৯০৬।

দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা – পানাহার ত্যাগ করা। *সুবল*, ১৯০৬।

দাঁতন [স দন্ত>] **১** *বি* দাঁত মাজার কাঠি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দাঁতন চিবোতে চিবোতে দরজার কাছে বেরিয়ে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* দাঁত মাজার কাজ। 'কেহ বা দাঁতন করিতাম, কেহ বা যেখানে খুশি বিছানা পাতিয়া পথ রোধ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দাঁতন করা *ক্রি* দাঁত মাজা। 'একজন লোক ... দাঁতন করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দাঁত-নখ [দাঁত+স নখ] *বি* হিংস্রতা; পাশবিক প্রবৃত্তি। 'মানুষ হইতে গেলে দাঁত-নখের খর্বতা ঘটিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দাঁতপড়া *বিণ* দাঁত পড়েছে এমন। 'সেই দাঁতপড়া মেয়েটির পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

দাঁত ফুটানো *ক্রি* নাক গলানো। 'এ স্বাধীন দেশ, ইহাতে অন্য কোনো জাতির দাঁত ফুটাইবার ক্ষমতা নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দাঁত বসানো *ক্রি* ছোবল মারা। 'এখানে গ্রীষ্ম কোনো দাঁত বসাতে পারে না।' *শওকত*, ১৯৭২।

দাঁতভাঙা *বিণ* দাঁত ভেঙে গেছে এমন। 'দাঁতভাঙা চিরুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দাঁতভাঙা **১** *বিণ* চোয়ালভাঙা; উচ্চারণ করা কষ্টকর এমন। 'কতকগুলো দাঁতভাঙা কটকটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বিণ* কঠিন। 'দাঁতভাঙা বানান নিয়ে ভাষা শিক্ষা শুরু হওয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দাঁত মাজা *বি* দাঁত পরিষ্কার করার কাজ। 'তাদের দাঁত মাজা হতে আরম্ভ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দাঁতলা *বি* বড়ো দাঁত রয়েছে এমন জন্তু; হাতি। 'ফলে দাঁতলার নড়বার চড়বার শক্তি আর রইল না।' *প্রমথ*, ১৯২২।

দাঁত লাগা *ক্রি* দাঁতে দাঁত লেগে থাকা। 'সে মুখে দাঁত লেগে আছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দাঁতশূন্য [দাঁত+স শূন্য] *বিণ* দাঁত নেই এমন; দন্তহীন। 'দাঁতশূন্য মুখে বিচিত্রভাবে পান চিবান তিনি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দাঁতসাফাই [দাঁত+আ সাফ>] *বি* বাকচতুরতা। 'ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ডিমনস্ট্রেশনে হাত দিলে তাতে আমরা যত হাতসাফাই ও দাঁতসাফাই দেখাতে পারব, এখন নিশ্চয়ই তা পারব না।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দাঁতহীন [দাঁত+স হীন] *বিণ* দন্তশূন্য। 'দাঁতহীন মাড়ীর ওপরে লেগে থাকা ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক হল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

দাঁতাদাঁতি *বি* তর্ক-বিতর্ক। 'হাতাহাতি দাঁতাদাঁতি ও ঠোঁটাঠুঁটির উপক্রম।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দাঁতাল *বিণ* দাঁত আছে এমন। 'দাঁতাল শুয়োরের মতো চিল্লিয়ে বলতেন।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

দাঁতি-শাদা [দাঁত>+ফা সাদহ্] *বি* দাঁতের মতো শাদা। '... তবে হল দন্তধবল বা দাঁতি-শাদা।' *অরুন*, ১৯২৫।

দাঁতুআ [দাঁত>] *বিণ* বড়ো দাঁতওয়ালা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দাঁতে খড় করা *ক্রি* দীনতা প্রকাশ করা। 'দাঁতে খড় করে পায় দুটি হাত বুকে করুণা করিয়া কিছু কয় কানড়াকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দাঁতে দাঁতে লাগা *ক্রি* ভয়ে দুই পাটি দাঁত পরস্পর আটকে যাওয়া। 'বাঘ দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

দাঁতের পোকা *বি* দাঁতের ক্ষয়জনিত অসুখবিশেষ। 'গীত ঐ দাঁতের পোকা বসাই এখনি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দাঁতের ব্যথা *বি* দন্তশূল; দাঁতে বা মাড়িতে ব্যথা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দাঁদাড় *বিণ* দ্রুত। 'নইলে দাঁদাড়ে নিয়ে যেতুম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দাঁদুড়ে [স দুর্দান্ত] *ক্রি* দৌড়াদৌড়ি বা দাপাদাপি ক'রে। 'বাটীর চতুর্দিকে দাঁদুড়ে বেড়াইতে লাগিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দাকান [ফা দুকান>] *বি* দোকান-এর অনুকার। 'দোকান দাকান মেলিল তখন দেখিয়া গাহকিগণ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

দাক্কা [স ধক্ক] *বি* ধাক্কা; আঘাত। 'জমিদার এক এক দাক্কা দিয়া প্রজাদিগকে ছয় মাস ঝোল খাওয়াইতে পারেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

দাক্ষিণাত্য [স] *বি* বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ দিকের ভারতবর্ষের অংশ; দক্ষিণাপথ। 'এককালে আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির বাস ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দাক্ষিণাত্যা [স দাক্ষিণাত্য>] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... বাহ্লিক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দাক্ষিনাট্য [স দাক্ষিণাত্য] *বিণ* দক্ষিণ দেশস্থ। 'ধ্রুপদ পঞ্চাস নাট দাক্ষিনাট্য জত।' *মালাধর*, ১৫০০।

দাক্ষিণ্য [স] **১** *বি* দয়া; দানশীলতা। 'দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণসম্পন্ন ধনিগণে পরিপূর্ণ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* সৌজন্য; আনুকূল্য।

'হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ দয়া দাক্ষিণ্য ... পুনরায় আবির্ভূত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৩ *বি* অনুগ্রহ। 'ইহাদিগের যে রূপ দয়া দাক্ষিণ্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দাক্ষিণ্যপ্রীতি [স] *বি* সৌজন্যমূলক বন্ধুত্ব; ভদ্রস্থ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। 'এদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে, দাক্ষিণ্যপ্রীতি আছে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

দাক্ষিণ্যময়ী [স] *বি* দয়াশীল নারী। 'তুমি সে স্বৈরিণী নও, হে দাক্ষিণ্যময়ী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

দাখলে [আ দাখিলা] *বি* দাখিলা। 'দাখলে প্রতি এক আধুলী।' *জসীম*, ১৯৩৩।

দাক্ষিনাট্য দ্র দাক্ষিণাত্য

দাখিল, দাখীল [আ] ১ *বিণ* উপনীত। 'ঘোড়ালের খানসামা দাখিল দক্ষিণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* প্রদান। 'তাতি কুটীতে কাপড় দাখিল করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৩ *বি* পেশ। 'সাতজন দেশী চৌকীদারের হাজিরি করিয়া রিপট দাখীল করিয়াছিলাম।' *ভেরলি*, ১৭৮০; 'আমি যাইয়া চেষ্টা করি যোত্র করিতে পারি আনিয়া দাখিল করিব।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *বি* উপক্রম। 'শব্দে কান ফেটে যাবার দাখিল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

দাখিলখারিজ [আ] *বি* জমিদারি সেরেস্তায় পুরাতন স্বত্বাধিকারীর নাম কেটে নতুন স্বত্বাধিকারীর নাম লেখা। 'দাখিলখারিজের একটা মোটারকম সেলামি আদায় করবার জন্য।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

দাখিল হওয়া *ক্রি* উপস্থিত হওয়া। 'সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া রাজমহলের কেল্লাতে দাখিল হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

দাখিলা, দাখীলা [আ দাখিল>] *বি* খাজনা আদায়ের রসিদ। 'দাখীলা রূপেয়া মৌজে ফরাষডাঙ্গা নওয়াবগঞ্জ তরপদায়ের শ্রীযুত মুষে বেরতেল সাহেব।' *ভেরলি*, ১৭৭৬; 'দাখিলা, জমাওয়াশীল, থোকা, করচা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দাখিলী [আ দাখিল>] *বিণ* পেশ করা হয়েছে এমন। 'জমিদারের দাখিলী কাগজ।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

দাখিলী ফি [আ দাখিল+ই ফি] *বি* পেশ করার জন্য দেওয়া ফি। 'অবস্থা বিশেষে দাখিলী ফির টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

দাখেল [আ দাখিল>] *বি* পেশ। 'বেহেশতে দাখেল করাইবেই।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

দাগ [ফা] ১ *বি* পরিচয়। 'না লুকার অন্য দাগে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* চিহ্ন। 'আদেশিলে নিরঞ্জন যথেক নারকীগণ পাষাণ পুড়িয়া দাগ দিতে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* কোনো কিছুর ছাপ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'আমায় তোদের প্রাণের দাগে দাগিসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৪ *বি* কলঙ্ক। 'আমি সকল দাগে হব দাগী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৫ *বি* ছিদ্র। 'এখানে ওখানে পেরেকের দাগ শুধু আছে।' *মানিক*, ১৯৪০। ৬ *বি* জমির খণ্ড বা কিতা। 'কোন দাগ কিনবে সেটুকু আর ভাঙেনি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

দাগ-খাওয়া *বিণ* আঘাতপ্রাপ্ত। 'লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দাগ জখম [ফা] *বি* ক্ষতচিহ্ন। 'কোথায় কোথায় দাগ জখম আছে দেখ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

দাগদার [ফা] *বিণ* দাগওয়ালা। 'দাগদার চিতা হরিণ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

দাগ দেওয়া *ক্রি* চিহ্নিত করা। 'ভাল জমি দাগ দিয়া আবাদ করেন।' *সাধারণী*, ১৮৭৪।

দাগ-ধরা *বিণ* মরিচা পড়েছে এমন। 'পুরোনো আয়না দাগ-ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দাগভরা *বিণ* ক্ষতযুক্ত; চিহ্নযুক্ত। 'বসন্তের দাগভরা হাড়সার একটি নোংরা নগ্ন হাত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

দাগহীন [ফা দাগ+স হীন] *বিণ* দাগ নেই এমন। 'ভাবিতাম, দাগহীন অকলঙ্ক কুমারীর দাম।' *নজরুল*, ১৯২৩।

দাগড়া *বি* পোকা প্রভৃতির কামড়ের ফলে ত্বকের উপর ফুলে ওঠা দাগ। 'তাদের কামড়ে অঙ্গ দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে।' *তারা*, ১৯৪৬।

দাগনি [ফা দাগ>] *বি* যা দিয়ে দাগ দেওয়া হয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দাগরা *বিণ* গোটা গোটা। 'ক্ষতবিক্ষত মনে আর দাগরা দাগরা ঘায়ে।' *হাসান*, ১৯৬০।

দাগরাজি *বি* ছাদ ইত্যাদির ভাঙা ফাটা স্থান জোড়া দেওয়ার কাজ; মেরামত। 'সিমেন্টের দাগরাজি করা সামনের উঠোনের ওপর।' *বিমল*, ১৯৫৩।

দাগা[1] [ফা দাগ>] ১ *বি* বঞ্চনা। 'খাইআ তোমার ধন ... . অবশেষে নাহি পাও দাগা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পোড়া ছাপ। 'দাগা দেহ সভাকার গায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* প্রতারণা। 'দাগা দিতে আইল চুরি করি।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* মানসিক আঘাত। 'শতরঞ্চ প্রধান পঞ্জে, পঞ্জে আমায় দাগা দিল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৫ *ক্রি* চিহ্নিত করা। 'দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৬ *বি* আঁক। 'দাগা বুলোই খাতার পাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৭ *বি* অঙ্কিত চিহ্ন। 'কড়ি বরগার যত দাগা ও আঁটা ছিল সবগুলো ...।' *অবন*, ১৯২৫। ৮ *বি* লেখা। 'পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৯ *বিণ* উৎসর্গীকৃত। 'সাহেবের দাগা পাঁঠা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দাগাদার [ফা] *বিণ* প্রবঞ্চক। 'বিশেষে বামণ জাতি বড় দাগাদার।' *ভারত*, ১৭৬০।

দাগাদারি, দাগাদারী [ফা] *বি* বিশ্বাসঘাতকতা। 'চোরের দাগাদারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'কাজে কামে করে দাগাদারী।' *লালন*, ১৮৯০।

দাগা দেওয়া ১ *ক্রি* ধোঁকা দেওয়া। 'দেখ, বড় দাগা দিয়েছে - বড় দাগা দিয়েছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *ক্রি* চিহ্নিত করা। 'ব্যাঘ্রবানর প্রবৃত্তিগুলাকে মানুষ আজ পাপ বলিয়া দাগা দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দাগানো, দাগা [ফা দাগ>] ১ *ক্রি* গবাদি পশুর চিকিৎসা করা। 'আগরে করিয়া আনিএগ্রা দাগাইয়া দিলাম যথোচিত তাখিত করিয়া।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৭। ২ *ক্রি* নিক্ষেপ করা। 'বড় কামান দাগিতে যাইতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ৩ *ক্রি* চিহ্নিত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৪ *ক্রি* সন্তপ্ত করা। 'ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতারূপে পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৫ *ক্রি* অঙ্কিত করা। 'এক নাম বুকে বারবার দেয় দাগিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

দাগাবাজ [ফা] ১ *বিণ* প্রতারক। 'দূর কর দুর্গতি দুরাত্মা দাগাবাজ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* ধূর্ত। 'দারোগা অতি দাগাবাজ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

দাগাবাজি, দাগাবাজী [ফা] ১ *বি* প্রতারণা। 'নারায়ণে নাহি ভাবে পরম দাগাবাজী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'দাগাবাজি কেন কর যে মূর্খ বামন।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* বিশ্বাসঘাতকতা। 'জুচ্চুরি, বাটপাড়ী,

দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

দাগি, দাগী [ফা দাগ>] ১ *বিণ* দাগানো; কারাবাসকারী। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'দাগি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* কলঙ্কিত। 'তার ময়লা হাতে সে পৃথিবীর যা-কিছু ছোঁয় তাই দাগী হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* পেশাদার। 'আমাকে দাগী চোর ঠাওরাবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৪ *বিণ* কালি লেগে আছে এমন। 'রাত্রে যে ল্যাম্প জ্বলেছিল সেটা ধোঁয়ায় দাগী অবস্থায় ... এখনো পড়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৫ *বিণ* দাগানো; দাগওয়ালা। 'আলগা-মলাট বইয়ের দাগী পাতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দাগী হওয়া *ক্রি* রোগাক্রান্ত হওয়া। 'পাতাগুলো দাগী হয়ে খুলে খুলে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দেগে দেওয়া *ক্রি* দাগিয়ে দেওয়া; বিশ্বাস আরোপ করে দেওয়া। 'দাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথা কুমুর মনে দেগে দেবার জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দেগে যাওয়া *ক্রি* রেখাপাত করা। 'মনে খুব গভীরভাবে দেগে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

দাঙ্গা [ফা জঙ্গ>] ১ *বি* দলবদ্ধ হয়ে মারামারি। 'দাঙ্গা ও বিরোধাদি কিছু না হইয়া নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* কলহ। *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বি* সাম্প্রদায়িক সংঘাত। 'এমন দিনে কি হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে পোলিটিকাল প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছে করে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দাঙ্গাকারী [ফা জঙ্গ>+স কারী] *বি* দাঙ্গা করে যারা। 'দাঙ্গাকারীদের নিন্দা করিতেছে।' *সওগাত*, ১৯৩০।

দাঙ্গাফেসাত [ফা জঙ্গ>+আ ফাসাদ] *বি* বিবাদ। 'দাঙ্গাফেসাত আর ক'রো না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

দাঙ্গাবাজ [ফা জঙ্গবাজ] *বিণ* ঝগড়া ও মারামারিতে উদ্যত। 'মণিরামপুরের মাধববাবু দাঙ্গাবাজ লোক।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দাঙ্গাবাজি [ফা জঙ্গবাজি] *বি* ঝগড়া ও মারামারি। 'এ বয়সে দাঙ্গাবাজি হৈহাঙ্গামা আর ভালো লাগে না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দাঙ্গাহাঙ্গামা [ফা জঙ্গ-হাঙ্গামাহ্] *বি* ক্রমাগত মারামারি। 'হুলির উৎসবে নানা দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

দাঙ্গা হাঙ্গাম [ফা জঙ্গ-হাঙ্গামাহ্] *বি* মারামারি ও কাটাকাটি। 'দাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ...' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দাঙ্গাহাঙ্গামা [ফা জঙ্গ-হাঙ্গামাহ্] ১ *বি* সহিংসতা। 'প্রহরীদের সহিত সীতারামের প্রায় মাঝে মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিবার উদ্যোগ ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ২ *বি* ক্রমাগত দ্বন্দ্ব। 'পেটের মধ্যে বাত শ্লেষ্মা পিত্ত তিনটিতে মিলে যেন দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ। 'আশ্রমিক পশুপাখির সঙ্গে বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

দাঙ্গা হেঙ্গাম [ফা জঙ্গ-হাঙ্গামাহ্] *বি* দাঙ্গা-হাঙ্গামা। 'জমিদার ও কৃষক প্রায়ই দাঙ্গা হেঙ্গাম হইয়া থাকে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

দাঙ্গা হেঙ্গামা [ফা জঙ্গ-হাঙ্গামাহ্] *বি* ক্রমাগত মারামারি ও কাটাকাটি। 'ক্রোক করিলে দাঙ্গা হেঙ্গামা খুন জখম করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

দাচোকি *বি* আলগা লাগাম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাড় [স দংষ্ট্রা] *বি* দাঁত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দাড়কা [স দণ্ড>] *বি* শিকল। 'লোহার দাড়কা সব আনলে দহিয়া দেখিলা লোহার সব কাছি পাকাইয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

দাড়া[১] [স দংষ্ট্রা] ১ *বি* বিকট দাঁত। 'মেলিয়া বিকট দাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* দাঁতযুক্ত লম্বা ঠ্যাং। 'দাড়াওয়ালা চিংড়ী ... জালে পড়ল।' *অবন*, ১৮৯৬।

দাড়া[২] [স দণ্ড>] *বি* ধারা। 'এখানকার দাড়াবহির্ভূত।' *ক্যাথে:*, ১৭৮৯।

দাড়ানো [স দণ্ডায়্>] *ক্রি* দাঁড়ানো। 'যে চিতে দাড়াঞাছি সই সে হয়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

দাড়ি, দাড়ী [স দাড়িকা] ১ *বি* শ্মশ্রু; চিবুক ও গালের লোম। 'যার দাড়ি আছয়ে সে হঞা অধোমুখ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* চিবুক। 'শাহদার দাড়ি ধরিয়া।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ৩ *বি* শিকড়। 'মিষ্টি আলুর শীর্ণ দীর্ঘ এক দাড়ির ভিতরে।' *জীবন*, ১৯৪০।

দাড়ি উপড়ানো *ক্রি* দাড়ি ছেঁড়া। 'দাড়ি উপড়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাড়িওআলা [দাড়ি+হি ওয়ালা] *বিণ* দাড়িওয়ালা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাড়িওয়ালা [দাড়ি+হি ওয়ালা] *বিণ* দাড়ি আছে এমন। 'সব দাড়িওয়ালা পুরুষমানুষ একে একে এসে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দাড়িকর [দাড়ি+স কর] *বি* দাড়ির উপর ধার্য করা কর। 'ইহাকেই 'দাড়িকর' বলিয়া তিতুমীর অভিহিত করিয়া ছিল।' *হিতৈষি*, ১৮৯৫।

দাড়িকা [দাড়ি+স কা] *বি* দাড়ি। 'সে দাড়ি-গৌরব বহি সু-উচ্চ মিনারে/ দাঁড়াইয়া ঘোষিতাম, "এই দাড়িকারে নিন্দে যারা, তারা ভীরু তারা কাপুরুষ!"' *নজরুল*, ১৯২৯।

দাড়ি কামানো *ক্রি* ক্ষুর দিয়ে দাড়ি মুণ্ডন করা। 'দাড়ি কামাইতে লাগিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দাড়িগোঁফসংকুল [দাড়ি+স গুম্ফ>+স সংকুল] *বিণ* দাড়ি ও গোঁফে আচ্ছন্ন। 'অত্যন্ত দাড়িগোঁফসংকুল, নাকটি বটিকাকার ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দাড়িঝোলা [দাড়ি+ঝোলা] *বিণ* দাড়ি ঝুলে আছে এমন। 'যত বুনো ছাগ দাড়ি ঝোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দাড়িত্ব [দাড়ি+স ত্ব] *বি* দাড়িওয়ালার ঔদ্ধত্য। 'টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য।' *গণবাণী*, ১৯২৬।

দাড়িবিহীন [দাড়ি+স বিহীন] *বিণ* দাড়ি নেই এমন। 'পথেঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দাড়িমুখো [দাড়ি+স মুখ>] *বিণ* মুখে দাড়ি আছে এমন। 'হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে যেন কে বৃদ্ধ।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

দাড়িয়া, দাড়িআ [দাড়ি>] *বিণ* দাড়িওয়ালা। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'দাড়িআ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দাড়িসুদ্ধ [দাড়ি+স শুদ্ধ>] *বিণ* দাড়িসহ। 'ঈশা খাঁ তাহার গোঁফসুদ্ধ দাড়িসুদ্ধ মুখ বিকৃত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

দাড়িহীনতা [দাড়ি+স হীনতা] *বি* দাড়িহীন অবস্থা। 'দারোগা সাহেবের দাড়িহীনতা লইয়া রসিকতা করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দাড়িআ *দ্র* **দাড়িয়া**

দাড়িম [স দাড়িম্ব] *বি* ডালিম। 'অভিমান পাঞা পাকা দাড়িম বিদরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দাড়িমফল [স দাড়িমফল] *বি* ডালিম। 'তা দেখি দাড়িমফল বিদরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দাড়িমবিজু [স দাড়িম্ববীজ] *বি* ডালিম-বীজ। 'অধর বিম্ব সম দসন দাড়িমবিজু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দাড়িমী [স দাড়িম্ব>] *বি* ডালিম গাছ। 'জাতী সেবতী কদলী দাড়িমী তগর কুন্দ মল্লিকা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দাড়িম্ব [স] **১** *বি* ডালিম ফল। 'দেখিয়া দাড়িম্ব বিচি মলিন হইল লজ্জাভরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ডালিম ফুল। 'দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দাড়িম্ববীজ [স] *বি* ডালিম ফলের বীজ। 'দাড়িম্ববীজ সম দন্ত তাম্বুলচর্বণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দাড়িম্ববৃক্ষ [স] *বি* ডালিম গাছ। 'দাড়িম্ববৃক্ষতলে হত্যা দিয়া দণ্ডবৎ পতিত থাকিতে দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দাড়িম্বসংক্রান্তি [স] *বি* ব্রতবিশেষ। 'ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত ... ঘৃতসংক্রান্তি, দাড়িম্বসংক্রান্তি, ধন-গোছানো।' *অবন*, ১৯১৯।

দাড়িয়া *বি* আঁকশিবিশেষ। 'কেউ দাড়িয়া দিয়া খড় নাড়ে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দাড়ী দ্র দাড়ি

দাড়ু [স দণ্ড] *বি* লোহার শিকল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দাড়ুকা [স দণ্ড>] *বি* হাতুড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাঢ়ই [স দহ্য>] *ক্রি* দগ্ধ হয়। 'নৌ দাঢ়ই নৌ তিমই ন চ্ছিজই।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০।

দাঢ়ী [স দাঢ়িকা] *বি* দাড়ি। 'পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দাণ [স দান] **১** *বি* দান; প্রদান। 'সাপেরে করিআঁ বিষ দাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শুল্ক; ঘাটের মাশুল। 'মোরে দাণ দিআঁ যাহা সুন্দরি রাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দাণী [স দানী] *বি* শুল্ক-সংগ্রাহক। 'দাণী ভৈলোঁ তাহার আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দাণ্ড [স দণ্ড>] *বি* দাঁড়। 'বাহ বাহ বলিআ ঘন দাণ্ড বায়্যা জায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দাণ্ডা [স দণ্ড>] *বি* নৌচালন দণ্ড। 'ততক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দাণ্ডাগুলি [স দণ্ড>] *বি* খেলাবিশেষ। 'দাণ্ডাগুলি খেলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

দাণ্ডানো [স দণ্ডায়>] *ক্রি* দাঁড়ানো। 'লুনীর পুতুলী যেহ্ন বড়ায়ি ল লো রৌদ্রে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দাণ্ডাই** *ক্রি* দাঁড়িয়ে। 'দেখিলেন্ত মুহম্মদ আছন্ত দাণ্ডাই।' *সুলতান*, ১৭০০। **দাণ্ডাইআ** *ক্রি* দাঁড়িয়ে। 'দাণ্ডাইআ সাধু তার রব দুই দণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দাণ্ডাইএ** *ক্রি* দাঁড়িয়ে। 'পূর্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইএ পথে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **দাণ্ডাইয়া** *ক্রি* দাঁড়িয়ে। 'দাণ্ডাইয়া সতির মুখ চাহে ঘনে ঘন।' *মালাধর*, ১৫০০। **দাণ্ডাইল** *ক্রি* দাঁড়ালো। 'এড়িয়া ভালুক কৃষ্ণ দূরে দাণ্ডাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **দাণ্ডাইলা** *ক্রি* দাঁড়ালো। 'পাদ্য অর্ঘ্য হাথে দাণ্ডাইলা লোকপাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **দাণ্ডায়িলেঁ** *ক্রি* দাঁড়ালে। 'লুনীর পুতুলী যেহ্ন বড়ায়ি ল লো রৌদ্রে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দাণ্ডাল** *ক্রি* দণ্ডায়মান হলো। 'সমুখে দাণ্ডাল যেন ব্রাহ্মণ মূরতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দাণ্ডী [স দণ্ড>] *বি* দণ্ড। 'অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

দাত [আ দওয়াত] *বি* দোয়াত। 'কালো দাতের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি।' *জসীম*, ১৯২৯।

দাতব্য [স] **১** *বিণ* বিনাবেতনে পড়ানো হয় এমন। 'চেরিটি বা দাতব্য স্কুল।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। **২** *বিণ* দান। 'চারিশত টাকা মাসিক দাতব্য স্বাক্ষরিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

দাতব্য ঔষধালয় [স] *বি* যেখানে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। 'একটি করে দাতব্য ঔষধালয় থাকা চাই।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

দাতব্যগিরি [স দাতব্য+ফা গিরি] *বি* বদান্যতা। 'নচেৎ সে ... এই দাতব্যগিরি বন্ধ করিবার হুকুম দিত।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দাতব্য চিকিৎসালয় [স] *বি* যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া ও ওষুধ বিতরণ করা হয়। 'প্রত্যেক ইউনিয়নে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় থাকে।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

দাতব্যতা [স] *বি* বদান্যতা। 'ইংরাজদিগের ... সাধারণ দাতব্যতা এবং স্বাধীনতার অভিলাষ পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

দাতা [স] **১** *বিণ* দানশীল। 'দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সরবরাহকারী। 'ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি সমস্ত জীবের আহার-দাতা ও রক্ষাকর্তা।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

দাতাকর্ণ [স] *বি* অতিশয় দানশীল ব্যক্তি। 'অযোগ্যদের জন্য জগতে আর কোনো দাতাকর্ণ ব্যয় করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দাতালি *বি* দাতাগিরি। 'ত্রিশ টাকার মাইনার গরিব মাস্টারের এত দাতালি করা কি ঠিক হইয়াছে?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দাতাশীল [স] *বিণ* দানবান। 'দাতাশীল দয়ামন্ত মৈর্জ্জাদা সাগর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দাতি *বিণ* দেশের প্রান্তভাগে থাকে এমন। 'কতকগুলা বন্য জাতীয় লোক দাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্তভাগে থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দাতৃত্ব [স] *বি* দানশীলতা। 'দুষ্কর্ম দাতৃত্ব কৃপণতাদি বিষয়ে কথোপকথন হাস্য পরিহাসে অধিক রাত্রি হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

দাত্রী [স] *বি* স্ত্রী দান করে যে। 'কর্মীরা সমস্বরে দাত্রীদের জয়ধ্বনি করিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দাদ[1] [ফা] **১** *বি* প্রতিকার। 'আপনা আপন দাদ পাইবা জনে জনে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* প্রতিশোধ। 'তালাশ করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাদ তোলা [স দাদ>] *ক্রি* প্রতিশোধ নেওয়া। 'তালাশ করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাদবেদাদ [ফা] *বি* ন্যায় ও অন্যায় প্রতিকার। 'হামেসা দাদবেদাদ ফৈরীয়াদ করিয়া প্যাদা দিলেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দাদ লওয়া [স দাদ>] *ক্রি* প্রতিশোধ নেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আজকে তাহার দাদ লইবি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

দাদলেনেওয়ালা [ফা দাদ+হি লেনেওয়ালা] *বিণ* প্রতিশোধপরায়ণ। 'মুনশী সাহেব ধড়িবাজ জিদ্দী এবং দাদলেনেওয়ালা বান্দা।' *শওকত*, ১৯৪৬।

দাদ[2] [স দদ্রু] *বি* এক রকমের চর্মরোগ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দেখিতে সুন্দর বর দাদ সব গায়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দাদখাই [ফা দাদখাহ] *বি* বিচার প্রার্থনা। 'বাবুকে খুশি দেখিয়া প্রজারা দাদখাই করিতে আরম্ভ করিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দাদখানি *বি* এক রকমের চাল। 'দাদখানি চাল মসুরের ডাল।' *যোগীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দাদন [ফা] *বি* মাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে দেওয়া অগ্রিম অর্থ। 'তাতিলোককে কহিবা আইন্দা দাদনের টাকা আড়ঙ্গে পাঠাইতে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

দাদন সময় [ফা দাদন+স সময়] *বি* বায়নার সময়। 'দাদন সময়ে বাঁকীদার কহিয়া ধরিয়া কএদ রাখে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দাদনি, দাদনী [ফা দাদন>] **১** *বি* মাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে দেওয়া অগ্রিম অর্থ। 'দালাল ছাড়াইলে কুম্পানির দাদনির দফার জামিন কেহ থাকে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'সাহেবের স্থানে দাদনী লইয়া নীলের আবাদ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* কোনো চুক্তির জন্যে অগ্রিম অর্থ প্রদান। 'যে আন্দাজ নমকের দাদনি লইয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

দাদান [ফা দাদন>] *বি* মাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে দেওয়া অগ্রিম অর্থ। 'গুনাগারি ও তহ খরচা দিগর সমেত দাদানের টাকা আদায় হয়।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

দাদরা [স দর্দুর] *বি* তিন মাত্রার পর্ববিশিষ্ট ছয় মাত্রার তালবিশেষ। 'দাদরা তালের তালে তালে নাচতে নাচতে।' *নজরুল*, ১৯২২।

দাদা [হি] **১** *বি* পিতামহ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* বড়ো ভাই। 'বড় দাদা রত্নেশ্বর বড় নিদারুণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দাদাঠাকুর [হি দাদা+ঠাকুর] *বি* ভ্রাতৃস্থানীয় শ্রদ্ধাভাজন ব্রাহ্মণ। 'দাদাঠাকুর, একটু বসো তো ভাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দাদাভাই [হি দাদা+ভাই] *বি* পিতামহ। 'আমার বাইশ বছরের সুখ-দুঃখের সাথী – আমার দুলালদের দাদাভাই।' *মাহেমও*, ১৯৪৯।

দাদামশায় [হি দাদা+স মহাশয়>] *বি* মায়ের বাবা; বাবার বাবা। 'দাদামশায়ের বোকা মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দাদাশ্বশুর [হি দাদা+স শ্বশুর] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর পিতামহ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দাদান *দ্র* দাদন

দাদি, দাদী [হি দাদী] *বি* পিতামহী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাদিশাশুড়ি [হি দাদী+শাশুড়ি] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর পিতামহী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দাদীমা [হি দাদী+মা] *বি* পিতার মাতা। 'দাদীমা নানীমার তাম্বুখানার পাশে বেঢপ বোরকার ছায়া ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

দাদু [স দদ্রু] *বি* দাদ; চর্মরোগবিশেষ। 'এই হেতু পায়ে গোদ গায়ে দাদু কেশ নাহী মাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দাদুপন্থী *বি* মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ কবি সাধক ও ভক্ত দাদুর মতাবলম্বী সম্প্রদায়বিশেষ। 'রামায়েৎ লিঙ্গায়েৎ কানফাটা উর্ধ্ববাহু দাদুপন্থী অঘোরপন্থী।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

দাদুনি [ফা দাদন>] *বি* মাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে দেওয়া অগ্রিম অর্থ। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

দাদুনে [ফা দাদন>] *বিণ* দাদন বা অগ্রিম মূল্য গ্রহীতা। 'এমন সময় তাঁর চার আনা দাদুনে দরোয়ান ... পেস কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দাদুর [স দর্দুর] *বি* ব্যাঙ। 'নবজল মদে মত্ত ডাকএ দাদুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দাদুরি, দাদুরী [স দর্দুর] *বি* মাদি ব্যাঙ। 'মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী।' *শেখর*, ১৬০০; 'মশা পোক দাদুরী করএ অতি রোল।' *সুলতান*, ১৭০০।

দাদুসাহি *বি* একপ্রকার ধান। 'দাদুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।' *ভারত*, ১৭৬০।

দান [স] **১** *বি* প্রদান। 'দয়া করী কাহ্ন মোরে দেউ জীউ দান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শুল্ক; মাশুল। 'বাটেত সুজিআঁ দান করি তার আপমান তোর মোর সাধিব মান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* সম্প্রদান; বিতরণ। 'তাঁহার ইসত দানে দারিদ্র পালাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *বি* অর্পণ। 'এত বলি চর্বিত তাম্বুল কৈল দান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বি* বিয়েতে বরকে দেওয়া পণ। 'দান দিব জত শক্তি শুনিবে গজেন্দ্রমুক্তি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *বি* ধনসম্পদ। 'বাট্যা দিব রাজ্য রাজা দ্বিগুণ-পরিমাণ পুনু সুশীলা তোমারে দিব দান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৭** *বি* কন্যা সম্প্রদান। 'ইন্দ্রাণী সমান কন্যা কারে দান দিল ধন্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৮** *বি* দানশীলতা। 'সিদ্দিক সমান জ্ঞান হাতিম সমান দান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৯** *বি* প্রবল শত্রুকে বশবর্তী রাখার জন্য গ্রাম বা নগর দান; রাজনীতির প্রাচীন চার নীতির একটি। 'ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **১০** *বি* দক্ষিণা। 'ব্রাহ্মণেরা নিষ্কর্মে বসিয়া২ দান ভোজ্যাদি খান।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **১১** *বি* পালা। 'দান উল্টে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

দান-করা-টরা *ক্রি* দান বা এ ধরনের কাজ করা। 'দান করা-টরা খুব বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দানকর্তা, দানকর্ত্তা [স] *বি* দাতা। 'এই মহাব্যাপারে চাঁদায় দানকর্ত্তারদের নাম ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

দানখয়রাত [স দান+আ খয়রাত] *বি* স্বত্ব ত্যাগ করে দান। 'দানখয়রাত করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দান ঘাট [স] *বি* ঘাটের দান বা শুল্ক। 'বারেঁ বারেঁ কাহ্ন মো দধি বিকে জাওঁ সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাণ্ডাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দানছত্র [স দানসত্র] *বি* দানভাণ্ডার। 'বেটারা ভিক্ষার চাউল দিয়া আবার দানছত্র খুলিয়াছিস?' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দানছলেঁ, দানছলে *ক্রিবিণ* মাশুল সংগ্রহের ভান ক'রে। 'কদমের তলে বসী যমুনার তীরে দানছলেঁ রাখিবোঁ রাধারে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পরিহাস করে দানছলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দান জুদ্ধ [স দান-যুদ্ধ] *বি* প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যুদ্ধ। 'করিল দান জুদ্ধ ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

দান-দক্ষিণ [স দান+স দক্ষিণা] *বি* প্রয়োজনীয় অর্থ, খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য। 'দান-দক্ষিণের বেলায় দেবদত্ত আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

দানদক্ষিণা [স] *বি* নানারকম দান। 'তাহার দানদক্ষিণা-পানভোজনের অতিমাত্র লোভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দানদক্ষিনে [স দানদক্ষিণা] *বি* দান ও দক্ষিণা। 'এ তো বাঁধামন্তরের দানদক্ষিনে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দানদয়াশীলতা [স] *বি* দানাদি কর্ম ও অনুগ্রহশীলতা। 'তাঁর অসীম দানদয়াশীলতায় শরিকলাভ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দানদাক্ষিণ্য [স] *বি* টাকা-কড়ি ও অন্যান্য আনুকূল্য সম্প্রদান। 'এদের শৌখিনতার আমদরবারে দানদাক্ষিণ্য, খাসদরবারে ভোগবিলাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দানধর্ম [স] *বি* দানশীলতা ও ধর্মীয় আচরণ। 'বাতুল আতুর যথ

পালিলেন্ত অবিরত দান ধর্ম করিলা বিশেষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দান-ধ্যান [স] *বি* সম্প্রদান-অনুদানাদি। 'বাছা। দান-ধ্যান একটু কমাও।' *প্যারী*, ১৮৬০।

দান পড়া *ক্রি* কাঙ্ক্ষিত ছক ফেলা। 'হাতে তোর দান পড়ে না/ হাত খোলে না তাড়াতাড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

দানপতি [স] *বি* অতিশয় দাতা। 'উর উর ধর্মরাজ পরিপূর্ণ কর কাজ দানপতি আছে মুখ চায়্যা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দানপত্র [স] *বি* দানসংক্রান্ত দলিল। 'মরণের পূর্ব্বে তিনি এক দানপত্র লিখিয়া যান।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দান-বিক্রয় [স] *বি* দান অথবা বিক্রয়। 'তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দানবিতরণ [স] *বি* আপন স্বত্ব ত্যাগ করে টাকা-কড়ি বা বস্তু প্রদান। 'মাতব্বর প্রজারা নিজেরাই দানবিতরণের ব্যবস্থা করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দানবীর [স] *বিণ* অত্যন্ত দানশীল। 'রাজা হরিশচন্দ্র দানবীর।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

দান-মান [স] *বি* দয়া-দাক্ষিণ্য ও সম্মান। 'রাজা নানা ধনেতে সমৃদ্ধ হইয়া দান-মানাদিতে সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দান যেমন দক্ষিণাও তেমন – কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক। *সুবল*, ১৯০৬।

দানলব্ধ [স] *বিণ* কারো কাছ থেকে দান হিসেবে পাওয়া। 'চতুর্থ ক্রীত পঞ্চম দানলব্ধ।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

দান শক্তি [স] *বি* দান করার সামর্থ্য। 'দান শক্তিতে উত্তম দাতা।' *রামরাম*, ১৮০১।

দানশীল [স] *বিণ* সর্বদা দানে রত এমন। 'নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

দানশীলতা [স] *বি* দয়াধর্ম; দানের স্বভাব। 'রাজ্যাধিকারির দানশীলতায় এই ব্যাপার।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

দানশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* দানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'তিনি দানশীলা।' *গৌর*, ১৮২২।

দানশৌণ্ড [স] *বিণ* অত্যন্ত দানশীল। 'দানশৌণ্ড লোকেরা তাহাতে প্রচুর টাকা প্রদান করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দানশৌণ্ডতা [স] *বি* দানশীলতা। 'ক্রি স্কুল সুপ্রতিপালনার্থ অপূর্ব্ব দানশৌণ্ডতা প্রকাশকরত।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

দানসত্র [স] **১** *বি* দানশালা। 'তুমি তো দানসত্র খুলে বসেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* ভাণ্ডার। 'অপব্যয়ী প্রকৃতির অরক্ষিত দানসত্র।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দানসত্র খুলে বসা – অকাতরে সাহায্য করা। 'তুমি তো দানসত্র খুলে বসেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দানস্বরূপ [স] *ক্রিবিণ* দান হিসেবে। 'যাহাকে ইচ্ছা হয়, ঐগুলি দানস্বরূপ বিতরণ করেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দানসাগর [স] **১** *বি* হিন্দুদের মধ্যে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রাদ্ধকর্তার ষোলোটি দান। 'দশ পিত্তল দানসাগর করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* জাঁকজমকপূর্ণ শ্রাদ্ধবিশেষ। 'দানসাগর শ্রাদ্ধে সকল দোষই খণ্ডে যায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

দানসামগ্রী [স] *বি* দান করা জিনিসপত্র। 'দানসামগ্রী, বধূর রূপ, কন্যাপক্ষের ব্যবহার ও নজর প্রভৃতি লইয়া ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

দানাধিকার [স দান-অধিকার] *বি* দান করার অধিকার। 'তাহার দানাধিকার যদি আমাদিগকে না দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দানজাজা *বি* ঢোলক; তবলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দানব [স] *বি* অসুর; দৈত্য। 'তথির কারনে দেব দানবের কন্যা হরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দানবঅসুর [স] *বি* দৈত্য এবং অন্যান্য অপশক্তি। 'দিব্য জ্যোতির্দেহ পাবে, দানবঅসুর ডর রবে না।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

দানবত্ব [স] *বি* অসুরত্ব। 'মানব দানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইবে।' *জগদীশ*, ১৯২০।

দানবপতি [স] *বিণ* দানবশ্রেষ্ঠ। 'হে দানবপতি ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা স্বহস্তে গড়িলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দানবপুরী [স] *বি* অসুরপুরী। 'দানবপুরী যে পাতালে ... এ কথা তো হিন্দুর সর্বশাস্ত্রসম্মত।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

দানবলীলা [স] *বি* দানবের মতো কার্যকলাপ। 'তার পরেই দেখা দিল জালিয়ান-বাগে দানবলীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দানবশক্তি [স] *বি* অসুরের ন্যায় শক্তি। 'দানবশক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

দানবারি [স দানব-অরি] *বি* দানবের শত্রু; বিষ্ণু। 'দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি/ দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দানবিক [স] *বিণ* দানবসুলভ। 'দানবিক আত্মারে যে-অনির্বাণ রাবণের চিতা, ভস্মান্ত না করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

দানবিকতা [স] *বি* দানবসুলভ আচরণ। 'উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দানবী [স] *বি স্ত্রী* দানব। 'পরশে কি তোর, ইন্দ্রজালিক, শূন্যে মিলাবে দানবী অলীক?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

দানবীয় [স] *বিণ* দানবের মতো। 'এই-সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দানবীয়তা [স] *বি* দানবের আচরণ। 'চাঁদ আর অরণ্যের অবিকল দানবীয়তায়।' *জীবন*, ১৯৩০।

দানলব্ধ, দানশীল, দানসত্র *দ্র* দান

দানা[1] [স দনু>] *বি* অসুর। 'রণে ভঙ্গ দিয়া দানা পলায় সত্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দানা[2] [ফা দানহ্] **১** *বি* অন্ন। 'কে চাবে মুখের পানে কেবা দিবে দানা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ফলের রসালো বীজ। 'আনার তুড়িয়া দানা কৈল এক ঠাঁই।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* শস্য; শস্যের বীজ। *বোগল*, ১৭৭০। **৪** *বি* হারের গুটিকা। 'একছড়া দামা গলে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৫** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নবকিশোর দামা।' *সেবধি*, ১৮৪০। **৬** *বি* গোলাকার বা প্রায় গোলাকার ক্ষুদ্র বস্তু। '... হইতে সাগুদানা প্রস্তুত হইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৭** *বি* ছোলা, মটর, কলাই ইত্যাদি শস্য; দানাদার খাদ্য। 'ঘোড়াই কেবল দানা খাবে তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দানাওয়ালা [ফা দানহ্+হি ওয়ালা] *বি* ঘোড়ার খাওয়ার দানা সরবরাহকারী। 'আতরওয়ালা, তামাকওয়ালা, দানাওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনরা বাইরে বারাণ্ডায় ঘুচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দানাদার [ফা] ১ *বিণ* ঐক্যবদ্ধ। 'দানাদার নহে যত খোট্টা তাল-কাণা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* দরাজ। 'মোলায়েম অথচ অতি দানাদার গলায় তাঁর কথা আরম্ভ করলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

দানাপানি [ফা দানহ্+হি পানি] *বি* অন্নজল। 'সঙ্গে নিতে দানাপানি সংগ্রহ কর জানি।' *সুলতান*, ১৭০০।

দানা বাঁধা *ক্রি* জমাটবদ্ধ হওয়া; একত্র হওয়া। 'নানাপ্রকার সংঘাতে ক্রমে দানা বাঁধিয়া নেশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দানা মাল *বি* ছোলা, মটর, কলাই ইত্যাদি। 'ঘোড়া আনায়া এখানে ভাল ধারা দানা মাল খোরাক দিয়া ...।' *বোগল*, ১৭৭০।

দানা[৩] [স দান>] *ক্রি* দান করা। 'নূতন জীবনন্নায়ু দানিছে হতাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দানাধিকার দ্র দান

দানাবাঁধা [ফা দানহ্+স বন্ধন>] *বিণ* দানাযুক্ত। 'একটা বিশেষ কালের দানাবাঁধা সর্বসাধারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দানী [স] ১ *বি* দান বা শুল্ক-সংগ্রাহক। 'কমণ মুগধে বাটে দানী কৈলে তোকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দান করে যে; দানকারী। 'শোধ করিলে না আজও সেই পরম দানীর দেনা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

দানি [স দানী] ১ *বি* দাতা। 'বিদানে পার করিআছে কুন দানি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* চোরাই মালের রক্ষক। 'তুলাদি আমায় দানি ভাঁড়া যায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

দানিয়াল [স দান>] *বিণ* দানপরায়ণ। 'দানিয়াল গুরু তান সেখাইল পন্থ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দানীষবন্দ [ফা দানিশমন্দ] *বিণ* ধার্মিক; পুণ্যবান। 'বড়ই দানীষবন্দ কেহোনা করে দ্বন্দ্ব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দানো [স দনু>] *বি* দানব। 'দানোর মানোর পূজা করে কৃষ্ণনগে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দানোগিরগিটি [দানো+হি গিরগিট] *বি* কুমির। 'দড়ি দিয়ে ঐ দানোগিরগিটির গলায় পৌচের উপর পৌচ লাগাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দানোয়-পাওয়া *বি* দানবের দ্বারা আক্রান্ত। 'আয় রে ফিরে দানোয়-পাওয়া।' *জীবন*, ১৯২৭।

দান্ত[১] [স দন্ত] *বি* দাঁত। 'বরাহ রূপে দান্তের আগে তোলী ধরিলোঁ মহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দান্তাল [স দন্ত>] *বিণ* বড়ো দাঁতযুক্ত; দাঁতাল। 'দান্তাল সুকর ইত্যাদি বনপশু।' *রামরাম*, ১৮০১।

দান্ত[২] [স] *বিণ* ইন্দ্রিয় দমন করেছে এমন। 'শান্ত দান্ত ধর্মশীল মহাভাগ্যবান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দান্ত্যা [স দন্ত>?] *বি* প্রাচীরের উপর অবদ্ধ মজবুত কাঠ। 'পাথরের দান্ত্যা দিল হনুমান মহাবীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দাপ [স দর্প] ১ *বি* দর্প; অহংকার। 'আজি দাপ চুর করোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* তীব্রতা। 'বাপ্ বাপ্ বাপ্ একি গুমটের দাপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* দাপট। 'এখন দিন পেয়ে ধিনধিন নাচে,/ এ কীরে বাপ দাপ।' *অমৃত*, ১৯০০।

দাপট [স দর্প>] ১ *বি* তেজ। 'অশ্বের দাপট।' *মশাররফ*, ১৮৮৭। ২ *বি* অহংকার। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বি* প্রভাব। 'ওর লাফ-ঝাঁপের দাপটে সেটা আপনিই বাজতে থাকে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

দাপটানো [স দর্প>] *ক্রি* শক্তি দেখানো। 'শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'ওঠে ঝঞ্ঝা ঝাপটি দাপটি সাপটি।' *নজরুল*, ১৯২২।

দাপণ [স দর্পণ] *বি* দর্পণ। 'হাথে রে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

দাপতি [স দীপ্তি] *বি* প্রভা। 'সোলদল বিসুদ্ধ নাম বিদ্যুত দাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দাপতিবিম্বু [স দীপ্তি-বিম্ব] *বি* প্রতিবিম্ব। 'মরুমরীচি গই়ী দাপতিবিম্বু জইসা।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

দাপনা [আ] *বি* উরু। 'ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

দাপনি [স দর্পণ] *বি* আয়না। 'আসে পাসে বান্ধ্যা দিল বিচিত্র দাপনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দাপাৎ [স দর্প>] *বি* আস্ফালনকারী। 'যাঁহারা বিচার স্থলে উচ্চৈঃস্বরে আস্ফালন ও সদর্প বাক্য বিস্তার করেন, তাঁহাদের উপাধি কি জান? – দাপাৎ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দাপাদাপি [ধন্যা] ১ *বি* লম্ফঝম্প ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। 'লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* সদর্পে ও সশব্দে ছোটাছুটি। 'আবার খুব যে দাপাদাপি করিবেন সে রাস্তাও বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ *বি* মাতামাতি। 'কী যে তোলপাড় দাপাদাপি ঐ ছোট ঘরে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

দাপেয়া *ক্রি* ছটফট ক'রে। 'আরো দাপেয়া ওঠে থাকি থাকি।' *শামসুল*, ১৯৬২।

দাফিয়ে ওঠা *ক্রি* লাফিয়ে ওঠা। 'দাফিয়ে ওঠে তারই কাছে ফিরে যেতে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

দাপানো [স দর্প>] *ক্রি* আস্ফালন করা। 'অদৃষ্টের বন্ধনেতে দাপিয়া বৃথা রোষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দাপিয়ে বেড়ানো *ক্রি* জাহির করা; সদর্পে ছোটাছুটি করা। 'যেখানে সেখানে নেবে হিন্দুস্থানি বুলিতে platform-ময় দাপিয়ে বেড়ানো উচিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

দাফন [আ] *বি* মৃতদেহ কবর দেওয়া। 'মৈলেহ কেহ নাহি করিতে দাফন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দাব [স] ১ *বি* আগুন। 'পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্তবলী, দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন বসন্ত।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বিণ* উত্তপ্ত। 'দেখ নাই দাব-মরুভূমি।' *জীবন*, ১৯২৭।

দাবদগ্ধ [স] *বিণ* দাবানলে পুড়ে গেছে এমন। 'পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্তবলী, দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন বসন্ত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দাবদাহ [স] *বি* দাবানল। 'সংসারের দুঃসহ দাবদাহ ... পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দাবদাহন [স] *বি* উত্তাপ। 'যে আগুনে আমি জ্বলিয়া মরেছি, সে দাবদাহন আনি।' *জসীম*, ১৯৩০।

দাবড় [স দর্প>] *বি* আক্রমণ। 'বীরের দাবড়ে পড়ে নৃপতির দল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দাবড়ানি ১ *বি* ধমক। 'এক দাবড়ানিতে থামাইয়া দিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বি* তাড়া। 'পায়ের শিরার রক্ত বুকের কাছে উঠতে গেলেই দাবড়ানি খেয়ে ফিরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দাবড়ানো ১ *ক্রি* ধমক দিয়ে প্রতিরোধ করা। 'দাবড়ে রাখতে পারা যায় না।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* ছোটাছুটি। 'আরম্ভ হল সিংগিনীর

গর্জন আর দাবড়ানো।' *মুজতবা*, ১৯৫২। ৩ *ক্রি* ছুটানো। 'সারাটা পথ ট্যাক্সি দাবড়ে শেষে নোটখানাও উড়িয়ে দিতে পারি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

দাবড়ি *বি* ধমক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দাবনা [অ দাপনা] *বি* উরু। 'মেয়েটার দাবনা ঘেঁষে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

দাবরাব *বি* তর্জন-গর্জন। 'তার দাবরাবের সীমা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

দাবা[1] [স দর্প>] *ক্রি* প্রবাহিত হওয়া। 'সঘন জলধর বরিখে ঝরঝর প্রবল পবন দাবউ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দাবা[2] [হি দাব>] *ক্রি* চাপা। **দাবিয়া** *ক্রি* চেপে। 'বুক্কেতে দাবিয়া বইসে জমিনে ডালিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দাবা[3] [স ছি>] *বি* খেলাবিশেষ। 'দাবা, ব্যাক্‌গ্যামন কিংবা ড্রাফট খেলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দাবাখেলনেওয়ালা *বি* দাবা খোলায়াড়। 'পোঁড় দাবাখেলনেওয়ালা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

দাবাড়ু *বি* দাবা খেলায় মত্ত। 'দাবাড়ু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

দাবাড়ে *বি* দাবা খেলোয়াড়। 'দাবাড়ে দলের আপত্তি টিকল না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দাবাবোড়ে *বি* দাবা খেলার সব ঘুঁটি। 'তাহারা ... দাবাবোড়ের মতো মরিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দাবার গুলি *বি* দাবার গুটি। 'আপনি যেন দাবার গুলি, জীবন নিয়ে খেলা করছেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬০।

দাবা[4] [হি] *বি* বারান্দা; দাওয়া। 'দাবার শুইয়া কৃষাণ ঘুমায়, কৃষাণীর কাজ ভারি।' *জসীম*, ১৯২৯।

দাবাই *বি* নদীবিশেষ। 'কুবাই দাবাই ধাইল দুই ভাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দাবাগ্নি [স] *বি* বন দাহকারী আগুন। 'দাবাগ্নি আসিয়া তবে সভারে বেড়িল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দাবাড় *বি* প্রতিযোগিতামূলক দৌড়। 'দাবাড়ের গরু হালের খেতে যে জোয়াল বহিয়া মরে।' *জসীম*, ১৯৩১।

দাবাদাবি [স দর্প>] *বি* আস্ফালন। 'শেষকালে তার কুড়াল ধরিয়া করে মহা দাবাদাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

দাবানল [স] *বি* বন দহনকারী অগ্নি। 'দাবানল জিনি শ্বাস মুখে গদগদ ভাষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দাবানো [হি দাব>] ১ *ক্রি* দমন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তাহাকে দাবাইয়া দিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *ক্রি* চেপে ধরা। 'দুটি মদের বোতল দাবিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দাবা শিলি, দাবা সিলি [ফা] *বি* পটকা। 'খাজা-ফলা ঝলমলী চৌদিকে বিজুলী দাবা-শিলি পড়এ বাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আট দিকে আওবালি পড়ে বজ্র দাবা সিলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দাবাহ্ [আ দাওয়া] *বি* দাবি। 'স্বাধীন বাংলা ও স্বতন্ত্র পাকিস্তানের দাবাহ অকাট্যভাবে ঘোষিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৩।

দাবি, দাবী [ফা] ১ *বি* অধিকার। *ভবানী*, ১৮২৩; 'তাঁহারদিগের দাবির অন্দরে কি টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেন্ট।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ২ *বি* অভিযোগ। 'পুঁটের নামে জাতমারার দাবী দিয়া এক নম্বর ফোজদারী করেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ৩ *বি* আবেদন। 'অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়।' *বেগম*, ১৯৬৯।

দাবি-দাওয়া, দাবী দাওয়া [ফা দাবি+আ দাওয়া] ১ *বি* চাহিদা-আবদার। 'আমার সেইখানেতেই কল্প-লতা যেখানে মোর দাবি-দাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* অভাব-অভিযোগ। 'উভয় পক্ষেরই দাবী-দাওয়া কিছু কাটিয়া ছাটিয়া ... মীমাংসা করিয়া দেয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ৩ *বি* অধিকার ও তা আদায়ের চেষ্টা। 'শরাফতের দাবী দাওয়াটা খুব বেশী।' *এসলাম*, ১৯১৯। ৪ *বি* অধিকার। 'যে ছেলে মায়ের নয়, তার ওপর দাবি-দাওয়া কিসের?' *নজরুল*, ১৯২৭।

দাবিদার, দাবীদার [ফা] ১ *বিণ* অংশীদার। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তবেই বুঝব আমরা সমানাধিকারের দাবিদার হয়েছি।' *বেগম*, ১৯৪৭। ২ *বিণ* দাবি করে এমন। 'গায়ে পড়িয়া মুরুব্বির দাবিদার বৃটিশ ব্যালফুর ঘোষণা।' *এসলাম*, ১৯৩৭; 'এ নারী-জাগরণ বিশ্বের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভের দাবীদার।' *বেগম*, ১৯৫৪।

দাবিপত্র [ফা দাবি+স পত্র] *বি* অধিকারনামা। 'এলিস তাঁদের দাবিপত্র পেয়ে ম্যালকমকে জানালেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দাম[1] [স] ১ *বি* জমাট অবস্থা। 'পর্বত শিখরে যেন কর্ণিকার দাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* মালা। 'দোলাইও হাসি প্রিয়গলে সে দামে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বি* জলজ উদ্ভিদের জমাট গুচ্ছ। 'স্রোতে ভাসমান কচুরীপানার দাম।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দামঘাস [স] *বি* আগাছা ও তৃণাদি। 'অনেকখানি দামঘাসে ভরা।' *সওকত*, ১৯৪৬।

দাম[2] [স দ্রম্য>; তুল হি দাম] ১ *বি* মূল্য। 'তখনই দামের কথা মনে পড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* গুরুত্ব। 'যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৩ *বি* খেসারত। 'তার জন্য তাকে দাম দিতে হয়েছে বিস্তর।' *শিব*, ১৯৫০।

দাম কমা *ক্রি* মূল্য হ্রাস পাওয়া। 'তাহার দাম কমিবার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দাম-ছাঁটা *বি* দাম কমানো। 'কেউ তা কেনে না সেটা যত করে দাম-ছাঁটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দামদস্তুর [দাম+ফা দস্তুর] *বি* দর দাম। 'তাহারা জিনিসের দাম দস্তুর জানে না?' *জসীম*, ১৯৬৪।

দাম হাঁকা *ক্রি* (চড়া) দাম চাওয়া। 'তারা চড়া দাম হাঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দামড়া [স দম্য>] *বি* ছিন্নমুষ্ক গোরু; বলদ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'গাড়ি-সুদ্ধ দামড়া বলদ চমকে উঠে এসে।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

দামড়া গরু *বি* ছিন্নমুষ্ক কমবয়সী গোরু। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

দামড়ি[1] *বি* মাদি গোরু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দামড়ি[2] [স দ্রম্য>] *বি* পুরাতন পয়সার এক অষ্টমাংশ; মুদ্রাবিশেষ। 'সিকি, পয়সা, কড়ি, দামড়ি, ছেদামাটি পর্যন্ত হিসেবে ভুল হবে না।' *বিমল*, ১৯৫৩।

দামদুম [ধ্বন্যা] *বি* অবিরাম দুম শব্দ। 'গগন উপরে গোলা পড়ে দামদুম।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দামন [ফা] *বি* পোশাকের প্রান্তভাগ। 'তোমার জামার দামন আমি রত্নে পরিপূর্ণ করিব।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

দামরা [ফা দমামহ্] *বি* ঢাকজাতীয় রণবাদ্য বিশেষ। 'দামামা দামরা বাজে কাড়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দামা[১] [ফা দমামহ্] *বি* বড়ো ঢাক। 'দামা দড়মসা বাজে ব্যাঙ্গিস বাজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দামামা [ফা দমামহ্] *বি* বড়ো ঢাকবিশেষ। 'রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দামা[২] [স উদ্দাম>] *বিণ* শক্তিশালী। **দামাসিলা** *বি* যুদ্ধের অস্ত্রবিশেষ। 'দামাসিলা মারে যত প্রতি নায়ে নায়ে।' *বিজয়*, ১৭০০।

দামা[৩] [ধ্বন্যা] *বি* ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। 'রণ-বাজা বাজে ... দামা দামা দ্রিমি দ্রিমি।' *নজরুল*, ১৯২২।

দামাদামি, দামাদামী [ধ্বন্যা] *বি* উচ্চ শব্দ। 'ধাইল ঝুমঝুমি করিআ দামাদামী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বড় গোলা দামাদামি সান করনাল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দামাদ [ফা] *বি* জামাই। 'রূপ দেখে কাড়া কাড়ি ... এই বয়েষে আঠার দামাদ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দামাদ মিয়াঁ [ফা] *বি* মেয়ের জামাই। 'দামাদ মিয়াঁকে বল, সে ঘরজামাই থাকবে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দামাল [ফা] *বিণ* অতি দুরন্ত। 'দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি।' *ভারত*, ১৭৬০।

দামাস্ক [আ] *বি* দামেস্কের তৈরি বস্ত্র। 'কিৰ্ম্মিজি দামাস্ক ক্ষেণে পৈরয় বাদলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দামাস্ক ছুরিকা *বি* দামেস্কের তৈরি বিশেষ ধরনের ছুরি। 'কোষমধ্যে দামাস্ক ছুরিকা ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

দামিনী[১] [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'দামিনী মরুয়া যূলে ফুটে জাতি জুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দামিনী[২] [স] *বি* বিদ্যুৎ। 'দামিনীর হার যেন জলদের গলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দামিনি [স দামিনী] *বি* বিদ্যুৎ। 'দামিনি বেড়লি চাঁদনি বেড়ি।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

দামিনীবিলাস [স] *বি* বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল আভা। 'নীলাঞ্জন চোখের গভীরে তাচ্ছিল্যের দামিনীবিলাস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

দামিনীলতা [স] *বি* বিদ্যুচ্চমক। 'মাঝে মাঝে চঞ্চলা দামিনীলতা ক্ষণকালের জন্য রূপের লহরী দেখাইয়া ...।' *শিরাজী*, ১৯১৮।

দামী [দাম>] *বিণ* মূল্যবান। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সেই যে আমার কাছে আমি ছিলো দামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

দামুদর দ্র **দামোদর**

দামুল *বিণ* দুরন্ত। 'পায়ের নিচে দিয়ে দামুল স্রোত বয়ে যায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

দামোদর [স] ১ *বি* কৃষ্ণ। 'বোলে দামোদর সত্য বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পশ্চিমবঙ্গের একটি নদীর নাম। 'আমি দামোদরের বান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দামুদর [স দামোদর] *বি* দামোদর নদী। 'আমোদর দামুদর ধাইল দারকেশ্বর সিলাই চন্দ্রভাগা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দাম্পত্য [স] ১ *বি* স্বামী-স্ত্রী। 'রাজকুমার ও রাজকুমারী ... দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক-সংক্রান্ত। 'দাম্পত্য প্রণয় সম্বন্ধে আপনার নির্ম্মলতা ও স্বামী পুত্র লইয়া সুখে সংসার যাত্রা।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। ৩ *বি* সামঞ্জস্য। 'ছন্দের মধ্যে প্রাণ এবং পরিমিতির বিরোধ দাম্পত্যে রূপান্তরিত হয়।' *শিব*, ১৯৫০।

দাম্পত্য-কলহ [স] *বি* স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াবিবাদ। 'মাঝে মাঝে দাম্পত্য-কলহ চলতে লাগল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

দাম্পত্যজীবন [স] *বি* স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ জীবনযাত্রা। 'দাম্পত্যজীবন বড় সুখে শান্তিতে চলে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

দাম্পত্যনীতি [স] *বি* দাম্পত্য জীবনে করণীয় ও অকরণীয়। 'ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

দাম্পত্য প্রণয় [স] *বি* স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা। 'দাম্পত্য প্রণয় সম্বন্ধে আপনার নির্ম্মলতা ও স্বামী পুত্র লইয়া সুখে সংসার যাত্রা।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

দাম্পত্যপ্রেম [স] *বি* স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা। 'রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দাম্পত্যবন্ধন [স] *বি* বিবাহবন্ধন। 'রাজকুমার ও রাজকুমারী ... দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দাম্পত্যভাব [স] *বি* স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ভাব। 'এই স্থানটি পড়িয়া তাঁহার মনে দাম্পত্যভাব অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া আসিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

দাম্পত্যলীলা [স] *বি* স্বামী-স্ত্রীর যাপিত জীবন। 'দাম্পত্যলীলার সীমান্তনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

দাম্পত্যহীন [স] *বিণ* বিবাহ বন্ধনহীন। 'দাম্পত্যহীন ভালবাসার অপচয় নিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

দাম্পত্যালাপ [স দাম্পত্য+স আলাপ] *বি* স্বামী-স্ত্রীর আলাপ। 'দাম্পত্যালাপের যখন ইতি হয়।' *মানিক*, ১৯৪০।

দাম্পত্যিক [স দাম্পত্য+স ইক] *বিণ* দাম্পত্য সম্পর্কিত। 'দাম্পত্যিক উৎকণ্ঠা সবেগে উপেক্ষা করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দাম্ভিক [স] ১ *বি* অহংকারী। 'দাম্ভিকের রত্নপাত্র দিব্য জল সনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* গালিবিশেষ। 'দাম্ভিক ইত্যাদি আশীর্ব্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৩ *বিণ* গর্বিত। 'দাম্ভিক হৃদয় তোমার চরণচিহ্ন আজীবন বহিবে গৌরবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

দাম্ভিকতা [স] *বি* অহংকার। 'দাম্ভিকতার বলে অজ্ঞতা বিজ্ঞতার সিংহাসনে অধিরোহণ করতে পারে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

দায় [স] ১ *বি* প্রয়োজন। 'ভাসিয়া যায় ঘুচয়ে দায়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* দায়িত্ব। 'মোর শিরে দায় জদি হয় ডাকাচুরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* দাবি। 'দাস হেন বুলিয়া আব্দারে দায় ধরে।' *সুলতান*, ১৬৫০। ৪ *বি* বিপদ; অবাঞ্ছিত অবস্থা। 'যত দায় পড়ে আমা নিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৫ *বি* দুর্গতি। 'হায় হায় একি দায় প্রাণ যায়।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৬ *বি* দেনা। 'টাকা ফিরিয়া দিলে প্রজা লোক ঐ দায় হইতে মুক্ত পারে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৭ *বি* কঠিন ব্যাপার। 'এখানে তিষ্টানো দায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দায় কাঁদা *বি* দায়িত্ব বর্তানো। 'আমার এত দায় কাঁদেনি – গরজ পড়েনি লোককে খোশামুদি করে চিঠি দিবার।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দায়গ্রস্ত [স] ১ *বিণ* বিপদগ্রস্ত। 'অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* ঋণগ্রস্ত। 'আমি দায়গ্রস্ত আমি যেরূপে কিছু টাকা পাই তাহা করুন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৩ *বিণ* দায়বদ্ধ। 'তুমি বিবাহ করে একটু দায়গ্রস্ত হলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দায়ঝক্কি [স দায়+স ঝক্কী] *বি* ঝঞ্ঝাটপূর্ণ দায়িত্ব। 'কার মাথায় এত

দায়ঝক্কি?' *মনোজ*, ১৯৬১।

দায় ঠেকা, দায় ঠেকানো ১ *ক্রি* দায়বদ্ধ হওয়া। 'কিন্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রি* বিপদে ফেলা। 'কোন খানে কী দায় ঠেকাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দায় দফা [স দায়+আ দফা] *বি* বিপৎকাল। 'তাদের কোন দায় দফা পড়লে বাবু আড় হয়ে পড়ে আকোতের তামাম করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দায়-দেনা [স দান+আ দাইন] *বি* ধার-কর্জ। 'শেখের অনেক দায়-দেনা হইয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দায়ধারী [স] *বিণ* দায় বহন করে এমন। 'কষ্ট সহ্য করবার দায়ধারী আছি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

দায় পড়লে বাবা বলে – লোকে বিপদে পড়লে যার কাছে সাহায্য চায় তাকে বাবা বলেও ডাকে, তবে বিপদ কেটে গেলে ডাকে না। *সুবল*, ১৯০৬।

দায়বদ্ধ [স] *বিণ* কর্তব্য পালনে প্রতিজ্ঞ। 'এই মহতী সভার পরিপালন-জন্য আমরা দায়বদ্ধ, সর্ব্বাগ্রে ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

দায়বদ্ধতা [স] *বি* কর্তব্য বা বিবেকের দাবি পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা। 'কর্ম্মের দায়বদ্ধতা মনুষ্যকে মহৎ করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দায়ভাগ [স] ১ *বি* পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ। 'যে দায়ভাগ এতদ্দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত অতএব তৎসম্মত ব্যবস্থার বৈপরীত্য করা অনুচিত।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া প্রবৃত্তি। 'প্রাক্‌পুরাণিক বিকট পশুর দায়ভাগ মোর শোণিতে নাচে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দায়ভাগী [স] ১ *বিণ* দায়ভার আছে এমন। 'আশ্বাস এসেছে খুঁজে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে।' *জীবন*, ১৯৪২। ২ *বিণ* অংশীদার। 'তুমি তার দায়ভাগী কতটুকু বলো।' *সিকানদার*, ১৯৪৯।

দায়-ভোলা [স দায়+ভোলা] *বিণ* দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন। 'দায়-ভোলা মোর মন/ মন্দে-ভালোয় সাদায়-কালোয় অঙ্কিত প্রাঙ্গণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দায়মুক্তি [স] *বি* দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি। 'সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ-অধিকার ও দায়মুক্তি।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

দায়মুক্ত [স] *বিণ* অভিযোগের দায় থেকে মুক্ত। 'পালাই পালাই ব'লে রোজ প্রহর হত্যার দায়মুক্ত হতে চায়।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

দায় শাস্ত্র [স] *বি* হিন্দুদের পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিধান। 'দায়াদি শাস্ত্রে কিঞ্চিত জ্ঞান হইলে দেশের কি উপকার ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

দায়সারা [স দায়+সারা] *বিণ* নিছক দায়িত্ব হিসাবে করতে হয় এমন। 'নিজের বিড়ম্বিত জীবনটাকে অত দায়সারা করতে যাবে না সে আর।' *জীবন*, ১৯৩২।

দায়হীন [স] *বিণ* সম্বন্ধ নেই এমন। 'খেলা করে চলে যায় খেলিবার সাথি/ গিয়েছিল দায়হীন সেখানেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দায়ে ঠেকা *ক্রি* বিপদে পড়া। 'এখন বড় দায়ে ঠেকেছেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দায়ে-পড়া *বিণ* বাধ্য হয়ে করতে হয় এমন। 'এই সময়টা যদি আমার কোনো দায়ে-পড়া কাজ ঘাড়ে না থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দায়ে-বেদায়ে *ক্রিবিণ* বিপদে আপদে। 'দায়ে-বেদায়ে পাড়াপড়শিরা ছিল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

দায়ক [স] ১ *বিণ* প্রদানকারী। 'মুক্তি দায়ক করনি কৃষ্ণের চরিত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* দাম। 'দশমে হইলে মৃত্যু নাহিক দায়ক।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দায়দার *বি* খেদায় হাতি আটক করার দক্ষ লোক। 'দায়দারদের সঙ্গে তিনিও একটি পোষমানা কুনকির পিঠে চড়ে বসলেন।' *প্রমথ*, ১৯২২।

দায়ন *বি* পাল। 'দায়ন জুড়িয়া কত অজা মেষ নিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দায়মাল [আ দাঈম>] ১ *বি* যাবজ্জীবন কারাবাস। 'শুদ্ধ বাকির দায় যাবি যমালয় হবে রে কপালে দায়মাল ছাপা।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত। 'এক ডাকাতের দলে ধরা পড়ে চিরজীবনের জন্য দায়মাল হয়েছেন।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

দায়রা [আ দাইরাহ] *বি* উচ্চ ফৌজদারি আদালত। 'হাজিরা চালানি আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ করা গেল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

দায়রা সোপর্দ [আ দাইরাহ+ফা সুপুর্দ] *বি* বিচারের জন্য উচ্চ ফৌজদারি আদালতে প্রেরণ। 'হাজিরা চালানি আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ করা গেল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

দায়া [আ দাওয়া] *বি* দাবি। 'আমার কোন দায়া নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

দায়িক [আ দাওয়া>] *বি* ফরিয়াদি। 'দায়িকের নামে হইলে দায়িকেরের স্থানে খরচা হিসাব মত দেয়াইবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

দায়াধিকরণ [স] *বিণ* দায়িত্বশীল। 'সকল দায়াধিকরণ কূটসংশয়চ্ছেদক সজ্জন মানস।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দায়িক [স] ১ *বি* খাতক; ঋণগ্রহীতা। 'নাজির কিম্বা তাহার প্রস্থের লোক চিঠি দায়িকের স্থানে পহুছাইয়া তাহাকে সাক্ষাৎ আনে।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বিণ* দাতা। 'তাহারা ব্যাঙ্কে ন্যস্ত প্রত্যেক টাকার দায়িক।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ *বিণ* দায়ী। 'এই অপরাধের জন্য দায়িক করিতে পারিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দায়িতা [স দয়িতা] *বি* প্রণয়িনী। 'কতক দায়িতা করে স্কন্ধ-আলম্বন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দায়িত্ব [স] *বি* কর্তব্য। 'যদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দায়িত্বজ্ঞান [স] *বি* কর্তব্যতার সম্পর্কে সচেতনতা। 'নিতাইয়ের দায়িত্বজ্ঞান প্রসিদ্ধ।' *মানিক*, ১৯৩৬।

দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন [স] *বিণ* কর্তব্যপরায়ণ। 'এই অপকর্মের সমর্থন কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান করিয়াছে।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

দায়িত্বজ্ঞানহীন [স] *বিণ* কর্তব্যবোধহীন। 'চিরদিন কি রকম খেয়ালি, দায়িত্বজ্ঞানহীন।' *মানিক*, ১৯৩৬।

দায়িত্বজ্ঞানহীনতা [স] *বি* কর্তব্যবোধ না থাকা। 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভাবে বোবা পশুর মত।' *বেগম*, ১৯৫৩।

দায়িত্বদৃষ্টি [স] *বি* দায়িত্ববিচার করে দেখা। 'দায়িত্বদৃষ্টিকে ... সুদূরে প্রসারিত করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দায়িত্বপূর্ণ [স] *বিণ* দায়িত্বসম্পন্ন। 'পোশাক ও হাতিয়ারপাতির ধরণে বোঝা যায় ... লেফটন্যান্ট গোছের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ পাইয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দায়িত্ববন্ধন [স] *বি* কর্তব্যের বাঁধন। 'আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন

থেকে বিরাগি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দায়িত্ববিহীন [স] *বিণ* দায়িত্ব নেই এমন। 'দায়িত্ববিহীন বেসরকারি ইংরেজ-সমাজের উদ্‌বেলিত অসহিষ্ণুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দায়িত্ববিহীনতা [স] *বি* কর্তব্যভার এড়ানো। 'তোমাদের সভ্যতার প্রধান লক্ষণ দায়িত্ববিহীনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দায়িত্ববোধ [স] *বি* কর্তব্যভার সম্পর্কে অনুভূতি। 'ক্রমাগতই ভিক্ষা পেয়ে যদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দায়িত্ববোধসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* দায়িত্ববোধ আছে এমন। 'মেয়েটি প্রবীণ ... দায়িত্ববোধসম্পন্না, ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

দায়িত্ববোধহীন [স] *বিণ* দায়িত্বশীল নয় এমন। 'দায়িত্ববোধহীন লঘু বাক্যের দ্বারা কোনো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'বন্দোবস্তের প্রশ্রয়ে জমিদাররা জমির প্রতি দায়িত্ববোধহীন হয়ে ওঠে।' *শিব*, ১৯৫৬।

দায়িত্ববোধহীনতা [স] *বি* দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ না থাকা। 'দায়িত্ববোধহীনতা ও সংযমের অভাব।' *বেগম*, ১৯৪৭।

দায়িত্বভার [স] *বি* কর্তব্যভার। 'যে দায়িত্বভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দায়িত্বমূলক শাসন [স] *বি* স্বায়ত্তশাসন। 'ভারতে পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসন প্রবর্তনের বিরোধী।' *সওগাত*, ১৯৩০।

দায়িত্বশীল [স] *বিণ* দায়িত্ববান। 'সেখানে সে হবে পূর্ণ দায়িত্বশীল।' *বেগম*, ১৯৪৯।

দায়িত্বশীলতা [স] *বি* দায়িত্ব জ্ঞান। 'মুছলমানদের দায়িত্বশীলতা মানিয়া লইয়া তাহাদের সহিত সসম্মান-আচরণ করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

দায়িত্বসচেতন [স] *বিণ* দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। 'সরকারকে ... অধিকতর দায়িত্বসচেতন করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন।' *আজাদ*, ১৯৬২।

দায়িত্বসম্পন্ন [স] *বিণ* দায়িত্বশীল। 'সংবাদপত্রসমূহ অধিক যুক্তিবাদী এবং দায়িত্বসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

দায়িত্বহীন [স] *বিণ* বিচারবুদ্ধিহীন; বিবেচনাহীন। 'তাদের মুখ থেকে দায়িত্বহীন উন্মত্ত প্রলাপ শুনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দায়িত্বহীনতা [স] *বি* কর্তব্যভার এড়ানো। 'এই দায়িত্বহীনতার সাহসেই এই প্রবন্ধও সুরু করেছি।' *সবুজ*, ১৯১৭।

দায়ী [স] *বিণ* দিতে বাধ্য এমন। 'আমি তাহার দায়ী রহিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

দায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* দায়ক। 'অযোনিসম্ভবা তুমি কল্যাণদায়িনী।' *কেতকা*, ১৬৫০।

দায়ুদী *বি* ফুলবিশেষ। 'নরগিস দেখেছি, দায়ুদী কিনেছি, লিলি শুঁকেছি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

দায়ে-পড়া, দায়ে ঠেকা *দ্র* দায়

দায়ের [ফা] *বিণ* বিচারের জন্য আদালতে পেশ করা হয়েছে এমন। 'নালিশ দায়ের হইল, সমনও বাহির হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

দায়োয়ানগাজী *বি* দয়াল গাজি। 'পুনরায় পীরির গীত আরম্ভ করিলেন, যথা – দায়োয়ানগাজী ফকীর।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দার[১] [স] *বি* পত্নী। 'পুষিলে কুটুম্ব-বন্ধু-পুত্র-দার-নারী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দারপরিগ্রহ [স] *বি* বিবাহ। 'দ্বাদশ বর্ষ বেদাধ্যয়ন করিয়া অবশেষ দারপরিগ্রহ করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দারান্তর [স] *বি* অন্য স্ত্রী। 'যে স্ত্রীর স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া তদীয় গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহযোগ্য ধন দানান্তর ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দারান্তর পরিগ্রহ [স] *বি* অন্য স্ত্রী গ্রহণ। 'বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন বিরাগ হেতু যে স্ত্রীর স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

-দার[২] [ফা দারি] *অব্য* যুক্ত। 'হীরা পান্নাদার গোটা কিনারির তাজ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দারইজার্দার, দরইজার্দার *দ্র* দর[২]

দারওয়ান [ফা] *বি* পাহারাদার। 'সইস, কোচম্যান, দারওয়ান প্রভৃতি চাকর পাওয়া যায় না।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

দারকিনা *বি* ছোটো মাছবিশেষ। 'পুঁটি-দারকিনা যা-ই হাজি সাহেবের বাড়িতে পাক হইত।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দারগা [ফা দারোগাহ্] ১ *বি* তত্ত্বাবধায়ক; তদারককারী; পরিদর্শক। *ক্যালগে*, ১৭৯৬। ২ *বি* থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। 'দারগা সাহেব সে লোকটীকে যাহা করিয়া বিদায় দিতে হয় করিতেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

দারচিনি [ফা দারচীনী] *বি* দারুচিনি; মসলা বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দারমুশ [ফা দুর+আ মুশ] *বি* দুরমুশ; ইট দিয়ে নির্মাণকার্যের সময় পিটিয়ে সমতল করার জন্যে ব্যবহৃত হাতলওয়ালা মুষল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দারা [স] *বি* স্ত্রী। 'বন্ধু দারা পুত্র কেহ না যাইব সঙ্গ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দারাপত্য [স দারা-অপত্য] *বি* স্ত্রী ও সন্তান। 'অধর্ম করিআ নিত্য পোষ বন্ধু দারাপত্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দারাপুত্র [স] *বি* স্ত্রী ও পুত্র। 'আনন্দে হরিবি দিন দারাপুত্রসনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

দারাসুত [স] *বি* স্ত্রী-পুত্র। 'ভাই বন্ধু দারাসুত কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দারাজ [ফা দরাজ] ১ *বিণ* উদার। 'দারাজ তোমার দিল।' *সাধনা*, ১৯২১। ২ *বিণ* দীর্ঘ। 'হায়াত দারাজ করুন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দারাজ দস্ত [ফা] *বি* শক্তিশালী হাত। 'আর দারাজ দস্তে তেজ হাতিয়ার বোঁও বোঁও করে ঘোরে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দারাজ-দিল [ফা] *বিণ* উদার হৃদয়ের অধিকারী। 'শুকনো খর্জুর খোর্মা চিবায়ে উমর দারাজ-দিল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দারাজ দিলী [ফা] *বি* উদারহৃদয় যার। 'দারাজ দিলীর আকশানি দিল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দারাজিয়া [ফা দরাজ>] *ক্রি* প্রশস্ত ক'রে। 'ধরিল কোমরবন্ধ হাত দারাজিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দারি[১] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢাক ঢোল দারি কাসী মৃদঙ্গ দোছড়ি বাঁশী।' *সুলতান*, ১৭০০।

দারি[২] [স দার>] *বি* নারী। **দারিচুরি** *বি* নারী অপহরণ। 'দারিচুরি সুরাপান সত্বরে তেজিব।' *সুলতান*, ১৭০০।

দারিদ্র্য, দারিদ্র [স] ১ *বি* অভাব। 'তাঁহার ইসত দানে দারিদ্র পালাএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বি* দরিদ্র অবস্থা। 'দারিদ্র্যে গুণরাশি নাশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দারিদ্রগ্রস্ত [স] *বিণ* অভাবগ্রস্ত। 'অনেকগুলি লোক দারিদ্রগ্রস্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

দারিদ্রদুঃখ [স] *বি* দারিদ্র্যরূপ দুঃখ। 'অন্যমনে, দারিদ্রদুঃখ ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দারিদ্র পত্যাশে [স দারিদ্র্য-প্রত্যাশা>] *ক্রিবিণ* দারিদ্র্য প্রত্যাশায়। 'দারিদ্র্য পত্যাশে যান রাখিতে গোকুলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দারিদ্রপিষ্ট [স] *বিণ* দরিদ্রতার কষ্টে জর্জরিত। 'দারিদ্রপিষ্ট জীবনে উৎসাহ ও উদ্যম বজায় রাখবার জন্যে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

দারিদ্র্যমোচন [স] *বি* গরিবি হঠানো। 'মানব-সমাজের দারিদ্র্যমোচনের পন্থা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

দারিদ্র রাক্ষস [স] *বি* দারিদ্র্যরূপ রাক্ষস। 'সম্মুখে, দারিদ্র রাক্ষসকে দেখিয়া, ভীত হইয়া, পিতা যে এই সম্বন্ধ করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দারিদ্র্য-অন্ধকার [স] *বি* দারিদ্র্যরূপ আঁধার। 'দারিদ্র্য-অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দারিদ্র্যদুঃখ [স] *বি* দারিদ্র্যজনিত দুঃখ। 'সে আপনার দারিদ্র্যদুঃখকে প্রসারিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দারিদ্র্যপীড়িত [স] *বিণ* দারিদ্র্যে জর্জরিত। 'এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশে অনাবশ্যক ... অভ্যাস করা আহাম্মকি তো বটেই।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

দারিদ্র্যব্রত [স] *বি* দারিদ্র্যরূপ ব্রত। 'দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে দুঃখগ্রহণ করা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দারিদ্র্যযন্ত্রণা [স] *বি* অভাবজনিত দুঃখকষ্ট। 'একজন বা একশ্রেণীর মানুষের দারিদ্র্যযন্ত্রণার জন্য অন্য-একজন বা একশ্রেণীর মানুষের স্বার্থপরতা দায়ী।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

দারিদ্র্যলাঞ্ছিত [স] *বিণ* দারিদ্র্যপীড়িত। 'আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দারিদ্র্য-হরণ [স] *বি* দারিদ্র্য দূরীকরণ। 'সাধারণের দারিদ্র্য-হরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

দারিদ্র্যী [স দরিদ্র>] *বিণ* অমিতাচারী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দারী [স দারিকা] *বি* গণিকা। 'সবরো ভুজঙ্গ নইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

দারু [স] ১ *বি* বৃক্ষ। 'সম্পদ বিপদ তুমি দারু দুর্বা করহ তুমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ওষুধ। 'আমরা বাদসার জাত বাদসাই দারু, বাদসাই মতের গ্রন্থেই মাননীয়।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ৩ *বি* সুরা। 'মওতের দারু পিইলে ভাঙে না হাজার বছরি ঘুম?' *নজরুল*, ১৯২৮।

দারুকানন [স] *বি* বাগান। 'উকি মেরে দেখ্‌সে শোভা দারুকাননে।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

দারুজীবন [স] *বি* গাছের জীবন। 'ঐ সরস শ্যামল দারুজীবনের মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দারু পানি [স দারু-পানীয়>] *বি* ওষুধ পথ্য। 'দারু পানি দিতে কেহ কমি নাই করে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দারু প্রকৃতি [স] *বি* কাঠের নারীমূর্তি। 'দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দারুব্রহ্ম, দারুব্রহ্মা [স দারুব্রহ্ম] *বি* কাঠের তৈরি জগন্নাথের মূর্তি। 'আপনেই দারুব্রহ্ম রূপে নীলাচলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'দারুব্রহ্মা গোবিন্দ বন্দিলাম নীলাচলে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দারুভেদ [স] *বি* কাঠ ছেদন। 'তাহার প্রমাণ, দেখ বিদ্যমান/ ভৃঙ্গ করে দারুভেদ।।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

দারুময় [স] *বিণ* কাঠনির্মিত। 'এই দুরারোহ দারুময় সোপানশ্রেণীর পরিচিত।' *শরৎ*, ১৯২৬।

দারুমূর্তি [স] *বি* কাঠের মূর্তি। 'দারুমূর্তি দেখে সিদ্ধার্থের লেলক-এর ওপর মনে করতাম।' *শামসুর*, ১৯৭২।

দারুয়া [স দারু>] *বি* জ্বালানি কাঠ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দারুশিল্প [স] *বি* কাঠের তৈরি শিল্পকর্ম। 'প্রত্যেক পাটে অতি সূক্ষ্ম নাজুক, মোলায়েম দারুশিল্প।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দারুকা [স দারু>] ১ *বি* আটকানোর জন্য ব্যবহৃত কাঠের তৈরি হাতিয়ারবিশেষ। 'চরণে দারুকা থুইলা পাঞ্জর মাঝার।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* হাতুড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দারুকেশ্বর *বি* একটি নদীর নাম। 'কিছু দূরে দারুকেশ্বর নদী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দারুচিনি [ফা দারচীনী] *বি* মসলারূপে ব্যবহৃত বৃক্ষবিশেষের মিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত বাকল। 'লঙ্কায় দারুচিনি, মুক্তা, আবলুস কাষ্ঠ, নারিকেল তৈল, গজদন্ত প্রভৃতি পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

দারুচিনি দ্বীপ [ফা দারচীনী+স দ্বীপ] *বি* দারুচিনি গাছ জন্মায় যে দ্বীপে। 'চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর।' *জীবন*, ১৯৪২।

দারুণ [স] ১ *বিণ* তীব্র। 'অন্তরে বাঢ়এ মোর দারুণ মদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অন্যায়। 'দারুণ কর্মের ফলে তক্ষক পড়ে জালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* বিমোহিত। 'কুমারীর মুখ দেখি কএস দারুণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৪ *বিণ* ভয়ানক। 'দারুণ শমন কারে দয়া নাহি করে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৫ *বিণ* নৃশংস। 'দারুণ দুরাত্মা ব্যাধ/ প্রাণী বধে দুরাসদ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৬ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'আসাবাড়ি নাহিক দারুণ বাড়ি হাতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৭ *বিণ* প্রচণ্ড। 'নিজের দারুণ দারিদ্র সত্ত্বেও ...।' *উমর*, ১৯৬৮।

দারুণতম [স] ১ *বিণ* অতি মর্মান্তিক। 'দাম্পত্যসুখের দারুণতম অবসান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বিণ* শোচনীয়। 'ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দারুণতর [স] *বিণ* আরও ভয়াবহ। 'নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা তাদের কাছে যে মৃত্যুর চেয়ে দারুণতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দারুণতা [স] *বি* নিষ্ঠুরতা। 'শাস্তি দেওয়ার মধ্যে একটা দারুণতা অনিবার্য বলিয়াই শাস্তিটাকে ন্যায়-বিচার প্রণালীর ফিল্টারের মধ্য দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

দারুন [স দারুণ] *বিণ* দারুণ; তীব্র। 'দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে আতিশয় মোর মন হানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দারুন [স দারুণ] *বিণ* তীব্র। 'দারুন ঝড় বহে তার নাকের নিশ্বাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

দারুনি [স দারুণ] *বিণ স্ত্রী* ভয়ানক। 'বিপরিত ডাক ছাড়ে রাক্ষসি দারুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দারুণী [স দারুণা] *বিণ স্ত্রী* দয়ামায়াহীন। 'বুধি বোল দারুণী বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দারোগা [ফা] ১ *বি* পুলিশের কর্মকর্তাবিশেষ। 'দারোগা ও পেস্কার ও মৌলুবি।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'ঘাটের দারোগা বা

নমকের দারোগা।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

দারোগাগিরি [ফা] *বি* দারোগার কাজ বা চাকরি। 'একটা দারোগাগিরি টিরির চেষ্টা দেখ।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

দারোগামহল [ফা দারোগা+আ মহল] *বি* দারোগা-মণ্ডলী। 'সুতরাং দারোগামহলে একাদশ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দারোয়ান [ফা দারওয়ান] *বি* দ্বাররক্ষী। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'সঙ্গে একজন সরকার ও দারোয়ান পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দারোয়ানি [ফা দারওয়ান>] *বি* দারোয়ানের কাজ। 'দারোয়ানি করিয়া এবং বাসন ধুইয়া বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

দার্ঢ্য [স] ১ *বি* দৃঢ়তা। 'দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* স্থির। 'যদি তাঁহার কথায় দার্ঢ্য করে তথাচ সম্ভব।' *দর্পণ*, ১৮২১।

দার্শনিক [স] ১ *বি* দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ। 'অনেক কবি, দার্শনিক, এবং অন্যান্য মহাত্মাগণ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* দর্শন সম্পর্কিত। 'সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও রহস্য প্রকাশিত হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

দার্শনিকতা [স] *বি* বিশিষ্ট যৌক্তিক চিন্তা। 'আত্মসমর্পণের একটা অখণ্ডনীয় দার্শনিকতা।' *মানিক*, ১৯৩৭।

দার্শনিকত্ব [স] *বি* দার্শনিকের ভাব। 'হালিমের দার্শনিকত্বের নেশা ছুটিয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দার্শনিকপ্রবর [স] *বি* দার্শনিকশ্রেষ্ঠ। 'দার্শনিকপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে এখানকার সমালোচকেরা ...।' *শিবু*, ১৯৭৩।

দার্শনিক-সত্য [স] *বি* দার্শনিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তত্ত্ব। 'বৈজ্ঞানিক-তথ্যের বেলা যে-রকম, দার্শনিক-সত্যের বেলাও ঠিক তেমনি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

দার্শনিকাচার্য [স দার্শনিক+স আচার্য] *বিণ* দার্শনিক-গুরু। 'দার্শনিকাচার্য লোকনাথ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দাল [স দল>] *বি* ডাল। 'দালের হাঁড়িতে কাটি দিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দালি [স দল>] *বি* ডাল। 'গ্রামের যত তণ্ডুল দালি গোধুমাদি চূর্ণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দালি ভাত *বি* ডালভাত। 'সন্ধ্যার পর চেতন হইলে দালি ভাতে উদর পূর্ণ করিয়া গাঞ্জার মজা লয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দালচিনি [ফা দারচীনী] *বি* দারুচিনি; মসলাবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'লবঙ্গ দালচিনি হাঁড়ি হরেক রকম সানকী।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

দালদা ['দাদা' কোম্পানি-নামের সঙ্গে 'লিভার' কোম্পানির 'ল' যুক্ত হ'য়ে] *বি* প্রক্রিয়াজাত উদ্ভিজ্জ তেলবিশেষ। 'ঘি কিংবা দালদাই হবে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

দালনা *বি* একপ্রকার ঘণ্ট ব্যঞ্জন। 'দালনা রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দালান [ফা] ১ *বি* পাকা ঘর। 'আর যত লোক সব চৌতলা দালানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মণ্ডপের মতো পাকা ঘর। 'দালানে পূজা হইতেছে।' *রাজ*, ১৮৭৪। ৩ *বি* বারান্দা। 'আসন আনিয়া পাতিল, দালানেই পাতিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দালান কোঠা [ফা দালান+স কোষ্ঠ] *বি* ইটের তৈরি পাকা বাড়ি; ইমারত। 'কোথা রবে দালান কোঠা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দালানবাড়ি [ফা দালান+স বাটী] *বি* পাকা বাড়ি। 'মস্ত বড়ো দালান-বাড়ির উই-লাগা ওই কড়ির ফাঁকে।' *নজরুল*, ১৯২২।

দালাল [আ] ১ *বি* প্রতিনিধি। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'দালাল রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না কিন্তু দালাল ছাড়াইলে ... জামিন কেহ থাকে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* মধ্যস্বত্বভোগী। 'দুইজন দালাল আনিয়া বাবুর নিকটে নিযুক্ত করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* অর্থের বিনিময়ে অন্যের কোনো কিছু বেচা বা ক্রয়ে সহায়তাকারী ব্যক্তি। 'গঞ্জের দালাল ভেবে ডেকেছিলো তরার কুটিলা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দালালগিরি [আ দালাল+ফা গিরি] *বি* দালালের কাজ। 'সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দালালি, দালালী [আ দালাল>] ১ *বি* দালালের পারিশ্রমিক। 'আমি দালালি সওকরা ২৷৷ দুই তঙ্কা আট আনার হিসাবে পাইব।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ২ *বি* দালালের কাজ। 'মধ্যবিত্তদের জীবনে মেলার সুযোগ দৈবাৎ জুটিল ... হয়তো ব্যবসার বাজারে দালালী করতে করতে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

দালালির পন্থা [আ দালাল>+স পন্থা] *বি* কমিশন খাওয়ার ফন্দি। 'দালালির পন্থা ধরিয়া তালুক মুলুক করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দালি, দালিভাত দ্র দাল

দালিম [স দাড়িম] *বি* ডালিম ফল। 'কনিষ্ঠা দালিম নাম পাটনায় এসে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দাশরথি [স দাশরথি] *বি* রামচন্দ্র। 'বিলাপিলা বলী দশরথ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দাশরথী [স দাশরথি] *বি* রামায়ণোক্ত দশরথের পুত্র। 'তবেঁ কৈলোঁ সেতুবন্ধ আহ্মে দাশরথী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দাষ [স দাস] ১ *বি* দাস; ভৃত্য। 'গজ রাজি সারি ২ লক্ষে ২ দাষ দাষী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* বংশনাম। *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

দাষত্ব [স দাসত্ব] *বি* দাসবৃত্তি। 'কোন ২ মনস্য আইন ও দস্তুরের বেতিক্রমে ঐ দিগে দাষত্বে বিক্রী হইয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

দাষিত্য [স দাসত্ব] *বি* দাসত্ব। 'দ্রৌপদি মাগিল বর দাষিত্য মোচন কর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দাষী [স দাসী] *বি* দাসী। 'সুত কৈন্যা আনিআ দিলেক তান দাষী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দাস [স] ১ *বি* ভৃত্য। 'আজি হৈতেঁ বড়ায়ি দেব বনমালী তোহ্মার ভরিলা দাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামদাস গদাধরদাস মহাশয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* ভক্ত। 'প্রভুর অতি প্রিয় দাস ভগবান-পণ্ডিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* অধীন। 'জগতে অন্নের দাস হয়েছে সকল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দাস-অভিমান [স] *বি* দাসত্বের অহংকার। 'চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরুজ্ঞান। তথাপি আমার হয় দাস-অভিমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দাসক [স দাস>] *বি* লোককে আটক রাখে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাসখৎ, দাসখত [স দাস+আ খত] *বি* দাসত্ব স্বীকারপত্র। 'হরি দিল দাসখত লিখে।' *লালন*, ১৮৯০; 'পরের পায়ে দাসখৎ লিখে ... গর্তে জাঁকিয়ে বসে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

দাস-জাতি [স] *বি* পরাধীন জাতি; অন্যের কাজ করে এমন জাতি।

'তার পক্ষে দাস-জাতির প্রয়োজন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

দাসদাস [স দাস>] *বি* দাসের দাস। 'আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দাসদাসি [স দাসদাসী] *বি* চাকর-বাকর। 'অসংক্ষ তুরগ গজ রথ দাসদাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দাসদাসী [স] *বি* চাকর-বাকর। 'রাজা আপন কন্যাকে স্বতন্ত্র এক বাটী ও মণি, মুক্তা ও দাসদাসী যৌতুকরূপে অনেক দিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দাসদেশ [স] *বি* পরাধীন দেশ। 'চলছিল এতকাল বেসাতি/ নিরাপদে বেশ এ দাসদেশে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

দাসপ্রথা [স] *বি* দাসত্ব প্রথা। 'ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দাসবুদ্ধি [স] *বি* অনুগতবুদ্ধি। 'আধ্যাত্মিক দাসবুদ্ধির মতো সামাজিক দাসবুদ্ধিরও মূলে আছে অবিদ্যা।' *প্রমথ*, ১৯২০।

দাস-ব্যবসায় [স] *বি* দাসরূপে মানুষ কেনাবেচার ব্যবসা। 'ইংরেজরা দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দাসব্যাবসা [স দাসব্যবসায়] *বি* দাসরূপে মানুষ কেনাবেচার ব্যবসা। 'কাবুলদেশে কি দাসব্যাবসা প্রচলিত নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দাসমক্ষিকা [স] *বি* রানী মৌমাছির অনুচর মৌমাছি। 'আমি যে মউচাকের দাসমক্ষিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দাস-মহল [স দাস+আ মহল] *বি* দাসদের থাকার স্থান। 'মাদি তোরা বাঁদি-বাচ্চা দাস-মহলের খাস গোলাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দাস-মানসিকতা [স] *বি* দাসের মতো পরাধীন ও আত্মসম্মানহীন মনোভাব। 'আমাদের দাস-মানসিকতার জড় আর কোথাও নয় এইখানে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

দাসশিবির [স] *বি* দাস নির্যাতনকেন্দ্র। 'নয় আত্মহত্যা করেছেন (যেমন মায়াকোভস্কি), নয় কারাগারে, দাসশিবিরে কি গ্যাসচেম্বারে প্রাণ দিয়েছেন।' *শিব*, ১৯৫০।

দাসসন্তান [স] *বি* দাসের সন্তান। 'দ্বিতীয় উপকৃত তৃতীয় দাসসন্তান।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

দাসসুলভ [স] *বিণ* ভৃত্যসুলভ। 'দাসসুলভ নৈতিকতার (slave morality) বিদ্যাসাগর স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না।' *রমেন*, ১৯৭০।

দাসানুদাস [স দাস-অনুদাস] ১ *বি* চাকরের চাকর। 'যে চিরকাল পরাধীন পরপীড়িত দাসানুদাস ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* একান্ত অনুগতজন। 'আমি দাসানুদাস আজ্ঞাবহ ভৃত্য।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

দাসানুদাসী [স] *বি* দাসীর দাসী। 'আমি তোমার দাসানুদাসী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দাসত্ব [স] ১ *বি* গোলামি। 'স্বতন্ত্রতার সহিত দিনপাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত সৌষ্ঠবেতে দাসত্ব অপেক্ষা ভাল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* আনুগত্য। 'একেই বলে সবচেয়ে বড়ো দাসত্ব।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দাসত্ব-ক্রিয়া [স] *বি* দাসবৃত্তি। 'এপিকটীটস নামক গ্রীকজাতীয় পণ্ডিত ... দাসত্ব-ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দাসত্বজীবী [স] *বি* দাসত্বপূর্ণ জীবিকা নির্বাহ করে যে। 'দাসত্বজীবী ও পরানুকরণ প্রিয়।' *এসলাম*, ১৯১৯।

দাসত্বনিগড় [স] *বি* পরাধীনতার শৃঙ্খল। 'দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দাসত্ববন্ধন [স] *বি* অধীনতার নিয়ন্ত্রণ। 'আরণ্যকের শতলক্ষ দাসত্ববন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেবার জন্যে কবিতা মিথ্যে ভাণ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দাসত্ববৃত্তি [স] *বি* দাসবৃত্তি। 'অনার্য্যবংশীয়েরা দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দাসত্বমুক্ত [স] *বিণ* পরাধীনতা মুক্ত। 'এই খৃষ্টীয় যুবককে দাসত্বমুক্ত করিতে পারেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দাসত্বমোচন [স] *বি* দাসের কর্তব্য থেকে পরিত্রাণ। 'দাসত্ব-মোচন হইলে পর, তিনি অত্যন্ত প্রাজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দাসত্ব-লোলুপ [স] *বিণ* দাস হয়ে থাকার অভ্যস্ত। 'আলস্যপরায়ণ, দাসত্ব-লোলুপ, ... ব্যক্তিরা তাঁহার ত্যজ্যপুত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দাসত্বশৃঙ্খল [স] *বি* পরাধীনতারূপ বন্ধন। 'সে যে যথার্থই দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দাসী [স] ১ *বি* চাকরানি। 'সুত কন্যা আনিআ দিলেক তান দাসী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* স্ত্রী। 'আমি যার দাসী হব, সে কি স্ত্রীলোকের কথায় গোঁফ মুড়িয়ে বায়?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

দাসি [স দাসী] *বি* চাকরানি। 'মিথ্যা না বলিহ দেবি তোমার দাসি হব।' *মালাধর*, ১৫০০।

দাসিপুত্র, দাসীপুত্র [স, সমাসে ই-কার] *বি* দাসীপুত্র; ক্রীতদাসীর গর্ভজাত পুত্র। 'দাসিপুত্র এজিদ বসিল সিংহাসনে।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দাসীগিরি [স দাসী+ফা গিরি] ১ *বি* চাকরানির কাজ। 'গতর থাকিলে দাসীগিরি করিয়া ছেলেদের খাওয়া পরা দিতে পারব।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ২ *বি* আজ্ঞাবহের কাজ। 'তাঁদের মতে কথা সুরের দাসীগিরি করবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

দাসীত্ব [স] *বি স্ত্রী* দাসত্ব। 'তাহার দাসীত্ব করে কি হইবে বল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দাসীত্বশৃঙ্খল [স] *বি* পরাধীনতারূপ শৃঙ্খল। 'আমি দাসীত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধা।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

দাসীপনা [স দাসী>] *বি* চাকরের কাজ। 'কত শুদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

দাসীপ্রায় [স] *বিণ* দাসীর মতো। 'স্বামী স্বীয় পত্নীকে আপনার দাসীপ্রায় গণ্য করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

দাসীবাঁদি, দাসীবাঁদী [স দাসী+ফা বান্দী] *বি স্ত্রী* চাকরানি। 'দাসীবাঁদিরা যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'এই দাসীবাঁদী পোড়ামুখির ঘাড়েই এঁটে থাকবে জোঁকের মতো।' *মনোজ*, ১৯৬১।

দাসী বান্দী [স দাসী+ফা বান্দী] *বি স্ত্রী* চাকরানি। 'অন্দরবাড়ির অসুখ-বিসুখে ... দাসী বান্দী পাঠাইতেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দাসীবিত্তি [স দাসীবৃত্তি] *বি স্ত্রী* দাসির কাজ। 'বিটি সেখানে দাসীবিত্তি করে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

দাসীবৃত্তি [স] ১ *বি স্ত্রী* দাসত্ব। 'অন্ধকারে থাকিয়া পুরুষের দাসীবৃত্তি করিবেক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩। ২ *বি* চাকরানির কাজ। 'দাসী বৃত্তি করে কাল কাটান ভাল ... এ দেশে বিধবা হওয়া ভাল নয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দাসীশালা [স] *বি* দাসীদের থাকার স্থান। 'দাসীশালা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যই অপেক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

দাস্ত [ফা] *বি* পাতলা মল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দাস্তানা [ফা] *বি* হাতের মোজা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দাস্য [স] **১** *বিণ* দাসসুলভ। 'অহর্নিশ দাস্যভাবে যে করে প্রার্থন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* গোলামি। *দর্পণ*, ১৮২৩; 'ছাড়ব সুখের দাস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

দাস্যকর্ম [স] *বি* দাসের কর্ম; দাসবৃত্তি। 'গগনবিদারিণী বিদ্যুল্লতা মানব জাতির দাস্যকর্মে নিযুক্ত হইয়া একশত যোজনের সংবাদ এক নিমিষে আনয়ন করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

দাস্যপ্রেম [স] *বি* দাস-মনোভাব। 'চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইল পাগল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দাস্যবৃত্তি [স] **১** *বি* দাসীর কাজ। 'স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে।' *রামমোহন*, ১৮১৯। **২** *বি* দাসত্ব। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুচাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দাস্যভাব [স] *বি* দাস মনোবৃত্তি। 'গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দাস্যাদি [স দাস্য+স আদি] *বি* গোলামি প্রভৃতি। 'কোন নগরস্থা বয়স্থা বেশ্যার বশ্যা হইয়া তাহারি দাস্যাদি কর্ম্মে কুমারী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দাহ[1] [স দান] *বি* দান। 'তণই কাহ্ন আক্ষে তলি দাহ দেহুঁ।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

দাহ[2] [স] *বি* জ্বলন। **দাহ করা ১** *ক্রি* পোড়ানো। 'সর্ব্ব লোম দাহ কর অনল জ্বালিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* জ্বালিয়ে দেওয়া। 'আমি দাবানল-দাহ দাহন করিব বিশ্ব।' *নজরুল*, ১৯২২।

দাহকর্ম, দাহকর্ম্ম [স] *বি* মৃতদেহ পোড়ানোর কাজ। '...টা না পড়িলে দাহকর্ম্ম হইবেক না।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

দাহকার্য [স] *বি* মৃতদেহ পোড়ানোর কাজ। 'দাহকার্য সমাধা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দাহক্রিয়া [স] *বি* শবদাহ। 'তদীয় মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া, যথাবিধি দাহক্রিয়া করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দাহগন্ধ [স] *বি* পোড়া ঘ্রাণ। 'শরীরে আমার আজও লাগেনিকো দাহগন্ধ।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

দাহজ্বরাগ্রস্ত [স] *বিণ* দেহের তাপ ও জ্বালা বাড়ে এমন জ্বরে আক্রান্ত। 'দাহজ্বরাগ্রস্ত মানুষ যেমন স্নেহস্পর্শ অনুভব করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দাহ-নিবৃত্তি [স] *বি* আগুন নেভানো। 'ঐ একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ-নিবৃত্তি করিবার জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দাহরেখা [স] *বি* ক্ষতচিহ্ন। 'কোথাও তার দাহরেখা রইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দাহহর [স] *বিণ* জ্বালা দূর করে এমন। 'স্বভাবে সারক বাত-পিত্ত-দাহহর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দাহহারা [স দাহ+হারা] *বিণ* যন্ত্রণা হরণ করে এমন। 'দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল ... দুঃখ দাহহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দাহহীন [স] *বিণ* দহনশক্তিহীন। 'ভিতর থেকে দাহহীন চির-অগ্নি সঞ্চয় করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দাহা [স দাহ>] *ক্রি* দহন করা। 'ঐসন করম মোর সেহও দূর গেল/ কএল দবানলে দাহে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দাহা[2] *বি* ছায়াপথ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দাহন [স] *বিণ* দগ্ধ। 'আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।' *নজরুল*, ১৯২২।

দাহনতত্ত্ব [স] *বি* মৃতদেহ দাহ করার বিষয়। 'দাহনতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর কিছু অভিজ্ঞতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দাহনবেলা [স] *বি* যন্ত্রণাদগ্ধ কাল। 'নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

দাহনযূপ [স] *বি* যে খুঁটিতে বেঁধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারা হয়। 'কখনও দাহনযূপ স্থাপন করা হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

দাহনা [স দহন>] *বি স্ত্রী* দহন। 'লুপ্ত করিছে সূর্যচন্দ্রে বিশ্বব্যাপিনী দাহনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দাহনি [স দহন>] *বি* জ্বলুনি। 'আপনমনে আগুনখেলা/ পরানমন দাহনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

দাহিকা [স] *বি স্ত্রী* দহনকারী। 'জগো খাণ্ডবদাহন ভীমা দাহিকা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দাহিকাশক্তি [স] *বি* পোড়ানোর ক্ষমতা। 'দাহিকাশক্তি বহ্নি ব্যতিরেকে কখন থাকেন না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দহনকারিণী। 'জনম তাপিনী ধনি বিরহ দাহিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দাহী *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রবিদাস দাহা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

দাহিণ [স দক্ষিণ] *বি* ডান। 'সাক্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।' *চর্যা* ৫, ১২০০।

দাহেরা [আ দা'ইরাহ্] *বি* দায়রা; বিচারক। 'দাহেরা হয় কত জনা সে মানে না শরার কাজি।' *লালন*, ১৮৯০।

দাহ্য [স] *বিণ* সহজেই জ্বলে ওঠে এমন। 'মন এমন একপ্রকার দাহ্য পদার্থ যে, ঠিক যেখানে প্রণয়স্ফুলিঙ্গ পড়িল ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দাহ্যপদার্থ [স] *বি* সহজে পোড়ানো যায় এমন পদার্থ। 'নানা প্রকার দাহ্যপদার্থ নিহিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

দাহ্যবস্তু [স] *বি* দহনযোগ্য বস্তু। 'দাহ্যবস্তু ঐ অগ্নির প্রভাবে ... বিলোড়িত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

দাহ্যমান [স] *বিণ* জ্বলছে এমন। 'সূর্য্য দাহ্যমান পদার্থ হইলে ... দগ্ধ হইয়া যাইতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দি, দিআ, দিআর, দিইহি *দ্র* দেওয়া

দিআঁ *অব্য* দিয়ে। 'চারি বাসে গড়িল রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

দিউটি [স দীপবর্তিকা] *বি* মশাল। 'রসুলক মধ্যে করি ফিরিস্তা দিউটি ধরি।' *সুলতান*, ১৭০০।

দিউড়ি [স দীপবর্তিকা] *বি* মশাল। 'সমুখে দিউড়ি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দিএ *অব্য* দ্বারা। 'ময়ূরভট্টের কথা মন দিএ শুন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দিওয়া *দ্র* দেওয়া

দিওয়ান [ফা] *বি* কবিতা সংকলন। 'শিরাজ-বুলবুল-এর দিওয়ান পাশে থুয়ে।' *নজরুল*, ১৯২২।

দিওয়ানখানা [ফা] *বি* সভামণ্ডপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দিওয়ানা [ফা] *বিণ* উন্মাদ। 'দিকভোলা দিওয়ানা বৈরাগী।' *জীবন*, ১৯২৭।

দিঠী [স দৃষ্টি] *বি* দৃষ্টি। 'কি ভুরুভঙ্গিমা দিঠী সুরঙ্গিমা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দিক[১] [স দিশ্] ১ *বি* দশ দিকের যে কোনো একটি। 'তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* দৈর্ঘ্য। 'দিক মাপি পঞ্চহাত পরিসর পোয়াসাত ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দিকচক্রবর্তী [স] *বি* সমস্ত দিকের অধিপতি। 'সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিকচক্রবর্তী হইয়া বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দিকচক্রবাল, দিক্‌চক্রবাল [স] *বি* দিগন্ত। 'দিক্‌চক্রবাল ভয়ংকর শূন্য হেরি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'দিকচক্রবাল রেখারও ওপারে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দিকচক্ররেখা [স] *বি* দিগন্ত রেখা। 'দিকচক্ররেখা ধরি কেঁদে কেঁদে চলি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

দিকচক্রসীমা, দিক্‌চক্রসীমা [স] *বি* দিগন্তের সীমানা। 'জীবনের দিক্‌চক্রসীমা/ লভিয়াছে অপূর্ব মহিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দিকচিহ্ন [স] *বি* দিক নির্দেশক নিশানা। 'একটা দিকচিহ্ন দূর হইতে আন্দাজ ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দিকচিহ্নহীন [স] ১ *বিণ* গভীর। 'এই দিকচিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে।' শরৎ, ১৯১৭। ২ *বিণ* দিক বোঝা যায় না এমন। 'দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের বুকে তাহার নৌকা পরিচালনা দেখিয়াই।' *মানিক*, ১৯৩৬।

দিক-জ্ঞান, দিক্‌-জ্ঞান [স] *বি* দিকসমূহের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান। 'জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন তিনি, তাইতো আছে দিক্‌-জ্ঞান।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

দিকজ্ঞাপক [স] *বিণ* দিক প্রকাশ করে এমন। 'এই পরিচিত দিকজ্ঞাপক দৃশ্যটি আজ তিন মাস দেখি নাই।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দিকদর্শনশলাকা [স] *বি* দিক নির্দেশকারী শলাকা। 'দিকদর্শনশলাকা লইয়া আমরা মহাসমুদ্রে যাত্রা করিয়াছি।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

দিকদিগন্ত, দিক্‌দিগন্ত [স] *বি* চার দিক; সমস্ত দিক। 'করিয়ে খণ্ড দিক দিগন্ত ঘোর দম্ভ ভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'যত দূর হেরি দিক্‌দিগন্তে তুমি আমি একাকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দিকদিগন্তর [স দিক্‌-দিগন্তর] *বি* সর্বত্র। 'দিকদিগন্তরে যাএ পুষ্পের সুগন্ধ।' *সুলতান*, ১৭০০।

দিকদিশা [স] *বি* দিকের চিহ্ন। 'দিকদিশাহীন তৃণভূমি।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

দিক-দেবী [স] *বি* দিকের অধিষ্ঠাত্রী কল্পিত দেবী। 'বনদেবীগণ ধীরে দিক-দেবীদের বন্দিল চরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

দিকধর্ম [স দিক্‌-ধর্ম] *বি* ধর্মপথের দিশা। 'সকল দিকধর্ম আমার বোষ্টমী।' *লালন*, ১৮৯০।

দিকনিরূপক [স] *বিণ* দিক নির্ণায়ক। 'বিশাল আলোয় দিকনিরূপক সূর্য আসে নিজে।' *জীবন*, ১৯৪০।

দিকনির্ণয়, দিক্‌নির্ণয় [স] *বি* দিক স্থিরীকরণ। 'দিক্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া ... উপস্থিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দিকনির্দেশক [স] *বিণ* দিকনির্দেশকারী। 'একটা করে দিকনির্দেশক খুঁটি পুঁতে দেয়।' *পাশা*, ১৯৭১।

দিকপতি [স দিক্‌-পতি] *বি* হিন্দুমতে দিকসমূহের অধিপতি বা দেবতা। 'দিবারাত্রি দণ্ডমান দিগ্‌গজ দিকপতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দিকপানে *ক্রিবিণ* দিকের প্রতি। 'চারি দিক-পানে পুনঃ না করিয়া দৃষ্টি ধীরে চলি যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

দিকপাল, দিক্‌পাল [স দিক্‌-পাল] ১ *বি* হিন্দুমতে দশ দিকের দেবতা। 'তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'তত্তৎ বিষয়ে শিক্ষিত হইলে এক এক দিক্‌পাল স্বরূপ হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তি। 'বেঁচে থাকিলে দিক্‌পাল হইবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দিকপ্রসারী, দিক্‌প্রসারী [স] *বিণ* চতুর্দিক জুড়ে বিস্তৃত। 'সেই অনন্ত দিক্‌প্রসারী আলোকপরম্পরা নব নব বেশে ... ধাবিত হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

দিকপ্লাবী [স] *বিণ* চতুর্দিক প্লাবিত করছে এমন। 'পর্বতবন্ধনমুক্ত দিকপ্লাবী অন্তহীন স্নেহ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

দিকবধূ, দিক্‌বধূ [স দিক্‌+বধূ] ১ *বি* আকাশের নানা দিকে অবস্থিত কাল্পনিক নারী। 'চারি দিকে দিক-বধূ আকুল নয়নজলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'দশ দিক্‌বধূ খুলি কেশজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* দিগন্ত। 'বৃষ্টিধারা দিক-বধূদের অবগুণ্ঠন রচনা করে দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দিকবলয়, দিক্‌বলয় [স] *বি* যেখানে আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে মিশেছে বলে মনে হয়; দিগন্ত। 'দূর পশ্চিমে এখনও হাসিছে দিক্‌বলয়ের মালা।' *জসীম*, ১৯৩০।

দিকবসন, দিক্‌বসন [স] *বি* দিগম্বর অবস্থা। 'বিভূতিভূষিত শুভ্র দেহ নাচিছ দিক্‌বসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

দিকবালা [স] *বি* দিকরূপ রমণী। 'ঘুমায় দিক্‌বালারা সবে – ঘুমায় জগৎ যত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

দিকবালিকা, দিক্‌বালিকা [স] *বি* দিকরূপে কল্পিত বালিকা। 'আনমনা যেন দিক্‌বালিকার ভাসানো ভেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

দিক-বাস [স] *বি* উন্মুক্ত চারিদিক। 'ফাগ লাগে ঐ দিক-বাসে গো দিগবালিকার পীতবাসে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

দিকবিদিক, দিক্‌বিদিক [স] ১ *বিণ* হিতাহিত। 'দিক্‌বিদিক জ্ঞান নাহি রাত্রি-দিবসে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ভালো-মন্দ। 'এখন দিক্‌-বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ৩ *বি* সব দিক। 'এইভাবে যখন সমস্ত অরণ্যটা ছড়িয়ে রইল দিকবিদিকে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

দিকভোলা [স দিক+ভোলা] *বিণ* দিক ভুলেছে এমন। 'দিকভোলা দিওয়ানা বৈরাগী।' *জীবন*, ১৯২৭।

দিকভ্রম, দিক্‌ভ্রম [স দিক-ভ্রম] *বি* দিক নির্ণয়ে ভুল। 'তাঁহার দিক্‌ভ্রম জন্মিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'পথের মধ্যে দিকভ্রম হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দিকভ্রষ্ট [স] *বিণ* পথ ভুল করেছে এমন। 'দিকভ্রষ্ট হয় না।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

দিকভ্রান্ত, দিক্‌ভ্রান্ত [স] ১ *বিণ* দিশাহারা। 'ওগো দিক্‌ভ্রান্ত পান্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* দিক ভুল করেছে এমন। 'দিকভ্রান্ত – দরদী, – উন্মন।' *জীবন*, ১৯২৭।

দিকভ্রান্তি, দিক্‌ভ্রান্তি [স] *বি* দিগ্‌ভ্রষ্টতা। 'মত্ততায় দিক্‌ভ্রান্তি, প্রাণের

মঞ্জরী ... অস্বীকার করে পৃথিবীরে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

দিকমান [স] *বিণ* দিক নির্ধারণী। 'স্থির হয়ে থাকে দিকমান যন্ত্রের কাঁটায়, ইঞ্জিনের বিচিত্র যন্ত্রবিন্যাসে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দিকলক্ষ্মী [স] *বি স্ত্রী* দিকের কল্পিত অধিদেবতা। 'দিকলক্ষ্মী গাহিল না জয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দিক-ললনা [স] *বি* দিগঙ্গনা। 'ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়বিভলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

দিক-শলাকা [স] *বি* দিক নির্ণয়কারী শলাকা। 'ভগ্ন দিক-শলাকা লইয়া পাহাড় লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

দিকশূল, দিক্‌শূল [স] *বি* (হিন্দু জ্যোতিষ) বিশেষ দিনে বিশেষ দিকে যাত্রা অশুভ, এমন ধারণা। 'স্রোত প্রতিকূল; চীনে দিক্‌শূল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

দিকসীমা [স দিক্‌-সীমা] *বি* দিগন্ত। 'দিকসীমা পর্যন্ত মাঠ ধূধূ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দিকহস্তি, দিক্‌হস্তি [স] *বি* হিন্দুমতে আট দিকের রক্ষক বলে কল্পিত ঐরাবতসহ আট হাতি। 'সহসা আকাশপথে দিকহস্তিদের মতো ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

দিকহারা, দিক্‌হারা [স দিক্‌-হারা] **১** *বিণ* দিগ্‌ভ্রান্ত; দিশাহারা। 'ঘরছাড়া দিক্‌হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বিণ* দিক হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'তার পরে দিকহারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* দিগন্ত বিস্তৃত; দিগন্তে মিলিত। 'আকাশ যাহার বনের শীর্ষে দিকহারা মাঠ চরণ ঘেসে।' *জসীম*, ১৯৩১।

দিক-হারানো [স দিক্‌-হারা>] *বিণ* দিক হারিয়ে ফেলেছে এমন; উদ্‌ভ্রান্ত। 'আমার চোখে দিক-হারানো চাহনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দিকে দিকে *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'যত সৌন্দর্য যত শক্তি ... দিকে দিকে উন্মীলিত হইয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দিকে দিগন্তরে *ক্রিবিণ* একদিক থেকে অন্যদিকে। 'ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দিক[2] [আ দিক্‌] **১** *বি* জ্বালাতন। 'সব জিনিস লইয়াছ – আর কেন দিক কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বি* ঝামেলা। 'দিক করো না বাপু।' *জীবন*, ১৯৪৮। *দ্র* দিগ[2]

দিকদার [আ দিক্‌>+ফা দার] *বিণ* চরম হতাশায় মুহ্যমান। 'যারা ছিল দুর্দম আজ তারা দিকদার।' *নজরুল*, ১৯২২।

দিকদারি, দিকদারী [আ দিক্‌>+ফা দার>] **১** *বি* বিরক্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমার নেইক দর্জ্জি, নেই কোনো দিকদারী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। **২** *বি* জ্বালাতন। 'চৌধুরী বাড়ির কাজে লানত। দিক্‌দারি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দিকে দিকে *দ্র* দিক[1]

দিক্রি [হি ডিক্রি] *বি* আদালতের নির্দেশ। 'তাহাকে দিক্রির সাক্ষির খরচ দেয়া পর্যন্ত কারাগারে রাখিবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

দিগ [স দিক্‌] **১** *বি* পাশ। 'দুই দিগে বন বাড়ি পথ আৎসাদিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* দিক। 'চলে দশ দিগ দলি।' *মুরারি*, ১৫৭০।

দিগে *ক্রিবিণ* দিকে। 'চাহিতে সখীর দিগে লজ্জা বাসে অতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দিগ্‌ [স] *বি* দিক। *দ্র* দিক[1]

দিগ্‌কাওস [স দিক+আ কাওস] *বি* দিক্‌চক্রবাল; দিগ্বলয়। 'দূরে বহু দূরে বন্দর গেছে মিশে/ দিগ্‌কাওসের কোলে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

দিগ্‌গজ [স] **১** *বি* কল্পিত দিক-রক্ষক হাতি। 'দিবারাত্রি দণ্ডমান দিগ্‌গজ দিক্‌পতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* মস্ত বড়ো। 'অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দিগ্‌গজ পণ্ডিত [স] *বি* মহাপণ্ডিত। 'জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

দিগ্‌দরশন, দিগদরশন [স] *বি* সংকেত নির্দেশ। 'উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যে কিছু কহিল দিগদরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দিগ্‌দর্শন, দিগ্দর্শন [স] *বি* দিক নির্ণয়ের যন্ত্র; কম্পাস। 'দিগ্দর্শন নামে একযন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দিগ্‌দর্শি [স দিগ্‌দর্শী] *বিণ* কোনো বিষয়ের ইঙ্গিত দান করে এমন; পণ্ডিত। 'দিগ্‌দর্শি লোকদ্বারা নিজ২ পত্র সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

দিগ্‌দাহ [স] *বি* দিগন্ত জুড়ে দহন। 'অকস্মাৎ একটা প্রলয় দিগ্‌দাহ উপস্থিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দিগ্‌দিগন্ত [স দিক্‌-দিগন্ত] *বি* সর্বদিক। 'করিয়ে খণ্ড দিগ্‌দিগন্ত ঘোর দন্ত ছুঁয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দিগ্‌দিগন্তর [স দিক্‌-দিগন্তর] *বি* নানা দিক। 'ঘোষণা পড়িল গিয়া দিগ্‌দিগন্তর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দিগ্‌দেশ, দিগ্দেশ [স] *বি* স্থান। 'নানা দিগ্দেশ হইতে নানাপ্রকার পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

দিগ্‌দেশীয়, দিগ্দেশীয় [স] *বিণ* অঞ্চলের। 'এই কর্ম্মেতে নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

দিগ্‌পাল [স দিকপাল] *বি* দিকপাল। 'ইন্দ্র চন্দ্র যম আদি তুমি দিগ্‌পাল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দিগ্‌বধূ [স] *বি* আকাশে অবস্থিত দিকসমূহের অধিষ্ঠাত্রী কাল্পনিক নারী। 'অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্‌বধূর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দিগ্‌বন্দনা [স] *বি* উত্তর দক্ষিণ ইত্যাদি দশ দিক বন্দনা। 'দিগ্‌বন্দনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দিগ্‌বলয়, দিগ্বলয় [স দিগ্‌বলয়] *বি* দিগন্ত। 'গাহিছে প্রণত দিগ্‌বলয়।' *নজরুল*, ১৯২২; 'দিগ্‌বলয়ের ইঙ্গিতলীন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'দূর বনলীন দিগ্বলয় তেমনই সুন্দর।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দিগ্‌বলয়লীন [স] *বিণ* দিগন্তে মিশে গেছে এমন। 'দিগ্‌বলয়লীন ধূসর শৈলশ্রেণী।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দিগ্‌বসন [স দিগ্‌বসন] *বিণ* উলঙ্গ; দিগম্বর। 'দিগবসন পর্যন্ত হইতে রাজি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দিগ্‌বসনা, দিগ্বসনা [স] **১** *বি* উলঙ্গিনী (হিন্দুদেবী কালী)। 'নেচে চলো উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বিণ স্ত্রী* নগ্ন। 'সে নিজে তখনও দিগ্বসনা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দিগ্‌বাজি [স ডিঙ্‌+ফা বাজী] *বি* মাথা নীচে রেখে উল্টে পড়া। 'শুশুকগুলো থেকে থেকে থামকা জলের উপরে শুব করে দিগ্‌বাজি খেলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দিগ্‌বারণ, দিগ্বারণ [স] *বি* দিগ্‌গজ; দিগ্‌হস্তী। 'শুনি সে ভৈরবারব

দিগ্বারণ যত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দিগ্‌বালিকা [স] *বি* আকাশের নানাদিকে অবস্থিত কাল্পনিক নারী। 'কাপ লাগে ঐ দিক-বাসে গো দিগবালিকার পীতবাসে।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'দেখতে এল দিগ্‌বালিকা সাদা মেঘের রথে ওই।' *নজরুল*, ১৯৩২।

দিগ্‌বাস [স] *বিণ* দিগম্বর। 'ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইলা দিগ্‌বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৪০।

দিগ্‌বাহী [স দিক্‌-বাহী] *বিণ* দিকে দিকে বয় এমন। 'চৈতন্যের বিবিধ দিগ্‌বাহী স্রোতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

দিগ্‌বিজয়, দিগ্বিজয় [স] *বি* যুদ্ধ করে বিভিন্ন দেশ জয়। 'দিগ্‌বিজয় কৈল নানা অস্ত্র ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিগ্‌বিজয়ী, দিগ্বিজয়ী [স] **১** *বিণ* সমস্ত দিক জয়কারী; দিগ্বিজয়কারী। 'তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর-পরিণয় তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বিখ্যাত; সবার কাছে সমাদৃত। 'তর্কবাচস্পতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

দিগ্‌বিদিক, দিগ-বিদিক, দিগ্‌বিদিগ, দিগ্‌বিদিগ্‌, দিগ্বিদিক [স] **১** *বিণ* ভালো-মন্দ। 'দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রিদিন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* হিতাহিত। 'মকদ্দমা করিতে গেলে প্রায় লোকের দিগ্‌বিদিগ জ্ঞান থাকে না।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'কে জানে কোথায় দিগ্‌বিদিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বি* দিকচিহ্ন। 'কূল নাহি, দিগ্‌বিদিক নাহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৪** *ক্রিবিণ* চারদিক। 'দিগ্‌বিদিক বৃষ্টিবারিধারে ভেসে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

দিগ্‌বিদিগশূন্য, দিগ্বিদিকশূন্য [স] *বিণ* হিতাহিত জ্ঞান নেই এমন। 'আমি তখন দিগ্বিদিকশূন্য।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দিগ্‌বিদিগজ্ঞানশূন্য, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য [স] *বিণ* দিশেহারা। 'পবন যেন ... দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া স্বসাধ্যমত মহা বল প্রকাশে প্রলয়ঝড় উপস্থিত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

দিগ্‌বিদিগজ্ঞানশূন্যা, দিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* বাহ্যজ্ঞানশূন্য। 'সংবাদ লইবার জন্য দিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্যা হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দিগ্‌ভ্রষ্ট [স দিগ্‌ভ্রষ্ট] *বিণ* দিকহারা। 'দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে আবার আপনা থেকেই সোজা হয়ে পড়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

দিগ্‌ভ্রান্ত [স দিগ্‌ভ্রান্ত] **১** *বি* দিশেহারা ব্যক্তি। 'এসো দিগ্‌ভ্রান্ত টলমল হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। **২** *বিণ* দিশেহারা। 'দিগ্‌ভ্রান্ত জাতিকেই আজ পথের সন্ধান দিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

দিগ[২] [আ দিক্] *বি* ঝামেলা; উৎপাত। *দ্র* **দিক**[২]

দগদড়ি [আ দিক্+ফা দার>] *বি* বিরক্তি। 'আমি আজই দিগদড়ি দিয়ে ছেড়ে দিতে রাজি আছি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দিগদার [আ দিক্+ফা দার] *বিণ* অসন্তুষ্ট। 'মেলামেশার মানুষ গেল,/ বাবা তো দিগদার।' *অন্নদা*, ১৯৪৪।

দিগদারি [আ দিক্+ফা দারি] *বি* জ্বালাতন। 'ঐ ছেমরিটারে বহুত দিগদারি করতাছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

দিগধিড়িঙ্গে [আ দিক্+ধিরিঙ্গে] *বিণ* বিশালাকার। 'দিগধিড়িঙ্গে লাউডস্পিকার ঝুলিয়ে যা চেল্লাচেল্লি আরম্ভ হয় ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

দিগবাজি [আ দিক্+ফা বাজী] *বি* সুবিধাজনকভাবে নিজের মত সম্পূর্ণ বদলে ফেলা। 'কর্মতরঙ্গের মধ্যে দিগবাজি খেলে বেড়াই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

দিগঙ্গন [স] *ক্রিবিণ* চারদিকে। 'সমীর চঞ্চল দিগঙ্গনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দিগঙ্গনা [স] *বি স্ত্রী* আকাশের বিভিন্ন দিকরূপী কাল্পনিক নারী। 'দিগঙ্গনার অঙ্গনে আজ বাজল যে তাই শঙ্খ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দিগঞ্চল [স] **১** *বি* দিগন্ত। 'পূর্ব দিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **২** *বি* দিগ্‌দিগন্ত। 'রৌদ্রহর মেঘে মেঘে ঝঞ্ঝাকালো করো দিগঞ্চল।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

দিগন্ত [স] **১** *বি* দিকের শেষ প্রান্ত। 'ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **২** *বি* পাশ। 'তার উত্তর দিগন্তে নেই চুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দিগন্ত-অঙ্গন [স] *বি* দিগন্ত সীমা। 'তার পরে যাও যদি যেয়ো চলি, দিগন্ত-অঙ্গন হয়ে যাবে স্থির।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

দিগন্ত-আকাশ [স] *বি* দিগন্তের কাছাকাছি আকাশ। 'জীবনের দিগন্ত-আকাশে যত ছিল সূক্ষ্ম ধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দিগন্তকাঁপা [স দিগন্ত+কাঁপা] *বিণ* দিগন্তকে কাঁপিয়ে তোলে এমন। 'দিগন্তকাঁপা রোদের সাড়ায়।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

দিগন্তগ্রাসী [স] *বিণ* দিগন্ত গ্রাস করেছে এমন। 'আমরা দিগন্তগ্রাসী তামসিকতার মাঝখানে আলোকনিষ্ঠ প্রদীপের মতো জ্বলবো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

দিগন্ত-চমক-দেওয়া *বিণ* দিগন্তকে চমক দেয় এমন। 'দিগন্ত-চমক-দেওয়া সূর্যাস্তের রশ্মি জ্বলোজ্বলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দিগন্তজোড়া *বিণ* দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। 'তার দিগন্তজোড়া চোখের পাতায় যোগমায়ার অঞ্জন শ্বেতাভ হয়ে আসছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

দিগন্তদখিনা [স দিগন্ত+স দক্ষিণ>] *বি* দক্ষিণ দিক। 'নিখাত পাতালছায়া ভরে দেয় দিগন্তদখিনা।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

দিগন্ত-পানে *ক্রিবিণ* দিগন্তের দিকে। 'ছড়িয়ে গেছে দূর দিগন্ত-পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

দিগন্ত-পার [স] *বি* দিগন্তের ওপার। 'বর্তমানের দিগন্ত-পারে যে-কাল আমার লক্ষ্যের অতীত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দিগন্ত-পিপাসা [স] *বি* দিগন্তের আকাঙ্ক্ষা। 'দিগন্ত-পিপাসা যদি কিছুতে না মেটে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

দিগন্তপ্রকাশী [স] *বিণ* বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। '... শরীরপ্রভায় দিগন্তপ্রকাশী নারায়ণ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত মধ্যস্থল পূর্ণ করিয়া রহিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

দিগন্ত-প্রসার [স] *বিণ* দিগন্তবিস্তৃত; সীমাহীন। 'রেখে গেল শুধু তার দিগন্ত-প্রসার স্মৃতিজাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

দিগন্তপ্রসারিত [স] **১** *বিণ* দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। 'মহা-অন্ধকারের রাজ্য হইতে দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রগর্ভ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* অন্তহীন। 'দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দিগন্তপ্রসারী [স] *বিণ* আকাশজোড়া। 'দিগন্তপ্রসারী বিরহের জনহীনতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দিগন্ত-ফণা [স] *বি* দেখতে ফণার মতো এমন দিগন্তরেখা। 'পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো/ দিগন্ত-ফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

দিগন্তবিলীন [স] *বিণ* দিগন্তরেখার কাছে বিলীন হয়ে আছে এমন।

'সূর্যাস্তকালে দিগন্তবিলীন পাণ্ডুবর্ণ সন্ধ্যাতারা ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

দিগন্ত-বিসারী [স দিগন্তবিস্তারী] *বিণ* আকাশ-সমান। 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এনেছে দিগন্ত-বিসারী প্লাবন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

দিগন্তবিস্তারী, দিগন্তবিস্তারি [স] *বিণ* দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। 'দিগন্তবিস্তারী শস্যক্ষেত্রের দিকে চোখ রাখিয়া ... ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮; 'মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছে দিগন্তবিস্তারি সমুদ্রের দিকে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দিগন্তবিস্তৃত [স] *বিণ* দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। 'দিগন্তবিস্তৃত নব নব মরু যদি পড়ে দৃষ্টিপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে ... দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দিগন্তব্যাপিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'যে ব্যক্তি ... পরোপকার করিয়া, দিগন্তব্যাপিনী ও অনন্তকালস্থায়িনী কীর্তি উপার্জন করে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দিগন্তব্যাপী [স] *বিণ* দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। 'জনরবের দিগন্তব্যাপী ধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'কলিকাতার দিগন্তব্যাপী সৌধশিখরশ্রেণী জ্যোৎস্নায় ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দিগন্ত-মাঝারে *ক্রিবিণ* দিগন্তের সীমানায়। 'আরো দূরে বনের তিমির দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত-মাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দিগন্তর [স দিক্-অন্তর] ১ *বি* বহু দূর। 'প্রাণের দোসর পতি গেল দিগন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* সমস্ত দিক। 'দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

দিগন্তরাল [স] *বি* দিগন্তের অন্তরাল। 'দিগন্তরালে কোন ভবিতব্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

দিগন্তরেখা [স] *বি* কোনো দিকের শেষ সীমা বা প্রান্তরেখা। 'দিগন্তরেখায় ছায়ার মতো দেখা যাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দিগন্তরোধী [স] *বিণ* সীমানা রোধ করে এমন। 'দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্বদা ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দিগন্তলীন [স] *বিণ* বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত; দিগন্ত লীন হয়ে যায় এমন। 'দৃষ্টি গেল ... দিগন্তলীন বাগ্‌বাদিনীর বাণীসভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দিগন্তিকা [স] *বিণ* দিগের অন্তে রয়েছে এমন। 'বারে বারে টানিতেছে দিগন্তিকা-বধূর অঞ্চল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দিগম্বর [স] ১ *বিণ* উলঙ্গ। 'রক্ত বরিসন দেখে পুরুস দিগম্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* শিব। 'এল বর দেখলো দিগম্বর।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

দিগম্বরী [স] ১ *বিণ* বিবসনা। 'গৌরী দিগম্বরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হিন্দুদেবী কালী। 'উমা কাত্যায়নী গৌরী রণমধ্যে দিগম্বরী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

-দিগর [ফা] *বি* বহুবচনান্ত বিভক্তিবিশেষ। 'ফড়্যাদিগর আএব না থাকে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

দিগল [স দীর্ঘ] *বিণ* দিঘল। 'দিগল লেজেতে বান্দিলেক সোনার নপুর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দিগান্তর [স দিগন্তর] *ক্রিবিণ* দিকে দিকে। 'তোহ্মার মহিমা কির্ত্তি ঘোসে দিগান্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিগাম্বরি [স দিগম্বরী] *বিণ* বিবস্ত্রা; উলঙ্গিনী। 'দাণ্ডাইলা কৃষ্ণ আগে হইয়া দিগাম্বরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিগারি *বি* ক্ষতিপূরণের অর্থ। 'মোর শিরে দায় জদি হয় ডাকাচুরি পঞ্চাশ কাহন পণ আমার দিগারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিগুন [স দ্বিগুণ] *বিণ* দুইগুণ। 'দিগুন করিয়া রক্ষক দিল কংসাসুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

-দিগের [ফা দীগর] *অব্য* -দের। 'শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দিঘ [স দীর্ঘ] *বি* দীর্ঘতা। **দিঘে** *বি* দীর্ঘতায়। 'পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দিঘল [স দীর্ঘ] *বিণ* লম্বা। 'ধবল দিঘল দাড়ি তপজ্বলীল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'উত্তর দক্ষিণ দিঘল - চৌমহলা সে ঘর।' *রামরাম*, ১৮০১।

দিঘলতা [দিঘল+স তা] *বি* দৈর্ঘ্য। 'যে জমির নাই আড়া-দিঘলতা কীরূপ কালি করে সেথা।' *লালন*, ১৮৯০।

দিঘল নয়ানি [দিঘল+স নয়ন>] *বিণ* টানাটানা চোখবিশিষ্ট। 'আজি বিদ্যা শশিমুখী দিঘল নয়ানি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দিঘলবাহু [দিঘল+স বাহু] *বিণ* দীর্ঘবাহু। 'ভুখিল দিঘলবাহু অকালমরণ রাহু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিঘালি [স দীর্ঘ] *বিণ* দীর্ঘতাবিশিষ্ট। 'বছর দিঘালি বাড়িঘর ছেড়ে।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

দিঘি [স দীর্ঘিকা>] *বি* বড়ো পুকুর। 'বড় বড় দিঘির পাড় তার হাত-পা ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিঘিভর্তি *বিণ* পুকুর ভরা। 'দিঘিভর্তি জল, সত্যিকারের জল।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৮।

দিঙ্ [স] *বি* দিক। 'চীনদেশীয় নাবিকেরা দক্ষিণদিগ্ নিরূপণোপযোগী দিঙ্‌নিরূপণযন্ত্র সহকারে সমুদ্রে যাত্রা করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দিঙ্‌নাগ [স দিক্-নাগ] *বি* কঠোর সমালোচক; নিন্দুক। 'এই দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তাবলেপ থেকে কুমুকে উদ্ধার করবার তো কোনো উপায় নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দিঙ্‌নিরূপণ [স দিক্-নিরূপণ] *বি* দিক নির্ণয়। 'ন্যূনাধিক ৬০০ বৎসর হইল নাবিকদের মহোপকারী দিঙ্‌নিরূপণ যন্ত্র অর্থাৎ নাবিকদের কম্পাস যন্ত্র সাধারণ রূপে বিদিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দিঙ্‌নিরূপণযন্ত্র [স] *বি* দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। 'চীনদেশীয় নাবিকেরা দক্ষিণদিগ্ নিরূপণোপযোগী দিঙ্‌নিরূপণযন্ত্র সহকারে সমুদ্রে যাত্রা করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দিঙ্‌নির্ণয় [স দিক্-নির্ণয়] *বি* বিভিন্ন দিক নির্ধারণ। 'সমুদ্রপথে কম্পাস ব্যতিরেকে দিঙ্‌নির্ণয় হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দিঙ্‌নির্ণয়ী [স] *বিণ* দিক নির্ণয়কারী। 'প্রকৃতির দিঙ্‌নির্ণয়ী মন নড়ে ওঠে যেন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

দিঙ্‌মণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল [স দিক্-মণ্ডল] *বি* দিগন্তবৃত্ত; যেখানে আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে মিশেছে বলে মনে হয়। 'আমি সূর্যদেব ও দিঙ্মণ্ডলকে সাক্ষী করে এই তোমার পাণি গ্রহণ করলেম।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'মনোহর সৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত করিতে চেষ্টা কর।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

দিঙ্‌মাত্র [স দিক্-মাত্র] *বিণ* একাংশ। 'তাঁহার অনন্তগুণ কহি দিঙ্‌মাত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দিঙ্‌মূঢ় [স দিক্-মূঢ়] *বিণ* দিক্‌ভ্রান্ত। 'দিঙ্‌মূঢ় হয়ে কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হননি তিনি।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

দিজ [স দ্বিজ] *বি* ব্রাহ্মণ। 'বেদ না জানিএগা জেন দিজ নষ্ট হৈল।'

মালাধর, ১৫০০: 'তিলোকনাথ রায় তলয়ার বাহাদুর দিজপ্রজ্ঞা প্রিতিপালক সান্ত দান্ত দয়াসিল ক্ষেমাবন্ত গরিব নেওয়াজ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দিজম্বর [ই ডিসেম্বর] *বি* খ্রিস্টাব্দের দ্বাদশ মাস; ডিসেম্বর। *মেয়র্স*, ১৭৫৭: '১৭ দিজম্বর সুক্রবার এগার ঘড়ির সময়।' *ক্যালেণ্ডে*, ১৭৮৪।

দিজাম্বর [ই ডিসেম্বর] *বি* ডিসেম্বর মাস। 'কিস্তিবন্দীর পর এক মাষ জেয়াদা করিয়া নাগায়েদ দিজাম্বর মেয়াদ দেওা গেল।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

দিট [স দৃষ্টি] *বি* চোখ। 'হংস খঞ্জরীটে দেখি পদে দিটে।' *ভারত*, ১৭৬০।

দিঠ [স দৃষ্টি] *বি* দৃষ্টি। 'গাছের ডালে বসিয়া তালে তাক করে এক দিঠে।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০।

দিঠা [স দৃষ্ট] *বিণ* দৃষ্ট। 'ভণই লুই আহ্মে সাণে দিঠা।' *চর্যা ১*, ১২০০।

দিঠি, দিঠী, দীঠি [স দৃষ্টি] *বি* দৃষ্টি। 'চাহ মোরে আড় করী দীঠি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তাতা পড়ি গেল দিঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'একদিঠি করি ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

দিঠী দিঠী *ক্রিবিণ* চোখাচোখির জন্য। 'দিঠী দিঠী চিত্ত মজিআঁ গেল তোর আনুমতী জীওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দিঠিত *ক্রিবিণ* দৃষ্টিতে। 'দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দিঠে দিঠ *বি* চোখে চোখ। 'আমার দিঠে দিঠ পড়িলে করে মাথা হেট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিঢ় [স দৃঢ়] *বিণ* দৃঢ়। 'দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।' *চর্যা ১*, ১২০০।

দিতিয় [স দ্বিতীয়] *বিণ* দুই সংখ্যক। 'মরিল দিতিয় পুত্র সুন গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিতিএ [স দ্বিতীয়] *ক্রিবিণ* দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। 'দিতিএ রাবণ কুম্ভকর্ণ দুই সহোদরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিতীও [স দ্বিতীয়] *বি* দ্বিতীয়জন। 'যেনো এক পরমেশ্বর বহি দিতীও নাহি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

দিতিসুত [স] *বি* দানবপুত্র। 'হেরিতে অভিন্ন দিতিসুত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দিতু দ্র দেওয়া

দিদার [ফা দীদার] *বি* দর্শন; দেখা। 'তারাই কি পাবে খোদার দিদার।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

দিদি [স দেবী] **১** *বি* বড়ো বোন। 'শুনগো লহনা দিদি প্রাণের বহিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মাতামহী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দিদি ঠাকরুণ, দিদি ঠাকরুন [দিদি+ঠাকুর>] *বি* গুরুজন-শ্রেণীর হিন্দু মহিলাকে সম্বোধন। 'সেই কথা দিদি ঠাকরুণদের পরচে দিচ্ছিলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'দিদিঠাকরুনকে আমি আবার এই দিবসান্তে বেড়ি ধরাতে পারব না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

দিদিমণি [দিদি+স মণি] *বি* দিদি সম্পর্কীয়ার প্রতি আদরের ডাক। 'দিদিমণি যান নি।' *জীবন*, ১৯৩২।

দিদিমণিগিরি [দিদি+স মণি+ফা গিরি] *বি* মাস্টারি। 'আমার ওপর দিদিমণিগিরি ফলান হচ্ছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

দিদিমা [দিদি+স মাতা>] *বি* মাতামহী; নানি। 'ক্ষেত্র তোর দিদিমারে পরণাম কর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

দিদিমাশ্রেণীয়া [দিদি+মা+স শ্রেণীয়া] *বি* পিতামহী বা মাতামহীর মতো নারী। 'আর-এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দিদিমাষ্টার [দিদি+ই মাস্টার] *বি* শিক্ষিকা। 'বকেছিল তার দিদিমাষ্টার/ পড়া সে পারেনি ব'লে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

দিদিশাশুড়ি [দিদি+স শ্বশ্রূ] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর পিতামহী বা মাতামহী। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমার দিদিশাশুড়িই ঘরের কর্ত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দিদৃক্ষু [স] **১** *বিণ* পর্যবেক্ষণে আগ্রহী। 'অস্মদীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু জনেরা সভাদিদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* পর্যবেক্ষক। 'পরীক্ষা নীত হইলে তদ্দিদৃক্ষু [তৎ+দিদৃক্ষু] অনেক মান্য বিবি ... সন্তুষ্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বিণ* দেখতে উৎসুক বা আগ্রহী। 'আগত বিদেশি ব্যক্তিকে দিদৃক্ষু মহাজনতা উপস্থিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

দিধা [স দ্বিধা] *বি* সংশয়। 'সকল প্রেক্ষক স্পৃহা ও দিধাতে অতি নিস্তব্ধ রহিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দিন[1] [স] *বি* দিবস। 'এত দিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দিন আনা দিন খাওয়া – দিনমজুরি করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা। 'যারা কল কারখানায় মজুরি করে দিন আনে দিন খায়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

দিনকত *ক্রিবিণ* কিছুদিন। 'সাধু হয়ে দিনকত থাক আমা লয়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

দিনকতক *ক্রিবিণ* কয়েক দিন। 'দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দিনকথো *ক্রিবিণ* কয়েকদিন। 'দিনকথো থাকি কৃষ্ণ আনিল অক্রূরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিন-কয়েক *ক্রিবিণ* অল্পদিন। 'আর দিন-কয়েকেই ক্যামেলিয়া ফুটবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দিনকর [স] *বি* সূর্য। 'দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দিন কাটানো **১** *ক্রি* সময় যাপন করা। 'এমনি করেই দিনটা কাটাই লুকোচুরির ছলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *ক্রি* জীবিকা নির্বাহ করা। 'মাসিকের পট আর বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে দিন কাটায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

দিন-কানা [স দিন-কাণ] **১** *বিণ* অন্ধ। 'আলেফ লাম মিমে দেখ না, ও দিন-কানা।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* দিনের আলোয় চোখে দেখে না এমন। 'দিনকানা ছেলে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দিনকানা ছেলের নাম নজর আলি – বৈপরীত্যমূলক দৃষ্টান্ত (যে দেখতে পায় না, তার নাম নজর (দৃষ্টি) আলি)। *নজরুল*, ১৯২৭।

দিনকান্ত [স] *বি* সূর্য। 'কত দূরে ত্বিষাম্পতি দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দিনকাল [স] *বি* সময়। 'যে রকমের দিনকাল পড়িয়াছে কবির মতো সংসারের নেহাত অনাবশ্যক লোকেরও হিসাবনিকাশের দায় এড়াইয়া চলিবার জো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দিন কালিকা [স] *বি* আগামী দিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দিনকৃত্য [স] *বি* দৈনন্দিন কাজ। 'ফ্লার্ট এবং হয়তো 'লাভ' করা তাঁদের দিনকৃত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দিনকে দিন *ক্রিবিণ* দিনের পর দিন। 'দেশ ডুবছিল ঘোর পাপের ভারে যখন দিনকে দিন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দিনক্ষণ [স] *বি* শুভাশুভ দিন ও সময়। 'তবে আর কী, দিনক্ষণ দেখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দিনখন [স দিনক্ষণ] *বি* দিনক্ষণ; সময়-তারিখ। 'দিনখন তারিখ সমস্ত পাকা করে বেঁধে দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দিনখাটুনি [স দিন+খাটুনি] *বি* প্রতিদিনের পরিশ্রম। 'দিনখাটুনির শেষে বৈকালে ঘরে এসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দিন-গণা [স দিন+স গণন] *ক্রি* বহুদিন ধরে প্রতীক্ষা করা। 'আজ যবে পলে পলে দিন-গণা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দিনগত [স] *বিণ* দিন শেষ হওয়ার পরের। 'সাতাশে মার্চের দিনগত রাত্রি পার হয়ে ...।' *পাশা*, ১৯৭১।

দিনগুজরানি [স দিন+ফা গুজরান>] *বি* দিন কাটানো। 'সেক্ষেত্রে মানুষের ইতিহাস পর্যবসিত হত ... অর্থহীন দিনগুজরানিতে।' *শিব*, ১৯৫৬।

দিন গুজরানো [স দিন+ফা গুজরান>] *ক্রি* দিন অতিবাহিত করা। 'আধ-পেটা খেয়ে দিন গুজরানো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দিন গেল *বি* গতদিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দিন গোণা ১ *ক্রি* দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করা। 'ঠাকুরপোর কালেজ বন্দ হলে বাড়ী আস্‌বের কথা আছে – তাই তুমি দিন গুণচো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *ক্রি* সাবধান হওয়া। 'সেই দিন হতে কণ্টকপথে/ চলিয়াছি দিনগুণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দিনচর্যা [স] *বি* দৈনিক কার্যাদি। 'এই সময় রানির দিনচর্যা ছিল এইরকম।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দিন চলে যাওয়া *ক্রি* প্রতাপ-প্রতিপত্তি হারানো। 'তাঁর দিন চলে গিয়েছে, মৌকা আর নেই।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দিন-তারিখ [স দিন+আ তারীখ] *বি* দিন-ক্ষণ। 'হালিমের যাওয়ার দিন-তারিখ ঐ টেলিতেই দেওয়া হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দিন দিন ১ *ক্রিবিণ* দিনে দিনে। 'পহিল বদরিসম পুন নবরঙ্গ। দিন দিন অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রিবিণ* উত্তরোত্তর। 'দিন দিন এই সভার উন্নতি বোধ হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

দিন-দুপুরে *ক্রিবিণ* দিনের আলোয়। 'আমার ছুটি অবেলাতেই দিন-দুপুরের মধ্যখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দিনদেব [স] *বি* সূর্য। 'রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে দিনান্তে শিবের রত্ন তমোহা মিহিরে দিনদেব।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দিননাথ [স] *বি* সূর্য। 'ছাড়িআ ব্যাধের বাস চল বন্ধুজন পাশ থাকিতে থাকিতে দিননাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিনপঞ্জিকা [স] *বি* দিনলিপি। 'আমি যাই তারি দিনপঞ্জিকা লিখে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

দিনপঞ্জী [স] *বি* দেয়াল পঞ্জিকা; ক্যালেনডার। 'বাতাসে দুলছে দিনপঞ্জী দেয়ালের গায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দিনপতি [স] *বি* সূর্য। 'দিন দিন দীন দীন দীন দিনপতি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দিনপদ্ধতি [স] *বি* যে কাগজে প্রতিদিনের কর্তব্য টোকা থাকে; রুটিন। 'কর্ম ছিল সহজ, দিনপদ্ধতি ছিল সরল, ছাত্রসংখ্যা ছিল স্বল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দিন পরে দিন *ক্রিবিণ* ক্রমশ একদিনের পর আরেকদিন ক'রে। 'দিন পরে যায় দিন বসি পথপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

দিনপাত [স] ১ *বি* জীবনযাপন। 'তাহাদিগের ব্যবহার ও আহারের তাৎপর্য্য অর্থাৎ দিনপাতের ভরসা ভূমির উৎপত্য।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ২ *বি* কালযাপন। 'এক্ষণে বিষয়ি লোক অধিক কিন্তু কর্ম্ম স্বল্প সুতরাং সকলের দিনপাত দুষ্কর।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দিনফল [স] *বি* প্রতিদিনের তথ্য। 'দিনফল যে যাহা২ শুনিয়াছিলেন দেখিয়াছিলেন অথবা রচনা করিয়াছিলেন ক্রমে২ নিবেদন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

দিন ফরেসা *বি* মেঘমুক্ত দিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দিন ফুরানো ১ *ক্রি* মৃত্যুর সময় উপস্থিত হওয়া। 'আমার ত দিন ফুরাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *ক্রি* দিন শেষ হওয়া। 'আমার দিন ফুরাল ব্যাকুল বাদল সাঁঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ৩ *বিণ* দিন শেষের। 'দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি একমনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

দিনব্যাপী [স] *বিণ* সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। 'ছাত্রীরা চার দিনব্যাপী এক সাংস্কৃতিক ...।' *বেগম*, ১৯৬৬।

দিনভর [স] *ক্রিবিণ* সমস্ত দিন ধরে। 'দিনভর হাড়ভাংগা খাটুনি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দিন-ভরা *বিণ* দিন দিয়ে পূর্ণ। 'তিনশো পঁয়ষট্টি দিন-ভরা মূঢ়তায় আজি পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দিন ভিক্ষা তনু রক্ষা – কোনোমতে দিন কাটানো। 'তাঁদেরই দিন ভিক্ষা তনু রক্ষা এখন আবার বোনকে ভাত দেবে কোত্থেকে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দিনভিখারি *বিণ* প্রতিদিন ভিক্ষা করে এমন। 'দিনভিখারি বাউল বলে, ইচ্ছামতন পারি বদলবন্ধ কাল কাটাতে ...।' *শক্তি*, ১৯৬১।

দিনমজুরদার [স দিন+ফা মজদুর] *বিণ* দিন হিসেবে পারিশ্রমিক পায় এমন। 'দিনমজুরদার লোক পীড়িত হইলে আহার ঔষধ পায় না।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দিনমজুরি, দিনমজুরী [স দিন+ফা মজদুরী] *বি* দিন হিসাবে পারিশ্রমিক নিয়ে জীবিকা নির্বাহ। 'আমি দিন মজুরী নিত্য করি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'দিন মজুরি খেটে খেতেম, হ'লে পরে নগদা মুটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দিনমণি [স] *বি* সূর্য। 'প্রসন্নত নিসাপতি আর দিনমণি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিনমনি [স দিনমণি] *বি* সূর্য। 'কিবা চন্দ্র শোভা করে কিবা দিনমনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দিনমান [স] ১ *বি* সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত সময়। 'দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রিবিণ* পুরো দিনজুড়ে; দিনব্যাপী। 'ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান/ তরুমর্মর পবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দিনমুখ [স] *বি* দিনের আরম্ভকাল; প্রভাত। 'না ছুঞিব দিনমুখ-কালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিনমজুর [স দিন+ফা মজদুর] *বি* যে ব্যক্তি দিন হিসেবে পারিশ্রমিক পায়। 'দিনমজুর কখনো ষোল আনা বেকার নয়।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

দিনমুনি [স দিনমণি] *বি* সূর্য। 'আট দিকে আগুবালি পড়ে বজ্র দাবা সিলি ধূলি আচ্ছাদিল দিনমুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিন মেঘা *বি* মেঘলা দিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দিন যাওয়া *ক্রি* সময় পার হওয়া। 'এইমত নানা রঙ্গে দিন কত গেল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দিনযাত্রা [স] *বি* জীবনযাপন। 'দিনযাত্রায় কোথাও ত্রুটি ঘটলেই স্ত্রীর হাতে তার সংস্কার হবেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দিনযাপন [স] *বি* দিনাতিপাত। 'কোনক্রমে দিনযাপন ও আপন আপন পরিজনের ভরনপোষন করে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

দিন যামিনী [স] ১ *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'দিন যামিনী, কেবল সেই প্রতিমূর্তির সন্দর্শন করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *ক্রিবিণ* দিনে ও রাতে। 'দিনযামিনী হিমালয় হইতে বালুকা বহন করিতেছে।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

দিনযামী [স] *ক্রিবিণ* দিনরাত। 'দগ্ধ হব আমি নরক-অনল-মাঝে নিত্য দিনযামী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দিনরজনী [স] *বি* দিন ও রাত। 'ব্যর্থ হয় এ দিনরজনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দিনরাত [স দিনরাত্রি] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'দিনরাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দিনরাতি [স দিনরাত্রি] *বি* দিনরাত। 'সেথায় একা ছিল দিনরাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দিন-রাত্তির [স দিনরাত্রি] ১ *ক্রিবিণ* দিনে ও রাতে। 'দিন-রাত্তির একটা অবিশ্রাম খুঁৎ খুঁৎ চলতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'দিনরাত্তির খেলতে আমার মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

দিনরাত্রি [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'গোরুগুলো দিনরাত্রি এক-হাঁটু জলের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দিনশ্রী [স] *বি* দিনের সৌন্দর্য। 'যেথা ঢেকে রেখে দেয় দিনশ্রীর অরূপ সম্ভারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দিনসংখ্যা [স] *বি* দিনের সংখ্যা। 'পরিচয়ের গভীরতা দিনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দিনসময় [স] *বি* দিনকাল। 'আজকাল দিনসময় খারাপ।' বনফুল, ১৯৩৬।

দিনহি দিন *ক্রিবিণ* দিনে দিনে। 'চাঁদ দিনহি দিন হীনা। সে পুন পলটি খনে খনে খীনা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দিনা [স দিন] *বি* দিন। 'দিনা কথো পেলেঁ ধরিবোঁ বচন।' বড়ু, ১৪৫০।

দিনাগমন [স দিন-আগমন] *বি* দিনের শুরু। 'দিনাগমনের বেশি দেরি নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দিনাতিপাত [স] ১ *বি* সময় কাটানো। 'পরদিন সমাধিস্থানে যাইয়া দিনাতিপাত করিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ২ *বি* দিনযাপন। 'অশিক্ষা ও কুসংস্কারের মধ্যে কায়-ক্লেশে দিনাতিপাত করছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

দিনাদি [স] *বি* দিন সকল। 'হে দিনাদির অধিকারী।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দিনানুদিন [স দিন-অনুদিন] *বি* প্রতিদিন। 'প্রতিহত হতে হতে বেঁচে থাকে দিনানুদিনের দগ্ধ পাপে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

দিনানুদৈনিক [স দিন-অনু-দৈনিক] *বিণ* প্রাত্যহিক। 'দিনানুদৈনিক সংসারযাত্রার বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দুটি-একটি অভিঘাতে ...। *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

দিনান্ত [স] ১ *ক্রিবিণ* দিনভর। 'তবুত না আইসে যাদু দিনান্ত উপাসী।' *সুলতান*, ১৭৫০। ২ *বি* দিনের শেষ। 'দিনান্তে একবার আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিত মাত্র।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

দিনান্তবেলা [স] *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'হেমন্তের দিনান্তবেলায় কুহেলীগুণ্ঠনতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

দিনান্তরম্য [স] *বিণ* দিন শেষে মনোহর। 'দিনান্তরম্য গ্রীষ্মের বাতাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দিনান্তরে *ক্রিবিণ* অন্যদিন। 'দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দিনাবধারণ [স] *বি* দিন নির্ধারণ। 'কুলপা। যে আজ্ঞা মহাশয়, দিনাবধারণ করুন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দিনেক [দিন-এক] *বিণ* একদিন। 'দিনেক উপবাস যাতা দিনেক ভোজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিনেকে *ক্রিবিণ* একদিনে। 'দিনেকে সুনিতে পারি পাঁচালি পড়িয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিনে ডাকাতি – লোকচক্ষুর সামনে ছলে-বলে কারো সম্পত্তি আত্মসাৎ করা। *সুবল*, ১৯০৬।

দিনে দিনে ১ *ক্রিবিণ* ক্রমান্বয়ে। 'দিনে দিনে বাড়ি গেল দৈবকীর কায়া।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দিনে দিনে বাড়ল দেনা, ও তাই করলি নে কেউ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *ক্রিবিণ* দিনের পর দিন। 'হাঁস-মুরগির পালটাও দিনে-দিনে ছোট হয়ে এসেছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দিনে দুপুরে *ক্রিবিণ* প্রকাশ্য দিবালোকে। 'দিনে দুপুরে অনিরত আমোদ একেবারে উঠিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দিনেন্দ্র [স] *বি* সূর্য। 'স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দিনের পর দিন *ক্রিবিণ* ক্রমে ক্রমে। 'দিনের পরে দিনকে যেন গাঁথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'অমূল্য যেন দিনের পর দিন সারবত্তা হারিয়ে ফেলছে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'দিনের পরে দিন তখন হল ঠাসাঠাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দিনেশ [স] *বি* সূর্য। 'করিআ পুটহাত আরাধি গগনাথ দিনেশ বিষ্ণু মহেশ্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিন[২] [আ দীন] *বি* ধর্ম। 'সহজে তাহান দিন কমল বিকাশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দিন-এলেমী [আ দীন+আ ইলম>] *বি* ধর্মীয় জ্ঞান। 'মুখ হতে তার দিন-এলেমীর বচনগুলি।' *জসীম*, ১৯৩১।

দিনদার [আ দীন+ফা দার] *বিণ* ধার্মিক। 'তিনি দিনদার পরহেজগার মানুষ।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

দিন-দুনিয়া [আ দীন+ফা দুনিয়া] *বি* পরকাল ও ইহকাল। 'দিন-দুনিয়ার মাঝে।' *নজরুল*, ১৯২২।

দিনী [আ দীন>] *বিণ* ধর্মীয়। 'কওমী এলেম, দিনী জবান শিক্ষা হয়।' *ইমান*, ১৯০০।

দিনামার [ফ দেনিমার্ক] *বি* ডেনমার্কের অধিবাসী। 'দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।' *ভারত*, ১৭৬০।

দিনার [আ] *বি* ইরাক, জর্দান, কুয়েত ইত্যাদি দেশের মুদ্রা। 'সোনার দিনার নেই।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দিনেন্দ্র *দ্র* **দিন**[১]

দিনেমার [ফ দেনিমার্ক] *বি* ডেনমার্কের অধিবাসী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'পোর্তুগিজদের আড্ডা ছিল হুগলি ... দিনেমারদের শ্রীরামপুর।' *প্রমথ*, ১৯২২।

দিনেমারদের বিলাত [ফ দেনিমার্ক+আ বিলায়ত] *বি* ডেনমার্ক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দিনেশ *দ্র* **দিন**[১]

দিপ[১] [স দীপ] *বি* প্রদীপ; বাতি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দিপ[২] [স দ্বীপ] *বি* চারদিক জলদ্বারা বেষ্টিত ভূভাগ। 'কোন ২ মনস্য আইন ও দস্তুরের বেতিকৃমে ঐ দিপে দাষত্তে বিক্রী হইয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

দিপক [স দীপক] *বি* প্রদীপ। 'দিপক জ্বালালে যেন রাত্রি হয় ভাল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দিপতি [স দীপ্তি] *বি* শোভা। 'হাতে লৈতে দসদিগ করএ দিপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিপন [স দীপন] *বিণ* শোভন; দীপ্তিকর। 'নারায়ন অংসতেজ জগত দিপন।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিপ্ত [স দীপ্ত] *বিণ* আলোকিত। 'দসদিগ দিপ্ত করি জায় কৃষ্ণ ঠাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিবরাত্র [স] *ক্রিবিণ* দিনরাত ধরে। 'মৃত্তানুধ্যান দিবরাত্র করিতেছী।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

দিবশাবধি [স দিবস-অবধি] *ক্রিবিণ* অনেক দিন ধরে। 'দিবশাবধি হইল সে বাটীর কোন শমাচার পাই নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দিবষ [স দিবস] *বি* দিন। 'দিবষ কয়েক ব্যাজে ঐ সনে ৫ বৈসাখে ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

দিবস [স] **১** *বি* দিন। 'দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। **২** *বি* নির্দিষ্ট দিন। 'রথযাত্রার দিবস আইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* তারিখ। '৬ নভেম্বর দিবসীয় শৃগাল কোর্টের পত্রে ব্যক্ত করেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

দিবসনিশা [স] *বি* দিনরাত্রি। 'জগতের পরপারে নিয়ে যাও আপনারে দিবসনিশার প্রান্তদেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দিবসনিশি [স] *ক্রিবিণ* দিনরাতব্যাপী। 'রহিবে মিশি দিবসনিশি আধো-আধো ঘুমঘোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

দিবস-বিভাবরী [স] *ক্রিবিণ* দিনরাত ধ'রে। 'আমার শুধু একটি মুঠি ভরি দিতেছ দান দিবস-বিভাবরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

দিবসযামি [স দিবসযামী] *ক্রিবিণ* দিনে-রাতে। 'বঞ্চিব দিবস-যামি তাঁর ধ্যানে আমি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

দিবসযামিনী [স] *ক্রিবিণ* দিনরাত সারাক্ষণ। 'দেখিবারে পাই দিবসযামিনী।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দিবসযামী [স] *ক্রিবিণ* দিনে-রাতে। 'শুধু আমি নিজবেগ সামালিতে নারি ছুটেছি দিবসযামী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দিবসরজনী [স] *ক্রিবিণ* দিনরাত একটানা। 'শ্রাবণে বরিখে ঘন দিবস রজনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মনপবনে দুলাইছে দিবসরজনী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দিবসরাতি [স] *বি* দিনরাত। 'মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি দিবসরাতি রইলে আমি বদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দিবসরাত্র [স দিবসরাত্রি] *ক্রিবিণ* দিনে-রাতে; সর্বদা। 'খাটুনি আমার দিবসরাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দিবস লঙ্ঘন [স] *ক্রিবিণ* সমস্ত দিনে। 'না পাইব অন্নজল দিবস লঙ্ঘন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দিবসান্ত [স] *বি* দিনের শেষ; সন্ধ্যা। 'অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দিবসাবধি [স] *ক্রিবিণ* দিনরাত ধ'রে। 'অত্রানন্দ বিশেষ দিবসাবধি হইল।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

দিবসার্ধ [স] *বি* দিনের অর্ধেক। 'দিবসার্ধ পায়ে হেঁটে ফিরি আমি জীবিকার দাসত্ব-ভিখারী।' *সুনীল*, ১৯৬১।

দিবসিক [স] *বিণ* দিনে সংঘটিত। 'গুণ বুঝিয়া তাহা দিবসিক কর্মে ব্যবহার করিতে পারিবেক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

দিবসীয় [স] *বিণ* দিনসংক্রান্ত। '৬ নভেম্বর দিবসীয় শৃগাল কোর্টের পত্রে ব্যক্ত করেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

দীবস [স দিবস] *বি* দিবস। 'অনেক দীবস হইল মহাসয়ের সেবাটীর কোন সমাচার পাই নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

দিবা[১] [স] **১** *বি* দিন। 'তুমি দিবা তুমি রাত্র দণ্ড প্রহর ক্ষণ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* দিনে; দিবসে। *মেয়র্স*, ১৭৬৬।

দিবা-অবসান [স] **১** *বি* সন্ধ্যা। 'যথা দিবা-অবসানে নিশীথনিলয়ে/ বিশ্ব দেখা দেয় তার গ্রহতারা লয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বি* দিনের শেষ। 'জাগো অস্তগোধূলি-বেলা দিবাঅবসান।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দিবা-অভিসার [স] *বি* দিবাকালীন অভিসার। 'শুধু পড়ে মনে সেই দিবা-অভিসার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দিবাংশে [স] *বি* দিনের বেলা। 'দিবাংশে স্বামীর গোচর করিতে পারেন না।' *রামরাম*, ১৮০১।

দিবাকর [স] *বি* সূর্য। 'কলঙ্ক থুয়িল জাঅ চন্দ্র দিবাকরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দিবাগত [স] *বিণ* গত হওয়া দিনের পর। 'যখন দিবাগত রাত্রি উপস্থিত হইল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

দিবাদ্বিপ্রহর [স] *বি* প্রকাশ্য দিনের বেলা। 'দিবা দ্বিপ্রহরের মতো নিঃশব্দে দহন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'উপড়ে নিক চক্ষু, জিহ্বা দিবাদ্বিপ্রহরে।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৭০।

দিবানিদ্রা [স] *বি* দিনের বেলার ঘুম। 'বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দিবানিশি [স দিবা-নিশা] **১** *ক্রিবিণ* দিনে ও রাতে। 'দিবানিশি বাহে সাধু লবণজলধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রিবিণ* সর্বক্ষণ। 'করে ফেরে দিবানিশি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দিবান্ধ [স] *বি* দিনের বেলায় চোখে দেখে না যে। 'চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ-রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দিবাবসান [স] *বি* দিনের শেষ। 'জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দিবাবিহারী [স] *বিণ* দিনে চলাফেরা করে এমন। 'দিবাবিহারী প্রাণীদের ন্যায় ইহারা প্রায় দিনমানে বিচরণ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দিবাভাগ [স] *বি* দিনের বেলা। 'ধাররাজ ... দিবাভাগে ... আসিয়া

উপস্থিত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দিবামুখ [স] *বি* ভোর। 'দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দিবাযামী [স] *বি* দিন ও রাত। 'ধূলি-অন্ধ ঘূর্ণি সম দিবাযামী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

দিবারাত [স দিবারাত্রি] *বি* দিনরাত। 'নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দিবারাতি [স দিবারাত্রি] *ক্রিবিণ* সর্বক্ষণ। 'না জানিএ কিবা দিবারাতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিবারাতৃ [স দিবারাত্রি] *বি* দিনরাত। 'চন্দ্র সূর্য্য দিবারাতৃ সাগর পর্ব্বত।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিবারাত্তির [স দিবারাত্রি] *ক্রিবিণ* দিনে-রাতে। 'দিবারাত্তির প্রাণপণ চেষ্টা করচে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দিবারাত্র [স দিবারাত্রি] *বি* দিনরাত। 'দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

দিবারাত্রি [স] *ক্রিবিণ* দিনরাত ধ'রে। 'দিবারাত্রি সুনে রাজা পুরাণ কথন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিবালোক [স] *বি* দিনের আলো। 'ত্বরায় জ্ঞানস্বরূপ অত্যুজ্জ্বল দিবালোক প্রকাশ পাইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দিবালোকের মত পরিষ্কার – খুব স্পষ্ট। 'এ সত্য আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

দিবাসুপ্ত [স] *বিণ* দিনে ঘুমিয়ে আছে এমন। 'দিবাসুপ্ত বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া ... হাঁকিয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দিবাস্বপ্ন [স] ১ *বি* দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখা। 'আরাম-কেদারায় পড়ে ভ্রূর উপরে টুপি টেনে দিয়ে দিবাস্বপ্নে তলিয়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* অবাস্তব কল্পনা। 'এই কথা তো দিবাস্বপ্ন মাত্র।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

দীবারাত্রি [স দিবারাত্রি] *ক্রিবিণ* দিনরাতব্যাপী। 'দীবারাত্রি অসীম পরিশ্রম করেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

দিবা[২] [দেওয়া>] *বি* দেওয়া। 'সাঁতার দিবার সময় সকল শরীর জলে ডুবিয়া থাকে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। **দিবার** – দেওয়ার। 'টাকা দিবার বিষয় নাই এবং জীনিষ দিবার বিষয় নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

দিবিধ [স দ্বিবিধ] *বি* দুই রকম। 'সেই বনে নিবসএ দিবিধ বানর।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিব্ব [স দিব্য] *বিণ* সুন্দর; মনোহর। 'দিব্ব অলংকার সোভে সোন্দর স্বরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিব্ববস্ত্র [স দিব্য-বস্ত্র] *বি* সুন্দর পোশাক। 'সুগন্দ চন্দন দিব্ববস্ত্র পরিধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিব্বমণি [স দিব্য-মণি] *বি* দিব্যমণি; অলৌকিক মণিমুক্তা। 'দিব্বমণি সোভে স্থানে স্থান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিব্বমান [স দিব্য-মান] *বিণ* অলৌকিক। 'দিব্বমান রথখান নাহি তেহি সুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিব্বরথ [স দিব্য-রথ] *বি* আকাশগামী রথ। 'দিব্বরথ সহিতে পাঠাইল পুরোহিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিব্বস্থান [স দিব্য-স্থান] *বি* বিশেষ আসন। 'প্রণমিয়া রাজাএ তানে দিল দিব্বস্থান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিব্বি [স দিব্য] ১ *বিণ* শপথ। 'তোর অনুমতি লৈয়া করিল দোয়জ বিভা দিব্বি দিআ কৈল সমর্পণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* মানানসই; মনের মতো; পছন্দসই; সুদর্শন। *ওসা*, ১৭৮২।

দিব্ব্যমান [স দিব্য>] *বিণ* অলৌকিক। 'দিব্ব্যমান রথখান নাহি তেহি শুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিব্য [স] ১ *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'দিব্য প্রসাদ পাইয়া নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে/ তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দোঁহাকারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* স্বর্গীয়। 'দিল তোরে দিব্য মালা তারে কর অবহেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* মনোহর। 'পীতবাস পরিধান ভালে দিব্য ফোটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* সুন্দর। 'দেখিল পবিত্র দিব্য সুচারু উদ্যান।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৫ *বি* শপথ। 'কর্ত্তারা দিব্য করিয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ৬ *বিণ* স্পষ্ট। 'এই তো দিব্য রোজগারের পথ দেখিতেছি।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৭ *বি* দোহাই। প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৮ *বিণ* বেশ। 'সে দিব্য স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দিব্যকর্ণ [স] *বি* অলৌকিক বিষয় শোনার ক্ষমতা। 'আমার মতো সহজ মানুষদের দিব্যচক্ষুও নেই, দিব্যকর্ণও নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

দিব্যকান্তি [স] *বিণ* সুন্দর দেহবিশিষ্ট। 'গৌরবর্ণ দিব্যকান্তি তরুণ এক মুজতাহিদ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দিব্যগেয়ান [স দিব্যজ্ঞান] *বি* দিব্যজ্ঞান। 'তুমি ধন্য দিব্যগেয়ান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিব্যচক্ষুঃ, দিব্যচক্ষু [স] *বি* অতীন্দ্রিয় বিষয় বা বস্তু দেখার বা উপলব্ধি করার মতো অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি; অর্ন্তদৃষ্টি। 'দিব্য চক্ষুঃ হয় তার সর্বত্র কুশল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'অন্যের ভুল ধরিবার সময় দিব্যচক্ষুঃ।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

দিব্যজ্ঞান [স] *বি* পরম জ্ঞান। 'কার এত দিব্যজ্ঞান, কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'দিব্যজ্ঞানটি ... সত্য করিয়াই শিখিয়াছিলাম।' *শরৎ*, ১৯১৭।

দিব্যজ্ঞানী [স] *বি* পরম জ্ঞানী। 'দিব্যজ্ঞানী যে জন হল/ নিজতত্ত্বে নিরঞ্জন পেল।' *লালন*, ১৮৯০।

দিব্যজ্যোতি [স] *বি* স্বর্গীয় আলো। 'সুরসভার দিব্যজোতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'অনাচারের সহায়ে মুক্তধর্ম্ম, ঘোর তমিস্রের সহায়ে দিব্যজ্যোতি, নরকের সহায়ে স্বর্গলাভ করাই তান্ত্রিক সাধনা।' *সবুজ*, ১৯২১।

দিব্যতা [স] *বি* দৈবিকতা। 'দিব্যতা আরোপ করে একপ্রকার আত্মবঞ্চনামূলক আত্মপ্রসাদ লাভ করত।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

দিব্যত্ব [স] *বি* প্রকাশমানতা; দৃশ্যমানতা। 'স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আজ আমার কাছে আকার ধারণ করে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দিব্যদর্শী [স] *বিণ* অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন। 'দক্ষিণে শ্রীঅরবিন্দ দিব্যদর্শী কবি।' *অন্নদা*, ১৯৭৪।

দিব্যদিলাশা [স দিব্য+ফা দিলাআসা] *বি* ভালোমতো ভরসা। 'বিস্তর দিব্যদিলাশা দিয়ে বিদায় নিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

দিব্যদ্যুতি [স] *বি* স্বর্গীয় আলো। **দিব্যদ্যুতিমান** [স] *বিণ* স্বর্গীয় আলোকময়। 'সপ্তাশ্ববাহিত স্বর্ণরথে যে দিব্যদ্যুতিমান দিবাকর পৃথিবীকে তাপ কিরণ দান করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দিব্যদৃষ্টি [স] ১ *বি* অন্তর্দৃষ্টি। 'কল্পনার দিব্যদৃষ্টি ... একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে পরিপূর্ণ অবারিত হবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ *বি* অলৌকিক

দৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা। 'ফরাসি জাতির দিব্যদৃষ্টি অপেক্ষা বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি ঢের বেশি তীক্ষ্ণ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

দিব্যধাম [স] *বি* উৎকৃষ্ট জায়গা। 'লবনাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলি নদীতট শুভপুরী অতি দিব্যধাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দিব্যধামবাসী [স] *বিণ* স্বর্গবাসী। তর্কসংশয়কে অভিভূত করিয়া দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণের নিকট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দিব্যনেত্র [স] *বি* অন্তর্দৃষ্টি। 'তাঁহার দিব্যনেত্র হইতে প্রভূততম পুণ্যাশ্রুবর্ষণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; আমি দিব্যনেত্রে দেখতে পাই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

দিব্যপরিধান [স] *বি* ঐশ্বরিক পোশাক। 'আদিখণ্ডে দিব্যপরিধান দিব্যাংশুক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দিব্যপুরুষ [স] *বি* অলৌকিক পুরুষ। 'সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দিব্যবস্তু [স] *বি* অলৌকিক বস্তু। 'স্বাধীন দিব্যবস্তু কিংবা শক্তি যার তাড়নায় আমরা সবাই এক কদমে চলেছি।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

দিব্যবস্ত্র [স] *বি* সুন্দর পোশাক। 'সুগন্ধি চন্দন দিব্যবস্ত্র পরিধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিব্যবাস [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট বসন। 'দিব্যবাস দিলা উত্তমিয়া বহুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দিব্যবিহঙ্গ [স] *বি* কবুতর প্রজাতির পাখি। 'ইহাদের এই অপরূপ রূপই সম্ভবতঃ ইহাদের এইরূপ দিব্যবিহঙ্গ আখ্যায় আখ্যাত হইবার কারণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দিব্যভাব [স] *বি* অলৌকিক বোধ। 'গানের অন্তরে যে কী দিব্যভাব আছে ...।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

দিব্যমতি [স] *বি* অলৌকিক জ্ঞান। 'যারে দিলা দিব্য মতি কিবা দিবা কিবা রাতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দিব্যমান [স] *বিণ* শোভাকর। 'মুকুতা প্রবাল হীরা অতি দিব্যমান।' *সুলতান*, ১৭০০।

দিব্যমূর্তি, দিব্যমূর্ত্তি [স] *বি* দীপ্ত প্রতিকৃতি। 'দিব্য মূর্ত্তি পুরুস এক সমুদ্র সে লখে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কাজকর্মের তুচ্ছতার মধ্যে কল্যাণের সেই-যে দিব্যমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দিব্যযান [স] *বি* সুন্দর যান। 'কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া দিব্যযানে রাজধানীতে গমন করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

দিব্যরত্ন [স] *বিণ* রত্নের মতো মূল্যবান বস্তু। 'নিজের ভাববস্তুকে এমন দিব্যরত্ন মনে করবেন না।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

দিব্যরূপিণী [স] *বি স্ত্রী* দেবতার মতো সুন্দর যে। 'কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দিব্যশক্তি [স] *বি* অলৌকিক শক্তি। 'অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্যশক্তি তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দিব্যশক্তিসম্পন্ন [স] *বিণ* অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। 'বাঙালি আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দিব্যসজল [স] *বিণ* তরতাজা। 'এই কি সে দিব্যসজল মুখশ্রীর যৌবন।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

দিব্যাংশুক [স দিব্য-অংশুক] *বি* সূক্ষ্ম কাপড়বিশেষ। 'আদিখণ্ডে দিব্যপরিধান দিব্যাংশুক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দিব্যাঙ্গনা [স দিব্য-অঙ্গনা] *বিণ* অপ্সরীর মতো সুন্দরী। 'মদনসঞ্জীবনী নামে এ দিব্যাঙ্গনা এই দেশের রাজ্ঞী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দিব্যান্ন [স দিব্য-অন্ন] *বি* দেবতার অন্ন। 'নানাবিধোপহারযুক্ত দিব্যান্ন ব্যঞ্জন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দিব্যাসন [স দিব্য-আসন] *বি* উৎকৃষ্ট আসন। 'আনিঞা পণ্ডিত শত সভারে বসায় দিব্যাসনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিব্যাস্ত্র [স দিব্য-অস্ত্র] *বি* অসাধারণ অস্ত্র। 'এখন কেবল দিব্যাস্ত্র-দুটি সাজতে গেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দিব্যাস্ত্রধারী [স দিব্য-অস্ত্রধারী] *বিণ* অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র ধারণ করে এমন। 'তুমি সমরে দিব্যাস্ত্রধারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দিব্যোন্মাদ [স দিব্য-উন্মাদ] *বি* মোহনভাবে ভ্রমের ন্যায় অদ্ভুত বৈচিত্রী দশা। 'চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ বর্ণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দিব্যি [স দিব্য>] **১** *বি* শপথ। 'আমি কটু দিব্যি গেলে বল্লেম তবু তুমি বিশ্বাস কর্ব্বে না?' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **২** *ক্রিবিণ* বেশ। 'কেউ বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ বা দিব্যি কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দিব্যিদিলেশা করা *ক্রি* কিরা কাটা। 'ডাক্তার পাগলের মতো দিব্যিদিলেশা করছেন, তিনি কিছু জানেন না।' *মনোজ*, ১৯৬১।

দিভান [ই] *বি* ডিভান; হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা নেই এমন লম্বা, নিচু এবং নরম আসন। 'সে আপনার বিছানা ঐ কোণে দিভানটার উপর করে দেবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দিভুজ [স দ্বিভুজ] *বিণ* দুই হাত বিশিষ্ট। 'আমা দরসনে হৈল দিভুজ কুমার।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিমান্দ [ই ডিমান্ড] *ক্রিবিণ* চাহিদা। 'প্রমিসরি নোট অন্ দিমান্দ ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

দিয়টী [স দীপ>] *বি* প্রদীপ। 'দিয়টী ফন্দিল বহুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দিয়ড়ি [স দীপ>] *বি* মশাল। 'লাখ লাখ মহাতাপ দিয়ড়ি সব জ্বলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দিয়াছী *দ্র* দেওয়া[১]

দিয়াড়ি [স দীপ>] *বি* দিয়ড়ি; প্রদীপ। 'আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দিয়ান [ফা দীওয়ান] *বি* বিচারালয়। 'দিয়ানে নাহিক দেখা বোলায়ে কোটাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **দেওয়ানি**

দিয়াল [ফা দীবার] *বি* দেয়াল; দেওয়াল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* **দেওয়াল**

দিয়ালগিরি *বি* দেয়ালে ঝুলানোর চিমনিযুক্ত প্রদীপবিশেষ। 'চারডেলে দিয়ালগিরিতে বাতি জ্বলচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দিয়ালি [স দীপাবলি] *বি* দেওয়ালি; দীপাবলি। 'প্রেমের দিয়ালি দিয়েছিল জ্বালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। *দ্র* **দেওয়ালি, দেয়ালি**

দিয়াশলাই [স দীপশলাকা] *বি* আগুন জ্বালানোর বারুদযুক্ত কাঠিবিশেষ। 'চকমকি দিয়াশলাই আছে কি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

দিয়াশালাই [স দীপশলাকা] *বি* দিয়াশলাই। 'দিয়াশালাই ধরাইয়া বিনয় তেলের শেজ জ্বালাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দিয়ে [স দ্বারা] *অব্য* দ্বারা। 'অনুকূলা হবে সমাপ্ত করিবে চরণের ছায়া দিয়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দিয়েছিনু *দ্র* দেওয়া[১]

দিরং [ফা দিরঙ্গ] *বি* দেরি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দিরঙ্গিয়া [ফা দিরঙ্গ>] *বিণ* বিলম্বকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দিরদ [স দ্বিরদ] *বি* হাতির দাঁত। 'থরে থরে লম্বিত দিরদ মুক্তাহার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দিরা *দ্র* দেওয়া[১]

দিরাম [আ দিরহাম] *বি* মুদ্রাবিশেষ। 'দোয়াদশ দিরামে কিনিছ সে মূর্তি।' *সুলতান*, ১৭০০।

দির্ঘ [স দীর্ঘ] ১ *বিণ* দ্বিমাত্রাযুক্ত। 'দির্ঘ ছন্দ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* দীর্ঘ। 'কান্দএ জে দির্ঘ রাএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* দৈর্ঘ্য। 'সাবেক গুদাম সকলের নকসা মতে নবীন গুদামে দির্ঘ প্রস্তে ও উর্দ্ধে তৈয়ার হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

দির্ব্য [স দিব্য] ১ *বিণ* মনোহর; সুন্দর। 'পাদ্যঅর্ঘ্য দিল তবে দির্ব্য সিংহাসন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* শপথ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দিল[১] *দ্র* দেওয়া

দিল[২] [ফা] *বি* মন। 'তবে ধাঞি দিলে-মুখে কলেমা কহিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

দিল-আফরোজ [ফা] *বিণ* হৃদয়-উজ্জ্বলকারী। 'দিল চাহে সদা দিল-আফরোজ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দিল-খোলা [ফা দিল+আ খালা] *বিণ* মনখোলা; অকপট। 'মোরা দিল-খোলা খোলা প্রান্তর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

দিলখোস [ফা] *বিণ* প্রফুল্লচিত্ত; আনন্দিত-হৃদয়। 'অশ্রুর গড়খাই-ঘেরা দিলখোস ফেরদৌস।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দিলগীর [ফা] *বিণ* বেদনার্ত। 'শুনি জাহাঁগীর বড় দিলগীর।' *ভারত*, ১৭৬০।

দিল-জান [ফা] *বি* মনপ্রাণ। 'দিল-জান খোলসা করে ... মিশতে পারিনি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দিল-দরদি [ফা] *বি* ব্যথার ব্যথী। 'পেয়ালা, শরাব, দিল-দরদি, দিলরুবা নাও, বেরিয়ে চলো!' *নজরুল*, ১৯৩০।

দিল-দরাজ [ফা] *বিণ* উদারচিত্ত। 'দিল-দরাজ মোগল-সম্রাটের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দিলদরিআ [ফা] *বিণ* দানে মুক্তহস্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দিলদরিয়া [ফা] ১ *বিণ* সমুদ্রের মতো উদার। 'একেবারে দিল-দরিয়া মেজাজ!' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বিণ* ব্যয়ে বা দানে মুক্তহস্ত। 'হর্ষবর্ধন দিলদরিয়া হয়ে ওঠেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

দিল দরিয়া করা *ক্রি* হৃদয় প্রশস্ত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দিলদার [ফা] *বিণ* মহানুভব। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দিলদারদের দরাজ গলার রবে।' *জীবন*, ১৯২৭।

দিলদারি [ফা] *বি* মহানুভবতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দিল দিয়া *ক্রিবিণ* মনোযোগ দিয়ে। 'আজরাইল কহে নবী শুন দিল দিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দিল-পিয়ারা [ফা দিল+স প্রিয়>] *বি* অন্তরঙ্গ বন্ধু। 'কবর থেকে উঠব – নিয়ে এই শরাব, এই দিল-পিয়ারা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দিল-পিয়ারি [ফা দিল+স প্রিয়>] *বি* অন্তরঙ্গ বান্ধবী। 'ফুল্লমুখী দিল-পিয়ারি, বীণা, বেণু, একটু আড়াল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দিলপিয়ালা [ফা দিল+ফা পিয়ালাহ্] *বি* দিলরূপ পেয়ালা। 'সরাইখানার দিলপিয়ালায় মাতি।' *জীবন*, ১৯২৭।

দিল-প্রিয়া [ফা দিল+স প্রিয়া] *বি* হৃদয়রানী। 'আমার পুঁজি দিল-প্রিয়া আর লাল পেয়ালি মদ-রঙিন!' *নজরুল*, ১৯৫৯।

দিল-মাতানো [ফা দিল+স মত্ত>] *বিণ* মন পাগল-করা। 'সেই দিল-মাতানো স্মৃতিটি মাঝিহারা ডিঙির মতো আমার হিয়ার যমুনায় বারেবারে ভেসে উঠছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

দিলরুবা [ফা] *বি* এসরাজের মতো তারের বাদ্যযন্ত্র। 'তোদের প্রভাত-স্তবের সুরে রে বাজে মম দিলরুবা।' *নজরুল*, ১৯২৯; 'করব না ত্যাগ সেই লোভে এই শরাব সাকি দিলরুবা।' *নজরুল*, ১৯৪২।

দিলী-দোস্ত [ফা] *বি* অন্তরঙ্গ বন্ধু। 'বলশফের সবচেয়ে দিলী-দোস্ত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

দিলে-মুখে [ফা দিল>+স মুখ>] *ক্রিবিণ* কায়মনে। 'তবে ধাঞি দিলে-মুখে কলেমা কহিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

দিললগী [ফা দিল+হি লাগী] *বি* হাসি-তামাশা; মস্করা; ঠাট্টা। 'দিলে দিলে আজ খুনসুড়ি করে দিললগী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দিলাওয়ার [ফা] *বিণ* সাহসী। 'দিলাওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো।' *নজরুল*, ১৯২২।

দিলাবার [ফা] *বিণ* প্রাণবন্ত। 'মোরা দিলাবার খাঁড়া তলোয়ার হাতে আমাদেরি শোভা পায়!' *নজরুল*, ১৯২২।

দিলাসা [ফা দিলাআসা] ১ *বি* আদর। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সান্ত্বনা। 'যথোচিত দিলাসা করিবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৩ *বিণ* উৎসাহিত। 'প্রধান লোক যে থাকে তাহারদিগকে সালিস হইবার কারণ যথোচিত দিলাসা করিবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

দিলির [ফা] *বি* নির্ভীক। 'নাহি নাচে কি রে তোর মরদের এর দিলিরের গোর্দায়?' *নজরুল*, ১৯২২।

দিল্লিবাসী [দিল্লি+স বাসী] ১ *বি* ভারতের রাজধানী দিল্লীর অধিবাসী। 'দিল্লিবাসীরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির প্রকাশ দিতে চেষ্টা করেছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। ২ *বিণ* দিল্লীতে বসবাসরত। 'দিল্লিবাসী বাঙালিমাত্রই একবাক্যে তারস্বরে বলবেন, না, না, না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

দিল্লীওয়ালা [দিল্লি+হি ওয়ালা] ১ *বি* ভারতের রাজধানী দিল্লীর বাসিন্দা। 'মোটরবিহারী দিল্লীওয়ালা কি শিল্প কি সওদাগরী কোনও ইস্কুলেই কোনও দিন পড়ে নি।' *সবুজ*, ১৯২০। ২ *বিণ* দিল্লীতে তৈরি। 'পায়ে দিল্লীওয়ালা নাগরা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

দিল্লীর লাড্ডু – অসার বস্তু; যা না পেলে মানুষ হতাশ হয়, আবার পেলেও হতাশ হয়। 'দিল্লীর লাড্ডু, ঘোড়ার ডিম এরা কেউ প্রাচীন উপমা নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

দিল্লীশ্বর [দিল্লী+স ঈশ্বর] *বি* দিল্লীর অধিপতি। 'দিল্লীশ্বর তো আমার ঈশ্বর নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

দিল্লীশ্বরো [দিল্লী+স ঈশ্বর>] *বি* দিল্লীর অধিপতি। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, বলতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দিশ [স] ১ *বি* দিক। 'চাহে দশ দিশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* খেয়াল। 'ঘুরে আসা চোখে আশপাশের দিশ নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দিশদিশান্তর [স] *বি* দিগ্‌দিগন্তর। 'টানি লয়ে দিশদিশান্তের বারিধারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দিশপাশ [স] *বি* কূল-কিনারা। 'নাঞি পাক্যে দিশপাশ শলশত রায়বাঁশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিশ বিদিশ [স] *বি* দিগ্বিদিক। 'না জাগো দিশ বিদিশ লাগে বড়

ডরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দিশহারা [স দিশ+হারা] *বিণ* দিক হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'এই বিচিত্র প্রভাবে ও আকর্ষণে শ্রেষ্ঠ শিল্পী আকুল ও দিশহারা নন।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

দিশা [স] *বি* দিক। 'বাড়িয়া পশ্চিম দিশা সকল ছাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দিশারি, দিশারী [স] *বি* পথপ্রদর্শক। 'দিশারি! তুমি দেখাও দিশা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'প্রত্যেক দিশারীকে তাই নজর দিতে হবে আবার ... গ্রামের দিকে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

দিশারু [স] **১** *বিণ* পথপ্রদর্শক। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* পোতে দিগ্দর্শনকারী নাবিক। 'দিশারু মালুম কাটে দিশা করে পথ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দিশাহারা [স দিশা+হারা] **১** *বিণ* দিক হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'দেবে নদী পার হতে দিশাহারা হয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'অন্ধকারে দিশাহারা কম্পমান গ্রহতারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বিণ* হতবুদ্ধি। 'অন্ধ হইয়া দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *ক্রিবিণ* নিরুদ্দেশ। 'ওই শব্দ রেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৪** *বিণ* আকুল। 'দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দিশি [স দিশা] *বি* দিক। 'দশ দিশি ছুটে ফুল পরিমল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

দিশি দিশি [স দিশা>] *ক্রিবিণ* দিকে দিকে। 'হৃদয়মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাগলপ্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দিশেহারা [স দিশা+হারা] *বিণ* দিক হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'মন রে মোর, পাথারে হোস নে দিশেহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দিশে [স দিশা>] **১** *ক্রিবিণ* দিকে। 'না জাণো সে গেলা কোণ দিশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* জ্ঞান। 'অবোধ মন রে তোমার হলো না দিশে।' *লালন*, ১৮৯০।

দিশে দিশে [স দিশা>] *ক্রিবিণ* সবদিকে। 'সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দিশা[১] [স দৃশ্>] *ক্রি* দেখা যাওয়া। **দিশঅ** *ক্রি* দেখা যায়। 'বহল বট দুই মার ন দিশঅ।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

দিশা[২] *দ্র* **দিশ**

দিশি[১] [স দিশ্] *বি* দিন। 'যমে প্রাণ হরি নিতে কিবা দিশি দিশি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দিশি[২]**, দিশী** [স দেশীয়] *বিণ* দেশি; স্বদেশের। 'দিশী কৃষ্ণ রিষি কৃষ্ণ এ দেশে ও দেশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'দিশি সহ বিলাতীর যোগাযোগ নানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দিশি-বিদিশি [স দেশীয়-বিদেশীয়] *বিণ* দেশি ও বিদেশি। 'একটা গ্রামোফোনে বাজত দিশি-বিদিশি সংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দিশে [স দিশ্>] *বি* উপায়। 'একমাত্র মা-র কাছেই যেন আমি দিশে পেতাম।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

দিশেমিশে পাওয়া *ক্রি* কর্তব্য-অকর্তব্য বুঝতে পারা। 'দিশেমিশে পায় না ও।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দিষ্ট [স দৃষ্টি] *বি* দৃষ্টি। 'দেখিলুঁ আপনা দিষ্টে যথেক উটের পিষ্ঠে।' *সুলতান*, ১৭০০।

দিষ্টান্ত [স দৃষ্টান্ত] *বি* বাক্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দিষ্টি, দিষ্টী [স দৃষ্টি] **১** *বি* দৃষ্টিপাত। 'বলের সরির পানে ঘন দিষ্টি পাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বিবেচনা। 'দরখাস্ত পাঠাই দরখাস্ত দিষ্টী করিয়া বিহিত হুকুম করিবেন।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

দিষ্টি করন *বি* দেখা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দিষ্টি-খিদে *বি* চোখের ক্ষুধা। 'তোর কেবল দিষ্টি-খিদে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

দিস [স দিশ্] *বি* দিক। 'জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

দিসপাস [স দিশ+পাশ] *বি* দিক-বিদিক। 'কোটি কোটি সর্প জায় নাহি দিসপাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিসই [স দৃশ্>] *ক্রি* দেখা যায়। 'দিসই পর অপ্পাণা।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

দিসা [স দিশা] **১** *বি* দিক। 'এককুলি আরকুলি দিসা নাহি পাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* উপায়। 'আমি ভাব্যা পাইনা দিসারে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দিসারু *বি* দিক-নির্ণয়কারী নাবিক। 'দিসারু বসিতে পাট উপরে মালুম-কাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিসি, দিসী [স দেশীয়] *বিণ* দেশি। 'দিসী সাধু হইল বধূ না আইল বৈদিসী সাধু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'জদি কেহো এ দিসি লোক হয়।' *কালকেতু*, ১৭৮৯।

দিসিদিস [স দিবস>] *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'মিষ্ট অন্ন পায়স জোগাব দিসিদিস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ডিসেম্বর [ই ডিসেম্বর] *বি* ডিসেম্বর – খ্রিস্টাব্দের দ্বাদশ বা শেষ মাস। 'ইহার বার্ষিক মেরামত আগামি ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাঙ্গ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

দিস্তা [ফা দস্তা] *বি* ২৪ খানা কাগজের তাড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দিস্তাখানেক বালির কাগজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দিস্তে [ফা দস্তা] *বি* ২৪ খানা কাগজের তাড়া। 'দেড় দিস্তে নিকেশ করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

দিস্য দিগন্তর [স দিগ্‌দিগন্তর] *বিণ* দিগ্‌দিগন্তর। 'দাণ্ডালেন দীপ্ত কর্য়া দিস্য দিগান্তর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

-দিহের *অব্য* -দিগের, -দের। 'তাহার দিহের অনেক তহুদিয়া হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

দীউয়ানা [ফা দীউয়ানহ্] *বিণ* দেওয়ানা; পাগল। 'হয়তো জ্বলন্ত তার ক্ষুব্ধ বুকে দীউয়ানা সে সুর।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

দীক্ষা[১] [স] *বি* শিক্ষা। 'দূর্বাদলশ্যাম কোদণ্ড-দীক্ষা-গুরু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দীক্ষাগুরু [স] **১** *বি* শিক্ষাদাতা। 'দূর্বাদলশ্যাম কোদণ্ড-দীক্ষা-গুরু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* মন্ত্রদাতা। 'শিক্ষাগুরু বন্দো ভাই দীক্ষাগুরুর পা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দীক্ষামন্ত্র [স] *বি* তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য মন্ত্রদান; বয়াত। 'দীক্ষামন্ত্র দেহ কৃষ্ণ ভজন করিব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দীক্ষা[২] [স দীক্ষা>] *ক্রি* দীক্ষিত করা। 'এই পলায়নে ভূতত্ত্ববিধ্বংস/ দীক্ষিছে ধরণীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দীক্ষিত [স] **১** *বিণ* উপদেশপ্রাপ্ত। 'তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* দীক্ষা গ্রহণ করেছে এমন। 'রণজিৎ সিংহের পুত্র ... ইসুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন।' *হুতোম*,

১৮৬১।

দীক্ষিত করা *ক্রি* আনুষ্ঠানিকভাবে দলভুক্ত করা। 'দরবেশ, দীক্ষিত কর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দীক্ষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'চতুরতা-দীক্ষিতা কৈশোরে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

দীঘ [স দীর্ঘ] *বিণ* দীর্ঘ। 'নাগর মধুরিম ভাস/ সুন্দরি গদগদ দীঘ নিসাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দীঘল [স দীর্ঘ>] ১ *বিণ* দীর্ঘাকার। 'গাত্র বেড়িল তোর দীঘল বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আয়ত; টানাটানা। 'দীঘল লোচনজোর কি বলিল তায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দীঘি [স দীর্ঘিকা] *বি* বড়ো আকারের জলাশয়। 'সুরম্য দীঘি তট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দীঘিজল [স দীর্ঘিকা+স জল] *বি* দিঘির জল। 'কালো দীঘিজল তারই সুশীতল।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

দীঠি [স দৃষ্টি] *বি* দৃষ্টি। 'জখনে দুহুক দীঠি বিছুড়লি দুহু মনে দুখ লাগু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দীদার [ফা] *বি* দর্শন। 'ধড় শির মেলাইয়া করি যে দীদার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দীধিতি [স] *বিণ* দীপ্তিময়। 'দীধিতি রবি যেন দ্বিতীয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দীন[১] [স] ১ *বিণ* অভাগা। 'ভক্তিদান দেহ প্রভু উদ্ধারহ দীন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বিপন্ন। 'দূর কর দুর্গা মোর অকালমরণ দয়া কর হরদারা দীনের শরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* দরিদ্র। 'দুঃখি দীন প্রজারা, যে দারুণ দুঃখে দিনপাত করে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* করুণ। 'হরিণ-সাথে হরিণী আসি চাহিত দীন নয়ানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৫ *বিণ* ক্ষুদ্র। 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দীনজনা [স দীনজন] *বি* অসহায়জন। 'তাপহরণ তোমার চরণ অসীমশরণ দীনজনার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দীনতম [স] *বিণ* অতিশয় দরিদ্র। 'দুঃখে দুর্গতিতেও আমাদের দীনতমকেও ত্যাগ করেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দীনতা [স] ১ *বি* দৈন্য। 'দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* দারিদ্র্য। 'দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *বি* হীনতা। 'তাহাদের ভোগ-বিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তকমা-চাপরাসের দ্বারা ঢাকা পড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দীনতারণ [স] *বিণ* গরিবের ত্রাণকারী। '... সেই দীনতারণ পুণ্যশ্লোক পবিত্রাত্মা।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

দীনতা-হীনতা [স] *বি* দুঃখ কষ্ট। 'তাহা অন্তরের দীনতা-হীনতা ঢাকিবারই ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।' *নজরুল*, ১৯২২।

দীনত্ব [স] *বি* দারিদ্র্য। 'আমার দীনত্ব দূর হয় না।' *কেরি*, ১৮১২।

দীনদয়াবতী [স] *বিণ* দরিদ্র বা দুঃখীর প্রতি দয়াশীলা। 'দুর্গা পরা দৈন্যহরা দীনদয়াবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দীনদয়াময় [স] *বিণ* দরিদ্রের প্রতি কৃপাশীল। 'খোদাভক্ত খোদাতীত খোদাপ্রেমিক দীনদয়াময়।' *ওয়াজী*, ১৯৬৪।

দীনদুঃখি [স দীনদুঃখী] *বিণ* অত্যন্ত গরিব। 'দীনদুঃখি পীড়িত লোকেরদের চিকিৎসার্থে দুই চিকিৎসালয় নিরূপিত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

দীনদুঃখিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত গরিব। 'প্রফুল্ল দীনদুঃখিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

দীনদুঃখী [স] ১ *বি* অত্যন্ত গরিব। 'অনেক দীনদুঃখীকে বিদ্যা দান করিতেছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ২ *বিণ* ছোটোবড়ো; দরিদ্র-দুঃখী। 'ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

দীননয়ন [স] *বি* করুণ চোখ। 'অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দীননাথ [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'কত দিনে এ দীনের প্রতি দীননাথ দফা করিবেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দীনপালক [স] *বিণ* দরিদ্রের পালনকর্তা। 'তুমি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দীনপালক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

দীনপ্রাণ [স] *বিণ* দুর্বলচিত্ত। 'আজ তুমি কৃশকায় দীনপ্রাণ রোগজীর্ণ শিশুদের ক্রীড়াভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

দীন প্রার্থনা [স] *বি* করুণ আবেদন। 'অর্থীজনের দীন প্রার্থনা যে পার পুরণ কর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

দীনবন্ধু [স] *বি* প্রভু; ঈশ্বর। 'তুআ পদপল্লব করি অবলম্বন তিল এক দেহ দীনবন্ধু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হে দীনাশ্রয় দীনবন্ধু!' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

দীনবেশ [স] ১ *বি* অসহায় অবস্থা। 'ওরে আশা, কেন তোর হেন দীনবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* দরিদ্রবেশ। 'বাহিরে আপাতত তাহার দীনবেশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দীনভাব [স] ১ *বি* দরিদ্র অবস্থা। 'দীনভাবে, শীর্ণশরীরে, সাশ্রু নয়নে, দিনপাত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বি* দীনতা প্রকাশ পায় এমন ভাব। 'তাহার মৌন দীনভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দীনভাবাপন্ন [স] *বিণ* নিজেকে ছোটো মনে করে এমন। 'এই দীনভাবাপন্ন মহিলাগণের কঙ্করাবৃত ক্ষেত্র সদৃশ যে বন্ধুর অন্তঃকরণ তাহা বিদ্যারূপ ঘর্ষণী দ্বারা সরল করিতে চেষ্টা কর।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

দীনমুখ [স] *বি* করুণ মুখ। 'শুনি নির্জিত কোটি দীনমুখে/ বজ্রঘোষ বারতা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দীনরঞ্জন [স] *বিণ* দুঃখীর সহায়। 'দুঃখবিনাশন, বিপদভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দীনসত্ত্ব [স] *বিণ* দীন অস্তিত্বের অধিকারী। 'উপন্যাসে নব্য যুগের নির্বীর্য, নপুংসক, নির্বিণ্ন, দীনসত্ত্ব, পরতান্ত্রিক চরিত্রের আবির্ভাব ...।' *শিব*, ১৯৫০।

দীনহীন [স] *বিণ* অতিশয় নিঃস্ব। 'প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীনজনে ...।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দীনহীনা [স] *বি স্ত্রী* দরিদ্র। 'অয়ি দীনহীনা, অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দীনা [স] *বিণ স্ত্রী* দরিদ্র। 'দীনা নবীনা যবনী বারাঙ্গনা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

দীনাতিদীন [স] *বিণ* অতিশয় দরিদ্র। 'চোখকে মুগ্ধ করেছে তাঁরই একজন দীনাতিদীন অনুচরের দেহসৌষ্ঠব।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

দীনাতিহীন [স] *বিণ* অতিশয় নিঃস্ব। 'আমরা আজ দীনাতিহীন ও ঘৃণিত।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

দীনাত্মা [স] *বিণ* নিঃস্ব; ভীত। 'ঐ দীনাত্মা ইঁদুরটা যখন তাঁর ভাণ্ডারে ঢুকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দীনাদি [স দীন-আদি] *বি* দরিদ্রগণ। 'দীনাদি কেহ ক্ষুণ্নমনা হইয়া গমন করে নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

দীনাশ্রয় [স] *বি* দরিদ্রের সহায়; ঈশ্বর। 'হে দীনাশ্রয় দীনবন্ধু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

দীনাহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত করুণ। 'নব সুর তানে বাণী দীনাহীনা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

দীন[2] [আ] *বি* ধর্ম। 'দীন ইসলাম আর আয়ুভাগ্য বলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দীন-আখেরী [আ] *বি* ইসলামি ধর্মমতে শেষ বিচারের দিন। 'সবার চোখেই জলের ধারা দীন-আখেরীর ভাবনা লয়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

দীন-ই-ইসলামি [আ] *বিণ* ইসলাম ধর্মীয়। 'জ্বলিয়া উঠেছে/ দীন-ই-ইসলামি লাল মশাল।' *নজরুল*, ১৯৩২।

দীন-এসলাম [আ] *বি* ইসলাম ধর্ম। 'দীন-এসলামের কথা কাঁচকলা কিছুই শিখ নাই।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

দীনদার [আ দীন+ফা দার] *বিণ* ধর্মানুভূতিসম্পন্ন। 'যদি তেরা দেলে থাকে হতে দীনদার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দীনদারী [আ দীন+ফা দারি] *বি* ধার্মিকতা। 'ওই বেদীনী লোভে পড়ে দীনদারী ভুলে যাও।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

দীনদুনিয়া [আ দীন+ফা দুনিয়া] ১ *বি* সর্বাধিক ক্ষমতা। 'এ দেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* ইহকাল ও পরকাল। 'দীনদুনিয়ার তেজ আমার ঘুমায় কিসের হলে।' *জসীম*, ১৯২৭।

দীন[3] [স দিন] *বি* দিন। 'এক২ দীন রাত্রের মধ্যে এক১ জোনকে সয়ন ঘরে লইয়া সয়ন করায়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'গাজন উপলক্ষে– ৭ দীন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬২।

দীনা দ্র **দীন**[2]

দীনার [আ] *বি* আরবের স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ। 'স্বর্ণ দীনারের অমোঘ বৃত্তের মতো রূপ নিয়ে নড়ে।' *জীবন*, ১৯৩০।

দীনিয়াত [আ] *বি* ধর্মশিক্ষা। 'হাই স্কুলে দীনিয়াত ও আরবী ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

দীনী [আ] *বিণ* ধর্মীয়। 'আন নয়া দীনী ফরমান।' *নজরুল*, ১৯৩২।

দীনেশ [স দিনেশ] *বি* সূর্য। 'প্রকাশিল তারাগণ আলোপ দীনেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দীপ [স] *বি* প্রদীপ। 'নিশাকালে দীপের আদর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দীপ-ইশারা [স দীপ+আ ইশার>] *বি* প্রদীপের ইঙ্গিত। 'কারে ডাক দীপ-ইশারায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দীপগাছা [স দীপ+গাছ] *বি* যার উপর বাতি রাখা হয়; পিলসুজ। 'দীপগাছাও মাটির।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

দীপগৃহ [স] *বি* বাতিঘর। 'একটা দীপগৃহ প্রস্তুত করাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

দীপজ্যোতি [স] *বি* বাতির আলো। 'উজ্জ্বল দীপজ্যোতি ও বাহ্য শোভা মাত্র সন্দর্শন করিয়া নিরস্ত রহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দীপঝলমল [স দীপ+স জ্বলজ্বল] *বিণ* আলোতে ঝলমল করে এমন। 'দোলে ধরাতল/ দীপঝলমল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

দীপদান [স] *বি* দীপাধার। 'মন্দিরে দীপদান, ঘন্টাধ্বনি, উদয় অস্ত ...।' *অবন*, ১৯০৯।

দীপদীপ্ত [স] *বিণ* প্রদীপে আলোকিত। 'ধ্রুবতারা দীপদীপ্ত সুভৃত্ত নিভৃত অবসানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দীপ-নেভা [স দীপ+নেভা] *বিণ* দীপ নিভে গেছে এমন। 'দীপ-নেভা মোর বাতায়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

দীপমক্ষিকা [স] *বি* জোনাকি। 'ঐ পতঙ্গের নাম দীপমক্ষিকা।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

দীপমালা [স] *বি* বাতির মালা। 'উপরে আকাশমণ্ডল নক্ষত্রপুঞ্জ-পরিপূর্ণ ও নিম্নভাগে ভূমণ্ডল দীপমালায় মণ্ডিত দেখিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দীপশলাকা [স] *বি* দিয়াশলাই। 'দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দীপশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আলোকময়। 'অসীম পথের রাতি দীপশালিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দীপশিখা [স] *বি* প্রদীপের শিখা। 'যুবতীর আদৌ বয়সের তারুণ্য জন্য দীপশিখার ন্যায় মন চঞ্চল হইল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দীপস্তম্ভ [স] *বি* লাইটপোস্ট; বাতিযুক্ত থাম। 'স্টেশনের দীপস্তম্ভের নিচে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দীপহীন [স] *বিণ* অন্ধকার। 'আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দীপান্বিত [স] *বিণ* আলোকিত। 'তিমিরে মিলালে তুমি দীপান্বিত দেহলী উত্তরি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

দীপান্বিতা [স] ১ *বি স্ত্রী* দেওয়ালি; আলোক উৎসব। 'বধূ তব দীপান্বিতা আসিবে কখন।' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বিণ স্ত্রী* আলো-ঝলমলে। 'রহস্যময়ী দীপান্বিতা বাগদাদ আবার হেসে উঠেছে।' *শওকত*, ১৯৬২।

দীপাবলী [স] *বি* প্রদীপসমূহ। 'রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে দীপাবলী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দীপায়নের উৎসব – দেওয়ালি। 'দীপায়নের উৎসবে ডাক দিয়ে আনলেন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

দীপালি, দীপালী [স দীপাবলি] *বি* দেওয়ালি; দীপমালা। 'দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'দীপালী উৎসবের মতই আলোয় জ্বলছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

দীপালিকা [স] *বি* প্রদীপ; বাতি। 'অনির্বাণ আলোকেতে সাজায় অক্ষয় দীপালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

দীপালোক [স] *বি* প্রদীপের আলো। 'কোনো রজনীতে কি রে ক্ষুদ্র দীপালোকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দীপালোকরেখা [স] *বি* প্রদীপের ক্ষীণ আলো। 'দরজার ফাঁক দিয়া যে-দীপালোকরেখা দেখা যাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দীপালোকিত [স] *বিণ* প্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল। 'দীপালোকিত কোটাবাড়ি দেখা যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দীপিত [স] ১ *বিণ* আলোকিত। 'দীপিত দিনের ছবি।' *আহসান*, ১৯৪৪। ২ *বিণ* দীপ্তি ছড়াচ্ছে এমন। 'দীপিত চমকটা সঙ্গে সঙ্গে

মনের মধ্যে একটা ক্রিয়া করে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

দীপের থালা *বি* প্রদীপ জ্বালোনোর পাত্র। 'করব আমি আরতি তার নিয়ে দীপের থালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

দীপোজ্জ্বলা [স দীপ-উজ্জ্বল] *বিণ স্ত্রী* আলোকোজ্জ্বল। 'দীপঙ্করের কবিতা দীপোজ্জ্বলা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

দীপক [স] **১** *বি* প্রদীপ। 'দুই দিকে যেন দুই দীপক সুন্দর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'মুলতানী, দীপক রাগের সহধর্ম্মিণী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* বাজ পাখি। 'বউ-কথা-কও কোথা দুরারোহ, তমিস্র তমালে সভয়ে সংবরি আছে উচ্ছৃঙ্খল দ্বিস্বরা দীপক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

দীপকরাগ [স] *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'অগ্নিবীণার এই যে আগুন-ভরা দীপকরাগ আলাপ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দীপকা [স] *বি* সংগীতের রাগিণীবিশেষ। 'দীপকা গান্ধারী বেলাবলির গমন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দীপতি [স দীপ্তি] *বিণ* তেজোময়। 'যাঁর তেজে সর্ব দেশ হএছে দীপতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দীপন [স] **১** *বি* উদ্দীপন। 'চুম্ব আলিঙ্গন কামের দীপন।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* প্রজ্বালন। 'অগ্নির দীপন করে ভিজে হ'লে পর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দীপা [স দীপ>] *ক্রি* জ্বালানো। 'দীপিছে ললাটমাঝে মহিমার শিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **দীপিছে** *ক্রি* জ্বলছে। 'দীপিছে ললাটমাঝে মহিমার শিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **দীপিয়া দীপিয়া** *ক্রিবিণ* মিট মিট ক'রে। 'নীল সরোবরে হীরক-পদ্মের ন্যায় দীপিয়া দীপিয়া জ্বলিতেছে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

দীপিকা [স] **১** *বি* ব্যাখ্যা পুস্তক। 'কিঞ্চিৎ দ্বেষশূন্য হইয়া দীপিকা পাঠ করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি স্ত্রী* ছোটো প্রদীপ। 'প্রতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায়/ জ্বাল তব নব দীপিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

দীপ্ত [স] *বিণ* আলোকিত। 'তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দীপ্তচক্ষু [স] *বি* উজ্জ্বল দৃষ্টি। 'তখন দীপ্তচক্ষে একবার ... মুখের দিকে চাহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

দীপ্তজ্বালা [স] *বি* উত্তপ্ত। 'দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা জয়রস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দীপ্তনেত্র [স] *বিণ* উজ্জ্বল চোখ-বিশিষ্ট। 'শীর্ণ ক্লিষ্ট শুষ্ক শ্বেতওষ্ঠাধর দীপ্তনেত্র ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দীপ্তবর্ণ [স] *বিণ* উজ্জ্বল রং-বিশিষ্ট। 'দয়া ও দাবিতে দৃঢ় দীপ্তবর্ণ পতাকা আমার।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দীপ্তমান [স দীপ্তিমান] *বিণ* আলোকময়। 'দেবতার বাস হেতু দীপ্তমান করি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দীপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রজ্বলিত। 'জয় অগ্নিহোত্রী অয়ি দীপ্তা উগ্রতপা জ্যোতির্ময়ী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দীপ্তালোক [স] *বি* উজ্জ্বল আলো। 'তড়িৎশিখা ক্ষণিক দীপ্তালোকে/ হানতেছিল চমক তোমার চোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দীপ্তি [স] **১** *বিণ* আলোকিত। 'আজ্ঞা কৈলা দুই নখে করিবারে দীপ্তি।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* আলো। 'দীপ্তি ফলানো।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

দীপ্তিকর [স] *বিণ* দীপ্তিময়; জ্যোতির্ময়। 'বড়ই দীপ্তিকর প্রচণ্ড অনলের ন্যায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

দীপ্তি ফলানো *ক্রি* দীপ্যমান হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দীপ্তিবিকাশ [স] *বি* আলো বিকিরণ। 'সূর্য্য-নক্ষত্রাদি দীপ্তিবিকাশ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দীপ্তিবিহীন [স] *বিণ* দীপ্তি নেই এমন। 'শ্রীহীন দীপ্তিবিহীন করিলে প্রজ্বলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দীপ্তিমএ [স দীপ্তিময়] *বিণ* জ্যোতির্ময়। 'আকাশে পুষ্পের জুতি অতি দীপ্তিমএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

দীপ্তিমতী [স] *বিণ স্ত্রী* উজ্জ্বল। 'তাঁর কীর্ত্তি কাশীতে ও গয়াতে অদ্যাপি দীপ্তিমতী আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দীপ্তিময় [স] *বিণ* জ্যোতির্ময়। 'ইহা অর্দ্ধবৃত্তাকার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিময় আয়তন ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দীপ্তিমা [স] *বিণ* দীপ্তিময়। 'গগন-অঙ্গন-আলোকে উদার দীপ-দীপ্তিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দীপ্তিমান [স] *বিণ* আলোময়। 'দীপ্তিমান করে জেন প্রভাত ভাস্কর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দীপ্তিরাশি [স] *বি* সমূহ উজ্জ্বলতা। 'আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দীপ্তিরেখা [স] *বি* তেজস্বিতা। 'তরুণ মুখের দীপ্তিরেখা ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দীপ্তিহারা [স দীপ্তি+হারা] *বিণ* দীপ্তি নেই এমন। 'এমন-সব নক্ষত্র আছে যারা দীপ্তিহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দীপ্তিহীন [স] **১** *বিণ* নিষ্প্রভ। 'দেখ দেখি শশিমুখি শশি দীপ্তিহীন।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* তেজোহীন; দুর্বল; নিস্তেজ। 'আমার এই ... দীপ্তিহীন আপনাকে যখন দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দীপ্তোজ্জ্বল [স দীপ্তি-উজ্জ্বল] *বিণ* দ্যুতিময়। 'দেহ দীপ্তোজ্জ্বল অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দীপ্যমান [স] *বিণ* দীপ্তিশালী। 'দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা রবিকরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দীব [স দিব্য] *বি* দিব্য। 'বিলম্ব না সহে আমার দীব।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০।

দীমিদীমি [ধ্বন্যা] *বি* আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি। 'ডম্বুর দীমিদীমি বাজান দেবস্বামী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দীরং [ফা দিরঙ্গ] *বি* দেরি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দীরঘ [স দীর্ঘ] *বিণ* দীর্ঘ; দীঘল। 'দীরঘ যামিনী দিবস ভএ ক্ষীণী/ ঝাপন তপন তুহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দীর্গ [স দীর্ঘ] *বিণ* দীর্ঘ। 'এতো দীর্গ, যে, কতো অনন্তো কুটি সমুদ্রো পারে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

দীর্ঘ [স] **১** *বিণ* লম্বা। 'নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* গভীর। 'ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* দৈর্ঘ্য। 'তাহার দীর্ঘ প্রস্থ এক ২ দিগে পাঁচ ২ ক্রোশ আয়তন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বিণ* দীর্ঘ দিনের। 'দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'আর দীর্ঘ পরিচয় তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **৫** *বিণ* লম্বা। 'শালের গাছ সারি সারি দীর্ঘ, ঋজু, পুরাতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **৬** *বিণ* নিবিড়; প্রগাঢ়। 'হেমন্ত, যা কিছু পেলে দীর্ঘ প্রেম, বুকে নিয়ে চলো।' *শক্তি*, ১৯৬১।

দীর্ঘ আয়ুঃ [স] *বি* দীর্ঘজীবন। 'তাঁহার অচল রাজ্য ও দীর্ঘ আয়ুঃ

প্রার্থনা করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দীর্ঘ ঈকার [স] *বি* স্বরবর্ণ 'ঈ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। 'উহার সকল বিভক্তি ও সকল বচনেই দীর্ঘ ঈকারান্ত লেখা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

দীর্ঘকর্ণ [স] *বি* গাধা। 'সত্তা শুনে ছুটে আসে যত দীর্ঘকর্ণগুলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দীর্ঘকায় [স] *বিণ* দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট। 'একদল বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় ও কর্মিষ্ঠ মনুষ্যের বংশধরেরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় লোক।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দীর্ঘকাল [স] *বি* বহুকাল; চিরদিন। 'যাহাতে স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘকাল জীবদ্দশায় থাকিতে পারেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

দীর্ঘকালব্যাপী [স] *বিণ* অধিক সময় ধরে স্থায়ী। 'এমন আঘাত করত না যার ফলে অঙ্গহানি, আধিব্যাধি, পরাজয়ের গ্লানি দীর্ঘকালব্যাপী দারিদ্র্য ...।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

দীর্ঘকালসাধ্য [স] *বিণ* সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময় লাগে এমন। 'তাঁহারা ... দীর্ঘকালসাধ্য যজ্ঞ সকল সম্পন্ন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দীর্ঘকালস্থায়ী [স] *বিণ* অধিক সময় ধরে টিকে থাকে এমন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... দীর্ঘকালস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দীর্ঘকেশী [স] *বিণ* লম্বা চুলের অধিকারী। 'দীর্ঘকেশী মহিলারা এই দোকানে গেলে সেবকেরা (সেবিকা নয়) তাঁদের মাথা ধুয়ে দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দীর্ঘগড়ন [স] *বিণ* লম্বাটে গঠনবিশিষ্ট। 'শাটিন পরা দীর্ঘগড়ন নারীর মতো।' *জীবন*, ১৯৪০।

দীর্ঘজটাধারী [স] *বি* লম্বা জট আছে এমন লোক। 'অকস্মাৎ হেরিলাম দীর্ঘজটাধারী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

দীর্ঘজীবন [স] **১** *বি* দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট জীবন। 'কাজের জন্যে জীবন হলে দীর্ঘজীবন হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* দীর্ঘস্থায়িত্ব। 'যদি কেহ বজনুরের দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেন।' *জামায়াত*, ১৯৩৬।

দীর্ঘজীবিনী [স] *বিণ* স্ত্রী দীর্ঘায়ু। 'বিধাতা তোমাকে দীর্ঘজীবিনী করুন।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

দীর্ঘজীবী [স] **১** *বিণ* দীর্ঘ দিন বাঁচে এমন। 'দীর্ঘজীবী মার্কণ্ড সমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* দীর্ঘস্থায়ী। 'বিপ্লব হোক দীর্ঘজীবী।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৮।

দীর্ঘতনু [স] *বিণ* লম্বা দেহের অধিকারী। 'দীর্ঘতনু বালকটিকে দেখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।' *তারা*, ১৯৪০।

দীর্ঘতর [স] *বিণ* তুলনামূলক লম্বা। 'বেলা ধীরে যায় চলে ছায়া দীর্ঘতর করি অশ্বত্থের তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দীর্ঘতম [স] *বিণ* সবচেয়ে দীর্ঘ। 'পৃথিবীর দীর্ঘতম লাইনটি অর্থাৎ তার কটিবেষ্টন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দীর্ঘতা [স] **১** *বি* বিস্তৃতি; স্থায়িত্ব। 'দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* দৈর্ঘ্য। 'তাহার দীর্ঘতা একহস্তেরও অধিক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বি* উচ্চতা। 'শহরের রং ফর্সা, দীর্ঘতায় তালগাছ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দীর্ঘতাল [স] *বি* দ্রুততাল। 'অন্তরের নদীর ঢেউ দ্রুততায় ও প্রাণময়তায় সাগরের দীর্ঘতাল ছাড়িয়ে উঠেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

দীর্ঘ ত্রিপদী [স] *বি* ছন্দের নাম। *আলাওল*, ১৬৮০।

দীর্ঘদর্শী [স] *বিণ* দূরদর্শী। *সেবধি*, ১৮৩৯।

দীর্ঘদিন [স] *ক্রিবিণ* অনেক দিন ধ'রে। 'মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে ছাড়ায়ে সংসারসীমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'দীর্ঘদিন সঙ্গীহীন একা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দীর্ঘদীপিতদেহা [স] *বিণ* স্ত্রী লম্বা ও ফরসা দেহবিশিষ্ট। 'দীর্ঘদীপিতদেহা কয়েকজন সুন্দরী মহিলা আছেন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

দীর্ঘদেহ [স] *বিণ* দীর্ঘ দেহের অধিকারী। 'দীর্ঘদেহ ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষটি, মুখখানি লাজুকের মতো ঈষৎ নত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

দীর্ঘদেহী [স] *বিণ* দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট। 'দীর্ঘদেহী লোকটি চাইলে ওপর পানে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

দীর্ঘনিশাস [স দীর্ঘনিশ্বাস] *বি* দীর্ঘশ্বাস। 'উঠেছে ধীরে দীর্ঘনিশাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দীর্ঘনিশ্বাস [স] *বি* গভীর শোকে ফেলা নিশ্বাস। 'দীর্ঘনিশ্বাসে উহা মুহুর্মুহু দগ্ধ হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

দীর্ঘনিঃশ্বাস [স] *বি* দুঃখ বা অন্য কোনো কারণে ফেলা দীর্ঘ শ্বাস। 'দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪।

দীর্ঘপথ [স] *বি* দীর্ঘ সময়। 'সমস্ত সংসারের দীর্ঘপথ দুঃখের বোঝা বয়ে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দীর্ঘপথশ্রম [স] *বি* দীর্ঘ পথচলার ক্লান্তি। 'দীর্ঘপথশ্রম স্বীকার করে আবক্ষ দাড়ি নিয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দীর্ঘপদ [স] *বি* লম্বা বাক্য। 'মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দীর্ঘ-পাশ [স দীর্ঘপার্শ্ব] *বি* দৈর্ঘ্য-প্রস্থ। 'মৌলবী সাহেবের এলেমের দীর্ঘ-পাশ কতটা ছিল, তার এমতেহান লওয়ার সুযোগ কারো হয় নাই।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দীর্ঘপ্রস্থ [স] **১** *বিণ* দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ। 'তাহার দীর্ঘ প্রস্থ এক ২ দিগে পাঁচ ২ ক্রোশ আয়তন।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* লম্বা-চওড়া। 'তাঁহার দীর্ঘপ্রস্থ বিপুল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

দীর্ঘপ্রাণ [স] *বি* দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দীর্ঘমেয়াদী [স দীর্ঘ+আ মীয়াদ>] *বিণ* অনেক দিনব্যাপী। 'কর্তৃপক্ষের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কি হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

দীর্ঘল [স] *বিণ* লম্বা। 'অর্ধগজ দীর্ঘল আছিল তার দাড়ি।' *সুলতান*, ১৭০০।

দীর্ঘ লাফ [স দীর্ঘ-লম্ফ] *বি* এক লাফে দীর্ঘ স্থান অতিক্রম করার খেলাবিশেষ। 'দীর্ঘ লাফ।' *বেগম*, ১৯৭০।

দীর্ঘ-শৃঙ্গী [স] *বিণ* বড়ো শিং আছে এমন। 'বধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দীর্ঘশ্বাস [স] **১** *বি* সুখ-দুঃখসূচক গভীর শ্বাসত্যাগ। 'যদি তার দীর্ঘশ্বাস বাধা নাহি মেনেছি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বি* দুঃখ।

'মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দীর্ঘশ্মশ্রু [স] *বিণ* লম্বা দাড়িগোঁফওয়ালা। 'গেরুয়াবসন ও তিলকধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলকেশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দীর্ঘসূত্র [স] *বিণ* অলস। 'আমার দীর্ঘসূত্র স্বভাবে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

দীর্ঘসূত্রতা [স] ১ *বি* কাজ ফেলে রাখা। 'অত্যন্ত দোষ নিদ্রা তন্দ্রা ভয় ক্রোধ আলস্য দীর্ঘসূত্রতা।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বি* অনেকদিনের আনাগোনা। 'দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় প্রয়োজন।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

দীর্ঘসূত্রিতা [স দীর্ঘসূত্রতা] *বি* কোনো কাজ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে করা। 'লোকে দীর্ঘসূত্রিতায় ঘৃণা করে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দীর্ঘসূত্রী [স] ১ *বিণ* কাজ ফেলে রাখে এমন। 'বিষয় কর্ম্ম আর অন্য প্রকরণে সুস্তি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ২ *বি* খুব ঘুমকাতুরে; অলস। 'সমস্ত লোকের কানেই সেই তুমুল ঘোর রণবাদ্য প্রবেশ করিয়া দীর্ঘসূত্রীরও নিদ্রাভঙ্গ করিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

দীর্ঘাকার [স দীর্ঘ-আকার] ১ *বিণ* লম্বা। 'অস্থিসন্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* লম্বা দেহবিশিষ্ট। 'পিণ্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দীর্ঘাঙ্গী [স] *বিণ* লম্বা দেহের অধিকারী। 'দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দীর্ঘাবয়ববিশিষ্ট [স] *বিণ* দীর্ঘ সংগঠনবিশিষ্ট। 'পল্লীগ্রামের ভাষা শিথিল, বিরলগ্রন্থ, এবং দীর্ঘাবয়ববিশিষ্ট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দীর্ঘায়ত [স] *বিণ* লম্বা। 'জগৎসিংহের সদৃশ দীর্ঘায়ত বিশালোরস্ক নহেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

দীর্ঘায়তন [স] *বিণ* লম্বা। 'দীর্ঘায়তন বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা।' *শরৎ*, ১৯১৪।

দীর্ঘায়মাণ [স] *বিণ* ক্রমে দীর্ঘ হয়ে চলেছে এমন। 'এই মায়া অষ্টটির চির দীর্ঘায়মাণ শৃঙ্খল কাটাতে পারছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

দীর্ঘায়মাণা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্রমে দীর্ঘ হয়ে চলেছে এমন। 'দীর্ঘায়মাণা বেণী সামলে তোলা স্বয়ং দশভুজা দেবীর দুঃসাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

দীর্ঘায়িত [স] *বিণ* প্রলম্বিত। 'যখনি সে নিজের ডাককে দীর্ঘায়িত করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দীর্ঘায়ু [স] ১ *বিণ* দীর্ঘস্থায়ী। 'কোম্পানি দীর্ঘায়ু হউন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* দীর্ঘজীবন। 'ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দিলে বাহা করিবেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

দীর্ঘায়ুঃ [স] *বি* দীর্ঘ জীবন। 'দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্তি, রোগের শান্তি ... কোন সাংসারিক ফল তাহার উদ্দেশ্য থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

দীর্ঘীকরণ [স] *বি* দীর্ঘ করার কাজ। 'অমূল্যধনের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণের নিয়ম জেনেও তারা কাজ গোছাতে পারবে না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দীর্ঘোচ্চারণ [স দীর্ঘ-উচ্চারণ] *বি* প্রলম্বিত উচ্চারণ। 'ইঙ্গরেজী গদ্য পদ্যের বিরাম স্থান ও দীর্ঘোচ্চারণ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

দীর্ঘিকা [স] *বি* দিঘি; বড়ো পুকুর। 'কোম্পানি বাহাদুরের বিদ্যা মন্দিরের দক্ষিণে গোল দীর্ঘিকার উত্তর অন্তরীপ অবধি।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

দীর্ঘোচ্চারণ *দ্র* **দীর্ঘ**

দীর্ণ [স] ১ *বিণ* ভেঙে গেছে এমন। 'দীর্ণ হৃদয় আপনি কেন রে/ বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে না?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* বেদনাহত। 'বলেছিলেম দীর্ণ স্বরে, হায়, বিধাতা। এ যে প্রদোষ নিঠুর নীরাগ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* গরিব। 'দয়া হল দীর্ণ মানুষকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪। ৪ *বিণ* ছেঁড়া। 'চিত্তের প্রশান্তি দিয়ে জুড়িয়াছে দীর্ণ বহির্বাস।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

দীর্ণকীর্ণ [স] *বিণ* বিদীর্ণ ও বিকীর্ণ; ভাঙা ও ইতস্তত ছড়ানো। 'বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলাস্তূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দীর্ণবিদীর্ণ [স] *বিণ* ভেঙে চৌচির। 'দীর্ণবিদীর্ণ রুক্ষ খোঁচাখোঁচা উলঙ্গ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দীল [ফা] *বি* মন। 'ভাবছিলাম তোমার দীলে দয়া-মায়া আছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

দীলেক *দ্র* দেওয়া[১]

দীঠে [স দৃষ্ট>] *ক্রিবিণ* দৃষ্টিতে। 'আড় নয়ানে শিব চাহে এক দীঠে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দীসা [স দৃশ্>] *ক্রি* দেখা। **দীসঅ** *ক্রি* দেখা যায়। 'তরঙ্গন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

দু [পা] *বিণ* দুই। 'দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।' *চর্যা* ৫, ১২০০।

দুআঁশলা [দু+আঁশলা] *বিণ* দো-আঁশলা; বর্ণসংকর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দুআনি, দুআনী *বি* এক সময়ে প্রচলিত দুই আনা মূল্যের মুদ্রা। 'সিকি কিম্বা দুআনী সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিলে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। 'দুআনি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দুকান-কাটা *বিণ* নির্লজ্জ। 'পথের কুকুর দু'কান-কাটা মান-অপমান নাইকো জ্ঞান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দুকায়া [দু+স কায়া] *বি* দুই রূপ। 'একজানে দুকায়া ধরে কেউ পাপ কেউ পুণ্যি করে।' *লালন*, ১৮৯০।

দুকুল [দু+স কূল] *বি* দুই তীর। 'দুকুল অতেক বৈসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুকূল [দু+স কূল] *বি* উভয় কূল। 'দুকূল আকুল ভবনদী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দুকূলভাঙা [দু+স কূল+ভাঙা] *বিণ* দুই কূল ভাঙে এমন। 'এনো না আর/ দুকূলভাঙা এমন জোয়ার।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

দুখান *বিণ* দুটি। 'দুখান গয়না দিয়ে বাঁধা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দুগাছা [দু+স গুচ্ছ>] *বিণ* দুটি। 'হাতে দুগাছা পিতলের বালা পরিয়া থাকিব।' *প্যারী*, ১৮৬০।

দুগাছি [দু+স গুচ্ছ>] *বিণ* দুটি। 'দুগাছি সঙ্খ এড়ি কাড়িয়া পেলিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুগুটি *বিণ* দুটি। 'ভলত গাঁথিল তার দুগুটি বেরুআ।' বড়ু, ১৪৫০।

দুগুণ [দু+স গুণ] *বিণ* দ্বিগুণ। 'দুগুণ পোড়নি সারে।' বড়ু, ১৪৫০।

দুচক্ষে [দু+স চক্ষু>] *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণরূপে; একেবারে। 'ভারতবর্ষীয় ইংরেজগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দুচক্ষের বিষ – পরম ঘৃণার পাত্র। 'আমি দেখা করিয়ে দিয়ে তোমার বাপ-মার দুচক্ষের বিষ হই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

দু-চার *বিণ* কিছু। 'কলিকাতা সহরেও দু-চার গোদাগাকে প্রাক্টিস

কত্তে দেখা যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দু-চারিটা *বিণ* অল্প সংখ্যক। 'শুনে যারা যায় চলে/ দু-চারিটা কথা ব'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দু'চোখের বিষ – অত্যন্ত অপ্রিয় বিষয়। 'হাসি-খুশি আনন্দ, এও কি তার দু'চোখের বিষ?' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

দুচ্চার *বিণ* কয়েকটি; দুই থেকে চারটি। 'ধুমাধুম গোটা দুচ্চার দিলে খুব কিল ও ঘুঁষি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দুজন [দু+স জন] *বি* প্রেমিক ও প্রেমিকা। 'নিতই নূতন পিরীতি দুজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'আঁধারে যেন দুজনে আর দুজন নাহি থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দু'ট *বিণ* দুই সংখ্যক; দুটি। 'ফাঁকতালে দু'ট শূন্য লাগিয়েছিলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

দুটা *বিণ* দুটি। 'সখি, দুটা ক্ষুদ্র কথা কহিনু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

দুটি, দুটী *বিণ* দুই সংখ্যক। 'সোনার কটুআ দুটি মাণিকে পুরাআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কালি শুরি দুটী মাত্র দেশেতে রহিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুটো *বিণ* অল্প পরিমাণ। 'দুটো কথা বলিয়াই আপনাকে খালাস মনে করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দুণ [স দ্বিগুণ] *বিণ* দ্বিগুণ। 'দুণ হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন।' *ভারত*, ১৭৬০।

দুতরফা [দু+আ তরফ] *বিণ* উভয় পক্ষের মত আছে এমন। 'এমন দুতরফা ভালোবাসাকে মাঝ মাঠে শুকোতে দেওয়া ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দুত্তিন *বিণ* দুই তিন। 'গোটা দুত্তিন থাপ্পড়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দুদণ্ড [দু+স দণ্ড] ১ *বি* কিছু সময়। 'দুদণ্ড কথা কব তাও দোষ।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বিণ* খানিকটা। 'আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল বনলতা সেন।' *জীবন*, ১৯৪২।

দু-দশ [দু+স দশ] *বিণ* বেশ কিছু। 'তাঁহার দু-দশ বিঘা জমিজমা আছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

দুদিন [দু+স দিন] *বি* অল্পকাল। 'খেললি খেলা খেলার ঘরে আসিয়া দু'দিনের তরে।' *লালন*, ১৮৯০; 'তুমিও রবে না, আমিও রব না, দু দিনের দেখা ভবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দু দু *বিণ* দুই দুইটি। 'একবারে দু দু গুয়া দুয়া গালে ভরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুধারি, দুধারী [দু+ধার>] ১ *বিণ* দুই পাশে অবস্থিত। 'দুধারি লোককে চাবুক মারেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* উভয় দিকে শান দেওয়া। 'জুলফেকার খুলবে তার দু'ধারী ধার।' *নজরুল*, ১৯২২; 'কোমরে বাঁধা খুতির সঙ্গে আরো একটা জিনিস ছিল ... দুধারি ছুরি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

দুন *বিণ* দ্বিগুণ। 'মহিলা সঙ্গে থাকলে সমরে দুন বল হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

দুনয়ান *বি* দুই চোখ। 'সাওন ঘন সম ঝরু দুনয়ান। অবিরত ধস ধস করএ পরান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দু-নর *বিণ* দুই প্যাঁচওয়ালা। 'গলায় এক ছড়া সোণার দু-নর হার।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দুনা *বিণ* দ্বিগুণ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'রূপার কালু আনিয়া দিল বা লাগে তার দুনা।' *জসীম*, ১৯২৯।

দুনানো *ক্রি* দ্বিগুণ হওয়া। 'ঘা তিখুর দুনাইয়া উঠিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

দুনাম [দু+স নাম] *বি* দুই নাম। 'সিসুপাল দন্তবক্র দুনাম উহার।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুনো ১ *বিণ* দুই গুণ; দ্বিগুণ। 'দুনো দরে বেচে, চুনো বেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* দুই। 'দুনো আঁখি লাল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

দুনোদুনি *বিণ* দ্বিগুণ। 'আসুক তারা আসুক আগে, দুনোদুনি নেব ভাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দু নৌকায় পা দেওয়া ১ *ক্রি* দুই পক্ষের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখা। 'এক দিকে অবতারের উৎপাতে ... দু নৌকায় পা দিয়ে দুলে মরছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *ক্রি* দুটি মত বা পথ অবলম্বন করা। 'নেতৃবৃন্দ এ ক্ষেত্রে দু'নৌকায় পা দিয়েছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

দু পয়সা *বি* বেশ কিছু টাকাপয়সা। 'দালালি নিয়ে বেশ দু পয়সা করে খেয়েছে।' *পাশা*, ১৯৭১।

দু-পা চলা *ক্রি* সামান্য এগিয়ে যাওয়া; সামান্য পথ অতিক্রম করা। 'দু-পা চললেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দুপাত *বি* দুই পাতা বা পৃষ্ঠা। 'নকশা খানির দুপাত দেখলেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন।' *হুতোম*, ১৮৬২।

দুপুরো *বিণ* দুই স্তরবিশিষ্ট। 'দুপুরো করে না দিলে কারো সুমুখে যাবার জো নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

দুপেশে *বিণ* দুই ভাগে বিভক্ত। 'বাড়িটা লম্বাটে ও দুপেশে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

দুফলা *বিণ* দুই ফলক আছে এমন। 'যেন দুফলা চাকু।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দুফার *বি* দুই ফাঁক। 'শরে বিন্ধে দুফার করিতে পারি শিলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুবাহু [দু+স বাহু] *বি* দুই হাত। 'তাহার পানে চাই দুবাহু বাড়ায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

দুবেলা [দু+স বেলা] *ক্রিবিণ* দুইবেলা; সকাল-বিকাল। 'দুবেলা যে জল যাইতে পার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দুভাই *বি* দুই ভাই। 'তোমরা করিছ জজ্ঞ দুভাই সুনিএগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুমুখী [দু+স মুখী] *বিণ* দ্বিবিধ; দুই রকম। 'কবিতায় শব্দের আবেদন একই সঙ্গে দুমুখী।' *শিব*, ১৯৫০।

দুয়ানি *বি* দুই আনা মূল্যের মুদ্রা; এক টাকার আট ভাগের এক ভাগ। 'তুমি হইতে শিকি দুয়ানি প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য খুটিয়া লইতে পারে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

দুয়ি *বিণ* দুই। 'দুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুরি *বি* দুই ফোঁটাযুক্ত তাস। 'দুরি-তিরি হইতে নহলা-দহলা পর্যন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দুশো [দু+স শত>] *বিণ* দুই শত সংখ্যক। 'সুমধুর বাতহর পয়সায় দুশো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দুসন্তি *বিণ* দুই জোড়াবিশিষ্ট। 'দক্ষিণ দুয়ারে দেই দুসন্তি কপাট।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুসর *বি* দুই সারি। 'দুপাশে দুসর রাখে দিব্য করে ঠাট।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুঅজ *বিণ* দ্বিতীয়। 'তোঁ মোর নাতি যেহ্ন দুঅজ পরান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুঅজে *ক্রিবিণ* দ্বিতীয়তে। 'অভিলাষ প্রথমে দুঅজে চিন্তা হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দুআ [স শব্দিকক] *বি* দাবা। 'কাঁটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

দুআই [ফা দু'আ] *বি* দোহাই। 'কংসের দুআই দিআ তুমি সব নড়।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুআত [আ] *বি* কালি রাখার পাত্রবিশেষ; দোয়াত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দুআর [স দ্বার] *বি* দরজা। 'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

২ *বিণ* দুই; দ্বিত্ব নির্দেশক। 'লঘু২ কলা। পরে গুরু।' *বড়ু*, ১৫৭০।

দুই [পা দুয়ে] *বিণ* দুই সংখ্যক। 'এক সে শুণ্ডিনিণী দুই ঘরে সান্ধঅ।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

দুইএ [দুই>] *বিণ* দ্বিতীয়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুই-একটি [দুই+এক>] *বিণ* একের অধিক। 'দুই-একটি ঝরনার ধারা ... কুলকুল করিয়া ঝড়িয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দুইকথা [দুই+স কথা] *বি* অল্প কথা। 'যখন বলে যাচ্চি তখন কি দুই কথা হবে?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দুইকাচা [দুই+কাচা] *বি* দুই টুকরা কাপড়। 'মরিয়া গেলে কেবল দুই কাচা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দুইকানি [দুই+কান>] *বি* রটনা। 'একজানি দুইকানি নগরে বারতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুইকুল [দুই+স কূল] *বি* দুই পক্ষ। 'লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে এবং অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকারে দুইকুল গিয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

দুইখান [দুই+খানা] *বি* দুই খণ্ড। 'নাহিলে খড়্গাঘাতে হবে দুইখান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দুই চাকার ঠিকা গাড়ী *বি* একঘোড়ায় টানা গাড়িবিশেষ। 'সাড়ে ছয় হাজার দুই চাকার ঠিকা গাড়ী আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দুই-চারি [দুই+চার>] *বিণ* দুয়ের অধিক; সামান্য কয়েকটি। 'ইহা শ্লোক দুই চারি তার ব্যাখ্যা-ভাষা করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুই-চারিজন [দুই+চারি+স জন] *বিণ* কয়েকজন। 'দুই-চারিজন ইংরাজে মিলিয়া আশ্বাসের ডুগডুগি বাজাইতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দুইজন [দুই+স জন] ১ *বি* উভয় জন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* দুজন। 'দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দুই জাতি থিওরী *বি* দ্বিজাতিতত্ত্ব। 'পাকিস্তানও আসিল, দুই জাতি থিওরীও স্বীকৃত হইল।' *আজাদ*, ১৯৪২। দ্র **দ্বিজাতিতত্ত্ব**

দুইটা [দুই>] *বিণ* দুটি। 'দুইটা ছোট বালিকা পুতুলের বিবাহ দিতেছিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

দুইটা আঁখর *বি* (বৈষ্ণব) 'রা' এবং 'ধা' = রাধা। 'দুইটা আঁখরে সদা পিরীতি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

দুইদিকে কাটা *ক্রি* উভয় দিকে ইঙ্গিত করা। 'উক্তিটা দুইদিকে কাটে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দুই নৌকায় পা দেওয়া – দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা করলে তাতে সফল হওয়া যায় না বরং পরিণামে বিপদ ঘটে। *সুবল*, ১৯০৬।

দুইপর [দুই+স প্রহর] *বি* দুপুর। 'বেলা হইল দুইপর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুই পহর [স দ্বিপ্রহর] *বি* দুপুর। 'দুই পহর।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নিঝুম দুইপহরে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দুই পা বাড়ানো – কিছু দূর আগানো। 'কলকাতা থেকে দুই পা বাড়িয়ে এই কালীগ্রামটিতে এসে মনে করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দুইপ্রস্থ [দুই+স প্রস্থ] *বিণ* দুই রকম। 'এই দুইপ্রস্থ ব্রতের গঠনের ভিন্নতা বেশ স্পষ্ট।' *অবন*, ১৯১৯।

দুই প্রহর [দুই+স প্রহর] *বি* মধ্যাহ্ন; দুপুর। 'অধিকন্তু কোন ব্যক্তি কর্ম্মের প্রার্থনায় যদি দুই প্রহরের পূর্ব্বে উপস্থিত হন ... ।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

দুইবটী [দুই+স পুট>] *বি* দোপাটি ফুল। 'জাতি জুতি দুইবটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুইবার [দুই+ফা বার] *বি* দুই দফা। 'দুইবার শোধিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুইমত [দুই+স মত] *বি* মতভেদ। 'ইহাতে বোধ করি দুইমত হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুই মন [দুই+স মন] *বি* দ্বিধা। 'দুই মন করে যদি তারে বাম হয় বিধি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দুই মার *বিণ* দোহার। 'বহল বট দুই মার ন দিশঅ।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

দুইমুখো *বিণ* দ্বিবিধ চরিত্রসম্পন্ন। 'তখন দুইমুখো নীতি অবলম্বন করলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দুইর *বিণ* দুজনের। 'চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুইহাঁর *বিণ* দুজনের। 'আল দুইহাঁর হউক কুশল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুইহো *ক্রিবিণ* দুজনই। 'সামী সাসু দুইহো খরতর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুইতে [স দোহন>] *ক্রি* দোহন করতে। 'গাই নাহি দুইতে বৎস মেলিয়া পাঠায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুই [পা দুয়ে] *বিণ* দুটি। 'দুই কান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুই লোক [দুই+স লোক] *বি* ইহকাল ও পরকাল। 'এ সব চরিতেঁ তো নাসিলি দুই লোকে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুইহো *বিণ* দুজনই। 'লোটাআঁ লোটাআঁ দুইহো কান্দে একবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুও [ধ্বন্যা ধুত্] *বি* নিন্দাসূচক ধ্বনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কানের কাছে জোর গলায় দুও দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুও দুও [ধ্বন্যা ধুত>] *বি* অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি। 'খুড় মহাশয় উত্তর দানে বিমুখ হন, দুও দুও বলিয়া, হাত তালি দিয়া ইয়ারবর্গ লইয়া কিয়ৎক্ষণ আনন্দে নৃত্য করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

দুও-বাহবা [ধ্বন্যা ধুত+ফা বাহ] *বি* নিন্দা ও প্রশংসা। 'দুও-বাহবার হ্রাসবৃদ্ধি অকিঞ্চিৎকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুওমেতে [স দ্বি>] *ক্রিবিণ* দ্বিতীয়ত। 'দুওমেতে তওবার ফুল।' *লালন*, ১৮৯০।

দুংদুহি [স দুন্দুভি] *বি* দুন্দুভি। 'জঅ জঅ দুংদুহি সাদ্ উছলিআঁ।' *চর্যা*

১৯, ১২০০।

দুঃ [স] *অব্য* দুঃখ, অভাব, মন্দ ইত্যাদিসূচক উপসর্গবিশেষ। 'তবকী ছাড়এ গুলি বড়ই দুঃশীল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুঃশব্দ [স] *বি* অপশব্দ। 'দুঃশব্দ ব্যবহারে ভদ্রভাষারীতির প্রতি অবাধ্যতা করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

দুঃশাসন [স] ১ *বি* নিপীড়নমূলক শাসন। 'দুঃশাসনের চাই রুধির।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বি* কঠোর নিয়ম। 'নড়ে বসতে গেলেই যে-দুঃশাসন নানা রকম ভয় দেখিয়ে আমাকে পিছমোড়া করে বাঁধতে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বি* (হিন্দুপুরাণ) অত্যাচারের জন্যে কুখ্যাত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। 'আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে লেগেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দুঃশাসনীয় [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) দুঃশাসনের মতো; অত্যাচারপূর্ণ শাসন সংক্রান্ত। 'এ প্রকার দুঃশাসনীয় রাজ্যশাসন ও প্রজাদ্রোহ নিবারণার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য ও রণতরী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দুঃশিক্ষণীয় [স] *বিণ* শেখা খুব কঠিন এমন। 'ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয়।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

দুঃশীতল [স] *বিণ* দুঃসহ শীতল। 'দুঃশীতল বললে একটু বেশি বলা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

দুঃশীল [স] ১ *বিণ* খারাপ চরিত্রবিশিষ্ট। 'তবকী ছাড়এ গুলি বড়ই দুঃশীল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'এমন দুঃশীল সাপ যে দারুণ শীতেও গর্তে আশ্রয় নেয় নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দুঃশীলতা [স] *বি* দুষ্ট স্বভাব। 'তাহাতেই ইহাদের দুঃশীলতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দুঃশ্রাব্য [স] *বি* যা শুনতে কষ্ট হয়। 'দুঃশ্রাব্যের চোটে বাঙালির ছেলেকে দিক জাগিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দুঃসংবাদ [স] *বি* খারাপ খবর। 'আর-একটা কী গুরুতর দুঃসংবাদ লইয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ওই দুঃসংবাদ পাইয়া।' *শরৎ*, ১৯১৬।

দুঃসময় [স] *বি* দুর্দিন; বিপদ-আপদ। 'যোত্র কিছু নাই তাহাতে এখন আমার দুঃসময় বড়।' *কেরি*, ১৮০২।

দুঃসমস্যা [স] *বি* দুরূহ সমস্যা। 'মাথায় তার দুঃসমস্যার ভিমরুলে চাক বেঁধেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দুঃসমাধেয় [স] *বিণ* কষ্টে সমাধান করা যায় এমন। 'অস্তিত্বের মূলে যে সংঘাত, ভালমন্দের যে দুঃসমাধেয় সমস্যা, গোয়েটে তাকে আদর্শ বা নীতির নামে সরল বা সহনীয় করার চেষ্টা করেননি।' *শিব*, ১৯৫০।

দুঃসম্ভব [স] *বিণ* কষ্টে সম্ভব এমন। 'এই রকমের একটা দুঃসম্ভব ঘটনাই হয়তো ঘটেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দুঃসম্ভাবনা [স] *বি* অশুভ সম্ভাবনা। 'দুর্ভাবনায় দুঃসম্ভাবনাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দুঃসহ [স] *বিণ* সহ্যসীমার বাইরে এমন। 'দুঃসহ মদনশর দুই অঙ্গ জরজর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুঃসহতম [স] *বিণ* দারুণ অসহ্য। 'দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দুঃসহতা [স] *বি* যন্ত্রণা। 'পীড়নের দুঃসহতায় পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে সমস্ত দেহ মন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

দুঃসহশীতল [স] *বিণ* সহ্য করা কঠিন এমন ঠান্ডা। 'দুঃসহশীতল জলে স্নান করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দুঃসহসুন্দর [স] *বিণ* সহ্য করা যায় না এমন সুন্দর। 'বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুঃসাধ্য [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত কষ্টে সম্ভব হতে পারে এমন; কষ্টসাধ্য। 'প্রকৃত কারণ অবিসংবাদিতরূপে স্থিরীকৃত হওয়া দুঃসাধ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* দুর্লভ। 'শিক্ষা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দুঃসাধ্যকর [স] *বিণ* কষ্টকর। 'মুখে হাসি টানিয়া আনা দুঃসাধ্যকর হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুঃসাধ্যতা [স] *বি* কষ্টসাধ্য অবস্থা। 'এই দুঃসাধ্যতা, দুর্লভতা, জটিলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান দুর্বলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দুঃসাহস [স] *বি* অত্যধিক সাহস। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'অনিমন্ত্রণে গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে ওঠবার দুঃসাহস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দুঃসাহসি [স দুঃসাহসী] *বিণ* রীতিবিরুদ্ধ। 'কএক জন মেম্বর হিন্দু ধর্ম্মের দ্বেষী ও দুঃসাহসি কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

দুঃসাহসিক [স] ১ *বিণ* অত্যধিক সাহসের প্রয়োজন এমন। 'ফিনিশিয়ার জগদ্বিখ্যাত দুঃসাহসিক পোতবণিকেরা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অত্যধিক সাহসী। 'দুঃসাহসিক সত্তার এই স্পর্ধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুঃসাহসিকতা [স] *বি* অত্যধিক সাহস। 'দুঃসাহসিকতায় বিনয় স্তম্ভিত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দুঃসাহসী [স] *বি* অত্যন্ত সাহসী। 'পাল গিয়েছে ছিঁড়ে ওরে দুঃসাহসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'দুঃসাহসীরা দুর্গা বলিয়া/ হয়তো কাছিতে পড়ে ঝুলে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দুঃসীম [স] *বিণ* অন্তহীন। 'যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দুঃস্কর্ম্ম [স দুষ্কর্ম] *বি* খারাপ কাজ। 'জে কেহ এমত দুঃস্কর্ম্ম করিয়াছে।' *ক্যালেন্স*, ১৭৯৪।

দুঃস্থ [স] *বিণ* দুঃখ-পীড়িত। 'কৃচিন্তা সময়দোষে দুঃস্থ কায়স্থজাতীয় মহাশয়েরা গুরু মহাশয়ের কর্ম্ম করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দুঃস্থতা [স] *বি* দুর্দশাগ্রস্ততা। 'নারী জীবনে প্রত্যহ অসহায়তা বা দুঃস্থতার প্রশ্ন না থাকতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

দুঃস্থনিবাস [স] *বি* দুর্দশাগ্রস্তদের আশ্রয়কেন্দ্র। 'দুঃস্থনিবাসে প্রেরণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬২।

দুঃস্বপ্ন [স] ১ *বি* ভীতিকর স্বপ্ন। 'দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়া যেন শিহরি মেলিছে আঁখি চকিত যামিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ, দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপ্ন, করলগ্ন কাঁটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* দুরাকাঙ্ক্ষা। 'মোহের দুঃস্বপ্নজাল বারেক ছিঁড়িয়া দুই হাতে উর্দ্ধে চাও অভিশপ্তা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

দুঃস্বপ্নজাল [স] *বি* দুরাকাঙ্ক্ষার জাল। 'মোহের দুঃস্বপ্নজাল বারেক ছিঁড়িয়া দুই হাতে উর্দ্ধে চাও অভিশপ্তা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

দুঃস্বপ্নময় [স] *বিণ* খারাপ স্বপ্নাবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন। 'শহরবাসিগণ এক দুঃস্বপ্নময় অবস্থার মধ্য দিয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

দুঃস্বভাব [স] *বিণ* খারাপ স্বভাবযুক্ত। 'কেবলমাত্র সে রমণীই দুঃস্বভাব বলিতে হইবে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

দুঃস্মৃতি [স] *বি* দুঃখদায়ক স্মৃতি। 'শশিভূষণ একাকী সেই দুঃস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দুস্ক [স দুঃখ] *বি* কষ্ট। 'দুস্কে মরিলে লোক ধর্ম্ম নাহি রহে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুঃখ [স] *বি* কষ্ট; বেদনা। 'দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দিজানী।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

দুঃখ অভাব [স দুঃখ-অভাব] *বি* দুঃখ ও অভাব। 'দুঃখ অভাব ভাবনার ভার।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

দুঃখ-আবাহন [স] *বি* দুঃখকে আহ্বান। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

দুঃখকণা [স] *বি* খানিকটা দুঃখ। 'দুঃখকণা প্রাণকণা ঝরে গেছে হরিণের পরে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

দুঃখকর [স] *বিণ* কষ্টদায়ক। 'বড়ো দুঃখের চেয়ে ছোটো দুঃখ যেন বেশি দুঃখকর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দুঃখ-কথা [স] *বি* দুঃখের কাহিনী। 'একদিনো বলেনি সে কোনো দুঃখ-কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

দুঃখকষ্ট [স] *বি* দুঃখ-যন্ত্রণা। 'দুনিয়ার তাবৎ দুঃখকষ্ট সে তখন আপন স্কন্ধে তুলে নিতে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দুঃখ কারাগার [স] *বি* দুঃখরূপ কারাগার। 'আমায় এ দুঃখ কারাগার হইতে মুক্ত কর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

দুঃখকাহিনী [স দুঃখ+স কথনিকা] *বি* কষ্টের বৃত্তান্ত। 'আপনার সব দুঃখকাহিনী উজার করে ঢেলে দিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দুঃখ-ক্লেশ [স] *বি* দুঃখ-যন্ত্রণা। 'অতীতের সকল দুঃখ-ক্লেশ।' *নজরুল*, ১৯২২।

দুঃখগম্য [স] *বিণ* দুঃখ সয়ে গমন করা যায় এমন। 'এই পথকে অনায়াসে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দুঃখ-গান [স] *বি* বেদনার গান। 'এই ভগ্ন-হৃদয়ের শেষ দুঃখ-গান অবশ্য ফলিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দুঃখগ্রস্ত [স] *বিণ* দুঃখে কাতর। 'মন সদা দুঃখগ্রস্ত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দুঃখজনক [স] *বিণ* বেদনাদায়ক। 'টেবিলে যেরকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয়, সেটা আমার কাছে দুঃখজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দুঃখজয়ী [স] *বিণ* দুঃখকে জয় করেছে এমন। 'নারী যে বোন দুঃখজয়ী।' *নজরুল*, ১৯২২।

দুঃখজাল [স] ১ *বি* দুঃখরূপ জাল। 'দৈন্য-দুঃখজালে এ জরাকালে বিফল ভিক্ষা নির্বাণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* দুঃখের বিস্তার। 'ঠেঠাএ গোঞাইলুঁ কাল ঠাঁতা গৃহে দুঃখজাল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুঃখজীবী [স] *বি* দুঃখভোগী; অত্যাচারিত। 'পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

দুঃখজ্বালা [স] *বি* দুঃখযন্ত্রণা। 'করিয়ো না ভয়, দুঃখজ্বালা আমারি কি নয়?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; '(তুই) মুছিয়ে দিবি দুঃখজ্বালা তোর স্নেহঅঞ্চলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

দুঃখতাপ [স] *বি* দুঃখ-কষ্ট। 'এবার হয়নি ধান, কত গেছে লোকসান/ পেয়েছেন কত দুঃখতাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

দুঃখত্ব [স] *বি* দুঃখের অনুভূতি। 'দুঃখের দুঃখত্বটা যে চলে যায় তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দুঃখত্রাতা [স] *বিণ* দুঃখ থেকে উদ্ধারকারী। 'হে প্রভু, তোমারে পাই দুঃখত্রাতা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

দুঃখদ [স] *বিণ* কষ্টকর। 'আমি কি আপন উত্তম ফলের মিষ্টত্ব ছাড়িয়া প্রধানত্বের দুঃখদ ভার আপনার উপর লইব।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দুঃখদগ্ধ [স] *বিণ* দুঃখে জর্জরিত। 'আমরা দেখতে পাই দুঃখদগ্ধ লাঞ্ছনাবিদ্ধ পতিপ্রেমের ক্রমবিকাশ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

দুঃখদাতা [স] *বিণ* অন্যকে দুঃখ দেয় এমন। 'আমার এই আজ্ঞা মানিস স্ত্রীয় কি তাহার দুঃখদাতা কদাচ হইবি না।' *রামরাম*, ১৮০১।

দুঃখদায়ক [স] *বিণ* কষ্টকর। 'এইরূপ কলে দ্রব্যাদি প্রস্তুত যে দেশে হয় সে দেশ পশ্চাৎ ক্লেশ ও দুঃখদায়ক হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দুঃখদুর্দশা [স] *বি* কষ্ট ও দুরবস্থা। 'সমস্ত ভারতবর্ষের যত দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ঘটনা, দুর্নাম আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'এদেশে ইংরেজের ভূমিকা শুধু ত্রাণকর্তা রূপে নয়, অনেক দুঃখদুর্দশার স্রষ্টা রূপেও।' *সনৎ*, ১৯৭০।

দুঃখদৈন্য [স] *বি* দুঃখ-দুর্দশা। 'দিক সৌম্য ম্লান কান্তি জীবনের দুঃখদৈন্য-অতৃপ্তির 'পর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দুঃখধন [স] *বি* দুঃখরূপ ধন। 'ধনী যে তুই দুঃখধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দুঃখধান্দা [স দুঃখবন্ধ] *বি* কায়ক্লেশ; কষ্টে জীবিকা অর্জন। 'নানান দুঃখধান্দা করে পুরুষদের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দুঃখধান্ধা [স দুঃখবন্ধ] *বি* দুঃখকষ্ট। 'সারাজন্ম তার দুঃখধান্ধায় গেল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

দুঃখনাশ [স] *বি* দুঃখের অবসান। 'বাজে কপিনাশ – দুঃখনাশ যার রবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দুঃখনিলয় [স] *বি* দুঃখের আশ্রয়। 'এসো গো পরম দুঃখনিলয়, আশা অঙ্কুর করহ বিলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দুঃখনিশা [স] *বি* দুঃখভারাক্রান্ত রাত। 'আজি তোর পোহাইল দারুণ দুঃখনিশা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুঃখনিস্তারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখ নিবারণকারী। 'দুঃখনিস্তারিণী, সুখ বিলাসিনী, ভুবনমোহিণী ...।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

দুঃখ পারাবার [স] *বি* দুঃখরূপ সাগর। 'চির কালের নিমিত্ত বিষম দুঃখ পারাবারে পতিত হয়।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

দুঃখপাশ [স] *বি* দুঃখের জাল। 'কি করিয়া এই দুঃখপাশ ছিন্ন হইবে।' *জগদীশ*, ১৮৯৪।

দুঃখপ্রদ [স] *বিণ* দুঃখজনক। 'এ সবই যে দুঃখপ্রদ, সন্দেহ কী, অবশ্য তা মানি।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

দুঃখবতী [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যথিত। 'না শুনিলা দুঃখবতী জননীর বোল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুঃখবন্ধ [স] *বি* দুঃখের বন্ধন। 'ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

দুঃখবাদ [স] *বি* নৈরাশ্যবাদ। 'কৌমুদীজাগরে পেচকীয় দুঃখবাদ লাগে মোর এত মনোলোভা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

দুঃখবাদী [স] *বি* দুঃখ পেতে আগ্রহী। 'আধুনিক সমাজে যদিও দুঃখবাদী ও সুখবাদীর অভাব নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দুঃখবিনাশন [স] *বিণ* দুঃখ দূর করে এমন। 'দুঃখবিনাশন,

বিপদভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দুঃখবিলাসী [স] *বিণ* দুঃখভারগ্রস্ত। 'তাঁর ... প্রথম কাব্যসংকলন সন্ধ্যাসঙ্গীত দুঃখবিলাসী।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

দুঃখবোধ [স] *বি* কষ্টের অনুভব। 'জানি যে, কোনো চারা নাই, তাহা হইলে দুঃখবোধ কমিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দুঃখবোধক [স] *বিণ* কষ্টদায়ক। 'দুঃখবোধক করবার জন্য শুধু।' *জীবন*, ১৯৩২।

দুঃখব্রত [স] *বি* দুঃখরূপ ব্রত। 'জীবনে অনেকবার অনেকদিন উপবাসী থেকে অনেক দুঃখব্রত উদ্‌যাপন করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দুঃখভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখী; দুঃখের ভাগী। 'আমি রাজকন্যা কখনও দুঃখের লেশ জানি নাই, এককালে এত দুঃখভাগিনী করিলে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দুঃখভাগী [স] *বিণ* দুঃখের অংশীদার। 'আমারি, আমারি লাগি প্রাণকান্ত দুঃখভাগী।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

দুঃখভার [স] *বি* দুঃখের বোঝা। 'ছিন্ন বস্ত্র, ম্লানমুখ, লয়ে দুঃখভার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'অসীম দুঃখভার চাপাইয়া দিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

দুঃখভারগ্রস্ত [স] *বিণ* দুঃখভারাক্রান্ত। 'দুঃখভারগ্রস্ত আমার এ হৃদয়।' *হাই*, ১৯৫৪।

দুঃখভারনত [স] *বিণ* দুঃখের বোঝায় অবনত। 'জাগো দুঃখভারনত উদ্যম ভগ্ন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুঃখভারাক্রান্ত [স] *বিণ* দুঃখে আক্রান্ত হয়েছে এমন। 'জন্মভূমিকে দুঃখভারাক্রান্ত বিপদগ্রস্ত দেখিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দুঃখভীরু [স] *বিণ* দুঃখকে ভয় পায় এমন। 'এই জন্যে দুঃখভীরু বেদনাকাতর আমরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দুঃখভোগ [স] *বি* কষ্ট ভোগ; দুঃখপ্রাপ্তি। 'দুঃখভোগ করিবারে জিএ কালকেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুঃখমতি [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখিত; মনোবেদনাগ্রস্ত। 'তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুঃখময় [স] ১ *বিণ* দুঃখপূর্ণ। 'দূরে যাবে দুঃখময় মহা অন্ধকার।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* দুঃখময়তা। 'বিশাল দুঃখময়ের জগতে পৌঁছে গেছে কাপ্তান হিকস।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দুঃখমোচন [স] *বি* দুঃখ দূরীকরণ। 'এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দুঃখ-যন্ত্রণা [স] *বি* দুঃখকষ্ট। 'দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিতেছি এ কথা অস্বীকার করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দুঃখরথ [স] *বি* দুঃখরূপ রথ। 'দুঃখরথের তুমিই রথী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

দুঃখরাত [স দুঃখরাত্রি] *বি* দুঃখময় রাত। 'নিদারুণ দুঃখরাতে মৃত্যুঘাতে মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'আমার দুঃখরাতের গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

দুঃখলাঘব [স] *বি* দুঃখহ্রাস। 'আপন জৈবপ্রবৃত্তিগুলিকে বশীভূত করে আপন পাপক্ষয় ও দুঃখলাঘব করতে হবে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

দুঃখ-লাঘবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখ লাঘব করে এমন। 'দুঃখ-লাঘবিনী শক্তি আছে কথার।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দুঃখ-শয়ন [স] *বি* দুঃখের শয্যা। 'বরিল তোমারে কে আজি তার দুঃখ- শয়ন তেয়াজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

দুঃখশান্তি [স] *বি* দুর্দশানাশ। 'দুঃখ-শান্তি হয় সদ্‌গতি পাইয়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুঃখশিখা [স] *বি* দুঃখরূপ আগুনের শিখা। 'সে-যে ঐ দুঃখশিখার উঠল জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দুঃখশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* কোপনস্বভাবা। 'তাহাকে অপ্রগল্‌ভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুঃখশোক [স] *বি* কষ্ট ও শোক। 'খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক প্রমোদে পূরিতে লোক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুঃখশ্রম [স] *বি* দুঃখ ও কষ্ট। 'আপনার বক্ষ-'পরে; দুঃখশ্রম তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দুঃখসম [স] *বিণ* দুঃখের সমান। 'সুখ দুঃখসম হেয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

দুঃখসহিষ্ণু [স] *বিণ* কষ্টসহনশীল। 'ধৈর্য্যশালী দুঃখসহিষ্ণু উষ্ট্র।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

দুঃখসাগর [স] *বি* দুঃখের সাগর। 'দুঃখসাগর মনোমধ্যে মন্থন করিয়া তৎস্মৃতিলাভে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪; তখন দুঃখসাগর-তীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

দুঃখ-সুখ [স] *বি* দুঃখ ও সুখ। 'আমার দুঃখ-সুখের গানে সুর দিয়েছ তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

দুঃখস্বীকার [স] *বি* দুঃখকে সহ্য করা। 'আমরা ত্যাগের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দুঃখহর [স] *বিণ* দুঃখ দূর করে এমন। 'অতিশয় ধার্মিক সকল দুঃখহর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুঃখহরণ [স] *বি* দুঃখ নিবারণ। 'ভারতভূমির দুঃখহরণ ও শুভ সাধনার্থ প্রাণ, মন, ধন সমর্পণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

দুঃখ-হানা [স দুঃখ+হানা] *বিণ* দুঃখ আঘাত করেছে এমন। 'দুঃখ-হানা গ্লানি যত আছে, ছায়া সে, মিলালো তার কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দুঃখহারী [স] *বিণ* দুঃখ দূরকারী। 'দুঃখহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

দুঃখাকর [স দুঃখ+স আকর] *বিণ* দুঃখ দেয় এমন। 'দুঃখাকর বলি আমি তাকে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দুঃখাগ্নি [স] *বি* দুঃখরূপ অগ্নি। 'একের বেদনা-কাহিনী অপরের দুঃখাগ্নির মুখে ছাই চাপা দিতে পারে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দুঃখাতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখে কাতর। 'অয়ি দীনহীনা, অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দুঃখানল [স] *বি* কষ্টের আগুন। 'আমার অন্তঃকরণে ... দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দুঃখান্বিত [স] *বিণ* দুঃখে কাতর। 'যে দুঃখান্বিত, তাহার দুঃখে দুঃখী হইতেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

দুঃখার্ণব [স] *বি* দুঃখের সাগর। 'আমরা যে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়া ত্রাহি২ করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

দুঃখার্ত [স] *বিণ* কষ্টকাতর। 'সদ্য-দুঃখার্ত কেউ সংকল্প ক'রে ফেললেন যে, এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

দুঃখি [স দুঃখী] ১ *বিণ* দরিদ্র; গরিব। 'কাঙ্গাল দুঃখি লোকদিগকে পরিতোষক্রমে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* অসুস্থ। 'তাহাতে দুঃখি লোকের পীড়া উপশম হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

দুঃখিত [স] ১ *বিণ* দুঃখপ্রাপ্ত। 'কান্দিতে লাগিলা তুমি দুঃখিত হইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ক্ষুণ্ণ। 'যদি স্বামীর বশীভূতা থাকি তবে বন্ধু দুঃখিত হইবেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

দুঃখিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* দুঃখের সঙ্গে। 'অতি দুঃখিতভাবে বলিল, "ছি! লবঙ্গ"।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দুঃখিতা [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখে কাতর। 'কান্দেন দেবকী মাতা দুঃখিতা হইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুঃখিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* দুঃখের ভাগী; দুঃখী। 'শিক্ষা না দিয়া যাবজ্জীবন জন্য দুঃখিনী করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বিণ স্ত্রী* দরিদ্র। 'একটি দুঃখিনী স্ত্রীলোক একখানি বস্ত্র ক্রয়ার্থ ব্যগ্র হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দুঃখিনী ভাটিয়াল *বি* সংগীতের রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুঃখী [স] ১ *বিণ* দুঃখ ভোগ করে এমন। 'এ জনের দুঃখী নাম কভো যোগ্য নহে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* দুঃখিত। 'ঘার মানা হরিদাস দুঃখী হৈলা মনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুঃখীজন [স] *বি* দুঃখী লোক। '... জীবনকাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

দুঃখীত [স দুঃখিত] *বিণ* দুঃখপ্রাপ্ত। 'তিনি দরিদ্র ও দুঃখীত ব্যক্তির জন্য সর্ব্বদা কাতর হইতেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

দুঃখু [স দুঃখ>] *বি* দুঃখের ভাব। 'আহা! আহা! কি দুঃখু কি দুঃখু!' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দুঃখে দুঃখে *ক্রিবিণ* কষ্টে কষ্টে। 'দুঃখে দুঃখে দিন দিন তনু হৈল ক্ষীণ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দুঃতোর [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তি প্রকাশক শব্দ। 'দুঃতোর নিকুচি পিরানে আত্মারাম সরকার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

দুঁদে ১ *বিণ* দুরন্ত। 'দুঃসাহসী দুঁদে ছেলে সে।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বিণ* খুব দক্ষ। 'দুঁদে ও অব্যর্থ-লক্ষ্য আলতারেজ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

দুঁহ *সর্ব* দুজন। 'তোমরা দুঁহে হয় জদি আমার সহায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুঁহা *সর্ব* দুজন; উভয়। 'দুহাঁর রূপ গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুঁহু *সর্ব* দুই জন। 'শুধু দুঁহু দোঁহা মুখ চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দুকুর [স দ্বিপ্রহর] *বিণ* দুপুর; মধ্য। 'দুকুর রেতে কোথায় কি পাব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

দুকুরে [স দ্বি-কূল>] *বিণ* দ্বিধান্বিত। 'ক্রমে দুরবস্থা দুকুরে লোচ্চার মত মুখে কাপড় দিয়ে নুকুলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দুকুল[১] দ্র দু

দুকুল[২] [পা দু+স কুল] *বি* পিতার বংশ ও মায়ের বংশ। 'দুকুলে এমন নাহি তার মুখ চাই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দুকূল[১] দ্র দু

দুকূল[২] [স] ১ *বি* রেশমি কাপড়। 'দেহ ধেনু দুকুল অধর্ম হক ক্ষয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* বসন। 'কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা মাথে, কাঁকন দুখানি ছিল দুখানি হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

দুকূলা [স] *বিণ স্ত্রী* বসনা; বস্ত্র-পরিহিতা। 'অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকূলা অকূলা রে/ তিমির-দুকূলা রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দুক্ক [স দুঃখ] *বি* দুঃখ। 'এতেক যতি বাক্যে দুক্ক লাগে বড়ি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দুক্কদশা [স দুঃখদশা] *বি* দুঃখ-দুর্দশা। 'দুক্কদশা কদাচিত নহে বিমোচন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুক্কবাণী [স দুঃখবাণী] *বি* দুঃখের বাণী। 'কি শুনিলুম দুক্কবাণী/ হইলুম অতি বলখিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুক্কমতি [স দুঃখমতি] *বিণ* দুঃখপ্রাপ্ত। '... মাত্তাবিত্তা হৈল দুক্কমতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুক্কানল [স দুঃখ+স অনল] *বি* দুঃখের আগুন। 'দুক্কানলে দহিল শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুক্কিত [স দুঃখিত] ১ *বিণ* দুঃখপ্রাপ্ত। 'চিন্তিত তাপিত অতি দুক্কিত হৃদএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* মর্মাহত। 'দুক্কিত হইল নবী চিন্তিত বহুত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুখ [স দুঃখ] *বি* দুঃখ। 'এত দুখ বড়ায়ি মোর পরাণ না সহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুখকথা [স দুঃখকথা] *বি* দুঃখের কথা। 'ভালমতেঁ মোর দুখকথা কহ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুখগণ [স দুঃখ>] *বি* অপার দুঃখ। 'তেকারণে বিধি [যত] দুখগণ লেখিল সাঠীহারে।' *বড়ু*, ১৫০০।

দুখজাগানিয়া [স দুঃখ+জাগানিয়া] *বি* দুঃখ জাগায় যে। 'চমক দিয়ে তাই তো ডাকো, ওগো দুখ-জাগানিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

দুখজ্বালা [স দুঃখজ্বালা] *বি* কষ্ট, যন্ত্রণা ইত্যাদি। 'যার হৃদে বিরাজো দুখজ্বালা সেই পাসরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দুখ-ডালা *বি* জ্বালাযন্ত্রণা। 'সমাজ শ্মশানে, রহিব না আর/ বহিব না দুখ-ডালা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

দুখ-দরদ [স দুঃখ+ফা দর্দ] *বি* মায়া-মমতা। 'যার ব'সে খাই তার পয়সার তো একটু দুখ-দরদ করে চলতে হয়?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

দুখদরিয়া [স দুঃখ+ফা দরয়া] *বি* দুঃখের সাগর। 'দুখদরিয়ার ঢেউ।' *জসীম*, ১৯৩৩।

দুখদিন [স দুঃখ+স দিন] *বি* দুঃখের দিন। 'যবে দুখদিনে শোকতাপ আসে প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

দুখনিশা [স দুঃখ+স নিশা] *বি* দুঃখের রাত। 'দুখনিশা না ছুটিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

দুখভার [স দুঃখভার] *বি* দুঃখের বোঝা। 'কোণ বিধাতাএ মোক গঢ়িলেক কত লিখি দুখভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুখভোগ [স দুঃভোগ] *বি* দুঃখ সওয়া; কষ্টভোগ। 'কাপুরুষেরা করিস তোরা দুখভোগের ডর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দুখমতি [স দুঃখমতী] *বিণ স্ত্রী* দুঃখভারাক্রান্ত। 'নেব কোটাল নাহী জিএ রাজা দুখমতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুখমতী [স দুঃখমতী] *বি* দুর্ভাগ্যবতী। 'মো দুখমতীর হেলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুখরাশি [স দুঃখরাশি] *বি* অনেক দুঃখ। 'সব সুখ নিল বিধি দিয়া দুখরাশি।' *গুণরাজ*, ১৫৭০।

দুখ-লোর [স দুঃখলোর] *বি* দুঃখের অশ্রু। 'মঙ্গলঘটে দুখ-লোর ধারা।' *নজরুল*, ১৯২২।

দুখশয্যা [স দুঃখশয্যা] *বি* দুঃখস্বরূপ বিছানা। 'দুখশয্যায় করি জাগরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দুখশোক [স দুঃখশোক] *বি* দুঃখ ও শোক। 'হেরে মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুখশোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দুখহর [স দুঃখহর] *বিণ* দুঃখ দূর করে এমন। 'কীএ বালম দুখহর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুখা [স দুঃখ>] *ক্রি* দুঃখ পাওয়া। 'অকারণ দুখে পরান কেন দুখায় রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮২৮।

দুখানল [স দুঃখ-অনল] *বি* দুঃখের আগুন। 'দুখানলে দহিলা মোহর সর্ব অঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুখি [স দুঃখী] *বিণ* দুঃখী। 'কে তোরে করল বেহাল হলি রে কোন দুখের দুখি।' *লালন*, ১৮৯০।

দুখিণী [স দুঃখিনী] *বি স্ত্রী* দুঃখী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দুখিনী [স দুঃখিনী] *বিণ স্ত্রী* দুঃখী। 'কইলোঁ খণ্ডব্রত আর জরমত তেঁ বা দুখিনী মোঁএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুখিনী তাটিয়াল *বি* রাগের নাম। *আলাওল*, ১৬৮০।

দুখিয়া [স দুঃখী>] *বিণ* দুঃখী। 'আমি বড় গরীব, দুখিয়া মানুষ।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুখী [স দুঃখী] *বি* দুর্ভাগা। 'ওরে দুখী দুরাত্মা সকল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দুখের শ্বাস – দীর্ঘনিশ্বাস। 'তাহে কেবলই দুখের শ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

দুগ্ধ [স] *বি* দুধ। 'প্রভাতে উঠিয়া গোকুল বাসী। দধি দুগ্ধ ভাণ্ড পুরিয়া রাখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'দধিদুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুগ্ধ-কটাহ [স] *বি* দুধের কড়াই। 'সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দুগ্ধ-কটাহে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দুগ্ধকুষ্মাণ্ড [স] *বি* দুধ এবং কুমড়া দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন। 'মোচাঘণ্ট দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুগ্ধদান [স] *বিণ* দুধ প্রদান করা হয় এমন। 'আগত অবলা শিশুদের দুগ্ধদান কেন্দ্র।' *হাসান*, ১৯৬৭।

দুগ্ধদোহন [স] *বিণ* দুধ দোয়ানো সংক্রান্ত। 'একমাত্র দুগ্ধদোহন চিন্তাই তাহার সর্ব্বস্ব।' *সুলত*, ১৮৭০।

দুগ্ধ-ধাই [স দুগ্ধধাত্রী] *বি* ধাত্রীমাতা। 'সেই বিবি দুগ্ধ-ধাই হইল নবীর।' *সুলতান*, ১৭০০।

দুগ্ধধার [স] *বি* দুধের ধারা। 'স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে উচ্ছ্বসিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দুগ্ধন্দনা [স দুগ্ধোদনা] *বি* দুগ্ধপোষ্য। 'দধি খায় ভাণ্ড ভঙ্গ কর দুগ্ধন্দনা।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুগ্ধপান [স] *বি* দুধ পান। 'ক্ষীরসমুদ্রে সর্ব্বদা দুগ্ধপান করিয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দুগ্ধপানশক্তি [স] *বি* দুধ পানের শক্তি। 'আমি এই পৈতৃক দুগ্ধপানশক্তির অধিকারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দুগ্ধপায়ি [স দুগ্ধপায়ী] *বিণ* দুধ পান করে এমন। 'দুগ্ধপায়ি গো বৎস্যের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

দুগ্ধপায়ী [স] *বিণ* দুধ পান করে এমন। 'মুসলমানগণ কখনই দুগ্ধবতী গাভী ও দুগ্ধপায়ী বৎস জবাহ করে না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

দুগ্ধপুষ্ট [স] *বিণ* দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট। 'দুগ্ধপুষ্ট তনুখানি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দুগ্ধপোষ্য [স] *বিণ* দুধ পান করে বেঁচে আছে এমন। 'দুগ্ধপোষ্য বালক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দুগ্ধফেননিভ [স] *বিণ* দুধের ফেনার মতো সাদা ও কোমল। 'এক সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীর শয্যা।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দুগ্ধফেনশুভ্রা [স] *বিণ স্ত্রী* দুধের ফেনার মতো সাদা। 'আনীললোচনা দুগ্ধফেনশুভ্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দুগ্ধবৎ [স] *বিণ* দুধের মতো। 'ইহাদের গাত্রনিঃসৃত দুগ্ধবৎ রস হইতে তার্পিণ তৈল ও ধূনা প্রস্তুত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দুগ্ধবতী [স] *বিণ স্ত্রী* দুধাল। 'বাপুর আখালে আছে দুগ্ধবতী গাই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দুগ্ধভগ্নি [স দুগ্ধ-ভগিনী] *বি স্ত্রী* একই নারীর স্তন্যপানজনিত কারণে যে বোন সম্পর্ক। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দুগ্ধভাই [স দুগ্ধ+ভাই] *বি* একই নারীর স্তন্যপানজনিত কারণে যে ভাই সম্পর্ক। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দুগ্ধ-মা [স দুগ্ধ-মাতা] *বি* ধাত্রীমাতা। 'কোরেশ সকল সম্বোধিয়া দুগ্ধ-মাএ শিশুক কোলেত করি নিজ গৃহে যাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

দুগ্ধ শিশু [স] *বি* দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে এমন শিশু। 'কথ ফুটি দুগ্ধ শিশু আনিয়া সত্বর প্রণাম করিয়া দিলা নবীর গোচর।' *সুলতান*, ১৭০০।

দুগ্ধ সর [স] *বি* দুধের সর। 'খির নবনি আছে আর দুগ্ধ সর।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুগ্ধসাগর [স] *বি* দুধের সাগর। 'দুগ্ধসাগর।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

দুগ্ধাব্ধি [স দুগ্ধ-অব্ধি] *বি* দুধের সাগর। 'চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুগ্ধের রুটি – দুধ দিয়ে তৈরি যবের পায়েস; পরিজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দুঘড়ি [স দ্বিঘটী] *বি* দুই ঘণ্টা। 'রাতি না পোহাইতে দুঘড়ি বাজায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

দুচারিণী [স দ্বিচারিণী] *বিণ* কুলটা। 'দুচারিণী যার মা তার হেন গতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুজন দ্র দু

দুজ্জন [স দুর্জন] *বি* দুর্জন। 'দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

দুঠ [স দুষ্ট] *বিণ* দুষ্ট। 'খাইব মই দুঠ কুতুর্বা।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

দুঠমন [স দুষ্টমন] *বিণ* দুষ্টবুদ্ধি। 'কনিষ্ঠে লংঘিব জেঠ হর্থাঁ দুঠমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুর্ঠঠ [পা দুট্‌ঠ] *বিণ* দুরন্ত। 'পাপ দুর্ঠঠ কংসে তাক সবই মারিব।' *বড়ু*,

১৫০০।

দুঠ্য [পা দুট্ঠ] *বিণ* দুষ্ট। 'কি মো দুঠ্য বলন্দেঁ।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

দুড়দাড় [ধ্বন্যা] *বিণ* তড়িঘড়ি। 'দৌড় দৌড়, ধর ধর, পালা পালা, হুড়মুড় দুড়দাড় ব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দুড়দাড়া [ধ্বন্যা দুড়দাড়>] *ক্রি* দুড়দাড় শব্দ করা। 'ডালপালা সব দুড়দাড়িয়ে ঘূর্ণি হাওয়ায় কহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দুড় দুড় [ধ্বন্যা] ১ *বি* ভয়, রাগ প্রভৃতির ফলে সৃষ্ট দ্রুত হৃদকম্পন। 'বুক দুড় দুড় করে প্রাণ ছটফট।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* দৌড় অথবা দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ। 'সাগর ... দুড় দুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৩ *বি* কম্পনের শব্দ। 'মোটরের দাপাদাপিতে রাস্তাগুলোর বুক দুড়দুড় করে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

দুড়দুড়ানি [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত হৃৎকম্পনের ভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দুত [স দূত] *বি* বার্তাবহ; চর। 'দুত হৈয়া আইলাও তোমার নগরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুতর [স দুস্তর] *বিণ* দুস্তর। 'দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুতরত [দুস্তর] *বিণ* দুর্লঙ্ঘ্য; পার হওয়া কঠিন এমন। 'দুতরত পার কর একবার কাহ্ন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুতরে *ক্রিবিণ* বিপদে। 'তোহ্মে যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন সতন্তরে আজার মিস্তার তবেঁ নাহিক দুতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুতা [স দূত>] *বি স্ত্রী* দূতী। 'দুতার বচনে/ আতি বিরাগেঁ/ তোহ্মাকে মো মাইলোঁ বাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুতী [স দ্যুতি] *বি* ঔজ্জ্বল্য। 'মাণিক জিনিআ দশনদুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুতীয় [স দ্বিতীয়] *বিণ* দ্বিতীয়। 'দুতীয় দিবসে চন্দ্র চরণে বেষ্টিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

দুতিও [স দ্বিতীয়] *বিণ* দ্বিতীয়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুত্তুর [ধ্বন্যা] *বি* তুচ্ছতাসূচক শব্দ; দূর হোক। 'মা গো কী যে কয় – আরে দুত্তুর!' *নজরুল*, ১৯২৬।

দুত্তোর *বি* বিরক্তি প্রকাশক শব্দ। 'দুত্তোর বলে দফতর গুটালুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দুদ [স দুগ্ধ] *বি* দুধ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'বর্ণ যেন দুদে আলতায় গোলা।' *কেরি*, ১৮০২।

দুদসার [স দুগ্ধ>] *বি* দুধের মতো সাদা শালিধান। 'কেলে জিরা পদ্মরাজ দুদসার লুচি।' *ভারত*, ১৭৬০।

দুদে আলতা – দুধ এবং আলতার মিশ্রণে রক্তাভ গৌরবর্ণ। 'রং যেন দুদে আলতা।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দুদে আলতায় গোলা – দুধ ও আলতায় গোলানো; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। 'বর্ণ যেন দুদে আলতায় গোলা।' *কেরি*, ১৮০২।

দুদি [স দুগ্ধ>] *বি* দুধ। 'পড়িলে শুনিলে দুদিভাতি না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দুদিভাতি [দুধভাত>] *ক্রিবিণ* দুধে ও ভাতে। 'পড়িলে শুনিলে দুদিভাতি না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দুদেলা *বিণ* দ্বিধান্বিত; সংশয়বাদী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দুন্দরি [ধ্বন্যা] *বি* কোলাহল। 'দুন্দরি উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুদ্দাড় [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* অতি দ্রুত ও দুড়দাড় শব্দে। 'হেন কালে দুদ্দাড় খুলে গেল সব দ্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দুদ্দাড় করে *ক্রিবিণ* ক্রমাগত দুড়দাড় শব্দে। 'দুদ্দাড় করে কিল মারবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

দুদ্দাড়া [ধ্বন্যা দুড়দাড়>] *বিণ* দুড়দাড় শব্দ করা। 'অন্ধকারে দুদ্দাড়িয়ে/ কে যে কারে যায় তাড়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

দুদ্ধর্ষ [স দুর্ধর্ষ] *বিণ* পরাক্রমশালী। 'বড়ই দুদ্ধর্ষ এই রাজা সালবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুধ [স দুগ্ধ] ১ *বি* দুধ। 'দুধ মাঝেঁ লড় পচ্ছন্তে দেখই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০। ২ *বি* কষ। 'দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে।' *জীবন*, ১৯৩২।

দুধওয়ালা [দুধ+হি ওয়ালা] *বি* দুধ বিক্রেতা। 'দুধওয়ালাকে ঘরে ঘরে ধন্না দিয়ে দুধ বেচতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দুধওয়ালী [দুধ+হি ওয়ালী] *বি স্ত্রী* দুধ বিক্রেতা। 'মহারাষ্ট্রীয় দুধওয়ালীর ভঙ্গিমায়, ঈষৎ নৃত্যের তালে ...।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

দুধকমল [দুধ+স কমল] *বি* একপ্রকার ধান ও তার চাল। 'সুধা দুধকমল খড়িকামুঠি রান্ধে।' *ভারত*, ১৭৬০।

দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা – শত্রুকে যত্নে লালন-পালন করা। *সুবল*, ১৯০৬; 'দুধে কলায় পুষতে সাপের ছানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

দুধকে দুধ, জলকে জল – যে যেমন তাকে তেমন বলা। 'এ যেন একেবারে দুধকে দুধ, জলকে জল!' *নজরুল*, ১৯২২।

দুধ-খোর [দুধ+ফা খোর] *বিণ* দুধে আসক্ত। 'হই যদি দুধ-খোর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

দুধথোড় [দুধ+থোড়] *বি* দুধের সাথে থোড়ের ব্যঞ্জন। 'দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘন্ট তাজা।' *ভারত*, ১৭৬০।

দুধবরণ [দুধ+স বর্ণ>] *বিণ* দুধের মতো সাদা। 'তাঁর সবচেয়ে পেয়ারের দুধবরণ ঘোড়ার জন্য ... সওয়ার সংগ্রহ করেছেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

দুধবাস [দুধ+স বাস] *বি* দুধের গন্ধ। 'এভোঁহো নাহি ঘুচে তোর মুখে দুধবাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুধবেটা [স দুগ্ধ-বটু] *বি* দুধ দিয়ে পালিত পুত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দুধবোন [দুধ+বোন] *বি* একই নারীর স্তন্যপান করে লালিত হয়েছে এমন বোন। 'হোনায়েনের যুদ্ধে দুধবোন সায়েমার খাতিরেই ৬০০০ বন্দীকে মুক্তি দেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দুধ-ব্রান্ডি [দুধ+ই ব্রান্ডি] *বি* দুধ মিশ্রিত মদ। 'একপাত্র দুধ-ব্রান্ডি আনিয়া রোগীকে খাইতে দিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

দুধ-ভাত *বি* দুধ মাখানো ভাত। 'দুধ-ভাত খাও?' *নজরুল*, ১৯২৬।

দুধ-ভাতে কাটানো – সচ্ছল জীবনযাপন করা। 'সাত পুরুষ দুধ-ভাতে কাটিয়ে দিতে পারে।' *জীবন*, ১৯৩২।

দুধ মা *বি* অন্যের সন্তানকে স্তন্য দেয় যে নারী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সবল দুধমা ও ঘুমপাড়ানো মাসিপিসি ভাড়া করা হইয়াছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

দুধরাজ [দুধ+স রাজ] *বি* বিষধর সাপবিশেষ। 'ঢোড়া, গোখুরো, দুধরাজ, পাণ্ডরাজ।' *জীবন*, ১৯৩৩।

দুধ-লাউ *বি* দুধ এবং লাউ দিয়ে রান্না করা মিষ্টান্নবিশেষ। 'দুধ-লাউ রেঁধেছি।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

দুধলি *বি* ফুলবিশেষ। 'জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত্রে বাতাসে দুধলি ফুলের মিষ্ট সুবাস।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দুধসর *বি* এক ধরনের ধান। 'গোলায় তোলে সে ধান-রূপ সাল, তিলক কাচারী/ বালাম, ক্ষীরাইজালি, দুধসর-মাঠের ঝিয়ারি।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

দুধসাগর [দুধ+স সাগর] *বি* দুধের সমুদ্র। 'এক কাপ দুধ দেখল না বিনোদ, দেখল দুধসাগর।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

দুধা [দুধ>] *বিণ* সাদা। 'দুধা গোম ১ মোন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দুধাল [দুধ>] *বিণ* দুধ দেয় এমন। 'আভীর-বালারা দুধাল গাভীরে দোহায় না।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দুধাহারী [দুধ+স আহারী] *বি* সন্ন্যাসীবিশেষ। 'যাঁহারা দুগ্ধমাত্র পান করিয়া শরীর রক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে দুধাহারী বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দুধিআকন [দুধ>+আকন্দ>] *বি* শ্বেত আকন্দ। 'রবি লোধ ছাতীঅন ভান্টি দুধিআকন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুধি ভাতি *ক্রিবিণ* দুধে ভাতে। 'অবু তব গিরিসুতা পড়ুলে শুনলে দুধি ভাতি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দুধির পানি *বি* ঘোল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুধু [দুধ>] *বি* দুধ। 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

দুধুলি [দুধ>] *বিণ স্ত্রী* দুধ দেয় এমন; দুগ্ধবতী। 'দুধুলি গাই বিকিয়ে গেছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

দুধে-দাঁত *বি* দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রথম ওঠা দাঁত। 'দু'খানি মাত্র দুধে-দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

দুধে ভাতে *ক্রিবিণ* সুখে শান্তিতে। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' *ভারত*, ১৭৬০।

দুধে শিশু *বি* কমবয়সী বালক; তরুণ। 'যত দুধে শিশু, ত'জে ঈশু, ডুবে ম'ল ডবের টবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দুধের ছেলে *বি* কচি ছেলে; শিশু। 'দুধের ছেলের গম্ভীর ছবি দেখিবি কি তোরা কেউ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

দুধের দাঁত *বি* শৈশবের দাঁত। 'তোমার দুধের দাঁত অনেকদিন ভেঙেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দুধের দুলাল *বি* ছোটো শিশু। 'কোন মা মাঘের ভোরে প্রাণ ধরে ছেড়েছে এমন দুধের দুলাল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দুধের বাচ্চা *বি* দুগ্ধপোষ্য শিশু। 'দুধের বাচ্চা কেঁদে উঠেছিল আমার বুকের পরে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

দুধের মাছি – সুসময়ের বন্ধু। *সুকল*, ১৯০৬।

দুধের মেয়ে *বি* শিশুকন্যা। 'দরদাম ঠিক করে একটি ছিঁচকাঁদুনে দুধের মেয়ে বিয়ে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দুধের সাধ ঘোলে মেটানো - উৎকৃষ্ট জিনিসের অভাবে নিকৃষ্ট জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। 'দুধের সাধ আর ঘোলে মেটাস নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মতো গানে-গল্পে-কবিতায় ...।' *নজরুল*, ১৯১৯।

দুধেল *বিণ* দুধের মতো; দুধযুক্ত। 'কখনো বা মগজকে নগ্ন তুলে ধরি কাঁচা দুধেল জ্যোৎস্নায়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

দুধারি, দুধারী *দ্র* দু

দুধালী *বি* একপ্রকার লতা। 'মাথায় বাঁধিবে দুধালীর লতা কচি সীমপাতা কানে।' *জসীম*, ১৯৩০।

দুধু, দুধুলী *দ্র* দুধ

দুন *দ্র* দু

দুনিয়া [আ] *বি* বিশ্ব। 'জাহের হইল তাহা দুনিয়া ভিতরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দুনয়া, দুনুয়া [আ] *বি* দুনিয়া; জগৎ। 'নির্বাচন প্রতিযোগিতায় দুনয়া এই সত্যের বাস্তব প্রমাণ দেখিতে সমর্থ হইবে।' *আজাদ*, ১৯৩৭; 'দশ দিনের এই দুনয়া ভাই, স্বপ্ন-কুহক কল্পলোক।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

দুনইয়া [আ] *বি* জগৎ। 'দ্বীন ও দুনইয়ার শিক্ষালাভ হইবে।' *এসলাম*, ১৯৩৫।

দুনিয়াই [আ দুনিয়া>] *বিণ* পার্থিব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুনিয়াখানা [আ দুনিয়া+খানা] *বি* দুনিয়াটা। 'দুনিয়াখানা তাঁহার হাতের মুঠোর মধ্যে রহিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

দুনিয়া-জাহান [আ দুনিয়া+ফা জাহান] *বি* পৃথিবী। 'দুনিয়া-জাহানের সর্বত্র তখন একটা নিথর ভয়াবহ নিস্তব্ধতা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দুনিয়া-জোড়া [আ দুনিয়া+জোড়া] *বিণ* বিশ্বব্যাপী। 'দুনিয়া-জোড়া দুর্নীতির রাজ্যে কোথাও যখন একটু মাথা গলাতে পারেনি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

দুনিয়াদার [আ দুনিয়া+ফা দার] *বিণ* সংসারী। 'তোদের সঙ্গে আমাদের দুনিয়াদার লোকের কিছুতেই পুরোমাত্রায় খাপ খায় না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দুনিয়াদারি, দুনিয়াদারী [আ দুনিয়া+ফা দারি] *বি* সংসারধর্ম। 'এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'কীসের মিছে দুনিয়াদারী, কেন ঘুরি ছাই।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

দুনিয়াবী [আ দুনিয়া>] *বিণ* পার্থিব। 'তাঁহারা দুনিয়াবী উন্নতির কথা বলিবেন।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

দুনিয়াভোর [আ দুনিয়া>] *বিণ* জগৎময়। 'দুনিয়াভোর মানুষের অন্তর বুঝি তাঁর মতন।' *তারা*, ১৯৪০।

দুনু-তনু [পা দু>+স তনু] *বিণ* বিশাল দেহধারী। 'চিরদিন রোষে বাঘা হইয়া দুনু-তনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুন্দুভি [স] **১** *বি* ঢাক; নাকারা। 'সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পটহ দুন্দুভি বেনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ভয়ঙ্কর শব্দ। 'বিমানে বিমানে বাজে দুন্দুভি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দুন্দুভিধ্বনি [স] *বি* বাদ্যধ্বনি। 'দেবতারা, এই ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া, দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দুন্দুভি [স দুন্দুভি] *বি* প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ। 'মৃদঙ্গ মুহুরী শঙ্খ দুন্দুভি কাহাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুন্দোলী [স দুন্দোলিকা] *বি* আড়ম্বর। 'ছাড়ু ছাড় মাআমোহা বিষমী দুন্দোলী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

দুন্ধরিষ *বিণ* দুর্ধর্ষ। 'মহা তেজবন্ত বির অতি দুন্ধরিষ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দুপ [ধ্বন্যা] *বি* শক্ত কিছু পড়ার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দুপদাপ [ধ্বন্যা] *বি* অব্যাহত দুপ শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দুপ দুপ [ধ্বন্যা] ১ *বি* ক্রমাগত দুপ শব্দ। 'দুপ দুপ করে বুক কাঁপিতে লাগিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* মাটি কেঁপে ওঠার শব্দ। 'দুপাশে মাটি দুপদুপ গুড়গুড় শব্দে কাঁপতে লাগলো।' *হাসান*, ১৯৭৪।

দুপদুপানি [ধ্বন্যা] *বি* দুপ দুপ শব্দের ভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দুপর [স দ্বিপ্রহর] *বি* দুপুর; মধ্যাহ্ন। 'দিবস দুপরে দেখি ঘোর অন্ধকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **দুপুর**

দুপহর [স দ্বিপ্রহর] *বি* দুপুর। 'রাধে দুপহর বেলে কদমের তলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুপুর [স দ্বিপ্রহর] *বি* মধ্যাহ্ন। 'কালি যে ভাই দুপুর বেলা কচকচি লাগালে।' *কেরি*, ১৮০২।

দুপুরদগ্ধ [স দ্বিপ্রহরদগ্ধ] *বিণ* মধ্যাহ্ন তাপিত। 'দুপুরদগ্ধ পায়ে করি পরিক্রমা।' *সুনীল*, ১৯৬১।

দুপুরবেলা [দুপুর+স বেলা] *ক্রিবিণ* দিনের মধ্যভাগে। 'এখন সে কাজকর্ম করে, দুপুরবেলা বসিয়া পাখা টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দুপুরবেলাকার [দুপুর+স বেলা-কার] *বিণ* দুপুরের। 'বৈশাখ মাসের দুপুরবেলাকার কাঠ-ফাটা রোদ।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

দুপুরুক্ক *বি* দুপুর। 'দুপুরুক্ক বেলায় চেলার খোঁজে কোন আখড়ায়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

দুপ্‌প'র বেলা *বি* দুপুর বেলা। 'ঠিক দুপ্‌প'র বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দুফর [স দ্বিপ্রহর] *বি* দুপুর; মধ্যাহ্ন। 'আকাশে দুফর বেলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুফুর [স দ্বিপ্রহর] *বি* দুপুর। 'অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুফুর বেলা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দুব [স দূর্বা] *বি* দূর্বা ঘাস। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দুবঘাসে কোন হাসে?' *নজরুল*, ১৯২২।

দুবলা [স দূর্বা] *বি* দূর্বা ঘাস। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দুবলা খেতের পুরানো সব পুনরুক্তি যত/ অর্থহারা হয় সে বোবার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দুবুলা *বি* দূর্বা। 'দুবুলার শীষে যেমন নিহারের পানি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

দুব্বা [স দূর্বা] *বি* দূর্বা। 'দুব্বা ধান্য তত্তপরে।' *রামাই*, ১৭১০।

দুবদুব [ধ্বন্যা] *বি* দৌড়াদৌড়ি। 'কতেক ইন্দুর করয়ে দুবদুব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুবরাজ [স যুবরাজ] *বি* যুবরাজ। 'রাজার বেটা দুবরাজ ঠাটের আগুয়ান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুবল [স দুর্বল] *বিণ* কৃশ। 'নাহি পিন্ধে উত্তম বসনে শরীরে দুবল তৈল কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুবলা[১], **দুবলা** [স দুর্বল] *বিণ* দুর্বল। 'দুবলা বাচ্চা ফেলে দিয়ে বাঁচাতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দুবলিজাল *বি* একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'জলওয়ার, পান্নাহাজার, দুবলিজাল, সাওয়াল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দুম[১] [ধ্বন্যা] *বি* কোনো কিছুতে হাত দিয়ে আঘাত করার শব্দ। 'কখন (ঢাকের) পেছনটা দুম করে বাজাচ্ছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দুমদাম [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* দুমদাম শব্দে। 'দুমদাম দুদিগে কাছাড় খায়্যা পড়ে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *ক্রিবিণ* সশব্দে। 'সকলেই দুমদাম করিয়া দরজা দিয়া চলিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দুম দুম [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত দুম শব্দ। 'গলায় হাত দিয়ে দুম দুম করে মারকেই শুধু মার বলে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

দুম[২] [ফা] *বি* লেজ। 'দুম্বা ভেড়ার দুম আসছে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

দুমড়ানো *ক্রি* মোচড়ানো। 'মন বেঁকে দুমড়ে গেল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

দুমড়ে মুচড়ে *ক্রিবিণ* ভেঙেচুরে দলা পাকিয়ে। 'লতাপাতা, বইয়ের মলাট দুমড়ে মুচড়ে খসে পড়ে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দুমদাম [ধ্বন্যা] *বি* অবিরাম দুম শব্দ। 'দুমদাম দুমদাম দুমদাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

দুমদম [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* ক্রমাগত দুম আওয়াজ ক'রে। 'দুমদম কিল থাপ্পড়ে পিঠটা তার জর্জরিত হলো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দুমদুম [ধ্বন্যা] *বিণ* দুমদুম শব্দ করে এমন। 'দুমদুম দুটো কিল বসিয়ে দেয় ওর পিঠে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দুমদুমী [ধ্বন্যা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'দুমদুমী কর্ণাল শব্দে পর্বত তড়কে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দুমাদ্দুম [ধ্বন্যা] *বিণ* উচ্চ শব্দযুক্ত। 'দুমাদ্দুম করে কয়েক লাফ ভালুক নাচ নেচে নাইতে যায়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

দুম্বা [ফা দুমবা] *বি* মেষ জাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'খাসী বকরী দুম্বা আর উট্র যে প্রধান।' *সুলতান*, ১৭০০।

দুম্বা-শির [ফা দুমবা+স শির] *বি* দুম্বার মাথা। 'দুম্বা-শির রুম-বাসীর।' *নজরুল*, ১৯২২।

দুয়জ [স দ্বিতীয়] *বিণ* দ্বিতীয়। 'তোক্ষে মোর দুয়জ পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুয়র [স দ্বার] *বি* দুয়ার। 'বলি আগে দুয়র খোল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দুয়া, দুয়ো [প্রা দুহআ] *বিণ স্ত্রী* দুর্ভাগা। 'সেই বিদেশে এক দুয়ারানীর ছেলে এক রাজপুত্র বাস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'দুয়োরাণীর দুখের বাছা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

দুয়োরাণী [প্রা দুহআ>] *বি স্ত্রী* ভাগ্যহীন রানী। 'দুয়োরাণীর দুখের বাছা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

দুয়্যা [প্রা দুহআ] *বিণ* দুর্ভাগ্য। 'দিনে রাত্রে দশ ছেল্যা দুয়্যা খায় গায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুয়াদশ [স দ্বাদশ] *বিণ* দ্বাদশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুয়ানো *ক্রি* দোহন করা। 'বামুনের ছেলে গোরু দুইছে।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

দুয়া ভুয়া [প্রা দুহআ>] *বি* সংশয়; দ্বিধা। 'দুই এক মাসে রক্ষা করে দুয়া ভুয়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুয়ার [স দ্বার] ১ *বি* দরজা। 'দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রবেশপথ। 'চলিতে২ পেল দিমিস্কির দুয়ার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* কপাট। *ওর্স্যা*, ১৭৮৫। ৪ *বি* বন্ধন। 'ভাঙল দুয়ার, কাটল দড়াদড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

দুয়ারগোড়া [দুয়ার+গোড়া] *বি* দোরগোড়া। 'রাতদুপুর অবধি কপাট খুলে দেবার জন্য দুয়ারগোড়ায় বসে থাকব?' *বনফুল*, ১৯৩৬।

দুয়ার দেওয়া ১ *বিণ* রুদ্ধ। 'দুয়ার দেওয়া তোদের পাষাণ মনে।'

রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ *বিণ* দরজা বন্ধকৃত। 'দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ৩ *ক্রি* দরজা বন্ধ করা। 'পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দুয়ারদেশ [স দ্বারদেশ] *বি* দরজার সামনের দিক। 'কখন এলে দুয়ারদেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দুয়ার ধরা *ক্রি* দরজা স্পর্শ করা। 'ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া উৎসবের পানে রবে চেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দুয়ার বান্ধা *ক্রি* দরজা বন্ধ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুয়ার মেলা *ক্রি* দ্বারোদ্ঘাটন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুয়ারহারা *বিণ* গন্তব্যহীন। 'এই যে ভালো ধুলোয় ধুলোয় ছড়িয়ে আছে দুয়ারহারা পথ।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

দুয়ারি [স দ্বার>] *বি* দ্বাররক্ষক; দারোয়ান। 'দুয়ারি প্রহরি তারা সভে নিদ্রা গেল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুয়ারী [স দ্বার>] ১ *বি* দ্বাররক্ষী। 'দুয়ারীক বুলিল কাসেদ যাও শীঘ্র করি।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* দ্বারযুক্ত। 'দক্ষিণ দুয়ারী ঘর পিদিপ সারি সারি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দুয়ারে দুয়ারে *ক্রিবিণ* সকল দরজায়। 'গোয়া নারিকেল দেখি দুয়ারে দুয়ারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুয়ারোয়ানি *বি* দ্বাররক্ষী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুয়োর [স দ্বার] *বি* দরজা। 'যমের দুয়োর খোলা পেয়ে ছুটেছে সব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

দুয়োরে আগুন দেওয়া – সর্বনাশ করা। 'আমি কি পুরুষমানুষের দুয়োরে আগুন দিতে যাচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দুয়ার্কি [স ধ্রুবকার] *বি* গানের স্থায়ী অংশ সমস্বরে গাওয়া। 'মড়ক দুয়ার্কি ধরে আমার ধুয়ার!' *নজরুল*, ১৯২৪।

দুয়ো[১] [স ধুত] *বি* নিন্দা, ভর্ৎসনা বা ধিক্কারসূচক ধ্বনি। 'ইঁহারা ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্মমতে দুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুয়ো[২] *দ্র* **দুয়া**

দুয়োর *দ্র* **দুয়ার**

দুয্যা *দ্র* **দুয়া**

দুর [স দূর] *বি* ব্যবধান। 'ভয় ঘিণ দুর নিবারিউ।' *চর্যা* ৩১, ১২০০; 'আস্কালন দুরে গেল হইল বিমুক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দুরগত [স দূর-গত] *বিণ* দূরীভূত। 'আসক উকত সবে দুরগত।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

দুরদেস [স দূর-দেশ] *ক্রিবিণ* দূরদেশে। 'সময় বসন্ত কন্ত রহু দুরদেস জানল বিহি প্রতিকূল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দুরক্ষর [স] *বিণ* অপ্রিয়। 'নাহি বল দুরক্ষর বাণী।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০।

দুরগাম [স দুর্গম] *বিণ* যাওয়া কঠিন এমন। 'কভু বা পন্থ গহন জটিল ... বঙ্কিম দুরগাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দুরজনি [স দুর্জন>] *বি* দুষ্টমতি। 'এ সখি দুরজনি এ হেন কহি পুনি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুরতিক্রমণীয় [স] *বিণ* দুর্লঙ্ঘ্য; দুস্তর। 'মানুষে মানুষে যে ভেদটা সব চেয়ে দুরতিক্রমণীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুরতিক্রম্য [স] *বিণ* অতিকষ্টে অতিক্রম করা যায় এমন। 'বড়ো মানুষ হতে গিয়ে দুরতিক্রম্য বাধা পায়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

দুরত্যয় [স] *বিণ* অতিক্রম করা কঠিন। 'ইতিহাসের দুর্গম দুরত্যয় পথে মানবাত্মার এই-যে বিজয়রথ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'দুরত্যয় মরুকুঞ্জ নিরখিবে দুর্মর খেয়ালে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুরদুর [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* দুরদুর ধ্বনিতে। 'উত্তরে পবনে মেঘ ডাকে দুরদুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ভয় প্রভৃতি কারণে হৃৎস্পন্দন। 'তরাসে বিকল তনু প্রাণ দুরদুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *ক্রিবিণ* অবিরাম ধারায়। 'দু নয়নে প্রেমধারা বহে দুরদুর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুর দুর করিয়া *ক্রিবিণ* দাউ দাউ ক'রে। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুরদৃষ্ট [স] *বিণ* দুর্ভাগ্যজনক। 'পীড়া পাইল দুরদৃষ্ট দোষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুরদৃষ্টতা [স] *বি* মন্দভাগ্য; পোড়া কপাল। 'একজন ইংরেজ-মেয়ের পক্ষে চিরকুমারী হওয়া দারুণ দুরদৃষ্টতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দুরধিগম্য [স] ১ *বিণ* দুর্বোধ্য। 'তাঁহার পক্ষে আমি সম্পূর্ণ দুরধিগম্য হইয়া উঠিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* সহজে করা যায় না এমন। 'ওর কাছে সেই দুরধিগম্য কাজ, যা কারও খাতির করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বিণ* আয়ত্ত করা কঠিন এমন। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দুরধিগম্যতা [স] *বি* দুর্গমতা। 'জীবন-পথের দুরধিগম্যতা হয়ে উঠবে সুন্দরের স্পর্শে পুষ্প-পেলব।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

দুরনয় [ব্র] *বি* খারাপ পরিণাম। 'সখি হে দুরজন দুরনয় পাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দুরনুমেয় [স] *বিণ* অনুমান করা দুঃসাধ্য এমন। 'ইহার কারণও দুরনুমেয় নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দুরন্ত [স] ১ *বিণ* দুঃখদায়ক। 'হম জদি জানিএ পিরীতি দুরন্ত। তব কিএ জাওব পাপক অন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* দুষ্ট। 'প্রবর ব্রাহ্মণ সঙ্গে দুর্মুখ দুরন্ত।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* দুর্দান্ত। 'নাহি যোজন রণে দুরন্ত অসুর সনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* প্রবল। 'ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* চঞ্চল। 'ধাইল কুঞ্জবর বড়ই দুরন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বিণ* অতিশয়। 'নিত্য মরা দেহ জান কাফির দুরন্ত।' *সুলতান*, ১৭০০। ৭ *বিণ* দুর্ধর্ষ। 'বিশ্বনাথ বাবু নামে এক দুরন্ত ডাকাতি ছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৮ *বিণ* দৌরাত্ম্যপূর্ণ। 'দুরন্ত সংসার – তথা না পশিব আর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৯ *বি* অশান্ত। 'আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ১০ *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'উলানিয়ার নৌকো দুরন্ত পাড়ি জমিয়েছে।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

দুরন্ততর [স] *বিণ* অতিশয় বেগবান। 'দুরন্ততর চিতা।' *জীবন*, ১৯৩২।

দুরন্তপনা [স দুরন্ত+পনা] ১ *বি* চপলতাপূর্ণ আচরণ। 'বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দুরন্তপনা করিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বি* উপদ্রব। 'দুরন্তপনা একেবারেই থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* দৌরাত্ম্য। 'দুষ্টপ্রবৃত্তির দুরন্তপনাকে অবারিতভাবে উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখাইবার যে প্রলোভন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুরন্তা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* দুর্দান্ত। 'কড়মড়ি দন্তা সমরে দুরন্তা অভয়া ভীষণদশনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ স্ত্রী* শক্তিশালী। 'রত্নাবতী শত্রুসুতা সে বড় দুরন্তা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুরন্তর[১] [স দুরন্ত] *বি* দুরন্ত। 'অতি দুরন্তর বিষম পিরীতি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

দুরন্তর[2] [স দূর-অন্তর] *বিণ* দূরবর্তী স্থানে অবস্থানরত। 'মাতাপিতা দুরন্তর স্বামী গেলা দেশান্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুরপনেয় [স] *বিণ* সহজে মুছে যায় না এমন। 'কিছুতেই তাঁহাদের এ দুরপনেয় কলঙ্ক অপনীত হইবার নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দুরবগাহ [স] *বিণ* দুর্বোধ্য। 'অহর্নিশ দুরবগাহ নীতিশাস্ত্রের অবিশ্রান্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা, একান্ত ক্লান্ত হইতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দুরবল [স দুর্বল] *বিণ* দুর্বল। 'বাল দুরবল, ধরম সৈকল নাহিক ভয় কটু লাজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দুরবলোক্য [স] *বিণ* দূর নির্দেশিত। 'বৃদ্ধ ঠাকুমার নামাবলির মতো মূঢ় দেয়ালের অসহ্য দুরবলোক্য তর্জনী।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

দুরবস্থা [স] ১ *বি* দুর্দশা। 'বাঙ্গালি কর্ম্মকারিরা যাবৎ দুরবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* দুর্গতি। 'মজুরদার লোকের কি দুরবস্থা হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দুরবস্থাগ্রস্ত [স] *বিণ* দুর্দশাগ্রস্ত; দুর্গত। 'তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দুরবস্থাপন্ন [স] *বিণ* দুর্গত। 'দুরবস্থাপন্ন লোকেরদের নিমিত্ত কৃপাকৃষ্ট।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দুরবস্থামুক্ত [স] *বিণ* চলাচলের উপযুক্ত; দুরবস্থা থেকে মুক্ত। 'ঘন বর্ষা শুরু হইয়া যাওয়ার আগেই যাহাতে রাস্তাসমূহ দুরবস্থামুক্ত ... হইয়া উঠে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

দুরবার [স দুর্বার] *বিণ* দুর্বার। 'ভাদ্র মাসের পাঁকই বড় দুরবার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুরবীন [ফা] *বি* দূরের বস্তু স্পষ্টভাবে দেখার যন্ত্রবিশেষ। 'একটা মস্ত দুরবীন কষিয়া বিস্তর ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। *দ্র* **দূরবিন**

দুরবেক্ষণ [স] *বি* কষ্টসাধ্য দর্শন। **দুরবেক্ষণীয়** [স] *বিণ* কষ্ট করে দেখতে হয় এমন। 'এক একটি দুরবেক্ষণীয় ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ অনন্ত কৌশলের স্থান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দুরভাকী [স দুর্ভিক্ষ] *বি* দুর্ভিক্ষ; আকাল। 'বান্দাজীরা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমী দুরভাকীতে প্রান বাচাইতে পারি না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

দুরভিভব [স] *বিণ* পরাজিত করা কঠিন এমন। 'উর্মির অভিমান দুর্ভেদ্য মৌনের অন্তরালে দুরভিভব হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দুরভিলাষ [স] *বি* দুরাশা। 'বল পূর্ব্বক মনুষ্যের দুরভিলাষ ক্ষান্ত রাখা অসম্ভব।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দুরভিসন্ধি [স] *বি* অসৎ অভিপ্রায়। 'তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ... কৃতসঙ্কল্প হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দুরভিসন্ধিমূলক [স] *বিণ* অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ। 'প্রচারণা ছিল ... দুরভিসন্ধিমূলক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দুরমুশ [ফা দুর+আ মুশ] *বি* সুরকি খোয়া ইত্যাদি পিটিয়ে বসাবার জন্য লম্বা হাতলবিশিষ্ট হাতিয়ারবিশেষ। **দুরমুশ-পেটা** *ক্রি* মুষল দিয়ে প্রহার করা। 'দুরমুশ-পেটা করে পিটোতে লাগল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দুরমুস *বি* সুরকি খোয়া ইত্যাদি পিটিয়ে বসাবার জন্য লম্বা হাতলবিশিষ্ট হাতিয়ারবিশেষ। 'দুরমুস দিয়ে পিটিয়ে তা দুরস্ত করে।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

দুররা [আ দুররাহ] *বি* চাবুক। 'এদের দুররা মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

দুরস্ত [ফা] ১ *বিণ* যথাযথ। 'গলা দুরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* আয়ত্ত। 'কাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যেসে দুরস্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* দমন। 'যে উপায়ে হয় আমি তাঁহাকে দুরস্ত করিব।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ৪ *বিণ* পরিপাটি। 'শরীরের গড়ন কতকটা দুরস্ত করিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৫ *বিণ* সমান। 'দুরমুস দিয়ে পিটিয়ে তা দুরস্ত করে।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

দুরস্তাৎ [স দূরম্‌ আস্তাম্‌] – দূরে থাক। 'আমি হলে বাজি জেতা দুরস্তাৎ ঘোড়াটা ছিটকে এসে আমার পেটে লাথি মেরে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুরহংকার [স] *বি* অসঙ্গত অহংকার। 'সমাজধর্মের দুরহংকারে উচ্চশির ভূলুণ্ঠিত হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দুরাকাঙ্ক্ষ [স] *বিণ* উচ্চাভিলাষী। 'কেহ কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ যে, কিছুতেই তৃপ্ত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

দুরাকাঙ্ক্ষা [স] ১ *বি* অসঙ্গত আশা; দুরাশা। 'তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না, সুতরাং ফ্রান্সের সম্রাট পদ প্রাপ্তিতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মনে মনে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* দুঃসাধ্য আকাঙ্ক্ষা। 'যদি খ্যাতিলাভ মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দুরাকাঙ্ক্ষী [স] *বি* দুরাশা করে যে। 'স্বদেশী বা বিদেশী দুরাকাঙ্ক্ষীদের হাতে তাদের নির্যাতন ঠেকাবে কিসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

দুরাক্রম্য [স] *বিণ* অতিক্রম করা কঠিন। 'সুমেরুর দুরাক্রম্য কূটে রূপের শাশ্বত হাসি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

দুরাক্ষর [স] *বি* কটুবাক্য। 'ধনগর্বে বল দুরাক্ষর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুরাখর [স দুরক্ষর] *বি* মন্দ বাক্য; তিরস্কার। 'আর দুরাখর বুইলেক বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুরাগ্রহ [স] *বি* অসৎ উদ্দেশ্য। 'এই বিষম দুরাগ্রহ করিয়াছিল ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দুরাঘ্রেয় [স] *বিণ* দুর্গন্ধযুক্ত। 'ঐ সকল মলমূত্র দুরাঘ্রেয় জলপ্রণালী রীতিমত পরিষ্কৃত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দুরাচরণীয় [স] *বিণ* বহুকষ্টে পালনীয়। 'যাহা ষাট বৎসরের বুড়ারও দুরাচরণীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

দুরাচার [স] ১ *বি* দুর্বৃত্ত। 'ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দুক দুরাচার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অনাচার। 'রাজা বড় পাপচিত্ত ছলে হয়্যা লয় বিত্ত শুন্যাছি দেশের দুরাচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুরাচারিণী [স] *বিণ* স্ত্রী পাপিষ্ঠ। 'দুরাচারিণী, পাপীয়সী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

দুরাত্মা [স] ১ *বি* দুর্বৃত্ত। 'দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* পাপাত্মা। 'দূর কর দুরাত্মার দাসের কলুষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুরাত্মন [স] *বি* দুর্বৃত্ত। 'মেষশাবকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, অরে দুরাত্মন!' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

দুরাদৃষ্ট [স] *বি* মন্দ ভাগ্য; দুর্ভাগ্য। 'তাহা দুরাদৃষ্টক্রমে তাহার গলাতে আটকিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দুরাদৃষ্টক্রমে [স] *ক্রিবিণ* দুর্ভাগ্যক্রমে। 'তাহা দুরাদৃষ্টক্রমে তাহার গলাতে আটকিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দুরান্ত [স দূরান্ত] *বি* অতি দূর। 'চলিতে নাহিক বল দুরান্তের পন্থ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুরান্তর [স দূরান্তর] *বিণ* দূরীভূত। 'যদি দেখ পাগল করিও দুরান্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুরাপ [স] *বি* অজেয়। 'দুরাপের মদগর্ব খর্ব করো পরশে নিষ্ক্রিয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

দুরায়ত্ত [স] *বিণ* আয়ত্ত করা কঠিন এমন। 'তাহার মতো দুর্লভ দুরায়ত্ত জিনিস কিছুই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুরারাধ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* পূজা বা আরাধনার উপযোগী। 'ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক ...।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

দুরারোগ্য [স] *বিণ* আরোগ্য লাভ করা কঠিন এমন। 'ক্রমে পচে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দুরারোহ [স] *বিণ* আরোহণ করা কঠিন এমন। 'অতি দুর্গম দুরারোহ সানুসমূহেও তাঁহারা অবলীলাক্রমে অবতরণ করিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'কোথাও বা অতিশয় বন্ধুর ও দুরারোহ, মনে হয় না যে কোন প্রাণী এইস্থানে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দুরারোহিণী [স দুরারোহিণী] *বিণ স্ত্রী* আরোহণ করা কঠিন এমন। 'উভয়েরই দুরারোহিণী আশালতা মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দুরাশা [স] *বি* দুরাকাঙ্ক্ষা। 'কামিনীরা যে কামনা পূরণ করিবেন এ দুরাশামাত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

দুরাশ [স] *বিণ* দুর্লভ বস্তু লাভের প্রত্যাশা করে এমন। 'সুগন্ধী রুটিখণ্ডের উপরে লুব্ধদুরাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দুরাসা [স দুরাশা] *বি* দুরাশা। 'এই প্রকার দুরাসা তাহাতে ঘটিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

দুরাশয় [স] *বি* দুরাত্মা। 'মায়া করি দ্বারকায় যাবে দুরাশয়।' *ভারত*, ১৭৬০।

দুরাসয় [স দুরাশয়] *বি* দুরাত্মা। 'তথি তাহাতে খণ্ডিল দুরাসয়।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

দুরাসদ [স] *বিণ* দুর্ধর্ষ। 'দারুণ দুরাত্মা ব্যাধ প্রাণী বধে দুরাসদ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুরিত [স] ১ *বিণ* কলুষিত। 'দারুণ কাহাঞিঁ দুরিত তার মন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* বিদূরিত। 'ঈশ্বর হালাল হৌক হারাম দুরিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দুরিত-কর্ম [স] *বি* পাপকর্ম। 'আমার দুরিত-কর্ম এক দেহে পুনু জর্ম বিধাতার দারুণ লিখন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুরুজন [স দুর্জন] *বি* খারাপ লোক। 'দুরুজন নান্দের পো।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুরু দুরু [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* উদ্বেগের ফলে কম্পমান। 'হিয়া দুরু দুরু।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* ভয়ে কম্পমান। 'ত্রস্ত কপোতের মতো দুটি বক্ষ দুরুদুরু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* আশঙ্কাপূর্ণ। 'দুরু দুরু বক্ষে রানি সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দুরুবার [স দুর্বার] *বিণ* সহজে বারণ মানে না এমন; দুর্নিবার। 'সামী দুরুবার মোর নহোঁ সতন্তর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুরুবার [স দুর্বার] *বিণ* দুর্নিবার। 'কংসে রাজা দুরুবার তবু চোর আইসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুরুযোগ [স দুর্যোগ] *বি* দুর্যোগ। 'এ দুরুযোগে কুঞ্জে নিরদয় কান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

দুরুস্ত [ফা দুরস্ত] *বিণ* যথাযথ। 'তারপরই লেগে যায় নতুন ধানচাল যা উঠেছে তার দুরুস্ত ব্যবস্থা করতে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

দুরূহ [স] ১ *বিণ* সময় সাপেক্ষ। 'বঙ্গদেশের ন্যায় দীর্ঘ রাজ্যস্থিত সমুদয় ব্যক্তির বিদ্যা হওয়া দুরূহ।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ২ *বিণ* অত্যন্ত কঠিন। 'এই দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* সহজলভ্য নয় এমন। 'যথেষ্ট নির্মল বায়ু লাভ তদপেক্ষাও দুরূহ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৪ *বিণ* দুর্বোধ্য। 'তাহাতে একটি দুরূহ শব্দ ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৫ *বিণ* দুর্লভ। 'দুরূহ সৌভাগ্য সেই বহি প্রাণপণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৬ *বিণ* জটিল। 'কবিতা আমার কাছে মিল মিলাইয়া দুরূহ ছন্দে লেখা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দুরূহতম [স] *বিণ* অতিশয় কঠোর। 'তিনি কি হাঁ-মন্ত্রের দুরূহতম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না?' *অন্নদা*, ১৯২৮।

দুরূহতর [স] *বিণ* কঠিনতর; অত্যন্ত কঠিন। 'যে দুরূহতর প্রয়াস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দুরূহতা [স] *বি* দুর্বোধ্যতা। 'সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোনো কল এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

দুরোদর [স] *বি* জুয়াখেলা। 'পিতার সর্বস্ব দুরোদরমুখে আহুতি দিয়া, পরিশেষে, অর্থের নিমিত্ত, তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দুর্গ [স] *বি* কেল্লা; পরিখা বা প্রাচীরবেষ্টিত সংরক্ষিত সেনানিবাস। 'তে কারনে দুর্গ লঙ্ঘি আইলাঙ এথারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্গচূড়া [স] *বি* দুর্গশিখর। 'দুর্গচূড়ায় বিজয় পতাকা পত পত উড়িতে লাগিল।' *কঙ্কাল*, ১৯০৩।

দুর্গপ্রাকার [স] *বি* দুর্গের প্রাচীর। 'সে দুর্গপ্রাকারের মতো ভারি শক্ত বস্তু।' *অবন*, ১৯২৫।

দুর্গ ফাঁদা *ক্রি* কেল্লা স্থাপন করা। 'ইংরেজ বণিক কাশিমবাজারে একটি দুর্গ ফাঁদিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুর্গবেষ্টিত [স] *বিণ* প্রাচীরঘেরা। 'দৃঢ় দুর্গবেষ্টিত আরেকটি গৃহ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দুর্গমূল [স] *বি* দুর্গের কেন্দ্র। 'বিমলা ঝটিতি দুর্গমূলে গেলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

দুর্গেশনন্দিনী [স] *বি স্ত্রী* দুর্গাধিপতির কন্যা। 'দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমাকে বিমলা যে আন্তরিক স্নেহ করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

দুর্গেশ্বর [স] *বি* দুর্গের অধীশ্বর। 'আর উপকূলবাসী কোনো কোনো দুর্গেশ্বরের রণপোত ছিল।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

দুর্গট [স দুর্ঘট] *বি* দুঃসাধ্য কাজ। 'কাষ্ঠের হস্তি করি সেই দুর্গট করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্গত [স] ১ *বিণ* দুর্দশাপন্ন; বিপদাপন্ন। 'দুর্গত করহ পার দুর্গত নাসিনি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বিপদগ্রস্ত লোক। 'কলিকাতা ও বিহার দাঙ্গায় দুর্গতদের ... সাহায্য প্রদান করিয়াছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

দুর্গততারিণী [স দুর্গতিতারিণী] *বি* দুর্গতি দূর করে যে। 'দুর্গততারিণী আসি দরশন দিলা বসি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দুর্গতনাসিনি [স দুর্গতিনাশিনী] *বি* বিপত্তারিণী। 'ত্রিভুবনেশ্বরি দেবি দুর্গতনাসিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্গতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিপদগ্রস্ত। 'এক দুর্গতা মুসলিম নারী এইভাবে চীৎকার করিয়া উঠে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

দুর্গতি [স] *বি* দুরবস্থা। 'দুর্গতি না হয় তার সদ্‌গতি যে হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুর্গতিকর [স] *বিণ* ক্লেশকর। 'দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মতো এমন দুর্গতিকর আর কিছুই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দুর্গতিনাশিনী [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'দুখদাসে কর দয়া দুর্গতিনাশিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুর্গতিশীল [স] *বি* দুর্দশাপন্ন লোক। 'দুর্গতিশীল, ব্রতচারী-বিব্রতচারী ইত্যাদি সকলেরই যখন সমিতি আছে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

দুর্গতিহরণ [স] *বি* দুরবস্থা দূরীকরণ। 'তারা দলে দলে এসে ... দুর্গতিহরণের অভিযানে যোগ দেবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

দুর্গতিহারিণী [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'দশপ্রহরণধারিণী দুর্গতিহারিণী দুর্গে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

দুর্গন্ধ [স] *বি* খারাপ গন্ধ। 'না রাখ দুর্গন্ধ সব নরকের মাঝ।' *সুলতান*, ১৭০০।

দুর্গন্ধবশত [স] *ক্রিবিণ* খারাপ গন্ধের কারণে। 'দুর্গন্ধবশতঃ উহার কাছে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারা যায় না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দুর্গন্ধভরা [স দুর্গন্ধ+ভরা] *বিণ* দুর্গন্ধময়। 'মশা আর দুর্গন্ধভরা ঘর।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

দুর্গন্ধময় [স] *বিণ* খারাপ গন্ধপূর্ণ। 'দুর্গন্ধময় জীবনসৌধের প্রতিটি কক্ষে ...।' *তারা*, ১৯৪২।

দুর্গন্ধি [স দুর্গন্ধ>] *বি* খারাপ গন্ধ। 'পারিজাত সুগন্ধি কীবা দুর্গন্ধি ঘসে নাকে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্গম [স] **১** *বিণ* যাওয়া কষ্টকর এমন। 'সমুদ্র দুর্গম দেখি অনেক বিস্তার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* জানা কষ্টকর। 'আগম নিগম দুর্গম সুগম শ্রবণ নয়ন মনে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৩** *বিণ* কঠিন। 'আত্মপ্রভুত্বের নিমিত্ত যে দুর্গম নিয়ম করিয়া যান।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

দুর্গমতর [স] *বিণ* যাওয়া অতিশয় কষ্টসাধ্য এমন। 'দুর্গমতর অঞ্চলে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দুর্গমতা [স] *বি* দুরধিগমতা; গমনের বাধা। 'মন্দিরের দুর্গমতা লৌকিক হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুর্গমবিস্তীর্ণ [স] *বিণ* দুরধিগম্য ও বিস্তৃত। 'যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুর্গমযাত্রী [স] *বি* কঠিন পথের যাত্রী। 'জাগো দুর্গমযাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

দুর্গম্য [স] *বিণ* যাওয়া কষ্টসাধ্য এমন। 'প্রজার নিকটে টাকা লইয়া দুর্গম্য পথসকল সুগম্য করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

দুর্গা [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিবের পত্নী। 'দুর্গা পরা দৈন্যহরা দীনদয়াবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুর্গার্চন [স] *বিণ* দেবী দুর্গার অর্চনা হয় এমন। 'তাঁহারা দুর্গার্চন বাটীতে বিফষ্টেক ও মটন চপ ... মদিরা আনয়ন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

দুর্গানাম [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গার নাম। 'জপয়ে শ্রীদুর্গানাম পূর্ণ হেতু মনস্কাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দুর্গাপূজা [স] *বি* দেবী দুর্গাকে নিয়ে বাঙালি হিন্দুদের পূজা-অনুষ্ঠান-বিশেষ। 'বেঙ্গলি ক্লাবে দুর্গাপূজার দিনগুলোতে বহু বাঙালির সমাগম হয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

দুর্গাপ্রদীপ [স] *বি* স্বর্ণকারেরা যে বড়ো প্রদীপের আগুনে ব্লো পাইপ দিয়ে কাজ করে। 'স্যাকরারা দুর্গাপ্রদীপ সামনে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দুর্গা-মেলা [স] *বি* চণ্ডীমণ্ডপ। 'বামভাগে দুর্গা-মেলা তার পিছে পাটশালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুর্গে [স, সম্বোধনে এ-কার] *বি* দুর্গা। 'দেবী দুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে – ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দুর্গোৎসব [দুর্গা-উৎসব] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গার পূজা ও সে উপলক্ষে উৎসব। 'দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজাবার তরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুর্গেশনন্দিনী *দ্র* **দুর্গ**

দুর্গেশ্বর *দ্র* **দুর্গ**

দুর্গোৎসব *দ্র* **দুর্গা**

দুর্গোমণ্ডা *বি* এক প্রকার সন্দেশ। 'অধ্যক্ষরা ... আগাতোলা দুর্গোমণ্ডা ও অ্যাক ঘটি গঙ্গাজল খেয়ে বিছানায় আড় হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দুর্গ্ধ [স দুগ্ধ] *বি* দুধ। 'দুর্গ্ধের বরন দুর্গ্ধ নাহি হএ পানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্গ্রহ [স] *বি* দুষ্টগ্রহ; কুগ্রহ। 'সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দুর্গ্রহবশত [স] *ক্রিবিণ* দুষ্টগ্রহের প্রভাবজনিত কারণে; দুর্ভাগ্যক্রমে। 'দুর্গ্রহবশত সেটা তাহার সহ্য হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দুর্ঘট [স] **১** *বিণ* নিদারুণ। 'দেখিলাম রাত্রিকালে দুর্ঘট স্বপন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* দুঃসাধ্য। 'আদ্যবস্তে মনঃসংযোগ হওয়া দুর্ঘট।' *কেরি*, ১৮১২।

দুর্ঘট বৃত্তি [স] *বিণ* কবি শরণ রচিত ব্যাকরণগ্রন্থবিশেষ। 'পড়িল দুর্ঘট বৃত্তি যীর সভায় চক্রবর্তী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুর্ঘট হওয়া *ক্রি* দুঃসাধ্য বিষয় হওয়া। 'তার দর্শন পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দুর্ঘটন [স] *বি* অশুভ বা ক্ষতিকর ব্যাপার। 'সাধ্য তব সিদ্ধি করা নহে দুর্ঘটন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দুর্ঘটনা [স] **১** *বি* আকস্মিক বিপদ। 'গ্রামে দুর্ঘটনা হইলে বিচার গৃহ হইতে ভূম্যধিকারিরই বিশেষ বিড়ম্বনা প্রাপ্তির অগ্রেই সম্ভাবনা।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* ভয়াবহ ঘটনা। 'আমি স্বচক্ষে এ দুর্ঘটনা দেখলেম।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

দুর্জ্রেয় [স] *বিণ* দুর্গন্ধযুক্ত। 'মলপূর্ণ দুর্জ্রেয় জলপ্রণালী কদাপি যৎসামান্য রূপেও পরিষ্কৃত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দুর্জএ [স দুর্জয়] **১** *বিণ* অদম্য। 'ধরিঅা তোলহ পুত্র দুর্জএ শরীর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* দুর্জয়। 'অতি বলবন্ত বীর সমরে দুর্জএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

দুর্জন, দুর্জ্জন [স] **১** *বিণ* দুষ্টজনে পরিপূর্ণ। 'হাটক না জাইব দুর্জ্জন মথুরা পুরী।' *বড়ু*, ১৫০০। **২** *বিণ* নির্দয়। 'দুর্জ্জন সাসুড়ী মোর ঘরতে আছএ।' *বড়ু*, ১৫০০। **৩** *বি* খারাপ লোক। 'স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুর্জনতা, দুর্জ্জনতা [স] *বি* দুর্জনের মতো কাজ; মন্দ কাজ। 'পিতা ও খুল্লতাতের চরণে পড়িয়া বলিতেছেন পিতা আমি নির্লজ্জ দুর্জ্জনতা

করিয়াছি।' *রামরাম*, ১৮০১।

দুর্জয়, দুর্জ্জয় [স] ১ *বিণ* অজেয়। 'দুর্জয় দক্ষিণাকালী দুরিতনাশিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'অষ্ট পুত্র উপজিল দুর্জ্জয় খরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* অদমিত। 'তাহাতে আবার দুর্জ্জয় লোভ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

দুর্জয়তা [স] *বি* অদম্যতা। 'শক্তির দুর্জয়তাকে অহরহ ঠেকাতে গিয়েই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুর্জেয় [স] *বিণ* দুঃখে জয় করতে হয় এমন। 'সেই দেশের দেবতা দুর্জেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দুর্জ্ঞেয় [স] ১ *বিণ* জানা দুঃসাধ্য। 'তাহা দুর্জ্ঞেয় হইলেও, ঐ অন্নের ও ঐ ব্যঞ্জনের তক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* দুরধিগম্য। 'ইহার পূর্ব্ব পশ্চিম ভাগ দুর্জ্ঞেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দুর্জ্ঞেয়তা [স] *বি* দুর্বোধ্যতা। 'দার্শনিকতার জটিল তত্ত্ব ও দুজ্ঞেয়তার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা নেই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দুর্দম [স] ১ *বিণ* দমন করা কঠিন এমন। 'তাঁহার মনোবৃত্তিসকল দুর্দমবেগবতী।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* অদম্য। 'মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান দুর্দম স্বাধীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* দূরবর্তী। 'যেন কোন দুর্গম বিপুল বিহঙ্গম গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ছাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৪ *বিণ* প্রচণ্ড। 'যবে দুর্দম ঝড়ে আগল খুলে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ৫ *বিণ* অজস্র। 'উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে, নির্ঝরের দুর্দম ধারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দুর্দমনীয়, দুর্দ্দমনীয় [স] ১ *বিণ* দমন করা কঠিন এমন। 'মনুষ্যগণের দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণের দমন করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮; 'রাজদুহিতার দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* প্রচণ্ড। 'ধ্বংসকার্য্যই তাহাদের দুর্দমনীয় উদ্যমের ক্রীড়া ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দুর্দমনীয়তা [স] *বি* ঔদ্ধত্য। 'ক্ষুদ্রতা হইতে যতই ব্যাপকতার দিকে উত্থান করা যায় ততই তীব্রতা ও দুর্দমনীয়তা হ্রাস হয়, সে কথা সপ্রমাণ হইতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দুর্দর্শ [স] *বিণ* দেখলে কষ্ট হয় এমন; প্রখর। 'মাথা তুলেছে দুর্দর্শ সূর্যালোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দুর্দর্শকায়, দুর্দ্দর্শকায় [স] *বি* দেখলে ভয় লাগে এমন। 'ভয়ঙ্কর তাহার মূর্ত্তি দুর্দ্দর্শকায় মহা পরাক্রমে।' *রামরাম*, ১৮০১।

দুর্দর্শতর [স] *বিণ* সাধারণত দেখা যায় না এমন। 'কৃষ্ণবর্ণ আকাশে সূর্য দুর্দর্শতর উজ্জ্বলতা লাভ করিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

দুর্দশা, দুর্দ্দশা [স] *বি* দুরবস্থা। 'ইহাতেই তোর দুর্দশা ঘটিল।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'বন্ধুগণের হিতকারী নীত তুচ্ছ করে যে দুর্দ্দশা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দুর্দশাগ্রস্ত [স] *বিণ* বিপন্ন। 'তাহা যখন এ প্রকার অচিন্ত্য বিষম দুর্দ্দশা গ্রস্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দুর্দ্দশাপন্ন [স] *বিণ* দুর্দশাগ্রস্ত। 'কৃষিজীবিরাই অধিকতর দুর্দ্দশাপন্ন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

দুর্দহন [স] *বি* কষ্টকর দহন। 'নিদারুণ সংঘাতে/ ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দুর্দাড় [ধ্বন্যা] *বিণ* দুর্দম্য; দ্রুত। 'রুদ্ধ তাহারি দ্বারে দুর্দাড় বেগে ধাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দুর্দাড়া [ধ্বন্যা দুড়দাড়>] *ক্রি* দুড়দাড় করা। 'পাগল ভুবন দুর্দাড়িয়া/ ছুটল চারিধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দুর্দান্ত, দুর্দ্দান্ত [স] ১ *বিণ* দমন করা কঠিন এমন। 'মহাবলপরাক্রম দুর্দ্দান্ত দুরাত্মা ওলাউঠার সহিত সাক্ষাৎ।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* দুরন্ত। 'লিখিতে বসিলে, অস্মদীয়, অতি দুর্দান্ত, মহাবল, পরাক্রান্ত কলম বাহাদুরের ... অন্য কোনও রস বড় একটা নির্গত হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ* তীব্র। 'এই দুর্দ্দান্ত শীতেও ইংরাজেরা আমোদ করিয়া থাকে।' *কৃষ্ণতারিনী*, ১৮৮৫।

দুর্দান্ত-স্বভাব [স] *বিণ* প্রাণঘাতী; হিংস্র প্রকৃতির। 'গ্রীগরিলারা ... অতি দুর্দ্দান্ত-স্বভাব বা মারাত্মকপ্রকৃতির নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দুর্দাম [স] ১ *বিণ* অদম্য। 'মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বিণ* নিয়ন্ত্রণ করা সহজ নয় এমন। 'দক্ষিণ বাতাস চাদরের প্রান্তকে দুর্দাম করিয়া তুলিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দুর্দামবীর [স] *বি* অদম্য যোদ্ধা। 'এসো হে দুর্দামবীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দুর্দিন, দুর্দ্দিন [স] ১ *বি* দুঃসময়। 'দুর্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'কৃপা করে এ দুর্দ্দিন দূর করুন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *বি* দুর্যোগপূর্ণ দিন। 'দুর্দিনে গাড়োয়ানরা নড়িতে চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বিণ* প্রতিকূলতা। 'কভু সুখে কভু দুঃখে নিয়ে চলি; সুদিন দুর্দিন নাহি বুঝি আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

দুর্দিন-রবি [স] *বি* দুর্দিনরূপ সূর্য। 'শিরে দুর্দিন-রবি প্রখর, পদতলে বালু ফোটায় খই।' *নজরুল*, ১৯২৯।

দুর্দৃশ্য [স] ১ *বিণ* সহজে দেখা যায় না এমন। 'অন্য দিকটা দুর্গম, দুর্দৃশ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* মন্দ দৃশ্য। 'নানা জাতীয় দুর্দৃশ্য বসতি পাড়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দুর্দৈব, দুর্দ্দৈব [স] ১ *বি* মন্দভাগ্য। 'না মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈব কারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* দুর্ভাগ্য ঘটায় এমন। 'দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝা-পবনে/ মেঘ নিল অন্যস্থানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* দুর্ঘটনা। 'ঘোড়দৌড়েতে একটা দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৪ *বি* বিপর্যয়। 'আমাদিগের এই দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দুর্দৈবঘটন [স] *বি* দুর্ঘটনা। 'কী মহা অনর্থপাত দুর্দৈবঘটন ঘটেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দুর্ধর্ষ, দুর্দ্ধর্ষ [স] ১ *বিণ* পরাক্রমশালী। 'বড়ই দুর্ধর্ষ রাজা সালবাহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* দুঃসহ। 'কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পামরপ্রকৃতি প্রাণিগণ সেই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ পাপপুঞ্জ স্বীকারে বসুমতীকে দূষিত করিতেছে!' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* বশ মানানো কষ্টকর এমন। 'একটা দুর্ধর্ষ বন্য ঘোড়াকে যদি প্রান্তরের মধ্যে স্বাধীনতার উদ্দাম আনন্দে ছুটতে দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* দুর্জয়। দুর্ধর্ষ প্রেমের অপেক্ষা মহান ও বিস্ময়কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুর্ধর্ষতর [স] *বিণ* প্রবল পরাক্রমশালী। 'জড়শক্তি অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি দুর্ধর্ষতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দুর্ধর্ষা [স] *বিণ স্ত্রী* দুর্জয়। 'আয় মা দুর্ধর্ষা রুদ্রাণী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দুর্নমিত [স] *বিণ* বশ মানানো কষ্টকর এমন; দুর্ধর্ষ। 'দুর্নমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

দুর্নম্য [স] *বিণ* সহজে নত হয় না এমন। 'তাহার দুর্নম্য ঔদ্ধত্যে বাধা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দুর্নম্যতা [স] *বি* সহজে নমনীয় না হওয়ার বৈশিষ্ট্য। 'মাধ্যমমাত্রেরই স্বভাবে বেশ-কিছু দুর্বিনয় ও দুর্নম্যতা আছে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

দুর্নাম, দুর্ন্নাম [স] *বি* বদনাম। 'কুলের খাঁখার মোর দুর্ন্নাম প্রচুরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুর্নামভয় [স] *বি* কলঙ্কের ভয়। 'অসতের দুর্নামভয় নাই।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

দুর্নাম-রটনা [স] *বি* অখ্যাতি প্রচার। 'তাঁহার সম্বন্ধে এই দুর্নাম-রটনা কখনোই বিশ্বাস করিতে পারেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

দুর্নামি [স দুর্নামী] *বি* অপবাদ। 'আমি সেই জানলে যায় যায় দুর্নামি।' *লালন*, ১৮৯০।

দুর্নিবার [স] *বিণ* রোধ করা সহজ নয় এমন। 'এ উভয়ের যোগ দুর্নিবার হইয়া উঠিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

দুর্নিরীক্ষ্য [স] *বিণ* ভালোভাবে দেখা কঠিন এমন। 'আপনাকে মধ্যাহ্নতপনের মতো দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দুর্নীত [স দুর্নীতি] ১ *বি* নীতিবিরোধী কাজ। 'অনেক দুর্নীত ও অনুচিত হইয়াছে।' *ডানকান*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* দুর্নীতি করে এমন। 'দারুণ দুর্নীত দুষ্ট দুরাত্মা দনুজ।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

দুর্নীতি [স] ১ *বি* নীতিবিরুদ্ধতা। 'এই ধর্মের যে প্রকার দুর্নীতি তাহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ২ *বি* খারাপ নীতি; অন্যায়। 'দেশের এই দুর্নীতি রক্ষা করিতে যাঁহারা প্রাণ পনে যত্ন করিতেছেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৩ *বি* অসদাচরণ। 'সাম্প্রদায়িক কারচুপি, স্বজনপ্রীতি ও অন্যায় দুর্নীতির চড়ায় ঠেকিয়া বানচাল হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

দুর্নীতিকারী [স] *বি* দুর্নীতিবাজ। 'কলে দুর্নীতিকারীরা সাবধান হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

দুর্নীতিপর [স] *বিণ* দুর্নীতিপরায়ণ; দুরাত্মা। 'সাধারণ দুর্নীতিপর লোক অপেক্ষা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দুর্নীতিপরায়ণ [স] *বিণ* নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করে এমন। 'এরকম বিশ্বাস হারালেই ছেলেরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

দুর্নীতিমুক্ত [স] *বিণ* দুর্নীতি নেই এমন। 'দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের জন্যে ... গুরুত্ব আরোপ করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৮।

দুর্নিত *বি* দুর্গতি। 'দাউদের এই দুর্নিত দেখিয়া পরিবার লোক যাহারা২ সাতে ছিল ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

দুর্ব [স দূর্বা] *বি* দূর্বা ঘাস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুর্বচন [স] *বি* অশ্লীল কথা। 'বলিতে লাগিলা ক্রোধে মহা দুর্বচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুর্বচনীয়, দুর্ব্বচনীয় [স] *বিণ* দুর্বোধ্য। 'তাহাকে দুর্ব্বচনীয় করতে নব্যপন্থীদের আপত্তি থাকলেও ...।' *সবুজ*, ১৯১৭।

দুর্বৎসর, দুর্ব্বৎসর [স] *বি* অশুভ বৎসর। 'দুর্বৎসর হউক, সুবৎসর হউক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'সেই যে হাসি ... দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসব তুল্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দুর্বল, দুর্ব্বল [স] ১ *বিণ* শক্তিহীন। 'বলদ দুর্বল করে টলটল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'উপবাসে উজাগারে দুর্ব্বল শরীর।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বিণ* সামর্থ্যহীন। 'তাহাকে প্রবল বা দুর্ব্বল করিতে হইলে কি উপায় কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* অকেজো। 'যত্ন প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করিলে, তাহারা নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়া পড়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বি* শক্তিহীন মানুষ। 'এ জগতে দুর্বলেরা বড়োই নিষ্ঠুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৫ *বিণ* জোরালো নয় এমন। 'কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দুর্বল ও অস্পষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৬ *বিণ* কাপুরুষোচিত। 'ফেলে দেবে আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৭ *বিণ* অসুস্থ। 'রোগা মানুষটি, লম্বা, চোখে চশমা' দুর্বল পাকযন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দুর্বলকণ্ঠ [স] *বি* ক্ষীণস্বর। 'দুর্বলকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দুর্বলচিত্ত [স] *বিণ* দুর্বলমনা। 'এই দুর্বলচিত্ত যুবককে গোপন প্রলোভনে বশ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'সে শিশুর মতোই দুর্বলচিত্ত হইয়া রহিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

দুর্বলচেতা [স] *বিণ স্ত্রী* দুর্বলমনা। 'আত্মত্যাগের ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, আমার দুর্বলচেতা – তাঁহার সংকল্পের ফল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দুর্বলতমা [স] *বি স্ত্রী* অতিশয় দুর্বল। 'দুর্বলতমার আবার কেন শক্তি-প্রয়োগের এমন হাস্যকর প্রচেষ্টা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

দুর্বলতর, দুর্ব্বলতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত দুর্বল। 'একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিকটে মরণ বিক্রয় করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দুর্বলতা, দুর্ব্বলতা [স] ১ *বি* রুগ্নতা। 'শচীন্দ্রের দুর্বলতা ও ক্লিষ্টভাব কমিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* মানসিক শক্তিহীনতা। 'আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখো, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৩ *বি* শক্তির অভাব। 'বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা বঙ্গবাসীর দুর্ব্বলতার কারণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ *বি* দৌর্বল্য; শক্তির অভাব। 'রাজদণ্ড যত খণ্ড হয় তত তার দুর্বলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৫ *বি* দুর্বল দিক। 'এই দুঃসাধ্যতা, দুর্লভতা, জটিলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান দুর্বলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৬ *বি* কাপুরুষতা। 'হৃদয়ের দুর্ব্বলতা হেতু অনেকে প্রকাশ্যে কিছুই করিতে পারিতেছে না।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ৭ *বি* অসংযম। 'আমাদের ছোটো ছোটো প্রকৃতির দুর্বলতা কত আবর্জনাকে কেবলই বর্ষণ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দুর্বল-রক্ষণ [স] *বি* দুর্বলকে রক্ষা করা। 'রাজাই দুর্বল-রক্ষণের সেই যোগ্যপাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দুর্ব্বলহৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয়ের দিক দিয়ে দুর্বল। 'বঙ্গবালাগণ দুর্ব্বলহৃদয়া।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দুর্বলা, দুর্ব্বলা [স] *বিণ স্ত্রী* দুর্বল। 'আমি স্ত্রীলোক – সহজে দুর্বলা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'তাঁহার মনের প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হইবারই সম্ভাবনা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

দুর্বলাত্মা [স] *বিণ* দুর্বলচিত্ত। 'দুর্বলাত্মা মনে জানে ওরা/ ভীত প্রার্থনা রবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দুর্বশ [স] *বিণ* সহজে বশ করা যায় না এমন। 'দুর্বশ মেয়েটির সঙ্গে কোনোমতে সন্ধিস্থাপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দুর্বহ, দুর্ব্বহ [স] ১ *বিণ* দুঃসহ। 'দুর্ব্বহ বাড়ব বহ্নি বহে অকূপার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* বহনযোগ্য নয় এমন। 'শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'নক্ষত্রদের সম্বন্ধে তা করতে গেলে অঙ্কে বোঝা দুর্বহ হয়ে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দুর্বহপ্রায় [স] *বিণ* বহন করতে প্রায় অক্ষম। 'দুর্বহপ্রায় যে-দায়িত্বটি সে গ্রহণ করেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দুর্বা, দুর্ব্বা [স দূর্বা] *বি* ঘাস। 'অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা চণ্ডীর প্রসাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সুভদ্রা আইল তবে ধান্য দুর্ব্বা লৈয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দুর্বাধান [স দূর্বাধান্য] *বি* কাউকে বরণ করার জন্যে সংগৃহীত দূর্বা ও ধান। 'শিরে দিআ দুর্বাধান নিছিআ পেলিল পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুর্ব্বামুষ্টি [স দূর্বামুষ্টি] *বি* একমুঠো দূর্বাঘাস। 'দুর্ব্বামুষ্টি হস্তে করিয়া প্রতিপক্ষকে বলিতে লাগিলেন, খা, খা, তুই গরু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দুর্বাক্য, দুর্ব্বাক্য [স] [স] *বি* কটু কথা। 'সদাই দুর্বাক্য কহে প্রাণে যত পারে।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা মহত্ত্বতা ক্রমে অন্য কোন দুর্ব্বাক্য দ্বারা অপবাদি না করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

দুর্বাধ্য [স] *বিণ* সহজে বশ করা যায় না এমন। 'যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দুর্বার, দুর্ব্বার [স] **১** *বিণ* দুঃসহ। 'সতিন দুর্বার জেন খুরধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অদম্য। 'প্রক্ষেড়নধারী বীর, দুর্বার সমরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দুর্বারগতি [স] *ক্রিবিণ* দুর্নিবার গতিতে। 'তারা এল আজ দুর্বারগতি চলে মিছিল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

দুর্বারতা [স] *বি* প্রচণ্ডতা। 'আমাদের মধ্যেও নিজের দলের দুর্বারতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দুর্বারণ [স] *বিণ* নিবারণ করা কঠিন। 'দুর্বারণ মোহনবাগানকে কিছুতেই শায়েস্তা করা যাবে না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

দুর্বাসনা [স] **১** *বি* অপূরণীয় বাসনা। 'আর যেন দুর্বাসনা মোর চিত্তে নয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* মন্দ বাসনা। 'নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

দুর্বাসা [স] *বি* হিন্দু পুরাণে উল্লিখিত চরম ক্রুদ্ধতার প্রতীক মুনিবিশেষ। 'দুর্বাসা হে! রুদ্র তড়িৎ হানছিলে বৈশাখে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'দুর্বহ তিতিক্ষা আজ দুর্বাসার তেজে/ স্বপ্ন মাঝে উঠেছে বিষিয়ে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

দুর্বিগাহ [স] *বিণ* দুর্বোধ্য। 'আমার তপস্যাভ্রংশের নিমিত্ত এই দুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তারিত করিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দুর্বিচার [স] *বিণ* সহজে সারানো যায় না এমন। 'নিখিলব্যাপী দুরারোগ্য, দুর্বিচার ক্ষত?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

দুর্বিনয়, দুর্ব্বিনয় [স] *বি* অবিনয়; ঔদ্ধত্য। 'অনাচার না করিহ তেজিহ দুর্ব্বিনয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্বিনীত [স] *বিণ* উদ্ধত। 'এতাদৃশ অনভিজ্ঞ ও দুর্বিনীত যে, আপন হিতাহিত বিবেচনা করিতে অক্ষম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দুর্বিপাক [স] *বি* অবাঞ্ছিত ঘটনা। 'জগতে যতপ্রকার দুর্বিপাক আছে যুবতীচিত্তের বিমুখতা তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'সকলের চেয়ে দুর্বিপাক হচ্ছে অ-মনের মতো দৈত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুর্ব্বিষহ [স] **১** *বিণ* অসহনীয়। 'দুর্বিষহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রূপ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'দেবী সিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্তকালসমীপে পাঠাইয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'দুর্বিষহ দারিদ্র্যও মুহূর্তকালের জন্য তাঁহার আত্মসম্মান আচ্ছন্ন করিত পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'ন্যাশনালিজমের এই দুর্ব্বিষহ ঢক্কানিনাদের দিনেও ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪। **২** *বিণ* বহন করা কঠিন এমন। 'দুর্বিষহ বোঝা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দুর্বুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি [স] **১** *বি* দুষ্টবুদ্ধি। 'তাহাতে দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া নানান কুজ্ঞান উদয় হইলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'বুদ্ধিহারা না হইলে, দুর্বুদ্ধির অধীন হয়ে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **২** *বি* মূর্খতা। 'তোমরা আপন দুর্বুদ্ধি ক্রমে আপনাদিগের উপর আনিয়াছ।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* বোকামি। 'একদিনের দুর্বুদ্ধিদোষে, সকল ত্যাগ করিয়া ... দেশে দেশে বেড়াইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দুর্বুদ্ধিতাপূর্ণ [স] *বিণ* দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। 'এই বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত বেফাঁস না হইলে বলিতেই হইবে, তা দুর্বুদ্ধিতাপূর্ণ।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

দুর্বুদ্ধিপরায়ণ, দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ [স] *বিণ* দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। 'দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ ক্যারাণী, কুটেল ও বাজে লোকেরা রণস্থল জুড়ে রইলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দুর্বুদ্ধিপ্রসূত [স] *বিণ* দুষ্টবুদ্ধি থেকে সৃষ্ট। 'একস্থানের যথেচ্ছাচার প্রায় সকল সময়েই দুর্বুদ্ধিপ্রসূত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দুর্বৃত্ত, দুর্ব্বৃত্ত [স] **১** *বিণ* দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন। 'রাজা প্রতাপাদিত্য বড় দুর্বৃত্ত।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'একদল দুর্ব্বৃত্ত বালক-বালিকাদিগকে অপহরণ করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৫৫। **২** *বিণ* দুর্জন। 'দেশাধিকারী অতি দুর্ব্বৃত্ত।' *রাজীবলোচন*, ১৮০৫; 'হিন্দুরদিগের রাজত্ব যাইয়া দুর্বৃত্ত জবনাধিকার হইলেও তাহারা ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

দুর্বৃত্ততা [স] *বি* কুকাজ। 'কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

দুর্বৃত্তা [স] *বি স্ত্রী* দুর্জন। 'এরূপ দুর্বৃত্তার সহিত পরিচয় রাখা কদাচ উচিত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দুর্বৃত্তি [স] **১** *বিণ* উদ্ধত। 'ইহাকে দুর্ব্বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া দুর্ব্বৃত্তি আচরণ করাইলেক।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* খারাপ প্রবৃত্তি। 'দুর্বৃত্তি ও স্বকীয় সত্বে পরকীয় নিমিত্তে লালসা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দুর্বেধনীয় [স] *বিণ* সহজে বিদ্ধ করা যায় না এমন। 'সেই দুর্বেধনীয় লক্ষ্য বিঁধিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দুর্বোধ, দুর্ব্বোধ [স] **১** *বিণ* বোঝা কঠিন এমন। 'অভেদে হইল ভেদ এ বড় দুর্ব্বোধ।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* নির্বোধ। 'দুর্বোধ বুঝিতে নারে দেবতার মায়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বিণ* জটিল। 'দুর্বোধ যা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দুর্বোধ-বাণী [স] *বি* বুঝতে পারা কঠিন এমন ইঙ্গিত। 'দু'চোখে তোমার দুর্বোধ-বাণী।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

দুর্বোধ্য [স] **১** *বিণ* বোঝা সহজ নয় এমন। 'দর্শনের মধ্যে যে অংশটুকু দুর্বোধ্য ও কঠোর তাহাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **২** *বিণ* রহস্যময়। 'মহেন্দ্র যতই তাহার কাছে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দুর্বোধ্যতা [স] *বি* দুরূহতা। 'যে দুর্বোধ্যতা সম্মোহনশক্তির মতো।' *মানিক*, ১৯৩৫।

দুর্বোধ্যপ্রায় [স] *বিণ* বুঝে ওঠা কঠিন এমন। 'তাল-বেতাল দুর্বোধ্যপ্রায় বাক্যস্রোত স্তব্ধ হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দুর্ব্যবস্থা [স] *বি* শোচনীয় অবস্থা। 'এ দুর্ব্যবস্থা দেখে দৈনিক মিল্লাত সেদিন সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

দুর্ব্যবহার, দুর্ব্ব্যবহার [স] *বি* মন্দ আচরণ; অসদাচরণ। 'দুঃসহ দুর্ব্ব্যবহার অসহ্যমান হইয়া অস্ত্রচালনা এ বিবাদের নিষ্পত্তি করণার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'পুত্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রেছ।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

দুর্ভগা [স] ১ *বিণ* অভাগা। 'আপনার দুর্ভগা দুই স্ত্রী।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ স্ত্রী* প্রেমবঞ্চিত। 'আমাদিগের বিধবাগণের একটী নামই দুর্ভগা।' *বামাবোধিনী*, ১৮৭০।

দুর্ভর [স] *বিণ* দুঃসহ। 'দুর্ভর অর্থলালসার বশীভূত হইয়া ... অত্যাচার করিয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দুর্ভাগা [স] *বিণ* হতভাগা; অভাগা। 'দুর্ভাগা দরিদ্র প্রজার ঘরে একমুষ্টি অন্নও নাই।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

দুর্ভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দুর্ভাগ্যের অধিকারী। 'আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

দুর্ভাগ্য [স] ১ *বিণ* হতভাগ্য। 'সেখানে দুর্ভাগ্য ঘোড়া আপন অবশিষ্ট বয়েস ক্লেশদ দাসত্বে কাটাইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* মন্দভাগ্য। 'এই গৌরাঙ্গমতাবলম্বিনী দুর্ভাগ্য স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব রক্ষা করা অতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

দুর্ভাগ্যক্রমে [স] *ক্রিবিণ* ভাগ্যহীনতাবশত। 'দুর্ভাগ্যক্রমে, সত্ত্বাধিকারী না থাকাতে ...।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

দুর্ভাগ্যদশা [স] *বি* কষ্ট; লাঞ্ছনা। 'এদেশীয় স্ত্রীসকল চিরকাল দুর্ভাগ্যদশা ভোগ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

দুর্ভাগ্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* দুর্ভাগা; হতভাগা। 'কিন্তু আমার কন্যা কি দুর্ভাগ্যবতী ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

দুর্ভাগ্যবশত, দুর্ভাগ্যবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* দুর্ভাগ্যক্রমে। 'এদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্র তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯; 'এই খরীতাটি দুর্ভাগ্যবশত হারিয়ে গেছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দুর্ভাবনা [স] *বি* দুশ্চিন্তা। 'দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

দুর্ভাষা [স] ১ *বি* কটুভাষা। 'যদি হয় পাপ নিশা লোকে গায় দুর্ভাষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অস্পষ্টতা। 'মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা-পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দুর্ভিক্ষ [স] *বি* দেশব্যাপী খাদ্যাভাব; আকাল। 'দুর্ভিক্ষ রোগ সোক হইল তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত [স] *বিণ* দুর্ভিক্ষে পড়েছে এমন। 'দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্রদিগের কঙ্কালাবশিষ্ট মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

দুর্ভিক্ষনিবারণী [স] *বিণ* দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ সংক্রান্ত। 'দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা বসেচে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত [স] *বিণ* দুর্ভিক্ষে কাতর। 'আপনি রায়লসীমার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

দুর্ভিক্ষবিদ্ধ [স] *বিণ* দুর্ভিক্ষপীড়িত। 'যৌবন দুর্ভিক্ষবিদ্ধ, দাঙ্গাহাঙ্গামায় ভাঙে দেশ।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

দুর্ভিক্ষভাণ্ডার [স দুর্ভিক্ষভাণ্ডাগার] *বি* দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য গঠিত ভাণ্ডার। 'দুর্ভিক্ষভাণ্ডার হইতে পুরাপুরিভাবে সাহায্য বিতরণ।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

দুর্ভিখ [স দুর্ভিক্ষ] *বি* দুর্ভিক্ষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুর্ভেদ্য [স] *বিণ* ভেদ করা কঠিন। 'জন্মমৃত্যু-পরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দুর্ভোগ [স] *বি* দুর্গতি। 'ইব্লিসের দুর্ভোগ।' *সুলতান*, ১৭০০।

দুর্মতি, দুর্ম্মতি [স] *বিণ* দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। 'শর হাতে বীর বলে দেখিল দুর্মতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বুকে টুকি দিয়া বোলে সকুনি দুর্ম্মতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দুর্মতিবশতঃ, দুর্ম্মতিবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* খারাপ বুদ্ধির প্রভাবে। 'দুর্ম্মতিবশতঃ শিখেছিলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

দুর্মদ, দুর্ম্মদ [স] ১ *বিণ* উন্মত্ত। 'কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী দুর্ম্মদ বেটা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিণ* দুর্ধর্ষ। 'কর্বুর-কুলের গর্ব, দুর্মদ সংগ্রামে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* দুর্দমনীয়। 'লোজযাত্রার দুর্মদ অগ্রযাত্রী আমাদের যে কিশোর আর তরুণের দল।' *নজরুল*, ১৯২২।

দুর্মন [স] *বিণ* উদ্বিগ্ন-চিত্ত। 'দৈধমন দুর্মন দিতিয় সঙ্গতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্মন্ত্রণা [স] *বি* কুমন্ত্রণা। 'সব কটা দুর্গ্রহ/ চক্র করে বসেছে দুর্মন্ত্রণায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দুর্মর [স] *বিণ* সহজে মরে না এমন। 'দুরত্যয় মরুকুঞ্জ নিরখিবে দুর্মর খেয়ালে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

দুর্মানুষতা [স] *বি* অমানবিকতা। 'নির্লজ্জ দুর্মানুষতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দুর্মুখ, দুর্ম্মুখ [স] *বিণ* কটুভাষী। 'পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এমত দুর্মুখ চোর রাখি নাহি কাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দুর্মুখা *বিণ* কটুভাষী। 'দুর্মুখা চাকরকে বিদায় করা যায়।' *জসীম*, ১৯৬৪।

দুর্মুখো [স দুর্মুখ>] *বিণ* কটুভাষী। 'বেটা যেমন দুর্মুখো তেমনি অর্থপিশাচ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

দুর্মূল্য [স] ১ *বিণ* উচ্চমূল্যবিশিষ্ট। 'বোঝা যাচ্ছে খুব বেশি দুর্মূল্য নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* মহামূল্যবান। 'সেই নিমেষগুলোকে দুর্মূল্য বলে মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দুর্মূল্যতা [স] *বি* অতি মূল্যবানতা; মহার্ঘতা। 'সময়ের দুর্মূল্যতা এবং সভ্য মানবসমাজের ব্যস্ততা খুব অনুভব করা যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দুর্মূল্য, দুর্ম্মূল্য [স] ১ *বিণ* খুব বেশি দামি। 'স্বতন্ত্রতা মূল্য দিয়া তাহার ক্রেয় অতি দুর্ম্মূল্য।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'আষাঢ় মাসে অতিশয় দুর্মূল্য হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বিণ* অতি গুরুত্বপূর্ণ। 'মহাশয় তাঁর দুর্মূল্য সময় অকাতরে ব্যয় করেছেন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

দুর্মূল্যতা, দুর্ম্মূল্যতা [স] ১ *বি* বেশি দাম। 'এতদ্দেশে যে তণ্ডুলাদির দুর্ম্মূল্যতা সে কেবল ইংগ্লণ্ডদেশে রপ্তানিপ্রযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'লবণ দুর্ম্মূল্যতা কারণ বিজ্ঞাপন প্রার্থনা আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* মহার্ঘতা। 'শিশুদের কাছেও তাহার দুর্মূল্যতা একবিন্দু কম নয়।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৩ *বি* দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। 'বর্তমান কালের দুর্মূল্যতা, ... প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদান হইতে লাগিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

দুর্যশ [স] *বি* অখ্যাতি। 'আরে সর্বলোকেও দুর্যশ বাণী কহে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুর্যোগ, দুর্য্যোগ [স] ১ *বি* বিপদ। 'সমরের দুর্য্যোগ হইতে রক্ষা পাইতে তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। 'কিন্তু পথিমধ্যে অত্যন্ত দুর্যোগ হওয়াতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ *বি* দুঃসময়। 'এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত্ত দীর্ঘস্থায়ী হইবে না।' *বেগম*, ১৯৪৮। ৪ *বি* দুরবস্থা। 'চটপট আইন পাশ করিয়ে নারী সমাজের সকল দুর্য্যোগ কাটিয়ে দেওয়া যায় কি?' *বেগম*, ১৯৫২।

দুর্লক্ষণ [স] ১ *বি* অশুভ আভাস। 'তূদেববাবু যে-সকল দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* অশুভ চিহ্ন। 'ঐ আমাদের দুর্লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৩ *বি* ক্ষতিকর লক্ষণ। 'মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

দুর্লক্ষণীয় [স] *বিণ* দেখতে পাওয়া কঠিন এমন। 'যে সহস্রাংশুমণ্ডল, দুর্লক্ষণীয় কিরণমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রাণীদিগের দর্শনপথাতীত ছিল ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দুর্লক্ষ্য [স] ১ *বিণ* লক্ষ করা দুরূহ এমন। 'শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও, সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অস্পষ্ট। 'মহাকালেশ্বর পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দুর্লঙ্ঘ [স] *বিণ* দুরতিক্রম্য; লঙ্ঘন করা কঠিন এমন। 'ব্রাহ্মণ-শূদ্রে দুর্লঙ্ঘ ব্যবধান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দুর্লঙ্ঘনীয় [স] *বিণ* লঙ্ঘন করা কঠিন এমন। 'মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘনীয় রহস্যে আবৃত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দুর্লঙ্ঘ্য [স] *বিণ* অতিক্রম করা কঠিন এমন। 'অকূল, দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু অতিক্রমি, বীরত্বের খনি ব্রিটনে পসিয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দুর্লভ, দুর্ল্লভ [স] ১ *বিণ* দুষ্প্রাপ্য। 'সো শ্যাম নাগর জগত দুর্ল্লভ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'দুর্লভ মানিএগ্র জার আশ করে অজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ত্রিভুবন দুর্ল্লভ আইল রথখান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* অধিক। 'তুন্মি খুড়া মহাজন পিতাতু দুর্লভ।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বিণ* মহামূল্যবান। 'দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৪ *বিণ* বিরল। 'দামী দুর্লভ গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৫ *বিণ* অমূল্য। 'কত যে যাত্রী গেল কত পথে দুর্লভ ধনের লাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৬ *বিণ* অসাধারণ। 'এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৪ *বিণ* সহজে লাভ করা যায় না এমন। 'মহাকাশে কোথাও কি জ্যোতিঃসম্পদের মাঝে কখনো দিয়েছে এ দুর্লভ আদর্শ সম্মান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দুর্লব [স দুর্লভ] *বিণ* দুর্লভ। 'কর্ণ পরে ভুবনে দুর্লব নাহি আর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দুর্লভতম [স] *বিণ* অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। 'দুঃখ মানুষের দুর্লভতম সম্পদ।' *মানিক*, ১৯৩৫।

দুর্লভতা [স] *বি* দুষ্প্রাপ্যতা। 'এই দুঃসাধ্যতা, দুর্লভতা, জটিলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান দুর্বলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দুর্লভত্ব [স] *বি* দুষ্প্রাপ্যতা। 'শস্যাদির সুলভত্ব এবং দুর্লভত্ব জগদীশ্বরের হস্তগত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

দুর্লভা [স] *বিণ স্ত্রী* পাওয়া কঠিন এমন। 'তোমাকে চাই তোমাকে চাই ওগো দুর্লভা বল্লভা আমার।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

দুর্ললিত [স] *বিণ* দুষ্ট অথচ ললিত। 'এবার একটা দুর্ললিত চাঞ্চল্য দেখিয়ে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

দুর্হৃদ [স] *বিণ* দুষ্টহৃদয়। 'দুর্হৃদ মানুষ কিংবা কুটিল দেবতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দুল[১] [স দুল্>] *বি* অলংকারবিশেষ। 'দুলচে কানে দুল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দুল[২] *বি* দোলা। 'দখিন হাওয়ায় ... দুল দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

দুলকি [স দুল্>] ১ *বিণ* মৃদু দোলনযুক্ত। 'পাল্কী চলে – দুলকি চালে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* ঘোড়া ইত্যাদির মৃদু গমনভঙ্গিবিশেষ। 'কেউ যান ছার্ত্তকে কেউ যান কদমে কেউ যান দুলকি চালে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দুলকখ [স দুর্লক্ষ্য] *বিণ* দুর্লক্ষ্য। 'লূই ভণই বট দুলকখ বিণাণা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

দুলখ [স দুর্লক্ষ্য] *বিণ* দুর্লক্ষ্য। 'অপইঠান মহাসুহলীণে দুলখ পরম নিবাণেঁ।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

দুলভ [স দুর্লভ] *বিণ* দুর্লভ। 'দুলভ হয়িল তার সরস বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুলহ [স দুর্লভ] *বিণ* দুর্লভ। 'সংসারের মাঝে রাখা দুলহ জীবন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুলহা [হি] *বি* বিয়ের পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'লাল পরিকে আনতে দুলহার ছুটেছে দুলদুল।' *নজরুল*, ১৯২২।

দুলহান [হি] *বি স্ত্রী* বিয়ের কনে। 'দুলহা-দুলহান ... বিবাহ-মজলিসে বিরাজমান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দুলহিন, দুলহীন [হি] *বি* বিয়ের কনে। 'মৃত্যু যথায় রাজা দুলহিন সাজে।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'দুলহা দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করে দুলহীনের জন্য।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

দুলহী [হি দুলহা>] *বি* বিয়ের কনে। 'দুলহা-দুলহীর গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

দুলা [হি দুল্‌হা] *বি* বিয়ের পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুলা[১] [স দুল্>] *ক্রি* দোল খাওয়া। 'শবশিশু শ্রুতিমূলে দুলে অবিশ্রাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **দুলিছে** *ক্রি* দুলছে। 'কেহ দুলিছে কেহ পড়িছে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **দুলে** *ক্রি* দোলে। 'শবশিশু শ্রুতিমূলে দুলে অবিশ্রাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুলায়ে দুলায়ে *ক্রিবিণ* দোল দিতে দিতে। 'দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ নিয়ে যাবে কত দূর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দুলি দুলি *ক্রিবিণ* বার বার শরীর নেড়ে। 'শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দুলা[২] [হি দুলহা>] *বি* বর। 'নতুন দুলার রূপ দেখি আজ চক্ষে মারে তাক।' *জসীম*, ১৯২৯।

দুলাভাই *বি* ভগিনীপতি; বড়ো বোনের স্বামী। 'দুলাভাই তুমি কোন গাড়িতে চড়ালে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দুলামিঞা *বি* বড়ো বোনের স্বামী। 'তারপর দুলামিঞা ধরণে তোমার কি মনে করে?' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

দুলাল[১] [স দুলালিত>] *বি* বাবুই তুলসী। 'দনা মরুআ আঙ্গিলে দুলালের ডাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুলালী[১] *বি* দুলী চাঁপা ফুল গাছ। 'সুখী কনক কেতকী পারলি দুলালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুলাল[২] [হি] *বি* আদরের পুত্র। 'শচীর দুলাল মনোরঙ্গে।' *মুরারি*, ১৫৭০।

দুলালি, দুলালী[২] [হি] ১ *বিণ* আদরিণী। 'সামীর বড়ই দুলালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* কন্যা। 'রাজার দুলালি।' *নজরুল*, ১৯২২; 'আয় নেয়ে আয় এ বুকে/ দুলালি মোর কালো মেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৫। ৩ *বিণ* প্রিয়া। 'ভুলালি মন ভুলালি/ ওলো ও শ্যাম-দুলালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দুলি [স দুল্>] *বি* দুর; এক প্রজাতির কচ্ছপ। 'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন

জাই।' *চর্যা ২*, ১২০০।

দুলিচা [হি দুলীচা] *বি* ক্ষুদ্র আকারের গালিচা। 'সেবক জোগায় পান বিয়নি বিচয়ে আন বৈসে বীর দুলিচা উপর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুলুনি [স দুল্>] *বি* ঝাঁকুনি। 'অদ্ভুত অপূর্ব দুলুনি। দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

দুলে *বি* হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'দুলে ১০৪০২।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

দুলে বেয়ারা *বি* ডুলি, পালকি ইত্যাদির বাহক সম্প্রদায়। 'দুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরা নাচতে লেগেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দুলে দুলে *দ্র* দোলা

দুলোল [হি দুলাল] *বি* দুলাল। 'সৌরভের দুলোল ফুলোল নাম যার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দুল্লভ [স দুর্লভ] *বিণ* পাওয়া কঠিন এমন; দুষ্প্রাপ্য। 'পৃথুবির দুল্লভ বড় পুষ্প পারিজাত।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুশমন [ফা] *বি* শত্রু। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এয়ছা এক পয়দা হবে ইমামের দুশমন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দুশপন [ফা দুশমন] *বি* শত্রু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুশমন হওয়া *ক্রি* প্রতিপক্ষ হওয়া। 'ও মেয়ে দেখচি দিন দিন আমারই দুশমন হয়ে দাঁড়াচ্চে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দুশমনি [ফা] *বি* শত্রুতা; বৈরিতা। 'সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোনো হিংসার দুশমনির ভাব আনে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দুসমোন [ফা দুশমন] *বি* শত্রু। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দুশো *দ্র* দু

দুশ্চর [স] *বিণ* দুর্গম। 'দুশ্চর দেউদে।' *জীবন*, ১৯২৭।

দুশ্চরিত [স] *বি* খারাপ কাজ। 'দুশ্চরিত থেকে বিরত হওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দুশ্চরিত্র [স] *বিণ* দুষ্ট বা অসৎ স্বভাববিশিষ্ট। 'কত ব্যক্তি সঙ্গদোষে দুশ্চরিত্র হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

দুশ্চরিত্রা [স] *বিণ স্ত্রী* দুষ্ট বা অসৎ স্বভাববিশিষ্ট। 'ধর্মশাস্ত্রে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বিষয়ে কিরূপ দণ্ড নিরূপিত আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দুশ্চারিণী [স] **১** *বিণ* ব্যভিচারিণী। 'এতাদৃশী দুশ্চারিণীকে গৃহে রাখা কদাচ উচিত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ স্ত্রী* চরিত্রহীন। 'ভগ্নী ছিল তোর দুশ্চারিণী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

দুশ্চিকিৎস্য [স] *বিণ* চিকিৎসার অতীত। 'দুশ্চিকিৎস্য বিভ্রাট ঘটেছে সেটা তো নূতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দুশ্চিন্তা [স] *বি* দুর্ভাবনা। 'প্রাণঘাতিনী দুশ্চিন্তা অহর্নিশ তাহার চিত্তকে পেষণ করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত [স] *বিণ* উদ্বিগ্ন। 'তাহাকে সংবরণ করিয়া রাখিবার জন্য কিছু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দুশ্চিন্তাপ্রবাহ [স] *বি* ক্রমাগত দুর্ভাবনা। 'দুশ্চিন্তাপ্রবাহ গলাধঃকরণ করতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দুশ্চিন্ত্য [স] *বিণ* চিন্তা করলে মন খারাপ হয় এমন। 'বন্ধন, প্রহার, কারারোধ, অনশন ইত্যাদি দুঃসহ দুশ্চিন্ত্য যন্ত্রণার আলোচনায় আর ধৈর্য্য রাখা অসাধ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দুশ্চেষ্টা [স] **১** *বি* অসাধ্য কাজ করার প্রয়াস। 'স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* কঠিন কাজ করার প্রয়াস। 'কত দ্বন্দ্ব, কত সংগ্রাম, কত দুশ্চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দুশ্ছেদ্য [স] *বিণ* ছেদন করা দুঃসাধ্য এমন। 'দরিদ্র ভারত দুশ্ছেদ্য ঋণজালে জড়িত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

দুষন [স দূষণ] *বি* দূষণ। 'এক পএ দুষন অছ ওহি নামক বামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দুষাধী [স দুঃসাধিক] *বিণ* দুঃসাধ্যকারী। 'জো যো চৌর সৌ দুষাধী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

দুষা [স দূষ্>] *ক্রি* দোষ দেওয়া। 'পাইবা সাপের ফল না দুষির মোকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দুষিবারে** *ক্রি* অপবাদ দিতে। 'মন দুঃখে বিশেষ পারএ দুষিবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **দুষিয়** *ক্রি* দোষ দিয়ো। 'পাইবা সাপের ফল না দুষিয় মোকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দুষিলে** *ক্রি* দোষী সাব্যস্ত করলে। 'বিধি ভক্তি বলে দুষিলে তাই।' *লালন*, ১৮৯০।

দুষি, দুষী [স দোষী] *বিণ* দোষী; অপরাধী। 'লালন বলে মনরে আমায় করিলি দুষি।' *লালন*, ১৮৯০; 'বিচার করি, শাসন করি, করি তারে দুষী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

দুষ্কর [স] **১** *বিণ* অতি কষ্টকর। 'দুর্ভিক্ষ দুষ্কর ব্যাধি অকালমরণ আদি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* দুরূহ। 'তাই সে সব বাঙ্গলা ভাষে দুষ্কর কহিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বিণ* সহজ নয় এমন। 'তাহার স্ফূর্তি সম্যকরূপে হওয়া দুষ্কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৪** *বিণ* অসম্ভবপ্রায়। 'বিংশতি ব্যক্তি একত্র হওয়া দুষ্কর ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

দুষ্কর্ম, দুষ্কর্ম্ম [স] **১** *বি* অপরাধমূলক কাজ। 'জগৎ প্রদীপ সূর্য্য জাজ্জ্বল্যমান থাকিতেও এই দুষ্কর্ম করিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'দুষ্কর্মের জন্য একবার শ্রীঘরেও প্রবেশ করিয়াছিল।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **২** *বি* অসামাজিক কাজ। 'বালকেরা ... অহরহ দুষ্কর্ম পঙ্কে পতিত হইতে দেখে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৩** *বি* খারাপ কাজ। 'তুমি কি নিমিত্ত এমন দুষ্কর্ম করিলে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দুষ্কর্মশীল, দুষ্কর্ম্মশীল [স] *বিণ* কুকর্মকারী। 'দুষ্কর্ম্মশীল দুঃশীল ব্যক্তির সহিত ... বিচ্ছেদ হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

দুষ্কর্মান্বিত, দুষ্কর্ম্মান্বিত [স] *বিণ* দুশ্চরিত্রসম্পন্ন। 'দুষ্কর্ম্মান্বিত হয় ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

দুষ্কাণ্ড [স] *বি* খারাপ কাজ। 'এত সব দুষ্কাণ্ড।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

দুষ্কার্য, দুষ্কার্য্য [স] *বি* কুকর্ম; অপকর্ম। 'সুতরাং তাহাতেই এই দুষ্কার্য্যের প্রচার আছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'বুদ্ধির পরিচয় থাকলে দুষ্কার্যের গ্লানি অনেকটা কাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দুষ্কীর্তি [স] *বি* দুষ্কর্ম। 'কাদের তার দুষ্কীর্তির চিহ্ন ধ্বংস করবার জন্যে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দুষ্কুলাৎ [স] *বিণ* খারাপ কুল-জাত। 'গুণ্ডাদের কন্যাগুলিও রত্নস্বরূপা; যদিও দুষ্কুলাৎ।' *তারা*, ১৯৪০।

দুষ্কৃত [স] *বি* খারাপ কাজ। **দুষ্কৃতকারী** [স] *বি* খারাপ কাজ করেছে এমন লোক। 'দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে ভদ্রতা কেনই করি?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দুষ্কৃতি[1] [স দুষ্কৃতী] *বিণ* পাপী। 'দুষ্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুষ্কৃতি[2] [স] *বি* মন্দ কাজ। 'সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলে পড়িবে খমের জালে জতনে চিন্তিহ পরলোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুষ্কৃতিকারী [স] *বি* দুষ্কর্ম করে এমন লোক। 'অনন্ত দুষ্কৃতিকারীও

চক্ষে দেখে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দুষ্ক্রিয়া [স] *বি* মন্দ কাজ। 'কতিপয় বৎসরের মধ্যে, দুষ্ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া, অত্যন্ত দুর্দশায় পড়িল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দুষ্কৃয়াশক্ত [স দুষ্ক্রিয়াসক্ত] *বিণ* অনৈতিক কাজে আসক্ত। 'পুরুষ দুষ্কৃয়াশক্ত হইলে লোকে তাহার ... কখন সমর্থন করিয়া থাকেন।' *বামাবোধিনী*, ১৮৬৭।

দুষ্ক্রিয়াকারী [স] *বি* অপকর্ম করে যে। 'অন্যাপেক্ষা অধিকতর দুষ্ক্রিয়াকারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

দুষ্ক্রিয়ান্বিত [স] *বিণ* কুকর্মকারী। 'স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসুখরত, কার্য্যে শিথিল এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

দুষ্খ [স দুঃখ] *বি* দুষ্খ। 'নিকটে মালঞ্চ শুষ্ক দেখি মনে বড় দুষ্খ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দুষ্ট [স] ১ *বিণ* অসৎ। 'মো যবেঁ জাণোঁ তোর হেন দুষ্ট মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অপবিত্র। 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অশুভ। 'তোমার বিষম দুষ্ট মায়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৪ *বিণ* নিন্দাপূর্ণ। 'এই বধুর সহিত কখন দুষ্ট জনরব হইআছিল।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৩। ৫ *বিণ* দোষযুক্ত। 'বঙ্গভাষাও এইরূপে ভাষান্তর সংসৃষ্ট থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৬ *বিণ* বিষাক্ত; দূষিত। 'প্রতিদিন ন্যূন কল্পে দশ ছটাক দুষ্ট পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

দুষ্ট করমিয়া *বিণ* খারাপ আচরণকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দুষ্টকাল [স] *বি* দুষ্টের যম। 'জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুষ্টকৃতি [স] *বি* দুষ্কর্ম। 'পশ্চাতে খণ্ডিব তার যথ দুষ্টকৃতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো – অসৎ সঙ্গের চেয়ে সঙ্গহীনতা ভালো। *সুবল*, ১৯০৬।

দুষ্টগ্রহ [স] *বি* অশুভ গ্রহ। 'জানে সেই অভাগা যে একটা নির্ম্মম দুষ্টগ্রহের জন্যেই কেবল বাড়িয়া উঠিয়াছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

দুষ্টজন [স] *বি* খারাপ লোক। 'কলকী রূপেতেঁ তোক্ষে দলিলেঁ দুষ্টজন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুষ্টতা [স] *বি* দোষ। 'আপন দুষ্টতা ত্যাগ করে না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দুষ্টদমন [স] *বি* দুষ্টের নিবারণ। 'দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণজন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দুষ্টনিবারক [স] *বি* দুষ্টের দমনকারী। 'ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ... দুষ্টনিবারক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দুষ্টপ্রকৃতি [স] *বি* অসৎ চরিত্র। 'দুষ্টপ্রকৃতির বৈমাত্রেয় এক ভাইয়ের সাথে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দুষ্টপ্রয়োগ [স] *বি* ভুল ব্যবহার। 'সংস্কৃত শব্দের মিষ্টপ্রয়োগ না হলেও দুষ্টপ্রয়োগ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

দুষ্টবীর [স] *বিণ* দুষ্টের দমনকারী। 'জয় জয় সৃষ্টিপাল জয় দুষ্টবীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুষ্টবুদ্ধি [স] ১ *বি* খারাপ চিন্তা। 'একটা দুষ্টবুদ্ধি চাপলো হাবিবের মাথায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* দুষ্টমতি। 'দুষ্টবুদ্ধি হরি ওধারে রাধাকে হাতে পাইয়া।' *হাই*, ১৯৫৪।

দুষ্টভয়ঙ্কর [স] *বিণ* দুষ্টের দমনকারী। 'জয় দুষ্টভয়ঙ্কর জয় শিষ্টত্রাণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুষ্ট ভাষা [স] *বি* কটু কথা। 'জিহ্বা দুষ্ট ভাষাতে অহ্মদিগের দুঃখ বিস্তারিত কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দুষ্টমতি, দুষ্ট মতী [স] ১ *বি* অসৎ ইচ্ছা। 'মো যবেঁ জাণোঁ তোর হেন দুষ্ট মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সময়ানুরূপে দুষ্ট মতি প্রবিষ্ট হইল আসিয়া দাউদের অন্তরে।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* দুরাচার। 'দুষ্টমতি আকাংক্ষ্যা করিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। 'অগ্নি-তাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

দুষ্টলোক [স] *বি* খারাপ প্রবৃত্তির লোক। 'রাজা দস্যু, চোর প্রভৃতি দুষ্টলোকদিগকে কারাগারেতে বদ্ধ করিবেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দুষ্টশ্বাস [স] *বিণ* শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এমন; শ্বাসরুদ্ধকর। 'কোলাহল-কুৎসিত এ-নগরের ভিড়ে/ দুষ্টশ্বাস জনতা-আঁধারে বার হয়ে এলে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩২।

দুষ্টহাত [স দুষ্টহস্ত] *বিণ* অপরাধী। 'বিনি দোষে আমারে বধিলা দুষ্টহাত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুষ্টহৃদয় [স] *বিণ* দুশ্চরিত্র। 'আতিবড় দুষ্টহৃদয় [সে] বনমালী।' *বড়ু*, ১৫০০।

দুষ্টের দলন *বি* দুষ্টের দমন। 'তুমি দুষ্টের দলন শিষ্টের পালন সর্বহারী নারায়ণ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

দুষ্টা [স] ১ *বিণ* স্ত্রী অসৎ। 'স্বামী ... দুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫১। ২ *বিণ* স্ত্রী অসদাচারী। 'অন্ধকূপে দেখ দুষ্টা, পুত্রের নিধন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

দুষ্টাচারী [স] *বিণ* অসদাচরণকারী। 'যে নিতান্ত দুষ্টাচারী হয় তাহাকে নিগড়যুক্তে রাখিবা।' *রামরাম*, ১৮০২।

দুষ্টামি *বি* দুরন্তপনা। 'যেন দুষ্টামি করিয়া ... দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দুষ্টামিভরা *বিণ* দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ। 'মুখে কী দুষ্টামিভরা হাসিই যে দেখা দিল সুধারাণীর।' *মাসিক*, ১৯৪০।

দুষ্টাশিষ্ট [স দুষ্ট-অশিষ্ট] *বি* দুষ্ট ও অশিষ্ট। 'দুষ্টাশিষ্ট দল দলন দীনগণাভিলাষপূরক শ্রীল শ্রীযুত সর এর্ডর্ম হেড ইষ্ট নাইট প্রধান বিচারক।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দুষ্টু [স দুষ্ট>] *বিণ* দুরন্ত। 'বলব, 'তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে'–।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

দুষ্টুবুদ্ধি [স দুষ্টবুদ্ধি] *বি* খারাপ মনোবৃত্তি। 'কুমিল্লা কাণ্ড হিন্দুদিগের এইরূপ দুষ্টুবুদ্ধির ফল।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

দুষ্টুমি, দুষ্টুমী [স দুষ্ট>] *বি* দুরন্তপনা। 'মেজদাদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু দুষ্টুমী কর্ব্বো না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'তুমি দুষ্টুমি কোরো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

দুষ্টুমিভরা *বিণ* দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ। 'কখনো হয়তো সেই দুষ্টুমিভরা তীক্ষ্ণ সূচিমুখ চকচকে হাসিটা।' *হাসান*, ১৯৬৩।

দুষ্পরিমেয় [স] *বিণ* পরিমাপ করা কঠিন এমন। 'নক্ষত্রলোকের দুষ্পরিমেয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

দুষ্পাচ্য [স] *বিণ* হজম করা কঠিন এমন। 'দুষ্পাচ্য কঠিন আহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুষ্পাঠ্য [স] *বিণ* পাঠ করা কঠিন এমন। 'সাধারণের দুর্বোধ ও দুষ্পাঠ্য

হইয়া উঠিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

দুস্প্রকাশ্য [স] *বিণ* প্রকাশ করা কঠিন এমন। 'দুস্প্রকাশ্য অভিজ্ঞতাকে আদর্শবাদী শুচিতার মোহে পাশ কাটানো মনোভাব তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে।' *শিব*, ১৯৫০।

দুস্প্রবৃত্তি [স] *বি* কুপ্রবৃত্তি। 'প্রজাদিগের দুস্প্রবৃত্তি দমন ও সৎপ্রবৃত্তি বর্দ্ধন হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দুস্প্রবেশ [স] *বিণ* যেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। 'সেই অরণ্য দুস্প্রবেশ ও দুরতিক্রম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দুস্প্রবেশ্য [স] *বিণ* যেখানে প্রবেশ করা কঠিন। 'দুস্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দুস্প্রাপণীয়া [স] *বিণ* খুঁজে পাওয়া যায় না এমন। 'সূর্যমুখী তেমনি দুস্প্রাপণীয়া হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

দুস্প্রাপ্য [স] **১** *বিণ* দুর্লভ। 'অতি দুস্প্রাপ্য মহামহাবারুণীতে গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুলোদ্ধার ...।' *রামমোহন*, ১৮২৩। **২** *বিণ* বিরল। 'এক্ষণে বৈদ্যক শাস্ত্রের সুপণ্ডিত দুস্প্রাপ্য।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **৩** *বিণ* খুঁজে পাওয়া যায় না এমন। 'তদ্দেশীয় বিদ্যাব্যবসায়ী লোকও এ প্রদেশে দুস্প্রাপ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দুস্প্রাপ্যতা [স] *বি* দুর্লভতা। 'শিশুখাদ্যের দুস্প্রাপ্যতা ও ... নানাবিধ সমস্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।' *বেগম*, ১৯৭৪।

দুষ্য [স] **১** *বিণ* দোষণীয়। 'কদাচ দুষ্য হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **২** *বিণ* দোষী। 'ঘোষজ বাবুকে কদাচ দুষ্য করিতে পারি না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

দুস [স দোষ] *বি* দোষ; অপরাধ। 'না জানিআ গোপিসব দুস দেহ মোরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুসতি *দ্র* **দু**

দুসর[১] *দ্র* **দু**

দুসর[২] [হি] *বিণ* দোসর; সঙ্গী। 'যবন আগুলে পথ যমের দুসর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুসরমতি [হি দুসর+স মতি] *বিণ* ভিন্নমতি। 'বনে গমন কর হইয়া দুসরমতি/ বিসরি যাইবে পতি মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

দুসরা [হি] *বিণ* দ্বিতীয়। 'দুসরা হুকুম এ বিষয়ের।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

দুসমোন *দ্র* **দুশমন**

দুসহ [স দুঃসহ] *বিণ* দুঃসহ। 'দুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি তোহ্মেসি আমার ভেলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুসি [স দোষী] *বিণ* দোষী। 'আমার করম দুসি বসি গুপ্ত বারাণসী পতি মোর জনম ভিখারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুসা [স দুষ্>] *ক্রি* দোষারোপ করা। **দুসিব** *ক্রি* দোষারোপ করবো। 'কি দুসিব সহজে অবলা দুই জায়া গ্রহদোষে নরপতি নাহি করে দয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দুসিয়** *ক্রি* দোষ দিয়ো। 'মিথ্যা না দুসিয় পুত্রখানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **দুসিল** *ক্রি* দোষারোপ করল। 'পাপিষ্ঠ সত্রাজিত রাজা দুসিল তাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুসুতি [স দ্বি-সূত্র] *বি* চাদর : *মংলাএল*, ১৭৪৩।

দুস্ক [স দুঃখ] *বি* দুঃখ। 'জেন কেহো দুস্ক না পায়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দুস্কু [স দুঃখ] *বি* দুঃখ। 'দুস্কু আছে তোর কপালে বলে দেলাম।' *হাসান*, ১৯৭৪।

দুস্কর [স দুষ্কর] *বিণ* দুঃসাধ্য। 'যখন যে চাহে সেই পরম দুস্কর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুস্থিত [স দুঃস্থিত] *বিণ* দুঃস্থিত। 'অতিশয় দুস্থিত দেখিয়া দোঁহাকারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুস্তদার [ফা দোস্তদার] *বি* বন্ধুজন। 'এগানা বেগানা যত ছিল দুস্তদার।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

দুস্তর [স] **১** *বিণ* পার হওয়া কঠিন এমন। 'দুস্তর তরঙ্গ সিন্ধু ঈষৎ লীলায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বিপুল। 'দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

দুস্তরতা [স] *বি* দুর্লঙ্ঘ্যতা। 'মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুস্তি [ফা দোস্ত>] *বি* বন্ধুত্ব। 'রাছুলের খান্দানের দুস্তির কারণে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দুস্ত্যজ [স] *বিণ* দুঃখে ত্যাজ্য। 'দুস্ত্যজ আর্যপথ নিজ পরিজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দুস্থ [স] *বি* কষ্ট। 'কাছারিতে বড়ই দুস্থ পাইতেছি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দুস্থতা [স] *বি* দরিদ্রতা। 'শৈলজার দুঃস্থতায় মন নড়ে উঠল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

দুস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* দুর্দশাগ্রস্ত। 'দুস্থা নারীদের সেবা কার্য্য শিক্ষা দিবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

দুস্থাবস্থা [স] *বি* গরিব অবস্থা; দারিদ্র্য। 'দুস্থাবস্থায় কুপ্রবৃত্তি সম্ভাবনায় সচ্চরিত্রতায় ব্যাঘাত জন্মাইতেই পারে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

দুস্থিত [স] *বিণ* দুঃস্থ। 'দুস্থিত সমাজে ব্যক্তির আত্মপরায়ণতা পারক্যবোধকে বাড়িয়ে তোলে।' *শিব*, ১৯৫০।

দুস্য [স দুষ্>] *বিণ* দোষারোপযোগ্য। 'তাতে কি দুস্য হয়েছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দুহাঁ [স দ্বৌ>] *সর্ব* দুইজন। 'তবে চারু সিংহাসনে দুহাঁ বসাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **দুহাঁকারে** *সর্ব* দুইজনকে। 'এক ধেনু দুহাঁকারে দিলে নৃপমনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **দুহাঁকে** *সর্ব* উভয়কে। 'নাগপাসে রাম লক্ষন দুহাঁকে বাঁধিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **দুহাঁর** *সর্ব* দুইজনের। 'হরিসে দুহাঁর জল পড়িছে নয়ানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **দুহুঁ** *সর্ব* দুইজন। 'দুহুঁ মুখ দুহুঁ চাহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দুহেঁ** *ক্রিবিণ* দুজনে। 'দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞি চাহিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দুহা[১] [স দুহ্>] *ক্রি* দোয়ানো। **দুহি** *ক্রি* দুইয়ে। 'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।' *চর্যা* ২, ১২০০। **দুহিএ** *ক্রি* দোয়াই। 'পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০। **দুহিয়া** *ক্রি* দোহন করে। 'পৃথুবি দুহিয়া কৈল জিবের নিস্তার।' *মালাধর*, ১৫০০। **দুহিল** *ক্রি* দোহন করলো। 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

দুহা[২] [স দ্বৌ] *সর্ব* দুইজন। 'পালঙ্ক উপর হইল দুহার সয়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। **দুহাকার** *সর্ব* দুজনের। 'দুহাকার মনে যেন স্বর্গ করতলে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **দুহানক** *সর্ব* দুই জনকে। 'কোথা পাইমু ভাল বস্ত্র দুহানক দিতে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **দুহার** *সর্ব* দু'জনের। 'দুইজনে প্রহারয়ে দুহার উপরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দুহু** *সর্ব* দুইজন। 'সৈসব জৌবন দুহু মিলি গেল। স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দুহে** *সর্ব* দুজনে। 'তা দেখিয়া রাজারানী দুহে নিরন্তর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুহাই [ফা দুআ] *বি* দোহাই। 'কুহিব সকল সত্য কালির দুহাই।'

মানিকরাম, ১৭৮১।

দুহিতা [স] *বি* কন্যা। 'দুহিতার মোহে কান্দে বিলাপ করিয়া।' *মাধাধর*, ১৫০০।

দুহিতাবর [স] *বি* কন্যা। 'শুন লো দুহিতাবর বচন আন্ধার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুহিতৃ [স] *বি* কন্যা। 'দুহিতৃবিয়োগ জনকের শোকক্লিষ্ট দশা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দুহিতৃসম্ভ্রম [স] *বি* কন্যার সম্মান। 'তাহার দুহিতৃসম্ভ্রম, তাহার আত্মমর্যাদা চূর্ণ হইয়া ... ধূলির মতো লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দুহু দ্র **দুহা**

দূড় [স দূর] *বি* দূর। 'খেলা বাড়ি হানিয়া পাড়ুয়া কৈল দূড়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দূঢ় [স দৃঢ়] *বিণ* দৃঢ়। 'কহি দূঢ় সুনিশ্চয় শুনহ কলিঙ্গ মহীপাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দূত [স] **১** *বি* সংবাদবাহক। 'দুহুক নয়ন কর দূতক কাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ভবিষ্যদ্বাণী দাতা; ধর্মপ্রবর্তক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দূতা [স] *বি স্ত্রী* সংবাদবাহিকা। 'দূতা পাঠায়িআঁ আহ্মে নিব ত পোকুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দূতাবাস [স] *বি* রাষ্ট্রদূতের কার্যালয় ও আবাস। 'রাশান দূতাবাসের গা ঘেঁষে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

দূতিকা [স] *বি স্ত্রী* দূতী। 'বসন্তের যে নবদূতিকা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দূতিয়ালি [স দূত>] *বি* সংবাদ বহনের কাজ। 'শোন 'বউ কথা কও' পাখি মোদের করছে দূতিয়ালি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

দূতী [স] **১** *বি স্ত্রী* সংবাদবাহিকা। 'এক তোহ্মা গতী পুছিআঁ চাহা দূতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি স্ত্রী* বাহক। 'দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠাল তোমার দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

দূতীগিরি [স দূতী+ফা গিরি] **১** *বি* কুটনির কাজ। 'তুমি দূতীগিরি কচ্চো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **২** *বি* দূতের কাজ। 'দূতীগিরি করে তাদের মিলন ঘটানো নিজেদের কর্তব্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

দূতীগুরু [স] *বি* শিক্ষা দেয় এমন দূতিয়াল। 'বহুদিনবিস্মৃত সেই দূতীগুরু আবার ফিরিয়া আসিয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

দূতীরামা [স] *বি* স্ত্রীদূত। 'এ বলিয়া দূতীরামা বিদায় হইল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

দূন্দল *বি* ঢেউয়ের গর্জন। 'দূন্দলের কোলাহলে কিছুই না শুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দূর [স] **১** *বিণ* দূরবর্তী। 'নিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০। **২** *বি* দূরের স্থান। 'সঙ্গে বাইউ রাধা এ দূরে দূরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* পরিহার। 'দূর কর পাপত মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *বি* বিতাড়ন। 'ইহার সন্তানেরদিগকে দূর করিয়া দিব।' *রামরাম*, ১৮০১। **৫** *বিণ* দূরবর্তী। 'এবার আমায় ডাকলে দূরে সাগরপারের গোপন পুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দূর করণ [স] *বি* বিতাড়ন। 'উপস্থিত মন্দের দূর করণ অধিক বিরুদ্ধ আনিবেক কিনা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দূর করা **১** *ক্রি* সরিয়ে ফেলা। 'সূক্ষ্মধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* ঘুচানো। 'বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দূরকর্তা, দূরকর্ত্তা [স] *বিণ* মোচনকারী; মুক্তিদাতা। 'অদ্য আমার দুঃখ দূর কর্ত্তা স্বামী কিম্বা যম হইবেন।' *গৌর*, ১৮২২।

দূরকাল [স] **১** *বি* অনাদিকাল। 'যাহার জীবনের কার্যক্ষেত্র দূরদেশ ও দূরকালে বিস্তীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বিণ* অনেক দিন আগের। 'আপনারই একটা দূরকালের ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দূরকালবদ্ধ [স] *বিণ* অতীতবিস্তৃত। 'আপন সম্প্রদায়কে দূরকালবদ্ধ বৃহৎ এবং সুদৃঢ় করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দূরকুটিরবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দূরদেশের কুটিরে বাস করে এমন। 'সেই দূরকুটিরবাসিনী স্নেহশালিনী কল্যাণময়ী পিসিমার কথা অবিত না?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দূরগামী *বিণ* দূরবর্তী স্থানে গমনকারী। 'দূরগামী আমি আজ উদ্বেলিত পশ্চাতের পানে ...।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

দূরচক্রবাল [স] *বি* দূর দিগন্ত। 'অপূর্ব দেশের নীল পাহাড় দূরচক্রবালে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

দূরচারী [স] *বিণ* দূরগামী। 'তবু দূরচারী সফরের ঢেউ ভেসে এল বন্দরে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

দূরছন্দা, দূরচ্ছন্দা [স] *বিণ* নিবিড়। 'দূরছন্দা সন্ধ্যার আড়ালে বনবল্লরীর গোপন অভিসার সার্থক হউক।' *বিভূতি*, ১৯৩৮; 'শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দূর ছাই – অবজ্ঞা প্রকাশক উক্তি। 'বৈদেশি বিয়োগি দেখি কর দূর ছাই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দূরতম [স] *বিণ* সবচেয়ে দূরের। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'অন্তঃপুরে কভু দৈববলে দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি তিল নাহি পশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দূরতমা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত দূরের। 'আজও সে অনুপমা-দূরতমা।' *জীবন*, ১৯৩২।

দূরতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'সূর্য্য ... কিঞ্চিৎ দূরতর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

দূরতা [স] *বি* ব্যবধান। 'এই ভয়ঙ্কর দূরতা অনুমেয় নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দূরত্ব [স] *বি* ব্যবধান। 'যোজন গণনা করেই কি দূরত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দূরত্ব-পার্থক্য [স] *বি* দূরত্বের ব্যবধান। 'গরাদের এপার এবং ওপারের দূরত্ব-পার্থক্য মুছে দিতে তাই নবেন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়।' *শওকত*, ১৯৬২।

দূরত্যয় [স] *বিণ* পার হওয়া কঠিন এমন। 'এই দূরত্যয় সিন্ধু কি পার হবার?' *জীবন*, ১৯৪৪।

দূরদর্শন [স] *বিণ* দূরবর্তী বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যায় এমন। 'প্রত্যক্ষভাবে তাহা দেখিবার জন্য দূরদর্শন যন্ত্রও সঙ্গে আনিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

দূরদর্শন যন্ত্র [স] *বি* দূরবিন। 'প্রত্যক্ষভাবে তাহা দেখিবার জন্য দূরদর্শন যন্ত্রও সঙ্গে আনিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

দূরদর্শি [স দূরদর্শী, বিভক্তি যুক্ত হওয়ায় ই-কার] *বিণ* ভবিষ্যতের ফলাফল অনুধাবন করতে পারে এমন। 'বহুদূরদর্শির দৃষ্টিপাত হইলে

প্রমাদি প্রযুক্তাশুদ্ধ থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

দূরদর্শিতা [সং] *বি* ভবিষ্যতের ফলাফল অনুধাবন করার ক্ষমতা। 'আপনার অতিদূরদর্শিতার দ্বারা রাহাদারি মাসুল ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

দূরদর্শিতাশূন্য [সং] *বিণ* অপরিণামদর্শী। 'মহিষীর ক্রীতকিঙ্কর, দূরদর্শিতাশূন্য।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

দূরদর্শী [সং] **১** *বিণ* ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করে এমন। 'তিনি অতি দূরদর্শী ও স্পষ্টবাদী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **২** *বিণ* ভবিষ্যতের ফলাফল অনুভব করতে পারে এমন। 'তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, দূরদর্শী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

দূর দূরান্ত [সং] *বিণ* বহু দূর। 'দূর দূরান্ত হইতে লোকসমাগম দ্বারা ঐ সময়ে তথায় লোকারণ্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দূর-দূরান্তর [সং] *ক্রিবিণ* বহু দূরে। 'তদপেক্ষায়ও দূর-দূরান্তর যাত্রা করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

দূরদূরান্তশায়ী [সং] *বিণ* বহুদূর বিস্তৃত। 'দূরদূরান্তশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দূরদূরাপি [সং] *ক্রিবিণ* বহুদূর পর্যন্ত। 'তবে দূরদূরাপির অনেক জায়গাতেই হৈছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দূরদৃষ্টি [সং] **১** *বি* ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। 'শুভদৃষ্টির সময় এতটা দূরদৃষ্টি প্রায় দেখা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বি* পরিণাম সম্পর্কে সাবধানতা। 'দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করিলেই।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮।

দূরদেশ [সং] **১** *বি* দূরত্ব। 'সমুদয় নক্ষত্র পরস্পর তদপেক্ষা অধিকতর দূরদেশে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **২** *বি* দূরের দেশ। 'আমি শাস্ত্র সংগ্রহের নিমিত্তে এই দূরদেশ ভ্রমণ করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দূরদেশবর্তী [সং] *বিণ* দূরবর্তী দেশের কাহিনী নিয়ে রচিত। 'তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার বিষয়বস্তু দূরদেশবর্তী।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

দূরদেশবাসী [সং] *বি* দূরের বাসিন্দা। 'ক্ষুদ্র ওই দূরদেশবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দূরদেশী [সং] *বিণ* দূরবর্তী দেশের। 'দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'দূরদেশী বাইরের এক শক্তিকেন্দ্র চলার সমগ্র ব্যবহারকে ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

দূরদেশীয় [সং] *বিণ* দূরদেশে জাত। 'দূরদেশীয় সম্বাদ ঐ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দূর দূর [সং] **১** *বি* তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলা ঘৃণাসূচক কথা – 'দূর হও।' 'গেরস্তঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে দূর দূর করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* দূর দূরান্তের। 'উদ্বেগ-আকুল হোক প্রিয়া যত দূর দূর দেশে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

দূরদ্রষ্টা [সং] *বিণ* দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। 'জর্জ বর্নার্ড শ একজন দূরদ্রষ্টা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দূরনিঃসৃত [সং] *বিণ* দূরে নির্গত হচ্ছে এমন। 'দূরনিঃসৃত কলধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

দূরন্ত [স দুরন্ত] *বিণ* অশান্ত। 'দূরন্ত কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দূরপথ [সং] *বি* দূরের পথ। 'দূরপথ হইতে আসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে নিজের ঘরে বসিয়া ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দূরপরাহত [সং] *বিণ* দূরবর্তী কালেও ঘটা অসম্ভবপ্রায়। 'তাহা হইতে সার ভাগ উদ্ধৃত করা দূরপরাহত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দূরপাল্লা *বি* দূরে যায় এমন যোগ্যতা। 'মেশিনগান ও দূরপাল্লার কামান ছুঁড়তে থাকে।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

দূর-প্রবাসী [সং] *বিণ* দূরদেশে বসবাসকারী। 'দূর-প্রবাসী ব্যক্তিরা ... পুলকিত হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দূরপ্রসারিত [সং] **১** *বিণ* অনেক বিস্তৃত; দূরব্যাপী। 'দূরপ্রসারিত সুপ্রশস্ত রাজপথেরও অপ্রতুল নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। **২** *বিণ* দূরদর্শী। 'কবির দূরপ্রসারিত উদার দৃষ্টি ও সর্বজনীন ভাবকে আমরা খুবই সমর্থন করি।' *দর্শন*, ১৯২৬।

দূরপ্রসারী [সং] *বিণ* বহুদূর ব্যাপ্ত। 'দূরপ্রসারী তৃণাবৃত প্রান্তর।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দূরপ্রস্থিত [সং] *বিণ* দূরে প্রস্থান করেছে এমন। 'অনার্য্য শত্রুসকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দূরবর্তিতা [সং] *বি* দূরে থাকা। 'এই দূরবর্তিতা মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দূরবর্তিনী [সং] *বিণ স্ত্রী* দূরে আছে এমন। 'কথাটা স্বর্ণলতা নামক কোনো দূরবর্তিনী সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দূরবর্তী, দূরবর্ত্তী [সং] *বিণ* দূরে অবস্থিত। 'অনেক অনেক দূরবর্তী প্রদেশে বর্ষিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'ইউরেনস নামক অতি দূরবর্তী গ্রহের ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দূরবাট [স দূরবর্ত্ম] *বি* দূরের পথ। 'বান্ধবে ভুঞ্জায় আগে জাব দূরবাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দূরবাসী [সং] *বিণ* দূরে বসবাস করে এমন। 'অন্ন করিবারে দান দূরবাসী অনাত্মীয় জনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দূরবিক্ষিপ্ত [সং] *বিণ* দূরে বিরাজমান। 'এই দূরবিক্ষিপ্ত গ্যাসের দীপ্তিকে য়ুরোপীয় ভাষায় বলে করোনা, বাংলায় একে বলা যেতে পারে কিরীটিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দূর-বিজন [সং] *বি* সুদূরের নির্জন স্থান। 'চলিয়া গেছ তুমি দূর-বিজনে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

দূরবিসর্পিত [সং] *বিণ* অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'দূরবিসর্পিত চক্রবালরেখা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দূরবিসর্পী [সং] *বিণ* বহুদূর বিস্তৃত। 'দূরবিসর্পী দিগন্তব্যাপী জনহীন সন্ধ্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দূরবিস্তারী [সং] *বিণ* বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'জটিল নয়, তবে দূরবিস্তারী।' *সনৎ*, ১৯৭০।

দূরবিস্তৃত [সং] *বিণ* অনেকদূর প্রসারিত। 'প্রৌঢ়তায় পৌঁছবার আগেই আমার স্বজনবৃন্দের ব্যাসার্ধ দূরবিস্তৃত হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

দূরবিহারী [সং] *বিণ* দূরে দূরে ফেরে এমন। 'তাহার সেই দূরবিহারী চক্ষু দুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৩৭।

দূরবীক্ষণ [সং] *বি* দূরবিন। 'দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঊর্দ্ধতম নক্ষত্র মণ্ডলের সংবাদ নিমেষ মাত্রে এই অধোলোকে আনয়ন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দূরব্যাপী [সং] *বিণ* দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'দ্বিতীয়তঃ বহুদূরব্যাপী বৈবাহিক সম্বন্ধও বিবাদের পথে সাধারণ বাধা ছিল না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দূরভবিষ্যৎ [সং] *বি* দূরবর্তী ভবিষ্যৎ। 'কোনো দূরভবিষ্যতে আমি যে এই সভার ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

দূরভবিষ্যৎবর্তী [স] *বিণ* দূর ভবিষ্যতের। 'শিশুকন্যাকে দোল দিতে দিতে দূরভবিষ্যৎবর্তী বিচ্ছেদ সম্ভাবনা স্বভাবতই মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দূরভাব [স দূর>] *বি* ছাড়া ছাড়া ভাব। 'খুড়ীর এইরূপ দূরভাব দেখিয়া মহেন্দ্র রাগ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দূরভেদী [স] *বিণ* দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। 'চোখের দৃষ্টিতে দূরভেদী বুদ্ধির প্রখরতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

দূরমনস্কতা [স দূর>] *বি* দূরে নিবদ্ধ মনের অবস্থা। 'চোখ দুটিতে ঠিক অন্যমনস্কতা নয়, যাকে বলা যেতে পারে দূরমনস্কতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দূরমান [স দূর>] *ক্রিবিণ* দূরে। 'ডিঙ্গালিয়া ভাই ডিঙ্গা রাখ দূরমান।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দূরশ্রুত [স] *বিণ* দূর থেকে শোনা হয়েছে এমন। 'দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দূরসন্ধানী [স] *বিণ* দূরবর্তী স্থান সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করে এমন। 'নব জগতের দূরসন্ধানী অসীমের পথচারী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

দূরসম্পর্ক [স] *বি* অনিকট সম্পর্ক। 'এই দূরসম্পর্কের ছোটোভাইটি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দূরসম্পর্কিত [স] *বিণ* দূরের সম্পর্কযুক্ত। 'দূরসম্পর্কিত থালার সহিত নির্বিরোধে ছেলের পরিণয় কার্য্য ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

দূরসম্পর্কীয় [স] ১ *বিণ* অনিকট সম্পর্কযুক্ত। 'তাঁরা সভাসমিতি করে নিতান্ত অসম্পর্কীয় কিংবা দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর থেকে দয়া প্রকাশ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* নিকটাত্মীয় নয় এমন। 'মধুসূদনের দূরসম্পর্কীয় পিসির ভাশুরপো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দূরসম্পর্কীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* সাধারণ আত্মীয়তা আছে এমন। 'আমার কোনো-একজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দূর সম্ভাবনীয় [স] *বিণ* ঘটার খুব সামান্য সম্ভাবনা আছে এমন। 'এখানকার হিসাবমতে দূর সম্ভাবনীয় ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দূরস্থ [স] *বিণ* দূরবর্তী। 'নিকটস্থ ও দূরস্থ অনেক লোক ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

দূরস্থিত [স] *বিণ* দূরবর্তী। 'ঐ দূরস্থিত নগর হতে পারিজাত পুষ্পের ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

দূরস্মৃত [স] *বিণ* বিস্মৃত। 'সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে/ হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দূর হওয়া *ক্রি* বিতাড়িত হওয়া। 'বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

দূরাক্রম্য [স] *বিণ* অপ্রতিহত। '... যেটি সম্ভবত আরও দূরাক্রম্য হয়ে উঠেছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

দূরাগত [স] *বিণ* দূর থেকে আসা। 'কৈলাসশিখর হতে দূরাগত ভৈরবের মহাসংগীতের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দূরাত্মীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* দূরসম্পর্কীয়। 'শৈরমীর দূরাত্মীয়া এক বিধবা ননদ তার সেবা শুশ্রূষার ভার লইয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দূরাদূর [স] *বি* দূরত্ব। 'যদি দূরাদূর বুঝিয়া করা যাইত তবে ভাল হইত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

দূরান্তবর্তী, দূরান্তবর্তী [স] *বিণ* দূরবর্তী; দূরে অবস্থিত। 'প্রদেশের দূরান্তবর্তী অঞ্চলগুলি যেন আশঙ্কায় ...।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

দূরান্তর [স] *বি* বহু দূরবর্তী স্থান। 'ওলো ধনি তুমি যদি দূরান্তরে রও।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

দূরাভাস [স] *বিণ* আবছা। 'এঁকে দিলে মাঠ বন বৃষ্টিমগ্ন নদী – তার দূরাভাস তীর।' *সুনীল*, ১৯৬১।

দূরাভিসারী [স] *বিণ* অনেকদূর বিস্তৃত। 'দূরাভিসারী চিত্ত আমাদের নয়, কঠিনের সাধনাকে আমরা ভয় করি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

দূরায়ত [স] *বিণ* দূরদর্শী। 'কায়েদে আজম তাঁর দূরায়ত দৃষ্টি প্রসারিত করে বুঝলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দূরায়নী [স] *বিণ* দূর থেকে আসা। 'ঐ দূরায়নী আজানের ধ্বনি।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

দূরাস্তৃত [স] *বিণ* সুদূরপ্রসারী। 'সে-রাত্রির অভিশাপ নিশ্চল করেছে/ দূরাস্তৃত জীবনের কল্যাণের ধারা।' *সিকান্দার*, ১৯৬৫।

দূরীকরণ [স] ১ *বি* বিতাড়ন। 'স্নেহাবিষ্ট স্বসম্পর্কীয় কেহ হয়েন তবে তাঁহাকে গৃহ হইতে দূরীকরণ করিতে পারেন না।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* বর্জন। 'হিন্দু পাঠশালা হিন্দু বিষয় দূরীকরণপূর্ব্বক সূক্ষ্ম ভিন্নদেশীয় উদাসীন শাস্ত্র পাঠ।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ৩ *বি* মুক্তি। 'মোহ দূরীকরণাভিপ্রায়ে ঐ হিন্দু ফ্রি স্কুল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

দূরীকরণাশয় [স] *ক্রিবিণ* দূর করার জন্য। 'এই অত্যাচার দূরীকরণাশয়ে কোন কোন মহাত্মারা কহেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

দূরীকৃত [স] ১ *বিণ* দূর করা হয়েছে এমন; বিদূরিত। 'এই কাব্যের দ্বারা তাহা দূরীকৃত হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* অপসৃত। 'আমার নিকট হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দূরীভূত [স] ১ *বিণ* অপসৃত। 'আধা বাধা কাজে কাজে দূরীভূত হবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'ফরাসী আদর্শ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* বহিষ্কৃত। 'ছয় কারণে সভ্যগণ সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারেন: ১ পানদোষ; ২ বাসস্থানের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

দূরে-দূরে *ক্রিবিণ* দূরত্ব রক্ষা ক'রে। 'তাদের সহবত (সংসর্গ) ভাল নয়, তাই দূরে দূরে থাকিতে হয় তাকে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দূরের কথা *বি* অসম্ভব ব্যাপার। 'ধরতে গেলে শুরুই হয়নি, শেষ হওয়া-তো দূরের কথা।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

দূরদৃষ্টবশত [স দুরদৃষ্টবশত] *ক্রিবিণ* দুর্ভাগ্যক্রমে। 'দূরদৃষ্টবশতঃ ঐ বিবেকী অর্থাকাঙ্ক্ষায় ... ভ্রমণ করাতে শ্রম বোধ করে না।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

দূরাদৃষ্টক্রমে [স দুরাদৃষ্টক্রমে] *ক্রিবিণ* দুর্ভাগ্যক্রমে। 'এক করকরা দূরাদৃষ্টক্রমে প্রতারিত হইয়া তাহাদিগের সমাজে আইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দূরবসায় *বি* দুরাচার; দুষ্কর্ম। 'মাজিস্ট্রেট সাহেব এইরূপ দূরবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্তি জন্য ... উপদেশ দিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

দূরবিন [ফা দূরবিন] *বি* দূরের জিনিস দেখা যায় এমন যন্ত্র। 'দূরবিনের দ্বারা দৃষ্টি করিয়া কহিতে পারি।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। দ্র **দূরবীন**

দূরবীন [ফা দূরবিন] *বি* দূরবর্তী বস্তু স্পষ্টভাবে দেখার যন্ত্র। 'সে দূরবীন চক্ষে দিয়া নদীর সকল দিক নিরীক্ষণ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

দূরহি *ক্রিবিণ* দূরে। 'তুঅ ডরে ইহ সব দূরহি পলাএল তুহুঁ পুন কাহি ডরাসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দূর হোক** *অব্য* যাক; বিরক্তি

ভাবসূচক। 'কিন্তু দূর হোক গে ... অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **দূরে** *ক্রিবিণ* দূরের স্থানে। 'সঙ্গে যাইউ রাধা এ দূরে দূরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দূরেত** *বি* দূর। 'দূরেত নিকট হএ নিকটেত দূর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দূরে থাকুক – সম্ভব নয় এমন। 'সূচ্যগ্রে ভূমিক্রয় করা দূরে থাকুক অন্নাভাবে সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দূরূহ [স দুরূহ] *বিণ* দুরূহ। 'দূরূহ দুগুন এড়ি যোঁ আবওঁ পুনু দরসন আসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দূরানি [ফা দুররানি] *বিণ* কাবুলের অধিবাসী। 'ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরানি দূরানি তুর্কির।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দূর্গা [স দুর্গা] *বি* হিন্দুদেবতা শিবের পত্নী। 'সিংহপৃষ্ঠে দূর্গা বন্দো মহিষমর্দিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দূর্বা, দূর্ব্বা [স] *বি* তৃণবিশেষ। 'দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দূর্বা ধান্য প্রদীপ মঙ্গল আচরণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দূর্বাদল [স] *বি* দূর্বাঘাস। 'নবদূর্বাদলতুল্য, অথবা তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

দূর্ব্বাদলশ্যাম [স] *বিণ* দূর্বার পাতার মতো শ্যাম বর্ণ এমন। 'সেই দূর্ব্বাদলশ্যাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দূর্বাধান্য [স] *বি* দূর্বাঘাস ও ধান। 'করপুটে লয়ে দূর্বাধান্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দূর্বাবন [স] *বি* দূর্বাঘাসে ঢাকা অঞ্চল। 'টুকরো টুকরো ছড়িয়ে পড়ে; কিশোরীর দূর্বাবনে কুঁচফল হারিয়ে পুনরায় খোঁজার মত।' *শওকত*, ১৯৬২।

দূর্বাশ্যামল [স] *বিণ* দূর্বা ঘাসের মতো সবুজ। 'ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দূর্বিজ্ঞেয় [স দুর্জ্ঞেয়] *বিণ* দুর্জ্ঞেয়। 'সুকোমল দূর্বিজ্ঞেয় ঈশ্বরহৃদয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দূষণ [স] ১ *বি* দোষ। 'ইথে কোকিলেরে আর কি দিব দূষণ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ২ *বি* সম্ভোগ। 'পরাশর মহামতি দাস কন্যা করেন দূষণ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বি* অসুন্দর দাগ। 'চোখে যে কাজল ভূষণ, সেই কাজলই দূষণ মুখের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দূষণাবহ [স দোষাবহ] *বিণ* নিন্দনীয়। 'সময় ভেদে বহু পতি বিবাহ দূষণাবহ নহে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দূষণীয় [স] ১ *বিণ* নিন্দনীয়। 'নিতান্ত চাটুকার হওয়া দূষণীয় বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* নিষিদ্ধ। 'শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্মপরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *বিণ* দোষের। 'বিলাসের মধ্যে স্বভাবত দূষণীয় কী আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দূষণীয়তা [স] *বি* দোষ-ত্রুটি। 'পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার দূষণীয়তা মানুষের স্বহস্তে গড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দূষা [স দূষ্>] *ক্রি* সমালোচনা করা। 'সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দূষিত [স] ১ *বিণ* বিষাক্ত। 'নরকতুল্য ঘৃণিত স্থানের বিষময় বাষ্প সংযোগে নগরের বায়ু অনবরতই দূষিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* অপবিত্র। 'পৃথিবী আর মনুষ্যরক্তে দূষিত হয় না।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* দোষযুক্ত। 'আরাওয়াবাসীরা বাস্তবিক তাদৃশ দোষে দূষিত নহেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৪ *বিণ* বিকৃত। 'যাহাতে বাংলার হিন্দুত্ব দূষিত হয় তাহাতে পাঞ্জাবের হিন্দুত্ব দূষিত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

দূষ্য [স] ১ *বিণ* নিন্দনীয়। 'কটুভাষী হওয়া বড় দূষ্য।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* দোষণীয়। 'স্বহস্তে হল-চালনা করা দূষ্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দৃকপাত, দৃক্‌পাত [স দৃশ্>] ১ *বি* ভ্রূক্ষেপ। 'এই বিষয়ে দৃক্‌পাত করিয়া সংকুল ও বংশ রক্ষা করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'কিন্তু মনে মনে কিছুতেই দৃকপাত হয় নাই ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* দৃষ্টিপাত। 'তারা অপমানের শোধ না তুলে অন্যদিকে দৃকপাত করবে না।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

দৃক্‌পাতমাত্র [স] *বি* কোনোরকম দৃষ্টিপাত। 'হরিমোহিনীর দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দৃঢ় [স] ১ *বি* মজবুত। 'এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ।' *চর্যা ৯*, ১২০০। ২ *বিণ* নিবিড়। 'সবার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* আঁট। 'কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* অটল। 'ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বিণ* কড়া। 'কটু তৈলে বাথুয়া করিল দৃঢ় শাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বিণ* যথার্থ। 'এই বিষয়ের দৃঢ় প্রমাণের জন্যে ক্রমে২ অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।' *গৌর*, ১৮২২। ৭ *বিণ* সহজে ছেঁড়ে না এমন। 'যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা যে অতিশয় দৃঢ় ও চিরস্থায়ি।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৮ *বিণ* কঠোরভাবে প্রচলিত। 'এই সকল নিয়ম রাজকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া একেবারে দেশমধ্যে ব্যবহার ন্যায় দৃঢ় হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৯ *বিণ* আন্তরিকতাপূর্ণ। 'এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার, সে কি ভয়ানক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ১০ *বিণ* অলঙ্ঘনীয়। 'অটল কঠিন দঢ় নিষ্ঠুর সত্যের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ১১ *বিণ* স্থির। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ... সমজদার লোক নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ১২ *বিণ* একান্ত। 'সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার দিনু উপহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দৃঢ়কণ্ঠ [স] *বি* অকম্পিত স্বর। 'দৃঢ়কণ্ঠে ইহা ঘোষণা করার পশ্চাতে তাহার যে যুক্তি রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

দৃঢ়চিত্ত [স] ১ *বি* স্থির মন। 'রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন। 'নির্লোভ, আদর্শ-নিষ্ঠ, দৃঢ়-চিত্ত ... নেতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দৃঢ়চিত্ততা [স] *বি* মনের স্থিরতা; একাগ্রতা। 'তার ... দৃঢ়চিত্ততায় অনেকে তাকে ভক্তি করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দৃঢ়চেতা [স] *বিণ* কঠিন সংকল্পবদ্ধ; দৃঢ়মনা। 'দৃঢ়চেতা ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

দৃঢ়জ্ঞান [স] *বি* গভীর বিশ্বাস। 'এইরূপে অনেক ভাষার চলন রাখিয়া লোকের দৃঢ়জ্ঞান জন্মাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

দৃঢ়তর [স] ১ *বিণ* প্রবল। 'তাঁহার দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যত ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বিণ* পর্যাপ্ত। 'এতদ্দেশীয় ভাষায় দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৩ *বিণ* অধিক শক্তিশালী। 'প্লীহাযকৃতাদি অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৪ *বিণ* গভীর; অটল। 'আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দৃঢ়তা [স] ১ *বি* স্থিরতা। 'সেই বিষম সময়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* কঠোরতা। 'কহিয়াছিলাম সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বি* অবিচলতা। 'আমি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি।' *বেগম*, ১৯৫২।

দৃঢ়ত্ব [স] *বি* দৃঢ়তা। 'তাহার দৃঢ়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কিছু ছিল না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

দৃঢ়নির্দিষ্ট [স] *বিণ* কঠোরভাবে নির্ধারিত। 'ছোঁওয়াখাওয়াও তাহার জন্য দৃঢ়নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দৃঢ়নিষ্ঠ [স] *বিণ* কঠোর; একনিষ্ঠ। 'মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দৃঢ়পণ [স] *বি* অটল প্রতিজ্ঞা। 'যাও চলি কর্ম্মক্ষেত্রে করি দৃঢ়পণ।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

দৃঢ়পদ [স] *বি* বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 'দৃঢ়পদে দ্বারের নিকট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'লীগকে আজ দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

দৃঢ়পিনদ্ধ [স] *বিণ* শক্ত করে বাঁধা হয়েছে এমন। 'দৃঢ়পিনদ্ধ বন্ধনকে চারি দিক হইতে ঠেলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ [স] *বিণ* কঠোর সংকল্পবদ্ধ। 'ইঁহারা অধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

দৃঢ়প্রত্যয় [স] *বিণ* স্থিরপ্রতিজ্ঞ। 'ধর্ম্মেতে অনুরাগ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দৃঢ়বদ্ধ [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত প্রবল। 'অজ্ঞান তিমিরাবৃত স্ত্রীমণ্ডলীর দৃঢ়বদ্ধ দুরবস্থাকে স্মরণ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **২** *বিণ* সুসংগঠিত। 'নগরের ভাষা দৃঢ়বদ্ধ, ঘন সংশ্লিষ্ট, স্বল্পাবয়ববিশিষ্ট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **৩** *বিণ* শক্তভাবে সংযুক্ত। 'পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দৃঢ়বল [স] *বি* কঠিন শক্তি। 'পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

দৃঢ়বিশ্বাস [স] *বি* অবিচলিত বিশ্বাস। 'পত্রলেখক নিজের দৃঢ়বিশ্বাস প্রকাশ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দৃঢ়বিশ্বাসী [স] *বিণ* অবিচল বিশ্বাস আছে এমন। 'দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্বেগ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'দমিলেন না কেবল দৃঢ়বিশ্বাসী নীলমণি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

দৃঢ়ব্রত [স] *বিণ* সংকল্পে স্থির। 'ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রত সুশীলা স্ত্রী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দৃঢ়মতি [স] *বিণ* দৃঢ়সংকল্প। 'দিবারাত্রি দেব দেব প্রতি দৃঢ়মতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দৃঢ়মনা [স দৃঢ়মন>] *বিণ* কঠিন সংকল্পযুক্ত। 'কামিলা দ্বাদশ জনা সভে হয়্যা দৃঢ়মনা গড়ে তারা সুবর্ণপঞ্জর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দৃঢ়মূল [স] *বিণ* সুপ্রতিষ্ঠিত। 'রজনীর উপর তাহার মমতা দৃঢ়মূল হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

দৃঢ়সংকল্প, দৃঢ়সঙ্কল্প [স] **১** *বিণ* প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'সুখী করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'বহু বিফলতা সত্ত্বেও আর একদল দুঃসাহসী এভারেস্ট অভিযানে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬; 'ভারতের মুছলমান আজ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬। **২** *বিণ* সংকল্পে অবিচল। 'এই রকমের দৃঢ়সংকল্প আত্মবিসর্জনশীল বিষয়বুদ্ধিহীন কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

দৃঢ়হস্ত [স] *বি* দৃঢ়তাপূর্ণ হাত। 'অবিচলিত দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া মরিতে পারিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'দারুণ স্বপ্নের তলে তলে চলেছিল পলে পলে দৃঢ়হস্তে নিঃশব্দে মার্জনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দৃঢ়া [স] *বিণ স্ত্রী* অটল। 'অবাধ্যতারূপে সে স্ত্রী আত্মপ্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়া রহিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

দৃঢ়াদেশ [স] *বি* কঠোর নির্দেশ। 'আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা না করিয়া এই সমস্ত ক্ষিপ্ত প্রজাগণের প্রতি, দৃঢ়াদেশ প্রচার করেন।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩।

দৃঢ়ীভূত [স] **১** *বিণ* অকাট্য। 'এই ত্রিবিধ কারণকে দৃঢ়ীভূত করণার্থে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বিণ* কঠিনতাপ্রাপ্ত। 'সেই রস কঠিন হইয়া ... স্থিরীভূত ও দৃঢ়ীভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দৃঢ়ীভূতা [স] *বিণ স্ত্রী* সুপ্রতিষ্ঠিত। 'প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীভূতা হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

দৃপ্ত [স] **১** *বিণ* তেজস্বী। 'দৃপ্ত যুবা সিংহ-সম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* দৃঢ়। সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী দৃপ্ত বলে লব টানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বিণ* উন্নত। 'আজি পরাবে বীরাঙ্গনার হাতে দৃপ্ত ললাটে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দৃপ্তকণ্ঠ [স] *বি* তেজস্বিতাপূর্ণ কণ্ঠ। 'আমি দিব্যচক্ষে দেখি অনাগত সে রবীন্দ্রনাথ :/ দস্যুতায় দৃপ্তকণ্ঠ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

দৃপ্তপদ [স] *বিণ* জোর পদক্ষেপে চলছে এমন। 'দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোরা দৃপ্তপদ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দৃপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* গর্বিতা। 'দ্রৌপদী ধর্ম্মবলে দৃপ্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দৃশ্য [স] **১** *বিণ* দৃষ্টিগোচর। 'এতাদৃক না কোন গ্রন্থেই দৃশ্য হয় না কোন ইতিহাসেই শুনা যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* দেখা যায় এমন বিষয় বা ঘটনা। 'এইরূপ প্রতি ঘরে দৃশ্য মনোহর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বি* দর্শন। 'দৃশ্য মাত্র সর্ব্বগাত্র প্রফুল্লিত হয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দৃশ্যকাব্য [স] *বি* নাটক। 'তাহা দৃশ্যকাব্য রচনার উপযোগী কি না সন্দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দৃশ্যগোচর *বিণ* দেখা যায় এমন। 'তুমি থেকো, তুমি সবার দৃশ্যগোচর থেকো।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

দৃশ্যগ্রাহ্য [স] *বিণ* দর্শনীয়। 'নিষ্ঠুর বৃষ্টিধারাকে দৃশ্যগ্রাহ্য করে তুলেছে।' *হাসান*, ১৯৬৩।

দৃশ্যচিত্র [স] *বি* নৈসর্গিক ছবি। 'পাহাড়ের দৃশ্যচিত্র আঁকার কি সার্থকতা আছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

দৃশ্যতা [স] *বি* দৃশ্যমানতা। 'মুখ্যত ছবির গুণ হচ্ছে দৃশ্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দৃশ্যপট [স] **১** *বি* প্রাকৃতিক দৃশ্য। 'জগতের দৃশ্যপট পরিবির্তত হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বি* অভিনয়ের দৃশ্য; মঞ্চসজ্জা। 'অভিনয়ের বিষয়টাকে ... আলোক এবং দৃশ্যপট এবং সঙ্গীতের দ্বারা বেশ জাজ্বল্যমান করে সম্মুখে ধরা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দৃশ্যপথ [স] *বি* দৃষ্টিগোচর হয় এমন পথ। 'দৃশ্যপথ থেকে অদৃশ্য হবার প্রবল বাসনা জাগে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দৃশ্যপায়ী [স] *বিণ* দৃশ্য উপভোগকারী। 'মেলে রাখি দৃশ্যপায়ী তৃষ্ণার লোচন।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দৃশ্যবস্তু [স] *বি* যে বস্তু দেখা যায়। 'ছবির বিষয় হচ্ছে দৃশ্যবস্তু।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

দৃশ্যবিহীন [স] *বিণ* অদৃশ্য। 'দৃশ্যবিহীন অকূলতায় খোলে জলের জটা।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

দৃশ্যমাত্র [স] *ক্রিবিণ* দেখার সঙ্গে সঙ্গে। 'বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুওষ্ঠবদন/ দৃশ্যমাত্র হয় নয় যথার্থ কথন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

দৃশ্যমান [স] *বিণ* দেখা যায় এমন। 'ঐ ছবি সোসৈটির অট্টালিকায় নিত্য দৃশ্যমান থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

দৃশ্যশক্তি [স] **১** *বি* দৃষ্টিশক্তি। 'সম্পূর্ণরূপে দৃশ্য শক্তির ব্যাঘাতও জন্মাইতে লাগিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **২** *বি* যে শক্তি দেখা যায়। 'দৃশ্যশক্তির সঙ্গে লড়াই চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দৃশ্য-সঙ্কেত [স] *বি* পরিচ্ছেদ-নির্দেশ। 'যে কাজটি নাট্যকার দৃশ্য-সঙ্কেতের মধ্য দিয়েই করেছেন।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

দৃশ্য-সৌন্দর্য [স] *বি* দৃশ্যগত শোভা। 'তাহার কারণ দৃশ্য-সৌন্দর্য নহে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

দৃশ্যাস্পৃশ্য [স] *বি* দেখা যায় ও স্পর্শ করা যায় এমন বিষয় বা বস্তু। 'এইজন্যেই সংসারের সমস্ত দৃশ্যাস্পৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দৃশ্যস্বরূপ [স] *ক্রিবিণ* দৃশ্যের মতো। 'ইহা নাট্যশালার দৃশ্যস্বরূপ অনুপম।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দৃশ্যাগ্রশিখর [স] *বিণ* চূড়া দেখা যায় এমন। 'তরুপল্লবের অন্তরাল হতে দৃশ্যাগ্রশিখর প্রাসাদের দ্বারা মুকুটিত হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

দৃশ্যাবলী [স] *বি* দৃশ্যসমূহ। 'নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দৃষদ্বতী [স] *বি* আর্যাবর্তের পূর্বসীমাস্থিত নদীবিশেষ। 'সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দৃষ্ট [স] **১** *বিণ* দৃশ্যমান। 'উড়ে দৃষ্ট কুম্ভস্থল সে নহে উরজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* উপলব্ধ। 'বড়ই নিরানন্দ দৃষ্ট হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দৃষ্টকর্মতা, দৃষ্টকর্ম্মতা [স] *বি* কাজের অভিজ্ঞতা। 'সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালাবধি দৃষ্টকর্ম্মতা এবং বিশেষগুণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

দৃষ্টচর [স] *বি* দৃষ্টিগোচর। 'এরূপ প্রায় দৃষ্টচর নহে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দৃষ্টদোষ [স] *বি* অবগত হওয়ার ফলে যে দোষ। 'তর্ক। দৃষ্টদোষ শুনিতে ইচ্ছা করি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দৃষ্টপ্রয়োজন [স] *বি* দৃষ্টিগ্রাহ্যতা। 'কাব্যের দৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যভোক্তা প্রীতি।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

দৃষ্টব্য [স] *বি* দৃশ্যমান বিষয় বা বস্তু। 'আমার চোখ দৃষ্টব্যের উল্টো দিকে ফেরানো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দৃষ্ট স্থান [স] *বি* দেখা যায় এমন স্থান। 'লোকের দৃষ্ট স্থানে টানাইবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

দৃষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* দেখা হয়েছে এমন। 'কোপ চক্ষুতে দৃষ্টা হইয়া ...।' *গৌর*, ১৮২২।

দৃষ্টান্ত [স] *বি* নিদর্শন; উদাহরণ। 'তাহার দৃষ্টান্ত দিতে হেন আছে কতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দৃষ্টান্তচ্ছলে [স] *ক্রিবিণ* উদাহরণস্বরূপ; নজির হিসেবে। 'দৃষ্টান্তচ্ছলে একথা বলিতে পারি যে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

দৃষ্টান্তমূলক [স] *বিণ* নজির স্থাপনকারী। 'চোরাকারবারি, মজুদদার, মুনাফাখোর ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

দৃষ্টান্তরূপে [স] *ক্রিবিণ* উদাহরণস্বরূপ। 'দৃষ্টান্তরূপে একবার পঞ্চায়েতবিধির কথা ভাবিয়া দেখুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দৃষ্টান্তস্থল [স] *বি* উদাহরণস্থল; নজির। 'তাহার সম্যক দৃষ্টান্তস্থল এই মহানগর কলিকাতা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

দৃষ্টান্তস্থলস্বরূপে [স] *ক্রিবিণ* উদাহরণ হিসেবে। 'বিজ্ঞলোকেরা উভয়ের দৃষ্টান্তস্থলস্বরূপে উভয়কে বর্ণনা করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

দৃষ্টান্তস্বরূপ [স] *ক্রিবিণ* উদাহরণস্বরূপ। 'দৃষ্টান্তস্বরূপ আর-একটা কথা বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দৃষ্টার্থ [স দৃষ্টান্ত] *বি* দৃষ্টান্ত। 'এই চারি বিদ্যা দৃষ্টার্থ প্রধান ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দৃষ্টি [স] **১** *বি* চোখ। 'সেই দৃষ্টি তোমায় দেখে নিরন্তরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* নজর। 'উর্ধ্বমুখে দৃষ্টি কৈল অরুণ লোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* জ্ঞান। 'কেহ কেহ বলেন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার দৃষ্টি ছিল।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

দৃষ্টি আকর্ষণ [স] *বি* মনোযোগ দাবি। 'পুচ্ছ গুচ্ছ অনবরত নাড়িয়া হ্রেষারবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

দৃষ্টি এড়ানো *ক্রি* নজরে না পড়া। 'সে-যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

দৃষ্টিকটু [স] *বিণ* দেখতে খারাপ লাগে এমন। 'ইংরেজি পোশাক আমাদের পক্ষে শুধু যে অসুখকর এবং দৃষ্টিকটু ...।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

দৃষ্টিকটুতা [স] *বি* দৃষ্টিশোভন নয় এমন অবস্থা। 'ইহার পর দৃষ্টিকটুতা তরুণীটিকে সঙ্কুচিত করিতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

দৃষ্টি করা **১** *ক্রি* দেখা। 'লৌহঘটিত রাস্তা দৃষ্টি করিয়া তাঁহার বিশেষ চমৎকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *ক্রি* নজরে আনা। 'যন্ত্র দ্বারা চিত্রপট দৃষ্টি করাইলে, ... আনন্দ-সুধা পান করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

দৃষ্টিকর্তা [স] *বিণ* দর্শক। 'যেথায় তুমি দৃষ্টিকর্তা নহ/ সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি লয়ে রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দৃষ্টিকলুষ [স] *বি* দেখার পাপ। 'ওদের দৃষ্টিকলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করব কী উপায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দৃষ্টিকেন্দ্র [স] *বি* দৃষ্টিভঙ্গি। 'বিভিন্ন দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে বিচার করলে ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

দৃষ্টিকোণ [স] *বি* দৃষ্টিভঙ্গি। 'বয়সের দৃষ্টিকোণে সেটা ছিল কৌতুকহাসির, বালকের জানা ছিল না তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দৃষ্টিক্ষেপ [স] *বি* দৃষ্টিপাত। 'আমরা যদি নিরপেক্ষরূপে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করি ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

দৃষ্টি খসানো *ক্রি* দেখানো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দৃষ্টিগত [স] *বিণ* দেখা যায় এমন। 'উঠানে যে-অংশটি দৃষ্টিগত হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দৃষ্টিগোচর [স] *বিণ* দেখা যায় এমন। 'সে গ্রন্থ লোকেরদের দৃষ্টিগোচর হইলেই তাহার গুণ প্রকাশ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'আপনাদের দৃষ্টিগোচরে অনেক বড়২ ঘর।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দৃষ্টিগ্রাহ্য [স] *বিণ* চোখে দেখা যায় এমন। 'অথচ এ-দৃষ্টিগ্রাহ্য আওতায় আমার ...।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দৃষ্টি চালনা করা *বি* দৃষ্টিপাত করা। 'তরুসমাচ্ছন্ন তীরের দিকে উৎসুক দৃষ্টি চালনা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দৃষ্টি ছড়ানো *ক্রি* দৃষ্টি প্রসারিত করা। 'আনমনা দৃষ্টি ছড়াইতে তার কাছে নূতন ঠেকিল সবকিছু।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দৃষ্টিতত্ত্ব [স] *বি* দর্শন বিষয়ক জ্ঞান। 'তত্ত্বদৃষ্ট হলে দৃষ্টিতত্ত্ব লাভ না করে অনেক দৃষ্টিলাভ করতে পারতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দৃষ্টি-তরু [স] *বি* দৃষ্টিরূপ তরু। 'চোখ, আমার যুগল দৃষ্টি-তরু।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

দৃষ্টিদহন [স] *বিণ* দৃষ্টিকে দহন করে এমন; চোখ-ধাঁধানো। 'চোখে তাদের জুড়িয়ে গেল দৃষ্টিদহন মরীচিকায়-পাগল হরিণীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দৃষ্টিদীপ্ত [স] *বিণ* উজ্জ্বল দৃষ্টি বিশিষ্ট। 'তাঁহারি আলোকে চক্ষু মোর দৃষ্টিদীপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

দৃষ্টিদুর্ভেদ্য [স] *বিণ* দৃষ্টি ভেদ করতে অক্ষম। 'পরপারবর্তী ঘন অরণ্যের শাখা-পত্র-জটিল নিবিড়তা দৃষ্টিদুর্ভেদ্য।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

দৃষ্টিদ্বার [স] *বি* চোখ। 'ভেজাইব দৃষ্টিদ্বারে কপাট।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

দৃষ্টি নিক্ষেপ করা *ক্রি* দৃষ্টিপাত করা। 'পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতাম না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দৃষ্টিনিবেশ হওয়া *ক্রি* চোখ পড়া। 'তৎপ্রতি দৃষ্টিনিবেশ হওয়া মাত্রই তিনি তা ছুঁড়ে জানালার বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন।' *রমেন*, ১৯৭০।

দৃষ্টিপথ [স] **১** *বি* যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়। 'কুমারী ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* নজর। 'বুড়ো ব্রাহ্মণ কালেজের ছেলেদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে সংবরণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দৃষ্টিপথাতীত [স] *বিণ* বিস্মৃত; চোখের আড়াল। 'তাদের জীবনের কোনো অংশ দৃষ্টিপথাতীত করতে ইচ্ছে করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দৃষ্টিপাত [স] *বি* দৃষ্টিনিক্ষেপ। 'দানী প্রতি করি প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দৃষ্টিবন্ত [স] *বি* জ্ঞানী। 'দৃষ্টিবন্ত নিকটে সে মূঢ় অন্ধ দূর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দৃষ্টিবন্দী [স] *বিণ* নজরবন্দী। 'তুমি দৃষ্টিবন্দী হয়ে থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দৃষ্টিবিজ্ঞান [স] *বি* দৃষ্টি বিষয়ক বিজ্ঞান। 'মিলরের ডিফরেন্শেল ক্যালকিউলস, হাইমারের ইন্টেগ্রাল ক্যালকিউলস, পটরের দৃষ্টিবিজ্ঞান।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দৃষ্টিবিনিময় [স] *বি* দৃষ্টি আদান-প্রদান। 'একটা আয়নার মধ্যে গুরুজনদের অজ্ঞাতে উভয়ের কিরূপ দৃষ্টিবিনিময় চলিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'দু-একবার দৃষ্টিবিনিময় ছাড়া কথাবার্তা কিছুই হইল না।' *মানিক*, ১৯৪০।

দৃষ্টিবিন্দু [স] **১** *বি* দৃষ্টিকোণ। 'কলাসৃষ্টির দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে তাকে কি বলা যায়?' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* দৃষ্টিপাতের লক্ষ্যবিন্দু। 'এইভাবে মেয়েটি বারকয়েক তার দৃষ্টিবিন্দুকে স্থানান্তরিত করে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

দৃষ্টিবিভ্রম [স] *বি* দেখার ভুল। 'সেই দেখাকে দৃষ্টিবিভ্রম বলে মনে করবেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম হবার কোনো কারণ নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

দৃষ্টিবিহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* আলোকবঞ্চিত। 'হিন্দুরমণীরা বহুকাল পর্য্যন্ত জ্ঞানদৃষ্টিবিহীনা রহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গী [স] **১** *বি* মনোভাব। 'মেয়েদেরকে আলাদা করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই মূল কারণ ধরা পড়েনি।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে।' *হাই*, ১৯৪৯। **২** *বি* দৃষ্টিকোণ। 'এই জনশ্রদ্ধেয় নেতার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে পার্থক্য ...।' *সওগাত*, ১৯৪০।

দৃষ্টিভাব [স] *বি* আবেগপূর্ণ দৃষ্টি। 'অন্যে অন্যে দৃষ্টিভাবে দর্শিলেক যবে/ অন্যে অন্যে দৃষ্টিরসে ঘর্ম হইল তবে।' *সুলতান*, ১৭০০।

দৃষ্টিভেদ [স] *বি* দৃষ্টিভঙ্গিগত তারতম্য। 'আত্মীয়জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দৃষ্টিময় [স] *বিণ* আলোপূর্ণ। 'তোমাদের জীবন দৃষ্টিময় – আমার জীবন অন্ধকার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দৃষ্টিমান [স] *বিণ* ধীসম্পন্ন। 'সে রকম কোনো কোনো দৃষ্টিমান লোক পারস্যে নিশ্চয়ই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দৃষ্টিযন্ত্র [স] *বি* দূরবীক্ষণযন্ত্র। 'যে পরিমাণে দৃষ্টিযন্ত্র পরিষ্কৃত এবং উৎকৃষ্ট হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

দৃষ্টিযোগ [স] *বি* চোখের দেখা। 'অস্থির প্রেমের রোগে ক্ষেণে পাঠে দৃষ্টিযোগে ক্ষেণে হেরএ চাঁদবদন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দৃষ্টি রক্ষা করা *ক্রি* নজর রাখা। 'ধর্মের দিকে দৃষ্টি রক্ষা করে নিজের হৃদয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দৃষ্টিরস [স] *বি* দৃষ্টিরূপ রস। 'অন্যে অন্যে দৃষ্টিরসে ঘর্ম হইল তবে।' *সুলতান*, ১৭০০।

দৃষ্টি রাখা *বি* ঠিকমতো চলছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা। 'সমস্ত চাকর চাকরাণীদের উপর দৃষ্টি রাখা ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দৃষ্টিলক্ষ্য [স] *বি* দৃশ্যমানতা। 'একটি আর-একটিকে আমাদের দৃষ্টিলক্ষ্য থেকে আড়াল করে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দৃষ্টিশক্তি [স] *বি* দেখার ক্ষমতা। 'এমন অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি কার কাছে প্রত্যাশা করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন [স] *বিণ* দৃষ্টিশক্তি আছে এমন। 'আমাদের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখের উপর যেন পাগড়ি টানিয়া না দিই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দৃষ্টিশালী [স] *বিণ* অনুভূতিসম্পন্ন। 'মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দৃষ্টিসীমা [স] *বি* যত দূর দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত এলাকা। 'পাণ্ডুনীল আকাশ দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দৃষ্টিসুধা [স] *বি* দৃষ্টিরূপ অমৃত। 'ওই দৃষ্টিসুধা দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দৃষ্টি হানা *ক্রি* তাকানো। 'গাঁঠের পানে গাঁঠ-কাটারা দৃষ্টি হানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

দৃষ্টিহানি [স] *বি* দৃষ্টির ক্ষীণতা। 'দেহ সম্পর্কে ভালো যত্ন নিলে এটুকু দৃষ্টিহানিও বোধ হয় হত না।' *তারা*, ১৯৫৩।

দৃষ্টিহারা [স দৃষ্টি+হারা] *বিণ* দেখার শক্তি হারিয়েছে এমন; অন্ধ। 'একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা শ্মশানের প্রান্তচর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দৃষ্টিহীন [স] *বিণ* দৃষ্টিপাত করতে পারে না এমন; অন্ধ। 'যিনি আমার দৃষ্টিহীন দুই চক্ষুর মাঝখানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

দৃষ্টিহীনতা [স] *বি* অন্ধতা; অজ্ঞতা। 'এঁদের এই দৃষ্টিহীনতা দেখে আমার মতো অনেকেই লুকিয়ে হাসে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দৃষ্টী [স দৃষ্টি] *বি* দৃষ্টি। 'ধর্মপথে দিআ দৃষ্টী রাখহ আপন সৃষ্টি আমার বন্ধন কর দূর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দৃষ্টী করা *ক্রি* নজর দেওয়া। 'মজকুরের নিকট গিয়া দৃষ্টী করহ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

দৃষ্টে *বি* চোখ। 'কহিতে কহিতে রামা দৃষ্টে ভাসে জলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দৃষ্টে দৃষ্টে *ক্রিবিণ* চোখে চোখে। 'চাহিলেক দৃষ্টে দৃষ্টে হস্তলেপ দিল বক্ষে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দে[১] *দ্র* দেওয়া

দে[২] [স দেহ] *বি* দেহ। 'জ্বালাতে জ্বলিল দে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

দে[৩] [স দেব] *বি* হিন্দুদের বংশনাম-বিশেষ। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে সরকার।' *দর্পণ*, ১৮২০।

দে[৪] *অব্য* দিয়ে। 'আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেআন [ফা দীওয়ান] *বি* দরবার। 'কদাচিত না যাইব নৃপতি দেআনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দেইজ [স দায়াদ] *বি* সগোত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দেইজি [স দায়াদ>] *বিণ* সগোত্রীয়। 'বাহাদুরেরা বাগানখানি ভাগ করে নিলেন, মধ্যে দেইজি পাঁচিল পড়লো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দেইজিপনা [স দায়াদ-প্রবণ>] *বিণ* আত্মাদিপনা। 'বুড়ো ধাড়ির দেইজিপনা দেখ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

দেউটি, দেউটী [স দীপবর্তিকা] **১** *বি* প্রদীপ। 'দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রদীপদানি। 'মিস্তিকার দেউটিতে প্রদীপ জ্বলএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দেউড়ি, দেউড়ী [স দেহলী] **১** *বি* সদর দরজা। 'যত দেখ মহাতাপ দেউড়ি সকল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সকলেই দেউড়ীতে হুজুর।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বি* সদর। 'শিশুকে কোলে লইয়া দেউড়ীর ঘরে নাচ দেখিতে গেল।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

দেউড়িয়া *বি* দারোয়ান। 'দেউড়িয়া হাড়ি মুচি বলয়ে শ্রীমান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দেউদার [হি দেওদার] *বি* পাইন জাতীয় গাছবিশেষ; দেবদারু। 'আম জাম ঝাউ দেউদার আর শাল তাল।' *হোসেন*, ১৯৬৯। *দ্র* দেওদার

দেউরি [স দেহলী] *বি* ফটক; প্রধান প্রবেশপথ। 'বিদ্যালয়ের দেউরি পার হইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দেউল [স দেবকুল] **১** *বি* দেবালয়; মন্দির। 'দেউল-প্রসাদ আদা চাকি লেম্বু সলবণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রতিমা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দেউলচূড়া [দেউল+স চূড়া] *বি* মন্দিরের চূড়া। 'ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে/ দেউলচূড়ার ত্রিশূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দেউল-চুড়ো [দেউল+স চূড়া] *বি* মন্দিরের চূড়া। 'রাঙা রঙের ছোঁয়া দেবে দেউল- চুড়োর মাথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দেউল-তল [দেউল+স তল] *বি* দেউলে তলা। 'ওরা ডাকে আমার পূজার ছলে, এসে দেখি দেউল-তলে আপন মনের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

দেউলদীপ [দেউল+স দীপ] *বি* পূজার প্রদীপ। 'সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দেউল-পানে *ক্রিবিণ* মন্দিরের দিকে। 'নরনারীগণে সোনার দেউল-পানে না-তাকায়ে চলিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দেউলাঙ্গন [দেউল+স অঙ্গন] *বি* মন্দির প্রাঙ্গণ। 'উৎসব-শেষে দেউলাঙ্গনে নিরালা বাজাও বাঁশরি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

দেউল্যার [দেউল>] *বি* মন্দিরের ভৃত্য। 'দেউল্যারদের উপকারের নিমিত্তে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

দেউলিয়া [ফা দিওয়ালিয়া] **১** *বিণ* দেনা শোধ করতে অসমর্থ। 'এরূপ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তিনি সহজে দেউলিয়া হইতে পারেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বিণ* দায়িত্বজ্ঞানহীন। 'প্রাদেশিক লীগ সম্পূর্ণ দেউলিয়া বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

দেউলিআ [ফা দিওয়ালিয়া] *বিণ* দেনা শোধ করতে অসমর্থ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দেউলিয়াত্ব [ফা দিওয়ালিয়া+স ত্ব] *বি* ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যহীনতা। 'সেখানে অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

দেউলে [ফা দিওয়ালিয়া] *বিণ* নিঃশেষিত। 'মদনের ফুলশরের তহবিল এখানে দেউলে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দেউলে-করা *বিণ* দেউলে করে দিয়েছে এমন। 'প্রাণ দেউলে-করা তোমাদের দুর্মূল্য শাসনতন্ত্রের এত অসহ্য দেনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দেউলেপনা [ফা দিওয়ালিয়া+স প্রবণ>] *বি* দেউলের আচরণ। 'নিজের এ দেউলেপনায় নিজের উপর ক্ষোভ জাগে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

দেউলে-হওয়া *বিণ* নিঃস্ব। 'শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'এই গল্পগুলো দেউলে-হওয়া বর্তমানের সাবেক কালের চেক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দেউল্যা [ফা দিওয়ালিয়া] *বিণ* নিঃস্ব; দেনা শোধ করতে অসমর্থ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দেউল্যার *দ্র* দেউল

দেও [ফা] **১** *বি* অপদেবতা। 'সুবর্ণ নির্মিত দুই দেও অনুপাম।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* দস্যু। 'সফেদ দেও আজ বিশ্ববিজয়ী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দেওড় *বি* তোপধ্বনি। 'পলটনীয় বাদ্য হইল ও তিনবার দেওড় হইল।' *দর্পণ*, ১৮২২। *দ্র* দেহেড়, দ্যাওড়

দেওদার [হি] *বি* পাইন জাতীয় গাছবিশেষ; দেবদারু। 'অন্ধকার গিরিতটতলে দেওদার তরু সারে সারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দেওন *দ্র* দেওয়া

দেওপরী [ফা] *বি* দানব ও পরী। 'পাত্রপাত্রীর তালিকায় দেওপরীরা একটা বড় অংশ জুড়ে আছে।' *আনিস*, ১৯৬৪।

দেওয়া[১] **১** *ক্রি* করা। 'তিয়ড্ডা চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী।' *চর্যা ৪*, ১২০০; 'কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।' *চর্যা ২৯*, ১২০০। **২** *ক্রি* উৎসর্গ করা। 'মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। **৩** *ক্রি* বিসর্জন দেওয়া। 'দিবওঁ পরাণ মোঁ করিবোঁ আত্মঘাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* স্পর্শ করা। 'হাথ দিবোঁ তাহার তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৫** *ক্রি* দান করা। 'ধন কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৬** *ক্রি* যুক্ত করা। 'তাত ময়ূরের পুছ দিল

সুবেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৭** *ক্রি* প্রয়োগ করা। 'পাছে মোরে না দিহলি গালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৮** *ক্রি* রাখা। 'কৌড়ী আণিআঁ দেএ সসুড়ীর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৯** *ক্রি* প্রদর্শন করা। 'সাপের মুখেতে কেম আঙ্গুল দেসি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **১০** *ক্রি* বিসর্জন করা। 'সুমরি জলাঞ্জলি দিহথি সন্দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **১১** *ক্রি* বর্ণনা করা। 'তাহার দৃষ্টান্ত দিতে হেন আছে কতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **১২** *ক্রি* বন্ধ করা। 'প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **১৩** *ক্রি* স্থাপন করা। 'পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **১৪** *ক্রি* প্রতিদান করা। 'নাম লৈলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **১৫** *ক্রি* আয়োজন করা। 'উত্তম বংশ দেখিআ ঝিএ বিভা দিয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **১৬** *ক্রি* প্রবেশ করানো। 'তুলাখানি দির্লুঁ নাসিকা মাঝে।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০। **১৭** *ক্রি* জ্ঞাপন করা। 'দুইদিকে ফিরিস্তারে দিলেন্ত সালাম।' *সুলতান*, ১৭০০। **১৮** *ক্রি* অনুমতি দেওয়া। 'পুনরপি না দেওন্ত যাইতে বাহিরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **১৯** *ক্রি* অনুমতি দেওয়া। 'তাই আমাদের যেতে দিচ্চে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২০** *ক্রি* বিকৃত করা। 'আপনাকে দে নিখিল ব্যেপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২১** *ক্রি* উৎপন্ন করা। 'সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২২** *ক্রি* জাগা। 'সেই কথাটা মনে করে পুলক দিল গায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **দি ১** *ক্রি* দিয়ে। 'কেমন আশ্বাস বাপু দি জায় আহ্মারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* দেই। 'শুভসম্বন্ধ করিয়া দি।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **দিআ** *ক্রি* দিয়ে; প্রদান ক'রে। 'মুখে দিআ ঠনঠনি ভাঙ্গা নাহি জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **দিআছে** *ক্রি* দিয়েছে। 'ওথা বার দিআছে গিরিশিখরে কেশরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দিআছেন্ত** *ক্রি* দিয়েছে। 'আর যথ দিআছেন্ত রত্ন অমূলিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **দিআর** *ক্রি* দাও। 'আণিআঁ দিআর জগন্নাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আপণার মুখে মোকে দিআর আভয়।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিআরু** *ক্রি* দিউক। 'দিআরু মোকে মেলানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিইছি** *ক্রি* দিয়েছি। 'আমি চেলাগিরিতে বেটের কোঁৎকে খোলয় পা দিইছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **দিউক** *ক্রি* প্রদান করুক। 'প্রজারা যাহা দিত তাহাই দিউক।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩। **দিউন** *ক্রি* দিন। 'আমাকে ধানের উপর টাকা দিউন।' *কেরি*, ১৮০২। **দিএ** *ক্রি* দিই। 'আজ্ঞা পাইলে অনিরুদ্ধে দিএ চারুমতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **দিওয়া** *ক্রি* দেওয়া। *ক্যালগে*, ১৮০০। **দিচ্চে** *ক্রি* দিচ্ছে। 'তাই আমাদের যেতে দিচ্চে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **দিছি** *ক্রি* দিয়েছি। 'যমের মুখে ছালি দিছি মৃত্যু নাহি মোর।' *বিজয়*, ১৬৫০। **দিচ্ছিলুম** *ক্রি* দিয়েছিলাম। 'সেই কথা দিদি ঠাকুরুণদের পবৃচে দিচ্ছিলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **দিঞাঁ** *ক্রি* দিয়ে। 'আয়াসেঁ কাহ্নের উরে/ শুতিলোঁ দিঞাঁ শিয়রে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিঞা** *ক্রি* দিয়ে। 'অপবাদ দিঞা মোরে নানা কুভর্ৎসনা করে।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০। **দিতু ১** *ক্রি* দিতাম। 'যাচিএগ্র না দিতু প্রাণ পরে।' *মুরারি*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* দিতো। 'হইত পুরুষ করিতু পৌরুষ পিড়াঘাতে দিতু শোধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দিতে ১** *ক্রি* বর্ণনা করতে। 'তাহার দৃষ্টান্ত দিতে হেন আছে কতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* প্রদান করতে। 'প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **দির্তে** *ক্রি* দিতে। 'তাক দির্তে নাহিঁ তোর ধনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিতেছিনু** *ক্রি* দিচ্ছিলাম। 'ধূলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। **দিতেছেন** *ক্রি* দিচ্ছেন। 'সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। **দিধলি** *ক্রি* দেওয়া হলো। 'মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০। **দিনু** *ক্রি* দিলাম। 'অতএব তোরে আমি দিনু দরশন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **দিব** *ক্রি* প্রদান করবো। 'দিব তোরে না করিব আন।' *মালাধর*, ১৫০০। **দিবওঁ** *ক্রি* দিবো। 'দিবওঁ পরাণ মোঁ করিবোঁ আত্মঘাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিবম** *ক্রি* দিবো। 'দিবম পুরুস বধ তোহ্মার উপরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দিবা** *ক্রি* দেবে। 'জেই জেন মত জোগ্য দিবাত জুয়াএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **দিবাক** *ক্রি* দিতে। 'পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিবাঙ** *ক্রি* দেবো। 'আজি হৈতে তোমারে দিবাঙ পুষ্প জল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **দিবাত** *ক্রি* দিতে। 'জেই জেন মত জোগ্য দিবাত জুয়াএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **দিবাম** *ক্রি* দেবো। 'যাইতে তোহ্মারে জ্ঞান না দিবাম আহ্মি।' *সুলতান*, ১৭০০। **দিবারেঁ** *ক্রিবিশ* দেওয়ার জন্যে। 'চুম্বন দিবারেঁ চাহে বদনকমলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিবারে** *ক্রি* দিতে। 'তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **দিবি** *ক্রি* দেওয়া হবে। 'কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০। **দিবে** *ক্রি* দেবে। 'শূন্য মোর পুর কে দিবে তেড়ে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **দিবেক** *ক্রি* দেবে। 'তোহ্মারে কে দিবেক উত্তর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিবেহেঁ** *ক্রি* দেবে; দান করবে। 'দিবেহেঁ দধির দান সুনহ গোআলীনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিবো** *ক্রি* দেবো। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **দিবোঁ** *ক্রি* দেবো। 'হাথ দিবোঁ তাহার তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিবোঁর** *ক্রি* দেবে রে। 'বাপ মাএ গালি তোরেঁ দিবোঁর বিথর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিমু** *ক্রি* দেবো। 'কি বুলি উত্তর দিমু মুখে নাই বাণী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **দিয়** *ক্রি* দিয়ো। 'উত্তম বংশ দেখিআ ঝিএ বিভা দিয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দিয়া ১** *ক্রি* দান ক'রে। 'হেন বর দিয়া কেন হৈল গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* বন্ধ ক'রে। 'প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **দিয়া গেল** *ক্রি* দেওয়া গেলো। 'দিওয়া গেল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **দিয়াছম** *ক্রি* দিয়েছিলাম। 'নানা খেলা দিয়াছম খেলা খেলিবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **দিয়াছী** *ক্রি* দিয়েছি। 'বখরাবাটী ও বাগান তোমাকে পূর্ব্বে দিয়াছী।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩। **দিয়েছিনু** *ক্রি* দিয়েছিলাম। 'পুত্র তব যত্নে দিয়েছিনু বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **দিরা** *ক্রি* দিলো। 'শিরে দিরা দূর্বা ধান নিছিআ পেলিল পান গলে তুলি দিল ফুলমালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দিল ১** *ক্রি* স্পর্শ করলো। 'জঘনত দিল হাথ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* দান করলো। 'ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* যুক্ত করলো। 'তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিলা** *ক্রি* দিলে। 'পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **দিলাঙ** *ক্রি* দিলাম। 'অর্জ্জুতেক ধেনু দিলাঙ এক্কের কারনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **দিলান্ত** *ক্রি* দিলেন। 'মথুরা নগর যাইর্তে দিলান্ত মেলানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিলাম** *ক্রি* প্রদান করলাম। 'দিলাম রার্জ্জের অংশ জানিয় নিশ্চএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দির্লুঁ** *ক্রি* দিলাম। 'তুলাখানি দির্লুঁ নাসিকা মাঝে।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০। **দিলু** *ক্রি* দিলাম। 'ছাড়ি দিলু দান ধর আমার বচন।' *বড়ু*, ১৫৭০। **দিলুম** *ক্রি* দিলাম। 'একদিন সর্প বলি দিলুম অনেক।' *বিজয়*, ১৬৫০। **দিলে ১** *ক্রি* দিলো। 'মতিমোষে কাহ্ন পাঠার্আঁ দিলে তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* দিয়েছো। 'হরিনাম যেচে দিলে অধম চণ্ডালে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **দিলেক** *ক্রি* দিলো। 'হেন বুলি তোকে রাধা না দিলেক আশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিলেন** *ক্রি* করলেন। 'এত শুনে আজ্ঞা দিলেন ঈশ্বর তখন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **দিলেন্ত** *ক্রি* দিলেন। 'দুইদিকে ফিরিস্তারে দিলেন্ত সালাম।' *সুলতান*, ১৭০০। **দিলেম** *ক্রি* দিলাম। 'আমি ব্যবস্থা দিলেম।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **দিলেহ** *ক্রিবিশ* দিলেও। 'না দিলেহ রার্জ্জ পাইব ধর্ম্ম নরপতী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দিলোঁ** *ক্রি* দিলাম। 'ছাড়ি দিলোঁ দান ধর আহ্মার বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিলো** *ক্রি* প্রদান করলো। 'ঋষি মুনি প্রতি কট দিলো জনে জনে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **দিস** *বি* 'দিয়ো' ক্রিয়ারূপের তুচ্ছার্থ রূপ। 'হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘস্যে দিস লোন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **দিহ** *ক্রি* দিয়ো। 'কাহ্নের বচনে তবেঁ না দিহ চীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিহলি** *ক্রি* দিয়ো। 'পাছে মোরে না দিহলি গালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দিহথি** *ক্রি* দেবে।

'সুমরি জলাঞ্জলি দিহথি সন্দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দীতেছী** *ক্রি* দিচ্ছি। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **দীলেক** *ক্রি* দিলো। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **দীলেন** *ক্রি* দিলেন। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **দে ১** *ক্রি* দাও। 'তিয়ড্ডা চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী।' *চর্যা ৪*, ১২০০। **২** *ক্রি* দেয়। 'কেহ কাক এড়ি না দে হইতে অন্তর।' *সুলতান*, ১৭০০। **দেঅ** *ক্রি* দাও। 'নিকাহা পড়াইয়া মোরে দেঅ মহামতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **দেই ১** *ক্রি* দিই। 'মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* দেয়। 'কোথাহ মর্কট সিসু লাফ দেই রঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০। **দেউ** *ক্রি* দেই। 'ইঙ্গিতেঁহে দেউ রাধা সুরতীর আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দেউক** *ক্রি* দিক। 'ডাক্যা দেহ জত দানা ডিঙ্গায় দেউক হানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দেউন** *ক্রি* দেন। 'নয় হাজার তিন শত পাঁচহত্তরি টাকা দেউন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **দেউ** *ক্রি* দাও। 'দয়া করী কাহ্ন মোরে দেউ জীউ দান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দেএ** *ক্রি* দেয়। 'কৌড়ী আণিআঁ দেএ সসুড়ীর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দেও** *ক্রি* দাও। 'আহ্মি জেই কার্জ্জ বলি তাহাত দেও মন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দেওঁ** *ক্রি* দিই। 'অনুমতি কর দেওঁ হাথ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দেওক** *ক্রি* দেওয়া হোক। 'বিভাহ দেওক নরপতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **দেওন** *ক্রি* দেওয়া। 'দিল্লিতে আমার কর দেওনের আবশ্যক নাই।' *রামরাম*, ১৮০১। **দেওনক্ষম** *বিণ* দিতে সক্ষম। 'ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষাতে শিক্ষা দেওনক্ষম।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **দেওন্ত** *ক্রি* দিয়ো। 'পুনরপি না দেওন্ত যাইতে বাহিরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **দেওয়াইলেক** *ক্রি* দিলেন। 'তদনুসারে সেও চাক তাহার স্বামীকে দেওয়াইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **দেঁতি** *ক্রি* দেয়। 'দধির পসার তুলিআঁ দেঁতি মাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দেঁসি** *ক্রি* দিচ্ছো। 'সাপের মুখেতে কেন আঙ্গুল দেঁসি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দেছে** *ক্রি* দিয়েছে। 'স্বেচ্ছায় অনলমাঝে ঝাঁপ দেছে কেবা?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **দেছেন** *ক্রি* দিয়েছেন। 'আমাকে সকাল সকাল বাড়ী যেতে বলে দেছেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **দেট** *ক্রি* দিলাম। 'চউশঠী ঘড়িয়ে দেট পসারা।' *চর্যা ৩*, ১২০০। **দেন ১** *ক্রি* দান করেন। 'নাম লৈলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* করেন। 'শ্রীরাসমণ্ডলে যেয়ে দেন গড়াগড়ি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **দেনা** *ক্রি* দাও না। 'প্রাণ বড় কান্দে, দেনা লো ডেকে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **দেন্ত** *ক্রি* দাও। 'যত বা ফুল ফল নিল তার দেন্ত কৌড়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দেম** *ক্রি* দেবো। 'আর চাউল দেম চড়াইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। **দেয়** *ক্রি* দাও। 'তাকে তুষ্ট হইয়া তুহ্মি দেয় ধনচয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দেয়ন্ত** *ক্রি* দেয়। 'উত্তর না দেয়ন্ত সভাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দেয়ল** *ক্রি* দিলো। 'নিবাসে বাস পনু দেয়ল সোই। লাজে রহলু হিয়ে আনন গোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দেয়াজায়** *ক্রি* দেওয়া যায়। *ক্যালগে*, ১৭৮৮। **দেয়াবা** *ক্রি* দেওয়াবে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **দেল ১** *ক্রি* দিলো। 'আন ভাবাইত বিহি আন ফল দেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* দিলাম। 'জহিআ কাহ্ন দেল তোহে আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দেলা** *ক্রি* দিলে। 'জয়নবেরে ছাড়াইল দেলায়ে তালাক।' *গরীব*, ১৭৬৫। **দেলাই** *ক্রি* দেওয়াই। *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **দেষ** *ক্রি* দিস। 'ব্রাহ্মণ সভায় কত দেষ বাহু-নাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দেসি** *ক্রি* দিচ্ছিস। 'কত ন বেদন মোহি দেসি মদনা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দেহ ১** *ক্রি* দাও। 'মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* দান করো। 'এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **দেহসি** *ক্রি* দাও। 'প্রতিদিন দেহসি যন্ত্রণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দেহুঁ** *ক্রি* দিই। 'ভণই কাহ্ন আহ্মে ভলি দাহ দেহুঁ।' *চর্যা ১২*, ১২০০।

দেওয়াথোওয়া ১ *বি* দেওয়া-নেওয়া। 'শশিভূষণ দেওয়াথোওয়া সম্বন্ধে ছোটোবউয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রি* নিজে ভোগ করা আবার অন্যকেও দেওয়া। 'নুন খেয়ে গুণ গাহিত কভু, দিয়ে-থুয়ে সুখ হইত তবু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দেওয়া থোয়া *বি* দেওয়া-নেওয়া। 'ঘরের পাইট ঝাইট কুটনা বাটনা রাঁধা বাড়া দেওয়া থোয়া করিতেই দিন যায়।' *গৌর*, ১৮২২।

দেওয়া-নেওয়া ১ *ক্রি* লেনদেন করা। 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া তোমায় আমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **২** *বি* আদানপ্রদান। 'অবিশ্রাম দেওয়া-নেওয়ার দ্বারাই সে প্রাণবান হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দেওয়ানো *ক্রি* প্রদান করানো। 'সার্ব্বভৌমে দেওয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দেওয়া-পাওয়া [ফা] *বি* দান ও গ্রহণ। 'এই দেওয়া-পাওয়াকে একেবারে এক করে দেওয়াকেই বলে প্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দে-দৌড় – দ্রুত ছুটে পালানো। 'চকিতের মধ্যে ন্যাজটি পিঠের উপর তুলে দিয়ে দে-দৌড়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দেওয়া[2] [স দেব>] *বি* মেঘ। 'তুফানের আগে দেওয়া ঐরকম থমক মারিয়াই থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

দেওয়ান [আ দিউয়ান] **১** *বি* দরবার। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী। 'শ্রীযুত দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাসয় মহানুভবেষু।' *মেয়র্স*, ১৭৭১; 'জানকীবল্লভকে রাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া খানসামানির দেওয়ান করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'কোম্পানি বাহাদুরের তরফ আক্তীনের কর্ম্মের দেওয়ান ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

দেওয়ানখানা [আ দিউয়ান+ফা খানাহ্] **১** *বি* শহরের বাড়ি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* কাছারি। 'আমলারা তাঁহারদিগকে সমাদরপূর্ব্বক লইয়া দেওয়ানখানাতে বসাইল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

দেওয়ানজি, দেওয়ানজী [আ দিউয়ান+হি জি] *বি* খাজনাদি আদায়ের জন্য নিযুক্ত সর্বপ্রধান কর্মচারী। 'পাওনাদার, বিলসরকার, উটনোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'সাধারণের নিকট দেওয়ানজি নামে পরিচিত হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দেওয়ানি, দেওয়ানী [আ দিউয়ান>] **১** *বি* রাজস্ব অথবা সাধারণ প্রশাসন; দেওয়ানের দপ্তর। *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বি* দেওয়ানের পদ; দেওয়ানের কাজ। 'কুঠীর দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'ডিগবি সাহেবের কর্ম্মাগারে প্রবেশপূর্ব্বক অবিলম্বে তত্রস্থ দেওয়ানী পদ ধারণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৩** *বিণ* সম্পত্তি ও রাজস্ব বিষয়ক। 'দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদার প্রভৃতির তাবন্নিয়ম তন্মধ্যে সুপ্রকাশিত।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'দেওয়ানি মকদ্দমা ঘটিত কয়েদ হয় তাহারা একদিকে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দেওয়ানী আদালত [ফা দিওয়ান>+আ আদালত] *বি* জমিজমা ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত মামলা মীমাংসায় নিয়োজিত বিচারালয়। 'সাহেব কএক বৎসরাবধি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

দেওানি [ফা দিওয়ান>] *বিণ* রাজস্ব সম্পর্কিত; ফৌজদারি নয় এমন। 'দেওানি আদালত।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

দেওয়ানা [ফা দীওয়ানা] **১** *বিণ* পাগল। 'মোর মালুম হয় ওনা দেওয়ানা হয়েছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* সাধু। 'আমি সংসারবিরাগী

দেওয়ানা মানুষ।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

দেওয়াল [ফা দীওয়াল] ১ *বি* দেয়াল; প্রাচীর। 'বাইতে না দেএ শিশু বাহির দেওয়ালে।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* প্রান্ত। 'হারেমের কোমরের দেওয়াল ভাঙ্গিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দেওয়াল-আয়না [ফা দীওয়াল+ফা আইনাহ্] *বি* দেয়ালে ঝুলানো আয়না। 'পাশের দেওয়াল-আয়নার দিকে চোখ পড়ল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

দেওয়ালগিরি [ফা দীওয়াল+ফা গিরি] *বি* দেওয়ালের গায়ে লাগানো চিমনিযুক্ত ঝুলন্তবাতি। 'শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লাণ্ঠন ও দেওয়ালগিরি প্রভৃতি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দেওয়ালের কান – গোপন ব্যক্তির কান। 'শ্রুতি আছে দেওয়ালের কানে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

দেওয়ালা [স দীপাবলি>] *বি* বাজি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দেওয়ালি [স দীপাবলি] *বি* দীপাবলি। 'দেওয়ালির উৎসবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

দেওর [পা দে+স বর>] *বি* স্বামীর ছোটো ভাই। 'সশুর সাশুড়ি মৈল দেওর ভাসুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দেওরপো *বি* দেওরের পুত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দেওলি *বি* গাছবিশেষ। 'শিয়রে আছে মোর ঊষধের ঝুলি দেওলি বাছুলি আর ইশ্বরের মুলি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দেওানি দ্র দেওয়ান

দেঁতো [স দন্ত>] ১ *বিণ* দাঁতাল। 'দেঁতো ক্রিটিকের মতো ছোবলে তোকে আমি জখম করে দিচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বিণ* দৃষ্টিকটুভাবে বেরিয়ে থাকা দাঁতের পাটি। 'বিচারক বলে হেসে, দাঁতজোড়া কী সর্বনেশে দেঁতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৩ *বিণ* কর্কশ। 'কিছুক্ষণ দেঁতো কথা হেঁদো কথার পর।' *জীবন*, ১৯৪৮।

দেক [আ দিক্] *বিণ* বিরক্ত। *ভবানী*, ১৮২৩; 'যা যা সরে যা, দেক করিস নি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

দেকসেক [আ দিক্>] *বিণ* বিরক্ত। 'গরীব দুঃখী লোকসকল দেকসেক হইল …।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দেকদার [আ দিক্>] *বি* অসন্তোষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দেকদারি [আ দিক্>] *বি* অসন্তোষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দেখন *বি* দেখা। **দেখন-হাসি** ১ *বি* দেখলে হাসি পায় এমন লোক। 'সেথায় নিয়ে চলো দাদু দেখন-হাসিকে।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* দেখা হলেই হাসে এমন লোক। 'দেখন হাসি, হেসে আকুল/ হও তুমি গো, ঝুমঝুমি।' *অন্নদা*, ১৯৪৬। ৩ *বি* যাকে দেখলে মনে আনন্দ জাগে। 'মুখ তোলো হে দেখনহাসি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দেক্তা *বিণ* দুষ্ট। 'আমার দেক্তা উনি অনেক লোকের গলায় ছুরি দিয়াছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দেখনাইপনা *বি* নিজেকে নানাভাবে জাহির করার প্রবণতা। 'একসময় এই দেখনাইপনায় ছেয়ে যায় মেঘের মতন বাসনাগৃহ।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

দেখশোন করা *ক্রি* তত্ত্বাবধান করা। 'গরু কয়টা দেখশোন করিবার ভার এক প্রতিবেশীকে দিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দেখা [পা দিক্খতি] ১ *ক্রি* চোখে পড়া। 'দুখ মাঝেঁ লড় পচ্ছন্তে দেখই।' *চর্যা* ৪২, ১২০০। ২ *ক্রি* দৃষ্টিপাত করা। 'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।' *চর্যা* ৩, ১২০০। ৩ *ক্রি* উপলব্ধি করা। 'তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০। ৪ *ক্রি* প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হওয়া। 'স্বপনে মই দেখিল তিহুবণ সুণ।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। ৫ *ক্রি* অনুভব করা। 'হাথ দিআঁ দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৬ *ক্রি* প্রদর্শন করা। 'তোহ্মাক দেখাওঁ লাথাঁ কর আপুমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৭ *ক্রি* ভ্রমণ করা। 'বৃন্দাবন দেখিবারে হৈলা একমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৮ *ক্রি* সাক্ষাৎ পাওয়া। 'রাধাক দেখিলেঁ আহ্মে চাহিব দানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৯ *বি* সাক্ষাৎ। 'কোন পাপক্ষণে হইল দেখা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ১০ *ক্রি* প্রমাণ করা। 'সব পরখিআ মোরে দেখাত্ত এখন।' *বাহ্‌রাম*, ১৬৫০। ১১ *ক্রি* পাওয়া। 'পিত্রিঋণ বদ্ধ হইলুম না দেখম উপাএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ১২ *ক্রি* সাক্ষাৎ করা। 'দেখবার একটা তৃষ্ণা জন্মাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ১৩ *ক্রি* প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করা। 'শ্রাদ্ধ দেখতে দেখতে আমার মাথার চুল পাকলো, আমি আর ব্যবস্থা জানিনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ১৪ *ক্রি* বড়াই করা। 'আমি কেমন বাঙ্গাল দেখমু।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ১৫ *ক্রি* গণনা করা। 'ছটা বছর দেখতে দেখতে যাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ১৬ *ক্রি* খেয়াল করা। 'তাতে দেখছিলুম গেটে দুই বৎসরের জন্যে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ১৭ *ক্রি* তত্ত্বাবধান করা। 'আমি তোমাদের দেখতে-শুনতে পারব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ১৮ *ক্রি* হুমকি দেওয়া। 'দেখুম আজকা তর হগল পুংটামি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। **দেখ** *ক্রি* দেখো; অনুভব করো। 'হাথ দিআঁ দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দেখই** *ক্রি* দেখে। 'দুখ মাঝেঁ লড় পচ্ছন্তে দেখই।' *চর্যা* ৪২, ১২০০। **দেখইআ** *ক্রি* দেখে। 'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।' *চর্যা* ৩, ১২০০। **দেখইতে** *ক্রি* দেখতে। 'দেখইতে সুনইতে হৃদয় হরলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দেখএ** *ক্রি* দেখে। 'অহোর্নিসি দেখএ সপনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **দেখছিলুম** *ক্রি* দেখছিলাম। 'তাতে দেখছিলুম গেটে দুই বৎসরের জন্যে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **দেখতুম** *ক্রি* দেখতাম। 'দিবাস্বপ্ন দেখতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **দেখতে দেখতে** ১ *ক্রিবিণ* দেখে দেখে। 'শ্রাদ্ধ দেখতে দেখতে আমার মাথার চুল পাকলো, আমি আর ব্যবস্থা জানিনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'ছটা বছর দেখতে দেখতে যাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **দেখতে পাওয়া** *ক্রি* দৃষ্টিগোচর হওয়া; চোখে পড়া। 'ছায়ার মাঝারে দেখিতে না পাও শব্দ শুনিলে ডর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **দেখতে-শুনতে** *ক্রিবিণ* দেখভাল করতে। 'আমি তোমাদের দেখতে-শুনতে পারব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **দেখনা** *ক্রি* দেখো। 'হএ নয় মুখ মোর দেখনা আসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **দেখন্ত** ১ *ক্রি* দেখে। 'হৃদ চক্ষে জগৎ দেখন্ত স্থানে বসি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* দেখলো। 'কিচক পাঞ্চাল দেস যকল দেখন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দেখন্তি** *বি* দেখে যে। 'কথায় বলে, হাওন্তির লাজ নাই দেখন্তির লাজ।' *প্রভাকর*, ১৮৯২। **দেখবামাত্র** *ক্রিবিণ* দেখার সঙ্গে সঙ্গে। 'তাঁকে দেখবামাত্রই ডিয়ার ডার্লিং বলে ছুটে এসে …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **দেখবার** *ক্রি* দেখার। 'দেখবার একটা তৃষ্ণা জন্মাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **দেখম** *ক্রি* দেখি। 'পিত্রিঋণ বদ্ধ হইলুম না দেখম উপাএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দেখমু** *ক্রি* দেখে নেবো। 'আমি কেমন বাঙ্গাল দেখমু।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **দেখয়ে** *ক্রি* দে'খে। 'আসিয়া দেখয়ে আই দ্বাদশ উপাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **দেখলিসি** *ক্রি* দেখেছো। 'আজ দেখলিসি কালি দেখলিসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দেখলুম** *ক্রি* দেখলাম। 'হোটেলে এসে দেখলুম পুলিসের সাহায্যে বন্ধুর পোর্টম্যান্টো ফিরে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **দেখলেম** *ক্রি* দেখলাম। 'অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **দেখসে** *ক্রি* দেখে যা। 'আয় নাগরি দেখসে তোরা নবরসের নব গোরা।' *লালন*, ১৮৯০। **দেখহ**

ক্রি দেখো। 'প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **দেখাত্ত** *ক্রি* প্রমাণ করো। 'সব পরখিআ মোরে দেখাত্ত-এখন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **দেখাইয়া** *ক্রি* দেখিয়ে। 'মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **দেখাইল** *ক্রি* দেখালো। 'পরতেক দেখাইল আনি সেই নারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **দেখাউক** *ক্রি* দেখাক। 'গোটা কত দংশিয়া দেখাউক চোমৎকার।' *বিজয়*, ১৬৫০। **দেখাওঁ** *ক্রি* দেখাই। 'তোহ্মাক দেখাওঁ লর্আ কর আপুমতী।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখাওন্ত** *ক্রি* প্রদর্শন করে। 'যে নারী আপনা কেশ করিয়া বিবিধ বেশ দেখাওন্ত পর পুরুষেরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **দেখারিতেঁ** *ক্রি* দেখাতে। 'আও গেলা দেখারিতেঁ তোহ্মাক তরুণপ।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখারিল** *ক্রি* দেখালো। 'এক তরুণীকে/দেখারিল কাহ্নাঞিঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখালুম** *ক্রি* দেখালাম। 'বরকে কনে দেখালুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **দেখাল্যা** *ক্রি* দেখালো। 'মুক্তির দেখাল্যা সরণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দেখাবসী** *ক্রি* দেখাচ্ছি। 'দান খুঁজিতেঁ মোকে দেখাবসী সহী।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখাসসি** *ক্রি* দেখাচ্ছিস। 'কত দাপ দেখাসসি মোরে।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখাহ** *ক্রি* দেখাও। 'কাহাক দেখাহ তোহ্মে এত বীরপণে।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখি** ১ *ক্রি* দেখে। 'তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০। ২ *ক্রি* অবলোকন করি। 'দেখি দেখি বলি কোপে করিল কোণ্ডর।' *মালাধর*, ১৫০০। **দেখিআ** *ক্রি* দেখে। 'আর রূপ দেখিআ বনের পুষ্প ঝরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **দেখিআঁ** *ক্রি* দেখে। 'দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখিএ** *ক্রি* দেখি। 'দেবের অধিক কর্ম্ম দেখিএ ইহাঁর।' *মালাধর*, ১৫০০। **দেখিগে** *ক্রি* দেখি গিয়ে। 'দেখিগে তার মুখের হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **দেখিতুঁ** *ক্রি* দেখতো। 'ব্যাঘ্র অজগর মুখে যদি সে দেখিতুঁ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **দেখিতুম** *ক্রি* দেখতে পেতাম। 'চক্ষু যদি থাকিত দেখিতুম শিশুবর।' *সুলতান*, ১৭০০। **দেখিতে** *ক্রি* দেখতে। 'ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবে পরতেক।' *মালাধর*, ১৫০০। **দেখি-দেখি** *ক্রি* অস্পষ্টভাবে দেখতে পাই। 'মুখের পানে তাকাতে যাই, দেখি-দেখি দেখতে না পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **দেখিনু** *ক্রি* দেখলাম। 'স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু কিবা আমি প্রলাপিনু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **দেখিব** *ক্রি* দেখবে। 'দেখিবত্ত নারায়ন গোকুল নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **দেখিবা** *ক্রি* দেখবে। 'কালি এক রথ দ্বারে দেখিবা বিদিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দেখিবাঙ** *ক্রি* দেখবো। 'নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ একঠাঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **দেখিবামাত্র** *ক্রিবিণ* দেখার সঙ্গে সঙ্গে। 'দেখিবামাত্র, বেকন্নর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **দেখিবারে** *ক্রিবিণ* দেখার জন্য। 'বৃন্দাবন দেখিবারে হৈলা একমতী।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখিবেক** *ক্রি* দেখবে। 'কৃষ্ণ যবেঁ দেখিবেক।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখিমু** *ক্রি* দেখতে পারবো। 'পুনরপি না দেখিমু বাপ বলি না ডাকিমু।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **দেখিয়া** *ক্রি* দেখে। 'অক্রুয়া দেখিয়া যেন কুচক অম্বল।' বড়ু, ১৫৭০। **দেখিল** ১ *ক্রি* দেখলো। 'স্বপনে মই দেখিল তিহুবণ সুণ।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। ২ *ক্রি* দেখলে। 'তুহ্মি সে সকল টোনা করিতে দেখিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **দেখিলা** *ক্রি* দেখলে। 'সাক্ষাতে দেখিলা তুহ্মি কৌরব পাণ্ডব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দেখিলাঙ** *ক্রি* দেখলাম। 'পসু হেন দেখিলাঙ সব রাজাগনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **দেখিলানি** *ক্রি* দেখেছ কি। 'দেখিলানি শিশু মোর এহি পন্থে যাইতে।' *সুলতান*, ১৭০০। **দেখিলাম** *ক্রি* দেখলাম। 'দেখিলাম শিরদেশে বসে সেই দ্বিজ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **দেখিলী** *ক্রি* দেখি। 'কথাঁ না দেখিলী রাধা নারী হএ সতী।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখিলুঁ** *ক্রি* দেখলাম। 'কি দেখিলুঁ নয়ানে না পারি কহিবার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **দেখিলুম** *ক্রি* দেখলাম। 'ইন্দ্রসম দেখিলুম শরির তাহার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দেখিলেঁ** *ক্রি* দেখলে। 'রাধাক দেখিলেঁ আহ্মে চাহিব দানে।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখিলে** *ক্রি* দেখলে। 'কি দেখিলে কি দেখিলে সপ্নহেন মানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **দেখিলেক** *ক্রি* দেখলেন। 'দেখিলেক জলক্রিড়া করে নারি লোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দেখিলোঁ** *ক্রি* দেখলো। 'আজি রজনীত বড়ায়ি দেখিলোঁ সপনে।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখী** ১ *ক্রি* দেখা যায়। 'পঞ্চ বিষঅ রে নায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখী।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। ২ *ক্রি* দেখি। 'বদন সংপুন চান্দ সম তোর দেখী।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* দেখে। 'রথ দেখী নৃপতির কুতুহল মন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দেখীলো** *ক্রি* দেখলাম। 'আসার দেখীলো সব সংসার।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখু** *ক্রি* দেখলাম। 'আজ দেখু গজরাজ গতি বরজুবতি ত্রিভূবন সার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দেখুম** *বি* দেখে নেবো। 'দেখুম আজকা তর হগল পুংটামি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। **দেখে দেখে** *ক্রি* বারবার দেখে। 'তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **দেখেনি** *ক্রি* দেখে কি। 'চাহ তুহ্মি জিজ্ঞাসি দেখেনি তাহানে পুনর্বার।' *সুলতান*, ১৭০০। **দেখেন্ত** *ক্রি* দেখো। 'বিচারি দেখেন্ত পুরি অতি মনোহর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দেখৌ** *ক্রি* দেখো। 'আর আদভূত দেখৌ চন্দ্রবালী।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখো** *ক্রি* দেখি; দেখছি। 'পালটি না দেখো আর তাহার মুখ।' বড়ু, ১৪৫০। **দেখ্যা** *ক্রি* দেখে। 'বিষম ধর্মের ঘর দেখ্যা মনে লাগে ডর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **দেখ্যাচ** *ক্রি* দেখেছো। 'তুমি কী দেখ্যাচ কন্যা-কামিনী-কুঞ্জরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দেখা দেওয়া *ক্রি* আসা। 'একটি কিরণ গুহায় দিয়েছে দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দেখানো ১ *ক্রি* দেখিয়ে দেওয়া; প্রদর্শন করানো। 'রাজা বসন্তরায়কেও ঐখানে ডাকাইয়া সে চিহ্ন দেখাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *ক্রি* উপস্থাপন করা। 'তাহার অত্যন্ত বৃহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তাহাকে অসমাপ্তভাবেই দেখাইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দেখাদেখি ১ *বি* দেখাসাক্ষাৎ। 'দেখাদেখি বড় মিঠ আর মিঠ হাস।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* অনুকরণে। 'তোমার দেখাদেখি আর পাঁচজনে দাদামহাশয়কে ভদ্র রকমে চিঠি লিখিতে শিখিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

দেখাবিন্তি *বি* একপ্রকার তাসখেলা। 'ভাগ্য তো সব সময় দেখাবিন্তি খেলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দেখামাত্র *ক্রিবিণ* দেখার সঙ্গে সঙ্গে। 'টিপিঢাপা দেখামাত্র অজ্ঞ লোকেও বলতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

দেখাশুনা ১ *বি* দেখা-সাক্ষাৎ। 'ওদের দেখাশুনা হয় কী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* পরিচয়। 'গ্রীষ্মে শীতে বরষায় শতবার দেখাশুনা তোমায় আমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৩ *বি* সেবাযত্ন। 'একলা ফিরিবেন, উঁহার দেখাশুনা করিবে কে?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৪ *বি* তদারকি। 'বর্তমানে যথাক্রমে ক্লিনিক ও পরিবার পরিকল্পনা সমিতির দেখাশুনা করছেন।' *বেগম*, ১৯৬৪।

দেখাশুনো ১ *ক্রি* দেখা ও শোনা। 'এমন মাথা ঘুরতে থাকে যে আমার দেখাশুনো সব ঘুরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* সেবাযত্ন। 'আমার দেখাশুনো। কিছু দরকার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বি* দেখার কাজ। 'এখানকার দেখাশুনো প্রায় শেষ হয়ে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দেখাশোনা ১ *বি* খোঁজখবর; তত্ত্বাবধান। 'ও মা, না খেয়ে সব প্রজা মরে, নাইক সেটি দেখা শোনা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। 'এই-সব মুখোমুখি এই-সব দেখাশোনা ক্ষণিকের মেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'কেন মিছে দেখাশোনা দু-দিনের তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'মাঠে কোন তালি-বনের রেখা-পারে তাদের নতুন

করে দেখা-শোনা হবে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বি* সেবাযত্ন। 'তাকে দেখাশোনা, তাকে খাওয়ানো পরানো সাজানো নাচানো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বি* দেখাসাক্ষাৎ। 'দেখাশোনা ঘুচল যখন এলেম যখন দূরে, তখন প্রথম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। ৫ *বি* লালন-পালন। 'শিশুদের দেখাশোনা ও শেখানোর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়াতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

দেখা-সাক্ষাৎ ১ *বি* পরস্পর সাক্ষাৎ। 'সভ্যদিগের সহিত অসভ্য লোকদিগের আলাপ-পরিচয় ও দেখা-সাক্ষাৎ হইলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* সাক্ষাৎ ও আলাপ। 'সেখানে পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইলে ... নমস্কার করিত না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

দেখা হয় নাই – দেখা হয়নি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দেখি *বি* মিলন। 'রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৫০০।

দেখিতে দেখিতে *ক্রিবিণ* অল্প সময়ের মধ্যে। 'দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

দেখি-না কী হয় – কৌতূহলবশত কোনো দুঃসাহসিক কাজ করা। 'দেখি-না কী হয় তারই বিবিধ-রকম পরীক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দেখিয়ে দেওয়া *ক্রি* নির্দেশ করা। 'শহরে পথ দেখিয়ে দিলে যাওয়ার।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দেখি শুনি *ক্রিবিণ* পূর্বাপর বিবেচনা ক'রে। 'যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম – অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখে হতভম্ব হয়ে যাওয়া। *সুবল*, ১৯০৬।

দেগে দেওয়া, দেগে যাওয়া *দ্র* **দাগা**

দেড় [স সার্ধ>] *বিণ* এক এবং আধ। 'অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরির কড়ি মাংসের পিছিলা কড়ি ধারি দেড় বুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দেড়খানা *বিণ* দেড়খানা ইঁট পরিমাণ পুরু। 'বাড়ির দেয়ালে দেড়খানা ইঁটের গাঁথনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দেড়টা *বি* একটা বেজে আধ ঘণ্টা। 'খাওয়া দেড়টার সময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দেড়-পাঁজুরে [দেড়+স পঞ্জর>] *বিণ* দুর্বল। 'দেড়-পাঁজুরে, ল্যাডাগ্যাপচার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দেড়সেরি [দেড়+প্রা সের>] *বিণ* দেড় সের ওজনবিশিষ্ট। 'বাবা দু আনা দিয়ে একটা দেড়সেরি ইলিশ কিনলেন।' *সুনীল*, ১৯৭০।

দেড়হাজারী [দেড়+ফা হাজার>] *বি* মাসে দেড়হাজার টাকা আয় করে এমন। 'দেড়হাজারী আব্বাজান মাসের শেষ সপ্তাহে ধার করবার কথা ভাবেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দেড়া [দেড়>] *বিণ* দেড় গুণ। 'নীল রপ্তানী গত বৎসরে দেড়া হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

দেড়ী [দেড়>] ১ *বিণ* দেড়গুণ। 'পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ২ *বিণ* অতিরিক্ত। 'শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দুপয়সা করি দেড়ী।' *জসীম*, ১৯২৭।

দেড্যা [দেড়>] *বিণ* দেড় গুণ। 'তিন টাকা ছিল তোলা আজ তার দেড্যা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দেড়ি [ফা দেরি] *বি* বিলম্ব। 'সেরে সেরে মনের দেড়ি ভার দে না তারে।' *লালন*, ১৮৯০।

দেড়ে [দাড়ি>] *বিণ* দাড়িওয়ালা। 'দেড়ে টিকটিকি দাউদ মিএরা!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

দেদার [ফা] *বি* অনুসন্ধানকারী কর্মচারী। **দেদারান** [ফা] *বি* অনুসন্ধানকারী কর্মচারীগণ। 'সিকদারান ও দেদারান ও পাইকান ... পেয়াদাগান।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দেদীপ্য [স] *বিণ* উজ্জ্বল। 'তাহার এক দেদীপ্য দৃষ্টান্তস্থল নরাধর্ম নন্দেরচাঁদ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

দেদীপ্যমান [স] ১ *বিণ* সুস্পষ্ট। 'দেদীপ্যমান যে পরাক্রম।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিণ* উজ্জ্বল। 'সমুদায় প্রদেশই সত্য জ্ঞানোদয়ের আলোকেতে দেদীপ্যমাম হইতে পারিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

দেদীপ্যমানা [স] *বিণ স্ত্রী* দীপ্তিমান। 'অচিরকালের বিদ্যানীতিজ্ঞা মুখপ্রভা দেদীপ্যমানা হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দে-দৌড় *দ্র* **দেওয়া**

দেন[১] *ক্রি* **দেওয়া**

দেন[২] [আ দায়ীন>] *বি* ঋণ। 'তেঁহ অদ্যাপি দেনদার।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

দেনগীর [আ দায়ীন>+ফা গির] *বিণ* ঋণী। 'কাপড় ১৪৮ থান মযুদ আছে বাকী জেয়াদা নজরে ওষওধি বন্দ ও দেনগীর হইলাম।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

দেন-দরবার [আ দায়ীন>+ফা দরবার] *বি* দেনা-পাওনা সম্পর্কিত ব্যাপার। 'জমিদারের সাথে দেন-দরবার আছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দেনদার [আ দায়ীন>+ফা দার] *বিণ* ঋণী। 'তেঁহ অদ্যাপি দেনদার।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

দেনমোহর [আ দায়ীন-মহর] *বি* মুসলিম-বিবাহে স্ত্রীকে স্বামী যে অর্থ দিতে অঙ্গীকার করে। 'একটী মূল কথা দেনমোহর।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

দেনা [আ দায়ীন] *বি* ঋণ; দায়। 'কোনো দফাতে দেনা নই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'দেনা শোধ না করিয়া অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

দেনাগ্রস্ত [আ দায়ীন>+স গ্রস্ত] *বিণ* ঋণী। তিনি দেনাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দেনাদার [আ দায়ীন>+ফা দার] *বি* ঋণী ব্যক্তি। 'সর্ব্বস্ব বেচবেন, আর দেনাদার হয়ে থাকবেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

দেনাদারী [আ দায়ীন>+ফা দারি] *বিণ* ঋণী। 'রোজ হাসরের ময়দানে এর তরে দেনাদারী হইবে কত!' *জসীম*, ১৯৩৩।

দেনাপত্তর [ফা দায়ীন>+স পত্র>] *বি* ঋণ ইত্যাদি। 'নিজে গতরে খেটে দেনাপত্তর শোধ করে দেবো একদিন।' *বিমল*, ১৯৫৩।

দেনাপাওনা [আ দায়ীন+স প্রাপণ] ১ *বি* ঋণ ও অন্যের কাছে পাওনা। 'হিসাব দেনাপাওনার।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'কেবল আধুলি সিকিমাত্র আছে তজ্জন্য খুদরা দেনাপাওনা বিষয়ে যে ক্লেশ ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ২ *বি* দেয় ও প্রাপ্যের হিসাবনিকাশ। 'সমস্তর মূলে আছে এই দেনাপাওনার সম্বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দেনি করা *ক্রি* অঙ্গীকার করা। 'দেনি করিয়া দরদস্তুর চুকাইয়া সওদাপত্র লিখিয়া দিয়া ৫০০১ পাচ হাজার এক তঙ্কা লইয়াছিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দেনিটেনি [আ দায়ীন>] *বি* ধারকর্জ। 'দোকানে দেনিটেনি করে আনিব।' *কেরি*, ১৮০২।

দেন্দার [আ দায়ীন+ফা দার] *বিণ* দেনাদার; ঋণী। 'ইংরেজের কাছে উহার জন্য দেন্দার থাকিতে হইবে না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

দেনেওয়ালা [স দান>+হি ওয়ালা] *বি* প্রদানকারী। 'ছয় আনার ট্যাক্স দেনেওয়ালারা এই প্রথম ভোট দিবার মালিক হয়েছে।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

দেনে আলা [স দান>] *বিণ* দাতা। 'বেটা কি টাকা দেনে আলা!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

দেন্মার্কীয় [ই ডেনমার্ক+স ঈয়] *বিণ* ডেনমার্কের। 'অনুমতি না পাইয়াও দেন্মার্কীয় এক জাহাজারোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

দেব [স] ১ *বি* দেবতা। 'সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর সহিত ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দেব-অবতার [স] *বি* হিন্দুমতে দেবতার মানুষরূপে অবতরণ। 'দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দেবঅভিশাপ [স] *বি* দেবতার অভিশাপ। 'মুক্তি দানিতে এসেছি আমরা দেবঅভিশাপ দৈত্যত্রাস।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দেবঋণ [স] *বি* পরকালের নিকট দায়বদ্ধতা। 'ঋষিঋণ, দেবঋণ থেকে আমরা মুক্ত।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

দেবকন্যা [স] *বি* দেবতার মেয়ে। 'দুই দেবকন্যা হয় পরমসুন্দরী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দেবকলেবর [স] *বি* দেবতার শরীর। 'যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জনে, দেবকলেবর কাঁপে করি থরথর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবকাজ [স] *বি* দেবসেবার জন্য করণীয় কাজ। 'এতেক ধর্মরক্ষা আর দেবকাজ।' *মালাধর*, ১৫০০।

দেবকীর্তি [স] *বি* দেবতার কীর্তি। 'তাড়িত বার্তাবহ পূর্বকালীন লোকে ... দেবকীর্তি বলিয়া মনে করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

দেবকুলনিধি [স] *বি* দেবতাশ্রেষ্ঠ। 'কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবকুলেশ্বর [স] *বি* দেবতাদের কুলপতি। 'দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবকৃত [স] *বিণ* দেবতা করেছে এমন। 'মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখন দেবকৃত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দেবকেতু [স] *বি* দেবতার পতাকা। 'মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন দিবাভাগে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবগুহ্য [স] *বিণ* দেবগণের চেয়েও অতিরহস্য। 'দেবগুহ্য লোকবাহ্য যাহার আচার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দেবগৃহ [স] *বি* মন্দির। 'হীরাচূড়াশিরঃ দেবগৃহ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দেবচক্ষু [স] *বি* দেবতার চোখ। 'দেবচক্ষু যার আভা ক্ষণ সহিতে অক্ষম।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবচরিত্র [স] *বি* দেবতার বৈশিষ্ট্য। 'এক দিকে দেবচরিত্রের হিংস্রতা, অপরদিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলকামনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দেবচূরামণি [স দেবচূড়ামণি] *বিণ* দেবতাশ্রেষ্ঠ। 'আপনে বাহন্ত সঙ্গ দেবচূরামণি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দেবচ্ছবি [স] *বি* দেবতার মূর্তি। 'অভ্রভেদী বেদীর পরে দেবচ্ছবি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

দেবতুল্য [স] *বিণ* দেবতার সমপর্যায়ভুক্ত। 'সেই দেবতুল্য পুরুষের মুখ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দেবত্ব [স] *বি* দেবতার মহিমা। 'দেবতাদের দেবত্বকে ধিক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দেবত্বমণ্ডিত [স] *বিণ* দেবতার ঐশ্বর্যযুক্ত। 'মানুষের দুঃখকে দেবত্বমণ্ডিত করা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

দেবত্বষ্টা [স] *বি* হিন্দুমতে নির্মাণ-দেবতা। 'দেবত্বষ্টা বিশ্বকর্মা তার পুত্র দারুব্রহ্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দেবত্র [স] *বি* দেবসেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি। 'পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি দেবত্র হয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

দেবত্রভূমি [স] *বি* দেবসেবার জন্য উৎসর্গীকৃত ভূমি। 'যেখানে মানুষের বাস্তুভিটে সেই লাখেরাজ দেবত্রভূমি প্রকৃতির এলেকার বাইরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দেবত্রয় [স] *বি* তিন দেবতা। 'ঋগ্বেদানুসারে ঋভু নামক দেবত্রয় সর্বাগ্রে মানব ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দেবদত্ত [স] ১ *বিণ* দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত। 'আমি তৎকালে, না বুঝিয়া, এই দেবদত্ত ফল লইয়াছিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* অর্জুনের রণশঙ্খ। 'কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

দেবদত্ত-ধ্বনি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) অর্জুনের যুদ্ধশঙ্খের শব্দ। 'কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

দেবদম্পতি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিব ও পার্বতী। 'বসিলা দেবদম্পতি পদ্মাসনোপরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবদর্শন [স] *বি* দেবতার মূর্তি দেখা। 'রৌপ্য বা তাম্র দক্ষিণা দিয়ে দেবদর্শনে চলেন মেয়েরা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দেবদানব [স] *বি* দেবতা ও দৈত্য। 'দেবদানব গন্ধর্ব্ব জত বির।' *মালাধর*, ১৫০০।

দেবদানবসেবিত [স] *বিণ* দেব-দানব বাস করে এমন। 'সে পর্বত দেবদানবসেবিত।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

দেবদারু [স] *বি* গাছবিশেষ। 'সিমুলি ছাতিন আজনা নিম পারুলি দেবদারু মারুল্যা সিম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দেবদুর্লভ [স] *বিণ* দেবতার কাছেও দুর্লভ। 'অজানত খাদ্য দ্রব্য, – যদিও সে খাদ্য দ্রব্য দেবদুর্লভ হয়, তবুও তক্ষকের সহসা তা স্পর্শ কত্তে ইচ্ছে করে না।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

দেবদাসী [স] *বি* দেবমন্দিরের পরিচারিকা। 'একে দেবদাসী আরে সুন্দরী তরুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দেবদূত [স] *বি* স্বর্গীয় দূত। 'দেবদূতের মতো সাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দেবদেব [স] *বি* দেবশ্রেষ্ঠ; বিষ্ণু। 'গচ্ছন্তি বৈকুণ্ঠে দেবদেবে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দেবদেবীবহুল [স] *বিণ* বহু দেব-দেবীপূর্ণ। 'দেবদেবীবহুল, কাহিনীবহুল, অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দেবদেহ [স] *বি* দেবতার শরীর। 'গন্ধর্ব্বসেন ... পূর্ব্ববৎ দেবদেহ হইয়া ... প্রস্থান করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দেবদৈত্য [স] *বি* দেবতা এবং দৈত্য। 'ইঁহারা প্রাচীনকালের

দেবদৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দেবদ্রোহ [স] *বি* দেবতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 'এই অপবিত্র দেবদ্রোহকে আমরা নিজের ইতিহাসের অনুকূল করিয়া তুলিতে পারি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

দেবদ্রোহী [স] *বি* দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না যে; নাস্তিক। 'তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে সর্বশক্তি লয়ে মোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

দেবধর্ম [স] *বি* দেবতা সমর্থিত ধর্ম। 'অশেষ করিয়া দেবধর্ম আরাধন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দেবধান [স] *বি* শস্যবিশেষ। 'দেবধান পগড় ময়না কাঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দেবনর্তকী, দেবনর্ত্তকী [স] *বি* দেবদাসী; দেবালয় অর্থাৎ মন্দিরের দাসী বা নর্তকী। 'দেবনর্ত্তকীরা যাহারা থাকিত তাহারা কেবল নৃত্য গীতেতে রতা।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দেবনাগর [স] *বি* যে লিপিতে হিন্দি ভাষা লেখা হয়; নাগরী। 'অনুষ্ঠানপত্র দেবনাগর অক্ষরে হিন্দি ভাষায় ... প্রচার হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

দেবনাগরী [স] *বি* যে হরফে হিন্দি ভাষা লেখা হয়। 'আরবীর বদলে দেবনাগরী বর্ণসঙ্কেতের প্রচলন করিয়া ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

দেবপতিদল [স] *বি* প্রধান দেবতাগণ। 'লয়ে দেবপতিদলে প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে নতভাবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবপীঠলোক [স] *বি* দেবত্বের স্তর। 'বড় কবিরা আসেন সাধারণ মানুষকে ওপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য – কথারে ভাবের স্বর্গে মানবের দেবপীঠলোকে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

দেবপূজক [স] *বিণ* দেবতার উপাসক। 'দেবপূজকেরদের অনুষ্ঠানবিষয়ে অত্যন্তানুতাপী হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

দেবপূজা [স] *বি* দেবদেবীর আরাধনা। 'পূর্ব্বে দেবপূজা করিতেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

দেববংশী [স] *বি* দেবতার অংশ। 'সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমতো দেববংশী।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দেববজ্র [স] *বি* দৈব বজ্রপাত। 'দেববজ্র আগুন উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

দেববাক্য [স] *বি* দেবতার কথা। 'দেববাক্য কর অবিশ্বাস।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

দেববাণী [স] *বি* দৈববাণী। 'সমুদয় দেববাণী প্রায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দেববালা [স] *বি* দেবী। 'খেলাছলে; চিরমৌনা শাপভ্রষ্টা ওগো দেববালা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

দেববিভব [স] *বি* দেবতার ঐশ্বর্য। 'কোথায় আজি সে দেববিভব!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেববুদ্ধি [স] *বি* দেবতার ন্যায় জ্ঞান। 'চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেববুদ্ধি হৈল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দেব-বেদী [স] *বি* দেবতার স্থান। 'মানুষে টানিয়া/ বসায়েছি দেব-বেদীতে আনিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দেবভাগ [স] *বি* দেবতাগণ। 'আরম্ভিয়া দেবযাগ নিমন্ত্রিল দেবভাগ নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে।' *ভারত*, ১৭৬০।

দেবভাব [স] *বি* দেবরূপ ভাব। 'পরলোকে তাঁহার সহিত দেবভাবে মিলিত হইবার জন্য।' *বামাবোধিনী*, ১৮৭০।

দেবভাবাপন্ন [স] *বিণ* দেবতার গুণে গুণান্বিত। 'দেবভাবাপন্ন মানুষকে গড়ো।' *অবন*, ১৯২৫।

দেব-ভাষা [স] *বি* দেবতাদের ভাষা। 'দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দেবভূমি [স] *বি* পুণ্যভূমি। 'অটল সাধকের বক্তক্ষারিত যজ্ঞ-হবিতে এ দেবভূমি স্নিগ্ধ হবে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দেবমণ্ডলী [স] *বি* দেবতাবৃন্দ। 'যে পদার্থ সমধিক তেজস্বী, তাহাই পরম পূজনীয় দেবমণ্ডলী মধ্যে গণ্য করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দেবমন্দির [স] *বি* দেবতার মন্দির। 'দেবমন্দিরের পূজারি।' *মানিক*, ১৯৪০।

দেবমহিমা [স] *বি* দেবতার শক্তি। 'কোথায় আজি সে দেবমহিমা!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবমান [স] *বি* এক প্রকার গণনা; মানবের এক বৎসরের সমান দেবতাদের একদিন। 'দেবমানে সহস্র বৎসর তপস্যা করিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দেবমূর্তি, দেবমূর্ত্তি [স] *বি* দেবতার মূর্তি। 'দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'দেবমূর্ত্তি অবয়ব সব যায় লেখা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'বিকৃত কদাকার দেবমূর্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দেবযাগ [স] *বি* দেবযজ্ঞ। 'আরম্ভিয়া দেবযাগ নিমন্ত্রিল দেবভাগ নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে।' *ভারত*, ১৭৬০।

দেবযান [স] *বি* দেবতার বাহন। 'এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি চালাইলা দেবযান ভৈরব আরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবযোনি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ভূতপ্রেতাদি উপদেবতা। 'দেবযোনি মা তোমার; কাল নাহি নাশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দেবরথ [স] *বি* আকাশযান। 'দেখি দেবরথে দেবদম্পতিরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবরাজ [স] **১** *বি* হিন্দু অবতার কৃষ্ণ। 'বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* (হিন্দুপুরাণ) ইন্দ্র। 'গন্ধর্ব্বসেন যে দেবরাজের সন্তান, ইহা মনেতে নিশ্চয় করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দেবরাজাসন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবরাজ ইন্দ্রের আসন। 'দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবরিপু [স] *বি* দেবতার শত্রু। 'তোমার তার উদ্ধার করিতে দেব-বংশ, – দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবরূপ [স] *বি* দেবতার রূপ। 'দেখাইল আমারে মুর্ত্তি দেবরূপ ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দেবর্ষি [স] *বি* একই সঙ্গে দেবতা ও ঋষি। 'দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ-ভারতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দেবল [স] **১** *বিণ* পূজারি। 'প্রতিমার সেবাদি অজ্ঞাতকুল বাস দেবল ব্রাহ্মণ।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **২** *বিণ* দেব-মন্দিরের সেবক। 'দেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা নিবেদিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দেবলোক [স] **১** *বি* স্বর্গ। 'আছু নর লোক দেব লোক তোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* স্বর্গবাসী। 'এহা তালে জাগে দেবলোকে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দেবলোকবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গবাসী। 'অর্জুন

বললেন, দেবী, তুমি দেবলোকবাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দেবশাখ [স] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'দেবশাখ – কাফি ঠাটের ওড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

দেবশিশু [স] *বিণ* স্বর্গীয় শিশুর মতো। 'ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি, দেবশিশু মানবের ওই মাতৃভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দেবশিল্প [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) বিশ্বকর্মার সৃষ্টি। 'হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি যে শিল্প সমস্তই দেবশিল্পের অনুকরণমাত্র।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বি* প্রাকৃতিক শিল্প। 'দেবশিল্প (নেচার) ও মানবশিল্প (আর্ট) দুই নয়, এক – এও বলেন তাঁরা।' *অবন*, ১৯২৫।

দেবশিল্পী [স] *বি* বিশ্বকর্মা। 'এ তো দেবশিল্পীর দ্বারায় করা হয়ে গেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

দেবসভা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতাদের সভা। 'ইন্দ্র আপন পুত্রকে শাপ দিলে পর দেবসভাতে বড়ই হাহাকার শব্দ হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দেবসিংহাসন [স] *বি* দেবতার আসন। 'আমাদিগকে দেবসিংহাসনে বসাইয়া ঐ-যে চিরব্রতধারিণী সেবিকাটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দেবসেনা [স] *বি* দেবতাদের সেনা। 'দেবসেনারা বাচ খেলে রে আকাশগাঙের স্রোতে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

দেবসেবা [স] *বি* দেবতার পূজা। 'সেইখানে দানধ্যান, দেবসেবা ও তাহার ভ্রাতার সেবায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

দেবসেবোপজীবি [স দেবসেবোপজীবী] *বিণ* দেবতার সেবা ক'রে জীবনধারণকারী। 'দেবসেবোপজীবি ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দেবসৈন্য [স] *বি* দেবগণের সৈন্য। 'দেখিল দেবদম্পতি দেবসৈন্য-দল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবস্থল [স] *বি* দেবতার মন্দির। 'প্রবীণ ব্যক্তিরা বলে, হায় – দেবস্থলে – কি সর্বনাশ!' *হাসান*, ১৯৬৭।

দেবস্থান [স] *বি* মন্দির। 'আমি তীর্থযাত্রাতে অনেক দেশ দেবস্থান ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দেবস্ব [স] *বি* দেবসেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সম্পদ। 'তাহাতে যে দেবস্ব উৎপন্ন হয় তাহা আপন বশীভূত করিয়া রাখেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

দেব-হিয়া [স দেবহৃদয়>] *বি* দেবতার হৃদয়। 'যে অপাঙ্গবিষানলে জ্বলে দেব-হিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবাংশে [স দেব-অংশে] *বি* দেবতার বংশ। 'স্ত্রীরা দেবাংশে জাতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

দেবাদিদেব [স দেব-আদি-দেব] *বি* (হিন্দুদেবতা) মহাদেব। 'অনন্তর, অনতিদূরবর্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্বক ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দেবানন [দেব-আনন] *বি* দেবতার মুখ। 'নবনী পোতলী তনু সৃজি দেবানন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দেবানুগৃহীত [স দেব-অনুগৃহীত] *বিণ* দেবতার অনুগ্রহপ্রাপ্ত। 'বাবুজী দেবানুগৃহীত মনুষ্য।' *দর্পণ*, ১৮২১।

দেবায়তন [স দেব-আয়তন] *বি* দেবমন্দির। 'আমাদের মর্মায়মাণ বেণুকুঞ্জে ... দেবায়তন উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দেবারাধনা [স দেব-আরাধনা] *বি* দেবতার উপাসনা। 'আশ্রমের প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করবার জন্য, না যুগলে দেবারাধনা করবে বলে?' *মুনীর*, ১৯৬১।

দেবারি [স দেব-অরি] *বি* অসুর। 'বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবার্চনা [স দেব-অর্চনা] *বি* দেবতার পূজা। 'ত্রিসন্ধ্যা দেবার্চনা ক'রেও যদি হৃদয়ের কলুষ না ঘোচে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

দেবালয় [স দেব-আলয়] *বি* দেবতার মন্দির। 'দেবালয় চাহি চাহি বুলেন সকল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দেবাসন [স দেব-আসন] *বি* দেবতার আসন। 'পুরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে/ বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবাসুর [দেব-অসুর] *বি* দেব ও অসুর। 'দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দেবোৎসব [স দেব-উৎসব] *বি* দেবতার পূজা উপলক্ষে উৎসব। 'দেবোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, নৃত্যগীতাদি বর্ণনাতীত উৎসাহ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দেবোন্মত্ত [স দেব-উন্মত্ত] *বিণ* দেবভক্তিতে আকুল। 'এক দেবোন্মত্ত যুবককে মনেপ্রাণে বরণ করিতে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দেবোপম [স দেব-উপমা] *বিণ* দেবতাতুল্য। 'দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দেবোপাসনা [স দেব-উপাসনা] *বি* দেবতার আরাধনা। 'তেত্রিশ কোটি দেবোপাসনার তামসী-ছায়ায় সমাবৃত।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

দেবতা [স] ১ *বি* দেব। 'ভাগিনাকে দেখি বড়ায়ি দেবতা সদৃশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* জীবন-দেবতা। 'আমাকে যদি আমার দেবতা সমস্ত কর্মশৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দেবতাগিরি [স দেবতা+ফা গিরি] *বি* দেবতার মতো আচরণ। 'ঐখানে দেবতার দেবতাগিরি খাটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দেবতা-টেবতা [স দেবতা>] *বি* দেবতা এবং অনুরূপ আরাধ্য। 'দেবতা-টেবতার থানে যেন পুজো-টুজো দেবেন না।' *তারা*, ১৯৪৬।

দেবতাত্মা [স দেবতা-আত্মা] ১ *বি* দেবসুলভ মাহাত্ম্য। 'এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মা-দ্বারা একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* পবিত্র। 'হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দেবতাদুর্যোগ [স] *বি* দৈব দুর্বিপাক। 'বাহিরেতে চেয়ে দেখি/ দেবতাদুর্যোগ এ কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দেবতাভোগোদ্‌বোধক [স] *বিণ* দেবতার ভোগের জন্য স্থাপিত। 'সুদর্শন চক্রজনিত দেবতাভোগোদ্‌বোধক শিবলিঙ্গ গঠন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

দেবতায়তন [স দেবতা-আয়তন] *বি* দেবমন্দির। 'উদায়াচলের শিখরের উপরে এক দেবতায়তন আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দেবতাসজ্জ [স] *বি* দেবতার সাজ। 'না লহ দেবতাসজ্জ না কর অন্যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দেবতাসমাজ [স] *বি* সকল দেবদেবী। 'অগ্রে পূজা দেবতাসমাজ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দেব দিচ্ছি করা *ক্রি* দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘসূত্রতা করা। 'দেব

দিচ্ছি করেও বলরাম, ভুবন দিচ্ছে না।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

দেবর [পা দেব+স বর] *বি* স্বামীর ছোটো ভাই। 'দেবর কে আছে আর তার।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দেবরপত্নী [দেবর+স পত্নী] *বি* স্বামীর ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী; ছোটো জা। 'ভাশুর পত্নী ও দেবর পত্নীগণের পরস্পর ব্যবহার।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

দেয়র [পা দেব+স বর>] *বি* স্বামীর ছোটো ভাই। 'কেহত দেয়র কেহো হইব গর্বিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

দেবরানা *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'দক্ষিণে দেবরানা বসে সমুদ্রের মাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দেবা[1] [স দেব] *বি* দেবতা। 'সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দেবাদেবী [স দেব-দেবী] *বি* দেব ও দেবী। 'মাটির ঢিবি কাঠের ছবি ভূত ভাবি সব দেবাদেবী।' *লালন*, ১৮৯০।

দেবা[2] [স দেব>] *বি* ঝড়বৃষ্টি। 'অকূলি সমুদ্রের মাঝে আকুল কৈল দেবা।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

দেবী [স] ১ *বি* নৈরাত্মা। 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। ২ *বি* হিন্দু স্ত্রীলোকদের সম্ভ্রমার্থক বংশনাম-বিশেষ। 'শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* নারী-দেবতা। 'তমিয়া জাহ্নবী দেবী লজ্জিত-অন্তরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দেবি [স দেবী, সম্বোধনে 'দেবি'] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্ত্রীদেবতা। 'ত্রিভুবনেশ্বরি দেবি জগতজননি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* স্ত্রী সম্মানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ নারীদের নামের শেষে ব্যবহৃত পদবি। 'রূপ সত্য বিদুর সে দেবি সত্যবতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দেবীত্ব [স] *বি* দেবীসুলভ আচরণ। 'তোমার ঐ দয়ার দেবীত্বের লীলা তা থেকে আমাকে বাঁচাও।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

দেবী-দেবা [স দেবী-দেব>] *বি* দেব-দেবী। 'বিনা গৌরচন্দ্র নাহি জানে দেবী-দেবা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দেবী-পূজা [স] *বি* দেবীর আরাধনা। 'আজিও আমরা সে দেবী-পূজার/ অভিনয় করে চলিয়াছি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দেবীপ্রতিমা [স] *বি* দেবীমূর্তি। 'তিনি ইতিপূর্বে ... দেবীপ্রতিমার মাহাত্ম্য শুনেছিলেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

দেবীমূর্তি [স] *বি* দেবীপ্রতিমা। 'কে দেখাবি দেবীমূর্তি মা-র।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দেবুজমি [স দেব+ফা জমি] *বি* দেবোত্তর জমি। 'গ্রামের মধ্যে দেবুজমি ১৫ ।১ পোঁদোরা বিঘা ছয় কাঠ।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪।

দেবে *ক্রিবিণ* দিনে। 'দেবে অন্ন অর্ধ মাত্র খায়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দেবেন্দ্র [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবরাজ ইন্দ্র। 'দেবেন্দ্র অমনি স্মরিলা বিমানবরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবেন্দ্ররমণী [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) ইন্দ্রাণী। 'দেবেন্দ্ররমণী ধনী পুলোমদুহিতা বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবেশ [স] ১ *বি* দেবতাদের রাজা। 'চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* ব্রহ্মা। 'নিত্য যারা সেবিত দেবেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

দেবেশ-দল [স] *বি* প্রধান দেবতাগণ। 'ভুলিলা দেবেশ-দল মনের বেদনা মহানন্দে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দেবোত্তর [স দেবত্র] ১ *বিণ* ধর্মীয় কাজের জন্য নির্ধারিত ও রাজস্বমুক্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮২। 'অনেক মঠেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেবোত্তর ভূমি আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত। 'আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

দেমাক [আ দিমাগ] *বি* অহংকার। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তিনি এ দেমাক কল্যেও কত্তে পারেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

দেমাকওয়ালা [আ দিমাগ+হি ওয়ালা] *বিণ* অহংকারী। 'অত দেমাকওয়ালা ঘরের মেয়ে এনে দরকার নেই।' *জীবন*, ১৯৩২।

দেমাকিআ [আ দিমাগ>] *বিণ* অহংকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দেমাকি, দেমাকী [আ দিমাগ>] ১ *বিণ* গর্বিত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* অহংকারী। 'বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। ৩ *বি* অহংকারী লোক। 'অনেক দেমাকির দেমাক কিনেছে গুঁজাবুড়ি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দেমাগ [আ দিমাগ] *বি* অহংকার। 'আবদুল্লাহর দেমাগ বাড়িছে দিনে দিনে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দেমাগী [আ দিমাগ] *বিণ* অহংকারী। 'তারা মনে করে লোকটা দেমাগী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দেয় [স] *বিণ* দিতে হবে এমন। 'অবশ্য দেয় রাজস্বের।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দেয়র দ্র দেবর

দেয়া[1] *ক্রি* দেওয়া। 'হুকুম করিয়া তাহার হাতে দেয়াবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

দেয়াগিরী [দেয়া+ফা গিরি] *বি* কন্যাপক্ষকে বরপক্ষের প্রদেয় পণবাচক অর্থবিশেষ। 'টাকা পয়সা গয়োজুলী, সিজ্ঞানী, দেয়াগিরী, মাতুল সেলামী গ্রহণ।' *রওশন*, ১৯২৫।

দেয়া-থোয়া *বি* আদান-প্রদান। 'কী কী দেয়া-থোয়া হয় – কারা কাকে দেয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

দে'য়া-নে'য়া *বি* আদান-প্রদান। 'মন-দে'য়া-নে'য়া অনেক করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দেয়া[2] [স দেব>] ১ *বি* বৃষ্টি; বর্ষণ। 'দুষ্টু দেয়া খেপল নাকি?' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ *বি* মেঘ। 'গগনে গগনে ডাকে দেয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

দেয়াগরজন [দেয়া+স গর্জন] *বি* মেঘের শব্দ। 'গুরু দেয়াগরজন কাঁপে হিয়া ঘনঘন।' *নজরুল*, ১৯২৯।

দেয়া ডাকা *ক্রি* মেঘের গর্জন হওয়া। 'গগনে গগনে ডাকে দেয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

দেয়ার ডাক *বি* মেঘের গর্জন। 'গুরু দেয়া-ডাকে কাজরী গেয়েছে।' *জসীম*, ১৯৩১।

দেয়াড় *বি* উঁচু তটভূমি। 'নদীপাড়ের দেয়াড়ের কাশবনের চরে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দেয়ান [ফা দিউয়ান] ১ *বি* বিচারালয়। 'আর বার জাইলে ধরি লইব দেয়ানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* দেওয়ান। 'দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* সভা। 'পাতশার দেয়ানে আসিতে।' *ভারত*, ১৭৬০।

দেয়ানখানা [ফা দিউয়ান-খানাহ] ১ *বি* বিচারালয়। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* শহরের বাড়ি; টাউনহাউস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দিব্য পুরী

তাহার নাম দেয়ানখানা।' *রামরাম*, ১৮০১।

দেয়ানত [ফা] *বি* বিশ্বাসযোগ্যতা। 'হামেসা আমমতে দেয়ানতে সাবুদ রাখিয়া ... এই করারে ওকালতনামাপত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

দেয়ানী [ফা দিউয়ান] *বিণ* দেওয়ানি। 'সদর দেয়ানী কোর্ট আপিল প্রভৃতি আদালতে গমন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দেয়াল [ফা দীওয়াল] *বি* প্রাচীর। 'দশ হস্ত পরিসর দেয়াল গাঁথন।' *রামরাম*, ১৮০১।

দেয়ালঅলা [ফা দীওয়াল+হি ওয়ালা] *বিণ* বেষ্টনীযুক্ত। 'বাঁদিকে টিনের দেয়ালঅলা রেস্তোরাঁটি তার চোখে পড়ল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

দেয়াল-আয়না [ফা দীওয়াল+ফা আইনাহ্‌] *বি* দেয়ালে ঝুলানোর উপযোগী আয়না। 'চোখের সামনেই সুবৃহৎ দেয়াল-আয়নাটি ঝুলছে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

দেয়ালগিরি [ফা দীওয়াল+ফা গিরি] *বি* দেয়ালে ঝুলানো যায় এমন চিমনিযুক্ত প্রদীপবিশেষ। 'আয়না, দেয়ালগিরি ইত্যাদি সামগ্রী রহিয়াছে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

দেয়ালঘড়ি [ফা দীওয়াল+ঘড়ি] *বি* দেয়ালে ঝুলানো যায় এমন ঘড়ি। 'চেয়ার টেবিল দেয়ালঘড়ি।' *অন্নদা*, ১৯৪৭।

দেয়ালচিত্র [ফা দীওয়াল+স চিত্র] *বি* দেয়ালে আঁকা শিল্পকর্ম। 'দেয়ালচিত্রের শীর্ষে পৃথিবীর কোনো এক আশ্চর্য প্রাসাদে ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

দেয়াল পত্রিকা [ফা দীওয়াল+স পত্রিকা] *বি* দেয়ালে টাঙানোর জন্য হাতে লেখা পত্রিকা। 'তাদের দেয়াল পত্রিকাগুলির পরিকল্পনাও সুন্দর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দেয়ালপাট [ফা দীওয়াল+স পট্ট>] *বি* দেয়ালের অংশ। 'দেয়ালপাটের মতো ছেলে হাত বাড়িয়ে নেবার কত মানুষ কত দিকে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

দেয়াল-বিহারী [ফা দীওয়াল+স বিহারী] *বিণ* দেয়ালে চড়ে বেড়ায় এমন। 'এমন কি দেয়াল-বিহারী টিকটিকি চকিতে উঠলে ডেকে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

দেয়ালবিহীন [ফা দীওয়াল+স বিহীন] *বিণ* দেয়াল নেই এমন। 'আমি বসে ছবি আঁকছি দেয়ালবিহীন ঘরে মেয়েটির চোখে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

দেয়াল-মেঝে [ফা দীওয়াল+মেঝে] *বি* ঘরের দেয়াল ও মেঝে। 'ঘরে দেয়াল- মেঝে সমস্ত যেমন পরিষ্কার তেমনি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

দেয়াললণ্ঠন [ফা দীওয়াল+ই ল্যানটার্ন] *বি* দেয়ালে ঝুলানো যায় এমন চিমনিযুক্ত প্রদীপবিশেষ। 'দেয়াললণ্ঠন আর খাস-গেলাস থাক বাবুর বাড়ি।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

দেয়ালী [ফা দীওয়াল>] *বিণ* দেয়ালযুক্ত। 'সেনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেয়ালী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দেয়ালা [স দেবলীলা] **১** *বি* স্বপ্নে শিশুর কান্না হাসি প্রভৃতি। 'দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* দেওয়ালি। 'নীলিমায় লাল দেয়ালা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দেয়ালি, দেয়ালী[১] [স দীপাবলি] **১** *বি* প্রদীপ জ্বেলে যে উৎসব করা হয়, তার মতো উৎসব। 'আজ মনুষ্যত্বের দেয়ালি মহোৎসবে কো বাতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বি* দীপাবলি। 'দেয়ালী অমাবস্যার রাত্রে একটি দীপের শিখা সকল দীপে সঞ্চারিত হোক।' *অন্নদা*, ১৯২৮; 'আঁধার এ নিশীথে জ্বালো জ্বালো জ্বালো দেয়ালি।' *নজরুল*, ১৯৩১। **৩** *বি* পতঙ্গবিশেষ। 'অসংখ্য দেয়ালি পোকা মরে রয়েছে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

দেয়ালি উৎসব [স দীপাবলি-উৎসব] *বি* প্রদীপ জ্বেলে যে উৎসব করা হয়, তার অনুরূপ উৎসব। 'অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব!' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

দেয়ালী[২] দ্র **দেয়াল**

দেয়াশিনী [স দেববাসিনী] *বি* পূজারিণী। 'দেয়াশিনী বেশ সাজি বিনোদবর।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'বিদেশিনী দেয়াশিনি একমনে দেয়া-ডাক শোনে!' *নজরুল*, ১৯২৪।

দেয়াসিন [স দেববাসিনী] *বি* দেবমন্দিরে নিযুক্ত পূজারিণী। 'লইআ বাসুলি-পাতা দেয়াসিন চালে মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দের [ফা দেরি] *বি* বিলম্ব। 'দের না করিবে হেথা কহিনু তোমারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দেরকা [স দীপবৃক্ষ] *বি* কাঠের পিলসুজ। 'এক লোটা আর এক দেরকা ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দেরাজ [আ দরজ] *বি* টেনে খুলতে হয় আসবাবের সঙ্গে লাগানো এমন আধারবিশেষ; ড্রয়ার। 'আলমারিতে দুইটি দেরাজ ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দেরাজবন্দী [আ দরজ+ফা বন্দী] *বিণ* ড্রয়ারবদ্ধ। 'দু-একটা উপন্যাস আছে পাবলিশারের দেরাজবন্দী হয়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

দেরাপ [ই ড্রাফ্‌ট্‌] *বি* ব্যাংকের অর্থপ্রদানের আদেশপত্র। 'টাকা এওজে দেরাপ ও সারটিফিকেট লইতে মানা হইয়াছে।' *ক্যালেণ্ডে*, ১৭৮৬।

দেরি [ফা] *বি* বিলম্ব। *ভবানী*, ১৮২৩; 'প্রাণে নাহি দেরি সয় কাঁটা আঁশ বাছা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দেরুকা [স দীপবৃক্ষ] *বি* কাঠের দণ্ডের মাথায় বাতি রাখার আসবাব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দেরেক্তর [ই ডিরেক্টর] *বি* পরিচালক। *ডানকান*, ১৭৮৫।

দেরেগ [ফা দরীগ] **১** *বি* দুঃখ। 'তাহাতে দেরেগ নাই করিলাম সার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* দুঃখভারাক্রান্ত। 'আমার সে দেরেগ মাখা রোনা শুনে আর কী হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দেরেগে [ফা দরীগ>] *বিণ* দুঃখপূর্ণ। 'বুকে এত বড়ো 'দেরেগে' শোক পাওয়ার পর ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দেরেঙ্গ [ফা দিরঙ্গ] *বি* বিলম্ব। 'আনিতে দেরেঙ্গ মাত্র হুকুম তোমার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দেরেম [আ দিরহাম] *বি* আরবদেশের রৌপ্য মুদ্রাবিশেষ। 'হেরেম-বাঁদীরা দেরেম ফেলিয়া মাগিছে দিল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দেল[১] দ্র **দেওয়া**

দেল[২] [ফা দিল] **১** *বি* হৃদয়। 'এখাতিরে দেলে দর্দ্দ আমার কান্দনা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* মন। *ভবানী*, ১৮২৩।

দেলওয়ার [ফা দিলাওয়ার] *বি* সাহসী ব্যক্তি। 'এক দেলওয়ার ছিল ওলিদ নামেতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দেলওয়ারী [ফা দিলাওয়ার>] *বিণ* প্রিয়। 'পা হইতে দেলওয়ারী জুতা খুলিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দেল-কোরান [ফা দিল+আ কুরআন] *বি* হৃদয়রূপ কোরান। 'কেতাব

কোরানে না পাইলে দেল কোরানে সব পাবে।' *লালন*, ১৮৯০।

দেলখোশ [ফা দিলখুশ] *বি* খুশি মন। 'আভরণ কুন্তলীন দেলখোশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দেলখোস [ফা দিলখুশ] *বি* খুশি মন। 'ষোল দিন আরাম করে দেলখোসে খাওয়া যেত।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

দেলগির, দেলগীর [ফা দিলগির] ১ *বিণ* দুঃখযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* বিষণ্ণ। 'গড়াগড়ি দিয়া কান্দে হইয়া দেলগীর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দেল-দরিয়া [ফা দিলদরয়া] *বি* হৃদয়রূপ দরিয়া। 'ডুবলেরে দেল-দরিয়ায় সে রসের নিলে জানা যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

দেলবরি [ফা দিলাওয়ার>] *বি* খাতির। 'জে উপজুক্ত তোমার দেলবরি করিব।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

দেলাশা [ফা দিলাআসা] *বি* সান্ত্বনা। 'দেলাশা ভরসা খুব দেহ যে তাহারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দেলাসা [ফা দিলাআসা] *বি* সান্ত্বনা। 'অশ্বপাত্রে হাত বুলাইয়া অনেক দেলাসা দিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

দেলাসা করা *ক্রি* ভরসা প্রদান করা। 'গৌড় হইতে রাজমহলে উত্তরিয়া মাতম থাকে বড়ই একটা দেলাসা করিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

দেলকো [স দীপবৃক্ষ] *বি* কাঠের তৈরি দীপাধার; দেরকা। 'ঘরের মেঝেয় একটা শাদা চুন-মাখানো দেলকো।' *অবন*, ১৯২৭।

দেলু *বি* প্রতিমা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দেশ[১] [স] ১ *বি* অঞ্চল। 'আদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০। ২ *বি* স্থান। 'জাইর্বে কোমণ দেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* বাসস্থান। 'তোমার যে ... অন্য দেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* রাজ্য। 'তোমার দেশের রাজা কি তাহার নাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* লোকালয়। 'দেশ হোন্তে অরণ্য সহস্র গুণে ভাল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৬ *বি* এলাকা। 'ভাও বুঝি ধরে মাত্র দেশের কুকুরে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৭ *বি* অভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল। 'যে ভূমিখণ্ডে অনেক নগর ও বিশেষ আচার ব্যবহার বিশিষ্ট জনসমূহের বসতি আছে তাহাকে দেশ কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৮ *বি* নিজালয়। 'যে যার গেল নিজ দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৯ *বি* জগৎ। 'সেখানে আমার জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতির দেশটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ১০ *বি* জন্মভূমি। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। ১১ *বি* আশ্রয়। 'দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া লব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দেশ উদ্ধার [স] ১ *বি* দেশের কল্যাণ। 'পৃথিবীর অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ উদ্ধার পর্যন্ত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* (ব্যঙ্গ) দেশের সেবা। 'সপ্তাহান্তে হয়তো এক-একবার দেশ-উদ্ধারে মনোযোগ দিবেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দেশওয়ালী [স দেশ+হি ওয়ালী] *বিণ* হিন্দিভাষী অঞ্চলের; হিন্দুস্তানি। 'রাজপুতদের মধ্যে, কি দেশওয়ালী গাঙ্গোতাদের মধ্যে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দেশকর্মী [স] *বি* দেশের কল্যাণের জন্যে কাজ করে যে। 'যাঁহারা সত্যিকার দেশকর্মী।' *নজরুল*, ১৯২২।

দেশকার [স] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

দেশকারী [স দেশ>] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'পূরবী বড়ারি পাছে সারাঙ্গ মায়ূরী দেশকারী, মালশী আইসে কল্যাণ সুন্দরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দেশকাল [স] *বি* স্থান-কাল। 'দেশকাল বিবেচনা না করিয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কনিষ্ঠগণের নিকট ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দেশকালপাত্র [স] *বি* স্থান, সময় ও পরিবেশ পরিস্থিতি। 'দেশকালপাত্র বিচার না করিয়া অসম্ভব কর বৃদ্ধি করেন।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩।

দেশকালাশ্রিত [স দেশ-কাল-আশ্রিত] *বিণ* দেশ ও কালের উপর নির্ভরশীল। 'দেশকালাশ্রিত সংস্কার ও পুরুত-মোল্লাদের প্রাধিকারকে অস্বীকার করে ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

দেশগত [স] *বিণ* দেশ-সম্পর্কিত। 'ধর্মকে দেশগত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দেশগত প্রাণ [স] *বি* দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ। 'স্বজাতি বৎসল, সমাজহিতৈষী, দেশগত প্রাণ।' *এসলাম*, ১৯২০।

দেশগ্রাম [স] *বি* পাড়াগাঁ। 'হঠাৎ দেশগ্রাম দেখার ইচ্ছা হয়েছিল।' *হাসান*, ১৯৬০।

দেশছাড়া [স দেশ+ছাড়া] *বিণ* দেশত্যাগী। 'ইচ্ছা করে, ... তোমার অস্থিবিদ্যাকে অস্থির করিয়া দেশছাড়া করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দেশজ [স] ১ *বিণ* দেশজাত। 'বাহ্লীক দেশজ এবং অন্যদেশীয় লক্ষ ২ অশ্বোত্তমেতে পরিবৃত হইয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। ২ *বিণ* দেশে উৎপন্ন। 'দেশজ দ্রব্য সামগ্রী ... আসিতে আরম্ভ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দেশজননী [স] *বি* মাতৃভূমি। 'ঐশ্বর্য দেশজননীর দুঃখী সন্তান আর ভাই-বোনদের বিলিয়ে দিয়ো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দেশজয় [স] *বি* দেশের মানুষের মনজয়। 'অস্ত্রে যুদ্ধ জয় করা সাজে – দেশজয় নাহি হয়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দেশজাত [স] *বিণ* দেশে উৎপন্ন। 'ন্যায্যমূল্যে আমাদের দেশজাত পাট বিক্রয় সমস্যাই প্রধান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দেশজোড়া [স দেশ+জোড়া] *ক্রিবিণ* দেশব্যাপী। 'এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দেশত্যাগী [স] ১ *বিণ* নিজ দেশ ত্যাগকারী। 'সেবি বিদ্যা বিদ্যা লাগি হইয়াছি দেশত্যাগী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* দেশছাড়া। 'শয়তানকে জয় করে দেশত্যাগী করতে হলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দেশদরদী [স দেশ+ফা দর্দ>] *বিণ* দেশপ্রেমিক। 'দেশদরদী এইসব বোনদের আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।' *বেগম*, ১৯৪৮।

দেশদিকপতি [স] *বি* দেশের দিকনির্দেশক। 'এ একজন দেশদিকপতির ছবি নয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

দেশ-দেশ [স] *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'ভ্রমিছে কুমার কত দেশে দেশে ঘুচাতে শপথভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

দেশ দেশান্তর [স] ১ *বি* নানা দেশ। 'দেশ দেশান্তরে লোক পাঠাইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* এক দেশ থেকে অন্য দেশ। 'ভারতীয় লোকেরা দেশদেশান্তর গমনপূর্ব্বক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দেশদ্রোহ [স] *বি* স্বদেশের ক্ষতিসাধন। 'এতে অসূয়া করা মানে দেশদ্রোহ।' *সবুজ*, ১৯২০।

দেশদ্রোহিতা [স] *বি* দেশের বিরোধিতা। 'তাঁদের মধ্যে ছিল

দেশদ্রোহিতার শিরোপা।' *পাশা*, ১৯৭১।

দেশদ্রোহী [স] *বিণ* দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী। 'কয়েকজন দেশদ্রোহী শয়তান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দেশনায়ক [স] *বি* রাষ্ট্রপরিচালক। 'দেশনায়ক [প্রবন্ধের নাম]।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'তাহলে দেশনায়কদের ভাবতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দেশনায়কতা [স] *বি* দেশের নেতৃত্ব; রাষ্ট্রপরিচালনা। 'দেশনায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দেশনারায়ণ [স] *বি* দেশরূপ নারায়ণ। 'আমি দেশনারায়ণের পূজা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দেশ-নেতা [স] *বি* রাষ্ট্রনায়ক। 'নহে এরা অভিনেতা, দেশ-নেতা নহে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দেশনেতৃ [স] *বি* দেশের নেতা। 'দেশনেতৃ নামধেয় বড় বড় হিন্দু মোসলমান নরনারীর ছবি।' *দর্শন*, ১৯২১।

দেশনেত্রী [স] *বি স্ত্রী* রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত নেত্রী। 'এ কথা বলে দুঃখ করেছিলেন দেশনেত্রী।' *বেগম*, ১৯৪৭।

দেশপতি [স] *বি* রাজা। 'জনগণের নিকট হইতে হিতকারী দেশপতিগণ যে খেতাব লাভ করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দেশপর্যটক, দেশ-পর্য্যটক [স] *বি* দেশ ভ্রমণকারী। 'ইহাদের মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি অধ্যবসায়শীল ও উৎসাহবান দেশ-পর্য্যটকও হইয়া গিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দেশপর্যটন [স] *বি* দেশভ্রমণ। 'তার পর বহুকাল ধরে করেছেন তীর্থভ্রমণ অর্থাৎ দেশপর্যটন।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

দেশপালক [স] *বি* যিনি দেশ পালন করেন। 'হে দেশপালক! যদি এমত একটা ধারা করিতে ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

দেশপীড়ন [স] *বি* দেশের শোষণ। 'ধর্মাধিকরণে বসিয়া অন্যায়ের দণ্ডে দেশপীড়নের সাহায্য করিতেছে কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দেশপূজ্য [স] *বিণ* দেশের মানুষ সম্মান করে এমন। 'দেশপূজ্য মনীষীগণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসকল ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

দেশ-প্রচলিত [স] *বি* দেশে প্রচলিত। 'মহাত্মারাই স্ব স্ব দেশ-প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্ম অতিক্রম ... করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দেশপ্রভুত্ব [স] *বি* দেশশাসন; রাষ্ট্রপরিচালনা। 'শ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম কেবেণ্ডিস বেণ্টিঙ্ক গবর্নর জেনরল বাহাদুরের দেশপ্রভুত্ব সময়ে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

দেশপ্রসিদ্ধ [স] *বিণ* দেশজুড়ে খ্যাতি আছে এমন। 'তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দেশপ্রাণ [স] *বিণ* দেশকে প্রাণের তুল্য মনে করতেন এমন। 'এই পরলোকগত দেশপ্রাণ মনীষীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪১।

দেশপ্রিয়তা [স] *বি* স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা। 'সরকারের দেশপ্রিয়তা ... সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা হল।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

দেশপ্রীতি [স] *বি* দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'আর্যজাতির মনে দেশপ্রীতির চাইতে আত্মপ্রীতি ঢের বেশি।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

দেশপ্রেম [স] *বি* দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'তোর যদি সত্যিকার দেশপ্রেম থাকে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দেশপ্রেমিক [স] *বিণ* স্বদেশানুরাগী। 'এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'দেশপ্রেমিক মানুষ তাই কোনো ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠাবোধ করেনি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

দেশপ্রেমী [স] *বিণ* দেশপ্রেমিক। 'তার মন কেড়েছিলেন আবেগবিলাসী দেশপ্রেমী কবি শিলার।' *শিব*, ১৯৫০।

দেশপ্লাবী [স] *বিণ* দেশ প্লাবিত করে এমন। 'আজ একটি দেশপ্লাবী সুবৃহৎ ভাবস্রোতের সহিত সংগত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দেশবৎসল [স] *বিণ* দেশপ্রেমিক। 'দেশবৎসল লোকেরা এই কলহের জন্য অন্তরে অন্তরে লজ্জা অনুভব করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দেশবন্ধু [স] **১** *বি* দেশহিতার্থী; দেশের বন্ধু। 'এমন দুঃসাহসিক দেশবন্ধু দুর্লভ হইয়া পড়িবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বি* চিত্তরঞ্জন দাশকে দেওয়া উপাধি। 'কই দেশবন্ধুর মতো সেই সর্বগ্রাসী দেশপ্রেম।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দেশবরাড়ী [স দেশ>] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'দেশবরাড়ীরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দেশবরেণ্য [স] *বিণ* দেশজুড়ে খ্যাতি আছে এমন। 'দেশবরেণ্য নেতার ভিতরের কথা ফাঁক করে দেবার হুমকী দিয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দেশবাসী [স] *বি* দেশের মানুষ। 'দেশবাসীর মধ্যে হামিদ ঝাঁপাইয়া পড়িল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দেশবাসীগণ [স] *বি* দেশের মানুষ। 'দেখ দেসবাসীগণে, প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দেশবিখ্যাত [স] *বিণ* দেশজুড়ে পরিচিত। 'ইহা দেশবিখ্যাত আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

দেশবিদেশ [স] *ক্রিবিণ* এক দেশ থেকে অন্য দেশে। 'ইহাতে সুখ্যাতির ধ্বনি দেশ বিদেশ আসমুদ্র হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

দেশবৈরিদল [স] *বি* দেশবিরোধী। 'দেশবৈরিদল চতুর্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দেশবৈরী [স] *বি* দেশের শত্রু। 'দেশবৈরী নাশি রণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দেশব্যবহার [স] *বি* দেশাচার; দেশে প্রচলিত রীতিনীতি। 'দেশব্যবহার ও ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

দেশব্যাপী [স] *বিণ* দেশজোড়া। 'কোনো দেশব্যাপী অভ্যাস – আমি অন্যায় এবং সাধারণের অনিষ্টজনক মনে করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দেশভক্ত [স] *বিণ* স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা বা টান আছে এমন। 'রাজনীতি যাঁদের ব্যবসা নয়, সেই সব দেশভক্ত লোকের হর্ষের কারণ।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

দেশভক্তি [স] *বি* স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা বা টান। 'তাহার দ্বিধাবিহীন দেশভক্তির বাণী শুনিলে সংশয়ীকে হার মানিতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দেশভাষা [স] **১** *বি* সাধারণ মানুষের ভাষা। 'সংস্কৃত বিদ্যা অতি প্রাচীনা দৈববাণী কোন দেশভাষা নহেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* মাতৃভাষা। *সেবধি*, ১৮৩৯। **৩** *বি* আঞ্চলিক ভাষা। 'সে স্ত্রীকে দেশভাষায় অলক্ষ্মী বলা রীতি আছে।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

দেশভাষাজ্ঞ [স] *বিণ* মাতৃভাষায় বিশেষজ্ঞ। 'তিনি অশেষ দেশভাষাজ্ঞ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দেশর্ভুঁই [স দেশ-ভূমি] *বি* মাতৃভূমি। 'যাক, তবু দেশর্ভুঁয়ে ফিইরা আইলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দেশভেদ [স] *বি* দেশের ভিন্নতা। 'ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দেশভ্রমণ [স] *বি* নানা দেশ বেড়ানো। 'একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দেশভ্রমণকারী [স] *বি* বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে যে। 'পাঁড় দেশভ্রমণকারীর অর্থও তা-ই।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

দেশময় [স] *ক্রিবিণ* দেশ জুড়ে। 'দেশময় ... লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দেশমল্লার *বি* (সঙ্গীত) দেশ ও মল্লার রাগিণীর মিশ্রণে তৈরি রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী দেশমল্লার – তাল আড়খেমটা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দেশমাতা [স] *বি* দেশরূপ মাতা। 'একই দেশমাতার দুই জানুর উপর বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'উপমান্তরে দেশমাতার স্তনে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

দেশমাতৃকা [স] *বি* মাতৃভূমি; দেশরূপ মাতা। 'আমাদের দেশমাতৃকার মুক্তি আমাদের সাহিত্যের পরিপূর্তির জন্য।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

দেশমুখ্য [স] *বিণ* দেশের প্রধান। 'এ সভা মহতী, এর সভাপতি/ সভ্যেরা দেশমুখ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দেশয়ালী [স দেশ+হি ওয়ালী] *বি* হিন্দুস্তানি; হিন্দিভাষী অঞ্চলের লোক। 'দেশয়ালীর হাড় বলিয়াই জীবিত আছে।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩। দ্র **দেশওয়ালী**

দেশরক্ষা [স] *বি* দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা। 'ভারতবর্ষে যে দেশরক্ষা ব্যবস্থার উপর এত জোর।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

দেশলক্ষ্মী [স] *বি* দেশরূপ লক্ষ্মী। 'অজস্র অঞ্জলিতে শস্যসম্পদ ছড়িয়ে দেশলক্ষ্মী ফুলে ফলে সমৃদ্ধা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দেশশক্তি [স] *বি* দেশরূপ শক্তি। 'দেশশক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দেশশাসন [স] *বি* রাষ্ট্রপরিচালনা। 'দেশশাসন সহজ হইত না, যদি আমরা গুরুর উপদেশ না মানিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দেশশুদ্ধ [স] *বিণ* দেশজোড়া। 'গবর্ণমেন্ট দেশশুদ্ধ লোকের প্রার্থনায় মনোযোগী।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

দেশশূন্য [স] *বিণ* দেশহীন। 'দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য-'পরি/ চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দেশসুদ্ধ [স দেশশুদ্ধ] *ক্রিবিণ* দেশ জুড়ে। 'দেশসুদ্ধ লোক তাহার কুশাসনে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

দেশসেবক [স] *বি* দেশের সেবা করে যে। 'প্রতি দেশসেবকই নিজের ধারণা অনুসারে এ ক্ষেত্রে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে নেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

দেশসেবিকা [স] *বি* স্ত্রী দেশের সেবাকারী। 'অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তবে সত্যিকার দেশসেবিকার কার্য্য করিবেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

দেশসেবী [স] *বিণ* স্বদেশের কল্যাণ করে এমন। 'দেশসেবী জনহিতৈষী লোকদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবে।' *মনসুর*, ১৯৪০।

দেশস্থ [স] *বিণ* দেশবাসী। 'তোমারদের দেশস্থ লোকেরা কি প্রকারে বাঁচে।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'দেশস্থ বিজ্ঞ লোকেরদিগকে আমরা ইহার অধিক আর কি কহিব।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

দেশহারা [স দেশ+হারা] *বিণ* স্বদেশ থেকে বিতাড়িত। 'সিন্ধী পাঞ্জাবী দেশহারা হয়ে দিশেহারা হয়নি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

দেশহিত [স] *বি* দেশের কল্যাণ। 'যে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দেশহিতকর [স] *বিণ* দেশের জন্য কল্যাণকর। 'তখন কয়জন ঐ সকল দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭০।

দেশহিতৈষণা [স] *বি* দেশের হিত সাধন। 'দেশহিতৈষণার সাধারণ ভাবটা এখন শিক্ষিতসাধারণের নিকট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

দেশহিতৈষা [স] *বি* দেশের মঙ্গল করার আকাঙ্ক্ষা। 'আমাদের দেশহিতৈষা ইহার প্রমাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দেশহিতৈষি [স দেশহিতৈষী] *বিণ* দেশদরদি; দেশের কল্যাণে ব্রতী। 'দেশহিতৈষি মহাশয়েরা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

দেশহিতৈষিতা [স] *বি* দেশের কল্যাণ কামনা। 'দেশহিতৈষিতা ও পরস্পর সহানুভূতি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

দেশহিতৈষী [স] *বিণ* দেশের কল্যাণকামী। 'সুইজর্লণ্ডীয় লোক সাহসী, বিশ্বাসী এবং দেশহিতৈষী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

দেশহীন [স] *বিণ* সীমানাহীন। 'অবিচ্ছেদে দেখা দিবে দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দেশাগত [স] *বিণ* দেশ থেকে আগত। 'উত্তর দেশাগত বায়ু ইহার সাহায্যকারী।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

দেশাচার [স] *বি* দেশের রীতি। 'পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথমত দেশাচারের নিয়োগ করিবেক ...।' *রামমোহন*, ১৮১৯।

দেশাত্মবোধ [স] **১** *বি* দেশপ্রেম। 'উহাতে যে হীন দেশাত্মবোধ জাগাইয়া থাকে তাহা হইতেই হানাহানি-মারামারির সৃষ্টি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* স্বাদেশিকতা। 'দেশাত্মবোধ বলে একটা শব্দ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দেশাত্মবোধক [স] *বিণ* দেশপ্রেমধর্মী। 'আমরা পড়ে দেখলাম চমৎকার একটি দেশাত্মবোধক কবিতা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

দেশাত্মবোধী [স] *বি* দেশপ্রেমিক। 'আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

দেশাধিকারী [স] *বি* দেশের শাসক। 'দেশাধিকারী অতি দুর্ব্বৃত্ত।' *রাজীব*, ১৮০৫।

দেশাধিপ [স] *বি* দেশের রাজা বা শাসক। 'দেশাধিপের স্থির রাজলক্ষ্মীর প্রার্থনা কে না করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

দেশাধিপতি [স] **১** *বি* রাজা। 'চাক্লার দেশাধিপতি ছিলেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* দেশের শাসক। 'আপনার দর্পণে অর্পণ করিয়া দেশাধিপতিদিগের কর্ণগোচর করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

দেশানুরাগ [স] *বি* দেশের প্রতি ভালোবাসা; দেশপ্রীতি। 'ওটা

দেশানুরাগের একটা বাড়াবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দেশান্তর [স] ১ *বি* অন্য দেশ। 'যোগিনীরূপে মো দেশান্তর লইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দূরদেশ। 'দেশান্তরে আইল ছিরা বাপের উদ্দিশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* অন্য জায়গা। 'জন্ম হয় পর ঘরে বিবাহ করিয়া পরে পরে দেশান্তরে নিয়া যায়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দেশান্তরি [স দেশান্তর>] ১ *ক্রিবিণ* বিদেশ থেকে। 'দেশান্তরি ফিরি নিত্যানন্দ সব জানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* স্বদেশত্যাগী। 'সে পলায়ন করিয়া দেশান্তরি হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

দেশান্তরিত [স] *বিণ* প্রবাসী। 'মহাকবি কালিদাস দেশান্তরিত যক্ষকে বর্ষাকালেই বিরহে ফেলিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দেশান্তরী [স দেশান্তর>] *বি* স্বদেশত্যাগী। 'যোগী দেশান্তরীকে দিল এই নিমন্ত্রণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দেশান্তরীয় [স] *বিণ* অন্য দেশ থেকে এসেছে এমন। 'চতুর্থ ১ সং দেশান্তরীয় বেশধারী ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দেশাভিমান [স] *বি* দেশ নিয়ে অহংকার। 'দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ করি-না কেন, আমাদের দেশ প্রকাশহীন হয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

দেশাভিমানী [স] *বি* দেশ নিয়ে গর্বিত ব্যক্তি। 'আমাদের দেশাভিমানীরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দেশাল *বিণ* হিন্দুস্তানি। 'দেশাল সিন্দুর বড় নুরু পুরু।' *জসীম*, ১৯৩৩।

দেশিক [স] *বিণ* দেশীয়। 'সমস্ত দেশিক ও স্থানিক প্রয়োজন হইতে পৃথক করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দেশী [স দেশীয়] ১ *বি* স্থানীয় লোক। 'নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* দেশে নির্মিত। 'দেশী জাহাজ।' *ওর্সা*, ১৭৮৫।

দেশী আর্ট [স দেশীয়+ই আর্ট] *বি* স্বদেশি শিল্প। 'বিলিতি আর্ট দূর করে দিয়ে দেশী আর্ট ধরলুম।' *অবন*, ১৯৪১।

দেশীভাষা [স দেশীয়+স ভাষা] ১ *বি* মাতৃভাষা। 'দেশীভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।' *হাকিম*, ১৭০০। ২ *বি* সর্বসাধারণের ভাষা। 'দেশটাকে সম্পূর্ণই দখল করিয়াছে কিন্তু দেশী ভাষাটাকে দখল করিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দেশীমত [দেশী+স মত] *বি* দেশীয় ভাবধারা। 'ছবি দেশীমতে ভাবতে হবে, দেশীমতে দেখতে হবে।' *অবন*, ১৯৪১।

দেশীয় [স] ১ *বিণ* দেশে প্রচলিত। 'এ দেশীয় ভাষা কি প্রকারে বুঝিবেন।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বিণ* দেশের। 'অন্য কোন দেশীয় মনুষ্য দেশাধিকারী হন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

দেশীয় খৃষ্টান [স দেশীয়+ই ক্রিশ্চিয়ান] *বি* ভারতবর্ষীয় খ্রিস্টান। 'সংখ্যালঘিষ্ঠ দেশীয় খৃষ্টান।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪।

দেশীয়তা [স] *বি* নিজস্বতা। 'এক দিকে আমাদের দেশীয়তা, অপর দিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দেশীয়ত্ব [স] *বি* দেশের রীতি-মূল্যবোধ। 'দেশীয়ত্ব স্ত্রীলোকের মাতৃক্রোড়েই রক্ষা পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দেশী শব্দ [দেশী+স শব্দ] *বি* অতৎসম স্থানীয় শব্দ। 'পণ্ডিতেরা চেয়েছিলেন তদ্ভব ও দেশী শব্দকে বয়কট করতে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

দেশী শিল্প [দেশী+স শিল্প] *বি* দেশে উৎপন্ন শিল্প। 'দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ... হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দেশী সাহেবিয়ানা [স দেশ>+আ সাহিব>] *বি* দেশীয় লোকের বিদেশী আদর্শ অনুকরণ। 'আমাদের দেশী সাহেবিয়ানার মধ্যে কোনো ধ্রুব আদর্শ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দেশে দেশে *ক্রিবিণ* সকল স্থানে। 'করিলি তাহার কাজ লাজ দেশে দেশে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দেশের বাড়ি *বি* গ্রামের বাড়ি। 'সমস্ত লোকজন এসে দেশের বাড়িতে জড়ো হলেও।' *জীবন*, ১৯৩২।

দেশের লোক *বি* নিজের গ্রাম বা এলাকার মানুষ। 'এই বুড়ো দূর-সম্পর্কের আত্মীয়টিকে আত্মীয় না-বলে দেশের লোক বলাই ভালো।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

দেশোৎপন্ন [স] *বিণ* দেশে উৎপন্ন। 'কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

দেশোন্নতি [স] *বি* দেশের উন্নয়ন। 'কংগ্রেসীরা ... চরকায় তকলীতে সূতা কাটিতে উপদেশ দিয়া দেশোন্নতি করিতে চাহিয়াছেন।' *এসলাম*, ১৯৩২।

দেশোপকার [স দেশ-উপকার] *বি* দেশের মঙ্গলসাধন। 'নানাবিধ দেশোপকারের মধ্যে ... বিদ্যা উপদেশ করা প্রধান কর্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

দেশোপকারক [স দেশ-উপকারক] *বিণ* দেশের জন্য উপকারী। 'দেশোপকারক শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

দেশোয়ালি, দেশোয়ালী [স দেশ+হি ওয়ালী>] ১ *বিণ* হিন্দিভাষী অঞ্চলের। 'আসামী ও দূরের কথা, দেশোয়ালি এমনকি একটা উড়ে কুলিও চোখে পড়ছে না।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বি* হিন্দিভাষী ক্ষেতমজুর। 'দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে।' *জীবন*, ১৯৪২।

দেশ্য [স দেশীয়] *বিণ* দেশের। 'তাহাদিগের দেশ্য নাম ইহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দেশ্য ভাষা [স] *বি* দেশি ভাষা। 'দেশোৎপন্ন বা তজ্জাতীয় অন্য ভাষা হইতে উৎপন্ন যে সকল শব্দ তাহার নাম দেশ্য ভাষা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দেষ [স দেশ] *বি* দেশ। 'এ দেষে এসব ভোগ জানহ বিশেষ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

দেস [স দেশ] ১ *বি* দেশ। 'রচনা মে রোজন সাজনা রে বারিস ম তেজিঅ দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* রাজ্য। 'কিচক পাঞ্চাল দেস সকল দেখন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দেসয় [স দেশ>] *ক্রিবিণ* দেশে। 'দ্রোপদি সহিতে আইল আপনা দেসয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দেসস্ত [স দেশস্থ] *বিণ* দেশের। 'এ দেসস্ত লোক এবং বিলাতি লোক।' *ক্যালপে*, ১৭৮৯।

দেশলাই [স দীপশলাকা] *বি* মাথায় বারুদ দেওয়া আগুন জ্বালাবার কাঠি। 'কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্রুফ, খালি দেশলাইয়ের বাক্স।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দেশলাইওয়ালী [স দীপশলাকা>+হি ওয়ালী] *বি* দিয়াশলাই বিক্রেতা। 'দেশলাইওয়ালীর কাছ থেকে একটা দেশলাই কিনে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দেশলাইকাঠি [স দীপশলাকা>+স কাষ্ঠিকা] *বি* মাথায় বারুদ দেওয়া আগুন জ্বালাবার কাঠি। 'ছাইদানিতে জমতে থাকে, ছাই, দেশলাইকাঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দেশালাই [স দীপশলাকা>] *বি* দেশলাই; মাথায় বারুদ দেওয়া আগুন জ্বালাবার কাঠি। 'বিলাতি দেশালাই বুঝি কোন মোসলমান ভ্রাতা ব্যবহার করেন না?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

দেসলাই [স দীপশলাকা] *বি* মাথায় বারুদ দেওয়া আগুন জ্বালাবার কাঠি। 'কেনী দেসলাই জ্বালাইয়া পাইপ মুখে ধরিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

দেসেলাই [স দীপশলাকা] *বি* দিয়াশলাই। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দেশ[২] [স দ্বেষ] *বি* দ্বেষ। 'রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

দেশাখ, দেশাগ [স দেশ>] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ দেশাখ।' *চর্যা* ১০, ১২০০; 'দেশাগরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দেসাঁতর [স দেশান্তর] *বি* দেশান্তর। 'দিঠিছক ওত দেসাঁতর রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দেসান্তর [স দেশান্তর] *বি* অন্য দেশ। 'দেসান্তরে গেলা দিজ কুলটার সনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দেসেলাই *দ্র* **দেশলাই**

দেহ[১] [স] ১ *বি* শরীর। 'আহ্মার কোমল দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বাইরের কাঠামো। 'বিষয়টা দেহ, ভঙ্গিটা জীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দেহকান্তি [স] *বি* দেহের সৌন্দর্য। 'দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দেহখাঁচা [স দেহ+খাঁচা] *বি* দেহরূপ খাঁচা। 'দেহখাঁচা ভেঙ্গে গেলে যদি আত্মা-পাখী সত্যিই উড়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯২১।

দেহগত [স] *বিণ* শারীরিক। 'তোদের মিলটা শুধু দেহগত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

দেহগতি, দেহগতী [স দেহগতি] *বি* দেহের অবস্থা। 'তোরি দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আপণেই দেখ রাধার দেহগতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দেহচর্চা [স] *বি* শরীরচর্চা; ব্যায়াম। 'এক বয়সে দেহচর্চা করে গায়ের বল কিছু করেছিলাম বটে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

দেহচ্যুত [স] *বিণ* দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। 'নির্ঝরিণী-সর্পিণীর দেহচ্যুত ত্বক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি খায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দেহছন্দ [স] *বি* শরীরের চলার ভঙ্গি। 'চিনারের দেহছন্দকে তরুণীর চেয়ে মধুর বলে স্বীকার করবে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

দেহজ [স] ১ *বি* আত্মীয়স্বজন; বংশধর। 'দিবসে না দিব দেখা দেহজের মাঝ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* দেহ থেকে জাত। 'প্রেমের উৎপত্তি দেহজ আকাঙ্ক্ষা হইতে।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

দেহজগৎ [স] *বি* জীবজগৎ। 'বংশাবলীর ভিতর দিয়ে এই দেহজগৎ একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দেহজাত [স] ১ *বিণ* দৈহিক। 'অতসীর প্রাণে দেহজাত কামনা বিশেষ নেই।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* দেহ থেকে উৎপন্ন। 'পৃথিবী সূর্যেরই দেহজাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দেহজীবী [স] ১ *বি* দেহ দিয়ে জীবনধারণ করে যে। 'বিখ্যাত দেহজীবী পিয়ারী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* শরীরপ্রধান। 'দেহজীবী প্রেমের কবি হিসাবে তিনি কালিদাস এবং জয়দেবের সগোত্র।' *হাই*, ১৯৫৪।

দেহতত্ত্ব [স] ১ *বি* দেহের মধ্যেই সকল সত্য নিহিত - এই তত্ত্ব। 'এই নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ের মত দেহতত্ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'পতিসরে দেহতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে এক যাত্রার পালা শুনেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ২ *বি* আত্মার সঙ্গে দেহের যোগাযোগ সম্পর্কিত তত্ত্ব। 'আমাদিগকে এই দেহতত্ত্ব সাধন করিতে হইবে ... যে, কলেবরহীন আত্মা কখনোই সত্য নহে, কেননা কলেবর আত্মারই একটা দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* শারীরবিদ্যা। 'কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব কিংবা জীবতত্ত্ব, কিংবা মনস্তত্ত্ব, কিংবা বড়োজোর সমাজতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৪ *বিণ* অধ্যাত্ম বিষয়ক গানবিশেষ। 'বাউল, ভাটিয়ালি, দেহতত্ত্ব, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি নানা প্রকার গান আছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

দেহতত্ত্ব-গান [স] *বি* অধ্যাত্ম বিষয়ক গান। 'ভজনদাসের দেহতত্ত্ব-গান শুনিতে পাইলাম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

দেহতাত্ত্বিক [স] *বি* চিকিৎসক। 'কারণ দেহতাত্ত্বিকের জ্ঞাননেত্র যাই হোক ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

দেহত্যাগ [স] ১ *বি* মৃত্যু। 'এ কথায়ে প্রভু দেহত্যাগ সে সভার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* স্বেচ্ছামৃত্যু; আত্মহত্যা। 'তাবৎ আমার দেহত্যাগ প্রতিকার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দেহত্যাগ করা *ক্রি* মারা যাওয়া। 'নানা তির্থ করিয়া করিব দেহত্যাগ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দেহদান [স] ১ *বি* (অঙ্কনের মাধ্যমে) অবয়ব দান। 'কোনো গুণীশিল্পী তাহাকে অমর দেহদান করিয়া আমাদের নেত্রে সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *বি* যৌনমিলনে সম্মতি দান। 'রাধিকার দেহদানের নিঃসঙ্কোচ আত্মোক্তি ও সাজসজ্জার সমারোহের মধ্যে।' *হাই*, ১৯৫৪।

দেহদাহ [স] *বি* শরীরের দহন। 'মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দেহ-দুর্গ [স] ১ *বি* দেহরূপ দুর্গ। 'দেহ-দুর্গে খুলবে সকল দ্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বি* শরীরের অভ্যন্তর। 'দেহদুর্গের মধ্যে কোন শত্রু প্রবেশ করিলেও তাহাদের বিশেষ হুঁশ হয় না।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

দেহ-দ্বীপ [স] *বি* দেহরূপ দ্বীপ। 'যার পরিচয় এই দেহ-দ্বীপ।' *শামসুর*, ১৯৭০।

দেহধর্ম [স] *বি* শারীরিক প্রক্রিয়া। 'না আহার না নিদ্রা বিরতি দেহধর্ম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দেহধারী [স] *বিণ* দেহবিশিষ্ট; শরীরী। 'রক্তমাংসের দেহধারী স্ত্রী-পুরুষেরা আমার ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

দেহনাশ [স] *বি* মৃত্যু। 'আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দেহপঞ্জর [স] *বি* দেহরূপ খাঁচা। 'আমি এই জঘন্য দেহপঞ্জর হইতে উড্ডীয়মান হইব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দেহপাত [স] *বি* জীবন বিসর্জন; মৃত্যু। 'ক্রিমীয় যুদ্ধের সময় ইংলন্ড স্বীয় অসংখ্য প্রিয় সন্তানের দেহপাত করাইয়া ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

দেহপিঞ্জর [স] *বি* দেহরূপ খাঁচা। 'প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর হইতে অনন্ত আকাশে উড়িয়া হাসানের নিকট চলিয়া গেল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

দেহপুষ্টি [স] *বি* দেহের পুষ্টি। 'হিন্দু-মণ্ডলীর প্রদত্ত উপহারে তাহাদের ... দেহপুষ্টি হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দেহবন [স] *বি* দেহরূপ বন। 'তোমার বিরহদাহে, সদ দেহবন দহে ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

দেহবন্ধ [স] *বি* পোশাক। 'আমার বুক ফাটিতেছে; দেহবন্ধ ছিঁড়িতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দেহবন্ধন [স] *বি* লৌকিক মন্ত্রবিশেষ। 'ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ধুলো-পড়া এ সব জান তো?' *শরৎ*, ১৯১৭।

দেহবল্লরী [স] *বি* শরীর। 'উচ্ছ্রিত তার দেহবল্লরী।' *আহসান*, ১৯৫০; 'এই সুদীর্ঘ বৃক্ষকাণ্ড কোনো কুহকিনীর দেহবল্লরী।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

দেহ-বাঁশি [স দেহ+স বংশী] *বি* দেহরূপ বাঁশি। 'এই যে আমার দেহ-বাঁশি, কান্না সুরের গুমরে তায়।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

দেহবাদী [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়পরবশ। 'বৈষ্ণব বড় রকমের দেহবাদী।' *হাই*, ১৯৫৪।

দেহবান [স] *বিণ* শরীরী। 'দেহবান প্রাণবান/ সকলের একমাত্র গতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

দেহবাহী [স] *বিণ* শরীর বহন করে এমন। 'প্রকৃতিপুঞ্জের দেহবাহী শোণিত যারা যদি।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

দেহবিজ্ঞান [স] *বি* শারীরবিদ্যা। 'গঠন যে ক্রিয়াসাপেক্ষ, এই হচ্ছে দেহবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

দেহবিদ [স] *বি* শারীরতত্ত্ববিদ। 'দেহবিদগণ বলেন, স্নেহপদার্থের মধ্যে এই সাড়ই জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

দেহবীণা [স] *বি* দেহরূপ বীণা। 'আমার দেহবীণার ছোটো বড়ো সমস্ত তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দেহ-ব্যঞ্জনা [স] *বি* দেহ-ভঙ্গিমা। 'ভরিয়ে তুলল আমাকে ... তার বিদ্যুৎময় ক্ষণিক দেহ-ব্যঞ্জনায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

দেহব্যবচ্ছেদ [স] *বি* অঙ্গব্যবচ্ছেদ; জীবদেহের গঠন সংক্রান্ত পরীক্ষা। 'দেহব্যবচ্ছেদের কালে মাস্টারমশায় বোধ হয় তাহা খানিকটা ভুলিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দেহব্যবসায়িনী [স] *বি স্ত্রী* যৌনকর্মী। 'নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনীর রাত্রির অভিজ্ঞতা।' *তারা*, ১৯৪২।

দেহভরা *ক্রিবিণ* শরীর জুড়ে। 'রহিমার দেহভরা ধানের গন্ধ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দেহ-ভাঙা *বিণ* দেহ ভেঙে পড়েছে এমন। 'উগ্র গলার ধমকে, নয় দেহ-ভাঙা ঘুমে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

দেহভার [স] *বি* শরীরের ওজন। 'চরণের পক্ষে দেহভার বহন করা সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দেহ ভেঙে আসা *ক্রি* দুর্বলতায় নিস্তেজ হওয়া। 'ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসছে অথচ ছায়া নেই ঘাস নেই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

দেহভোগ [স] *বি* ইন্দ্রিয় সেবা। 'এ আমাদের দেহভোগের বিলাস লালসা নয় – এ আমাদের আত্মজাগৃতির দাবী।' *বেগম*, ১৯৬৩।

দেহমন [স] *বি* শরীর ও হৃদয়। 'খান বাহাদুর সমাজসেবায় দেহমন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

দেহময় [স] *ক্রিবিণ* শরীরজুড়ে। 'যদি তার দেহময় ব্যাধি মনোময় পাপ ... থাকে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

দেহমাটি [স দেহ+মাটি] *বি* মৃত্যুর পর দেহ পচে-গলে মাটির সঙ্গে মিশে যে মাটি তৈরি হয় সে মাটি। 'দিকে দিকে পড়ে আছে যাহাদের দেহমাটি।' *জীবন*, ১৯৩০।

দেহ মুকুর [স] *বি* দেহরূপ আয়না। 'ও দেহ মুকুরে হেরিলাম তোর পরিণাম অবিকল।' *জসীম*, ১৯৫১।

দেহমুক্ত [স] ১ *বিণ* বিদেহী। 'গায় যেন দেহমুক্ত গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* অঙ্গহীন। 'দেহমুক্ত তব বাহুলতা জড়াইয়া দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দেহযন্ত্র [স] *বি* দেহের কল। 'খাদ্যকে নিজের শক্তিতে নিজ দেহের উপকরণে পরিণত করবার দেহযন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দেহযষ্টি [স] *বি* শরীর। 'দেহযষ্টি সংক্ষেপে তৈলনিষিক্ত করিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দেহযাত্রা [স] *বি* জীবিকা। 'বিবাহ ব্যবসায়ে কি দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয়?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দেহযুতী [স দেহজ্যোতি] *বি* দেহকান্তি। 'কনকচম্পক সম তার দেহযুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দেহরক্ষা [স] ১ *বি* জীবন রক্ষা। 'দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্ত্তব্য।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ২ *বি* প্রাণত্যাগ। 'ভীট শরীরেই তিনি দেহরক্ষা করেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দেহরক্ষী [স] ১ *বি* কোনোকিছু বাঁচিয়ে বা টিকিয়ে রাখতে যে সাহায্য করে। 'পাদরি ও শিক্ষকসম্প্রদায় তো চিরকালই সনাতনের দেহরক্ষী।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। ২ *বি* সৈনিক। 'বাচ্চাকে এখনো ঠেকিয়ে রেখেছে আমান উল্লার দেহরক্ষী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

দেহ রাখা *ক্রি* প্রাণত্যাগ করা। 'রথের দিন দেহ রাখবেন।' *মানিক*, ১৯৩৬।

দেহরূপী [স] *বিণ* দেহের রূপধারী। 'বিধাতার উক্ত দেহরূপী বিদ্রূপটি হয়তো বলে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দেহরোগ [স] *বি* শারীরিক ব্যাধি। 'দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দেহলতা [স] *বি* শরীর। 'ম্লানমুখ, দেহলতা কম্পিত কাতর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

দেহলতিকা [স] *বি* শরীর। 'সীতার ... মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্প দেহলতিকা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দেহলাবণ্য [স] *বি* শরীরের কোমলতা। 'তিনিও রাবেয়ার দেহলাবণ্য দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

দেহশালী [স] *বিণ* দেহধারী। 'দূরের পর্ব্বত সকল বিপুল দেহশালী নিদ্রিত দৈত্যকুল বলিয়া মনে হয়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

দেহশুদ্ধি [স] *বি* শরীরের পবিত্রতা। 'তদগ্রন্থ পাঠে হরিভক্তি ও দেহশুদ্ধি ও বুদ্ধি নির্ম্মলা হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

দেহশ্রী [স] *বি* দেহের সৌন্দর্য। 'গন্ধর্বের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দেহসংযুক্ত [স] *বিণ* দেহে প্রযুক্ত। 'আপনার দেহসংযুক্ত ফুলের গন্ধ অত্যন্ত মাদকতাপূর্ণ।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

দেহসংস্থান [স] *বি* দেহের গঠন। 'দেহসংস্থানঘটিত ভ্রম বা অপূর্ণতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দেহসংস্থানঘটিত [স] *বিণ* দেহের গঠনজনিত। 'দেহসংস্থানঘটিত

ভ্রম বা অপূর্ণতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দেহসজ্জা [স] *বি* অঙ্গসজ্জা। 'গ্রামে গ্রামে ঘটিবাটি গৃহসজ্জা দেহসজ্জা রঙে রূপে মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে দিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'শ্রীরাধার এই যে দেহসজ্জা ইহা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি যে কাম তাহা হইতে উপজিত হয় নাই।' *হাই*, ১৯৫৪।

দেহসুখ [স] *বি* শারীরিক সুস্থতা। 'লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দেহসৌধ [স] *বি* দেহরূপ সৌধ। 'সুধায় নির্মিত মোর দেহসৌধখানি।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

দেহসৌষ্ঠব [স] *বি* শারীরিক সৌন্দর্য। 'রাবেয়ার চোখকে মুগ্ধ করেছে তাঁরই একজন দীনাতিদীন অনুচরের দেহসৌষ্ঠব।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

দেহস্মৃতি [স] *বি* দৈহিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা। 'দেহস্মৃতি নাহি যার সংসারকূপ কাঁহা তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দেহ-হৃদয় [স] *বি* শরীর ও মন। 'এ দেহ-হৃদয় মোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দেহা [স দেহ] *বি* দেহ। 'ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষণা দেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দেহাংশ [স দেহ-অংশ] *বি* শরীরের অংশ। 'দেহাংশ মখমলসদৃশ কোমল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে আবৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দেহাতীত [স দেহ-অতীত] *বিণ* শরীরকে ছাড়িয়ে যায় এমন। 'দেহাতীত রূপরসধারার দিব্যমূর্তি।' *হাই*, ১৯৫৪।

দেহাত্মজ্ঞান [স দেহ-আত্মজ্ঞান] *বি* দেহ এবং আত্মার অভেদজ্ঞান। 'মানুষের যেমন দেহাত্মজ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

দেহাত্মবাদ [স দেহ-আত্মবাদ] *বি* দেহ ও আত্মা অভিন্ন এই মতবাদ বা বিশ্বাস। 'বিরোচন ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া এই স্থূল শরীর যে, সেই আত্মা, এই নিশ্চয় করিয়া ... দেহাত্মবাদের আরোপণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দেহাত্মবাদী [স দেহ-আত্মবাদী] *বিণ* দেহ থেকে পৃথক আত্মা নেই এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'আত্মা সম্বন্ধে নাস্তিক অথবা দেহাত্মবাদী বলে অন্তত এ দেশে গণ্য হব না।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

দেহাত্মবোধ [স দেহ-আত্মবোধ] *বি* নিজ দেহের প্রতি টান। 'বলা যেতে পারে তার মধ্যে দেহাত্মবোধ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দেহাত্যয় [স দেহ-অত্যয়] *বি* মৃত্যু। 'মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পর ... কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দেহান্ত [স দেহ-অন্ত] *বি* মৃত্যু। 'এবংবিধ ব্যক্তিরা, দেহান্তে নরকগামী হইয়া, অশেষ প্রকারে যাতনাভোগ করে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দেহান্তর [স দেহ-অন্তর] **১** *বি* পুনর্জন্ম। 'বর্ত্তমান দেহে ক্রিয়মাণ ঈশ্বর পূজাদিরূপ কর্ম্মের ফলভোগ যে দেহান্তরে হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* মৃত্যু। 'সম্প্রতি দেহান্তর ঘটেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দেহাবয়ব [স দেহ-অবয়ব] *বি* শারীরিক কাঠামো। 'আজ তার দেহাবয়বে চাঞ্চল্য প্রায় অনুপস্থিত।' *শওকত*, ১৯৬২।

দেহাবরণ [স দেহ-আবরণ] *বি* পোশাক। 'আর একজনের দেহাবরণ-বস্ত্র ঐ প্রেতমূর্তিগণের মধ্যে একজনের করায়ত্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'শবের দেহাবরণ খুলিয়া তাহাকে চিতায় তুলিবার সময় বলিয়া উঠিলাম – থামুন – থামুন – থামুন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

দেহাবসান [স দেহ-অবসান] *বি* দেহত্যাগ; মৃত্যু। 'প্রবীণ রাজনীতিকের দেহাবসানের ফলে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হইল।' *সওগাত*, ১৯৩৮।

দেহায়ন [স দেহ-আয়ন] *বি* চরিত্র রূপায়ণ। 'তাঁর নায়ক-নায়িকা মানুষ, সে কারণে জটিল, দ্বিধাবিভক্ত; কোনও ভাবরূপের দেহায়ন নয়।' *শিব*, ১৯৫০।

দেহার [স দেহ>] *বিণ* দেহধারী। 'দেহার দেব মো হর্স্রা কলায়িলোঁ আসিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দেহাশ্রয়ী [স দেহ-আশ্রয়ী] *বিণ* দেহজ। 'আমি যে সত্তার কথা বলেছি তা নিতান্তই দেহাশ্রয়ী।' *শিব*, ১৯৫০।

দেহাস্থি [স দেহ-অস্থি] *বি* দেহের অস্থি। 'সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

দেহি [স দেহী] *বিণ* শরীরী। 'দেহি দুঃখ না জাএ খণ্ডন।' *মালাধর*, ১৫০০।

দেহী [স] *বি* দেহধারী জীব। 'দেহী মাত্রেরই পৌনঃপুনিক কার্য্যের অনুসৃতি আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দেহের কল *বি* দেহরূপ কল। 'দেহের কল

দেহের জ্যোতি *বি* দেহের সৌন্দর্য। 'দশ দিশি ফুটে দেহের জ্যোতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

দেহের দুয়ার *বি* দেহের সীমানা। 'মরিব মধুর মোহে দেহের দুয়ারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দেহের দেহলী *বি* দেহের প্রান্ত। 'দেহের দেহলীতে জাগায় দেহের অতীত কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দেহের বীণা *বি* দেহরূপ বীণা। 'দেহের বীণার তারে তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দেহের বেড়া *বি* শরীরের সীমানা। 'ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া, পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দেহের শ্মশান *বি* দেহরূপ শ্মশান। 'দেহের শ্মশানে মোহেরে আহুতি দিয়া।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

দেহের সীমা *ক্রিবিণ* দেহের গণ্ডীতে; ভাবলোক থেকে দেহের গণ্ডীতে। 'ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে, দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। *বি* দেহের গণ্ডী। 'আমার দেহের সীমা গেল পারায়ে ক্ষুব্ধ বনের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দেহোত্তর [স দেহ-উত্তর] *বি* আত্মা। 'দেহ থেকে দেহোত্তরে উঠতে ... ইউরোপের লোক কোনো দিনই পারলে না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

দেহ[২] *দ্র* দেওয়া

দেহড় *বি* তোপধ্বনি। 'তোমার আইসনে বন্দুকের দেহড় শ্রবণ মাত্রেই শরীর পুলকিত হইয়াছিল।' *রামরাম*, ১৮০১। *দ্র* **দেওড়, দ্যাওড়**

দেহলা [স দেহলি] *বি* পিঁড়ি। 'দেহলা পাতিল আঠার খালি জুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দেহলি, দেহলী [স দেহ>] **১** *বি* দাওয়া; বারান্দা। 'তিমিরে মিশালে তুমি দীপান্বিত দেহলী উত্তরি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮; 'কিছু দান রেখে গেছে আমার দেহলিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২** *বি* কুঞ্জ। 'সে যেন সুরহারা বীণা বিজন দীপহীন দেহলিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দেহলিদুয়ার [দেহলি+স দ্বার] *বি* দাওয়ার প্রবেশের দরজা। 'অন্তরবিব দেহলিদুয়ারে/ বাঁশিতে আজি আঁকিল উহারে।' *রবীন্দ্র*,

১৯৪০।

দেহা[1] *দ্র* দেহ[1]

দেহা[2] [স দৃশ্>] *ক্রি* দেখা। **দেহি** *ক্রি* দেখি। 'অমঙ্গল দেহিএ বহুল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দেহাত [ফা] *বি* পল্লিগ্রাম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দেহাতি, দেহাতী [ফা দেহাত>] ১ *বিণ* গেঁয়ো। 'এক দেহাতি আদমি হুজুর।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* গেঁয়ো লোক। 'দেহাতী হিন্দীতে বড় চমৎকার।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দেহারা [স দেবগৃহ] ১ *বি* মন্দির বা দেবালয়। 'নিকটে উদভট পুরট রচিত দেহারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* বড়ো। 'দেহারা পাতিল আঠার খালী জুলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দেহালা [স দেবলীলা] ১ *বি* স্বপ্নে শিশুর কান্না-হাসি। 'শয্যায় নিদ্রা জায় বালা করএ দেহালা ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে সেই ব্যাধবালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শিশু। 'নরবলি দিতে আনে অনেক দেহালা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

দেহি *দ্র* দেহ[1]

দেহী *দ্র* দেহ[1]

দেহুড়ী [স দেহলি] *বি* সদর দরজা। 'সাধীরে বালক দিয়া দেহুড়ীর কাছে গিয়া রহিলা প্রহরী যেন রেতে।' *ভারত*, ১৭৬০।

দেহেজ [আ জিহাজ] *বি* দান। 'দেহেজ করিব তুঝে মেশের শহর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দেহেন্দা *বিণ* দাতা। 'একমাত্র নাজাৎ দেহেন্দা বা ত্রাণকর্ত্তা।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

দেহোত্তর *দ্র* দেহ[1]

দৈ [স দধি] *বি* দধি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল, চিনি-পাতা দৈ।' *যোগীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দৈত্য [স] ১ *বি* অসুর। 'দৈত্য দলিলোঁ আসুর সংহারিলো।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দানব প্রকৃতির লোক। 'মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দৈত্য-কারা [স] *বি* দৈত্যের মতো ভয়ানক ও বিশাল কারাগার। 'ভেদি দৈত্য-কারা/ উদিলাম পুন আমি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দৈত্যকুলপতি [স] *বি* অসুরকুলের অধিপতি। 'তুমি দৈত্যকুলপতি।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

দৈত্যত্রাস [স] *বি* অসুরভীতি। 'মুক্তি দানিতে এসেছি আমরা দেবঅভিশাপ দৈত্যত্রাস।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দৈত্য-ত্রাসন [স] *বিণ* দৈত্যের ভয় সঞ্চারকারী। 'আনো আরবার ন্যায়ের দণ্ড/ দৈত্য-ত্রাসন ভীম প্রচণ্ড।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দৈত্য-দানব [স] *বি* দৈত্যদানব ইত্যাদি। 'এবার দৈত্য-দানব ধরব রে ভাই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দৈত্যদানা [স দৈত্যদানব] *বি* দৈত্যদানব। 'দৈত্যদানাতেই ঘিরে ধরুক।' *শরৎ*, ১৯৩১।

দৈত্যপতি [স] *বি* দৈত্যদের রাজা। 'ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দৈত্যপুর [স] *বি* ভয়ঙ্কর স্থান। 'শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে ব'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

দৈত্যপুরী [স] *বি* অসুরদের আবাসস্থল। 'দৈত্যপুরীর কুশলবার্তায় চরিতার্থ করুন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

দৈত্যবংশোদ্ভব [স] *বিণ* দৈত্যকুলে জন্ম নিয়েছে এমন। 'আমি দৈত্যবংশোদ্ভব।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

দৈত্যভবন [স] *বি* দানবপুরী। 'সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দৈত্য-মুক্ত [স] *বিণ* দানবশূন্য। 'হবে না সত্য দৈত্য-মুক্ত?' *নজরুল*, ১৯২৬।

দৈত্যরাজ [স] *বি* দানবদের রাজা। 'ত্রিপাদ ধরণী দান আইলা দৈত্যরাজ-ধাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দৈত্যশিশু [স] *বি* দৈত্যরূপ শিশু। 'মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দৈত্যসৈন্য [স] *বি* দানব সেনা। 'বিরাট দৈত্যসৈন্য, বাহিনীর পর বাহিনী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

দৈত্যাকার [স দৈত্য-আকার] *বিণ* বিশাল বড়ো। 'মেঘনাব্রীজের দৈত্যাকার গার্ডারগুলোর বিকট সৌন্দর্য।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

দৈত্যাকৃতি [স দৈত্য-আকৃতি] *বি* বিশাল আকার। 'ইউরোপের দৈত্যাকৃতির সব শিল্প-বাণিজ্য, যা কলের ও কাজের চাপে মানুষকে পিষে ফেলছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

দৈত্যাগার [স দৈত্য-আগার] *বি* দৈত্যপুরী; কারাগার। 'এস অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র, ভাঙিয়া পাষাণ-দৈত্যাগার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দৈত্যারি [স দৈত্য-অরি] ১ *বি* দৈত্যের শত্রু। 'দৈত্যারি লভিলা জন্ম দৈবকীজঠরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* ইন্দ্র। 'মেঘলোক হতে হানো দৈত্যারি বাজ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দৈধ [স দ্বৈধ] *বিণ* দ্বিধাবিভক্ত। 'দৈধমন দুর্ম্মন দিতিয় সঙ্গতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দৈনন্দিন [স] *বিণ* প্রাত্যহিক। 'আমি এই ঝিলটির মাঝখানে বসে দুটি গ্রামের সমস্ত দৈনন্দিন কার্যকলাপের দ্বারা বেষ্টিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দৈনন্দিনতা [স] *বি* প্রাত্যহিকতা। 'নিশ্চিন্ত দৈনন্দিনতাকে তারা কী করে উপেক্ষা করবে।' *মাহেমুদ*, ১৯৪৯।

দৈনিক [স] ১ *বিণ* দৈনন্দিন। 'প্রভাকর দৈনিক কার্য্য সমাধানান্তর ... গমনোদ্যোগ করিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ২ *বি* দৈনিক পত্রিকা। 'পাঁচরঙা পদার্থ লইয়া দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, পাক্ষিকে, মাসিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দৈনিক কাগজ [স দৈনিক+আ কাগজ] *বি* দৈনিক প্রকাশিত হয় এমন সংবাদপত্র। 'একখানি ইংরেজী দৈনিক কাগজ বাহির হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৪০।

দৈনিকপত্র [স] *বি* প্রতিদিন প্রকাশিত হয় এমন খবরের কাগজ। 'খুব শান্ত গ্রামে দৈনিকপত্রের লোভী পাতা ভরিয়ে তুলবো ব'লে।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

দৈন্য [স] ১ *বি* দুরবস্থা। 'দৈন্য উদ্বেগ আদি উৎকণ্ঠা সন্তোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* কাতরতা। 'নানা ভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দৈন্যজ্বালা [স] *বি* দীনতার যন্ত্রণা। 'বৈশাখে বন রুক্ষ যখন বহে পবন দৈন্যজ্বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দৈন্যদশা [স] *বি* দুরবস্থা। 'হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তেইতো

শিবের দৈন্যদশা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

দৈন্যদ্বন্দ্ব [স] বি দীনতা ও সংশয়। 'দূর হইল দৈন্যদ্বন্দ্ব।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

দৈন্যপীড়িত [স] বিণ দারিদ্র্যকাতর। 'দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

দৈন্যপ্রেম [স] বি দীনতাপূর্ণ প্রেম। 'সব মূল্য ফুরাইলে যে দৈন্যপ্রেমের অর্ঘ্য আনে অসীমের স্বাক্ষর সেখানে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দৈন্যবাদ [স] বি দুঃখের কথা। 'সেদিন হাসায়েছিল দুর্গতের রিক্ত দৈন্যবাদ।' সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

দৈন্যতরণ [স] বিণ দারিদ্র্য দূরকারী। 'রসময় তব মূর্তি, দৈন্যতরণ বৈভব তব অপচয় পরিপূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

দৈন্যহরণ [স] বিণ দীনতা হরণ করে এমন। 'প্রাণভরণ দৈন্যহরণ অক্ষয়করুণাধন।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

দৈন্যহরা [স দৈন্য+হরা] বিণ দীনতা নিবারণকারিণী। 'দুর্গা পরা দৈন্যহরা দীনদয়াবতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দৈব [স] ১ বি দেবতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। 'দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অবতার। 'দৈব হৈয়া জনমিল নন্দের কুমার।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বিণ অলৌকিক। 'দৈব অনুভব রথ পুষ্পের আকার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি ভাগ্য। 'প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে।' মাইকেল, ১৮৬২।

দৈবকর্ম, দৈবকর্ম্ম [স] বি দেবদেবীর পূজাদি। 'শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

দৈবকৃত [স] বিণ অলৌকিক কারণে সংঘটিত। 'দৈবকৃত নয়, তাঁর ইচ্ছাকৃত।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

দৈবকৃপা [স] বি ঈশ্বরের দয়া। 'আজ দৈব্যকৃপায় যদি তাহা আমাদের ধারণা হইয়া থাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দৈবক্রমে [স] ক্রিবিণ হঠাৎ। 'দৈবক্রমে তাহারি কিছু কাল পূর্ব্বে ...।' রামরাম, ১৮০১।

দৈব ক্রিয়া [স] বি দেবতা সম্বন্ধীয় কাজ; পূজা-অর্চনা ইত্যাদি। 'মহারাজার সন্তান কিছুই হয় না ইহাতে সকলেই ক্ষোভিত নানা প্রকার দৈব ক্রিয়া করেন।' রামরাম, ১৮০১।

দৈবক্রী [স দৈব>] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ দৈবক্রী।' চর্যা ৮, ১২০০।

দৈবগতি [স] ১ ক্রিবিণ আচমকা। 'শাহস্তজা রোসাঙ্গে আইল দৈবগতি।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি অদৃষ্টের লিখন। 'দ্রৌপদি হাসিল তবে আছে দৈবগতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দৈবগতিকে [স দৈবগতিক] ক্রিবিণ দৈবাৎ; হঠাৎ। 'যদি দু-চারটে চন্দ্রপুলি দৈবগতিকে দিতে না ভুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দৈবগত্যা [স] ক্রিবিণ ভাগ্যক্রমে; দৈবাৎ। 'কোপর্নিকাস কেবল দৈবগত্যা যে সকল নিগ্রহ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

দৈবঘটনা [স] বি অলৌকিক ঘটনা বা ব্যাপার। '... সওদাগরী বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিষয় ও দৈবঘটনা বিষয় ও রহস্য বিষয় ইত্যাদি ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

দৈব জোগ [স দৈবযোগ] বি দৈবযোগ। 'দৈব জোগে চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বের পতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দৈবজ্যোতি [স] বি স্বর্গীয় আলো। 'পবিত্রতার দৈবজ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে দেখা দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দৈবজ্ঞ [স] ১ বি ব্রাহ্মণ। 'সুভক্ষনে আরম্ভি জজ্ঞ দৈবজ্ঞ আনিঞা।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি জ্যোতিষী। 'দৈবজ্ঞ আনিতে লোক পাঠায় তুরিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'রামদাস দৈবজ্ঞ।' সেবধি, ১৮৪০।

দৈবত [স] বি দেবতা। 'ফেরেস্তা দৈবত ঋষি কে পায় তাঁহার।' ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬; 'গুরুদীক্ষা, বাহুবল, সহায় দৈবত তরায় সমূহ বিঘ্ন।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৯।

দৈবদশা [স] বি অচৈতন্য অবস্থা। 'জ্ঞান বুদ্ধি হরে রাজার দৈবদশা লাগে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দৈবদুর্ঘটনা [স] বি অদৃষ্টজনিত বিপর্যয়। 'আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনায় শ্রীবিলাসের পড়া বন্দ হইল।' প্রভাত, ১৮৯৭।

দৈবদুর্বিপাক [স] বি ভাগ্য বিপর্যয়। 'দৈবদুর্বিপাকে আমার যে দুরবস্থা ঘটিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

দৈবদোষ [স] বি ভাগ্যের দোষ। 'একসরী ভৈলোঁ দৈবদোষে।' বড়ু, ১৪৫০।

দৈবধন [স] বি অলৌকিক সম্পদ। 'দৈবধন উপার্জনের সেরূপ কোনো নির্দিষ্ট উপায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দৈবধ্বনি [স] বি দৈববাণী। 'আয় রে মানব হলো দৈবধ্বনি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

দৈবনির্ভর [স] বিণ অলৌকিকতার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এমন। 'দুটোই দেহগত, দুটোই দৈবনির্ভর।' অন্নদা, ১৯২৮।

দৈবপ্রসাদ [স] বি দৈবানুগ্রহ। 'দৈবপ্রসাদে কবে সংসার/ কচি জনতায় গিয়েছে ভরে।' সুভাষ, ১৯৪০।

দৈববল [স] বি বিধিদত্ত শক্তি। 'দুর্দান্ত দানববল, দৈববলে বলী, পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে।' মাইকেল, ১৮৬০।

দৈববশে [স] ক্রিবিণ হঠাৎ। 'অন্তঃপুরে কভু দৈববশে দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি ছিল নাহি পশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দৈববানি [স দৈববাণী] বি অদৃশ্য দেবতার উক্তি। 'না করিহ ভয় কীছু হৈল দৈববানি।' মালাধর, ১৫০০।

দৈববাণী [স] ১ বি আকাশবাণী; অলৌকিক উৎস থেকে আসা কথা। 'হইল কৌতুকী বড় শুনি দৈববাণী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি দেবভাষা। 'সংস্কৃত বিদ্যা অতি প্রাচীনা দৈববাণী কোন দেশভাষা নহেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

দৈববিড়ম্বনা [স] বি ভাগ্যের প্রতিকূলতা। 'দেখ দেখি কি দৈববিড়ম্বনা কিছুতেই মনস্তুষ্টি হইতেছে না।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

দৈববিদ্যা [স] বি অলৌকিক জ্ঞান। 'শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

দৈববিপত্তি [স] বি দৈবহেতু বিপর্যয়। 'সে বেচারার দৈববিপত্তি পূর্বে কখনো হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দৈববিপাক [স] বি ভাগ্যের বিড়ম্বনা। 'মহাশক্র আজ সবংশে বিনষ্ট হইত, দৈববিপাকে তাহা হইল না।' মশাররফ, ১৮৮৫।

দৈববিভা [স] বি স্বর্গীয় আলো। 'দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।' মাইকেল, ১৮৬১।

দৈব ব্যাঘাত [স] বি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। 'দৈব ব্যাঘাত বশতঃ যদি

শস্য না জন্মে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

দৈব ভাগ্য [স] *বি* অদৃষ্ট। 'এ অতি উন্নত হবেক দৈব ভাগ্য ইহার অধিক।' *রামরাম*, ১৮০১।

দৈবযোগ [স] *বি* আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। 'দৈবযোগে নিঃস্মরিল ব্যাসের বচন।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দৈবযোগে [স] *ক্রিবিণ* অপ্রত্যাশিতভাবে। 'দৈবযোগে কাহ্ন পায়িল লাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দৈবলব্ধ [স] *বিণ* ভাগ্যক্রমে-পাওয়া। 'দৈবলব্ধ ব্রাহ্মণবালকটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দৈবশক্তি [স] *বি* অলৌকিক ক্ষমতা। 'এ আশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন ইহার অনেক দৈবশক্তি।' *রামরাম*, ১৮০১।

দৈবাধীন [স দৈব-অধীন] *বিণ* ভাগ্যের অধীন। 'মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দৈবানুকম্পা [স দৈব-অনুকম্পা] *বি* দেবতার দয়া। 'পথ চেয়ে বসেছিল দৈবানুকম্পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দৈবায়ত্ত [স দৈব-আয়ত্ত] **১** *বিণ* ভাগ্যের বশে ঘটিত। 'গত সপ্তাহে দৈবায়ত্ত আমারদের জ্ঞাপন করিতে এই ত্রুটি হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **২** *বিণ* দেবতার আয়ত্ত। *সেবধি*, ১৮৩৯।

দৈবাহত [স দৈব-আহত] *বিণ* অলৌকিক আঘাতপ্রাপ্ত; বজ্রাঘাতপ্রাপ্ত। 'বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দৈবিক [স] *বিণ* দেব সম্বন্ধীয়। 'ভৌতিক হোক, দৈবিক হোক, কিছুতে মানব মা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দৈবী [স] *বিণ* অলৌকিক। 'সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী মহিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দৈবীরূপ [স] *বি* দেবতাসুলভ অবয়ব। 'ক্লাসিক শিল্পী হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের ভাষায় আকাশ থেকে দৈবীরূপ ধ্যানযোগে আকর্ষণ করে নিজের চিত্তলোকে প্রত্যক্ষ করেন।' *শিব*, ১৯৫০।

দৈবীশক্তি [স] *বি* দৈবশক্তি; অলৌকিক শক্তি। 'গন্ধর্ব্বসেন স্বকীয় দৈবীশক্তিতে ঐ রাত্রির মধ্যে ... নির্ম্মাণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দৈবে [স দৈব>] *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'দৈবে সান্ধাইল মোর পালের ভিতর।' *মালাধর*, ১৫০০।

দৈবেসৈবে [স দৈব>] *ক্রিবিণ* কখনো কখনো। 'আমার কাছে দৈবেসৈবে সাহায্য নিতে এসেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

দৈবোবাণী [স দৈববাণী] *বি* অদৃশ্য দেবতার উক্তি (লোকবিশ্বাস)। 'দৈবোবাণী ছিলো, যে পূর্ণো ব্রর্মো অবতীর্ণো হইলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

দৈবাৎ [স, স্বর যুক্ত হওয়ায় 'ত'] **১** *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'লুকমান য়ুনান ভ্রমণ করিতে দৈবাৎ অসূনীয়াতে পৌছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* আকস্মিকতা। 'নিতান্ত দৈবাতের যোগসাজশ মাত্র।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দৈবাতক্রমে [স দৈবাৎক্রমে] *ক্রিবিণ* দৈবক্রমে। *এডমন*, ১৭৯৩।

দৈবোবাণী *দ্র* দৈব

দৈরাস্তমত [ফা দুরস্ত+মত] *ক্রিবিণ* যথারীতি। 'দৈরাস্তমতে পত্রপাট কাগজ তৈয়ার করিয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

দৈর্ঘ্য [স] *বি* দীর্ঘতা। 'তাহার দৈর্ঘ্য ১০ হাত।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

দৈর্ঘ্যলম্ফ [স] *বি* দীর্ঘলাফ। 'লৌহ বল নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, দৈর্ঘ্যলম্ফ, উর্দ্ধ লম্ফ, দৌড়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

দৈশিক [স] **১** *বিণ* দেশ সম্বন্ধীয়। 'সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* স্থানিক। 'কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা দৈশিক ও কালিক বিশেষত্ব-গ্রস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দৈস্য [স দস্যু] *বি* ডাকাত। 'অগ্নি পানি চোর দৈস্য গুনে রাজ ভএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

দৈষ্য [স দস্যু] *বি* লুঠেরা। 'পড়িল তাড়নে দৈষ্য করিল অস্থির।' *মালাধর*, ১৫০০।

দৈস্যো [স দস্যু] *বি* দস্যু। 'যে দৈস্যো বিতি করে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

দৈহিক [স] **১** *বিণ* শারীরিক। 'দৈহিক কোন ক্লেশ স্বীকার না করিয়া।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বিণ* দেহসংক্রান্ত। 'মৃত্যু হইলে পরে, দৈহিক পরমাণুমধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দৈহিক-জীবন [স] *বি* ইহজীবন। 'দৈহিক জীবনের বিনাশ একদিন-না-একদিন ঘটবেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দৈহিক-পরিমাণ [স] *বি* দেহের পরিমিতি। 'দৈহিক পরিমাপে মানুষটি সংকীর্ণ, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাপে খুব প্রশস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দৈহিক-যন্ত্র [স] *বি* শরীর। 'দৈহিক-যন্ত্র বিকলকারী ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে বিতাড়িত করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

দৈহিক শ্রম [স] *বি* শারীরিক শ্রম। 'মনুষ্য অনেক প্রকার দৈহিক শ্রম হইতে মুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

দো [স দ্বৌ; পা দ্ব; ফা দো] *বিণ* দুই। 'বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী সান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

দো-আঁশলা [দো+আঁশলা] **১** *বিণ* দুই রকম ভাষার মিশ্রণজাত। 'নিজের মতামতও দো-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* বর্ণসংকর। 'পুরো বিলেতি না হোক, উঁচুদরের দো-আঁশলা।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

দোআঁসলা [দো+আঁশলা] **১** *বিণ* বর্ণসংকর। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এঁদের বিশ্বাস দো-আঁসলা কুকুরের ল্যাজের মতো।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **২** *বিণ* দুই প্রকার ভাষার মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট। 'একে একটা দো-আঁসলা ভাষা বলাই নিরাপদ।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

দোআছলা [দো+আঁশলা] *বিণ* দুইমুখো চরিত্রের অধিকারী। 'একশ্রেণীর দোআছলা লোক যদি অসুবিধাবোধও করেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

দোআনী [দো+আনা>] *বি* দুই আনা বা আট পয়সা মূল্যের মুদ্রা বিশেষ (পূর্বে প্রচলিত)। 'বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ সিকি দোআনী আনী আধআনী প্রভৃতি সোণা রূপার চলিত ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

দোআসলা [দো+আঁশলা] *বিণ* দুই ধরনের উপাদান মিশ্রণের ফলে জাত। 'এই শ্রেণীর শব্দকে আমরা সংকর বা দোআসলা শব্দ বলিব।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

দোকড়া *বিণ* দুই চামচ। 'দোকড়া চিনিরই সব দোষ।' *জীবন*, ১৯৩২।

দোকর [ফা দো>] *ক্রিবিণ* দুবার। 'দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার।' *ভারত*, ১৭৬০।

দো-কামরা [দো+প কামরা] *বিণ* দুই কক্ষ বিশিষ্ট। 'একটা দো-কামরা গাড়িতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দোখণ্ডি [দো+স খণ্ড>] *বিণ* দ্বিখণ্ডিত। 'দোখণ্ডি সরস গুয়া বিড়বেন্ধা পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোগুনা [ফা দুগুনাহ্] *বিণ* দুই রাকাতবিশিষ্ট। 'সবে তথা দোগুনা নামাজ গুজারিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

দোঘণ্টী [দো+স ঘণ্টা>] *বি* এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'দোঘণ্টী বাজে জোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোচারিণী [দো+স চারিণী] *বি* দ্বিচারিণী। 'চল দোচারিণী তোরে আমি জানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোচালা [দো+চালা] *বিণ* দুই চালবিশিষ্ট। 'দুখানা ছোট্ট দোচালা ঘর।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দোচোকোব্রত [দো-চোখো+স ব্রত] *ক্রিবিণ* বাছবিচারহীন। 'মিউটীনির সময় গবর্ণমেন্ট যেমন দোচোকোব্রত ভলন্টিয়ার জুটিয়ে ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দোছড়ি [দো+ছড়ি] *বিণ* দুই ছড়ি। 'দোছড়ি মুতির পাতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

দোছোট [দো+ছোট] *বি* দো পালটা। 'দোছোট করিআ পরে তষরের সাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোজন [দো+স জন] *বি* দুজন। 'দোহান দোজনাত না কর নিষেধ।' *সুলতান*, ১৭০০।

দোটান [দো+টান] *বি* দ্বিধা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দোটানা [দো+টানা] **১** *বি* দুটি ভিন্ন জিনিসের প্রতি আকর্ষণ এবং সৃষ্ট দ্বিধা। 'বয়সটা একটু দোটানা রকম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* সন্দেহ। 'দিনের অধীন লালন ভনে গেল না মনের দোটানা।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বি* সংশয়। 'দোটানায় পড়িয়া পদে পদে আমাদিগকে নানা ব্যর্থতা ভোগ করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৪** *ক্রিবিণ* কখনো এদিকে কখনো ওদিকে। 'এই দোটানায় পড়ে আমি একটা কথা শিখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দোটানায় পড়া *ক্রি* দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া। '... এই দোটানায় পড়ে আমি একটা কথা শিখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'বড়ো দোটানায় পড়িয়াছে রাসু।' *মানিক*, ১৯৩৬।

দোটেকা *বি* আগাছাবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দোঠো *বিণ* অতি সামান্য। 'প্রথমে আশ্বাস দিলে যে কেবল দোঠো কথা বলে সে চলে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দোডালা [দো+ফা ডাল>] *বি* দুই ডালের সংযোগস্থান। 'মাচা বেঁধেছি ওর একটা দোডালায়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দোতরফা [দো+ফা তরফ>] *বিণ* উভয়পক্ষীয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দোতরফি [দো+ফা তরফ>] *বিণ* উভয়পক্ষীয়। 'দোতরফি নালিসে বাদসাহ ক্রোধান্বিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

দোতরা [দো+ফা তার>] *বি* ম্যান্ডোলিনের মতো চার তারওয়ালা বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দোতলা [দো+স তলা] *বি* দ্বিতীয় তলা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'দোতলার তিনটি ঘর সম্পূর্ণ আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দোতলা বাস [দোতলা+ই বাস] *বি* দুই তলাবিশিষ্ট বাস। 'কি চমৎকারই যে লাগে দোতলা বাসের সামনের সীটগুলিতে গিয়ে বসলে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

দোতার [দো+ফা তার] *বি* পাগড়ি। 'শুনিয়া যে মুসলমান শিরের দোতার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দোতারা [দো+ফা তার>] *বি* ম্যান্ডোলিনের মতো চার তারওয়ালা বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'রবাব দোতারা বীণ কপিনাস রুদ্রবীণ সমগুল বাহে সুললিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দোতালা [দো+স তল>] *বিণ* দুই তলাবিশিষ্ট। 'এক দোতালা পাকা বাটী।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

দোতালা বাস [দো+স তল>+ই বাস] *বি* দুইতলা বিশিষ্ট বাস। 'করাচীর রাস্তায় কয়েকখানা ... দোতালা বাস চলছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

দোথকা [দো+থাক>] *বিণ* দুই দিকে থাকে এমন। 'যে ব্যক্তিকে দোথকা বুঝি, উচিত যে তাহার সহিত সমস্ত ব্যাপার তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দোধার [দো+স ধার] *বি* দুই দিক। 'লালন ফকির এধার ওধার দোধারে খাবি খায়।' *লালন*, ১৮৯০।

দোন **১** *বিণ* দুটি। 'বান্ধি থাকে আল্লাএ আন্ধার দোন হাত।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* দুইজন। 'কবুল না করে দোন পাইয়া কাপড়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দোনর *বি* মালা। 'মতির দোনর কণ্ঠা গলদেশ সাজে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দোনরি *বিণ* দুই প্যাঁচওয়ালা। 'দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার বাজুবন্দ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

দোনলা বন্দুক [দো+স নল>+তু বনদুক] *বি* দুটি নলবিশিষ্ট বন্দুক। 'আমার হাতে দোনলা বন্দুক আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

দোনালা [দো+স নল] *বিণ* দুটি নলবিশিষ্ট। 'বাবা একটা দোনালা বন্দুক হাতে করে স্কুলে এসে উপস্থিত।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

দোপাটি *বিণ* দুই সারি। 'চারি দিগেই দোপাটি সহর।' *রামরাম*, ১৮০১।

দো-পড়া [দো+পড়া] *বি* যে নারীর বিয়ে ঠিক হবার পর ভেঙে গেছে। 'ও মেয়ে দো-পড়া হয়ে যাবে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দোফলা [দো+স ফলক>] *বিণ* দুইবার ফলে এমন। 'দোফলা টিকির চাষ কর তাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

দোফাঁক [দো+ফাঁক] *বিণ* দুই ভাগ। 'পৃথিবী দোফাঁক হও আমি তোমার ভিতরে সেঁদুই।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দোফের [দো+হি ফের] *বি* দুই প্যাঁচ। 'মেশী দাঁতে দিয়া দোফের করিয়া কাপড় পড়িয়া পাছার বাহার দেখান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দোবজা [দো+ভাঁজ>] *বিণ* দুই ভাঁজবিশিষ্ট। 'জয়হরি তাড়াতাড়ি চাদর তুলে একখান পাইড়ওয়ালা ধুতি দোবজা করিয়া হন হন করিয়া চলিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

দো-ভাজা [দো+ভাজা] *বিণ* দুইবার ভাজা হয়েছে এমন। 'দো-ভাজা চিঁড়া চিনি আর নারকোল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

দোভাব [দো+স ভাব] *বি* অন্যথা। 'কদাচিত মনেত দোভাব না ভাবিঅ।' *সুলতান*, ১৭০০।

দোভাষী [দো+স ভাষী] *বি* যে উভয়ের ভাষা বা বক্তব্য অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেয়; ইন্টারপ্রিটর। 'তোমাদের শিবিরে কি দোভাষী নাই।'

দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

দোভাষীগিরি [দো+স ভাষী+ফা গিরি] *বি* এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়ার কাজ। 'সে কথাটা দোভাষীগিরি করে বেশ ভাল করেই হৃদয়ঙ্গম হল।' *মুজতবা* ১৯৫২।

দোভাসী [দো+স ভাষী] *বি* যে এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় বুঝিয়ে দেয়। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দোমনা [দো+স মন>] **১** *বিণ* অস্থিরচিত্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* দ্বিধাগ্রস্ত। 'অনশনক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে দো-মনাভাবে ডাকু বলল।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

দোমনা করা **১** *ক্রি* অমনোযোগী হওয়া। 'দোমনা করে খেয়ে সুখ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *ক্রি* ইতস্তত করা। 'আজ সকাল কুয়াশা-ভিজে হাওয়া দোমনা করে বইছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দোমহলা [দো+আ মহল>] *বিণ* দুই মহলবিশিষ্ট। 'দোমহলা ঘর বানাইবার ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

দোমাটীয়া [দো+স মৃত্তিকা>] *বিণ* দুইবার মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে এমন। 'আপন বাটীতে ঐ দোমাটীয়া প্রতিমা দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

দোমাহা [দো+ফা মাহ>] *বি* দুই মাস। 'দোমাহা আড়ঙ্গ খরচা বাবদী এক চালান আড়কাট ৭১১ টাকার কাত ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

দোমোট *বি* ভাঁজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দোরাখা *বিণ* উভয় পিঠেই সমান কারুকার্য বিশিষ্ট। 'দোরাখাপেড়ে, সীরপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দোশালা [দো+আ শাল] *বি* শালের জোড়া। 'জরির হাসিয়া পাগাদের দোশালা ... দক্ষিণা দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দোসারি [দো+সারি] *বিণ* দুই সারি। 'চলিলা দোসারি হৈই যত পাটোয়ার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দোসালা [দো+আ শাল>] *বি* শালের জোড়া। 'তাহারদিগকে পট্টবস্ত্র ও সাল দোসালা ও নগদে চারি শত টাকা ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দোহারা **১** *বিণ* দ্বিগুণ। 'তাহার সকল জীনিষের দোহারা হাশীল লাগীবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৮। **২** *বিণ* মাঝারি গড়নবিশিষ্ট; রোগাও নয় মোটাও নয় এমন। 'দোহারা আকৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দোআ দ্র **দোয়া**[১]

দোআত [আ] *বি* দোয়াত; কালি রাখার পাত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দোআদশ [স দ্বাদশ] *বিণ* দ্বাদশ সংখ্যক। 'দোআদশ আউলিয়া বর জগত-উত্তম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দোইম দরজা [ফা দোওয়াম-দরওয়াজা] *বি* দ্বিতীয় স্থান। 'দোইম দরজায় কৌসলি ছিলেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

দোউড় *বি* প্রতিযোগিতামূলক দৌড়। 'দোউড় হইয়াছিল দুইজনের মধ্যে।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

দোউত্রী [স দৌহিত্রী] *বি স্ত্রী* দুহিতা বা কন্যার কন্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দোএম [ফা দোওয়াম] *বিণ* দ্বিতীয়। 'বনাত রকম দোএম।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

দোওয়া[১] [আ দুয়া] *বি* প্রার্থনা। 'ইমামের দোওয়াতে যে গোণা হবে মাফ।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'দোওয়া করো তোমরা সবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

দোওয়া[২] [স দোহন>] *ক্রি* দোহন করা। 'দুধ দোওয়া পড়ে থাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

দোঁই [স দধি] *বি* দধি। 'কপ পীস্তি করে মাছে কপপীর্স্তি করে দোঁই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

দোঁহ [স দ্বৌ] *বি* দুই জন। 'ভাবক ভাবিনী দোঁহ বিরহ সন্তাপ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দোঁহা[১], **দোহা** [স দ্বৌ] **১** *বি* দুজন। 'বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু। দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ মুখ ভরু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* দুই জনের। 'শাস্ত্র-পাঠ মুখে জপে মনে প্রেম রস ভাবে বান্ধিলেন্ত দোঁহা প্রেম ফান্দ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *ক্রিবিণ* দুই জনের প্রতি। 'শুধু দুঁহু দোঁহা মুখ চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দোঁহাকার *বিণ* উভয়ের। 'কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দোঁহার *বিণ* উভয়ের। 'দোঁহার নয়নজলে দোঁহার শরীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দোঁহে **১** *ক্রিবিণ* দুইজনে। 'দুহাঁ দেখি অন্তরেতে দোঁহে কুতুহলী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* দুইজনের। 'এবে দোঁহে গোরা তনু।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দোঁহা[২] [স দ্বৌ] *বি* প্রাচীন বাংলা অপভ্রংশ ও মধ্যযুগের হিন্দিতে রচিত দুই চরণের পদ। 'যাঁহার দোঁহায় মিলেছিল দুহুঁ হিন্দু মুসলমান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

দোঁহাকার *বি* দোঁহা রচয়িতা। 'দোঁহাকার ও পদকারেরা এ ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

দোকতা [আ দুক্তাত] *বি* শুকনা তামাক পাতা; সাদা পাতা। 'দোকতা কড়া গাঁজা চরস সিদ্ধি আদি যত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দোকাট কপি *বি* ফুলকপি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দোকাতারি [আ কতার>] *বিণ* দুই সারিবদ্ধ। 'চকের মূড়া পর্যন্ত দোকাতারি আসাবরদার ও চাপদার।' *রামরাম*, ১৮০১।

দোকান [ফা দুকান] *বি* ক্রয়-বিক্রয়ের ঘর। 'দোকান দাকান মেলিল তখন দেখিয়া গাহকিগণ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

দোকান খোলা *ক্রি* ব্যবসা শুরু করা। 'রাস্তায় চণ্ডুর দোকান খুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দোকানঘর [ফা দুকান+ঘর] *বি* ক্রয়বিক্রয়ের ঘর। 'বসতবাটী কিম্বা দোকানঘর ওগয়রহ খড় কিম্বা বিচালি কিম্বা হোগল ও দরমা ওগয়রহ।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

দোকান তোলা *ক্রি* কাজ শেষে দোকান গোটানো। 'সন্ধ্যা এল, দোকান তোলো, পারের নৌকা তৈরি হল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দোকানদার [ফা দুকান+ফা দার] *বি* পণ্য ব্যবসায়ী। 'দোকানদার মহাজনের পুঞ্জ পুঞ্জ টাকা দেনা হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দোকানদারি, দোকানদারী [ফা দুকান+ফা দারী] **১** *বি* কেনা-বেচার কাজ। 'এই কাজে দোকানদারি চাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'তাহাতে এরূপ লুকোচুরী বা দোকানদারী ছিল না।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **২** *বি* লাভ-লোকসানের হিসাব। 'আমরা সেবভক্তি সম্বন্ধে এমন দোকানদারির কথা বলিয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দোকানদারির দিন *বি* স্বার্থপরতার যুগ। 'আজিকার দোকানদারির দিনেও তাহা অসম্ভব নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দোকানপত্তর [ফা দুকান+স পত্র>] *বি* দোকানপাট। 'বাড়িগুলোর রাস্তার ধারের ঘরগুলোতে জমজমাট দোকানপত্তর।' *বিমল*, ১৯৫৩।

দোকানপসরা *বি* দোকানপাট ইত্যাদি। 'দোকানপসরা আলো দিয়ে সাজানো।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

দোকান পাট [ফা দুকান+স পাট] ১ *বি* ব্যবসা। 'আমাদের দোকান পাট বন্ধ হইল ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* দোকান ও দোকানে রাখা পণ্যসামগ্রী। 'দোকানপাট বন্ধ করিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'দোকানপাট সব তুলে দিলে?' *শরৎ*, ১৯১৭।

দোকানপাড়া [ফা দুকান+স পাটক] *বি* বাজার। 'নতুন-গড়া দোকানপাড়ার এক পাবলিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দোকান-পানে *ক্রিবিণ* দোকানের দিকে। 'ওই যে ছেলে কাতর চোখে দোকান-পানে চাহি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দোকান ফাঁদা *ক্রি* দোকান পেতে বসা। 'মিস্ত্রী তাহলে শেষে এইখানে দোকান ফাঁদলে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

দোকানবাজার [ফা দুকান-বাজার] *বি* হাট-বাজার। 'তপোবনের নিকট দোকানবাজারের সংস্রব ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দোকানি, দোকানী [ফা দুকান>] ১ *বি* বিক্রেতা। 'দোকানি পাতিআ গেল হাট।' *রামাই*, ১৭১০। ২ *বি* দোকানের মালিক। 'সিদ্ধগণ দোকানী চারণগণ চোর।' *ভারত*, ১৭৬০।

দোক্তা [আ দুকাত] *বি* তামাক গাছের শুকনা পাতা। 'যত সব নারী নর দোক্তা খায় পানে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দোক্তাপাতা [আ দুকাত+স পত্র] *বি* তামাকের শুকনা পাতা। 'আঙুলগুলো দোক্তাপাতার গন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দোখতা [আ দুকাত] *বি* পানের সঙ্গে খাওয়ার জন্য মশলা মেশানো তামাক পাতার গুঁড়া। 'এরা পৃথিবীতে এসেছে যেন পান-দোখতা খেতে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

দোখ [স দোষ] *বি* দোষ। 'বোলি ন করিঅ বড়াকাঁ দোখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দোখণ্ডি[1] [দো+স খণ্ড>] *বি* বাদ্যবিশেষ। 'শঙ্খ কাজে দোখণ্ডি বল্লকী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোখণ্ডি[2] দ্র দো

দোখতা দ্র দোক্তা

দোগজ [ফা] *বি* ওড়না। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দোঘেঁচড়া [স ঘৃষ্ট>] *বিণ* নির্লজ্জ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দোছরা [হি দুসরা] *বিণ* দ্বিতীয়। 'দোছরা রোজেতে গিখি দরবার করিল যদি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দোজখ [ফা] *বি* ইসলামিমতে পরকালে পাপীদের শাস্তির যন্ত্রণাদায়ক স্থান; নরক। 'বেহেশ্‌ত উপর দেখ দোজখের ভার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দোজখী [ফা] ১ *বিণ* পাপী। 'হানাফি মজহাবাবলম্বিগণকে মোশরেক, বেদয়াতি ও দোজখী বলিয়া ...।' *শরিয়ত*, ১৯২৫। ২ *বি* নরকে বসবাসকারী। 'বহু দোজখী বেহেশতে ঢুকে পড়েছে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

দোজবর [প্রা দোজো+স বর] *বি* দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে এমন ব্যক্তি। 'এখন দোজবর পেলেও দিয়ে দিই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

দোজবরে [প্রা দোজো+স বর>] *বিণ* দ্বিতীয়বার বিয়ে করছে এমন। 'দোজবরে বলেই তো সে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

দোটানা দ্র দো

দোড়ধাপ [দৌড়ঝাঁপ] *বি* উদ্দামভাবে সশব্দে চলাফেরা। 'লোকের ভিড়ের মধ্যে দেড় হাত ঘোমটা দিয়া কি আর দোড়ধাপ করা চলে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

দোত [আ দওয়াত] *বি* দোয়াত। 'তুই যে প্রতিদিন সকালে পাতের তাড়ি, দোত, কলম সে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠশালে পাঠাইস, তাতেই উচ্ছন্ন গেল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দোত কলম [আ দওয়াত+আ কলম] *বি* দোয়াত ও কলম। 'আপনার সোনার দোত কলম হোক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দোদুল [স] *বিণ* দুলছে এমন। 'প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'বসন্তের পবনে দোদুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দোদুল-দুল *বিণ* দোদুল্যমান। 'ওগো নির্জনে বকুলশাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে, দোদুল দুলিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'ভাবের হাওয়ায় দোদুল-দুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

দোদুল্য [স] *বিণ* দুলছে এমন। 'পাকা ফসলের দোদুল্য অঞ্চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দোদুল্যতা [স] *বি* দোলরত অবস্থা। 'সমুদ্রের ভীষণতায় একটু আনন্দ-ভৈরবের নৃত্য-দোদুল্যতার যোজনা ক'রে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

দোদুল্যমান [স] *বিণ* ভারসাম্যহীন; অনবরত দুলছে এমন। 'দশ আনা শরীর নিরালম্বনে দোদুল্যমান।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দোদেল [ফা] *বিণ* দ্বিধান্বিত মনোভাবসম্পন্ন। **দোদেল বান্দা** [ফা] *বিণ* দ্বিধান্বিত মনোভাবসম্পন্ন। 'অমৃতবাজার দোদেল বান্দা হইলেও জাতীয় দলের পত্র।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

দোধুয়মান [স] *বিণ* কম্পমান। 'স্বামীর উদ্দেশে দোধূয়মান চিতাগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দোনা [স দ্রোণ] ১ *বি* পাতার ঠোঙা। 'একেক জনে দশ দোনা দিল একেক পাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ফুলবিশেষ। 'শেফালী পীয়ালী দোনা পারুল রঙ্গন।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* পানের খিলি রাখার ঠোঙা। 'গোলাপি খিলির দোনা বিক্রী হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দোনা-জাল *বি* মাছ ধরার জালবিশেষ। 'মাছধরা দোনা-জালের এক ঘেয়ে একটানা ঠক ঠক শব্দ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

দোনে [ফা দুনিয়া] *বি* দুনিয়া। 'কী বলবো সেই বৃক্ষের খুবি/ ও তার এক ডালে দীন আর এক ডালে দোনে।' *লালন*, ১৮৯০।

দোপটে *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'সমাচার কহিল দোপটে।' *ভারত*, ১৭৬০।

দোপরবেলা [স দ্বিপ্রহরবেলা] *ক্রিবিণ* দিনের মধ্যভাগে। 'মারামারি করেচে শালা ঠিক সারা দোপরবেলা।' *হাসান*, ১৯৬০।

দোপাটি [দো+স পঙ্‌ক্তি] *বি* একপ্রকার ফুল। 'অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

দোপাট্টা [হি দুপট্টা] *বি* ওড়না। 'আপন২ পসন্দ মত পোষাক বিবিধ প্রকার প্রস্তুত করে, যথা পাজামা, কুর্ত্তি, দোপাট্টা, আস্তিন ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দোপাটা [হি দুপট্টা] *বি* চাদর; উত্তরীয়। 'পুরাণ দোপাটা গায় দিতে

করে টানাটানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোপেয়াজা [ফা] *বি* অধিক পেঁয়াজ সহযোগে মাছ বা মাংসের ঝোলহীন ব্যঞ্জন। 'প্রত্যহ পোলাও কালিয়া কোরমা কোফতা দোপেয়াজা কাবাব সিরবেরঞ্জ ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দোপিআঁজা [ফা] *বি* বেশি পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করা তরকারিবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দোপেঁয়াজি [ফা] *বি* বেশি পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করা তরকারি। 'এঁচোড়ের দোপেঁয়াজি কি থোড়ের শামিকাবাব।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

দোবরা [ফা দুবারহ] *বিণ* দুইবার করা হয়েছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দোবুজোন [ফা দবীজ>] *বি* উত্তরীয়; এক ধরনের মোটা চাদর। 'লাল খেরোর দোবুজোন কাঁদে চাচারা বই বেচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দোবে [স দ্বিবেদী] *বি* (অবাঙালি) ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'পাঁড়ে, দোবে, চোবে, সিং, চার জওয়ান নৌকা রক্ষক হইয়া চলিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

দোবেদী [স দ্বিবেদী] *বি* দুই বেদে পারদর্শী ব্রাহ্মণ। 'কত কত দোবেদী, চৌবেদী ... ব্রহ্মচারী স্তোত্র পাঠ করিতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দোমড়ানো *বিণ* বাঁকানো। 'আয়ার দোমড়ানো টিনের বাক্স।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

দোমালা *বিণ* ডাব ও ঝুনার মাঝামাঝি; আধাপাকা। 'বেশ বড় দোমালা নারকোলটা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

দোমেলা *বি* পাখিবিশেষ। 'হলদে ঠোঁট, ওগুলো দোমেলা।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

দোম্বা [ফা দুনবা] *বি* এক ধরনের ভেড়া। 'দোম্বার পরিবর্তে নিজে বন্দি হইয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

দোয়জ [প্রা দোজো] *বিণ* দ্বিতীয়। 'তথি হইল দোয়জ বরান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোয়জা [প্রা দোজো] *বিণ* দোসরা; দ্বিতীয়। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

দোয়া[১] [আ দুআ] *বি* আশীর্বাদ। 'দোয়া করে কলিমা পড়িআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোআ [আ দুআ] *বি* দোয়া। 'সূর্যের উদয়ে দোআ পড়িআ থাকিবা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দোয়াপানি [আ দুআ+হি পানি] *বি* আশীর্বাদপুষ্ট পানি। 'পীর সাহেবের দোয়াপানির জন্য।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দোয়া মাঙা *ক্রি* আশীর্বাদ চেয়ে প্রার্থনা করা। 'হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, রহমান খোদা! আয়।' *জসীম*, ১৯২৭।

দোয়া[২] [স দোহ>] *ক্রি* দোহন করা। 'গাভীর পালে, দোয় গোয়ালে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দোয়াইৎ [আ দওয়াত] *বি* দোয়াত; লেখার কালি রাখার বোতলবিশেষ। 'ছেল্যেরা পাদরি সাহেবের প্রসাদাৎ দোয়াইৎ কলম স্পর্শ করিয়াছে মাত্র।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

দোয়াড়ি, দোয়াড়ী [স দ্বি-অর] **১** *বিণ* দুই দিক সুচালো। 'দোয়াড়ি চেয়াড় বাণ তরয়ার খরসান ভুষণ্ডি ডাবুষ চক্রবাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মাছ ধরার বাঁশের ফাঁদবিশেষ। 'মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'কেউবা নতুন দোয়াড়ীর গায়ে চাকা বাঁধে কসি।' *জসীম*, ১৯৩১।

দোয়াত [আ দওয়াত] *বি* লেখার কালি রাখার পাত্র। 'দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

দোয়াতদান [আ দওয়াত+ফা দান] *বি* দোয়াত রাখার আধার। 'একটি শৌখিন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দোয়াতি [আ দওয়াত>] *বি* কালি রাখার ছোটো পাত্র। 'সোনার কলম কানে দোয়াতি সম্মুখে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দোয়াদশ [স দ্বাদশ] *বিণ* ১২ সংখ্যক। 'দোয়াদশ দিরামে কিনিছ সে মূর্তি।' *সুলতান*, ১৭০০।

দোয়ান [ফা দীওয়ান] *বি* সাক্ষাৎস্থল; দরবার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দোয়ানো দ্র **দোয়া**[২]

দোয়াব [ফা] *বি* দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। 'বিশেষতঃ দোয়াব অর্থাৎ অন্তর্বেদ দিয়া আপনি এক নূতন পথ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

দোয়ার [স ধ্রুবকার] *বি* দোহার; প্রধান গায়কের সহকারী। 'দোয়ার না হইলে গান করা গোঁয়ারের কর্ম্ম।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দোয়ারকি [স ধ্রুবকার>] *বি* মূল গায়কের ধুয়া ধরার কাজ। 'মাঝে মাঝে মূলগায়েনের দোয়ারকি করার মতো ... টিপ্পনী কাটছিল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

দোয়াল[১] *বি* তলোয়ার রাখার কোমরবন্ধ। 'হীরার লাগাম শোভে দোয়াল মুক্তার।' *সুলতান*, ১৭০০।

দোয়াল[২] দ্র **দোয়েল**

দোয়েম *বিণ* উৎকৃষ্টতার দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। 'মাঠে উৎকৃষ্ট দোয়েম জমিতে রবি ফসলের চাষও ...।' *তারা*, ১৯৪২।

দোয়েল [স দধিবাল] *বি* পাখিবিশেষ; বাংলাদেশের জাতীয় পাখি। 'শালিক লইল শুয়া পোষানিয়া পাখী ময়না দোয়েল বাজ ভাল ভাল দেখি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দোয়াল[২] [স দধিবাল] *বি* দোয়েল পাখি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দোয়েলা *বি* দোয়েল পাখি। 'মাধবীর দোলন লতায় দোয়েলা দোল খেয়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দোর [স দ্বার] *বি* দরজা। 'তুমি কেবল ঘরের দোর বন্দ করে শুয়ে থেকো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দোরগোড়া *বি* দুয়ারের কাছের স্থান। 'বাক্স দুইটি আস্তে আস্তে দোরগোড়ায় টানিয়া দরজা খুলিয়া ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দোর দেওয়া *ক্রি* দরজা বন্ধ ক'রে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখা। 'দু দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস করে রইলেম।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

দোরবেশ [ফা দরবেশ] *বি* দরবেশ; মুসলমান সাধক। 'কত ফকির দোরবেশদিগের দরগায় নজর ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

দোররা [আ দুররাহ] *বি* চাবুক। 'কাজী সাহেবের দোররার (চাবুক) ভয় আমার থাকিত।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

দোরসা *বি* স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। 'আবার গা ধোবেন কি গো, এই দোরসার সময়?' *তারা*, ১৯৪০।

দোরস্ত [ফা দুরুস্ত] **১** *বিণ* শুদ্ধ। 'রিপোর্ট দোরস্ত না করাইবা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* যথাযথ। 'রাজা বসন্তরায়কে ডাকাইয়া বিষয়জ্ঞ করিয়া দশানি ছয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ পত্র দোরস্ত করিয়া দস্তাখতি২ করাইয়া আপন জিম্বা রাখিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* সংশোধিত। 'তাঁদের দোরস্ত করতে হলে দিন-দুই আমাদের

দিশি শাশুড়ির ও ননদের হাতে রাখতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দোরাখা দ্র দো

দোরি [স দোর] *বি* ডোর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দোরোট *বি* ভাঁজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দোর্দণ্ড, দোর্দ্দণ্ড [স] *বিণ* প্রবল। 'সে ... সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ডতর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'বাবুর নাম ও দোর্দণ্ড প্রতাপ শুনিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দোর্দণ্ডাখণ্ড [স দোর্দণ্ড-অখণ্ড] *বিণ* দুর্দমনীয় প্রতাপযুক্ত। 'দোর্দণ্ডাখণ্ড প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপেষু।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দোল[১] [স দুল্>] *বি* আন্দোলন; নড়া। 'নাসায় মাণিক্য দোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কুণ্ডলযুগল, দোলে অবিরল...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

দোলদার [স দোল+ফা দার] *বিণ* দোলা দেয় এমন। 'সেকেলে আসমানি দোলদার ছক্কড় যেন হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকেতা থেকে গাঢাকা হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দোলমাল [স দুল্>] *বি* মালার মতো দোলা। 'উঠে পড়ে ঘরগুলো করে দোলমাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোল[২] [স] *বি* হোলি; ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হিন্দু অবতার কৃষ্ণের ঝুলন উৎসব। 'কত বা আমোদ হয় পূর্ণিমার দোলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দোলদুর্গোৎসব [স দোল+স দুর্গোৎসব] *বি* দোল ও দুর্গাপূজাকেন্দ্রিক উৎসব। 'দোলদুর্গোৎসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দোলপিণ্ডি [স দোল+স পিণ্ড>] *বি* দোলমঞ্চ। 'নিরমিল দোলপিণ্ডি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোলপূর্ণিমা [স দোল+স পূর্ণিমা] *বি* ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় পালনীয় হিন্দু উৎসব। 'দোলন চাঁপার শাখে দোয়েলা শ্যামা ডাকে/ আজি দোল-পূর্ণিমা স্মরি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

দোলমঞ্চ [স দোল+স মঞ্চ] *বি* দোল উৎসবের জন্য প্রস্তুত মঞ্চ। 'তথি দোলমঞ্চ নাথ করিব নির্মাণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোলযাত্রা [স দোল+স যাত্রা] *বি* হোলি উৎসব। 'দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দোলক [স] ১ *বি* ঘড়ির পেন্ডুলাম। 'ব্রাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে টিকটিক শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* ঘড়ি। 'প্রাগুক্ত দোলকে কখনও বিলম্ব ঘটে, কদাচিৎ দ্রুতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

দোলড়া *বি* অলংকারবিশেষ। 'যথা, দমদম, চৌদানি, বোম্দা, দোলড়া, ছলনা, মুক্তার লচ্ছা দেওয়া কর্ণফুল, কানবালা, হীরা, পান্না ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

দোলন [স দুল্>] ১ *ক্রি* নড়াচড়া করা। 'দোলন বোলন নাহি নীরস নয়ন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* দোলনা। 'জলের ফোয়ারা অনন্তর দোলন প্রভৃতি দেখিতে২ রাত্রি হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

দোলনময় [স] *বিণ* দোলে এমন; আন্দোলিত। 'তার দোলনময় চলন।' *মানিক*, ১৯৪০।

দোলনা [দোলন>] *বি* যাতে দোল খাওয়া হয়। 'কবহুঁ কবহুঁ করত কোর খোর খোর দোলনা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

দোলনচাঁপা [দোলন+চাঁপা] *বি* ফুলবিশেষ। 'চৈত্রমাসের হাওয়ায় কাঁপা দোলনচাঁপার কুঁড়িখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

দোলনি [দোলন>] *বি* দোল খাওয়া। 'বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দোলমা *বি* বেগুন, পটল প্রভৃতির মধ্যে মসলা মেশানো ব্যঞ্জনবিশেষ। 'কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা।' *ভারত*, ১৭৬০।

দোলা[১] [স দুল্>] ১ *ক্রি* আন্দোলিত হওয়া। 'নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* ঝুলে থাকা; ঝোলা। 'দুলচে কানে দুল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *ক্রি* ঝিকিমিকি করা। 'যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ দোলে আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৪ *বি* ঢেউ। 'কখন কখন দোলা তাহার এ-পাঁয় এসে লাগে।' *জসীম*, ১৯২৯।

দুলে দুলে ১ *ক্রিবিণ* দোলন দিয়ে দিয়ে। 'হাওয়ার তালে দুলে দুলে নাচো রে ফোটা ফুল।' *অমৃত*, ১৯০০। ২ *ক্রিবিণ* দোলায়িতভাবে। 'সাগরের উত্তাল ঢেউ দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে নাচে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

দোলএ *ক্রি* দোলে। 'শোভিত বিচিত্র বেণী গুম্ফিত রতন মণি পৃষ্ঠভাগে দোলএ নাগিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **দোলয়** *ক্রি* দোলায়। 'চামর দোলয় চারিভিতে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দোলাওন [দোলা>] *বি* দোলা দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

দোলাচল [দোলা+স অচল] *বিণ* দোদুল্যমান। 'মনের এ দোলাচল বৃত্তি তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

দোলাদণ্ড [দোলা+স দণ্ড] *বিণ* দুলছে যে দণ্ড; পেণ্ডুলাম। 'প্রত্যেক সেকেন্ডটা দোলাদণ্ডের কাঁধে চড়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

দোলাদুলি [দোলা>] ১ *বি* বারবার দোলা। 'দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* আলোড়ন। 'বাঁশের দোলাদুলি বনে বনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দোলানি [দোলা>] *বি* দুলুনি; ঢেউ। 'তখনও দোলানি এসে দেয়নিকো নাড়া।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দোলানো [দোলা>] *ক্রি* আন্দোলিত করা। 'ভালোবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দোলানোলণ্ঠন [দোলা>+ই ল্যান্টার্ন] *বি* দোলায়মান প্রদীপ। 'মাঠের বিপুল ভেঙে দোলানোলণ্ঠন যায়।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

দোলাপীড়িত [দোলা+স পীড়িত] *বিণ* আন্দোলনক্লিষ্ট। 'অমনি তাহার দোলাপীড়িত হৃদয় আশ্রয় পাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দোলায়মান [স] *বিণ* দুলছে এমন। 'পুষ্পমালা ও আম্রশাখা দ্বারে২ দোলায়মান।' *রামরাম*, ১৮০১।

দোলায়িত [স] ১ *বিণ* আন্দোলিত। 'দেওদার বনের দোলায়িত শাখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* উত্তেজিত। 'কর্মক্লান্ত শব্দাঙ্কের রক্তকে দোলায়িত করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দোলালাগা [দোলা+লাগা] *বিণ* দুলছে এমন। 'টিকিতে দোলালাগা কাষ্ঠাসন শরশয্যায় শায়িত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

দোলিত [স] *বিণ* দুলছে এমন; কোলে রয়েছে এমন। 'তাঁহার ক্রোড়ে দোলিত হওয়াপ্রযুক্ত সর্ব্ব লোককর্তৃক বিশেষ সম্মান ও আদরের পাত্র ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দোলা[২] [স দুল্>] ১ *বি* মনুষ্যবাহী যান। 'প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইঞা/ ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* দোলনা। 'দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দোলাবিছানা [দোলা+বিছানা] *বি* দোলনাবিশেষ। 'আমরা আমাদের দোলাবিছানায় চড়িলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

দোলাসন [দোলা+আসন] *বি* দোলের আসন। 'আসিছেন সবে হেথা – এই দোলাসনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দোলাই [হি দুলাই] *বি* দুই স্তর কাপড়ের শীতবস্ত্র। 'বাবুজীর সিত বস্ত্র দোলাই বুটাদার সাস্তি জোড় ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

দোলায়মান *দ্র* দোলা[1]

দোলায়িত *দ্র* দোলা[1]

দোলিত *দ্র* দোলা[1]

দোলুআ [স দল্>] *বি* গুড়ের রস ঝরিয়ে তৈরি করা লালচে চিনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দোশর [হি দুসরা] *বিণ* দ্বিতীয়। 'এক হস্তে সুরা মোর দোশর কৃপান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দোশরা [হি দুসরা] *বিণ* দোসরা; দ্বিতীয়। 'দোশরা ডিপুটি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দোষ [স] **১** *বি* ভুল। 'পান আনি নিজ দোষে ফল পাইবেঁ মোর রোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অপরাধ। 'তাহা লিখি নাহি মোর দোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* সমস্যা। 'যাত্রা করিয়াছি আমি জাইতে উজানি/ বাহীর হবার কি দোষ কহিলে সে জানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোষ এড়ানো *ক্রি* দোষ অস্বীকার করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দোষকথন [স] *বি* দোষ বর্ণনা। 'এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্যহেতু দোষকথন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দোষকীর্তন, দোষকীর্ত্তন [স] *বি* ত্রুটি বা অপরাধের কথা বারবার বলা। 'দোষকীর্ত্তন করিতে হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দোষক্ষালন [স] *বি* অপরাধ মোচন। 'এ কথা স্বীকার করিলেও দোষক্ষালন হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দোষক্ষেপ [স] *বি* অভিযোগ; দোষারোপ। 'ধর্ম্মবিষয়ের বিরোধিতা প্রযুক্ত ... দোষক্ষেপ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

দোষগুণ [স] *বি* ভালো ও খারাপ বৈশিষ্ট্য। 'আপনাকে সতত দোষগুণে হাস্যাস্পদে ফেলা মাত্র।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দোষগ্রাহী [স] *বিণ* অপরের দোষ ধরে এমন। 'তুইও হবি কথায় কথায় দোষগ্রাহী!' *নজরুল*, ১৯৩০।

দোষ-ঘাট [স] *বি* ত্রুটিবিচ্যুতি। 'আর যা দু-একটি দোষ-ঘাট আছে তা তেমন নয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দোষ চাপানো *ক্রি* দোষারোপ করা। 'বর্তমান শিক্ষার ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দোষণ [স দুষ্>] *বি* দূষণ। 'পবনে করিআ ভর করএ ভ্রমণ/ বনেতে থাকিআ করে বনের দোষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোষণা [দোষণ>] *বি* দোষারোপ। 'লঘুগুরু সর্বজনে করেন্ত দোষণা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দোষণীয় [স] *বিণ* দোষযুক্ত। 'এ প্রথা কি দোষণীয়?' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

দোষদর্শী [স] *বিণ* কেবল অন্যের দোষ দেখে এমন; ছিদ্রান্বেষী। 'দোষদর্শী মূর্খরূপ কুম্ভীর ও নিন্দকরূপী সর্প ... স্বীয় স্বভাবদ্বারা অনেক যত্ন পাইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৩।

দোষদুষ্ট [স] *বিণ* দোষযুক্ত। 'সাদৃশ্যকরণের শিল্প তার কিছুই ঠিক থাকে না, এবং ভুল উপমা দোষদুষ্ট উপমা ... এসব কিছুর কোনো মূল্য থাকে না।' *অবন*, ১৯২৫।

দোষ দেওয়া *ক্রি* নিন্দা করা বা দায় আরোপ করা। 'আগে শোন, তার পর আমার দোষ দিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দোষ ধরা *ক্রি* খুঁত দেখানো। 'তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দোষবর্গ [স] *বি* খারাপ অভ্যাসসমূহ। 'স্বাভাবিক অলস ও নিদ্রা প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পরিত্যাগ করিয়া ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

দোষভোগী [স] *বিণ* দোষী। 'তাহারা গবর্ণমেণ্টকে দোষভোগী করিয়া আপনারা শুদ্ধ হস্ত হইতেছেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

দোষমুক্ত [স] *বিণ* অপরাধমুক্ত। 'একটু ভেবে সে নিজেকে দোষমুক্ত করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

দোষরহিত [স] *বিণ* ত্রুটিমুক্ত। 'ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দোষশূন্য [স] **১** *বিণ* নির্দোষ। 'দোষশূন্য ও বিশিষ্ট এবং ভাষাজ্ঞমাত্রেই জুরি হইবার যোগ্য।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **২** *বিণ* ত্রুটিমুক্ত। 'সন্তানগণ দোষশূন্য শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দোষশূন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্দোষ। 'নিতান্ত দোষশূন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দোষ সামালান কেরা *ক্রি* স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা। 'দোষ সামালান ফিরিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

দোষস্থান [স] *বি* দোষের বিষয়। 'গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দোষস্পৃষ্ট [স] *বিণ* দোষযুক্ত; দোষী। 'একে কখনই অঙ্গীকারভঙ্গজন্য দোষস্পৃষ্ট হতে দেব না।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

দোষ স্বীকার [স] *বি* নিজের দোষ হয়েছে এটা মেনে নেওয়া। 'অনুতপ্ত বেশে দোষ স্বীকার করিতে করিতে ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দোষহীন [স] *বিণ* নিষ্কলঙ্ক। 'কুলে শীলে দোষহীন লয় জেই জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কোনজন সিদ্ধকুল সাধ্য কেহ ধর্মমূল দোষহীন কায়েস্থের সভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোষা [স দুষ্>] *ক্রি* দোষ দেওয়া। **দোষসি** *ক্রি* দোষ দিচ্ছ। 'মিছাএঁ দোষসি বুঢ়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দোষিব** *ক্রি* দোষারোপ করবো। 'তাঁর মায়াছলে রাঘব রাবণ-অরি–দোষিব কাহারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **দোষিলাম** *ক্রি* দোষারোপ করলাম। 'মিছানে দোষিলাম আমি লঘু জাতি কানি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দোষাকর [স দোষ-আকর] **১** *বিণ* খারাপ বৈশিষ্ট্য আছে এমন। 'অশেষ দোষাকর দেশাচারকে বিধিবিহিত জ্ঞান করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* দোষযুক্ত। 'এই অশেষ দোষাকর কুসংস্কার সমস্ত জাতির অন্তঃকরণে চিরকাল বদ্ধমূল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দোষাক্রান্ত [স দোষ-আক্রান্ত] *বিণ* ত্রুটিপূর্ণ। 'রাজ নিয়ম দোষাক্রান্ত হইলেই প্রজারা বিবিধ প্রকার যন্ত্রণাজালে জড়িত হইয়া অশেষ ক্লেশের ভাজন হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

দোষাঘাত [স দোষ-আঘাত] *বি* মিথ্যা দোষ দেওয়া। 'কন্যাকে করণ দোষাঘাত করিয়া পশ্চাৎ এক শ্রোত্রিয়কে সম্প্রদান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

দোষাচ্ছাদন [স দোষ-আচ্ছাদন] *বিণ* দোষারোপ। 'কেবল

দোষাচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত যদি কহেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

দোষাধার [স দোষ-আধার] *বি* দোষের আধার। 'সে মূলের ভার/ বয়ে হনু দোষাধার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

দোষানুভব [স দোষ-অনুভব] *বি* অপরাধ বোধ। 'যবনকরণক বাদ্যোদ্যমে যে দোষানুভব করিয়াছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দোষানো *ক্রি* দোষ দেওয়া। 'পিঠে যখন দুমদাম পড়বে আমায় দোষতে পারবিনে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দোষাপনয়ন [স দোষ-অপনয়ন] *বি* ভুল-ত্রুটি সংশোধন। 'গণিতশাস্ত্রের দোষাপনয়ন ... না করাতে সে সমুদয় লুপ্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দোষাপবাদ [স দোষ-অপবাদ] *বি* বদনাম। 'অবশ্য এই সন্দেহের বা দোষাপবাদের সংবাদ রামচন্দ্রের কর্ণগোচর করা হচ্ছে ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

দোষাবধারণ [স দোষ-অবধারণ] *বি* অপরাধ নির্ধারণ। 'দোষ অভাবেও দোষাবধারণ করিয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

দোষাবহ [স দোষ-আবহ] **১** *বিণ* অপরাধজনক। 'হিন্দুদিগের বিবাহের রীতি ইদানীন্তন দোষাবহ হইয়াছে।' *সুধাকর*, ১৮৩১। **২** *বিণ* দোষযুক্ত। 'ভাবটি গ্রহণ করলে ব্যাপারটা তত বেশি দোষাবহ মনে হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দোষাভাব [স দোষ-অভাব] *বি* দোষের অভাব। 'অনুমান করি শাস্ত্রমতে না হইবেক যেহেতুক শাস্ত্রে সমাজ স্থান নীচস্পর্শে দোষাভাব লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দোষাভাস [স দোষ-আভাস] *বি* দোষারোপ; দোষের ইঙ্গিত। 'তোমায় নাহি দোষাভাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দোষারোপ [স দোষ-আরোপ] *বি* দোষ প্রদান। 'ইংলণ্ডীয় মহাশয় কর্তৃক যেসকল দোষারোপ হইয়াছিল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

দোষারোপণ [স দোষ-আরোপণ] *বি* দোষ দেওয়া। 'অকারণ দোষারোপণ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

দোষার্পণ [স দোষ-অর্পণ] *বি* দোষারোপ। 'কএক জনের উপর দোষার্পণ করিয়া পুনঃ উৎকোচ গ্রহণ।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দোষাশ্রিত [স দোষ-আশ্রিত] *বিণ* দোষ আছে এমন। 'তদ্দেশের শাসন-প্রণালী ... অসম্পূর্ণ ও দোষাশ্রিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দোষাস্পদ [স দোষ-আস্পদ] *বিণ* দোষযুক্ত। 'ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা যাদৃক্ দোষাস্পদ ছিলেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

দোষিণী [স] *বি স্ত্রী* অপরাধী। 'দোষিণীর আপন মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দোষী [স] **১** *বিণ* অপরাধী। 'আমি এত দোষী কিসে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* অভিযুক্ত। 'তোমার তরে সবাই মোরে করছে দোষী, হে প্রেয়সী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *বিণ* দায়ী। 'দোষ করি নাই, দোষী আমি বিধাতার পায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দোষোদ্গার [স দোষ-উদ্গার] *বি* দোষারোপ। 'শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দোষোল্লাস [স দোষ-উল্লাস] *বি* দোষারোপ। 'ব্যবহার রীতি প্রভৃতির উপর দোষোল্লাস করিয়া হেয় জ্ঞান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

দোস [স দোষ] *বি* দোষ। 'গিঅ মণ তোহোরেঁ দোসেঁ।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

দোসা [স দুষ্>] *ক্রি* দোষ দেওয়া। **দোসহ** *ক্রি* দোষ দাও। 'না জানিআ কেন রাজা দোসহ আক্ষারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দোসর [হি দুসরা] **১** *বিণ* দ্বিতীয়। 'যার কান্ধ বসে দোষর মাথা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সঙ্গী। 'নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোষর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দোষরা [হি দুসরা] *বিণ* দ্বিতীয়। 'দোষরা ফৈরাদের জবাব আদালতে দিতেছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

দোষাদ *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'ওরা জাতে দোষাদ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দোসতি [ফা দোস্‌তি] *বি* সখ্য। 'যত দুশমনি ছিল যথা নিল/ দোসতি আসিয়া জিনে!' *নজরুল*, ১৯৪১।

দোসর [হি দুসরা] **১** *বি* সখা। 'প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোকে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* প্রিয়। 'পুত্র এক আছে মোর প্রাণের দোসর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* দুই। 'রসুল দোসর ছিল তেসর হইলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বিণ* সহায়তাকারী। 'পাকবাহিনীর দোসর আল-বদর বাহিনীর সদস্যরা ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

দোসরমণি [হি দুসরা+স মণি] *বিণ স্ত্রী* বিপদে পাশে থাকে এমন। 'পতিতপাবন কামিনী দোসরমণি এক বেশ্যা নিযুক্ত করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দোসরা [হি দুসরা] **১** *সর্ব* দুজন; উভয়। 'দোসরা গোময় কীট স্বরূপ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* দ্বিতীয়। 'দোসরা পেটার আড়ঙ্গ ...' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *বিণ* মাসের তারিখের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়। 'দোসরা।' *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'প্রতি মাসের দোসরা ও তেসরা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দোসরি *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'দোসরি মোহরি বাজে অতেক বাজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

দোসাধু [স দুঃসাধিক] *বি* প্রহরী। 'দোসাধু বেড়ায় ঘর চাহিয়া সকল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দোসুতি [দো+সুতি] *বি* দুই রঙের সুতায় বোনা কাপড়। 'কিংখাব দূরে থাক দোসুতিও বুনতে পারেন কি না।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

দোসুতী [দো+সুতি] *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'দোসুতী শীতলজিরে হরিভোগ তায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দোস্ত [ফা] *বি* বন্ধু। 'গাজির আমল তাহে ঠাকুরের দোস্ত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সকল দোস্তদিগকে খবর করিতেছেন।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

দোস্তদার [ফা] *বিণ* বন্ধুপ্রতিম। 'রাছুলের খান্দানের হইয়া দোস্তদার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দোস্তানি [ফা] *বি* দোস্তি; বন্ধুত্ব। 'দুইজনে দোস্তানি হইয়াছিল আগে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দোস্তালি [ফা দোস্ত>] *বি* বন্ধুত্ব। 'এই ইলিশে আর হরিণে আছিলো যেমন দোস্তালি, তেমনি রেষারেষি।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

দোস্তি, দোস্তী [ফা] *বি* বন্ধুত্ব। 'দোস্তি।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দোস্তী ও সকশীয়ত ও হুকুম মতে কেহ তফাযত ও অন্যমত বুঝে নাই।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'রিচার্ড একদিন পেলাগের সঙ্গে দোস্তি করতে এসেছিল।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

দোহ [ফা দো; পা দ্ব; স দ্বৌ] **১** *বিণ* দুই। 'দোহ জগে নিরমল সৃজিলা বিধাতা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* দুজন। 'দোহ দুহা দরশনে তনুকম্পমান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দোহন [স দুহ্‌>] ১ *বি* দুধ দোয়ানোর কাজ। 'গো দোহন করি সখার সহিতে কানাই আইলা ঘরে।' *শেখর*, ১৬০০। ২ *বি* শোষণ। 'জমিদার খাজনা ব্যতিত আরও কত অসংখ্য প্রকারে প্রজাকে দোহন করিয়া থাকেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

দোহনী *বি স্ত্রী* দোহনকারিণী। 'রতি রস কাম দোহনী।' বড়ু, ১৪৫০।

দোহরি মোহরি *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ভেরি দুন্দুভি বাজে দোহরি মোহরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দোহা [স দ্বৌ] *বি* দুইজন। 'ঝন ঝনা শব্দ হয় দোহার তলওয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দোহাক [দোহা] ১ *বি* দুজনকে। 'আশ্বাস বচন-রসে দোহাক সান্তার।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* দুজনের। 'এহী হেতু তেজ বির্জ্জ সমান দোহাক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দোহাকার [দোহা+স কার] *বিণ* দুজনের। 'দর্শন অবধি দোহাকার একপ্রাণ।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

দোহান ১ *বিণ* দুই জনের। 'পিরীতের ভুজঙ্গমে ডংশিল দোহান মর্মে গরল জরল সর্বদেহে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* দুইজন। 'দোহানের মনে হইল ভাব।' *সুলতান*, ১৭০০।

দোহে *বি* দুজনে। 'কেলি সুখে বঞ্চিমু দোহে নিরন্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দোহাই [আ দুআ] ১ *বি* শপথ; দিব্যি। 'জদি নাহী বল রাধাকান্তের দোহাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অজুহাত। 'তিনি দেশকালপাত্রের দোহাই দিয়া তাহার নিন্দা করিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *ক্রিবিণ* দয়া ক'রে। 'আমার কথায় রেগো না দোহাই বাড়িবে কলহ আরও তা হলে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৪ *বি* অজুহাত। 'ভেবে লালন ফকির সদাই, দিচ্ছে গুরুর দোহাই।' *লালন*, ১৮৯০। ৫ *বি* নজির। 'যিনি মনুসংহিতার দোহাই দেন তাঁহার প্রতি আমার গুটিকতক বক্তব্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৬ *বি* বাধা। 'জোনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দোহাই কাড়া *ক্রি* দোহাই দেওয়া। 'মানবতাবোধ তথা মনুষ্যপ্রীতির দোহাই কাড়ছি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

দোহাই দসৃদর *বি* আইনের দোহাই। 'আমি দোহাই দসৃদর দিলাম তাহা মানিলেক না।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

দোহাই দেওয়া ১ *ক্রি* প্রতিবাদ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* নজির দেখানো। 'যাঁর দোহাই দিয়ে আমরা বেড়াই, যিনি এ প্রদেশে এক জন মহামান্য।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৩ *বি* অজুহাত দেখানো। 'ভেবে লালন ফকির সদাই, দিচ্ছে গুরুর দোহাই।' *লালন*, ১৮৯০।

দোহাই পাড়া ১ *ক্রি* মিনতি করা। 'পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল – দোহাই পাড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ২ *ক্রি* অজুহাতের সৃষ্টি করা। 'বিনয় গুণটির জন্যে দোহাই পেড়ে গিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *বিণ* কাতরচিত্তে প্রার্থনা করে এমন। 'মিনতি তার জলে স্থলে, দোহাই-পাড়া মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দোহাই মানা *ক্রি* দোহাই দেওয়া। 'প্রেমের দোহাই মানো প্রিয়তম! বিধাতাও করিবেন ক্ষমা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। 'পূর্বপুরুষের দোহাই মানিলে তো পূর্বপুরুষ সাড়া দিবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দোহার [স ধ্রুবকার>] *বি* গায়কের সহকারী। 'উজ্জ্বলনীলমণি দোহার।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

দোহর [স ধ্রুবকার>] *বি* গায়কের সহকারী; প্রধান গায়কের গান দ্বিতীয়বার যে গায়। 'হাড় হাবাতেরা সৌখিন দোহরের দলে মিশলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দোহারী [স ধ্রুবকার>] *বি* মূল গায়ককে সহায়তার কাজ। 'গোবিন্দ অধিকারী উক্ত দলে কীর্ত্তনের দোহারী করিতেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

দোহাল *বি* দুধ দোহনকারী। 'বাড়ীতে গরুর দোহাল বা উদুখলওয়ালী ডাকিতে হইবে না।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দৌজি [প্রা দোজ্জো] *বিণ* দ্বিতীয়। 'চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি দেখিল কৃষ্ণ দৌজি প্রহরে।' বড়ু, ১৪৫০।

দৌড় ১ *বি* ছোটা। *ওর্সা*, ১৭৮২। ২ *বি* সীমা। 'যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* বেগে যাওয়া। 'লেখনীকে দৌড় দিবার অবসর অন্বেষণ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বি* ক্ষমতা। 'কাজে ভাবে অনুভাবে আমার প্রকৃতির দৌড় কতদূর, তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দৌড়-ঝাঁপ *বি* ছোটাছুটি। 'দৌড়-ঝাঁপ, মারামারি, ... তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী।' *নজরুল*, ১৯২২।

দৌড় দেওয়া *ক্রি* ছেড়ে দেওয়া। 'মনটাকে তেমন দৌড় দিতে পারিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দৌড়ধাপ [দৌড়ঝাঁপ>] *বি* ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটাছুটি। 'কলকাতার দৌড়ধাপ হাঁসফাঁস ফড়ফড়ানি ঘড়ঘড়ানি ভারী ছোটো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দৌড়ন *ক্রি* বেগে ধাবিত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দৌড়ন্দাজ *বি* দৌড়ায় যে। 'দৃষ্টিহীন দৌড়ন্দাজ, ফুল-কুড়োনো বাচ্চারা।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

দৌড়পাল্লা *বি* দৌড় প্রতিযোগিতা। 'ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়পাল্লা দিবে?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

দৌড়বেগে *ক্রিবিণ* দ্রুতবেগে। 'তাতে সুপুরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড়বেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দৌড় মারা *ক্রি* ভয়ে পালানো। 'রাম দীন পাঁড়ে, বেড়ার লাঠি ঘাড়ে, চোর দেখলে দৌড় মারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

দৌড়াদড়ি *বি* অব্যাহত দৌড়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দৌড়াদৌড়ি *বি* ছোটাছুটি। 'নীহারের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া ... জঙ্গলে প্রবেশ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দৌড়ান [স দ্রু>] *ক্রি* বেগে ধাবিত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দৌড়ী [স দোরক] *বি* দড়ি। 'বান্ধিআঁ রাখিবোঁ দৃঢ় দৌড়ী।' বড়ু, ১৪৫০।

দৌতিক [স] *বি* দূত। 'গলায় যমদৌতিকের দড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দৌত্য [স] ১ *বি* সংবাদ বাহক। 'দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* দূতিয়ালি। 'বায়ুর দৌত্যে ভেসে আসে হেথা ক্ষণে ক্ষণে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

দৌত্য করা *ক্রি* সংবাদ বহন করা। 'বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দৌত্যকর্ম, দৌত্যকর্ম্ম [স] *বি* দূতের কাজ। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ... রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দৌত্যকার্য [স] *বি* দূতের কাজ। '... রাজ্ঞী তাঁহাকে ফ্রান্সের রাজসভার দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

দৌবারিক [স] *বি* দারোয়ান। 'সরকার ও মালি দৌবারিক প্রভৃতির বেতন ন্যূন সংখ্যায় ৭০ টাকা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

দৌর *বি* পরিক্রমা। 'আল-ওদুদের পিয়ালার দৌর চলুক বিরামহীন।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

দৌরবীক্ষণিক [স] *বিণ* দূরবিন দিয়ে দেখা যায় এমন। 'ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্রসমষ্টি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দৌরাত্ম্য [স] **১** *বি* উৎপীড়ন; অত্যাচার। 'দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* পাপাচরণ। 'রোহিণীর দৌরাত্ম্যের কথার পরিচয় দিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

দৌরাত্তি, দৌরাত্ত্য [স দৌরাত্ম্য] **১** *বি* উপদ্রব। *ক্যালগে*, ১৭৯১। **২** *বি* অত্যাচার। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

দৌরাত্ম [স দৌরাত্ম্য] *বি* অন্যায় ও উৎপীড়ন। 'পৃথিবীও দৌরাত্ম পূর্ণ ছিল।' *কেরী*, ১৮০১।

দৌরাত্মি [স দৌরাত্ম্য] *বি* দুরন্তপনা। 'মায়ের 'পরে দৌরাত্মি সে না যায় লেখাজোখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

দৌরাত্ম্যকারী [স] *বিণ* অত্যাচারী। 'দৌরাত্ম্যকারীর পোষকতা করিয়া থাকেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

দৌর্জন্যতা, দৌর্জ্জন্যতা [স] *বি* দুর্ব্যবহার; দুঃশাসন। 'এ রাজ্যের উপর দৌর্জ্জন্যতা করে।' *রামরাম*, ১৮০২।

দৌর্দণ্ড [স] *বিণ* প্রবল। 'অখণ্ড দৌর্দণ্ডপ্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিতপরিসেবিত ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দৌর্দণ্ডপ্রতাপ [স] *বি* প্রচণ্ড ক্ষমতা। **দৌর্দণ্ডপ্রতাপান্বিত** [স] *বিণ* প্রচণ্ড ক্ষমতাধর। 'অখণ্ড দৌর্দণ্ডপ্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিতপরিসেবিত ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দৌর্বল্য, দৌর্ব্বল্য [স] *বি* দুর্বলতা। 'দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্তই তাঁহার শারীরিক কল একেবারে বন্দ হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'সংকল্পের দৌর্বল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দৌর্বলতা, দৌর্ব্বলতা [স দুর্বলতা] *বি* দুর্বলতা। 'শরীরে অতিশয় এই দৌর্ব্বলতাকারক এই জ্বরের ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

দৌর্ভাগ্য [স] *বি* মন্দভাগ্য। 'সকলের চেয়ে বড়ো দৌর্ভাগ্য অনুভব করছি এই জানলার কাছটাতে এসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দৌলত [আ দওলত] **১** *বি* সম্পদ। 'আমার ছাওয়াল আমার দৌলতের মালিক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২। **২** *বি* সহায়তা; আনুকূল্য। 'এই গরুখোর বেটারগো দৌলতেই মোগর পৌচঘর ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৩** *বি* কৃপা। 'রাইয়তেরা বলে নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

দৌলৎ [আ দওলত] *বি* সম্পদ। 'সাহেব দৌলত নাহি চাহি কদাচন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দৌলৎখানা [আ দওলত+ফা খানাহ্] *বি* ধনভাণ্ডার। 'কাটোয়াতে নবাবের দৌলৎখানা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

দৌলতদার [আ দওলত+ফা দার] *বিণ* দৌলতবিশিষ্ট; ঐশ্বর্যমণ্ডিত। 'দৌলতদার কুম্পানি ইংরেজ বাহাদুরের।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

দৌলতমন্ত [আ দওলত+ফা মন্দ] *বিণ* সম্পদশালী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দৌলতমন্দ [আ দওলত+ফা মন্দ] *বিণ* সম্পদশালী; ধনী। 'দৌলতমন্দ লোকসকল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

দৌলাত [আ দওলত] *বি* ধনসম্পদ। *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'সেই অপুত্রক ব্যক্তির দৌলাত ও আওলাদের ও বিত্তিবিধান লইয়া থাকেন।' *ওস্টা*, ১৭৮৪।

দৌহিত্র [স] *বি* কন্যার পুত্র। 'নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দৌহিত্রী [স] *বি স্ত্রী* নাতনি। 'শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর সহিত ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দৌহিত্রেয় [স] *বি* কন্যার পুত্র। 'ঘোষাল মহাশয়ের দৌহিত্রেয় দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

দ্বন্দ্বল *বি* কুয়াশা। 'ভাবাভাব দ্বন্দ্বল দলিআ।' *চর্যা* ৩০, ১২০০।

দ্বটো [পা দ্ব+টো] *বিণ* দুটো। 'মুই দ্বটো নিড়িন গড়তে দিইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

দ্বন্দ্ব [স] *বি* বিবাদ। 'বাগ বলসে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিত কত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দ্বন্দ্বকোলাহল [স] *বি* বিবাদ-গোলমাল। 'সেখান হইতে রাগদ্বেষ দ্বন্দ্বকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দ্বন্দ্ব-গ্লানি [স] *বি* দ্বিধা-সংকোচ। 'মনের সকল দ্বন্দ্ব-গ্লানি কাটিয়ে উঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দ্বন্দ্বঘোষণা [স] *বি* লড়াইয়ের প্রস্তাব। 'ইন্দ্র রায়ের দ্বন্দ্বঘোষণা মর্যাদার সহিত গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।' *তারা*, ১৯৪০।

দ্বন্দ্বজ [স] *বি* বিরোধ। 'সাহেবদিগের সীমাবন্দির মধ্যে কিছু দ্বন্দজ হইয়াছিল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

দ্বন্দ্ব-বিরোধ [স] *বি* ঝগড়া-বিবাদ। 'সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধমাঝে জাগ্রত যে-ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

দ্বন্দ্বমুক্তি [স] *বি* দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি। 'পিতার দ্বন্দ্বমুক্তি প্রয়াস এতই নিরঙ্কুশ পরিপূর্ণ ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ [স] **১** *বি* সামনাসামনি লড়াই। 'মনুষ্য সঅস্ত্র হইলেও পরাক্রমশীল পশুদিগের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমর্থ হয়েন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* মল্লযুদ্ধ। 'মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভ্য স্থির হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দ্বন্দ্বসমাস [স] *বি* যে সমাসে সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে। 'ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত এবং সে নিত্যবিপরীত দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

দ্বন্দ্বহীন [স] **১** *বিণ* কলহমুক্ত। 'অতীতের চেয়েও গতিহীন দ্বন্দ্বহীন।' *তারা*, ১৯৪৩। **২** *বিণ* সংশয়হীন। 'যাকে চিনে দ্বন্দ্বহীন জীবনের কাছে আত্মবিসর্জনে পাবো স্বর্গসুখ।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

দ্বন্দ্বা [স দ্বন্দ্ব>] *ক্রি* সংঘর্ষ করা। 'সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ নির্ঘোষে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দ্বন্দ্বাতীত [স] *বিণ* দ্বন্দ্বের অতীত। 'সর্বদ্বন্দ্বাতীত তুমি।' *নজরুল*, ১৯৪১।

দ্বান্দ্বিক [স] *বিণ* মতামত, ধারণা ইত্যাদির সত্যতা অনুসন্ধান সংক্রান্ত। 'ইতিহাসকে মনে করতেন দ্বান্দ্বিক গতিসম্পন্ন ও বিবর্তনশীল।' *উমর*, ১৯৬৮।

দ্বয় [স] *বিণ* দুই। 'বিশ পঞ্চদশ বার দশ পঞ্চ দ্বয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দ্বাচত্বারিংশৎ [স] *বিণ* বিয়াল্লিশ সংখ্যক। 'দ্বাচত্বারিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দ্বাত্রিংশৎ [স] *বিণ* বত্রিশ। *ডানকান*, ১৭৮৫; 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত

রত্নময় আমার সিংহাসন।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২।

দ্বাদশ [স] *বিণ* বারো। 'দুই পাঞ্জএ দারিক দ্বাদশ ভুঅণে লখা।' *চর্যা ৩৪,* ১২০০।

দ্বাদশশত [স] *বিণ* বারোশো সংখ্যক। 'দ্বাদশশত বৎসর পূর্বে ব্রহ্মগুপ্ত ... তাহা বিবরণ করিয়াছেন।' *অক্ষয়,* ১৮৪৭।

দ্বাদশী [স] *বিণ* দ্বাদশ সংখ্যক। 'দ্বাদশী তিথি আজি দশ দণ্ড জানি।' *বিজয়,* ১৬৫০।

দ্বাদশে [স দ্বাদশ>] *ক্রিবিণ* দ্বাদশতম। 'দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

দ্বাদস [স দ্বাদশ] *বিণ* বারো। 'বানর সেবিয়া থাক দ্বাদস বৎসর।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

দ্বাদসি [স দ্বাদশী] *বি স্ত্রী* একাদশীর পরবর্তী দিন। 'দ্বাদসিতে নন্দঘোস জমুনা প্রেবেসে।' *মালাধর,* ১৫০০।

দ্বান্দ্বিক *দ্র* দ্বন্দ্ব

দ্বাপঞ্চাশৎ [স] *বিণ* বায়ান্ন সংখ্যক। 'দ্বাপঞ্চাশৎ কথা।' *তারিণী,* ১৮০৩।

দ্বাপর [স] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী চার যুগের তৃতীয় যুগ। 'সত্য ত্রেতা/ দ্বাপর কলী/ আন্ধে নিরঞ্জন কায়া।' *বড়ু,* ১৪৫০।

দ্বায়াপর [স দ্বাপর] *বি* দ্বাপর; হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী চার যুগের তৃতীয়টি। 'দ্বায়াপরে হইল কুরুপাণ্ডবের রণ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

দ্বাবিংশ [স] *বি* ২২ সংখ্যা। 'দ্বাবিংশ ভেদিলে সর্বত্র সঞ্চরএ।' *সুলতান,* ১৭০০।

দ্বাবিংশতি [স] *বিণ* বাইশ সংখ্যক। 'দ্বাবিংশতি কথা।' *তারিণী,* ১৮০৩।

দ্বাবিংসে [স দ্বাবিংশ] *বি* ২২ সংখ্যা। 'দ্বাবিংসে কল্কি রূপে ম্লেচ্ছের নিধন।' *মালাধর,* ১৫০০।

দ্বায়াদশ [স দ্বাদশ] *বিণ* দ্বাদশ। 'পূজেন দিনে দিনে নিয়মে দ্বায়াদশ বৎসর।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

দ্বার [স] **১** *বি* দরজা। 'সকল দ্বার মুক্ত হৈল প্রহরি নিদ্রা গেল।' *মালাধর,* ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* সমীপে; কাছে। 'হস্তিনা পুরেত আইল সান্তনুর দ্বার।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **দ্বারেতে** *ক্রিবিণ* দরজায়। 'জদি বা দ্বারেতে জাও রথে না চাহিবা।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

দ্বারকর্ণ [স] *বি* দরজার হাতল। 'শ্বেতকাচনির্মিত দ্বারকর্ণটি হাতে ঠেকল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

দ্বারখোলা [স দ্বার+খোলা] *বিণ* দরজা খোলা রাখা হয় এমন। 'তিনি দ্বারখোলা পালকিতে ইস্কুলে যেতেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

দ্বার ঝাঁপা *ক্রি* দরজা বন্ধ করা। 'ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

দ্বারদেশ [স] **১** *বি* দরজার নিকটবর্তী স্থান। 'এক অস্ত্রধারী পুরুষ, কর্মের প্রার্থনায় আসিয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭। **২** *বি* ঘরের দরজা। 'ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া তোমার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিত।' *অক্ষয়,* ১৮৪৮।

দ্বারপাল [স] *বি* দারোয়ান; প্রহরী। 'দ্বারপালেরা সে পুল ক্ষেপণ করিলে গড়ের উপর বক্কিমন্ত লোকেদের গতায়াতে পথ হয়।' *রামরাম,* ১৮০১।

দ্বারপালত্ব [স] *বি* দ্বার রক্ষা। 'বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ব্যক্তিরদিগকে দ্বারপালত্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন।' *দর্পণ,* ১৮৩৬।

দ্বারবন্দী [স] *বিণ* গৃহে আটক। 'সবুজ কথক একজন দ্বারবন্দী।' *শামসুর,* ১৯৭২।

দ্বারবর্তী [স] *বিণ* দ্বারস্থ। 'খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক-সমাজের দ্বারবর্তী হইত না।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

দ্বারবান [স] *বি* দারোয়ান। 'দ্বারবান, তাহার প্রমুখাৎ সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, রাজসমীপে বিজ্ঞাপন করিল।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

দ্বাররক্ষক [স] *বি* দরজায় অবস্থিত পাহারাদার। 'দ্বাররক্ষকেরা তাহাই দেখিয়া ... রাজাকে কহিলেক।' *চণ্ডীচরণ,* ১৮০৫।

দ্বাররক্ষা [স] *বি* দরজায় পাহারার কাজ। 'দুর্গের দ্বাররক্ষায় তুমিও নিযুক্ত ছিলে?' *মুনীর,* ১৯৬১।

দ্বারলগ্নকর্ণ [স] *বিণ* দরজায় কান পেতে আছে এমন। 'স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

দ্বারস্থ [স] **১** *বিণ* সাহায্যপ্রার্থী। 'কিছুই অনটন নাই, কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না।' *রাজনারায়ণ,* ১৮৫৪। **২** *বিণ* দ্বারবর্তী। 'দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া ...।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫। **৩** *বি* আশ্রয়প্রার্থী। 'সত্যকে মিথ্যার দ্বারস্থ হইতে হইল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৬। **৪** *বিণ* দ্বারে অপেক্ষমাণ। 'আমরা অনেকগুলি দ্বারস্থ। তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হাতে দ্বারমোচনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১। **৫** *বিণ* শরণাপন্ন। 'বিপন্নভাবে তোমার দ্বারস্থ হইতাম না।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪; 'আমরা সেই সাহসে আপনার দ্বারস্থ হচ্ছি।' *নজরুল,* ১৯৩৫। **৬** *বিণ* মুখাপেক্ষী। 'অন্য ভাষার দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন কি।' *উমর,* ১৯৬৮।

দ্বারি [স দ্বারী] *বি* দারোয়ান। 'অধিক দ্বারি নিযুক্ত না থাকিলে বিশেষ যাতনার ভাজন হইতে হয়।' *দর্পণ,* ১৮৩০।

দ্বারিক [স] *বি* দারোয়ান। 'জনক জননী থানে দ্বারিক দুর্জন।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

দ্বারিবর [স] *বি* দারোয়ান। 'রাজ আজ্ঞা শ্রবণেতে সেই দ্বারিবর।' *ফয়জুন্নেসা,* ১৮৭৬।

দ্বারী [স] *বি* দারোয়ান। 'সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

দ্বারে দ্বারে *ক্রিবিণ* যেখানে-সেখানে। 'এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

দ্বারোদ্ঘাটন, দ্বারোদ্‌ঘাটন [স] **১** *বি* প্রবর্তন; দ্বার উন্মোচন। 'কোন কোন তত্ত্বপিপাসু পণ্ডিতবর উক্ত ভাষার দ্বারোদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ...।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯; 'শেকসপীয়র মানবচরিত্রের চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন করে দিয়েছেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১। **২** *বি* দরজা খোলা। 'দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাটীর বাহির হইল।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৩। **৩** *বি* প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। 'মাতৃসদনের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়।' *বেগম,* ১৯৭০।

দ্বারা [স] *অব্য* মাধ্যমে। 'এহি পদে পরশিছ লায়লীর দ্বারা।' *বাহরাম,* ১৭০০।

দ্বারায় [স] *অব্য* দিয়ে। 'হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

দ্বারাবতী [স] *বি* পৌরাণিক নগরবিশেষ। 'কোথা বা সে দ্বারাবতী।' *রঙ্গ,* ১৮৫৮।

দ্বারি, দ্বারী *দ্র* দ্বার

দ্বারিক *দ্র* দ্বার

দ্বারে দ্বারে দ্র **দ্বার**

দ্বি [স দ্বি, দ্বিঃ] *বিণ* দুই। 'দ্বিগুণ মদন বেগেঁ করে নিধুবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দ্বিকর [স] *বি* দুই হাত। 'দ্বিকর কমল কমলাব্ধিতল তুঙ্গ কমলের দণ্ড।' *কাশীরাম*, ১৬৫০।।

দ্বি-খড়্গসমন্বিত [স] *বিণ* দুটি শিংবিশিষ্ট। 'দ্বি-খড়্গসমন্বিত রোমশ একটা গণ্ডার ভীষণদর্শন মুণ্ডটা বাহির করিয়া ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

দ্বিখণ্ড [স] *বি* দুই ভাগ। 'বল্মীক ছেদ করিয়া দ্বিখণ্ড করিলে যেরূপ দেখায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দ্বিখণ্ডিত [স] ১ *বিণ* দুই ভাগে বিভক্ত। 'বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* দ্বিধান্বিত। 'ইংরাজের নীতিবোধ এইরূপে দ্বিখণ্ডিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দ্বিখণ্ডিতা [স] *বিণ স্ত্রী* দুই ভাগে বিভক্ত। 'দ্বিখণ্ডিতা জীবন-সঙ্গিনী।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

দ্বিগু [স] *বিণ* দ্বিগুণ। 'দ্বিগু কোপিয়া বিরে চাইল লাড়িয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দ্বিগুণ [স] *বিণ* দুই গুণ। 'রাধার সুনিআঁ কাহ্ন কণ্ঠ কূজনে দ্বিগুণ মদন বেগেঁ করে নিধুবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দ্বিগুণতর [স] *বিণ* দ্বিগুণের বেশি। 'সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দ্বিগুণিত [স] *বিণ* দ্বিগুণ; অধিক। 'দ্বিগুণিত ভক্তিভরে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

দ্বিচক্রযান [স] *বি* দুই চাকার সাইকেল; বাই-সাইকেল। 'ভিতরের দিকে চালিয়ে দিলেন দ্বিচক্রযানখানিকে।' *তারা*, ১৯৫৩।

দ্বিচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* দুই পুরুষে আসক্ত। 'যদ্যপি দ্বিজ নারী দ্বিচারিণী হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দ্বিজাতিতত্ত্ব [স] *বি* ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির ধর্মভিত্তিক আলাদা রাষ্ট্র গঠনের তত্ত্ব। 'দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ...।' *আজাদ*, ১৯৫৪।

দ্বিতল [স] *বিণ* দোতলা। 'নগরের দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকায় বসিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

দ্বিতলবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দ্বিতীয় তলায় বসবাসকারী। 'দ্বিতলবাসিনী গবাক্ষবর্তিনী পুটিকে দেখিবামাত্র তাহার অন্তরের সমস্ত তন্ত্রীগুলি ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

দ্বিত্ব [স] ১ *বি* দ্বৈত সত্তা। 'এ মতের বিধানে ঈশ্বরের দ্বিত্ব কেন না মানি।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* দুইবার ব্যবহার বা প্রয়োগ। 'অন্যত্র ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঘটায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দ্বিত্ববোধক [স] *বিণ* পুনরুক্তিসূচক। 'এমনকি দেশজ, দ্বিত্ববোধক ও ধ্বন্যাত্মক প্রভৃতি।' *হাই*, ১৯৫৪।

দ্বিদল [স] *বি* (বাউল) দ্বিদল পদ্ম। 'দ্বিদলে সহস্র দল একরূপে সাঁই করে আলো।' *লালন*, ১৮৯০।

দ্বিদল পদ্ম [স] *বি* (বৈষ্ণব) বিশুদ্ধ চক্র। 'নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

দ্বিধর্মী [স] *বিণ* দুই ধর্ম অবলম্বনকারী। 'আসলে তিনি দ্বিধর্মী।' *উমর*, ১৯৬৮।

দ্বিধর্মিতা [স] *বি* দুই ধর্ম অবলম্বন করা। 'নজরুল ইসলামের এই দ্বিধর্মিতার যথার্থ চরিত্র উপলব্ধি করতে হলে ...।' *উমর*, ১৯৬৮।

দ্বি-ধার [স] *বিণ* দুদিক ধারালো। 'দ্বি-ধার তলোয়ার।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

দ্বিপক্ষ [স] *বি* দুই ডানা। 'কোন কোন পক্ষী দ্বিপক্ষ বিস্তারে আকাশ পথে গমন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

দ্বিপদ [স] *বিণ* দুই পা বিশিষ্ট। 'আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দ্বিপদী [স] ১ *বি* পয়ার। 'দ্বিপদীই হচ্ছে সকল দেশে সকল ভাষার আদি ছন্দ।' *প্রমথ*, ১৯১৩। ২ *বিণ* দুটি পায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'পাখির দেহের ছন্দটা দ্বিপদী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* দুই পদবিশিষ্ট। 'আদালতের দীর্ঘপ্রলম্বিত বিপত্তির দ্বিপদী প্রতীক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দ্বিপাদ [স] *বিণ* অর্ধেক। 'তখন ধর্ম দ্বিপাদ অন্তরে থাকিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দ্বিপুরুষ [স] *বি* পরবর্তী প্রজন্ম। 'এই স্বকৃতভঙ্গদিগের সন্তানেরা দ্বিপুরুষে ও তাহাদের সন্তানগণ তিন পুরুষে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

দ্বিপ্রহর [স] ১ *বি* দুপুর। 'ঘোর শব্দ শুনি কেন দ্বিপ্রহর বেলা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* দুই প্রহর বা ছয় ঘণ্টা অতিক্রান্ত। 'তখন রাত্রি বুঝে করি দ্বিপ্রহর।' *শরৎ*, ১৯১৭।

দ্বিপ্রহরা [স] *বিণ স্ত্রী* দুই প্রহর অতিক্রান্ত। 'মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা দ্বিপ্রহরা রজনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

দ্বিপ্রাহরিক [স] ১ *বিণ* দুপুরের। 'পণ্ডিত মহাশয় দ্বিপ্রাহরিক আলস্যে চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বিণ* দুপুরবেলা চলে এমন। 'নৈশবিদ্যালয় অথবা দ্বিপ্রাহরিক বিদ্যালয় পরিচালনা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

দ্বিবচন [স] *বি* দ্বিত্ব বোধক পদ। 'একবচনে বালক, দ্বিবচনে বালকেরা ও বহুবচনেও ...। *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

দ্বিবার [স] *বিণ* দুবার। 'বিবাহের পর জীবনকাল মধ্যে কোন শ্বশুরালয়ে ইঁহারা দ্বিবার, কোথায় ত্রিবার পদার্পণ করিয়া থাকেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দ্বিবিধ [স] *বিণ* দুই প্রকার। 'দ্বিবিধ বানর বধ বিক্রমে বিসাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দ্বিবিধচিত্ত [স] *বিণ* দুই রকম ভাবাপন্ন। 'সভাস্থ লোকেরা ও স্ত্রীবর্গেরা গন্ধর্ব্বসেনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ... হর্ষবিষাদে দ্বিবিধচিত্ত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দ্বিভাগ [স] *বিণ* দুই খণ্ড। 'প্রভু আত্ম দেহ দ্বিভাগ করিয়া অর্দ্ধেকে নর এবং অপর অর্দ্ধেকে নারী হইলেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

দ্বিভুজ [স] *বি* দুই হাত। 'দ্বিভুজ ঘুচিয়া কি কেহ চতুর্ভুজ হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

দ্বিভুজতা [স] *বি* দুই হাতবিশিষ্টতা। 'মানুষের সহিত দ্বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দ্বিমত [স] *বি* ভিন্ন মত। 'তিনি নিন্দাভাজন হইয়াছেন কিনা তদ্বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দ্বিমাতৃভাষা [স] *বি* দ্বিতীয় মাতৃভাষা। 'ইংরেজি ভাষাকে এখন বাঙালির দ্বিমাতৃভাষা বলা যেতে পারে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

দ্বিমুখী [স] *বিণ* দুই ধারা বিশিষ্ট। 'এই দ্বিমুখী সমস্যা সমাধানে।' *বেগম*, ১৯৬৮।

দ্বিযাম [স] *বি* দুপুর। 'এই ভাতি শীঘ্রগতি উড়িল দ্বিযাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দ্বিরদ [স] *বি* হাতি। 'ধনুর্বাণ অব্যর্থ দ্বিরদ সৈন্য ভেদি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দ্বিরদ-রদ [স] *বি* হাতির দাঁত। 'দ্বিরদ-রদ-নির্মিত দুয়ারে দুয়ারী।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

দ্বিরদরদস্তম্ভ [স] *বি* উচ্চাসনবিশেষ। 'পৃথক হয়ে আপন আপন দ্বিরদরদস্তম্ভে এঁরা তো বসে থাকলেনই না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

দ্বিরাগমন [স দ্বিঃ-আগমন] *বি* বিয়ের পর নতুন বউয়ের দ্বিতীয়বার বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাওয়া (হিন্দু সংস্কার)। 'যুবতি হইলে তাহার দ্বিরাগমন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

দ্বিরায়তনিক [স দ্বিঃ-আয়তনিক] *বিণ* দ্বিমাত্রিক। 'শুভ্র পটভূমিকার 'পর আসে যায় জীবনের দ্বিরায়তনিক অনুকৃতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

দ্বিরুক্তি [স দ্বিঃ-উক্তি] *বি* আপত্তি জ্ঞাপন। 'যে আজ্ঞা করিবেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাহাতেই সম্মত হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দ্বিরেফ [স] *বি* ভ্রমর। 'হে দ্বিরেফ ! হে ষট্‌পদ ! ... হে ভোমরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দ্বিশত [স] *বিণ* দুশো। ' কোথায় পঞ্চ শত, কোথায় দ্বিশত ... এই রূপে ভাগে ভাগে, যখন যথায় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

দ্বিশাখাবিভক্ত [স] *বিণ* দুই শাখাবিশিষ্ট। 'অগ্রভাগ দ্বিশাখাবিভক্ত ত্রিশূলবৎ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

দ্বিসহস্র [স] *বিণ* দুই হাজার। 'কোথায় পঞ্চ শত, কোথায় দ্বিশত, কোথায় দ্বিসহস্র এইরূপে ভাগে ভাগে যখন যথায় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

দ্বিসূত [স দ্বিসূত্র>] *বিণ* দুই সুতা (দড়ি) পাকানো। 'দ্বিসূত কাঁকালে দড়ি দড় করি ধরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দ্বিস্বরা [স] *বিণ* দুই স্বরবিশিষ্ট। 'বউ-কথা-কও কোথা দুরারোহ, তমিস্র তমালে সভয়ে সংবরি আছে উচ্ছৃঙ্খল দ্বিস্বরা দীপক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

দ্বিজ [স] **১** *বি* ব্রাহ্মণ। 'দ্বিজ হউক ক্ষেত্র হউক করাইব সুখ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* পাখি। 'দ্বিজদল নিজদলে পক্ষ পক্ষ ধরি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দ্বিজকুল [স] *বি* পাখির দল। 'সিখিকুল নাচত অলিকুল জন্ত্র। দ্বিজকুল আন পঢ় আসিখ মন্ত্র।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দ্বিজঘটা [স] *বি* ব্রাহ্মণদের সমারোহ। 'কপালে জুড়ি ফোঁটা চৌদিগে দ্বিজঘটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দ্বিজত্ব [স] *বি* ব্রাহ্মণত্ব। 'সমাজ সেই প্রাচীন দ্বিজত্বকে লাভ করিবার জন্য চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দ্বিজদল [স] *বি* পাখিরা। 'দ্বিজদল নিজদলে পক্ষ পক্ষ ধরি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দ্বিজধর্ম [স] *বি* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ধর্ম। 'দ্বিজধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তিরক্ষা করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দ্বিজবর [স] *বি* শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। 'ব্যাধ হস্তে মুক্ত করি এক দ্বিজবর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দ্বিজরাজ [স] *বি* চাঁদ। 'অবহু মধু ঋতু সকল শুভ হেতু দখিনে উয়ল দ্বিজরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

দ্বিজোত্তম [স দ্বিজ-উত্তম] *বি* ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। 'অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

দ্বিতীয় [স] **১** *বি* ভিন্ন কিছু বা বিষয়। 'তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে/ এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* দুই সংখ্যক। 'দ্বিতীয় বনিতা তার উজানি নগরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দ্বিতিএ [স দ্বিতীয়ত] *ক্রিবিণ* দ্বিতীয় বারে। 'দ্বিতিএ বরাহরূপে পৃথুবি উদ্ধারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দ্বিতিয় [স দ্বিতীয়] *বিণ* দ্বিতীয়। *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

দ্বিতী [স দ্বিতীয়] *বিণ* দ্বিতীয়। 'দ্বিতী বেহুলা তুমি বেহুলা বদলে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

দ্বিতীঅ [স দ্বিতীয়] *বিণ* দ্বিতীয়। 'জন্মিল বিচিত্রবির্জ্জ দ্বিতীঅ কুমার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দ্বিতীএ [স দ্বিতীয়] *ক্রিবিণ* দ্বিতীয়ত। 'দ্বিতীএ অবলা রূপ দেখ পূর্ণ শশী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দ্বিতীয়তঃ [স] *ক্রিবিণ* দ্বিতীয়ত। 'দ্বিতীয়তঃ বহুদূরব্যাপী বৈবাহিক সম্বন্ধও বিবাদের পথে সাধারণ বাধা ছিল না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

দ্বিতীয়তো [স দ্বিতীয়তঃ] *ক্রিবিণ* দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। 'দ্বিতীয়তো ন্যায় শাস্ত্র কহেন যে পরমাত্মা এক।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'দ্বিতীয়তো বাঁকুড়ার পশ্চিম ... এক শত দশ হাত লম্বা এক সেতু।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

দ্বিতীয়পক্ষ [স] *বি* দ্বিতীয় স্ত্রী। 'ভাবী দ্বিতীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বসিয়া আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দ্বিতীয়বার [স দ্বিতীয়+ফা বার] *বি* দুই-সংখ্যক দফা; দুইবার। 'ছাত্রেরদেরে দ্বিতীয়বার বার্ষিক পরীক্ষা হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

দ্বিতীয় ভাষা [স] *বি* মাতৃভাষার পরে গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে অন্য যে ভাষা শেখা হয়। 'এঁদের দ্বিতীয় ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান শেষ পর্যন্ত কতটুকু থাকে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

দ্বিতীয়া [স] **১** *বি স্ত্রী* চান্দ্রমাসের দুই তারিখ। 'দ্বিতীয়ার শশী যেন উদয় গগনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি স্ত্রী* দ্বিতীয় জন। 'প্রথমাও দ্বিতীয়ার অনুরূপ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ [স] *বি* দ্বিতীয় ভাগ। 'শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইতেছে যে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'এই উদাহরণগুলিতে জোড়াশব্দের দ্বিতীয়ার্ধে আকারের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

দ্বিতীয়ে *ক্রিবিণ* দ্বিতীয়ত। 'দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দ্বিধা [স] **১** *বি* সংশয়। 'দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* দ্বিখণ্ডিত। 'হে মাতঃ পৃথিবী ! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দ্বিধাকম্পিত [স] *বিণ* দ্বিধায় কম্পিত। 'দ্বিধাকম্পিত স্বরে বললে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দ্বিধাকুণ্ঠিত [স] *বিণ* দ্বিধাবশত সংকুচিত। **দ্বিধাকুণ্ঠিতভাবে** [স] *ক্রিবিণ* দ্বিধাবশত সংকোচ ক'রে। 'চন্দ্রবাবু (দ্বিধাকুণ্ঠিতভাবে)। অন্য যারা সভ্য আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দ্বিধাখণ্ডিত [স] *বিণ* দুই ভাগে বিভক্ত। 'যাহার তপোবলে ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধাখণ্ডিত হইয়াছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

দ্বিধাগ্রস্ত [স] ১ *বিণ* সংশয়পূর্ণ। 'নিজের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনকে একটা কোথাও চূড়ান্তভাবে সমর্পণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না এমন। 'তখন সেই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সন্ধির শর্তভঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দ্বিধাজড়িত [স] *বিণ* দ্বিধায় জড়িয়ে-যাওয়া। 'পাখির দ্বিধাজড়িত কাকলি শোনবামাত্র ও বিছানা ছেড়ে চলে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দ্বিধাতরঙ্গ [স] *বি* দ্বিধার ঢেউ। 'এই দ্বিধাতরঙ্গের ওঠাপড়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

দ্বিধাথরথর [স দ্বিধা+ধ্বন্যা থরথর] *বিণ* সংশয়ে বিহ্বল; দ্বিধায় কম্পিত। 'একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব [স] *বি* মনের ইতস্তত ভাব। 'যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিছু আর নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দ্বিধান্বিত [স] *বিণ* সংশয়িত। 'দ্বিধান্বিত তাই আমি নাস্তিক নই।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

দ্বিধাপরায়ণ [স] *বিণ* সসংকোচ। 'কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনকে বোঝাটা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দ্বিধাবর্জিত [স] *বিণ* সংশয়হীন। 'দ্বিধাবর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দ্বিধাবিদীর্ণ [স] *বিণ* দুই ভাগে বিভক্ত। 'তাহাও দ্বিধাবিদীর্ণ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দ্বিধাবিভক্ত [স] ১ *বিণ* দুইভাগে বিভক্ত। 'মহাভারতকে এরকম দ্বিধাবিভক্ত করা নেহাত গোঁয়ারতুমি নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৭। ২ *বিণ* দ্বিধান্বিত। 'তাঁর নায়ক-নায়িকা মানুষ, সে কারণে জটিল, দ্বিধাবিভক্ত; কোনও ভাবরূপের দেহায়ন নয়।' *শিব*, ১৯৫৫।

দ্বিধাবিলম্ব [স] *বি* দ্বিধাজনিত বিলম্ব। 'দ্বিধাবিলম্বে হারাই লগ্ন ইহলোকে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

দ্বিধাবিহীন [স] *বিণ* সংশয়হীন। 'তাহার দ্বিধাবিহীন দেশভক্তির বাণী শুনিলে সংশয়ীকে হার মানিতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দ্বিধাবোধ [স] *বি* সংকোচ অনুভব। 'পতি, উপপতি সবই গোপনে যবনকুল থেকে নির্বাচন করতে তোমার কোনো দ্বিধাবোধ হয় না।' *মুনীর*, ১৯৬১।

দ্বিধা-ভরা *বিণ* সংশয়যুক্ত। 'দ্বিধা-ভরা গলায় একবার সুর আর দুবার কথা ভুল করে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

দ্বিধা ভাঙা *ক্রি* সংকোচ দূর হওয়া। 'সেই দ্বিধাটুকু ভাঙিয়া দিবার জন্য তাহার সমস্ত মন যে উদ্যত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দ্বিধাভাব [স] *বি* সংশয়যুক্ত মনোভাব। 'কোন দ্বিধাভাব ভাবনা করিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

দ্বিধামিশ্রিত [স] *বিণ* সংকোচপূর্ণ। 'একটা দ্বিধামিশ্রিত দীনতার অনুভূতি খেলে যায় মাহবুবের মনে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

দ্বিধামুক্ত [স] *বিণ* সংশয়হীন। 'মনের চিন্তাগুলোকে ... দ্বিধামুক্ত করে স্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

দ্বিধাশূন্য [স] *বিণ* সন্দেহমুক্ত। 'চিন্তাপীড়িত সংশয়াপন্ন মানুষের কাছে এই দ্বিধাশূন্য অব্যবহিত ইচ্ছাশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

দ্বিধা সঙ্কোচ [স] *বি* দ্বিধাদ্বন্দ্ব। 'হালিমের মনের সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ ভাঙিয়া দেয় একজন দারওয়ান।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দ্বিধাহীন [স] *বিণ* সংশয়হীন। 'একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'দুখ বক্ষে দ্বিধাহীন, মুখে শান্ত, স্বার্থপঙ্ক হ্রদে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

দ্বিধাহীনচিত্তে [স] *ক্রিবিণ* নিঃসংশয়ে। 'দ্বিধাহীনচিত্তে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

দ্বিপি [স দ্বীপী] *বি* বাঘ। 'দ্বিপিযুগ মধ্যে রাখি তাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দ্বিপীন [স দ্বীপী] *বি* বাঘ। 'পশুপক্ষী বিবধর দ্বিপীন কুরঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

দ্বিষত [স দ্বিষৎ] *বি* শত্রু। 'দ্বিষত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দ্বীন [আ দীন] *বি* ধর্ম। 'আর যথ দ্বীন সব উজ্বল না হএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'মুয়াজ্জিন আজানের সুরে বলে, কোনোমতে আজও বেঁচে আছে দ্বীন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দ্বীপ [স] *বি* চারদিকে পানি বেষ্টিত ভূভাগ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এই ভূমিপিণ্ডের অর্দ্ধেক লবণসমুদ্রের উত্তর এই জম্বুদ্বীপ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দ্বীপদ্বীপান্তর [স] *বি* এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপ। 'ঐ সকল সামগ্রী ভারতবর্ষীয় নৌকা দ্বারা দ্বীপদ্বীপান্তর হইতে আনীত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দ্বীপবাসী [স] *বি* দ্বীপে বসবাসরত ব্যক্তি। 'উক্ত দ্বীপবাসীরা বলে এই অনুপম বিহগেরা পার্থিব কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দ্বীপযষ্টি [স] *বি* লাঠিবিশেষ। 'এত বলি ক্রোধে হাতে দ্বীপযষ্টি লৈয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দ্বীপাঞ্চল [স] *বি* দ্বীপ সংলগ্ন অঞ্চল। 'উপকূলীয় এলাকায় ও দ্বীপাঞ্চলে ... কমিটি গঠন করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৬।

দ্বীপাতীত [স] *বিণ* দ্বীপ ছাড়ানো। 'দ্বীপাতীত লক্ষ্যে অবিরাম চলে যাওয়া।' *জীবন*, ১৯৪০।

দ্বীপান্তর [স] ১ *ক্রিবিণ* অন্য দ্বীপে। 'তাঁহাকে দ্বীপান্তর লইয়া গিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* নির্বাসন। 'জেলে পচে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

দ্বীপান্তরবর্তী, দ্বীপান্তরবর্ত্তী [স] *বিণ* দ্বীপের নিকটবর্তী। 'তিনি দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দ্বীপান্তরবাস [স] *বি* দ্বীপে নির্বাসন। 'ইটালি যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দ্বীপান্তরিত [স] *বিণ* অন্য দ্বীপে স্থানান্তরিত। 'সমুদ্রপারে দ্বীপান্তরিত করিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দ্বীপি [স] *বি* চিতাবাঘ। 'এই প্রকাণ্ড বনমধ্যে ভয়াল ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপি, গণ্ডার, মহিষ, বৃক, তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ... নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

দ্বীপিচর্ম [স] *বি* বাঘছাল। 'দ্বীপিচর্ম পরিধান শুষ্ক মাংস বিভূষণা বিস্তারবদনা ভয়ঙ্করা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দ্বীপিকা [স দীপ>] *বি* প্রদীপ। 'যেমত দ্বীপিকা উজরে অধিকা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

দ্বেষ [স] ১ *বি* ঈর্ষা। 'নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অনিষ্ট। 'মনুষ্যের দ্বেষ করে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩

বি বিরাগ। 'শাস্ত্রের প্রতি দ্বেষ নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দ্বেষক [স] *বি* শত্রু। 'হয়ত, তোমারই দ্বেষক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

দ্বেষভাব [স] *বি* বৈরীভাব। 'রাজার যে দ্বেষভাব হইয়াছিল তাহা সে বালকের মুখাবলোকনমাত্র গেল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দ্বেষশূন্য [স] *বিণ* হিংসাহীন। 'কিঞ্চিৎ দ্বেষশূন্য হইয়া দীপিকা পাঠ করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দ্বেষাদ্বেষ [স দ্বেষ>] *বি* হিংসা-বিদ্বেষ। 'বিদায় দেওয়া কেবল দ্বেষাদ্বেষ প্রযুক্ত করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

দ্বেষাদ্বেষি, দ্বেষাদ্বেষী [স দ্বেষ>] *বি* হিংসা-বিদ্বেষ। 'গ্রামবাসীরা দলাদলি দ্বেষাদ্বেষি করতঃ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'বাঙ্গালিদের দলাদলি ও দ্বেষাদ্বেষী সর্ব্বত্রই সমান।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'লোকে করে দ্বেষাদ্বেষি গৌর বলে যাই চলে।' *লালন*, ১৮৯০।

দ্বেষানল [স দ্বেষ-অনল] *বি* দ্বেষ রূপ অনল; বিদ্বেষ। 'তাঁহার প্রতি শত্রুতা ভাব ও দ্বেষানল ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দ্বেষি [স দ্বেষী] ১ *বিণ* হিংসুক। 'দ্বেষী বিদ্বেষী না হইয়া অন্যোন্য বর্ণ ... প্রতিপালন করেন।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বিণ* বিরোধী। 'দ্বেষি মহাশয়েরদিগের আস্ফালন ও তর্জনগর্জনের বিসর্জন হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

দ্বেষ্টা [স] *বিণ* বিরোধী। 'অবশ্যই তাঁহাদিগের ধর্ম্মের দ্বেষ্টা ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দ্বেষ্য [স] *বিণ* নিন্দনীয়। 'এতেকে কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্য যোগ্য নহে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দ্বৈত [স] ১ *বিণ* দুই রকম। 'জগতের অদ্বৈত মোর সে দ্বৈত মায়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সঙ্গী। 'যখন আমার দ্বৈতদলটি জমেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বি* দ্বিত্ব; দুই দিক। 'সকল সৃষ্টির মধ্যেই একটি দ্বৈত আছে; তার একটা হচ্ছে অন্তরের সত্য, আর-একটা হচ্ছে তার বাহিরের বাহন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

দৈত ধর্ম, দ্বৈত ধর্ম্ম [স] *বি* মঙ্গল ও অমঙ্গলজনক, দুই ধরনের ঈশ্বর পৃথিবীতে নিযুক্ত – এই মতবাদ। 'পারসিকদিগের প্রাচীন দ্বৈত ধর্ম্ম এইরূপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

দ্বৈতবাদ [স] *বি* জীবাত্মা ও পরমাত্মা অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টা ভিন্ন – এই দার্শনিক মত। 'দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

দ্বৈতবাদী [স] *বিণ* জীবাত্মা ও পরমাত্মা অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টা ভিন্ন – এই মতবাদে বিশ্বাসী; দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। 'ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্ব্বাক কেহ এক আত্মবাদী কেহ বা দ্বৈতবাদী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

দ্বৈতভাব [স] *বি* জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক ভাবনা। 'তাঁহাদের ধর্মে ও কর্মে দ্বৈতভাবের বিলক্ষণ আবির্ভাব আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দ্বৈতাচারী [স] *বিণ* স্ববিরোধী। 'সুগুপ্ত প্রকোষ্ঠতলে তন্দ্রাহীন দ্বৈতাচারী নয়/ নিজেরে বিনষ্ট করে উৎসারিত ধূমে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

দ্বৈধ [স] ১ *বি* সংশয়। 'সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়, এই ছয় রাজগুণে ... অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* অনৈক্য; মতপার্থক্য। 'তদ্বিষয়ক সমুদায় দ্বৈধ অন্তর্হিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ *বি* দুই দিক। 'সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশি পরিমাণে চারিত্রের দ্বৈধ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দ্বৈধব্য [স] *বি* এক সঙ্গে দুই স্বামী নিয়ে জীবনযাপন। 'একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে দ্বৈধব্য অপরাধে গ্রেফতার করা হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দ্বৈপসাগর [স] *বি* দ্বীপ আছে এমন সাগর। 'দেখিনি অপার দ্বৈপসাগরে মর্ত্যমানুষ একা বাস করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দ্বৈপায়ন [স] ১ *বি* সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব। 'দ্বৈপায়ন চিরজীবী যশঃসুধা পানে, কহেন মধুর স্বরে ... মহাভারতের কথা!' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* দ্বীপে জাত। 'এবং সে খণ্ড বিশ্বের মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কি না জানি, নাস্তিরই বিবর্তবাদ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

দ্বৈভাষিকী [স] *বিণ* দুই ভাষার মিশ্রণ; খানিকটা ইংরেজি খানিকটা বাংলা। 'দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া এবং তামাকু সেবন করিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দ্বৈমাত্রিক [স] *বিণ* দুই মাত্রাবিশিষ্ট। 'যুগ্মধ্বনিকে দ্বৈমাত্রিক বলে গণ্য করার দরকার আছে বলে অনুভব করেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দ্বৈরথ [স] *বিণ* যুদ্ধের জন্য দুই রথী মুখোমুখি এমন। 'দ্বৈরথযুদ্ধ তোমাদের কার্য্য না হে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

দ্বৈরথযুদ্ধ [স] *বি* দুই রথীর মুখোমুখি লড়াই। 'দ্বৈরথযুদ্ধ তোমাদের কার্য্য না হে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

দ্বৈরথ-সমর [স] *বি* সম্মুখ যুদ্ধ; দ্বান্দ্বিক পন্থা। 'এদের মনীষীরা সত্যকে পান দ্বৈরথ-সমরে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

দ্বৈরাজ [স] *বি* দ্বৈত শাসন। 'স্বরাজ পররাজ দ্বৈরাজ নৈরাজের ভাবনা আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দ্বৈরাজ্য [স] *বি* দুই স্বতন্ত্র শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দোফলা [দো+ফলা] *বিণ* দুই খণ্ড বা দুই ফালিতে বিভক্ত। 'শিশিরে দোফলা তুমি অতি সুমধুর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দ্ব্যক্ষর [স দ্বি-অক্ষর] *বি* দুই অক্ষর। 'তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জনপ্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরযুক্ত ... ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

দ্ব্যম্লজান [স দ্বি-অম্লজান] *বি* কার্বন ডাই অক্সাইড। 'অম্লজান, দ্ব্যম্লজান ও উদজানের উৎপত্তি হইল।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

দ্ব্যর্থ [স দ্বি-অর্থ] *বি* দুই রকম অর্থ। **দ্ব্যর্থবোধক** [স] *বিণ* দুই রকম অর্থ হয় এমন; যার অর্থ অস্পষ্ট। 'দুই একটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

দ্ব্যর্থহীন [স] *বিণ* স্পষ্ট; দ্বিতীয় কোনো অর্থ নেই এমন। 'রেসকোর্সের ময়দানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৭১।

দ্ব্যর্থহীনভাবে [স] *ক্রিবিণ* দ্বিতীয় কোনো অর্থ নেই এমন স্পষ্টভাবে। 'প্রেসিডেন্ট দ্ব্যর্থহীনভাবে বলিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

দ্ব্যর্ধ, দ্ব্যর্দ্ধ [স দ্বি+অর্ধ] *বি* দুই অর্ধ। **দ্ব্যর্ধ তাল, দ্ব্যর্দ্ধ তাল** [স দ্বি+অর্ধ-তাল] *বি* অর্ধমাত্রা। 'দুই স্তম্ভের মধ্যে লিখিত হইলে অর্দ্ধ তাল অথবা দ্ব্যর্দ্ধ তাল ইত্যাদি বুঝাইবেক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দ্ব্যাত্মবাদী [স দ্বি-আত্মবাদী] *বিণ* জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাসী। 'বেদান্ত একাত্মবাদী দ্ব্যাত্মবাদী তর্ক।' *ভারত*, ১৭৬০।

দ্যাওড় *বি* তোপধ্বনি। 'বন্দুক হাতে ... পাহারা দেন, ফাঁকা দ্যাওড় করেন।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। *দ্র* **দেওড়, দেহড়**

দ্যাওলি হওয়া *ক্রি* মহাজনের ব্যবসা নষ্ট হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দ্যাখা[১] *বি* দেখা। 'অনেক বাছা গোছা ও দ্যাখা শোণার পর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দ্যাখতা *বি* দেখা। 'আমার দ্যাখতায় পাঁচ-পাঁচটা ম্যানেজার বদল হ'ল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দ্যাখা[২] *ক্রি* চোখ রাখা। 'দ্যাখ, পুরুষেরা স্ত্রীলোক বলিয়ে নাহি করে হেলা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দ্যাশ [স দেশ] *বি* গ্রাম। 'কাঁদাকাটি কর্য়ে দ্যাকবো, যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাযিই দ্যাশ ছাড়ে যাব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

দ্যাশগাঁও [স দেশগ্রাম] *বি* গ্রাম-গাঁ। 'দ্যাশগাঁও ছাইড়া দ্বীপের মদ্যি আইসা রইছ।' *মানিক*, ১৯৩৬।

দ্যুতি [স] ১ *বি* শোভা। 'কনকের প্রায় দ্যুতি কনকভূষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* দীপ্তি। 'ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল বর্ণের দ্যুতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দ্যুতিলোক [স] *বি* আলোকরশ্মি। 'অন্ধকার আকাশে অগণিত দ্যুতিলোক।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দ্যুলোক [স] *বি* মহাশূন্য। 'আমরা চতুর্দ্দিকে হরিতালী-সংবলিত যাবতীয় নক্ষত্রপুঞ্জে পরিবৃত রহিয়াছি, তাহা ... দ্যুলোক বলিয়া উক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দ্যুলোকব্যাপী [স] *বিণ* সুদূর বিস্তৃত। 'দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী অফুরন্ত লীলা উপভোগ করতে পথে বেরিয়ে পড়তুম। কিন্তু দ্যুলোকব্যাপী?' *অন্নদা*, ১৯২৯।

দ্যূত [স] *বি* পাশা খেলা। **দ্যূতকার** [স] *বি* পাশা খেলে যে। 'আমি দ্যূতকার অদ্য দ্যূতক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া কৌপিনমাত্রবিশেষ হইয়াছি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দ্যূতক্রীড়া [স] *বি* পাশা খেলা। 'আমি দ্যূতকার অদ্য দ্যূতক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া কৌপীনমাত্রবিশেষ হইয়াছি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দ্যূতজিতা [স] *বিণ* বাজি খেলে জিতেছে এমন। 'সভাতলে দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

দ্যূতপণ [স] *বি* জুয়ার বাজি। 'দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়, বাহুবলে নাহি হারে যাতার হৃদয় –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দ্যূতাসক্ত [স] *বিণ* জুয়াখেলায় দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। 'দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দ্যোতনা [স] ১ *বি* দীপ্তি। 'সুমধুর ব্যঞ্জনারই সৃষ্টি হয় তা নয়, তার দ্যোতনায় সমস্ত মণ প্রাণ ভরে ওঠে।' *হাই*, ১৯৪৭। ২ *বি* সূচনা। 'আজ দেখা দিয়েছে অপূর্ব্ব নবজাগরণের দ্যোতনা।' *বেগম*, ১৯৪৭। ৩ *বি* ব্যঞ্জনা। 'নেই কোন শব্দের দ্যোতনা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

দ্যোর্দ্দণ্ড, দ্যোর্দ্দন্ত [স দোর্দণ্ড] *বিণ* দুর্দান্ত। 'একব্বর বাদসাহ মহা প্রদণ্ড দ্যোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

দ্রঢ় [স দৃঢ়] ১ *বিণ* শক্ত। 'দুই হাথে দুই পা তার দ্রঢ় করি ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* স্থির; শান্ত। 'সিংহলিআ দুয়াচার ভারতভুমের পার চারি মাস দ্রঢ় কর হিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দ্রড় [স দৃঢ়] ১ *বিণ* কড়া। 'জে দিবস আমি দ্রড় ব্যঞ্জন রাঁধি মারএ পিড়ার বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* দৃঢ়। 'যে কৈ যথার্থ কথা যেন কর দ্রড়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দ্রঢ়বন্ধ [স দ্রঢ়ীবন্ধ] *বিণ* দৃঢ়তর। 'সঙ্গ হৈতে দ্রঢ়বন্ধ সংসার অতঙ্গ।' *মালাধর*, ১৫০০।

দ্রঢ়বন্ধন [স দ্রঢ়ীবন্ধন] *বিণ* শক্ত বাঁধনযুক্ত। 'অবধানে আন্বাইল দ্রঢ়বন্ধন দড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দ্রঢ়িষ্ঠ [স] *বিণ* অত্যন্ত দৃঢ়। 'দ্রঢ়িষ্ট, বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকার বীরপুরুষদের কুলে কতকগুলি পিপীলিকা জন্মিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

দ্রঢ়ীয়সী [স] *বিণ স্ত্রী* অতিশয় দৃঢ়। 'খৃষ্টোপদিষ্ট ধর্মে তাঁহার দ্রঢ়ীয়সী শ্রদ্ধা ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

দ্রব [স] ১ *বিণ* বিগলিত। 'রমণীর অন্তঃকরণ যেমন অল্পে দ্রব হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বি* তরল। 'দ্রবাকারে – অর্থাৎ অপরূপে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

দ্রবচুনি [স দ্রব+চুনি] *বিণ* লাল চুনি গোলা রঙের। 'দ্রবচুনি সুরা করি শেষ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

দ্রবধারা [স] *বি* তরল প্রবাহ। 'আমার সমস্ত ভাষার উপর মধুরতার দ্রবধারা চিটেগুড়ের মতো লিপ্ত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দ্রবা [স দ্রব>] *ক্রি* গলে যাওয়া। 'বাসুদেব গীত করে প্রভুর বর্ণনে কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **দ্রবিল** *ক্রি* নরম হলো। 'বালকের বিদ্য দ্যুতি দেখি পাইল বহুপ্রীতি বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **দ্রবিলা** *ক্রি* তরল হলো। 'শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দ্রবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* দ্রবীভূত। 'একটা কবিতা/ রসে হয়ে দ্রবিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দ্রবীভূত [স] *বিণ* বিগলিত। 'হেমচন্দ্রের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮; 'দ্রবীভূত হয় পাষাণ রমণীর প্রাণ কত দড়।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৭৫০; 'গূঢ় অশ্রুতে যেন অকারণে দ্রবীভূত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

দ্রবিড় [স] *বি* প্রাচীন ভারতের একটি জনপদ; বর্তমান মাদ্রাজ। 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুরাষ্ট্র মগধ দ্রবিড় গৌড় মিথিলা কান্যকুব্জাদি নানা দেশীয় স্ত্রীসকল ...।' *গৌর*, ১৮২২।

দ্রব্য [স] ১ *বি* জিনিস। 'বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* খাদ্যবস্তু। 'প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দ্রব্যগুণ [স] ১ *বি* দ্রব্যের ধর্ম। 'ঐ সমস্ত দ্রব্যগুণ প্রকাশে সমর্থ হইয়া মনুষ্যের শুভ সাধন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। 'যখন হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ, কিমিয়া, ভূতত্ত্ব জানতো না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

দ্রব্যজাত [স] *বি* দ্রব্যসমূহ। 'দ্রব্যজাত দেখি দুয়া হরষিত মন হয়্যা কিনিতে লাগিল বোঝা ভারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রথারোহীদিগের মধ্যে যিনি দ্রব্যজাত সঙ্গে লইয়া যাইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

দ্রব্যময় [স] *বিণ* বস্তুগত। 'দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দ্রব্যমূল্য [স] *বি* পণ্যের দাম। 'সাপ্তাহিক দ্রব্যমূল্য।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

দ্রব্যসামগ্রী [স] *বি* জিনিসপত্র। 'সন্ন্যাসী ... দ্রব্যসামগ্রীর সংগ্রহপূর্বক, শ্মশানে যোগাসনে বসিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দ্রব্যাদি [স দ্রব্য-আদি] *বি* পণ্যসামগ্রী। 'স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদিই দুর্মূল্য হইবার কি কারণ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দ্রব্যালয় [স দ্রব্য-আলয়] *বি* দোকান। 'ফরাসি বণিকের দ্রব্যালয়ে উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দ্রর্ব্য [স দ্রব্য] *বি* বস্তু। 'খাইল সকল দ্রর্ব্য দেখিল সরূপ।' *মালাধর*, ১৫০০।

দ্রশা [স দৃশ্>] *ক্রি* দর্শানো; দেখানো। 'দোষ দ্রশাইলে ভাল তাতে নাহি দোষ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দ্রষ্টব্য [স] **১** *বিণ* বিবেচিত হয়েছে এমন। 'সেই ভাব আমার দ্রষ্টব্য হইতেছে।' *রামরাম*, ১৮০২। **২** *বিণ* দর্শনীয়। 'যেখানে যা-কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সমস্ত অনুসন্ধান করে বেড়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দ্রষ্টা [স] *বি* দর্শক। 'দ্রষ্টার দৃষ্টির পরে তার দিব্য জ্যোতি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'আমার সামনে দাঁড়িয়েছে আমি তাকে দেখছি। এখানে আমি বিশুদ্ধ দ্রষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দ্রষ্টী [স দৃষ্টি] *বি* নজর। 'দাহুকের মুখে কেহো দ্রষ্টী দিয়া পড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দ্রষ্টৃবর্গ [স] *বি* দর্শকগণ। 'দ্রষ্টৃবর্গ দেখিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

দ্রস্য [স দৃশ্য] *বি* দেখা যায় এমন বিষয় যা বস্তু। 'সভার পাইলে নিষ্টা তাব হএ দ্রস্য।' *মালাধর*, ১৫০০।

দ্রাক দ্রাক [ধ্বন্যা] *বি* ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। 'দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রাক দ্রাক দুঃখ শুধু বাজায় নিপুণ তার ঢাক।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

দ্রাক্ষা [স] *বি* আঙুর। 'দ্রাক্ষা সুদর্শন।' বড়ু, ১৪৫০।

দ্রাক্ষাকুঞ্জ [স] *বি* আঙুর বাগান। **দ্রাক্ষাকুঞ্জবন** [স] *বি* আঙুরলতার বন। 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'বাতাবী লেবুর সারি, দ্রাক্ষাকুঞ্জ – অন্যান্য গাছের ঘন সন্নিবেশে রাত্রি অন্ধকার-জমাট।' *শওকত*, ১৯৬২।

দ্রাক্ষাক্ষেত্র [স] *বি* আঙুর বাগান। 'একদা, এক শৃগাল, দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

দ্রাক্ষাবন [স] *বি* আঙুর গাছের বন। 'এক হরিণ, প্রাণভয়ে পলাইয়া, দ্রাক্ষাবনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

দ্রাক্ষারস [স] *বি* মদ। 'দ্রাক্ষারস ও মাংসভুক শরীরে ঐ সকল উষ্ণদ্রব্যের অভাব হইলে হানি নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

দ্রাক্ষালতা [স] *বি* আঙুর গাছ। 'এক হরিণ ... আমার সন্ধান পাইবেক না, এই স্থির করিয়া, স্বচ্ছন্দ মনে, দ্রাক্ষালতা খাইতে আরম্ভ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

দ্রাঘিমা [স] *বি* লন্ডনের গ্রিনিচ মানমন্দিরকে শূন্য ডিগ্রি ধরে বিষুবরেখা বরাবর পুবে-পশ্চিমে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব। যেমন, ঢাকার দূরত্ব পূর্ব ৯০ ডিগ্রি। 'পৃথিবীর পূর্ব্বপশ্চিম পরিমাণকে দ্রাঘিমা কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

দ্রাঢ্য [স] *বি* দৃঢ় সংকল্প। 'আর যাবৎ তাহারা আপন ত্রুস স্থাপনা করিতে দ্রাঢ্য করে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

দ্রাপ [ই ড্রাফট] *বি* অর্থ প্রদানের জন্যে ব্যাংকের আদেশপত্র। 'দ্রাপ ও তেরেজরি আডর।' *ক্যালপে*, ১৭৮৫।

দ্রাবক [স] *বিণ* যা দিয়ে কোনো কিছু গলানো হয় (যেমন চিনি ও লবণের দ্রাবক পানি)। 'কেশর যাবক কস্তুরী দ্রাবক।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

দ্রাবিড় [স] **১** *বি* দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন জাতিবিশেষ। 'উৎকল দ্রাবিড় রাঢ়া বিজয়ানগর।' মুকুন্দ, ১৬০০। **২** *বি* দ্রাবিড়দের বাসভূমি; দক্ষিণ ভারত। 'গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৩** *বিণ* দ্রাবিড়ীয়। 'ভারতবর্ষে দ্রাবিড় মনের সঙ্গে আর্য মনের সংঘাত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দ্রাবিড়জাতীয় [স] *বি* দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী। 'দ্রাবিড় জাতীয়েরা আদিম নিবাসীদিগকে জয় করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দ্রাবিড় ভাষা [স] *বি* প্রাচীন ভারতের দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ভাষা। 'দ্রাবিড় ভাষার এক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দ্রাবিড় ভাষী [স] *বিণ* দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে এমন। 'তামিল, তেলুগু, প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষী দাক্ষিণাত্য লোক দ্বিতীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দ্রাবিড়ি, দ্রাবিড়ী [স] **১** *বি* প্রাচীন ভারতের দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ভাষা। 'এই বঙ্গভাষা ... দ্রাবিড়ী প্রভৃতিরা পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহ্লিক্যারম্ভিকা দাক্ষিণাত্য এই শাস্ত্রীর অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* দ্রাবিড় বংশীয়। 'বাঙ্গলা অধিকার করিলে কোলীয় ও দ্রাবিড়ী অনার্য্যগণ তাঁহাদিগের তাড়নায় পলায়ন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **৩** *বি* দ্রাবিড় জাতি। 'দ্রাবিড়ি হইতে নেপালি পর্যন্ত নানা বিচিত্র জাতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দ্রাম [ধ্বন্যা] *বি* দ্রাম বাজানোর শব্দ। 'দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! লেফট! রাইট! লেফট!' *নজরুল*, ১৯২২।

দ্রিতি [ধ্বন্যা] *বি* নাচের তাল। 'দ্রিতি নাতি মিতা তা তা দ্রিমি কিনাতা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দ্রিম দ্রিম [ধ্বন্যা] *বি* বীণার শব্দ। 'ছন ছন ঝনন ঝনন ছনন ছনন দম দম দ্রিম দ্রিম ... বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

দ্রিমি দ্রিমি [ধ্বন্যা] *বি* ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। 'রণ-বাজা বাজে ... দামা দামা দ্রিমি দ্রিমি।' *নজরুল*, ১৯২২।

দ্রিমিকি দ্রিমিকি [ধ্বন্যা] *বি* ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। 'দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রাক দ্রাক দুঃখ শুধু বাজায় নিপুণ তার ঢাক।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

দ্রিয়া *বি* ষাঁড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দ্রুইড [ই] *বি* প্রাচীন কেল্টদিগের পুরোহিত। 'প্রাচীন কালে দ্রুইড, পোপ, পাদরি, আগ্নিক ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

দ্রুত [স] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'মুনি কহে দ্রুত সকলি প্রস্তুত।' *ভারত*, ১৭৬০।

দ্রুত-উচ্চারিত [স] *বিণ* ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়েছে এমন। 'সেই ছিল দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দছটা এবং ছন্দের দোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দ্রুতগমন [স] *বি* তাড়াতাড়ি যাওয়া। 'ইহাদের কার্য্যক্ষমতা, শারীরিক বল, দ্রুতগমনশীলতা প্রভৃতি বিস্ময়করই বলিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দ্রুতগমনশীল [স] *বিণ* খুব দ্রুত চলাফেরা করতে পারে এমন। 'জীবজগতের কোন দ্রুতগমনশীল জন্তুই থাবনে ইহাদের সমকক্ষ নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দ্রুতগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দ্রুত চলে এমন। 'এত দ্রুতগামিনী কেন?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

দ্রুতগামী [স] *বিণ* দ্রুত গমনকারী। 'দ্রুতগামী অশ্বেরদিগকে থামাইতে না পারাতে ঘোড়া ঐ টাটুর উপড়ে পড়িল।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

দ্রুতচারী [স] *বিণ* দ্রুত বেগে ধাবিত হচ্ছে এমন। 'পার্শ্বস্থ দ্রুতচারী গাছপালা থেকে আগত নীড়-সন্ধানী পাখীদের মিষ্টি চীৎকার।' *হাফিজুর, ১৯৫৩*।

দ্রুততর [স] *বিণ* শীঘ্রতর। 'সমান্তরাল রেলে দ্রুত গতি হয় দ্রুততর।' *ফররুখ, ১৯৬৩*।

দ্রুততা [স] **১** *বি* দ্রুত হওয়ার অবস্থা। 'ঘটনার দ্রুততা বারে বারে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯১*। **২** *বি* তাড়াহুড়োর ভাব। 'স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বড়ো একটা দ্রুততা আছে ... যথেষ্ট ইতস্তত অথবা চিন্তা করে না।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪*।

দ্রুততাল [স] **১** *বি* দ্রুত লয়বিশিষ্ট তাল। 'দ্রুত তাল সুখের ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।' *রবীন্দ্র, ১৮৮১*। **২** *বি* দ্রুতবেগ। 'দ্রুততালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতের।' *রবীন্দ্র, ১৯২৮*।

দ্রুতপদ [স] **১** *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'সিন্দুরিআ মেঘ নদ আইল দ্রুতপদ।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **২** *বিণ* দ্রুত চলে এমন। 'ফুলমণি নাপিতানী হরিণীর ন্যায় বাছিয়া বাছিয়া দ্রুতপদ জীবে প্রাণসমর্পণ করিলেন।' *বঙ্কিম, ১৮৮২*।

দ্রুতপদে [স] *ক্রিবিণ* সত্বর। 'বিনোদিনী ... দ্রুতপদে চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র, ১৯০২*।

দ্রুতপরিবর্তনশীলতা [স] *বি* দ্রুত বদলে যাওয়া। 'যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও দ্রুতপরিবর্তনশীলতা আগমন করে ...।' *মুরশিদ, ১৯৭০*।

দ্রুতবিকাশ [স] *বি* অগ্রগতি। 'রেনেসাঁসের যুগে ...দর্শন ও বিজ্ঞানের যে দ্রুতবিকাশ ঘটে ...।' *শিব, ১৯৫৬*।

দ্রুতবিলীয়মান [স] *বিণ* তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায় এমন। 'মাঝে মাঝে পূর্বদিকের দ্রুতবিলীয়মান অস্পষ্ট জ্যোৎস্না।' *বিভূতি, ১৯২৯*।

দ্রুতবেগ [স] *বি* দ্রুতগতি। 'দ্রুতবেগে হাজরের দিকে গমন করিয়া ... তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিল।' *বিদ্যা, ১৮৬৩*।

দ্রুতবেগে [স] *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'দ্রুতবেগে হাজরের দিকে গমন করিয়া ... তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিল।' *বিদ্যা, ১৮৬৩*।

দ্রুতভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* দ্রুত কথা বলে এমন। 'দ্রুতগামিনী দ্রুতহাসিনী দ্রুতভাষিণী মিষ্ট স্বভাবের ঠাকুরঝি।' *তারা, ১৯৪২*।

দ্রুতমান [স] *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'মাহারঠারাগঃ ॥ দ্রুতমান ॥ একতালী।' *বড়ু, ১৫০০*।

দ্রুতসঞ্চালন [স] *বি* দ্রুত চালনা। 'বিপর্য্যস্তভাব ধারণ করাইবার শক্তিযুক্ত সবেগ দ্রুতসঞ্চালন।' *অক্ষয়, ১৮৫৪*।

দ্রুতহস্ত [স] *বিণ* খুব তৎপর। 'এই সৌধ রচনা কার্য্যে দ্রুতহস্ত হইয়াছেন।' *শহীদুল্লাহ, ১৯৩১*।

দ্রুতহাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* কথায় কথায় হাসে এমন। 'দ্রুতগামিনী দ্রুতহাসিনী দ্রুতভাষিণী মিষ্ট স্বভাবের ঠাকুরঝি।' *তারা, ১৯৪২*।

দ্রুতি [স] *বি* দ্রুততা। 'প্রাগুক্ত দোলকে কখনও বিলম্ব ঘটে, কদাচিৎ দ্রুতি।' *সুধীন্দ্র, ১৯৪০*; 'তাহলে আরো দ্রুতি চাই।' *ওয়ালী, ১৯৪৪*।

দ্রুম[১] [স] *বি* বৃক্ষ। 'ভাবপুষ্প-দ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*।

দ্রুম[২] [ধ্বন্যা] *বি* আঘাতের শব্দ। 'ঠিক মানুষের মগজের ওপর – দ্রুম-দ্রুম-দ্রুম।' *নজরুল, ১৯২২*।

দ্রোণ[১] [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'গন্ধ ঢালে দ্রোণফুল বাসকের গায়।' *জীবন, ১৯৩২*।

দ্রোণি *বি* ফুলবিশেষ। 'কেয়া-পত্র দ্রোণি আইল বোঝা পাঁচ সাত।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*।

দ্রোণ[২] [স] *বি* জমি পরিমাপের এককবিশেষ; ১৬ কানিতে এক দ্রোণ। 'দ্রোণে দ্রোণে জমির মালিক হাজার জন মজুর খাটিয়ে চায়।' *কায়সার, ১৯৬৫*।

দ্রোণী [স] *বি* কলস। 'একশত দ্রোণী করি ঝাটে ঘৃত ভর।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*।

দ্রোন্ন [স দ্রোণ] *বি* দ্রোণ। 'দ্রোন্ন অন্ন সাজিল আবরিল ভূমিতল।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*।

দ্রোহ [স] *বি* অনিষ্টসাধন। 'ক্ষেত্রপতির উপর ঈর্ষা করিয়া দ্রোহ করিতে তার খামারে গিয়া ... লুকাইয়া থাকিল।' *মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩*।

দ্রোহকারী [স] *বি* বিদ্রোহী। 'দ্রোহকারীদের প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি রাখিতেছেন।' *এডুকেশন, ১৮৭৩*।

দ্রোহিতা [স] *বি* বিদ্রোহ। 'তাঁর দ্রোহিতা সামাজিক, সাহিত্যিক নয়।' *রবীন্দ্র, ১৯৬৯*।

দ্রোহী [স] **১** *বিণ* বিরোধী। 'ন্যায়বিচারে সে-বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়।' *নজরুল, ১৯২৩*। **২** *বিণ* প্রতিবাদী। 'আত্মার কাঁদে কোনো দ্রোহী কবিতার কাজ।' *মাহমুদ, ১৯৬৬*।

দ্রৌপদী [স] *বি* এক ধরনের ছন্দ। *আলাওল, ১৬৮০*।

ধ

ধএলি [স ধৃ>] *ক্রি* ধরলি। 'তুহুঁ মান ধএলি অবিচারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ধওলা [স ধবল] *বিণ* সাদা। 'খোয়াই নদীর বুকটা ধওলা দেখায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ধক [ধ্বন্যা] ১ *বি* হঠাৎ জোরে জোরে হৃৎস্পন্দনের অনুভূতি। 'বুকের ভিতর বাঁ দিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত ধক করে একটা শব্দ হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* হঠাৎ করে জ্বলে ওঠার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধকধক [ধ্বন্যা] *বি* অব্যাহত জ্বলে ওঠার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ধকধক জ্বলে জ্বলজ্বল।' *নজরুল*, ১৯২২।

ধকধকি, ধকধকী [ধ্বন্যা] ১ *বি* উৎকণ্ঠা। 'হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ-ধকধকী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রবল স্পন্দন। 'হিয়া ধকধকি পরাণ পাগলী।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

ধকধকিয়ে *ক্রিবিণ* ধকধক শব্দ ক'রে। 'মাঠের পারে ধকধকিয়ে/ চলন্তি গাড়ির ধোঁওটাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ধকল [হি ধকেল] *বি* কাজের চাপ। 'ধকল তো সমস্ত দিনমানই আছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ধকো ধকো [ধ্বন্যা] *বিণ* ধক ধক। 'লোহার সাঁকোয় গাড়ি চলে ধকো ধকো ডাক ছাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধঙ্গি *বি* নেকড়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধঙ্গিয়া *বি* নেকড়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধচমচ [ধ্বন্যা] *বি* অত্যন্ত ব্যস্ততার ভাবসূচক শব্দ। 'হালিম ধচমচ করিয়া উঠিয়া বসে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ধঞ্চে *বি* পাট গাছের মতো ছোটো গাছবিশেষ। 'পাশের ধঞ্চে খেতে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ধটী [স] *বি* ধুতি। 'কেহ পীত ধটী কেহ লয়ে লাঠি গর্জন করিয়ে ধায়।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০।

ধটি [স ধটী] *বি* ধুতি। 'কি কহিব পীত ধটির পরিধান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ধড় *বি* দেহ। 'তাহারে দেখি প্রাণ কার নাহি রহে ধড়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধড়মুণ্ড [ধড়+স মুণ্ড] *বি* দেহ ও মাথা। 'সত্যপীর আবার ধড়মুণ্ড জুড়ে দিলেন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

ধড়ধড় [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* তড়িঘড়ি। 'জ্ঞাতিগুষ্ঠী সব ধড়ধড় করে উঠে যাচ্ছে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ধড়ধড়ানি [ধ্বন্যা] *বি* হৃৎস্পন্দন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধড়পড়া [ধ্বন্যা] *ক্রি* ছটফট করা। **ধড়পড়াইয়া** *ক্রি* ছটফট ক'রে। 'ধড়পড়াইয়া মরে প্রলয় অসুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধড়পড়ানি [ধ্বন্যা] *বি* হৃৎস্পন্দন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধড়ফড় [ধ্বন্যা] ১ *বি* ছটফট। 'জ্বলনে মাবিয়া মর্দ্দ করে ধরফর।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* ছটফট করছে এমন। 'হো হো কাটা পাঁঠা যেন ধড়ফড়।' *নজরুল*, ১৯২২।

ধড়ফড় করা *ক্রি* ছটফট করা। 'সুশীল বিছানা হইতে ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধড়ফড় করে ওঠা *ক্রি* ঘাবড়ে গিয়ে চমকে ওঠা। '(ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া) চাঁদা! আ সর্বনাশ!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধড়ফড়া [ধ্বন্যা ধড়ফড়>] *ক্রি* ছটফট করা। 'যাতে মনটা বেশ তাজা হয়ে ধড়ফড়িয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ধড়ফড়ানি [ধ্বন্যা ধড়ফড়>] *বি* অস্থিরতা। 'যত বিলম্ব হইতেছে তত ধড়ফড়ানি বৃদ্ধি হইতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ধড়ফড়ে [ধ্বন্যা ধড়ফড়>] *বিণ* ছটফটে; অস্থির। 'তোর মতো এমন ধড়ফড়ে ইবলিশ ছোকরাকে দুচোখে দেখতে পারত না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ধড়মড় [ধ্বন্যা] *বি* আকস্মিক ব্যস্ততার ভাব সূচক শব্দ। 'ধড়মড় ধপ ধপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'সে ধমমড় করে জেগে উঠে বসল।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ধড়মড়া [ধ্বন্যা ধড়ফড়>] *ক্রি* ব্যস্ত হওয়া। 'কিছু কাল এপাশ ওপাশ করিয়া ধড়মরিয়া উঠিয়া এক এক বার পায়চারি করিতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ধড়মড়িয়ে ওঠা [ধ্বন্যা ধড়ফড়>] *ক্রি* অপ্রস্তুত হওয়া। 'সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল এবং যোগ দিলে ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

ধড়া [স ধটী>] *বি* ধুতি। 'ধড়ার আঞ্চলে কৃষ্ণ নুপুর লুকাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কোথায় রাখাল-রাজ পীত ধড়া গলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ধড়াচূড়া [ধড়া+স চূড়া] *বি* আনুষ্ঠানিক পোশাকবিশেষ। 'আপিস হইতে আসিয়া ধড়াচূড়া ছাড়িলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

ধড়াচুড়ো [ধড়া+স চূড়া] *বি* আনুষ্ঠানিক পোশাকবিশেষ। 'তিনি যখন ধড়াচুড়ো পরে আপিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

ধড়াধড় [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* উপর্যুপরি। 'ধড়াধড় না পিটলে চোরের চুরি রোগ কখনো সারে?' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ধড়াধ্বড় [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'গুঁতোর চোটে ধড়াধ্বড় হড়মুড়িয়ে ধুলোয় পড়।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ধড়াস [ধ্বন্যা] *বি* বিস্ময়ের ফলে দ্রুতবেগে হৃৎস্পন্দনের শব্দ। 'হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধড়াস ধড়াস [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুতবেগে হৃৎস্পন্দনের শব্দ। 'আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধড়ি, ধড়ী [স ধটী] *বি* ধুতি। 'নেত ধড়ী পরিদানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পরিধান পিত ধড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধড়িবাজ [স ধূর্ত>] ১ *বিণ* কূটকৌশলী। 'বাঞ্ছারামবাবু ... আইন-আদালত-মামলা-মকদ্দমায় বড়ো ধড়িবাজ।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* ধূর্ত। 'বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলেও খুব চতুর। খুব ধড়িবাজ।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

ধড়িবাজি [স ধূর্ত>] *বি* ধূর্তামি। 'এক্ষণে অনেক দমবাজি ও ধড়িবাজির আবশ্যক।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ধন [স] ১ *বি* সম্পদ; অর্থ। 'এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মূল্য। 'সাত কোটি টাকা হয় অঙ্গুরির ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* পুঁজি। 'তাহারা বলেন যে ধন নাই।' *জ্ঞানান্বেষণ*,

১৮৩০। **৪** *বি* অতি প্রিয়জন। 'কি পাপে হারানো আমি তোমা হেন ধনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ও মোর ভালবাসার ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৫** *বি* সন্তান। 'পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধন-উৎপাদন [স] *বি* অর্থকরী বস্তু সৃষ্টি করা। 'নব নব পথে ধন-উৎপাদনের সুযোগ-সাধন কিছুই নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ধনকামী [স] *বি* সম্পদের প্রত্যাশী; ধনলোভী। 'ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ধনক্ষয় [স] *বি* অর্থসম্পদ ধ্বংস করা; অর্থনাশ। 'সুতরাং ধনোপার্জনে নিবৃত্ত থাকিয়া ধনক্ষয়ে প্রবৃত্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ধনগত [স] *বিণ* ধন-সম্পদজনিত। 'ধনগত বৈষম্যের বড়াই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ধনগরিমা [স] *বি* ধনগৌরব। 'এই ধনগরিমা ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ধনগর্ব [স] *বি* ধসম্পদ থাকার গর্ব। 'ধনগর্ব প্রকাশ করিতে যাওয়া ইতরজনোচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধনগর্বিত [স] **১** *বি* ধনের অহংকার করে যে। 'ধনগর্বিতদের গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* ধনের অহংকারী। 'ধনগর্বিত অরসিকদের গৃহপ্রাঙ্গণে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ধনগৃধ্নুতা [স] *বি* অর্থলোভ। 'যে ব্যক্তি নিতান্ত ধনগৃধ্নুতা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্যাবিক্রয়রূপ দুঃসহ পাতক স্বীকার করে তাহাকে বিচ্ছেদ নরকে গমন করিতে হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ধন-গোছানো *বি* ব্রতবিশেষ। 'ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত ... ঘৃতসংক্রান্তি, দাড়িম্বসংক্রান্তি, ধন-গোছানো।' *অবন*, ১৯১৯।

ধনগৌরব [স] *বি* সম্পদের অহংকার। 'নিজেকে রূপগৌরব ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধন-ঘড়া [স ধন>] *বি* ধন রাখার বড়ো পাত্রবিশেষ। 'ধন-ঘড়া কাখে কৈলা বীরে করি দয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধন-ঘর [স ধন+পা ঘর] *বি* ধনভাণ্ডার। 'রাজা নিল ধন-ঘর আশ্রয় করিল পর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধনচয় [স] *বিণ* ধনরাশি। 'তাকে তুষ্ট হইয়া তুষ্কি দেয় ধনচয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধনজন [স] *বি* লোকজন ও ধনসম্পদ। 'আমি ধনজন লইয়া লোকালয়ে থাকিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ধনজনমান [স] *বি* অর্থ, ক্ষমতা ও সম্মান। 'আহা, তাই বলে, ধনজনমান পদ্মপত্রে জলের সমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ধনঞ্জয় [স] *বি* ধন জয় করেছে যে। 'সেই তো ধনঞ্জয়, সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকারকে সর্বত্র উদ্ঘাটিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ধনতন্ত্র [স] *বি* ধনিক শ্রেণীর শাসন। 'বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ/ – আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ধনতান্ত্রিক [স] *বি* পুঁজিবাদি। 'ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুরি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ধনতৃষ্ণা [স] *বি* ধনের প্রতি লোভ। 'ইঁহাদের ধনতৃষ্ণাই যে কত তাহাও বলা যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ধন দওলত [স ধন+আ দওলত] *বি* ধন-দৌলত; অর্থ ও সম্পত্তি। 'মালিকের ধন দওলত।' *সিকান্দার*, ১৯৬২।

ধনদাতা [স] *বিণ* ধন দানকারী। 'বিদ্যা ... ধনদাতা।' *গোলোক*, ১৮০১।

ধনদাসত্ব [স] *বি* সম্পদের গোলামি। 'ধনদাসত্বের দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধনদৃপ্ত [স] *বিণ* সম্পদে সমৃদ্ধ। 'শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী ধনদৃপ্ত পশ্চিমের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ধন দৌলত [স ধন+আ দওলত] *বি* ধনসম্পদ। সেখানকার চাবি তো আমার খাতাঞ্চির হাতে নেই – টাকা কড়ি ধন দৌলত তো সেখানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ধনদৌলত [স ধন+আ দওলত] *বি* ধনসম্পত্তি। 'আমি মরিলে এই ধনদৌলত সকলি তোমার।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ধনধান্য [স] **১** *বি* টাকা-পয়সা ও শস্য ইত্যাদি। 'ধনধান্যে ভরে ঘর লোকমান্য কলেবর দিনে দিনে হয় আনন্দিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ধনসম্পদ। 'প্রজাদের ধনধান্য লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৩** ঐশ্বর্য। 'যে নারী উন্মুক্ত করে তার ধন-ধান্যের দুয়ার।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ধনধান্য-পুষ্প-ভরা [স ধনধান্যপুষ্প+ভরা] *বিণ* শস্য, সম্পদ ও পুষ্পপূর্ণ। 'ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

ধনধারা [স] *বি* সম্পদরাশি। 'হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় যে ধনধারা অবরুদ্ধ আছে ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ধনপতি [স] **১** *বি* কুবের। 'তিনি রূপে রতিপতি, বিদ্যায় বৃহস্পতি, সম্পদে ধনপতি ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* ধনাঢ্য; ধনিক। 'বৈশ্যেরা ছিল ধনপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ধনপিপাসু [স] *বিণ* ধন লাভের জন্য প্রবল আগ্রহী। 'যাহারা ধনপিপাসু, অর্থকেই যাহারা ইহকাল পরকালের সুখসাধন মনে করে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ধনপুত্র [স] *বি* সম্পদ ও সন্তান। 'ধনপুত্র দুই যার সে বড় সুজন্ম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধনপ্রাণ [স] **১** *বি* ধনরূপ প্রাণ। 'নিত্যানন্দ-ভৃত্যের চৈতন্য ধনপ্রাণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* জানমাল। 'মুছলমানদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবেন।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ধনপ্রিয় [স] *বিণ* বিত্তবিলাসী। 'কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে ধনপ্রিয়।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ধনবণ্টন [স] *বি* সম্পদের বিভাজন। 'ধনবণ্টন সমস্যার অর্থনৈতিক আবর্তে জীর্ণ হয়ে পড়ল।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ধনবতী [স] *বিণ স্ত্রী* ধনের অধিকারী। 'চার দিক থেকে অনেক কুলবতী রূপবতী গুণবতী ধনবতী বিদ্যাবতী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধনবন্ত [স] *বি* ধনবান লোক। 'যদি ধনবন্তের গৃহিণী বা কন্যাদি এবং সধবা হন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

ধনবল [স] *বি* টাকা-পয়সার ক্ষমতা। 'ধনবলে বাহুবলে মদগর্ব্ব অতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধনবান [স] *বিণ* ধনী। 'এক ধনবান বৃদ্ধ কৃষী।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ধনবিত্তি [স ধনবিত্ত] *বি* ধনসম্পদ। 'ধনবিত্তি লব আর বধিব পরাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধনব্যয় [স] *বি* অর্থ খরচ। 'পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধনব্যয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ধনভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সম্পত্তির অধিকারী। 'পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ধনভাগী [স] *বিণ* ধনের অধিকারী। 'সকলেই যে সমভাবে ধনভাগী হইবে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ধনভাণ্ডার [স ধন-ভাণ্ডাগার] *বি* কোষাগার। 'ধন ভাণ্ডার পরিপূর্ণ এবং আর কতক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'যদি অর্থের আবশ্যক হইয়া থাকে, ধনভাণ্ডার কাহার জন্য?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ধনভাণ্ডারি [স ধন-ভাণ্ডাগারী] *বি* কোষাধ্যক্ষ। 'রাজা তাঁহারদের সাক্ষাতে চৌকিদারকে প্রধানমন্ত্রী আর ধনভাণ্ডারির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া চাবি ও কুলুপ সকল তাহাকে সমর্পণ করিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ধনভোগ [স] *বি* ধনসম্পত্তির উপভোগ। 'মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত অলম্পট শুদ্ধ দান্ত ধনভোগে নাহি অভিমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধনমদ [স] *বি* টাকার অহংকার। 'ধনমদে পাসরিতাঙ তাঁহার চরণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধনমদগর্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রচুর সম্পদ থাকার ফলে অহংকারী। 'ধনমদগর্বিতা বণিকগৃহিণীর মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধনমানহীন [স] *বিণ* বিত্ত ও মর্যাদাহীন। 'এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গমপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ধনরক্ষক [স] *বি* কোষাধ্যক্ষ। 'বিবেচনা করিয়া ধনরক্ষক পদে নিযুক্ত করুন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ধনরত্ন [স] *বি* ধনসম্পদ। 'ত্রিজগতে আছে যত ধনরত্নমণি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধনরত্নপূর্ণ [স] *বিণ* ধনরত্নে সমৃদ্ধ। 'ধনরত্নপূর্ণ ভূখণ্ড কর্তৃত্ব করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ধনরত্নমণি [স] *বি* ধন ও মণি-মুক্তা ইত্যাদি। 'ত্রিজগতে আছে যত ধনরত্নমণি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধনলুব্ধ [স] *বিণ* ধনের প্রতি আসক্ত; ধনলোভী। 'লোকে বুদ্ধির মন্ত্রণা ও ধর্ম্মের শাসন পরিত্যাগ পুরঃসর ধনলুব্ধ হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি ও উৎকোচ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ধনলুব্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* ধনলোভী। 'সে অত্যন্ত ধনলুব্ধা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ধনলোভী [স] *বিণ* ধনের প্রতি লোভ আছে এমন। 'মাগী বড়ই ঘাঘী, স্নেহ সকলি মিথ্যা সুদ্ধ ধনলোভী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ধনলোলুপ [স] *বিণ* ধনের প্রতি আসক্তি আছে এমন। 'ধনলোলুপ কুসন্তানেরা জন্মভূমিকে ... বিক্রয় করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ধনশালিতা [স] *বি* ধনাঢ্যতা। 'ভারতবর্ষের ধনশালিতার কথা যখন চিন্তা করে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ধনশালিনি, ধনশালিনী [স ধনশালিনী, সম্বোধনে শব্দশেষে ই-কার] ১ *বিণ স্ত্রী* ধনসম্পদের মালিক। 'ঐ রানী অশেষ ধনশালিনী।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বি স্ত্রী* ধনী। 'ও ধনশালিনি, যেন ইস্তকটা কি, তাহা মনে থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ধনশালী [স] *বিণ* ধনসম্পদের মালিক। 'তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ধনশূন্য [স] *বিণ* ধন নেই এমন। 'ধনাগার ভারত এক্ষণে ধনশূন্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ধনসংহতি [স] *বি* ধনের সমৃদ্ধি। 'বণিকের ধনসংহতি গৃহস্থের ধনভাণ্ডারগুলিকে অভিভূত করিয়া ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধনসঞ্চয় [স] *বি* জমানো সম্পদ। 'তাদেরই ধনসঞ্চয় সব চেয়ে সমুচ্চ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ধনসম্পত্তি [স] *বি* টাকাকড়ি। 'ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করণাশয় করুণাময়ীকে বিষপান করাইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪।

ধনসম্পত্তিশালী [স] *বিণ* ধনী। 'পাঁচকড়ি পোদ্দার প্রচুর ধনসম্পত্তিশালী মহাজন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ধনসম্পত্য [স ধনসম্পত্তি] *বি* অর্থ ও সম্পত্তি। 'যে কিছু ধনসম্পত্য গৌড়ে আছে ... যশহরে চালান করহ।' *রামরাম*, ১৮০১।

ধনসম্পদ [স] *বি* টাকা কড়ি ও সম্পত্তি। 'ধনসম্পদ করিব নস্য, লুণ্ঠন করিয়া আনিব শস্য, অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধনসম্ভার [স] *বি* সম্পদরাশি; ধনভাণ্ডার। 'এই বিপুল ধনসম্ভার ধনেশ উত্তরাধিকার সূত্রে পান নাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ধনসৌষ্ঠব [স] *বি* ধনৈশ্বর্য। 'তেমনি ধনসৌষ্ঠবের সুব্যবহার করে গিয়েছিলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধনহরণ [স] *বি* ধনসম্পদ চুরি। 'আমি ধনবানের ধনহরণ করিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ধনহীন [স] ১ *বিণ* দরিদ্র। 'জে জন শঙ্কর পূজে নহে ধনহীন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গরিব লোক। 'কএক জন অবোধ এবং কএক জন ধনহীন কেহ বা তাঁহার অধীন ঐ মতাবলম্বী হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ধনহীনতা [স] *বি* ধন না থাকার অবস্থা। 'এই যে ধনহীনতার ভড়ং এটা মহাদেবের নিতান্ত বাড়াবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধনাংশ [স ধন-অংশ] *বি* ধনসম্পত্তির ভাগ। 'রাজ্য রক্ষণের নিমিত্তে আমাদিগের ধনাংশে আটক করি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ধনাগম [স ধন-আগম] *বি* উপার্জন। 'এক্ষণে, ধনাগমের এই এক সহজ উপায় উপস্থিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ধনাগার [স ধন-আগার] *বি* ধনভাণ্ডার। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'যাঁহার ধনাগার নানাবিধ মণি মাণিক্যাদিতে পরিপূর্ণ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ধনাড়ম্বর [স ধন-আড়ম্বর] *বি* সম্পদবৃদ্ধির বিলাসিতা। 'ধনাড়ম্বরের প্রবৃত্তিও বাড়িয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধনাঢ্য [স ধন-আঢ্য] *বিণ* ধনী। 'কোম্পানীর কাজ পাইয়া মহা ধনাঢ্য হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

ধনাঢ্য লোক [স] *বি* ধনী ব্যক্তি। 'অনেক ধনাঢ্য লোক নগরে বাস করিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ধনাঢ্যতা [স ধন-আঢ্যতা] *বি* ধনশালী অবস্থা। 'ইহাতে বাবুর বিচক্ষণতা ও ধনাঢ্যতা সুশীলতা ... বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ধনাত্মক [স ধন-আত্মক] *বিণ* ইতিবাচক। 'যাহা ঋণাত্মক নহে, যাহা ধনাত্মক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ধনাধীকারি [স ধনাধিকারী] *বিণ* ধন আছে এমন। 'ধনাধীকারি অপুত্রক ব্যক্তির শ্রাদ্ধে সমস্ত খরচ করিয়াছি বলিয়া খালাস হইতে

পারেন না।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

ধনাধিক [স ধন-অধিক] *বিণ* ধনের অধিক মূল্যবান। 'ধন দিয়ে ধনাধিক করিব তোমারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধনাধিকার [স ধন-অধিকার] *বি* ধন-সম্পদ পাওয়ার অধিকার। 'স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ধনাধিকারিণী [স ধন-অধিকারিণী] *বিণ স্ত্রী* সম্পত্তির অধিকারী। 'অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ধনাধিকারী [স ধন-অধিকারী] *বি* ধনের উত্তরাধিকারী যে; যার ধন পাওয়ার অধিকার আছে (আত্মীয়তাসূত্রে)। 'তাহার জ্ঞাতি গোত্রাদী শ্রাদ্ধাদীকারি কিম্বা ধনাধিকারী কেহ।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪; 'তাঁহার তাবৎ ধনাধিকারী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ধনাধিক্য [স ধন-আধিক্য] *বি* ধনসম্পদের প্রাচুর্য। 'ধনাধিক্য হেতু বায়ু-বিকৃতির নজির ... দেখাইতে পারি।' বনফুল, ১৯৩৬।

ধনাধিপতি [স ধন-অধিপতি] *বি* ধনের অধিপতি। 'বাবু স্বয়ং তাবৎ ধনাধিপতি হইয়া কর্ত্তা হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ধনাধ্যক্ষ [স ধন-অধ্যক্ষ] *বি* ধনাগারের প্রধান কর্মচারী; কোষাধ্যক্ষ। 'ধনাধ্যক্ষ সাহেবেরদের হিসাব মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব, ও প্রমথনাথ দেব ধনাধ্যক্ষ হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

ধনাভিমান [স ধন-অভিমান] *বি* ধনের অহংকার। 'সুন্দর দেহ ধনাভিমান-প্রকাশের উপলক্ষ হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধনাভিসন্ধি [স ধন-অভিসন্ধি] *বি* ধনলাভের গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। 'ধনাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ধনার্জন [স ধন-অর্জন] *বি* ধন-সম্পদ লাভ। 'এই নির্মম ধনার্জনের ব্যাপারে যে বিভাগ সৃষ্টি করতে উদ্যত তাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'ওই কর্ম সে করেছে রাজ্যবিস্তার এবং আনুষঙ্গিক ধনার্জনের বহু পূর্বে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ধনার্থি [স ধনার্থী] *বিণ* ধনাকাঙ্ক্ষী। 'ধনার্থি জনের কথা কে করে বিশ্বাস।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ধনাশা [স ধন-আশা] *বি* ধনের আশা। 'ধনাশা হইতে নিবৃত্ত না হইয়া ...।' *কেরি*, ১৮১২।

ধনাশাধীন [স ধন-আশাধীন] *ক্রিবিণ* ধন লাভের আশায়। 'অধিক ধনাশাধীন স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ধনেমানে *ক্রিবিণ* ধন-সম্পদে ও সম্মানে। 'প্রাণপণে ধনেমানে করিব সম্মান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ধনোৎপাদক [স ধন-উৎপাদক] *বিণ* সম্পদ সৃষ্টিকারী। 'তাহারা দেশের প্রকৃত ধনোৎপাদক নহে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

ধনোপঘাত [স ধন-উপঘাত] *বি* সম্পদ নষ্ট। 'পৈতৃক ধনোপঘাত সপ্রমাণ হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ধনোপায় [স ধন-উপায়] *বি* টাকা উপার্জন। 'তাঁহারা কদাচ ধনোপায়ের উপায় করিতে পারিতেন না।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ধনোপার্জন, ধনোপার্জ্জন [স ধন-উপার্জন] *বি* আয়। 'বৃদ্ধ বয়সে ধনোপার্জ্জনের বিশেষ উপায় হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'যাহা জানি তাহা তদ্দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া কালযাপন করিতেছি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

ধনধরা [স ধন্দ>] *বিণ* ধাঁধা লাগানো। 'ধনধরা গজ বাজি তাতে মন না হয় রাজি।' *লালন*, ১৮৯০।

ধনসী [স ধানশ্রী] *বি* রাগবিশেষ। 'ধনসী রাগ।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

ধনাধন [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* পর পর। 'দশ-বারো মিনিটের মধ্যে ধনাধন চারখানা আদি ও অকৃত্রিম, খাঁটি ও নির্ভেজাল গোল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ধনাধ্বন [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* দমাদম। 'সে ধনাধ্বন মার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ধনি[১] [স ধ্বনি] ১ *বি* ধ্বনি। 'বতিস তান্তি ধনি সএল ব্যাপিউ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। ২ *বি* কথা। 'কালকেতুর ধনি কোটালের মুখে শুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধনি[২] [স ধন্য] *বি* ধন্য। 'জো সো বুধী সৌ ধনি বুধী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

ধনি[৩] [স ধনী, সমাসে ও সম্বোধনে ই-কার] ১ *বিণ* সুন্দরী। 'আশ পূরি যের আস্যা ধনি।' বড়ু, ১৫৭০। ২ *বিণ* সম্পদশালী। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'নগরস্থ ধনি লোকেরা বিবাহোপলক্ষে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ৩ *বি* নারী। 'দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণসম্পন্ন ধনিগণে পরিপূর্ণ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ধনিন [স] *বিণ* ধনশালী। 'তুমি যদি নিধন তবে ধনিন কোন জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধনিব্যক্তি [স] *বি* বিত্তবান লোক। 'যেহেতুক ধনিব্যক্তি একবার ঐ সকল উৎসবাদি কর্মে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ধনিক [স] *বি* ধনবান। 'ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ধনিকতন্ত্র [স] *বি* ধনীদের পরিচালিত শাসনতন্ত্র। 'ধনিকতন্ত্রের অবসানে জনসাধারণের নতুন সমাজ।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ধনিকশ্রেণী [স] *বি* বিত্তশালী গোষ্ঠী। 'দেশে গজাইয়া উঠিয়াছে অবাঞ্ছিত ভুঁইফোড় ধনিকশ্রেণী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধনিকা [স] ১ *বি স্ত্রী* বধূ। 'কেলি দিল পথে বণিকধনিকা মুঠি মুঠি তুলি রত্নকণিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি স্ত্রী* বিত্তশালী। 'গর্বিতা ধনিকা আসে মদমত্তা আপনার ধনে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ধনিচা *বি* পাটজাতীয় গুল্ম। 'সিমুলি সোননা কাটিল ধনিচা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **ধঞ্চে**

ধনিষ্ঠা [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'ধনিষ্ঠা বিশাখার বেধে সপ্তসলাক ভাবে।' *গৌর*, ১৮২২।

ধনী [স] ১ *বিণ* ধনবান। 'আতী ধনী হআঁ সাধ দানে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* সুন্দরী। 'ধনী কহে বড়াইকে তোমরা সে জার বিকে।' বড়ু, ১৫৭০। ৩ *বিণ* ঐশ্বর্যশালী। 'ধনী, ধীর, স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কারক এবং দেশের হিতেচ্ছকই এই মহৎকার্য্যে উৎসাহ দাতা।' *হুতোম*, ১৮৬৮। ৪ *বিণ* সমৃদ্ধ। 'ধনী যে তুই দুঃখধনে, এই কথাটি রাখিস মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। *দ্র* **ধনি**[৩]

ধনীগৃহ [স] *বি* বড়োলোকের বাড়ি। 'ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ধনীঘর [স ধনী+পা ঘর] ১ *বি* বড়োলোকের বাড়ি। 'কথা ধনীঘরের মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ *বি* ধনীর সংসার। 'কিছুপূর্বে ধনীঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ধনীতর [স] *বিণ* অধিক ধনী। 'ধনীকে ধনীতর করবার জন্যে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ধনীশ্রেষ্ঠ [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ ধনবান। 'ঝাঁসির ধনীশ্রেষ্ঠ কয়েকজন লোক বারবার টাকা দিতে চাইলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ধনীসমাজ [স] *বি* ধনিক শ্রেণী। 'সমুদয় শীতবস্ত্র ... ধনীসমাজে সবিশেষ সমাদৃত ও বহুমূল্যে ক্রীত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ধনী হওয়া *ক্রি* বিত্তবান হওয়া। 'কোম্পানী বাহাদুর ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ধনু, ধনুঃ [স] **১** *বি* ধনুক। 'ফুলের ধনু হাথে করী কাহ্ন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ধনেশ পাখি। 'বায়স ধনুর সনে রহিছে আনন্দ মনে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* রাশিচক্রের একটি রাশি। 'ধনু আর মকর বিশুদ্ধ চক্রেত বৈসএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বি* দৈর্ঘ্য মাপার একক বিশেষ। 'চারি হাতে এক ধনু হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ধনুঃশর [স] *বি* ধনু ও তীর। 'ধনুঃশর তোলে রাজা রথের উপর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধনুটঙ্কার [স ধনুষ্টঙ্কার] *বি* ধনুকের ছিলার শব্দ। 'দিআ ধনুটঙ্কার বীর ছাড়ে হুহুঙ্কার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধনুধর [স ধনুর্ধর] *বি* তিরন্দাজ। 'বিক্রমকেশর মহা ধনুধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধনু বিদ্যা [স ধনুর্বিদ্যা] *বি* তীর-ধনুক চালনার কৌশল। 'ধনু বিদ্যা পঠাইল জল অধিকারী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধনুরাকার [স ধনুঃ-আকার] *বি* ধনুকের আকৃতি। 'সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ধনুর্গুণ [স ধনুঃ-গুণ] **১** *বি* ধনুকের ছিলা। 'কার সক্তি না হইল দিতে ধনুর্গুণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'প্রাণকৃষ্ণ ধনুর্গুণ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ধনুর্ধর, ধনুর্দ্ধর [স ধনুঃ-ধর] **১** *বি* তিরন্দাজ। 'মহা ধনুর্ধর হৈয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'তোর সম ধনুর্দ্ধর নাহি তৃভুবনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* অতিশয় দক্ষ। 'বর্তমান ফ্রান্সের জনৈক ধনুর্ধর লেখক।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ধনুর্ধারিন [স] *বি* ধনুক ধারণকারী ব্যক্তি। 'হে ধনুর্ধারিন! এক্ষণে আচার্য মহাশয়ের কোপাগ্নি ত নির্বাণ হয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

ধনুর্ধারী, ধনুর্দ্ধারী [স] *বিণ* ধনুক ধারণকারী। 'তাহে ধনুর্দ্ধারী উঠিল।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮; 'কভু ধনুর্ধারী, কভু বাজাই বাঁশরি।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ধনুর্বাণ, ধনুর্ব্বাণ [স] *বি* ধনুক ও তির। 'যুদ্ধাস্ত্র ধনুর্ব্বাণ ও টাঙ্গী ইহাতে তাহারা অতিপারগ।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'এই হস্তে ধনুর্বাণ থাকিতে প্রজারা বিদ্রোহী হইতে পারিবে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ধনুর্বাণধারী, ধনুর্ব্বাণধারী [স] *বিণ* বাণযুক্ত ধনুকধারী। 'ধনুর্ব্বাণধারী বীরগণের ... সন্ধান লইতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

ধনুর্বান [স] *বি* ধনুক ও তীর। 'দিব্য ধনুর্বান দিল অর্জ্জুনের হাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধনুর্বিদ্যা [স] *বি* তীর-ধনুক চালানোর বিদ্যা। 'তাহাকে আনিআ ধনুর্বিদ্যা আশ্বাসিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধনুর্বেদ, ধনুর্ব্বেদ [স] *বি* তির-ধনুক চালানোর বিদ্যা। 'তথাএ গুরু ধনুর্ব্বেদ দ্রোন্ন ব্রাহ্মণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'বিনা ধনুর্বেদে হলে দুঃস্থ ধূলির সম্রাট।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ধনুর্ভঙ্গ পণ [স] *বি* খুব কঠিন প্রতিজ্ঞা। 'ধনুর্ভঙ্গ পণে কহে সবা বিদ্যমানে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ধনুর্ময়, ধনুর্ম্ময় [স] *বিণ* ধনুকময়। 'ধনুর্ম্ময় জজ্ঞ ব্রাহ্মণ করুক জজ্ঞসালে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধনুষি [স ধনু>] *বিণ* ধনুকের। 'ভঁউহ ধনুষি গুণ কাজর রেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ধনুষ্টংকার, ধনুষ্টঙ্কার [স ধনুঃ-টঙ্কার] **১** *বি* রোগবিশেষ। 'ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধি যাতনা নির্ঘাত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* ধনুকের আকর্ষণের পর ছেড়ে দিলে যে শব্দ হয়। 'রাজলক্ষ্মী ধনুষ্টংকারের মতো বাজিয়া উঠিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ধনুদ্ধর [স ধনুর্ধর] *বি* বাহাদুর। 'ওঁরা এক এক জন এক ধনুদ্ধর।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ধনুক [স] **১** *বি* যার মাধ্যমে তির নিক্ষেপ করা হয়। 'নারিল পুরিতে ধনুক অনেক সকতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* চার হাত অথবা দু গজের সমান। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

ধনুকধারী [স] *বি* তিরন্দাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধনুক-ভাঙা পণ, ধনুকভাঙ্গা পণ [ধনুকভাঙা/ধনুকভাঙ্গা+স পণ] *বি* অত্যন্ত কঠিন প্রতিজ্ঞা। 'বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ধনুকী [স] *বি* ধনুর্ধর। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ধনুকী, পদাতিক ও পতাকাধারীগণ আনন্দরবে অগ্রে চলিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

ধনুষী [স ধানশ্রী] *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'ধনুষীরাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধনুষ্টঙ্কার *দ্র* ধনু

ধনুদ্ধর *দ্র* ধনু

ধনে [স ধন্যাক] *বি* মসলাবিশেষ। 'অপূর্ব্ব পানদানে সাঁচি পান বাঙ্গালা পান এবং নানা প্রকার মসলা ছোট এলাচি বড় এলাচি লবঙ্গ জায়ফল জয়ত্রী জোয়ান ধনে সুপারি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ধনেশাক *বি* ধনে পাতা। 'নুন লঙ্কা ধনেশাক মিশিয়ে অপথ্য তৈরি করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ধনেশ *বি* পাখিবিশেষ। 'ফ্ল্যামিঙ্গো, ধনেশ, শামকল দেখবে এসো।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ধনৈশ্বর্য, ধনৈশ্বর্য্য [স ধন-ঐশ্বর্য] **১** *বি* ধনসম্পদ। 'পিতার বিপুল ধনৈশ্বর্য্য।' *দর্পণ*, ১৮৪০। **২** *বি* মাধুর্য; সম্পদ; ঐশ্বর্য। 'তর্কের নৈপুণ্য আছে, ধনৈশ্বর্য নাইকো ভাষার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ধনোৎপাদক *দ্র* ধন

ধনোপঘাত *দ্র* ধন

ধনোপায় *দ্র* ধন

ধনোপার্জন, ধনোপার্জ্জন *দ্র* ধন

ধন্দ [স দ্বন্দ্ব] **১** *বি* সন্দেহ; দৃষ্টিভ্রম। 'কৃপাকার মহাপ্রভু ঘুচাহ মোর ধন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বিস্ময়। 'অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'অন্ত কে পায় সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ধন্দকার [স দ্বন্দ্বকার] *বি* দৃষ্টির ভ্রম। 'অন্ধকার ধন্দকার নিরাকার কুওকার।' *লালন*, ১৮৯০।

ধন্দকারী [স দ্বন্দ্বকারী] *বিণ* দ্বিধাগ্রস্ত। 'জাফরে শুনিআ হৈল অতি ধন্দকারী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধন্দা [স দ্বন্দ্ব] *বি* খেয়াল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধন্ধ [স দ্বন্দ্ব>] ১ *বি* ধোঁকা। 'তুমি সবে সত্য আর মিথ্যা সব ধন্ধ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* দ্বিধা। 'মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিন্তে বড় ধন্ধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* ধাঁধা। 'পরিধান বাঘছাল দেখি লাগে ধন্ধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধন্ধকার [স দ্বন্দ্বকার] *বিণ* দ্বিধাগ্রস্ত। 'নারীর বচন শুনি ধন্ধকার হইলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

ধন্ধা [স দ্বন্দ্ব>] ১ *বি* ধাঁধা। 'দেখি লাগএ ধন্ধা তুরগ তবল-বন্ধা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সুযোগ পাওয়ার চেষ্টা। 'সব সময় কাজে কি করে ফাঁকি দিতে হয়, সে ধন্ধায় থাকে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধন্ধে *ক্রিবিণ* ধাঁধায়। 'ফুল গন্ধে পড়ি ধন্ধে স্থির নহে মতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ধন্না[1] [স ধন্যা] *বিণ* প্রশংসনীয়া। 'পরম সোন্দরী সেই রূপেগুণে ধন্না।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধন্না[2] [হি ধরনা] *বি* আশ্রয় গ্রহণ। 'রাজলক্ষ্মীর কাছে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ধন্না দিয়ে পড়া *ক্রি* প্রার্থনা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও পড়ে থাকা। 'রাজলক্ষ্মীর কাছে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ধন্বন্তরি [স ধন্বন্তরি] *বি* উত্তম চিকিৎসক। 'দ্বাদসে ধন্নন্তরি অমৃত মথিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তুমি রোগীর ধন্বন্তরি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ধন্বন্তরিনী [স] *বি স্ত্রী* ধন্বন্তরিতুল্য চিকিৎসক। 'তুমি আমার ধন্বন্তিরিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ধন্বন্তরী [স ধন্বন্তরি] *বি* দৈব ওষুধ-পথ্য। 'ইষ্ট-মিত্রে নাহি কার্য বিনে ধন্বন্তরী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধন্বী [স] *বিণ* তিরন্দাজ। 'দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ধন্য [স] ১ *বিণ* প্রশংসনীয়। 'ধন্য জুবতির কোল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* ভাগ্যবান। 'কেশব ভারতীর শিষ্য তাহে তুমি ধন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* সার্থক। 'ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্যরে ধন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *বিণ* ছিন্ন; ভেদ। 'সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ধন্যতা [স] *বি* প্রশংসা। 'সে ধন্যতা যদি আরো পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ধন্য ধন্য [স] *বি* প্রশংসাবাদ। 'ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ কি কহিব সবিশেষ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ধন্য ধ্বনি [স] *বি* প্রশংসাবাদ। 'উজানি করএ ধন্য ধ্বনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধন্যবাদ [স] *বি* সাধুবাদ। 'রাধাকান্ত দেব ঐ সোসৈয়িটির ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিয়া সকল ... বিদায় করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'সন্তোষপূর্বক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ধন্যবাদ দেওয়া *ক্রি* প্রশংসা করা। 'ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানবলকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধন্যবাদার্হ [স] *বিণ* ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। 'তিনিও আমাদের ধন্যবাদার্হ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ধন্যমান্য [স] *বিণ* অতি সম্মানিত। 'অস্মদেশীয় ধন্যমান্য মহাশয়েরা।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ধন্যা [স] ১ *বিণ* প্রসংশনীয়া। 'রূপে গুণে অনুপামা তৃভুবনে ধন্যা।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* ভাগ্যবতী। 'ত্রিভুবনে এক ধন্যা অপাত্রে দিলাঙ কন্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ স্ত্রী* পরিপূর্ণ। 'ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা।' *নজরুল*, ১৯২২।

ধনি্য [স ধন্য] *বিণ* সৌভাগ্যবান। 'আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্যি।' *নজরুল*, ১৯২২।

ধন্যা[1] *দ্র* ধন্য

ধন্যা[2] [স ধন্যাক] *বি* ধনে পাতা শাক। 'মহরি সোলপা ধন্যা খিরপাই বেত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধপ [ধ্বন্যা] *বি* ভারী বস্তুর হঠাৎ পতনের শব্দ। 'বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধপধপে [ধ্বন্যা] *বিণ* অতিশয় উজ্জ্বল। 'কুঠেল সব শাহেবজাদা, ধপধপে বাইরে শাদা ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ধপাৎ [ধ্বন্যা] *বি* ভারী বস্তুর হঠাৎ পতনের শব্দ। 'বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ধপাধপ [ধ্বন্যা] *বি* অনবরত পতনের শব্দ। 'ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ধপাস [ধ্বন্যা] *বি* ভারী কোনোকিছুর হঠাৎ পতনের শব্দ। 'অমনি ধপাস করিয়া চিতপাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ধব *বি* গাছবিশেষ। 'আমড়া বয়ড়া হরিড়া ধব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধবধপে [ধ্বন্যা] *বিণ* অতি উজ্জ্বল। 'ধবধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ধবধব [ধ্বন্যা] *বি* অতিশয় পরিষ্কার। 'বিছানার চাদরটি সাদা ধবধব করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ধবধবে [ধ্বন্যা ধবধব>] *বিণ* অতি উজ্জ্বল। 'কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধবধবে সাদা হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ধবল [স] ১ *বিণ* সাদা; শুভ্র। 'দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* নদীর নামবিশেষ। 'আসিয়া মিলিল ধেনু ধবল নদীর তীরে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বি* পাকা। 'দুদীর্ঘ ধবল কেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ৪ *বিণ* শ্বেত। 'বাঁকায়ে ধবল গ্রীবা, পাটলা হরিণী ফিরিবে শ্যামল ছায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধবলকায় [স] *বিণ* সাদা চেহারার অধিকারী। 'ধবলকায় প্রভুরা প্রজাপুঞ্জের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিয়াই যে নিরস্ত থাকেন এমত নহে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

ধবলকুষ্ঠ [স] *বি* শ্বেতীরোগ। 'কয়েকটা বিশ্রী দাগ ধবলকুষ্ঠের ছোপের মত।' *জীবন*, ১৯৩২।

ধবলগিরি [স] *বি* হিমালয়ের শৃঙ্গবিশেষ। 'ব্রহ্মাণ্ড পর্যবেক্ষণার্থ ধবলগিরির সর্বোন্নত শিখর দেশে আরোহণ করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ধবলতম [স] *বিণ* সবচেয়ে সাদা। 'সর্বব্যাপী ধবলতম ধবল বরফের উপর ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ধবলশিখর [স] *বি* শ্বেতপর্বত শৃঙ্গ; হিমালয়ের শৃঙ্গবিশেষ। 'আইলা রজনী ধনী ধবলশিখরে ধীরভাবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ধবলিত [স] *বিণ* সাদা হয়েছে এমন; পাকা। 'ধবলিত কুন্তল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ধবলিয়া [স ধবল] *বিণ* সাদা। 'ওগো ধবলিয়া মেঘ! আলোর প্রসাদ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ধবলী [স] ১ *বিণ* সাদা রঙের। 'শাঙলী ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* সাদা গাভি। 'ধবলী ধবলী বলি ঘন ডাক ছাড়ি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ধবা [স ধাবক] *বি* ধোপা; রজক। 'কুমার কামার সাজে কলু মালী ধবা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধমক [স] ১ *বি* হঠাৎ বিপদ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* হুংকার। 'ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বি* ভয়প্রদর্শন। 'গাছে ডানা মারে আঁটি, ধমকেতে মাটী ফাটী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৪ *বি* চিৎকার। কর্তা বিষম ধমক দিয়ে বললেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৫ *বি* তিরস্কার। 'আমাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিয়া দিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৬ *বি* তীব্রতা। 'ক্ষুধার ধমকে ঘাস ছিঁড়ে খেয়ে আকাশে জাগায়ে সাড়া।' *করকুশ*, ১৯৪৩। ৭ *বি* বেগ। 'এমনভাবে হাসতে লাগল যে তার দেহের প্রতি অংশ কাঁপতে লাগল তার ধমকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

ধমক চমক *বি* ধমকে ভয় প্রদর্শন। 'ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ধমক ধামক *বি* ভয়প্রদর্শন। 'আমায় ধমক ধামক করে বল্লে টাকা কি করেছিস?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ধমকানি [স ধমক>] ১ *বি* ধমক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কোয়াটার ডজনের মত মিঠে-করা রকমের ধমকানি খেত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* তর্জনগর্জন। 'আমার কথায় ভুলে বা ধমকানি শুনে যদি আজ দেশসুদ্ধ ছবি মূর্তি গড়তে লেগে যায় ...।' *অবন*, ১৯২৫।

ধমকি ধমকি *ক্রিবিণ* বার বার উচ্চ শব্দ ক'রে। 'রণ-বাজা বাজে ... সে কী দমকি দমকি ধমকি ধমকি।' *নজরুল*, ১৯২২।

ধমকানো *ক্রি* ভয় দেখানো। 'প্রতিপালক ধমকাইলে অথবা তাড়না করিলে তাহা সহ্য করে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

ধমণ চমণ *বি* নিশ্বাস প্রশ্বাস। 'ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা।' *চর্যা* ১, ১২০০।

ধমনী [স] *বি* রক্ত বহনকারী নাড়ি; যে নাড়ী হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত দেহের সর্বত্র পৌঁছে দেয় কিন্তু দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফেরত আনতে পারে না। 'আমারও ত ক্ষুধা আছে, ... ধমনী ... অস্থি, চর্ম্ম ও ইচ্ছা – সকলই আছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ধমিল দ্র **ধম্মিল্ল**

ধম্ম [পা] *বি* ধর্ম। 'ধম্ম নেই? কম্ম নেই?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ধম্মিল্ল [স] *বি* বিশৃঙ্খলাভাবে জড়ানো বা চাপ-খাওয়া চুলের রাশি; জটা। 'মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া একটি ধম্মিল্ল বাঁধিয়া রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ধমিল [স ধম্মিল্ল] *বি* খোঁপা। 'উপর হেরি তিমিরে কর বাদ। ধমিলেঁ কএল তাকর অবসাদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ধর[1] [স ঘট] *বি* দেহ। 'পরসিতে ধরে প্রান জিবন পাইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধর[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'তুলসীরাম ধর।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ধরকাট *বি* বাঁধাবাঁধি; কঠোর নিয়ম। 'খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খুব ধরকাট করেই চলতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধরণ[1] *ক্রি* ধরানো। 'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।' *চর্যা* ২, ১২০০।

ধরণ[2] [স] *বি* ধরা; ধারণ। 'তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধরণ[3] [স] ১ *বি* চালচলন। 'যে সকল বাঙালীর ইংলিস ফ্যাসন। বড়দিনে তাঁহাদের সাহেব ধরণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* আকৃতি। 'প্রাচীনার স্তন সম অঙ্গের ধরণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* ধরন; পদ্ধতি। 'তাহা পুরাণো ধরণের পাঁচমিশালো ঢিলাঢালা ইতিহাস নয়।' *সবুজ*, ১৯১৭। দ্র **ধরন**

ধরণ-ধারণ *বি* চালচলন। 'দুটো একটা ইংরিজি ধরণ-ধারণ ভড়ং এবং চটুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। দ্র **ধরনধারণ**

ধরণা [স ধরণ] *বি* অবলম্বন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধরণী [স] ১ *বি* পৃথিবী। 'কমঠশরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মাটি। 'বুড়ি ধরণী ধরিআ উঠে রণে জেন তারা ছুটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধরণি [স ধরণী] *বি* পৃথিবী। 'জে জনে আঁকাড়ি করে পড়িয়া ধরণি ধরে ভয়ে কেহ নিকটে না রয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধরণিকূর্ম [স] *বি* ধরণিরূপ কচ্ছপ। 'ধরণি-কূর্মপৃষ্ঠে দীর্ণ জীর্ণ হয়ে ওঠে মত্ত মোর প্রমত্ত ঘর্ষণে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ধরণিতল [স] *বি* মাটি; ভূপৃষ্ঠ। 'তিনিও অবিলম্বে পপাত ধরণিতলে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ধরণীতল [স] ১ *বি* মাটি; ভূপৃষ্ঠ। 'পড়িয়া ধরণীতলে কান্দে কন্যা বিকলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* পৃথিবী। 'এ ধরণীতল কঠিন কঠোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ধরণীধর [স] *বি* পৃথিবী ধারণকারী। 'ধরণী ধরণীধর ধরিলা যখন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধরণীপাল [স] *বি* রাজা। 'বিস্মিত ধরণীপাল হেটমাথা দুখে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ধরণী-ভিতরে *ক্রিবিণ* দুনিয়াজুড়ে। 'কীর্ত্তিগান রবে মম ধরণী-ভিতরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ধরণীভূমি [স] *বি* ধরিত্রী। 'হে জননী, স্বর্গ যার, এ ধরণীভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ধরণীময় [স] *বিণ* বিশ্বব্যাপী। 'হউক ধরণীময়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

ধরণী মাঝে *ক্রিবিণ* পৃথিবীর ভিতরে। 'ততোধিক কেবা আছে পণ্ডিত ধরণী মাঝে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ধরনি [স ধরণী] *বি* পৃথিবী। 'ধরনিয়ে চাঁদ কএল পরগাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ধরনিতল *বি* মাটি; ভূপৃষ্ঠ। 'পড়িয়া ধরনিতলে কান্দে কৈন্যা বিকলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধরণীয়া *বিণ* আটকানো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধরতা [স ধৃ>] ১ *বি* ক্রেতাকে যে কমিশন দেওয়া হয়। 'যে ভাও ধান বিকায় তাহা হইতে দুই কাঠা ফি টাকায় ধরতা দিব।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* মূল গায়েনের মুখ থেকে যে পদ দোহার ধরে নেয়। 'ধরতার সময় পার হইয়া গেল, তবু নিতাই আর গান ধরিল না।' *তারা*, ১৯৪২।

ধরতাই বুলি *বি* নতুনত্বহীন প্রচলিত কথা। 'রাজনৈতিক প্লাটফর্মে ধর্মের ধরতাই বুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারলেও ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

ধর-ধর মার-মার [ধ্বন্যা] *বিণ* আক্রমণাত্মক। 'পিছনে মহা ধর-ধর

মার-মার রব উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ধরন ১ *বি* ভঙ্গি। 'ইহার ধরন, ভাব অন্যান্য অ্যাংলো স্যাকসন কবিতার সহিত এত বিভিন্ন যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* রকম। 'আনে বেশবাস নানান-ধরন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* রীতি। 'ওগো, একি প্রণয়েরই ধরন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ধরনধারণ [ধরন+স ধারণ] ১ *বি* চালচলন। 'তাদের চালচলন ধরনধারণ যা-কিছু নূতন সেইটিই কেবল ক্রমিক চক্ষে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* রীতিনীতি। 'নাহি জানি করুণ কারণ, নাহি জানি ধরন ধারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* আচার-আচরণ। 'ধরন ধারণে অতি অকারণে ইংরাজিতরো গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। *দ্র* **ধরণ**

ধরন করা *ক্রি* সমান হওয়া। 'ধরন করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধরনি *দ্র* **ধরণী**

ধরপাকড় [হি পাকড়না>] ১ *বি* গ্রেপ্তার। 'এ খবর পুলিশ বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি, অন্যান্য সকলকে ধরপাকড়ের জন্য।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বি* ধরাধরি; হয়রানি। 'ঝোপে ঝোপে শাসন আমার কেবলই ধরপাকড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ধরপাখড় [হি পাকড়না>] *বি* গ্রেপ্তার ও হয়রানি। 'দুষ্ট লোকদিগকে ধরপাখড় করিয়া ...।' *এডমন*, ১৭৯০।

ধরবর [ধ্বন্য] *বি* ধড়ফড়; ছটফট। 'বিষের তেজে পদ্মাবতী করে ধরবর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ধরম [স ধর্ম] *বি* ধর্ম। 'না জাণসি ধরম বেবথা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দেব ধরম কি সহিব তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধরম কাহিনী [স ধর্ম-কথনিকা] *বি* ধর্মের কথা। 'ধরম কাহিনী শোনে কভু তস্করে?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

ধরমঘট [স ধর্মঘট] *বি* একমত হয়ে কোনো কাজ বন্ধ করা। 'তোমার আমার রাখতে ভরম করছে তাই ধরমঘট।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ধরমতলা [স ধর্মতলা] *বি* ধর্মতলা। *ক্যালগে*, ১৮০০।

ধরম বাপ *বি* ধর্মপিতা; যে কাউকে সন্তানবৎ পালন করে। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ধরম ভাই *বি* ধর্মভাই; পাতানো সম্পর্কে ভাই। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ধরম মা *বি* ধর্মকে সাক্ষী রেখে কোনো নারীকে মা হিসেবে গ্রহণ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ধরমী [স ধর্ম>] *বিণ* ধর্মপ্রাণ। 'লোকেদের কাছে – যারা দেছে সব মোদের ধরমী মানি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

ধরলা *বি* নদীবিশেষ। 'ধরলা নদী প্রবাহিত হইয়াছে।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

ধরা[১], **ধরানো** [স ধৃ>; পা ধরতি] ১ *ক্রি* পরিগ্রহ করা। 'বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* গ্রহণ করা। 'মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে কুসুম পড়এ বনে অঞ্চলেতে ধরেন খুল্লনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* আটক করা। 'শীঘ্রগামী শশক ধরিতে কেহ নারে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'নিরপরাধী ভেড়ার ছানাকে ধরিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *ক্রি* পালিশ করা। 'ধরিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *ক্রি* রূপ ধারণ করা। 'তোমার পরশে সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৬ *ক্রি* ধারণ করা। 'না জানি কী গুণ ধরে মুখখানি তোমার।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১; 'মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল মাথায় আমার ধরতে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। ৭ *ক্রি* ধীরে ধীরে বন্ধ হওয়া। 'কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি ধরে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৮ *ক্রি* প্রজ্বলিত করা। 'এরে আজ চালা করে ধরাইব আখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৯ *ক্রি* খুঁজে বের করা। 'দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি, নিই নে কানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ১০ *ক্রি* সংকুলান হওয়া। 'আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ১১ *ক্রি* পুড়িয়ে কটু গন্ধ করা। 'ইচ্ছা করাই দুধ ধরাইয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ১২ *ক্রি* প্রকাশ পাওয়া। 'বসন্তের রঙ ... বাতাসের গায়েও ধরে।' *প্রমথ*, ১৯১৫। ১৩ *ক্রি* শুরু করা। 'আমি কোনদিন ধরিনি উপীনদা, লেখাপড়া আমাকে ধরেছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭। ১৪ *ক্রি* অনুসরণ করা। 'চলব আমি নিজের আলো ধ'রে, হাতে আমার এই-যে আছে বাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'কাজলকুটির বন্দর ছাড়ি ধরিল উজানী গাঁও।' *জসীম*, ১৯৩৩। ১৫ *ক্রি* ব্যথা হওয়া। 'কাঁকাল ধরে গেল মেজোবউ।' *নজরুল*, ১৯৩০। ১৬ *ক্রি* আবদার করা। 'ওরা ধরে খাওয়াবার জন্য।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ১৭ *ক্রি* আরোহী হওয়া। 'মোটরবাস ধরিয়া গয়ায় আসিব।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। ১৮ *ক্রি* যথাসময়ে পাওয়া। 'সকালে রওয়ানা না হইলে গাড়ি ধরা যাইবে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫। ১৯ *ক্রি* আবেগ চাপা রাখা। 'কোন মা মায়ের ভোরে প্রাণ ধরে ছেড়েছে এমন দুধের দুলাল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। **ধন্তে** *ক্রি* ধরতে। 'আরসী ধন্তে আর সাহস হয় না।' *হুতোম*, ১৮৬২। **ধর** ১ *ক্রি* তুলে ধরো। 'সদগুরু বঅণে ধর পতবাল।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০। ২ *ক্রি* স্পর্শ করো। 'আঁচলে না ধর কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* গ্রহণ করো। 'আহ্মার বচন সুন্দরী রাধা ধর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* আটক করো। 'কোটাল বলে ধর ধর আজি করোঁ কার্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৫ *ক্রি* ধরে রাখো। 'ধর ধর, কাপে থর থর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **ধরঈ** *ক্রি* রাখে। 'জহঁ জহঁ পদজুগ ধরঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ধরনে** *ক্রি* ধরে রাখা। 'বিসকল অঙ্গ না জাওত ধরনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ধরবা** *ক্রি* ধরো। 'ধরবা ধরবা ধর মোর পীত বাস পর।' *জ্ঞান*, ১৬০০। **ধরয়** ১ *ক্রি* ধারণ করে। 'পন্থ উদ্দেশিয়া গুরু ধরয় কাণ্ডার।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* ধরে। 'চারু অতি চারি কর ধরয় অভয়বর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ধরল** *ক্রি* ধারণ করলো। 'সুপুরুষ গর্ভে ধরল আনুরূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরসি** *ক্রি* ধরিস। 'কাজল গরল বিষকে প্রবল ধরসি কিবা কারণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ধরহ** ১ *ক্রি* ধরো। 'আঙ্গলত না ধরহ গুণ অবুধ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মানা করো। 'আহ্মার বচন যদি না ধরহ তোরা।' *সুলতান*, ১৭০০। **ধরাইব** *ক্রি* ধরাবো। 'গোচরিএ্রা ফল ধরাইব জেবা জানি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **ধরাইমু** *ক্রি* ধরে রাখবো। 'কোন্ মতে ধরাইমু দারুণ পরাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ধরাধরি** *বি* একে অপরকে ধরা। 'ধরাধরি এড়াইয়া সত্বরে চলিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ধরায়েছি** *ক্রি* ধরিয়েছি। 'সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ধরি** ১ *ক্রি* ধ'রে। 'ধরি লআঁ জাএ কুঞ্জতলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ধারণ ক'রে। 'লীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'উন্নত পয়োধরে ধরি মোরে চাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরিঅ** *ক্রি* ধরে। 'নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খটে।' *চর্যা ১১*, ১২০০। **ধরিআ** *ক্রি* ধ'রে। 'ধরিআত টান দিল দেব গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **ধরিআঁ** ১ *ক্রি* ধারণ ক'রে। 'বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* অপহরণ ক'রে। 'বলে রাধাক ধরিআঁ লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরিতে** *ক্রি* ধারণ করতে। 'তা দেখিআঁ প্রাণ রাধা ধরিতে না পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরিতেঁ** *ক্রি* ধারণ করতে। 'যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরি-ধরি** *বি* যেকোনো সময়ে ধরে ফেলবে এমন ভাব। 'মাঝে মাঝে ধরি-ধরি করিতেছিল, আবার মাঝে

মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **ধরিনু** *ক্রি* ধরলাম। 'ধরিনু ধরিনু বলি নাগালি না পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ধরিব** *ক্রি* ধারণ করবে। 'এবেঁ দৈবকীঞঁ যত গবৃর্ভ ধরিব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরিবা** *ক্রি* ধরবে। 'তোহ্মারে কহিলে বাক্য তুহ্মি না ধরিবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ধরিবাক** *ক্রিবিণ* ধরতে। 'তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী/ ধরিবাক না পারোঁ পরাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরিবারে** *ক্রি* ধরতে। 'ধরিবারে চাহিলা তখনে।' *সুলতান*, ১৭০০। **ধরিবি** *ক্রি* ধরবি। 'ধরিবি বলে মরিবোঁ হেলে ঝাঁপ দিআঁ যমুনাএ য়ে।' *বড়ু*, ১৫০০। **ধরিবোঁ** *ক্রি* ধরবো। 'আঞ্চলে ধরিবোঁ মোর না জাণসি গুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরিয়া ১** *ক্রি* ধারণ ক'রে; ধ'রে। 'তোহ্মার বচন কাহ্নাঞিঁ ধরিয়া মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* পাকড়াও ক'রে। 'আরব সকলে মিলি যুক্তি কৈল সার রসুলক সকলে ধরিয়া মারিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **ধরিয়াছি** *ক্রি* ধরেছি। 'মজিয়াছি সেই দিন ধরিয়াছি ফণী।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **ধরিয়ে দেওয়া** *ক্রি* গ্রেপ্তার করানো। 'দুই জনকে চিনিয়া ধরাইয়া দিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। **ধরিল ১** *ক্রি* ধরলো; স্পর্শ করলো। 'কাহ্নাঞিঁ ধরিল কুচে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ধারণ করেছি। 'মেদনী ধরিল আগে দশনের আগে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* ধারণ করলো। 'বারদ তাহার নাম গৌরবে ধরিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **ধরিলা** *ক্রি* ধরলো। 'শীঘ্রগতি ধাইয়া ধরিলা সুন গলে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ধরিলুঁ** *ক্রি* ধরলো। 'হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলুঁ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ধরিলে** *ক্রি* ধারণ করলে। 'আহ্মা এড়ি কেনমতেঁ ধরিলে পরাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরিলেঁ** *ক্রি* ধারণ করলে। 'কমঠ শরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরিলেক** *ক্রি* ধরলে। 'এবেঁ ফল ধরিলেক আহ্মার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরিলোঁ ১** *ক্রি* ধরে ফেলেছি। 'আঁচলে ধরিলোঁ হের যাইবি কেনমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ধরেছিলাম। 'বরাহ রূপে দান্তের আগে তোহ্মী ধরিলোঁ মহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরিহ** *ক্রি* ধারণ করো; গ্রহণ করো। 'ধরিহ মোর যুগতী/ রাধার হআঁ সংহতী/ চলি জাইহ মথুরার হাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরী** *ক্রি* ধারণ করি। 'যশোদার গোজ আছে হাথে ধরী বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরুক** *ক্রি* পালন করুক; গুরুত্ব দিক। 'ক্ষেমা করু কাহ্নু মণে ধরুক মোর বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধরে ১** *ক্রি* ধারণ ক'রে। 'যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'লাফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* ধারণ করতে পারে। 'শরীরে যত ধরে তত স্বর্ণালঙ্কারে ... ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **ধরেছিলুম** *ক্রি* ধরেছিলাম। 'শর্ব্বনাশীকে কেন বা উদরে ধরেছিলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **ধরেন** *ক্রি* পাতেন। 'মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে কুসুম পড়এ বনে অঞ্চলেতে ধরেন খুল্লনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ধর্ত্তে** *ক্রি* ধরতে। 'আমি তেম্নি ধারা ধর্ত্তে চাই মা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ধর্ব্বো** *ক্রি* ধরবো। 'আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না ধর্ব্বো শশী হয়ে বামন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ধর্য়া** *ক্রি* ধ'রে। 'লীলাবতী ধায়্যা জায় আইয় ধর্য়া আনে তাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ধর্য়াচে** *ক্রি* ধরেছে। 'কামড় ধর্য়াচে দড় ভাঙ্গিবারে চায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ধর্য়াছে** *ক্রি* ধরেছে। 'বাড়ী বাড়ী লাঙ্গল ধর্য়াছে সাত ভাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ধলি** *ক্রি* ধরলে। 'তুহুঁ এড়াওলি তনে। মান হৃদয় করি ধলি জতনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ধোরোঁ** *ক্রি* ধরি। 'পাএ ধোরোঁ তোর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধরতে গেলে *ক্রিবিণ* প্রকৃতপক্ষে। 'এ মামলা ধরতে গেলে শুরুই হয়নি।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

ধরা দেওয়া ১ *ক্রি* আত্মসমর্পণ করা। 'ধরা দিয়েছি গো, আমি আকাশের পাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'বন্দীভাবে কখনো দিয়ো না ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *ক্রি* আটকা পড়া। 'জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ কখন সেই বন্ধনে ধরা দিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *ক্রি* দৃষ্টিগোচর হওয়া। 'ধরায় যখন দাও না ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৪** *ক্রি* অন্যের কর্ত্তৃত্ব মেনে নেওয়া। 'অমিত ... ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৫** *ক্রি* প্রীতির বন্ধন স্বীকার করা। 'ধরা সে যে দেয় নাই দেয় নাই/ যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ধরা পড়া ১ *ক্রি* সত্য প্রকাশিত হওয়া; গোপনীয়তা প্রকাশ পাওয়া। 'তালুকদারেরা যে এইরকম কাপড় পরে তা হয়তো নয়, কিন্তু ধরা পড়বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রি* আটক হওয়া। 'কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৩** *ক্রি* শনাক্ত হওয়া। 'খারাপ অসুখ ... থাকলে তো আগেই ধরা পড়তো।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ধরা সই করা *ক্রি* পাকড়াও করা। 'ডাকাত বাছাধনকে যদি একবার ধরা সই করতে পার।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি – পানি না ছুঁয়ে মাছ ধরতে চাওয়া; কষ্ট না করে কৌশলে কাজ হাসিল করা। *সুবল*, ১৯০৬।

ধরে আনতে বল্লে বেঁধে আনে – আদেশ পালন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলে। *সুবল*, ১৯০৬।

ধরে আসা ১ *ক্রি* হ্রাস পাওয়া; সেরে যাওয়া। 'কাল ঠিক বিকেলে গিয়ে তোমার বৌর রোগ ধরে আসবে।' *শওকত*, ১৯৫৮। **২** *ক্রি* ক্রমে কমে আসা। 'তারপর হয় সকাল, বৃষ্টি ধরে আসে।' *হাসান*, ১৯৬২।

ধরে-বেঁধে *ক্রিবিণ* জোর ক'রে। 'তখন তাকে ধরে-বেঁধে জোরজবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ধরে পড়া *ক্রি* বিশেষভাবে অনুরোধ করা; অনুনয়-বিনয় করা। 'বাড়ি যাইবার জন্য নিতান্তই ধরিয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ধরে পড়ে *ক্রিবিণ* বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রে। 'এক্ষণে তাহাদের কেহ নাই– থাকিলে ধরে পড়ে অমনি ভর্ত্তি করিতে পারিতাম।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ধরে পাড়া *ক্রি* ফেলে দেওয়া। 'এত বলি চুলে ধরি পাড়িল তাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধরে যাওয়া ১ *ক্রি* থেমে যাওয়া। 'কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি ধরে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রি* ব্যথা হওয়া। 'কাঁকাল ধরে গেল মেজোবউ।' *নজরুল*, ১৯৩০। **৩** *ক্রি* বেশি জ্বাল দেওয়ায় পাত্রের সাথে লেগে যাওয়া। 'মাংসে যে ধরিয়া গিয়াছিল তাহা তাহারা একটুও ধরিতে পারে নাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ধরে রাখা ১ *ক্রি* স্থির রাখা। 'আমার সাধ যাইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *ক্রি* প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। 'কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *ক্রি* সংযত রাখা। 'উন্মাদ মহেন্দ্র আপনাকে আর ধরে রাখিতে পারিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ধরা[২] [স ধৃ>] **১** *বি* আশ্রয়। 'মাএ ধরা দিল কৃষ্ণ কান্দে উভরাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* জ্বলন্ত। 'নূতন চালা কাঠে আগুন জ্বালাবার জন্যে পুরাতন ধরা কাঠের দরকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বিণ* কান্নাজড়িত। 'ধরা কণ্ঠে মজহার খাঁ বলিয়াছিলেন ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ধরা কথা *বি* আগে থেকে জানা কথা। 'সে গোলমালে কুম্ভকর্ণেরও

ঘুম ভেঙে যেত – আমাদের যে যাবে, সে তো ধরা কথা।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

ধরা গলা *বি* আর্দ্রকণ্ঠ; কান্নাযুক্ত কণ্ঠ। 'চীলা ধরা গলায় বলিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ধরা-ছোঁওয়া *বি* নাগাল। 'সেই ধরা-ছোঁওয়া দেয় না – এমন একটি ভাবকে ধরিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

ধরাছোঁয়া ১ *বি* উপলব্ধি; নাগাল। 'তাহাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বি* স্পর্শ করা। 'সৌন্দর্য নামক সত্যটি তেমন ধরাছোঁয়ার মতো পদার্থ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩। **৩** *বি* উপলব্ধি করা। 'একটা ধরাছোঁয়ার মতো যুক্তি না পেলে তার খণ্ডন করা অসম্ভব।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ধরাধরি ১ *বি* পরস্পর ধারণ। 'হাত ধরাধরি করি – সাজিত তখন পৃথিবী জগৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বি* সাবধানে ও সুবিধাজনকভাবে ধরার কাজ। 'পড়ে যাবার উপক্রম হতেই ধরাধরি করে তাকে খাটে নিয়ে বসিয়ে দেয়।' *মুনীর*, ১৯৬১। **৩** *বি* সনির্বন্ধ অনুরোধ; তদবির। 'আজকাল ধরাধরি ছাড়া চাকরি হয় না।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ধরা বাঁধা *বিণ* নির্ধারিত; নির্দিষ্ট। 'এত ধরা বাঁধা কথা।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

ধরা[৩] [স] **১** *বি* পৃথিবী। 'মুনাফিক হই পাপী জন্মিল ধরা ধাম।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* অধিকার; কর্তৃত্ব। 'তবে ধরা প্রকাশ পাইবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা – অহংকারে অন্ধ হয়ে সবকিছু অতি তুচ্ছ গণ্য করা। 'আর আড়ম্বর ধরাকেও সরা জ্ঞান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'জমিদারগণ প্রকৃতপক্ষে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' *এসলাম*, ১৯৩২।

ধরাখণ্ড [স] *বি* ধরণীর অংশ। 'এই নির্জন ধরাখণ্ডে অদ্ভুত স্বপ্নের মতো বোধ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ধরাচর [স] *বি* পৃথিবীর সকল সৃষ্টি। 'ধরাচর তবু তোরি সহচর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

ধরাতল [স] **১** *বি* পৃথিবী। 'অধিকার ধরাতলে কহিব কতেক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* ভূমি। 'তিলোত্তমা তখন ধরাতল ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টি করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'ধরাতলে চাঁদের মালা, ফুলমালা গলায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ধরাদেব [স] *বিণ* ব্রাহ্মণ। 'বসতি করয়ে তথি সদাচারী শুদ্ধমতি ধীর ধরাদেবগণ সুখে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ধরাধাম [স] *বি* পৃথিবী। 'চলে গেল ধরাধাম শূন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ধরাপৃষ্ঠ [স] *বি* পৃথিবী। 'বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

ধরাবলুণ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ভূমিলুণ্ঠিত। 'সাধ্বী সুলোচনা ধরাবলুণ্ঠিতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ধরাভূমি [স] *বি* পৃথিবী। 'তোমার ধরাভূমি পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ-পাশ ও-পাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধরামণ্ডল [স] *বি* পৃথিবী। বলে উচ্চৈঃস্বরে এ ধরা মণ্ডলে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ধরা-মা [স ধরা-মাতা] *বি* পৃথিবীরূপ মা। 'ধরা-মা-র বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ধরায় পড়া *ক্রি* ধরাশায়ী হওয়া। 'তাহাকে এমত প্রহার করেন যে তৎক্ষণাৎ সে ধরায় পড়ে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ধরার ধুলা *বি* বাস্তব জগৎ; সংসার। 'এ গান ঝরিয়া ধরার ধুলায় মেশে, তবে ক্ষতি কিছু নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'মাতার এ অশ্রুধারা এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'নেমে এলে আজ ধরার ধুলাতে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ধরাশয্যা [স] *বি* ভূমিরূপ বিছানা। 'অনঙ্গমঞ্জরীও, অনঙ্গশরপ্রহারে জর্জরিতাঙ্গী হইয়া, ধরাশয্যা অবলম্বন করিলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ধরাশায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* ভূতলে পতিত। 'কুলকামিনী যূথহারা কুরঙ্গিণীর ন্যায় অচিরাৎ ধরাশায়িনী হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ধরাশায়ী [স] **১** *বিণ* মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে এমন। 'ধরাপতি ধরাশায়ী ছটফট প্রাণ।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* ভূতলে পতিত। 'সত্বরে ধরাশায়ী হবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ধরাসন [স] *বি* মাটিরূপ আসন। 'বিষণ্ন বদনে, ধরাসনে শয়ন করিয়া থাকিতে।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

ধরাট [স ধৃ>] *বি* ক্রয়-বিক্রয়ের কমিশন। *ভবানী*, ১৮২৩; 'নীলামে খরিদ করিয়া ধরাট পাইয়া বিক্রী হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ধরাধর [স] *বি* পর্বত। 'জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ। উয়ল চারু ধরাধররাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ধরান [স ধরণ] *বি* প্রকার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধরানো দ্র **ধরা**[২]

ধরামর [স] *বি* ব্রাহ্মণ; ফকির। 'ধরামর রূপে ধর্ম যারে দিলা দেখা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধরালা *বি* নদীবিশেষ। 'বালুময় ধরালা নদীর তীরে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৬।

ধরাহর [হি] *বি* ঝুলবারান্দা। 'উচ্চ ধরাহরে থাকি রাণী পদ্মাবতী দেখি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ধরিত্রী [স] *বি* জগৎ সংসার। 'বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'ধরিত্রীর যুবক সন্তান বাহিরিব জগতের মহাদেশমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধরু *বি* রাগ-সংগীতের শৈলীবিশেষ। 'কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ ... মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ধর্তব্য, ধর্তব্য [স] **১** *বিণ* বিবেচনার যোগ্য। '... তাহা ধর্তব্য নহে।' *প্রত্যকর*, ১৮৫৩। **২** *বি* বিবেচনা। 'অল্প-বল্প এদিক ওদিক হওয়াকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করা চলে না।' *অবন*, ১৯২৫।

ধর্না [হি ধরনা] *বি* সন্দেহ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ধর্না দেওয়া ১ *ক্রি* ইচ্ছাপূরণ বা দাবি আদায়ের জন্য নাছোড়ভাবে কোথাও অবস্থান করা বা পড়ে থাকা। 'আমি দিনরাত ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'তাঁর মোটরের সম্মুখে গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়লাম।' *শিবরাম*, ১৯৪০। **২** *ক্রি* তোষামোদ করা। 'কোনো কারণেই বসের কাছে ধর্না দেয় না।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ধর্ম, ধর্ম্ম [স] **১** *বি* ন্যায়। 'ধর্ম্মের কাহ্নাঞিঁ তোহ্মো ধর্ম্মে মাহাদাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ধর্ম; সম্প্রদায়বিশেষের শাস্ত্রবিধি। 'ধর্ম বুঝাইয়া লোকে নিস্তার না করি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* শাস্ত্রের কথা। 'বাকোবাক্য কৈল প্রভু শিখাইল ধর্ম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* প্রকৃতি; বৈশিষ্ট্য। 'কহিতে লাগিলা যে জীবের যত ধর্ম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বি* জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত অনুশাসন। 'সত্য ধর্ম শান্তদান্ত জ্ঞানবন্ত

ধীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'রাজাএ বোলেন পুন ধর্ম্ম মনে গনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৬ *বি* শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবিধান। 'যথা ধর্ম তথা জয় কভু নহে আন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৭ *বি* সদাচার; কর্তব্যকর্ম। 'নিম্নলিখিত তেরটি ধর্ম্ম ...।' *প্যারী*, ১৮৬০। ৮ *বি* সতীত্ব। 'এই বাঙ্গাল ব্যাটা আমার বিবাহিতা স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। ৯ *বি* নীতি। 'লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ১০ *বি* সংস্কৃতি। 'শ্রেণিবিশেষের আচারধারাকে রক্ষা করার দ্বারা তার ধর্মকে বিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থাতন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ১১ *বি* স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। 'কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ধর্ম অবতার, ধর্ম্ম অবতার [স] ১ *বি* বিচারক। 'ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয় বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* রাজা। 'প্রণমিয়ে পদতলে, ধর্ম্মঅবতার নিবেদন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ধর্ম-আচার, ধর্ম্ম-আচার [স] *বি* ধর্মের আচার। 'ধর্ম্ম-আচার করছে তারা, যাচ্ছে জেলে সন্ত্রীকই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ধর্ম আন্দোলন [স] *বি* ধর্মের নামে আন্দোলন। 'ধর্ম আন্দোলনের ছদ্মবেশে এরা কুৎসিত।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ধর্ম-আফিম [স ধর্ম+আ আফয়ূন] *বি* ধর্মরূপ আফিম। 'কাটায়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম-নেশা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ধর্ম-আলো [স] *বি* ধর্মের জ্ঞান রূপ আলো। 'অনির্বাণ ধর্ম-আলো সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ধর্মকথা [স] *বি* ধর্মবিষয়ক উপদেশ। 'হঠাৎ ধর্মকথার পাঠটা তোমার মুখে যে শোনায় ঠাট্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ধর্মকর্ম, ধর্ম্মকর্ম্ম [স] ১ *বি* ধর্মানুষ্ঠান। 'রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'জত ইতি ধর্মকর্ম এহি দশ দিন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* ধর্মের বিধান অনুযায়ী কাজ। 'অতিশয় ধর্মতৎপর ও ধর্মকর্মের মর্ম্মী।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

ধর্মকর্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান [স] *বি* ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। 'বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রের বশীভূতা থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানাদি করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ধর্মকলেবর [স] *বি* ধর্মানুরাগী। 'দোহ ধর্মকলেবর গুণের সাগর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধর্মকাজ [স ধর্মকার্য] *বি* ধর্মচর্চা। 'তাতে সবারই ধর্মকাজের সুবিধে হল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ধর্মকারা [স] *বি* কারা রূপ ধর্ম; ধর্মের কারাগার। 'ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধর্মকার্য [স] ১ *বি* ধর্মপ্রচারের কাজ। 'এই ধর্মকার্য একটা বৃত্তি হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি* পুণ্যের কাজ। 'ধর্মকার্যের জন্য কোন সংঘ-সমিতি নাই।' *মনসুর*, ১৯৪০।

ধর্মকীর্তি, ধর্ম্মকীর্ত্তি [স] *বি* ধর্মকর্মের খ্যাতি; ধর্মচর্চা। 'লোকলজ্জা হয় ধর্ম্মকীর্ত্তি হয় হানি/ এই কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধর্মকেন্দ্রিক [স] *বিণ* ধর্মপ্রধান। 'মধ্যযুগীয় (তুর্কী আমল ও স্বাধীনতা-যুগের) বাংলা-সাহিত্য একান্তই ধর্মকেন্দ্রিক।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

ধর্মক্ষেত্র [স] *বি* পুণ্যভূমি। 'সে দেশের প্রতি ক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ধর্ম খোয়ানো *ক্রি* ধর্ম নষ্ট করা। 'আমি যদি ধর্ম খুইয়ে বসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ধর্মগণ্ডিকা [স] *বি* যে কাঠের উপর পশুর ঘাড় রেখে বলি দেওয়া হয়; হাড়কাঠ। 'জাতকের হরিণের মতো ধর্মগণ্ডিকায় গ্রীবা রেখে ...।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ধর্মগণ্ডী [স] *বি* সংশ্লিষ্ট ধর্মের সীমা। 'ধর্মগণ্ডীর বহির্বর্তী পরকে সে তীব্রভাবেই পর বলে জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ধর্মগত, ধর্ম্মগত [স] ১ *বিণ* ধর্মনির্ভর। 'প্রাচ্য সভ্যতা ধর্মগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'মুসলমানের জাতীয়তা সম্পূর্ণ ধর্ম্মগত।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৮; 'নিজেদের জীবন আর যাই হোক ধর্মগত নয়।' *উমর*, ১৯৬৭। ২ *বিণ* ধর্মসম্পর্কিত। 'দেশের অধিকাংশে মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* ধর্মীয়। 'ইহাই ধর্ম্মগত কর্ত্তব্য।' *মোসলেম*, ১৯২৮।

ধর্মগতপ্রাণ, ধর্ম্মগতপ্রাণ [স] *বিণ* ধর্মপরায়ণ। 'তা দেখে শুনে কোনো ধর্ম্মগত প্রাণ মুসলমানই স্থির থাকতে পারেন না।' *সওগাত*, ১৯২৮; 'অন্যান্য দেশের লোকের তুলনায় অধিকতর ধর্মগতপ্রাণ।' *উমর*, ১৯৬৬।

ধর্ম-গাধা [স ধর্মগর্দভ] *বি* ধর্মরূপ গাধা। 'ধর্ম-গাধার পৃষ্ঠে এখানে শূন্য পুঁথি-ছালা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ধর্মগুরু, ধর্ম্মগুরু [স] ১ *বি* পুরোহিত। 'অনেক ভদ্র পরিবারের পুত্র অতি আহ্লাদ সহকারে ধর্ম্মগুরু হইয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বি* ধর্মীয় নেতা। 'ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'ধর্ম্মগুরু এইরূপ বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান মুসলমানের হারান ধন।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ধর্মগোঁড়া [স ধর্ম+গোঁড়া] *বি* ধর্মমতে অন্ধবিশ্বাসী। 'ওই যে ধর্মগোঁড়া – বুঝল না যে মদের স্বাদ।' *নজরুল*, ১৯৪২।

ধর্মগোলা [স ধর্ম+আ ঘালা] *বি* জনগণের খাদ্যনিরাপত্তার জন্য সঞ্চিত খাদ্যভাণ্ডার। 'নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ধর্মগ্রন্থ, ধর্ম্মগ্রন্থ [স] *বি* ধর্মীয় মতবাদ সমৃদ্ধ বই। 'ইহারদের দুই ধর্ম্মগ্রন্থ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ধর্মঘট, ধর্ম্মঘট [স] *বি* ধর্মঘট; দাবি আদায়ের জন্য কাজ বন্ধের কর্মসূচি। 'প্রজারা ধর্মঘট করিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'ধর্ম্মঘট করিয়া কল-কারখানা প্রভৃতির অধিস্বামীদিগের কি না ক্ষতি করে।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

ধর্মঘটী, ধর্ম্মঘটী [স] *বিণ* ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী। 'ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় দুই লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।' *এসলাম*, ১৯৩৭; 'অনুরোধ জানাবো এই ধর্মঘটী ভগ্নীদের কাছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ধর্ম-ঘাগী [স ধর্ম+ঘাগী] *বিণ* ধর্মচতুর। 'এইসব ধর্ম-ঘাগী দেবতায় করছে দাগী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ধর্মঘ্ন, ধর্ম্মঘ্ন [স] *বিণ* ধর্মঘাতী। 'তাহাদিগকে ধর্ম্মঘ্ন বলিতে পারেন না।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

ধর্মচক্র [স] *বি* নির্বাণ লাভের উপায় সম্পর্কিত বুদ্ধের উপদেশ চতুষ্টয়। 'ভারতবর্ষ শুধু রাজচক্র নয় ধর্মচক্রেরও স্থাপনা করে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ধর্মচরিত্র [স] *বি* ধর্মভিত্তিক পাত্র-পাত্রীর ভূমিকা বা চরিত্র। 'এখন পর্যন্ত যাত্রার প্রতি বা তৎসংশ্লিষ্ট ধর্মচরিত্রের প্রতি দেশের জনসাধারণের যথেষ্ট প্রাণের টান রহিয়াছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ধর্মচর্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা [স] *বি* ধর্মানুশীলন; ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন। 'ধর্ম্মচর্চ্চা রাজচর্চ্চা একে একে কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধর্মচর্যা, ধর্ম্মচর্য্যা [স] *বি* ধর্মপালন। 'আমার বিশ্বাস ছিল যে, ইংলণ্ডের সমস্ত লোক এক প্রথা অনুসারে ধর্ম্মচর্য্যা করিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধর্মচারিণী, ধর্ম্মচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ধার্মিক। 'তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ধর্মচিন্তা [স] *বি* ধর্মের তত্ত্ব বিষয়ক চিন্তা। 'ইহারা পিতাপুত্রে ... কেবল ধর্মচিন্তায় কালযাপন করিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ধর্মচেতনা [স] *বি* ধর্মবোধ। 'নবলব্ধ বৈষ্ণব ধর্মচেতনার বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

ধর্মচ্ছলে, ধর্ম্মচ্ছলে [স] *ক্রিবিণ* ধর্মের ছলে। 'কত কৃত্রিম ধর্ম্মচ্ছলে অধর্ম্ম আচরণে তাহারদিগকে আকৃষ্ট করে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ধর্মচ্যুত, ধর্ম্মচ্যুত [স] *বিণ* ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত। 'অধিক ধনাশাধীন স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ধর্মজগৎ [স] *বি* ধর্মক্ষেত্র। 'মানবতার এই আদর্শ সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্র এবং ধর্মজগতে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'বুঝিতাম কর্মজগতে যাহাই হউক, ধর্মজগতে হিন্দুরা অপরাজেয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ধর্মজাগ্রত [স] *বিণ* ধর্ম বিষয়ে সচেতন। 'কোথায় ধর্মজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধর্মজিজ্ঞাসা [স] *বি* ধর্ম সম্বন্ধে ঔৎসুক্য; ধর্মতত্ত্ব। 'আমাদের ধর্মজিজ্ঞাসার সেই স্বাভাবিক গভীরতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'কাব্যজিজ্ঞাসা ও ধর্মজিজ্ঞাসার প্রভেদ আমরা ধরতে পারি নে।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

ধর্মজীবন, ধর্ম্মজীবন [স] *বি* ধর্মবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন। 'মহর্ষির ধর্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'ধর্ম্মজীবন শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনেও শিথিলতা আসিয়া পড়ে।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৩।

ধর্মজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ [স] *বিণ* ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত। 'ধর্ম্মজ্ঞ, বিনীত, কার্য্যকুশল, নানাভাষা ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'ধর্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস অন্ধ হলেও সম্ভবত লোক ধর্মজ্ঞ হতে পারে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

ধর্মজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান [স] ১ *বি* ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান। 'আমার কি ধর্মজ্ঞান নাই যে, পরস্ত্রীস্পর্শ দ্বারা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* ধর্মের জ্ঞান। '... ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানবিহীন অসভ্য জীবে পরিণত।' *প্রচারক*, ১৯০১।

ধর্মজ্ঞানহীন, ধর্ম্মজ্ঞানহীন [স] *বিণ* ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান নেই এমন। 'ধর্ম্মজ্ঞানহীন, এমনকি বিধর্ম্মী বা কাফের।' *প্রচারক*, ১৯০১।

ধর্মজ্ঞানহীনতা, ধর্ম্মজ্ঞানহীনতা [স] *বি* ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা। 'তিনি ... ধর্ম্মজ্ঞানহীনতা ও বিবেকশূন্যতার পরিচয় দিয়াছেন।' *মোসলেম*, ১৯২৫।

ধর্মজ্যোতি [স] *বি* ধর্মরূপ জ্যোতি। 'দেশে যাহাতে জ্ঞানজ্যোতি, ধর্মজ্যোতি প্রকাশ হয় ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ধর্মত, ধর্ম্মত [স ধর্মতঃ] ১ *ক্রিবিণ* ধর্মমতে। 'মোবারক খান নাম/ রূপে গুণে অনুপাম/ সদাএ ধর্মত তান মতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'ধর্ম্মত তোমার আমি দাসী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* ধর্মসংক্রান্ত। 'যোগ্যতা দু রকমের আছে – ধর্মত এবং কার্যত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ধর্মতঃ, ধর্ম্মতঃ [স] *ক্রিবিণ* ধর্মমতে। 'ধর্ম্মতঃ প্রজাবর্গের বিবাদ ভঞ্জন দ্বারা।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

ধর্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব [স] *বি* ধর্ম বিষয়ক তত্ত্ব। 'আর্য্য ধর্ম্মতত্ত্বে ... এই অচেষ্ট-পরতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'আমাদের সমস্ত শ্রুতি পুরাণ কাব্যকলা ধর্মতত্ত্ব রাজনীতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধর্মতত্ত্ববিদ [স] *বিণ* ধর্মশাস্ত্র-বিশারদ। 'ধর্মের প্রতি ধর্মতত্ত্ববিদ হিন্দু সেইরূপ একান্ত বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধর্মতন্ত্র [স] *বি* ধর্মব্যবস্থা। 'ভারতবর্ষের ধর্মতন্ত্র একটি বিশেষ পথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'রাজাতন্ত্রই বলো, সমাজতন্ত্রই বলো আর ধর্মতন্ত্রই বলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ধর্মতনয়, ধর্ম্মতনয় [স] *বি* ধর্মপুত্র। 'হোয়ে ধর্ম্মতনয়, ত্যজে আলয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ধর্মতরি [স] *বি* ধর্মরূপ নৌকা। 'ডুবল ফুটো ধর্মতরি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধর্মতরু, ধর্ম্মতরু [স] *বি* ধর্মরূপ তরু। 'আরবক্ষেত্রে এইক্ষণে এসময়ে ধর্ম্মতরু বীজ অঙ্কুরিত।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

ধর্মতাত্ত্বিক, ধর্ম্মতাত্ত্বিক [স] *বিণ* ধর্মজ্ঞান সম্পর্কিত। 'তাঁহাদের ধর্ম্মতাত্ত্বিক মনোভাব।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

ধর্মতান্ত্রিক [স] *বিণ* ধর্মীয়। 'দুঃখ... কোনো সহজ ধর্মতান্ত্রিক ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ধর্মতিলক, ধর্ম্মতিলক [স] *বি* ধর্মের চিহ্ন। 'রাজ চিহ্ন, ধর্ম্ম তিলক, জ্ঞানভূষণ প্রভৃতি ধারণ করিয়া আছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ধর্মতো, ধর্ম্মতো [স ধর্মতঃ] *ক্রিবিণ* ধর্ম অনুসারে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ধর্মত্তোর [স ধর্মোত্তর] *বিণ* দেবোত্তর। 'ধর্মত্তোর জমির উত্তর আনি পূর্ব্ব দিগে।' *ভেরলি*, ১৭৮৩।

ধর্মদণ্ড [স] *বি* ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী দণ্ড। 'ধর্মদণ্ড তাঁর রয়েছে উদ্যত নিত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ধর্মদায়, ধর্ম্মদায় [স] *বি* ধর্মপালনের জন্যে দেওয়া সম্পত্তি। 'ইহারা ধর্ম্মদায় বা দেবত্র পাইয়া থাকেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধর্মদাস [স] *বি* ধর্মের অনুগতজন। 'এ-যুগে ধর্মই প্রাণমন – আমি যে ধর্মদাস।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

ধর্মদাঁড়া [স ধর্মদণ্ড] *বি* ধর্মের কথা। 'চোরের সাথে কভু খাটে না ধর্মদাঁড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

ধর্মদীপক [স] *বি* ধর্মরূপ বাতি। 'ধর্মদীপক নহি বুঝ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধর্ম-দুগ্ধ [স] *বি* ধর্মরূপ দুধ। 'কর্মে যদি না রয় ফল,/ ধর্ম-দুগ্ধে না রয় জল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ধর্মদোষ [স] *বি* ধর্মবিষয়ে দোষ। 'ধর্মদোষ পরিহার ও স্বদৃষ্টান্তে লোকদিগকে মর্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

ধর্মদ্বেষি, ধর্ম্মদ্বেষি [স ধর্মদ্বেষী] *বিণ* ধর্মবিরোধী। 'ধর্ম্মদ্বেষিরা কাগজ করিয়াছেন অবশ্যই ইহাতে আমারদিগের ধর্ম্মের দ্বেষ আছে।' *দর্পণ*,

১৮৩২।

ধর্মদ্বেষী, ধর্ম্মদ্বেষী [স] *বিণ* ধর্মবিরোধী। 'ধর্ম্মদ্বেষী ও নাস্তিকমতাবলম্বী ... এই সকল জনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ধর্মদ্রোহিতা, ধর্ম্মদ্রোহিতা [স] ১ *বি* ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ। 'নির্ব্বাচিত খলিফাকে না মানা ধর্ম্মদ্রোহিতা।' *দর্শন*, ১৯২০। ২ *বি* ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান। 'ধর্মদ্রোহিতা ও জাতিবিদ্বেষমূলক কোন পুস্তক।' *এসলাম*, ১৯৩০।

ধর্মদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী [স] ১ *বি* ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে যে। 'ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ও স্বজাতিদ্রোহীর পরিণাম যাহা হইয়া থাকে।' *প্রচারক*, ১৯০৬। ২ *বিণ* ধর্মের বিরোধী। 'তাহারা নিশ্চয় বে-ইমান ও ধর্ম্মদ্রোহী।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

ধর্মধ্বজ [স] *বিণ* ধর্মের নিশান ধরে রাখে এমন। 'ধর্মধ্বজ অনেক বন্ধু আছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ধর্মধ্বজী, ধর্মধ্বজি [স, সমাসের বেলায় শব্দশেষে ই-কার] ১ *বি* কপট ধার্মিক ব্যক্তি। 'এবে না ভ্রবিলা ধর্মধ্বজিগণ যবে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* কপট ধার্মিক। 'ধর্মধ্বজী মায়াবীদিগকে গ্রাস করবার জন্য বিষবহ্নি উদ্‌গার করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ধর্মনারী [স] *বি* সহধর্মিণী। 'রসুলের ধর্মনারী পতিব্রতা সতী।' *সুলতান*, ১৭০০।

ধর্মনাশ [স] *বি* ধর্মহানি। 'একা মীনকেতু ধর্মনাশ হেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধর্মনাশা [স] *বিণ* ধর্মের ক্ষতি করে এমন। 'ধর্মনাশা অপকারী অসত্য বচন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধর্মনাশী [স] *বিণ* ধর্ম নাশ করে এমন। 'তোর পতি-দস্যু সে তো ধর্মনাশী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ধর্মনিরপেক্ষ [স] *বিণ* অসাম্প্রদায়িক। 'ধর্মনিরপেক্ষ একটা ভাবধারারও সৃষ্টি করিতে হইবে।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

ধর্মনিরপেক্ষতা [স] ১ *বি* ধর্মহীনতা। 'মসজিদটি ধূলিসাৎ করে ধর্মনিরপেক্ষতার যে আদর্শ স্থাপন করলেন ...।' *বেগম*, ১৯৪৯। ২ *বি* সকল ধর্মের সহাবস্থান; অসাম্প্রদায়িকতা। 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

ধর্মনিষ্ঠ [স] *বিণ* ধার্মিক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হিন্দুই হোক অথবা মুসলমান, কদাচিৎ ধর্মনিষ্ঠ।' *উমর*, ১৯৬৮।

ধর্মনিষ্ঠতা [স] *বি* ধর্মের প্রতি আনুগত্য। 'এমন ধর্মনিষ্ঠতা কলিযুগে দেখা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধর্মনিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা [স] ১ *বি* ধর্মে নিষ্ঠা। 'তুমি পরম ধার্ম্মিক বটে, যেহেতুক রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠাতেই থাকিলে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* ধার্মিক। 'যদি বিশেষ জ্ঞানবতী কি ধর্মনিষ্ঠা হইলেন।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫। ৩ *বি* নৈতিকতা। 'সে-কালের ধর্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধর্মনীতি, ধর্ম্মনীতি [স] ১ *বি* নৈতিক বিধান। 'রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি, এ দুই বিদ্যা অদ্যাপি অতি অপকৃষ্ট ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* ধর্ম সংক্রান্ত শাস্ত্র। 'দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* ধর্মবোধ। 'দেশের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্তব্য নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ধর্মনীতিমূলক [স] *বিণ* ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'হিন্দুশাস্ত্রে ধর্মনীতিমূলক পাপকে পাপ বলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধর্মনীতী [স ধর্মনীতিক] *বিণ* ধার্মিক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ধর্মনেতা [স] *বি* ধর্মগুরু। 'ধর্মনেতারা ও মনীষীরা এ সত্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ত্রুটি করেননি।' *ওদুদ*, ১৯৪৯।

ধর্মনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক [স] ১ *বি* ধর্মসঙ্গত। 'সতীত্বের কোন ধর্ম্মনৈতিক মূল্য নাই।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* ধর্ম সম্বন্ধীয়। 'রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক সকল প্রকার কারণে তোমাদের কর্ত্তব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বিণ* ধর্মনীতি বিষয়ক। 'আমাদের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ও সাহিত্যিক দুরবস্থার চিত্র।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

ধর্মপক্ষ, ধর্ম্মপক্ষ [স] *বিণ* ধর্মের অনুগত। 'প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্মপক্ষ ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ধর্মপণ্ডিত, ধর্ম্মপণ্ডিত [স] *বিণ* ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত। 'আঃ আমি কি ডোম; যে ধর্ম্মশাস্ত্র শিখে ধর্ম্মপণ্ডিত হব?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ধর্মপত্নি, ধর্ম্মপত্নি [স ধর্মপত্নী] *বি* ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিবাহ করা স্ত্রী। 'এহী মোর ধর্ম্মপত্নি পতিব্রতা সতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধর্মপত্নী, ধর্ম্মপত্নী [স] *বি* ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিবাহ করা স্ত্রী। 'আপন ধর্ম্ম পত্নীকে স্বচ্ছন্দে জনসমূহের মধ্যে।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'বেশ্যাদিগের সঙ্গে প্রকাশ্য রাজপথে গাড়ি চড়িয়া বেড়ান অথচ ধর্ম্মপত্নীকে ... বায়ু সেবন করাইতে লজ্জায় মরিবেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

ধর্মপথ, ধর্ম্মপথ [স] *বি* ধর্মনির্দেশিত পথ। 'ধর্ম্মপথে থাকিলে না হয় গণ্ডগোল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সতত রত থাক ধর্ম্মপথে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ধর্মপথগামী [স] *বি* পুণ্য পথের অনুসারী। 'ধর্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ধর্মপদ [স] *বি* ধর্মীয় বিধি-বিধান। 'ধর্মপদ ভাবএ সতত সৎ জ্ঞান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধর্মপর, ধর্ম্মপর [স] *বিণ* ধার্মিক। 'মনুষ্য এইরূপে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনের উপর পৃথক্ পৃথক্ রূপে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মপর বা কামপর হইবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ধর্মপরতা [স] *বি* ধর্মপরায়ণতা। 'কেবল যে রূপসী, তাও নয়, সুশীলতা, ধর্মপরতা ইত্যাদি গুণ ...।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ধর্মপরায়ণ, ধর্ম্মপরায়ণ [স] *বিণ* ধর্মনিষ্ঠ; ধার্মিক। 'আমার মিত্র অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'যত পক্ষী আছে, আমি সে সকল অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মপরায়ণ।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ধর্মপরায়ণতা [স] *বি* ধর্মনিষ্ঠা। 'দারোগার ধর্মপরায়ণতা সম্বন্ধে জ্ঞান।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

ধর্মপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* ধর্মনিষ্ঠ। 'সচ্চরিত্রা ও ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া ... বিশ্বাসভাজন ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ধর্মপরিণাম [স] *বি* স্বাভাবিক পরিণতি। 'প্রাকৃতিক নিয়ম জড় হইতে সচেতনে ধর্মপরিণামের দিকে নিয়ত ধাবিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধর্মপালনকারী [স] *বিণ* ধর্মের অনুসারী। 'কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য ... বিলোপ করা হইবে।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

ধর্মপিপাসা [স] *বি* ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের আগ্রহ। 'তার প্রাণে ধর্মপিপাসা জাগে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধর্মপিপাসু, ধর্ম্মপিপাসু [স] *বিণ* ধর্মের প্রতি আগ্রহী। 'আগন্তুক যদি সরলভাবে ধর্ম্মপিপাসু হইয়া আসিয়া থাকে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির – (ব্যঙ্গ) অতি ধার্মিক। *সুবল*, ১৯০৬।

ধর্মপুস্তক, ধর্ম্মপুস্তক [স] ১ *বি* বাইবেল। 'গদ্যরূপে ধর্ম্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* ধর্মসম্পর্কীয় গ্রন্থ। 'তার জন্যে যদি উভয়ের ধর্মপুস্তক খুঁজি তবে বৃথা খুঁজব।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ধর্মপোষক, ধর্ম্মপোষক [স] *বি* ধর্মের সমর্থক। 'মহম্মদের ধর্ম্মপোষক এই কথা মুদ্রিত থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ধর্মপ্রচার [স] *বি* ধর্মীয় বিষয় জ্ঞাপন। 'স্বার্থ-সর্ব্বস্ব যাজকদিগের কুসংস্কারময় আচার ও ধর্ম্মপ্রচার।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'ধর্মপ্রচার হইতেই ইহার আরম্ভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধর্মপ্রচারক, ধর্ম্মপ্রচারক [স] *বি* ধর্ম প্রচার করে যে। 'ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী বলিয়া ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রতীয়মান হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'মানবজাতিকে সুশীল সচ্চরিত্র করবার ভার ... ধর্মপ্রচারকদের উপর ন্যস্ত রয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'ধর্মপ্রচারকেরা তেমনি করে মিথ্যাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'ধর্ম্মপ্রচারক গড়ানই আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য।' *এসলাম*, ১৯২০।

ধর্মপ্রণালী, ধর্ম্মপ্রণালী [স] *বি* ধর্মপালনের পদ্ধতি; কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম। 'এই ধর্ম্মপ্রণালীই এ দেশের রাজধর্ম্ম।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধর্মপ্রতিপাদক, ধর্ম্মপ্রতিপাদক [স] *বিণ* ধর্মীয়; ধর্মবিষয়ক। 'ধর্ম্মপ্রতিপাদক যে সকল গ্রন্থে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ধর্মপ্রতিষ্ঠান, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান [স] *বি* ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। 'গোষ্ঠীর ভিত্তির উপর রাজ্য ও সাম্রাজ্য গড়ে উঠত, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হত।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ধর্মপ্রবর্তক, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক [স] *বি* ধর্ম-উপদেশ প্রচারক। 'ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ... ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'ধর্মপ্রবর্তকদের প্রামাণ্য উক্তি ও চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যায় কি না।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ধর্মপ্রবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি [স] *বি* ধর্মচর্চা। 'বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দাসী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ধর্মপ্রমাণ [স] *ক্রিবিণ* ধর্মকে সাক্ষী ক'রে। 'আমি মহারাজের নিকট ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ধর্মপ্রাণ, ধর্ম্মপ্রাণ [স] ১ *বিণ* ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুসরণকারী। 'ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থযাত্রী ... এখানে আগমন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ধর্মপ্রাণ-জাতি স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে – দুপুরে ডাকাতি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* ধর্মে আস্থাবান। 'গোরার মতো ধর্মপ্রাণ হিন্দু ঐ ম্লেচ্ছের ঘরে বাস করিবার কথা কোন মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ধর্মপ্রাণতা, ধর্ম্মপ্রাণতা [স] ১ *বি* ধার্মিকতা। 'আর্যসাহিত্যের ধর্মপ্রাণতা সম্বন্ধে যিনি যেমন মতবাদ প্রচার করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* ধর্মপরায়ণতা। 'কি ধর্ম্মপ্রাণতা, কি ঐতিহাসিক স্মৃতি।' *চাষী*, ১৯৩৬।

ধর্মপ্রীতি [স] *বি* ধর্মের প্রতি অনুরাগ। 'ধর্মপ্রীতি ধর্মান্ধতার স্তরে নেমে আসতে পারে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ধর্মপ্লাবন [স] *বি* ধর্মের জোয়ার। 'এশিয়াব্যাপী ধর্মপ্লাবনের সময় নানা জাতির আচারব্যবহার ... ভাসিয়া আসিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধর্মফলকামী [স] *বিণ* ধর্ম পালনের পর ফল কামনাকারী। 'সে-যে ধর্মফলকামী সমস্ত ইউরোপের অর্থ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধর্মবক্তৃতা [স] *বি* ধর্মবিষয়ক ভাষণ। 'হয়ে পড়েছে এমনি যে, প্রায় ধর্মবক্তৃতাই অযোগ্য বক্তার হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধর্মবন্ত [স] *বিণ* ধার্মিক। 'ধর্মবন্তে চিনে তানে না চিনএ পাপী।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'পালিত খুড়াতত ভাই সিষ্টজোগ্য ধর্ম্মবন্ত দয়াসিল কল্যানবরেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

ধর্মবল, ধর্ম্মবল [স] ১ *বি* ধর্মবিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় যে শক্তি। 'সেই ধর্মবলেই আমার সাহস এবং উৎসাহ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বি* ধর্মের যুক্তিস্বরূপ শক্তি। 'আজকের মিশনারি তারা ... ধর্মবল এবং বাহুবল নিয়ে ক্রিয়া করে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

ধর্মবাপ [স ধর্ম+বাপ] ১ *বি* রক্ষাকারী। 'স্বয়ং তিনিই পুলিসের ধর্মবাপ হইয়া দাঁড়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* ধর্মপিতা; কাউকে সন্তানের মতো পালন করে যে। 'তুমি আমার ধর্মবাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; আপনি আমার ধর্মবাপ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ধর্মবিকার [স] *বি* ধর্মের বিকৃতি। 'হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধর্মবিগর্হিত, ধর্ম্মবিগর্হিত [স] ১ *বিণ* ধর্মবিরুদ্ধ। 'ধর্ম্মবিগর্হিত সর্ব্বাত্মক দোষহেতু।' *এসলাম*, ১৯১৮। ২ *বিণ* ধর্মনিষিদ্ধ। 'নাটক লেখা ধর্ম্মবিগর্হিত বুঝিয়া ...।' *সওগাত*, ১৯১৯।

ধর্মবিগ্রহ [স] *বি* ধর্মরূপ প্রতিমা। 'তাহা সঙ্কলিত ও গ্রথিত করিয়া অপ্রতিম ধর্ম্মবিগ্রহের কণ্ঠদেশে লম্বমান করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ধর্মবিচার, ধর্ম্মবিচার [স] *বি* ধর্মীয় ন্যায্যতা। 'না জাণ ধর্ম্ম বিচার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধর্মবিচারহীন [স] *বি* ধর্মীয় বিবেচনাহীন। 'মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলকামনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ধর্ম-বিদ্বেষ [স] *বি* এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের শত্রুতা। 'সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

ধর্মবিদ্রোহী [স] *বি* প্রচলিত ধর্মের বিরোধিতা করে যে। 'কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধর্মবিধান, ধর্ম্মবিধান [স] *বি* ধর্মীয় আইন। 'মুছলমানের পক্ষে ফরজ বা অপরিহার্য্য ধর্ম্মবিধান।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

ধর্মবিধি [স] *বি* ধর্মের বিধান। 'ধর্মবিধি বিধাতার – জাগ্রত আছেন তিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'শাশ্বত ধর্মবিধিতে তো কোথাও বাধে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ধর্মবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব [স] *বি* ধর্মসংক্রান্ত বিপ্লব। 'রাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব বা বিজ্ঞান বিপ্লবে এই রূপ হইয়া থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ধর্মবিপ্লাবক [স] *বিণ* ধর্ম নাশকারী। 'তাঁহার নামে ধর্মবিপ্লাবক বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ধর্মবিমুখ [স] *বিণ* ধর্মের প্রতি আগ্রহহীন। 'ভয়ে হয়ে থাকি

ধর্মবিমুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ধর্মবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ [স] **১** *বিণ* আইন বা রীতিসম্মত নয় এমন। 'জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজা হওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বিণ* কাণ্ডজ্ঞানহীন। 'ধর্মবিরুদ্ধ, লোকবিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইল না?' *অক্ষয়*, ১৮৫১। **৩** *বিণ* ধর্মের বিরুদ্ধে যায় এমন। 'যে বিজ্ঞানবিদ্বেষী ও ধর্মবিরুদ্ধ উৎপীড়ন আচরিত তার ভিত্তি এইখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ধর্মবিরূপতা, ধর্ম্মবিরূপতা [স] *বি* প্রচলিত ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব। 'পাশ্চাত্যের জড়বাদ, সংশয়বাদ, ধর্মবিরূপতা, নাস্তিক্য প্রভৃতিও।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

ধর্মবিরোধিতা [স] *বি* ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ। 'ধর্মবিরোধিতার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যও তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ধর্মবিরোধী [স] *বিণ* ধর্মের বিপক্ষে যায় এমন। 'অনেক ক্ষেত্রে তা প্রবলভাবে ধর্মবিরোধী।' *উমর*, ১৯৬৬।

ধর্মবিশিষ্ট, ধর্ম্মবিশিষ্ট [স] *বিণ* নীতিজ্ঞানসম্পন্ন; ধর্মাচারী। 'নির্লোভ ও শিষ্ট ও ধর্ম্মবিশিষ্ট ও আত্মস্বার্থরহিত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ধর্মবিশ্বাস, ধর্ম্মবিশ্বাস [স] **১** *বি* ধর্মের প্রতি আস্থা। 'তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* ধর্মীয় অনুভূতি। 'তাহাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিলে ...।' *দর্শন*, ১৯২০।

ধর্মবিশ্বাসী [স] *বি* ধর্মে বিশ্বাস করে যে। 'যুক্তিবাদী ও ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে অসেতুসম্ভব বিরোধ স্বাভাবিক।' *শিব*, ১৯৫৬।

ধর্মবিহিত [স] *বিণ* ধর্ম-সমর্থিত। 'পূর্বমুখে আহার করা ধর্মবিহিত এ কথা বলিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধর্মবীর, ধর্ম্মবীর [স] **১** *বি* ধর্মীয় নেতা। 'অনেক মহৎ গুণবিশিষ্ট ধর্ম্মবীর ও রণবীর ...।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২। **২** *বি* ধর্মীয় কাজে নিজেকে নিয়োজিতকারী। 'এত ধর্মবীর এবং কর্মবীরের অভ্যুদয় হত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধর্মবুদ্ধি [স] **১** *বি* ধর্মসম্পর্কিত মূল্যবোধ। 'আপনার এই ধর্মবুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **২** *বি* ন্যায়বোধ। 'একজন মানুষ অনেক বিষয়ে খুব ভালো হলেও হয়তো কোনো কোনো বিষয়ে তার ধর্মবুদ্ধির অসাড়তা থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বি* ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান। 'মানুষের সমস্ত মন ধর্মবুদ্ধি ও হৃদয়কে অধিকার করিয়া লইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'আমাদের ধর্মবুদ্ধি চমক খাইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ধর্মবৃত্তি, ধর্ম্মবৃত্তি [স] *বি* নৈতিক শক্তি। 'আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি সকল ক্রমশঃ যত পরিস্ফুটিত হইবে, আমরা ততই কৃতকার্য্য হইব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ধর্মবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা [স] *বিণ* ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান আছে এমন। 'ধর্ম্মবেত্তাদিগের চীন দেশে প্রত্যাগমন নিমিত্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ধর্মবৈচিত্র্য, ধর্ম্মবৈচিত্র্য [স] *বি* ধর্মের বিচিত্রতা বা বিভিন্নতা। 'আমাদের দেশে ধর্ম্মবৈচিত্র্যের কিছু ত্রুটি নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধর্মবোধ [স] *বি* ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান। 'যাদের ধর্মবোধ এবং সাহিত্যবোধ কিছু আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধর্মব্যবসায়ী, ধর্ম্মব্যবসায়ী [স] **১** *বি* ধর্মপ্রচারকারী। 'বিদ্বানের সহিত প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধর্ম-ব্যবসায়ীর আন্তরিক অপ্রণয় উৎপন্ন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী। 'ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগেরও স্বীয় ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ধর্মব্যবসায়ীরা বলে ঈশ্বর যাকে ভালোবাসেন তাকে পীড়া দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বি* ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে যে। 'ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডী রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী – দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বিণ* ধর্মের ব্যাখ্যা বা এ সংক্রান্ত উপদেশ দিয়ে জীবিকা নির্বাহকারী। 'ধর্ম্মব্যবসায়ী যাজক এবং পুরোহিত সমাজজীবনে অপরিহার্য্য।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ধর্মব্যবস্থা, ধর্ম্মব্যবস্থা [স] *বি* ধর্মের বিধান; ধর্ম সম্পর্কিত অনুশাসন। 'ধর্ম্মব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম দুইজন, প্রধান যাজক ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধর্মব্যাখ্যান [স] *বি* ধর্মের বিস্তারিত বর্ণনা। 'রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠতর ধর্মব্যাখ্যানে অনুপ্রাণিত করেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ধর্মভক্তি, ধর্ম্মভক্তি [স] *বি* ধর্মের প্রতি ভক্তি। 'ইংরাজদের বেশ ধর্ম্মভক্তি দেখিতে পাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধর্মভয়, ধর্ম্মভয় [স] *বি* ধর্মহানির বা পাপের ভয়। 'ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ধর্ম্ম ভয়ে কিম্বা লোক ভয়ে যে ব্যক্তি হয় তাঁহার পূজা করে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

ধর্মভাগিনী, ধর্ম্মভাগিনী [স] *বিণ* স্ত্রী পুণ্যের অংশীদার। 'অক্রোধে স্বামীসেবা যে করে, সেই স্ত্রী, ভর্ত্তার ধর্ম্মভাগিনী ও হৃদয়ঙ্গমা হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

ধর্মভাব, ধর্ম্মভাব [স] *বি* ধর্মীয় অনুভূতি। 'একটী সুখময় ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হয়।' *দীপিকা*, ১৮৮৭; 'ধর্মভাব ও নীতিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ধর্মভাষা, ধর্ম্মভাষা [স] *বি* ধর্মীয় ভাষা। 'আরবী আমাদের ধর্ম্মভাষা।' *সাহিত্যিক*, ১৯২৭।

ধর্মভীত, ধর্ম্মভীত [স] *বিণ* ধর্মভীরু। 'কিন্তু আমি ধর্ম্মভীত ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ধর্মভীতু [স ধর্মভীত>] *বিণ* ধর্মকে ভয় করে এমন। 'তাঁহার মতো নম্র ও ধর্মভীতু লোক কেহ কখন দেখে নাই।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ধর্মভীরু, ধর্ম্মভীরু [স] *বিণ* ধর্মকে ভয় করে এমন। 'তোমার তুল্য সুবোধ ও ধর্ম্মভীরু বালক দেখি নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'মুছলমান বাসিন্দা ধর্ম্মভীরু, কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী এবং পরিশ্রমী।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

ধর্মভীরুতা [স] *বি* ধার্মিকতা। 'কেবল রাজদণ্ডভয়ে ... আন্তরিক ধর্মভীরুতা প্রযুক্ত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ধর্মভেদ, ধর্ম্মভেদ [স] *বি* ধর্মের পার্থক্য। 'জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, সেও সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের লীলা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ধর্মভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট [স] *বিণ* ধর্ম থেকে বিচ্যুত। 'তাহাকে ... ধর্ম্মভ্রষ্ট করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

ধর্মভ্রষ্টতা [স] *বি* ধর্মপথ থেকে বিচ্যুতি। 'আধুনিক ধর্মভ্রষ্টতার দিনে গোরাই যে সনাতন বেদবিহিত ধর্মের যথার্থ রক্ষাকর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ধর্মমণ্ডলী [স] **১** *বি* ধর্মীয় সম্প্রদায়। 'রোমান-ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী

এই মতের প্রতি পক্ষপাত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি* ধর্মসভা। 'জৈব ধর্মমণ্ডলীর পক্ষ থেকে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ধর্মমত [সং] *বি* ধর্মীয় মতাদর্শ। 'ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের প্রতি আমার তো শ্রদ্ধা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ধর্মমত ফাঁদা *ক্রি* ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করা। 'কত ধর্মমত ফাঁদছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ধর্মমতি [স ধর্মমতী] *বিণ* ধর্মপ্রাণ। 'গুনমন্ত জ্ঞানবন্ত তুহ্মি ধর্মমতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধর্মমতী, ধর্ম্মমতী [সং] *বিণ* ধার্মিক। 'তোহ্মে রতীএঁ কুমতী আহ্মে ধর্ম্মমতী।' *বড়ু*, ১৫০০।

ধর্মমন্দির, ধর্ম্মমন্দির [সং] ১ *বি* আদালত ভবন। 'কিন্তর প্রজা জেলার ধর্ম্মমন্দিরে আগমন করিতেছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ২ *বি* ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। 'ধর্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার্থে করুণ যাচঞালব্ধ ... বিচিত্র চিত্র-অভিনয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'ধর্মমন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া পানশালা পর্যন্ত ...।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ধর্মময়, ধর্ম্মময় [সং] *বিণ* ধার্মিক। 'ধর্ম্মময় গোসাঞি কেন হেন কর্ম্ম করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধর্মমর্ম, ধর্ম্মমর্ম্ম [সং] *বি* ধর্মের সারকথা। 'আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধর্ম-মাতাল [সং] *বিণ* ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মাতালের মতো আচরণকারী। 'ইহারা ধর্ম-মাতাল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ধর্মমুক্তি [সং] *বি* জাগরণ। 'ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার ঘটলো ধর্মমুক্তি।' *উমর*, ১৯৬৮।

ধর্মমূঢ় [সং] *বিণ* অন্ধ ধর্মবিশ্বাসী। 'হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি/ ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধর্মমূঢ়জন [সং] *বি* ধর্মে মোহগ্রস্ত ব্যক্তি। 'হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধর্মমূঢ়তা [সং] *বি* অন্ধ ধর্মবিশ্বাস। 'ধর্মমূঢ়তা এবং সমাজপ্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ধর্মমূঢ়বুদ্ধি [সং] *বি* ধর্মান্ধতা। 'একদিন য়ুরোপের ধর্মমূঢ়বুদ্ধি জিয়োর্ডানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ধর্মমূলক, ধর্ম্মমূলক [সং] *বিণ* ধর্মভিত্তিক। 'একটি – প্রাচীন ধর্ম্মমূলক আদর্শের; দ্বিতীয়টি – আধুনিক জাতীয়তার আদর্শের।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ধর্মযাজক, ধর্ম্ম-যাজক [সং] *বি* পুরোহিত। 'সাধারণের সহিত ধর্ম্ম-যাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'ধর্মের মূল তার নিজের অন্তরে, ধর্মযাজকের মুখে নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ধর্মযাজকী [সং] *বি* পৌরোহিত্য। 'ধ্বংস করেছি ধর্মযাজকী পেশা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ধর্মযাজকীয়, ধর্ম্মযাজকীয় [সং] *বিণ* ধর্মযাজক সংক্রান্ত। 'ধর্ম্মানুষ্ঠান ছাড়া ধর্ম্মযাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান নিষিদ্ধকরণ।' *এস্লাম* ১৯৩৪।

ধর্মযাজিকা [সং] *বি স্ত্রী* পুরোহিত। 'স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোমালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ধর্মযুদ্ধ, ধর্ম্মযুদ্ধ [সং] *বি* ধর্ম বা সত্য রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ। 'শিখায়েছ বীরে ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'নবনূরে 'ধর্ম্মযুদ্ধ গান্ধী ও জেহাদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

ধর্মরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা [সং] ১ *বি* ধর্মপালন। 'তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা করা যে আমারদের অভিপ্রায়।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* সতীত্ব রক্ষা। 'আপনি আপন বিবাহিত ৭৪টি স্ত্রীর প্রত্যেকের কি ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ধর্মরজ্জু, ধর্ম্মরজ্জু [সং] *বি* ধর্মের বন্ধন। 'জগতের সকল সভ্য জাতিই এক একটি ধর্ম রজ্জুতে আবদ্ধ আছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

ধর্মরত্ন, ধর্ম্মরত্ন [সং] ১ *বি* ধর্মরূপ রত্ন। 'হৃতপ্রায় ধর্ম্মরত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া ... অসম্ভব নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বি* সতীত্ব। 'পুরুষের সঙ্গে সমভাবে বেড়াইয়া ও আলাপ করিয়া নিজেদের অমূল্য ধর্ম্মরত্নকে না হারান ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধর্মরাজ [সং] ১ *বি* ধর্মঠাকুর। 'উর উর ধর্মরাজ পরিপূর্ণ কর কাজ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* যম। 'যখন ধর্ম্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা করবেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড।' *নজরুল*, ১৯২২।

ধর্মরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য [সং] *বি* ধর্মের বিধান দ্বারা শাসিত রাজ্য। 'সেই নাম সহায় করিয়াই আমরা তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য রক্ষা করিব।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'আরবে ধর্মরাজ্য পাতার জন্যে এডেন পূর্ণ য়িহুদিদের হৃত পণ্যে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

ধর্মরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাষ্ট্র [সং] *বি* ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। 'নাগরিক সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাষ্ট্রের আবির্ভাব দেখতে পাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ধর্মলোপ, ধর্ম্মলোপ [সং] ১ *বি* ধর্মত্যাগ। 'যাঁহারা ধর্ম্মলোপ চিকীর্ষু হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* ধর্মের অস্তিত্ব বিলোপ। 'ধর্ম্মলোপ করিলে সকল বিষয়ের লোপ হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ধর্মলোপ করা *ক্রি* ধর্মের কোনো চিহ্ন না রাখা। 'ধর্মলোপ করিলে সকল বিষয়ের লোপ হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ধর্মশপথ [সং] *বি* দায়বদ্ধতা। 'লেখকের একটা ধর্মশপথ আছে যে, সত্য বলিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধর্মশাসন, ধর্ম্মশাসন [সং] *বি* ধর্মের বিধান। 'দেশব্যবহার ও ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ধর্মশালা, ধর্ম্মশালা [সং] *বি* উপাসনালয়। 'সেই পথ দিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিলে এক ধর্ম্মশালা।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'ধর্মশালা, অতিথশালা, শালার অন্ত নাই।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ধর্মশালি, ধর্ম্মশালি [স ধর্মশীল] *বিণ* ধর্মপ্রাণ। 'পুণ্য চিত্য ধর্ম্মশালি পবিত্র স্বরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধর্মশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র [সং] *বি* ধর্মবিষয়ক শাস্ত্র। 'ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ... উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ধর্মশাস্ত্রবেত্তা [সং] *বি* ধর্মীয় শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। 'অনেকানেক প্রাচীন তত্ত্ববেত্তা ও ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা সংসারের সুখ-দুঃখ বিষয়ক সুনিয়ম সন্দর্শনে অধিকারী হইতে না পারিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ধর্মশিক্ষক, ধর্ম্মশিক্ষক [সং] *বি* ধর্মবিষয়ে শিক্ষাদাতা। 'সাধারণ ধর্ম্মশিক্ষকের দ্বারা ধর্ম্ম যে মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা অপ্রীতিকর বটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২

ধর্মশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা [স] *বি* ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা। 'ধর্মশিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসনা করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ওবর্লিন তাহাদিগকে কেবল ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া নিরস্ত হন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'সমাজের … ধর্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধর্মশিল, ধর্ম্মশিল [স ধর্মশীল] *বিণ* ধার্মিক; ধর্মপ্রাণ। 'কৈন্যাএ বোলে ধর্ম্মশিল হৌক মোর বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধর্মশীল, ধর্ম্মশীল [স] *বিণ* ধার্মিক। 'শান্ত দান্ত ধর্মশীল মহাভাগ্যবান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ধর্ম্মশীল ভাগ্যবন্তে সে তোমাকে মানে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধর্মশীলতা [স] *বি* ধার্মিকতা। 'তাহার অসাধারণ ধর্মশীলতা দর্শনে … প্রসন্ন হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ধর্মশীলা, ধর্ম্মশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* ধর্মপরায়ণ। 'যে স্ত্রী … লজ্জিতা ও পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মশীলা সে স্ত্রী ইহকালে ও পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'বড়বউ ছিলেন বড় ধর্মশীলা।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ধর্মশূন্যতা, ধর্ম্মশূন্যতা [স] *বি* ধর্মহীনতা। 'ধর্ম্মশূন্যতা, নৈতিক আদর্শহীনতা, নির্মল সৌন্দর্য্যচর্চ্চাবর্জিত অবস্থার …।' *আজাদ*, ১৯৬২।

ধর্মশৃঙ্খল, ধর্ম্মশৃঙ্খল [স] *বি* ধর্মের বন্ধন। 'ভারতবর্ষ ধর্ম্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে …।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ধর্মশ্রেষ্ঠতা [স] *বি* ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। 'ইংরাজ যেন এই ধর্মশ্রেষ্ঠতার প্রেস্টিজ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধর্মষ্ঠ [স ধর্মিষ্ঠ] *বিণ* ধার্মিক। 'বলি বরো ধর্মষ্ঠ ছিলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ধর্মসংক্রান্ত [স] *বিণ* ধর্মীয়। 'মধ্যে মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত সঙ্গীত গান করিয়া পুলকিত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ধর্মসংগত [স] *বিণ* ধর্মানুমোদিত। 'বাধা দিবার কোনো ধর্মসংগত কারণ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ধর্মসংস্কার [স] *বি* ধর্মীয় শুদ্ধি অভিযান। 'তাঁর রচনায় কাজকর্মে রক্ষণশীল জাত্যাভিমান এবং অভ্যাসাশ্রয়ী ধর্মসংস্কারের মনোভাব… চোখে পড়ে।' *শিব*, ১৯৫০।

ধর্মসংস্কার-আন্দোলন [স] *বি* ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারাদিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের আন্দোলন। 'রামমোহনের মতো ধর্মসংস্কার-আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে …।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

ধর্মসংস্কারক [স] *বি* ধর্মের উন্নতি বিধানকারী। 'দেশের লোক তাঁকে ধর্মসংস্কারক বলে গণ্য।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ধর্মসংস্থাপনকারী [স] *বি* ধর্মপ্রচারক। 'সে যুগের ধর্ম সংস্থাপনকারীরা যে ভাবে যে ভাষায় …।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ধর্মসঙ্গত, ধর্ম্মসঙ্গত [স] *বিণ* ধর্মের দ্বারা অনুমোদিত। 'গরু জবহ করা যে এসলামী ধর্ম্মসঙ্গত …।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

ধর্মসঙ্গীত [স] *বি* ধর্ম বিষয়ক গান। 'ইহাদের ধর্ম্মসঙ্গীতের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতিসাধন সংক্রান্ত অনেকানেক নিগূঢ় ভাব …।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'মধ্যযুগের ইউরোপীয় ধর্মসঙ্গীতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত বক্তৃতা বা উপদেশ নয় …।' *মোতাহার*, ১৯৩৭; 'গীতাঞ্জলির ধর্মসঙ্গীত মনকে চমক লাগাতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ধর্মসভা, ধর্ম্মসভা [স] *বি* ধর্মীয় সমিতি। 'মতিলাল শীল ধর্ম্মসভায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন …।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ধর্মসভাধ্যক্ষ, ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ [স] *বি* ধর্মসভার প্রধান। 'ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ বিবেচক বার এবং ধনরক্ষক এক আর …।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ধর্মসমাজ [স] *বি* ধর্মসম্প্রদায়। 'রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনা … মার্গ থেকে মার্গান্তরে চলে গেছে … এক ধর্মসমাজ থেকে আরেক ধর্মসমাজে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ধর্মসম্প্রদায় [স] *বি* ধর্মীয় গোষ্ঠী। 'রাজ্য ও ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'দুই প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি এদেশে প্রায় সমান-সমান।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ধর্মসাক্ষী [স] *বি* ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ। 'আমি ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ধর্মসাধক [স] *বি* ধর্ম-উপাসক। 'ধর্মসাধকেরা অলৌকিক শক্তি হয়তো লাভ করতে পারেন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

ধর্মসাধন, ধর্ম্মসাধন [স] *বি* ধর্মের অনুশীলন। 'তাহা ধর্মসাধন অপেক্ষা প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অধিক উপযোগী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'তাঁরা ধর্মের শাশ্বত অংশের উপরেই ধর্ম্মসাধন ভিত্তি স্থাপন করেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ধর্মসাধনা [স] *বি* ধর্মচর্চা। 'আমাদের দেশে তীর্থযাত্রা ধর্মসাধনার একটি প্রধান অঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'ধর্মসাধনার ফলে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এমন আশ্চর্য স্বচ্ছ হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ধর্মসামাজিক [স] *বিণ* ধর্মসমাজ সংক্রান্ত। 'ধর্মসামাজিক দোকানে যে ব্যক্তি নিজের উপরে খুব বড়ো অক্ষরে উচ্চ মূল্যের টিকিট মারিয়া রাখে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধর্মসাম্রাজ্য [স] *বি* ধর্মভিত্তিক সাম্রাজ্য। 'সম্রাট আকবরও … একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধর্মসাহিত্য [স] *বি* ধর্মভিত্তিক সাহিত্য। 'আমাদের দেশে কেবল ধর্মসাহিত্যই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধর্মসিক্ত [স] *বিণ* ধর্মপরায়ণ। 'একজন বিশেষ গুণী এবং ধর্মসিক্ত ব্যক্তি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ধর্মসেতু, ধর্ম্মসেতু [স] *বি* ধর্মরূপ সেতু। 'ধর্মসেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধর্মস্থান, ধর্ম্মস্থান [স] *বি* ধর্মকেন্দ্র। 'ধর্ম্মস্থানের দুরাচারী রক্ষকদিগের … অত্যাচার।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

ধর্মস্থাপক, ধর্ম্মস্থাপক [স] *বি* যিনি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। 'ভারতীয় ধর্ম্মস্থাপকগণ এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়া ত্রিদেবের কল্পনায় …।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ধর্মস্বামী [স] *বি* ধর্মকে সাক্ষী করে যাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'তোমরার পিতা আমার ধর্মস্বামীই ছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ধর্মহানি, ধর্ম্মহানি [স] ১ *বি* ধর্মের ক্ষতি। 'তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্ম্মহানি এবং হিন্দুসমাজে মানহানি জানিয়া … কাগজের সৃষ্টি করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বি* অধর্ম। 'ধর্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ধর্মহীন, ধর্ম্মহীন [স] ১ *বিণ* প্রতিষ্ঠিত ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন।

'অনার্য অশুচি ও যে ম্লেচ্ছ ধর্মহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* ধর্মভ্রষ্ট। 'আমরা ধর্ম্মহীন হইব।' *প্রচারক*, ১৯০৪। ৩ *বিণ* ধর্মবহির্ভূত। 'শরীয়তপন্থীরা সুফীদের ধর্মহীন প্রচারের জন্য তাঁদের উপর খড়্গহস্ত হতেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধর্মহীনতা, ধর্ম্মহীনতা [স] *বি* অধার্মিকতা। 'ধর্ম্মহীনতা, পর্দ্দাহীনতা ও নৃত্য গীতবাদ্য ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৭।

ধর্মাক্রান্ত, ধর্ম্মাক্রান্ত [স ধর্ম-আক্রান্ত] *বিণ* ধর্মানুসারী। 'এক ধর্ম্মাক্রান্ত, একই নিয়মাধীন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ধর্মাঘাতিত্ব, ধর্ম্মাঘাতিত্ব [স ধর্ম-আঘাতিত্ব] *বিণ* ধর্মবিনাশক। 'জবনেরদের হিন্দু ধর্ম্মাঘাতিত্ব স্বভাবে সনাতন ধর্ম্মভূষণ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

ধর্মাঙ্কুর, ধর্ম্মাঙ্কুর [স ধর্ম-অঙ্কুর] *বি* ধর্মরূপ বীজ। 'বাল্যকালে, তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে যে ধর্ম্মাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ধর্মাচরণ, ধর্ম্মাচরণ [স ধর্ম-আচরণ] ১ *বি* ধর্ম পালন। *গোলোক*, ১৮০১; 'বাঙ্গালায় যাহা কিছু ধর্ম্মাচরণ আছে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ২ *বি* ধর্মবিহিত আচরণ। 'ভক্তি করাকেই আমরা ধর্মাচরণ বলিয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধর্মাচার, ধর্ম্মাচার [স ধর্ম-আচার] *বি* ধর্মবিহিত আচরণ। 'হেন কি আছএ ধর্ম্মাচার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধর্মাচারী [স ধর্ম-আচারী] *বি* ধর্মের অনুসারী; ধর্মাবলম্বী। 'খ্রীষ্টধর্মাচারীকে সমাধিস্থ করবার ... রীতি।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ধর্মাচ্ছন্ন [স ধর্ম-আচ্ছন্ন] *বিণ* ধর্মে বিভোর। 'এই যে নতুন শ্রেণীর মন ধর্মাচ্ছন্ন নয় মোটেই।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ধর্মাত্মা, ধর্ম্মাত্মা [স ধর্ম-আত্মা] *বিণ* ধর্মে অত্যন্ত অনুরক্ত; ধর্মপ্রাণ। 'রাজপুত্র ... বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং ধর্ম্মাত্মা হইবেন।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'বোদলেয়র অশুচি কবিতা লিখেও অবশেষে পেয়েছেন ধর্মাত্মা-উপাধি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ধর্মাধর্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম [স ধর্ম-অধর্ম] *বি* ধর্ম ও অধর্ম; ন্যায় ও অন্যায়। 'ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্ষয় করি সান্ধাইল উদরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ধর্ম্মাধর্ম্ম লঘুগুরু নাহি তার জ্ঞান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধর্মাধর্মজ্ঞানহীন [স ধর্ম-অধর্ম-জ্ঞানহীন] *বিণ* ন্যায় অন্যায় বুঝতে পারে না এমন। 'মনে হয় এই বুঝি ধর্মাধর্মজ্ঞানহীন দেহ।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

ধর্মাধর্মো [স ধর্মাধর্ম] *বি* ধর্ম ও অধর্ম। 'এহাতে প্রতখ্যে না জানিলে ধর্মাধর্মো জানিতে না পারে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ধর্মাধিকরণ, ধর্ম্মাধিকরণ [স ধর্ম-অধিকরণ] ১ *বি* বিচারক। 'ধর্ম্মাধিকরণেরা হাসিয়া এই মোকর্দ্দমা ডিসমিস করিতে লাগিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৮। ২ *বি* শাসনের কেন্দ্রস্থল। 'ধর্মাধিকরণে বসিয়া অন্যায়ের দণ্ডে দেশপীড়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধর্মাধিনায়ক [স ধর্ম-অধিনায়ক] *বি* ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্বদানকারী। 'দেশের যে ধর্মাধিনায়ক সৈয়দ পরিবারে তাঁর জন্ম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধর্মাধিপ [স ধর্ম-অধিপ] *বি* বিচারক। 'ধর্মাধিপ নামে, কর্তব্যের প্রবর্তনে, ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ধর্মাধিষ্ঠাত্রী [স ধর্ম-অধিষ্ঠাত্রী] *বিণ* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মের প্রতিষ্ঠাকারী। 'ধর্মাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী ... ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি ঐ অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ধর্মাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ [স ধর্ম-অধ্যক্ষ] *বি* ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান রাজপুরুষ। 'ধর্ম্মাধ্যক্ষ।' *দর্পণ*, ১৮১৯। 'অতএব পর রবিবারে লুনিবিলে গিয়া তত্রত্য ধর্মাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ধর্মানুকারী, ধর্ম্মানুকারী [স ধর্ম-অনুকারী] *বিণ* ধর্মের অনুরূপ। 'সাহিত্যেও ধর্ম্মানুকারী হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ধর্মানুগত্য [স ধর্ম-আনুগত্য] *বি* ধর্মের নিকট বশ্যতা। 'মধ্যবিত্তের উত্থানের সাথে ধর্মানুগত্যের শৈথিল্য অনেকখানি সরাসরিভাবে জড়িত।' *উমর*, ১৯৬৬।

ধর্মানুগামি, ধর্ম্মানুগামি [স ধর্ম-অনুগামী] *বিণ* ধর্মের অনুসারী। 'ধর্ম্মানুগামি না হইয়া কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির পরিতোষ ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

ধর্মানুভূতি [স ধর্ম-অনুভূতি] *বি* ধর্মোপলব্ধি। 'সার্বভৌমিক ধর্মানু ঔপন্যাসিকদের অন্তর্দৃষ্টি ... ঐতিহ্যগত শিক্ষাদাম প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ধর্মানুমোদিত, ধর্ম্মানুমোদিত [স ধর্ম-অনুমোদিত] ১ *বিণ* ধর্ম অনুমোদন করে এমন। 'হিন্দু ধর্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* শাস্ত্রসম্মত। 'শিক্ষা দীক্ষা ইসলাম ধর্ম্মানুমোদিত নহে।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

ধর্মানুরক্ত, ধর্ম্মানুরক্ত [স ধর্ম-অনুরক্ত] *বিণ* ধর্মে আসক্ত। 'অন্য ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া ইষ্ট মন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

ধর্মানুরাগ, ধর্ম্মানুরাগ [স ধর্ম-অনুরাগ] *বি* ধর্মনিষ্ঠা। 'ধা ধিক আমাদের মৌখিক ধর্ম্মানুরাগকে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ধর্মানুশাসন, ধর্ম্মানুশাসন [স ধর্ম-অনুশাসন] *বি* ধর্মীয় বিধিবিধান। 'আমরা ধর্ম্মানুশাসনের অধীন।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

ধর্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুষ্ঠান [স ধর্ম-অনুষ্ঠান] ১ *বি* ধর্মবিষয়ক অনুষ্ঠান। 'পুনর্ব্বার ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'তাহারদের ঐহিক পারত্রিক সুখ সাধক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হউক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* ধর্ম পালন। 'ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমতুল্য।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

ধর্মান্তর [স ধর্ম-অন্তর] *বি* অন্যধর্ম। 'ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি সপরিবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮; 'মোর পতিধর্ম হতে নাহি যাব ফিরে ধর্মান্তরে অপরাধীসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ধর্মান্তরিত [স ধর্ম-অন্তরিত] *বিণ* পূর্বধর্ম ত্যাগপূর্বক নতুন ধর্ম গ্রহণকারী। 'ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে বহুসংখ্যক মানুষ, বিশেষতঃ সিন্ধুপ্রদেশ এবং বঙ্গদেশে, ছিলেন বৌদ্ধ।' *উমর*, ১৯৬৭।

ধর্মান্দোলন, ধর্ম্মান্দোলন [স ধর্ম-আন্দোলন] *বি* ধর্মীয় আন্দোলন। 'ধর্ম্মান্দোলনের প্রবল তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে আন্দোলিত হইতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০০।

ধর্মান্ধতা [স ধর্ম-অন্ধতা] *বি* বিবেচনাহীন ধর্মীয় আনুগত্য। 'ধর্মবিদ্রোহী ধর্মান্ধতার কাঁধে চড়ে রক্তকলুষিত যে বীভৎসতাকে নগরের পথে পথে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'উৎকট ধর্মান্ধতা বাড়িয়াছে।' *সওগাত*, ১৯৩০; 'ধর্মান্ধতা প্রবল হয়ে উঠে রাষ্ট্রসংঘকে প্রতিহত করছে তখন হতাশ হতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধর্মাবতার, ধর্ম্মাবতার [স ধর্ম-অবতার] ১ *বি* রাজা; প্রভু। 'জয়শ্রী

পতি প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, ধর্মাবতার। ইনি আমার স্বামী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* বিচারক। 'ধর্ম্মাবতারের বিচারাসনে পদার্পণ করণের পূর্ব্বে কদাচ অবধান হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বি* দণ্ডবিধাতা। 'ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মাবতার।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* ধর্মদূত। 'মাজিস্ট্রেটসাহেব সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৫ *বি* মূর্তিমান ধর্ম। 'দুই হাতে সেলাম কর – ইনি ধর্ম্মাবতার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ধর্মাবলম্বন, ধর্ম্মাবলম্বন [স ধর্ম-অবলম্বন] *বি* ধর্ম গ্রহণ। 'সিংহ হিন্দুর ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ধর্মাবলম্বি, ধর্ম্মাবলম্বি [স ধর্মাবলম্বী] *বি* ধর্মের অনুসারী। 'ফ্রিমেসনসংজ্ঞক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বিরদিগের মধ্যে২ যে সংপ্রদায় আছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ধর্মাবলম্বী, ধর্ম্মাবলম্বী [স ধর্ম-অবলম্বী] *বিণ* ধর্মের অনুসারী। 'তত সংখ্যক কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অনেক সাধু নরনারীর সংক্ষিপ্ত চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ধর্মাবেগ [স ধর্ম-আবেগ] *বি* ধর্মানুরাগ। 'ধর্মাবেগ প্লাবিত দেশে মানব জীবনের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ।' *হাই*, ১৯৪৯।

ধর্মাভিমান [স ধর্ম-অভিমান] *বি* ধর্মীয় অহঙ্কার। 'নাহি দেশ কাল ধর্মাভিমান।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ধর্মাভিমানী [স ধর্ম-অভিমানী] *বিণ* ধর্ম নিয়ে অহংকারী। 'ধর্মাভিমানী ইংরোজেরা কি বলিতে পারেন না যে, ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ধর্মার্ততা, ধর্ম্মার্ত্ততা [স] *বি* ধর্মপ্রিয়তা। 'তাঁদের ধর্ম্মার্ত্ততা সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ আশংকার কারণ।' *বুলবুল*, ১৯৩৪।

ধর্মার্থ [স ধর্ম-অর্থ] *ক্রিবিণ* ধর্মের জন্য। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

ধর্মার্থে, ধর্ম্মার্থে [স ধর্ম-অর্থে] *ক্রিবিণ* ধর্মের প্রয়োজনে। 'তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ধর্মালয়, ধর্ম্মালয় [স] *বি* ধর্মীয় উপাসনা করা হয় যেখানে। 'যুবতীদের মধ্যে অধিকাংশই কেবল বেশভূষা দেখাইবার নিমিত্ত ধর্ম্মালয়ে উপস্থিত হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধর্মালোচনা [স ধর্ম-আলোচনা] *বি* ধর্মের আলোচনা। 'তিনি একাগ্রতার সহিত ... ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'ধর্ম্মালোচনা, দেশবিদেশের খবর ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ধর্মাশোক [স ধর্ম-অশোক] *বি* প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত সম্রাট অশোক। 'ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো।' *জীবন*, ১৯৪২।

ধর্মাশ্রম [স ধর্ম-আশ্রম] *বি* ধর্মচর্চার আশ্রম। 'তিনি এক ধর্মাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ধর্মাশ্রয়, ধর্ম্মাশ্রয় [স ধর্ম-আশ্রয়] *বি* ধর্মের আশ্রয়। 'প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ধর্মাশ্রিত [স ধর্ম-আশ্রিত] *বিণ* ধর্মনির্ভর। 'বহু লোক ব্যক্তিগতভাবে ধর্মাশ্রিত।' *উমর*, ১৯৬৬।

ধর্মাসন, ধর্ম্মাসন [স ধর্ম-আসন] *বি* বিচারকের আসন। 'প্রাড়বিবাক ধর্ম্মাসনে বিনীতভাবে সভ্যগণের সঙ্গে সঙ্গে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ধর্মিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ধর্মপরায়ণ। 'ধর্মিণী নয়, জার্মানি শেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধর্মিষ্ঠ, ধর্ম্মিষ্ঠ [স] *বিণ* ধার্মিক। 'তাহার মধ্যে পাপিষ্ঠ নরাধম ধর্ম্মিষ্ঠ ... বিবিধ প্রকার লোক আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'আবার সপ্তম স্বর্গে স্থান পাবে ধর্মিষ্ঠ নহুষ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮; 'এনো না ডেকে বিধির ধর্মিষ্ঠ অঙ্গনিয়ে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

ধর্মী, ধর্ম্মী [স] *বিণ* ধার্মিক। 'যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ধর্মী।' *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'শহীদগণের মৃতদেহ অন্বেষণ করিয়া ... বিধর্ম্মী, ধর্ম্মী, স্বর্গীয়, নারকীয় ... বাছিয়া লইতে হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ধর্মীয়, ধর্ম্মীয় [স] *বিণ* ধর্ম-সম্পর্কিত। 'ধর্ম্মীয় জিকিরে বহু হিন্দু জমায়েত হইল।' *আজাদ*, ১৯৩৯; 'ধর্ম্মীয় জমায়াতে নারীর অধিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ধর্মীয় জিকির [স ধর্মীয়+আ জিকর] *বি* ধর্মের জয়ধ্বনি। 'পাড়ার হিন্দু বীরদের ধর্ম্মীয় জিকিরে বহু হিন্দু জমায়েত হইল।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

ধর্মীয়তা, ধর্ম্মীয়তা [স] *বি* ধর্মবোধ। 'আমাদের ধর্ম্মীয়তা ধর্ম্মশাস্ত্রকেও ডিঙিয়ে গিয়েছে।' *বুলবুল*, ১৯৩৪।

ধর্মেতে বাড়া *ক্রি* ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া। 'যে ব্যক্তি মনকে এরূপ সংযত করে সে যে ধর্মেতে বাড়িবে তাহাতে আশ্চর্য কি?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে – পাপ কাজ কখনো গোপন থাকে না। *সুবল*, ১৯০৬।

ধর্মের চাষ করা *ক্রি* ধর্মচর্চা করা। 'আমাদের মস্তিষ্কে ধর্মের চাষ করে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয় – ধর্মের কাজ করলে জয় সুনিশ্চিত আর পাপ কাজ করলে পতন অনিবার্য। *সুবল*, ১৯০৬।

ধর্মের ঢাক আকাশে বাজে – সত্য নিজেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 'ধর্ম্মের ঢাক আকাশে বাজে, কিন্তু সংসারের হট্টগোলে তার আওয়াজ আমরা বারোমাস শুনতে পাইনে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে – পাপ গোপন থাকে না। *সুবল*, ১৯০৬।

ধর্মের পথ *বি* ন্যায়ের পথ। 'ধর্মের পথে শহীদ যাঁহারা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ধর্মের বরাবর *ক্রিবিণ* ধর্মের সম্মুখে। 'ধুনা পুড়ে আমিনী ধর্মের বরাবর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধর্মের শঙ্খ বাজা *ক্রি* ধর্মের আহ্বান ধ্বনিত হওয়া। 'যখন সময় আসে তখন ধর্মের শঙ্খ বাজিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধর্মের ষাঁড়, ধর্ম্মের ষাঁড় ১ *বি* জৈন ও হিন্দুমতে ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া মুক্ত ষাঁড়। 'আমি ধর্ম্মের ষাঁড়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ২ *বি* স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল ও অনিষ্টকারী। *সুবল*, ১৯০৬। ৩ *বি* উদ্দেশ্যহীনভাবে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় যে। 'দু'বার ম্যাট্রিক ফেল করে ধর্মের ষাঁড়ের মত পাড়া চষে বেড়াচ্ছিস।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ধর্মৈক্য, ধর্ম্মৈক্য [স ধর্ম-ঐক্য] *বি* ধর্মভিত্তিক একতা। 'গোত্রীয় এবং ধর্ম্মৈক্যের স্থানে এখন অন্যবিধ ঐক্য এসে দেখা দিয়েছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ধর্মোৎসব [স ধর্ম-উৎসব] *বি* ধর্মীয় উৎসব। 'ইংরাজদের

ধর্মোৎসবের সংখ্যা হিন্দুদের হইতে অনেক অল্প।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ধর্মোৎসব চলিতে ছিল।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ধর্মোৎসাহী [স ধর্ম-উৎসাহী] *বিণ* ধর্ম বিষয়ে উৎসাহী। 'ধর্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধর্মোন্মত্ততা [স ধর্ম-উন্মত্ততা] *বি* ধর্মবিষয়ে উন্মত্ততা; ধর্মীয় উন্মদনা। 'পার্সিরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করতে জানে, তা ছাড়া তাদের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'এই আন্দোলনকে আরবীর মুছলমানদের ধর্মোন্মত্ততা-প্রসূত একটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

ধর্মোন্মাদ, ধর্ম্মোন্মাদ [স ধর্ম-উন্মাদ] *বি* ধর্মোন্মাদনা। 'ধর্মপ্রচারক বা দার্শনিকদিগের ধর্মোন্মাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে ... স্বীকার করা যাইতে পারিবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ধর্মোপদেশ [স ধর্ম-উপদেশ] *বি* ধর্ম বিষয়ে উপদেশ ও শিক্ষা। 'ধর্মোপদেশ আলয়ে আলয়ে বিতরিছে যাকে তাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধর্মোপদেশক, ধর্ম্মোপদেশক [স ধর্ম-উপদেশক] *বি* ধর্মীয় পরামর্শক। 'লণ্ডন মিসনরি সোসৈটির ধর্ম্মোপদেশক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ধর্মোপদেষ্টা, ধর্ম্মোপদেষ্টা [স ধর্ম-উপদেষ্টা] *বি* ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদাতা। 'ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ধর্মোপদেষ্টারূপে [স ধর্ম-উপদেষ্টা-রূপে] *ক্রিবিণ* ধর্মীয় উপদেষ্টা হিসেবে। 'ধর্মোপদেষ্টারূপে নয়, কবিরূপে এক উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ধর্মোপার্জন [স ধর্ম-উপার্জন] *বি* ধর্ম পালন। 'আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা কর; পরে ইচ্ছানুরূপ ধর্মোপার্জন করিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ধর্মোপাসনা [স ধর্ম-উপাসনা] *বি* ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনা। 'গির্জায় গিয়া ধর্মোপাসনা করা এবং বাড়ীতে বাইবেল পড়া।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'একটা বিনম্র আত্মবিস্মৃত ধর্মোপাসনার ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ধর্ষকাম [স] *বিণ* পীড়নকারী; অত্যাচারী। 'ধর্ষকাম পৃথিবীর হাত থেকে, শূন্য বন্ধন থেকে কেঁপে কেঁপে পেছোতে চায়।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

ধর্ষণ [স] *বি* বলাৎকার; জোরপূর্বক যৌনসংগম। 'গিয়া দেখেন যে পদাপাণি কিরীটধারী কেশীদানব নারীধর্ষণে উদ্যত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ধর্ষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ধর্ষণের শিকার; লাঞ্ছিতা। 'জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধল [স ধবল] *বিণ* সাদা। 'ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধলদীঘি [স ধবলদীর্ঘিকা] *বি* সাদা দিঘি। 'ধল-দীঘিতে সাঁতার কেটে আনব তুলে রক্ত-কমল।' *জসীম*, ১৯৩১।

ধলপ্রহর [স ধবল-প্রহর] *বি* আকাশ সবেমাত্র ফরশা হয়েছে এমন ভোর। 'ওরা আসে ধলপ্রহরের আগে, যখন পূর্ব আকাশে শুকতারা ওঠে।' *জহির*, ১৯৬৪।

ধলবরন [স ধবলবর্ণ] *বি* সাদা রং। 'সিসা রঙ, ধলবরন, কুচবরন – কত যে রঙের পাখনা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ধলা [স ধবল] ১ *বিণ* সাদা। 'আঁখির পোতলি কালা চারিদিকে অতি ধলা।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* ফুসফুস। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* ফরসা। 'কালাতে ধলাতে গঙ্গা-যমুনা।' *নজরুল*, ১৯২৪। ৪ *বি* শ্বেতাঙ্গ। 'সাথে গায় হেঁড়ে গলা ধলীর সহিত ধলা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ধলাই [স ধবল>] *বি* শ্বেতত্ব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধলী [স ধবল] *বি* যে নারীর ত্বক সাদা। 'সাথে গায় হেঁড়ে গলা ধলীর সহিত ধলা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ধলো [স ধবল] *বিণ* ধবল; সাদা। 'কালো ধলো কেহ রাঙ্গা দামা ঘণ্টা বাজায় সিঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধলবার *বি* একপ্রকার ধান। 'কৈজুড়ি খাজুরছড়ি চিনা ধলবার।' *ভারত*, ১৭৬০।

ধলেশ্বরী *বি* নদীবিশেষ। 'ধলেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ধলো *দ্র* **ধল**

ধস [স ধ্বংস>] ১ *বি* ঝাঁপ। 'পরক বচনে কুএঁ ধস দেঅ তৈসন কে মতিহীন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* পাহাড় থেকে খসে পড়া মাটি। 'পূর্ব্ব অন্তরীপ সোপান পর্য্যন্ত এমত ধস ভাঙ্গিয়া পতিত হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ধসে যাওয়া *ক্রি* ঝরে পড়া। 'লোনা-ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধসা *ক্রি* খসে পড়া; ভেঙে পড়া। 'পদ্মা একটুখানি পাশ ফিরেছেন, অমনি গাছের নীচেকার মাটি ধসে পড়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ধস ধস [ধ্বন্যা] ১ *বি* ধক ধক। 'সাওন ঘন সম ঝরু দুনয়ান। অবিরত ধস ধস করএ পরান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* ইঞ্জিন চলার শব্দ। 'এঞ্জিনের ধস ধস, বাঁশির আওয়াজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধসা *দ্র* **ধস**

ধস্তাধস্তি [স ধ্বস্ত>] ১ *বি* দস্তকবাকবি। 'মাঝির সহিত অনেক কস্তাকস্তি ধস্তাধস্তি করিয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* টানাটানি; ঠেলাঠেলি। 'সৈনিকের খাটুনি ধস্তাধস্তি কুস্তাকুস্তিও দেখনি।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বি* জোরাজুরি। 'একটু ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে এসেছি।' *মানিক*, ১৯৩৫। ৪ *বি* যুক্তি প্রদর্শনমূলক কথা কাটাকাটি; বাদ-প্রতিবাদ। 'শুরু হলো জেরার ধস্তাধস্তি।' *মনসুর*, ১৯৪৫। ৫ *বি* তর্কবিতর্ক। 'অনেক ধস্তাধস্তির পর বায়ান্ন টাকায় রফা হল।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ধহরা *বি* খোশমেজাজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধা[১] [স ধাতু] *বি* ধাতু। 'তিঅ ধাএ বিলসই উহ ণা ঠাণা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

ধা[২] [ধ্বন্যা] *বিণ* দ্রুতগতিযুক্ত। **ধা করে** *ক্রিবিণ* অতি দ্রুতগতিতে। 'ধা করে যাও ত অমিয়াংশু।' *জীবন*, ১৯৩১; 'কেড়ে নে ধা করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।।

ধাই [স ধাত্রী] *বি* ধাই-মা; সন্তান প্রসবে সহায়তাকারী নারী; ধাত্রী। 'দশ বিশ ধাই গেল কুমারী ভবনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ধাইমহল [ধাই+আ মহল] *বি* ধাত্রী পেশার উপর নির্ধারিত খাজনা। 'ধাইমহল – ধাত্রী ব্যবসায়ীর উপর।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

ধাইমা [ধাই+মা] *বি স্ত্রী* লালন-পালনকারী। 'বাংলাদেশ আজও এঁদের ধাইমা ...।' *সওগাত*, ১৯২৮।

ধাউ [স ধাতু] *বি* ধাতু। 'তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

ধাউত [স ধাতু] *বি* শরীরস্থ রস; ধাতু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধাউড়িআ [স ধাবক>] *বি* দ্রুতগামী খবরবাহক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধাউর [স ধূর্ত] *বি* প্রবঞ্চক। 'চোর ধাউরে নতু ব্যাঘ্রে ধরি খাইব।' *সুলতান*, ১৭০০।

ধাউস [স ধাব>] ১ *বিণ* অতি বড়ো। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* বড়ো ঘুড়িবিশেষ। 'প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ধাওআ [স ধাবৃ>] *ক্রি* ধাবিত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধাওড়া পাড়া *বি* সাঁওতাল কুলিদের মহল্লা। 'ধাওড়া পাড়ার নৈশ-উল্লাসের ধ্বনি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

ধাওনি [স ধাবন] *বি* পালকি-বাহক। 'বালীঘাটায় উত্তরিল দোলার ধাওনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধাওয়া [স ধাবৃ>] ১ *ক্রি* ধাবিত হওয়া। 'ধাআঁ ধাআঁ মথুরা পালাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এই নবজন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* ছুটে যাওয়া। 'জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিল ধাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* ছুটে আসা। 'তেমনি করে ধেয়ে এলেম জীবনধারা বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **ধাআঁ** *ক্রিবিণ* ধেয়ে। 'ধাআঁ ধাআঁ মথুরা পালাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধাই** ১ *ক্রি* ধাবিত হয়; দৌড়ায়। 'দুর্ব্বাপুষ্প হাথে করি নারিগন ধাই।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* ধেয়ে। 'ঝাট কানু ধাই রাই লেই গেল।' *শেখর*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* পালাই। 'ইব্লিসে বুলিলা আন্মি যার ডএ ধাই।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* ধাওয়া। 'খুঙ্গি পুঁথি বান্ধিয়া ঐমনি দিল ধাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ধাইআ** *ক্রি* ধেয়ে। 'ধাইয়া মেলিল গিয়া পর্বত কৈলাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ধাইছে** ১ *ক্রি* পালিয়েছে। 'রণেতু এড়াই ধাইছে যথ বীর সব।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* ধেয়ে যাচ্ছে। 'তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **ধাইতে** *ক্রি* দৌড়াতে। 'ধাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **ধাইবারে** *ক্রি* পালাতে। 'ঘর হোন্তে পাপী সব চাহে ধাইবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **ধাইয়া** ১ *ক্রি* দৌড়িয়ে। 'তাহার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়া বেড়ায়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* ধেয়ে। 'রাজার আদেস পাইয়া বিদুর চলিল ধাইয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ধাইল** ১ *ক্রি* ছুটলো। 'পুনরপি সুল লৈয়া ধাইল সত্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* পালালো। 'অলক্ষী ধাইল লৈয়া যত দুঃখ ক্লেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *ক্রি* ধাওয়া করলো। 'এ বলিয়া রাজা সভ ব্রাহ্মণে ধাইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ধাইলা** *ক্রি* দৌড়ালে। 'অস্ত্র লৈয়া রথে চড়ি ধাইলা সত্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **ধাঈ** *ক্রিবিণ* ধেয়ে। 'ঝাঁপল কূপ দেখহি নহি পারল আরতি চললহু ধাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ধাএ** ১ *ক্রি* দৌড়ায়; দ্রুত চলে। 'হাতে বজ্র ধাএ ইন্দ্র ক্রোধজুত হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* যায়। 'আগে ধাএ কএস বালকগণ পাছে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *ক্রি* ধেয়ে আসছে। 'নৌকা হতে রাজকৈন্যা পাছে লাগি ধাএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ধাও** *ক্রি* ধাবিত হও; ছুটে যাও। *ওর্সা*, ১৭৮২। **ধাওয়াএ** *ক্রি* পশ্চাদ্ধাবন করে। 'পছে এক জনে গাভী ধরিতে ধাওয়াএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ধাওয়ে** *ক্রি* ধায়। 'অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে ঝঙ্কার করয়ে যাই।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **ধাওল** *ক্রি* ছুটলো। 'ধাওল অলিকুল মাধবি পন্থ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ধাওসি** *ক্রি* ছুটছো। 'লজ্জা নাই বোরাক ধাওসি কি কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ধাঞা** *ক্রি* দ্রুতগতিতে গিয়ে। 'ধরিতে বুলে আগে পাশে ধাঞা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ধাঞা-ধাঞি** *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'শুনিয়া যতেক লোক আইসে ধাঞা-ধাঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ধায়** ১ *ক্রি* ধাবিত হয়। 'সকল গোয়ালা ধায়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* চায়। 'আত্মেন্দ্রিয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* যায়। 'না বুঝিয়া জলে যেন ধায় অন্ধ মীন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *ক্রি* প্রবাহিত হয়। 'যার বেণুর স্বরে, ধেনু ফেরে যমুনার জল উজান ধায়।' *লালন*, ১৮৯০। **ধায়ল** *ক্রি* ছুটে যায়। 'ধায়ল আপন কাজে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **ধায়া** *ক্রি* ধেয়ে। 'শিবের ইঙ্গিত পায়া পাছে নন্দী যায় ধায়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ধায়িআঁ** *ক্রি* ধেয়ে; ছুটে। 'নন্দ যশোদা ধায়িআঁ আইল সেই থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধায়্যা** *ক্রি* ধেয়ে। 'কন্দল শুনি আল্যে সত্তে ধায়্যা উচিত না বল দু চক্ষু খায়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ধেয়ে** *ক্রি* দৌড়ে। 'ধৈর্য নাই ধ্বনি শুনে সকলে ধেয়ে আসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ধ্যাএ** *ক্রি* ধেয়ে। 'উত্তরড়ে ধ্যাএ যাই অতি শীঘ্র গতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধাওয়াধাই, ধাওাধাই ১ *বিণ* দ্রুত। 'হাথে বাড়ি জসোদা জায় ধাওাধাই।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* দৌড়াদৌড়ি করা। 'দেখিয়া মুড়কি খই দুঁহে আইলা ধাওয়াধাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধাওয়ানী *বি* আক্রমণকারী। 'শিশুবর দেখে যদি কুফর ধাওয়ানী।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ধাঁওয়া *ক্রি* দ্রুত যাওয়া। 'ধাঁও অন্তঃপুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ধাঁই [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুতবেগে চলার শব্দ। 'শাঁই শাঁই ঘুরপাক খাই ধাঁই পাঁই পাঁই।' *নজরুল*, ১৯২২।

ধাঁ করে *ক্রিবিণ* দ্রুত বেগে। 'বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধাঁ ধাঁ [ধ্বন্যা] *বি* ঔজ্জ্বল্য। 'এ হাটের বাতির ধাঁ ধাঁ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ধাঁচ [ফা সাজ] *বি* ধরন; রকম। 'ইংরিজি ধাঁচের দিশি সুর বাজায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ধাঁচা [ফা সাজ] ১ *বি* আদল। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* ধরন। 'হা হা কাঁচা মগজের ধাঁচা ও যে ও কি/ লিটারেচারের ল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ *বি* গঠন। 'হীরের ধাঁচাটা চ্যাপটা কী গোল এ নিয়ে তার জাতিভেদ হয় না।' *অবন*, ১৯২৫।

ধাঁতানি *বি* তিরস্কার। 'এর ধাঁতানি ওর গুঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ধাঁদন [স দ্বন্দ্ব] *বি* ধাঁধা। 'যদি আঁখি নাই বা ভোলাই/ রঙের ধাঁদনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধাঁদা [স দ্বন্দ্ব] *বি* ধাঁধা। 'দেখিআ বরের রূপ মনে লাগে ধাঁদা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধাঁদানো [স দ্বন্দ্ব>] *ক্রি* ধাঁধানো। 'রঙের ছটায় চোখ ধাঁদিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধাঁধা [স দ্বন্দ্ব] *বি* দৃষ্টিবিভ্রম। 'দেখিতে দেখিতে চক্ষের ধাঁধা দিল মোর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ধাঁধাঁন *বিণ* ধাঁধা লাগায় এমন; চোখ ঝলসানো। 'আকাশে ধূসর কুয়াশার ধাঁধাঁন আবরণ।' *হোসেন*, ১৯৪০।

ধাঁধা লাগা *ক্রি* বিমূঢ় হওয়া। 'একরকম ধাঁধা লাগে, জড়ভরতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'কথাবার্তা শুনিয়া ধাঁধা লাগিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধাঁধানো ১ *ক্রি* ধাঁধার সৃষ্টি করা। 'দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *ক্রি* চোখ ঝলসানো। 'ধাঁধাও সকলে বিজলীর সম।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'দুপুর রোদে ধাঁধিয়ে দেওয়া টিনের ঘরের চাল।' *জসীম*, ১৯২৭।

ধাঁধাঁ [ধ্বন্যা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষের ধ্বনি। 'চৌদিকে ধাঁধাঁ বাজায় দামা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধাকা [স ধক্ক] *বি* ধাক্কা। 'দিবস দুপরে ডাকা সাধুরে মারয়ে ধাকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধাকা ধোকা *বি* ধাক্কাধাক্কি। 'লাথালোথা চড় চাপড় ধাকা ধোকা মেরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধাক্কা [স ধক্ক] ১ *বি* ঝাঁকুনি। *ভবানী*, ১৮২৩; 'সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইলে, আইন আদালতের ধাক্কায় ইংরাজী চর্চা বাড়িয়া উঠিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* ঠেলা। 'ধাক্কা খেয়ে অক্কা পেয়ে, যেতে হবে কলের ঘাটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* আঘাত। 'সেখান হইতে ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ধাক্কা খাওয়া *ক্রি* হোঁচট খাওয়া। 'মক্কা যেয়ে ধাক্কা খেয়ে যেতে চাও কাশীধামে।' *লালন*, ১৮৯০।

ধাক্কা দেওন *বি* ধাক্কা দেওয়া; *ঠেলা* দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ধাক্কাধাক্কি *বি* পরস্পরকে ধাক্কা। 'কখনো বা জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ধাক্কাধাক্কিপূর্বক [ধাক্কাধাক্কি+স পূর্বক] *ক্রিবিণ* পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে। 'ধাক্কাধাক্কিপূর্বক ক্লাস থেকে বহির্গম।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ধাক্কানি *বি* সম্মুখে জোরে ঠেলা দেওয়া। 'রহিমার গলা চড়ে, ধাক্কানি জোরালো হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ধাঙড়, ধাঙ্গড় [মু ধানগড়] *বি* ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'এ বিষয় হাড়ী মজুর ধাঙ্গড় ইত্যাদি নীচ ও অজ্ঞান লোকব্যতিরেকে কি অন্য সকলে জ্ঞাত নহেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'ধাঙর।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ভিল কোল ধাঙরের দলে ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'শহরের ধাঙড়রাও বাবুদের কাঁদিয়ে ছাড়বে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ধাএগ্র *দ্র* ধাওয়া

ধাএগ্র-ধাএিগ্র *দ্র* ধাওয়া

ধাঞিঃ [স ধাত্রী] *বি* যে স্ত্রীলোক গর্ভবতী নারীকে সন্তান প্রসবে সাহায্য করে; ধাত্রী। 'ধাঞিরে বুলিলা তুহ্মি খাবাই ওষুধ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ধাটণ [স পত্তন] *বি* বন্দর। 'ডহি জো পঞ্চ ধাটণ ইন্দি বিসঅ ণঠা।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০।

ধাড়স *বি* সাহস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধাড়সা *বিণ* সাহসী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধাড়া ১ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'গৌরীপ্রসাদ ধাড়া।' *সেবধি*, ১৮৪০। ২ *বি* তুলাদণ্ড। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধাড়ী[১] [স ধাটী] *বি* আক্রমণ। 'খোম্পাত উপর গুঞ্জরে ভ্রমর তাহাত কাহ্নের ধাড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধাড়ি[২], **ধাড়ী**[২] [মারাঠি ধাডী] *বি* মুসলমান সম্প্রদায় থেকে আগত এক শ্রেণীর গায়ক। 'ধাড়ী গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।' *ভারত*, ১৭৬০; 'কত কত কলাবৎ, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ ... চতুরং ও নক্কাগুলে মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ধাড়ি[৩], **ধাড়ী**[৩] [স ধাত্রী] ১ *বি* বাচ্চা দানকারী পাখি; মা পাখি। 'চিল যেন বাচ্চা নিলে ধাড়ি যায় উড়ে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'একটি ছানা ধাড়ীর কোলে ফিরিয়া আসিল।' *শওকত*, ১৯৫৮। ২ *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'এত বড় ধাড়ী মেয়ে আজও লোকের বাড়ী যাইতে শিখিলে না।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ *বিণ* পাকা; সেয়ানা। 'এ যে সেই ধাড়ি টিকটিকি অক্ষয়বাবু!' *নজরুল*, ১৯৩১। ৪ *বি* সর্দার। 'কঞ্জুসের ধাড়ি কাঁহাকা।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ধাড়ি[৪] *বি* চাটাই। 'আমি ধাড়ি বুনাইতাছিলাম।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ধাণ [স ধান] *বি* ধান। 'গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধাণ।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

ধাৎ [স ধাতু] *বি* স্বভাব। 'এ বেটী কাঞ্চনের ধাৎ পেয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ধাত [স ধাতু>] ১ *বি* শারীরিক সহন ক্ষমতা। 'তেল মেখে স্নান কর, ধাত পোক্টাই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বি* স্বভাব। 'তুমি যে-ধাতের মানুষ।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৩ *বি* অভ্যাস। 'মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৪ *বি* মৌলিক বৈশিষ্ট্য। 'কুমুর সঙ্গে ওদের একেবারে ধাতের তফাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৫ *বি* নাড়ি। 'আজ দশদিন পড়ে আছে আমার বাবা – একবার ধাতটা দেখুন।' *তারা*, ১৯৫৩।

ধাতবিরুদ্ধ [স ধাতুবিরুদ্ধ] *বিণ* প্রকৃতিবিরুদ্ধ; স্বভাবের বিপরীত। 'কান্নাটা এদের ধাতবিরুদ্ধ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ধাতসহ [স ধাতুসহ] *বিণ* ধাতে সয় এমন; স্বভাবের অনুকূল। 'লম্বা চুল নিয়ে প্রসাধন করা তাই এদের ধাতসহ নয়।' *হাই*, ১৯৫৮।

ধাতস্থ [স ধাতুস্থ] *বি* স্বভাব; অভ্যাস। 'চাকরকে ধমকানো এ বাড়ির ছেলেবুড়োর ধাতস্থ।' *মানিক*, ১৯৩৮।

ধাতকী [স ধাতকী] *বি* ধাই ফুলের গাছ। 'ধাতকী আমুলিত্র করবীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধাতব [স] *বিণ* ধাতু সম্পর্কিত। 'ধাতব-পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ধাতস [স ধাতু>] *বি* সাহস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধাতসি *বি* সাহসযুক্ত পুরুষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধাতা [স] *বি* বিধাতা; পালনকর্তা। 'হেন বুঝি অনুকূল ধাতা।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ধাতিং তিং [ধ্বন্যা] *বি* মাদলের বোল। 'বড়কি নাচে ছুটকি নাচে/ মুটকি নাচে ধাতিং তিং।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ধাতু [স] ১ *বি* (আয়ুর্বেদ) শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ, মেদ, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি। 'বিহড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শরীরস্থ রস। 'কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* (ব্যাকরণ) ক্রিয়ামূল। 'নানা সর্ব্বনাম ও ইঙ্গরেজী ধাতু।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'ধাতু, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, বিভক্তি ইত্যাদি।' *হাই*, ১৯৫৪। ৪ *বি* সোনা-রুপা ইত্যাদি খনিজ পদার্থ। 'যে সকল বস্তুর জীবন নাই ... উহাদিগকে নির্জীব বা জড় পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রস্তর ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৫ *বি* স্বভাব। 'নোল্যান সাহেব সেই ধাতুর কর্ম্মচারী।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩। ৬ *বি* পদার্থ। 'ইন্দ্র আর আমি কি এক ধাতুর প্রস্তুত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ধাতুগত [স] *বিণ* প্রকৃতিগত। 'রোমান্টিসিজম ফরাসি জাতির ধাতুগত নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৬; 'ধাতুগত প্রকৃতি অনুযায়ী একজন অপরজনকে দ্বন্দ্বে পরাভূত করিয়া ...।' *তারা*, ১৯৪২।

ধাতুগোলক [স] *বি* ধাতুর তৈরি গোলাকার বস্তু। 'দুইটি ধাতুগোলক বিদ্যুদ্‌যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া দিলে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

ধাতুদ্রব্য [স] *বি* ধাতুনির্মিত বস্তু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কাংস্য পিত্তল তাম্র

ত্রপু শীশক লোহ রূপাই ধাতুদ্রব্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ধাতুনিস্রব [স] *বি* গলা ধাতু। 'উষ্ণ জল ও ধাতুনিস্রব প্রবল বেগে নির্গত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ধাতুনির্মিত, ধাতু-নির্ম্মিত [স] *বিণ* ধাতু দিয়ে নির্মিত। 'ধাতু-নির্ম্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ধাতুপাঠ [স] *বি* ক্রিয়ামূল রূপের পঠনপাঠন। 'ইতিমধ্যে পাণিনি অমরকোষ এবং ধাতুপাঠ আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধাতুপিণ্ড [স] *বি* খনিজ পদার্থের পিণ্ড। 'প্রাপ্ত ধাতুপিণ্ড হইতে ... নানাবিধ আশ্চর্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ধাতুবিদ্যা [স] *বি* ধাতুবিষয়ক বিদ্যা। 'প্রাণিবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা ধাতুবিদ্যা প্রভৃতির সমধিক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ধাতুময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* ধাতুনির্মিত। 'সিংহবাহিনীর ধাতুময়ী প্রতিমা পূজার পালার অবসান।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

ধাতুযন্ত্র [স] *বি* ধাতুর তৈরি যন্ত্র। 'এই ধাতুযন্ত্রে টানা সুর থাকা সম্ভব নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধাতুশিল্পী [স] *বি* ধাতব দ্রব্যাদি তৈরি করে যে। 'বুন্দেলখণ্ডী ধাতুশিল্পীদের আনিয়ে পত্তনি দিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ধাতুস্রাব [স] *বি* ধাতুনিঃসৃত তরল। 'তিনি ভূগর্ভের অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিত ধাতুস্রাবের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন।' *সবুজ*, ১৯২১।

ধাতুকি [স ধাতকী] *বি* ধাই ফুলের গাছ। 'কেতুকি ধাতুকি কাটিল বামনহাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধাতুপ *বি* ফুলবিশেষ। 'ধাতুপ ফুলের বন।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ধাত্রী [স] **১** *বি* যে নারী সন্তান প্রসবে সাহায্য করে এবং প্রসূতি ও নবজাতকের সেবা করে। 'রাণী ... ধাত্রীদিগকে বালকের নাড়ীচ্ছেদাদি কর্ম্ম ... করিতে আজ্ঞা দিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* ধারক; রক্ষক। 'ওরে যাত্রী, ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ধাত্রি [স ধাত্রী] *বি* যে নারী সন্তান প্রসবে সাহায্য করে এবং প্রসূতি ও নবজাতকের সেবা করে। 'তিনজন ধাত্রি ত্রিলোককে নিরূপিত করিবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

ধাত্রীবিদ্যা [স] *বি* যে বিদ্যা দ্বারা সন্তান প্রসব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। 'পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে যারা বহুদিন।' *জীবন*, ১৯৪৮; 'ধাত্রী বিদ্যার মান উন্নয়নের জন্যে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ধাত্রীবিদ্যাপারদর্শী [স] *বিণ* ধাত্রীবিদ্যায় দক্ষ। 'উভয়ের নিকটেই ধাত্রীবিদ্যাপারদর্শী ডাক্তার ও নার্স দণ্ডায়মান।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ধাত্রীশালা [স] *বি* লালন-পালন কেন্দ্র। 'অবশেষে লাটিনের ধাত্রীশালা থেকে বেরিয়ে এসে য়ুরোপের প্রত্যেক দেশ ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ধাধস [ব্র] *বি* আবেগ। 'ধাধসে ধরণি সখীর করে।' *শেখর*, ১৬০০।

ধান[১] [স ধা>] *বি* ঠাঁই। 'অব সওঁনা জানি কহ্নাই মানি হল ধনি ধানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ধান[২] [স ধান্য] **১** *বি* বঙ্গদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। 'তায় ফলে মাষ সরিসা তিল কাবাস ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সিকি রতি পরিমাণ ওজন। 'চারিধানেতে রতি হয়।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

ধানকল [ধান+কল] **১** *বি* ধান থেকে চাল বের করার যন্ত্র। 'তখনও বোলপুর অঞ্চলে ধানকল হয়নি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। **২** *বিণ* ধানকল চত্বরে বাস করে এমন। 'ধানকল-পায়রা উড়ে চলে যায় খোলাক্ষেত ছেড়ে।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

ধান-কাটা *বিণ* ধান কাটা সম্পর্কিত। 'লুপ্তরেখা সংসারের ছবি – ধান-কাটা কাজে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ধান কাটার মরসুম *বি* যে সময়ে পাকা ধান মাঠ থেকে কাটা হয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ধান-কেটে-নেওয়া *বিণ* ধান কেটে নেওয়া হয়েছে এমন। 'চার দিকে ধু ধু করছে ধান-কেটে-নেওয়া খেতের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ধানক্ষেত *বি* ধানের ক্ষেত। 'মাঠপ্রান্তর আর বিস্তৃত ধানক্ষেত।' *ওয়াসী*, ১৯৪৮।

ধান-খুশি [ধান+ফা খুশি] *বিণ* ধান পেয়ে খুশি। 'অগণ্য ধান-খুশি সোনালি/ প্রসন্ন মেঘ।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

ধানখেত [ধান+স ক্ষেত্র] *বি* ধানের খেত। 'ধানখেত বেয়ে বাঁকা পথখানি, গিয়েছে গ্রামের পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'পথের কেনারে মোর ধানখেত।' *জসীম*, ১৯৩১।

ধানগন্ধী [ধান+স গন্ধী] *বিণ* ধানের গন্ধে বিভোর হয় এমন। 'স্নিগ্ধ সব ধানগন্ধী প্যাঁচাদের প্রেম মনে পড়ে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ধানঘরা [ধান+ঘর] *বি* গোলাঘর। 'ধানঘরা কৈল বিকোলন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধানচাল [ধান+চাল] *বি* খাদ্যশস্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ধানজমি [ধান+ফা জমীন] *বি* ধান উৎপাদনের উপযোগী জমি। 'দেশের একটা ধানজমির ওপর বহুদিনের লোভ ওর।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ধানদূর্বা [ধান+স দূর্বা] *বি* কল্যাণের প্রতীক হিসেবে বরণ ও আশীর্বাদে ব্যবহৃত ধান ও দূর্বা। 'রোজ সকালে সেই এক পুরুতঠাকুরের ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'শুভ এই ধানদূর্বা শিরোধার্য করে মহিয়সী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ধান-পাকানো *বিণ* ধান পাকিয়ে দেয় এমন। 'যেমন চাষীদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ধানবন [ধান+স বন] *বি* ধানক্ষেত। 'সমীর চঞ্চল ধানবন রং রেখায় মাঠগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ধান ভানতে শিবের গীত – অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা। *উমেশ*, ১৮৫৭; 'ধান ভানতে শিবের গীত প্রবাদে বুঝা যায়, শিবের গীত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ধান ভানা *বি* ধান থেকে চাল বের করার কাজ। 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধানভানা কল *বি* ধান থেকে চাল তৈরির যন্ত্র। 'তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র। অর্থাৎ ধানভানা কল।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ধানভানানী *বি স্ত্রী* ধান ভানাসহ সংসারের সব কাজ করে যে। 'ছোটমাগ পাটরানী বড় মাগ ধানভানানী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ধান ভানার যন্ত্র *বি* ধান থেকে চাল করার কল। 'তাঁতের কল কিম্বা ধান ভানার যন্ত্র কিম্বা ঐরকম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ধান ভানিতে শিবের গীত – অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা। 'এ

ধান ভানিতে শিবের গীত কেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

ধানমাখা *বিণ* ধান ও ধানের ধুলোবালিযুক্ত। 'চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধানমাখা চুল।' *জীবন*, ১৯৩২।

ধানশালি *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'কালিজিরা ধানশালি রূপশালির ক্ষেতের আলপথ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ধানী *বিণ* ধান চাষের উপযোগী। 'পেছনে ধানী জমি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ধানুআ *বিণ* ধান থেকে তৈরি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধানের শিষ *বি* ধানের মঞ্জরী। 'আলোর হাসি উঠল জেগে ধানের শিষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

ধানকী [স ধানুকী] *বি* তিরন্দাজ। 'আগে পিছে সিঙ্গা কাড়া আরোপি ধনুকে চড়া ডানি বামে ধাইল ধানকী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধানশি, ধানশী [স ধানশ্রী] *বি* ধানশ্রী; সংগীতের রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী ধানশী ॥ জলদ।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'সেতারের তারে ধানশি মিড়ে মিড়ে উঠে বাজিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ধানশী *দ্র* ধানশি

ধানশ্রী [স] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'ধানশ্রী কাফি ঠাটের ওড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ধানসি, ধানসী [স ধানশ্রী] *বি* কাফী অথবা ভৈরবী ঠাটের রাগবিশেষ। 'ধানসি রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মালব রাগের সার ছয় প্রিয়া বন্দো তার ধানসী মালসী দুইজনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ধানসিড়ি [স ধান্য+স শ্রেণী] *বি* নদীবিশেষ। 'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ধানাই [স ধ্যানী>?] *বি* বুদ্ধি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধানাইপানাই *বি* আবোলতাবোল; এধার-ওধার। 'সন্ত্রাতে নাই ধানাইপানাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ধানি, ধানী[১] [স ধান্য>] ১ *বি* এক প্রকার রঙের নাম। 'ধানি আবি বসন্তি, ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* ধান সম্পর্কিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* কচি ধানের মতো হালকা সবুজ রঙের। 'বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানী, কখনো জাফরানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৪ *বিণ* ধানের মতো ছোটো এবং অত্যধিক ঝালসম্পন্ন। 'কচি শিশু-রসনায় ধানি লংকার পোড়া ঝাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

ধানি মাদুলি *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'মুড়কি মাদুলি, ধানি মাদুলি, সোনালি, পৈচে, তাবিজ, বাজু ... ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ধানি মুড়কি *বি* অলংকারবিশেষ। 'ধানি মুড়কি মরদানি পৈছে আছে হাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ধানীরঙ *বি* কাঁচা ধানের মতো সবুজ রং। 'একটি মেয়ে, ধানীরঙের কাপড়-পরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ধানী লংকা *বি* এক ধরনের ছোটো মরিচ। 'গায়ে ধানী লংকা ঘষে দেবে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ধানী[২] ১ *বি* স্ত্রী স্থান। 'নবদ্বীপ যেহেন মথুরা রাজধানী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আধার। 'স্বীয় নস্যধানী বহিষ্কৃত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৩ *বি* সংগীতের রাগিণীবিশেষ। 'ধানী কাফি ঠাটের ওড়ব রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ধানী[৩] *দ্র* ধানি

ধানুয়া *দ্র* ধান

ধানুকি, ধানুকী [স ধানুকী] ১ *বি* তিরন্দাজ। 'রায়বাঁশ্যা তবকী ঢালি ধানুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ধনুকধারী। 'ধানুকী হেলায় বিন্ধে বেঝা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ধানুষী [স ধানশ্রী] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'ধানুষীরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধানুষ্কানেক [স] *বি* ধনুকধারী সৈনিক। 'ঢালি পদাতিক ধানুষ্কানেক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধান্দা [স ধন্দ>] ১ *বি* সন্দেহ। 'যে কেহ আলার বান্দা ঘুচাও দেলের ধান্দা।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* বিষয়বুদ্ধি। 'পকেটেও নেই একটা পয়সা, পেটেও নেই কোনো ধান্দা।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ৩ *বি* কাজকর্মের সন্ধান। 'লণ্ডনে অগুনতি ভারতীয় নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি করত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ধান্দাকার *বি* প্রতারক। 'মায়াবীকর্ত্তব্য ছিল মিছে ধান্দাকার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ধান্ধা [স ধন্দ>] ১ *বি* ধাঁধা; রহস্য। 'তভোঁ কোপ তোর এ বড় ধান্ধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ধোঁকা; প্রতারণা। 'এহাত সুন্দরি রাধা না পাত ধান্ধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* তাগিদ। 'আমরা তো গরিব লোক, সদা সর্ব্বদা পেটের ধান্ধায় ফিরি।' *গৌর*, ১৮২২।

ধান্ধাবাজি [ধান্ধা+ফা বাজি] *বি* স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা। 'ধর্মের বেড়াজালের ভেতরে শুধু ধান্ধাবাজি ও নোংরামিকে প্রশ্রয় ...।' *বেগম*, ১৯৬৩।

ধান্ধারি *বি* সংশয়। 'মেখলি ধান্ধারি রুদ্রাক্ষের জপমালা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ধান্য [স] *বি* ধান। 'ধান্য দিয়া কল খাইল দেব নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধান্যকারক [স] *বিণ* ধান চাষকারী। 'ধান্যকারক কৃষকদিগের লাভ কমিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ধান্যক্ষেত্র [স] *বি* ধানের খেত। 'গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ধান্যদূর্বা [স] *বি* ধান ও দূর্বা। 'ধান্যদূর্বা ফুলচন্দন প্রভৃতি বিবিধ উপচারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ধান্যব্যাকুল [স] *বিণ* ধানপূর্ণ। 'হরিৎ ধান্যব্যাকুল গ্রামের সীমা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

ধান্যভারনম্র [স] *বিণ* ধানের ভারে নত। 'এক দিকে আপক্বধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ধান্যভূমি [স] *বি* ধানখেত। 'এরূপ নিয়মের ভরসা স্থল ধান্যভূমি।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

ধান্যশীর্ষ [স] *বি* ধানের শিষ। 'প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয়পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত ...।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

ধান্যহানি [স] *বি* ধানের ক্ষতি। 'ধান্যহানিতে সকলের অবস্থা এরূপ হীন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

ধান্যেশ্বরী [স] *বি* ধেনো মদ। 'হতেন যদি ধান্যেশ্বরী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ধাপ[১] [স পদস্থাপন>] *বি* সোপান। 'তবে আমার ধাপে বইস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ধাপ[1] [ধ্বন্যা] *বি* কচুরিপানা। 'চিরদিন ধাপ *ঠেলিয়া* হলাম আমি বলসারা।' *লালন*, ১৮৯০।

ধেপো [ধাপ>] *বিণ* কচুরিপানাযুক্ত। 'একে বাই ধেপো বিলি তাতে বই *ঠেলা* জালি।' *লালন*, ১৮৯০।

ধাপা [ধাপ>] *বি* কচুরিপানায় পূর্ণ জায়গা। 'ধাপার মাঠ।' *নজরুল*, ১৯৩১। **ধাপার মাঠ** *বি* কলকাতার নিকটে ময়লা ফেলার মাঠবিশেষ। 'ধাপার মাঠ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধাপা-মেল [ধাপা+ই মেইল] *বি* ময়লার গাড়ি। 'তোরে বস্তায় পুরে কবে কে চালান দিবে ধাপা-মেল।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ধাপ্পা [হি ধপ্পা] ১ *বি* মিথ্যা ভয় দেখানো। 'তারে ধাপ্পা দিয়ে দিইচি যে চারশো টাকা নিয়ে আয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বি* মিথ্যা ভরসা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'লোকটা আবার ধাপ্পা দিতে জানে না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ৩ *বি* ছলনা। 'এ কেবল একটা ধাপ্পা।' *পাশা*, ১৯৭১।

ধাপ্পাবাজ [হি ধপ্পা+ফা বাজ] *বিণ* প্রতারক; শঠ। 'লোকের তারা প্রশংসা চায় ধাপ্পাবাজ!' *নজরুল*, ১৯৪২।

ধাপ্পাবাজি, ধাপ্পাবাজী [হি ধপ্পা+ফা বাজি] *বি* প্রতারণা। 'ব্যবহারের ধাপ্পাবাজি ভোজবাজি গোঁজামিলের ভিতরে নেই।' *জীবন*, ১৯৩২; 'কংগ্রেসের ধাপ্পাবাজীতে ভুলিয়া বড়লাট যেভাবে একবার হিন্দু-সভার দিকে ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

ধাবকা [স ধক্ক] *বি* ধাক্কা। 'তেনারা একটা ধাবকাতেই পেলিয়ে যায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ধাবড়া [হি ধব্বা] *বি* কালির বিস্তৃত দাগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধাবড়ানো *ক্রি* ছড়িয়ে দৃষ্টিকটুভাবে লেগে যাওয়া। 'যদি না সিঁদুর ধেবড়ে আসতাম।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ধাবন [স] ১ *বি* দৌড়ানো। 'চটক পর্বত দেখি প্রভুর ধাবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লম্ফেতে উল্লম্ফেতে, ধাবনেতে ... নিপুণ হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *ক্রি* দোষ করার জন্যে সমালোচনা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *ক্রি* হুমকি দেওয়া; ভয়ভীতি দেখানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৪ *বি* ধাওয়া। 'ব্যাঘ্র পশ্চাৎ২ ধাবন করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ধাবমান [স] ১ *বিণ* ছুটছে এমন। 'মৃত শশক গ্রহণেচ্ছাতে ধাবমান হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিণ* দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'কর্ণবধিরকর শব্দ করিতে করিতে ধাবমান হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ধাবমান হওয়া *ক্রি* ছুটে যাওয়া। 'নক্ষত্রবেগে মহাজনের বাটীতে হয়েন ধাবমান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ধাবা [স ধাবন>] *ক্রি* ধাওয়া করা। **ধাব** *ক্রি* ধাইল। 'দরসনে লোচন দীঘল ধাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ধাবই** *ক্রি* ধায়। 'মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **ধাবাইল** *ক্রি* ধাওয়া করলো। 'ছাট হানি অশ্ব গজ সঙ্গে ধাবাইল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ধাবিত [স] ১ *বিণ* ছুটছে এমন। 'তাহারা পশ্বাদি শিকার বা কোনরূপ বৈরনির্য্যাতনে ধাবিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* অগ্রসর। 'রাজমর্যাদা রক্ষা করতে ধাবিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ধাবাড় [স ধাব্>] *বি* দ্রুতগামী সৈন্য। 'ধাবাড় পথের বাড় ঘন চৌখো চেয়াড় বাঁশে বান্ধে হাঁড়িআ চামর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধাম[1] [স] ১ *বি* দেশ। 'জউতুকে কিঅ আগুতু ধাম।' *চর্যা* ১৯, ১২০০। ২ *বি* গৃহ। 'রাবণে বধিয়া রাম সীতারে আনিল ধাম করাইআ পরীক্ষা দহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রিবিণ* নিকট। 'নিমিষেকে উত্তরিলা সমুদ্রের ধাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* আশ্রয়। 'তাহার হইবে নরকের মাঝে ধাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৫ *বি* ঠিকানা; বাড়িঘরের অবস্থান। 'তাহারদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৬ *বি* নগর। 'বহু সুখে পরিপূর্ণ কলিকাতা-ধাম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৭ *বি* তীর্থ। 'আমি এই ধামে গুরুর নিকট থাকিয়া কঠোর অভ্যাসে প্রাণ ত্যাগ করিব।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৮ *বি* সভাগৃহ। 'কী গাব আমি, কী শুনাব আজি আনন্দধামে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'দেখা হবে পুনঃ সেই আনন্দের ধামে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ধাম[2] [স ধর্ম] *বি* ধর্ম। 'সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম।' *চর্যা* ২২, ১২০০।

ধামাৎ [স ধর্মাৎ] *বিণ* ধর্মের। 'সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ কন্নি।' *রামাই*, ১৭১০।

ধামার্থে [স] *ক্রিবিণ* ধর্মের জন্যে। 'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।' *চর্যা* ৫, ১২০০।

ধামড়া *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'মজিদের ধামড়া গাইটার পেট ফুলে ঢোল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। দ্র **দামড়া**

ধামসা [সাঁ ধুমসা] *বি* রণবাদ্য। 'ধাঁধা ধামসা গাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ধামা *বি* বড়ো বেতের ঝুড়ি। 'ধামা নিয়ে গিয়ে হাটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ধামাচাপা *বিণ* স্থগিত। 'কিছুক্ষণের জন্য মাত্র সে ঝগড়াটা ধামাচাপা আছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ধামাচাপা দেওয়া ১ *ক্রি* লুকিয়ে রাখা। 'এ ঝগড়া কি ধামাচাপা দেওয়া যায় না।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *ক্রি* কৌশলে গোপন করা। 'সত্যবতী ও জাম্ববতীরে ধামা-চাপা দিয়ে গাও রে জয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪। ৩ *ক্রি* মিটিয়ে ফেলা। 'এইখানেই ধামাচাপা দিলাম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ধামাধরা ১ *বিণ* সব সময়ে চোখ বুঁজে হুকুম মেনে চলে এমন। 'আপন ব্যবসায়ে ধামাধরা গোছ – দাদা যা বলেন তাইতেই মত।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'যদি প্রকৃতির ধামা-ধরা হওয়াই কোনো আর্টিস্টের কাজ হয়, তবে তার দ্বারা সৃষ্টিই হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *ক্রি* তোষামোদ করা। 'মামাদের কড়ি ধামা-ধরে দিয়া আমাদেরি ভাঙে ঘাড়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ধামা-ভরা *বিণ* ধামা ভর্তি। 'ধামা-ভরা কাটা ও আকাটা সুপুরি কেলিয়া রাসমণি তখনই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ধামি *বি* ছোটো ধামা। 'মা এক খানি পাখা ও দুটি ধামি কিনে আনতে বল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ধামার *বি* চৌদ্দমাত্রার তালবিশেষ। 'ইহা চৌতালও নহে, একতালও নহে, ধামারও নহে, ঝাঁপতালও নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ধামাল[1] [স ধাম>] *বি* রঙ্গরস। 'খেলত রঙ্গে ধামাল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধামালী *বি* কৌতুক; রঙ্গরস। 'না বুঝোঁ রঙ্গ ধামালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধামাল[2] [স ধাব্>] *বি* ঝড় সমেত বর্ষণ। 'বিনা বারে ধামাল উঠে মৌজা ভেসে যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

ধামি দ্র **ধামা**

ধায়নী [স ধাব্>] *বি* দ্রুতগতি। 'ডিঙ্গার ধায়নী পাইল কলধৌতপুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধার[1] [স] ১ *ক্রিবিণ* ধারায়; প্রবাহে। 'যমুনা বহে খরতর ধার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ধারা। 'বাহিরাএ শোণিতের ধার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* অল্প পরিমাণ। 'আনিআ পিলাও মোরে এক ধার নীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৪ *বিণ* প্রান্ত। 'তলওয়ার হইল যেন করাতের ধার।' *গরীব*,

১৭৬৫। ৫ *ক্রিবিণ* নিকট; পাশ। 'এক ছেলিয়ার পাল হঠাৎ তাহার ধারে খেলিতে উপস্থিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৬ *বি* তীর; কিনার। 'নদীর ধার দিয়া এক প্রস্তরময় প্রাচীর ও তাহার উপর এক সেতু নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৭ *বি* তীক্ষ্ণতা। 'খড়্গের ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৮ *বি* কোণ। 'সেই হাসি অধরের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ধারকাটা *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'গোলমত, ধারকাটা, ও পলতোলা এক মুখ ছুঁচালো।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ধারখান *ক্রিবিণ* নিকট। 'আমার ধারখানে আয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধার দেওয়া *ক্রি* শানিত করা। 'ধার দিয়া চোখা করিয়া রাখ।' *জসীম*, ১৯৬৪।

ধারবান *বিণ* ধারযুক্ত। 'লেখা হবে সারবান অতিশয় ধারবান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধারায় ধারায় *ক্রিবিণ* প্রত্যেক প্রবাহে। 'জলের ধারায় ধারায় বেণীবন্ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ধারে *ক্রিবিণ* কিনারে; পাড়ে। 'যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধারেঁ *ক্রিবিণ* ধারায়। 'ধারেঁ ঝরেঁ রাধিকার নয়নের পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধারে ধারে *ক্রিবিণ* স্থান বিশেষে। 'আকাশের ধারে ধারে স্তূপাকার কালো মেঘ জমেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ধার[২] [স] ১ *বি* ঋণগ্রহণ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* ঋণ। 'কালির আঁক পাড়লে ধার কর্জ্জ হয় জানিস নে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বি* কষ্ট। 'আজি বিরহের ধার ভাল রূপে পরিশোধ করিব।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ধার করা *ক্রি* ঋণ করা। 'ওখেন থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ধার-কর্জ্জ, ধার কর্জ্জ [স ধার+আ কর্‌জ] *বি* দেনা; ঋণ। 'কালির আঁক পাড়লে ধার কর্জ্জ হয় জানিস নে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'ধারকর্জ্জ করিয়া স্ত্রীর গহনা বেচিয়া।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ধারত [স] *বিণ* ঋণকৃত। 'ও দিগম্বর ঘোষের অনেক টাকা ধারত কিনা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

ধার-দেওয়া *বিণ* ঋণ দেওয়া হয়েছে এমন। ' কেননা ধার দেওয়া, তার সুদ কষা এবং দেনার টাকা আদায় করা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ধার ধরা *ক্রি* তোয়াক্কা করা। 'বনের হরিণী কহে কার ধার ধারি।' *মর্ত্তুজা*, ১৭৫০।

ধার ধারা *ক্রি* গুরুত্ব প্রদান করা; গা করা। 'আমরা বাঙ্গালী – লড়াইয়ের ধার ধারি না।' *সখা*, ১৮৮৮। 'বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধার ধারি না – হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধার লওন *বি* ধার করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ধারে[২] *ক্রি* কারও কাছে ঋণী থাকা। *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

ধারক [স] *বিণ* ধারণকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মুসলিম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।' *উমর*, ১৯৬৮।

ধারণ [স] ১ *বি* গ্রহণ। 'ধারণ না করিলে মালারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* স্থাপন। 'নিজ বুকে দুই পাও করিয়া ধারণ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* আশ্রয় বা অবলম্বন। 'ভূমিপিণ্ডের ধারণকর্ত্তা মূর্ত্তিমান্ কেহ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বি* পরিধান। 'তন্মতাবলম্বী প্রত্যেকে ঐ মুদ্রা ধারণ করে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৫ *বিণ* আত্মস্থ। 'ঐ বিষময় কলঙ্ক হৃদরাভ্যন্তরে ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৬ *বিণ* ধৃত। 'মনুষ্যের মত স্ত্রী পুরুষ দ্বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরস্পর পরিণীত ও প্রণয়-বদ্ধ হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৭ *বি* লাভ। 'দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া কেবল গৃহের কোণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধারণকর্তা, ধারণকর্ত্তা [স] *বি* ধারক। 'ভূমিপিণ্ডের ধারণকর্ত্তা মূর্ত্তিমান কেহ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ধারণক্ষম [স] *বিণ* ধারণ করতে পারে এমন; ধারণযোগ্য। 'বৃহৎ আবেগকে ধারণক্ষম করে।' *মানিক*, ১৯৪০।

ধারণপূর্বক, ধারণপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* গ্রহণ করে। 'বণিজ্যাদিরূপ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুস্বভাব ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

ধারণশক্তি [স] *বি* অভ্যন্তরে গ্রহণ করার শক্তি। 'প্রাণশক্তি কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধারণা, ধারনা [স ধারণা] ১ *বি* মনের অভিনিবেশ। 'সত্যাহার ধ্যান ধারনা সমাধি অষ্ট নামে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তদীয় ধ্যান ধারণা অর্চ্চনাদি দ্বারা, পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা পাইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* সিদ্ধান্ত। 'এরূপ ধারণা একান্ত ভ্রমসঙ্কুল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* অনুমান। 'তাহা তাঁহার পূর্বে ধারণা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বি* অনুভূতি। 'দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধারণাগম্য [স] *বিণ* ধারণা করা যায় এমন। 'যে উপকারটা করে তা খুব স্পষ্ট ধারণাগম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধারণাতীত [স ধারণা-অতীত] *বিণ* ধারণা করা যায় না এমন। 'ধারণাতীত মহদ্ব্রহ্মাণ্ডের অগ্রগণ্য সমাবেশ।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

ধারণাবতী [স] *বিণ* প্রজ্ঞাবতী। 'ধীষণ ধারণাবতী ধীরের ধারণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধারণাশক্তি [স] ১ *বি* ধারণ করার শক্তি। 'বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মূলেই থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* কল্পনাশক্তি। 'আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বি* অনুমানের সামর্থ্য। 'তাঁহার স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ধারণী [স] *বি* শরীররক্ষা মন্ত্র। 'ধারণী ধারিণী ধৃতিধরের নন্দনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধারশি [স ধর্ষিত] *বিণ* বলাৎকৃত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধারস [স ধর্ষ>] *বি* সাহস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধারা[১] [স] ১ *বি* বর্ষণ। 'মোর দুই আখি ধারা শ্রাবণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রবাহ। 'বরিসনের ধারা পায়্যা গিরি স্নিগ্ধ হৈল।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রি* গরম জলের ধারা দেওয়া। 'ধারিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বি* রকম। 'জদি তুমি সে ধারা কাজ করহ ..।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৫ *বি* ব্যাপার। 'কোন সমাচার আমাকে লিখ নাই এ কেমন ধারা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৬ *বি* আইন-কানুন; নিয়ম। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'রুষিয়া প্রভৃতি দেশেতে এই রূপ ধারা সর্ব্বত্র আছে।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৭ *বি* স্বভাব। 'তারা তোমার ধারা তো মায়ের ধারা নয়।' *আন্টুনি*, ১৮০০। ৮ *বি* কৌশল। 'বিলক্ষণ জুয়াচোর হরেক রকম কথার ধারা।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৯ *বি* প্রকরণ। 'বিহারের ধারা আর জানিবার অপেক্ষা নাই।' *ভবানী*, ১৮২৮। ১০

বি পদ্ধতি। 'পুস্তকালয় স্থাপন ও তৎকার্য্য নির্ব্বাহবিষয়ক ধারা নিরূপণকরণের ভার সাত জনের হস্তে অর্পিত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **১১** *বি* সরকারি অধ্যাদেশ। 'হাসিলে দণ্ডবিধির কোন ধারায় অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬। **১২** *বি* সম্পর্ক। 'গুরু শিষ্যের এমনি ধারা যেমন চাঁদের কোলে থাকে তারা।' *লালন*, ১৮৯০। **১৩** *বি* বৃষ্টিপাত। 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **১৪** *বি* আকৃতি। 'যে অগ্রগতি চিহ্নিত হচ্ছে তা সঠিক কোনো ধারা পাচ্ছে না।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ধারা-কারা *বি* নিয়ম কানুন। 'রাজনৈতিক কৌটিল্যের সমস্ত ধারা-কারা তাঁহাদের বিশেষভাবে জানা আছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

ধারাধর [স] *বি* মেঘ। 'ধারাধর ধারা যেন প্রতি প্রতি অঙ্গে হেন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধারাধৌত [স] *বিণ* স্রোতে ধোয়া। 'মন্দাকিনীর ধারাধৌত দেবদারুর বনচ্ছায়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধারানুসারে [স ধারা+স অনুসারে] *ক্রিবিণ* রীতি অনুযায়ী। 'বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক এক প্রকরণের ধারানুসারে এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ধারাপতন [স] *বি* অবিরাম বর্ষণ। 'পাতায় পাতায় বেজে ওঠে ধারাপতনের ভূমিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধারাপাত[১] [স] *বি* অঙ্কবিদ্যা শেখার প্রাথমিক বই। 'কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধারাপাত[২] [স] *বি* একটানা বৃষ্টিপাত। 'শ্রাবণের ধারাপাত, বনের মর্মর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ধারাবদ্ধ [স] *বিণ* শৃঙ্খলাবদ্ধ। 'গ্রিম নিয়মগুলি ধারাবদ্ধ করিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ধারাবর্ষণ [স] *বি* অবিরাম বৃষ্টিপাত। 'জলধারাবর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধারাবাহিক [স] **১** *বিণ* ক্রমিক। 'দুই বংশের ধারাবাহিক সন্তান পরম্পরাতে চারিযুগে এই পৃথিবীমণ্ডল অধিকৃত ছিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বিণ* আগে থেকে প্রচলিত। 'এমত ব্যবহার ছিল না সকল লোকেই ধারাবাহিক ব্যবহারে চলিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৩** *ক্রিবিণ* একটানা। 'আপনি যেসকল ধারাবাহিক দোষ কহিলেন ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ধারাবাহিকতা [স] *বি* পরম্পরা। 'সাহিত্যের ধারাবাহিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধারাবাহী [স] **১** *বিণ* পরম্পরাযুক্ত। 'তাহার রক্ষার্থে পৈতৃক ধারাবাহী হইয়া অহঙ্কৃত হয়েন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **২** *বিণ* ক্রমাগত। 'অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ধারাবিচ্ছিন্ন [স] *বিণ* স্রোতহীন। 'ধারাবিচ্ছিন্ন উপনদী সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে।' *শওকত*, ১৯৬২।

ধারাবিবরণী [স] *বি* অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক বিবরণ। 'ধারাবিবরণী পাঠ করে নিঘাত সুলতানী ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

ধারামত [স] *ক্রিবিণ* ধারা অনুযায়ী; আইনের বিধান অনুসারে। *দর্পণ*, ১৮২২।

ধারাযন্ত্র [স] *বি* স্নানের কৃত্রিম ঝরনা। 'ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ধারাসিক্ত [স] *বিণ* পানিতে ভেজা। 'ফিরে রক্ত অলক্তক ধৌত পায়ে ধারাসিক্ত বায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ধারাস্নান [স] *বি* বৃষ্টিধারার মতো পানিতে স্নান। 'জলের কল পাতা এবং ধারাস্নানের ঝাঁঝরি বসানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধারে *ক্রিবিণ* ধারায়। 'কালকে ছিল এমন ঘন রাত, আকুল ধারে এমন বারিপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ধারা[২] [স ধার>] *ক্রি* ধার করা। 'না জাণো কাহ্নাঞিঁ তোর কত ধারোঁ ধন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধারি** *ক্রি* ঋণ করি। 'তৈল লবণের কড়ি ধারি দেড় বুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ধারো** *ক্রি* ধার করি। 'না জাণো সুরতি কাহ্নাঞিঁ না ধারো মোঁ দান।' *বড়ু*, ১৫০০। **ধারোঁ** *ক্রি* ধার করেছি। 'মা জাণো কাহ্নাঞিঁ তোর কত ধারোঁ ধন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধারাধারি *ক্রিবিণ* কাছে; পাশ ঘেঁষে। 'স্টেশনের ধারাধারি এটুখানি জমি রাখবার ইচ্ছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ধারালো [স ধার>] **১** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'রানীর বুদ্ধি যেমন সারালো/ তেমনি ক্ষুরের মতন ধারালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* প্রবল। 'ধারালো বাতাসের চোট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধারাল [স ধার>] **১** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'পায়ে বাঁকা বাঁকা, বড় বড় ধারাল নখ আছে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। **২** *বি* তীক্ষ্ণধার। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৩** *বিণ* শানিত। 'ধারাল দায়ে সুন্দকলার ক্যাঁ-চ্চ করিয়া একটা মৃদু আর্তনাদ উঠিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধারি[১] *বি* আক্রমণ। 'চারিদিগে বেড়িয়া মদনে করে ধারি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ধারি[২] [স ধারী] *বিণ* ঋণী। *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

ধারী [স ধারণ>] **১** *বিণ* ধারণকারী। 'একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০। **২** *বিণ* প্রধান। 'তিনি সর্বো কর্তৃত ধারী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ধারুকা [স ধার>] *বিণ* অধমর্ণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধারুআ [স ধার>] *বি* ঋণী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধার্মনীতিক [স] *বিণ* ধর্মীয় নীতি সংক্রান্ত। 'ধার্মনীতিক নিয়মের অমোঘত্বে য়ুরোপ শ্রদ্ধা হারাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধার্মিক, ধার্ম্মিক [স] **১** *বিণ* ধর্মপ্রাণ। 'ধার্মিক হয় তুমি করিলাঙ বিশ্বাস।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ধার্ম্মিক হয় তুমি করিলাঙ বিশ্বাস।' *মালাধর*, ১৫৫০। **২** *বি* ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। 'কেমত ধার্মিক সার একে একে সপ্তবার তাহাকে বুঝিল পরীক্ষাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* ধর্ম পালন করে এমন। 'ইংরাজেরা ধার্মিক হউক বা না হউক, ইহাদের নিজধর্মে অটল বিশ্বাস আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধার্মিকতা, ধার্ম্মিকতা [স] *বি* ধর্মপরায়ণতা। 'ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি গুণ এমত কুত্রাপি দেখি না।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'যাহারা ধার্মিকতার ভাষায় এই কাজ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ধার্মিকপ্রবর, ধার্ম্মিকপ্রবর [স] *বিণ* ধার্মিকশ্রেষ্ঠ। 'ধার্মিকপ্রবর তুমি লোকমাঝে খ্যাত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ধার্মিকবর, ধার্ম্মিকবর [স] *বিণ* ধর্মপরায়ণ। 'ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ধার্মিকা, ধার্ম্মিকা [স] *বি স্ত্রী* ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। 'ধার্মিক-ধার্মিকাদের বৃত্তান্ত।' *বাসনা*, ১৯০৯।

ধার্মিকের সঙ্গে ধর্ম অধর্মে অধর্ম – যেখানে যা শোভা পায়।

আলাওল, ১৬৮০।

ধার্য, ধার্য্য [স] ১ *বি* নির্ধারণ। 'তারল্যামৃত ধারা তার নাম কৈল ধার্য্য।' *চণ্ডী*, ১৫৭০। ২ *বি* লক্ষণ। 'প্রাকৃত লোকেরা, মহানুভাবদিগের বুদ্ধির প্রথম ধার্য সকল দেখিয়া, উন্মাদ জ্ঞান করে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* নির্ধারিত। 'কার্যকারণে ধার্য বিমানহানা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

ধার্য্য কর [স] *বি* নির্ধারিত খাজনা। 'ধার্য্য কর গ্রহণে সন্তুষ্ট না হইয়া ... প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

ধার্ষ্ট্য [স] *বি* ধৃষ্টতা। 'তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখব্যাদান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধার্ষ্ট্যতা [স] *বি* ধৃষ্টতা; ঔদ্ধত্য। 'একত্রে রৌদ্র পোহাইতে ধার্ষ্ট্যতা করে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ধাল করা *ক্রি* গরম জলের ধারা দেওয়া। 'ধাল করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধাষ্টামি [স ধার্ষ্ট্য>+আমি] *বি* ধৃষ্টতা। 'এমন ধাষ্টামির কথা তো সাতজন্মে শুনিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ধাষ্টামো [স ধার্ষ্ট্য>+আমো] *বি* ধৃষ্টতা। 'এরকম ধরনের ধাষ্টামো কোনও দিনও সে করে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

ধাসা *বি* দোষ বা গুণ। **ধাসা লাগানো** *ক্রি* দোষ বা গুণ আরোপ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধিং-ধিং [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুতগতি প্রকাশক শব্দ। 'অমন ধিং-ধিং করে হেঁটো না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

ধিক[১] [স] ১ *বি* ধিক্কার। 'ধিক জাউ নারীর জীবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* নিন্দিত। 'গিরি হোন্তে ধিক মুণ্ড বিপরীত কেশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ধিকবাণী [স] *বি* তিরস্কার-বাক্য। 'হাটক না জাএ মোক বোলে ধিকবাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধিকাধিক [স ধিক-ধিক>] *বি* ধিক্কারবাক্য। 'বারে বারে কাহাঞিঁ মোকে ধিকাধিক বোলে গো।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধিক[২] [স অধিক] *বিণ* অধিক। 'ধিক কৈল্লে হস্ত ব্যথা খণ্ড খণ্ড হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ধিক[৩] [স দিক] *বি* দিক। 'রচিলেক সভাঘর নানা ধিক মনোহর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধিকপিকে [ধ্বন্যা] *বিণ* রোগাপাতলা। 'ধিকপিকে শরীরটাকে কেঁচোর মতো এঁচিয়ে পেঁচিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

ধিকি ধিকি [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* অল্প অল্প করে। 'ধিকি ধিকি মাথার উপরে জ্বলে মণি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'আনমনে চলে ধিকিধিকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *ক্রিবিণ* ক্রমাগত। 'তারও চোখ জ্বলে ধিকিধিকি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ধিক্কার, ধিক্‌কার [স] ১ *বি* ভর্ৎসনা। 'ব্রাহ্মণেও আপনাকে করেন ধিক্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিজেকেই ধিক্‌কার দিতে লাগলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* নিন্দা। 'দেশের পুরুষদের প্রতি তোমরা যে ঐকান্তিক ভাবে অবিচার করিয়াছ তাহাকে আমি ধিক্‌কার দিই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধিক্কারবেগ [স] *বি* ভর্ৎসনার তোড়। 'মহেন্দ্র নিতান্ত ধিক্কারবেগে অত্যন্ত কড়া নিয়মে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ধিক্কারা [স ধিক্কার>] *ক্রি* ভর্ৎসনা করা। 'মল্লিকা ফিরিয়া এল নতশির করে/ আপনারে ধিক্কারিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ধিক্কারাস্পদ [স ধিক্কার-আস্পদ] *বিণ* নিন্দনীয়। '... জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ধিক্কৃত [স] *বিণ* নিন্দিত। 'তোমার পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী এ জীবন করিলি ধিক্কৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ধিঙ্গি, ধিঙ্গী [হি] ১ *বিণ* দুরন্ত। 'নব বিবির মাতা সহজেই ধিঙ্গী।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'এখন এই যে আইবুড়ো ধিঙ্গি মেয়ে বুকের ওপরে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বিণ* চতুর। 'নয় মণ ফিরিঙ্গী, বিষম ধিঙ্গী ভিতর বাহির যায় না জানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* বেহায়া। 'ধিঙ্গি মেয়েদের বিপক্ষে আমি আর অধিক বাক্যব্যয় করতে সাহস করি নে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৪ *বিণ* দুরন্ত। 'দিনকে দিন টুকটুকি কী ধিঙ্গি হচ্ছে যে ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ধিঙ্গিপনা *বি* দুরন্তপনা। 'ধিঙ্গিপনার মতলব হচ্ছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ধিতকার [স ধিক্কার] *বি* ধিক্কার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধিতকারি [স ধিক্কার>] *বি* ধিক্কার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধিনধিন [ধ্বন্যা] ১ *বি* নাচের ভঙ্গি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *ক্রিবিণ* ধিনধিন ক'রে। 'এখন দিন পেয়ে ধিনধিন নাচে।' *অমৃত*, ১৯০০।

ধিনাধিন [ধ্বন্যা ধিনধিন] *বি* বাজনার বোলের শব্দ। 'বাজবে ... নাক ধিনাধিন গাল ফটাফট।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ধিনিকেষ্ট *বি* কৃষ্ণের মতো ধিনধিন করে নেচে বেড়ায় যে। 'আমি একজন ধিনিকেষ্ট।' *নীরেন*, ১৯৬৫।

ধিমানো *ক্রি* ধীর হওয়া। **ধিমিয়ে আসা** *ক্রি* জোর কমে আসা। 'একটু ধিমিয়ে এলো বাতাসের রোষ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ধিমেধিমে *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'মনুমিয়া আলের ওপর ধিমেধিমে হাঁটে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ধিয়া তাধিয়া [ধ্বন্যা] *বি* নাচে বাদ্যের তালে অঙ্গভঙ্গির ভাব। 'ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ধিয়ান [স ধ্যান] *বি* ধ্যান। 'অন্তরযামিনী প্রভু জানিল ধিয়ানে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ধিয়ানো [স ধ্যান>] *ক্রি* ধ্যান করা। **ধিয়াইয়া** *ক্রি* ধ্যান ক'রে। 'আমি মূর্খ গীত গাই ধর্ম ধিয়াইয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ধিয়ায়** *ক্রি* ধ্যান করে। 'মানসে ধিয়ায় সবে রণক্ষেত্রে মরি।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

ধির [স ধীর] *ক্রিবিণ* ধীরে। 'ধিরে ধিরে মুরলি বোলাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ধির ধির *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধিরি ধিরি *ক্রিবিণ* আস্তে আস্তে। 'পদাঙ্গুলি ভূমে লেখি বলে ধিরি ধিরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধিরেঁ ধিরেঁ, ধিরে ধিরে *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে; রয়ে-সয়ে; আস্তে আস্তে। 'ধিরেঁ ধিরেঁ কাহ্নাঞিঁ মোর আইলোঁ নিকটে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পায় জাতি জাতি কৃষ্ণ বলে ধিরে ধিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধিরে *ক্রিবিণ* আস্তে। 'ধিরে যাসি বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধী [স] *বি* বিবেক; বোধশক্তি। 'মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধীমান [স] *বিণ* বিবেচক; বুদ্ধিমান। 'এই নিয়ম যেরূপ অন্যায় তাহা

ধীমান মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪; 'ধীমান, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে ...।' *মাইকেল*, ১৮৬২; 'ধী-মান, শিক্ষিত।' *সওগাত*, ১৯২৮।

ধীমতি [স] *বিণ স্ত্রী* বুদ্ধিমতী। 'ধীমতি রাণীর তবু হইতো দর্শন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ধীশক্তি [স] *বি* প্রতিভা। **ধীশক্তি-সম্পন্ন** [স] *বিণ* প্রতিভাবান। 'ধীশক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানাপন্ন মহাত্মারাই স্ব-স্ব দেশ-প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্ম অতিক্রম ... করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ধী-শক্তিহীন [স] *বিণ* বুদ্ধিহীন। 'অমার্জ্জিত, ধী-শক্তিহীন।' *সওগাত*, ১৯২৮।

ধীসচিব [স] *বি* মন্ত্রী। 'ধীসচিব ও কর্ম্মসচিব নানাবিদ্যা বিখ্যাত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ধীসমৃদ্ধ [স] *বিণ* মেধাসম্পন্ন। 'এইরূপ অনেকানেক ধীসমৃদ্ধ বৈদেশিকেরা স্বদেশপরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে বাস করিয়া থাকেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ধীসূত্রে [স] *ক্রিবিণ* জ্ঞানের মাধ্যমে। 'তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

ধীবর [স] *বি* মৎস্যজীবী। 'পড়িব বোদালি বন্দি ধীবরের জালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধীবরকন্যা [স] *বি* জেলের কন্যা। 'কোন কোন স্থানের ধীবরকন্যারা কহে।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

ধীবরভাগিনা [স ধীবর-ভাগিনেয়] *বি* জেলের ভাগ্নে। 'ধীবরভাগিনা যেমন ব্যাস।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ধীর [স] ১ *বিণ* শান্ত। 'আসাউদ্দিন পীর নির্মল শরীর ধীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* স্থির। 'সত্য ধর্ম শান্তদান্ত জ্ঞানবন্ত ধীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* জ্ঞানী। 'অস্ত্র শাস্ত্রে মহাধীর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বিণ* মৃদুমন্দ। 'শুনি ধীর সমীরণ-ধ্বনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৪।

ধীরগতি [স] *বি* মন্থর গতি। 'যেন অটলচরণে ধীরগতিতে আগুনের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ধীরজন [স] *বি* সহিষ্ণু। 'ধীরজনে ভীরু, সরলে মূঢ়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

ধীরতা [স] ১ *বি* ধৈর্য। 'আমি তাঁহাদিগের নিকট ধীরতা ভিক্ষা করি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। ২ *বি* গাম্ভীর্য। 'ওরা কেমন প্রবুদ্ধ-ধীরতায়, মনে হয় ওরা জ্ঞানী।' *ওয়ালী*, ১৯৪৬।

ধীরত্ব [স] *বি* সহিষ্ণুতা; ধৈর্য। 'পাড়ার লোকেরা তাই হারিয়েছে ধীরত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ধীর পানি পাতর বিঁধে – ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে-সুস্থে কাজ করলে অনেক শক্ত কাজ করা যায়। 'ওলো ব্যস্ত হইয়াছিস কেন। ধীর পানি পাতর বিঁধে।' *গৌর*, ১৮২২।

ধীরবর্গ [স] *বি* পণ্ডিত-সমাজ। 'এই বাক্য ধীরবর্গেরা শ্রবণ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

ধীরবুদ্ধি [স] *বিণ* স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। 'মাজুখাতুনের মত ... ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউই তার পছন্দ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

ধীরমুক্তি [স] *বি* ধীরে ধীরে ফেটে বেরুনো। 'তুলোর মতন আশ্চর্য ধীরমুক্তির স্বাদ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ধীরস্থির [স] *বিণ* শান্ত। 'ধীরস্থির দয়ালু বউ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৩।

ধীরিধীরি [স ধীর>] *ক্রিবিণ* মন্থরগতিতে। 'ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ধীরে ধীরে *ক্রিবিণ* আস্তে আস্তে। 'ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ধীরে ধীরে বুনে সকল তাঁতি জিনে – জেনে-বুঝে কাজ করা উত্তম। 'ওগো বাছা ধীরে২ বুনে সকল তাঁতি জিনে।' *গৌর*, ১৮২২।

ধীরে-মন্থরে [স] *ক্রিবিণ* ধীরে-সুস্থে। 'আরো ধীরে-মন্থরে লিখলে ঠিক আয়তনে গিয়ে দাঁড়াত।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ধীরেসুস্থে [স] ১ *ক্রিবিণ* রয়ে-সয়ে; ব্যস্ত না হয়ে। 'তবে ধীরেসুস্থে তোমার মতে চলা যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *ক্রিবিণ* উত্তেজিত না হয়ে। 'কাজ নিয়ে কোরো না বাড়াবাড়ি, ধীরে সুস্থে চলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধীরা [স] ১ *বি স্ত্রী* বৈষ্ণবশাস্ত্রে নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'ধীরা অধীরা ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ স্ত্রী* শান্ত; ধীর। 'মায়মুনা এখন ধীরা, নম্রস্বভাবা, সর্ব্বাঙ্গে বোরকা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ধীরাধীরা [স] *বি* যে প্রেমিকা কখনও তুষ্ট ও কখনও রুষ্ট হয়ে প্রেমিককে বশে রাখে। 'ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধীরোদাত্ত [স ধীর-উদাত্ত] *বিণ* সুখ-দুঃখে অবিচলিত। 'নায়ক ... ধীরোদাত্ত কি উদাত্ত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ধীষণ [স ধিষণা] *বি* বুদ্ধিমত্তা। 'ধীষণ ধারণাবতী ধীরের ধারণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধীষণা [স ধিষণা] *বিণ স্ত্রী* বুদ্ধিমান। 'শুন গো খঞ্জনা উত্তমধীষণা খঞ্জন-গঞ্জনি রামা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধীষণাবান্ [স] *বিণ* বুদ্ধিমান। 'বরপুত্র ধর্মের ধীষণাবান্ হয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধুঁআঁ [স ধূম্র] *বি* ধোঁয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ধুঁকা *ক্রি* হাঁপানো। 'শিকার করে সে ধুঁকে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ধুঁকে ধুঁকে *ক্রিবিণ* হাঁপাতে হাঁপাতে। 'ক্ষুধিত পেটে ধুঁকে ধুঁকে চলবে কত দিন?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ধুঁড়িলা [স ঢুণ্ঢ>] *ক্রি* খোঁজ করলা। 'দেল ধুঁড়িলে জানতে পাবি/ আহাম্মদ নাম হল কেরে।' *লালন*, ১৮৯০।

ধুঁধুল *বি* ধুন্দল; ঝিঙে জাতীয় সবজি। 'বন-ধুঁধুল ফল ঝড়ে দুলিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ধুঁমা [স ধূম্র] *বি* ধোঁয়া। 'ঘসীর অনল তুষের ধুঁমা সদায় জ্বইলা উঠেরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ধুঁয়া [স ধূম্র] *বি* ধোঁয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ধুঁয়া তারি উড়ছে ধূলোয় বাউকুড়ানীর ঘায়।' *জসীম*, ১৯২৯।

ধুঁয়ো *বিণ* ধোঁয়াযুক্ত। 'মানুষ যেমন বিষের ধুঁয়ো এটম বম বানিয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ধুকড়ি [হি] ১ *বি* মোটা কাপড়ের বস্ত্রবিশেষ। 'সদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে ধুকড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মোটা সুতার থলি। 'ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল্ আছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ধুক ধুক [ধ্বন্যা] *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। 'তাকাতেই একটুক ভয়ে প্রাণ ধুক ধুক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ধুকধুক করা *ক্রি* স্পন্দিত হওয়া। 'বুকের যেখানে সুখদুঃখ ধুকধুক করিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ধুকধুকনি [ধ্বন্যা ধুকধুক>] *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধুকধুকানি [ধ্বন্যা ধুকধুক>] *বি* অস্থিরতা। 'খিদের জ্বালায় ক্ষুগ্ন, তাতে জ্বরের ধুকধুকানি।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

ধুকধুকি, ধুকধুকী [ধ্বন্যা ধুকধুক>] *বি* অলংকারবিশেষ। 'গলে দোলে ধুকধুকী করে ধক ধক।' *ভারত*, ১৭৬০; 'যথা, দমদম, চৌদানি, বোন্দা, দোলড়া, ছল্লা, মুক্তার লচ্ছা দেওয়া কর্ণফুল, কানবালা, হীরা, পান্না, ধুকধুকি ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ধুকধুকুনি [ধ্বন্যা ধুকধুক>] *বি* অস্থিরতা। 'ভেতরে তার ধুকধুকুনি, বাইরে জলের ঢেউ।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

ধুকধুকে *বিণ* ফ্যাকাশে (ভয়ে)। 'সোয়ামী আসতে না আসতে ছেমরির মুখ কেমন ধুকধুকে হয়ে উঠলো!' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

ধুকপুকুনি [ধ্বন্যা ধুকপুক>] *বি* ভয়-উত্তেজনায় দ্রুত হৃৎস্পন্দন। 'বুকের ভেতর হুপাই নপাই ধুকপুকুনির চোটে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ধুকপুকে *বিণ* অস্থির। 'ধুকপুকে বুকের স্কোয়ারে লোক।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ধুকা[1] *ক্রি* হাঁপানো। **ধুক্তে ধুক্তে** *ক্রিবিণ* ধুঁকতে ধুঁকতে। 'চার পুরুষের বুড় মূল সন্ন্যাসী ... ধুক্তে ধুক্তে বৈঠকখানায় উপস্থিত।' *হুতোম*, ১৮৬১

ধুকা[2] [স ধুক্ষ] *বি* ধোঁকা। 'চক্ষু আঁধার দেলের ধুকায়।' *লালন*, ১৮৯০।

ধুকুড়িয়া *বি* পাখিবিশেষ। 'তুজঙ্গে ধরিয়া খায় ধুকুড়িয়া কাঁকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধুগদো [স দুগ্ধ] *বি* দুগ্ধ; দুধ। 'ধুগদেরে ধুগদো কহি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ধুগুা [স ধূম্র] *বি* ধোঁয়া। 'প্রথমে গগনতলে উঠে নীল ধুগুা চাতক খেচর জত হইল উতযুগুা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধুচন *বি* ধুচনি; খালুই। 'ধামা, ধুচন, পাইলা যা-হোক একটা কিছু নিয়ে গাঁর সব মানুষ নেমে এসেছে খলায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। *দ্র* **ধুচনী**

ধুচনি *বি* বাঁশ, বেত প্রভৃতির শলা দিয়ে তৈরি টুপি। 'ঠাকুদ্দার বিয়ে, ধুচনি মাথায় দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ধুচুনি ১ *বি* খালই; ফুলের সাজি। 'আমি তার কুল, ডালা, ধুচুনি, সব পুরোহিত, বহু দিন আছি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* চালুনি। 'ধুচুনী, কুলো, বেগুন, মুলো ইত্যাদি।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। **৩** *বি* বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি ছিদ্রযুক্ত পাত্র। 'মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধুচুনি টুপি *বি* বাঁশ, বেত প্রভৃতির শলা দিয়ে তৈরি টুপি। 'আমি তো ইংরেজের মতো ... অসংগত লম্বা ধুচুনি টুপি পরি নে, তবে হাস কী দেখে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধুড়া [স ঢুণ্ঢ>] *ক্রি* সন্ধান করা। 'দেখ না আপন দেল-মন ধুড়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

ধুণি [স ধুনোতি] *ক্রি* ধুন করি। 'তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

ধুতরা, ধুতরো [স ধুস্তুর] *বি* ঔষধি গাছবিশেষ; ধুতুরা গাছ ও তার ফুল। 'সার হলো ভাং ধুতরা ঘোটা/ ভজন-সাধন সব চুলাতে।' *লালন*, ১৮৯০; 'সাত সতীনের সাদা চুল ভাঁটির পাতা ধুতরো ফুল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ধুতি[1] [স ধটী] *বি* ঘুষ। 'বিনি উবগারে খায় ধুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধুতি[2] **ধুতী** [স ধটী] *বি* পুরুষের পরার লম্বা বস্ত্রবিশেষ। 'গঙ্গাজলে করি স্নান শুক্ল ধুতি পরিধান প্রভাতে চলিলা নীলাম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'জামা জুতো ধুতী আর চাদর।' *অন্নদা*, ১৯৪৩।

ধুতিচাদর [ধুতি+ফা চাদর] *বি* পুরুষদের নিম্নাঙ্গ ও উর্ধ্বাঙ্গের সেলাইবিহীন বস্ত্র। 'শৌখিন ধুতিচাদরের বদলে নশ্বর শরীরে পার্শি কোট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধুতিচাদরপরিহিত [ধুতি+ফা চাদর+স পরিহিত] *বিণ* সনাতন বেশধারী। 'তাদের পত্নীচালিত, মাতৃলালিত, অজ্ঞলাশ্রিত এবং ধুতিচাদরপরিহিত বাতাসে হেলেদুলে চলা।' *হাই*, ১৯৫৪।

ধুতি-পরা *বিণ* ধুতি পরিধান করেছে এমন। 'জরির পাড়ওয়ালা ধুতি-পরা ছেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধুতুরা [স ধুস্তুর] **১** *বি* বিষাক্ত ফলবিশেষ। 'ধুতুরায় পাগল দিগম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ধুতুরা ফুল। 'গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

ধুতুর [স ধুস্তুর] *বি* ধুতুরা। 'সুবর্ণ নিরস পুষ্প কনক ধুতুর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ধুতুরাগাছ *বি* একপ্রকার ঔষধি গাছবিশেষ। 'ভাগ্যে ধুতুরা গাছ কামিনীগাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধুথুর [স ধুস্তুর] *বি* ধুতুরা গাছ। 'ধুথুর মধুর সিন্ধুবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধুত্তোর [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তি প্রকাশক উক্তি। 'ধুত্তোর তোর বড়ো পোস্টাপিস!' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ধুধু [ধ্বন্যা] **১** *বি* নির্জনতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* শূন্যতা। 'সেই ধুধুটার দিকে চোখ রেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নবিতুন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ধুধু মাঠ *বি* ফাঁকা মাঠ। 'এই এক গাঁও, ওই এক গাঁওমধ্যে ধু ধু মাঠ।' *জসীম*, ১৯২৯।

ধুধুলে *বি* ধুন্দুল। 'ধুধুলে লতার মত।' *জীবন*, ১৯৩২।

ধুনরী *বি* তুলা ধোনা যার পেশা। 'আমার বুকের বরফ ধুনরীর মত তুলো-পেঁজা করে দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ধুনা[1] [স ধুনক] *বি* গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 'রস দীপ জ্বালএ কেহ ধুপ ধুনা আর।' *রামাই*, ১৭১০।

ধুনাচি [স ধুনক>] *বি* ধুনা জ্বালানোর পাত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধুনাচুর [স ধুনাচূর্ণ] *বিণ* ধুনাচূর্ণ। 'দধি দুগ্ধ ধুপ দীপ ধুনাচুর দণ্ড।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধুনুচি [স ধুনা+তু চি] *বি* ধুনা জ্বালানোর আধার বা পাত্র। 'সোনার ধুনুচি থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ধুনো [স ধুনক] *বি* ধূপ। 'ওমা একে মনসার ফোঁস-ফুসুনি ধুনোর গন্ধ তায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ধুনা[2] [স ধু>] *ক্রি* তুলা পরিষ্কার করা। 'যেমন ধুনিয়া তুলা ধুনকরোতে ফাড়ে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'উঠোনে বসে টুং টুং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ধুনান *ক্রি* তুলা পরিষ্কার করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধুনানি *বি* তুলা পরিষ্কার করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধুনিত *বিণ* ধোনা হয়েছে এমন। 'ধুনিত কার্পাসপ্রায়।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

ধুনুরি *বি* তুলা ধুনে লেপ ইত্যাদি তৈরি করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ধুনেরা *বি* তুলা ধোনার কাজ করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ধুনি [স ধূমী>] *বি* অগ্নিকুণ্ড। 'আড্ডায় পা দিবামাত্র ধুনি জ্বালাইয়া দিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

ধুনী [স ধ্বনি] *বি* ধ্বনি। 'না শুনিআঁ এ বাঁশীর ধুনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ধুন্দুভিবাদ্য [স দুন্দুভিবাদ্য] *বি* দুন্দুভির বাজনা। 'গগনে ধুন্দুভিবাদ্য ইন্দ্রে বাজাইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধুন্দুল *বি* লতাজাতীয় গাছ ও তার ঝিঙের মতো সবজিবিশেষ। 'ধুন্দুল বীজের খোঁজ করে ঘাসে ঘাসে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ধুন্ধুকার [স ধূমান্ধকার] *বিণ* অন্ধকার। 'সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার।' *রামাই*, ১৭১০।

ধুন্ধুমার *বি* মহাকোলাহল। 'ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিয়ে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'লেগে গেল ধুন্ধুমার।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ধুন্ধুলা *বি* ধোঁয়া ও ধুলার মিশ্রণে ঝাপসা অবস্থা। 'যখন আকাশ নির্মেঘ, যখন ধুন্ধুলার সম্পর্কমাত্র নাই।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ধুপ [স ধূপ] *বি* সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। 'সজল প্রদীপ নব ধান্য ধুপ ধুনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ধুপাধার [স ধূপাধার] *বি* ধূপদানি। 'পাইন পাতার গন্ধ মিশে গিয়েছে যাত্রীদলের হাতের ধুপাধারের গন্ধের সঙ্গে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ধুপছায়া, ধূপছায়া [হি ধুপ+স ছায়া] *বিণ* ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের বা রঙের। 'এক দিন আমরা ধুপছায়া চেলির যোড় পরে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হুতোম, ১৮৬১।

ধুপড়ি *বি* চরিত্রহীন নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধুপধাপ [ধ্বন্যা] ১ *বি* ভারী বস্তু পতনের শব্দ। 'হুড়মুড় ধুপধাপ – ওকি শুনি ভাই রে।' *সুকুমার*, ১৯১৮। ২ *বি* ছাদ প্রভৃতির উপর ভারী পদশব্দ। 'শব্দ হচ্ছে ধুপধাপ, খুটখাট।' *কায়সার*, ১৯৬৫। ৩ *বি* ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার শব্দ। 'তিনি ঢেঁকিতে পাড় পড়ার ধুপধাপ শব্দ শুনেছেন।' *হাসান*, ১৯৬৫।

ধুপী *বি* ধোপা; কাপড় ধোয়া যার পেশা। 'তাহার ধুপী, নাপিত ও মোল্লা বন্ধ করা হইবে।' *এসলাম*, ১৯১৯।

ধুপুসধাপুস [ধ্বন্যা] *বি* ভারী কোনো কিছু পতনের শব্দ। 'এলোপাতাড়ি ছাতার বাড়ি ধুপুসধাপুস কত।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ধুম[১] [ধ্বন্যা] ১ *বি* আড়ম্বর। 'কিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* তুমুল। *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বি* ফুর্তি। 'আজ রাতে ধুম হবে ভারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৪ *বি* তোড়জোড়। 'বর্ত্তমানে মদ্রাছা স্থাপনের ধুম পড়িয়া গিয়াছে।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

ধুম করা *ক্রি* ঘটা করা। 'তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধুম করিয়া মরিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ধুমখাওর [ধ্বন্যা] *বিণ* তুমুল। 'প্যাকালে এসে একটা 'ধুমখাওর' কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ধুমধাড়ক্কা *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'বাইরে যত ধুমধাড়ক্কা আওয়াজ চেতনায় দাগ দিতে অক্ষম।' *শওকত*, ১৯৭২।

ধুমধাম [ধ্বন্যা] ১ *বি* গোলমাল। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মহাসমারোহ। 'তামাম কুফর চলে করে ধুমধাম।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* ভীতসন্ত্রস্ত। 'যুবা ও যুবতী উভয়কেই ধমকাইয়া ধুমধাম করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৪ *বি* জাঁকজমক। 'সে কথা লইয়া হঠাৎ ধুমধাম করিয়া কোমর বাঁধিয়া বসিবার কী দরকার ছিল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৫ *বি* উৎসব। 'খুব একটা ধুমধামের আয়োজন হইতেছে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। ৬ *ক্রিবিণ* জোরে জোরে। 'দরজা খোলেন ধুম-ধাম শব্দ করে।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

ধুমধাম করা *ক্রি* ভীতসন্ত্রস্ত করা। 'উভয়কেই ধমকাইয়া ধুমধাম করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ধুমধুমী [ধ্বন্যা] *বি* ঢাকের আওয়াজ। 'বিজএ ধুমধুমী বাদ্য বাজিতে লাগিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধুম[২] [স ধূম্র] *বি* বাষ্প; ধোঁয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ধুমিয়ে ওঠা *ক্রি* ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়া। 'জ্বলে ওঠেনি কোনক্রমেই, ধুমিয়ে উঠেছে।' *হাসান*, ১৯৬৯।

ধুমসা [হি] *বিণ* স্থূলকায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধুমসি [হি ধুমসা] *বিণ স্ত্রী* স্থূলাঙ্গী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধুমসো [হি ধুমসা] *বিণ* মোটা। 'ধুমসো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'অত বড় ধুমসো মেয়ে।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ধুমসুনি, ধুমসুনী [ধ্বন্যা] *বি* কিল; মুষ্ট্যাঘাত। 'জোর ধুমসুনি দিয়ে তাকে কাঁদিয়ে ছাড়তাম।' *নজরুল*, ১৯২২; 'চেলাকাঠের ধুমসুনী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ধুমা [স ধূম্র] *বি* ধোঁয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধুমাধুম [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'ধুমাধুম গোটা দুচার দিলে খুব কিল ও ঘুঁষি।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *ক্রিবিণ* ক্রমাগত; একের পর এক। 'ছেলেটা চেঁচায় যদি পিঠে কিল দেবে ধুমাধুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ধুম্র [স ধূম্র] *বি* ধোঁয়া। **ধুম্রলোচন** [স ধূম্রলোচন] *বি* ধূম্রবর্ণ চক্ষু। 'রক্তবীজ মৈষাসুর সমরে করিল চূর হুহুঙ্কারে ধুম্রলোচন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ধুম্রাকার [স ধূম্রাকার] *বিণ* ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। 'সকল জগৎ যেন দেখী ধুম্রাকার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ধুয়া[১] [স ধ্রুবা] ১ *বি* গানের যে অংশ বারে বারে গাওয়া হয়। 'এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ধুয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ছল; ছুতা। 'পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধুয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়া ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* বুলি; প্রচলিত কথা। 'য়ুরোপে সৌন্দর্য্যচর্চা সৌন্দর্য্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বি* স্লোগান। 'আমাদের বিপক্ষগণ সেই অন্যায় ধুয়া তুলিয়া আমাদের দাবিকে দুর্বল করিবার চেষ্টায় আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধুয়ো [স ধ্রুবা] ১ *বি* আবদার। 'ধুয়োটা সেই এক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ২ *বি* ধুয়া; সংগীতে বার বার করা হয় যে উক্তি। 'জীবনে মিলনসংগীতের ধুয়োই হচ্ছে এইখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৩ *বি* দোহাই। 'ধর্মের ধুয়ো দেশের ধুয়ো দুটিকেই পুরোদমে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'একঘেয়ে আলাপের মতো – ধুয়ো নেই, তাল নেই, সম নেই। অর্থাৎ ওর মধ্য বিস্তার আছে কিন্তু এক নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৫ *বি* কৈফিয়ত। 'তার একমাত্র ধুয়ো, 'সময় নেই – সময় নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৫ *বি* ছল। 'সুবিধাবাদের ক্লৈব্য

বাচাল দন্তে ঢেকে, নাতিদূরে কারা সুয়েজের ধুয়ো ধরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

ধুয়ো ধরা *ক্রি* বায়না ধরা। 'শুনল কারো হবে বিয়ে, ধরল ধুয়ো অমনি গিয়ে "ও মা, আমি বিয়ে করব"।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধুয়া[২] [স ধূম্র] *বি* ধোঁয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আচম্বিতে তাহা হইতে উঠিয়াছে ধুয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ধুয়ে-মুছে দ্র ধোয়া

ধুর [স] *বি* কানের দুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধুরন্ধর [স] *বিণ* দক্ষ। 'সে ধুরন্ধর প্রশস্ত ললাট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'জনক যে আর্যসভ্যতার একজন ধুরন্ধর ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধুরবাজ [স ধুর>] *বি* চতুর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধুরবাজি [স ধুর+ফা বাজি] *বি* চতুরতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধুর্ত, ধুর্ত্ত [স ধূর্ত] *বিণ* চতুর। 'ধুর্ত্ত ভাগিনেয় সে কর্ম্ম করাতে বিরক্ত।' *দর্পণ*, ১৮২০।

ধুর্মুস [দুরমুশ] *বি* সুরকি, খোয়া ইত্যাদি পিটিয়ে মজবুত করার দণ্ডযুক্ত মুষল। 'প্রশস্ত করে দাও পিঠ/ ধুর্মুস-পেটা করিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধুর্মুস-পেটা *বিণ* দুরমুশ দিয়ে পিটিয়ে মজবুত। 'আরও প্রশস্ত করে দাও পিঠ/ ধুর্মুস-পেটা করিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধুল [স ধূলি] *বি* ধুলা। 'আঁচল চায় চুমায় ধুল, দখিন হাত।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ধুলট *বি* গরুর গাড়িতে পণ্য প্রেরণ বাবদ কর। 'গরুর গাড়ি করিয়া বাজারে মাল পাঠাইতে হইবে, ধুলট দিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

ধুলনো [স দুল>] *বি* দোলনা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধুলভ [স দুর্লভ] *বিণ* দুর্লভ। 'যে জন মুনিষ্যো ধুলভ হৈবে তাহার উচিত উত্তম গিয়ান।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ধুলা [স ধূলি] *বি* শুকনা মাটির গুঁড়া। 'গাএর জতেক ধুলা হাতেত ঝাড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তুমি দুই ভাই তোখে ধুলাএ ধুসর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কিহো কাহো ন লখি ধুলায় পুরিল আখি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধুলা-অসুর [স ধূলি-অসুর] *বি* ধুলারূপ অসুর। 'লুকিয়ে তোমার অমরপুরী ধুলা-অসুর করে চুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ধুলা-ওড়া *বিণ* ধুলা উড়ায় এমন। 'ধুলা-ওড়া হাওয়ার ডাকে পথ যে টেনে লয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ধুলাখেলা *বি* ধুলা-কাদা নিয়ে ছোটোদের খেলা। 'দিবানিশি ধুলাখেলায়/ খেলাঘরের দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ধুলা ঝাড়া *ক্রি* ময়লা পরিষ্কার করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধুলাট *বি* ধুলা মাখা অবস্থা। 'চিনির ধুলাট রফা।' *ভেরলি*, ১৭৭৬।

ধুলানিবিড় [ধুলা+স নিবিড়] *বিণ* ধুলায় আচ্ছন্ন। 'ধুলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধুলা দেওয়া *ক্রি* প্রণাম করা। 'ঘটা করিয়া পায়ের ধুলা লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ধুলাপড়া *বি* মন্ত্রপূত ধূলি। 'তুক করছে মাগী, ধুলাপড়া দিছে চৌখে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

ধুলাবালি [ধুলা+বালি] *বি* ধুলা ও বালি। 'গায়ে তোমার ছড়ায় ধুলাবালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ধুলা-মাটি [ধুলা+মাটি] *বি* ধুলা ও মাটি। 'ধরণিরে দিলে দান ধুলা-মাটি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ধুলায়-গড়া *বিণ* ধুলায় তৈরি। 'ধুলায়-গড়া দেবতারে/ লুকিয়ে রাখিস আপন-মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ধুলাশহর [ধুলা+ফা শহর] *বি* ধূলিময় শহর। 'তবু একজন ছিল এই ধুলাশহরে আরুণি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

ধুলি [স ধূলি] *বি* ধুলা। 'দিন অন্ধকার কৈল ধুলি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধুলিএা *বিণ* ধূলিময়। 'ধূলিএা কোঠার ঘরে লৈয়া গেল সদাগরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধুলো [স ধূলি] *বি* শুকনা মাটির গুঁড়া; ময়লা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ধুলোওড়া *বিণ* ধুলা ওড়ে এমন। 'জন্ম যার ধুলোওড়া আলোর শহরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ধুলো কাঁচ *বি* ঝাপসা কাঁচ। 'দাঁড়ায়েছি শতাব্দীর ধুলো কাঁচ হাতে।' *জীবন*, ১৯৩০।

ধুলোকাদা *বি* ধুলো ও কাদা; ময়লা। 'ধুলোকাদা, মাছিমশা, এ-সকলের প্রাদুর্ভাব বড়ো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধুলোঝড় *বি* ঝড়ের মতো ধুলার ঘূর্ণন। 'খেলে তপ্ত ধুলোঝড় সারাদিন।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ধুলোপড়া *বি* মন্ত্রপূত ধূলি। 'সেবাদাস আমায় ধুলোপড়া টুলোপড়া একটা দিয়ে যাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ধুলোবালি *বি* মাটির শুকনা গুঁড়া ইত্যাদি। 'তপ্ত বাতাস ধুলোবালি খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ধুলোভরা *বিণ* ধুলায় ভরপুর। 'নিচে পুরোনো স্টেটসম্যান, ধুলোভরা স্লিপার।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ধুলোমাখা *বিণ* ধুলায় আচ্ছন্ন। 'আমার ধুলোমাখা শুরু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধুলোমুঠো *বি* পরিপূর্ণ একমুঠি ধুলা। 'আর্টের চেষ্টা ধুলোমুঠোকে সোনামুঠো করা।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

ধুলোসাৎ [স ধূলিসাৎ] *বিণ* সম্পূর্ণ বিনষ্ট। 'হয়তো বা ধুলোসাৎ হয়ে গেছে এত রাতে মন্থরবাহন।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ধুলোহাওয়া [স ধূলি+আ হাওয়া] *বি* ধূলি বহন করে এমন বাতাস। 'ক্ষেতের শস্য ... প্রজাপতি, ধাতুপাথর, ধুলোহাওয়া, প্রত্যেকটি অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিকে ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

ধুস [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তি প্রকাশক শব্দ। 'ধুস শালা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ধুস শালা *বি* গালিবিশেষ। 'ধুস শালা আবার সেই পিছুটান।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ধুসর [স ধূসর] *বি* পাণ্ডুবর্ণ। 'ছাওয়ালের সঙ্গে বুলে ধুলায় ধুসরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধুস্তুর [স] *বি* ধুতুরার গাছ ও ফল। 'লবঙ্গ তুলসী দনা ঘনঘষি বাকসনা প্রত্যজিরা তুলিল ধুস্তুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধুউ ধুউ [ধ্বন্যা] *বি* দাউ দাউ। 'ধুউ ধুউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ধূচনী *বি* ধুচনি; চাল ধোয়া বা মাছ ধরার জন্য ছিদ্রযুক্ত বাঁশের তৈরি পাত্রবিশেষ। 'কাঁথা পাতরা চুপড়ী কুলা ধূচনী পর্য্যন্ত বেচিয়া

গোবাড়ীয়া করিয়া পিটিয়া সর্বস্ব লয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। দ্র **ধুচন**

ধু ধু [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* দুম দুম। 'ধূ ধূ শব্দে বাজে যত জঙ্গের নাকাড়া।' *গরীব*, ১৭৫০। ২ *বি* শূন্যতা প্রকাশক ভাব। 'প্রকাণ্ড চর – ধূ ধূ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৩ *বি* নির্জনতা জ্ঞাপক ভাব। 'সেই গল্পের 'তেপান্তরের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'এ পারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বি* তীব্রতা প্রকাশক ভাব। 'রমণী যদি একবার বহির্বিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূ ধূ করিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধুনা [স ধূনক] *বি* ধূপ। 'যে ঘরকে কোবর কহে তথাতে স্ত্রী লোকেরা ধুনা জ্বালায় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ধুনী [স ধূনক] ১ *বি* আগুন। 'ইঁহারা ... পাঁচস্থানে ধুনী অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তপস্যা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* ধুনা পোড়ানোর পাত্র। 'কামনা বুঝি কনক-ধুনী সুমেরু চূড়া লঙ্ঘিতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ধুনো [স ধূনক] *বি* গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 'চার দিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ধূপ [স] *বি* সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। 'সুগন্ধি ধূপের ধূমে আমোদিত কৈল ধামে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধূপকাঠিওয়ালা [স ধূপ+কাঠি+হি ওয়ালা] *বি* ধূপকাঠি বিক্রেতা। 'ধূপকাঠিওয়ালার সঙ্গে কিছু কিছু আলাপও চলত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

ধূপগন্ধী [স] *বিণ* ধূপের গন্ধযুক্ত। 'দেয়ালের আবেষ্টনীতে ধূপগন্ধী অন্ধকারে বন্দি জগন্নাথ।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ধূপদান [স ধূপ+ফা দান] *বি* ধূপ জ্বালানোর পাত্রবিশেষ। 'পুষ্পপাত্র ও ধূপদান হস্তে সুনন্দা।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

ধূপদানি [স ধূপ+ফা দানি] *বি* ধূপ পোড়ানোর পাত্র। 'মার্তণ্ডের ধূপদানি – মেঘ-বাষ্প-ধূমে-ধূমে ভরাল অম্বর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ধূপ-দীপ [স] *বি* ধূপ দীপ ইত্যাদি পূজার সামগ্রী। 'বিধি-নিষেধের আড়ালে ধূপ-দীপের ঘনঘোর বাষ্পের মধ্যে গোপন থাকিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ধূপধুনা [স ধূপ+স ধূনক] *বি* সুগন্ধ ধোঁয়া তৈরি করার জন্যে ধূপের নির্যাস। 'বৈসে যত গন্ধবান্যা গন্ধ বেচে ধূপধুনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধূপধুনো [স ধূপ+স ধূনক] *বি* সুগন্ধ ধোঁয়া তৈরি করার জন্যে ধূপের নির্যাস। 'ঘণ্টা নেড়ে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'মাঝে মাঝে ধূপধুনো জ্বালিয়ে শাঁখঘণ্টা বাজাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ধূপধূম্র [স] *বি* ধূপের ধোঁয়া। 'কনকমণি-পাত্রপুটে/ সুরভি ধূপধূম্র উঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধূপবাতি [স ধূপ+স বর্তিকা] *বি* ধূপকাঠি; আগরবাতি। 'জ্বালাবে ধূপবাতি, পাশের ঘরে গ্রামোফোনে বাজবে সানাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধূপবাসিত [স] *বিণ* ধূপের গন্ধে মোহিত। 'তাঁর কবিতা আদ্যোপান্ত ধূপবাসিত।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ধূপশলাকা [স] *বি* আগরবাতি। 'কতকগুলি ধূপশলাকা জ্বালিয়া দিয়া বলিলেন।' *তারা*, ১৯৪০।

ধূপসুবাস [স] *বি* ধূপের সুগন্ধ। 'অন্তরলোক শুদ্ধ হল পবিত্র সেই ধূপসুবাসে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ধূপাধার [স ধূপ-আধার] *বি* ধূপ পোড়ানোর পাত্র। 'তারি দুইধারে ধূপাধার হতে উঠিছে গন্ধধূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধূম[১] [স] ১ *বি* ধোঁয়া। 'ণউ থর জালা ধূম ণ দিশই।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০। ২ *বি* তামাক জাতীয় দ্রব্যাদির ধোঁয়া। 'সভামধ্যে সভ্যগণেরা না ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করিতেই সক্ষম হইবেন না ধূমাদি পানেই পারক হইবার শক্তি থাকিবেক।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

ধূমকুণ্ডল [স] *বি* পাকানো ধোঁয়া। 'গুড়গুড়ির ধূমকুণ্ডলের সঙ্গে ... চিন্তাকে কুণ্ডলায়িত করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধূমকেতু [স] ১ *বি* সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ানো লেজওয়ালা জ্যোতিষ্ক। 'দিবসেতে ধূমকেতু করয়ে প্রকাশ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৫। ২ *বি* জ্যোতির্শিখা। 'আয় চলে আয় রে ধূমকেতু, আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ধূমকেতু-জ্বালা [স] *বি* তীব্র আগুন। 'নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা উঠুক সরোষে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ধূমকেতু-ঝাঁটা [স ধূমকেতু+ঝাঁটা] *বি* ঝাঁটা আকৃতির ধূমকেতু। 'এসো ধূমকেতু-ঝাঁটা হাতে ধূমাবতী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ধূমকেন্ত [স ধূমকেতু] *বি* জ্যোতিষ্কবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৩৯।

ধূমধূলি [স] *বি* ধোঁয়া ও ধুলা। 'ধূমধূলি ও গরমের পর ভারী আরাম পাইল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ধূমনালী [স] *বি* ধোঁয়া নির্গত হওয়ার চোঙবিশেষ। 'ধূমনালী অর্থাৎ ধোঁয়ার চোঙ হইতে যে সমস্ত প্রজ্বলিত অঙ্গার উৎক্ষিপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ধূমন্ত [স] *বিণ* ধোঁয়াচ্ছন্ন। 'পালাবে বন্ধু? পিছনে তোমার ধূমন্ত ঝড়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ধূমপান [স] *বি* ধোঁয়া সেবন। 'এক তপস্বী, অধঃশিরাঃ ও বৃক্ষে লম্বমান হইয়া, ধূমপান করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ধূমপানরত [স] *বিণ* ধূমপান করছে এমন। 'ধূমপানরত বৃদ্ধ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ধূমপানশালা [স] *বি* ধূমপান করার ঘর। 'ধূমপানশালায় বসে তাস পিটোচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধূমপায়ী [স] *বিণ* ধূমপানকারী। 'মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া, ধূমপায়ী তপস্বীর আস্যে অর্পিত করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ধূমপুঞ্জ [স] *বি* ধোঁয়ারাশি। 'অগ্নিশিখাময় যেন ধূমপুঞ্জ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ধূমময় [স] ১ *বিণ* ধোঁয়াটে। 'ধূমময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বিণ* ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। 'মেঘাচ্ছন্ন ও ধূমময় সূর্য্যকে অধিকাংশ দিন দেখাই যায় না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধূমরাশি [স] *বি* ধোঁয়ারাশি। 'প্রথমে ধূমরাশি বেষ্টন করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

ধূমল [স] ১ *বি* ধূপধুনার ধোঁয়া। 'দক্ষিণ দুয়ারে দিত ত্রিসন্ধ্যা ধূমল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* বেগুনি বর্ণ। 'মিশ্র বর্ণের মধ্যে হরিত, পাটল, ধূমল এই তিনটি প্রধান।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বিণ* ধূসর। 'হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ৪ *বিণ* ধোঁয়ার আচ্ছন্ন হওয়ার মতো অস্পষ্ট। 'চোখে তার রক্ত নেই, তার মুখ ধূসর ধূমল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ধূমলকায় [স] *বিণ* ধোঁয়াচ্ছন্ন। 'অতিপুষ্টির অতিসাররোগে বর্ণহীন,

স্বর্ণলঙ্কা শোখাতুর, সব ধূম্রলকায়।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

ধূমলা [স] *বিণ স্ত্রী* ধোঁয়াচ্ছন্ন। 'রূপালী সূর্য উঠে ধূমলা নগরীকে বলে, 'গুড মর্নিং।'' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ধূমলেখা [স] *বি* ধোঁয়ার কুণ্ডলী। 'তরুঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূমলেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধূমলেশহীন [স] *বিণ* স্পষ্ট; ধোঁয়াহীন। 'ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতো বোধ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ধূমশিখা [স] *বি* ধোঁয়ার শিখা। 'প্রজ্বলিত হইল অগ্নি ধূমশিখা নাই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ধূমসেবন [স] *বি* ধূমপান। 'দাদা অলসভাবে ধূমসেবন করছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধূমসেবনকক্ষ [স] *বি* ধূমপানের জন্যে সংরক্ষিত কক্ষ। 'ধূমসেবিগণ, হয় ধূমসেবনকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্ত মনে ধূমপান করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ধূমসেবী [স, সমাসে শব্দশেষে ঈ-কারের বদলে ই-কার] *বি* ধূমপান করে যে। 'ধূমসেবিগণ, হয় ধূম-সেবনকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধূমস্তম্ভ [স] *বি* ধোঁয়াযুক্ত স্তম্ভ। 'এই বা কোন যুদ্ধক্ষেত্রের ধূমস্তম্ভের মতো।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ধূমাকীর্ণ [স ধূম-আকীর্ণ] *বিণ* সংকটপূর্ণ। 'এদেশের উত্তরকালীন অবস্থা পর পর কেবল ধূমাকীর্ণ দেখিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ধূমাঙ্কিত [স ধূম-অঙ্কিত] ১ *বিণ* অস্পষ্ট; অনির্ণীত। 'আসুরিক সে মহাপ্রয়াস ধূমাঙ্কিত ব্যর্থতায় হয়ে থাকে যদি অবসান।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* ধোঁয়াময়। 'জ্বালি ধূমাঙ্কিত দীপ নিশাক্রান্ত উদ্বাস্তুর মতো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধূমাচ্ছন্ন [স ধূম-আচ্ছন্ন] *বিণ* ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। 'চণ্ডীমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ধূমাদি পান [স ধূম-আদি-পান] *বি* ধোঁয়া ইত্যাদি পান। 'সভ্যগণেরা না ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেই সক্ষম হইবেন না ধূমাদি পানেই পারক হইবার শক্তি থাকিবেক।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

ধূমাবতী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দশ মহাবিদ্যার অন্যতম। 'ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন।' *ভারত*, ১৭৬০।

ধূমাবাহ [স ধূমবাহ] *বি* শিখা। 'দিকে দিকে ধূমাবাহ যায় তব ছুটি।' *জীবন*, ১৯২৭।

ধূমাবৃত [স] *বিণ* ধোঁয়াচ্ছন্ন। 'কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা সুবর্ণে নির্মিত যেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ধূমায়মান [স] ১ *বিণ* ধোঁয়া উঠছে এমন। 'আগ্নেয়গিরির মতো ধূমায়মান চোখ-মুখ।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বিণ* ধোঁয়াযুক্ত। 'এক কাপ ধূমায়মান চা হাতে।' *তারা*, ১৯৪২।

ধূমায়িত [স] ১ *বিণ* বর্ধিত। 'ভিতরে একটি বিষম বিপ্লব ধূমায়িত হইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ। 'ধূমকেতুর ধূম আরও ধূমায়িত হয়ে উঠুক।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* ঘনীভূত। 'যে ইংরেজ-বিদ্বেষ মনে মনে ধূমায়িত ছিল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ধূমার্ত [স] *বিণ* ধোঁয়াময়। 'মশালের ধূমার্ত আলোকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

ধূমিত [স] *বিণ* ধূমায়িত। 'চিরকাল ধূমিত হওয়া অপেক্ষা মুহূর্তকাল জ্বলিত হওয়াও শতগুণে শ্রেষ্ঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'যে উদ্দীপ্ত রেনেসাঁসের সঙ্গে সাম্প্রতিক ধূমিত নৈরাশ্যের বিসদৃশতা এত ব্যক্ত ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

ধূমোদ্গম [স] *বি* ধোঁয়া নির্গমন। 'সে রুদ্ধ অগ্নির ধূমোদ্গম মাত্র।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ধূমোদ্গার [স] *বি* ধোঁয়া ছাড়া। 'ইংলণ্ড হইতে বুক ফুলাইয়া ধূমোদ্গার করিয়া রণতরী ছাড়িবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'ধূমোদ্গার করিতে করিতে ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ধূমোদ্গারী [স] *বিণ* ধোঁয়া বের হয় এমন। 'কল-কারখানার ধূমোদ্গারী বৃংহিতধ্বনিত উর্ধ্বমুখ ইষ্টকস্তম্ভ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধূমোদ্গিরণ [স] *ক্রি* ধোঁয়া নির্গমন। 'আগুন নাই ধূমোদ্গিরণ করিতেছে।' *সাধারণী*, ১৮৭৩।

ধূমোপকরণ [স ধূম-উপকরণ] *বি* ধূমপান করার প্রয়োজনীয় উপকরণ। 'বিধিমতে ধূমোপকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ধূম[2] [ধ্বন্যা] *বি* আড়ম্বর; ঘটা। 'এক্ষণে সেইধূমে পড়িলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ধূমধাড়াক্কা [ধ্বন্যা] *বি* মহাসমারোহ। 'লাগাও তবে – ধূমধাড়াক্কা। ক্যাবাং। ক্যাবাং।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ধূম-ধাড়ক্কা [ধ্বন্যা] *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'সে এক ধূম-ধাড়ক্কা ব্যাপার।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ধূমধুমি [ধ্বন্যা] *বি* বাদ্যযন্ত্র। 'সর্গেতে ধূমধুমি বাজে নাচে বিদ্যাধরী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধূমধাম [ধ্বন্যা] *বি* খুব ঘটা; আড়ম্বর। 'এইরূপ ধূমধাম প্রতি ঘরে ঘরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ধূমা [স ধূম] *বি* ধোঁয়া। 'কার গোয়ালে কে দেয় ধূমা সব দেখি তা-না না-না।' *লালন*, ১৮৯০।

ধূমিত *দ্র* **ধূম**

ধূমোদ্গম *দ্র* **ধূম**

ধূমোদ্গার *দ্র* **ধূম**

ধূমোদ্গিরণ *দ্র* **ধূম**

ধূমোপকরণ *দ্র* **ধূম**

ধূম্মলোচন [স ধূম্রলোচন] *বি* (হিন্দু পুরাণ) ধূম্রলোচন; রাক্ষসবিশেষ। 'গোঁসাই একটা ... বিকটাকার ধূম্মলোচন হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ধূম্র [স] *বি* ধোঁয়া। 'সন্ধ্যাকালে মাথা পরে ধূম্র দরশন।' *সুলতান*, ১৭০০।

ধূম্রকার [স] *বিণ* ধোঁয়াচ্ছন্ন। 'গোর্জ ধুলিতে পড়ি হৈল ধূম্রকার।' *সুলতান*, ১৭০০।

ধূম্রকেতু [স] *বি* ধূমকেতু; ধূম্রাকার সপুচ্ছ জ্যোতিষ্কবিশেষ। 'ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধূম্র-চূড় [স] *বি* ধোঁয়ার চূড়া। 'সূর্যের তেজ দহে মেঘ-গরুড় ধূম্র-চূড়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ধূম্রপান [স] *বি* ধূমপান। 'ধূম্রপান আস্বাদন যে জন না পান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ধূম্রপুচ্ছ [স] *বিণ* পিছনে লেজের মতো ধোঁয়া আছে এমন। 'যন্ত্রতনিত ধূম্রপুচ্ছ এই স্বতশ্চল-শকট।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ধূম্রবরন [স ধূম্রবর্ণ] *বি* ধূসর বর্ণ। 'ধূম্রবরন, যেন দেহ তার গুঠত শ্মশানধূমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধূম্রবর্ণা [স] *বিণ* ধোঁয়া-রঙের। 'ধূম্রবর্ণা, স্নিগ্ধনেত্রা ধূমা হর্ষভরে মৃদু হাম্বারব করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ধূম্রবালি [স] *বি* ধোঁয়ার মতো রংবিশিষ্ট বালি। 'তাম্রঅঙ্গে শঙ্খচূর্ণ ধূম্রবালি মাখি।' *জীবন*, ১৯৩০।

ধূম্রময় [স] *বিণ* ধোঁয়ায় পূর্ণ। 'ধূম্রময় লণ্ডনের বৃক্ষগুলি সচরাচর নয়নের অপ্রীতিকর হইলেও ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধূম্রমলিন [স] *বিণ* ধোঁয়ায় মলিন হয়ে আছে এমন। 'আঁকিল আমার অশুভ ধূম্রমলিন অগ্নিলেখা।' *নজরুল*, ১৯৩৭।

ধূম্র মার্গ [স] *বি* কল্পনার জগৎ। 'চিৎপটাং দিয়া শুইয়া ধূম্র মার্গে বিচরণ করিতেছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধূম্রলোচন [স] *বি* ধোঁয়াটে চোখবিশিষ্ট যে। 'আমার ভাগ্যে হব আমি দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ধূম্রশিখ [স] *বিণ* ধূম্রশিখাযুক্ত। 'আজো-ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি ধূম্রশিখ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ধূম্রাক্ষ [স ধূম্র-অক্ষি] *বিণ* ধূমবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট; ধোঁয়াটে চোখযুক্ত। 'ধূম্রাক্ষ; সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু-সম অগ্নিরাশি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ধূম্রান্তর [স ধূম্র-অন্তর] *বি* ধোঁয়ার আড়াল। 'ধূম্রান্তরে অর্কতারা কিঞ্চিত প্রকট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ধূম্রাবরণ [স ধূম্র-আবরণ] *বি* ধোঁয়াসা। 'ধূম্রাবরণ সৃষ্টি করিয়া মওলানা ভাসানীকে ...।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

ধূয়া [স ধ্রুবা] *বি* কবিগানের অংশ হিসেবে পরিবেশিত লোকগানবিশেষ। 'কবিগানের ধূয়া।' *জসীম*, ১৯৩৩। *দ্র* **ধুয়া**

ধূয়ায়িত [স ধূম্রায়িত] *বিণ* ধোঁয়াপূর্ণ। 'কিছু দূরে ধূয়ায়িত চুল্লী আমাদের চোখে পড়বে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধূর্জটি, ধূর্জ্জটি [স] **১** *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জটি/ বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বি* জটাজাল। 'মম ধূর্জ্জটি-শিখ করাল পুচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ধূর্জটিশির [স] *বি* শিবের মস্তক। 'ধূর্জটিশিরে ভাগীরথী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ধূর্ত, ধূর্ত্ত [স] *বিণ* চতুর। 'ধূর্ত্ত কাহ্নাই না বুঝে সে মতিমোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ধূর্ত শৃগাল কুক্কুটকে সম্বোধিয়া কহিল, ভাই! তুমি কি সৎ পক্ষী ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ধূর্তচূড়ামণি [স] *বি* প্রবঞ্চকদের প্রধান। 'ধনদাস স্বয়ং ধূর্তচূড়ামণি ...। *মাইকেল*, ১৮৬১।

ধূর্তজাতীয়, ধূর্ত্তজাতীয় [স] *বিণ* সুচতুর। 'ধূর্ত্তজাতীয় কামিনী ধূর্ত্ততা করিয়া কহিল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ধূর্ততা, ধূর্ত্ততা [স] *বি* চালাকি; শঠতা। 'তাহারা চিরকাল ধূর্ত্ততা করিয়া কাল যাপন করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'কুক্কুট, শৃগালের ধূর্ততা বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ধূর্তপনা [স ধূর্তপ্রবণ] *বি* চালাকি। 'আমি তোমার ধূর্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ করে টের পেয়েছি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ধূর্তা, ধূর্ত্তা [স] *বিণ* স্ত্রী ধূর্ত। 'যিনি সহজেই ধূর্ত্তা জাতির কামিনী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ধূর্তামি [স ধূর্ত>] **১** *বি* কারসাজি; কৌশল। 'অসীম ধূর্তামি বিধাতার।' *হোসেন*, ১৯৪০। **২** *বি* শঠতা। 'চতুর বক্তৃতাবলী, প্রচারণা, সংঘের ধূর্তামি ছাড়া কষ্টে পাওয়া ভার।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ধূল [স ধূলি] *বি* ধুলা। 'ধূল যেমন জুতো দিয়ে মাড়ালেও মাথায় ওঠে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ধূলট মেঘ [স ধূলি>+স মেঘ] *বি* ধুলার মতো ভাসমান মেঘ। 'ধূলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবে ঘামো!' *জসীম*, ১৯২৯।

ধূলা [স ধূলি] *বি* শুকনা মাটি বা যেকোনো জিনিসের গুঁড়া। 'সর্ব অঙ্গে ধূলা চারি অঙ্গুলী প্রমাণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ধূলায় ধূসর কলেবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধূলাখেলা *বি* ধুলা নিয়ে খেলা। 'ইউছফে ভুলাব মোরা ধূলাখেলা দিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ধূলি, ধূলী [স] **১** *বি* ধুলা। 'কেতকী কুসুম যেন ধূলীএঁ সাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'খনে খনে বসনধূলি তনু ভরই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* বাধা। 'সংসার যেন তাহাতে না দেয় ধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৩** *বিণ* বিনষ্ট। 'লিখন তোমার ধরায় হয়েছে ধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৪** *বিণ* তুচ্ছ। 'ধূলিতলে হোক ধূলি, দ্বিধা যাক মরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৫** *বি* ক্ষণস্থায়ী জগৎ। 'কণ্টককিরীট প'রে, বিনা ধনুর্বেদে হলে দুরন্ত ধূলির সম্রাট।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ধূলি-অন্ধ [স] *বিণ* ধূলিতে অন্ধকার হয়ে আছে এমন। 'হুজুগের ধূলি-অন্ধ আকাশ-ললাটে তিলক-রেখা।' *নজরুল*, ১৯৩৭।

ধূলি-অবগুণ্ঠন [স] *বি* ধুলার ঘোমটা; ধুলার আবরণ। 'শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ধূলি-আঁচল [স ধূলি-অঞ্চল] *বি* ধুলারূপ আঁচল। 'বাসরঘরে নিবালে দীপ, ঘুচালে ফুলহার, ধূলি-আঁচল দুলায়ে ধরা করিল হাহাকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধূলি-আবরণ [স] *বি* ধুলার আচ্ছাদন। 'দিবে সে খুলি ঘোর ধূলি-আবরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ধূলি-উৎস [স] *বি* মাটি। 'ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি সৌরভের স্রোতে/ ধূলি-উৎস হতে প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ধূলিকণা [স] *বি* ধূলির সূক্ষ্ম অংশ। 'ধূলিকণা সংক্রামক পীড়ার মূল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ধূলিকণিকা [স] *বি* ধূলিকণা। 'মিনারের দম্ভ ছেড়ে মূল্য চায় ধূলিকণিকার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

ধূলিকদম্ব [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'কুমার হরিষ মনে ধূলিকদম্ব তোলে বনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধূলিকীর্ণ [স] *বিণ* ধুলাময়। 'আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ধূলি-ক্ষুব্ধ [স] *বিণ* ধুলাময়। 'আছে আজো শ্যামলিয়া/ ধরা ধূলি-ক্ষুব্ধ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

ধূলিক্ষেপ [স] *বি* ধুলা নিক্ষেপ। 'তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু-কিছু ধূলিক্ষেপও করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধূলিখেলা *বি* বাল্যকালের খেলাধুলা। 'ধূলিখেলার বন্ধু।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

ধূলিঘর [স ধূলি+ঘর] *বি* অনিত্য সংসার। 'ধূলিঘর ভেঙে দিয়ে একেবারে পিতৃভবনের অধিকারলাভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ধূলি-চাপা *বিণ* অবজ্ঞাত। 'যদি সে ধূলি-চাপা পড়ে, আকাশে উঠিবার যদি সে অবসর না পায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

ধূলিজঞ্জাল [স ধূলি+স ঝঞ্ঝা] *বি* ধুলাবালি। 'ধূলিজঞ্জালের অপেক্ষা প্রাচীন পদার্থ মেলাই কঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধূলিজাল [স] *বি* ধুলার জাল; ধুলার মেঘ। 'সহসা উড়ায়ে ধূলিজাল ম্লান মেঘ এল বায়ুভরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ধূলিতলে [স ধূলিতল>] *ক্রিবিণ* ধূলির তলায়। 'ধূলিতলে হোক ধূলি, দ্বিধা যাক মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধূলিদলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ধুলায় লুণ্ঠিত। 'অনাদরে হবে ধূলিদলিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ধূলিদাপট [স ধূলি+স দর্প>] *বি* ধূলিময়তা। 'ধূলিদাপটের মরুচ্ছায়ায় ঘনায় নীল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ধূলিধূসর [স] *বিণ* ধুলায় আচ্ছন্ন। 'ধূলিধূসর তনু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধূলিধূসরিত [স] *বিণ* ধূলি-মাখা। 'তাঁহার তনয়া ধূলিধূসরিত কলেবরে ... রোদন করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ধূলি-ধ্বজ [স] *বি* ঘূর্ণিবায়ু। 'আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মুখে ধূলি-ধ্বজের মতো একটা দল পাকাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধূলিধ্বজা [স] *বি* ধুলার নিশান। 'মম ধূলিধ্বজা সনে করে জড়াজড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ধূলি-নিবিড় [স] *বিণ* গাঢ় ধুলায় আচ্ছন্ন। 'রাগদ্বেষের ধূলি-নিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ধূলি-পটল [স] *বি* যে ধূলিরাশি আকাশে উড়ছে। 'গো-যান যে বিচিত্র শব্দ করিয়া ধূলি-পটল উড়াইয়া চলিতেছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধূলিপতিত [স] *বিণ* ধুলায় পড়ে আছে এমন। 'ধূলিপতিত দুর্বল চিত করো হে জাগরূক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধূলিপরিমাণ [স] *বি* খুব তুচ্ছ বিষয়। 'আমাদের গঙ্গা পদ্মা মেঘনা বুড়ীগঙ্গা এনাদের কাছে ধূলিপরিমাণ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ধূলিবাস [স] *বি* ধুলার সজ্জা। 'সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

ধূলিবিলীন [স] *বিণ* ধুলায় মিশে যাওয়া। 'অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধূলিময় [স] *বিণ* ধুলায় আচ্ছন্ন। 'দূরতীরে মাঠ ধূসর গোধূলিধূলিময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ধূলিমলা [স ধূলিমল>] *বি* ধুলা-ময়লা। 'ধূলিমলা আবর্জ্জনা – প্রকৃত সুসন্তান পক্ষে স্বর্ণ রজত অপেক্ষাও মূল্যবান।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

ধূলিমলিন [স] *বিণ* ধুলায় মলিনতাপ্রাপ্ত। 'এলোথেলো চুলে, ধূলিমলিন দেহে, সিক্তবস্ত্রে, হাঁপিয়ে বাড়িতে এসে তো পড়লুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ধূলিমাখা [স ধূলি+মাখা] ১ *বিণ* ধূলি ধূসরিত। 'আশা ভগ্ন সুখ – ধূলিমাখা জীর্ণ স্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* অবহেলিত। 'এই ধরণির ধূলি-মাখা তব অসহায় সন্তান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ধূলিমুষ্টি [স] *বি* মুষ্টিপূর্ণ ধুলা। 'আমাদের চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত, এক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের দোহাই দিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ধূলিম্লান [স] *বিণ* ধুলায় মলিনতাপ্রাপ্ত। 'ধূলিম্লান অবস্থায় নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেতে বসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধূলিরুক্ষ [স] *বিণ* ধূলিধূসর। 'রৌদ্রতপ্ত দিনের ধূলিরুক্ষ কঠোর বাস্তবতায় ...।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ধূলিলিপ্ত [স] *বিণ* ধূলিমাখা। 'আপনার ধূলিলিপ্ত পদচিহ্নরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ধূলিলীন [স] *বিণ* ধুলায় মিশে গেছে এমন। 'সেই গতিহারা ঝঞ্ঝা ধূলিলীন অস্তিত্ববিহীন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

ধূলিলুণ্ঠিত [স] *বিণ* ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন। 'দেহ ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ধূলিশয্যা [স] ১ *বি* ধুলার বিছানায় শোয়ার মতো হীন অবস্থা। 'ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* ধূলিপূর্ণ আসন। 'ধূলিশয্যায় থেকে লম্বা খেঁকটে মনুষ্যশাবকটি উত্তর দেয়, সুমুন্দি, অরে সুমুন্দি।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ধূলিশয়ান [স] *বি* ধুলার মাঝে শয্যাগ্রহণ। 'বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধূলিশায়ী [স] *বিণ* ধুলায় বা মাটিতে পড়ে আছে এমন। 'শব্দভেদী শরবর্ষণে ... অহংকারকে ধূলিশায়ী করিয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ধূলিশ্লিষ্ট [স] *বিণ* ধূলিমলিন। 'ধূলিশ্লিষ্ট শক্তিতের শৃঙ্খলের ডোর।' *জীবন*, ১৯২৭।

ধূলিসমাচ্ছন্ন [স] *বিণ* ধুলায় ঢাকা। 'ধূলিসমাচ্ছন্ন পথ।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ধূলিসাৎ [স ধূলিসাৎ] ১ *বিণ* ধুলায় পরিণত। 'তাহার গৃহাদি চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করে।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* সম্পূর্ণ বিনষ্ট। 'মুহূর্তে হইয়া যাবে ধূলিসাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ধূলিস্তর [স] *বি* ধূলির আবরণ। 'প্রতিদিন আমার উপরে ধূলিস্তর জমা হইতে লাগিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

ধূলিস্তূপ [স] *বি* ধুলারাশি। 'অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ধূল্যবলুণ্ঠিত [স ধূলি-অবলুণ্ঠিত] *বিণ* ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে এমন। 'কোন ব্যক্তি মদ্যপানাভিভূত ধূল্যবলুণ্ঠিত থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ধূলো [স ধূলি>] *বি* ধুলা। **ধূলোট** *বি* রেণু। 'ডাইনে বায়ে ফুলের ধূলোট।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ধূলোপড়া [স ধূলি>] *বি* মন্ত্রপূত ধুলা। 'ধূলোপড়া দিয়ে মেয়েমানুষ বা'র ক'রবো।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

ধূল্যবলুণ্ঠিত *দ্র* **ধূলি**

ধূসর [স] ১ *বিণ* ছাই রঙের। 'ধূলাএ ধূসর/ নীল কলেবর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পাংশু; ছাই রং। 'তদ্ভিন্ন কপিশ, ধূসর, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা মিশ্র বর্ণ আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বিণ* ম্লান। 'বিকালবেলাকার ধূসর রৌদ্রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৫ *বিণ* জৌলুসহীন। 'ধূসর ভবিষ্যৎ যোজন-বিসারী প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ধূসর জীবন [স] *বি* দুঃখে ভরা জীবন। 'এ ধূসর জীবনের গোধূলি, ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ধূসরতা [স] ১ *বি* একঘেয়েমি। 'সেই ধূসরতার অঙ্গার দিয়ে বিধাতা কার জীবনে খুশি তার অনাদি পাণ্ডুলিপি লিখুক গিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* আলো-আঁধারি। 'সে ধূসরতার কবি, চিরপ্রদোষদেশের সে বাসিন্দা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ধূসরময় [স] *বিণ* পাংশুটে। 'সকল বস্তুই যেন ধূসরময় বোধ হচ্ছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

ধূসর সন্ধ্যা *বি* বিবর্ণ সন্ধ্যা। 'ধূসর সন্ধ্যায় আমি ইহাদের শরীরের পর।' *জীবন*, ১৯৩২।

ধূসরিত [স] *বিণ* ধূসর রঙে রাঙা। 'দেহ তব ফুলরজে সদা ধূসরিত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ধূসরিম [স] *বিণ* পাণ্ডুর। 'ধূসরিম মহিলার নিকটে সন্নত।' *জীবন*, ১৯৪০।

ধূসরিমা [স] ১ *বি* পাণ্ডুরতা। 'এই গোধূলির ধূসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ২ *বি* ধূসর বর্ণ। 'বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

ধৃত [স] *বিণ* ধরা হয়েছে এমন। 'ধৃত পুষ্পধনু চারু গুণচয় ভৃঙ্গ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ধৃতকারী [স] *বিণ* আটক করে বা ধরে এমন। 'ধৃতকারী মুসলমানগণ শীকার হস্তে পাইয়া মহানন্দে শিবিরে উপস্থিত হইত।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

ধৃতগর্ভা [স] *বিণ* গর্ভধারিণী। 'হল ধৃতগর্ভা কেমনে সে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ধৃতনিঃশ্বাস [স] *বিণ* শ্বাসরুদ্ধ। 'মন বাড়ালেই মাথা ঠুকে মরব, দশদিকের পেষণে ধৃতনিঃশ্বাস হব।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ধৃতরসা [স] *বি* রসালো ফলবিশেষ। 'ধৃতরসা নারিকেল তেন্তলি জে তাল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধৃতাস্ত্র [স ধৃত-অস্ত্র] *বিণ* অস্ত্রধারী। 'অত্যাচার নিবারণের জন্য ... পণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ধৃতি [স] *বি* ধারণ। 'আজ্ঞা শব্দে ব্রহ্ম দেহ মন যত্ন ধৃতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধৃষ্ট [স] ১ *বিণ* উদ্ধত; স্পর্ধিত। 'এমত কপট ধৃষ্ট লম্পট শঠ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* নির্লজ্জ। 'ধৃষ্ট তারার আঁখির ঝিলিক আজ গগনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

ধৃষ্টতা [স] ১ *বি* স্পর্ধা। 'চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* ঔদ্ধত্য। 'রগুকানা লোকের পক্ষে বর্ণনা করতে বসা ধৃষ্টতা মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ধৃষ্টতামূলক [স] *বিণ* ঔদ্ধত্যপূর্ণ। 'লোকটি পুলিশের উপস্থিতিতে নাকি এইরূপ ধৃষ্টতামূলক কার্য্যকলাপ চালায়।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

ধেআন [স ধ্যান] *বি* ধ্যান। 'ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ধেআনে জানিয়া ব্রহ্মা দিলেন উত্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধেই ধেই [ধ্বন্যা] *বি* অসংযত নৃত্যের ভাব। 'তুমি যদি খাও তো অমনি ধেই ধেই করে নাচ।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'মরলে পরেই ধেইধেই করে আরেকটা বিয়ে করে আনবে।' *জীবন*, ১৯৩১।

ধেউড় [স ধাব্>] *বি* মল; বিষ্ঠা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধেএগ্রা [স ধাব্>] *ক্রি* ধেয়ে। 'কোলে করি যেয়ে ধেএগ্রা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ধেড়ে[1] *বি* মৎস্যভুক প্রাণীবিশেষ; ভোঁদড়। 'কাকলাস ধেড়ে মূষা ছুঁচা আজনাই।' *ভারত*, ১৭৬০।

ধেড়ে[2] [স ধাত্রী>] ১ *বিণ* যুবকসুলভ। 'কেন আর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* স্ত্রী যুবতী। 'ধেড়ে মেয়ে সভা মাঝে আনিবে কেমনে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ধেত [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তি প্রকাশক শব্দ। 'দেখলে কবে, ধেত এ যে সং।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ধেত্তরি [ধ্বন্যা] *অব্য* বিরক্তি নির্দেশক শব্দ। 'ধেত্তরি, আমার ভাতারের বিড়ি।' *জীবন*, ১৯৩১।

ধেনু [স] *বি* দুগ্ধবতী সবৎসা গাভী। 'আপনার ধেনু বলি লইল চালাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **ধেনুক** *বি* দুগ্ধবতী গাভীকে। 'ধেনুক মারিয়া কৈল তাল ভক্ষণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধেনো [স ধান্য>] ১ *বিণ* ভাত থেকে তৈরি। 'দেশীয় মদ অর্থাৎ ধেনো মদ।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* ধান থেকে তৈরি। 'শুমো চিড়ে জলো দই তিত গুড় ধেনো খই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* ধান থেকে উৎপন্ন মদ সংক্রান্ত। 'ধেনো গাঙ্গে বেনো জলে ডুব।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৪ *বি* ভাত থেকে তৈরি মদ। 'শরাবের চেয়ে মজুরের ধেনোর কদর বেশী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ধেপো দ্র ধ্যাপ

ধেবড়ানো *ক্রি* লেপ্টে যাওয়া। 'খানিকটা পেন্সিলের দাগ চার দিকে ধেবড়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ধেবড়ে বসা *ক্রি* হাত-পা ছড়িয়ে কুৎসিতভাবে বসা। 'বাদামগাছের নিচে শাটকিলে পাতার বিছানায় ও মাটিতে ধেবড়ে বসে পড়লো।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

ধেয়ান [স ধ্যান] ১ *বি* একাগ্র চিন্তা। 'অনুখন তোহারি ধেয়ান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* ধ্যান। 'আঁচমন আসন আদি ধেয়ান সমাধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধেয়ানকমল [স ধ্যানকমল] *বি* ধ্যানরূপ কমল। 'আমার ধেয়ানকমলে আলতো রাখিয়া চরণখানি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধেয়ান প্রতিমা [স ধ্যান-প্রতিমা] *বি* ধ্যানের প্রতিমা। 'আমার শিল্পী লক্ষ্মী, ধেয়ান প্রতিমা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ধেয়ান-লোক [স ধ্যানলোক] *বি* ধ্যানের রাজ্য; কল্পনার ভুবন। 'ধেয়ান-লোকে রচব তোমার স্তব।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ধেয়ান-সুন্দর [স ধ্যানসুন্দর] *বিণ* ধ্যানের মতো সুন্দর। 'ধেয়ান-সুন্দর করিলে সব নিখিলে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ধেয়ানি, ধেয়ানী [স ধ্যানী] ১ *বিণ* ধ্যানী। 'সে আলোতে বসি পুঁথি পড়ে কে গো?/ ধেয়ানী বিলাস ভবন-তলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪; 'তপস্বী! ধেয়ানি!' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বি* সমঝদার। 'এই দেখা আর্টিষ্টের দেখা, ধেয়ানীর দেখা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ধৈয়ানি [স ধ্যানী] *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'রহয়ে ধৈয়ানি হৈয়া।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

ধেয়ানো [স ধ্যান>] *ক্রি* ধ্যান করা। **ধেআই** *ক্রি* চিন্তা করি; ধ্যান করি। 'অহোনিশি যোগ ধেআই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ধেআব** *ক্রি* ধ্যান করবে। 'ব্রহ্মপরকাসে আত্মা আপনি ধেআব।' *মালাধর*, ১৫০০। **ধেয়াই** *ক্রি* ধ্যান ক'রে। 'সাধক ইয়া রূপ রহিলা ধেয়াই।' *সুলতান*, ১৭০০। **ধেয়াইয়া** *ক্রি* স্মরণ ক'রে। 'অধীন ফকির কহে গাজী

ধেয়াইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ধেয়াএ** *ক্রি* ধ্যান করে। 'ওলি নবীগণে যারে সদাএ ধেয়াএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ধেয়ানে** *ক্রি* চিন্তা করে। 'রাত্দিনে অনুক্ষন তোমাকে ধেয়ানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ধেয়ায়** *ক্রি* ধ্যান করে। 'তোমারে ধেয়ায় নিরবধি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ধৈন্য [স ধন্য] *বিণ* ধন্য। 'ধৈন্য পুত্র জন্মিয়াছে কুলের নন্দন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধৈপতাকা [স ধ্বজপতাকা] *বি* ধ্বজযুক্ত পতাকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধৈবত [স] *বি* সংগীতের সপ্তসুরের ষষ্ঠ সুর। 'গায়ক ধৈবত বাঁচাইতে গিয়া রাগ রাগিণীকে দগ্ধ করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ধৈরজ [স ধৈর্য] **১** *বি* ধৈর্য। 'ধৈরজ না ধরে প্রাণ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বিণ* ধীর। 'চঞ্চল হইল আঁখি ধৈরজ গমন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ধৈরয [স ধৈর্য] *বি* ধৈর্য; ধীরতা। 'চতুর্ভুজ অবতারে ধৈরয ধরিতে নারে দেখিয়া চরণ পদ্মফুল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ধৈর্য, ধৈর্য্য [স] **১** *বি* স্থিরতা। 'পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নহে মনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সহ্য। 'ধৈর্য নাই ধ্বনি শুনে সকলে ধেয়ে আসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধৈর্য করানো *বিণ* স্থিরতা দান করা। 'মহাপ্রভু তারে ধৈর্য্য করাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধৈর্যগম্ভীর [স] *বিণ* সহ্য করতে হয় এমন। 'ধৈর্যগম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধৈর্যচ্যুতি, ধৈর্য্যচ্যুতি [স] *বি* ধৈর্যহীনতা। 'খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা পাঠকজির ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬; 'মদন মিয়ার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধৈর্যতা [স] *বি* স্থিরতা। 'অম্লানবদনে সংসারের কর্ম্ম কার্য্যে ধৈর্য্যতা দেখান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ধৈর্য ধরা *ক্রি* অপেক্ষা করা। 'ধৈর্য্য ধর কমলিনী বলে সখীগণ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'ধৈর্য নাই ধ্বনি শুনে সকলে ধেয়ে আসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধৈর্যনাশ, ধৈর্য্যনাশ [স] *বি* ধৈর্যহানি। 'যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধৈর্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* ধীরতাসম্পন্ন। 'এই উপকারিণী পরম ধৈর্যবতী প্রশান্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধৈর্যবান, ধৈর্য্যবান [স] *বিণ* সহিষ্ণু। 'ধৈর্য্যবান হইয়া এই সভাকে উন্নত ... কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ধৈর্যভ্রষ্ট [স] *বিণ* ধৈর্যচ্যুত; অস্থির। 'তাহার কৃশতা দেখিয়া ধৈর্যভ্রষ্ট না হইয়া আশার সহিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধৈর্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অবিচলিত; স্থিরতাসম্পন্ন। 'যদি কোনো প্রসন্নমূর্তি প্রফুল্লমুখী ধৈর্যময়ী লোকবৎসলা দেবী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধৈর্যশীল [স] *বিণ* সহিষ্ণু। 'পাঠক ধৈর্যশীল নহে; পাঠকদের ক্ষুধা অপেক্ষা মুখ মরিয়া যাওয়াকেই বেশি ভয় করা উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'বারান্দার দাঁড়বন্দী তোতা সেই বকবকানির ধৈর্যশীল শ্রোতা।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ধৈর্যশীলতা, ধৈর্য্যশীলতা [স] *বি* সহিষ্ণুতা। 'ধৈর্য্যশীলতা এবং শান্তস্থির বুদ্ধির জন্য বন্ধুদের নিকট হইতে পাইয়াছে ভালবাসা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধৈর্যশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* ধৈর্য ধারণ করে এমন। 'সত্যভাষিণী, ধৈর্যশীলা অনুতপ্তা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ধৈর্যসহকারে [স] *ক্রিবিণ* ধীরভাবে; সহিষ্ণুতা অবলম্বন ক'রে। 'যখন দেখি আমার ঐ বেহারা ধৈর্যসহকারে মূকভাবে পাখা টানিয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধৈর্যহারা, ধৈর্য্যহারা [স ধৈর্য+হারা] *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'অণুকণার গতি কখনো ধৈর্য্যহারা পলাতকার বেগ পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ধৈর্যহীন [স] *বিণ* অস্থির। 'আমি ধৈর্যহীন যেতেম পালায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'সশব্দে জিজ্ঞাসা করে ঘড়ির ঘণ্টায়/ ধৈর্যহীন শহরের প্রাণ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ধৈর্যশালী, ধৈর্য্যশালী [স] *বিণ* ধৈর্যশীল। 'ধৈর্য্যশালী দুঃখসহিষ্ণু উষ্ট্র।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

ধৈর্যাবলম্বন, ধৈর্য্যাবলম্বন [স ধৈর্য-অবলম্বন] *বি* ধৈর্যধারণ। 'ইহাতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকহ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ধোআন [স ধাবন] *ক্রি* ধৌত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধোওয়া পাকলা *বি* ধৌতকরণ। 'সকাল থিকাই মুগীগো নাও ধোওয়া পাকলা শুরু করলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

ধোওয়ামোছা [স ধাবন>+আ মাসাহ্] *বি* ধুয়েমুছে পরিচ্ছন্ন করার কাজ। 'ধোওয়ামোছা জিনিসপত্র নাড়াচাড়া ও সাজানোর ধুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ধোঁকা [স ধন্ধ] **১** *বি* সন্দেহ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হঠাৎ ধোঁকা লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* ভ্রম। 'যায় না জীবের দেলের ধোঁকা।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বি* ধাঁধা। 'আপনি আমাকে সুদ্ধ ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধোঁয়া [স ধূম>] *বি* ধূম। 'ধোঁয়ার চোঙ হইতে প্রজ্বলিত অঙ্গার উৎক্ষিপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ধোঁ [স ধূম] *বি* ধোঁয়া। 'চার দিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ধোঁওয়া [স ধূম>] *বি* ধোঁয়া; ধূম। 'সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁওয়ার মতো হইয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ধোঁওয়ানো [স ধূম>] *ক্রি* ধোঁয়া তৈরি করা। 'দাবানল জ্বলে উঠবার আগে গুমরে গুমরে ধোঁয়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ধোঁয়াওঠা *বিণ* ধোঁয়া উৎক্ষিপ্ত হয় এমন। 'সুন্দরবনের রাতে ধোঁয়াওঠা তাঁবুর আরামে ফিরে আসা।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

ধোঁয়াকার *বিণ* ধোঁয়ার মতো। 'চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ধোঁয়াটে [স ধূম>] **১** *বিণ* ঝাপসা। 'ধোঁয়াটে রঙের আবরণ দিয়ে আকাশসভার তৈজসপত্র দিল মুড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* অস্পষ্ট। 'কী করে তার মৃত্যু হল – ধোঁয়াটে কাহিনী এক।' *জীবন*, ১৯৩০। **৩** *বিণ* ছাইয়ের মতো। 'ধোঁয়াটে রং, বেঁটেখাটো দেহের শক্ত বাঁধুনি।' *হাসান*, ১৯৬৯।

ধোঁয়া ধোঁয়া *বিণ* ধোঁয়াচ্ছন্নতার ভাবযুক্ত। 'চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ধোঁয়ানল *বি* ধোঁয়া বের হবার নল; চিমনি। 'ছাদগুলি গড়ানে, আর সকল বাড়ীর ছাদের উপর ধোঁয়ানল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধোঁয়াভরা *বিণ* ধোঁয়া উড়ছে এমন। 'বেলকুঁড়িছাওয়া পথ ধোঁয়াভরা ভাত।' *জীবন*, ১৯৩২।

ধোঁয়ালি [স ধূম>] *বিণ* অস্পষ্ট। 'স্পর্শ দিয়ে চেতনারে জাগাইত ধোঁয়ালি চিন্তায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ধোকড় *বি* মোটা কাপড়। **মাকড় মারলে ধোকড়** – দায়িত্বহীন। 'এই মাকড় মারলে ধোকড় হয় নীতিকে কি গবর্নমেন্টই প্রশ্রয় দিতেছে না?' *নজরুল*, ১৯২২; 'মাকড় মরে গেলে ধোকড় হয়ে খাটের তলায় কম্বল বোনে রাতের বেলায়।' *অবন*, ১৯২৭।

ধোকা [স ধন্ধ] **১** *বি* বিভ্রান্তি। 'প্রথমে হাতির ঘটা ধোকায় রাখিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* সন্দেহ; সংশয়। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বি* ধাপ্পা। 'কে না ধোকা খাইতেছে?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ধোকাবাজি [ধোকা+ফা বাজি] *বি* ধাপ্পাবাজি। 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একটা ধোকাবাজি।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ধোকাস [স ধুক্ষ] *বি* হাঁপানি রোগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধোড় কাউয়া [স দগ্ধকাক] *বি* দাঁড়কাক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধোনা[1] [স ধু>] *ক্রি* বিচ্ছিন্ন করা। 'ধুনিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধোনা[2] [স বিধূনন] *বি* তিরন্দাজ। 'চাঁদেরে বিঁধিতে ধোনা ধনুক ধরেচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ধোনে [স ধন্যাক] *বি* একপ্রকার সুগন্ধি মসলা। 'ধোনের সঙ্গে মিলাইয়া চাষিরা ছোলার চাষ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ধোন্দ করা *ক্রি* শব্দ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধোপ [স ধাবন] **১** *বিণ* পরিষ্কৃত। 'ধোপ বস্ত্র আনহ আমি কাপড় বদলাইব।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* ধোওয়া। 'ছেঁড়া চাঁদরখানায় ধোপ পড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বি* তিরস্কার। 'বিশুদার ধোপে কোথাও আর এতটুকু ঝগড়াঝাটি রইল না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। *দ্র* **ধোবা**

ধোপদস্ত [ধোপ+ফা দুরস্ত] **১** *বিণ* ফিটফাট। 'সকল ধোপদস্ত হইয়া আসিয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বিণ* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। 'কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ধোপদুরস্ত [ধোপ+ফা দুরস্ত] *বিণ* আভিজাত্য প্রকাশক। 'সাধুভাষা যে ধোপদুরস্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ধোপ-দেওয়া *বিণ* পরিষ্কৃত। 'পূজার পার্বণে চাঁদের নূতন উত্তরী বর্ষাজলে ধোপ-দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ধোপধুতি *বি* ধোপাকে দিয়ে কাচানো ধুতি। 'চরণে বিলাতী জুতি, পরিলেন ধোপধুতি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ধোপ সওয়া *ক্রি* ধোলাই সত্ত্বেও টিকে থাকা। 'অক্সফোর্ডের রঙ এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ধোপা [স ধাবক] *বি* কাপড় ধোলাই করা যার পেশা। 'একে চাপে চলিয়াছে দুই শত ধোপা।' *বিজয়*, ১৬৫০। *দ্র* **ধোবা**

ধোপাঘর [ধোপা+ঘর] *বি* কাপড় ধোলাইয়ের কারখানা। 'ধোপাঘরের কাপড় নিজের হাতে আবার ধুয়ে নিয়ে তবে তা পরিধান করেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ধোপানি, ধোপানী *বি স্ত্রী* ধোপা। 'কহে চণ্ডীদাসে ধোপানী চরণ সার।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধোপী *বি স্ত্রী* ধোপা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ধোব [স ধাবন>] *বিণ* ধোয়া। 'মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাশের উপর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ধোবা [স ধাবক] **১** *বি* রজক; কাপড় ধোলাই করা যার পেশা। 'নগরে করিআ শোভা নিবসে অনেক ধোবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সার্থ ধোবা।' *সেবধি*, ১৮৪০। *দ্র* **ধোপা**

ধোবি *বি* ধোপা; জামাকাপড় কাচা বা ধোলাই করা যার পেশা। 'কাপড় ধোলাই পাট করতে পারলেই ধোবি হওয়া যায়।' *নজরুল*, ১৯২১; 'এক ধোবি ময়লা কাপড় সাফ করিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫০।

ধোয়নি [স ধাবন>] *বি* ধোয়ার কাজ করে যে। 'ওই যে আসে ধোয়নি ঘটি হাতে ক'রে।' *অবন*, ১৯১৯।

ধোয়া [স ধাবন>] **১** *ক্রি* ধৌত করা। 'যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *ক্রি* শুদ্ধ করা। 'দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *ক্রি* আচ্ছন্ন করা। 'আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **৪** *বিণ* ধোয়া হয়েছে এমন। 'আর হুজুরের কদম-ধোয়া পানি।' *শওকত*, ১৯৫৮। **ধুইব** *ক্রি* ধোব। 'মুখ ধুইব।' *কেরি*, ১৮০২। **ধুই যাএ** *ক্রি* ধুয়ে যায়। 'কি জানি নয়ান জলে রেণু ধুই যাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ধুইয়া** *ক্রি* ধুয়ে। 'যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **ধুইলা** *ক্রি* ধুয়ে দিল। 'ধুইলা নয়ান পাপ নয়ানের জলে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ধুন** *ক্রি* ধৌত করেন। 'সাহেব জল প্রস্তুত মুখ ধুন।' *কেরি*, ১৮০২। **ধুয়ে-মুছে** *ক্রিবিণ* ধোয়া মোছা ক'রে। 'তাকে ধুয়ে-মুছে রগরে ছাফ করে নিচ্ছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭। **ধুয়্যা** *ক্রি* ধুয়ে। 'বাছা ধুয়্যা শাক দুয়া করিল সাঁচনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ধোও** *ক্রি* ধুয়ে ফেলো। 'শীত কোথায়? মুখ ধোও।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ধোয়াপাখলা [স ধৌত-প্রক্ষালন] *বি* ধোয়ামোছা। 'ধোয়াপাখলা নাম কৈল এই একলীলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধোয়া-মাজা *বিণ* ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে এমন। 'আগাগোড়াই ফিটফাট ধোয়া-মাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধোয়ামোছা *বি* পরিষ্কার করার কাজ। 'ঘর ধোয়ামোছা চলছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ধোয়াট *বি* আবর্তিত প্রবাহ। 'ধোয়াটের জলে ভেসে আসা ভরাটের মাটি নয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ধোয়ান [স ধ্যান] *বি* স্থির লক্ষ্য। 'এক ধোয়ানে জীউত পরাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধোলাই [হি] **১** *বি* ধোয়া। 'জখন থান খাম সোজ ধোলাই হইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* পানি ও ক্ষার দিয়ে পরিষ্কার করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সেলাই, গৃহপরিচালনা, রন্ধন ও ধোলাইয়ের কাজ ইত্যাদি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ধোলানো *ক্রি* স্নান করানো। **ধোলাইতে** *ক্রি* স্নান করাতে। 'ধোলাইতে লাগিলেন্ত আলি মহাশএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ধোলাইব** *ক্রি* স্নান করাবো। 'তুহ্মি মৃত্যু হৈলে কোনে ধোলাইব যাই।' *সুলতান*, ১৭০০।

ধোসা [হি ধুসনা] *বি* এক ধরনের পশমি বস্ত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'একটা ধোসা পেড়ে গায়ে বেশ ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ধৌত [স] **১** *বিণ* পরিষ্কার। 'প্রাতঃস্নান করি ধৌত ধুতি পরি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* বন্যা। 'ধৌত হইয়াছিল এ জন্য প্রজা লোকের রাজস্ব অর্দ্ধেক পাওয়া যায়।' *রামরাম*, ১৮০২। **৩** *বি* চিত্রকলার একটি অবস্থা। 'ধৌত বিঘট্টিত লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই চার অবস্থা হল

চিত্রের।' *অবন*, ১৯২৫।

ধৌতি [স ধৌত>] *বি* ধুতি। 'কেমন বরন আপুনি কেমন করিছ ধৌতি।' *রামাই*, ১৭১০।

ধ্বংস [স] *বি* বিনাশ। 'কংস বংশ কর ধ্বংস।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ধ্বংসকর [স] ১ *বিণ* ক্ষতিকর। 'সেই সকল ধ্বংসকর দোষ।' *দর্শন*, ১৯২০। ২ *বিণ* বিনাশ করে এমন। 'সমাজ-ধ্বংসকর শক্তিতে কায়েম থাকিতে চেষ্টা পাইতেছেন?' *সওগাত*, ১৯৪৪।

ধ্বংসকাণ্ড [স] *বি* ধ্বংসাত্মক কাজ। 'এর অবলুপ্তির কারণ ছিল সুচিন্তিত বিরাট ধ্বংসকাণ্ড।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'এই ধ্বংসকাণ্ড এত ভয়াবহ যে ...।' *বেগম*, ১৯৬৫।

ধ্বংসকারক [স] *বিণ* বিনাশকারী। 'যুদ্ধদেবতা ইন্দ্রকে বলা হয় দুর্গ-ধ্বংসকারক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধ্বংসক্লান্ত [স] *বিণ* ধ্বংসজনিত কারণে ক্লান্ত। 'ধ্বংসক্লান্ত পরশুরামের মতো গোর্কি আজ ক্লান্ত শ্রান্ত।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ধ্বংস-গর্ভ [স] *বিণ* ধ্বংসমুখী। 'ক্ষীণায়ু কোষ্ঠীতে নেই ধ্বংস-গর্ভ সংকটনাশন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ধ্বংসধর্মী [স] *বিণ* বিনাশ করাই ধর্ম এমন। 'তারা যে অনুভূতিহীন বর্বর – ধ্বংসধর্মী।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

ধ্বংসন [স] *বি* গলাধঃকরণ। 'দু হাত দিয়ে লেগে গেল কোফতা-কাবাব ধ্বংসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ধ্বংসনিরোধ [স] *বি* ধ্বংস প্রতিরোধ। 'এই ধ্বংসনিরোধ করতে না পারলে আমাদের মুক্তি নেই।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ধ্বংসপথ [স] *বি* ধ্বংসের পথ। 'ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রীদল!' *নজরুল*, ১৯২৬।

ধ্বংস-পাখি [স ধ্বংস+স পক্ষী] *বি* প্রলয়রূপ পাখি। 'দিগ্বিদিক আজি বজ্র দিয়ে ধ্বংস-পাখির প্রলয় পাখায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

ধ্বংসপুরী [স] *বি* বিধ্বস্ত নগরী। 'চোখে পড়বে শুধু ধ্বংসপুরী।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

ধ্বংসপ্রাপ্ত [স] *বিণ* বিনাশপ্রাপ্ত। 'সেই এক নিয়ত স্তব্ধ হইয়া আছেন বলিয়া সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ধ্বংসবিকট [স] *বিণ* প্রকটভাবে ধ্বংস করে এমন। 'তব বিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ধ্বংস-বিকীর্ণ [স] *বিণ* বিধ্বস্ত। 'তোমাকে গড়ব প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ধ্বংসযজ্ঞ [স] *বি* ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড; ধ্বংসলীলা। 'ওরা শুরু করেছে ধ্বংসযজ্ঞ।' *পাশা*, ১৯৭১।

ধ্বংসলীলা [স] *বি* ধ্বংসযজ্ঞ। 'সে-ধ্বংসলীলা তার চুল পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবে না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ধ্বংসশেষ [স] *বিণ* ধ্বংসের পর অবশিষ্ট। 'তুমিও ঘুচালে ভ্রান্তি ধ্বংসশেষ এ-চিত্রভবনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধ্বংস-সাথি [স ধ্বংস+সাথি] *বি* প্রলয়ের সঙ্গী। 'নিবিয়ে আয় রে ধ্বংস-সাথি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ধ্বংসসাধন [স] *বি* বিনাশ করা। 'যাহারা করিল ধ্বংসসাধন পুন চঞ্চলমতি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ধ্বংসসার [স] *বিণ* বিনষ্ট; ধ্বংসে পরিণত। 'ধ্বংসসার স্বপ্নস্তূপে অচিরাৎ হারাবে স্বরূপ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধ্বংসস্তূপ [স] ১ *বি* স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষ। 'জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। ২ *বি* ধ্বংস হয়ে গেছে এমন বস্তুর কাঁড়ি। 'আমি কতো ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে হাঁটি করাল বেলায়।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ধ্বংসস্রোত [স] *বি* ক্রমান্বয়ে ধ্বংস। 'ঘনায় ভাঙন দুই চোখে/ ধ্বংসস্রোত জনতা জীবনে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ধ্বংসা [স ধ্বংস>] *ক্রি* বিনাশ করা। 'তাপিত নিকুঞ্জের মৌন/ নিশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ধ্বংসাত্মক [স ধ্বংস-আত্মক] *বিণ* ক্ষতিকর। 'অপছন্দের ভিত্তিতে ধ্বংসাত্মক সমালোচনা।' *বেগম*, ১৯৫২।

ধ্বংসাবশিষ্ট [স ধ্বংস-অবশিষ্ট] *বিণ* ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া। 'কলিকাতার ধ্বংসাবশিষ্ট জমিদার।' *ছোলতান*, ১৯১৯।

ধ্বংসাবশেষ [স ধ্বংস-অবশেষ] *বি* ধ্বংসের পর অবশিষ্ট। 'আজ তার ধ্বংসাবশেষ প্রায় কিছু বাকি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের 'পরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধ্বংসালয় [স ধ্বংস-আলয়] *বি* কুণ্ডলী। 'আছড়িয়ে যে পড়ছে ছুটে সেই আগুনের ধ্বংসালয়ে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ধ্বংসোন্মুখ [স ধ্বংস-উন্মুখ] *বিণ* ধ্বংসের উপক্রম হয় এমন। 'অসন্তোষের বিষবাষ্প সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সমাজকে ধ্বংসোন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

ধ্বক [ধ্বন্যা] ১ *বি* হঠাৎ জ্বলার শব্দ। 'ধ্বক ক'রে জ্বলে ওঠা লালসা।' *মণীশ*, ১৯৩৯। ২ *বি* তেজ। 'অনেক রক্তের ধ্বকে অন্ধ হ'য়ে তারপর জীব/ এইখানে তবুও পায়নি কোনো ত্রাণ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ধ্বকধ্বক [ধ্বন্যা] ১ *বি* আগুনের প্রখরতা ও দীপ্তিজ্ঞাপক শব্দ। 'ধ্বক ধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* অবিরাম ধ্বক শব্দ হয় এমন। 'সভ্যতাযন্ত্রের ধ্বকধ্বক ধ্বনির পীড়নে কান বধির হবার উপক্রম।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ধ্বকধ্বকানো *ক্রি* ঢিপ ঢিপ করা। 'তার হৃৎপিণ্ড ধ্বকধ্বকায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ধ্বজ [স] *বি* পতাকা। 'ধ্বজ দেখি মাত্র মূর্ছা হইলা শরীরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ধ্বজছত্র [স] *বি* রাজছত্র। 'ধ্বজছত্র পতাকা বহুল গজ হএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধ্বজদণ্ড [স] *বি* পতাকা দণ্ড। 'তোমাদের ঐ ধ্বজদণ্ডের দেবতা, সে কোনোদিনই নরম হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ধ্বজপট [স] *বি* পতাকা। 'ধ্বজপটে জয়ের অঙ্ক রহে সদা অক্ষয়!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

ধ্বজা [স] *বি* নিশান। 'আকাশে ঠেকিল গিয়া ঢেকুরের ধ্বজা।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বইব তোমার ধ্বজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

ধ্বজাপূজা [স] *বি* পতাকাপূজা। 'ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ধ্বজা ভঙ্গ [স] *বি* পরাজয়। 'এক পক্ষের ধ্বজা ভঙ্গ হইবামাত্র ... নাপিতিনী দূর হইতে কহিতে লাগিল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ধ্বজী [স ধ্বজ>] *বি* লগি; নৌকা চালনার দণ্ড। 'কাজির মেজাজ ধরে

ধ্বজী *ঠেলে*।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ধ্বড়িবাজ [স ধূর্ত>] *বিণ* কূটকৌশলী। 'প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দ হতে চালাক চোস্ত ও ধ্বড়িবাজ লোক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ধ্বনা [স ধ্বনি] *ক্রি* ধ্বনিত হওয়া। 'ভোরের আকাশ ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিবে বিভাসরাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **ধ্বনিছ** *ক্রি* ধ্বনিত করছো। 'মূর্ছনাভরে গীতঝংকার ধ্বনিছ মর্মমাঝে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **ধ্বনিল** *ক্রি* বাজলো। 'আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন রাজদেবালয় ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ধ্বনি[1] [স] ১ *বি* রব। 'কিলি কিলি ধ্বনি শুনি রুধির পিঞ সুকিনি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* শব্দ; আওয়াজ। 'অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* সংবাদ। 'শুনিয়া দানের ধ্বনি ক্রোধ হইল নৃপমণি ডাকাইয়া আনিলেন্ত তাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধ্বনি ওঠা *ক্রি* উচ্চ শব্দ সৃষ্টি হওয়া। 'হাসির ধ্বনি উঠেছে আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ধ্বনি করণ [স] *বি* আওয়াজ করা। 'এ নিমিত্তে গোলামাল ধ্বনি করণ ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

ধ্বনিকার [স] *বি* ধ্বনিতত্ত্ববিদ। 'ধ্বনিকার তাই বলেছেন, যেমন অঙ্গনাদেহে অবয়বের অতিরিক্ত এক লাবণ্য উদ্ভাসিত হয়...।' *শিব*, ১৯৭৩।

ধ্বনিগুচ্ছ [স] *বি* ধ্বনিসমূহ। 'ধ্বনিগুচ্ছের নিজস্ব আবেদন ছাড়াও ধ্বনিতরঙ্গের আলাদা আবেদন আছে।' *শিব*, ১৯৫০।

ধ্বনিত [স] *বিণ* প্রচারিত। 'বাঙ্গলা সমাচার পত্রের দ্বারা ধ্বনিত হইয়া থাকিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'এ কথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধ্বনিতত্ত্ব [স] *বি* ভাষা-সংশ্লিষ্ট ধ্বনিবিষয়ক বিদ্যা। 'এ শাস্ত্রে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি এবং বাগর্থ।' *হাই*, ১৯৫৪।

ধ্বনিতরঙ্গ [স] *বি* শব্দের ঢেউ। 'গলায় নানারকম ধ্বনিতরঙ্গ তুলে মুখ ধোয়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ধ্বনিদ্বৈত [স] *বি* একই ধ্বনির দুই বার ব্যবহার। 'ধ্বনিদ্বৈত যেমন কলকল কটকট ইত্যাদি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধ্বনিপাত [স] *বি* শব্দের পতন। 'স্বপ্নের অমরাবতী, শুধু ঝরা, ব্যর্থ ধ্বনিপাত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

ধ্বনিপুঞ্জ [স] *বি* ধ্বনির সমষ্টি। 'সেই ধ্বনিপুঞ্জ দোজখের আওয়াজের মতো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ধ্বনিপ্রধান [স] *বিণ* ধ্বনি প্রাধান্য লাভ করে এমন। 'সে তার ধ্বনিপ্রধান গীতধর্মে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ধ্বনিপ্রবাহ [স] *বি* ধ্বনির উচ্চারণ। 'সুবেদী সঞ্চরণ এবং অনুনাদী ধ্বনিপ্রবাহ মিলে যে প্রতিরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল তা...।' *শিব*, ১৯৭৩।

ধ্বনিপ্রসাধন [স] *বি* ধ্বনির পরিশীলন। 'ছন্দের নেশা, ধ্বনিপ্রসাধনের নেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ধ্বনিবান [স] *বিণ* ধ্বনিযুক্ত। 'ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ধ্বনিবিজ্ঞান [স] *বি* ধ্বনিসংক্রান্ত বিজ্ঞান। 'ওঁদের ধ্বনিবিজ্ঞানের সাধনার ভিত্তি ছিল অনুভূতি।' *হাই*, ১৯৫৪।

ধ্বনিবিজ্ঞানী [স] *বি* ধ্বনিতত্ত্ববিদ। 'পাণিনি, পতঞ্জলি প্রমুখ ধ্বনিবিজ্ঞানী।' *হাই*, ১৯৫৪।

ধ্বনিবিদ [স] *বি* ধ্বনি বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি। 'যাস্ক, পাণিনি ও পতঞ্জলি প্রমুখ ধ্বনিবিদ।' *হাই*, ১৯৫৪।

ধ্বনিবিস্তার [স] *বি* ধ্বনিতরঙ্গের অভিঘাত। 'পংক্তির মোলায়েম সুখাবিষ্ট ধ্বনিবিস্তারের পর হঠাৎ যখন শুনি ...।' *শিব*, ১৯৫০।

ধ্বনি বৈজ্ঞানিক [স] *বি* ধ্বনি সংক্রান্ত গবেষক। 'এ কাজ ধ্বনিবৈজ্ঞানিকের।' *হাই*, ১৯৫৮।

ধ্বনিময় [স] *বিণ* শব্দপূর্ণ। 'সেই থেকে চিরকালের মতো সেই ধ্বনিময় রূপ আমাদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪; 'সার্থক আমার নিত্যলুপ্ত পরিক্রমা/ ধ্বনিময় অনন্ত প্রান্তরে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ধ্বনিমান [স] *বিণ* ধ্বনিপ্রধান। 'পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ধ্বনিলিপি [স] *বি* ধ্বনিকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন লিপি। 'ধ্বনিলিপি দিয়ে তার বিদায়স্বাক্ষর দেয় লিখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ধ্বনিসংকেত [স] *বি* ধ্বনির সংকেত। 'মূল ধ্বনিসংকেত নিয়ে যারা ভাষার কারবার আরম্ভ করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ধ্বনিসংকোচন [স] *বি* ধ্বনির সংকোচন। 'যুক্ত স্বর এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিসংকোচন শ্রোতার রক্তে যে প্রবল বিক্ষোভ এবং উল্লাসের ঝড় তোলে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

ধ্বনিসমাবেশ [স] *বি* ধ্বনিবিন্যাস। 'ফিনেগানস-এর সঙ্গীতধর্মী ধ্বনিসমাবেশের মধ্যে প্রাকচেতন বিশ্বপ্রকৃতির কিছু আভাস আছে।' *শিব*, ১৯৭৩।

ধ্বনিসম্পদ [স] *বি* ধ্বনি ভাণ্ডার। 'বাংলা ভাষার ধ্বনিসম্পদ ও শব্দাবলীর অর্থমাধুর্যের স্বাদ না পেলে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

ধ্বনিসামঞ্জস্য [স] *বি* ধ্বনি-সঙ্গতি। 'তিনি রচনায় প্রযুক্ত বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ধ্বনিহারা [স ধ্বনি+হারা] *বিণ* ব্যঞ্জনাহীন। 'এ নয় এমন কুঞ্জ যেথা হতে ঝরে ধ্বনিহারা কবিতা।' *শক্তি*, ১৯৬১।

ধ্বনিহীন [স] *বিণ* নীরব। 'মহাম্বুধি যেইমত ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে বাঁধিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ধ্বন্যাত্মক [স ধ্বনি-আত্মক] *বিণ* অনুকারমূলক। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ধ্বনি[2] [স ধন্য] *বিণ* ধন্য। 'তেজ দেখি সকলে বোলএ ধ্বনি২।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ধ্বন্দ [স দ্বন্দ্ব] *বি* দ্বন্দ্ব। 'ভাল মন্দ হৈলে ধ্বন্দ ঘুচাও নিশ্চয়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ধ্বস্ত [স] *বিণ* ক্ষতবিক্ষত। 'মহিষের ধ্বস্ত দেহে যত লক্ষ রক্তবিন্দু জ্বালায় শকুন।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

ধ্বস্তদেহ [স] *বি* ক্ষতবিক্ষত দেহ। 'ভয় আর ধ্বস্তদেহ ফেলে রেখে ছুটে যাওয়া ...।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

ধ্বস্তাধ্বস্তি [স ধ্বস্ত] *বি* বল পরীক্ষা। 'জেদাজেদি করিয়াই ইহার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' *এসলাম*, ১৯১৫।

ধ্বান্ত [স] *বি* অন্ধকার। 'জয় ধ্বান্ত-বিনাশক জয় সূর্য।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ধ্বান্ত-বিনাশক [স] *বি* অন্ধকার দূর করে যে। 'জয় ধ্বান্ত-বিনাশক জয় সূর্য।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ধ্মাত [স] *বিণ* শব্দ হয়েছে এমন। 'পথের কল্লোলে নিয়ত ধ্বনিত ধ্মাত কর্মকোলাহলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৯৬।

ধ্যাএ দ্র **ধাওয়া**

ধ্যাড়ধেড়ে [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* স্থূল ও অগোছালো। 'একটা ধিঙ্গি ধ্যাড়ধেড়ে মাগী দিনরাত হাঁড়ি *ঠেলে*।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* পুরাতন। 'ধ্যাড়ধেড়ে জামাকাপড় ন্যাকড়ার ফালির মতো তারে তারে ঝুলছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ধ্যাত [ধ্বন্যা] *অব্য* বিরক্তির ভাব প্রকাশক শব্দ। 'ধ্যাত! পা পিছলে পড়ে যে সে পড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ধ্যান [স] ১ *বি* প্রগাঢ় চিন্তা। 'ধ্যানে জানিল ব্রহ্মা হরিল আপনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* তপস্যা; সাধনা। 'তারে ধ্যান শিক্ষা কর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* মনোভাব। 'সেকেলে মানুষের ধ্যান বোঝাই তার।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৪ *বি* ধ্যানস্থ অবস্থা। 'মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন নিশ্চল নীরবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধ্যানকল্পনা [স] *বি* ধ্যানের মাধ্যমে গভীর চিন্তা। 'তাতে জীবনের গভীরতর স্তরের ধ্যানকল্পনার সম্পূর্ণ প্রকাশ ব্যাহত হয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ধ্যানগম্ভীর [স] *বিণ* ধ্যানে গম্ভীর। 'ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর/ নদীজপমালাধৃত প্রান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ধ্যানগম্য [স] *বিণ* ধ্যান দিয়ে লাভ করা যায় এমন। 'ধ্যানগম্য ধবল ভূষণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধ্যানঘন [স] *বিণ* ধ্যানে ডুবে আছে এমন। 'ধ্যানঘন গম্ভীর ছায়াটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ধ্যানচ্ছবি [স] *বি* প্রশান্ত দৃশ্য। 'ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবি মনে আনে তাহাতে দেখিতে পাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধ্যানজ্ঞান [স] *বি* চিন্তা ও অনুভূতি। 'তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাসাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধ্যানদৃষ্টি [স] *বি* গভীর মনোযোগপূর্ণ চাহনি; ভাবমগ্ন দৃষ্টি। 'চোখের মধ্যে দূর-ভবিষ্যৎ-নিবদ্ধ যে-একটা ধ্যানদৃষ্টি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ধ্যান-ধারণা [স] ১ *বি* কল্পনা। 'কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান-ধারণার!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* একাগ্রচিন্তা ও বিশ্বাস। 'সমস্ত যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণা ... আঁট বেঁধে গেল এক ছোটো গল্পে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ধ্যাননিমগ্ন [স] *বিণ* নীরব। 'অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ধ্যান-নিমীলিত [স] *বিণ* গভীর মনোযোগের ফলে বুজে আছে এমন। 'নৃত্যের ঘোরে ধ্যান-নিমীলিত ত্রিনয়ন।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ধ্যাননেত্র [স] *বি* ধ্যানী চোখ। 'সযত্নে লালিত সেই পৃথিবীর কতটুকু আর অবশিষ্ট ধ্যাননেত্রে?' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ধ্যানপরায়ণ [স] *বিণ* ধ্যানে মগ্ন। 'মনোনিবেশ পূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ধ্যানভঙ্গ [স] ১ *বি* ধ্যানে বাধার সৃষ্টি। 'বিষের জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বিণ* চিন্তাপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত। 'আপনার কণ্ঠস্বরে তাহার যেন ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৩ *বিণ* ধ্যান ভেঙেছে এমন। 'ধ্যান-ভগ্ন রক্ত-আঁখি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ধ্যানমগ্ন [স] *বিণ* ধ্যানে নিমজ্জিত। 'শূন্য অনন্ত গগনে ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। 'নারিকেল-বনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী ধ্যানমগ্ন-আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধ্যানমগ্নতা [স] *বি* গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থা। 'তপস্বীর মতো যোগাসানে তার ধ্যামগ্নতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'জনাকীর্ণ পথে হাঁটি, আওড়াই ধ্যানমগ্নতায়।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ধ্যানমগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* গভীর চিন্তায় মগ্ন। 'সেবা-শুশ্রূষা করিয়াও কাটে, আবার ... ধ্যানমগ্না যোগিনীর মতও কাটে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ধ্যানমন্ত্র [স] *বি* ধ্যান করার মন্ত্র। 'ধ্যানমন্ত্রের আবৃত্তি এই রাজার মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধ্যানমূর্তি [স] *বি* কল্পিত মূর্তি। 'তাবৎ দেবতা একটি-একটি সুনির্দিষ্ট ধ্যানমূর্তি পেতে-পেতে চলল।' *অবন*, ১৯২৫।

ধ্যানযোগ [স] *বি* ধ্যানরূপ যোগ। 'রাধা প্রণব ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যানযোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ধ্যানযোগী [স] *বি* ধ্যানী ব্যক্তি। 'রবীন্দ্রনাথ যত বড়ো ধ্যানযোগী হোন না কেন ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ধ্যানরত [স] *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ধ্যানরূপ [স] *বি* কল্পনার মূর্তি। 'সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ধ্যানলোক [স] *বি* ধ্যানের জগৎ। 'সব নীচে কামলোক ... তার উপরে ধ্যানলোক।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

ধ্যানশান্ত [স] *বিণ* ধ্যানমুক্ত। 'যেদিন আমি ধ্যানশান্ত হতে পারব।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ধ্যানস্তিমিত [স] *বিণ* গভীর চিন্তায় আধবোজা। 'তিনি ধ্যানস্তিমিত-লোচনে আকাশের দিকে মুখ তুলে রইলেন।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

ধ্যানস্থ [স] *ক্রিবিণ* ধ্যানরত অবস্থায়। 'কাহারা বা ধ্যানস্থ হইলেন, কাহারা বা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'এই যে কঠিন পাথরের বেদি – কতদিন ধ্যানস্থ এর ওপর উপবিষ্ট থেকে মনে হয়েছে ...।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ধ্যানাতীত [স ধ্যান-অতীত] *বিণ* ধ্যানের অতীত; ধ্যান দিয়েও নাগাল পাওয়া যায় না এমন। 'নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ধ্যানাবিষ্ট [স ধ্যান-আবিষ্ট] *বিণ* ধ্যানের আবেশে আচ্ছন্ন। 'তার কোলের উপর দুই হাত জোড়া, ধ্যানাবিষ্ট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'দেখা যায় ধ্যানাবিষ্ট চোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ধ্যানাবেশ [স ধ্যান-আবেশ] *বি* ধ্যানমগ্নতা। 'মধুরের ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

ধ্যানাসন [স ধ্যান-আসন] *বি* যোগসাধনায় উপবেশন। 'তপোবনে ধ্যানাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধ্যানী [স] ১ *বি* ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি। 'রসের ডুবারি, ছিল ধ্যানী। এখন সে হয়েছে মেয়েদের মতোই সংসারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; এঁর লেখা ...

নিতলগুরু পরিমিত ধ্যানীর।' *নজরুল*, ১৯৩২। ২ *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'মহামৌনী মহাধ্যানী ইসরাফিলের ধ্যান ভেঙে গেল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ধ্যানী অন্ধকার [স] *বি* ধ্যানের ভাব জাগায় এমন গাঢ় অন্ধকার। 'জ্বালি দীপাবলী ধ্যানী অন্ধকারে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

ধ্যানোদ্ভবা [স ধ্যান-উদ্ভবা] *বিণ স্ত্রী* ধ্যান থেকে উদ্ভূত হয়েছে এমন। 'ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ধ্যানোন্মাদ [স ধ্যান-উন্মাদ] *বিণ* গভীর তপস্যায় রত। 'স্বয়ম্ভুর সতীর শোক ধ্যানোন্মাদ নিদাঘ-দাব।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ধ্যাবড়া ১ *বিণ* লেপটানো। 'মাথা নেড়া ও অদৃষ্টে (কপাল) এক ধ্যাবড়া চন্দন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* চ্যাপটা। 'নাকেই বাজত সাতটা শাঁখ। দিদিমা তাই ধ্যাবড়া মেরে ধ্যাবড়া করেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* মোটা ও কুশ্রী। 'ইঁটের ওপর ধ্যাবড়া দুটো পা।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ধ্যায়া [স ধ্যান>] *ক্রি* ধ্যান করা। 'নারী একমনে/ ধ্যায় অহরহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ধ্যেৎ [ধ্বন্যা] *অব্য* বিরক্তি অথবা অবজ্ঞা প্রকাশক শব্দ। 'ধ্যেৎ – তা হলে সে কেমনে বাঁচিবে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ধ্যেয় [স] ১ *বি* ধ্যানের যোগ্য যা। 'ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন ধ্যান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* কাম্য; আরাধ্য। 'সেই কারণে সত্য কখনো কাব্যের ধ্যেয় হতে পারে না।' *শিব*, ১৯৫০।

ধ্রুপদ [স ধ্রুবপদ] *বি* এক প্রকার সংগীত। ' ধ্রুপদ পঞ্চাস নাট দাক্ষিনাট্য জত।' *মালাধর*, ১৫০০।

ধ্রুপদী [স ধ্রুবপদী] *বি* ধ্রুপদ গায়ক। 'রাজা ঋষভরঞ্জন পয়লা নম্বরের ধ্রুপদী।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

ধ্রুপদীগান [ধ্রুপদী+স গান] *বি* শাস্ত্রীয় সংগীতের চারটি ধারার প্রাচীনতম ধারা। 'বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদীগানের বিখ্যাত গায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ধ্রুব [স] ১ *বিণ* নিশ্চিত। 'লুৎফ-উন্নিসা ধ্রুব জানিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* প্রশ্নাতীত। 'ঐতিহাসিক সত্য ধ্রুব বলিয়া জানিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বিণ* স্থির; অনড়। 'যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বি* দৃশ্যত নিশ্চল নক্ষত্রবিশেষ। 'হে কালপুরুষ, ধ্রুব, স্বাতী, শতভিষা ...।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ধ্রুব-জ্যোতি [স] ১ *বিণ* স্থির ও উজ্জ্বল আলোসম্পন্ন। 'ধ্রুব-জ্যোতি সে-নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* স্থির আলো। 'ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ধ্রুবতা [স] *বি* নিত্যতা; চিরন্তনতা। 'প্রতিজ্ঞা তার ধ্রুবতার মরীচিকা আঁকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

ধ্রুবতারকা [স] *বি* ধ্রুবতারা। 'তোমারি মুরতি এসে, চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ধ্রুবতারা [স] ১ *বি* জীবনের আদর্শ। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* উত্তর আকাশে অবস্থিত দিকনির্ণয়ে সহায়ক নক্ষত্রবিশেষ। 'আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বি* লক্ষ্য। 'সে প্রত্যয় জীবনের ধ্রুবতারা যায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৫ *বি* অবিচল আলোক; পথনির্দেশক আলোকশিখা। 'তারি মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ধ্রুবতারাদীপ [স] *বি* ধ্রুবতারারূপ প্রদীপ। 'ধ্রুবতারাদীপদীপ্ত সুপ্ত নিভৃত অবসানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ধ্রুবতারাবৎ [স] *বিণ* ধ্রুবতারার মতো। 'অনন্ত কালপ্রবাহে এই যে স্থির ধ্রুবতারাবৎ সৃষ্টিসমূহ এরাই সংস্কৃতির উপাদান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ধ্রুবত্ব [স] *বি* নিত্যতা। 'একটা ধ্রুবত্ব উপলব্ধি করিতেছি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধ্রুবদৃষ্টি [স] *বি* স্থির নজর; স্থির লক্ষ্য। 'দেবতার ধ্রুবদৃষ্টি-সম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ধ্রুবনক্ষত্র [স] *বি* দিকনির্ণয়ে সাহায্যকারী উত্তর আকাশস্থ নক্ষত্র। 'বিপিন আমার বিপদসাগরে ধ্রুবনক্ষত্র।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ধ্রুবপথ [স] *বি* চিরসত্যের পথ। 'নারীজাতিকে কর্তব্যের ধ্রুবপথে আকর্ষণ করিতেছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ধ্রুবপদ [স] ১ *বি* স্থিরপদ। 'পদের উপরে দাঁড়াইলেই আমরা ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বি* ধুয়া। 'যে-ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

ধ্রুবলোক [স] *বি* অক্ষয় অনন্তলোক; নিত্যধাম। 'ধ্রুবলোক হৈতে দেখে বিষ্ণুর মন্দির।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ধ্রুবসত্য [স] *বিণ* চিরসত্য। 'তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গণ্য করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধ্রুবসুন্দর [স] *বি* চিরন্তন সুন্দর। 'হে প্রেম, হে ধ্রুব সুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ধ্রিয়মাণ [স] *বিণ* ধরা যাচ্ছে এমন। 'সপ্ত প্রদীপ ধ্রিয়মাণ বাম হস্তে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ন

ন[1] [স ন] *ক্রিবিণ* ক্রিয়ার অসম্পন্নতাবোধক; না। 'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।' *চর্যা* ২, ১২০০।

ন[2] [স নব] *বিণ* চতুর্থ। 'বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

ন কর্তা *বি* চতুর্থ কর্তা। 'সে বাড়ির ন কর্তা।' *জসীম*, ১৯৬০।

ন[3] [স লৌহ] *বি* লোহা; সধবার চিহ্নস্বরূপ হাতে পরার লোহার চুড়ি। 'হাতের ন ক্ষয় যাক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নঅদীব [স নবদ্বীপ] *বি* নবদ্বীপ শহর। 'নঅদীব বসুমতি রাখিল খিআতি।' *রামাই*, ১৭১০।

নঅন [স নয়ন] *বি* নয়ন; চোখ। 'ঝলকে ঝলকে নঅনে পড়ে লোহ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নআন [স নয়ন] *বি* নয়ন। 'নআনের সানে মারে থাকিয়া পরাণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নএন [স নয়ন] *বি* নয়ন। 'আসা রাখহ নএন পঠাএ। কত খন কৌসলে কপট নুকাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নঅরী [স নগরী] *বি* নগরী। 'দেহনঅরী বিহরএ একারেঁ।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

নইরী [স নগরী] *বি* নগরী। 'মরুমরীচি নইরী দাপতিবিম্বু জইসা।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

নআ [স নব] *বিণ* নূতন। 'এ নআ যৌবন কাহ্নাঞিঁ প্রাণ রে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নই[1] [স নদী] *বি* নদী। 'তবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।' *চর্যা* ৫, ১২০০।

নইকুল [স নদীকূল] *বি* নদীতীর। 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নই[2] [স ন>] *ক্রি* না হই। 'কোন ছলে জাব ঘর নই স্বতন্তরে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

নইচা[1], **নইচে** [ফা নইচ্হ্] *বি* হুঁকার যে দণ্ডের উপর কল্কে থাকে। 'বসে আছি নইচে ধরে।' *নজরুল*, ১৯৩২; 'হুক্কার নইচা ধরিয়া রাখিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

নইচা[2] [ফা নইচ্হ্] *বিণ* খুব ছোটো। 'ভাদ্র-আশ্বিনে উঠত কালো কালো নইচা কাতলা আর কালীবাউস।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

নইচে *দ্র* **নইচা**[1]

নই টানা *ক্রি* এক প্রকার মিষ্টান্ন বানানো। 'চিনির ক্বাথ দিয়ে যখন নই টানে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

মইল *ক্রি* মিলো। 'আচার্য চরণধূলি মইল যখনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নএ [স ন>] *ক্রি* নয়। 'এখনে ত কন্যা হৈল তোমার সত্রু নএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

নও[1] [স ন>] *বিণ* নয়। 'দৈর্ঘ্যে নও গজ প্রমাণ আড়ে ছয় গজ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

নও[2] [ফা] *বিণ* নতুন। 'শোহরত দাও, নওরাতি আজ।' *নজরুল*, ১৯২২; 'নও জোয়াঁরা জমাক পাড়ি।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

নওজোয়ান [ফা] *বিণ* নবীন যুবক। 'সবাই নওজোয়ান, – বুড়ো (আমি ছাড়া আর) একটাও না।' *রোকেয়া*, ১৯২৮।

নওজোয়ানী [ফা] *বি* নব যৌবন। 'নওজোয়ানীর জহুরি ঢের।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নওতুন [ফা নওতন] *বিণ* নতুন। 'নওতুন যায়দাদ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

নওবাহার [ফা] *বি* নতুন বসন্ত। 'আজকে দ্যাখোনা আকাশে রংবাহার জীবনে নওবাহার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নও-মফিল [ফা নও+আ মাহ্ফিল] *বি* নতুন সভা। 'নওরোজের নও-মফিল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নওরাতি [ফা নও+স রাত্রি] *বি* উৎসবের রাত। 'শোহরত দাও, নওরাতি আজ।' *নজরুল*, ১৯২২।

নওরোজ [ফা] *বি* নববর্ষের প্রথম দিন। 'নওরোজে এই নূতন সালে হোক তোমাদের জয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

নওরোজা [ফা] *বি* উৎসব। 'এল কি ঈদের নওরোজা?' *নজরুল*, ১৯২৮।

নওরোজী [ফা] *বিণ* নতুন দিনের। 'নওরোজী গান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

নওকর [ফা] *বি* ভৃত্য। 'বাড়ি পৌঁছলে উর্দিধারী নওকর জুতো সাফ করে দিত।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

নওকরি [ফা] *বি* চাকরি। 'তেরা পায় আমি তবে করিব নওকরি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নওবত, নওবৎ [আ] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'অলিকুল গুঞ্জে নওবত বাজে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নওবতখানা, নওবৎখানা [আ নওবত+ফা খানাহ্] *বি* যে স্থানে বসে নওবত বাজানো হয়। 'নওবৎখানার উপরে ঘড়িঘর।' *রামরাম*, ১৮০১।

নওবা [স নতুবা] *অব্য* নতুবা। 'কিবা দেব কৈন্যা তুহ্মি নওবা অপছরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নওয়াজীমা [আ নওয়াজিমা] ১ *বি* নতুন চুক্তি। 'সকলে থাকীয়া নওয়াজীমা কাগজপত্র করিয়া দিবা।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ২ *বি* দরকারি জিনিসপত্র। 'সাবেক ঘর মায় জিনিষ ও নওয়াজিমা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

নওআজীমা [আ নওয়াজিমা] *বি* নতুন চুক্তিপত্র; নতুন কাগজপত্র। *ওর্সা*, ১৭৮২।

নওয়াতিয়া *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী নওয়াতিয়া প্রভৃতি জাতি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

নওয়াব [আ] *বি* নবাব; মুসলমান শাসনকর্তা। 'সে সকল রাজা ও নওয়াবের দেশ তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভোগ করিতেছেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

নওয়াবজাদা [আ নওয়াব+ফা জাদা] *বি* নবাবের পুত্র; রাজকুমার। 'শা-জাদা উজির নওয়াবজাদারা – রূপকুমার।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নওল [স নব>] *বিণ* নবীন। **নওলকিশোর** [নওল+স কিশোর] *বি* নবীন

কিশোর; কৃষ্ণ। 'গহন রয়নমে না যাও, বালা, নওলকিশোরক পাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

নওলা [স নব>] ১ *বি* নয় ফোঁটা চিহ্নিত তাস। 'তিনখানা তুরুপেও অনেকে যে নওলা ধরা দিতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'চোরেরা কোনো হরতনের নওলা কি চিড়িতনের সাতা ফেলে যায়নি।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ *বিণ* নাবালক। 'একজন নওলা শ্রেণীর লোকের লেখা বলে ... ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নওশা [ফা] *বি* নববিবাহিত বর। 'রণে যায় কাসিম ঐ দু'ঘড়ির নওশা।' *নজরুল*, ১৯২২।

নক [ই] *বি* টোকার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। 'আপনি সোজা গিয়ে নক করুন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

নক করা [ই নক+করা] *ক্রি* দরজায় টোকা মারা। 'আপনি সোজা গিয়ে নক করুন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

নক আউট [ই] *বিণ* সরাসরি পরাজিত, যে পরাজয়ের পরে বিজেতা আর খেলতে পারে না। 'কনক নক আউট হবার আগেই – ঢের আগেই সমীর এসে হাজির।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

নকদা [আ নক্দ] *বিণ* কোথাও দীর্ঘদিনের জন্য চুক্তিবদ্ধ না হয়ে নগদ পয়সার বিনিময়ে কাজ করে যে। 'অ্যাকটা নকদা মুটে ঝাঁকা কাঁদে করে বেকার চলে যাচ্ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নকল [আ] ১ *বি* প্রতিলিপি। 'নকল বমজীম আসল।' *বোগল*, ১৭৭০; 'তাহার করারনামার নকল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* কৃত্রিম; জাল। 'নকল দেখিএ দিব লাউসেনি দাঁড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* অনুকরণ। 'আমাদের য়ুনিভার্সিটি গোড়াতেই বিদেশের নকল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নকল করা [আ নকল+করা] *ক্রি* অবৈধভাবে পরীক্ষার্থীর বইয়ের পৃষ্ঠা বা টুকে আনা কাগজ দেখে উত্তরপত্র লেখা। 'ইংরেজী পরীক্ষার দিন নকল করতে গিয়ে ... ধরা পড়ল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

নকলকর্তা [আ নকল+স কর্তা] *বি* নকলনবিস। 'নকলকর্তা ছুটিতে বাড়ি গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নকলকারক [আ নকল+স কারক] *বি* লেখা নকল করে যে। 'কোন নকলকারক কাব্যখানির এই অংশটুকুকে পৃথকভাবে নকল করিয়া ... ।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

নকলনবিস, নকলনবিশ [আ নকল+ফা নবীস] ১ *বি* অনুকরণকারী। 'বাঙালি নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* প্রতিলিপি করা যার পেশা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নকলনবিসি [আ নকল+ফা নবীস>] *বি* প্রতিলিপি করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নকলী [আ নকল>] *বিণ* কৃত্রিম। 'নকলী রাতে চাষার সাথে চষা-ভুঁয়ের হচ্ছে বিয়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

নকশবন্দ [ফা] *বি* বিশেষ সম্প্রদায়ের সুফি; মুসলিম মরমি সাধক। 'রঙিন করি মাটির সুরাহী নকশবন্দের নয়নে নীর।' *করুরুখ*, ১৯৪৬।

নকশা, নকসা [আ নকশাহ্] ১ *বি* পরিকল্পনার রেখাচিত্র। 'সাবেক গুদাম সকলের নকসা মতে নবীন গুদামে দির্ঘ প্রস্থে ও উর্দ্ধে তৈয়ার হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'অতঃপর সেই বাটীর নকশা অনুক্রমে গড় সমেত তৈয়ার করাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* রেখাচিত্র। 'আমরা চন্দ্রমণ্ডলের যে অর্দ্ধভাগ দেখিতে পাই, তাহার নকসা পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* খণ্ড খণ্ড কাহিনীচিত্র। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা।' *হুতোম*, ১৮৬২। দ্র নক্সা

নকশা কাটা *ক্রি* ছবি বা আলপনা আঁকা। 'সে সূক্ষ্মভাবে নকশা কাটে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

নকশাকার [আ নকশাহ্+স কার] *বি* নকশা তৈরি করে যে। 'একজন নিপুণ নকশাকার, একজন কবি মনীষী আর একজন রূপদক্ষ শিল্পী।' *হাই*, ১৯৫৪।

নকশাপেড়ে *বিণ* নকশাযুক্ত পাড়বিশিষ্ট। 'নকশাপেড়ে শাড়িখানা মেয়েটির।' *জীবন*, ১৯৩২।

নকাশি [আ নককাশ>] *বি* ধাতুপাত্রে চিত্রণ বা খোদাইয়ের কাজ। 'নানা ধাতুতে নকাশির কাজ করতে কাজে এল।' *অবন*, ১৯২৫।

নকিব, নকীব [আ] ১ *বি* রাজসভায় যে ব্যক্তি রাজার কীর্তি ঘোষণা করে। 'নকীব সেলাম পাহে সেলাম জানায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* ঘোষণাকারী। 'নকিব ফুকারে সদা হাজারির তুর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'যাত্রার নকীব সেজে ... নেমন্তোন্নো কত্তে বেরোন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* তূর্যবাদক। 'অবরুদ্ধের দ্বারে যুদ্ধের হাঁক নকিব ফুকারি যায়।' *নজরুল*, ১৯২২। ৪ *বি* সংবাদবাহক। 'আসে দলে দলে নবীন নকীব।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

নকিবান [আ] *বি* ঘোষকগণ। 'ঘন ঘন হাঁকিতে লাগিল নকিবান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নকুল[1] [স] *বি* বেজি। 'নকুল শেয়াল প্যড়ে লুকাইল জম্বুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নকুল[2] [আ নক্ল] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

নকুলদানা [আ নকল+ফা দানা] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নক্কি [স লক্ষ্মী] *বি* লক্ষ্মী। 'মুই সোনার নক্কি ভেসয়ে দিতি পারবো না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নক্ত [স] *বি* রাত্রি। **নক্তচারী** [স] *বি* নিশাচর। 'রাত একটা থেকেই এই নক্তচারীরা পথে বের হয়।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

নক্তঞ্চর [স] *বিণ* নিশাচর। 'দুটি একটি নক্তঞ্চর ক্ষুদ্র পশু ... ।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

নক্তন্তন [স] *বিণ* রাত্রিকালীন। 'এইরূপে নক্তন্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া ... দুর্বল হইতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নক্র [স] *বি* কুমির। 'বেগে যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে অদৃশ্যে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নক্ষত্র [স] ১ *বি* তারা। 'তহিত নক্ষত্রগণ গজমতীহার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* গ্রহ। 'ঐ যে আমার চেনা শুক্র ও মঙ্গল নক্ষত্র।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নক্ষত্র-আলোক [স] *বি* নক্ষত্রের আলো। 'বিরামহীন জ্যোতি ঝঞ্ঝা নক্ষত্র-আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নক্ষত্রখচিত [স] *বিণ* নক্ষত্র-শোভিত। 'আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ... ভাষা দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নক্ষত্রগণ [স] *বি* নক্ষত্রসমূহ। 'উত্তর দিকের নক্ষত্রগণ ক্রমশঃ নভোমণ্ডলের ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

নক্ষত্রগতি [স] *ক্রিবিণ* অতি দ্রুতবেগে। 'ডাকওয়ালা সেই সঙ্গে স্বয়ং নক্ষত্রগতি ধাবমান হইয়া ... ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

নক্ষত্রগুচ্ছ [স] *বি* তারকাপুঞ্জ। 'আকাশে নক্ষত্রগুচ্ছ, আমি শুধু মরালের মতো।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

নক্ষত্র-চেতন [স] *বিণ* নক্ষত্রের মতো জাগ্রত। 'একটি অনুরণনে প্রতি রক্তকণা হয় নক্ষত্র-চেতন?' *শামসুর*, ১৯৫৯।

নক্ষত্রজগৎ [স] *বি* আকাশ। 'এটি নক্ষত্রজগতের উজ্জ্বলতম রত্ন হইলেও ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

নক্ষত্রনিয়ন্ত্রিত [স] *বিণ* গ্রহ-প্রভাবিত। 'নক্ষত্রনিয়ন্ত্রিত নিয়তির মতো দুর্নিবার।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

নক্ষত্রপল্লী [স] *বি* নক্ষত্রলোক। 'নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী; ঠোঁটে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

নক্ষত্রপুঞ্জ [স] *বি* নক্ষত্রমালা। 'উপরে আকাশমণ্ডল নক্ষত্রপুঞ্জ-পরিপূর্ণ ও নিম্নভাগে ভূমণ্ডল দীপমালায় মণ্ডিত দেখিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নক্ষত্র-বস্তি [স নক্ষত্র+বস্তি] *বি* নক্ষত্রের বস্তি; নক্ষত্রপূর্ণ মহাকাশ। 'নক্ষত্র-বস্তির সীমানা মাড়ালেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপ বলে মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নক্ষত্রবিদ [স] *বি* জ্যোতির্বিদ। 'তার সঙ্গে অনেক নক্ষত্রবিদ একমত না হলেও, ছোটো মাথার শ্রোত্রীটি বিনা প্রতিবাদে মেনে নেন।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

নক্ষত্র-বিপণী [স] *বি* তারার হাট। 'আকাশের মোড়ে মোড়ে নক্ষত্র-বিপণী।' *শামসুর*, ১৯৭০।

নক্ষত্রবিশ্ব [স] *বি* নক্ষত্রের জগৎ। 'এই পৃথিবীর ভূগঠনের সময়ের মধ্যে নক্ষত্রবিশ্ব আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ কেঁপে গিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নক্ষত্রবীথি [স] *বি* তারকার সারি। 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকারে।' *জীবন*, ১৯৪০।

নক্ষত্রবেগে [স] *ক্রিবিণ* অতি দ্রুত গতিতে। 'তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রবেগে মহাজনের বাটীতে হয়েন ধাবমান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নক্ষত্র-মণ্ডল [স] *বি* তারকাপুঞ্জ। 'সপ্ত গ্রহের সপ্ত কক্ষাতে ও নক্ষত্র-মণ্ডল কক্ষাতে উপরিভাগে আবৃত পাঞ্চভৌতিক এই ভূমিপিণ্ড।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

নক্ষত্রমণ্ডলী [স] ১ *বি* জ্যোতিশ্চক্র। 'এবে চন্দ্র সূর্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* নক্ষত্ররাজি। 'নক্ষত্রমণ্ডলী সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নক্ষত্রময় [স] *বিণ* তারাময়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নক্ষত্রমালিকা [স] *বি* নক্ষত্রপুঞ্জ। 'চিত্তের নিশীথ রাত্রে গাঁথে তারা নক্ষত্রমালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নক্ষত্র-মেলা [স] *বি* নক্ষত্রের সমারোহ। 'সেই নক্ষত্র-মেলার ভিড়ের দিনে অনেক নক্ষত্রেরই ছিন্ন অংশ থেকে গ্রহের উৎপত্তিসম্ভাবনা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত [স নক্ষত্র-রত্ন-দীপ্ত] *বিণ* নক্ষত্ররূপ রত্নে আলোকিত। 'নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলাকান্ত সুপ্তিসিংহাসনে তোমার মহান জাগরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নক্ষত্রলোক [স] *বি* গগনমণ্ডল। 'অনন্ত নক্ষত্রলোক উঠিল শিহরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

নক্ষত্রসংকেতবিদ [স] *বি* গ্রহ-নক্ষত্রের সংকেত থেকে যাঁরা ভবিষ্যৎ গণণা করতে পারেন – জ্যোতিষী। 'নক্ষত্রসংকেতবিদ জ্যোতিষী বললে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নক্ষত্রসভা [স] *বি* নক্ষত্রপুঞ্জ। 'সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নক্ষত্রালোক [স নক্ষত্র-আলোক] *বি* তারার আলো। 'খোলা ছাতে নক্ষত্রালোকে দক্ষিনে বাতাসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নক্ষত্রালোকিত [স নক্ষত্র-আলোকিত] *বিণ* তারার আলোয় আলোকিত। 'নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো।' *জীবন*, ১৯৪০।

নক্ষত্রের দোষ *বি* নক্ষত্রের অশুভ প্রভাব। 'এইসব মানুষেরা নিশ্চয়তা হারায়েছে নক্ষত্রের দোষে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নক্সাগুল [আ নকশাহ্>] *বি* রাগ-সংগীতের শৈলীবিশেষ। 'কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ ... লইয়া ধ্রুপদ ... সারগম, চতুরং ও নক্সাগুলে মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

নক্সা [আ নকশাহ্] ১ *বি* কারুকাজ। 'এক সোনার ঘড়ি উপরে নক্সা করা।' *ক্যালপে*, ১৭৮৯। ২ *বি* গঠনসূচক রেখাচিত্র। 'রাস্তার নক্সার একখান পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৩ *বি* প্রহসন। 'কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলের নক্সা এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করতেই হবে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ৪ *বি* আলপনা। 'পাতা আর ফুলে নক্সা বানায়ে তারি অপেক্ষারতা।' *জসীম*, ১৯৫১। *দ্র* **নকশা, নকসা**

নক্সাওয়ালা [আ নকশাহ্+হি ওয়ালা] *বিণ* নকশা করা আছে এমন। 'লতা-পাতা-ফুলের নক্সাওয়ালা কাপড়টা স্বামীর মুখের কাছে আরো একটু এগিয়ে দিল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

নক্সাকাটা [আ নকশাহ্+কাটা] *বিণ* কারুকাজ করা। 'একপাশে চেয়ার আয়না দেরাজ আলনা, সিলিঙে ইলেকট্রিক আলো ও জানালায় নক্সাকাটা পর্দা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

নক্সাখোদকারী [আ নকশাহ্+স ক্ষুদ+স কারী] *বিণ* নকশা খোদাই করা। 'নানা আলপনা নক্সাখোদকারী কারিগরি দেওয়াল হতে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

নক্সালপন্থী [নকশালবাড়ি+স পন্থা>] *বি* ১৯৬০-এর দশকের উগ্র বামপন্থী নকশালবাড়ি আন্দোলনের অনুসারী। 'নক্সালপন্থীদের খবরে সুদীপ্তর মনে হয়েছিল।' *পাশা*, ১৯৭১।

নক্সী, নক্সি [আ নকশাহ্] *বি* নকশা। 'নক্সী করা রঙ-বেরঙ-এর শাড়ি।' *জসীম*, ১৯৪৯।

নক্সিপাড় [আ নকশাহ্+স পার] *বি* নকশা করা পাড়। 'লাল নক্সিপাড় মিলের শাড়ি।' *তারা*, ১৯৪২।

নক্সী-কাঁথা [আ নকশাহ্+স কন্থা] *বি* নকশাযুক্ত কাঁথা; নকশা তোলা কাঁথা। 'মধ্যে লুটায় দিগন্ত-জোড়া নক্সী-কাঁথার মাঠ।' *জসীম*, ১৯২৯; 'সমস্ত জীবন হোক নক্সীকাঁথা।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

নখ [স] *বি* আঙুলের অগ্রভাগের আবরণ। 'কুচ নখ লাগত সখি জন দেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নখকুলিশ [স] *বিণ* নখের মতো বজ্র। 'নখকুলিশপ্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নখঘাত [স] *বি* নখের আঘাত। 'নখঘাত না দিহ পয়োভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নখচঞ্চু [স] *বিণ* নখ ও ঠোঁট আছে এমন। 'তীক্ষ্ণ নখচঞ্চু মাছরাঙা একটা জলের উপর ছোঁ মারিয়া মারিয়া উড়িতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নখচিহ্ন [স] *বি* নখের আঁচড়। 'এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নখ-দন্ত [স] *বি* নখ ও দাঁত। 'নখ-দন্ত আস্ফালিত।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

নখদন্তভাঙা [স নখদন্ত-ভগ্ন] *বিণ* নির্জীব। 'তুমি চাও নখদন্তভাঙা এক পোষা পুরোহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

নখদন্তহীন [স] *বিণ* নখ ও দাঁত নেই এমন। 'তাকে উপবাসী থাকতে হয়, নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬; 'প্রতিভা ও প্রেমকে আমাদের জরা-নীরমান সমাজ নখদন্তহীন জরদগব বানিয়ে নিজেই ঠকে গেছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

নখদর্পণ [স] *বি* খুবই জানা; নখরূপ আয়না। 'কলিকাতার রাস্তাসকল আমার নখদর্পণে ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'শেষোক্ত মহাপুরুষের নখদর্পণে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নখদর্পণে থাকা *ক্রি* আয়ত্তে থাকা। 'কলিকাতার রাস্তাসকল আমার নখদর্পণে ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

নখদাড়ি [স নখ+স দাড়িকা] *বি* নখ ও দাড়ি। 'কাটাইল নখদাড়ি আনিয়া প্রামিনি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

নখপাঁতি [স নখপঙ্‌ক্তি] *বি* নখের পঙ্‌ক্তি। 'নখপাঁতি তোর চন্দ্রিকা জিণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নখপাত্তী [স নখপঙ্‌ক্তি] *বি* নখরাজি। 'মানিক রচিত চন্দ্রসম নখপাত্তী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নখপালিস [স নখ+ই পালিশ] *বি* নেলপালিশ। 'কবরী, পাউডার, মাস্কারা, চোখের পালিস, রুজ, নখপালিস।' *বেগম*, ১৯৪৭।

নখবিম্ব [স] *বি* নখের পিঠে উদ্ভাসিত ছবি। 'নখবিম্বে চন্দ্রের প্রকাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নখবিলেখন [স] *বি* নখের আঁচড়। 'বুকের ওপরে মৃদু কম্পমান নখবিলেখনে লিখতে কি দেবে নাম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নখ-ভাঙা [স নখ+ভাঙা] *বিণ* শত্রুকে কঠোরভাবে শাস্তি দিতে পারে এমন। 'পিঞ্জরিদের খুন-রঙিন নখ-ভাঙা এই নীল সঙিনে।' *নজরুল*, ১৯২২।

নখমণি [স] *বি* নখচন্দ্র। 'নখমণিকিরণে তিমির গেল দূর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নখমুকুর [স] *বি* নখরূপ আয়না। 'প্রত্যেকটি প্রখ্যাত বই তার নখমুকুরে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নখরেখ [স] *বি* নখের আঘাতের চিহ্ন। 'তাত তিখ নখরেখ চান্দের আকার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নখশিখ [স] *বি* আপাদমস্তক। 'নখশিখ ব্যাপিল বিরহ কালকূট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নখশোভা [স] *বি* নখের সৌন্দর্য। 'আহা মরি মরি, নখশোভা হেরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নখাগ্র [স] *বি* নখের অগ্রভাগ। 'ইঁহার নখাগ্রও দেখিতে পাইতে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

নখাগ্রে [স নখাগ্র>] *ক্রিবিণ* গুরুত্ব না দিয়ে। 'মোসলেম গণকে এখন আর মুষ্টিমেয়ভাবে নখাগ্রে গণনা করিতে কাহারও সাধ্য নাই।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

নখাঘাত [স নখ-আঘাত] *বি* নখের আঁচড়। 'নখাঘাতে আপনার হৃদয় বিদারিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নখে-আঁকা *বিণ* নখ দিয়ে অঙ্কিত। 'বড়োবড়ো ছোটোলোকদিগের নখে আঁকা গর্তগুলি কোথায় মিলাইয়া যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নখছুট *বি* হিন্দু ব্রতবিশেষ। 'এই ব্রতের নাম নখছুট।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

নখত [স নক্ষত্র] *বি* নক্ষত্র। 'বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস। লখএ কোকিল গাএ সহাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নখতা [আ নুকতা] *বি* বিন্দু; হরফের নীচের বা উপরের বিন্দু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

নখর [স] *বি* নখ। 'প্রখর নখর অমধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নখরওয়ালা [স নখর+হি ওয়ালা] *বিণ* নখরযুক্ত। 'বিচ্ছিরি নখরওয়ালা পা দুটো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চালিয়ে ...।' *হাসান*, ১৯৬০।

নখরনিকর [স] *বি* নখসমূহ। 'নখরনিকর দেখি গুলালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নখর-রঞ্জিত [স] *বি* নখ কাটার অস্ত্র। 'নখর-রঞ্জিত খুর নাহী কাটে তাল-তরু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নখরাঘাত [স নখর-আঘাত] *বি* নিন্দামূলক সমালোচনা; খামচি। 'অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নখরি [ফা নখরাহ>] *বি* বেশ্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

নখী [স] *বি* শৈব সন্ন্যাসীবিশেষ। 'নখরক্ষা করা যে সকল সন্ন্যাসীর বিশেষ ব্রত, তাঁহাদের নাম নখী।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নগ১ [স] *বি* রত্ন। 'আর পঞ্চনগ আছে পদ্মিনী সহিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নগ২ [স] *বি* পাহাড়। 'নগ তুল্য হইল ইমনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নগেন্দ্র [স নগ-ইন্দ্র] *বি* হিমালয় পর্বত। 'হেরিলা অযুত হর্ম্য রম্য, প্রভাকর,/ সুমেরু নগেন্দ্র যথা – অতুল জগতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নগণ্য [স] ১ *বি* তুচ্ছ। 'কখনো রঘুপতিকেও নগণ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* গুরুত্বহীন। 'ভোটসংখ্যা গণনায় তাঁহারা যদি নগণ্য হন তথাপি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৩ *বিণ* ছোটো। 'হাজার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নগণ্যতম [স] *বিণ* অতি তুচ্ছ। 'মোগল সরকারের নগণ্যতম মুহুরিদের কবরও হিন্দুস্থানে এর চেয়ে বেশী জৌলুস ধরে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

নগণ্যসংখ্যক [স] *বিণ* সামান্য সংখ্যক। 'নগণ্যসংখ্যক মুসলিম পর্দাহীন অবস্থায় চলাফেরা করত।' *বেগম*, ১৯৫৫।

নগদ [আ] ১ *বিণ* হস্তান্তরযোগ্য। 'নগদ ২২ বাইষ তঙ্কা তহবিলে আছে।' *মেরর্স*, ১৭৬২। ২ *বি* টাকাপয়সা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বিণ* হাতে হাতে। 'জীবন লইয়া তাহাদের নগদ কারবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* কেনার সময়ে দেওয়া মূল্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'নগদ মূল্য এক টাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নগদ-বিদায় [আ] *বি* দ্রুত ফলপ্রাপ্তি। 'আমার রচনায় অপ্রিয় বাক্যও আমি অনেক বলিয়াছি, এবং অপ্রিয় বাক্যের যাহা নগদ-বিদায় তাহাও বার বার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'নগদ-বিদায়ের লোভে যে-কাজে হাত দেওয়া যায় তা যে ideal কাজ নয় সে কথা বলাই বাহুল্য।' *প্রমথ*, ১৯২০।

নগদা [আ নগদ>] ১ *বিণ* সঙ্গে সঙ্গে মজুরি নেয় এমন। 'দিন মজুরি খেটে খেতেম, হ'লে পরে নগদা মুটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ*

দেনাপাওনা সঙ্গে সঙ্গে মেটানো হয় এমন। 'নগদার এ ব্যবসা খুইয়ে ধারে স্বর্গ কিনবে কে?' *নজরুল*, ১৯৪২।

নগদা-নগদি [আ নগদ>] ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে সঙ্গে। 'তিনি তদ্দণ্ডেই নগদা-নগদি আড়াই হাজার ঢেলে দেবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯। ২ *বিণ* সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করা হয় এমন। 'ওতেই মুনাফা অঢেল, নগদানগদি।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

নগদী [আ নগদ>] *বি* নগদ খাজনা সংগ্রহকারী কর্মচারী। 'পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা ... তাগাদায় আসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

নগনদী [স] *বি* পার্বত্য নদী; গিরিনদী। 'ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বইছে নগনদী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নগনা [স নগ্না] *বিণ স্ত্রী* নগ্ন। 'কেরে বামা! হরহৃদিপরে নগনা।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

নগর [স] ১ *বি* শহর। 'নগর বাহিরিঁরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। ২ *বি* নানা পেশার বহুসংখ্যক লোকের আবাস ও শিল্প-বাণিজ্যের স্থান। 'যে স্থানে বহুতর স্বদেশীয় বিদেশীয় মনুষ্যদিগের বাণিজ্য ও বসতি থাকে তাহার নাম নগর।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **নগরকা** *বিণ* নগরের। 'ঐছ নগরকা বিচ কৈছে লোক জিয়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নগরকল্পনা [স] *বি* নগর নির্মাণের পরিকল্পনা। 'এদের নগরকল্পনায় বিশিষ্টতার স্থান নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

নগরকেন্দ্রিক [স] *বিণ* নগরে ঘটে এমন। 'সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই প্রধানতঃ নগরকেন্দ্রিক এবং নাগরিক ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ভূত।' *উমর*, ১৯৬৮।

নগরকেন্দ্রী [স] *বিণ* নগরের উপর নির্ভরশীল। 'আধুনিকতার কয়েকটি মূল লক্ষণ সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি এক – যেমন ইহমুখী দৃষ্টিভঙ্গি...সমাজের নগরকেন্দ্রী হয়ে ওঠা ...।' *শিব*, ১৯৫০।

নগরকোলাহল [স] *বি* নগরের শোরগোল। 'ব্রাহ্মণরা ভারতবর্ষ নগরকোলাহল ও স্বার্থসংগ্রামের বাইরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নগরজীবন [স] *বি* নগরকেন্দ্রিক জীবন। 'নগরজীবন যাত্রায় অনভ্যস্ত এবং তাদের প্রতিপক্ষ ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নগর-তোরণ [স] *বি* নগরের প্রধান ফটক। 'বলবান সাহসী সৈনিক পুরুষ নগর-তোরণ রক্ষা করুক।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

নগরদ্বার [স] *বি* নগরের প্রবেশপথ। 'পত্রপুষ্পের মালায় সুসজ্জিত বিভিন্ন নগরদ্বার।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

নগরনগরী [স] *বি* ছোটো-বড়ো শহর। 'বাঁধাছন্দের নগরনগরী/ ধুলায় মিলায় গিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নগরনাগর [স] *বি* নগর এবং নগর সংক্রান্ত বিষয়। 'পৃথিবীর নগরনাগরের ইতিহাস।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নগরনিবাসি, নগরবাসী [স নগরনিবাসী] *বিণ* নগরে বাসকারী। 'নগরনিবাসি লোকের সংখ্যা।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'নগরবাসী ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রাও সেটিকে অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছেন।' *শিব*, ১৯৫৬।

নগরপথ [স] *বি* শহরের রাস্তা। 'রাজকুমার সিদ্ধার্থ ... নগরপথে ব্যাধি-শোক-জরা-মৃত্যুর ভয়ংকর চিত্র দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন... ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

নগরপাল [স] *বি* নগরের প্রশাসক। 'নগরপাল এক বারাঙ্গনাকে অত্যন্ত ভালবাসিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নগরবাট [স নগরবর্ত্ম] *বি* শহরের পথ। 'বিকীর্ণ শত শুভ চিহ্ন/ পথপাশে নগরবাটে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নগরবাসিন [স নগরবাসী] *বি* নগরবাসী। 'চন্দ্রিকায় হিন্দু কালেজের বিষয়ে কস্যচিৎ নগরবাসিন ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

নগরবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* নগরের বাসিন্দা। 'নগরবাসিনীরা ঝরকা হইতে মুখ বাড়াইয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

নগরবাসী [স] *বিণ* নগরে বাসকারী। 'পল্লিগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোক সকল এই কলিকাতায় আসিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

নগরময় [স] *ক্রিবিণ* নগর জুড়ে। 'নগরময় যখন অর্দ্ধচন্দ্র আর পূর্ণতারকা-চিহ্নিত পতাকাসকল উড়িতে থাকিবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

নগররক্ষক [স] *বি* নগর রক্ষার দায়িত্ব পালন করে যে। 'আপনি দাস মহাশয়, নগররক্ষক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

নগররক্ষী [স] *বি* কোটাল। 'উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে রোমাঞ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নগররাষ্ট্র [স] *বি* প্রাচীন এথেন্স নগরীতে প্রবর্তিত প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। 'আথেনীয় নগররাষ্ট্রের যে আদর্শ রূপটি প্রতিফলিত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বতঃসিদ্ধতা তার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।' *শিব*, ১৯৬০।

নগরশোভা [স] *বি* শহরের সৌন্দর্য। 'নানাপ্রকারে নগরশোভা বাহুল্য করা গেল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নগর সংকীর্তন, নগর সংকীর্ত্তন [স] *বি* (হিন্দু সমাজে প্রচলিত) দলবদ্ধভাবে নগরের পথে পথে-গাওয়া ধর্মীয় সঙ্গীত। 'বৈঠকী গাইয়েকে নগর সংকীর্ত্তনে যোগ দেওয়ানোর সামিল।' *প্রমথ*, ১৯২০।

নগরসভ্যতা [স] *বি* নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। 'ইতিহাস নগরসভ্যতার চাকচিক্যকে পৃথকভাবে কোন মূল্য দেয় না।' *সনৎ*, ১৯৭০।

নগরসৌধ [স] *বি* নগরের সুউচ্চ প্রাসাদ। 'দিবসের শেষ আলোক মিলালো নগরসৌধ-'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নগরস্থ [স] *বিণ* নগরে বাস করেন এমন; নগরের। 'নগরস্থ রমণীরা রাজপুরে আসিয়া হুলু২ ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল।' *রাজীব*, ১৮০৫।

নগরস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* নগরবাসী। 'কোন নগরস্থা বয়স্থা বেশ্যার বশ্যা হইয়া তাহারি দাস্যাদি কর্ম্মে কুমারী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

নগর-স্থাপত্য [স] *বি* নগর সংক্রান্ত নির্মাণকলা। 'আমার মনে হয় এ সত্ত্বেও যথে ভারতীয় নগর-স্থাপত্যের ভালো নিদর্শন নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

নগরস্থায়ি [স নগরস্থায়ী] *বিণ* নগরে স্থায়ী বসবাসকারী। 'কলিকাতা নগরস্থায়ি ও তন্নিকটস্থ গ্রামনিবাসিরা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নগরাধিষ্ঠাত্রী [স নগর-অধিষ্ঠাত্রী] *বিণ স্ত্রী* নগরের অধিকারী। 'নগরাধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী হর্ত্রী মহাদেবী।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

নগরাধ্যক্ষ [স নগর-অধ্যক্ষ] *বি* নগরের প্রধান। 'আমি নগরাধ্যক্ষের আলয় হইতে স্বর্ণপাত্র অপহরণ ... করিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নগরান্তর্গত [স নগর-অন্তর্গত] *বিণ* নগরে আছে এমন। 'নগরান্তর্গত জলপ্রণালী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নগরয্যা [স নগর>] *বি* নগরের অধিবাসী। 'নগরয্যার কথা ব্যাধ নাঞি শুনে কানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নগরি [স নগরী] *বি* নগর; শহর। 'কৌতুকে আসেন তবে দ্বারকা নগরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

নগরিয়া [স নগর>] ১ *বিণ* নগরবাসী। 'নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* নগরবাসী। 'নগরিয়া জোগান ধরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নগরী[1] [স] *বি স্ত্রী* নগর; শহর। 'নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বনপথে মথুরা নগরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নগরী[2] [স নগরীয়] *বি* নগরবাসী। 'নানামত করিয়া নগরী গাহে গীত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নগরীয় [স নগর>] ১ *বিণ* নগরবাসী; নাগরিক। 'নগরীয় শিল্পীকারের শিষ্য।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* নগরের। 'কোন্ ব্যক্তি রোম নগরীয় খ্রিষ্টীয় সমাজকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নগরোদ্যান [স নগর-উদ্যান] *বি* শহরের পরিকল্পিত বাগান; পার্ক। 'যুব রাজচন্দ্র এক দিবস নগরোদ্যানে ভ্রমণকরতঃ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নগরোপান্ত [স নগর-উপান্ত] *বি* শহরতলি; নগরের প্রান্ত। 'জবনাদি অস্পৃশ্য জাতি নগরোপান্তে থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

নগাধিরাজ [স নগ-অধিরাজ] *বি* উঁচু পর্বত। 'পথিস্থ বালুকার এক এক কণা, অনন্তরত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

নগিনা [ফা নাগীন] *বি* মুক্তা। 'সেগুন তোমার নবযৌবনে সোণার উপর নগিনার কাজ হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

নগ্দী [আ নগদ] *বি* নগদ খাজনা সংগ্রহকারী কর্মচারী। 'একজন নগ্দীকে বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

নগ্ন [স] ১ *বিণ* বিবস্ত্র; দেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত এমন। 'এই বালক, সানিসবরি প্রান্তরে নগ্ন ও নিঃসহায় পরিত্যক্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* খোলা। 'কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* প্রকট; উৎকট। 'সেই নগ্ন লালসার পঙ্কে ডর করি/ নেমেছিল যে-রাত্রির দগ্ধ অভিশাপ।' *সিকান্দার*, ১৯৪০।

নগ্ন আবরণ [স] *বি* নগ্নতার আবরণ; নিরাবরণ অবস্থা। 'ফেলো গো বসন ফেলো –ঘুচাও অঞ্চল। পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নগ্নচিত্ত [স] *ক্রিবিণ* খোলামনে। 'নগ্নচিত্ত সারাদিন লুটাইছে বিশ্বের প্রাঙ্গণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নগ্নতা [স] ১ *বি* আবরণহীনতা। 'নিরানব্বই জনে তার নগ্নতা দেখেই খুশি থাকেন।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বি* অসভ্যতা। 'নাহি সহি নগ্নতা,/ নিলাজের সজ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বি* নির্লজ্জতা। 'ইহাদের অন্তরের বীভৎস নগ্নতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

নগ্নদৃষ্টি [স] *বি* বাজে দৃষ্টি। 'তার স্ত্রীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নগ্নপদ [স] *বি* খালি পা। 'দণ্ডহস্তে নগ্নপদে ভিক্ষা মাগি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

নগ্নবক্ষ [স] *বি* খোলা বুক। 'নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া অন্তর রহস্য তব শুনি নিই প্রিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এক ভদ্রলোকের নগ্নবক্ষে যজ্ঞোপবীত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নগ্নবেশা [স] *বিণ স্ত্রী* বিবস্ত্র। 'পলিতকেশা, নগ্নবেশা, খড়্গমুণ্ডধারিণী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

নগ্নশির [স] *বি* মুণ্ডিত মস্তক। 'নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নগ্নসম্মান [স] *বি* স্খলিত সম্মান। 'আমার জন্মভূমি আমাকে গ্রহণ করেছেন নগ্নদেহে, বিদায় দেবেন নগ্নসম্মানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নগ্ন হামলা [স নগ্ন+আ হামলা] *বি* অতর্কিত ও নির্বিচার আক্রমণ। 'ভারতীয় নগ্ন হামলার তীব্র নিন্দা করেন।' *বেগম*, ১৯৬৫।

নঙ্গর দ্র **নঙর**

নঙর্থক [স] *বিণ* নেতিবাচক। 'এর নঙর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

নঙর [ফা লঙ্গর] *বি* লোহার অঙ্কুশবিশেষ, যা পানিতে ফেলে নৌকা বা জাহাজ বাঁধা হয়। 'এক পাছে নঙ্গরএ এক যাএ আগে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নঙ্গর [ফা লঙ্গর] *বি* লোহার অঙ্কুশবিশেষ, যা পানিতে ফেলে নৌকা বাঁধা হয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নঙ্গর ফেলা *বি* জাহাজের নঙ্গর ফেলার কাজ। 'জাহাজ পরিষ্কার করা, পাল তোলা, নঙ্গর ফেলার ইত্যাদি কাজ করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নঙুড়ে [স লাঙ্গুল>] *বি* লেজ; লেজের মতো দড়ি। 'কুম্ভকার নঙুড়ে ঘুরায় যেন চাকি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নচ-গার্ল [নাচ+ই গার্ল] *বি স্ত্রী* নৃত্যশিল্পী; নর্তকী। 'নচ-গার্লরা কী রকম করে নাচে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নচিকেতা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) আত্মা বিষয়ক জ্ঞান-আকাঙ্ক্ষী জনৈক রাজপুত্র, যে মৃত্যুপুরী দর্শনের সুযোগ পায়। 'নচিকেতা-সম আমরা মৃত্যুপুরী ... আসি ঘুরি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নচেৎ [স] *ক্রিবিণ* অন্যথায়। 'নচেৎ দুই চক্ষু যে দিকে যাইবে সেই দিকেই যাইব।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নচ্ছার [স নর>] ১ *বিণ* লক্ষ্মীছাড়া। 'ও নচ্ছার বেটীকেও কেউ বাড়ী আসতে দেয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বিণ* নিম্নমানের। 'আমি একটা অত্যন্ত নচ্ছার রেস্তোরাঁ থেকে বেরুচ্ছি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নছিব [আ নসিব] *বি* ভাগ্য। 'নছিব সাবুদ তার বাচিল জীবন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নছিহত [আ নসিহত] *বি* উপদেশ। 'লালন বলে নিদানকালে নবির নছিহত জারি।' *লালন*, ১৮৯০।

নজদিক, নজদিগ [ফা নজদীক] *বিণ* নিকটবর্তী। 'নজদিগ হইল রাজ্য সিংহল নগর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নজদিকে [ফা নজদীক>] *ক্রিবিণ* নিকটে। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আল্লাহ চলিয়া আইল নবীর নজদিকে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'নজদিকে বসায় তারে করিয়া খাতির।' *হামজা*, ১৭৭৮।

নজর[1] [আ] ১ *বি* বিচার। 'জবাব নজর করিয়া হক ইনসাব করিবেন।' *মেয়ের্স*, ১৭৫৮। ২ *বি* দৃষ্টি। 'রহম নজর করে মাফ কর মোরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* খবরদারি। 'মধ্যে ২ তাঁত নজর করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৪ *বি* তত্ত্বাবধান। 'কর্ত্তব্য কাজ এই মধ্যে২ তাঁত নজর করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৫ *বি* বিবেচনা। 'কথাটা প্রথম নজরে ধৃষ্টতার মতো মনে হতে পারে।' *শিব*, ১৯৫০।

নজর দেওয়া *ক্রি* কুদৃষ্টি দেওয়া। 'অমূল্য নজর দেয়।' *শরৎ*, ১৯১৩।

নজরবন্দি, নজরবন্দী [আ নজর+ফা বন্দী] ১ *বিণ* অন্তরীণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কেবল আটকে রাখাতে অথবা নজরবন্দী করায় কি হইতে পারে?' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* দৃষ্টির বাইরে যেতে না দেওয়া। 'নজরবন্দি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নজরানজরী [আ নজর>] *বি* সাক্ষাৎ। 'নাপিতিনী বাবুর নিকট উপযুক্ত নজর লইয়া নজরানজরী করিতে দিল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

নজর[2] [আ] ১ *বি* সেলামি। 'তৎকালিন ছোলেমান বিত্তর শওগাত নজর ইত্যাদি দিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* উপহার। 'ঐ সিংহাসন রাণীকে নজর দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ *বি* উপঢৌকন; নজরানা। 'তাহারা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া রাজাকে নজর দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নজর-আনা [আ নজর+ফা আনা] *বি* বখশিশ। 'বিবি-তালাক, হাজার জুতো, নজর-আনা একশ টাকা।' *জসীম*, ১৯৩১।

নজর-নেওয়াজ [আ নজর+ফা নওয়াজ] *বি* উপহার। 'মওলানা সাহেব মুরিদানের নজর-নেওয়াজ নিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

নজর সেলামি, নজর সেলামী [আ নজর+আ সালাম] *বি* সন্তুষ্ট করার জন্যে প্রদত্ত উপঢৌকন। 'নজর সেলামি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তাহারা কেবল আনাগোনা করিয়া ও নজর সেলামী দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

নজরানা, নজরাণা [আ নজর>] ১ *বি* উপঢৌকন। 'নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়।' *ভারত*, ১৭৬০; 'সকলের নজরানা অর্থাৎ উপঢৌকন স্পর্শ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ২ *বি* দর্শনী মাশুল। 'নজরাণা – জমিদার জমিদারী দর্শন করিতে আসিলে নজর দেওয়া হয়।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

নজরুলগীতি [নজরুল+স গীতি] *বি* কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গান। 'নজরুলগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নজরুলী *বিণ* কাজী নজরুল ইসলামের পঙক্তির মতো। 'শেষ লাইন নজরুলী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নজল [ই] *বি* হোসপাইপের ধাতব মাথা যার ভিতর দিয়ে তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে। 'হোসপাইপের পিতলের নজল পিচের রাস্তার ওপর পড়ে ঠং করে একটা আওয়াজ করে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

নজহর [আ নজর] *বি* তদন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নজিক [আ নজদীক] *বিণ* নিকট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নজির, নজীর [আ নজীর] *বি* দৃষ্টান্ত। 'এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়।' *হুতোম*, ১৮৬২; 'এ বেশ নজীর বার করেছ।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

নজীরবিহীন [আ নজীর+স বিহীন] *বিণ* বেনজির; দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন এমন। 'এক শ্বাসরোধকারী এবং নজীরবিহীন পরিবেশ।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

নজুম [আ নুজুমী] *বি* জ্যোতিষী। 'নজুম আয়ু মাপে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নঞর্থক [স] *বিণ* নেতিবাচক। 'এর নঞর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

নট[1] [স] *বি* নর্তক। 'নট দেখি ঘুচে সভ সোক।' *মালাধর*, ১৫০০।

নটক [স নট>] *বি* অভিনেতা। 'নটক গাইন জনে সত্য যথ কৃতি ভনে প্রকাশ হইল সর্বদেশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নটন [স নট>] *বি* নৃত্য। 'মধুর নটন গতি ভঙ্গ। মধুর নটিনী নটসঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নটনটী [স] *বি* অভিনেতা-অভিনেত্রী। 'যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নটনর্তন [স] *বি* নৃত্য। 'যুবানবীনের নটনর্তন তালে।' *জীবন*, ১৯২৭।

নটনলেখা [স] *বি* নাচের মুদ্রা। 'তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায় লেখনীর নটনলেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নটনাগর [স] *বি* প্রেমিক। 'রাগ প্রকাশ করিয়া নটনাগরের খটরাগ নিবৃত্তি করিয়া নটখট দূর করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

নটনাথ [স] *বি* নটরাজ। 'নাচে নটনাথ কালভৈরব তা থই থই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নটবর [স] *বি* শ্রেষ্ঠ নর্তক। 'কৃষ্ণ স্থানে আসি তবে ভদ্র নটবরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

নটবর বেশ [স] *বি* অভিনেতার সাজ। 'নটবর বেশ বিন্যাস দেখিলে বোধ হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নটবেস [স নটবেশ] *বি* নর্তক সাজ। 'দিবসে নটের সঙ্গে থাকে নটবেসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

নট-ভঙ্গি [স] *বি* নায়কের মতো ভাব। 'এইসব অর্বাচীনদের বিচিত্র নট-ভঙ্গি দেখে ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

নট-রঙ্গ [স] *বি* অভিনয়। 'নৃত্য-গীত নট-রঙ্গ যত্র যথ ইতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নটরাজ [স] *বি* শ্রেষ্ঠ নর্তক – শিব। 'মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ।' *নজরুল*, ১৯২২।

নটরাজা [স] *বি* তাণ্ডবনৃত্যকারী হিন্দু দেবতা শিব। 'নতুন কালের নটরাজা নিল নতুন রূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নটরাজ্ঞী [স] *বি* নর্তকী; অভিনেত্রী। 'নটরাজ্ঞীদের মতো।' *জীবন*, ১৯৪০।

নটলীলা [স] *বি* নাট্যাভিনয়। 'গ্যারিক যখন নটলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নটসম্রাট [স] *বি* শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। 'পাগলের ভূমিকায় নটসম্রাট নগেন রায়।' *তারা*, ১৯৪৩।

নট[2] [স নষ্ট] *বিণ* নষ্ট। 'ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে।' *দ্বিজ কবিচন্দ্র*, ১৬০০।

নটক *বিণ* ধৃষ্ট; শঠ। 'মোর আশ ছাড়ুক নটক বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নটকী *বিণ* স্ত্রী ধৃষ্ট। 'নটকী গোআলী ছিনারী পামরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নটখট ১ *বি* রাগারাগি। 'রাগ প্রকাশ করিয়া নটনাগরের খটরাগ নিবৃত্তি করিয়া নটখট দূর করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* ঝঞ্ঝাট। 'এইসব নিষ্প্রয়োজন নটখটে কারই উৎসাহ ছিল না।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

নটখটি *বি* ছোটোখাটো ঝগড়া। 'পাঁচ মিনিটের মত নটখটি করলে।' *জীবন*, ১৯৩২।

নট[3] [স] *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

নটনারায়ণ [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'তিনি পরদিনেই নটনারায়ণ শোনাবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নট-মল্লার *বি* নট ও মল্লার মিশ্রণে উদ্ভূত রাগবিশেষ। 'নট-মল্লার দীপক-রাগে জ্বলুক তড়িত-বহ্নি আগে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নটরাগিণী [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

নটকান ১ *বি* একপ্রকার গাছ ও তার ফুল। 'বুনো-ভাঁওরা, নটকান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯। ২ *বি* বাসন্তী রং। 'নটকান-রাঙা মেঘে সমুদ্রের পারে।' *জীবন*, ১৯৩০।

নটকানো ১ *ক্রি* নড়বড় করা। 'অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* টাঙানো। *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩। **নটকাইয়া** *ক্রি* টাঙিয়ে। 'টিকিট লাগাইয়া নটকাইয়া দেন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

নটা[1] [স নট>] *ক্রি* নাচা। 'রঙ্গিনি গন রস রঙ্গহি নটই। রনরনি কঙ্কন কিঙ্কিনি রটই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নটা[2] *দ্র* **নটে**

নটানো *বিণ* দুধের স্বাভাবিকত্ব হারিয়েছে এমন। 'তা শুধু সাধুভাষারূপ নটানো গোরুর দুধ।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

নটি [ই নোটি] ১ *বিণ* দুষ্ট। 'নটি ডগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* দুষ্ট লোক; পাজি। 'নটি! নটি! এরকম কৌতূহল কেন?' *সুনীল*, ১৯৭০।

নটিআ *দ্র* **নটে**

নটিকা [স] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'ধানশী নটিকা আর কেদার চলন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নটিন [স নটিনী] *বিণ* নর্তক। 'বকুল বনের সাকি নটিন পুবালি হাওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নটিনী [স] *বি স্ত্রী* নর্তকী। 'মধুর নটিনী নটসঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নটী [স] ১ *বি* নর্তকী। 'দেখিয়া নটীর বেশ কামবাণে হইলা শেষ।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* যৌনকর্মী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নটীনারী [স] *বি* বেশ্যা। 'অভিনেত্রী নটীনারী নাটের মহল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

নটীপনা [স নটী+পনা] *বি* নটীর ভাব। 'হয়েছে বিবসনা, অশ্লীল নটীপনা জেগেছে প্রাণে প্রাণে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

নটীবাড়ি [স নটী+বাড়ি] *বি* বেশ্যাবাড়ি। 'বেটাদের বাড়ি হচ্ছে হয় নটীবাড়ি নয় শুঁড়িঘর।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

নটে [স লুন্টক+স শাক] *বি* কাঁটাযুক্ত শাকবিশেষ। 'নটে শাকটি মুড়োলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নটা [স লুন্টক] *বি* নটে শাক। 'নটা-ঘাস কাটিয়া আনিতেন।' *জসীম*, ১৯৬৪।

নটিআ [স লুন্টক] *বি* এক প্রকার শাক। 'নটিআ কাঁঠাল বিচি সারি গোটা দশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নটে গাছ মুড়ানো *ক্রি* গল্প শেষ করা। 'আমাদের কথা ফুরোয় যেই, দেখা যায়, নটে গাছটি মুড়িয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'নটে গাছটি মুড়িয়ে দিয়ে চাচা চেয়ারে হেলান দিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নটে শাকটি মুড়োলো *ক্রি* গল্প শেষ হলো। 'আমার কথাটি ফুরোলো, নটে শাকটি মুড়োলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নট্যা [স লুন্টক] *বি* নটে শাক। 'নট্যা রাঙ্গা তোলে পাট পালঙ্গ নালিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নঠ [স নষ্ট] *বিণ* নষ্ট। 'চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নঠবুধী [স নষ্টবুদ্ধি] *বি* নষ্টবুদ্ধি। 'এভোঁহো তেজহ হেন নঠবুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নঠশীল [স নষ্টশীল] *বি* দুষ্টপ্রকৃতির লোক। 'নঠশীল মারে কীল ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

নঠী [স নষ্টা] *বিণ স্ত্রী* প্রগল্ভ। 'নঠী বড় রাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নড [ই] *বি* অভিবাদন জানাতে ঈষৎ মাথা নোয়ানো। 'পণ্ডিতমশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড করাতে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নড় [স রণ>] *বি* দৌড়। 'নড় দিয়া পাক ফিরে সকল অঙ্গন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নড়এড়া [স নটপেটক] *বি* নাটকের সাজ। 'তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া।' *চর্যা ১০*, ১২০০।

নড়ন [স নড্>] *বি* চলন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নড়চড় ১ *বি* ব্যতিক্রম। 'তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* ব্যত্যয়। 'স্নায়ুর মধ্যে কী একটা নড়চড় হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* ভ্রূক্ষেপ। 'জমিলার নড়চড় নেই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নড়নচড়ন *বি* নড়াচড়া। 'নড়নচড়ন নাস্তি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নড়নড় *বিণ* টলায়মান। 'সোহাগে আদরে দুটি প্রাণ যেন করিতেছে নড়নড়।' *জসীম*, ১৯২৯।

নড়বড় ১ *বিণ* খুব নড়াচড়া করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* শিথিল। 'বিয়ের টোপর মাথার চেয়ে বড়ো হলে নড়বড় করে আমি দেখেছি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

নড়বড়া [স নড্>] *ক্রি* নড়বড় করা। 'হেঁটে যেতে হাঁটু নড়বড়ায় তবু যেতে সাধ মন বার-পাড়ায়।' *লালন*, ১৮৯০।

নড়বড়িআ [স নড্>] *বিণ* নড়বড় করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নড়বড়ে ১ *বিণ* শিথিল। 'অস্থি সন্ধি ছুটিল চর্ম্ম করে নড়বড়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নড়ছে এমন। 'হুজুর থাম পাতলে কি হবে? ওদিকে যে গোড়া নড়বড়ে-।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ৩ *বিণ* দুর্বল। 'তার নড়বড়ে জীবলীলার প্রহসনটাকে হয়তো ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত করে দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ৪ *বিণ* শিথিল; দৃঢ়তা নেই এমন। 'ন্যাবেডিসি নড়বড়ে চাল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নড়া, নড়ানো [স নড্>] ১ *ক্রি* স্থির না থাকা। 'নড়িলা পুতুনা নারি সভার জুগতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* স্থান ত্যাগ করা। 'এই সময় বটে যে নড়িবার চিন্তা করি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *ক্রি* সরানো। 'ইহাদিগকে ঠেলিয়া নড়ানো বড়ো কম কথা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *ক্রি* ঝাঁকানো। 'টেবিলখানা কেউ কেন না নড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **নড়** *ক্রি* অন্যথা করো। 'দিবেক বহুত দুঃখ কথা যদি নড়।' *গরীব*, ১৭৬৫। **নড়াওল** *ক্রি* ফেলে দিলো। 'নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নড়িতে** *ক্রিবিণ* নড়তে। 'নড়িতে চড়িতে নাহি পারি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **নড়িলা** *ক্রি* দ্রুত চলল। 'নড়িলা পুতুনা নারি সভার জুগতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **নড়ে** *ক্রি* চলে। 'মন্ত্রনা করিয়া নড়ে কংস নরপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

নড়া-চড়া [স নড্>] ১ *ক্রি* চলাফেরা করা। 'তাহারা এক বারও নড়ে চড়ে না।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। ২ *ক্রি* ইতস্তত বিচরণ করা। 'আমাদের নড়াচড়া একরকম বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নড়ানড়ি [স নড্>] *বি* অস্থিরতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নড়ে ওঠা *ক্রি* সজাগ হওয়া। 'পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

নড়ে চড়ে *ক্রিবিণ* ঘুরেফিরে। 'নড়ে চড়ে বেড়াবার জন্যে আমাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নড়ে বসা *ক্রি* কিছু করার উদ্যোগ নেওয়া। 'টাকার অধিক মায়া না থাকায় সাধারণত নড়িয়া বসিতে ইচ্ছা করে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নড়া[1] *দ্র* নড়ন

নড়া[2] *বি* হাত। 'দুই পোতা মাঝি তার ধরে দুই নড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নড়ানো *দ্র* নড়ন

নড়ি[1] [স লগুড়] ১ *বি* লাঠি। 'হাথে নড়ি কাখে ঝুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* নলের মতো লম্বা সরু হাড়। 'জমিদারের কাছারিতে যাতায়াত করতে করতে পায়ের নড়ি ছিঁড়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

নড়ি[2] [হি নরু] *বি* দিনমজুর। 'আনিলেন জত ছিল নগরের নড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নড়িআভোলা [স নড়্>] *বি* আত্মভোলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নড়িষ্ঠ [স] *বিণ* নড়বড়ে। 'চাকরির বিভাগে সে অতিশয় নড়িষ্ঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নড়ুই [স রণ>] *বি* লড়াই। '... সাদর্খাদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুলো এঁড়ের নড়ুই বেদ্‌লো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নড়েভোলা *বিণ* হাবাগোবা। 'ঠুঁটো জগন্নাথ নড়েভোলা, এসব উপমা ...।' *অবন*, ১৯২৫।

নণন্দ [স ননন্দা] *বি* ননদ। 'মারিঅ সাসু নণন্দ ঘরে সালী।' *চর্যা*, ১২০০।

নত [স] ১ *বিণ* নিচু। 'তদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়।' *রামিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* সমর্পণ। 'এবার আমার মাথার বোঝা পায়ে তোমার করি নত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

নতচক্ষু [স] *বিণ* চোখের দৃষ্টি নীচের দিকে এমন। 'সেলাইয়ের দিকে নতচক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নতজানু [স] *বিণ* হাঁটু গেড়ে বসে আছে এমন। 'ভিক্ষা মেগে লইয়াছি তারি দুটো দিন রাজদ্বারে নতজানু হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নতদৃষ্টি [স] *বি* অবনত দৃষ্টি। 'ওর সেই নতদৃষ্টি সানন্দ অভিনন্দন আমি সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে গ্রহণ করি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

নতনয়ন [স] *বি* আনতদৃষ্টি। 'যেন শ্বেতভুজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজান্তঃপুরে বাতায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নতনীল [স] *বিণ* বেদনার্ত। 'কিছুতেই কিছু নয় ললাটে না ভাসায় না/ নতনীল বুকে কিছু নয়।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

নতনেত্র [স] *বি* বিনত দৃষ্টি। 'নতনেত্রে বলো তব জীবনের অসমাপ্ত কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নতপল্লব [স] *বিণ* পাতা নুয়ে পড়েছে এমন। 'নতপল্লব নাগকেশর গাছের অজস্র ফুলের ভারে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নতপৃষ্ঠ [স] *বিণ* পিঠ নিচু করে রেখেছে এমন। 'এই নতপৃষ্ঠ পাঠনিবিষ্ট অদ্ভুত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নত-মস্তক [স] *বিণ* মাথা নিচু হয়ে আছে এমন। 'কম্বলটি গুটিয়ে তার উপর নতমস্তক স্থাপন করে একটি কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'গত-গৌরব হৃত আসন নত-মস্তক লাজে, গ্লানি তার মোচন করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

নতমুখ [স] *বি* ঈষৎ নোয়ানো মুখ। 'কমলার চিবুক ধরিয়া তাহার লজ্জিত নতমুখ একটুখানি উঠাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

নতমুখী [স] *বিণ* মাথা নিচু করে আছে এমন। 'আছিলে সেদিন নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'স্তব্ধ নতমুখী দিদি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

নতলাজ [স নত+স লজ্জা] *বিণ* লজ্জায় নত। 'মম মুক্তি নতশির আজ নতলাজ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নতশির [স] ১ *বিণ* মাথা নিচু করে আছে এমন। 'অক্ষম পুত্র আপনাকে স্ত্রীভারাক্রান্ত দেখিয়া নতশির হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বি* বিনয়। 'প্রধান উজীর নতশিরে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বি* সংকোচ; দ্বিধা। 'তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৪ *বিণ* মাথা নুয়ে পড়েছে এমন। 'শির নেহারি আমারি, নত-শির ঐ শিখর হিমাদ্রির।' *নজরুল*, ১৯২২।

নতশিরা [স] *বিণ স্ত্রী* নত শিরে রয়েছে এমন। 'মলয় বহিলে হায়, নতশিরা তুমি তায়।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

নতশীর্ষ [স] *বিণ* মাথা নিচু করে আছে এমন। 'নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাবলা ও সাঁইবাবলার বন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নতোদর [স নত-উদর] *বি* স্ফীতির ফলে মধ্যভাগ নত এমন উদর। 'নতোদর/ লুকায় পায়ের ডগা অধোমুখে কৃচিৎ তাকালে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

নতি [স] ১ *বি* প্রণাম। 'মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবৎ নতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বশ্যতা স্বীকার। 'পদযুগে করি নতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

নতিস্বীকার [স] *বি* বিনয় প্রকাশ। 'নতিস্বীকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নতিজা, নতীজা [আ নতীজাহ্] *বি* পরিণাম। 'তবেই মিলতে পারে প্রচেষ্টার নতীজা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'এই নতিজা দেইখা তুমি কি খুশিতে নাচবা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

নতু [স নতুবা] *অব্য* অন্যথায়। 'কিবা জিনি সাহা সৈন্য নতু প্রাণ দিব।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নতুন [স নূতন] ১ *বিণ* অভিনব; নূতন। *ওগাঁ*, ১৭৮২। ২ *বিণ* অল্পদিন আগে তৈরি। 'নতুন মদ।' *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

নতুন-গড়া *বিণ* নতুন করে গড়ে উঠেছে এমন। 'নতুন-গড়া দোকানপাড়ার এক পাবলিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নতুন গলা *বি* নতুন কণ্ঠ। 'রাতেরে উহারা মানিবে না যেন, নতুন গলার গানে।' *জসীম*, ১৯২৯।

নতুন ঠেকা *ক্রি* নতুন মনে হওয়া। 'এ কিছু নতুন ঠেকছে বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নতুনতা [স নূতনতা] *বি* নতুন কোনো কিছু। 'নতুনতার খোঁজে খবরের কাগজ পড়ি।' *জীবন*, ১৯৩২।

নতুনত্ব [স নূতনত্ব] *বি* নতুন ভাব। 'সেখানে কোনো নতুনত্ব নেই।' *জীবন*, ১৯৩২।

নতুন পানি *বি* প্রথম বর্ষার পানি। 'পদ্মাতে নতুন পানির শোরগোল পড়ে গেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

নতুন মানে *বি* নতুন অর্থ। 'বাঁশি বাজাইয়া আজকে রাতের করিবে

নতুন মানে।' *জসীম*, ১৯২৯।

নতুবা [স] *অব্য* নইলে। 'নতুবা লউক শমন।' *চণ্ডী*, ১৫৭০।

নতোদর *দ্র* নত

নত্তা [স নব>] *বি* নবজাতকের নবমদিনের অনুষ্ঠান। 'নত্তা কৈল নয় দিনে মনের হরিসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নথ [স নাথ] *বি* নাকের অলংকারবিশেষ। 'মুকুতা শোভিত নথে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

নথবিভূষিতা [নথ+স বিভূষিতা] *বিণ স্ত্রী* নথ পরে এমন। 'সুবিন্যস্ত-সীমন্তা – নথবিভূষিতা ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

নথি [হি নথ্থি] *বি* কাগজপত্র। 'নথি উল্টাইয়া দেখেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

নথিপত্র [হি নথ্থি+স পত্র] *বি* কোনো বিশেষ বিষয়ের কাগজপত্র। 'এ বগলের নথিপত্র ও বগলে চালান করিয়া বলিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

নথিভুক্ত [হি নথ্থি+স ভুক্ত] *বি* অন্তর্ভুক্ত। 'কবিতাটাকেই মণি-মুক্তার নথিভুক্ত করা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নদ [স] *বি* নদী। 'নাভী তার নদ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নদ-দল [স] *বি* নদ-নদী। 'বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

নদনদী [স] *বি* নদ ও নদী। 'নদনদী দেখিয়া রহিলা কেশরিযানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নদনদীভূষিতা [স] *বিণ* নদীমাতৃক। 'এই চিরহরিতা ফলশস্যপুরিতা নদনদীভূষিতা বঙ্গভূমি।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ন-দশ [স নব-দশ] *বি* নয় অথবা দশ। 'তখন আমার বয়স ন-দশ বছর হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নদারদ [ফা নদারদ] *বিণ* শূন্য। 'তাঁদের কথায় বাস্তবতা একদম নদারদ বললেই হয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নদারক [ফা নদারদ] *বিণ* নেতিবাচক। 'বড়মানুষের বাড়ীর দারোয়ানরা খোদ হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নদী [স] *বি* স্রোতস্বিনী; বয়ে চলা জলস্রোত। 'যমুনা নদী বহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নদি [স নদী] *বি* স্রোতস্বিনী; বয়ে চলা জলস্রোত। 'প্রসন্নত নদ নদি প্রসন্ন জামিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

নদীকলতান [স] *বি* নদীর কলকল ধ্বনি। 'তরুমর্মর নদীকলতান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নদীকল্লোল [স] *বি* নদীর জল প্রবাহের শব্দ। 'নাদ, কুসুমের মালার মত নদীকল্লোল-স্রোতে ভাসিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

নদীকূল [স] *বি* নদীর তীর। 'আরেকটি ছোট ঘর মনে পড়ে নদীকূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নদীখাত [স] *বি* নদীর পরিখা বা গর্ত। 'নদীখাতের মধ্যে মধ্যে জল বাধিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নদীগর্ভ [স] *বি* নদীর ভিতর। 'নদীগর্ভে কোন কিছু করিতে হইলে জমিদারকে পৃথক খাজনা দিতে হয়।' *সাধারণী*, ১৮৭৪।

নদীগহ্বর [স] *বি* নদীর তলদেশ। 'নদীগহ্বরেও জমি কম নেই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নদীতট [স] *বি* নদীর কূল। 'লবণাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলি নদীতট শুভপুরী অতি দিব্যধাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নদীতরঙ্গ [স] *বি* নদীর ঢেউ। 'নাচে আনন্দে নদীতরঙ্গ/ প্রাণে প্রাণে বাজে বাঁশি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

নদীতল [স] *বি* নদীতট। 'নদীতলবর্তী গ্রাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নদীতীর [স] *বি* নদীর পাড়। 'গোদাবরী নামতে নদীতীরে।' *রামরাম*, ১৮০২।

নদীতীরবর্তী, নদীতীরবর্ত্তী [স] *বিণ* নদীর তীরের কাছে। 'নদীতীরবর্ত্তী হওয়াতে এই গৃহ অতীব রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নদীধারা [স] *বি* নদীর স্রোত। 'পাখি গায়, নদীধারা ধায়, চলে সে সবার সাথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

নদীনদ [স] *বি* নদ ও নদী। 'এখন শীতের দিন শান্ত নদীনদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নদীনালা [স] *বি* নদী, খাল ইত্যাদি। 'এত নদীনালা পার হইবার আছে।' *কেরি*, ১৮০১।

নদীনির্ঝর [স] *বি* নদীর জলধারা। 'নদী-নির্ঝরে কী মধুর সুর লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নদীনীর [স] *বি* নদীর পানি। 'বেলা শুধু যায় চলে কুলুকুলু নদীনীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নদীপথ [স] *বি* জলপথ। 'নদীপথ দিয়া বাষ্পময়রূপ সমুদ্রে প্রবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নদীপর্বত [স] *বি* নদী ও পর্বত। 'দেখো, হোথা নদী-পর্বত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নদীবক্ষ [স] *বি* নদীর উপরিভাগ। 'প্রবাহমান নদীবক্ষে গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নদীবহুল [স] *বিণ* বহু নদীপূর্ণ। 'স্বভাব-চতুর বাঙালীরা নদীবহুল ও সমুদ্রতীরস্থ বঙ্গদেশে এ বিষয়ে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নদীবারি [স] *বি* নদীর পানি। 'তখন বুঝতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

নদী-ভরাই [স নদী+ভরাই] *বি* নদী ভরাটকারী। 'কত আঁটকুড়ো নদী-ভরাই যে ওকে দিয়ে বিনি পয়সায় বেগার খাটিয়ে নেত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নদীমাতৃক [স] **১** *বিণ* নদীপ্রধান। 'নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোটো-বড়ো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; পূর্ববাংলার নদীনালা খালবিল।' *হাই*, ১৯৫৪। **২** *বিণ* নদী মাতা এমন; নদী-লালিত। 'তাহাতে নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছবিই সহজে মনে পড়ে।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

নদীমালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নদী যার মালা। 'নবধান্যশ্যামলা এই নদীমালিনী ভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নদীযোগে [স] *ক্রিবিণ* নদীপথে। 'বণিকেরা সুবিধাক্রমে স্থল ও নদীযোগে বিবিধ রাজ্যে লইয়া যাইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নদীয়া [স নদী>] *বি* নদী। 'নদীয়া কিনারে থাকি বন্ধু না জানম সাঁতার।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

নদীরেখা [স] *বি* প্রবাহমান নদী। 'ক্ষীণ নদীরেখা নাহি করে গান আজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নদীসৈকত [স] *বি* নদীর তীর। 'যুবরাজ ও ফকীরকন্যা নদীসৈকতে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রান্ত।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

নদী-স্নাত [স] *বিণ* নদীতে ধোয়া। 'হাতে নদী-স্নাত তরমুজ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

নদীস্রোত [স] *বি* নদীর জলের প্রবাহ। 'এই বর্ষার বিপুল নদীস্রোত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নদ্যাদি [স নদী-আদি] *বি* নদী ইত্যাদি। 'নদ্যাদি দ্বারা প্রতিবন্ধক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নদীয়া[1] *দ্র* নদী

নদীয়া[2] [স নবদ্বীপ] *বি* পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ শহর। 'নদীয়া নগর হল দিবসে আঁধার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নদেয়** *ক্রিবিণ* নদীয়ায় বা নবদ্বীপে। 'গোলোকের পতি নদেয় গৌর অবতার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নদ্যাদি *দ্র* নদী

নধর [স নবজলধর] **১** *বিণ* কোমল। 'নধর রুচির কান্তি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'শৌখিন ধুতিচাদরের বদলে নধর শরীরে পার্শি কোট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নন [স ন] *ক্রি* হন না। 'ক্ষমাগুণে সমা নন যিনি সর্ব্বসহা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নন-কলেজেট [ই] *বি* কলেজের অনিয়মিত ছাত্র। 'প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের নন-কলেজেট বহু কলেজেটের অপেক্ষা শ্রেয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ননদ [স ননন্দা] *বি* স্বামীর বোন। 'প্রাণে আর নাহি সয় ননদের জ্বালা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ননদ-ভাজ [স ননন্দা>] *বি* ননদ ও ভাবী। 'আয় একবার ননদ-ভাজে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ননদি, ননদিনি, ননদিনী, ননদী [স ননন্দা] *বি* ননদ; স্বামীর বোন। 'শাশুড়ী ননদী মোর ঘরে দুরুবারে।' বড়ু, ১৫৭০; 'ননদিনী এখনি বলিবে কুবচন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ননন্দ [স ননন্দা] *বি* স্বামীর বোন। 'তার মাত্র ননন্দ আক্ষার।' বড়ু, ১৪৫০।

ননন্দা [স] *বি* ননদ। 'দেবরপত্নী ভাসুরপত্নী এবং ননন্দাগণের সহিত ভগিনী সম্বন্ধ।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩; 'তাঁহার ননন্দা শ্যামাসুন্দরী।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

ননন্দৃ [স] *বি* ননদ। 'ননন্দৃগণ কতই ছল করিয়া যন্ত্রণা দিবেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

নন-ভায়োলেনস [ই] *বি* অহিংস আন্দোলনের মতবাদ। 'নন-ভায়োলেনস প্রচার করে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নন-ভায়োলেন্ট [ই] *বি* অহিংস (আন্দোলন)। 'আনকোরা যত নন-ভায়োলেন্ট নন-কো-র দলও নন খুশি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নন-রেগুলেশন [ই] *বি* অনিয়ন্ত্রণ। 'পুলিশের রেগুলেশন বা নন-রেগুলেশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ননসুট [ই] *বি* (বাদি মামলার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করতে না পারায় বিচারক কর্তৃক) মামলা খারিজ। *ভবানী*, ১৮২৩।

ননসেন্স [ই] *বি* নির্বোধ কথাবার্তা; তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত শব্দ। 'ননসেন্স! তার চেয়ে শালাটাকে গোটাকতক কিক দিয়ে একবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ননস্টপ [ই] *বিণ* বিরতিহীন। 'একেবারে ননস্টপ ফ্লাইট।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ননাস [স ননন্দা-শ্বশ্রূ] *বি* স্বামীর বড়ো বোন। 'আনাজ-তরকারি-কুটনি ননাস ঠাকুরানি গো।' *অবন*, ১৯১৯।

ননি, ননী [স নবনীত] *বি* মাখন। 'ধর ধর সবে এই ননীচোর যায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ননি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ননির পুতুল, ননীর পুতুল *বি* খুব আদরযত্নে পালিত ও কোমলাঙ্গ; আদুরে। 'আহা! – যেন দুইটি ননীর পুতুল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'কী চেহারা! যেন ননির পুতুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ননী ছানা *বি* ভালো ভালো খাদ্য। 'কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ননীর পুতলী *বি* ননি দিয়ে তৈরি পুতুল; কোমল অঙ্গ। 'ননীর পুতলী যেন মিলায়ে শরীরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ননুমি [ব্র] *বিণ* মনোহর। 'অলপে কাজরে নয়ন আঁজল ননুমি দেখিয় আঁখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নন্দ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) জনৈক রাজা। **নন্দদুলাল** [স নন্দ+হি দুলাল] **১** *বি* শিশু কৃষ্ণ। 'জয় নন্দদুলাল! এ সময়ে মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **২** *বি* ছোটো ছেলের আদরের ডাকনাম। 'গুমুরানি বাপ-সোহাগি, নন্দদুলাল মানিক মা-র।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নন্দবংশীয় [স] *বিণ* নন্দবংশ সম্বন্ধীয়। 'নন্দবংশীয় চতুর্দ্দশ পুরুষের বীজপুরুষ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

নন্দালয় [স] *বি* কৃষ্ণের বাড়ি। 'নিশি সুপ্রভাতে রাখালগণ, ওই নন্দালয়/ হয়ে উপস্থিত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

নন্দন [স] **১** *বি* পুত্র; ছেলে। 'আক্ষাকে পাঠায়িলে রাধা মান্দের নন্দনে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রাজচন্দ্র নন্দন।' *সেবধি*, ১৮৪০। **৩** *বি* স্বর্গের উদ্যান। 'নন্দনের ছায়ে বসি শুধু বুঝি গাঁথ মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বিণ* আনন্দময়। 'জাগো নন্দন নৃত্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নন্দনকানন [স] *বি* স্বর্গের বাগান। 'ফুলহীন কৈল চণ্ডী নন্দনকানন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নন্দনগন্ধ [স] *বি* স্বর্গের সৌরভ। 'তব নন্দনগন্ধমোদিত ফিরি সুন্দর ভুবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নন্দনতত্ত্ব [স] *বি* সৌন্দর্য বিষয়ক বিদ্যা। 'নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে এজরা পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নন্দনন্দন [স] *বি* শ্রীকৃষ্ণ। 'নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

নন্দনপিক [স] *বি* বনের কোকিল। 'তাই শিস দিয়ে ফেরে নন্দনপিক।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

নন্দন-ফুলহার [স নন্দন+ফুল+স হার] *বি* স্বর্গীয় ফুলের মালা। 'সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নন্দনবন [স] **১** *বি* মনোহর উদ্যান। 'কুয়িলী সে নন্দনবনে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *বি* স্বর্গের উদ্যান। 'কোথা সে নন্দনবন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নন্দনবাণী [স] *বি* আনন্দ বার্তা। 'নন্দন বাণী ফুলে ফুলে করে যায়।'

নজরুল, ১৯৩১।

নন্দনবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* স্বর্গবাসী। 'হে নন্দনবাসিনী উর্বশী!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নন্দনরাগ [স] *বি* আনন্দের অনুভূতি। 'ওগো জানি না কী নন্দনরাগে সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নন্দনলোক [স] *বি* স্বর্গলোক। 'দিবে চিরদিন নন্দন-লোকবাসী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

নন্দনলোকবাসী [স] *বিণ* স্বর্গবাসী। 'দিবে চিরদিন নন্দন-লোকবাসী ... প্রেমের সম্মান।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

নন্দনহার [স] *বি* স্বর্গীয় মালা। 'তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাঁথ নন্দনহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নন্দনালয় [স নন্দন-আলয়] *বি* শিল্পচর্চার কেন্দ্র। 'তোমাদের নন্দনালয়ে কলাভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভও হলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

নন্দনাবাসী [স] *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'রাধাকান্ত নন্দনাবাসী।' *সেবধি*, ১৮৪০।

নন্দা [স নন্দ্>] **১** *ক্রি* নন্দিত করা। 'এতদিনে সখা বনবনান্তে নন্দিয়া/ নববসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *ক্রি* স্তুতি করা। 'প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী কেমনে বলো তাঁরে ডাকি?' *অতুল*, ১৯৩৪।

নন্দাই [স ননন্দা] *বি* ননদের স্বামী। 'গোবিন্দ-আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। *দ্র* **ননদ**

নন্দাদীপ *বি* মাটির প্রদীপ। 'পিতলের আধারে জ্বলতে লাগল নন্দাদীপ।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

নন্দিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নন্দিনী [স] **১** *বি* কন্যা। 'না বুঝিয়া দুঃখ ভাবে ব্যাধের নন্দিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ স্ত্রী* আনন্দ দান করে এমন। 'তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নন্দী [স] **১** *বি* শিবের প্রধান অনুচর। 'কার্তিক গণেশ বন্দো নন্দী আদি গণ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'তারিণীচরণ নন্দী।' *সেবধি*, ১৮৪০।

নন্দী-ভৃঙ্গী [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) নন্দী ও ভৃঙ্গী নামে শিবের প্রধান দুই অনুচর। 'নন্দী-ভৃঙ্গী সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* অনুচর। 'তোমার নন্দীভৃঙ্গীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নপুংসক [স] **১** *বিণ* পুরুষত্বহীন; প্রজনন-ক্ষমতাহীন। 'নপুংসক আইহনের রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* হিজড়া। 'ইবে কেহ কেহ নপুংসক বেশে নাচে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* কাপুরুষ। 'নপুংসক লোক রাজা আনে ডাক দিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

নপুংসে [স নপুংসক] *বি* নপুংসক। 'হবে না নির্বাণ কভু নপুংসের নির্বিঘ্ন ভবনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

নপুর [স নূপুর] *বি* ঘুঙুর। 'ধরিয়া প্রভুর পায় পরাএ নপুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

নফর [আ] **১** *বি* কর্মচারী। 'চারিদিগে রহে জত নফর চাকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* চাকর। 'যতো কার্য করেন তাহার চাকোর নফরে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

নফরচাকর [আ নফর+ফা চাকর] *বি* ঘোড়ার গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে-থাকা সহায়ক কর্মচারী; ফুটম্যান। *ওর্স্যাঁ*, ১৭৮৫।

নফরদারি [আ নফর+ফা দারি] *বি* দাসত্ব। 'শুধু জানে নফরদারি।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

নফরা [আ নফর] *বি* নফর; চাকর। 'এর দফরা খেয়ে নফরা যত, ক'রে বসে কি একখানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

নফরত, নফরৎ [আ] **১** *বি* দাসত্ব। 'নফরত।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* ঘৃণা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তারারে ঐ অবস্থা থাইকা তুলবার যাব, তার বদলা পাব ওরার নফরৎ আর দুশমনি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

নফল [আ নফল] *বিণ* নির্ধারিতের অতিরিক্ত। 'নফল নামাজে সে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

নফস [আ] *বি* প্রবৃত্তি; রিপু। 'নফস দমন করো।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

নফসি [আ] *ক্রি* ত্রাহি; রক্ষা করো। 'ছেলেমেয়েরা ভয়ে নফসি নফসি করে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নফেরী *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'নফেরী রণশৃঙ্গ জয়শৃঙ্গ মৃদঙ্গ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নফ্ছ [আ] *বি* আত্মা। 'নফ্ছ আল্লা নফ্ছ নবি দেখে অনাসে।' *লালন*, ১৮৯০।

নফ্স [আ] *বি* লালসার কথা। 'আপনার অনুমতি নিয়ে প্রথম একটা নফ্স শুনাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

নব [স] *বিণ* নয়; ৯ সংখ্যক। 'বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নবগুণ [স] *বি* আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা বৃত্তি তপ দান – এই নয়টি গুণ। 'কুলীনের নবগুণের লক্ষণ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নবগ্রহ [স] *বি* প্রাচীন মতে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু – এই নয় গ্রহ। 'রুষ্ট নবগ্রহ, বচননিগ্রহ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নবতাল [স] *বি* নয় মাত্রার তালবিশেষ। 'ধর রৌদ্ররসকে একটা নবতাল বা দশতাল মূর্তির আধার গড়ে ধরে আনলেন রচয়িতা।' *অবন*, ১৯২৫।

নবদ্বার [স] *বি* দেহের ছিদ্রযুক্ত নয়টি স্থান – দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক, মুখ, পায়ু ও উপস্থ। 'বদন উপস্থ গুহ্য নবদ্বারে ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০।

নবধা [স] *বিণ* নয় প্রকার। 'নবধা দানের মাঝে আত্মদান বড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নবপত্রিকা [স] *বি* হিন্দুমতে কলা কচু ধান হলুদ ডালিম বেল অশোক জয়ন্তী ও মানকচু – এই নয়টি গাছের পাতা দিয়ে প্রস্তুত স্ত্রীমূর্তিবিশেষ; কলাবৌ। 'নবপত্রিকা স্নান করাইতে গঙ্গাতীরে আনিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

নবপদী [স] *বিণ* নয় পংক্তিবিশিষ্ট। 'বুধ-মণ্ডলী নবপদী কবিতায় তাঁর স্তুতি করলেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

নববিংশ [স] *বিণ* ২৯ সংখ্যক। 'নববিংশ ভেদিলে সে ঈশ্বর দেখা পাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

নবমাস [স] *বি* নয় মাস। 'আমিনার নবমাস হইল গর্ভ যবে।' *সুলতান*, ১৭০০।

নবমে *ক্রিবিশ* নবতম। 'নবমে গোপীনাথ পট্টনায়ক বিমোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নবরত্ন [স] *বি* নয়জন বিদগ্ধ পণ্ডিত। 'নবরত্ন নামে নয়জন পণ্ডিত বিক্রমাদিত্য-বিশেষের সভাসদ ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নবরত্নসভা [স] *বি* নয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত পণ্ডিতসভা। 'নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্নসভা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

নবরস [স] *বি* নয় ধরনের রস। 'অওকা দিস নবরস সুপুরুস পেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নবরাত্তির [স নবরাত্রি] *বি* নবম রাত। 'বাড়ীর গিন্নিরা চণ্ডী শুনে জল খেতে গ্যালেন; কারো বা নবরাত্তির।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নবশাক, নবশাখ, নবসাখ [স নবশাখা] *বি* তিলি, মালাকার, তাঁতি, সদ্গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুমোর, গন্ধবণিক – হিন্দু সমাজের এই নয়টি সম্প্রদায়। 'ব্রাহ্মণ ও ভদ্র লোক নবসাখ ও কাঙ্গাল ও গরীব আপামর সাধারণ ...' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'স্বজন স্বজনসহিত নবশাক মিশ্রিত ভদ্রসমূহ।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩; 'কাঙ্গালী বিদেয়ের দিন দলস্থ নবশাখ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের জলপান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নবশাখভুক্ত [স] *বিণ* হিন্দুধর্মের নবশাখ-এর অন্তর্ভুক্ত। 'কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ বৈদ্য, কেউ কায়স্থ, কেউ নবশাখভুক্ত, কেউ খ্রিস্টান।' *শিব*, ১৯৫৬।

নবসংখ্যক [স] *বিণ* নয় সংখ্যক। 'নবসংখ্যক পণ্ডিতরত্নের অন্যতম কবিকুলশিরোমণি কালিদাস।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নবার্বুদ [স নব-অর্বুদ] *বিণ* নয় কোটি। 'পার্বতী প্রভৃতি নবার্বুদ নারী লএগ্রা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নব[২] [স] *বিণ* নতুন। 'ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নবকবি [স] *বি* নতুন কবি। 'এই নবকবিদের রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে ...' *প্রমথ*, ১৯১৫।

নবকলিকা [স] *বি* নতুন কুঁড়ি। 'জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নবকলেবর [স] *বি* নতুন রূপ। 'আমাদের সমাজ নবকলেবর ধারণ করবে।' *প্রমথ*, ১৯১২।

নবকিশলয় [স] *বি* নতুন কচি পাতা। 'অপু যেন প্রথম বসন্তের নবকিশলয়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নবকিশোর [স] *বি* নবীন কিশোর। 'এদেশী নবকিশোরদেরও তেমনি ঐ জাতীয় চিত্তবিকার ঘটে।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

নবকুমার [স] *বি* নতুন সন্তান। 'তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালা রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নবকুলবধূ [স] *বি* নতুন বউ। 'নবকুলবধূর ন্যায় ঘোমটা দিয়া ... প্রবিষ্ট হয়েন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

নবকুসুমোদ্গম [স] *বি* নতুন ফুল ফোটা। 'কদম্ববৃক্ষে দুই একটি নবকুসুমোদ্গম হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নবকেতন [স] *বি* নতুন পতাকা। 'বিদ্রোহী নবকেতন কুয়াশালীন পথের প্রস্তুতি স্থির করে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

নবকৌতূহলী [স] *বিণ* প্রথম জিজ্ঞাসু। 'নবকৌতূহলী শিশুদের মতো সকল জিনিসই তাহারা স্পর্শ করে, ঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নবগঠিত [স] *বিণ* সদ্য গঠন করা হয়েছে এমন। 'নবগঠিত সেনাবাহিনীতে মুসলিম মহিলাগণের যোগ্য অংশ নিতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

নবগীত [স] *বি* নতুন গান। 'ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নবগুঞ্জা [স] *বি* সদ্য প্রস্ফুটিত কুঁচ ফুল। 'নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নবগৃহ [স] *বি* নতুন ঘর। 'জীবনের কাঁটা বাছি, নবগৃহ-মাঝে বহি এনো, তুমি গৃহহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

নবগৌরব [স] *বি* নতুন সাফল্য। 'তরুণ মুখে নবগৌরবের গর্বোজ্জ্বল দীপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নবঘন [স] *বি* নতুন মেঘ। 'কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি নবঘনধ্বনি জিনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নবঘনগর্জন [স] *বি* নতুন মেঘের হুঙ্কার। 'দামামা-নিস্বন নবঘনগর্জন ভয়ে দিনহিংসা ভঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নবঘনধ্বনি [স] *বি* নতুন মেঘের গর্জন। 'কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি নবঘনধ্বনি জিনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নবচম্পক [স] *বি* সদ্য ফোটা চাঁপা ফুল। 'কনককাঞ্চন-আবরণ, নবচম্পক-আভরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নবচেতনা [স] *বি* নতুন চেতনা। 'নবচেতনায় জাগো, জাগো, ওঠো বীর।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নবজনম [স নবজন্ম] *বি* নতুন জীবন। 'আনুক জীবনে নবজনমের অমল বায়ু।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

নবজন্ম [স] ১ *বি* নতুন জন্ম। 'হেথা মোর নবজন্মলাভ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* নবজাগরণ। 'নবজন্ম ও নতুন চেতনা লাভ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নবজল [স] *বি* সদ্য বৃষ্টির জল। 'নবজলমদ-মত্ত ডাকএ দাদুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নবজলধরকান্তি [স] *বি* নতুন মেঘের মতো শরীর। 'হাতির সেই নবজলধরকান্তি যেন চিত্তির খেয়ে গেছে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

নবজাগরণ [স] ১ *বি* নতুন দিনের আবির্ভাব। 'নবজাগরণের দেবদূতরূপে তোমার সুপ্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'যুগে যুগে নবজাগরণ-তূরি –/ বাজাব প্রভাত-বায়ু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* রেনেসাঁস। 'তাতে এশিয়ায় এসেছিল নবজাগরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নবজাগরণযুগপ্রভাত [স] *বি* নতুন উদ্যমে ও বিশ্বাসে শুরু হওয়া যুগের ভোর। 'এসো সেই নবসৃষ্টির কবি নবজাগরণযুগপ্রভাতের রবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নবজাগৃতি [স] *বি* নবজাগরণ। 'বাংলা ও বাঙালির নবজাগৃতির জন্যে বিদ্যাসাগর যে অতুলনীয় কর্মযোগের পরিচয় দিয়েছেন ...' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

নবজাগ্রত [স] *বিণ* সদ্যজাগ্রত। 'নবজাগ্রত নয়নে আনিবে/ নূতন জগৎরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নবজাত [স] ১ *বিণ* নতুন সৃষ্ট। 'নবজাত উঙ্কানেত্র মহাপক্ষ গরুড় যেমন বসিতে না পায় ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'আপনার নবজাত ক্ষুদ্র

ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'নবজাত শিশু।' *মানিক*, ১৯৪০।

নবজাতক [স] *বি* সদ্য জন্ম নেওয়া শিশু। 'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নবজাতা [স] *বিণ স্ত্রী* সদ্য জন্মেছে এমন। 'শিশিরকণা নবজাতার একমাথা কোঁকড়া চুলের দিকে একটু তাকালেন।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

নবজামাতা [স] *বি* সদ্য বিবাহিত মেয়ের স্বামী। 'ঐ অবস্থায় নবজামাতার সামনে লজ্জাই করছিলো।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

নবজীবন [স] ১ *বি* নবীন যৌবন। 'ফুটন্ত নবজীবনের 'পরে/ চাপায়ে শাস্ত্রভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* নতুন করে বাঁচার প্রেরণা। 'আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নবজীবনদাতা [স] *বিণ* নতুন জীবনদানকারী। 'বাঙ্গলার নবজীবনদাতা বলিয়া তিনি ইতিহাসের কৃতজ্ঞতা পাইবেন।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

নবডঙ্কা [স নব+স ঢক্কা] *বি* কিছুই না; ফাঁকি। 'পড়ালেখায় নবডঙ্কা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নবতন [ফা] *বিণ* নতুন। 'আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গলবারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নবতম [স] *বিণ* সবচেয়ে নতুন। 'যাকে বলে নতুন, নবতম অবদান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নবতর [স] *বিণ* অতি নতুন। 'নব নবতর কল্যাণ, তোমাকে নমস্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

নবতেজোদৃপ্ত [স] *বিণ* নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত। 'তারপর নবতেজোদৃপ্ত ফরাসী সৈন্যবাহিনী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নবত্ব [স] *বি* নতুনত্ব। 'সাহিত্যে নবত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'পৃথিবী তাঁর এই নবত্বের দাবি দু'হাতে মিটিয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

নবদন্তোদ্গতা [স] *বিণ স্ত্রী* নতুন দাঁত গজিয়েছে এমন। 'যেমন নবদন্তোদ্গতা রেণুকা মনে করছেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে দিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নবদম্পতি [স] *বি* নব বিবাহিত স্বামী ও স্ত্রী। 'নবদম্পতিকে অন্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নবদীক্ষিত [স] *বিণ* নতুন দীক্ষা লাভ করেছে এমন; নবীন। 'কতিপয় নবদীক্ষিত সাহিত্যিকের আগ্রহ ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

নবদূর্বাদলশ্যাম [স] *বিণ* কচি দূর্বা ঘাসের মতো সবুজ। 'সীতা পেয়েছিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নবদ্ধাগমন [স নববধ্বাগমন (নব-বধূ-আগমন)] *বিণ* (নববধূর ক্ষেত্রে) স্বামীর বাড়িতে প্রথম যাচ্ছে এমন। 'নবদ্ধাগমনের বউএর মত দুই এক কুটিওয়ালা গাড়ির ভিতর বসে আছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নবধব [স] *বিণ* নতুন শুভ্র। 'নবধব সুগন্ধেসরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নবধান্যশ্যামলা [স] *বিণ* নতুন ধানের মতো সবুজ। 'নবধান্যশ্যামলা এই নদীমালিনী ভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নবধারা [স] *বি* বর্ষার জলের প্রথম প্রবাহ। 'এসো করো স্নান নবধারা জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নবনব [স] *বিণ* নতুন নতুন। 'আমাদের শক্তি অচিন্তনীয়রূপে নবনব সৃষ্টি দ্বারা নিজেকে চরিতার্থ করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নবনবোন্মেষশালিনী [স নব-নব-উন্মেষ-শালিনী] *বিণ* ক্রমবিকাশমান। 'বরং এই অহং যে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার উৎস এ বিশ্বাসে তিনি রীতিমতো গর্বিত এবং উৎফুল্ল বোধ করেন।' *শিব*, ১৯৫০।

নবনলিনী [স] *বি স্ত্রী* সদ্য ফোটা পদ্ম। 'বৈষ্ণবী আমার নম্রতার নবনলিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

নবনিযুক্ত [স] *বিণ* নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত। 'নবনিযুক্ত ঝির অবাধ্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নবনির্বাচিত, নবনির্ব্বাচিত [স] ১ *বিণ* সদ্য নির্বাচন করা হয়েছে এমন। 'নবনির্বাচিত নয়জন মহিলা সদস্যার সম্মানার্থ ... এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৫৪। ২ *বি* সদ্য নির্বাচিত হয়েছে যে। 'প্রলোভন ও নানা প্রকার ছলচাতুরীর মাধ্যমে নবনির্ব্বাচিতদের তাহাদের দলে ভিড়াইতে পারিবেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

নবনির্মিত [স] *বিণ* সদ্য নির্মাণ করা হয়েছে এমন। 'এই নবনির্মিত জাতীয় জয়ঢাকটার উপরে কাঠি না মারিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৭০।

নবনীতি [স] *বি* নতুন নিয়ম। 'নারী স্বাস্থ্য-রক্ষার নবনীতি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

নবনীপ [স] *বি* সদ্য ফোটা কদমফুল। 'মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নবনীল [স] ১ *বিণ* কোমল নীল। 'যেন তার আঁখি দুটি নবনীল ভাসে ফুটিয়া উঠিছে আজি অসীম আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ *বিণ* গাঢ় নীল রঙের। 'আকাশ কালো করে সজল নবনীল মেঘে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নবনে [স নবীন] *বিণ* নবীন। 'এসেছে নবনে বুড়ো যৌবনেরই রাজসভাতে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নবন্যাস [স] ১ *বি* উপন্যাস। 'অতএব নবন্যাস কথাটি সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'ইংরাজীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নবন্যাসগুলি স্ত্রীলোকদের লেখনী হইতে প্রসূত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বি* নতুন উপন্যাস (ব্যঙ্গার্থে)। 'নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নব পত্র [স] *বি* নতুন পাতা। 'তরুবর নব পত্র করেছে ধারণ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

নবপত্রপুট [স] *বি* নতুন পাতা। 'দিয়েছো উত্তর তার নবপত্রপুটে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

নবপরিচিত [স] *বিণ* নতুন পরিচয় হয়েছে এমন। 'আমাদের নবপরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'নবপরিচিত প্রতিবেশী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

নবপরিচিতা [স] *বি স্ত্রী* নতুন পরিচয় হয়েছে এমন ব্যক্তি। 'আমার নবপরিচিতা নিজের পকেট থেকে একটি শিলিং বার করে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

নবপরিণীত [স] *বিণ* নতুন বিবাহিত। 'বোধ হইল তাহারা নবপরিণীত।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

নবপরিণীতা [স] *বিণ স্ত্রী* নতুন বিবাহিত। 'কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ নূতন স্বাধীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নবপর্যায়, নবপর্য্যায় [স] *বি* নতুন অবস্থা। 'আমাদের নবপর্য্যায়ের

রাজনীতির ইতিহাসের আদ্যন্ত।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

নবপল্লব [স] *বি* নতুন পাতা। '... নবপল্লব দ্বারা মূল পর্য্যন্ত পরিবৃত হইয়া পরম রমণীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নবপুষ্পিত [স] *বিণ* নতুন ফুল ফুটেছে এমন। 'নবপুষ্পিত রক্তপলাশের বনে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

নবপ্রণয়ী [স] *বি* নতুন প্রেমে পড়েছে যে। 'উপন্যাসলোকবাসী নবপ্রণয়ীর ন্যায় ধীরমন্থরগতিতে অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

নবপ্রতিষ্ঠিত [স] *বিণ* সদ্য স্থাপিত। 'এই নবপ্রতিষ্ঠিত স্থানে নানাবিধ ভারতীয় দ্রব্যের আমদানি হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নবপ্রবর্ত্তিত, নবপ্রবর্ত্তিত [স] *বিণ* নতুন প্রবর্তন করা হয়েছে এমন। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্ত্তিত শিক্ষাধারা।' *ইসলাহ*, ১৯৩২।

নবপ্রবাসী [স] *বি* নতুন অভিবাসী। 'আমেরিকার নবপ্রবাসীগণ ইউরোপীয় পৈতৃক আচার ব্যবহার বিদ্যা ... প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

নবপ্রভাত [স] *বি* নতুন প্রভাত। 'বিশ্বজন-চিতে আনো নবপ্রভাত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নবপ্রসূত [স] *বিণ* নতুন জন্মেছে এমন। 'নবপ্রসূত পক্ষীশাবক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

নবপ্রসূতা [স] *বিণ* সদ্য সন্তান প্রসব করেছে এমন। 'এক গৃহস্তের স্ত্রী নবপ্রসূতা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

নবপ্রসূতি [স] *বিণ* সদ্য মা হয়েছে এমন। 'নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নবপ্রস্ফুটিত [স] *বিণ* সদ্য ফোটা। 'নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কী অভূতপূর্ব শোভা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নবস্ফুটিত [স] *বিণ* সদ্য ফোটা। 'নবফুটন্ত ফুলকাননের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নববধূ [স] *বি* নতুন বউ। 'অতগুলি মেয়ের মধ্যে একজন নববধূ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নববধূবেশ [স] *বি* নতুন বউয়ের সাজ। 'এ সংসারে একদিন নববধূবেশে/ তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নববধূযোগ্য [স] *বিণ* নতুন বউয়ের উপযুক্ত। 'নববধূযোগ্য লজ্জাভয় দূর করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নববধূসুলভ [স] *বিণ* নতুন বউয়ের মতো। 'নববধূসুলভ লজ্জা।' *মানিক*, ১৯৪০।

নববধ্বাগমন [স নব-বধূ-আগমন] *বি* (নতুন বউয়ের ক্ষেত্রে) স্বামীর বাড়িতে প্রথম আগমন। 'কারণ নববধ্বাগমনের পর স্বামীর মুখ সন্দর্শন করেন নাই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নববর [স] *বি* বিয়ের নতুন পাত্র। 'ময়ূরপংখিতে একটি চন্দনচর্চিত অজাতশ্মশ্রু নববর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নববরষা [স নববর্ষা] *বি* নতুন বর্ষা। 'প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নববরষার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নববর্ষ [স] *বি* নতুন বছর। 'খৃষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

নববর্ষা [স] *বি* নতুন বর্ষা। 'আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নববল [স] *বি* নতুন শক্তি। 'নববলে বলীয়ান তরুণ তুর্কী বা আফগান যদি ঘটনাক্রমে এই দেশ দখল করে।' *সওগাত*, ১৯২৭।

নববসন্ত [স] **১** *বি* বসন্ত ঋতুর সূচনা। 'নববসন্তের মাধবী যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২** *বি* নতুন প্রাণ সঞ্চার। 'দেশপ্রীতির নববসন্তেও সেই দৈন্য সেই জড়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নববস্ত্র [স] *বি* নতুন পোশাক। 'সেদিনকার মাল্যচন্দন, নববস্ত্র ও হোম-ধূমের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নববাণী [স] *বি* নতুন বার্তা। 'অশ্রুমতী মা গো, নববাণীতে জাগো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নববাবু [স] *বি* অল্পবয়স্ক হিন্দু ভদ্রলোক। 'এইরূপ খুশিতে স্বদেশী বিদেশী সকলেই নববাবুর মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নববিজয় [স] *বি* নতুন সাফল্য। 'মুসলমানের বীর্যশালী বাহুর নববিজয় মহিমার আনন্দসংবাদ।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

নববিধ [স] *বিণ* নতুন ধরনের। 'নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্রমত লৈয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নববিধান [স] **১** *বি* ১৮৬০-এর দশকে কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত নতুন ব্রাহ্মমত। 'নববিধান মণ্ডলীর উপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ভাসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **২** *বি* নতুন নিয়ম। 'ঈদ-অল-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নববিবাহিতা [স] *বিণ* স্ত্রী নতুন বিয়ে করেছে এমন। 'দশ বৎসরের নববিবাহিতা পত্নীকে বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া দেশছাড়া হইয়া গেল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নববিবি [স নব+ফা বীবী] *বি* উঠতি মধ্যবিত্তের স্ত্রী। 'নববাবু ও নববিবি উভয়েরি নষ্ট চরিত্র দেখিয়া আপন২ চরিত্র পবিত্র করিতে পারিবেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

নবভাব [স] *বি* নতুন ভাব। 'অতীতের মধ্যে আমাদের এই নবভাবের চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

নবভাবোদ্দীপ্ত [স নব-ভাব-উদ্দীপ্ত] *বিণ* নতুন ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত। 'সেই নবভাবোদ্দীপ্ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নব-ভারত [স] *বি* নতুন ভারত। 'নব-ভারতের হলদিঘাট।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নবভুবন [স] *বি* নতুন জগৎ। 'আমরা করেছি সৃজন নবভুবন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নবভোগ [স] *বি* নতুন ভোগ। 'মনোরঙ্গে নবভোগ অধিক শোভএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নবমুকুলিত [স] *বিণ* সদ্য বিকশিত। 'বসনের শত ছিদ্রপথ দিয়া নবমুকুলিত যৌবন উপচাইয়া পড়িতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নব-মৃত্যু [স] *বি* নতুন রূপে মৃত্যু। 'সে-অরণ্যে নব-মৃত্যু মোরা সৃজিয়াছি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

নবমেঘ [স] *বি* নতুন মেঘ। 'নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নবমেঘঘটা [স] *বি* নতুন মেঘের আগমন। 'কিবা কেশছটা, নবমেঘঘটা; দেখিয়া চমরী, মনে লাজধরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নবযুগ [স] ১ *বি* আধুনিক যুগ। 'আমি চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* নতুন সময়। 'দুই ব্যগ্র বাহুর ব্যাকুল আলিঙ্গন মেলিয়া নবযুগকে আহ্বান করিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

নবযুগ-রবি [স] *বি* নতুন যুগের সূর্য (রবীন্দ্রনাথ)। 'ভক্তরা বলে, নবযুগ-রবি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নবযুগোচিত [স নবযুগ-উচিত] *বিণ* নতুন যুগসুলভ। 'রবীন্দ্রসাহিত্য ... নবোযুগোচিত মূল্য সঞ্চয় করেছে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

নবযৌবন [স] *বি* সদ্যপ্রাপ্ত যৌবন। 'তোর মুখে সুখী রাধিকার রূপ আগুর নবযৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নবযৌবনা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* নতুন যৌবনপ্রাপ্ত। 'আমিও সে নবযৌবনা অনুপমা রূপবতী ঋষি-তনয়া ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। ২ *বিণ স্ত্রী* নতুন যৌবনপ্রাপ্ত নারীর মতো। 'এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালবাসা-বাসি চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ স্ত্রী* নতুন যৌবনের মতো উদ্দাম। 'ঘন গৌরবে নব-যৌবনা বরষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নবযৌবনী [স] *বিণ স্ত্রী* নতুন যৌবনপ্রাপ্ত। 'এ নবযৌবনী দারুণ সতিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নবরঙ্গ [স] *বিণ* নতুন রসের। 'এই সকল নবরঙ্গ ভাব দেখিয়া আমি অমনি তটস্থ হইয়া থাকি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

নবরত্ন [স] *বি* নতুন রত্ন। 'নবরত্ন ধরে, তম দূর করে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নবরাজ [স] *বি* নতুন রাজা। 'এক নবরাজ প্রেমরাজ হয়ে আমাকে ডেকে তাঁর সিংহাসনে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

নবরূপ [স] *বি* নতুন রূপ। 'পূর্ণ ব্রহ্ম হরি, নবরূপ ধরি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নবরূপায়ণ [স] *বি* নতুন রূপদান। 'দেশী-বিদেশী অজস্র সুরের নবরূপায়ণে তাঁর কৃতিত্ব।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

নবরূপী [স] *বিণ* নতুন রূপ ধারণ করেছে এমন। 'হায় নবরূপী নারায়ণ।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

নবরৌদ্ররাগ [স] *বি* সকালের রোদের রং। 'নবরৌদ্ররাগে রঞ্জিত প্রভাতগগনের শোভা।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

নবলব্ধ [স] *বিণ* নতুন পাওয়া; সদ্য অর্জিত। 'এই নবলব্ধ অনুভূতির প্রবল উৎসাহের বেগ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নবশক্তি [স] *বি* নতুন শক্তি। 'নবশক্তি লাভ করা সহজসাধ্য নয়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

নবশষ্প [স] *বি* কচি ঘাস। 'যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নবশিক্ষিত [স] *বিণ* আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। 'নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারে নশো ... সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন নি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

নবশিক্ষা [স] *বি* নতুন শিক্ষা। 'নবশিক্ষার মুখ্য এবং গৌণ অংশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নবশ্যাম [স] ১ *বিণ* কচি সবুজ। 'নবশ্যাম দূর্বাদলে আলোকের ঝলক ঝলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ২ *বি* নতুন মেঘ। 'এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নবসখী [স] *বি* নতুন সহচরী। 'এই উত্তর শুনে আমার নবসখী মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে রইল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

নবসভ্যতা [স] *বি* নতুন কালের সভ্যতা। 'আজ একটি নগরবাসী নবসভ্যতার পোষ্যপুত্রের মন অতর্কিতভাবে হরণ করিয়া লইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নবসাহিত্য [স] *বি* নতুন যুগের সাহিত্য। 'আমাদের নবসাহিত্যে কোনোরূপ শ্রমবিভাগ নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

নব সুর [স] *বি* নবোদিত সূর্য। 'সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নবসূর্য [স] *বি* নবোদিত সূর্য। 'আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য উদয়োন্মুখ তার সহস্র ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

নবসৃষ্টি [স] *বি* নতুন সৃষ্টি। 'উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নবসৃষ্টির মহানন্দে।' *নজরুল*, ১৯২২।

নবস্ফুট [স] *বিণ* সদ্য প্রস্ফুটিত। 'কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়; নবস্ফুট।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

নবাগত [স নব-আগত] *বিণ* নতুন আগত। 'এই নবাগত বিদ্বান ব্যক্তির যুবা ব্যক্তির ব্যবসায় ও সরল স্বভাব দর্শনে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

নবাগতা [স নব-আগতা] *বি স্ত্রী* নতুন এসেছে যে। 'আকুল চেয়ে দেখল নবাগতার পানে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

নবাঙ্কুর [স নব-অঙ্কুর] ১ *বি* নতুন মুকুল। 'যখন বনভূমিতলে নবাঙ্কুর এবং তরুশাখায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* নতুন অঙ্কুরিত। 'তোমার চরণতলে, নবাঙ্কুর তৃণাসনে ব'সে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

নবাঙ্কুরিত [স নব-অঙ্কুরিত] *বিণ* সূত্রপাত হয়েছে এমন। 'নবাঙ্কুরিত সাহিত্যের উৎসাহদাতা হইয়াছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

নবানুরাগ [স নব-অনুরাগ] *বি* নতুন অনুরাগ। 'নবীন যোগীর একে নবানুরাগ ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

নবাবিষ্কৃত [স নব-আবিষ্কৃত] *বিণ* নতুন প্রকাশিত। 'আমাদের মানসভূমি আমাদের নিকট নবাবিষ্কৃত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নবাভিষিক্ত [স নব-অভিষিক্ত] *বিণ* সদ্য অভিষিক্ত। 'আমি কাহাড়ের নবাভিষিক্ত নবীন রাজা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

নবাভিষিক্তা [স নব-অভিষিক্তা] *বিণ স্ত্রী* নতুনভাবে অভিষেক হয়েছে এমন। 'তুমি কাহাড়ের নবাভিষিক্তা নূতন রাজ্ঞী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

নবাম্বুদ [স নব-অম্বুদ] *বি* নতুন মেঘ। 'পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বকপাঁতি/ নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নবারুণ [স নব-অরুণ] *বি* সকালবেলার সূর্য। 'কাল পুন পূরবে না উদিতে নবারুণ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

নবার্জিত [স নব-অর্জিত] *বিণ* সদ্য অর্জিত। 'নবার্জিত পরমরত্নটির আহরণকাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নবালোক [স নব-আলোক] *বি* নতুন আলো। 'সবাইকে মুক্তির নবালোকে আহ্বান করেছিলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

নবীভূত [স] *বিণ* নতুন হয়ে উঠেছে এমন। 'পূর্ব্বতন শোকসংবাদ নবীভূত হইয়া উঠিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

নবোচ্ছ্বাস [স নব-উচ্ছ্বাস] *বি* তীব্র উল্লাস। 'যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে ফাগুন মাসে বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নবোত্থিত [স নব-উত্থিত] *বিণ* নতুন জন্ম লাভ করেছে এমন। 'নবোত্থিত উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্তকে তিনি তাঁর লেখায় অগ্রাহ্য করেননি।' *উমর*, ১৯৬৮।

নবোদিত [স নব-উদিত] *বিণ* সবেমাত্র উদিত। 'ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নবোদিতা [স নব-উদিতা] *বিণ স্ত্রী* সদ্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এমন। 'অযাচিতভাবে আলাপ করিয়ে দিয়েছে নবোদিতা নক্ষত্রদের সঙ্গে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

নবোদ্‌গত [স নব-উদ্‌গত] *বিণ* নতুন গজানো। 'নবোদ্‌গত শ্মশ্রু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নবোদ্ভাবিত [স নব-উদ্ভাবিত] *বিণ* নতুন আবিষ্কৃত। 'একটি নবোদ্ভাবিত ধনাগমের উপায়।' *নবনূর*, ১৯০৬।

নবোদ্ভিন্ন [স নব-উদ্ভিন্ন] *বিণ* সদ্য প্রস্ফুটিত। 'নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'নবোদ্ভিন্ন কুঁড়ি-কদম্বের ঘন যৌবন-ব্যথায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নবোদ্ভিন্নযৌবনা [স নব-উদ্ভিন্ন-যৌবনা] *বিণ* নতুন যৌবনে পদার্পণ করেছে এমন। 'মায়া বৈদ্যনাথেরই কন্যা বটে, কিন্তু নবোদ্ভিন্নযৌবনা।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নবোদ্ভূত [স] *বিণ* নতুনভাবে উদ্ভূত। 'নবোদ্ভূত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে এদের ভবিষ্যদ্‌মুখিনতা ও আশাবাদ...।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

নবোদ্যম [স নব-উদ্যম] *বি* নতুন উদ্যম। 'এই নবোদ্যম দেখিয়া তত সন্তুষ্ট হইবেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

নবোন্মেষিত [স নব-উন্মেষিত] *বিণ* নব বিকশিত। 'প্রভাতে নবোন্মেষিত অরুণালোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নব[৩] [ই নব্] *বি* বোতাম। 'একটা নব চেপে দিলে কেমন সাংঘাতিক চেঁচিয়ে উঠবে যন্ত্রটা।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

নবত, নবৎ [আ নওবত] *বি* সানাই-সহযোগে সম্মিলিত বাজনা, যা সাধারণত উৎসবে মঞ্চের উপর থেকে বাজানো হয়। 'ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চলতী নবত ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'রাজার বাড়ি নবৎ বসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

নবতখানা [আ নওবত+ফা খানাহ্] *বি* যে স্থানে বা মঞ্চে বসে নওবত বাজানো হয়। 'নবতখানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী-যেন একটা দেখতে পাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নবতি [স] *বিণ* নব্বই সংখ্যক। 'তাহারা নবতি দিবসান্তে যাবাদ্বীপে উত্তীর্ণ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

নবদণ্ড [স] *বি* রাজছত্রবিশেষ। 'শির নবদণ্ড ছত্র আকার।' *সুলতান*, ১৭৫০।

নবন [স লবণ] *বি* লবণ; নুন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

নবনি, নবনী [স নবনীত] *বি* মাখন; ননি। 'খির নবনি আছে আর দুগ্ধ সর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ঘৃত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নবনীকোমল [স নবনীতকোমল] *বিণ* মাখনের মতো নরম। 'অপ্সরীদের নবনীকোমল হস্তের তৈরি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নবনীত [স] **১** *বিণ* মাখনের মতো কোমল। 'কটিতে কিঙ্কিণী নবনীত দুই করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* মাখন; ননি। 'দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত চন্দন পুষ্পমালা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নবম [স] *বিণ* নয় সংখ্যার পূরক। 'নবম শ্রেণীর ১৪২,০০০ তারা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'নবম, অষ্টম, সপ্তম এই তিনটি মাইল ষ্টোন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বাংলা স্কুল নবম শ্রেণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নবমবর্ষীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* নয় বছর বয়স্ক। 'একটি নবমবর্ষীয়া বালিকা।' *ভূমোলুক*, ১৮৭৪।

নবমী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* নয় সংখ্যক। 'আরাকাতে গেলা নবী নবমী দিবসে।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* তিথি বিশেষ। 'দ্বিতীয়া অম্বিত অষ্টাহ সঙ্গীত বিসর্জন নবমীতে।' *ভারত*, ১৭৬০।

নবমেত [স নবম>] *ক্রিবিণ* নবমত। 'নবমেত পৃথুরূপে মহিমা আপার।' *মালাধর*, ১৫০০।

নবমল্লিকা [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'সর্বত্রই যূথি, জাতি ... নবমল্লিকা, কাষ্ঠমল্লিকা নাগরকেশর গন্ধরাজ বকুলাদি পরিশোভিত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

নবম্বর [ই নভেম্বর] *বি* নভেম্বর মাস। 'অক্তবর নবম্বর দিজাম্বর তেমাহাতে ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

নবরঙ্গ [আ/ফা নারংগ] *বি* কমলা লেবু। 'পহিল বদরিসম পুন নবরঙ্গ। দিন দিন অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নবরূপ *দ্র* নব[২]

নবল [স নব>] *বিণ* নবীন। **নবল কিসোর** [স নব>+স কিশোর] *বি* নবীন কিশোর; কৃষ্ণ। 'বিহরই নবল কিসোর। কালিন্দি পুলিন কুঞ্জবন সোভন নব নব প্রেমবিভোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নবাগত, নবাগতা *দ্র* নব[২]

নবাঙ্কুর, নবাঙ্কুরিত *দ্র* নব[২]

নবাত *বি* চিনির নিরেট খাদ্যবিশেষ। 'ডালিমা মরিচালাড়ু নবাত অমৃতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কিনিএগ নবাত ফেনি বিশা দরে কিনে চিনি পান কিনে সহস্রের দরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নবানুরাগ *দ্র* নব[২]

নবান্ন [স] **১** *বি* নতুন ধানের চাল থেকে ভাত খাওয়ার উৎসব। 'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'এই কার্তিকের নবান্নের দেশে।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'কল্পরে, ফোঁপড়ায় নবান্নের গন্ধে নবান্নের মত তুমি আর আমি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নবাব [আ নওয়াব] **১** *বি* মুসলমান শাসনকর্তা। 'কটকে মুরসীদ কুলি খাঁ নবাব ছিল।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* রাজমর্যাদাপূর্ণ উপাধি বিশেষ। 'লক্ষ্মৌয়ের নবাব গাজুদ্দীন হয়দর বাহাদুর পূর্ব্বে উজীর নবাব নামে খ্যাত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

নবাব জাদা [আ নওয়াব+ফা জাদাহ্] *বি* নবাবের পুত্র। 'দুই কুমার নবাব জাদার সহিত লেখা পড়া করেন একত্তরেতে খেলান ও বেড়ান।' *রামরাম*, ১৮০১।

নবাবজাদী [আ নওয়াব+ফা জাদী] *বি* নবাবের কন্যা। 'বিমলা কিছুই জানেন না, হাসিয়া কহিলেন, "নবাবজাদী ..."।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'নবাবজাদী কহিলেন, কে জানোয়ার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নবাবপুত্র [আ নওয়াব+স পুত্র] *বি* নবাবের ছেলে। 'তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নবাবপুত্রী [আ নওয়াব+স পুত্রী] *বি* নবাবের কন্যা। 'নবাবপুত্রী কহিতে গ্লানিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নবাবি, নবাবী [আ নওয়াব>] ১ *বিণ* নবাবের। '১৭৫৬ সালের জুন মাসে নবাবি হলামার সময় ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* নবাবের মতো আচার-ব্যবহার ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন। 'সাহেবেরা বাঙ্গালিদিগের ভাড়াটিয়া ভবনে বাস করে নবাবি করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫১। ৩ *বি* শৌখিনতা। 'মনের ভিতর মর্জ্জি আছেন নবাবী তাঁর অনেক রকম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৪ *বি* রাজত্ব। 'পারস্যদেশের ফুল আজ ... গৌরব ও সৌরভের সহিত নবাবি করছে।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ৫ *বিণ* নবাবের উপযোগী উৎকৃষ্ট। 'একলা বসে নবাবী খানা খাওয়ার চেয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

নবাবি চাল, নবাবীচাল [আ নওয়াব>+স চাল] ১ *বি* নবাবের মতো বড়মানুষি আচার-ব্যবহার। 'আদর পেয়ে পেয়ে এই ব্যক্তির অভ্যাস হয়েছে নবাবি চাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* বনেদিয়ানা। 'তাহার আহারে নবাবীচাল দেখিতে পাইতাম না।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

নবাবিয়ানা [আ নওয়াব>+ফা আনা] *বি* নবাবি চালচলন। 'এমন নবাবিয়ানা পৃথিবীতে অতি অল্প আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নবাবিষ্কৃত *দ্র* নব[২]

নবাভিষিক্ত *দ্র* নব[২]

নবাম্বর [ই নভেম্বর] *বি* নভেম্বর মাস। '৭ নবাম্বর ২৫ কার্ত্তিক।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

নবাম্বুদ *দ্র* নব[২]

নবারুণ *দ্র* নব[২]

নবার্জিত *দ্র* নব[২]

নবার্বুদ *দ্র* নব[১]

নবালোক *দ্র* নব[২]

নবি, নবী [আ নবী] *বি* ইসলামিমতে প্রেরিত পুরুষ। 'ত্রিভুবন নিস্তারিবা নবী মোহাম্মদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'নবি জোল কর্ণায়ন সে সাহা সেকান্দর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নবীচরিত [আ নবী+স চরিত] *বি* নবীজীবনী। 'পৃথিবীতে যত অধিক ভাষায় নবীচরিত রচিত হবে।' *হাই*, ১৯৫৪।

নবিন [স নবীন] ১ *বিণ* নতুন। 'নবিন কাণ্ডারি আমি নৌকা নাহি বাই।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সাম্প্রতিক। 'নবিন গুদাম।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

নবিশিন্দা [ফা] *বি* লেখক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নবী *দ্র* নবি

নবীন [স] ১ *বিণ* নতুন। 'নবীন যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* তরুণ। 'চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মোহেব কাক্কার বেটা নবীন জওয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* কম; অল্প। 'নবীন বয়সী সব বিলোকন বাঁক।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বিণ* সদ্যরচিত। 'নবীন নিশ্চিত ধারা ও নিয়ম।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৫ *বিণ* কচি। 'সচন্দন নবীন তুলসীদল কুম্ভমাদি স্থাপন করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৬ *বিণ* সতেজ। 'আমার প্রাণটা নবীন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নবীনতম [স] *বিণ* সবচেয়ে নতুন। 'ইতিহাসের পথে পৃথিবীর নবীনতম রাষ্ট্র ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

নবীনতর [স] *বিণ* অতি নতুন। 'চরন্তন আত্মীয়তাকে নবীনতর নিবিড়তার সহিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'আরেক নবীনতর ভোরে।' *জীবন*, ১৯৪০।

নবীনতা [স] *বি* নতুনত্ব। 'চিরনিশ্চিন্ত প্রশান্ত নবীনতা দেখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নবীনত্ব [স] *বি* নতুনত্ব। 'মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নবীন নবীন [স] *বিণ* তাজা তাজা। 'স্থানে স্থানে মেষগণ স্বেচ্ছানুসারে নবীন নবীন তৃণ দন্ত দ্বারা মর্দ্দন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নবীনপত্র [স] *বি* নতুন পাতা। 'পুষ্পিত তরুশাখা, উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ নবীনপত্র ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নবীনবাবু [স নবীন+বাবু] *বি* উঠতি বয়সী হিন্দু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। 'এয়ার উমেদেওয়ার দালাল মহাজন নবীনবাবুদিগের নাম শুনিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নবীনব্রতী [স] *বিণ* নতুন ব্রত ধারণকারী। 'নবীনব্রতী যুবকের চিঠির কটি টুকরো এখানে তুলে দিচ্ছি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নবীনযুবা [স] *বি* অপেক্ষাকৃত কমবয়সী যুবক। 'নবীনযুবারা ... ধনির আশ্রয় গ্রহণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

নবীন যোগী [স] *বি* অল্পবয়সী সন্ন্যাসী। 'ঐ নবীন যোগী আমার প্রাণেশ্বর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নবীন যৌবন [স] *বি* নবযৌবন। 'নবীন যৌবন ভরে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নবীনা [স] ১ *বিণ* তরুণী। 'যত প্রধানা নবীনা গণিতা যবনী বারাঙ্গনা আছে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ স্ত্রী* নতুন। 'নবীনা সভ্যতা যেন এক বৃদ্ধ পতিকে বিবাহ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নবীভূত [স] *বিণ* নতুনত্ব প্রাপ্ত। 'পুরাতন শোক-সংবাদ নবীভূত হইয়া উঠিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

নবীয়সী [স] *বিণ* নবীনা। 'আলো ছায়া ইত্যাদি তা এই পুরাতনী ও নবীয়সী উষার প্রকাশ।' *অবন*, ১৯২৫।

নবুদ [ফা নাবুদ] *বিণ* অস্তিত্বহীন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নবুয়ত [আ] *বি* নবিত্ব। 'মোহর নবুয়ত অঙ্গে শোভে জোত।' *সুলতান*, ১৭০০।

নবুওত [আ] *বি* নবিত্ব; নবির পদ। 'আজ হইতে আপনি নবুওত পাইলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

নবুয়তধারী [আ নবুয়ত+স ধারী] *বিণ* নবির দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'মদিনার শাহানশাহ কোহ-ই-তূর-বিহারি/ মোহাম্মদ মোস্তফা নবুয়তধারী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

নবেম্বর [ই] *বি* নভেম্বর মাস; ইংরেজি পঞ্জিকার একাদশ মাস। *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'মিতি তারিখ ২৪ নবেম্বর।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

নবেল [ই] *বি* উপন্যাস। 'এক গণ্ডা নবেলকে একখানি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ন-বৈজ্ঞানিক [স] *বিণ* বৈজ্ঞানিক নয় এমন। 'গত শতাব্দীর ইউরোপের ন-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সমাজে ...।' *সবুজ*, ১৯১৭।

নবোচ্ছ্বাস *দ্র* নব[২]

নবোঢ়া [স] *বিণ* নববিবাহিতা। 'বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিণী। সেলামী দিলেন সবে চতুর্গুণ তার।' *ভারত*, ১৭৬০।

নবোত্থিত *দ্র* **নব**[২]

নবোদিত, নবোদিতা *দ্র* **নব**[২]

নবোদ্গত *দ্র* **নব**[২]

নবোদ্ভাবিত *দ্র* **নব**[২]

নবোদ্ভিন্ন *দ্র* **নব**[২]

নবোদ্যম *দ্র* **নব**[২]

নবোন্মেষিত *দ্র* **নব**[২]

নব্বই [পা নবুতি] *বিণ* ৯০ সংখ্যক। 'নব্বই হাজার কথা শুনিয়া ...।' *সুলতান*, ১৭০০।

নব্য [স] *বিণ* নতুন। 'আপন নব্য রাজ্য অধিকার করিয়া।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নব্যচিত্র [স] *বি* নতুন কালের চিত্র। 'বঙ্গদেশের নব্যচিত্র সম্বন্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

নব্যতন্ত্র [স] *বি* নতুন পথ বা মত। 'পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধুয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়া ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নব্যতন্ত্রী [স] ১ *বিণ* নতুন মতাবলম্বী। 'নব্যতন্ত্রী একটা দল।' *ইসলাম*, ১৯২২। ২ *বি* প্রগতিপন্থী। 'বুদ্ধির অভিমানে বুক বেঁধে নব্যতন্ত্রী প্রশ্ন করে বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

নব্যদর্শন [স] *বি* দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। 'নব্যন্যায় নব্যদর্শন নব্যস্মৃতি আমাদের কাছে এখন অতিপুরাতন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

নব্যদল [স] ১ *বি* তরুণদের গোষ্ঠী। 'আজকাল অনেক নব্য দলের লোক এত বিচার করে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বি* নতুন মতাবলম্বী সম্প্রদায়। 'চরমপন্থী নব্যদল যাঁরা রামমোহনকে কেবল অর্ধ-লিবারেলরূপে আখ্যায়িত করেছেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

নব্যনাস্তিক্য [স] *বি* নতুন নাস্তিবাদ। 'তাঁর কল্পনায় সাম্প্রতিক নব্যনাস্তিক্যের পূর্বাভাসও লক্ষণীয়।' *শিব*, ১৯৬০।

নব্যন্যায় [স] *বি* ন্যায়শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা। 'নব্যন্যায় নব্যদর্শন নব্যস্মৃতি আমাদের কাছে এখন অতিপুরাতন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

নব্যপন্থী [স নব্য+হি পন্থী] *বিণ* নতুনকে গ্রহণ করে এমন। 'সব সময় নব্যপন্থী, অচলায়তনী নন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নব্যবঙ্গ [স] *বি* আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি যুবসমাজের সদস্য। 'তাহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

নব্যযুবক [স] *বি* আধুনিক যুবক। 'আমাদের নব্যযুবক এবং ছাত্রছাত্রীগণ প্রাণের সহিত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

নব্যশিক্ষিত [স] ১ *বিণ* আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। 'নব্যশিক্ষিত পাঠকদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'নব্যশিক্ষিত ভারতবাসী ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবেন না।' *প্রমথ*, ১৯১২। ২ *বি* নতুন শিক্ষালাভ করেছে যে। 'আমাদের মতো নব্যশিক্ষিতদের পক্ষে একরকম পাপ ক্রিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নব্যসভ্যতা [স] *বি* নতুন সভ্যতা। 'এই অতুল শক্তিশালী নব্যসভ্যতার সংঘর্ষে ভারতবাসীদের অনন্ত ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

নব্যসমাজ [স] *বি* যুবসমাজ। 'আমাদের যে উদ্ধত নব্যসমাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নব্যসম্প্রদায় [স] ১ *বি* ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। 'প্রাচীন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা নব্যসম্প্রদায়ের ভাব ভক্তি বিবেচনা করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* নতুন প্রজন্ম। 'নব্যসম্প্রদায়েরা শ্বশুরের টাকা লইতে নিতান্ত নারাজ।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

নব্যসম্প্রদায়ী [স] *বিণ* নতুন প্রজন্মের। 'প্রচলিত ধর্ম নব্যসম্প্রদায়ী প্রধান পণ্ডিতদিগের উপযুক্ত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নব্যসাম্প্রদায়িক [স] *বিণ* ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। 'সাধারণ লোকে নব্যসাম্প্রদায়িক যুবকদিগকে ঘোর পাপিষ্ঠ বোধ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নব্যস্মৃতি [স] *বি* নতুন ধর্মসংহিতা। 'নব্যন্যায় নব্যদর্শন নব্যস্মৃতি আমাদের কাছে এখন অতিপুরাতন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

নব্যা [স] *বি* আধুনিক নারী। 'এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথা লিখছি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

নব্যাভব্য [স নব্য-অভব্য] *বিণ* নতুন ভণ্ড। 'এক নব্যাভব্য বিবেকির বিবরণ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নব্যেতিহাস [স নব্য-ইতিহাস] *বি* নতুন ইতিহাস। 'নব্যেতিহাস কথিত চাঁদ সদাগরের ও কবি কঙ্কণোক্ত শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহলাদি উপদ্বীপে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নভ, নভঃ [স] *বি* আকাশ। 'বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৫০। *দ্র* **নভো**

নভঃস্থল [স নভঃ-স্থল] ১ *বি* আকাশ। 'নভঃস্থল ঢাকা, সহস্র পতাকা।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। ২ *বি* শীর্ষস্থান। 'ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নভ-চন্দ্রাতপ [স নভ-চন্দ্র-আতপ] *বি* আকাশের শামিয়ানা। 'দুলে আলোক নভ-চন্দ্রাতপ ভরা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নভচর [স নভ-চর] ১ *বি* পাখি। 'উড়ে চলে কোন নভচর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বি* আকাশচারী। 'মোরা মুক্ত-পক্ষ নভ-চর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

নভতল [স নভ-তল] *বি* আকাশমণ্ডল; আকাশ। 'পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

নভ-নীল [স নভ-নীল] *বি* আকাশের নীল। 'পাষাণ-পিঞ্জর ভেদি, ছেদি নভ-নীল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নভমণ্ডল [স নভ-মণ্ডল] *বি* আকাশ। 'বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস। লখএ কোকিল গাএ সহাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নভশ্চর [স নভঃ-চর] *বিণ* আকাশে বিচরণকারী। 'নভশ্চর ব'লে তার মনের বিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নভসীমন্ত [স নভ-সীমন্ত] *বি* আকাশের সিঁথি। 'দূর দিগন্তে নভসীমন্তে/ আঁকি শশীলেখাটিরে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

নভস্তল [স নভঃ-তল] *বি* আকাশ। 'নীল নভস্তলে হাসে তারাদল যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'হায়রে নিগূঢ় নভস্থলে বজ্রনাদ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

নভস্থল [স নভ-স্থল] *বি* আকাশ। 'হায়রে নিগূঢ় নভস্থলে বজ্রনাদ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

নভাঙ্গন [স নভ-অঙ্গন] ১ *বি* আকাশ। 'মিথ্যা মনে হয় তাই নভাঙ্গনে চেয়ে তারা গোণা।' *হাবিবুর*, ১৯৫৩। ২ *বি* আকাশ প্রান্তর। 'আঁধারের কাল বোরখা দীর্ণ করে দূর নভাঙ্গনে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

নভেম্বর [ই] *বি* খ্রিস্টাব্দের একাদশ মাসের নাম। '১৩ নভেম্বরে তিনি স্বদেশে বিদায় হইয়া ইউরোপে যাত্রা করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

নভেল [ই] *বি* উপন্যাস। 'সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নভেলখোর [ই নভেল+ফা খোর] *বিণ* নভেল পড়তে পছন্দ করে এমন। 'আমি কি নভেলখোর!' *জীবন*, ১৯৩৩।

নভেলপাণি [ই নভেল+স পাণি] *বিণ* হাতে উপন্যাস আছে এমন। 'শিক্ষিতা বঙ্গবালাও "নভেলপাণি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৬।

নভেলি [ই নভেল>] ১ *বিণ* উপন্যাসের মতো। 'নভেলি কথার অর্থ সে বুঝিতে পারিল না।' *মাসিক*, ১৯৩৮। ২ *বিণ* নাটকীয়। 'জীবনকে একটু নভেলি করার জন্য।' *মাসিক*, ১৯৪০।

নভেলিস্ট [স] *বি* ঔপন্যাসিক; উপন্যাস রচনা করে যে। 'নভেলিস্টের মাথার মধ্যে সেঁধোতে পারা যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নভেলী [ই নভেল>] *বিণ* উপন্যাসের চরিত্রের মতো। 'তুমি নভেলী মেয়েরার কথাই বলিতেছ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

নভেলী ছাঁদ *বি* উপন্যাসের ভঙ্গি বা ধরন। 'নভেলিস্ট সে পত্রের উত্তর খুব নভেলী ছাঁদে লিখলেন।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

নভো [স নভঃ শব্দের রূপান্তর] *বি* আকাশ। 'রাজা কাশীশ্বর ভেরীনির্ঘোষ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। দ্র **নভ, নভঃ**

নভোগামী [স] *বিণ* আকাশগামী। 'তুমি কি শুনেছো সেই নভোগামী শব্দের উজান।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

নভোচারী [স] *বিণ* আকাশে বিচরণকারী। 'এসো নভোচারী স্বপনকুমার।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

নভোদেশ [স] *বি* আকাশ। 'উড়ি নভোদেশে, গরুত্মান।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নভোনীল [স] *বি* আকাশি নীল। 'সম্মিলিতভাবে ওঠে নভোনীলে বজ্রের নিঃস্বনে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

নভোনীলা [স] *বি* আকাশের নীল। 'পাপের নিশানি রাজার নিশান জেগে ওঠে আজ নভোনীলায়।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

নভোমণ্ডল [স] *বি* আকাশমণ্ডল। 'রাজা কাশীশ্বর ভেরীনির্ঘোষ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

নভোমণ্ডলরূপী [স] *বিণ* অশেষ শক্তিমান। 'পারসীকেরা অখণ্ড-নভোমণ্ডলরূপী দেবতাবিশেষকে ... অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নভোমণ্ডলস্থ [স] *বিণ* আকাশে আছে এমন। 'নভোমণ্ডলস্থ মেঘাবলী ... পরম রমণীয় ছাদ স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

নম [স] *বি* নমস্কার; প্রণাম। 'নম নম মদন-শাসন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নমঃশূদ্র, নমশূদ্র [স নমঃশূদ্র] *বি* কৃষিজীবী হিন্দু সম্প্রদায়-বিশেষ। 'সে নমঃশূদ্রের পাড়ায় যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'মাহিষ্য-নমশূদ্রদের কনফারেন্স হয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

নমক [ফা] *বি* লবণ। **নমক খাওয়া** *ক্রি* অন্যের দেওয়া খাবার বা সুবিধা গ্রহণ করা। 'যাহার নমক খাই তার কার্য্য করি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

নমন [স] *বি* নমনীয়তা। **নমন-শীল** [স] *বিণ* কমনীয়। 'কামিনীগণের অন্তঃকরণ অতি নমন-শীল।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

নমনীয় [স] ১ *বিণ* নোয়ানো যায় এমন। 'নমনীয় এই কমনীয়তারে যদি আমাদের সখী একেবারে ....।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'যা কোমল পেলব নমনীয়।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* বিনয়ী। 'সহসা মন্ত্রবলে নমনীয় এই কমনীয়তারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নমনীয়তা [স] *বি* নমনশীলতা; নোয়ানো যায় এমন অবস্থা। 'কচি-অবস্থার নমনীয়তা চলিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'সমস্ত পেলবতা নমনীয়তা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নমনীয়তাহীন [স] *বিণ* অবিনয়ী। 'চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে কমনীয়তা ও নমনীয়তাহীন তর্কবাগীশ নারীর উগ্রমূর্ত্তি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নমম্বর [ই নভেম্বর] *বি* নভেম্বর মাস। 'নওই নমম্বর।' *ভেরালি*, ১৭৮০।

নমরুদ [আ] *বি* ইসলামিমতে ঈশ্বরদ্রোহী ব্যক্তিবিশেষ। 'আজি বান্দা যে ফেরেউন শাদ্দাত নমরুদ মারোয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নমশূদ্র দ্র **নমঃশূদ্র**

নমস্করা, নমস্কারা [স নমস্কার>] *ক্রি* বিনম্র সম্ভাষণ করা। **নমস্করি** *ক্রি* প্রণাম ক'রে। 'অদ্বৈত ন্যাসীরে নমস্করি বসাইল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **নমস্করিলেন** *ক্রি* প্রণাম করলেন। 'আসি নমস্করিলেন আইর চরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **নমস্করে** *ক্রি* নমস্কার করে। 'সেই মস্তক হইক জে তোমার নমস্করে।' *মালাধর*, ১৫০০। **নমস্কারি** *ক্রি* নমস্কার ক'রে। 'ব্যাস নমস্কারি তবে চলিল সত্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নমস্কিয়া** *ক্রি* নমস্কার ক'রে। 'নারায়ণে নমস্কিয়া নাম্বিলেন জলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নমস্কার [স] *বি* শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্ভাষণ। 'যে তোরে লংঘিয়া করে মোরে নমস্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নমস্কারান্তে [স] *ক্রিবিণ* নমস্কারের পর। 'সবিনয় নমস্কারান্তে তিনি বিদায় লইলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নমস্কৃত [স] *বিণ* নমস্কার করে এমন। 'পিতৃবর প্রভাবে অসামান্য বলবীর্যসম্পন্ন সুরাসুরনমস্কৃত এক ব্যক্তি আমার পতি হইবেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নমস্য [স] *বিণ* পূজনীয়। 'আমার নমস্য জ্যেষ্ঠগণের খরমজোড়াকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'সত্যকামেরও নমস্য যারা সত্যনিষ্ঠ বীর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

নমস্যা [স] *বিণ* শ্রদ্ধেয়া; পূজনীয়া। 'জননী গো তুমি নমস্যা।' *অন্নদা*, ১৯৫১।

নমা, নমানো [স নম্>] ১ *ক্রি* নত করা। 'বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *ক্রি* প্রণাম করা। 'দূরে বুঝি নমিবে ভূতল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

নমাজ [ফা] *বি* ইসলামিমতে উপাসনা; নামাজ। 'ফজর সময়ে উঠি বিছাই লোহিত পাটী পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নমাজী [ফা] *বি* নামাজ পালনকারী ব্যক্তি। 'নমাজীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ।' *এসলাম*, ১৯১৯।

নমিত [স] *বিণ* নত। 'শরম-নমিত নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নমিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নোয়ানো হয়েছে এমন। 'ক্ষীণা তন্বী জলভার-নমিতা।' *নজরুল*, ১৯৩৪।

নমিনেশন [ই] *বি* নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে কোনো দল অথবা গোষ্ঠীর মনোনয়ন। **নমিনেশন-পেপার** [ই] *বি* মনোনয়নপত্র। 'নমিনেশন-পেপার দাখিল করিয়া দিলেই ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

নমুদ [ফা] ১ *বি* নকশা। 'নদী নালার উপর স্থানে২ পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* সূচনা। 'অদ্যাপি উঠে নাই কিন্তু নমুদ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* অঙ্কুর। *ভবানী*, ১৮২৩।

নমুদার [ফা] *বি* উপস্থিত। 'দুই দলে ময়দানে হইল নমুদার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নমুনা [ফা নমূনাহ্] ১ *বি* প্রতিরূপ; কোনো জিনিসের অংশ, যা দেখে মূল জিনিসের আভাস পাওয়া যায়। 'কাপড়ের রকম ... জেন নমুনা সহি সরস রকম হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে চাহিলে তাহার খরচ ও নমুনা দর্শায়নের প্রস্তাব করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বি* ইঙ্গিত। 'তাহার নমুনা মোহাম্মদের মক্কা আগমনেই বুঝিতে পারিয়াছি।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

নমুনা সই, নমুনা সহী [ফা নমূনাহ্+আ সহীহ্] *ক্রিবিণ* নমুনা মতো। 'নমুনা সই কাপড় দাখিল করিতে না পারে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

নমুনো [ফা নমূনাহ্] *বি* নমুনা। 'অধ্যক্ষরা একত্র হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোরকে তারি নমুনো দেখাবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নমো[1] [স নম্>] *বিণ* নোয়ানো। 'নমস্কার গুণহীন ধনুকের মতো নমো অংশটা ত্যাগ করিয়া ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নমো[2] [স নমঃ] *বি* নমঃশূদ্র। 'নমঃশূদ্রদের বলা হতো নমো।' *সুনীল*, ১৯৭০।

নমোনম [স নমঃ>] *বি* প্রণাম। 'কমলগন্ধ কোমল দু-পায় বার বার নমোনম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নমোনম করিয়া *ক্রিবিণ* কোনো রকমে; নামমাত্র। 'নমোনম করিয়া কাজ সারিতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নম্বর [ই] ১ *বি* সংখ্যা। 'তাহার স্থানে ঐ উপরের নম্বরের সার্টীফিকেট থাকে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। ২ *বিণ* সংখ্যক; সংখ্যাচিহ্নিত। 'ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়ি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নম্বর প্লেট [ই] *বি* নম্বর ফলক। 'তোমার লরির নম্বর প্লেটটা ভাড়া দাও।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

নম্বরী [ই] *বি* নম্বরধারী ব্যক্তি। 'পঁয়তাল্লিশ নম্বরীদের উপকারের জন্য।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

নম্র [স] ১ *বিণ* বিনীত। 'তাথাপি দাম্ভিক পঢ়ুয়া নম্র নাহি হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নত। 'তালপুরের ষষ্ঠীকে বন্দিয়া নম্রশিরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বিণ* নরম। 'চিরুনীর নম্র দাঁতে।' *শামসুর*, ১৯৬৩। ৪ *বিণ* কোমল। 'বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

নম্রতা [স] ১ *বি* বিনয়। 'নম্রতা অনেক বিষয়ে কোপ অপেক্ষা গুণকারী।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* ভদ্রতা। 'যদি নম্রতাক্রমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি গান শুনাইতে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নম্রধারা [স] *বি* বিনয়। 'নম্রধারা ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি গুণ এমত কুত্রাপি দেখি না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নম্রপ্রকৃতি [স] *বি* বিনীত স্বভাব। *সেবধি*, ১৮৩৯।

নম্রভাব [স] *বি* শান্তস্বভাব; বিনয়; নম্রতা। 'হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্রে দূরে প্রণমিলা নম্রভাবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'তার মুখে আমাদের বাঙালি মেয়েদের ভালোমানুষি নম্রভাব মাখানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নম্রমধুর [স] *বিণ* সুললিত; সুমিষ্ট। 'এক পার্শ্ব দিয়া স্ফটিকস্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ নদীটি অতি নম্রমধুর স্রোতে প্রবাহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নম্রমন্থর [স] *বিণ* অনুগ্র ও ধীর। 'গুণের টানে চলে নম্রমন্থর গমনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নম্রমান [স] *বি* অলংকারবিশেষ। 'নম্রমান মুতিআর অঙ্গদ কঙ্কণ হার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নম্রমুখ [স] *বি* অবনত মুখ। 'কামিনীর মৌনভাব, লজ্জা, নম্রমুখ ... সকল পরিচয় দিয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

নম্রমুখী [স] *বিণ স্ত্রী* মুখ নত করে আছে এমন। 'রত্নাবতী, কিয়ৎক্ষণ, লজ্জায় নম্রমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নম্রমৃদুস্বর [স] *বিণ* বিনীত ও অনুচ্চকণ্ঠ। 'এই অপমান পাইয়া বিনোদিনী নম্রমৃদুস্বরে কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নম্রশির [স] *বি* নতমস্তক। 'তালপুরের ষষ্ঠীকে বন্দিয়া নম্রশিরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নম্রশিরে *ক্রিবিণ* মাথা নিচু ক'রে। 'তালপুরের ষষ্ঠীকে বন্দিয়া নম্রশিরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নম্রস্বভাবা [স] *বিণ স্ত্রী* বিনয়ী। 'জয়নাবের মত ... নম্রস্বভাবা রমণী এ প্রদেশে অতি কমই দেখা যায়।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

নম্রস্রোতা [স] *বিণ স্ত্রী* ধীরগতির জলস্রোত বিশিষ্ট। 'সেই নম্রস্রোতা নদীর কিনারে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নযীর [আ নজীর] *বি* নজির; দৃষ্টান্ত; উদাহরণ। 'বানান সংস্কারের নযীর পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে পাওয়া যাবে।' *সওগাত*, ১৯২৯।

নয় *বিণ* নয়-সংখ্যক। 'লঘু ৯ কলা। পরে গুরু।' *বড়ু*, ১৫৭০।

নয়[1] ১ *ক্রি* হয় না। 'উত্তম অধমে নয় বিস্তার মিলন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* না হয়। 'আমারি নয় হার হয়েছে, তোমারি নয় জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বিণ* অসম্ভব। 'ওই বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়-কে করব নয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নয়ত *অব্য* তা না হলে। 'নয়ত, চাবিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

নয়তো *অব্য* নতুবা। 'ঐ স্থানে মিয়াদ খাটিতে নয়তো হরিং বাটীতে সুরকি কুটিতে হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

নয়[2] [স নব] *বিণ* নয় সংখ্যক; ৯। 'নয় ভাই নয় ঘোড়া অনেক লস্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নয়ই [স নব>] *বিণ* নয় সংখ্যক; ৯। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

নয়ছয় *বিণ* এলোমেলো; বিশৃঙ্খল। 'সমস্ত হিসাবকিতাব শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়ছয় করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নয় দরজা *বিণ* (বাউল) দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক, মুখ, পায়ু এবং লিঙ্গ/যোনি। 'আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা/ মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা।' *লালন*, ১৮৯০।

নয়দুয়ারি [স নবদ্বার>] *বি* বহু দরজায় ভিক্ষা করে যে (গালিবিশেষ)। 'শতেকখোয়ারি নয়দুয়ারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

নয়ন [স] ১ *বি* চোখ। 'ভালমনে পথক না দেখে নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দৃষ্টি। 'একদিন দিলে না নয়ন আপন ঘরে।' *লালন*, ১৮৯০।

নয়ন-অন্তরালে [স নয়ন-অন্তরাল>] *ক্রিবিণ* চোখের আড়ালে। 'সংগোপনে সবার নয়ন-অন্তরালে কেহ নাহি জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নয়ন-অবগাহনি [স নয়ন-অবগাহন>] *বিণ* নয়নকে অবগাহন করিয়ে

দেয় এমন। 'কী স্নিগ্ধ, শ্যামল ছায়া, নয়ন-অবগাহনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নয়ন-আকর্ষণ [স] *বিণ* দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এমন। 'যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-আকর্ষণ পণ্যদ্রব্য হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নয়ন-আসার [স] *বি* চোখের জলধারা। 'তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নয়নকমল [স] *বি* কমলের ন্যায় চোখ। 'সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নয়নকিরণ [স] *বি* চোখের আলো। 'যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'মনে হল মন তাজা হল তার নয়নকিরণ পিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

নয়ন-কুরঙ্গ [স] *বি* চোখরূপ হরিণ। 'নয়ন-কুরঙ্গ জাগায় গো তরঙ্গ নদীর জলে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

নয়ন-কূল [স] *বি* চোখের প্রান্ত। চোখের কিনার 'সেই হৃদয়-উছাস নয়ন-কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

নয়নকোণ [স] *বি* চোখের কোণ। 'কতকোটি খরশর সে নয়নকোণে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নয়ন-খড়্গ [স] *বি* নয়নরূপ খড়্গ। 'কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড নয়ন-খড়্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নয়ন-গগন [স] *বি* চোখরূপ আকাশ। 'নয়ন-গগনে তার নেমেছে বাদল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নয়ন-গোচর [স] *বিণ* দৃষ্টিগোচর। 'ক্রীড়া করে নহে সর্ব নয়ন-গোচর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নয়নঙ্গম [স] *বিণ* দৃষ্টিগোচর। 'এক কণা সূর্যের আলোর দাম যে কত বেশি তা যেদিন নয়নঙ্গম হয় ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

নয়নচকোর [স] *বি* তৃষিত চোখ। 'তাত মজি গেল মোর নয়নচকোর।' *বড়ু*, ১৫০০।

নয়নজল [স] *বি* চোখের জল। 'কোনোটা বা টলটল/ কঠিন নয়নজল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নয়ন-জুড়ানো *বিণ* চোখের তৃপ্তিদায়ক। 'নয়ন-জুড়ানো মূরতি তোমার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

নয়ন-ঝার *বি* অশ্রুধারা। 'আজ সে কথা মনে হয়ে ভাসি অঝোর নয়ন-ঝারে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

নয়ন-ঢুলানী [স নয়ন+ঢুলানী] *বিণ* চোখকে তন্দ্রালু করে এমন। 'ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি/ নয়ন-ঢুলানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

নয়নতারা [স] **১** *বি* চোখের মণি; চোখের মণির মতো প্রিয়জন। 'নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হলো নয়ন তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* দৃষ্টিশক্তি। 'রাঙা চরণ পূজে তারা/ নয়ন-তারা হলেম হারা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। **৩** *বি* ফুলবিশেষ। 'নয়নতারা অর্থাৎ লাল সাদা ফুল ...।' *তারা*, ১৯২৯।

নয়নদুয়ার [স নয়নদ্বার] *বি* চোখের পাতা। 'নয়নদুয়ারে কুলুপ দিয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নয়ন-ধার [স] *বি* অশ্রুধারা। 'কৃপাময় মুছাও নয়ন-ধার।' *গিরিশ*, ১৮৮৩; 'নয়ন ভাসুক নয়ন ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

নয়নধারা [স] *বি* অশ্রুধারা। 'মুছিয়ে দেবে নয়নধারা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

নয়ন-ধোওয়া [স নয়ন+ধোয়া] *বিণ* নয়ন-মোহন। 'আলো নয়ন-ধোওয়া আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

নয়ননদীতীর [স] *বি* নয়নরূপ নদীতীর। 'সে আসে ফিরে ফিরে/ নয়ননদীতীরে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নয়ন-নন্দন [স] *বিণ* সুদর্শন। 'অমন নয়ন-নন্দন নন্দন উৎপাদন করেছ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

নয়ননিমীলন [স] *বি* চোখ বোজা। 'কানাকানি হাসাহাসি কোণেতে গুটায়ে, অলস নয়ননিমীলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নয়ননিমেষে [স] *ক্রিবিণ* চোখের পলকে। 'শরমখানি নয়ননিমেষে নামিল নীরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

নয়ননীর [স] *বি* চোখের পানি। 'জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নয়ন-নীরদ [স] *বি* চোখরূপ মেঘ। 'নয়ন-নীরদে ঘন বরিষণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নয়নপট [স] *বি* চোখের পর্দা। 'তবুও ভবিষ্যৎ দিকচক্রবালের মতো মানুষের নয়নপটের সম্মুখে আঁকা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

নয়নপথ [স] *বি* দৃষ্টিপথ। 'ব্রাহ্মণকুমার আমার নয়নপথের পথিক হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নয়নপথে *ক্রিবিণ* চোখের সামনে। 'তিনি ... তাহাকে পাঠকের নয়নপথে ধরিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

নয়নপদ্ম [স] *বি* চোখরূপ পদ্ম। 'উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নয়নপল্লব [স] *বি* নয়নরূপ পাতা। 'তার পরে পলে পলে করুণার অশ্রুজলে ভরে যাক নয়নপল্লব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নয়নপাত [স নয়নপত্র>] **১** *বি* চোখের পাতা। 'কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি/ নয়নপাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* দৃষ্টিপাত। 'সেদিন আমার নয়নে হয়েছে তোমারই নয়নপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৩** *বি* দৃষ্টির সম্মুখভাগ। 'শয়ন সাথে রও না তুমি নয়ন-পাতে রও।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নয়নপাতা [স নয়নপত্র>] *বি* চোখের পাতা। 'নয়নপাতা তখন এই সহজ আনন্দে আপনিই ভিজে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নয়ন-পানে *ক্রিবিণ* চোখের প্রতি। 'নীরব ফুলের নয়ন-পানে চেয়ে আছে প্রভাতরবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নয়নপিপাসা [স] *বি* চোখে দেখার আগ্রহ। 'নয়নপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত ... সংকল্প করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

নয়নপুতলি [স নয়ন+পুতুল>] *বি* আদরের ধন। 'শ্বশুর গেছেন, গেছে নয়নপুতলি পুত্র মোর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

নয়ন পুত্তলী [স নয়ন+পুতুল>] *বি* আদরের ধন। 'কভু যদি পাই সেই নয়ন পুত্তলী।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

নয়নপুরী [স] *বি* দৃষ্টি। 'যেই দেখেছি পেরিয়ে গেল নয়নপুরীর কাঁদ।' *জসীম*, ১৯৩১।

নয়নপ্রদীপ [স] *বি* চোখের আলো। 'ওমা নিভিয়ে দে এ নয়নপ্রদীপ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

নয়নবাণ [স] *বি* চোখের দৃষ্টি। 'তবেঁ মোরে হান নয়নবাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নয়নবারি [স] *বি* চোখের পানি। 'তাহাতে যে সহস্র২ ব্যক্তির

নয়নবারি ঝরিত হইয়া অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ হইবেক।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

নয়নবাষ্প [স] *বি* অশ্রু। 'আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ/ নয়নবাষ্পে ছেয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নয়নভঙ্গ [স নয়নভঙ্গি] *বি* দৃষ্টিপাত। 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নয়নভরা *বিণ* চোখভর্তি। 'নয়নভরা জল গো তোমার।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

নয়ন-ভুলানো ১ *বি* নয়ন তৃপ্ত করে যে। 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *ক্রি* মুগ্ধ করা। 'সংহত শোভায় পথিকের নয়ন ভোলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নয়নমণি [স] *বি* চোখের তারা; অত্যন্ত প্রিয় যে। 'নয়নমণিই গেল যদি, কী হবে এ নয়ন দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নয়নমনোহর [স] *বিণ* সুন্দর দেখায় এমন; নয়নশোভিত। 'নয়নমনোহর সুরম্য পুষ্পও এই নিসর্গসুন্দর স্থানের রমণীয়তা সম্পাদনে সহায়তা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নয়নময় [স] *ক্রিবিণ* নয়ন জুড়ে। 'আজও জ্বলে তব নয়নের ভাতি আমার নয়নময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নয়ন-মেলন [স নয়ন+মেলন] *ক্রি* চোখ খোলা। 'প্রভাতের নয়ন-মেলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

নয়নমুগ্ধকর [স] *বিণ* আকর্ষণীয়। 'বলা বাহুল্য বড়বাবুর দেহ-সৌষ্ঠবে নয়নমুগ্ধকর কিছু নাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নয়নযুগল [স] *বি* চোখজোড়া। 'কাজলে উজল নয়ন যুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নয়নরঞ্জন [স] *বিণ* দৃষ্টিনন্দন। 'বিবিধ রতন – তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নয়নরঞ্জিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দৃষ্টিনন্দন। 'কার সাধ্য নির্মাইছে এহেন সুন্দরী পুরী – নয়নরঞ্জিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নয়নরমণ [স] *বিণ* দৃষ্টিসুখকর। 'অরুণ, তরুণ সদা নয়নরমণ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নয়নরমণী [স] *বিণ স্ত্রী* দৃষ্টিনন্দন। 'তপস্বিনী ধনী যথা – নয়নরমণী – কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নয়ন রাখা *ক্রি* চেয়ে থাকা। 'ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নয়নরাজীব [স] *বি* নয়নপদ্ম। 'ধীরে, ধীরে, নয়নরাজীব ফুটিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

নয়নলোভন [স] *বিণ* দৃষ্টিনন্দিত। 'তোমার বিশাল বিপুল ভুবন করেছ আমার নয়নলোভন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নয়নলোভা [স] *বিণ* মনোহর। 'যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নয়নলোর [স] *বি* অশ্রু। 'ফেলিব নয়নলোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নয়নশতদল [স] *বি* চোখরূপ পদ্ম। 'যাহার চলচল নয়নশতদল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নয়নশলিল [স নয়নসলিল] *বি* অশ্রু; চোখের জল। 'নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নয়ন-শিকল [স নয়ন+স শৃঙ্খল] *বি* দৃষ্টির বন্ধন। 'চরণ-শিকল কেটে পরেছে সে নয়ন-শিকল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নয়নশোভিত [স] *বিণ* দৃষ্টিনন্দন। 'কৃষ্ণের নয়নশোভিত বদন।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

নয়নসলিল [স] *বি* অশ্রু। 'দুটি ফোঁটা নয়নসলিল রেখে যায় এই নয়নকোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নয়নসীমা [স] *বি* চোখের প্রান্ত। 'পারায়ে নয়ন-সীমা বাঁধিয়াছ বাসা?' *নজরুল*, ১৯২৬।

নয়ন-স্রোত [স] *বি* অশ্রুধারা। 'তোমার নয়ন-স্রোতা ও যেন নিষেধ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নয়না [স নয়ন] *বি* নয়ন; চোখ। 'আস্তে যাবে নয়না চুমি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

নয়নাগ্নি [স নয়ন-অগ্নি] *বি* আগুনের মতো রক্তাভ চোখের তেজ। 'নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে ধক্‌ধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নয়নাভিরাম [স নয়ন-অভিরাম] *বিণ* নয়ন-জুড়ানো। 'নয়নাভিরাম মতোতলে প্রভু তোমার আবির্ভাব।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'নয়নাভিরাম হে চির-সুন্দর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নয়নাম্বু [স নয়ন-অম্বু] *বি* চোখের জল। 'তবে শুক্তি যথা যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নয়নালোক [স নয়ন-আলোক] *বি* দৃষ্টি। 'বাগরির ঘূর্ণা তার ঘূর্ণি-ধাঁধা লাগায় নয়নালোকে মোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নয়নাসার [স নয়ন-আসার] *বি* অশ্রু। 'পদপ্রান্তে বসিয়া নীরবে নয়নাসারে তাঁহার দেহলতা সিক্ত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

নয়নে নয়নে ১ *ক্রিবিণ* চোখে চোখে রেখে। 'যবে কুসুমশয়নে নয়নে নয়নে কেটেছিল সুখরাতি রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *ক্রিবিণ* চোখে চোখে। 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নয়নেন্দ্রিয় [স নয়ন-ইন্দ্রিয়] *বি* চোখ। 'পরমাণুসকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

নয়নের আড় *বি* চোখের তির্যক ভঙ্গি। 'নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নয়নের মণি [স নয়ন] *বি* চোখের মণির মতো প্রিয় যে। 'নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

নয়নসুক [স নয়ন-সুখ>] *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'আবেরাওয়াঁ, আল্লাবাল্লে, তাঞ্জেব, তরন্দাম, ফুলসুক বা নয়নসুক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নয়নসুক [স নয়ন-সুখ>] *বি* যা দেখলে নয়নের সুখ হয়; এক রকমের কাপড়। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

নয়ানসুক [স নয়ন-সুখ>] *বি* এক রকমের কাপড়ের নাম। 'মিহি সোমুরা তিন হাজার থান নয়ানসুক কাপড় সাত সওখান শুড়াচুন ছয় নৌকা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

নয়বল [স নববল] *বি* দাবা। 'করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নয়বল।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

নয়া [স নব] *বিণ* নতুন। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নয়া দালালের দিগের কর্তব্য কাজ এই।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

নয়া বউ [স নববধূ] *বি* নতুন বউ। 'মাঠের কাজেতে ব্যস্ত রূপাই,

নয়া বউ গেহকাজে।' *জসীম*, ১৯২৯।

নয়ান [স নয়ন] *বি* চোখ। 'ললাট অধর রতন যুগল নয়ানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নয়ান কমল [স নয়নকমল] *বি* পদ্ম ফুলের মতো চোখ। 'নয়ান কমল তেজ হরিল সকল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নয়ান চকোর [স নয়ন-চকোর] *বি* রূপমুগ্ধ চোখ। 'নয়ান চকোর রোজা ভঙ্গ না করএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নয়ানি [স নয়ন>] *বিণ* চক্ষুবিশিষ্ট। 'হরিণ নয়ানি শুন বলে কবিবর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

নয়ানজুলী, নয়ানজুলি [স নমন>+স জল>] *বি* রাস্তার পাশের সরু নালা। 'টোপর পানায় তরল ডোবা নধর লতায় নয়ান-জুলী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'একদল রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে নেমে গেছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

নয়ানসুক দ্র নয়নসুক

নয়াল [স নব>] *বিণ* টাটকা। 'দিক-বিদিকে নয়াল আভা ছুঁড়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নয়ালি [স নব>] *বিণ* নবীন। 'নয়ালি হেন্তাল ঘন বন।' *মালাধর*, ১৫০০।

নয়ি [স নবতি] *বিণ* নব্বই। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

নয়িলোঁ *ক্রি* নিলাম। 'না নয়িলোঁ কাহাঞিঁর তাম্বুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নর[১] [স] ১ *বি* মানুষ। 'দেবাসুর নর ঈশ্বর কান্হের না ভাঁগে আগে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পুরুষ। 'যাহার যৌবন নর উপভোগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নরঅ [স নর] *বি* নর। 'নরঅ নারী মঝেঁ উভিল চীরা।' *চর্যা* ৫, ১২০০।

নরকঙ্কাল [স] *বি* মানুষের কঙ্কাল; অস্থিপঞ্জর। 'দেয়ালে একটা আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নরকপাল [স] *বি* মড়ার খুলি। 'সন্ন্যাসী, যোগাসনে আসীন হইয়া, দুই হস্তে দুই নরকপাল লইয়া, বাদ্য করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নরকরকটিতট [স] *বি* মানুষের হাত ও কোমর। 'নরকরকটিতটে সুছন্দ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

নরকলেবর [স] *বি* মানবদেহ। 'ওহে যোগিবর, ওহে বাঘাম্বর, ত্রিপুরারি নরকলেবরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নরকুল [স] *বি* মানবজাতি। 'নরাধম আছিল যে নর নরকুলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নরখচ্চড় [স নর+স খচ্চড়] *বি* পুরুষ খচ্চড়। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

নরখাদক [স] ১ *বিণ* পিশাচ। 'শাইলকরূপী নরখাদক মহাজনগণের ষাঁরস্থ।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮। ২ *বিণ* নরঘাতক। 'বিশেষ মায়ের ভক্ত বাবু ভাইদের দল আসলেই নরখাদক।' *হাসান*, ১৯৬৭।

নরঘাত [স] *বি* নরহত্যা। 'যুদ্ধে নরঘাত সম্বন্ধে বিশ্বের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নরঘাতক [স] *বিণ* মানুষ হত্যাকারী। 'নরঘাতক প্রচ্ছন্ন আক্রমণকারী দস্যুদলের হস্তে নিহত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

নরঘাতিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মানুষ হত্যাকারী। 'আমায় নরঘাতিনী ক'ল্লে কে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

নরঘাতী [স] *বিণ* মানুষের ক্ষতি করেছে এমন। 'নরঘাতী রাক্ষসদিগের কঠোর হস্তে ... পতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

নরচক্ষু [স] *বি* মানব দৃষ্টি। 'নরচক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নরচর্ম, নরচর্ম্ম [স] *বি* মানুষের শরীরের চামড়া। 'নরচর্ম্মে আবৃত পিশাচকলেবর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নরজাতি [স] *বি* মানবজাতি। 'মুঞি পাপ নরজাতি শুন মাতা সরস্বতী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

নরজ্ঞান [স] *বি* আত্মজ্ঞান। 'নরজ্ঞান আপনারে সভার জন্মিল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নরদেব [স] *বি* দেবতুল্য মানুষ। 'আমাদের নরদেবগণ চান অনেক বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নরদেবতা [স] *বি* দেবতার গুণবিশিষ্ট নর। 'আমরা নরদেবতা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নরদেহ [স] *বি* মানুষের দেহ। 'নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমরা উভয়ে হৃষ্টপুষ্ট নরদেহ ভক্ষণ করি।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

নরধর্ম [স] *বি* মানবধর্ম। 'নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায় অনলে করেছি ভস্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নরনাথ [স] *বি* রাজা। 'আপনার কুল জদি চাহ নরনাথ।' *কবীন্দ্র*, ১৫২৫।

নরনারায়ণ, নরনারায়ন [স] *বি* হিন্দুমতে নররূপী ঈশ্বর। 'চতুর্থেতে নরনারায়ন অবতারে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আমি নরনারায়ণের উপাসক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নরনারী [স] ১ *বি* পুরুষ ও নারী। 'ধনুর্বাণ গ্রহণপূর্বক মৃগমিথুনরূপ নরনারী লক্ষ্যভেদে অনবরতই পর্যটন কচ্চেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। ২ *বি* মানবী। 'তিনি নরনারী কি সুরসুন্দরী তা পরমেশ্বরই জানেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

নরপতি, নরপতী [স] *বি* রাজা; নৃপতি। 'দুরুবার কংস নরপতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কূলে দিলে বড় সম্মানিত নরপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

নরপশু [স] *বি* মানুষরূপ পশু। 'নরপশুদের আক্রমণ থেকে ... উদ্ধার পেতে হলে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নরপাল [স] *বি* নরপতি; রাজা। 'ওগো নরপাল, নেমে এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নরপিপীলিকা [স] *বি* নররূপ পিপীলিকা। 'আনাগোনা করিতেছে নরপিপীলিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

নরপিশাচ [স] *বি* নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির মানুষ। 'নরপিশাচ নাদের শাহ ও উচ্ছৃঙ্খল আরঙজেবের ন্যায় শাসকগণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নরপুরুষ [স] *বি* স্বামী। 'এক নরপুরুষের জন্য মেয়েদের মনে এত ভালবাসা লুকিয়ে থাকে।' *মাহেমও*, ১৯৪৯।

নরপূজা [স] *বি* মানুষকে পূজা। 'শিরক বা অংশীবাদের একটা বড় অংশ হইতেছে নরপূজা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

নরপ্রেত [স] *বি* আকৃতি মানুষের মতো কিন্তু প্রকৃতি প্রেতের মতো। 'নদেরচাঁদটা নিতান্ত নরপ্রেত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

নরবধ [স] *বি* মানুষ হত্যা। 'বুদ্ধি দস্যুবৃত্তি, মিত্রদ্রোহ, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নরবধ সম্পাদনের উপায় চিন্তা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নরবপু [স] *বি* মানবদেহ। 'মনমোহিনীর মনোহরা রূপ নরবপু তাহার

স্বরূপ।' *লালন*, ১৮৯০।

নর-বয়ান [স নববদন] *বি* মানুষের মুখ। 'প্রতারণাময় মানব-প্রাণ/ আর না হেরিব নর-বয়ান।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

নরবর[1] [স] *বি* রাজা; নৃপতি। 'আজ্ঞা কর নরবর আজী পটামু জমঘর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নর-বর[2] *বি* মানুষের মল (গোবরের অনুকরণে নর-বর)। 'গো-বর, নর-বর ও পচানী ঘাঁটার সাথে গাঁদাল পাতার ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নরবলি [স] *বি* ধর্মের নামে নরহত্যা। 'দেবত্বকে ধিক যে নরবলি গ্রহণ করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নরবাণী [স] *বি* মানুষের বুলি। 'পক্ষ-মুখে নরবাণী নৃপতি বিস্ময় শুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নরবানর [স] *বি* মানুষ এবং বানর। 'নরবানরে যুদ্ধ হলো।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

নরবালা [স] *বি* মানবকন্যা। 'কন্যাটি সুরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

নরবুদ্বুদ [স] *বি* মানুষ রূপ বুদ্বুদ। 'আর কিছুদিন নরবুদ্বুদের ভিড়ে ঘুরলেই সুনিশ্চিত অমরত্ব যেত উবে।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

নরভুক [স] *বিণ* নরখাদক। 'বাটারা যে নরভুক এ সম্বন্ধে কোনো অপক্ষপাত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

নরমণ্ডল [স] *বি* পৃথিবী। 'সে নরমণ্ডলে মানব কুমার/ স্বজাতি হেরিল কত আপনার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নরমাংস [স] *বি* মানুষের মাংস। 'নরমাংস, আমমাংস ও মৃত্তিকা ভোজন করা কি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ও যুক্তিসম্মত বলিয়া স্থির করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নরমাংসভুক [স] *বিণ* মানুষের মাংস ভক্ষণকারী। 'বাহারা ধর্মবিতরণের জন্য নরমাংসভুক রাক্ষসের দেশে চিরনির্বাসিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নরমাংসাশী [স] *বি* মানুষের মাংস খায় এমন প্রাণী। 'নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নরমাঝে [স] *ক্রিবিণ* মানুষের সমাজে। 'নরমাঝে নরশ্রেষ্ঠ হইবে সুধীর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নরমাত্রিক [স] *বিণ* মানুষের মধ্যে বিরাজমান। 'ভক্তি, দার্ঢ্য, পরহিতৈষণা প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবৃত্তি কেবল মনুষ্যেতেই আছে, তাহার নাম নরমাত্রিক প্রবৃত্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নরমালী [স] *বিণ* নরমুণ্ড-মালাধারী। 'ধিয়া তাধিয়া নরমালী/ ঘোরাননা রক্তদশনা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

নরমিছিল [স নর+আ মিছিল] *বি* মানুষের ভিড়। 'চারিদিকে ইতস্তত নরমিছিল।' *শওকত*, ১৯৪৬।

নরমুণ্ড [স] *বি* মানুষের মাথা। 'এই মাঠের মাঝে নরমুণ্ডের জাল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

নরমুণ্ডমালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নরমুণ্ডের মালা পরিহিত। 'নরমুণ্ডমালিনী চণ্ডী হাসিছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

নরমেধ [স] *বি* মানুষ বলি দেওয়া হয় যে যজ্ঞে। 'নরমেধ প্রলয়ের শিখা প্রতিভাত করি তার রৌপ্য স্তনতটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

নরমেধযজ্ঞ [স] *বি* যে যজ্ঞে মানুষ বলি দেওয়া হয়। 'নিদারুণ নরমেধযজ্ঞ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নর-যজ্ঞ [স] *বি* অগণিত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা; গণহত্যা। 'ব্যবধানটুকু যে সম্ভব হলো তাও ত সাম্প্রতিক, ওদের ও আমাদের নর-যজ্ঞের ফলে।' *হাই*, ১৯৪৬।

নরযোনি [স] *বিণ* মানুষের গর্ভে জন্ম এমন। 'ক্ষত্রকুলরথী তুমি, তবু নরযোনি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

নররক্ত [স] *বি* মানুষের রক্ত। 'ফিউডাল প্রভুরা ... বিবাদ সম্বাদে প্রায় প্রত্যহ নররক্তে স্নান করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

নররসনা [স] *বি* মানুষের জিহ্বা। 'কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে অতুল ভবমণ্ডলে?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নররায় [স নর+ফা রায়] *বি* রাজা। 'কমল-নয়ন দৃষ্টে বুঝ নররায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নররূপ [স] *বি* মানুষের আকৃতি। 'নররূপ ধরিয়া ফিরিস্তা মুখ্য চারি।' *সুলতান*, ১৭০০।

নরলীলা [স] *বি* মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ। 'অধরচাঁদের যতই খেলা সর্ব-উত্তম নরলীলা।' *লালন*, ১৮৯০।

নরলোক [স] *বি* পৃথিবী। 'আছু নর লোক দেব লোক তোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নরলোকে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকর পদার্থ অতীব দুর্লভ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নরলোকনিবাসী [স] *বিণ* মানব সমাজে বসবাসকারী। 'সেই নরলোকনিবাসী সূত্রধর সন্তান বিশ্বরাজ্যের সূত্র-সঞ্চারক বলিয়া পূজিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নরলোকবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পৃথিবীতে বাসকারী। 'দীর্ঘকাল নরলোকবাসিনী হইলে, অপরিহরণীয় পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

নরশির [স] *বি* মানুষের মাথা। 'নরশির খায় জেন সরসিআ গুয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নরশ্রেষ্ঠ [স] *বি* উত্তম মানুষ। 'নরমাঝে নরশ্রেষ্ঠ হইবে সুধীর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নরসংসার [স] *বি* ইহজগৎ। 'যদি হঠাৎ একদিন সেই লাবণ্যময় চর্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নরসমাজ [স] *বি* মানবসমাজ। 'তাহা নরসমাজে ঘৃণ্য ও অশ্রদ্ধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নরসিংহ [স] *বি* হিন্দু অবতারবিশেষ। 'নরসিংহ রূপে হিরণ্য বিদারিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নরসুত [স] *বি* মানবসন্তান। 'নরসুত তুমি দাসত্বের এ ঘৃণ্য চিহ্ন মুছিয়া দাও।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নরসুন্দর [স] *বি* নাপিত। 'নরসুন্দরে ও সাহায় একটি হাঁড়ি লইয়া ... বিবাদ হইয়া ছিল।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

নরহত্যা [স] *বি* মানুষ হত্যা। 'ঝগড়া, মারামারি, ডাকাইতি, গৃহদাহ, চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি যত প্রকার সর্ব্বনাশের ব্যাপার আছে সকলই লিখিয়া পাঠাইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নরাকার [স নর-আকার] *বিণ* মানুষের আকারবিশিষ্ট। 'হের যাহা নরাকার, নহে তাহা নর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নরাতঙ্ক [স নর-আতঙ্ক] *বি* মানুষের আতঙ্ক। 'দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক–রক্ষেন্দ্র-নন্দনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

নরাধম [স নর-অধম] **১** *বিণ* হীন স্বভাবের। 'তাহার মধ্যে পাপিষ্ঠ

নরাধম ধর্মিষ্ঠ ... বিবিধ প্রকার লোক আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বি* নিকৃষ্ট মানুষ। 'মনে মনে বল – দয়াময়! এ নরাধমকে দয়া কর।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

নরাধিপ [স নর-অধিপ] *বি* রাজা। 'তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু-অংশ সম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নরান্তক [স নর-অন্তক] *বিণ* নরখাদক। 'নরান্তক নিশাচর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নরান্তর [স নর-অন্তর] *বিণ* অমানুষতুল্য। 'অজুক্তি করিলা কর্ম্ম ধর্ম্ম নরান্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নরালয় [স নর-আলয়] *বি* মানুষের বসতি। 'চলে এই ভেবে মনে, নরালয়ে অন্বেষণে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

নরেন্দ্র [স নর-ইন্দ্র] *বি* রাজা। 'সেই নরেন্দ্র এখন কেবল ... দুই জনের দ্বারাই বৃদ্ধ বয়সে সেবা লাভ করেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

নরেশ্বর [স নর-ঈশ্বর] *বি* রাজা। 'নিবেদন ওহে নরেশ্বর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

নরেশ্বরী [স নর-ঈশ্বরী] *বি* জগতের ঈশ্বরী। 'পাত্রমিত্রগণ বলে ওহে নরেশ্বরী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

নরোত্তম [স নর-উত্তম] *বি* শ্রেষ্ঠমানব। 'যাও শীঘ্র শূন্যপথে, হেরিবে সে পুররে নরোত্তমে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

নর[২] [স লহর] *বি* গ্রন্থ। 'দুই নর মুক্তার মালা।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

নরউইজিয়ন [ই] *বি* নরওয়ের ভাষা। 'দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে নরউইজিয়ন, সুইডিশ, ডেনিশ, ফিনিশ ভাষীর সংখ্যা দেওয়া হয়নি!' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

নরক [স] **১** *বি* ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর পর পাপীরা যেখানে অনন্তকাল কষ্ট ভোগ করবে। 'পার্পে হএ নরকের ফল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* নিকৃষ্টতম স্থান। 'আজ সেই বাড়ী আমার নরক!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

নরক-কীট [স] *বি* নরকের কীট। 'ভিতরে সে স্বর্গচারী, বাহিরে সে নরক-কীট।' *নজরুল*, ১৯৪২।

নরককুণ্ড [স] *বি* নরকের গহ্বর। 'পড়িব নরককুণ্ডে নাহি পরিত্রান।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'এটা ঠিক নরককুণ্ডের পথে যাত্রা।' *জীবন*, ১৯৩২।

নরকগামী [স] *বিণ* নরকযাত্রী। 'সে মূঢ় নরকগামী আমি ছাড়ি তাকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নরক গুলজার [স নরক+ফা গুলজার] **১** *বিণ* দুর্বৃত্তদের সমাগমে আসর জমজমাট। 'এদিকে যে "নরক গুলজার" হয়েছে তার খবর রাখ?' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বি* সরগরম অবস্থা। 'যাকে বলে নরক গুলজার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নরক-জ্বালা [স] *বি* নরকের মতো তীব্র যন্ত্রণা। 'নরক-জ্বালা জ্বলে মম ললাটে।' *নজরুল*, ১৯২২।

নরকতুল্য [স] *বিণ* নরকের সাথে তুলনীয়। 'অঘোর নরকতুল্য অধিক দুষ্কর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নরক-নার [স নরক+আ নার] *বি* নরকের আগুন। 'সন্তানে দিলে নরক-নার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নরকপুরী [স] *বি* নরক; ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর পর পাপীরা যে স্থানে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করবে। 'স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক, এ নরকপুরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নরকপ্রসৃত [স] *বিণ* নরক পর্যন্ত বিস্তৃত। 'সকল পবিত্র খণ্ডগুলি নরকপ্রসৃত ম্লান পাটাতন সব।' *শক্তি*, ১৯৬১।

নরকবাস [স] **১** *বি* নরকে বসবাস। 'অসংখ্য জীবের অক্ষয় নরকবাসের বিধানকর্ত্তা বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* যন্ত্রণাময় শাস্তি। 'সে কিরকম দুঃসহ নরকবাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নরকবিলাসী [স] *বিণ* নরকের অনুরাগী। 'নরকবিলাসী শুধু লুব্ধ এক তৃষিত কোরাসে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

নরকভোগ [স] *বি* নরকের যন্ত্রণাভোগ। 'যত কাল চন্দ্র সূর্য থাকিবেক, নরকভোগ করিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

নরকযন্ত্রণা [স] *বি* নরকের জ্বালা; অত্যন্ত কষ্ট। 'এই তো সবচেয়ে বড়ো নরক-যন্ত্রণা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নরকস্থ [স] *বিণ* (হিন্দুমতে) নরকপ্রাপ্ত। 'আমাদিগের পিতৃ মাতৃ উভয় কুলস্থ পিতৃ পুরুষগণ নরকস্থ হয়েন ...।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩; 'যদি কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হয়, তবে পিতা মাতার ১৪ পুরুষ নরকস্থ হয়।' *সুলভ*, ১৮৭১।

নরকাগ্নি [স নরক-অগ্নি] *বি* নরকের আগুন। 'সকল নরকাগ্নি ফুল হয়ে ফুটবে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নরকাধিবাস [স নরক-অধিবাস] *বি* (হিন্দুমতে) নরকবাস। 'এই অক্ষয় নরকাধিবাসের বিষয় স্মরণ হইলে, দয়াশীল লোকের অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নরগিস [ফা নারগিস] **১** *বি* ফুলবিশেষ। 'এতক্ষণে নরগিস ফুলের বিছানায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বি* এক প্রকারের কাবাবের নাম। 'নানা রকমের সুরুয়া (সুপ), শিক-শামী-টিকিয়া-বুড়ী-আফগানী-মিশ্রী-নরগিস কত রকমের কাবাব।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। *দ্র* **নারগিস**

নরগেস [ফা নারগিস] *বি* ফুলবিশেষ। 'নরগেস কোথা ফুটে খুঁজে তারে পাওয়া দায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নরদ *বি* দাবার বড়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নরদমা, নরদামা [ফা নর্দবান] *বি* নালা; পয়ঃপ্রণালী। *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'কলিকাতায় অনেক২ গভীর নরদামা আছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

নরনি [স নখহরণী] *বি* নখ কাটার যন্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নরফুলা *বি* এক প্রকার ফুল। 'নরফুলা বেঙ্গবাজি ভূমি চাম্পা অপরাজি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নরফোক কোর্তা [ই নরফোক+ফা কুর্তাহ্] *বি* (ইংল্যান্ডের নরফোক অঞ্চলের নামানুসারে) পুরুষের কোমরবন্ধযুক্ত ঢিলা জামাবিশেষ। 'খাকি নরফোক কোর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নরম [ফা নর্ম্] **১** *বিণ* কোমল। 'নরম গরম করি তাহা সভার তরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* আর্দ্র। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বিণ* দুর্বল। 'নরমেতে করে জোর, গরমে নরম তার কাছে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৪** *বিণ* অনুকূল। 'তারে বোঝাও সোঝাও, তার মন নরম কর।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৫** *বিণ* শস্তা। 'তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৬** *বিণ* হালকা; মৃদু। 'নরম আঁচে সদ্য-দুধের ফেনার রাশি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **৭** *বিণ* আরামদায়ক। 'জীবনটা যেন নরম হয়ে উঠত।' *জীবন*, ১৯৩৩। **৮** *বিণ* অমায়িক। 'নরম সুরে জবাব দিল আজহার।' *শওকত*, ১৯৫৮। **৯** *বিণ* বিনয়ী। 'সমস্ত গাঁয়ের লোক নরম নীরব হয়ে শোনে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। **১০** *বি* কোমলতা। 'ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে কোমল ধানের চারা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নরম দুধ [ফা নরম্+দুধ] *বি* পাতলা দুধ। 'প্রথম জননী হয়ে যেমন নরম দুধে গলে।' *জীবন*, ১৯৩২।

নরমধাত [ফা নরম্+স ধাতু>] *বি* নিরীহ স্বভাব। 'আদতে বস্তো নরমধাতের জানোয়ার সে।' *হাসান*, ১৯৬৯।

নরম নরম [ফা নরম্>] *বিণ* তুলতুলে। 'তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নরম পড়া *ক্রি* বেগ কমা। 'কিছুক্ষণের জন্য যদি বা নরম পড়িয়া আসে আবার দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নরমপন্থী [ফা নরম্+হি পন্থী] *বি* উদার মতাবলম্বী। 'নরমপন্থীরা বলেন, তরুণ তরুণীরা এই বিরাট দায়িত্ব ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নরমা [ফা নরম্>] *ক্রি* দমিত হওয়া। 'ভাবছ কি, আমার মনটা একটু নরমেছে?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নরমী [ফা নরম্] ১ *বি* নম্রতা; নমনীয়তা; ভালোবাসা। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ২ *বি* দুর্বলতা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

নরমের যম – দুর্বলের উপর অত্যাচারকারী কিন্তু সবলের কাছে খুবই শান্ত। *সুবল*, ১৯০৬।

নরম্যান্ডি [ই] *বি* ফ্রান্সের নর্ম্যান্ডি অঞ্চলে জাত এক শ্রেণীর বৃহৎ ঘোড়া। 'সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যান্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নরাঙ্গ [ফা নারঙ্গ] *বি* কমলালেবু। *ওর্সা*, ১৭৮২।

নরাজ [আ নারাজ] *বিণ* অনাগ্রহী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নরাধম *দ্র* নর১

নরাবতী *বি* নদীর নামবিশেষ। 'হরাবতী নরাবতী ধাইল লঘুগতি' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নরায়ণ [স] *বি* রাজা। 'নরায়ণ বসিল বসিল সভাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬০০।

নরালয় *দ্র* নর১

নরুন [স নখহরণী] *বি* নখ কাটার অস্ত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'নাকের বদলে নরুন-চাওয়া এ তরুণেরে নাহি চাই।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

নরুনপেড়ে *বিণ* নরুনের মতো পাড়যুক্ত। 'কালাপেড়ে, লালপেড়ে, নরুনপেড়ে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নরেন্দ্র *দ্র* নর১

নরেশ্বর *দ্র* নর১

নরোত্তম *দ্র* নর১

নর্ক [স নরক] *বি* নরক। 'সৃজিলা পাতাল মহী স্বর্গ নর্ক আর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নর্কবাস [স নরকবাস] *বি* নরকে বাস করে পাপের দণ্ডভোগ। 'তাহা হৈতে নর্কবাস হইবে তারনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

নর্ডিক [ই] *বিণ* স্ক্যান্ডেনেভিয়ার। 'কোথাকার মহিলা সে ... ভারতী নর্ডিক?' *জীবন*, ১৯৪০।

নর্তক, নর্ত্তক [স] *বি* নট। 'নর্তকের বেস কৃষ্ণ পড়ি পিত ধড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তোমার নর্তক আমি নাচাও যেরূপে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নর্তকী, নর্ত্তকী [স] *বি স্ত্রী* যে নাচে। 'নর্তকী নাচএ পিত গাএত গায়নে।' *মালাধর*, ১৫৫০; 'অম্বরবতী নর্তকী আনিলা ডাক দিয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

নর্তন, নর্ত্তন [স] ১ *বি* নাচ। 'সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন নর্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নর্তনে উত্তম কৈল সবাকার মন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* আন্দোলন। 'আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নর্তনরত [স] *বিণ* নৃত্যরত। 'লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিতেছে ওই নর্তনরত ছাগশিশুটিকে।' *তারা*, ১৯৪০।

নর্তনশীল [স] ১ *বিণ* নৃত্যময়। 'তাহার নর্তনশীল উৎসাহের তালে তালে করতালি দিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* তরঙ্গিত। 'তাহার চারিধারে কালো নদীর নর্তনশীল জল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নর্তনশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* নৃত্যপরায়ণ। 'নর্তনশীলা নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নর্তনাগার, নর্ত্তনাগার [স নর্তন-আগার] *বি* নাচের ঘর। 'এক নর্ত্তনাগার গ্রহণনিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নর্তমান [স] *বিণ* নৃত্যশীল। 'ওই নর্তমান প্রাণের সঙ্গেই হাতধরাধরি করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

নর্তিত, নর্ত্তিত [স] ১ *বিণ* নাচছে এমন। 'যে গানের ছন্দে নর্ত্তিত বিশ্ব।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বিণ* নাচানো হয়েছে এমন। 'এরা সব উপাদান ধাক্কা পায়, হয় আবর্তিত/ পুঞ্জিত, নর্তিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নর্তিনী [স] *বি* নর্তকী। 'হে নর্তিনী/ বেণীর বন্ধনমুক্ত উৎক্ষিপ্ত তোমার কেশজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নর্তা [স নক্ত] *বি* শিশুর জন্মের পর নবম দিনের অনুষ্ঠান। 'নয় দিনে নর্তা কৈলা সুত শুভহেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নর্তানো [স নর্তন>] *ক্রি* নর্তন করা; নাচা। 'সাগর-খোজা নির্ঝর সেই, গর্জিয়া নর্তিয়া ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নর্তিত *দ্র* নর্তন

নর্তিনী *দ্র* নর্তন

নর্থপোল [ই] *বি* উত্তর মেরু। 'চাকরির জন্য নর্থপোলে যেতে হলেও ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

নর্দ শতরঞ্জ [ফা] *বি* দাবা খেলার গুটি। 'নর্দ শতরঞ্জ খেলিবারে হস্তে ধরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নর্দমা, নর্দ্দমা [স নর্দ>; ফা নর্দবান] *বি* পয়ঃপ্রণালী; নালা। 'নর্দমা।' *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'বাটীর নিকট একটা নর্দ্দমা আছে।' *প্যারী*, ১৮৬০।

নর্মান-ফ্রেঞ্চ [ই] *বি* উত্তর-ফ্রান্সের ভাষাবিশেষ। 'অ্যাংলো-স্যাকসন এবং নর্মান-ফ্রেঞ্চ, এই দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

নর্ম [স] ১ *বি* প্রমোদ। 'আমার নর্ম আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* বিলাসিতাপূর্ণ। 'ঠোঁটের লাক্ষারসে সিক্ত করে নর্ম কারুকাজ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নর্মবাঁশি [স নর্ম+বাঁশি] *বি* প্রমোদবিহারের ডাক দেয় যে বাঁশি। 'কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি নানা-বর্ণে-চিত্র-করা বিচিত্রের নর্মবাঁশিখানি যাত্রাপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নর্মসখী [স] *বিণ* প্রমোদসঙ্গিনী। 'তিনি নর্মসখী কৃশানুদীপ্ত তাম্রকূটশীর্ষ ভাবাসুন্দরীর সুচিক্কণ কৃষ্ণগণ্ডে একটি মাত্র নিবিড় চুম্বন দিতে পারেননি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

নর্মাচার [স নর্ম-আচার] *বি* পরিহাস। 'জড় কবন্ধ অন্ধ কর্মে কুহকোরে করি নর্মাচার।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

নর্মালাপ [স নর্ম-আলাপ] *বি* রসিকতা। 'তাঁর আলাপ, নর্মালাপ –

অর্থাৎ লীলা-চতুর ও সবিভ্রম।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

নর্মদা, নর্ম্মদা [স] *বি* মধ্য ভারতের একটি নদী। 'দক্ষিণে বিদর্ভ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পারিপাত্র পর্ব্বত ও নর্ম্মদাতীরে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; আবর্তচঞ্চলা নর্মদা ভ্রূকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নর্মাচার *দ্র* **নর্ম**

নর্মান, নর্মাণ, নর্ম্মাণ, নর্ম্মান [ই] *বি* ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নর্ম্যান্ডি প্রদেশে বসতি-স্থাপনকারী নর্স ভাইকিং জাতিবিশেষ। 'পরস্বাপহরী দুর্দ্দান্ত নর্ম্মাণজাতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'তাঁহারা নর্ম্মান বা স্কন্দেনেবীয় নাবিক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

নর্মান ফ্রেঞ্চ, নর্ম্মান ফ্রেঞ্চ [ই] *বি* উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ইংলিশ চ্যানেল তীরবর্তী নরম্যান্ডি জাতির ভাষাবিশেষ। 'ইংলণ্ড দেশে যত দিন নর্ম্মান ফ্রেঞ্চ নামক ভাষার আলোচনা ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নর্মাল, নর্ম্মাল [ই] ১ *বিণ* উচ্চপ্রাথমিক। 'ছেলেবেলায় যখন নর্মাল ইস্কুলে পড়তুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'সম্প্রতি কেবল নর্ম্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইতেছে।' *রোকেয়া*, ১৯০৬। ২ *বিণ* স্বাভাবিক। 'ঐ রঙ লাগানো অবস্থাই ছিল তাঁর নর্মাল অবস্থা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নর্মালাপ *দ্র* **নর্ম**

নর্স [ই নার্স] *বি* নার্স; হাসপাতালে রোগীর পরিচর্যাকারী। 'লোকটি একাধারে কুকুরের নর্স ও ডাক্তার।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

নল [স] ১ *বি* তৃণবিশেষ। 'পগার খন্দক খানা উলু কাস্যা নল বেনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পদ্ম। 'নল নাল মধু আর সর্ব তুয়া অধিকার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* ফাঁপা সরু চোঙা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ইংলণ্ড দেশে নল দ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৪ *বি* নলিকা; কঞ্চি কেটে রস আহরণের উপকরণ। 'খেজুর গাছের মাথা চেঁছে একটা নল বসিয়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নলকূপ [স] *বি* মাটির অনেক নিচের স্তরে সুরু নল পুঁতে পানি আহরণের কূপ; টিউবওয়েল। 'প্রাদুর্ভাবের প্রাক্কালে স্থানীয় একটি নল-কূপ কিরূপে জীর্ণ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নলখাগড়া, নল খাকড়া [স নল+স খড়্গ] *বি* একপ্রকার লম্বা তৃণ; ধারালো পাতাবিশিষ্ট তৃণবিশেষ। 'শর নল খাকড়া ইকড়ি টাঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নলখাগড়ার বেড়া।' *জসীম*, ১৯৬৪।

নলদ [স] *বি* বেনা নামক সুগন্ধ তৃণের মূল। 'কমল-নলদ-লোত্তন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

নলা *বি* এক গ্রাসে খাওয়ার উপযোগী খাবারের দলা। 'নাদানের রোজগারে না উঠিও আমিষের নলা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নলা গলা *বিণ* মিষ্ট কথায় ভোলাতে পারে এমন। 'দুগ্ধ দধি বেচিবারে বড় নলা গলা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নলনী [স নলিনী] *বি* পদ্ম। 'নলনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

নলনী দল [স নলিনীদল] *বি* পদ্মফুলের পাপড়ি। 'কেও নলনী দল করয় বতাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নলনীবন [স নলিনীবন] *বি* পদ্মবন। 'নলনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

নলপা *ক্রি* চমকানো। **নলপাচ্ছে** *ক্রি* চমকাচ্ছে। 'থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্ছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নলাটি [স ললাট>] *বি* নারীর কপালের অলংকারবিশেষ। 'মালদই নলাটী চিকণ সরবন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নলি, নলী [স নল>] ১ *বি* জীবজন্তুর নখ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* জমি মাপে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* সুতা জড়াবার ছোটো নলবিশেষ। 'রিক্তা নলী এলায় রে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। ৪ *বি* নৌকাবিশেষ। 'যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নলিআন [স নূতন] *বিণ* খেজুরের রসে তৈরি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নলিন, নলীন [স নলিনী] *বি* পদ্ম। 'আইস বন মাঝে বিকচ নলীন।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোমারি সুপ্রেমের হাওয়ায় কাঠের পুতলি নলিন হয়।' *লালন*, ১৮৯০।

নলিননয়ন [স নলিনীনয়ন] *বি* পদ্মলোচন। 'আধ-নিমীলিত নলিননয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

নলিনপতি [স নলিনীপতি] *বি* নলিনীর পতি; চাঁদ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

নলিনী [স] *বি* পদ্ম। 'যেহ্ন নলিনীদল কোঁঅলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নলিনীদল [স] *বি* পদ্মপাতা। 'সজল নলিনীদলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নলিনী-নয়ন [স] *বি* পদ্মফুলের মতো চোখ। 'কেন বিগলিত ধারা নলিনী-নয়নে?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নলিনীবণ [স নলিনীবন] *বি* পদ্মবন। 'সহজ নলিনীবণ পইসি নিবিতা।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

নলিনী যুবতী [স] *বি* পদ্মের মতো সুন্দরী যুবতী। 'দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

নলিনীশোভা [স] *বি* পদ্মের সৌন্দর্য। 'ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নলী[1] [স] ১ *বি* কারখানার চোঙা। 'বাষ্পীয় বলপ্রভাবে সহস্র সহস্র নলী একই ভাবে সকালে ছয়টা হইতে সাহাহ্নে ছয়টা পর্যন্ত চলে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮। ২ *বি* গলনালি। 'তা গেলবার জন্য গলার নলী হওয়া চাই ড্রেন-পাইপের মতো মোটা।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

নলী[2] *দ্র* **নলি**

নলুয়া [স নল>] *বি* জমি মাপে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নলেজ [ই] *বি* জ্ঞান। 'আমরা সব কলেজ যাব, নলেজ পাব।' *অমৃত*, ১৯০০।

নলেন [স নূতন] *বিণ* খেজুরের রস দিয়ে তৈরি (নলেন গুড়)। 'সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

নশিন [ফা নিশিন] *বিণ* ভুক্ত। 'তাঁর পর্দানশিন হওয়া উচিত।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

নশ্বর [স] ১ *বিণ* অস্থায়ী। 'মনে কর একি বা কি হবেক নশ্বর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* বিনাশক। 'ধায় ব্যাধ যথা অস্ত্রালয়ে,– বাছি বাছি লইতে সত্বরে তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* বিনাশশীল। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নশ্বর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

নশ্যপাত্র [স নস্য>] *বি* নস্যপাত্র; নাকে নেয়া নেশাদ্রব্য তামাকের গুঁড়ার পাত্র। 'বামহস্তেতে এক নশ্যপাত্র দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

নষ্ট [স] ১ *বিণ* ব্যর্থ। 'নষ্ট হইল সকল সংসার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ধ্বংস। 'উনি করেছেন ধর্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ৩ *বি* হত্যা। 'রাজারা বলিতেছেন তাহারদিগকে নষ্ট করিব না।'

রামরাম, ১৮০১। **৪** *বিণ* মন্দ। 'অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কর্তৃত্ব ভার পাইলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **৫** *বি* দমন। 'দুষ্ট লোককে নষ্ট না করিলে আপনাকে নষ্ট হইতে হয়।' *রামরাম*, ১৮০২। **৬** *বিণ* পণ্ড। 'অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **৭** *বিণ* বিষাক্ত। 'অনিষ্টকর নষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বহির্গত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

নষ্ট করা **১** *ক্রি* হত্যা করা। 'নষ্ট করিলেও আর কেহ রাখিতে পারে না।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *ক্রি* হেয় করা। 'আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নষ্ট গুড়ের খাজা – দুষ্টবুদ্ধির শিরোমণি। 'সে-ই তো যত 'নষ্ট গুড়ের খাজা।'' *নজরুল*, ১৯২২।

নষ্টঘুম [স নষ্ট+প্রা ঘুম্ম] *বি* কাঁচাঘুম; পূর্ণতার আগে ভেঙে যাওয়া ঘুম। 'প্রত্যুষের নষ্টঘুম তাহার অকালব্যাঘাতের শোধ লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নষ্টতা [স] *বি* ধৃষ্টতা। 'সে নষ্টতা করিয়া কর পাঠায় না।' *রামরাম*, ১৮০১।

নষ্টনীড় [স] **১** *বি* যে নীড় ভেঙে গেছে। 'নষ্টনীড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* দাম্পত্য শান্তিহীন সংসার। 'যার মাঝে নষ্টনীড় স্মৃতি ঘুরে মরে নিতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

নষ্ট-পরমায়ু [স] *বিণ* হতায়ু। 'এই নষ্ট-পরমায়ু কবির দলের গান ... সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নষ্ট পদার্থ [স] *বি* বিষাক্ত পদার্থ। 'অনিষ্টকর নষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বহির্গত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

নষ্টপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাণশক্তি নেই এমন। 'পাষাণের বাধা পড়ি মোরা পরিক্ষীণ/ শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নষ্ট-বিবেক [স] *বিণ* বিবেক লোপ পেয়েছে এমন। 'সাম্রাচারের সুতো বন্দী ভ্রষ্টচরিত্র, নষ্ট-বিবেক, সংস্কারের ক্রীতদাস এ দেশের সহস্র সহস্র মানুষকে ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

নষ্টবিশ্বাস [স] *বিণ* বিশ্বাস হারিয়েছে এমন। 'আত্মশক্তিতে নষ্টবিশ্বাস বহুকোটি নরনারীকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নষ্টমতি [স] *বিণ* বিকৃত বুদ্ধির অধিকারী। 'স্বজাতি-বিরোধী, নষ্টমতি ব্যক্তিরা তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নষ্টলোক [স] *বি* খারাপ মানুষ। 'মতি মাগি নষ্টলোক অতি মন্দমতি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নষ্ট সুযোগ [স] *বি* হাতছাড়া-হওয়া সুযোগ। 'নষ্ট সুযোগের তেরিজ ক'ষে আজ আমি মানতে বাধ্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নষ্ট হওয়া *ক্রি* নাশ হওয়া। 'জে সকল ঘরে অগ্নি লাগিলে রাইয়ত লোকের প্রাণ নষ্ট হয়।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

নষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যভিচারী। 'স্ত্রীলোক নষ্টা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণ নাসিকা ছেদন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

নষ্টামি [স নষ্ট] **১** *বি* কুকর্ম। 'যদি কেহ তুষ্ট হয় নিদাঘের পঙ্কে রয় নাতোয়ানি নষ্টামীতে ভরা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* দুষ্টামি। 'কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* কুস্বভাব। 'ইষ্ট ছাড়া কষ্ট পাই ঐটে আমার নষ্টামি।' *লালন*, ১৮৯০।

নষ্টী [স] *বি* অসতী; কুচরিত্রা। 'দুষ্টুর দলে আজ যত নষ্টী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

নষ্টে যাওয়া *ক্রি* নষ্ট হওয়া। 'ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়/ সান্ত্বনার্থে হয়তো পাব চারজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নষ্টের গোড়া *বিণ* অনিষ্টের মূল। 'সেই বল্লালে বেটাই যতো নষ্টের গোড়া।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নস *ক্রি* হস না। 'সেবকের জুগ্য নস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নসরা [আ নসারা] *বি* খ্রিস্টান। 'নসরা এহুদী যদি লাগ পাএ তান।' *সুলতান*, ১৭০০।

নসল [আ] *বি* বংশধারা। 'দুনিয়াতে আমার না রহিবে নসল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নসল্লা *বি* দোষ। 'কথার অত নসল্লা ধরস কেন মাগি?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

নসান [ফা নও+আ সেহ্‌ন্‌] *বি* তীক্ষ্ণধার। 'সভার পণ্ডিত জেন নসানের খুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নসি [স নস্য>] *বি* নাক দিয়ে টানার তামাকের তৈরি গুঁড়া; নস্যি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

নসিদানি [স নাসিকা+ফা দানি] *বি* নস্যদানি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

নসিব, নসীব [আ নসীব] *বি* ভাগ্য। 'কি মোর নসিবের লেখা নয়ানে নয়ানে দেখা।' *মর্তুজা*, ১৭৫০; 'নসীবে মেরা জুলন হইল বড়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নসিহত, নসিয়ত, নসিহৎ [আ] **১** *বি* ধর্মোপদেশ। 'শুনিবেক আলেমের পন্থ নসিহত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* নির্দেশ। 'তাহার আনওান নসিয়ত মত লিখি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *বি* উপদেশ। 'নানা প্রকার নসিহৎ করিতে আরম্ভ করিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

নস্কর [ফা লশকর] **১** *বি* সৈন্য। 'মুঞি সে নস্কর এথা সব মোর ভার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* বংশ-উপাধি বিশেষ। 'নস্করদের ইঁটের পাঁজায় ধোঁয়া বেরোচ্ছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

নস্টালজিয়া [ই] *বি* অতীতবিধুরতা। 'নস্টালজিয়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

নস্ব [স নিঃস্ব] *বিণ* দরিদ্র। 'নস্ব হয়ে নৃপতির চাকরি লইব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নস্বর [স নশ্বর] *বিণ* বিনাশ আছে এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

নস্য [স] **১** *বি* নস্যি; তামাকের গুঁড়া যা নেশার জন্যে খুব অল্প পরিমাণে নাকে নেওয়া হয়। 'ন্যায়া। (নস্য লইয়া অট্টহাস্য মুখে) বিবাহ কোথায় হে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* তুচ্ছ। 'ধনসম্পদ করিব নস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নস্যদানি, নস্যদানী [স নস্য+ফা দানি] *বি* নস্য রাখার পাত্র বা কৌটা। 'হাতে রুমাল আর নস্যদানী।' *অবন*, ১৯২৭; 'রামকিশোরবাবু একটি নস্যদানি হইতে এক টিপ নস্য গ্রহণ করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নস্যধানী [স নস্য-ধানী] *বি* নস্য রাখার পাত্র বা কৌটা। 'স্বীয় নস্যধানী বহিষ্কৃত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নস্যাভিভূত [স নস্য-অভিভূত] *বিণ* নস্যের নেশায় আবিষ্ট। 'নস্যাভিভূত মুখখানাকে যথাসম্ভব চিন্তান্বিত করিবার প্রয়াস পাইলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নস্যাৎ [স] *বিণ* ধ্বংস। 'মূল নীতিটাকেই নস্যাৎ করিতে চাহিতেছেন।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

নস্যি [স নস্য>] *বি* নেশার উদ্দেশ্যে নাক-দিয়ে-টানা তামাকের গুঁড়া। 'ন্যায়লঙ্কার সভাপণ্ডিত অনবরত নস্যি নিচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নস্রানী [আ নসারা] *বি* খ্রিস্টান। 'তোহ্মার উম্মত যথ এহুদী নস্রানী হৈতে।' *সুলতান*, ১৭০০।

নহ *ক্রি* না হও। 'বিদ্যাপতি কহ নীত অব রোদন নহ সমুচীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নহবত, নহবৎ [আ নওবত] **১** *বি* প্রতিদিন প্রহরে প্রহরে রাজার দ্বারে বিশেষ বাদ্যধ্বনি করার জন্য বড়ো ঢোলবিশেষ। 'ফরমানী মহারাজ মনসবদার সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'নহবত ধাঁধাগুড়গুড় ধাঁধাগুড় করিয়া বাজিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* সানাই। 'খাজাঞ্চিখানা নহবত বাজাইবার স্থান নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* সানাই-সহযোগে ঐকতান বাজানো। 'তোরণদ্বারে যে নহবত বসিত তাহার আনন্দধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নহবতখানা, নহবৎখানা [আ নওবত+ফা খানাহ্] *বি* যে স্থানে সানাই ইত্যাদির সমবেত সংগীত বাজানো হয়। 'নহবতখানা পরে বাজায় নাগারা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'এখন আমাদের সামনের নহবৎখানা থেকে ঠিক সাহানা বাজছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নহবৎ-ঘর [আ নওবত+পা ঘর] *বি* নহবৎ বাজানো হয় যে কক্ষে। 'নহবৎ-ঘরে বাদ্যকরের দলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

নহর [আ] *বি* ধারা; প্রবাহ। 'বাগানের মধ্যে জলের নহর বহিয়া যাইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

নহলা [স নব>] *বি* নয় ফোঁটাযুক্ত তাস। 'দুরি-তিরি হইতে নহলা-দহলা পর্যন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নহলি, নহলী [স নব>] *বিণ* নতুন। 'কাল হৈল মোর নহলি যৌবন।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'নহলী যৌবন পুড়্যা হইল ছারখার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নহা [স ন>] *ক্রি* না হওয়া। **নহ** *ক্রি* না হও। 'আতি আছিদ্‌র নহ কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নহষ** *ক্রি* নস। 'সাধু নহষ ঢঙ্গ বেটী মিছা তোর ভরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নহসি** *ক্রি* না হও। 'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নহি ১** *অব্য* নেই। 'তোহ বিনু মালতি নহি বিসরাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* হই না। 'তিহোঁ সে ব্রাহ্মণ আমরা কি বিপ্র নহি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রিবিণ* না। 'রাজ্যরোগ হইলে যেন চক্ষু নহি ভড়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নহিতে** *ক্রি* না হতে। 'নহিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **নহিব** *ক্রি* হবে না; না হবে। 'আর কোন প্রকারে নহিব গমন।' *মালাধর*, ১৫০০। **নহিবেক** *ক্রি* হবে না। 'নিমিষেক নহিবেক চাপায়িবোঁ কূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নহিবেন** *ক্রি* না হইবেন; হইবেন না। 'ইহারার পর বেরক্ত নহিবেন।' *বোগল*, ১৭৭০। **নহিল** *ক্রি* না হলো। 'এতদিনে যদি মোর নহিল গমন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দ্বাদশ বৎসর গর্ভ ভূমিষ্ট নহিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **নহিলা** *ক্রি* না হলে। 'তে কারনে স্বামি মোর নহিলা চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **নহিলে ১** *ক্রি* না থাকলে। 'ও কূলে বিচ্ছেদ ভয় এ কূলে নহিলে নয়।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *ক্রিবিণ* না হলে। 'নহিলে বলনা, কেন সে ললনা/ করিয়া ছলনা মুখ ঢাকিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **নহিহ** *ক্রি* না হও। 'উনমত নহিহ মোর বিরহ বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নহী** *অব্য* নেই। 'তীনি ভুবন মহী অইসন দোসর নহী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নহুক** *ক্রি* না-হোক। 'মুদ্গরের ঘাএ শ্রম নহুক আমার।' *মালাধর*, ১৫০০। **নহে** *অব্য* না হয়। 'তেকারণে থীর নহে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নহেন** *অব্য* না হন। 'মনুস্য নহেন গোসাঞি দেব শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **নহোঁ** *ক্রি* না হই। 'আবালী রাধা নহোঁ সুরতী যোগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নহি [স মহী] *বি* পৃথিবী। 'রূপা থোই মহিকে ঠাবী।' *চর্যা ৮*, ১২০০।

নহুলী [স নব>] *বিণ* নতুন। 'দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **নহলি**

না[1] [স ন>] *ক্রিবিণ* না-বোধক। 'দেবাসুর নর ঈশর কাহ্নের না ভাঁগে আশে।' *বড়ু*, ১৫০০। **নাই বা** *ক্রিবিণ* হয়তো না। 'নাই বা কথা রাখিলাম।' *শরৎ*, ১৯১৭। **নাইল** *ক্রি* না এলো। 'তভোঁ বনমালী নাইল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নাইসে** *ক্রি* না আসে। 'তোর রূপ দেখিআঁ চখুতে নাইসে নিন্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নাএ** *অব্য* সম্বোধনসূচক শব্দ। 'না বোল না বোল দূতী নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নাঁটে** *ক্রি* আটে না; কুলায় না। 'লাভেঁ মূলেঁ বিস্ত দানকে নাঁটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নাকরিবা** *ক্রি* না করবে; করবে না। *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **নাকরিবেন** *ক্রি* না করবেন। 'কাহার পর আক্রমণ না করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। **নাকরে** *ক্রি* না করে; করে না। *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **নাজায়** *ক্রি* যায় না। *ক্যালগে*, ১৭৮৪। **না জীবোঁ** *ক্রি* বাঁচবো না। 'বুইলোঁ পরিহাস বচনে/ না জীবোঁ না জীবোঁ বিণি রাধা দরশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **না জোড়া** *ক্রি* অভাব হওয়া। 'না জুড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **নাদর্শায়** *ক্রি* না দেখায়; দেখায় না। *ক্যালগে*, ১৭৮৪। **নাদি, নাদী** *ক্রি* না দিই। 'জদি ওয়াদামাফীক নাদি তবে ফিসদে ২৫ পচীশ তঙ্কা মুনাফা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; *ওসাঁ*, ১৭৮২। **নাদিবেন** *ক্রি* দেবেন না। *ডানকান*, ১৭৮৪। **নান্দেঁ** *ক্রি* দেয় না। 'এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞিঁ দরশন নাঁদে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নান্দে** *ক্রি* না দেয়; দেয় না। 'কেহো নান্দে কাহ্নাঞিঁকে আণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নাপারিবেন** *ক্রি* না পারবেন; পারবেন না। *ক্যালগে*, ১৭৮৪। **নাপারী** *ক্রি* না পারি; পারি না। *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **না বল্যা জাইয় না** *ক্রি* না বলে যেয়ো না। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **নাযায়** *ক্রি* যায় না। 'মহা ঘোর যুদ্ধ হয় নাযায় লিখনে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **নায়াইল** *ক্রি* না এলো; এলো না। 'তার সঙ্গে নায়াইল জেই রাজাগন।' *মালাধর*, ১৫০০। **নার** *ক্রি* না-পারো; পারো না। 'তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **নারএ** *ক্রি* না রয়; রয় না। 'তোমার বিচ্ছেদে মোর নারএ পরাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **নারছে** *ক্রি* পারছে না। 'নারছে হতে পাশ কী সোজা!' *নজরুল*, ১৯২৬। **নারহ** *ক্রি* না পাও। 'জীবারে নারহ যবেঁ/ হেনক করহ তবেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নারা** *ক্রি* না পারা। 'ফুটিতে নারিল আর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **নারি** *ক্রি* না পারি। 'সরস কবি সুরস ভনে চারুতর চতুরপনে নারি আরাহিঅই পঞ্চবানা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নারিএ** *ক্রি* না পারি; পারি না। 'গৌরীর বদনশোভা লখিতে নারিএ কিবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নারিনু** *ক্রি* পারি না। 'লখিতে নারিনু কেমন বন্ধান।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **নারিব** *ক্রি* না পারবো; পারবো না। 'নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নারিবি** *ক্রি* পারবি না। 'আনুরোধ এড়ায়িতেঁ নারিবি তাহার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নারিবে** *ক্রি* না পারবে; পারবে না। 'ইতর জন নারিবে বুঝিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **নারিবোঁ** *ক্রি* পারবো না। 'প্রবোধিতেঁ নারিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নারিমু** *ক্রি* না পারি। 'জদি তিন সরে নারিমু সমুদ্র বান্ধিতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নারিল** *ক্রি* পারলাম না। 'বুঝিবারে নারিল তোহ্মারে জগন্নাথ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নারিলা** *ক্রি* পারলো না। 'জার পাখা কাটিতে নারিলা পুরন্দর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নারিলুঁ** *ক্রি* পারলাম না। 'হারিয়া আইলুঁ জুর্জ্জ নারিলুঁ সহিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **নারিস** *ক্রি* না পারিস; পারিস না। 'স্বামীকে তুই চিনতে নারিস।' *নজরুল*, ১৯৩২। **নারী** *ক্রি* পারি না। 'আন কাম আহ্মে করিতেঁ নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নারে** *ক্রি* পারে না। 'গরু নিবারিতেঁ নারে কাহ্নাঞিঁ ছাওয়াল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নারোঁ** *ক্রি* পারি না। 'বুঝিতেঁ নারোঁ মো তোহ্মার মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নালিখেন** *ক্রি* না লেখেন; লিখবেন না। 'আর কাহাকে কিছু নালিখেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; *ডানকান*, ১৭৮৪। **না সহে** *ক্রি* সহ্য করতে পারে না। 'এত

দুখ বড়ায়ি মোর পরাণ না সহে।' বড়ু, ১৪৫০। **নাসিতোঁ** *ক্রি* না আসতাম; আসতাম না। 'তবেঁ নাসিতোঁ এ বাটে।' বড়ু, ১৪৫০। **নাসিবোঁ** *ক্রি* আসবো না। 'হেন কাম করিলেঁ নাসিবোঁ তোর পাশে।' বড়ু, ১৪৫০। **নাহবেক** *ক্রি* হবে না। *ক্যালগে*, ১৭৮৪। **না হয়** *ক্রি* হয়ো না। 'সন্ন্যাসী না হয় বাছা শুন রে নিমাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নেরেচ** *ক্রি* পারোনি। 'চিনিতে নেরেচ বাছা দ্বিজবর কেবা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নৈলে** *ক্রি* না হলে। 'আমরা তা নৈলে পর এতদিনে, কোথায় যেতাম রসাতলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **নৈহ** *ক্রি* না হয়। 'গেলে তোর পিতা পুত্র নৈহ দরশন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নোস** *ক্রি* না হোস। 'তুই উগ্র কিন্তু তেজ-মরীচিকা, নোস অমরার ঘুম-সেতু।' *নজরুল*, ১৯২২। **নৌ** *ক্রিবিণ* না। 'নৌ দাঢ়ই নৌ তিমই ন চিহ্নজই।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

না-আসা *বিণ* অনাগত। 'ওই ঝড়ই আমার না-আসা বন্ধুর পদধ্বনি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

না ইনি না উনি – কেউ না। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

না-ঈশ্বর [না+স ঈশ্বর] *বি* নাস্তিকতা। 'তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

না উঠতেই এক কাঁদি – কাজে হাত দিতে না দিতে কিঞ্চিত ফল পাওয়া। *সুবল*, ১৯০৬।

নাকবুল [না+আ কবুল] *বি* অসম্মতি; অস্বীকার। 'অস্বীকার ও নাকবুলের নিমিত্ত।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

না করা *ক্রি* অস্তিত্বহীন করা। 'আপনাকে একেবারে 'না' করিয়া দেওয়াই ... বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

না-কামানো [না+কামানো] *বিণ* কামানো হয়নি এমন। 'কিছুকালের নাকামানো কণ্টকিত জীর্ণ মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

না-চেনা *বিণ* অচেনা। 'চেনা কুসুম ফুটে আছে না-চেনা এই গহন বনের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'পথ না-চেনার দিক্‌সীমানার অলক্ষ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নাছিল *ক্রিবিণ* ছিল না। 'নাছিল মোর গোচরে।' বড়ু, ১৪৫০।

না চাহা *ক্রি* না চাওয়া। 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

না-ছোঁ-না-ছোঁ *বিণ* অনাসক্ত। 'কিন্তু তার না-ছোঁ-না-ছোঁ ভাব।' *শওকত*, ১৯৭২।

না-জান *বিণ* অচেনা। 'কত অজান গাঁ পেরিয়ে কত না-জান দেশ।' *জসীম*, ১৯৫১।

না-জাননেওলা *বিণ* জানে না এমন। 'ইংরেজি-জাননেওলা আর ইংরেজি না-জাননেওলার মাঝখানে সেই প্রাচীন অন্ধপ্রাচীর।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

না-জানা *বিণ* অচেনা। 'ওই না-জানা গ্রামের প্রান্তে সকালবেলার পুবে সূর্য ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

না-দাবি *বি* মালিকানা দাবি না করা। 'রায়তী স্বত্ব, না-দাবি, হ্যাণ্ডনোট ...।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

না-দেখা *বিণ* অপরিচিত। 'না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

না-ধর্মী [না+স ধর্মী] *বিণ* ঋণাত্মক। '[বিদ্যুৎ সংক্রান্ত] ... তর্জমা করলে দাঁড়ায় হাঁ-ধর্মী আর না-ধর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

না পচন্দ [না+ফা পসন্দ] *বিণ* অপ্রিয়। 'না পচন্দ কাজের মহকুম হামেস গির জন্যে লিখিতেছি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

না-পছন্দ [না+ফা পসন্দ] *বিণ* অপছন্দ। 'আমি বিলকুল না-পছন্দ করি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

না-পড়া *বিণ* অপঠিত। 'মেজেতে পড়ে আছে না-পড়া খবরের কাগজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

না-পাওয়া *বিণ* পাওয়া হয়নি এমন। 'জন্ম জন্ম ধরে চাওয়া না-পাওয়া ধন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

না-পাত্তা *বিণ* নিখোঁজ; লাপাত্তা। 'আমার বেড়াল দুটো না-পাত্তা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

না-বলা *বিণ* অকথিত। 'আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

না-বলা বাণী *বি* অব্যক্ত কথা। 'না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

না বিইয়া কানাইয়ার মা – বিনা পরিশ্রমে ফললাভকারী। 'তিনি, 'না বিইয়া কানাইয়ার মা' হইতে চাহিবেন, সে ধরনের জন্ত নহেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

না-মানা *বিণ* অমান্য। 'কোন কিছুকে না-মানার জন্য ... তোমায় আমি আমার রক্তপ্রণাম জানাচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

না-লায়েক [না+আ লায়েক] *বিণ* অনুপযুক্ত। 'তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

না-শোনা *বিণ* শোনা হয়নি এমন। 'তোমার দেওয়া না-শোনা গান বাঁধে যে তার সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নাহক [না+আ হক] **১** *বিণ* বৃথা। 'হালাল না করি করে নাহক হালাক।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *ক্রিবিণ* অন্যায়ভাবে। 'না হক করিলে খুন ওসমান লাগিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

না-হক [না+আ হক] *বি* যা ন্যায্য নয়। 'সেখানে যখন চুঙ্গিঘর তার না-হকের কড়ি না-হক চাইতে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

নাহয় **১** *অব্য* নয়তো। 'আমি পতিত হইয়াছি, তুমি না হয় আর একটি বিবাহ ...।' *সুকন্ত*, ১৮৭৩। **২** *অব্য* বরং। 'বেণী নাহয় এলিয়ে রবে/ সিঁথে নাহয় বাঁকা হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

না-হোক *ক্রি* নাই বা হউক। 'মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

না[২] [স নৌ] *বি* নৌকা। 'সুরগুঠী দিল সব নাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

নাএ *ক্রিবিণ* নৌকায়। 'নুরনবী কাণ্ডারী আছএ যেই নাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নাখানী *বি* নৌকাখানা। 'তীন ভরা না সহে নাখানী আহ্মার।' বড়ু, ১৪৫০।

নাঅ [স নৌ] *বি* নৌকা। 'ফুলের নাঅ কাহ্নাঞিঁ নাহি সহে ভরা।' বড়ু, ১৪৫০।

নাঅখানী *বি* নৌকাখানা। 'হোর আছে ঘাটোআল লআঁ নাঅখানী।' বড়ু, ১৪৫০।

নাঅত *ক্রিবিণ* নৌকায়। 'পর্ব্বত সমান ঢেউ নাঅত লাগিল।' বড়ু, ১৪৫০।

নাঅবাহিআঁ *বি* নৌকাচালক। 'নাঅবাহিআঁ যমুনাজল বিশাল এ।' বড়ু, ১৪৫০।

না-আসা *দ্র* **না**[1]

নাই[1] [স নাবিক] *বি* নৌকা। 'গঙ্গা জউণা মাঝেঁ রে বহই নাই।' *চর্যা ১৪, ১২০০।*

নাই[2] [স নাস্তি] *ক্রি* না আছে; নেই। 'কেমতে জাইব ঘর নাই পৃতিকার।' *মালাধর, ১৫৫০।* **নাইক** *ক্রি* নেইকো। 'নিজ পর নারী দোষ নাইক সংসারে।' *বড়ু, ১৫৭০।* **নাইকো** *ক্রি* নেই। 'আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।' *রামপ্রসাদ, ১৭৮০।*

নাই কাজ ত খৈ ভাজ – প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাবে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে সময় ও শক্তি দুই-ই নষ্ট করা। *সুবল, ১৯০৬।*

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো – যদি অল্প কিছুও পাওয়া যায় তা কিছু না পাওয়ার চেয়েও ভালো। *সুবল, ১৯০৬।*

নাই হয়ে যাওয়া *ক্রি* ফুরিয়ে যাওয়া। 'আস্তে আস্তে তাও নাই হয়ে গেছে।' *জীবন, ১৯৩২।*

নাই[3] [স স্নেহ>] *বি* প্রশ্রয়। 'বোধ হয় বালককালাবধি বিশেষ নাই পাইয়া থাকিবে।' *প্যারী, ১৮৫৮।*

নাই[4] [স নাভি] *বি* নাভি। 'পেট এমনি বেড়েচে, নাই চুলকোবার যো নেই।' *দীনবন্ধু, ১৮৬৩।*

নাইওর [পা *এগ্রাতিঘর*] *বি* পিত্রালয়। 'স্ত্রীর নাইওর যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।' *রোকেয়া, ১৯৩১।* *দ্র* **নাইয়র**

নাইকা [স নায়িকা] *বি স্ত্রী* (হিন্দু পুরাণ) দুর্গার রূপভেদ। 'অষ্ট নাইকা বিভা কৈল গদাধর।' *মালাধর, ১৫০০।*

নাইট[1] [ই] **১** *বি* উপাধিবিশেষ। 'ফিটজ উইলিয়মকে নাইট উপাধি প্রদান পূর্বক, রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।' *বিদ্যা, ১৮৬৩।* **২** *বি* বীরযোদ্ধা। 'মধ্যযুগের নাইটদের শিভালরি গেছে।' *মুজতবা, ১৯৫২।*

নাইট[2] [ই] *বিণ* রাত্রিকালীন। 'পাড়ার নাইট-ইস্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

নাইট ইস্কুল [ই] *বি* সন্ধ্যার পর যে স্কুল শুরু হয়। 'পাড়ার নাইট ইস্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

নাইট এডিটার [ই] *বি* রাতে কর্মরত সম্পাদক। 'নাইট এডিটারের হাতে পায়ে ধরে মেশিন থামিয়ে ...।' *শিবরাম, ১৯৫০।*

নাইটক্লাব [ই] *বি* রাতের বেলা খোলা থাকে যে ক্লাব; নৈশ ক্লাব। 'সে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে নাইটক্লাবে।' *রবীন্দ্র, ১৯৪০।*

নাইট গাউন [ই] *বি* রাত্রিবাস। 'নাইট গাউনপরা গুজির সাহেব হলে প্রবেশ করে।' *মনসুর, ১৯৪৫।*

নাইট গার্ড *বিণ* মীমাংসাকারী। 'এখানকার ... হুজ্জোৎ হ্যাপায় নাইট গার্ড।' *শ্যামল, ১৯৬৭।*

নাইট-ডিউটি [ই] *বি* রাতে কাজ করার দায়িত্ব। 'কালেজে আমাদের নাইট-ডিউটি অধিক পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র, ১৯০২।*

নাইট শো [ই] *বি* রাত্রিকালীন প্রদর্শনী। 'নাইট শো ছবি ভাঙতে এখনো আধঘণ্টা।' *ইলিয়াস, ১৯৭২।*

নাইটস্কুল [ই] *বি* সান্ধ্যকালীন বিদ্যালয়। 'নাইটস্কুল খুলিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেষ্টা করিবেন।' *রবীন্দ্র, ১৯০২।*

নাইটশেড [ই] *বি* বিষাক্ত বা নিদ্রাকারক লতা বিশেষ। 'ফুটেছে বিষের ফুল – নাইটশেড – তারে ভালোবাসি।' *জীবন, ১৯৩০।*

নাইটি [ই] *বি* শোয়ার সময়ে পরিধেয় দীর্ঘ ও ঢিলা পোশাকবিশেষ। 'নাইটির ওপর হাউস কোট জড়ানো।' *সুনীল, ১৯৭০।*

নাইটিঙেল [ই] *বি* সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট পাখিবিশেষ। 'খাঁচার কেনারি-নাইটিঙ্গেল নহে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৫।*

নাইট্রিক-অ্যাসিড, নাইট্রিক আসিড [ই] *বি* স্বচ্ছ, বর্ণহীন, শক্তিশালী এসিডবিশেষ। 'অম্লজানে জবক্ষারজানে নাইট্রিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়।' *বঙ্কিম, ১৮৭৫;* 'এক বোতল নাইট্রিক অ্যাসিড কমরেড ডেপলিসের পিঠের ওপর ভাঙলেন।' *শিবরাম, ১৯৪০।*

নাইট্রোজেন [ই] *বি* মৌলিক গ্যাসবিশেষ। 'রক্তের শত ভাগের ১৭ ভাগ নাইট্রোজেন।' *অক্ষয়, ১৮৪৯।*

নাই বা *দ্র* **না**

নাইয়র, নাইহর [পা *এগ্রাতিঘর*] *বি* পিত্রালয়। 'জানায়্যা তোমার পদে মুঞি জাইব নাইয়র।' *মুকুন্দ, ১৬০০;* 'নাইহরের বন্দা কি লৈয়া যাইমু নিজ দেশে।' *মর্তুজা, ১৭৫০।*

নাইয়র দেওয়া *ক্রি* বাপের বাড়ি পাঠানো। 'আমারে নি নাইয়র দিবা?' *অবন, ১৯১৯।* *দ্র* **নাইওর**

নাইয়া [স নাবিক] *বি* মাঝি; দাঁড়ি। 'নাইয়া পাইক গায় গীত শুনিতে কৌতুক।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

নাইল [ই] *বি* নীল নদ। 'নাইল-তটিনী-তট-বিহারিণী কিশোরী।' *রবীন্দ্র, ১৯৪১।*

নাইলন [ই] **১** *বি* কৃত্রিম সুতার বস্ত্রবিশেষ। 'জানিনে, বারোয়ারি দুর্গাপুজোয় মা-দুর্গা নাইলন পরতে আরম্ভ করেছেন কিনা।' *মুজতবা ১৯৬৬।* **২** *বিণ* নাইলনের তৈরি। 'সাতশো গজ নাইলন কর্ড বেঁধে।' *শ্যামল, ১৯৬৭।*

নাউ[1] [স অলাবু] *বি* লাউ। 'নাউডগা তোলে কিছু কচি কচি বলা।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

নাউডগা *বি* লাউগাছের কচি লতা। 'নাউডগা তোলে কিছু কচি কচি বলা।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

নাউ[2] [স নৌ] *বি* নৌকা। *ওসাঁ, ১৭৮২।*

নাউফলা *বি* এক জাতের ধান। 'শঙ্খনাদ নাউফলা পরিলা সাজাই।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।*

নাএক [স নায়ক] **১** *বি* রাজা। 'প্রদ্যুম্ন নাএক হৈল।' *মালাধর, ১৫০০।* **২** *বি* পূজক। 'ধর্মের কিঙ্কর গায় কৃপা কর গণরায় নাএকের করহ কল্যাণ।' *রূপরাম, ১৭৫০।*

নাএব, নায়েব [আ] **১** *বি* আমির অথবা জমিদারের আদেশ পালনকারী; রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী। 'তুমি ও তোমার নাএব গৌন করিবা না।' *বোগল, ১৭৭০;* 'নায়েব গোমাস্তাকে হুকুম করিয়া ...।' *হ্যালহেড, ১৭৭৩।* **২** *বি* আদালতের কর্মচারী। 'নাএব গোমাস্তা দিগর ও রাধানাথ ডিহিদারের দুই সত টাকার মকদ্দমা তজবিজের কাগজপত্র ...।' *তাঁতি, ১৭৯২।*

নাএবি [আ নায়েব>] *বি* নায়েবের কাজ। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

নাও [স নৌ] *বি* নৌকা। 'বরিসার ছত্র পিয়া দরিয়ার নাও।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

নাওয়া [স স্নান>] *ক্রি* স্নান করা। 'যেবা তীর্থে নাইলাম তারি পুণ্য পাইলাম ...।' *ভারত, ১৭৬০;* 'রাঁধাবাড়া হবে সব আমি নেয়ে এলে।' *গুপ্ত, ১৮৫৮;* 'তা তুমি তো নাইবে না, এস নাইবে এস।' *গিরিশ, ১৮৮৯।* **নায়াইল** *ক্রি* স্নান করালো। 'গঙ্গাজলে নায়াইল লাউসেন কর্পূরে।' *রূপরাম, ১৭৫০।*

নায়কত্ব [স] *বি* নায়কের কাজ; নেতৃত্ব। 'দেশের নায়কত্বে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ দাবি থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নায়কিয়ানা [স নায়ক+ফা আনা>] *বি* কর্তৃত্ব দেখানো। 'কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি নিজে পছন্দ করি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

নায়কী কানাড়া *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'নায়কী কানাড়া – কাফি ঠাটের খাড়ব রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

নায়ন [স নয়ন] *বি* নয়ন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নায়রি [স নাগর] *বি* নাগরী। 'নহি নায়রি ভগ্নী মাধব লাগে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নায়রী [পা *এ্যাতিঘর*>] *বি* বাপের বাড়ি যাচ্ছে বা সেখান থেকে ফিরছে এমন বিবাহিতা নারী। 'সলিলে ভাসে জোয়ারের তাবৎ নায়রী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নায়াইল [স নহান>] *ক্রি* স্নান করলো। 'গঙ্গাজলে নায়াইল লাউসেন কর্পূরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

নায়ান [স নয়ন] *বি* নয়ন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নায়িকা [স] ১ *বি* প্রণয়িনী। 'স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র। 'কাব্যের সকল নায়ক নায়িকা গুলির চরিত্র উত্তম হইবে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

নায়েব [আ] ১ *বি* উচ্চপদস্থ কর্মচারী। 'কাজী নাহি মানে পেশঘরের নায়েব।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০। ৩ *বি* জমিদারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। 'তালুকের নায়েব বাপু বাছা বলিয়াও প্রজালোককে থামাইতে পারিল না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

নায়েবি [আ নাএব>] *বিণ* নায়েবের কাজ করতে হয় এমন। 'বিদেশী জমিদারের নায়েবি পদ গ্রহণ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নায়্যা [স নৌ] *বি* নৌকাচালক। 'ভাবে হে সাগর বায়্যা সে পথে না জিব নায়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নারক [স নরক>] *বি* নরক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নারকাগ্নি [স নারক-অগ্নি] *বি* নরকের আগুন। 'নিবে যাক নারকাগ্নিরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

নারকিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নরক ভোগের যোগ্য। 'অমাবাই। নারকিনী!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নারকী, নারকি [স নরক>] ১ *বি* নরকে যাবে যে। 'আশু হই করিবেন নারকী উদ্ধার।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* নরকতুল্য। 'লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* নরকে গমনেচ্ছুক। 'নারকিগণ। আয় – জাফরের বর্শার মুখে একবার আয়।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ৪ *বিণ* নরক ভোগের যোগ্য। 'জরাগ্রস্ত সহস্রাক্ষে আর পড়ে না নারকী কীট।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নারকীয় [স] ১ *বিণ* মৃত্যুর পর নরকে যাবে এমন। 'বিধর্মী, ধর্মী, স্বর্গীয়, নারকীয় ... বাছিয়া লইতে হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* নরকের তুল্য। 'শির্ক ও কুফরীর নারকীয় অনলে।' *মোসলেম*, ১৯২৭।

নারকেল [স নারিকেল] *বি* শক্ত বহিরাবরণবিশিষ্ট এক প্রকার ফল, যার ভিতরে মিষ্ট পানি ও সাদা শাঁস থাকে। 'এক হাঁড়ি নারকেল নাড়ু পেয়েছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নারকলি [স নারিকেল] *বিণ* নারকেলের তৈরি। 'নারকলি হুকা ... ধুইয়া-মাজিয়া তামাক সাজিতে-সাজিতে ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

নারকেল-কুঞ্জ [স নারিকেল+স কুঞ্জ] *বি* নারকেল গাছের বাগান। 'যখন নারকেল-কুঞ্জে বসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নারকেলকুঞ্জবন [স নারিকেল+স কুঞ্জবন] *বি* নারিকেল গাছের বাগান। 'নারকেলকুঞ্জবনে শাদা শাদা ঘরগুলো ঠাস ক'রে রাখে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নারকেল তেল [স নারিকেল+স তৈল] *বি* নারকেলের শাঁস থেকে প্রস্তুত তেল। 'নারকেল তেল মাখা পাবলিক ওম্যানগুলোর সঙ্গে মিকস্ করেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

নারকেলদড়ি [স নারিকেল+দড়ি] *বি* নারকেলের ছোবড়ায় তৈরি দড়ি। 'সেই নারকেলদড়ি দিয়ে পাকে পাকে আঁট করে বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নারকেলবন [স নারিকেল+স বন] *বি* নারকেল গাছের বাগান। 'তার উপরে নারকেল বন আকাশের গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নারকেলশ্রেণী [স নারিকেল+স শ্রেণী] *বি* নারকেল গাছের সারি। 'দক্ষিণধারে নারকেলশ্রেণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নারকেলী [স নারিকেল>] *বিণ* নারকেলের খোল থেকে উৎপন্ন। 'আজহার একমনে তখনও নারকেলী হুঁকা টানিতেছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

নারকোল [স নারিকেল] *বি* নারকেল। 'একটি ছোটো নারকোল গাছের তলায় বসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নারকোলঝিরঝিরি [স নারিকেল+ধ্বন্যা ঝিরিঝিরি] *বি* বাতাসে নড়া নারিকেল পাতার শব্দ। 'খেজুরছড়ি, নারকোলঝিরঝিরি ঝাউয়ের শনশনানি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নারকোলনাড়ু [স নারিকেল+স লড্ডুক] *বি* নারকেল দিয়ে তৈরি নাড়ু। 'নারকোলনাড়ুগুলো তার।' *জীবন*, ১৯৩২।

নারঙ্গ [ফা নারাঙ্গী] *বি* কমলালেবু। 'ছোলঙ্গ নারঙ্গ কামরঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নারঙ্গি, নারঙ্গী [ফা নারাঙ্গী] *বি* কমলালেবু। 'নারঙ্গি-শেব-বোস্তানে।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

নারছে *দ্র* **না**[১]

নারদ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) জনৈক মুনি। 'কংসের আগক নারদ মুনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নারদামি [স নারদ>] *বি* একজনের কথা অন্যজনকে বলার কাজ। 'তান নারদামি এবে এক না রহিব।' *সুলতান*, ১৭০০।

নারদি [স নারদ>] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) নারদের মতো। 'নারদি পুরাণ-মত কলির চরিত্র জত শুন ঝিএ খুল্লনা সুন্দরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নারদের ঢেঁকি *বি* (হিন্দুপুরাণ) যে বাহনে নারদ স্বর্গ-মর্ত্য পরিভ্রমণ করেন বলে কথিত। 'বিষম উৎপাত এ কী। হায় নারদের ঢেঁকি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নারহ *দ্র* **না**[১]

নারা *দ্র* **না**[১]

নারাঅন, নারাএন [স নারায়ণ] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'প্রণমহো নারাঅন অনাদিনিধন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কংসদলন নারাএন সুন্দর তনু

রঙ্গিনী পএ হোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নারাঙি [ফা নারাঙী] *বি* কমলা রঙ। 'পরে রঙে রঙে বিছানো হয় হলদে (yellow), নারাঙি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নারাঙ লেবু [ফা নারাঙী+আ লাইমুন] *বি* কমলালেবু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

নারাঙ্গি, নারাঙ্গী [ফা] *বি* কমলালেবু।'নারাঙ্গী।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'নারাঙ্গি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল নাশপাতি নারাঙ্গি ... সজ্জিত রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নারাঙ্গী লেবু [ফা নারাঙ্গী+ফা লিমুন] *বি* কমলালেবু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

নারাচ [স] *বি* লোহার তৈরি তিরবিশেষ। 'শেল, শক্তি, জাটি, তোমর, তোমর, নারাচ, কৌন্ত – শোভে দন্তরূপে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নারাচাস্ত্র [স নারাচ-অস্ত্র] *বি* লোহার তৈরি তির। 'নারাচাস্ত্র প্রহারে ছিন্নভিন্ন কলেবর।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

নারাজ [আ] ১ *বিণ* অখুশি। 'তাস্তিলোক নারাজ হইয়া কহে।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বিণ* অসম্মত। 'জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'মাথা মুড়োতে ঘটোৎকচ ভয়ানক নারাজ।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

নারাজি১, নারাজী [আ নারাজ>] *বি* অসম্মতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সে তখনো নারাজী প্রকাশ করাতে নাৎসিরা তাকে মার লাগায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নারাজি২ [স ন+স রাজ>] *বিণ* স্বরাজে বিশ্বাস করে না এমন। 'স্বরাজীরা ভাবে নারাজি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নারায়ণ [স] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নারায়ণি [স নারায়ণী] *বি* হিন্দুদেবী লক্ষ্মী। 'ত্রিলোক্য সোন্দরী কৈন্যা নারায়ণি তুল্য।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নারায়ণী [স] *বি* হিন্দুদেবী লক্ষ্মী। 'বন্দো মাতা নারায়ণী কামরূপা কাত্যায়নী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

নারায়ণী সেনা [স] *বি* নারায়ণের সৈন্যদল। 'সংখ্যায় এদের নারায়ণী সেনা হতেও আপত্তি নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

নারায়ন [স নারায়ণ] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'পার কর নারায়ন বড়ায়ির সঙ্গে জাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নারি১ [স নারী] *বি* নারী। 'এক এক নারি লআঁ এক এক কুঞ্জে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নারিক** *বি* নারীকে। 'পন্থে দুখ দেসি নারিক কেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নারি২ *দ্র* না১

নারিকেল [স] ১ *বি* নারকেল। 'গুআ নারিকেল কঠোআল তাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* নারকেল গাছ। 'নারিকেলের শাখে শাখে ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'মর্মরিছে নারিকেলের শাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নারিকল, নারীকল [স নারিকেল] *বি* নারকেল। 'ঝুনা নারিকল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নারিকেলকোরা [স নারিকেল+কোরা] *বি* কোরানি দিয়ে চেঁছে বের করা নারকেল। 'নারিকেলকোরা ও গুড় বাহির করিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

নারিকেল তেল [স নারিকেল+স তৈল] *বি* নারকেলের শাঁস থেকে প্রস্তুত তেল। 'চুলে আবার জবজবে করিয়া নারিকেল তেল দিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

নারিকেল তৈল [স] *বি* নারকেলের তেল। 'নারিকেল তৈল – ৬।' *দর্পণ*, ১৮২২।

নারিকেলবনশ্রী [স] *বি* নারকেল বাগানের সৌন্দর্য। 'সিংহল-উপকূলের শ্যামসুন্দর নারিকেলবনশ্রী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নারিকেলি, নারিকেলী [স নারিকেলীয়] ১ *বিণ* নারকেলের খোল দিয়ে তৈরি। 'কাল মিশমিশে নারিকেলী হুঁকা।' *সিরাজী*, ১৯১৮। ২ *বিণ* নারকেলের মতো আকারযুক্ত। 'নারীসম কেশ বেশ, নারিকেলি মুখ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নারিকেলের মালা *বি* নারকেলের ছোবড়া ও শাঁসের মধ্যবর্তী কঠিন আবরণ। 'দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নারিনু, নারিব, নারিবি, নারিমু, নারিল, নারিলা, নারিলুঁ *দ্র* না১

নারিয়েলি হাঁস *বি* এক ধরনের হাঁস। 'সাহেবরা যে নারিয়েলি হাঁস মারতে গেছে তার চেয়ে অনেক ভালো।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

নারিস *দ্র* না১

নারী১ [স] ১ *বি* স্ত্রীলোক। 'নরঅ নারী মঝেঁ উভিল চীরা।' *চর্যা* ৪, ১২০০। ২ *বি* পত্নী। 'সন্ন্যাসীরে নিরোধ করয়ে তার নারী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নারী-অভিমান [স] *বি* নারী হিসেবে অহঙ্কার। 'এই নারী-অভিমান তোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নারী-আন্দোলন [স] *বি* নারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। 'বিলাসিতা হিসাবে নারী-আন্দোলন চলবে না।' *বেগম*, ১৯৪৭।

নারীকণ্ঠ [স] ১ *বি* মেয়েদের গলার শব্দ। 'একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ২ *বি* নারীদের আপন সত্তা ভাষা। 'নারীকণ্ঠই বা এমন সম্পূর্ণ নীরব থাকে কোন আশ্চর্য শাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নারীকর্মী, নারীকর্ম্মী [স] ১ *বি* কর্মকুশল মহিলা। 'নারীকর্ম্মী সৃষ্টির ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী সহায়ক।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বি* কর্মজীবী নারী। 'নারীকর্মীদেরও এগুলোর সাথে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়া প্রয়োজন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

নারীকলা [স] *বি* স্ত্রীলোকের কৌশল। 'নারীকলা ফান্দে, বান্ধি নানা ছান্দে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নারীকুল [স] *বি* নারী সম্প্রদায়। 'নারীকুলের সূর্য্য তুমি, তুমি মেহের-উন্নিসা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

নারীকুলাধমা [স নারীকুল-অধমা] *বিণ স্ত্রী* নারীকুলের মধ্যে অধম। 'হা ধিক তোরে নারীকুলাধমা।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

নারীকেন্দ্র [স] *বি* মহিলাদের চিকিৎসাকেন্দ্র। 'পল্লী অঞ্চলে নারীকেন্দ্র স্থাপন করে পল্লীমেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

নারীঘটিত [স] *বিণ* নারী-বিষয়ক। 'আদালতে নারীঘটিত খুনি মোকদ্দমার বিচার দেখা ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

নারী-ঘেঁষা [স] *বিণ* নারীবান্ধব; নারীদের পক্ষপাত করে এমন। 'নর ভাবে, আমি বড়ো নারী-ঘেঁষা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নারীচিত্ত [স] *বি* নারীর মন। 'এ নারীচিত্ত কুলিশকঠোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নারীজন [স] *বি* স্ত্রীলোক। 'কেমনে তোষিব আর হেন নারীজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নারীজনোচিত [স] *বিণ* নারীসুলভ। 'নারীজনোচিত সুযোগ তাঁহার ঘটিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নারীজন্ম [স] *বি* নারীরূপে জন্ম। 'তবে নারীজন্মের প্রতি আর অনাদর জন্মিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নারীজাগরণ [স] *বি* নারীসমাজের জাগরণ। 'এই কলাফল প্রদেশের মুসলিম নারীজাগরণের এক মহান ইতিহাস রচনা করেছে।' *বেগম*, ১৯৫৪।

নারীজাতি [স] *বি* নারীকুল। 'প্রাণনাথ, জানই তো আমরা বুদ্ধিহীন নারীজাতি, বিশেষত আজকালকার বিবিদের মতো কিমেল ইস্কুলে পড়ি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'নারী জাতির মদন পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ প্রবল।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

নারীজাতীয় [স] *বিণ* নারীর মতো। 'সে নারীজাতীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নারীজীবন [স] *বি* নারীত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন। 'তাহার এই নারীজীবন বড়ো দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বিবাহ নারীজীবনের ধর্ম।' *হাই*, ১৯৪৯।

নারীত্ব [স] ১ *বি* নারীসুলভ গুণ। 'নারীত্বের পূর্ণতায় যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি* নারীধর্ম। 'তা বলে নারীর নারীত্বটুকু ভুলে যাওয়া, সে কি কথার কথা?।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নারীত্ববিবর্জিতা [স] *বিণ* নারীসুলভ গুণ নেই এমন। 'নারীত্ব বিবর্জিতা এক পাষাণী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নারীদেশ [স] *বি* নারীর জগৎ। 'ঘোড়া নিয়ে গেছ তুমি ধূম্র নারীদেশে।' *জীবন*, ১৯৩২।

নারীধর্ম [স] *বি* নারীর বৈশিষ্ট্য। 'নারীধর্ম পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

নারীধর্মহীনা [স] *বিণ* নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য নেই এমন। 'মেয়েটিকে নারীধর্মহীনা বলে কতদিন মনে করেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

নারী-ধর্ষণ [স] *বি* নারীকে বলাৎকার। 'গিয়া দেখেন যে গদাপাণি কিরীটধারী কেশীদানব নারীধর্ষণে উদ্যত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নারীধর্ষণকারী [স] *বিণ* নারী বলাৎকারকারী। 'নারীধর্ষণকারী কুরুগণের সহিত নারীরক্ষণকারী পাণ্ডবদিগের ঘোর যুদ্ধ।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নারীনামা [স] *বিণ* নারীর নামযুক্ত। 'আমরা কেবল নারীনামা একটি সম্প্রদায়কে জীবনের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখিনি।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নারীনির্যাতন, নারীনির্য্যাতন [স] *বি* নারীকে অত্যাচার। 'নগরে অগ্নিকাণ্ড দুর্ভিক্ষ রক্তপাত নারীনির্যাতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, অবৈধ প্রেম, নারী-হরণ, নারী-নির্য্যাতন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

নারীনীতি [স] *বি* নারীর ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি। 'নারীনীতি সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত তো বিনয় গোরার মতেই মত দিয়া আসিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নারীপদাঘাত [স] *বি* নারী কর্তৃক অপমান। 'এই অপমান, এই নারীপদাঘাত সহ্য কর।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

নারী-পুত্র [স] *বি* মা-ছেলে। 'এহি দুষ্ট নারী-পুত্র মারহ সকালে।' *সুলতান*, ১৭০০।

নারীপ্রকৃতি [স] *বি* নারীসুলভ স্বভাব। 'দহনজ্বালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নারীপ্রগতি [স] *বি* নারীর অগ্রগতি। 'নারীপ্রগতির মহাদিনে ... জিনিল এ বাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নারীপ্রতিমা [স] *বি* নারীমূর্তি। 'তিনি শকুন্তলা ও সীতার বনবাস গ্রন্থে দুটি নারীপ্রতিমা নির্মাণ করেছেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

নারীপ্রেম [স] *বি* নারীর প্রতি ভালোবাসা। 'স্বভাবতই কবি রবীন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ নারীপ্রেম থেকে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

নারীবধ [স] *বি* নারী হত্যা। 'নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নারীবর্জিত [স] *বিণ* নারী বর্জন করা হয়েছে এমন; নারীত্যক্ত। 'কলেজগুলি বৌদ্ধ মঠের ন্যায় নারীবর্জিত।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

নারীবর্জিতাবস্থা [স] *বি* নারী পরিত্যক্ত অবস্থা। 'প্যারিসে নিশাভাগে নারীবর্জিতাবস্থায় চলনে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নারীবলি [স] *বি* নারীহত্যা। 'ঠাকুর নারীবলি চান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নারী-বাহিনী [স] *বি* নারীদের নিয়ে গঠিত সৈন্যদল। 'দেশে আলাদা একটি নারী-বাহিনী গঠনের প্রস্তাব।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নারী-বিদ্বেষী [স] *বিণ* নারীর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। 'নারী ভাবে, নারী-বিদ্বেষী।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নারীবেশ [স] *বি* নারীর আকৃতি। 'নারীবেশ হৈল মোর কোন পাপ ফলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

নারীবোধ [স] *বি* নারী সম্পর্কিত জ্ঞান বা ধারণা। 'জন্মান্ধের যেমন আলোকবোধ থাকে না আমাদের তেমনি নারীবোধ নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

নারীব্রত [স] *বি* বিবাহিত নারীরা পালন করে এমন ব্রত। 'নারী ব্রত – বড়ো মেয়েরা বিয়ের পর থেকে এগুলি করতে আরম্ভ করে।' *অবন*, ১৯১৯।

নারীভক্তি [স] *বি* নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। 'রাস্তাঘাটে যাদের দুবেলা দেখা যায়, তাদের নিত্য দেখে নারীভক্তি উড়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

নারী মঙ্গল [স] *বিণ* নারীর কল্যাণে নিয়োজিত এমন। 'গবর্ণমেন্ট একটি নারী মঙ্গল বিভাগ খুলে ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

নারীমন [স] *বি* নারীর হৃদয়। 'বাংলার মাটিতে লালিত নারীমন, ত্যাগব্রতী সাধকের পায়ে যেমন অর্ঘ্য ঢেলেছে যুগে যুগে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

নারীমুক্তি [স] *বি* নানা ধরনের বাধা অতিক্রম করে মানুষ হিসেবে নারীর বিকাশ। 'নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির নানা পথে নানা পরিকল্পনা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নারীমুক্তি-আন্দোলন [স] *বি* নারীকে সকল প্রকার বাধা থেকে মুক্ত করার আন্দোলন। 'সমাজ-সংস্কার আন্দোলন মুখ্যত ছিল নারীমুক্তি-আন্দোলন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

নারীমুখ [স] *বি* নারীর মুখ। 'তার কর্মময় জীবনে নারীমুখ চিন্তা তো দূরের কথা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নারীমূর্তি [স] *বি* নারীর অবয়ব। 'এমন বিবর্ণ বিষণ্ন নারীমূর্তি।' *জীবন*, ১৯৩২।

নারীরক্ষণকারী [স] *বিণ* নারীরক্ষক। 'নারীধর্ষণকারী কুরুগণের সহিত নারীরক্ষণকারী পাণ্ডবদিগের ঘোর যুদ্ধ।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নারীরত্ন [স] *বি* রত্নরূপ নারী। 'কি নারীরত্ন আমি গৃহে এনেছি।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

নারীশক্তি [স] *বি* নারীর ক্ষমতা। 'নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নারীশিক্ষা [স] *বি* নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। 'সমাজে নারীশিক্ষার যে বিরাট অভাব।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নারী-শিক্ষায়তন [স] *বি* নারীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 'মাতৃমঙ্গল, শিশুকল্যাণ সদন, নারী-শিক্ষায়তন এবং মহিলাদের প্রগতিমূলক কোন প্রতিষ্ঠান ...।' *বেগম*, ১৯৫৪।

নারীসংক্রান্ত [স] *বিণ* স্ত্রীলোক বিষয়ক। 'নারীসংক্রান্ত লজ্জাকর ঘটনা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

নারীসঙ্গ [স] *বি* নারীর সঙ্গে মেলামেশা। 'পাশ্চাত্য মহাদেশে নারীসঙ্গলাভে বাধা দেবার কাঁটার বেড়া নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নারীসঙ্গহীন [স] *বিণ* নারীসংস্পর্শহীন। 'নারীসঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভালো লাগে না।' *মানিক*, ১৯৩৭।

নারীসদন [স] *বি* নারীদের নির্ধারিত আবাস। 'একটা নারীসদন এখনো খোলা হয়নি।' *বুলবুল*, ১৯৩৩।

নারীসমাজ [স] *বি* নারীকুল। 'নারীসমাজে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

নারীসম্মিলনী [স] *বি* নারীদের সম্মিলন। 'নারীরক্ষার জন্য নারীসম্মিলনীতে সমবেত হন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

নারী সম্মেলন [স] *বি* মহিলা সভা। 'রায়গড়ে এক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

নারীসুলভ [স] *বিণ* নারীর স্বভাবে আছে এমন। 'আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নারী সৈন্য দল [স] *বি* নারীদের নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী। 'জাতীয় সৈন্য বাহিনীর প্রথম নারী সৈন্য দল গঠন করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

নারীস্থান [স] *বি* সমাজের সর্বত্র নারীর কর্তৃত্ব রয়েছে এমন স্থান। 'এ দেশের নাম নারীস্থান। এখানে স্বয়ং পুণ্য নারীবেশে রাজত্ব করেন।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

নারীস্বাধীনতা [স] *বি* নারীমুক্তি। 'গৃহাঙ্গন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবার সুযোগই নারীস্বাধীনতা নয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নারীহন্তা [স] *বি* নারী হত্যাকারী। 'কাহাকেও বা পার্ব্বত্য মূষিক, নারীহন্তা, নরপিশাচ ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

নারীহরণ [স] *বি* স্ত্রীলোক অপহরণ। 'সভার সংবাদটুকু কোনো নারীহরণের মামলার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নারীহীন [স] *বিণ* নারীশূন্য। 'দেশকে তুমি নারীহীন করে জান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নারীহৃদয় [স] *বি* নারীর মন। 'কিন্তু নারী হৃদয় কে বুঝিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নারী[২] *দ্র* না[১]

নারেঙ্গ [ফা নারাঙ্গী] *বি* ক্ষুদ্রাকৃতির কমলালেবু। 'করুণা কমলা টাবা নারেঙ্গ বীজপুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নারেবড় [স নটবর] *বিণ* ধৃষ্ট; অশিষ্ট। 'নারেবড় কাহ্নাঞিঁ পাঠাইআঁ দিল মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নারোঁ *দ্র* না[১]

নারোচ [স নারাচ] *বি* লোহার তৈরি বাণবিশেষ। 'পরশু মুদগর অস্ত্র নারোচ তোমর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নারোয়ে [ই নরওয়ে>] *বি* নরওয়ের অধিবাসী। 'নারোয়ের লোক অসভ্য কিন্তু আতিথেয় এবং নীতিজ্ঞ।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

নার্গিস [ফা] *বি* ফুলবিশেষ। 'নার্গিস-ফুলি আঁখ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নার্গিস-লালা [ফা নার্গিস+হি লালা] *বি* ফুলবিশেষ। 'যত ফিরদৌসের নার্গিস-লালা পেলে আঁসু-পরিমল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নার্ভ [ই] *বি* স্নায়ু। 'তার বড় শক্ত নার্ভ।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

নার্ভাস [ই] *বিণ* ঘাবড়ে গেছে এমন। 'মাধবী নার্ভাস হয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

নার্স [ই] *বি* সেবিকা। 'একজন নার্স আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নার্সগিরি [ই নার্স+ফা গিরি] *বি* নার্সের কাজ। 'নার্সগিরিতে কী পয়সা আছে?' *মানিক*, ১৯৩৮।

নার্সমমতা [ই নার্স+স মমতা] *বি* সেবিকার সেবাযত্ন। 'সত্বর সেখানে গেলে আমার অসুখ যাবে সেরে ... একান্ত গহন কোনো নার্সমমতায়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

নার্সারী [ই] **১** *বি* বাগান। 'ঘর তো নয় গোটা একটা নার্সারী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮। **২** *বি* শিশু লালনকেন্দ্র। 'সমিতি শীঘ্রই নার্সারী ও শিশু-আশ্রম স্থাপন করবে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

নার্সারী রাইম [ই] *বি* ছেলে-ভুলানো ছড়া। 'নার্সারী রাইম ইংলণ্ডের সেই ছেলে-ভুলানো ছড়া।' *হাই*, ১৯৫৮।

নার্সারী স্কুল [ই] *বি* শিশুপালন বিদ্যালয়; প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়। 'নার্সারি স্কুল কথাটা আমাদের দেশে একরূপ অপরিচিত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নার্সিং [ই] **১** *বি* সেবা-যত্ন। 'মেয়েমানুষের নার্সিং পুরুষকে দিয়ে হয় না।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২** *বি* রোগীর সেবা-শুশ্রূষাকরণ বিদ্যা। 'এদেরকে নার্সিং ... শিক্ষা দেওয়া হয়।' *বেগম*, ১৯৪৭।

নার্সিং শিক্ষা [ই নার্সিং+স শিক্ষা] *বি* সেবিকা হওয়ার প্রশিক্ষণ। 'নার্সিং শিক্ষায় উৎসাহ ত দূরের কথা।' *বেগম*, ১৯৪৭।

নার্সিং স্কুল [ই] *বি* নার্সিং শিক্ষার স্কুল। 'নার্সিং স্কুলের নোটিশ বোর্ডে ইংরেজিতে নোটিশ।' *বেগম*, ১৯৭২।

নার্সিংহোম [ই] *বি* হাসপাতাল অপেক্ষা ছোটো চিকিৎসালয়। 'তাকে নার্সিংহোমে পাঠানো হবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নাল[১] [পা নাল] **১** *বি* নল। 'এক সড়ুলী সরুই নাল।' *চর্যা* ৩, ১২০০। **২** *বি* কলা গাছের কাণ্ড। 'গরুঅ উরু নাল পদ হেম কমল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* বলয়। 'নাল বিন্ধিল তার বাহিরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *বি* বেত। *মালেএল*, ১৭৪৩।

নালগাছ [পা নল+গাছ] *বি* পদ্মফুলের গাছ। 'টলমল করছে নালগাছের পাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নালফুল [পা নাল+স ফুল্ল>] *বি* পদ্মফুল। 'সে জলে কেটেছে সাঁতার, নালফুল তুলেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নালবন [পা নাল+স বন] *বি* নলখাগড়ার ঝোপ। 'নালবনের মধ্যে সাদা সাদা নাল ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নালহীন [পা নাল+স হীন] *বিণ* বৃন্তচ্যুত। 'নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নালে *ক্রিবিণ* ধারায়। 'তপত দুধ নালে না পীএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নাল[২] [স লালা] ১ *বিণ* চাষযোগ্য। 'সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে নাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* লালা। 'মোহর মুখে দেও পরভু বদনের নাল।' *রামাই*, ১৭১০; 'কাঁচাতেই পাড়ার ছেলেদের জিভে নাল পড়া শুরু হয়।' *শওকত*, ১৯৭২।

নাল[৩] [আ] *বি* ঘোড়ার নাল; ঘোড়া, গোরু প্রভৃতি পশুর খুরে লাগানো লোহার পাত। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সুবৈষ্কির ঢাল নামক নক্ষত্রসমষ্টিতে ঘোড়া নালের আকার এক নীহারিকা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

নালচি *বি* ঈর্ষা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

নালতা, নালতিয়া, নালতে [স নলিত] *বি* পাটশাক। 'নালতা।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'নালতিয়া।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আইবুড়ো জোয়ান মেয়েকে যদি এমনি করে নালতে শাকের মতন হাট-বাজারে নিয়ে ঘুরে বেড়াই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নালন্দা *বি* পূর্বভারতের প্রাচীন নগরবিশেষ। 'অজন্তা আর নালন্দা।' *জীবন*, ১৯২৭।

নালসে পিঁপড়ে [স লালসা+স পিপীলিকা>] *বি* একধরনের পিঁপড়া। 'চারিদিক হইতে নালসে পিঁপড়ে, মাছি ও সুড়সুড়ি পিঁপড়ের দল মহালোভে ছুটিয়া আসিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নালা [স নাল] ১ *বি* ছোটো খালবিশেষ। 'কোলে করি নালা পার করে দুঃখভাগি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ডিঙি তরতর করে চলেছে যাকে বলছে জোলা, সেই নালা দিয়ে।' *মণীশ*, ১৯৬৩। ২ *বি* ঘরের ছাঁচ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* নর্দমা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'নালা দিয়ে জলের মতো বয়ে যেত, যাক।' *নজরুল*, ১৯২৫। ৪ *বি* (বোমা থেকে আত্মরক্ষার) পরিখা। 'খোলা জায়গায় কতকগুলি নালা কাটাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪১।

নালা কেটে রোগ আনা – নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা। 'ইহাকেই বলে, নালা কেটে রোগ আনা।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

নালি [পা নাল] *বি* মাছবিশেষ। 'ছোট্ট ছোট্ট নালি মৎস্যের ফালাইয়া মুরি ... .বাস্কিলেক ঝুরি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

নালিখেন দ্র না[১]

নালিঘাস *বি* এক ধরনের ঘাস। 'পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস দুয়ার চেপে ধরে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

নালিচা *বি* এক প্রকার পাটের গাছ। 'নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞিঁ মাঝজলে থুইল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নালিতা [স নলিত] *বি* পাটশাক। 'নট্যা রাঙ্গা তোলে পাট পালঙ্গ নালিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নালিশ, নালীশ, নালিষ, নালীষ, নালিস [ফা] ১ *বি* বিচারের জন্যে অভিযোগ। 'তাহাতে নালিষ জে করিয়াছিলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭; 'তোমার নামে মোক্তারের নিকট নালিস।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'আদালতে নালীষ করিয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'যে নালিশ হইয়াছিল তাহা গ্রান্দজুরীর সাহেবেরা গ্রাহ্য করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'রসরাজ সম্পাদকের নামে পুলিসে নালীশ কল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* আবেদন। 'রাজত্ব নেবার জন্য নালিশ করেছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নালিশ করা *ক্রি* বিচার দাবি করা। 'কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নালিশ-ফরিয়াদি [ফা নালিশ+আ ফরয়াদ>] *বি* অভিযোগ। 'কতটা দিতে পারে তা নিয়ে নালিশ-ফরিয়াদি করা ভুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নালিশে-ভরা *বিণ* অভিযোগপূর্ণ। 'নালিশে-ভরা চোখ তুলে নিঃশব্দে মায়ের মুখের দিকে সে চেয়ে রইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নালী [স] *বি* জল নির্গমনের পথবিশেষ। 'জল নিকলিতে আছে নালী যে সুন্দর।' *সুলতান*, ১৭০০।

নালোচি *বি* ঈর্ষা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

নাশ [স] ১ *বি* বিনাশ। 'নাহি জাণ এবেঁ তোঁ আপনার নাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বিতারণ। 'এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নাশ করা *ক্রি* দূর করা। 'কোন ঔষধিতে কোন ব্যাধি নাশ করে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নাশকারী [স] *বিণ* ধ্বংসকারী। 'অর্থে লোভ; লোভে পাপ; পাপ – নাশকারী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নাশ পাওয়া *ক্রি* নষ্ট হওয়া। 'লইয়া তোর সুখদুখ এখনি পাবি নাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নাশক [স] *বিণ* নাশকারী। 'চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

নাশন [স] ১ *বি* বিনাশ। 'হইল নির্মূল জগ পাতক নাশন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* মোচনকারী। 'জয় তব ভীষণ কলুষ-নাশন রুদ্রতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নাশা [স নাশ>] ১ *ক্রি* ধ্বংস করা। 'সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* বধ করা। 'নাশিস বারণে তুই।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *ক্রি* দূর করা। 'জুড়াও প্রাণ, নাশো শোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **নাশি** *ক্রি* নষ্ট করি। 'মো নাহি নাশি তোর বৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নাশিমু** *ক্রি* নাশ করবো। 'সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **নাশিল** *ক্রি* বিনাশ করলো; ধ্বংস করলো। 'অতিথি স্বরূপে তাহার সবংশে নাশিল।' *লালন*, ১৮৯০। **নাশিস** *ক্রি* নাশ বা বধ করিস। 'নাশিস বারণে তুই।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নাশাশঙ্কা [স] *বি* নষ্ট হওয়ার ভয়। 'ইহারা কুল নাশাশঙ্কায় এই ঘৃণিত কর্মে প্রবৃত্ত হয়।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

নাশিত [স] *বিণ* ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'মক্কা তাইফা দেশ সমূলে নাশিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

নাশিনী [স] *বিণ* বিনাশকারী। 'নিমিক এক নাশিনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

নাশিষ্ঠ [স নাশ>] *বিণ* নাশকরী। 'নাশিষ্ঠের কর্মো এই যে নাশ করে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

নাশী [স] *বি* বিনাশকারী। 'তে কারণে অমুক ধরিলে হেও নাশীর পালন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

নাশেচ্ছুক [স নাশ-ইচ্ছুক] *বিণ* ধ্বংস করতে ইচ্ছুক। 'তৎপ্রকাশক হিন্দুর ধর্ম্ম নাশেচ্ছুকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নাশতা [ফা] *বি* হালকা খাবার; জলযোগ। 'এ আবার আমি মন নাশতা করে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নাশপাতি [ফা] *বি* আপেল ও পেয়ারা জাতীয় ফলবিশেষ। 'স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল নাশপাতি নারাঙ্গি ... সজ্জিত রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নাশা[১] [স নাসা] *বি* নাসিকা। 'মাহা পুট নাশা দশুহীনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নাশ্য [স] *বিণ* ধ্বংসযোগ্য। 'কে না জানে নাসাটা যে সহজেই নাশ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নাস [স নাশ] ১ *বি* ধ্বংস। 'একে একে নাস করিব তোমার সকলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* গন্ধ। 'বাটিয়া তাহার রস নাস দিলা নাকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নাসপাতি [ফা নাশপাতি] *বি* আপেল ও পেয়ারা জাতীয় ফল। 'তোমার মুখের গন্ধ মধুর নাসপাতি হতে মিঠে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

নাসা[1] [স] *বি* নাক। 'সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নাসা-অগ্র [স] *বি* নাকের অগ্রভাগ। 'সূক্ষ্ম তূলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নাসা কুঞ্চন করা *ক্রি* নাক কুঁচকানো। 'সে সকল চিত্র দেখিলে আমাদের আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ নাসা কুঞ্চন করিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নাসাকুল [স] *বি* নাসারন্ধ্র ও শ্রবণেন্দ্রিয়। 'হইল আকাশবাণী শুন নাসাকুল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নাসাগ্রে *ক্রিবিণ* নাকের ডগায়। 'মাদল খুব উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞবীয় বাদ্যযন্ত্র হইলেও নাসাগ্রে তাহা সুখকর নহে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নাসাপট [স] *বি* নাসারন্ধ্র। 'সঘন বহএ বাউ নাসাপট তল।' *সুলতান*, ১৭০০।

নাসাপথ [স] *বি* নাসারন্ধ্র। 'নাসাপথে পাখা দাও গুঁজিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নাসাপুট [স] *বি* নাসারন্ধ্র। 'তৌহ ভমর নাসাপুট সুন্দর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নাসাবৃত [স] *বি* নাসিকা আবৃত করে আছে এমন। 'নাসাবৃত করিয়া নয়ন।' *এসলাম*, ১৯১৯।

নাসারন্ধ্র [স] *বি* নাকের ছিদ্র। 'নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণ স্মরে নিহে ঘ্রাণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নাসা[2] *ক্রি* নাশ করা। **নাসিলা** *ক্রি* নাশ করলে। 'আপনা পৈত্রিক বস্ত্র নাসিলা আপনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নাসা[3] [স নস্য] *বি* নস্যি। *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

নাসাদানি [স নস্য] *বি* নস্যিদানি। *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

নাসারা [আ নসারা] *বি* খ্রিস্টান। 'প্যাকালেদের বাড়ি মউলুদের ও তৎসঙ্গে বেইমান নাসারাদের ...।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'নাসারা ইংরেজের অধীনে দীর্ঘকাল চাকরি করেছেন।' *পাশা*, ১৯৭১।

নাসারায়ী [আ নসারা>] *বিণ* খ্রিস্টানদের চালু-করা। 'নাসারায়ী শিক্ষার পথ বন্ধ কৈরা ইসলামি শিক্ষার রাস্তা খোলাসা করছি।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

নাসিঅ [স নাশিত] *বিণ* বিনাশিত। 'একেঁলে জগ নাসিঅ রে।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

নাসিক *বি* ভারতে অবস্থিত একটি হিন্দুতীর্থ। 'বিল্লি-বাচ্চা দিল্লি যেতে নাসিক এসেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নাসিকা [স] *বি* নাক। 'নাসিকা খগিক যত্র সমানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নাসিকা কুঞ্চন করা *ক্রি* বিরক্তি, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশে নাক কুঁচকানো। 'শুনলেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নাসিকাগর্জন [স] *বি* নাকডাকা। 'কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগর্জন হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

নাসিকাধ্বনি [স] *বি* নাক ডাকার শব্দ। 'অবিলম্বে, কপট নিদ্রার আশ্রয়গ্রহণপূর্বক, নাসিকাধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নাসিকারন্ধ্র [স] *বি* নাকের ভিতরের শ্বাসপ্রশ্বাসের ছিদ্রদ্বয়; নাকের ফুটো। 'তাহাই নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে, গন্ধের অনুভব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

নাসিকোপরি [স নাসিকা-উপরি] *বিণ* নাকের উপরে। 'তুমি এই দিব্য চক্ষু নাসিকোপরি রাখিয়া যাহাকে মনুষ্যকার দেখিবা ...।' *কেরি*, ১৮১২।

নাসিনি [স নাশিনী] *বি স্ত্রী* বিনাশকারী। 'তুমি দেবি বিপদ নাসিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

নাস্তা [ফা নাশতা] *বি* হালকা খাবার। 'মাঠের ছেলের নাস্তা নিতে হুঁকোর আগুন নিবে যে যায়।' *জসীম*, ১৯২৭।

নাস্তাপানি [ফা নাশতা+হি পানি] *বি* জলযোগ; হালকা খাবার। 'হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে নাস্তাপানি করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

নাস্তানাবুদ, নাস্তনাবুদ [ফা নিস্তানাবুদ] ১ *বিণ* অসুবিধা; বিপদ। 'বড় নাস্তানাবুদে পড়িয়াছি।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বিণ* নাজেহাল। 'আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তানাবুদ হতে পেতো না।' *হুতোম*, ১৮৬২; 'খানার পোশাকের কায়দা-কানুন কন্ঠ করতে নাস্তনাবুদ খানেস্তাপে হতে হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* এলোমেলো। 'গল্পের পুট ভাবের অনুবৃত্তি ... নাস্তানাবুদ করে দিয়ে তবে তিনি আমার গৃহ হতে নিঃসৃত হন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *বিণ* বিধ্বস্ত। 'একেবারে হিসাব-কিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নাস্তি, নাস্তী [স] ১ *বি* অনস্তিত্ব। 'ঘোর নাস্তি ঘিরিয়া আছিল অন্ধকার।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* নেই এমন। 'যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাট।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'আমারদিগের সহিত কস্মিনকালে দাঙা এলাকা নাস্তী।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭। ৩ *বি* শূন্যতা। 'নিখিল নাস্তিতে মৌনের বিস্রম্ভালাপ উপশমী বিভীষিকা-সনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

নাস্তিগর্ত [স] *বিণ* শূন্যগর্ভ। 'নাস্তিগর্ত প্রাক্তন তিমিরে আমার স্বতন্ত্র সত্তা হতে থাকে ক্রমাগত ক্ষয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নাস্তিত্ব [স] *বি* অনস্তিত্ব। 'তোর আবেদন করিল ভেদন নাস্তিত্বের মহা-অন্তরাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নাস্তিবাদ [স] *বি* নেতিবাদ। 'এমন নাস্তিবাদের কথাও মানুষ বলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নাস্তিক [স] ১ *বিণ* বেদে অবিশ্বাসী। 'বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ধর্মে অবিশ্বাসী। 'আরে নাস্তিক তুমি যে এ সকল বাক্য কহ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বিণ* আচারবিরোধী। 'ইংরেজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে প্রায় নাস্তিক হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৪ *বিণ* ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য নেই এমন। 'নাস্তিক, দাম্ভিক ইত্যাদি আশীর্ব্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'হালারা নাস্তিক, বরসিনের দিন গঙ্গার বন্দনা গাম করুছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

নাস্তিকতা [স] ১ *বি* আচার-বিরোধিতা। 'কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ২ *বি* বেদ বা প্রচলিত ধর্মগ্রন্থে অবিশ্বাস। 'বিবেচনা করিবেন না যে অস্মদাদি নাস্তিকতার বশতাপন্ন হইয়া অসৎ প্রসঙ্গে জ্ঞানারুণোদয় পূর্ণ করিতেছি।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২। ৩ *বি* স্রষ্টা ও পরকালে অবিশ্বাস। 'তয়ো তণ্ডামো, নাস্তিকতা ও বজ্জাতী সরে পালায়।' *হুতোম*, ১৮৬১;

'আমরা শুধু মরছি ঘুরে নাস্তিকতার মোহে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

নাস্তিকতামূলক [স] *বিণ* আচারবিরোধী। 'কালে ইহা নাস্তিকতামূলক নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালীতে পরিণত হইবে।' *প্রচারক*, ১৯০৮।

নাস্তিকবাদ [স] *বি* বেদ বিরোধী মতবাদ। 'বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নাস্তিকমত [স] *বি* নাস্তিক্যবাদ। 'এই সময়ে নাস্তিকমতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

নাস্তিকমতাবলম্বী [স] *বিণ* নাস্তিক মতের অনুসারী। 'নাস্তিক-মতাবলম্বী ... এই সকল জনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নাস্তিকমতালম্বী [স] *বিণ* নাস্তিক মতের অনুসারী। 'তাহার পর গৌতমবংশজাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত নাস্তিকমতালম্বী ১৫ জনেতে ৪০০ বৎসর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

নাস্তিক্য [স] *বি* স্রষ্টা ও শাস্ত্রে অবিশ্বাস। 'মনুষ্য নাস্তিক্যবুদ্ধিবশে শ্রদ্ধাহীন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নাস্তিক্যজাত [স] *বি* নাস্তিকতা থেকে উদ্ভূত। 'তার কতকাংশ নাস্তিক্যজাত হলেও অধিকাংশ আস্তিক্য বুদ্ধির ফল।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

নাস্তিক্যবুদ্ধি [স] *বি* ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকার বোধ। 'অর্ব্বাচীন অহংজ্ঞানমূঢ় মনুষ্য নাস্তিক্যবুদ্ধিবশে শ্রদ্ধাহীন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নাহক[1] *দ্র* না[2]

নাহক[2] [ফা] *ক্রিবিণ* অন্যায়ভাবে। 'তলওয়ার হাতে করিয়া আসিয়া হাদি মজুকুরকে নাহক জখমী করিয়াছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

নাহর *বি* গাছবিশেষ। 'নাহরের শাখা বাতাসে নড়তে নড়তে রঙ্গিলা হয়ে ওঠে।' *জীবন*, ১৯৩১।

নাহলি [পা নহান>] *বিণ স্ত্রী* সদ্যস্নাত। 'যাইতে পেখলুঁ হম নাহলি গোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নাহা[1] [স নাথ] *বি* নাথ। 'অপে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুছসি নাহা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

নাহা[2] *ক্রি* স্নান করা। 'বাদলের জলে নাহিয়া সে-মেয়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

নাহার [আ নহর] *বি* স্রোতস্বিনী। 'লায়লা চিরে আনলে নাহার, রাতের তারা-হার।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নাহিঁ [স নঞ্] ১ *ক্রি* নেই। 'অপণে নাহিঁ মো কাহেরি সঙ্কা।' *চর্যা ৩৭*, ১২০০। ২ *ক্রি* না। 'মো নাহিঁ নাশি তোর বৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নাহিঁক** *অব্য* নেই। 'ভাগিনা সদৃশ গুরু নাহিঁক শয়াণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নাহি [স নঞ্] ১ *ক্রি* না। 'নাহি জাণ এবেঁ তোঁ আপণার নাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* নেই। 'যদ্যপি সংসারে নাহি ভাগ্যের সমান।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'নাহি আদি মধ্য অন্ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নাহিক** *ক্রি* নেই। 'বিণি রতী দিআঁ তোর নাহিক গমন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নাহিল** *ক্রি* না হলো। 'একতিল লাজভয় নাহিল মানসে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **নাহিলে** *ক্রি* না হলে। 'বামনী নাহিলে আজি বধিতাম ঠাঁয়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

নাহি ঘর *বিণ* দারিদ্র্যপীড়িত ঘর। 'নাহি ঘরে সদা খাই খাই।' *ভারত*, ১৭৬০।

নাহি-জানা ১ *বিণ* অচেনা। 'মৃত্যুহীন চিররাত্রি নাহি-জানা দেশে।' *নজরুল*, ১৯২৩। ২ *বিণ* না জানা। 'জানে না কেউ, জানিবে না, চিরকাল নাহি-জানা রবে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নাহিবার [পা নহান>] *ক্রি* স্নান করার। 'নাহিবার কাল নহে বড়ায়ি বিহাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নাহী[1] [স নাভি] *বি* নৌকার হাল। 'চীঅ থির করি ধহুরে নাহী।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০।

নাহী[2] [স নঞ্] ১ *ক্রিবিণ* নেই। 'বিণি কাহ্ন সম্বোধেঁ গমন তোর নাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* না। 'প্রচণ্ড তপনতাপ তনু নাহী সয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নাহীক** *ক্রি* নেই। 'বিভাহে নাহীক কাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নি সম্ভাবনা বা প্রশ্নসূচক অব্যয়; কি। 'আমি নি সজীবে থাকিবাম সেহিদিন।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'যাইবানি রে মন সাঁচানি রে মন যাইবানি নিরঞ্জনপুর।' *সুলতান*, ১৭৫০।

নিঅ [স নিজ] *বি* নিজ। 'নিঅ পরিবারে মহাসেহে থাকিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

নিঅমণ [স নিজ-মন] *বি* নিজমন। 'নিহুরে নিঅমণ দে উলাস।' *চর্যা ৩০*, ১২০০।

নিঅড্ডী [স নিকট] *ক্রিবিণ* নিকটে। 'নিঅড্ডী বোহি দূর ম জাহি।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

নিঅড় [স নিকট] *বিণ* নিকট। 'উয়ারি উএসেঁ কাহ্ন নিঅড় জিনউর।' *চর্যা ১২*, ১২০০।

নিঅর [স নিকট] *ক্রিবিণ* নিকট। 'পাউস নিঅর আএলা রে সে দেখি সামি ডরাএরো।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিই *দ্র* লেওয়া

নিউক্লিয়ার [ই] *বিণ* পারমাণবিক। 'প্রেমের ছেদ হবে তার নিউক্লিয়ার বোমীয় ক্ষমতা।' *জীবন*, ১৯৪০।

নিউগি [স নিয়োগী] *বি* নগর ও গ্রামপ্রধানের বংশনাম-বিশেষ। 'নিউগি চউধরি নহি না করি তালুক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিউজপ্রিন্ট [ই] *বি* সংবাদপত্র ছাপানোর কাগজ। 'খুলনার নিউজপ্রিন্ট বর্তমানে বাজারে ছাড়া হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

নিউটনী [ই নিউটন+স ঈয়>] *বিণ* নিউটনের। 'নিউটনী আপেলও মাধ্যাকর্ষণের অবশ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিউ টেস্টামেন্ট [ই] *বি* খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থবিশেষ। 'নিউ টেস্টামেন্ট যদি গ্রীক, ইউরোপের ভাষায় লেখা না হত ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

নিউদ্দিশ [স নিরুদ্দেশ] *বিণ* নিরুদ্দিষ্ট। 'নিউদ্দিশ হইল বাপ নিরন্তর পরিতাপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিউদ্দেশ [স নিরুদ্দেশ] *বিণ* নিরুদ্দিষ্ট। 'সুমতি। সেই মিলেকে ডাক, – থাকে থাকে নিউদ্দেশ হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নিউন [স নিম্ন] *বিণ* অধোমুখ। 'অহঙ্কার দূরে গেল লজ্জাএ নিউন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিউপামা [স নিরুপমা] *বিণ* তুলনাহীন। 'আজুল্লার ঘটেত উদিত নিউপামা।' *সুলতান*, ১৭০০।

নিউম [স নিম্ন] *বিণ* ঢিলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিউমার্কেট [ই] *বি* কলকাতা শহরের নতুন বিপণিকেন্দ্র। 'নিউমার্কেট-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নিউমোনিয়া [ই] *বি* ফুসফুসের প্রদাহজনিত জ্বর। 'কয়েকদিন বাদে বলল, ডবল নিউমোনিয়া।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪২।

নিউমনিয়া [ই] *বি* ফুসফুসের প্রদাহজনিত জ্বর। 'একালের ছেলে-মেয়েদের আধঘণ্টা জলে ভিজলে নির্ঘাত নিউমনিয়া হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

নিউরিষ *বিণ* বৃষ্টিহীন; স্যাঁতসেঁতে নয় এমন। 'নিউরিষ গুখানা মন্দিরে মাথ বাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিউসপেপার, নিউসপেপর [ই] *বি* সংবাদপত্র। 'হিন্দুর নিউস পেপর হইয়াছে।' *ক্যালেণ্ডে*, ১৭৯৪; 'নিউসপেপার আছে পাবে প্রমাণযোগ্য বাক্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিওলিথ [ই] *বিণ* নব্য প্রস্তরযুগীয়। 'যদিও পাথরগুলো হয়ে গেছে আবার প্রাচীন নিওলিথ পৃথিবীর।' *জীবন*, ১৯৩০।

নিংড়ানো ১ *ক্রি* নিষ্কাশন করা। 'যেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিংড়ে নিংড়ে বের করছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রি* নিষ্পেষিত করা। 'মুচড়ে মুচড়ে নিংড়ে নিংড়ে কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে সুর বের করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *ক্রি* শুষে নেওয়া। 'কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিংড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নিঃ [স] *বিণ* হীন। 'নিঃশঙ্কে কহিয়ে সভার হউক চমৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিঃক্ষত্র [স] *বিণ* ক্ষত্রিয়হীন। 'নিঃক্ষত্র করিনু ক্ষত্রপূর্ণ কর্মক্ষেত্র নিজ কর্মদোষে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

নিঃক্ষত্রিয় [স] *বিণ* যোদ্ধাশূন্য; ক্ষত্রিয়শূন্য। 'নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার।' *নজরুল*, ১৯২২।

নিঃক্ষত্রিয়া [স] *বিণ স্ত্রী* নিঃক্ষত্রিয়; ক্ষত্রিয়শূন্য। 'তিনি পরশুরামের ন্যায় যাবৎ ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া প্রায় নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবী করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

নিঃক্ষেত্রি [স নিঃক্ষত্রিয়] *বিণ* ক্ষত্রিয়শূন্য। 'নিঃক্ষেত্রি পৃথুবি কৈল তিন সাতবার।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিঃক্ষেপ [স নিক্ষেপ] **১** *বি* ছোঁড়া; ছুঁড়ে দেওয়া। 'ব্যাঘ্রকে চাল হইতে নামাইয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* অর্পণ। 'পাঁচ সিকা নিঃক্ষেপ করত।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* ফেলা। 'পিপীলিকার ন্যায় চরণ নিঃক্ষেপ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **৪** *বি* ব্যয়। 'পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কত ব্যক্তি লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত নিঃক্ষেপ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিঃঝুম [স নিঃ+ঝুম>] **১** *বিণ* সম্পূর্ণ নীরব। 'যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* গভীর। 'ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিঃঝুমতা [স নিঃ+ঝুম>+স তা] *বি* নৈঃশব্দ। 'এই নিঃঝুমতা কি ক্লান্তির?' *পাশা*, ১৯৭১।

নিঃদৈত্য [স] *বিণ* দৈত্যশূন্য। 'নিঃদৈত্য করিয়া অমর বাস।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নিঃশক্তি [স] *বিণ* শক্তি নেই এমন। 'তিনি বিবস্ত্র এবং নিঃশক্তি হইয়া সংসারে আগমন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নিঃশঙ্ক [স] *বিণ* শঙ্কাহীন। 'নিঃশঙ্ক সৃজার কৈম্যা দিলেক ব্যাসেরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিঃশঙ্কচিত্ত [স] *বি* ভয়হীন প্রাণ। 'তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সে সব কথা আমাকে বল।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

নিঃশঙ্কমন [স] *বি* নির্ভীক চিত্ত। 'পাখিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

নিঃশঙ্কতা [স] *বি* আশঙ্কামুক্ত অবস্থা। 'বন্দোবস্ত না রাখিলে নিঃশঙ্কতার বিষয় নহে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

নিঃশঙ্কা [স] *ক্রি* নির্ভয় করা। 'ঊর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নিঃশঙ্কিতা [স] *বি স্ত্রী* শঙ্কাহীন যে। 'হে নিঃশঙ্কিতা, আত্মহারানো রুদ্রতালের নূপুর ঝংকৃতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিঃশঙ্কিনী [স] *বি* শঙ্কাহীন নারী; নির্ভীক নারী। 'নিঃশঙ্কিনী, জনারণ্য উন্মুখি, সে চলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিঃশঙ্কে [স] *ক্রিবিণ* নির্ভয়ে। 'নিঃশঙ্কে কহিয়ে সভার হউক চমৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিঃশত্রু [স] *বিণ* শত্রুহীন। 'সকল জীব সুখিত হোক, নিঃশত্রু হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিঃশব্দ [স] **১** *বি* নির্বাক অবস্থা। 'নিঃশব্দে রহিল রাজা মনে২ ভাবি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* নীরব। 'নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

নিঃশব্দকর [স] *বিণ* সঞ্চালনে শব্দ হয় না এমন হাত। 'রাত্রি নিঃশব্দকরে আর-একটি নূতন গ্রন্থের নূতন অধ্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিঃশব্দগমন [স] *বি* শব্দহীন গতি। 'অতি মৃদুপদে নিঃশব্দগমনে সে সিঁড়ি দিয়া তাহার উপরের শয়নঘরে চলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিঃশব্দচরণ [স] *বি* নীরব পদক্ষেপ। 'প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিঃশব্দচারিণী [স] *বি স্ত্রী* নীরবে চলে যে। 'ঊর্মিলা চিরবধূ – নির্বাককুণ্ঠিতা নিঃশব্দচারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিঃশব্দতা [স] **১** *বি* নীরবতা। 'লক্ষকোটি তারার নিঃশব্দতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* শব্দহীনতা। 'মাঝে মাঝে শুধু এক অসম্ভব নিঃশব্দতা পৃথিবীর পথে জন্ম লয়।' *জীবন*, ১৯৪০।

নিঃশব্দপদ [স] *বি* শব্দহীন পদক্ষেপ। 'নিঃশব্দপদে বিনোদিনীর পশ্চাতে দ্বারের নিকট মহেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিঃশব্দপদে [স] *ক্রিবিণ* নীরবে। 'নিঃশব্দপদে চুপ করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিঃশব্দভেদী [স] *বিণ* নীরবতাকে ভেদ করতে পারে এমন। 'আবার, নিঃশব্দভেদী বাণও আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নিঃশব্দসঞ্চরণ [স] *বি* শব্দহীন গতি। 'মোমবাতি সেজ লইয়া নিঃশব্দসঞ্চরণে চলিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিঃশব্দে [স] *ক্রিবিণ* নীরবে। 'নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নিঃশর [স] *বিণ* শরহীন। 'সেনানীদের তূণ নিঃশর হইলে সভা ভঙ্গ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

নিঃশরম [স নিঃ+ফা শরম] *বি* লজ্জাহীন ভাব। 'কেউ যদি ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়ে দেয় তবে নিঃশরমে বলবো।' *মুজতবা* ১৯৬৬।

নিঃশরিক [স নিঃ+আ শরিক] *বিণ* ভাগিদার অথবা অংশীদার নেই এমন। 'নিঃশরিক।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

নিঃশাস [স নিঃশ্বাস] *বি* নিঃশ্বাস; ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ু। 'ভূমিত বসিয়া রাজা এড়ন্তি নিঃশাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিঃশান্তি [স] *বি* শান্তিহীনতা। 'যারা প্রথম হ'তেই অন্তরে নিঃশান্তির আশা পোষণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিঃশেষ [স] ১ *বি* অবশিষ্ট থাকে না এমন অবস্থা। 'রাজস্ব নিঃশেষে দিতে পারি।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'তাহা শিক্ষোপযোগী সমুদায় পুস্তক হইতে নিঃশেষে নিষ্কাশিত করা বিধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিঃশেষপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণরূপে। 'দুইটি মিঠাই মহেন্দ্র নিঃশেষপূর্বক খাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিঃশেষে *ক্রিবিণ* পুরোপুরি; শেষ ক'রে। 'নিঃশেষে আজি ফুরালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নিঃশেষে পরিপূর্ণ *বিণ* কানায় কানায় পূর্ণ। 'পান্থশালা নিঃশেষে পরিপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিঃশেষপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় শেষ। 'কিল্টুর জীবন-প্রদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে – এ কথা কিছুতেই বলা চলিবে না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নিঃশেষা [স নিঃশেষ>] *ক্রি* পুরোপুরি শেষ করা। 'নিঃশেষিয়ে যাস রে নিয়ে/ রাখিস নে আর বাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নিঃশেষিত [স] ১ *বিণ* সমাপ্ত। 'পরিণামে নিঃশেষিত হইয়া দেহভঙ্গ সমাধান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* শূন্য। 'তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'তাহা অকৃত্রিমতা এবং ধ্রুবতা চাহে, আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিঃশ্বসা [স নিঃশ্বসন] *ক্রি* শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা। 'নিঃশ্বসিছে নিঃস্ব হাওয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

নিঃশ্বাস [স] ১ *বি* নিশ্বাস। 'এক শয়নে শুতে নারি সাপের নিঃশ্বাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* দীর্ঘ নিঃশ্বাস; বিষাদের ভাব প্রকাশ করা। 'খাবার সময়ে তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

নিঃশ্বাস-কলুষিত [স] *বিণ* নিশ্বাসে নিশ্বাসে দূষিত হয়েছে এমন। 'নিঃশ্বাস-কলুষিত বদ্ধ ঘরের বাতাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

নিঃশ্বাসবায়ু [স] *বি* শ্বাসক্রিয়া। 'এখনও নিঃশ্বাসবায়ু বহিছে তাহার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নিঃশ্বাসরুদ্ধ [স] *বিণ* শ্বাস রুদ্ধ করে এমন। 'তারপর কয়েকটা নিঃশ্বাসরুদ্ধ-করা মুহূর্ত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নিঃশ্রেয়স [স] *বি* ব্রহ্মজ্ঞান। 'আর্য্যেরা এত দিন অপবর্গ, মোক্ষ, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি জন্য গভীর কাননে সমাধি করিতেছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নিঃষ্কম্প [স] *বিণ* স্থির। 'আত্মাবলে ফিকে অন্ধকার, ঝুলছে নিঃষ্কম্প স্তব্ধতা।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

নিঃসংকট [স] *বিণ* সঙ্কটহীন। 'যতদিন রাজকার্য নিঃসংকট ছিল ততদিন তোমার সহজ কর্তব্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

নিঃসংকোচ [স] *বি* কুণ্ঠাহীন অবস্থা। 'নিঃসংকোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নিঃসংজ্ঞ [স] *বিণ* সংজ্ঞা নেই এমন। 'তাহার পর কত সৌর-জগৎ পার হইয়া নিবাত, নিস্তব্ধ, নিঃসংজ্ঞ, নিঃশব্দ, অপ্রতর্ক্য, অপ্রকল্প্য, শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

নিঃসংশয় [স] *বি* সংশয়হীনতা। 'একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ... এই স্রোতের গতি অবরুদ্ধ হইতে পারিবে না।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

নিঃসংশয়তা [স] *বি* সন্দেহহীনতা। 'নিঃসংশয়তা অনুভব করিবার যে পরিতৃপ্তি তাহাকে অহংকার বলিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিঃসংশয়িত [স] *বিণ* নিশ্চিত। 'সেই অভিযোগ নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নিঃসংসক্ত [স] *বিণ* একান্ত সম্পর্কহীন। 'ভূমিতল থেকে নিঃসংসক্ত ঊর্ধ্বে যেমন অনেকখানি দেশকে দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নিঃসংসয় [স নিঃসংশয়] *বিণ* সংশয়হীন। 'হেনজন কেবা আছে মানে নিঃসংসয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিঃসক্ত [স] *বিণ* নিরাসক্ত। 'আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নিঃসঙ্কোচ [স] *বি* কুণ্ঠাহীনতা। 'রাজদুহিতার দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নিঃসঙ্কোচতা [স] *বি* কুণ্ঠাহীনতা। 'গভীর উপলব্ধির নিঃসঙ্কোচতা ও পরিতৃপ্তি।' *জীবন*, ১৯৩১।

নিঃসঙ্গ [স] ১ *বিণ* সঙ্গীহীন। 'নিঃসঙ্গ লোকদিগের ... জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তির পথে লইয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বিণ* নিরাসক্ত। 'নিঃসঙ্গ এ অন্তরের চির-আকিঞ্চন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

নিঃসঙ্গতা [স] *বি* একাকিত্ব। 'নিঃসঙ্গতা নির্জন রক্তপ্রবণতার মধ্যে বন্ধুই শুধু নয়।' *জীবন*, ১৯৩১।

নিঃসঙ্গতাবোধ [স] *বি* একাকীত্ব অনুভব। 'একটা গভীর নিঃসঙ্গতাবোধে নিঃসাড় হয়ে থেকে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

নিঃসঙ্গিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সঙ্গীহীন। 'নিঃসঙ্গিনী ধরণী/ বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর/ একটি ব্যথিত প্রশ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিঃসত্ত্ব [স] *বিণ* বলহীন। 'নিরস্ত্র নিঃসত্ত্ব নিরন্ন ভারতের দুর্বলতাই ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিঃসন্তান [স] *ক্রিবিণ* সন্তানহীন অবস্থায়। 'সে নিঃসন্তান মরিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

নিঃসন্ততি [স] *বিণ* নিঃসন্তান। 'তারা ... নিঃসন্ততি হয়ে চলে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নিঃসন্দিগ্ধ [স] ১ *বিণ* সন্দেহহীন। 'অতিনিঃসন্দিগ্ধ রীত্যনুসারে কহিতে পারি।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *ক্রিবিণ* সন্দেহাতীতভাবে। 'আপনাকে আমার নিঃসন্দিগ্ধ প্রয়োজন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

নিঃসন্দিগ্ধভাবে [স] *ক্রিবিণ* সন্দেহ না ক'রে। 'অনুষ্ঠান নিঃসন্দিগ্ধভাবে ... দাবীকে ধূলিসাৎ করিয়া দিলেও ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

নিঃসন্দেহ [স] ১ *বিণ* নিশ্চিতি। 'অতএব নিঃসন্দেহে অল্পক্ষণে এখানে পৌছিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *ক্রিবিণ* সঙ্কোচহীনভাবে। 'আপনি যে কর্ম্ম নিঃসন্দেহ করি, তাহাতে অন্যকে দেখিয়া বড়ই দোষ দি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নিঃসন্দেহে [স] *ক্রিবিণ* সন্দেহাতীতভাবে। 'আমি নিঃসন্দেহে অনুমান করি যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নিঃসন্ধি [স] *বিণ* ছিদ্রহীন। 'নিঃসন্ধি করহ চালে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

নিঃসপত্ন [স] *বিণ* শত্রুহীন; নিঃশত্রু। 'অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে/ নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্ন সিংহাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নিঃসময় [স] *বি* অতিক্রান্ত হয়েছে এমন সময়। 'সময়ের ভিতরে নয় – নিঃসময়ে নয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিঃসম্পর্ক [স] ১ *বিণ* সম্পর্কবিহীন। 'তাহাদিগের নিঃসম্পর্ক স্থৈর্য্য হইয়াছিল।' *মেয়ার*, ১৭৮৭। ২ *বিণ* অনাত্মীয়। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নিঃসম্পর্কিত [স] *বিণ* সম্পর্কযুক্ত নয় এমন। 'মানুষের পলিটিকাল মন ... তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত।' *প্রমথ*, ১৯২০।

নিঃসম্পর্কীয় [স] *বিণ* অনাত্মীয়। 'নিঃসম্পর্কীয় মেয়ের পাশে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

নিঃসম্পর্কীয়া, নিঃসম্পর্কিয়া [স] *বিণ স্ত্রী* সম্পর্ক নেই এমন। 'নিঃসম্পর্কীয়া ভদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার কোনো দিন কোনো পরিচয় হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিঃসম্বন্ধ [স] *বিণ* অনাত্মীয়। 'নিঃসম্বন্ধ লোকের প্রাণ রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ তৃণবৎ পরিত্যাগ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নিঃসম্বল [স] ১ *বিণ* দরিদ্র। 'এইরূপে নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া, চিরঞ্জীব মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* সঙ্গতিহীন। 'যত নিঃসম্বল রিক্ততা, পঙ্কিল ক্লেদাক্ত হাসি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

নিঃসম্বলতা [স] *বি* সম্বলহীনতা; দারিদ্র্য। 'নিরাশ্রয়তা বা নিঃসম্বলতার ভাব জড়িত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

নিঃসর [স নিঃস্বর] *বি* স্বর বের হয় না এমন অবস্থা। 'গোলার শব্দে শুনি নিঃসরে শালুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'মুখে না নিঃসরে বাণী ভূমে পড়ি যায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

নিঃসরণ [স] *বি* নির্গমন। 'রসনা হইতে নীরস শব্দ নিঃসরণ না করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

নিঃসরা [স নিঃসরণ>] *ক্রি* নিঃসৃত হওয়া। **নিঃসরএ** *ক্রি* নির্গমন হয়। 'উর্দ্ধ মুখে ভরে পুনি অধে নিঃসরএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **নিঃসরিল** *ক্রি* নির্গত হলো। 'নিঃসরিল গর্ব্ব ভবে বৈদ্যে চিকিৎসিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নিঃসরে** *ক্রি* এগিয়ে আসে। 'বান্ধিবার তরে কায় না নিঃসরে কর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নিঃসহ [স] *বিণ* সহায়হীন। 'এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত, এ নিঃশব্দ দাহ নিঃসহ নৈরাশ্যতাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নিঃসহায় [স] ১ *বিণ* সহায়হীন। 'নিতান্ত নিঃসহায় নববৈধব্যদশা উপস্থিত ভাবিয়া ... ক্রন্দন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'নিঃসহায় রমণীর প্রতি নির্দয়তম অত্যাচারে অবিচলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বিণ* গরিব। 'নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

নিঃসহায়তা [স] *বি* অসহায়তা। 'শীতের বাতাসে কেমন ভীরু নিঃসহায়তাকে গড়তে থাকে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

নিঃসহায়ভাবে [স] *ক্রিবিণ* সহায়হীনরূপে। 'বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রের মধ্যে যারা নিঃসহায়ভাবে আবদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

নিঃসহায়া [স] *বিণ স্ত্রী* অসহায়। 'নিঃসহায়া স্ত্রীজাতির জন্যই বিধাতা কান্নার সৃষ্টি করিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

নিঃসাড় [স] ১ *বিণ* সাড়া পাওয়া যায় না এমন। 'এই স্পর্ধা সংশয়ের সমস্ত বেদনাকে নিঃসাড় করে রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; মানবের নিঃসাড় নিস্পন্দ সুষুপ্তি।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* অসাড়। 'প্রভাতের নিঃসাড় জীবনে কি থাকবে তাহলে?' *জীবন*, ১৯৩১।

নিঃসাড়তা [স] *বি* নিস্তব্ধতা। 'চতুর্দিকে নিঃসাড়তার পাষাণখণ্ডে বারম্বার আহত-প্রতিহত হইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'অন্ধকার নিঃসাড়তার মাঝখানে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

নিঃসাধ্বস [স] *বিণ* নির্ভয়। 'প্রভুর বুকের উপর ঝাম্পাইতে উদ্যত হইল, এবং বড় নিঃসাধ্বসরূপে তাহার মুখ চাটিতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নিঃসায়িত [স] *বিণ* নিঃসারণ করা হয়েছে এমন। 'আমার লেখনী হতে নিঃসায়িত করে নিলো জীবনের ছায়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিঃসার [স] ১ *বিণ* অসার; বস্তুহীন। 'নিঃসার ছায়ার ছায়া।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* তেজহীন। 'অতীতের প্রতিভাস জ্যোতিষ্কের নিঃসার নির্মোকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বি* নিঃসরণ। 'যেন না গড়ায় রস সংক্রামক পারার নিঃসার।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নিঃসারণ [স] ১ *বি* উৎপত্তি। 'পরমেশ্বর পর্ব্বত গুহা হইতে নদী সমুদায় নিঃসারণ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* নির্গতকরণ। 'সম্প্রসারণ এবং নিঃসারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিঃসারিত [স] *বিণ* বের করা হয়েছে এমন। 'তাহা বুঝি তাহা হইতে কোন কালেই নিঃশেষে নিঃসারিত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিঃসাহস [স] *বি* সাহসের অভাব। 'আমাদের নিঃসাহসের উপরে দুর্গ বেঁধে বিদেশী বণিকরাজ সাম্রাজ্যিকতার ব্যবসা চালিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিঃসাহসী [স] *বিণ* সাহসহীন; ভিতু। 'আমি কি এমনি নিঃসাহসী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

নিঃসীম [স] ১ *বিণ* সীমাহীন। 'প্রতাপে নিঃসীম মত্তে জেন ভীম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সীমাহীনতা। 'তোমার নিঃসীম-মাঝে পূর্ণানন্দভাবে আপনারে নিঃশেষিয়া নমর্পণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বিণ* অসীম। 'জাগো নিঃসীম শূন্যে পূর্বের বাহুপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নিঃসীমতা [স] *বি* সীমাহীনতা। 'চায় বুঝি মোর নিঃসীমতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিঃসুর *বিণ* সুরহীন। 'গতজনমের সাধনেই বিদ্যা এনেছি সাথে এই গো/ নিঃসুর-রসাতল-তলায় মজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিঃসূর্য [স] *বিণ* অন্ধকার; সূর্যহীন; আলোহীন। 'নিঃসূর্য নির্জন করে দিতে এলে।' *জীবন*, ১৯৪০।

নিঃসৃত [স] *বিণ* নির্গত। 'পর্বত হইতে অত্যুষ্ণ ধাতুনিস্রব নিঃসৃত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

নিঃসৃতি [স] *বি* বহির্গমন; বের হওয়া। 'যখন হবে চরম শ্বাসের নিঃসৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিঃস্পন্দ [স] *বিণ* স্পন্দনহীন। 'আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ/ তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নিঃস্পন্দিত [স] *বিণ* স্পন্দনহীন সমর্পণ। 'চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিঃস্পৃহ [স] ১ *বিণ* নিরাসক্ত। 'সকলেই এ বিষয়ে নিতান্ত নিঃস্পৃহ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* কামনাশূন্য। 'তোমার মত নিঃস্পৃহ ও সাধুশীল স্ত্রীলোক দেখি নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নিঃস্পৃহতা [স] *বি* লোভহীনতা। 'তাহার নিঃস্পৃহতা ও সাধুশীলতার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলেন।' *বিদ্যা, ১৮৬৩।*

নিঃস্ব [স] ১ *বিণ* সম্বলহীন। 'তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ,* ১৮২৯। ২ *বিণ* রিক্ত। 'নিজেরে নিঃস্ব করি বিশ্বেরে কিনিলে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২।*

নিঃস্ব-করা *বিণ* নিঃস্ব করে দেয় এমন। 'নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি নিঃস্ব-করা দানে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২।*

নিঃস্বজন [স] *বি* কিছু নেই যার; সম্বলহীন। 'নিঃস্বজনের দুঃস্বপনের বন্ধ, ছিঁড়িস তায় রে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

নিঃস্বতা [স] *বি* সম্বলহীনতা; দারিদ্র্য। 'হায় রে ভিক্ষু, হায় রে, নিঃস্বতা তোর মিথ্যা সে ঘোর।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২; 'আমার মনের নিঃস্বতা তুমি/ বিশ্বাস দিয়ে ভরবে।' *অন্নদা,* ১৯৪৩।

নিঃস্বত্ব [স] *বিণ* স্বত্বহীন; নিঃস্ব। 'শোষণ করিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে নিঃস্বত্ব করিতেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯।

নিঃস্বন [স] ১ *বি* গর্জন। 'জয় গুরুজির হাঁকে শিখ বীর সুগভীর নিঃস্বনে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯। ২ *বি* ধ্বনিহীন। 'বাইরে নক্ষত্রখচিত আকাশের নৈমিত্তিক নিঃস্বন।' *মণীশ,* ১৯৩৯। ৩ *বি* শব্দ। 'সম্মিলিত ভাবে ওঠে নভঃনীলে বজ্রের নিঃস্বনে।' *ফররুখ,* ১৯৬৩।

নিঃস্বনা [স নিঃস্বন>] *ক্রি* ধ্বনিত হওয়া। 'অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

নিঃস্বপ্ন [স] *বিণ* স্বপ্নহীন। 'স্বপ্ন হতে নিঃস্বপ্ন অতলে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯০।

নিঃস্বর [স] *বিণ* নীরব। 'অম্বর-প্রাঙ্গণ মাঝে নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৯।

নিঃস্বরা [স নিঃসরণ>] *ক্রি* নির্গত হওয়া। **নিঃস্বরে** *ক্রি* নির্গত হয়। 'শিব শিব শব্দ তাদের বদনে নিঃস্বরে।' *কেতকা,* ১৬৫০।

নিঃস্বার্থ [স] ১ *বিণ* অকারণ। 'ঘোর কূপে নিঃস্বার্থ মরণ।' *আলাওল,* ১৬৮০। ২ *বিণ* স্বার্থহীন। 'তাঁহার এতাবৎ চেষ্টা নিঃস্বার্থ।' *দর্পণ,* ১৮৩০।

নিঃস্বার্থতা [স] *বি* স্বার্থহীনতা। 'নিঃস্বার্থতা, ত্যাগশীলতা এবং আত্মসংযম ধর্মের গোড়াঘাট।' *ওয়ালী,* ১৯৬৪।

নিঃস্বার্থপরতা [স] *বি* স্বার্থচিন্তাহীনতা। 'নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পাওয়া নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা করিবার প্রধান ...। *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

নিঃস্যন্দা [স নিঃসরণ>] *ক্রি* নিঃসৃত হওয়া। **নিঃস্যন্দিল** *ক্রি* নিঃসৃত হলো। 'দৈবযোগে নিঃস্যন্দিল ব্যাসের বচন।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

নিস্রবণ [স] ১ *বিণ* সঞ্চারিত। 'অন্তঃকরণে তাদৃশ প্রণয়ামৃত সঞ্চার ও আনন্দবারি নিস্রবণ কখনই হইতে পারে না।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯। ২ *বি* প্রবাহ। 'এ যেনো ওর অন্তহীন কোন আনন্দের নিস্রবণ।' *কায়সার,* ১৯৬২।

নিস্রাব [স] *বি* ক্ষরণ। 'উত্তপ্ত দ্রবময়ী স্রোতের নিস্রাব।' *নজরুল,* ১৯২৪।

নিস্রোত [স] *বিণ* স্রোতহীন; গতিহীন। 'মোর তরী নিস্রোত জীবনপঙ্কে।' *সুধীন্দ্র,* ১৯২৯; 'মনে থাকবে কি এই নিস্রোত নদীর মতো দিন?' *হোসেন,* ১৯৪০।

নিদ [স নিদ্রা] *বি* নিদ্রা। 'স্বপন দেখেন হালকা নিদে।' *নজরুল,* ১৯২৬।

নিকট [স] *বি* কাছাকাছি স্থান। 'যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআঁ পথে বিরোধে কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু,* ১৪৫০।

নিকট-অতীত [স] *বিণ* খুব বেশিদিন আগের নয় এমন। 'আচ্ছা, সেই নিকট-অতীত কাহিনী বলছি।' *প্রমথ,* ১৯৩৫।

নিকটতমা [স] *বি স্ত্রী* সবচেয়ে নিকটবর্তী যে। 'চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

নিকটতর [স] *বিণ* তুলনামূলকভাবে কাছে অবস্থিত। 'সূর্য্য ... কিঞ্চিৎ নিকটতর।' *অক্ষয়,* ১৮৪৩।

নিকটবর্ত্তি, নিকটবর্ত্তি [স নিকটবর্তী] *বিণ* নিকটে অবস্থিত। 'গৌর নদী কাটাইয়া আপন গঞ্জের নিকটবর্ত্তি বঙ্কেশ্বরী নদীতে মিশ্রিতা করাইবেন।' *দর্পণ,* ১৮২৮।

নিকটবর্তিনী, নিকটবর্ত্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* কাছাকাছি। 'এমন সময় রাজমহিষী দুহিতার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, বৎসে!' *মশাররফ,* ১৮৬৯; 'এখানে প্রকৃতি এত নিকটবর্তিনী।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

নিকটবর্তী, নিকটবর্ত্তী [স] ১ *বিণ* কাছাকাছি। 'এক নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের প্রসব বেদনা হইয়াছে।' *তারিণী,* ১৮০৩; 'তিনি তাহাদিগকে ... নিকটবর্তী শিল্পাগারে লইয়া যান।' *অক্ষয়,* ১৮৫৫। ২ *বিণ* আসন্ন। 'মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা পরমেশ্বর!' *মশাররফ,* ১৮৬৯।

নিকটবিত্তি [স নিকটবর্তী] *ক্রিবিণ* কাছে। 'তাহার নিকটবিত্তি থাকিয়া হঙ্গামা ও ফাসাদ করে।' *ক্যালগে,* ১৭৮৭।

নিকটসংস্পর্শ [স] *বি* নিবিড় সম্পর্ক। 'পৃথিবীর নিকটসংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

নিকট-সম্বন্ধ [স] *বি* ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'ভূমিস্বত্বের সঙ্গে ভারতীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠার ... নিকট-সম্বন্ধ।' *নজরুল,* ১৯২৬।

নিকটস্ত [স নিকটস্থ] *বিণ* নিকটস্থ। 'ঘরের নিকটস্ত আছে।' *ক্যালগে,* ১৭৮৪।

নিকটস্থ [স] *ক্রিবিণ* নিকটের; নিকটস্থ। 'সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ষড়বিংশতি পুত্তলিকা কহেন।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২।

নিকটস্থ হওয়া *ক্রি* নিকটবর্তী হওয়া। 'নিকটস্থ হইয়া বলিলেন – খবর আর কি! সূর্য চন্দ্র এখনও উঠছে, তালোর মধ্যে এই।' *বনফুল,* ১৯৩৬।

নিকটস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* নিকটবর্তী। 'নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই চারি জন সহমরণোদ্যতা হইল।' *দর্পণ,* ১৮২৩।

নিকটা [স নিকট>] *ক্রি* নিকটে পৌঁছানো। 'শীঘ্রগামী দেব-শিল্পী দেব নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিলা যথা বিধি।' *মাইকেল,* ১৮৬০।

নিকটাবর্ত্তি [স নিকটবর্তী] *বিণ* নিকটস্থ। 'এই কএকজন ফলানা সেখানকার নিকটাবর্ত্তি ও মাতবরিও আছে।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩।

নিকটাবৃত্তি [স] *বিণ* কাছাকাছি আছে এমন। 'যাহারা এ সুবাজাতের বিষয়ের জ্ঞাত নিকটাবৃত্তি থাকে ...।' *রামরাম,* ১৮০১।

নিকটে *ক্রিবিণ* কাছে। 'নিকটে থাকিতে দূর জাইবোঁ কি কারণে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

নিকটেত *ক্রিবিণ* নিকটে। 'দূরেত নিকট হএ নিকটেত দূর।' *আলাওল,* ১৬৮০।

নিকড়িয়া [স নি+কপর্দিকা>] *বিণ* কড়ি নেই এমন; নির্ধন। 'আমার নিকড়িয়া রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে/ নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি

বাজায় মোহন সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'আজ এই নিকড়িয়া ছুটির অজস্রতা সরিয়েছেন তিনি ভিড়ের থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নিকড়ে [স নি+কপর্দিকা>] *বিণ* অর্থশূন্য। 'এখন নিকড়ে নাতীর মুখ দেখ, আর মেয়ের সাধ দিতে হলো না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

নিকর [স] *বি* সমূহ। 'কনক মল্লাতোর আর পাসলী নিকর।' বড়ু, ১৪৫০; 'অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত – ইন্দীবর-নিকর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নিকরুণ, নিকরুণ, নিকরুন [স] ১ *বিণ* করুণাহীন। 'বিদ্যাপতি ভন মাধব নিকরুন কাহে সমুঝায়ব খেদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কপট কহেসি, বিচেড়ু বয়েসি কাহে নিকরুণ মোয়ে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'অকারণে না বোল বচন নিকরুণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিকর্ষণ [স] *বি* সন্নিবেশ। 'বিপ্রকর্ষণ এবং নিকর্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিকলা [হি নিকাল>] *ক্রি* নির্গত হওয়া। **নিকল** *ক্রি* প্রকাশ পায়। 'আজ্ঞ নামে বর্ন্ন তার মৌক্তিক নিকল।' *মালাধর*, ১৫০০। **নিকলক** *ক্রি* বের হোক। 'বাম আস্তিনেত্তু নিকলক ডাইনে সত্তর।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিকলিছে** *ক্রি* বের হয়েছে। 'তবে জিজ্ঞাসিলা জিহ্বা কেনে নিকলিছে।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিকলিতে** *ক্রি* বের হতে। 'নিশিভাগে নিকলিতে বোল কি কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিকলিব** ১ *ক্রি* বের হবো। 'মাএর গর্ভ হোন্তে নিকলিব তবে।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* বের হবে। 'পুরুষ থাকিতে কেনে নারী নিকলিব।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিকলিমু** *ক্রি* বের হবো। 'রসুলে বুলিলা মুঞি আগে নিকলিমু।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিকলিল** *ক্রি* বের হলো। 'আসিয়া জাইয়া জসোদার ঘর্ম্ম নিকলিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **নিকলিলে** *ক্রি* বের হলে। 'নিকলিলে বেড়িয়া মারিবে এইক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিকলে** *ক্রি* নির্গত হলো। 'নয়নে নিকলে বহ্নি ঝলকে ঝলকে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিকশা, নিকসা [হি নিকাস>] *ক্রি* বের করা। **নিকশিল** *ক্রি* বের হলো। 'এই নব মূল নিকশিল বৃক্ষমূলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **নিকসব** *ক্রি* বের করবো। 'জিউ নিকসব জব রাখব কোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নিকসয়ে** *ক্রি* প্রকাশিত হয়। 'যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনুজোতি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

নিকষ [স] ১ *বিণ* ঘোর অন্ধকার। 'কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁতী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* নিকষ পাথর। 'সোনার মতো নিকষে কষা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিকষকষিত [স] *বিণ* কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। 'নিকষকষিত সোনার মতই সে মহার্ঘ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নিকষ কালো ১ *বিণ* কষ্টিপাথরের মতো কালো। 'মিশিকালো মোষেকালো নিকষ কালো চিকন কালো আলাদা আলাদা রং।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বিণ* ঘনকালো। 'যখন মাথার উপর নিকষকালো মেঘ।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

নিকষকৃষ্ণ [স] *বিণ* ঘনকালো। 'গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিকষঘনকালো [স নিকষঘন+কালো] *বিণ* কষ্টিপাথরের মতো ঘন কালো। 'নিবিড় নিশা নিকষঘনকালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিকষত [স নিকষিত] *বিণ* বিশুদ্ধ। 'যেহ্ন নিকষত গোন্তে কনক রেহা।' বড়ু, ১৪৫০।

নিকষপাথর [স] *বি* কষ্টিপাথর। 'নিকষপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিকষ-পাষাণ [স] *বি* অতি কঠিন নিকষ-পাষাণের উপর এই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নিকষশিলা [স] *বি* কষ্টিপাথর। 'ভাণ্ডারে নাহিক নীলা মসার নিকষশিলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিকষিত [স] *বিণ* খাঁটি। 'রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

নিকষা [স নিকষ্>] *ক্রি* বের হওয়া। 'রতির যে বাণ নাহিক কখন তবে কৈছে নিকষয়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

নিকষ্যি *বিণ* খুব আড্ডাপ্রিয়। 'আড্ডাগোত্রের মিশরী নিকষ্যি মহাশয়রা বলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নিকস [স নিকষিত] *বি* নিকষিত অবস্থা। 'কনক নিকস সম তনুকান্তি লীলা।' বড়ু, ১৪৫০।

নিকা [আ নিকাহ্] *বি* দ্বিতীয় বিবাহ। 'কেহো নিকা কেহো করে বিহা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিকাড়ি *বি* লাগামের সঙ্গে যে অংশ ঘোড়ার মুখে এঁটে দেওয়া হয়। 'নিকাড়ি খেঁচিয়া মুখে দিলেক লাগাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিকানো ১ *ক্রি* লেপা। 'নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *ক্রি* নিংড়ানো। 'বিশ্ব থেকে নিকেয়ে নেবে রঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নিকামত *ক্রিবিণ* নির্ঝঞ্ঝাটে। 'অমৃতের দায় সাশ্রু সন্ততিতে সঁপে, অন্তিম শয্যার নিকামত পারে না আশ্রয় নিতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

নিকামা [স নিষ্কর্ম্ম] *বিণ* কাজের নয় এমন। 'যা হইয়াছিল সে সমস্ত নিকামা।' *কেরি*, ১৮০২।

নিকার [স] *বি* অপমান। 'তোহ সন পহু গুন নিকেতন কএলহ মোর নিকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিকারবোকার *বি* পোশাকবিশেষ। 'আলমারি খুলে একটি ভেলভেটের নিকারবোকার বের করলো।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

নিকারি, নিকারী [স নিকার>] *বি* মুসলমান মাছ ব্যবসায়ী। 'সে লোকটা নিকারিদের মোড়ল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'ব্যবসায়ীগণ জোলা, নিকারী, চাষা ... প্রভৃতি ঘৃণাব্যঞ্জক আখ্যায় আখ্যাত।' *হেদায়েত*, ১৯৩৫।

নিকালা [হি নিকালনা] *ক্রি* বের করা। **নিকালিতে** *ক্রি* বের করতে। 'দেশ হোন্তে বিপ্র নিকালিতে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **নিকালিবা** *ক্রি* বের করবে। 'কি উপায় নিকালিবা চিন্তহ সত্তর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **নিকালিয়া** ১ *ক্রি* বের ক'রে। 'নৃপতির কর্‌াঙ্গুরী দিল নিকালিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* খুলিয়া; খুলে; ব্যাখ্যা করে। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

নিকাশ, নিকাষ, নিকাস [আ] ১ *বি* হিসাব। 'নিকাশে তাঁহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* পরিশোধ। 'দেনা নিকাষ করিয়া আমার এখানে আসিতে আজ্ঞা হইবেক।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ৩ *বি* নিস্পন্ন; শেষ। 'তাগাদা শেখানকার কাজ নিকাষ হইলে বড় ভাল হয়।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯১; 'তিনি অনেক মকদ্দমা আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নিকাশ করিয়াছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বি* খালাস। 'আমানত সওয়া নিকাসতক থাকিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৮। ৫ *বি* খোঁজ। 'জানে না কানচির খবর রঙমহলের নিকাশ নিচ্ছে।' *লালন*, ১৮৯০। ৬ *বি* নির্গমন। 'ঘরে জল-নিকাশের কোনো প্রণালী ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিকাশনবিস [আ নিকাশ+ফা নবীস] *বি* হিসাবরক্ষক। 'নিকাশনবিস বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

নিকাশী [স] *বিণ* চূড়ান্ত। 'নিকাশী কাশ বাধবে গলে জেনে শুনে কেন ভুলি।' *লালন*, ১৮৯০।

নিকাসি [আ নিকাশ>] *বিণ* সমাপ্তিসূচক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নিকাহ্‌া [আ নিকাহ্‌] *বি* বিবাহ। 'নিকাহা পড়াইয়া মোরে দেঅ মহামতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

নিকি [স লিক্ষিকা] *বি* ছোটো উকুন। 'নিকি মরে পচা গন্ধ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

নিকুচি ১ *বি* শেষ। 'আগে দেবতাদিগের নিকুচি করে ... দেখিয়ে দিতাম।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ *বি* অবাধ্যতা; বরখেলাপ। 'তোর হুকুমের নিকুচি করেনি!' *নজরুল*, ১৯২৭।

নিকুঞ্জ [স] *বি* উদ্যান। 'সুঝারিল নিকুঞ্জতলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিকুঞ্জগৃহ [স] *বি* উদ্যানগৃহ। 'কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ও একেবারেই ছিল একলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিকুঞ্জচারী [স] *বিণ* নিকুঞ্জে বসবাসকারী। 'মাধব নিকুঞ্জচারী শ্যাম বুঝি আসে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

নিকুঞ্জধাম [স] *বি* উদ্যানগৃহ। 'দেখিয়া নিকুঞ্জধাম যমুনার তটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিকুঞ্জনিবাস [স] *বি* লতাগৃহ। 'তুমি এসো নিকুঞ্জনিবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

নিকুঞ্জবন [স] *বি* লতাদি দ্বারা আবৃত বন। 'আইল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নিকুতী [হি নিকতী] *বি* নিক্তি। 'নিকুতী তৌলি কএল অনুমান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিকুপ [স নিশ্চুপ] *বিণ* নিঃশব্দ। 'নিলজী নিকুপে থাক।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিকুর *বিণ* জড়; সংহত। 'হইয়া নিকুর বেড়িল চেকুর দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিকুল [স] *বি* নিচু বংশ। 'তা হলে নিকুলে যাই ঘুচে সব যাতনা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নিকৃষ্ট [স] ১ *বিণ* নীচ। 'লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল স্বভাবতই প্রবল থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* অপকৃষ্ট; উৎকর্ষহীন। 'অধ্যাপনার রীতি পদ্ধতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত থাকাতেই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* সাধারণ। 'বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত, পদ প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত কেহ প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৪ *বিণ* লঘু; চটুল। 'অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নাটক রত্নাবলীর প্রতি ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৫ *বিণ* নিম্নমানের। 'ভারতবর্ষীয় অহিফেন নিকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বিণ* নিম্নবর্ণের। 'নিকৃষ্ট জাতির হুঁকোয় তামাক খায় না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৭ *বিণ* খারাপ। 'নিকৃষ্ট আচার ব্যবহার।' *ইসলাম*, ১৮৯২।

নিকৃষ্টতম [স] *বিণ* অতিশয় নীচ। 'আমি সবচেয়ে নিকৃষ্টতম।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিকৃষ্টতর [স] *বিণ বিণ* অপেক্ষাকৃত নীচ। 'তাহাও সামাজিকতার ভাব কিন্তু নিকৃষ্টতর সামাজিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'পুরুষের দৃষ্টিতে একটি বিবাহিত স্ত্রী পশুর চেয়েও নিকৃষ্টতর জীব।' *বেগম*, ১৯৬৩।

নিকেতন [স] *বি* গৃহ। 'আসিবে আপন নিকেতন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিকেল *বি* ধাতুবিশেষ। 'নিকেল কোবাল্ট নামক দুই ধাতু আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিকেশ[১] [স] ১ *বি* চূড়ান্ত হিসাব। 'চাকরদের কাছে ... তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে দু বার নিকেশ নেওয়া হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* সাবাড়। 'দেড় দিশুে নিকেশ করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ৩ *বি* সম্পন্ন। 'এতক্ষণে কাজ নিকেশ হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিকেশ হওয়া *ক্রি* পর্যুদস্ত হওয়া। 'জার্মান ও জাপান দুটোই ত নিকেশ হয়েছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

নিকেশ[২] [স] *বিণ* চুলহীন; টাকপড়া। 'নিকেশ করবার জন্য নিকেশ মাথারই প্রয়োজন বেশি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নিকোটিন [ই] *বি* তামাক পাতায় যে বিষাক্ত তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। 'নিকোটিনের ঝাঁজ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নিকোনো, নিকোন ১ *বি* মাটি, গোবর প্রভৃতি দিয়ে লেপন করার কাজ। 'ঘর ঝেঁটোন, ঘর নিকোন, এটাও বড় পারি নে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বিণ* মাটি, গোবর প্রভৃতি দিয়ে লেপন করা হয়েছে এমন। 'মাটি দিয়ে নিকোনো আঙিনায় বাঁধা গোরু গামলার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জাব খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিক্তি [হি নিকতী] ১ *বি* দাঁড়িপাল্লা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কতকটা জিউলির আটা, একটা নিক্তি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বি* মানদণ্ড। 'আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারকের হাতে সর্বদাই দেখতে পাই আদর্শবাসের নিক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

নিক্ষত্রি [স নিঃক্ষত্রিয়] *বিণ* ক্ষত্রিয়শূন্য। 'ক্ষত্রিয় মারিআঁ তোক্ষে নিক্ষত্রি কইলেঁ।' *বড়ু*, ১৫০০।

নিক্ষেত্রি, নিক্ষেত্রী [স নিঃক্ষত্রিয়] *বিণ* ক্ষত্রিয়শূন্য। 'ভৃগুপতি হৈলা ধরিত্রীর নিক্ষেত্রীর তরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'নিক্ষেত্রি কুলে জন্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিক্ষিপ্ত [স] ১ *বিণ* ছুড়ে ফেলা হয়েছে এমন। 'বদ্ধহস্তপদ হইয়া একেবারে অকূলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিণ* নিচে ফেলেছে এমন। 'কেহ ১৯,৪০০ হাত দীর্ঘ মানরজ্জু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বিণ* পরিত্যক্ত। 'বৈধব্যযন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত করিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ে লোকান্তরে যাত্রা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

নিক্ষিপ্ত করা *ক্রি* তাকানো। 'দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত করলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

নিক্ষেপ [স] ১ *বি* ফেলা। 'আকাশে ধূতকার নিক্ষেপ আর না করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* চাপিয়ে দেওয়া। 'অধিকভাগ ম্যাজিস্ট্রেটের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা উচিত।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

নিক্ষেপ করা ১ *ক্রি* ফেলে দেওয়া। 'কিঞ্চিৎ দর্শনে রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *ক্রি* বন্দী করা। 'গান্ধিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো।' *নজরুল*, ১৯২৩।

নিক্ষেপবৎ [স] *বিণ* নিক্ষেপের মতো। 'কাটা ঘায়ে লবণ নিক্ষেপবৎ অতি অসহ্য হইয়া উঠে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

নিক্ষেপিত [স] *বিণ* ছুঁড়ে-দেওয়া। 'কাসেমের নিক্ষেপিত অস্ত্রকেই সে ফিরে দিবে কাসেমের বুকে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিক্বণ [স] *বি* বীণা, নূপুর প্রভৃতির তীক্ষ্ণ ও মধুর ধ্বনি বা ঝংকার।

'যন্ত্রীদল যথা মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিক্বণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নিক্বণিকা [স] *বি* মধুর ধ্বনি। 'নিক্বণিকা যদি পছন্দ হয় তো চলতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নিখতি [হি নিকতি] *বি* নিকতি; ওজন করার উপকরণ। 'নিখতি ক'রে সোনার ওজন জানে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

নিখরচা [ফা নিখরচ] *ক্রিবিণ* বিনা খরচে। 'নিখরচা বাটী আমল পাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯২; 'নিখরচায় জামাই পাবে, ছাড়বে কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নিখর্ব [স] *বিণ* দশ সহস্র কোটি সংখ্যক। 'ক্রমে নিমেষে কোটি কোটি, অর্বুদ অর্বুদ, বৃন্দ বৃন্দ, খর্ব খর্ব, নিখর্ব নিখর্ব, পরার্ধ পরার্ধ ক্রোশ ঘুরিতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

নিখাত [স] ১ *বিণ* খনন করা হয়েছে এমন। 'তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধারণায় নিখাত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* প্রোথিত। 'আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিখাদ[১] [স নিষাদ] *বিণ* উচ্চ। 'কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদ স্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তোমরা উত্তরোত্তর সুর এমনি নিখাদে চড়াইতেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নিখাদ[২] [স নি+স ক্ষয়দ] ১ *বিণ* খাঁটি। 'ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* পুরোপুরি। 'আমি পাগল হয়ে যেতে চাই, নিখাদ পাগল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

নিখিরকিচ *বিণ* নিস্তরঙ্গ। 'হ্রদের বুকে হাওয়া এতটুকু আঁচড় কাটেনি – একেবারে সম্পূর্ণ নিখিরকিচ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

নিখিল [স] ১ *বিণ* সমগ্র। 'নিখিল জগৎস্থ প্রাণিরাজ্যের উপরি একেশ্বর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* বিশ্বজগৎ। 'ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া মা, আমরা যাত্রা করি চল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নিখিলচরাচর [স] *বি* সমগ্র বিশ্ব। 'নিখিলচরাচরের সঙ্গে মিলাইয়া আবার তাহা মানুষকে ফিরাইয়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিখিলনাথ [স] *বি* হিন্দুমতে জগদীশ্বর। 'মিলো রে নিখিলে নিখিলনাথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

নিখিলনির্ভর [স] *বি* বিশ্বের ভরসা। 'তাই আজ বার বার ধাই তব পানে,/ ওহে তুমি নিখিলনির্ভর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিখিলপ্লাবী [স] *বিণ* বিশ্বস্নাত। 'তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নিখিলবিস্মৃত [স] *বিণ* বিশ্ববিস্মৃত। 'এমন কি কোনো মেঘপরিবৃত নিখিলবিস্মৃত স্থান নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিখিলময় [স] *বিণ* বিশ্বব্যাপী। 'এইমতো পুঞ্জ-পুঞ্জ প্রাণ সমস্ত নিখিলময়?' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

নিখিলমাঝে *ক্রিবিণ* বিশ্বমাঝে। 'যখন আমি পাব তোমায় নিখিলমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিখিলশরণ [স] ১ *বি* সর্বাত্মক আশ্রয়। 'সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায়/ নিখিল শরণ চরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বি* ভুবনের আশ্রয়দাতা। 'নমি চির পথসঙ্গী নমি নিখিলশরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

নিখিল-সংসার [স] *বি* বিশ্বসংসার। 'নিখিল-সংসার/ তুই বিনা মাতৃহীনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

নিখুঁত, নিখুঁৎ [স নিখণ্ড] ১ *বিণ* পূর্ণাঙ্গ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* নিটোল। 'নিখুঁত মুক্তা খুঁজিয়া বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* ত্রুটি নেই এমন। 'শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'নিখুঁৎ-নধর আটুট-আদর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

নিখুঁতরূপসী [নিখুঁত+স রূপসী] *বি স্ত্রী* রূপে কোনো খুঁত নেই যার। 'কত রূপসী বধূ রয়েছে, কত নিখুঁত রূপসী।' *জীবন*, ১৯৩২।

নিখুঁতসুন্দর [নিখুঁত+স সুন্দর] *বিণ* ত্রুটিহীন ও সৌকর্যময়। 'কোনো জিনিস যে আরম্ভেই একেবারেই নিখুঁতসুন্দর এবং সর্ববাদীসম্মত হইয়া উঠিবে, এরূপ আশা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নিখেঁট *বিণ* কোনো জায়গায় স্থায়ী হয় না এমন। 'মনটা ... ডেস্কে আঁটা নিখেঁট নিরেস কিছু নয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিগড় [স] ১ *বি* বাঁধন। 'আস নিগড় করি জিউ কত রাখব অবহি যে করত পয়ান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* নিবিড়। 'নাহিক রথের গতি নিগড় অন্ধকার।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* শিকল। 'লোহাপাস নিগড় দিয়া বান্ধিল তাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ *বি* ছন্দের কঠোর নিয়ম। 'কত ব্যথা লাগে পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

নিগড়-বদ্ধ [স] *বিণ* শিকলে বাঁধা এমন। 'হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় নিগড়-বদ্ধ করিয়া রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নিগম [স] ১ *বি* বহির্গমন। 'আগম নিগম দুর্গম সুগম শ্রবণ নয়ন মনে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* বেদ। 'আগম নিগম জানিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

নিগমন [স] *বি* নিপতন; নিক্ষেপণ। 'ভাগ্যদোষে কূপে নিগমন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নিগম্ভুর [স গম্ভীর>] *বিণ* স্থির। 'নৈরাকারে নিগম্ভুর ধনি তাইতো সত্য সবাই জানি।' *লালন*, ১৮৯০।

নিগাবানি, নিগাহবানি [ফা নিগাহবানি] *বি* দেখাশোনা করা; রক্ষা করা। 'রাজামজকুর মদত ও নিগাবনি করিয়া ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'নিগাহবানি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

নিগার [ই] *বি* কৃষ্ণাঙ্গ (তুচ্ছার্থে)। 'ফিটফাট কাপড় প'রে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিগুড়, নিগুড় [স নির্গূঢ়] ১ *বিণ* গুপ্ত। 'এসব নিগুঢ় কথা যে করে শ্রবণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* দৃঢ়। 'পরাজই কারাগারে নিগুড় বন্ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রিবিণ* একান্ত গোপনে। 'বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে ডাকিয়া নিগুড় বলিলেন তাহারদিগকে।' *রামরাম*, ১৮০১।

নিগুঢ়তত্ত্ব [স নির্গূঢ়তত্ত্ব] *বি* গুপ্ততত্ত্ব। 'পানটিকে নিগুঢ়তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিগুম [স নির্গূঢ়] *বিণ* গুপ্ত। 'কী রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই বসে নিগুম ঠাঁই।' *লালন*, ১৮৯০।

নিগূঢ় [স নির্গূঢ়] ১ *বিণ* রহস্যময়। 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর-প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সাধু রহিল জেন নিগূঢ় বন্ধনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* গোপন। 'সহজী সম্প্রদায়ের মত অতি নিগূঢ় ও অতীব উদার।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* অব্যক্ত। 'আপনার নিগূঢ় অভিপ্রায় সাধনার্থে ... বিরুদ্ধ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১। ৪ *বিণ* অনাবিষ্কৃত। 'বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় তত্ত্বসমূহই ইহার প্রধানতম নিদান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৫ *বিণ* বিশেষ; অসাধারণ। 'গুড়ের নিগূঢ় গুণ কি কহিব আর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

নিগূঢ়নিহিত [স নির্গূঢ়নিহিত] *বিণ* রহস্যময়। 'বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধিরচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলঙ্কারশাস্ত্রের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিগূঢ়ভাব [স নির্গূঢ়ভাব] *বি* গোপন ভাব। 'এ বিষয়ে ইংরাজদিগের নিগূঢ়ভাব ও প্রকৃত অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নিগূঢ়রূপে [স নির্গূঢ়রূপে] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত গভীরভাবে। 'হিন্দু বালকদিগের মন নিগূঢ়রূপে মগ্ন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

নিগৃহী [স] *বি* ঘরহীন লোক। 'নিগৃহীর পক্ষে ঘরের কাঙ্গাল না হয়ে উপায় কি?' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

নিগৃহীত [স] *বিণ* শাসিত; পীড়িত। 'কিঞ্চিৎ পরেই দৃষ্ট হইবেক, নিগৃহীত স্বামীর ক্লেশশান্তিবিষয়ে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

নিগ্রহ [স] **১** *বি* কষ্ট। 'অনুগ্রহ গেল নাশ নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ধ্বংস; পরাভব। 'একে একে নিগ্রহ করিল ছয় ইন্দ্র।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বি* বিড়ম্বনা। 'সাধু লোকের নিরপরাধে নিগ্রহ করণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নিগ্রহতন্ত্র [স] *বি* নিপীড়নবাদ। 'কান্ট যখন নিয়মানুগত্যের উপরে অতিরিক্ত জোর দিয়ে রেনেসাঁসি সম্ভোগতন্ত্রের বিরুদ্ধে খৃষ্টান নিগ্রহতন্ত্রকে গ্রহণ করলেন ...।' *শিব*, ১৯৫০।

নিগ্রহপন্থী [স নিগ্রহ+হি পন্থী] *বিণ* নিপীড়নবাদী। 'রেফর্মেশ্যনের আদর্শ ছিল ... নিগ্রহপন্থী, প্রাধিকারনির্ভর, ধর্মকেন্দ্রিক।' *শিব*, ১৯৫৬।

নিগ্রহভাজন [স] *বিণ* অত্যাচারিত। 'ভারতবর্ষীয় চিরনিগ্রহভাজন অবলাগণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

নিগ্রহময়তা [স] *বি* ভর্ৎসনার ভাব। 'নিরেট নিগ্রহময়তায় বললে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিগ্রহশীল [স] *বিণ* উৎপীড়নবাদী। 'খ্রিস্টধর্মের জীবনবিমুখ, নিগ্রহশীল এবং আজ্ঞাবহ জীবনদর্শনের বিরুদ্ধে পশ্চিমী ভাবুকদের বিদ্রোহ ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

নিগ্রো [ই] *বি* কৃষ্ণাঙ্গ জাতি। 'নিগ্রোর গান, জাদু, প্রহসন, অভিনয় প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তা একমাত্র বুঝতে পারে আমেরিকার নিগ্রোরা।' *সুনীল*, ১৯৭০।

নিগ্রোজাতি [ই নিগ্রো+স জাতি] *বি* কৃষ্ণাঙ্গ জাতি। 'আমেরিকার সমগ্র নিগ্রোজাতি যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

নিঘণ্টু [স] *বি* নির্ঘণ্ট। 'জীবনের মেজর ট্রাজেডি বা অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে'র নিঘণ্টু যদি দিতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

নিঘিণ [স নির্ঘৃণ] *বিণ* নির্লজ্জ। 'নিঘিণ কাহ্নু কাপালি জোই লাগ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

নিঘিন্নে [স নির্ঘৃণ] *বিণ* নির্লজ্জ। 'আমার মতো আরো নিঘিন্নে মানুষ আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

নিঘুম [স নিঃ+ঘুম] *বিণ* ঘুমহীন। 'এ-গাঁর চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে।' *জসীম*, ১৯২৯।

নিঘৃণ [স নির্ঘৃণ] *বিণ* অত্যন্ত ঘৃণ্য। 'এমন নিঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিঙড়ান *বিণ* নিংড়ানো। 'কোকিল বিকল মৌনি তিবি পায়ল কি অমিয় নিঙড়ান ভাবা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

নিঙড়ানো, নিঙ্গড়ানো **১** *ক্রি* নিংড়ে ফেলা। 'কেশ নিঙ্গাড়িতে বহ জলধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* নিষ্কাষিত। 'প্রাণ-আঙুরের নিঙড়ানো রস।' *নজরুল*, ১৯২৪। **নিঙড়ায়ে** *ক্রিবিণ* শুষে নিয়ে। 'আকাশ পাথনায় নিঙরায়ে লয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২। **নিঙাড়ি** *ক্রি* নিংড়িয়ে। 'চলে নীল শাড়ী নিঙারি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **নিঙ্গড়িআ** *ক্রি* নিংড়িয়ে। 'মুঠ্যে নিঙ্গড়িআ তথি দিল আদারস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নিঙ্গাড়িতে** ক্রি নিংড়ে ফেলতে। 'কেশ নিঙ্গাড়িতে বহ জলধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নিঙ্গুড়ে** *ক্রিবিণ* নিংড়িয়ে; নিষ্কাশিত করে। 'মুটা করে সরিষা নিঙ্গুড়ে মাখে তেল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। দ্র **নিংড়ানো**

নিঙ্গড়ানো দ্র **নিঙড়ানো**

নিঙ্গাড়া *ক্রি* ছাঁকা। 'চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

নিচ [স নীচ] *বিণ* হীন। 'আমি ব্যাধ নিচ জাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিচ জনরব [স নীচ-জনরব] *বি* কুৎসা; নিন্দা। 'লোকে আমার নিচ জনরব করে।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৯।

নিচয় [স] *বি* সমূহ। 'দুই পাশে তরঙ্গ নিচয়, ফেনাময়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নিচল [স নিশ্চল] *বি* নিস্পন্দ। 'রুহি কাল শাপ যুগল তাহাত শোভএ নিচল হোই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিচলমন [স নিশ্চল-মন] *বি* নিশ্চল মন; একাগ্রচিত্ত। 'ধেআনে থাকিল নিচলমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিচিত [স নিশ্চিত] *বিণ* নিশ্চিত। 'সুখদুখেন্তে নিচিত মরিআই।' *চর্যা* ১, ১২০০।

নিচিন্ত পুর [স নিশ্চিন্ত-পুর] *বি* স্বর্গ। 'রহিছ নিচিন্ত পুরে তোর কিবা ভীত।' *সুলতান*, ১৭০০।

নিচিন্দ [স নিশ্চিন্ত] *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'পুত্র হইতে ধর্মকেতু নিচিন্দ সম্বল হেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিচু[১] [চী লিচি] *বি* লিচু। 'রাস্তার ধারের ফোড়ের দোকান পচা নিচু ও আঁবে ভরে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নিচু[২] [স নীচ] *বিণ* অবনত। 'শুনি রহিলাম শির করিয়া নিচু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিচুদর *বি* নিম্নমান। 'সে ঢের নিচুদরের লিখিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

নিচুপ [স নিশ্চুপ] *বিণ* সম্পূর্ণ নীরব। 'নিচুপে নিচুপে চোর করিল গমন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

নিচে [স নীচ>] *ক্রিবিণ* নিম্নে। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'নিচে আইসনের আকিঞ্চন যথেষ্ট হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

নিচেকার *বিণ* নিচের তলার; নিম্নস্থ। 'আমার নিচেকার ঘরের তাকিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নিচেষ্ট [স নিশ্চেষ্ট] *বিণ* চেষ্টাহীন। 'তাহারাও নিচেষ্ট হইয়া রহিল না।' *শরৎ*, ১৯১৮।

নিচোর [স নিচোল] *বি* আবরণী বস্ত্র। 'পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি-নিচোর।' *নজরুল*, ১৯২২।

নিচোরি [স নিজির>] *ক্রিবিণ* নিংড়ে। 'কো রস নেল নিচোরি।' *শেখর*, ১৬০০।

নিচোল [স] **১** *বি* উত্তরীয়। 'এথাক্রিঁ কাহ্নাঞিঁর মোঁ ধরিবোঁ নিচোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পরিধেয় কাপড়। 'ছোড় ছোড় পিরুন, নিচোল পাছে ফাটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* আঁচল। 'ঝর ঝর ধারে ভিজিবে

নিচোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নিচোলাচল [স নিচোল+স অঞ্চল] *বি* ওড়নার আঁচল। 'কেহ বা নিচোলাচলে করয়ে বাতাস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিচ্চ [স নীচ] *বি* হীনকুলে জাত ব্যক্তি। 'উচ্চ নিচ্চ নাহি পরিচয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিছক [স নিঃসত্য] ১ *বিণ* একমাত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যখন আমরা নিছক সুখভোগ করতে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রিণ* নিতান্ত। 'ঠিক যুক্তিতর্কের কাজ নয়, নিছক ক্ষিপ্তভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিছন [স নির্মঞ্ছন] *বি* বালাই; অমঙ্গল। 'নিছন লইআঁ কাহ্নাঞিঁ থাকু এক বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিছনি [স নির্মঞ্ছন>] ১ *বি* বালাই। 'যাউক সকল তোমার নিছনি লইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আরতি। 'বসনে পদ পুছি নিছনি করে শচী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* তুলনীয়। 'গমন সুচারু হংস খঞ্জন নিছনি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'অঙ্গে পরেছে জোছনা নিছনি আদমের পিরহান।' *জসীম*, ১৯৫১।

নিছাদ *বিণ* ছাদহীন। 'ভাবছো নিছাদ ঘরে থাকা দায়।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

নিছানো *ক্রি* ভক্তির সঙ্গে মুছে দেওয়া। 'নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **নিছিয়া** [স নির্মঞ্ছন>] *ক্রি* আরতি ক'রে। 'আমি সব মরিব তোমার নিছিয়া চরণে।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিছিয়া ফেলা *ক্রি* পান স্পর্শে বালাই দূর হয় এই বিশ্বাস সংবলিত স্ত্রী-আচার করা। 'নিছিয়া পেলিল পান কইল নমস্কার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিছিদ্র নেওয়া

নিজ[১] [স] ১ *বিণ* আপন; স্বীয়। 'পান আনি নিজ দোষে ফল পাইবেঁ মোর রোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্বজন। 'নিজ জদি পর হয় পড়বে বিপক্ষের ভয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *সর্ব* স্বয়ং। 'এমন রহস্য কাম সে নিজে অনঙ্গ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নিজকুল [স] *বি* স্ববংশ। 'কুমুদিনী সাজিল লইয়া নিজকুল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিজকীয় [স] *বি* স্বকীয় বিষয়। 'নিজেকে এবং নিজকীয়কে ছাড়িয়ে একটা ব্যাপক ভূমিকার উপরে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নিজ-কৃত [স] *বিণ* নিজের নির্মিত। 'মনকে সমাধি দিতে চায় তার নিজ-কৃত কবরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নিজকৃতা [স] *বি* নিজের করণীয় কাজ। 'নিজকৃতা করি পূজারী করিল শয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিজ খরচ [স নিজ+আ খরজ] *বি* নিজের খরচ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

নিজগণ [স] ১ *বি* ভক্ত-সকল; নিজের লোকজন। 'প্রভাতে প্রভু লইয়া নিজগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* আত্মীয় সকল। 'এথেক জানিয়া পিতা নিজগণ সঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিজগুণ [স] *বি* আপন মহত্ত্ব। 'নিজগুণ জত কিছু শিখাইল আপনে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিজগুণে [স] *ক্রিবিণ* আপন মহত্ত্বের দ্বারা। 'নিজগুণে অকিঞ্চনে তারিবে আপনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিজচিত [স নিজ-চিত্ত] *বি* আপনচিত্ত। 'অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিজজন [স] *বি* আপনজন। 'নিজজন বচন ঢোল সম ঘোষই নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিজত্ব [স] ১ *বি* নিজস্বতা। 'নিজের নিজত্ব উপলব্ধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। 'আমাদের ভিতরকার নিজত্ব ও মানবত্ব সেই প্রকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিজধন [স] *বি* নিজস্ব সম্পদ। 'তোমার দেহ কহে প্রভু মোর নিজধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিজনারী [স] *বি* স্ত্রী। 'বিভা কৈরে নিজনারী কে ফেলে কোথায়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

নিজ নিজ [স] *সর্ব* স্ব স্ব। 'অবনী মণ্ডলে গীয়া নিজ নিজ অংশ হয়্যা।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিজপতি [স] *বি* আপন স্বামী। 'আনন্দে গোঞাও নিশি নিজপতি সঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিজ পত্নী [স] *বি* আপন স্ত্রী। 'শেষে নিজ পত্নীর গাত্রের অলঙ্কারাদি অপহরণ করিবার মনস্থ করিবার ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নিজ পায়ে কুঠারাঘাত – নিজেই নিজের ক্ষতি করা। 'নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করেন।' *প্রচারক*, ১৯০১।

নিজপুর [স] *বি* নিজের বাড়ি। 'চল সেই নিজপুরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিজবাসভূম [স] *বি* নিজের দেশ। 'সবাই আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

নিজবাসা [স নিজবাস] *বি* নিজের বাড়ি। 'এত বলি ভারতী লঞা নিজবাসা আইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিজভাষা [স] *বি* আপন ভাষা। 'ধর্ম্মকর্ম্ম বৃদ্ধিকরণজন্য নিজভাষা পারস্য চলিত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

নিজমহত্ত্ব [স] *বি* নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। 'এইরূপ নিজমহত্ত্বে বিশ্বাস ও স্বদেশবাৎসল্য ও স্বজাতিপ্রিয়তা কিঞ্চিৎ অনাবশ্যকরূপে অপরিমিত হইয়া পড়িয়াছে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

নিজলব্ধ [স] *বিণ* নিজের অর্জিত। 'নিজলব্ধ চেতনায় নিজের উল্লাসে/ পূর্ণ হতে চাই আমি শুধু।' *সিকান্দার*, ১৯৪৯।

নিজশক্তি [স] *বি* নিজের ক্ষমতা। 'যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজশক্তিকে আবিষ্কার না করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিজস্কন্ধ [স] *বি* নিজের দায়িত্ব। 'তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে দিয়েছে আপন প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নিজস্ব [স] ১ *বিণ* নিজের। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* স্বকীয়। 'এই যে তোমার একটা নিজস্ব ঢঙ গড়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৩ *বি* নিজের বিষয় বা বস্তু। 'নিজস্বকে বর্জ্জন ও পরস্বকে অর্জ্জন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

নিজস্বমত [স] *বি* নিজের অভিমত। 'ইসলাম মেয়েদের নিজস্বমত ব্যক্ত করবার দিয়েছে পূর্ণ অধিকার।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নিজাংশ [স নিজ-অংশ] *বি* নিজের অংশ বা ভাগ। 'শরিকদার নিজ অংশের কর দিয়া দিলেও তাহার নিজাংশ মুক্ত হয় না।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

নিজাগার [স নিজ-আগার] *বি* নিজ আবাস। 'এই রীত্যানুসারে কখন নিজাগারে কখন বেশ্যামন্দিরে বাবু মজা করিয়া বেড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নিজাঙ্গ [স নিজ-অঙ্গ] *বি* নিজের অঙ্গ। 'কান্তাভাবে নিজাঙ্গ দিয়া

করেন সেবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিজাঙ্গুরী [স নিজ-অঙ্গুরী] *বি* নিজের আংটি। 'দেয় নিজাঙ্গুরী কণ্ঠমালা।' *ভারত*, ১৭৬০।

নিজাধিনী [স নিজ-অধিনী] *বি* নিজের স্ত্রী। 'যদিচ অপসরী সম হয় নিজাধিনী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

নিজালয়, নিজালএ [স নিজালয়] *বি* আপন গৃহ। 'উথা জরাসিন্ধু রাজা গিয়া নিজালএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিজু [স নিজ] *সর্ব* নিজ। 'নিজুতে না হয় যদি লাগইমু কৌটে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নিজে *সর্ব* স্বয়ং। 'নিজে হই সরকারী মুটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নিজেন্দ্রিয় [স নিজ-ইন্দ্রিয়] নিজের ইন্দ্রিয়। 'নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিজে পায় না, শংকরাকে ডাকে – নিজেরই পাবার সম্ভাবনা নেই, তা সত্ত্বেও অন্যের জন্য সুপারিশ করে। *সুবল*, ১৯০৬।

নিজের কপালে কুড়াল মারা – নিজের দুর্ভাগ্য নিজে ডেকে আনা। 'রূপবান পুরুষকে অবহেলা করিয়া নঈমা যখন নিজের কপালে কুড়াল মারিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

নিজের চরকায় তেল দেওয়া – অন্যের বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া। 'তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা – নিজের ক্ষতি ক'রে হলেও পরের ক্ষতি করা। 'নাক কেটে নিজ পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস বুদ্ধিমান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নিজের পায়ে কুড়ুল মারা – বুদ্ধিদোষে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনা। *সুবল*, ১৯০৬।

নিজের পায়ে দাঁড়ানো – স্বাবলম্বী হওয়া। 'সেফপার্ডের উপর না দাঁড়াইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

নিজোচিত [স] *বিণ* নিজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিজ[2] [স নীচ] *বি* নিম্নভূমি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিজন [স] *বিণ* জনহীন। 'হারিয়ে তারে কেঁদে ফিরি সঙ্গীহারা পথটি আবার নিজন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

নিজাম [আ নিজামত] **১** *বি* প্রাক্তন মুসলমান অধিপতির উপাধিবিশেষ। 'নিজাম হারিয়া অবধি হৃদয়মধ্যে ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। **২** *বি* শাসনকর্তা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নিজামত [আ] **১** *বি* রাজপ্রতিনিধি প্রতিষ্ঠা করেছে যা। 'মুরশিদাবাদে নিজামতের পাঠশালা।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* ফৌজদারি। 'গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

নিজামতি [আ নিজামত>] *বিণ* ফৌজদারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নিজালয়, নিজেন্দ্রিয় *দ্র* **নিজ**[1]

নিজোজা [স নিয়োগ] *বি* নিরোপ করা। 'নিজোজি তোমারে আমি গুনহ চামুরি তুমি চামর ঢুলাবে রাজ অঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নিজোজিল** *ক্রি* নিয়োজিত করলো। 'চারিদিগে চারিভাই নিজোজিল হরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিজোজিত [স নিয়োজিত] *বিণ* নিযুক্ত। 'বিধি নিজোজিত অক্রুর ভুবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিজ্জলা [স নির্জলা] *বি* নির্জলা উপবাস থাকার হিন্দু আচারবিশেষ। 'একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোষ ও উত্থান ও শয়নে নিজ্জলা করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নিজ্জাস [স নির্যাস] *বি* সারকথা। 'পন্নার সাক্ষতে বেউলা কহিল নিজ্জাস।' *বিজয়*, ১৬৫০।

নিজ্ঝুম [স নিঃ+ঘুম>] *বিণ* নিঃঝুম; সম্পূর্ণ নীরব। 'এই নিজ্ঝুম সাঁঝের জমাট নিস্তব্ধতার মাঝে ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

নিঝুম [স নিঃ+ঘুম>] *বিণ* নিঃঝুম; নিস্তব্ধ। 'কাহার ঝিয়ারী কদম-শাখে নিঝুম নিরালায়।' *জসীম*, ১৯৩১।

নিঝঝুম [স নিঃ+ঘুম>] **১** *বিণ* নিঝুম; সম্পূর্ণ নীরব। 'মহাসিন্ধু উতলা ঘুম-ঘুম/ ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম।' *নজরুল*, ১৯২২; 'নিস্তব্ধ নিঝঝুম।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* নিস্তব্ধ। 'কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝঝুম নিরালায়।' *জসীম*, ১৯২৭।

নিজ্‌দ *বিণ* নিকটবর্তী। 'সিজদা করিল নিজ্‌দ হেজাজা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নিঝর [স নির্ঝর>] *বি* ঝরনা। 'নিঝরবারি সুশীতল।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'ছায়ায় আলোকে, নিঝরের ধারে/ কোথা কোন্ গুপ্ত গুহার মাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নিঝরবারি [স নির্ঝর-বারি] *বি* ঝরনার পানি। 'নিঝরবারি সুশীতল।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

নিঝুম [স নির্ঘুম] **১** *বিণ* সম্পূর্ণ নীরব। 'নিঝুম হয়ে এল এল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* নিথর। 'গুলের নিঝুম দেহটা সমেত আমি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নিঝুমের রাজ্যি *বি* মৃত্যুর দেশ; পরলোক। 'এ একটা ঘুমের দেশ, নিঝুমের রাজ্যি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নিঝোর *বিণ* অতিবাহিত হচ্ছে এমন; বহমান। 'রাত্রির এই নিঝোর সময়টাকে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিঞ [স নিজ] *সর্ব* নিজ। 'নিবিল নীরদ রুচির দরসএ অরুন জনি নিঞ দেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিঞম [স নিয়ম] *বি* নিয়ম। 'নিরামিষ্য কর আজি থাকহ নিঞমে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিট [ই] *বিণ* আনুষঙ্গিক খরচ বাদে থাকে এমন। 'সেই দেড়টা টাকাই ব্যাটাদের নিট লাভ।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

নিটপিটে *বিণ* জড়ত্বগ্রস্ত; অলস। 'নিটপিটে ঠ্যাং সজনে ঠ্যাঙা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নিটুট [নি+স ত্রুটি>] *বিণ* অটুট। 'মুরলীদার কাছে এখনো নিটুট আছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নিটোল [স নিস্তল] **১** *বিণ* নিখুঁত। 'যদি সে কপাল তেমনই নিটোল করিয়া আঁকিতে পারিতাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। **২** *বিণ* টোলহীন। 'একটি সদ্যঃপক্ব সুগন্ধ ফলের মতো নিটোল রসপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৪** *বিণ* স্থির। 'নিটোল আকাশ টোল খেয়ে যাক।' *নজরুল*, ১৯৩০। **৫** *বিণ* পরিপূর্ণ। 'হৃদয় নিটোল, নয়নে আশ্চর্য মেঘ।' *আহসান*, ১৯৫৯। **৬** *বিণ* ঘন। 'চার কোণ হতে নিটোল আঁধার ছলে কৌশলে এগোতে চাইছে।' *মাহমুদ*,

১৯৬৩।

নিটোল-স্বাস্থ্য [স] *বিণ* সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। 'পরিস্তানের নিটোল-স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদশাজাদিদের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

নিঠুর [স নিষ্ঠুর] **১** *বিণ* কঠোর। 'না বোল নিঠুর বাণী আহ্মে দেব চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* নির্দয়। 'শুন শুন নিঠুর মাধাই।' *মুরারি*, ১৫৭০। **৩** *বিণ* নিষ্ঠুর। 'অবলার মন হয়ে নিঠুর নাগর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'এত দূরে এনে ফিরিয়া দাঁড়ায়ে/ হাসিছ নিঠুর হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিঠুরতা [স নিষ্ঠুরতা] *বি* নিষ্ঠুরতা। 'নিঠুরতা দূর হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিঠুরা [স নিষ্ঠুরা] *বি স্ত্রী* নিষ্ঠুর ব্যক্তি। 'আমার পরান নিতে যে চায় ওই নিঠুরা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নিঠুরাই [স নিষ্ঠুর>] *বি* নিষ্ঠুরতা। 'বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিড়বিড়ে [ধ্বন্যা] *বিণ* জড়তাগ্রস্ত; দীর্ঘসূত্রী। 'তুমি নিড়বিড়ে বলেই ওসব বিশ্বাস কর।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিড়ানো [স নিস্তৃণ>] *ক্রি* আগাছা বা ঘাস উপড়ে ফেলা। 'সম্প্রতি আমার ধান্য নিড়াবে এখন।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'এ সকল নিড়া, এমন বন দেখিতে পারি না।' *কেরি*, ১৮০২।

নিড়ন [স নিস্তৃণ>] *বি* নিড়ানো। 'তাহাদিগের সাহায্যে নিড়ন, জলসেচন ইত্যাদি করিতেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

নিড়ান [স নিস্তৃণ>] *বি* আগাছা বা ঘাস উপড়ে ফেলার কাজ। 'এ কেয়ারি নিড়ান কর না।' *কেরি*, ১৮০২।

নিড়ানি, নিড়ানী [স নিস্তৃণ>] *বি* আগাছা পরিষ্কারের জন্য লোহার তৈরি হাতিয়ারবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'নিড়ানি হাতে উহাকে ঘাস কাটাইতে দেখিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিড়িন [স নিস্তৃণ>] *বি* শস্যক্ষেত্রে আগাছা পরিষ্কার করার অস্ত্র: নিড়ানি। 'মুই ঘটো নিড়িন গড়তে দিইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নিড়ুনি করা *ক্রি* ফসলের ক্ষেত থেকে আগাছা পরিষ্কার করা। 'নতুন হাত নিড়ুনি করবে এধার ওধার দুচারটি ঘাস।' *শক্তি*, ১৯৬১।

নিড়েন দেওয়া *ক্রি* কাঁচি দিয়ে খুঁচিয়ে জমাট মাটি আলগা করা। 'টবের গাছগুলিতে পানি ঢেলে নিড়েন দিয়ে রোদ লাগিয়ে চাঙ্গা করে তোল তুমি।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

নিড়েনি [স নিস্তৃণ>] *বি* নিড়ানের হাতিয়ার। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

নিড়োনো [স নিস্তৃণ>] *বিণ* আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে এমন। 'নিড়োনো ক্ষেতের কাজ করে যায় ধীরে।' *জীবন*, ১৯৪২।

নিত১ [স নীতি] *বি* নীতি। 'অব নিত মতি জনি হরলহি মোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিত২ [স নিত্য] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'সেবা-যোগ্য নহে অপরাধ করোঁ নিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'গোহাল্যে গাইআ গীত কোয়ালি ফিরয়ে নিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিত-উপবাসী [স নিত্য-উপবাসী] *বিণ* প্রতিদিন না খেয়ে থাকে এমন। 'যারা জীবন ভরে রাখছে রোজা/ নিত-উপবাসী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

নিত-নব [স নিত্যনব] *বিণ* নিত্যনতুন। 'মধুর দহন নিত-নব অনুরাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

নিতে নিত *ক্রিবিণ* রোজ রোজ। 'ফাগুদোলে আনন্দে গোঙাব নিতে নিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিতকনে [হি মীত+কনে] *বি* বিবাহের সময় কনের কুমারী সঙ্গিনী। 'বিয়ের সময় নিতকনে সেজেছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

নিতম্ব [স নিতম্ব] *বি* নিতম্ব। 'নিতম্ব বিস্তার যেন নয়নে কাজল।' *বিজয়*, ১৭০০।

নিতপীন [স নিতম্বিনী] *বি* স্থূলনিতম্ব। 'ক্ষীণ মাজা নিতপীন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নিতম্ব [স] *বি* কটির পিছনের অংশ; পাছা। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিতম্ভ, নিতুম্ব [স নিতম্ব] *বি* কটির পিছনের অংশ; পাছা। 'কম্বুকণ্ঠি মাঝা খিন নিতুম্ব বিসালা।' *মালাধর*, ১৫০০; 'গুরুয়া নিতম্ভ ভরে নানারূপ বেশ ধরে চলে রাজহংসের গমনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিতম্বিনী [স] *বিণ* সুদৃশ্য নিতম্ব আছে এমন নারী। 'স্থূল নিতম্বিনী মধুরভাষিণী গজেন্দ্রগামিনী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নিতল [স] **১** *বি* সাত পাতালের একটি। 'ভূতল ফুঁড়িয়া তাপ পোড়ায় নিতল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* অতল; তল নেই এমন। 'নিতলনীল নীরব-মাঝে বাজল গভীর বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বিণ* গভীর। 'অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁথরে বেড়ায় কাৎলা-চিতল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বিণ* অতি গাঢ়। 'নিতল নীল নীরব মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৫** *বিণ* অতিশয়। 'এঁর লেখা ... নিতলস্তব্ধ পরিমিত ধ্যানীর।' *নজরুল*, ১৯৩২। **৬** *বি* গভীরতা। 'দেখে নেয় নারী আর নদীর নিতল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নিতলতা [স] *বি* গভীরতা। 'মৌন সমাধির নিতলতায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নিতলনীল [স] *বিণ* অতি গাঢ় নীল; ঘননীল। 'নিতলনীল নীরব-মাঝে বাজল গভীর বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিতলস্তব্ধ [স] *বিণ* গভীর ভাবসম্পন্ন। 'এঁর লেখা ... নিতলস্তব্ধ পরিমিত ধ্যানীর।' *নজরুল*, ১৯৩২।

নিতা১ [স নিত্য] *ক্রিবিণ* নিত্য। 'মধুস্বরে দিবানিশ নিতা উগরাহ বিষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিতা২ [স নিমন্ত্রণ] *বি* ভোজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিতান্ত [স] **১** *বিণ* সকল। 'দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিবে নিতান্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* নিশ্চিত। 'নিতান্ত করিয়া কই তোমা কারো নই ...।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বিণ* একান্ত। 'তোমার নিতান্ত খবরদারি ও মোকামি গোমাস্তা দিগের স্থানে সেলামি ও রেসয়ত কিছু লইবে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৪** *ক্রিবিণ* কেবল; শুধু। 'নিতান্ত খালিসা সরিকার বিক্রয় হইবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৭। **৫** *বিণ* খুব। 'এমন স্থূল ও অলস উদর, যে নিতান্ত অকেজুয়া।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নিতান্তমতে *ক্রিবিণ* নিতান্তভাবে; একান্তভাবে। *ডানকান*, ১৭৮৫।

নিতান্তোৎসুক [স নিতান্ত-উৎসুক] *বিণ* অত্যন্ত আগ্রহী। 'ঐ স্কুলের অধ্যক্ষেরা নিতান্তোৎসুক ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নিতি, নিতী [স নিত্য] *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০; 'রাধা নিতী বিকণসি দধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিতি নিতি *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'নিতি নিতি যাহা তোহ্মে মথুরা

নগরে।' বড়ু, ১৪৫০।

নিতি প্রতি *ক্রিবিণ* নিরন্তর। 'নিতি প্রতি ফল ফুল জন্মিতে আছএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

নিতি ব্রত [স নিত্যব্রত] *বি* ধর্মীয় আচার। 'নিতি ব্রতে স্নান করে জলে ভাগীরথী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিতি-সুখ [স নিত্যসুখ] *বি* চিরসুখ। 'আমার নিতি-সুখ ফিরে এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নিতুই [স নিত্য>] *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে নিতুই নব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬; 'নিতুই নিতুই কাজ-অকাজে হাঁটা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নিতে [স নিত্য>] *ক্রিবিণ* নিত্য। 'নিতে নিতে বিআলা ঘিহে ষম জুঝঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

নিতেই [স নিত্য>] *ক্রিবিণ* প্রতিদিনই। 'দান ভাজিআঁ মোর নিতেই পালাহ।' বড়ু, ১৪৫০।

নিতিবিতি *বিণ* মিনমিন। 'লোকটি ঘাড় চুলকে নিতিবিতি করে বলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নিত্ত [স নৃত্য] *বি* নৃত্য। 'আনন্দে কুতূহলে নিত্ত গীত তালে।' *রামাই*, ১৭১০।

নিত্তি [স নিত্য] *ক্রিবিণ* অহরহ। 'এ পাড়ার কর্ত্তা বুড়ো, নিত্তি মারেন পাঁটার মুড়ো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

নিত্তকী [স নর্তকী] *স্ত্রী বি* যে নাচে; নৃত্যশিল্পী। *ওর্সা*, ১৭৮২।

নিত্য[১] [স নৃত্য] *বি* নাচ। 'নানাবাদ্য নিত্য গিত হর্স সর্ব্বজনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিত্য[২] [স] ১ *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'নিত্য অষ্টভার প্রসবে সেই মণি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'যাঁর সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অক্ষয়। 'পরমো ব্ররর্মো ... কেবল এক নিত্য পদার্থো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ৩ *বিণ* অপার্থিব। 'এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ *ক্রিবিণ* চিরদিন। 'কোথা রাজা, কোথা ভয় কার! তুমি নিত্য আছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৫ *ক্রিবিণ* প্রতিনিয়ত। 'ওরা কেবল কথার পাকে নিত্য আমায় বেঁধে রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

নিত্য করা *ক্রি* স্থায়ী করা। 'এই আবেগকে নিত্য করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিত্যকর্ম, নিত্যকর্ম্ম [স] ১ *বি* প্রতিদিনের পালনীয় পূজা-আচার। 'ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যা করা।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* প্রতিদিনের কাজ। 'দেবমূর্ত্তি চূর্ণীকরণ প্রভৃতি ইহাদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পড়ে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩; 'ইহাই বিশ্বামিত্রের পৃথিবীতে লোকের নিত্যকর্ম হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

নিত্যকার [স নিত্য+কার] *বিণ* প্রতিদিনের। 'নিত্যকার একটানা দুঃখ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নিত্যকাল [স] *ক্রিবিণ* চিরকালের জন্য। 'জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিত্যকালীন [স] *বিণ* চিরকালীন। 'মানুষের প্রকাশের একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিত্যকৃত্য [স] ১ *বি* প্রতিদিনের আচরণীয় শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। 'নিত্যকৃত্য করি তিঁহ পাক চড়াইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* দৈনন্দিন কাজ। 'নিত্যকৃত্য করি রামা চলে পতিস্থানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিত্যক্রিয়া [স] *বি* দৈনন্দিন কাজ। 'নিত্যক্রিয়া করিয়া ফল ভক্ষণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নিত্যক্ষেত্র [স] *বি* চিরস্থায়ী ভূমি। 'পুণ্যসম্মিলনের নিত্যক্ষেত্র বলে আপন দেহের উপর তার যেন ভক্তি এল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিত্যখেলা [স নিত্য+খেলা] *বি* প্রতিদিনের লীলা। 'তোমার নিত্যখেলার নৃত্যসাথী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নিত্যজানা [স নিত্য+জানা] *বি* চিরচেনা। 'নিত্যজানা সংসারের প্রাণলীলা না উঠিতে ফুটে/ যাত্রী লয়ে অন্ধকারে গাড়ি যায় ছুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিত্যতা [স] *বি* চিরন্তনতা। 'লোকের বেদের নিত্যতায় বিশ্বাস ও বৈদান্তিক ধর্ম্ম অবলম্বনীয় ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

নিত্যত্ব [স] ১ *বিণ* অবিনশ্বরতা। 'উভয়ের নিত্যত্ব প্রমাণ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* চিরন্তনতা। 'আত্মার নিত্যত্ব যদি মানিতে হয়, তবে ধর্ম্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে ...' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৩ *বি* প্রাত্যহিকতা। 'আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নিত্যদাস [স] *বি* চিরভৃত্য। 'তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া/ পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈঞা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিত্যদোলায়িত [স] *বিণ* প্রতিনিয়ত দোল খায় এমন। 'নিত্যদোলায়িত শাখায় শাখায় সূর্যের আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিত্যধর্ম [স] *বি* প্রচলিত বিশ্বাস। 'নিত্যধর্মনীতির উপর ভর না দিয়ে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিত্যধাবিত [স] *বিণ* প্রত্যহ ধাবমান। 'সত্তা আমার, জানি না, সে কোথা হতে হল উত্থিত নিত্যধাবিত স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নিত্যধাম [স] ১ *বি* চূড়ান্ত গন্তব্য। 'সেই আমাদিগের নিত্যধাম, এই সকল লোক কেবল ভ্রমণপথে এক এক পান্থশালা মাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* স্বর্গ। 'নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্তধামে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিত্যনতুন [স নিত্য+ফা নওতুন] *ক্রিবিণ* নতুন নতুন। 'আমাদের নিত্যনতুন বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়েই তো শিল্পজগতে নতুন সৃষ্টি করে থাকে?' *রবীন্দ্র*, ১৯৯২৫; 'ব্রিজের নিত্যনতুন তৈরি, আবিষ্কার তাকে চমকাতে পারল না।' *জীবন*, ১৯৩২।

নিত্যনন্দিত [স] *বিণ* সবসময়ে আনন্দিত। 'নিত্যনন্দিত সহজ শোভন নবীনের উদ্দেশে তোমাদের আত্মনিবেদনের গান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

নিত্য-নব [স] *ক্রিবিণ* নিত্য নতুন। 'নিত্য-নব পুষ্পরাশি কুটিত মোর দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিত্য নিত্য [স] *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'শিশুগণ নিত্য নিত্য নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে ভালবাসে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিত্যনিয়ত [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'এই যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'নিত্যনিয়ত আমাদের পরিচয় চলছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিত্যনিয়ম [স] *বি* অপরিবর্তনীয় বিধান। 'এইরূপ নিত্যনিয়মে বদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নিত্যনিয়মিত [স] *বিণ* দৈনন্দিন; প্রতিদিনের। 'নিত্যনিয়মিত কর্ম করি সমাপনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিত্যনূতন [স] ১ *বিণ* নতুন নতুন। 'উভয়ের মধ্যে নিত্যনূতন বিবাদ ... রহিত হইয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* অভিনব। 'পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিত্য-নৈমিত্তিক [স] ১ *বিণ* দৈনন্দিন। 'যে তোমার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের নিমিত্তে প্রস্তুত থাকিত।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* প্রতিদিনের করণীয়। 'আড়ম্বর-সহকারে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিতেছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিত্যপথ [স] ১ *বি* চিরদিনের পথ। 'জীবনরথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* প্রাত্যহিক পথ। 'নিত্যপথে তাহা পায় বেদনার ব্যাপ্ত আনন্দের।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

নিত্যপূজা [স] *বি* প্রতিদিনের উপাসনা। 'মানুষের মনে রানি লক্ষীবাই-এর আজও নিত্যপূজা, নিত্য আরাধনা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

নিত্য-প্রচলিত [স] *বিণ* প্রতিদিন ব্যবহৃত। 'নিত্য-প্রচলিত মুসলমানি শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নিত্যপ্রত্যক্ষ [স] *বিণ* প্রত্যহ দেখা যায় এমন। 'তা আমাদের কাছে নিত্যপ্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

নিত্যপ্রয়াসসাধ্য [স] *বিণ* প্রতিনিয়ত চেষ্টালব্ধ। 'নিত্যপ্রয়াসসাধ্য জ্ঞানসাধনার পথ রুদ্ধ করে ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিত্যপ্রসাদ [স] *বি* প্রাত্যহিক আনন্দ। 'আমার হৃদয়ভিক্ষুরে কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

নিত্যবস্তুতন্ত্রতা [স] *বি* প্রাত্যহিক বাস্তবতা। 'নিত্যবস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে অনিত্যবস্তুতন্ত্রতার আকাশপাতাল প্রভেদ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

নিত্যবহমান [স] *বিণ* চির প্রবহমান। 'এই নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নিত্যবিধান [স] *বি* প্রচলিত নিয়ম। 'জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিত্যব্যবহার্য, নিত্যব্যবহার্য্য [স] ১ *বিণ* প্রতিদিন ব্যবহার করতে হয় এমন। 'সুপারি, লবণ, তামাকু প্রভৃতি দেশীয় লোকদিগের নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* সবসময় ব্যবহৃত হয় এমন। 'বিলাতের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যজাতসকল নয়নের তৃপ্তিকর নয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

নিত্যব্রত [স] *বি* প্রতিদিনের তপস্যার বিষয়। 'ঐ ধর্ম্মটি আপনার চিরজীবনের একমাত্র নিত্যব্রতস্বরূপ অবলম্বন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

নিত্যভয় [স] *বি* চিরন্তন শঙ্কা। 'মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিত্যশোক নিত্যভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিত্যমিনতি [স] *বি* চিরন্তন অনুনয়। 'মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিত্যশোক নিত্যভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিত্যরূপ [স] *বি* প্রতিদিনের চেহারা। 'সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিত্যলুপ্ত [স] *বিণ* প্রত্যহ লোপ পায় এমন। 'সার্থক আমার নিত্যলুপ্ত পরিক্রমা/ ধ্বনিময় অনন্ত প্রান্তরে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

নিত্যশোক [স] *বি* চিরন্তন বেদনা। 'মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিত্যশোক নিত্যভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিত্যশ্রুত [স] *বিণ* প্রতিদিন শোনা যায় এমন। 'আলাওল নামটি নিত্যশ্রুত হলেও আলাওল-কাব্য বহুল পঠিত নয়।' *হাই*, ১৯৪৯।

নিত্যষষ্ঠী [স] *বি* ব্রতবিশেষ। 'কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ব্রত – অরণ্যষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী, নিত্যষষ্ঠী ...।' *অবন*, ১৯১৯।

নিত্যসঙ্গিনী [স] *বি স্ত্রী* সবসময়ের সাথী। 'শৈশব ও কৈশোরের নিত্যসঙ্গিনী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

নিত্যসঙ্গী [স] ১ *বি* প্রতিদিনের সঙ্গী। 'নিত্যসঙ্গী কুকুরের গলার শিকল শ্রান্ত হাতে।' *শামসুর*, ১৯৫৯। ২ *বি* সর্বক্ষণের সাথী। 'একদিন নিত্যসঙ্গী ছিল যারা তারা ডানে বামে স'রে পড়ে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

নিত্যসচলা [স] *বিণ স্ত্রী* নিত্য গতিশীল। 'এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিত্যসত্য [স] ১ *বি* চিরবাস্তবতা। 'মানব-ইতিহাসের যে নিত্যসত্য আছে তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি* ধ্রুব সত্য। 'মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্যবিধান কৃত্রিমপ্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিত্য-সভা [স] *বি* দৈনন্দিন বৈঠক; নিয়মিত বৈঠক। 'এই কর্তারা নিত্য-সভা, নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা প্রভৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিত্যসভা [স] *বি* প্রাত্যহিক বৈঠক। 'নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

নিত্যসম্বল [স] *বি* প্রাত্যহিক অবলম্বন। 'প্রেম, আশা ও নির্ভর এই তিনটি ধার্মিকদিগের নিত্যসম্বল।' *ফজলল*, ১৯১৩।

নিত্যসহাস্য [স] *বিণ* সবসময়ে হাস্যোজ্জ্বল। 'বিনয়ের নিত্যসহাস্য মুখের সেই ক্ষেত্রের মতো চেহারা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিত্যসুখ [স] *বি* অবিচ্ছিন্ন শান্তি। 'যাহাতে পরত্র নিত্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

নিত্যস্ফূর্ত, নিত্যস্ফুর্ত [স] *বিণ* সবসময় বিকাশমান। 'জমজমের ইহাই এক নিত্যস্ফূর্ত প্রাণবন্ত দান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিত্যানন্দ [স] ১ *বি* বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে চৈতন্যদেবের প্রধান সহযোগী। 'নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পরম আনন্দ। 'শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চে হয় নিত্যানন্দ।' *লালন*, ১৮৯০।

নিত্যানিত্য [স নিত্য-অনিত্য] *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'ঘুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে দু ধারে সব উদারচিত্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নিত্যালাপী [স নিত্য-আলাপী] *বিণ* প্রতিদিন আলাপ-আলোচনা হয় এমন। 'কবি আমির খুসরুর নিত্যালাপী বন্ধু ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

নিত্যি [স নিত্য] *ক্রিবিণ* প্রত্যহ। 'নিত্যি-নতুন ফরমাস – নিত্যি নতুন আবদার!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

নিত্যিকার [স নিত্য+কার] *ক্রিবিণ* প্রতিদিনের। 'মৌলানা নিত্যিকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

নিত্যি নিত্যি [স নিত্য>] *ক্রিবিণ* প্রায় প্রতিদিনই। 'উকিল মোক্তার তাঁকে নিত্যি নিত্যি জেরা করে।' *মুক্তধবা*, ১৯৪৯।

নিথর [স নি+স স্থির] *বিণ* নিঃশব্দ। 'একটু নিথর হয়ে থাকলে আমি মনে করি ঘুমুলেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

নিদ [স নিদ্রা] *বি* নিদ্রা। 'সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০।

নিদকুসুম [স নিদ্রা+স কুসুম] *বি* নিদ্রারূপ কুসুম। 'জড়িয়ে গেল ললাট ঘিরে নিদকুসুমের মালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

নিদপুর [স নিদ্রাপুর] *বি* ঘুমের দেশ। 'নির্জন নিদপুরে নিকেতন মৃত্যুর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

নিদমহল [স নিদ্রা+আ মহল] ১ *বি* ঘুমের রাজ্য। 'নিদমহলে জ্যোৎস্না নিতি বুলায় পায়ে রূপার কাঠি!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* ঘুমের ঘোর। 'নিদ-মহলে বন্ধু! আমার আর্জ্জি হবে পেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বি* নিদ্রা। 'চাঁদ চন্দন চোখে বুলাল খোলো গো নিদমহল-আবরণ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নিদমহল-আবরণ [স নিদ্রা+আ মহল+স আবরণ] *বি* ঘুমের আবরণ। 'চাঁদ চন্দন চোখে বুলাল খোলো গো নিদমহল-আবরণ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নিদ-মহলা [স নিদ্রা+আ মহল] *বি* ঘুমের পুরী। 'নিদ-মহলায় জাগল শাহজাদি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নিদ-সাগর [স নিদ্রা+স সাগর] *বি* ঘুমের সাগর। 'নিদ-সাগরের তটে তটে বায়ু/ ফেলে হিম নিশ্বাস।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

নিদয় [স নির্দয়] *বিণ* নির্দয়। 'হা হা নিদয় বিধি কেহে হেন কৈল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিদয়হৃদয় [স নির্দয়-হৃদয়] *বিণ* দয়াহীনপ্রাণ; কঠিনপ্রাণ। 'নিদয়হৃদয় কাহ্ন দয়া কর মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিদয়া, নিদআ [স নিঃ+স দয়া] *বিণ স্ত্রী* নির্দয়। 'হরি হরি নিদয়া বিধি কি লেখিল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'না মর না মার বীরে নিদয়া কোটাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিদর্শন [স] ১ *বিণ* প্রমাণ। 'নিজ খাও দিবে নিদর্শনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* চিহ্ন; স্মারক। 'আতপত্র অঙ্গুরি বাপের নিদর্শন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* দৃষ্টান্ত। 'যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিবার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নিদর্শনপত্র [স] *বি* প্রমাণপত্র। 'আর সমস্ত নিদর্শনপত্রের উপর ক খ ইত্যাদি অক্ষর ... লিখিতে হবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

নিদর্শনলিপি [স] *বি* প্রমাণযুক্ত আবেদনপত্র; প্রমাণপত্র। 'যে বালকগণ পাঠবিষয়ে ব্যাসক্ত হইবেন তাঁহারদিগের স্ব২ পিতা বা ... দ্বারা বিশেষ নিদর্শনলিপি প্রধান সম্পাদকসমীপে আনয়ন করিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

নিদাঘ, নিদাগ [স] ১ *বি* গ্রীষ্মকাল। 'ঘুচিল নিদাগ তাপ বৃন্দাবন গুনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'নিদাঘ বরিষা হিম একা তিন রিতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* উত্তাপ। 'এবে জ্যৈষ্ঠ নিদাঘ প্রবল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নিদাঘ-আতপ [স] *বি* রোদের উত্তাপ। 'নিদাঘ-আতপ আমাদের তৃপ্তি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নিদাঘকাল [স] *বি* গ্রীষ্মকাল। 'তাহাতে সমস্ত নিদাঘকাল অতিবাহন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিদাঘ-জ্বলন [স] *বি* গ্রীষ্মের উত্তাপে দগ্ধ হওয়া। 'নিশির শিশিরবিন্দু সরসে যেমতি প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নিদাঘ-দাব [স] *বি* গ্রীষ্মের তাপ। 'স্বয়ম্ভুর সতীর শোক ধ্যানোন্মাদ নিদাঘ-দাব।' *নজরুল*, ১৯২৫।

নিদাঘ-নিশি [স নিদাঘ+স নিশা] *বি* গ্রীষ্মের রাত। 'রাজা যুধিষ্ঠির, কাটাতেন সুখে নিদাঘ-নিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

নিদাঘমধ্যাহ্ন [স] *বি* গ্রীষ্মকালের দুপুর। 'শুষ্ক চক্ষু বিস্তারপূর্বক নিদাঘমধ্যাহ্নের আকাশে তাকাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিদাঘার্ত [স নিদাঘ-ঋত] *বিণ* গ্রীষ্মে পীড়িত। 'নিদাঘার্ত পথিক যেমতি তরুবর-পাশে আসে আশ্রম-আশায়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নিদাটী [স নিদ্রা>] *বি* নিদ্রাভাব; নিদ্রাবেশ। 'নিদাটী লাগাব আমি নগর সহিত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিদান [স] ১ *বি* পরিণাম। 'এতদিন তনু মোর সাধে সাধায়লুঁ বুঝলুঁ অপন নিদান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* উৎস। 'কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিদান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* নিরাময়। 'মোর দৈব ইহাতে নিদান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* দুর্দিন। 'নিদান দেখিয়া আইলঁ পুন।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০। ৫ *বি* কারণ। 'পাত্র মিত্র পরিবার শোকের নিদান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বি* দুঃখ। 'যার অঙ্গে পাখা আছে না রহে নিদান।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৭ *বিণ* অসহায়। 'কোথা গেলে আমাদের করিয়া নিদান।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৮ *বিণ* অন্তিম। 'হেনকালে হইবে না নিদান।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৯ *বি* রোগের কারণ ও উৎপত্তি নির্ণায়ক শাস্ত্র। 'আরবী ... সশ্রুদ এবং যিদান ইহারা স্বকৃত এবং নিদান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

নিদানকাল [স] *বি* বিপদের সময়। 'সে আপন নিদানকালে এই প্রকার কহিলেক ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নিদাননির্ণয় [স] *বি* কারণ নির্ণয়। 'সে ব্যাখ্যাকে যথার্থ নিদাননির্ণয় হিসেবে গ্রহণ করতে বাধে।' *শিব*, ১৯৫৬।

নিদানশাস্ত্র [স] *বি* রোগের হেতু ও উৎপত্তি শাস্ত্র। 'নিদানশাস্ত্রে এ ব্যাধিটা মহারোগ বলে পরিগণিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

নিদারুণ [স] ১ *বিণ* অসহনীয়। 'নিদারুণ মাঘ মাস সদায় কুজ্ঝটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'তাহে তুমি এত নিদারুণ।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০। ৩ *বিণ* ভীষণ। 'একজন ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বিণ* করুণ। 'সেটি শুনিতে যৎসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদারুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নিদারুণতর [স] *বিণ* কঠোরতর। 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিদারুণতা [স] *বি* অসহনীয়তা। 'ইহার নিদারুণতা তাহারা অন্তরের মধ্যে একবার অনুভব করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিদারুণরূপে [স] *ক্রিবিণ* নিষ্ঠুরভাবে। 'নন্দর মৃত্যু নিদারুণরূপে অসংগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিদালি [স নিদ্রা>] *বি* মন্ত্রপূত ধুলা, যা নিদ্রাশীল করে। 'সেইখানে মোরে দিল সে নিদালি স্বপন দেখিনু কত হায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

নিদালু [স নিদ্রা] *বিণ* নিদ্রালু। 'সহজ নিদালু কাহিলা লাঙ্গা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

নিদুখ [স নির্দুঃখ] *বিণ* দুঃখহীন। 'ভালমর্তে মোর দুখকথা কহ নিদুখ কাহ্নচরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিদুটি *বি* ঘুমের ভাব। 'আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিদুটি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিদৃষ্ট [স নির্দিষ্ট] *বিণ* স্থিরীকৃত; নির্ধারিত। *মেয়ার*, ১৭৮৯। 'তাহাকেই খাদ্য বলিয়া নিদৃষ্ট করিতেছি।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

নিদেন [স নিদান] *অব্য* অন্তত। 'নিদেন চক্ষু লজ্জায়ও কিছু বলতে পারবিনে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

নিদেন কাল [স নিদানকাল] *বি* মরণ কাল। 'শালা ঢ্যামনা, মাগীখোর – তুর যে নিদেন কাল হেঁক্সেছে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

নিদেনপক্ষে *ক্রিবিণ* অন্তত পক্ষে। 'শামী কাবাব বানাব, নিদেনপক্ষে শিক।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

নিদেশ [স] *বি* আজ্ঞা। 'নিদেশ-নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিদেশমালা [স] *বি* সংবাদসমূহ। 'মুহূর্তে বায় দেশদেশান্তে গিরির নিদেশমালা!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

নিদোষ [স নির্দোষ] *বিণ* নির্দোষ। 'তবে সাঁপ দিলে প্রভু নিদোষ তোমার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিদ্দম [স উদ্দাম] *বিণ* বিবস্ত্র। 'এখন দশ জন মেয়ে মানুষকে নিদ্দম করিয়া রামকান্ত পেটা করিতে পারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নিদ্ধন [স নির্ধন] *বিণ* দরিদ্র। 'নিদ্ধন পুরুসে জেন কামিনি না ভাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিদ্রা [স] *বি* ঘুম। 'নিদ্রাহো আসিআঁ চাপিল কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিদ্রাকর্ষক [স] *বিণ* ঘুমের আবেশ আনে এমন। 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির চাইতে তা নিদ্রাকর্ষক।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

নিদ্রাকর্ষণ [স] *বি* ঘুমের ভাব; ঘুমের আবেশ। 'অল্পে অল্পে নিদ্রাকর্ষণ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিদ্রাকাতর [স] *বিণ* ঘুমে কাতর। '... নিদ্রাকাতর বিদেশীর খৃস্টীয় সহিষ্ণুতার প্রতি অতিমাত্র উপদ্রব করা হবে না কি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিদ্রাগত [স] *বিণ* নিদ্রিত। 'মিষ্টান্ন ভক্ষণের অব্যবহিত পরক্ষণেই, অচেতনপ্রায় হইয়া, নিদ্রাগত হইয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিদ্রাগতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিদ্রিত। 'অনন্তর, রাত্রিতে সে নিদ্রাগতা হইলে ... চিহ্ন দিয়া চলিয়া আসিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিদ্রাগহন [স] *বিণ* নিদ্রায় আচ্ছন্ন। 'নিদ্রাগহন মহাশূন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নিদ্রা-ঘন-ঘোরা *বিণ স্ত্রী* গভীর ঘুমে মগ্ন। 'যামিনী বিভোরা নিদ্রা-ঘন-ঘোরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিদ্রাঙ্ক [স নিদ্রা-অঙ্ক] *বি* ঘুমের কোল। 'মৃত্যু-সহোদরা-নিদ্রাঙ্ক হইতে/ জাগি জীব-কুল সুখ-হিল্লোলে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নিদ্রাচ্ছন্ন [স নিদ্রা-আচ্ছন্ন] *বিণ* ঘুমে কাতর। 'এইখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নিদ্রাজড় [স] *বিণ* ঘুমে আচ্ছন্ন। 'নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিদ্রাজড়িত [স] *বিণ* ঘুমে কাতর। 'নিদ্রাজড়িত চোখে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

নিদ্রাঞ্জন [স নিদ্রা-অঞ্জন] *বি* নিদ্রারূপ অঞ্জন। 'ঘন তমালশাখা, নিদ্রাঞ্জন মাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিদ্রাণ [স নিদ্রা>] *বিণ* নিদ্রাগত; নিদ্রিত। 'গৃহে শয়ান হইয়া সুখে নিদ্রাণ হইব।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

নিদ্রাতন্দ্রা [স] *বি* ঘুমের আবেশ। 'মাও যখন সশব্দ বিলাপে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা দূর করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিদ্রাতুর [স নিদ্রা-আতুর] *বিণ* ঘুমে কাতর। 'অরুণবর্ণ নিদ্রাতুর লোচন মুদ্রিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নিদ্রাতুরা [স নিদ্রা-আতুরা] *বিণ স্ত্রী* ঘুমে কাতর। 'রাত জাগিয়া জাগিয়া সে যেন নিদ্রাতুরা হইয়া আছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

নিদ্রাদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* ঘুম আনে এমন। 'মনের শান্তি সর্বোত্তম নিদ্রাদায়িনী।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

নিদ্রা দেওয়া *ক্রি* ঘুমানো। 'অবিশ্রাম কাজকর্ম করিয়া রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'যেখানে খুশি বিছানা পাতিয়া পথ রোধ করিয়া নিদ্রা দিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিদ্রাদেবী [স] *বি* নিদ্রাদানকারী দেবী। 'আইলেন এবে নিদ্রাদেবী।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'নিদ্রাদেবী উঁহার উপর প্রসন্ন হইবেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নিদ্রানিমীলিত [স] *বিণ* ঘুমন্ত। 'তারাশঙ্করও হয়তো নিদ্রানিমীলিত থাকত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নিদ্রানীরব [স] *বিণ* ঘুমের কারণে নিঃশব্দ; ঘুমে আচ্ছন্ন। 'চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

নিদ্রান্ধ [স নিদ্রা-অন্ধ] *বিণ* ঘুমন্ত। 'ঘিরিলে নিদ্রান্ধ পুরী, জাগাইলে সবুজ চেতনা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিদ্রান্বিতা [স নিদ্রা-অন্বিতা] *বিণ স্ত্রী* ঘুমন্ত। 'সে ... নিদ্রান্বিতা লাবণ্যবতীকে লইয়া পলায়ন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিদ্রাপরায়ণ [স] *বিণ* ঘুমকাতর। 'সেই রকম ভোজন নিদ্রাপরায়ণ, সেই অকর্মণ্য অলস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নিদ্রাবস্থা [স নিদ্রা-অবস্থা] *বি* ঘুমন্ত অবস্থা। 'ভারতবর্ষের মনুষ্যগণ নিদ্রাবস্থাতেই চিরকাল রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

নিদ্রাবিধৃত [স] *বিণ* সুপ্ত। 'ভারতের গভীর নিদ্রাবিধৃত দর্শনের গাঢ় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিদ্রাবিষ্ট [স নিদ্রা-আবিষ্ট] *বিণ* ঘুমে আচ্ছন্ন। 'নিদ্রাবিষ্ট চোখের প্রভাব তার সারা মুখেও বিস্তারিত।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

নিদ্রাবিলাসী [স] *বি* ঘুমানোই যার বিলাসিতা। 'এই নিদ্রাবিলাসীরা নিষ্ঠাহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

নিদ্রাবেশ [স নিদ্রা-আবেশ] *বি* ঘুমের আবেশ। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'কিয়ৎ ক্ষণ কৃত্রিম কৌতুকের পর, নিদ্রাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিদ্রা ভগবতী [স] *বি* ঘুমের দেবী। 'নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিলা সবায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নিদ্রাভঙ্গ [স] *বি* ঘুম ভাঙা। 'আরে নাঢ়া নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নিদ্রাভজনা [স] *বি* ঘুমানোর চেষ্টা। '... ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভজনা করিতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নিদ্রাভার [স] *বি* ঘুমের আবেশ। 'আমার মাথাটাও নিদ্রাভারে সেই রকম অবনত হয়ে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিদ্রাভিভূত [স নিদ্রা-অভিভূত] *বিণ* নিদ্রামগ্ন। 'পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভি হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নিদ্রাভিভূতা [স নিদ্রা-অভিভূতা] *বিণ স্ত্রী* নিদ্রামগ্ন। 'রাজকন্যা তুরায়

নিদ্রাভিভূতা হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিদ্রাভোগ [স] *বি* ঘুম ও খাওয়া। 'নিদ্রাভোগ তেজিলুম সকল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিদ্রাভোল [স নিদ্রা>] *বি* ঘুমের আবেশ। 'কুসুমশয্যায় সাধু ছিলা নিদ্রাভোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিদ্রামগন [স] *বিণ* ঘুমে বিভোর। 'ছিলাম নিদ্রামগন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নিদ্রামগ্ন [স] *বিণ* ঘুমে আচ্ছন্ন। 'নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান স্বপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নিদ্রামগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* ঘুমে আচ্ছন্ন। 'যখন জানিতে পারিলেন, শ্রোত্রী নিদ্রামগ্না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

নিদ্রামত্ত [স] *বিণ* গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। 'দিকে দিকে সৈন্য, রাজা, নিদ্রামত্ত।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

নিদ্রা যাওয়া *ক্রি* অকর্মণ্য থাকা। 'কত নিদ্রা যাবে তুমি,/ আর নিদ্রা উচিত না হয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

নিদ্রাযোগ [স] *বি* ঝিমুনি। 'আর কেন? সার লও ছাড় নিদ্রাযোগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

নিদ্রারক্ত [স] *বিণ* ঘুমানোর কারণে লাল হয়েছে এমন। 'নিদ্রারক্ত চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া দেখিল।' *তারা*, ১৯৪০।

নিদ্রালস [স নিদ্রা-আলস] *বিণ* ঘুমের আবেশে অবসন্ন। 'দশ অঙ্গুলির মতো পরশ করিছে রভসলালসে মোর নিদ্রালস তনু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নিদ্রাসংবরণ [স] *বি* ঘুম নিবারণ। 'নিতাই বহুকষ্টে নিদ্রাসংবরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নিদ্রাসমুদ্র [স] *বি* নিদ্রারূপ সমুদ্র। 'সুর আসে ভাসি ... নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

নিদ্রাসুখ [স] *বি* নিদ্রারূপ সুখ। 'তিনি মুদ্রিত নয়নে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

নিদ্রাস্থূল [স] *বিণ* ঘুমের ফলে স্থূল। 'তা তার নিদ্রাস্থূল নির্বোধ মাথায় ঢুকতে চায় না।' *হাসান*, ১৯৬৩।

নিদ্রাহত [স নিদ্রা-আহত] *বিণ* ঘুমে অচেতন। 'অবলা আজ নিদ্রাহত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

নিদ্রাহরা [স নিদ্রাহরণ>] *বিণ* ঘুম কেড়ে নেয় এমন। 'দিবানিশি আছি নিদ্রাহরা বিরহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

নিদ্রাহারা [স নিদ্রা+হারা] *বিণ* ঘুমহীন। 'বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রাহারা প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিদ্রাহীন [স] *বিণ* নির্ঘুম। 'আমার প্রাণের কথা নিদ্রাহীন আকুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নিদ্রাহীনতা [স] *বি* ঘুম না আসা; অনিদ্রা। 'বুঝতে পারছে আবিদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনিও নিদ্রাহীনতার।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

নিদ্রালু [স] *বিণ* নিদ্রাপ্রিয়; ঘুমকাতর। 'অবসন্ন ও নিদ্রালু অবস্থায় প্রত্যুষে শুনা গেল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিদ্রালুতা [স] ১ *বি* ঘুম-ঘুম ভাব। 'রাত্রির নিদ্রালুতা এখনও যেন ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ হইতে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* ঘুমের আবেশ। 'নিদ্রালুতার ভাব ফুটিয়া উঠিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

নিদ্রিত [স] ১ *বিণ* ঘুমন্ত। 'তিনি ... নিদ্রিত ছিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* জ্ঞানহীন। 'অন্য নিদ্রিত লোককে জাগ্রত কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ৩ *বি* ঘুমন্ত ব্যক্তি। 'সেও বাসার ভেতর নিদ্রিতের দলে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

নিদ্রিত ইন্দ্রিয় [স] *বি* সুপ্ত অবস্থায় আছে যে ইন্দ্রিয়। 'অকস্মাৎ নিদ্রিত ইন্দ্রিয় জাগরিত হইয়া উঠিবে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

নিদ্রিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ঘুমন্ত। 'মনরে ওরে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নিদ্রোত্থিত [স নিদ্রা-উত্থিত] *বিণ* সদ্য জাগ্রত। 'রাজপুত্র নিদ্রোত্থিত হইলে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

নিধন[১] [স নির্ধন] *বিণ* ধনহীন; গরিব। 'রান্ধে যেন ভাত পার্জা না এড়ে নিধনে নিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিধনী [স নির্ধনী] *বিণ* ধনহীন। 'অনাথ নিধনী মুঞি বিশেষ তাপিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিধন[২] [স] ১ *বি* বিনাশ; ধ্বংস। 'সুম্ভ আদি দৈত্যের সে করিয়া নিধন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* মৃত্যু। 'তিনি সম্পূর্ণ ধন রাখিয়া এই সপ্তাহে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নিধান [স] ১ *বি* আধার। 'অন্নে সান্নে কুলে সিলে গুণের নিধানে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আশ্রয়। 'তবে প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিধান।' *সুলতান*, ১৭০০।

নিধানশক্তি [স] *বি* স্থাপন করার শক্তি। 'নিধানশক্তি স্বশক্তির প্রভাবে প্রাণ কারণ এবং ধারণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিধানী [স নিঃ-ধান্য] *বিণ* ধান বর্জিত। 'নিধানী করিয়া খই তথি মহিষের দই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিধার্য, নিধার্য্য [স] *বি* নির্ধারণ। 'প্যারিকে ডাকিয়া একটা নিধার্য্য করিয়া সূই সূতা কিনিয়া আনিয়া আরম্ভ করি।' *গৌর*, ১৮২২।

নিধি [স] ১ *বি* সম্পদ। 'পাছে হারায়িবি কোলের নিধি কাছে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আধার; পাত্র। 'ধ্যান পূজা নিরবধি গণেশ গুণের নিধি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* অমূল্য ধন। 'আমি কেমন করিয়া জানাব আমার পরান কী নিধি কুড়ালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিধী [স নিধি] *বি* সম্পদ। 'হাথে নিধী পাইলেঁ রাধা কে এড়িতেঁ পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিধুবন [স] ১ *বি* বিলাসকুঞ্জ। 'উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রতিক্রিয়া; কেলিবিলাস। 'দ্বিগুণ মদন বেগেঁ করে নিধুবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* নির্জন বন। 'পরম সুন্দরী/ এহি নিধুবন মাঝ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিধুম [স নির্ধূম] *বিণ* ধোঁয়াহীন। 'নিধুম হইল অগ্নি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিধুয়া পাথার [স নির্ধূম-প্রান্তর] *বি* জনশূন্য প্রান্তর। 'জনশূন্য নিধুয়া পাথার।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

নিনা [স নীচ] *বিণ* নিম্ন; নিচু। 'দক্ষিনে হইল উভা উত্তর দিগ নিনা।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিনাদ [স] ১ *বি* গর্জন। 'বজ্রের নিনাদ বিনু কিছুই না শুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ধ্বনি। 'মধুর নিনাদ শুনি বাজে রুনঝুন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

নিনাদবাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ধ্বনিবাহী। 'যথা আকাশমণ্ডলী নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তিশ্বেরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নিনাদিত [স] *বিণ* ধ্বনিত। 'পরে তাহাদিগেরই অত্যুচ্চ কলহনাদে

সে স্থান নিনাদিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিনাদী [স] *বিণ* শব্দকারী। 'কটমট বিকট-নিনাদী।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

নিনূ *বি* মোটা কাপড়বিশেষ। 'বিবিধ প্রকার নিনূ রঙ্গ করিয়া ... সাড়ি পরিধান করিতেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

নিনেভ [ই] *বি* এশিরিয়ার খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর রাজধানী ও সেখানকার উন্নতমানের সভ্যতা। 'নিনেভে রোম হিরোশিমায় পৌঁছে অ্যাটমের ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

নিন্দ [স নিদ্রা] *বি* নিদ্রা। 'জে ফুল ভমর নিন্দহ্ সুমর বাস বিসরএ ন পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিন্দভোলেঁ *ক্রিবিণ* ঘুমের ঘোরে; নিদ্রাবেশে। 'নিন্দভোলেঁ যশোদাঞঁ তাক না জানিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিন্দক, নিন্দন, নিন্দনীয় *দ্র* নিন্দা

নিন্দা[1] [স নিন্দা>] *ক্রি* নিন্দা করা। 'আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিন্দসি** *ক্রি* নিন্দা করছো। 'আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিন্দি** *ক্রি* নিন্দা ক'রে। 'জ্ঞান কর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **নিন্দিছে** *ক্রি* নিন্দা করছে। 'মুণ্ড অতি সুগঠন চিকুরে নিন্দিছে ঘন।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিন্দিয়া** *ক্রি* নিন্দা ক'রে। 'বিকশিত কোকনদ নিন্দিয়া উভয়পদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নিন্দিল** *ক্রি* নিন্দা করলো। 'মৈর্জ্জাদা না জানি বাপে ব্রাহ্মণ নিন্দিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নিন্দিলুঁ** *ক্রি* নিন্দা করলাম। 'প্রত্যএ না করি মনে নিন্দিলুঁ তাহারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিন্দিস** *ক্রি* নিন্দা করিস। 'বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস বিধিরে তোরা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নিন্দা[2] [স] *বি* বদনাম। 'নিজজন বচন ঢোল সম ঘোষই নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিন্দক [স নিন্দুক] *বি* নিন্দুক। 'দীন-হীন-নিন্দকাদি সবারে নিস্তারিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিন্দন [স] *বি* নিন্দা। 'যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নিন্দনীয় [স] ১ *বিণ* নিন্দার যোগ্য। 'পরে সে বেশ্যাচরণ করিলেও নিন্দনীয় হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ২ *বিণ* অবাঞ্ছিত। 'সেটি বাউল মতানুসারে দূষ্য ও নিন্দনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নিন্দা-অপবাদ [স] *বি* অখ্যাতিসূচক গল্পগুজব। 'ট্যাজিয়ারের যত কিছু গালগল্প, যত কিছু নিন্দা-অপবাদ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

নিন্দাকর [স] *বিণ* অখ্যাতির কারণস্বরূপ। 'রামচন্দ্রপুরী হইল সর্ব্বনিন্দাকর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিন্দা-কর্ম [স] *বি* খারাপ কাজ। 'আর যদি নিন্দা-কর্ম কভু না আচর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নিন্দাগ্লানি [স] ১ *বি* নিন্দার গ্লানি। 'সমস্ত নিন্দাগ্লানি ও আত্মীয়বিচ্ছেদকে সার্থক করিয়া তুলুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বি* কলঙ্ক। 'নিন্দা-গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল, মিলন-হেতু।' *নজরুল*, ১৯২৫।

নিন্দাত্মক [স নিন্দা-আত্মক] *বিণ* নিন্দাসূচক। 'গীত-নৃত্যের ঐতিহ্য অবিমিশ্র প্রশংসাত্মক নয়, এই নিন্দাত্মক একটা দিকও রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

নিন্দাপঙ্ক [স] *বি* নিন্দারূপ পঙ্ক। 'সে কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে তিলক টানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নিন্দা-পরিবাদ [স] *বি* নিন্দা-অপবাদ। 'দুঃখে শোকে নিন্দা-পরিবাদে চিত্ত তার ডোবে না অবসাদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

নিন্দাপ্রশংসা [স] *বি* নিন্দা ও প্রশংসা; নিন্দাস্তুতি। 'সমস্ত আত্মীয়বন্ধুর নিন্দা প্রশংসা সবলে উপেক্ষা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'সে ... গ্রাহ্য করে না লোকমুখের নিন্দাপ্রশংসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নিন্দাবাক্য [স] *বি* মন্দ কথা। 'নিন্দাবাক্যে তাহার যাতনাকে শতগুণ প্রবলা করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

নিন্দাবাদ [স] *বি* কুৎসা। 'অঙ্কনিপাতনে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটিলে ... পূর্ব্বপুরুষেরদিগকে নিন্দাবাদ করিতেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

নিন্দা বান্দা *বি* নিন্দাবাদ; কুৎসা। 'নিন্দা বান্দা কান্না কাটনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নিন্দাবিলাসী [স] *বি* নিন্দা করতে পটু এমন। 'এই নিন্দাবিলাসীরা নিষ্ঠাহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

নিন্দাবৃত্তি [স] *বি* কুৎসা করার মনোবৃত্তি। 'সমাজপতিরা বললেন আমি হীন নিন্দাবৃত্তি অবলম্বন করেছি।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

নিন্দা-বেদনা [স] *বি* নিন্দাজনিত কষ্ট। 'অযোগ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে যেন নিন্দা-বেদনার অনাবশ্যক অপব্যয় না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিন্দাভাজন [স] *বি* নিন্দার পাত্র। 'কেবল সম্পাদক মহাশয়ের নিন্দাভাজন হইলাম কিন্তু তথাপিও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নিন্দামন্দ [স] *বি* বদনাম। 'অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

নিন্দারোপণ [স] *বি* কুৎসা রটানো; নিন্দা করা। 'পিছনে গোপন নিন্দারোপণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিন্দার্হ [স] *বিণ* নিন্দনীয়। 'তাঁহাদের বেশভূষা ... সভায় নিন্দার্হ হইয়াছিল সন্দেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিন্দাস্তুতি [স] *বি* সুখ্যাতি এবং কুখ্যাতি। 'নিন্দাস্তুতির উপর তাহার তেমন একান্ত নির্ভর নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নিন্দে [স নিন্দা] *বি* বদনাম; নিন্দা। 'এত বড় নিন্দে ভোলী।' *বড়ু*, ১৫০০।

নিন্দা[3] [স নিদ্রা] *ক্রি* ঘুম পাড়ানো। 'নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আম্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিন্দাইব** *ক্রি* ঘুম পাড়াবো। 'নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আম্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিন্দাউলী** *বিণ* নিদ্রাকারক। 'নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আম্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিন্দে** *ক্রিবিণ* ঘুমে; নিদ্রায়। 'নিন্দে আকুল গোকুলের লোক ভৈল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিন্দিত [স] ১ *বিণ* প্রতিতুলিত; [চন্দনের গন্ধ] নিন্দনীয় হয় এমন। 'নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* নিন্দাযোগ্য। 'ক্রিয়া কর্ম্ম এইক্ষণে যেরূপ করিতেছ তাহা নিন্দিত।' *কেরি*, ১৮০২; 'নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

নিন্দুক [স] *বি* নিন্দাকারী। 'ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দুক দুরাচার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নিন্দুকতা [স] *বি* নিন্দা করার কাজ। 'তাহার নিন্দুকতাকে নিন্দা করিবার সুখ আমারও হাতে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিন্দ্য [স] *বিণ* নিন্দিত। 'পতি মোর কুলে বন্দ্য কুলে নহে নিন্দ্য বিল্বপত্রে জার অধিষ্ঠান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিপট[1] *বিণ* নিখাদ। 'যাহা হইতে অধিক টাকা পাওয়া যায় তাহারদিগেরই সহিত প্রেম হয়, কিন্তু তাহাও নিপট প্রেম নয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

নিপট[2] *বি* লম্পট। 'চুমে তোমরা নিপট।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নিপতিত [স] *বিণ* পতিত। 'তাঁহার চরণে নিপতিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নিপদ *বি* বিপদ। 'নিপদেত ধর্ম্ম কর মনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নি-পাখি *বিণ* পাখিহীন। 'নি-পাখি ভীষণ নীল দগ্ধদেশে উদ্ভিদহীনতা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নিপাত[1] [স] **১** *বি* বিনাশ। 'তোর রাজ কংসের মো করিবোঁ নিপাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পতন। 'চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট / ঘন-ঘন-ঝন-ঝন বজর নিপাত।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* পরাজিত। 'ভুঁইয়ারদিগকে নিপাত করিয়া তাহারদের রাজ্য লইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বি* (ব্যাকরণ) নিপাতন; নিয়মের মধ্যে পড়ে না যেসব শব্দ। 'পাণিনি বলেন, নিপাত তিন প্রকার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নিপাতক [স] *বিণ* বিনাশকারী। 'নিপাতক চণ্ড জম্ভ আর শুম্ভ নিশুম্ভ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিপাতকারী [স] *বিণ* বিনাশকারী। 'নমুচি নামক অসুরের নিপাতকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নিপাতা [স নিপাত>] *ক্রি* বিনাশ করা। 'বৈরী নিপাতিতে পন্থা চলে কামরূপে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

নিপাত[2] [স পত্র>] *বি* পাতা পড়া। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

নিপাতন [স] *বি* ধ্বংসসাধন। 'পরিব্যাপ্ত পরমাণু নিপাতন প্রচারে নিখিলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

নিপাতনসাধ্য [স] *বিণ* সহজসাধ্য। 'তাঁহারা "পোড়ারমুখী" "ডেকরা" ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নিপান *বি* পাত্রবিশেষ। 'লাল রক্তে কাচের নিপান ভরে যায়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

নিপিষ্ট [স] *বিণ* অত্যাচারিত। 'মায়ের বাপের সঙ্গে সমান সন্তানও হয় নিপিষ্ট।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

নিপীড়ন [স] *বি* নির্যাতন। 'তাহাদিগকে দীর্ঘকালের নিপীড়ন ও নিগ্রহের পতিরোধে শক্তিসম্পন্ন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'তোমার দন্ত হন্তরে বাঁধে কার নিপীড়ন-চেড়ী?' *নজরুল*, ১৯২৬।

নিপীড়ন-চেড়ী [স] *বি স্ত্রী* নির্যাতনের দাস। 'তোমার দন্ত হন্তরে বাঁধে কার নিপীড়ন-চেড়ী?' *নজরুল*, ১৯২৬।

নিপীড়নস্মৃতি [স] *বি* নিপীড়নের স্মৃতি। 'এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নিপীড়িত [স] *বিণ* নির্যাতিত। 'প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

নিপীড়িতা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যাচারিত; নিগৃহীত। 'এই নিপীড়িতা কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিপুণ [স] **১** *বিণ* নিখুঁত। 'উপজিলে নিবর্তিলে সাত্ত্বিক নিপুণ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* দক্ষ। 'কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

নিপুণতমতা [স] *বি* অতিশয় দক্ষতা। 'ইঙ্গরেজী ভাষায় নিপুণতমতা প্রকাশ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নিপুণতর [স] *বিণ* তুলনামূলকভাবে অধিক নিপুণ। 'অভিজ্ঞতার তুলনাবিশ্লেষণের উপায়পদ্ধতি যত সূক্ষ্ম এবং নিপুণতর হয়, ততই জগৎ ...।' *শিব*, ১৯৫০।

নিপুণতা [স] **১** *বি* নৈপুণ্য। 'নৃত্যে-গীতে নিপুণতা বয়সে কিশোরী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* পটুতা। 'নাট্যক্রীড়ার নিপুণতাতে প্রাণ বিয়োগ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

নিপুণতানুসারে [স নিপুণতা-অনুসারে] *ক্রিবিণ* নিপুণতা অনুযায়ী। 'মনুষ্যেরা আপন আপন অভিরুচি বা নিপুণতানুসারে ... উপভোগ্য বস্তু উৎপন্ন করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিপুণতাসূচক [স] *বিণ* দক্ষতার প্রমাণ দেয় এমন। 'অতি নিপুণতাসূচক সার্টিফিকট।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

নিপুণা [স] *বিণ স্ত্রী* দক্ষ। 'বক্রোক্তিতে নিপুণা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নিপুন [স নিপুণ] *ক্রিবিণ* দক্ষতার সঙ্গে। 'জরাসিন্ধ মহাযুদ্ধ করিল নিপুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিপ্পন [জা] *বি* জাপানের প্রাচীন নাম। 'নিপ্পনের টাইডাল ওয়েভের মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিপ্পনী [জা নিপ্পন>] *বিণ* জাপানে তৈরি। 'যেন স্প্রিংয়ে নিপ্পনী পুতুল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নিপ্রত্যাস *বি* প্রাত্যহিক রেওয়াজ। 'ফকিরের নামে ভিখ হইল নিপ্রত্যাস।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নিফল [স নিষ্ফল] *বিণ* বিফল; নিষ্ফল। 'কিসক যৌবন রাধা করহ নিফল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কাহ্নু তোহ্মা বিণি সব নিফল মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিফলে *ক্রিবিণ* বিফলে। 'নিফলে পোহাইল রাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিফুলতি করা *ক্রি* ধীরে ধীরে নিঃশেষ করা। 'নিফুলতি করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিব[1] [স নির্বাণ>] *বিণ* নির্বাপিত। **নিব নিব** [স নির্বাণ>] *বিণ* প্রায় নিবে যাচ্ছে এমন। 'গোধূলিতে নিব-নিব আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিবন্ত [স নির্বাণ>] **১** *বিণ* নিভে যাচ্ছে এমন। 'নিবন্ত অগ্নিসিন্ধু।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* ডুবে যাচ্ছে এমন; অস্তায়মান। 'নিবন্ত সূর্যের পথে আজ যদি এসে থাকে মৃত্যু-অবকাশ/ ভুলে যেও।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

নিবে যাওয়া *ক্রি* নির্বাপিত হওয়া। 'নিবে গেল ধীরে ধীরে চিতার অনল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

নিব[2] [ই] *বি* কলমের ধাতুনির্মিত মুখ, যার সাহায্যে লেখা হয়। 'নতুন নিব পরানো কলমগুলি।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'কলম থেকে নিবটা খুলে দুই ঠোঁটের মাঝখানে বসিয়ে নেব।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

নিবংশে [স নির্বংশ] *বিণ* লুপ্তবংশ। 'নিবংশে হবেন – নিবংশে হবেন; নিজে মরবেন না কানা হবেন।' *তারা*, ১৯৪২।

নিবড়া *ক্রি* শেষ হওয়া। **নিবড়িল** *ক্রি* শেষ হলো; অতীত হলো। 'সরত নিবড়িল হেমন্ত উদয়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। **নিবড়ে** *ক্রি* শেষ হয়। 'আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিবদ্ধ [স] **১** *বিণ* নির্ধারিত। 'পাঠের নিয়মকাল অধ্যাপকেরদিগের এবং ছাত্রেরদিগের স্বস্ব সুসারানুসারে নিবদ্ধ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **২**

বিণ বিন্যস্ত। 'তাঁহারদিগকে নীচ২ মর্য্যাদা শ্রেণিতে নিবদ্ধ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বিণ* আবদ্ধ। 'অনধিকাল পরেই ইংরাজদিগের রণতরী দুর্গ সন্নিধানে নিবদ্ধ হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* আটকানো; বাঁধা আছে এমন। 'যদিও তাহারা স্ব স্ব পদনিবদ্ধ লৌহশৃঙ্খল এককালে মোচন করিতে পারে নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'বহুবিধ উত্তমোত্তম ব্যবসায়ের মূল জনসমাজে নিবদ্ধ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

নিবদ্ধদৃষ্টি [স] *বি* স্থির দৃষ্টিপাত। 'খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নিবন্ধ [স] ১ *বি* সম্পর্ক স্থাপন। 'নিবন্ধ দৈবের পাশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ভাগ্য। 'যার যে নিবন্ধ কবেহ নহে দূর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'বনি ওতবা সএবাক করিলা নিবন্ধ।' *সুলতান*, ১৬৫০। ৪ *বি* নিয়ম। 'বিধাতার নিবন্ধ বাপের হইল অন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *বিণ* বাঁধা হয়েছে এমন। 'তীরতরু সুবর্ণ নিবন্ধ শাখামূল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৬ *বিণ* বদ্ধ; আটক। 'নিবন্ধ যে ভ্রমর।' *গোলোক*, ১৮০১। ৭ *বি* রচনা; প্রবন্ধ। 'ভরসা হয় যে এই নিবন্ধ ও অন্য২ নিবন্ধ দ্বারা সে জ্ঞানোদয় হইবে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৮ *বি* সংগঠন। 'মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকের আহার প্রদান ও রোগ প্রতীকারার্থ ঔষধ প্রদান করা এ নিবন্ধের মুখ্য কর্ম্ম।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

নিবন্ধতা [স] *বি* বন্ধন; বাঁধন। 'দারিদ্র্য নিবন্ধতায় বিদ্যা চর্চ্চার তাদৃশ্য সুযোগ ও সৌভাগ্য তাঁর ঘটেনি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিবন্ধিত [স] *বিণ* নির্বন্ধিত; নির্দেশিত। 'জেমন আছিল পূর্ব্বে দেব নিবন্ধিত।' *রামাই*, ১৭১০।

নিবন্ধন [স] ১ *বি* নির্বন্ধ; নির্দেশ। 'দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* নিমিত্ত। 'নিউটনের নব নব আবিক্রিয়া নিবন্ধন অসাধারণ সম্মান দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

নিবর্ত, নিবর্ত্ত [স] ১ *বিণ* বিরত। 'নিবর্ত হইলা প্রভু হরিষ অন্তরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'লুব্ধক নিবর্ত্ত হইয়া বসিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বিণ* খর্ব। 'পিসিস্ট্রাটস সেখানকার সাধারণ অধিকার নিবর্ত্ত করিয়া আপনি রাজা হইয়াছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নিবর্তক, নিবর্ত্তক [স] *বি* নিবারক। 'আর তাহার নিবর্ত্তককে নিন্দনীয় জানায়।' *রামমোহন*, ১৮১৯।

নিবর্তন, নিবর্ত্তন [স] *বিণ* নিবৃত্তকরণ; নিবৃত্তি। 'যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিবর্তা[১] [স নিবর্ত>] ১ *ক্রি* বিরত হওয়া। 'উপজিলে নিবর্ত্তিলে সাত্তিক নিপুণ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* ক্ষান্ত হওয়া। 'নিবর্ত্তিয়া গেল রাজা আপনা ভুবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিবর্তা[২], **নিবর্ত্তা** [স] *বিণ* স্ত্রী বিরত। 'সহমরণ হইতে নিবর্ত্তা হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নিবর্তিত [স] *বিণ* প্রত্যাবর্তিত। 'নিবর্তিত আশ্বাসের বিরুক্তি শুনেই জনশূন্য উন্মুখ গোপুর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিবসা [স নিবসন>] *ক্রি* বাস করা। 'জথা নিবসএ কৃষ্ণ হস্তিনা নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **নিবস** *ক্রি* বাস করো। 'কোন দেশে নিবাস নিবস কোন গ্রাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নিবসএ** *ক্রি* অবস্থান করে; বাস করে। 'জথা নিবসএ কৃষ্ণ হস্তিনা নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **নিবসন্তি** *ক্রি* বাস করে। 'অম্বালিকা সহ দেবি সুখে নিবসন্তি।' *মালাধর*, ১৫০০। **নিবসন্তি** *ক্রি* বাস করে। 'পঞ্চপুত্র সহিতে দেখি সুখে নিবসন্তি।' *মালাধর*, ১৫০০। **নিবসিত** *ক্রি* বাস করে। 'মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র নিবসতি এক ঠাই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নিবা [স নির্বাণ] *ক্রি* শেষ হওয়া; ফুরিয়ে যাওয়া। 'নিবিলে দিনের আলো, সন্ধ্যা হলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **নিবাইনু** *ক্রি* নিভালাম। 'আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

নিবে যাওয়া *ক্রি* নিস্তব্ধ হওয়া। 'বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নিবাড়িল [স নিবারণ>] *ক্রি* শেষ করলো। 'শাস্ত্রমতে জেবা ছিল একে একে নিবাড়িল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিবাণ [স নির্বাণ] *বি* নির্বাণ। 'চালিঅ ষষহর পউ নিবাণেঁ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

নিবাত [স] *বিণ* বায়ুশূন্য। 'তাহার পর কত সৌর-জগৎ পার হইয়া নিবাত, নিস্তব্ধ, নিঃসংজ্ঞ, নিঃশব্দ, অপ্রতর্ক্য, অপ্রকল্প্য, শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

নিবানো [স নির্বাণ>] *ক্রি* নিভিয়ে দেওয়া। 'প্রজ্বল আনল কাহ্নাঞিঁ না নিবাএ ঘৃতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিবাইল** *ক্রি* নিভিয়ে ফেললো। 'উজ্বল প্রদিপ জেন হস্তে নিবাইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নিবাউক** *ক্রি* নিভিয়ে দিক। 'নরকের আনল নিবাউক ভাল মতে।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিবাএ** *ক্রি* নির্বাপিত হয়। 'প্রজ্বল আনল কাহ্নাঞিঁ না নিবাএ ঘৃতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিবাও** *ক্রি* নিভিয়ে দাও। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **নিবায়** *ক্রি* নিভায়। 'নিবায় অস্ত্রেন করি পাপিষ্ট আগুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নিবিল** *ক্রি* নিভে গেলো। 'আল্লার হুকুম হৈল নিবিল আনল।' *সুলতান*, ১৭০০।

নিবো [স নির্বাণ>] *বিণ* নির্বাপিত। **নিবো-নিবো** *বিণ* নিভে যাচ্ছে এমন। 'বারান্দায় নিবো-নিবো শিখার গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নিবান্ধব [স নির্বান্ধব>] *বিণ* বন্ধুহীন। 'একসর নিবান্ধব রণে অতি পরাভব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিবার [স নিবারণ>] *বি* নিবারণ; বারণ। 'কোন মতে তাহা আম্মি করিতে নিবার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিবারক [স] *বিণ* নিবারণকারী; নিবারণ করে এমন। 'শীত নিবারক কাঁথার এক ভাগে অগ্নি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

নিবারণ [স] ১ *বি* নিষেধ। 'দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবারণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* নিবৃত্তকরণ। 'মণ্ডলী হইয়া করে লোক-নিবারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* রোধক। জগ-জনে কৈল শীতনিবারণ বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* দূরীকরণ। 'পরামর্শ দিলেক যে ইহার কল্ল নিবারণের নিমিত্তে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বিণ* বাতিল। 'রাজা অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া রাজকর নিবারণ করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৬ *বিণ* নিবৃত্ত। 'মনস্বরূপ মাতলা হস্তিকে জ্ঞান রূপ ডাঙ্গশ দিয়া নিবারণ করিয়া ...।' *গৌর*, ১৮২২। ৭ *বি* রোধ। 'স্ত্রীদাহ নিবারণ।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৮ *বি* প্রশমন। 'তখন কাক, ইচ্ছামত জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৯ *বিণ* নিরস্ত। 'এ স্রোতকে নিবারণ করে কাহার সাধ্য?' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

নিবারণার্থ [স নিবারণ-অর্থ] ১ *ক্রিবিণ* এড়ানোর জন্য। 'শূকর নিবারণার্থ বারণারোহণ করিয়া আপনি একাকী প্রস্থান করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *ক্রিবিণ* প্রশমনের জন্য। 'প্রজাদ্রোহ নিবারণার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য ও রণতরী রক্ষা করিতে হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *ক্রিবিণ* দূর করার জন্যে। 'গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্র লোককে গাল দেওয়া হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

নিবারিত [স] ১ *বিণ* বিরত। 'প্রাসাদ গঠন ব্যাপার নিবারিত থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* নিবৃত্ত। 'তাহারদিগকে বহুকালপর্য্যন্ত যুদ্ধকরণের দ্বারা নিবারিত করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নিবারন [স নিবারণ] *বি* নির্বাপণ। 'গ্রাসিতে আইসে অগ্নি কর নিবারন।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিবারা [স নিবারণ>] ১ *ক্রি* নিবৃত্ত করা। 'নিবারহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মারে বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* প্রশমন করা। 'উপদেশ কহে লোক নিবারে রানির শোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* নিবারণ করা। 'নয়নবারি নিবারো নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **নিবার** *ক্রি* নিবারণ করে। 'নহে নিবার রুধির ধার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **নিবারএ** *ক্রি* নিবারণ করে। 'বৃক্ষে বৃক্ষ নিবারএ অক্ষোভ স্বরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নিবারন্ত** *ক্রি* নিবারণ ক'রে। 'সহদেবে ধরে পাও হাতে নিবারন্ত নরনাথে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নিবারহ** *ক্রি* নিবৃত্ত করো। 'নিবারহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মারে বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিবারিআঁ** *ক্রি* নিবারণ বা নিবৃত্ত ক'রে। 'এহা বুঝি নিবারিআঁ থাক নিজ মন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিবারিউ** *বিণ* নিবারিত। 'ভয় ঘিণ দুর নিবারিউ।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। **নিবারিতে** *ক্রি* নিবারণ করতে। 'করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **নিবারিব** *ক্রি* নিবারণ করবো। 'নিবারিব কাহার পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিবারিয়া** *ক্রি* নিবারণ ক'রে। 'নিবারিয়া বাদ্যভাণ্ড বোলে মোহাসএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নিবারিল** ১ *ক্রি* নিবারণ করলাম; নিবৃত্ত করলাম। 'তোহ্মার বচনে আহ্মে নিবারিল কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* শেষ হলো। 'দোহানের মধ্যে যদি বাক্য নিবারিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিবারিলোঁ** *ক্রি* নিবারিত করলাম। 'আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিবারিহে** *ক্রি* নিবারণ করে। 'পুরুষের আখি নিবারিহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিবারী** *ক্রি* চেপে ধরে। 'চরণ নূপুর উপর সারী। মুখর মেখল করে নিবারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নিবারে** *ক্রি* প্রতিহত করে। 'যথ শর হামজাএ নিবারে তুরমান।' *সুলতান*, ১৭০০।

নিবার্য, নিবার্য্য [স] ১ *বিণ* নিবারণযোগ্য। 'শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে তাহা আমার নিবার্য্য কারণ নহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* ব্যাঘাতসৃষ্টিকারী। 'দুর্ব্বলতার নিবার্য্য কারণ কিছু দেখা যায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নিবাস[1] [স] *বি* আবাস। 'য়াখোআল হআঁ বোল জগতনিবাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিবাসা[1] [স নিবাস] *বি* বাসা। 'নাসা খগপতিচঞ্চু ভরম ভয়ে কুচগিরি সান্ধি নিবাসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিবাসা[2] [স নিবাস>] *ক্রি* বাস করা। 'ফণী কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নিবাসি, নিবাসী [স নিবাসী] ১ *বিণ* বসবাসকারী। 'সুনিএরা কৃষ্ণের কথা গোকুল নিবাসি।' *মালাধর*, ১৫৫০; 'পূর্ব্ব দেশ নিবাসী আপন রোজগারের চেষ্টায় ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* ঘরে অবস্থানকারী; গৃহস্থ। 'ভূমিকম্প হইয়া নিবাসি ব্যক্তিরদের প্রাণ ধন এবং অট্টালিকাদির যেমন অপচয় হইয়াছে তদ্রূপ অন্যত্র হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

নিবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বাসিন্দা। 'বেশ্যারদিগের নিকট অসম্ভ্রান্ত হইয়া বাঁশতলার গলি নিবাসিনী পতিতপাবন কারিণী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নিবাস[2] [স] *বি* বিবস্ত্র যে। 'নিবাসে বাস পনু দেয়ল সোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিবি [স নীবি] *বি* কোমর। **নিবিক বন্ধ** [স নীবিবন্ধ] *বি* কটিবন্ধ; কোমরের বন্ধনী। 'শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

নিবিড় [স] ১ *বিণ* গাঢ়। 'যা দেখিআঁ মাঙ্গে কাহ্নাঞিঁ নিবিড় শৃঙ্গার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* খুব আপন। 'তোর সঙ্গে আছে মোর নিবিড় সম্বন্ধ।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৩ *বিণ* মোটাসোটা। 'নিবিড় নিতম্ব অতিভার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* ঘন; গভীর। 'এক নিবিড় বনে পড়িয়া তাহার শিং ডালে জড়াইল।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'বহু শতাব্দী পূর্বে উহা নিবিড় অরণ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বিণ* ঘনসন্নিবিষ্ট। 'নিবিড় বৃক্ষ-শ্রেণী, পুষ্পিত তরুশাখা, উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ নবীনপত্র ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ *বিণ* শক্ত। 'অপ্রণয়রূপ অগ্নিকণা, মোহরূপ নিবিড় আবরণে আচ্ছন্ন ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৭ *বিণ* তীব্র। 'যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিবিড়-কালো [স নিবিড়+কালো] *বিণ* ঘোর অন্ধকার। 'নিবিড়-কালো যামিনী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নিবিড়কুন্তল [স] *বি* ঘন চুল। 'নীরদের স্কন্ধে খেলে নিবিড় কুন্তল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড়কুন্তলসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিবিড় গৃহশ্রেণী [স] *বি* ঘনবসতি। 'কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তভীয় নির্ম্মল বায়ু অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহশ্রেণী দ্বারা প্রতিবদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নিবিড়তম [স] *বিণ* অত্যন্ত ঘন। 'কোথাওবা নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিবিড়তর [স] ১ *বিণ* তুলনায় বেশি ঘন। 'এক্ষণে আমরা যে নিবিড়তর অন্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া রহিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* গাঢ়তর। 'আজকের এই নিস্তব্ধ নিভৃত উপভোগটি মনের মধ্যে এমন নিবিড়তর হয়ে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিবিড়তা [স] ১ *বি* ঘনবিন্যাস। ইহাতে যে শব্দযোজনায় নিবিড়তা ও ছন্দের উত্থান-পতন আছে তাহাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ২ *বিণ* ঘেঁষাঘেঁষি। 'খাট পালং চৌকির নিবিড়তার মধ্যে নিয়মিত জীবনযাত্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* ঘনিষ্ঠতা। 'যে মমতা নিবিড়তার থেকে জন্মেছে।' *জীবন*, ১৯৩১। ৪ *বি* ঘনত্ব। 'যে বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে তার নিবিড়তা হিসাব করলে জানা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৫ *বি* গাঢ়তা। 'চৈত্রে সে বিরলরসে নিবিড়তা পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

নিবিড়তিমিরতল [স] *বি* গাঢ় অন্ধকার স্থান। 'স্বপনগহন নিবিড়তিমিরতলে বিহ্বল রাতে সে যেন গোপনে জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

নিবিড়তিমিরময় [স] *বিণ* ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'নিবিড়তিমিরময় কুঞ্জ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

নিবিড়নন্দিত [স] *বিণ* নিবিড়ভাবে আনন্দিত। 'নিবিড়নন্দিত প্রেমকম্পিত হৃদয়কুঞ্জবিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিবিড় নিতম্বিনী [স] *বিণ* ভারী পাছাযুক্ত। 'রতিপণ্ডিতা বহুমানিতা মধুরভাষিণী নিবিড় নিতম্বিনী।' *ভবানী*, ১৮২৭।

নিবিড়ানন্দময় [স নিবিড়-আনন্দময়] *বিণ* গভীর আনন্দপূর্ণ। 'যাহার মুহূর্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নিবিতা [স নিবৃত্ত>] *ক্রি* নিবৃত্ত হয়। 'সহজ নলিনীবণ পইসি নিবিতা।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

নিবিদ [স] ১ *বি* অন্তর্গত জ্ঞান। 'মুখে রটে নিবিদের মন্ত্র উচাটন।' *সুধীন্দ্র*,

১৯২৯। ২ *বিণ* আত্মগত। 'কিন্তু তার চেয়েও নিবিদ নিবেশে মননের অপর বস্তুতে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিবির্ত্তি [স নির্বৃত্তি] *ক্রি* নিবারণ। 'পিপাসা নিবির্ত্তি করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নিবিল[1] [স নিবিড়] *বিণ* নিবিড়। 'নিবিল নীরদ রুচির দরসএ অরুন জনি নিঞ্জ দেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিবিল[2] *দ্র* নিবানো

নিবিষ্ট [স] ১ *বিণ* মগ্ন। 'নিবিষ্ট করিয়া চিত্ত শিবের চরণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অনুগত। 'এইখানকার মহারাজাদের কৃষ্ণী নিবিষ্ট ভৃত্যবৎ ছিল।' *রামরাম*, ১৮০২। ৩ *বিণ* নিয়োজিত। 'কেহ প্রফুল্লচিত্তে ... উৎসবঘটিত ব্যাপারে সাতিশয় নিবিষ্ট আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'এদেশীয় প্রায় সমুদায় ভূস্বামীই এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বিণ* বিভক্ত। 'ইহারা তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৬ *বিণ* ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে এমন। 'সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিবিষ্টচিত্ত [স] *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'তিনি, কিংকর্তব্য নিরূপণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া, উপবিষ্ট আছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নিবিষ্টপ্রাণ [স] *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'এমন বৈচিত্র্যময় অথচ প্রত্যেকটি সাধনায় নিবিষ্টপ্রাণ সাধকের দৃষ্টান্ত সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

নিবিষ্টমন [স] *বি* একাগ্রচিত্ত। 'ইটালিতে গিয়ে নিবিষ্টমনে শিল্পালোচনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিবিষ্টমনা [স] *বিণ* গভীর মনোযোগী। 'রাজা গুণাধিপ ... পুনর্বার রাজকার্যে নিবিষ্টমনা হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিবিষ্টি [স নিবিষ্ট] *বিণ* প্রবিষ্ট। 'মন নিবিষ্টি করে কাগজ নিয়ে বসো এখন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

নিবু [স নির্বাণ] *বি* যে কোনো সময়ে নিভে যাওয়ার ভাব। **নিবুনিবু** *বিণ* নিভে যাচ্ছে এমন। 'দেখিল বিজন ঘরে দীপ নিবু নিবু করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে নিবুনিবু অবস্থায়।' *মানিক*, ১৯৪০।

নিবুধী [স নির্বোধ] *বি* নির্বোধ। 'জো সো বুধী সৌধ নিবুধী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

নিবৃত্ত [স] ১ *বিণ* বিরত; ক্ষান্ত। 'গৃহিগণ স্ব স্ব ব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়া ক্ষুধা নিবারণোপায়ে প্রবৃত্ত হইতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* স্তিমিত। 'ত্রয়োদশ রাত্রি গতে এই মহাবায়ু নিবৃত্ত হইলে পর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* ধীর। 'শান্ত নিবৃত্ত বিবেচক।' *জীবন*, ১৯৩২।

নিবৃত্ত হওয়া *ক্রি* পিছপা হওয়া। 'এগিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হোয়ো না।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নিবৃত্তি [স] ১ *বি* অবসান। 'অনর্থ নিবৃত্তি সতে দুরগতি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* উদ্বেগ; অনুরাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* উপশম। 'রোগনিবৃত্তি নিমিত্তক কটুতিক্ত কষায় ঔষধি পান।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৪ *বি* বিষয়-বিরাগ। 'প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তির উপদেশকরণ অনুপযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নিবৃত্তিকাল [স] *বি* রোধের সময়। 'বহুবিবাহ নিবৃত্তিকালে অনন্যতন্ত্র নিষ্ঠায় তিনি যে অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করে গেছেন ...।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

নিবৃত্তিমার্গ [স] *বি* বৈরাগ্য; সন্ন্যাস। 'দুটোই নিবৃত্তিমার্গের অভ্যাস।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

নিবৃন্ত [স নির্বৃন্ত] *বিণ* বোঁটাহীন। 'নিবৃন্ত পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিবেদ [স] *বি* জ্ঞাপন। 'নিজ মন খেদ করিতে নিবেদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিবেদন [স] ১ *বি* প্রার্থনা। 'নিবেদন তুমার চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অনুরোধ। 'দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন ... করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৩ *বি* প্রকাশ। 'অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এ পরাভব প্রযুক্ত নিবেদন করি নাই।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* আবেদনপত্র। 'তলবচিঠী ফরিয়াদি ও আসামী যাহার নিবেদনে লেখাজ্ঞার।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

নিবেদন করা *ক্রি* প্রকাশ করা। 'নিবেদন করিল সমস্ত বিবরণ দাউদের ঠাঁই।' *রামরাম*, ১৮০১।

নিবেদন পত্র [স] *বি* দরখাস্ত; আবেদনপত্র। 'যাঁহারা পাঠার্থী হয়েন তাঁহারা আত্ম প্রার্থনাসূচক নিবেদন পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত লিখিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

নিবেদনমিতি [স] – পত্রের শেষে বিনয়প্রকাশক বাক্যাংশ। 'নিবেদনমিতি সন ১১৮০ সাল সদর সন ১১৮১ মপস্বল তেরিখ ১৩ কার্ত্তিক।' *মেয়র্স*, ১৭৭৪।

নিবেদা [স নিবেদন>] *ক্রি* নিবেদন করা। 'কাতে নিবেদিবোঁ মোএঁ এথা কেহো নাহি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিবেদএ** *ক্রি* নিবেদন করে। 'ধনপতি দণ্ডে কিছু নিবেদএ রায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নিবেদয়ে** *ক্রি* নিবেদন করে। 'সম্ভ্রমে বীরের ঠাঞি নিবেদয়ে চর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নিবেদি** *ক্রি* নিবেদন করি। 'নিবেদি কহিয়া বাণী পবন সহিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **নিবেদিএ** *ক্রি* নিবেদন ক'রে। 'কান্দে গজঘটা রায়ে নিবেদিএ দুঃখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নিবেদিতেছি** *ক্রি* নিবেদন করছি। 'তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি।' *রামমোহন*, ১৮২১। **নিবেদিনু** *ক্রি* নিবেদন করলাম। 'নিবেদিনু সকল নিশ্চিতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **নিবেদিব** *ক্রি* নিবেদন করবো। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **নিবেদিবোঁ** *ক্রি* নিবেদন করবো। 'কাতে নিবেদিবোঁ মোএঁ এথাঁ কেহো নাহি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিবেদিমু** *ক্রি* নিবেদন করবো; জানাবো। 'তুহ্মি পুত্র বিনে দুঃক্ষ নিবেদিমু কাহাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নিবেদিয়া** *ক্রি* নিবেদন ক'রে। 'কৃষ্ণ ঠাঞি নিবেদিয়া বিপক্ষ সংহার।' *মালাধর*, ১৫০০। **নিবেদিয়ে** *ক্রি* নিবেদন ক'রে। 'কি জানি যে স্তুতি নিবেদিয়ে তুয়া পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নিবেদিল** ১ *ক্রি* নিবেদন করলাম। 'নিবেদিল সভাকারে আপন বিনএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* নিবেদন করলো। 'সমাহিতে নিবেদিল জাহ্নবী তনয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নিবেদিলুঁ** *ক্রি* নিবেদন করলাম। 'এত চিন্তি নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **নিবেদিলু** *ক্রি* নিবেদন করলাম। 'নিবেদিলু অতেব প্রভুর আগমন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **নিবেদিহ** *ক্রি* নিবেদন কোরো। 'যত কিছু বসে তোর মণে নিবেদিহ কাহ্নের থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিবেদিতপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাণ সঁপে দিয়েছে এমন। 'গাছের নিচে বাঙালি সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র চর্চায় কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ লোক।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

নিবেদিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিবেদনকারী। 'বিদেশিনী নিবেদিতা!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

নিবেশ [স] ১ *বি* প্রবেশ। 'মূঢ় ব্যক্তি দিনে২ নিবেশ করে তাহ্য পত্তিতের নহে।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বি* নিবিড় মনোযোগ। 'প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, অনুসন্ধিৎসা ও আত্মনিবেশ আছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫। ৩ *বি* কোনো কিছুর উপর মন নিবিষ্ট করা। 'তার চেয়েও নিবিদ নিবেশে মননের অপর বস্তুতে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিবেশা [স নিবেশ>] *ক্রি* নিবিষ্ট করা। 'বিধান বলিএ শুন নিবেশিয়া চিত্ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিবেশিত [স] ১ *বিণ* প্রবিষ্ট। 'পরিশেষে তাঁহাকে শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে নিবেশিত করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* সংকেলিত। 'তাহাই ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

নিব্বংশ [স নির্বংশ] *বিণ* বংশধরহীন। 'পুরোহিত স্রেফ বলে দেয়, নিব্বংশ হবে, নিব্বংশ হবে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

নিভ[১] [স] *বিণ* তুল্য; মতো। 'সরসিজ-নিভ শুভ্র বালিকা।' *নজরুল*, ১৯২২।

নিভ[২] [ই] *বি* কলমের মুখের ধাতব ফলা, যার সাহায্যে লেখা হয়। 'কলমের নিভের মতন সুতীক্ষ্ণ ওর মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নিভা, নিভানো [স নির্বাণ>] ১ *ক্রি* নির্বাপিত করা। 'নিভায় সকল অগ্নি তোমারে ভার দিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* নিভে যাওয়া। 'শত লক্ষ তারকার দীপ নিভে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **নিভাইল** ১ *ক্রি* নির্বাপিত করলো; নিভালো। 'নিভাইল অগ্নি সব দেখিল গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* নিভিয়ে দিলো। 'রাজার সমরতলে নিভাইল অনল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নিভায়** *ক্রি* নির্বাপিত করে। 'নিভায় সকল অগ্নি তোমারে ভার দিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিভ নিভ *বিণ* নিবে যাচ্ছে এমন। 'দীপশিখা নিভ নিভ বায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নিভন্ত [স নির্বাণ>] ১ *বিণ* নিভে যাচ্ছে এমন। 'নিভন্ত চুরুটটা আবার জ্বালানো গেল।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* নিভে গেছে এমন। 'বৃষ্টি-ভেজা নিভন্ত উনুনে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

নিভিয়া-যাওয়া *বিণ* অবদমিত। 'নিভিয়া-যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব ... জাগিয়া ওঠে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নিভিল *বিণ* নির্বাপিত। 'জ্বালিয়া দিলা মোর নিভিল আগুনি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

নিভে-আসা *বিণ* নিভে যাচ্ছে এমন। 'আমরা নিভে-আসা লোহাকে দেখতে পেতুম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিভে আসা *ক্রি* ধীরে ধীরে নিভে যাওয়া। 'লাল আলো যখন ক্রমেই নিভে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিভে যাওয়া ১ *ক্রি* ডুবে যাওয়া। 'বৈকাল চারটের সময়েই এখানকার দিনের আলো নিভে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *ক্রি* নির্বাপিত হওয়া। 'অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই নিভে যাই মরে যাই অসীম মধুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

নিভাঁজ ১ *বিণ* বিতন্ধ; নিটোল। 'দুপুরের নিভাঁজ কঠিনতা।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* প্রগাঢ়। 'নচেৎ এমন নিভাঁজ অন্ধকারেই ত সে ফিরে আসবে।' *শওকত*, ১৯৬২। ৩ *বিণ* ভাঁজহীন। 'নগরের নিভাঁজ পোশাক খামচে ধরেছে হাঁটু।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নিভৃত [স] ১ *বিণ* নিরালা; একাকী। 'নিভৃত কেতনে হরল চেতনে হৃদয়ে রহল বাধা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে/ আমার নিভৃত নব জীবন-পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* গোপন অবস্থা। 'নিভৃতে রাজায় কীছু বলিল উত্তর।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* একান্ত। 'নিভৃত হও যদি তব করি নিবেদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিভৃত অবকাশটুকুও নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিভৃত জগৎ [স] *বি* গোপন ভুবন। 'আমাদের দুজনের নিভৃত জগৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নিভৃততম [স] *বিণ* একান্ত গোপন। 'উভয়ে উভয়কে হৃদয়ের নিভৃততম মহান আসনে বসিয়ে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নিভৃতনিগূঢ় [স] *বিণ* একান্ত গুপ্ত। 'আমাদের রজনীর উৎসব সেই নিভৃত নিগূঢ় অথচ বিশ্বব্যাপী জননী-কক্ষের উৎসব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিভৃতবাসিনী [স] *বিণ* *স্ত্রী* নিভৃতে বাসকারী। 'নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি, অমৃতমুরতিমতী বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিভৃতবাসী [স] *বিণ* অন্তরালে বসবাসকারী। 'সে তাহার জীবন ও অস্তিত্বকে ক্রমাগতই গুটাইয়া লইয়া একরকম নিভৃতবাসী হইয়াছে।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

নিভৃতস্থান [স] *বি* গোপন জায়গা। 'হাঁটবার সময় নেজুড় যতই কেন নিভৃতস্থানে সংলগ্ন করুক ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নিভৃতে [স] *ক্রিবিণ* গোপনে। 'নিভৃতে রাজায় কীছু বলিল উত্তর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সাজ সাজাইতে চলিল নিভৃতে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

নিভৃতি [স] ১ *বিণ* নির্জন। 'অট্টালিকায় নিভৃতি স্থানে গতি করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* নির্জনতা। 'রেস্তোরাঁর হল ছেড়ে উঠে যাচ্ছে একটুখানি নিভৃতির খোঁজে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

নিম[১] [স নিম্ব] ১ *বি* বৃক্ষবিশেষ যার পাতা অত্যন্ত তিতা ও যাতে ছোটো ফল ধরে। 'নিমের গাছেতে জথা ওড় ফুল ফোটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* নিমগাছের রসের মতো তিক্ততা। 'সোমরসে হৃদয়ের ব্যর্থতার নিম ধুয়ে মুছে মুক্তি দাও।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

নিমগাছ *বি* পাতার স্বাদ তিতা এমন গাছবিশেষ। 'প্রকাণ্ড বৃদ্ধ নিমগাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নিমঝোল *বি* নিমপাতা দিয়ে রান্না ঝোলবিশেষ। 'ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ।' *বড়ু*, ১৫০০।

নিমপাখি [নিম+স পক্ষী] *বি* পাখিবিশেষ। 'নিমপাখি উড়ে আসে কাতর আবেগে।' *জীবন*, ১৯৩২।

নিমপেঁচা [নিম+স পেচক] *বি* পাখিবিশেষ। 'নিমপেঁচা অন্ধকারে পাবে তার গান।' *জীবন*, ১৯৩২।

নিমফল [স নিম্বফল] ১ *বি* নিম গাছের ফল। 'নিমফলের বিচি পড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* কোমরে পরার অলঙ্কারবিশেষ। 'বড়মামী দিয়েছেন কোমরের নিমফল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

নিমফুল [স নিম্ব+স ফুল্ল>] *বি* নিমগাছের ফুল। 'একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে নিয়ে এল অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'নিমফুলের মৌ পিয়ে ঐ ঝিম ধরেছে ভোমরা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

নিম[২] [ফা নীম] *বিণ* অর্ধেক। 'আপিস-আদালত পর্যন্ত সেদিন নিমকাম করলো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নিমকাম [ফা নীম+কাম] *বি* অর্ধেক কাজ। 'আপিস-আদালত পর্যন্ত সেদিন নিমকাম করলো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নিমখাসা [ফা নীম+আ খাসসাহ>] *বিণ* মোটামুটি ভালো। 'কানাইধন দত্ত এক নিমখাসা রকমের ছক্কড় ভাড়া করে বারোইয়ারি

পূজার বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নিমখুন [ফা] *বি* আধা খুন। 'নিমখুন করি কাটারি রুখিলে পুরে কি মনস্কাম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

নিম গোচের, নিমগোছের [ফা নীম>] ১ *বিণ* মাঝারি গোছের। 'দু চার নিম গোচের দাঙ্গার দরুণ পুলিসেও দুই এক মোছলেকা হয়ে গিয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *ক্রিবিণ* ঈষৎ। 'অনেকে নিমগোছের ঘাড় নোয়ালেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নিমজ্বর [ফা নীম+স জ্বর] *বি* হালকা জ্বর। 'বাতাসের ভেতর একটা নিমজ্বর নিমজ্বর সব সময়েই লেগে আছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

নিমরাজি, নিমরাজী [ফা নীম+আ রাজী] *বিণ* অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মত। 'জয়নাল শুনিয়া ব্যস্ত হইলেন নিম রাজি।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'এক রকম নিমরাজী তাঁরা হয়েছেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

নিম সরকারী [ফা] *বিণ* আধা সরকারি। 'সরকারি, নিম সরকারী, মিন-সরকারী পয়সায় নিত্যি নিত্যি কাইরো কান্দাহার প্যারিস ... কনফারেন্স করতে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

নিমাসন [ফা নীম+স আসন] *বি* আসনবিশেষ। 'নিমাসন সুগন্ধি পূরিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

নিমক [ফা নমক] ১ *বি* লবণ। 'যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* লবণ মহল। 'বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* লাবণ্য। 'তাঁর মুখেচোখে নিমক ছিল; সংস্কৃতে যাকে বলে লাবণ্য।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

নিমক খাওয়া *ক্রি* নুন খাওয়া; কারও উপকার গ্রহণ করা। 'যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি ...।' *ভারত*, ১৭৬০; 'যদিচ আমার নিমক খাও না, তবু ... আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নিমকদান [ফা নমক+ফা দান] *বি* যে ক্ষুদ্র পাত্রে লবণ দেওয়া হয়। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'তিনজনের সামনেই আপন আপন নিমকদান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নিমকপারা [ফা নমক>] *বি* ছোটো আকারের নিমকিজাতীয় শুকনা খাবারবিশেষ। 'কাগজের ঠোঙায় লাড্ডু, নিমকপারা, বাকেরখানি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

নিমকমহল [ফা নমক>+আ মহল] *বি* যে জমিতে লবণ উৎপাদন করা হয়। 'নিমকমহলের বেনিয়ান হয়ে খোদ কর্তা ... এখানে বাড়ি করেন।' *বিমল*, ১৯৫৩।

নিমকহারাম [ফা নমক+আ হারাম] *বিণ* অকৃতজ্ঞ। 'নিমকহারাম আর কেহ যেন না করে এমন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'কী বলিলি, নিমকহারাম? ফের অমন কথা বলিবি তো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

নিমকহারামি, নিমকহারামী [ফা নমক+আ হারাম>] *বি* বিশ্বাসঘাতকতা। 'আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি তবেই এ সব নিমকহারামি রহিত হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নিমকহালাল [ফা নমক+আ হালাল] ১ *বিণ* কৃতজ্ঞ। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'নিমক হালাল চাকর সোনাউল্লার চক্ষে নিদ্রা নাই।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ২ *বিণ* বিশ্বাসী। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'লিভারপুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নিমকহালালি [ফা নমক+আ হালাল>] *বি* কৃতজ্ঞতা। 'একেই কি বলে ... নিমকহালালি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

নিমকিন [ফা নমকীন] *বিণ* লাবণ্যময়; চাকচিক্যময়। 'আমার এক ফাজিল বন্ধু বলেছেন – কি নিমকিন চেহারা।' *নজরুল*, ১৯২২।

নিমকি, নিমকী [ফা নমকীন] *বি* ঘিয়ে বা তেলে ভাজা লবণমিশ্রিত ময়দার শুকনা খাবারবিশেষ। 'ছানাবড়া নিমকী ঘেওর সিঙ্গারা গজা খাজা খাস্তা বাদাম কিসমিস পেস্তা মোহনভোগ ...।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'একদিন ডাক্তার বাবু তাঁর স্ত্রীর হাতের খিরেলা, খাজা, নিমকি পাঠয়ে দিচলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

নিমগন [স নিমগ্ন] *বিণ* নিমগ্ন। 'কোন্ স্বপনেতে নিমগন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নিমগনা [স নিমগ্ন>] ১ *বিণ স্ত্রী* নিমগ্ন। 'মনিহর্ম্মে অসীম সম্পদে নিমগনা।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি স্ত্রী* ডুবে আছে যে। 'মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিমগ্ন [স] ১ *বিণ* নিবেদিত। 'আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নিমজ্জিত। 'নহেতো নিমগ্ন হব নাহিক নিস্তার।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বিণ* মনোযোগী। 'লিখতে ... সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পেরেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নিমগ্নচিত্ত [স] *বিণ* নিবিষ্টমনা। 'মহাখেদার্ণবে নিমগ্নচিত্ত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রকাশ করিতেছি ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৪০।

নিমগ্ন থাকা *ক্রি* ডুবে থাকা। 'কর্দমপূর্ণ স্বল্পজলে নিমগ্ন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিমগ্ন হওয়া *ক্রি* নিমজ্জিত হওয়া। 'মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০২।

নিমগ্না [স] ১ *বিণ স্ত্রী* নিবিষ্ট। 'ত্যক্ত ধর্ম্মে স্বীয় গৃহিণীকে নিমগ্না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ স্ত্রী* আসক্ত। 'সকলেই কি তোমার মত পাপ পঙ্কে নিমগ্না হইয়াছে?' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৩ *বিণ স্ত্রী* রূপান্তরিত। 'গড্ডলিকাপ্রবাহ ঐরাবতীপ্রবাহে নিমগ্না হবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

নিমজ্জন [স] ১ *বি* ডুবে যাওয়া। 'ভূতলস্থ কোন স্থানের সহসা ভূগর্ভে নিমজ্জন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* তলিয়ে যাওয়া। 'তিলে তিলে নিমজ্জন, যথারীতি অস্তিমে বিলোপ।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

নিমজ্জমান [স] *বিণ* ডুবে যাচ্ছে এমন। 'অধিকাংশ উপাখ্যানই ভ্রম, স্বার্থ ও কুসংস্কারময় কল্পনা-সমুদ্রে নিমজ্জমান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সাগরে নিমজ্জমান রহিয়া আমরা অগণিত ঊর্মি দ্বারা আহত হইব।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

নিমজ্জমানা [স] *বিণ স্ত্রী* ডুবে যাচ্ছে এমন। 'দারিদ্র্যের অন্ধকূপে দিনে দিনে নিমজ্জমানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিমজ্জিত [স] *বিণ* নিবিষ্ট। 'আপনাকে নিমজ্জিত রাখিতে পারিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

নিমতখানা [আ নিয়মাত+ফা খানাহ্] *বি* খাদ্য রাখার আলমারি। 'নিমতখানায় ওভালটিনের একটা টিন দেখতে পেলাম।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

নিমন [স নিম্ন] *বি* নিচু জমি। 'অইঅও জতনে বাঁধি নিরোধিঅ নিমন নীর খিরাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিমনা [ফা নমুনাহ্] *বি* নমুনা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিমন্তন্ন [স নিমন্ত্রণ] *বি* নিমন্ত্রণ। 'পাড়ার মেয়েদের নিমতন্ন কত্যে যাব?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নিমন্তন্নে [স নিমন্ত্রণ>] *বিণ* নিমন্ত্রণকারী। 'নিমন্তন্নে বাড়ির কর্তা ও চাকরবাকরেরা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নিমন্ত্রণ [স] ১ *বি* আমন্ত্রণ। 'তাহাতে আইলা তিঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* আহ্বান। 'আচার্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* প্রবেশাধিকার। 'জীবনের বিচিত্র ভোজে যাদের নিমন্ত্রণ নেই, তাদের যে এ দশা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

নিমন্তর্ন [স নিমন্ত্রণ] *বি* আমন্ত্রণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিমন্ত্রণকর্তা [স] *বি* নিমন্ত্রণকারী। 'নিমন্ত্রণকর্তা তাকে কাপড় বদলে আসতে অনুরোধ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নিমন্ত্রণকর্ত্রী [স] *বি স্ত্রী* নিমন্ত্রণকারিণী। 'নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিমন্ত্রণকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নিমন্ত্রণকারী। 'যেখানে নিমন্ত্রণকারিণী সঙ্গতিহীন …।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

নিমন্ত্রণকারী [স] *বি* নিমন্ত্রণকর্তা। 'নিমন্ত্রণকারীর ঘরে চর্ব্যচোষ্য খাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিমন্ত্রণপত্র [স] *বি* যে পত্রের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করা হয়। 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে নিমন্ত্রণপত্র ও সিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

নিমন্ত্রণলিখন-পাঁতি *বি* নিমন্ত্রণ ক'রে লেখা চিঠি। 'নিমন্ত্রণলিখন-পাঁতির/ ছিন্ন অংশ তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিমন্ত্রণলিপি [স] *বি* নিমন্ত্রণপত্র। 'নিমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়াছে, সে সভার উপযোগী সাজসজ্জাও …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'রাঙা নিমন্ত্রণলিপি দেয় লিখি কিংশুকে অশোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

নিমন্ত্রণসভা [স] *বি* ভোজসভা। 'এ গোরাদের দেশে নিমন্ত্রণসভায় গৃহকর্তার বড়ো উঁচু পদ নেই, তিনি সভায় উপস্থিত থাকুন বা শয়নগৃহে নিদ্রা …।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিমন্ত্রণা [স নিমন্ত্রণ>] *ক্রি* নিমন্ত্রণ করা। **নিমন্ত্রিল** *ক্রি* নিমন্ত্রণ করলো। 'একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিমন্ত্রণাহূত [স নিমন্ত্রণ-আহূত] *বিণ* নিমন্ত্রিত। 'নিমন্ত্রণাহূত রবাহূত উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের …।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

নিমন্ত্রণিয়া [স নিমন্ত্রণ>] *বিণ* আমন্ত্রিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিমন্ত্রণী [স] *বি* নিমন্ত্রণ-বার্তা। 'তার আদিম নিমন্ত্রণী আহ্বানে মোরে অমৃতের অভিসারে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিমন্ত্রিত [স] ১ *বি* অতিথি। *ওর্সাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন এমন। 'ক্ষণে ক্ষণে আপন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির দিগে চাহিয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নিমন্ত্রিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিমন্ত্রণ করা হয়েছে এমন। 'অনেক নিমন্ত্রিতা মহিলা আসিয়াছেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

নিমন্ত্রন [স নিমন্ত্রণ] *বি* আমন্ত্রণ। *ওর্সাঁ*, ১৭৮২।

নিমা [ফা নীমহ্] ১ *বি* খাটোহাতার ফতুয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মহাশয়েরা জামা নিমা কাবা কোরতা … ব্যবহার করিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বিণ* কিঞ্চিৎ। 'ইহার মহিমা কিছু কহ নিমা সীমা।' *ভারত*, ১৭৬০।

নিমাস্তিন [ফা নীমহ্+ফা আসতীন] *বি* খাটো জামাবিশেষ। 'শ্লেট রঙের ধড়া ও ঢিলা নিমাস্তিন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নিমাথি, নিমাথিতী [স নিঃ-মস্তক] *বি স্ত্রী* অসহায়। 'নিমাথি দেখিআঁ মোক বল করে কাহে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পাঁতরে একসরী পাইলেঁ নিমাথিতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিমায়া [স নিঃ-মায়া] ১ *বিণ* নিরুপায়। 'এতেকে পাঠাই তোমা হইয়া নিমায়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* মায়াহীন। 'ছাড়ি গেল প্রাণ নাথ নিমায়া নিঠুর।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৭৫০।

নিমিক [স নিমিষ] *বি* নিমিষ। 'নিমিক এক নাগিনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

নিমিখ [স নিমিষ] ১ *বি* দৃষ্টিশক্তি। 'না চিহ্নে মানুষ নিমিখ নাই। কাঠের পুত্তলী রৈয়াছে চাই।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০। ২ *বি* পলক। ' প্রেম নিমিখি লইয়া বাঁচিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

নিমিখে নিমিখে *ক্রিবিণ* প্রতি নিমিষে। 'শিহরিছে দিকে দিকে ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬

নিমিঘ [স নিমিষ] *বি* নিমিষ। 'নিমিঘ তেজিয়া লোচন অমিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

নিমিতি [স নির্মিতি] *বি* নির্মিতি। 'কাচ ঘন নিমিতি তপন নিবারণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নিমিত্ত [স] ১ *ক্রিবিণ* জন্য। 'জ্বরের নিমিত্ত কেহো কামনা না করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* উপলক্ষ। 'আমার যে ক্রোধ সে নিমিত্ত মাত্র।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

নিমিত্তকে, নিমির্ত্তক [স নিমিত্ত] *ক্রিবিণ* নিমিত্তে; জন্যে। 'সংপ্রতিক আমার নিমির্ত্তক কাপড় সাদা …।' *ওর্সাঁ*, ১৭৭৯; 'আমার লিখনপটন লিখিবার নিমিত্তক সাদা কাগজ এবং কলমকাটী সেখান হইতে পাঠাইবেন।' *ওর্সাঁ*, ১৭৮২।

নিমিত্তমাত্র [স] *ক্রিবিণ* উপলক্ষ মাত্র। 'স্ত্রী-পুরুষ দ্বন্দ্বে ম্রিয়মাণ : মিথুন নিমিত্তমাত্র।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

নিমিষ [স] *বি* চোখের পলক। 'নাঞি পরিচয় দেই চক্ষুর নিমিষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **নিমেষ**

নিমিষহীন [স] *বিণ* অপলক। 'নয়ন নিমিষহীন বিগত বিষাদ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নিমিষেক [স] *বিণ* এক নিমেষ। 'নিমিষেক নহিবেক চাপায়িবোঁ কূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিমিষে নিমিষে [স] *ক্রিবিণ* ক্ষণে ক্ষণে। 'চক্ষু … নিমিষে নিমিষে রুদ্ধ হইয়া নানা বিপদে রক্ষা করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নিমিস [স নিমিষ] *বি* চোখের পলক। 'আমা হেন কোটি ইন্দ্র নিমিসে সংহারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিমীল [স] ১ *বিণ* মুদ্রিত। 'তুমি ঘুমাইছ নিমীলনয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বিণ* পরিণত। 'অনেক মনীষা, প্রেম, নিমীল ফসলরাশি ঘরে এসে গেছে।' *জীবন*, ১৯৪২। ৩ *বিণ* নিভে যাওয়া। 'নিমীল আগুনে ওই আমার হৃদয়/ মৃত এক সারসের মতো।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিমীলন [স] *বি* মুদ্রিতকরণ। 'তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

নিমীলন-পিপাসু [স] *বিণ* বন্ধ হয়ে আসছে এমন। 'সেই নিমীলন-পিপাসু চোখে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

নিমীলিত [স] *বিণ* বন্ধ। 'বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে থাকুক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

নিমুক [ফা নমক] *বি* লবণ। *ওর্সাঁ*, ১৭৮৫।

নিমুনিয়া, নিমোনিয়া, নিম্যুনিয়া [ই] *বি* ফুসফুসের প্রদাহজনিত জ্বর। 'ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করিতে পারিবেন না।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'নিম্যুনিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় কেবল দুই-দশজন যা মারা যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'নিমুনিয়া হয়ে ছোটো খোকা মারা গেলো।' *সিকান্দার*, ১৯৫৮।

নিমেষ [স] ১ *বি* পলক। 'দূরবীক্ষণ যন্ত্র উর্দ্ধতম নক্ষত্র মণ্ডলের সংবাদ নিমেষ মাত্রে এই অধোলোকে আনয়ন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* মুহূর্ত। 'আজি এক এক নিমেষ বৎসর সদৃশ বোধ হইতেছে কেন?' *উমেশ*, ১৮৫৭। দ্র **নিমিষ**

নিমেষ গণন [স] *বি* আকাঙ্ক্ষিত সময়ের জন্য ক্ষণ গুনে গুনে অপেক্ষা। 'নিমেষ গণন হয় কি মোর সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নিমেষনিহত [স] ১ *বিণ* অপলক। 'চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত একটি নয়ন-সম –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* সাময়িকভাবে বন্ধ। 'ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত আধো-জাগা নয়নের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৩ *বিণ* মুহূর্তকালের জন্য হারিয়ে গেছে এমন। 'তার মন নিমেষনিহত হয়েছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিমেষমধ্যে [স] *ক্রিবিণ* চোখের পলকে। 'নিমেষমধ্যে সেই জোয়ানের দল অদৃশ্য হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

নিমেষমাত্র [স] *ক্রিবিণ* মুহূর্তের জন্যে। 'যত্ন করিতে নিমেষমাত্রও শৈথিল্য প্রকাশ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

নিমেষরহিত [স] *বিণ* পলকহীন; নিমেষহারা। 'নিমেষরহিত বঙ্ক সরস নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিমেষশূন্য [স] *বিণ* পলকহীন। 'নবকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

নিমেষহত [স] ১ *বিণ* মুহূর্তকালেই হত হয় এমন। 'চিত্ত মোর নিমেষহত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *ক্রিবিণ* নিমেষে হারিয়ে যায় এমন। 'সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

নিমেষহারা [স] ১ *বিণ* অপলক। 'অনন্তের অনিমিষে নয়ন নিমেষ-হারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* কখনো নেভে না এমন। 'জ্বালিয়ে তারা নিমেষহারা ধৈর্যে অবনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৩ *ক্রিবিণ* অনিমেষে। 'আকাশের যত তারা চেয়ে রয় নিমেষহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

নিমেষহীন [স] *বিণ* অপলক। 'চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিমেষে নিমেষে [স] *ক্রিবিণ* চোখের পলকে। 'নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিমেস [স নিমেষ] *বি* পলক। 'আখির নিমেসে কৃষ্ণ পিলেন আগুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিমোনিয়া দ্র **নিমুনিয়া**

নিমোরাদ [নি+আ মরুওত] *বি* পুরুষত্বহীন; শক্তিহীন। 'সে নিমোরাদে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নিম্ন [স] *বিণ* নিচু; অধঃ। 'নিম্নচাপের মীন যেন ঘেরা গেল জালে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিম্নকণ্ঠ [স] *বি* নিচু গলা। 'সে নিম্নকণ্ঠে কথা বললেও সে-রুক্ষতা ঢাকা পড়ে না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

নিম্নগত [স] *বিণ* অধোগামী। 'নিরাড়ম্বর নিরীহ জীবন, হয়তো বা নিম্নগত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নিম্নগতি [স] *বি* অধঃপতন। 'উঃ পাপের কি ভীষণ নিম্নগতি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নিম্নগামী [স] ১ *বিণ* দর পড়ে যাচ্ছে এমন। 'রেশমের মূল্যও ক্রমশঃ নিম্নগামী হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* নীচের দিকে যাচ্ছে এমন; নিম্নাভিমুখী। 'তাহার নিম্নগামী অসংখ্য ঝোরাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিম্নচাপ [স] *বি* নিম্নগতি। 'নিম্নচাপের মীন যেন ঘেরা গেল জালে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিম্নজাতি [স] *বি* নিম্নবর্ণের অথবা নিম্নশ্রেণীর জাতি। 'নিম্নজাতি, যেখানে ছিল, বাবুর সমাজ তাহাদিগকে সেখানেই চাপিয়া রাখিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

নিম্নতন [স] ১ *বিণ* নীচের। 'যে নিম্নতন কোঠায় আমি আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* অধঃস্তন। 'নিম্নতনদের সহিত ন্যায়ব্যবহার করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিম্নতম [স] *বিণ* সর্বনিম্ন। 'আমরা অতীতের অন্ধকার নিম্নতম দেশ হইতে রস …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

নিম্নতর [স] ১ *বিণ* অপেক্ষাকৃত পরিত্যক্ত। 'আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চে নীচে বিভক্ত; যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'সমাজদেহে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থান অধিকার ক'রে পড়ে থাকে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। ২ *বিণ* নিম্নস্তরের। 'নিম্নতর সমাজ ও সংস্কৃতিটি অন্যটির থেকে বহু কিছু আমদানী এবং অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়।' *উমর*, ১৯৬৮।

নিম্নতল [স] *বি* নীচের স্তর। 'যাহারা সমাজের নিম্নতলে অবস্থিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

নিম্নতলস্থ *বি* নীচের তলায় অবস্থিত। 'মিউজিয়মের দক্ষিণ দিকের নিম্নতলস্থ গৃহে …।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিম্নতা [স] *বি* হ্রস্বতা। 'কণ্ঠস্বরের অবদমিত নিম্নতায় এবং আকস্মিক বিক্ষুব্ধ এবং বিস্ফোরণে …।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

নিম্ননাভি [স] *বি* অবনত নাভি। 'তাদের নিম্ননাভির গন্ধ এ-দিকে ছিটকে ফেলে দিচ্ছে তাদের।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিম্নপথ [স] *বি* তলদেশ। 'আর আমাদের বাম পার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্ন পথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মতো …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নিম্ন-পরিষদ [স] *বি* বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ। 'নিম্ন-পরিষদ কর্তৃক সংশোধিত আকারে বঙ্গীয় গ্রাম্য বেকার-বান্ধব বিল কাউন্সিলে গৃহীত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

নিম্নবর্ণ [স] *বি* হিন্দু বর্ণপ্রথা অনুযায়ী অব্রাহ্মণ। 'পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিম্নবর্তী [স] ১ *বিণ* নীচে অবস্থিত এমন। 'নাসিকার নিম্নবর্তী গুম্ফ ধরিয়া টানিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* কাছাকাছি। 'আমাদের বাসার নিম্নবর্তী অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিম্নভাগ [স] *বি* নীচের দিক। 'আমরা শাসনকর্তাগণের সুগোচরার্থে সাদরে ক্ষুব্ধচিত্তে তদবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

নিম্নভূমি [স] *বি* নিচু জলাভূমি। 'আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে

...।' *জীবন*, ১৯৪২।

নিম্নমধ্য [স] *বিণ* মধ্যশ্রেণীর থেকে নিম্নশ্রেণীর। 'খুব সম্ভব নিম্নমধ্য বিভাগের লোক সে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিম্নমধ্যবিত্ত [স] *বিণ* মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যবর্তী অবস্থাযুক্ত। 'নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যারা বিত্তহীন।' *তারা*, ১৯৪৩।

নিম্নমধ্যশ্রেণী [স] *বি* মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাদের অবস্থা খারাপ। 'মাল্যবান কি নিম্নমধ্যশ্রেণীর – না, মধ্যমধ্যশ্রেণীর?' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিম্নমুখ [স] *বিণ* অধোমুখ। 'মুসাফির জনতার মৃদুশব্দ নিম্নমুখ নীল পেয়ালায়।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

নিম্নমুখো [স নিম্নমুখী] *বিণ* নীচের দিকে মুখ করে থাকে এমন; নতমস্তক। 'নিম্নমুখো যষ্টি ছেলে দশটি ছেলে লুকিয়ে খান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নিম্নমুখো যষ্টি, ছেলে খায় দশটি – বাহ্যত সরল ও নিরীহ কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধূর্ত। 'নিম্নমুখো যষ্টি ছেলে দশটি ছেলে লুকিয়ে খান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নিম্নমূল্য [স] *বি* কম দাম। 'পাটের নিম্নমূল্য লইয়া হৈচৈ হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

নিম্নরুচিবান [স] *বিণ* স্থূল রুচিসম্পন্ন। 'অপেক্ষাকৃত নিম্নরুচিবান জনসাধারণের রসপিপাসা-নিবৃত্তি করতে যেয়ে কাব্যধারা অধঃগতি লাভ করে।' *আনিস*, ১৯৬৪।

নিম্নলিখিত [স] *বিণ* নীচে লেখা আছে এমন। 'নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি বিনিবেশিত করিতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিম্নশ্রেণী [স] ১ *বি* নিম্নপদ। 'নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের জন্য ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* সামাজিকভাবে মর্যাদাহীন শ্রেণী। 'নানকপন্থী কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বি* ইতর প্রজাতি। 'নিম্নশ্রেণীর জন্তুরা ভূমিষ্ঠকাল অবধি মানবশিশুর অপেক্ষা অধিকতর পরিণত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৪ *বি* নিম্নতর শ্রেণী। 'নিম্নশ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ কি।' *সওগাত*, ১৯২৯।

নিম্নশ্রেণীয় [স] ১ *বি* সমাজে নিচু স্তরের বাসিন্দা। 'নিম্নশ্রেণীয়দের বিচার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* ধর্মীয় মর্যাদায় নিম্ন শ্রেণীভুক্ত যারা। 'নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিম্নসপ্তক [স] *বি* (সঙ্গীত) তিন সপ্তকের মধ্যে নীচের সপ্তক। 'নিম্নসপ্তক থেকে উচ্চসপ্তক পর্যন্ত উদারা মুদারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিম্নস্তর [স] ১ *বি* নীচের দিকে অবস্থান যে স্তরের। 'নিম্নস্তর অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে এবং শীতকালে যখন ভূতলের তাপ হ্রাস হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* অপেক্ষাকৃত কম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে এমন শ্রেণী। 'মহীলতা প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদেহে একটি লম্বমান প্রত্যঙ্গ আছে।' *জগদীশ*, ১৯২৬। ৩ *বি* অনুন্নত শ্রেণী। 'সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের জীবনের ছবি তুলে ধরেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিম্নস্থ [স] *বিণ* নীচের দিককার। 'নিম্নস্থ দশনপঙ্‌ক্তিতে পূর্ববৎ দুইটি বেধক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিম্নস্থান [স] *বি* নিচু জায়গা। 'উহার উপর যে সকল কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক দেখা যায়, তাহা আর কিছুই নয়, কেবল বৃহৎ গহ্বর ও প্রশস্ত নিম্নস্থান মাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিম্নস্বাক্ষরকারী [স] *বি* নীচে স্বাক্ষরকারী। 'মহাশয়, ইতস্তত ভূসম্পত্তি আছে নিম্নস্বাক্ষরকারীর।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

নিম্না [স] *বিণ স্ত্রী* নিচু। 'ভূমি নিম্না এবং উর্ব্বরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নিম্নাগ্রভাগ [স নিম্ন-অগ্রভাগ] *বি* নীচের শীর্ষভাগ। 'টাকুয়ার নিম্নাগ্রভাগ উহাতে ঈষৎ বক্রভাবে রক্ষা করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিম্নাধিকারী [স নিম্ন-অধিকারী] *বি* রসজ্ঞান কম আছে এমন ব্যক্তি। 'নিম্নাধিকারীর জন্য তেমন বাণীবহুল পদাবলী না হইলে চলে না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

নিম্নাভিমুখী [স নিম্ন-অভিমুখী] *বিণ* নিম্নগামী। 'সেখানে চক্রাকার নিম্নাভিমুখী সিঁড়ি।' *হাসান*, ১৯৬৭।

নিম্নাভিমুখে [স নিম্ন-অভিমুখে] *ক্রিবিণ* পিছনের দিকে; অতীতের দিকে। 'কোটী কোটী শতাব্দীর তিরোধানের পর ... নিম্নাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

নিম্নোক্ত [স নিম্ন-উক্ত] *বিণ* নীচে উল্লিখিত। 'রিলিফ কমিটিতে নিম্নোক্ত মহিলা প্রতিষ্ঠান ... অংশগ্রহণ করেন।' *বেগম*, ১৯৬০।

নিম্নোদ্ধৃত [স নিম্ন-উদ্ধৃত] *বি* নীচে উল্লেখ করা হয়েছে এমন। 'নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ পড়িলেই বুঝা যাইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

নিম্ব [স] *বি* নিমফল ও তার গাছ। 'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিম্বতরু [স] *বি* নিমগাছ। 'মরা নিম্ব তরু দেখে চম্পক দক্ষিণে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

নিম্বপত্র [স] *বি* নিমপাতা। 'কোমল নিম্বপত্র সব ভাজা বার্তাকী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিম্বফল [স] *বি* নিমফল। 'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিম্ব বৃক্ষ [স] *বি* নিম গাছ। 'তাহার প্রতিবাসী ঐ সকল বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া একটি নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিতে চাহে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

নিম্বস্বাদ [স] *বি* নিমের স্বাদ। 'কেহো যেন শর্করায়ে নিম্বস্বাদ পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নিম্যুনিয়া *দ্র* **নিমুনিয়া**

নিযবন [স নিঃ-যবন] *বিণ* মুসলমানশূন্য। 'নিযবন করোঁ আজি সকল ভুবন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নিযুক্ত [স] ১ *বিণ* নিয়োজিত। 'নিযুক্ত করিল জাইতে জামাতার স্থান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* হাজির। 'দুইজন দালাল আনিয়া বাবুর নিকটে নিযুক্ত করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'সভ্যপদে সম্ভাবিত হইবার প্রত্যাশা করিলে ... মেজরাটী অর্থাৎ মতাধিক্যবিনা নিযুক্ত হইতে পারেন না।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ৪ *বিণ* ভর্তি। 'আপন বালককে দেশ হইতে আনিয়া ঐ কালেজে নিযুক্ত করিলাম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ৫ *বিণ* ব্যবহৃত। 'ঐ বাষ্পের জাহাজ প্রথম যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৬ *বিণ* তৎপর। 'হিতচেষ্টায় আহ্লাদপূর্ব্বক সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৭ *বিণ* সংরক্ষিত। 'উর্বরতম জমি অহিফেনের জন্যে নিযুক্ত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৮ *বিণ* দায়িত্বে নিয়োজিত। 'যাহারা দ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৯ *বিণ* নিবিষ্ট। 'উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ১০ *বিণ* নিয়োগপ্রাপ্ত। 'গবর্ণমেন্ট যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন তাঁহারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিযুক্তক [স] *বি* নিয়োগকারী ব্যক্তি। 'এই শ্রেণীর সদস্যরা ... নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন জমিদার, নিযুক্তক, চাকুরে ...

হিসেবে।' *শিব*, ১৯৫৬।

নিযুক্তকরণ [স] ১ *বি* প্রতিষ্ঠাকরণ। 'সাহেবলোকেরা এক সমাজ নিযুক্তকরণের চেষ্টায় আছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *বি* নিয়োগকরণ। 'সামান্য সমাজস্থ লোকেরদিগের বৎসর২ নিযুক্তকরণ উত্তম বোধ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

নিযুক্ত করা *ক্রি* ভর্তি করা। 'বাবুদিগের শিক্ষাকারণ গুরুমহাশয় নিকটে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নিযুক্তপ্রযুক্ত [স] *বিণ* নিয়োজিত। 'বহুকালাবধি সরকার সংক্রান্ত সম্রান্ত কার্য্যে মান্যরূপে নিযুক্তপ্রযুক্ত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

নিযুক্ত হওয়া *ক্রি* ভর্তি হওয়া। 'তাহাতে ক্রমে২ বিদ্যার্থীগণ নিযুক্ত হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

নিযুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* নিয়োগপ্রাপ্ত। 'ছুকরি রূপে নিযুক্তা হয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

নিযুক্তীয় [স] *বিণ* নিয়োজিত। 'কুঠীর নিযুক্তীয় লাঠীয়ালেরাও ডাক ভাঙ্গিয়া ... আনি বাঁধিয়া দাঁড়াইল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

নিযুজন [স নিযুক্তি] *বি* নিযুক্তকরণ। 'ব্যাধ হস্তে বন্দী হৈল কর্ম নিযুজনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নিযুত [স] ১ *বিণ* দশ লক্ষ। 'দশ নিযুতে এক কোটি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* অপার। 'তোর নিযুত নরকে ফুঁ দিয়ে নিবাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

নিযোজন [স] *ক্রি* নিয়োজিত। 'ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিযোজিছে সবাকারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নিযোজিত [স] *বিণ* নিয়োজিত। 'স্থুল মূলে বড়দলাযুক্ত নিযোজিত।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

নিব্যাস *দ্র* নেওয়া

নিয় *দ্র* নেওয়া

নিয়ড়্হি [স নিকট] *ক্রিবিণ* নিকটে। 'নিয়ড়্হি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

নিয়ড় [স নিকট] *বিণ* নিকট। 'নিয়ড় সম্বন্ধ রাধা না কর দূর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দুআরেতে মাতা হাথি আছে তার দিবারাতি কেবা তার হইব নিয়ড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিয়ড়ে *ক্রিবিণ* কাছে। 'কোদাল খন্তা মাতা পাই নিয়ড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিয়ত[১], **নিয়ৎ** [আ] ১ *বি* নিয়ম। 'হাজ্জ নিয়তে স্নান জান মোস্তাহিব।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* সংকল্প। 'নিয়ত করিলা যবে নিয়মে রহিলা তবে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* ইচ্ছা। 'ইহাতে দাউদের নিজ নিয়তও প্রযুক্ত।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* উদ্দেশ্য। 'নিয়ৎ ভালো থাকলে, দান-খয়রাত করলেই হল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

নিয়ত[২] [স] *ক্রিবিণ* নিত্য। 'নিয়ত খণ্ডিতে নারে হরিহর ধাতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'গগনমণ্ডলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭০।

নিয়তচেষ্টা [স] *বি* অবিরাম প্রচেষ্টা। 'তাহার এই নিয়তচেষ্টা সার্থক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিয়তপরিবর্তনশীল [স] *বিণ* সর্বদা বদলে যায় এমন। 'জগৎ এক দিকে যেমন বিরাট অন্য দিকে তেমনি নিয়তপরিবর্তনশীল।' *শিব*, ১৯৫০।

নিয়তমর্মরিত [স] *বিণ* সর্বদা পাতার শব্দে মুখরিত। 'ঝাউবনের নিয়তমর্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিয়তি [স] ১ *বি* ভাগ্য। 'অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তি পরিহারার্থে কোথায় পলায়ন করিব।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* যাত্রাদলের বিবেক। 'যদি 'পরশুরামের দর্প-সংহার' হয়, তবে আমি নিয়তি সাজবো।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নিয়তিকৃত [স] *বিণ* অদৃষ্টকৃত। 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতের নিয়ম যারা পদে-পদে প্রমাণ করে চলল।' *অবন*, ১৯২৫।

নিয়তিনির্ভর [স] *বিণ* ভাগ্যের মুখাপেক্ষী। 'পরলোকে বিশ্বাসী নিয়তিনির্ভর অজ্ঞ মানুষ ভাবতে সাহস পায়নি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

নিয়তি শৃঙ্খল [স] *বি* ভাগ্যচক্র। 'নিয়তি শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নিয়তিহীন [স] *বিণ* ভাগ্যহীন। 'কোথাও নিয়তিহীন নিত্য নরনারীদের খুঁজে।' *জীবন*, ১৯৪০।

নিয়তো [স নিয়ত] *ক্রিবিণ* সবসময়। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

নিয়তোবাঞ্ছা [স নিয়ত-বাঞ্ছা] *বি* সতত কামনা। 'শ্রীশ্রী ˚ দ্বারায় নিয়তোবাঞ্ছা করি।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

নিয়ন [ই] *বি* বায়ুমণ্ডলে অল্প অনুপাতে বিদ্যমান গ্যাস। 'নিয়ন বাতির বিচ্ছুরণ।' *জীবন*, ১৯৪০।

নিয়নদীপ্ত [ই নিয়ন+স দীপ্ত] *বিণ* নিয়ন আলোয় উদ্ভাসিত। 'এখন যে হোটেলে নিয়নদীপ্ত ঘরে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

নিয়ন বাতি [ই নিয়ন+বাতি] *বি* নিয়ন গ্যাসপূর্ণ বাতি। 'নিয়ন বাতির বিচ্ছুরণ।' *জীবন*, ১৯৪০।

নিয়নমালা [ই নিয়ন+স মালা] *বি* সুবিন্যস্ত নিয়নবাতি। 'দিনের ট্রাফিক আর রাতের নিয়নমালা।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

নিয়ন হওয়া [স নিম্ন>] *ক্রি* কম হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিয়ন্তা [স] ১ *বি* বিধানকর্তা। 'নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক সম্ভব করা প্রামাণ্য নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বি* নিয়ন্ত্রণকারী। 'এখনও নামেনি সেই নির্জন রিকশাগুলো – নিয়ন্তার মতো।' *জীবন*, ১৯৩০।

নিয়ন্তৃ [স] *বি* নিয়ন্ত্রণকারী। 'সমাজের নিয়ন্তৃবর্গ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে এই ভ্রমে পতিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নিয়ন্ত্রণ [স] *বি* ব্যবস্থাপনা। 'মেরামত করিবার খাদ্য ও নিয়ন্ত্রণ করিবার খাদ্য চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

নিয়ন্ত্রণাধীন [স নিয়ন্ত্রণ-অধীন] *বিণ* অধীনস্থ। 'অপরাধজনিত কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

নিয়ন্ত্রিত [স] *বিণ* দমিত। 'আমাদের কার্য্য কত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

নিয়ন্ত্রিতৃ [স] *বি* কর্তৃত্ব। 'কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিয়ন্ত্রিতৃ ব্যতীত কিরূপে উৎপন্ন হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নিয়ন্ত্রেতা [স] *বিণ* নিয়ন্ত্রণকারী। 'আর্থিক জীবনের যারা নিয়ন্ত্রেতা।' *উমর*, ১৯৬৮।

নিয়ম [স] ১ *বি* রীতি। 'এমন নিয়ম করি কথোকাল বসি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অভ্যাস। 'দিতে পুষ্প যোগান নিয়ম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* পদ্ধতি। 'উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষা দান করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* ক্লাস রুটিন; সময়সূচি। 'কালেজের উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর

প্রাত্যহিক পাঠের নিয়ম অবগত করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বি* ঠিক। 'জনরবের অসংখ্য জিহ্বা। কোনটা যে কি বলে, তার নিয়ম কি?' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৬ *বি* শৃঙ্খলা। 'যাঁহারা এখানকার ছাত্রদের নিয়মে রাখেন, তাঁহাদের প্রকটার বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নিয়ম-কানুন [স নিয়ম+আ কানুন] ১ *বি* বিধিবিধান। 'বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* রীতিনীতি। 'এর কি আর নিয়মকানুন আছে।' *অবন*, ১৯৪১।

নিয়মকর্তা, নিয়মকর্ত্তা [স] *বি* বিধাতা। 'সকলের নিয়মকর্ত্তা ও পাপের দণ্ডদাতা ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

নিয়মকাল [স] *বি* সময়সূচি। 'পাঠের নিয়মকাল অধ্যাপকেরদিগের এবং ছাত্রেরদিগের স্বস্ব সুসারানুসারে নিবদ্ধ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

নিয়মক্রমে [স] *ক্রিবিণ* নিয়ম অনুসারে। 'সাহেবের নিয়মক্রমে এবং তাঁহার আনুকূল্যে এই গ্রন্থ ... মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার নিয়মক্রমে প্রায় 'ইত্ত' শব্দের ন্যায় উচ্চারণ করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

নিয়মচয় [স] *বি* নিয়মসমূহ। 'মহোদয়দ্বারা প্রস্তাবিত পাঠশালার নিয়মচয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

নিয়মচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নিয়ম পালন করে এমন। 'অপ্রগলভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিয়মতন্ত্র [স] *বি* নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন। 'বর্ত্তমানে যে ভিত্তির উপর নিয়মতন্ত্র ... প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০৮।

নিয়মতান্ত্রিক [স] *বিণ* নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিবাহ-ব্যবচ্ছেদ ঘটাইতে হইলে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নিয়মধারা [স] *বি* নিয়মনীতি। 'কমিটির নিয়মধারা অহরহ বর্দ্ধিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিয়মনিগড় [স] *বি* নিয়মের বন্ধন। 'মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিয়মনিয়ন্ত্রিত [স] *বিণ* নিয়মতান্ত্রিক। 'এই যদি কাব্যপ্রেরণার চরিত্র হয় তবে নিয়মনিয়ন্ত্রিত ন্যায়রাষ্ট্রে কবিদের কি করে স্থান হতে পারে?' *শিব*, ১৯৫০।

নিয়মনির্ভর [স] *বিণ* নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'ছন্দের সুমিতি নিয়মনির্ভর।' *শিব*, ১৯৫০।

নিয়মনির্মাণ [স] *বি* নিয়ম সৃষ্টি। 'সুবিধার খাতিরে নিয়মনির্মাণের নামই অবৈধতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিয়মপত্র [স] ১ *বি* লিখিত নিয়মাবলি। 'পণ্ডিতেরা এক নিয়মপত্র যেমত নিচে লেখা জায় লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪; 'ইস্কুলের নিয়ম পত্রের পাণ্ডুলেখ্য ... কর্তৃক প্রস্তুত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বি* নীতিমালা। 'নিয়মপত্র প্রস্তুত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

নিয়মপরায়ণ [স] *বিণ* নিয়ম মেনে চলে এমন। 'যথারীতি বিষম নিয়মপরায়ণ কাক চেরে ঘুম ভোরে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

নিয়মবদ্ধ [স] ১ *বিণ* প্রথাগত; নিয়মিত। 'এই পরিবর্তন একটি নিয়মবদ্ধ প্রক্রিয়া।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। ২ *বিণ* শৃঙ্খলিত। 'নিয়মবদ্ধ জীবন যন্ত্রবদ্ধ জীবের ন্যায়।' *হাই*, ১৯৫৪।

নিয়মবন্ধন [স] *বি* নিয়মনীতি। 'য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিয়ম-বিভূষণ [স] *বি* অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠ যে। 'এসো কনস্টিট্যুশন নিয়ম-বিভূষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

নিয়মবিরুদ্ধ [স] ১ *বিণ* আইনবিরুদ্ধ। 'রাজ-নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য হওয়া কখনই উচিত ও সম্ভবপর নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* নিয়মবহির্ভূত; বেআইনি। 'তাহা জগতের নিয়মবিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* নিয়মের বিপরীত। 'ইহা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ।' *নজরুল*, ১৯২২।

নিয়মভঙ্গ [স] *বি* নিয়ম অমান্যকরণ। 'হইল নিয়মভঙ্গ সঙ্কট জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিয়মমত [স] *ক্রিবিণ* নিয়মমাফিক। 'নিয়মমত আপনার কুঠরীতে বসিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নিয়মমতে [স] *ক্রিবিণ* রীতি অনুসারে। 'দিল্লীশ্বর বাদসাহ আমার নিয়মমতে কর ও শওগাত দাখিল করণেতে তুষ্ট।' *রামরাম*, ১৮০১।

নিয়মমাফিক [স নিয়ম+আ মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* নিয়মানুসারে; যথারীতি। 'নিয়মমাফিক ... ইচ্ছাটাও উবিয়া গিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

নিয়মরক্ষা [স] *বি* নিয়ম মেনে চলা। 'নানা আয়োজনে, নানা অনুষ্ঠানে, রীতিপালনে, নিয়মরক্ষায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

নিয়মরহিত [স] *বি* নিয়ম বহির্ভূত যা। 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতের নিয়ম যারা পদে-পদে প্রমাণ করে চলল।' *অবন*, ১৯২৫।

নিয়মশৃঙ্খলা [স] *বি* নিয়মকানুন। 'জড়প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলা কি এতই ইস্পাতকঠিন ...?' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

নিয়মসংযম [স] *বি* নিয়মকানুন; নিয়মশৃঙ্খলা। 'কোনোপ্রকার নিয়মসংযম যে কেন স্বীকার করিতে চান না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিয়মসিদ্ধ [স] *বিণ* নিয়মানুযায়ী করা হয়েছে এমন। 'এদের আকৃতি জ্যামিতিক নিয়মসিদ্ধ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিয়মহারা [স] *বিণ* নিয়ম মানে না এমন। 'আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া নিয়মহারা হিসাবহীন।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

নিয়মাতিরিক্ত [স নিয়ম-অতিরিক্ত] *বিণ* নিয়মবহির্ভূত। 'নিয়মাতিরিক্ত সৃষ্টির কথা আমি বলিতে পারি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নিয়মাধীন [স নিয়ম-অধীন] ১ *বিণ* নিয়ম-নীতি মেনে চলে এমন। 'এঁহারা মাসিক পাইবেন না কিন্তু পাঠশালার নিয়মাধীন হইয়া বিদ্যাভ্যাস করণহেতুক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ২ *বিণ* নিয়মের অধীন। 'গতিও সেই সকল নিয়মাধীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

নিয়মানুগত [স নিয়ম-অনুগত] *ক্রিবিণ* নিয়মের অনুগত হয়ে। 'শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের সমধিক তেজস্বিতা ও নিয়মানুগত চালনাই সুখোৎপত্তির মূল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিয়মানুগত্য [স নিয়ম-আনুগত্য] *বি* নিয়মের প্রতি নিষ্ঠা; নিয়মনিষ্ঠা। 'যেখানে বিশুদ্ধ নিয়মানুগত্য প্রাণের টুঁটি টিপে ধরে সেখানে রূপের মধ্যে ছন্দের সঞ্চার ঘটে না।' *শিব*, ১৯৫০।

নিয়মানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা [স নিয়ম-অনুবর্তিতা] *বি* নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা। 'চৌধুরীর নির্বাচনী এস্তেহারে স্বাক্ষর করিয়া ... নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রমাণ দিয়াছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৩৬; 'নিয়মানুবর্তিতাকে চুলোয় পাঠিয়ে ...।' *মানিক*, ১৯৪৭।

নিয়মানুবর্তী, নিয়মানুবর্ত্তী [স নিয়ম-অনুবর্তী] ১ *বিণ* নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে এমন। 'স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তী হওয়াতেও দুঃখ।' *বঙ্কিম*,

১৮৮৭। ২ *বিণ* নিয়মের অধীন। 'জীবন এখানে মোটামুটি নিয়মানুবর্তী।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বিণ* নিয়মবদ্ধ। 'অনেকটা নিতান্ত ধরাবাঁধা নিয়মানুবর্তী।' *হাই*, ১৯৫৪।

নিয়মানুযায়ী [স নিয়ম-অনুযায়ী] *ক্রিবিণ* নিয়ম অনুসারে। 'শারীরিক নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার শরীর সুস্থ রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিয়মানুসারে [স নিয়ম-অনুসারে] *ক্রিবিণ* নিয়ম অনুসারে। 'সাহেবের নিয়মানুসারে বাঙ্গলা কথা ইঙ্গরেজী অক্ষরে অনুলিপি করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

নিয়মান্তর [স নিয়ম-অন্তর] *বি* অনিয়ম। 'পত্র দর্শনদ্বারা সকলেই অবগত থাকিবেন সংপ্রতি কিঞ্চিৎ নিয়মান্তর উপস্থিত হইল তাহা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নিয়মাবদ্ধ [স নিয়ম-আবদ্ধ] *বিণ* নিয়মাধীন। 'যে সংকীর্ণ সুরকে নিয়মাবদ্ধ করা হয়েছিল তারই নাম ধ্রুপদ।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

নিয়মাবলী [স নিয়ম-আবলী] *বি* নানাবিধ নিয়ম। 'রথ্যাকর সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রচার দ্বারা ...।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

নিয়মিত [স] ১ *বিণ* নির্ধারিত। 'নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* নির্ধারিত লোক। 'আমার যে নিয়মিত আছে তাহাই লইয়া বিবিকে গাওা শিক্ষা করায়।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ *ক্রিবিণ* প্রায়ই। 'নিয়মিত বেসুরো গান শোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিয়মিত কালে [স] *ক্রিবিণ* যথাসময়ে। 'লোকে নিয়মিত কালে, লাঙ্গলাদি দ্বারা ভূমি খনন করিয়া বীজ বপন করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

নিয়মিতরূপে [স] *বি* নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে। 'গবর্ণমেণ্ট নিয়মিতরূপে বরাবর খাজনা পাইয়া আসিতেছেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

নিয়ম্য [স] *বিণ* নিয়মযুক্ত। 'নিয়ম্য ছন্দে – প্রাণের – হও নূতন।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

নিয়র [স নিকট] ১ *বিণ* ঘনিষ্ঠ। 'তোর সমে আছে মোর নিয়র সম্বন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অন্তর। 'দেখিয়া লিখন চিত্র আনন্দ নিয়র।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নিয়রে *ক্রিবিণ* নিকটে। 'লোচন নিয়রে হল্য কালুর নজর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিয়রো *ক্রিবিণ* নিকটে। 'রাহু দূরি বসু নিয়রো না আবথি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিয়ল [স নিগড়] *বি* শিকল। 'হাথে দিল হাথকড়া চরণে নিয়ল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

নিয়ামক [স] ১ *বি* নিয়ন্ত্রণকারী। 'প্রামাণিক প্রয়োগ তাহার নিয়ামক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বি* পরিচালক। 'সর্বহারার দুর্গম পথে নিয়ামক বিনা যায় না যাওয়া।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিয়ামিত [স] *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'নিজের সম্মিলিত ইচ্ছা-দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়ামিত করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নিয়ামত [আ নিয়মাত] ১ *বি* সম্পদ। 'এয়ছা নিয়ামত দিয়া ফের লেয় ছিনাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* খাবার। 'বেহেশতের নিয়ামত আমাকে খাওয়াইতে পারেন?' *মনসুর*, ১৯৫০।

নিয়েত [আ নিয়ত] *বি* মনস্থির। 'নিয়েত করগা মানুষ-মক্কা পানে।' *লালন*, ১৮৯০।

নিয়োগ [স] ১ *বি* প্রয়োগ। 'রাজকর্ম্মের নিয়োগ এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও দ্রব্যাদির বিক্রয়ের সম্বাদ ইত্যাদি বিষয় অনেকের প্রয়োজন ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বি* নিযুক্তি। 'বিদ্যালয় স্থাপন এবং উত্তম শিক্ষক নিয়োগ।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৩ *বি* হস্তক্ষেপ। 'জড়পদার্থের সামান্য গুণ এই যে কাহারও নিয়োগ ভিন্ন বিন্দুমাত্র স্থানও চলিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নিয়োগ করা ১ *ক্রি* ব্যবহার করা। 'সিন্দুক হইতে রাশি রাশি লিখিত পার্চমেণ্ট লইয়া তাঁহার রান্নাঘরে জিনিসপত্র সাফ করিতেন ও অন্যান্য নানা গৃহকর্ম্মে নিয়োগ করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *ক্রি* গ্রহণ করা। 'সমুদয় উদ্যম নিয়োগ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *ক্রি* প্রয়োগ করা। 'বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মশক্তি নিয়োগ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিয়োগকারী [স] *বিণ* নিযুক্তকারী। 'ভিক্ষাবৃত্তির পেশায় নিয়োগকারী অপরাধীদের ... বেত্রদণ্ড যথেষ্ট মনে করা যায় না।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

নিয়োগপত্র [স] *বি* চাকরিতে নিয়োগ করার চিঠি। 'কয়েক দিনের মধ্যেই দুই বন্ধুর নিয়োগপত্র এল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

নিয়োগী [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কাশীদাস নিয়োগী।' *সেবধি*, ১৮৪০; 'পরে নিয়োগী বংশ ধনেপ্রাণে ধ্বংস হয়।' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

নিয়োজন [স] ১ *বি* প্রবর্তন। 'দৈব নিয়োজন হেন থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; দৈব নিয়োজন মদন বাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সমারোহ; আয়োজন। 'কথাঁহো না দেখিলেঁ দৈব নিয়োজন হেন থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* কাজে নিয়োগ। 'উপযুক্ত লোক নিয়োজন করহ।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *বিণ* নিযুক্ত। 'অধুনাতন পণ্ডিতেরা ... কেহই অভ্রান্ত বলিয়া নিজ বুদ্ধি নিয়োজন করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিয়োজা [স নিয়োজন>] ১ *ক্রি* নিয়োজিত হওয়া। 'মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* নিয়োগ করা। 'লিখনে বিশেষ লিখে নিয়োজে ধাবকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নিয়োজিছে** *ক্রি* নিয়োজিত হয়েছে। 'আকাশেত নিয়োজিছে সে সকল চর।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিয়োজিল** *ক্রি* নিয়োগ করলো। 'মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিয়োজিলী** *ক্রি* নিয়োগ করলো। 'তার পিসি রাধার বড়ায়ি নিয়োজিলী নানা পরকারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিয়োজিত [স] ১ *বিণ* প্রবর্তিত। 'বিবিধ বিধানে যুত রূপ নিয়োজিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* নির্ধারিত। 'ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্যে বাধা দিতে এ জগতে কাহারও সাধ্য নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বিণ* নিযুক্ত। 'শাসনকর্ত্তাও তাঁহারই নিয়োজিত।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

নিয়োজিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিযুক্ত। 'বেলা গেল সন্ধ্যা হলো, আবার দাসীত্বে নিয়োজিতা।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

নিয়োম *বিণ* নিম্ন মানের। 'সেদিন এর চাইতে নিয়োম একটা বেচে এসেছে দেড়শ টাকায়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

নির [স নীর] *বি* পানি। 'তৃসাএ আকুল হৈয়া পিল তার নিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিরঅপরাধ [স নিরপরাধ] *বিণ* নির্দোষ। 'জগাই মাধাই হৈল নিরঅপরাধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নিরংবু [স নিরম্বু] *বিণ* পানিটুকুও খায় না এমন। 'কাল রাইত থিকা তুই নিরংবু উপাস।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

নিরংশু [স] *বিণ* জ্যোতিহীন। 'সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নিরক্ষণ, নিরক্ষন [স নিরীক্ষণ] ১ *বি* মনোযোগ সহকারে দেখা। 'জেই

জেই রাজা অঙ্গ করিল নিরক্ষন।' *মালাধর, ১৫০০*। ২ *বি* নির্ণয়। 'জ্যোতিষিক লোকের ঘড়ি দ্বারায় সময় নিরক্ষণে রহিলেন।' *রামরাম, ১৮০১*। ৩ *বি* পর্যবেক্ষণ। 'ঘড়িয়ালেরা তাহাদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে।' *রামরাম, ১৮০১*।

নিরক্ষর [স] *বিণ* অক্ষরজ্ঞানহীন। 'সাক্ষরেরা ঐ নিরক্ষর বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া প্রধান উপাধ্যায়ের ...।' *মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩*।

নিরক্ষরচিত্ত [স] *বি* অজ্ঞ-মানসিকতা। 'একস্থানের যথেচ্ছাচার প্রায় সকল সময়েই দুর্বুদ্ধিপ্রসূত, অপর স্থানে নিরক্ষরচিত্ত হইতে উদ্ভব।' *বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪*।

নিরক্ষরতা [স] *বি* অক্ষরজ্ঞানহীনতা। 'এর আগে বাষকিরিয়াতে নিরক্ষরতা ছিল প্রায় সর্বব্যাপী।' *রবীন্দ্র, ১৯৩১*।

নিরক্ষরা [স] *বিণ স্ত্রী* অক্ষরজ্ঞানহীন। 'নিরক্ষরা বুড়ি সারদার কাণ্ড দেখতে লাগলাম।' *নরেন্দ্র, ১৯৫২*।

নিরক্ষা [স নিরীক্ষণ>] *ক্রি* দেখা। **নিরক্ষিতে** *ক্রি* অভিনিবেশের সঙ্গে দেখতে। 'নিরক্ষিতে লাগিলা শিশুর কলেবর।' *সুলতান, ১৭০০*। **নিরক্ষিয়া** *ক্রি* নিরীক্ষণ ক'রে। 'চারিদিক নিরক্ষিয়া কহিতে লাগিল।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*। **নিরক্ষিল** *ক্রি* দেখলো। 'অন্যে ২ মুক নিরক্ষিল।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*।

নিরখা [স নিরীক্ষণ>] *ক্রি* দেখা। **নিরখয়** *ক্রি* দেখে। 'জলে থাকি কুমুদ হাসিয়া নিরখয়।' *রূপরাম, ১৭৫০*। **নিরখি** *ক্রি* নিরীক্ষণ করে; দেখে। 'ফিরি চাহ নিরখি বদনে।' *বড়ু, ১৫৭০*। **নিরখিতে** *ক্রি* দেখতে। 'রূপ নহে কালো, নিরখিতে আলো।' *রামপ্রসাদ, ১৭৮০*। **নিরখিয়া** *ক্রি* তাকিয়ে। 'শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া পথ পানে নিরখিয়া।' *জ্ঞান, ১৬০০*। **নিরখিল** *ক্রি* দেখলো। 'উর্দ্ধমুখ করি তবে চক্র নিরখিল।' *মালাধর, ১৫০০*। **নিরখিলে** *ক্রি* দেখলে। 'তনিয়া মুরলী গান ধৈরজ না ধরে প্রাণ নিরখিলে হারাবি পরাণ।' *দ্বিজ..., ১৬০০*। **নিরখে** *ক্রি* নিরীক্ষণ করে। 'তরুতলে রূপরাশি নিরখে নিকটে আসি।' *রামপ্রসাদ, ১৭৮০*।

নির-গোঁফ [স নির্‌+স শুক্ষ] *বিণ* গোঁফ নেই এমন। 'নির-গোঁফের নাকে চড়ে ইঁদুর চৌগোঁফা।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১৭*।

নিরগ্নিক [স] *বিণ* আগুনের জ্ঞানহীন। 'নিরগ্নিক অবস্থায় থাকতে-থাকতে একটা সময় দেখি এক-এক দল মানুষ ...।' *অবন, ১৯২৫*।

নিরঙ্কিত [স] *বিণ* অচিহ্নিত। 'চলে ঝাঁপ দিতে নিরঙ্কিত পথ বেয়ে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৩*।

নিরঙ্কুর [স] *বিণ* অঙ্কুরহীন। 'বিলাতের নির্মিত কঠিন পাদুকার তলে তাহা নিরঙ্কুর হইয়া লোপ পাইত।' *রবীন্দ্র, ১৮৯০*।

নিরঙ্কুশ [স] ১ *বিণ* স্বাধীন। 'লোকে সমুদায় নিরঙ্কুশ হইয়া যথেষ্টাচারী বিহারী হইয়াছে।' *দর্পণ, ১৮২৯*। ২ *বিণ* নিখুঁত। 'দুই-তিন দিন বিছানায় পড়িয়া নিরঙ্কুশ ভালোমানুষীর প্রায়শ্চিত্ত করিলাম।' *রবীন্দ্র, ১৯১২*। ৩ *বিণ* পুরোপরি। 'নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয়, তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।' *রবীন্দ্র, ১৯১৭*। ৪ *বিণ* সুস্পষ্ট। 'জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে।' *বেগম, ১৯৭১*।

নিরজন [স নির্জন] *বিণ* নির্জন। 'নিরজন উরজ হেরই কত বেরি। হসই সে অপন পয়োধর হেরি।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*।

নিরঞ্জন [স] ১ *বি* হিন্দুমতে ব্রহ্ম। 'বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন।' *বড়ু, ১৪৫০*। ২ *বি* ঈশ্বর; আল্লাহ। 'তবে প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিধান।' *সুলতান, ১৭০০*। ৩ *বি* নিষ্কলঙ্ক। 'আমার প্রেম থাক্ নিরঞ্জন।' *রবীন্দ্র, ১৯২৮*।

নিরঞ্জনত্ব [স] *বি* পরিশুদ্ধতা; নির্মলতা। 'বুদ্ধি কি করে স্বার্থকলঙ্কিত হয়ে তার নিরঞ্জনত্ব হারিয়ে বসে ...।' *মোতাহের, ১৯৫০*।

নিরঞ্জনপুর [স] *বি* পরম গন্তব্য। 'যাইবানি নিরঞ্জনপুর।' *সুলতান, ১৭৫০*।

নিরঞ্জনা [স] *বি স্ত্রী* নির্মলা। 'দেহ-কূল ছাড়ি নেমেছে মনের অকূল নিরঞ্জনা।' *নজরুল, ১৯২৮*।

নিরঞ্জনি [স নিরঞ্জনী] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'জয় জয় জয় দুর্গা জয় নিরঞ্জনি।' *মানিকরাম, ১৭৮১*।

নিরত [স] ১ *বিণ* নিযুক্ত। 'পরগৃহের গৃহকর্মাদিতে অনুদিন নিরত।' *বঙ্কিম, ১৮৭৩*। ২ *বিণ* রত। 'দুজনে লাট্টু-নিরত খোকার দিকে অগ্রসর হন।' *শিবরাম, ১৯৪০*।

নিরতিশয় [স] *বিণ* অত্যধিক। 'তবে নিত্য নিরতিশয় সুখ পাইবি।' *মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩*।

নিরতীত [স] *বিণ* অতীত হয়ে যায়নি এমন। 'আনে যদি চক্রী সমীরণ নিরতীত নৈরাজ্যের রূঢ় নিমন্ত্রণ।' *সুধীন্দ্র, ১৯৩১*।

নিরত্যয় [স] *বিণ* অবিনাশী; অক্ষয়। 'তবু তার যৌবনের দুর্মূল্য সুরভি/ এ-দিনের ফুলে ফুলে আজো নিরত্যয়।' *সিকান্দার, ১৯৫৬*।

নিরদয় [স নির্দয়] *বিণ* নির্দয়। 'হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ।' *গোবিন্দ, ১৬০০*।

নিরদন্ধা, নিরদন্দা [স নির্দন্দ্ব] *বিণ স্ত্রী* নির্দ্বন্দ্ব। 'জীবন জৌবন সকল করি মানলুঁ দসদিস ভেল নিরদন্দা।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*; 'এখন সত্যিই নিরদন্দা হয়ে গেল।' *মুজতবা, ১৯৬১*।

নিরনুভব [স] *বিণ* অনুভবহীন। 'ওকে নিরনুভব ও স্নায়ুহীন করে ... দুর্গা হাল্টার হাতে এগিয়ে এলো।' *ইলিয়াস, ১৯৭২*।

নিরন্ত [স] *বিণ* অন্তহীন। 'সবার মাঝে পৃথক ও যে ভিড়ের কারাগারে/ খ্যাতি-বেড়ির নিরন্ত ঝংকারে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৮*।

নিরন্তক [স] *বিণ* অসীম। 'হে বিভো জগদযোনি, অযোনি আপনি, জগদন্ত নিরন্তক।' *মাইকেল, ১৮৬০*।

নিরন্তর [স] ১ *বিণ* অবিরাম। 'সেই দৃষ্টি তোমায় দেখে নিরন্তরে।' *মালাধর, ১৫০০*। ২ *ক্রিবিণ* নিত্য। 'নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*। ৩ *বিণ* বিশ্রামহীন। 'আপন শারীরিক নিরন্তর শ্রমের দ্বারা ...।' *দর্পণ, ১৮৩৫*। ৪ *বিণ* অবিচ্ছিন্ন। 'তাহার তলদেশ নিরন্তর হরিৎ শস্পাস্তরণে আবৃত।' *অক্ষয়, ১৮৫৪*।

নিরন্ন [স] ১ *বিণ* অন্নসংস্থানহীন। 'নিরন্ন বায়ান্ন দেব ধরিয়া বিক্রম।' *গুপ্ত, ১৮৫৮*। ২ *বিণ* খাদ্যের অভাবগ্রস্ত। 'নিরস্ত্র নিঃসত্ত্ব নিরন্ন ভারতের দুর্বলতাই ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৫*। ৩ *বিণ* খাদ্যহীন। 'নিরন্ন ক্ষুধিত শীর্ণ মানুষের পথ।' *করুণ, ১৯৪৬*।

নিরপত্য [স] *বিণ* সন্তানহীন। 'নিরপত্য স্বামীর মৃত্যুতে দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্মহানিজনক ছিল না।' *রবীন্দ্র, ১৯০৮*।

নিরপরাধ [স] ১ *বিণ* নির্দোষ। 'তাহাদিগের মন্দ চেষ্টাকে কোন অনপকারী ছলের দ্বারা ব্যর্থকরণ কেবল নিরপরাধ নহে।' *তারিণী, ১৮০৩*। ২ *বি* অপরাধহীনতা। 'নিরপরাধে গোপনে গুপ্তহত্যা দ্বারা ডাকাতের মত মদিনাবাসীদিগকে হত্যা করিল।' *মশাররফ, ১৯০৮*। ৩ *বিণ* চিরপ্রশান্ত। 'কয়েকটা বন্দুক – হিম – নিস্পন্দ নিরপরাধ

ঘুম।' *জীবন*, ১৯৪২।

নিরপরাধা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্দোষ। 'নিরপরাধা সহধর্মিণীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিরপরাধিতা [স] *বি* অপরাধহীনতা। 'নিষ্পাপ শিশুর নিরপরাধিতার সাফাই কীর্তনের মুখে সকলের জবরদস্তি উবে গেল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

নিরপরাধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নির্দোষ। 'ক্ষীরোদবাসিনী নিরপরাধিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

নিরপরাধী [স] *বিণ* নির্দোষ। 'নিরপরাধী ভেড়ার ছানাকে ধরিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নিরপেক্ষ [স] ১ *বিণ* পক্ষপাতশূন্য। 'পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* যোগাযোগবিহীন। 'কোনো উপলক্ষ্য-নিরপেক্ষ ভাবে আমি লিখেছি কিনা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিরপেক্ষতা [স] *বি* পক্ষপাতহীনতা। 'পাবনা পুলিস কর্মচারিগণের নিরপেক্ষতা একপ্রকার জগদ্বিখ্যাতই।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

নিরপেক্ষভাবে [স] *ক্রিবিণ* পক্ষপাতহীনভাবে। 'তাঁহার গ্রন্থ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'নিরপেক্ষভাবে নিরীক্ষণ করিলে ছোকরাটির মধ্যে তেমন অসাধারণ কিছু ছিল না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নিরবকাশ [স] ১ *বিণ* ফাঁকশূন্য; অবকাশশূন্য। 'আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ২ *বিণ* বিশ্রামহীন। 'কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নিরবগুণ্ঠিত [স] *বিণ* অবগুণ্ঠিত নয় এমন। 'অপ্রগল্‌ভা ধরিত্রী সে প্রণামে লুণ্ঠিত/ পূজারিণী নিরবগুণ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিরবচ্ছিন্ন [স] ১ *বি* অবিকল; হুবহু। 'যাহা নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতমূলক তাহার নাম তৎসম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* নিরমিত। 'নিরবচ্ছিন্ন মাসে ভক্ষণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর কার্য্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* একটানা। 'নরলোকে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকর পদার্থ অতীব দুর্লভ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বিণ* অনিবার্য। 'বুঝলেন শেষ হয়নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিরবচ্ছিন্নতা [স] *বি* নিরন্তরতা। 'একটা আপতিত নিরবচ্ছিন্নতার ভেতর ... ডুবে যেতে লাগল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিরবচ্ছেদ [স] *বিণ* একটানা। 'ঐ প্রদেশে ষণ্মাসব্যাপী নিরবচ্ছেদ দিবাকাল ... বিরাজ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিরবধি [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিরবধি ফিরি ফিরি ঝোপ দরী গিরি বাঘে সাপে নাই খায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিরবয়ব [স] *বিণ* নিরাকার; দেহহীন। 'আসবে সে নিরবয়ব মৃত্যুদূত।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

নিরবলম্ব [স] ১ *বিণ* কোনো কিছুকে অবলম্বন করতে হয় না এমন। 'স্বর্গ নিরপেক্ষ, নিরবলম্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ *বিণ* অবলম্বনহীন। 'কলত নিরবলম্ব, নিঃসন্তান, নিঃস্ব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৩ *বিণ* বেহাল অবস্থাপ্রাপ্ত। 'দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে কতটা নিরাবলম্ব ও শোচনীয় হয়ে পড়ে ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

নিরবলম্বন [স] *বি* অবলম্বনহীন অবস্থা। 'নব্য সম্প্রদায় প্রায়ই নিরবলম্বনে ভাসমান তৃণখণ্ডের ন্যায়।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

নিরবহ [স নির্বাহ>] *ক্রি* অতিবাহিত করবে। 'কৈছে নিরবহ হরি বিনু ইহ রাতিয়া।' *শেখর*, ১৬০০।

নিরবুদ্ধি [স নির্বুদ্ধি] *বি* নির্বোধ ব্যক্তি; বোকা লোক। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'পরম নিরবুদ্ধির মতো চোখ মুখের ভাব সর্বদা টলমল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

নিরব্যয় [স] *বিণ* অনন্ত। 'বিশ্বস্তের ব্যাকরণ নিরব্যয়, আদ্যন্ত সাম্বর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

নিরভাব [স নির্ভাব] *বিণ* অভাবহীন। 'তিনি নিরভাব, পূর্ণ।' *নজরুল*, ১৯৪১।

নিরভিভূত [স] *বিণ* মুক্ত; আচ্ছন্ন নয় এমন। 'দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্বদা নির্মল ও নিরভিভূত থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিরভিমান [স] *বিণ* অহংকারহীন। 'উত্তম হঞা বৈষ্ণব হৈবে নিরভিমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রত রাখো কল্যাণে নীরবে নিরভিমানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নিরভিমানী [স] *বিণ স্ত্রী* অহংকারহীন। 'আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিরভিযানী [স] *বিণ* প্রচল। 'সর্বত্র ... বিনিয়োগবিমুখ অপচয়, মানসিক জাড্য ও নিরভিযানী ভোগবৃত্তি।' *শিব*, ১৯৫৬।

নিরভিসন্ধি [স] *ক্রিবিণ* বিনা কারণে। 'আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিরমন *ক্রি* নিরাহার। 'নিরমনে নিয়ম করিয়া লাউসেন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিরমল [স নির্মল] ১ *বিণ* পবিত্র। 'নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বিণ* ময়লাহীন। 'ডানা দুটি ধুয়ে ধুয়ে করিতেছে নিরমল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নিরমা [স নির্মাণ>] *ক্রি* নির্মাণ করা। **নিরমালয়** *ক্রি* নির্মাণ করলো। 'এ অপরুপশী কো নিরমালয় কো বিধি বিদগধরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নিরমিআঁ** *ক্রি* নির্মাণ করে। 'কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিরমিয়া** *ক্রি* নির্মাণ ক'রে। 'নিরমিয়া চন্দ্রবাণ যাঁ দিল তায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নিরমিল** *ক্রি* নির্মাণ করলো। 'তোক্ষে নিরমিল ত্রিভুবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিরমিলা** *ক্রি* নির্মাণ করলো। 'সেই জ্যোতি মূলে ত্রিভুবন নিরমিলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নিরমাণ, নিরমান [স নির্মাণ] *বি* নির্মাণ। 'চম্পকে কএল পুহবি নিরমাণ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'নাখ মুখ চক্ষু কান কুন্দে জেন নিরমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সুবর্ণের ঘট পোটা বিচিত্র নির্ম্মাণ।' *বিজয়*, ১৬৫০। দ্র **নির্মাণ**

নিরমিষ [স নিরামিষ>] *বিণ* আমিষহীন। **নিরমিষখেগো** *বি* যে আমিষ বর্জিত খাবার খায়। 'একটি নিরমিষখেগো এসেছিলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

নিরমিষ বসে থাকা *ক্রি* চুপচাপ বসে থাকা। 'কি বাবা নিরমিষ বসে রয়েচ যে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

নিরমূল [স নির্মূল] *বিণ* নির্মূল। 'সৈম সাজল মধুমখিকা কুল। সিসিরক সবহু কএল নিরমূল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিরম্বু [স] ১ *বিণ* জলশূন্য। 'যাচিছে বারিধারা/ ধরা নিরম্বু।' *নজরুল*, ১৯৩০। ২ *বিণ* পানি পান করাও নিষেধ এমন। 'কেহ কেহ নিরম্বু উপবাস করেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'নিরম্বু উপোস।' *মনোজ*, ১৯৬১।

নিরম্বুদ [স] *বিণ* মেঘশূন্য। 'নির্ম্মল নিরম্বুদ আকাশমণ্ডল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

নিরম্ল [স] *বিণ* অম্লহীন। 'নিরম্ল গুমোট রসে ভেদ-বমি ব্যর্থ সঞ্জীবনে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

নিরয় [স] *বি* নরক। 'সত্য বাক্যে স্বর্গে জাই মিথ্যায় নিরয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিরয়গামী [স] *বিণ* নরকগামী। 'সে চিরকাল নিরয়গামী হইয়া থাকে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নিরর্থ [স] ১ *বিণ* নাবোধক। 'সদর্থ বোধ না করিয়া নিরর্থ জানিত।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* অর্থহীন। 'উত্তাসিল নিরর্থ নগ্নতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিরর্থক্রিয়া [স নিরর্থক>] *বিণ* কর্মের পক্ষে অপটু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিরর্থক [স] *ক্রিবিণ* অযথা। 'তবে নিরর্থক তোমাকে নিত্য কেন ভোজন করাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নিরর্থকতা [স] *বি* অনর্থকতা; অর্থহীনতা। 'নিরর্থকতার মধ্যে চিরদিনের মতো বিসর্জন করিতে সকলে ব্যগ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিরর্থকভাবে [স] *ক্রিবিণ* অর্থহীনভাবে। 'এই আবর্তিত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশসকল সর্বদাই নিরর্থকভাবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'সার্থক এবং নিরর্থকভাবে উকিল, ডাক্তার, দারোগা যাহাকে পাইতেছি তোয়াজ করিতেছি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নিরলঙ্কার, নিরলংকার [স] ১ *বিণ* সৌন্দর্যহীন। 'দর্শন-বিজ্ঞানের মতো নিরলংকার হইলে চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* অলঙ্কারশূন্য। 'আমাদের মেয়েদের তুলনায় এরা নিরলঙ্কার।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

নিরলস [স] *ক্রিবিণ* ক্লান্তিহীন; আলস্যহীন। 'একমনে মৌনব্রত একাসনে বসি নিরলস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিরলসা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* অবিরাম বয়ে চলছে এমন। 'নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ স্ত্রী* আলস্যহীন। 'নিরলসা বিনোদিনী কর্মের অভাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিরশন [স] *বি* অনাহার; উপবাস। 'একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিরশ্রু [স] *বিণ* অশ্রুহীন। 'তাহা নিরশ্রুনেত্রে ব্যক্ত করা যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'দেখিনু চাহিয়া ও মুখের পানে – নিরশ্রু নিষ্ঠুর।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নিরশ্রুনয়ন [স] *বি* জল নেই এমন চোখ; অশ্রুহীন চোখ। 'নিরশ্রুনয়নে অত্যপকৃষ্ট তণ্ডুলগ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

নিরশ্রুনেত্র [স] *বিণ* অশ্রুহীন চোখ। 'তাহা নিরশ্রুনেত্রে ব্যক্ত করা যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিরস, নিরষ [স নীরস] ১ *বিণ* শুষ্ক। 'নিরস কুসুম লাগি কেনে মন ঝুরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* নিম্নমানের। 'দিসী তরজমানবিসের তরজমা হইতে নিরস ঠাওরবেক না।' *ক্যালগো*, ১৭৮৭; 'লিখীয়াছেন নিরষ কাপড় হরগেজ না হয়।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

নিরসন [স] ১ *বি* মোচন। 'সর্ব্বসাধারণের ভ্রম নিরসন করিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* খণ্ডন। 'হেঁয়ালি ও নিরসন নির্ঝরের নিক্বণের মতো বেঁচে রবে।' *জীবন*, ১৯৩০।

নিরস্ত [স] *বিণ* বিরত; নিবৃত্ত। 'নিরস্ত করিআ তোরে হইল সতন্তরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিরস্তা [স নিরস্ত>] *ক্রি* বিরত করা। 'নিরস্তিল কেবা জলেশ পাশীরে?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নিরস্ত্র [স] *বিণ* অস্ত্রহীন। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'আমি তুরুষ্কদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নিরস্ত্রীকৃত [স] *বিণ* অস্ত্রহীন করা হয়েছে এমন। 'নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংল্যাণ্ড-অধিবাসীবৃন্দ ...।' *নজরুল*, ১৯২৩।

নিরস্থি [স] *বিণ* আঁটি নেই এমন। 'স্নিগ্ধ নিরস্থি উপাদেয় আম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

নিরহ [স নিরীহ] *বিণ* শান্তশিষ্ট। *ক্যালগো*, ১৭৯০।

নিরহঙ্কার [স] *বিণ* অহংকার নেই এমন। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'তিনি যেমন নিরহঙ্কার ছিলেন; সম্পদের অবস্থাতেও, তেমনই নম্র, তেমনই নিরহঙ্কার ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

নিরাংশী [স নিরংশী] *বিণ* সম্পত্তির অংশভাগী নয় এমন। '... বিধিমত বিচারে অংশী কি নিরাংশী বিধান বেবশৃতা লিখিতে আজ্ঞা হইবেক।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

নিরাক *বি* হাওয়াশূন্য স্তব্ধতা। **নিরাকপড়া** *বিণ* বাতাসহীন ও স্তব্ধ। 'এক নিরাকপড়া শ্রাবণের দুপুরে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নিরাকরণ [স] ১ *বিণ* নির্ধারণ সংক্রান্ত। 'দশানি ছয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ পত্র দোরস্ত করিয়া দস্তখতি২ করাইয়া আপন জিম্বা রাখিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* নিরসন। 'কি মতে পতন নিরাকরণ কিছুই উপস্থিত নাহি।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* দূরীকরণ। 'তৎসংসর্গজ দোষ নিরাকরণ তাৎপর্য।' *দর্পণ*, ১৮২২।

নিরাকরণার্থ [স নিরাকরণ-অর্থ] *ক্রিবিণ* যুক্তি খণ্ডনের জন্য। 'পূর্বোক্ত পুস্তকের নিরাকরণার্থ নিয়োজন করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

নিরাকরণার্থে [স নিরাকরণ-অর্থে] *ক্রিবিণ* দূরীকরণের জন্যে। 'নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত ও সদ্‌যুক্তি দ্বারা নিরাকরণার্থে জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

নিরাকাঙ্ক্ষ [স] *বিণ* আকাঙ্ক্ষা নেই এমন। 'নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নিরাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* নির্লোভ। 'এক গ্রামবাসী নিরাকাঙ্ক্ষী ইন্দুর ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নিরাকার [স] ১ *বিণ* আকারহীন। 'তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'উপনিষদুল্লিখিত নিরাকার, নির্বিকার, জ্ঞানময়, পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *ক্রিবিণ* আকারহীনভাবে। 'দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া, মন তাহাদের ঘূর্ণা-পাকের হাওয়া; বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে চলছে নিরাকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৩ *বিণ* অনির্দেশ্য। 'ঘরভরা এক নিরাকার শূন্যতা না কহিল কোনো কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিরাকার-বাদী *বিণ* আকারহীন ঈশ্বরের উপাসনা করে এমন। 'নিরাকার-বাদী এবং সাকারবাদী উভয় দলেই তেমন লোক ঢের আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নিরাকারা [স] *বিণ স্ত্রী* আকারহীন। 'কতক্ষণে উত্তরিলা তথা নিরাকারা দূতী।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'জননী তুই সাকারা মা নিরাকারা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

নিরাকুল [স] ১ *বিণ* নিশ্চিন্ত; প্রশান্ত। 'নিরাকুল সুখে তুমি চল প্রজাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* ভারাক্রান্ত। 'নিরাকুল ফুলভারে বকুল-বাগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিরাকুলতা [স] *বি* উদ্বেগহীনতা। 'এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কী; অর্থ কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নিরাকুল [স] *বিণ* আকুলতাহীন। 'নিরাকুল মানবাত্মা অঙ্গারিত সৌর তেজসম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিরাকৃত [স] ১ *বিণ* বহিষ্কৃত। 'তুরা তাহাকে সভা হইতে নিরাকৃত করিয়া ... তাড়াইয়া দিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* দূরীভূত। 'তাহাদিগের প্রাচীনত্বের প্রতি অনেকের যে সংশয় ছিল, তাহা সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* নিরস্ত। 'অন্য জাতির সহিত উদ্বাহ সূত্রে সংযুক্ত না হইলে তাহা নিরাকৃত হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিরাগী [স] *বি* রাগ নেই যার। 'বুদ্ধিমান নিরাগীর মতো ভাব।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিরাঞ্জন [স নিরঞ্জন] *বি* নিরঞ্জন। 'হেন মতে নিরাঞ্জন আদেশ আছএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিরাড়ম্বর [স] *বিণ* আড়ম্বরহীন। 'সকল নিরাড়ম্বর প্রচেষ্টার ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮; 'নিরাড়ম্বর নিরীহ জীবন, হয়তো বা নিম্নগত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নিরাতঙ্ক [স] *বিণ* নির্ভয়। 'বর দিয়া ভগবতী করহ নিরাতঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিরাধার [স] *বিণ* আধারহীন। 'পৃথিবী পিণ্ডের ন্যায় গোলাকৃতি, এবং নিরাধার হইয়া শূন্যেতে স্থিতি করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

নিরাধারা [স নিরাধার>] *ক্রিবিণ* নির্বিঘ্নে। 'এক বৎসর নিরাধারা সেই দুই বৌকে লেখা পড়া শিখাইয়াছে।' *গৌর*, ১৮২২।

নিরানন্দ [স] ১ *বিণ* আনন্দহীন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* বিষাদযুক্ত। 'কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দকালে।' *মাইকেল*, ১৮৬২। ৩ *বি* আনন্দহীনতা। 'যার অন্তরে সদা আনন্দ নিরানন্দ জানে না সে।' *লালন*, ১৮৯০; 'নিরানন্দ নিরালোক স্তব্ধ শোক মরণের অধিক মর্মে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নিরানন্দকর [স] *বিণ* নিরানন্দময়। 'স্ত্রীপুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিপতিত হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিরানন্দি [স নিরানন্দ] *বিণ* বিষাদযুক্ত। 'দ্বাদশবৎসর বন্দি তোমা কৈল নিরানন্দি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিরানব্বই [স নবনবতি] *বিণ* ৯৯ সংখ্যক। 'নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

নিরানব্বইয়ের ধাক্কা *বি* টাকা জমানোর লোভ। 'ইহাকেই বলে নিরানব্বইয়ের ধাক্কা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিরানব্বি [স নবনবতি] *বিণ* নিরানব্বই। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

নিরাপত্তা [স] ১ *বি* নির্বিঘ্নতা। 'কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিন্তে নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* সুরক্ষা। 'স্থানীয় শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার জন্য যে প্রাদেশিক সৈন্যদলের নিযুক্ত থাকা উচিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

নিরাপত্তি [স] *বি* আপত্তি নেই এমন অবস্থা। 'আমিও নিরাপত্তিতে থেমে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিরাপদ [স] ১ *বিণ* বিপদমুক্ত। 'জগদীশ্বর তোমায় চিরজীবী ও নিরাপদ করুন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* নির্বিঘ্নে; ঝামেলামুক্ত। 'আমাদের প্রাচীন রীতিনীতির জীর্ণ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লওয়াই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'আমি বাহিরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করিলাম না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* ঝুঁকিমুক্ত। 'পথে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

নিরাপদতা [স] *বি* নিরাপত্তা। 'আর্থিক অবস্থার নিরাপদতা ঘোষণা করা হইবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

নিরাবরণ [স] *বিণ* আবরণহীন। 'আমার সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নিরাবরণা [স] *বিণ স্ত্রী* অনাবৃত। 'নিতান্ত নিরাবরণা, দরিদ্র, সহজ তোমাকে দাঁড়াতে হবে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

নিরাবর্ত [স] *বিণ* জলের পাক নেই এমন। 'আবর্ত নদীর আত্মা নিরাবর্ত হবে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

নিরাবলম্বন [স] *বি* নিরাশ্রয়। 'এই যার থেকে জীবনটা যেন ... নিস্পৃহতার, নিরাবলম্বনের ও অজ্ঞানতার কুজ্ঝটিকায়।' *জীবন*, ১৯৩১।

নিরাবশ্যকতা [স] *বি* প্রয়োজনহীনতা। 'অপেক্ষাকৃত নিরাবশ্যকতার লাঞ্ছনামুখে ফেলতে পারলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নিরাবিল [স] ১ *বিণ* নির্মল। 'কোনো সভ্যতাই নিরাবিল ও নিষ্কলুষ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বিণ* নিষ্কলুষ। 'কোনো সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

নিরাভরণ [স] *বিণ* অলঙ্কারশূন্য। 'আমার সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নিরাভরণতা [স] *বি* অলঙ্কারহীনতা। 'তাই বলে অতি সাধারণ নিরাভরণতাও চোখে পড়ল না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

নিরাভরণা [স] *বিণ স্ত্রী* আভরণশূন্য; নিরলঙ্কার। 'পার্বতীর নিরাভরণা মনোময়ী কান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিরামণি [স নৈরাত্ম্যযোগিনী] *বি* নৈরাত্মা। 'সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

নিরাময় [স] ১ *বিণ* নীরোগ। 'প্যারিশঙ্কর দিব্য সুস্থ নিরাময় ভাবে বসিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* দূষণমুক্ত। 'তাহার বায়ুকে নিরাময় করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিরাময়ত্ব [স] *বি* রোগহীনতা। 'আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নিরামিষ [স] ১ *বি* মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষ বাদ দিয়ে যে খাবার। 'নিদারুণ মাঘ মাস সর্বক্ষণ নিরামিষ করে উপবাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* নিরানন্দ। 'যদি এমন নিরামিষ রকমে থাকি তবে হায়োলদেল হয়ে মরে যাব।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ৩ *বিণ* আমিষবর্জিত। 'আমিষ হউক, নিরামিষ হউক, তাজা হউক, বাসি হউক, কিছু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিরামিষগোছের *বিণ* নির্বিরোধ। 'এমন একটা নিরামিষগোছের সমাধান হইয়া যাওয়াতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে একটু যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নিরামিষ-প্রাণী [স] *বি* আমিষবর্জিত খাবার খায় যে প্রাণী। 'শাকান্নভোজী নিরামিষ-প্রাণী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নিরামিষভোজী [স] *বিণ* নিরামিষাশী। 'গ্রীশ দেশীয় সক্রেটিস, প্লেটো, জিনো, এপিকিউরস প্রভৃতি নিরামিষভোজী প্রাচীন পণ্ডিতেরা সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নিরামিষাশী [স] ১ *বিণ* আমিষ খাদ্য ভোজন করে না এমন। 'তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ... ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* আমিষ খাদ্য খায় না এমন প্রাণী। 'উদ্ভিদের চোখে দেখলে অতি বড়ো নিরামিষাশীকেও হিংস্র মনে হতে পারে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

নিরামিষ্য [স] *বিণ* আমিষহীন। 'নিরামিষ্য অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিরিমিষ্যি [স নিরামিষ>] *বি* নিরামিষ খাবার। 'আমি নিরামিষ্যি খাওয়াব।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

নিরামীষ [স] *বিণ* আমিষবর্জিত। 'বৈশাখ হইল মোরে বিষ মাঁস না বিকার সভে করে নিরামীষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিরিমিষ [স] *বি* মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষ বাদ দিয়ে যে খাবার। 'ইয়ারের সুদু নিরিমিষ রকমে যেতে মন শচ্চে না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নিরিমিষ্‌ষি [স নিরামিষ>] *বিণ* ভোগবিলাসহীন। 'যে নৌকো থানায় ডাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরামিষ্‌ষি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নিরামোদ [স] *বিণ* দুঃখ; ভোগান্তি। 'ইহার ক্রিয়াতে পশ্চাৎ যথেষ্ট নিরামোদ হইবে।' *রামরাম*, ১৮০১।

নিরালএ [স নিরালয়] *ক্রিবিণ* নিভৃতে। 'ভাবিয়া সে নিরঞ্জন থাকী নিরালএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিরালম্ব [স] *বিণ* অবলম্বনহীন। 'নিরালম্ব শূন্যে আচম্বিতে উপজিল স্বপ্নলোক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

নিরালম্বন [স] *বি* অবলম্বনহীনতা; অবলম্বনের অভাব। 'দশ আনা শরীর নিরালম্বনে দোদুল্যমান।' *দর্পণ*, ১৮২২।

নিরালয় [স] ১ *বিণ* নিভৃত। 'নিরালয় এ হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* নিভৃতি। 'সংকুচিত নিরালয় অবরোধ করে চারি ভিতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

নিরালস্য [স] *বিণ* আলস্যবিহীন। 'সে লোকেরা বলবান ও সাহসী ও নিরালস্য।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নিরালা [স নিরালয়] ১ *বি* শান্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এই মানসিক নিরালার মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* নির্জন। 'বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* নির্জনতা। 'নিরালা সকল ঠাঁই/ কোথাও সাড়া নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বিণ* একাকী। 'তারি প্রান্তে নিরালা পিয়ালতরু তুমি বক্ষে মোর বাহু প্রসারিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৫ *বিণ* নিরবচ্ছিন্ন। 'নিরালা বাদলে ভাসায়ে দিয়াছে না জানি সে কোন চিঠি।' *জসীম*, ১৯৩১। ৬ *বিণ* নিঃশব্দ; শান্ত। 'সাড়ে দশ বেজে যায়, তারপর ঘরে এসে নিরালা নিঝুম অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'নিরালা দুপুরটাকে আরো নিবিড়ভাবে জমিয়ে তুলছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নিরালি [স নিরালয়] *বি* অন্তরঙ্গ ভাব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিরালে [স নিরালা] *ক্রিবিণ* নিরালায়। 'আজদেব নিরালে রাজই।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

নিরালোক [স] ১ *বিণ* আলোহীন। 'সমস্ত কর্তব্যের অন্তরন্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'নিরালোক দেশে মিছা জাগরণ, –/ হ'লে অকাজের দায়ী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বিণ* অতি নিকৃষ্ট। 'দলে দলে আইনহীন রসাতলের নিরালোক ধামে পাঠানো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ *বিণ* আঁধারময়। 'নিরানন্দ নিরালোক স্তব্ধ শোক মরণের অধিক মরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নিরালোকিত [স] *বিণ* অনালোকিত। 'নিরালোকিত ঘাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নিরাশ [স] ১ *বিণ* হতাশ। 'রাধা মোর না কর নিরাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* নিষ্ফল। 'প্রাণের নিরাশ আশা পল্লবের মর্মরে মিশালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বিণ* বিমুখ। তোমাদের রাজনৈতিক প্রার্থনা কেহ নিরাশ করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বিণ* আশাহত। 'অল্প পরিমাণেও স্বতন্ত্রতা দাবি কর তো নিরাশ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

নিরাশচিত্ত [স] *বি* আশাহত মন। 'নিরাশচিত্তে বর্তমান দুঃখের অবস্থাতে নিমগ্না থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

নিরাশতা [স নিরাশ>] *বি* হতাশা। 'তাঁহার করুণার অসীমতা জানিয়া ... নিরাশতা নাই।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

নিরাশভাবে [স] *ক্রিবিণ* আশাহতভাবে। 'নিরাশভাবে, পূর্ববৎ লক্ষ্যহীনভাবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

নিরাশয় [স] *বি* নিরাশা। 'শ্রীকৃষ্ণের আশায়, হয়ে নিরাশয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

নিরাশা [স] ১ *বি* হতাশা। 'এ আশা নিরাশা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* নৈরাশ্যের সঙ্গীত। 'তাঁহার বিষণ্ণ-মর্মের নিরাশা সঙ্গীত। *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* নৈরাশ্য। 'নিরাশা নীরবে করে বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নিরাশা-আঁধার [স নিরাশা+স অন্ধকার] *বি* নিরাশারূপ অন্ধকার। 'কেন নিরাশা-আঁধারে জ্বালো আশার চাঁদ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

নিরাশাকাতর [স] *বিণ* হতাশায় আকুল। 'তবে যাই সখী, নিরাশাকাতর শূন্য জীবন নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিরাশাকাহিনী [স নিরাশা+হি কহানী] *বি* হতাশার উপাখ্যান। 'ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া/ রচিব নিরাশাকাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিরাশা-ক্লিষ্ট [স] *বিণ* হতাশা-দীর্ণ। 'মাঝে মাঝে জীবন-সংগ্রামের নিরাশা-ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ মুহূর্ত ভাসিয়া আসে বৈকি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

নিরাশা-পাকে *ক্রিবিণ* নৈরাশ্যের আবর্তে। 'আশা ও নিরাশা-পাকে ঘুরিছে হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

নিরাশাবাদী [স] *বি* হতাশাবাদী। 'নিরাশাবাদীদের মতে সরকারী অর্থ সাহায্য পাওয়ার পথে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

নিরাশা-বালুচর [স নিরাশা+স বালুকা+চর] *বি* হতাশারূপ বালুচর। 'দু-তীরে নিরাশা-বালুচর লয়ে জাগিবি কি নিরবধি?' *নজরুল*, ১৯২৯।

নিরাশা-মলিন *বিণ* নিরাশায় ম্লান। 'সৌররাজ্য বিরহেতে কৃশ, নিরাশা মলিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নিরাশা-শুষ্ক [স] *বিণ* হতাশায় বিষণ্ণ। 'নিরাশা-শুষ্ক পরানে বহাও প্রেমের অলকানন্দা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নিরাশ্বাস [স] ১ *বিণ* হতাশ। 'নিতান্ত নিরাশ্বাস ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া ... দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* আশ্বাসহীন; ভরসাহীন। 'নিরাশ্বাস প্রণয়ের নিষ্ফল আবেগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

নিরাশ্রয় [স] ১ *বিণ* আশ্রয়হীন। 'নিরাশ্রয় প্রজারদিগের উপরে শাসন করিতে কোন রাজাই কম করেন না।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* কূলকিনারাহীন। 'সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে ... জাহাজ একলা চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নিরাশ্রয়তা [স] *বি* আশ্রয়হীনতা। 'নিরাশ্রয়তা বা নিঃসম্বলতার ভাব জড়িত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

নিরাশ্রয়া [স] *বিণ স্ত্রী* আশ্রয়হীন। 'নিরাশ্রয়া অবলা বহিষ্কৃতা হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

নিরাশ্রয়ী [স] *বিণ* আশ্রয়হীন। 'হা নিরাশ্রয়ী নির্দোষী জীব!' *উমেশ*, ১৮৫৭।

নিরাস [স নিরাশ] *বিণ* নিরাশ। 'না বোল মা বোল নিরাস বড়ারি আপণে চিন্ত উপাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিরাসা [স নিরাশ] *বিণ* নিরাশ। 'মাধব হম পরিনাম নিরাসা। তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময় অতএ তোহরি বিশোয়াসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিরাসী [স নিরাশ>] *বিণ* আসক্তিহীন। 'হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

নিরাসক্ত [স] *বিণ* নির্লিপ্ত। 'মেয়েমানুষের পক্ষে এরূপ নিরাসক্ত ভাব তো ভালো নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নিরাসক্তি [স] *বি* আসক্তিহীনতা। 'এতে যে নিরাসক্তি আনে তা তামসিক নয়; তাতে মনকে অভয় করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিরাসন [স] *বিণ* আসনহীন। 'সে স্থানে নিরাসন বসিয়াছেন অতএব বিছানা ও বালিশ পাঠাইলে ভাল হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নিরাসবাব [স নির্+আ আসবাব] *বি* আসবাবহীনতা; আসবাব ছাড়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। 'আমার হল নিরাসবাবের তপস্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নিরাহার [স] *বি* উপবাস। 'নিরাহারে দুহেঁ তপ করিলে বিস্তর।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিরাহিত *বিণ* শত্রুতা করে এমন। 'নিরাহিত জনকে বধিতে নাই বেথা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিরিক্ত [স] *বিণ* শূন্য; খালি। 'দিলে ভরি নিরিক্ত অন্তরে মোর আকাঙ্ক্ষার সহজ বিস্ময়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিরিখ, নিরিক [ফা নির্খ্] ১ *বি* খাজনা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'অসঙ্গতরূপে নিরিখ ও জমা বৃদ্ধি।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩। ২ *বি* বাজার দর; হার; মান। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'কোন২ নিরিখে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ৩ *বি* নির্ণয়। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ৪ *বি* খাজনার হার। 'জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি টাকা বার আনা দিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৫ *বি* পথচিহ্ন। 'পলক ভরে ভবপারে যায় সেই নিরিখ ধরে।' *লালন*, ১৮৯০।

নিরিকদর [ফা নির্খ্+ফা দর] *বি* বাজারদর। 'নিরিকদর হওয়াতে খুজরা ব্যাপারির পক্ষে ভাল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

নিরিখে *ক্রিবিণ* দৃষ্টিতে। 'এক নিরিখে চেয়ে থাকে পলক না ঘুরায়।' *লালন*, ১৮৯০।

নিরিন্দ্রিয় [স] ১ *বিণ* ইন্দ্রিয়শক্তিহীন। 'নিরিন্দ্রিয় অহিংসার ব্রতে মোরা কি যাই না ছুটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* ইন্দ্রিয়াতীত। 'তাই ধায় স্মৃতি মোর অতীতের নিরিন্দ্রিয় লোকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিরিন্দ্রিয়া [স] *বিণ স্ত্রী* অনুভূতিহীন। 'ভাবিব মহৎ বুঝি নিরিন্দ্রিয়া বন্ধ্যার সংযম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

নিরিন্ধন [স] *বিণ* আগুনের ব্যবস্থা নেই এমন। 'বার্লিনের মেরুমুক্ত হিমে মুক্ত বাতায়ন নিরিন্ধন গৃহে ত্রি-যামা-যামিনী বিদ্যাচর্চা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নিরিন্ধনাগ্নি [স নিরিন্ধন-অগ্নি] *বি* জ্বালানিহীন আগুন। 'হও নিরিন্ধনাগ্নি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নিরিবিলি [স নিরাবিল>] ১ *বি* নির্জন স্থান। 'একটু নিরিবিলিতে আসুন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বি* অবসর। 'আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *ক্রিবিণ* নীরবে। 'তারি তলে সবে মিলি চলিতেছে নিরিবিলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বিণ* নিভৃত। 'এ জাহাজে বড়ো ভিড়। নিরিবিলি কোণে চৌকি টেনে যে একটু লিখব তার জো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'এমন সুন্দর শান্ত নিরিবিলি মুখ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিরিবিলি কথা *বি* গোপন কথা। 'একটা নিরিবিলি কথা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

নিরিবিলে *ক্রিবিণ* ঝামেলাহীনভাবে। 'বনের পাখি, আয় খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিরীক্ষণ [স] ১ *বি* দেখা। 'পুনরপি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মনোযোগের সঙ্গে দেখা। 'নাগপুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বি* গভীর পর্যবেক্ষণ। 'মধুমক্ষিকার মধুক্রম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

নিরীক্ষা [স নিরীক্ষণ>] ১ *ক্রি* অভিনিবেশের সঙ্গে দেখা। 'নিরীক্ষয়ে চঞ্চল নয়নে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* অবলোকন করা। 'লায়লীর রূপ নিরীক্ষএ অহর্নিশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিরীক্ষার্থ [স নিরীক্ষা-অর্থ] *ক্রিবিণ* মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। 'সাহেব লোক ও বাবা লোক ও বিবি লোক পরীক্ষা নিরীক্ষার্থ আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

নিরীক্ষিত [স] *বিণ* অবলোকিত; দেখা হয়েছে এমন। 'যাহার দুরদৃষ্ট দোষবশে পুত্রমুখ নিরীক্ষিত না হয়, তাহাকে পুন্নাম নরক ভোগ স্বীকার করিতে হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নিরীশ্বর [স] *বিণ* ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না এমন। 'অশিক্ষিত স্ত্রীদিগের পক্ষে নিরীশ্বর ও উপাসনা-শূন্য হইয়া থাকা অপেক্ষা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

নিরীশ্বরতা [স] *বি* ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই এমন মত। 'কোম্‌ৎ দর্শন নিরীশ্বরতা দোষে দূষিত না হইলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নিরীহ [স] ১ *বিণ* শান্তশিষ্ট। 'নিরীহ কৃষক ও দুঃখী লোক অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* নিরুপদ্রব। 'আমাকেই সবচেয়ে নিরীহ জ্ঞান করিয়া, সভাপতির উচ্চ আসনটিকে নিরাপদ করিবার জন্যই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ৩ *বি* সহজ। 'অপেক্ষাকৃত নিরীহ শব্দও আছে, যেমন আগল থেকে আগলানো, ফল থেকে ফলানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিরীহতম [স] *বিণ* সবচেয়ে নিরীহ। 'তার নিরীহতম প্রকাশটিকেও অনায়াসে সংযত করে চলেছে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

নিরীহতা [স] *বি* নির্বিরোধিতা। 'এই নিরীহতাকে যদি তিরস্কার করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিরুক্ত [স] ১ *বি* যাস্ক রচিত অভিধান গ্রন্থ যাতে বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। 'বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ স্মৃতি সাহিত্য নাটক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* ব্যুৎপত্তি। 'যোগেশবাবু বিজ্ঞান শব্দের নিরুক্তের আলোচনা করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৫। ৩ *বিণ* গোপন। 'নিজেরে নিরুক্ত রেখে সঙ্কোচ-বিহ্বল-চিত্ত আত্মার মাননা তুমি চাহ নাই কভু।' *যাহেনও*, ১৯৪৯।

নিরুক্তি [স] *বি* মীমাংসা। *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিরুচ্চার [স] *বিণ* শব্দহীন। 'একেবারে অনুপস্থিত না হলেও নিরুচ্চার।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নিরুচ্চারিত [স] *বিণ* অনুচ্চারিত। 'আজকে সামনে নিরুচ্চারিত প্রশ্ন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

নিরুচ্ছ্বসিত [স] *বিণ* উচ্ছ্বাসহীন। 'এই কঠিনতম দুঃখকে কঠোর সংযমে নিরুচ্ছ্বসিত স্তব্ধ করিয়া রাখিতে হইল।' *তারা*, ১৯৪০।

নিরুজ্জ্বল [স] ১ *বিণ* দীপ্তিহীন। 'দীপ্ত মুখ যেমন নিরুজ্জ্বল হয়ে উঠে ...।' *নজরুল*, ১৯৩০। ২ *বিণ* ফেকাসে। 'তার সমস্ত মুখ মলিন নিরুজ্জ্বল হয়ে গেছে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

নিরুৎকীর্ণ [স] *বিণ* অকর্ষিত। 'সারাদিন অন্তহীন কাজ ক'রে নিরুৎকীর্ণ মাঠে/ প'ড়ে আছে সৎ কি অসৎ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিরুত্তর [স] *বিণ* নির্বাক। 'সমুখে রহিলা সবে ভয়ে নিরুত্তর।' *ভারত*, ১৭৬০।

নিরুত্তরা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্বাক। 'রত্নাবতী, কিয়ৎক্ষণ, লজ্জায় নম্রমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিরুত্তাপ [স] *বিণ* উত্তেজনাহীন। 'স্নেহ মৃত, নিরুত্তাপ প্রেম।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

নিরুত্তেজ [স] ১ *বিণ* উত্তেজনা সৃষ্টি করে না এমন। 'সে সবের বুক থেকে নিরুত্তেজ শব্দ নেমে গিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩০। ২ *বিণ* তেজ নেই এমন। 'মানুষের ঘনবসতির ঢেউ নিরুত্তেজ রোদের ভিতরে।' *জীবন*, ১৯৩০।

নিরুৎপাদ [স] *বিণ* নীরব। 'সাম্রাজ্যে আমার নিরুৎপাদ প্রতিধ্বনি করে হাহাকার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিরুৎসব [স] ১ *বিণ* উৎসবহীন। 'জীবন বড়ো নীরস আনন্দ বর্জিত নিরুৎসব।' *মানিক*, ১৯৩৫। ২ *বিণ* নিরানন্দ। 'উৎসবের পর শামিয়ানা নামানোর মতো নিরুৎসব কর্ম-পদ্ধতিতে ... ব্যাপৃত হইয়া থাকে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

নিরুৎসাহ [স] ১ *বিণ* উৎসাহহীন। 'নিরুৎসাহ, অবশচিত্ত এবং সমবেত চেষ্টা ও শৌর্য্য প্রকাশে অসমর্থ হইয়া আসিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* আগ্রহহীন। 'তাতেও আমি নিরুৎসাহ হইনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* উদ্যমহীনতা। 'নিরুৎসাহ মনোহরণকার্যের একটি প্রধান অন্তরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নিরুৎসাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* উৎসাহহীন; নিরাশ। 'তুমি ভোগবিষয়ে নিরুৎসাহিনী হইতেছ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিরুৎসাহী [স] *বিণ* উদ্যমহীন। 'মেয়েরা নিরুৎসাহী, বিষণ্ণচিত্ত ও অসুস্থ থাকে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নিরুৎসুক [স] ১ *বিণ* উদ্যমহীন; উদ্দীপনাহীন। 'পূর্বের মতো নিরুৎসুক ভাব ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* আগ্রহহীন। 'নিরুৎসুক কণ্ঠে কহিলেন।' *শরৎ*, ১৯২৬।

নিরুৎসুকভাবে [স] *ক্রিবিণ* উৎসাহহীনভাবে। 'বিপিন অবিচলিত নিরুৎসুকভাবে শুনিয়া যাইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

নিরুৎসুকা [স] *বিণ স্ত্রী* কৌতূহলশূন্য। 'এমন মহোৎসব সময়ে নিরুৎসুকা হইয়া কোথা ছিলে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নিরুদ্দিষ্ট [স] *বিণ* নিখোঁজ। 'এক ব্যক্তি তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নিরুদ্দিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* নিখোঁজ। 'নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রী সম্বন্ধেও নানা রকম কিংবদন্তী আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

নিরুদ্দেশ [স] ১ *বি* নিখোঁজ। 'কুন্দের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা মালতী সকলই শুনিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* নিরুদ্দিষ্ট। 'উদাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বিণ* অলক্ষ্য। 'গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসংগমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৪ *বিণ* অজ্ঞাত। 'সমতলভূমি গেছে চলে নিরুদ্দেশ কোন বিশ্ব-পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

নিরুদ্দেশ-লাগি *ক্রিবিণ* অচেনা জনের জন্যে। 'কোন সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিরুদ্দেশা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* নিরুদ্দিষ্ট। 'সেথায় আমি যাব যখন চৈত্র রজনীতে/ বনের বাণী হাওয়ায় নিরুদ্দেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮২৯। ২ *বিণ* উদ্দেশহীন। 'যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নিরুদ্দেশে [স] *ক্রিবিণ* গন্তব্যহীন পথে। 'তরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিরুদ্দেশ্য [স] *বিণ* উদ্দেশ্যহীন। 'নিরুদ্দেশ্য ভ্রমণ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নিরুদ্ধ [স] ১ *বিণ* অবরুদ্ধ। 'তাহারা রাজপুরীর চতুর্দিক নিরুদ্ধ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* আটকে-রাখা। 'নিরুদ্ধ অশ্রুবাষ্প তাহার বাক্যপথ সবলে অবরোধ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* বদ্ধ। 'তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায় রাখিছ নিরুদ্ধ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *বিণ* গতিহীন। 'বাতাস নিরুদ্ধ।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

নিরুদ্বিগ্ন, **নিরুদ্‌বিগ্ন** [স] ১ *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'দাক্ষায়ণী সংশয়শূন্য নিরুদ্‌বিগ্নভাবে বলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* উদ্বেগহীন। 'সে একাকী, অখণ্ডসম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্‌বিগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'দেখ আমার নিরুদ্বিগ্ন বন্যতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

নিরুদ্বেগ [স] *বি* উদ্বেগহীন ভাব; ঝামেলাহীন ভাব। 'বাবু রামমোহন রায় নিরুদ্বেগে কেপে পহুঁছিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নিরুদ্বেগচিত্ত [স] *বি* উদ্বেগহীন মন। 'বাছা এখন নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচ্যেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নিরুদ্বেগী [স] *বিণ* উদ্বেগহীন। 'আপনি ও সর্ব্বদা নিরুদ্বেগী হয়েন।' *রামরাম*, ১৮০২।

নিরুদ্বেগে [স] *ক্রিবিণ* উদ্বেগহীনভাবে। 'মশাফিরসকল নিরুদ্বেগে গমনাগমন ও প্রজ্ঞালোকসকল সুখে কালযাপন করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

নিরুদ্যম [স] *বিণ* উদ্যমহীন। 'নিরুদ্যম ... হইলে ক্রমশঃ জড় পদার্থে গণ্য হইতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নিরুপকরণ [স] *বিণ* উপকরণহীন। 'ঋজু-স্বভাব বুভুক্ষু কৃষকের কদলীপত্রস্থিত নিরুপকরণ তণ্ডুলগ্রাস ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিরুপদ্রব [স] ১ *বিণ* নিরীহ। 'ব্যাঘ্র আপনার নৃশংস শক্তি প্রচার করিয়া নিরুপদ্রব ছাগ মেষের সহিত অবিশেষ তৃপ্তি সুখাস্বাদন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* ঝামেলাহীন। 'সংসার সর্বাংশে নিরুপদ্রব।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নিরুপদ্রবে [স] *ক্রিবিণ* নিরাপদে। 'তাহা হইলে, নিরুপদ্রবে যাইতে পারিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিরুপন [স নিরূপণ] *বি* নির্ধারণ। *ডানকান*, ১৭৮৪।

নিরুপম [স] ১ *বিণ* অতুলনীয়। 'প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* তুলনাহীনভাবে সুন্দর। 'কার দুটি নিরুপম চরণ-তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নিরুপম-নিরুপমা [স] *বিণ* তুলনার অতীত। 'এ বিষয়ে নিরুপম-নিরুপমার কোঠাতে পড়ে গেছি আমরা।' *অবন, ১৯২৫।*

নিরুপমা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* অতুলনীয়। 'অন্তরে বহিয়া নিরুপমা সৌন্দর্যপ্রতিমা।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫।* ২ *বি* উপমা নেই যার। 'হে নিরুপমা, গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা।' *রবীন্দ্র, ১৯০০।*

নিরুপামা [স নিরুপম] *বিণ* নিরুপম; অতুলনীয়। 'নিরুপামা পরকাশে মন্দ মধুর হাসে।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

নিরূপম [স নিরুপম] *বিণ* অতুলনীয়। 'নব নব রূপ নিরূপম লাবণি।' *গোবিন্দ, ১৬০০।*

নিরুপলক্ষ [স] *বিণ* উদ্দেশ্যহীন। 'ছিল প্রাণপাত পৌরুষ এবং রুদ্র কৌতূহল – নিতান্ত নিরুপলক্ষ।' *সুধীন্দ্র, ১৯৫৩।*

নিরুপস্থ [স] *বিণ* যৌনতাহীন। 'নিরুপস্থ পুরুষের যন্ত্রণা, আপতিক অস্তিত্বের নির্বেদ ...।' *শিব, ১৯৫০।*

নিরুপাখ্য [স] *বিণ* অবর্ণনীয়। 'কী আনন্দ! অমিতির অখণ্ড মণ্ডল নিরুপাখ্য কী আনন্দে ভরা।' *সুধীন্দ্র, ১৯৩১।*

নিরুপাধি [স] ১ *বিণ* অমায়িক। 'তাঁহার এইরূপ নিরুপাধি দয়া ও অসামান্য সৌজন্য দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইল।' *বিদ্যা, ১৮৬৩।* ২ *বিণ* উপাধিহীন। 'চলি একাগ্র নিরুপাধি, নামহীন।' *বুদ্ধ, ১৯৫৫।*

নিরুপাধিক [স] *বিণ* নির্গুণ। 'নিরুপাধিক প্রেমচর্চাকে তারা বিশ্বাস করবে না।' *নজরুল, ১৯৩১।*

নিরুপামা *দ্র* নিরুপম

নিরুপায় [স] *বিণ* উপায়হীন; নিঃসহায়। 'যৎকালে সন্তান নির্তান্ত নিরুপায় ও অত্যন্ত অক্ষম থাকে ...।' *অক্ষয়, ১৮৫২।*

নিরুপায়তা [স] *বি* উপায়হীনতা। 'দুরূহ নিরুপায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া অপরাহত ধৈর্য।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৭।*

নিরোপায় [স] *বিণ* উপায়হীন; নিঃসহায়। 'তোড়লমল এই সমস্ত দেখিয়া নিরোপায়।' *রামরাম, ১৮০১।*

নিরুপার্জন [স] *বিণ* আয়হীন। 'উঞ্ছ কুড়িয়ে অগত্যা বাঁচি নিরুপার্জন নির্বিবেকে।' *সুধীন্দ্র, ১৯৫৩।*

নিরূপ [স] *বিণ* নিরাকার। 'নবিজি আর নিরূপ খোদা মিলিল কী করে।' *লালন, ১৮৯০।*

নিরূপণ [স] ১ *বি* হিসাব। 'যোগী দেশান্তরীকে দিল এই নিরূপণ।' *বিজয়, ১৬৫০।* ২ *বি* নির্ধারণ। 'তাহাতে তোমাতে স্থান নিরূপণ কর।' *রামরাম, ১৮০১।* ৩ *বি* নির্ণয়। 'আমি এই ব্যাধি নিরূপণ করিয়াছি।' *দর্পণ, ১৮২১;* 'ব্যাধি নিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু নিরূপণ হইলেই যে তাহার প্রতিকার করা সহজ হয় তাহা নহে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৯।* ৪ *বি* অনুসন্ধান। 'পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাস নিরূপণ করা অতি মনোরম কার্য্য।' *অক্ষয়, ১৮৪৭।*

নিরূপণার্থ [স] *ক্রিবিণ* নির্ণয়ের জন্য। 'আপনার জাতি নিরূপণার্থ আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়েছি।' *বঙ্কিম, ১৮৭৪।*

নিরূপণীয় [স] *বিণ* নির্ণয়যোগ্য। 'দার্শনিকেরা সে তত্ত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়া একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছেন।' *বঙ্কিম, ১৮৮৭।*

নিরূপন [স] *বি* নির্ধারণ। 'এক গাছ হোগলা ঘাস আনিয়া নিরূপন করিল খড়্গ।' *রামরাম, ১৮০১।*

নিরূপিত [স] ১ *বিণ* নির্ধারিত। 'কিঞ্চিত অগ্রগামি হইয়া নিরূপিত স্থানে যাইয়া ...।' *রামরাম, ১৮০১।* ২ *বিণ* স্থিরীকৃত। 'সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস নিরূপিত হইবেক।' *দর্পণ, ১৮২৪।* ৩ *বিণ* নির্ণয় করা হয়েছে এমন। 'ঐ সমস্ত প্রাচীন পুস্তকে যে বিষয় যতদূর নিরূপিত আছে।' *অক্ষয়, ১৮৫৪।*

নিরূপিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ধার্য। 'মূল্য প্রতিমাসে ১ এক তঙ্কা নিরূপিতা হইল।' *দর্পণ, ১৮৩১।*

নিরুপেক্ষা [স নিরপেক্ষা>] *ক্রি* না দেখা। 'নিরূপেক্ষি এক দণ্ডে পেলিলে অনল কুণ্ডে।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

নিরেখ [স] *বিণ* অবিচল। 'নিশ্চএ নিরেখ রেখ অনেক বিভূতি।' *বাহরাম, ১৬৫০।*

নিরেট [হি নিরাট] ১ *বিণ* মেদহীন ও দৃঢ়। 'শরীরের সকল অঙ্গকে মজবুত করিলে শরীরটি নিরেট হয় ...।' *প্যারী, ১৮৫৮।* ২ *বিণ* পুরোপুরি। 'ছোট্টো মাজা নিরেট বাঁজা।' *দীনবন্ধু, ১৮৭২।* ৩ *বিণ* খাঁটি। 'নিরেট সোনার দশ গাছা মল।' *অবন, ১৮৯৬।* ৪ *বি* বাহুল্যবর্জিত। 'আমার বেবাক বাজে কথাগুলো তুমি বাজয়াপ্ত করিয়া যে একটি নিরেট মূর্তি দাঁড় করাইয়াছ।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭।* ৫ *বিণ* ঘনীভূত। 'আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিয়াছে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।* ৬ *বি* নির্বোধ লোক; সমঝদার নয় এমন ব্যক্তি। 'এই নিরেটের দরবারে বীণা-বাজানো ... সুকঠিন কাজ।' *শরৎ, ১৯১৭।* ৭ *বিণ* জড়। 'পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই, এমন নিরেট বুদ্ধি।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২।*

নিরেস, নিরেশ [স নীরস] ১ *বিণ* মন্দ। 'মনটা ... ডেকে আঁটা নিখুঁৎ নিরেস কিছু নয়।' *জীবন, ১৯৪৮।* ২ *বিণ* দুর্বল। 'শিল্পীর ফৌজের তুলনায় অনেক নিরেশ।' *মনীশ, ১৯৬৩।*

নিরোগা [স নীরোগ] *বিণ* রোগ নেই এমন। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

নিরোগী [স নীরোগী] *বিণ* রোগী নয় এমন। 'জলেস্থলে আকাশে সবাই বলছে এটা নিরোগী নিকেতন।' *রবীন্দ্র, ১৯২৯।*

নিরোদ [স নিরোধ] *বি* মানা; নিষেধ। 'মুনিএ নিরোদ পুর্ব্বে করিয়াছে মোরে।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।।*

নিরোধ [স] ১ *বি* মুদিতকরণ। 'হেরিতহু কএলহু নয়ন নিরোধ।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।* ২ *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'সন্ন্যাসীরে নিরোধ করয়ে তার নারী।' *বৃন্দা, ১৫৮০।* ৩ *বি* আটক। 'নিরোধ না কর রায় ছাড়িব পাটন।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* ৪ *বিণ* অবরুদ্ধ। 'তান আজ্ঞা নিরোধ হইল সার ধার।' *আলাওল, ১৬৮০।* ৫ *বি* মানা; নিষেধ। 'তপবনে যাই আন্ধি না কর নিরোধ।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।* ৬ *বি* দমন। 'মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া ...।' *রামমোহন, ১৮১৭।*

নিরোধক *বিণ* নিয়ন্ত্রক। 'রয়েছে মেয়েদের জন্য নিরোধক অস্ত্রোপচার।' *কেদার, ১৯৬০।*

নিরোধা [স নিরোধ] *ক্রি* নিরোধ করা। **নিরোধি** *ক্রি* অবরোধ ক'রে। 'নিরোধি সুরঙ্গ পন্থ নাহি যেন গতাগত।' *সুলতান, ১৭০০।* **নিরোধিঅ** *ক্রি* থামায়ো। 'জাইঅও জতনে বাঁধি নিরোধিঅ নিমন নীর থিরাএ।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

নিরোপণ, নিরোপন [স নিরূপণ] ১ *বি* বাস্তব অবস্থা। 'যে পরমেশ্বরের মহিমা না জানে, সেই কহে নিরোপণ না জানিয়া।' *আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।* ২ *বি* নিরূপণ। *এডমন, ১৭৯৩।*

নিরোহ [স নিরোধ] *বি* নিরোধ। 'মাঝ নিরোহেঁ অণুত্তর বোহী।' *চর্যা ৪৪,*

১২০০।

নিরৌৎসুক্য [স] *বি* অনাগ্রহ। 'মানুষের প্রতি মানুষের এত নিরৌৎসুক্য ... অন্য কোনো দেশে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নির্গত [স] ১ *বিণ* পালানোর উদ্দেশ্যে বহির্গত। 'কি মতে এখান হতে নির্গত হইতে পারা যায়।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* স্ফুরিত। 'কাঁটার মধ্যে হইতে এক অগ্নি নির্গত হইবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* বের হয়ে এসেছে এমন; বহির্গত। 'আপন বাসা হইতে নির্গত হইয়া ... লোমেতে জড়াইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বিণ* প্রকাশিত। 'তদ্ভিন্ন আমার কর্ম্ম কেবল আমা হইতে নির্গত হইয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বিণ* জাত। 'ইহারা তোমারদিগের জাতি হইতে নির্গত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

নির্গতা [স] *বিণ স্ত্রী* বহির্গত। 'এই বঙ্গভাষা ... শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নির্গতিয়া [স নির্গতি] *বি* অসহায়। 'মুঞি নির্গতিয়ারে বহুল মান্য দিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

নির্গন্ধ [স] *বিণ* গন্ধহীন। 'ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে নির্গন্ধে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

নির্গম [স] ১ *ক্রি* নির্গমন; নিষ্ক্রমণ। 'নিদ্রার কারনে জে নির্গম না জানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* নিঃসরণ। 'তাদৃশ প্রাণবায়ুর শরীর হইতে নির্গম জীবের মরণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নির্গলিত [স] *বিণ* বিগলিত। 'তোমার কণ্ঠ নির্গলিত, রাগ রাগিণী সংকেলিত ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নির্গলিতার্থ [স] *বি* প্রকাশিত অর্থ। 'এই শ্লোকের নির্গলিতার্থ হচ্ছে ...।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

নির্গুণ, নির্গুন [স] ১ *বিণ* অযোগ্য। 'নির্গুন নির্লেপ তুমি সংসারের সার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* গুণহীন। 'কহিতে নির্গুণ গুণ নাহি অন্ত ওর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* গুণাতীত; সত্ত্বাদি গুণবর্জিত। 'নিরাকার ঈশ্বর নির্গুণ অতএব তাঁহার উপাসনা সম্ভবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নির্গুণ-উপাসক [স] *বি* নির্গুণ পরব্রহ্ম বা পরমাত্মার উপাসক। 'দশনামীরা অনেকে আপনাদিগকে নির্গুণ-উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নির্গুণতা [স] *বি* অযোগ্যতা; অক্ষমতা। 'নিজের নির্গুণতায় আমি স্বামীকে ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিলাম?' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নির্গুণো সাপের কুলোপানা কথা – বাইরে আড়ম্বর বেশি কিন্তু ভিতরে ফাঁকা। *নজরুল*, ১৯২৭।

নির্গ্রন্থ [স] *বি* সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বিশেষ। 'তিনি ... বিবস্ত্র জটাধারী নির্গ্রন্থ ও অন্যান্য শৈবসম্প্রদায় দৃষ্টি করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নির্ঘণ্ট [স] ১ *বি* তালিকা। 'সেই সকল প্রকরণের নির্ঘণ্ট এই।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* বর্ণানুক্রমিক সূচি। 'গ্রন্থের তাৎপর্য্যাববোধার্থে নির্ঘণ্ট ছাপাইয়া দর্পণের সঙ্গে একবার প্রেরিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

নির্ঘাত, নির্ঘাৎ [স] ১ *বিণ* প্রচণ্ড; ভয়ানক। 'নির্ঘাত সম সুনি ছাড়এ নিশ্বাস।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* নিশ্চয়। 'চুল খুলে রাস্তায় বেরুলে নাকি মেয়েদের নির্ঘাত ভূতে ধরবে।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'কাজটি এক সময় নির্ঘাৎ সম্পন্ন করে ফেলবে তুমি।' *পাশা*, ১৯৭১।

নির্ঘৃণ [স] *বিণ* নির্লজ্জ। 'অন্য এক স্ববৃত্তি অবলম্বন করা, নিতান্ত নির্ঘৃণ ও কাপুরুষের কর্ম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নির্ঘোষ [স] *বি* প্রচণ্ড আওয়াজ। 'রাজা কাশীশ্বর ভেরীনির্ঘোষ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

নির্ঘোষণ [স] *বি* শব্দ। 'মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নির্ঘোষিত [স] *বিণ* নিনাদিত। 'সৌরমণ্ডলে নির্ঘোষিত হইতেছে সন্দেহ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

নির্ঘ্যটন [স নির্ঘণ্ট] *বি* অনুক্রমণিকা। 'নির্ঘ্যটন বন্দনা।' *মালাধর*, ১৫০০।

নির্জঞ্জাল [স] *বিণ* নির্বিঘ্ন। 'নির্জঞ্জালে কাচেন কাপড়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

নির্জন, নির্জ্জন [স] ১ *বিণ* জনহীন। 'নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'নির্জন কাননে তারে খাইল কিবা বাঘে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* নিভৃত স্থান। 'নির্জনে মাদ্রীর সঙ্গে করিল শৃঙ্গার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* নির্জনতা। 'অনন্ত নীরব নিস্তব্ধ নির্জন-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *বিণ* সঙ্গীহীন। 'নির্জন পালঙ্কে তুমি ঘুমায়েছ।' *জীবন*, ১৯৩২। ৫ *বিণ* একান্ত। 'আপন বেষ্টনে তুমি যবে রুদ্ধ রেখেছিলে তারে দু'জনের নির্জন উৎসবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৬ *বিণ* নিঃশব্দ। 'নির্জন ছায়া কাঁপে ঝিল্লির স্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৭ *বিণ* গোপন। 'শানিত নির্জন নদী – বলিল সে – তোমারি হৃদয়।' *জীবন*, ১৯৪৪।

নির্জনচর [স] *বিণ* নিভৃতচারী। 'বিধাতা আমাকে নির্জনচর জীবরূপেই গঠিত করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নির্জনচারী [স] *বিণ* নিভৃতস্থানে বিচরণকারী। 'তাই নির্জনচারী ওয়ায়েস করণির বুকে রঙের ঢেউ।' *করুণ*, ১৯৪৬।

নির্জনতম [স] *বিণ* অতিশয় গোপন। 'ভয় দখল করেছে হৃৎপিণ্ডের নির্জনতম দুর্গ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

নির্জনতা, নির্জ্জনতা [স] ১ *বি* জনহীনতা। 'বসতিস্থানে সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া তাঁহার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* নিঃসঙ্গতা। 'দ্বিগুণ আগ্রহের সঙ্গে আপন নির্জনতার মধ্যে ফিরে আসতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* নীরবতা। 'উপাসনার নির্জনতা ভঙ্গ করিতে দেয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৪ *বি* একাকিত্ব। 'পড়নি অশান্ত মোর চোখে প্রমোদের মুখর বাসরে; অবজ্ঞার নির্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নির্জনতাপ্রিয় [স] *বিণ* নীরবতা পছন্দ করে এমন। 'সে নির্জনতাপ্রিয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

নির্জনত্ব [স] *বি* জনহীনতা। 'তাহাতে তাহাদের নির্জনত্বের সহজ অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নির্জনদ্বীপ [স] *বি* জনহীন দ্বীপ। 'সাথিহীন নির্জনদ্বীপ ঘিরে দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

নির্জননিশা [স] *বি* নিভৃত রাত। 'আসিছে নির্জননিশা; প্রান্তরের শেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নির্জনবাস [স] *বি* একাকী দিনযাপন। 'তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হলে জেলে নির্জনবাসের আজ্ঞা দিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নির্জনবাসী [স] *বিণ* নিভৃতচারী। 'যথার্থ পুরুষ যোগী, উদাসীন, নির্জনবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নির্জনমন্দির [স] *বি* জনশূন্য গৃহ। 'নির্জনমন্দিরের কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নির্জনলক্ষ্মী [স] *বি* নির্জনের অধিদেবতা। 'আঁকড়িয়া ধরিতেছে আর্ত

আলিঙ্গনে/ নির্জনলক্ষীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

নির্জনে *ক্রিবিণ* নিভৃতে। 'কর নির্জনে আশ্রম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নির্জমিদার [স নির্+ফা জমীনদার] *বিণ* জমিদারহীন। 'ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নির্জর [স] *বি* দেবতা। 'যোগীবেশে গেল যথা নির্জরের রাজা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নির্জল, নির্জ্জল [স] **১** *বিণ* জলহীন। 'অধমুখে উর্দ্ধপাএ নির্জ্জল কুপে। *মালাধর*, ১৫০০; 'গ্রীষ্মকালে নির্জল পুষ্করিণী ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **২** *বিণ* রুক্ষ। 'নির্জল নির্দয় দেশে পেটে নেবে আমার সন্তান।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

নির্জলা, নির্জ্জলা [স] **১** *বিণ* খাঁটি; পুরোপুরি। 'লোকটা একবারে নির্জলা আধুনিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বিণ* জলহীন। 'নির্জ্জলা ওই একাদশী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'চব্বিশ ঘণ্টার নির্জলা উপবাস শেষ হবে।' *প্রমথ*, ১৯৪০। **৩** *বিণ* শুষ্ক। 'পশ্চিম একে পাহাড়ে, উপরন্ত নির্জলা দেশ।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

নির্জিত [স] **১** *বিণ* নিযুক্ত। 'লেখে পত্র নৃপতির নিয়োগ নির্জিত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* পরাজিত। 'নির্জিত তব ফণা-নিঙড়ানো গরলের ধারা গলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নির্জীব, নির্জ্জীব [স] **১** *বি* জড়বস্তু। 'কোন দিবস অলস ও অবসন্ন শরীরে উপবিষ্ট বা নির্জীব-প্রায় শয়ান হইয়া থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* অতিশয় দুর্বল। 'অনেকক্ষণ যুদ্ধ হওয়াতে, উভয়েই অতিশয় ক্লান্ত ও নিতান্ত নির্জীব হইয়া পড়িল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'আহা, বাছা আজ নির্জীব হ'য়ে পড়ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৩** *বিণ* চাঞ্চল্যহীন; নিরুৎসাহ। 'আমার মনটা বড়োই কেমন নির্জীব, অবসন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বিণ* নিষ্প্রাণ। 'নহে সে নির্জ্জীব কিংবা বৈচিত্র্যবিহীন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'সভ্যতাকে আজ আমরা নিতান্ত নিরীহ নির্বিরোধ নির্বিকার নিরাপদ নির্জীব ভাবে কল্পনা করে নিয়ে বলছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **৫** *বি* নিরুৎসাহ ব্যক্তি। 'নির্জীবের মত দু'এক টান দিয়া কল্কে আবার প্রত্যর্পণ করিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

নির্জীবতা, নির্জ্জীবতা [স] **১** *বি* প্রাণশূন্যতা। 'এই নির্জীবতা ধরা পড়ে বাঁধা নিয়মের নিশ্চেষ্ট অনুসরণ দ্বারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'মহাত্মাগণের নির্জ্জীবতা ও নিস্তব্ধতা দেখিয়া আমাদিগকে দুঃখ প্রকাশ করিতে হইতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০৬। **২** *বি* জড়তা। 'ইহা কি তাঁহাদের নির্জ্জীবতা ও ক্লীবত্বের পরিচায়ক নহে?' *ছোলতান*, ১৯২৩। **৩** *বি* ক্লান্তি। 'অশেষ নির্জীবতায় পীড়িত হয়ে প্রভাত বললে ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

নির্জীবন [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'নইলে কমলাসনারও হবে ঐ নির্জীবন আসনেরই দশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

নির্জ্ঞান [স] *বিণ* অবচেতন। 'জ্ঞান নির্জ্ঞানগ্রন্থি নিয়ে খুব বিব্রত হয়ে ছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নির্জ্ঞাননির্ভর [স] *বিণ* অবচেতনমূলক। 'ক্লাসিককে বরবাদ করে যে রোমান্টিকতা তা অপেরণ-চিহ্নিত, স্বকামী, নির্জ্ঞাননির্ভর।' *শিব*, ১৯৫০।

নির্ঝঞ্ঝাট [স] *বিণ* ঝামেলামুক্ত। 'জোহরা নির্ঝঞ্ঝাট।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নির্ঝঞ্ঝাটি *বিণ স্ত্রী* ঝামেলামুক্ত। 'ছেলেপিলে নেই, নির্ঝঞ্ঝাটি।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

নির্ঝর [স] **১** *বি* ঝরনা। 'সাগর-খোঁজা নির্ঝর সেই, গর্জিয়া নর্তিয়া ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* প্রবাহ। 'জীবনের অনন্ত নির্ঝর – শত সুখ দুঃখ দ'লে কালচক্র যায় চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *বি* জলপ্রপাত। 'সেতু আর বাঁধ উঠে বেঁধে ফেললে নায়াগ্রা নির্ঝর।' *অবন*, ১৯২৫।

নির্ঝর-গুঞ্জন [স] *বি* ঝরনার ধ্বনি। 'পর্বতের বক্ষমাঝে নির্ঝর-গুঞ্জনে/ উৎস হতে ধাবমান দিক্‌চক্রবালে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৪।

নির্ঝরজল *বি* ঝরনার পানি। 'নির্ঝরজল পতিত হইয়া চারিদিক শব্দময় করিয়া দিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নির্ঝর-ঝরিত *বিণ* ঝরনা থেকে ঝরছে এমন। 'নির্ঝর-ঝরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নির্ঝর-ঝর্ঝর *বি* ঝরনার ঝরঝর শব্দ। 'বাদল-উচ্ছল নির্ঝর-ঝর্ঝর, ধ্বনি তরঙ্গিল নিবিড় সঙ্গীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নির্ঝরণী [স নির্ঝরিণী] *বি স্ত্রী* ঝরনা। 'সাঁওতাল রমণীগণ মধুরনাদিনী নির্ঝরণীর সুরে সুর মিলাইয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিতেছে।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

নির্ঝর-নির্গত [স] *বিণ* ঝরনা থেকে বেরিয়ে-আসা। 'নির্ঝর-নির্গত জল শুভ্রবর্ণ বেণীর ন্যায় অতি কুটিলভাবে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নির্ঝর-স্রোত [স] *বি* ঝরনার ধারা। 'নির্মল নির্ঝর-স্রোতে চূর্ণ রশ্মি-সম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নির্ঝরা *ক্রি* নির্ঝরিত হওয়া। 'তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে/ প্রস্তর শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নির্ঝরিণী [স] **১** *বি* নদী। 'কোথাও কোনো নির্ঝরিণী চির-অন্ধকার মধ্য দিয়া চিরকাল অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বি* ঝরনা। 'কোথায় কোন নির্ঝরিণীর জল পরিষ্কার ও পানোপযোগী ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

নির্ঝরিণীতট [স] *বি* নদী তীর। 'নিঃশঙ্ক কুটিরগুলি বাঁধিয়াছে নির্ঝরিণীতটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নির্ণয় [স] **১** *বি* সন্ধান। 'জাত্যের নির্ণয় নাহি তারে আগু বরি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সেসবে কাহার জর্ম নির্ণয় ন জানি।' *হাকিম*, ১৭০০। **২** *বি* নির্ধারণ। 'অন্য সময় নির্ণয় করিয়া অভিষেকের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'অন্য সময় নির্ণয় করিয়া অভিষেকের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৩** *বি* চিহ্নিতকরণ। 'বীজগণিতের জন্মভূমি নির্ণয়ের প্রতি আর কোন সংশয় রহিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* পরিমাপ। 'কর রে সমুদ্র নির্ণয়।' *লালন*, ১৮৯০।

নির্ণএ, নির্ণ্নএ [স নির্ণয়] **১** *বিণ* নির্ধারিত। 'দোহনের নিধন নির্ণএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *ক্রিবিণ* নিশ্চয়। 'রাজাএ বোলে মুনি স্থানে কহিছি নির্ণ্নএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নির্ণয়া [স নির্ণয়>] *ক্রি* নির্ণয় করতে। 'নির্ণিতে না হএ রঙ্গ বর্ণিতে বরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নির্ণায়ক [স] *বিণ* নির্ধারক। 'বাঙ্গালা লেখার শেষাদি নির্ণায়ক চিহ্নাভাবে অনেক ব্যাঘাত হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

নির্ণীত [স] **১** *বিণ* নির্ধারিত। 'যাঁহারা ঐ নির্ণীত সময়ে আগমন করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বিণ* নিরূপিত। 'বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

নির্তাক [স নর্তক] *বি* যে নাচে; নট। 'নির্তাক আনিতে জাই রাজআজ্ঞা পায়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

নির্দন্দ, নির্দ্দন্দ [স] *বিণ* দন্দহীন। 'অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা বাহিরে নির্দ্দন্দ।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নির্দয়, নির্দ্দয় [স] ১ *বিণ* দয়াহীন। 'নির্দ্দয় কাহ্নাঞির হাথে পড়িলোঁ।' বড়ু, ১৪৫০; 'কেনে হেন করিলে নির্দয় তুমি দঢ়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'তাঁহাদিগের অতি নীরস ভাব ও নির্দ্দয় স্বভাব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* হৃদয়হীন। 'তিনি যেমন প্রতিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ, তেমনি নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* পাশবিক। 'নির্দয় বলের হস্ত হইতে দুর্বলকে রক্ষা করাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বিণ* যন্ত্রণাদায়ক। 'ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ – তখন গর্জ্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'প্রখর নির্দয় সূর্যতেজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'এখন নির্দয় শীতকাল, ঠান্ডা নামছে হিম।' *হাসান*, ১৯৬৬।

নির্দয়তা [স] *বি* দয়াহীনতা। 'তাঁহার নির্দয়তা প্রকাশ হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

নির্দয়ভাবে, নির্দ্দয়ভাবে [স] *ক্রিবিণ* নিষ্ঠুরভাবে। 'নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে স্বকীয় শিরে ও বক্ষস্থলে পুনঃপুন করাঘাত করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নির্দয়া, নির্দ্দয়া [স] *বিণ স্ত্রী* নিষ্ঠুর। 'নির্দ্দয়া ছোট রাণী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

নির্দয়াচরণ, নির্দ্দয়াচরণ [স নির্দয়-আচরণ] *বি* নিষ্ঠুর আচরণ। 'ইহাতে তাহাদিগের নির্দয়াচরণ করা ক্রমশ অভ্যাস পাইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নির্দলীয় [স] *বিণ* কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন। 'নির্দলীয় প্রার্থীরূপে বেগম ... সাধারণ সম্পাদিকার পদে জয়লাভ করেন।' *বেগম*, ১৯৭৩।

নির্দিগন্ত [স] *বিণ* অবারিত। 'মুক্তির নির্দিগন্ত স্বপ্ন অবসিত হয় আয়েসী অভ্যাসের বিজ্ঞপ্তে।' *শিব*, ১৯৫০।

নির্দিষ্ট, নির্দ্দিষ্ট [স] *বিণ* নির্ধারিত; স্থিরীকৃত। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'আইনে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা।' *দর্পণ*, ১৮৩৫; 'দৈবধন উপার্জনের সেরূপ কোনো নির্দিষ্ট উপায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নির্দিষ্টতা [স] *বি* নির্ধারণ। 'আকারের মধ্যে নির্দিষ্টতা সেখানে কিছুই নেই।' *অবন*, ১৯২৫।

নির্দিষ্টা, নির্দ্দিষ্টা [স নির্দিষ্ট>] *ক্রি* নির্দিষ্ট করা। 'নির্দ্দিষ্টিয়া।' *কস্টার*, ১৭৯৩।

নির্দেশ, নির্দ্দেশ [স] ১ *বি* উল্লেখ। 'ঐ সকল গ্রাম মধ্যে বিদ্যাবৃদ্ধি করণের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ২ *বি* নির্ণয়। 'কিরূপ উপায় দ্বারা এ বিষয় সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহার নির্দেশ করা শ্রেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৩ *বি* নির্ধারণ। 'শিক্ষকেরা তাহা নির্দেশ করিয়া দিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বি* নিরূপণ। 'কোন কোন বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, তাহা ইতিপূর্বে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বি* আদেশ। 'মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বিণ* সন্ধান। 'হারাইয়া ডুবে যায়, না থাকে নির্দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৭ *বিণ* নিদর্শন। 'হারাইয়া ডুবে যায়, না থাকে নির্দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৮ *বি* নিয়ম। 'প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গি, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৯ *বি* খোঁজ। 'ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ১০ *বি* উপদেশ। 'এ সকল আদেশ নির্দেশ কভু ভর্ৎসনায়, কভু অনুনয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নির্দেশকর্তা [স] *বি* নির্দেশদাতা। 'তার নির্দেশকর্তা হচ্ছে আমাদের মন।' *অবন*, ১৯২৫।

নির্দেশ-বর্তিকা [স] *বি* দিক-নির্দেশক বাতি। 'একদিন জ্বেলে দেবে নির্দেশ-বর্তিকা।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

নির্দেশবর্তী, নির্দ্দেশবর্ত্তী [স] *বিণ* নির্দেশের অনুগামী। 'অপেক্ষাকৃত অবিজ্ঞদের নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

নির্দেশবাহী [স] *বিণ* সংকেতবাহী। 'এইসব বিভিন্ন রূপের কোনোটিই পরিপূর্ণ নয়, প্রত্যেকটি মহত্তর সঙ্গতির নির্দেশবাহী।' *শিব*, ১৯৫০।

নির্দেশমতো *ক্রিবিণ* কথামতো। 'তাদেরই নির্দেশমতো ... এই পত্র লিখছি।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

নির্দেশা [স নির্দেশ>] *ক্রি* নির্দেশ করা। 'সূর্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দেশিয়া/ দিলেন দেখিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নির্দেশার্থ, নির্দ্দেশার্থ [নির্দেশ-অর্থ] *বি* নির্দেশের জন্য। 'তাঁহারা স্ত্রীবিদ্যার কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশার্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ... পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

নির্দেশিত, নির্দ্দেশিত [স] ১ *বিণ* পরিচিত। 'লোক সমাজে সমস্ত মুসলমান জাতির উক্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* প্রদর্শিত। 'বেগম রোকেয়ার নির্দেশিত আদর্শ।' *বেগম*, ১৯৬০। ৩ *বিণ* আদিষ্ট। 'ইসলামে যে আইন-কানুনগুলো নির্দেশিত হয়েছে ...।' *বেগম*, ১৯৬৩।

নির্দেশ্য, নির্দ্দেশ্য [স] *বিণ* নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এমন। 'মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দ্দেশ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নির্দোষ, নির্দ্দোষ [স] ১ *বিণ* কলঙ্করহিত। 'জৌঘর করুক বধ্ যশ অকলঙ্ক বিধু তবে সড়ে করিব নির্দোষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* দোষবর্জিত। 'সন্তানও সুলক্ষণসম্পন্ন নির্দ্দোষ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* মার্জিত রুচিসম্মত। 'নির্দ্দোষ আমোদ স্বাস্থ্যসাধন পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বিণ* নিরপরাধ। 'আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া প্রবোধ দিতে ও তাঁহার মিথ্যাপবাদজনিত মানসিক গ্লানির শমতা করিতে সমর্থ হই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বিণ* রোগমুক্ত। 'বৃদ্ধার চক্ষু, অল্প দিনেই, পূর্ববৎ নির্দোষ হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৫ *বিণ* বিশুদ্ধ। 'ধাতু যখন স্বভাবতঃ নির্দোষ হয়, তখন উহাকে বিশুদ্ধ বলা যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

নির্দোষিতা [স] *বি* অপরাধহীনতা। 'আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্যে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নির্দোষী, নির্দ্দোষী [স] *বিণ* নিরপরাধ। 'রাজাকে নির্দ্দোষী করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'হা নিরপ্রগ্রী নির্দোষী জীব!' *উমেশ*, ১৮৫৭।

নির্দ্বন্দ্ব [স] ১ *বিণ* দ্বন্দ্ব চায় না এমন। 'হিন্দুগণ আপনাদের শান্তিপ্রিয় নির্দ্বন্দ্ব প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া গর্ব করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি* দ্বন্দ্বহীনতা। 'সুতরাং নির্দ্বন্দ্বও নির্দ্বন্দ্বের বিপরীত রতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* দ্বন্দ্ব নেই এমন; দ্বন্দ্বহীন। 'নির্দ্বন্দ্ব পুণ্যলোকে যিনি অহরহ বিরাজ করেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নির্ধন, নির্দ্ধন [স] *বিণ* ধনহীন। 'অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পর পুরন্দর অত্যন্ত নির্দ্ধন হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নির্ধনতা [স] *বি* দারিদ্র্য। 'কোথাও বা উত্তম বিদ্বান্‌, রূপবান, চরিত্রবান যুবক নির্ধনতায় বিবাহ করিতে অসমর্থ হইতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নির্ধনত্ব [স] *বি* দারিদ্র্য। 'উদ্বেগের মধ্যে অতি আধিক্য অপেক্ষা সুখের সহিত নির্ধনত্ব ভাল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নির্ধনী [স] *বিণ* ধনহীন। 'তাহার ধনে নির্ধনী সাহেব অতি ধনাঢ্য হয়।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

নির্ধার, নির্দ্ধার [স] *ক্রিবিণ* নিশ্চিত। 'এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্দ্ধার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নির্ধারি, নির্দ্ধারি [স নির্ধারণ>] *ক্রিবিণ* নিশ্চিত করে। 'না মান আনন্দ মন কহিয়ে নির্দ্ধারি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

নির্ধারণ, নির্দ্ধারণ [স] নিরূপণ। 'মুকুন্দসেবায় রতি কৈল নির্দ্ধারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তিনি ... বস্তুসমুদায়ের তত্ত্বনির্ধারণ করিয়া আনিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা, কর্ম্মদক্ষতা ও জীবিকা-নির্ধারণ আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নির্ধারণার্থ, নির্দ্ধারণার্থ [স] *ক্রিবিণ* নির্ধারণের জন্য। 'উপায় নির্দ্ধারণার্থ অন্তঃকরণে স্বতই উদ্ভাবনীশক্তি উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নির্ধারিত, নির্দ্ধারিত [স] **১** *বিণ* স্থির করা হয়েছে এমন। *মেয়ার*, ১৭৮৭; 'মূল্য ... ৪০ টাকা লণ্ডনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* পালনীয়। 'ধর্ম্ম বিষয়ের প্রতি কোন কটাক্ষ করা তাঁহারদের নির্দ্ধারিত নিয়ম নিষেধ।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৩** *বিণ* নির্দিষ্ট। 'কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ও দিন নির্ধারিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নির্ধার্য, নির্দ্ধার্য্য, নির্ধার্য্য [স] **১** *বিণ* নির্ধারিত। 'নির্ধার্য্য হইল।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* নির্ধারণ। 'কি প্রকারে জগতের সীমা নির্ধার্য্য করা যাইতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নির্ধূম [স] *বিণ* ধূমহীন; পরিষ্কার। 'ঘর পুড়িয়া নির্ধূম।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নির্নিগড় [স] *বিণ* নিগড়মুক্ত। 'নিভৃতে বিহরে যেথা নির্নিগড় শিরি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

নির্নিমিখ [স] *ক্রিবিণ* পলকহীনভাবে। 'নূতন উষার সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নির্নিমেষ [স] *ক্রিবিণ* পলকহীনভাবে। 'প্রেতনয়নের মতো নির্নিমেষ তারা যত/ সবে মিলে মোর পানে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নির্পতণ [স] *বিণ* অনুর্বর। 'নির্পতণ মাটিতে জন্মায় কেবল ব্যাঙের ছাতা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নির্বংশ, নির্ব্বংশ [স] *বিণ* বংশ লোপ পেয়েছে এমন। 'মুঞি সে ধরিনু দুষ্ট রাবণ নির্বংশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আমার এত বড় নাম ডুবিল নির্ব্বংশ হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নির্বংশ্য, নির্ব্বংশ্য [স] *বিণ* বংশের কেহ জীবিত নেই এমন। 'প্রতাপাদিত্য নির্ব্বংশ্য এ সন্দেহে তাবৎ লোকের ভঞ্জন হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

নির্বচন [স] *বিণ* মৌন। 'বৈদ্যুতিক রহস্যলিখনে উঠেনি উদ্ভাসি তার নয়নের নির্বচন মেঘ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নির্বনেদ [স নির্+ফা বুনিয়াদ] *বিণ* বনেদি নয় এমন। 'বুড়ো হোক, কচি হোক, বনেদী হোক, নির্বনেদ হোক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নির্বন্দ [স নির্বন্ধ] *বি* বিধান। 'নির্বন্দের দুঃখ দশা বহুল ভুঞ্জিলুম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নির্বন্ধ, নির্ব্বন্ধ [স] **১** *বি* দৈবের লিখন। 'ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্বন্ধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* রচনা। 'শয়ন নির্বন্ধ কৈল শয়ননিয়মে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* বিধান। 'নির্বন্দের দুঃখ দশা বহুল ভুঞ্জিলুম।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'দৈবের নির্বন্ধ কভু না যাএ খণ্ডন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যাএ খণ্ডন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* নিয়ম। 'উভয়ে এক নির্ব্বন্ধ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৫** *বি* ব্যবস্থা। 'যে২ কীর্ত্তি করিয়াছেন তাহা বহুকাল থাকে এমত নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৬** *বি* সাধনা। 'কুমুকে নিয়ে মধুসূদনের কেন এত নির্বন্ধ?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নির্বন্ধাতিশয্য [স নির্বন্ধ-আতিশয্য] *বি* অনুরোধের আতিশয্য। 'অপুর নির্বন্ধাতিশয্যে তাহাকেই পাঠাইতে হইল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নির্বন্ধাতিশয় [স নির্বন্ধ-অতিশয়] *বি* বিধানের আতিশয্য। 'ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে, তথা ভবিষ্যের নিষেধে অধুনা ত্রিশঙ্কু।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

নির্বল, নির্ব্বল [স নির্বল>] *বিণ* বলহীন। 'নির্ব্বল করিয়া দেবীর বলক টুট।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'নির্বল, নির্ভরশীল, নিরুপায় দুলালের মতো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

নির্বলী [স] *বিণ* বলহীন। 'নির্বলীর বল তুমি পরম সারথি।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'কাকে কৈল নির্বলী কাহাকে বলী আর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নির্বস্তুক [স] *বিণ* বস্তুনির্ভর নয় এমন; অ্যাবস্ট্রাক্ট। 'নির্বস্তুক শব্দ সম্বন্ধেও সেই কথা: তার কলকাতায় যাওয়া ঘটল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'আনন্দ বিশুদ্ধ, কেননা সে নির্বস্তুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

নির্বহ, নির্ব্বহ [স নির্বাহ>] *বি* নির্বাহ। 'একখানি ছোট খাট দোকান করিলে জীবিকা নির্ব্বহ হইতে পারিবে।' *প্যারী*, ১৮৬০।

নির্বহা, নির্ব্বহা [স নির্বাহ>] *ক্রি* সম্পন্ন হওয়া। **নির্বহিল** *ক্রি* সম্পন্ন হলো। 'দোহানের মধ্যে যদি বাক্য নির্বহিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **নির্ব্বহিয়া** *ক্রি* সম্পন্ন ক'রে। 'জৈজ্ঞ নির্ব্বহিয়া তবে বৈসে সর্ব্বজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নির্ব্বহিল** *ক্রি* নির্বাহ হলো। 'হেনমতে দুঃক্ষে সুখে দিন নির্ব্বহিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নির্বাঁধুনিক [স নির্+বাঁধুনি>] *বিণ* শিথিল। 'আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো/ ছন্দটা নির্বাঁধুনিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নির্বাক [স] *বিণ* নীরব। 'যে নারী নির্বাক ধৈর্যে চিরমর্মব্যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'নির্বাক সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নির্বাকতা [স] *বি* নীরবতা। 'তার প্রশ্ন ও কৌতূহলশূন্য নির্বাকতায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

নির্বাচক [স] *বিণ* বাছাইকারী। 'নির্বাচক সংখ্যা যাহাতে জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী হইতে পারে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

নির্বাচকমণ্ডলী [স] *বি* নির্বাচনকারী জনসমষ্টি; ভোটদাতা। 'তাদের নিয়েই গঠিত মহিলা আসনের নির্বাচকমণ্ডলী।' *বেগম*, ১৯৭১।

নির্বাচকসংখ্যা [স] *বি* যারা নির্বাচিত করে তাদের সংখ্যা; ভোটদাতার সংখ্যা। 'নির্বাচক সংখ্যা যাহাতে জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী হইতে পারে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

নির্বাচন, নির্ব্বাচন [স] **১** *বি* পছন্দ। 'যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন ... আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সদ্‌বিবেচনার নিয়ম অবলম্বন করিয়া কন্যা নির্বাচন করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বিণ* মনোনীত। 'পাঁচ-দশজনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্বাচন করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বি* ভোটের মাধ্যমে কাউকে মনোনীত করণ। 'পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা মুছলমানের জন্য দরকার।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

নির্বাচন কমিশন [স নির্বাচন+ই কমিশন] *বি* নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। 'নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি ... নির্বাচনবিধি ঘোষণা করেছেন।' *বেগম*, ১৯৭১।

নির্বাচনকারী [স] *বি* নির্বাচিত করে যে; ভোটার। 'নির্বাচনকারীরা এমন সব লোককে নির্বাচন করেছেন ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

নির্বাচনকেন্দ্র, নির্ব্বাচন-কেন্দ্র [স] *বি* নির্বাচনী এলাকা। '১৭ জন মোছলমান নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

নির্বাচনক্ষম [স] *বিণ* নির্বাচন করতে পারে এমন। 'হয়তো জীবন্মুক্তেরাই নির্বাচনক্ষম, এবং মানুষ ফ্রয়েডী মুমূর্ষার পদানত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নির্বাচনপর্ব, নির্ব্বাচনপর্ব্ব [স] *বি* নির্বাচনের সময় ও নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড। 'নির্ব্বাচনপর্ব্বে জনসাধারণের দায়িত্ব শেষ না হইলেও ভোটদানের কাজটা তাহাদের শেষ হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

নির্বাচনপ্রণালী [স] *বি* নির্বাচনপদ্ধতি। 'কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতে সভ্য নির্বাচনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নির্বাচনবিধি [স] *বি* নির্বাচন সংক্রান্ত শর্তাবলী। 'নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি ... নির্বাচনবিধি ঘোষণা করেছেন।' *বেগম*, ১৯৭১।

নির্বাচনাত্মক তন্ত্র, নির্ব্বাচনাত্মক তন্ত্র [স] *বি* প্রকৃতির শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি। 'যখন বেদের গৌরব নির্ব্বাচনাত্মক তন্ত্র লিখিয়াছি ...। *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নির্বাচনী, নির্ব্বাচনী [স নির্বাচনীয়] *বিণ* নির্বাচন সম্পর্কিত। 'নির্ব্বাচনী প্রচারপত্রে কৃষকদের উদ্ধার সাধনের অনেক কিছু প্রতিশ্রুতির ...।' *সওগাত*, ১৯৩৮; 'নির্বাচনী এলাকার প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৫।

নির্বাচনী এশতেহার [স নির্বাচনীয়+আ ইশতিহার] *বি* নির্বাচনের পূর্বে কোনো রাজনৈতিক দলের বিশ্বাস এবং কর্মসূচি সম্পর্কে লিখিত বিবৃতি। 'নির্ব্বাচনী এশতেহারে স্বাক্ষর করিয়া এবং তাহার অনুকূলে ব্যক্তিগত চেষ্টা করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

নির্বাচনোত্তর [স নির্বাচন-উত্তর] *বি* নির্বাচন-পরবর্তী। 'নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা রইল অহরহ জাগ্রত।' *উমর*, ১৯৬৬; 'নির্বাচনোত্তর অনেক জিজ্ঞাসার জওয়াব ... সমাবেশে দান করিবেন।' *আজাদ*, ১৯৭১।

নির্বাচিত, নির্ব্বাচিত [স] ১ *বিণ* মনোনীত। 'নিজে পাত্র নির্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* অনুমোদিত। 'টেক্সট বুক কমিটি হইতে যে-সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* নির্ধারিত। 'নির্বাচিত কমিটিতে বাহিরের লোকের প্রবেশত নিষেধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নির্বাচিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্বাচন করা হয়েছে এমন। '১৯৬৩-৬৫ সালের জন্য নির্বাচিতা হয়েছেন।' *বেগম*, ১৯৬০।

নির্বাণ, নির্ব্বাণ [স] ১ *বি* পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি। 'যে মরে যখনি নির্ব্বাণ তখনি।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* নির্বাপিত। 'পতঙ্গ চাহিলে দীপ করিতে নির্ব্বাণ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* মোক্ষপ্রাপ্ত। 'সহমরণাদিরূপ কর্ম্মে নির্ব্বাণ মুক্তি হইতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৪ *বিণ* সুপ্ত। 'কত কত আগ্নেয়-পর্ব্বত শত শত বৎসর পর্য্যন্ত নির্বাণ থাকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৫ *বিণ* স্তিমিত। 'সাঁওতালীয় বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৬। ৬ *বি* অবসান। 'এ কি রক্তস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতে নির্বাণ হবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৭ *বিণ* নিষ্প্রাণ। 'নির্বাণ পাবক আমি, তেজশূন্য।' *মাইকেল*, ১৮৬৩; 'কোটি বীরপ্রাণ ক্ষণে নির্বাণ।' *নজরুল*, ১৯২২। ৮ *বি* দমন। 'যে ব্যক্তি অসতের সঙ্গে সৎপ্রবৃত্তি গুলিকেও নির্ব্বাণ করেন, তাঁহার প্রশংসা করা যায় না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৯ *বি* প্রশমন। 'আয় শান্তি, আয় রে নির্বাণ, আয় নিদ্রা, শ্রান্ত প্রাণে আয়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ১০ *বি* বিলোপ। 'বিগতসংস্কার নির্বাণের মধ্যেই মুক্তি বলো, আর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নির্বাণ করা, নির্ব্বাণ করা *ক্রি* নিভিয়ে দেওয়া। 'সেচন দ্বারা প্রবল বিরহানল নির্ব্বাণ কর।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

নির্বাণকামী, নির্ব্বাণকামী [স] *বি* মোক্ষ লাভ করতে চায় যে। 'তুমি লয়ে যাও পূজা-উপচার/ ওগো নির্ব্বাণকামী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

নির্বাণদীপ [স] *বিণ* নেভা। 'নিদ্রিত পুরী, নির্জন ঘর, নির্বাণদীপ বাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নির্বাণপথ [স] *বি* ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভের পথ। 'দূরে শনির সোনার থালা।/ নির্বাণপথের শূন্য।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

নির্বাণপদ, নির্ব্বাণপদ [স] *বি* মোক্ষলাভ। 'বৌদ্ধ মতে নির্ব্বাণপদ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নির্বাণপ্রাপ্তি, নির্ব্বাণপ্রাপ্তি [স] *বি* মৃত্যুবরণ। *দর্পণ*, ১৮৩২।

নির্বাণপ্রায় [স] *বিণ* নিবু নিবু। 'সহসা সেই রাত্রে এই নির্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নির্বাণবিদ্যা [স] *বি* ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায়। 'চীনা জালসেনিকের শরীরে এখন/ নিবিড় নির্বাণবিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেঅনেট।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

নির্বাণমুক্তি [স] *বি* মোক্ষপ্রাপ্তি। 'চারিটিমাত্র লাইনের মধ্যে কেমন সংক্ষেপে নির্বাণমুক্তি লাভ করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নির্বাণলোভ [স] *বি* নির্বাণের আকাঙ্ক্ষা। 'নির্বাণলোভে মঠ তো সঠিক – সময়ে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

নির্বাণহীন [স] *বিণ* নেভে না এমন। 'নির্বাণহীন অঙ্গারসম নিশিদিন শুধু জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নির্বাণানন্দ [স নির্বাণ-আনন্দ] *বি* মুক্তির আনন্দ। 'নির্গুণ নির্বাণানন্দ লাভ করতে চান।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

নির্বাণী [স] *বিণ* ধ্বংসাত্মক। 'নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে ... বীতাগ্নি দেউটি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নির্বাণোন্মুখ [স নির্বাণ-উন্মুখ] *বিণ* নিভে যাচ্ছে এমন। 'জীবনদীপ নির্বাণোন্মুখ হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

নির্বাত [স] *বিণ* বাতাসহীন। 'উদ্বিগ্ন, নির্বাত, খিন্ন রুদ্ধস্রোত কালের পুলিন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

নির্বাদ, নির্ব্বাদ [স নির্বাধ] *বিণ* শান্তিপূর্ণ। 'নির্ব্বাদে তাঁহার বক্ষঃনিসৃত ক্ষীরধারা পান করিতেছে।' *নবনূর*, ১৯০৩।।

নির্বাধ [স] *বিণ* বাধাহীন। 'সেই অধিকারে স্থানলাভ করা তাহার পক্ষে নির্বাধ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

নির্বান্ধব [স] *বিণ* বন্ধুহীন। 'আজ এই পৃথিবীর স্তূপীকৃত – অন্ধ – নির্বান্ধব ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

নির্বাপণ [স] *বি* অবসান। 'কীর্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্বাপণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নির্বাপিত, নির্ব্বাপিত [স] ১ *বিণ* নিবে গেছে এমন। 'চির-নির্বাপিত-

ভাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'সে জলে হয়ত বাহ্যবহ্নি সহজেই নির্ব্বাপিত হইতে পারে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* স্তব্ধ। 'হঠাৎ সেই শব্দও নির্বাপিত।' *শওকত*, ১৯৬২।

নির্বায়ু [স] *বিণ* বাতাসহীন। 'নির্বায়ুমণ্ডল ক্রমে দুর্ভাবনা দৃঢ়তর করে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

নির্বায়ুমণ্ডল [স] *বি* বায়ুহীন এলাকা। 'নির্বায়ুমণ্ডল ক্রমে দুর্ভাবনা দৃঢ়তর করে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

নির্বারিত [স] *বিণ* বাধাহীন। 'যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নির্বাসন, নির্ব্বাসন [স] *বি* স্বদেশ থেকে বের করে দেওয়া। 'রাজা ইহাদের নির্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'সীতা নির্ব্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নির্বাসনকাল [স] *বি* স্বদেশ থেকে বহিষ্কার-দণ্ড ভোগ করার সময়। 'নির্বাসনকাল যখন শেষ হবে তখন রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করবো কোন ভরসায়?' *মুনীর*, ১৯৬৬।

নির্বাসনদণ্ড [স] *বি* অপরাধের জন্য দেশ থেকে বের করে দেওয়া। 'যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নির্বাসনদুঃখ [স] *বি* নির্বাসনের কষ্ট। 'নির্বাসনদুঃখ অনায়াসে তাহার অঙ্গ হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নির্বাসনরূপ [স] *বিণ* নির্বাসনস্বরূপ। 'রাজা ইহাদের নির্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নির্বাসিক, নর্ব্বাসিক [স] *বিণ* আবাসচ্যুত। 'এই নির্ব্বাসিক প্রেতাত্মা হালে নয়াদিল্লীতে ...।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

নির্বাসিত, নির্ব্বাসিত [স] ১ *বিণ* দূর হয় এমন; বিদূরিত। 'তাহা হইলে দুঃখ ও দরিদ্রতা পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* নিজগৃহ বা নিজদেশ থেকে বহিষ্কৃত। 'রাজা ... কন্যাকে নির্বাসিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৩ *বি* নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত যে। 'নির্ব্বাসিতের মত, টলিতে টলিতে চলিয়াছ?' *সবুজ*, ১৯২১। ৪ *বিণ* বঞ্চিত। 'যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্বাসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নির্বাসিতা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* বিদূরিত। 'প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪২। ২ *বি স্ত্রী* নিজদেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে যে। আমি যত বলি যে নির্বাসিতার রূপসজ্জার কি আবশ্যক।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

নির্বাহ, নির্ব্বাহ [স] ১ *বি* সংসার চালানো। 'নির্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* দৈনন্দিন ব্যয়ভার ইত্যাদি চালানো। 'লোকেরদিগকে ... আনয়ন করিয়া তারদিগের নির্ব্বাহ নিষ্পত্ত্যের সঙ্কল্প।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* যাপন। 'তাহারদের বসত বাস নির্ব্বাহ নিষ্পত্য করণের সঙ্গস্থা করিয়া দিলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৪ *বি* সম্পাদন। 'গত বৎসরের কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ ইত্যাদি নিমিত্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ৫ *বি* সম্পন্ন। 'পূজাদি কর্ম্ম ও আরত্রিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৬ *বি* চালানো। 'কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

নির্বাহকতা, নির্ব্বাহকতা [স] *বি* ব্যবস্থাপনা; পরিচালনা। 'ইহার অধ্যক্ষতা ও নির্ব্বাহকতা ইংরেজ বাঙ্গালি মহাশয়েরদিগের হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

নির্বাহকারী, নির্ব্বাহকারী [স] *বি* চালনা করে যে। 'কর্ম্মের নির্ব্বাহকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক ও জ্ঞাতসারে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

নির্বাহক্ষম, নির্ব্বাহক্ষম [স] *বিণ* পরিচালনার যোগ্য। 'যে যুবজন সরকারী উচ্চতম কার্য্য নির্ব্বাহক্ষম হওনের প্রত্যাশায় ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

নির্বাহণ, নির্ব্বাহণ [স] *বিণ* সম্পন্ন। 'সব মনঃকথা গোসাঞি করি নির্ব্বাহণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নির্বাহা, নির্ব্বাহা [স নির্বাহ>] *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'এই রূপে চতুর্যাম নিশি নির্ব্বাহিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **নির্বাহায়** *ক্রি* সম্পাদিত হয়। 'কিবা নিত্য অর্থ সেই মতে নির্বাহয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **নির্ব্বাহিল** *ক্রি* কাটলো। 'এই রূপে চতুর্যাম নিশি নির্ব্বাহিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নির্বাহিকা [স] *বি স্ত্রী* নির্বাহকারী। 'কার্যনির্বাহার্থে কয়েকজন নির্বাহিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নির্বাহিত, নির্ব্বাহিত [স] ১ *বিণ* সম্পাদিত। 'তাহাতে আবশ্যক ব্যয়ও নির্ব্বাহিত হইত না।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* পরিচালিত। 'ইহার সমস্ত কার্য্য একটী ফরাসী কোম্পানীর দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নির্বাহী [স] *বিণ* প্রশাসনিক কার্যসম্পাদনকারী। 'নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

নির্বিকল [স] *বিণ* অবিচল। 'তোমারে তেমনি দেখি নির্বিকল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নির্বিকল্প [স] ১ *বিণ* অপরিবর্তনীয়। 'শরের ফাহনা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।' *বিভূতি*, ১৯২৯। ২ *বিণ* বিকল্পহীন। 'জন্ম-জন্মকার নির্বিকল্প প্রলয়ের ক্ষতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

নির্বিকার, নির্ব্বিকার [স] ১ *বিণ* নির্লিপ্ত। 'নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিরাকার, নির্ব্বিকার, জ্ঞানময়, পরমেশ্বরের আরাধনা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বিণ* চাঞ্চল্যহীন। 'নির্বিকার নিরাকার নিরঞ্জন তুমি।' *মানিকরায়*, ১৭৮১। ৩ *বিণ* বিকারশূন্য। 'যে কর্ম্ম লোক আপনি নির্ব্বিকারে করে।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'সভ্যতাকে আজ আমরা নিতান্ত নিরীহ নির্বিরোধ নির্বিকার নিরাপদ নির্জীব ভাবে কল্পনা করে নিয়ে বলছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নির্বিকারচিত্ত [স] *বি* অবিচলিত মন। 'সুষমার মস্তকে অনায়াসে সে একটি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া নির্বিকারচিত্তে চলিয়া গেল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নির্বিকারত্ব [স] *বি* উদাসীনতা। 'তাহার নির্বিকারত্বের বাঁধুনি একটু শিথিল করিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নির্বিকারভাবে [স] *ক্রিবিণ* নির্লিপ্তভাবে। 'লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নির্বিকারমূর্তি [স] *বিণ* বিকার ঘটেনি এমন রূপবিশিষ্ট। 'নির্বিকারমূর্তি বিবি এতদিন কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নির্বিঘ্ন, নির্ব্বিঘ্ন [স] ১ *বিণ* বাধাহীন। 'অবিলম্বে নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে পঁহুছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বি* নিরাপদ; নিরুপদ্রব। 'নির্বিঘ্নে তাহাদের কাল যাপন হইতে পারে।' *গৌর*, ১৮২২।

নির্ব্বিঘ্নে [স] *ক্রিবিণ* বিনা প্রতিবন্ধকতায়। 'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাই কর

আশীর্ব্বাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নির্বিচল [স] *বিণ* অবিচলিত। 'নিরাসক্ত নির্বিচল সেই শান্তি-সাধনার মন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'ঝড়-ঝঞ্ঝায় ওরা নির্বিচল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

নির্বিচার [স] *বিণ* বিচার-বিবেচনাহীন। 'স্ত্রীজাতির 'পরে পুরুষমানুষের একটা নির্বিচার পক্ষপাত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নির্বিচারে [স] *ক্রিবিণ* বিচার-বিবেচনা না ক'রে। 'নির্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নির্বিণ্ণ, নির্ব্বিণ্ণ [স] **১** *বি* অবসন্ন। 'নির্ব্বিণ্ণ হইনু যোতে বিষয় না হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অনুতপ্ত। 'নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'উপন্যাসে নব্য যুগের নিবীর্য, নপুংসক, নির্বিণ্ণ, দীনসত্ত্ব, পরতান্ত্রিক চরিত্রের আবির্ভাব ...।' *শিব*, ১৯৬০।

নির্বিতি, নির্ব্বিতি [স নিবৃত্তি] **১** *বি* ক্ষুধা নিবারণ। 'যাহারা শ্রমের দ্বারা আপন নির্ব্বিতি করে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* মুক্তি; অভয়। 'জয় জয় পরমা নির্বিতি হে নমি নমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

নির্বিত্ত [স] *বিণ* বিত্তহীন। 'মধ্যবিত্ত ও নির্বিত্ত ব্যক্তিরদিগকে ঐ বিদ্যা নিজ ভাষা অর্থাৎ বঙ্গাদি ভাষাতে শিক্ষয়ণার্থ পাঠশালা স্থাপন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

নির্বিদার [স] *বিণ* অভেদ্য। 'বক্ষে বাঁধি দাও তা'র, বর্ম তব নির্বিদার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নির্বিদ্রোহ [স] *বিণ* বিদ্রোহহীন। 'মানুষের নির্বাক-নির্বিদ্রোহ আত্মাহুতিই এর প্রমাণ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

নির্বিন্ধ্যা [স] *বি* বিন্ধ্য পর্বত হতে বহির্গত নদী। 'কোথায় অবন্তিপুরী; নির্বিন্ধ্যা তটিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নির্বিবাদ, নির্ব্বিবাদ [স] **১** *বিণ* বিবাদহীন। 'পূজিব তোমায় আমি প্রাণ নির্বিবাদে।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বি* বাধাহীনভাবে। 'নির্ব্বিবাদে তাঁহার বক্ষঃনিসৃত ক্ষীরধারা পান করিতেছে।' *নবনূর*, ১৯০৩। **৩** *বিণ* নিখাদ। 'বালিহাঁসের নির্বিবাদ কন্ঠের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

নির্বিবাদী [স] *বিণ* নিরীহ। 'নির্বিবাদী লোক বাঙলাতেও আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

নির্বিবাদে, নির্ব্বিবাদে [স] *ক্রিবিণ* অবাধে। 'নির্ব্বিবাদে তাঁহার বক্ষঃনিসৃত ক্ষীরধারা পান করিতেছে।' *নবনূর*, ১৯০৩; 'অপরকে নির্বিবাদে বস্ত্রহরণ করতে দিয়ে ... বিবস্ত্র হওয়াকে বলেছি সতীত্ব।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

নির্বিবেক [স] *বিণ* বিবেকহীন। 'আমি, অতিশয় স্বার্থপর ও নিরতিশয় নির্বিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নির্বিবেচক [স] *বিণ* বিবেচনাহীন। 'নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নির্বিরোধ [স] **১** *বিণ* বিরোধশূন্য। 'তিনি অতি নির্ব্বিরোধ মনুষ্য, বিবাদ বিসংবাদে কোনক্রমে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সভ্যতাকে আজ আমরা নিতান্ত নিরীহ নির্বিরোধ নির্বিকার নিরাপদ নির্জীব ভাবে কল্পনা করে নিয়ে বলছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **২** *ক্রিবিণ* বিরোধহীনভাবে। 'ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **৩** *বি* অমিল। 'যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

নির্বিরোধী, নির্ব্বিরোধী [স] *বিণ* শান্তিপ্রিয়। 'মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'তাহার নির্বিরোধী দুঃখী মামা।' *শরৎ*, ১৯১৪।

নির্ব্বিরোধে [স] **১** *ক্রিবিণ* প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে। 'নির্ব্বিরোধে বনের স্বামী হইয়া বিরাজিব।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *ক্রিবিণ* বিরোধহীনভাবে। 'সহকারী নির্বিরোধে ... অবতীর্ণ করিয়া দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নির্বিশেষ, নির্ব্বিশেষ [স] **১** *বি* ভেদাভেদশূন্যতা। 'তদীয় আশৈশবকাল পর্যন্ত সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মধন নির্ব্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* সুনির্দিষ্ট নয় এমন। 'নির্বিশেষ ভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঔদাসীন্য নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৩** *বিণ* অভিন্ন। 'সংস্কার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নির্বিশেষ অনুবর্তী নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নির্বিশেষত্ব [স] *বি* বিশেষ নয় এমন অবস্থা। 'এ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষত্ব কেবল হিন্দু ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।' *তারা*, ১৯৪২।

নির্বিশেষে, নির্ব্বিশেষে [স] *ক্রিবিণ* ছোটোবড়ো ভেদ না ক'রে। 'অন্তঃপ্রকৃতি নির্ব্বিশেষে একরূপ ছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

নির্বিষ, নির্ব্বিষ [স] *বিণ* বিষহীন। 'লখাই নির্বিষ হইল মনে মনে জানি।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'সেই বিষধর ফণীর বিষেই ঔষধ করিয়া নির্ব্বিষ করিয়া দিলে!' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

নির্বিষ সাপের কুলোপানা চক্র – ক্ষমতা নেই কিন্তু মুখে বড়াই আছে এমন। *সুবল*, ১৯০৬।

নির্বিষয়, নির্ব্বিষয় [স] **১** *বিণ* বিষয়সম্পত্তিহীন। 'কতকগুলি নিরন্ন নির্ব্বিষয় ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* অহেতুক। 'মানুষের নির্বিষয় ব্যথার তাৎপর্য নিয়ে কি করতাম।' *জীবন*, ১৯৩১।

নির্বিষাদ [স] *বিণ* বিষাদহীন। 'জীবনের দীপপরম্পরা জ্বালায় সে নির্বিষাদ নির্বাণের আগে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নির্বীজ, নির্ব্বীজ [স নির্বীর্য] *বিণ* দুর্বল। 'সন্তানেরা পশুবৎ অসভ্য ও নির্ব্বীজ বটে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

নির্বীর্য, নির্বীর্য্য [স] **১** *বিণ* সাহসহীন। 'নির্বীর্য্য, ধনলোলুপ কুসন্তানেরা জন্মভূমিকে ... বিক্রয় করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* দুর্বল। 'এন্টোনিয় এরূপ নির্বীর্য হইয়া পড়িয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'নম্র বা নির্বীর্য্য লোকের ঘাড়ে চাপে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **৩** *বিণ* শক্তিহীন। 'নির্বীর্য এ তেজঃ – সূর্যে দীপ্ত করে হে বহ্নিবীর্যে।' *নজরুল*, ১৯২৪। **৪** *বিণ* প্রজনন-ক্ষমতাহীন। 'যে গরুটাকে নির্বীর্য করা হয় তার দ্বারা সৃষ্টিলীলা চলে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

নির্বীর্যতা [স] *বি* তেজোহীনতা। 'নির্বীর্যতা ও সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট স্বভাবপ্রাপ্তি ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নির্বুংশ [স নির্বংশ] *বিণ* বংশধরহীন। 'ঘটকালি করেছিল নির্বুংশে পিসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নির্বুদ্ধি, নির্ব্বুদ্ধি [স] *বিণ* বুদ্ধিহীন। 'তোমার নির্ব্বুদ্ধি জ্যেঠা অষ্ট লক্ষ খায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তোমরা অবধানপূর্ব্বক বিচার করহ, আর নির্ব্বুদ্ধি ন্যায় হলস্থূল করিও না।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'এ সকল লোক দৈববিড়ম্বিত নির্বুদ্ধি শিরোমণি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নির্বুদ্ধিতা, নির্ব্বুদ্ধিতা [স] **১** *বি* বুদ্ধিহীনতা। 'তখন জোথাম তাহাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা তাহাদিগে জানাইতে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'অন্যের কিছু নতুন

দেখিলেই, তাহা, হয় চরিত্রহীনতা, নয় নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রসূত বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসি।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বি* বিবেচনাহীনতা। 'সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিদের নির্বুদ্ধিতা চরমে পৌঁছিয়াছে।' *সওগাত*, ১৯২৯।

নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত, নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রসূত [স] *বিণ* নির্বুদ্ধিতাজাত। 'অন্যের কিছু নতুন দেখিলেই, তাহা, হয় চরিত্রহীনতা, নয় নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রসূত বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

নির্বৃত [স] *বিণ* নিমগ্ন। 'আমি, আত্মসুখে নির্বৃত হইয়া, তাহাদের অবস্থার প্রতি ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করি না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নির্বৃতি [স] ১ *বি* মুক্তি। 'বধিএ তোমাকে আজ বাড়ির নির্বৃতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* জীবন নির্বাহ। 'শত২ লোক স্বীয়২ জীবিকার নিমিত্ত শত২ পুস্তক প্রস্তুত করিয়া নির্বৃতি করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বি* উপশম। 'নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নির্বেদ, নির্ব্বেদ [স] ১ *বি* দুর্গতি। 'নির্ব্বেদ হইল পথে করেন বিচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* অনুতাপ। 'রাজার অন্তঃকরণে নিরতিশয় নির্বেদ উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'এই প্রকার নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া রাজা পুনর্ব্বার সন্ন্যাসীর পদানত হইয়া নেত্রনীরে তাঁহার পদরজঃ ধৌত করিতে লাগিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ৩ *বিণ* বিবাগী। 'হৃদয়হীন নির্বেদ উদাসীন শিল্পী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নির্বৈপ্লবিক [স] *বিণ* আমূল পরিবর্তনশীল নয় এমন। 'নির্বৈপ্লবিক মনের চারণা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নির্বোধ, নির্ব্বোধ [স] ১ *বিণ* কাণ্ডজ্ঞানহীন। 'নির্ব্বোধ মাতম খাঁ হর্ষমনে ফের পর্ব্বতে গতি করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* বোকা; মূর্খ। 'এইরূপ নির্বোধের বাক্যের আমরা উত্তর দিতে পারি না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

নির্বোধের স্বর্গ *বি* বোকার মতো না-জেনে পরম নিশ্চিন্তে থাকা। 'ইহারা কিরূপ fool's paradise (নির্ব্বোধের স্বর্গ) এর অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

নির্ব্যক্তিক [স] *বিণ* ব্যক্তিনিরপেক্ষ। 'সতীধর্ম নির্ব্যক্তিক, যাকে ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নির্ব্যক্তিত্ব [স] *বি* নির্বিশেষ ব্যক্তিত্ব। 'যা নির্ব্যক্তিত্বে বিশোধিত হয়ে ফেনার কণার মত তাকে টানে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নির্ব্যথ [স] *বিণ* ব্যথাহীন। 'অমৃতাভিষেক দ্বারা পূর্ব্ববৎ নির্ব্রণ ও নির্ব্যথ শরীর করিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নির্ব্যূঢ় [স] *বিণ* অবাধ। 'মণ্ডসুক্তের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব-স্বামিত্ব বর্তিল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

নির্ব্রণ [স] *বিণ* ক্ষতহীন। 'অমৃতাভিষেক দ্বারা পূর্ব্ববৎ নির্ব্রণ ও নির্ব্যথ শরীর করিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নির্ভএ [স নির্ভয়] *বিণ* ভয়হীন। 'ভুবনবিখ্যাত বীর নির্ভএ শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নির্ভয় [স] ১ *বিণ* ভয়হীন। 'আস্কাক গজিহ বড়ায়ি নির্ভয় মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* নির্ভীক। 'হবে জয় রে, ওহে বীর, হে নির্ভয়।' ১৯১৪। ৩ *বিণ* আত্মবিশ্বাসী। 'ভাগ্যেরে করেছি জয় এ বিশ্বাসে মনে মনে ছিলাম নির্ভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৪ *বিণ* উদ্দীপক। 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৫ *বিণ* আশ্বাসপূর্ণ। 'বিশ্ব বাহু মেলি লয়, পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নির্ভয়গৌরব [স] *বি* নির্ভীকতার গৌরব। 'ফিরিব নির্ভয়গৌরবে তোমারি ভৃত্যের সাজে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নির্ভয়নিদ্রিত [স] *বিণ* শঙ্কাহীনভাবে ঘুমন্ত। 'আজি নির্ভয়নিদ্রিত ভুবনে জাগে কে জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নির্ভয়-নির্ভর [স] *বিণ* নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করেছে এমন। 'সংসার-গহনে নির্ভয়-নির্ভর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নির্ভয়শরণ [স] *বি* নিরাপদ আশ্রয়। 'বন্দন করে বিশ্ব শ্রীসম্পদ ভূমানন্দদ নির্ভয়শরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

নির্ভয়হৃদয় [স] *বিণ* ভয়শূন্য। 'যে সমুদয় বসনের মাহাত্ম্যে নির্ভয়হৃদয় ছিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

নির্ভয়ে *ক্রিবিণ* ভয়হীনভাবে। 'নির্ভয়ে এসো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

নির্ভর [স] ১ *ক্রিবিণ* নিশ্চিন্ত। 'অদ্বৈতেরে কোলে করি কান্দয়ে নির্ভর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* ভরসা। 'আমার চাকের সুশৃঙ্খলাতে নির্ভর করিতে পারি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* সমর্থন। 'মিল এতদ্বিষয়ে উইলিয়ম হম্বোল্টের একটী বচনের প্রতি অনেক নির্ভর দিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৪ *বি* আশ্রয়। 'মরণেরে করে চিরজীবন-নির্ভর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

নির্ভরতা [স] ১ *বি* বিশ্বস্ততা। 'পারস্পরিক নির্ভরতা সৌভ্রাত্র্যেই মানবসভ্যতার চরিতার্থতা। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* আশ্রয়। 'একটা পরম নির্ভরতার ভাব।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নির্ভরপর [স] *বিণ* নির্ভরশীল। 'নির্ভরপর সরল চাষা-ভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নির্ভরপরায়ণ [স] *বিণ* নির্ভরতাপূর্ণ। 'একটি নির্ভরপরায়ণ বৎসল ভাব, স্থিররূপে প্রকাশ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নির্ভরযোগ্য [স] *বিণ* নির্ভর করা যায় এমন। 'আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট ... যদি স্পষ্ট পরিস্ফুট নির্ভরযোগ্য দৃঢ় আকারে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নির্ভরযোগ্যভাবে [স] *ক্রিবিণ* নির্ভর করা যায় এমনভাবে। 'গড়ে উঠল ... ঐতিহ্যকে নির্ভরযোগ্যভাবে বিচার-বিশ্লেষণের প্রণালী।' *শিব*, ১৯৫৬।

নির্ভরশীল [স] ১ *বিণ* অন্যের উপর নির্ভর করে চলে এমন। 'নির্বল, নির্ভরশীল, নিরুপায় দুলালের মতো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭। ২ *বিণ* মুখাপেক্ষী। 'যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নির্ভরশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* আস্থা রয়েছে এমন। 'বাঙালীর কলমের উপর অসীম নির্ভরশীলা এই বন্য মেয়েটির নিকট ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

নির্ভরস্থল [স] *বি* আশ্রয়। 'বর্তমানই ... অদূর-ভবিষ্যতের নির্ভরস্থল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

নির্ভরহীন [স] ১ *বিণ* অবলম্বনহীন। 'মাথার মধ্যে তার চেতনা নির্ভরহীন।' *মানিক*, ১৯৪০। ২ *বিণ* অসহায়। 'বহু নারী নির্ভরহীন অবস্থায় দুস্থ জীবনযাপনে বাধ্য।' *বেগম*, ১৯৪৭।

নির্ভরহৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* সহায়হীন। 'ভুখারী দীনতা নির্ভরহৃতা গমনচোর – জ্বেলে দিবে সহমরণের চিতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

নির্ভরী [স] *বিণ* নির্ভরশীল। 'আমাদের দেশে শ্বশুর-নির্ভরী পুরুষের দুর্গতি অনেক দেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নির্ভরসা [স] *বিণ* ভরসাহীন। 'সে বিষয়ে নিতান্ত নির্ভরসা হই নাই।'

বিদ্যা, ১৮৭৩।

নির্ভা *বি* ধনসম্পত্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নির্ভাবন [স] *ক্রিবিণ* ভাবনাহীনভাবে। 'ধর্মপত্তিকায় গ্রীবা রেখে নির্ভাবন দেখে যাবো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নির্ভাবনা [স] ১ *বি* নিশ্চিন্ততা। 'টাকা নির্ভাবনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে বাঙ্ক ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'গোড়ার পনের দিনও যাদের নির্ভাবনায়।' *হাই*, ১৯৪৭। ২ *ক্রিবিণ* ভাবনাহীনভাবে। 'ওই দেখো পথ দিয়ে তাই চলিতেছে লোক নির্ভাবনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

নির্ভার [স] ১ *বিণ* লঘু। 'এমন ঝরঝরে, নির্ভার অস্তব শব্দ প্রয়োগের কারুকলা।' *হাই*, ১৯৫৪। ২ *বিণ* ভারহীন। 'শারীরিক ওজনের দিক দিয়ে একরকম নির্ভার।' *হাই*, ১৯৫৬। ৩ *বিণ* হালকা। 'শ্যাম্পু দেওয়ায় মাথার ভেতরটা নির্ভার মনে হয়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

নির্ভীক [স] *বিণ* ভয়শূন্য। 'অতি নির্ভীক বলশালী প্রাণীরাও ... কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক, নিষ্কম্প।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

নির্ভীকতা [স] ১ *বি* ভয়হীনতা। 'শঙ্কার উদয় হয় না এরূপ নির্ভীকতা কোন জীবের নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* সাহসিকতা। 'উঠতির লক্ষণই হচ্ছে নির্ভীকতা, উদারতা, প্রাণময়তা।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

নির্ভুল [স] ১ *বিণ* শুদ্ধ। 'আমি নিজে নির্ভুল লিখিতে পারি না।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* মুদ্রণপ্রমাদ-বর্জিত। 'ভ্রমসংকুল সাধের মানবজন্ম ত্যাগ করিয়া একটা মাসিক পত্রের নির্ভুল প্রবন্ধ আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* নিখুঁত। 'নির্ভুল যন্ত্রের চেয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৪ *ক্রিবিণ* চমৎকারভাবে। 'সারিন্দা হয়ে বাজিতেছে নির্ভুল।' *জসীম*, ১৯৩১। ৫ *বিণ* ত্রুটিমুক্ত। 'তার নির্ভুল হিসেব করে ফেলা ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

নির্ভুলভাবে [স] *ক্রিবিণ* ভ্রান্তিহীন উপায়ে। 'নির্ভুলভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

নির্ভূমি [স] ১ *বিণ* ভূমিহীন। *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বিণ* ভূমিচ্যুত। 'নির্ভূমি হবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

নির্ভূষণ [স] *বিণ* অলঙ্কারহীন। 'বিবসন নির্ভূষণ ভিক্ষাচর্যের গৌরব ভারতবর্ষেরই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নির্ভৃত [স নিভৃত] *বিণ* গোপন। 'নির্ভৃতে সুনিল ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাসত্বে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নির্ভেজাল [স নির্+ভেজাল] *বিণ* খাঁটি। 'অনাবিল নির্ভেজাল নারী-আত্মা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

নির্ভেদ [স] ১ *বি* বিদীর্ণ। 'সেই পর্বত নির্ভেদ করিয়া উত্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* পার্থক্য। 'আমার বুদ্ধির সঙ্গে রাঙামুখো বাঁদরের নির্ভেদ নির্ণয় করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নির্মঞ্ছন, নির্ম্মঞ্ছন [স] *বি* নিবেদন। 'প্রাণ রাজ্য করি প্রভুপদে নির্মঞ্ছন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নির্মম [স] ১ *বিণ* নির্দয়। 'নির্মম! নিষ্ঠুর!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* অপ্রিয়। 'ইহার মধ্যে নির্মম দৃঢ়তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* প্রবল। 'জীবনে তোমার টান জ্যোৎস্নার নিশ্চিত নির্মম জোয়ারে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

নির্মমতা, নির্ম্মমতা [স] ১ *বি* দরদহীনতা। 'ইহা কেবল স্বার্থপরতা, নির্ম্মমতা এবং অনভিজ্ঞতার কথা।' *বামাবোধিনী*, ১৮৭০। ২ *বি* নিষ্ঠুরতা। 'পরের হৃদয় লয়ে করে টানাটানি, শকুনির মতো নির্মমতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নির্মমভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* অনিবার্যভাবে। 'শরীর আপন মৃত কোষকে যেমন নির্মমভাবে বর্জন করে আমরা আমাদের মৃত বস্তুতে তেমন পরিহার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রিবিণ* নির্দয়ভাবে। 'আমাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে নির্মমভাবে।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'দুশ্চিন্তার রেখাগুলি নিয়ে নির্মমভাবে খেলা করে যেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮। ৩ *ক্রিবিণ* কঠোরভাবে। 'তার প্রলোভনকেও সে নির্মমভাবে দমন করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৪ *ক্রিবিণ* ক্ষমাহীনভাবে। 'সমাজ তাঁকে নির্মমভাবে ত্যাগ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৫ *ক্রিবিণ* নির্দয়ভাবে। 'তাই সে বনকে নির্মূলভাবে বনকে নির্মূল করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নির্মল, নির্ম্মল [স] ১ *বিণ* বিষমুক্ত। 'কালী দলিআঁ জল করিআঁ নির্ম্মল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* শুভ্র। 'আকাসে নির্ম্মল পথ পঙ্ক ঘুচিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* পবিত্র। 'এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্মল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'তব নির্মল নীরব হাস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *বিণ* নিষ্কলঙ্ক। 'তাহার হৃদয় পুনি পরম নির্মল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'নির্ম্মল রাজার কুলে লাগাইলে কালি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৫ *বিণ* নির্দোষ। 'নির্মল কোন দিন মলা উত্তব না হএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ৬ *বিণ* স্বচ্ছ। 'তাহার অপূর্ব্ব নির্ম্মল জল।' *রামরাম*, ১৮০১। ৭ *বিণ* বিশুদ্ধ; দূষিত হয়নি এমন। 'প্রত্যহ পরিমিত হিতকারী দ্রব্য ভোজন ও দুই এক ঘণ্টা নির্ম্মল বায়ু সেবন করা।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৮ *বিণ* সুবাসপূর্ণ। 'শত মঙ্গলশিখা করে ভবন আলো, উঠে নির্মল ফুলগন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৯ *বিণ* প্রশান্ত। 'তারপরে অর্ধরাতে যে নির্মল মৃত্যুশয্যা পাতো নিজ হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ১০ *বিণ* শুচিশুদ্ধ। 'দেখিলাম যাহা দেখিবার নির্মল আলোকে মোহমুক্ত চোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ১১ *বিণ* উদার। 'নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নির্মলতা, নির্ম্মলতা [স] *বি* পবিত্রতা। 'দাম্পত্য প্রণয় সম্বন্ধে আপনার নির্ম্মলতা ও স্বামী পুত্র লইয়া সুখে সংসার যাত্রা।' *তমোলুক*, ১৮৭৪; 'আকাশের নির্মলতা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'আরও যেন খানিকটা নির্মলতার সঞ্চার হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নির্মশক [স] *বিণ* মশাশূন্য। 'বাংলাদেশ ক্রমে ক্রমে নির্মানুষ হতে পারে, কিন্তু নির্মশক হবে কী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নির্মানুষ [স] *বিণ* লোকশূন্য। 'বাংলাদেশ ক্রমে ক্রমে নির্মানুষ হতে পারে, কিন্তু নির্মশক হবে কী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নির্মানুষিক [স] *বিণ* অমানুষিক। 'এই নির্মানুষিক সুব্যবহারে নিজেদের মুনাফা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নির্মিলন [স] *বি* অবসান। 'স্বপ্নের প্রান্তে নিত্য আর্তনাদে সৌভাগ্যের নির্মীলন।' *আহসান*, ১৯৫৯।

নির্মলা [স] ১ *বিণ* কমনীয়। 'সুচরিতা সুললিতা নির্মলা উজ্জ্বলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* স্ত্রী পবিত্র। 'তদ্গ্রন্থ পাঠে ... বুদ্ধি নির্ম্মলা হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

নির্মলী, নির্ম্মলী [স] *বি* মশলাবিশেষ। 'নির্ম্মলী, পিপ্পলী, ধন্যা, প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য এই স্থান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

নির্মহাজন [স] *বিণ* মহাজনহীন। 'ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নির্মা, নির্ম্মা [স নির্মাণ>] *ক্রি* নির্মাণ করা। **নির্মাইআ** *ক্রি* নির্মাণ ক'রে। 'ঝাট নির্মাইআ দেহ জৌয়ের আগার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নির্মাইয়া, নির্ম্মাইয়া** *ক্রি* নির্মাণ ক'রে। 'তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের প্রভাবে "টেমস টনেল" নির্ম্মাইয়াছিলেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **নির্মাইল** *ক্রি* নির্মাণ করলো। 'হিরা নিলা মরকতে নির্মাইল চূড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নির্মাইলে, নির্ম্মাইলে** *ক্রি* তৈরি করলে। 'পিধিনী জিনিয়ে শ্রুতিযুগ দিয়ে বিধি নির্ম্মাইলে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **নির্মায়্যা** *ক্রি* নির্মাণ করে। 'নির্মায়্যা মনুষ্য জাতি শান্ত নহে মন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **নির্মায়িলো, নির্ম্মায়িলোঁ** *ক্রি* নির্মাণ করলাম। 'নিজ ধন দিআঁ সুন্দরী রাধা নির্ম্মায়িলোঁ এ বৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নির্মিল, নির্ম্মিল** *ক্রি* নির্মাণ করলো; সৃষ্টি করল। 'কোণ বিশ্বকর্ম্মে নির্ম্মিল দুই তন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নির্মিলা** *ক্রি* নির্মাণ করলো। 'বিবিধ প্রকারে তরু শোভায় নির্মিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

নির্মাণ, নির্ম্মাণ [স] **১** *বি* নির্মাণ। 'সুবর্ণের ঘট গোটা বিচিত্র নির্ম্মাণ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* গঠন। 'নির্মাণ স্থাপন হৈল ভুবন মন্দির।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* রচনা। 'সংস্কৃত প্রভৃতি নানা শব্দ সংগ্রহ ও ইঙ্গরেজীতে তদর্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক এক মহাকোষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **৪** *বিণ* তৈরি। 'আপন আপন রক্ষাোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নির্মাণকার্য, নির্ম্মাণকার্য্য [স] *বি* স্থাপনের কাজ। 'একটি নূতন কারখানার নির্ম্মাণকার্য্য শুরু হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নির্মাণ-কাল [স] *বি* নির্মাণের সূচনা। 'যদি ইংরাজি সাহিত্যের নির্মাণ-কালের আরম্ভ ধরা যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নির্মাণকুশলতা [স] *বি* নির্মাণের নৈপুণ্য। 'এই দুটি সৌধ মানুষের নির্মাণকুশলতার দুটি অসামান্য নিদর্শন।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

নির্মাণকৌশল, নির্ম্মাণকৌশল [স] *বি* রচনাকৌশল। 'প্রশংসনীয় নির্মাণকৌশল দেখিতে পাইলাম না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

নির্মাণক্ষম [স] *বিণ* তৈরি করতে সক্ষম। 'নব নির্মাণক্ষম তাঁর শিল্পীমনের পরিচয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

নির্মাণ-নেশা [স নির্মাণ+ফা নিশাহ্] *বি* নির্মাণের অদমনীয় আগ্রহ। 'নির্মাণ-নেশায় যদি মাত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নির্মাণপরতা [স] *বি* নির্মাণনিষ্ঠা। 'সেখানে সৃষ্টিপরতার জায়গায় নির্মাণপরতা আধিপত্য স্থাপন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নির্মাণবিদ্যা, নির্ম্মাণবিদ্যা [স] *বি* নির্মাণ করার বিদ্যা। *দর্পণ*, ১৮২২।

নির্মাণরীতি, নির্ম্মাণরীতি [স] *বি* নির্মাণের পদ্ধতি ও ঢং। 'ইহার নির্ম্মাণরীতি বিলক্ষণ কৌশল ও চাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নির্মাণশালা [স] *বি* রচনাগার। 'আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতিগোপন নির্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নির্মাণোপযোগী [স নির্মাণ-উপযোগী] *বিণ* তৈরির উপযুক্ত। 'অট্টালিকা নির্মাণোপযোগী প্রস্তর জাতীয় উপাদানের অভাব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নির্মান, নির্ম্মান [স নির্মাণ] *বি* সৃষ্টি। 'চিন্তিয়া বোলএ দেখি বিধির নির্ম্মান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নির্মাতা, নির্ম্মাতা [স] *বি* নির্মাণ করে যে। 'ইহার নির্ম্মাতা অতি নিপুণ?' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নির্মায়িক, নির্ম্মায়িক [স] *বিণ* নির্মম। 'দুরাচার নির্ম্মায়িক মনুষ্যের কর্ম্ম।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার ও নির্ম্মায়িক দায়ভাগকারকের প্রতি অভিশাপ।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

নির্মাল্য, নির্ম্মাল্য [স] *বি* যে মালা নিবেদন করা হয়েছে। 'নির্মাল্যের ডালি ফেলে দিই মন্দিরবাহিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'বিলাসের মালা গাঁথিতে হল না/ দেব-দান নির্ম্মাল্য দিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

নির্মিত, নির্ম্মিত [স] **১** *বিণ* নির্মাণ করা হয়েছে এমন। 'করঙ্গরুবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* প্রস্তুতকৃত। 'রত্ন নির্মিত ডাল লম্বিত বহুল।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বিণ* গঠিত। 'জর্মান সমাজ নির্মিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বিণ* আকার-প্রাপ্ত। 'গদ্য এই সেদিন তো নির্মিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৫** *বিণ* তৈরি। 'বিলাতের নির্মিত কঠিন পাদুকার তলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নির্মিতা, নির্ম্মিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্মাণ করা হয়েছে এমন। 'তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে মনোময়ী হয়ে নাচ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নির্মিতি [স] *বি* রচনা। 'পান কবি শ্রীমুকুন্দ পাঁচালি অদ্ভুত নির্মিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নির্মিমিৎসা, নির্ম্মিমিৎসা [স] *বি* নির্মাণ করার ইচ্ছা। 'নির্ম্মিমিৎসা, জুগোপিষা, বিবৎসা ও আত্মাদর এ চারি বৃত্তি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নির্মীয়মাণ, নির্ম্মীয়মাণ [স] *বিণ* নির্মাণ করা হচ্ছে এমন। 'নির্মীয়মাণ মহানগরী ঢাকার রাস্তায় ...।' *আজাদ*, ১৯৫৬; 'নির্মীয়মাণ নয়া নিবাসের নাম ...।' *বেগম*, ১৯৭০।

নির্মুক্ত, নির্ম্মুক্ত [স] **১** *বিণ* পুরোপুরি মুক্ত। 'কিছুতেই তাদের চরণতল তাদের দ্বারপ্রান্ত থেকে নির্মুক্ত করতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'অতীতনির্মুক্ত পবিত্রতা ধৌত করে দিক তোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* নিষ্ফল। 'সমস্ত শুভচেষ্টা নির্মুক্ত হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নির্মূল, নির্ম্মূল [স] **১** *বিণ* উৎপাটিত। 'করিব যখন সব সমূলে নির্ম্মূল।' *ভারত*, ১৭৬০; 'তাদের নির্মূল করা কি মানুষের সাধ্য।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বিণ* বিনষ্ট। 'তাবৎ অধর্ম্ম এক কালে নির্মূল হয় ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯; 'সাহেবেরা প্রবল প্রতাপে শস্যকুল নির্ম্মূল করিয়া তাহাতে নীলের বীজ বপন করে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩। **৩** *বিণ* ছিন্নমূল। 'মাঠের কিনারে বসে শুষ্ক পাতা পোড়াতেছে কয়েকটি নির্মূল সন্তান।' *জীবন*, ১৯৩০। **৪** *বিণ* ভিত্তিহীন। 'একটি রেখার হলে ভুল দীর্ঘকালে অকস্মাৎ আপনারে করে সে নির্মূল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৫** *বিণ* বিলুপ্ত। 'নির্মূল করে ফেলো।' *নজরুল*, ১৯৪১।

নির্মূলিত [স] *বিণ* বিলুপ্ত। 'সেইরূপ এক পুত্রীর সে পুত্র বিনাশ হইলে তাহার বংশ নির্ম্মূলিত হইয়া যায়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নির্মেঘ [স] **১** *বিণ* মেঘহীন। 'নির্মেঘ ও সমেঘ আকাশ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮। **২** *বিণ* অশ্রুহীন। 'নির্মেঘ চক্ষে কভু নাহি জাগে।' *জীবন*, ১৯২৭। **৩** *বিণ* উজ্জ্বল। 'সুবে-সাদেকের তীব্র শুভ্রতায় নির্মেঘ আনন্দে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

নির্মোক, নির্ম্মোক [স] **১** *বি* খোলস। 'ত্যজিছে আবার অনন্ত তার বরষের নির্ম্মোক!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বি* আচ্ছাদন। 'ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক।' *জীবন*, ১৯২৭।

নির্যাণ [স] *বি* নির্গমন। 'একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নির্যাত [স] *বিণ* নির্গত। 'দুঃসহ প্রাণঘাতক বাষ্প নির্যাত হইয়া চতুর্দ্দিকে মরক বিস্তার করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নির্যাতক [স] *বিণ* অত্যাচারী। 'ঐ নির্যাতকের বন্দি-কারায় সত্য কি কভু শক্তি হারায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নির্যাতন, নির্য্যাতন [স] *বি* অত্যাচার। 'হাসান-হোসেনকে নির্য্যাতন এবং তাঁহাদের প্রাণহরণ-মানসে এজিদ সসৈন্যে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'প্রতিদিন সঁপিছে আপন প্রাণ নির্যাতন সহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

নির্যাতনকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* উৎপীড়ক। 'তাহার নির্যাতনকারিণী মায় নিকট পড়িয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নির্যাতনমূলক, নির্য্যাতনমূলক [স] *বিণ* উৎপীড়নমূলক। 'নির্ব্বাচনী অভিযান যাহাতে নির্য্যাতনমূলক তৎপরতায় পরিণত না হয়।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

নির্যাতিত [স] *বিণ* অত্যাচারিত। 'নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'ও ঐশ্বর্য এখন আমার দেশের নির্যাতিত ভাই-বোনদের।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নির্যাতিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যাচারিত। 'বৌ-কাটকী শাশুড়ী ও নির্যাতিতা বধূ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

নির্যাস, নির্য্যাস [স] **১** *বি* সারবস্তু। 'আস্বাদিল রসের নির্য্যাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* নিশ্চুপ। 'মৃতস্বামী গলে ধরি রহিল নির্যাস।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* রস। 'তৃণ সকল হইতে মধু নির্য্যাস করিবার নৈপুণ্য আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব বিধান করিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'কোনও কোনও বৃক্ষের নির্যাস বা আঠা অনেক প্রয়োজন লাগে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

নির্লজ্জ, নির্ল্লজ্জ [স] *বিণ* লজ্জাহীন। 'নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। *বিণ* নগ্ন। 'কাপুরুষ নির্জীবের সে নির্লজ্জ অপমানগুলি' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নির্লজ্জতা [স] *বি* লজ্জাহীনতা। 'নির্লজ্জতাকে পর্বতপ্রমাণ লজ্জা দিয়াও ঢাকা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নির্লজ্জভাবে [স] *ক্রিবিণ* লজ্জাহীনভাবে। 'পুরুষসম্প্রদায় আপন দেবত্ব লইয়া নির্লজ্জভাবে আস্ফালন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নির্লজ্জা [স নির্লজ্জ] *বিণ* লজ্জাহীন। 'বিদ্যাভ্যাস করিলে যে নির্লজ্জা হইবে এমত নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'সেই নীলাকাশ সেই নির্লজ্জাদের নীল চোখের মত।' *মুক্তধবা*, ১৯৫২।

নির্লাঙ্গুল [স] *বিণ* লেজশূন্য। 'আমি নির্লাঙ্গুল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নির্লাজ [স নির্লজ্জ] *বিণ* লজ্জাহীন। 'নির্লাজ কালো কলুষ পঙ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নির্লিপ্ত [স] *বিণ* নিরাসক্ত। 'যে এই সকল মধ্যে বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রহিল, সেই নির্লিপ্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নির্লিপ্ততা [স] *বি* আসক্তিহীনতা। 'কারুকরের চিত্তের একটি নির্লিপ্ততা থাকা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নির্লিপ্তি [স] *বি* নিরাসক্তি। 'নির্লিপ্তি, নির্বাণ, শান্তি কেবলই স্বপন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

নির্লেপ [স] *বিণ* উদাসীন। 'নির্গুন নির্লেপ তুমি সংসারের সার।' *মালাধর*, ১৫০০।

নির্লোক [স] *বিণ* জনশূন্য। 'তাহার অত্যন্ত অন্যায় নিয়োগ দ্বারা কত কত নগর উচ্ছিন্ন গিয়াছে, কত কত প্রদেশ নির্লোক হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নির্লোভ [স] *বিণ* লোভহীন। 'শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ বিষয়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নির্লোভী [স] *বিণ* লোভ নেই এমন। 'যিনি ধার্ম্মিক, নিস্পৃহ, নির্লোভী তাঁহারই প্রতি রাজার ভক্তি জন্মে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

নির্লোম [স] *বিণ* দাড়ি গোঁফ নেই এমন। 'নির্লোম গঙ্গাদাশ আর বিষ্ণুদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নির্ঝর [স নিলয়] *বি* আশ্রয়। 'দেব মুনি বিদ্যাধর আমার নির্ঝর।' *মালাধর*, ১৫০০।

নির্বেপ [স নির্লেপ] *বিণ* উদাসীন; নির্লিপ্ত। 'নির্বেপ নির্গুন আমি কহিল মূলমন্ত্র।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিল [স নীল] **১** *বিণ* নীল রঙের। 'তাহাঁ তাহাঁ নিলউতপল বন ভরই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গাছ থেকে উৎপন্ন নীল। *ক্যালেণ্ডে*, ১৭৮৪।

নিলক্ষ [স নির্লক্ষ্য] **১** *বিণ* অন্ধ। 'এমন নিলক্ষ জন দিলা কার হাতে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* আড়াল। 'কাফ্রনের পুত্তি আনি নিলক্ষে লুটাই।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নিলক্ষ্য [স নির্লক্ষ্য] *বিণ* অসীম। 'রহিতে নাহিক স্থল নিলক্ষ্য দুঃখিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিলখ [স নির্লক্ষ্য] *বিণ* লক্ষ্যহীন; অলক্ষ্য। 'দিয়েছি উজাড়ি সবই নিলখ চরণে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিলজ [স নির্লজ্জ] *বিণ* নির্লজ্জ; লজ্জাহীন। 'এক ভাল না বোলে নিলজ চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিলজী *বিণ স্ত্রী* লজ্জাহীনা। 'এতহোঁ নিলজী রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিলডাউন [ই] *বি* শাস্তিস্বরূপ হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়ানো। 'দশ মিনিট নিলডাউন হয়ে থাকে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

নিলংপল [স নীলোৎপল] *বি* নীলপদ্ম। 'পদ্মো নিলংপলদলে কহ্লার কুমুদ জলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিলমনি [স নীলমণি] *বি* বহুমূল্য নীলবর্ণ মণি। 'নিলমনি জিনি তাঁর মুখানি অনুপাম।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিলমেঘ [স নীলমেঘ] *বি* নীলবর্ণ মেঘ। 'নিলমেঘে জেন সক্র ধনুর প্রকাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিলয় [স] **১** *বি* আলয়। 'সমুদ্রের ঢেউ জেন সমুদ্রে নিলয়।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বাসস্থান। 'কিছু বিচে কিছু কিনে/ নিত্য নিত্য বাড়ে ধনে/ পুর মধ্যে জাহার নিলয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিলএ [স নিলয়] *বি* বাসস্থান। 'জয় জয় শব্দ হৈল গোকুল নিলএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিলা [স নীলক] *বি* মূল্যবান নীলবর্ণ রত্ন; স্যাফায়ার। 'হিরা নিলা মুতি পলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিলাজ [স নির্লজ্জ] **১** *বিণ* লজ্জাহীন। 'হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বিণ* তীব্র। 'ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ – তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৩** *বিণ* নিবিড়। 'নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিলাজ-রাঙা *বিণ* উজ্জ্বল লাল। 'নিলাজ-রাঙা পাগল রঙে রঙিয়ে দিতে থরে থরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

নিলাজি [স নির্লজ্জ] *বিণ স্ত্রী* নির্লজ্জ। 'হায় রে নিলাজি নারী!' *নজরুল*, ১৯২৯।

নিলাঠি [নি+স যষ্টি] *বিণ* লাঠিবিহীন। 'এ সেনাদল শুধু নিরস্ত্র নয়

নিলাঠি।' *নজরুল,* ১৯২৭।

নিলাম [প লিলাওঁ] *বি* প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিক্রি। 'আমী কহিলাম তুমি নিলামে বিক্রি করিয়া টাকা লও।' *মেয়ের্স,* ১৭৫৭।

নিলামখানা [প লিলাওঁ+ফা খানাহ্] *বি* যেখানে কোনো জিনিস নিলামে তোলা হয়। 'মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলামখানার দিকে।' *মুজতবা,* ১৯৫২।

নিলাম ঘর [প লিলাওঁ+পা ঘর] *বি* প্রকাশ্য প্রতিযোগিতামূলক বিক্রির স্থান। 'নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া বাবু বাটী আইলেন।' *দর্পণ,* ১৮২১।

নিলামজারি [প লিলাওঁ+আ জারী] *বি* প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিক্রয়ের ঘোষণা। 'তাঁর নামেতে নিলামজারি।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০।

নিলামি [প লিলাওঁ>] *বিণ* অপেক্ষাকৃত কম দাম সম্পন্ন। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

নিলীন [স] *বিণ* বিলীন; অন্তর্হিত। 'এই জগন্মণ্ডলে প্রলয়জলধিজলে নিলীন হইলে, মীনরূপধারণ করিয়া ...।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

নিল্লেপ [স নির্লেপ] *বিণ* নির্লিপ্ত। 'এতটা জলে স্নান করেন নিল্লেপ নৈরাকার।' *রামাই,* ১৭১০।

নিলৈক্ষ [স নির্লক্ষ্য] *বিণ* লক্ষ্যহীন। 'নিলৈক্ষ হইল আমি।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

নিশকিনিয়া [আ মিসকীন] *বিণ* ক্ষুধার্ত। *মানোএল,* ১৭৪৩।

নিশঙ্ক [স নিঃশঙ্ক] *বিণ* নির্ভয়। 'কাহুক চুম্বই ধাই নিশঙ্ক।' *শেখর,* ১৬০০।

নিশঙ্কাএ *ক্রিবিণ* নির্ভয়ে। 'নিশঙ্কাএ যাইমু আল্লার নাম লইয়ে।' *সুলতান,* ১৭০০।

নিশপিশ [ধ্বন্যা] *বি* অস্থিরতা নির্দেশক শব্দ। 'হাত করে নিশপিশ, মাঝে রেখে পোস্টাপিস।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯০; 'আমার হাত নিশপিশ করতে লাগল।' *শিবরাম,* ১৯৭০।

নিশব্দ, নিশবদ, নিসব্দ [স নিঃশব্দ] ১ *বিণ* নিঃশব্দ। 'কিছু হই মা বোলে দেবী হইয়া নিশবদ।' *বিজয়,* ১৬৫০; 'নিসব্দে রহিল রাজা মনে২ ভাবি।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। ২ *বিণ* নির্বাক। 'এথ শুনি আমিনাএ নিশব্দে রহিলা।' *সুলতান,* ১৭০০।

নিশা[1] [স] *বি* রাত্রি। 'কি দারুণ নিশা পোহাইল গোপীনাথ।' *বৃন্দা,* ১৫৮০; 'আজি বসন্ত নিশা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

নিশাঅবসানে [স নিশা-অবসান>] *ক্রিবিণ* রাত্রিশেষে। 'যথা নিশাঅবসানে মানস-সুসরঃ।' *মাইকেল,* ১৮৬০; 'নিশা-অবসানে কে দিল গোপনে আনি।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৭।

নিশাকর [স] *বি* চাঁদ। 'মিহির প্রতাবে যেন নিশাকর প্রভা।' *আলাওল,* ১৬৮০।

নিশাকান্ত [স] *বি* চন্দ্র। 'নব নিশাকান্ত-কান্তি।' *মাইকেল,* ১৮৬১।

নিশাকাল [স] *বি* রাতের বেলা। 'কাঁপ হইআ মাগ্যা খায় পায়্যা নিশাকাল।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

নিশাচর [স] *বিণ* রাতে ভ্রমণকারী। 'খুল্লনা দারুণী নিশাচর গনি কি সাধু নাহী পরানে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

নিশাচরী [স] ১ *বি* রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায় যে। 'কন্যারে ডাকিয়া কিছু বলে নিশাচরী।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০। ২ *বিণ* রাতের মতো অন্ধ। 'ঈর্ষা নিশাচরী ফেলিছে নিশ্বাস হৃদয়ের মাঝখানে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৬।

নিশাচর্য [স] *বি* রাত্রিযাপন। 'ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই ... গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২।

নিশাচারী [স] *বিণ* রাতের বেলা চড়ে বেড়ায় এমন। 'পক্ষিণীর মাঝে ছিল নিশাচারী প্রাণ।' *ফয়জুন্নেসা,* ১৮৭৬।

নিশাজল [স] *বি* শিশির। 'চারধারে নিশাজল পড়তে আরম্ভ করেছে।' *ওয়ালী,* ১৯৪২।

নিশাদেবী [স] *বি* রাত। 'তারাময়ী নিশাদেবী, উষাকে উদয়াচলের সঙ্গে মিলিত করেন।' *মাইকেল,* ১৮৭৪।

নিশানাথ [স] *বি* চাঁদ। 'পশ্চিম আমঅর কূলে গেলা নিশানাথ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

নিশান্ত [স নিশা-অন্ত] ১ *বিণ* রাত্রিশেষ। 'আনন্দে নিশান্ত বাট বসাতে না পালাম হাট।' *মানিকরাম,* ১৭৮১। ২ *বি* রাতের শেষ। 'নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৮।

নিশাপতি [স] *বি* চাঁদ। 'কহ কহ নিশাপতি স্বরূপ উত্তর।' *মালাধর,* ১৫০০।

নিশাপতী [স] *বি* চাঁদ। 'জল মাঝে দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

নিশাবসান [স নিশা-অবসান] ১ *বি* রাত্রির অবসান। 'চাকর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল।' *সুধাকর,* ১৮৩১। ২ *বি* দুঃসময়ের সমাপ্তি। 'আমি অবসান, নিশাবসান।' *নজরুল,* ১৯২২।

নিশাভাগ [স] *বি* রাতের সময়। 'প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্তন।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

নিশামণি [স] *বি* চাঁদ। 'না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি।' *মাইকেল,* ১৮৬৩।

নিশাযাপন [স] *বি* রাত কাটানো। 'কোনও সন্ধান না পাইয়া, সাতিশয় বিষণ্নভাবে, নিশাযাপন করিলেন।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

নিশায়মান [স] *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'উনিশ শতকের নিশায়মান সমুদ্রতীর।' *জীবন,* ১৯৪৮।

নিশা[2] [ফা নিশাহ্] ১ *বি* নেশা। 'যদি হয় পাপ নিশা লোকে গাব দুর্ভাষা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* ঠিক। 'করিতে না পারে নিশা টালে টোলে টালে।' *ভারত,* ১৭৬০।

নিশাখোর [ফা নিশাহ্+ফা খোর] *বি* নেশাদ্রব্য সেবন করে এমন ব্যক্তি। 'তামাক-সিগারেট না গিললে নিশাখোরদের চলে কেমন কৈরা?' *মনসুর,* ১৯৫৫।

নিশা[3] [ফা?] ১ *বি* ক্ষতিপূরণ। 'তাহার নিশা গোপাল হালদার করিবেন।' *মেয়ের্স,* ১৭৫৭। ২ *বি* মোচন। 'যদ্যপিও পাপ হয় আমি তাহার নিশা করিব।' *ভবানী,* ১৮২৫।

নিসা *বি* ক্ষতিপূরণ। 'ইহাতে তফাত হয় নিসা করিব।' *বোগল,* ১৭৭৩।

নিশা[4] [ফা নিশানাহ্] *বি* নিশানা; সংবাদ। 'ধরে দিব এখনি ধমের পাবে নিশা।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

নিশান[1] [ফা নিশানাহ্] ১ *বি* পতাকা। 'বাঁশে বান্ধে চামর নিশান।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* চিহ্ন। 'রসুলের নিশান যথেক একে এক নবুয়ত মোহর দেখিলা পরতেক।' *সুলতান,* ১৬৫০। ৩ *বি* লক্ষ্য।

মানোএল, ১৭৪৩; 'পাষাণে নিশান রৈল তুই কালার পিরীতি।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **৪** *বি* সৈন্য বাহিনীর পতাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

নিশান-গাড়ি [নিশান+গাড়া>] *বি* নিশান গেড়ে সীমানা নির্ধারণ। 'কোনো জাতি ডিক্রি পাইয়া নিশান-গাড়ি করিয়া বসিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিশানদার [নিশান+ফা দার] *বিণ* শনাক্তকারী। 'এই কাফেলাতে সে-ই নিশানদার সর্দার।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

নিশানদিহি [নিশান+ফা দিহি] *বি* শনাক্তকরণ। 'তুমি নিশানদিহি করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

নিশানধারী [নিশান+স ধারী] *বিণ* পতাকা ধারণ করে আছে যে; পতাকাবাহী। 'নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

নিশান-বরদার, নিশানবর্দার [নিশান+ফা বরদার] *বিণ* যে পতাকা বহন করে; পতাকাবাহী। 'এলে নিশান-বরদার বীর, দুশমন পর্দার।' *নজরুল*, ১৯২৯; 'তোমরা এসেছ ভাবী নেশনের নিশান-বর্দার হয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

নিশান-বাহী [নিশান+স বাহী] *বি* পতাকা বাহক। 'হে নিশান-বাহী। অশ্বখুরের প্রবল ধ্বনি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

নিশান মারা *ক্রি* লক্ষ্যভেদ করা। 'মারিতে নিশান।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিশানা [ফা নিশানাহ্] **১** *বি* আভাস। 'গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **২** *বি* লক্ষণ। 'মেহমানরা পনরদিন পরেও যখন ফিরে যাবার কোন নিশানা দেখান না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **৩** *বি* বিবরণ। 'পথের নিশানা নিচে লিখে দিচ্ছি।' *শামসুল*, ১৯৫৬। **৪** *বি* ফলক। 'বাড়ির মাথায় টুলেট-এর নিশানা পড়তেই ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

নিশানি [ফা নিশানাহ্] *বি* চিহ্ন; নিদর্শন। 'ওরা গেছে রাখি তোমার নিশান রেখে গেছে পথে সেই নিশানি।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

নিশাল *বিণ* অবিরত; অঝোর। 'ক্ষমা কর মোর চোখের জলের নিশাল দেয়ার ধার।' *জসীম*, ১৯২৯।

নিশাস, নিশাশ [স নিঃশ্বাস] *বি* নিঃশ্বাস। 'ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নিশাশ এড়িতেঁ মোকে দেহ অবসর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিশাসবায়ু [স নিঃশ্বাসবায়ু] *বি* নিঃশ্বাসের বাতাস। 'নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশাসবায়ু।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নিশাসা [স নিঃশ্বাস>] *ক্রি* নিশ্বাস ফেলা। 'কখনো পাতা ঝরে পড়িত রে নিশাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিশি[১], নিশী [স নিশা>] **১** *বি* রাত। 'নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুখেতে করিলে তুমি নিশি জাগরণ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *ক্রিবিণ* রাতে। 'হারিয়া পলায় নিশি দেখা নাহি দিনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* ভূতবিশেষ। 'যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নিশিগন্ধা [নিশি+স গন্ধ>] *বি* ফুল বা গাছবিশেষ। 'অশোক অপরাজিতা নিশিগন্ধা কেয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নিশিগ্রস্ত [নিশি+স গ্রস্ত] *বিণ* ভূতে-পাওয়া। 'নিশিগ্রস্ত ব্যক্তির মতো সে হাঁটতে পারে, একদম বাহ্যজ্ঞান-রহিত।' *শওকত*, ১৯৭২।

নিশিদিন [নিশি+স দিন] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'কনক মানিক ছটা নিশিদিন করে ঝলমল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

নিশিদিনমান [নিশি+স দিন+স মান] *ক্রিবিণ* রাত-দিন ধ'রে। 'প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান/ কর্ম-অনুরত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিশিদিবস [স নিশা+স দিবস] *বি* দিনরাত। 'ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার নিশিদিবসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিশিদিবা [নিশি+স দিবস] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'রয়েছে যাহা নিশিদিবা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নিশিদিশি [নিশি>] *ক্রিবিণ* দিবারাত্রি। 'নিশিদিশি পুত্রহীন উতাপিত মন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিশিনাথ [নিশি+স নাথ] *বি* চাঁদ। 'কন্দ্রের কুণ্ডল রতনে উজ্জ্বল তোর মুখ নিশিনাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিশি-নিশি *ক্রিবিণ* রাতের পর রাত। 'আমি নিশি-নিশি কত রচিব শয়ন অকুলনয়ন রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নিশিপালন [নিশি+স পালন] *বি* (হিন্দু আচার) অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তির রাতে উপবাস। 'পুরোদস্তুর নিশিপালন আজ বুঝলি রে সাহেব?' *মনোজ*, ১৯৬১।

নিশিভাগ [নিশি+স ভাগ] *বি* মধ্যরাত। 'রসুলে বুলিলা নিশিভাগ হইব যবে।' *সুলতান*, ১৭০০।

নিশিভোজন [নিশি+স ভোজন] *বি* রাতের প্রধান ভোজ; ডিনার। 'মিস অথবা মিসেস অমুককে নিশিভোজনে নিয়ে যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নিশিভোর [নিশি+স ভোজন] **১** *বি* সমাপ্তি। 'আজ আমার ফুল-শয্যার নিশিভোর হবে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* ভোরের একেবারে প্রারম্ভিক ক্ষণ। 'কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নিশিযাপনা [নিশি+স যাপন] *বি* রাত কাটানো। 'মিছে কাজে নিশিযাপনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নিশিশেষ [নিশি+স শেষ] *বি* রাত্রিশেষ। 'নিশীথস্বপন তোর/ ভুলে যা এ নিশিশেষে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নিশীশ্বর [নিশি+স ঈশ্বর] *বি* নগরপাল; কোটাল। 'নানাধন লুটে নিশীশ্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিশিকড় [নি+শিকড়] *বিণ* শিকড়হীন। 'দাঁড়িয়ে সত্তার দ্বীপে নিশিকড়, একা।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

নিশিত[১] [স নিশীথ] *ক্রিবিণ* রাতে। 'নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিশিত[২] [স] **১** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'তাহার পথ নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* শাণিত। 'কোথায় নিশিত পাশুপতাস্ত্র! জাগো!' *নজরুল*, ১৯৩০।

নিশিপাওয়া [ফা নিশাহ>+পাওয়া] **১** *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'আমাকে খ্যাপাত দাদা নিশি-পাওয়া ব'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* ভূতে-পাওয়া; ঘোরগ্রস্ত। 'নিশিপাওয়া মানুষের মতো উঠোনে নেমে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে।' *হাসান*, ১৯৬৪।

নিশিতে পাওয়া *ক্রি* কল্পিত প্রেতগ্রস্ত হওয়া। 'সকলকেই কেমন একটা নিশীতে পেয়েছে যেন।' *পাশা*, ১৯৭১।

নিশিবোঁ *ক্রি* উৎসর্গ করবো। 'দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিশীথ [স] **১** *বি* রাত্রি। 'এ ঘোর নিশীথে, কে কোথা জাগিছে, বল।'

মাইকেল, ১৮৬১। ২ *বিণ* গভীর। 'নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিশীথ-অগাধ [স] *বিণ* গভীর রাতের। 'উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিশীথ-অন্ধকার [স] *বি* রাতের অন্ধকার। 'এবার কি তবে শেষ খেলা হবে নিশীথ-অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিশীথঅশ্রু [স] *বি* রাতের কান্না। 'নিশীথঅশ্রু মোর যাইবে শুকায়ে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নিশীথ-আকাশ *বি* রাতের আকাশ। 'নীরব মন্দে নিশীথ-আকাশে রাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'শব্দ-শূন্য নিশীথ-আকাশে উঠিছে গানের ধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নিশীথগগন [স] *বি* রাতের আকাশ। 'একাকী ঊর্ধ্বনেত্রে নিশীথগগনের গ্রহতারকার গতিবিধি নির্ণয় করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নিশীথ-তিমির-থালিকা *বি* রাতের অন্ধকাররূপ থালা। 'জ্বালি জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা, ভরি নিশীথ-তিমির-থালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নিশীথনিদ্রা [স] *বি* রাতের ঘুম। 'ডিনারের ক্ষুধা বা নিশীথনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিশীথনিবিড় [স] *বিণ* ঘনকালো। 'অঞ্চলমাঝে ঢাকিব তোমায় নিশীথনিবিড় চুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিশীথনিলয় [স] *বি* রাতের বেলা। 'যথা দিবা-অবসানে নিশীথনিলয়ে/ বিশ্ব দেখা দেয় তার গ্রহতারা লয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিশীথ-প্রচ্ছায়া [স] *বি* রাতের ছায়া। 'বসে আছি অন্ধকারে নিশীথ-প্রচ্ছায়।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

নিশীথ-বুড়ি [স নিশীথ+বুড়ি] *বি* রাত্রিরূপ বুড়ি। 'পলাইয়া যায় গহন-গুহায় আঁধার নিশীথ-বুড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নিশীথবেলা [স] *ক্রিবিণ* রাতের বেলা। 'পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা/ নিশীথবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিশীথমাঝে *ক্রিবিণ* রাতের বেলা। 'তরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিশীথরাত্র [স] *বি* গভীর রাত। 'সহসা নিশীথরাত্রে কাঁদে শতধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

নিশীথরাত্রি [স] *বি* গভীর রাত। 'তুমি নিবিড় নিশীথ-রাত্রি বন্দী হয়ে আছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'তখন নিশীথরাত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নিশীথরাশি [স] *বি* অন্ধকার রাত। 'স্বপন-সমান পশিতেছে কানে ভেদিয়া নিশীথরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নিশীথশীতল [স] *বিণ* রাত্রিকালীন শীতলতার মতো। 'স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল – নিশীথশীতল স্নেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নিশীথ-সাগর *বি* রাত্রিরূপ সাগর। 'নেমে এসো, কনকচরণ দিয়ে এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ-সাগরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিশীথস্বপন [স নিশীথস্বপ্ন] *বি* রাতের স্বপ্ন। 'নিশীথস্বপন তোর/ ভুলে যা এ নিশিশেষে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নিশীথিনী [স] *বি* রাত্রি। 'আসিছেন ধীরে নিশীথিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

নিশীথিনি [স নিশীথিনী] *বি* রাত্রি। 'রামা অভিমানী শেষ নিশীথিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিশীথিনী-কায়া [স] *বি* রাতের দেহ। 'করুণায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল বিরহিণী অন্ধকার নিশীথিনী-কায়া।' *নজরুল*, ১৯২৩।

নিশীথিনী-সম *ক্রিবিণ* রাতের মতো। 'মম অখিল ভুবন তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিশুত, নিষুত [স নিষুপ্ত] ১ *বিণ* গভীর। 'সর্দার নিষুত রাতে ... হাঁক দিয়ে যায় চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* ঘুমে আচ্ছন্ন। 'পাড়া-গাঁ এখন-ও নিশুত হয়ে যায়নি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

নিশুতি, নিষুতি [স নিষুপ্তি] ১ *বি* গভীর রাত্রি। 'নিশুতি দেখিল লোক সুখে নিদ্রা যায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* ঘুমে আচ্ছন্ন। 'গ্রামের লোক নিশুতি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ৩ *বি* নিস্তব্ধতা। 'চার দিকে তার নিষুতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নিশেন [ফা নিশানাহ্] *বি* নিশান। 'কতকগুলো ছেলে শ্বশুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে – তার পেচোনে এলো মেলো নিশেনের শ্রেণী।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নিশেন-ওড়ানো [ফা নিশানাহ্+ওড়ানো] *বিণ* নিশান উড়ছে এমন। 'সালুতে-মোড়া ঝালর-ঝোলানো নিশেন-ওড়ানো এক নহবতখানা উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিশ্চয় [স] ১ *ক্রিবিণ* অবশ্যই; নিঃসন্দেহে। 'নিশ্চয় মরম কহি জানে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* সিদ্ধান্ত। 'এইত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সন্তান হইলেই তাহাকে মারিব, এই নিশ্চয় করিয়া ... চৌকি বসাইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* নির্ধারণ। 'ইহার কারণ কেহ কোন স্থানে নিশ্চয় করিতে পারিল না।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৪ *ক্রিবিণ* নিশ্চিতভাবে। 'ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যায়।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৫ *বি* স্থির ধারণা। 'নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

নিশ্চএ, নিসৃচএ [স নিশ্চয়] *ক্রিবিণ* অবশ্যই; নিঃসন্দেহে। 'কভূ কেহো কভূ গোপ নাহিক নিসৃচএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'যে আজ্ঞা করহ গোসাঞি পালিমু নিশ্চএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিশ্চয়জ্ঞান [স] *বি* নিশ্চিতজ্ঞান; সন্দেহাতীত জ্ঞান। 'কাহার অন্তঃকরণে এরূপ নিশ্চয়জ্ঞান না হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নিশ্চয়তর [স] *বিণ* দৃঢ় নিশ্চিত। 'নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

নিশ্চয়তা [স] *বি* নিঃসংশয়তা। 'এমত কোন নিশ্চয়তা নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নিশ্চিএ [স নিশ্চয়] *ক্রিবিণ* নিশ্চয়। 'নিশ্চিএ চড়িবা রথে কহিল জানিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিশ্চল [স] ১ *ক্রিবিণ* নিশ্চিত ক'রে। 'নিশ্চল বোলহ লাগ পাইব কেনমতেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এই নব মূল নিকশিল বৃক্ষমূলে এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* পলকহীন। 'নয়নচকোর যুগল নিশ্চল শোভে।' *বড়ু*, ১৫০০। ৩ *বিণ* চলতে অক্ষম। 'দুই দিকে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* স্থির। 'ভূতলবর্ত্তী নিশ্চল বা সচল পদার্থ ... চিত্রিত করিয়া লওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৫ *বিণ* দৃঢ়। 'জাগো নিশ্চল আশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিশ্চলতা [স] ১ *বি* স্থবিরতা। 'মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলই নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'নিশ্চলতায় অসাড় হয়ে পড়েছে সে।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বি* গতিহীনতা। 'তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নিশ্চল নির্দেশ [স] *বি* নড়চড় হয় না এমন নির্দেশ। 'ভ্রূভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নিশ্চিঠি [স নিঃ+চিঠি] *বিণ* চিঠিবিহীন। 'তেমনিতরোই নিশ্চিঠি কাল কল্পনায় অত্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

নিশ্চিত [স] ১ *বি* নিঃসংশয়। 'নিবেদিনু সকল নিশ্চিতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রিবিণ* নিঃসন্দেহ। 'সময়ে সকল ভাল শুনহ নিশ্চিত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বিণ* ধ্রুব। 'নিশ্চিত সত্যের মতো বিরাজ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৪ *ক্রিবিণ* নিশ্চিন্ত। 'এ লাইনের শেষ গম্যস্থান – তাই নিশ্চিত হইয়া বসিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৫ *বিণ* নির্ভুল। 'লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিশ্চিততম [স] *বিণ* পুরোপুরি নিঃসংশয়িত। 'প্রদেশবাসীকে যাহাতে নিশ্চিততম আশ্বাস দেওয়া যায় ...। *আজাদ*, ১৯৫৭।

নিশ্চিতপ্রায় [স] *বি* প্রায় নিশ্চিত যা। 'নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিইনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নিশ্চিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* নিশ্চিতরূপে। 'নিশ্চিতভাবে পুনরায় খেলা করিয়া বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'নিশ্চিতভাবে সম্মতি দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিশ্চিতরূপে [স] *ক্রিবিণ* নিঃসন্দেহে। 'জ্ঞানান্বেষণনামে এক সমাচার পত্র যাহার সূচনা পূর্ব্বে নিশ্চিতরূপে কর্ণগোচর হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নিশ্চিতি [স] *বি* নিশ্চয়তা; সংশয়হীনতা। 'শঙ্কা ও সংশয়মাঝে নির্ভীক নিশ্চিতি।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

নিশ্চিন্ত [স] ১ *বিণ* চিন্তাহীন। 'নিশ্চিন্তে থাকুক সে জানিব কথোকালে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নিশ্চিত। 'তাহা হইলেই তিনি এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *ক্রিবিণ* দুশ্চিন্তা না ক'রে। 'বসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঢুলিতে পারিতাম?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নিশ্চিন্তচিত্ত [স] *বি* চিন্তামুক্ত মন। 'পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহ করা চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিশ্চিন্তচিত্তে [স] *ক্রিবিণ* চিন্তামুক্ত মনে। 'পিতামাতারূপ যে যুগল পর্বতের অন্তরালে বসিয়া সে এতদিন নিশ্চিন্তচিত্তে প্রেমলিপি রচনা করিতেছিল ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নিশ্চিন্ততা [স] *বি* নিরুদ্বিগ্নতা। 'নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

নিশ্চিন্তভাব [স] *বি* চিন্তাহীন ভাব। 'তখন তারাপ্রসন্নের নিশ্চিন্তভাব ঘুচিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নিশ্চিন্তমন [স] *বি* চিন্তাহীন মন। 'জমিদার নিশ্চিন্তমনে জমিদারির উন্নতিসাধন করেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

নিশ্চিন্তমুখ [স] *বি* চিন্তা নেই এমন অবস্থা। 'গৃহিণী অত্যন্ত নিশ্চিন্তমুখে বলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নিশ্চিন্তি [স] *বি* নিরুদ্বিগ্নতা। 'তাকে তাড়ালেই থাকা যাবে নিশ্চিন্তির সম্পন্ন কোটরে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

নিশ্চিন্ত্য [স] *বিণ* চিন্তাহীন। 'যদি আর একটি টাকা দেও ... নিশ্চিন্ত্য হইয়া পড়াইতে পারি।' *গৌর*, ১৮২২।

নিশ্চিন্দ [স নিশ্চিন্ত] ১ *বিণ* চিন্তাহীন। 'নিশ্চিন্দে থাকহ সন্তে চিন্তা না করিহ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* নিশ্চিন্তে। 'আমার সাথে খানিক গল্প কর নিশ্চিন্দ।' *তারা*, ১৯৪৬।

নিশ্চিন্দি [স নিশ্চিন্ত] *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'মুখপোড়ার মুখে আগুন জ্বেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হই।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

নিশ্চিন্দে *ক্রিবিণ* নিশ্চিন্তে। 'নিশ্চিন্দে থাকহ সন্তে চিন্তা না করিহ।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিশ্চিহ্ন [স] *বিণ* কোনো চিহ্ন নেই এমন। 'একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নিশ্চিহ্ন করা *ক্রি* অস্তিত্বশূন্য করা। 'দেহটি নিশ্চিহ্ন করার প্রয়োজনটা কি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

নিশ্চুপ [স] ১ *বি* নিঃশব্দ ভাব। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রিবিণ* নীরবে। 'জাগো নিশ্চুপ সয়ে থাকা ধূমায়িত রোষ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নিশ্চুপতা [স] *বি* নীরবতা। 'শান্ত নিশ্চুপতা রয়েছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিশ্চুপিয়া *বিণ* শান্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিশ্চেতন [স] ১ *বিণ* অচেতন। 'গাঢ়নিদ্রামগ্ন নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* চেতনাহীন। 'বিশ্বপরিবার সুপ্ত নিশ্চেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিশ্চেতনতা [স] *বি* চেতনাহীনতা। 'একটা নিশ্চেতনতায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

নিশ্চেষ্ট [স] ১ *বিণ* উদ্যমহীন। 'নিশ্চেষ্ট না হয়েন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বিণ* নিষ্ক্রিয়। 'নিস্পন্দ নিশ্চল নিশ্চেষ্ট দেখিতে পাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ৩ *বিণ* উদ্যোগহীন। 'নিশ্চেষ্ট জড়ত্বকে আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *বিণ* অলস। 'প্রেরণা লাভ করা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা তাদের কাছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৫ *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'নিরাপদ নিশ্চেষ্ট জীবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নিশ্চেষ্টতা [স] ১ *বি* নিষ্ক্রিয়তা। 'সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বি* অলসতা। 'ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতার ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* উদাসীনতা। 'বিনোদিনী সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতা দেখানো তাহার পক্ষে আরো দুরূহ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিশ্চৈতন্য [স] *বি* চৈতন্যহীনতা। 'আমাদের নিশ্চেষ্টতা নিশ্চৈতন্যের মধ্যেও সে একটা আরাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

নিশ্ছিদ্র [স] ১ *বিণ* ছিদ্রহীন। 'নিশ্ছিদ্রে করিহ রাজ্য দীর্ঘ পরমাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* নিখুঁত। 'শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্ছিদ্র করে বানালেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বিণ* গভীর। 'নিশ্ছিদ্র ঘনিষ্ঠতা যদি দাও।' *সিকানদার*, ১৯৬২।

নিশ্ছিপি [স নিঃ+ছিপি] *বিণ* ছিপি নেই এমন। 'চুলের তেলের নিশ্ছিপি একটা শিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিশ্বরা [স নিঃসরণ>] ১ *ক্রি* উচ্চারিত হওয়া। 'মুখে না নিশ্বরে রা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* নির্গত হওয়া। 'সেই পথে নিশ্বরিয়া তুঙ্কি যাইয় বনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিশ্বসা [স নিশ্বাস>] ১ *ক্রি* শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা। 'ঝাউগাছ ছায়াহীন নিশ্বসিছে উদাসীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *ক্রি* নিঃসৃত হওয়া। 'ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাসে নিশ্বসে গগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নিশ্বসিত [স] *বিণ* গৃহীত ও বর্জিত শ্বাস। 'নিত্য নিশ্বসিত বায়ু, উন্মেষিত উষা, কনকে শ্যামলে সম্মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিশ্বাস, নিশ্বাস [স নিঃশ্বাস] ১ *বি* শ্বাস; দম। 'সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি করএ ক্রন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সভেই অভাগ্য বলি ছাড়েন নিশ্বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* দীর্ঘশ্বাস। 'সে আমায় দেখলে নিশ্বাস ফেলে

উঠে যায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

নিশ্বাস ছাড়া *বি* বিশ্রাম নেওয়া। 'নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

নিশ্বাসপরিমল [স] *বি* নিঃশ্বাসের সুগন্ধ। 'পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে তব নিশ্বাসপরিমল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নিশ্বাস প্রশ্বাস [স] *বি* নাক দিয়ে টানা ও ছাড়া বাতাস। 'হস্তীর শুঁড়ের আগায় ছিদ্র আছে, তাহাতেই নিশ্বাস প্রশ্বাস বয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

নিশ্বাস ফেলা *ক্রি* অনুতাপ করা। 'যেথা তুমি যেতে বল সেথা যেতে পারি–/ ফেলি নে নিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিশ্বাসবায়ু [স] *বি* নিঃশ্বাসে নিঃসৃত বাতাস। 'উভয়ের নিশ্বাসবায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাষ্পাচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নিশ্বাসবাষ্প [স] *বি* ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ু। 'দূষিত নিশ্বাসবাষ্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিশ্বাসরোধ [স] *বিণ* শ্বাসরুদ্ধ। 'যে বস্তুরাশিতে মনকে নিশ্বাসরোধ ক'রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নিশ্বাসরোধকর [স] *বিণ* নিঃশ্বাস রোধ করে এমন। 'আলাপ-আলোচনার নিশ্বাসরোধকর অজস্র বাক্যরাশির মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিশ্বাসা [স নিশ্বাস>] *ক্রি* নিশ্বাস নেওয়া। 'নিশ্বাসিয়া উঠল হু হু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নিশ্বাসে *ক্রিবিণ* ব্যস্ত হয়ে। 'বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে এল আমার বাতায়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিষঙ্গ [স] *বি* তূণ। 'তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ দুলিল শরপূর্ণ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নিষণ্ন [স] *বিণ* উপবিষ্ট। 'এক তরুতলে নিষণ্ন হইলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

নিষধা [স নিষেধ>] *ক্রি* নিষেধ করা। **নিষধ** *ক্রি* নিষেধ করো। 'বাহুড়িআঁ চল সে নিষধ বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিষধহ** *ক্রি* নিষেধ করো। 'নিষধহ শ্রীমধুসূদন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিষধিএ** *ক্রি* নিষেধ করে। 'বারেঁ বারেঁ যে কাম নিষধিএ আক্ষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিষধিতেঁ** *ক্রিবিণ* নিষেধ করা সত্ত্বেও। 'নিষধিতেঁ আল রাধা চড়িলা নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিষধিল** *ক্রি* নিষেধ করলো। 'সাসু নিষধিল মোরে বালী ল বহু।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিষাদ [স] *বি* শিকারি। 'আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নিষাদী [স] **১** *বিণ* হাতির পিঠে আরোহী। 'নরপতি পুরুর যোদ্ধৃবৃন্দমধ্যে নিষাদী সৈন্যদল বর্ত্তমান ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* হাতির পিঠে আরোহী সৈন্যদল। 'চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী, রথী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নিষিক্ত [স] **১** *বিণ* সিক্ত। 'দুই জনে অশ্রুজলে নিষিক্ত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বিণ* নিঃসৃত। 'তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

নিষিঞ্চন [স সিঞ্চন>] *বি* ধৌতকরণ। 'চন্দন-জলেতে করেন পথ নিষিঞ্চনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিষিদ্ধ [স] **১** *বিণ* অন্যায়। 'জীবহিংসা করা যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* নিষেধ করা হয়েছে এমন। 'এক সর্প কোন স্ত্রীকে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করাইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* সমাজ-বিগর্হিত। 'কেহ কাহাকে সম্বন্ধ নিষিদ্ধ কোন দোষারোপ করিতে পারিলেই ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৪** *বিণ* ধর্মীয় অনুশাসন-বিরোধী। 'হিন্দুমতে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৫** *বিণ* বে-আইনি। 'ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৬** *বিণ* সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। 'আমার দু'হাতে নিষিদ্ধ ক'টি গ্রন্থ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

নিষিদ্ধকরণ [স] *বি* নিষিদ্ধ করার কাজ। 'ধর্ম্মানুষ্ঠান ছাড়া ধর্ম্মযাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান নিষিদ্ধকরণ।' *এস্‌লাম*, ১৯৩৪।

নিষিদ্ধপ্রবেশ [স] *বিণ* প্রবেশের অনুমতি নেই এমন। 'একে তো অনেক দিনের বন্ধ-করা ঘর, নিষিদ্ধপ্রবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিষিদ্ধ ফল [স] *বি* খাওয়া উচিত নয় এমন ফল। 'কোন স্ত্রীকে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করাইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

নিষিদ্ধা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* করা উচিত নয় এমন। 'শূদ্রের নিষিদ্ধা যে পরাকাষ্ঠা তদবলম্বনে মহার্হর্ষমনে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **২** *বিণ* যৌনসম্পর্ক করা নিষেধ এমন। 'নিষিদ্ধা ওই কন্যা, তবু হোক সে যতই অ-সতী।' *নজরুল*, ১৯৪২।

নিষুপ্ত [স] **১** *বিণ* নিস্তব্ধ। 'রাত্রি নিষুপ্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* গভীর নিদ্রামগ্ন। 'সমস্ত গভীর নিস্তব্ধ এবং নিষুপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিষেধ [স] **১** *বি* বারণ। 'নিষেধ না শুনী সেসি করহ তোক্ষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বাধা। 'নিষেধ না মানে আঁখি তারি পানে ধায় লো।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

নিসেদ [স নিষেধ] *বি* বারণ। ''নিসেদ না কৈলা কেন মোর গুরুজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিসেদী *বিণ* নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত। 'নিসেদী এক হুকুমনামা সাহেব আমার ঠাই দিয়াছীলেন।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

নিষেধক [স] **১** *বিণ* নিষিদ্ধ। 'যদি ঐ বচন স্ত্রীলোকের পাঠ করিতে নিষেধক হয়।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বিণ* নিষেধ-সংক্রান্ত। 'বিদ্যাভ্যাসনিষেধক এমত কোন প্রমাণই তাঁহারা দিতে পারিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

নিষেধগণ্ডী [স] *বি* নিষেধের পরিসীমা। 'এ আঘাত প্রাণে নিয়ে চলিলাম তাই ভূমির নিষেধগণ্ডী হতে পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

নিষেধন [স] *বি* বারণ। 'আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিষেধ বচন [স] *বি* নিষেধাজ্ঞা। 'নিষেধ বচন না পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নিষেধবাণী [স] *বি* নিষেধের আদেশ। 'নহে নহে নহে, এ নিষেধবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিষেধবিধি [স] *বি* নিষেধাজ্ঞা; বিধিনিষেধ। 'প্রাচীনকালে তাহার কোনো নিষেধবিধি ছিল কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নিষেধা, নিষেদা, নিসেধা, নিসেদা [স নিষেধ>] *ক্রি* নিষেধ করা। 'ওথা না যাইহ আমি নিষেধি তোমারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'না জাইঅ খেলাতে ছিরা নিসেধি তোমারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ঢেকুর যাবার কালে নিষেধিলাম না শুনিলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নিসেদিব** *ক্রি* নিষেধ করবো। 'নষ্ট হইবে দুরাচার কত নিসেদিব আর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নিসেদো** [স নিষেধ] *ক্রি* নিষেধ করো। 'আপনে দেখিয়া কেনে নিসেদানা তাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নিষেধিল, নিসেদিল** *ক্রি*

নিষেধ করলো। 'ভাই বন্ধু নিসেদিল রহাবার তরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পূর্ব্বে নিষেদিল তোরে করিয়া যতন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নিষেধন্ত** *ক্রি* নিষেধ করলো। 'নিষেধন্ত মুরতি সেবিতে সভানরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিষেধি** *ক্রি* মানা ক'রে। 'তা সবা নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **নিষেধিমু** *ক্রি* নিষেধ করবো। 'সৎ কর্ম জানাইমু অপকর্ম নিষেধিমু।' *সুলতান*, ১৭০০।

নিষেধাজ্ঞা [স নিষেধ-আজ্ঞা] *বি* নিষেধের আদেশ। 'উপরে ওঠার নিষেধাজ্ঞা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

নিষেধিত [স] *বিণ* নিষিদ্ধ। 'যে আমলারা নিষেধিত নমকের কারবারের বারণার্থ ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

নিষেবণ *বি* আরাধনা। 'কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিষ্কণ্টক [স] ১ *বিণ* নির্বিঘ্ন। 'নিষ্কণ্টকে আশ্বি এথা করিবাম রণ।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* প্রতিকূলতা-বিহীন। 'নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফলশস্যপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* বিদ্বেষহীন। 'আশা বিনোদিনী সম্বন্ধে মনকে নিষ্কণ্টক করিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৪ *বিণ* কাঁটামুক্ত। 'নিড়ানির দ্বারা তাঁহাকে কর্মক্ষেত্র নিষ্কণ্টক রাখিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৫ *বিণ* নির্বিরোধ। 'সকল মানুষের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধটি স্বভাবত নিষ্কণ্টক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিষ্কপট [স] *বিণ* কপটতাহীন। 'নিত্যানন্দস্বরূপেরে নিষ্কপট হঞা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নিষ্কপটে *ক্রিবিণ* অকপটে। 'নিষ্কপটে কলেমা কহিল রসুলের।' *সুলতান*, ১৭০০।

নিষ্কবচ [স] *বিণ* বস্ত্রহীন; আবরণহীন। 'সর্বশেষ অন্তরীয়খানি, নিজেরে উজাড় করি, নিষ্কবচ করি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিষ্কম্প [স] *বিণ* স্থির। 'কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক, নিষ্কম্প।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

নিষ্কম্পকণ্ঠ [স] *বি* কম্পনহীন গলা। 'যুবক শিক্ষক নিষ্কম্পকণ্ঠে বলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

নিষ্কম্পভাবে [স] *ক্রিবিণ* স্থিরভাবে। 'ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্কম্পভাবে জ্বলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নিষ্কম্প্র [স] *বিণ* অকম্পিত। 'রচিবে বরণমাল্য বারংবার সে-নিষ্কম্প্র কর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিষ্কর [স] *বিণ* করমুক্ত। 'নিষ্কর ভূমির কর লইতে ... না পারিবেণ।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

নিষ্করভূমি [স] *বি* কর দিতে হয় না এমন ভূমি। 'ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে মৃত্তিকাস্থ করণের জন্য একখণ্ড নিষ্করভূমি ক্রীত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

নিষ্করুণ [স] ১ *বিণ* করুণাশূন্য। 'নিষ্করুণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে ...।' *রামমোহন*, ১৮১৯। ২ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'পৃষ্ঠে তাহার নিষ্করুণ বেত্রাঘাত।' *নজরুল*, ১৯২২।

নিষ্করুণা [স] *বিণ স্ত্রী* করুণাশূন্য। 'ক্ষীণ, সে ক্রমে হচ্ছে নিষ্করুণা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

নিষ্কর্ম, নিষ্কর্ম্ম [স] ১ *বিণ* বেকার; অলস। 'নগরস্থ নিষ্কর্ম ব্যক্তিরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* কর্মহীন অবস্থা। 'ব্রাহ্মণেরা নিষ্কর্মে বসিয়া২ দান ভোজ্যাদি খান্।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৩ *বিণ* কর্মহীন। 'সময়েরে করে দিত একাকার নিষ্কর্ম তন্দ্রার তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

নিষ্কর্মণ্য [স] *বিণ* অলস; কর্মশীল নয় এমন। 'নিষ্কর্মণ্য যে তাহারই অহোরাত্র স্তবের দরকার হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নিষ্কর্মা [স] ১ *বিণ* কর্মহীন। 'পরোপজীবী নিষ্কর্মা ব্যক্তিদিগের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'গ্রামের কলঙ্ক রটানোর কাজে উৎসাহী নিষ্কর্মা ব্যক্তির সংখ্যা এত বেশি যে ...।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ *বিণ* অলস। 'চক ও সাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্মা বাবুরা এক এক হাফ আখড়াই দলের মুরুব্বী হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* বেকার। 'কোনো মানুষই নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা না থাকে এ জন্যে প্রচুর আয়োজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

নিষ্কর্মান্বিত, নিষ্কর্ম্মান্বিত [স] *বিণ* অলসতাযুক্ত। 'ধর্ম্ম কর্ম্ম অমান্য করেন নাই এবং নিষ্কর্ম্মান্বিত কখন নহেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

নিষ্কর্মী, নিষ্কর্ম্মী [স] *বি স্ত্রী* কর্মহীন লোক। 'নিষ্কর্ম্মীর মনঃস্থিরের প্রধান উপায় ... জ্ঞানের চর্চ্চা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

নিষ্কর্ষণ [স] *বি* উৎপাটন। 'যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নিষ্কল [স] ১ *বিণ* হীনবীর্য। 'বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী নিষ্কল, হায় রে মরি, কলাধর যথা রাহুগ্রাসে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বিণ* কলঙ্কহীন। 'বিসংবাদী উপাদান শিল্পের শুদ্ধিতে যেমন নিষ্কল, সেও তেমনই সংগত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিষ্কলঙ্ক [স] ১ *বিণ* কলঙ্কহীন। 'নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র যেন বদন নির্মল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* দাগহীন। 'কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধবধবে সাদা হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বিণ* পবিত্র। 'সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মতো নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নিষ্কলঙ্কভাবে [স] *ক্রিবিণ* কলঙ্কিত না হয় এমনভাবে। 'কলঙ্কের দিকটা ফেরানো আছে, কিন্তু তাহার বিপরীত পৃষ্ঠটা হয়তো সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কভাবে নিজের নিকটে দেদীপ্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'নিষ্কলঙ্কভাবে দীর্ঘদিন সুনামের সৌরভ ছড়িয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

নিষ্কলঙ্কী [স] *বিণ* নির্দোষ। 'নিষ্কলঙ্কী হইয়া উত্তীর্ণা হইতে পারিলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

নিষ্কলহ [স] *বিণ* কলহমুক্ত। 'খাই বা না খাই নিষ্কলহ তাতে যদি মুক্তি পাই।' *লালন*, ১৮৯০।

নিষ্কলুষ [স] *বিণ* কলুষতাহীন। 'শকুন্তলাকে আমরা কাব্যের প্রারম্ভে একটি নিষ্কলুষ সৌন্দর্যলোকের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'কোনো সত্যতাই নিরাবিল ও নিষ্কলুষ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

নিষ্কলুষা [স] *বিণ স্ত্রী* কলুষহীন। 'নিষ্কলুষা কুরঙ্গীর নৃত্যরঙ্গে হলে আবির্ভূতা।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

নিষ্কাম [স] ১ *বিণ* নিরাসক্ত। 'নিষ্কামী নির্বিকার হলে/ জীয়ন্তে মরে যোগ সাধিলে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* নিঃস্বার্থ। 'সমস্ত সমাজকে নিষ্কাম মঙ্গলকর্মে দীক্ষিত করিবার প্রবল আবেগে ভারতবর্ষ অন্ধতাকেও শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিষ্কারণ [স] *বিণ* অকারণ। 'এ সংসারের জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নিষ্কারুণ্য [স] *বি* নিষ্ঠুরতা। 'ধর্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে নিষ্কারুণ্যের আঘাতে এই কথাগুলি হঠাৎ বলে উঠলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নিষ্কার্পেট [স নিঃ+ই কার্পেট] *বিণ* গালিচাহীন। 'নিষ্কার্পেট মেঝের এক

কোণে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩১।

নিষ্কাশ [স] *বি* বের হওয়া। 'বহে তাহে রক্ত-গঙ্গা নিপীড়িত নিখিলের লোহিত নিষ্কাশ।' *নজরুল,* ১৯২৪।

নিষ্কাশিত [স] ১ *বিণ* নিঃসৃত। 'তাহা নিষ্কাশিত হইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯। ২ *বিণ* উন্মুক্ত। 'নিষ্কাশিত অসিলতার মতো ঝিকমিক করিয়া উঠেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

নিষ্কিঞ্চন [স] *বিণ* দরিদ্র। 'নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া রহে সিংহদ্বারে।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

নিষ্কিন্তু [স] *বিণ* নিঃসংশয়। 'কিন্তু কী রে! একেবারে নিষ্কিন্তু হয়ে যা।' *রবীন্দ্র,* ১৯২২।

নিষ্কুণ্ঠ [স] *বিণ* কুণ্ঠাহীন। 'ভুলেছি নিষ্কুণ্ঠ মনে সে সকলই প্রাপ্য ভেবে।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩৩।

নিষ্কুল [স] *বি* নিচু বংশ। 'বহুকালাবধি ঐ কুলীনেরা নিষ্কুলের কন্যা বিবাহ করিতেছেন।' *দর্পণ,* ১৮৩০।

নিষ্কৃত [স] *বিণ* সম্বরণ। 'জিহ্বা নিষ্কৃত করিল।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

নিষ্কৃতি [স] ১ *বি* নিস্তার। 'সকলে একবাক্যতা হইয়া বিবেচনা না করিলে কাহারু নিষ্কৃতি নাই।' *রাজীব,* ১৮০৫। ২ *বি* মুক্তি। 'শীঘ্র আসিয়া, আমায় লইয়া যাও; তাহা হইলেই, আমার নিষ্কৃতি হয় ...।' *বিদ্যা,* ১৮৫৬। ৩ *বি* অব্যাহতি। 'কোন কোন ছাত্রকে এই বিষয়ে নিষ্কৃতি দিয়া থাকেন।' *কৃষ্ণভাবিনী,* ১৮৮৫; 'আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান?' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

নিষ্কেন্দ্রীকরণ [স] *বি* কেন্দ্রীভূত হওয়া রোধ। 'ধনের নিষ্কেন্দ্রীকরণই হইতেছে এছলামের সমস্ত অর্থনীতির চরম উদ্দেশ্য।' *মোহাম্মদী,* ১৯৩২।

নিষ্কোণ [স] *বিণ* কোণহীন। 'এরা সবাই মিলে রূপকে ঘিরে দাঁড়াল সকোণ নিষ্কোণ নানা ভঙ্গিতে।' *অবন,* ১৯২৫।

নিষ্কোষ [স] *বিণ* খাপ থেকে মুক্ত। '(অসি নিষ্কোষ করণে উদ্যত)।' *মাইকেল,* ১৮৬১।

নিষ্কোষা [স নিষ্কোষ>] *ক্রি* কোষমুক্ত করা। 'নিষ্কোষিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী সহকারী।' *মাইকেল,* ১৮৬০। **নিষ্কোষিয়া** *ক্রি* কোষমুক্ত ক'রে। 'নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি ...।' *মাইকেল,* ১৮৬১।

নিষ্কোষিত [স] *বিণ* কোষ থেকে বের করা হয়েছে এমন। 'রাজপুত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া যেদিকে শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে গেলেন।' *বঙ্কিম,* ১৮৬৫।

নিষ্ক্রমণ [স] *বি* বহির্গমন। 'নিজের দেহপিঞ্জর হতে নিষ্ক্রমণ করে পরের পঞ্জরে ...।' *প্রমথ,* ১৯১৪।

নিষ্ক্রয় [স] *বি* মূল্য। 'শিক্ষকের নিকট শিষ্য যে উপকার পায়, তাহার নিষ্ক্রয় নাই।' *মদনমোহন,* ১৮৪৯; 'কোন না কোন রূপে সে ব্যক্তি অবশ্য দেয় রাজস্বের নিষ্ক্রয় স্বরূপ আত্ম পরিশ্রম দ্বারা তৎসামান্য রাজকীয় কার্য্য সমাধা করিত।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭৪।

নিষ্ক্রান্ত [স] ১ *বিণ* অন্তর্হিত। 'পৃথিবী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভোগ-সমর্থ সবলেন্দ্রিয় যুবক সম্প্রদায়কে সুখ সম্ভোগার্থে স্থান দান করে।' *অক্ষয়,* ১৮৫০। ২ *বিণ* বহির্গত। 'শয়নমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৮।

নিষ্ক্রিয় [স] ১ *বিণ* ক্রিয়াহীন। 'ভয়টাই যেন শশীকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিল।' *মানিক,* ১৯৩৬। ২ *বিণ* উত্তাপহীন। 'স্তূপীকৃত জঞ্জালে নিষ্ক্রিয় রোদ।' *শামসুর,* ১৯৭০।

নিষ্ক্রিয়তা [স] ১ *বি* কর্মহীনতা। 'নিষ্ক্রিয়তাকে এ দেশে ধর্ম বলে না।' *অন্নদা,* ১৯২৯। ২ *বি* অকর্মণ্যতা। 'তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও নিশ্চেষ্টতা শান্তিপ্রিয়তারূপে প্রশংসিত হচ্ছে।' *বুলবুল,* ১৯৩৩।

নিষ্ক্রোধ [স] *বিণ* ক্রোধহীন। 'নিষ্ক্রোধ নয়নে তব ব্যথিত বিস্ময়।' *সুধীন্দ্র,* ১৯২৯।

নিষ্খদ্দর [স নিস্+খদ্দর] *বিণ* খদ্দর নয় এমন। 'কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবার পূর্বেই আমার নিষ্খদ্দর বেশ নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮।

নিষ্ঠচিত্ত [স] *বি* একনিষ্ঠ। 'নিষ্ঠচিত্ত হইয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন।' *দর্পণ,* ১৮২০।

নিষ্ঠা [স] ১ *বি* ভক্তি। 'ইহার আবার নিষ্ঠা।' *বঙ্কিম,* ১৮৬৫। ২ *বি* একাগ্রতা। 'রমণীর প্রেমের মধ্যে পরিতৃপ্তি আছে, বিশ্বাস আছে, নিষ্ঠা আছে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭; 'পরাধীন বলে নাই তোমাদের সত্য তেজের নিষ্ঠা কি।' *নজরুল,* ১৯২৪।

নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ [স] *বিণ* অতিশয় দৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত। 'বাক্যহীন নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

নিষ্ঠাপরায়ণ [স] *বিণ* নিষ্ঠাযুক্ত। 'শান্ত দান্ত কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠাপরায়ণ।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'রামেশ্বর হইয়া উঠিলেন কঠোর নিষ্ঠাপরায়ণ ব্রাহ্মণ।' *তারা,* ১৯৪০।

নিষ্ঠাপূত [স] *বিণ* নিষ্ঠা দ্বারা পবিত্র। 'প্রতিষ্ঠা যার লক্ষ লোকের নিষ্ঠাপূত মনে।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯২৪।

নিষ্ঠাপূর্ণ [স] *বিণ* অনুরাগবিশিষ্ট। 'তার নিষ্ঠাপূর্ণ তরুণ মুখের দিকে চেয়ে বললুম।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৫।

নিষ্ঠাবতী [স] *বিণ স্ত্রী* নিষ্ঠাযুক্ত। 'তিনি সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন।' *জগদীশ,* ১৯১৮।

নিষ্ঠাবান [স] *বিণ* একাগ্রতাপরায়ণ। 'অধ্যয়ন-অধ্যাপনরত নিষ্ঠাবান গুরু।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

নিষ্ঠাবৃত্তি [স] *বি* ধর্মানুষ্ঠানে অনুরাগ। 'কেবল নিষ্ঠাবৃত্তি শিখিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না।' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪।

নিষ্ঠাশীল [স] *বিণ* নিষ্ঠা আছে এমন। 'নিষ্ঠাশীল এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণকারী শাসনযন্ত্রই দেশের জন্য একান্ত প্রয়োজন।' *আজাদ,* ১৯৬৯।

নিষ্ঠাসম্পন্ন [স] *বিণ* নিষ্ঠা আছে এমন। 'সজ্ঞান নিষ্ঠাসম্পন্ন লোক বেশি পাওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

নিষ্ঠাসহকারে [স] *ক্রিবিণ* নিষ্ঠার সঙ্গে। 'অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে ... ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।' *বনফুল,* ১৯৩৬।

নিষ্ঠীবন [স] *বি* মুখের লালারস। 'কেবল রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৪।

নিষ্ঠুর [স] ১ *বিণ* নির্মম। 'কি বিধি নিষ্ঠুর লবণ কর্পূর কারে কবে দুঃখকথা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বিণ* রূঢ়। 'স্বামী কর্তৃক নিরন্তর নিষ্ঠুর বাক্য প্রাপ্ত হইয়া ...।' *গৌর,* ১৮২২। ৩ *বিণ* কঠোর। 'হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা তোমার আদেশে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০১।

নিষ্ঠুরকল্পনাজনিত [স] *বিণ* নির্দয়রূপে কল্পনা করা হয় এমন। 'বীভৎসকল্পনাজনিত ঘৃণা কিম্বা নিষ্ঠুরকল্পনাজনিত পীড়া আমাদের বিমুখ করে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

নিষ্ঠুরতম [স] *বিণ* ক্রূরতম। 'বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাণিত হয়ে উঠেছিল।' *ওয়ালী,* ১৯৪৮।

নিষ্ঠুরতমভাবে [স] *ক্রিবিণ* ক্রূরতমভাবে। 'বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাণিত হয়ে উঠেছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নিষ্ঠুরতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠুর। 'কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিষ্ঠুরতা [স] ১ *বি* কঠোর ব্যবহার; নির্দয় আচরণ। 'নানা প্রকারে যে নিষ্ঠুরতা ও শক্তি করিত।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬। ২ *বি* নির্দয়তা। 'কেন নিষ্ঠুরতার পূজা করিব?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

নিষ্ঠুরতাচরণ [স] *বি* নিষ্ঠুর আচরণ। 'কোন কোন নিষ্ঠুর হৃদয়া শ্বশ্রূ তদপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরতাচরণ করেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

নিষ্ঠুরতানিবারণী [স] *বিণ* নির্দয় আচরণ দূর করে এমন। 'মা-বাবারা তাদের শিশুদের যাতে মারধর না করে তার জন্য শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতানিবারণী বহু সমিতি আছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

নিষ্ঠুরতাব্যাপার [স] *বি* নিষ্ঠুরতার বিষয়। 'নিষ্ঠুরতাব্যাপারে এই যুক্তিই মতবাদীর আত্মসমর্থনের উপায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

নিষ্ঠুর বাক্য [স] *বি* রূঢ় কথা; তিরস্কার। 'স্বামী কর্তৃক নিরন্তর নিষ্ঠুর বাক্য প্রাপ্ত হইয়া ...।' *গৌর*, ১৮২২।

নিষ্ঠুরভাবে [স] *ক্রিবিণ* নির্দয়ভাবে। 'বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া নিষ্ঠুরভাবে বাজাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নিষ্ঠুর হৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* মনে দয়ামায়া নেই এমন। 'কোন কোন নিষ্ঠুর হৃদয়া শ্বশ্রূ তদপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরতাচরণ করেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

নিষ্ঠুরা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্দয়। 'আমাকে তুমি নিষ্ঠুরা ভেবো না।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

নিষ্ঠেকিষ্ঠে *বিণ* নিষ্ঠাবান। 'কোন নিষ্ঠে-কিষ্ঠে জপ-তপের মেয়ে আছে?' *শরৎ*, ১৯২৬।

নিষ্পণ্ড [স] *বি* হত্যা। 'একে ২ রণমধ্যে হইল নিষ্পণ্ড।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিষ্পত্ত [স] *বি* নিষ্পত্তি। *ডানকান*, ১৭৮৪।

নিষ্পত্তি [স] *বি* মীমাংসা; সমাধান। 'নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

নিষ্পত্য [স নিষ্পত্তি>] ১ *বিণ* সম্পন্ন। 'তাহারদের বসত বাস নির্ব্বাহ নিষ্পত্য করণের সঙ্গস্থা করিয়া দিলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* মীমাংসিত। 'বিরোধ নিষ্পত্য হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

নিষ্পত্র [স] *বিণ* পত্রহীন। 'নিষ্পত্র গুল্মরাজি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

নিষ্পন্দিত [স] *বিণ* স্পন্দনহীন। 'আপনাকে হারিয়ে সে নিষ্পন্দিত হয়ে থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নিষ্পন্ন [স] *বিণ* সম্পাদিত; সম্পন্ন। 'গত বৎসরে স্থূল২ যে২ কর্ম্ম এই দেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা লিখি।' *দর্পণ*, ১৮২০।

নিষ্পরোয়া [স নিঃ+ফা পরোয়াহ্] *বি* বেপরোয়া অবস্থা। 'বিদেশী কর্তৃমহলে নিষ্পরোয়ায় অযথা বা যথোচিত দাবিদাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিষ্পলক [স] *বিণ* পলকহীন। 'আঁখিতারা হোক নিষ্পলক।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'নিষ্পলক চোখে অধঃপতিতদের প্রতি তাকিয়ে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

নিষ্পলকনেত্র [স] *বি* পলকহীন চোখ। 'ভদ্রলোক কেবল নিষ্পলক নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নিষ্পাদন [স] *বি* সমাপন। 'রাজা যে দিন যে স্থলে স্বয়ং বিচার কার্য্য নিষ্পাদনে সমর্থ না হইতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

নিষ্পাদিত [স] *বিণ* সমাপ্ত। 'লং সাহেবের মোকদ্দমা ত্বরায় নিষ্পাদিত হইবে।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

নিষ্পাপ [স] *বিণ* পাপমুক্ত। 'তাহাতেই নিষ্পাপ হওয়া যায়।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

নিষ্পাপী [স] *বিণ স্ত্রী* পাপশূন্য। 'এই তো নিষ্পাপী হলেম।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

নিষ্পি [স] *বি* অর্ধেক। 'নিষ্পি ভূঁই রুপিয়াছি আর কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইলে বেবাক রুপিয়া দিব।' *কেরি*, ১৮০২।

নিষ্পিষ্ট [স] ১ *বিণ* দলিত। 'দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, বিষয়ীদের দ্বারা পরিত্যক্ত' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'আমিই চক্রনেমি, আমিই নিষ্পিষ্ট দেহ।' *সবুজ*, ১৯২১। ২ *বিণ* অত্যন্ত পিষ্ট। 'হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রটস্কি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* গুঁড়ো হয়ে মিশ্রিত। 'উষর ধূলিতে নিষ্পিষ্ট সে, ইতিহাসনিক্রান্তও।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

নিষ্পিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* নিষ্পেষিত। 'অজ্ঞতার চাপে নিষ্পিষ্টা হোয়ে স্বাস্থ্যহীনা হোয়ে পড়েন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

নিষ্পীড় [স] *বিণ* সুস্থ। 'শুশ্রূষা করিলে অনেকে নিষ্পীড়ও হইতে পারিবে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

নিষ্পীড়ন [স] *বি* অত্যাচার। 'বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ করেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

নিষ্পুণ্য [স] *বিণ* পুণ্যহীন। 'হৃত বাক্যে ক্লীবের নিষ্পুণ্য প্রত্যাখ্যান।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিষ্পুরুষ [স] *বিণ* পুরুষবর্জিত। 'সে মজলিসে বোধ হয় নিষ্পুরুষ নাটকের অভিনয় হয়?' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

নিষ্পেষণ [স] ১ *বি* পেষণ। 'সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া লইয়া উদরে পুরিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* নিপীড়ন। 'নিষ্পেষণের মাঝেও প্রাণ চায় জীবনের তৃপ্তি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নিষ্পেষিত [স] ১ *বিণ* পিষ্ট। 'এরূপ প্রচণ্ডভাবে নিষ্পেষিত করে যে, তাহাতেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* বাধাপ্রাপ্ত। 'বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে অন্তিম কাকুতিস্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নিষ্প্রণয় [স] *বিণ* ভালোবাসাহীন। 'এ ত নিষ্প্রণয় সম্বোধন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নিষ্প্রতিকার [স] *বিণ* অবিচল। 'নিষ্প্রতিকার ধৈর্যের পাকা বাঁধ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

নিষ্প্রতিভ [স] *বিণ* প্রতিভাহীন। 'যারা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নিষ্প্রদীপ [স] ১ *বিণ* জনহীন। 'প্রজার উপর নিতান্ত শক্তি করিলে এক কালিন গ্রাম নিষ্প্রদীপ হয়।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বিণ* অন্ধকার। *সেবধি*, ১৮৩৯।

নিষ্প্রদীপ মহড়া *বি* রাতের বেলা বিমান-হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আলো নিভিয়ে রাখার মহড়া। 'মাঝে মাঝে নিষ্প্রদীপ মহড়া বা আলোক-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

নিষ্প্রদীপপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় অনুজ্জ্বল। 'তারা তাকাচ্ছে নিষ্প্রদীপপ্রায় স্বল্পালোকিত রহস্যময় বন্দরের পানে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

নিষ্প্রভ [স] ১ *বিণ* নিস্তেজ। 'তাহার পর সমস্ত শূন্য, সমস্ত নিষ্প্রভ।'

রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিণ অনুজ্জ্বল। 'নিষ্প্রভ নীল শূন্যাকাশ।' ফররুখ, ১৯৪৩। ৩ বিণ প্রভাহীন। 'স্বভাবজাত ঔজ্জ্বল্য যায় নিষ্প্রভ হয়ে।' বেগম, ১৯৫৬। ৪ বিণ দীপ্তিহীন। 'নিষ্প্রাণ, যখন ঘাস বিবর্ণ, নিষ্প্রভ ময়দান।' ফররুখ, ১৯৬৩।

নিষ্প্রয়োজন [স] বিণ প্রয়োজন নেই এমন। 'যেসকল কথা সন্দিগ্ধ ও ব্যতিক্রম ও নিষ্প্রয়োজন।' ডানকান, ১৭৮৪।

নিষ্প্রয়োজনতা [স] বি দরকারহীনতা। 'সেই বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হল আপাত নিষ্প্রয়োজনতায়।' সুকান্ত, ১৯৪১।

নিষ্প্রয়োজনক [স] বিণ প্রয়োজন নেই এমন; অনাবশ্যক। 'সূচিকিৎসক না থাকিলে যে অমঙ্গল তাহা বর্ণন নিষ্প্রয়োজনক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

নিষ্প্রয়োজনীয় [স] বিণ অপ্রয়োজনীয়। 'কথাটি জানা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হয়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

নিষ্প্রাণ [স] বিণ নির্জীব। 'ভাবিনি তোমারে নিষ্ঠার প্রস্তরমূর্তি, অমানুষ, স্থবির, নিষ্প্রাণ।' সুধীন্দ্র, ১৯৩১; 'এক টুকরো হলদে নিষ্প্রাণ কাগজে মোড়া আত্মা।' শামসুর, ১৯৬৩।

নিষ্প্রেম [স] বিণ প্রেমহীন। 'নিষ্প্রেম জীবন তার রাঙাবে যে তৌহিদী সুরায়।' ফররুখ, ১৯৪৬।

নিষ্ফল [স] ১ বিণ ব্যর্থ। 'কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'এ জীবন তো একেবারে নিষ্ফল।' শিবরাম, ১৯৭০। ২ বিণ বিফল। 'দিবস নিষ্ফল গেল তস্কর সন্ধানে।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বিণ কার্যকারণহীন। 'এ সংসারের জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৪ বিণ বৃথা। 'কাহারও ঔরস নিষ্ফল গেল না।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৫ বিণ অনর্থক। 'এরূপ ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিষ্ফল অপব্যয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৬ বিণ সন্ততি হয় না এমন। 'সুয়ারানী নিষ্ফল, বন্ধ্যা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নিষ্ফলতা [স] ১ বি ব্যর্থতা। 'নিজের জীবনের নিষ্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি ফলহীনতা। 'সে-সম্বন্ধ হইতে শুধু নিষ্ফলতা নহে, কুফলতা প্রত্যাশা করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নিষ্ফলা [স] ১ বিণ ব্যর্থ; বিফল। 'সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ২ বিণ ফল ধরে না এমন। 'নিষ্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ বিণ অনুর্বর। 'সমস্ত কিছুই নিষ্ফলা বালুতে বিলীন।' মাহমুদ, ১৯৬৩। ৪ বিণ বন্ধ্যা। 'আপনার বাংলাদেশ এ রকম নিষ্ফলা।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

নিষ্যন্দ [স] বি ক্ষরণ। 'বিকশিত করো প্রেমপদ্ম চিরমধু-নিষ্যন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

নিষ্যন্দী [স] বিণ ঝরায় বা ক্ষরণ করায় এমন। 'দরবেশের সে ব্যাকুল বাণী অমৃত-নিষ্যন্দী।' নজরুল, ১৯৩৯।

নিসকড়ি বি ভাত ছাড়া অন্য খাবার। 'নিসকড়ি নানামত প্রসাদ আনিলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিসঙ্ক [স নিঃশঙ্ক] বিণ নিঃশঙ্ক। 'ভনই বিদ্যাপতি হোহ নিসঙ্ক।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নিসঙ্কট [স নিঃসঙ্কট] বি নির্বিঘ্নতা। 'নিসঙ্কটে তারে নিয়া বন্দী করি থুইবা।' সুলতান, ১৭০০।

নিসত্যা [স] বিণ সত্যহীন। 'নিসত্যা পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

নিসধ [স নিষেধ] বি বারণ। 'কেহ না দেখিহ লোক নিসধ সে করি।' মালাধর, ১৫০০।

নিসন্ধে [স নিঃসন্দেহ] বিণ নিঃসন্দেহ। 'তোমার চিত্য নিসন্ধে হউক।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

নিসন্ধ্যা [স নিসিন্ধু] বি নিসিন্দা গাছ। 'চাকন্দিআ কাসন্দিআ নিসন্ধ্যা ভেলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিসপিস [স ধ্বন্যা] অব্য অস্থিরতা প্রকাশক শব্দ। 'হাত দুখানা যেন নিসপিস কত্তেছে।' মাইকেল, ১৮৬০।

নিসর্গ [স] ১ বিণ বৈশিষ্ট্য। 'হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে, ব্রহ্মার নিসর্গধারী।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি প্রকৃতি। 'সুর আপন প্রতিভায় নিসর্গের মতো।' জীবন, ১৯৪০।

নিসর্গধারী [স] বিণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। 'হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে, ব্রহ্মার নিসর্গধারী।' মাইকেল, ১৮৬০।

নিসর্গপট [স] বি প্রাকৃতিক দৃশ্য। 'টপকে চলা, নিসর্গপট ওলটপালট মুখের আড়ে।' শঙ্খ, ১৯৬৬।

নিসর্গসম্ভূত [স] বিণ নিসর্গজাত। 'চতুর্দ্দিকে স্থলবেষ্টিত নিসর্গসম্ভূত সুবৃহৎ জলাশয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নিসর্গসুন্দর [স] বিণ নিসর্গের মতো সুন্দর। 'এই নিসর্গসুন্দর স্থানের রমণীয়তাসম্পাদনে সহায়তা করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নিসা[1] [স নিশা] বি রাত্রি। 'তথ চমকীত রাজা নিসা ঘোরতর।' মালাধর, ১৫০০।

নিসাকাল [নিসা+স কাল] বি রাতের বেলা। 'ঘোরতর নিসাকালে নিদ্রাএ অচেতন।' মালাধর, ১৫০০।

নিসাচর [নিসা+স চর] বি নিশাচর। 'নহেতো অক্ষি মারী পাপী নিসাচর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নিসাপতি [নিসা+স পতি] বি চাঁদ। 'সুভদিন সুভযোগ রোহিনি নিসাপতি।' মালাধর, ১৫০০।

নিসাভাগ [নিসা+স ভাগ] বি নিশাভাগ; রাত। 'নিসাভাগে নিদ্রা জাএ ঘোর অন্ধকার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নিসা[2] দ্র **নিশা**[3]

নিসাড় [স নিঃসাড়] ১ বিণ চেতনাহীন। 'কবজা নিসাড়, কলিজা সুরাখ, খাক চুমে নীলা তাজ।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ সাড়াশব্দহীন। 'দেখ জনতার বিশাল অঙ্গ রুগ্ণ নিসাড় ছবি।' ফররুখ, ১৯৪৬।

নিসান[1] [ফা নিশানাহ্] বি পতাকা। 'কুন্দবল্লী তরু ধএল নিসান। পাটল তূন অসোক দল বান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। দ্র **নিশান**[1]

নিসান[2] [ফা নিশানাহ্] ১ বি সঙ্কেত। 'এ সখি রঙ্গিনি কহল নিসান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি বাদ্যবিশেষ। 'সাঁজে বাজে দগড়ি নিসান।' মুকুন্দ, ১৬০০। দ্র **নিশান**[2]

নিসানা [ফা নিশানাহ্] বি লক্ষ্য; উদ্দেশ্য। বিদ্যা, ১৮৯১।

নিসানি [ফা নিশানাহ্] ১ বি চিহ্ন। 'আদালতের মোহরে ও আপন নিসানিতে প্রস্তুত।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বিণ চিহ্নিত। 'নিসানী মোহর সমেত তিন সপ্তাহতক আপন নিকটে রাখে ...।' এডমন, ১৭৯৩।

নিসারা [স নিঃসার] বি নিঃসরণ। 'পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা।' চর্যা ৩, ১২০০।

নিসাস [স নিঃশ্বাস] বি নিঃশ্বাস। 'পরিজন সুনি জনি তেজব নিসাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নিসি [স নিশা] *বি* রাত। 'ককে ন রভসে হসি কিছু ন উত্তর দেসি সুখে জাও নিসি অবসানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিসিজ [স নিশা>] *বি* নিশি। 'নিসিজ অন্ধারী মুসা টচারা।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

নিসিঅর [স নিশাচর] *বি* নিশাচর। 'নিসি নিসিঅর তম ভীম ভুজঙ্গম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিসিন্দা [স নিসিন্ধু] *বি* তিক্ত উদ্ভিদবিশেষ। 'মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্ব-নিসিন্দা রস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিসুত [স নিবুপ্ত] *বিণ* গভীর। 'নিসুত রাতে উঠবে হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

নিসুধন [স নিসূদন] *বিণ* নিঃশত্রু। 'কর তুলি করে নিসুধন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নিস্কৃতি [স নিষ্কৃতি] *বি* মুক্তি। 'বর মাগ মহাসতি করি দিমু নিস্কৃতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিস্টী [ই লিস্ট] *বি* তালিকা। 'মকররি নিস্টীর নকল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

নিস্তন্দ্র [স] *বিণ* তন্দ্রাহীন। 'চক্ষুকে নিস্তন্দ্র নির্ঘুম করিয়া রাখিতে হইয়াছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নিস্তব্ধ [স] ১ *বিণ* নীরব। 'তরাসে খগেরগণ হইল নিস্তব্ধ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* স্পন্দনশূন্য। 'আমার পুত্রসন্তানটি নিস্তব্ধ নীরব স্থিরভাবে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* নিস্তরঙ্গ। 'তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নিস্তব্ধতা [স] *বি* নীরবতা। 'নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'এই নিস্তব্ধতার মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিস্তব্ধভাবে [স] *ক্রিবিণ* নীরবতা সহযোগে। 'মধ্যাহ্ন যেমন বৃহৎভাবে নিস্তব্ধভাবে বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নিস্তরঙ্গ [স] ১ *বিণ* স্থির। 'নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দপারাবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* শান্ত। 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্বতবেষ্টিত তটচিত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'ক্ষণিক ঢেউয়ের দোলা তুলে আবার নিস্তরঙ্গ হয়ে আসে ওর মন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

নিস্তরঙ্গতা [স] *বি* পলকহীনতা। 'ওদের মতো মেয়েটিরও চোখে নিস্তরঙ্গতা ছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

নিস্তরঙ্গ-স্তব্ধতা [স] *বি* নীরবতা। 'এ গানে বাংলার স্নেহ-সিঞ্চিত তেজো মাটির গন্ধ, নিরাবিল প্রাণ, নিস্তরঙ্গ-স্তব্ধতা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নিস্তল [স] *বিণ* তলহীন। 'নিস্তল গভীর জল কোলেতে লখাই।' *কেতকা*, ১৬৫০।

নিস্তাপ [স] *বিণ* নিরুত্তাপ। 'নিস্তাপ সন্ধ্যার মেঘমালা।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

নিস্তার [স] ১ *বি* মুক্তি। 'আজ্ঞার নিস্তার তবেঁ নাহিক দুতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তথাপি খণ্ডিবে দোষ পাইবে নিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* অব্যাহতি। 'ইথে তাঁর ঠাঞি কেবা পাইব নিস্তার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নিস্তারের কোনো উপায় নাই।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৬। ৩ *বি* স্বস্তি। 'নাচ ফুরিয়ে গেল, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, তিনিও নিস্তার পেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৪ *বি* ত্রাণ। 'দৈত্যহস্ত হইতে নিস্তার করিবার অস্ত্রাদি কিছু না লইয়াই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বি* রক্ষা। 'মাছের মত পুরুষেরা একবার জালে আসিয়া পড়িলে আর নিস্তার নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নিস্তারা *ক্রি* নিবারণ করা। **নিস্তারিতে** ১ *ক্রি* নিবারণ করতে। 'লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* মোচন করতে। 'পাপ নিস্তারিতে তুম্হি বিনে নাহি আর।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিস্তারিবা** *ক্রি* উদ্ধার করবে। 'ত্রিভুবন নিস্তারিবা নবী মোহাম্মদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিস্তারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* রক্ষাকারী। 'সেই নিস্তারিণী ঝিকে মনে আছে?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

নিস্তি [ই লিস্ট] *বি* একেক রকম জিনিসের একেকটি গাঁট, মোট, বস্তা ইত্যাদি। 'দ্রব্যের নিস্তি হইতেছে কিম্বা হইবে।' *হেরাল্ড*, ১৮৩৮।

নিস্তুক *বি* সংকেত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিস্তুষ [স] *বিণ* তুষহীন। 'পৃথিবীতে ধান্য গোধূমাদি শস্য জন্মে, এবং তদ্দ্বারা মানব দেহের পুষ্টি বর্দ্ধন হয়, কিন্তু তাহা নিস্তুষ ও সুসম্পাদিত না হইলে সুস্বাদু, সুজীর্ণ ও বলদায়ক হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিস্তেজ, নিস্তেজঃ [স] ১ *বিণ* দুর্বল। 'যদি ছাল অত্যন্ত আঘাত পায়, তাহা হইলে উদ্ভিদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'একতার মর্ম্ম অনবগতে ... নিস্তেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* স্তিমিত। 'আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* অনুজ্জ্বলতা। 'রুদ্র বহ্নি তাই কি নিস্তেজে জ্বলে ক্ষুদ্র চক্ষুদীপে তার?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০। ৪ *বি* তেজহীন। 'তেজ দিলে নিস্তেজকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৫ *বিণ* নিস্পৃহ। 'এই নিস্তেজ আত্মবিস্মৃত মানুষটির সঙ্গে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

নিস্তৈল [স] *বিণ* তেলহীন। 'নিস্তৈল দীপের মতো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিস্পন্দ [স] ১ *বিণ* স্থির। 'বাক্য নাহি স্ফুরে দেহে হইলা নিস্পন্দ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* স্পন্দনহীন; অপলক। 'শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয়-বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *ক্রিবিণ* নিঃসাড় হয়ে। 'বৈশাখের মরা মাঠ পড়ে থাকে নিস্পন্দ যখন।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

নিস্পন্দতা [স] *বি* স্পন্দনহীনতা; অসাড়তা। 'হারুর ছায়ী নিস্পন্দতায় সাহস পাইয়া গাছের কাঠবিড়ালীটি এক সময় নিচে নামিয়া আসিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

নিস্পন্দিত [স] ১ *বিণ* স্পন্দনহীন। 'চরণপদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করো হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* অকম্পিত। 'নিস্পন্দিত পেশির সহিত বৈদ্যুতিক সংস্পর্শ ঘটাইলে তাড়িতমান যন্ত্র নিঃস্পন্দ থাকে।' *জগদীশ*, ১৯২৫।

নিস্পৃহ [স] ১ *বিণ* নিরাসক্ত। 'এ যোগী নিতান্ত নিস্পৃহ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* নিরুৎসাহী। 'টাকাকড়ি সম্বন্ধে বড়ো নিস্পৃহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিস্পৃহতা [স] ১ *বি* কামনাহীনতা। 'জীবনটা যেন ... নিস্পৃহতার, নিরাবলম্বনের।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বি* নির্লিপ্ততা। 'নিস্পৃহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নিস্পৃহভাবে [স] *ক্রিবিণ* নির্লিপ্তভাবে। 'নিস্পৃহভাবে তিনি মকাই খাচ্ছেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

নিস্পৃহমুখ [স] *বি* নিরাসক্ত মুখ। 'নিস্পৃহমুখ দেখে মনে হয় তার যেন কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

নিস্ব [স নিঃস্ব] *বিণ* সহায়হীন। 'এইপ্রযুক্ত অত্রস্থ নিস্ব পরিশ্রমোপজীবি মোদক ... অতিদুর্দশা ঘটিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

নিস্বন [স] *বি* শব্দ; আওয়াজ। 'বাতাসে খসে পড়া পাতার নিস্বন।' *বৃক্ষ*, ১৯৬৬।

নিস্বর [স নিঃস্বর] *বি* নিঃশব্দ। 'নিস্বরে কহিলা শিব নারদের কানে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

নিস্বরা [স নিঃসরণ>] *ক্রি* নির্গত করা। 'লাজ সন্তাপে গোপি না নিস্বরে বানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিস্বার্থপর [স নিঃস্বার্থপর] *বিণ* স্বার্থপর নয় এমন। 'নিস্বার্থপর, নির্লোভ, আদর্শ-নিষ্ঠ ... নেতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিস্যন্দিত [স] *বিণ* ক্ষরিত। 'শুনরে নিখিল-হৃদয়-নিস্যন্দিত শূন্যতলে উথলে জয়সংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নিস্যন্দী [স] *বিণ* নিঃসরণকারী। 'আমার কণ্ঠ অমৃত-নিস্যন্দী নয়।' *আহসান*, ১৯৪৪।

নিসৃসহ [স নিঃসহ] *বিণ* ক্লান্ত। 'তন্দ্রারা ক্রমে নিসৃসহ হইয়া পড়িলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

নিসৃসীম [নিঃসীম] *বিণ* প্রচণ্ড। 'প্রতাপে নিসৃসীম মল্লে জেন ভীম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিহ দ্র নেওয়া[১]

নিহত [স] *বিণ* মৃত। 'তাহা চিরকালই হৃদয়মধ্যে যত্নপূর্ব্বক নিহত রাখা বিধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

নিহরণ [স হরণ>] *ক্রি* দূর করা। 'ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় কলুষ নিহরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিহাইত [আ নিহায়াত] *অব্য* নিতান্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নিহাজ [আ লিহাজ] *বি* মনোযোগ। **নিহাজ করা** *বি* মনোযোগ দেওয়া। 'সূর্যের অমাবস্যা নির্ণয় জানতে হবে নিহাজ করে।' *লালন*, ১৮৯০।

নিহার [স নিভালয়] *বি* দর্শন। 'তখন কুদরতিতে করিল নিহার।' *লালন*, ১৮৯০।

নিহারা *ক্রি* দেখা। 'এরে মাধব পলটি নিহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নিহারি** *বি* দেখি। 'জমুনাক তির উপবন উদবেগল ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিহাল [স নিভালয়] *বি* দেখা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নিহালা *ক্রি* দেখা। 'স্নান করে কূলে উঠে চৌদিগ নিহালি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নিহালিয়া** *ক্রি* দেখে। 'নয়নে নিকলে ধারা নিহালিয়া মুখ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিহারি *বি* গরু, খাসি ইত্যাদির পায়ের হাড় দিয়ে তৈরি এক ধরনের ঝোল। 'চাইবে হালুয়া, কচুরি, নিহারি আর নান।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

নিহিত [স] ১ *বিণ* লুক্কায়িত। 'বিদ্যান ব্রাহ্মণ যদি কোন স্থলে মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিহিত নিধির সন্ধান পান।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* নিবিষ্ট। 'নারী তেমনি আপনার কার্যাবশেষের দ্বারা আপনাকে নিহিত করিয়া ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নিহিতার্থ [স] *বি* গূঢ় অর্থ। 'নিহিতার্থের সঙ্গে সেই বহুদিকগামী শক্তিকে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নিহিলিষ্ট [ই] *বিণ* (গালি) নাস্তিক; অনস্তিত্ববাদী। 'বঙ্গের নিহিলিষ্টরূপী বেয়াদব হিন্দুগণ।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

নিহুড়িআঁ [স নিভারয়তি>] *ক্রিবিণ* হেঁট হয়ে। 'নিহুড়িআঁ চাহোঁ পাণি লইহে মোকটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিহুরে [স নিভারয়তি>] *ক্রিবিণ* একান্তে। 'নিহুরে পিঅমণ দে উলাস।' *চর্যা ৩০*, ১২০০।

নিহেতু [স] *বিণ* অকারণ। 'নিহেতু সাধক যারা জবান খাঁটি করণ খাড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

নীক [স নিক্ষা] *বি* উকুনের বাচ্চা। 'ডেঙ্গর উকুন নীক করে ইলিবিলি।' *ভারত*, ১৭৬০।

নীচ [স] ১ *বিণ* অধম। 'উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হৈল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* নিচের স্থান। 'নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বিণ* নিচু। 'যাঁহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ তারতম্য ছিল তাঁহারদিগকে নীচ২ মর্য্যাদা শ্রেণিতে নিবদ্ধ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বিণ* নিকৃষ্ট। 'ইহার মধ্যে এক দিকে নীচ লোভ অপর দিকে হীন ভয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নীচকর্ম [স] *বি* নিকৃষ্ট কাজ। 'তোমার আর গৃহমার্জন প্রভৃতি নীচকর্ম করিতে হইবে না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নীচকুলোদ্ভব [স] *বিণ* নিচু বংশে জন্ম হয়েছে এমন। 'নীচকুলোদ্ভব বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

নীচকুলোদ্ভবা [স] *বিণ স্ত্রী* নিচু কুলে জন্ম এমন। 'নীচকুলোদ্ভবা শৈবলিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

নীচগা [স] *বিণ* অধোগামী। 'তুমি নীচগা হইয়া, মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া ...' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

নীচগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিচু জাতির পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী। 'কেহ২ গোপনে উপপতি ভজিত কিন্তু জবনাদি নীচগামিনী হইতে পারিত না।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

নীচজনসুলভ *বিণ* হীনচরিত্রের মানুষের মতো। 'রামের নীচজনসুলভ আচরণে, অযথা তাঁর চরিত্রে অপবাদের প্রতিবাদস্বরূপ ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

নীচজাতি [স] ১ *বিণ* নিকৃষ্ট প্রকৃতির। 'নীচজাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সামাজিক বিচারে নিম্নজাতি। 'বিশেষত নীচজাতি নীচ ব্যবহার।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নীচজাতীয় [স] *বিণ* নিচু শ্রেণীর। 'ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচজাতীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নীচজাতীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* নিচু শ্রেণীর। 'লক্ষ্মী মহাত্মার পালিতা নীচ জাতীয়া কন্যা।' *নজরুল*, ১৯২২।

নীচতা [স] ১ *বি* হীনতা। 'লক্ষ্মণের নীচতা, কাপুরুষতা, অক্ষত্রোচিত ব্যবহার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ২ *বি* অনুদারতা। 'স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশি বেজেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *বি* ক্ষুদ্রতা। 'বেদনার সুরকে অশ্রদ্ধা করবার মতো নীচতা মানুষের কেমন করে আসে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৪ *বি* খারাপ স্বভাব। 'এত নীচতা কেন?' *মানিক*, ১৯৩৬।

নীচপ্রকৃতি [স] *বিণ* নিকৃষ্ট স্বভাববিশিষ্ট। 'সে ব্যক্তি নীচপ্রকৃতি ও অসূয়াপরবশ ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

নীচবর্ত্তি [স নীচবর্তী] *বিণ* নিম্নস্থ। 'কালীঘাটের নীচবর্ত্তি আদিগঙ্গা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

নীচবৃত্তি [স] *বি* নিকৃষ্ট পেশা। 'অপর কহে হিসাবকরা নীচবৃত্তি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

নীচমনা [স] *বিণ* নিকৃষ্ট মনবিশিষ্ট। '... অতি নীচপ্রকৃতি ও নীচমনা ছিলেন।' *এসলাম*, ১৯১৬।

নীচলোক [স] ১ *বি* আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বল লোক। 'নীচলোক বাড়িলে আকাশে মারে লাথি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি। 'নীচ লোকের কর্ম্ম সুন্দর অক্ষর লেখা ... পণ্ডিত হইলে

কদর্য্যঅক্ষরই লেখে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

নীচশির [স] *বিণ* নতমস্তক। 'করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

নীচ-শ্রেণী [স] *বি* নিম্নমান। 'তাঁহারা অতি নীচ-শ্রেণীর কবিতা লইয়া করতোপ করিতে লাগিলেন মাত্র।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

নীচস্থ [স] *বিণ* নীচের। 'নীচস্থ জল হইতে পৃথক করিলেন।' *কেরী*, ১৮০৮।

নীচাত্মা [স নীচ-আত্মা] *বি* হীন আত্মা। 'পরনিন্দা তোমার নীচাত্মার পথ্য।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

নীচান্তঃকরণ [স নীচ-অন্তঃকরণ] *বি* নিচু মনের অধিকারী ব্যক্তি। 'ঐ নীচান্তঃকরণ ... অবলাকে বিবাহ করিয়া কানপুরে লইয়া যায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

নীচাবস্থা [স নীচ-অবস্থা] *বি* অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। 'যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া সুখসম্ভোগ করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

নীচাশক্তি [স নীচশক্তি] *বি* মানসিক ক্ষুদ্রতা। 'সন্ন্যাসবৃত্তি তাঁর নীচাশক্তি থেকে প্রবলতর ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

নীচাশয় [স নীচ-আশয়] *বিণ* অতিশয় নীচ। 'যে ভিক্ষা করে, সে নিতান্ত নিস্তেজ ও নীচাশয়, এবং সকল লোকের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাজন হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

নীচাশয়তা [স নীচ-আশয়-তা] *বি* নীচতা। 'কার্পণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নীচুদর [স নীচ+ফা দর] *বি* হীনজাত। 'নীচুদরের ব্রহ্মচারীর মনে ঘোমটা খুলিয়া তার মুখখানি দেখিবার সাধ জাগা।' *মানিক*, ১৯৪০।

নীচুমুখী [স নীচ-মুখ] *বিণ* নীচের দিকে মুখ এমন। 'গোল বাঁশের মাথা নীচুমুখী করে ঝুলছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

নীচে [স নীচ>] *ক্রিবিণ* নিম্নে; উল্লিখিত স্থানে। 'নীচে প্রকাশ করা গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

নীচেকার *বিণ* নীচের। 'তাহাদের নীচেকার শ্রেণীর লোকেরা পর্য্যন্ত অন্ততঃ পড়িতে ও লিখিতে পারে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'পদ্মা একটুখানি পাশ ফিরেছেন, অমনি গাছের নীচেকার মাটি ধসে পড়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নীট [ই] **১** *বিণ* আনুষঙ্গিক খরচ বাদে থাকে এমন। 'নীট মুনাফার দশ গুণ করিয়া ... ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।' *সওগাত*, ১৯৪০। **২** *বিণ* চূড়ান্ত। 'নীট বিক্রয়সংখ্যা একলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

নীট মুনাফা [ই নিট+আ মুনাফি] *বি* আনুষঙ্গিক খরচ বাদে লাভের অংশ। 'নীট মুনাফার দশ গুণ করিয়া ... ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।' *সওগাত*, ১৯৪০।

নীড় [স] **১** *বি* পাখির বাসা। 'উহারা নিজ নিজ নীড়ে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিত।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বি* জগৎ-সংসার। 'তারি মাঝে যদি ভাঙে, যদি যায় খসি আমাদের দু-দণ্ডের নীড়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *বি* বাসা। 'ওই যে সুদূর নীহারিকা যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৪** *বি* গন্তব্যস্থান। 'থামিবার দিন এলে থামিতে না যদি থাকে জানা নীড় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নীড়চ্যুত [স] *বিণ* বাসা থেকে বেরিয়ে-পড়া। 'নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল পক্ষী যেমন স্বভাবতই ... শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নীড়ফেরা *বিণ* নীড়ে ফিরেছে এমন। 'মাথার ওপর নীড়ফেরা পাখির কিচিমিচি ব্যস্ততা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

নীড়বিহারী [স] *বিণ* গৃহচারী। 'চুপি চুপি কান্না বও বুকে,/ হে নীড়-বিহারী সঙ্গী!' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

নীড়ভ্রষ্ট [স] *বিণ* আশ্রয়হীন। 'আজ আমি যেন নীড়ভ্রষ্ট।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নীড়মুখী [স] *বিণ* বাসায় ফিরছে এমন। 'নীড়মুখী পাখির মতন ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

নীড়লুব্ধ [স] *বিণ* আশ্রয়লোলুপ। 'এই নীড়লুব্ধ বিহঙ্গমী।' *মানিক*, ১৯৩৫।

নীড়সন্ধানী [স] *বিণ* আশ্রয় খোঁজে এমন। 'এ মরা শহরে নীড়সন্ধানী মন হারাল চতুর উভচর দিশা তার।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

নীড়হারা [স নীড়+হারা] *বিণ* বাসাহীন; আশ্রয়হীন। 'আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নীড়ে-ফেরা *বিণ* নীড়ে ফিরে আসছে এমন। 'নীড়ে-ফেরা পাখি যবে অস্ফুট কাকলি রবে দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নীত[১] [স নীতি] **১** *বি* নীতিকথা। 'বিদ্যাপতি কহ নীত অব রোদন নহ সমুচিত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* রীতি। 'করি সর্ব নীত বিতা হয় ততক্ষণে।' *কেতকা*, ১৬৫০। **৩** *বি* নীতি। 'হিন্দুস্তানের নীত ও ব্যবহার ক্রমে তাহার দিগের বিহিত হয় ...।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

নীত[২] [স] **১** *বিণ* গৃহীত। 'বাঙ্গালা সমাচার পত্র হইতে নীত।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **২** *বিণ* আনীত। 'ইমৃতেহান ডাক্তর এডেম ও মেষ্টর ডিরোজিউ সাহেব কর্তৃক নীত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বিণ* নেওয়া হয়েছে এমন। 'পৃষ্ঠভাগে বাহুদ্বয় নীত করিয়া বন্ধন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৪** *বিণ* উত্তীর্ণ। 'গুণবান ব্যক্তিগণ কমন্স শ্রেণি হইতে নীত হইয়া লর্ডস শ্রেণীভুক্ত হন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

নীতি [স] **১** *বি* আইন। 'যেদেশের যেই নীতি অখণ্ড রাখিলা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* ন্যায়শাস্ত্র। 'যথ নীতি জানান্ত বসিয়া বিদিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* হিতোপদেশ। 'আমাকে এই অপূর্ব্ব নীতি কহিয়া গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* নৈতিক জ্ঞান হয় এমন বিদ্যা; নীতিবিদ্যা। 'নীতি, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৩** *বি* ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি বিচারবোধ। 'নীতি বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান জন্মাইতে হইলে বিশেষ উপদেশের আবশ্যক হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

নীতি-কচকচি [স] *বি* নীতি নিয়ে আস্ফালনকারী। 'রুচিবাগীশ নীতি-কচকচিদের ঘৃণার বক্র ইঙ্গিত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নীতিকথা [স] *বি* হিতোপদেশ; মঙ্গল হবে এমন উপদেশ। 'সংস্কৃত আখ্যায়িকা গ্রন্থের নীতিকথা।' *গৌর*, ১৮২২।

নীতি-কবি [স] *বি* হিতোপদেশমূলক কবিতা রচয়িতা। 'আমি যদি নীতি-কবি ঈসপ কিংবা সাদী হতুম ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

নীতিকাব্য [স] *বি* নীতিকথা বিষয়ক কবিতা। 'এই-সকল নীতিকাব্য ... পূর্বকাল হইতে প্রচলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নীতিকোবিদ [স] *বিণ* নীতি রচয়িতা; নীতিস্রষ্টা। 'নীতিকোবিদ পণ্ডিত চাণক্য শর্ম্মা সত্যই বলিয়া গিয়াছেন রাজাই দুর্ব্বলের বল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নীতিগতভাবে [স] *ক্রিবিণ* ন্যায়-অন্যায় বিচার সাপেক্ষে। 'ইহা নীতিগতভাবে নির্বাচন অবৈধ ও পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

নীতিগর্ভ [স] *বিণ* ভালোমন্দ বোধসম্পন্ন। 'রামায়ণে কিছু কিছু নীতিগর্ভ কথা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

নীতিগ্রন্থ [স] *বি* নীতিবিদ্যা। 'নীতিগ্রন্থে হঠকারিতার নিন্দা আছে বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নীতিচিন্তা [স] *বি* নীতিবোধ। 'দার্শনিক প্রস্তাবগুলিকে অবলম্বন করে মানবতন্ত্রী নীতিচিন্তা গড়ে উঠেছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

নীতিজ্ঞ [স] *বি* নীতিশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তি। 'কোনো বিখ্যাত নীতিজ্ঞ কহিয়াছে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'সে ... পরম ধার্মিক ও ... বড় নীতিজ্ঞ হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

নীতিজ্ঞতা [স] *বি* ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সচেতনতা। 'এমন নীতিজ্ঞতা তাহার হইতে পারিত না।' *গৌর*, ১৮২২।

নীতিজ্ঞান [স] ১ *বি* নৈতিকতা। 'তুমি রাঢ়দেশী ব্রাহ্মণ কিছুই নীতিজ্ঞান নাই।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* নীতিবোধ। 'তাঁহার প্রসাদত আমরা ... মনের স্বভাব, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যালাভ করিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

নীতিতঃ [স] *ক্রিবিণ* নৈতিকভাবে। 'আমরা নীতিতঃ এই আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

নীতিধর্ম [স] *বি* নৈতিক আদর্শ। 'তাতে সমাজের যাবতীয় নীতিধর্ম যে ডুবে যেতে বসেছিল ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

নীতিধর্মী, নীতিধর্ম্মী [স] *বিণ* নীতিপ্রবণ। 'হিন্দু-সমাজে নীতিধর্মী মাথারির রাজত্ব স্থাপিত হল এবং অনীতিধর্মী মহতেরা অন্তর্ধান করলে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

নীতিধারা [স] *বি* নিয়ম-কানুন। 'বিভিন্নমুখী নীতিধারা অবলম্বন করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

নীতিনিপুণ [স] *বিণ* নীতি-নৈতিকতা বুঝতে পারে এমন। 'সে নীতিনিপুণ নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

নীতিনিয়ম [স] *বি* নৈতিক শৃঙ্খলা। 'এই বিচার থেকেই ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, প্রকৃষ্ট-নিকৃষ্টের নীতিনিয়মগুলির উদ্ভব।' *শিব*, ১৯৫০।

নীতিনির্দেশ [স] *বি* নৈতিক অনুশাসন। 'একই নীতিনির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে তবেই সমাজ সম্ভব।' *শিব*, ১৯৫০।

নীতিনির্ধারণ, নীতি-নির্দ্ধারণ [স] *বি* নীতিমালা প্রণয়ন। 'এ সম্পর্কিত নীতি-নির্দ্ধারণের জন্য প্রাপ্ত জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নির্ভরযোগ্য নহে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

নীতিনিষ্ঠা [স] *বি* নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধা। 'অনন্ত'র সারল্য, তার নীতিনিষ্ঠার কথা উল্লেখ করলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

নীতি-ন্যাকা [স নীতি+ফা নেক] *বি* নীতির দোহাই দানকারী ভণ্ড। 'শাস্ত্র-শকুন নীতি-ন্যাকার/ রুচি-শিবার হট্টরোল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নীতিপণ্ডিত [স] *বি* নীতি বিষয়ে পণ্ডিত। 'নীতিপণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক হইতে নীতি-উপদেশ দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নীতিপরতা [স] *বি* ন্যায়পরায়ণতা। 'তৎকর্মিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নীতিপরায়ণ [স] *বিণ* ন্যায়নিষ্ঠ। 'সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

নীতিপাঠ [স] *বি* ন্যায়-অন্যায় শিক্ষা। 'নীতিপাঠ পৃথিবীর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'নীতিপাঠের কল পাতিলেই মানুষ সাধু হইয়া উঠিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নীতিপ্রদর্শক [স] *বি* নীতি প্রচারক। 'রোমক দেশীয় কোন নীতিপ্রদর্শক নির্দ্দেশ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

নীতিবচন [স] *বি* নীতিকথা। 'ওটা হল ইস্কুলে পড়াবার নীতিবচন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নীতিবর্ত্ম [স] *বি* নীতিপথ; সুনীতির পথ। 'রাজারদিগের যেমন নীতিবর্ত্ম আছে।' *রাজীব*, ১৮০৫।

নীতিবল [স] *বি* নৈতিক শক্তি। 'সমাজের প্রধান বল নীতিবল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নীতিবাক্য [স] *বি* হিতোপদেশ। 'বিদ্যাসাগর যে নীতিবাক্যটি প্রচার করতে চেয়েছেন ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

নীতিবাগীশ [স] *বিণ* নীতিনিষ্ঠ। 'বিশ্বসংসার জানে কচরা ভয়ঙ্কর গোঁড়া ক্রীশ্চান আর মারাত্মক রকমের নীতিবাগীশ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নীতিবাদ [স] *বি* নিয়মশৃঙ্খলা। 'তার সমাজজীবন গঠিত হয়েছে, তার নীতিবাদ রচিত হয়েছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

নীতিবাদী [স] *বি* নীতি মেনে চলে যে। 'বাড়িয়ে বলাটা ভালো নয়, যদি কোনো নীতিবাদী কয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নীতিবিগর্হিত [স] *বিণ* নীতিপরিপন্থী। 'যত প্রকার উপায়ে তাহার অনিয়মিত আয় হয় তার সবগুলিই নীতিবিগর্হিত।' *মানিক*, ১৯৩৭।

নীতিবিদ [স] *বিণ* নীতিবিশারদ। 'স্বাধীনচেতা ও নীতিবিদ।' *এসলাম*, ১৯১৯।

নীতিবিদ্যা [স] *বি* নীতি বিষয়ক বিদ্যা। 'রাজনীতি বিষয়ক বিদ্যা এবং নীতি বিদ্যা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

নীতিবিদ্যা দায়িক [স] *বিণ* নীতিবিদ্যা দান করে এমন। 'বিচিত্র কথা ও নীতিবিদ্যা দায়িক।' *গোলোক*, ১৮০১।

নীতিবিবর্জিত [স] *বিণ* নীতি বর্জন করা হয়েছে এমন। 'সেখানকার শিক্ষাকে নীতিবিবর্জিত বলা যায় না।' *বেগম*, ১৯৫২।

নীতিবিভ্রম [স] *বি* নীতিভ্রষ্টতা। 'এই নীতিবিভ্রম চরমে উন্নীত হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নীতিবিরুদ্ধ [স] ১ *বিণ* নিয়ম-বহির্ভূত। 'শত্রুর উপর নীতিবিরুদ্ধ দয়া প্রদর্শন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* অনৈতিক। 'তোমার আশা নীতিবিরুদ্ধ নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

নীতিবিহীন [স] *বিণ* নীতি নেই এমন। 'আমরা বরং নীতিবিহীন হইয়া আবার রাজার নীতির সমালোচনা করিতে যাইব।' *মিহির*, ১৮৯২।

নীতিবৃদ্ধ [স] *বি* যিনি নীতি দেখান কিন্তু প্রয়োগ করেন না। 'বকধার্মিক-নীতিবৃদ্ধের সনাতন তাড়িখানা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নীতিবেত্তা [স] *বিণ* নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। 'ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা ধর্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নীতিবোধ [স] *বি* নৈতিকতার চেতনা। 'ইংরাজের নীতিবোধ এইরূপে দ্বিখণ্ডিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'ওদের গ্রাম্য নীতিবোধে শাদু

ভাবে, কাজটো বড্ড হচে।' *হাসান*, ১৯৬৩।

নীতিব্রত [স] *বি* ধর্মীয় আচার। 'নীতি ব্রতে স্নান করে জলে ভাগীরথী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নীতিভ্রষ্ট [স] *বিণ* নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত। 'সাধারণ লোকেরা নীতিভ্রষ্ট ও ধূর্ত হইয়া আসিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নীতিমান [স] *বিণ* নীতিবান। 'সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান না করলেও রুচিমান করত।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

নীতিমূলক [স] *বিণ* নীতি অনুমোদিত। 'নীতিমূলক কিচ্ছা-কাহিনী না বলে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

নীতিশাস্ত্র [স] *বি* নীতি তথা ন্যায়-অন্যায় বিষয়ক শাস্ত্র। 'নীতিশাস্ত্র জানো মাগো কি বলিব বাড়া।' *কৃত্তিরাম*, ১৭২০।

নীতিশিক্ষক [স] *বি* নৈতিক জ্ঞানের শিক্ষাদাতা। 'অক্ষয়কুমার দত্তই ... বাঙালির সর্বপ্রথম নীতিশিক্ষক।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

নীতিশিক্ষা [স] *বি* নীতি বিষয়ে শিক্ষা। 'আমরা অসভ্য জাতির নিকট বিলক্ষণ নীতিশিক্ষা পাইলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নীতিসার [স] *বি* নীতির মূলকথা। 'সুনীতিসূচক নীতিসার ও পদার্থবিদ্যাদি বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তিত কথা সকল খোদিত করিয়া রাখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নীতিহীন [স] *বিণ* অনৈতিক। 'মুসলমান সমাজকে শুধু নীতিহীন বলে গালি দিতে কুণ্ঠিত নন।' *বুলবুল*, ১৯৩৩।

নীতিহীনতা [স] *বি* অনৈতিকতা। 'দেশে নীতিহীনতার সামগ্রিক পরিস্থিতি ইহাতে সহজেই অনুমেয়।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

নীত্যাভ্যাস [স নীতি-অভ্যাস] *বি* প্রতিদিনের অভ্যাস। 'অন্যেরদিগকে নীত্যাভ্যাসে ক্ষমাপন্ন হওয়া নহে।' *রামরাম*, ১৮০২।

নীপ [স] *বি* কদম ফুল ও তার গাছ। 'বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে কাঁদিয়া পরান বুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নীপকানন [স] *বি* কদম ফুলের বাগান। 'শনশন কাঁদে বায়ু নীপকাননে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নীপনিকুঞ্জ [স] *বি* কদম বন। 'পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি/ বিকশিত প্রাণ জেগেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নীপবন [স] *বি* কদম ফুলের বাগান। 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নীপবালিকা [স] *বি* কদম গাছের চারা। 'আজি নীপবালিকার ভীরু-শিহরণে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নীপমূল [স] *বি* কদম গাছের গোড়া। 'বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে/ কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহব্যথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নীপশাখ [স] *বি* কদম গাছের ডাল। 'নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নীপশাখা [স] *বি* কদম গাছের ডাল। 'যবে দোলার ফুলরশি দিবে নীপশাখায় কষি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নীবার [স] *বি* উড়িধান। 'নীবারে পুষ্ট পক্ষী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

নীবারমঞ্জরী [স] *বি* তৃণধানের শিষ। 'স্বর্ণশীর্ষ নীবারমঞ্জরী।' *জীবন*, ১৯৩০।

নীবি [স] *বি* নারীর পরিধেয় কাপড়ে কোমরের গিঁট বা বাঁধন; কটিবন্ধন। 'দৃঢ় করি বান্ধবি নীবি বন্ধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নীবিবন্ধ [স] *বি* নারীর পরিধেয় বস্ত্রের কটিদেশের বাঁধন; কটিবন্ধ। 'নীবিবন্ধ করল উদেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'তনু দেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা, চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নীবিবন্ধন [স] *বি* নারীর পরিধেয় বস্ত্রের কটিদেশের বাঁধন। 'নীবিবন্ধন খসিয়া পড়িতেছে।' *প্রমথ*, ১৮৯০; 'নীবিবন্ধন আপনি খসিছে, স্ফুরিছে ওষ্ঠাধর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

নীয়মান [স] ১ *বিণ* নিয়ে যাচ্ছে এমন। 'প্রতিভা ও প্রেমকে আমাদের জরা-নীয়মান সমাজ নখদন্তহীন জরদ্গব বানিয়ে নিজেই ঠকে গেছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ২ *বি* ক্রমশ নিয়ে যাচ্ছে এমন ব্যক্তি। 'নীয়মানেরা যদি পাল্লা না দিতে পারে তো নেতা ফিরেও তাকাবে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

নীর [স] ১ *বি* পানি। 'কেহো না তরিল নীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কাল হৈল মোরে নয়ানের নীরে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বি* ঘর। 'পূর্বতপের ফলে আসিআ আমার নীরে তনু তেজি আপন ইচ্ছায়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* (বাউল) নারীর রজ। 'নূরে নীরে করে মিলন থেক রে নেহারি।' *লালন*, ১৮৯০।

নীর ক্ষীর [স] *বি* (বাউল) নারীর রজ এবং পুরুষের বীর্য। 'নীরে ক্ষীরে আছে জ্যোতি।' *লালন*, ১৮৯০।

নীরঘাটা *বি* (বাউল) নারীর জননদ্বার। 'নীরঘাটায় খুঁজলে তারে পায় অনায়াসে।' *লালন*, ১৮৯০।

নীরবিন্দু [স] *বি* জলের ফোঁটা। 'নীরবিন্দু দূর্বাদলে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

নীরক্ত [স] *বিণ* রক্তহীন। 'নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নীরজ [স] *বি* পদ্ম। 'নতি করে নীরজ চরণে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নীরজনয়ন [স] *বি* পদ্মের মতো চোখ। 'নীরজনয়নে নীর নিরখিয়ে মরি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

নীরদ [স] *বি* মেঘ। 'নিবিল নীরদ রুচির দরসএ অরুন জনি নিঅ দেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নীরদবরন [স নীরদবর্ণ] *বিণ* মেঘবরন; মেঘের মতো কালো রংবিশিষ্ট। 'নবীন নীরদবরন শ্যাম জানিতাম মোরা তখনই।' *নজরুল*, ১৯৩২।

নীরদমালা [স] *বি* মেঘপুঞ্জ। 'নীলাকাশের নীরদমালাকে বিবিধ বিচিত্র মনঃপ্রাণ-বিমোহনরূপে সাজাইয়া দেয়।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

নীরন্ধ্র [স] ১ *বিণ* ঘন। 'দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত নীরন্ধ্র স্তম্ভিত মেঘে আকাশ অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ২ *বিণ* গাঢ়। 'রোগদুঃখ রজনীর নীরন্ধ্র আঁধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'নীরন্ধ্র অন্ধকারে আনোয়ার হাসলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২। ৩ *বিণ* পরিষ্কার। 'এ সন্ধ্যায় অন্ধকারে ডাকে তারে নীরন্ধ্র আকাশে।' *করুণা*, ১৯৬৩।

নীরব [স] ১ *বিণ* নিঃশব্দ। 'বুঝি বাঘ আইল এই মনে মানিয়া নীরব হইয়া কথঞ্চিৎ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বি* নিস্তব্ধতা। 'প্রলয় নীরব মাঝে, একাকী পুরুষরাজে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* মূক। 'সত্য নীরব, কল্পনাই মুখরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৪ *বিণ* বাকরুদ্ধ। 'এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিরব [স নীরব] *বিণ* নিঃশব্দ। 'এহা বুলী কাহ্নাঞি নিরব হইলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নীরবচারী [স] *বি* মৌনী; নীরবে চলে যে। 'হে নীরবচারী, বুঝিতে না পারি মুখে কেন নাহি ভাব।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

নীরবতা [স] *বি* নিঃশব্দতা। 'চুম্বনের মতো পড়ে নীরবতারূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নীরবতাসিন্ধু [স] *বি* নীরবতারূপ সাগর। 'নীরবতাসিন্ধুতলে মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্বচরাচর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

নীরবা, নিরবা [স নীরব>] *ক্রি* ক্ষান্ত হওয়া। 'এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব নিরবিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'এত বলি নীরবিল ক্ষুব্ধ যুবাবর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **নীরবিলা** *ক্রি* ক্ষান্ত হলো। 'কাঁদিয়া কাঁদিয়া, নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নীরবাচ্ছন্ন [স নীরব-আচ্ছন্ন] *বিণ* নীরবতায় মগ্ন। 'চোখ বুজে নীরবাচ্ছন্ন হলে তারা নিরাশ হয়ে ঝড়ের বিচিত্র আর্তনাদে কান ফেরায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

নীরবিত [স] *বিণ* নিস্তব্ধ। 'সুধামাখা কথাগুলি চিরতরে নীরবিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নীরস [স] ১ *বিণ* মনকে আকর্ষণ বা মুগ্ধ করে না এমন। 'সহজে নীরস বাণী শুনিতে বিরস।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* রসহীন; শুকিয়ে গেছে এমন। 'নীরস পুরাতন প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমুদায়ের পরিবর্তে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* অপ্রসন্ন। 'তাঁহাদিগের অতি নীরস ভাব ও নির্দয় স্বভাব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* বেরসিক। 'যারা কঠিন নীরস বিষয়ী লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বিণ* কর্কশ। 'রূঢ় নীরস কণ্ঠে সে সংক্ষেপে বলে, না।' *মানিক*, ১৯৩৫।

নীরসতা [স] *বি* অপ্রসন্নতা। 'রসের জন্যই এই নীরসতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নীরাগ [স] *বিণ* অনুরাগহীন। 'বলেছিলেম দীর্ণ স্বরে, হায়, বিধাতা! এ যে প্রদোষ নিঠুর নীরাগ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

নীরুগী [স নীরোগী] *বিণ* সুস্থ; রোগমুক্ত। 'শরীর এতটা নীরুগী রাখতে চান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নীরূপ [স] *বিণ* রূপবর্জিত। 'নীরূপ যে ভাবে স্বরূপপ্রভাবে বুঝি কিছু বুঝে সে বা।' *ভারত*, ১৭৬০।

নীরোগ [স] *বিণ* রোগহীন। 'সে অজর অমর নীরোগ হইয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নীরোগী [স] *বি* রোগহীন ব্যক্তি। 'রোগীর দুঃখটাই জানি, নীরোগীর দুঃখ ভাববার জিনিস নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নীর্ধারীত, নীর্দ্ধারীত [স নির্ধারিত] *বিণ* নির্ধারিত। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

নীরোপন [স নিরূপণ] *বি* নিরূপণ। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

নীল[1] [স] ১ *বি* বর্ণবিশেষ। 'নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* এক জাতীয় গাছ যা থেকে নীল রং উৎপন্ন হয়। 'বুঝি নীল ক্ষেত্রের বড় প্রাপ্তি।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* আকাশ। 'ওই যে দেখ নীল-নোয়ান সবুজ-ঘেরা গাঁ।' *জসীম*, ১৯২৭। ৪ *বিণ* বেদনার্ত। 'রয়ে যেতে যদি তুমি আকাশের নীচে – নীল পৃথিবীর পরে।' *জীবন*, ১৯৩৬। ৫ *বিণ* বেদনাময়। 'রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে।' *জীবন*, ১৯৪২।

নীল উতপল [স নীল-উৎপল] *বি* নীলোৎপল; নীল রঙের পদ্মফুল। 'জলে পসি তপ করে নীল উতপল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নীল উপবাস [স] *বি* চৈত্রসংক্রান্তিতে নীলকণ্ঠ শিবের পূজা উপলক্ষে ব্রত। 'গত ৩০ চৈত্র নীল উপবাসের দিবস।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

নীলকণ্ঠ [স] ১ *বি* পাখিবিশেষ। 'কৃষ্ণকণ্ঠ নীলকণ্ঠ জিনি গিম টান।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'পঞ্চচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'স্বয়ং নীলকণ্ঠ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কত্যে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'এখন দুঃখের হলাহলে একপ্রকার নীলকণ্ঠ।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

নীলকণ্ঠী [স] *বিণ* স্ত্রী নীল রঙের কণ্ঠবিশিষ্ট। 'উনি হচ্ছেন নীলকণ্ঠী – শিব তো বলতে পারিনে, শিবা বলব?' *নজরুল*, ১৯৩১।

নীলকর [স] *বি* ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজ নীল চাষকারী। 'বঙ্গদেশে নীলকর সাহেবেরা প্রতিবৎসর নীল চাস করিয়া ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

নীলকরপক্ষ [স] *বি* নীলের উৎপাদক পক্ষ। 'ফরিয়াদী, – শিষ্য নীলকরপক্ষ।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

নীলকান্ত [স] ১ *বি* মূল্যবান রত্নবিশেষ। 'সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* নীল রঙের। 'নীলকান্ত অম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নীলকান্তমণি [স] *বি* মূল্যবান রত্নবিশেষ। 'চুনি চন্দ্রকান্তমণি সূর্য্যকান্তমণি নীলকান্তমণি অয়স্কান্তমণি।' *রাজীব*, ১৮০৫।

নীলকারক [স] *বি* নীল ব্যবসায়ী। 'মপস্বলে কোন২ নীলকারকেরা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

নীলকুঠি [স নীল+স কোষ্ঠিকা] *বি* নীলকরদের কার্যালয়। 'নিকটে একটি নীলকুঠি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নীলকুঠেল *বি* নীলকর। 'নীলকুঠেল সাহেবের কাছ থেকে গুটিকয়েক শিকারী কুকুর কিনে নিয়ে এলেন।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

নীলকৃষ্ণ [স] *বিণ* নীলচে কালো। 'সাদাসিধে পোষাক, নীলকৃষ্ণ সুট, টাই নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

নীলক্ষেত্র [স] *বি* নীল চাষের জমি। 'নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেম পতন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নীলখরচা [স নীল+আ খরজ] *বি* নীলের চাষ বাবদ খরচ। 'অধিকন্তু নীল খরচা, ইজারাদারী।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

নীল খাম [স নীল+ফা খাম] *বি* চিঠির জন্য ব্যবহৃত নীল রঙের খাম। 'গোপন চিঠির প্যাডে নীল খামে সাজানো অক্ষর।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নীলগাই [স নীলগাভি] *বি* গরুর মতো দেখতে হরিণজাতীয় নীলরঙা পশুবিশেষ। 'সেটা শূকর নয়, একটা নীলগাই।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

নীলগাউ [স নীলগাভি] *বি* নীলগাই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নীলচক্ষু [স] *বিণ* নীল চোখবিশিষ্ট। 'কটাচুল নীলচক্ষু কপিশকপোল/ যবন পণ্ডিত আসে বাজে ঢাক ঢোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নীল চাষকারী [স] *বিণ* নীলের চাষ করে এমন। 'বিজুলিয়া কন্সরণের ইউরোপীয় নীলকরদিগের নীল চাষকারী প্রজা।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

নীলচে [স নীল>] *বিণ* নীল রঙের। 'নীলচে ঘাসের ফুলে।' *জীবন*, ১৯৪২।

নীলচোখো [স নীলচক্ষু>] *বিণ* নীলনয়না। 'মাঝে মাঝে নীলচোখো মেমসাহেবরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নীলজল [স] *বিণ* নীল রঙের জলবিশিষ্ট। 'কত দূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল, রজঃদ্বীপ নীলজল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নীল জলদ [স] *বি* গাঢ় নীল রঙের মেঘ। 'নীল জলদ সম চিকণ চিকুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নীলনয়না [স] *বিণ স্ত্রী* নীলরঙা চোখ আছে এমন। 'অনেক সময়ে রাজপথে কোনো নীলনয়না পান্থরমণীর সম্মুখবর্তী হবামাত্র সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সংবরণ করতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নীল নলিনী [স] *বি* নীলপদ্ম। 'নীল নলিনী দউ পুঞ্জল চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নীলনীলিমা [স] *বি* নীল আকাশ। 'নীলনীলিমা ললাট এমন আজলকাজল অন্ধকারে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

নীল-নোয়ান [স নীল+নোয়ানো] *বিণ* নীল আকাশ স্পর্শ করেছে এমন। 'ওই যে দেখ নীল-নোয়ান সবুজ-ঘেরা গাঁ।' *জসীম*, ১৯২৭।

নীলপক্ষ [স] *বি* নীল রঙের ডানা। 'পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মতো আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নীলপদ্ম [স] *বি* নীলরঙা পদ্মফুল। 'সুশীলাকে ... নীল পদ্ম দেখাব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩; 'নীলপদ্ম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

নীলবড়ি [স নীল-বটিকা] *বি* নীল রং তৈরির বড়ি। 'শুধু নীলবড়ির রঙে চুপিয়ে তাকে নীলাম্বরী করা হয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

নীলবর্ণ [স] *বিণ* নীল রংবিশিষ্ট। 'নীলবর্ণ গগনে মেঘাবলী ... চন্দ্রমাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

নীলবসনা [স] *বি* নীল রঙের বস্ত্র-পরিহিত নারী। 'ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নীলবাস [স] *বি* নীল বর্ণের কাপড়। 'তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায় নীলবাসে তনু ঢাকিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নীলমণি [স] **১** *বি* নীল রঙের মণি। 'নীলমণি-দর্পণকান্তি গণ্ড ঝলমল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ফুলবিশেষ। 'নীলমণিমঞ্জরীর পুঞ্জে পুঞ্জে প্রকাশে আকৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন [স] *বিণ* নীলরঙা পর্দায় ঢাকা। 'পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুদুজ্জ্বল, স্ফটিকমণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নীলরক্তবান [স] *বিণ* অভিজাতবংশীয়। 'নীলরক্তবান আমীরদের কণ্ঠস্বরে এই রকম গদগদ জড়িমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নীলরঙা *বিণ* নীল রঙের। 'আমার মেসের ঠিকানায় নীলরঙা এক এনভেলাপ এসে হাজির।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

নীলরতন [স] *বি* মনের মানুষ। 'বল রে কোন দেশে গেলে আমি সে নীলরতন পাই।' *লালন*, ১৮৯০।

নীললোহিত [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'নীললোহিতের প্রতি শেষ অবিশ্বাস আছে কি না আছে।' *জীবন*, ১৯৩০।

নীলশতদল [স] *বি* নীলপদ্ম। 'অসীম আকাশ নীলশতদল তোমার কিরণে সদা ঢলঢল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নীল শূন্য [স] *বি* নীলাকাশ। 'নীল শূন্যে ছবি আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নীলসীয়া [স নীল+ফা সিয়াহ] *বিণ* গাঢ় কালো। 'দুটো রং-এর তাল, একটা নিবিড় নীল-সীয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

নীলাকাশ [স নীল-আকাশ] *বি* নীলবর্ণ আকাশ। 'নীলাকাশ রাজছত্র ধর মোর শিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

নীলাকাশশায়ী [স] *বিণ* নীল আকাশের মাঝে ঘুমিয়ে থাকে এমন। 'কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নীলাক্ষী [স নীল-অক্ষি>] *বিণ* চোখ নীল এমন। 'প্রবাল হার পরা নীলাক্ষী নীলাম্বুজের ঝড়-ঝঞ্ঝার অশান্তি-ঐশ্বর্য আমি চাইনি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

নীলাচল [স নীল-অচল] *বি* ভারতের উড়িষ্যায় অবস্থিত নীলগিরি পর্বত। 'নীলাচলে আছি আমি তোমার অজ্ঞাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নীলাঞ্চল [স নীল-অঞ্চল] *বি* নীল আঁচল। 'সমস্ত নীলাঞ্চলে অর্ধেক ভাগ বসাতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নীলাঞ্জন [স নীল-অঞ্জন] *বি* ঘননীল বর্ণ। 'নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নীলাঞ্জনরেখা [স] *বি* ঘন নীল রেখা। 'আকাশপ্রান্তে আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জনরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নীলাভ [স নীল-আভা] *বিণ* নীলচে। 'তীরের রেখা নীলাভ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নীলাভা [স নীল-আভা] *বি* নীলের দীপ্তি। 'দুচোখে শিশির নিয়ে মৃক নীলাভায় ঘুরি একা।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

নীলাভ্র [স নীল-অভ্র] *বি* নীল আকাশ। 'ধরণীর প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নীলাম্বর [স নীল-অম্বর] **১** *বি* নীল আকাশ। 'মন্দাকিনী জলে শয্যা পাতে নীলাম্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'শোনো যে নীরবে তব নীলাম্বর-তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **২** *বি* নীল বসন। 'কেহবা লক্ষীবিলাস, কেহবা পীতাম্বর, কেহবা নীলাম্বর ... পরিচ্ছদান্বিতা।' *রামরাম*, ১৮০১।

নীলাম্বরী [স] **১** *বিণ* আকাশের মতো নীলরঙা। 'একজন সুন্দরী রমণী ... পাছে দেখা যায় বলে নীলাম্বরী কাপড় পরেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* নীল শাড়ি। 'নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী পরিল অনেক সাধে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* সংগীতের রাগিণীবিশেষ। 'নীলাম্বরী কাফি ঠাটের খাড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

নীলাম্বু [স নীল-অম্বু] *বি* সমুদ্রের নীল জল। **নীলাম্বুরাশি** [স] *বি* সমুদ্রের নীল জলরাশি। 'এই অনন্ত প্রসারিত অমনঃসমুদ্রের প্রশান্ত নীলাম্বুরাশির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নীলাম্বুজ [স] *বি* সাগরের নীল জল। 'অতি নির্মল ... আকাশ নীলাম্বুজ মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'প্রবাল হার পরা নীলাক্ষী নীলাম্বুজের ঝড়-ঝঞ্ঝার অশান্তি-ঐশ্বর্য আমি চাইনি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

নীলারুণ [স নীল-অরুণ] *বিণ* নীলাভ লাল রঙে রঞ্জিত। 'মাথার ঝরে নীলারুণ সন্ধ্যার মাধুরী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা – ধোপার ভ্যালার দাগ যেমন ওঠে না, তেমনি যে একবার নীলের দাদন গ্রহণ করে সে আর এই চক্র থেকে বের হতে পারে না। *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নীলের রাত্তির *বি* চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিনের নীলপূজার রাত। 'আজ নীলের রাত্তির।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নীলোজ্জ্বল [স নীল-উজ্জ্বল] *বিণ* নীল রঙে উজ্জ্বল? 'সেই নীলোজ্জ্বল দিগবলয়টা ঢাকা পড়েছে কালো মেঘের নিচে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

নীলোৎপল [স নীল-উৎপল] *বি* নীল রঙের পদ্মফুল। 'মৃগমদ-নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নীলোৎপলনয়না [স] *বি স্ত্রী* নীল পদ্মের মতো চোখ যার। 'নীলোৎপলনয়নার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।' *রবীন্দ্র*,

১৯০৭।

নীলোর্মিময় [স নীল-উর্মি-ময়] *বিণ* নীল ঢেউপূর্ণ। 'দেখিনু সম্মুখে সাগর নীলোর্মিময়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নীল[১] [আ] *বি* নীলনদ। **নীল দরিয়া** [আ নীল+ফা দরিয়া] *বি* নীলনদ। 'নীল দরিয়ায় মেসেরের আঁসু।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নীলনদীতট [আ নীল+স নদীতট] *বি* নীলনদের তীর। 'নীলনদীতট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

নীলা[১] [স লীলা] *বি* লীলা। 'পরমেশরের নীলা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **নীলাএ** *ক্রি* লীলা করেছি। 'ক্রীড়া সাগরজলে/ নীলাএ আক্ষে মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নীলে *বি* লীলা। 'গঙ্গা মায়ের এমনি নীলে এলো চাম-কাটুয়ায়।' *লালন*, ১৮৯০।

নীলা[২] [স নীল>] *বিণ* নীলবর্ণ বিশিষ্ট। 'পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন-জোশীতে রে লাগে আগ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নীলা[৩] [স নীলক] *বি* মূল্যবান নীলবর্ণা রত্নবিশেষ। 'নীলা আমার সয় না, ওটা তোমাকে ছাড়তে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নীলাবতী *বি* এক জাতের ধান। 'বাজুবন্ধ নীলাবতী আর খয়েরচুর অঙ্গুরি তুলসী-বাকই বেড়িল প্রচুর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

নীলাম [প লেইলাম] *বি* নিলাম। 'নীলামে বিক্রয় করিতে হুকুম হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

নীলিম [স] *বিণ* নীলবর্ণের। 'নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন নীলিম হার উজোর।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

নীলিমপ্রিয়া [স] *বি* নীলবর্ণের প্রিয়া। 'নীলিম প্রিয়ার নীলা গুল রুখ অবগুণ্ঠনে ঢাকা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নীলিমা [স] ১ *বি* নীল বর্ণ। 'ঊর্দ্ধলোকে গাঢ় নীলিমা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* আকাশ। 'নীলিমা-পরপার পাব তার দেখা কি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নীলিমামণ্ডিত [স] *বিণ* নীল রঙে ঢাকা। 'নীলিমামণ্ডিত আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নীলুফরি [আ নিলুফার] *বিণ* হালকা নীলাভ। 'চিল্কার জল কেমন যেন একটা নীলুফরি রঙ মেখে নিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

নীহলা [স নিভালন] *ক্রি* দেখানো। 'তড়িত লতা সম তছু তনু দেখলি। জনু দশ দীশে দৈব নীহলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নীহার [স] ১ *বি* শীত। 'বসন্ত নিদাঘ বর্ষা শরৎ নীহার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* বরফ। 'পর্বতের শিখরভূমি নিরন্তর নীহারে আচ্ছন্ন থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৩ *বি* শিশির। 'আরম্ভিছে শীতকাল পরিছে নীহারজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'দুবুলার শীষে যেমন নীহারের পানি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

নীহারজাল [স] *বি* শিশিররাশি। 'আরম্ভিছে শীতকাল পরিছে নীহারজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নীহারবিন্দু [স] *বি* তুষারকণা। 'যাবজ্জীবনে ঐ ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুর ... গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

নীহারময় [স] *বিণ* বরফে ঢাকা। 'উহা কুয়াশার মতো নীহারময়।' *নজরুল*, ১৯২২।

নীহারিকা [স] *বি* মহাকাশে দৃশ্যমান নক্ষত্রসমষ্টি বা বাষ্পীয় পদার্থ। 'বহুসংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'নব নব ভুবনের জ্যোতির্বাষ্পরাশি পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকা যার বক্ষে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নীহারিকা-জ্যোতির্বাষ্প [স] *বি* নীহারিকারূপ আলোকপুঞ্জ। 'সুদূর ওই নক্ষত্রের পথ নীহারিকা-জ্যোতির্বাষ্প-মাঝে রহস্যে আবৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নীহারিকালোক [স] *বি* মহাশূন্যে নক্ষত্রপুঞ্জের জগৎ। 'তোমার বিশ্বের নীহারিকা-লোকে নিতি নব নব গ্রহ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নুকানো [স লুক্কায়্>] *ক্রি* নিজেকে আড়াল করে রাখা। **নুকাই** *ক্রি* লুকাই। 'পলাইয়া চলা দাদা নুকাই গিয়ে ঘরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নুকাএ** *ক্রি* লুকায়। 'জইঅও জতনে গোঅএ চাহএ হিমগিরি ন নুকাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নুকাএত** *ক্রি* লুকাবে। 'কুচ নখ লাগত সখি জন দেখ। কইসে নুকাএত গিরি সসিরেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নুকাবিঅ** *ক্রি* লুকালাম। 'কপটে নুকাবিঅ মদন বিকাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নুকায়ে** *ক্রি* লুকিয়ে। 'লুহিচন্দ্রে নিলয়ে নুকায়ে রাখি আমি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নুকিয়ে** *ক্রি* লুকিয়ে। 'চুড়িগাছি নুকিয়ে তাহারে দান করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নুকায়লি [স লুক্কায়্>] *বিণ* লুকায়িত। 'আধ নুকায়লি আধ উদাস। কুচকুম্ভ কহি গেল অপনক আস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নুকোচুরি [লুকোচুরি] *বি* লুকোচুরি। 'কত দিনের নুকোচুরি কত ঘরের কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

নুক্তা [আ] *বি* চিহ্ন। 'জানে কেবল নুক্তা খবর/ নুক্তা হয় না হারা।' *লালন*, ১৮৯০।

নুয়ানো [স নত>] *ক্রি* অবনত করা। 'কামিলা নুঅাঞি মাথা কর জোড়ে কহে কথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সিক্কাই খনক বৈসে নুয়াইয়া মাথা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

নুচা [হি নুচনা] *ক্রি* আঁচড় কাটা। 'আমার চুল ছিঁড়ে, নুচে, খামচিয়ে ... জব্দ আর বিব্রত করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নুচোনুচি [হি নুচনা] *বি* আঁচড়া-আঁচড়ি। 'পাশাপাশি বসি আর খামচাখামচি নুচোনুচি খুনসুড়ি মস্তানি করি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নুএগ্রা [স নত>] *ক্রিবিণ* অবনত হয়ে। 'যার ভয়ে প্রমত্ত কুঞ্জর পড়ে নুএগ্রা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নুটিস [ই] *বি* নোটিস। 'বিনা নুটিসে অকস্মাৎ কাউকে ডাক দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নুটী [স লুট>] *বি* লুট। 'নুটী কর্যা ঢাল খাণ্ডা নিলেক সকল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নুড়া *বি* শুকনা খড়, ঘাস প্রভৃতির আঁটি। 'দশ নুড়া তোর মুখে দি।' *কেরি*, ১৮০২।

নুড়ো *বি* খড়ের আঁটি। 'নুড়ো দিই মুখে বল্লালের।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নুড়োমুখ *বিণ* শুষ্ক তৃণগুচ্ছের মতো মুখবিশিষ্ট। 'তাই হইয়াছে নুড়োমুখ যত বুড়োর তলপিবাহ।' *নজরুল*, ১৯৪২।

নুড়ি [স লোষ্ট্রক] *বি* ছোটো পাথরখণ্ড। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গ্রীষ্মকালে বালি এবং নুড়ি পড়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নুড়ি-ছড়ানো *বিণ* ছোটো ছোটো পাথর ছড়িয়ে আছে এমন। 'শুকনো জলস্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথচিহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নুতি [স নতি] ১ *বিণ* অবনত। 'চক্তিকারে দেবঋষি নুতি কৈল মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* প্রণতি। 'রাজায় করিআ নুতি বলে সাধু

ধনপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নুতিমান [স] *বিণ* প্রণত। 'অষ্টাঙ্গ লোটাইআ বিশ্বকর্মা হইলা নুতিমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নুদুর নাদুর [স তুন্দি>] *বিণ* মোটাসোটা। 'শরীরটি মুচির কুকুরের মত নুদুর নাদুর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নুন, নুণ [স লবণ] **১** *বি* লবণ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মেজের উপর নুন নহে।' *কেরি*, ১৮০২; 'তায় তেল জুটে ত নুণ জোটে না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* লবণাক্ত ঘাম। 'ভুরুতে ক্লান্তির নুন গ'লে পড়ে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

নুন আনতে পান্তা ফুরানো – অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা। *সুবল*, ১৯০৬; 'দেখছো না নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

নুনকাটা *বিণ* অতি লবণাক্ত। 'মাছের ঝোল নুনকাটা।' *মানিক*, ১৯৪০।

নুন খাই যার গুণ গাই তার – উপকারীর পক্ষ নিয়ে কথা বলা। *সুবল*, ১৯০৬।

নুন খেয়ে নিমকহারামি – কৃতঘ্নতা। *সুবল*, ১৯০৬।

নুনজারা *বিণ* লবণযুক্ত। 'ইলিশ নুনজারা করে দিয়ে দিয়েছি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

নুনপানি *বি* লবণ মিশ্রিত পানি। 'গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুনপানি মেশানো তুমি গোলায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নুন-পারা *বিণ* লবণের মতো; নোনতা। 'নীল হয়ে আসে জলধারা, মুখে লাগে যেন নুন-পারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নুনমাখা *বিণ* লবণ মাখা। 'বেশি নয় যেন দুবেলা দুমুঠো নুনমাখা ভাত রাখে।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬০।

নুনা [স লবণ>] *বিণ* নোনা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নুনানো *ক্রি* লবণাক্ত করা। 'নুনাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

নুন্যা [স লবণ>] *বি* লবণ ব্যবসায়ী। 'পাঁচ পণ বেচিতে এক পণ করে চুরি সন্তা মাঝে বসিআ নুন্যার আটঘরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নুনি [স নবনীত>] *বি* মাখন। 'জত নুনি তাহা সব খায় একুবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

নুনিচোরা *বি* ননীচোরা। 'নুনিচোরা নাম তাঁর নন্দের মন্দিরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নুনু *বি* পুংশিশুর যৌনাঙ্গ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নুনুড়ী *বি* ছাগলের গলকম্বল। 'রামছাগলের গলার নুনুড়ীর মত ঝুলতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নুপুর *দ্র* **নূপুর**

নুমানো *ক্রি* নোয়ানো। 'শিরীষের বুকে নীরবে পড়ি গো নুমি।' *জীবন*, ১৯২৭।

নুমাল [ফা রুমাল] *বি* মুখের ঘাম ও হাত-মুখ মোছার ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড। 'খসম যদি থাকতো কাছে রে পুঁচতো নুমাল দিয়ে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

নুয়া [স নত>] *ক্রি* অবনত হওয়া। 'নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

নুয়ানো *ক্রি* নরম করা। 'সুর কিছুটা নুয়াইয়া ফেলিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

নুর[১] [আ] *বি* দীপ্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নুরনবী [আ] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী শেষ নবী। 'নুরনবী কাণ্ডারী আছএ যেই নাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নুরানি [আ নুর] *বিণ* স্বর্গীয়। 'এক নুরানি চেহারার ফেরেশতা।' *মনসুর*, ১৯৫০।

নুর[২] [আ] *বি* দাড়ি। তোমার নুরনগরের নুর মুড়িয়ে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নুরওয়ালা [আ নুর+হি ওয়ালা] *বিণ* দাড়িওয়ালা। 'আর একজন নুরওয়ালা লোক।' *বিমল*, ১৯৫৩।

নুরি [আ] *বিণ* শ্রেষ্ঠ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নুরু পুরু *বিণ* আলগা এবং মোটা দানাবিশিষ্ট। 'দেশাল সিঁদুর বড় নুরু পুরু।' *জসীম*, ১৯৩৩।

নুলা [স লোল>] *বিণ* বিকলাঙ্গ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নুলো **১** *বিণ* খোঁড়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'পুলিসের রাতকানা সার্জ্জন, ঠোঁটকাটা দারোগা, নুলো জমাদার, ... মহাশয়েরা রোঁদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* হাতের কবজি। 'একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নুল্যা *ক্রি* লোল হয়ে। 'নুল্যা ঝুল্যা পড়্যাচে গায়ের যত মাস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নূতন [স] **১** *বিণ* পুরনো নয় এমন। 'কেহো বা নূতন দ্রব্য কারো হাথে কলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* নবীন। 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে।' *নজরুল*, ১৯২২।

নুতন [স নূতন] *বিণ* নতুন। 'নুতন মেঘেতে জেন পড়িছে বিজুরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

নূতন আমদানি [স নূতন+ফা আমদানি] *বিণ* নতুন এসেছে এমন। 'বাবুটি নূতন আমদানি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

নূতন ক'রে *ক্রিবিণ* নতুনভাবে। 'আমারে দিই তোমার হাতে নূতন করে নূতন প্রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নূতন ঠেকা *ক্রি* নতুন মনে হওয়া। 'সংবাদটা আমার কাছে নূতন বলে ঠেকল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নূতনতম [স] *বিণ* সবচেয়ে নতুন; সাম্প্রতিকতম। 'শক্তির এই নূতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নূতনতর [স] *বিণ* অধিকতর নতুন। 'আমি তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নূতনত্ব [স] *বি* অভিনবত্ব। 'তখন সমস্ত নূতনত্ব চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'কল্পনার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নূতন নূতন [স] *বিণ* নতুন নতুন। 'কত নূতন২ বিষয় উপস্থিত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

নূতন-প্রকাশিত [স] *বি* সম্প্রতি প্রকাশিত। 'কথামালার নূতন-প্রকাশিত গল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নূতন যোগীর ভিক্ষা নেই – কোনো কাজ প্রথম শুরু করলে ইতিবাচক সাড়া পেতে দেরি হওয়া। *সুবল*, ১৯০৬।

নূতনলব্ধ [স] *বিণ* নতুন-পাওয়া। 'তাঁহার জীবনে একটি নূতনলব্ধ আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নূতনসমাগত [স] *বিণ* নতুন বা প্রথম এসেছে এমন। 'বাড়িতে নূতনসমাগত জামাতাদিগকে সে বিদ্রূপ কৌতুকে বিপন্ন করিয়া তুলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নূতনা [স] *বিণ স্ত্রী* নতুন। 'নূতনা রাধা।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

নূত্তন [স নূতন] *বিণ* নতুন; পুরনো নয় এমন। 'নূত্তন ঘর মায় জিনিস।' *ক্যালপে*, ১৭৮৪।

নূনা *বি* বর্ণ। 'গোরি কলেবর নূনা জনু আঁচরে উজোর সোনা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নূপুর [স] *বি* ঘুঙুর। 'বাহুত বলয়া শোভে পাএত নূপুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নুপুর [স নূপুর] *বি* ঘুঙুর। 'তাড় খাড়ু হাতে পায়ে নুপুর সবার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নূপুর-ঝংকার [স] *বি* নূপুরের ধ্বনি। 'সেই মরণনৃত্যের নূপুর-ঝংকার বাজিয়ে তুলেছ আমার হৃৎপিণ্ডে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নূপুরধ্বনি [স] *বি* ঘুঙুরের আওয়াজ। 'ওই কি নূপুরধ্বনি বনপথে শুনা যায়?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নূপুরনিক্কণ [স] *বি* নূপুরের ঝঙ্কার। 'নটীর নূপুরনিক্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নূপুরনিস্বন [স] *বি* নূপুরের ধ্বনি। 'খাঁটাতলে শুনে সাধু নূপুরনিস্বন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নূপুর-নৃত্য *বি* ঘুঙুর পায়ের নৃত্য। 'এইবারে নূপুর-নৃত্য দেখতে আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

নূপুরপরা [স নূপুর+পরা] *বিণ* নূপুর পরিহিত। 'ও-গাঁর মেয়ে আসছিল সে নূপুর-পরা পায়ে।' *জসীম*, ১৯২৯।

নূপুর-বাজনা [স নূপুর+বাজনা] *বি* নূপুরের ধ্বনি। 'নিখিল শোনে আকুল মনে নূপুর-বাজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নূপুরবিহীন [স] *বিণ* নূপুর ব্যতীত। 'এল নূপুরবিহীন নিঃশব্দ গোধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নূপুরশালি [স নূপুরশালী] *বিণ স্ত্রী* নূপুর পরিহিত। 'মুখর নূপুরশালি দেন ঘন করতালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নূপুরশিঞ্জন [স] *বি* নূপুরের আওয়াজ। 'তাহার নূপুরশিঞ্জনে জ্যোৎস্না শিহরিত হইয়া উঠিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নূপুরিকা [স] *বি* নৃত্যশিল্পী। 'ওগো নৃত্যপরা নূপুরিকার দল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নূর [আ] ১ *বি* জ্যোতি। 'আজ্ঞা পাই নূরে গিয়া মান্যের সাগরে/ ডুব দিয়া রহিলেক সমুদ্র অন্তরে।' *সুলতান*, ১৭০০; 'ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ির যতন।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* কেশ। 'তদীয় পিতা বলেন, উটি পীরের নূর।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নূরানী [আ] *বিণ* স্বর্গীয়। 'হে জ্যোতির্ময় নূরানী চেরাগ আনলে তুমি।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

নূরি, নূরী [আ] *বিণ* দীপ্তিময়। 'নিরাকার তুমি নূরি।' *লালন*, ১৮৯০; 'তোর রুহানী আয়নাতে দেখরে/ সেই নূরী রওশন।' *নজরুল*, ১৯৩২।

নূরীতন [আ] *বি* ফেরেশতাগণ। 'তা নইলে কি সব নূরীতন/ আদম-তনে সেজদা জানায়।' *লালন*, ১৮৯০।

নূলা [স নূল>] *বি* বিকলাঙ্গ। 'নরই সরই নুলা ঝুলা/ পৈচ পচী আলাভোলা।' *লালন*, ১৮৯০।

নৃতত্ত্ব [স] *বি* মানবজাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশবিষয়ক বিজ্ঞান। 'আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নৃতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিৎ [স] *বি* নৃতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ। 'পুরাতত্ত্ববিৎ ভাষাতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎরা উপেক্ষা করতে পারেন না।' *প্রমথ*, ১৯২৫; 'নৃতত্ত্ববিৎ উপদেশক তৈরি করে নেওয়া হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'নৃতত্ত্ববিদ হয়রান হয়ে মুছবে কপাল তার।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

নৃত্য [স] ১ *বি* নাচ। 'নৃত্য গিত বাদ্য সত্তে করিল আরাধন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* স্পন্দন। 'নাড়ীর নৃত্য অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নৃত্ত [স নৃত্য] *বি* নাচ। 'রূপিল সফল তরু নৃত্ত করে নট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নৃত্য-উছল [স নৃত্য+স উচ্ছল] *বিণ* নৃত্যোচ্ছল। 'নৃত্য-উছল জলে বাজে জলদ তাল।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

নৃত্য করা *ক্রি* চঞ্চল হয়ে নেচে ওঠা। 'নীল সমুদ্রের পরে নৃত্য করে সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য বিস্মৃত হয়ে আপনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নৃত্যকলা [স] ১ *বি* নৃত্যবিদ্যা। 'লেখক কিছুই বাদ দেননি – চিত্রকলাও নয়, নৃত্যকলাও নয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বি* ছন্দ। 'তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন নৃত্যকলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নৃত্যকী, নৃত্তকী [স নর্তকী] *বি* নর্তকী। 'আসে পাশে সমুখে সব নৃত্যকী নাচএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নৃত্তকী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নৃত্যকুশলতা [স] *বি* নাচের নৈপুণ্যতা। 'তাদের নৃত্যকুশলতা দ্বারা সকলের চিত্তবৃত্তি করে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

নৃত্যকুশলা [স] *বিণ* নৃত্যপটু। 'নৃত্যকুশলা পতঙ্গচপলা দরিয়া সহসা অট্টহাস্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'নৃত্যকুশলা বসন্তসেনার হৃদয় প্লাবিত করিয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

নৃত্যক্রিয়া [স] *বি* নাচ। 'ছল পেয়ে ছলা করে ছেড়ে নৃত্যক্রিয়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নৃত্যগিত [স নৃত্যগীত] *বি* নাচগান। 'নৃত্যগিত তালসএ পঞ্চম প্রকাসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

নৃত্যগীত [স] *বি* নাচগান। 'তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর নৃত্যগীত প্রেমভক্তিদান নিরন্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কোথাও কোলাহল, কোথাও নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নৃত্যগীতবাদ্য [স] *বি* নাচ, গান ও বাজনা। 'ধাররাজ ... রাজপথে নানাপ্রকার রচনা করাইয়া নৃত্যগীতবাদ্যাদি মহোৎসবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

নৃত্যগীতময় [স] *বিণ* নাচগানে ভরপুর। 'রবীন্দ্রজয়ন্তী যে নৃত্যগীতময় একটা উৎসবের ব্যাপার হ'তে চলেছে তা আর কতটুকু দুঃখের?' *মোতাহের*, ১৯৫০।

নৃত্যচঞ্চল [স] *বিণ* নাচের তালে চঞ্চল। 'দিকললনার নৃত্যচঞ্চল মঞ্জীরধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

নৃত্যচঞ্চলা [স] *বিণ স্ত্রী* নৃত্যময় ও চঞ্চল। 'পায়ের নিচে নৃত্যচঞ্চলা সমুদ্র।' *কায়সার*, ১৯৬২।

নৃত্যচটুল [স] *বিণ* নৃত্যচঞ্চল। 'নৃত্যচটুল, নিত্য দিনের আমার নর্ম্য-সখা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

নৃত্যচাঞ্চল্য [স] *বি* নাচের চঞ্চলতা। 'হৃদয়ের প্রকাশধর্মের লক্ষ্যহীন নৃত্যচাঞ্চল্য যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নৃত্যচ্ছবি [স] *বি* নাচের ছবি। 'ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নৃত্য-দোদুল [স] ১ *বিণ* নাচের মতো দোলায়মান। 'মাতে রে কোন তরুণ কবি নৃত্য-দোদুল ছন্দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ২ *বিণ* দ্রুত লয়বিশিষ্ট। 'এগুলিতে নৃত্যদোদুল ছন্দ আছে।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪।

নৃত্যনাট্য [স] *বি* নাচসহকারে অভিনীত নাটক। 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'নৃত্যনাট্য সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৫২; 'কথাকলি নিছক নৃত্য নয়, নৃত্যনাট্যও নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

নৃত্যপর [স] *বিণ* নাচছে এমন; নর্তনশীল। 'নিঃশব্দ জীবলোকে নৃত্যপর প্রাণের আনন্দের কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নৃত্যপরা [স] *বিণ স্ত্রী* নৃত্যরত। 'ওগো নৃত্যপরা নূপুরিকার দল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নৃত্যপরায়ণ [স] *বিণ* নৃত্যরত; নাচছে এমন। 'কেঁদ শাখায় ময়ূর পেখম মেলিয়া নৃত্যপরায়ণ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

নৃত্য-পরিশ্রম [স] *বি* নৃত্য করার শ্রম। 'যবে নৃত্য-পরিশ্রম ক্লান্তা সীমন্তিনী ছাড়েন নিশ্বাস ঘন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নৃত্যপরী [স নৃত্য+ফা পরি] *বি* নৃত্য করছে এমন মেয়ে। 'বল নাচে নৃত্যপরী দেখিয়া।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮।

নৃত্য-পাগল [স] ১ *বিণ* নাচে আসক্ত। 'এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্বপরানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* নাচে মাতোয়ারা। 'আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল।' *নজরুল*, ১৯২২।

নৃত্যপিপাসু [স] *বিণ* নাচের জন্য চঞ্চল। 'আনন্দের নৃত্যপিপাসু চরণের মতো।' *মানিক*, ১৯৩৫।

নৃত্যপ্রেম [স] *বি* নৃত্যমগ্নতা। 'প্রভুর নৃত্যপ্রেম দেখি হয় চমৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নৃত্যবিদ্যা [স] *বি* নৃত্যশাস্ত্র। 'তাঁহাকে নৃত্যবিদ্যা ও সঙ্গীতে শিক্ষিতা করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'ইনি নৃত্যবিদ্যায় ওস্তাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নৃত্য-বিভঙ্গ [স] *বি* নাচের ভঙ্গি। 'বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে, নৃত্য-বিভঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নৃত্যবেগ [স] *বি* নাচের গতি। 'নিজের নৃত্যবেগ সংবরণপূর্বক খোকার নৃত্য দেখিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'সে নৃত্যবেগে ললাটঅগ্নি প্রলয়শিখ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নৃত্যভঙ্গি [স] *বি* নাচের ভঙ্গিমা। 'বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গি চঞ্চল সিন্ধুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নৃত্য-ভোলা [স নৃত্য+ভোলা] *বি* নাচ ভুলে গেছে যে। 'ওগো নৃত্য-ভোলা, ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নৃত্যময় [স] *বিণ* নৃত্য করছে এমন। 'সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে নৃত্যময় চিত্ত হতে মত্ত হাসি টুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'সুর যেন নৃত্যময় প্রতি অঙ্গে মোর,/ সম্মুখীন সৃষ্টির আশ্বাসে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

নৃত্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* নৃত্যপর। 'নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্বণের ন্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নৃত্য-মাঝে *ক্রিবিণ* তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে। 'ঝড়ের নৃত্য-মাঝে ঢেউয়ের সুরে বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নৃত্য-মুখর [স] *বিণ* সশব্দে নাচছে এমন। 'নিত্যকার নৃত্য-মুখর প্রভাত।' *নজরুল*, ১৯২২।

নৃত্যমূলক [স] *বিণ* নাচই প্রধান এমন। 'নৃত্যমূলক অভিনয়টা সেই জাতের হতেও পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নৃত্যরতা [স] *বিণ* নৃত্য করছে এমন। 'যখন পরীর দল নৃত্যরতা হয়।' *মাহেলও*, ১৯৪৯; 'সেই দিকে সে যে মত্ত নৃত্যরতা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

নৃত্যরস [স] *বি* নাচের সৌন্দর্য। 'জাগে ... নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নৃত্যরাগ [স] *বি* নাচের রাগিণী। 'আমাদের রক্তে রক্তে ছায়ানটের নৃত্যরাগ তুলিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

নৃত্যশালা [স] *বি* যেখানে নাচ করা হয়। 'নৃত্যশালা আছে তার চারিটা মৃদঙ্গ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

নৃত্যশিল্প [স] *বি* নৃত্যকলা। 'নৃত্যশিল্পের বিষয়ে নানা কথা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

নৃত্যশীল [স] *বিণ* চঞ্চল। 'কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

নৃত্যশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* নৃত্যরত। 'নির্ঝরিণী নৃত্যশীলা, সহসা মিলিছ সরোবরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নৃত্যসভা [স] *বি* নৃত্যের জন্য আয়োজিত সভা। 'এই নৃত্যসভাটি সেই যুবকযুবতীর জন্যই আহূত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নৃত্যসাথী [স নৃত্য+সাথি] *বি* নাচের সঙ্গী। 'তোমার নিত্যখেলার নৃত্যসাথী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নৃত্যহারা [স নৃত্য+হারা] *বিণ* ঢেউহীন। 'নৃত্যহারা শান্ত নদী সুপ্ত তটের অরণ্যচ্ছায়ায় অবসন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নৃত্যাদি [স নৃত্য-আদি] *বি* নাচ প্রভৃতি। 'তাহারা নৃত্যাদিতে যে ব্যয় করিতেছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

নৃত্যাবেশ [স নৃত্য-আবেশ] *বি* নৃত্যমগ্নতা। 'নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নৃপ [স] *বি* রাজা। 'নৃপ সিবসিংহ লখিমা পরমান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নৃপ-আশ্রম [স] *বি* রাজার বাড়ি। 'যখন পশিল নৃপ-আশ্রমে মরিতে পাইলে বাঁচে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নৃপ-দুহিতা [স] *বি* রাজকন্যা। 'নৃপ-দুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য আমার মনোহরণ করিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

নৃপধন [স] *বি* রাজা। 'করো করো নৃপধন, কৈলাসে প্রয়াণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

নৃপনন্দন [স] *বি* রাজপুত্র। 'তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য সন্দর্শনে, নৃপনন্দন মোহিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নৃপনিকেতন [স] *বি* সরকারি অফিস। 'নৃপনিকেতনের সুচিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর হাল্‌ডিে সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নৃপবর [স] *বি* শ্রেষ্ঠ নৃপতি। 'কী পাকে মরএ কৃষ্ণ চিন্তিল নৃপবরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

নৃপবালা [স] *বি* রাজকন্যা। 'নৃপবালা পাবে জ্বালা এ গাঁথনী ভালী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নৃপমণি [স] *বি* শ্রেষ্ঠ রাজা। 'শুনিয়া দানের ধ্বনি ক্রোধ হইল নৃপমণি ডাকাইয়া আনিলেন্ত তাএ।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

নৃপমনি [স নৃপমণি] *বি* শ্রেষ্ঠ রাজা। 'সদয়ত নৃপমনি।' *মালাধর,* ১৫০০।

নৃপযোগ্য [স] *বিণ* রাজার উপযুক্ত। 'চক্ষে দেখি বুঝিলাম নৃপযোগ্য নহে।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০।

নৃপসুতা [স] *বি* রাজকন্যা। 'গেল নৃপসুতাপাশে, রামা হাসে লাজ বাসে।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০।

নৃপাদেশ [স নৃপ-আদেশ] *বি* রাজার আদেশ। 'সিংহলে আসিতে কেন নিলে নৃপাদেশ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

নৃপতি, নৃপতী [স] ১ *বি* রাজা। 'মোর কংস নৃপতীক না করহ ডর।' *বড়ু,* ১৪৫০; 'দ্বিজে নিয়োজিল নিত্যপূজাএ নৃপতি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* সেনাপতি। 'যুধিষ্টির নৃপতিরে ধরিব নিশ্চয়।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৮।

নৃপতিনন্দন [স] *বি* রাজপুত্র। 'পরিচ্ছেদে জ্ঞান হয় নৃপতিনন্দন।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

নৃপতিবিহীন [স] *বিণ* শাসনকর্তাহীন। 'সন্নিধানে আছে রাজ্য নৃপতিবিহীন।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

নৃপতিমণ্ডল [স] *বি* রাজ-রাজড়া। 'জার স্নেহ কর্ম্ম করে নৃপতিমণ্ডলে।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

নৃপুরু [স নূপুর] *বি* নূপুর। 'জঘনে বসে নৃপুরু আতিশয় রুচি গুরু।' *বড়ু,* ১৪৫০।

নৃমণি [স] *বি* শ্রেষ্ঠ নৃপতি। 'অন্যান্ধ নৃমণি।' *মাইকেল,* ১৮৬২।

নৃমুণ্ড [স] *বি* মানুষের মাথার কঙ্কাল। 'ভস্ম নৃমুণ্ড রুধিরাক্ত হস্তিচর্ম যাঁহার সাজ।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

নৃলোক [স] *বি* পৃথিবী। 'সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

নৃশংস [স] *বিণ* নিষ্ঠুর। 'এরূপ নৃশংস আচরণ করা তোমার কদাচ উচিত নয়।' *বিদ্যা,* ১৮৬৩।

নৃশংসতা [স] *বি* নিষ্ঠুরতা। 'বর্ব্বর জাতির নৃশংসতা কোথায় যাইবে।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৪।

নৃশংসে [স] *বি* হে নিষ্ঠুর (সম্বোধন)। 'নৃশংসে, বিরহদাবদগ্ধ তোর দিদিকে আবার বিরহে চালাতে চাস?' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

নৃসিংহ [স] *বি* হিন্দু অবতার বিশেষ। 'মুঞি নীলাচলচন্দ্র কপিল নৃসিংহ।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

নৃসিংহ-উপাসক [স] *বিণ* নরসিংহের উপাসনাকারী। 'শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুন্ন ব্রহ্মচারী।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

নৃসিংহচতুর্দশী [স] *বি* ব্রতবিশেষ। 'অক্ষয়তৃতীয়া, অঘোরচতুর্দশী, ভূতচতুর্দশী, নৃসিংহচতুর্দশী ... ব্রত তিথিমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য।' *অবন,* ১৯১৯।

নে[1] *দ্র* নেওয়া

নে[2] ১ *অব্য* সন্দেহের ভাবসূচক। 'পারি নে কি অনুভব করিতে সে করনলিনী।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬৭। ২ *অব্য* না-সূচক; না। 'যাস নে – যাস নে তোরা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮০; 'কি যে বলে পারি নে বুঝিতে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪।

নেআজ [স ন্যায়] *বি* বাকবলহ। 'নাগর কাহাঞিঁ মোকে বিগুতে আশেষ নেআজ জুড়ী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

নেআলী [স নবমল্লিকা] *বি* নবমল্লিকা। 'চাম্পা নাগেশর আর নেআলী মাহলী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

নেই[1] [স নাস্তি>] *ক্রি* নেয়। 'কেহ নেই পদধূলি কেহ সেই কোল।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

নেই[2] [স নাস্তি] ১ *বিণ* অস্তিত্বহীন। 'কায়াধারী হয়ে কেন তার ছায়া নেই।' *লালন,* ১৮৯০। ২ *ক্রিবিণ* হয়তো না-ই। 'দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

নেই করা *ক্রি* বৃথা তর্ক করা। 'ফের আবার নেই করছিস।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

নেই বা *ক্রিবিণ* অথবা হয়তো না-ই। 'ওরে তোরা নেই বা কথা বললি।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

নেউগী [স নিয়োগী] *বি* বাঙালি হিন্দুর বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীরামজীবন দাষ নেউগী কষ্য মুচলখা পত্র।' *ওর্সা,* ১৭৮২।

নেউটা, নেওটা [স নিবর্তন] *ক্রি* প্রত্যাবর্তন করা। 'এত বলি নেউটী প্রভু গেলা নিজ-স্থানে।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **নেঅট** *ক্রি* ফিরে এসো। 'নেঅট নেঅট সব রাজার সমাজ।' *মালাধর,* ১৫০০। **নেউটিবেক** *ক্রি* ফিরে আসবে। 'করি নানা পরিবন্ধ লেপহ কুঙ্কুমগন্ধ নাগ্রি নেউটিবেক যৌবন।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **নেউটিয়া** *ক্রি* ফিরে এসে; প্রত্যাবর্তন ক'রে। 'নেউটিয়া গোবিন্দাই তার পাসে আসি।' *মালাধর,* ১৫০০। **নেউটিল** *ক্রি* ফিরে এলো। 'ইহা বলি নেউটিল সব রাজাগণ।' *মালাধর,* ১৫০০। **নেউটে** *ক্রি* ফিরে। 'না নেউটে রুক্মি জায় করিবার রন।' *মালাধর,* ১৫০০। **নেওটিল** *ক্রি* ফিরে এলো। 'নেতার বচনে পদ্মা নেওটিল হিয়া।' *বিজয়,* ১৬৫০।

নেউর [স নূপুর] *বি* নূপুর। 'আলিকালি ঘণ্টা নেউর চরণে।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

নেউল [স নকুল] *বি* বেজি। 'লোন কিছু দিবে বাড়া নেউল গোধিকা পোড়া।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

নেউল-ধূসর [নেউল+স ধূসর] *বিণ* বেজির গায়ের রঙের মতো ফ্যাকাশে। 'নেউল-ধূসর নদী।' *জীবন,* ১৯৪২।

নেওচো *বি* আনারস জাতীয় ফল। *মানোএল,* ১৭৪৩।

নেওয়া[1] ১ *ক্রি* নিয়ে যাওয়া। 'কানেট চৌরি নিল অধরাতী।' *চর্যা* ২, ১২০০। ২ *ক্রি* গ্রহণ করা। 'তোঁ মোর নির্আছিস বাঁশী।' *বড়ু,* ১৪৫০। ৩ *ক্রি* তুলে নেওয়া। 'কণ্ঠে নিলেম গান।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৪। ৪ *ক্রি* কেড়ে নেওয়া। 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিলো।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২। ৫ *ক্রি* চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া। 'রেল তৈরী হচ্ছে, আরও লোক নেবে।' *বিভূতি,* ১৯৩৭। **নাও** *ক্রি* গ্রহণ করো। *ওর্সা,* ১৭৮২। **নির্আঁ** *ক্রি* নিয়ে। 'বসুলে নির্আঁ নান্দোঘরে থুইল।' *বড়ু,* ১৪৫০। **নির্আঁছিস** *ক্রি* নিয়েছিস। 'তোঁ মোর নির্আঁছিস বাঁশী।' *বড়ু,* ১৪৫০। **নিই** *ক্রি* গ্রহণ করি। 'দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি, নিই নে কানে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪। **নিছি** *ক্রি* নিয়েছি। 'হু আমি ইসেরায় বুঝে নিছি।' *গিরিশ,* ১৮৮৭। **নিএগ্রা** *ক্রি* নিয়ে। 'বসুদেব থুইল নিএগ্রা নন্দঘোস ঘরে।' *মালাধর,* ১৫০০। **নিতেঁ** *ক্রি* নিতে। 'তেঁসি সহেতী করি নিতেঁ চাহোঁ রাহী।' *বড়ু,* ১৪৫০। **নিনু** *ক্রি* নিয়েছিলাম। 'যখন জনম নিনু।' *নজরুল,* ১৯২৬। **নিব** *ক্রি* নেবো। 'কেহ বলে মুঞি নিব মুকুতার মালা।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **নিবারে** *ক্রি* নিতে। 'আমি আইলাম তোমা সবারে নিবারে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **নিবেক** *ক্রি* দখল করবে। 'বুঝিলাঙ দৈত্যের কার্য নিবেক কাহার রাজ্য।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **নিমু, নিমূ** *ক্রি* নেব। 'আজ্ঞা কর নিমু কোন ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।' *বৃন্দা,* ১৫৮০; 'তো সভার যত পাপ মুঞি নিমূ সব।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **নিষ্যাস** *ক্রি*

নিয়ে যাস। 'আচলে আচলে গাইট বান্দিয়া নিয্যাস।' *বিজয়*, ১৬৫০। **নিয়** *ক্রি* নিয়ো। 'তুমি যাইতে মোরে নিয় সাথে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **নিয়া** *ক্রি* নিয়ে। 'বহিয়া ভাণ্ডিরে তারে এড়িবেক নিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **নিল ১** *ক্রি* নিয়ে গেলো। 'কানেট চৌরি নিল অধরাতী।' *চর্যা* ২, ১২০০। **২** *ক্রি* নিলাম। 'তা সন্ধার হৃদয় হরিআঁ নিল আহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিলা** *ক্রি* নিলো। 'সপ্তম আকাশ পরে নিলা যদি রসুলরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **নিলী** *ক্রি* নিলি; নিয়েছিস। 'সে না বাঁশী আল রাধা নিলী কোণ ভিতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিলে** *ক্রি* নিয়েছিলে। 'পঞ্চমে বামনরূপে/ অধ নিলে বলি ভূপে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নির্লে** *ক্রি* নিলো। 'সব আভরণ কাঢ়ি নির্লে বলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিলেসি** *ক্রি* নিলো। 'বঙ্গে জায়া নিলেসি।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০। **নিলেহেঁ** *ক্রি* নিলে। 'বাঁশী নিলেহেঁ তুহ্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিলোঁ ১** *ক্রি* নিলো; নিয়ে গেলো। 'দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নিয়েছি। 'তাহারো পরাণ লআঁ নিলোঁ যমপুর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নিহ** *ক্রি* নিয়ো। 'খুদ কিছু ধার নিহ সয়্যের ভবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নিহে** *ক্রি* নিলে। 'এথাঞিঁ আহ্মার তোহ্মে নিহে বাঁশী সকল লোকে ভালেঁ জাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নীএ** *ক্রি* নিই। 'আহ্মে বাঁশী নাহি নীএ শ্রীমধুসূদন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নীতে** *ক্রি* নিতে। 'যমুনাক আইলোঁ নীতে পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নীব** *ক্রি* নেবো। 'কিলায়িআঁ কাহ্নাঞিঁ নীব যমুনার নীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নীয়ে** *ক্রি* নিই। 'আহ্মে বাঁশী নাহিঁ নীয়ে শ্রীমধুসূদন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নীল** *ক্রি* নিলো। 'কে না নীল বাঁশী সিঅরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নীলেঁ** *ক্রি* নিলে। 'কৌড়ী নীলেঁ তাহার রে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নে ১** *ক্রি* নাও। 'সব মোর নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নিয়ে। 'ফলারের নেমন্তন্ন হয়েছে, বেলাবেলি ছেলেটা নে যাকু না কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **নেঅ** *ক্রি* গ্রহণ করো। 'যথ ধন নিবা তুহ্মি নেঅ আহ্মা হোন্তে।' *সুলতান*, ১৭০০। **নেউ** *ক্রি* নিক। 'যে হএ মজুরি তার তাহাকেহে নেউ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নেওক** *ক্রি* নিক। 'ছিড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা ত্রিশূল নেওক চোরে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **নেবে** *ক্রি* নেওয়া হবে। 'তাঅ নেবে তুলি পদ্ম হইএ আকৃতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নেয়** *ক্রি* নাও। 'কর্পূর কহেন দাদা মোটমাট নেয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **নেল** *ক্রি* গ্রহণ করলো। 'প্রকট হাস অব গোপত ভেল। বরন প্রকট ফের উহকে নেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নেহ** *ক্রি* নাও। 'একবার নেহ পাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সমুচিত নেহ মোর দানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নৈয়া** *ক্রি* নিয়ে। 'দশবিশ বীরবর ধায় নৈয়া জয়ধর শ্রীমন্তে করিতে গুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নৈল** *ক্রি* নিলো। 'আঅর গাহিআঁ নৈল মাহলী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পাছে গোআলিনী নৈল দধির চুপড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নৈলা** *ক্রি* গ্রহণ করলো। 'মহানৃপ দারা হস্তে নৈলা ভক্ত তাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **নৈলোঁ** *ক্রি* নিলো। 'শতেক কুড়িএঁ রাধা নৈলোঁ মাহাদান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নিয়া যাওন *বি* নিয়ে যাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

নিয়ে-থুয়ে খাওয়া *ক্রি* আয়েশ ক'রে খাওয়া। 'নিই-থুই খাই দু হাত তরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নিয়ে বেড়ানো *ক্রি* নিয়ে চলা। 'সর্বদাই স্কন্ধে বহন করে নিয়ে বেড়াই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নেওয়া[২] *বিণ* গৃহীত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নেওয়াজিয়া [ফা নওয়াজ>] *ক্রিবিণ* মর্যাদার সঙ্গে। 'বাদশার হুজুরে রাখিব নেওয়াজিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নেওয়ারা [স স্নেহপুষ্ট>] *বিণ* অনুগৃহীত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নেংচানো [ফা লঙ্গ] *ক্রি* খোঁড়ানো। 'হাতির পিছে নেংচে চলে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নেংটা, নেঙটা [স নগ্ন] *বিণ* উলঙ্গ। 'খেলকা ছিল মায়ের উদরে নেংটো এলাম ভাবসাগরে।' *লালন*, ১৮৯০।

নেংটো [স নগ্ন] *বিণ* উলঙ্গ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

নেঙটার নেই বাটপাড়ের ভয় – যে লোক নির্লজ্জ তার লোকনিন্দার ভয় নেই। *সুবল*, ১৯০৬।

নেংটি [স নগ্ন>] **১** *বি* কৌপিন। 'মনের নেংটি এঁটে কর রে ফকিরি।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* ছোটো। 'নেংটি ইঁদুর ঘুট ঘুট করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **৩** *বি* কাছা। 'নেংটি ছাড়িয়া তিনহাতি ছোটো ময়লা কাপড়খানি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

নেংটি ঝাড়া করা *ক্রি* নিঃস্ব করা। 'সর্বস্ব ধন নিল চোরে নেংটি ঝাড়া করলো আমারে।' *লালন*, ১৮৯০।

নেংটির আবার বখেড়া সেলাই – অতি দরিদ্রের উচ্চাশা করা। *নজরুল*, ১৯২৭।

নেংটে ইঁদুর *বি* ছোটো ইঁদুর। 'এক নেংটে ইঁদুর বাহাদুরকে প্রেরণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নেংড়ানো [ফা লঙ্গ>] *ক্রি* বাড়াবাড়ি করা। 'একটা কথাকে নিয়ে বেশি নেংড়ানো কিছু নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নেক[১] [ফা] **১** *বিণ* পুণ্যময়। 'একে একে পয়গাম্বর যত নেক নাম।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* উত্তম। *ভবানী*, ১৮২৩।

নেককাম [ফা নেক+স কর্ম>] *বি* পুণ্যকর্ম। 'নেককাম করেছিনু ইহার লাগিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নেককার [ফা] *বিণ* পুণ্যবান। 'সাজেলা ছাওয়াল রামা বড় নেককার।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

নেকতন [ফা] *বিণ* পুণ্যবান। 'নেকতন বান্দারা যত ভেদ পেলে আউলিয়া হতো।' *লালন*, ১৮৯০।

নেকদিল [ফা] *বিণ* সৎ মানসিকতা সম্পন্ন। 'ছোটবৌটা বড় ভালো, বড় নেকদিল ছিল গো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

নেকনজর [ফা নেক+আ নজর] *বি* সুনজর; সদয়দৃষ্টি। 'জমির উপর একবার খোশ মেজাজে নেক নজর করেন।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮; 'আমার উপরে ওর নেকনজর আছে কী ভাগ্যিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নেক-নজরী [ফা নেক+আ নজর>] *বি* প্রসন্ন-দৃষ্টি। 'মাহে নও-র প্রতি সকলের নেক-নজরীর জন্য আন্তরিক শোকরিয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নেকনামি [ফা] *বি* সুনাম। 'তবে তোমার নেকনামি হইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

নেকবক্ত [ফা নেক+আ বক্ত] *বিণ* সৌভাগ্যবান। 'রাছুল কহেন ভাই তুমি নেকবক্ত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নেকবখত [ফা নেক+আ বক্ত] *বিণ* সৌভাগ্যবান; পুণ্যবান। 'বাপ-মা সেই নেকবখত ছেলে লইয়া সুখে কাল কাটাইবে।' *মনসুর*, ১৯৫০।

নেক-বদী [ফা নেক+ফা বদী] *বিণ* ভালো-মন্দ। 'নেক-বদী কাম যত জীবনের লিখিয়া রাখিছ।' *জসীম*, ১৯৩৩।

নেকবন্দ [ফা] *বিণ* পুণ্যবান। 'তাদের মধ্যে গুণাগার আছে, নেকবন্দ আছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নেক[২] [ই] *বি* গলা। 'গলায় সাদা ফিতে (নেকটাই) বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নেকচেন [ই] *বি* গলার হার। 'নেকচেন, চুড়ি এবং অন্যান্য গহনার সঙ্গেও গায়ের রঙ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নেকটাই [ই] *বি* গলাবন্ধনী; ব্রিটিশ রীতিতে গলায় বাঁধার ফিতা বিশেষ। 'গলায় সাদা ফিতে (নেকটাই) বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নেকলেস, নেকলেশ [ই] *বি* গলার হার। 'হ্যামিলটনের নেকলেস এবার/ তারা-হারের মুখে ছাই।' *গিরিশ* ১৮৮৩; 'একালের নেকলেশ, সেকালের কণ্ঠমালা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

নেকড়া [স লক্তক] *বি* ছেঁড়া কাপড়। 'এ বেটারা নেকড়ার আগুন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

নেকড়িয়া [হি লকড়া] *বি* নেকড়ে; কুকুর জাতীয় হিংস্র জন্তু। 'এক নেকড়িয়া অত্যন্ত লোভেতে একখান হাড় গিলিতে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

নেকড়ে [হি লকড়া] *বি* এক প্রজাতির বাঘ; গোবাঘা। 'নেকড়ে বাঘ।' *ওর্সী*, ১৭৮৫; 'এক নেকড়ে বাঘ, খোঁয়াড় হইতে একটি মেষশাবক লইয়া যাইতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

নেকড়ে বাঘ *বি* কুকুর জাতীয় হিংস্র জন্তু। *ওর্সী*, ১৭৮৫।

নেকন [স লিখন] ১ *বি* কপাল; ভাগ্য। 'পাথর মেরে এমন নেকনকে (কপালকে) ভেঙে কুচিকুচি করি আমি।' *তারা*, ১৯৪২। ২ *বি* লিখন। 'তোর কপালের নেকন খণ্ডাবে কেডা।' *হাসান*, ১৯৭৪।

নেকরা [ফা নখরা] *বি* তামাশা; নেকামি। 'গহনাগাঁটি পরিয়া বাবুর নিকট বাহার দেয়া এ তোমার কি নেকরা।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'তুই কত নেকরাই জানিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

নেকা[1] [ফা নেক] ১ *বি* নির্বোধ। 'মোর বোল শুন নেকা বুড়িরে মারিআ ঢেকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অজ্ঞতার ভান। 'মিষ্টালাপ করিবার কালীন নেকা লইবা।' *ভবানী*, ১৮২৮। দ্র ন্যাকা

নেকাপনা [ফা নেক>] *বি* নির্বুদ্ধিতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নেকামি [ফা নেক>] *বি* নির্বুদ্ধিতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নেকা[2] [আ নিকাহ্] *বি* বিবাহ। 'নেকা পড়াইতে তবে তৈয়ার করিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নেকাহ [আ নিকাহ্] *বি* বিবাহ। 'নেকাহ তালাকের সাক্ষী গোপাল মৌলভী সুলতান আহাম্মদ সাহেব।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

নেকাব [আ নিকাব] *বি* ঘোমটা। 'উতারো নেকাব হাঁকে মোর দুরন্ত কামনা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নেকার [স ন্যক্কার] *বি* বমি। 'পোদে তৈল দিতে কত তুলিব নেকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নেকালা [হি নিকালনা] *ক্রি* বিতাড়ন করা। **নেকালিয়া** *ক্রি* বিতাড়ন ক'রে। 'শুনিয়া আনসারী তবে যায় নেকালিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **নেকালিব** *ক্রি* বের করবো। 'নেকালিব জান তার করিয়া আসান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নেকি, নেকী [ফা] ১ *বি* সৎকাজ। 'সর্বজন সঙ্গে কর নেকির অভ্যাস।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* পুণ্য। 'নেকীর বাতাস বহে তামাম জাহানে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* পুণ্যবান। 'নেকী বান্দা পার হয়ে যায়।' *জসীম*, ১৯৩১।

নেক্সট [ই] *বিণ* পরবর্তী। 'চলেই যাই নেক্সট ট্রেনে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

নেগাবান, নেঘাবান [ফা নেগাহ্>] *বি* রক্ষাকর্তা। 'মোর নেঘাবান আছে করিম কাদের।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'কারণ দেখ সেই গোলাটি নেগাবান তার দুইটি।' *লালন*, ১৮৯০।

নেগাহবান, নেগাহ্‌বান [ফা নেগাহ্>] ১ *বিণ* রক্ষণাবেক্ষণকারী। 'ঐ স্ত্রীর নিকটে নেগাহবান লোক রাখিয়া স্বস্থানে গেলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* পাহারাদার। 'ক্রমে কুঠীর নেগাহ্‌বান সর্দারগণও জাগিয়া উঠিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

নেগেটিভ [ই] *বিণ* ঋণাত্মক (বিদ্যুৎ সম্বন্ধে)। 'বিজ্ঞানীরা এক জাতের নাম দিয়েছেন পজিটিভ, আর-এক জাতের নাম নেগেটিভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নেগেটিভধর্মী [ই নেগেটিভ+স ধর্মী] *বিণ* ঋণাত্মক গুণসম্পন্ন। 'ইলেকট্রন-কণা যে বৈদ্যুতের বাহন সে নেগেটিভধর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নেগ্যা *অব্য* জন্যে। 'মুই তোর নেগ্যা ঘরে বস্যা থাকিলাম।' *কেরি*, ১৮০২।

নেঙুড় [স লাঙ্গুল] *বি* লেজ। 'নেঙুড় বাহলায় সিংহে মাথার উপর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নেচার [ই] *বি* স্বভাব। 'নারীর নেচার নিতে, হা ভারত মাতা।/ নারী-মুণ্ড হল আজি নর বিশ্বত্রাতা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নেচারী [আ নসারা] *বি* খ্রিস্টান। 'নেচারী ও কাদিয়ানী প্রভৃতি অভিনব অনৈসলামিক মতের প্রাবল্যে।' *বঙ্গনুর*, ১৯২২।

নেচারেল [ই] *বিণ* বাস্তবসম্মত। 'দুটো কিছু আর একবয়সী নয়, তা হলেই নেচারেল হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

নেচি *বি* আটা বা ময়দার ছোটো পিণ্ড। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বাছুরটা হয়ে গেল ময়দার নেচির মত লম্বা।' *তারা*, ১৯৪০।

নেছাব [আ নিসাব] *বি* পাঠ্যসূচি। 'পুরাতন নেছাবের প্রায় সকল মাদ্রাসাতেই বাঙ্গলা শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

নেছার [আ নিছার] *বি* উৎসর্গ। 'নেছার করেছি জান তেনার পাও পর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নেজ [স লাঙ্গু] *বি* লেজ। 'ভাবএ বিষাদ নেজ সভাকার কাটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নেজনী *বি* নদীবিশেষ। 'নেজনী নদীর ঢেউয়ে।' *জীবন*, ১৯৪০।

নেজা [ফা নিজাহ্] *বি* বর্শা। 'ফোটা দিয়া বিন্ধে বেঁজা ছুড়িতে শিখএ নেজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নেজাদার [ফা নিজাহ্-দার] *বি* বর্শা নিক্ষেপকারী। 'পঞ্চাশ হাজার তাতে আছে নেজাদার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নেজাবাজি [ফা নিজাহ্-বাজি] *বি* বর্শা নিয়ে যুদ্ধ। 'নেজাবাজি বাণ শিখিলেন্ত প্রতিনিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নেজামত [আ নিজামত] *বি* প্রধান শাসনকর্তার দফতর। 'নেজামতের আমলা।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

নেজুড় [স লাঙ্গু>] *বি* লেজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ন্যাড়-নেজুড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'হাঁটবার সময় নেজুড় যতই কেন নিভৃতস্থানে সংলগ্ন করুক ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নেজ্জ [স লাঙ্গু] *বি* লেজ। 'নেজ্জে ধরি দেই পাক সিংহ জেম ফিরে চাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নেট[1] [ই] *বিণ* খরচ বাদে থাকে এমন। 'দু লাখ টাকা নেট প্রফিট।' *জীবন*, ১৯৩২।

নেট প্রফিট [ই] *বি* আনুষঙ্গিক খরচ বাদে মোট লাভ। 'দু লাখ টাকা

নেট প্রফিট।' *জীবন*, ১৯৩২।

নেট[2] [ই] *বি* জাল। 'নীহার নেটের ঝাপসা মশারি, যেন বর্জার তারই।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

নেটের পর্দা [ই নেট>+ফা পর্দা] *বি* জালের পর্দা। 'নেটের পর্দা টাঙানো।' *মানিক*, ১৯৩৬।

নেটিভ, নেটীভ [ই] *বিণ* স্থানীয়। 'বেলাক নেটিভ লেডি শেম শেম শেম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'তর্কের অনুরোধে আবার কোন নেটীভ খ্রীষ্টিয়ান হয়ত মনে করিবেন যে রমণীর জ্ঞান-পিপাসা ...।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

নেটিব, নেটীব [ই] ১ *বিণ* স্থানীয়। 'নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বাস্থ্যাগার ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'ধূলা নিবারণ পোলীস কমিটী নেটিব জুরি প্রভৃতি রাজার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* ভারতবর্ষীয় লোক। 'নেটিব বা সাহেব বলিয়া কোন ঘৃণাসূচক বাক্য নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নেটীব জুরি [ই] *বি* দেশীয় সদস্য দিয়ে গঠিত জুরি। 'ধূলা নিবারণ পোলীস কমিটী নেটিব জুরি প্রভৃতি রাজার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

নেটে [স নট>] *বি* নাটুয়া; নর্তক। 'শক্রধর নেটে নাচে নাচে সুযন্ত্র সুতাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নেটেলা [স যষ্টি>] *বি* লাঠিয়াল। 'যদি মোর সঙ্গে না পেট্‌য়ে দিস তবে নেটেলা দিয়ে ধর্‌য়ে নিয়ে যাব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নেটো [স নট>] *বি* নর্তক। 'ওরে যার নেটো তারি নাট।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নেটোবেলে *বি* ছোটো বেলে মাছ। 'তাজা তাজা তরকারি তাহে নেটোবেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

নেড়া, নেড্যা [স নগ্নাট] ১ *বিণ* কেশ মুণ্ডিত করা হয়েছে এমন। 'ঝাঁটামুড়াপারা গোঁফ মাথা তার নেড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'ওর তবে লেজখান নেড্যা রেখে যাবি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* টেকো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বিণ* পাতাশূন্য। 'নেড়া গাছে এত রাঙা অল দেখায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৪ *বিণ* ফসলহীন। 'ধানের জমী প্রায় সে নেড়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৫ *বি* ধান কাটার পর ক্ষেতে পড়ে থাকা ধানগাছের গোড়া; নাড়া। 'আসুক না খেয়ের নেড়ায় আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেব না ... ?' *কায়সার*, ১৯৬২।

নেড়া কবার বেলতলায় যায় – কোনো কাজে যে একবার ঠকে, সে দ্বিতীয়বার সে কাজ করে না। *সুবল*, ১৯০৬।

নেড়াছন্দ [নেড়া+স ছন্দ] *বি* ছন্দের প্রকারবিশেষ; মুক্তক ছন্দ। 'ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যেন আমি নেড়াছন্দে ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে নাটক লিখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নেড়া মাথা *বি* চুল চেঁছে ফেলা হয়েছে এমন মাথা। 'যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নেড়ানেড়ি, নেড়ানেড়ী [স নগ্নাট>] *বি* বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী। 'নেড়ানেড়ী একত্র মহোৎসব করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'নেড়ানেড়ি গোড়াদের ভিক্ষার সম্বল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

নেড়ি, নেড়ী[1] [স নগ্নাট>] *বি* বৈষ্ণবী; নিম্নবর্ণের বৌদ্ধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নেড়িকবি [নেড়ি+স কবি] *বি* বৈষ্ণবী কবিয়াল। 'নেড়িকবি গান করিতে আসিয়াছিল ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

নেড়ি কুকুর *বি* ইতর শ্রেণীর এক প্রকার কুকুর। 'সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নেড়ির কবি *বি* বৈষ্ণবী কবিয়ালদের পরিবেশিত কবিগান। 'রথের প্রথমে পেটা ঘড়ি, নিশান, খুন্তি, ভোড়োং ও নেড়ির কবি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নেড়ীর গান *বি* বৈষ্ণবীদের কবিগান। 'নেড়ীর গান শকের যাত্রা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নেড়ী[2] *বিণ* সরু; সংকীর্ণ। 'পুরোনো ঢাকার নেড়ী গলি ছেড়ে ... ফ্ল্যাটে যাই।' *শামসুর*, ১৯৭০।

নেড়ে [স নগ্নাট>] *বি* (তুচ্ছার্থে) মুসলমান (এক সময়ে সমাজের নীচ তলায় অবস্থিত নেড়া বলে পরিচিত বৌদ্ধরা মুসলমান হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে)। 'সে বেটা জেতে নেড়ে।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ন্যেড়ে [স নগ্নাট>] *বিণ* (তুচ্ছার্থে) নেড়ে; মুসলমান। 'দিল্লির ন্যেড়ে চীফ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নেড়ে চেড়ে দেখা *দ্র* নাড়া

নেত[1] [স নেত্র>] *বি* বস্ত্রখণ্ড; রেশমি বস্ত্র। 'নেত বাস ওহাড়ন দিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নেতধটি, নেতধড়ি, নেতধটী [স নেত্র>+স ধটী>] *বি* রেশমের তৈরি সূক্ষ্ম বস্ত্র। 'এত বলি নেতধটি তারে পরাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নেতধিটি [স নেত্র>+স ধটী>] *বি* রেশমের তৈরি সূক্ষ্ম বস্ত্র। 'নেতধিটি মোরা পাই নাই খুঁজে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

নেতের আচল *বি* রেশমি কাপড়ের আঁচল। 'নেতের আচল ভিজে নয়নে জলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নেত[2] [স নেত্র] *বি* নেত্র। 'তব কৃপালোকনেতে/ কৃত কর্‍্যা সংকৃতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নেতা [স] ১ *বি* পথ প্রদর্শক। 'সেতা বলে নেতা তাই দেখি বিপরীত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* রাজনৈতিক দলের প্রধান ব্যক্তিরা। 'প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনার সময় নেতারা কী করেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নেতাগিরি [স নেতা+ফা গিরি] *বি* নেতৃত্ব। 'আজ তারই নেতাগিরির দিন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নেতানো ১ *ক্রি* অবসন্ন হয়ে পড়া। 'অঙ্গ আসে অলস হয়ে নেতিয়ে-পড়া অলস ঘুমে।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ *ক্রি* নরম হয়ে যাওয়া। 'নেতিয়ে গেছে সব।' *জীবন*, ১৯৩২।

নেতিয়ে-পড়া *বিণ* ঝিমিয়ে যাওয়া। 'মাঝখানে নেতিয়ে-পড়া দেহটাকে আড়কোলা করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নেতার মারা *ক্রি* সর্বনাশ করা। 'টেনে-উপড়ে একেবারে গাছের নেতার মেরে দিয়েছে।' *তারা*, ১৯৪৬।

নেতিয়ে-পড়া *বিণ* এলিয়ে পড়ছে এমন। 'কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে-ভরা, নেতিয়ে-পড়া, ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নেতি[1] [স] *বি* নিষেধার্থক ভাব; বিপরীতধর্মিতা। 'ইহা কেবল একটা নেতিভাবক গুণ নহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'তোমার অজস্র দান বরঞ্চ গিয়েছে রেখে নেতির প্রমাণ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

নেতিবাচক [স] *বিণ* নিষেধার্থক; নঞর্থক। 'আমি যা বলেছি তা সম্পূর্ণ নেতিবাচক।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

নেতিবাদ [স] *বি* নেতিবাচকতা। 'তাই নেতিবাদের স্থানে ... আমি

ধীশক্তির পরিচয় দিচ্ছি না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নেতিভাবক [স] *বিণ* নেতিবাচক। 'ইহা কেবল একটা নেতিভাবক গুণ নহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নেতিমূলক [স] *বিণ* নেতিবাচক। 'ন্যায়ের মত নেতিমূলক।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

নেতিসূচক [স] *বিণ* নেতিবাচক। 'যে স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায় সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নেতি[২] [স লতা>] *বি* লতি; কানের নীচের নরম মাংস। 'নেতি কেন গোটা কানই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক।' *মনোজ*, ১৯৬১।

নেতৃ [স] *বি* নেতা। **নেতৃত্ব** [স] *বি* নেতৃত্ব দেওয়ার ভূমিকা। 'কাহারো নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তার নেতৃত্ব বড়ো বয়সের ছেলেরাও স্বভাবতই স্বীকার করে নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'নেতৃত্বভার যে ভারতের যোগ্যতম রাষ্ট্রধুরন্ধরের হাতে থাকা উচিত।' *আজাদ*, ১৯৪০।

নেতৃত্বশূন্য [স] *বিণ* নেতা নেই এমন। 'বাংলা যে নেতৃত্বশূন্য হইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

নেতৃত্বাভিলাষ [স নেতৃত্ব-অভিলাষ] *বি* নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকার বাসনা। 'ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও নেতৃত্বাভিলাষের ক্ষতিকে বিরোধীদলগুলির মাঝখানে আর বড় হইয়া উঠিতে না দিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

নেতৃমহল [স নেতৃ+আ মহল] *বি* নেতা-নেত্রীদের সমাজ। 'জানানো দরকার, সরকার ও নেতৃমহলে আমাদের কী কী দাবী।' *বেগম*, ১৯৪৭।

নেতৃস্থানীয় [স] ১ *বিণ* নেতৃত্ব দেয় এমন। 'নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও অনেকে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

নেতৃস্থানীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* নেতাতুল্য। 'অরুণা আসফ আলী ভারতের বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয়া।' *বেগম*, ১৯৫০।

নেত্র [স] *বি* চোখ। 'দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নেত্রক্ষেপ [স] *বি* নয়নপাত। 'সেই সন্ত্রস্ত নেত্রক্ষেপ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নেত্রগোচর [স] *বিণ* দৃষ্ট। 'অধর্মের প্রাদুর্ভাব সর্বত্র নেত্রগোচর হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নেত্রজল [স] *বি* অশ্রু। 'নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মুখ তিতে নেত্রজলে ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

নেত্রজ্বালা [স] *বি* চোখের যন্ত্রণা। 'জ্বলে ওঠ এইবার মহাকাল-ভৈরবের নেত্রজ্বালাসম ধকধক।' *নজরুল*, ১৯২৩।

নেত্রধারা [স] *বি* অশ্রুধারা। 'যদি তার নিরাধারা নেত্রধারা দেখেছি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

নেত্র নিমীলন [স] *বি* চোখ বোজা। 'মা একবার চাহিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নেত্রনীর [স] *বি* চোখের জল। 'আইলো তরুর কোলে তাসি নেত্রনীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নেত্রপাত [স] *বি* দৃষ্টিপাত; অবলোকন। 'যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই পরমেশ্বরের কার্য্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নেত্রপাত করা *ক্রি* দৃষ্টিপাত করা। 'যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই পরমেশ্বরের কার্য্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নেত্রবন্ধ [স] *বি* কানামাছি খেলা। 'কোনাকোনি নেত্রবন্ধ খেলায় সদাই মত্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নেত্র-ভ্রমর [স] *বি* চোখ রূপ ভোমরা। 'তৃষ্ণার্ত প্রভুর নেত্র-ভ্রমর যুগল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নেত্রমার্জন [স] *বি* চোখ মোছা। 'তাহার নেত্রমার্জন ও মুখচুম্বন করিয়া, সস্নেহবাক্যে বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নেত্রশূল [স] *বি* চোখের ব্যথা; যা দেখতে মন চায় না। 'বিরহিণী কামিনীজনার নেত্রশূল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

নেত্রসার [স] *বিণ* দৃষ্টিনন্দন। 'রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উল্লাসে লাক্ষণিক, – নেত্রসার, কপোলপ্রধান প্রাক্প্রচ্ছদ নটী যেন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

নেত্রানন্দ [স নেত্র-আনন্দ] *বি* চোখের আরাম। 'সত্য কৃষ্ণ আইল নেত্রানন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নেত্রোৎসব [স নেত্র-উৎসব] *বি* হিন্দুসমাজে দেবতাদের চোখ আঁকা উপলক্ষে উৎসব। 'পরদিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি চিত্র করিয়া নেত্রোৎসবের দিনে নেত্রোৎসব করায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

নেত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* নেতৃত্বদানকারী। 'তাহাদের দলের নেত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

নেত্রীত্ব [স] ১ *বি* পরিচালনা। 'খাতুনের নেত্রীত্বে ... প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন।' *বেগম*, ১৯৪৭। ২ *বি* নেতার কাজ। '... এই কমিটির নেত্রীত্ব করছেন।' *বেগম*, ১৯৬৫।

নেত্রীস্থানীয়া [স] ১ *বিণ স্ত্রী* নেতৃত্বে আছে এমন। 'নেত্রীস্থানীয়া মহিলারা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য হ্রাসের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বিণ স্ত্রী* নেতাতুল্য। 'শুধু শহরের জন কয়েক নেত্রীস্থানীয়া, শিক্ষিতা বোনদের মধ্যে এই জাগরণ এলে চলবে না।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নেত্রোৎসব দ্র নেত্র

নেদা [হি নাদ] *বি* ঘোড়ার মল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নেদি দেওয়া *ক্রি* লেপন করা। 'গোময় রাশি প্রাচীরের চতুর্দ্দিগে নেদি দিয়া হস্ত ধৌত করিয়া ...।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

নেপচুন [ই] *বি* দূরত্বের দিক দিয়ে সূর্যের অষ্টম গ্রহ; ভারতীয় জ্যোতিষ অনুযায়ী বরুণ। 'নেপচুন গ্রহে দুই উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নেপথ্য [স] ১ *বি* রঙ্গমঞ্চের অন্তরালবর্তী জায়গা। 'নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* আড়াল। 'মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নেপথ্যপ্রাঙ্গণ [স] *বি* রঙ্গমঞ্চের অন্তরালবর্তী স্থান। 'শতশত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নেপথ্যবাসী [স] *বিণ* আড়ালে থাকে এমন। 'রামকিশোরের নেপথ্যবাসী ভিতরের মনটা তখন বাহিরের মনের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নেপথ্যবিধান [স] ১ *বি* অভিনয়শিল্পীদের অভিনয়ের আগের সাজসজ্জা। 'নেপথ্যবিধান চলছে, আগে অভিনয় আরম্ভ হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* সাজসজ্জা। 'নেপথ্যবিধান করাটা যে নারীধর্ম

এ জ্ঞান লাভ করবার তার কখনো সুযোগ ঘটেনি।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

নেপথ্যবিধান-গৃহ [স] *বি* গোপন নীতি নির্ধারণের স্থল। 'তার পোলিটিকাল নাট্যশালার নেপথ্যবিধান-গৃহে ইহাদের গতিবিধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নেপালি, নেপালী [স নেপাল] **১** *বি* নেপালের অধিবাসী। 'মিশ্রজাতীয় নেপালী ... সকলে আপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* জাতিবিশেষ। 'দ্রাবিড়ি হইতে নেপালি পর্যন্ত নানা বিচিত্র জাতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বি* নেপাল দেশীয়দের ভাষা। 'কেবল রাজপুতানি নেপালি হিন্দির সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

নেপুর [স নূপুর] *বি* নূপুর। 'শোভিত নেপুর রত্ন আনট বিছিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নেপো [স নৃপ] *বি* ধূর্ত ব্যক্তি। 'দালালি কাজটা ভাল, নেপো মারে দইয়ের মতন বিলক্ষণ গুড় আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নেপো মারে দই – উৎপাদনকারীকে বঞ্চিত ক'রে তৃতীয় পক্ষের সুবিধাভোগ। 'দালালি কাজটা ভাল, নেপো মারে দইয়ের মতন বিলক্ষণ গুড় আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নেপ্চ্যুন [ই] *বি* নেপচুন; সৌরজগতের একটি গ্রহ। 'উরেনসে ৬২২৬ বৎসরে, নেপ্চ্যুনে ৯৬৮৫ বৎসরে পৌছিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। *দ্র* **নেপচুন**

নেফা *বি* পায়জামার উপরের অংশ। 'বেগম সাহেবার কোমরে নেফার (পায়জামার উপরাংশের) কিছু উপরে রাখিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

নেবড়ান *বিণ* নিংড়ানো। 'তেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘণ্টো ও আটা নেবড়ান লুটে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট হয়ে বসে আচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নেবা [স নির্বাণ] **১** *বি* নিবে যাওয়ার অবস্থা। 'এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* নির্বাপিত। 'দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

নেবারা [স নিবারণ>] *ক্রি* নিবারণ করা। **নেবার** *ক্রি* নিবারণ করো। 'আক্ষার বচনে পুত্তা নেবার ত মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নেবারবি** *ক্রি* নিবারণ করবি। 'কত নেবারবি দীঠি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **নেবারহ** *ক্রি* নিবারণ করো। 'নাগরালী তেজ কাহাঞিঁ নেবারহ মন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নেবারিল** *ক্রি* নিবারণ করলাম। 'আক্ষে চিত্ত নেবারিল তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নেবারী** *ক্রি* নিবারণ ক'রে। 'এবার থাকহ মন নেবারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নেবু [ফা লিমূন] *বি* লেবু। 'নেবু কোলি-আদি নানা প্রকার আচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুরপাড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

নেবুকুঞ্জবন [ফা লিমূন+স কুঞ্জবন] *বি* লেবু বাগান। 'আজ একাকী নেবুকুঞ্জবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

নেবু-নিকুঞ্জ [ফা লিমূন+স নিকুঞ্জ] *বি* লেবু গাছের বাগান। 'দূর নেবু-নিকুঞ্জের রসপাত্রগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নেবেদন [স নিবেদন] *বি* নিবেদন। 'আমার নেবেদন এই।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

নেব্যুলা [ই] *বি* নীহারিকা। 'য়ুরোপীয় ভাষায় এদের বলে নেব্যুলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নেভা [স নির্বাণ>] **১** *ক্রি* নিভে যাওয়া। 'জ্বলে নেভে কত সূর্য নিখিল ভুবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *ক্রি* ধ্বংস হওয়া। 'ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *ক্রি* অস্তমিত হওয়া। 'চারি দিকে কলকাতার হেমন্তের বিকেল নিভছে।' *জীবন*, ১৯৪০। **৪** *ক্রি* স্তিমিত হওয়া। 'পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে।' *জীবন*, ১৯৪২। **৫** *ক্রি* ভাটা পড়া। 'স্বামীর উৎসাহ নিভিয়া আসে।' *শওকত*, ১৯৫৮। **৬** *বিণ* মৃত। 'কত নেভা প্রাণে বাতি দেয় জ্বেলে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

নেভি [ই] *বি* নৌবাহিনী। 'তিনি নেভিতে চাকরি করতেন বলে ঘুরে বেড়াতেন সারা পৃথিবী।' *সুনীল*, ১৯৭০।

নেম[1] [স নিয়ম] *বি* প্রথা। 'শতে এক যায় যার আছে ধর্ম নেম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নেম[2] [ই] *বি* নাম। 'পিঁড়ি পেতে ঝুরো লুসে মিছে ধরি নেম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

নেম-ডে পার্টি [ই] *বি* নামকরণ উৎসব। 'মামার মেয়ের নেম-ডে পার্টি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

নেমপ্লেট [ই] *বি* নামফলক। 'দুয়ারে উজ্জ্বল নেমপ্লেট।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

নেমক [ফা নমক] *বি* লবণ। 'রাছুলেরে না ডরিলি নেমক হারাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নেমক খাওয়া *ক্রি* অন্যের কাছ থেকে উপকৃত হওয়া। 'বাংলা সাহিত্য সরকারের নেমক খায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নেমকহারাম [ফা নেমক+আ হারাম] *বিণ* অকৃতজ্ঞ। 'এমন নেমকহারাম কখন দেখিনি।' *শরৎ*, ১৯১৩।

নেমকহারামি, নেমোখ্যারামি [ফা নমক+আ হারাম>] **১** *বি* বিশ্বাসঘাতকতা। 'বলে নেমকহারামি করিতে পারিব না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* অকৃতজ্ঞতা। 'নেমকহারামি যাকে বলে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

নেমকহালাল [ফা নমক+আ হালাল>] *বিণ* কৃতজ্ঞ। 'নগেন্দ্রের নেমকহালাল হিন্দুস্থানীরা মা ঠাকুরাণী বলিয়া পাছু লাগিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

নেমন্তন্ন, নেমন্তোন্নো [স নিমন্ত্রণ] *বি* নিমন্ত্রণ; দাওয়াত। 'কলারের নেমন্তন্ন হয়েছে, বেলাবেলি ছেলেটা নে যাকু না কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'যাত্রার নকীব সেজে ... নেমন্তোন্নো কত্তে বেরোন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আজ তাদের নাচে নেমন্তন্ন, কাল ডিনারে, পরশু থিয়েটার, তরশু রাত্তিরে ম্যাডাম প্যাটির গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

নেমন্তন্নে, নেমন্তন্নে [স নিমন্ত্রণ>] *বি* যাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। 'বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নেদের গা সারতে অফিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুটলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নেমাজ [ফা নামাজ] *বি* নামাজ। 'রোজা নেমাজ না জানিএগ্র বোলাইল গোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নেমি [স] *বি* চাকার পরিধি। 'সকলই নেমির পেষণে দলিত হইয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

নেমুনা [ফা নমুনাহ্] *বি* আদর্শ। *মালোএল*, ১৭৪৩।

নেমেসিস [ই] *বি* গ্রীক দেবীবিশেষ। 'নেমেসিস-হাসি কেঁপেছে আবার প্রাণ ঝরে ফের জীবনের মানচিত্র।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

নেম্বু [আ লিমূন] *বি* লেবু। 'সফ তালু তুত নেম্বু বাতাবি ...।' *কেরি*, ১৮০২।

নেয়াই [স ন্যায়] *বি* ন্যায়। 'মাঝি নেয়াই নাহি হব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নেয়াজ [ফা] *বি* উপঢৌকন। 'পীরের অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত নজর ও নেয়াজ দিতে হয়।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

নেয়াপাতি *বি* কচি ভাব। 'শ্রীকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ণ, বেঁটে খেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নেয়ামত [আ নিয়ামত] *বি* সম্পদ। 'ভেট ঘাট নেয়ামত ভেজিল তামাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নেয়ায় [স ন্যায়] *অব্য* মতো। 'মৃত্যুতুর ধনুকের নেয়ায়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩

নেয়ার [ফা নয়ার] *বি* পাজামা বাঁধার ফিতা; কোমরবন্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নেয়াল [ফা নিহাল] *বি* তোষক বা গদি। 'নেয়াল করিআ আট প্রথমে বিছায় খাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নেয়ে [নাও>] *বি* মাঝি। 'কেহ না দেখিতে পায় পৈচাশিক নেয়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

নেয়ে ওঠা *দ্র* নাওয়া

নেয়েচ *দ্র* না[২]

নের্ত [স নৃত্য] *বি* নাচ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

নেলপলিশ [ই] *বি* নখরঞ্জনী। '*সৌন্দর্য বজায় রাখতে নেলপলিশ ব্যবহার করা যেতে পারে।*' *বেগম*, ১৯৪৭।

নেলানো *ক্রি* লেলিয়ে দেওয়া। **নেলিয়ে** *ক্রি* লেলিয়ে। 'ভদ্দর লোকদের নেলিয়ে দিয়ে কিছু পটে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

নেল্লে *বি* তুষযুক্ত ধান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নেশন, নেশান [ই] *বি* ভাষা, ধর্ম ও ভৌগোলিক পরিচয়ভিত্তিক সম্প্রদায়বিশেষ। 'নেশন ব্যাপারটা কী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'এই নেশান বা জাতি সম্বন্ধে মুছলমানের আদর্শ স্বতন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'নেশনের বাইরেও মহাসত্য আছে, সনাতন ধর্মেই তাঁর স্বাজাত্য রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

নেশনতন্ত্র [ই নেশন+স তন্ত্র] *বি* জাতীয়তাবাদ। 'এই অন্ধতা নেশনতন্ত্রেরই মূলগত ব্যাধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

নেশনত্ব [ই নেশন+স ত্ব] *বি* জাতীয়তা। 'নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশনত্বের দিকে, বিশ্বনেশনত্বের দিকে যাইতে না দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'তাহারা চায় অখণ্ড ভারতের এক-নেশনত্বের ভিত্তিভূমির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত শর্তহীন, সীমাহীন পূর্ণ স্বরাজ।' *আজাদ*, ১৯৪২।

নৈশনিক [ই নেশন+স ইক] *বিণ* জাতিগত। 'মুসলমান নেতারা তাঁদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় ত্যাগ করে নৈশনিক পরিচয় গ্রহণ করেছেন।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

নেশা [ফা নিশাহ্] ১ *বি* মত্ততা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* নেশাদ্রব্য গ্রহণের ফলে অপ্রকৃতিস্থতার ভাব। 'আফিমের নেশায় মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বি* ঝোঁক। 'তখন তার একটা নেশা ক্রমে মনটাকে অধিকার করে নেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নেশাখোর [নেশা+ফা খোর] *বিণ* নেশা করে এমন; নেশাগ্রস্ত। 'গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নেশাগ্রস্ত [নেশা+স গ্রস্ত] *বিণ* মাতাল। 'দুঃস্বপ্নের নেশাগ্রস্ত নায়কের মতো, উঠে বসলেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

নেশা ছুটানো *ক্রি* মোহ দূর করা। 'নেশা ছুটাইয়া মনটাকে আর-কোনো দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নেশাতুর [নেশা+স আতুর] *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'কিন্তু সে রকম নেশাতুর ব্যাকুল ... হয়ে থাকার চেয়ে গম্ভীর শান্তভাবে সাবধানে সাধনার এডিটরি করাই আমার পক্ষে ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নেশা ধরা *ক্রি* নেশায় আক্রান্ত হওয়া। 'ওদের তখন নেশা ধরেছিলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

নেশাধরানো *বিণ* নেশা লাগায় এমন। 'এই নেশাধরানো কানভোলানো ফাঁকিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নেসা [ফা নিশাহ্] *বি* নেশা। 'কর্ত্তার নেসা ছুটিয়াছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

নেসাখোর [ফা নিশাহ্-খোর] *বি* নিয়মিত মাদকদ্রব্য সেবন করে এমন লোক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নেশানি [ফা নিশানাহ্>] *বি* চিহ্ন। 'ইমামের মউতের খাক রাখিল নেশানি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নেষ্টী [ই নাস্টি] *বিণ* নোংরা; বাজে। 'হোমের কুচ্ছা, হোমের গ্লানী, হোমটা একটা নেষ্টী প্লেস।' *মশারবক*, ১৮৯০।

নেস [স লেশ] *বি* কণা; সামান্যতম অংশ। 'মির্তিকার নেস নাঞি সব রত্নময়।' *মালাধর*, ১৫০০।

নেসা *দ্র* নেশা

নেসান [ফা নিশানাহ্>] *বি* ধ্বজা। 'বান নেসান ডঙ্কা সমস্ত মনছবদারের সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। *দ্র* নিশান

নেসেসিটি [ই] *বি* প্রয়োজন। 'এটা বিলাসিতা নয়, নেসেসিটি।' *সুনীল*, ১৯৭০।

নেস্ত [স ন্যস্ত] *বিণ* ন্যস্ত। 'নিরবধি নেস্ত ভার দিল নৃপবর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নেস্ত-ও-নাবুদ, নেস্তনাবুদ [ফা নিস্তনাবুদ] *বিণ* নাস্তানাবুদ; পর্যুদস্ত। 'নেস্ত-ও-নাবুদ করো, মারো যত জানোয়ার।' *নজরুল*, ১৯২২; 'তারপর একেবারেই নেস্তনাবুদ।' *নজরুল*, ১৯২২।

নেহ [স স্নেহ] *বি* স্নেহ। 'সে নেহ তিঅজ নাহি সহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **নেহত** *বিণ* প্রেমের। 'নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নেহনয়ন [স স্নেহনয়ন] *বি* প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি। 'আয়র দেখিল নেহনয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নেহা [স স্নেহ] *বি* প্রণয়। **নেহাবন্ধ** [স স্নেহবন্ধ] *বি* প্রণয়বন্ধন। 'এতেকেঁ তোক্ষার তার হৈব নেহাবন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নেহাই *বি* তপ্ত লোহার পাত। 'কর্ম্মকারেরা যখন নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ঘা মারে, তখন নেহাইও ফিরে সেই হাতুড়িকে প্রতিঘাত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

নেহাত, নেহাৎ [আ নিহায়ত] ১ *ক্রিবিণ* নিদেনপক্ষে। 'শুন বাবা কাসেম এক খবর নেহাত।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* অতিশয়। 'নেহাত আজেজ আছে নবী পয়গম্বর।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* যদ্দূর সম্ভব হয় এমন। 'নেহাৎপক্ষের আশা লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নেহাতি [আ নিহায়ত] *অব্য* নেহাত; নিতান্ত। 'নেহাতি এক ইনবাস বহাল থাকাতে বেজারী না হয় ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

নেহায়েত, নেহায়েৎ, নেহাইয়ত [আ নিহায়ত] ১ *ক্রিবিণ* নিতান্ত; নেহাত। 'নেহাইয়ত চালাকিতে এ কাজ করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্তাকে নেহায়েৎ খর্ব করা হয়।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *ক্রিবিণ* নিদেনপক্ষে। 'নেহায়েত অনাবশ্যকীয় জিনিসের।' *এসলাম*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* অতিশয়। 'নেহায়েৎ বেহায়াপনা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নেহারা *ক্রি* দেখা। 'গেলি কামিনি গজও গামিনি বিহসি পলটি নেহারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'মুই সে কৃষ্ণ কোলে বসি/ নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।' বড়ু, ১৫৭০; 'হনুমানে নেহারিয়া হাসেন শঙ্কর।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'কমানেত্রে বারেক হে, নেহার নন্দনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭; 'চিনে সেই মহাজন থাক নেহারি।' *লালন*, ১৮৯০। **নেহারি** *ক্রি* দেখি। 'পিছনে আজ নেহারি সেই দূর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নেহাল [ফা নিহাল] *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'কাসেদে এনাম দিয়া হইল নেহাল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

নেহালা *ক্রি* দেখা। 'এ রূপ যৌবন কত নেহালসি।' বড়ু, ১৪৫০। **নেহালয়** *ক্রি* দেখে। 'ধাইআ পর্বতে চড়ে নেহালয় ঝোপ ঝাড়ে দরী গিরি শিখরি কানন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **নেহালসি** *ক্রি* দেখছো। 'এ রূপ যৌবন কত নেহালসি।' বড়ু, ১৪৫০। **নেহালিআঁ** *ক্রিবিণ* নিরীক্ষণ ক'রে। 'রাধার পন্থ নেহালিআঁ রহিলা কাহ্নাঞিঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **নেহালিলোঁ** *ক্রি* দেখলাম। 'কৌলে বসী নেহালিলোঁ তাহার বদনে।' বড়ু, ১৪৫০। **নেহালী** *ক্রি* দৃষ্টিপাত ক'রে। 'বড়ায়ির পন্থ নেহালী।' বড়ু, ১৪৫০।

নেহালি [স নবমল্লিকা] *বি* ফুলবিশেষ। 'নেহালি বান্ধুলি চাঁপা টগর তুলসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নৈ[১] *বি* নল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নৈ[২] [স নব] *বিণ* নয় সংখ্যক। 'আশি হাজার শিঙ্গা পড়ে নৈ হাজার কাড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

নৈ[৩] *ক্রি* নই; না হই। 'আমি ত তোর মত নৈ, কেন হবো?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নৈঃশব্দ্য, নৈঃশব্দ [স] *বি* নীরবতা। 'নৈঃশব্দপরিপূর্ণ ঘরের মধ্যে আশা প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নৈঃশব্দ্য।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

নৈঃসঙ্গ্য [স] *বি* নিঃসঙ্গতা; একাকিত্ব। 'ভরে ওঠে বর্তমান নৈঃসঙ্গ্যের শ্রুতি সে-প্রলাপ অনুলাপে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

নৈঃস্তব্ধ্য [স] *বি* নিস্তব্ধতা। 'চতুর্দিকে সূচীভেদ্য নৈঃস্তব্ধ্য।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

নৈকট্য [স] *বি* ঘনিষ্ঠতা। 'নৈকট্য অনুভবকালে তাঁহার দূরত্বকে একেবারে লোপ করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'নৈকট্যের একটা নিষ্ঠুরতা আছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নৈকট্যকুটুম্ব [স] *বি* নিকটাত্মীয়। 'তাঁহারদিগের স্ব২ পিতা বা তত্ত্বাবধারক অথবা নৈকট্যকুটুম্ব।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

নৈকট্যতা [স] *বি* নিকটত্ব। 'তাহার সহিত কাহার নৈকট্যতা বা কুটম্বতা কিম্বা আত্মীয়তা থাকিলেও ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

নৈকষ্য [স] *বিণ* নিকষে পরীক্ষিত। 'নৈকষ্য কুলীন আনিয়া বিবাহ দিয়াছেন।' *কেরি*, ১৮০২।

নৈকা [স নৌকা] *বি* নৌকা। 'বার মাস বাহে নৈকা গাঙ্গের বোঝে ভাও।' *বিজয়*, ১৬৫০।

নৈটা *বি* শাকবিশেষ। 'হেলায় দুলিয়া লাল নৈটার শাক।' *জসীম*, ১৯৩৩।

নৈতিক [স] ১ *বিণ* নীতি সম্বন্ধীয়। 'নৈতিক কর্তব্যস্বরূপ জ্ঞান করিতেন এবং প্রাচীন হিন্দুজাতিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* নীতিগত। 'নৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নৈতিকতা [স] *বি* নীতিপরায়ণতা। 'মুসলিম নরনারীর নৈতিকতা রক্ষাই ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'তরুণ সমাজের নৈতিকতা বিপদগ্রস্ত হবে।' *বেগম*, ১৯৬৩।

নৈতুন [স নবতন] *বিণ* নূতন। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

নৈদাঘ [স] *বিণ* গ্রীষ্মকালীন। 'নৈদাঘ রবিকিরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক শীতবায়ুকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

নৈপুণ্য [স] ১ *বি* দক্ষতা। 'নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সংবাহন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তৃণ সকল হইতে মধু নির্য্যাস করিবার নৈপুণ্য আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব বিধান করিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* কৌশল। 'সেতুবন্ধন বিষয়ে অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

নৈপুণ্যত্ব [স] *বি* দক্ষতা। 'পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যত্বপ্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নৈপুণ্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* নিপুণভাবে। 'অতিসাহসিক ও নৈপুণ্যরূপে ইনকোয়েরেরনামক এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

নৈপুণ্যহীনতা [স] *বি* অদক্ষতা। 'মহেন্দ্রও আশার নিরুপায় নৈপুণ্যহীনতায় সস্নেহে হাসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নৈবেদ্য [স] ১ *বি* দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত বস্তু। 'কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর করিব ভোজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আত্মদানের মাধ্যম। 'চুম্বন আমার পূজার নৈবেদ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৩ *বি* পূজার উপকরণ। 'ধ্বজাপুরে নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

নৈবিদ্য, নৈবিদ্দ, নৈবিদ্দি [স নৈবেদ্য] *বি* দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত বস্তু। 'নৈবিদ্য দিআ ভুরি মাতৃকা পূজা করি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নৈবিদ্দ পুরিআ থালা।' *রামাই*, ১৭১০; 'রাজা যাগ যজ্ঞ হোম নৈবিদ্দি কত কল্যেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

নৈবিদ্যির চিনি – সহজ পন্থা। 'শুধু নৈবিদ্যির চিনি দিয়ে তো দেবতার তৃপ্তি হবে না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নৈবেদ্যডালি *বি* নিবেদনের ডালা। 'পূজার নৈবেদ্যডালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নৈমিত্তিক [স] ১ *বিণ* নিত্য সংঘটিত হয় এমন। 'নৈমিত্তিক গ্রহণ ঘটনা অথবা ধূমকেতুর পরিবর্ত্তন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* বিশেষ উদ্দেশ্যে চালিত। 'প্রচণ্ডগামী নৈমিত্তিক রথ সহসা স্থগিত করা সুকঠিন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৩ *বিণ* কারণে উদ্ভূত। 'ক্ষণে ক্ষণে বন্যাদুর্ভিক্ষের নৈমিত্তিক উপলক্ষে অন্তর্গূঢ় সমস্ত শুভচেষ্টা নির্মুক্ত হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

নৈমত্যক [স নৈমিত্তিক] *বিণ* নিত্য সংঘটিত হয় এমন। 'এ নিত্য নৈমত্যকের দান।' *রামরাম*, ১৮০১।

নৈমিত্তিকতা [স] *বি* প্রতিদিনের কাজ। 'তাদের নৈমিত্তিকতার সংগে মিশে রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

নৈমিত্তিক-সভা [স] *বি* বিশেষ অনুষ্ঠান বা প্রয়োজন বিষয়ক বৈঠক।

'এই কর্তায়া নিত্য-সভা, নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা প্রভৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নৈমিষ [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) ক্ষণিক। 'কাশীপুরে বিশালাক্ষী লিঙ্গহরা নৈমিষ কাননে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নৈমিষারণ্য [স] *বি* হিন্দুপুরাণে বর্ণিত প্রাচীন তপোবন। 'শেষে কি নৈমিষারণ্যে পাবে আত্মগোপনের ঠাঁই?' *সুভাষ*, ১৯৪০।

নৈয়ায়িক [স] *বি* ন্যায়শাস্ত্রবিদ। 'নৈয়ায়িক মীমাংসক বৈদান্তিক পৌরাণিক আলঙ্কারিক সাংখ্য পাতঞ্জলিক প্রভৃতির সভায় আগমন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

নৈরন্তর্য [স] *বি* নিরন্তরতা। 'এবম্বিধ পরমেশ্বরবিষয়ক আদর নৈরন্তর্য্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নৈরাকার [স] *বিণ* নিরাকার। 'কেনে না পূজিল এক প্রভু নৈরাকার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নৈরাজ্য [স] *বি* অরাজকতা। 'চেনা জানা প্রেম ... নৈরাজ্য তর ভুল।' *জীবন*, ১৯৪০।

নৈরাত্ম [স] *বিণ* আত্মাহীন। 'নৈরাত্ম রূপের প্রাণপণ ধ্যানে অমরতার বর পাননি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নৈরামণি [স নৈরাত্ম্যযোগিনী] *বি* নৈরাত্মা। 'কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

নৈরাশ [স] **১** *বিণ* আশাহীন। 'সকলেরে আশা পুরে আপনে নৈরাশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* হতাশা। 'মনেত নৈরাশ উপজিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

নৈরাশপুর [স] *বি* হতাশার জগৎ। 'দুখের দোসর হতে নারিলাম তোর নৈরাশপুরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

নৈরাশা [স নৈরাশ্য] *বি* নিরাশা। 'যে-নৈরাশা গভীর অতলতলে ডুবেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'আমার মর্মের ছন্দ পাখির ভাষায় অফুরান নৈরাশায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নৈরাস [স নৈরাশ] *বিণ* আশাহীন। 'রক্ষিরে দিলে মনি আমায় করিয়া নৈরাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

নৈরাশ্য [স] **১** *বি* হতাশা। 'প্রণয়ের নৈরাশ্যের সময়ে কমলমণি তাঁহার দুঃখে দুঃখী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **২** *বি* সন্দেহ। 'বৃটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নৈরাশ্য-আঘাত [স] *বি* হতাশার আক্রমণ। 'অকস্মাৎ নৈরাশ্য-আঘাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নৈরাশ্যক্লিষ্ট [স] *বিণ* হতাশায় জর্জরিত। 'তার ছবি বর্তমানের নৈরাশ্যক্লিষ্ট বাঙালীর জন্য আঁকবার উদ্দেশ্যে ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

নৈরাশ্যজনক [স] *বি* হতাশাজনক। 'এত নানা বিদ্যার অধিকারিণী হইয়াও নৈরাশ্যজনক অকিঞ্চনতার সর্বপ্রকার দুঃখ ভোগ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

নৈরাশ্যপূর্ণ [স] *বিণ* হতাশাজনক। 'নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

নৈরাশ্যবাদ [স] *বি* হতাশাবাদ; দুঃখবাদ। 'কবি দার্শনিকদের নিরঙ্কুশ নৈরাশ্যবাদ।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

নৈরাশ্যবাদী [স] *বিণ* হতাশ। 'চীন-ভারত বিরোধের অবসান সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।' *আজাদ*, ১৯৬২।

নৈরাশ্যব্যঞ্জক [স] *বিণ* হতাশাজনক। 'এই ধরনের বুদ্ধিসর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য মানুষের দিকে তাকিয়ে গ্যেটে যে নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তি করেছেন...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

নৈরিতি [স নৈর্ঋত] *বিণ* নৈর্ঋত; দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। 'পাবক আদি করি দিগের অধিকারী বরুণ নৈরিতি শমন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নৈরূপ [স] *বিণ* রূপহীন। 'পূর্বেতে আছিলা প্রভু নৈরূপ আকার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নৈর্ঋত [স] *বি* দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। 'অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু, ঈশান, চারি কোণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

নৈর্ঋতকোণ [স] *বি* দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী কোণ। 'কেহ বা বায়ুকোণে, কেহ বা নৈর্ঋতকোণে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নৈর্ব্যক্তিক [স] *বিণ* ব্যক্তিনিরপেক্ষ; ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন। 'নৈর্ব্যক্তিক হাহাকার, ভ্রান্তিসার, শূন্য মরীচিকা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭; 'নৈর্ব্যক্তিক, যাকে ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নৈর্ব্যক্তিকভাবে [স] *ক্রিবিণ* ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে। 'নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে এ কাজ করা অসম্ভব – এই জন্য নিষ্কাম বিচারের লাইন ঠিক থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সেটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

নৈর্মল্য, নৈর্মাল্য [স] *বি* নির্মলতা। 'স্বভাবের নৈর্মল্য ও মানবৃদ্ধি বৃদ্ধিরে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

নৈলকণ্ঠীয় [স] *বিণ* নীলকণ্ঠ সম্বন্ধীয়। 'সমগ্র মহাভারতের নৈলকণ্ঠীয় ভাষাও আমার বিশ্বাস পরিমাণে এর চাইতে ছোটো।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

নৈলা[১] *দ্র* **নেওয়া**[১]

নৈলা[২] *বি* নাদিদানের উৎসব। 'নৈলা গানের ঝঙ্কারে গাঁও কানছে বারে বারে।' *জসীম*, ১৯২৯।

নৈলে *দ্র* **না**[২]

নৈশ [স] *বিণ* রাত্রিকালীন। 'নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

নৈশ-উল্লাস [স] *বি* রাত্রিকালীন আমোদ-ফূর্তি। 'হট্টগোলের মধ্যে কয়েকটা মাতালের নৈশ উল্লাস।' *বিমল*, ১৯৫৩।

নৈশচারী [স] *বিণ* রাতে বিচরণ করে এমন; নিশাচর। 'নৈশচারী পেঁচকের অমঙ্গল গান।' *সিকান্দার*, ১৯৪২।

নৈশপাখি [স নৈশ+স পক্ষী] *বি* নিশাচর পাখি। 'নৈশপাখির গানের মধ্যে রাজর্ষি ভরতের সকল বৈরাগ্য।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

নৈশপুষ্প [স] *বি* রাতে ফোটে এমন ফুল। 'ভোমরা লতার নৈশপুষ্পের মৃদু সুবাস।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

নৈশবিদ্যা [স] *বি* পানাভ্যাস। 'বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশবিদ্যা কলকাতায়।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

নৈশবিদ্যালয় [স] *বি* সান্ধ্যকালীন বিদ্যালয়। 'ভেবেছিনু হেথা হয় নৈশবিদ্যালয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

নৈশভোজন [স] *বি* রাতের খাবার গ্রহণ। 'নৈশভোজন শেষ করে আমরা ... ঘুমিয়ে পড়লাম।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

নৈশনিক *দ্র* **নেশন**

নৈষ্কর্ম্য [স] **১** *বি* মুক্তি। 'এক বিস্মৃতিশয্যায় নৈষ্কর্ম্য লাভ করেছে।'

রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ *বি* কর্মহীনতা। 'আমাদের নৈষ্কর্ম্যকে নিবিড়তর করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

নৈষ্ঠিক [স] *বিণ* নিষ্ঠাযুক্ত। 'নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে পদ্ধতি সাধক হই।' *বিচন্তী*, ১৬০০।

নৈষ্ফল্য [স] *বি* বিফলতা। 'নিদারুণ নৈষ্ফল্য মঙ্গলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

নৈসর্গিক [স] *বিণ* প্রাকৃতিক। 'তিনি লাটিন ভাষায় নৈসর্গিক ও জাতীয় বিধান বিষয়ে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

নৈসর্গিক-শোভাপ্রিয় [স] *বিণ* প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপ্রিয়। 'নৈসর্গিক-শোভাপ্রিয় সহৃদয় মহাশয়েরা ... হৃদয়-পদ্ম বিকশিত করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নৈসর্গিক সুষমা [স] *বি* স্বাভাবিক শোভা। 'নৈসর্গিক সুষমার অনুপমত্বে ... বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নৈসর্গিকী [স] *বিণ* স্বাভাবিক। '...এটা তন্মহাশয় মাত্রেরি নৈসর্গিকী রীতি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'এবম্প্রকার নরজাতি যেরূপ নৈসর্গিকী বুদ্ধি ও ব্যাপ্তি জ্ঞানবিশিষ্ট।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

নৈস্তব্ধ্য [স] *বি* নিস্তব্ধতা। 'বেলাতটের নীলাভ কৃষ্ণাম্বুর মত তার চোখের তারায় গভীর নৈস্তব্ধ্য।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

নৈহ দ্র **না**[1]

নৈহারিক [স] *বিণ* নক্ষত্রপুঞ্জ সম্বন্ধীয়। 'নৈহারিক উপপাদ্য সম্বন্ধে ... প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

নৈহারিকতা [স] *বি* নক্ষত্রের বৈশিষ্ট্য। 'ওর বহুল নৈহারিকতার মধ্যে মধ্যে রসের জ্যোতিষ্ক নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

নোংরা [স ন্যক্কার] ১ *বিণ* ময়লাযুক্ত। 'শীতের জন্য এখানকার জিনিসপত্র শীঘ্র নোংরা হয়ে ওঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বিণ* বিশ্রী; নীচতাপূর্ণ। 'যত লিখছি কাব্য ততই নোংরা সমালোচনা হচ্ছে অশ্রাব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। ৩ *বিণ* আবর্জনাপূর্ণ। 'গ্রামগুলো নোংরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৪ *বিণ* অবাঞ্ছিত। 'নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৫ *বি* ময়লা। 'বমির নোংরায় ভাসে মেঝে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

নোংরামি, নোংরামী [স ন্যক্কার>] *বি* নোংরা আচরণ। 'সে কোনোরকম নোংরামিকেই ভয় করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

নোংরামুখো *বিণ* নোংরা মুখবিশিষ্ট। 'আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁটকো রে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

নোঁআ [স নত>] *ক্রি* অবনত করা। **নোঁআইল** ১ *ক্রি* অবনত করলো। 'কুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* নুয়ে পড়লো। 'আমু জামু মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নোক [স নখ] *বি* নখ। 'নোকের ভরে আর চলতে পারিনে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

নোকর [ফা নওকর] *বি* ভৃত্য। 'নোকর চাকর কিসের জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নোকরি, নোকরী [ফা নওকর>] *বি* চাকরি। 'পূর্বেকার নোকরি স্মরণ করিয়া দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'তাঁর বোনপো পার্টিতে ভালো নোকরি পেয়ে গেল।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'কলকাতায় নোকরী করত।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

নোকসান [আ নুকসান] *বি* ক্ষতি। 'কোনো জিনিষ নোকসান হয়।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

নোঙর, নোঙ্গর [ফা লঙ্গর] ১ *বি* নৌকা বা জাহাজ আটকে রাখার শিকলে যুক্ত লোহার ভারী অঙ্কুশ। 'ইষপাত ও লোহা ও নোঙ্গর ও স্বাব্জিল ইহাতে সকলে ১২৫০ তঙ্কা হইয়াছিল।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭; 'শিকল যেমন নোঙরকে টানিয়া ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* (বাউল) আশ্রয়। 'অনুরাগী জ্যান্তে মরা/ গুরুপদে মন নোঙর করা।' *লালন*, ১৮৯০।

নোঙরছেঁড়া *বিণ* বাঁধনছেঁড়া; বন্ধনহীন। 'তাহারা যেন নোঙরছেঁড়া নৌকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নোঙরা [স ন্যক্কার] *বিণ* অপরিচ্ছন্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নোঙরামি [স ন্যক্কার>] *বি* অপরিচ্ছন্নতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দুর্দশা আর নোঙরামি ঘুচে না ... উঠোন-প্রাঙ্গণ সব ছেয়ে যায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নোঙরামিমুক্ত [স ন্যক্কার>+স মুক্ত] *বিণ* ইতরতা থেকে মুক্ত। 'একটি নোঙরামিমুক্ত, নির্মল আত্মার সরোবরে ডুব দিয়ে যেন সুন্দর হয়ে উঠেছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

নোঙা [স নত>] *ক্রি* নত করা। **নোঙাইয়া** *ক্রি* নত ক'রে। 'দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **নোঙাইল** *ক্রি* নত করলো। 'গম্ভীরনোয়াজ বলি নোঙাইল শির।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **নোঙায়ে** *ক্রি* নিচু ক'রে। 'আইলাঙ যজ্ঞের স্থান না করে আমার মান মোরে নম্র না নোঙায়ে মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নোক্তা [আ নুকতাহ্] ১ *বি* বর্ণে ব্যবহৃত বিন্দু। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* বিন্দু। *ওর্স্যা*, ১৭৮৫।

নোচেৎ [স নচেৎ] *অব্য* অন্যথা। 'নোচেৎ বড়ই বিপৎ।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

নোএা [স নত>] *ক্রি* নত করা। **নোএাঞিএা** *ক্রি* নোয়ায়ে। 'নোএাঞিএা ধরি ডালে তমাল পিয়াল সালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নোট [ই] ১ *বি* সরকারি ঋণের বন্ড। 'বারো টাকা সুদী নোট।' *ক্যালগে*, ১৭৯১। ২ *বি* কাগজের টাকা। 'নোটের নাম লোট বড়িগার্ডের নাম বেনিগারদ।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 'ঈশানচন্দ্র বসু ঐ বক্তৃতার নোট্ লিখিয়াছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। ৪ *বি* টীকাটিপ্পনী। 'ব্বল্যুর লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বি* টুকে রাখা। 'নোট লওয়া সম্বন্ধে শচীশের যাপ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৬ *বি* মূল পাঠ্যপুস্তকের সহায়ক গ্রন্থ। 'পাঠ্যপুস্তকের মোটা মোটা নোট।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নোটখাতা [ই নোট+আ খাতা] *বি* ডায়েরি; দিনপঞ্জি। 'সন্ধ্যার পর মেসে গিয়ে ও নোটখাতায় লিখেছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

নোট-কোট [ই নোট>] *বি* টাকা-পয়সা। 'নোট-কোটের লোক আলাদা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

নোটবই [ই নোট+বই] ১ *বি* জরুরি তথ্য লিখে রাখা হয় যে খাতায়। 'কোনো দলিলে বা দাগ দিচ্ছে, নোটবইয়ে বা নোট নিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* সহায়ক গ্রন্থ। 'পড়বার বই, মায় নোটবই সমেত, বিক্রি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নোটবুক [ই] *বি* টুকে রাখার জন্য ছোটো খাতা। 'সাহেব নোটবুক বাহির করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

নোটন *বিণ* বড়ো। 'তুলে পরেছিলে ফুল নোটন খোঁপায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নোটা[1] [স নত>] *ক্রি* নত হওয়া। **নোটাইআ** *ক্রি* নত হয়ে। 'নোটাইআ

ধরে রামা চণ্ডীর চরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নোটা[২] [স লুট>] *ক্রি* লুট করা। 'কি কারণে নোট মোর বেবাজ বাজার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নোটিস, নোটিশ, নোটীষ [ই নোটিস] ১ *বি* আগে থেকে জানানো; পূর্ব ঘোষণা। 'নোটিস না দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা দাবি করতে পারে না।' *মিলার*, ১৮০০। ২ *বি* আগাম খবর। 'পূর্বাহ্নে যদি একটু নোটিশ পেতুম তা হলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* বিজ্ঞপ্তি। 'রীতিমত নোটিশ দেওয়া চাই।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

নোটিস বোর্ড, নোটিশ বোর্ড [ই] *বি* বিজ্ঞপ্তি টানানোর বোর্ড। 'নোটিশ বোর্ডের কাছে রথযাত্রার ভিড়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

নোড়া [স লোষ্ট্র] *বি* মসলা ইত্যাদি পেষার জন্য তৈরি পাথরের দণ্ডবিশেষ। 'নোড়া দিয়ে আঙুল শুদ্ধ থেঁতো করে ফেলবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'শিলের ওপর নোড়ার ঘষা লেগে এক আওয়াজ হতে থাকে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

নোতুন [স নূতন] *বিণ* নতুন। 'একটি নোতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নোতন [স নূতন] *বিণ* নতুন। 'লঘু যায়্যা লঘু কর নির্মাণ নোতন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নোতুনত্ব [স নূতনত্ব] *বি* নতুন বৈশিষ্ট্য। 'অনেকখানি নোতুনত্ব আছে।' *উমর*, ১৯৬৮।

নোন [স লবণ] *বি* লবণ। 'ধরিআ সাধুর সঙ্গি নোনের নাকানি চেঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নোন খাওয়া *ক্রি* উপকৃত হওয়া। 'আরে কোটালিয়া শুন/ খাইয়া আমার নোন/ লাভে মূলে দিলা তার শোধ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

নোনতা [নুন>] *বিণ* লবণাক্ত। 'পানি হইতে পানতা, নুন হইতে নোনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'বরফ-দেওয়া নোনতা জলে ছোটো টিনের চোঙে থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নোনদ [স ননন্দা] *বি* ননদ। 'জানিনা মানুষের নোনদ কেন হয়।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

নোনসেন্স [ই] *বি* অবাঞ্ছিত আচরণ; অযৌক্তিক আচরণ। 'আমি অন্য কোনো মেয়ের নোনসেন্স সহ্য করব না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

নোনা[১] [স লবণ>] ১ *বিণ* লবণাক্ত। 'ভাবে হে সাগর বায়্যা ... পরান-সঙ্কট নোনা-বায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* উপভোগ্য। 'মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

নোনাজল [নোনা+স জল] *বি* লবণাক্ত পানি। 'সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭; 'সারারাত ভরি তোলপাড় করি দরিয়ার নোনাজল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

নোনাধরা *বিণ* মাটির লবণজাতীয় উপাদান ফুটে রয়েছে এমন। 'নোনাধরা দেয়ালের ঘরে ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

নোনা পানি *বি* লবণাক্ত জল। 'নোনা পানি যদি ছুঁয়েছে তোমার হাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

নোনা ফেনা *বি* নোনা জল লেগে নষ্ট জমি। 'আর যে দুই এক বিঘা নোনা ফেনা আছে, তাতে তো ফসল নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নোনা-বায় *বিণ* লবণাক্ত বাতাস। 'ভাবে হে সাগর বায়্যা ... . পরান-সঙ্কট নোনা-বায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নোনামাটি *বি* লবণাক্ত মাটি। 'একেবারে নোনামাটি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

নোনা হাওয়া *বি* লবণাক্ত বাতাস। 'নোনা হাওয়ার দমকে-দমকে যেমন নারকেল বনের দোলা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

নোনা[২] [প আনোনা] *বি* আতা ফলের অনুরূপ ফল। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'নোনা-পাকা মন বলে, কবে আসে তালশাঁস।' *নজরুল*, ১৯৩২।

নোনা গাছ *বি* আতাফলের গাছ। 'সেইসব নোনা গাছ, করমচা।' *জীবন*, ১৯৩২।

নোনা-পাকা *বিণ* সুকোমল। 'নোনা-পাকা মন বলে, কবে আসে তালশাঁস।' *নজরুল*, ১৯৩২।

নোনাপাতা *বি* পান পাতার মতো একরকম পাতা। 'নোনাপাতার পান।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নোনাফল *বি* ফলবিশেষ। 'যেখানে গভীর ভোরে নোনাফল পাকিয়া আছে আতাবন।' *জীবন*, ১৯৩২।

নোন্তা [নুন>] *বিণ* লবণযুক্ত। 'নোন্তা ইলিশের হাঁড়ি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

নোবেল পুরস্কার [ই নোবেল+স পুরস্কার] *বি* আলফ্রেড নোবেল কর্তৃক প্রবর্তিত বিশেষ সম্মানজনক পুরস্কার। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি "নোবেল (Nobel) পুরস্কার" পাইয়া বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যকে ধন্য ও জগদ্বিখ্যাত করিয়াছেন।' *হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত*, ১৯১৩।

নোবেল প্রাইজ [ই] *বি* নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রদেয় আন্তর্জাতিক পুরস্কার। 'তুই-ই যে রবিবাবুর নোবেল প্রাইজ কেড়ে না নিস, অন্তত তাঁর নাম রাখতে পারবি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নোত [স লোত] *বি* লোত। 'কিছুদিন খাবার পরবার নোতে থেকে বেশ দশ টাকা হাত করে মুখে চুনকালী দিয়ে চলে যায়।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

নো মেনস ল্যান্ড [ই] *বি* দুই দেশের সীমানার মধ্যবর্তী ভূমি। 'দুই দেশের মাঝখানে খানিকটা জায়গাকে নিউট্রাল জোন বা নো মেনস ল্যান্ড কৈরা রাখলেই ...।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

নোয়া[১], **নোঁয়া** [স নত>] *ক্রি* নিচু হওয়া। 'মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।' *কেতকা*, ১৬৫০। **নুইয়া** *ক্রি* ঝুঁকে প'ড়ে। 'বাতাসে নুইয়া কিংবা কোঁকড়া হইয়া তাহার সমস্ত বেগ হইতে বাচিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **নোমাইয়া** *ক্রি* নত ক'রে। 'কহিলা সৌমিত্রি শূর শির নোমাইয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **নোয়াইয়া** মাথা নিচু ক'রে। 'ছাতি পরে হাত দিয়া নোয়াইয়া শির।' *গরীব*, ১৭৬৫। **নোঁয়াইতে** *ক্রি* নোয়াতে। 'নোঁয়াইতে না পারে ধনু মনুষ্যের বলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **নোয়ায়** *ক্রি* নিচু করে। 'মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

নোয়া[২] [স নব] *বিণ* নতুন। 'চন্দ্র নোয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

নোয়া[৩] [স লৌহ] ১ *বি* লোহার তৈরি হাতের অলঙ্কার, যা সধবার নিদর্শন হিসেবে হিন্দু সধবা নারীরা ব্যবহার করে। 'তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* লোহা। 'নোয়ার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখবো?' *শরৎ*, ১৯১৩।

নোয়াড়ি *বি* গাছবিশেষ। 'নোয়াড়ি সেআড়ি বরুনা সাঞি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নোলক [স লোলক] *বি* নাকের অলংকারবিশেষ। 'নথের নোলক খসিয়া পড়িলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

নোলক-ধারিণী [নোলক+স ধারিণী] *বিণ স্ত্রী* নোলক পরে আছে এমন। 'সঙ্কীর্ণ হৃদয়া – নোলক-ধারিণী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

নোলকপরা *বিণ* নাকের ফুল পরে আছে এমন। 'একটি নোলকপরা অশ্রুভরা ছোটোখাটো মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নোলা [স লোল] ১ *বি* জিহ্বা। 'ছানাবড়া বড় মজা শুনে সকসক করে নোলা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* লোভ। 'গিয়েচো নেমন্তন্ন খেতে এমনি তোমার নোলা?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

নোলাবাজ [স লোল+ফা বাজ] *বিণ* পেটুক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নোলাবাজি [স লোল+ফা বাজি] *বি* পেটুকপনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নোস দ্র না[১]

নৌ[১] দ্র না[১]

নৌ[২] [স] *বি* নৌকা; নৌযান। 'নৌবাহী নৌকা টাণ্ডঅ গুণে।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০।

নৌআক্রমণ [স নৌ-আক্রমণ] *বি* নৌপথে হামলা। 'কোনরূপ নৌআক্রমণ প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

নৌঘাঁটি *বি* নৌবাহিনী যেখানে যুদ্ধযান, অস্ত্র, সৈন্য প্রভৃতি নিয়ে অবস্থান করে। 'নৌঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

নৌজীবী [স] *বি* নৌযান চালিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে। 'তটের জনতা নৌজীবীদের গল্পে কান পেতে থাকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

নৌবল [স] *বি* জলযুদ্ধে প্রয়োগের উপযুক্ত সৈনিক ও জাহাজের সমষ্টি। 'এদের কারো নৌবল ছিল না, বহির্বাণিজ্য ছিল না।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

নৌবহর [স নৌ+আ বাহার] *বি* যুদ্ধজাহাজের সারি। 'ইংরাজ সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

নৌবাহিনী [স] *বিণ* নৌযান চলাচল করতে পারে এমন। 'পৃথ্বী সমতলা, নদী নৌবাহিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

নৌবাহী [স নৌবাহিক] *বি* নাবিক। 'নৌবাহী নৌকা টাণ্ডঅ গুণে।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০।

নৌবাহ্য [স] *বিণ* নৌযান চলাচল করে এমন। 'ছোট হ'লে কী হয়, নদীটি নৌবাহ্য, বড় বড় জাহাজকে অনায়াসে কোল দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

নৌযুদ্ধ [স] *বি* জলপথে সংঘটিত যুদ্ধ। 'রামায়ণেও নৌযুদ্ধের আভাস পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নৌশিল্প [স] *বি* নৌকা নির্মাণের কাজ। 'নৌশিল্পে তারা অগ্রণী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নৌ-সারং [স নৌ+ফা সরহঙ্গ] *বি* নৌযান চালক। 'শ্রমরত ওই কালিমাখা কুলি, নৌ-সারং।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নৌ-সেনা [স] *বি* জলযুদ্ধের সৈনিক। 'হাঙ্গর কুম্ভীর তিমি চলে সাবমেরিন, নৌ-সেনা চলিছে নীচে মীন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নৌকতা [স লৌকিকতা] *বি* লৌকিকতা। 'না বাঁচালে নৌকতা পাবেক তার মত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নৌকরি [ফা নওকর>] *বি* চাকরি। 'সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকরিকেও পাকড়ে ধরে থাকবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

নৌকা [স] ১ *বি* জলযানবিশেষ। 'নৌবাহী নৌকা টাণ্ডঅ গুণে।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০। ২ *বি* দাবা খেলার গুটিবিশেষ; কিস্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'George হচ্ছে দাবার নৌকা, আর তুমি গজ।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

নৌকাচালন [স] *বি* নৌকা চালনা। 'নৌকাচালন করিয়া নয় দিবস পরে যবদ্বীপে অবতীর্ণ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নৌকাটানা [স নৌকা+টানা] *ক্রি* নৌকা বাওয়া। 'তুমি সারারাত নৌকা টেনেছ, একবারও থামনি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৩।

নৌকাডুবি [স নৌকা+ডুবি] ১ *বি* নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনা। 'নৌকাডুবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ২ *বি* সর্বনাশ। 'ইংরেজের মহত্ত্বকে এঁরা সকলপ্রকার নৌকাডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নৌকাদৌড় *বি* দ্রুত নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা; বাইচ। 'দুই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে নৌকাদৌড়, ব্যাট ও গোলা ইত্যাদি ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নৌকাপতি [স] *বি* নৌচালক। 'অশ্বপতি গজপতি নর নৌকাপতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নৌকাপথ [স] *বি* নদীপথ; নদীতে নৌকা চলাচলের পথ। 'দুই মাস বাইয়া জাই নৌকাপথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নৌকাবল [স] *বি* নৌশক্তি। 'পূর্ব্বে হিন্দুদিগের নৌকাবল ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নৌকাবহর [স নৌকা+আ বাহার] *বি* নৌকাশ্রেণী। 'কয়েক কোটি গড়ে দে, মা, নৌকাবহর।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

নৌকা বাইচ, নৌকা বাইছ, নৌকাবাচ [স নৌকা+ফা বাজী] *বি* দলবদ্ধভাবে নৌকা চালনার প্রতিযোগিতা বিশেষ। 'তদুপলক্ষে নৌকা বাইচ মারে।' *হেদায়েৎ*, ১৯২৬; 'কুস্তি নৌকাবাচ যাত্রা শখের থিয়েটার এবং চারটে হাতির সমাবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'প্রথমে নৌকা বাইছ হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

নৌকাবাসী [স] *বিণ* নৌকার যাত্রী। 'নৌকাবাসী জন সব ডুবিয়া মরিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

নৌকাবাহক [স] *বি* মাঝি। 'নৌকাবাহক মঞ্চের মাঝামাঝি পৌঁছলে আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৩।

নৌকাবাহী [স] *বি* নৌকার যাত্রী; নৌকারোহী। 'কলার বাগান নৌকাবাহী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

নৌকাভিমুখে [স] *ক্রিবিণ* নৌকার দিকে। 'টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

নৌকা ভ্রমণ [স] *বি* নৌকাযোগে বেড়ানো। 'নৌকা ভ্রমণে যাওয়া যাক।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

নৌকাযাত্রা [স] *বি* নৌকাভ্রমণ। 'এবার নৌকাযাত্রা করিয়া আসিয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

নৌকাযোগে [স] *ক্রিবিণ* নৌকায় আরোহী হয়ে। 'নৌকাযোগে বালকেরদিগকে মহম্মদপুর নিকট পাঠাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

নৌকারোহণ [স] *বি* নৌকায় ওঠা। 'আমরা দুই জন মাঝি লইয়া নৌকারোহণ করাই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নৌকারোহী [স] *বিণ* জলপথের যাত্রী। 'তারাপদ প্রথমত নৌকারোহী দোকানীর সহিত মিশিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নৌকো [স নৌকা] ১ *বি* নৌকা। 'যে নৌকো থানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* দাবার ঘুঁটি; রুক। 'এ দাবা

খেলায় নৌকোর কিস্তিই বেশি থাকবে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নৌকোডুবি [স নৌকা+ডুবি] *বি* নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনা। 'এদিকে কি নৌকাডুবি হয় না?' *শামসুল*, ১৯৫৬।

নৌকোবিহার [স নৌকাবিহার] *বি* নৌকাভ্রমণ। 'নৌকোবিহার আজও অবধি হল না।' *জীবন*, ১৯৩২।

নৌকোময় [স নৌকাময়] *বিণ* অনেক নৌকা রয়েছে এমন। 'নৌকোময় নদী দেখে কখনো কাটতো বেলা।' *শামসুর*, ১৯৭২।

নৌখ [স নখ] *বি* নখ। 'নৌখের আচড়ে বিদারয় মৃগপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নৌ-চাঁদ [ফা নও+চাঁদ] *বি* নতুন চাঁদ। 'দেউল-চূড়ে উঠল বুঝি নৌ-চাঁদের কালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

নৌজোয়ান [ফা নওজওয়ান] *বিণ* তরুণ। 'নৌজোয়ান রাফেজ নাম বীর আছি আজি।' *সুলতান*, ১৭০০।

নৌজোয়ানি, নৌজোয়ানী [ফা নওজওয়ান] ১ *বি* নবযৌবন। 'নৌজোয়ানির গান।' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বি* তরুণের ন্যায় শক্তি। 'সেই রুপেয়া দিয়ে কিনবে এমন দাওয়াই, যা ... কব্জিতে দেবে নৌজোয়ানী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

নৌতন [ফা নওতন] *বিণ* নতুন। 'নৌতন সঙ্গম তবে প্রথম জৌবন।' *মালাধর*, ১৫০০।

নৌবত [আ নওবত] ১ *বি* একপ্রকার ঐকতান বাদ্য। 'বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত ঝাঁঝের রোল।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* বড়ো ঢোলক বিশেষ। 'অদূরে নৌবত বাজে ইমন-ভূপালি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নৌবতখানা, নৌবৎখানা [আ নওবত>] *বি* নৌবত বা নহবত বাজানোর স্থান। 'সকলেই আনন্দিত ও উল্লাস বাদ্য নৌবৎখানায়' *রামরাম*, ১৮০১।

নৌরাতি [ফা নও+স রাত্রি] *বি* আলোকোজ্জ্বল। 'আনন্দ উৎসবের নৌরাতির দীপশিখা নিতে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নৌরোচ্‌কা *বি* সংগীতের একটি রাগ। *নজরুল*, ১৯৩৫।

নৌরোজা [ফা] *বি* নববর্ষ উৎসব। 'তবুও সে ধন অনেকেরি গেছে বিকায়ে নৌরোজায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

-ন্ত *সপ্তমী বিভক্তি*। 'নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

-ন্তে[1] *পঞ্চমী বিভক্তি*। 'তরঙ্গন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

-ন্তে[2] *ক্রিয়াবিভক্তি*। 'মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ণ পেখই।' *চর্যা* ৪২, ১২০০।

ন্যক্কার [স] *বি* ঘৃণা। 'না হইলে নৃপতির হবেক ন্যক্কার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ন্যক্কারজনক [স] ১ *বিণ* বমি উদ্রেক করে এমন। 'নরককুল্য ন্যক্কারজনক গোপালয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* অত্যন্ত নিন্দনীয়। 'এলাকায় পরিস্থিতি এমন ন্যক্কারজনক পর্যায়ে ... উহার সমাধান করতে ব্যর্থ।' *বেগম*, ১৯৬৮।

ন্যক্কারজনকতা [স] *বি* ঘৃণা উদ্রেক করে এমন অবস্থা। 'ন্যক্কারজনকতার দরুন তার দিকে তাকানই যায় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ন্যক্কৃত [স] *বিণ* ঘৃণিত। 'ন্যক্কৃত আমি/ গ্লানিতে হৃদয় ভরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

ন্যগ্রোধ [স] *বি* বটগাছ। 'এই বজের বীজ ন্যগ্রোধ প্রায় প্রান্তর তার ছায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল [স] *বি* বটগাছের আয়তন। 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ন্যস্ত [স] ১ *বিণ* গচ্ছিত। 'টাকা নির্ভাবনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে বাক্স ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বিণ* অর্পিত। 'এই বালক ... যে প্রকারে ব্রানস্টনের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ন্যাওটা, ন্যাওটো, ন্যাওতা [স নিবর্তন] ১ *বিণ* অনুগত। 'জমিদারবর্গ রাজপুরুষদের অত্যন্ত ন্যাওটো হইয়া পড়িয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'সকলই টিকির ন্যাওটা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বিণ* স্নেহের কারণে অনুরক্ত। 'দাদু বুড়োর ন্যাওটা যে ভাই।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'তাকে তোর যেরকম ন্যাওতা করে ফেলেচিস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ন্যাওয়াপাতি [স লেপ্>] *বি* নারকেলের পাতলা শাঁস। 'ওরে আমার ডাবনারকেলের ন্যাওয়াপাতি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ন্যাওয়ের খাট *বি* ন্যাও দিয়ে তৈরি খাট। 'ন্যাওয়ের খাটটার ওপর ঘুমুতে চেষ্টা।' *জীবন*, ১৯৩২।

ন্যাংচানো *ক্রি* খোঁড়ানো। 'গোদা ঠ্যাং ন্যাংচে চলে ব্যাছো যেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ন্যাংটা, ন্যাংটো [স নগ্ন>] ১ *বি* বিবস্ত্র লোক। 'ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।' *প্রভাকর*, ১৮৫১। ২ *বিণ* উলঙ্গ। 'সারা দিনমান উনি ন্যাংটো হয়ে ঘোরাঘুরি করবেন।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয় – নিঃস্বজনের হারানোর কিছু নেই। *প্রভাকর*, ১৮৫১।

ন্যাংড়া[1] [ফা লঙ্গ] *বি* খুড়িয়ে চলে যে। 'কালায় শোনে আঁধলায় দেখে ন্যাংড়ার নাচনা।' *লালন*, ১৮৯০।

ন্যাংড়া[2] [ফা লঙ্গ>] *বি* এক জাতের আম। 'ন্যাংড়া আমের আঁঠি।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

ন্যাংলুলো *বি* পা খোঁড়া যে। 'দেখে ইস ভয়েই মরিস ন্যাংলুলোটার পাঁইতারাকে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ন্যাক [ই] *বি* আগ্রহ। 'তোমার তো ওদিকে ন্যাক ছিলো।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

ন্যাকড়া [স নক্তক] *বি* ছেঁড়া কাপড়। 'ছেড়া ন্যাকড়ার তইরি গুরিয়া পুতুল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ন্যাকরা [ফা নখরা] ১ *বি* নেকামি। 'তোর বাবু অত ন্যাকরার কাজ কি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। ২ *বি* তুচ্ছ রসিকতা। 'ড্যাকরা বুড়ো ন্যাকরা করিস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ন্যাকা [ফা নেক>] ১ *বি* ভণ্ড। 'বদ্‌মাইসের বাদ্‌সা ও ন্যাকার সদ্দার।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* বুঝেও না বোঝার ভান করে যে; জেনেও না জানার ভান; সেয়ানা হয়ে বোকা সাজা। 'যাই বল তুমি, মেয়েরা বড়ো ন্যাকা। ওরা সত্যি কথাটাকে কবুল করতে চায় না, ছল করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ন্যাকাম [ফা নেক>] *বি* ন্যাকামি; ভণ্ডামি। 'ও লোকের ন্যাকাম!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ন্যাকামি, ন্যাকামী [ফা নেক>] *বি* ভান; কিছুই বুঝতে পারছে না এমন ভাব। 'শাশুড়ী বলিলেন, ওঁর সমস্ত ন্যাকামি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'মশায়, ন্যকামি রাখুন। যেন কিছুই জানেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

ন্যাকামো [ফা নেক>] *বি* না জানার ভান। 'শোন্, ন্যাকামো করিস্ এখন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ন্যাকার [স ন্যক্কার] *বি* বমি। 'গন্ধ দেখ, ন্যাকার ওঠে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ন্যাচারাল, ন্যাচর‍্যাল [ই] ১ *বিণ* প্রাকৃতিক। 'কলকেতার ন্যাচর‍্যাল হিষ্ট্রির দলে একটি নম্বর বাড়লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* স্বাভাবিক। 'তাঁহাদের কথিতমত ন্যাচারাল, অর্থাৎ স্বাভাবিক হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ন্যাজ [স লঞ্জ] *বি* লেজ। **ন্যাজওয়ালা** [লেজ+হি ওয়ালা] *বিণ* লেজবিশিষ্ট। 'কম্‌ফরটর, টিক ও ন্যাজওয়ালা পাগড়ী অগুন্তী উঠচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ন্যাজঝোলা [লেজ+ঝোলা] *বিণ* লম্বা লেজবিশিষ্ট। 'গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি।' *অবন*, ১৮৯৬।

ন্যাজমলা [লেজ+মলা] *বি* গোরুকে দ্রুত সামনে যাওয়ার জন্য লেজ মলে তাড়া দেওয়া। 'পাঁচন গুঁতো ন্যাজমলা খায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ন্যাজুড় [লেজ>] *বি* লেজ। 'চামচিকে-ছা বসে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ন্যাটা[1] [স স্নেহার্ত] ১ *বি* আদর-যত্ন। 'নিভে যাবে রসের বাতি ঘুচে যাবে সব ন্যাটা।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* ঝামেলা। 'একটা চাষাভূষো ধরে দাও গে – ন্যাটা চুকে যাক।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ন্যাটা চুকা – ঝামেলা দূর হওয়া। 'একটা চাষাভুষো ধরে দাও গে – ন্যাটা চুকে যাক।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ন্যাটা[2] *বি* ফলবিশেষ। 'ন্যাটা ফল আতা ক্ষীর।' *জীবন*, ১৯৪০।

ন্যাড় *বি* লম্বাকৃতি বিষ্ঠা। 'ন্যাড়-নেজুড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ন্যাড়া [স নগ্নাট>] ১ *বিণ* আড়ম্বরহীন; জৌলুসহীন। 'বাংলা-সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* মুড়া। 'প্রায় ন্যাড়া করে চুল ছাঁটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* পাতাহীন। 'গাছের একটা ন্যাড়া ডালে বসল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ন্যাড়ে [স নগ্নাট>] *বি* (গালিবাচক) নেড়ে। 'সেই অবধি ন্যাড়েদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ন্যাতা [স নক্তক] ১ *বি* জীর্ণ-মলিন বস্ত্রখণ্ড। 'বউ যে ন্যাতার মত হয়ে পড়লেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বি* জ্যাবজেবে। 'গলকম্বলটি ভিজে ন্যাতা হয়ে তাঁর গলায় নেপটে ধরলে।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

ন্যাতাজোবরা *বি* মেঝে মুছবার মলিন ভিজা কাপড়। 'ভিজে শীতে কেমন ন্যাতজোবরার মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ন্যাতানো *বিণ* মিয়ানো; নরম হয়ে গিয়েছে এমন। 'বুকের ন্যাতানো স্তনে ঢেউ খেলে যায়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

ন্যাদা *বি* পেট মোটা লোক। 'খ্যাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ন্যাপকিন [ই] *বি* রুমাল। 'তার খোপের মধ্যে ধুলো, খড়কে, ন্যাপ্‌কিন, পুরোনো তালা, ভাঙা গেলাসের তলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ন্যাপথালিন, ন্যাপথলিন [ই] *বি* আলকাতরা ও পেট্রোল থেকে তৈরি কড়া গন্ধযুক্ত পদার্থ, যা রং তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এবং কাপড় ইত্যাদি কীটের উপদ্রবমুক্ত রাখার জন্য সাদা গুলির আকারে ব্যবহার করা হয়। 'ন্যাপথলিনের গন্ধ ভরা পুরোনো বই।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'ঝাঁঝাল অনিশ্চিত একটা সুগন্ধ বাতাসে ঝকঝকে শাদা শাদা পাত্র ন্যাপথালিনের বল নিয়ে অপেক্ষা করছে।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

ন্যাপা [লেবু>] *বি* পাণ্ডুরোগ; জন্ডিস। 'একটা মাসিকে দেখেছি, ন্যাপা হয়েছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

ন্যাবা *বি* জন্ডিস; পাণ্ডুরোগ। 'কেউ বলে ন্যাবা হয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ন্যাবলা *বিণ* খণ্ড। **ন্যাবলা ন্যাবলা** *বিণ* খণ্ড খণ্ড। বিকেলে পশ্চিম আকাশে ন্যাবলা ন্যাবলা মেঘ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ন্যায্য [স] ১ *বিণ* ন্যায়সঙ্গত। 'ন্যায্য বিষয় আদালতে উপস্থিত করিয়া।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বিণ* যোগ্য। 'রাজা ন্যায্য দণ্ডকাল পাইয়া প্রিয়াপ্রিয় বিবেচনা কিছুই করিবেন না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ন্যায্যত [স] ১ *বিণ* যথার্থ। 'যাদের ন্যায্যত বৈঠক হল বন্ধ হেরেম।' *হোসেন*, ১৯৪০। ২ *ক্রিবিণ* যথার্থ অর্থে। 'আমরা ন্যায্যত গর্ব অনুভব করি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ন্যায্যতম [স] *বিণ* সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত। 'তিনিই সিংহাসনের ন্যায্যতম দাবিদার বলা চলে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ন্যায্যতা [স] *বি* যুক্তিযুক্ততা। 'জাতীয় দাবী-দাওয়ার ন্যায্যতায় ছিল তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ন্যায্যমূল্য [স] *বি* ন্যায়সঙ্গত দাম। 'রাস্তাঘাট ভাল না থাকিলে উৎপন্ন শস্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়া অসম্ভব।' *আজাদ*, ১৯৩৭; 'দুজন মুদি ন্যায্যমূল্য থেকে এক না দু'পয়সা বেশি নিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ন্যায্যরূপ [স] *বিণ* ন্যায়সঙ্গত। 'একটা ন্যায্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

ন্যায়[1] [স] ১ *বি* সুবিবেচনা। 'দাউদ সুবাদার হইয়া অতি ন্যায়েতে প্রজা লোকেরদের ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* তর্কশাস্ত্র। 'ব্যাকরণ দুই সাংখ্য ও ন্যায় এক।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বিণ* যথার্থ। 'ন্যায় পারিতোষিক না পাইয়া সামান্য কেরাণির সমপদী হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ন্যায় অন্যায় [স] *বি* ন্যায্য এবং অন্যায্য। 'প্রজা লোকেরদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

ন্যায়-আদর্শ [স] *বি* নীতিগত আদর্শ। 'বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমিনতা স্বীকার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ন্যায়ক [স] *বি* বিচারক। *ফরস্টার*, ১৮০১; 'তোমরা কিবা পরিপাটী ধারার ন্যায়ক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ন্যায়কথা [স] *বি* নীতিকথা। 'এখন তা হয়েছে ন্যায়কথা।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ন্যায়জ্ঞান [স] *বি* নীতিজ্ঞান। 'তারা কি ন্যায়জ্ঞান এবং বুদ্ধিবিবেচনার সাথে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

ন্যায়ত, ন্যায়তঃ [স] *ক্রিবিণ* ন্যায়সঙ্গতভাবে। 'দাউদ সুবাদার হইয়া অতি ন্যায়তে প্রজা লোকেরদের ...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'কংগ্রেসও মধ্যবর্তী সরকারের ভিতরে ন্যায়তঃ থাকিতে পারিবে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ন্যায়দণ্ড [স] *বি* শাসনদণ্ড। 'তাঁহারি দক্ষিণ হস্ত রাজে ন্যায়দণ্ড-'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ন্যায়দর্শন [স] *বি* যুক্তিবিদ্যা। 'ন্যায়দর্শন প্রভৃতি সকল দর্শন টীকা সহিত অল্পমূল্যে পাওয়া যায়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ন্যায়দর্শী [স] *বিণ* যথার্থবাদী; যুক্তিবাদী। 'ন্যায়দর্শী মানুষেরা নিপীড়িত আরবদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন।' *সওগাত*, ১৯৩৬।

ন্যায়-দ্রোহী [স] *বিণ* সত্যের বিরুদ্ধাচারী। 'ন্যায়বিচারের সে-বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ন্যায়ধর্ম, ন্যায্যধর্ম [স] ১ *বি* সঠিক পথে চলার মনোভাব; ন্যায়পথ।

'ন্যায়ধর্মে কোরো না বিমুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বি* নৈতিকতা। 'আমাদের মতে ন্যায়ধর্ম, যুক্তিতর্ক ও জ্ঞানালোচনার দিক দিয়া ...।' *এসলাম*, ১৯২০।

ন্যায়-নজর করা [স ন্যায়+আ নজর+করা] *ক্রি* সুদৃষ্টি দেওয়া। 'কাতর ফরিয়াদের প্রতি ন্যায়-নজর করিবার জন্য ... সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি।' *এসলাম*, ১৯৩৮।

ন্যায়নিষ্ঠ [স] *বিণ* ন্যায় বা বিধি মেনে চলে এমন। 'পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

ন্যায়নীতি [স] *বি* যুক্তিযুক্ততা। 'ইহা ব্রিটিশ ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ, তার ললিতকলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ন্যায়পঞ্চানন [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

ন্যায়পথ [স] *বি* সত্যের পথ। 'সদা ন্যায়পথে চলা উচিত।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'ন্যায়পথাশ্রয়ী সরলস্বভাব কৃষক, অন্যায়োজীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরণীয় ও পূজনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ন্যায় পথাশ্রয়ী [স] *বিণ* সত্যপথ অবলম্বনকারী। 'ন্যায় পথাশ্রয়ী সরলস্বভাব কৃষক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ন্যায়পরতা [স] *বি* ন্যায়নিষ্ঠতা। 'মিত্র উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা স্বভাববশতঃ কখনই আমার অনিষ্ট করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ন্যায়পরায়ণ [স] *বিণ* নীতি মেনে চলে এমন। 'জ্যেষ্ঠ, যার পর নাই, সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ন্যায়বাগীশ [স] *বি* ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; উপাধিবিশেষ। 'গণেশ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ন্যায়বাণী [স] *বি* ধর্মসংগত বাণী। 'গর্জন করছে খোদাতায়ালার ন্যায়বাণী।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ন্যায়বান [স] *বিণ* ন্যায়পরায়ণ। 'তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ ন্যায়বান হয়েন – রাগ দ্বেষ লোভ পক্ষপাতাদি মানবধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিবর্জ্জিত। *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'যদি সকলে অমরনগরের মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান হইতেন ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ন্যায়বিচার [স] *বি* যথার্থতা নিরূপণ। 'সাধারণের ন্যায়বিচার অসংকোচে গ্রহণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'ন্যায়বিচারের সে-বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ন্যায়বিরুদ্ধ [স] *বিণ* অন্যায়। 'ইহা অত্যন্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কথা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'পাঁচটা আরোহীর জায়গা একটা জুড়িয়া বসেন, ইহা সর্বতোভাবে ন্যায়বিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ন্যায়বুদ্ধি [স] *বি* বিবেক; বিচারবুদ্ধি। 'ন্যায়বুদ্ধির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গাত্রদাহ বেশি অনুভূত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ন্যায়ব্যবহার [স] *বি* সদ্ব্যবহার। 'নিম্নতনদের সহিত ন্যায়ব্যবহার করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ন্যায়ভূষণ [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

ন্যায়মার্গ [স] *বি* ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি। 'অতএব, সেই, ন্যায়মার্গ অনুসারে এই প্রমদার প্রণয়ভাজন হইতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ন্যায়মূলক [স] *বিণ* যুক্তিযুক্ত। 'যদি সৃষ্টির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ন্যায়যুক্ত [স] *বিণ* ন্যায়ের অনুগত। 'তাঁহারা ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহার ও ন্যায়যুক্ত পরিশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ন্যায়যুক্তি [স] *বি* যথাযথ যুক্তি। 'তাঁর ন্যায়যুক্তির দিক।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ন্যায়রত্ন [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। 'শ্রীযুত গীর্ব্বাণনাথ ন্যায়রত্ন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৫।

ন্যায়শাস্ত্র [স] *বি* ন্যায় দর্শন; তর্কবিদ্যা। 'বস্তুতঃ, তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্তা ছিলেন, এবং ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ে, নূতন মত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ন্যায়শীল [স] *বিণ* ন্যায়পরায়ণ। 'ন্যায়শীল গবর্ণমেন্টের কিন্তু এ প্রকার কোন অভিপ্রায় নাই।' *সুলভ*, ১৮৭০।

ন্যায়সংগত, ন্যায়সঙ্গত [স] **১** *বিণ* যুক্তিযুক্ত। 'প্রচলিতমতের বিরুদ্ধ কথা তিন শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। (১) ন্যায়সঙ্গত। ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'ব্যক্তিগত রুচিবিকার মাত্র, তাহা যুক্তিসঙ্গত ন্যায়সঙ্গত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'অন্যায় করিয়া ন্যায়সংগত শাস্তি পাইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* ন্যায্য। 'আমাদের যে ন্যায়সঙ্গত দেশ ছিল সেই দেশ বুঝে নিইনি।' *অন্নদা*, ১৯২৮; 'শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ন্যায়সঙ্গতভাবে [স] *ক্রিবিণ* ন্যায়ানুগভাবে। 'মানুষকে ন্যায়সঙ্গত-ভাবে শাস্তি দিতেও তাদের বুক কাঁপে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ন্যায়-সিদ্ধ [স] *বিণ* ন্যায়-সঙ্গত। 'ন্যায়-সিদ্ধ জীবনের আত্মসমাহিতি।' *আহসান*, ১৯৫৯।

ন্যায়স্থান [স] *বি* যুক্তিসিদ্ধ জায়গা। 'ন্যায়স্থান হইতে একস্থান নিরূপিত হউক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ন্যায়াচরণ [স ন্যায়-আচরণ] *বি* ন্যায়সঙ্গত আচরণ। 'শ্রদ্ধা করে না, অথচ ন্যায়াচরণের চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ন্যায়াধীশ [স ন্যায়-অধীশ] *বি* বিচারক। 'ন্যায়াধীশ হলেন নানাভোপটকার।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ন্যায়ানুগ [স] *বিণ* ন্যায়সংগত। 'শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে...।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

ন্যায়ানুগত [স ন্যায়-অনুগত] *বিণ* ন্যায়ের অধীন; ন্যায়সঙ্গত। 'তাঁহার নির্দেশ করা, কোনও মতে, ন্যায়ানুগত হইতেছে না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ন্যায়ানুরোধে [স ন্যায়-অনুরোধে] *ক্রিবিণ* ন্যায়ের জন্য। 'তিনি যদি কখন ন্যায়ানুরোধে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

ন্যায়ান্যায় [স ন্যায়-অন্যায়] *বি* ন্যায্য ও অন্যায্য। 'কর্তৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তির ন্যায়ান্যায়বিচারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ন্যায়ান্যায়বোধ [স ন্যায়-অন্যায়-বোধ] *বি* ন্যায্য ও অন্যায্যের জ্ঞান। 'আমাদের সাধারণের মধ্যে ন্যায়ান্যায়বোধ এমন সুতীব্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ন্যায়ালঙ্কার [স ন্যায়-অলঙ্কার] *বি* নৈয়ায়িকের উপাধি-বিশেষ। 'শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়লঙ্কার।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ন্যায়[২] [স] *বিণ* মতো; তুল্য। 'সে উত্তর দিলেক, কিছু অহার ন্যায় হয় নাহি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ন্যালা [স লালা] *বিণ* পাগলাটে। 'ন্যালা কুকুরের মত খুব যে গুঁই-গাঁই।'

জীবন, ১৯৪৮।

ন্যালাক্ষ্যাপা *বিণ* পাগলাটে। 'ন্যালাক্ষ্যাপা দিব্যি বলা যায় লোকটাকে।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

ন্যালাভ্যালা *বিণ* বোকা। 'তখন এর ন্যালাভ্যালা মুখের দিকে ... তাকিয়েও দেখতে যাবে না।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ন্যাশনাল [ই] *বিণ* জাতীয়। 'ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থবোধ-ভাববোধের হাত এড়ানো যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ন্যাশনালত্ব [ই ন্যাশনাল+স ত্ব] *বি* জাতীয়তাবোধ। 'বাঙালির আন্তরিক ন্যাশনালত্বের দুর্বলতাই প্রমাণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ন্যাশনাল পার্ক [ই] *বি* জাতীয় উদ্যান। 'এখানে ন্যাশনাল পার্ক করিয়া রাখিত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ন্যাশনাল ফণ্ড [ই] *বি* জাতীয় তহবিল। 'ন্যাশনাল ফণ্ড ... টাকা তুলতে হবে।' *অবন*, ১৯৪১।

ন্যাশনাল হিরো [ই] *বি* জাতীয় নেতা। 'বাঙালীর কাছে ন্যাশনাল হিরোর মর্যাদা পাবেন।' *পাশা*, ১৯৭১।

ন্যাসনালিজম, ন্যাসনালিজ্ম [ই] *বি* ভাষা, ধর্ম ও অঞ্চলের ভিত্তিকে একাত্মতাবোধ। 'আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে ন্যাশনালিজ্ম।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'বাঙলাকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষে ন্যাসনালিজমের অভিনয় করা ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ন্যাশনালিটি [ই] **১** *বি* জাতীয়তা। 'তাহার হস্তে নেশনের ন্যাশনালিটির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* রাষ্ট্রীয়। 'লীগ অব নেশনস-এর ন্যাশনালিটি ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ন্যাশনালিস্ট [ই] *বিণ* জাতীয়তাবাদী। 'তর্কবুদ্ধি দিয়ে ন্যাশনালিস্ট' *জীবন*, ১৯৩২।

ন্যাস [স] *বি* অঙ্গন্যাস। 'ন্যাস ধরিল ধারণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ন্যাসমুদ্রা [স] *বি* আঙুলের বিশেষ বিন্যাস। 'সামান্যকাণ্ডের জটিল অনুষ্ঠান ন্যাসমুদ্রা তন্ত্রমন্ত্রই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।' *অবন*, ১৯১৯।

ন্যাসী [স] *বি* সন্ন্যাসী। 'শুনিয়া আনন্দ বড় হৈলা ন্যাসীগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ন্যাসীবর [স] *বি* সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ। 'জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ন্যাসীবর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ন্যাসীরাজ [স] *বি* সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ। 'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসীরাজ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ন্যাস্ত [স ন্যস্ত] *বিণ* গচ্ছিত; রক্ষিত। 'যে ন্যাস্ত ভাণ্ডার আপন সদ্ উপার্জ্জনে পরিপূর্ণ করিয়াছ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ন্যুট্রন [ই] *বি* পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে এমন বিদ্যুতের অক্রিয় কণা; নিউট্রন। 'এই কণার নাম দেওয়া হয়েছে ন্যুট্রন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ন্যুব্জ [স] *বিণ* কুঁজো। 'যাহাদের ন্যুব্জ পৃষ্ঠে শুধু অশ্রদ্ধার বোঝা চাপানো হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'ন্যুব্জ নিসর্গ।' *জীবন*, ১৯৪০।

ন্যুব্জদেহ [স] *বিণ* কুঁজো দেহবিশিষ্ট। 'কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ, অষ্টাবক্র – বিকট প্রাণী ইহারা।' *সবুজ*, ১৯২১।

ন্যুব্জপৃষ্ঠ [স] *বিণ* পিঠ কুঁজো এমন। 'দীর্ঘদেহ ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষটি, মুখখানি লাজুকের মতো ঈষৎ নত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ন্যুমোনিয়া [ই] *বি* ফুসফুসের প্রদাহজনিত জ্বর। 'ইনফ্লুয়েঞ্জা, হয়তো ন্যুমোনিয়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ন্যূন [স] **১** *বিণ* তুলনামূলক কম। 'পরে ... অনেক ন্যূন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বিণ* কম। 'তথাপি যৌবনগুণে তুমি ন্যূন নও।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বিণ* বিলুপ্ত। 'যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা ক্রমশঃ ন্যূন হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৪** *বিণ* ঊর্ধ্বে নয় এমন। 'সমস্ত লোকের বয়ঃক্রম ১৫ বর্ষের ন্যূন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৫** *বিণ* গৌণ। 'শোভা ও মূল্য বিষয়ে, উহারা হীরক অপেক্ষা অনেক ন্যূন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ন্যূনকল্পে [স] *ক্রিবিণ* কম ক'রে ধরলে। 'তাঁহার বর্ত্তমানকাল অতি ন্যূনকল্পেও ... আধুনিক হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ন্যূনতম [স] *বি* সামান্যতম। 'সৈন্যেরা ন্যূনতম পরিমাণে লড়াই ও প্রভূত পরিমাণে লুট করিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ন্যূনতর [স] *বিণ* ক্রমাগতভাবে কমছে এমন। 'সাহস ও শক্তি ক্রমাগত ন্যূন হইতে ন্যূনতর হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ন্যূনতা [স] **১** *বি* স্বল্পতা। 'এখন যে রাজ্যের ন্যূনতা হইয়াছে ...।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* ঘাটতি। 'আমাদের নিজের মধ্যে সৌন্দর্যের ন্যূনতা থাকিলে, আমরা জগতের সৌন্দর্য-রাজ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৩** *বি* দীনতা। 'নেই ন্যূনতা, গুমর কিছুই নেই – মাথা-উঁচু মস্ত পায়ের চাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ন্যূনবয়স্ক [স] *বিণ* কম বয়সী। 'দ্বাদশ বৎসর ন্যূনবয়স্ক যেং ব্রাহ্মণ বালক তাহারা অধ্যয়নযোগ্য।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ন্যূনবর্গীয় [স] *বিণ* নীচের শ্রেণীর। 'হিন্দুকালেজের কতিপয় ন্যূনবর্গীয় ছাত্র।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

ন্যূন সংখ্যাতে *ক্রিবিণ* কমপক্ষে; কম ক'রে ধরলে। 'প্রত্যেক পাঠশালায় ন্যূন সংখ্যাতে ১৬ জন কন্যা গণনা করিলে ...।' *গৌর*, ১৮২২।

ন্যূন হওয়া *ক্রি* বিলুপ্ত হওয়া। 'যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা ক্রমশঃ ন্যূন হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ন্যূনাংশিক [স ন্যূন-আংশিক] *বি* সংখ্যালঘিষ্ঠতা। 'ন্যূনাংশিক বৃহদাংশিককে শোষণ করে বড়ো হতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ন্যূনাতিরিক্ত [স ন্যূন-অতিরিক্ত] *বিণ* কমবেশি। 'বরপাত্র যেমত বড় বা ক্ষুদ্র লোক হউক সমারোহের ন্যূনাতিরিক্ত নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ন্যূনাতিরেক [স ন্যূন-অতিরেক] *বিণ* কমবেশি। 'কলিকাতা হইতে ন্যূনাতিরেক ৪০ ক্রোশ।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ন্যূনাধিক [স ন্যূন-অধিক] *বিণ* কমবেশি। 'আমার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক করিতে পারিবা না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ন্যূনাধিক্য [স ন্যূন-আধিক্য] **১** *বি* তারতম্য। 'এই ন্যূনাধিক্য বশতঃ বৎসরে তিনশত পঁয়ষট্টি দিন হইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* কমবেশি। 'অন্যান্য বিভাগে ইহার কোন কোন বিষয়ের ন্যূনাধিক্য হইতে পারে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

ন্যেড়ে দ্র নেড়ে

প

পঅমানি [স প্রমাণ] *বিণ* নিরোধক। 'দখিন সংখে আপ পঅমানি।' *রামাই*, ১৭১০।

পই *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'হরসুন্দর পই।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পইখপাখলা [স পক্ষী>] *বি* পাখিসকল। 'অমগুন ভাবে, পইখপাখলার এক ঘুম হয়ে গেল।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

পইঠা[1] [স প্রবিষ্ট] *বিণ* প্রবিষ্ট। 'গ জাণমি অপা কহি পই পইঠা।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

পইঠা[2] [স প্রবিষ্ট>] *ক্রি* প্রবেশ করা। **পইঠ** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ অচারে।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **পইঠল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'কি হেরলুঁ অপরুব গোরি। পইঠল হিয় মাহ মোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পইঠেল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

পইঠা[3], **পইটে** [স প্রতিষ্ঠা] ১ *বি* সিঁড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* সিঁড়ির ধাপ। 'জল বেড়ে বাঁদঘাটের পাথরের পইটে ভিজে যাচ্চে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পইঠায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

পইতা [স উপবীত] *বি* যজ্ঞসূত্র; উপবীত। 'অঙ্গদ কঙ্কণ সাপ সাপের পইতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পইতে [স উপবীত] *বি* উপবীত। 'বুক ফোলান, বাঁকা শিতি, পইতের গোচ্ছা গলায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পইদাষ [ফা পয়দায়েশ] ১ *বি* উৎপাদন। 'পইদাষ খুব কিফায়তের আওতাত বটে।' *ক্যালগে*, ১৭৯১। ২ *বিণ* উৎপন্ন। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

পইপই [স পুনঃপুন] *বি* বারবার। **পইপই করে** *ক্রিবিণ* বারে বারে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমি তাকে পই পই করে বললুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পঁইপঁই করে *ক্রিবিণ* সূক্ষ্মভাবে। 'পঁইপঁই করে দেখাশোনা।' *জীবন*, ১৯৩২।

পইরন [স পরিধান] *বিণ* পরনের। 'পইরন কাপড় তার ভাসাইয়া নিল সোতে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পইল [স পততি>] *ক্রি* পড়লো। 'সর্ব্ব রাজ্য পইল সাড়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পইসঅ [স পশ্য>] *ক্রি* দেখা যায়। 'সান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

পইসা [স প্রবিশতি] *ক্রি* প্রবেশ করা। **পইসই** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'ভণই কাহ্ন মো হিঅহি ণ পইসই।' *চর্যা* ৭, ১২০০। **পইসওঁ** *ক্রি* প্রবেশ করি। 'গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ কিবা মরোঁ আনলে পুড়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পইসন্তে** *ক্রি* প্রবেশ করতে। 'নলনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **পইসহিণি** *ক্রি* প্রবেশ করো। 'হণবিপু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **পইসি** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'সহজ নলিনীবণ পইসি নিবিতা।' *চর্যা* ৯, ১২০০। **পইসে** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পউছা *ক্রি* উপস্থিত হওয়া। 'বেহেস্তের বিচে সামা যাইয়া পউছিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **পউছে** *ক্রি* পৌছায়। *এডমন*, ১৭৯২। *দ্র* **পৌছা**

পউটি *বি* খাদ্যশস্যের পরিমাণবিশেষ। 'আর ডিঙ্গা তুলিল নামে ছোটমুঠি সেই নায়ে ভরা চাল্যু বায়ন্ন পউটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পউষ [স পৌষ] *বি* পৌষ; বাংলা বছরের নবম মাস। 'পউষে বকুল ধরে চৈত্রে আম্র খাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পএ [স পদ] *বি* পা। 'পএর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পএগাম্বর [ফা পয়গম্বার] *বি* ইসলামিমতে প্রেরিত পুরুষ। 'এক লাখ চল্লিশ হাজার পএগাম্বর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পওধর [স পয়োধর] *বি* স্তন। 'সহজ সুন্দর গোর কলেবর পীন পওধর সিরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পওলা [স প্রাপণ] *ক্রি* পাওয়া। 'মাগল মনোরথ কওনে সখি পওলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পংক্তি [স] ১ *বি* সারি। 'দ্বিতীয় পংক্তিতে ৬৫ জন তৃতীয় পংক্তিতে ৪৬ জন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বি* চরণ; লাইন। 'তদ্বিবরণ স্থূল বর্ণন করিয়া কএক পংক্তি প্রেরণ করি।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

পংক্তিপূজক [স] *বি* পংক্তিভেদ মেনে চলে যে। 'ব্যক্তিগত পংক্তিপূজক সমাজের তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সংকুচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পংক্তি ভোজন [স] *বি* এক সঙ্গে পাশাপাশি বসে বহু লোকের ভোজন। 'এক দিবস পংক্তি ভোজন হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

পঁইচি ১ *বি* স্ত্রীলোকের মণিবন্ধের অলংকার। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'পঁইচি বাজে রিনিঝিনি রণঝন।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বি* নাকফুল। 'কঙ্কন পঁইচি খুলে ফেলো সকিনা!' *নজরুল*, ১৯২২।

পঁইঠা [স প্রতিষ্ঠা] *বি* সিঁড়ি। 'ঘাটে পঁইঠায় বসিবি বিরলে/ ডুবায়ে গল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পঁইপঁই *দ্র* **পইপই**

পঁউআ [স পদ্মা] *বি* পদ্ম। 'বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০।

পঁক্তি [স পঙ্‌ক্তি] *বি* পংক্তি। 'এই খেদ উক্তি কএক পঁক্তি যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

পঁচবান [স পঞ্চবাণ] *বি* কামদেবের কল্পিত অস্ত্র। 'হেরিতহি হৃদয় হনএ পঁচবানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পঁচহত্তরি [পা পঞ্চসপ্ততি>] *বিণ* পঁচাত্তর। 'নয় হাজার তিন শত পঁচহত্তরি টাকা দেউন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

পঁচা [স পচন>] *ক্রি* দূষিত হওয়া। 'পঁচিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পঁচাই *বিণ* দূষিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পঁচাত্তর *দ্র* **পচাত্তর**

পঁচানব্বি [পা পঞ্চনবতি] *বিণ* পঁচানব্বই। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

পঁচাশি *দ্র* **পচাশী**

পঁচিশ, পচিষ, পচীষ, পচীস [পা পঞ্চবীসতি] *বিণ* ২৫ সংখ্যক। 'বয়স হইল যদি পঁচিশ বৎসর।' *সুলতান*, ১৭০০; 'এক সও আঠাষ মোন পচিষ সের।' *বোগল*, ১৭৭৩; 'পচীস সও টাকা পরগনে মচাকীস।' *মেয়র্স*, ১৭৭৪; 'পচীষ টাকা কর্জ্জ করিয়া বাটীর খরচ করিবা।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

পচীষা *বিণ* মাসের পঁচিশ তারিখ। 'জষ্যপর আমার মধ্যমা কন্যার ষুভবিভাহ পচীষা আসাড়ে।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

পঁয়তাল্লিশ [পা পঞ্চচত্তালীসা] *বিণ* ৪৫ সংখ্যক। '১ এক বেল ওজন পঁয়তাল্লিশ সের করিয়া হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৭।

পঁয়ত্রিশ [স পঞ্চত্রিংশৎ] *বিণ* ৩৫ সংখ্যক। 'পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল এই জিলা মাপা গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

পঞ্চিত্রিষ, পঞ্চিত্রিস [স পঞ্চত্রিংশৎ] *বিণ* ৩৫ সংখ্যক। 'এক দফা কাত খরচ বাবদী বিবি দেন আড়কাট ৩৫ পঞ্চিত্রিষ তঙ্কা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'মালের চিঠী সকলে তিনসত পঞ্চিত্রিস চিঠী ইহার বিতং এক চিঠী।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

পঁয়ষট্টি [পা পঞ্চসট্‌ঠি] *বিণ* পঁয়ষট্টি-সংখ্যক। 'তাহার হাঁসিলে প্রতিবৎসর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

পঞ্চিসাট্টি [পা পঞ্চসট্‌ঠি] *বিণ* পঁয়ষট্টি-সংখ্যক। 'দুই হাজার ছয় সত পঞ্চিসট্টি হইয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

পঁহু [স প্রভু] *বি* প্রভু। 'বুলিল তোহ্মারে পঁহু করিল গৌরব বহু।' *সুলতান*, ১৭০০।

পঁহুছানো [হি পহুঁচনা>] *ক্রি* উপস্থিত হওয়া। 'অবিলম্বে নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে পঁহুছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **পঁহুছিনু** *ক্রি* পৌছলাম। 'তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **পঁহুছিবে** *ক্রি* পৌছবে। 'রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে আমলের কাছারী পঁহুছিবে।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **পঁহুছিয়া** *ক্রি* পৌছে। 'দূত ক্রমে পঁহুছিয়া সেই মহারাজচক্রবর্ত্তির সাক্ষাতে ...' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **পঁহুছিয়াছেন** *ক্রি* পৌচেছেন। 'কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **পঁহুছিল** *ক্রি* পৌছালো। 'সৈন্যগণ সেউড়ী পঁহুছিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮। **পঁহুছে** *ক্রি* পৌছেছে। 'পূর্ব্বদেশ হইতে এই নদীতে পঁহুছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পঁহুচানো [স প্রভূত>] *ক্রি* নাগাল পাওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পঁহুছন [হি পহুঁচনা>] *বি* উপস্থিত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পকেট [ই] *বি* জামাসংলগ্ন থলি; জেব। 'সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাক ও পকেট পরিপূর্ণ।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'পকেটেও নেই একটা পয়সা, পেটেও নেই কোনো ধান্দা।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পকেট-এডিশন [ই] *বি* সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। 'একটা পকেট-এডিশন গীতা বের করে টেবিলের উপর রাখলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পকেটকাটা [ই পকেট+কাটা] *বি* পকেটমার। 'কে হে তুমি? দেখছি চোরের পকেটকাটা সাক্ষী।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পকেট-কেস [ই] *বি* মানিব্যাগ; পকেটে টাকা রাখার ছোটো ব্যাগ। 'পকেট-কেস বার করে দাম দিতে গিয়ে দেখি ...' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'মধুসূদন পকেট-কেস থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পকেট খরচ [ই পকেট+আ খরজ] *বি* ব্যক্তিগত খুচরা খরচ। 'গোপনে কাউকে কাউকে কিছু দিতে হয় নিজের পকেট খরচ থেকে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

পকেট ঘড়ি [ই পকেট+ঘড়ি] *বি* পকেটে রাখা যায় এমন ছোটো ঘড়ি। 'পকেট ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গেছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পকেট-ডায়েরি [ই] *বি* নোটবুক। 'আমি পকেট-ডায়েরি খুলে পড়ে বললুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পকেটবন্দী [ই পকেট+ফা বন্দি] *বিণ* পকেটে-রাখা। 'পকেটবন্দী রজনীগন্ধার শুভ্র ঘ্রাণ অকাতরে বিলিয়ে সড়কে যাওয়া যায়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

পকেট পুরা *ক্রি* পকেটে ভরা; আত্মসাৎ করা। 'বণিকদের পকেট পুরিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পকেট ভরা *ক্রি* পকেটে ঢোকানো। 'পকেট ভরে নিয়ে গেল কাঠবিড়ালির খোরাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পকেটমার [ই পকেট+মার] *বি* পকেট থেকে অর্থ ও অন্যান্য জিনিস চুরি করে যে। 'কয়েকজন জুয়াড়ি, গাটকাটা ও পকেটমারও আসিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

পকেট-যোজনা *ক্রি* (জামায়) পকেট লাগানো। 'আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পকেটস্থ [ই পকেট+স স্থ] *বি* আত্মসাৎ। 'আন্দাজে এক প্রেসক্রিপশন দিয়ে দুটাকা পকেটস্থ করে ডাক্তার সাহেব বিদায় নেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পকেটস্থ করা *ক্রি* আত্মসাৎ করা। 'তিনি তিনশ নগদ পকেটস্থ করে বেরুবার মুখেই দেখতে পেলাম ...' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পকেটস্থ হওয়া *ক্রি* অধিকারভুক্ত হওয়া। 'এই আশাতিরিক্ত লভ্যাংশ ... অতি লোভীদের পকেটস্থ হইল।' *জামায়াত*, ১৯৪৩।

পকেট হালকা করা *ক্রি* অর্থ ব্যয় করানো। 'দেশ দেখিয়ে তাদের পকেট হালকা করছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পক্ক [স] **১** *বিণ* পাকা। 'সেই সব শাখা পূর্ণ পক্ক প্রেমফলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পক্ক বিম্ববর জিনিঞা অধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* রান্না করা হয়েছে এমন। 'চালে মোটা চাল, সিদ্ধ পক্ক করে, আড়ে গেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পক্ক [স পক্ব] *বিণ* পাকা। 'শুষ্ক পক্ক পীলু ফল আর গুঞ্জামালা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পক্কান্ন [স পক্বান্ন] *বি* পোলাও। 'আতপ তণ্ডুল ফুল লুচি ও পক্কান্ন ...।' *কেতকা*, ১৬৫০।

পক্ককেশ [স] *বিণ* পাকা চুলের অধিকারী। 'আমি বৃদ্ধ পক্ককেশ হয়ে গেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পক্ককেশা [স] *বি* পাকাচুলওয়ালা। 'কোন পক্ককেশা জল আনিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

পক্কপ্রবীণ [স] *বিণ* বয়োজ্যেষ্ঠ। 'পুতুলের বিয়ের সম্বন্ধ ওদের পক্কপ্রবীণ পিতামাতারা নির্ণয় করবেন।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

পক্কান্ন [স পক্ব-অন্ন] *বি* ঘি দিয়ে ভাজা মিষ্ট খাবার। 'মিষ্টান্ন পক্কান্ন ভোজন করাইয়া পরিতোষ করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

পক্ষ[১] [স পক্ষী] *বি* পাখি। 'না জায় পক্ষ উড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

পক্ষজ [স] *বিণ* পাখি হতে জন্মে এমন। 'পক্ষজ কুবক্ষ কিছু করায় তক্ষণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পক্ষনাদ [স] *বি* পাখির রব বা স্বর। 'নানা পক্ষনাদ মনোহর।' *মালাধর*, ১৫০০।

পক্ষপৃষ্ঠ [স] *বি* পাখির পিঠ। 'কৌতুকে বসিলা পক্ষপৃষ্ঠের উপর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পক্ষমাংস [স] *বি* পাখির মাংস। 'কত কড়ি পাও পক্ষমাংসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পক্ষরাজ [স] *বিণ* পাখিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'পক্ষরাজ বাজ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পক্ষাধিপ [স পক্ষ-অধিপ] *বি* পাখির মালিক। 'এক দল পক্ষী এতদুভয় পক্ষির পক্ষাধিপ মহাশয়েরা ঐ যুদ্ধদর্শনে ... আহ্বান করিয়াছিলেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

পক্ষ[2] [স] ১ *বি* দল; তরফ। 'দ্রোপদ নৃপতি হৈল ব্রাহ্মণের পক্ষ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* কাল। 'পক্ষ ক্ষেপ না পাইলা নামাজ পড়িবার।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* ডালপালা। 'রসাল আদি নানাতরু অকালে সকল চারু হয় নানা পক্ষ সুশোভন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *বি* চাঁদের বৃদ্ধিকাল বা হ্রাসকাল। 'দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।' *ভারত*, ১৭৬০। ৫ *বি* পাখা। 'পক্ষহীন পক্ষির মত অত্যন্ত দুঃখী হইয়া বেড়াইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৬ *বি* পাখির পালক। 'মরক্কো হইতে উত্তম চর্ম্ম, কৃমিদানা, এবং আস্ট্রিচ পক্ষির পক্ষ পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৭ *বি* পনেরো দিবস কাল। 'পনর দিবসে এক পক্ষ হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৮ *বি* দল। যে পক্ষ সর্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৯ *বি* স্ত্রী; সংসার। 'তিনি দ্বিতীয় পক্ষ ... লইয়া তখন সুখে।' *শরৎ*, ১৯১৭। ১০ *বি* দিক। 'দেশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীয়তা পেয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

পক্ষক [স] *বি* চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধিজনিত কাল। 'পক্ষকের মরণ জানিবু কেমন কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

পক্ষচ্ছেদ [স] ১ *বি* অঙ্গহানি। 'বজ্রদ্বারা হিমাচলেরে পক্ষচ্ছেদ করেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। ২ *বি* পাখাকাটা। 'কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

পক্ষচ্ছায় [স] *বি* ডানার তলা। 'বিহঙ্গগান শান্ত তখন অন্ধ রাতের পক্ষচ্ছায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

পক্ষচ্ছায়া [স] *বি* পাখার ছায়া। 'মেঘ তাহার পক্ষচ্ছায়া বিস্তৃত করিয়া দেয়।' *হাই*, ১৯৫৪।

পক্ষতা [স] *বি* পক্ষাবলম্বন। 'ফুরীরিজম আর এক প্রকার সাধারণ সম্পত্তির পক্ষতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পক্ষধর [স] *বি* চাঁদ; কলাধর। 'কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

পক্ষপাত [স] ১ *বি* পক্ষ অবলম্বন; কারও প্রতি অতিরিক্ত আনুকূল্য। 'সালিসেরা কিছু গ্রহণ অথবা পক্ষপাত করিয়াছেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* বিশেষ খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ। 'আহারে যাহার পক্ষপাতের সংযম আছে সেই করে স্বাদগ্রহণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বি* সমর্থন। 'ধর্মমণ্ডলী এই মতের প্রতি সমর্থন করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৪ *বি* অনুরাগ। 'ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কান-মলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পক্ষপাতকৃপণ [স] *বিণ* পক্ষপাতকুণ্ঠ। 'পক্ষপাতকৃপণ কাব্য তাহাদের জন্য স্থান সংকোচ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পক্ষপাতদুষ্ট [স] *বিণ* পক্ষপাতদূষিত। 'নির্ব্বাচন অবৈধ ও পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পক্ষপাতদোষ [স] *বি* একচোখামি। 'পক্ষপাতদোষে দূষিত হওয়া আমাদের স্বভাবসিদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পক্ষপাতপরতা [স] *বি* পক্ষপাতিত্ব। 'শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে ... পক্ষপাতপরতা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পক্ষপাত-পরিশূন্য [স] *বিণ* পক্ষপাতহীন। 'ন্যায়বিচার-প্রণালীর ফিল্টারের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ ও পক্ষপাত-পরিশূন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

পক্ষপাতবিহীন [স] *বিণ* নিরপেক্ষ। 'আপনি পক্ষপাতবিহীন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পক্ষপাতময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* পক্ষপাতিত্ব করে এমন। 'পক্ষপাতময়ী বঙ্গভূমিতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিল।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

পক্ষপাতমূলক [স] *বিণ* এক পক্ষকে সমর্থন করে এমন। 'রেফারির পক্ষপাতমূলক ব্যবহারে এবং এক শ্রেণীর অমুসলমান ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

পক্ষপাতরহিত [স] *বিণ* নিরপেক্ষ। 'শ্রেণীবিশেষের প্রতি যেরূপ পক্ষপাতরহিত ...।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

পক্ষপাতশূন্য [স] *বিণ* কোনো একটি দল বা গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না এমন। 'ভদ্রতর লোকেরা যাঁহাকে পক্ষপাতশূন্য অথচ সর্ব্বত্র মান্য গুণিগণাগ্রগণ্য বিবেচনা করেন ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

পক্ষপাতি [স পক্ষপাতী] *বিণ* পক্ষপাতমূলক। 'সভাতে কোন জাতীয় পক্ষপাতি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি হয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পক্ষপাতিতা [স] *বি* পক্ষপাত। 'এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশী।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

পক্ষপাতিত্ব [স] *বি* পক্ষপাত। 'তাঁহার পক্ষপাতিত্ব বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

পক্ষপাতী [স] ১ *বিণ* পক্ষ অবলম্বনকারী। 'বেহারারদের পক্ষপাতী হইয়া কেহ লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ২ *বিণ* একচোখা। 'নিরপরাধী ভাবিয়া প্রজার প্রতি ঘোর পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ* অনুরাগী। 'তাঁহারা কেবল চেঁচাইয়া বলিতে চান আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বিণ* দরদি। 'আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৫ *বিণ* পক্ষপাতদুষ্ট। 'পুরুষজাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনা কৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৬ *বিণ* সমর্থনকারী। 'আমরা এরূপ গদ্যরচনার পক্ষপাতী নহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮

পক্ষপুট [স] ১ *বি* পাখির ডানার তৈরি আবরণ। 'একেশ্বর রাজত্বের বিপুল পক্ষপুটের তা লাগিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* পাখা। 'উড়বে বলে পুলক জাগে তোমার পক্ষপুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পক্ষবিহীন [স] *বিণ* পাখাহীন। 'পক্ষবিহীন বুলবুলি কের উড়ুক আকাশ-তল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পক্ষভুক্ত [স] *বিণ* পক্ষে আনয়ন। 'বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পক্ষভেদ [স] *বি* দলভেদ। 'এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষভেদ নাই।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পক্ষা [স পক্ষ>] *ক্রিবিণ* পক্ষে। 'অভয়া বলেন বাছা আমি যার পক্ষা।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

পক্ষাধিককাল [স পক্ষ-অধিক-কাল] *বিণ* পনেরো দিনের বেশি। 'পক্ষাধিককাল যাইতে না যাইতেই সে আমাদের বনে ... ।' *মুজতবা,* ১৯৫৯।

পক্ষান্তরে [স পক্ষ-অন্তরে] *ক্রিবিণ* অন্যদিকে। 'পরিপক্বতার পরিচয় দেওয়াই মহাভ্রম; পক্ষান্তরে, গবর্ণমেন্টের অযথা কঠোরতা ... ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৮।

পক্ষাপক্ষ [স পক্ষ-অপক্ষ] *বি* স্বপক্ষ ও বিপক্ষ। 'পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা কি শ্রেয়ঃ।' *বঙ্কিম,* ১৮৬৫।

পক্ষাবল *বি* সাহায্যকারী। 'তার পক্ষাবল হয়্যা শিবারূপী মহামায়া।' *রূপরাম,* ১৭৫০।

পক্ষাবলম্বন [স পক্ষ-অবলম্বন] *বি* পক্ষ সমর্থন। 'আমি আপনকার পক্ষাবলম্বন করি না।' *দর্পণ,* ১৮৩১।

পক্ষাবলম্বী [স পক্ষ-অবলম্বী] *বিণ* স্বপক্ষ। 'তাহারদিগের পক্ষাবলম্বী লোক।' *সোমপ্রকাশ,* ১৮৭৩।

পক্ষীয় [স] *বিণ* পক্ষাবলম্বনকারী। 'কোন লোকের পক্ষীয় নহি।' *দর্পণ,* ১৮২১।

পক্ষোদ্ভেদ [স পক্ষ-উদ্ভেদ] *বি* পাখা গজানো। 'পক্ষচ্ছেদ নয়, পক্ষোদ্ভেদ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৯।

পক্ষাঘাত [স] *বি* যে রোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অবশ হয়। 'এই ব্যক্তি পক্ষাঘাত রোগেতে পীড়িত।' *দর্পণ,* ১৮২৩; 'অতীতের পক্ষাঘাত, ভবিষ্যের বাচাল কুলিশ।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩৮।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত [স] *বিণ* এক পার্শ্বের অঙ্গ অবশ হয়ে গেছে এমন। 'পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার মতো।' *অবন,* ১৯২৫।

পক্ষাঘাতবশত [স] *ক্রিবিণ* অসাড়তার কারণে। 'যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তথাপিও যে জাতি কল্পনার জড়তা – হৃদয়ের পক্ষাঘাতবশত তাঁহার মহত্ত্ব কোনোমতে অনুভব করিতে পারে না ... ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪।

পক্ষাঘাতী [স] *বিণ* পক্ষাঘাতগ্রস্ত। 'অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া একেবারে পক্ষাঘাতী হইলেন।' *দর্পণ,* ১৮৩৪।

পক্ষাপক্ষ, পক্ষাবল, পক্ষাবলম্বন *দ্র* **পক্ষ**[২]

পক্ষী, পক্ষি[১] [স পক্ষী, সমাসবদ্ধ হওয়ার পক্ষি-] *বি* পাখি। 'রএ আর নানা পক্ষিগণে।' *বড়ু,* ১৪৫০; 'আহারের লোভে ফান্দে বান্ধে পক্ষীগণ।' *আলাওল,* ১৬৮০।

পক্ষি[২] [স পক্ষী] *বি* পাখি। 'একটা চিত্র পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত।' *রামরাম,* ১৮০১।

পক্ষিণী [স] *বি* স্ত্রী পাখি। 'দূর হইতে পক্ষিণী দেখিল।' *বিজয়,* ১৬৫০।

পক্ষিপাখালি [স পক্ষী>] *বি* পাখি বা পাখিজাতীয় প্রাণী। 'পক্ষিপাখালির দল প্রথম অতি দেদীপ্যমান ছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ,* ১৮৩১।

পক্ষিরাজ, পক্ষীরাজ [স] **১** *বি* ঈগল। 'বিনি কান্দে বাঝাইতে পারি পক্ষীরাজ।' *বাহরাম,* ১৬৫০। **২** *বি* রূপকথার কাল্পনিক পাখাযুক্ত ঘোড়া। 'ঘোড়া দুটা বেটো ঘোড়ার বাবা – পক্ষিরাজের বংশ ... ।' *প্যারী,* ১৮৫৮; 'প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটি নয়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২। **৩** *বি* পাখিদের রাজা। 'কপোতীমণ্ডলীর মধ্যে পক্ষিরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে।' *মাইকেল,* ১৮৭৪; 'পক্ষিরাজের মতো কমলারঙের পাখা ঝাড়ে।' *জীবন,* ১৯৩২।

পক্ষীনৃত্য [স] *বি* পাখির নাচ। 'রাজহংসে বা ময়ূরের পক্ষীনৃত্য করা হয়।' *মুজতবা,* ১৯৫৯।

পক্ষীমাতা [স] *বি* মা-পাখি। 'পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মতো আকাশ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

পক্ষীলীলা [স] *বি* পাখি-জীবন। 'একদিন তার পক্ষীলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়।' *অবন,* ১৯২৫।

পক্ষীয় *দ্র* **পক্ষ**[২]

পক্ষে[১] [স পক্ষী>] *বি* পাখি। 'একদিন ঘুঘু পক্ষে সয়চান খেদাড়ে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

পক্ষে[২] [স পক্ষ>] *অব্য* কাছে। 'আত্মভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে।' *অক্ষয়,* ১৮৪৮।

পক্ষোদ্ভেদ *দ্র* **পক্ষ**[২]

পক্ষ্ম [স] **১** *বি* চোখের পাতার লোম। 'চক্ষুর পাতার ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম আছে ... ঐ রোমের নাম পক্ষ্ম।' *বিদ্যা,* ১৮৫১। **২** *বি* চোখের পাতা। 'ছিল তার আঁখি দুটি ঘনপক্ষ্মচ্ছায়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৬।

পক্ষ্মছায়া [স] *বি* চোখের পাতা। 'টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮।

পক্ষ্মরেখা [স] *বি* চোখের পাতা। 'দেখেছি কারো চোখের পক্ষ্মরেখায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৫।

পক্ষ্যা [স পক্ষী] *বি* পাখি। 'পক্ষ্যার নলি।' *মানোএল,* ১৭৪৩।

পখ [স পক্ষ] *বি* পক্ষ। 'তেরসি তিথি সসি সামর পখ নিসি।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

পখরি [স পর্ব>] *বি* ফুলের পাপড়ি। 'পুষ্পের পখরি মধ্যে পুইল পদ্মাবতী।' *বিজয়,* ১৬৫০।

পখান [স পাষাণ] *বি* পাষাণ। 'হৃদয় তসু পখান।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

পগড়ি [স প্রগ্রহ] *বি* পাগড়ি। 'প্রচিত্র পগড়ি মাথে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

পগার [স প্রাকার] **১** *বি* জমির সীমানা নির্ধারক নালা। 'পগার খন্দক খানা উলু কাস্যা নল বেনা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **২** *বি* প্রাচীর। 'পালটে পাদপ আছে সেনের পগারে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১। **৩** *বি* নিচু জমি। 'বিলির ধারির পগারডায় এবছরই ধান রুতি হবে।' *হাসান,* ১৯৬৭।

পগার পার **১** *বি* পলায়ন। 'রুটি সেঁটে, কোমর এঁটে, এক দৌড়ে পগার পার।' *গিরিশ,* ১৮৮৩। **২** *বিণ* পলাতক। 'ধমক শুনে ভূতের বাবা হচ্ছে পগার পার।' *সুকুমার,* ১৯২০।

পগার পার হওয়া *ক্রি* পালিয়ে সীমানার বাইরে যাওয়া। 'ততক্ষণ উনি পগার পার হয়ে গেছেন।' *নজরুল,* ১৯৩১।

পগেয়া **১** *বি* ঘোড়ার জাতবিশেষ। 'পগেয়া ভুটিয়া তাজি আরবি ইত্যাদি।' *প্রমথ,* ১৯১৫। **২** *বি* মাস্তান। 'সেই আগেরকার পগেয়া।' *নজরুল,* ১৯২৪।

পঙ্‌ক্তি [স] **১** *বি* কথা। 'অদ্বৈত কহে অবধূত সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **২** *বিণ* সারিবদ্ধ। 'নিমন্ত্রণ দিয়া এক দিবস পঙ্‌ক্তি ভোজন হইল।' *রামরাম,* ১৮০১। **৩** *বি* লেখার লাইন।

'নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্ক্তি বিনিবেশিত করিতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বি* সারি। 'খাঁটি সত্যের সহিত এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৫ *বি* নাটকের সংলাপ। 'তাঁর নাটকে স্টেজের মঞ্চে পঙ্ক্তি পেল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে *ক্রিবিণ* পাতায় পাতায়; সারিতে সারিতে। 'নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পঙ্ক্তি ভোজন [স] *বি* একত্রে সারিবদ্ধ ভোজন। 'নিমন্ত্রণ দিয়া এক দিবস পঙ্ক্তি ভোজন হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

পঙ্ক্তিভেদ [স] *বি* শ্রেণী-ব্যবধান। 'হাওয়ায় হাওয়ায় পঙ্ক্তিভেদ ঘুচে না যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পঙ্ক্তিহারা [স] *বিণ* দলছাড়া। 'আমি ব্রাত্য, আমি পঙ্ক্তিহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পঙ্ক [স] ১ *বি* ক্বাথ। 'অঙ্গে ভসম নহ মলয়জপঙ্ক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* কাদা। 'আকাসে নির্ম্মল পথ পঙ্ক ঘুচিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

পঙ্ককুণ্ড [স] *বি* কাদাময় জলাধার। 'গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় পঙ্ককুণ্ডের হরিদ্বর্ণ জলাবশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পঙ্কজ [স] *বি* পদ্ম। 'পঙ্কজ মধু পিবি মধুকর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পঙ্কজনয়ন [স] *বি* পদ্মফুলের মতো চোখ যার। 'পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পঙ্কজপর্ণ [স] *বি* পদ্মপাতা। 'চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পঙ্কজিনী [স] ১ *বি* যে পুকুরে পদ্ম জন্মে। 'যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে কেশর।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি স্ত্রী* পদ্ম। 'পরিশেষে পঙ্কজিনী-সর-অহঙ্কার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

পঙ্কপল্বল [স] *বি* কাদাময় জলাশয়। 'পল্লীপ্রান্তের পঙ্কপল্বলে ক্রীড়া করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

পঙ্কপিণ্ড [স] *বি* কাদার দলা; কলঙ্ক। 'তাদের লক্ষ্য ক'রে পঙ্কপিণ্ড হেনেছিল দুর্জনেরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পঙ্কবহুলা [স] *বিণ স্ত্রী* কাদায় পরিপূর্ণ। 'পঙ্কবহুলা পুষ্করিণী নিজেরই সৌন্দর্যরূপ প্রত্যক্ষ করে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

পঙ্কমূল [স] *বি* যার মূল কাদায় ডোবানো। 'বলিবি অলীক পদ্ম, সত্য শুধু পঙ্কমূল তার?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

পঙ্করুদ্ধ [স] *বিণ* কাদায় বদ্ধ হয়েছে এমন। 'পঙ্করুদ্ধকণ্ঠে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পঙ্কলগ্ন [স] *বিণ* কাদায় ডুবছে এমন। 'পুষ্করিণীতে পড়িয়া পঙ্কলগ্ন হইয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পঙ্কলিপ্সু [স] *বিণ* জীবনের রস পিপাসু। 'জীবনের পঙ্কলিপ্সু মূলে অভাব লেগেছে অকস্মাৎ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

পঙ্কশয্যা [স] *বি* কাদার বিছানা। 'তাহার অবসানে অবসাদের পঙ্কশয্যায় লুণ্ঠন করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পঙ্কোদ্ধার [স পঙ্ক-উদ্ধার] *বি* কাদা তুলে জলাশয় পরিষ্কারকরণ। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'জলাশয়গুলি দূষিত – পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পঙ্কাল [স] *বি* পাঁকাল মাছ। 'রন্ধন-সন্ধান জানে পঙ্কাল চিঙ্গড়া কিনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পঙ্কিল [স] ১ *বিণ* কাদায় ঢাকা। 'চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* কলুষিত। 'পৃথিবী কি পঙ্কিল এমন ... অপবাদ করিবে অর্পণ।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

পঙ্কিলতা [স] *বি* কলুষতা। 'ক্লান্তি, গ্লানি, পঙ্কিলতা, বীভৎস ক্ষুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পঙ্কোদ্ধার *দ্র* **পঙ্ক**

পঙ্খ[1] [স পক্ষ] *বি* ঘরের মেঝে বা দেয়ালের গায়ে চুনের মিহি প্রলেপ। 'পঙ্খের-কাজ-করা উজ্জ্বল মেঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পঙ্খ[2] *বি* পাখা। 'পঙ্খহীন – উদ্যোগ, প্রতিভা, মৃত্যু।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

পঙ্খাবরদারী [হি পংখ+ফা বরদার>] *বি* পাখা দিয়ে বাতাস করার কাজ করে যে। 'পঙ্খাবরদারী, ... ও আর২ সব রকম তাবেদারী ও ফরমাবরদারী ক্রিয়াথা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পঙ্খী [স পক্ষী] *বি* পাখি। 'সারে সারে ময়ূরপঙ্খি, হাতির হাওয়ায় ঝালর দেখেছ?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। *বি* ময়ূরপাখির মতো দেখতে এমন নৌকা। 'ময়ূরপঙ্খি, ভেসে চলে সমুদ্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পঙ্গপাল [স পতঙ্গ>+পাল] *বি* ফড়িংজাতীয় পতঙ্গের দল। 'যেন পঙ্গপাল মাত্র উড়িয়া পালায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পঙ্গু [স] ১ *বি* খোঁড়া। 'পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অচল। 'যে সমাজ পঙ্গু ও প্রতিহত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* প্রতিবন্ধী। 'বাঙ্গালার পঙ্গু নারী সমাজের অসার ...।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪। ৪ *বি* বর্জন। 'বিয়ের জন্য মেয়েদের প্রস্তুত হতে হয় আত্মসম্মানকে পঙ্গু করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

পঙ্গু-জীর্ণ [স] *বিণ* পঙ্গুত্ববশত দুর্বল। 'ফিরে এল পঙ্গু-জীর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

পঙ্গুতা [স] ১ *বি* খোঁড়া অবস্থা। 'স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত হইলে বংশানুক্রমে নানা রোগ, পঙ্গুতা এবং মানসিক বিকার বদ্ধমূল হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'গোপির পঙ্গুতা আরোগ্য হওয়া যখন অনিশ্চিত ছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ *বি* চলৎশক্তি না-থাকা। 'তার যেরকম পঙ্গুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পঙ্গুত্ব [স] ১ *বি* প্রতিবন্ধী অবস্থা। 'সে দেশের লোকের মনের পঙ্গুত্ব ও শক্তির খর্বতার উপর এ শ্রেষ্ঠত্ব টিকে আছে।' *সবুজ*, ১৯২০। ২ *বি* অক্ষমতা; বিকলতা। 'পায়ের পঙ্গুত্বের জন্য দেহের হয়তো তার পুষ্টি হইবে না।' *মানিক*, ১৯৩৬।

পঙ্গুপ্রায় [স] *বিণ* পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে এমন। 'পরিষদের উন্নতি পঙ্গুপ্রায় হইয়া উঠিতেছে।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

পচতানো [স পশ্চাত্তাপ>] *ক্রি* পরিতাপ করা। **পচতাও** *ক্রি* পরিতাপ করে। 'আগে গুনি যে কাজ ন করএ পাছে হো পচতাও।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পচতাবকে** *ক্রি* পস্তাইতেছি। 'তৈখন লঘু গুরু কিছু নহি গুনল অব পচতাবকে জাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পচন [স] *বি* পচে যাওয়া। 'পচনশীল নির্জ্জীব জৈব পদার্থ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পচনধরা *বিণ* পচন ধরেছে এমন। 'পচনধরা দেহকে কারও চোখের সামনে বাহির করিতে।' *মানিক*, ১৯৪০।

পচনশীল [স] *বিণ* সহজে পচে যায় এমন। 'পচনশীল নির্জ্জীব জৈব পদার্থ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পচা[1] [স পচন>] ১ *বিণ* পচে গেছে এমন। 'মৃতদেহ ধরে ধর্ম পচা গন্ধ গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* পুরোনো। 'গোচে গাচে বাবু হয় পচা শাল চেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* বিরক্তিকর। 'ডাক্তার মাসের পচা বিষ্টিতে মা অস্থির।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

পচাই মদ *বি* ভাত, রস ইত্যাদি চোলাই করা মাদক। 'তারা পচাই মদ খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পচাগন্ধ [স পচন>] *বি* দুর্গন্ধ। 'বিপরীত পচাগন্ধে চারিদিকে ভরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পচাগলা *বিণ* পচে গলে গেছে এমন। 'ডাস্টবিন থেকে পচাগলা এঁটো কুড়িয়ে মানুষ মুখে পুরছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

পচা শামুকে পা কাটে – তুচ্ছ শত্রুও যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। *সুবল*, ১৯০৬।

পচাসড়া [স পচন>] *বিণ* পচাগলা। 'পোকাপড়া পচাসড়া হেথা আসে যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পচা[2] [স পচন>] *ক্রি* জীবাণুর আক্রমণে নষ্ট হওয়া। 'এখানে জিনিসপত্র পচে ওঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **পচিলে** *ক্রি* পচে গেলে; নষ্ট হলে। 'জন্তুর শরীর ও বৃক্ষাদি পচিলে, তাহা হইতে ঐ বাষ্প উৎপন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পচে মরা *ক্রি* একই অবস্থায় আটকে থাকা। 'জেলে পচে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

পচাত্তর [পা পঞ্চসত্ততি] *বিণ* ৭৫ সংখ্যক; পঁচাত্তর। 'তোমার স্থানে সনাত সিক্কা ১৭৫ এক সতও পচাত্তর তঙ্কা ... ।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

পচানো [স পচন>] ১ *ক্রি* পচিয়ে ফেলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* পচা। 'ডোবা হতে বহিছে কঠোর পচানো পাতার ঘ্রাণ।' *জসীম*, ১৯২৭।

পচানি [স পচন>] *বি* যা দিয়ে পচানো হয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পচানি ঘাঁটা *বি* পচা দ্রব্যাদির রস। 'গো-বর, নর-বর ও পচানি ঘাঁটার সাথে গাঁদাল পাতার ... ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পচাল [স পচন>] ১ *বিণ* অশ্লীল বাক্যপূর্ণ। 'পচাল বাচালতা প্রকাশপূর্ব্বক ডাকাডাকি করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* অশিষ্ট বাক্য। 'প্রভাকর অকুতভয়ে অনেক পচাল পাড়িয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

পচাল পাড়া *ক্রি* অশিষ্ট কথা বলা। 'প্রভাকর অকুতভয়ে অনেক পচাল পাড়িয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

পচালি *বি* একগুঁয়েমি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পচালিয়া *বিণ* একগুঁয়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পচাশী, পচাসী [পা পঞ্চাসীতি] *বিণ* পঁচাশি। '৪৮৫ চারি সও পচাসী টাকা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'পচাশী জাহাজ জিনিস বোঝাই করিয়া মোং ইংগ্লণ্ড হইতে বাঙ্গালাতে আসিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

পচাস দ্র **পঞ্চাশ**

পচিম [স পশ্চিম] *বি* দিকের নাম; পশ্চিম। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পচুই [স পচন>] *বিণ* পচিয়ে প্রস্তুত করা হয় এমন। 'বঁড়শিতে টোপের মতো গেঁথে দেয় কলা এবং পচুই মদের ম্যাতা।' *তারা*, ১৯৪৬।

পচুই মদ *বি* ভাত পচিয়ে যে মদ তৈরি হয়। 'বঁড়শিতে টোপের মতো গেঁথে দেয় কলা এবং পচুই মদের ম্যাতা।' *তারা*, ১৯৪৬।

পছন্দ, পচন্দ [ফা পসন্দ্] ১ *বিণ* মনের মতো। 'না পচন্দ কাজ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* অভিরুচি। 'আর আর কত কব আমির পছন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পছন্দনীয় [ফা পসন্দ+স অনীয়] *বিণ* প্রিয়; মনঃপূত। 'তাঁহার শ্রীর স্ত্রীর জামাতে যাওয়াও তাঁহার পছন্দনীয় ছিল না।' *বেগম*, ১৯৫২।

পছন্দ-বায়ু [ফা পসন্দ+স বায়ু] *বি* পছন্দের বাতিক। 'জন্মের মতো পছন্দ-বায়ুটাকে খতম করে দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

পছন্দমত [ফা পসন্দ্+স মত>] *বি* রুচি অনুসারে। 'বাবুসকল আপন আপন পছন্দমত যানবাহন পরিচ্ছদ অর্থাৎ পোষাক প্রস্তুত করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পছন্দমতো *বিণ* মনের মতো; পছন্দ অনুযায়ী। 'কোনো কথাই পছন্দমতো হইতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পছন্দসই [ফা পসন্দ্+আ সওয়া>] *বি* পছন্দমতো। 'ইংলণ্ডের বহির্ভূত কোনো জিনিস তাঁর পছন্দসই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পছিম [স পশ্চিম] *বি* পশ্চিম। 'সো পতি পছিম সুর উগি গেলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পছিম হাওয়া [স পশ্চিম+আ হাওয়া] *বি* পশ্চিমের বাতাস। 'পুবের হাওয়ায় কাঁদবে সে সুর, আসবে পছিম হাওয়ার সাথ!' *নজরুল*, ১৯২৩।

পজিটিবিষ্ট [ই] *বিণ* উপযোগবাদী। 'আধুনিক পজিটিবিষ্ট এখনই বলিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পজিটিভ [ই] *বিণ* ধনাত্মক (ইলেক্ট্রন সম্বন্ধে)। 'বিজ্ঞানীরা এক জাতের নাম দিয়েছেন পজিটিভ, আর-এক জাতের নাম নেগেটিভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পজিটিভধর্মী [ই পজিটিভ+স ধর্মী] *বিণ* ধনাত্মক গুণসম্পন্ন। 'প্রোটন-কণায় যে বৈদ্যুতের প্রভাব সে পজিটিভধর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পজিটিভলি [ই] *ক্রিবিণ* নিশ্চিতভাবে। 'পজিটিভলি ডালগর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পজিটিভিজম [ই] *বি* উপযোগবাদ। 'পজিটিভিজম সম্বন্ধে বই ধার চাহিতে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পজিশন, পজিসন [ই] ১ *বি* অবস্থান। 'আপনার এমন পজিশন ক'রে দেব যে লেভিতে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ হবে আর এন্‌জয়মেণ্টও ফার্ষ্ট ক্লাস হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'আমি বরাবর যে পজিশনে ছিলাম।' *জীবন*, ১৯৩২; ২ *বি* মর্যাদা। 'আমার পজিসন রইল না।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

পজেশান [ই] *বি* দখল। 'জমিতে যার পজেশান থাকে, তারই অনেকখানি অধিকার।' *সুনীল*, ১৯৭০।

পজ্জন্ত [স পর্যন্ত] *অব্য* পর্যন্ত। 'জমীদারের নজরে পড়ে কত কোণের বৌ পজ্জন্ত এ কাজ করেছে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

পঞ্চ[1] [স] *বিণ* পাঁচ। 'পঞ্চ বিষঅরে নায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখী।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

পঞ্চ অঙ্গ [স] *বি* হৃদয়, পায়ু, নাভি, কণ্ঠ ও জননাঙ্গ। 'পঞ্চনূরি পঞ্চ অঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল প্রেম তরঙ্গে।' *লালন*, ১৮৯০।

পঞ্চএক [স পঞ্চ-এক] *বিণ* পাঁচ। 'পঞ্চএক শতেক আছিল সহোদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পঞ্চকোট [স] *বি* গিরিশৃঙ্গ। 'জানি আমি মনে/ হে পঞ্চকোট।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

পঞ্চওক্ত [স] *বি* পাঁচ ওয়াক্ত। 'নামাজ পড়ন্ত সবে হই একত্তর

পঞ্চক্ষণ গিয়া সবে নবীর গোচর।' *সুলতান*, ১৭০০।

পঞ্চগব্য [স] *বি* দুধ, দই, ঘি, গোবর এবং গোমূত্র – এই পাঁচ পদার্থ। 'পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতের সহযোগে পায়সান্নের বিশেষ ভোগ।' *তারা*, ১৯৪২।

পঞ্চগব্যশোধন [স] *বি* দুধ, দই, ঘি, গোবর ও চোনা – এই পাঁচ দ্রব্য দিয়ে পবিত্রকরণ। 'প্রথমে সামান্যকাণ্ড – যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন ... পঞ্চগব্যশোধন।' *অবন*, ১৯১৯।

পঞ্চচত্বারিংশৎ [স] *বিণ* পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক। 'পঞ্চচত্বারিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পঞ্চজণা [স পঞ্চজন] *বি* পাঁচজন। 'জই তুম্‌হে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহ সি পঞ্চজণা।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

পঞ্চজন [স] *বি* পাঁচজন। 'যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পঞ্চজন ভদ্রলোকের জোগে আমাকে অত্র ব্যবস্থাগারের ব্যবস্থাকর্শন হইয়াছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৪।

পঞ্চতত্ত্ব [স] *বি* তন্ত্রমতে – মদ, মাংস, মাছ, মুদ্রা, মৈথুন; বৈষ্ণব মতে – গুরু, মন্ত্র, মন, দেব, ধ্যান; সাঙ্খ্যমতে – মাটি, পানি, আগুন, আকাশ ও বাতাস। 'প্রবর্তের গুরু চেন, পঞ্চতত্ত্বের খবর জান।' *লালন*, ১৮৯০।

পঞ্চতন্ত্র [স] *বি* পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত জাগতিক প্রজ্ঞালাভের উদ্দেশে রচিত সংস্কৃত নীতিশিক্ষামূলক কাহিনীর সংকলন। 'পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পঞ্চতপা [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) উপরে সূর্য এবং চার পাশে চারটি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তপস্যা। 'করে পাঁচ বছরে পঞ্চতপা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* উপরে সূর্য এবং চারপাশে চারটি অগ্নিকুণ্ড এই পাঁচ অগ্নির মধ্যে তপস্যা করেন এমন। 'এ অবস্থায় পঞ্চতপা ঋষিদেরই মাথার ঠিক থাকে না।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

পঞ্চতরা, পঞ্চতুরা [স পঞ্চক>] *বি* সরকারি দপ্তর বিশেষ। 'পঞ্চতুরা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'পঞ্চতরার দপ্তর সকলে তাহার নামে জমা দাখিল করিবে।' *মেয়ার*, ১৭৮৯।

পঞ্চতান [স] *বি* (সঙ্গীত) পাঁচ রকমের স্বর বা রাগ। 'নানা বর্ণে বাদ্য বাজে সুর পঞ্চতানে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পঞ্চত্ত [স পঞ্চত্ব] *বি* মৃত্যু। 'তারপর সে পঞ্চত্ব পাইলে খেদ করিলেন।' *কেরী*, ১৮০১।

পঞ্চত্ব [স] *বি* মৃত্যু। 'এমন আঘাত করিল যে তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

পঞ্চত্ব পাওয়া *ক্রি* মৃত্যু হওয়া। 'এমন আঘাত করিল যে তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত [স] *বি* মৃত্যু। 'তৎক্ষণাৎ তাহারা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পঞ্চত্বপ্রাপ্তি [স] *বি* মৃত্যু। 'তদ্দ্বারা তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পঞ্চত্রিংশৎ [স] *বিণ* পঁয়ত্রিশ সংখ্যক। 'পঞ্চত্রিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পঞ্চদশ, পঞ্চদস [স] *বিণ* পনেরো সংখ্যক। 'পঞ্চদশ লক্ষ এহার দানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পঞ্চদস দিবস হইল পরমান।' *মালাধর*, ১৫০০।

পঞ্চদশবার্ষিকী [স] *বিণ* পনের বছরের। 'পঞ্চবার্ষিকী বা দশবার্ষিকী বা পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনা করলেই ... পোষাক বাসস্থান ইত্যাদি জুটবে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

পঞ্চদশী [স] *বিণ* পনেরো বছর বয়সী। 'ওগো তুমি পঞ্চদশী, পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পঞ্চদীপ [স] *বি* পঞ্চমুখ প্রদীপবিশেষ। 'তোমার পঞ্চদীপের পঞ্চ শিখা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

পঞ্চ ধড় [স পঞ্চ+হি ধড়] *বি* পঞ্চভূত। 'এখন শুনহ পঞ্চ ধড়ের বন্ধন।' *সুলতান*, ১৭০০।

পঞ্চধুনী *বি* শৈবধর্মের অনুসারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'পঞ্চধুনী সন্ন্যাসীরা ... চারি স্থানে ও সম্মুখে, অন্য স্থানে অগ্নি স্থাপন করিয়া তপস্যা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পঞ্চনরি, পঞ্চনরী [স পঞ্চ+স লহরী] *বি* পাঁচনরি; পাঁচ লহর বিশিষ্ট হার। 'আর পঞ্চনরী, হেমহার পরি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'পৈঁচে, তাবিজ, বাজু, স্বর্ণ, পঞ্চনরি, পাসা, ঝুমকা, ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পঞ্চপতি [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) পাঁচ স্বামী আছে এমন। 'পঞ্চপতি দ্রৌপদী কেমনে ভজে একা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পঞ্চপতিকা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) পাঁচ স্বামী আছে যার। 'পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পঞ্চপাণ্ডব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব – মহাভারতের এই পাঁচ পাণ্ডুপুত্র। 'পঞ্চপাণ্ডব পূর্ব্বকালে হিমালয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পঞ্চপ্রদীপ [স] *বি* আরতি করার জন্য পাঁচমুখ বিশিষ্ট প্রদীপবিশেষ। 'একটি কুলঙ্গীর মধ্যে পঞ্চপ্রদীপ, কোষাকোষি, কতকগুলি সলিতা।' *সিরাজী*, ১৯১৮; 'আরতির পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পঞ্চপ্রাণ [স] *বি* প্রাণপ্রিয়। 'না জানসি হীরামণি মোর পঞ্চপ্রাণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পঞ্চবট [স] *বি* পাঁচ কড়ি। 'বান্যা বলে দরে বাড়া হইল পঞ্চবট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পঞ্চবটী [স] *বি* অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকী – এই পাঁচ প্রকার গাছের বন। 'অনেক ঘাট, পুষ্করিণী ... পঞ্চবটী, রাস্তা ইত্যাদি স্ত্রীলোক কর্তৃক হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৬০।

পঞ্চবাণ [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন নামক মদনের পাঁচটি বাণ। 'কিবা ইন্দ্র কিবা চন্দ্র কিবা পঞ্চবাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পঞ্চবানা [স পঞ্চবাণ] *বি* হিন্দু পুরাণমতে মদনদেবের পাঁচটি বাণ। 'সরস কবি সুরস ভনে চারুতর চতুরপনে নারি আরাহিঅই পঞ্চবানা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পঞ্চবার্ষিক [স] *বিণ* পাঁচ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য। 'দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়নখাতে ব্যয় ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

পঞ্চবার্ষিকী [স] *বিণ* পাঁচ বছরের। 'পঞ্চবার্ষিকী বা দশবার্ষিকী বা পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনা করলেই ... পোষাক বাসস্থান ইত্যাদি

জুটবে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা [স] *বি* পাঁচ বছরের উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা। 'এই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়েছে।' *মুক্তবা*, ১৯৫৮।

পঞ্চবিংশ [স] *বি* ২৫ সংখ্যক বিষয়। 'পঞ্চবিংশ ভেদিলে সে সর্ব সিদ্ধি হএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

পঞ্চবিংশতি [স] *বিণ* পঁচিশ সংখ্যক। 'পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পঞ্চবৈরি [স] *বি* পঞ্চ রিপু। 'পঞ্চবৈরি বিনাশিয়া এক মন কাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পঞ্চভূত [স] *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম – এই পাঁচ ভূত বা উপাদান। 'পঞ্চভূত ছয়টা রিপু।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পঞ্চভূতাত্মক [স] *বিণ* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম – এই পঞ্চভূতে গঠিত। 'এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

পঞ্চম [স] **১** *বি* (সঙ্গীত) পঞ্চম স্বর – পা। 'সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।' বড়ু, ১৪৫০; 'কোকিল পঞ্চম গাএ।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *বি* রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

পঞ্চমকার [স] *বিণ* মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন – হিন্দু তন্ত্রসাধনার এই পাঁচটি অঙ্গ। 'যোগসাধন করতে হয় পঞ্চমকার দিয়ে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

পঞ্চমতঃ [স] *ক্রিবিণ* পঞ্চম ক্রমে। 'পঞ্চমতঃ ... নদীর উপর দুই শত বার হাত লম্বা এক সেতু।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পঞ্চমবর্ষীয় [স] *বিণ* পাঁচ বছর বয়সী। 'বালক পঞ্চমবর্ষীয় হইলে ... শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'পঞ্চমবর্ষীয় বালকের সহিত কি ত্রিংসৎবর্ষীয় যুবা পুরুষের ...?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পঞ্চম বাহিনী [স] *বি* যুদ্ধরত দেশে শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র বা গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী। 'পঞ্চমবাহিনীর ষড়যন্ত্র হইতে দেশকে নিরাপদ ও নির্ভর করিয়া তুলিতে ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

পঞ্চম শর [স পঞ্চম স্বর] *বি* (সংগীত) স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বর। 'সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।' বড়ু, ১৪৫০।

পঞ্চম সুর [স] *বি* স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বর। 'সংসারের স্বার্থকোলাহলের মাঝে মাঝে একটা পঞ্চম সুর সংযোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পঞ্চমা [স] *বি* দুঃস্থজন। 'আর্ত অস্পৃশ্যের তরে, পৃথিবীর পঞ্চমার লাগি।' *জীবন*, ১৯২৭।

পঞ্চমাঙ্ক [স পঞ্চম-অঙ্ক] *বি* পাঁচ অঙ্ক বা পর্ববিশিষ্ট নাটক। 'উপস্থিত পঞ্চমাঙ্ক : ... পাত্র-পাত্রী করে স্ব স্ব বিধিলিপিপাঠ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

পঞ্চমী [স] *বি* অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরবর্তী পঞ্চম তিথিবিশেষ। 'শ্রাবণ মাসে রবিবারে মনসা পঞ্চমী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পঞ্চমীয় [স] *বিণ* পাঁচ সংখ্যক। 'পঞ্চমীয় গড়ের মধ্যে অপূর্ব্ব শোভাকর পুরী।' *রামরাম*, ১৮০১।

পঞ্চমুখ [স] **১** *বি* প্রগল্‌ভতা। 'হরিদাসের গুণ সবে করে পঞ্চমুখে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'পবিত্র ব্যবসায়ের নিন্দায় পঞ্চমুখ।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

পঞ্চমুদ্রা [স] *বি* হাতের ভঙ্গিবিশেষ। 'তবু তার আঙুলের পঞ্চমুদ্রার বঙ্কিম ভঙ্গিতে বিধাতা ঝিলকিয়ে ওঠেন হঠাৎ।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

পঞ্চমূল [স] *বি* মুসলমানদের পালনীয় পাঁচটি মূল বিষয় – কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত। 'তাঁহারা ইসলাম ধর্ম্মের পঞ্চমূলের এক একটি ...।' *প্রচারক*, ১৯০০।

পঞ্চমে [স] *ক্রিবিণ* পঞ্চমত। 'পঞ্চমে প্রদ্যুম্ন মিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পঞ্চমে অনেক যদি করএ প্রহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পঞ্চ রস [স] *বি* বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুসারে পাঁচটি রস – শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য। 'পঞ্চ রস আদি একত্রে মেলি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

পঞ্চশত [স] *বিণ* ৫০০ সংখ্যক। 'মক্কা মধ্যে এক হাজার পঞ্চশত মূরতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

পঞ্চশব্দ [স] *বি* পাঁচ প্রকার বাদ্যের শব্দ। 'পঞ্চশব্দে বাদ্য শুনিতে উল্লাস।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পঞ্চশর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামদেব। 'নিজ করে যত্নে কি কুন্দিছে পঞ্চশর।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পঞ্চশীল [স] *বি* বৌদ্ধদের পাঁচটি পালনীয় নির্দেশ। 'বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলে পঞ্চশীল সে শুধু 'না' এর সমষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পঞ্চসর [স পঞ্চশর] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে মদনের সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন নামের পঞ্চবাণ। 'মৃগ দেখিয়া রাজা মারে পঞ্চসর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পঞ্চস্বামী [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) পাঁচজন স্বামী। 'দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী সুভোগল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পঞ্চামৃত [স] *বি* দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি – এই পাঁচটি অমৃততুল্য দ্রব্য। 'পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পঞ্চমাস জানি তারে পঞ্চামৃত দিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পঞ্চেন্দ্রিয় [স পঞ্চ-ইন্দ্রিয়] *বি* চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বক – এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। 'তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য [স] *বিণ* পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় এমন। 'পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই সুন্দর জগৎ।' *নজরুল*, ১৯৪১।

পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত [স] *বিণ* পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না এমন। 'ঝড়ের পিছনে সূর্যোদয় পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত ষড়যন্ত্রযোগে অনুভব করতে হয়।' *মুক্তবা*, ১৯৬০।

পঞ্জা[২] [ফা] *বি* সচেতন অবস্থা। 'পঞ্জে থাকিয়া বাড়ি ও বাগানের জে কিম্মতে তোমাকে দিব।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

পঞ্জক[১] [স] *বি* মাথট; রাজস্ব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পঞ্জকজাত [স] *বি* পাঁচ শতাংশ কর। 'পার্বনি পঞ্জকজাত ওড়ালোন সানাভাত ধানকাটী কলমকসুরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পঞ্জক[২] [স পেচক] *বি* প্যাঁচা। 'যাদৃশ চন্দ্রের তেজেতে পঞ্জক।' *গোলোক*, ১৮০১।

পঞ্চকল্যাণ [স] *বি* ঘোড়ার প্রজাতিবিশেষ। 'পঞ্চকল্যাণ ঘোড়া।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

পঞ্চমাল *বি* ঘোড়ার প্রজাতিবিশেষ। 'পঞ্চমাল আনচাল মমছি চৌধর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পঞ্চলি [স পঞ্চালী>] *বি* নাজেহাল। 'এক গোটা মানুষে কৈল পঞ্চলি অবস্থা।' *মালাধর*, ১৫০০।

পঞ্চসিদ্ধান্ত [পঞ্চসিদ্ধান্তিকা] *বি* বরাহমিহির রচিত জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ। 'সূর্যসিদ্ধান্ত বা পঞ্চসিদ্ধান্তের অন্তর্গত অন্য কোন সিদ্ধান্তের রচনাকর্ত্তা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পঞ্চহৌস [স পঞ্চ+ই হাউস] *বি* নানা রকমের বিদেশি দোকান। 'পঞ্চহৌস অর্থাৎ ইংরেজী পাকশালার দোকান ও অনেক২ প্রকার ইউরোপীয় পণ্য।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পঞ্চান্ন [পা পঞ্চপঞ্চাস] *বিণ* ৫৫ সংখ্যক। 'পঞ্চান্নপ্রকার অন্য ব্যবসায়ি বর্ণসঙ্কর ৩৭০০০।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পঞ্চামৃত দ্র পঞ্চ[১]

পঞ্চায়েত, পঞ্চায়িত, পঞ্চাইত, পঞ্চাএত [স পঞ্চ>] ১ *বি* গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বিচারসভা। 'বিবাদ হইলে আপনারদিগের পঞ্চাইতের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'যদি কেহ ঐ পঞ্চাএত গ্রাহ্য করে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'মহাজনের পঞ্চায়েত-মণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে পারে বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* বৈঠক। 'আমি গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পঞ্চায়েত করবার চেষ্টায় আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পঞ্চাইতি [পঞ্চায়েত>] *বিণ* পঞ্চায়েতের। 'ওই কামার-ছুতোরের পঞ্চাইতি আসরে ... অপমান করলে।' *তারা*, ১৯৪২।

পঞ্চায়েততন্ত্র [পঞ্চায়েত+স তন্ত্র] *বি* পঞ্চায়েতের কাজ বা বিচার। 'পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েততন্ত্র চিরদিনের মতো ঘুচিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পঞ্চায়েতবিধি [পঞ্চায়েত+স বিধি] *বি* পল্লীপ্রধানদের নিয়ে গঠিত বিচার ব্যবস্থা। 'দৃষ্টান্তরূপে একবার পঞ্চায়েতবিধির কথা ভাবিয়া দেখুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পঞ্চায়েতি [পঞ্চায়েত>] *বি* গ্রামের স্থানীয় সরকারের কাজ। 'লোকলস্কর টাকাকড়ি পঞ্চায়েতি ওসব হবে টবে না বাপু।' *জীবন*, ১৯৩১।

পঞ্চাল *বি* প্রাচীন ভারতের দেশবিশেষ। 'তাঁহার পঞ্চপুত্র পঞ্চাল রাজ্যে রাজত্ব করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পঞ্চালি [স পঞ্চালী] ১ *বি* এক ধরনের পয়ারের নাম। 'আলাওলে করিলেক পঞ্চালি পয়ার।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* খোশপাঁচড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পঞ্চাশ [স পঞ্চাশৎ] *বিণ* ৫০ সংখ্যক। 'পঞ্চশ পঞ্চাশ ভোজী ব্যঞ্জন পূরিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পচাস [স পঞ্চাশ] *বিণ* পঞ্চাশ। 'সাজনি জিবথু সএ পচাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পঞ্চাশৎ [স] *বিণ* পঞ্চাশ সংখ্যক। 'পঞ্চাশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পঞ্চাশৎ যোজন [স] *বিণ* ৪০০ মাইলের বেশি। 'ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে পঞ্চাশৎ যোজন দীর্ঘ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পঞ্চাশোর্ধ্ব [স পঞ্চাশ-উর্ধ্ব] *বিণ* পঞ্চাশের বেশি বয়সী। 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পঞ্চাব, পঞ্চাস [স পঞ্চাশৎ] *বিণ* ৫০ সংখ্যক। 'নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী।' *বড়ু*, ১৪৫০; '১৫০ এক সও পঞ্চাব তঙ্কা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

পঞ্জম [ফা পঞ্জ>] *বি* সম্পত্তি আটকের প্রথাবিশেষ। '১৮১২ সালের ৫ আইন পূর্ব্বকালের বিখ্যাত পঞ্জম।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পঞ্জর [স] ১ *বি* খাঁচা। 'পান ফুল দিআ হাথে বসন বান্ধাল্য মাথে গড়িবারে সুবর্ণ পঞ্জর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* দেহ। 'আইলে নৃপতির কাজে রহিলে পঞ্জর-ব্যাজে বেউশা জনের পাইয়া সঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* পাঁজর। 'ভাগীল আপনা বলে সরের পঞ্জর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* বুক; বুকের খাঁচা। 'পঞ্জরে আজি দরদ দেই।' *নজরুল*, ১৯২২।

পঞ্জা [ফা পানজাহ্] ১ *বিণ* পাঁচ ফোঁটাযুক্ত। 'শেষ কচে বার পেরে মাগো পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* হাতের ছাপসহ বাদশাহি স্বাক্ষর। 'বাদসাহী ফরমান পঞ্জা সমেত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে দিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* হাতের মুঠা। 'তলওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদেরো পঞ্জায়।' *নজরুল*, ১৯২২। ৪ *বি* করতল ও বাহু দিয়ে শক্তিপরীক্ষা – পাঞ্জা। 'ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা।' *নজরুল*, ১৯২২।

পঞ্জাবী *বি* পাঞ্জাবের অধিবাসী। 'নানা জাতি বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পঞ্জি, পঞ্জী [স] ১ *বি* বিবরণী। 'সূত্র বৃত্তি পঞ্জী টীকা কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পঞ্জিকা। 'আসিয়া আমারে পঞ্জি শ্রবণ করাল্য পঞ্জি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পঞ্জিকা [স] *বি* তিথি নক্ষত্রাদি কালজ্ঞাপক পুস্তক। 'এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

পঞ্জিকাকারক [স] *বি* পঞ্জিকা রচয়িতা। 'পঞ্জিকাকারক অত্যুত্তমানুসন্ধান দ্বারা যথোচিত বিবেচনানুসারে যদ্রূপ লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

পঞ্জুড়ি, পঞ্জুড়ী *বি* পাশা খেলায় পাঁচের দান। 'মিছে আশা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পাঞ্জুড়ী পড়লো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'ছক্কা ও পঞ্জুড়ির জোড় কি ভাবে মিলাইলে ঘর ভাঙ্গিতে পারিবেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পট [স] ১ *বি* ছবি আঁকার বা লেখার মোটা কাপড় বা কাগজ। 'পটে লেখি আনিব সকল সংসার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বস্ত্র। 'সমুখে ধরিল পট দেখি বাণবাল্য।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* পাত্রবিশেষ। 'এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বি* পর্দা। 'আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৫ *বি* চিত্র। 'দেবদেবীর পট আঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৬ *বি* হৃদয়। 'আপন-মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৭ *বি* প্রচ্ছদ। 'মাসিকের পট আর বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে দিন কাটায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

পটকার [স] *বি* পটুয়া। 'চটকার পটকার মঠকার বেতনোপজীবক হইয়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পটক্ষেপণ [স] *বি* পটক্ষেপণ; পর্দা ফেলা। 'পটক্ষেপণ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

পট-ফণা [স] *বি* পট বা সরার মতো ফণা। 'পট-ফণা মেলিয়া সাপ আমাকে ছোবল দেয়ই আর কি।' *জসীম*, ১৯৬০।

পটভূমিকা [স] ১ *বি* সিনেমার পর্দা। 'শুভ্র পটভূমিকার পর আসে যায় জীবনের দ্বিমাত্রিক অনুকৃতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* পারিপার্শ্বিকতা। 'প্রতিবার রঙের প্রলেপ লাগে জীবনের পটভূমিকায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৩ *বি* পটভূমি। 'ভূপতির মুখের পিছনে থাকিত আকাশের পটভূমিকা।' *মানিক*, ১৯৪০। ৪ *বি* দৃশ্যপট। 'নগ্ন পটভূমিকায় চেয়ে থাকে একমাত্র মন।' *মাহমুদ*,

১৯৬৩। ৫ *বি* অবতরণিকা। 'পটভূমিকা ছাড়া বক্তব্য অর্থহীন হত।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

পটমণ্ডপ [স] *বি* শামিয়ানা দিয়ে নির্মিত মণ্ডপবিশেষ। 'রাজা, পাকশালার সমীপবর্তী পটমণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পটস্থ [স] *বিণ* চিত্রে অঙ্কিত। 'পটস্থ ঘোড়া যে তটস্থ, এ বিষয়ে বোধ হয় ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

পটাকাশ [স পট-আকাশ] *বি* পটভূমি। 'রচয়িতার সেই মনোজগৎ বা পটাকাশ।' *অবন*, ১৯২৫।

পটাবগুণ্ঠন [স] *বি* কাপড়ের ঘোমটা। 'সতত পটাবগুণ্ঠন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে বাস করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

পটাম্বর [স পট-অম্বর] *বি* রেশমি বস্ত্র। 'নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল। কেলি কমল ইহ নহএ কপাল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পটে-আঁকা *বিণ* ছবির মতো। 'পটে-আঁকা-তরুণী দেবীমূর্তির ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পটের পুতুল *বি* ছবির মতো সুন্দর পুতুল। 'পটের পুতুল সেজে বেরুলেও বাড়ীতে ফিরে এলে আবার ... অপরিচ্ছন্নতা।' *বেগম*, ১৯৪৭।

পটক [স] *বি* বস্ত্র। 'শাল পটকের কপালের ফের কুষ্টার বানাত দেশ জুড়েছে।' *লালন*, ১৮৯০।

পটকা [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* দুর্বল। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বিণ* ঘায়েল করা। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বি* বারুদের তৈরি বাজিবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তাহারা যত পটকা ইত্যাদি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৪ *বি* কোমরে আঁটো করে বাঁধার বস্ত্রবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৫ *বি* বায়ুপূর্ণ থলি। 'মৎস্যের পটকার ন্যায় স্বচ্ছ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'মাছি কোটার বেলায় আগে-ভাগে পটকাটা মাটিতে ফাটিয়ে দিতে হয়।' *অবন*, ১৯২৫। ৬ *বিণ* রোগা। 'যত মোটকা মিলে বাগাও দেখি পটকা পিলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পটকা পামরি জাদ *বি* উত্তম বস্ত্রের কোমরবন্ধ। 'পটকা পামরি জাদ ঘোড়া জোড়া আর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পটকান [স পতন>] *বি* আছাড়। 'জয়নাব বিবি ধুলায় পড়ে পটকান খাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পটপট [ধ্বন্যা] ১ *বি* কোনো কিছু ফাটার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মতো একটু একটু সবুজ উদ্ভিদ-পদার্থ পট পট করিয়া ছিঁড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* সুতা ছেঁড়ার শব্দ। 'আমার অবসরের-তাঁতে-চড়ানো অনেক সাধনার সূত্রগুলি পট পট ক'রে ছিঁড়তে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পট পট করে *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'রোগীগুলোকে হাতে পেলে ডাক্তার-সাহেব পট পট করে মেরে ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পটপটপট [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* দড়ি ইত্যাদির বাঁধন ছেঁড়ার ধ্বনি ক'রে। 'পটপটপট গিরা ছিঁড়ে হাহা নড়ে ছটফট।' *নজরুল*, ১৯২২।

পটপটানি [ধ্বন্যা] *বিণ* পটপট শব্দ করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পটপটি[১] [ধ্বন্যা] *বি* পটপট আওয়াজ হয় এমন বাজিবিশেষ। 'আম-জামের পাতা পটপটির মতো শব্দ তুলে ফাটছে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

পটপটি[২] [ধ্বন্যা] *বি* ছোটো গাছবিশেষ। 'চাষের সময় একটা পটপটিরও শেকড় ভাল উঠে নাই।' *তারা*, ১৯৪২।

পটবিতহ [ব্র] *ক্রি* সেচিলে। 'রোপলহ পহু লহু লতিকা আনি। পরতহ জতনে পটবিতহ পানি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পটমঞ্জরী [স] *বি* রাগবিশেষ। 'রাগ পটমঞ্জরী।' *চর্যা* ১, ১২০০।

পটল[১] [স পদতল] *বি* পটোল; সবজিবিশেষ। 'পটল বার্তাকু কাল শাকের ভোজনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পটলচেরা চোখ *বি* লম্বালম্বি দ্বিখণ্ডিত পটোলের আকারবিশিষ্ট চোখ। 'পরদার পাশ হইতে একটি পটলচেরা চোখ তাঁকে দেখিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পটলভাজা *বি* তেলে ভাজা পটোলের ফালি। 'কয়েকখানা লুচি দুটো পটলভাজা।' *জীবন*, ১৯৩২।

পটল[২] [স] *বি* অধ্যায়। **পটল তোলা** ১ *ক্রি* মারা যাওয়া। 'পটল পটল তুলে করিল প্রস্থান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* আত্মগোপন করা। 'পুলিস আসবামাত্র আমি পটল তুল্যেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

পটহ [স] ১ *বি* ঢাক। 'পটহ মৃদঙ্গ সানি দগড় কাসর বেনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কানের ভিতরের ঝিল্লি বা পর্দা। 'কর্ণকুহরে, পটহের মত যে অতি পাতলা একখণ্ড চর্ম, তাহাতেই ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পটা[১] [স পট] *বি* পাথরের ফলক। 'কেহ মাটি কাটে কেহ পাথর চাঁছে হাতী মাড়মর পটা।' *রামাই*, ১৭১০।

পটা[২] ১ *ক্রি* পাঠানো। **পটামু** *ক্রি* পাঠাবো। 'আজ্ঞা কর নরবর আজী পটামু জমঘর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *ক্রি* অনুগত হওয়া। 'আর যদি ছুঁড়ি পটে তবে বড়ই ভাল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পটাকাশ *দ্র* **পট**

পটাটোচিপস [ই] *বি* পাতলা ফালি করা ভাজা আলু। 'স্যান্ডউইচ, কাজুবাদাম, পটাটোচিপস ইত্যাদি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পটাৎ [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* কোনোকিছু ভাঙার শব্দ ক'রে। 'তিরিমটা খুব একে একে ভাঙল যখন পটাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পটাপট [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'সামনের কয়েকজনকে পটাপট চড় লাগাইয়া দেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পটাবগুণ্ঠন *দ্র* **পট**

পটাম [ধ্বন্যা] *বি* গালে জোরে চড় মারার শব্দ। 'চড় কসালেন পটাম।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পটাম্বর *দ্র* **পট**

পটারী [ই] *বি* মৃৎশিল্প। 'এখানকার কর্মীরা পটারী পেইন্টিং এ বিশেষজ্ঞ।' *বেগম*, ১৯৬৩।

পটাস[১], **পটাশ** [ধ্বন্যা] ১ *বি* কাঠের দণ্ড ভাঙার শব্দ। 'ছাতির বাঁট পটাশ করিয়া ভাঙ্গিল।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বি* দড়ি বা বেল্ট জাতীয় কিছু ছেঁড়ার শব্দ। 'জরির কোমরবন্ধটা পটাস করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পটাস[২] [ই] *বি* রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। 'গন্ধক ধোঁয়া, অ্যাসিড, পটাস, মোমছাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

পটি[১] [স পাটিকা] *বি* তক্তা। 'ফাড্ডিঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ।' *চর্যা* ৫, ১২০০।

পটি[২] [স পট্টিকা] ১ *বি* বাজারের বিভাগ; পট্টি। 'পৃথক২ পটি তাহা অতি শোভাকর।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* শরীরের ক্ষত স্থানে জড়াবার জন্য কাপড়ের লম্বা ফালি; ব্যান্ডেজ। 'আমার ক্ষতটায় পটি বেঁধে

দিয়েছিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

পটি বন্ধন *ক্রি* পট্টি দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পটীয়সী [স] *বিণ স্ত্রী* খুবই দক্ষ। 'মানব বিশ্ববিধাতার অত্যদ্ভুত সৃষ্টিনৈপুণ্য-পটীয়সী জ্ঞানধারণাতীতা মহীয়সী শক্তির পরিচয় স্বরূপ…।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'নৃত্যগীত পটীয়সী, কামকলায় সিদ্ধ।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

পটীয়ান [স] *বিণ* পটুত্ব আছে এমন। 'অদ্ভুতসৃষ্টিকৌশলপটীয়ান জগৎপতির বিশ্বরাজ্যে যে সমুদয় স্থলবিহারী জীব নয়নপথবর্তী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পটিত *বি* বগলস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পটু [স] **১** *বি* চিত্রকর। 'তিন দিনে লেখিল পটু অনেক সকতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* পারদর্শী। 'হইআ ব্রাহ্মণবটু ছয় বেদ অংশে পটু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পটুতর [স] *বিণ* অধিকতর দক্ষ। 'সংস্কৃত বিদ্যা পটুতর সাহেব লোকেরদের পরামর্শ।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

পটুতা [স] *বি* দক্ষতা। 'পাক পটুতা ও সন্তানের প্রতিপালন।' *গৌর*, ১৮২২।

পটুত্ব [স] *বি* দক্ষতা। 'সে সম্বন্ধে 'অশিক্ষিত পটুত্ব' আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পটুকা [ধন্যা] *বি* কোমরবন্ধ। 'পটুকা ঘেজড়ার নাড়ি মাপ্যা গজ লয় কড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পটুয়া, পটুআ [স পট>] **১** *বি* পটচিত্র অঙ্কন করে যে; চিত্রশিল্পী। 'বাইত্তি পটুয়া কান কসবি যতেক।' *ভারত*, ১৭৬০; *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ঘর সে করিতেছে পটুয়ার।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বি* পাটের দড়ি দিয়ে শিকা ইত্যাদি তৈরি করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রঘুনাথ পটুয়া।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পটে-আঁকা *দ্র* পট

পটোল [স পলতল] *বি* সবজিবিশেষ। 'পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পটোলক্ষেত [পটোল+স ক্ষেত্র] *বি* পটোল চাষের জমি। 'চরের ধারে-ধারে চাষীরা পটোলক্ষেত নিড়াইতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পট্ট [স] **১** *বি* রেশম। 'পট্ট নেত বালিশ শোভয়ে চারি পাশে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* প্রধান। 'রাজা পট্টরাজ্ঞীর সহিত পাদচারে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া …।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পট্টডোরি [স পট্ট+স ডোর>] *বি* রেশমের দড়ি। 'কটিতটে বন্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০

পট্টনায়ক [স] *বি* প্রধান কুশীলব। 'নবমে গোপীনাথ পট্টনায়ক বিমোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পট্ট নেত [স পট্ট+স নেত্র>] *বি* সূক্ষ্ম রেশমি কাপড়। 'পট্ট নেত বালিশ শোভয়ে চারি পাশে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পট্টবস্ত্র [স] *বি* রেশমি কাপড়। 'পট্টবস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পট্টবাস [স] *বি* রেশমি কাপড়। 'কাথার কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পট্টময় [স] *বিণ* রেশমি সুতায় বোনা। 'ধরে আছি পট্টময় শাড়ি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পট্টমহিষী [স] *বি* পাটরানী; প্রধান রানী। 'পট্টমহিষীর সহিত অক্ষক্রীড়া করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পট্টরাজ্ঞী [স] *বি* প্রধান রানী। 'রাজা পট্টরাজ্ঞীর সহিত পাদচারে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া …।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পট্টরাণী [স পট্টরাজ্ঞী] *বি* প্রধান রানী। 'পট্টরাণী আপন রূপ গুণেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পট্টশাড়ী [স পট্ট+স শাটী] *বি* রেশমি শাড়ি। 'চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পট্টসূত্র [স] *বি* রেশমি সুতা। 'কটি পট্টসূত্র ডোরী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পট্টহ [স পটহ] *বি* জয়ঢাক। 'সন্তবয়া শঙ্খধ্বনি পট্টহ দুন্দভি বেনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পট্টি[1] [স পট্ট>] **১** *বি* মোটা বস্ত্রবিশেষ। 'চামর পামরি ভোট সকলাত গজঘোট পট্টি সতরঞ্চ লাখে লাখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ক্ষতস্থান ঢাকার জন্য খণ্ড কাপড়ের পরত। 'বিবি পট্টি বেঁধে দিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পট্টি[2] *বি* ধোঁকা; ফাঁকি। 'তোমরা কেবল পট্টি দিয়ে আমাকে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু …।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পট্টি[3], **পট্টী** [স পট্ট>] **১** *বি* রাজ্য। **পট্টীদার** [স পট্ট>+ফা দার] *বি* রাজা; জমিদার। 'পট্টীদার যেহ ছিল সমস্তকেই উৎখাত করিয়া দিয়া আপনিই সর্বাধ্যক্ষ হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* পাড়া; মহল্লা। 'রাস্তাটা পার হইলেই তো তোমার বাদামতলীর মাগীপট্টি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

পট্টিশ, পট্টিস [স] *বি* ফলাযুক্ত বর্শা। 'পেলিয়া পট্টিশ লোকে আগলয়ে সিংহের সরণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'চক্র কুলিস গদা মুসল পট্টিস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পট্টু [স পট্ট>] *বি* মোটা পশমি বস্ত্রবিশেষ। 'গায়ে গরম পট্টুর ওপর …।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পঠওলহি [ব্র] *ক্রি* পাঠালো। 'বোলি পঠওলহি জত অতিরেক। উচিতহু ন রহল তহিক বিবেক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পঠন [স] **১** *বি* জপ। 'সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* পড়া; পাঠ। 'লিখন পঠন ও গণিত শাস্ত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

পঠনক্ষম [স] *বিণ* পড়তে পারে এমন। 'ইঙ্গরেজী ভাষা পঠনক্ষম এতদ্দেশীয় দশ জনও প্রায় ছিলেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পঠন-পাঠন [স] *বি* পাঠ শেখা ও শিক্ষা দেওয়া; পড়া ও পড়ানো। 'এইরূপ অপূর্ব পঠন-পাঠন-ব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'পুঁথির পঠন পাঠন করবার, খাতাপত্র লেখবার, নাড়ী টেপবার ও বড়ি গেলাবার লোক।' *প্রমথ*, ১৯২০।

পঠনীয় [স] *বিণ* পাঠের যোগ্য। 'অবশ্য পঠনীয় তাহার পর্যায়ভুক্ত।' *এসলাম*, ১৯১৭।

পঠনের ঘর *বি* পড়ার ঘর। 'দুইটা পঠনের ঘর আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পঠিত [স] *বিণ* পাঠ করা হয়েছে এমন। 'অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত এবং অভিনীত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পঠিতব্য [স] *বিণ* পাঠ করতে হবে এমন। 'পঠিতব্য অংশের নাম

সহ তাঁহারদিগের নাম অগ্রেই প্রকাশ করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

পঠ্যমান [স] *বিণ* পঠিত হচ্ছে এমন। 'বৈতালিক কর্তৃক পঠ্যমান এক শ্লোক শ্রবণ করিলেন।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

পঠমঞ্জরী [স পটমঞ্জরী] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'পঠমঞ্জরীরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পঠমঞ্জরী কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

পঠমঞ্জুরি [স পটমঞ্জরী] *বি* (সংগীত) কাফি অথবা বিলাবল ঠাটের একটি রাগ। 'পঠমঞ্জুরি রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পঠা[1] [স প্রস্থান>] *ক্রি* পাঠানো। **পঠাইছ** *ক্রি* পাঠিয়েছো। *বোগল*, ১৭৭০। **পঠাইবেন** *ক্রি* পাঠাবেন। *বোগল*, ১৭৭০। **পঠাব** *ক্রি* পাঠাবো। 'বেরি বেরি বোলি পঠাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পঠা[2] [স পঠন] *ক্রি* পাঠ করা। **পঠন্ত** *ক্রি* পাঠ করেন। 'পঠন্ত নারদ মুনি সুনে দেব লোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পঠাইল** *ক্রি* শেখালো। 'ধনু বিদ্যা পঠাইল জন্ম অধিকারী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পঠিবার** *ক্রি* পড়তে। 'এক বিপ্র পাইয়া দিলেক পঠীবার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পঠে** *ক্রি* পাঠ করে। 'জজন জাজন বেদ পঠে অধ্যয়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

পড়তা [স পত্>] **১** *বি* লাভের ভাব। 'জয়কেতুরা পদ্মলোচনকে ফাঁপিয়ে তুললেন, পড়তাও ভালো চল্লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* ভাগ্য। 'পড়তা ছিল ভাল যখন, কি হাতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হতলো?' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'আজ ছিল আমাদের পড়তা খারাপ।' *মুজতবা*, ১৯৬৬। **৩** *বি* সুসময়। 'মথুরবাবুদের বাড়ির মানুষদের জীবন কখনো কোনো পড়তা পরে না।' *জীবন*, ১৯৩১।

পড়তি *বিণ* শেষ হচ্ছে এমন; পড়ন্ত। 'পড়তি দুপুর বেলায়।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

পড়ন[1] [স পঠন>] *বি* ধর্মশাস্ত্র। 'পরমেশ্বরের পড়ন।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পড়ন[2] [স পতন>] **১** *বি* কামড়ানো। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* পতন। 'তোমার কোলে পড়ে, ভয় কি বা তার পড়নকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পড়বেষী [স প্রতিবেশী] *বি* প্রতিবেশী। 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

পড়শি, পড়শী, পড়সি [স প্রতিবেশী] *বি* প্রতিবেশী। 'পড়শি বীরের বলে গোলাহাটে বীর চলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মনদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়শী।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০; 'ফুল্লরা নাহিক বাসে আক্ষটি অন্নের আশে পড়সিরে জিজ্ঞাসে বারতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পড়শিনী *বি স্ত্রী* পড়শি; প্রতিবেশী। 'ওগো পড়শিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পড়শি হওয়া *ক্রি* প্রতিবেশী হওয়া। 'পড়শি হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পড়হ [স পটহ] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ভব নির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

পড়া[1] [স পট্ট] *বি* ফলক। 'স্ফীটা হই নবগুণ শাসন পড়া।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০।

পড়া[2] [স পঠন>] *ক্রি* পাঠ করা। **পড়** *ক্রি* পাঠ করো। 'পড় গাও রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পড়এ** *ক্রি* পাঠ করে। 'পড়এ সাধুর বালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পড়ছিলুম** *ক্রি* পড়ছিলাম। 'প্রবন্ধ পড়ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **পড়িআ** *ক্রি* পাঠ ক'রে। 'চতুর্থে পড়িআ দোআ শিরে জল দিব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পড়িতে** *ক্রি* পাঠ করতে। 'পড়িতে পুস্তক নাই লিখিতে অক্ষর।' *বাহরাম*, ১৬৫০; **পড়িনু** *ক্রি* পড়লাম। 'পড়িনু পড়ানু যত সিদ্ধা সে সকল।' *ভারত*, ১৭৬০। **পড়িবার** *ক্রি* পড়ার। 'ভুড়াড়ি গেলেম তর্ক পড়িবার আশে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পড়িবারে** *ক্রি* পড়তে। 'পড়িবারে গেলা তবে গুরু নিকেতনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পড়িবেক** *ক্রি* পড়বে। 'জদি সরবরাহ মুন্দর মত হয় হরগিজ পড়িবেক না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **পড়িয়াছি** *ক্রি* পাঠ করেছি। 'পড়িয়াছি নানা তন্ত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পড়িল** *ক্রি* পাঠ করলো। 'পড়িল চৌসট্টি বিদ্যা গুরু সন্নিধানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পড়্যা** *ক্রি* প'ড়ে। 'মজিয়া বিদ্যার রসে লিখ্যা পড়্যা নানা দেশে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পড়্যাছি** *ক্রি* পাঠ করেছি। 'পড়্যাছি অনেক পুথি লিখ্যাছে বিস্তর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পড়নেওলা *বিণ* পাঠ করে এমন। 'একমাত্র 'আনন্দবাজার'-পড়নেওলা গ্রাম্য বাঙালি ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পড়া[3] [স পঠন>] **১** *বি* পাঠ্যবস্তু। 'আমি পড়া ভুলে যাই, মাষ্টার ম'শয় মারেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* গজানো। 'মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বিণ* মন্ত্রপূত। 'পীরের পড়া জল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

পড়া করা *ক্রি* নির্ধারিত পাঠ প্রস্তুত করা। 'ওরা পড়া করে দুয়োর-বন্ধ ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

পড়া-টড়া *বি* লেখাপড়া। 'তুমি যাও তোমার পড়া-টড়া কর গিয়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

পড়ার [স পঠন>] *বিণ* পাঠ গ্রহণ করেছে এমন। 'সকলেই পড়ার পূর্ব্বে পড়ুয়ারা পড়ান ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

পড়া-পড়া *বিণ* পড়ার ভান করে এমন ভাব প্রকাশক। 'করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

পড়াপাখী [স পঠন>] *বি* শেখানো কথা বলে এমন পাখি। 'তুমি পড়াপাখী হও করি স্তুতি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পড়াপানি *বি* মন্ত্রপূত পানি। 'শানাল পীরের সিন্নি মানিল খেতে দিল পড়াপানি।' *জসীম*, ১৯২৯।

পড়াশুনো [স পঠন-শ্রবণ>] *বি* প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন। 'পড়াশুনো বেশি করেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পড়্যা সুন্যা [স পঠন-শ্রবণ>] *বি* পড়াশুনা। 'পড়্যা সুন্যা হইলে শিশু ব্যয় করি নিজ বসু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পড়া[4] [স পতন>] **১** *ক্রি* বিবৃত হওয়া। 'বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস।' *চর্যা* ৬, ১২০০। **২** *ক্রি* ধৃত হওয়া। 'তবে না পড়িব রাধা কাহ্নাঞিঁর হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* পতিত হওয়া। 'পুনরপি ভূম্যে পড়া করএ ক্রন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *ক্রি* ছোঁ মারা। 'উড়িয়া পড়িয়া মৎস্য ধরে মৎস্যরাঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *ক্রি* স্মরণ হওয়া। 'কালাবরণ হিরণ পিন্ধন যবে পড়ে মনে।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০। **৬** *ক্রি* আবদ্ধ হওয়া। 'রাজভোগে পড়িআছ ভোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৭** *ক্রি* প্রাণ হারানো। 'যেই স্থানে যেই বীর পড়িব যেই মত।' *সুলতান*, ১৭০০। **৮** *ক্রি* ঘোষিত হওয়া। 'ঘন পড়ে জয়ধ্বনি দূরে হৈতে শব্দ শুনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৯** *ক্রি* ক্ষরণ হওয়া। 'মদনা তাহার রাণী চক্ষে না পড়িল পানি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **১০** *ক্রি* থাকা। 'মবলগ বাকি পড়িয়াছে তাহার কিছুই আদায় করিতে পারে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **১১** *ক্রি* হওয়া। 'তোমার কাজ্য কথক তফাত পড়িবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **১২** *ক্রি* নীচের দিকে প্রবাহিত হওয়া। 'বুক বেয়ে পড়ে ধারা অঝোর নয়ান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **১৩** *ক্রি* ছাপিয়ে ওঠা। 'অতি বৃদ্ধ নয়নে পড়েছে ভুরু ঝাঁপা।' *মানিকরাম*,

১৭৮১। **১৪** *ক্রি* শেষ হওয়া। 'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **১৫** *ক্রি* শুরু হওয়া। 'চৈত্রমাস পড়েছে তবু এবার কিছু গরম পড়েনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **১৬** *ক্রি* নামা। 'কাপড়-চোপড় খুলে সেই ডোবার মধ্যে গিয়ে পড়তুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **১৭** *ক্রি* উপনীত হওয়া। 'যখন আসল পদ্মায় পড়লুম তখন পাল পাওয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **১৮** *ক্রি* ধরা পড়া। 'সে বৎসর তেমন মাছ পড়িল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **১৯** *ক্রি* আসা। 'অনেক জমানো টাকা হাতে পড়িয়াছে।' *শরৎ*, ১৯১৭। **পড়অ** *ক্রি* পড়ে। 'বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস।' *চর্যা* ৬, ১২০০। **পড়ন্ত** *ক্রি* পড়ছে। 'নামাজ পড়ন্ত সবে হই একত্তর/ পঞ্চক্ষণ গিয়া সবে নবীর গোচর।' *সুলতান*, ১৭০০। **পড়ন্তেঁ** *ক্রিবিণ* পড়ার সময়ে। 'পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।' *চর্যা* ১৪, ১২০০। **পড়হ্** *ক্রি* মাথা নত করছি। 'দোস কৈল ভাই মোর পড়হ্ চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পড়হঁ** *ক্রি* পড়ছি। 'না লইহ দোস মোর পড়হঁ চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পড়লুম** *ক্রি* পড়লাম। 'আমি বিছানার মধ্যে শুয়ে পড়লুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **পড়া** *ক্রি* পড়ে; পতিত হয়ে। 'পুনরপি ভূম্যে পড়া করএ ক্রন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০। **পড়ি** *ক্রি* পতিত হয়ে। 'তাতা পড়ি গেল দিঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পড়িব ১** *ক্রি* পড়বে। 'তবেঁ না পড়িব রাধা কাহ্নাঞিঁর হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* গড় হয়ে। 'পতির চরণে পড়ি সকরুণ হয়্যা কিছু বলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পড়িআঁ** *ক্রি* প'ড়ে। 'সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই।' *চর্যা* ৪৫, ১২০০। **পড়িআছ** *ক্রি* আবদ্ধ হয়েছো। 'রাজভোগে পড়িআছ ভোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পড়িআছে** *ক্রি* পড়ে আছে। 'পড়িআছে হেন তনু ভূমির উপর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পড়িছে ১** *ক্রি* পতিত হচ্ছে; পড়ছে। 'নূতন মেঘেতে জেন পড়িছে বিজুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* প্রাণ হারিয়েছে। 'যথ বীর পড়িছে সবের চিহ্ন পাইলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **পড়িব** *ক্রি* প্রাণ হারাবে। 'যেই হাতে যেই বীর পড়িব যেই মত।' *সুলতান*, ১৭০০। **পড়িয়া ১** *ক্রি* পড়ে; পতিত হয়ে। 'ভ্রমরের রূপ ধরি কুসুমে পড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* ছোঁ মেরে। 'উড়িয়া পড়িয়া মৎস্য ধরে মৎস্যরাঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পড়িল ১** *ক্রি* এসে দিলো। 'ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* পড়ে গেলো; মারা গেলো। 'পড়িল অনেক সৈন্য গেল যমঘর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পড়িলা ১** *ক্রি* পড়লো। 'তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **২** *ক্রি* পড়লে। 'দৈবযোগে আসি/এবার রাধা/ পড়িলা আহ্মার হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পড়িলাঙ** *ক্রি* পড়লাম। 'পড়িলাঙ গদাধর তুলিলে সে পাকে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পড়িলাহা** *ক্রি* পতিত হলে। 'সোদর মাউলানীত ভোলে পড়িলাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। 'মোর রূপ যৌবনে পড়িলাহা ভোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পড়িলাহোঁ** *ক্রি* পড়লাম। 'পুনরপি পড়িলাহোঁ তাহার হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পড়িলিসি** *ক্রি* পড়লে। 'পড়িলিসি মোর হাথে নিকট মরন।' *মালাধর*, ১৫০০। **পড়িলী** *ক্রি* পড়েছে। 'রাধা পড়িলী কাহ্নের বেঢ়ে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পড়িলুঁ** *ক্রি* পড়লো। 'তৃণ প্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িলুঁ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পড়িলে** *ক্রি* পড়লে। 'সমুখ দীঠে পড়িলে বনত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পড়িলেক** *ক্রি* পড়লো; পতিত হলো। 'সেই বিৰ্জ্জ পড়িলেক তার ঠোঁট হতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পড়িলোঁ** *ক্রি* পড়লো। 'নির্দ্দয় কাহ্নাঞিঁর হাথে পড়িলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পড়ীল** *ক্রি* পড়লো। 'চক্রঘাতে মুণ্ড তার পড়ীল কাটীয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পড়ু ১** *ক্রি* পড়ুক। 'মোর মহাপাতক পড়ু তোর মুণ্ডে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* প'ড়ে। 'সর্বক্ষণ চিন্ত্য চণ্ডী অষ্টাক্ষর পড়ু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পড়ে ১** *ক্রি* পতিত হয়। 'চিত হৈয়া পড়ে জরাসন্ধ মহামনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* ঘোষিত হয়। 'ঘন পড়ে জয়ধ্বনি দূরে হৈতে শব্দ শুনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *ক্রি* নীচের দিকে নামে। 'বুক বেয়ে পড়ে ধারা অঝোর নয়ান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পড়েছে** *ক্রি* ছাপিয়ে উঠেছে। 'অতি বৃদ্ধ নয়নে পড়েছে ভুরু ঝাঁপা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পল্লো** *ক্রি* পড়লো। 'ক্রমে দিন এসে পল্লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **পৈড়াছে** *ক্রি* পড়েছে। 'পূরুব পৈড়াছে মনে।' *মুরারি*, ১৫৭০।

পড়ন্ত ১ *বিণ* পড়ছে এমন; পতনোন্মুখ। 'আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জ্বলে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বিণ* তেজ কমে আসছে এমন। 'দিনান্তের এই পড়ন্ত রোদ্দুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৩** *বিণ* শেষ। 'বউ তুমি পড়ন্ত বয়সী মাতা যেন।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পড়-পড় ১ *বিণ* পড়ে যাচ্ছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* এখনই খসে পড়বে এমন। 'পড়-পড় আকাশের ঝোলা শামিয়ানা।' *নজরুল*, ১৯২৪। **৩** *বিণ* অস্তায়মান। 'বেলা যখন পড়-পড়, আকাশের কিনারায় সাঁঝের কলসি ভর-ভর।' *জসীম*, ১৯৬০।

পড়বি পড় মালির ঘাড়েই – যার ভয়ে ভীত ঠিক তার কাছেই ধরা পড়া। 'পড়বি পড় মালির ঘাড়েই, সে ছিল গাছের আড়েই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পড়াতারা [পড়া+স তারা] *বি* উল্কা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পড়িতে পড়িতে *ক্রিবিণ* পড়ো পড়ো ভাবে। 'এক বৎসরের একটি শিশু ... পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পড়ে আসা ১ *ক্রি* শেষ হওয়া। 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *ক্রি* প্রতিফলিত হওয়া। 'প্রতিকূলতার পথেও খানিকটা অভ্যাসের রেখা পড়ে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পড়ে থাকা ১ *ক্রি* অবহেলা মেনে নিয়ে অপেক্ষা করা। 'পথ চেয়ে সদা পড়ে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *ক্রি* রত থাকা। 'আজ সমস্ত সকাল বেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *ক্রি* অব্যবহৃত বা গুরুত্বহীনভাবে থাকা। 'ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

পড়ে পড়ে ভাবা – নীরবে চিন্তা করা। 'শৈবালদামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অল বিস্তার দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পড়ে পাওয়া টাকা চৌদ্দ আনাই লাভ – বিনা পরিশ্রমে যা পাওয়া যায় তা-ই লাভ। *সুবল*, ১৯০৬।

পড়ে যাওয়া *ক্রি* কোনো কিছুর পতিত হওয়া। 'পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পড়ে-পাওয়া *বিণ* পতিত অবস্থায় প্রাপ্ত। 'যতটুকু পড়ে-পাওয়া ততটুকু ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পড়া[২] [স পটহ] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'দোখণ্ডি শঙ্খ জোড়া মৃদঙ্গ বাজে পড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পড়ান[১] *দ্র* **পড়া**[২]

পড়ান[২] *ক্রি* পাঠ করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পড়ানা [স পঠন>] *বি* পাঠ্য বিষয়। 'মখদ্দম পড়ায়ে পড়ানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পড়ানো [স পঠন>] *ক্রি* পাঠ করানো। 'হিন্দুকালেজনামক পাঠশালায় ... ছেলে পড়ালেই বড় বিদ্বান হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **পড়াই** *ক্রি* শিক্ষা দিই। 'নিরন্তর পড়াই শাস্ত্র কার নহি বশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পড়াইমু**

ক্রি পাঠ করাবো। 'মোর নামে খোতবা পড়াইমু সর্বদেশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পড়াএঞা** *ক্রিবিণ* পড়িয়ে। 'নাম দিয়া ভক্তি কৈল পড়াএঞা পণ্ডিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পড়ানু** *ক্রি* পড়াবো। 'পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল।' *ভারত*, ১৭৬০। **পড়াল্য** *ক্রি* পাঠ করালো। 'সাত মাসে সাত টাকা পড়াল্য গোসাঞি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পড়ামুনিয়া *বি* কথা বলতে পারে এমন মুনিয়া পাখি। 'এক পড়ামুনিয়া … কহিলেক আমি ইহাদিগে তাড়াইয়া দিব।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পড়াসি *বি* গাছবিশেষ। 'পড়াসি পুন্যাজি কাটিল ভুরেণ্ডি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পড়িআন [স প্রতিমান] *বি* ওজন করার বাটখারা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পড়িঘাএ [স পরিগ্রহ>] *ক্রি* রক্ষা করে। 'দেখোঁ কে বা পড়িঘাএ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পড়িচারী [স পরিচারক] *বি* সেবক। 'দক্ষিণ দ্বারের পড়িচারী ভোগ ডাকিয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পড়ি পড়ি [স পতন>] *বি* পড়ে যাওয়ার ভাব। 'জিনিসটা প্রতি মুহূর্তে পড়ি-পড়ি করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পড়িভায় [স পরিভাব>] *ক্রি* ভেবে দেখ। 'মনে পড়িভায় কাহ্নাঞি আহ্মার বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পড়িমরি *ক্রিবিণ* ব্যতিব্যস্ত। 'আপন গামছা পরেই পড়িমরি হয়ে সে সাতপাক ঘুরবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পড়িয়াল *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কৃষ্ণহরি পড়িয়াল।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পড়িহাস [স পরিহাস] *বি* পরিহাস। 'কেহ্নে কাহ্ন হেন পড়িহাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পড়ুনি *বিণ* পড়ছে এমন। 'বি.এ. পড়ুনি মেয়ের কথা শুনে রাজেনবাবু অবাক।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

পড়ুয়া, পড়ুআ [স পঠ>] ১ *বি* ছাত্র। 'নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* যে ব্যক্তি পড়াশুনা শেখায়; শিক্ষক। 'যে পড়ুয়া বিশ্বাষ আমাদের বাটীতে ছিল সে বীদায় হইয়া বাটী গিয়াছে।' *ওসা*, ১৭৭৯। ৩ *বি* যে ছাত্র অন্য ছাত্রকে পড়া শেখায়। 'চৌদিকে চৌপাড়িময় পাঠ চায় পড়ুয়াচয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'সকলেই পড়ার পূর্ব্বে পড়ুয়াদ্বারা পড়ান ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

পড়ো[1] [স পঠ>] *বি* শিক্ষার্থী। 'পড়োবেশে এসেছিল তোমার নগর।' *ভারত*, ১৭৬০।

পড়ো[2] [স পতন>] *বিণ* অব্যবহৃত। **পড়োবাড়ি** *বি* অব্যবহৃত বাড়ি; জনশূন্য বাড়ি। 'তাই কি মনে জাগে পড়োবাড়ির স্মৃতি?' *শক্তি*, ১৯৬৫।

পড়ো-পড়ো [স পতন>] *বিণ* পতনোন্মুখ; পড়ে যাচ্ছে এমন। 'গাছগুলো বড়ো বড়ো তারা হয়ে পড়ে পড়ো-পড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'পড়োপড়ো বৃষ্টিছিন্ন মায়ের ঘরটা কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

পড়ো-ভিটা, পড়োভিটে *বি* অব্যবহৃত ঘরের ভিত। 'বহুসংখ্যক মাটির এবং ইঁটের বাড়ীর পড়ো-ভিটা … আজও দেখা যায়।' *তারা*, ১৯৪২; 'কুলতলার পাশ দিয়ে, আরও দুটো পড়ো ভিটের ওপর দিয়ে।' *হাসান*, ১৯৬০।

পড়োকা [স পট্টক>] *বি* কোমরবন্ধ। 'সুবর্ণের পড়োকা বান্ধিল কটিদেশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পড়োশি [স প্রতিবেশী] *বি* প্রতিবেশী। 'পাছের পড়োশি তুমি করো শুধু করুণা।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

পড়োশিনী, পড়োশিনি *বি স্ত্রী* প্রতিবেশী। 'সেই তো আমার অনেক কালের পড়োশিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পড্যান [স প্রতিমান] *বি* বাটখারা। 'বীর দেয় অঙ্গুরি বান্যা প্রণাম করি জোঁখে বান্যা চড়াইআ পড্যান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পঢ়া [স পঠন>] *ক্রি* পড়া; পাঠ করা। **পঢ়** *ক্রি* পড়ছে। 'সিখিকুল নাচত অলিকুল জন্ত্র। দ্বিজকুল আন পঢ় আসিখ মন্ত্র।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পঢ়াব** *ক্রি* পড়াবো। 'দুজবর কোকিল মন্ত্র পঢ়াব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পঢ়ে** *ক্রি* পাঠ করে। 'সহস্র সহস্র বিপ্র পঢ়ে বেদবাণী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পঢ়ুয়া [স পঠ>] *বি* শিক্ষার্থী। 'ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা প্রভু পঢ়ুয়া মারিবার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পণ [স] ১ *বি* সংখ্যার পরিমাণবিশেষ; বিশ গণ্ডা পরিমাণ। 'ভাণ্ডে ষোল পণ দিআঁ মাহাদান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বিবাহের যৌতুক। 'হিত-উপদেশ বলি ফুরায় নদীর বালি আয় বিনে যদি করি পণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* প্রতিজ্ঞা। 'যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব।' *জ্ঞান*, ১৬০০। ৪ *বি* বাজি। 'করিবাম প্রাণ পণ তাহার কারণে।' *সুলতান*, ১৬৫০। ৫ *বি* সংকল্প। 'যেন এই দৃঢ় পণ থাকে যে, সত্যানুরাগের প্রচারের …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

পণপ্রথা [স] *বি* যৌতুক প্রথা। 'পণপ্রথার বিরুদ্ধে যত আন্দোলন উঠিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

পণমুক্ত [স] *বিণ* দায়মুক্ত। 'বহুদিন পরে হয়েছি সে পণমুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পণাপণ [স পণ>] *বি* যৌতুক। 'বিবাহের পণাপণ বা কি খরচ পত্র বা কি করিয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

পণশ [স পনস] *বি* কাঁঠাল। 'নানাবিধ ফল নারিকেল আম্র পণশ কদলি।' *রামরাম*, ১৮০১।

পণাপণ *দ্র* পণ

পণাল [স প্রণালী] *বি* মৃণাল। 'কমলিনি কমল বহই পণালেঁ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

পণি [হি] *বি* ছোটো ঘোড়া। 'নাতিদের একটা পণি, আর আদত চারিটা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পণিআঁ [স পানীয়] *বি* পানি। 'মই অহারিল গঅণত পণিআঁ।' *চর্যা* ৩৫, ১২০০।

পণী [স পবন>] *বি* মৃৎপাত্রাদি পোড়ানোর চুল্লি। 'মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পণ্ড [স] ১ *বিণ* নষ্ট। 'তাহাতেই তাবৎ ক্রিয়া পণ্ড।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিণ* নিষ্ফল। 'যে বিদ্যা পুঁথিগত, যাহার প্রয়োগ জানা নাই, তাহা যেমন পণ্ড …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পণ্ড করা *ক্রি* নষ্ট করা। 'আপনাদিগের কর্ম্ম পণ্ড করা নিতান্ত অভদ্রের কর্ম্ম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পণ্ডতা [স] *বি* ব্যর্থ করার প্রয়াস। 'পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পণ্ড পরিশ্রম [স] *বি* বৃথা পরিশ্রম। 'অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ করা পণ্ড পরিশ্রম।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পণ্ডপাণ্ডিত্য [স] *বি* নিষ্ফল বিদ্যা। 'তবে তাহারা কেবল পণ্ডপাণ্ডিত্য লাভ করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পণ্ডশ্রম [স] *বি* বিফল পরিশ্রম। 'এক মাংসপিণ্ড ক্রয় করিয়া পণ্ডশ্রমমাত্র করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পণ্ডশ্রম করা *ক্রি* বিফল পরিশ্রম করা। 'মিলনের চেষ্টা করতে গিয়ে শুধু পণ্ডশ্রম করে মরচেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পণ্ডা [স] *বি* জ্ঞান। 'তোমার উত্তম পণ্ডা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পণ্ডিআঁ [স পণ্ডিত] *বিণ* পণ্ডিত। 'গোআল জাতী আতি পণ্ডিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পণ্ডিত [স] ১ *বিণ* বিদ্বান। 'ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* বিজ্ঞ। 'সুন হে পণ্ডীত লোক একচিত্ত মনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* আদালতের হিন্দু আইনজ্ঞ কর্মচারীবিশেষ। 'পেস্কার ও মৌলবি ও পণ্ডিত।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৪ *বি* শাস্ত্রজ্ঞ। 'ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কহিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৫ *বি* শিক্ষক। 'পণ্ডিত তাহাকে যাহা পড়াইবেন তাহাই তিনি পড়িবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ৬ *বি* বাঙালি হিন্দু ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'লক্ষীনারায়ণ পণ্ডিত।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৭ *বি* চিন্তাবিদ। 'প্রচলিত ধর্ম্ম নব্যসম্প্রদায়ী প্রধান পণ্ডিতদিগের উপযুক্ত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৮ *বি* লেখক। 'পণ্ডিতেরা স্বপ্রণীত পুস্তক মধ্যে যে সমস্ত জ্ঞানরত্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৯ *বি* বিদ্বৎ-সমাজ। 'মগজ বিকিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্ত পণ্ডিত সমাজ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পণ্ডিতপনা [স পণ্ডিত+পনা] *বি* পণ্ডিতি; পাণ্ডিত্য। 'অয়ি সুলোচনা, ভুল কোরো না এ/ নয় পণ্ডিতপনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

পণ্ডিতপরিসেবিত [স] *বিণ* জ্ঞানী-গুণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। 'অর্ব্বত দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিতপরিসেবিত ...' *ভবানী*, ১৮২৫।

পণ্ডিতপ্রবর [স] *বিণ* পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ। 'এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ...' *প্রমথ*, ১৯০২।

পণ্ডিতপ্রসবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিদ্বান জন্মদানকারী। 'পণ্ডিতপ্রসবিনী ফ্রান্স ভূমিতে ...' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পণ্ডিতবর [স] *বি* বিশেষ বিদ্বান ব্যক্তি। 'কোন কোন তত্ত্বপিপাসু পণ্ডিতবর উক্ত তাহার দ্বারোদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ...' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পণ্ডিত বিদেয় [স পণ্ডিত+আ বিদা] *বি* নিমন্ত্রণ শেষে পণ্ডিতের বিদায়গ্রহণের সময়ে দেওয়া উপহারাদি। 'পাঁচশত টাকা ও একটি শাল পণ্ডিত বিদেয়স্বরূপ বিদ্যাসাগরকে দিতে গিয়ে ...' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

পণ্ডিত মহল [স পণ্ডিত+আ মহল] *বি* বিদ্বৎসমাজ। 'কবিকুলগুরু বলে খ্যাত আছে পণ্ডিত মহলে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পণ্ডিতম্মন্য [স] *বি* পণ্ডিত না-হয়েও নিজেকে পণ্ডিত মনে করে যে।

পণ্ডিতম্মন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* পণ্ডিতম্মন্য। 'এই লোক সে পণ্ডিতম্মন্যার ভর্ত্তা যেরূপ হয় তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

পণ্ডিতরত্ন [স] *বি* পণ্ডিতরূপ রত্ন; শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। 'নবসংখ্যক পণ্ডিতরত্নের অন্যতম কবিকুলশিরোমণি কালিদাস।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পণ্ডিতসমাজ [স] *বি* বিদ্বৎ-সমাজ। 'পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পণ্ডিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিদ্বান। 'সে কন্যা সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিতা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য [স পণ্ডিত-অগ্রগণ্য] *বিণ* পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ। 'তোমার মতো পণ্ডিতাগ্রগণ্য ধুরন্ধর ব্যক্তির নিকট ...' *নজরুল*, ১৯২৭।

পণ্ডিতাভিমানি [স পণ্ডিতাভিমানী] *বিণ* নিজেকে পণ্ডিত মনে করে এমন। 'তত্ত্বজ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি বিলেষেরা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পণ্ডিতাভিমানী [স] *বিণ* নিজেকে পণ্ডিত মনে করে এমন। 'অরসিক পণ্ডিতাভিমানী নির্ব্বোধ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পণ্ডিতি, পণ্ডিতী [স পণ্ডিতীয়] ১ *বিণ* পণ্ডিতের মতো। 'দেখ খুসীর সময় পণ্ডিতি কথা ক'সনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* সংস্কৃত শব্দবহুল। 'সে তাবা হচ্ছে পণ্ডিতি বাংলার বিকারমাত্র।' *প্রমথ*, ১৯১৩; 'আমরা আলোচ্য পণ্ডিতী বাঙ্গলা ও সবুজ বাঙ্গলার তুল্য বিরোধী।' *দর্শন*, ১৯২১। ৩ *বিণ* পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে এমন। 'আমি ... হিস্টরি-জিওগ্রাফি, ধর্ম ও আর্ট প্রভৃতি বিষয়ের পণ্ডিতি প্রবন্ধের কথা বলছিনে।' *প্রমথ*, ১৯২৭। ৪ *বি* পণ্ডিতের মতো আচরণ। 'তোমার শুকনো পণ্ডিতি দেখে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পণ্ডিতি কথা *বি* গম্ভীর কথা। 'দেখ খুসীর সময় পণ্ডিতি কথা ক'সনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পণ্ডিতিয়ানা *বি* পণ্ডিতসুলভ আচরণ। 'হিন্দু সংস্কৃতি ও পণ্ডিতিয়ানার প্রভাবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

পণ্ডিতত্ব [স পণ্ডিতত্ব] *বি* পণ্ডিতের গোঁড়ামি। 'টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিতত্ব।' *গণবাণী*, ১৯২৬।

পণ্য [স] *বি* বিক্রয়ের জিনিস। 'ভোগবিলাস ও প্রয়োজনোপযোগী নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পণ্যজগৎ [স] *বি* পণ্যসামগ্রী। 'পণ্যজগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য-নারীর ছোঁওয়াও ওকে কখনো লাগেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পণ্যতরী [স] *বি* পণ্যবাহী জাহাজ। 'বণিকের পণ্যতরী যখন পূর্ব-মহাদেশের ঘাটে ঘাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পণ্যদ্রব্য [স] *বি* বিক্রয়ের মালামাল। 'ভোগবিলাস ও প্রয়োজনোপযোগী নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পণ্য-নারী [স] *বি* যে নারী নিজেকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে। 'পণ্যজগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য-নারীর ছোঁওয়াও ওতে কখনো লাগেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পণ্যপোত [স] *বি* পণ্যবাহী জাহাজ। 'পণ্যপোত ধায় সিন্ধুপারে-পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পণ্যপ্রবাহী [স] *বিণ* পণ্য চলাচল করে এমন। 'বড়ো বড়ো পণ্যপ্রবাহী রাজপথগুলির সঙ্গে মিলাইয়া দিবার আয়োজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পণ্যবহা [স] *বিণ* পণ্য নিয়ে যায় এমন। 'পণ্যবহা নদীর মত অগাধ সে প্রণয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

পণ্যবাহিনী [স] *বি* পণ্য বহনকারী দল। 'অন্য রাস্তা উট খচ্চর গাধা ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্য।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পণ্যবাহী [স] *বিণ* পণ্য বহন করে এমন। 'দুর্বৃত্তদের উপদ্রবে ... পণ্যবাহী নৌকার মাঝিরা অতিষ্ঠ।' *আজাদ*, ১৯৭১।

পণ্যবিনিময় [স] *বি* পণ্যের আদান-প্রদান। 'বিশ্বের সঙ্গে প্রাণবিনিময়ের সেই পণ্যবিনিময়ের ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পণ্যবীথি [স] *বি* বাজার; দোকানপাটের সারি। 'জনশূন্য পণ্যবীথি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পণ্যবীথিকা [স] *বি* দোকানপাটের সারি। 'একরূপে পণ্যবীথিকা মধ্যে বাণিজ্য কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পণ্যভারাক্রান্ত [স পণ্যভার-আক্রান্ত] *বিণ* পণ্যের ভারে নুয়ে পড়েছে এমন। 'সে পথে পণ্যভারাক্রান্ত অন্য কোনো পান্থ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পণ্যমূল্য [স] *বি* পণ্যের মূল্য। 'পণ্যমূল্য পরিস্থিতির উপর ইহার যথেষ্ট প্রভাব পড়িবে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

পণ্য-রমণী [স] *বি* যৌনকর্মী। 'পণ্য-রমণীরা নিশান্তের পূর্বাভাসে নিয়েছে বিদায়।' *সিকান্দার*, ১৯৪৭।

পণ্যলোভ [স] *বি* ফলপ্রাপ্তির লোভ। 'সৃষ্টিপ্রেমের সঙ্গে পণ্যলোভের এই বিরোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পণ্যশালা [স] *বি* দোকান। 'পণ্যশালা হইতে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিবেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

পণ্যস্ত্রী [স] *বি* যৌনকর্মী। 'ধনী নাগরিক কৃচিৎ সদলবলে আসে বনভোজনে সেখানে পণ্যস্ত্রীর হাত ধরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পণ্যহীন [স] *বিণ* মালামাল নেই এমন। 'পণ্যহীন ফিটফাট কতিপয় দোকানীর কাছে গিয়ে সরাসরি বলা।' *শামসুর*, ১৯৭০।

পণ্যাঙ্গনা [স পণ্য-অঙ্গনা] *বি* যৌনকর্মী। 'এত রাতে ছিলাম কোথায়? যাকে বলে পণ্যাঙ্গনা, তারই অঙ্গনে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

পণ্যাজীব [স পণ্য-আজীব] *বি* দোকানদার। 'পণ্যাজীব। প্রমাণ – দোকানদার জিনিস বেচিয়া আবার মূল্য চাহিয়া থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পণ্যোপহার [স পণ্য-উপহার] *বি* দ্রব্যসামগ্রী উপহার। 'বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া ... গ্রামকন্যকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পতকা [স পতাকা] *বি* পতাকা। 'ধবল চামর দিল ত্রিসক পতকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পতঙ্গ [স] **১** *বি* ছোটো পোকা। 'আসিয়া পতঙ্গ জেন অগ্নিএত মরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সূর্য। 'পোহাইল বিভাবরী উদয় পতঙ্গ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পতঙ্গম [স] *বি* পাখি। 'চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে আকাশে ভাসিয়া উড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

পতঙ্গশুঁড় [স পতঙ্গশুণ্ড] *বি* পতঙ্গের অনুভূতিপ্রবণ ও উদ্দীপনাগ্রাহক প্রত্যঙ্গ। 'সাহিত্যিকেরা যেন মানবজাতির পতঙ্গশুঁড়।' *শিব*, ১৯৬০।

পতঙ্গসুলভ [স] *বিণ* পতঙ্গের মতো। 'এক পতঙ্গসুলভ আকর্ষণ আমাদের রক্তে নিহিত।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

পতঙ্গাতি [স পতঙ্গাদি] *বি* কীট-পতঙ্গসমূহ। 'জখন সে পতঙ্গাতি কৃমি সেই ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পতঙ্গিনী [স] *বি স্ত্রী* উড্ডয়নশীল পোকাবিশেষ। 'সেই পতঙ্গিনী তার পাখা পুড়িয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পতঙ্গী [স] *বি স্ত্রী* ছোটো পোকামাকড়। 'অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পতত্রী [স] *বি* পাখি। 'আমার হৃদয়পতত্রী সবে এই নবরূপতার বসিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পতন [স] **১** *বি* অন্তর্ধান। 'সপ্তদশে গাবী-মধ্যে প্রভুর পতন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* কমে যাওয়া; কমতি। 'তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* মৃত্যু। 'উহার মধ্যে অনেকেরই পতন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। **৪** *বিণ* ধরাশায়ী। 'এত ক্লেশেও খাড়া ছিল এইবারে একেবারে পতন হইয়াছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৫** *বি* বিপর্যয়। 'মনুষ্যের পতন কে গণনা করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পতনকামী [স] *বিণ* ধ্বংস কামনা করে এমন। 'ভয়ই তো শয়তান ... সৃষ্টির পতনকামী, পাপের মন্ত্রদাতা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

পতনজাত [স] *বিণ* পতন থেকে সৃষ্ট। 'সেই পতনজাত সংক্ষোভে কম্পিত হইয়া ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পতনবার্তা [স] *বি* পতনের সংবাদ। 'ব্যাবিলনের অত্যুন্নত সৌধচূড়ার পতনবার্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পতন-ব্যথা [স] *বি* পতনের বেদনা। 'শূন্য উঠে ভরি পতন-ব্যথা মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

পতনমুখ [স] *বি* পড়ছে এমন অবস্থা। 'সবাই সব বুঝতে পারে কোন শেয়ালের কোথায় পথ পতনমুখে কীভাবে কে হামলে দেয় গা।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

পতন-যুগ [স] *বি* অবনতি ঘটেছে এমন যুগ। 'পতন-যুগের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

পতন-শক্তি [স] *বি* পতনের শক্তি। 'আপেল ফলের পতন-শক্তিকে যখন জ্ঞানী বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই দর্শন করলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

পতনশব্দ [স] *বি* পড়ার শব্দ। 'নদীর উপর জলের তরল পতনশব্দ অবিশ্রাম ধ্বনিত হয়ে...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পতনশীল [স] **১** *বি* অধঃপাতে যাচ্ছে যে। 'প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্ধিত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বিণ* পতিত হচ্ছে এমন। 'আকাশ-ভেদী শিখর হতে পতনশীল নির্ঝর-স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

পতন হওয়া *ক্রি* পড়ে যাওয়া। 'বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে শোকাবৃত হইয়া ক্রন্দন করিতে২ ভূমিতলে পতন হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

পতনোন্মুখ [স] **১** *বিণ* ক্রমপতনশীল। 'পতনোন্মুখ উচ্চতা লাভ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* ধ্বংসের উপক্রম হয়েছে এমন। 'তাহাও এক প্রকার পতনোন্মুখ।' *শিখা*, ১৯২৬।

পত-পত [ধন্যা] *বিণ* পতপত ধ্বনিময়। 'তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পতবাল [স পাত্রপাল] *বি* বড়ো বৈঠা; নৌকার হাল। 'সদ্‌গুরু বঅণে ধর পতবাল।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০।

পতরা [স পতাকা] *বি* পতাকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পতাকা [স] **১** *বি* নিশান; ঝাণ্ডা। 'নেতের পতাকা উড়ে সুবর্ন্ন কলসে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** সেনাবাহিনীর নিশান। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **৩** *বি* কোনো দেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত প্রতীকী নিশান। 'ইংলণ্ডীয় পতাকা উড্ডীয়মানা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পতাকাতলে [স পতাকাতল>] *ক্রিবিণ* আদর্শের অধীনে। 'শান্তি ও শৃঙ্খলার পতাকাতলে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পতাকাধারী [স] *বি* যুদ্ধকালে পতাকা বহনকারী। 'পতাকাবাহী, তারবাহী, প্রহরী আর জনকয়েকমাত্র সৈন্য উপস্থিত ছিল।' *মশাররফ*,

১৮৮৭।

পতাকাবাহক [স] *বি* পতাকা বহনকারী ব্যক্তি। 'মুসলিম সংস্কৃতির এই পতাকাবাহকেরা।' *উমর*, ১৯৬৭।

পতাকাবাহী [স] *বিণ* নিশান বহন করে এমন। 'আলেম সমাজ এই আদর্শেরই পতাকাবাহী।' *আজাদ*, ১৯৭০।

পতাকা-শোভিত [স] *বিণ* পতাকা শোভা পাচ্ছে এমন। 'পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।' *শামসুর*, ১৯৭২।

পতাকিনী [স] *বি স্ত্রী* পতাকাধারী। 'ঘোর ঘন্টা-নিনাদিনী ঘন্ময়াস্যা পতাকিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পতাকীদল [স] *বি* পতাকা বহন করে যে দল। 'আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পতি[1] [স প্রতি] *ক্রিবিণ* প্রতি। 'তার পতি যোগ নহে আক্ষার যৌবন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পতি[2] [স] **১** *বি* স্বামী। 'নিজ পতি আছে মোর ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রভু। 'জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* শাসক; অধিপতি। 'এই বাঙ্গালাদেশ শ্রীল শ্রীযুত ইংলণ্ড পতির নিকট হইতে ইজারা লইয়াছেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

পতি-কর [স] *বি* স্বামীর হাত। 'পতি-করে পতির সম্মুখে ত্যজি প্রাণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পতিকামিনী [স] *বি* পতি কামনা করে যে নারী। 'ইনি যে ধরণের পতি-কামিনী তাহাতে মনে হয় যে সর্বগুণসম্পন্ন ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পতিকুল [স] *বি* স্বামীর বংশ। 'পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পতিগত [স] *বিণ* স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত। 'রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জানতে পারে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পতিগৃহ [স] *বি* স্বামীর বাড়ি। 'পতিগৃহে আগমনাবধি সে পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় চিরকাল রুদ্ধ থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

পতিঘাতী [স] *বি* স্বামীর হত্যাকারী। 'নহে তুই হবি পতিঘাতী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পতি-চরণ [স] *বি* স্বামীর পদতলে। 'হেরিলেন মৃত পতির চরণের তলে বসিয়াছে সতী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পতিছাড়া *বিণ* স্বামীহীন। 'বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পতিত্ব [স] **১** *বি* স্বামিত্ব। 'জীমূতবাহনকে নয়নগোচর করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* কর্তৃত্ব। 'কোথাও পতিত্ব করার ইচ্ছা বা সাধ আমার নেই।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পতিদেবতা [স] *বি* পতিরূপ দেবতা। 'ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোর মাহাত্ম্য, পতিদেবতা, পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

পতিদেবপূজা [স] *বি* স্বামীভক্তি। 'পতিদেবপূজা হ্রাস হইতেছে বলিয়া যাঁহারা আধুনিক স্ত্রীলোকদিগকে পরিহাস করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পতিদ্বেষী [স] *বিণ* স্বামীর বিরোধী। 'পতিদ্বেষী বলে দুষ্ট যায় যেন মৈরে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পতিনিন্দা [স] *বি স্ত্রী* কর্তৃক স্বামীর নিন্দা। 'পতিনিন্দা অতি গর্হিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পতিপদ [স] *বি* স্বামীর চরণ। 'পতিপদ করিয়াছি সার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পতিপত্নী [স] *বি* স্বামী ও স্ত্রী। 'তবে কি কেবল পতি-পত্নীর সম্পর্কই ইহার হাত হইতে রক্ষা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

পতিপরায়ণা [স] *বিণ* স্বামীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্তা। 'পতিপ্রিয়া ও প্রিয়ভাষিণী ও অপ্রগল্‌ভা, ও লজ্জাবতী।' *গৌর*, ১৮২২।

পতি-পুত্র [স] *বি* স্বামী এবং ছেলে। 'পতি-পুত্র ল'য়ে সুখে বঞ্চিবে সুন্দরি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পতিপুত্রপ্রাণা [স] *বিণ* স্বামী-পুত্রপ্রিয়। 'পতিপুত্রপ্রাণা যশোদা দেবী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

পতিপুত্রহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামী-সন্তান নেই এমন। 'ভাগ্য কর্তৃক বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পতিপূজা [স] *বি* স্বামীভক্তি। 'স্ত্রীলোকদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পতিপ্রাণা [স] *বি* পতিব্রতা। 'ঐ পতিপ্রাণাকে পতির সহিত গমননিবারণকরণজন্য অনেক চেষ্টা ও নানা লোভ দেখান।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

পতিপ্রিয়া [স] *বিণ* স্বামীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্তা। 'পতিপ্রিয়া ও প্রিয়ভাষিণী ও অপ্রগল্‌ভা, ও লজ্জাবতী।' *গৌর*, ১৮২২।

পতিবত্নী [স] *বি* স্বামী জীবিত আছে এমন নারী। 'কুলটা রমণী পতিবত্নীর কুক্রিয়া ভয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

পতি-বিয়োগ [স] *বি* স্বামীর মৃত্যু। 'পতি-বিয়োগ হইলে, স্ত্রীদিগের পুনঃসংস্কার ধর্মসম্মত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পতিবিরহবিধুরা [স] *বিণ* স্বামীর বিচ্ছেদ-দুঃখে কাতর। 'ভ্রমর পতিবিরহবিধুরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পতিবিরাগিণী [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামীবিদ্বেষী। 'সঙ্কীর্ণ হৃদয়া – নোলক-ধারিনী – পতিবিরাগিণী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

পতিবিহীনা [স] *বি স্ত্রী* বিধবা। 'পতিবিহীনাদের আত্ম অন্তরঙ্গেরা ওই বিহ্বলাদের দাহকালীন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পতিবৃতা [স] *বিণ* পতিসেবাকে পুণ্যব্রত রূপে গ্রহণ করা। 'তুই যত সতী সাধ্বী পতিবৃতা।' *কেরি*, ১৮০২।

পতিব্রতচ্যুতি [স] *বি* পতিপরায়ণতা থেকে বিচ্যুতি। 'স্ত্রীর পাতিব্রতচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পতিব্রতা [স] *বিণ* স্বামীপরায়ণা। 'পতিব্রতা ব্রাহ্মনি সংহতি করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

পতিব্রতাগিরি [স পতিব্রতা+ফা গিরি] *বি* পতিপরায়ণার কাজ। 'আমি শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বসিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পতিব্রতাত্ব [স] *বি* পতিপরায়ণতা। 'অনন্তর নল স্ত্রীর পতিব্রতাত্ব নিশ্চয় জানিয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৬০।

পতিব্রতাবতী [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামীপরায়ণা। 'পতিব্রতাবতী ধনি উকিবে হে নাদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পতিব্রতা-ব্রত [স] *বি* স্বামী-অন্তঃপ্রাণ আচরণ। 'ধন্য তব পতিব্রতা-ব্রত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পতিভক্তি [স] *বি* পতির প্রতি ভক্তি। 'অতুলনা হে ললনা, পতিভক্তি তব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পতি-ভাবে [স] *ক্রিবিণ* পতিরূপে। 'পতি-ভাবে চিরদিন করি তব পূজা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পতিমাহাত্ম্য [স] *বি* স্বামীর মহিমা। 'আজকাল স্ত্রীলোকদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পতিরতা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামী আছে যে নারীর। 'পতিব্রতা পতিরতা, অবিরত সুশীলতা।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

পতিসঙ্গ [স] *বি* স্বামীর সঙ্গ। 'সিংহলী পদ্মাবতীকে পতিসঙ্গে চিতোরে শ্বশুরালয়ে পাঠাতে গিয়ে নিজেও কেঁদেছেন।' *হাই*, ১৯৪৯।

পতিসম্ভোগ [স] *বি* স্বামীর সঙ্গে মিলন। 'জীবনের যে সুখ পতিসম্ভোগ, তাহাতে বঞ্চিত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

পতিসুখ [স] *বি* স্বামীর সোহাগ। 'সাধ্বী স্ত্রী পতিসুখ সম্ভোগে –।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

পতিসেবা [স] *বি* স্বামীর পরিচর্যা। 'যৌবনাবস্থাতে পতিসেবা ... সন্তানের প্রতিপালন, ও গুণশিক্ষা করিবেন।' *গৌর*, ১৮২২।

পতিস্থান [স] *বি* স্বামীর কাছে। 'নিত্যকৃত্য করি রামা চলে পতিস্থানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পতিহন্ত্রী [স] *বিণ* স্বামীর হত্যাকারী। 'তার পর নাকি এই ভ্রষ্টা ও পতিহন্ত্রী মহিলাটি ঘোর ধার্মিক হলেন।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

পতিহারা [স পতি+হারা] *বিণ* স্বামীহীন। 'পতিহারা রতি কি লো পাবে রতিপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পতিহীন [স] *বিণ* বিধবা। 'ছেলে বেলা পতিহীন, কিন্তু নহি পরাধীন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পতিহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* বিধবা। 'প্রৌঢ়া পতিহীনা দীনা ক্ষীণা।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

পতী [স পতি] *বি* স্বামী। 'ধিক জাউ/ নারীর জীবন/ দহে পসূ তার পতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পত্যনুরক্তা [স পতি-অনুরক্তা] *বিণ স্ত্রী* স্বামী অনুরাগী। '... পত্যনুরক্তা – আজ্ঞানুবর্তিনী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

পত্যন্তর [স পতি-অন্তর] *বি* অন্য পতি। 'আখড়াধারী বৈষ্ণবদের পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা আছে।' *তারা*, ১৯২৯।

পতিআ [স প্রত্যয়] *ক্রি* বিশ্বাস করা। **পতিআই** *ক্রি* বিশ্বাস ক'রে। 'আইস সংবোহেঁ কো পতিআই।' *চর্যা* ২৯, ১২০০। **পতিআই** *ক্রি* বিশ্বাস হয়। 'বিরহপয়োধি পার কিএ পাওব মঝু মনে নহিঁ পতিআই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পতিআওব** *ক্রি* বিশ্বাস করবে। 'কে পতিআওব এহ পরমান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পতিআশ, পতিআস [স প্রত্যাশা] *বি* প্রত্যাশা। 'চিরকাল আছো এথাঁ তোর পতিআশে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোহ্মাতে আছএ যঁব রতি পতিআস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পতিআশে, পতিআশেঁ *ক্রিবিণ* প্রত্যাশায়। 'চিরকাল আছো এথাঁ তোর পতিআশে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বড় পতিআশেঁ মোঁ খোপা ফুলে ভরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পতিত [স] ১ *বিণ* দুর্দশাপ্রাপ্ত। 'কেবল পতিত বন্ধু রঙ্কের রতন সিন্ধু।' *মুরারি*, ১৫৭০। ২ *বিণ* পাপী। 'পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অনাবাদি। 'এমন মানব-জমিন রৈল পতিত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৪ *বিণ* চ্যুত। 'গন্ধর্ব্বসেন ... তৎক্ষণমাত্রে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৫ *বিণ* রত; নিযুক্ত। 'সে আমার পতি ত নয়, সে কেবল অধর্ম্মেই পতিত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৬ *বিণ* সমাজচ্যুত। 'আমি পতিত হইয়াছি, তুমি না হয় আর একটি বিবাহ ...।' *সুলভ*, ১৮৭৩। ৭ *বিণ* অনুন্নত। 'পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৮ *বিণ* পড়ে আছে এমন। 'অস্থানে পতিত ভালো জিনিসও জঞ্জাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৯ *বি* অধঃপতিত ব্যক্তি। 'ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ১০ *বিণ* অবাঞ্ছিত। 'নইলে সে সমাজে 'পতিত' থাকবে।' *নজরুল*, ১৯৩০। ১১ *বি* নিচু জাত। 'হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ।' *তারা*, ১৯৪০।

পতিতজন [স] *বি* দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ। 'রাখো আশা, রাখো ভালবাসা, ঘৃণা কোরো না পতিতজনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

পতিতপাবন [স] *বিণ* পতিতের ত্রাণকর্তা। 'পতিতপাবন তুমি মহা কৃপাময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পতিতপাবনকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* (ব্যঙ্গার্থে) ত্রাণকর্তা। 'গলি নিবাসিনী পতিতপাবন কারিণী দোসরমণি এক বেশ্যা নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পতিতপাবনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* পাপীদের ত্রাণকারী। 'পতিত পাবনী দেবী অর্দ্ধ অঙ্গ বামে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি স্ত্রী* গঙ্গা নদী। 'পতিতপাবনীর তীরে দুই দিবস।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

পতিতনাশা [স] *বি* দুঃখ দূর করে যে। 'পতিত পাবন পতিত নাশা বলবে কে আজ তোমারে।' *লালন*, ১৮৯০।

পতিতা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* অনাবাদি। 'বহু কালের পতিতা ভূমি চষিয়া বিদ্যারূপ বীজ নিক্ষেপ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ স্ত্রী* পড়ে গেছে এমন। 'অনেকক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা ছিলেম।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বিণ* অধীন। 'অসৎ পাত্রের হস্তগতা ও অসৎ পরিবারের করাল কবলে পতিতা হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৯২। ৪ *বি স্ত্রী* যৌনকর্মী। 'কেউ বা পতিতা-বৃত্তি অবলম্বন করে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

পতিতাপাড়া [স পতিতা+পাড়া] *বি* যৌনকর্মীদের পাড়া। 'শহরে পতিতাপাড়ায় তার একটি রক্ষিতা আছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পতিতালয় [স পতিতা-আলয়] *বি* বেশ্যালয়। 'স্থানীয় কলেজের প্রধান সড়কের পাশে পতিতালয়।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

পতিতোদ্ধারণ [স পতিত-উদ্ধারণ] *বি* সৎ পথ-চ্যুতদের উদ্ধার করার কাজ। 'জাগছে অতীত পতিত আমি/ জাগছে পতিতোদ্ধারণ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

পতিতোদ্ধারিণী [স পতিত-উদ্ধারিণী] *বি স্ত্রী* গঙ্গা। 'পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা জাহ্নবী সম বেগে জাগো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পতিভাসা [স প্রতিভাস>] *ক্রি* প্রতিভাত হওয়া। 'চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

পতিয়ান [স প্রত্যয়ন] *বি* বিশ্বস্ততা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পতিয়ায়ব [স প্রত্যয়>] *ক্রি* প্রত্যয় করবে। 'কি কহব হে সখি কানুক রূপ। কে পতিয়ায়ব সপন সরূপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পতিয়াশ [স প্রত্যাশা] *বি* প্রত্যাশা। 'মোহর নয়ুয়ত দেখিতে পতিয়াশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

পতিহাই [স প্রতিভাতি] *ক্রি* প্রতিভাত হয়। 'আইএ অণুঅনাএ জগ রে ভাংতিএঁ সো পতিহাই।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

পতিহারি [স প্রতিহারী] *বি* প্রতিহারী; দারোয়ান। 'উঠিতেই পতিহারি ধরিলেন হাতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পতৌড়ি *বি* বেসন দিয়ে প্রস্তুত খাবারবিশেষ। 'গুজরাতীদের পতৌড়ি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পত্তন [স] **১** *বি* অবস্থা। 'দর্পণ আনিয়া দেখ মুখের পত্তন।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* আরম্ভ। 'তবে সে হইব পরভু ছিষ্টির পত্তন।' *রামাই*, ১৭১০। **৩** *বি* প্রতিষ্ঠা। 'গ্রাম দীঘি নগর সে করিবে পত্তন।' *ভারত*, ১৭৬০। **৪** *বি* নির্দিষ্ট শর্তে জমিদারের কাছ থেকে প্রজাকে দেওয়া ভূমিস্বত্ব। 'এ সকল মহল পত্তন নহিলে রাজস্বের হানি।' *রামরাম*, ১৮০২। **৫** *বি* পতন। 'তাহার পত্তনের কারণ দর্শান বিষয় অতিদুষ্প্রাপ্য।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৬** *বি* ভিত্তি। 'যাহা আমাদিগের সমূহ সুখের পত্তন স্বরূপ বোধ হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৭** *বি* দফা। 'ছুটে রেণুকে গিয়ে এক পত্তন চটকে চুমো খেয়ে কাঁদিয়ে দিয়ে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৮** *বি* সূচনা। 'হাজেরার আদেশে এই নগরের প্রথম পত্তন, জনপদের সূত্রপাত।' *মশাররফ*, ১৯০৪। **৯** *বি* রোপণ। 'নতুন চারা পত্তনের কাজও অনেকটা এগিয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পত্তনজাত [স] *বি* রাজস্ব নিয়ে ভূমি দেওয়া; নগর স্থাপন। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পত্তনি, পত্তনী [স পত্তন>] *বি* নির্ধারিত খাজনা করা ভূসম্পত্তি। 'জমিদার, পত্তনীদার, ইজারাদার ও দরইজারাদার এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পত্তনিদার, পত্তনীদার [স পত্তন>+ফা দার] *বি* রাজা বা জমিদারের নিকট থেকে নিজের নামে ভূমি বন্দোবস্তকারী। 'উপর্যুপরি জমিদার, পত্তনীদার, ইজারাদার ও দরইজারাদার এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'পত্তনিদার ও ইজারাদার প্রভৃতি কি ইহারা সাধু!' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩।

পত্তনি বিলি করা *ক্রি* সম্পত্তি পত্তন দেওয়া। 'তাঁহার বিষয়গুলি পত্তনি বিলি করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পত্তনিয়াদার [স পত্তন>+ফা দার] *বি* রাজা বা জমিদারের নিকট থেকে শর্তসাপেক্ষে যে ব্যক্তি ভূসম্পত্তি নিয়েছে। '... এতদ্ভিন্ন ইজারাদার পত্তনিয়াদার ও দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি বহু লোকে কৃষকের পরিশ্রমার্জ্জিত বস্তুর অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাপন উপার্জ্জনে তৎপর।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

পত্তর [স পত্র] *বি* পাতা। 'বৃক্ষ ছাড়ি পত্তরে আসিয়া সত্বরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

পত্তি[1] *বি* নেশাদ্রব্য বিশেষ। 'আফিম সবজী পত্তি মাজুম আর গাজা গুলি চরসের ধূম।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পত্তি[2] [স প্রতি] *অব্য* প্রতি। 'তা মোদের পত্তি কেরূপা বটে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পত্তিবাসী [স প্রতিবেশী] *বি* প্রতিবেশী। 'মোরা হলাম পত্তিবাসী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পৎরা *বি* লোহার পাতলা পাত। 'পিপের গায়ে লোহার পৎরা বাঁধনের মতো ...।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

পত্নী [স] *বি* স্ত্রী। 'সেবক কৃষ্ণের পিতামাতা পত্নী ভাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পত্নীকর্তব্য [স] *বি* স্ত্রীর কর্তব্য। 'অগ্নি উৎপাদন করত ভর্তার নিমিত্ত পিষ্টক প্রস্তুত করিলে কি পত্নীকর্তব্য চারুতর রূপে নিষ্পন্ন হইত না?' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পত্নীগতপ্রাণ [স] *বিণ* স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুগত। 'তিনিও ছিলেন প্রাণবন্ধুর জুড়ি, পত্নীগতপ্রাণ।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

পত্নীচালিত [স] *বি* স্ত্রীর কথা মতো চলে এমন; স্ত্রৈণ। 'আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পত্নীত্বপদ [স] *বি* স্ত্রীর মর্যাদা। 'অপ্রাপ্ত-বয়সে পত্নীত্বপদ পাওয়াতে নানাপ্রকার অনর্থ ঘটিতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পত্নীপীড়া [স] *বি* স্ত্রীর অসুস্থতা। 'মন্দের মধ্যে পত্নীপীড়া, এমন-কি, হয়তো পত্নীবিয়োগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পত্নী-পুত্র [স] *বি* স্ত্রী ও ছেলে। 'যাই রাজা, পত্নী-পুত্রে কর সম্ভাষণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পত্নীবিয়োগ [স] *বি* স্ত্রীর মৃত্যু। 'পত্নীবিয়োগ হইলে পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে ইচ্ছা।' *বামাবোধিনী*, ১৮৭০।

পত্নীভক্তি [স] *বি* স্ত্রীভক্তি। 'পত্নীভক্তি দেখাইবার নিমিত্ত হস্ত বিস্তার করিব।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

পত্নীশোক [স] *বি* স্ত্রীর জন্য শোক। 'সীতাকে বনবাসে দিয়া রাম পত্নীশোকে উন্মত্তপ্রায়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পত্নীহরণকারী [স] *বি* স্ত্রীর অপহরণকারী। 'পত্নীহরণকারীকে বিনাশ করিয়া স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পত্নীহীন [স] *বিণ* স্ত্রী মারা গেছে এমন; বিপত্নীক। 'পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্তব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পৎপৎ [ধ্বন্যা] *বি* বাতাসে পতাকা আন্দোলিত হওয়ার শব্দবিশেষ। 'জাতীয় পতাকা শূন্যপথে পৎপৎ করিয়া উড়িতেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

পত্যএ [স প্রত্যয়] *বি* বিশ্বাস। 'মনে তার আল্লাক পত্যএ নাহি অতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

পত্যনুরক্তা *দ্র* **পতি**

পত্যন্তর *দ্র* **পতি**

পত্যাশ [স পরবশ] *বি* পরবশ্যতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পত্যাশি *বি* পরাধীন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পত্র [স] **১** *বি* পাতা। 'একটি করিয়া পত্র সর্বলোকে নিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* চিঠি। 'পত্র পড়ি প্রভুর মনে হৈলা কিছু দুঃখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কপটপ্রবন্ধে পত্র লিখে লীলাবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* কাগজ। 'হাথে লইল পত্র মসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* সাময়িক পত্রিকা। 'বাঙ্গালা সমাচার পত্র হইতে নীত।' *দর্পণ*, ১৮২৮; 'ঘোষপুকুরের কিনারায় মাসিক-পত্র পড়ছে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **৫** *বি* বইয়ের পাতা; পৃষ্ঠা। 'প্রত্যেক পত্র স্বর্ণ বিভূষিত কোরাণের কএক নক্সা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৬** *বি* পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি; রচনা। 'বহুবিবাহের অকর্ত্তব্যতা বিষয়ে ... এক পত্র লিখিয়াছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৭** *বি* পত্রিকার সংখ্যা। 'আমরা গত পত্রে বহুবিবাহের অকর্ত্তব্যতা বিষয়ে ... লিখিয়াছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৮** *বি* চোখের পাতা। 'কাঁপিছে বিষাদ-ভরে নয়নপলক-পত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

পত্র করা *ক্রি* বিবাহের সম্বন্ধ লিখিতভাবে পাকাপাকি করা। 'পত্র করিতে এত খরচ হইল কেমনে।' *কেরি*, ১৮০২।

পত্রকারক [স] *বি* সম্পাদক। 'তৎপত্রকারকের অভিপ্রায় এই যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পত্রখাম [স পত্র+ফা খাম] *বি* চিঠির খাম। 'পত্রখাম করে তবে মেলেনীকে দিল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পত্রগ্রাহক [স] *বিণ* পত্র গ্রহণকারী। 'তথাপি পত্রগ্রাহক ধনিরদের আশ্রয়েতে প্রায় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

পত্রনিবিড় [স] *বি* ঘন পাতায় আচ্ছন্ন। 'পত্রনিবিড় ঝোপগুলির তলায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পত্রপট [স] *বি* চিঠি লেখার কাগজ। 'পত্রপটে অক্ষর-রূপ নেবে তোমার ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পত্রপত্রিকা [স] *বি* সংবাদপত্র, সাময়িকপত্রিকা ইত্যাদি। 'গত কিছুকাল ধরে পত্রপত্রিকায় অভিযোগ প্রকাশিত হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৬৫।

পত্রপাঠ, পত্রপাট [স পত্রপাঠ] *বি* পত্র পাঠ করার পর। 'পত্রপাট মাত্রে খরচ কীছু পাঠাইবা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; '(পত্রপাঠ) এ পর্যন্ত যাহা লিখিলাম সহজে লিখিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

পত্রপুঞ্জ [স] *বি* পাতার গুচ্ছ। 'আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'তখন পত্রপুঞ্জের আড়ালে...।' *শওকত*, ১৯৭২।

পত্রপুট [স] **১** *বি* গাছের পাতা দ্বারা নির্মিত পাত্র। 'স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* কাগজের ঠোঙা; কাগজের আশ্রয়। 'খাতাখানির পত্রপুটে তারই একটি গণ্ডুষ ভরে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পত্রপুষ্প [স] *বি* পাতা ও ফুল। 'পত্রপুষ্প-গ্রহতারা-ভরা নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর, তুমি তারি মাঝখানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পত্রপ্রচারক [স] *বি* সংবাদপত্র প্রকাশক। 'পত্রপ্রচারক মহাশয়েরাই ইহার প্রমাণ যেহেতু তৎপত্র প্রচার করিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পত্রপ্রেরক [স] *বিণ* চিঠি প্রেরণকারী। 'এইক্ষণে লিখনে অক্ষম কিন্তু পত্রপ্রেরক মহাশয় ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পত্রবর [স] *বি* চিঠিটি। 'বান্ধিয়া পক্ষীর পাখে লই পত্রবর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পত্রবাহক [স] *বি* চিঠি বহনকারী। 'বঙ্গদেশীয় ডাকহরকরা কি পত্রবাহক মনে করিবেন না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পত্রবাহিকা [স] *বি স্ত্রী* চিঠি বহন করে যে। 'এই পত্রবাহিকা এলোকেশী বাগদির মারফতেই ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পত্রবিন্যাস [স] *বি* পাতার সাজ। 'পত্রবিন্যাসের মধ্যে এ নিপুণতা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পত্রবিবর্জিত [স] *বিণ* পাতা নেই এমন। 'পত্রবিবর্জিত চিনার গাছের সারি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পত্রব্যজন [স] *বি* পাতার বাতাস। 'বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে ... কেবল পত্রব্যজন করে বন্ধুত্ববহ্নিকে ভস্মগ্রাস থেকে রক্ষা করা বিষম বিরক্তির কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পত্রভাগ [স] *বি* পাতার অগ্রভাগ। 'বায়ু বসে পত্রভাগে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পত্রভার [স] *বিণ* পাতার গুচ্ছ। 'ঘন পত্রভার শোভিত তরুশাখে বসিয়া কলকণ্ঠে গান করে।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

পত্রযুক্ত [স] *বিণ* পাতাবিশিষ্ট। 'একটি প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখাশালী ঘন পত্রযুক্ত বটবৃক্ষের মূলে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

পত্রযোগে [স] *ক্রিবিণ* পত্রের মাধ্যমে। 'পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

পত্ররাশি [স] *বি* পাতার স্তূপ। 'বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পত্রলিখা [স পত্রলিখন] *বি* তিলক-চিত্রণ। 'অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

পত্রলেখক [স] *বি* চিঠি লিখেছে যে। 'এই পত্রলেখক কহে যে এই রাস্তা ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

পত্রশয়ন [স] *বি* পাতার বিছানা। 'দলিত পত্রশয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পত্রশূন্য [স] *বিণ* পাতা নেই এমন। 'পত্রশূন্য ডালপালা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পত্রসব [স পত্র+স সর্ব] *বিণ* পাতাসমূহ। 'পত্রসব ঝাঁঝ হৈল কুসুম মৃদঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পত্রসাহিত্য [স] *বি* পত্ররূপ সাহিত্য; সাহিত্যমানসম্পন্ন পত্র। 'পত্রসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিরথ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

পত্রস্থ [স] *বিণ* পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে এমন। 'দুপক্ষেরই কথা হুবহু পত্রস্থ করেছি।' *নজরুল*, ১৯৪০।

পত্রস্পন্দন [স] *বি* পাতার কম্পন। 'ঝুঁকিয়া পড়া বাঁশবনের পত্রস্পন্দনে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পত্রাংশ [স পত্র-অংশ] *বি* পত্রের অংশবিশেষ। 'নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ পড়িলেই বুঝা যাইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

পত্রাঘাত [স পত্র-আঘাত] *বি* চিঠি লিখে প্রতিবাদ। 'হঠাৎ এক গুণী খবরের কাগজে পত্রাঘাত করলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

পত্রাত্র [স পত্র>] *ক্রিবিণ* পত্র পেয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পত্রান্তর[1] [স পত্র-অন্তর] *বি* অন্য পত্র। '৩০ সেপ্তেম্বর পত্রান্তরে জ্ঞানায়।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

পত্রান্তর[2] [স পত্র-অন্তর] *বি* পত্রের শেষ প্রান্ত। 'হরষিত হয়ে পত্রান্তর নিরীক্ষয়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পত্রাপত্র [স পত্র-অপত্র] *বি* চিঠিপত্র ইত্যাদি। 'এখন পত্রাপত্র যেখান হইতে আইসে, তোমরা না আনিলে কে আনিবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পত্রাবলি [স পত্র-আবলি] *বি* তিলক। 'ধৌত বসনবাস ঘামে পত্রাবলি নাশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পত্রাবলী [স পত্র-আবলী] *বি* পত্রসমূহ। 'পা-দুটো তুলে দিয়ে উইলিয়াম জেমসের পত্রাবলী পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পত্রাবৃত [স পত্র-আবৃত] *বিণ* পত্রে আবৃত। 'ঘন পত্রাবৃত সুমধুর রসান্বিত প্রচুর ফলে ভূষিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

পত্রারূঢ় [স পত্র-আরূঢ়] *বিণ* পত্রস্থ। 'নিয়ম পুনর্ব্বার পত্রারূঢ় করিয়া মহাশয় সকলে জ্ঞাত করাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পত্রালাপ [স পত্র-আলাপ] *বি* চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ। 'পত্রালাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পত্রালিকা [স] *বি* ক্ষুদ্র পাতা। 'কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পত্রাসন [স পত্র-আসন] *বি* পাতানির্মিত আসন। 'ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পত্রোত্তর [স পত্র-উত্তর] *বি* চিঠির উত্তর। 'পত্রোত্তর পাইয়া তাহার মন বিকল হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'পত্রোত্তর দিতাম না।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

পত্রিকা [স] ১ *বি* চিঠি। 'নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* গাছের পাতা। 'পত্রিকা ভাসাইআ অন্য হরিদ্রার মূল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* সংবাদপত্র; খবরের কাগজ। 'মহাশয়েরদের প্রতি পত্রিকাদ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পত্রিকাওয়ালা [স পত্রিকা+হি ওয়ালা] *বি* সংবাদপত্র বিক্রেতা; হকার। 'পত্রিকাওয়ালা গা না ঝেড়েই রওনা হল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পত্রিকার কলাগাছ *বি* দুর্গাপূজার কলাবউ। 'পত্রিকার কলাগাছ রূপিবে অঙ্গনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পত্রিকা-সম্পাদক [স] *বি* সংবাদপত্রের সম্পাদক। 'পত্রিকা-সম্পাদকদিগের সমীপে প্রেরণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পত্রী [স] *বি* চিঠি। 'সেই পত্রীতে লিখিয়াছেন এই ত লিখন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পত্রোত্তর *দ্র* পত্র

পথ [স] ১ *বি* রাস্তা। 'কি মোর ঝগড় ভৈল মথুরার পথে।' বড়ু, ১৪৫০; 'ভালমনে পথক না দেখে নয়নে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* অভিমুখ। 'সেই পথে চলি গোকুল গেলা নন্দের নিলয়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* উপায়। 'পথ খোঁজে পালাত্যে সঙ্কোচ বড় মনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৪ *বি* কক্ষপথ। 'ভ্রমে সবে নিজ নিজ পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৫ *বি* মত। 'এই বোঝ, পথে এস।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৬ *বি* গমনের দিক। 'পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৭ *বি* পদ্ধতি; পন্থা। 'এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।' *জীবন*, ১৯৪২। ৮ *বি* অবস্থা। 'মুছলমান আজ ভাতে মরার পথে বসিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

পথউদাসী [স] ১ *বি* উদাসীনভাবে পথ চলে যে। 'এবে যাত্রা শুরু তব, হে পথউদাসী!' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বিণ* গন্তব্যহীন। 'এরকম গৃহহারা পথহারা পথউদাসী হয়ে গেল কেন।' *জীবন*, ১৯৩২।

পথওয়ালা [স পথ+হি ওয়ালা] *বিণ* কক্ষপথ প্রদক্ষিণকারী। 'এর চেয়ে বড়ো পথওয়ালা গ্রহ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পথকণ্টক [স] *বি* পথের কাঁটা। 'বিহ্বলতরণ চরণভঙ্গে/ পথকণ্টক দলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পথকর্তা [স] *বি* পথিকৃৎ। 'রেনেসাঁসের পথকর্তারা সকলে এ বিষয়ে সমান সচেতন ছিলেন না।' *শিব*, ১৯৫৬।

পথকষ্ট [স] ১ *বি* পথের ক্লান্তি। 'ভিড়ের সময় বিস্তর লোক রোগে পথকষ্টে উপবাসে মারা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* পথ না থাকার কষ্ট। 'দেশের জলকষ্ট পথকষ্ট বাসকষ্ট দূর হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পথ-কানা [স পথ+স কাণ] *বিণ* পথহারা; দিশাহারা। 'সয়চানে দিলে হানা নিজ গৃহে পথ-কানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পথকার [স] *বি* পথ নির্মাণকর্তা। 'তিনি ছিলেন সেই পথের পথকার।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

পথক্লেশ [স] *বি* পথ হেঁটে আসার ক্লান্তি। 'বায়ু মৃদু মৃদু বীজন করে পথক্লেশ দূর কত্তে লাগ্‌লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পথখরচ [স পথ+আ খরজ] *বি* যাতায়াত বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ। 'পথখরচের জন্য তাহাতে অনেক টাকাই থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পথখরচা [স পথ+আ খরজ] *বি* পথে চলার খরচা। 'পথখরচা বাদে তাহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'পথ-খরচাটার সমান ওজনের গৌরব তাদের দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পথ-খোয়া *বিণ* পথ হারানো। 'স্বপ্নরূপিণী তুমি আকুলিয়া আছ পথ-খোয়া মোর প্রাণের স্বর্গভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পথঘাট [স] ১ *বি* রাস্তাঘাট। 'পথঘাট জনহীন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বি* ঘরের বাইরের যেকোনো স্থান। 'আমরা থাকি পথে ঘাটে নাই আমাদের ঘর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পথ-চলতি *বিণ* পথে চলছে এমন। 'একটি পথ-চলতি লোকের সুকুমার স্পর্শেই অহল্যা আবার মানবী হয়ে উঠল।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

পথ-চলা ১ *বি* পথ দিয়ে চলা। 'পাপীদিগের পথ চলা বন্ধ করিবার জন্য উতলা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বিণ* পথ চলার। 'সেই পথ, সেই পথ-চলা গাঢ় স্মৃতি।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* পথে চোখে পড়েছিলো এমন। 'পথ-চলা সেই দেখাগুলো লাইন দিয়ে এঁকে পাঠিয়ে দিলে দেশ-বিদেশের থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পথ-চাওয়া ১ *বি* প্রতীক্ষা। 'আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষারত। 'সারা রাত্রি পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'আদিম কালের ঐ বিষাদিনী বালিকার পথ-চাওয়া চোখে।' *নজরুল*, ১৯২৩। ৩ *বিণ* আশা করতে হবে এমন। 'এ মাস অতৃপ্তি, সামনে মাস পথ চাওয়া।' *হাই*, ১৯৪৭।

পথচারী [স] ১ *বি* পথিক। 'নব জগতের দূরসন্ধানী অসীমের পথচারী।' *নজরুল*, ১৯২৯। ২ *বি* পথবাসী। 'যা জীবনকে করে বিবাগী পথচারী।' *হাই*, ১৯৫৪।

পথচিত্র [স] *বি* পথের মানচিত্র। 'পথচিত্র ও নিসানার খরচ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

পথচিহ্ন [স] ১ *বি* পথের রেখা। 'শুকনো জলস্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথচিহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* পথের নিশানা। 'কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পথ ছাড়া *বি* নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়ে অন্যকে আহ্বান। 'হয়েছে সময় নবীনের তূলিকারে পথ ছেড়ে দিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পথতরু [স] *বি* পথের গাছপালা। 'পথতরু লুণ্ঠিত, থরহর কম্পিত দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

পথতল [স] *বি* পথের ভূমি। 'সে-পথতলে পড়িব লুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পথদুখ [স পথদুঃখ] *বি* পথ চলার কষ্ট। 'পথ ভুলে ভুলে পথ খুঁজে লও, সেই উৎসাহে পথদুখ বও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পথধুলা [স পথধূলি] *বি* পথের ধুলা। 'আঁচল বিছায়ে রাখি পথধুলা দিব ঢাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

পথনাগ [স] *বি* পথরূপ নাগ। 'দিক-বলাকার বলয় ঘিরিয়া নির্মম পথনাগ।' *জসীম*, ১৯৩০।

পথনির্দেশ [স] ১ *বি* পথ দেখানো। 'মনকে পথনির্দেশ করলে বিশ্বের দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ২ *বি* পথচলার রূপরেখা। 'ধূমকেতুর পথনির্দেশ করছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পথনির্দেশক [স] *বি* পথ নির্দেশকারী। 'পথনির্দেশকের অভাব নাই।'

জগদীশ, ১৯১৮।

পথনির্দেশী [স] *বিণ* পথ-প্রদর্শক। 'পথনির্দেশী দীপের মতন শুকতারা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

পথনির্মাতা [স] *বি* পথের নির্মাণকারী। 'পথনির্মাতার সাহায্য না নিলে পথ হারাবো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

পথপঙ্ক [স] *বি* পথের কাদা। 'চিত্রব্যাঘ্র পঙ্কনখচিহ্নরেখা রেখে যেত পথপঙ্ক পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পথপরিচায়ক [স] *বিণ* পথ-প্রদর্শক। 'জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

পথ-পাগল [স] *বি* পথ খুঁজে পাওয়ার নেশায় অস্থির ব্যক্তি। 'আহত বাঘের পদ-চিন ধরি হয়েছি বার; পাতাল ফুঁড়িয়া, পথ-পাগল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পথপাদপ [স] *বি* পথের পাশে-থাকা গাছ। 'ছিনু বুঝি বসে কোন্ এক পাশে পথপাদপের ছায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পথপার্শ্বস্থ [স] *বিণ* পথের পাশে অবস্থানরত। 'সাপিনীরা ঘাসের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে পথপার্শ্বস্থ পথিকের ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

পথপানে [স পথ+পানে] *ক্রিবিণ* পথের দিকে। 'সকাতরে গান গেয়ে পথপানে চেয়ে চেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পথপাশ [স পথপার্শ্ব] *বি* পথের ধার। 'দিন পরে যায় দিন বসি পথপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

পথপাশে [স পথপার্শ্ব>] *ক্রিবিণ* পথের ধারে। 'পথপাশে দিন বাহি গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

পথপ্রদর্শক [স] **১** *বিণ* পথ নির্দেশকারী। 'তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক ও জীবিতবান আদর্শ স্বরূপ হইয়া...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* প্রকৃত উপায় নির্দেশকারী। 'আমাদের বর্ত্তমান অবস্থোন্নতির পথ প্রদর্শক হইবে।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

পথপ্রদর্শন [স] *বি* পথ দেখানো। 'ভবিষ্যতে পথ প্রদর্শনের উপায় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পথপ্রদর্শিকা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রকৃত পথ বা উপায় নির্দেশকারী। 'মা তার সন্তানদের ভবিষ্যৎ পথ-প্রদর্শিকা।' *বেগম*, ১৯৭৭।

পথপ্রান্তবর্তী [স] *বিণ* পথের প্রান্তে অবস্থিত। 'সে একটা পথপ্রান্তবর্তী তরুতল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পথপ্রান্তর [স] *বি* পথঘাট। 'জনশূন্য পথপ্রান্তর পর্যবেক্ষণ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

পথবর্তী, পথবর্ত্তী [স] **১** *বিণ* পথের অনুসারী। 'অসদালাপন্থারা ক্রমে২ ঐ পথবর্ত্তী হন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* পথে দেখা যায় এমন। 'সমুদয় স্থলবিহারী জীব নয়নপথবর্তী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পথবালা [স] **১** *বি* ভিখারিনি। 'পথবালা আসে ভিক্ষা-হাতে।' *নজরুল*, ১৯২৩। **২** *বি* পথের প্রিয়া; পথ-নায়িকা। 'হানলে দিঠি পিয়াস-জাগা পথবালা এই উর্বশীকে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পথবাসী [স] **১** *বি* পথে বসবাসকারী জন। 'হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* পথে বাসকারী। 'আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী।' *নজরুল*, ১৯২২।

পথবাহন [স] *বি* পথচলা। 'পথিক মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে পথবাহন করিতে লাগিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পথ-বিচ্যুতি [স] *বি* বিপথে গমন। 'পথ-বিচ্যুতি ঘটাতে সুখ তো প্রলোভন দেখাবেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পথ-বিপথ [স] *বি* বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত পথ। 'পথ-বিপথ, দিব বিদিক এক আকার ধারণ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'ছুটছিল বীর মত্ত অধীর, রক্তধূলির পথ-বিপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

পথবিভ্রম [স] *বি* পথ ভুলেছে এমন অবস্থা। 'পথবিভ্রম হয়েছে এবার, আসন্ন মেঘ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পথবিলাপ [স] *বি* যে বিলাপ পথে করা হয়েছে। 'আমরা শুনেছি লাঞ্ছিতার সে পথবিলাপ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পথ-বেভুল [স পথ+বেভুল] *বিণ* পথ ভুলেছে এমন। 'শিরোপরি মোর খোদার আরশ/ গাই তারই গান পথ-বেভুল।' *নজরুল*, ১৯৩২।

পথব্রজ [স পদব্রজ] *বি* পায়ে হাঁটা। 'আইলেন সন্য মাঝে পথব্রজ হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

পথভিখারি [স পথ+ভিখারি] *বি* পথের ভিখারি। 'অল্প আলোয় বসে থাকা পথভিখারি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

পথ-ভুল [স পথ+ভুল] *বি* অনাকাঙ্ক্ষিত পথ; ভুল রাস্তা। 'চাই না ও অলকায় – ভালো এই পথ-ভুল।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'মধুর এ পথভুল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পথ-ভুলে-আসা *বিণ* পথভোলা। 'সে ছিল আরব-বেদুইনদের পথ-ভুলে-আসা মেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পথভেদ [স] *বি* বিরোধ। 'কান্নার সঙ্গে ছায়ার পথভেদ ঘটবে না কি?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পথ ভোলা *ক্রি* পথ ভুল করা। 'পথ ভুলেছিস সত্যি বটে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

পথভোলা *বিণ* পথ হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'পাগল সে পথভোলা কবি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১; 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পথ ভোলানো *ক্রি* স্বাভাবিক যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত করা। 'এ যে কখন কাকে পথ ভোলায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পথভোলানো *বিণ* পথ ভোলায় এমন। 'আপন বাঁশির পথ-ভোলানো তানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পথভ্রষ্ট [স] **১** *বিণ* পথ হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য পথভ্রষ্ট হওতঃ কেবল নিজ স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন।' *প্রচারক*, ১৯০৩। **২** *বিণ* বিপথগামী। 'সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া ...।' *ক্ষিতুতি*, ১৯২৯।

পথভ্রান্ত [স] *বিণ* পথহারা। 'পথভ্রান্ত বিহঙ্গের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

পথভ্রান্তি [স] *বি* পথভুল হওয়া অবস্থা। 'বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

পথ মফস্সল [স পথ+আ মুফস্সল] *বি* গ্রামের পথ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

পথ-মাঝ *ক্রিবিণ* পথের মধ্যে। 'ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?' *নজরুল*, ১৯২৬।

পথযাত্রী [স] *বি* পথিক। 'রহস্যের পথে কোন বাধা দিতে সে পথ-যাত্রীর।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

পথরেখা [স] *বি* পথের চিহ্ন। 'মেঘেতে পথরেখা লীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি।' *রবীন্দ্র*,

১৯২৬।

পথরোধ [স] *বি* পথ আটকানো। 'বিনোদিনীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পথরোধপূর্বক, পথরোধপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* পথ আগলে রেখে। 'তর্জনী দিয়া পথরোধপূর্ব্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পথরোধী [স] *বিণ* পথ রোধ করে দাঁড়ায় এমন। 'পথরোধী পাষাণসঞ্চয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পথশেষ [স] *বি* গন্তব্য। 'তিনি ... পথশেষের কথা না-ভেবে পথকেই ভালোবেসেছেন।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

পথশ্রম [স] *বি* পথ চলার কষ্ট বা ক্লান্তি। **পথশ্রমহরা** [স পথশ্রম+হরা] *বিণ* পথের কষ্ট দূরকারী। 'পথশ্রমহরা জোন্দা কিন হে তোড়ানি মন্দা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পথশ্রমক্লান্ত [স] *বিণ* পথচলার কষ্টে ক্লান্ত।'পথশ্রমক্লান্ত পথিকবৃন্দের চক্ষে অতি সুখপ্রদ বিশ্রামক্ষেত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পথশ্রান্ত [স] *বিণ* পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়েছে এমন। 'আজ তুমি পথশ্রান্ত আছ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'সে স্বপ্ন নামুক এই পথশ্রান্ত গোধূলি আলোকে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

পথশ্রান্তি [স] *বি* পথচলায় পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি। 'পথশ্রান্তিতে সকলেই শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পথসংকট [স] *বি* পথের বিপদ। 'জটিল-গহন পথসংকটে সংশয় উদ্ভ্রান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পথসংশয়ী [স] *বিণ* ঠিক পথ চেনে না এমন। 'একটু ইতস্তত করে পথসংশয়ী পথিকের মতো।' *মানিক*, ১৯৪৭।

পথসঙ্গী [স] *বি* সহযাত্রী। 'নমি চির পথসঙ্গী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পথসর্বস্ব [স] *বি* চালচুলোহীন। 'গৃহহীন পথসর্বস্বদিগকে (Bohémian) দেখিতেছেন আর বলিতেছেন।' *সবুজ*, ১৯২১; 'এমন পথসর্বস্ব মানুষের গতিশক্তি যদি হারিয়ে যায় তবে...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

পথ-সাথী [স পথ+সাথি] *বি* পথের সঙ্গী। 'হল তব পথ-সাথী; হিমানী-সজল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পথের সাথী *বি* পথ চলায় বন্ধু যে-জন। 'ওগো পথের সাথী নমি বরষার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পথস্থাপত্য [স] *বি* রাস্তা নির্মাণ। 'তবে পথস্থাপত্যের বৈচিত্র্যহীনতায় বিস্মিত হয়ে যাবো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পথহারা [স পথ+হারা] **১** *বিণ* পথ হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'ইহার বয়স অল্প, সঙ্গে কেহ নাই; হয় ত, পথহারা হইয়া কাঁদিতেছে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'সকলেই ঐ অরণ্যে পথহারা হন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'পথহারা আমি করি গো প্রার্থনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বিণ* দিশাহারা। 'ফাগুন হাওয়া কেঁদে ফিরে পথহারা রাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পথ হারানো *ক্রি* চলার সঠিক পথ খুঁজে না পাওয়া। 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮; 'হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'পথহারানোটা পথ খুঁজে পাওয়ারই রূপান্তর।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পথ হারায়ে *ক্রি* পথ খুঁজে না পাওয়া; পথ ভুল করা। 'এই খানেতে এসে তারা পথ হারায়ে হায়।' *জসীম*, ১৯২৯।

পথহীন [স] *বিণ* পথহারা। 'ঝড় শৃঙ্খলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পথান্তর [স] *বি* ভিন্ন পথ। 'অনুকরণীরের ন্যায় হয় পথান্তরে গমন করিতে পারে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পথাবলম্বন [স] *বি* পথে গমন; পথ অনুসরণ। 'বিলম্বসাধ্য জানিয়া অনেকে এই পথাবলম্বন করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

পথাভিমুখী হওয়া *ক্রি* রওয়ানা হওয়া। 'ইয়াকুব পুত্রকে লইয়া পথাভিমুখী হইল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পথে-ঘাটে *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'যেখানে-সেখানে, পথে-ঘাটে, ফুল মাড়িয়ে চলতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পথে-ঝরা *বিণ* পথে ঝরে পড়েছে এমন। 'ঠিকে-ঝির সাহায্যে সংগৃহীত কয়েকটি পথে-ঝরা বকুল।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

পথে পথে *ক্রিবিণ* রাস্তায় রাস্তায়। 'চারণের মতো পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পথে-প্রান্তরে *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা, শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'পথে-প্রান্তরে নতুন স্বপ্ন উঠেছে দুলে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পথেবসানো *বিণ* পথে বসিয়ে রাখা। 'কিছু শেখো পথেবসানো ওই উলঙ্গিনী ভিখারিনীর দুচোখে ধীর/ প্রতিবাদের কাছে।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

পথের কাঁটা *বি* বাধা। 'আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পথের পিপাসা *বি* পথচলার আগ্রহ বা কৌতূহল। 'আমার এ ক্লান্ত পায়ে নাই আর পথের পিপাসা।' *জীবন*, ১৯৩০।

পথিক [স] **১** *বি* পথচারী। 'পথিক লোক তাক উপভোগে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* বহমান। 'ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৩** *বিণ* ভ্রাম্যমাণ। 'পথিক মেঘের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

পথিকচিত্ত [স] *বি* পথিকের হৃদয়। 'মুক্তিমন্ত্র গায় আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পথিকজন [স] *বি* পথচারী ব্যক্তি। 'পথিকজনের লহ, লহ নমস্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'পথিক ভুবন ভালোবাসে পথিকজনে রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পথিকপরাণ, পথিক পরান [স পথিকপ্রাণ] *বি* ভ্রমণশীল হৃদয়। 'গেয়ো নাকো এই প্রভাতে – মোর গৃহছাড়া এই পথিক পরান তরুণ হৃদয় লোভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'কয়েকটি গানে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পান্থজন, পথিকজন, পথিকপরান ... বলেছেন।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

পথিকপ্রিয়া [স] *বি* পথিকের প্রেমিকা। 'বিধুরা পথিকপ্রিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পথিকবধূ [স] *বি* বিরহিণী বধূ। 'পথিকবধূ চরণে প্রণতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পথিক বন্ধু [স] *বি* পথের সঙ্গী; পথের সখা। 'তুমি আমার পথিক বন্ধু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'হে পথিক-বন্ধু মোর, হে প্রিয় আমার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পথিক-বর [স] *বি* পথচারী। 'দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব বঙ্গে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

পথিক-বালা [স] *বি* পথের বালিকা। 'দূর হতে মোর বাঁশির সুরে পথিক-বালার নয়ন ঝুরে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পথিক-বিরল [স] *বিণ* খুব অল্পসংখ্যক পথিক আছে এমন। 'পথিক-বিরল রাজপথে সূর্যের প্রতিনিধি হাঁকে আসন্ন কলরব।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পথিকবৃন্দ [স] *বি* পথিকগণ। 'পথশ্রমক্লান্ত পথিকবৃন্দের চক্ষে অতি সুখপ্রদ বিশ্রামক্ষেত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পথিকভাই [স পথিক+ভাই] *বি* বাউণ্ডুলে ভাই। 'পথিকভাই নুরুকে নিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পথিক-ললনা [স] *বি* প্রিয় মানুষের জন্য পথ চেয়ে আছে এমন নারী। 'কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পথিকহীন [স] *বিণ* পথিক নেই এমন। 'পথিকহীন পথের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

পথিকা [স] *বি স্ত্রী* পথচারী। 'অপূর্ব পথিকার পায়ে বজ্রাহত অশোকেরে অলক্তায় করেছি বিনত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

পথিকৃৎ [স] *বি* প্রতিষ্ঠাতা। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি একজন পথিকৃতই ছিলেন না, একজন যুগস্রষ্টাও ছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

পথিত [স পথিক] *বি* পথিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পথি [স] *বি* পথ। **পথিপার্শ্ব** [স] *বি* রাস্তার পাশ। 'পথিপার্শ্বের দোকানগুলো ঝাঁপি বন্ধ করছে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

পথিপার্শ্বস্থ [স] *বিণ* রাস্তার পাশে থাকা। 'পথিপার্শ্বস্থ গভীর খাদে পতিত হইয়া এই বিপত্তি ঘটে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পথিমধ্যে [স] *ক্রিবিণ* পথের মধ্যে। 'পথিমধ্যে দ্বন্দ্ব যে বাজিল দুইজনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পথিস্থ [স] *বিণ* পথে থাকে এমন। 'পথিস্থ বালুকার এক এক কণা, অনন্তরত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পথী [স] *বিণ* পথিক। 'আমি নিত্য পথের পথী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পথুক [স পথিক] *বি* পথিক। 'পথের পথুক দেখ্যা জিজ্ঞাসা করিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পথে-ঘাটে *দ্র* **পথ**

পথে-ঝরা *দ্র* **পথ**

পথে-পথে *দ্র* **পথ**

পথের কাঁটা *দ্র* **পথ**

পথ্য, পথ্যি [স] *বি* রোগীর উপযুক্ত খাবার। 'পথ্য প্রয়োগেতে অল্প দিনের মধ্যে নরসিংহকে অক্ষত শরীর করিলেন।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫; 'রোগীর পথ্যি চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পথ্য বিধান [স] *বি* রোগীর উপযুক্ত খাবার সম্পর্কে বিধি। 'জীবাণুতত্ত্ব, পথ্য বিধান, আকস্মিক বিপৎপাতে প্রাথমিক প্রতিবিধান ইত্যাদি বাধ্যতামূলক শিক্ষণীয় হওয়া উচিত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

পদ [স] ১ *বি* পা। 'জংঘে পদ আঙ্গুলিত সাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্থান। 'বিসম্ভন দিয়া পুতুনা মাতৃ পদ পাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* কবিতার পঙ্‌ক্তি। 'আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পীযূষ প্রকাশে যেন পদের গাঁথুনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৪ *বি* বৈষ্ণব কবিদের রচিত গান। 'ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মঙ্গলভট্টের পদ মনে অনুমান হৃদ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৫ *বি* মর্যাদা। 'দুই মতে যুদ্ধে আছে পদ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৬ *বি* খাদ্যদ্রব্যের প্রকার। 'কুকুরকে আদরের অতি উত্তমপদ ভোগ করিতে দেখিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'মুখরোচক আচার-চাটনিও কয়েক পদের।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪। ৭ *বি* চাকরিতে নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্র। 'কৌন্সেলের কোন পদ শূন্য ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৮ *বি* (ব্যাকরণ) বিভক্তিযুক্ত শব্দ। 'ব্যাকরণের পদ পদার্থে যে জিজ্ঞাসা করিলেন ... তাহারা তাহার সদুত্তর করিল।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'বঙ্গভাষায় নানা অনুপ্রাস ও শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৯ *বি* সম্মানজনক স্থান। 'নিমন্ত্রণসভায় গৃহকর্তার বড়ো উঁচু পদ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পদ-আস্ফালন [স] *বি* পা সঞ্চালন। 'উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

পদকমল [স] *বি* পা রূপ পদ্ম। 'তোমার পদকমল ধ্যান করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পদকর্তা [স] *বি* পদরচয়িতা। 'উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পদকার [স] *বি* শ্লোক রচয়িতা; পদকর্তা। 'দোঁহাকার ও পদকারেরা এ ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

পদকোষ্ঠী [স] *বি* ঘোড়ার প্রজাতি-পরিচয়। 'ঘোড়াদের পদকোষ্ঠী, যকিদের জানে ডাক-নামে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

পদক্ষেপ [স] *বি* পা ফেলা। 'সে রকম ভাব এখনও থাকলে পৃথিবীতে পদক্ষেপ করা দায় হয়ে উঠত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পদক্ষেপের প্রবাহ *বি* পথচলা। 'পদক্ষেপের প্রবাহে এ পথ চিহ্নিত হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পদগৌরব [স] *বি* পদমর্যাদা। 'আপনার পদগৌরব অবগত ছিলাম না।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

পদ ঘা *বি* পায়ের আঘাত। 'আজি শকট আমি ভাঙ্গিব পদ ঘায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পদঘাত [স] *বি* পায়ের আঘাত। 'কালীয় রহিব চিহ্ন মোর পদঘাতে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পদচতুষ্টয় [স] *বি* চারটি পা। 'সেই মহাকায় পদচতুষ্টয় নিয়ে হেলতে-দুলতে মাঠের মাঝখানে দেখা দিল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

পদচারণ [স] *বি* পায়চারি। 'নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পদচারণশীল [স] *বিণ* পায়চারিরত। 'পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পদচারণা [স] ১ *বি* হাঁটাহাঁটি করা। 'তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* চলাচল। 'হৃদয়ের পদচারণার পথ কষ্টে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পদচারী [স] *বিণ* পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে এমন লোক। 'অনেক বার পদচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পদচালন [স] *বি* পদক্ষেপ; পা ফেলা। 'তেজীয়ান অশ্বের পদচালন।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

পদচিন [স পদচিহ্ন] *বি* পায়ের চিহ্ন। 'অতীত প্রেমের পদচিন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। 'সেই পদ-চিন বক্ষে রেখে ভগবানে কইব ডেকে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

পদচিহ্ন [স পদচিহ্ন] *বি* পায়ের দাগ। 'আমার পদচিহ্ন তোর মস্তকে

দেখিয়া ...।' *মালাধর*, ১৫০০।

পদচিহ্ন [স] *বি* পায়ের দাগ। 'পদচিহ্ন দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অনেক পশু এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

পদচিহ্নহীন [স] *বিণ* পায়ের চিহ্ন পড়েনি এমন। 'এখনো অনেক দেশ, জানি, পদচিহ্নহীন।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

পদচুম্বন [স] *বি* পায়ে চুমু খাওয়া। 'পুরুষ প্রজারাও অনেকে পদচুম্বন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পদচ্যুত [স] ১ *বিণ* সিংহাসন থেকে বিতাড়িত। 'ক্লাইব সাহেব ... প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র করিয়া বাঙ্গলার নবাবকে পদচ্যুত করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* চাকরি থেকে বরখাস্ত। 'পারিতোষিকাদি গ্রহণ করিলে, তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত হইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৩ *বিণ* পা থেকে খসে পড়েছে এমন। 'রেখেছিলাম পদচ্যুত নূপুরখানি।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

পদচ্যুতি [স] *বি* বরখাস্ত। 'তাঁহার পদচ্যুতি ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া ... দুঃখিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পদচ্ছেদ [স] *বি* পদ বা চরণ বিভাজন। 'বাক্যের পদচ্ছেদের অর্থ পা কেটে ফেলা নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

পদছায়া [স] *বি* চরণতলে আশ্রয়। 'করিলা ত শান্তি এবে দেহ পদছায়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পদতল [স] *বি* চরণতলে আশ্রয়। 'জন্মান্তরে পাই জেন তোমার পদতল।' *মালাধর*, ১৫০০।

পদতলচর [স] *বিণ* তোষামুদে। 'এক দল জীব আছে তারা পদতলচর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পদতাড়না [স] *বি* পদাঘাত। 'প্রতিটি দূর্বাদল তার পদতাড়না স্বীকার করে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পদত্যাগ [স] *বি* চাকরি ত্যাগ; ইস্তফা। 'যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

পদত্যাগপত্র [স] *বি* পদত্যাগের উদ্দেশ্যে দাখিল করা চিঠি। 'পদত্যাগপত্র পেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৫।

পদদলিত [স] ১ *বিণ* অবজ্ঞাত। 'শাস্ত্রের উপদেশ পদদলিত।' *প্রচারক*, ১৮৯৯। ২ *বি* অবজ্ঞা। 'বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* পায়ের চাপে পিষ্ট। 'পথ হইতে একটি পদদলিত রাঙা গোলাব তুলিয়া লইয়া ...।' *নজরুল*, ১৯৩১। ৪ *বিণ* পরাজিত। 'পারস্য পদদলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পদদলিতা [স] *বিণ* লাঞ্ছিতা। 'জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদদলিতা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পদদ্বন্দ্ব [স] *বি* পদযুগল। 'শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান পহু পদদ্বন্দ্ব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পদধুলা [স পদধূলি] *বি* পায়ের ধুলা। 'যারা চলে যায় ... পদধুলা উড়ে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

পদধুলা নেওয়া *ক্রি* পা স্পর্শ ক'রে প্রণাম করা। 'শিরে নিল রাজা ব্রাহ্মণের পদধুলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পদধূলি [স] *বি* পায়ের ধুলা। 'কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চণ্ডিকার পদধূলি গায়ে মাখে সাধু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পদধূলিধন্য [স] *বিণ* পায়ের ধুলা পেয়ে কৃতার্থ। 'তোমাদের পদধূলিধন্য আমাদের বুক।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পদধ্বনি [স] ১ *বি* পায়ের শব্দ। 'মন্দিরের অনতিদূরে বহুতর অশ্বের পদধ্বনি হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বি* চলার শব্দ। 'জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি তিল নাহি পশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পদনখ [স] *বি* পায়ের নখ। 'পদনখ নক্ষত্রগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পদনখর [স] *বি* পায়ের নখ। 'তাহাদিগের পদনখর ও গাত্রের মলা লইয়া ... একটা প্রদীপ প্রস্তুত করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

পদ না [স পদ+নৌ] *বি* পদরূপ তরী। 'এ হরি বন্দোঁ তুঅ পদ নায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পদনিক্ষেপ [স] *বি* পা ফেলা। 'বর এমত আস্তে চলেন যে তাঁহার পদনিক্ষেপ বোধ হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

পদপঙ্ক [স] *বি* পায়ের কাদা। 'ধূলি-ভরা দুটি লইয়া চরণ/ চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ পবিত্র পদপঙ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পদ-পতন [স] *বি* পদক্ষেপ। 'সমুখের পথে পলাতকা পদ-পতন ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পদপতনশব্দ [স] *বি* পা ফেলার শব্দ। 'বহুশত যুগের পদপতন শব্দে থরথর করে ধরিত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পদ পদার্থ [স] *বি* নানা বিষয়। 'ব্যাকরণের পদ পদার্থে যে জিজ্ঞাসা করিতেন ... তাহারা তাহার সদুত্তর করিল।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'বঙ্গভাষায় নানা অনুপ্রাস ও শ্লেষোক্তি ও ব্যাজোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পদপল্লব [স] *বি* পায়ের পাতা। 'তুআ পদপল্লব করি অবলম্বন তিল এক দেহ দীনবন্ধু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পদপাত [স] *বি* পদক্ষেপ। 'যেখানে করিস পদপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

পদপিষ্ট [স] *বিণ* পদদলিত; লাঞ্ছিত। 'হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পদপীড়ন [স] *বি* পদাঘাত। 'তোমরা দেবী হইয়া সমস্ত পদপীড়ন সহ্য কর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পদপূত [স] *বিণ* পায়ের স্পর্শে পবিত্র। 'মানুষের পদপূত মাটি দিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পদপ্রহার [স] *বি* লাথি। 'পদপ্রহার করে বেগে প্রস্থান।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পদপ্রান্ত [স] *বি* চরণতল; নিকট। 'তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে হাজির হতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পদপ্রাপ্ত [স] *বিণ* মর্যাদার অধিকারী হয়েছে এমন। 'কেহ২ সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

পদপ্রাপ্তি [স] *বি* পদমর্যাদা অর্জন। 'তাহার জজের পদপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পদপ্রার্থী [স] ১ *বিণ* পদচারণা আকাঙ্ক্ষী। 'মনে হয় অগ্রণীর পদপ্রার্থী পথ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বি* পদলাভের উদ্দেশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী। 'প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার সুমহান বাসনা ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পদবাচ্য [স] *বিণ* নামের যোগ্য। 'সেই জ্ঞানন্তরসমারূঢ় মানবকে মানবপদবাচ্য বলিয়াই বোধ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পদবিক্ষেপ [স] *বি* পদক্ষেপ। 'কাহার পদবিক্ষেপের এ শব্দ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পদবিন্যাস [স] *বি* পায়ের শৈল্পিক উপস্থাপন। 'নৃত্যে আছে শুধু কতকগুলো অঙ্গসঞ্চালন এবং পদবিন্যাস।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পদবিশিষ্ট [স] **১** *বি* পা আছে এমন প্রাণী। 'পদবিশিষ্ট কি জন্য চলৎশক্তিবিহীন হয়, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী কিরূপ উড়িতে অক্ষম হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* পদে অধিষ্ঠিত। 'ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি সকল প্রকার পদবিশিষ্ট লোকেরও ছড়াছড়ি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পদবৃদ্ধি [স] *বি* পদোন্নতি। 'দায়ে পড়ে সেই-আমার পদবৃদ্ধি হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পদব্রজ, পদবৃজ [স পদব্রজ] *বি* পায়ে হাঁটা। 'পদবৃজে চলিল হাথে ধনুক সর করি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'হেন সুকোমল তনু পদব্রজগামে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পদভঙ্গি [স] *বি* পায়ের ভঙ্গির নৈপুণ্য। 'গুজরাতের গরবাতে যথেষ্ট লালিত্য ও প্রাণশক্তি আছে, কিন্তু পদভঙ্গির অভাব।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

পদভর [স] *বি* পায়ের ভার। 'পদভরে টলমল করে বসুমতী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পদভার [স] *বি* পদচারণা। 'মানুষের দৃপ্ত পদভারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।' *বেগম*, ১৯৭০।

পদভেদ [স] *বি* প্রস্তুতকৃত খাবারের বৈচিত্র্য। 'তার কত অনুচ্ছেদ, তস্য, ছেদ, পদ, পদভেদ – ডালনা, ঝোল, কালিয়া ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পদমর্যাদা, পদমর্য্যাদা [স] **১** *বি* পদগৌরব। 'তথায় সুপ্রণালীসিদ্ধ প্রাকৃতিক পদমর্য্যাদা সর্বতোভাবে প্রসিদ্ধ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'পশুদের মধ্যে পদমর্যাদা নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* পদ অনুযায়ী প্রাপ্য সম্মান। 'তাহার পদমর্যাদার উপযুক্ত আসনে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পদমান [স] *বি* সামাজিক অবস্থানের মর্যাদা। 'পদমানের গাম্ভীর্য বুঝে হিসাব করে কথা কন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পদযাবক রস [স] *বি* পায়ের আলতা। 'পদযাবক রস অহেরি হৃদয় অহ আও কি কহব অনুরাগে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পদযুগ [স] *বি* দুই পা। 'পদযুগ থলকমল আকারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পদযোজনা [স] *বি* বাক্যরচনা। 'পদনির্বাচনের ন্যায় পদযোজনার প্রতিও লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

পদরজ, পদরজঃ [স] *বি* পায়ের ধুলা। 'তোমা পদরজে কোটি লক্ষির জনমে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পদরজ দেহ পাদ মোর মাথে ধর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সন্ন্যাসীর পদানত হইয়া নেত্রনীরে তাঁহার পদরজঃ ধৌত করিতে লাগিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

পদরথি, পদরথী [স পদরথী] **১** *ক্রিবিণ* পায়ে হেঁটে। 'পদরথি যাইমু কিবা যাইমু বাহনে।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* পায়ে হেঁটে আসে এমন। 'পদরথী হইয়া আইসে নবী দরশনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

পদরেখা [স] *বি* পায়ে চলার ফলে সৃষ্ট রেখা। 'তোমারি পদরেখা আছে লেখা তারি কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

পদরেণু [স] *বি* পায়ের ধুলা। 'সেই বৈষ্ণবের পদরেণু পদছায়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু সাজে যেন সদা সাজে গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

পদরেনু [স পদরেণু] *বি* পায়ের ধুলা। 'পদরেনু দিয়া মুক্ত করহ শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পদলাঘব [স] *বি* পদাবনতি। 'শশাঙ্কের পদলাঘবের খবরটা শশাঙ্কের স্ত্রী স্বয়ং আবিষ্কার করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পদলাভ [স] *বি* চাকরি লাভ। 'একজন অধ্যাপকের মৃত্যু হইলে প্রায় তিন শত ব্যক্তি তাঁহার পদলাভের আশায় আশ্বাসিত হন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পদলেহন [স] *বি* নির্লজ্জভাবে খোশামোদ। 'কেবল গোলামী, কেবল পদলেহন।' *এসলাম*, ১৯১৯; 'পর-পদলেহন ত্যাগ করিয়া স্বাধীনচিত্ত উন্নত-শীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

পদশব্দ [স] *বি* পায়ের শব্দ। 'ভ্রমণকারিণীদিগের পদশব্দে, মনস্বীরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পদসংকোচ-পীড়ন [স] *বি* পা বিকৃত করার মতো প্রথাগত নির্যাতন। 'আপনার এই পদসংকোচ-পীড়নকে স্বীকার করা অপমানজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পদসঞ্চার [স] *বি* পা চালনা। 'লোকটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পদসেবা [স] **১** *বি* পূজা। 'আপনি শ্রীহরি যার কৈলা পদসেবা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* সেবাযত্ন। 'ভার্য্যা তারে রেঁধে দিয়া পদসেবা করে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বি* শিষ্যত্ব গ্রহণ। 'কোনো আচার্যের পদসেবা আমি কখনো করিনি।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

পদস্খলন [স] **১** *বি* পা পিছলে পড়া। 'দৈবাৎ পদস্খলন হইয়া বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বি* বিচ্যুতি। 'একবার পদস্খলন হইলে আর তাহাদের উঠিবার উপায় থাকিবে না।' *সুলভ*, ১৮৭৩। **৩** *বি* নৈতিক অধঃপতন। 'কাউন্টের স্থানে অতৃপ্তি ও পদস্খলন সমস্ত জড়বাদী জ্ঞানীরই চিত্র।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

পদস্থ [স] **১** *বিণ* পদে আসীন। 'তিনি কোন ব্যক্তিকে পদস্থ করিবেন তাহা কিছুতেই নিরূপণ করিতে পারেন না।' *প্রভাকর*, ১৮৫২। **২** *বিণ* উচ্চ পদে কর্মরত। 'কমিশনার ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের গৃহিণী।' *বেগম*, ১৯৫২।

পদস্থতা [স] *বি* পদমর্যাদা। 'কুটুম্বের সঙ্গে তাঁদের যে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তাতেই জানতে পারলুম তাঁদের পদস্থতার কথা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

পদস্থিতি [স] *বি*। 'মধ্যে সুকোমল বাস, পদস্থিতি সুখাবাস।' *কয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পদস্পর্শ [স] *বি* চরণস্পর্শ। 'সুন্দরীর পদস্পর্শ ব্যাপারের চেয়েও ... বেশি মর্যাদা দিতে পারবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পদস্পর্শন [স] *বি* পা ছোঁয়া। 'আবার হুকুম আলীর সেই জিহ্বা দংশন, সেই পদস্পর্শন।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

পদাঘাত [স] *বি* লাথি। 'পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত ... প্রাপ্ত প্রায় হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পদাঙ্ক [স] *বি* পদচিহ্ন। 'অন্তর্গূঢ় প্রত্যাদেশে বেষ্টনীর বৈরিতা পাসরি ছুটিনু পদাঙ্কে তব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

পদাঙ্গুরীয় [স] *বি* পায়ের আঙুলে পরা হয় এমন অলংকার। 'পায়ে উঠল স্বর্ণশিঞ্জির ও পদাঙ্গুরীয়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পদাঙ্গুল [স পদ-অঙ্গুল] *বি* পায়ের আঙুল। 'পদাঙ্গুলে পাসুলি রতন।'

মুকুন্দ, ১৬০০।

পদাঙ্গুলি [স পদ+অঙ্গুলি] *বি* পায়ের আঙুল। 'পদাঙ্গুলি ভূমে লেখি বলে ধিরি ধিরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পদাঙ্গুষ্ঠ [স পদ-অঙ্গুষ্ঠ] *বি* পায়ের আঙুল। 'পদাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত মস্তক চাপিয়াছে।' *সুলতান*, ১৭০০।

পদাতি [স] *বি* পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করে এমন সৈন্য। 'বৃদ্ধপিতামহ ছিল রাম সেনাপতি সাগর লঙ্ঘিয়া আইল গগনে পদাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পদাতিক [স] ১ *বি* পাইক। 'আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্তধার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* পায়ে-চলা সৈন্য। *ওর্সা*, ১৭৮৫; হস্তি ঘোটক পদাতিক প্রভৃতি সকলেই কোন ব্যামোহ পাইলেক না।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৩ *বিণ* পায়ে হাঁটে এমন। 'পদাতিক পথিক চলতে চলতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পদাধিকার [স] *বি* পদমর্যাদা। 'জনপদাধিকার করণে বাঞ্ছিত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

পদানত [স পদ-আনত] ১ *বিণ* অধীনস্থ। 'অন্তে থাকি পদানত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* পায়ের নীচে স্থান এমন। 'দুর্ভাগ্য ভারতে মহিলারা সদা পদানত হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বি* অধীনতা। 'শোষণ পদানত প্রভৃতি শব্দগুলি মালেক সাহেবের মুখে ইদানীং শোনা যাচ্ছিল।' *পাশা*, ১৯৭১।

পদানুবর্তী [স পদ-অনুবর্তী] *বিণ* অনুসরণকারী। 'তাহাদের পদানুবর্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পদানুসরণ [স পদ-অনুসরণ] *বি* চলার পথ অনুসরণ। 'তার পদানুসরণ করলুম।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

পদান্ত [স পদ-অন্ত] ১ *বি* পদ বা বাক্যস্থ শব্দের শেষ ভাগ। 'প্রথমেই শব্দান্তের বিরাম, পর্বান্তের যতি এবং পদান্তের ছেদ, এই তিন অবকাশের নাম নিয়েছিলুম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* পায়ের কাছে পতিত। 'মেঘে অন্তর্হিত চূড়া, পদান্ত ঊর্মির মুখর উদ্বেগে প্রতিষ্ঠিত অস্তগিরি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

পদাভিষিক্তা [স পদ-অভিষিক্তা] *বিণ স্ত্রী* পদে অধিষ্ঠিতা। 'ব্রাহ্মণ ঠাকুরের তিরোভাবে সরোজা যে অন্নপূর্ণা-পদাভিষিক্তা হইয়াছেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

পদাভিসিক্ত [স পদাভিষিক্ত] *বিণ* পদে আছে এমন। 'উচ্চ২ পদাভিসিক্ত ঐ সকল মহাশয়েরা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

পদাম্বুজ [স পদ-অম্বুজ] *বি* পাদপদ্ম। 'রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যান প্রধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পদারবিন্দ [স পদ-অরবিন্দ] *বি* চরণকমল। 'তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা বসুন্ধরা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পদাশ্রিতা [স পদ-আশ্রিতা] *বিণ স্ত্রী* চরণে আশ্রয় লাভ করেছে এমন; অনুগৃহীত। 'অর কি কহিব, নাথ! পদাশ্রিতা দাসী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পদাসন [স পদ-আসন] *বি* পা রাখার আসন। 'রহিছেন্ত পদাসনে তখ্যত দাণ্ডাই।' *সুলতান*, ১৭০০।

পদাহত [স পদ-আহত] *বিণ* পা দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এমন। 'পদাহত সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পদে পদে ১ *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'তদীয় জীবনবৃত্তান্ত পাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *ক্রিবিণ* প্রতি পদক্ষেপে। 'তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন।' *জগদীশ*, ১৮৯৫; 'পতিগৃহে যাইতেছে তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পদক [স] ১ *বি* গলায় ঝুলিয়ে বুকের উপর পরার অলংকারবিশেষ। 'বলে নিল শিরোমতি কানের কনক ললাটিকা নিল সিঁথি গলার পদক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পুরস্কারের চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত স্বর্ণ-রৌপ্যাদির তৈরি ফলকবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পদবন্ধ [স] *বি* রচনা। 'না রাখিলা পদবন্ধে কহি দিলা তুহ্মি।' *সুলতান*, ১৭০০।

পদবি, পদবী [স] ১ *বি* উপাধি। 'বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'বড় ধন্য এই গিরি ইহাতে বসিআ হরি পদবি লভিলা জগন্নাথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পেশা। 'যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৩ *বি* বংশনাম। 'কন্যা যতদিন অবিবাহিত থাকে ততদিন তাহাকে তাহার পিতার পদবী দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পদবীধারী [স] *বিণ* ডিগ্রিধারী। 'তিনি গত জেনেরেশনের কেমব্রিজের বড়ো পদবীধারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পদম নাড়ি [স পদ্মনাড়ি] *বি* গর্ভাশয়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পদমা [স পদ্ম] *বি* পদ্ম। 'এক সো পদমা চৌসঠ্‌ঠী পাখুড়ী।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

পদাউধ [স পদায়ুধ] *বি* মোরগ। 'পদাউধ কাক কোকিলের ডাক।' *দ্বীচণ্ডী*, ১৫৫০।

পদাঘাত *দ্র* পদ

পদাঙ্ক *দ্র* পদ

পদাতিক *দ্র* পদ

পদানুসরণ *দ্র* পদ

পদাবলী [স] *বি* গীতিকবিতাসমূহ। 'প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পদাভিষিক্তা *দ্র* পদ

পদাম্বুজ *দ্র* পদ

পদারবিন্দ *দ্র* পদ

পদার্থ [স] ১ *বি* বস্তু। 'রক্ত ... লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধি ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'বিদ্যার অগ্রে ধন কোন পদার্থ নহেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ৩ *বি* সারাংশ। 'যাহাতে কিছু পদার্থ নাই তাহার অবস্থার উন্নতি হইলে বানের জলের ন্যায় টলমল করিতে থাকে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বি* জ্ঞানবুদ্ধি। 'কথার নিষ্টতা দ্বারা অনুসন্ধানের কুরুপী চালাইয়া বাবুতে যে পদার্থ আছে মনে মনে তাহা নির্ণয় করিয়া বলিলেম ...।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

পদার্থতত্ত্ব [স] *বি* পদার্থবিদ্যা। 'মূলে আছে তার কেমেস্ট্রি আর শুধু পদার্থতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পদার্থদৃষ্টি [স] *বি* বস্তু দেখার সামর্থ্য। 'শ্রবণপথের ব্যাঘাত কি স্থূল পদার্থদৃষ্টির হানি হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

পদার্থবাচক [স] *বিণ* বস্তুবাচক। 'পদার্থবাচক শব্দগুলো একটু না একটু জায়গা জুড়ে থাকে।' *হাই*, ১৯৫৪।

পদার্থবান [স] *বিণ* জ্ঞানবান। 'তিনি সারবান, পদার্থবান লোক।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

পদার্থবিজ্ঞান [স] *বি* পদার্থবিষয়ক বিজ্ঞান। 'গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হওয়া হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগের আবশ্যক বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পদার্থবিৎ [স] *বিণ* পদার্থবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। 'পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পদার্থবিদ্যা [স] *বি* জড়পদার্থ ও শক্তির ধর্ম বিষয়ক বিদ্যা। 'পদার্থবিদ্যাতেও তিনি ন্যূন ছিলেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পদার্থবিদ্যাবিৎ [স] *বি* জড়পদার্থের গুণ ও শক্তি বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ। 'এই সমুদায় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পদার্থবোধ [স] *বি* পদার্থের জ্ঞান। 'যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা পদার্থবোধ হয়, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পদার্থময় [স] *বিণ* পদার্থপূর্ণ। 'রক্ত ... লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধি ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পদার্থহীন [স] *বিণ* নির্বোধ। 'সেথায় পদার্থহীন উইপোকারা – আন্‌সাড়ে আরসুলোর দল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পদার্থো [স পদার্থ] *বি* বস্তু। 'ভালো এহাও রোদ্দিলা সার পদার্থো তিনি নহেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

পদার্থ[২] [স পদ+অর্থ] *বি* পদ বা শব্দের অর্থ। 'বঙ্গভাষায় নানা অনুপ্রাস ও শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পদার্পণ [স] *বি* প্রবেশ। 'ঐ তিন সুবায় পদার্পণ হওনের ফরমান ও চিত্রবিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

পদার্পণ করা *ক্রি* আসা। 'কোন্ পাষণ্ড নরাধম এখেনে পদার্পণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পদার্পা [স পদার্পণ>] *ক্রি* পদার্পণ করা। 'বহুদিন পরে কবি পদার্পিল বনভূমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

পদাসন *দ্র* পদ

পদাহত *দ্র* পদ

পদিনা [ফা পদিনাহ্] *বি* এক রকমের সুগন্ধী পাতা; পুদিনা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

পদী [স] *বি* কবিতা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

পদুমিণী, পদুমিনী [স পদ্মিনী] *বি* পদ্মিনী; শ্রেষ্ঠ নায়িকা। 'পদুমিণী আব্বার নাতিনী রাধানামা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পদে পদে *দ্র* পদ

পদোত্তর, পদুত্তর [স প্রত্যুত্তর] *বি* কথার জবাব। 'পদোত্তর দিআ সবে কাকুতি বহুল।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'মুমিন সালাম দিলে দিবা পদুত্তর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পদোন্নতি [স] **১** *বি* চাকরিতে পরবর্তী ধাপে উত্তরণ। '... এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের পদোন্নতি করিয়া দেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫০। **২** *বি* অবস্থার উন্নতি। 'রাগিণী-হিসাবে সে বেচারার কোনোকালে পদোন্নতি ঘটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বি* মর্যাদা বৃদ্ধি। 'পদোন্নতি ঘটে, মাটিতে পা পড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পদ্দার [ফা ফুতাহদার] *বি* কুসীদজীবী; পোদ্দার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পদ্ধতি [স] **১** *বি* রীতি। 'তবে প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পথ। 'পশ্চিম পদ্ধতি দিয়ে প্রেমানন্দে চল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বি* পরিচয়। 'আপন নামের কেবল প্রথমাক্ষর লইয়া পদ্ধতি লেখেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৪** *বি* কৌশল। 'সমরনীতির পদ্ধতি, বিধিবিধানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া; আত্মরক্ষা।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **৫** *বি* ভঙ্গি। 'খড়ের উপর বসিয়া আমজাদ বাবার আহার-পদ্ধতি নিরীক্ষণ করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পদ্ধতিক্রমে [স] *ক্রিবিণ* পদ্ধতি অনুসারে। 'প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে কৃষি ও বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পদ্ধতিগত [স] *বিণ* রীতি সংক্রান্ত। 'পদ্ধতিগত সামগ্রিক ব্যাপারটিই নয়া জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পদ্ধতিপালন [স] *বি* প্রথাপালন। 'ইহাকে চিঠি লিখিবার একটা প্রচলিত পদ্ধতিপালন বলিয়া গণ্য করিও না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

পদ্ধতিপুস্তক [স] *বি* পূজাদির বিধানগ্রন্থ। 'পদ্ধতিপুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পদ্ধি [স পদ্ধতি] *বি* রীতি; রেওয়াজ। 'আমারদের দেশের স্ত্রীলোকের লেখা পড়ার পদ্ধি আগে ছিল না।' *গৌর*, ১৮২২।

পদ্দিত *বি* বংশনাম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পদ্ম [স] **১** *বি* পদ্মফুল ও তার গাছ। 'হণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **২** *বি* (তন্ত্র) চক্র। 'তার মধ্যে ছয় পদ্ম রহিয়াছে পুরি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

পদ্ম [স পদ্ম] *বি* পদ্মফুল। **পদ্মহস্ত** [স পদ্মহস্ত] *বি* পদ্মের মতো হাত। 'পদ্মহস্ত দেহ গোসাঞি ইহার সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পদ্ম-আঁখি *বি* পদ্মফুলের ন্যায় চোখ। 'পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিলফুল, শুকচঞ্চু।' *অবন*, ১৯২৫।

পদ্ম আসন [স] *বি* যোগাসনবিশেষ। 'প্রথমে কহিব পদ্ম আসনের ভেদ।' *সুলতান*, ১৭০০।

পদ্মকলি [স] *বি* পদ্মফুলের কলি। 'দাদা প্রণয়ের পদ্মকলিটি ফুটলো নাকি?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

পদ্মকলিকা [স] *বি* পদ্মফুলের কলি। 'সকলের হৃদয়েই প্রণয়ের পদ্মকলিকা বিরাজ করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

পদ্মকাষ্ঠ [স] *বি* পদ্মফুলের গন্ধযুক্ত ঔষধি গাছবিশেষ। 'পদ্মকাষ্ঠ আর ছাগ্রিঅপে।' *বড়ু*, ১৫০০।

পদ্মকুঁড়ি [স পদ্মকলিকা] *বি* পদ্ম ফুলের কলি। 'পানপাতা পরিসর যেন পদ্মকুঁড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বদ্ধ ছিল আপনাতেই পদ্মকুঁড়ির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পদ্মকোরক [স] *বি* পদ্মের কুঁড়ি। 'সারসীরে খাইয়ে দিত পদ্মকোরক বহি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পদ্মগন্ধ [স] *বি* পদ্মফুলের সুবাস। 'পদ্মিনি গোপনারি অঙ্গে পদ্মগন্ধ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পদ্মগোখরো *বি* বিষধর সাপবিশেষ, যার ফণায় রয়েছে গোরুর খুরের মতো চক্র। 'দেখছিসনে, ও যে পদ্মগোখরো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পদ্মচাকি *বি* পদ্মফুলের গর্ভকেশর। 'চাঁদ যেন তাহার পদ্মচাকি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পদ্মচিনি *বি* মিষ্টি খাবার বিশেষ। 'পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'খিরখণ্ড ছেনা নাড়ু ... খিরপুলি পদ্মচিনি খায়্যা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পদ্মচিহ্ন [স] *বি* পদ্মাঙ্কিত চিহ্ন; রাজচিহ্ন। 'আশ্চর্য যাহার পদেতে পদ্মচিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পদ্মজা [স] *বিণ* পদ্মফুলে জন্মলাভকারী। 'সামান্য পদ্মেরা আছে, পদ্মপাতা, পদ্মজা মৌমাছি।' *শক্তি*, ১৯৬১।

পদ্মদল [স] *বি* পদ্মপাতা। 'গাছেরে ধরিয়া ঝাঁকিল খানিক, ছিঁড়িল পদ্মদল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

পদ্মদিঘি, পদ্মদীঘি [স পদ্ম-দীর্ঘিকা] *বি* যে দিঘিতে পদ্মফুল জন্মে। 'বিজন আজি পদ্মদীঘি লক্ষীছাড়ার রূপ!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১; 'কাকচোখ জল পদ্মদিঘিতে কবে কোন রাঙা মেয়ে।' *জসীম*, ১৯৫১।

পদ্মনয়ন [স] *বি* পদ্মরূপ চোখ। 'সর্ব অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পদ্মনাভ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বিষ্ণু। 'কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্বেশ্বর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পদ্মনাল [স] *বি* পদ্মফুলের ডাঁটা। 'দীর্ঘ পদ্মনাল বেয়ে পাপড়ির পরে ...।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

পদ্মনিধি [স] *বি* মূল্যবান পদ্মফুল। 'পদ্মনিধি মুকুটমণ্ডলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পদ্মপত্র [স] *বি* পদ্মপাতা। 'পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পদ্মপর্ণ [স] *বি* পদ্মপাতা। 'বিষম বিরহজ্বালা! পদ্মপর্ণ নিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

পদ্মপলাশাক্ষী [স পদ্মপলাশ-অক্ষি] *বিণ* পদ্মের পাতার মতো আয়ত চোখবিশিষ্ট। 'পদ্মপলাশাক্ষী রূপসী স্ত্রী।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পদ্মপাতা [স পদ্মপত্র] *বি* পদ্মের পাতা। 'পদ্মপাতার উপর ... প্রাণত্যাগ করতে রাজি নই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পদ্মপুকুর [স পদ্ম+পুকুর] *বি* পদ্মফুল জন্মে এমন পুকুর। 'বনেদী পদ্মপুকুরবাসী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'পদ্মপুকুরে রঙিন ঝিনুক ভাসে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

পদ্মপুষ্প [স] *বি* পদ্মফুল। 'পদ্মপুষ্প, মস্তক হইতে নামাইয়া, কর্ণে সংলগ্ন করিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পদ্মফুল [স পদ্ম+স ফুল্ল] *বি* জলজ ফুলবিশেষ। 'ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে পদ্মফুল ভাসে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পদ্মবন [স] *বি* কমল বন। 'পদ্মবনে অলি জেন ধায় মধু লোভে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পদ্মবণ [স পদ্মবন] *বি* কমল বন। 'হণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

পদ্মবনানী [স] *বি* পদ্মফুলের ঝাড়। 'কোন পদ্মবনানীর কোমললতা লয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পদ্মবীজ [স] *বি* পদ্মের বীজ। 'মালার মধ্যে ... পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুও বিনিবেশিত করিয়া রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পদ্মমণি [স] *বি* পদ্মরাগ মণি; রুবি। 'তারই মাঝে শরতের চাঁদ যেন পদ্মমণি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পদ্মমধু [স] *বি* পদ্ম থেকে উৎপাদিত মধু; কবিরাজি ওষুধ তৈরির উপাদান। 'পদ্মমধু, অনুপান, চ্যবনপ্রাশ, খল – ইত্যাদি।' *হাসান*, ১৯৬৯।

পদ্মমুখী [স] *বি স্ত্রী* পদ্মের মতো সুন্দর মুখ। 'দিঘি হতে ডাকে পদ্মমুখীরা, থির হও বাঁধি গেহ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পদ্মযোনি [স] *বি* হিন্দুমতে বিশ্বস্রষ্টা দেবতা। 'হরি হর পদ্মযোনি নাট দেখে মহামুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পদ্মরাগ [স] *বি* মূল্যবান রত্নবিশেষ। 'সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

পদ্মরাগমণি [স] *বি* পদ্মবর্ণ মূল্যবান মণিবিশেষ। 'পদ্মরাগমণি প্রভৃতি ব্রহ্মরাজ্য এবং লঙ্কায় উৎপন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত বরষি অমৃত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পদ্মরাজ [স] *বি* ধানের নামবিশেষ। 'কেলে জিরা পদ্মরাজ দুদসার লুচি।' *ভারত*, ১৭৬০।

পদ্মলোচন [স] *বি* পদ্ম ফুলের মতো সুন্দর চোখ। 'সফল হইল জীবন দেখিনু পদ্মলোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পদ্মহস্ত [স] *বি* পদ্মের মতো হাত। 'কখন তালবৃন্ত ব্যজন এবং কখন বা পদ্মহস্ত দ্বারা গাত্র দাহ নিবারণ।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

পদ্মাক্ষি [স পদ্ম-অক্ষি] *বি* পদ্মের মতো চোখবিশিষ্ট ব্যক্তি। 'পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ঘনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

পদ্মালয়া [স পদ্ম-আলয়া] *বিণ স্ত্রী* পদ্মবাসিনী। 'উর তবে, উর পদ্মালয়া বীণাপাণি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পদ্মাসন [স পদ্ম-আসন] ১ *বি* পদ্মের তৈরি আসন। 'বসিলা দেবদম্পতি পদ্মাসনোপরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* যোগসাধনে বসার বিশেষ ভঙ্গি। 'পদ্মাসন উজ্জলিত শতরত্ন-করে।' *মাইকেল*, ১৮৭২; 'করি তপস্যা পদ্মাসনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

পদ্মাসনা [স পদ্ম-আসনা] *বিণ স্ত্রী* পদ্মের আসনে উপবিষ্ট। 'কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা বীণাপাণি?' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'পদ্মাসনা সরস্বতীর মূর্তি দেখিতে পায়।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

পদ্মাসীনা [স পদ্ম-আসীনা] *বিণ স্ত্রী* পদ্মের উপরে সমাসীন। 'সরস্বতী পদ্মাসীনা।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

পদ্মা[1] [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) লক্ষ্মী দেবী। 'জয়া বিজয়া পদ্মা বাটেন মহৌষধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* (হিন্দুপুরাণ) মনসা দেবী। 'অখনে হইল পদ্মার অষ্ট যে কুমার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পদ্মা[2] [স] *বি* বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বহমান গঙ্গানদীর নিম্নাংশ। 'পদ্মার মোহনা।' *রামরাম*, ১৮০১; 'এ পদ্মা নদীতে বড় ঢেউ।' *কেরি*, ১৮০২।

পদ্মাকূল [স] *বি* পদ্মা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। 'পদ্মাকূলের আমি পদ্মিনী বঁধু গো।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

পদ্মাপার [স] *বি* পদ্মা নদীর তীর। 'একি ইলসা মাছ যে লবণ মাখায়ে পদ্মাপার হতে রপ্তানী দিব।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

পদ্মাবতী [স] *বি* নদীবিশেষ। 'পদ্মাবতী নদী বড় দেখিতে সুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পদ্মাক্ষি *দ্র* **পদ্ম**

পদ্মাসন *দ্র* **পদ্ম**

পদ্মাসীন *দ্র* **পদ্ম**

পদ্মিনী [স] ১ *বি স্ত্রী* পদ্ম। 'জেন করিদন্ত মাঝে সপত্র পদ্মিনী সাজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* (ভারতীয় কামশাস্ত্র) চার জাতীয় নারীর মধ্যে

সবচেয়ে সুলক্ষণা নারী। 'ভুবন মহিনি রূপ যেহেন পদ্মিনী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পদ্মো [স পদ্ম] *বি* পদ্মফুল। 'পদ্মো নিলৎপলদলে কহ্লার কুমুদ জলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পদ্য[১] [স পন্থাঃ] *বি* পথ; উপায়। 'অপহরণ করিবার পদ্য হইতে ক্ষান্ত হইয়া ইংরেজের সরকারের ব্যাপকতার মধ্যে আসিয়া বাধ্য হইয়াছে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

পদ্য[২] [স] *বি* ছন্দোবদ্ধ রচনা; কবিতা। 'স্তবন গদ্যপদ্যে সঘন মুখবাদ্যে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কেহ যদি গদ্য পদ্য দ্বারা মনের চমৎকার জন্মাইতে পারেন।' *গৌর*, ১৮২২।

পদ্য কাব্য [স] *বি* পদ্য রীতির কবিতা। 'গদ্যকাব্য, নাটক ... পদ্য কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পদ্য গ্রন্থ [স] *বি* কবিতার বই। 'প্রাচ্য বঙ্গীয় ভাষার কোন গ্রন্থই প্রায় ছিল না যে ছিল সে পদ্য গ্রন্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পদ্যময় [স] *বিণ* কাব্যময়। 'তাঁহার একখানি পদ্যময় আখ্যায়িকা পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

পদ্যরচক [স] *বি* কবিতা রচয়িতা। 'এতদ্দেশীয় পদ্যরচকের মধ্যে প্রথম তিনিই প্রসিদ্ধ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পদ্যি [স পদ্য] *বি* কবিতা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

পন [স পণ] **১** *বি* কুড়ি গণ্ডা সংখ্যক; ৮০টা। 'ভাণ্ড মাথে ষোল পন কড়াহো নাহি টুটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দৃঢ় সংকল্প; প্রতিজ্ঞা। 'পুনরপি অদ্ভুত পন বলদেব কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* বিবাহে প্রদত্ত অর্থ ও দ্রব্যাদি। 'ইহার পনের সরুপ একসও তঙ্কা সিক্কার নির্নয় করিলাম।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

পনের সরুপ *বিণ* পণ স্বরূপ। 'ইহার ব্যায়ার্থে পনের সরুপ একসও এক তঙ্কা ...।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

পনর [পা পন্নরস] *বিণ* পনেরো। 'মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পনস [স] *বি* কাঁঠাল। 'দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাৎ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পনসের বীচি *বি* কাঁঠালের বিচি। 'তায় দিয়ে গোটা দশ পনসের বীচি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পনি [ই] *বি* ছোটো ঘোড়া; টাট্টু। 'ছোট বাবু ... পনি টাট্টু সেজে কদম দ্যাখাচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পনির, পনীর [ফা পনীর] *বি* দুধের ছানা দিয়ে তৈরি খাদ্য বিশেষ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'এক টুকরা পনীরের আপন মুখে লইয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'যদি পনির, বিস্কিট, মার্মালেড ও দুধের মোরব্বা না খাও তবে উপবাসে মর।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

পন্থ [স পন্থাঃ] *বি* পথ। 'বড়ায়ির পন্থ নেহালী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পন্থ বিরোধসি কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পন্থক্রম [স] *বি* ভ্রমণপথ। 'পন্থক্রমে একজন সংহতি মিলিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পন্থগত [স] *ক্রিবিণ* পথচলা অবস্থায়। 'পন্থগত পরিশ্রম পাইছ অপার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পন্থবীণা [স] *বি* পথ রূপ বীণা। 'তব চরণ-তল-চুম্বিত পন্থবীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পন্থহারা [স] *বিণ* দিশাহারা। 'চিত্ত মোর পন্থহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পন্থহীন [স] *বিণ* দিশেহারা। 'পন্থহীন নৈরাশ্যের বাধায় ... অন্ধকার হাতড়িয়ে বেড়ানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পন্থা [স পন্থাঃ] **১** *বি* বাঁধানো পথ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* উপায়। 'কোম্পানী বাহাদুর ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বি* পথ। 'তাই বলি – এই পন্থা কর পরিহার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৪** *বি* আইন। 'আমি অতিশয়-পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পন্থিক [পা] *বি* পথিক। 'ভাবিনি শুন কিছু করি অবধান। রাধানাম কহই যদি পন্থিক শুনইতে আকুল কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পন্থী [হি] *বিণ* অনুসারী। 'নানকপন্থী কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পন্দর [পা পন্নরস] *বিণ* পনেরো। **পন্দরই** [পা পন্নরস>] *বিণ* (মাসের তারিখের ক্ষেত্রে) পনেরোতম। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

পন্দরয়ি [পা পন্নরস>] *বিণ* (মাসের তারিখের ক্ষেত্রে) পনেরোতম। *ডামকান*, ১৭৮৪।

পন্দেরো [স পন্নরস] *বিণ* পনেরো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পন্নগ [স] *বি* সাপ। 'পন্নগ পালায় যেন গরুড়ের ডরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পন্নগ-অশন [স] *বি* গরুড়। 'পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পপলার [ই] *বি* ঝাউজাতীয় গাছবিশেষ। 'দীর্ঘ সরল পপলার গাছের শ্রেণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'পপলার গাছের শিখরগুলি দোদুল্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পপলিন [ই] *বি* মসৃণ বুনটের সুতি কাপড়। 'পরনে পপলিনের শিলওয়ার।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পপাত *বিণ* চিৎপাত হয়ে পড়া। 'পপাত ধরণীতলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পপি [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'আমার বাগান ভরা প্যান্সি পপি ডালিয়ার মেলা।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

পপিহা [স বপ্পীহা] *বি* পাপিয়া। 'পপিহা দারুন পিউ পিউ সোঙর ভ্রমি ভ্রমি দেই তনু কোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পপুলার [ই] *বিণ* জনপ্রিয়। 'আমার একটা গান শুনেছো বোধহয়, খুব পপুলার হয়েছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

পপুলারিটি [ই] *বি* জনপ্রিয়তা। 'ঢাকায় খুব পপুলারিটি আপনার।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

পবত [স পর্বত] *বি* পর্বত। 'পবতি উপরে সেই চিতাওর গড়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পবন [স] **১** *বি* বাতাস। 'আগুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে।' *বড়ু*, ১৫০০। **২** *বি* বায়ুর দেবতা। 'পবন স্মরিয়া তবে আজ্ঞা কৈল হর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পবণ, পবণা [স পবন] *বি* বাতাস। 'মণ পবণ বেণি করণ্ড কসালা।' *চর্যা* ১৯, ১২০০; 'মার রে জোইআ মুসা পবণা।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

পবনদেব [স] *বি* বায়ুর অধিষ্ঠাতা দেবতা। 'আর পবনদেবই মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে আসেন।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

পবননন্দন [স] *বি* হনুমান। 'সমুদ্রের কূলে বন্দো পবননন্দন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পবনবেগ [স] *বি* বাতাসের গতি। 'চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব

শূন্যপথে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পবনরথ [স] *বি* পবনরূপ রথ। 'ফাল্গুন পবনরথে যখন বনের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পবনরাজ [স] *বি* বায়ুরূপ রাজা। 'বৃষ্টিশিলা সঙ্গে লয়ে পবনরাজের ঘূর্ণি দোলায়!' *জসীম*, ১৯৩৩।

পবনহিল্লোল [স] *বি* বাতাসের কম্পন। 'সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন-হিল্লোল-দোল-ছন্দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

পবলিক [ই] *বিণ* সর্বসাধারণের। 'পবলিক মিটীং অর্থাৎ সকলে সভাস্থ হইলে আদেশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পবলিক মিটীং [ই] *বি* জনসভা। 'পবলিক মিটীং অর্থাৎ সকলে সভাস্থ হইলে আদেশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পবলিকসেল [ই] *বি* প্রকাশ্যে বিক্রি; নিলাম। 'স্থাবরধন পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে বিক্রয় হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পবলিক স্কুল [ই] *বি* উঁচুমানের বেসরকারি স্কুল। 'গুটিকতক প্রসিদ্ধ ও পুরাতন স্কুল আছে, তাহাদের পবলিক স্কুল ... বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

প'বারো *বি* পোয়াবারো; পরম সৌভাগ্য। 'তার হয়ে যায় প'বারো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পবাল [স প্রবাল] *বি* প্রবাল। 'পবাল মুকুতা থরে থরে।' *রামাই*, ১৭১০।

পবিত্তর [স পবিত্র] *বিণ* পবিত্র। 'হেলা করে আপনা শরীর না করে পবিত্তর।' *সুলতান*, ১৭০০।

পবিত্র [স] **১** *বিণ* বিশুদ্ধ। 'পবিত্র হইল মোর পুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* পরিচ্ছন্ন। 'ঘরে আনি পবিত্র স্থানে থুইল শোয়াইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* প্রসন্ন। 'মনে না মিলিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বিণ* নিষ্কলুষ। 'আজি পবিত্র আমি তোমা দরশনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বিণ* নিষ্পাপ। 'আপনার অন্তঃকরণকে সর্ব্বদা প্রসন্ন ও পবিত্র রাখিতে যাহার একান্ত যত্ন থাকে ...' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বিণ* তৃপ্ত। 'উদর পবিত্র হয় দিবা মাত্র গালে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৭** *বিণ* অমলিন। যথেষ্ট উপাদেয় অন্ন, অক্লেশজনক পবিত্র বস্ত্র, প্রশস্ত পরিষ্কৃত বাটী ...' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পবিত্রক্ষেত্র [স] *বি* তীর্থভূমি। 'হিন্দু তীর্থযাত্রী এই পবিত্রক্ষেত্র দর্শনাভিলাষে এখানে আগমন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পবিত্রজ্ঞান [স] *বি* নিষ্পাপ এমন ধারণা। 'পাত্রগণকে অতি পবিত্রজ্ঞানে বহুবিধ রত্ন ও অলঙ্কারাদির সহিত স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

পবিত্রতম [স] *বিণ* সবচেয়ে পবিত্র। 'আল্লাহর পবিত্রতম ঘরের এইরূপ ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৫।

পবিত্রতা [স] *বি* শুদ্ধতা। 'পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পবিত্রবদনী [স] *বি স্ত্রী* পবিত্র মুখমণ্ডল যার। 'পবিত্রবদনী, যোগ ভঙ্গিনী রূপিণী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

পবিত্রব্রত [স] *বি* উত্তম কাজ। 'ওবর্লিন পরোপকাররূপ পবিত্রব্রতের কোন অঙ্গ অসম্পন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পবিত্রমধুর [স] *বিণ* পবিত্র ও মধুর অবস্থা। 'শকুন্তলা ... বড়ো পবিত্রমধুরভাবে পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পবিত্রসলিলা [স] *বিণ* বিশুদ্ধ জলপূর্ণ। 'পবিত্রসলিলা সংসারনদীর স্রোত চিরদিন প্রবহমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পবিত্রস্বভাবা [স] *বিণ* নিষ্পাপ স্বভাবের। 'কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

পবিত্রস্মৃতি [স] *বি* সুখস্মৃতি। 'একটি পবিত্রস্মৃতি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে অম্লান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পবিত্রা[১] [স পবিত্র>] *ক্রি* নিষ্পাপ করা। 'কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

পবিত্রা[২] [স] **১** *বিণ স্ত্রী* খাঁটি। 'আমরা একটি পবিত্রা ব্রাহ্মিকা প্রাপ্ত হই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **২** *বিণ স্ত্রী* ভালো। 'বলিছে পবিত্রা সখী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। **৩** *বিণ স্ত্রী* নিষ্পাপ। 'পতিপরায়ণা পবিত্রা সতী পতির নিকটে যাইয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পবিত্রাত্মা [স] *বি* পবিত্র আত্মা। 'পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

পমা [স প্রমাপয়] *ক্রি* প্রবেশ করা। **পমাই** *ক্রি* প্রবেশ করে।' করই অনুদিনঁ তৈলোএ পমাই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০। **পমাএঁ** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'সরহ ভণই গঅণেঁ পমাএঁ।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০।

পমেট [ই] *বি* প্রসাধন সামগ্রীবিশেষ। 'গায় সবসময়ই পাউডার আর পমেটের গন্ধ।' *জীবন*, ১৯৩২।

পমেটম [ই] *বি* প্রসাধন সামগ্রীবিশেষ। 'পমেটম মেখে, কোট ব্রাশ করে ফিটফাট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পম্প [ই] *বি* ফিতাহীন জুতাবিশেষ। 'বিলেতি পম্প কি পাঞ্জাবী নাগরা।' *প্রমথ*, ১৯২২।

পয্যন্ত [স পর্যন্ত] *অব্য* অবধি। 'আজি কি এতো বেলা পয্যন্ত ঘুমবার সময়?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পয়[১], **পয়ঃ** [স] **১** *বি* দুধ। 'সর্বকাল পয়ঃপান অন্ন নাহি খায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* পানি। 'হাতনাড়া দিএ হর হেলালেন পয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পয়ঃপান [স] *বি* দুগ্ধপান। 'সর্বকাল পয়ঃপান অন্ন নাহি খায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পয়ঃপ্রণালী [স] *বি* পানি নিষ্কাশনের পথ; নর্দমা। 'সব পয়ঃপ্রণালী দশ বৎসরের অনাদরে জঞ্জালাবদ্ধ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পয়ঃফেণনিভ [স] *বিণ* দুধের ফেনার মতো। 'সম্পন্ন ব্যক্তিরা মনোরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে পয়ঃফেণনিভ পর্য্যঙ্কোপরি ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পয়নালা [স পয়োনালা] *বি* পানি নিষ্কাশনের পথ; নর্দমা। 'পয়নালার ওপোর পোদ্দারের দোকানে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পয়-পরিষ্কার [স] *বিণ* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। 'আমিও একটু পয়-পরিষ্কার হইয়া লই একটা ডুব দিয়া।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

পয়ফেন [স পয়ঃফেন] *বি* দুধের ফেনা। 'তোমার বচন দাদা যেন পয়ফেন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পয়[২] [স] *বি* সুলক্ষণ। 'ভাল ভাল ভাল পয়। সৃষ্টি আর নাহি রয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পয়মন্ত [স] **১** *বিণ* সৌভাগ্যযুক্ত। 'ছোট বউ বড় পয়মন্ত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'পয়মন্ত বধূ।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* ভাগ্যবান ব্যক্তি। 'পয়মন্তদের ঘুম দেখতে চলে এলুম।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পয়গম্বর, পয়গাম্বর [ফা পয়গাম্বর] *বি* ইসলামি বিশ্বাসমতে প্রেরিত

পুরুষ; ঈশ্বরের বার্তাবাহক। 'ডাকুয়া সমান সঙ্গে যথ পয়গাম্বর।' *আলাওল,* ১৬৮০; 'পঞ্চাশ কিতাব আইল শীশ পয়গম্বরে।' *গরীব,* ১৭৬৫।

পয়গম্বরি, পয়গম্বরী, পয়গাম্বরী [ফা পয়গাম্বর>] *বি* পয়গম্বরের দায়িত্ব বা কাজ। 'যেই দিনে ঈশ্বরে দিলেক পয়গম্বরী।' *আলাওল,* ১৬৮০; 'পয়গাম্বরী পাইলেক সাতাইশ বরিষে।' *আলাওল,* ১৬৮০।

পয়গাম [ফা] ১ *বি* প্রস্তাব। 'দিনার পয়গাম যদি কৈল্ল তারপর।' *গরীব,* ১৭৬৫। ২ *বি* বার্তা। 'বিশ্বে বয়ে আনে খুশীর পয়গাম।' *হাই,* ১৯৪৭।

পয়জন [ই] *বি* বিষ। 'বাতাসে মেশার কড়া পয়জন।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৬; 'একেবারে যাকে বলে লেড পয়জন।' *শিবরাম,* ১৯৪০।

পয়জার [ফা] *বি* জুতা। *মানোএল,* ১৭৪৩; 'কারে বা গোস্বায় ফিকে মারিল পয়জার।' *গরীব,* ১৭৬৫।

পয়ড়া [স পয়ঃ] *বিণ* তরল। 'মাতে মন সুখদ পয়ড়া গুড় পেলে।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

পয়দল [মা] *বি* পদাতিক সৈন্য। 'পয়দল কলবল ভূতল টলমল।' *ভারত,* ১৭৬০।

পয়দা [ফা] ১ *বি* সৃষ্টি। 'পয়দা জতেক কিছু হয় হররোজ।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০। ২ *বি* তৈরি। 'জদি নয়া রকম কাপড় পেটার আড়ঙ্গে পয়দা হয়।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩।

পয়দাএসী [স পয়দা>] *বিণ* উৎপাদিত। 'খাষ পয়দাএসী আফীম নিলামে বিক্রী হইবেক।' *ক্যালগে,* ১৮০১।

পয়দাস [ফা পয়দাইশ] *বিণ* সৃষ্ট। 'আমার পয়দাস লোকে বহুত কাটিলে।' *গরীব,* ১৭৬৫।

পয়বস্তি [ফা পয়ওয়স্ত] *বি* নদীর তীরে পানির মধ্য থেকে জেগে ওঠা জমি। 'পয়বস্তি ভূমিতে তালুকদারের স্বত্ব নাই।' *দর্পণ,* ১৮৩৯।

পয়মাল [ফা পায়মাল] ১ *বিণ* ধ্বংস। 'বেটার দুশমন যাঁর পয়মাল হইয়া।' *গরীব,* ১৭৬৫। ২ *বিণ* নষ্ট। 'আমার হিস্যা পয়মাল করিবার কারণ ...।' *ক্যালগে,* ১৭৯৮।

পয়রবী [ফা পায়রাবী] *বি* অনুসরণ। 'ইসলাম ধর্ম্মের পয়রবী করে।' *সাম্যবাদী,* ১৯২৩।

পয়লা [হি পহলা] ১ *বিণ* প্রথম। *মানোএল,* ১৭৪৩; 'আমি বোধ হয় পয়লা নম্বরের পুরস্কার পেতে পারি।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯। ২ *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'উমেদার এল আজ পয়লা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১।

পয়লা নম্বর [হি পহলা+ই নম্বর] *বিণ* সেরা। 'পয়লা নম্বর।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৭।

পয়লানম্বরি [হি পহলা+ই নম্বর>] *বিণ* শীর্ষস্থানীয়। 'গ্রামের সুন্দরীদের পয়লানম্বরি কাউকে তিনি বেছে নিলেন।' *মুজতবা,* ১৯৫৯।

পয়শৃস্তি [ফা পয়ওয়াস্ত] *বি* (পানির নীচ থেকে) পুনরায় জেগে ওঠা। 'শেই দুই গ্রাম পয়শৃস্তি হইয়াছে।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৮।

পয়সা, পয়শা [স পাদ>] ১ *বি* মুদ্রার একক। *মানোএল,* ১৭৪৩; 'চারি পয়শার সিন্দূর।' *দর্পণ,* ১৮২৬; 'খুদরা দেনা পাওনা বিষয়ে যে ক্লেশ ছিল পয়সার বাহুল্য হওয়াতে সে সকল কর্ম্মে কষ্ট সম্পন্ন হইতেছে।' *চন্দ্রিকা,* ১৮৩০। ২ *বি* নগদ অর্থ। 'তাঁহারা পয়সার লোভে যাহা বলেন।' *দিক্‌প্রকাশ,* ১৮৬৯। ৩ *বি* অর্থ-সম্পদ। 'আমি দুর্গন্ধ পয়সার কাঙাল!' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২। ৪ *বি* ভাড়ার মাশুল। 'ট্রাম-গাড়ি চড়বার পয়সা অনেককে চেয়ে চিন্তে নিতে হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

পয়সা ওড়ানো *ক্রি* বাজে খরচ করা। 'পয়সা ওড়াতে গিয়েছিলে?' *জীবন,* ১৯৩২।

পয়সাওয়ালা [পয়সা+হি ওয়ালা] *বিণ* বেশি টাকাপয়সা আছে এমন; ধনবান। 'পয়সাওয়ালা মোহাজেররা এসে একে পুনর্বার আবাদ করলো।' *মাহেনও,* ১৯৪৯; 'দু-একজন পয়সাওয়ালা পাঞ্জাবী কন্ট্রাকটারও এলেন।' *মুজতবা,* ১৯৫২।

পয়সাকড়ি *বি* টাকা-পয়সা। 'পয়সাকড়ি যখন দিল না।' *মানিক,* ১৯৪০।

পয়সা-টয়সা *বি* টাকাকড়ি। 'পয়সা-টয়সা পূর্বর মত দিতে পারব না আমি।' *জীবন,* ১৯৪৮।

পয়সা পাওয়া *ক্রি* অর্থ উপার্জন করা। 'আমি কবিতা শুনিয়ে পয়সা পেয়ে থাকি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

পয়সাবাজি [পয়সা+ফা বাজি] *বি* ধনীর ভাব দেখানো। 'মিছেমিছি পয়সাবাজি করে কী লাভ।' *জীবন,* ১৯৪৮।

পয়সাবিষয়ক [পয়সা+স বিষয়ক] *বিণ* মুদ্রা সম্পর্কিত। 'নানা প্রকার পয়সাবিষয়ক বৃত্তান্ত লেখেন।' *দর্পণ,* ১৮৩৩।

পয়সি [স পয়>] *ক্রিবিণ* জলে; নদীতীরে। 'পয়সি পয়াগে জাগ সত জাগই।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

পয়স্তি, পয়োস্তি [ফা পয়ওয়াস্ত] ১ *বি* নদীর তীরে জেগে ওঠা নতুন আবাদি জমি। 'নূতন পয়স্তি ভূমির উপর কর সংস্থাপন।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২। ২ *বিণ* আবাদি। 'আমাদের জমি যে পয়োস্তি হল – তার খাজনা তো আর আমরা কমি পাই নাই।' *তারা,* ১৯৪০।

পয়স্বিনী [স] ১ *বিণ* সুলক্ষণা। *সেবধি,* ১৮৩৯। ২ *বি* দুগ্ধবতী। 'মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিণী, শুভ্রকান্তি, পয়স্বিনী।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

পয়হাল *বি* স্পর্শন। *মানোএল,* ১৭৪৩।

পয়ান [স প্রয়াণ>] ১ *বি* গমন। 'একলি চললি ধনি হোই আগুআন। উমড়ি কহই সখি করহ পয়ান।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। ২ *বি* প্রস্থান। 'পুনরপি দ্বারকাএ করিল পয়ান।' *মালাধর,* ১৫০০। ৩ *বি* চলাচল। 'করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি তিমির পয়ানক আশে।' *গোবিন্দ,* ১৬০০। ৪ *বি* যাত্রা। 'প্রভাতে উঠিয়া নৃপ করিল পয়ান।' *আলাওল,* ১৬৮০।

পয়ার [স পদ>] ১ *বি* কবিতার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে চৌদ্দ মাত্রাযুক্ত ছন্দবিশেষ। 'ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।' *মালাধর,* ১৫০০; 'বাঙ্গালাভাষায় পয়ারাদিচ্ছন্দে অনুবাদিত।' *মদনমোহন,* ১৮৩৪। ২ *বি* চৌদ্দ অক্ষরের বিশেষ ছন্দে লেখা কবিতা। 'পয়ার লিখতে চেষ্টা করি।' *হুতোম,* ১৮৬১।

পয়াল [স প্রবাল>] *বি* প্রবাল। *মানোএল,* ১৭৪৩।

পয়েট [ই] *বি* কবি। 'তিনি পয়েট অর্থাৎ উক্ত ভাষায় কবি ছিলেন।' *দর্পণ,* ১৮৩২।

পয়েট লরিয়েট [ই] *বি* রাজকবি। 'পয়েট লরিয়েট নামক একজন রাজবাটীর কবি আছেন।' *কৃষ্ণভাবিনী,* ১৮৮৫।

পয়েন্ট [ই] *বি* খেলায় অর্জিত সাফল্য পরিমাপক একক; নম্বর। 'আপনাকে পঞ্চাশ পয়েন্টের খেলায় চ্যালেঞ্জ করতে আমি প্রস্তুত।' *শিবরাম,* ১৯৫০; 'লুৎফুন্নেসা ৪টি ইভেন্টে ২০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে।' *বেগম,* ১৯৬২।

পয়ো [স পয়ঃ] *বি* পানি। 'এই যে গেলাসে পীতবর্ণের পয়ো

দেখিতেছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। *দ্র* পয়[১]

পয়োঃপ্রণালী [স] *বি* পানি নিষ্কাশনের পথ; নর্দমা। 'আপনার নতুন পয়োঃপ্রণালী পরিকল্পনা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করছেন।' *শামসুর*, ১৯৭০।

পয়োনালী [স] *বি* নর্দমা। 'হায়ায় কঙ্কাল-পথ বিকারের পয়োনালী মাঝে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

পয়োদ *বি* মেঘ। 'পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পয়োধর [স] *বি* স্তন। 'উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল আধ পয়োধর হেরু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পয়োধার [স পয়োধর] *বি* স্তন্য ধারা। 'গর্ভ পাপ পয়োধার না হএ গোপন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পয়োধি [স] *বি* জলধর। 'পায়সপয়োধি সপসপিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

পয়োনিধি [স] *বি* সমুদ্র। 'এ হরি বন্দো তুঅ পদ নায়। তুঅ পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি পার হব কৌন উপায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পয়োবহ [স] *বি* মেঘ। 'আলোকাগারে কেন লো উদিছে পয়োবহ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পয়োবাহ [স] *বি* মেঘ। 'ঐরাবত সহ সৌদামিনী বহি পয়োবাহ যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পয়োভার [স] *বি* পয়োধর; স্তন। 'তালফল জিনিআঁ তোহ্মার পয়োভার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পয়োরাশি [স] *বি* মেঘদল। 'ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

পয়োস্তি *দ্র* **পয়স্তি**

পর[১] [স] *সর্ব* অপর; অন্য। 'দিসই পর অপ্যণা।' *চর্যা* ৩৯, ১২৫০; 'দুঠ মন মিছ দেখে আত্ম সম পর দেখে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরঅবধি [স পর-অবধি] *ক্রিবিণ* পর থেকে। 'এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অনুমতিপ্রাপণের পরঅবধি ঢাকা শহরের লোকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পরউচিষ্ট [স পর-উচ্ছিষ্ট] *বিণ* অন্যের এঁটো। 'পামর তুঞা পরউচিষ্ট না করিলি ঘেনা।' *মালাধর*, ১৫০০।

পর উপকার [স পর-উপকার] *বি* অন্যের উপকার। 'হঠ ন করিঅ কহু কর মোহি পার। সব তহ বড় থিক পর উপকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'জন্ম সার্থক করি পর-উপকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পর কাজ [স পর-কার্য] *বি* অন্যের কাজ। 'দেখি তোহ্মাক আজলী/ পর কাজে তোঁ বিকলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরদিন [স] *ক্রিবিণ* পরবর্তী দিনে। 'পরদিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পরদিন ভারত বাহিরে যাইবার সময় ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পর দিবস [স] *বি* পরের দিন। 'পরদিবসে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

পরদৈব্য [স পরদ্রব্য] *বি* অন্যের জিনিস। 'পরদৈব্য দেখি কেনে ভাল জনের লুভ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পর-দ্বারে যাওয়া *ক্রি* অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া। 'পর-দ্বারে আর যাব না ভাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পর পর [স] **১** *ক্রিবিণ* উত্তরোত্তর। 'শিবানন্দের বৃদ্ধি পর২ উন্নতির বাহুল্য হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *ক্রিবিণ* ক্রমান্বয়ে। 'রাজার ভয় পর পর বাড়িতে লাগিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পর-পরিচর্বা, পর-পরিচর্য্যা [স] *বি* পরের নিন্দা; পরহিংসা। 'পর-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া কোন প্রকারে কালাতিপাত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পর ভাগ্যোপজীবিতা [স] *বি* অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনধারণ। 'অন্যান্য দোষের মধ্যে পর ভাগ্যোপজীবিতা অতি প্রধান।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পর ভাগ্যোপজীবী [স] *বিণ* অন্যের উপর নির্ভরশীল। 'আমরা হইয়াছি পর ভাগ্যোপজীবী।' *রামরাম*, ১৮০২।

পরভাষাপারদর্শী [স] *বিণ* অন্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় দক্ষ। 'যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পররাজ্যলোলুপতা [স] *বি* অন্যের শাসিত ভূখণ্ডের প্রতি লোভ। 'পররাজ্যলোলুপতার উন্মাদনা এবং যুদ্ধের সাধ চিরতরে মিটাইয়া দাও।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

পর-রান্ধা [স পর-রন্ধন] *বিণ* অপরের রান্না করা। 'পর-রান্ধা ভাত খাইআ চান্দ পারা মু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরে **১** *ক্রিবিণ* পরবর্তী সময়ে। 'পরে তার পরিচয় পাবে অচিরাৎ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *অব্য* তবে। 'রাসুলকে চিনলে পরে খোদা চিনা যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

পরের *বিণ* পরবর্তী। 'তার পিছনে তার পরের জন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পরের গলায় দেওয়া – বিয়ে দেওয়া। 'কেন তবে আমাদের পরের গলায় দিতে চাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরের ঘর *বি* নিজের বাবা-মা ব্যতীত অন্য পরিবার। 'ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক – পরের ঘরে মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার – অপরকে বিপদে ফেলে নিজে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা। *সুবল*, ১৯০৬।

পরের ছেলে *বি* অপরের সন্তান। 'পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পরের তেলে কাপড় নষ্ট – পরের জিনিস পর্যাপ্ত পেলেও তার যথেচ্ছ ব্যবহার করতে নেই। *সুবল*, ১৯০৬।

পরের ধনে পোদ্দারি – অপরের সম্পদের সাহায্যে নিজে কর্তৃত্ব ফলানো। *সুবল*, ১৯০৬; 'পরের ধনে পোদ্দারি করা হচ্ছে যখন বাংলা ভাষার চিরকেলে বদ অভ্যাস।' *প্রমথ*, ১৯২২।

পরের ভাতে বেগুন পোড়া – পরের জিনিস পেয়ে তা আবার ইচ্ছামতো ব্যবহার করা। *সুবল*, ১৯০৬।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা – অন্যের ক্ষতি ক'রে নিজের স্বার্থ আদায় করা। 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার ব্যবসাটা লোপ পাওয়া দরকার।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আপনার গোঁপে তেল – অন্যের অনিষ্ট ক'রে নিজের স্বার্থসিদ্ধি। 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পর[২], 'পর [স উপরি] **১** *অব্য* উপরে। 'হেট 'পর সমুখ-বিমুখ ডান-বাম/ সর্ব রূপ একরূপ ছিল শূন্য ঠাম।' *সুলতান*, ১৭০০; 'বাবুই পাখিরা নীড় বাঁধে যথা তালের গাছের পর।' *জসীম*, ১৯২৯। **২** *অব্য* প্রতি।

'ইহারার পর বেরক্ত নহিবেন।' *বোগল*, ১৭৭০। ৩ *অব্য* পরে। 'চাহা পীরনের পর দশ ঘড়ি তক।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *ক্রিবিণ* পরবর্তী সময়ে। 'তোমরা আমার মৃত্যুর পর একত্র থাকিবা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৫ *বিণ* পরবর্তী। 'সে নীরবে একবার চক্ষুর পাতা খুলিতেছিল, পর মুহূর্তে বন্ধ করিতেছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পরে *ক্রিবিণ* উপরে। 'সে বৃক্ষের পরে নুর মুহম্মদ গিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

পর³ [ফা] *বি* পালক। 'ময়ূরের পর জিনে কেশ মাথ পরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পরআ [ফা পরওয়া] *বি* গ্রাহ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পরআনা [ফা পরোয়ানাহ্] *বি* আদেশনামা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পরওয়া [ফা] ১ *বি* গ্রাহ্য। 'রওজায় বসিয়া থাক কিবা পরওয়া কারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* ভয়। 'ক্যা ফুর্তি! কুচপরওয়া নেই, মদ লেয়াও!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

পরওয়ানা [ফা পরোয়ানাহ্] *বি* আদেশপত্র। 'শুনিয়া হানিফ মর্দ লিখেন পরওয়ানা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পরওয়ান [ফা পরোয়ানাহ্] *বি* পরোয়ানা। 'তাজি বোররাক হাঁকে অসমানে পরওয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পরওয়ার [ফা] *বি* স্রষ্টা। 'এয়ছা দোয়া করেছিল পাক পরওয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পরওয়ারদেগার, পরওয়ারদিগার [ফা] ১ *বি* পালনকর্তা। 'চালায়ো না তাদের পথে/ এই চাহি পরওয়ারদেগার।' *নজরুল*, ১৯৩২। ২ *বি* প্রতিপালক। 'আমাদের প্রার্থনা তাই শোন রব, পরওয়ারদিগার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

পরওয়ারেশ [ফা পরওয়ারিশ] *বি* পৃষ্ঠপোষকতা; সহায়তা। 'বাংলা ভাষা মুসলমান বাদশাহ এবং আমীর-ওমরাহদের নেকনজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পরক¹ [স] *বিণ* অপরের। 'বড়ায়ি পরক বিনাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরক² [স পরীক্ষা>] *বি* বিচার। 'বেদ পরক কেহ হরির ভাবন।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরকলা, পরকোলা¹ [ফা পরকালাহ্] ১ *বি* কাচের গোল চাকতি; চশমার কাচ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫: 'অভ্যস্ত পরকলার মতো চোখের পরে এমন শক্ত হয়ে বসে যায় ...।' *জবন*, ১৯২৫; 'কেবল বাজে খরচের মধ্যে একটা চক্ষু, কিন্তু চসমায় দুখানি পরকোলা বসান।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* আয়না। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পরকামী [স] *বিণ* পরনারীতে আসক্ত। 'তোমার যে স্বামী সে তোমার নয় কিন্তু পরকামী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পরকার [স প্রকার] ১ *বি* রীতি; প্রণালী। 'আলিঙ্গন কৈল কাহ্নাঞিঁ নানা পরকার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রকার। 'নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরকারে *ক্রিবিণ* প্রকারে; উপায়ে। 'কোন পরকারে তারে জিনিতে না পারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরকাল [স] ১ *বি* পরবর্তী কাল। 'বস্তাকারতারূপ কার্য্যকালে ও তাহার ধ্বংসে পরকালেও ঐ এক তন্তস্বরূপের ব্যাঘাত ব্যতিরেকেই থাকে ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭। ২ *বি* মৃত্যুপরবর্তী কাল। 'ছেলে হতে ইহকালও গেল – পরকালও গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পরকাশ [স প্রকাশ] *বি* প্রকাশ। 'দেখৌ দশনের যুতী চন্দ্র পরকাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরকাসা [স প্রকাশ>] *ক্রি* প্রকাশ পাওয়া। 'তথাপি হৃদএ কৃষ্ণ নাহি পরকাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরকিত [স প্রকৃত] *বিণ* আসল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পরকীয় [স] ১ *বিণ* অপরের। 'পুরুষাধমের ... দুর্বৃত্তি ও স্বকীয় সত্ত্বে পরকীয় নিমিত্তে লালসা।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'পরকীয় মহিলা গৃহে রাখা অতি কঠিন কর্ম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম। 'কোন পাশার বউ কোন মিনিস্টারের সঙ্গে পরকীয় করেন ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পরকীয় রমণী [স] *বি* পরনারী। 'অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পরকীয়া [স] ১ *বি* (বৈষ্ণবশাস্ত্র) প্রেমের প্রকারবিশেষ। 'অতএব মধুর রস কহি তার নাম/ স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ১ *বি* পরনারী। 'স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বনিতা।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* প্রেমিকা। 'বাহ্যতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া হইলেও মূলতঃ তাহা নহেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

পরকীয়াবাদ [স] *বি* বৈষ্ণবদের পরকীয়া প্রেমবিষয়ক মতবাদ। 'ইহার মধ্যে আবার একান্তভাবে পরকীয়াবাদেরই প্রাধান্য।' *হাই*, ১৯৫৪।

পরকুচ্ছা [স পরকুৎসা] *বি* পরনিন্দা। 'পরকুচ্ছা অধর্ম বিনা কেমনে করে রহে গো।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

পরকোলা¹ দ্র **পরকলা**

পরকোলা² [স পর+কোল>] *বি* দোলা। 'তেমনি করে দুলব আমি তোমার বুকের পরকোলায়।' *নজরুল*, ১৯২৩।

পরক্ষণে [স পরক্ষণ>] *ক্রিবিণ* অল্প পরে। 'উৎসাহের শিখা ... জাজ্বল্যমান হইয়াও পরক্ষণে নির্বাণ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

পরখ [স পরীক্ষা] *বি* পরীক্ষা। 'কেহ তবলায় চাঁটি দিয়া পরখ করে।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'এ-গাঁর লোকও করতে পরখ ও গাঁর লোকের বল।' *জসীম*, ১৯২৯।

পরখ করা *ক্রি* যাচাই করা। 'কেহ তবলায় চাঁটি দিয়া পরখ করে।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'তোমার এ কি পরখ করা?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পরখদার [স পরীক্ষা+ফা দার] *বি* যে পরীক্ষা করে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পরখাই [স পরীক্ষা>] *বি* পরীক্ষা। 'পোদ্দারের টাকা পরখাই করিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

পরখাই বাট্টা *বি* একপ্রকার কর। 'পরখাই বাট্টা নামে আর একটা আদায়ের পথ আছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

পরখা, পরখানো [স পরীক্ষা>] *ক্রি* পরীক্ষা করা। **পরখান** *ক্রি* পরীক্ষা করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯২। **পরখিআ** *ক্রি* পরীক্ষা ক'রে। 'সব পরখিআ মোরে দেখাও-এখন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পরগনা, পরগণা [ফা পরগনা] ১ *বি* প্রদেশের অংশ; জেলা; জেলার অংশ। 'কলিকাতা পরগণা তার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'আসপাশ চৌদিগের সমস্ত পরগনায় ঢেঁড়ি দিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* রাজস্ব আদায়ের নির্দিষ্ট এলাকা। *ক্যালগে*, ১৭৮৮।

পরগন [ফা পরগনা] *বি* রাজস্ব আদায়ের অঞ্চল। 'সাকীমে পরগনে চুনাখালি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

পরগনে, পরগণে [ফা পরগনা] ১ *বি* প্রদেশের অংশ; জেলা; জেলার অংশ। 'পরগণে মনোহর সাহি ওগয়রহ আপনকার ইজারা

ছিল ইস্তক ...।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭; 'পরগনে সিলেমাবাদ মৌজে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* রাজস্ব আদায়ের নির্দিষ্ট এলাকা। 'পরগণে বৈকুণ্ঠপুরে রাজা শ্রীযুত সর্ব্বদে রায়কত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

পরগাছা [স পর+গাছ>] **১** *বি* পরজীবী উদ্ভিদ। 'কোনও কোনও উদ্ভিদ ভূমিতে না জন্মিয়া, বৃক্ষের উপরে জন্মে ... এরূপ উদ্ভিদের নাম তরুরুহ বা পরগাছা।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বিণ* অপরের আশ্রিত। 'আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করব ... পরগাছা হয়ে নয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **৩** *বিণ* অন্যের মুখাপেক্ষী। 'পরগাছা মুরুব্বিকে আবার সম্মান।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

পরগাস [স প্রকাশ] *বি* প্রকাশ। 'কণ্টক মাঝ কুসুম পরগাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরগৃহ [স] *বি* অন্যের ঘর। 'ডাকা চুরি পরগৃহ-দাহ সর্বক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পরগ্লানি [স] *বি* পরনিন্দা। 'বিশেষ কহাতে আত্মশ্লাঘা পরগ্লানি হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পরঘর [স পর+ঘর] *বি* অন্যের ঘর। 'পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরচণ্ড [স প্রচণ্ড] *বিণ* প্রচণ্ড। 'পাইক রণে পরচণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **প্রচণ্ড**

পরচর [স প্রচার] *বি* প্রচার। 'আদ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **প্রচার**

পরচর্চা, পরচর্চ্চা [স] **১** *বি* অপরের দোষত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা। 'হুতোমের নকশা অতি কদর্য্য বই, কেবল পরনিন্দা, পরচর্চ্চা খেঁউড় ও পচালে পোরা।' *হুতোম*, ১৮৬৮। **২** *বি* অন্য ব্যক্তিকে নিয়ে মাথা ঘামানো। 'বিষয়ী লোকেরাও পরনিন্দা পরচর্চা করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পরচা[1] *ক্রি* পৌছে দেওয়া। 'সেই কথা দিদি ঠাকরুণদের পরচে দিচ্ছিলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পরচা[2] [ফা] *বি* জমির খাজনা ও পরিমাণ উল্লিখিত দলিল। 'সেটেলমেন্টের খরচের অংশ দিয়া প্রজারা পরচা লইয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

পরচে [ফা পরচাহ্] *বি* বংশাবলির পরিচয়। 'ভ্যানর ভ্যানর করে পরচে পাড়তে লাগল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

পরচার [স প্রচার] **১** *বি* প্রচার। 'সকল ভুবনে পরচার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ঘোষণা। 'সিডিসন পরচার।' *রোকেয়া*, ১৯২২। *দ্র* **প্রচার**

পরচারা [স প্রচার>] *ক্রি* প্রচার করা। 'ইথে কেই কর পরচারী। কাঁদন মাখী হাসি দেই গারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরচালা [স পর>] *বি* ঘরের চালের প্রলম্বিত অংশ। 'একখানা আটচালা দেখিয়া তাহার পরচালার নীচে আশ্রয় করিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পরচুর [স প্রচুর] *বিণ* অনেক। 'আক্কার দাণ আতি পরচুর।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **প্রচুর**

পরচুল [স পর+চুল] *বি* কৃত্রিম চুল। 'ঘষা পরচুল শিরে যেন চাঁদ ঘন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পরচুলা, পরচুলো [স পর+চুল>] *বি* মাথায় লাগানো অন্যের চুল অথবা কৃত্রিম চুল। 'মাথায় নানাপ্রকার কোঁকড়ানো পরচুলো বসানো রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'কিন্তু পরচুলো তার বাতাস কাটলে না।' *অবন*, ১৯২৫।

পরচে *দ্র* **পরচা**[2]

পরচ্ছিদ্রান্বেষী [স] *বিণ* অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় এমন। 'পরচ্ছিদ্রান্বেষী, পরসৌভাগ্যে ঈর্ষাতুর, কুটিলচিত্ত, সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত লোকের অভাব সেই সভায় ছিল না।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

পরজ [স পরজিকা] *বি* (সংগীত) একটি রাগিণীর নাম। 'বাহার – পরজ ও সোহিনীর যোগে উৎপন্ন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিবিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

পরজগৎ [স] *বি* বিশ্বাসীদের মতে মৃত্যুপরবর্তী জগৎ। 'পরজগতে তারা তত বেশী সুখ ভোগ করবেন।' *সওগাত*, ১৯২৯।

পরজন্ত [স পর্যন্ত] *অব্য* পর্যন্ত। 'দিনে দিনে খিন তনু হিম কমলিনি জনু না জানি কি জিব পরজন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **পর্যন্ত**

পরজন্ম [স] *বি* (হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী) মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ। 'ইহজন্ম, পরজন্ম, বহুজন্ম পরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পরজরি [ই perjury] *বি* মিথ্যা সাক্ষ্য দানের অপরাধ। 'মিথ্যা কথা বল্যে পরজরি হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

পরজা [স প্রজা] *বি* জমিদারির অন্তর্গত লোকজন। 'কিষ্কিন্দা নগরে দুহেঁ পালেন পরজা।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরজাতি [স] *বি* ভিন্ন জাতি। 'কেবল রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'কোন্ জাতি পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পরজাতীয় [স] *বিণ* অন্য জাতের। 'পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যত্ব প্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পরজাতীয়ের *বিণ* ভিন্ন জাতির। 'ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে ... রেখেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পরজাপতি [স প্রজাপতি] *বি* প্রজাপতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পরজীবী [স] *বিণ* পরনির্ভর। 'ভেবেছিলি চির চিরন্তন কালাবর্তপরিস্ফীত, পরজীবী রঙের স্বপ্নেরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

পরঞ্চ [স] *অব্য* তবুও। 'পরীক্ষা লওয়াতে শেষে তাঁহার প্রাণহারাণ আটক নাহি পরঞ্চ দর্পণপ্রকাশক ... লিখেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পরটা [হি পরাঠা] *বি* ঘি অথবা তেলে ভাজা রুটিবিশেষ। 'কী দিয়া খাইব পরটা!' *নজরুল*, ১৯৩১।

পরণ [স পরিধান] *বি* পরিধান। 'আমরা পরণের শাড়ি কিনিতেছি বিলাত হইতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরণাম [স প্রণাম] *বি* প্রণাম। 'শুন শুন সুন্দরি তোহে পরণাম/ হাম নাহি যায়ব সো পিয়ঠাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরণাম করন *বি* প্রণাম করা; সালাম করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পরণি [স প্রাণ] *বি* জীবন। 'আল্লারে মারিতে নার তোহোর পরণি।' *সুলতান*, ১৭০০।

পরত [আ ফর্দ] *বি* স্তর। 'শতেক পরতে যদি কস্তুরী ঢাকএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পরতে পরতে *ক্রিবিণ* স্তরে স্তরে। 'অন্তরের পরতে পরতে প্রবেশ করতে পেরেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পরতত্ত্বধাম [স] *বি* পরম সত্তা। 'বৃহদ্‌বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরতন্ত্র [স] **১** *বিণ* পরাধীন। 'আমি পরতন্ত্র মোর প্রভু গৌরচন্দ্র।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কুচ্যামোড় কার হাথে কার জলচ যন্ত্র সাধুকে তাড়িআ ধরে নহে পরতন্ত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। 'এই উভয়ের মধ্যে স্ব-তন্ত্র কেহই নহে, উভয়েই পরতন্ত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরতন্ত্রতা [স] *বি* পরাধীনতা। 'পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পরতয় [স প্রত্যয়] *বি* বিশ্বাস। 'আল আহ্মাতে কর পরতয়।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **প্রত্যয়**

পরতহ [স প্রত্যহ] *ক্রিবিণ* প্রত্যহ। 'রোপলহ পহ লহ লতিকা আনি। পরতহ জতনে পটবিতহ পানি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। দ্র **প্রত্যহ**

পরতান্ত্রিক [স] *বিণ* পরনির্ভর। 'উপন্যাসে নব্য যুগের নির্বীর্য, নপুংসক, নির্বিঘ্ন, দীনসত্ত্ব, পরতান্ত্রিক চরিত্রের আবির্ভাব সূচিত হয়েছে।' *শিব*, ১৯৫০।

পরতাপ [স প্রতাপ] *বি* প্রতাপ। 'নামের পরতাপে যার ঐছন করিল গো।' *ছিচজী*, ১৬০০।

পরতাল [ফা পরদাল] *বি* পুনর্বার ওজন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পরতিরী [স পরস্ত্রী] *বি* অন্যের স্ত্রী। 'তেকারণে রাধা তোক যোড়োঁ পাঁচ বাণে/ হেন পাঁচ বাণে কাহ্ন মারে পরতিরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরতীত, পরতিত [স প্রতীতি>] *বিণ* বিশ্বাসযোগ্য। 'তোর বোল পরতিত মোরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আপনা আপনি মম বুঝাইতে পরতীত নাহি হয়।' *ছিচজী*, ১৬০০।

পরতেক[1], পরতেখ [স প্রত্যক্ষ] ১ *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'পরতেক মোর নয়নগোচর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'জলত নাম্বিল কাহ্নাঞি মোর পরতেখ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সাক্ষাৎ। 'তাল তৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরতেক[2], পরত্যেক [স প্রত্যেক] *বি* প্রত্যেক জন। 'সেই অধিষ্ঠিত হয় সেখ পরতেকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কথ দূর হেটে গিয়া বুঝিল পরত্যেক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পরত্ব [স] *বি* অন্যের স্বাতন্ত্র্য। 'নিজত্বহারা কখনো পরত্বহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরথিবী [স পৃথিবী] *বি* পৃথিবী। 'তাহার মাংসে পরথিবী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। দ্র **পৃথিবী**

পরথুপী *বি* পতঙ্গবিশেষ। 'মধুকূপী আর পরথুপী আর কানসোনা, নীলমাছি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

পরপ্রদত্ত [স] *বিণ* অপরের দেওয়া। 'সমস্ত জীবন পরপ্রদত্ত সাজ প'রে রহিবে না বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

পরদল [স] *বি* রাজ্যের বাইরের দল। 'ঘরদল পরদল নাহি চিনি তোমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরদা [ফা পরদাহ্] ১ *বি* স্তর। 'সত্তুর পরদা জামা হানিফার গায়।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* পুরুষের সামনে নারীর উপস্থিত না হওয়ার রীতি। 'গোশু ও পরদার বিসয়।' *ব্যালগে*, ১৭৮৭। ৩ *বি* বেড়া। 'পল্যঙ্কের অতি সন্নিকটে একটি কাঠের পরদা ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৪ *বি* কাপড়ের আচ্ছাদন। 'পরদার পাশ হইতে একটি পটলচেরা চোখ তাঁকে দেখিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৫ *বি* পাতলা আবরণ; ঝিল্লি। 'চক্ষুর পশ্চাতে স্নায়ু নির্মিত একখানি পরদা আছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

পরদানিশীন [ফা পরদা+ফা নিশীন] *বিণ* অবরোধবাসী। 'স্ত্রীলোক-দিগকে পরদানিশীন করিয়া রাখে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পরদানসিন [ফা পরদা+ফা নিশীন] *বি* অবরোধবাসিনী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পরদা প্রথা [ফা পরদা+স প্রথা] *বি* নারীদের অন্তঃপুরে বাস করানোর রীতি। 'পরদা-প্রথার যে মিথ্যা আজি দুলালের তার হায়,/ এমনি করিয়া করেছে পৃথক, ভাস্তিত যে আজি তায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

পরদাবৃত [ফা পরদা+স আবৃত] *বিণ* পর্দা লাগানো হয়েছে এমন। 'মাঝে একটি পরদাবৃত দরজা।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পরদাড়ি [স পর+দাড়ি] *বি* নকল বা কৃত্রিম দাড়ি। 'আমি আসি ওই পরদাড়ির মুখোশ খুলে তার ভিতরের বীভৎস কদর্যতা সকলের সামনে তুলে ধরতে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পরদাদা *বি* প্রপিতামহ। 'লাঠিটা ছিল শোয়েব নবীর পরদাদার আমলের।' *মনসুর*, ১৯৫০।

পরদার [স] *বি* অন্যের স্ত্রী। 'কত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরদার কেলি [স] *বি* পরকীয়া প্রেম; নিজ স্ত্রী ভিন্ন অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম। 'ঘরের স্বামী হইয়া করে পরদার কেলি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পরদারনিরত [স] *বিণ* অন্য নারীতে আসক্ত। 'স্বামী পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ করিয়া কে রাগ না করিবে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পরদাররত [স] *বিণ* পরস্ত্রীগামী। 'যুবক হয়ত মদ্যপায়ী, নয় পরদাররত।' *সাধারণী*, ১৮৮০।

পরদারা [স পরদার>] *বি* পরস্ত্রী। 'পরদারা পরধন হরণে ব্যাকুল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পরদারালোভ [স] *বি* পরস্ত্রীলোভ। 'পরদারালোভে সবংশে মজিলি, দুষ্ট।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পরদারি [স পরদার>] *বি* অন্যের স্ত্রীর প্রতি আসক্তি। 'পরদারি করিতে মতি না লয়ে তাহান।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পরদারী [স পরদার>] *বিণ* অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গকারী। 'পরদারী নহি আমি না করি পরদার।' *সুলতান*, ১৭০০।

পরদুঃখ [স] *বি* অন্যের দুঃখ। 'মহৎ যে পরদুঃখ দুঃখী সে সুজন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পরদুঃখকাতর [স] *বিণ* অন্যের দুঃখে বিচলিত। 'ভদ্রসংযত ব্যবহার এবং পরদুঃখকাতর হৃদয় ভগবান তাকে দিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

পরদুঃখকাতরতা [স] *বি* অন্যের দুঃখে কষ্ট বোধ। 'দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম, সুনাম, যশঃকীর্তি, পরদুঃখকাতরতা ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পরদুখ [স পরদুঃখ] *বি* অপরের বেদনা। 'মাৎসর্য – যার সুখ, পরদুখে, পরলকণ্ঠ!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পরদুখ্খ [স পরদুঃখ] *বি* অন্যের দুঃখ। 'যে জন আপনা বুঝে পরদুখ্খ তারে সুঝে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

পরদেশ [স] *বি* বিদেশ। 'স্বদেশে পরদেশে তুল্য মর্য্যাদা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পরদেশমুখী [স] *বিণ* অন্য দেশের দিকে তাকিয়ে থাকে এমন। 'পরদেশমুখী মনকে স্বদেশের মমতা দিয়ে ভিজিয়ে তোলা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পরদেশলুণ্ঠন [স] *বি* অন্যদেশ লুট করা। 'পরস্ত্রীহরণ,

পরধনঅপহরণ, পরদেশলুণ্ঠন ... তাঁহার প্রধান আমোদ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পরদেশি, পরদেশী [স পরদেশ>] *বিণ* ভিন্ন দেশের। 'একেবারে না ছাড়ো মায়া ও কালাচান্দ পরদেশী।' *সুলতান*, ১৭৫০; 'পরদেশি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পরদেশী সংগীতের ঐকতান।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

পরদেশিয়া [স পরদেশীয়] *বিণ* বিদেশি। 'জাগিয়ে গেল পরদেশিয়া বিধুর বধূর মধুর ব্যথা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পরদেশীয় [স] *বিণ* অন্য দেশের। 'পরদেশীয় ভাষা মাত্র অভ্যাসে যে কাল ব্যয় হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পরদ্বন্দ্ব [স] *বি* অপরের বিরোধ। 'পরদ্বন্দ্বে ধরে ছলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরদ্বেষ [স] *বি* পরহিংসা। 'পরদ্বেষ পরধন হরণ প্রভৃতি কুকর্মে রত না হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

পরদ্রব্য [স] *বি* অন্যের দ্রব্য। 'তাহারা পরিশ্রমে অবহেলা করিয়া পরদেশ আক্রমণ ও পরদ্রব্য লুণ্ঠন এই উভয়ই জীবিকা স্বরূপ জ্ঞান করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পরদ্রব্যাপহরণ [স পরদ্রব্য-অপহরণ] *বি* অন্যের জিনিসপত্র আত্মসাৎ। 'চোর পরদ্রব্যাপহরণদ্বারা প্রতিপালিত হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পরদ্রোহ [স] *বি* অপরের ক্ষতিসাধন বা তার চিন্তা। 'যে মদন তনুহীন পরদ্রোহে পরবীণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরদ্রোহী [স] *বিণ* পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট। 'সে ব্যক্তি দ্বেষী ও পরদ্রোহী হইলেও বিপুল ধন সঞ্চয় করিতে পারিবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পরধন [স] *বি* অন্যের সম্পত্তি। 'পরধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরধর্ম, পরধর্ম্ম [স] *বি* ভিন্ন ধর্ম। 'পরধর্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাব ভয়ানক ছিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮; 'কথায় বলে পরধর্ম ভয়াবহ, কিন্তু আসলে স্বধর্মই ভয়াবহ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

পরধর্মাবলম্বী [স] *বি* ভিন্ন ধর্মের অনুসারী। 'পরধর্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাব ভয়ানক ছিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

পরধান [স প্রধান] *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'রঘুবংশ পরধান আছে শ্রীরাম নাম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরন-পরিচ্ছদ [পরন+স পরিচ্ছদ] *বি* পোশাক-আশাক। 'তিনি ছিলেন প্রিয়দর্শন, পরন-পরিচ্ছদে শৌখীন।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

পরনাম [স প্রণাম] *বি* প্রণতি; অভিবাদন। 'রথে হইতে উলি তিনে পরনাম করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরনারী [স] *বি* অন্যের স্ত্রী। 'দান সাহ পরনারী আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরনালা [স প্রণালী] *বি* খাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পরনি *বিণ* স্পর্শী। 'আকাস পরনি যবেঁ ঢেউ আইসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরনিন্দক [স] *বিণ* অন্যের নিন্দা করে এমন। 'আমি পরনিন্দক।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পরনিন্দা [স] *বি* অন্যের কুৎসা বর্ণনা। 'পরনিন্দা করিলে কীবা কহিলে নিজ ধর্ম।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরনিন্দাপরায়ণ [স] *বিণ* পরের নিন্দায় আসক্ত। 'পরনিন্দাপরায়ণ অনেক জন হাঁগর কলিকাতা বাস করিতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

পরনিপাত [স] *বি* সমাসে পূর্বপ্রযুক্ত শব্দের পরে উচ্চারণ। 'এই বিশেষণপদের পরনিপাত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

পরনির্ভর [স] *বিণ* অপরের উপর নির্ভর। **পরনির্ভরতা** [স] *বি* অপরের উপর নির্ভরশীলতা। 'পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পরনির্ভরশীল [স] *বিণ* অন্যের মুখাপেক্ষী। 'তারা পরনির্ভরশীল তো নয়ই।' *বেগম*, ১৯৫২।

পরনির্ভরশীলতা [স] *বি* অন্যের উপর নির্ভরতা। 'পরনির্ভরশীলতা ভাঙতে হবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

পরনেওয়ালা [হি] *বি* পরিধান করে যে। 'গরমে পরনেওয়ালার গায়ে ঘামাছি হওয়ার আশংকা থাকে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

পরন্তপ [স] ১ *বি* শত্রুকে নিগৃহীত করে যে। 'মহাতেজাঃ পরন্তপ চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্তিগণের ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। ২ *বিণ* শত্রুকে পীড়ন করে এমন। 'বাসুকুল-ঈশ্বর, – প্রচেতাঃ পরন্তপ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পরন্তু [স] ১ *ক্রিবিণ* পক্ষান্তরে। 'পরন্তু তাঁহার পূর্ব্বতন কালীয় ব্রহ্মগুপ্ত বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা স্ব স্ব গ্রন্থে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *ক্রিবিণ* অধিকন্তু। 'পরন্তু যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

পরপদ [স] *বি* অন্যের পা। **পরপদদলিত** [স] *বিণ* অন্যের পায়ের তলায় পিষ্ট। 'আমরা পরাধীন ও পরপদদলিত হইয়াছি।' *মিহির*, ১৮৯৯।

পর-পদলেহন [স] *বি* অন্যের পুরোপুরি অধীনতা স্বীকার; অন্যের পা চাটা। 'পর-পদলেহন ত্যাগ করিয়া স্বাধীনচিত্ত উন্নত-শীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

পরপদানত [স] *বিণ* পরের অধীন। 'আর এই পরপদানত/ স্যাঁতসেতে জাত বুদ্ধিহত।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

পরপরায়ণতা [স] *বি* অপরের প্রতি আনুগত্য। 'এরূপ উগ্র পরপরায়ণতা বিধাতার অভিপ্রেত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরপরিবাদ [স] *বি* অন্যের নিন্দা। 'পরপরিবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

পরপার [স] ১ *বি* অপর তীর। 'সিন্ধুনদের পরপারে যে কি আছে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ২ *বি* অন্য প্রান্ত। 'সেই পরপারে, সেই বিদেশে এক দুয়ারানীর ছেলে এক রাজপুত্র বাস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পরপারবর্তী [স] *বিণ* অপর তীরে অবস্থিত। 'ছায়াপথের পরপারবর্তী সুদূর শান্তিনিকেতনের একখানি ছবির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'পরপারবর্তী ঘন অরণ্যের শাখা-পত্র-জটিল নিবিড়তা দৃষ্টিদুর্ভেদ্য।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পরপীড়ক [স] *বিণ* অন্যকে নির্যাতনকারী। 'অতি পাপিষ্ঠ পরপীড়ক নরাধম ... পরম সুখে কাল যাপন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পরপীড়ন [স] *বি* অন্যের উপর অত্যাচার। 'পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পরপীড়া [স] *বি* অন্যকে নির্যাতন। 'কৃতঘ্ন হইব নর পরপীড়া নিরন্তর বেদনিন্দা করিব ব্রাহ্মণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরপুত্র [স] *বি* অপরের পুত্র। 'পরপুত্র যদি মাতার ক্রোড় ... অধিকার করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

পরপুরুষ [স] ১ *বি* স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষ। 'আন্ধার কোমল দেহে না জাণো দূতী পরপুরুষের নেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পরবর্তী প্রজন্ম বা বংশধর। 'অসীমকাল পর্য্যন্ত পরপুরুষের নিবাসের সম্ভাবনা

আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পরপুরুষরতা [স] *বি* স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা। 'প্রায়ই পরপুরুষরতা হইয়া জারজ সন্তান উৎপন্ন করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পরপুরুষাভিলাষ [স পরপুরুষ-অভিলাষ] *বি* স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা। 'পরপুরুষাভিলাষ করা কুলকামিনীদিগের অতি অনুচিত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পরপ্রত্যাশী [স] *বিণ* পরনির্ভরশীল। 'পরপ্রত্যাশী হওয়া বড় দুঃখ।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

পরপ্রান্ত [স] *বি* অপর প্রান্ত। 'পাড়ার পরপ্রান্তে কোনো দোতলা হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পরপ্রেরিত [স] *বিণ* অন্যের প্রেরিত। 'সৈনিক পুরুষ, পরপ্রেরিত প্রনিধি বলিয়া, তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পরব [স পর্ব] *বি* পর্ব; উৎসব। 'তথাপি বাবু কহিলেন অদ্য পরবের দিন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পরবত [স পর্বত] *বি* পাহাড়। 'তার ঘাএঁ পরবত চুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **পর্বত**

পরবন্ধ, পরবন্দ [স প্রবন্ধ] *বি* কৌশল। 'কিসক করহ কাহ্ন হেন পরবন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নানা রসে পরবন্দে ভূঞ্জি উপভোগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরবর্তী [স] *বিণ* ভবিষ্যতের। 'সেই ছাঁচেই পরবর্তী জীবন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পরবল [স প্রবল] *বিণ* প্রখর; প্রচণ্ড। 'বড়য়ী কোঁঅলী মোঞঁ রৌদ পরবলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরবশ [স] ১ *বিণ* বশবর্তী। 'বেণু কুটাধর রস হঞা লোভে পরবশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পরবাস; দেশান্তরিত। 'পুত্র দারা সঙ্গে মুঞ্রি হৈলুঁ পরবশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পরবশতা [স] *বি* পরাধীনতা। 'পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরবস [স পরবশ] *বিণ* বশবর্তী। 'মিলি সামি নাগর রসধারা। পরবস জনি হোঅ হমর পিয়ারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরবশ্যতা [স] *বি* পরাধীনতা। 'উচিত কাঁটায় পরবশ্যতাও ম্লান হয়ে আসে।' *শক্তি*, ১৯৭০।

পরবস্তি [ফা পর্‌ওয়ারিশ্] ১ *বিণ* আমন্ত্রিত। 'পূজোর সময় পরবস্তি হই যেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* প্রতিপালন। 'আজ দরওয়ান কাল ওস্তাদ – যখন যার যেমন পরবস্তি হয়।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

পরবাঞ্ছাপূরক [স] *বিণ* অন্যের বাসনা পূরণকারী। 'রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন পরবাঞ্ছাপূরক ছিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পরবানা [ফা পর্‌ওয়ানাহ্] *বি* আদেশনামা। 'তাঁহারা কেবল দর্শন করিবার জন্যে পরবানা দেন এমত নহে ইংরাজের দ্বারা রথপর্য্যন্তও প্রস্তুত হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পরবাস [স প্রবাস] *বি* প্রবাস; দেশান্তর। 'তুমি জাও পরবাস আমার হৃদএ ত্রাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'শুন ওরে শুন প্রাণ, প্রিয় পরবাসে যান ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। *দ্র* **প্রবাস**

পরবাস করন *বি* বিদেশ গমন। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

পরবাসী [স প্রবাসী] ১ *বিণ* বিদেশি; ভিনদেশি। 'পরবাসী ব্যাপারী এ পথে যাত্যে মানা।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বুনো হাঁস-হাঁসীদের সনে ফেরে পরবাসী প্রিয় আর প্রিয়া!' *জীবন*, ১৯৩০। ২ *বি* পরদেশে বাস করে যে। 'পরবাসী ফিরে এস ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পরবিদ্বেষ [স] *বি* পরহিংসা। 'এই পরবিদ্বেষ ... কাহারও অগোচর নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পরবিমুখ [স] *বিণ* অপরের স্বার্থ সম্পর্কে নীরব। 'হিন্দুরা আত্মকেন্দ্রী এবং পরবিমুখ।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

পরবিমুখতা [স] *বি* অপরের স্বার্থ সম্পর্কে নীরবতা। 'হিন্দুর পরবিমুখতা তাকে বারবার ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

পরবীণ [স প্রবীণ] *বিণ* প্রবীণ। 'যে মদন তনুহীন পরদ্রোহে পরবীণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরবুদ্ধ [স প্রবুদ্ধ] *বিণ* জ্ঞানলাভ করেছে এমন। 'আত্মবুদ্ধে পরবুদ্ধে ব্রহ্মাব জেই হয়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরবেশ, পরবেস [স প্রবেশ] ১ *বিণ* প্রকাশিত। 'নহুলী যৌবন হের তোর পরবেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রবেশ। 'কুচভয়ে কমলকোরক জলে মুদি রহু ঘট পরবেসে হুতাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পরবোধ [স প্রবোধ] *বি* আশ্বাস। 'না তাতিহ পরবোধ দেহ নারায়নে।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রবোধ**

পরবোধি [স প্রবোধ>] *ক্রি* প্রবোধ দেওয়া। 'সখি পরবোধি সয়নতল আনি। পিয় হিয় হরখি ধএল নিজ পানি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরব্যবসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পরকীয়ায় মত্ত। 'পরব্যবসিনী রমণী যেমন গৃহকর্মে ব্যগ্র থাকিয়াও ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

পরব্রহ্ম [স] *বি* পরমেশ্বর। 'পূর্ণভাবে কন তবে প্রভু পরব্রহ্ম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'সঙ্গীত দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

পরব্রহ্মপ্রাপ্ত [স] *বিণ* মৃত। 'সমাধিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

পরভাত [স প্রভাত] *বি* প্রভাত। 'কালী পরভাতে আসি চাহিব কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **প্রভাত**

পরভাষা [স] *বি* অন্য ভাষা। 'আত্মভাষা অপেক্ষা পরভাষা শিক্ষার নিমিত্তে চতুর্গুণ ধনের প্রয়োজন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পরভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* পরের সাথে প্রেমালাপ করে এমন। 'সমস্ত দিবস পরিশ্রমান্তে পরভাষিণী বনিতার মধুরালাপে শ্রম সার্থক করিতে পারেন নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

পরভু [স প্রভু] *বি* প্রভু। 'পরভুর আসন বিষ্ণু সহিতে না পারে।' *রামাই*, ১৭১০। *দ্র* **প্রভু**

পরভূত [স প্রভূত] *বিণ* প্রভূত। 'কি করব মারুত/ চঞ্চল পরভূত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পরভৃত [স] *বি* কোকিল। 'পরভৃতকে ডরেঁ পাঞ্চস লএ করে বাএস নিকট পুকারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরভৃতবধূ [স] *বি স্ত্রী* কোকিল। 'গুঞ্জরে মঞ্জির রব পরভৃতবধূ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পরভোজী [স] *বিণ* খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। 'আনত করিয়া শির/ পাতিয়া দুহাত লয়ে উচ্ছিষ্ট পরভোজী গোষ্ঠীর।'

মাহেনও, ১৯৪৯।

পরম [স] ১ *বিণ* চূড়ান্ত। 'পরম মোখ লবএ মুক্তিহার।' *চর্যা ১১*, ১২০০। ২ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'পরম জ্যোতিসপুরি মহাঘোরতর।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* অত্যন্ত। 'নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* পরিপূর্ণ। 'পরম মুকে বসতি করিয়া ভোগ করহ।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪।

পরমকারুণিক [স] *বিণ* অত্যন্ত দয়ালু। 'কলিকাতা মহনগরীতে পরমকারুণিক কোম্পানি বহাদর অনেক অর্থব্যয়পূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

পরমকাষ্ঠা [স] *বি* চরম উৎকর্ষ। 'হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সার ভাব/ ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরমকৌতুকী [স] *বিণ* অত্যন্ত রহস্যময়। 'এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরমক্ষণ [স] *বি* শুভ সময়। 'ভালোবাসি প্রত্যেকটি পরমক্ষণ।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

পরমজন [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

পরমজাগতিক [স] *বিণ* চূড়ান্ত পার্থিব। 'পরমমানবিক সত্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরমজাগতিক সত্তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পরমতত্ত্ব [স] *বি* পরমজ্ঞান। 'সেটাই চরমতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পরমতম [স] *বিণ* প্রধানতম। 'আমাদের এই পরমতম দাবীটি নিয়ে আমরা এগিয়ে আসি।' *বেগম*, ১৯৫৫।

পরমতুষ্ট [স] *বিণ* অত্যন্ত খুশি। 'কেহ বালক্রীড়ার স্থান পুনর্দর্শনে পরমতুষ্ট হন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পরমত্তকারী [স] *বিণ* অপরকে মাতাল করে এমন। 'মদ – পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পরমত্ব [স] *বি* চরম অবস্থা। 'রাতের কী এক পরমত্বের ভেতর ডুবে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পরমদায়ী [স] *বিণ* দায়গ্রস্ত। 'নিজেকে পরমদায়ী স্বামী বলে স্বীকার করে।' *জীবন*, ১৯৩২।

পরমদেবতা [স] *বি* বাউল মতে মানুষের দেহে বিরাজমান পরম সত্তা। 'মানবদেহে বিরাজমান পরমদেবতার প্রতি প্রেমানুষ্ঠান এ সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পরমদোষী [স] *বিণ* অত্যন্ত দোষযুক্ত। 'তাঁহারাই পরমদোষী হইতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পরমধর্ম, পরমধর্ম্ম [স] *বি* শ্রেষ্ঠ কাজ। 'স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরমধর্ম।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পরম নিবাণ [স পরম-নির্বাণ] *বি* পরম নির্বাণ। 'অপইঠান মহাসুহলীণে দুলখ পরম নিবাণেঁ।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

পরম পথ [স] *বি* শ্রেষ্ঠ পথ। 'পরম পথ জানিবার ইচ্ছা যাহার থাকে তাহার কৃতিত্ব সুন্দর।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পরম পদ [স] *বি* শ্রেষ্ঠ অবস্থা। 'পরম পদ লাভসম মোদে চির হৃদয় রম নাগরী সুরতসুখ অমিয় মেলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরমপরিহসনীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত পরিহাসভাজন। 'পরমপরিহসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতৃজায়া-ঠাকুরানীর নিকটে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরমপিতা [স] *বি* ঈশ্বর। 'বেদ ও কোরান পরাৎপর পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় স্বরূপ কেমন সুস্পষ্টরূপে নির্বাচন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পরমপুরুষ [স] *বি* পরমেশ্বর। 'রথে দেহ ছাড়িব এই পরমপুরুষার্থ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পরমপুরুষ সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

পরমপুরুষার্থ [স পরমপুরুষ-অর্থ] ১ *ক্রিবিণ* জীবের পরম প্রয়োজনে। 'রথে দেহ ছাড়িব এই পরমপুরুষার্থ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* জীবের পরম প্রয়োজন। 'তার অনুকরণ করাটাই যে পরমপুরুষার্থ।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

পরমপ্রাণ [স] *বি* ঈশ্বর। 'পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

পরমপ্রিয় [স] *বিণ* সবচেয়ে প্রিয়। 'ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরমপ্রিয় বাসনা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পরমপ্রীতি [স] *বিণ* অশেষ তৃপ্ত। 'পরমপ্রীতি মনে তাঁহার মঙ্গলময় অনুজ্ঞা সমুদয় পরিপালন করিতে যত্নবান থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরমবাঞ্ছা [স] *বি* একান্ত বাসনা। 'আমারদের পরমবাঞ্ছা যে ঐ পত্র প্রকাশে সম্পাদক মহাশয় বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হউন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

পরম বাণী [স] *বি* পুণ্যকথা। 'আদি পরম বাণী, উর বীণাপাণি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পরমবেশা [স] *বিণ স্ত্রী* সুসজ্জিত। 'পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংসে গলিত যৌবনা ভগ্নদশনা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পরমব্যথিত [স] *বি* নিতান্ত বেদনাপীড়িত যে। 'সেই পরমব্যথিতই মানুষের ভিতরকার ভগবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরমব্রহ্ম [স] *বি* পরমেশ্বর। 'পাইবে পরমব্রহ্ম অতুল আনন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরমমঙ্গল [স] *বি* চূড়ান্ত কল্যাণ। 'তেঁহো কহেন পরমমঙ্গল দেখিনু চরণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরমমানব [স] *বি* মানবসত্তার সর্বোচ্চ বিকশিত রূপ। 'মানুষের অন্তরে এক দিকে পরমমানব, আর-এক দিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীবমানব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পরমমানবিক [স] *বিণ* চূড়ান্ত মানবীয়। 'পরমমানবিক সত্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরমজাগতিক সত্তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পরমভূষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* পরিপূর্ণভাবে শোভিত। 'তিনি এখানে পুত্র শোভায় পরমভূষিতা।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

পরমমান্য [স] *বিণ* অতিশয় শ্রদ্ধেয়। 'আপনারদের পরমমান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচারিত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পরমমূল্য [স] *বি* সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য। 'আমার সত্তার পরমমূল্যটি কোন্ সত্যের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পরমমোহন [স] *বিণ* অতি মনোহর। 'নৃত্য প্রভুর পরমমোহন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এক পরমমোহন শিল্পসৃষ্টি রবীন্দ্রনাথও করেছেন।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

পরমরমণীয় [স] *বিণ* অত্যন্ত সুন্দর। 'এই পরমরমণীয় দেহ বিহঙ্গ অদ্ভুতসৃষ্টিকৌশলী জগৎপতির একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পরম লগন [স পরম-লগ্ন] *বি* শ্রেষ্ঠ সময়। 'জীবনে পরম লগন

কোরো না হেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পরমশক্তি [স] *বি* অনন্ত শক্তির উৎস। 'পরান বাঁধোরে মরণ-হরণ পরমশক্তি সাথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ [স] *বিণ* অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। 'পরমশ্রদ্ধাস্পদ পিতামাতাকে যন্ত্রণা ... করা অধর্ম্ম হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পরম যুখ [স পরম-সুখ] *বি* অতি আনন্দ। 'আমার মুনাফা দিয়া আমল আবাদ করিয়া পরম যুখে ভোগ করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

পরমযুভাশীর্ব্বাদ [স পরম-শুভাশীর্বাদ] *বি* চূড়ান্ত শুভকামনা ক'রে সম্বোধন। 'পরমযুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

পরমসত্য [স] *বি* আদ্যসত্য। 'তিনি পরমসত্যে বিশ্বাসী।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

পরমসহিষ্ণু [স] *বিণ* অতিশয় সহনশীল। 'পরমসহিষ্ণু মেয়েটি উৎকট কিছু যে করিয়া বসিতে পারে।' *শরৎ*, ১৯১৬।

পরমসুখ [স] *বি* অতিশয় আনন্দ। 'যুধিষ্ঠির একবাক্যে পরমসুখে ৭৬ বৎসর রাজ্য করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পরমসুন্দরী [স] *বিণ* অপূর্ব রূপসী। 'দুই দেবকন্যা হয় পরমসুন্দরী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চন্দ্রকলা নামে পরমসুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া এক কন্যা জল লইতে সরোবরে যাইতেছে।' *গৌর*, ১৮২২।

পরমসূক্ষ্ম [স] *বিণ* অত্যন্ত সূক্ষ্ম। 'এত যে লীলাচাঞ্চল্য, সৌন্দর্যের পরমসূক্ষ্ম অনুভূতি।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

পরমহংস [স] *বি* মহাযোগী। 'পরমহংসের পথে আমি অধিকারী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সূতসংহিতার জ্ঞানযোগ খণ্ডে চারি প্রকার সন্ন্যাসীর বিবরণ সন্নিবেশিত আছে; কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পরমহিতকর [স] *বিণ* অতি কল্যাণকর। 'গ্রন্থকর্ত্তারা কত ... সদুপদেশজনক পরমহিতকর গ্রন্থ রচনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পরমহিতকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত উপকারী। 'বর্ত্তমান রাজভাষা অর্থকরী পরমহিতকারিণী।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

পরমহিতৈষী [স] *বিণ* মঙ্গলকামী। 'ঝাঁসি রাজবংশের পরমহিতৈষী হিসাবে ঝাঁসিতে বসবাস করতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পরমা [স] *বিণ স্ত্রী* সর্বোচ্চ; পরিপূর্ণ। 'শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পরমাগ্রহ [স পরম-আগ্রহ] *বি* অতিশয় আগ্রহ। 'রাত্রে কোন্‌-এক অপূর্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পরমাত্মজ্ঞান [স পরম-আত্মজ্ঞান] *বি* পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞান। 'বঙ্গভূমির অনেক ভাগ পরমাত্মজ্ঞানে উজ্জ্বল হইবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পরমাত্মীয় [স পরম-আত্মীয়] *বি* ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। 'শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাত্মীয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

পরমাত্মীয়া [স পরম-আত্মীয়া] *বি স্ত্রী* ঘনিষ্ঠ আপনজন। 'একটু আত্মীয়ার পরশ যেন সে চায় আত্মীয়ার পরমাত্মীয়ার।' *জীবন*, ১৯৩১।

পরমাত্মা [স পরম-আত্মা] *বি* ঈশ্বর; পরম সত্তা। 'পরমাত্মানিষ্ঠা এই সার বেশ-ধারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০ 'তুমি জ্ঞান উপদেশ/ পরমাত্মা ত্রিদিবেশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পরমাত্তমা [স পরমাত্মা] *বি* পরম সত্তা; ঈশ্বর। 'জীবাত্তমা পরমাত্তমা হই দুই অতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

পরমাদ্ভুত [স পরম-অদ্ভুত] *বিণ* খুব আশ্চর্যজনক। 'বাষ্পীয় রথ পরমাদ্ভুত বস্তু।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পরমানন্দ [স পরম-আনন্দ] **১** *বি* গভীরতম আনন্দ। 'কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* পরম আনন্দিত। 'হৃদয় পরমানন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'সে বাটীর কুশলাদী লিখিয়া পরমানন্দ করিবা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বি* পরম সুখ। 'তৎক্ষণাৎ অনঙ্গ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়া নারী নগরীকে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে রাখেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পরমান্ন [স পরম-অন্ন] *বিণ* পায়েস। 'তপ্ত পরমান্ন খোজে পার্ব্বন করিতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পরমাপ্যায়িত [স পরম-আপ্যায়িত] **১** *বিণ* অতিশয় আনন্দিত; পুলকিত। 'আমাদের ক্ষোভের আর পরিসীমা ছিলনা এখন তোমাকে দেখে পরমাপ্যায়িত হইলাম।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* অত্যন্ত তুষ্ট। 'মহাশয়েরদিগের রীতি নীতি দর্শন করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পরমামৃত [স পরম-অমৃত] *বি* সর্বোৎকৃষ্ট স্বাদযুক্ত বস্তু। 'কে পিয়েছে সে তৌহিদ সুধা পরমামৃত হায়।' *নজরুল*, ১৯৪২।

পরমারাধ্য [স পরম-আরাধ্য] *বিণ* অত্যন্ত পূজনীয়। 'আসে দ্বিজগণ পরমারাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পরমারি [স পরম-অরি] *বিণ* পরম শত্রু। 'তুমি যার পরমারি, রাজা, ভাসিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

পরমাশক্তি [স পরমা-শক্তি] **১** *বি* শ্রেষ্ঠ শক্তি; সর্বাতীত শক্তি। 'সকল মানুষের মধ্যে যে পরমা শক্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* পারমার্থিক শক্তি। 'পরমাশক্তির মতো তিনিও নারীরূপিণী।' *তারা*, ১৯৪০।

পরমাশ্চর্য, পরমাশ্চর্য্য [স পরম-আশ্চর্য] *বিণ* বিস্ময়কর। 'কেবল পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

পরমাশ্রী [স পরমা-শ্রী] *বি স্ত্রী* শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। 'কোন সে গোপন পরমাশ্রী।' *নজরুল*, ১৯৪১।

পরমাশ্রু [স পরম-অশ্রু] *বি* অমূল্য অশ্রু। 'পরম সুন্দরের পরমাশ্রু ঝরে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পরমাসুন্দরী [স পরমা-সুন্দরী] *বিণ* অত্যন্ত সুন্দরী। এমন সময়ে একটি পরমাসুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে বললেন ...। *মাইকেল*, ১৮৬১।

পরমেশ [স পরম-ঈশ] *বি* জগদীশ্বর। 'দাও মানবতা হে পরমেশ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

পরমেশর [স পরমেশ্বর] *বি* ঈশ্বর। 'পরমেশরেরে পূর্ণো ব্রমেরে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

পরমেশ্বর [স পরম-ঈশ্বর] *বি* ঈশ্বর। 'পরমেশ্বরের পড়ন।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পরমৈশ্বর্য [স পরম-ঐশ্বর্য] *বি* সর্বোত্তম ঐশ্বর্য। 'নিত্য ব্রহ্মরূপ-পরমৈশ্বর্য আর মণি-মুক্তা-প্রবাল-স্বর্ণ-রূপ্যাদি ...।' *কেরি*, ১৮১২।

পরমোৎসব [স পরম-উৎসব] *বি* শ্রেষ্ঠ উৎসব। 'আসিবে তোমার পরমোৎসব কত প্রিয়জন কে জানে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

পরমোৎসাহ [স পরম-উৎসাহ] *বি* অতিশয় উৎসাহ। **পরমোৎসাহে** *ক্রিবিণ* পরম উৎসাহের সঙ্গে। 'বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

পরমোন্মাদ [স পরম-উন্মাদ] *বিণ* অতি উন্মাদ। 'হয়তো জানে পরমোন্মাদ পরম-ভিক্ষু মোর স্বামী।' *নজরুল*, ১৯৪১।

পরমোপকার [স পরম-উপকার] *বি* বিশেষ হিতসাধন। 'বিদেশীয় তাবৎ লোকের পরমোপকার হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

পরমোপকারক [স পরম-উপকারক] *বিণ* খুবই উপকারী। 'আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পরমোপকৃত [স পরম-উপকৃত] *বিণ* অত্যন্ত উপকৃত। 'আমি পরমোপকৃত হই।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পরমোপায় [স পরম-উপায়] *বি* প্রধান কৌশল। 'তবে পরমোপায় এই, যে তাঁহারা কখন স্বধর্ম্ম প্রতি দ্বেষী হইতে পারিবেন না।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

পরমৌষধ [স পরম-ঔষধ] *বি* প্রধান প্রতিষেধক। 'বিষই বিষের পরমৌষধ।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পরমন্দ [স] *বি* অন্যের ক্ষতি। 'পরমন্দ চিন্তএ হরএ পরধন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পরমাংস [স] *বি* অন্যের মাংস। 'মনুষ্যেরা যে পরমাংস দ্বারা আপন মাংসবৃদ্ধি করে ... ইহা অপেক্ষা অসৎ কর্ম আর নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পরমাণ [স প্রমাণ] *বি* প্রমাণ। 'তোঁ আবালী বড়ী/ হের পাঞ্জী পরমাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **প্রমাণ**

পরমাণু [স] ১ *বি* মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'যে দ্রব্যে যত পরমাণু থাকে সে দ্রব্যে তত আকর্ষণ শক্তি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ। 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

পরমাণুতত্ত্ব [স] *বি* পরমাণু বিষয়ক বিদ্যা। 'পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাকপ্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পরমাণু-পুঞ্জ [স] *বি* পরমাণু-রাশি। 'ইহা কেবল পরমাণু-পুঞ্জ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পরমাণুবাদ [স] *বি* পরমাণু বিষয়ক মতবাদ। 'ইয়ুরোপের মধ্যে পরমাণুবাদ এখন সর্ব্ববাদি-সম্মত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পরমাদ [স প্রমাদ] ১ *বি* প্রমাদ। 'ব্রহ্মা আদি দেবগণ পরমাদ গণি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বিপদ। 'মনে ভাবে মহাবীর বড় পরমাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* বিপর্যয়। 'পাকা দাড়িতে লাজ নাহি একি পরমাদ।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৪ *বি* ভ্রান্তি। 'টুটে সিদ্ধ কামের পরমাদ আজি সহসা অকাল বাদলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

পরমান [স প্রমাণ] *বি* প্রমাণ। 'না লইবোঁ তোর দান মোর বোল পরমান।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **প্রমাণ**

পরমায়ু [স] ১ *বি* দীর্ঘ জীবনের ভাগ্য। 'রক্ষা পাইলাম আমি পরমায়ু গুণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আয়ু; জীবনকাল। 'ইহার পরমায়ু এক বৎসর মাত্র স্থির হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পরমউ [স পরমায়ু] *বি* জীবিতকাল; আয়ু। 'পঞ্চ বিংসতি হব লোকের পরমউ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরমাই [স পরমায়ু] ১ *বি* আয়ু। 'পরমাই-বলে মোর রহিল জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* জীবন। 'পরমাই শেষ।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পরমাউ [স পরমায়ু] *বি* আয়ু। 'চির পরমাউ হএ সবর্ব পাপ হরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরমাঞি [স পরমায়ু] *বি* পরমায়ু। 'সৃষ্টি কর পুত্র তোমারে বাড়ুক পরমাঞি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরমায়ুহন্ত্রী [স] *বিণ* (গালি) পরমায়ু শোষকারী। 'চক্ষুখাদিকা ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্টির পুত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পরমারি দ্র **পরম**

পরমার্থ [স পরম-অর্থ] ১ *বি* পরম কাম্য। 'ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* পরকালের মঙ্গল। *মেয়র্স*, ১৭৭০; 'মানুষের মনগুলি যদি সাদা থাকে – ব্যস, তা হলেই পরমার্থ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

পরমার্থ চিন্তা [স] *বি* ধর্মীয় চিন্তা। 'এ আফলাতুন মেয়ের জুলুমে মায়েরও পরমার্থ-চিন্তা অনেক কমাতে হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পরমার্থত [স] *ক্রিবিণ* ধর্মগতভাবে। 'পরমার্থত সেখানে নিখিল বিশ্বের পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পরমার্থতত্ত্ব [স] *বি* হিন্দুমতে ব্রহ্মজ্ঞান। 'অত্যন্ত উচ্চ অঙ্গের পরমার্থতত্ত্ব-আলোচনায় প্রবৃত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পরমার্থবিদ্যা [স] *বি* পারত্রিক জ্ঞান। 'মানবজাতির পরমার্থবিদ্যা ... উত্তরোত্তর উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরমার্থ ভগ্নি *বি* ধর্মসূত্রে বোন। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পরমার্থ ভাই *বি* ধর্মসূত্রে ভাই। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পরমাশ্চর্য দ্র **পরম**

পরমাশ্রু দ্র **পরম**

পরমাসুন্দরী দ্র **পরম**

পরমাহ্লাদ [স পরম-আহ্লাদ] *বি* পরম আনন্দ। 'পরমাহ্লাদের বিষয় যে কেবল গুণের বিবেচনা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

পরমাহ্লাদে [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত আনন্দসহকারে। 'ছেলেরা পরমাহ্লাদে আগুনকে ঘিরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পরমাহ্লাদিত [স] *বিণ* অত্যন্ত আনন্দিত। 'দুই ভ্রাতাকে দুই প্রধান কার্য্য প্রাপ্ত করিয়া পরমাহ্লাদিত করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

পরমিট [ই পারমিট] *বি* পারমিট; মাশুল বা শুল্ক প্রদান করে মাল ছাড়ানোর ছাড়পত্র। *ক্যালগে*, ১৭৮৮; 'সহর কলিকাতার পরমিট ও শঙ্কতুরা।' *চেম্বী*, ১৭৯২।

পরমিত [স প্রমিত] *বি* পরিমাণ। 'দ্বাদস দিবস কৃষ্ণ পরমিত করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরমুখ [স] *বি* অন্যের আশ্রয় বা অনুগ্রহ। 'এক্ষণে তুমি পরমুখ প্রত্যাশী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পরমুখা [স পরমুখ>] *বি* মুখোশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পরমুখাপেক্ষা [স পরমুখ-অপেক্ষা] *বি* অন্যের উপর নির্ভরতা। 'ত্রিশ কোটি সন্তান থাকিতে যার/ পরমুখাপেক্ষা হয়েছে সার।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

পরমুখাপেক্ষিতা [স পরমুখ-অপেক্ষিতা] *বি* অন্যের উপর নির্ভরতা। 'এত অন্যায়সহিষ্ণুতা, এত পরমুখাপেক্ষিতা, দৈবাৎ পাছে পরপুরুষের ছোঁয়া লাগে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

পরমুখাপেক্ষী [স পরমুখ-অপেক্ষী] *বিণ* অন্যের উপর নির্ভরশীল।

'এই শক্তিহীনতা আমাদের নিজের কর্তব্যে যেমন পরমুখাপেক্ষী করিতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

পরমুখী [স] *বিণ* পরমুখাপেক্ষী। 'বর্তমান পরমুখী ও আত্মবিমুখী মানসিকতার জন্য।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

পরমুহূর্ত [স] *বি* পরক্ষণ। 'বেশীর ভাগ প্রতিভাবানই তো সৃষ্টিমুহূর্তে মহান, পরমুহূর্তে সাধারণ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

পরমেশ, পরমেশ্বর *দ্র* **পরম**

পরমৈশ্বর্য *দ্র* **পরম**

পরমোৎসব, পরমোৎসাহ *দ্র* **পরম**

পরমোন্মাদ *দ্র* **পরম**

পরমোপকার, পরমোপকৃত *দ্র* **পরম**

পরমোপায় *দ্র* **পরম**

পরমৌষধ *দ্র* **পরম**

পরম্পর [স] *বিণ* অনুক্রমাগত; ধারানুযায়ী। 'পরম্পর আছে মোর কুলের নিয়ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরম্পরা [স] **১** *বি* অনুক্রম (বংশ পরম্পরা)। 'সালবাহন-কুলে সাধু আছে পরম্পরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* যা পরপর ঘটছে। 'পরম্পরা পরম্পর শুনি একই সূত্রে।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* লোক মাধ্যম। 'বিশেষ পরম্পরায় যুনিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৪** *ক্রিবিণ* লোকমুখে। 'আমরা পরম্পরা শুনিতেছি যে ...।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৫** *ক্রিবিণ* অনুক্রমে। 'আমরা পুরুষ পরম্পরা জন্মতিথিতে ... কুটুম বন্ধু বান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পরম্পরাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* ক্রমান্বয়ে। 'পরম্পরাক্রমে কত বিরহ কত অপঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পরম্পরাগত [স] *বিণ* বহুদিন ধরে চলে এসেছে এমন। 'পরম্পরাগত সপ্তম সন্ততি পর্য্যন্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

পরম্পরানির্ভর [স] *বিণ* বংশানুক্রমিক। 'জন্মসূত্রে এদের অধিকাংশ পরম্পরানির্ভর হিন্দু সমাজের উঁচুজাতের সন্তান।' *শিব*, ১৯৫৬।

পরম্পরাশ্রয়ী [স] *বিণ* পরম্পরাগত। 'অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের দীর্ঘকালব্যাপী পরম্পরাশ্রয়ী জীবনযাত্রায় ... কল্পনার ঋদ্ধি ও চিত্রাঙ্কনের নৈপুণ্য আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

পরম্পরাসমর্থিত [স] *বিণ* পরম্পরাগতভাবে মানা হয় এমন। 'ভারতীয় সমাজে নারীদের পরম্পরাসমর্থিত লাঞ্ছনার উৎপাটন ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

পরম্পরা সম্বন্ধে [স] *ক্রিবিণ* পরোক্ষভাবে। 'ইহারা পরম্পরা সম্বন্ধে রাজকর দিয়া আত্মনিষ্কৃতি সম্পাদন করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পরম্পরাস্বীকৃত [স] *বিণ* বংশানুক্রমিক। 'অধিকাংশই এসেছেন হিন্দু সমাজের পরম্পরাস্বীকৃত উঁচু জাতের কোঠা থেকে।' *শিব*, ১৯৫৬।

পরযুগ [স] *বি* পরবর্তী যুগ। 'আমার জন্যে এ যুগ না হোক পরযুগ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পর-রক্ত [স] *বি* অপরের রক্ত। 'পর-রক্ত খাইতে জেন জোঁক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পররদিগার [ফা পরওয়ারদেগার] *বি* রক্ষক। 'ক্ষেমে অপরাধ দিয়া পররদিগার।' *সুলতান*, ১৭০০।

পররাজ্য [স] *বি* অন্য রাজ্য। 'পররাজ্যের ভূপতির সঙ্গে সন্ধি বন্ধন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পররাষ্ট্র [স] *বি* অন্য দেশ। 'পররাষ্ট্র হতে সমাগত রাজদূতগণে নাহি করি সম্ভাষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পররাষ্ট্রনীতি [স] *বি* বৈদেশিক নীতি। 'কূটনীতির উপরই পররাষ্ট্রনীতি নির্ভর করে।' *আজাদ*, ১৯৫৭; 'ইহাই পাকিস্তানের বিঘোষিত পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি।' *আজাদ*, ১৯৬২।

পররাষ্ট্র বিভাগ [স] *বি* রাষ্ট্রের বিদেশ-সংক্রান্ত বিভাগ। 'রুশের পররাষ্ট্র বিভাগে কাজ করতেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পররাষ্ট্রীয় [স] *বিণ* ভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ও বিনিময় সম্বন্ধীয়। 'মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিগণ দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

পররুচি [স] *বিণ* অপরের পছন্দমতো। 'জান ত আপরুচি খানা, পররুচি পরনা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

পরল ১ *বি* স্তর। 'এক পরল করিয়া বরফ বিছাইয়া চালানের ব্যবস্থা হইতেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বিণ* ঘন। 'পরল পরল অন্ধকার দিয়া দরমার বেড়ার মতো।' *মানিক*, ১৯৩৭।

পরলমেন্ট [ই পার্লামেন্ট] *বি* সংসদ; আইন পরিষদ। *ডানকান*, ১৭৮৪।

পরলা [স পটোল] *বি* পটোল। 'তা সুগিন্ধা ঘৃতে মো পরলা ভুলিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরলোক [স] **১** *বি* (বিশ্বাসীদের মতে) মৃত্যুর পরবর্তী জগৎ। 'ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'গেল প্রভু পরলোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মৃত্যু। 'বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পিতার পরলোক হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বি* বিস্মৃত জগৎ। 'সঙ্গীতের পরলোক হতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পরলোকগত [স] *বিণ* প্রয়াত। '১০ জানুআরিতে পরলোকগত হন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

পরলোকগতা [স] *বিণ স্ত্রী* মৃত। 'পরলোকগতা সহধর্মিণীর গুণকীর্তন করে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

পরলোক গমন করা [স] *ক্রি* মৃত্যু হওয়া। 'ইহলোক পরিত্যাগ পুরঃসর পরলোক গমন করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পরলোকগামী [স] *বিণ* মৃত। 'পরলোকগামী হওয়াতে তাঁহার দুই স্ত্রী তৎসহগামিনী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

পরলোকতত্ত্ব [স] *বি* পরলোক সম্পর্কিত তত্ত্বজ্ঞান। 'দিনরাত পরলোকতত্ত্বের বই পড়তাম।' *মানিক*, ১৯৩৮।

পরলোকপ্রাপ্ত [স] *বিণ* মৃত। 'পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

পরলোকপ্রাপ্তি [স] *বি* মৃত্যু। 'তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'পিতামাতার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

পরলোকমুখী [স] *বিণ* মৃত্যুমুখী। 'লোক মোটেই পরলোকমুখী না হওয়ায় শোক-প্রকাশ সমিতি একেবারে বেকার বসিয়া আছে।' *মনসুর*, ১৯৪০।

পরলোক হওয়া *ক্রি* মৃত্যু হওয়া। 'তাহার পরলোক হইলে শিবানন্দ ... দপ্তরের কর্তা হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

পরলোকান্তে [স] *ক্রিবিণ* মৃত্যুর পরে। 'ময়ূর বর্ম্মার পরলোকান্তে ব্রাহ্মণেরা ... প্রত্যাগমন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরূপ হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পরশ, পরস [স স্পর্শ] ১ *বি* স্পর্শ। 'গন্ধ পরসরস জইসো তইসো।' *চর্যা* ১৩, ১২০০; 'কর আমুমতী নাগর কাহ্নাঞিঁ জীউক তার পরসে।' বড়ু, ১৪৫০; 'রাধা অঙ্গ সে পরশে।' বড়ু, ১৫৭০। ২ *বি* পরশপাথর। 'তুমি সেই পুরুষকে পরশ ভাবিয়া স্পর্শ কর। *ভবানী*, ১৮২৮।

পরশ-আভাস [স স্পর্শ-আভাস] *বি* স্পর্শের ইশারা। 'বাতাসে উড়িয়া এল পরশ-আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

পরশকাতর [স স্পর্শকাতর] *বিণ* সামান্য ছোঁয়াতেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে এমন। 'পরশকাতর শরীর আমার পাবে জীবনের একান্ত পাবার স্পর্শ।' *শক্তি*, ১৯৭০।

পরশচকিত [স স্পর্শচকিত] *বিণ* হঠাৎ ছুঁয়ে যায় এমন। 'ওগো কোথা তুমি পরশচকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পরশন [স স্পর্শ] *বি* স্পর্শ। 'তান পরশন হইয়া সাপের মুকুতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পরশনি [স স্পর্শ>] *বি* স্পর্শ। 'দেয়নি মোরে বাষ্প ক'রে তোমার পরশনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

পরশ পাথর, পরশপাতর [স স্পর্শ-প্রস্তর] *বি* স্পর্শমণি; পরশমণি। 'সে তো ছেলে নয় পরশ পাথর।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'পরশপাতরের স্পর্শে রাঙও সোনা হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬; 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পরশবাই [স স্পর্শবায়ু] *বি* শুচিবায়ুগ্রস্ততা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পরশবুলানী *বিণ* স্পর্শ বুলায় এমন। 'পায়ের 'পরে কোমল করে/ পরশ-বুলানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

পরশমণি [স স্পর্শমণি] *বি* যার স্পর্শে সবকিছু সোনা হয়ে যায়। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পরশমণিকা [স স্পর্শমণিকা] *বি স্ত্রী* পরশমণি। 'পরশমণিকা নিয়ে, কাছে কাছে ভ্রমিছে ক্ষণিকা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

পরশমানিক [স স্পর্শমণি] *বি* পরশপাথর। 'কুড়ায়ে পেয়েছি বটে পরশমানিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পরশরতন [স স্পর্শ-রত্ন] *বি* স্পর্শরূপ রত্ন। 'তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'পরশরতন তোমারি চরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

পরশলহরী [স স্পর্শ-লহরী] *বি* স্পর্শের ঢেউ। 'তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

পরশহারা [স স্পর্শহারা] *বিণ* স্পর্শাতীত। 'বনের গন্ধ নিয়া পরশহারা বরণ মালা গাঁথে আমার প্রিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পরশাতীত [স স্পর্শাতীত] *বি* স্পর্শ করা যায় না যা। 'পরশাতীতের হরষ জাগে যে বুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পরসরস [স স্পর্শরস] *বি* স্পর্শরস। 'আছুক পরসরস দরশন নাহি।' বড়ু, ১৪৫০।

পরশক্তি [স] *বি* বৈদেশিক শক্তি। 'পরশক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরশা [স স্পর্শ>] *ক্রি* স্পর্শ করা। **পরশএ** *ক্রি* স্পর্শে। 'অর্ক চন্দ্র পরশএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পরশি** *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'তুমি ছুইআঁ হাথে পরশি দুই কানে।' বড়ু, ১৫৭০। **পরশিছ** *ক্রি* স্পর্শ করেছো। 'এহি পদে পরশিছ লায়লীর যারা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পরশিতে** *ক্রি* স্পর্শ করতে। 'অতুল মানস পরশিতে নারে হাতে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পরশিয়া** *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'প্রথমে পরীক্ষা কিছু বুঝ পরশিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পরশিয়ে** *ক্রি* ছুঁয়ে। 'এই পিরিত রাধা অঙ্গ/ পরশিয়ে শ্যাম অঙ্গ।' *লালন*, ১৮৯০। **পরশিল** *ক্রি* স্পর্শ করলো। 'সেই স্থানে তার অশ্ব পদে পরশিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পরশিলে** *ক্রি* স্পর্শ করলে। 'হেন পদ্ম পরশিলে আমার অধর্ম।' *কেতকা*, ১৬৫০। **পরশে** *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'দরশে পরশে মোর আউলাইবে গা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **পরশেন** *ক্রি* স্পর্শ করেন। 'সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা পরশেন হরে হরিষে মাতা।' *ভারত*, ১৭৬০।

পরশু[1] [স] *বি* কুঠার; পৌরাণিক যুগের অস্ত্রবিশেষ। 'ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পরশু-ত্রিশূল [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পরশুরামের ত্রিশূল। 'হান তোর পরশু-ত্রিশূল। ধ্বংস কর এই মিথ্যাপুরী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

পরশুরাম [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) জমদগ্নি ঋষির পুত্র; বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। 'পরশুরাম ক্ষণে ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ।' বড়ু, ১৪৫০; 'পরশুরামের উপাখ্যানে তাহার পশ্চিম খণ্ডে ব্রাহ্মণ বসতির প্রসঙ্গ প্রণীত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পরশু[2], **পরসু** [স পরশ্বঃ] ১ *বি* আগামী কালের পরের দিন। 'পরসু ভুঞ্জিয় রতি পালঙ্কে বসিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'পরশু।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কাল ডিনারে, পরশু থিয়েটার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* গত কালের আগের দিন। 'পরশু থেকে খুব অল্প অল্প শীত পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পরশুকার [স পরশ্বঃ] *বিণ* গতকালের আগের দিনের। 'আকাশেও কাল-পরশুকার মতো অল্প অল্প মেঘের টুকরো ভাসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পরশ্ব [স] *বি* আগামীকালের পরের দিন। 'কাল হয় পরশ্ব হয় যেও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

পরশ্রমজীবী [স] *বিণ* অন্যের শ্রমের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহকারী। 'পরশ্রমজীবী ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতকুল এক বিশেষ শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে।' *সনৎ*, ১৯৭০।

পরশ্রীকাতর [স] *বিণ* অপরের উন্নতি দেখে ঈর্ষান্বিত হয় এমন। 'এই ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের মূলে রহিয়াছে তাহার পরিশ্রীকাতর মন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'পরশ্রীকাতর ... রাজার নিকট ইহা অপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে?' *মশাররফ*, ১৮৯০।

পরশ্রীকাতরতা [স] *বি* অন্যের ভালো দেখে হিংসা করা। 'পরশ্রীকাতরতা বা অন্যের সুখ-সৌভাগ্যদর্শনে মনে কষ্টবোধের নামান্তরই মাৎসর্য্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরসওঁ *ক্রি* স্পর্শ করেছো। 'তুমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ দুঈ কানে।' বড়ু, ১৪৫০।

পরসংঘাত [স] *বি* অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ। 'পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জস্যসাধনের প্রক্রিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরসঙ্গ [স প্রসঙ্গ] *বি* প্রসঙ্গ। 'সখিগণ সমে নানা কথা পরসঙ্গে।' বড়ু, ১৪৫০। *দ্র* **প্রসঙ্গ**

পরসন [স প্রসন্ন] *বিণ* প্রফুল্ল। 'কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ন একবার কর দেব আহ্মার সমান।' বড়ু, ১৪৫০।

পরসনে *ক্রিবিণ* আনন্দে। 'দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল।' বড়ু, ১৪৫০।

পরসন্ন [স প্রসন্ন] *বিণ* তৃপ্ত। 'তোমার ঐছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। দ্র **প্রসন্ন**

পরসমাজ [স] *বি* অন্য ধর্মীয় সমাজ। 'হিন্দু সমাজের সহিত এই-সকল পরসমাজের অধিকার নির্ণয় করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরসম্বন্ধী [স] *বিণ* অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'বস্তুতঃ ধর্ম্মকে আত্মসম্বন্ধী এবং পরসম্বন্ধী, এরূপ বিভাগ করা উচিত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পরসাদ [স প্রসাদ] *বি* অনুগ্রহ। 'তথাঁ পরসাদ পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **প্রসাদ**

পরসা [স স্পর্শ>] *ক্রি* স্পর্শ করা। **পরসি** *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'পরসি বিকল ভৈল দুসহ মদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পরসিআ** *ক্রি* স্পর্শ করে। 'আহ্মি জল পরসিআ আনিব তনএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পরসিয়া** *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'কুচ পরসিয়া লেই অঙ্গের সুগন্ধি।' *মালাধর*, ১৫০০। **পরসিল** *ক্রি* স্পর্শ করলো। 'কে না কেদারশির পরসিল করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পরসিলেঁ** *ক্রি* স্পর্শ করলে। 'পরসিলেঁ তেজিবোঁ পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরসেন্ট [ই] *বি* পার্সেন্ট; শতাংশ। 'গবর্ণমেন্টের গ্রাহ্য করা কোন বিষয় বাৎসরিক ৭ পরসেন্টের হিং।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

পরস্ত [ফা] *বি* উপাসক। 'ইহাদিগকে রসনা-পরস্ত (রসনা-উপাসক) বলি।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

পরস্তাব [স প্রস্তাব] **১** *বি* প্রস্তাব। 'পেমে রস বিরাজিত শত পরস্তাব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* উপদেশমালা। 'পড়িবারে লাগিল যথেক পরস্তাব।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* কাহিনি। 'আর এক পরস্তাব শুন দিয়া মন।' *সুলতান*, ১৭০০।

পরস্ত্রী [স] *বি* অপরের স্ত্রী। 'পরস্ত্রী সংসর্গে ক্ষণমাত্র সুখ, কিন্তু অখ্যাতি ও পাপ কল্পপর্য্যন্ত স্থায়ী।' *গৌর*, ১৮২২।

পরস্ত্রীগমন [স] *বি* পরের স্ত্রী সম্ভোগ। 'পরস্ত্রীগমনে কিছু অধিক জরিপানা করে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পরস্ত্রীপরায়ণ [স] *বিণ* অপরের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত। 'পরস্ত্রীপরায়ণ পতির সহিত ... ধর্ম্মাবলম্বী পত্নীর সঙ্ঘটনাই এত অনর্থের মূল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পরস্ত্রীহরণ [স] *বি* অপরের স্ত্রীকে কেড়ে নেওয়া। 'পরস্ত্রীহরণ, পরধনঅপহরণ, পরদেশলুণ্ঠন ... তাঁহার প্রধান আমোদ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পরস্পর [স] **১** *ক্রিবিণ* একে অপরকে। 'পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* একজনের সঙ্গে অন্যজন। 'পরস্পর সকৌতুক, কাব্য ছাড়া একটুক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* একে অন্যের; একজন অন্য জনের। 'পরস্পর ছিদ্র চায় যে যারে পালোটে পায়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পরস্পরদ্রোহী [স] *বিণ* একে অন্যের অবাধ্য। 'যত সব পরস্পরদ্রোহী, আত্মঘাতী বাক্যাড়ম্বর।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পরস্পরনির্ভরতা [স] *বি* একে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা। 'ফরাসী প্রতীকবাদীরা কান এবং চোখের এই নিগূঢ় পরস্পরনির্ভরতার কথা আমাদের ভুলতে নিষেধ করেছেন।' *শিব*, ১৯৫০।

পরস্পরবিচ্ছিন্ন [স] *বিণ* একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক নেই এমন। 'যা-কিছু পরস্পরবিচ্ছিন্ন তাদের নিরবচ্ছিন্ন রূপ দিতে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

পরস্পরবিমুখ [স] *বিণ* পরস্পরবিরোধী। 'এই চারজন এতরাতে একত্র – চার ভিন্ন পরস্পরবিমুখ ব্যক্তি।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

পরস্পরবিরুদ্ধ [স] *বিণ* একে অন্যের প্রতিকূল। 'দুই পরস্পরবিরুদ্ধ স্বার্থ।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

পরস্পর বিরোধ [স] *বি* উভয়ের মধ্যে কলহ। 'আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পরস্পরবিরোধিতা [স] *বিণ* পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিয়েছে এমন। 'উমার রচনায় পদে পদে পরস্পরবিরোধিতা-দোষ লক্ষিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পরস্পরবিরোধী [স] *বিণ* একে অন্যের বিপরীত। 'য়ুরোপে শাস্ত্রের শিক্ষা ও সমাজের ব্যবহার পরস্পরবিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পরস্পরস্পর্ধী [স] *বিণ* সাংঘর্ষিক। 'কিছু সংখ্যক গানও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন যাতে কথা ও সুর পরস্পরস্পর্ধী।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

পরস্ব [স] **১** *বি* পরের সম্পদ। 'পরস্বহরণ অতি গর্হিত কর্ম্ম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বি* অপরের স্বভাব। 'নিজস্বকে বর্জ্জন ও পরস্বকে অর্জ্জন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

পরস্বহরণ [স] *বি* অন্যের সম্পদ হরণ। 'পরস্বহরণ অতি গর্হিত কর্ম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পরস্বাপহরণ [স পরস্ব-অপহরণ] *বি* অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকরণ। '... পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পরস্বাপহারক [স পরস্ব-অপহারক] *বিণ* অন্যের সম্পদ অপহরণকারী। 'পরস্বাপহারক দস্যুদিগের দলপুষ্ট হইতেছে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

পরস্মৈপদী [স] **১** *বিণ* অন্যের উপর নির্ভরশীল। 'চিরকাল সে পরস্মৈপদী ধূমপান করিয়া আসিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬। **২** *বিণ* অন্যের। 'অফিসটা পরস্মৈপদী বলেই এত ঔদার্য।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

পরহস্ত [স] *বি* অন্যের হাত। **পরহস্তে** *ক্রিবিণ* পরের কাছে। 'স্বহস্তে অথবা পরহস্তে রাখিয়া থাকেন।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

পরহস্তগত [স] *বিণ* পরের হাতে গেছে এমন। 'ভারত ত বহুদিন হইতেই পরহস্তগত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

পরহার [স প্রহার] *বি* প্রহার। 'কে সহ কাম পরহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। দ্র **প্রহার**

পরহিংসা [স] *বি* অন্যের প্রতি বিদ্বেষ। 'পরদার পরহিংসা পরধন চৌর্য্য।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরহিণ *বিণ* পরিহিত। 'মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

পরহিত [স] *বি* পরের কল্যাণ। 'জগমিত পরহিত কৃত চিত্ত নিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পরহিতকামনা [স] *বি* অন্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। 'পরহিতকামনা এত দূর প্রবল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পরহিতকারী [স] *বিণ* পরোপকারী। 'করুণাসাগর তুমি পরহিতকারী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পরহিত প্রিয় [স] *বিণ* পরের হিতে আনন্দ পায় এমন; পরোপকারী। 'যে কোন ব্যক্তি ... পরহিত প্রিয়, পরদ্রব্যে নিস্পৃহ হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পরহিতব্রত [স] *বি* পরের কল্যাণসাধন যার ব্রত। 'তাঁহারা যে ব্রতে

জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহার নাম পরহিতব্রত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

পরহিত-ব্রতী [স] *বিণ* পরের কল্যাণই ব্রত এমন। 'দেশহিতৈষী পরহিত-ব্রতী নেতৃবৃন্দের ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

পরহিতেচ্ছা [স] *বি* অপরের হিতাকাঙ্ক্ষা। 'পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পরহিতৈষা [স] *বি* পরোপকার। 'এক দিকে যেমন বন্ধনহীন পরহিতৈষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পরহিতৈষি [স পরহিতৈষী] *বিণ* পরোপকারী। 'অতি বদান্য পরহিতৈষি পারসীয় মহাজন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

পরহিতৈষিতা [স] *বি* পরোপকারিতা। 'নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার জবাবদিহি ভয়ঙ্কর হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পরহিতৈষী [স] *বিণ* পরোপকারী। 'বাস্তবিক ইহারাই যথার্থ পরহিতৈষী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পরহেজ [ফা] *বি* সংযম। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পাকা মুসল্লির মত সকল বিষয়েই বেশ পরহেজ করিয়া চলে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

পরহেজগার [ফা] *বিণ* ধর্মপরায়ণ। 'তিনি দিনদার পরহেজগার মানুষ।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

পরহেজগারি, পরহেজগারী [ফা] *বি* ধর্মীয় কর্তব্যনিষ্ঠা। 'টাকাই পরহেজগারির অধিক সহায়তা করিয়া থাকে।' *রওশন*, ১৯২৫; 'পরহেজগারীর দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার ইমামতীর যোগ্যতা খুবই দুর্বল।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

পরা[১] [স পরিধান>] **১** *ক্রি* পরিধান করা। 'আপন নপুর রাঙ্গা পায়ে পরাইল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে যেমত যোগিনী পারা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *ক্রি* লেপন করা। 'প্রত্যঙ্গে চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পর** *ক্রি* পরো। 'খাও পর জত তুমি সকল জোগাব আমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পরলাম** *ক্রি* পরিধান করলাম। 'কোটী পরলাম, হে প্রভু গুণধাম সুরতরস দেহ ভঙ্গ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **পরাইল** *ক্রি* পরালো। 'আপন নপুর রাঙ্গা পায়ে পরাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **পরাএ** *ক্রি* পরায়। 'ধরিয়া প্রভুর পায় পরাএ নপুর।' *মালাধর*, ১৫০০। **পরি ১** *ক্রি* পরিধান ক'রে। 'কানে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হএগ্রা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* পরিধান করি বা ব্যবহার করি। 'আবদুল্লাএ বুলিলা কস্তুরী নহি পরি।' *সুলতান*, ১৭০০। **পরিআ** *ক্রি* পরিধান ক'রে। 'প্রভাতে পরিআ ধড়া শরাসনে দিআ চড়া খরখুর কাছে তিন বাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পরিতে** *ক্রি* পরিধান করতে। 'রসুলে পরিতে দিলা উত্তম বসন।' *সুলতান*, ১৭০০। **পরিয়া** *ক্রি* পরিধান ক'রে। 'রাঙ্গা মাল্য রাঙ্গা বস্ত্র পরিয়া মুরতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **পরিল** *ক্রি* পরিধান করলো; পরলো। 'তবে কৈন্যা পরিল আপনা অলঙ্কার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পরিলে** *ক্রি* পরিধান করলে। 'চূড়ধড়া পরিলে হইলে কুতূহলী/ ত্রিভঙ্গ হইয়া রাসে বাজালে মুরলী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পরে** *ক্রি* পরিধান করে। 'বদনে বিভূতি মেখে পরে বাঘছালা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পর্য্যা** *ক্রি* প'রে। 'পট্টপত্র পর্য্যা সাধু বলে ধর ধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পর্য্যাচে** *ক্রি* পরেছে। 'ঐ পর্য্যাচে কঙ্কণহার ঐ সে গর্ভবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পল্লে** *ক্রি* পরিধান করলে। 'ভাল খেলে আর ভাল পল্লেই কি সুখ হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পরানো ১ *বিণ* আবৃত। 'এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* জামাকপড় দেওয়া; বস্ত্রের ব্যবস্থা করা। 'খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোর দ্বারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পরা[২] [স পরিধান>] *বিণ* পরিধান করা হয়েছে এমন। 'পরা কাপড়খানি ছাড়তে লাগলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পরা[৩] [স পতন>] *ক্রি* পড়িয়ে পড়া। 'হাসিয়া পরসে বানিঞার ঝি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পরিলেক** *ক্রি* পড়ে গেলো। 'পরিলেক জরাসিন্ধ প্রিথিবির বৈরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পরাক [স অপর] *বিণ* পরের। 'পরাক লাগিআঁ সে হারাইবে নাক কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরাকাষ্ঠা [স] **১** *বি* শ্রেষ্ঠত্ব। 'পুষ্টীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* চরম উৎকর্ষ। 'ইতিহাসবিদ্যার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পরাকৃত [স] *বি* অবজ্ঞা। 'যৌবনকে পরাকৃত করিয়া পার্বতীর নিরাভরণা মনোময়ী কান্তি অমলা জ্যোতির্লেখার মতো উদিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরাক্রম [স] **১** *বি* দাপট। 'তাত্‌ পরাক্রমে নাহি টুটে গোপের পসার লুটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* শক্তি। 'আপন পরাক্রমে এ রাজ্য করতল করিয়াছেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* বীরত্ব। 'উদ্যম সাহস ধৈর্য্য বল বুদ্ধি পরাক্রম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৪** *বি* ক্ষমতা। 'এতদ্দেশীয় গবর্ণমেন্টকে যে পরাক্রম দেওয়া গিয়াছে তাহার বিবেচনা করা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পরাক্রমশীল [স] *বিণ* শক্তিশালী; হিংস্র। 'মনুষ্য সঅস্ত্র হইলেও পরাক্রমশীল পশুদিগের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমর্থ হয়েন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

পরাক্রমশালী [স] *বিণ* ক্ষমতাধর। 'ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাজেন্দ্র একদিন স্বকীয় তেজপ্রভাবে ...।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

পরাক্রমী [স] *বিণ* শক্তিমান। 'হে পরাক্রমী দৈত্য।' *সবুজ*, ১৯২১।

পরাক্রান্ত [স] *বিণ* পরাক্রমশালী। 'এ মত পরাক্রান্ত বাদসাহ কখন হয় নাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

পরাগ [স] **১** *বি* রেণু। 'পরিমলে জানিত্র কমল পরাগ। নয়নে নিবেদিত্র নব অনুরাগ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ধূলি। 'পরাগে ধুসর লতাতরুকলেবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ফুলের পাপড়ি। 'পরাগে পরম শোভা মধুকর মনোলোভা ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পরাগকেশর [স] *বি* ফুলের যে অংশে রেণু থাকে। 'অবশিষ্ট সমুদায়কে পরাগকেশর কহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পরাঙ্ক [স পর-অঙ্ক] *বি* অন্যের কোল। 'তুমি পরাঙ্কে আসীনা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

পরাঙ্গ [স পরম-অঙ্গ>] *বিণ* পরম। 'প্রনামা পরাঙ্গ নিবেদনঞ্চ।' *ওঁসা*, ১৭৮২।

পরাঙ্মুখ [স] *বিণ* বিমুখ। 'যেহেতুক কুকর্ম্মেতে পরাঙ্মুখ এবং ন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জনকারী।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫; 'ওবর্লিন কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইবার নহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরাচিত্ত [স প্রায়শ্চিত্ত] *বি* প্রায়শ্চিত্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পরাচিত্তি [স প্রায়শ্চিত্ত] *বি* প্রায়শ্চিত্ত। 'পাপের ধন পরাচিত্তিতে যাক।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পরাচিন [স পরিচিহ্ন] *বি* অভিজ্ঞান। 'শহীদ হৈল হেন দেখি যথ পরাচিন।' *সুলতান*, ১৭০০।

পরাজয় [স] **১** *বি* লজ্জা। 'সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অধীনতা। 'হইআ রাজা সবিনয় মাগ্যা নিল

পরাজয় কুঠারি বন্ধন করি গলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* পরাভূত। 'বিশ্ব পরাজয় মোর তার সন্দ নাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পরাজই, পরাজএ [স পরাজয়] ১ *বি* পরাভব; হার। 'টাঁটকারি টাকরে পাইল পরাজই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* পরাজিত। 'তিনি সকলের পরাজএ করিতে পারেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

পরাজয়া [স পরাজয়>] *ক্রি* পরাজিত করা। **পরাজিতে** *ক্রি* পরাজিত করতে। 'তবে সে পারিএ আহ্মি তাকে পরাজিতে।' *সুলতান*, ১৭০০। **পরাজিমু** *ক্রি* পরাজিত করবো। 'তবে তানে যে রূপে পারি পরাজিমু।' *সুলতান*, ১৭০০।

পরাজয়ী [স] ১ *বি* পরাজয়। 'টিটকারি টাকার পাইল পরাজয়ী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* পরাজিত। 'প্রতিজ্ঞাতে পরাজয়ী রাজা নিল ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরাজিত [স] *বিণ* পরাস্ত। 'সদা ধ্যান একচিত সে ত নহে পরাজিত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পরাজিতা [স] *বিণ স্ত্রী* পরাজিত হয়েছে এমন। 'তুমি পরাজিতা লাঞ্ছিতা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পরাজেয় [স] *বিণ* দমন করা যায় এমন। 'পরাজেয় প্রত্যয়ের বর্ম-ঢাকা রণ-সাজ মুক্তির যুদ্ধের।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পরাণ [স প্রাণ] *বি* প্রাণ। 'পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এককালে সবে টানে/ গেল ঘোড়ার পরাণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরাণ আধিক [স প্রাণ-অধিক] *বিণ* প্রাণাধিক; অত্যন্ত প্রিয়। 'পরাণ আধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরাণনাথ [স প্রাণনাথ] *বি* প্রভু। 'সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'উষার পরাণনাথ অশেষ মহিমা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পরাণপণ [স প্রাণপণ] *বি* প্রাণপণ। 'পালিব পরাণপণে যাহা কহে গুরুজনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

পরাণপতী [স প্রাণপতি] *বি* প্রাণপতি। 'তার ফলেঁ মোর পরাণপতী ... কাহ্নাঞি গেলা কতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরাণ-পাখী [স প্রাণপক্ষী] *বি* প্রাণরূপ পাখি। 'পরাণ-পাখীর চঞ্চল হল পাখা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

পরাণ-বঁধু [স প্রাণবন্ধু] *বি* প্রাণের প্রিয়। 'সেই সে আমার পরাণ-বঁধু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১; 'আনতে বলো পেয়ালা শরাব পার্শ্বে বসে পরান-বঁধু।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পরাণ-লোভা *বিণ* হৃদয় কেড়ে নেয় এমন। 'তরুণ জনের পরাণ-লোভা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

পরাণশকতি [স প্রাণশক্তি] *ক্রিবিণ* প্রাণপণে। 'চিন্তিবোঁ তোহ্মার হিত পরাণশকতি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরাণ-শোষী [স প্রাণ-শোষী] *বিণ* প্রাণ শুষে নেয় এমন। 'অমৃত এনে দিয়েছে প্রাণে পরাণ-শোষী দুঃখ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

পরাণহরণী [স প্রাণহরণী] *বিণ* প্রাণ আকুলকারী। 'বাদলরাগিণী সজলনয়নে গাহিছে পরাণহরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পরাণ-হরিণী [স প্রাণ-হরিণী] *বি* প্রাণরূপ হরিণী। 'দেহবন ছেড়ে যাবে,/ পরাণ-হরিণী তার বুঝি আর রয় না।।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

পরাণি, পরাণী [স প্রাণ>] ১ *বি* প্রাণ। 'তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী ধরিবাক না পারোঁ পরাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রিয়। 'প্রাণের পরাণি বিনে দগধে পরাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পরাৎপর [স] *বিণ* সর্বোত্তম। 'হনুমান বলবান পরাৎপর বীর।' *কেতকা*, ১৬৫০।

পরাৎপরা [স] *বিণ স্ত্রী* সর্বশ্রেষ্ঠ। 'লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পরাতত্ত্বগত [স] *বিণ* পারমার্থিক। 'চিন্তাধারা ছিল গণতান্ত্রিক, নীতিবোধ ছিল ধর্মীয় এবং পরাতত্ত্বগত সংস্কারবিযুক্ত।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

পরাতত্ত্ববর্জিত [স] *বি* পারমার্থিক তত্ত্ববর্জিত। 'ধর্ম এবং পরাতত্ত্ববর্জিত পুরাপুরি সংস্কার-মুক্ত নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে ...।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

পরাত্মনিষ্ঠা [স] *বি* পরমাত্মায় গাঢ় অনুরাগ। 'পরাত্মনিষ্ঠা এই সার বেশ-ধারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরাধিকার [স] *বি* অন্যের অধিকার। 'একটি রাজ্য যখন পরাধিকারে যায়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পরাধীন [স] ১ *বিণ* অন্যের অধীন। 'কএ বড় জীবন কএল পরাধীন/ নহি উপচর এক ঠামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'জেই জন পরাধীন সে জন অবশ্য দীন সুখ দুঃখ নাহিক বিশেষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অন্যের শাসনাধীন। 'পরাধীন হইয়া অবধি ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

পরাধিন [স পরাধীন] *বিণ* অন্যের অধীন। 'সখি হে মন্দ পেম পরিনামা। বড় কএ জীবন কএল পরাধিন নহি উপচর এক ঠামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরাধীনতা [স] ১ *বি* দাসত্ব। 'আমার বিবেচনায় স্বাধীনতার সহিত অর্দ্ধগ্রাস পরাধীনতার সহিত সম্পূর্ণ গ্রাস অপেক্ষা ভাল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* পরের অধীনতা। 'পরাধীনতাই দুঃখ, স্বাধীনতাই সুখ, সংক্ষেপে এই সুখ-দুঃখের লক্ষণ জানিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পরাধীনতা-প্রিয় [স] *বিণ* পরের অধীন হয়ে থাকতে পছন্দ করে এমন। 'সে দেশ একান্ত পরাধীনতা-প্রিয়।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

পরাধীনা [স] *বিণ স্ত্রী* অন্যের অধীন। 'আমরা অবলা, পরাধীনা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'স্ত্রীরা বহুকাল অবধি পরাধীনা থাকতে তাহাদের মন এত দুর্ব্বল ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পরান [স প্রাণ] ১ *বি* প্রাণ। 'অবিরত ধস ধস করএ পরান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সেরূপ না দেখি আজি ছাড়িব পরান।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* মন। 'সহে না সহে না কাঁদে পরান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পরান খুলে বলা *ক্রি* কুণ্ঠাহীনভাবে বক্তব্য প্রকাশ করা। 'তবে পরান খুলে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা, একলা বলো রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরান-পক্ষী [স প্রাণপক্ষী] *বি* প্রাণরূপ পাখি। 'তুই কি বাসিস ভালো আমার এ বক্ষোবাসী পরান-পক্ষীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পরানপণ [স প্রাণপণ] *বি* প্রাণপণ; প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন করেও কার্য সিদ্ধির সংকল্প। 'তবু ওগো, দেবী, নিশিদিন করি পরানপণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'তাই তো পরান পরানপণে হাত বাড়িয়ে মাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পরান-পিয়া [স প্রাণপ্রিয়] *বি স্ত্রী* প্রাণের মতো প্রিয় যে। 'পরান-পিয়া! কাটাই যদি তোমার সাথে একটি সে রাত।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পরানপুট [স প্রাণপুট] *বি* হৃদয়। 'আমার পরান-পুটে কোন খানে

ব্যথা ফুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'তারে যেমনি টানি পরানপুটে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পরান পুতলা *বি* প্রাণরূপ পুতুল। 'বুকের পরে দোলে রে তার পরান পুতলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পরান পুরা *ক্রি* প্রাণ পূর্ণ হওয়া। 'এমন বাতাস পরান পুরিয়া করে নি রে সুধা দান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পরান-পোড়ানি *বি* যার জন্য মন আকুল হয়। 'পরান-পোড়ানি শুধু জানে নাকো কথা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পরান-প্রিয় [স প্রাণপ্রিয়] *বি* প্রাণের মতো প্রিয় যে। 'কী খেলা খেলাবে, ওগো পরান-প্রিয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পরানবধূ [স প্রাণবধূ] *বি* প্রাণরূপ বধূ। 'আমার পরানবধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পরান-বীণা [স প্রাণবীণা] *বি* প্রাণরূপ বীণা। 'আমার পরান-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পরান-ভরানো *বিণ* মনোমুগ্ধকর। 'তাই শুনি সুর অমন মধুর পরান-ভরানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পরানভ্রমর [স প্রাণভ্রমর] *বি* প্রাণরূপ ভ্রমর। 'স্বপ্ন তারে সব সম্ভাবনা ... ভাঙি, ভাঙি, এই খেলা এ-জীবনী পরানভ্রমর।' *শক্তি*, ১৯৬১।

পরানময় [স প্রাণময়] *ক্রিবিণ* প্রাণজুড়ে। 'আমি তারে বরণ করে রাখব পরানময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

পরান-মাঝে *ক্রিবিণ* প্রাণের ভিতরে। 'তবু যে পরান-মাঝে গোপনে বেদনা বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পরান-সখা *বি* প্রাণের সাথী। 'পরান-সখা বন্ধু হে আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

পরানি, পরানী [স প্রাণ] *বি* প্রাণ। 'অপবিত্রে ধরিয়া প্রেসেন হারাল্য পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আজি হইতে আর নাহি রহিবে পরানী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরানে মারা [স প্রাণ>] *ক্রি* হত্যা করা। 'খোদার জীব পরানে মারতাম না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পরানা [ফা পরওয়ানাহ্] *বি* পরোয়ানা। 'পাত্র লেখে পরানা পরমানন্দ মনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পরানিষ্ট [স পর-অনিষ্ট] *বিণ* পরের ক্ষতি হয় এমন। 'যিনি দেশাধিকারী ইঁহার সর্ব্বদা পরানিষ্ট চিন্তা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

পরানুকরণ [স পর-অনুকরণ] *বি* অন্যের অনুকরণ। 'দাসত্বজীবী ও পরানুকরণ প্রিয়।' *এসলাম*, ১৯১৯।

পরানুকরণপ্রবণতা [স] *বি* অন্যকে অনুকরণের প্রতি দুর্বলতা। 'পরানুকরণপ্রবণতা ... পরিবর্তনবিমুখতা প্রভৃতি দুর্মর চারিত্রিকের সমাবেশের ফলে ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

পরানুকরণমুক্ত [স] *বিণ* অন্যের অনুকরণ থেকে মুক্ত। 'এখানকার যা কিছু উল্লেখযোগ্য, সুন্দর ও মহৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তা পরানুকরণমুক্ত।' *আজাদ*, ১৯৬০।

পরানুকৃত [স] *বিণ* অন্যের অনুকরণ করা হয়েছে এমন। 'পরানুকৃত বেশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পরানুগামি [স পরানুগামী] *বিণ* পরের অনুগামী। 'স্ত্রী পরম্পরা দাহের রীতি স্বার্থপর এবং পরানুগামি ইতর লোকের ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পরানুরাগী [স] *বিণ* পরের প্রতি অনুরাগী। 'উপচিকীর্ষাদি অন্য কতকগুলি প্রবৃত্তি কেবল পরানুরাগী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পরানো দ্র **পরা**[১]

পরান্ত [স] *বিণ* প্রান্ত; শেষ। 'তাবৎ সমুদ্র তটের পরান্ত সীমা পর্য্যন্ত আমারদিগের বাস্তভূমিতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পরান্ন [স] *বি* পরের অন্ন। 'বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পরান্নভোগী [স] *বিণ* অপরের অন্নে জীবনধারণ করে এমন। 'আমি নাকি বিশ্বাসঘাতক, স্বধর্মদ্রোহী, পরান্নভোগী, হীনচেতা, কাপুরুষ।' *মুনীর*, ১৯৬১।

পরান্নভোজন [স] *বি* অপরের অন্ন ভোজন। 'পরের আশ্রয়ে পরান্নভোজনে জীবনধারণ করে বিদ্যা অর্জ্জন করেন।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

পরান্নভোজী [স] ১ *বিণ* পরের অন্নে জীবন ধারণ করে এমন। 'পরান্নভোজী ভূতনাথ।' *বিমল*, ১৯৫৩। ২ *বি* পরান্নজীবী। 'সে মর্যাদাবোধশূন্য পরান্নভোজীর মতই বিনা অধিকারে এটা করিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পরাপর [স] *বি* আপনপর। 'কেবা কোন দিগে কান্দে নাহি পরাপর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পরাপেক্ষা [স পর-অপেক্ষা] *বি* অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকা। 'বৈরাগী হইঞা সেবা করে পরাপেক্ষা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাঁহারা পরাপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ঐ রসপান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পরাপেক্ষী [স] *বিণ* পরাশ্রয়ী। 'যুবক শিক্ষক সে বাড়িরই পরাপেক্ষী।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

পরাপ্রীতি [স] *বি* আসল ভালোবাসা। 'আমাদের মতে ভক্তি পরাপ্রীতি, আর প্রীতি অপরাভক্তি।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

পরাবলম্বন [স পর-অবলম্বন] *বি* পরনির্ভরশীলতা। 'পরাবলম্বন মানেই দাসত্ব।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পরাবসথশায়ী [স পর-অবসথ-শায়ী] *বিণ* অন্যের ঘরে আশ্রিত। 'পরান্নভোজী, পরাবসথশায়ী হয়ে মানুষ পীড়িত এবং অবমানিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

পরাবিদ্যা [স] *বি* তত্ত্বজ্ঞান; পারমার্থিক সত্য। 'অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলে ভুল করেননি।' *প্রমথ*, ১৯১৩; 'মাগিয়াছে পরাবিদ্যা – চরম কল্যাণ।' *জীবন*, ১৯৩০।

পরাবৃত্ত [স] *বিণ* প্রত্যাবর্তিত। 'সেই দেশ হইতে পরাবৃত্ত হইলাম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পরাবৃত্তি [স] *বি* প্রত্যাবর্তন। 'আত্মসুখপরায়ণ পরাবৃত্তি মোহ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পরাভব [স] ১ *বি* পরাজয়। 'কতদিন অমর পরাভব পাওব ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সেই যুদ্ধে সার্ব্বরাজা পরাভব পাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অপমান। 'এ আদর যদি লজ্জার পরাভবে সেদিন মলিন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পরাভূত [স] ১ *বিণ* পরাজিত। 'বিচারে পরাভূত হইয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'তাঁহাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায় প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিকটে পরাভূত হইয়া রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* সবেমাত্র ক্ষান্ত হয়েছে এমন। 'পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পরাভয় [স] *বি* ভীতি। 'এ পরাভয় প্রযুক্ত নিবেদন করি নাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

পরামনন [স] *বি* প্রগাঢ় চিন্তা। 'তদ্রূপ পরামনন হওয়াপ্রযুক্ত বিদ্যার লালসা আরো বাড়িল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পরামর্শ [স] ১ *বি* আলোচনা। 'করি বহু পরামর্শ আইলাঙ তোমার দেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মন্ত্রণা। *ওসাঁ*, ১৭৮২: 'আদালতের ব্যবস্থাপকের পরামর্শ।' *ডানকান*, ১৭৮৫। ৩ *বি* কর্তব্য সম্পর্কে অভিমত। 'আমি তোমাকে এক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *বি* সিদ্ধান্ত। 'এই পরামর্শ স্থির করিয়া থাকিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৫ *বি* কর্তব্য। 'আমার বাটীতে থাকা পরামর্শ নহে।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৬ *বি* বিবেচনা। 'রাম সমাচার কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ, ভাল দিবস দেখিয়া যাত্রা কর।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৭ *বি* চিন্তা। 'দেখি রাজার উপকারজ্ঞতা কি পর্যন্ত এই পরামর্শ করিয়া কোনহ উপায়েতে রাজার পুত্রকে চুরি করিয়া আপন বাটীর মধ্যে লইয়া রাখিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৮ *বি* মত। 'অয়নগরস্থ তাবৎ লোক এক পরামর্শ হইয়া সে তাঁতির সহিত সামাজিকতা না করিতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৯ *বি* উপদেশ। 'আমাদের পরামর্শ এই যে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ১০ *বি* পরিকল্পনা। 'ভরসা করি উক্ত বিদ্যালয়ের পরামর্শ সফল হউক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। ১১ *বি* ব্যবস্থা। 'তিনি সহজ প্রসবের স্থলেও ঐ ঔষধের পরামর্শ দেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ১২ *বি* উৎসাহ। 'দস্যুবেশে ... লোকদিগকে বিদ্রোহী হতে পরামর্শ দেয়।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

পরামর্শদাতা [স] ১ *বিণ* পরামর্শ দানকারী। 'তিতুমীরের পরামর্শদাতা সেই ফকির ইংরাজের গোলা গুলি খাইয়া ফেলিবে।' *হিতৈষি*, ১৮৯৫। ২ *বি* উপদেষ্টা। 'এ স্থলে পরামর্শদাতার কাজটা নিরাপদ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পরামর্শদাত্রী [স] *বি স্ত্রী* পরামর্শ প্রদানকারী। 'উপযুক্ত পরামর্শদাত্রী ও সত্যকার সহধর্ম্মিণী হইয়া উঠে।' *সওগাত*, ১৯২৯।

পরামর্শ-সভা [স] *বি* পরামর্শ করতে আয়োজিত বৈঠক। 'তিনজনের পরামর্শ-সভা শুরু হয়ে গেল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পরামর্শসিদ্ধ [স] ১ *বিণ* আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত। 'ঐ সভায় পরামর্শসিদ্ধ দ্বিতীয় কথা এই যে ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* যুক্তিযুক্ত; যৌক্তিক। '... তাঁহাকে রাখিয়া অন্যের সভাপতি হওয়া পরামর্শসিদ্ধ হয় না।' *কৌমুদী*, ১৮৩৩।

পরামর্ষ [স পরামর্শ] *বি* আলোচনা। 'এখানে আসিবা পরামর্ষ মাফীক জাহা হয় তাহাই করিব।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

পরামিশ [স পরামর্শ] *বি* পরামর্শ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পরামিশ্যে [স পরামর্শ] *বি* পরামর্শ। 'পরামিশ্যে সে বাপজিরে সেই ঘোষের পোর কাছেই নে গেল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

পরামষ্টী [স পরামর্শ] *বি* ষড়যন্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পরামাণিক [স প্রামাণিক] ১ *বি* সমাজপতি; মোড়ল। 'তাহাতে পরামাণিকের ভয় নাই।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'পরামাণিকের পাদোদকের চারি আনা পয়সাও ছাড়া হবে না।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'এখন পরামাণিক দাদা ত নাই, তোমার চলে কিসে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পরামুখ [স পরাঙ্মুখ] *বিণ* বিমুখ। 'সঙ্গদোষে পাবে দুখ লোক ধর্মে পরামুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরামৃত [স পর-অমৃত] *বিণ* অমৃত থেকে উত্তম। 'সে শ্রীমুখ-ভাষিত অমৃত হৈতে পরামৃত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরামৃশ্য [স] *বিণ* পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এমন। 'বিবাদ আপোসে মিটাইয়া দেওয়া পরামৃশ্য।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

পরায়ণ[1] [স] *বিণ* একনিষ্ঠ। 'অন্ধ জত জন রাজধর্মে পরায়ণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরায়ণী [স] *বিণ স্ত্রী* একনিষ্ঠ। 'পরিত্রাণ পরায়ণী বন্দো ভাগীরথী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পরায়ণ[2] [স প্রয়াণ] *বি* মৃত্যু। 'সতিনী সমরে মল্য পতি পরায়ণে গেল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পরায়ত্ত [স পর-আয়ত্ত] *বিণ* পরের অধিকারভুক্ত। 'নিজ পুত্রদিগের অমানুষিকতায় গাত্রস্থিত অলঙ্কারগুলি পরায়ত্ত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পরার [স পর>] *বিণ* পরের। 'রম নাহি পরার পুরুষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরার্থ [স] *বি* পরের উপকার। 'তাহার অনুশীলনে স্বার্থ ও পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পরার্থপরতা [স] *বি* পরোপকারপরায়ণতা। 'পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পরার্থন, পরার্থনা [স প্রার্থনা] *বি* প্রার্থনা। 'মরিবার তরে মোরে করে পরার্থন।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'প্রভুতে মাগিআ পাইল পরার্থনা করি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পরার্ধ [স] *বিণ* সহস্র লক্ষ কোটি সংখ্যক। 'ক্রমে নিমেষে কোটি কোটি, অর্বুদ অর্বুদ, বৃন্দ বৃন্দ, খর্ব খর্ব, নিখর্ব নিখর্ব, পরার্ধ পরার্ধ ক্রোশ ঘুরিতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পরার্ধযুগ [স] *বি* সহস্র লক্ষ কোটি সংখ্যক যুগ। 'ত্রিকালদর্শী মহাত্মগণের পরার্ধযুগের সমবেত সাধনা।' *কজ্জলল*, ১৯১৩।

পরাশ্রয়িতা [স] *বি স্ত্রী* পরনির্ভরশীলতা। 'ভ্রান্তিবিলাস পরাশ্রয়িতার আভাসমুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত।' *জিতুর*, ১৯৭০।

পরাশ্রিত [স] *বিণ* পরাশ্রয়ী। 'যদি বা এই পরাশ্রিত কীট মনুষ্যের দেহতন্ত্র হইতে বিনাক্লেশে তাড়িত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

পরাশ্রিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অন্যের আশ্রিত। 'অভিনয়বিদ্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরাশ্রয়ী [স] *বিণ* পরনির্ভরশীল। 'তাদের সমাজে কোন নারী পরাশ্রয়ী নয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

পরাসক্ত [স] ১ *বি* পরজীবী। 'পানার গায়ে ছত্রক জাতীয় পরাসক্ত জন্মাইয়া তাহাদিগকে নষ্ট করা।' *জগদীশ*, ১৯২৬। ২ *বিণ* অন্যকে শোষণ করে বেঁচে থাকে এমন। 'পরাসক্ত জীব বা জন্তু পরের রস রক্ত শোষণ করে বাঁচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৩ *বিণ* পরনির্ভরশীল। 'স্রোতের টানে যে হালছাড়া ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেও পরাসক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পরাসক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষে আসক্ত। 'পরাসক্তা হইয়া তাহারদের গর্ভ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পরাসক্তি [স] *বি* পরের প্রতি আসক্তি। 'পরাসক্তি থেকে আত্মকর্তৃত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পরাস্ত [স] *বিণ* পরাজিত। 'তাঁহার সহিত অর্জ্জুন যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়া কাতর হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পরাস্তাব [স প্রস্তাব] *বি* প্রস্তাব। 'এই পরস্তাব শুনি অন্তর হরিষে।'

আলাওল, ১৬৮০। দ্র **প্রস্তাব**

পরাহত [স] *বিণ* আহত। 'মল্লদেব পরাহত হইয়া কুঞ্জর পৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পড়িলেন।' *হরপ্রসাদ রায়,* ১৮১৫।

পরাহ্ন [স পরাহ্ণ] *বি* অপরাহ্ণ; বিকাল। 'প্রতিদিন প্রাতে ১১ ঘন্টাবধি ৪ ঘন্টাবধি পরাহ্ন পর্য্যন্ত।' *দর্পণ,* ১৮৩৭।

পরি[১], পরী [ফা পরি] **১** *বি* খুব সুন্দর নারী; পরি। 'তৈলক্য সুন্দরি হৈল পারিজাত পরি।' *মালাধর,* ১৫০০। **২** *বি* পাখা আছে এমন কল্পিত সুন্দরী নারী। 'রসুলের মহিমা শুনিয়া পরীগণ আইলেন্ত নিশি ভাগে করিতে দর্শন।' *সুলতান,* ১৭০০।

পরিজাদি [ফা] *বি স্ত্রী* পরির কন্যা। 'কোন কোকাফ মুল্লুকের পরিজাদি।' *নজরুল,* ১৯২৭।

পরিস্থান, পরিস্তান [ফা পরি-ইস্তান] *বি* পরিদের বাসস্থান। 'পরিস্থানে সঁপি যারে রাখিছে ঈশ্বর।' *আলাওল,* ১৬৮০; 'পরিস্তানের নিটোল-স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদশাজাদিদের মতো।' *নজরুল,* ১৯২২।

পরী নটিনী [ফা পরি+স নটিনী] *বি স্ত্রী* পরিরূপ নটিনী। 'পরী নটিনী নেচে যায় দুলে দুলে।' *নজরুল,* ১৯৩৪।

পরীজাদী [ফা] *বি স্ত্রী* পরীর কন্যা। 'এই কাণ্ডটি করিয়া পরীজাদীরা অন্তরীক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন।' *এনামুল,* ১৯৫৫।

পরীবালা [ফা পরি+স বালা] *বি* পরীকন্যা। 'পরীবালার সন্ধানে দেশে দেশে লোক প্রেরণ করেন।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

পরীর দেশ *বি* রূপকথার রাজ্য। 'অতি সুদূর পরীর দেশে –।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৩।

পরীরাজ্য [ফা পরি+স রাজ্য] *বি* রূপকথার পরীদের জগৎ। 'পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।' *বিভূতি,* ১৯৩৮।

পরীলোক [ফা পরি+স লোক] *বি* পরীদের জগৎ। 'এ প্রেম নরনারীর প্রেম নয় – পরীলোকের প্রেম।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

পরীশ্বর [ফা পরি+স ঈশ্বর] *বি* পরীদের অধিপতি। 'পুনরপি কহিলুম শুন পরীশ্বর।' *আলাওল,* ১৬৮০।

পরীস্থান [ফা পরি+স স্থান] *বি* পরীদের বাসস্থান। 'পরীস্থানের কাহিনী শুনেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২২।

পরি[২] *বি* বিছানার চাদর। *মানোএল,* ১৭৪৩।

পরিকর [স] **১** *বি* কটিবন্ধ। 'দ্রঢ় পরিকর বান্ধি মধ্য হ্রদে পড়ি।' *মালাধর,* ১৫০০। **২** *বি* সহচর। 'রক্ষা কর পরিকর সঙ্গে কর পার।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

পরিকর্ষণা [স] *বি স্ত্রী* অনুশীলন। 'নতুন বন্ধনের ভেতর সহনশীলতার পরিকর্ষণা চলতে থাকে।' *সিরাজুল,* ১৯৭৪।

পরিকল্পনা [স] *বি* রচিত। 'বাঙালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্যই এই পুস্তিকার পরিকল্পনা হয়।' *গৌর,* ১৮২২।

পরিকল্পনাকারী [স] *বি* পরিকল্পনা করে যে। 'কথাটা এত সরল যে আমাদের পরিকল্পনাকারীদের অজানা নয়।' *অন্নদা,* ১৯৩৭।

পরিকল্পনাবিদ [স] *বি* পরিকল্পনাকারী। 'পরিকল্পনাবিদরা যেভাবে ব্যাপারটি ফয়সালা করিতে চাহিয়াছেন।' *আজাদ,* ১৯৭০।

পরিকল্পনাহীন [স] **১** *ক্রিবিণ* পদ্ধতিগতভাবে কল্পিত নয় এমন। 'ধনতন্ত্রের পরিকল্পনাহীন উৎপন্নসামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে।' *উমর,* ১৯৬৮। **২** *বিণ* অপরিকল্পিত। 'পরিকল্পনাহীন ও অব্যবস্থিত কার্যক্রম সঙ্কটকে আরও জটিল ... করিয়াই চলিয়াছে।' *আজাদ,* ১৯৭১।

পরিকল্পিত [স] *বিণ* পরিকল্পনা করা হয়েছে এমন। 'ভারতের যে রাষ্ট্ররূপ পরিকল্পিত হইয়াছে।' *সওগাত,* ১৯৩০।

পরিকীর্ণ [স] *বিণ* বিস্তৃত; উৎক্ষিপ্ত। 'সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়েছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

পরিকীর্তিত, পরিকীর্ত্তিত [স] *বিণ* বিশেষভাবে প্রশংসিত। 'দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত – বাহুবল ও বাক্যবল।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২; 'আজও একথা সর্ব্বদাই অবাধে হিন্দুদিগের মুখে উচ্চারিত এবং পরিকীর্ত্তিত হইতেছে।' *প্রচারক,* ১৯০৬।

পরিকীর্তিতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রশংসিত। 'স্ত্রীবুদ্ধি সর্বত্র পরিকীর্ত্তিতা।' *মাইকেল,* ১৮৭৪।

পরিক্রম [স] *বি* প্রচার; পরিভ্রমণ। 'এক সভ্যতার এক ভাবের পরিক্রম ও আন্দোলন বহু দেশ বহু জাতি বহু যুগ ধরে হয়েছে।' *অবন,* ১৯২৫।

পরিক্রমণ [স] *বি* পায়চারি। 'রাজা। (পরিক্রমণপূর্বক স্বগত) এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই।' *মাইকেল,* ১৮৭৩।

পরিক্রমা[১] [স] *বি* প্রদক্ষিণ। 'আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার/ তুলসী-পরিক্রমা করি গেলা গোফা-দ্বার।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'উচ্চাবচ বক্রপথে সারা বিশ্ব পরিক্রমা ক'রে যে জীবন।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩৩।

পরিক্রমা[২] [স পরিক্রমণ>] *ক্রি* ভ্রমণ করা। **পরিক্রমি** *ক্রি* ভ্রমণ ক'রে। 'পূর্বস্থান বৃন্দাবন পরিক্রমি গেলা।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

পরিক্ষত [স] *বিণ* আহত। 'যার অস্ত্র গেছে ভেঙে, যে শোকার্ত, যে পরিক্ষত, যে ভীত ... তাকেও মারবে না।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৩।

পরিক্ষা[১] [স পরীক্ষা>] *ক্রি* পরীক্ষা করা। 'কৃষ্ণ পরিক্ষিতে ব্রহ্মা সেই ঠাঞি আইল।' *মালাধর,* ১৫০০। **পরিক্ষাএ** *ক্রি* পরীক্ষা ক'রে। 'আনিঞা সিত্যাএ রাম পরিক্ষাএ সুধিল।' *মালাধর,* ১৫০০।

পরিক্ষা[২] [স পরীক্ষা] *বি* যাচাই। 'পরিক্ষা পাইয়া প্রবোধ হইলো বানর।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

পরিক্ষিপ্ত [স] *বিণ* বিক্ষিপ্ত। 'তত্ত্বদর্শনের পরিক্ষিপ্ত যুক্তিজাল বাঁধিবারে পারে না আমায়।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩২।

পরিক্ষীণ [স] **১** *বিণ* অতি দুর্বল। 'পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ মর্তজন্মশিখা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫। **২** *বিণ* অতি কৃশ। 'ক্ষীণ তনু তাজা, পরিক্ষীণ মাজা, তবু সে পড়ে না টুটি।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯০৮।

পরিখা[১] [স পরীক্ষা>] *ক্রি* পরীক্ষা করা। 'কোপছলে পরিখে তোহ্মার মতি কাহ্নে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **পরিখয়** *ক্রি* পরীক্ষা করে। 'কেও সখি পরিখয় শাসে। কেও নলনী দল করয় বতাসে।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

পরিখা[২] [স পরীক্ষা] *বি* পর্যবেক্ষণ। 'ছাগল রাখাইল্য তোরে/ জ্ঞাতিবন্ধু ছলে ধরে/ পরিখায় রাখিল তখন।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

পরিখা[৩] [স] *বি* খাত। 'শস্য ক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২; 'দুর্গটী এক পরিখায় বেষ্টিত।' *কৃষ্ণকমল,* ১৮৫৮।

পরিগণিত [স] *বিণ* বিবেচিত। 'তাহা দক্ষিণ-পশ্চিম দেশের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।' *অক্ষয়,* ১৮৪৭; 'তৎকালে এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করাও একপ্রকার সাহসের কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।' *বিদ্যা,* ১৮৪৯।

পরিগণিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিবেচিত। 'যদি জয়নাব হতভাগিনী হাসানের দাসী শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা না হইত।' *মশাররফ,* ১৮৯০।

পরিগত [স] *বিণ* আবৃত। 'নেপথ্য-পরিগত প্রিয়া সে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১।

পরিগৃহীত [স] *বিণ* স্বীকৃত। 'তাহা প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ না হইলে নিশ্চিত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* বরণকৃত। 'আমি তাহাকেই পতিত্বে পরিগৃহীত করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পরিগ্রহ [স] ১ *বি* গ্রহণ। 'গৌরচন্দ্র অন্নপরিগ্রহ কৈল্য যার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বিশেষভাবে গ্রহণ। 'তার বর্ত্তমান চরিত্র পরিগ্রহ করতে শুরু করে।' *উমর*, ১৯৬৮।

পরিগ্রহণ [স] *বি* গ্রহণ। 'দারপরিগ্রহণপূর্বক গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পরিঘ [স] *বি* লোহার অস্ত্রবিশেষ। 'পরিঘ ভুষুণ্ডি ধরিআ চণ্ডী বাড়িআ ভাঙ্গিল দন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরিঘা [স পরিঘ>] *ক্রি* প্রতিঘাত করা। 'পরিঘাউ আসি তোর আইহন কহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরিচয় [স] ১ *বি* জানাশোনা। 'পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয় রসের নাগর বড় কালা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* বংশাদির বিবরণ। 'তাঁর বিদ্যা তাঁরে দিয়া দিহ পরিচয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* নাম-ঠিকানা। '... সকলকে পরিচয় দেয় যে আমি রাজার দাস।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৪ *বি* পরীক্ষা। 'নাম অন্তাদি জিজ্ঞাসা বাবুদিগের বিদ্যার পরিচয় লউন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৫ *বি* বিবরণ। 'ক্লাইবের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা ভেরেলেষ্ট সাহেব কথিত তৎকালীন পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৬ *বি* অভিজ্ঞান। 'কীর্ত্তিদেবীর সমীপে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৭ *বি* নিদর্শন। 'তাহার স্বাভাবিক ও উপার্জ্জিত গুণাগুণের কিছুমাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৮ *বি* চিহ্ন। 'মানব বিশ্ববিধাতার ... মহীয়সী শক্তির পরিচয় স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৯ *বি* আলোচনা। 'সভ্যদিগের সহিত অসভ্য লোকদিগের আলাপ-পরিচয় ও দেখা-সাক্ষাৎ হইলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ১০ *বি* আভাস। 'স্বজাতি স্নেহের একান্ত অভাবেরই পরিচয় পাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ১১ *বি* খোঁজখবর। 'ঘরেতে বিধবা কত পরিচয় নিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পরিচএ [স পরিচয়] *বি* জানাশোনা। 'তোর মোর ভৈল পরিচএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরিচয়-গ্রাসী [স] *বিণ* পরিচয় মুছে দেয় এমন। 'রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়-গ্রাসী নিঃশব্দ মহাগোধূলিরাশির মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পরিচয় চিহ্ন [স] *বি* পরিচয় প্রকাশক চিহ্ন। 'বর্ণবিভিন্নতা কেবল ভিন্ন ভিন্ন বৃত্ত্যবলম্বীদিগের পরিচয় চিহ্ন স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পরিচয় দেওয়া *ক্রি* নাম-ঠিকানা দেওয়া। 'তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পরিচয়-পত্র [স] *বি* সুপারিশসহ চিঠি। 'তাঁর বন্ধুর বরাবরে একটি জোরালো পরিচয়-পত্র দেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পরিচয়বাণী [স] *বি* পরিচয়ের বার্তা। 'এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়বাণী আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পরিচয়বাহী [স] *বিণ* পরিচয় বহন করে এমন। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ মানুষ বিদ্যাসাগরের অন্তর্লোকের পরিচয়বাহী।' *শরীফ*, ১৯৭০।

পরিচয়মূলক [স] *বিণ* পরিচিতিজ্ঞাপক। 'এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয়মূলক ...।' *আনিস*, ১৯৬৪।

পরিচয়লাভ [স] *বি* জ্ঞান লাভ। 'সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয়লাভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরিচয়হীন [স] ১ *বিণ* সম্যক জ্ঞানহীন। 'দেশের পরিচয়হীন ... দেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* অজ্ঞাতপরিচয়। 'বহু পরিচর্যাজাত আমি, প্রভু, পরিচয়হীন।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

পরিচয়ানন্তর [স পরিচয়-অনন্তর] *বিণ* পরিচয়-জ্ঞাপক। '... গঙ্গা ইত্যাদি পরিচয়ানন্তর শ্লোক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পরিচয়ান্তর [স পরিচয়-অন্তর] *বি* অন্য পরিচয়। 'নিজ পরিচয়ান্তর সংপ্রতি এই উপাখ্যানোৎপত্তির নিদানভূত আত্মদুঃখবিবরণ কথঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পরিচর্যা, পরিচর্য্যা [স] *বি* সেবা। 'কর মোক পরিণএ পরিচর্যা করিতে তোক্ষার।' *সুলতান*, ১৭০০; 'পরিচর্য্যা।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

পরিচর্যাজাত [স] *বিণ* যত্নে লালিত। 'বহু পরিচর্যাজাত আমি, প্রভু, পরিচয়হীন।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

পরিচা [ফা পরচাহ্] *বি* বংশাবলির পরিচয়। 'রাজাও সকলকে পরিচা মতে সম্মান রক্ষা করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

পরিচায়ক [স] *বিণ* পরিচয় প্রদানকারী। *সেবধি*, ১৮৩৯: 'অতুল বিভবের পরিচায়ক 'ইলদিজ কোশক' আজ সর্ব্বসাধারণের দর্শনাগারে পরিণত।' *প্রচারক*, ১৯০৮।

পরিচার [স] *বি* সেবা। 'শুদ্ধভাবে নৃপ পরিচার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পরিচারক [স] ১ *বি* সেবক। 'অনেক সুবেসা নারি পরিচারক করি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* চাকর। 'বাবু আপন পরিচারক দ্বারা ... স্বীয় জাতীয় রীত্যনুসারেতে ব্যবহার করিতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পরিচারণা [স] ১ *বি* সেবা। 'একজন পরিচারণা ও অন্যজন অর্থলাভ মাত্র অভিলাষ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বি* প্রয়োগ। 'অন্য কোন শক্তি পরিচারণা করিতে কাহারও শক্তি থাকে না।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

পরিচারিকা [স] ১ *বি* দাসী। 'আগুন লাগিয়া তাহার পরিচারিকার প্রাণবিয়োগ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সরকেশিয়াদেশীয়া এক সুশিক্ষিতা রমণী দ্বিতীয় কাথিরিনের শয়নাগার পরিচারিকা ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* সেবিকা। 'মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পরিচারিণী [স] *বি* দাসী। 'এক পরিচারিণী দ্বারা আপন সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পরিচারণ [স] *বি* ভ্রমণ। 'রুটিনপথ মরুপরিচারণক্লান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

পরিচালক [স] *বি* পরিচালনাকারী। 'এত বড়ো অভিযানের সে পরিচালক।' *মানিক*, ১৯৩৬।

পরিচালন [স] *বি* শাসনের কাজ। 'কবিকুলশিরোমণি কালিদাস এই রাজ্য ... পরিচালন করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'দেশের ভিন্ন অবস্থায় পরিচালন করিতে গেলে তাহা সফল হয় না।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

পরিচালনকার্য, পরিচালনকার্য্য [স] *বি* পরিচালনার কাজ। 'যুদ্ধবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ সংগ্রামপরিচালনকার্য্যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিচালনা [স] ১ *বি* সঞ্চালন। 'সুখ্যাতি প্রচার পরের বাগিন্দ্রিয় পরিচালনার উপর নির্ভর করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* চালানো। 'একখানি বাষ্পীয় বিমান নির্ম্মাণ ও ইচ্ছাক্রমে নানাদিকে পরিচালনা করাইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* তত্ত্বাবধান। 'কার্য্যপ্রণালী

সুব্যবস্থামত পরিচালনার জন্য একটি বিধান নির্দ্ধারণ ...।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

পরিচালনাধীন [স] *বিণ* তত্ত্বাবধানে আছে এমন। 'রাস্তাটি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের পরিচালনাধীন ছিল।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পরিচালিত [স] ১ *বিণ* আদান-প্রদান হয় এমন। 'স্থানটি সুবিধাজনক হওয়ায় ... পণ্যদ্রব্য পরিচালিত করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অনুশীলিত। 'বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি ... পুনঃপুন পরিচালিত না হইলে, উন্নত, মার্জ্জিত ও কর্ম্মক্ষম হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* সম্পাদিত। 'উত্তমরূপে রাজকার্য্য পরিচালিত হইলেই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বিণ* সঞ্চালিত। 'অনবরত নির্গত জল বিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৫ *বিণ* চালনা করা হচ্ছে এমন। 'সমুদ্রজলের উপরিভাগ ও অভ্যন্তরপ্রদেশ দিয়া গমনাগমনকারী বহুবিধ জলযান পরিচালিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিচিত [স] ১ *বিণ* খ্যাত। 'সর্ব্বত্রে পরিচিত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* চেনা বা জানা; পরিজ্ঞাত। 'তিনি স্বীয় পদের গৌরবে ... রাজমন্ত্রীদিগের নিকটে অবিলম্বে পরিচিত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৩ *বিণ* বিদিত। 'সেই সুযোগে আপনারাও পরিচিত ও তাঁহার অনুগৃহীত হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বি* চেনা বা জানা ব্যক্তি। 'কত পরিচিতের মতই না তাহাকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

পরিচিতসম [স] *ক্রিবিণ* পূর্বপরিচিতের মতো ক'রে। 'পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পরিচিত হওয়া *ক্রি* জানাশোনা হওয়া। 'কতক স্বয়ং পরিচিত হইয়া প্রাতে বৈকালে রাত্রিতে বাবুর নিকটে অনবরত হাজীর থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পরিচিতহীন [স] *বিণ* অজানা। 'প্লাবন করেছে সত্তা ঘরহীন পুরহীন প্রিয়হীন পরিচিতহীন।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

পরিচিতা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* পরিচয় আছে এমন। 'পূর্ব্ব পরিচিতা পরিচারিকা বলিল, মহাশয়!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ২ *বিণ স্ত্রী* জ্ঞাত। 'দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ স্ত্রী* খ্যাত। 'নাহার চৌধুরী বি.এ. চিত্র জগতে বনানী চৌধুরী নামেই পরিচিতা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

পরচিতেন *বি* কবিগানের তুকবিশেষ; পরচিতান। 'কবির গানে মহড়া, চিতেন, অন্তরা, পরচিতেন প্রভৃতি অঙ্গ আছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

পরিচিন [স পরিচিহ্ন] *বি* পরিচয়। 'একে ২ কহিব সকল পরিচিন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পরিচিহ্ন [স] *বি* প্রতীক। 'পরিচিহ্ন তার বুকে থাকিবেক কুচ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পরিচ্ছদ [স] *বি* পোশাক। 'দিব্য পরিচ্ছদ পরে গান বাদ্য ঘরে ঘরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পরিচ্ছদপরা [স পরিচ্ছদ+পরা] *বিণ* পোশাকপরিহিত। 'জীর্ণ পরিচ্ছদপরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পরিচ্ছদ-পারিপাট্য [স] *বি* পোশাকসজ্জা। 'মেয়েদের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য আমাদেরি মেয়েদের মতো।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পরিচ্ছদপ্রাচুর্য, পরিচ্ছদপ্রাচুর্য্য [স] *বি* পোশাকের বাহুল্য। 'জলসুলভ নগ্নতা হইতে অনাবশ্যকরূপ পরিচ্ছদপ্রাচুর্য্য ইহাদের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত।' *প্রমথ*, ১৯২০।

পরিচ্ছদান্বিত [স পরিচ্ছদ-অন্বিত] *বিণ* ভূষিত। 'সামুদায়িক লোককে পৃথক২ বস্ত্র অলঙ্কারে পরিচ্ছদান্বিত করাইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

পরিচ্ছদান্বিতা [স পরিচ্ছদ-অন্বিতা] *বিণ স্ত্রী* পোশাক পরিহিত। 'কেহবা লক্ষীবিলাষ, কেহবা পীতাম্বর, কেহবা নীলাম্বর ... পরিচ্ছদান্বিতা।' *রামরাম*, ১৮০১।

পরিচ্ছন্ন [স] *বিণ* পরিপাটি। 'ওলন্দাজেরা পরিশ্রমী, অল্পব্যয়ী, এবং পরিচ্ছন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

পরিচ্ছিন্ন [স] ১ *বিণ* নির্ণীত। 'এ বিষয়ে পরিষ্কারের এমত পরিচ্ছিন্ন দাঁড়া কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* সুস্পষ্ট। 'এখনও দিগন্তে দেখা পরিচ্ছিন্ন হিমাদ্রি বিরাজে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* নিবিড়। 'গোধূলি নামাল তার পরিচ্ছিন্ন স্তব্ধতার পাখা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

পরিচ্ছিন্নতা [স] *বি* জমাটবদ্ধতা। 'ভাষার পরিপাট্যে এবং আকারের পরিচ্ছিন্নতায় পূর্বযুগের ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

পরিচ্ছিত্তি [স পরিস্থিতি] *বি* অবস্থা। *ডানকান*, ১৭৮৪।

পরিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ [স] ১ *বি* পরিসীমা। 'এসব ক্রীড়ার কত নাহি পরিচ্ছেদ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অংশে। 'প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* অবসান। 'পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবসরজনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* সমাধান। 'মন দিয়া শুভ কার্য্য হেতু পরিচ্ছেদ।' *সুলতান*, ১৭০০। ৫ *বি* গ্রন্থের বিভাগ। 'যে পুস্তকের যে পরিচ্ছেদে, যে অধ্যায়ের যে পৃষ্ঠে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৬ *বি* পটভূমি। 'ভারত-ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-পরিবর্তনকালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পরিচ্ছেদক [স] *বিণ* বিনাশক। 'সুখস্বচ্ছন্দের আমূল পরিচ্ছেদক।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

পরিছম *বি* অলংকারবিশেষ। 'মল, ঘুঙুর, পরিছম, পা-জেব ইত্যাদি ঝুমুর ঝুমুর শব্দে বাজাইতে বাজাইতে পাত্রী চলিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

পরিছা [স পরিজ্ঞা] *বি* তীর্থস্থানের তত্ত্বাবধায়ক। 'পরিছা বোলে কোথা যাহ বলহ সন্ন্যাসী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পরিজ [porridge] *বি* পানি বা দুধে খাদ্যশস্য (যেমন যব) সিদ্ধ করে তৈরি নরম খাবার। 'তারা খায় স্বেচ্ছায় নুনের পরিজ।' *জীবন*, ১৯৩০; 'পরিজ খেতে প্রবোধের ভালই লাগছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

পরিজন [স] ১ *বি* আত্মীয়। 'পরিজন সুনি জনি তেজব নিসাস।।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'আমী জাইব গ্রাম শুনিএর আমার নাম আসিব সভার পরিজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পরিবারের লোক। 'কিছু মাত্র ধন দিবা আর পরিজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* পোষ্যবর্গ। 'প্রজাশ্রিত পরিজনাদির বাধা যাহাতে না হয়, তেমন করিয়া ...করগ্রহণ করিবেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পরিজনবর্গ [স] *বি* আত্মীয়-স্বজন। 'তিনি ... পরিজনবর্গের স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিজনস্থ [স] *বিণ* পরিবারের। 'পরিজনস্থ সমস্ত জনগণের ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই গ্রহণ করিয়া যথা কথঞ্চিত রূপে প্রাণ ধারণ করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

পরিজাদি *দ্র* পরি[২]

পরিজ্ঞাত [স] *বিণ* সম্যকভাবে জ্ঞাত। 'তিনি প্রথম কি রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

পরিজ্ঞান [স] *বি* সম্যক জ্ঞান। 'পুত্রশোকে আকুল নাহিক পরিজ্ঞান।'

রূপরাম, ১৭৫০।

পরিজ্ঞানার্থ [স] *ক্রিবিণ* সম্যক জ্ঞানের জন্য। 'সেই প্রকৃত ধর্মের পরিজ্ঞানার্থ যত্ন করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিণত [স] ১ *বিণ* রূপান্তরিত। 'কিয়দংশ পুনর্ব্বার জলরূপে পরিণত হইয়া অবনিতে বর্ষণ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ২ *বিণ* নিষ্পন্ন। 'উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কতকগুলি গুণশক্তির প্রয়োজন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* বিভক্ত। 'বিভিন্ন কর্ম্মোপজীবী নানাজাতি বা বর্ণে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বিণ* অঙ্গীভূত। 'তাহা আমাদিগের জাতীয় ভাষার শরীরে পরিণত হইয়া আমাদিগের উন্নতিকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৫ *বিণ* পরিপক্ব। 'চুপচাপ বসে থেকেও ওর মনটি বেশ পরিণত হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পরিণতকাল [স] *বি* পরিণত বয়স। 'শেক্সপিয়রের পরিণতকালের নাটক ...।' *শিব*, ১৯৫০।

পরিণতবয়সী [স] *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'পরিণতবয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পরিণতবয়স্ক [স] *বিণ* পূর্ণবয়স্ক। 'পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তালাভের চেষ্টায় হতাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'পরিণত-বয়স্ক ও পরিণত-বুদ্ধি লোকের জন্যই কবিতা।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

পরিণত-বুদ্ধি [স] *বিণ* পাকা বুদ্ধিসম্পন্ন। 'পরিণত-বয়স্ক ও পরিণত-বুদ্ধি লোকের জন্যই কবিতা।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

পরিণয় [স] *বি* বিয়ে। 'বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর-পরিণয় তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তুমি জেষ্ট সহদর জুকতি পরিণয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পরিণএ [স পরিণয়] *বি* বিয়ে। 'সেই কৈন্যা সান্তনুএ কৈল পরিণএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পরিণয়বন্ধন [স] *বি* বিবাহ-বন্ধন। 'পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পরিণয়াকাঙ্ক্ষী [স পরিণয়-আকাঙ্ক্ষী] *বিণ* বিয়ের অভিলাষী। 'কোন অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাঙ্ক্ষী এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে গিয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

পরিণয়ান্ত [স পরিণয়-অন্ত] *বিণ* বিয়ের পরবর্তী সময়। 'বঙ্গকামিনীরা পরিণয়ান্তে শ্বশুর গৃহে গমন করিয়া দাসীবৎ কালযাপন করিতেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

পরিণয়োৎসুক [স পরিণয়-উৎসুক] *বিণ* বিবাহে উৎসাহী। 'পরিণয়োৎসুক যুবকদের জন্য নূতন-রচিত গান চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পরিণাম [স] ১ *বি* চিন্তা। 'ভাল মন্দ জানি করিঅ পরিণাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* প্রতিফল। 'বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* ফলাফল। 'নফরের হাথে খাঁড়া বহুড়িজনের তাঁড়া পরিণামে সেই মহাদুঃখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রিবিণ* পরিণতিতে। 'পরিণাম হিত জদি চাহ জন্মেজয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *বি* পরিণতি। 'ক্রোধের পরিণাম শোচনা।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'পরমানন্দময় পরিণামের জন্যই তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৬ *বি* চূড়ান্ত ফল। 'যে স্রোত চলিতেছে তাহার পরিণাম কোথায় তাহা আমরা জানি না।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩

পরিণামদারুণ [স] *বিণ* বিয়োগাত্মক। 'সেই পরিণামদারুণ মহানাটকের প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরিণামবাদ [স] *বি* পরিণাম তত্ত্ব। 'কাহাকে বিবর্তনবাদ, কাহাকে পরিণামবাদ বুঝাইয়া দিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পরিণামবিহীন [স] *বিণ* ফলাফলবিহীন। 'পরিণামবিহীন আন্দোলন-আলোচনার দ্বারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পরিণামভয়শূন্য [স] *বিণ* ফলাফল সম্পর্কে সচেতন নয় এমন। 'ক্ষুধার্ত শামুকের মতো পরিণামভয়শূন্য।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

পরিণামভেদ [স] *বি* ফলাফলের পার্থক্য। 'দুঃখের তেমনি পরিণামভেদে প্রকাশভেদ হয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পরিণামহীন [স] *বিণ* কোনো পরিণতি নেই এমন। 'শান্ত হয় কর্কশ কণ্ঠের পরিণামহীন বচসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পরিণিবিত্তা [স পরিনির্বৃতক] *বি* নিস্তার। 'মতিএঁ ঠাকুরক পরিণিবিত্তা।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

পরিণীত [স] ১ *বিণ* বিবাহিত। 'মনুষ্যের মত স্ত্রী পুরুষ দ্বিবিধ মূর্তি ধারণ করিয়া পরস্পর পরিণীত ও প্রণয়বদ্ধ হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* সম্পৃক্ত। 'কাব্যের সহিত পরিণীত হইয়া উহার কুল নষ্ট হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

পরিণীতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিবাহিত। 'পঞ্চম দিবসে পরিণীতা হইয়া, মদনসেনা শ্বশুরালয়ে গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পরিণেতা [স] *বি* স্বামী। 'সেই, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে, এই কন্যার পরিণেতা হইতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পরিতপ্ত [স] *বিণ* উত্তপ্ত। 'পাপের প্রাণ পোড়ে না কেবল পরিতপ্ত হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

পরিতাপ [স] ১ *বি* দুঃখ। 'ডুবিনু পরম পরিতাপে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অনুশোচনা। 'কাঁদিয়া তখন কহিল রমণী লাজে ভয়ে পরিতাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পরিতাপজনক [স] *বিণ* দুঃখজনক। 'অত্যন্ত পরিতাপজনক যে, ...।' *বেগম*, ১৯৫২।

পরিতাপদহন [স] *বি* অনুতাপের জ্বালা। 'পরিতাপদহনে জর্জর হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পরিতাপহীন [স] *বিণ* অনুতাপ নেই এমন। 'পরিতাপহীন আত্মক্ষতি মিটায় জীবনযজ্ঞে মরণের ক্ষুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পরিতাপিতা [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখকাতর। 'তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পর্যন্ত পরিতাপিতা হচ্যেন, তা বলা দুষ্কর।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পরিতারণ [স পরিত্রাণ] *বি* পরিত্রাণ। 'মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিতারণ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পরিতুষ্ট [স] ১ *বিণ* সন্তুষ্ট। 'রাজাও বিক্রমাদিত্যের কথাতে পরিতুষ্ট হইয়া...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* অতিশয় তৃপ্ত। 'ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পরিতুষ্টি [স] *বি* পরিপূর্ণ তৃপ্তি। 'পরিতুষ্টি সহকারে তবু তাহাদের খাওয়া হইতেছে না।' *হাই*, ১৯৪০।

পরিতৃপ্ত [স] *বিণ* পুরোপুরি তৃপ্ত। 'আশাবৃত্তি মর্ত্ত্যলোকের বিষয়োপভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পরিতৃপ্ততা [স] *বি* পূর্ণ তৃপ্তি। 'রমণ শেষ করো ঘামে কামে পরিতৃপ্ততায়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পরিতৃপ্তি [স] ১ *বি* পরিপূর্ণ তৃপ্তি। 'এমন শ্রদ্ধাবান বয়স্ক শ্রোতা পাইয়া ... কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* নিবারণ। 'একি কতকটা কৌতূহলপরিতৃপ্তি নয়?'

রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পরিতোষ [স] ১ *বি* পরিতুষ্টি। 'তে কারনে মনে মোর নাহি পরিতোষ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'মিষ্টান্ন পক্বান্ন ভোজন করাইয়া পরিতোষ করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* সন্তোষ। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'কতমত পরিয়া মুখোশ/ মাগিছ সবার পরিতোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পরিতোষ করা *ক্রি* পরিতৃপ্ত করা। 'রতি উপভোগে সফল কর পরিতোষ বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরিতোষজনক [স] *বিণ* তৃপ্তি আসে এমন। 'পরিতোষজনক ভোজন করিও না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পরিতোষা [স পরিতোষ>] *ক্রি* পরিতুষ্ট করা। **পরিতোষে** *ক্রি* পরিতুষ্ট করে। 'দরিদ্র দুঃখিত পরিতোষে প্রতিনিতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

পরিতোষার্থে [স] *ক্রিবিণ* পরিতুষ্টির জন্য। 'সেই২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

পরিত্যক্ত [স] ১ *বিণ* প্রত্যাখ্যাত। 'সে সমুদায় এই অনুরোধে একবারে পরিত্যক্ত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* সাহচর্য ত্যাগ করা হয়েছে এমন। 'পরিত্যক্ত হতভাগিনী যুবতী নারীর প্রতি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

পরিত্যক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* সাহচর্য ত্যাগ করা হয়েছে এমন। 'পূর্ব্বস্বামী হইতে পরিত্যক্তা হইয়া সে যেমন অনাথিনী হইয়াছিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পরিত্যাগ [স] ১ *বি* ত্যাগ। 'কুমারীক পরিত্যাগ করিলা তখন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* পরিবর্তন। 'ঘরে গিয়া পোষাক পরিত্যাগ মিষ্টান্ন জলপান করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* বর্জন। 'লেখাপড়া পরিত্যাগ হইল বিষয়কর্ম্ম করিবার বয়েস হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পরিত্যাগ হওয়া *ক্রি* বন্ধ হওয়া। 'পরে লেখাপড়া পরিত্যাগ হইল বিষয়কর্ম্ম করিবার বয়েস হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পরিত্যাগা [স পরিত্যাগ>] *ক্রি* পরিত্যাগ করা। 'দুই নাতি পরিত্যাগি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পরিত্যাগি [স পরিত্যাগ>] *বিণ* ছেড়ে চলে গেছে এমন। 'পরিত্যাগি দুইশত বালকের মধ্যে প্রধান লোকের সন্তান অনেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

পরিত্যাজ্য [স] *বিণ* বর্জনীয়। 'একস্থানে যাহা পরিত্যাজ্য, অপর স্থলে গ্রহিতব্য।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

পরিত্রাই [স পরিত্রাহি>] *ক্রিবিণ* চিৎকার ক'রে। 'দধি নিবে ঘোল নিবে ডাকে পরিত্রাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পরিত্রাণ [স] ১ *বি* মুক্তি। 'ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'প্রিয় কার্জ্জ কর রাজা চাই পরিত্রাণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'পরিত্রাণ পরায়ণী বন্দো ভাগীরথী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* রক্ষা। 'ধন লৈয়া মোর কর পরিত্রাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* স্বাধীনতা। 'অত্যাচারিত জাতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া আপনাদিগের পরিত্রাণার্থ অধিকতর বলবীর্য্য প্রকাশে চেষ্টা করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পরিত্রাণকর্তা [স] *বি* ত্রাণকারী। 'সে আমার পরিত্রাণকর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

পরিত্রাণহীন [স] *বিণ* মুক্তি নেই এমন। 'এক দশকে সজ্ঞ ভেঙে যায়/ থাকে শুধু পরিত্রাণহীন ...।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

পরিত্রাণার্থ [স পরিত্রাণ-অর্থ] *ক্রিবিণ* স্বাধীনতার জন্য। 'আপনাদিগের পরিত্রাণার্থ অধিকতর বলবীর্য্য প্রকাশে চেষ্টা করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পরিত্রাতা [স] *বি* ত্রাণকর্তা। 'নরকে নাহীক পরিত্রাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরিদর্শক [স] *বি* পর্যবেক্ষক। 'পরিদর্শক মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই বা কোথায় আসন দান করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পরিদর্শন [স] *বি* পর্যবেক্ষণ। 'আশপাশ পরিদর্শন করিতে করিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরিদর্শনকারী [স] *বিণ* পরিদর্শন করে এমন। 'পরিদর্শনকারী কর্মচারী হঠাৎ আবিষ্কার করবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

পরিদর্শনশালা [স] *বি* পর্যবেক্ষণ-স্থল। 'সুবিপুল কালের পরিদর্শনশালার মধ্যেই মানুষের মানসিক বস্তুর পরীক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরিদর্শয়িতা [স] *বি* প্রদর্শক। 'দর্শকেরা যাতে সেই ভুল না করে পরিদর্শয়িতার সেটা জানা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৬৫।

পরিদর্শিকা [স] *বি স্ত্রী* পরিদর্শক। 'মহিলা পরিদর্শিকারা এ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।' *বেগম*, ১৯৬৬।

পরিদৃশ্যমান [স] ১ *বিণ* চতুর্দিকে দেখা যায় এমন। 'পরিদৃশ্যমান পদার্থমাত্রই মায়াপ্রপঞ্চ, বাস্তবিক কিছুই নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* সুস্পষ্ট। 'এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ... পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'অস্থি পরিদৃশ্যমান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পরিদৃশ্যমানা [স] *বিণ স্ত্রী* চারদিকে দৃশ্যমান। 'ঐ পরিদৃশ্যমানা নগরী কি মহাত্মা।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পরিদৃষ্ট [স] *বিণ* সর্বত্র লক্ষিত। 'এই পাদপ ব্যতীত এখানে সরল বা সর্জ্জতরু ... পরিদৃষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিদেবন [স] *বি* বিলাপ। 'এক পরম সুন্দরী নারী, উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও পরিদেবন করিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পরিদেবনা [স] ১ *বি* বাচালতা। 'বয়স্থা হইলেই প্রায় বিষয় পরিদেবনা অধিক হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* বিলাপ। 'কাকস্য পরিদেবনা।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পরিধান [স] ১ *বি* অঙ্গে ধারণ। 'আতী বিতপনী রাধা পরিধান পাট।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নেত বসন পরিধানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* পরার উপযোগী। 'পরিধান বস্ত্র নাহি পেটে নাহি ভাত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* পরিধেয় বস্ত্র। 'পরিতে না মিলে পরিধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরিধানবস্ত্র [স] *বি* পরিধেয় বস্ত্র। 'অনেকের এক ভিন্ন দ্বিতীয় পরিধানবস্ত্র নাই।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

পরিধানা [স পরিধান>] *বিণ স্ত্রী* পরিধান করে আছে এমন। 'ভৈরবী শুক্লাম্বর পরিধানা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পরিধাপন [স] *বি* পরিধান। 'বিচিত্র বসম ভূষণ পরিধাপন ... করেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পরীধান [স পরিধান] *বি* অঙ্গে ধারণ। 'উত্তম বস্ত্রাদি পরীধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

পরিধি [স] ১ *বি* বৃত্তের বেষ্টনরেখা। 'যে রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তাহার নাম পরিধি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বি* সীমারেখা। 'সুখদুঃখের পরিধি সীমাবদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

পরিধিযুক্ত [স] *বিণ* বৃত্তের বেষ্টনরেখা সংবলিত। 'দ্বাত্রিংশৎ হস্ত

পরিধিযুক্ত ও অষ্টাবিংশতি হস্ত উচ্চ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিধেয় [স] *বিণ* পরিধানের যোগ্য। 'আমি রাজকন্যার পরিধেয় বস্ত্র ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'আশ্বীন মাহাতে বাটীর সকলের পরিধেয় বস্ত্র পাঠাইব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পরিধেয়তা [স] *বি* পরিধানযোগ্যতা। 'একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিধেয়তা জীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পরিনাম, পরিনামা [স পরিণাম] *বি* সর্বশেষ অবস্থা। 'মাধব হম পরিনাম নিরাসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সখি হে মন্দ পেম পরিনামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরিনিষ্ঠ [স] *বিণ* নিষ্ঠাবান। 'রাঢ়দেশবাসি এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

পরিপক্ব [স] ১ *বিণ* পারদর্শী। 'পত্র পাঠার্থে জন পদ তাদৃশ পরিপক্ব নয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিণ* পুষ্ট। 'যে বীজ এইরূপে পরিপক্ব হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৩ *বিণ* অভিজ্ঞ। 'মুগ্ধবোধব্যবসায়ীরা ব্যাকরণে পরিপক্ব বলিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৪ *বিণ* অভিজ্ঞতালব্ধ। 'প্রবাদবাক্যে ও ডাক ও খনার বচনে কত যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

পরিপন্থী [স] *বিণ* প্রতিকূল। 'আমাদের আত্ম-বিকাশের পরিপন্থী মনে করেন না?' *মনসুর*, ১৯৩৫।

পরিপাক [স] ১ *বি* পরিপক্বতা। 'ভাগ্যবন্তের অধীন ও খোষামোদকারক আর জ্ঞানেরো পরিপাক হয় নাই।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২। ২ *বি* উৎকর্ষ। 'বুদ্ধির পরিপাক না হইয়া যদি ভক্তি ও উপচিকীর্ষার আতিশয্য হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* হজম। 'এইরূপে পরিপাক-শক্তি, শোণিত-সংস্কার প্রভৃতি ... নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইয়াছে।।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বি* সহ্য। 'স্বদেশের সমস্ত অবমাননা পরিপাক ক'রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পরিপাট [স পরিপাটি] *বিণ* বিন্যস্ত। 'প্রেম ধন অতুল রতন পরিপাটি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পরিপাটি, পরিপাটী [স] ১ *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পরিধান দিব্য জোড়া উড়নি ঘুরনি পরিপাটী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'বিষম দারুণ দন্ত দেখি পরিপাটি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* নিপুণ। 'তোমার বাক্য পরিপাটী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* নৈপুণ্য। 'আপন স্বরের পরিপাটী দেখাইবার জন্য মুখ খুলিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বি* সুশৃঙ্খলা। 'তদ্দ্বারা কলিকাতা শহরের পরিপাটী হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৫ *বি* সুব্যবস্থা। 'এক্ষণে কি আহারের কি পরিধেয় বিষয়ে অত্যন্ত পরিপাটী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পরিপাটীক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সুবিন্যস্তরূপে। 'পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি অতি পরিপাটীক্রমে প্রস্তুত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিপাটিরূপে, পরিপাটীরূপে [স] ১ *ক্রিবিণ* সাজানোগোছানো-রূপে। 'শয়নালয় ... অতি পরিপাটীরূপে রচিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'ইহা অতি পরিপাটীরূপে রক্ষিত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *ক্রিবিণ* সুবিন্যস্তভাবে। 'তর্কশাস্ত্রে সরলরেখার দ্বারা সমস্ত জিনিসকে পরিপাটিরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পরিপাট্য [স] *বি* সুশৃঙ্খলা। 'চতুষ্পদের যেরূপ গঠনের পরিপাট্য, মনুষ্যের তাদৃশ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পরিপালন [স] ১ *বি* বজায় রাখা। 'আপন প্রকৃতি পরিপালন করিবার গুণকে ইন্‌ডিবিজুয়ালিটি অর্থাৎ স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা কহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* পালন। 'এই দাম্ভিক প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পরিপালন করিব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

পরিপালক [স] *বি* যে পরিপালন করে করে। 'ইনি কলেজের ছাত্রদের উপদেশক ও পরিপালক।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পরিপুঞ্জিত [স] *বিণ* বিপুল পরিমাণে স্তূপীকৃত। 'চাঁদের তরণীতে আজ পূর্ণতা পরিপুঞ্জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

পরিপুষ্ট [স] ১ *বিণ* সুপুষ্ট। 'কোথায় গেল সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* স্বাস্থ্যবতী। 'অদূরে আহারপরিতৃপ্ত পরিপুষ্ট গাভী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বিণ* পরিণত। 'ইংরেজি রচনাশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপুষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *বিণ* সমৃদ্ধ। 'অন্য জাতিকে সুদ দিয়া পরিপুষ্ট করিতেছি।' *শিখা*, ১৯২৬। ৫ *বিণ* লালিত। 'আলাওলের কাব্যে প্রেমে পরিপুষ্ট এমন মানুষেরই ছবি পাই।' *হাই*, ১৯৪৯।

পরিপুষ্টি [স] *বি* সুপুষ্টতা। 'আমাদের তেমন পরিপুষ্টি-সাধন হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরিপূত [স] *বিণ* অত্যন্ত পবিত্র। 'বিরহপরিপূত ছায়াযুত শয়নে/ ঘুমের সাথে স্মৃতি আসে নিতি নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পরিপূর [স পরিপূর্ণ] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর। অপন মনোরথ সো পরিপূর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'প্রেমে শুধু পরিপূর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

পরিপূরক [স] ১ *বি* পরিপূর্ণকারী। 'লক্ষ্যের পরিপূরকরূপে কাজ করিতে চাহে।' *আজাদ*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* সহায়ক। 'আমরা একে অন্যের পরিপূরক।' *বেগম*, ১৯৫৩।

পরিপূরণ [স] *বি* সম্পূর্ণকরণ। 'রাজারা ... কেবল কোষ পরিপূরণে যত্নবান হইয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পরিপূরণার্থ [স পরিপূরণ-অর্থ] *ক্রিবিণ* পূর্ণ করার জন্যে। 'বন্ধ্যাস্ত্রীকে স্ব স্ব মনোরথ পরিপূরণার্থ ... পতিত থাকিতে দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পরিপূরা [স পরিপূর্ণ] *ক্রি* পরিপূর্ণ করা। **পরিপূরল** *ক্রি* পরিপূর্ণ করলো। 'মনোরথ কতহি হৃদয় পরিপূরল আনন্দে হরল গেআন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরিপূরিত [স] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'দেশবিদেশীয় নানাবিধ সংবাদে পরিপূরিত হইয়া অতিসুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'যে সময়ে মনুষ্য সাধারণের অন্তঃকরণ অজ্ঞানে আবৃত ও কুসংস্কারে পরিপূরিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিপূরিতা [স] *বিণ স্ত্রী* পরিপূর্ণ। 'অপেয় অগাধজলে পরিপূরিতা হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

পরিপূর্ণ [স] ১ *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ভরপুর। 'নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ যেন স্বর্গবাস।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'কাল পরিপূর্ণ হইলে পাসরে আপনা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বিণ* পূর্ণ। 'অকূল জলধির পূর্ব্বপশ্চিম দিক তাহাদের অজ্ঞাত, তাহাতে জলদস্যু পরিপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ *বিণ* ঢাকা। 'সেই চর্ম্ম লোমকূপে পরিপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৬ *বিণ* পূরণ। 'জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া বুঝি এতদিনের পর আমারদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করিলেন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

পরিপূর্ণতম [স] *বিণ* সবচেয়ে পরিতৃপ্ত। 'যে কথায় প্রাণ মোর পরিপূর্ণতম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

পরিপূর্ণতা [স] ১ *বি* সম্পূর্ণতা। 'তবে সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ

হইতে ভ্রষ্ট হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'তাই পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা তার এতখানি।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বি* পরিতৃপ্তি। 'রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরিপূর্ণপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাণবন্ত। 'পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পরিপূর্ণবেগ [স] *বি* সম্পূর্ণ গতি। 'পরিপূর্ণবেগে তাহার মনের কথাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পরিপূর্ণা [স] *বিণ স্ত্রী* ভরপুর। 'তাঁহার করতলচ্ছায়ায় পৃথিবী ফল-শস্যবতী, ধনধান্য-পরিপূর্ণা হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পরিপূর্তি, পরিপূর্ত্তি [স] ১ *বিণ* পরিপূর্ণকারী। 'রসময় তব মূর্তি, দৈন্যভরণ বৈভব তব অপচয় পরিপূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ২ *বি* সম্পূর্ণতা। 'আমাদের দেশমাতৃকার মুক্তি আমাদের সাহিত্যের পরিপূর্ত্তির জন্য ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

পরিপৃচ্ছা [স] *বি* জিজ্ঞাসা। 'সভ্যগণের পরিপৃচ্ছা ও পরামর্শ ... লিখিয়া দেওয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পরিপোষক [স] *বিণ* পৃষ্ঠপোষক। 'মজহাবের একান্ত পরিপোষক।' *এসলাম*, ১৯৩৪।

পরিপোষকতা [স] *বি* সমর্থন। 'তাঁর মতের পরিপোষকতার জন্য কোনো প্রমাণ দেননি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পরিপোষণ [স] ১ *বিণ* পরিপূর্ণ। 'দুষ্কপারি গো বৎস্যের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বি* পরিপুষ্টি। 'তাহার পরিপোষণের উপযোগী বিচিত্র রস সে কখনোই লাভ করিতে পারিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

পরিপোষণহীন [স] *বিণ* পুষ্টিহীন। 'কেবল আরামহীন ... জীর্ণ আবাস, পরিপোষণহীন দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

পরিপোষণীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* চর্চার যোগ্য। 'এই সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষণীয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পরিপোষিত [স] ১ *বিণ* পরিপুষ্ট; প্রতিপালিত। 'মাতৃরক্তের দ্বারা পরিপোষিত হইয়া কালে ভূমিষ্ঠ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'রাজভোগ রাজসুখে যাহারা পরিপোষিত।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ২ *বিণ* পৃষ্ঠপোষিত। 'এ দেশের রাজধর্ম্ম, যেহেতু ইহা রাজসরকার দ্বারা পরিপোষিত ও পর্য্যবেক্ষিত হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পরিপ্রেক্ষণ [স] *বি* ছবিতে দূরত্ব ও গভীরতা আঁকার কৌশল। **পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব** [স] *বি* ছবিতে দূরত্ব ও গভীরতা আঁকার জ্ঞান। 'ছবিতে একটি পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব আছে – তদনুসারে দূরকে ছোটো করে এবং নিকটকে বড়ো করে আঁকতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

পরিপ্রেক্ষণিকা [স] *বি* দৃষ্টিভঙ্গি। 'বড়ো পরিপ্রেক্ষণিকায় ছড়িয়ে দেখলে দেখা যায়, অভিজ্ঞতার বিচিত্র শিক্ষার মুক্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

পরিপ্রেক্ষণী [স] *বি* পরিপ্রেক্ষিত। 'মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে ... আরো জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পরিপ্রেক্ষণীয় [স] *বিণ* দর্শনীয়। 'সে আছে আকাশ তাই নিশি নিশি পরিপ্রেক্ষণীয়।' *অন্নদা*, ১৯৩১।

পরিপ্রেক্ষিত [স] ১ *বি* আকৃতি, দূরত্ব, সংস্থান দেখতে পাওয়া যায় এমন অঙ্কনবিদ্যা। 'শিল্পবিদ্যা, দৃষ্টিবিজ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিত, পুরাবৃত্ত ... পর্য্যালোচনা করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* পটভূমি। 'সোনার তরীর লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* পরিবেশ-পরিস্থিতি। 'নতুন পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় জীবনের ভাঙ্গাগড়ার মুখে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

পরিপ্লাবিত [স] ১ *বিণ* ব্যাপকভাবে প্রচলিত। 'বঙ্গভাষা পরিপ্লাবিত বাঙ্গালাদেশে কয়জন লোক ...।' *প্রচারক*, ১৮৯১। ২ *বিণ* সিক্ত। 'গোলাপ ফুটিয়া বায়ুকে আতর গন্ধে পরিপ্লাবিত করিয়াছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

পরিপ্লাবী [স] *বিণ* বিস্তার ঘটছে এমন। 'মানুষে মানুষে সঙ্গীভূত হওয়ার যে পরিপ্লাবী উৎসধারা যুগ যুগান্তের শিকড় উৎপাটন করিয়া ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পরিপ্লুত [স] ১ *বিণ* আপ্লুত। 'উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* সিক্ত। 'পদটি রুধিরে পরিপ্লুত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ৩ *বিণ* নিমজ্জিত। 'বিলাতী সাহিত্য সেই ধর্ম্মে পরিপ্লুত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পরিপ্লুতি [স] *বি* আকুলতা; কম্পন। 'করদ্বয়ে পরিপ্লুতি, চারি চক্ষে প্রগলভ বিস্ময়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

পরিপ্লুতাঙ্গ [স পরিপ্লুত-অঙ্গ] *বিণ* আনন্দিত। 'পরিপ্লুতাঙ্গ হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পরিবন্দ [স পরিবন্ধ] *বি* আখ্যান। 'কপটের পরিবন্দে শুনিএগ দুবলা কান্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরিবন্ধ [স] ১ *বি* প্রকার। 'আঁচড়িল কেশতার নানা পরিবন্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* নানা কৌশল। 'পরিবন্ধ করিয়া অনেক লোক বাঁচে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পরিবর্জন, পরিবর্জ্জন [স] *বি* পরিত্যাগ। 'কাপট্যাচরণ পরিবর্জন করিয়া সর্ব্বত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'শিষ্যেরা নিজ গুরুর দোষ পরিবর্জ্জন ... করিতে সহজেই প্রবৃত্ত হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পরিবর্জিত [স] *বিণ* পরিত্যাগ করা হয়েছে এমন। 'সংস্কৃত শব্দ বিভক্তি পরিবর্জিত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পরিবর্ত, পরিবর্ত্ত [স] ১ *বি* পরিবর্তন। 'এইমত বস্ত্র পরিবর্ত্ত করে মাত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* প্রবর্তিত। 'তৎকালে দণ্ডনীতিবিষয়ে যে নিয়ম পরিবর্ত হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ *বি* বদল। 'নৃপতি সংক্রান্ত কথাগুলির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্ক্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'জলপ্রধানের পরিবর্তে, তোমায় কেবল প্রবঞ্চনাবাক্যে সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করিতাম।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

পরিবর্তক [স] *বিণ* পরিবর্তনকারী। 'আমাদের সাহিত্যের যুগে পরিবর্তক কে।' *প্রচারক*, ১৯২৫।

পরিবর্তমান [স] *বিণ* পরিবর্তনশীল। 'কল্পনার মতো অমন একটা নিয়তপরিবর্তমান জিনিষকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পরিবর্তন, পরিবর্ত্তন [স] ১ *বি* বদল। 'মাস২ সভাপতি ও কর্ম্মসম্পাদকের পরিবর্ত্তন হইবেক।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ২ *বি* সংশোধন। 'নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইবেক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। ৩ *বি* উন্নতি। 'তখন ব্যবসায় পরিবর্ত্তনে জাতিরই বা পরিবর্ত্তন না হইবে কেন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* উত্তরণ। 'আপনার হীন অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা এক দিবসের নিমিত্তেও ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৫ *বি* রূপান্তর। 'তড়িৎপ্রবাহের আকস্মিক গতিপরিবর্ত্তনাদি হইতেই ইহার আবির্ভাব সংঘটিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিবর্তনকালীন, পরিবর্ত্তনকালীন [স] *বিণ* পরিবর্তনের সময়কার। 'পরিবর্ত্তনকালীন অবস্থার বিভিন্ন অসুবিধার মোকাবেলা করার জন্য ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পরিবর্তনপ্রাপ্ত [স] *বিণ* বিবর্তিত। 'কিভাবে সমাজ প্রতিদিন বৃদ্ধিলাভ করিত, পরিবর্তনপ্রাপ্ত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পরিবর্তনবিমুখতা [স] *বি* পরিবর্তনে অনিচ্ছা। 'নিরাপত্তার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি, পরিবর্তনবিমুখতা প্রভৃতি দুর্মর চারিত্রিকের সমাবেশের ফলে ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

পরিবর্তনশীল, পরিবর্ত্তনশীল [স] *বিণ* বদলে যায় এমন। 'নদীকে আমার একটি গতি পরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত।' *জগদীশ*, ১৮৯৫; 'ইচ্ছা জিনিসটা পরিবর্তনশীল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'এই নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে এ আদর্শ সেবার এবং সাধনার ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

পরিবর্তনশীলতা [স] *বি* বদলে যায় এমন অবস্থা। 'জ্ঞানের ক্ষেত্রেই পরিবর্তনশীলতা অবধারিত, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

পরিবর্তনীয় [স] *বিণ* পরিবর্তনযোগ্য। 'যে বিষয় পরিবর্তনীয়, তাহা শিক্ষা করিলে লাভ কি?' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

পরিবর্তিত, পরিবর্ত্তিত [স] *বিণ* পরিবর্তন করা হয়েছে এমন। 'ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'সাহেবেরা পরিবর্ত্তিত হইলেও ঐ নিয়ম বজায় থাকিলে ভাল হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

পরিবর্ধক, পরিবর্দ্ধক [স] *বিণ* বাড়ায় এমন। 'এ স্বর্গীয় সুরা ... দেহকান্তি পরিবর্দ্ধক।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

পরিবর্ধন, পরিবর্দ্ধন [স] ১ *বি* বৃদ্ধি। 'গুণ পরিবর্দ্ধন করিয়া চরিত বর্ণন করিতে সহজেই প্রবৃত্ত হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* উন্নতিসাধন। 'পরিবর্ধন তেমনি দেশ ও পাত্রসাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

পরিবর্ধমান [স] *বিণ* বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন। 'পরিবর্তমান পরিবর্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

পরিবর্ধিত, পরিবর্দ্ধিত [স] ১ *বিণ* সম্প্রসারিত। 'ভারতীয় রাজ্যসংস্থান ফিউডাল নিয়মেই সংস্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭৪। ২ *বিণ* বেড়ে উঠেছে এমন। 'সীতাকরকমলবিকীর্ণ জলে পরিবর্দ্ধিত বৃক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* বিস্তারিত। 'আমাদের কারো গৃহ হিন্দুগৃহের একটি পরিবর্তিত যুগপৎ পরিবর্ধিত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

পরিবাদ [স] ১ *বি* নিন্দা। 'লোক পরিবাদ পুন সিত্যা বনবাস।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* দোষ। 'উচিতবিচারে নাহী পরিবাদ বল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* কলঙ্ক। 'সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

পরিবাদী [স] *বিণ* মিথ্যাবাদী। 'পরিবাদী হৈলুঁ মুঞি কর্মের লিখিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পরিবার [স] ১ *বি* সংসার। 'শিঅ পরিবারে মহানেহে থাকিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০। ২ *বি* পরিজন। 'নান বস্ত্র বহুল বহুল পরিবার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* পত্নী। 'মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার।' *ভারত*, ১৭৬০। ৪ *বি* পরিবারের সদস্যগণ। 'তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উসুল হতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পরিবারকর্তা [স] *বি* পরিবারের প্রধান। 'পূর্বে জর্মন পরিবারকর্তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেন ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

পরিবারতন্ত্র [স] *বি* পরিবারে ভেতরকার নিয়ম-নীতি। 'সে তাহার পরিবারতন্ত্রের অঙ্গ হইয়া জীবন আরম্ভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরিবার পরিকল্পনা [স] *বি* জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পদক্ষেপ। 'বিভিন্ন স্থানে পরিবার-পরিকল্পনা কেন্দ্র ...।' *বেগম*, ১৯৬০; 'পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য ...।' *বেগম*, ১৯৭৫।

পরিবারভুক্ত [স] ১ *বিণ* পরিবারের সদস্যরূপে গৃহীত। 'সুচরিতা পরেশের পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। 'যারা পরিবারভুক্ত নয় তারা আগন্তুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পরিবারসুলভ [স] *বিণ* পরিবারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'পরিবারসুলভ সহজাত একটা অভিমান রয়েছে তার।' *জীবন*, ১৯৩২।

পরিবারহীন [স] *বিণ* স্ত্রীহীন। 'নরেশ এবং পরেশ দুজনেই পরিবারহীন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পরিবারাবৃত [স পরিবার-আবৃত] *বি* সপরিবার। 'মহা-পুলকিতান্তঃকরণে পরিবারাবৃত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

পরিবাহক [স] *বিণ* পরিবহণকারী। 'দ্বিতীয়ত পরিবাহক বায়ু এবং তৃতীয়ত শব্দবোধক কর্ণেন্দ্রিয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

পরিবিস্তৃত [স] *বিণ* ব্যাপকভাবে প্রসারিত। 'এ দেখা দিল পরিবিস্তৃত নির্জন সবুজ নিবিড়তার পরিপ্রেক্ষিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পরিবৃত [স] *বিণ* পরিবেষ্টিত। 'কর্ণসেনে পরিবৃত রাখিবে রাজন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পরিবৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* পরিবেষ্টিত। 'এক বেশ্যা অনেক পরিবারে পরিবৃতা হইয়া আসিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পরিবৃদ্ধি [স] *বি* বিকাশ। 'খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পরিবেক্ষণকারী [স] *বি* পরিদর্শক। 'গ্রাম পরিবেক্ষণকারী, শিশু ও বয়স্কাদের জন্য শিক্ষক।' *বেগম*, ১৯৭৩।

পরিবেশ [স] ১ *বি* আবহ। 'শনিগ্রহ এক উজ্জ্বল পরিবেশ দ্বারা পরিবৃত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বি* চারপাশ। 'পরিবেশ হয় সুপরিচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বি* প্রতিবেশ। 'পাকিস্তানের ঐক্যকামীরা আগে ঐক্যের তামদ্দুনিক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

পরিবেশনিরূপিত [স] *বিণ* পরিবেশের প্রভাবে গঠিত। 'মানুষের যেটি পরিবেশনিরূপিত বাইরের রূপ, যার চরম উৎকর্ষের নাম চরিত্র ...।' *শিব*, ১৯৫০।

পরিবেশক [স] *বি* পরিবেশন করে যে। *সেবধি*, ১৮৩৯।

পরিবেশন, পরিবেষণ [স] *বি* বিতরণ। 'পরিবেশন করে তাহা এই সাতজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'গ্রন্থসমূহ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া সকলকে বিনামূল্যে পরিবেশন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'ওঁর ছেলে, কাল বে বাড়ীতে পরিবেষণ পর্য্যন্ত করেছেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পরিবেশনকর্তা [স] *বি* পরিবেশন করে যে। 'তাহাতে পরিবেশনকর্তার কুণ্ঠিত দক্ষিণ হস্তের দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পরিবেশনকারিণী [স] *বি স্ত্রী* পরিবেশন করে যে। 'পরিবেশন-কারিণীদের মরবার ফুরসৎ নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পরিবেশিত [স] *বিণ* উপস্থাপিত। 'আজাদের নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত সংবাদে বলা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

পরিবেষা [স পরিবেশন>] *ক্রি* পরিবেশন করা। 'দুই ভাইকে আনিয়া

রাঘব পরিবেষে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরিবেষ্টন [সং] **১** *বি* আবেষ্টন। 'সমবয়স্কা রমণীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নিন্দা বাক্যে তাহার বাহুলকে শতগুণ প্রবলা করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* প্রদক্ষিণ। 'চন্দ্র প্রায় সপ্তবিংশতি দণ্ডে পৃথিবীকে একবার পরিবেষ্টন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বি* ঘেরাও করা। 'আশ্চর্য্য রমণীয় লতা তাহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বি* ঘের। 'নীলবর্ণ গগনে মেঘাবলী ... চন্দ্রমাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পরিবেষ্টনী *বি* প্রতিবেশ। 'আধচেনা-আধভোলা একটা জায়গা বা পরিবেষ্টনী এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হয় ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

পরিবেষ্টিত [সং] *বিণ* পরিবৃত। '... বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিক চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত; শুক্রগ্রহের, চন্দ্রের ন্যায়, হ্রাস বৃদ্ধি আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

পরিবেষ্টিতা [সং] *বিণ স্ত্রী* চারদিক থেকে বেষ্টিত। 'বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া অত্যন্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরিব্যক্ত [সং] *বিণ* সম্পূর্ণ প্রকাশিত। 'আমাদের ভালোমন্দ প্রবৃত্তিগুলি কিরূপে পরিব্যক্ত হইল, অভিব্যক্তিবাদ তাহা আমাদিগকে জানাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'সে আপনাতে আপনি পরিব্যক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পরিব্যক্তি [সং] *বি* সর্বতোভাবে অভিব্যক্তি। 'আমার ভিতরকার ব্যক্তি সেই পরিব্যক্তিতে নিজেরই বিস্তার দেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পরিব্যস্ত [সং] *বিণ* সর্বতোভাবে ব্যস্ত। 'পরিব্যস্ত বন্দরের মতো মনে হয় যেন এই পৃথিবীকে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

পরিব্যাপিত [সং] *বিণ* বিস্তৃত। 'দক্ষিণে সমুদ্রতীর কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত পরিব্যাপিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পরিব্যাপ্ত [সং] **১** *বিণ* বণ্টিত। 'ভারতবর্ষীয় মনোহারী সামগ্রী এসিয়া খণ্ডের নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* সবখানে ছড়িয়ে-থাকা। 'তাহা ভূমণ্ডলস্থ সভ্যজাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* সমাকীর্ণ। 'নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ... ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বিণ* আচ্ছন্ন। 'প্রদীপ্ত ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৫** *বিণ* বিস্তৃত। 'গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরিব্রাজক [সং] *বি* ভ্রমণকারী। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'ফাহিয়েন নামে একজন চীনদেশীয় পরিব্রাজক তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পরিভাবা [স পরিভাব>] *ক্রি* ভেবে দেখা। **পরিভাউ** *ক্রি* ভেবে দেখুক। 'বোলহ বড়ায়ি কাহ্ন মনে পরিভাউ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পরির্ভাউ** *ক্রি* ভেবে দেখুক। 'বলহ বড়াই কানু মনে পরির্ভাউ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **পরিভাব** *ক্রি* ভেবে দেখো। 'এহা পরিভাব মনে কেহে তেজ হাথের রতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পরিভাবি** *ক্রি* বিচার বিতর্ক ক'রে; ভেবে দেখে। 'মণে পরিভাবি কাহ্নাঞি তেজহ বিমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হেন পরিভাবি চাহিল রাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পরিভাবিল** *ক্রি* ভেবে দেখলাম। 'এবেঁ আহ্মে মণে পরিভাবিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পরিভায়** *ক্রি* ভেবে দেখে। 'কাহ্ন মনে পরিভায় মোহোর যুগতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মনে পরিভায় কাহ্নাঞি আহ্মার বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরিভাষা [সং] **১** *বি* প্রবাদবাক্য। 'বৈদ্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কপিরাজের চিকিৎসাতে যে কত সংখ্যক লোকনষ্ট হইয়াছে তাহা এইক্ষণে পরিভাষায় উক্ত হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *বি* বিশিষ্ট অর্থবাচক শব্দ। 'ভৌগোলিক পরিভাষা-নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'এইসব অনুভব তবু আজ কীলক লিপির 'পরে ভোরের আলোয় অতীত রাত্রির পরিভাষা।' *জীবন*, ১৯৩০।

পরিভাষানির্ণয় [সং] *বি* পরিভাষা নির্ধারণ। 'ভৌগোলিক পরিভাষা-নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পরিভাষাহীন [সং] *বিণ* সংজ্ঞাহীন। 'সে পৃথিবীর ভাষা ছেড়ে পরিভাষাহীন।' *জীবন*, ১৯৪০।

পরিভুক্ত [সং] *বিণ* অধিভুক্ত। 'প্রকৃত উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হইলে তখন ঐ ধন রাজকোষ পরিভুক্ত হইত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পরিভূ [সং] **১** *বিণ* সর্বোপরি বিরাজমান। 'স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলেছেন। তিনিই হচ্ছেন পরিভূ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বিণ* পরিভুক্ত। 'মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

পরিভূষিত [সং] *বিণ* বিশেষভাবে ভূষিত। 'সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সদ্য-মিলনের পরিভূষিত উৎসব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পরিভোগ [সং] *বি* পরিণাম। 'কর্ম্মফলানুযায়ী ফল পরিভোগে আসিতে পারে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

পরিভ্রমণ [সং] **১** *বি* প্রদক্ষিণ। 'হর্শেল ২০১৬০০০০০ যোজন দূরে থাকিয়া পরিভ্রমণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* পর্যটন। 'লোকপ্রবাদ আছে যে হিন্দুরা কোনকালে সমুদ্র পরিভ্রমণ করেন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* ঘূর্ণন। 'অন্তরীক্ষে অতি দ্রুতবেগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পরিভ্রষ্ট [সং] *বিণ* বিচ্যুত। 'যে দিন হইতে আর্য্যজাতি যুক্তিমার্গ পরিভ্রষ্ট হইলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পরিভ্রান্ত [সং] *বিণ* উদ্‌ভ্রান্ত। 'ওরি মাঝে পরিভ্রান্ত হয়তো সে একা পান্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পরিমণ্ডল [সং] *বিণ* বর্তুল। 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরিমণ্ডলী [সং] *বি* আবহ। 'এ-সব পরিমণ্ডলীর ভিতর মানুষ আপনার মানবত্বকে উপলব্ধি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পরিমণ্ডলে [সং] *ক্রিবিণ* পরিধি জুড়ে; প্রান্ত জুড়ে। 'পরিমণ্ডলে বাহিত অলকানন্দা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

পরিমল [সং] *বি* সুগন্ধ। 'পঞ্জরাজগতি পরিমল পারিজাত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরিমলকর [সং] *বি* মধুর আকর। 'ফলিল কি এব পরিমলকর ফুলে, হায়, হলাহল!' *মাইকেল*, ১৮৬২।

পরিমলবাহী [সং] *বিণ* সুগন্ধবাহক। 'পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবায়ু।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পরিমল-সুধা [সং] *বি* সুগন্ধরূপ অমৃত। 'কমল-কাননে অমৃত কমল যেন সহসা ফুটিয়া দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পরিমাণ [সং] **১** *বি* বস্তুর মাপ; মাত্রা। 'কত করিয়াছে মার্জ্জন, তৃণ-ধূলি পরিমাণে জানিব পরিশ্রম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সীমা। 'অপার সমুদ্র জ্ঞান নাহি পরিমাণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* বস্তুর ন্যূনতম অংশ। 'তিল পরিমাণ খাইলে উদর ভরএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বি* ব্যাপ্তিকাল। 'ইহার পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৫** *বি* তুলনা। 'অবনীর সকল ভাষা একদিকে, আর অন্য দিকে সুচারু

সুমধুর শব্দ রত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৬ *বি* হিসাব। 'এদেশে দণ্ডের পরিমাণই প্রচলিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৭ *বি* পরীক্ষা। 'মস্তকতত্ত্ববিবেক বিদ্যার মতানুসারে মস্তকের ভাগ বিশেষরূপে পরিমাণ দ্বারা লোকের শুভাশুভ চরিত্র অবগত হওয়া যাইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৮ *বি* মাত্রা। 'মানব জাতির জ্ঞাননেত্র যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হইবে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৯ *বি* আয়তন। 'ক্যাবিনগুলি সব এক পরিমাণ নয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পরিমাণগত [স] *বিণ* পরিমাণ করা যায় এমন। 'পরিমাণগত অসীমকে তুমি অসীম বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পরিমাণবৃদ্ধি [স] *বি* পরিমাণগত বিস্তার। 'শিক্ষার কাজই হচ্ছে বুদ্ধির উৎকর্ষবৃদ্ধি, পরিমাণবৃদ্ধি নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

পরিমাণবোধ [স] *বি* পরিমিতিবোধ; মাত্রাজ্ঞান। 'ইংরেজ মনে করে প্রাচ্যলোকের পরিমাণবোধ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে সন্দেহ অবিশ্বাস পরিমাণ বোধ স্থিরতা ও শীত আসে।' *জীবন*, ১৯৩১।

পরিমাণা [স পরিমাণ>] *ক্রি* পরিমাণ করা। **পরিমাণ** *ক্রি* পরিমাণ করো। 'দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।' *চর্যা* ১, ১২০০। **পরিমাণি, পরিমাণী** ১ *ক্রি* আদিষ্ট হয়ে। 'হেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০। ২ *ক্রি* বিশ্বাস ক'রে। 'তান বাক্য সভানে লৈল পরিমাণি।' *সুলতান*, ১৭০০।

পরিমাণানুসারে [স পরিমাণ-অনুসারে] *ক্রিবিণ* মাত্রানুসারে। 'পরিমাণানুসারে বুদ্ধি ও গুণসম্পন্ন।' *গ্রামবার্ত্তা*, ১৮৭৩।

পরিমাপ [স] *বি* বিবেচনা। 'অনেকের কাছে ভাবের সত্যমিথ্যা ওজন-দরে পরিমাপ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পরিমাপক [স] ১ *বিণ* পরিমাণ নির্ধারক। 'অঙ্ক বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা গোলোধ্যায় জ্যোতির্বিদ্যা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ২ *বিণ* পরিমাপকারী। 'যে সকল দ্রাঘিমা পরিমাপক রেখা এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে, তাহারদিগের নাম মধ্যাহ্নিক রেখা।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

পরিমাপ্যতা [স] *বি* পরিমাপনতা। 'বস্তুতন্ত্রের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তার বাহ্যপ্রকাশের পরিমাপ্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পরিমার্জিত, পরিমার্জ্জিত [স] ১ *বিণ* পরিশীলিত। 'ফরাসি ও জার্মেন প্রভৃতি ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষা অদ্যাপি পরিমার্জ্জিত ও উন্নত হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বিণ* স্বচ্ছ। 'রঙরেজের চোখ রঙ সম্বন্ধে অনেক বেশি পরিমার্জিত।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

পরিমিত [স] ১ *বিণ* পরিমাণ মতো। 'ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বিণ* বিবেচনা করা যায় এমন। 'এথা কোন বির আছে নাহি পরিমিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* মাপবিশিষ্ট। 'উচ্চে এক শত দশ হস্ত পরিমিত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৪ *বিণ* সংবলিত। 'প্রত্যেক বালম ৪০০ পৃষ্ঠা পরিমিত।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৫ *বিণ* প্রয়োজনের বেশি নয় এমন। 'বসুন্ধরা সম্বৎসর কাল পরিমিত ধন দান করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ *বিণ* মাপা হয়েছে এমন। 'দূরতা পরিমিত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পরিমিত ব্যয়ী [স] *বিণ* যথাযথ ব্যয় করে এমন। 'স্কট্‌লণ্ডীয় লোক পরিমিত ব্যয়ী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

পরিমিতভাষী [স] *বিণ* প্রয়োজনানুরূপ কথা বলে এমন। 'আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিতভাষী মিথ্যাদ্বেষী যথার্থালাপী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

পরিমিতি [স] *বি* পরিমাণ বোধ। 'দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উপমিতি, অনুমিতি, পরিমিতি, সংখ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা পদার্থবোধ হয়, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পরিমুণ্ডা *বিণ স্ত্রী* উত্তমরূপে সজ্জিত। 'তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের বর্ণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরিমূর্ত [স] *বিণ* দৃশ্যমান। 'অপূর্ণ কামনা যেন ইট-পাথরে পরিমূর্ত হয়ে উঠেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পরিমোচন [স] *বি* দূরীকরণ। 'আপান বর্ণ পরিমোচন করে এমত সুবর্ণলতিকা।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

পরিম্লান [স] *বিণ* অত্যন্ত মলিন। 'ব্যর্থতার গ্লানি বহে মৌন মন/ অনুতাপে পরিম্লান মৌন নিরাশায়।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

পরিযাপন [স] *বি* সমাধান। 'শ্রীযুত কৃষ্ণকান্ত বসুজার ভবনে উক্ত ব্যাপারের পরিযাপন হইয়া থাকে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

পরিয়া [তা] *বি* জাতিভেদ প্রথা অনুযায়ী দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়-বিশেষ। 'সর্ব্বাপেক্ষা অধম জাতির নাম পরিয়া।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

পরিরক্ষিত [স] *বিণ* সংরক্ষিত। 'বিস্তীর্ণ একাকিত্ব দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরিরম্ভ, পরিরম্ভণ, পরিরম্ভন [স] *বি* আলিঙ্গন। 'মাগয়ে তব পরিরম্ভ। প্রেমভরে সুবদনি তনু জনি ভঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'পিয় পরিরম্ভনে মৌরবি অঙ্গ। রভস সময় পুন দেওবি ভঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হার টুটল পরিরম্ভণ বেলি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

পরিলক্ষিত [স] *বিণ* পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এমন। 'বিশেষ অনুধাবনসহ দেখিলে, এই ভূমিকম্পের অবস্থা ত্রিবিধা পরিলক্ষিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিলক্ষ্য [স] *বিণ* লক্ষ্য করা যায় এমন। 'শাদার চল একমাত্র গুজরাটীদের মধ্যেই পরিলক্ষ্য।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পরিলেক *দ্র* পরা[২]

পরিলোচনা [স] *বি* সার্বিক বিচার; পর্যালোচনা। 'পরিলোচনা করে দেখুন, ... আপনাকে একটী কার্য্য কত্তে হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

পরিশা, পরিসা [স পরিবেশন>] *ক্রি* পরিবেশন করা। **পরিশে** *ক্রি* পরিবেশন করে। 'তিন থালে অন্ন রাণী আপনি পরিশে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পরিসএ** *ক্রি* পরিবেশন করে। 'টাটকা সরায় রামা পরিসএ ভাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরিশান [ফা পেরেশান] *বিণ* চিন্তিত। 'প্রজাকে যে কি পর্যন্ত হয়রান-পরিশান করা যায়।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

পরিশান্ত [স] ১ *বিণ* অতিশয় স্বস্তিদায়ক। 'বিমুক্ত আত্মারা নির্ম্মল পরিশান্ত প্রগাঢ় প্রেমানন্দ দ্বারা অবিশ্রান্ত প্লাবিত রহিয়াছে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* সর্বতোভাবে শান্ত। 'পোলিটিক্যাল কালভুজঙ্গের বিদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশান্ত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পরিশিষ্ট [স] ১ *বি* গ্রন্থাদির শেষে লিখিত অতিরিক্ত অংশ। 'পরিশিষ্ট লিখিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* শেষ অংশ। 'চুরুটের পরিশিষ্টটা এগিয়ে ধরে বলেন ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ৩ *বি* শেষ অংশ। 'আমরা এখন জীবনের পরিশিষ্টের পর্যায়ে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

পরিশীলন [স] *বি* পরিচর্চা। 'আত্মাকে পদার্থ রাখিতে হইলে আত্ম-প্রকৃতির পরিশীলন করা অত্যাবশ্যক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পরিশীলিত [স] *বিণ* সভ্য; মার্জিত। 'কবি লোকটি আধুনিক

পরিশীলিত জাপানের যোগ্য প্রতিনিধি।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

পরিশুদ্ধ [স] ১ *বিণ* পবিত্র। 'তদনুরূপ পরম পরিশুদ্ধ সত্য ধর্ম সংস্থাপন করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* পরিষ্কার। 'এক্ষণে বিদ্যা যেমন পরিশুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সত্য-জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিশুদ্ধবেশ [স] *বি* পবিত্র পোশাক। 'শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক পরিশুদ্ধবেশে পরিশুদ্ধ স্থলে উপবিষ্ট হইয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পরিশুষ্ক [স] *বিণ* বিষণ্ন; ম্লান। 'এজিদ সেই আরক্তিম নয়নে পরিশুষ্ক মুখে বিকৃত শয্যা হইতে চমকিয়া উঠিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

পরিশূন্যতা [স] *বি* অত্যধিক রিক্ততা। 'মানাপমান ও হিতাহিতজ্ঞান পরিশূন্যতা সংঘটিত হইয়া থাকে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পরিশেষ [স] ১ *বি* শেষকাল। 'পরিশেষে তিনি তথা হইতে সরাইতে ফিরিয়া আসিয়া লিবরপুলে প্রস্থান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* অবশেষ। 'পরিশেষে, প্রাণরক্ষা বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

পরিশোধ [স] ১ *বি* দেনা শোধ; ফিরিয়ে দেওয়া। 'উত্তম ব্যক্তি সকল যেখানে অশুদ্ধ দেখিবেন তাহার পরিশোধ করিবেন।' *রামমোহন*, ১৮১৫। ২ *বি* দেনা শোধ। 'তাহারদের হিসাবি দেনার পরিশোধের কারণ।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

পরিশোধক [স] *বিণ* পরিশোধনকারী। *সেবধি*, ১৮৩৯।

পরিশোধিত [স] *বিণ* শোধন করা হয়েছে এমন। 'এ স্থলে সমুদ্রের লবণযুক্ত নীর, পলার গুণে এই প্রকার পরিশোধিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিসোদ, পরিসোধ [স পরিশোধ] *বি* দেনা শোধ; ফিরিয়ে দেওয়া। 'মাহ জেষ্ট তঙ্কা পরিসোধ করিব।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭; 'আমি মাসে পরিসোধ করিব।' *ওর্মা*, ১৭৮২; 'পরিসোদ হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

পরিশোভিত [স] *বিণ* শোভামণ্ডিত। 'দিব্যলাবণ্য পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া ... জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'শয্যায় পরিশোভিত হইয়া প্রবাসী রাজার অপেক্ষা করিতেছে।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

পরিশোভিতা [স] *বিণ স্ত্রী* শোভামণ্ডিত। 'ধনাঢ্য লোকদিগের স্ত্রীরাই এ রেশমী বস্ত্রে পরিশোভিতা হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পরিশোষণ [স] *বি* পৃষ্ঠপোষকতা। 'যে রাজনৈতিক পরিবেশ নিছক একনায়কত্বেরই পরিশোষণ করিতে সক্ষম ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পরিশোষিত [স] *বিণ* সম্পূর্ণরূপে শোষিত। 'আজ তাহা ... রক্তবর্ণ পঙ্কের মধ্যে পরিশোষিত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরিশ্রম [স] ১ *বি* কাজের খাটুনি। 'তৃণ-ধূলি পরিমাণে জানিব পরিশ্রম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* কষ্ট। 'পন্থগত পরিশ্রম পাইছ অপার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* মেহনত। 'মঘেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ও তাহারদের জাতি বিবেচনা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২০।

পরিশ্রমকারী [স] *বিণ* শ্রমনিষ্ঠ। 'পরিশ্রমকারী মানুষদের সংঘর্ষরূপে দেখলেন।' *উমর*, ১৯৬৮।

পরিশ্রমজনক [স] *বিণ* খুব খাটতে হয় এমন। 'এইরূপ পরিশ্রমজনক ... কার্য্যে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপণ করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিশ্রমজাত [স] *বিণ* পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন। 'তাহার কারুকার্য বিনোদিনীর বহুদিনের পরিশ্রমজাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পরিশ্রমপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* পরিশ্রমের সঙ্গে। 'যত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করে ও মিতব্যয়ী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পরিশ্রমলভ্য [স] *বিণ* পরিশ্রম দ্বারা লাভ করতে হয় এমন। 'আবশ্যক সমুদায় দ্রব্য পরিশ্রমলভ্য।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পরিশ্রম-শক্তি [স] *বি* পরিশ্রম করার ক্ষমতা। 'বুদ্ধিবিদ্যার সঙ্গে যার দেহে অসাধারণ পরিশ্রম-শক্তি থাকে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'বিশ বৎসরে মানুষের যে পরিশ্রমশক্তি নিয়োজিত হয়।' *তারা*, ১৯৪৩

পরিশ্রমসাধ্য [স] *বিণ* পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করা যায় এমন। 'সে-আশ্রমের যাবতীয় পরিশ্রমসাধ্য কর্মভার তিনি একাই তো এতকাল বহন করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পরিশ্রমি [স পরিশ্রমী] *বিণ* পরিশ্রম করে এমন। 'পরিশ্রমি গরীব লোকেরা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

পরিশ্রমী [স] *বিণ* পরিশ্রম করে এমন। 'আমি তোদের কোন পরিশ্রমী জন্তুর মধ্যে নহি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পরিশ্রমোপজীবি [স পরিশ্রমোপজীবী] *বিণ* শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এমন। 'এইপ্রযুক্ত অত্রস্থ নিস্ব পরিশ্রমোপজীবি মোদক ... অতিদুর্দশা ঘটিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

পরিস্রম [স পরিশ্রম] *বি* কাজের খাটুনি। 'সুরত পরিস্রম সরোবর তীর। তহঁ উগি গেল সিসির সমীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরিশ্রান্ত [স] *বিণ* ক্লান্ত। 'তাহারা পরিশ্রান্ত হইলেই ঢেঁকি বন্দ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

পরিশ্রান্তা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্লান্ত। 'শকুন্তলাকে পরিশ্রান্তার ন্যায় অবলোকন করিতেছি।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

পরিষক্ত [স] *বিণ* অবস্থানরত। 'ইহার দুটি পাখি ... ইহারা এক বৃক্ষেই পরিষক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরিষদ, পরিষৎ [স] ১ *বি* সভাসদ। 'তিনি পরিষদবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন – মিত্রগণ! আমি একটি দিন নষ্ট করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* পরিষদ; সভা; সমিতি। 'সব ভকতে তব আনো এ পরিষদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'আমার অনুরোধ পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরিষদবর্গ [স] *বি* সভাসদবৃন্দ। 'তিনি পরিষদবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন – মিত্রগণ। আমি একটি দিন নষ্ট করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরিষদী [স পরিষদীয়] পরিষদ সম্বন্ধীয়। 'মোছলেম লীগের নাম লইয়া বর্তমানের পরিষদী রাজনীতির সাথে জড়াইতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৬২।

পরিষদীয় [স] *বিণ* পরিষদ সম্বন্ধীয়। 'আমাদের পরিষদীয় ও বাহিরের রাজনীতির বিশৃঙ্খলার পশ্চাতে হয়ত অনেক কারণ রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

পরিষা [স পরিবেশন>] *ক্রি* পরিবেশন করা। 'হাসিআ পরিষে বালা বাণিআর ঝি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরিষ্কার [স] ১ *বিণ* স্পষ্ট। 'এ বিষয়ে পরিষ্কারের এমত পরিচ্ছিন্ন দাঁড়া কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* আবর্জনামুক্ত। 'দ্বীপ পরিষ্কার হইলে প্রথম তুলার চাস করা যাইবে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৩ *বি* পরিচ্ছন্নতা। *সেবধি*, ১৮৩৯। ৪ *বিণ* পরিচ্ছন্ন; সাফ। 'পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ *বিণ* বাধাহীন। 'আপনার অভীষ্টসাধনের পথ পরিষ্কার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১। ৬

বিণ স্বচ্ছ। 'সেই বৃক্ষে আঘাত করিলে খুব পরিষ্কার জল নির্গত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪। ৭ *বিণ* শাণিত। 'এই কয়েকটি কর্মের দ্বারা বুদ্ধি পরিষ্কার এবং সম্ভাব বৃদ্ধিশীল হয়।' *প্যারী,* ১৮৫৮। ৮ *বি* খোলাখুলি। 'জমিদারগণ এবং প্রজাদের সম্বন্ধ অদ্যাপি পরিষ্কার হইল না।' *সুলভ,* ১৮৭৩। ৯ *বিণ* মেঘমুক্ত। 'কাল সমস্ত দিন বেশ পরিষ্কার ছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩। ১০ *বি* পরিপাটি। 'তুমি একটু পরিষ্কার হইয়া লও।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২। ১১ *বিণ* বিচারক্ষম। 'ওঃ আপনার কি পরিষ্কার মাথা!' *মুজতবা,* ১৯৪৯। ১২ *বিণ* নিষ্কণ্টক। 'কোন জমি পরিষ্কার পাবে না।' *শ্যামল,* ১৯৬৭।

পরিষ্কারকণ্ঠ [স] *বি* স্পষ্ট গলা। 'পরিষ্কারকণ্ঠে যুবক শিক্ষক জবাব দেয়।' *ওয়ালী,* ১৯৬৪।

পরিষ্কৃত [স] ১ *বিণ* স্বচ্ছ; নির্মল। 'জল পরিষ্কৃত, এবং সূর্য্য প্রদীপ্ত।' *তারিণী,* ১৮০৩। ২ *বিণ* পরিচ্ছন্ন। 'জরীর কাপড় ও পরিষ্কৃত কোঁচার দ্বারা, আপনি বড় মানুষ সাজে।' *তারিণী,* ১৮০৩। ৩ *বিণ* বনজঙ্গল কেটে বাস-উপযোগী কৃত। 'তাহাকে একখণ্ড বন পরিষ্কৃত ভূমি অর্পণ করিলেন।' *অক্ষয়,* ১৮৪৭। ৪ *বিণ* মেঘমুক্ত। 'গগণমণ্ডল মেঘশূন্য হইয়া পরিষ্কৃত হইল।' *অক্ষয়,* ১৮৪৭। ৫ *বিণ* উন্মুক্ত। 'তদীয় গ্রন্থপরম্পরা দ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের সুচারুরূপ অনুশীলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে।' *বিদ্যা,* ১৮৪৯। ৬ *বিণ* বাধাহীন। 'তখনো তাহাসের প্রকৃত মহত্ত্বের পথ পরিষ্কৃত হয় নাই।' *অক্ষয়,* ১৮৫৫।

পরিস্কার [স পরিষ্কার] *বিণ* আবর্জনামুক্ত। 'নগর বারণাবতী কর পরিস্কার।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

পরিষ্ঠিত [স পরিবেশিত] *বিণ* পরিবেশিত। 'বিকালে বেঞ্জন দশ পরিষ্ঠিত চারি রস।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

পরিসংখ্যান [স] *বি* কোনো বিষয়ের তথ্যজ্ঞাপক হিসাব বা সংখ্যার সংকলন। 'একশত বৎসরে লণ্ডন নগরে যত শিশুর জন্ম ও মৃত্যু হয় তাহার পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে ...।' *অক্ষয়,* ১৮৪৬।

পরিসমাপ্ত [স] *বিণ* শেষ। 'সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গল-মিলনেই পরিসমাপ্ত।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

পরিসমাপ্তি [স] *বি* অবসান। 'নৃপতি যখন আত্মকর্ত্তব্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি বিধানে অভ্যুদ্যত ...।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭৪; 'মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি।' *জগদীশ,* ১৮৯৫।

পরিসর [স] ১ *বি* জায়গা। 'ছাগল চরাইত্যে নাঞি পরিসর স্থল।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* সীমা। 'সহস্রেক স্তম্ভ ভরি একসত দ্বার করি এক ক্রোশ কর পরিসর।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। ৩ *বি* প্রস্থ। 'দিক মাপি পঞ্চহাত পরিসর পোয়াসাত ...।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

পরিসীমা [স] ১ *বি* সীমা। 'মাতা পিতার দুঃখের পরিসীমা ছিল না।' *কেরি,* ১৮০২। ২ *বি* শেষ। 'তাহার অনুতাপ-তাপিত হৃদয় আর শান্তিরসে আর্দ্র হয় না, এবং মনের গ্লানির আর পরিসীমা থাকে না।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯।

পরিসূক্ষ্ম [স] *বিণ* অতিসূক্ষ্ম। 'আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

পরিসেবিত [স] *বিণ* সেবাপ্রাপ্ত। 'অনরত পণ্ডিত পরিসেবিত ক্রমানত বিধবাবিত্ত বিশিষ্ট।' *ভবানী,* ১৮২৫।

পরিস্থান, পরিস্তান *দ্র* পরি[^2]

পরিস্থিতি [স] ১ *বি* চারদিকের অবস্থা। 'একটা অসহনীয় পরিস্থিতি এসেছে হাড়ে হাড়ে হাড়জম না করা পর্যন্ত ...।' *ধূর্জটি,* ১৯৩১। ২ *বি* ক্ষেত্র। 'সেই ভাঙন বেশী করে অনুভূত হয় শিক্ষা ও খাদ্য পরিস্থিতিতে।' *বেগম,* ১৯৪৮।

পরিস্নাত [স] *বিণ* বিধৌত। 'ইসলামের পুণ্য ধারায় আরব জাতির দেহ মন পরিস্নাত করিয়াছেন।' *সওগাত,* ১৯২৮।

পরিস্পর্শ [স] *বি* সংস্পর্শ। 'তোমার লাবণ্যপূর্ণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না।' *বিদ্যা,* ১৮৯২।

পরিস্ফীত [স] ১ *বিণ* পরিপূর্ণভাবে ফুলে আছে এমন। 'তরুণ মন একেবারে সর্বদা পরিস্ফীত হইয়া ছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২। ২ *বিণ* বিশেষভাবে প্রবল। 'ভেবেছিলি চির চিরন্তন কালাবর্তপরিস্ফীত, পরজীবী রঙের স্বপ্নেরে।' *সুধীন্দ্র,* ১৯২৮।

পরিস্ফীতি [স] *বি* সর্বতোভাবে স্ফীতি। 'তার ব্যাঙ্কের বন্ধনের উত্তরোত্তর পরিস্ফীতি দেখে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

পরিস্ফুট [স] ১ *বিণ* স্পষ্ট। 'একবারে হতাশা হইয়া, পরিস্ফুট রবে ক্রন্দন করিতেছে।' *অক্ষয়,* ১৮৫০। ২ *বিণ* প্রকাশিত। 'পরিস্ফুট করা হয় নাই।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭৪। ৩ *বিণ* বিকশিত। 'যৌবনের মতো পরিস্ফুট রাশিকৃত শিউলিফুল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪। ৪ *বি* উন্মোচিত। '... জন্ম-ইতিহাস ক্রমে ক্রমে তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে যায়।' *মানিক,* ১৯৩৫।

পরিস্ফুটতম [স] *বিণ* সবচেয়ে পরিস্ফুট। 'সেই লেখা মম পরিস্ফুটতম।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৯।

পরিস্ফুটতা [স] *বি* প্রকাশমানতা। 'এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিস্ফুটতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

পরিস্রুত [স] ১ *বিণ* নিঃসৃত। 'তাহাদের গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পরিস্রুত হইতে লাগিল।' *বিদ্যা,* ১৮৬৩। ২ *বিণ* ছেঁকে শোধিত। 'পরিস্রুতসুরা নিদাঘের অফুরন্ত দিন।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৪০।

পরিহরণ [স] *বি* সর্বতোভাবে আহরণ। 'পাপ তাঁকে ... অন্যত্র থেকে পরিহরণ করে নেয়।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৬।

পরিহরা [স পরিহরণ>] *ক্রি* পরিত্যাগ করা। **পরিহর** ১ *ক্রি* পরিত্যাগ করো। 'এভোঁ পরিহর কাহ্নাঞি আহ্মার আশে।' *বড়ু,* ১৪৫০; 'এহা জাণী না পরিহর রাধা।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *বি* মোচন করো। 'ধর্মবস্তু কলেবর পাপ দুঃখ পরিহর।' *বাহরাম,* ১৬৫০। **পরিহরহ** *ক্রি* পরিত্যাগ করছে। 'তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারী।' *বড়ু,* ১৪৫০। **পরিহরি** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'মিথ্যা না বলিহ কহ লজ্জা পরিহরি।' *মালাধর,* ১৫০০। **পরিহরিলেঁ** *ক্রি* পরিত্যাগ করলে। 'আহ্মা পরিহরিলেঁ/ ভাল না পাইবে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **পরিহরী** *ক্রি* পরিহার করছো। 'হেন রূপেঁ কাহ্নাইকে কেহ্নে পরিহরী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

পরিহসনীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* পরিহাসের যোগ্য। 'পরমপরিহসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতৃজায়া-ঠাকুরানীর নিকটে ম্লানমুখে বিদায় লইবার জন্য সমস্ত উদযোগ করিতেছি।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

পরিহার [স] ১ *বি* মুক্তি। 'চন্দ্রাবলী মাজে পরিহারে।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *বি* পরিত্যাগ। 'এ বোল সুনিঞা অক্রুর করে পরিহার।' *মালাধর,* ১৫০০। ৩ *বি* বিদায়। 'তবে বিস্যে পরিহার মাগিল কান্দিয়া।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। ৪ *বি* অধীনতা। 'অনুদিন প্রভুপদে মাগি পরিহার।' *সুলতান,* ১৭০০। ৫ *বি* পরাজয়। 'চক্রবর্তী সকল মানিল পরিহার।' *রূপরাম,* ১৭৫০। ৬ *বি* অপবাদ। 'চারি দিকে মজুন্দারে করে পরিহার।' *ভারত,* ১৭৬০। ৭ *বি* বিসর্জন। 'অর্থ সামগ্রীর নিমিত্ত অমূল্য জীবন পরিহার করা অর্ব্বাচীনের কার্য্য।' *অক্ষয়,* ১৮৫৫।

পরিহার করা *ক্রি* বাদ দেওয়া। 'সমস্ত আঁঠি আঁশ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পরিহারক [স] *বিণ* বর্জনকারী। *সেবধি*, ১৮৩৯।

পরিহারবাণী [স] *বি* অনাদরসূচক বাক্য। 'কত না বুলিবোঁ তারে পরিহারবাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পরিহারার্থ [স পরিহার-অর্থ] *ক্রিবিণ* বর্জনের জন্যে। 'তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলন পূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

পরিহারার্থে [স পরিহার-অর্থে] *ক্রিবিণ* ত্যাগের জন্যে। 'দয়ার্দ্র মহাত্মারা পরপীড়া পরিহারার্থে যত শুভ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পরিহার্য, পরিহার্য্য [স] *বিণ* পরিত্যাজ্য। 'শব্দগুলি একালে পরিহার্য্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পরিহার্শ [স পরিহাস] *বি* তামাশা। 'হার্শ পরিহার্শ করে কৃষ্ণ গোপনারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পরিহাস [স] **১** *বি* কৌতুক। 'আহ্মা সনে হেন তেজ্জ পরিহাস।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বালা সঞে জব রহই। তরুনি পাই পরিহাস তঁহি করই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ব্যঙ্গ। 'তাহাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া পরিহাস ও বিদ্রূপ করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পরিহাসক [স] *বিণ* পরিহাসকারী। 'পরিহাসকদের সহিত পরিহাস করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পরিহাসকুটিল [স] *বিণ* পরিহাসের কুটিলতা আছে এমন। 'বাধা তার পরিহাসকুটিল মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

পরিহাসপটু [স] *বিণ* হাস্যরসিক। 'পরিহাসপটু সুরসিক ব্যক্তি দেখিয়া ... বক্তৃত্ব করিতাম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পরিহাসপটুতা [স] *বি* রসিকতায় পারদর্শিতা। 'প্রলোভনরূপে আসে পরিহাসপটুতা, সামলানো নাহি যায় অকারণ কটুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পরিহাসপ্রবৃত্তি [স] *বি* রসবোধ। 'আমাদিগকে গান-শক্তি ও পরিহাসপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পরিহাস-প্রিয় [স] *বিণ* ঠাট্টাপ্রিয়। 'কোন পরিহাস-প্রিয় সুবক্তা পুরুষ তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, উটি কি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পরিহাসময় [স] *বিণ* কৌতুকময়। 'এদিকে সকাল আসে প্রায় পরিহাসময় কাঞ্চনজঙ্ঘার যোগ্য রুপালি ঠমকে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

পরিহাসরসিক [স] *বিণ* পরিহাসপটু। 'পরিহাসরসিক মার্ক টোয়েন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরিহাস রসিকা [স] *বি স্ত্রী* পরিহাস করতে ভালোবাসে যে। 'বাসর-ঘরে অনেকে কানমলা দেখেছি পরিহাস-রসিকাদের হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরিহাসী [স] *বিণ স্ত্রী* পরিহাসপ্রবণ। 'শয্যা-তোলা কড়ি মাগে পরিহাসী জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পরিহাসোচ্ছল [স] *বিণ* পরিহাসে উচ্ছ্বসিত। 'ঢের বেশি পরিহাসোচ্ছল হবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

পরিহাস্য [স] *বি* পরিহাস। 'হাস্য পরিহাস্য নাহি বিরস বদন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পরিহিত [স] *বিণ* পরে আছে এমন। 'সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৩।

পরিহিতা [স] *বি স্ত্রী* পরিধান করে আছে যে। 'ভাবছেন দুল-পরিহিতার কথা।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

পরী *দ্র* **পরি**[২]

পরীজাদী *দ্র* **পরি**[২]

পরীশ্বর *দ্র* **পরি**[২]

পরীস্থান *দ্র* **পরি**[২]

পরীক্ষক [স] **১** *বি* পরীক্ষা গ্রহণকারী। 'তাহার পরীক্ষক শ্রীযুত ডেভিড হের সাহেব ছিলেন ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* পর্যবেক্ষণকারী। 'পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'মন্দ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* পরীক্ষার্থীর কাজের বিচারক। 'নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পরীক্ষণ [স] *বি* যাচাই। 'জ্যৈষ্ঠ মাসের তাতে তারে কৈল পরীক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরীক্ষয়িত্রী [স] *বি স্ত্রী* পরীক্ষক। 'পরীক্ষয়িত্রী যখন স্বয়ং সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরীক্ষা [স] **১** *বি* দোষগুণ বিচার। 'তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* যাচাই। 'বিনে পরীক্ষায় অন্ন না করিব বোজন।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'কেমত ধার্মিক সার একে একে সপ্তবার তাহাকে বুঝিল পরীক্ষাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* শিক্ষার মান যাচাই। 'বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পাঠের গত শনিবার পরীক্ষা।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

পরীক্ষাকাল [স] *বি* শিক্ষার মান যাচাইয়ের সময়। 'ছাত্রগণের বার্ষিক পরীক্ষাকালে মহানুভব বীটনসাহেব ... অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পরীক্ষাগার [স পরীক্ষা-আগার] *বি* যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়; ল্যাবরেটরি। 'পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫; 'সেই পরীক্ষাগারের মধ্যে প্রবেশ করে কী দেখলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পরীক্ষাধীন [স পরীক্ষা-অধীন] *বিণ* পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় আছে এমন। 'এ কথা সত্য এবং পরীক্ষাধীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পরীক্ষাপত্র [স] *বি* উত্তরপত্র। 'আমরা চাতুরী খাটিয়ে য়ুরোপের পরীক্ষাপত্র থেকে উত্তর চুরি করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পরীক্ষাপ্রিয় [স] *বিণ* পরীক্ষা দিতে পছন্দ করে এমন। 'পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরীক্ষা-বৈতরণী [স] *বি* পরীক্ষারূপ বৈতরণী। 'এই গোরুর ন্যাজ ধরে পরীক্ষা-বৈতরণী ঠিক ঠিক পেরিয়ে যাব।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পরীক্ষাবোর্ড [স পরীক্ষা+ই বোর্ড] *বি* পরীক্ষানিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। 'কেন্দ্রীয় পরীক্ষাবোর্ডের লিষ্টভুক্ত।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

পরীক্ষামন্দির [স] *বি* পরীক্ষাকেন্দ্র। 'ছাত্ররা পড়াশুনায় মনোযোগ দেয় না; পরীক্ষামন্দিরে নকল দেয়।' *মাহে নও*, ১৯৪৯।

পরীক্ষামূলক [স] **১** *বিণ* পরীক্ষা করে দেখার জন্য পরিচালিত। 'সে মতভেদ দূরীকরণের কোন পরীক্ষামূলক মাপ নাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। **২** *বিণ* অনুসন্ধানধর্মী। 'অয়েল কোম্পানী পরীক্ষামূলক খননের সময় তৈলের সন্ধান পেয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পরীক্ষার্থিনী [স] *বি স্ত্রী* পরীক্ষা দেয় যে। 'এমএসসি পরীক্ষার্থিনীদের বিদায় উপলক্ষে ...।' *বেগম*, ১৯৬৫।

পরীক্ষার্থী *বি* পরীক্ষা দিচ্ছে যে। 'এম.এ. পরীক্ষার্থী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পরীক্ষালব্ধ [স] *বিণ* গবেষণায় পাওয়া গেছে এমন। 'তৎসাহায্যে পরীক্ষালব্ধ ঘটনা বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

পরীক্ষালয় [স পরীক্ষা-আলয়] *বি* পরীক্ষার হল। 'নোট নামক গুরুদন্ত নানা আকারের ... গোলাগুলি বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্গিরণ করে দেয়।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

পরীক্ষাশালা [স] *বি* গবেষণাগার। 'শবচ্ছেদ-গৃহে ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পরীক্ষাস্থল [স] *বি* পরীক্ষাকেন্দ্র; পরীক্ষার স্থান। 'ঈশ্বর পরীক্ষক এবং সংসার পরীক্ষাস্থল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পরীক্ষিত [স] **১** *বি* হিন্দুপুরাণের চরিত্রবিশেষ। 'ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাতে মৈল পরীক্ষিত।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বিণ* যাচাই করা হয়েছে এমন। 'সে মতের সত্যাসত্য পরীক্ষিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* পরীক্ষা করা হয়েছে এমন। 'উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘটল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পরীক্ষে [স পরীক্ষা>] *বি* পরীক্ষা। 'একবার তুমি করো পরীক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পরীক্ষোত্তীর্ণ [স পরীক্ষা-উত্তীর্ণ] *বিণ* পরীক্ষায় কৃতকার্য। 'যে ছাত্রেরা উত্তমরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

পরীক্ষোত্তীর্ণা [স পরীক্ষা-উত্তীর্ণা] *বি স্ত্রী* পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে যে। 'পরীক্ষোত্তীর্ণার সঙ্গে প্রেম হবে কী করে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

পরীক্ষ্যমাণ [স] *বিণ* পরীক্ষা করা হচ্ছে এমন। 'পরীক্ষ্যমাণ রক্তবিন্দু যদি ... রাখা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পরীক্ষা[২] [স পরীক্ষা>] *ক্রি* পরীক্ষা করা। **পরীক্ষি** *ক্রি* যাচাই ক'রে। 'পরীক্ষি চাহিল তুক্ষি অতি মহাজন।' *সুলতান*, ১৭০০। **পরীক্ষিলুঁ** *ক্রি* পরীক্ষা করলাম। 'দঢ় মুহম্মদ নবী মনে পরীক্ষিলুঁ।' *সুলতান*, ১৭০০।

পরীণাহ *বি* ব্যাপ্তি। 'প্রত্যক্ষের পরীণাহ মেপে যাদের সংসারযাত্রা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

পরীবর্ত্তে [স পরিবর্তে] *ক্রিবিণ* বদলে। 'তাহার পরীবর্ত্তে তদ্বিষয়ে এক্ষণে এই আজ্ঞা প্রকাশ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পরীষ্টি [স] *বি* অন্বেষণ। 'পরীক্ষা বা পরীষ্টির সে দিকের সে একজন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

পরীহা [স পরিধান>] *ক্রি* পরিধান করা। **পরীহলি** *ক্রি* পরিয়েছে। 'চান্দে পরীহলি মোতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরুষ [স] **১** *বিণ* রূঢ়; কঠোর। 'তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতে বিহিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'পরুষ বচন যতই আঘাত হানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

পরুষকলুষ [স] *বিণ* উন্মত্ত। 'পরুষকলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তব/ চিরদিবসের শান্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পরুষতা [স] *বি* নিষ্ঠুরতা। 'সাংঘাতিক পরুষতা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পরুষ-পীড়ন [স] *বি* তীব্র পেষণ বা মর্দন। 'যাচে গো আজ পরুষ-পীড়ন পুরুষ-পরশ-সুধা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পরুষভাষ [স] *বি* কঠোর ভাষা। 'পুরুষ পরুষভাষে করে সমালোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পরেআস [স প্রয়াস] *বি* প্রয়াস। 'রোস ছড়াএ বঢ়াওল হাস। রুস বএঁএসব বড় পরেআস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* প্রয়াস

পরেখিঅ [স পরীক্ষা>] *ক্রি* পরীক্ষা করে। 'কসিঅ কসৌটী চিহ্নিঅ হেম। প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুখ পেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরেলা [স পর] *বি* পর। 'জহৃণুণা হি অপ্পা তাসু পরেলা কাহি।' *চর্যা* ৪৩, ১২০০।

পরোক্ষ [স] *বিণ* অপ্রত্যক্ষ। 'যখন কার্য্যটি পরোক্ষ, লোকবিখ্যাত ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পরোখ [স পরোক্ষ] *বিণ* অপ্রত্যক্ষ। 'সাজনি কী কহব কাহু পরোখ। বোলি ন করিঅ বড়াকাঁ দোখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরোক্ষভাবে [স] *ক্রিবিণ* প্রকারান্তরে। 'প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে শুরু হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

পরোক্ষে [স] *ক্রিবিণ* অপ্রত্যক্ষভাবে। 'সাক্ষাতে না দেখা দেন পরোক্ষে এত দয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পরোটা [হি পরাঠা] *বি* ময়দার তৈরি তেলে ভাজা রুটিজাতীয় খাবার। 'খাচ্ছিল সে পরোটা।' *সুকুমার*, ১৯২০।

পরোৎকৃষ্ট [স] *বিণ* উৎকৃষ্টতম। 'উপনিষৎ যখন তাঁকে সত্তা বলেন তখন পূর্ণ ও পরোৎকৃষ্ট সত্তা অর্থেই বলেন।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

পরোপকার [স] *বি* পরের বা অন্যের উপকার। 'সে ... পরম ধার্ম্মিক ও পরোপকার ও সর্ব্বদোৎসাহযুক্ত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পরোপকারক [স] *বিণ* পরোপকারী। 'বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে পরোপকারক হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পরোপকারঘটিত [স] *বিণ* পরোপকারজনিত। 'কেরি সাহেব এতাবৎ পরোপকারঘটিত সুকীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পরোপকারব্রত [স] **১** *বি* জনহিতকর কাজ; জনকল্যাণমূলক কাজ। 'পরোপকারব্রতের অনেক ফল।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *বি* পরের উপকার হয় এমন কাজে ব্রত। 'জীবনের সার্থকতা-সাধক পরোপকারব্রতে চিরজীবন ব্রতী ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরোপকারার্থক [স পরোপকার-অর্থক] *বিণ* পরের উপকারের চিন্তা করা হয় এমন। 'কেবল পরোপকারার্থক এ কর্ম্মের আনুকূল্য করিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

পরোপকারি, পরুপকারী [স পরোপকারী] *বিণ* অন্যের উপকার করে এমন। 'বিষ্ণোর দুই স্ত্রী, পুত্রো উত্তম সংসারিক ... পরুপকারী বরো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'ঐ মহাশয়দিগের ন্যায় বিদ্বান জ্ঞানি ও পরোপকারি মনুষ্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

পরোপকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অন্যের উপকার করে এমন। 'এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণা স্ত্রী।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পরোপকারিতা [স] *বি* অন্যের উপকার। 'দয়াশীলতা ক্ষমতা বক্তৃতা পরোপকারিতা অনেক বিশেষরূপে বিদিত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

পরোপকারিতাবৃত্তি [স] *বি* পরার্থপরতা। 'তাহাদিগের পরোপকারিতাবৃত্তির চালনা হইবেক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পরোপকারিত্ব [স] *বি* পরোপকারিতা। 'আপনার দাতৃত্ব পরোপকারিত্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুযশ সৌরভ গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

পরোপকারী [স] *বিণ* পরের উপকার করে এমন। 'পরোপকারী মহাশয়েরা ছাত্রদিগকে আপন ভাষাশিক্ষার পরামর্শ দিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

পরোপকারীতা [স পরোপকারিতা] *বি* অপরের উপকার। 'তাঁহার পরোপকারীতা ও সুশীলতা গুণ অতিশয় ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

পরোপজীবী [স] ১ *বিণ* অন্যকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে এমন। 'পরোপজীবী নিষ্কর্মা ব্যক্তিদিগের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* অন্যকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে যে। 'পরোপজীবীদের আদেশ করো কাশ্মীরে ফিরে যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পরোপজীব্য [স] *বি* পরের আশ্রয়ে জীবিকানির্বাহ। 'পরোপজীব্য অবলম্বন করিয়া তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইবেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পরোপদেশার্থ [স পর-উপদেশার্থ] *ক্রিবিণ* পরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য। 'পরোপদেশার্থ এই কথা পাঠাইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পরোপাসনা [স পর-উপাসনা] *বি* পরের উপাসনা। 'কেহবা পরোপাসনা করিয়াও ইষ্টসিদ্ধি করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পরোব [স পর্ব] *বি* উৎসব। 'কাজির কাছে হিন্দুর পরোব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পরোয়া [ফা পরওয়াহ্] ১ *বি* তোয়াক্কা। 'আমি দুঃখের পরোয়া রাখি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বি* ভয়। 'নাই পরোয়া যতই কেন কিল আর থাপড় দাও ঠেসে।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বি* গ্রাহ্য। 'এরা তার থোড়াই পরোয়া করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পরোয়ানা, পরোনা [ফা পরওয়ানাহ্] *বি* কর্তৃপক্ষের লিখিত হুকুমনামা। 'মহাপাত্রে পরোনা লিখিল ততক্ষণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'জীবনীর সাহেবের দস্তখতি পরোয়ানা পাঠাই।' *ওঁাতি*, ১৭৯২।

পরোয়ানাপত্র [ফা পরওয়ানাহ্+স পত্র] *বি* লিখিত আদেশ। 'আমাদের উপর এক পরোয়ানাপত্র বাহির করিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

পরোশ [স পরশ] *বি* পরশপাথর। 'লোহাতে পরোশ ছোয়াইলে সুবর্ণ হএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

পরোষ্য [স পরশ্ব] *ক্রিবিণ* গত পরশু। 'অনেক দিবসের পর পরোষ্য এক পত্র পাইয়া বেওরা সমাচার জ্ঞাতো হইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পর্কটি [স] *বি* পাকুড় গাছ। 'অশ্বত্থ পর্কটি জম্বু তিলক পনস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পর্কান্ন [স] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'দধি দুগ্ধ খির নবনি ছানা ও মিষ্টান্ন পর্কান্ন।' *রামরাম*, ১৮০১।

পর্ণ [স] *বি* পাতা। 'দিব্য পর্ণ কর্পূরাদি যত অনুকূল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পর্ণকণা [স] *বিণ* ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। 'শিউরে ওঠে সমস্ত পর্ণকণা জীবনের রোমাঞ্চে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

পর্ণকুটির, পর্ণকুটীর [স] ১ *বি* কুঁড়েঘর। 'ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বি* পাতার কুটির। 'মধুসূদন, স্বহস্তনির্মিত পর্ণকুটীরে অবস্থিত হইয়া, যোগসাধন করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পর্ণঘর [স পর্ণ+ঘর] *বি* কুঁড়েঘর; পাতায় ছাওয়া ঘর। 'কেহ ছিল রাজসৌধে কেহ পর্ণঘরে,/ কেহ ছিল সোহাগিনী কেহ অনাদরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

পর্ণপুট [স] ১ *বি* পাতার আবরণ। 'মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* পাতার ঠোঙা। 'তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার পর্ণপুট।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

পর্ণশয্যা [স] *বি* পাতার বিছানা। 'কনিষ্ঠকে সেই পর্ণশয্যায় শয়ন করাইয়া, আপনিও তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পর্ণশাল [স] *বি* গাছের পাতায় ছাওয়া ঘর। 'লক্ষণ সহিত আসি পর্ণশালে না দেখিয়া সীতা।' *ভারত*, ১৭৬০।

পর্ণশালা [স] *বি* পাতার কুটির। 'নির্জ্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পর্তুগিজ, পর্তুগীজ [প পর্তুগেজ] *বি* পর্তুগালের অধিবাসী; জাতিবিশেষ। 'পর্তুগিজ।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'অস্ত্র সঞ্চালনের অমোঘতা দর্শনে অবশিষ্ট পর্তুগীজ ও হিন্দু দস্যুগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।' *শিরাজী*, ১৯১৮।

পর্টুগিজ [প পর্তুগেজ] *বি* পর্তুগালের অধিবাসী; জাতিবিশেষ। 'পর্টুগিজ ও বেলজিয়ানের আড্ডা।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

পর্তুগিস [প পর্তুগেজ] *বি* পর্তুগালের অধিবাসী; জাতিবিশেষ। 'পর্তুগিস ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

পর্তুগেজি [প পর্তুগেজ>] *বিণ* পর্তুগিজ ভাষার। 'পর্তুগেজি ও বাঙ্গালা জবান।' *ক্যাশে*, ১৭৮৭।

পোর্তুগিজ [প পর্তুগেজ] *বি* পর্তুগালের অধিবাসী; জাতিবিশেষ। 'পোর্তুগিজদের আড্ডা ছিল হুগলি ... দিনেমারদের শ্রীরামপুর।' *প্রমথ*, ১৯২২।

পোর্তুগীশ, পোর্ত্তগীশ, পোর্ত্তুগীশ [ই] ১ *বিণ* পর্তুগিজ; পর্তুগাল দেশের। 'পোর্ত্তগীশ জাহাজ তিনখানা।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *বি* পর্তুগালের অধিবাসী। 'এক জন পোর্ত্তুগীশের সহকারে ঐ পাঠশালার কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'স্পানিয়ারা এবং পোর্ত্তুগীশেরা দর্পকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

পর্তন, পর্ত্তন [স পত্তন] *বি* পত্তন। 'রেসম রকম কাপড় কিঞ্চীত তাতিদিগে পর্ত্তন জ্ঞাত করিব।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

পর্দা, পর্দ্দা [ফা] ১ *বি* আবরণ। 'তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি কোমল পাতলা পর্দা থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* স্তর। 'এই প্রকারে এক পর্দা পলি পড়িল, পরে তাহার উপর আর এক পর্দা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আকাশ থেকে মেঘের পর্দা তখন সরিয়ে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বি* কাপড়ের আবরণ। 'জানলার উপরে একটা পর্দা ফেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ঘণ্টা পড়েছে নাট্যশালায় নূতন পর্দ্দা উঠে!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। ৪ *বি* আড়াল। 'আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৫ *বি* সংকোচ। 'বাধো বাধো রহিয়াছে। পর্দা উঠিয়া যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৬ *বি* ব্যবধান। 'সন্ধ্যার অন্ধকার পর্দা পড়িলে প্রণয়ীদের মধ্যে যখন মনের পর্দা উঠিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'তোমার মনের পর্দার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের পর্দাও উঠে গেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৫। ৭ *বি* ঢাকনা। 'চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৮ *বি* ঘাট। 'হারমোনিয়ম পিয়ানোর গোড়ার মোটা ও ভারী পর্দাগুলো তৈরি করাও হয়তো ভুল।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৯ *বি* যার উপরে আলোর প্রতিফলন থেকে ছবি দেখা যায়; সিনেমার পর্দা। 'পর্দাটাকে অগ্রাহ্য করে ওপরের দিকে তাকাতে লাগল বেশি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পর্দা খাটানো *ক্রি* আড়াল করা। 'মেয়েরা আপনার জীবনে এত পর্দা খাটায় এই জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পর্দাগুণ্ঠিত [ফা পর্দা+স গুণ্ঠিত] *বিণ* পর্দায় ঢাকা। 'সমাজের নারীমাত্রেরই ... এক প্রকার মাধুর্য পায় যা পর্দাগুণ্ঠিত দেশে পুরুষের ভাগ্যে জোটে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

পর্দা-ঘেরা *বিণ* সংযত। 'বয়সের এই পর্দা-ঘেরা শান্ত ঘরে আমার মধ্যে একটি সে কোন চির-বালক লুকিয়ে খেলা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

পর্দা-ঢাকা *বিণ* পর্দায় আবৃত। 'কুহেলিকার পর্দা-ঢাকা আজও ফুলের সিংহাসন।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পর্দানশিন, পর্দ্দানশীন [ফা] **১** *বিণ* পর্দার আড়ালে বাস করে এমন। 'তাঁর পর্দানশিন হওয়া উচিত।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'পর্দ্দানশীন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান।' *রোকেয়া*, ১৯১৮; 'মেয়েরা পর্দানশিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* পর্দার আড়ালে ঢাকা। 'পাতার পর্দানশিন মুকুল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পর্দানশীনা [ফা] *বিণ স্ত্রী* নিজেকে পর্দার আড়ালে রাখে এমন। 'অশিক্ষিতা, পর্দানশীনা, ভগ্নস্বাস্থ্য গরীব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'পর্দানশীনা মেয়েদের মাঠে যাওয়া সাজে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পর্দাপন্থী, পর্দ্দাপন্থী [ফা পর্দা+হি পন্থী] *বিণ* পর্দাপ্রথার পক্ষপাতী। 'পর্দ্দাপন্থী গোঁড়া সমাজ এতে আনন্দিত হবেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

পর্দা-পুশিদা [ফা] *বি* পর্দাব্যবস্থা। 'আওরতকে পর্দা-পুশিদায় রাখাই ইসলামের সবচেয়ে আহাম নির্দেশ।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

পর্দাপ্রথা, পর্দ্দাপ্রথা [ফা পর্দা+স প্রথা] *বি* নারীদের অন্তঃপুরে বাস করার রীতি। 'পর্দাপ্রথা মানে না।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৩; 'পর্দ্দাপ্রথাও এইভাবে ইসলামের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

পর্দাহীনতা [ফা পর্দা+স হীনতা] *বি* পর্দাপ্রথা না মানা। 'তার একমাত্র কারণ হিন্দু সমাজে পর্দাহীনতা।' *জামায়াত*, ১৯৩৪।

পর্নোগ্রাফি [ই] *বি* যৌনতাসর্বস্ব রচনা, ছবি ইত্যাদির সংকলন। 'দুপুরবেলা অফিসে বসে সে পর্নোগ্রাফি পড়ে।' *ইলিয়াস*, ১৯৯২।

পর্ব, পর্ব্ব [স] **১** *বি* অনুষ্ঠান। 'পর্ব বিভায়ের।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পর্ব্ব উচ্ছবের সময়ে গোবিন্দ দেব তাহার উপরে বিরাজমান হএন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'মুসলমানী পর্ব্বাদির কথা।' *বাসনা*, ১৯০৯। **২** *বি* পার্বণ। 'যত পূজা ও পর্ব্ব ও উৎসব সেই দেশে প্রচার করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৩** *বি* অধ্যায়। 'মহাভারতের সভাপর্ব্বের ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পর্বদিন, পর্ব্বদিন [স] *বি* ধর্মীয় উৎসবের দিন। 'বড় দিন, গুড ফ্রাইডে ইত্যাদি কয়েকটি ইংরাজী পর্ব্বদিনের নাম শুনিয়াছেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পর্বান্ত [স] *বি* পর্বের শেষ ভাগ। 'প্রথমেই শব্দান্তের বিরাম, পর্বান্তের যতি এবং পদান্তের ছেদ, এই তিন অবকাশের নাম নিয়েছিলুম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পর্বোপলক্ষে, পর্ব্বোপলক্ষে [স] *ক্রিবিণ* উৎসব উপলক্ষে। 'পর্ব্বোপলক্ষে ... জন্মভূমির দর্শন আশে গমন করিয়াছিলেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

পর্বত, পর্ব্বত [স] *বি* পাহাড়। 'মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্ব্বতকুহরা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তুমি যদি মনে কর পর্বত চিরিতে পার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পর্বতো পূজিলা দিয়া পুরটের ফুল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পর্বত-উদ্বেগ [স] *বি* অতি উৎকণ্ঠা। 'আমার হৃদয়ে এল বুঝি সেই মেঘ/ সেই বিহ্বল পর্বত-উদ্বেগ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পর্বত-কন্দর [স] *বি* গিরিগুহা। 'নির্দয় কিরাত লুটিয়ে কুলায় তার পর্বত-কন্দরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'কৃশোদর, হেরি বীর পর্বত-কন্দরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পর্বতকানন [স] *বি* পাহাড়ি উদ্যান। 'যে চোখে আমরা পর্বতকানন নদনদী মরুসমুদ্রকে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পর্বতকায়, পর্ব্বতকায় [স] *বি* পর্বতের মতো বিশাল দেহ যার। 'পর্ব্বতকায় দেখি ত্রাস পাইল ছাওয়ালেরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পর্বতগাত্র [স] *বি* পাহাড়ের গা। 'পর্বতগাত্র বাহিয়া ঝরনাধারা বহিয়া যাইতেছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পর্বতগুহা, পর্ব্বতগুহা [স] *বি* পর্বতগহ্বর। 'পর্ব্বতগুহায় যে সিংহের পার কাঁটা বাহির করিয়া দেয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

পর্বতগৃহবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী। 'তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পর্বতচারী [স] *বি* পর্বতে চরে বেড়ায় এমন। 'একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮২৩।

পর্বতচূড়া [স] *বি* পাহাড়ের চূড়া; পর্বতের শিখর। 'পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পর্বত-দিগ্‌বলয়িত [স] *বিণ* সারি সারি পাহাড় আছে এমন দিগন্ত দ্বারা ঘেরা। 'সেটি একটি পর্বত-দিগ্‌বলয়িত নিরালা তুষারদ্বীপ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পর্বতদুহিতা [স] *বি* পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত নারী। 'বনবালারা, পর্বতদুহিতারা সেকালে ...।' *তারা*, ১৯৪০।

পর্বতদৈত্য [স] *বি* পর্বতের মতো বিশাল আকৃতির দৈত্য। 'পর্বতদৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পর্বতনিঃসৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* পর্বত থেকে নেমে আসা। 'পর্বতনিঃসৃতা বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচ্যে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পর্বতনিচয়, পর্ব্বতনিচয় [স] *বি* পর্বতসমষ্টি। 'ঈদৃস প্রকারে প্রায় চতুর্দিকে উচ্চচূড় পর্বতনিচয়ে পরিবৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পর্বতনির্ঝর [স] *বি* ঝরনা। 'পর্বতনির্ঝর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি হয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পর্বতপাড় [স] *বি* পর্বতের উপর। 'উঠিয়া পর্বতপাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পর্বতপ্রমাণ [স] *বিণ* পর্বতের মতো বিশাল। 'নির্লজ্জতাকে পর্বতপ্রমাণ লজ্জা দিয়াও ঢাকা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পর্বতবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পর্বতে বাসকারী। 'পর্বতবাসিনী উমার মতই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পর্বতময় [স] *বিণ* পর্বতে পূর্ণ। 'দূর থেকে সেই পর্বতময় ভূভাগের প্রভাত দৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কী বলব। *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'মধ্য এশিয়া পর্বতময়।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

পর্বতমালা [স] *বি* পাহাড়ের সারি। 'যেন পর্বতমালা স্থির নিশ্চল গাম্ভীর্যের সহিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'পশ্চাতে পর্বতমালা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পর্ব্বতরাজ [স] *বি* পর্বতরূপ রাজা। 'মনে হয় যেন পর্ব্বতরাজ হীরার মুকুট পরিয়া বসিয়া আছেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পর্বতরাজি, পর্ব্বতরাজি [স] *বি* পর্বতসমষ্টি। 'পর্ব্বতরাজির

পাদদেশপ্রবাহিতা স্রোতস্বতীসকলের জলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পর্বতশিখর [স] বি গিরিশৃঙ্গ। 'পর্ব্বতশিখর অপেক্ষাকৃত শীতল।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'অনাদরে শোভে, হায়, পর্বতশিখরে/ ধবল-ললাট-দেশ উজলি সুতেজে।' মাইকেল, ১৮৬০।

পর্বতশৃঙ্গ, পর্ব্বত শৃঙ্গ [স] বি পাহাড়ের চূড়া। 'পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি শীত দ্বারা ঘনীকৃত।' অক্ষয়, ১৮৪৩; 'সর্ব্বোচ্চতম পর্বত-শৃঙ্গ পাঁচ মাইল মাত্র উচ্চ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পর্বতসঙ্কুল [স] বিণ পাহাড়ি। 'এই স্বল্পপরিসর রাজ্যটির পর্বতসঙ্কুল অনুর্বর বুকে ...।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

পর্বত-সদন [স] বি পর্বতরূপ বাড়ি; উৎস। 'ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্বত-সদনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

পর্বতসমান [স] বিণ পর্বতের মতো উঁচু। 'আটমুখে বহে বায়ু পর্বতসমান ঢেউ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পর্বত-সানু [স] বি পাহাড়ের চূড়া। 'পর্বত-সানু-উপরি যাহারে পালে কাদম্বিনী ধনী।' মাইকেল, ১৮৬০; 'নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল সীমায়।' বিভূতি, ১৯২৯।

পর্বতস্তূপ [স] বি পাহাড় সমান উঁচু স্তূপ। 'অশ্ব-পুরীষের পর্বতস্তূপ অপসারণ করতে যেমন দরকার হয়েছিল ...।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

পর্বতস্থ, পর্ব্বতস্থ [স] বিণ পর্বতে বাসকারী। 'পর্ব্বতস্থ চোয়াড় লোকেরা নিতান্ত অশিষ্ট।' ফরস্টার, ১৭৯৫।

পর্বতস্থিত, পর্ব্বতস্থিত [স] বিণ পর্বতে আছে এমন। 'পর্ব্বতস্থিত তুষার।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

পর্বতাকার [স পর্বত-আকার] বিণ পাহাড় সমান। 'পর্বতাকার যাহার লহরী উথলিছে নিরবধি মহা কোলাহলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

পর্বতাবৃত [স পর্বত-আবৃত] বিণ পাথরে-ঢাকা; টিলাময়। 'পর্বতাবৃত পথ, পশ্চাতে সিন্ধুনগর।' মাইকেল, ১৮৭৩।

পর্বতারোহণ, পর্ব্বতারোহণ [স পর্বত-আরোহণ] বি পর্বতে ওঠা। 'আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, পর্ব্বতারোহণ শ্রান্তি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

পর্বতিআ [স পর্বত>] ১ বিণ পার্বত্য। 'পর্বতিয়া টাঙ্গন তাজি বাছিয়া কিনিল বাজি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পাহাড়বাসী। 'গারো ভুটিয়া কুকি আদি পর্বতিয়া।' আলাওল, ১৬৮০।

পর্বতীয়, পর্ব্বতীয় [স] বিণ পাহাড়ি; পার্বত্য। 'পর্ব্বতীয় লোকেরা যখন কাষ্ঠাদি আহরণের কারণ বনে যায়।' দর্পণ, ১৮২০; 'পর্ব্বতীয় ও আরণ্য বিকটাকৃতি মনুষ্য সকল বিদ্যমান আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পর্বতের মূষিক প্রসব – কোনো কিছুর আড়ম্বরপূর্ণ সূচনা এবং লঘু ফলাফল। সুবল, ১৯০৬।

পর্বতের প্রসব বেদনা – অবাস্তব ধারণা। 'পর্ব্বতের প্রসব বেদনা হইয়াছে।' তারিণী, ১৮০৩।

পর্বতো [স পর্বত] বি পাহাড়। 'পর্বতো পুঞ্জিলা দিয়া পুরটের ফুল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পর্বতোদ্গীর্ণ [স পর্বত-উদ্গীর্ণ] বিণ পর্বত থেকে নির্গত। 'পর্বতোদ্গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক, দেবী সিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্তকালসমীপে পাঠাইয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

পর্বোত [স পর্বত] বি পাহাড়। 'ঐষদের কারোণ পর্বোত আনিয়াছিলেন আপোনার প্রাণ বাচাইতে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

পর্বাহ, পর্ব্বাহ [স] বি উৎসব। 'বৃহস্পতিবার যবনেরদিগের একটা পর্ব্বাহ ছিল।' দর্পণ, ১৮২৫; 'বালকমহলে ঘোর পর্বাহ বাধিয়া গেল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

পর্বোপলক্ষে, পর্ব্বোপলক্ষে দ্র পর্ব

পর্যঙ্ক, পর্য্যঙ্ক [স] বি খাট। 'পর্যঙ্ক তুলিকা পাড়ি নিহ অতরণ-পেড়ী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পর্য্যঙ্ক দুগ্ধফেণান্যক্কৃত চিত্র বিচিত্রিত বস্ত্রে ...।' দর্পণ, ১৮২৭।

পর্যঙ্কোপরি, পর্য্যঙ্কোপরি [স] বিণ পালঙ্কের উপর। 'তোমার প্রণয়িনী ... পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট।' তমোলুক, ১৮৭৪।

পর্যটক, পর্য্যটক [স] বি ভ্রমণকারী। 'দেশ-পর্য্যটক বহুদিবসের পরে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পর্যটন, পর্য্যটন [স] বি ভ্রমণ। 'করিলেন পৃথিবীর পর্যটন রস।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

পর্যটনময় [স] বিণ ভ্রামণিক। 'তোমার হৃদয় যত ভাবে পর্যটনময়?' শক্তি, ১৯৬৫।

পর্যটনশীল [স] বিণ ভ্রমণকারী। 'জিম্‌ন্যাস্টিকের দল এই পর্যটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পর্যটি [স পর্যটন>] ক্রি পর্যটন করা। 'মিটাতে মনের তৃষা ত্রিভুবন পর্যটিব/ হত্যা করিব না তবু হৃদয় আমার।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

পর্যন্ত, পর্য্যন্ত [স] অব্য অবধি। 'শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অও।' চণ্ডী, ১৫৫০; 'আব্রহ্ম পর্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ময়।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'চোখাচোখি দরিয়াবিবির দিকে চাহিয়া সে কথা বলে না পর্যন্ত।' শওকত, ১৯৫৮।

পর্যবসান, পর্য্যবসান [স] ১ বি নির্ধারণ। 'সমন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম। এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অবসান। 'জলসমাধি মাত্রেই কত ব্যক্তির মরণোত্তর ক্রিয়ার পর্য্যবসান হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'ভৌতিক ব্যাপারের এইরূপে পর্যবসান হওয়াতে ... হাস্য করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পর্যবশান, পর্য্যবশান [স পর্যবসান] বি অবসান। 'কেবল মহাজনী বিষয়েই পর্য্যবশান নহে।' ফরস্টার, ১৭৯৩।

পর্যবসানে, পর্য্যবসানে [স] ক্রিবিণ শেষে। 'পর্য্যবসানে তাহার এই উত্তর করা যায়।' দর্পণ, ১৮৩৪।

পর্যবসিত, পর্য্যবসিত [স] ১ বিণ সমাপ্ত। 'তিন দিকে তিন পথ আরব্ধ হইয়া অরণ্যের এক এক প্রান্তে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ পরিণত। 'তদীয় আশ্বাসবাক্য, পরিশেষে, কথামাত্রে পর্যবসিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৫৬; 'সাহিত্যবিচার যখন ব্যক্তিগত নিন্দায় পর্য্যবসিত হয়।' সবুজ, ১৯১৭।

পর্যবেক্ষক, পর্য্যবেক্ষক [স] বিণ বিশেষভাবে লক্ষ করে এমন; পর্যবেক্ষণকারী। 'রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষক মহলের ধারণা।' আজাদ, ১৯৬৫।

পর্যবেক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ [স] ১ বি নিরীক্ষণ। 'তথা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট রূপে গ্রহনক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়।' বিদ্যা, ১৮৪৯; 'কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পর্য্যবেক্ষণ করেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করা। 'যে ফেলো ছাত্রদের শিক্ষা ইত্যাদির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও অবজারভেশনের ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্তিতাকে ও

শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

পর্যবেক্ষণকারী [স] *বিণ* পর্যবেক্ষণ করে এমন। 'পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পর্যবেক্ষণশীল [স] *বিণ* মনোযোগ দিয়ে দেখে এমন। 'মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পর্যবেক্ষণিকা [স] *বি* গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করবার ঘর। 'উহার ইংরেজি নাম observatory-র তর্জমা করিয়া নাম রাখিলেন পর্যবেক্ষণিকা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পর্যবেক্ষিত, পর্য্যবেক্ষিত [স] *বিণ* দেখে মূল্যায়নকৃত। 'শিক্ষিত লোকের দ্বারা চালিত ও পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পর্যাঙ্কোপরি *দ্র* **পর্যঙ্ক**

পর্যাপ্ত, পর্য্যাপ্ত [স] *বিণ* যথেষ্ট। 'পর্যাপ্ত।' *ক্যালেণ্ডে*, ১৭৮৭; 'পর্য্যাপ্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি ও সুপ্রণালী-সিদ্ধ পরিশ্রমাবলম্বনের সমুচিত ফল হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পর্যায়, পর্য্যায় [স] **১** *বি* সমান অর্থবাচক শব্দ। 'রজনি পর্যায় জানি হরিদ্রা আখ্যান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পূর্বনির্ধারণ। 'কুলীনরা পর্য্যায় মত রুই মাছের মুড়ো ও মুণ্ডী পেলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বি* স্তর। 'রাজতন্ত্র প্রধানতন্ত্র প্রজাতন্ত্র সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৪** *বি* পর্ব। 'বিচ্ছেদের যাত্রাপথে আনন্দের নব নব পর্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পর্যায়কুল, পর্য্যায়কুল [স] *বিণ* আকুল। 'এই অতুল হিতকর অনুমতি শ্রবণ করিয়া লোকসকল যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠা-পর্য্যায়কুল হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পর্যায়ক্রমিক, পর্য্যায়ক্রমিক [স] *বিণ* ধারাবাহিক। 'বেগমে সৌন্দর্য-চর্চা সম্পর্কে একটি পর্য্যায়ক্রমিক আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

পর্যায়ক্রমে, পর্য্যায়ক্রমে [স] *ক্রিবিণ* পরপর; ধারাবাহিকভাবে। 'সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্রি ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পর্যায়গত, পর্য্যায়গত [স] *ক্রিবিণ* ক্রম অনুসারে। 'এতৎ সংগ্রহে পর্য্যায়গত সংস্কৃত শব্দের অন্তিমাক্ষর এবং লিঙ্গপ্রভেদক চিহ্ন ... সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

পর্যায়গামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পর্যায়ক্রমে যাচ্ছে এমন। 'পর্যায়গামিনী দেবতাত্রয়ের মধ্যে একজন পদার্থসমূহ গোপন করেন।' *অবন*, ১৯২৫।

পর্যায়ভুক্ত [স] *বিণ* শ্রেণীর অন্তর্গত। 'আমাদের ভাষার ক্ষুদ্রপ্রাণ সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের নামটিও উক্ত পর্যায়ভুক্ত।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

পর্যায়শব্দ [স] *বি* সমান অর্থবাচক শব্দ। 'মনোজগতে আধুনিক ও সংশয়গ্রস্ত এ দুটি কথা পর্যায়শব্দ।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

পর্যায়ানুসারে, পর্য্যায়ানুসারে [স] *ক্রিবিণ* পর্যায়ক্রমে। 'এক এক মনুষ্য পর্য্যায়ানুসারে দিব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পর্যালোচনা, পর্য্যালোচনা [স] *বি* বিশেষভাবে আলোচনা। 'অনেক গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'অমাত্যবর্গের সহিত রাজকার্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পর্যালোচিত [স] *বিণ* পর্যালোচনা করা হয়েছে এমন। 'পর্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পর্যাসন [স] *বি* বসার আসন। 'প্রাঙ্গণে বসিলা ভাট পাত্যা পর্যাসন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পর্যুৎসক [স] *বিণ* অত্যন্ত আগ্রহী। 'রম্য বস্তু দেখে এবং মধুর শব্দ শুনে সুখী লোকের প্রাণও এমন পর্যুৎসক হয় কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পর্যুদস্ত, পর্য্যুদস্ত [স] **১** *বিণ* পরাজিত। 'সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সাধারণ লোকদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'সকল কার্য্যেই মুসলমান পর্য্যুদস্ত ও বিপন্ন।' *প্রচারক*, ১৯০৩। **২** *বিণ* বিপর্যস্ত। 'বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের ... গণতান্ত্রিক অধিকার যেমন পর্যুদস্ত হচ্ছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

পর্যুষিত, পর্য্যুষিত [স] *বিণ* বাসি। 'শুষ্ক কিবা পর্য্যুষিত।' *ভারত*, ১৭৬০; 'মিটায়েছিলাম তৃষ্ণা, সুধা ভেবে, পর্যুষিত ক্লেদে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

পর্শ [স স্পর্শ] *ক্রিবিণ* সান্নিধ্য। 'রাজাপ্রজা তোর পর্শে। কেহ আর নাহি হর্ষে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। *দ্র* **স্পর্শ**

পর্শা [স স্পর্শ>] *ক্রি* স্পর্শ করা। 'কহে সদা গদারে আহ্বানি কর কিরা পর্শি মোর পাণি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

পর্শু, পর্সু [স পরশ্ব>] *বি* আগামীকালের পরের দিন। 'কাল হবে অধিবাস, পর্শু হবে বিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'পর্সু হবে তাহার শ্রাদ্ধ।' *কেরি*, ১৮০২। *দ্র* **পরশু**[২]

পর্শুদিন [স পরশ্ব-দিন] *বি* গতকালের আগের দিন। 'পর্শুদিন অমনি বোটের জানলার কাছে চুপ করে বসে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পর্সেন্টেজ [ই] *বি* শতকরা হিসাব; (এখানে) কলেজে হাজিরার শতকরা হার। 'পর্সেন্টেজ রাখতে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পল[১] [স] **১** *বিণ* চার (৪) তোলা পরিমাণ। 'শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ মেল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* এক দণ্ডের ষাট ভাগের এক ভাগ; ২৪ সেকেণ্ড। 'সেই ঘটী ক্ষণ পল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* পরত। 'বান্ধিআ বাঁশের আগে পাটের পাছড়া ফিরাইল শত পল সুবর্ণ চাঙ্গড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* অল্প সময়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পলে পলে *ক্রিবিণ* প্রতি মুহূর্তে। 'পলে পলে, মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পল[২] *বি* দ্রব্যাদির শিরাল পার্শ্বদেশ। 'হীরের মতো পল-কাটা চকচকে ঝকঝকে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

পল-কাটা *বিণ* শিরালভাবে কাটা। 'হীরের মতো পল-কাটা চকচকে ঝকঝকে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

পলতোলা **১** *বিণ* শিরাযুক্ত। 'মস্ত ছাত, বারোটা পলতোলা মোটা মোটা থামের উপর।' *অবন*, ১৯২৭। **২** *বিণ* উঁচু শিরাযুক্ত। 'গোলমত, ধারকাটা, ও পলতোলা এক মুখ ছুঁচালো।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পলক [স] **১** *বি* চোখের পাতা ফেলতে যে সময় লাগে; ক্ষণকাল। 'দশ বিশ মারা যায় পলকে পলকে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* মিনিট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* চোখের পাতা। 'চক্ষু প্রায় স্থির কিন্তু পলক পড়িতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **৪** *ক্রিবিণ* মুহূর্তের মধ্যে। 'সঙ্গীতে সে উঠবে ভেসে পলকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পলকনিহিত [স] *বিণ* সাময়িক; নিমেষের। 'এই সব পলকনিহিত অনুমানের মধ্যে ...।' *মানিক*, ১৯৩৫।

পলকপড়া *বিণ* ক্ষণকাল স্থায়ী হয় এমন। 'মহাকালের পলকপড়া/ আমাদের এই ক্ষণিক ইতিবৃত্তে।' *প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।*

পলকপাত [স] *বি* চোখের পাতা ফেলার সময়। 'প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী চির আঁখি মুদিতেছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯০।*

পলক ফেলা *ক্রি* চোখের পাতা ফেলা। 'পলক ফেলিতে কোথা একাকার তোমার স্বরূপ জীবনের মাঝে।' *রবীন্দ্র, ১৯০১।*

পলকবিহীন [স] *বিণ* অপলক। 'পলকবিহীন নয়নে মধুর মিনতি।' *রবীন্দ্র, ১৯১৪।*

পলকহরা [স পলক-হরণ>] *বিণ* পলকহীন। 'দৃষ্টি আমার পলকহরা।' *নজরুল, ১৯৩০।*

পলকহারা [স পলক-হারা] *বিণ* পলকহীন। 'তব পলকহারা আলোক-দিঠি মরম-'পরে রাখো।' *রবীন্দ্র, ১৯১৪।*

পলকহীন [স] *বিণ* পলকহারা। 'পলকহীন চোখে চেয়ে থেকে বলল।' *মানিক, ১৯৩৫।*

পলকা[1] [ই polka, মূল চেক] *বি* প্রধানত পূর্ব ইউরোপের নৃত্যবিশেষ। 'পরপুরুষের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া ওয়ালজ্ বা পলকা নাচিবে।' *দীপিকা, ১৮৮৭; বিদ্যা, ১৮৯১।*

পলকা[2] *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'ঝড়ে-ওড়া এক দল পলকা মেঘের মতো ...।' *নজরুল, ১৯২২।*

পলটন [ই প্ল্যাটুন] ১ *বি* সৈন্যদলবিশেষ। *ওসাঁ, ১৭৮৫।* ২ *বি* সৈন্যবাহিনী। *দর্পণ, ১৮২২।*

পলটনীয় [ই প্ল্যাটুন+স ঈয়] *বিণ* পলটন সংক্রান্ত; ফৌজ সম্পর্কিত। 'তাহাতে পলটনীয় সাহেব লোক ... আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ, ১৮২১।*

পলটনীয় সাহেব [ই প্ল্যাটুন+আ সাহিব] *বি* সামরিক কর্মকর্তা। 'তাহাতে পলটনীয় সাহেব লোক ... আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ, ১৮২১।*

পলটানো *ক্রি* ফেরানো। 'যতদূর গিয়া নৃপ অশ্ব পলটায়।' *আলাওল, ১৬৮০।* **পলটায়** *ক্রি* ফিরায়। 'যতদূর গিয়া নৃপ অশ্ব পলটায়।' *আলাওল, ১৬৮০।* **পলটি** *ক্রি* পিছন ফিরে। 'এরে মাধব পলটি নিহার।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।* **পলটিআ** *ক্রি* পিছন ফিরে আসা। 'শ্রীজা আইল পলটিআ।' *আলাওল, ১৬৮০।* **পলটিব** *ক্রি* ফিরে পাবো। 'সর্বসুখ পলটিব মন হইব শান্ত।' *আলাওল, ১৬৮০।*

পলটিস [ই poultice] *বি* ব্যথা উপশম করার প্রলেপবিশেষ। *ওসাঁ, ১৭৮৫*

পলতা [স পদতল>] *বি* পটল গাছের পাতা। 'ইঙ্গিচা পলতা গিমা বোআলি ঝাঁটিয়া কর পাক।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

পলতে [ফা পলিতা] *বি* প্রদীপের সলতে। 'ভাবের পলতে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২।* দ্র **পলিতা**

পলসাঁই *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'মধুসূদন পলসাঁই।' *সেবধি, ১৮৪০।*

পলস্তারা, পলস্তরা, পলাস্তরা, পলেস্তারা [ই প্লাস্টার] ১ *বি* আস্তরণ; চুন, সুড়কি, সিমেন্ট, বালি ইত্যাদির প্রলেপ। 'বাইরে থেকে পলস্তারা দিয়ে বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না।' *রবীন্দ্র, ১৯৩১;* 'অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসিয়া গিয়াছে।' *তারা, ১৯৪০।* ২ *বি* স্তর। 'হাজার হাজার বৎসরের সভ্যতার পলস্তরা।' *মুজতবা, ১৯৫২।*

পলেস্তরাখসা *বিণ* উপরের আবরণ খসে পড়েছে এমন। 'নোনাধরা পলেস্তরাখসা দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল।' *হাসান, ১৯৭৪।*

পলা[1] [স পতন>] *ক্রি* পড়া। 'নীবী সসরি ভূমি পলি গেলি।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।* **পলাম** *ক্রি* পড়লাম। 'আপন মনের দোষে আমি পলাম রে ফেরে।' *লালন, ১৮৯০।* **পলি** *ক্রি* পড়ে। 'নীবী সসরি ভূমি পলি গেলি।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।* **পলে** *ক্রি* পড়লে। 'মাটির হাকিমের কুলজরে পলে কি আর বাঁচা যায়?' *মশাররফ, ১৮৬৯।* **পলেন** *ক্রি* মগ্ন হলেন। 'আজ কি চিন্তায় পলেন হরি।' *লালন, ১৮৯০।* **পলো** *বি* পড়লো। 'সই পলো সাঁইর আইন মতো শরায় কি তার মর্ম পায়।' *লালন, ১৮৯০।*

পলা[2] [স প্রবাল] ১ *বি* রত্নবিশেষ। 'হিরা নিলা মুতি পলা।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* ২ *বি* হাতের বালা। 'মৃদু যুগ্ম করে, পলা হেম পরে।' *ভবানী, ১৮২৫।*

পলাকাটী [স প্রবাল>] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'গিরিবালার হাতে পলাকাটী।' *দীপিকা, ১৮৮৭।*

পলা হেম [স প্রবাল-হেম] *বি* সোনার প্রলেপযুক্ত বালা। 'মৃদু যুগ্ম করে, পলা হেম পরে।' *ভবানী, ১৮২৫।*

পলা[3] *বি* প্রাণীবিশেষ। 'পলা ও স্পঞ্জ নামক প্রাণী এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য করা হইতে পারে।' *অক্ষয়, ১৮৫২।*

পলা[4] *বি* তেল তোলার দীর্ঘ হাতলযুক্ত বাটি। 'মোটে দু'পলা তেল আছে।' *বিভূতি, ১৯২৯।*

পলাও [ফা] *বি* পোলাও। 'কারণ পলাও অর্থাৎ পৈয়াজ ও রশুন যাহারা আহার করিয়া থাকে।' *ভবানী, ১৮২৫।*

পলাকড়া *বি* পটোল। 'লাউ কিনে কচি কুমড়া বিশা দরে পলাকড়া।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

পলাকড়ি *বি* পটোল। 'ঘৃত দিআ ভাজিল উত্তম পলাকড়ি।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

পলাণ্ডু [স] *বি* পেঁয়াজ। 'কোনও কোনও বৃক্ষের মূলদেশে কচুর ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে; ঐ পদার্থকে কন্দ বলে; যেমন আলু, পলাণ্ডু, ওল, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।' *বিদ্যা, ১৮৫১।*

পলাত [ফা পোলাদ] *বি* চকমকির লোহা। *ওসাঁ, ১৭৮২।*

পলাতক [স] ১ *বিণ* পালিয়েছে এমন। 'এ বৎসর প্রজা পলাতক হইয়াছে।' *রামরাম, ১৮০২।* ২ *বিণ* অপসৃত। 'সূর্যের আলো পলাতক।' *শওকত, ১৯৫৮।*

পলাতকমতি [স] *বিণ* পালাতে চায় এমন। 'পলাতকমতি উন্মনা বালক কর্তৃক উপন্যাসপাঠ বা কবিতাসংরচন।' *অন্নদা, ১৯২৯।*

পলাতকা[1] *বিণ* পতিত (জমি)। 'তাহার পলাতকা মৌতা বাদে বাকী তোমার হিসাবে মযুরা দেয়া গেল।' *মেয়র্স, ১৭৬২।*

পলাতকা[2] [স] ১ *বিণ স্ত্রী* পলায়নপর। 'এ রকম জাতের পৃথিবী থেকে পলাতকা হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।* ২ *বিণ* পালিয়ে যায় এমন। 'মুগ্ধ আলসে গনি একা বসে পলাতকা যত ঢেউ।' *রবীন্দ্র, ১৯৩১।* ৩ *বিণ স্ত্রী* পালিয়ে গেছে এমন। 'পলাতকা জীবনের গতি বোধ হয় চুপিচুপি আসে।' *সেলিনা, ১৯৬৯।*

পলান [ফা পালান] *বি* গাভির স্তন। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

পলানো [স পলায়ন>] *ক্রি* পলায়ন করা। **পলাঅ** *ক্রি* পালায়। 'উড়িআ পলাঅ হংস পরভু জরে ভাসে।' *রামাই, ১৭১০।* **পলাঅন্ত** *ক্রি* পালায়। 'দেকিলে অচিন গজ্জ পলাঅন্ত ডরে।' *আলাওল, ১৬৮০।* **পলাইআ** *ক্রি* পালিয়ে। 'মহা২ বীরগণ জাএন্ত পলাইআ।' *বাহরাম,*

১৬৫০। **পলাইছ** *ক্রি* পালিয়েছো। 'কতবার জুদ্ধে হারি পলাইছ গোয়াল।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।* **পলাইছিল** *ক্রি* পালিয়ে গিয়েছিলো। 'ঠাঞি ঠাঞি বীরগণ পলাইছিল কত।' *বাহরাম, ১৬৫০।* **পলাইবার** *ক্রি* পালানোর। 'পলাইবার কোন উপায় ছিল না।' *তারিণী, ১৮০৩।* **পলাইয়া** *ক্রি* পালিয়ে। 'বার্ত্তা পাইয়া গন্ধর্ব্ব পলাইয়া গেল তবে।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।* **পলাইয়াছে** *ক্রি* পালিয়েছে। *ক্যালগে, ১৭৮৫।* **পলাইল** *ক্রি* পালিয়ে গেলো। 'আথে ব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ।' *বৃন্দা, ১৫৮০।* **পলাএ** *ক্রি* পালিয়ে যায়। 'দেবাসুর গন্ধর্ব্ব পলাএ তরঙ্গে।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।* **পলাএল** *ক্রি* পালিয়ে গেলো। 'মহিমা ছাড়ি পলাএল লাজ।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।* **পলাও** *ক্রি* সরে যাও। 'পলাও, পথ ছাড়িয়া দাও।' *মশাররফ, ১৯০৮।* **পলান** *ক্রি* হার মানে। 'কামিনীর কুচরসে পীযূষ পলান।' *ভবানী, ১৮২৫।* **পলানিয়া** *বিণ* পলাতক। *মানোএল, ১৭৪৩।* **পলাবে** *ক্রি* পালিয়ে যাবে। 'পলাবে প্রবলা ভ্রান্তি, শান্তিজল হবে বরিষণ।' *গুপ্ত, ১৮৫৮।* **পলায়** *ক্রি* লোকচক্ষুর আড়ালে যায়। 'প্রজাগণ পলায় আছে।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* **পলায়্যা** *ক্রি* পালিয়ে। 'এখনি পলায়্যা যাহ পাতালের পথে।' *রূপরাম, ১৭৫০।* **পলাল্য** *ক্রি* পালিয়ে গেলো। 'পলাল্য পাণ্ডবগণ পাতালের গনে।' *রূপরাম, ১৭৫০।* **পলাহ** *ক্রি* পলায়ন করো। 'প্রাণ লইআ পলাহ নৃপমুনি।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

পলান করা *ক্রি* পলায়ন করা। *মানোএল, ১৭৪৩।*

পলান্ন [স] *বি* পোলাও। 'পলান্নের রাজা মাছ না হয় এমন।' *গুপ্ত, ১৮৫৮।*

পলায়ন [স] *বি* পালানো। 'সে পলায়ন করিয়া দেশান্তরি হইল।' *রামরাম, ১৮০১।*

পলায়নতৎপর [স] *বিণ* পালাতে সচেষ্ট। 'সৈন্যরা পালায়নতৎপর হইল।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৪;* 'নাগরিকরা পলায়ন-তৎপর।' *সুকান্ত, ১৯৪১।*

পলায়নপটু [স] *বিণ* পালিয়ে যেতে দক্ষ। 'সে বেচারা পশুর বনে থাকে এবং পলায়নপটু ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

পলায়নপথ [স] *বি* পালানোর উপায়। 'সে একটি পলায়নপথ আবিষ্কার করে।' *ওয়ালী, ১৯৬৪।*

পলায়নপর [স] *বিণ* পালিয়ে যেতে উদ্যত। 'অন্য২ ছোকরা পলায়নপর।' *রামরাম, ১৮০১।*

পলায়নপরা *বিণ স্ত্রী* পালাচ্ছে এমন। 'তবুও তুমি পলায়নপরা।' *আহসান, ১৯৫৯।*

পলায়নপরায়ণ [স] *বিণ* পালাতে সচেষ্ট। 'যদি মুছলমান হয় তবে তোবা বলিয়া পলায়নপরায়ণ হয়।' *ভবানী, ১৮২৮।*

পলায়নাশক্ত [স] *বিণ* পালিয়ে যেতে অক্ষম এমন। 'স্ত্রীলোকদিগকে বলাৎকার করিল ও পলায়নাশক্ত কতক ব্যক্তিদিগকে হত করিল।' *দর্পণ, ১৮৩২।*

পলায়নী [স] **১** *বি* পালানোর কাজ। 'পলায়নী।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৮।* **২** *বিণ* পলায়নপর। 'তবু মনে রেখো তুমি পলায়নী মনোবৃত্তি নয়।' *ফররুখ, ১৯৬৩।*

পলায়নোদ্যত [স পলায়ন-উদ্যত] *বিণ* পালানোর উদ্যোগ করছে এমন। 'ভাবী বিষয়-আশয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়নোদ্যত হইল।' *রবীন্দ্র, ১৮৯১।*

পলায়মান [স] **১** *বিণ* পালিয়ে যাচ্ছে এমন। 'মরণ ভয়ে পলায়মান নিজ যোদ্ধাগণকে দেখিয়া যবনেশ্বর কহিতেছেন।' *হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫।* **২** *বিণ* পালিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে এমন। 'আর পলায়মান পাহাড়ের সার।' *মণীশ, ১৯৩৯।*

পলায়মানা [স] *বিণ* পালিয়ে যাচ্ছে এমন। 'গুপ্তভাবে পলায়মানা হইয়া ...।' *ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬;* 'পলায়মানা বালিকাদের দেখিয়া।' *রোকেয়া, ১৯২২।*

পলায়িত [স] *বিণ* পালিয়েছে এমন। 'পলায়িত বিপক্ষ সৈন্যের পশ্চাদগামি নিজ সেনাগণকে কহিলেন ...।' *হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫;* 'স্বদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে পলায়িত হইয়া হিন্দুকুশ পর্ব্বতে ...।' *অক্ষয়, ১৮৪৭।*

পলাল *বিণ* তীক্ষ্ণধার। 'ভুলেছো, গর্হিত ... খাঁড়া সে প্রচণ্ড পলাল পরশু।' *শক্তি, ১৯৬১।*

পলাশ [স] *বি* বসন্তকালীন গাঢ় লাল ফুলবিশেষ। 'ফুটিছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন।' *মুকুন্দ, ১৬০০;* 'পলাশফুলের রাঙা রাঙা বনে বনে নেশা লেগে গিয়েছে।' *রবীন্দ্র, ১৯৪০।*

পলাশবন [স] *বি* পলাশ ফুলের বাগান। 'পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২।*

পলাশলাল [স পলাশ+লাল] *বিণ* পলাশফুলের মতো লাল। 'ব্যথার তুলি পলাশলাল মেঘে।' *শঙ্খ, ১৯৫৫।*

পলাশ-শাখা [স] *বি* পলাশের ডাল। 'পলাশ-শাখায় রঙের নেশা লাগে।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫।*

পলাষ, পলাস [স পলাশ] *বি* বসন্তকালীন লাল ফুলবিশেষ। 'সিমলি পলাস সত গুয়া জলপাই কত।' *মালাধর, ১৫০০;* 'পলাষ পাকড়ি খদিরের বন।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

পলাশা *বি* পাতা; পাপড়ি। 'প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।' *গোবিন্দ, ১৬০০।*

পলাশি *বি* মুরশিদাবাদের একটি স্থান, যেখানে সিরাজউদদৌলার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিলো। 'তব সম্মুখে ওই পলাশির প্রান্তর।' *নজরুল, ১৯২৬।*

পলাহু [স পলান্ন] *বি* পোলাও। 'আখিনি পলাহু রান্ধে ঘৃতের মিশাল।' *বিজয়, ১৬৫০।*

পলি [স] *বি* বন্যা বা নদীপ্রবাহের ঘোলা জল থেকে থিতিয়ে-পড়া নরম মাটির স্তর। 'বর্ষাকালে ... মৃত্তিকাদি নীচে পড়িয়া যায়; উহাকেই পলি বলে।' *বিদ্যা, ১৮৫১;* 'এই প্রকারে এক পর্দা পলি পড়িল, পরে তাহার উপর আর এক পর্দা।' *অক্ষয়, ১৮৫৪।*

পলিপড়া *বি* বন্যার জলে বয়ে আসা মাটি নদীর উপকূলে পতিত হওয়া। 'স্রোতজলে যে সমস্ত কর্দমাদি ... ক্রমে ক্রমে নিম্নে পতিত হইয়া যায়, চলিত ভাষায় ইহাকে পলিপড়া বলে।' *অক্ষয়, ১৮৫৪;* 'পলিপড়ার মত সাধারণের সমস্ত উৎসাহ।' *নজরুল, ১৯২২।*

পলিমাটি *বি* বন্যা বা নদীর স্রোতের সঙ্গে আসা উর্বর মাটি। 'ইঙ্গিতুই পলিমাটি-'পরে হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা ...।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২।*

পলিমৃত্তিকা [স] *বি* পলিমাটি। 'তাহারই উপর যখন বঙ্গসাহিত্যের পলিমৃত্তিকা পড়িল।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

পলিসিক্ত [স] *বিণ* ভেজা পলিমাটিতে ভরপুর। 'কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো রেখে আসে।' *হাফিজুর, ১৯৫৩।*

পলিক্লিনিক [ই] *বি* নানা রোগের চিকিৎসালয়। 'কোনো পলিক্লিনিকে যাই না হয়।' *শিবরাম, ১৯৭০।*

পলিটিকাল [ই] *বিণ* রাজনৈতিক। 'দেশের লোককে পলিটিকাল শিক্ষা দেবার সদুপায় কি?' *প্রমথ*, ১৯১৯।

পলিটিকাল ইকনমি [ই] *বি* রাষ্ট্রপালনবিদ্যা। 'পলিটিকাল ইকনমি নামক বিজ্ঞান শাস্ত্রের যুক্তি-তর্ক।' *সবুজ*, ১৯১৭।

পলিটিকো [ই] *বিণ* রাজনৈতিক। 'জয় জয় পলিটিকো ড্রেস।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

পলিটিক্যালী [ই] *ক্রিবিণ* রাজনৈতিকভাবে। 'বাঙলাকে পলিটিক্যালী এক ঘরেও করে দিত না।' *প্রমথ*, ১৯২০।

পলিটিক্স, পলিটিক্স্ [ই] *বি* রাজনীতি। 'পলিটিক্সের দরকার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'পলিটিক্স এবং অন্যান্য গ্রাম্যারি বিষয় নিয়ে পুরুষেরা নাড়াচাড়া করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'যখন কেউ পলিটিক্স বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পলিটিক্সওয়ালা [ই] *বি* রাজনীতিবিদ। 'পলিটিক্সওয়ালাদের বদলে নিছক সমাজকর্মীদের লইয়া সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করা উচিত।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

পলিটিশিয়ান, পলিটিসিয়ান, পলিটিশ্যান [ই] *বি* রাজনীতিবিদ। 'ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যান নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'ইলেকশনের প্রোগ্রাম অবশ্য পলিটিশিয়ানদেরই তৈরি করতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'একজাতের পলিটিসয়ানরা সেইটি শিরোধার্য্য করে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

পলিটীক্যাল পার্টি [ই] *বি* রাজনৈতিক দল। 'একটা পলিটীক্যাল পার্টি করবো আমরা।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

পলিত [স] *বিণ* বৃদ্ধাবস্থার জন্য সাদা হয়েছে এমন। 'পলিত ভুরু দুটা জেন শশিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পলিতকেশ [স] *বিণ* বার্ধক্যের কারণে যার চুল পেকে সাদা হয়েছে এমন। 'পরস্পরের পলিতকেশ মুণ্ড লক্ষ্য করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'পলিতকেশ প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে মালতী ঠোঁট টিপে হাসল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

পলিতকেশা [স] *বিণ স্ত্রী* চুল পেকে সাদা হয়েছে এমন। 'পলিতকেশা, নগ্নবেশা, খণ্ডমুণ্ডধারিণী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

পলিতকেশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* চুল পেকে সাদা হয়েছে এমন। 'পলিতকেশিনী স্নেহলতা।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পলিতা [ফা] *বি* সলতে। 'আগুনের পলিতা।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পলিতা করিল একবার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পলিথিন [ই] *বিণ* পলিথিনের মতো স্ফীত। 'আমি সমুদ্রের কথা ভাবি – পলিথিন সমুদ্র কি নেই?' *শক্তি*, ১৯৬৬।

পলিদ *বিণ* অপবিত্র। 'জাজিরাতুল সে আরবের পাক মাটি পলিদ হইল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পলিসি [ই] **১** *বি* নীতি। 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসি।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* কর্মপন্থা। 'এইরকম পলিসি করলে তখন একশোটা গোবর্ধনকে এক-সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে।' *শিবরাম*, ১৯৪০। **৩** *বি* বিমা-চুক্তি। 'কয়েকটি পলিসি নম্বর আর বাড়ির নম্বর।' *শামসুর*, ১৯৭০।

পলিসি-বিরুদ্ধ [ই পলিসি+স বিরুদ্ধ] *বিণ* নীতিবিরুদ্ধ। 'এটা ওর পলিসি-বিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পলুই *বি* বাঁশের তৈরি দুই মুখ খোলা মাছ ধরার ফাঁদবিশেষ। 'সে জাল কিংবা পলুই নিয়ে বেরিয়ে যেত।' *হাসান*, ১৯৬২।

পলো[১] [স পলব] *বি* মাছ ধরার ফাঁদবিশেষ। 'পলো, বাঁশের লাঠি ও সিঙ্গা ইহাদের প্রধান অস্ত্র।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩।

পলো[২] *ক্রি* পড়লো। 'অকস্মাৎ কুমারের প্রতি দৃষ্টি পলো।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পলোনিয়াম [ই] *বি* তেজস্ক্রিয় মৌলবিশেষ। 'কমলে সে রূপ নেয় রেডিয়মের, আরো কমলে হয় পলোনিয়াম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পল্কা *বিণ* সহজে ভেঙে যায় এমন। 'নির্ব্বোধের ন্যায় ঐ পল্কা ডালার উপর উঠিয়াই প্রাণ হারাইবে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। দ্র **পলকা**[২]

পল্টন [ই প্ল্যাটুন] *বি* ফৌজ; সৈন্যবাহিনী। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'আপনারদিগের পল্টন ও বাদ্য সমেত সমারোহপূর্ব্বক গির্জাঘরের নিকটে আইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পল্টন-ফসল [ই প্ল্যাটুন+আ ফসল] *বি* পল্টনরূপ ফসল। 'এ মাটিতে জন্ম দেব আমি/ অগণিত পল্টন-ফসল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পল্টনি, পল্টনী [ই প্ল্যাটুন>] *বিণ* ফৌজি; সামরিক। 'তিনি চট করে তাঁর পল্টনি সাজ খুলে ফেলে ...।' *প্রমথ*, ১৯২২; 'এ-জাতীয় হাসির ভিতর যে বীরত্ব আছে তা অবশ্য পল্টনী বীরত্ব নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

পল্বল [স] *বি* ডোবা। 'বরাহগণ পল্বল-পঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ নিলীন করিয়া রহিয়াছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পল্লব [স] **১** *বি* গাছের পাতা। 'দেখি পল্লব শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পাপড়ি। 'ফুলকলি-দল মুক্তি লাগি, মেলিবে পল্লব।' *আহসান*, ১৯৬৪।

পল্লবগ্রাহী [স] *বিণ* ভাসা-ভাসা জ্ঞানসম্পন্ন। *সেবধি*, ১৮৩৯।

পল্লবগ্রাহিতা [স] *বি* বিভিন্ন বিষয়ে ভাসা-ভাসা জ্ঞান। 'মানসিক আলস্য এবং পল্লবগ্রাহিতার অনুকূল।' *প্রমথ*, ১৯১২; 'বুদ্ধির এই পল্লবগ্রাহিতা ছাড়া আমাদের আর-একটা বিপদ ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পল্লবঘন [স] *বিণ* ঘন পল্লববিশিষ্ট। 'পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পল্লবছত্র [স] *বি* পাতার তৈরি ছাতার মতো আবরণ। 'নবীন পল্লবছত্র।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পল্লব-জাফরি [স পল্লব+আ জাফরী] *বি* পাতার আবরণ। 'ওই পল্লব-জাফরি খুলিয়া তুমিও কি অনুরাগে দেখেছ আমারে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পল্লবদোর [স পল্লব-দ্বার] *বি* পাতার দরজা। 'খোলো খোলো পল্লবদোর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পল্লবপুট [স] *বি* কচি পাতার দল। 'নবীন পল্লবপুটে মর্মরি মর্মরি উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

পল্লবপূর্ণ [স] *বিণ* পত্রময়। 'পর্যাপ্ত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠালগাছটির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পল্লবভারাচ্ছন্ন [স পল্লবভার-আচ্ছন্ন] *বিণ* পাতার ভারে নুয়ে আছে এমন। 'পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পল্লবভূষণা [স] *বিণ* পাতার অলঙ্কারে সজ্জিত। 'পল্লবভূষণা নীলাম্বরী প্রকৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পল্লবমর্মর [স] *বি* পাতার শব্দ। 'জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পল্লবরাশি [স] *বি* পত্ররাজি। 'পল্লবরাশি চতুর্দিকে প্রসারিত।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯৪।

পল্লব-শিখা [স] *বি* কচিপাতাবিশিষ্ট গাছের শাখা। 'কোমল পল্লব-শিখা উপরে রসাল শাখা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পল্লবশূন্য [স] *বিণ* পাতাহীন। 'চৈত্রের শেষে পল্লবশূন্য গাছে-গাছে নতুন সবুজ কচিপাতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

পল্লবস্তবক [স] *বি* পাতার গুচ্ছ। 'তোমার পল্লবস্তবক অনায়াসে পার হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পল্লবাগ্র [স পল্লব-অগ্র] *বি* পাতার শীর্ষ ভাগ। 'ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্যন্ত কেবল একটি আত্তাগাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পল্লবাঙ্গুলি [স পল্লব–অঙ্গুলি] *বি* পল্লবরূপ আঙুল। 'পল্লবাঙ্গুলি-দ্বারা চূতবৃক্ষ যে সংকেত করে তাহা সামমন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুগত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পল্লবাবৃতা [স পল্লব-আবৃতা] *বিণ স্ত্রী* গাছের পাতায় ঢাকা। 'আহা! মধুরস্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নীরব হলো।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পল্লবায়িত [স পল্লব-আয়িত] *বিণ* পত্রে পত্রে প্রসারিত। 'সম্ভব ও অসম্ভব অনুমানকে শাখাপল্লবায়িত করিয়া চলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পল্লবিত [স] ১ *বিণ* কচি পাতাযুক্ত। 'তরুলতাগণ পল্লবিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত। 'এই বুদ্ধিমতী বারবনিতা চিরশুষ্ক নীরস তরুকে পল্লবিত এবং পুষ্পে ও ফলে সুশোভিত করিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* পত্রময়। 'তাহার কাষ্ঠখণ্ড সকল কালক্রমে পল্লবিত ও শাখাবিশিষ্ট হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৪ *বিণ* অতিরঞ্জিত। 'হেয় মানি পারস্যের মহা আড়ম্বর/ পল্লবিত সোনার মুকুট।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

পল্লবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিস্তারিত। 'অশ্রুজলে স্মৃতি তার হোক পল্লবিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

পল্লাপল্লি [স পল্লি>] *বি* গ্রামগঞ্জ। 'প্রজাপালকের বসতি বাহুল্য হইয়া পল্লাপল্লি সুশাসিত হয়।' *রামরাম*, ১৮০২।

পল্লি, পল্লী [স] *বি* গ্রাম; পাড়া। 'ত্রিগর্ত লাহর ডিল্লি চাহিনু অনেক পল্লী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নগরবাসী ও পল্লীগ্রামনিবাসী বাবুদিগের সহিত সম্প্রীতি ছিল।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'এই কলিকাতা নগরের প্রতি পল্লীতে এ প্রকার সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'পল্লীবৃদ্ধেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'জাগো বেদন নিয়ে, পল্লী-শিশুর মুক্ত-বিথার প্রাণ নিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২২।

পল্লী-আচার [স] *বি* পল্লীতে প্রচলিত আচার। 'পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি-জীবনের জড়ত্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পল্লিগ্রাম, পল্লীগ্রাম [স] *বি* পাড়াগাঁ; মফস্বল। 'কাশী এক পল্লীগ্রাম ছিল ক্রমে২ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ হইতে২ এখন নানাবিধ অট্টালিকাময়ী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'পল্লিগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোক সকল এই কলিকাতায় আসিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

পল্লীকবি [স] *বি* পল্লীর জনজীবন যার কাব্যে ভাষারূপ পায়। 'পল্লীসংগীতের প্রতি তাঁর প্রীতি – তিনি নিজে পল্লীকবি বলে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পল্লীকর্মী [স] *বি* পল্লীর উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে এমন কর্মী। 'বিক্রয়কারিণী, স্টোরকীপার, পল্লীকর্মী ও তাদের শিক্ষাদাত্রী।' *বেগম*, ১৯৪৯।

পল্লীক্রোড় [স] *বি* গ্রামের কোল। 'সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিন্তধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পল্লীগঠন [স] *বি* গ্রাম-উন্নয়ন। 'দেশের কাজ পল্লীগঠন করতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পল্লীগাথা [স] *বি* লোকগীতিকা। 'পল্লীগাথা, ছড়া প্রভৃতি দেশের আলো জল বাতাসের মত।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

পল্লীগান [স] *বি* লোকসংগীত। 'তারপর ধরুন পল্লীগানের কথা।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১; 'পল্লীগান পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পল্লীগীতি [স] *বি* লোকসংগীত। 'বাউল গান, ভাটিয়ালী, মারফতি, গাজীর গান, মুরশিদী গান, আর পল্লীগীতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পল্লীগৃহ [স] *বি* গ্রামের বাড়ি। 'পল্লীগৃহ ছাড়িয়া যজ্ঞেশ্বর পাত্রসন্ধানে বাহির হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পল্লীগ্রামস্থ [স] *বিণ* মফস্বলের। 'পল্লীগ্রামস্থ ভদ্র অথচ ধনহীন নবীনযুবারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

পল্লীগ্রামী [স] *বি* পাড়াগাঁয়ে বসবাসকারী। 'আমরা বরং পল্লীগ্রামীর কর্ম্ম সুন্দর বিবেচনা না করিয়া, তাহার প্রতি হাসিব।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পল্লীজননী [স] *বি* পল্লীরূপ জননী। 'পল্লীজননীর হিন্দুমুসলমান সকল সন্তানেরই সমান অধিকার।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১; 'পল্লীজননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পল্লীতন্ত্র [স] *বি* গ্রামের শাসনপদ্ধতি। 'স্বায়ত্তশাসনবিশিষ্ট পল্লীতন্ত্রের উপর বর্তিবে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পল্লীনারী [স] *বি* গ্রামের মহিলা। 'কোথাও বা একা পল্লীনারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পল্লীনৃত্য [স] *বি* লোকনৃত্য। 'পল্লীগান পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পল্লী-পঞ্চায়েত [স] *বি* গ্রাম-পঞ্চায়েত। 'আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পল্লীপথ [স] *বি* গ্রামীণ রাস্তা। 'ঝাউয়ের পাহারা-ঘেরা পল্লীপথের আত্মগোপনের ফাঁদ হেডলাইটের সম্মুখে ভেঙে যায়।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

পল্লীপ্রান্ত [স] *বি* পল্লীর এক প্রান্ত। 'আমি এই পল্লীপ্রান্তে বসিয়া আমার সাদাসিধা তানপুরার চারটি তারের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পল্লীপ্রেম [স] *বি* গ্রামপ্রীতি। 'মনে-মনে নীহারের পল্লীপ্রেমের তাৎপর্যটা বুঝবার চেষ্টা করছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

পল্লীবঙ্গ [স] *বি* বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল। 'পল্লীবঙ্গের জনসাধারণ।' *সওগাত*, ১৯২৯।

পল্লীবধূ [স] *বি* গ্রামের বউ। 'সেখান দিয়ে জলকে যেতে পল্লীবধূর দল।' *জসীম*, ১৯৩১।

পল্লীবাট [স পল্লীবর্ত্ম] *বি* গ্রামের পথ। 'পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লীবাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পল্লীবালক [স] *বি* পল্লীর ছেলে। 'অখ্যাত সহায়-সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পল্লীবালা [স] *বি* গ্রামের বালিকা। 'পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর।' *নজরুল*, ১৯২২।

পল্লীবালিকা [স] *বি* গ্রামের মেয়ে। 'সেই পল্লী-বালিকার মুখে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের এক অনির্বচনীয় দুঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'এক সরলা, দিব্য ভাবময়ী নীলনয়না পল্লীবালিকা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পল্লীবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* মফস্বলবাসী। 'পল্লীবাসিনী কোনো এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'পূর্ব্বে পল্লীবাসিনীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া কাপড় কাচিত।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

পল্লীবাসী [স] *বিণ* গ্রামে বাস করে এমন। 'পল্লীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ জাতি নষ্ট হইলে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পল্লীবৃদ্ধ [স] *বি* গ্রামের বৃদ্ধলোক। 'পল্লীবৃদ্ধেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কহিল ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পল্লীভাষা [স] *বি* আঞ্চলিক ভাষা। 'আমাদের নিজ বাংলার মুখের কথা পল্লীভাষা।' *অবন*, ১৯২৫।

পল্লীমণ্ডলী [স] *বি* পল্লীর পরিধি। 'পরিবার এবং পল্লীমণ্ডলীর সীমায় আসিয়া আমাদের সমাজ থামিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পল্লীমাঠ [স পল্লী+মাঠ] *বি* গ্রামের মাঠ। 'এই পল্লীমাঠের পথের পাশে মেঠো গানের সহজ সুরে জাগো।' *নজরুল*, ১৯২২।

পল্লীমুখী [স] *বিণ* পল্লীনির্ভর; গ্রামের ওপর নির্ভরশীল। 'পল্লীমুখী বাংলার সভ্যতা ও সাধনা লোপ পেতে বসেছে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পল্লীমেয়ে [স পল্লী+মেয়ে] *বি* পল্লীবাসী বালিকা। 'আলোতে ঝিকিয়া-ওঠা ঘট কাঁখে পল্লীমেয়েদের/ ঘোমটায় গুণ্ঠিত আলোকে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পল্লীরমণী [স] *বি* গাঁয়ের বধূ। 'ওয়েলসের কোন পল্লী-রমণী এখনও হুবহু বা কিছু রূপান্তরিতভাবে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

পল্লীশিল্প *বি* হস্ত ও কুটীরশিল্প। 'পল্লীশিল্প পল্লীগান পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পল্লীশিশু [স] *বি* গ্রামের শিশু। 'জাগো বেদন নিয়ে, পল্লী-শিশুর মুক্ত-বিথার প্রাণ নিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২২।

পল্লীসংগঠন [স] *বি* গ্রামের উন্নতি। 'লাঙল এবং চরকাকে কেন্দ্র করে আমাদের পল্লীসংগঠন করতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পল্লীসমাজ [স] *বি* পাড়াগাঁয়ের সমাজ। 'বর্ণাশ্রমের সূত্র আমাদের পল্লীসমাজ ও পরিবারমণ্ডলীকে হারের মতো গাঁথিয়া তুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পল্লীসমিতি [স] *বি* গ্রামীণ সংঘ। 'পল্লী-সমিতি বলে সমিতি গড়ে তুলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'জায়গায় জায়গায় পল্লীসমিতি গঠন হচ্ছে।' *অবন*, ১৯৪১।

পল্লীসাহিত্য [স] *বি* লোকসাহিত্য। 'ছোটো ছোটো পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধবার প্রয়াস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পল্লীস্ত্রী [স] *বি* গ্রামীণ বধূ। 'ঘুচায় কর্মের ক্লেদ পল্লীস্ত্রীর সান্ধ্য অবগাহ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

পল্লীস্থিত [স] *বিণ* পল্লীতে বসবাসকারী। 'কুশল সংবাদ শুনিবার জন্য পল্লীস্থিত সকলেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পল্যঙ্ক [স] *বি* খাট। 'সুশোভিত স্বর্ণময় পল্যঙ্কে উপবেশনানন্তর ...' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পল্যাপল্লি [স পল্লি>] *বি* পাড়াগাঁ। 'সহর বাজার নগর চাতর পল্যাপল্লি সমস্ত লুট করিয়া ...' *রামরাম*, ১৮০১।

পশআতে [স পশ্চাৎ] *ক্রিবিণ* পেছনে। 'পশআতে খেদিয়া তবে গেলা ব্রকাসুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

পশতানো *ক্রি* আফসোস করা। 'যাদের দ্বিধা ও কুণ্ঠা যত বেশী তাদের পশতাতে হয়েছে তত বেশী।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

পশতু *বি* পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তান এবং সরহদ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা। 'পশ্চিম পাকিস্তানের দেশী ভাষা পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু, বলোচী এবং ব্রাহুই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'ভাঙা ভাঙা পশতু উর্দু পাঞ্জাবী মিশিয়ে গল্প।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পশন্দ [ফা পসন্দ] *বি* পছন্দ; ভালো লাগা। 'সেই স্থানেই প্রতাপাদিত্যের পশন্দ হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। *দ্র* **পছন্দ**

পশম, পসম [ফা] *বি* লোম। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কদাচিত নারিবে পশম কাটিবারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পশমিনা [ফা] *বিণ* পশমের মতো কোমল। 'কস্তুরীর মতো কালো পশমিনা অলকগোছা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে ...' *নজরুল*, ১৯২২; 'কালো পশমিনা চুলে।' *জীবন*, ১৯২৭।

পশমিয়া [ফা পশম>] *বিণ* লোমশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পশমী, পসমি [ফা] *বিণ* পশমের তৈরি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'পশমী কাপড়ের আমদানি হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭; *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পশমী কুত্তা *বি* লম্বা লোমওয়ালা কুকুর। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

পশমী বনাত *বি* পশমের তৈরি বস্ত্র। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

পশমী বস্ত্র [ফা পশমী+স বস্ত্র] *বি* পশমের তৈরি কাপড়। 'পশমী বস্ত্রের আমদানীতে ৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

পশরি *বি* এক প্রকার গাছ ও তার কাঠ। 'আবলুস, জারুল, সুন্দরি, পশরি, কৃপা কণ্টকি প্রভৃতি কাষ্ঠ নানা কর্ম্মোপযোগি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

পশলা [ফা পশ্>] **১** *বি* বর্ষণ। 'লোহাটা উপরে শর পানির পশলা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* একবারের বর্ষণ। 'খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বি* চোট। 'তাঁর মুখ হইতে এক পশলা লীগ নিন্দা ... ঝরিয়া পড়িয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

পশা [স প্রবেশ>] *ক্রি* প্রবেশ করা। 'শল জীবন হৃদয়ে পশিয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **পশয়** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'পশয়ে যেমতি কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **পশি** *ক্রি* প্রবেশ ক'রে। 'পলাতে পাথর বান্ধি দহে পশি মরে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **পশিব** *ক্রি* প্রবেশ করবো। 'দুরন্ত সংসার – তথা না পশিব আর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **পশিবে** *ক্রি* প্রবেশ করবে। 'এখনি মা, রসাতলে পশিবে মেদিনী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **পশিমু** *ক্রি* প্রবেশ করবো। 'গরল ভক্ষিমু কিবা পশিমু পাতাল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পশিল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **পশিলি** *ক্রি* প্রবেশ করলি। 'কি সাহসে পসিলি এখানে?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **পশিয়া** *ক্রি* প্রবেশ ক'রে। 'সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া দুই দলে গালাগালি।' *ভারত*, ১৭৬০। **পশে** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'প্রভাতে পুলকে ভাসি বহিয়া নবীন হাসি হেথাও তো পশে সূর্যকর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

পশার [স প্রসার] **১** *বি* দোকান। 'পশার দেওন্ত দ্বারে বসি।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* ওষুধের দোকান। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* ব্যবসায়ে উন্নতি। 'রামের ওকালতির পশার ...' *প্রমথ*, ১৯১৮।

পশারা [স প্রসার] *বি* সারিবদ্ধ দোকান। 'চুবড়ি মুলাইয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা কৃষাণ জেন হাটে দেই মুলায় পশারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পশারি [স প্রসার] *বি* ওষুধবিক্রেতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পশারিত *বিণ* প্রসারিত। 'ইরাণ, তুরাণ, মিশর আজম পশারিত হয়ে বুক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। দ্র **প্রসারিত**

পশু [স] **১** *বি* জন্তু। 'সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষ নয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব খাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যার গুণে বনের পশু রামনাম গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* (গালি) খারাপ মানুষ। 'ওরে নির্লজ্জ পশু।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বি* মূঢ়। 'বিদ্যাহীন যে মনুষ্য সে পশু।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পশুআ [স পশু>] *বি* মূর্খ। 'হেন রূপ দেখি চখু আড় করে পশুআ তোর গোআলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পশুক্রিয়া [স] *বি* পশুর মতো আচরণ। 'মহে পশুক্রিয়া।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পশুগ্রাস [স] *বি* পাশবিক আগ্রাসন। 'যার এক চোখ হাওয়ায় পশুগ্রাস দেখে দেখে ভয়ে স্থির।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

পশুচক্ষ [স] *বি* পশুর বিবেচনা। 'বিজ্ঞানবিহীন পশুচক্ষেও যাহা ঘৃণাবহ বিবেচিত হয়।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

পশুচর্ম [স] *বি* পশুর চামড়া। 'কেহ কেহ বা পশুচর্ম পরিধান প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পশুচারণ [স] *বি* পশু চরানোর কাজ। 'আমি ধনীর চাকরি নিয়ে পশুচারণ করতে যেতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পশুতত্ত্ববিৎ [স] *বিণ* প্রাণীবিদ্যায় অভিজ্ঞ। 'পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পশুতা [স] *বি* পশুত্ব। 'ভেঙে পড়ে দস্যুতার, পশুতার প্রথম প্রাসাদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পশুত্ব [স] *বি* পশুর মতো আচরণ। 'শিক্ষা না দিয়া তাঁহারদিগের ঐ মনুষ্যদেহে স্বচ্ছন্দে পশুত্ব প্রদান করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

পশুত্ববাদী [স] *বিণ* পশুর স্বভাব অবলম্বনকারী। 'আমরাও বাঙ্গালির পশুত্ববাদী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পশুধর্ম [স] *বি* পশুর স্বভাব। 'মানবধর্মের সঙ্গে পশুধর্মের দ্বন্দ্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পশুপক্ষী [স] **১** *বিণ* সকল প্রকার জীবজন্তু। 'পশুপক্ষীগণ সঙ্গে করিলা সমাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* পশু ও পাখি। 'পাড়ার যত পশুপক্ষীর প্রিয়সঙ্গিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পশুপতি [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ প্রধানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পশুপাল [স] *বি* পশুপালক। 'যাহারা পশুপাল অথবা মণিমাণিক্যাদি বস্তু বিক্রয় দ্বারা আত্ম পরিবারের ভরণপোষণ পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পশুপালক [স] *বিণ* পশুপালনকারী। 'তিন জন পশুপালক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পশুপালন [স] *বি* পশুর দল পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। 'তাহাদের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ... উপকারী হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'একদিন পশুপালন আর্যদের বিশেষ উপজীবিকা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'পশুপালন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবই এই প্রশ্নেরই উত্তর।' *সবুজ*, ১৯২০।

পশুপাল্য [স] *বি* পশুপালন। 'পশুপাল্য, কৃষি ও বাণিজ্যে যাঁহারা প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাঁহারা বৈশ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পশুপ্রকৃতি [স] *বিণ* পশুর মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পশুপ্রকৃতিকে সংযম করিয়া পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; আমাদের জীবন দুর্দ্দান্ত পশুপ্রকৃতি নরপিশাচের ন্যায় নীচ।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

পশুপ্রবৃত্তি [স] *বি* পশুসুলভ প্রবণতা; পশুর মতো স্বভাব। 'যাহা ঘরে থাকে তাহাও বাহির করিয়া পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩; 'ইংরাজেরা এই অসামান্য ভারতবর্ষীয় বীরের শোণিতে প্রতিহিংসারূপ পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'লোভী পুরুষের পশু-প্রবৃত্তি ...।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পশুপ্রীতি [স] *বি* পশুর প্রতি মমত্ববোধ। '"পশুপ্রীতি" বলে বাল্ল একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পশুবৎ [স] *বি* পশুর ন্যায়। 'কেবল পশুবৎ ইন্দ্রিয় সুখের উপযোগী মাত্র বোধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পশুবধকুশল [স] *বিণ* পশু শিকারে পারদর্শী। 'অপর কয়েক ব্যক্তি পশুবধকুশল অস্ত্র নির্মাণে উদ্যুক্ত হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পশুবল [স] *বি* পশুর মতো প্রবল ও বিবেচনাহীন শক্তি। 'রাবণের ঘরে সীতা অপমানিতা; সেখানে কেবল পশুবল, সেখানে সীতাবন্দিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'আজ ইটালীর পশুবলে পর্য্যুদস্ত ত্রিপোলী।' *আজাদ*, ১৯৪০।

পশুবাহন [স] *বি* ভারবাহী পশু দ্বারা চালিত বাহন। 'পুরুষ-দেবতাগণ বৃষ মহিষ প্রভৃতি বলবান পশুবাহন আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পশুবুদ্ধি [স] *বিণ* জ্ঞানহীন। 'না চিন্তিলুম পরিণাম মুঞি পশুবুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পশুবৃত্ত [স] *বিণ* পশুর স্বভাববিশিষ্ট। 'যাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশুবৃত্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পশুভাব [স] *বিণ* পশুর স্বভাববিশিষ্ট। 'পশুভাব বিহীন মনুষ্য জগতে বোধ হয় অতি অল্প।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পশুভাবে [স] *বিণ* পশুর মতো অবহেলিত। 'মনুষ্য হইয়া অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীকে যে পশুভাবে রাখা এ কোন্ ধর্ম্ম।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

পশুমাংস [স] *বি* পশুর মাংস। 'মৃগয়া লব্ধ পশুমাংস ভক্ষণ ও বৃক্ষপত্র নির্ম্মিত কুটীরে ... কাল যাপন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পশুমাতা [স] *বি* মায়ের গুণসম্পন্ন পশু; গাভী। 'পশুমাতাকে মা বলিয়া তবেই ইহার দুগ্ধ পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পশুমানুষ [স] *বি* মানুষের পশুসত্তা। 'যেখানে পশুমানুষটি তলিয়ে গিয়ে মানুষ-মানুষটি বড় হয়ে ওঠে না ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

পশুরাজ [স] *বি* পশুর রাজা; সিংহ। 'বড় কাকতি বিনতি করিয়া পশুরাজকে কহিলেক ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পশুলোক [স] *বি* বর্বরজগৎ। 'তা হলে সমাজ ... পশুলোকের সাথে এক হয়ে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পশুলোমজ [স] *বিণ* পশুর চামড়া থেকে তৈরি। 'পশুলোমজ স্বর্ণসূত্র বিভূষিত বস্ত্র, জরির শাল, কিংখাপ ইত্যাদি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পশুশালা [স] *বি* চিড়িয়াখানা। 'পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয়

দেখিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'তাঁহাকে লইয়া সংগীতালয় পশুশালা প্রভৃতি দেশে যাহা-কিছু দেখিবার স্থান আছে লইয়া যাইয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

পশুসত্তা [স] *বি* পাশবিক প্রবৃত্তি। 'যখন পশুসত্তার বিকার আমরা আত্মিক সত্যে আরোপ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পশুসুলভ [স] *বিণ* পশুর আচরণের মতো। 'মেয়েটিও পশুসুলভ সচেতনতা নিয়ে গভীর ধৈর্যে তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

পশুস্থাপন [স] *বি* পশুর দেবতা প্রতিষ্ঠা। 'পশুস্থাপনে বনে ছয়পদী গীত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পশুস্পর্শ [স] *বি* পশুর ছোঁয়া। 'কিছুটা পশুস্পর্শের পরিচয় পেতে হত।' *জীবন*, ১৯৩২।

পশুহত্যা [স] *বি* পশুবধ। 'বলি যদি দিতেই হয় তবে নিতান্ত পশুর মতো পশুহত্যা না করিয়া উহার মধ্যে যতটা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পশুহনন [স] *বি* পশু শিকার। 'তাহারা পশুহননই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ... বলিয়া বিবেচনা করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পশুহনন ব্যবসা [স] *বি* কসাই; পশু হত্যা করে মাংস বিক্রী করা যাদের পেশা। 'পশুহনন ব্যবসায়, বল, সাহস ও পরিশ্রমের কার্য্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পশুহিংসা [স] *বি* পশুর মতো হিংসা। 'পশুহিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গৃহ বা কুটীর নির্মাণ অভ্যাস করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পশু, পসু [স পশু] *বি* জন্তু। 'কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সব পশু উপনীত তুয়ার তরুমূলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পশ্চাৎ [স] ১ *ক্রিবিণ* পরে। 'পশ্চাৎ করিল নান্দীমুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রিবিণ* পিছনে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'তবে আর অতি ক্ষুধার্ত্ত ঝাঁক অহার পশ্চাৎ আসিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *ক্রিবিণ* পরবর্তী সময়ে। 'যদিত পশ্চাৎ কোন উপায় করিতে পারিবা।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *ক্রিবিণ* নীচে। 'এই মহাব্যাপারে চাঁদায় দানকর্ত্তারদের নাম পশ্চাৎ লিখিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

পশ্চাৎকালিক [স] *বিণ* অতীতকালের। 'অদ্রাজ্যের যে পশ্চাৎকালিক বৈষম্য ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পশ্চাৎপদ [স] *বিণ* পিছিয়ে আছে এমন। 'কোন ক্ষেত্রে সে দেশের নারী আজ পশ্চাৎপদ নয়।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

পশ্চাৎমঞ্চ [স] *বি* মঞ্চের পিছনভাগ। 'এই পশ্চাৎমঞ্চে অরণ্যের সম্মোহন।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

পশ্চাত [স পশ্চাৎ] *ক্রিবিণ* পরে। 'সেবিয়া পাইল বর পশ্চাত হইল নর।' *কৃত্তিবাস*, ১৭২০।

পশ্চাতবর্ত্তি [স পশ্চাদ্বর্ত্তী] *বিণ* পিছনে এসেছে এমন। 'দাউদের পশ্চাতবর্ত্তি হইয়া নামিল পর্ব্বত হইতে।' *রামরাম*, ১৮০১।

পশ্চাতভূমি [স পশ্চাদ্ভূমি] *বি* পটভূমি। 'তার জন্য অবস্থা ও পশ্চাতভূমি সৃষ্টির প্রয়োজন আছে।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

পশ্চাতে [স] *ক্রিবিণ* অবশেষে। 'পশ্চাতে নৈরাশ হৈলুম ভাবিতে চিন্তিতে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পশ্চাতে ফেলা *ক্রি* পরাজিত করা। 'পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার বারম্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পশ্চাদ্ [স] *বিণ* পশ্চাৎ। **পশ্চাদ্গামি** [স পশ্চাদ্গামী] *বিণ* অনুসরণকারী। 'পলায়িত বিপক্ষ সৈন্যের পশ্চাদ্গামি নিজ সেনাগণকে কহিলেন ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

পশ্চাদপসরণ [স] *বি* পিছুহটা। 'একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রথম ব্যাপক পশ্চাদপসরণের সূচনা করেছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

পশ্চাদাগত [স পশ্চাৎ-আগত] *বি* পিছনে এসেছে যে। 'ধন্যবাদ দিয়ে কপাটটা খুলে ধরা গেল পশ্চাদগতের জন্যে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পশ্চাদুক্ত [স পশ্চাৎ-উক্ত] *বিণ* পরে লিখিত। 'পশ্চাদুক্ত কএক কর্ম্মে নিয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

পশ্চাদুদ্ধৃত [স পশ্চাৎ-উদ্ধৃত] *বিণ* নীচে উল্লেখ করা হয়েছে এমন। 'অবশিষ্ট কয়েকটিও পশ্চাদুদ্ধৃত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পশ্চাদ্গামিনী [স পশ্চাৎ-গামিনী] *বিণ স্ত্রী* অনুসরণকারী। 'আপনার পশ্চাদ্গামিনী হব।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পশ্চাদ্দিগ [স পশ্চাৎ-দিক] ১ *বি* পিছনের দিক। *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বি* দেখা যায় না যা। 'তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিককে ভয় করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পশ্চাদ্ধাবন [স পশ্চাৎ-ধাবন] *বি* পিছনে পিছনে ছোটা। 'যখন মনুষ্যেরা ... শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বিমুখ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পশ্চাদ্ধাবনরত [স পশ্চাৎ-ধাবনরত] *বিণ* পিছন পিছন ছুটছে এমন। 'অকেজো মন্ত্রপূত লাঙলটির পশ্চাদ্ধাবনরত মানুষগুলির মাথার উপর।' *হাসান*, ১৯৬৭।

পশ্চাদ্ধাবিত [স পশ্চাৎ-ধাবিত] *বিণ* পিছনে ছুটছে এমন। 'পশ্চাদ্ধাবিত অসহায় পশুর মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

পশ্চাদ্ধাবিতা [স পশ্চাৎ-ধাবিতা] *বিণ স্ত্রী* পিছনে ছুটছে এমন। 'তিনি পশ্চাদ্ধাবিতা প্রণয়িণীর কাছে নিতান্ত দুর্লভ হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পশ্চাদ্বর্তন, পশ্চাদ্বর্তন [স পশ্চাৎ-বর্তন] *বি* পশ্চাদ্বর্তিতা। 'একটা পশ্চাদ্বর্তনের তাড়না আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পশ্চাদ্বর্তিতা [স পশ্চাৎ-বর্তিতা] *বিণ* পিছিয়ে পড়া। 'নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের এই পশ্চাদবর্তিতা গৌরবজনক নয়।' *বেগম*, ১৯৫১।

পশ্চাদ্বর্ত্তি, পশ্চাদ্বর্ত্তি [স পশ্চাদ্বর্তী] *বিণ* পিছু ছাড়ছে না এমন। 'এই পশ্চাদ্বর্ত্তি কএক পংক্তি ধর্ম্মগ্রস্ত দর্পণে অর্পণ করিয়া মনের মালিন্য দূর করিয়া উপকৃত করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পশ্চাদ্বর্ত্তিনী, পশ্চাদ্বর্ত্তিনী [স পশ্চাৎ-বর্তিনী] *বি স্ত্রী* পিছনে অনুসরণকারী। 'পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর হাত হইতে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'মায়মুনাও উঠিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পশ্চাদ্বর্ত্তী, পশ্চাদ্বর্তী [স পশ্চাৎ-বর্তী] ১ *বিণ* পিছনে হাঁটছে এমন। 'সর্বদুঃখনিবারণী সন্তাপ-নাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* অনুসরণকারী। 'জয়নাল উদ্ধারে মদিনার আবালবৃদ্ধ আপনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* পিছনে অবস্থিত। 'কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্বর্তী হইয়া থাকিতে চাহে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* পিছনে অবস্থান করছে এমন। 'পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদ্বর্তী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পশ্চাভাগ [স পশ্চাৎ-ভাগ] *বি* পিছন দিক। 'বাষ্পীয় রথ-শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে কতকগুলি আবরণ-শূন্য শকট থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পশ্চাদ্‌মুখিনতা [স পশ্চাৎ-মুখিনতা] *বি* পিছনে ফিরে তাকানোর মনোভাব। 'মুসলমানদের পশ্চাদ্‌মুখিনতাই রচনা করলো সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ।' *উমর*, ১৯৬৬।

পশ্চান্নিরূপিত [স পশ্চাৎ-নিরূপিত] *বিণ* পরে নিরূপিত। 'এই মৎস্যদেশ যাহা বিচারতঃ পশ্চান্নিরূপিত পঞ্চালের সন্নিধ্য হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পশ্চানুখিতা [স পশ্চাৎ-মুখিতা] *বি* পিছনে ফিরে তাকানোর মনোভাব। 'বিদেশীর পশ্চানুখিতা বাঙালীর জীবনে সংক্রামিত হচ্ছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

পশ্চানুখী [স পশ্চাৎ-মুখী] *বিণ* রক্ষণশীল। 'পশ্চানুখী সাম্প্রদায়িক কৃষ্টি সব ক্ষেত্রেই পিছে হটে যাচ্ছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

পশ্চাল্লিখিত [স পশ্চাৎ-লিখিত] ১ *বিণ* পরে উল্লেখিত। 'পশ্চাল্লিখিত মহাশয়গণ ... কর্ম্মাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বি* শেষোক্ত। 'পশ্চাল্লিখিত পুরোহিতদের কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পশ্চিম [স] ১ *বি* পশ্চিম দিক। 'পুবের সুরুজ পশ্চিমে আথ জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ইউরোপীয় শাসকবর্গ। 'হে ভারতবাসী, শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষসম্মুখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বি* পাশ্চাত্য জগৎ। 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'পূর্বধরণীর প্রাচীর ভাঙিয়া পশ্চিম একেবারে তার গোলাবাড়ির ভিতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পশ্চিমদিগ্‌দেবী [স] *বি* পাশ্চাত্যের অধিষ্ঠাত্রী কাল্পনিক দেবী। 'পশ্চিমদিগ্‌দেবী তাহার পরিবেশনের ভার লইলে অসংগত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পশ্চিমদেশ [স] *বি* ইউরোপ-আমেরিকা। 'বর্বরতা পশ্চিমদেশে সভ্যতার নামাবলী পরিয়া বিচরণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'এই লইয়া পশ্চিমদেশে নিয়ত যে-সব আলোচনা চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পশ্চিমদেশী [স পশ্চিমদেশীয়] *বিণ* পশ্চিম অঞ্চলের। 'পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পশ্চিমদেশীয় [স] *বিণ* ইউরোপের। 'পশ্চিমদেশীয় বণিকদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পারসীক বণিকগণের করায়ত্ত হইয়া পড়িল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পশ্চিমনীড় [স] *বি* পশ্চিমের আকাশ। 'প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিমনীড়-পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পশ্চিম প্রদেশীয় [স] *বি* পাশ্চাত্যদেশীয়। 'পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সদ্গুণায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

পশ্চিমপ্রেরিত [স] *বিণ* ইউরোপ থেকে আগত। 'পশ্চিমপ্রেরিত আমি, তুমি এলে পূর্বের প্রহরী।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

পশ্চিমবঙ্গ [স] ১ *বি* ব্রিটিশ শাসনাধীন বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল। 'পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের বিখ্যাত অধ্যাপক-পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ-পত্র দিবার উদ্‌যোগ চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* বঙ্গদেশের যে অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত। 'এক ভোজসভায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণর ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

পশ্চিমবাংলা [স পশ্চিমবঙ্গ] *বি* ব্রিটিশ শাসনাধীন বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল। 'পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলাকে পৃথক ভাষায় ভাগ করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পশ্চিমবাহিনী [স] *বিণ* পশ্চিমদিকে প্রবাহিত। 'পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'পশ্চিমের যত নদী সব পশ্চিমবাহিনী।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

পশ্চিমবিলাসী [স] *বিণ* পাশ্চাত্যের অনুরাগী। 'পশ্চিমবিলাসী তুমি, আমি পূর্ব দুঃখের প্রহরী।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

পশ্চিমমুখ [স] *বিণ* পশ্চিমমুখী। 'আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পশ্চিমমুখী [স] *বিণ* পশ্চিম অভিমুখী। 'পশ্চিমমুখী হয়ে সাগরের দিকে তাকালে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পশ্চিমসীমা [স] ১ *বি* পশ্চিম দিক। 'তার পূর্বসীমায় বেগুনি আর পশ্চিমসীমায় লাল।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বি* পড়ন্তবেলা। 'তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে জীবনের পশ্চিমসীমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পশ্চিমা [স পশ্চিম>] *বি* পশ্চিম দেশবাসী। 'ঘরে ঘরে পশ্চিমায় খাইয়াছে ভাত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পশ্চিমাগত [স পশ্চিম-আগত] *বিণ* পাশ্চাত্য থেকে আগত। 'জোনস্‌-এর এই ঘোষণা পশ্চিমাগত বটে।' *শিব*, ১৯৫৬।

পশ্চিমাচল [স পশ্চিম-অচল] *বি* পশ্চিম দিকে আছে এমন কল্পিত পাহাড়। 'প্রভাকর ... পশ্চিমাচলে গমনোদ্যত করিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

পশ্চিমাভিমুখে [স পশ্চিম-অভিমুখে] *ক্রিবিণ* পশ্চিম দিকে। 'পশ্চিমাভিমুখে ভূমি প্রাপ্তির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পশ্চিমাস্য [স পশ্চিম-আস্য] *বিণ* পশ্চিমমুখী। 'অপ্রকাশরূপে পুষ্পবনে পশ্চিমাস্য হইয়া ও কাছা খুলিয়া যবনের মত নমাজ করিতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

পশ্চিমী, পশ্চিমি [স পশ্চিমীয়] *বিণ* পশ্চিম অঞ্চলের। 'সঙ্গে একদল পশ্চিমি মজুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পশ্চিমীয় [স] *বিণ* পশ্চিমদেশীয়। 'কোন স্থানে পশ্চিমীয় বজাজেরা দোকান দিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

পশ্চীম [স পশ্চিম] *বি* পশ্চিম দিক। 'একটি পুষ্করিণি আমার বাটীর পশ্চীমে আছে।' *ওগাঁ*, ১৭৭৯।

পশ্বাচার [স পশু-আচার] *বি* পশুর মতো আচরণ। 'আদিম মানবাচার ও পশ্বাচারের কি কোন প্রভেদ ছিল না?' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'স্ত্রীলোকের প্রতি যেরূপ অভদ্র ও পশ্বাচার করিয়াছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৪।

পশ্বাচারী, পশ্বাচারি [স পশ্বাচারী, সমাসবদ্ধতায় ই-কার] ১ *বিণ* পশুসুলভ আচরণ করে এমন। 'ঐ পশ্বাচারিসম্পাদক মহাশয় এমত অসভ্য ও অমূলক কথা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* তান্ত্রিক আচার পালনকারী ধর্মীয় সম্প্রদায়। 'পশ্বাচারী ও বীরাচারী নামে দুই সম্প্রদায় আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পশ্বাদি [স পশু-আদি] *বি* পশু ইত্যাদি; পশুসমূহ। *দর্পণ*, ১৮২৩।

পশ্বাদি পরিচয়বিদ্যা [স] *বি* প্রাণিবিজ্ঞান। 'উদ্ভিদবিদ্যা ও পশ্বাদি পরিচয়বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পশ্বায়ুর্বেদ [স পশু-আয়ুর্বেদ] *বি* পশুবিষয়ক আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। 'বাবা তার পশ্বায়ুর্বেদে পাণ্ডিত্য দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলেন।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

পশ্বালয় [স পশু-আলয়] *বি* পশুদের থাকার ঘর। 'তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পশ্যতোহর [স] *বি* স্বর্ণকার। 'নিবসে পশ্যতোহর পুর মধ্যে জার ঘর নির্মাণ করয়ে অভরণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পষ্ট [স স্পষ্ট] *বিণ* স্পষ্ট। 'এই যে পষ্ট সন্তান লিখতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পষ্ট পষ্ট [স স্পষ্ট>] *বিণ* অকপট। 'এঁর কথাগুলি বেশ পষ্ট পষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

পষ্টপষ্টি *ক্রিবিণ* খোলাখুলিভাবে। 'পষ্টপষ্টি ভাবতে গিয়ে কুবেরের কষ্ট হয়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

পষ্টাপষ্টি *ক্রিবিণ* স্পষ্টভাবে। 'সেটা পষ্টাপষ্টি বলা হয়নি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পসংগ [স প্রসঙ্গ] *বি* প্রসঙ্গ। 'অহিণিসি সুরঅ পসংগে জাঅ।' *চর্যা* ১৯, ১২০০। *দ্র* **প্রসঙ্গ**

পসতানি [স পশ্চাৎ>] *ক্রিবিণ* পশ্চাতে। 'সীতা একপতি জনম রহি গেল পাতাল পসতানি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পসন্দ [ফা] *বিণ* মনঃপূত। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'রাজা পাত্রের কথা পসন্দ করিয়া ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। *দ্র* **পছন্দ**

পসর [স প্রসার] **১** *বি* দ্যুতি। 'তিমির খণ্ডএ যথ অঙ্গের পসর।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* আলোকিত। 'দশদিক হইল পসর।' *সুলতান*, ১৭০০।

পসরবস *বি* পরবশ। 'চিঅ পসরবস অপা।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

পসরা[1] [স প্রসার>] **১** *ক্রি* প্রসারিত হওয়া। 'মাআজাল পসরিউ রে বাধেলি মাআহরিণী।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **২** *ক্রি* আবিষ্ট করা। 'পসরিলহে মদন পাঁচ বাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'কুচজুগ পর চিকুর ফুজি পসরল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৪** *ক্রি* পার করা। 'হাস্য পরিহাস্যে দুহে পসাইলা নিশি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **পসরল** *ক্রি* ছড়িয়ে পড়লো। 'কুচজুগ পর চিকুর ফুজি পসরল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পসরিলহে** *ক্রি* আবিষ্ট করলো। 'পসরিলহে মদন পাঁচ বাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পসরিউ** *ক্রি* প্রসারিত হলো। 'মাআজাল পসরিউ রে বাধেলি মাআহরিণী।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **পসাইলা** *ক্রি* পার করলে। 'হাস্য পরিহাস্যে দুহে পসাইলা নিশি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পসরা[2] [স প্রসার] *বি* দ্রব্যসামগ্রী। 'ওলাহা রাধা/ মাথার চুপড়ী/ দেখৌ মো তোহ্মার পসরা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পসলা [ফা পস>] **১** *বি* একবারের বৃষ্টি। 'মেঘে যেন পানি পসলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এক পসলা বিষ্টি হোয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড় রাস্তা ফলারের পাতের মত দ্যাখাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* অশ্রুপাত। 'পসলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহিমার পানে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

পসা [স প্রবেশ>] *ক্রি* প্রবেশ করা। **পসি** *ক্রি* প্রবেশ ক'রে। 'জলে পসি তপ করে নীল উতপল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পসিআঁ** *ক্রি* প্রবেশ ক'রে। 'মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাও।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কেলি কৈল যেই বৃন্দাবনত পসিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পসিও** *ক্রি* প্রবেশ করো। 'উত্তর মুখো হইয়া তাহাতে পসিও।' *রামরাম*, ১৮০১। **পসিলা** *ক্রি* প্রবেশ করলে। 'সত্বরে পসিলা সাগরের জলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পসিলে** *ক্রি* লিপ্ত হলে। 'রনেতে পসিলে বুঝি জার জত গুণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পসী** *ক্রি* প্রবেশ ক'রে। 'পলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পসু** *ক্রি* প্রবেশ করুক। 'ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পসু তার পতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পসান [স পাষাণ] *বি* পাষাণ। 'মানিনি মন তোর গঢ়ল পসানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পসার[1] [স প্রসার] **১** *বি* বিক্রেয় দ্রব্যসম্ভার; দোকান। 'ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজিআঁ পসার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* উপচার। 'সে অতি নাগর তঞে সব সার/ পসরও মল্লিকা প্রেম পসার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বি* দোকানদারি। 'পসার করিত বাপা নহে প্রত্যবায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* ব্যবসা। 'তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৫** *বি* প্রভাব। 'তোমার পসার বাঁচিয়ে রেখেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৬** *বি* মক্কেল, রোগী ইত্যাদি। 'একদিনেই আমার পসার বেড়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পসারওয়ালা [স প্রসার>+হি ওয়ালা] **১** *বিণ* প্রভাবশালী। 'সে মামা নিঃসন্তান অথচ খুব পসারওয়ালা উকীল।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **২** *বিণ* সুপ্রতিষ্ঠিত; প্রভাবশালী। 'পসারওয়ালা ডাক্তার।' *মানিক*, ১৯৩৬।

পসারি, পসারী [স প্রসার>] **১** *বি* পণ্যবিক্রেতা; বিক্রয়কারী। 'রসের পসরা সব কাননে পসারি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পসারী পসার ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পণ্য সরবরাহকারী। 'পসারী পসার যেন বেশ্যার ব্যাপার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পসারিণী, পসারিনী [স প্রসার>] *বি* পথে পথে ঘোরে এমন পণ্যবিক্রেতা নারী; ফেরিওয়ালি। 'থাক তব বিকি-কিনি – ওগো শ্রান্ত পসারিনী, এইখানে বিছাও অঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'দোকানের পসারিণীটি দেখতে ঠিক তোমার মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

পসারা[1] [স প্রসার] *বি* পসরা। 'চউশঠী ঘড়িয়ে দেট পসারা।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

পসারা[2] **১** *বি* বিস্তার। 'সম্ভ্রমে পসারে দেবী পূজার বিধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* প্রসারিত করা। 'সবার পানে যেথায় বাহু পসারো/ সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

পসারি[1] *দ্র* **পসার**[1]

পসারি[2] [স প্রসার>] *ক্রি* প্রসারিত ক'রে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'নিশিদিন চাহে হিয়া পরান পসারি দিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পসারিয়া [স প্রসার>] *ক্রি* প্রসারিত ক'রে। 'বাহু পসারিয়া তাকে ডাকে নাম ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পসাহনি [স প্রসাধনী] *বি* প্রসাধনী। 'তনুক পসেদে পসাহনি ভাসলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **প্রসাধনী**

পসাহি [স প্রসাধন>] *বিণ* শোভিত। 'মধুর হাসেঁ পসাহি আনন করএ বচন বিলাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পসাহী [স প্রসাধন>] *ক্রি* প্রসাধন ক'রে। 'কি করহি অধিক পসাহী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পসুপত, পসুপাত [স পাশুপত] *বি* অস্ত্রবিশেষ। 'পসুপত বান এড়ে গদ মহাবির।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ব্রহ্মঅস্ত্র রূপঅস্ত্র বান পসুপাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পসুরি [স পঞ্চ>] *বি* পাঁচ সের পরিমাণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পসেদ [স প্রস্বেদ] *বি* ঘাম। 'তনুক পসেদে পসাহনি ভাসলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **প্রস্বেদ**

পস্টারিটি [ই] *বি* উত্তরসূরি। 'পস্টারিটির দিকে তাকায়, কীর্তিস্তম্ভ তৈরি

করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পস্তানা [স পশ্চাৎ-তাপ>] *বি* আপসোস। 'কিছুতে ঢোকে না হাতে তাই শেষে পস্তানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পস্তানি [স পশ্চাৎ-তাপ>] *বি* পশ্চাত্তাপ। 'এ কোন যিগর-পস্তানি সুর।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'ঠেলায় পড়ে শেষটায় পস্তানি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পস্তানো [স পশ্চাৎ-তাপ>] *ক্রি* অনুতাপ করা। 'পস্তাবি সই নয় তো নাগর ধর।' *গিরিশ*, ১৮৮৩; 'না লইলে আখেরে পস্তাবি।' *লালন*, ১৮৯০; 'এখানকার না-খাওয়া লাড্ডুর জন্য পস্তাতে লাগলাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পস্তু *বি* আফগানিস্তানের প্রধান ভাষা। 'পাঠান সকলে পস্তু ভাবে আপনার/ কোরানের কথা শুনি বুঝিল আচার।' *সুলতান*, ১৭০০। *দ্র* পশতু

পস্তুভাষী [পশতু+স ভাষী] *বিণ* পশতু ভাষা ব্যবহারকারী। 'পস্তুভাষী, পাঞ্জাবীভাষী ও গুজরাটীভাষী জনগণের উপর ঐ দুটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

পস্ত্র [স বস্ত্র] *বি* বস্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পহু [স প্রস্থ] *বি* চওড়া। 'মঞ্চ বান্ধে পহু কন্যা উচ্চ হাত পাঁচ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পহড়া [স প্রহরা>] *বি* প্রহরা। 'পহড়া দেখিলুঁ কন্যা সুন নারাজনে।' *রামাই*, ১৭১০।

পহর [স প্রহর] *বি* দিবারাতের আট ভাগের এক ভাগ; তিন ঘণ্টা ব্যাপী সময়। 'চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* প্রহর

পহরি, পহরী [স প্রহরী] *বি* প্রহরী। 'কংশের পহরী না জানিল নিন্দভোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কি করিব পহরি/ সভয় তস্করী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পহরিক [স প্রহরী>] *বি* পাহারাদার। 'দখিন দুয়ারে হনুমন্ত পহরিক।' *রামাই*, ১৭১০।

পহারী [স প্রহার] *ক্রি* প্রহার করা হলো। 'সুণ বাহ তথতা পহারী।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

পহিরণ [স পরিধান] *বি* পোশাক। 'ধরি অনেক প্রহরণ জরীর পহিরণ সিপাইগণ রণমাঝে।' *ভারত*, ১৭৬০।

পহিল [হি পহিলা] *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'পহিল বিআণ মোর বাসনপূড়া।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

পহিলহি *বিণ* প্রথম। 'পহিলহি রাধা মাধব ভেট। চকিতাহি চাহি বয়ন কর হেট।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পহু, পহুঁ [স প্রভু] *বি* প্রভু। 'পহু সঙ্গ কামিনী বহুত সোহাগিনী চন্দ্র নিকট জইসে তারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সুচিত্র ছিদাম তখন পহু পাঠাইল।' *দ্বীচণ্ডী*, ১৬০০; 'পহুঁ ভেল পরকাশ ভুবন চতুর্দশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পহুছন [প্রা পহুচ্চ] *বি* পৌছানো। *ডানকান*, ১৭৮৫।

পহুছা, পহুঁছা [প্রা পহুচ্চ] *ক্রি* উপস্থিত হওয়া। *তাঁতি*, ১৭৯২; 'মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে পহুছিবার পূর্ব্বেই ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **পহুছান** *ক্রি* পৌছানো। 'হুকুমনামা পহুছান জাবেক।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **পহুছিলে** *ক্রি* পৌছালে। *মেয়র্স*, ১৭৭৪। **পহুছিয়া** *ক্রি* পৌছে। 'আপনে উপর হনে বাক্স পহুছিয়া ...।' *বোগল*, ১৭৭০।

পহুরী [স প্রহরী] *বি* প্রহরী। 'তার রাএ কংসের পহুরী চিআইল।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* প্রহরী

পহেয়া *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'পহেয়া নামে পালামৌতে এক জাতি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পহেলা, পহিলা [প্রা পহিল্ল] ১ *বিণ* পয়লা। 'পহিলা ফৈরাদির জবাবে লিখিয়া দিয়াছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'পহিলা তাতির জে রকম কাপড় দিবার করার।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'পহেলা বন্দিনু আল্লা আগে করতার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পহেলী *বিণ* প্রথম। 'পহেলী উষার নয়া মেঘ।' *জসীম*, ১৯৩১।

পহৈর [স প্রহরী] *বি* প্রহরী। 'পহৈর জায়গা।' *মানোএল*, ১৭৪৩। *দ্র* প্রহরী

পহ্না [স পরিধান>] *ক্রি* পরিধান করা। 'এক ঠায়ি থুইআঁ রাধা মাথার পসার ফুল পহ্ন ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পহ্নাইল** *ক্রি* পরিধান করালো। 'পহ্নাইল হরিষমণে কণ্ঠত ভূষণগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পহ্নিআঁ** *ক্রি* প'রে; পরিধান ক'রে। 'শঙ্খ সম বান্ধি খোঁপা পাটোল পহ্নিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পহ্নায়িল** *ক্রি* পরিধান করালো। 'পহ্নায়িল আতি কুতূহলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পহ্নী** *ক্রি* পরিধান করি। 'সোবন বাহুঠী পহ্নী রূপসী রাধিকা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পহ্লব [ফা] *বি* প্রাচীন পারসিক জাতিবিশেষ। 'সৈনিক কার্যেও ... কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি ভিন্ন জাতিগণ নিয়োজিত হইত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পহ্লবী [ফা] *বি* প্রাচীন ইরানি ভাষা। 'তাহা রাজ আজ্ঞা অনুসারে প্রাচীন পারসীক ভাষা পহ্লবীতে অনুবাদিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পহ্লবী ভাষী [ফা পহ্লবী+স ভাষী] *বিণ* প্রাচীন পারস্যভাষী। 'পহ্লব বা পহ্লব পূর্ব্বতন পহ্লবী ভাষী পারসীক জাতির প্রতিপাদক হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পা[1] [স পাদ] *বি* পাদ। 'অইসন চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়।' *চর্যা* ২, ১২০০।

পা[2] [স পদ] *বি* পদ। 'ডাকিনী যুগিনী পায় লইলাঙ শরণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পাএ** *ক্রিবিণ* পায়ে। 'সব পেলাইল পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাএত** *ক্রিবিণ* পায়ে। 'বাহুত বলয়া শোভে পাএত নূপুর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাএপাএ** *ক্রিবিণ* প্রতিপদে। 'পাএপাএ জুদ্ধ করি মুঠকা মুঠকী।' *মালাধর*, ১৫০০।

পা-গাড়ী *বি* সাইকেল। 'পা-গাড়ীর মত চলন্ত এই দেবতা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

পা চাটা ১ *ক্রি* হীনভাবে তোষামোদ করা। 'ব্রাহ্মণের পার্দ্ধুলো খান ... পা চাটেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* পা চাটে এমন; পদলেহী। 'পা-চাটা কুকুরের মতো মুখে লাথি মারুক।' *নজরুল*, ১৯২২।

পা-জেব *বি* পায়ের অলংকারবিশেষ। 'মল, ঘুঙুর, পরিছয়, পা-জেব ইত্যাদি ঝুমুর ঝুমুর শব্দে বাজাইতে বাজাইতে পাত্রী চলিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

পা টিপে চলা *ক্রি* খুব সাবধানে পা ফেলে যাওয়া। 'এই দড়ি ধরে পা টিপে টিপে নেবে যা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পা টিপে বওয়া *ক্রি* পা টিপে হাঁটার মতো মৃদু বয়ে চলা। 'মাঝে মাঝে পা টিপিয়া বহিছে নিশীথবায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পা-টেপা *বিণ* পা টেপে এমন; অনুগত। 'আমি তোমার পা-টেপা দাসী?' *মানিক*, ১৯৪০।

পা-ডুবানো *বিণ* পা ডুবে যায় এমন। 'পা-ডুবানো অলস জল, এখন আমার মনে পড়ে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

পা দেওয়া *ক্রি* প্রবেশ করা। 'বি.এ.-র কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পা না সরা *ক্রি* যেতে ইচ্ছা না করা। 'আমার পা কিছুতেই সরিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পা পা ক'রে *ক্রিবিণ* গুটি গুটি পায়ে। 'পা পা করিয়া কিছু দূর আগাইয়া গেল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পা-পূজা [স পদ>] *বি* কারো পায়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পা ফুলা *বি* পা ফোলা রোগ। 'ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পা ফেলা *ক্রি* বিচরণ করা। 'কখন কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পা-বন্দী *বিণ* অনুগত। 'হুজুরের পা-বন্দী চেলা।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

পা বাড়ানো *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। 'মিছেমিছি আর কতবা দাঁড়াই, পায় পায় পা বাড়াই।' *জসীম*, ১৯২৭।

পা মিলিয়ে চলা *ক্রি* সামনের ও পিছনের জনের সঙ্গে পা মিলিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে যাওয়া। 'জোরসে চলো পা মিলিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২২।

পা-মোজা [পা+ফা মোজা] *বি* সুতা, রেশম, পশম প্রভৃতি দিয়ে প্রস্তুত পায়ের আবরণবিশেষ। 'কারু শুধু পা-মোজা পায়ে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পায় পায় *ক্রিবিণ* পদে পদে। 'তুরায় বিদায় কর শত্রু পায় পায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পায়ে কুড়োল মারা – নিজেই নিজের বিপদ ঘটানো। 'সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়েও কুড়োল মারা হল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পায়ে-চলতি *বিণ* হেঁটে-চলা। 'হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পায়ে ঠেলা ১ *ক্রি* দূরে সরিয়ে দেওয়া। 'আমাদের কি পায়ে ঠেললেন, হুজুর?' *ইমদাদুল*, ১৯২০। **২** *বিণ* অনুগ্রহবঞ্চিত। 'দেবতার পায়ে-ঠেলা এই শূন্য মম হিয়া-মাঝে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

পায়ে ধরা *ক্রি* বিনীতভাবে অনুরোধ করা। 'পায়ে ধরয়ে কথা কব, দেখি পায়ে ধরেন কি না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পায়ে পড়া *ক্রি* পায়ে ধরে দয়া ভিক্ষা করা। 'সেই কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

পায়ে-পায়ে-ঘোরা *বিণ* সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে চলে এমন। 'পায়ে-পায়ে-ঘোরা পুষি বেড়ালের।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

পায়ে পায়ে শত্রু – চারিদিকে শত্রু। *সুবল*, ১৯০৬।

পায়ের অক্ষর *বি* পায়ের চিহ্ন। 'পায়ের অক্ষর সব মুছে যায় যদি ধুলোমাটিঘাসে।' *জীবন*, ১৯৪০।

পায়ের কাদা *বি* অতিশয় তুচ্ছ বস্তু। 'আমরা কোথার বৌঝি সকলেরই পায়ের কাদা।' *গৌর*, ১৮২২।

পায়ের ঘা *বি* পায়ের আঘাত। 'পায়ের ঘায়ে মাঠের ধুলো আকাশ বুঝি ফেলবে ভরি।' *জসীম*, ১৯২৯।

পায়ের তলা *বি* পায়ের পাতার তলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পায়ের ধুলা মাথায় লওয়া *ক্রি* আশীর্বাদ নেওয়া। 'এই বলিয়া স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় লইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পায়ের ধুলা লওয়া *ক্রি* আশীর্বাদ নেওয়া। 'তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পায়ের ধুলো *বি* পদধূলি। 'সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বুকে মাথায় মেখে বললে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পায়ের হাড় *বি* হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত হাড়; পায়ের যে কোনো হাড়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পায়েশিকল *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'এ শিক্ষা যে কেবল ব্যর্থ নয়, উন্নতির পথে পায়েশিকল তাতে আর সন্দেহ থাকে না।' *সবুজ*, ১৯২০।

পায়ে-শিকলি-বাঁধা *বিণ* পায়ে শিকল বাঁধা আছে এমন। 'বাগানের সমস্ত গাছপালা পায়ে-শিকলি-বাঁধা প্রকাণ্ড জটায়ু পাখির মতো ডানা আছড়ে ঝটপট ঝটপট করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পায়ে সেলাম ঠোকা *ক্রি* অবসান করা। 'কালই সে বিন্দার পিরিতির পায়ে সেলাম ঠুকবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পায়ে-হাঁটা *বিণ* পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় এমন। 'পালবাড়ি যাবার পায়ে-হাঁটা পথ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

পায়ে হেঁটে ফেরা *ক্রি* ধীরে ফিরে যাওয়া। 'এখানকার রাত্তির তেমনি ঘোড়ায় চড়ে আসে, আর পায়ে হেঁটে ফেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

পা রাখা *ক্রি* পা ফেলা। 'মাটির উপর ঝুঁকে পড়েও প্রায় কিছুতেই পা রাখতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পা-সরু *বিণ* কৃশ পা-ওয়ালা। 'পেট-মোটা পা-সরু ছেলেমেয়ে-গুলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পাঅ [স পদ] *বি* পা। 'কোন আসুত্ত খনে পাঅ বাড়ায়িলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাঅচিহ্ন [স পদচিহ্ন] *বি* পায়ের চিহ্ন। 'সুন্দর সে গীত গাআঁ বাআঁ করতালী দেখ পাঅচিহ্ন কথাঁ গেলা বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাঅপএ, পাঅপএঁ [স পাদপদ্ম] *ক্রিবিণ* পাদপদ্মে। 'সং গুরু পাঅপএঁ জাইব পুণু জিণউরা।' *চর্যা ১৪*, ১২০০; 'দুই পাঅপএ দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

পাঅস [স পায়স] *বি* পায়েস। 'পরভৃতকে ভরেঁ পাঅস লএ করে বাএস নিকট পুকারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পাই[১] দ্র পাওয়া

পাই[২] [স পাদ] *বি* এক আনার চার ভাগের এক ভাগ। 'পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাই পয়সা *বি* এক আনার চার ভাগের এক ভাগ মূল্যের মুদ্রা। 'দ্বিতীয় নূতন সিক্কা পাই পয়সা যাহা বিট বলিয়া খ্যাত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

পাইক [ফা পায়েক] *বি* পদাতিক সৈন্য। 'বজ্জিলেক হাট ঘাট পাইক ধরে ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাইকস্ত, পাইকস্তা [ফা পায়েকাশত] *বি* এক জমিদারের অধীনে বাস করে যে ব্যক্তি অপর জমিদারের অধীনস্থ গ্রামে চাষ করে। 'একণে গাঁতি অর্থাৎ খোদকস্তা প্রজা এত ও পাইকস্তা এত।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'প্রজা ... প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল – খোদকস্ত আর পাইকস্ত।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

পাইকান [ফা পায়েক] *বি* জমিদার অথবা রাজার দূতগণ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পাইকার, পাইকের [ফা] *বি* যে থোকে অনেক জিনিস কেনাবেচা করে। 'সাহেব লোক কাপড় বাঙ্গালি পাইকারকে কখন বেচে নাই।'

ক্যালগে, ১৭৮৫; 'বটতলার পাইকেরেরাও ঐ কথা বলে হুতোমের নকশার সঙ্গে ঐ বিচিত্র বইখানি বিক্রী করেন।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

পাইকারী [ফা] *বিণ* সমষ্টিগত; গণ হারে ঘটে এমন। 'দেখেছি এতদিন পাইকারী হত্যা দিগ্বিদিক।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

পাইকিরি [ফা পাইকারী] *বিণ* একসঙ্গে অনেক জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হয় এমন। 'ব্যবসা হু-হু করে এগোল ... খুচরো থেকে পাইকিরিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পাইখানা [ফা পায়খানাহ] *বি* মলত্যাগের স্থান। 'সর্ব্বদা খিদে পেলে খরচ বাড়বে বলে এক দিন অন্তর পাইখানায় যান।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'পাইখানার ব্যবস্থা নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫২। দ্র **পায়খানা**

পাইঘোড়া *বি* আস্তাবল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাইচা *বি* বাঁশের তৈরি ছোটো ঝুড়িবিশেষ। 'সেটা পাইচার মধ্যে নিয়ে ... ছাউনির দিকে গেল মেঘা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

পাইট [স পঙ্ক্তি>] **১** *বি* পরিপাটি। 'ঘরের পাইট ঝাইট কুটনা বাটনা রাঁধা বাড়া দেওয়া থোয়া করিতেই দিন যায়।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* চাষের যথাযোগ্য কাজ। 'ধানের পাইটও আছে, তদারক না করিলে কলা ধরিতে পারে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পাইথন [ই] *বি* অজগর সাপ। 'অজগর পাইথন কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

পাইন [ই] *বি* চিরসবুজ গাছবিশেষ। 'আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন-পাতার গন্ধ বয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'তখন পাইনের হাওয়ায় কত কি উপকারিতার কথা আমায় শুনিয়ে দিলে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পাইনবন [ই পাইন+স বন] *বি* পাইন গাছের বন। 'পাইনবন পাহাড় সমুদ্র ও দুটি অতিবাহিত প্রেমিকের সুধা সে পান করল।' *জীবন*, ১৯৩২।

পাইন-এ্যাপল [ই] *বি* আনারস। 'পাঁচ রকমের শরবত ... পাইন-এ্যাপল, রাসৃপবেরি, ব্যানানা ঘোল দিয়ে বানানো পঞ্চরঙের দৃশ্য।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

পাইনাএী দ্র **পাওয়া**

পাইপ [ই] **১** *বি* ধূমপানের নলবিশেষ। 'টি আই কেনী পাইপ টানিতে টানিতে বেত হস্তে নীচে নামিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **২** *বি* নল। 'লোহার পাইপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'কিন্তু পাইপ বেয়ে ওঠা সোজা রে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পাইপওয়ালা [ই পাইপ+হি ওয়ালা] *বিণ* নলবিশিষ্ট। 'ছাত্রাবাসের সীমানার ভেতর অনেকগুলো মোটা পাইপওয়ালা পানির কল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

পাইল[1] দ্র **পাওয়া**

পাইল[2] [স পঞ্জালি>] *বি* সংগীত দলের দোহার। 'আমি জগঝম্পওয়ালা বা কীর্ত্তনের পাইল নহি যে এমত পোষাক পরিব।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

পাইলট [ই] **১** *বি* জাহাজের চালক। 'নাবিক পাই নাই, পাইলট পাই নাই।' *বঙ্কমর্দন*, ১৮৭২। **২** *বি* উড়োজাহাজ চালক। 'প্রথম মুসলিম পাইলট শ্রীমান "মোরাদের" প্লেনে গিয়া বসিলাম।' *রোকেয়া*, ১৯৩২; 'এরোপ্লেনের পাইলট।' *জীবন*, ১৯৩২।

পাইলা [পাতিল>] *বি* মাটির ক্ষুদ্র হাঁড়ি। 'ধামা, ধুচন, পাইলা যা-হোক একটা কিছু নিয়ে গাঁর সব মানুষ নেমে এসেছে খলায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পাইশাল [স পশুশালা] *বি* পশুশালা; অশ্বশালা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পাইস *বি* পয়সা। **পাইস-রেস্তরাঁ** *বি* শস্তায় খাওয়া যায় এমন রেস্তোরাঁ। 'হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস-রেস্তরাঁতে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পাইস-হোটেল *বি* পয়সার বিনিময়ে খাওয়া যায় এমন হোটেল। 'পকেটে পাইস-থাকলে তো পাইস হোটেলে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পাইসা *বি* মুদ্রার একক; পয়সা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাউচ [ই] *বি* বটুয়া; ছোটো থলে। 'মুখটা সিগারেট মিক্সারের পাউচের মতো কুঁচকে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাউডার [ই] *বি* প্রসাধনীরূপে ব্যবহৃত এক ধরনের সুগন্ধি গুঁড়া। 'পাউডারের কথা ঠিক জানা নাই।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'এসেন্স পাউডার এ সকল কিছুরই ধার ধারেন না।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

পাউডর [ই] *বি* প্রসাধনীবিশেষ। 'তাঁহারা পোমেটম ও পাউডর সর্ব্বাঙ্গীকে ব্যবহার করিতে দিলেন।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

পাউডার পাফ [ই] *বি* পাউডার ব্যবহারের প্যাড বা স্পঞ্জ। 'পাউডারের পাফ বুলোয় মুখে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮; 'অবশ্য পাউডার পাফ অনবরত কেনা ব্যয়সাপেক্ষ।' *বেগম*, ১৯৪৯।

পাউডার-প্যাড [ই] *বি* পাউডার ব্যবহারের স্পঞ্জ। 'শাশ্বতীর পাউডার-প্যাডটা থেমে গেলো মুখের উপর।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

পাউড়ি[1] [স পাদুকা] *বি* খড়ম; পাদুকাবিশেষ। 'মাথা ভাঙ্গিমু মার্‍য়া পাউড়ির বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'চমক পাথর আর পদেত পাউরি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাউড়ি[2] [স পর্ব>] *বি* পাপড়ি। 'পলকে পাউড়ি ভাসে পলকে শুকায়।' *গোলন*, ১৮৯০।

পাউণ্ড [ই] *বি* ব্রিটিশ মুদ্রার একক। 'এক পাউণ্ড দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

পাউস [স পয়স>] *বি* বর্ষা। 'পাউস নিঅর আএলা রে সে দেখি সামি ডরাএ্যা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পাএছিত্তী [স প্রায়শ্চিত্ত] *বি* প্রায়শ্চিত্ত। 'জয়মুনিকে ত্যাগ করিয়া পাএছিত্তী করিতে উদ্ধত হইএ্যা আছি।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৪। দ্র **প্রায়শ্চিত্ত**

পাও [স পদ>] *বি* পা। 'দ্বিপ্র পাও প্রক্ষালন কৈল সেই ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাওআনা [স প্রাপণ>] *বি* প্রাপ্য অর্থ বা দ্রব্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাওআনাদার [পাওনা+ফা দার] *বি* যিনি প্রাপ্য অর্থ বা দ্রব্যের প্রাপক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাওজর [ফা পায়-জেওয়ার] *বি* পাইজোড়; পায়ের অলংকারবিশেষ। '... ডায়মনকাটা চিক তাবিজ বাজু হাতের কড়া স্বর্ণ গোট চাবির সিকলি; চন্দ্রহার গোলমল পাওজর ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পাওন [স প্রাপণ>] *বি* প্রাপ্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ঐ তিন সুবায় পদার্পণ হওনের ফরমান ও চিত্রবিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

পাওনা [স প্রাপণ>] *বি* প্রাপ্য অর্থ বা দ্রব্য। 'আপন পাওনা লইতে পারে না।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

পাওনাওয়ালা [পাওনা+হি ওয়ালা] *বি* পাওনাদার। 'কুঠীর উপর পাওনাওয়ালারদিগের প্রতি সংবাদ।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

পাওনাগণ্ডা [পাওনা+গণ্ডা] *বি* প্রাপ্য টাকা-পয়সা। 'পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পাওনাগণ্ডা ও জীবনমানের সমতা রক্ষার প্রশ্ন ...।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

পাওনাদার [পাওনা+ফা দার] *বি* পাওনা আছে যার। 'পাওনাদার, বিলসরকার, উটনোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পাওনিয়া [স প্রাপণ>] *বিণ* লব্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাওয়া ১ *ক্রি* লাভ করা। 'হেন বর পাওাঁ সব দেব গেলা বাসে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *ক্রি* গ্রস্ত হওয়া। 'ওজা রোঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা।' *দ্বিজ়গী*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* দেখা হওয়া। 'যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার।' *জীবন*, ১৯৪২। **৪** *ক্রি* অনুভূত হওয়া। 'ঘরে চলো, আমার শীত পেয়েছে।' *শওকত*, ১৯৫৮। **পাঅ** *ক্রি* পাও। 'কহিব উচিত যদি নাহী পাঅ ব্যেথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পাঅবোঁ** *ক্রি* পাবো। 'তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে।' বড়ু, ১৪৫০। **পাওাঁ ১** *ক্রি* লাভ করে। 'হেন বর পাওাঁ সব দেব গেলা বাসে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *ক্রি* পেয়ে। 'অভিমান পাওাঁ পাকা দাড়িম বিদরে।' বড়ু, ১৪৫০। **পাই ১** *ক্রি* পায়। 'দেখিতেঁ সি পাইএ কাহ্নাঞিঁ ভঙ্কিতেঁ না পাই।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *ক্রি* পেয়ে। 'ভয় পাই শ্রীনিবাস বোলয়ে বচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* পাওয়া ক্রিয়ার সাধারণ বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের রূপ; ভোগ করি। 'মনে বড় কষ্ট পাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পাইআ** *ক্রি* পেয়ে। 'রণ পায়া আজ জে হয় হৃদয় আনন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পাইআছি** *ক্রি* পেয়েছি। 'বনে বনে বেড়াইআ পাইআছি বড় দুঃখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পাইআছিলাঙ** *ক্রি* পেয়েছিলাম। 'হরিদ্রা চন্দন চুয়া কুমকুম কস্তুরি গুয়া পাইআছিলাঙ বিভার বাসরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পাইএ ১** *ক্রি* পাই। 'আম্মে পাইএ বড় লাজে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *ক্রি* পেয়ে। 'না পাইএ জল উদ্ধক বিকল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পাইছি** *ক্রি* পেয়েছি। 'দেব আরাধনে কৈন্যা পাইছি বিশিষ্ট।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পাই নাই** *ক্রি* পায়নি। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **পাইনাঞী** *ক্রি* পাইনি। 'কোন সমাচার পাইনাঞী।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **পাইনু** *ক্রি* পেলাম। 'একে একে রাছুল বন্দিনু যত পাইনু।' *গরীব*, ১৭৬৫। **পাইব** *ক্রি* পাবো। 'কেমনে কাহ্নাঞিঁর লাগ পাইব।' বড়ু, ১৪৫০। **পাইবা** *ক্রি* পাবে। 'ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবা অবশ্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পাইবি** *ক্রি* পাবি; পাবে। 'কাহ্নাঞিঁ পাইবি বড় পুনে।' বড়ু, ১৪৫০। **পাইবে** *ক্রি* পাবে। 'ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবে পরতেক।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাইবেঁ** *ক্রি* পাবে। 'পান আনি নিজ দোষে/ ফল পাইবেঁ মোর রোষে।' বড়ু, ১৪৫০। **পাইবেক** *ক্রি* পাবো। 'এ সব পুণ্যের ফল পাইবেক সে সকল।' *সুলতান*, ১৭০০। **পাইম** *ক্রি* পাবো। 'পশ্চাতে পাইম দুঃখ তুহ্মি আহ্মি সব।' *সুলতান*, ১৭০০। **পাইমু** *ক্রি* পাবো। 'তুহ্মি হেন ধনি মাত্র না পাইমু এক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পাইয়া** *ক্রি* পেয়ে। 'অধিক তাপিত লোক বড় পাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাইয়াছি** *ক্রি* পেয়েছি। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **পাইয়াছিলা** *ক্রি* পেয়েছিলে। 'কোথায় এমন টাকা পাইয়াছিলা বাপা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **পাইল ১** *ক্রি* পেলো। 'কাহ্নের বচনে বড়ায়ি পাইল হরিষে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *ক্রি* পেলাম। 'গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আক্ষী।' বড়ু, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* লাভ করলো। 'ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পাইলুঁ** *ক্রি* পেলাম। 'পাইলুঁ বসন্ত ঋতু করিয়া আরতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পাইলা** *ক্রি* পেলো। 'পাইলা আপেত আপে উদিত মকার।' *সুলতান*, ১৭০০। **পাইলাঙ** *ক্রি* পেলাম। 'তে কারনে সঙ্গ পাইলাঙ সুন্দর গোপালে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাইলি** *ক্রি* পেয়েছিস; পেলে। 'বাছিআঁ পাইলি সোদর মাউলানী।' বড়ু, ১৪৫০। **পাইলুঁ** *ক্রি* পেলাম। 'সে ধন মুঞিঁ ন পাইলুঁ।' *সুলতান*, ১৭০০। **পাইলে** *ক্রি* পেলে; পেয়েছো। 'পাইলে ক্ষুব্ধ সহিবারে মারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাইলেঁ** *ক্রি* পেলে; পেয়েছো। 'পাঁতরে একসরী পাইলেঁ নিমাথিতী।' বড়ু, ১৪৫০। **পাইলেক** *ক্রি* পেলেন। 'কোন পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পাইলোঁ** *ক্রি* পেলাম। 'ভাগে পুনে আজি তোর পাইলোঁ দরশন।' বড়ু, ১৪৫০। **পাঈ** *ক্রি* পায়। 'মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল নালা বিনা রুচি পাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পাউ** *ক্রি* পাও; প্রাপ্ত হও। 'কি কারনে পাউ দেবি এতেক অবস্থা।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাউক** *ক্রিবিণ* লাভ করুক। 'ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পাএ** *ক্রি* পায়। 'পরধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখারী।' বড়ু, ১৪৫০। **পাও** *ক্রি* পাই। 'কহিতে উচিত কথা মনে পাছে পাও ব্যথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পাওঁ** *ক্রি* পাই। 'কথা গিআঁ পাওঁ মোঞেঁ রাধার উদ্দেশে।' বড়ু, ১৪৫০। **পাওব** *ক্রি* পাবো। 'অপযশ পাওব মান ন রহব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পাওল** *ক্রি* পেলাম। 'জহিআ কাহ্নু দেল তোহে আনি। মনে পাওল ভেল চৌগুন বানি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পাঁছ** *ক্রি* পাই। 'স্বর্গে রাখু মর্ত্তে রাখু তলে পাঁছ শুধি।' বড়ু, ১৫৭০। **পাঙ** *ক্রি* পাই। 'দানের শুধি নাঞি পাঙ।' বড়ু, ১৪৫০। **পাচ্চ** *ক্রি* পাচ্ছো; পাইতেছো। 'আর বড় কিছু পাচ্চ না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **পাচ্চি** *ক্রি* পাচ্ছি। 'ঐ পুরুৎঠাকুরের বাড়ি দেকতি পাচ্চি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **পাঞা** পেয়ে। 'তাহাতে আইলা তিঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পাঞাছে** *ক্রি* পেয়েছে। 'কোন্ ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে।' *দ্বিজ়গী*, ১৬০০। **পাঞোঁ** *ক্রি* পাই। 'যবেঁ পাঞোঁ তার দরসনে।' বড়ু, ১৪৫০। **পানু** *ক্রি* পেলাম। 'খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর।' *ভারত*, ১৭৬০। **পাবিঅই** *ক্রি* পাওয়া যায়। 'তউ ষে হেরুঅ ণ পাবিঅই।' *চর্যা* ২৬, ১২০০। **পাব** *ক্রি* পাবো। 'গুনক আগরি/ পুনেঁ পুনমত পাব।' বড়ু, ১৪৫০। **পাবে** *ক্রি* জানবে। 'পরে তার পরিচয় পাবে অচিরাৎ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পাম** *ক্রি* পাই। 'ভিক্ষা ছলে ভ্রমিতে প্রভুরে যদি পাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পামু** *ক্রি* পাবো। 'পাছে মুঞি প্রসাদে পামু তুমি যাহ ঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পায় ১** *ক্রি* বোধ করে। 'দেখিয়া সকল লোক চমতকার পায়।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* পাওয়া ক্রিয়ার তৃতীয় পুরুষের বর্তমান কালের রূপ; অর্জন করে। 'পূজিলে তোমারে ধন পুত্র লক্ষ্মী পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পায়ন্ত** *ক্রি* পায়। 'পাপপুণ্য মূর্খ মনে না পায়ন্ত ভেদ।' *সুলতান*, ১৭০০। **পায়ল** *ক্রি* পেলো। 'কোকিল বিকল মৌনি তিবি পায়ল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **পায়া** *ক্রি* পেয়ে। 'নির্ত্যক আনিতে জাই রাজআজ্ঞা পায়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **পায়ি** *ক্রি* পেয়ে। 'ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিঁকে মাঙ্গে কোল।' বড়ু, ১৪৫০। **পায়িআঁ** *ক্রি* পেয়ে। 'না পায়িআঁ বড়ায়ি তেজিবোঁ পরাণী।' বড়ু, ১৪৫০। **পায়িব** *ক্রি* পাবো। 'কমণ উপাএ পায়িব দেব দামোদরে।' বড়ু, ১৪৫০। **পায়িবাক** *ক্রি* পাওয়ার। 'কাহ্নাঞিঁ পায়িবাক তাত এক চিহ্ন নাহী।' বড়ু, ১৪৫০। **পায়িবেঁ** *ক্রি* পাবে। 'তাহাক দেখিলেঁ মোর বোলে পায়িবেঁ সাখী।' বড়ু, ১৪৫০। **পায়িবোঁ** *ক্রি* পাবো। 'কেমনে পায়িবোঁ/ এ ফুল কাহ্নাঞিঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **পায়িল** *ক্রি* পেলো। 'দৈবযোগে কাহ্নু পায়িল লাগে।' বড়ু, ১৪৫০। **পায়িলোঁ** *ক্রি* পেলাম। 'নাজ খেআইলোঁ রাধা না পায়িলোঁ কুল।' বড়ু, ১৪৫০। **পায়েন** *ক্রি* পান। 'চিত্তে স্বাস্থ্য নাহিক পায়েন অনুক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পায়্যা** *ক্রি* পেয়ে। 'বৃস দেখি পালএ সভে ত্রাস পায়্যা মনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পায়্যাছ** *ক্রি* পেয়েছো। 'বহু ধন পায়্যাছ রাধে দানী ভাণ্ডাইয়া।' বড়ু, ১৫৭০। **পালি** *ক্রি* পেলি; পেলে। 'বাছিআঁ সে পালি রাধা আহ্মাক ভারী।' বড়ু, ১৪৫০। **পালী** *ক্রি* পেলে। 'বোল পালী গেলা দেবরাজে।' বড়ু, ১৪৫০। **পালো** *ক্রি* পেলো। 'যথোচিত দুঃখ পালো জগতবান্ধব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পাল্য** *ক্রি* পেলো। 'কি বলিতে কি বারাল্য পাল্য তার ফল।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাল্যাঙ** *ক্রি*

পেলাম। 'আরাধীয়া নারি পাল্যাঙ তোমার চরন।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাহ** *ক্রি* পাও। 'বাঁশীওটী দেহ যবেঁ বড় পুন পাহ তবেঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **পাহা** *ক্রি* পাও; প্রাপ্ত হও। 'যে পথেঁ উদ্দেশ পাহা।' বড়ু, ১৪৫০। **পাহিল** *ক্রি* পেলো। 'পাহিল আপন জায়া আপন ভূবনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পেতুম** *ক্রি* পেতাম। 'এই মানবজন্মে কতটুকুই বা পেতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **পেয়ে** *ক্রি* লাভ ক'রে। 'ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রৈলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **পেলাম** *ক্রি* জানলাম। 'পরিচয় পেলাম পণ্ডিত বিলক্ষণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পেলিনু** *ক্রি* পেলাম। 'নিত্যানন্দ বোলে যাহা ছড়াএরা পেলিনুঁ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পেলেম** *ক্রি* পেলাম। 'এক প্রকার ভাল হয়েছে, পরামর্শ করবার লোক পেলেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পেয়ে বসা ১ *ক্রি* বশীভূত করা; আচ্ছন্ন করা। 'দাদাকে পেয়ে বসেছ বুঝি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ *ক্রি* সুযোগ বুঝে কোনো কিছু আদায়ের জন্য কাউকে চেপে ধরা। 'বরঞ্চ একেবারে পাইয়া বসিল।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৩ *ক্রি* অধিকার করা; ঘাড়ে চাপা। 'একটা জিনিস আমাদের পেয়ে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পাওয়ার [হি] ১ *বি* শক্তি। 'চশমার পাওয়ার।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* ক্ষমতা। 'রাইট উইদাউট পাওয়ার এর কোন মানে আছে?' *মনসুর*, ১৯৪৩।

পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি [ই] *বি* কারো পক্ষে কাজ করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা। 'সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি পাঠিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পাওয়ার হৌস [ই] *বি* যেখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। 'ইলেকট্রিক পাওয়ার হৌস, এমন কি ফায়ারব্রিগেড পর্যন্ত মৌজুদ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পাংকচার [ই] *বি* চাকা ছিদ্র হওয়া। 'শহরে বাইসিকেল চড়তেন, তিনটে পাংকচার।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পাংচোর্ড [ই] *বিণ* চুপসে গেছে এমন। 'তাঁর গর্ব-স্ফীত মুখ পাংচোর্ড বেলুনের মত চ্যাপটা হইয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পাংক্তেয় [স] *বিণ* সমশ্রেণীতে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত। 'পাংক্তেয় হবার পথে এক ধাপ এগিয়ে যাবার সম্ভাবনায়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

পাংখা [স পক্ষ] *বি* পাখা। 'পাহারাওয়ালা এবং পাংখাবরদারকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করা হইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

পাংখাবরদার [স পক্ষ>+ফা বরদার] *বি* পাখা চালায় যে। 'পাহারাওয়ালা এবং পাংখাবরদারকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করা হইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

পাংচুয়াল, পাংচুয়েল [ই] *বিণ* সময়ানুবর্তী। 'মরবে তবু পাংচুয়াল হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'সরসী চিরদিনই পাংচুয়েল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮; 'ভদ্রলোক ভারী, পাংচুয়াল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পাংচুয়ালিটি [ই] *বি* সময়ানুবর্তিতা। 'বাঙালি পাংচুয়ালিটি কাকে বলে জানে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পাংশু [স] ১ *বিণ* ছাইয়ের মতো। 'অন্ধকার পাংশুবর্ণ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* ফ্যাকাশে। 'মুহূর্তেই হায় পাংশুপাণ্ডু শীর্ণম্লান মিথ্যা হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

পাংশুটে [স পাংশু+টে] *বিণ* পাংশুবর্ণবিশিষ্ট। 'অস্থিরচিত্তের পীড়নে কেমন পাংশুটে হয়ে যায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

পাংশুবর্ণ [স] *বিণ* ছাই রঙের। 'অন্ধকার পাংশুবর্ণ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পাংশুল [স] ১ *বিণ* ধূলিপূর্ণ। 'ধূসরপাংশুল মাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বিণ* ছাই রঙের। 'ভস্মশেষ পারিজাতবনে উন্মথি পাংশুল ধূলি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

পাঁইজ [স পঞ্জি] *বি* সুতা কাটার জন্য পেঁজা তুলা দিয়ে তৈরি নলের আকৃতিবিশিষ্ট পলতে। 'কাপাস তুলি তূলা করি ফুড়ী পিঞ্জা পাঁইক করি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পারি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

পাঁইজোর [ফা পায়-জেওয়ার] *বি* নূপুর। 'ঝিমঝিম রিমঝিম – রিমিরিমি রিম ঝিম বাজে পাঁইজোর –।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পাঁইতারা [হি পাঁয়তারা] ১ *বি* কোনো কাজের আগে আস্ফালন। 'বাইরে ফাঁকা পাঁইতারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ-খোশ।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বি* মল্লযুদ্ধে আক্রমণের আগে উদ্যোগ স্বরূপ হাত-পা ছোড়াছুড়ি। 'দেখে ইস ভয়েই মরিস ন্যাংলুলোটার পাঁইতারাকে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পাঁই পাঁই [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* পাঁই পাঁই ক'রে। 'শাঁই শাঁই ঘুরপাক খাই ধাঁই পাঁই পাঁই।' *নজরুল*, ১৯২২।

পাঁউরুটি, পাঁউরূটি, পাউরুটি, পাঁওরুটী [প পাঁউ+হি রোটী] *বি* ময়দার তৈরি ফাঁপানো রুটিবিশেষ; ব্রেড। 'মুছলমানকৃত পাঁওরুটী এবং নানা প্রকার সরাপ ইত্যাদি দ্রব্য সকল ভোজন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'ফিরি জরদা আর উত্তম পাঁউরুটি।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'কথায় পদ্মলোচনকে তুঁদুলে পাঁউরূটি হতেও ফোলাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬২; 'পাউরুটি, বিস্কুট।' *জীবন*, ১৯৩৩; 'লুচি-পাউরুটিগুলো গুড় দিয়ে খাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পাঁও[1] [প পাঁউ] *বি* পাঁউরুটি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পাঁও[2] [ফা পায়] *বি* পা। 'শির হতে এই পাঁও-তক।' *নজরুল*, ১৯২২।

পাঁওদল [ফা পায়দল] *বি* পদাতিক সৈন্য। 'অগ্র-পথিক রে পাঁওদল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পাঁক [স পঙ্ক] ১ *বি* কাদা। 'পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাথী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* পঙ্কিলতা। 'সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

পাঁকই [স পঙ্ক] *বি* কাদা। 'ভাদ্র মাসের পাঁকই বড় দুরবার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাঁকুই [স পঙ্ক] *বি* কাদা। 'অঙ্গুলির সন্ধিতে পাঁকুই কৈল ঘা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাঁকাটি *বি* পাটখড়ি। 'পাঁকাটি দিয়ে উনুন জ্বেলে রান্না চড়িয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

পাঁকাল [স পঙ্ক>] *বি* বাইন মাছ। 'পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাঁখা [ফা পাঙ্কা] *বি* বাতাস করার পাখা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পাঁখি, পাঁখী [স পক্ষ] *বি* পাখা। 'মধুকর মাতল উড়এ ন পারএ তইও পসারএ পাঁখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সুরপতি পাএ লোচন মাগওঁ গরুড় মাগওঁ পাঁখী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **পাখা**

।/. [পাঁচ] *বি* পাঁচ আনা। 'নাস্তা করিবে, তবে ।/. পাঁচ আনা আহার করিলে ।।৵. দশ আনা জরিমানা দিবে।' *শরিয়ত*, ১৯২৫।

পাঁচ, পাঁছ, পাচ [স পঞ্চ] ১ *বিণ* পাঁচ সংখ্যক। 'আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।' বড়ু, ১৪৫০; 'নিবড়িল বৎসর পাঁছ ছয় সাত।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'পাচ সও তঙ্কা লইলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৭২। ২ *বিণ* পঞ্চম। 'মেজের উপর পাঁচ ক্লাশের বালকেরা যে

নানাপ্রকার লিখিয়াছিল তাহা রাখা গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ৩ *বিণ* বিভিন্ন। 'পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে পাঁচকথা কচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

পাঁচই [পাঁচ>] *বিণ* (তারিখের ক্ষেত্রে) পাঁচ সংখ্যক। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। 'পাঁচই মাঘে টাকা দাখিল করিয়া দিব।' *কেরি*, ১৮০২।

পাঁচকথা [পাঁচ+স কথা] *বি* নানা রকম কথা। 'পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে পাঁচকথা কচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

পাঁচকাণ [পাঁচ+স কর্ণ>] *বি* একাধিক জনের কর্ণগোচর হয় এমন অবস্থা। 'সেটা এখন পাঁচকাণ কর্কেন না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

পাঁচজন [পাঁচ+স জন] ১ *বি* বিভিন্ন ব্যক্তি। 'পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে পাঁচকথা কচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বি* পাঁচ ব্যক্তি। 'সর্দার খেলা দেখাইবার জন্য পাঁচজন লাঠিয়াল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

পাঁচতলা [পাঁচ+স তল>] *বিণ* পাঁচ তলবিশিষ্ট। 'চৌতলা পাঁচতলা বাড়িগুলোর সঙ্গে।' *অবন*, ১৯২৫।

পাঁচন [পাঁচ>] *বি* পাঁচ প্রকার গাছ-গাছড়া সিদ্ধ করে প্রস্তুত করা ওষুধ। 'কর্পূর পাঁচন করি তবে জিয়াইতে পারি কর্পূরের করহ সন্ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **পাচন**

পাঁচনরি, পাঁচনরী [পাঁচ+স নল>] *বি* হার জাতীয় অলংকারবিশেষ। 'দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার বাজুবন্দ।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'হাস্যবদনে কহিলেন তোমার পাঁচনরীর গঠন ভাল নয় ... উত্তমরূপে তৈয়ার করাইয়া পূজার সময় দিব।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাঁচনলি [পাঁচ+স নল>] *বি* হার জাতীয় অলংকারবিশেষ। 'সেই-যে চুনীর পাঁচনলি হার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পাঁচনি [স পঞ্চ>] *বি* পাঁচ প্রকার গাছ-গাছড়া সিদ্ধ করে প্রস্তুত করা ওষুধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাঁচপাঁচি [পাঁচ>] ১ *বিণ* অতি সাধারণ। 'একটি পাঁচ পাঁচি মেয়ে দেখলেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ২ *বি* সাধারণ লোক। 'রূপ আর এমন কিছু নয়, যেমন পাঁচপাঁচিদের হয়ে থাকে।' *জীবন*, ১৯৩২।

পাঁচপাঞ্জাতন [পাঁচ+ফা পানজতন] *বি* পাকপাঞ্জাতন; ইসলামি মতে পাঁচ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি : হযরত মোহাম্মদ, হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন। 'ঘরে আছে পাঁচপাঞ্জাতন, ওরে আত্মপঞ্চজন আত্মায় আত্মার করে ভজন।' *লালন*, ১৮৯০।

পাঁচপুয়া [পাঁচ+পোয়া] ১ *বিণ* অসাধারণ ভালো। 'মেয়েটার কী পাঁচপুয়া কপাল।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* সোয়া এক হাত পরিমাণ। 'তাঁর পাঁচপুয়া পরিমিত চৈতন্য চুটকিটা ভেকছানাসম ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পাঁচফেরতা [পাঁচ+হি ফিরতা] *বিণ* পাঁচ কান হয়ে আসে এমন। 'পাঁচফেরতা কানকথায় ফৌজদারি মামলায় সাজা হতে পারে না।' *যতীশ*, ১৯৬৩।

পাঁচবান [পাঁচ+স বাণ] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে প্রেমের দেবতা মদনের পাঁচটি বাণ বা শর। 'এ হেন সময় পূজহ পাঁচবান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পাঁচমিশালি, পাঁচমিশালো, পাঁচমিশুলে, পাঁচমিশেলি, পাঁচমেশালী [পাঁচ+স মিশ্রণ>] ১ *বিণ* বিচিত্র। 'পাঁচমিশালি রঙ নিয়ে গাছের ছায়ায় বসে আপন-আপন ঘরকন্না করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'বাদাড় – ঝোপঝাড় পাঁচমেশালী গাছপালা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪। ২ *বিণ* অনেক দ্রব্যের মিশ্রণে প্রস্তুত। 'জীবনটা একটা পাঁচমিশালী রকমের জোড়াতাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'এ-সব বিদ্যের পাঁচমিশেলি ভেজাল উপন্যাসে চলে।' *প্রমথ*, ১৯৩৭। ৩ *বিণ* নানা রকম তথ্যে পূর্ণ। 'তাহা পুরাণো ধরণের পাঁচমিশালো ঢিলাঢালা ইতিহাস নয়।' *সবুজ*, ১৯১৭। ৪ *বিণ* পাঁচ প্রকারের মিশ্রণযুক্ত। 'কলুবুড়ি শাকসবজি/ তুলেছে পাঁচমিশুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পাঁচরঙা [পাঁচ+স রঙ্গ] *বিণ* পাঁচটি রংবিশিষ্ট। 'পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পাঁচশর [পাঁচ+স শর] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে প্রেমের দেবতা মদনের পাঁচটি বাণ বা শর। 'মোর পাঁচশরতাপ পড়ু তোর মুণ্ডে।' *বড়ু*, ১৫০০।

পাঁচশরতাপ [পাঁচ+স শর-তাপ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পঞ্চবাণের প্রভাব। 'মোর পাঁচশরতাপ পড়ু তোর মুণ্ডে।' *বড়ু*, ১৫০০।

পাঁচশালা [পাঁচ+ফা সাল>] *বিণ* পঞ্চবার্ষিক। 'দেশের দুই দুই বিরাট পাঁচশালা পরিকল্পনার কাজ শেষ হইয়া গেল।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

পাঁচ সাত [পাঁচ+স সপ্ত] *বিণ* বিবিধ প্রকার। 'এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাঁচ-সাতজন *বি* বেশ কয়েকজন। 'পাঁচ-সাতজন মাতাল মিলিয়া রাস্তায় "চুপ, চুপ" চিৎকার করিতে করিতে চলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পাঁচসালা [পাঁচ+ফা সাল>] *বিণ* পঞ্চবার্ষিক। 'দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালীন সময়ে চারশ কোটি ডলার মার্কিন মূলধন ...।' *আজাদ*, ১৯৬০।

পাঁচসিকে [পাঁচ+আ সিক্কাহ>] *বি* এক টাকা অর্থাৎ চার সিকে ও পঁচিশ পয়সা অর্থাৎ এক সিকে, সব মিলিয়ে পাঁচ সিকে; এক টাকা পঁচিশ পয়সা। 'তাঁর পাঁচসিকে মাইনের নোংরা চাকরগুলো।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাঁচসেরী [পাঁচ+প্রা সের] *বিণ* পাঁচসের ওজনের। 'দরজায় একটা পাঁচসেরী ... তালা ঝুলছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

পাঁচহাতি [পাঁচ+হাত>] *বিণ* পাঁচ হাত দৈর্ঘ্যের। 'জেলেবোনা ঝাড়নের একটি কুর্তা, আর পাঁচহাতি একখানি গামছা।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

পাঁচড়া [স পিচ্চট] *বি* চর্মরোগবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মেজো ছেলেটির একটা পাঁচড়ার ভাব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পাঁচন[১] দ্র **পাঁচ**

পাঁচন[২] [স প্রাজন] *বি* গোরু তাড়ানোর দণ্ডবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পাঁচনবাড়িকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

পাঁচন-লাঠি [স প্রাজন+লাঠি] *বি* গোরু তাড়ানোর দণ্ডবিশেষ। 'গরু দুইটার পিঠে পাঁচন-লাঠির আঘাতের দাগ ফুটিয়া রহিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

পাঁচনি [স প্রাজন>] *বি* গরু, ঘোড়া প্রভৃতি তাড়াবার লাঠিবিশেষ। 'রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে/ বেণুর পাঁচনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

পাঁচাহানা করা *ক্রি* লাঠি ঘোরানো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাঁচপান্ন [পাঁচ+পা পঞ্চাস] *বিণ* পঞ্চান্ন। 'দেশে পাঁচপান্ন হাজার টাকার বাড়ী ... ফেলিয়া আসিয়াছি।' *বেগম*, ১৯৪৮। দ্র **পঞ্চান্ন**

পাঁচা[১] [ফা পানজাহ্] *বি* পাশা খেলার দানবিশেষ; পাঞ্জা। 'জোড় দিআ বান্ধে সাধু ভিতর পাঁচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাঁচা[২] [স পঞ্চ>] *বি* কথা। 'না জানি বিস্তর পাঁচা।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাঁচাপাঁচি [পাঁচ>] *বি* কথা কাটাকাটি। 'এইরূপে দুজনে কথার

পাঁচাপাঁচি।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাঁচানো [স পুঞ্জ>?] ১ *ক্রি* অস্ত্র দিয়ে অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করা। 'শরীর পাঁচিয়া সবে ঔষধ বসায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রি* জড়ো করা। 'দুই দিগের থানায় সৈন্য পাঁচিয়া রাখিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

পাঁচালি, পাঁচালী [স পঞ্চালিকা] ১ *বি* এক প্রকার বর্ণনামূলক গান। 'লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পাঁচালী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* বর্ণনাত্মক কাব্যবিশেষ। 'মহাভারত প্রভৃতি পাঁচালি গ্রন্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বি* এক ধরনের গীতাভিনয়। 'আজ ... ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পাঁচালিওয়ালা [পাঁচালি+হি ওয়ালা] *বি* পাঁচালি গানের রচয়িতা। 'কবি ও পাঁচালিওয়ালারা এই ভাষায় গীত বাঁধিত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পাঁচালি গান [পাঁচালি+স গান] *বি* বর্ণনাত্মক গানবিশেষ। 'জগন্নাথ মঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালি গান সৃষ্টি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

পাঁচি-খেঁদি *বিণ* অতি সাধারণ। 'আজেবাজে পাঁচি-খেঁদি মেয়েছেলে নয় – রাজকন্যে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

পাঁচিয়া রাখা *ক্রি* প্রস্তুত রাখা। 'সমস্ত সামন্ত সেনাপতি যুক্তে দুই দিগের থানায় সৈন্য পাঁচিয়া রাখিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

পাঁচির [স প্রাচীর>] *বি* দেয়াল। 'রত্নের পাঁচির সব আকাস পরসে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **প্রাচীর**

পাঁচিল [স প্রাচীর] *বি* দেয়াল। 'বাগান খানি ভাগ করে নিলেন, মধ্যে দেইজি পাঁচিল পড়লো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'সেই দিক্‌দে সেই পাঁচিল টপকে এসেছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'ইঁট-বের-করা সেই পাঁচিলের 'পরে ছিল তার প্রত্যক্ষ কাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পাঁচিলঘেরা *বিণ* প্রাচীরবেষ্টিত। 'ইটের পাঁচিলঘেরা পুরনো বাড়িটার ভিতরে সন্ধ্যা নামে নিঃশব্দে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬।

পাঁজ [স পঞ্জি] ১ *বি* সুতা কাটার জন্য পরিষ্কার করে ভাঁজ করা তুলা। 'পাঁজ কই?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'বাম হস্তে তুলার পাঁজ দ্বারা টাকুয়ার অগ্রভাগ স্পর্শ করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* স্তূপ। 'বরফের পাঁজে যেন সে বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পাঁজ পেঁজে *ক্রিবিণ* দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে। 'প্রবেশিব পাতাল ধরিব পাঁজ পেঁজে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাঁজর, পাঁজরা [স পঞ্জর] ১ *বি* বুকের হাড়। 'হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়ে বিঁধিল বাণ যে মোর।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* পঞ্জর; খোল। 'বোট কিছুতেই এগোতে চায় না, তার সমস্ত পাঁজরা থরথর করে কাঁপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পাঁজরকাঠি [স পঞ্জর+স কাষ্ঠিকা] *বি* পাঁজরের হাড়। 'ভাঙ্গিল পাঁজরকাঠি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাঁজর-খাঁচা *বি* বুকের অস্থিময় খাঁচা। 'পাঁজর-খাঁচায় পিশাচের তাল গুনি।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

পাঁজর-ভাঙা *বিণ* দুর্বল করে দেওয়া। 'এই অপমানের আঘাতেই তাঁকে পাঁজর-ভাঙা করে দিয়েছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাঁজলা *বি* নৈবেদ্যবিশেষ। 'ফলমূলে উপহার নৈবিদ্য পাঁজলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাঁজলানো *ক্রি* পলক ফেলা। 'হাত নাড়ছে, চোখ পাঁজলাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পাঁজা[১] [ফা পাজাওয়া] ১ *বি* পোড়ানোর জন্য ইটের স্তূপ। 'কাষ্ঠ আনি তার বোঝা কুমার পোড়ায় পাঁজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'যশমন্ত পাঁজা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পাঁজারী *বি* পোড়ানোর উপযোগী ইটের স্তূপ তৈরি করে যে। 'ইটের পাঁজা তুলছে পাঁজারীরা খোলা মাঠে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

পাঁজা পাঁজা *বিণ* স্তূপাকার। 'উঁচু বরফের কম্বল – গাদা গাদা, পাঁজা পাঁজা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পাঁজা[২] *বি* দুই হাত বাড়িয়ে ধারণ করা। 'চাকরেরা তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

পাঁজাকোলা *বিণ* দুই হাত বাড়িয়ে তুলে ধরা। 'চাকরেরা তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৯; 'পাঁজাকোলা করে খড়দের পাকড়াবার চেষ্টা করি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পাঁজানো *ক্রি* পুড়িয়ে শান দেওয়া। 'লাঙলের ফাল পাঁজানো।' *তারা*, ১৯৪২।

পাঁজি, পাঁজী [স পঞ্জিকা] ১ *বি* শুভকপঞ্জি। 'শুণ তোহ্মে আল রাধা পাঁজী পরমান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পঞ্জিকা। 'লইয়া পাঁজি পুথি সমুখে বৃহস্পতি বসিলা রাজা সন্নিধানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* পঞ্জিকায় দেওয়া জ্যোতিষের হিসাব। 'ও তো ভয়ঙ্কর পাঁজি পুরুৎ মানে।' *জীবন*, ১৯৩২।

পাঁজিওয়ালা [পাঁজি+হি ওয়ালা] *বি* পঞ্জিকা রচয়িতা। 'ব্রজরাখাল বলেছিল – রেখে দাও পাঁজিওয়ালাদের জ্ঞান।' *বিমল*, ১৯৫৩।

পাঁজিখান [পাঁজি+খান] *বি* লম্বা কাগজে গোটানো পুঁথি। 'কৈফিয়তের পাঁজিখান নিল সাবধানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাঁজি পুঁথি, পাঁজি পুঁতি [পাঁজি+স পুস্তিকা>] *বি* পঞ্জিকা ও শাস্ত্রগ্রন্থ। 'করিছে প্রমাণ জড়ো পাঁজি পুঁতি খুলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'সময় সময় করে পাঁজি পুঁথি ধরে সময় কোথা পাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'যদি স্পর্শ করে আগুন না চিনতে পার তো পাঁজি-পুঁথির সাহায্যে তা পারবে না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

পাঁজিয়ারা [পাঁজি>] *বি* পঞ্জিকা। 'ভাট যাহাকে পাঁজিয়ারা কহে তদ্দ্বারা তৎপণাপণ কোটি দিন ও লগ্ন ইত্যাদি নির্দ্ধার্য্য হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

পাঁজ্জর [স পঞ্জর] *বি* পাঁজর। 'লাথি কিলে ভাঙ্গিল পাঁজ্জর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাঁঠা, পাঁটা [ও পাণ্ঠা] *বি পুরুষ* ছাগল। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খাদ্য।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

পাঁঠাকাটা ১ *বিণ* পাঁঠা বলি দেওয়ার মতো। 'আমাদের হাজার লোককে পাঁঠাকাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পাইব না?' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* পাঁঠা বলি। 'ছেলেবেলায় পাঁঠাকাটা দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পাঁঠি, পাঁঠী, পাঁটি [ও পাণ্ঠী] *বি স্ত্রী* ছাগী। 'দৈবযোগে এক পাঁটি খাইল শৃগালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পাঁঠি।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পাঁঠী।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পাঁঠা পাঁঠি *ক্রিবিণ* পাল্টাপাল্টি; মুখোমুখি। 'বাজার বড় গরম। পাঁঠা পাঁঠি বিচার চলিবে না।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

পাঁঠানো দ্র পাঠানো

পাঁড় [স পণ্ড] ১ *বিণ* সম্পূর্ণ। *বিদ্যা,* ১৮৯১। ২ *বিণ* গোঁড়া। 'যারা পাঁড় মেওয়া-খোর তারা শীতকালেও …।' *মুজতবা,* ১৯৪৯। ৩ *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে।' *মুজতবা,* ১৯৫২। ৪ *বিণ* কট্টর। 'এঁরা পাঁড় আওয়ামী লীগার।' *পাশা,* ১৯৭১।

পাঁড়-মাতাল [স পণ্ড-মত্ত>] *বি* বদ্ধমাতাল। 'পাঁড়-মাতালরা বলে, মদ খাও।' *নজরুল,* ১৯২২।

পাঁড়ে [হি পাণ্ডেয়্>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পাঁড়ে, দোবে, চোবে, সিং, চার জওয়ান নৌকা রক্ষক হইয়া চলিল।' *মশাররফ,* ১৮৯০।

পাঁতর, পাঁতার [স প্রান্তর] ১ *বি* প্রান্তর। 'পাঁতরে একসরী পাইলেঁ নিমাঘিতী।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *বি* সমুদ্র। 'রক্তের পাঁতারে ভৈরব সাঁতারে …।' *ভারত,* ১৭৬০।

পাঁতালকোঁড় [স পাতাল+স কোরক>] *বি* ব্যাঙের ছাতাবিশেষ; মাশরুম। 'পাতালকোঁড়ের তরকারীটা কি সুন্দর খেতে হয়েচে মা!' *বিভূতি,* ১৯২৯।

পাঁতি, পাঁতী [স পঙ্ক্তি] ১ *বি* সারি। 'মানিক জিঁনিআঁ তোর দশনের পাঁতী।' *বড়ু,* ১৪৫০; 'কিবা দন্তভাতি মুকুতার পাঁতি।' *দ্বিচণ্ডী,* ১৬০০। ২ *বি* ভোজনে উপবিষ্ট স্বজাতিশ্রেণী। 'নিত্যানন্দে সমর্পিলা জাতি কুল পাঁতি।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ৩ *বি* পত্র। 'কপটে লিখিআ পাঁতি মজাইলি মোর জাতি বংশে বংশে রহিল গঞ্জন।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ৪ *বি* দল। 'ভ্রমর পাঁতি দিবস রাতি গুঞ্জে।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১১।

পাঁতিপাঁতি *বিণ* তন্নতন্ন। 'সমস্ত জায়গা পাঁতিপাঁতি করে খুঁজে তাকে আবিষ্কার করতে হয় না।' *মানিক,* ১৯৩৮।

পাঁদাড় [স পশ্চাগার] *বি* ঘরের পশ্চাদ্ভাগ। 'পাঁদাড়ে জ্বলিছে শ্যাল্ শ্যাল্ শ্যাল্ শ্যাল্।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

পাঁপর, পাঁপড় [স] *বি* মসলামেশানো তেলেভাজা পাতলা মচমচে রুটিবিশেষ। *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'কাঁচা পাঁপর এনেছি মুগের ডালের।' *বিভূতি,* ১৯৩১; 'তেলেভাজা পাঁপড় আর মুড়ির সঙ্গে বাদলার সন্ধেটা জমে উঠেছিল বেশ।' *শিবরাম,* ১৯৪০।

পাঁপড়ভাজা *বি* তেলে ভাজা এক প্রকার পাতলা মচমচে রুটি জাতীয় খাবার। 'গেলেন খেয়ে পাঁপড়ভাজা।' *নজরুল,* ১৯২৬।

পাঁয়জোর [ফা পায়-জেওয়ার] *বি* নূপুর। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

পাঁয়তারা [হি পাঁয়তারা] *বি* কোনো কাজের আগে আস্ফালন। *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'জঙ্গের ময়দানে কুচকাওয়াজ পাঁয়তারা ভাজা শিখাইতে হইবে।' *ছোলতান,* ১৯২৩।

পাঁয়তারা কষা *ক্রি* কাজের আগে আস্ফালন করা। 'বেশ পাঁয়তারা কষা হবে।' *জীবন,* ১৯৪৮।

পাঁয়তারা মারা *ক্রি* কাজের আগে আস্ফালন করা। 'স্ত্রী বিসর্জন দিয়ে নৃত্য তুলে পাঁয়তারা মেরে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

পাঁয়দল [ফা পায়দল] *বি* পদাতিক সৈন্য। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

পাঁশ, পাঁস [স পাংশু] *বি* ছাই। 'ভালডা খাগি তোর বুকে কি পাঁশ দিয়াছিলাম হাডে।' *কেরি,* ১৮০২; 'পাঁস।' *বিদ্যা,* ১৮৯১।

পাঁশগাদা *বি* ছাইয়ের স্তূপ। 'পাঁশগাদার কুঁকরোটাকে কোথাও দেখতে না।' *জীবন,* ১৯৪৮।

পাঁশ-ঢিবি *বি* ছাইগাদা; ভস্মস্তূপ। 'তার পাঁশ-ঢিবির উপরে খেলেছি অনেক খেলা।' *শক্তি,* ১৯৭০।

পাঁসকুড় *বি* ছাই ফেলার জায়গা। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

পাঁশি [স বংশী] *বি* বাঁশি। *মানোএল,* ১৭৪৩।

পাঁশু [স পাংশু] *বি* পাঁশ; ছাই। 'পাত্র বলে অঙ্গ জ্বলে তোর মুখে পাঁশু।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

পাঁশুটে, পাঁসুটে [স পাংশু>+টে] ১ *বি* পাংশু বর্ণের ব্যক্তি। 'কালো, গোরা, মেটে, পাঁশুটে সমান বোঝা গেছে লক্ষণে।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৫। ২ *বিণ* পাংশুবর্ণবিশিষ্ট। 'সাদা পাঁসুটে জ্যোৎস্নায় ছেলেটি আবার গাইছে।' *জীবন,* ১৯৩২।

পাক[১] ১ *বি* প্রদক্ষিণ। 'এক পাক এড়ি দিল বিনতা নন্দন।' *মালাধর,* ১৫০০। ২ *বি* চক্রান্ত। 'কী পাকে মরএ কৃষ্ণ চিন্তিল নৃপবরে।' *মালাধর,* ১৫০০; 'জামাতার পাকে হইল ঘরে সাপের ভয়।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ৩ *বি* ঘুরপাক। 'মাথায় তুলিয়া দিল পাক।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ৪ *বি* প্যাঁচ। 'কত পাকে কত ফুলে কত খোড় তার।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০; 'ইক্ষুর পাকের ন্যায় পরস্পরযুক্ত।' *প্রমথ,* ১৯১৩। ৫ *বি* চক্র। 'কলুর বলদ যেমন ঢাকে নয়ন পাকে চালায়।' *লালন,* ১৮৯০।

পাক খাওয়া ১ *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'ঋতুচক্রে সময় পাক খায়।' *মানিক,* ১৯৩৬। ২ *ক্রি* ঘূর্ণন করা। 'সারাদিন তীর ভাঙে, পাক খায়।' *মাহমুদ,* ১৯৬৩।

পাকচক্র [পাক+স চক্র] *বি* ঘটনাচক্র। 'তাহাকে পাকচক্রে ফেলিবার জন্য।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

পাকন্যাড়া [পাক+স লড়্>] *বি* ঘুরপাক। 'পূর্বে দিআছিল ব্রাহ্মণেরে পাকন্যাড়া।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

পাকমোড়া [পাক+স মুণ্ডন] *বি* প্যাঁচানো খোঁপা। 'সে শিরে চূড়ার টাম কেবল যেমন কাম নানা ছাঁদে বাঁধে পাকমোড়া।' *দ্বিচণ্ডী,* ১৬০০।

পাকসাঁড়াসি [পাক+স সন্দংশ] *বি* সাঁড়াশিবিশেষ। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

পাকে [পাক>] *ক্রিবিণ* ষড়যন্ত্রে। 'কী পাকে মরএ কৃষ্ণ চিন্তিল নৃপবরে।' *মালাধর,* ১৫০০।

পাকে-পাকে [পাক>] *ক্রিবিণ* বেষ্টনীর পর বেষ্টনী দিয়ে। 'সংসারের চারি দিকে পাকে-পাকে জড়ানো।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৬।

পাকেপ্রকারে [পাক>] ১ *ক্রিবিণ* কলাকৌশলে। 'কথার রসে বশ না হয়েন তাঁহারদিগকে পাকেপ্রকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখাইতে হইবেক।' *ভবানী,* ১৮২৮; 'কথাটি কেউ পাকে প্রকারে বললেও … নাচ শুরু করে দিই।' *নজরুল,* ১৯২৫। ২ *ক্রিবিণ* ঘটনাচক্রে। 'পাকেপ্রকারে এ কথা অস্বীকার করেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

পাক[২] [স] ১ *বি* রান্না। 'ভিক্ষা কি দিবেক বিপ্র পাক নাহি করে।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'তাহাতে ভক্ষ্যদ্রব্য পাক করিলে, অতিশয় সুস্বাদু হয়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯। ২ *বি* পায়খানা। 'বাদুড়ের পাক আন্য সাজারুর কাঁটা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ৩ *বি* স্থায়িত্ব; পরিণতি। 'তোর পেটে প্রায় কোন কথাই পাক পায় না।' *মাইকেল,* ১৮৭৪। ৪ *বি* পেকে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য প্রকাশক রং; শুভ্রতা। 'কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯। ৫ *বি* পরিপক্বতা। 'হেঁকেছি আমার কাঁচা ফল নিয়ে – তাতে কিছু হয়তো ধরেছিল রঙ, পাক ধরেনি।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

পাককর্তা, পাককর্ত্তা [স] *বি* রাঁধুনি। 'পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

পাককার্য [স] *বি* রান্নার কাজ। 'পাককার্য সমাধা করিয়া।' *বঙ্কিম,*

১৮৭৮।

পাক-গহ্বর [স] *বি* পাকস্থলী। 'পাক-গহ্বরের উষ্ণতা অনুভব করিয়া উল্লসিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

পাকঘর [স পাক+পা ঘর] *বি* রান্নাঘর। 'মুসলমানদের সঙ্গে দল পাকালেও পাকঘর সম্বন্ধে আপত্তি যায় কি?' *অন্নদা*, ১৯৩৭; 'বিবি সাহেব বোধ হয় পাকঘরে ছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

পাক চড়ানো *ক্রি* রান্না বসানো। 'শুনলাম দুপুরে নাকি পাক চড়েনি তোর।' *কায়সার*, ১৯৬২।

পাকতেল [স পাক+স তৈল] *বি* রোগনাশক কবিরাজি তেল। 'পাকতেল মাখ আর নিত্য কর স্নান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পাক ধরা **১** *ক্রি* পেকে সাদা হওয়া বা সাদা হতে শুরু করা। 'দুই রঙের কাছে চুলে পাক ধরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *ক্রি* পেকে ওঠা; পক্বতাপ্রাপ্ত হওয়া। 'হেঁকেছি আমার কাঁচা ফল নিয়ে – তাতে কিছু হয়তো ধরেছিল রঙ, পাক ধরেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'পালকে পাক ধরেছে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

পাকপটুতা [স] *বি* রান্নায় দক্ষতা। 'যৌবনাবস্থাতে পতিসেবা ... পাক পটুতা, ও সন্তানের প্রতিপালন, ও গুণশিক্ষা করিবেন।' *গৌর*, ১৮২২।

পাক পরশ [স পাকস্পর্শ] *বি* বৌভাত। 'বিভাওর পাছে বাইস বিয়াও না করিবে; পাক পরশও করিবে না।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাকপাত্র [স] *বি* রান্নার হাঁড়ি। 'পাকপাত্র দেখেন সব অন্ন আছে ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাকপ্রণালী [স] **১** *বি* পরিপাক কৌশল। 'পাকপ্রণালীর বড়াইটাই সর্বাঙ্গীণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* রান্নার পদ্ধতি। 'পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাকপ্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পাকবিধি [স] *বি* রন্ধনপ্রণালী। 'পারসীয় পাকবিধি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পাকযন্ত্র [স] *বি* পাকস্থলী। 'ইহা পরিপাক করিবার ক্ষমতা পাকযন্ত্রের নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পাকরস [স] *বি* পাচক রস। 'খাদ্যরস এবং পাকরস মিশিয়া তবে আহার পরিপাক হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পাকশাক [স পাক>] *বি* রান্নাবান্না। 'রাত্রে পাকশাক করিবার জন্য ... চুলা কাটিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পাকশালা [স] *বি* রান্নাঘর। 'পঙ্কহৌস অর্থাৎ ইংরেজী পাকশালার দোকান ও অনেক২ প্রকার ইউরোপীয় শপ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পাকসালা [স পাকশালা] *বি* রান্নাঘর। 'পাকসালা-আদি সব কৈল প্রক্ষালন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাকস্থলী [স] *বি* উদরের যে অংশে খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হয়। 'পাকস্থলী ও হৃদয়াদি যে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রের ব্যাপার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'কারণ শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

পাকস্থালী [স] *বি* রান্নার পাত্র। 'অনেকে তামাতে পাকস্থালী, জলপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পাকস্পর্শ [স] *বি* বৌভাত। 'আমরা জাতিভ্রষ্টা কন্যার পাকস্পর্শে জলগ্রহণ করিব না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পাকাদি [স পাক>] *বি* রান্নাবান্না। 'যাগাদি কর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা শূদ্রাতুল্যা পাকাদি কর্ম্মে নহেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

পাকার্থ [স পাক>] *ক্রিবিণ* রান্নার জন্য। 'পাকার্থ এবং আলোকের জন্য অগ্নি জ্বালিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পাক[৩] [স পক্ষ] *বি* পাখনা। 'পিপিড়ায় পাক উঠে মরিবার তরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাকসাট, পাকছাট [স পক্ষ+স ছটা] *বি* পাখসাট; ডানার ঝাপটা। 'পাকসাট মারি তবে গরুর এড়াএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পাকছাট মেরেছে সে বিস্তর।' *মনোজ*, ১৯৬১।

পাক[৪] [ফা] *বিণ* পবিত্র। 'এই খাক ঘরে রাখে আপে নবী পাক।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আমি পাক কোরানের ২/১ পৃষ্ঠা পড়লে বড় শান্তি পাই।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

পাক জনাব [ফা পাক+আ জনাব] *বি* মহোদয়। 'অমনি সে 'পাক জনাবে' আসিয়া কহি জোর কর-পুটে ...।' *বেনজীর*, ১৯৩২।

পাক জীউ [ফা পাক+হি জীউ] *বি* পবিত্র আত্মা। 'তবে পাক জীউ দিব বেহেশত ভিতর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পাক-পাঞ্জাতন [ফা] *বি* ইসলামি মতে পাঁচ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি : হযরত মোহাম্মদ, হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন। 'পাক-পাঞ্জাতন হইল যারা কীসের পরে ভাসল তারা।' *লালন*, ১৮৯০।

পাকভূমি [ফা পাক+স ভূমি] *বি* পুণ্যস্থান। 'পাকিস্তানের পাকভূমিতে আক্রমণ চালাইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

পাক[৫] [ফা] *বিণ* পাকিস্তানি। 'পাক নারীসমাজে জাগরণের সাড়া।' *বেগম*, ১৯৪৯।

পাক-ওয়াতান [ফা পাক+আ ওয়াতন] *বি* পাকিস্তান নামক জন্মভূমি। 'পাক-ওয়াতানের অস্তিত্ব কোনোখানেই টেঁকে না।' *পাশা*, ১৯৭১।

পাক-বাংলা [ফা পাক+বাংলা] *বি* পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষী ভূখণ্ড। 'পাক-বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি ...।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

পাকবাহিনী [ফা পাক+স বাহিনী] *বি* পাকিস্তানি সৈন্যদল। 'পাকবাহিনীর দোসর আল-বদর বাহিনীর সদস্যরা ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

পাক-ভারতীয় [ফা পাক+স ভারতীয়] *বিণ* ভারতবর্ষীয়। 'পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের অগণিত বিশ্বাসপ্রবণ, সৎ এবং দরিদ্র মানুষ শ্রেণীস্বার্থ উদ্ধারের কাজে কি জঘন্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।' *উমর*, ১৯৬৬।

পাকড় [হি পকড়] *ক্রি* ধরা। 'তোমার চরণ পাকড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

পাকড়াও [হি পকড়াই] **১** *বি* আটক। 'এখানকার মাস্টাররা আমাকে পাকড়াও করতে এসেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'তাহারা ইহাদের কলিকাতায় পাকড়াও করিবে।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* প্রচণ্ড নাজেহাল। 'মেস বাহিনী পাকড়াও করিয়া বসিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পাকড়া, পাকড়ানো [হি পকড়না] **১** *ক্রি* জোর ক'রে ধরে আনা। 'হাসান আলীকে গিয়া পাকড়িয়া আনো।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *ক্রি* রাজি করানো। 'ঢের হ্যাঙ্গার আছে, গবর্নমেন্টকে পাকড়ানো অত শস্তা নয়।' *জীবন*, ১৯৩১। **পাকড়িয়া** *ক্রি* ধ'রে। 'হাসান আলীকে গিয়া পাকড়িয়া আনো।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'নফর দাওয়া করিয়া পাকড়িয়া আনিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **পাকড়িল** *ক্রি* ধরলো। 'হাত পাকড়িল আসি খোসালিত মনে।'

গরীব, ১৭৬৫।

পাকড়ি ধরা *ক্রি* সবলে ধরা। 'কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পাকড়ে ধরা *ক্রি* জাপটে ধরা। 'বট-পাকুড়ের ফেঁকড়িগুলো অবশ হাতে পাকড়ে ধ'রে ...।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

পাকড়াশি, পাকড়াসি *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'গদাধর পাকড়াসি।' *সেবধি*, ১৮৪০; 'শুভেন্দু এবং সুধা কায়মনোবাক্যে এক হতে গিয়েছিল। তারা বেঁচে নেই। অথবা মৃন্ময় পাকড়াশি।' *নীরেন*, ১৯৬১।

পাকড়ি[১], পাকড়ী [স পর্কটী] *বি* পাকুড় গাছ। 'পাকড়ী নাকড়ী।' বড়ু, ১৪৫০; 'পলাষ পাকড়ি খদিরের বন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাকড়ি[২] [হি পাগড়ী] *বি* পাগড়ি। 'কত নাঙ্গা পাকড়ি, তেরোনাল ফিরন্তি থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পাকড়ী[১] দ্র পাকড়ি[১]

পাকড়ী[২] [স পর্ব] *বি* ফুলের পাপড়ি। 'চাঁপার পাকড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলী।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাকরাল [স পক্ব>] *বি* পাখিবিশেষ। 'বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাকল [স] *বিণ* অগ্নিবর্ণ। 'কোন অপরাধে চক্ষু করিস পাকল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাকলা [স পাকল>] *বি* রক্তবর্ণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাকলানো [স পাকল>] *ক্রি* রক্তবর্ণ করা। 'রাঙা আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

পাকসিটে *বিণ* পেটানো; শক্ত ও সুঠাম। 'পাকসিটে গড়নের চেহারা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পাকা[১] [স পক্ব] **১** *বিণ* পক্ব। 'অভিমান পাত্রা পাকা দাড়িম্ব বিদরে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *বিণ* ইট-পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। 'আর এক পাকা বাড়ি।' দর্পণ, ১৮১৮। **৩** *বিণ* ইট, পাথর ইত্যাদি দিয়ে বাঁধানো। 'ঐ কুণ্ড সকল চতুর্দিগে পাকা গজগিরি করিয়া বান্ধা।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৪** *বিণ* সুগঠিত। 'তাহার অক্ষর অতি পাকা।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৫** *বিণ* যথার্থ। 'যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৬** *বিণ* নিপুণ। 'বেশ রীতিমত পাকা স্টাইলে আলাপ চালাচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৭** *বি* ইট, সুরকি প্রভৃতি দিয়ে ঢালাই করা। 'বাড়ির পাকা ছাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৮** *বিণ* দৃঢ়। 'বেচারার বহুযত্ননির্মিত পাকা মতগুলি কোনোটা বিদীর্ণ কোনোটা ভূমিসাৎ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৯** *বিণ* চূড়ান্ত। 'পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **১০** *বিণ* পরিপূর্ণ। 'এমন নহিলে বিজ্ঞান পাকা হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **১১** *বিণ* স্থায়ী। 'আশা করি এ রঙ পাকা।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'রঙ এমন পাকা করে ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **১২** *বি* বৃদ্ধ। 'ওই যে প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **১৩** *বিণ* অতিশয়। 'পাকাবুড়ির কথার মতো।' *নজরুল*, ১৯২৭। **১৪** *বিণ* খেলায় সাফল্যের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এমন। 'তোরই সে চালের দোষে/ যায় কেঁচে তোর পাকা ঘুঁটি।' *নজরুল*, ১৯৩৩। **১৫** *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক ও চতুর। 'পাকা মেয়ের মতো হাসি তোমার ...।' *মানিক*, ১৯৩৫। **১৬** *বিণ* দক্ষ। 'এ প্রতিষ্ঠানকে পাকা মণির মতো বানিয়ে নিয়ে পরে।' *হাই*, ১৯৪৭। **১৭** *বিণ* সম্ভ্রান্ত। 'পাকা ঘরে জন্মে বেটপকা ঘরে পড়েছি।' *জীবন*, ১৯৪৮। **১৮** *বিণ* পরিণত। 'ছন্দের হাতটি তখনো পাকা হয় নাই।' *জসীম*, ১৯৬১। **১৯** *বিণ* সাদা। 'মাথা ভর্তি খাটো পাকা চুল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। **২০** *ক্রি* পুঁজপূর্ণ হওয়া। 'ক'দিন অন্তর ব্যাগব্যাগ করে পেকে ওঠে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

পাকা আম দেখলে কাকে ঠোকরায় – ভালো কিছু পেতে সবারই লোভ হয়। *সুবল*, ১৯০৬।

পাকা আসন [পাকা+স আসন] *বি* দৃঢ় অবস্থান। 'বাংলা সাহিত্যে পাকা আসন দখল করিবার জন্য ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

পাকা কথা [পাকা+স কথা] *বি* গুরুত্বপূর্ণ বা যথার্থ কথা। 'ভালো ভালো পাকা কথাগুলি যদি অনায়াস-ভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পাকা খবর [পাকা+আ খবর] *বি* চূড়ান্ত সংবাদ। 'সেইটেই হবে পাকা খবর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পাকা ঘর [পাকা+ঘর] *বি* ইট-পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ঘর; দালান। 'পাকা ঘরের কারণ কিছু২ কর নিরূপিত হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

পাকা ঘুঁটি *বি* খেলার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া ঘুঁটি। 'তোরই সে চালের দোষে/ যায় কেঁচে তোর পাকা ঘুঁটি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

পাকা ঘুঘু *বি* অতি চালাক। 'লোকটা পাকা ঘুঘু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

পাকাদেখা *বি* চূড়ান্ত দেখা। 'কিন্তু পাকাদেখাও হয়ে গিয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'তার পর গোল উঠল – পাকা-দেখা নিয়ে।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

পাকা ধানে মই দেওয়া – সমূহ সর্বনাশ করা। *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পাকাপাকি **১** *বিণ* চূড়ান্ত। 'আমি গেলে তবে কথা হবে পাকাপাকি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* সুনিশ্চিত। 'কাজটা পাকাপাকি করে রাখবো।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *বি* জটলা করে কোনো অভিসন্ধি নির্ধারণ। 'আগে পাছে পাকাপাকি, আঁকাআঁকি, তাকাতাকি, ঝাঁকাঝাঁকি স্থান নাহি পায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পাকা পোক্ত, পাকাপোখত [পাকা+ফা পুখতহ্] **১** *বিণ* স্থায়ী। 'পাকাপোক্ত রকম নয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'উর্দু ভাষা পাবে পাকাপোখত আস্তানা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* পরিপূর্ণ। 'সে বয়সে আমাদের সমাজে তখনকার আমলে লোকে একেবারে পাকাপোক্ত সংসারী হয়ে বসত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬। **৩** *বিণ* সুদক্ষ। 'হলুদগাঁথী বাঁধতে কপালে জোঁক লাগাতে পুরুষের চেয়েও পাকাপোক্ত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পাকা বাটী *বি* ইট-পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি বাড়ি; দালান। 'কোন২ স্থানে পাকা বাটী করিতে আরম্ভ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পাকাবাড়ি *বি* ইট-পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি বাড়ি; দালান। 'আর এক পাকা বাড়ি মায়সরঞ্জাম ও এক গৃহস্থের ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮; 'হাটখোলায় ভেনার মেয়েমানুষকে পাকাবাড়ি করে দিয়েছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

পাকাবুড়ি *বি স্ত্রী* অতিশয় বৃদ্ধ। 'কাঁচা ছুঁড়ির মুখে পাকাবুড়ির কথার মতো বেজায় বেখাপ্পা শুনাল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাকাম *বি* অল্প বয়সে প্রবীণের মতো আচরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাকাম করা *ক্রি* জেঠামি করা। 'আর পাকাম করে কাজ নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পাকা মাঝি *বি* দক্ষ পরিচালক। 'এ প্রতিষ্ঠানকে পাকা মাঝির মতো চালিয়ে নিয়ে যাবে।' *হাই*, ১৯৪৭।

পাকামি *বি* বাচালতা; জেঠামো। 'এসব পাকামি জানো না।' *মানিক*, ১৯৪০।

পাকা মেওয়া *বি* পাকা ফল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পাকা মেয়ে *বি* প্রাপ্তবয়স্ক ও চতুর মেয়ে। 'পাকা মেয়ের মতো হাসি-তামাশার একটা অভিনয়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

পাকামো *বি* অপরিণত বয়সে প্রবীণ ব্যক্তির মতো আচরণ। 'তুই হয়তো আমার এসব পাকামো বুড়োমি শুনে ঝংকার দিয়ে উঠবি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাকা লোক *বি* বিশেষজ্ঞ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পাকা[2] [স পক্ব] ১ *ক্রি* পরিপক্ব হওয়া। 'পাকিল দ্রাক্ষা আপার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* সাদা হওয়া। 'পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।' বড়ু, ১৪৫০; 'আমাদের পাকবে না চুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৩ *ক্রি* অভিজ্ঞ হওয়া। 'শিশুকাল থেকে গেছেন কি পেকে নিখিল পুরাণতন্ত্রে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **পাকএ** *ক্রি* পাকে। 'ভাল মর্তে যাবত নাহি পাকএ ভিতরে।' বড়ু, ১৪৫০। **পাকিআ** *ক্রি* পেকে। 'পাকিআ পড়িল তলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পাকিল, পাকীল** ১ *ক্রি* পাকলো; পরিপক্ব হলো। 'পাকিল দ্রাক্ষা আপার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পাকীল নারেঙ্গ হেন চান্দের মণ্ডল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* সাদা হলো। 'পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।' বড়ু, ১৪৫০। **পাকীয়াছে** *ক্রি* পেকেছে। 'পোড়গ তেলে চুল পাকীয়াছে বয়েস বটে কি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পেকে আসা *ক্রি* নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়া। 'ইনশিওরেন্সের পলিসি দুটোও পেকে এলো।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

পেকে উঠা *ক্রি* অপরিণত বয়সে প্রবীণ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা। 'চাটুয্যের সাহচর্যে ইতিমধ্যেই বেশ পেকে উঠেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

পাকা[3] [পাক>] *বিণ* পাকানো; প্যাঁচানো। 'হাতে লএ পাকা দড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। দ্র **পাক**[2]

পাকা[4] [স পক্ষ>] *বি* পাখা। 'রাজাদের পাকা টেনে বাতাস করচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পাকাঠি *বি* পাটকাঠি। 'পাকাঠির মতো আঙুল।' *জীবন*, ১৯৩৩।

পাকানো[1] [পাক>] ১ *ক্রি* জড়ানো; প্যাঁচানো। 'চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর।' বড়ু, ১৪৫০; 'যে কাপড়ে সল্‌তে পাকাতুম সে কাপড় যাদবের নাই।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *ক্রি* গঠনের চেষ্টা করা। 'রাজবংশ কেন্দ্ররূপী হইয়া নেশন পাকাইয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *ক্রি* জমানো। 'জটলা-পাকানোর যুগ এটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৪ *ক্রি* চক্র সৃষ্টি হওয়া। 'আবার গোল পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। ৫ *বিণ* প্রকৃত বয়স বোঝা যায় না এমন; অপরিপক্ব। 'বয়েস বত্রিশ, দেখলে বাইশ-তেইশের বেশী মনে হয় না – রোগা, পাকানো চেহারা।' *সুনীল*, ১৯৭০। **পাকাইয়া** *ক্রি* পাকিয়ে; ঘুরিয়ে। 'লোহার জিঞ্জির পায়, চক্ষু পাকাইয়া চায়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **পাকাইল** *ক্রি* পাকালো; জড়ালো। 'চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর।' বড়ু, ১৪৫০। **পাকাতে** *ক্রি* জড়িয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **পাকানিয়া** *বিণ* পাকানো। 'পাকানিয়া রেশম।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **পাকিয়েছিলুম** *ক্রি* জড়িয়ে তৈরি করেছিলাম। 'ছেঁড়া চুল দিয়ে পাকিয়েছিলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। দ্র **পাক**[2]

পাকিয়ে উঠা *ক্রি* দানা বাঁধা। 'কলঙ্ক যে পাকিয়ে উঠেছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

পাকিয়ে তোলা *ক্রি* জটিল ও সংগঠিত করা। 'কোন্দলকে পাকাইয়া তুলিয়া বাহির হইতে আমাদিগকে বিব্রত করিতে চাহিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

পাকানো[2] [স পাক>] *ক্রি* রান্না করা। 'কেহ শুয়েছিল কেহ পাকাইতে খানা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পাকানো পিঠা *বি* একপ্রকার মিষ্টি পিঠা। 'নক্সী করা পাকানো পিঠায় সবাই তারে হারে।' *জসীম*, ১৯২৯।

পাকাল[1] [স পাকল] *বিণ* রক্তবর্ণ। 'অন্দীপ দুইটি চক্ষু পাকাল করিয়া বলিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পাকাল[2] [স পাক>] *বি* দা, কাস্তে প্রভৃতির ধার বাড়ানোর জন্যে ব্যবহৃত ইস্পাত। 'বিনা পাকালে গড়িয়ে কাচি করছো নাচানাচি।' *লালন*, ১৮৯০।

পাকাল[3] *বি* চুলা। 'বাচ্চাগুলো রোজ সুন্দর শব্দ করে পাকালের প্রান্তে চলে গেলে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পাকি[1] [ফা পায়েক] *বি* পাইক। 'কোন পাকি বাঙ্গালি খণ্ডা ফরকায় বিজুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাকি[2] [স পক্ব>] *বিণ* তেলাদিযোগে দৃঢ় হয়েছে এমন। 'গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।' *ভারত*, ১৭৬০। দ্র **পাক**[2]

পাকি[3] [স পক্ষী] *বি* পাখি। 'পাকি হয়ে উড়তে গিয়ে ছাত থেকে পড়ে মরা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পাকিজা [ফা] ১ *বিণ* পরিচ্ছন্ন। 'আপনে পাকিজা হৈয়া থাকিবা রাত্রদিনত্রে।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* স্বচ্ছতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাকিস্তানবাদ [ফা পাকিস্তান+স বাদ] *বি* পাকিস্তান সৃষ্টি বিষয়ক মত। 'জাতীয় রেনেসাঁসের উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিকদের রূপায়ণ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৪।

পাকিস্তানী [ফা] ১ *বিণ* পাকিস্তানের অধিবাসী। 'পাকিস্তানী মেয়েদের মধ্যে ...।' *বেগম*, ১৯৫০; 'বক্তৃতায় তিনি পাকিস্তানী নারীদের কথা বলেন।' *বেগম*, ১৯৫১। ২ *বি* পাকিস্তানের অধিবাসী। 'প্রত্যেক পাকিস্তানীর ইহার জন্য গর্ব্বানুভব করা উচিত।' *বেগম*, ১৯৫২।

পাকী[1] [স পক্ষী] *বি* পাখি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পাকী[2] *বি* পবিত্রতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পাকুড়, পাকুর [স পর্কটী>] *বি* অশ্বত্থজাতীয় বড়ো গাছ। 'পাকুড় অশ্বত্থ বট বাদা হরিতকী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'ও পারে পঞ্চের ঘাটে পাকুর গাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পাকুড়ি [স পর্কটী>] *বি* অশ্বত্থজাতীয় বড়ো গাছ। 'অসোক পাকুড়ি তাল নারিকেল তমাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাকেট [ই] *বি* পকেট। 'গাড়ীর টেক্স পাকেট হইতে দিতে হইত।' *প্রভাকর*, ১৮৫১। দ্র **পকেট**

পাকেল্লা [স *পক্কিল্ল] *ক্রি* পাকলো। 'কঙ্গুরিনা পাকেল্লা রে শবরা শবরি মাতেলা।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

পাকোয়ান [স পক্বান্ন] *বি* ঘিয়ে ভাজা পিঠাবিশেষ। 'রুটি পাকোয়ান যেই সঙ্গেতে আছিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাক্কা [স পক্ব] ১ *বিণ* খাঁটি। 'আহ্‌মদী সম্পাদকও পাক্কা মুসলমান।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* পুরোপুরি। 'কালুসিং দেয় তারে পাক্কা/ তিন মন ওজনের ধাক্কা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পাখ [স পক্ষ] ১ *বি* পাখা। 'বেণি পাখেঁ সোই বিণা।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০। ২ *বি* পালক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পাখ ছাট *বি* পাখার আঘাত। 'জিবরিলে তাক ধরি পাখ ছাট মুখে

মারি।' *সুলতান*, ১৭০০।

পাখনা, পাখানা [স পক্ষ>] ১ *বি* পাখি বা মাছের ডানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মৎস্যের দুই পাশে যে পাখনা আছে, তাহার বলে জলে ভাসিয়া বেড়ায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'এই দেখুন পাখানার রং কেমন।' *জীবন*, ১৯৩৩। ২ *বি* পাতা। 'ঘাসের পাখনায় আমার পালক।' *জীবন*, ১৯৪২।

পাখনাওয়ালি *বিণ স্ত্রী* ডানাবিশিষ্ট। 'কোনো পাখনাওয়ালি পরি এসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাখপাখালি *বি* বিভিন্ন ধরনের পাখি। 'পাতায় পাতায় পাখপাখালির মাচন অনন্ত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

পাখসজ্জা *বি* পাখা ঝাপটানো। 'পক্ষীপ্রায় পাখসজ্জা কর উড়িবার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাখসাট *বি* পাখির ডানার ঝাপটা। 'বাদুড় উড়ছে – পাখসাটের শব্দে মাথার উপরের বাতাস চমকে চমকে উঠছে।' *তারা*, ১৯৪৬; 'উৎপলার দৃষ্টিশক্তির ওপর একটা পাখসাট মেরে যেন মাল্যবান ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পাখআজ [ফা পকাওয়াজ] *বি* মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **পাখোয়াজ**

পাখরিয়া [পা পক্খর>] *বিণ* যুদ্ধসাজে সজ্জিত। 'আগুদলে জায় গজ পাখরিয়া ঘোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাখা [স পক্ষ] ১ *বি* ছাতা। 'শিরে পাখা ধরি পাছে যার বিশ্বম্ভর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* যা দিয়ে বাতাস করা হয়। 'দুই দিকে আলবাটী/ জলে পুর‍্যা গাড়ু ঘটী/ দুই দিকে এড় দুই পাখা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ডানা। 'বল্মীকের পাখা হয় মরিবার কালে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বি* পাখির ডানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আঁধার পাখি গুটিয়ে পাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পাখা-আছড়ে-মরা *ক্রি* নিষ্ফল চেষ্টা করা। 'খাঁচার পাখিরে পাখা-আছড়ে-মরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পাখাওআলা [স পক্ষ+হি ওয়ালা] *বি* পাখা দিয়ে বাতাস করে যে। 'তার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওআলার গল্প করছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পাখা করা *ক্রি* বাতাস করা। 'যেখানে আজও আগুন আছে ... পাখা করতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'প্রবল বেগে নিজেকে পাখা করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পাখা খাওয়া *ক্রি* বাতাস লাগানো। 'যেন নিজে পাখা খাইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পাখাঝাপট *বি* পাখা ঝাপটানি। 'ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাঝাপট সম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পাখা টানা *ক্রি* বাতাস করা। 'এখন সে কাজকর্ম করে, দুপুরবেলা বসিয়া পাখা টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পাখালা [স প্রক্ষালন>] *ক্রি* ধোয়া। **পাখাল** ১ *ক্রি* ধুইলো। 'ভৃঙ্গারের জল দিয়া পাখাল দুই পাও।' *সুলতান*, ১৭৫০। ২ *বিণ* ধোয়া। 'খেচরী ও অন্ন ব্যঞ্জন ও পাখাল অন্নের চারি ভোগ সম্মুখে লইয়া রাখে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **পাখালি** *ক্রিবিণ* ধৌত করে। 'হাত পা পাখালি কৃষ্ণ আচমন করি।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাখালিও** *ক্রি* ধুয়ে নিয়ো। 'রতি শেষে তাতে পাখালিও অঙ্গ মুণ্ড।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পাখালিয়া** *ক্রি* ধুয়ে। 'পাখালিয়া চরণ চিকুরে কর‍্যা মুছে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পাখালিল** *ক্রি* প্রক্ষালন করলো; ধৌত করলো। 'গোবিন্দের দুই পা পাখালিল নিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাখালিলা** *ক্রি* ধৌত করলো। 'ভিহিস্তের হুর সবে শিশু পাখালিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **পাখালে** *বি* ধোয়। 'এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পাখি[1] [স পক্ষিক] *বিণ* সহায়ক। 'পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাদে।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

পাখি[2], **পাখী** [স পক্ষী] *বি* পাখি। 'পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পাখি বসিতেঁ তরুপাতচলনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাখি-ওড়া *বি* পাখির উড্ডয়ন। 'পাখি-ওড়া আর ঘুড়ি-ওড়ায় তফাত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পাখিকূজন *বি* পাখির কলরব। 'প্রত্যুষের পাখিকূজন ঘুমভাঙানোর বার্তা আনবে জেনে শয্যাপিষ্ট যে নিরাসক্ত মন।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

পাখি-ছুট *বিণ* পাখির কলকাকলি মুক্ত। 'এ ঋতু পাখি-ছুট।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

পাখি-ডাকা *বিণ* পাখির ডাকে মুখরিত। 'পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লীবাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'তোমাদের ছায়াঢাকা, পাখিডাকা দেশ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পাখিনী *বি স্ত্রী* পাখি। 'ঝাউশাখে পাখিনীর নীড় ভেঙে যায়।' *জীবন*, ১৯৩০।

পাখি-পাখাল *বি* পাখি বা পাখিজাতীয় প্রাণী। 'গাছপালা নেই, পাখি-পাখাল নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পাখি-পাখালি *বি* ছোটোবড়ো নানা রকমের পাখি। 'পাখি-পাখালি জন্তু-জানোয়ার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

পাখির ছানা *বি* পাখির বাচ্চা। 'নিমের ডালে পাখির ছানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পাখিশালা [বা+স] *বি* যেখানে পাখিরা থাকে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পাখি[3] *বি* ফাঁকযুক্ত কপাট। 'জানলার পাখি দিয়ে সুখামুখী তাকিয়ে দেখে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

পাখি[4] *বি* জমি পরিমাপের এককবিশেষ। 'প্রতিদিন তিন পাখি করিয়া জমি চষিতে হইবে।' *জসীম*, ১৯৬৪।

পাখুড়ী [স *পক্ষপুটিকা] *বি* পাপড়ি। 'এক সো পদমা চৌসঠ্ঠী পাখুড়ী।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

পাখোয়াজ [ফা পাকাওয়াজ] ১ *বি* তাল দেওয়ার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজে বীণা-মৃদঙ্গ পাখোয়াজ করতাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ইঁচড়ে পাকা। 'এসব পাখোয়াজ ছেলেরা বুড়িকে নিশ্চয়ই সেদিন কীচকবধ করে দিত।' *নজরুল*, ১৯২৭। *দ্র* **পাখআজ**

পাগ [স প্রগ্রহ] *বি* মাথায় পরার বস্ত্রবিশেষ; পাগড়ি। 'চঞ্রের বদলে চন্দন দিবে পাগর বদলে গড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাগড়ি, পাগড়ী [স প্রগ্রহ] *বি* মাথায় জড়ানোর কাপড়। 'কোমরে পেটিকা শিরে উত্তম পাগড়ী।' *সুলতান*, ১৭০০; 'এক ঠাঁই ঢাল খড়্গ আর ঠাঁই পাগড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পাগড়ীওয়ালা [পাগড়ি+হি ওয়ালা] *বি* পাগড়ি পরে আছে এমন লোক। 'সঙ্গে চারিজন ব্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা বাঁকা হামরা চলিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পাগড়ীপরা *বিণ* পাগড়ি-পরিহিত। 'সোনালি পাগড়ীপরা তলওয়ার-ধারী দুইজন আরদালি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পাগল [স] ১ *বিণ* উন্মাদ। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী

গুহাডা তোহৌরী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। ২ *বিণ* মত্ত। 'তোহ্মাত লাগির্আঁ রাধা ভৈলোঁ পাগল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* বিবেচনা-লুপ্ত। 'আমি কি এতই পাগল হয়েছি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৪ *বিণ* মরিয়া। 'ছেলে বুড়া আদি সবে অন্নের পাগল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'আদ্যি কালের কপচানো বোল/ শুনতে শুনতে মানুষ পাগল।' *অন্নদা*, ১৯৫২। ৫ *বিণ* (আদরার্থে) অবোধ। 'খেয়ে কি অঞ্জলি দেওয়া হয় রে পাগল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৬ *বিণ* বিমুগ্ধ। 'সৌরভসুধায় করে পরান পাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৭ *বিণ* বিমোহিত। 'কৃষ্ণচূড়ার পুষ্প-পাগল শাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পাগল করা[1] ১ *ক্রি* বিমোহিত করা; বিবেচনাবোধ লোপ করা। 'সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* মন মাতানো। 'পাগল-করা গানের তানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৩ *ক্রি* ক্ষিপ্ত করা। 'আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে, কেন পাগল কর অমন ক'রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পাগলকরা[2] *বিণ* মনোমুগ্ধকর। 'পাগলকরা সে যুগল আঁখির/ নাগাল কোথায় পাই গো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

পাগলচান [স পাগল-চন্দ্র] *বি* লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'জোকাস্বরি, সানালি, পাগলচান, প্রেম-ফকির ... দলগুলি।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

পাগল-ঝোরা *বি* যে ঝরনার পানি উন্মাদ বেগে প্রবাহিত হয়। 'তারই সুর লয়ে ঝরিবে আমার গানের পাগল-ঝোরা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পাগলপরানী *বিণ স্ত্রী* প্রাণ উতলা হয়েছে এমন। 'কৌতুক-রসে পাগলপরানী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পাগলপারা [স পাগল+স প্রায়>] ১ *বিণ* দেওয়ানা। 'অন্যরূপ সে নাহি জানে আশেকে পাগল পারা।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* পাগলের মতো। 'ঘোলা জলের স্রোতের ধারা/ ছুটে এল পাগল-পারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পাগল প্রায় [স] *ক্রিবিণ* পাগলের মতো। 'হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাগল প্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

পাগল হওয়া *ক্রি* ভালোমন্দ বিবেচনা না করা। 'ইংরাজ যুবতীরা স্বামী অন্বেষণে একেবারে পাগল হইয়া বেড়ায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পাগল হাওয়া *বি* ঝড়ো বাতাস; মত্ত বাতাস। 'এই পাগল হাওয়া কী গান গাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

পাগলের খানা *বি* বিশৃঙ্খল ও হট্টগোলের জায়গা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায় – কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে যা-খুশি তাই করে। *সুবল*, ১৯০৬।

পাগলা [স পাগল>] ১ *বি* পাগল। 'আরে সে একটা পাগলা।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* ক্ষ্যাপা। 'আমাদের পাগলা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* আসক্ত। 'আমাদের এই ভাব-পাগলা দেশে।' *নজরুল*, ১৯২২।

পাগলা গারদ [স পাগল+হি গারদ] *বি* পাগলের জন্য নির্দিষ্ট আবাস। 'তোমাকে লাট সাহেব পদচ্যুত করিবেন, কি পাগলা গারদে পাঠাইবেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পাগলা ঘণ্টি *বি* সতর্কতামূলক ঘণ্টাবিশেষ। 'জেলের ভিতর পাগলা ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পাগলা-ঝোরা *বি* যে ঝরনার জলরাশি প্রচণ্ড বেগে নির্গত হয়। 'আকাশ বেয়ে হাজার পাগলা-ঝোরা ঝরছে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'গিরিশিখরের পাগলা-ঝোরা পোষ মেনেছে গিরিতলের বোবা জলরাশিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পাগলাটে *বিণ* পাগল ধরনের। 'ছেলেবেলা হইতে একটু পাগলাটে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পাগলামি, পাগলামী [স পাগল>] ১ *বি* উন্মত্ততা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* বোকামি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'স্বাধীনতা দিবার কথা উত্থাপন করাই পাগলামী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ৩ *বি* অযথার্থ সিদ্ধান্ত। 'নিতান্ত পাগলামি করা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০। ৪ *বি* অবুঝপনা। 'খুড় এ পাগলামি করিতেন এরূপ বোধ হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৫ *বি* অযৌক্তিক ব্যাপার। 'স্বদেশের কর্মভার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগলামি নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৬ *বি* খেয়ালিপনা। 'এক-একটা দিন পুরা পাগলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৭ *বি* অস্বাভাবিক আচরণ। 'এ কী পাগলামি!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পাগলামি-পাওয়া *বিণ* মনের খেয়ালে কাজ করা হয় এমন। 'কত-যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পাগলামো [স পাগল>] ১ *বি* পাগলের আচরণ। 'সে পাগল নয়, অমনি পাগলামো করে বেড়ায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বি* নির্বোধের মতো আচরণ। 'এখন পাগলামো করিস নে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

পাগলা হাওয়া *বি* ঝড়ো বাতাস। 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পাগলাই [স পাগল>] *বি* পাগলামি। 'পাগলাই না করিহ না ছাড়হ ঝুট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাগলি, পাগলী [স পাগল>] ১ *বিণ স্ত্রী* চঞ্চলমতি; অবুঝ। 'পাগলী রাধা গোআলিনী গো।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'উন্মত্ত পাগলি মনে নিজ পতি দরসনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি স্ত্রী* অবুঝ। 'সে পাগলি, সে এমন মিষ্টি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'ওই খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বিণ* উন্মত্ত। 'পাগলি নদী উঠবে ক্ষেপে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

পাগলিনী [স পাগল+স ইনী] ১ *বি স্ত্রী* পাগল। 'কুরঙ্গনয়না আমার ... ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বিণ স্ত্রী* ব্যাকুল। 'কেন সখি, হ'লি পাগলিনী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ স্ত্রী* অস্থিরচিত্ত। 'কত কুলের কন্যে, গোরার জন্যে হয়েছে পাগলিনী।' *লালন*, ১৮৯০।

পাগলিনী পারা [স পাগলিনী+স প্রায়>] *বিণ স্ত্রী* পাগলের মতো। 'তোমাহারা পাগলিনী পারা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পাগর [স পাগল] *বি* পাগল। 'কি দিআ সুন্দরী মোরে করিল পাগর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **পাগল**

পাগার [স প্রাকার] *বি* মাঝারি আকারের গর্তবিশেষ। 'সামনে ছোট্ট একটি পাগার।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পাগুড়ি [স প্রগ্রহ] *বি* পাগড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাগেলা [স পাগল] *বি* ক্ষ্যাপা। 'কাছে রয় ডাকে তারে উচ্চৈঃস্বরে কোন পাগেলা।' *লালন*, ১৮৯০।

পাঙ *দ্র* **পাওয়া**

পাঙরাজ *বি* সাপবিশেষ। 'ঢোড়া, গোখুরো, দুধরাজ, পাঙরাজ।' *জীবন*, ১৯৩৩।

পাঙশ [স পাংশু] *বিণ* ভস্ম; ছাই। 'মৎস্য পুড়ী চন্দ্রমুখী পাঙশে মলিন

দেখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাঙাশ[১], **পাঙাস, পাঙ্গাস** [স পিঙ্গাশ] *বি* আড়টেংরা জাতীয় এক প্রকার মাছ। 'বড়শি বাহিয়া দিব বড় পাঙ্গাস।' *বিজয়*, ১৬৫০; *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পাঙাশ ট্যাংরা।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

পাঙাশ[২] [স পাংশু] *বিণ* ফ্যাকাশে। 'আমার পাঙাশ-বরন শূন্য জীবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পাঙ্কচুয়াল [ই] *বিণ* সময়নিষ্ঠ; সময়ানুবর্তী। 'সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙ্কচুয়াল হওয়া শোভা পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পাঙ্কচুয়ালিটি [ই] *বি* সময়ানুবর্তিতা। 'ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাঙ্কচুয়ালিটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পাঙ্খা [স পক্ষ] *বি* পাখা। 'করবো বাতাস আবের পাঙ্খা নিয়া।' *জসীম*, ১৯২৭।

পাঙ্খাবর্দ্দার [স পক্ষ+ফা বরদার] *বি* পাখা ঘুরায় যে। 'খানসামা খেজমৎগার ফরাস হুকাবর্দ্দার পাঙ্খাবর্দ্দার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাঙ্গা *বি* একপ্রকার সামুদ্রিক লবণ। 'এঘাটে পাঙ্গা ও করকচ সকল রকম আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

পাচ[১] *দ্র* **পাঁচ**

পাচ[২] [স পশ্চাৎ>] *বি* পিছন। 'তাহা পাচ করিয়া পশ্চিম মুখ দ্বারে গেলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

পাচক [স] **১** *বিণ* রাঁধুনে। 'পাচক ব্রাহ্মণ হইয়া বাটীর অন্তঃপুরে পাক করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বিণ* পরিপাক হয় এমন। 'রোচক পাচক হয়ে বাত কফ হরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পাচকতা [স] *বি* রান্না। 'প্রায় সকলেই পাচকতা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

পাচক ব্রাহ্মণ [স] *বি* রান্নার কাজ করে যে ব্রাহ্মণ। 'বাটীতে পাচক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ রান্ধনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাচিকা [স] *বি স্ত্রী* রাঁধুনি। 'পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পাচিকাবৃত্তি [স] *বি* রান্নার কাজ। 'পাচিকাবৃত্তি করিবার পক্ষে কোন বাধা নেই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পাচন[১] [স] *বি* ভেষজ ওষুধ। 'কি লাগি চিকিৎসা কর অন্ন বা পাচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পাচন [স] *বি* রন্ধন। **পাচনক্ষমতা** [স] *বি* রান্না করার যোগ্যতা। 'দ্রৌপদী সদৃশ পাচনক্ষমতা।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

পাচনি, পাচনী [স প্রাজন] *বি* ছোটো লাঠিবিশেষ। 'শ্রীমতীর বলরাম ঘুরায় পাচনি।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০; 'বেত্র বংশী পাচনী জঠর ততে শোভে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পাচনবাড়ি [স প্রাজন+বাড়ি] *বি* গবাদি পশু তাড়াবার ছোটো লাঠি। 'পাচনবাড়ি উঁচিয়েই আছে।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

পাচার [হি পছাড়] **১** *বি* পতন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* গোপনে অপসারণ। 'তাহারা চোরাই মাল পাচার করিবার চেষ্টায় রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পাচারি, পা-চারী [স পদচারণ>] *বি* পায়চারি; ইতস্তত হাঁটা। 'কেনী পাচারি করিয়া বেড়াইতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'এক জোড়া সমুদ্রের পারে পারে পা-চারী করে।' *মুজতবা*, ১৯৫২। *দ্র* **পায়চারি**

পাচাল [স পঞ্চালিকা] *বি* প্যাঁচাল; অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ। 'কতকগুলি মিথ্যা পাচালমাত্র পাড়িলেক।' *ভবানী*, ১৮২৫। *দ্র* **প্যাচাল**

পাচালি [স পঞ্চালিকা] *বি* পাঁচালি। 'কবি কৃষ্ণরাম বলে সরস পাচালি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পাচিকা *দ্র* **পাচক**

পাচুলি *বি* মসলাবিশেষ। 'বুঝলুম এ গন্ধ হয় মৃগনাভি কস্তুরির, নয় পাচুলির।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

পাছ[১] [স পশ্চাৎ] *বি* পিছন। 'পাছত করিআঁ রাধা আর গোপীকুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাছ কানাচ [স পশ্চাৎ+আ কুনাসাহ্] *বি* বাড়ির পিছনের অংশ। 'বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁজের বেলা আমাদের বাড়ীর পাছ কানাচে ঘুরে বেড়ায়!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

পাছ দুয়র, পাছদুয়োর, পাছদোর [স পশ্চাৎ-দ্বার] *বি* পিছনের দরজা। 'পাছ দুয়র দিয়ে বাড়ীত মদ্দিও আসে, বেটার চালচলন বড় খারাপ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'বাড়ির মধ্যে পাছদুয়োর অবধি ম্যাচ-ম্যাচ করে মানুষ চলে আসে!' *মনোজ*, ১৯৬১; 'পাছদোরায় দুরুদুরু বুকে দাঁড়িয়ে তুফানী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১

পাছবাড়ি *বি* বাড়ির পিছনভাগ। 'সদরে সাজ করেছো ভালো পাছবাড়িতে নাই বেড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

পাছে **১** *ক্রিবিণ* পিছনে। 'আমরা পাছে থাকিয়া সৈন্যের রসদ যোগাই।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *ক্রিবিণ* পরে যদি। 'কি জানি পাছে ইহারদের স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ হয়।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

পাছে পাছে *ক্রিবিণ* পিছু পিছু। 'ডোড়ে বাঁধা রবে, পাছে পাছে যাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পাছ[২] [স পঞ্চ] *বিণ* পাঁচ। 'মবলগ পাছ টাকা ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

পাছড়া[১] [স প্রচ্ছদপট] *বি* বস্ত্রবিশেষ। 'বান্ধিআ বাঁশের আগে পাটের পাছড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাছড়া[২] [হি পছাড়না] *ক্রি* ভূপাতিত করা। **পাছড়া পাছড়ি** **১** *বি* মল্লযুদ্ধ বিশেষ। 'পাছড়া পাছড়িতে কেহ যায় গড়াগড়ি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* লড়াইরত অবস্থায় পরস্পরকে ভূপতিত করার চেষ্টা। 'পাছড়াপাছড়ি, ধস্তাধস্তি চলল সমানে সমানে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

পাছড়ানো [হি পছাড়না] *ক্রি* ভূপাতিত করা; আছড়ানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাছড়ি *বি* এক ধরনের চাল। 'পাছড়ি তণ্ডুল উত্তম তিন টাকা দুই আনা মোন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

পাছা [স পশ্চাৎ] **১** *ক্রিবিণ* পিছনে। 'এ রূপ যৌবন পাছা না জাইবেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* নিতম্ব। 'পাছার খাসা মাংস ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

পাছাপেড়ে *বিণ* নিতম্বের উপর পড়ে এমন পাড়যুক্ত। 'যে পাছাপেড়ে শাড়িখানা দিয়েছিলেন ... সেখানি জেলেই চুরি গিয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

পাছাড়, পাছার [হি পছাড়না] **১** *বি* আছাড়। 'পাছার খাইয়া মহাদেব পড়িল ভুমিতে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* মাটিতে নিক্ষেপ। 'পাছাড়ের ঘায়ে মড়ে পাপ নিশাচর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* পতন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বি* কুস্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাছানো [স পশ্চাৎ>] *ক্রি* পিছনে হটা। 'তিনি না পাছাইয়া অগ্রে বেগে গতিতে জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিলে।' *রামরাম*, ১৮০১।

পাছিল [স পশ্চাৎ] *বিণ* পাছিলা; পূর্বের। 'সে কাহ্ন সে হম সে পঁচবান।

পাছিল ছাড়ি রঙ্গ আবে আন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পাছু [স পশ্চাৎ] ১ *বি* পরিণাম। 'পাছু না গুণিলী আছিদরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পিছন। 'ফনাছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছু যাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাছুকার *বিণ* পিছনের। 'পাছুকার দুই পা লেঞ্জ সনে ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাছুপাছু *ক্রিবিণ* পিছনে পিছনে। 'পুষ্পগন্ধে মধুকর পাছুপাছু জায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাছুমোড়া *ক্রিবিণ* দুই হাত পিঠের দিকে মুড়ে। 'গায়ের বসনে ভাটে বান্ধে পাছুমোড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পাছুয়ান *ক্রিবিণ* পশ্চাদ্‌বর্তী। 'গোলাহাট জামতি করিল পাছুয়ান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পাছুয়ানো *ক্রি* পিছিয়ে যাওয়া। **পাছুআন** *ক্রি* পিছু হটে যাওয়া। 'রণ হেতু আগু হৈল নহে পাছুআন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পাছুয়াই** *ক্রি* পিছিয়ে। 'বাজিআ দানার গায় পাছুয়াই পুনু জায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পাছুয়াইতে** *ক্রি* পেছনে যেতে। 'পাছুয়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **পাছুয়ায়** *ক্রি* পিছিয়ে যায়। 'ক্ষেনে আগুয়ায় রাখাল ক্ষেনে পাছুয়ায়।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পাছুড়ি [স প্রচ্ছদ] ১ *বি* উত্তরীয়। 'পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বস্ত্রাবরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাছে [স পশ্চাৎ>] ১ *ক্রিবিণ* পিছনে; শেষে। 'তার পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* পরে যদি। 'পাছে জনী রোষ কর তোহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পাছে নির্দ্দয় হন মোর দেব চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *অব্য* যদি। 'সকলেই ভয়ে ভয়ে গাড়ী চালাইতেছে, পাছে অন্ধকারে ঠেকাঠেকী হইয়া লোক মারা যায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৪ *ক্রিবিণ* পরে। 'তার পাছে সহদের জন্মিল দুর্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পাছেই** *ক্রিবিণ* পরমুহূর্তেই। 'পাছেই কাহার চিত্তে না জন্মিল তাপ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পাছেঁত** *ক্রিবিণ* শেষে। 'পাছেঁত পাইবেঁ দুখে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাছেত** *ক্রিবিণ* পরে। 'পাছেত মদনবাণে হাণিআঁ তাক পরাণে রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাছে পাছে *ক্রিবিণ* পিছু পিছু। 'পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাজন [স প্রাজন] *বি* গরু প্রভৃতি তাড়াবার দণ্ডবিশেষ। 'তার পিঠে পাজনের একটা বাড়ি মারিয়া বলে।' *মনসুর*, ১৯৫৫। *দ্র* **পাচন**

পাজামা [ফা পাজামাহ্‌] *বি* কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকে এমন ঢিলা বস্ত্রবিশেষ; সালোয়ার। 'চাপকান, পাজামা, পাপোষ, পাগড়ী আমামা, লাড়ুদার, মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাজাল [স প্রজ্বালা] *বি* ধূপপাত্র। 'শ্বেত ধূপ দিয়া সোনাই জ্বালিল পাজাল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পাজি, পাজী [ফা] ১ *বি* খারাপ লোক; দুর্বৃত্ত। 'কোপে কহেন পাজী কাঁহাকা আম্বক পাজি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* অন্ত্যজ। *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বিণ* মন্দ। 'করে গিয়া বেশ্যাবাজি, যদি বল কর্ম্ম পাজি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পাজিআমি [ফা পাজি>] *বি* বদমায়েশি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাজি কর্ম্ম [পাজি+স কর্ম] *বি* মন্দ কাজ। 'করে গিয়া বেশ্যাবাজি, যদি বল কর্ম্ম পাজি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাজীর টেকা *বিণ* অতি দুষ্ট। 'যে গুলো হতভাগা, ... পাজীর টেকা।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

পাজী *দ্র* **পাজি**

পাজী পুঁতি [স পঞ্জি+স পুস্তিকা] *বি* পঞ্জিকা ও শাস্ত্রগ্রন্থ। 'পাজী পুঁতি ছিড়িয়া ফেলিব।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পাজ্যাতা *বি* একপ্রকার বুনো শাক। 'সাজ্যাতা পাজ্যাতা বন-পুই তুলে বলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাজ্‌ল [ই] *বি* ধাঁধা। 'ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল। বুঝেছি!' *শিবরাম*, ১৯৫০।

পাঞাোনারি [স পঞ্চনালি] *বি* পঞ্চনাল। 'আঁকম নামে রহএ হিঅ হারি। করিবর তলহি খসলি পাঞাোনারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পাঞ্চ [স পঞ্চ] *বিণ* পাঁচ সংখ্যক। 'পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

পাঞ্চইন্দি [স পঞ্চ-ইন্দ্রিয়] *বি* পাঁচ ইন্দ্রিয়। 'মণতরু পাঞ্চইন্দি তসু সাহা।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

পাঞ্চজণা [স পঞ্চজন] *বি* পাঁচজন। 'গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজণা ঘোলিউ।' *চর্যা ১২*, ১২০০।

পাঞ্চ পাণ্ডব [স পঞ্চপাণ্ডব] *বি* পঞ্চপাণ্ডব; পুরাণোক্ত পাণ্ডব বংশের পাঁচ ভাই। 'পাঞ্চ পাণ্ডবের তৈলা কুন্তী জননী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাঞ্চবার্ষিক [স] *বিণ* পঞ্চবর্ষীয়; পাঁচ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয় এমন। 'অনেকের রচিত কাব্য পাঞ্চবার্ষিক সভায় সমর্পিত হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পাঞ্চভৌতিক [স] *বিণ* পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) সম্বন্ধীয়। 'পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পাঞ্চভৌত্য [স] *বিণ* পঞ্চভূত দিয়ে গঠিত। 'যে নেয়নি মেনে মর্ত শরীরে বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পাঞ্চ সন্ততী [স পঞ্চ-সন্ততি] *বি* নানারূপ দুরবস্থা। 'রসিক কাহাঞিঁ কইল যুগতী রাধার করিবোঁ পাঞ্চ সন্ততী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাঞ্চজন্য [স] *বি* হিন্দু-অবতার কৃষ্ণের শঙ্খের নাম। 'পাঞ্চজন্য নাদ সুনি আইলা বন্ধুজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাঞ্চার [ই] *বি* ছিদ্রযুক্ত হওয়ার ফলে চাকার ভিতরের বায়ু নির্গত হওয়া। 'চাকাটি পাঞ্চার করে গাড়িটি বিকল।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

পাঞ্চালী [স পঞ্চাল] *বি* পাঁচালি। 'অপরূপ কথা দেখি পাঞ্চালী রচিলুঁ।' *সুলতান*, ১৭০০।

পাঞ্চিং মেশিন [ই] *বি* কাগজ ছিদ্র করার যন্ত্রবিশেষ। 'আমাদের পাঞ্চিং মেশিন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পাঞ্জনী *বি* অলংকারবিশেষ। 'আগর চন্দন গায় সোনার পাঞ্জনী পায়।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

পাঞ্জর [স পঞ্জর] ১ *বি* খাঁচা। 'হংসে রএ সরোবরে শুআহো পাঞ্জরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পাঁজর। 'পাঞ্জর বেধিল ঘুনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাঞ্জলা [ফা পানজাহ্‌>??] *বিণ* অঞ্জলিবদ্ধ। 'করিয়া পাঞ্জলা দানা পিয়ে কুতুহলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাঞ্জা [ফা পানজাহ্‌] ১ *বি* পরস্পর পাঁচটি আঙুল আবদ্ধ করে কব্জির শক্তি পরীক্ষা। 'রোজ রোজ পাঞ্জা কসে পঞ্চাশ জওয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

২ *বি* বাদশাহগণের হাতের ছাপমারা ফরমান। 'পাতশাই পাঞ্জা পাই এই অভিমত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ৩ *বি* করতল; থাবা। 'চওড়া দুখানা হাতের পাঞ্জা।' *তারা*, ১৯৪২।

পাঞ্জা কষা *ক্রি* লড়াই করা। 'যে ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে জানে এবং হেরে গেলেও নতি স্বীকার করে না...।' *শিব*, ১৯৬০।

পাঞ্জাবি [ফা] *বি* পুরো হাতার কলারবিহীন জামাবিশেষ। 'লংক্লথের ময়লা ও হাত-ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পাঞ্জাবী [ফা] ১ *বিণ* পাঞ্জাব অঞ্চলের। 'মহাতেজস্বী পাঞ্জাবী ধর্ম্মপ্রচারক।' *প্রচারক*, ১৮৯৯; 'ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল পাঞ্জাবী প্রহরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বি* পাঞ্জাবের অধিবাসী। 'আমরা পাঞ্জাবীদের এই তন্দুরা ফিশ অবদানটি মুক্তকণ্ঠে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পাঞ্জাবী ভাষা [ফা পাঞ্জাবী+স ভাষা] *বি* পাঞ্জাব অঞ্চলের ভাষা। 'বাইবেল হিন্দুস্থানীয় নানা ভাষায় অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় ও পাঞ্জাবী ও ত্রৈলিঙ্গী ও কার্ণাটী ও ঔৎকলীপ্রভৃতি ঊনচত্বারিংশৎ ভাষার তর্জ্জমা করাইয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পাঞ্জাবীভাষী [ফা পাঞ্জাবী+স ভাষী] *বিণ* পাঞ্জাবী ভাষা ব্যবহারকারী। 'পাঞ্জাবীভাষী ও গুজরাটীভাষী জনগণের উপর ঐ দুটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

পাঞ্জি, পাঞ্জী [স পঞ্জি] *বি* পাঁজি; গুণ-বিবরণী। 'গুণ ত সুন্দরী রাধা পাঞ্জীর বাখান।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হয় নয় দেখ রাধা পাঞ্জি পরমাণ।' *বড়ু*, ১৫৭০।

পাঞ্জেরী [ফা] *বি* জাহাজের যে কর্মচারী আবহাওয়া, দিক নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে চালককে সহায়তা করে; জাহাজের পথপ্রদর্শক। 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

পাট[1] [স পট্ট] ১ *বি* পাটা। 'ভিণিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। ২ *বি* শাসন। 'সা মানসি কংস রাজ পাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* ফলক। 'হেম পাট জিণি তোহোর জঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* পথ। 'হম ন জাএব তুঅ পাটে। জাএব ঔঘট ঘাটে, কহৈয়া।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৫ *বিণ স্ত্রী* প্রধান। 'পাট মহাদেবি করবি হে আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৬ *বি* নৌকার কাঠের পাটাতন। 'দিসারু বসিতে পাট উপরে মালুম-কাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৭ *বি* পিঁড়ি। 'পাটে চড়ে রূপবতী প্রদক্ষিণ কৈল পতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৮ *বি* সিংহাসন। 'পাটেত না আইলে সব রাজ্য নষ্ট হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৯ *বি* ভাঁজ। 'বিশ্বকর্মা পাটে পাটে লোহার পেরেক আটে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'একটা পাট-করা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ১০ *বি* আয়োজন। 'বয়স হইল ষাট বিবাহের নাই পাট।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ১১ *বি* পেষণ। 'বুকে বাঁশ ও ডাবা চাপা দিয়া উত্তমরূপে পাট করে।' *সুলভ*, ১৮৭০। ১২ *বি* অস্তাচল। 'আমি একা রইলাম ঘাটে ভানু সে বসিল পাটে।' *লালন*, ১৮৯০; 'পরপারে সূর্য গেল পাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ১৩ *বি* পর্ব; কারবার। 'পাটোয়ারী-গোছ বুদ্ধি যাদের দাও উঠিয়ে তাদের পাট।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'এবার দুনিয়ার পাট গুটাতে পারলেই হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। ১৪ *বিণ* সুন্দর। 'কথাকে পাট করে সাজাই বলে কবি।' *নজরুল*, ১৯২১। ১৫ *বি* নিত্যদিনের কর্মের ধারা। 'বাড়িতে ও পাট একেবারেই নাই।' *নজরুল*, ১৯৩১। ১৬ *বি* প্রস্তুত। 'আমরা শুধু মাটি পাট করছি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

পাট করা ১ *ক্রি* ভাঁজ করা। 'সে কাপড়-চোপড় পাট করছে তোলবার জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বিণ* ভাঁজ-করা। 'পাটকরা শতরঞ্চি কম্বল বোরা প্রভৃতি দিয়া মাস্টার-গৃহিণী সমস্যার সমাধান করিয়াছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পাট-খোলা *বিণ* ভাঁজভাঙা। 'তোমার হলুদ চুলের রাশি লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

পাটভাঙা [স পট্ট>] *বি* ভাঁজ খোলা। 'ধোপদস্ত ধুতিখানি সেই দিন মাত্র পাটভাঙা হয়ে ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পাট-মহিষী *বি স্ত্রী* প্রধান রানী। 'পাট-মহিষীর খাটে, শয়ন-সদনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

পাটরাণী, পাটরানি [স পট্ট+স রাজ্ঞী] *বি* সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা রানী; প্রধান রানী। 'সাধু বিদ্যমানে আইল পাটরানির চেটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মফস্বল মহলে বসিয়া পাটরাণী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পাটসাল [স পট্ট-শালা] *বি* সিংহাসনগৃহ। 'অবিরোধে চল বেটা পাটসাল ছাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাটের দোলা *বি* পালকি। 'ছাড়িয়া পাটের দোলা একে একে করে খেলা পাড়ি থুয়্যা ভূষণ অম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাটেশ্বর [স পাট-ঈশ্বর] *বি* প্রধান রাজা। 'অনায়াসে হইল কেয়ানী পাটেশ্বর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাটেশ্বরী [স পাট-ঈশ্বরী] *বি* রাজার মুখ্য স্ত্রী; প্রধান রানী। 'তুম্মি হইবা পাটেশ্বরী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পাটেশ্বরি [স পাটেশ্বরী] *বি* রাজার মুখ্য স্ত্রী; প্রধান রানী। 'সেই কন্যা না করিয় মুক্ত পাটেশ্বরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পাট[2] [স পট্ট] ১ *বি* রেশমি কাপড়। 'আড়ী বিতপনী রাধা পরিধান পাট।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* একধরনের বস্তা। 'পাট ভর্যা নিল খই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* পাট গাছের শাক। 'নট্যা রাঙ্গা তোলে পাট পালঙ্গ নালিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* পাট গাছ ও তার আঁশ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কুমুদিনী পাট কাটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পাটকল [স পট্ট+স কল] *বি* পাট থেকে চট ইত্যাদি তৈরির কারখানা। 'পাটকল চটকল গঙ্গার ধারের লাবণ্যকে দলন করে ফেলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পাট-কলওয়ালা [স] *বি* পাটের কলের অর্থাৎ মিলের মালিক। 'পাট-কলওয়ালাদের চাপে পড়িয়া পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

পাটখড়ি *বি* পাটের আঁশ তুলে নেওয়ার পর যে শুকনা গাছ থাকে। 'পাটখড়ি ধরাইয়া সে প্রদীপ জ্বালিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

পাটখেত *বি* পাটের খেত। 'পাটখেতের চারা বাছতে গিয়ে শরীর থেকে হয়তো দরদর করে ঘাম ঝরবে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪; 'পাটখেতে দমবন্ধ গরমের মধ্যে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পাটগুদাম *বি* পাট মজুদ রাখার ঘর। 'বাবার বিরাট পাটগুদাম আছে।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

পাটচাষী *বি* পাটের চাষ করে যে। 'পাটচাষীরা লাভবান হইবে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পাটথোপ *বি* রেশমি সুতার গোছা। 'মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মুক্তাঝুরি পাটথোপ পিঠেতে দুলিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পাটনীতি *বি* পাট উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারি নীতি। 'পাটনীতি কি তাহা হইলে পাট চাষ বন্ধ করার মাঝেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে?' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পাট-পচা [স পট্ট+স পচন] *বিণ* পচা-পাটের; পাট পচে যাওয়া ফলে তৈরি। 'পাট-পচা দুর্গন্ধ জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পাটশুলা *বি* পাটকাঠি। 'সারা বৎসর এতে খড়কুটা, লাকড়ি-পাটশুলা থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৫। *দ্র* **পাটখড়ি, পাটসোলা**

পাটসাড়ি, পাটসাড়ী [স পট্ট-শাটী] *বি* রেশমের শাড়ি। 'শঙ্খ কাঁচলী পাটসাড়ী অলঙ্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'পরি দিব্য পাটসাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাটসোলা *বি* পাটের আঁশ তুলে নেওয়ার পর অবশিষ্ট শুকনা গাছ। 'পাটসোলার বেড়া কোন জায়গায় আছে কোন জায়গায় নাই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পাটাম্বর [স পাট-অম্বর] *বি* রেশমি বস্ত্র। 'নানান সুগন্ধি রত্ন স্বর্ণ পাটাম্বর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাটাম্মর [স পাটাম্বর] *বি* রেশমি বস্ত্র। 'পরিলেক পাটাম্মর নেতের উড়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাটের দালাল *বি* পাট ব্যবসার মধ্যস্থতাকারী। 'কী বলে ইয়ে – এই – পাটের দালাল!' *নজরুল*, ১৯৩১।

পাট[৩] [স পাটক] *বি* পাড়া। 'লহনার ভয় উচিত না কয় জে আছে পাটপড়শী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাট[৪] [স পাঠ] *বি* পাঠ। 'লিপি পাট করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পাট[৫] *বি* দাসীবৃত্তি। **পাটখাটা** [স পট্ট>] *বিণ* দাসীবৃত্তি করে এমন। 'খুকি কি মধুসূদনের পাটখাটা মজুর?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পাটওয়ারি *বি* বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

পাটক [স পট্টক] *বি* পাট্টা। 'পাটক পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ ... গ্রাম আমার নিজ তালুক লেখা জ্ঞায়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

পাটকপত্র [স পট্টক>+স পত্র] *বি* বিক্রয়, বন্দক বা পত্তনির দলিল। 'এতোদর্থে পাটকপত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

পাটকিলে, পাটকিলা [স পাটলখণ্ড>] *বিণ* ইটের মতো রংবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গোয়ালেতে গোরু বাঁধা কত কালো পাটকিলে সাদা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পাটকিলে ঘোড়া *বি* পাটকিলে রঙের পোড়ামাটির তৈরি ঘোড়া। 'নিয়ে যাব একদিন পাটকিলে ঘোড়া।' *জীবন*, ১৯৩২।

পাটকেল [স পাটলখণ্ড>] *বি* ইটের টুকরা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'পথিকদিগকে ইট পাটকেল মারিয়া পিট্টান দিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পাটন, পাটণ [স পত্তন] ১ *বি* বন্দর। 'ডহি জো পঞ্চ পাটণ ইন্দি বিসঅ ণঠা।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০। ২ *বি* জনপদ। 'গৌড় পাটনে হয় পঞ্চর উৎপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* বাণবিশেষ। 'তিনটা পাটন কাঁড় দিল জামাতারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* বাণিজ্য। 'প্রথমে হইল পূজা পাটনে ছলিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৫ *বি* ঘরের মেঝে; কাঠের তক্তা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাটনাই [পাটনা>] ১ *বিণ* পাটনায় তৈরি। 'চারি হাজার টাকা পাটনাই সনাত ...।' *মেয়র্স*, ১৭৭৪। ২ *বি* এক ধরনের চাল; পাটনা থেকে আসা। 'পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা বার আনা মোন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

পাটনাইয়া [পাটনা>] *বিণ* পাটনা অঞ্চলের। 'পাটনাইয়া ঢাকাই মালদহিয়া পৃথক২ আড়ঙ্গের রেসমি বস্ত্র তরোবতরো।' *রামরাম*, ১৮০১।

পাটনি, পাটনী [স পত্তন] *বি* খেয়াঘাটের মাঝি। 'কেহবা পাটনী ঠাটে রহিল নদীর তটে ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'পাটনি পাতিল খেয়া পার হইয়া যাইতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাটব [স] *বি* নৈপুণ্য। **পাটবশক্তি** [স] *বি* নৈপুণ্য শক্তি। 'প্রাণিজগতের এইরূপ সৃষ্টিবৈষম্য ও চিত্তহারিত্ব ... অমেয় পাটবশক্তির পরিচায়ক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পাটল [স পাটল] ১ *বি* পাটলী ফুল। 'কুন্দবল্লী তরু ধএল নিসান। পাটল তূন অসোক দল বান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* ইটের রং। 'মিশ্র বর্ণের মধ্যে হরিত, পাটল, ধূমল এই তিনটি প্রধান।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পাটলা [স পাটল>] ১ *বি* ফুলবিশেষ। 'কুবিদার তুলিল পাটলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ফিকে লালরঙা। 'পাটলা হরিণী ফিরিবে শ্যামল ছায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পাটলাস [স পাট>] *বি* ঘরের মেঝে; কাঠের তক্তা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাটশাল *দ্র* **পাটশালা**

পাটশালা [স পাঠশালা] *বি* পাঠশালা। 'বামভাগে দুর্গা-মেলা তার পিছে পাটশালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **পাঠশালা**

পাটশাল [স পাঠশালা>] ১ *বি* পাঠশালা। 'সকল ছাত্রের মাঝে হেট মাথা কৈনু লাজে আর না বসিব পাটশালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বৈঠকখানা। 'হেন কালে আস্যা সাধু বৈসে পাটশালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাটসাল [পাঠশালা] *বি* পাঠশালা। 'চন্দ্র কোটাল বোলে বস্যা আছে পাটসালে।' *রামাই*, ১৭১০।

পাটসাল[২] *দ্র* **পাট**[২]

পাটা[১] [স পট্টক] ১ *বি* দলিল। 'লিখন পাটা পাঞ্জী পরমাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* চওড়া। 'ফোঁটা পাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'বাসুকি গলাএ পাটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* খণ্ড। 'ঐ গ্রন্থের বেষ্টনবস্ত্র ডোর পাটার ব্যয় ... ১।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ *বি* পেষার শিল। 'আপনার আপনার পাটা, বটি, ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্ছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'পাটার মত বুকখানিতে থাপড় মারে শাবল হাতে।' *জসীম*, ১৯২৯। ৬ *বি* বসার জন্য নির্ধারিত কাঠের আসনবিশেষ; পিঁড়ি। 'ময়রা মুদি চক্ষু মুদি পাটায় বসে ঢুলছে কষে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৭ *বি* তক্তা। 'শতায়ু ওকের পাটা তেজস্ক্রিয় উৎকোণ পটলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

পাটাতন [স পট্টক>] ১ *বি* কাঠ বা বাঁশের তৈরি মাচা। 'তার পরে কর পাটাতন।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* তক্তায় তৈরি নৌকার মেঝে। 'নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'পাটাতনের নীচে কী লুকাইয়া রাখিয়াছে?' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বি* মঞ্চ। 'সাফল্যের পাটাতনে দাঁড়িয়ে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পাটাতন করা *বিণ* প্রসারিত। 'আমি হাবিলদার সাহেবের পাটাতন করা বুকে জোর দুটো থাপ্পড় কষিয়ে বাহবা দিয়েছিলাম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাটাদার [স পট্টক+ফা দার] *বি* ভূমি পত্তনির গ্রহীতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাটাবুক [স পট্টক+স বক্ষ] *বিণ* সাহসী; নির্ভীক। 'এ বোল বুলিতেঁ তোর মনে বড় সুখ/ পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাটাবুকী [স পট্টক+স বক্ষ] *বিণ স্ত্রী* সাহসী। 'হানে কুলে এখো নাহিঁ পাটাবুকী তিরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাটাসেলামি [স পট্টক+আ সালাম] *বি* জমি পত্তনির জন্য প্রদেয় অর্থ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাটা[২] *বি* পাটি প্রস্তুতকারক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাটা[৩] [ও পাণ্ঠা] *বি* পাঁঠা। 'গিয়ে বেলেঘাটা, বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পাটানো [স প্রস্থান] *ক্রি* পাঠানো। **পাটাইয়া** *ক্রি* পাঠিয়ে। 'আজ্ঞা পাটাইয়া দেয় মুনির পাসএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পাটাঘাত *বি* গলক্ষত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাটাম্বর, পাটাম্বর *দ্র* **পাট**[২]

পাটালি [স পট্ট>] *বি* পাটার মতো জমানো খেজুরের গুড়। 'হিন্দু ও মোসলমান প্রদত্ত বাতাসা, পাটালি, সন্দেশ ও কদমা প্রভৃতি বর্ষণ হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পাটালিগুড় [পাটালি+স গুড়] *বি* পাটার মতো জমানো গুড়। 'রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালিগুড়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

পাটি[১] [স পট্ট] ১ *বি* মাদুর। 'সকল্যাধ পামরী কম্বল পাব বদল করিআ পাটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কাঠের পাটা বা তক্তা। 'শিলায় সানায়্যা বাশি/ পাটি চাঁছে রাশি রাশি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাটিপাতা [পাটি+পাতা] ১ *বিণ* পাটিপাতার মতো। 'শান্ত বৌ নবিতুনের মসৃণ পাটিপাতা সহজ মুখখানি।' *কায়সার*, ১৯৬২। ২ *বি* একপ্রকার হোগলাজাতীয় উদ্ভিদ। 'পাটি পাতা আর বেতাক বনে ঘেরা বাড়ির চারপাশ।' *জহির*, ১৯৬৪।

পাটি[২] [স পঙ্‌ক্তি>] ১ *বি* জুতা। 'বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* জোড়ার একটি। 'এক পাটি বৃহৎ পাদুকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পাটিকাল [স পাটলখণ্ড] *বি* ইটের টুকরা। 'নিশা মধ্যে আনিহ দেউলের পাটিকাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাটি ঝাটি *বি* গৃহকর্ম। 'প্রাতঃকালে গৃহকর্ম্ম অর্থাৎ পাটি ঝাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

পাটিয়াল [স পাটী>] *বি* শ্রমিক। 'হেমরত্ন জুড়ন না জানে পাটিয়াল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাটী[১] [স পঙ্‌ক্তি] *বি* পাশার চালন কাঠি। 'হাথে পাটী করি গৌরী ডাকেন দশ দশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাটী[২] [স পট্টী] ১ *বি* গ্রাম বা শহরের পাড়া। 'পুরের পশ্চিম পাটী বলায় হাসনহাটী এক মুদনিয়া ঘরবাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হোগলা জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদের পাতলা বাঁকলের ফালি দিয়ে বোনা মাদুর। 'ফজর সময়ে উঠি বিছাই লোহিত পাটী পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সুচিক্কণ পাটী বসাইয়া কবিয়া কেশবিন্যাস।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

পাটী[৩] [স] *বি* গণিতশাস্ত্রের একটি শাখা। 'তাঁহার নামে পাটী ও বীজ লীলাবতী এই দুই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে।' *গৌর*, ১৮২২।

পাটিগণিত, পাটীগণিত [স] *বি* অঙ্কবিদ্যা। 'তিনি স্বকৃত পাটিগণিত ও বীজগণিতের ভূমিকায় যে আত্মবিবরণ লিখিয়াছেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, পাটীগণিত, গীতাবলী, এই তিন খানি মাত্র পুস্তক ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

পাটুনী [স পটন] *বি* খেয়া পার করে যে। 'বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাটুয়া *বি* জারজ। **পাটুয়া পুত্র** [পাটুয়া+স পুত্র] *বি* জারজ সন্তান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাটেশ্বর, পাটেশ্বরী *দ্র* **পাট**[১]

পাটোয়ার [স পটু+ওয়ার] ১ *বি* খাজনা আদায়কারী। 'চলিলা দোসারি হই যত পাটোয়ার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* রেশমের কাজ করে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাটোয়ারিগিরি [পাটোয়ার+ফা গিরি] *বি* রাজস্ব আদায়ের কাজ। 'পাটোয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পাটোয়ারী [পাটোয়ার>] *বি* রাজস্ব আদায়কারী। 'পাটোয়ারী-গোছ বুদ্ধি যাদের দাও উঠিয়ে তাদের পাট।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

পাটোল [স পাটল>] *বি* রেশমি কাপড়। 'শঙ্খ সম বাস্থি খোঁপা পাটোল পহিরাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাট্টা [স পট্টক] ১ *বি* ক্রয়-বিক্রয়, বন্দক বা পত্তনির দলিল। 'পাট্টা বন্দক রাখিয়া তক্কা লইলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তোমাকে বসতি করিতে পাট্টা দিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪। ২ *বি* খাজনা দেওয়ার রশিদ। 'তিনি প্রজাকে যে পাট্টা লিখিয়া দিয়াছেন ... আদায়ের চেষ্টা করিবেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

পাট্টাকবুলতি [স পট্টক+আ কবুলীয়ত] *বি* ভূমির ক্রয়-বিক্রয় বা বন্দোবস্ত সংক্রান্ত চুক্তিপত্র। 'বন্দোবস্তির পাট্টাকবুলতি করে ফেল।' *তারা*, ১৯৪০।

পাট্টাদার [স পট্টক+ফা দার] *বি* জমির বিক্রি অথবা পত্তনি দিয়েছে যে। 'পাট্টাদারেরদের স্থানে রাস্তা নির্মাণ করণের অনুমতি পাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

পাট্টিকেরা *বি* ভারতের জাতিগোষ্ঠী বিশেষ। 'পূর্বপুরুষেরা ছিলো পাট্টিকেরা পুরীর গৌরব।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পাঠ [স] ১ *বি* শিক্ষা। 'মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* পঠন। 'তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* পক্ষ। 'ইরাকের পাঠে থাকি নইম যতনে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বি* আবৃত্তি। 'বেদ পাঠ করিলেক মুনি স্রে ষকলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *বি* পড়াশোনা। 'যদি তোমরা বল স্ত্রীলোকের পাঠ ব্যবহার সিদ্ধ নহে ...।' *গৌর*, ১৮২২। ৬ *বি* অধ্যয়নের বিষয়। 'উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরা পাঠ প্রাপ্ত হইবেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। ৭ *বি* উচ্চারণ। 'বিরাম স্থান ও দীর্ঘোচ্চারণ স্থানে ধারা মত পাঠ করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

পাঠকরণ [স] *বি* পড়া। 'মৈত্র মহাশয় ... তাবৎ অক্ষর পাঠকরণের ক্ষমতা রাখেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

পাঠকরন [স পাঠকরণ] *বি* মনোযোগের সঙ্গে পড়া। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

পাঠ করা ১ *ক্রি* পড়া। 'সে পত্র এক ছাত্র ... পাঠ করিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *ক্রি* অবলোকন করা। 'পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পাঠ করিতে পারা *ক্রি* বুঝতে পারা। 'আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

পাঠকারণ [স] *ক্রিবিণ* পড়ানোর জন্য। 'মেথরাণীগর্ভজাত একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠকারণ নিযুক্ত করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাঠক্রিয়া [স] *বি* পড়াশোনা। 'অনর্থক বা অনিষ্টকর কর্ম্মে যে সময় নষ্ট করে, তাহাও বহুপকারিণী পাঠক্রিয়াতে ব্যয় হইয়া সার্থক হইতে

পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পাঠগৃহ [স] **১** *বি* অধ্যয়ন কক্ষ; বিদ্যালয়। 'পাঠগৃহ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ডের যেরূপ পরিপাটী হইলে বালকগণের চিত্তরঞ্জন ও শিক্ষানুকূল হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* গ্রন্থাগার। 'এক অভিনব পাঠগৃহ প্রস্তুত করিবার মানস করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পাঠগৃহীত [স] *বিণ* পঠিত। 'তাঁহার কাব্য ও কবিতা বিদ্বৎ সমাজে পাঠগৃহীত হইয়াছে।' *ইসলাহ*, ১৯৩৮।

পাঠগ্রন্থ [স] *বি* পাঠযোগ্য গ্রন্থ। 'লিপিবন্দনা, গুরুবন্দনা, গঙ্গাবন্দনা, ও দাতাকর্ণাদি যাহার সমুদয় পাঠগ্রন্থ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পাঠঘর [স পাঠ+ঘর] *বি* বিদ্যালয়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাঠচর্চা [স] *বি* পড়াশুনা। 'তাহার পাঠচর্চার নিভৃত শান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পাঠজনিত [স] *বিণ* অধ্যয়নের কারণে হয়েছে এমন। 'পাঠজনিত পবিত্র আমোদে আমোদিত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পাঠজ্ঞা *বিণ* পাঠে সক্ষম। 'কিরূপে মন্ত্রতন্ত্রার্থ পাঠজ্ঞা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পাঠদশা [স] *বি* শিক্ষাকাল। 'পাঠদশায় যে সংস্কার জন্মে তাহার অন্যথা হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

পাঠ দেওয়া *ক্রি* শিক্ষা দেওয়া। 'পাঠ দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাঠনা [স পঠন] *বি* শিক্ষাদান। 'তাহার কার্য্য সাধনা কল্পে ইংরাজী পাঠনা, পাঠ্য গ্রন্থের অভাব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পাঠনিবিষ্ট [স] *বিণ* মনোযোগ সহকারে পাঠ করছে এমন। 'এই নতপৃষ্ঠ পাঠনিবিষ্ট অদ্ভুত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পাঠনিরতা [স] *বিণ স্ত্রী* পাঠরত। 'বিদ্যাসুন্দর বা লণ্ডনরহস্য পাঠনিরতা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

পাঠনিষ্ঠা [স] *বি* পড়াশোনায় প্রতি অনুরাগ। 'ছাত্রীদের পাঠনিষ্ঠায় অন্যায় পরিমাণ আতিশয্য দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

পাঠবাদ [স] *বিণ* পাঠদান স্থগিত। 'মন্বন্তরাদি ও পর্ব্বাহেতেও পাঠবাদ হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

পাঠভেদ [স] *বি* মূল পাঠের হেরফের। 'এই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভূরি ভূরি পাঠভেদ ও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পাঠমন্দির [স] *বি* বিদ্যালয়। 'নূতন পাঠমন্দির নির্মাণ অনাবশ্যক বিবেচনা ... করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পাঠরত [স] *বিণ* অধ্যয়নরত। 'পাঠরত মণির দিকে চেয়ে বলেছিলেন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

পাঠশাল [স পাঠশালা] *বি* বিদ্যালয়। 'প্রতিনিতি পাঠশালে করএ গমন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পাঠশালা [স] **১** *বি* বিদ্যালয়। 'সেই পাঠশালাত পড়এ কত বালা।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'হ্যারো বা ইটন পাঠশালায় পড়িতে হইলে মাসে দুই শত টাকা করিয়া ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বি* প্রাথমিক বিদ্যালয়। 'পূর্ব্ব বঙ্গে অন্যূন ৫০ হাজার পাঠশালা আছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পাঠশালা-ঘর [স পাঠশালা+পা ঘর] *বি* যে ঘরে পাঠশালার কার্যক্রম চালানো হয়। 'পাঠশালা-ঘরের এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পাঠশিক্ষা [স] *বি* পাঠ্যবিষয় অধ্যয়ন। 'অধিক সময় পাঠ শিক্ষায় নিযুক্ত রাখা উচিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পাঠশিক্ষার্থ [স] *বি* অধ্যয়নের জন্য। 'তাহাদের বিদ্যালয়ের পাঠশিক্ষার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পাঠসালা [স পাঠশালা] *বি* বিদ্যালয়। 'গ্রামে২ চৌবাড়ী ও পাঠসালা ও মকতবখানা।' *রামরাম*, ১৮০১।

পাঠস্পৃহা [স] *বি* পড়ার প্রতি আগ্রহ। 'তারা যে সাহিত্য-রসিক তার নমুনা পাওয়া গেল পাঠস্পৃহা থেকে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৩।

পাঠস্থান [স] *বি* শিক্ষাকেন্দ্র। 'তাহারা পাঠস্থানে যে-সমস্ত সুধাময় বচন শিক্ষা করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পাঠস্বীকার [স] *বি* অধ্যয়ন। 'নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পাঠস্বীকার করা অনুপযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮২০।

পাঠাংশ [স] *বি* পড়ার অংশ। 'পাঠাংশ আয়ত্ত করিতে অবসর পান নাই।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

পাঠাগার [স] *বি* বিদ্যালয়; লাইব্রেরি। 'গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় ও পাঠাগার সংস্থাপন করাও কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পাঠক [স] **১** *বি* ছাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মঙ্গলবারে ইঙ্গরেজী পাঠকেরদের পরীক্ষা হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বি* যে পাঠ করে। 'কখন স্রষ্টা কখন পাঠক।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাঠকচৈতন্য [স] *বি* পাঠকের চেতনা। 'তা পাঠকচৈতন্যে এক গূঢ় এবং তীব্র অনুব্যবসায় বিশেষের উদ্রেক করে।' *শিব*, ১৯৭৩।

পাঠকবর্গ [স] *বি* পাঠকগোষ্ঠী। 'আমরা ভরসা করি যে পাঠকবর্গ অবশ্য মনোযোগপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পাঠকবিষয় [স] *বি* পাঠকপ্রসঙ্গ। 'পাঠকবিষয়ে চেতনা সব লেখকের রচনাতেই কম বেশি প্রভাব ফেলে থাকে।' *শিব*, ১৯৭৩।

পাঠকরুচি [স] *বি* পাঠকের পছন্দ। 'এদের প্রভাবের ফলে যে পাঠকরুচি গড়ে ওঠে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

পাঠকসখ্যতাচ্যুত [স] *বিণ* পাঠকের সঙ্গে যোগ হারিয়েছে এমন। 'এর মধ্যেও যে নিঃসঙ্গ পাঠকসখ্যতাচ্যুত কবি একবারে নেই তা নয়।' *শিব*, ১৯৫০।

পাঠকসমাজ [স] *বি* পাঠকবর্গ। 'লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পাঠা *ক্রি* অধ্যয়ন করা। 'অস্থির প্রেমের রোগে ক্ষেণে পাঠে দৃষ্টিযোগে ক্ষেণে হেরএ চাঁদবদন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পাঠানন্তর [স] *বি* অনুবাদ। 'রাধাকান্তদেব কর্ত্তৃক পাঠানন্তর শ্রীহস্তে সমর্পিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পাঠানুরাগ [স] *বি* পড়ার আগ্রহ। 'পাঠানুরাগের জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে মন্দার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

পাঠান্তর [স] *বি* মুদ্রিত বা লিখিত অংশের ভিন্ন পাঠ। 'এই শ্লোকটির পাঠান্তরও শুনিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পাঠাবশ্যক [স] *বিণ* পাঠ করা অবশ্য-প্রয়োজনীয় এমন। 'তদ্বিবরণ সমুদয় যুবা ব্যক্তিবর্গের পাঠাবশ্যক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

পাঠাভিলাষ [স] *বি* পড়ার বাসনা। 'অনেকজন পাঠাভিলাষ করিলেও অধিক বয়ঃক্রম জন্য ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

পাঠাভ্যাস [স] *বি* বিদ্যানুশীলন। 'সেই সময়ে, অধিক রাত্রি পর্যন্ত, পাঠাভ্যাস করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

পাঠার্থি [স পাঠার্থী] *বিণ* পাঠ করতে চায় এমন। 'ইংরাজি পাঠার্থি বালকেরদের শিক্ষার্থে ... পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পাঠার্থী [স] *বিণ* পাঠ করতে চায় এমন। 'যাঁহারা পাঠার্থী হয়েন তাঁহারা আত্ম প্রার্থনাসূচক নিবেদন পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত লিখিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

পাঠার্থে [স] *ক্রিবিণ* পাঠের উদ্দেশে। 'পাঠার্থে ভ্রমণ করে বুলি দেশে দেশে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাঠিকা [স] **১** *বি স্ত্রী* ছাত্রী। 'পাঠশালার পাঠিকা প্রায় ৬০ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি স্ত্রী* পাঠ করে যে। 'বিশেষজ্ঞতার খ্যাতি পাঠিকাদের কাছে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হল না।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

পাঠোত্তীর্ণ [স] *বিণ* পাঠ করে কৃতকার্য হয়েছে এমন। 'ঐ পত্র উত্তমোত্তম বিদ্যাগারস্থ পাঠোত্তীর্ণ কতিপয় ব্যক্তিরা সম্পন্ন করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

পাঠোদ্ধার [স] *বি* অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য লেখার পাঠ নির্ণয়। 'বাঙ্গালী পণ্ডিত তাহার পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধার করিতেছে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

পাঠা[১], **পাঠানো** *ক্রি* প্রেরণ করা। 'ভাণ্ডৰ্জা পাঠাইলি মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাঠাইল** *ক্রি* প্রেরণ করলো। 'প্রভু তারে কৃপা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পাঠাঞাঁ** *ক্রি* পাঠিয়ে। 'তোরে পাঠাঞাঁ দিল কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাঠাই** **১** *ক্রি* পাঠিয়েছি। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *ক্রি* পাঠাচ্ছি। 'সংপ্রতিক এক সও তক্তা সিক্কা আর বাটীর সকলের কাপড় ... পাঠাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **পাঠাইআ** *ক্রি* প্রেরণ ক'রে। 'ফিরিস্তাক পাঠাইআ রসুলেক সম্বোধিআ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পাঠাইছেন** *ক্রি* পাঠিয়েছেন। 'তোমার কারণে মোরে পাঠাইছেন গোসাই।' *বিজয়*, ১৬৫০। **পাঠাইতে** *ক্রি* পাঠাতে। 'লঙ্কা পাঠাইতে দূতে ভেজে রঘুরাজ।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাঠাইব** **১** *ক্রি* যেতে দিবো। 'না পাঠাইব তোমা দূর দেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* পাঠাবো। 'বেস্যা সভ পাঠাইব প্রধান সোন্দরী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পাঠাইবেক** *ক্রি* পাঠাবেন। 'কেরি সাহেবের নিকট আপন নাম পাঠাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১। **পাঠাইবোঁ** *ক্রি* পাঠাবো। 'সুরতি জাণিলেঁ বড়ায়ি পাঠাইবোঁ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাঠাইয়া** *ক্রি* পাঠিয়ে। 'গন্ধর্ব নৃপতি যথ সব চর পাঠাইয়া/ আনাইলা গন্ধর্ব সকল ডাকাইয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **পাঠাইয়াছিলে** *ক্রি* পাঠিয়েছিলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **পাঠাইল** *ক্রি* পাঠালো। 'উদ্দেস করিতে লোক পাঠাইল সত্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাঠাইলা** *ক্রি* প্রেরণ করলো। 'দূত মুখে কহিয়া পাঠাইলা নরপতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **পাঠাইলি** *ক্রি* পাঠালি; পাঠালে। 'ভাণ্ডৰ্জা পাঠাইলি মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাঠাইলুঁ** *ক্রি* পাঠালাম। 'সভাকে মারিয়া পাঠাইলুঁ জম ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাঠাইলে** *ক্রি* পাঠিয়েছে। 'নেআলী মাল্লী/ আরও নানা ফুল/ কে দিআঁ পাঠাইলে মোর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাঠাইলোঁ** *ক্রি* পাঠালাম; পেরণ করলাম। 'বলিতে তোকে দূতা পাঠাইলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাঠাইহ** *ক্রি* পাঠিও। 'হংসি দিয়া সমাচার পাঠাইহ মোকে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাঠাএ** *ক্রি* পাঠায়। 'আইহন সে জীএ কিকে/ হেন নারী পাঠাএ বিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাঠাও** *ক্রি* প্রেরণ করো। 'দক্ষিণ পাটনে পাঠাও অন্য জনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পাঠাওন্ত** *ক্রি* প্রেরণ করে। 'নিরন্তর পাঠাওন্ত যথ বস্তু জাত।' *সুলতান*, ১৭০০। **পাঠাঙ** **১** *ক্রি* পাঠাবো। 'তব হাম দূর দেশে পিয়া না পাঠাঙ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* পাঠাই। 'কোন দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পাঠান** **১** *ক্রি* প্রেরণ করেন। 'মাসে মাসে পাঠান সম্বল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* পাঠানো। 'তাহাকে বিলাত পাঠান জাবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **পাঠাম** *ক্রি* পাঠাবো। 'আজ্ঞা কর নৃপবর আজী পাঠাম জম ঘর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পাঠায়** *ক্রি* প্রেরণ করে। 'গাই নাহি দুইতে বৎস মেলিয়া পাঠায়।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাঠায়া** *ক্রি* প্রেরণ ক'রে। 'উদ্ধব পাঠায়া মনি মাগিলা নারায়নে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাঠায়িব** *ক্রি* পাঠাবো। 'আপণ বহু হাটক পাঠায়িব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাঠায়িল** *ক্রি* পাঠিয়েছি। 'কালীনাগ পাঠায়িল সাগরের পার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাঠায়িলে** *ক্রি* পাঠাইলো; পাঠিয়েছে। 'আম্মাকে পাঠায়িলে রাধা নান্দের নন্দনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাঠায়্যা** *ক্রি* পাঠিয়ে। 'পাঠায়্যা তোমার বাপে দুর্গম সিংহলে মন জেন পোড়ে মোর শোক-দাবানলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পাঠাল্য** *ক্রি* পাঠালো। 'আপনি ঠাকুর তবে পাঠাল্য নারদ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পাঠাহ** *ক্রি* পাঠাও। 'বুঝি রাধিকা পাঠাহ মথুরা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাঠাইয়া দেওয়া *ক্রি* স্থানান্তরিত করা। 'কৃষকদিগকে কোথায় পাঠাইয়া দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পাঁঠানো *ক্রি* প্রেরণ করা। **পাঁঠিল** *ক্রি* পাঠালো। 'ঘড়কিঙ্করে রাজা যুদ্ধেতে পাঁঠিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাঁঠে** *ক্রি* পাঠায়। 'ত্রাসে চিন্তিত হৈয়া জুদ্ধে পাঁঠে কুম্ভকর্ণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাঠাওন *বি* পাঠানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। পাঠাংশ *দ্র* **পাঠ**

পাঠা[২] [স্ত্রী পাঠা] *বি* পাঁঠা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পাঠাগার *দ্র* **পাঠ**

পাঠান [হি পঠান] *বি* উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সম্প্রদায়বিশেষ। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিটানি হনি পাঠান বসিল নানা জাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাঠানত্ব [পাঠান+স ত্ব] *বি* পাঠানের বৈশিষ্ট্য। 'খুদাবখ্শের পাঠানত্ব সম্পূর্ণ কর্পূর হয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পাঠানদেশ [পাঠান+স দেশ] *বি* লাহোরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও আফগানিস্তান। 'আফগানে (পাঠানদেশে) উৎকৃষ্ট মেষ জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পাঠানী [পাঠান>] **১** *বিণ* পাঠানের মতো। 'চলেছে পাঠানী কায়দায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* পাঠানরা ব্যবহার করে এমন। 'মাথায় পাঠানী পাগড়ি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পাঠানো *দ্র* পাঠা[১]

পাটিসাপটা *বি* রুটি ভাঁজ-করা মিষ্টি পিঠাবিশেষ। 'তাঁতির বউ বলে, পাটিসাপটা পিঠা।' *জসীম*, ১৯৬০।

পাঠ্য [স] **১** *বিণ* পড়ার জন্য নির্ধারিত। 'স্কুলবুক সোসাইটী পাঠশালার পাঠ্য গ্রন্থ দেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **২** *বিণ* পাঠযোগ্য। 'আমাদিগের ইংরাজি ভাষার বহু ছাত্র তাহা পাঠ্য বোধ করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'পুঁথির সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য চোদ্দ লক্ষগুণে বড়ো ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৩** *বিণ* পাঠ করতে হয় এমন; পাঠ করা উচিত। 'বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যত্নপূর্বক পাঠ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পাঠ্য অপাঠ্য *বিণ* পঠনযোগ্য ও পঠনের অযোগ্য। 'পাঠ্য অপাঠ্য সমস্ত বই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

পাঠ্য করা *ক্রি* পাঠোপযোগী করা। 'ছাপাখানা এসে শ্রাব্য কবিতাকে পাঠ্য করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পাঠ্য গ্রন্থ [স] *বি* প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত বই। 'স্কুলবুক সোসাইটী পাঠশালার পাঠ্য গ্রন্থ দেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

পাঠ্যজীবন [স] *বি* ছাত্রজীবন। 'পাঠ্যজীবনে কদাপি বিবাহ করিবে না।' *এসলাম*, ১৯১৭।

পাঠ্যতালিকা [স] *বি* পাঠ করতে হবে এমন বিষয়ের তালিকা। 'মাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা থেকে ইতিহাস বরখাস্ত হওয়ার পূর্ব্বে ...।' *সবুজ*, ১৯২১।

পাঠ্যতালিকাভুক্ত [স] *বিণ* পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। 'এই উপাদেয় গ্রন্থখানা ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছেন।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

পাঠ্যপুস্তক [স] *বি* শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা বই। 'পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে স্থূল স্থূল দুই একটি কথা মাত্রের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; '...সাধারণ পাঠ্য পুস্তক ছিল।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'বিকৃত পাঠ্যপুস্তক সকল পাঠ করিয়া ...।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

পাঠ্যপুস্তকাদি [স] *বি* পাঠপুস্তক ও লেখাপড়ার অন্যান্য সরঞ্জাম। 'পাঠ্যপুস্তকাদি সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া শিক্ষকের প্রতি কতই বিরক্ত হইতাম।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

পাঠ্যপ্রণালী [স] *বি* পাঠ কৌশল। 'বর্ত্তমান পাঠ্যপ্রণালীর আড়ম্বর দেখিলে।' *এসলাম*, ১৯২০।

পাঠ্যবই [স পাঠ্য+আ বহী] *বি* পাঠ্যপুস্তক। 'একটু পরে ছোট্ট হাই তুলে পাঠ্যবই মুড়ে রাখলো।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

পাঠ্যভুক্ত [স] *বিণ* পাঠ্যসূচিভুক্ত। 'বিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত হয়।' *বাসন্দা*, ১৯০৯।

পাঠ্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* পাঠদানের বিষয় হিসেবে। 'উর্দ্দু পাঠ্যরূপে থাকিবার জন্য কমিটি বলিয়াছেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪।

পাঠ্যসূচীভুক্ত [স] *বিণ* পাঠ্য তালিকার অর্ন্তভুক্ত। 'উহাকে দেশের সকল শিক্ষাস্তরে অনেকটা অবশ্য পাঠ্যসূচীভুক্ত করা হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

পাঠ্যাবস্থা [স পাঠ্য-অবস্থা] *বি* ছাত্রজীবন। 'সে পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে করবে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

পাড়[১] [স পার] *বি* তট; কূল। 'বড় বড় দিঘির পাড় তার হাত-পা ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাড়ওয়ালা *বিণ* তীরবিশিষ্ট। 'উঠানকে মনে হয় উঁচু পাড়ওয়ালা পুকুর।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

পাড়ভাঙা *বিণ* পাড় ভেঙেছে এমন। 'পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপঝাপ শব্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'পালদের বাড়ি থেকে ফিরতে চৌধুরীদের পাড়ভাঙা পুকুর।' *কায়সার*, ১৯৬২।

পাড়[২] ১ *বি* কাপড়ের কিনারা। 'বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* কিনারা; পার্শ্ব। 'মেঘের রঙিন পাড় বুনেছে পড়ন্ত রোদ।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

পাড়ওয়ালা, পাড়ওলা *বিণ* পাড়বিশিষ্ট। 'রক্তকরা পাড়ওয়ালা মলাটের ঘোমটা দিয়া মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'রঙিন শাড়ি না পরলেও পাড়ওয়ালা শাড়ি পরতেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২; 'তার পরনে চিকন পাড়ওলা সেলাইহীন শাদা লুঙি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

পাড়-দেওয়া *বিণ* পাড়যুক্ত। 'দিঘির উত্তর ধারের এক টুকরো জল কলমি শাকের পাড়-দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পাড়[৩] [স পাত>] *বি* পায়ের চাপ বা আঘাত। 'তুষেতে পাড় যদি কেউ দেয় তাতে কি আর চা'ল বাহির হয়।' *লালন*, ১৮৯০; 'নিজের ঢেঁকি ছাড়া পাড় দেবে না।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পাড়ন *বি* প্রাথমিক স্তর। 'ফল মূল যাবে পাড়ন দিতে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

পাড়রি [স পাটল>] *বি* পারুল ফুল। 'পাড়রি পরিমল আসা পূরয় মধুকর গাবয় গীতে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পাড়া[১] [স পত্>] ১ *ক্রি* আঁকা। 'মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞি কপট নাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'লেখা করে কাহ্নাঞি আপনে খড়ী পাড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* করা; দেওয়া। 'মিছাই মাথাএ পাড়এ সান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* প্রচার করা। 'তবে নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবাদী সতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* ভাঙা। 'ইহ্মলা খাআঁ কাহ্নু বার পাড়িবে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৫ *ক্রি* বিছানো। 'খাট পাড় যমুনার তীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৬ *ক্রি* উচ্চারণ করা। 'সাসু দুরুখার ঘরে পাড়িব গালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৭ *ক্রি* ফেলা। 'চুলে ধরি মঞ্চে হৈতে ভূমিতলে পাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৮ *ক্রি* আছাড় মারা। 'মঞ্চ হইতে ভূম্যে পাড়ি কংস রাজায় মারি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৯ *ক্রি* নামিয়ে আনা। 'আকাস হৈতে পাড়িয়া তার প্রাণ হরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ১০ *ক্রি* শুরু করা। 'কোন দিন পাড়ে গণ্ডগোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ১১ *ক্রি* বাদ সাধা। 'মোর আহারে বিঘ্ন পাড় পাপমতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ১২ *ক্রি* প্রসব করা। 'ডিম্ব পাড়ি উম দি রহিল।' *সুলতান*, ১৭০০। ১৩ *ক্রি* পা দিয়ে চাপ দেওয়া। 'পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ১৪ *ক্রি* উত্থাপন করা। 'তিনি নিজে ইচ্ছা করে কথা পাড়েন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ১৫ *ক্রি* গাছ থেকে নামানো। 'আরো কুল পাড়ো গোটা ছয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ১৬ *ক্রি* উপর থেকে নামানো। 'মুহূর্তপরে একটা জিনিস পাড়িতে গিয়া ফেলিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ১৭ *ক্রি* বের করা। 'পুরনো দলিল পেড়ে দর নিয়ে কোস্তাকুস্তি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

পাড়া[২] [স পাটক>] ১ *বি* পল্লী; মহল্লা। 'পসার সাজাহ গোপি কে জাইবে পাড়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বেশ্যাবাড়ি। 'এ বয়সে পতি নাই তাইত পাড়ায় যাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বি* বাসস্থান। 'সেইখানে মেঘেদের পাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পাড়াওয়ারি *ক্রিবিণ* পাড়া অনুযায়ী। 'পাড়াওয়ারি দল বাঁধে যারা যে পাড়ার।' *যতীশ*, ১৯৬৩।

পাড়াকুঁদুলি, পাড়াকুঁদুলী [পাড়া+স কন্দল] ১ *বি* পাড়ার লোকেদের সঙ্গে কোন্দল বা ঝগড়া করে বেড়ায় যে। 'পাড়ার পাড়াকুঁদুলীরে ... এক ভাতারে মন ওটে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* স্ত্রী পাড়ার লোকের সাথে ঝগড়া করে বেড়ায় এমন। 'ইনি সেই পাড়াকুঁদুলি মালকা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাড়াগাঁ, পাড়াগা [পাড়া+স গ্রাম] *বি* গ্রাম অঞ্চল। 'পাড়াগাঁয়ে গঙ্গাতীরে যারা করে বাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী পাড়াগা অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লোক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পাড়াগাঁইয়া [পাড়া+স গ্রাম>] *বিণ* গেঁয়ো। 'তুমি একটা পাড়াগাঁইয়া মেয়ের ধ্যানে কাটাইছ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পাড়াগেঁয়ে [পাড়া+স গ্রাম>] ১ *বিণ* পাড়াগাঁয়ে বাস করে এমন। 'তুমি ... পাড়াগেঁয়ে মানুষ অত্যল্প দিবস কলিকাতায় আসিয়াছ।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বিণ* পাড়াগাঁয়ের। 'পাড়াগেঁয়ে কাঁচা রাস্তা।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

পাড়াগেঁয়ে ভূত *বি* অশিক্ষিত ও স্থূলরুচির লোক; গ্রাম্য। 'কায়স্থ

ব্রাহ্মণ বড় মানুষ (পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ছাড়া) প্রায় মাইনে করা মোসাহেব রাখেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পাড়াগেঁয়ে [পাড়া+স গ্রাম>] *বিণ* গেঁয়ো। 'এক জন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পাড়াগ্রাম [পাড়া+স গ্রাম] *বি* পাড়াগাঁ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পাড়া চষা *ক্রি* মহল্লা খুঁজে বেড়ানো। 'কাঁচা পেয়ারার সন্ধানে সারা দুপুর পাড়া চষি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পাড়াপড়শি, পাড়াপড়শী [পাড়া+স প্রতিবেশী] *বি* প্রতিবেশী; পাড়ার লোকজন। 'শিশু সব লৈয়া পাড়াপড়শীর ঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পাড়াপড়শির দৃষ্টি থেকে কিছু আপনার রাখো তো ঢেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'ভবুরাম ওর পাড়াপড়শী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পাড়াপড়সি, পাড়াপড়সী [পাড়া+স প্রতিবেশী] *বি* একই পাড়ার বসবাসকারী; পড়শি। 'এমত রহিয়ে পাড়াপড়সীর ডরে।' *জ্ঞানদাস*, ১৬০০; 'সে পুষ্করিণীতে পাড়াপড়সি সকলে জলসরে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পাড়াপ্রতিবাসি [পাড়া+স প্রতিবেশী] *বি* একই পাড়ার বসবাসকারী। 'পাড়াপ্রতিবাসি সকলকে প্রতক্ষে জিজ্ঞাসা করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পাড়াপ্রতিবেশিনী [পাড়া+স প্রতিবেশিনী] *বি* পাড়ার নারী। 'কানে কানে কলঙ্ক রটায় পাড়াপ্রতিবেশিনীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পাড়া-বিদারী *বিণ* পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে এমন। 'নচেৎ এই হাসি পাড়া-বিদারী হতে পারত।' *শওকত*, ১৯৭৩।

পাড়া বেড়ানো *বি* বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। 'আজকে তাহার পাড়া বেড়ানোর অবসর মোটে নাই।' *জসীম*, ১৯২৯।

পাড়াবেড়ানি, পাড়াবেড়ানী [পাড়া+স বর্তন] *বি* পাড়াময় বেড়াতে পছন্দ করে যে। 'তুমি কোথা গিয়াছিলা পাড়া বেড়ানী।' *কেরি*, ১৮০২; 'পাড়াবেড়ানি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাড়াবেড়ানিআ [পাড়া+স বর্তন] *বিণ* পাড়াময় বেড়াতে পছন্দ করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাড়া বেড়ানো *ক্রি* পাড়াময় ঘুরে বেড়ানো। 'খালি গল্প, গান আর পাড়া বেড়ানো।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

পাড়াময় [পাড়া+স ময়] *ক্রিবিণ* সমস্ত পাড়ায়। 'পাড়াময় অত্যাচার উপদ্রব করিয়া বেড়াইতে দুইজনেই যথেষ্ট।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পাড়ায় পাড়ায় *ক্রিবিণ* পাড়া থেকে পাড়ায়। 'পাড়ায় পাড়ায় বাজিয়ে বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পাড়ানো [স পাত>] *ক্রি* পা দিয়ে চাপ দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাড়াপাড়ি [স পাত>] *বি* সংঘাত। 'ঘুচিল শেজি পাড়াপাড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাড়ি[১], **পাড়ী** [স পাটক>] ১ *ক্রিবিণ* পাড়ি দিয়ে। 'বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০। ২ *বি* গদি। 'তুলি পাড়ি পাছুড়ি করিব নিয়োজিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* খেলার বাজি। 'ছাড়িয়া পাটের দোলা একে একে করে খেলা পাড়ি থুয়্যা ভূষণ অম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* তীর। 'কূলে কূলে ভরা দিঘি ... ঢালু পাড়ি চারিপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পাড়ি জমানো *ক্রি* গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। 'নেই যদি বা জমল পাড়ি, ঘাট আছে তো বসতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'উলানিয়ার নৌকো দুরন্ত পাড়ি জমিয়েছে।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

পাড়ি দেওন [স পাটক>] *বি* পার হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পাড়ি দেওয়া [স পাটক>] *ক্রি* পার হওয়া। 'পাড়ি দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাড়ি[২] [স পার>] *বি* কাপড়ের কিনারা। **পাড়িদার** [স পার>+ফা দার] *বিণ* পাড়যুক্ত। 'বিবিধ প্রকার পাড়িদার অর্থাৎ তাবিজপেড়ে, মরিচাপেড়ে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পাণি[১], **পাণী** [স পানীয়] *বি* পানি। 'তিণ ন ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।' *চর্যা ৬*, ১২০০; 'তোহ্মার যৌবন রাখে পাণির ফোটা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাণিআ [স পানীয়] *বি* পানীয়। 'জিম জলে পাণিআ টলিআ ভেউ ন জাঅ।' *চর্যা ৪৩*, ১২০০।

পাণিআল [স পানীয়] *বি* পানিফল। 'আঁওলা কমলা পাণিআল লবলী বদরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাণিফুটি *বি* জলটুকু। 'পাণিফুটি মার আস্কাক বুইল কাহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাণি[২] [স] *বি* হাত। 'কাকুতি মিনতি করি বলে যুগ পাণি জুড়ি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাণিগৃহীত্রী [স] *বি* স্ত্রী। 'দৌহিত্রীকে জগৎসিংহের পাণিগৃহীত্রী করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

পাণিগ্রহ [স] *বি* বিবাহ। 'পাণিগ্রহ কৈল দোহ শাস্ত্রের বিধানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাণিগ্রহণ [স] ১ *বি* বিবাহ। 'সেই নিয়মানুসারে পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ২ *বি* হাত ধারণ; করমর্দন; হ্যান্ডশেক। 'ম্যাজিস্ট্রেটের শ্যালীর পাণিগ্রহণ করে সহাস্যমুখে টেবিলে বসলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পাণিদান [স] *বি* নির্ভরতা। 'কাব্যলক্ষ্মী! এ-পাণিদানের অর্থ নেই।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

পাণিপীড়ন [স] ১ *বি* বিবাহ। 'রাজদুহিতার পাণিপীড়নে আমি যে সমর্থ হইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ২ *বি* হাতের মার বা প্রহার। 'সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণিপীড়ন সহ্য করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পাণিপুট [স] *বি* অঞ্জলি। 'বমুকা নদীর তটে পূজা করি পাণিপুটে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পাণিপ্রার্থী [স] *বিণ* বিয়ের অভিলাষী। 'মদন (ঐ বৃদ্ধের কন্যা সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী)।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

পাণি[৩] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'হরিশ্চন্দ্র পাণি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পাণিনি-সূত্র [স] *বি* খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের সংস্কৃত ভাষাতাত্ত্বিক পাণিনি-রচিত সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ ও সংশয়মুক্ত সিদ্ধান্তবিশিষ্ট বাক্য। 'পাণিনি-সূত্রের বার্তিকে উক্ত 'নানার্থকে অলো অন্ত্যবিধিঃ' ইত্যাদি পরিভাষা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ইতিমধ্যে পাণিনি অমরকোষ এবং ধাতুপাঠ আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পাণে [স প্রবণ>] *ক্রিবিণ* কূলে। 'কহে সৈয়দ সুলতানে নৌকাখানি আনিলাম পাণে।' *সুলতান*, ১৭৫০।

পাণ্টুলন [হি] *বি* নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'এক ছেঁড়া টুপি, পচা কাপড়ের জ্যাকেট পাণ্টুলন এবং কাঁচের টম্বল সম্বল মাত্র ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

পাণ্ড *বি* দেয়াল। 'পাথরের পাণ্ড।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাণ্ডব [স] *বি* পাণ্ডুরাজের পঞ্চপুত্র। 'মাএর সহিত পুড়িয়া মৈল পাণ্ডব

পঙ্কজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাণ্ডববর্জিত [স] ১ *বিণ* অনুন্নত। 'পাণ্ডববর্জিত দেশ যদ্যপি আমার...।' *সুভাষ*, ১৯৪০। ২ *বিণ* নিকৃষ্ট। 'এই পাণ্ডববর্জিত অকুলীন অজায়গায় একদিন সন্ধ্যায়।' *হাসান*, ১৯৬০।

পাণ্ডবীয়া [স] *বিণ* পাণ্ডবদের। 'পাণ্ডবীয়া পুরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পাণ্ডা[১] [স পণ্ডিত] ১ *বি* তীর্থযাত্রীদের যারা দেখাশোনা করে। 'কামরূপের পাণ্ডাবর্গাশ্য রশিদ।' *বোগল*, ১৭৭০। ২ *বি* দলের প্রধান ব্যক্তি; সর্দার। 'তাঁকেই আমাদের লন্ডনের পাণ্ডাপদে বরণ করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'কাসেম কৃষক-সমিতির বড় পাণ্ডা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পাণ্ডাগিরি [পাণ্ডা+ফা গিরি] ১ *বি* তীর্থযাত্রীদের দেখাশোনার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* মাতব্বরি। 'পাণ্ডাগিরি করিয়া বেড়াইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পাণ্ডাঠাকুর [পাণ্ডা+ঠাকুর] *বি* প্রধান পুজারী। 'পাণ্ডাঠাকুর আসিল প্রণামী কুড়াইতে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

পাণ্ডাপাল *বি* পূজারীর দল। 'পাণ্ডাপাল সব আইলা প্রসাদ-মালা লৈয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাণ্ডা[২] *বি* ভালুকজাতীয় এক প্রকার জন্তু। 'পাণ্ডা ... দেশের একটি জন্তু।' *হাই*, ১৯৫৮।

পাণ্ডি *বি* পিঁড়ি। 'ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইণ।' *চর্যা* ১, ১২০০।

পাণ্ডিআচাদ [স পণ্ডিতাচার্য] *বি* পণ্ডিতাচার্য। 'পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাদে।' *চর্যা ৩৬*, ১২০০।

পাণ্ডিত্য [স] *বি* জ্ঞান; পণ্ডিতের বৈশিষ্ট্য। 'সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাজত্ব হইতে পাণ্ডিত্য বড়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পাণ্ডিত্যকর্ম, পাণ্ডিত্যকর্ম্ম [স] *বি* পণ্ডিতের চাকরি; হিন্দু আইনের ব্যাখ্যাদাতার চাকরি। 'কচহরির পাণ্ডিত্যকর্ম্মে শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা দিব।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ [স] *বিণ* বিদ্যাবত্তাবিশিষ্ট। 'অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপন্যাস পাঠ ক'রে যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী [স] *বি* পণ্ডিত। 'ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী বলেছেন ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজ দেশী লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল করেছেন ফ্রান্স যেন সে ভুল করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পাণ্ডিত্যশালী [স] *বিণ* পাণ্ডিত্যপূর্ণ। 'তাদৃশ পাণ্ডিত্যশালী মনুষ্য এতদ্দেশে দুর্লভ।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

পাণ্ডিত্যাশ্রয় [স পাণ্ডিত্য-আশ্রয়] *বিণ* পাণ্ডিত্যের আধার। 'অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যাশ্রয় মহামহোপাধ্যায় মহারাজ গুরু শ্রী ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

পাণ্ডু [স] ১ *বি* ঘুঘু পাখি। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* পিত্তবৃদ্ধিজনিত রোগবিশেষ; জন্ডিস। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বিণ* ফ্যাকাশে; হালকা হলুদ বর্ণের। 'কালিমাভ চক্ষুবিশিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ স্ফীত-উদর যুবক-সম্প্রদায়ের বিষণ্ণ মূর্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পাণ্ডুকিশলয় [স] *বি* পাণ্ডুরঙের কচি পাতা। 'ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন-চারি/ সিসুগাছ পাণ্ডুকিশলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পাণ্ডুতাপ [স] *বি* দিন শেষের পাণ্ডুরঙের ম্লান আলো। 'দিবসের পাণ্ডুতাপে সে আমার কোমল মৃত্তিকা।' *আহসান*, ১৯৫৯।

পাণ্ডুনীল [স] *বিণ* ফ্যাকাশে নীল। 'পাণ্ডুনীল আকাশ দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পাণ্ডুবদন [স] *বিণ* ফ্যাকাশে মুখবিশিষ্ট। 'পাণ্ডুবদন, পাণ্ডুবরণ, মাথায় কেশের রাশি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

পাণ্ডুবরণ, পাণ্ডুবরন [স পাণ্ডুবর্ণ] ১ *বিণ* সাদা পীতবর্ণ। 'পাপড়িঝরা পুরাতনের পাণ্ডুবরণ পদ্মচাকী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বিণ* ফ্যাকাসে। 'পাণ্ডুবরন হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

পাণ্ডুবর্ণ [স] ১ *বি* ফ্যাকাশে রং। 'সে পাণ্ডুবর্ণ।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'কালিমাভ চক্ষুবিশিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ স্ফীত-উদর যুবক-সম্প্রদায়ের বিষণ্ণ মূর্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* হলুদাভ। 'উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পাণ্ডুবর্ণী [স] *বিণ* সাদা রঙের। 'আজি হতে তিরোহিতা পাণ্ডুবর্ণী বৈলাতী শর্করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পাণ্ডুভাল [স] *বি* ফ্যাকাশে ললাট। 'সদ্য-নিদ্রা-জাগরিত গগনের পাণ্ডুভাল।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

পাণ্ডুভাস [স] *বি* ফ্যাকাশে আলো। 'বিরহের ম্লানহাসে পাণ্ডুভাসে জ্যোৎস্না তারে করিছে করুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

পাণ্ডুর [স] ১ *বিণ* ফ্যাকাশে। 'বিরহ পাণ্ডুর দেখি বিসাদ বহুলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* ধূসর। 'ঘনবৃষ্টিতে পাণ্ডুর হয়ে আসে সমস্ত আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পাণ্ডুরতা [স] ১ *বি* ধূসরতা। 'পাতায় ঘাসে পাণ্ডুরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ২ *বি* অনুজ্জ্বলতা। 'শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা তাকে তো লজ্জা দিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পাণ্ডুরবর্ণ [স] *বিণ* ধূসর রঙের। 'পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পাণ্ডুরাগ [স] *বি* ফ্যাকাশে বর্ণ। 'ধোয়া তুলির পাণ্ডুরাগ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

পাণ্ডুরোগ [স] *বি* পিত্তাধিক্যজনিত রোগবিশেষ; জন্ডিস। 'যেমন পুরুষের পাণ্ডুরোগ, তেমনি স্ত্রীলোকের হৃদরোগ ধরা পড়ে চোখে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

পাণ্ডুরোগী [স] *বি* জন্ডিস রোগে আক্রান্ত রোগী। 'লক্ষ-লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

পাণ্ডুরি *বি* গাছবিশেষ। 'মাগুড়ি পাণ্ডুরি কাটে শতমূলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাণ্ডুলিপি [স] ১ *বি* খসড়া। 'নূতন নিয়মের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৬০; 'পাণ্ডুলিপি পাশ হইয়া গেলে।' *এসলাম*, ১৯২৮। ২ *বি* সৃজনশীলতা। 'পৃথিবীর সব রঙ নিতে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন।' *জীবন*, ১৯৪২।

পাণ্ডুলিপিকার [স] *বি* পাণ্ডুলিপি রচয়িতা। 'পাণ্ডুলিপিকারের দোষে "শেখ কবীরে" পরিণত হইয়াছে।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

পাণ্ডুলেখ [স] ১ *বি* পাণ্ডুলিপি। *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* লিখিত প্রস্তাব। 'তাহারদিগকে তাহার পাণ্ডুলেখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বি* খসড়া। 'তাহার পাণ্ডুলেখ এই মত করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

পাণ্ডুলেখ্য [স] *বি* খসড়া। 'পাণ্ডুলেখ্য আমারদিগকে দর্শান তবে তদ্বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিতে পারা যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পাত[১] [স পত্র] ১ *বি* পত্র। 'আসা বহল পাতহ বাহা।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

২ *বি* পাতা। 'গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* লেখার উপযোগী পাতা। 'চারি২ পয়সা করিয়া পাত দোয়াত কলম কিনিতে দেই।' *গৌর*, ১৮২২।

পাতবাদাম, পাৎবাদাম [স পত্র+স বাতাম্র] *বি* কাঠবাদাম। 'একটা পাতবাদামের গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'যেন পাৎবাদামের গাছ থেকে বাদাম টপাটপ করে ঝরে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পাত[2] [স পাত্র] ১ *বি* থালা। 'পাত পাতিআঁ কেহে নাহি দেহ ভাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পাত্র। 'কেহো হাতে কেহো পাতে কেহো ফুলদলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* ধাতুর ফলক। 'লোহার ঘর লোহার দ্বার উপরে লোহার পাত।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৪ *বি* ভোজনপাত্র রূপে ব্যবহৃত পাতা। 'রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে হাত দিয়ে পাত চাটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৫ *বি* পৃষ্ঠা। 'ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পাত করা *ক্রি* খাবার আসন পাতা। 'গোরার পাশেই বিনয়ের পাত করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পাতখোল [স পাত্র>] *বি* অন্ন পোড়ানো মাটির পাত্র। 'অন্ন কড়ি দিয়া তথা কেন পাতখোলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পাতখোলা [স পাত্র>] *বি* অন্ন পোড়ানো মাটির পাত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাত দত [স পাত্র+আ দওয়াত>] *বি* অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। 'তবে পাত দত তোলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

পাত-পড়া *বি* ভোজনের আয়োজন। 'কেউ কেউ পাত-পড়া দেখে বসে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পাত পাড়া ১ *ক্রি* খাওয়ার জন্য স্থান নেওয়া। 'পাত পাততে ভয় করি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *ক্রি* খাবারের আয়োজন করা। 'আর তুই পাত পেড়ে দিতি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পাতপিঁড়ি *বি* কাঠের পাটাতন সদৃশ আসন। 'ছাদে পাতপিঁড়ি পেতে খাওয়ার পক্ষপাতী।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পাতপোরা [স পাত্রপূর্ণ>] *বিণ* ভোজনপাত্র ভরা। 'খাসা মজা পাতপোরা হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পাত[3] [স পাতন>] ১ *বি* ধ্বংস। 'অসুর কিন্নর আদি চরাচর সকলি হইল পাত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* অতিবাহিত। 'দেবমানে দ্বাদশ বৎসর হলে পাত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* বিনাশ। 'দেহের যে পাত, সেই মোক্ষ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বি* পতন। 'আকাশে পাতালে উত্থান পাত একদা থামে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

পাতক [স] ১ *বি* পাপ। 'এ হরি বলে জনি পরসবি মোয়। তিরিবধ পাতক লাগএ তোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* দুষ্কৃতকারী। 'পালায় পাতক দূর ভয় যার নামে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পাতকগ্রস্ত [স] *বিণ* পাপী। 'তোমার মত নরাধমকে বাঁচাইয়া কে পাতকগ্রস্ত হইবে?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পাতকভাগী [স] *বিণ* পাপের অংশভাগী। 'সেরূপ অকৃতজ্ঞ নরাধমের মুখদর্শনেও পাতকভাগী হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পাতকিনী [স] *বি* স্ত্রী পাপী। 'পাতকিনীকে কাছে লইয়া ঘৃণা ও পীড়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পাতকী [স] ১ *বিণ* পাপী। 'এতেক পাতকী হৈয়া সমুদ্র কুলে বসি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* দুষ্কৃতকারী। 'লোভমতি পাপী আমি লম্পট পাতকী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাতকাল *বি* পাখিবিশেষ। 'পাতকালে পলায়ে গেল প্রাণ বড় ধন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাতকালি *বি* শিশুদের খেলাবিশেষ। 'টিক নাটিম পাতকালি কনক সুন্দর সালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাতকুয়া[1] *বি* পাখিবিশেষ। 'পাতকুয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বৈসে পাঁচ সাত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পাতকুয়া[2] [পাতি>+স কূপ>] *বি* ছোটো কুয়া। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'খাই গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পচা বিল কি পাতকুয়ার জল!' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

পাতকুআ [পাতি>+স কূপ>] *বি* ছোটো কূপ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাতকুয়ো [পাতি>+স কূপ>] *বি* ছোটো কুয়া। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'কতকগুলি বাঁধানো পাতকুয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পাতকূয়া *বি* ছোটো কুয়া। 'একপাশে একটা পাতকূয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পাতকো [পাতি>+স কূপ>] *বি* ছোটো কুয়া। 'ছুঁড়ী পাতকোয় জল তুলছিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পাতকোতলা [পাতি>] *বি* ছোটো কুয়াসংলগ্ন স্থান। 'ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটিটী পাচ্চে না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পাতঞ্জল [স] *বিণ* পতঞ্জলি রচিত যোগ দর্শন। **পাতঞ্জলবেত্তা** [স] *বিণ* পতঞ্জলি-রচিত যোগদর্শনে বিশেষজ্ঞ। 'তার্কিক সাংখ্যবেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈশেষিক ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পাতঞ্জল শাস্ত্র [স] *বি* পতঞ্জলি রচিত শাস্ত্র। 'পাতঞ্জল শাস্ত্রের মতে ষড়ঙ্গ যোগ সাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

পাতড়া [স পত্র>] ১ *বি* যে পাতায় রেখে খাদ্য গ্রহণ করা হয়েছে। 'কথা ঝুটা, নজর ছোটা, পাতড়া চাটা।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* হীনভাবে পরের বাড়ির খাদ্য গ্রহণ করা। 'কোন আত্মীয়ের বাটীতে পাতড়ায় নিযুক্ত হইয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

পাতড়া মারা *ক্রি* অন্যত্র গিয়ে অতিরিক্ত ভোজন করা। 'বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পাততাড়ি [স পত্র>] *বি* পাঠশালায় লেখার কাজে ব্যবহৃত তালপাতার আঁটি। 'আমরা পাততাড়ি সকল কিনিয়াছি।' *গৌর*, ১৮২২।

পাততাড়ি গুটানো, পাত্তাড়ি গুটানো *ক্রি* কাজ শেষ করে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যাওয়া। 'তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুঁটলি বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'তিনি পাত্তাড়ি গুটিয়ে প্যারিসে গেলেন।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

পাতন [স পাতন] *বি* স্থাপন। 'শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাধার পাতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাতনা *বি* চিটা; শস্যশূন্য ধান। 'ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে পাছে পাতনা উড়াইয়ে সংস্কার করিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাতনিক [স] *বিণ* অধঃপতনের। 'এইসব পাতনিক অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ইতিহাসে প্রাগ্জিক অনবচ্ছেদের প্রকল্পকে সমর্থন করে না।' *শিব*, ১৯৫৬।

পাতনী [স পাতন>] *বি* বিছানার চাদর। 'পাতনী পাত্যাছে তথি পামরি আঁচলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাত-নেড়ে [পাতি+নেড়ে] *বি* নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। 'হিন্দুরা ভাবে, পারসি শব্দে কবিতা লেখে, ও পাত-নেড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পাতর[১] [স প্রস্তর] ১ *বি* পাথর। 'বুদ্ধের সাগর বড় মাহদ্যা পাতর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* খাবার বাসন। 'ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পাতর[২] [স পাত্র] *বি* পাত্র। 'যুবরাজ পাতর যাবেন গৌড়দেশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাতরা [স পত্র] ১ *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'দলকচু গুড়কচু ঘিকলা পাতরা।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* খাবার গ্রহণের পাতা বা থালা। 'কথা বুটা, নজর ছোটা, পাতরা চাটা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পাতল [স পত্র>] ১ *বিণ* শীর্ণ। 'হার পেলাহ পাতল হউ তোর তন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* পুরু নয় এমন। 'ছেহাই খারাপ ছিল কাগজ পাতল।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বিণ* সূক্ষ্ম। 'পাতল বস্ত্র।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাতলা, পাৎলা [স পত্র>] ১ *বিণ* সূক্ষ্ম। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* পুরু নয় এমন। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'পাতলা ও ওজনে কম আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'পাৎলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* ঘন নয় এমন। 'একটা সুপ-প্লেটে খানিকটা পাৎলা গুড়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বিণ* পুরু নয় এমন। ৫ *বিণ* শীর্ণকায়। 'দীর্ঘকায় পাতলা-পোছের লোক।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'পাতলা একহারা চেহারা।' *জসীম*, ১৯৬১। ৬ *বিণ* অনিবিড়। 'ছোটবড় বন, কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। ৭ *বিণ* হালকা। 'অক্টোবর মাসের পাতলা কুয়াশা।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

পাতলা ছাতলা *বিণ* শীর্ণ দেহবিশিষ্ট। 'পাতলা ছাতলা একবারে ছিমছিমে।' *হাই*, ১৯৫৬।

পাতলি[১], **পাতলী** [স পত্র>] ১ *বিণ* ক্ষীণ। 'আঙ্গে পাতলী রাধা উন্নত যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পাতলি পাতলি কাঁখ।' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বিণ* তন্বী। 'কোঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাতলি[২] [স পাতাল] *বি* পাতাল। 'স্বর্গ তেজে সপ্তম পাতলি যেতে হয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাতলী *দ্র* পাতলি

পাতলুন, পাৎলুন [ই প্যান্টালুন] *বি* নিম্নাঙ্গের পোশাকবিশেষ; ট্রাউজার। 'পাৎলুনে একটা তালি লাগিয়ে দিয়েছেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩২; 'হ্যাট-কোট, পাতলুন।' *জীবন*, ১৯৩৩।

পাতশা [ফা বাদশাহ্] *বি* বাদশা। 'মহাবদজঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাতশাই [ফা বাদশাহ্>] *বিণ* বাদশাহি। 'পাতশাই পাঞ্জা পাই এই অভিমত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

পাতশায়ী [ফা বাদশাহ্>] *বিণ* রাজকীয়। 'পাতশায়ী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাতসা [ফা বাদশাহ্>] *বি* বাদশাহ। *ওর্সা*, ১৭৮২।

পাতিশা [ফা বাদশাহ্>] *বি* পাতশা; রাজা। 'ইহাতে দোষ বরো, যেমত এক পাতিশা অদিকারী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

পাৎশা [ফা বাদশাহ্>] *বি* বাদশা। 'পাৎশা শুনিলে তোমার করিবেক বন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাৎসাহা [ফা বাদশাহ্>] *বি* রাজা। 'পাৎসাহার মোহর মাথায় রাখি।' *ভবানী*, ১৮২৩।

পাতা[১] [স পাতি>] ১ *ক্রি* আয়োজন করা; ডাকা। 'সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* প্রতিষ্ঠা করা। 'পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহি ত মঙ্গলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* খাওয়ার পাত্র বিছানো। 'পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহি দেহ ভাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* তৈরি করা। 'মায়া পাতে কাহ্নাঞি তথাঁ নিন্দভোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৫ *ক্রি* সম্পর্ক স্থাপন করা। 'মিছাই রাধা পাতসি সম্বন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৬ *ক্রি* আরোপ করা; নির্ধারণ করা। 'মিছা পাতি দান করহ জঞ্জাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৭ *ক্রি* নিবিষ্ট করা। 'তাহাতে মুগধী রাধা না পাতিল কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৮ *ক্রি* বিছিয়ে রাখা। 'উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৯ *ক্রি* বস্ত্রাদি মেলে ধরা। 'আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ১০ *ক্রি* সূচনা করা। 'তা সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ১১ *ক্রি* শয্যা বিছানো। 'মন্দাকিনী জলে শয্যা পাতে নীলাম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ১২ *ক্রি* শক্তভাবে স্থাপন করা। 'সমরের মাজে জুজে পাত্যা দুই আঁটু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ১৩ *ক্রি* বলে বোঝানো। 'কহিল বিরহ দুঃখ পাতাইব কোনে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ১৪ *ক্রি* বাধানো। 'স্তম্ভ পাতিল তবে হিরণ্য নদি তীর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ১৫ *ক্রি* নিচু করা। 'চড়িবারে পৃষ্ঠ পাতি দিবাম এখনে।' *সুলতান*, ১৭০০। ১৬ *ক্রি* স্থাপন করা। 'বুরুজে কামান পাতা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ১৭ *ক্রি* বিস্তার করা। 'আকাশ যেন আমারি তরে/ রয়েছে বুক পেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ১৮ *ক্রি* শুরু করা। 'নতুন চাষা ও চাষাণী পাতিল নতুন ঘর।' *জসীম*, ১৯২৯। ১৯ *ক্রি* বসানো। 'দই একটা ছোট পাথরবাটিতে পাতিয়া রাখিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **পাত** *ক্রি* পাতার বিস্তার করো। 'আক্ষাত না পাত রাধা নাগরীবেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাতসি** *ক্রি* পেতেছো; স্থাপিত করেছো। 'মিছাই রাধা পাতসি সম্বন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাতাইব** *ক্রি* বলবো। 'কহিল বিরহ দুঃখ পাতাইব কোনে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পাতি** ১ *ক্রি* পেতে; নির্ধারণ করে। 'মিছা পাতি দান করহ জংজাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* স্থাপন ক'রে। 'ঘট পাতি পূজে তারা দেবি মাহেশ্বরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রি* নিচু ক'রে। 'চড়িবারে পৃষ্ঠ পাতি দিবাম এখনে।' *সুলতান*, ১৭০০। **পাতিআঁ** *ক্রি* পেতে; স্থাপন ক'রে। 'পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহি দেহ ভাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাতিব** শুরু করবো। 'তা সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পাতিয়া** *ক্রি* পেতে। 'ঘরে ঘরে বুলে সেই পাতিয়া নানাছলা।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাতিল** ১ *ক্রি* আয়োজন করলো। 'সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* নিবিষ্ট করলো। 'তাহাতে মুগধী রাধা না পাতিল কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* লাগিয়ে দিলো। 'স্তম্ভ পাতিল তবে হিরণ্য নদি তীর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *ক্রি* চালু করলো। 'পাটনি পাতিল খেয়া পার হইয়া যাইতে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **পাতিলেন** *ক্রি* সৃষ্টি করলেন। 'ব্যাধের সমুখে আসি পাতিলেন মায়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পাতী** *ক্রি* প্রতিষ্ঠিত ক'রে। 'পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহি ত মঙ্গলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাতে** ১ *ক্রি* বিস্তার করে। 'মায়া পাতে কাহ্নাঞি তথাঁ নিন্দভোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* বিছায়। 'মন্দাকিনী জলে শয্যা পাতে নীলাম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পাতেন** *ক্রি* বিছান। 'আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পাত্যা** *ক্রি* স্থাপন করা। 'সমরের মাজে জুজে পাত্যা দুই আঁটু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পাত্যাছে** *ক্রি* বিছিয়েছে। 'পাতলী পাত্যাছে তথি পামরি আঁচলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পেতে দেওয়া *ক্রি* বিছিয়ে দেওয়া। 'তারে নিরালায় পেতে দিতে চাই আমার অঙ্গ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পাতা[২] [স পত্র>] ১ *বি* পত্র। 'পাতা লতা শাল তাল সভার নিস্তার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* ধানের চারা। 'আজি ক্ষেতে পাতা রুইতে হবেক।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* আবরণ। 'চক্ষুর উপর দুইখানি আবরণ আছে। ঐ আবরণকে চক্ষুর পাতা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৪

বি প্রভৃ। 'সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাতা ভাল দেখিয়া আলতা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পাতাকাটা *বিণ* পাতার মতো বিন্যস্ত। 'পাতাকাটা চুলের ওপর এখনও জল চকচক করছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

পাতাগাছ *বি* পাতাবাহার গাছ। 'পূর্ণ হয়ে উঠল নানারঙা ফুল ও পাতাগাছের টবে-টবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

পাতা-ঝরা *বিণ* পাতা ঝ'রে গেছে এমন। 'তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা-ঝরা গান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পাতাঝরা হাওয়া *বি* পাতা ঝ'রে পড়ে এমন বাতাস। 'হৃদয়েরে নিজেই ঝরাই পাতাঝরা হাওয়ার হত্যায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

পাতাদল [পাতা+স দল] *বি* পাতাসমূহ। 'মরমরে পাতাদল মৃদুরবে বহে জল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পাতাপতঙ্গ [পাতা+স পতঙ্গ] *বি* গাছের পাতা, কীট ইত্যাদি। 'স্নিগ্ধ পৃথিবীর পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে।' *জীবন*, ১৯৪২।

পাতা-পত্তর [পাতা+স পত্র>] *বি* পাতা। 'ডালগুলো নেমে এসেছে রাশি রাশি পাতা-পত্তর নিয়ে।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

পাতাবাহার [পাতা+ফা বাহার] *বি* নানা রঙের ও নানা আকারের পাতাওয়ালা গাছবিশেষ। 'পাতাবাহার ও চীনা জবার ঝোপটা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পাতায় পাতায় *ক্রিবিণ* প্রতি পাতায়। 'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

পাতা সিজ *বি* পাতাওয়ালা মনসা গাছ। 'পাতা সিজ ঘোড়া সিজ গুড়কাঁউলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাতা[3] [স] *বি* পালক। 'স্রষ্টা, পাতা, এবং হর্তা পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পাতাকা [স পতাকা] *বি* পতাকা। 'রথ ধ্বজ পাতাকা দিলেক অতিশয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **পতাকা**

পাতাকী চক্র *বি* জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহৃত নকশাবিশেষ। 'হস্তরেখার প্রকাণ্ড ম্যাপ, রাশিচক্র, বর্ষচক্র, পাতাকীচক্র।' *মানিক*, ১৯৩৮।

পাতান [স পাতি>] *ক্রি* স্থাপন করা। 'সম্পর্ক পাতান হইত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

পাতানে *বিণ* রক্ত বা আত্মীয়তার ভিত্তি নেই, কেবল সম্বোধন করা হয় এমন। 'মাতাল হলে নিজের মাসি বড় জ্ঞান থাকে, তা আবার পাতানে মাসী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

পাতানো *বিণ* স্থাপন করা হয়েছে এমন। 'সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা-কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পাতামল *বি* এক জাতের ধানের নাম। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পাতাল [স] **১** *বি* নরক। 'স্বর্গ মর্ত্য পাতালে আন্ধার এক কায়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মাটির তলা। 'পাতাল ভেদিয়া তোলে ভোগবতীর জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাতালকুমারী [স] *বি স্ত্রী* পাতালের দেবী। 'পাতাল ভুবনে বন্দো পাতালকুমারী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পাতালছায়া [স] *বি* পাতালের মতো অন্ধকার। 'নিহিত পাতালছায়া ভরে ছিল আকাশপরিধি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

পাতাল-তল [স] *বি* পাতালরূপ তলদেশ। 'পেলাম শেষে পাতাল-তল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পাতালপদ্ধতি [স] *বি* পাতালের পথ। 'পায়ের দাপটে কাঁপে পাতালপদ্ধতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাতালপুর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ত্রিভুবনের কল্পিত সর্বনিম্নস্থ ভুবন। 'বৃক্ষও, মহীপতি সহিত, তৎক্ষণাৎ পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পাতালপুরী [স] *বি* মাটির তলা। 'পাতালপুরীতে সিঁধ কেটে মণিমানিক চুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

পাতালপ্রোথিত [স] *বিণ* পাতালে প্রবেশিত। 'ভোলাও এ আত্মময় পাতালপ্রোথিত শল্যপাত।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

পাতাল বাষ্পযান [স] *বি* মাটির নীচ দিয়ে চলে এমন রেলগাড়ি। 'লণ্ডনের সুড়ঙ্গপথে যে পাতাল বাষ্পযান চলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পাতালমুখী [স] *বিণ* ভূগর্ভে গমনকারী। 'মেঘনার পাতালমুখী কালো জল কেবলি নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

পাতাল-যক্ষপুরী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পাতালে অবস্থিত যক্ষের পুরী। 'মানিক আহরি আনে যারা খুঁড়ি পাতাল-যক্ষপুরী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পাতালের কারাগার *বি* ভূতলের কল্পিত ভয়ংকর কারা। 'পরি দৈন্যের শৃঙ্খল হায় পাতালের কারাগারে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

পাতি[1] [স পত্রিকা] **১** *বি* চিঠি। 'তোর সই লীলাবতী কপটে লিখিল পাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পংক্তি। 'কাগজ উপরে এক পাতি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পাতি[2] [আ] *বিণ* ছোটো। 'ব্যাটা পাতি মাতাল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

পাতিকাক [পাতি+স কাক] *বি* ছোটো জাতের কাক। 'কত পাতিকাক উড়ে আসত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পাতিচোর [পাতি+স চোর] *বি* ছিঁচকা চোর। 'আমরার মধ্যে শেষে একটা পাতিচোর ঢুকাইয়া দিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পাতিনেড়ে *বি* (গালিবাচক) নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। 'এতদ্দেশীয় মোছলমান যাহাকে পাতিনেড়ে কহে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পাতি-রাম [পাতি+স রাম] *বি* উগ্র নয় এমন হিন্দু। 'পাতি-রাম ভাবে কনফুসি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পাতিলেবু, পাতিনেবু [পাতি+আ লিমূন] *বি* ক্ষুদ্রাকৃতির লেবুবিশেষ। 'পাতিলেবু সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'সেই নালার এক জায়গায় একটি পাতিনেবুর গাছ জন্মিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পাতি লেবু [পাতি+আ লিমূন] *বি* ছোটো লেবু। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

পাতিশিয়াল [পাতি+স শৃগাল] *বি* ছোটো জাতের এক প্রকার শিয়াল; খেঁকশিয়াল। 'কানে আসিল দূর হইতে পাতিশিয়াল আর কুকুরের আওয়াজও।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

পাতিহাঁস, পাতিহাস [পাতি+স হংস] *বি* এক ধরনের হাঁস। *মানোএল*, ১৭৪৩; *ওর্সা*, ১৭৮২। 'পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পাতি[3] [স পংক্তি] *বি* সারি। **পাতি পাতি ক'রে** *ক্রিবিণ* তন্ন তন্ন ক'রে। 'ঘাসের জমি পাতি-পাতি করে খোঁজা হল।' *বিভূতি*, ১৯৩৭; 'পাতিপাতি ক'রে খুঁজি তবু পাই না হদিস তার।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

পাতিআএ, পাতিয়াএ [স প্রত্যয়>] **১** *ক্রি* বিশ্বাস করে। 'তা সুণি কে বা পাতিআএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বিশ্বাস হয়। 'মোর মনে নাহি পাতিয়াএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **পাতিয়া** *ক্রি* বিশ্বাস ক'রে। 'কে

পাতিয়া এত নগর ভরলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পাতিত [স] *বিণ* নিক্ষিপ্ত। 'কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্যের কিরণ পাতিত করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

পাতিত করে *ক্রি* ফেলে। 'তাহাদিগকে অশেষ প্রকার উৎপাতে পাতিত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পাতিত্য [স] *বি* অধঃপতনাবস্থা। 'বোদেলের [বোদলেয়র] পাতিত্যের চরমে গিয়াছেন।' *সবুজ*, ১৯২১।

পাতিব্রতা [স] *বিণ* পতিব্রতা। 'পাণ্ডব মহিষী নারী মার পাতিব্রতা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পাতিব্রত্য [স] ১ *বি* সতীত্ব। 'তাহাদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম কি রূপে রক্ষিত হইবে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* পতিপরায়ণতা। 'যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পাতিয়ারা *বি* প্রত্যয়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাতিয়াল [স পাত্রী>] *বি* মৃৎপাত্রবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাতিল [স পাত্রী] *বি* হাঁড়ি। 'হুত্তিলে পাতিল লইআ ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাতিলা *বি* পাতিল; হাঁড়ি। 'পাতিলায় মুগের ডাল।' *জসীম*, ১৯৬০।

পাতী *বি* চিঠি। 'ফয়জন বলে পাতী লেখ প্রাণপণে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পাতুড়ি, পাতুরি *বি* এক প্রকার ব্যঞ্জনবিশেষ। 'কই মাছের সর্ষেবাটা পাতুরি।' *মণীশ*, ১৯৬৩; 'ইলিশ মাছের সরষেবাটা পাতুড়ি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

পাতুরিয়া কয়লা [স প্রস্তর>] *বি* পাথুরে কয়লা। 'পাতুরিয়া কয়লা ফসিল কাষ্ঠ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পাতৃত্ব [স] *বি* রক্ষাকারিতা। 'পাতৃত্ব হর্তৃত্ব স্রষ্টৃত্বের সূচনাও বেদে আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পাতোয়া [স পত্র>] *বি* বীজবপন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাতোয়াল বৈঠা [স পত্র>] *বি* বিশেষ আকৃতির বৈঠা। 'পাতোয়াল বৈঠা দিয়া ঠেলে দুই ধারে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পাত্‌ড়া [স পত্র>] *বি* পাতা বা উচ্ছিষ্ট পাতা। 'মেরে দিতেম পাত্‌ড়া চেটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পাত্তর [স পাত্র] *বি* পেয়ালা। 'তোমার চেয়ে তিন পাত্তর বেশী খেয়েছে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬। দ্র **পাত্র**

পাত্তা [স পত্র>] *বি* খোঁজ। 'কয়েক দিন ধরে গুম, যদি কোনো পাত্তা মেলে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পাত্তেম দ্র **পারা**

পাত্‌লা [স পত্র>] *বিণ* ক্ষীণকায়। 'শরীর পাত্‌লা বলিয়া কথার ভারসাম্য রক্ষার জন্য তার পায়ে চাঞ্চল্য।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পাত্যায় [স প্রত্যয়] *ক্রি* বিশ্বাস করে। 'এমন কথায় রে পাত্যায় কোন জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **প্রত্যয়**

পাত্যারা [স প্রত্যয়>] *বি* বিশ্বাস। 'সাধু বলে জেই চোর নাহিক পাত্যারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **প্রত্যয়**

পাত্র [স] ১ *বি* উজির। 'সব মন্ত্রি পাত্র লঞঁ চিন্তিল হীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* থালাবাটি জাতীয় আধার। 'এত বলি মুরারি ধরিল জলপাত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* যোগ্য লোক। 'এ কৃপার পাত্র সবে হনুমান মাত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* বর। 'আনিল সুকুনি পাত্র ডাকি তত্তৈক্ষন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *বি* ব্যক্তি। 'উপযুক্ত পাত্র অধ্যাপক ও আর২ লোকেরদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৬ *বি* প্রতিনিধি। 'ইহা মনে স্থির করিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

পাত্রতা [স] *বি* যোগ্যতা। 'সেপত্রে পাত্রতা লাভ হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

পাত্রদল [স] *বি* অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ। 'আমি সে নাট্যের পাত্রদলে পরিয়াছি সাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পাত্রপাত্রী [স] *বি* অভিনেতা-অভিনেত্রী। 'তারা যে যাত্রা দলের পাত্রপাত্রীর একশ্রেণীভুক্ত, সে কথা বোঝবার মন তখনো হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পাত্রপুট [স] *বি* আধার। 'কনকমণি-পাত্রপুটে/ সুরভি ধূপধূম্র উঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পাত্রমিত্র [স] *বি* রাজপরিষদবর্গ। 'ডাক দিয়া পাত্রমিত্র আনিল তথাএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'রুদ্র রায় মহারাজ ... এক দিবস পাত্রমিত্র সকলকে আজ্ঞা করিলেন ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

পাত্রশিল্প [স] *বি* মৃৎশিল্প; মাটি দিয়ে পাত্রাদি বানানোর কাজ। 'শান্তিনিকেতনে আমরা পটারি অর্থাৎ পাত্রশিল্পের প্রবর্তন করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

পাত্রসাৎ [স] *বিণ* পাত্রস্থ। 'ঘোটক ও নৌকা ও পালকী দান করিয়া পাত্রসাৎ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

পাত্রস্থ [স] *বিণ* বরের হাতে সমর্পিত। 'ক্ষিপ্ত ও মহারোগগ্রস্ত হইলেও কলঙ্ক ভয়ে তাহাকে পাত্রস্থ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পাত্রস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* বরের হাতে সমর্পিত। 'তখন পাত্রস্থা করিবার জন্য বড় তাড়াহুড়া পড়িয়া যায়।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পাত্রস্থিত [স] *বিণ* দোয়াতের ভিতরে রাখা হয়েছে এমন। 'কাঁচাদি নির্মিত বিচিত্র পাত্রস্থিত মসি প্রদানাধীন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাত্রানয়ন [স পাত্র-আনয়ন] *বি* বর নিয়ে আসা। 'এক্ষণে পাত্রানয়নের উদ্যোগ করুন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পাত্রান্তরিত [স পাত্র-অন্তরিত] *বিণ* পাত্র থেকে পাত্রে স্থানান্তরিত। 'তাদের ভালোবাসা পাত্রান্তরিত হবে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

পাত্রাপাত্র [স পাত্র-অপাত্র] *বি* পাত্র ও অপাত্র। 'পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান যেই যাঁহা পায় তাঁরা করে প্রেমদান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্বত্র আবদার করিতে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পাত্রাবশিষ্ট [স পাত্র-অবশিষ্ট] *বিণ* পাত্রের তলানিতে পড়ে থাকে এমন। 'নরগণের ভোজনাবশেষ পাত্রাবশিষ্ট যৎসামান্য।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

পাত্রাবশেষ [স পাত্র-অবশেষ] *বি* উচ্ছিষ্ট। 'তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছে করি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পাত্রাভাবে [স] *ক্রিবিণ* পাত্রের অভাবে। 'কেহ কেহ পাত্রাভাবে ফুল গাছাদিও সহিতও বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

পাত্রী [স] ১ *বি* কনে। 'তবে কোন পাত্রীটি স্থীর হলো?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ২ *বি স্ত্রী* ব্যক্তি। 'হিড়িম্বাও হটবার পাত্রী নয়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পাথর [স প্রস্তর] ১ *বি* প্রস্তর। 'বাতাবর্ত্তে সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথর

জইষ।' *চর্যা ৪১*, ১২০০। ২ *বি* পাথরের তৈরি থালা। 'পাথরে আমানি ভরি দিল সজ্জনের নারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ভার। 'সুচরিতার বুকের উপর হইতে একটা মস্ত পাথর নামিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৫ *বি* বাধা। 'কান্নাসাগর পানে যে যায় বুকের পাথর ঠেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

পাথর কাটার [পাথর+ই কাটার] *বি* পাথর কাটে যে। 'কোন ভাগে পাথর কাটারদের দোকান।' *রামরাম*, ১৮০১।

পাথরকুচি, পাথরকুচী [পাথর+স কুচ>] ১ *বি* এক রকমের গুল্ম। 'এমন পাথরকুচীর প্রাণ ... বাপের জন্মে দেখি নি!' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বি* পাথরের ছোটো টুকরা। 'সে যেতে যেতে ছড়ায় পথে পাথরকুচির হার।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

পাথর-গাঁথা *বিণ* পাথর গেঁথে তৈরি এমন। 'বিদ্যালয়ে উঠেছে ঘর পাথর-গাঁথা দেয়াল লয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

পাথর-চাপা দেওয়া *ক্রি* গোপন করা। 'ওর বিকাশোন্মুখ অনুরক্তিকে কেবলই পাথর-চাপা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পাথরচুণী [স প্রস্তরচূর্ণ>] *বি* এক রকমের গুল্ম। 'পাথরচুণীর পাতা আর লবণের দরকার হইয়া পড়ে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

পাথর-ছড়ানো *বিণ* পাথর ছড়িয়ে আছে এমন। 'পাথর-ছড়ানো উপকূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পাথর-জমানো *বিণ* পাথর জমিয়ে তোলা হয়েছে এমন। 'পাথর-জমানো বাঁধা রাস্তায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পাথর-জল *বি* ঝরনার জল। 'আমরা পাথর-জলে ডুব-সাঁতার দিই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পাথরজাটি [স প্রস্তর>] *বি* কাঁকর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাথর-ঠেকা *বিণ* পাথরে ঠেকে আছে এমন। 'পাথর-ঠেকা নির্ঝর সে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পাথর-ঠেলা *বিণ* পাথরকে ধাক্কা দিয়ে চলে এমন। 'পাথর-ঠেলা বিষম বন্যাধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পাথর-দিয়ে-ঘেরা *বিণ* পাথর দিয়ে বেষ্টিত। 'পাথর-দিয়ে-ঘেরা ঝোপেঝাপে-ঢাকা একটি প্রচ্ছন্ন জায়গা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

পাথর-দিল [পাথর+ফা দিল] *বি* পাষাণহৃদয়। 'আতর সুবাসে কাতর হল গো পাথর-দিল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পাথর-নুড়ি *বি* পাথরের ছোটো ছোটো টুকরা। 'গিরিপথের নানা পাথর-নুড়ির মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পাথর-পুতুল *বি* পাথরের মূর্তি। 'কেউ পূজিত পাথর-পুতুল, কেউবা গাছের ডাল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পাথর-পূজারী *বিণ* প্রাণহীন মূর্তির উপাসক। 'ইহারা পাথর-পূজারী!' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাথরপ্রকীর্ণ [পাথর+স প্রকীর্ণ] *বিণ* পাথরে চিত্রিত। 'পাথরপ্রকীর্ণ দুঃখ, হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসা।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

পাথর-বাঁধা *বিণ* পাথর দিয়ে বাঁধানো। 'কত দূরের পাথর-বাঁধা ঘাট।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পাথরবাটি *বি* পাথরের তৈরি বাটি। 'কালো পাথর-বাটিতে দুধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'কয়েকটি পাথরবাটি আনিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

পাথরবিছানো *বিণ* প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। 'ভাবো সেই সন্ধ্যাজাল অস্ফুট বাতাস আমি আভাময় পায়ে হেঁটে গেছি/ পাথরবিছানো পথে পথে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

পাথর-বুকো *বিণ* পাষাণ হৃদয়ের। 'এই মানুষ-মারা বিদ্যে লড়াইটা ঠিক আমার মতো পাথর-বুকো কাঠখোট্টা লোকেরই মনের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

পাথর-ভাঙা *বিণ* পাথর ভেঙে যায় এমন। 'তবে হোথায় দেখা দিত পাথর-ভাঙা স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পাথরে-গাঁথা *বিণ* পাথরের তৈরি। 'পাথরে-গাঁথা মন্দিরে সে পূজাকে বন্দী করব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পাথরে পাঁচ কিল – অত্যন্ত সুদিন। *উমেশ*, ১৮৫৭।

পাথরা [স প্রস্তর>] *বি* পাথরের মতো শক্ত মাটির থালা। 'সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাথরি [স প্রস্তর>] *বি* মূত্রাশয়ে পাথর তৈরি হওয়ার রোগবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাথরি বেদনা *বি* মূত্র অথবা পিত্তথলিতে পাথরজনিত ব্যথা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পাথরিয়া [স প্রস্তর>] *বিণ* পাথরের। 'পাথরিয়া বন্দুক।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাথরিআ [স প্রস্তর>] *বিণ* পাথরের গুণবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাথরে পাঁচ কিল *দ্র* **পাথর**

পাথান্তর [স পথান্তর] *বি* দুর্গতি। 'অশিষ্টের বুদ্ধি লৈলে ফলে পাথান্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পাথার[১] [স প্রান্তর] *বি* বিস্তীর্ণ জলরাশি। 'কেমতে জাইব লঙ্কা সমুদ্র পাথার।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাথার[২] [স প্রস্তর] *বিণ* নির্দয়। 'আর বাঙ্গাল বলে ভাই হিন্দু বড়ই পাথার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাথারি [স প্রস্থ>] *বি* প্রস্থ। 'পাথারি চল্লিশ গজ খন্দক আছিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

পাথালি [স প্রস্থ>] ১ *ক্রিবিণ* আড়াআড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'প্যাঁকালে কুর্শিকে পাথালি কোলে করে।' *নজরুল*, ১৯৩০। ২ *ক্রিবিণ* আড়াআড়িভাবে। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* আছাড়। 'পড়িল পাথালি খেয়ে প্রাণ হল শেষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাথী [স পাত্র>] *বি* ছোটো পাত্রবিশেষ। 'নানা সজ্জ পুরিয়া লয় পাথী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাথুরিয়া [স প্রস্তর>] *বিণ* প্রস্তরীভূত। 'পাথুরিয়া চুন।' *ক্যালগে*, ১৭৯১; 'আমি বরাকরের পাথুরিয়া কয়লার খনির মালেকদের চরিত্রের কালিমার সহিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পাথুরে [স প্রস্তর>] ১ *বিণ* প্রস্তরীভূতা। 'চিমনি থেকে অবিশ্রান্ত পাথুরে কয়লার ধোঁয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বিণ* প্রস্তরময়। 'পাথুরে পাহাড় কেটে নিঙাড়ি নীরস ধরা।' *নজরুল*, ১৯৩০। ৩ *বিণ* পাথরে পূর্ণ। 'পাথুরে কন্টকাবৃত পথ বেয়ে ... গুহার দিকে যাত্রাকালে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

পাথুরে জমি *বি* পাথরে পূর্ণ জমি। 'পাথুরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পাথুরে বোকা *বিণ* নিরেট বোকা। 'যত পাথুরে বোকা সব।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পাথেয় [স] ১ *বি* পথের সম্বল। 'তুমি শীঘ্র গমনে সমর্থ, তোমার পাথেয়

বা সহচর সাপেক্ষ নহে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'কেন পাথের দাবি করিনি তোমার কাছ থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *বি* পথের খরচ। 'পাথের পাঠাতে আমরা বর্তমান অবস্থায় অক্ষম।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

পাদ [স] *বি* পা। 'তে কারনে তোমার পাদপদ্ম পরসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাদক্ষেপ [স] *বি* পদক্ষেপ; পা ফেলা। 'নিষ্প্রভ শুকতারার মতো অনবধান পাদক্ষেপ।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

পাদ-চংক্রমণ [স] *বি* পায়ে হেঁটে ভ্রমণ। 'তবে কত দিনে কৈল পাদ-চংক্রমণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাদচার [স] *বি* পায়ে হাঁটা। 'রাজা পট্টরাজ্ঞীর সহিত পাদচারে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পাদচারী [স] *বিণ* পায়ে হেঁটে যাচ্ছে এমন; মৃদুগতি। 'কানে অরণ্যের স্মৃতি, পাদচারী বাতাস বিভ্রম।' *শক্তি*, ১৯৬১।

পাদজল [স] *বি* পা ধোয়ার জল। 'মোর পাদজলে যেন না লয় কোন জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাদটীকা [স] *বি* বইয়ের কোনো পৃষ্ঠার নিম্নভাগে লিখিত মূল বিষয়ের সূত্র, ব্যাখ্যা, টিপ্পনী ইত্যাদি। 'এইখানে একটু পাদটীকা লাগালে দোষ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পাদটীকা-কণ্টকিত [স] *বিণ* পাদটীকায় পূর্ণ। 'মাত্র এক মাসের মধ্যে পাদটীকা-কণ্টকিত এ বই ছাপা হয়েছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

পাদদেশ [স] *বি* তলদেশ; নিচের অংশ। 'পর্বতরাজির পাদদেশপ্রবাহিতা স্রোতস্বতীসকলের জলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'পর্বতের পাদদেশে, এক ক্ষুদ্র গহ্বর লক্ষিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পাদপদ্ম [স] *বি* পদ্মের মতো পা। 'তে কারনে তোমার পাদপদ্ম পরসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাদপিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* পায়ের তলে পিষ্ট হয়েছে এমন। 'পরিত্যক্ত পক্ষি ভাষা? পাদপিষ্টা, মৃত্যুভয়ে ভীতা।' *ফররুখ*, ১৯৬৮।

পাদপীঠ [স] *বি* পা রাখার আসন। 'মহারাজ যেমন বনদেবীর পাদপীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

পাদপূরণ [স] **১** *বি* কোনোকিছুর পরবর্তী শূন্যস্থান পূরণ। 'আমাকে পঁচিশটা আম খেতে দিলে আর-পঁচিশটার দ্বারা তার পাদপূরণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বি* কবিতার অরচিত অংশ পূরণ করা। 'পাদপূরণ করে দাও দেখি – ও ভোলা মন, বল্ দেখি ভাই, কোন সোনা তোর সোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'এমন সব ছড়া আবৃত্তি করে ও পাদপূরণের জন্য ছাড়িয়া দেয়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পাদপ্রক্ষালন [স] *বি* পা ধোয়া। 'পাদপ্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাদপ্রান্ত [স] *বি* পায়ের নিকটবর্তী জায়গা। 'ধপাস করে তার পাদপ্রান্তে বসিয়ে দিল মজিদ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

পাদবিক্ষেপ [স] *বি* পা ফেলা। 'নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে রোহিণী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পাদমূল [স] **১** *বি* পাদদেশ। 'পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্যন্ত উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। **২** *বি* পায়ের গোড়া। 'বসে রবো পাদমূল ধরে দেবতা আমার।' *শক্তি*, ১৯৬১।

পাদসংবাহন [স] *বি* পা টেপা। 'উচ্ছিষ্টমার্জন আর পাদসংবাহন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাদস্থান [স] *বি* পা রাখার জায়গা। 'চৌকির নীচে পাদস্থানের কাছে বিছানো একটা হরিণের চামড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পাদস্পর্শ [স] **১** *বি* পা ছুঁয়ে সম্মান প্রদর্শন। 'শিষ্য তাঁহার পাদস্পর্শ করিবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* পায়ের পরশ। 'নীরবে নিষ্ঠুর সরণিতে পাদস্পর্শ দিতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পাদাঙ্গদ [স পাদ-অঙ্গদ] *বি* পায়ের অলঙ্কারবিশেষ; মল। 'পুন পঙ্খ পরাইল পাদাঙ্গদ পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাদাক্রান্ত [স পাদ-আক্রান্ত] *বিণ* পদতলে পতিত; সম্পূর্ণ বশীভূত। 'তবে অষ্টঅষু হৈল মুনির পাদাক্রান্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পাদান্তর [স পাদ-অন্তর] *বি* পায়ের জায়গা পরিমাণ দূরত্ব। 'ধারা মত দ্বাদশ পাদান্তরে উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পাদাবনত [স পাদ-অবনত] *বিণ* পায়ের কাছে অবনত। 'স্বর্ণকার ... সূত্রধরের পাদাবনত হইয়া কহিলেক।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

পাদোদক [স পাদ+উদক] *বি* চরণামৃত। 'পাদোদক লইয়া রাজা বড় কুতুহলে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তাঁহার পাদোদক খাইলে আমার আরোগ্যলাভ হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পাদোপরে [স পাদ-উপরে] *ক্রিবিণ* পায়ের উপরে। 'আছে পাদোপরে, মলে কান্তি ধরে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাদোপাধান [স পাদ-উপাধান] *বি* পায়ের নীচের বালিশ। 'প্রভুর পাদোপাধান যাঁর নামে বিদিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাদপ [স] *বি* বৃক্ষ। 'ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভঞ্জনা করিতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

পাদপলতা [স] *বি* লতাগাছ। 'নিঝুম পাদপলতা/ শ্রান্তকায় নীরবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পাদব [স পাদোদক] *বিণ* পা ধোয়া হয়েছে এমন। 'ইচ্ছে করে পাদব জল খাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

পাদরি, পাদরী [পো] *বি* পাদ্রি; খ্রিস্টান ধর্মযাজক। 'পাদরি কাতিয়ানের স্থানে ছাওয়ালের খুসীমাফিক তঙ্কা লইবেক।' *মেয়ের্স*, ১৭৬২; 'পাদরি সাহেবেরা একত্র হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'আমি দেখিয়াছি অনেক প্রজা পাদরীর দোহাই দিয়া গোঁকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। *দ্র* **পাদ্রি**

পাদশা [ফা বাদশাহ্] **১** *বি* রাজা। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **২** *বি* সর্দার। 'সে বেটা জোয়াচোরের পাদশা।' *প্যারী*, ১৮৫৮। *দ্র* **পাতশা**

পাদাঙ্গদ *দ্র* **পাদ**

পাদাড় [স আধার>] *বি* আবর্জনাপূর্ণ জায়গা। 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ ... রাস্তায়, পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পাদান [ফা পায়দান] *বি* পা রাখার জায়গা। 'পা-দানের উপর লাফিয়ে উঠে ... গাড়ির দরজা ফাঁক করলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৬; 'আড়ে আড়ে তাকাতে লাগল ... জরাজীর্ণ পাদানটার দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পাদানি, পাদানী [ফা পায়দানি>] *বি* পা রাখার স্থান। 'পাদানিতে স্লিপ করিলেই ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'সে দাঁড়িয়ে আছে পাদানীর উপর।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

পাদালি [স পাদ>] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাদিক [স] *বিণ* এক চতুর্থাংশ। 'আবশ্যক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণদান করিয়া থাকেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পাদুকা [স] *বি* খড়ম; জুতা। 'রামের পাদুকা ভরথ মাথাএ করিলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাদুক [স] *বি* জুতা। 'হেরইতে হামারি সজল দিঠিপঙ্কজ দুহুঁ পাদুক করি নেল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

পাদুকাকার [স পাদুকা-কার] *বি* জুতা প্রস্তুতকারী। 'অনন্তর, ছয় বৎসরের নিমিত্ত, এক পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত হইলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

পাদুকাঘাত [স পাদুকা-আঘাত] *বি* জুতার আঘাত। 'পদাঘাত পাদুকাঘাত চতুর্ব্বিধাঘাতে ... প্রাপ্ত প্রায় হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পাদুকাসৃষ্টি [স] *বি* জুতা প্রস্তুত। 'তাহাতে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পাদোন [স পাদ-ঊন] *বিণ* তিন-চতুর্থাংশ। 'লুনিবিলের প্রায় পাদোন ক্রোশ অন্তরে, সেন্ট এন নামে এক আশ্রম ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

পাদোদক *দ্র* পাদ

পাদোধান *বি* পা রাখার স্থান। 'প্রভুপাদোধান বলি তার নাম হৈল/ পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীগুরু বর্ণিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাদ্য [স] *বি* পা ধোয়ার জল। 'মুনিএর সম্ভ্রমে রাজা পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাদ্দ [স পাদ্য] *বি* পা ধোয়ার জল। 'সেতাই পণ্ডিত মনে আনন্দিত পাদ্দ অর্ঘ বহমান।' *রামাই*, ১৭১০।

পাদ্যঅর্ঘ্য [স] *বি* পা ধোয়ার জল। 'অতিথিকে পাদ্যঅর্ঘ্য দেওয়া এ দেশের প্রথা।' *মানিক*, ১৯৩৮।

পাদ্যার্ঘ্য [স পাদ্য-অর্ঘ্য] *বি* পা ধোয়ার জল। 'পর্যুষিত পাদ্যার্ঘ্য সহিত ... ভক্তেরা উপস্থিত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পাদ্রী, পাদ্রি [প] *বি* খ্রিস্টান ধর্মযাজক। 'অনেক পাদ্রি আবার বেশ পণ্ডিত।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পাদ্রীগণ বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানের রোজায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ ব্যতীত কোন ফল লাভ হয় না।' *রোকেয়া*, ১৯০৪। *দ্র* **পাদরি**

পাদ্রীসুলভ [প পাদ্রি+স সুলভ] *বিণ* খ্রিস্টান ধর্মযাজক কর্তৃক ব্যবহৃত হয় এমন। 'সাদাসিধে পোষাক, নীলকৃষ্ণ সুট, টাই নেই, পাদ্রীসুলভ কলার।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পাধূধুলো দেওয়া [স পদধূলি>] *ক্রি* উপস্থিত হওয়া। 'আমাদের খুড়ো ফলার মাত্রেই পাধূধুলো দ্যান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পান[১] [স] **১** *বি* তরল জিনিস গলাধঃকরণ। 'মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅণ সএল উএখী।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **২** *বি* পানীয় দ্রব্য। 'ভোক্ষ ভোর্য্য পান আর জত অভিলাস।' *মালাধর*, ১৫০০; 'গৃহস্থ ইহাতে পানাদির জন্য কলসী কলসী জল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* (দৃষ্টি দিয়ে) উপভোগ। 'কোটি ভক্তনেত্রভৃঙ্গ করে পানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* সেবন। 'সভামধ্যে সভ্যগণেরা না ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করিতেই সক্ষম হইবেন না ধূমাদি পানেই পারক হইবার শক্তি থাকিবেক।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৫** *বি* আহরণ। 'সকলেই তাঁহার তত্ত্বরস পানে অধিকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পানদানি [স পান+ফা দানী] *বি* পানীয় রাখা বা পরিবেশনের পাত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পানদোষ [স] *বি* মদ্য পানের দোষ। 'নব্য সাম্প্রদায়িক যুবকের সাতিশয় পানদোষ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পানপাত্র [স] *বি* পান করার পাত্র। 'গবাক্ষে আরোপী নেত্র লোচনের পানপাত্র বরকন্যা অঙ্গের বিজুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পানপিয়ালা [স পান+ফা পিয়ালাহ্] *বি* পানপাত্র; মদ্যপান। 'কাঁচা সবুজ বয়সই তো খুশির, গানের, পানপিয়ালার।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পানপিয়াসী *বি* মদপানের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি। 'পানপিয়াসীর তরে তবে সৃষ্ট বুঝি এ রমজান?' *নজরুল*, ১৯৫৯।

পানভোজন [স] **১** *বি* মদ পান ও অন্যান্য খাবার খাওয়া। 'একত্র হইয়া একাকাররূপে পানভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* খানাপিনা। 'তাহার দানদক্ষিণা-পানভোজনের অতিমাত্র লোভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পানযোগ্য [স] *বিণ* পান করা যায় এমন। 'মনুষ্যাদির পানযোগ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'তার পানযোগ্য জলের বরাদ্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পানশালা [স] *বি* মদ্যপান করা যায় যেখানে; শুঁড়িখানা। 'আমার গুরু মসজিদ ছেড়ে পানশালার দিকে যাচ্ছেন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পানস্পৃহা [স] *বি* পান করার ইচ্ছা। 'তাহার আর পানস্পৃহা কিছুমাত্র নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পানার্থ [স] *বিণ* পান করার উপযোগী। 'জাহাজে পানার্থ জল ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পানালয় [স পান-আলয়] *বি* পানশালা। 'পল্লবের পাত্র লয়ে তেজের তেজের পানালয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পানাসক্ত [স পান-আসক্ত] *বিণ* মদপানে আসক্ত। 'এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

পানাসক্তি [স পান-আসক্তি] *বি* মদপানের আসক্তি। 'শঠতা, প্রবঞ্চনা, পানাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক অনাচার।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

পান[২] [স পর্ণ] *বি* সুপারি, চুন ইত্যাদি সহযোগে চিবিয়ে খাওয়া হয় এমন পাতাবিশেষ; তাম্বুল। 'আহ্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাণ [স পর্ণ] *বি* তাম্বুল। 'বিধু পাণ পকমুখে নাদিল কিঞ্চিত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পানওয়ালা [পান+হি ওয়ালা] *বি* পানবিক্রেতা। 'এক পানওয়ালার নিকট কাঠের শেলফ ক'টা বিক্রয় করিয়া দিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পানওয়ালী [পান+হি ওয়ালী] *বি স্ত্রী* পানবিক্রেতা। 'একটি পানওয়ালী সকাল-সন্ধে পয়সায় পাঁচটি খিলি বেচে।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

পানকুলা [পান+স কুল্য] *বি* পান রাখার কুল্য। *ওর্সা*, ১৭৮২।

পান-খাওয়ানি *বি* পান খাওয়ায় যে। 'ওই আসছে পান-খাওয়ানি ডিবা হাতে ক'রে।' *অবন*, ১৯১৯।

পানচালা *বি* পানের বরজ। 'অমনি পানচালার দোর দিয়ে এদের টেনে বার করব।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পান-তামাক [স পর্ণ+প তাবাকো] *বি* পান ও তামাক। 'পান-তামাক দিয়ে যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পান-তামাক দেওয়া *ক্রি* পান তামাক প্রভৃতি দিয়ে আপ্যায়ন করা। 'পান-তামাক দিয়ে যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পান থেকে চুন খসা – সামান্য ত্রুটি হওয়া। 'পান থেকে চুন খসলেই কি করি ভাই।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'পান হতে তার চুন খসাবে এমন বাপের ছেলে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

পানদান [পান+ফা দান] **১** *বি* পান রাখার পাত্র। 'পানদান ১।' *মেয়র্স*, ১৭৬২। **২** *বি* পান পরিবেশনের পাত্র। 'আদি হুকা পানদান গুল টীকা তামাকু ভেলসা অম্বুরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পানদানী [পান+ফা দানী] *বি* পান রাখার পাত্র। 'পানদানী বাহির করিয়া ঈসা খাঁকে দুইটি পান দিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

পানদোক্তা *বি* পান এবং শুকনা তামাকপাতা। 'পানদোক্তায় একাকার হয়ে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে থাকে।' *জীবন*, ১৯৩২।

পানবাটা [স পর্ণ+হি বাটা] *বি* পানের থালা। 'পানবাটা এক যোড়া।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

পানমসলা [স পর্ণ+আ মসালিহ্] *বি* পানের মসলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারির ঝঞ্ঝাট লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পানলতা [পান+স লতা] *বি* লতানো পানগাছ। 'বনচারী বাতাসের তালে দোলে বন্য পানলতা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

পান সাজা *ক্রি* মসলা দিয়ে পানের খিলি তৈরি করা। 'মায়ের সহিত পান সাজিতে বসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পানের কৌটা *বি* পান-পাতা ও প্রাসঙ্গিক উপকরণ রাখার পাত্র। 'হাতে পানের কৌটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পানের খিলি *বি* সাজা পান। 'হুজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে আর ফেরে না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পানের বাটা *বি* পান-পাতা ও প্রাসঙ্গিক উপকরণ রাখার পাত্র। 'পানের বাটা থাকেন, মধ্যে মধ্যে বামহস্তে দুই একটা মসলা বাহিরে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পান[৩] *বি* অস্ত্রবিশেষ। 'শিরে ধরি চণ্ডিকার পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পান[৪] [স প্রাণ] *বি* প্রাণ; দেহের কল্পিত পাঁচটি বায়ুর একটি। 'পান অপান সাপ এহি তিনজন।' *সুলতান*, ১৭০০।

পানক *বি* এক জাতের বিষাক্ত সাপ। 'উদয় নাগ আঠালুয়া পানক প্রধান।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পানখ *বি* এক জাতের বিষাক্ত সাপ। 'পানখ সাপের মতো অন্তরের বিষাক্ত কামনা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩। *দ্র* **পানোখী**

পানকলস শেওলা *বি* বড়ো আকারের শেওলাবিশেষ। 'পানকলস শেওলার কুচা কুচা শাদা ফুল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পানকৌড়ি *বি* মাছখেকো পাখিবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পানকৌড়িনী *বি স্ত্রী* পানকৌড়ি। 'আদিকালের লোকবিশ্রুত সাধ্বী পরমপানকৌড়িনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পানঞি [স উপানহ্] *বি* জুতা। 'মোজা পানঞি জিন নিরমায়ে অনুদিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পানডিট [ইংরেজিতে রূপান্তরিত সংস্কৃত পণ্ডিত] *বি* পণ্ডিত। 'হ্যালো পানডিট বলে সায়েব হাত বাড়ালেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পানতা [স পানীয়>] *বি* পানিতে ভিজানো বাসি ভাত। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **পান্তা**

পানতুয়া [হি পংতবা] *বি* চিনিরস মিশ্রিত ঘি ভাজা মিষ্টান্নবিশেষ। 'অপূর্ব্ব ঘৃতপক্ব মিঠাই মতিচুর জিলাপী পোলাও পানতুয়া প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৫। *দ্র* **পান্তুয়া**

পানতুআ [হি পংতবা] *বি* চিনিরস মিশ্রিত ঘিয়ে ভাজা মিষ্টান্নবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পানতোয়া [হি পংতবা] *বি* চিনিরস মিশ্রিত ঘিয়ে ভাজা মিষ্টান্নবিশেষ। 'বাদাম দেওয়া ছোলাভাজা ছোলাবড়া পানতোয়া।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পানফল *বি* জলে জাত তিন কাঁটাযুক্ত ফলবিশেষ; সিঙ্গারা। 'পানফল বিড়ঙ্ক কেশুর গঙ্গাজল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। *দ্র* **পানিফল**

পানর [স পঞ্জর] *বি* পাঁজর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পানসা [পানি>] *বিণ* দুর্বল। 'পানসা আইনে সে তো হবার জো নেই।' *মনোজ*, ১৯৬১।

পানসি, পানসী [ই pinnace] *বি* ছাদযুক্ত ছিপনৌকাবিশেষ। 'ছিঁড়িল পানসীর দড়ি অই চিন্তা মনে করি।' *সুলতান*, ১৭৫০; 'এক পানসি ভাড়া করিয়া শীঘ্র করিয়া আইলাম।' *কেরি*, ১৮০২; 'আমরা মেঘের ডাকে জেগে উঠে পানসিতে পাল তুলি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পানসে [পানি>] **১** *বিণ* ফিকে রঙের। 'হাল্কা মেঘের পানসে ছায়া তাও দেখেছি চেটে।' *সুকুমার*, ১৯১৮; 'উঃ, কী পানসে উদাস আজকার ভোরের বাংলাটা।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বিণ* জোলো। 'অপরাপর ইতিহাসের মতো তা পানসে নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* হালকা। 'নেশাটা ক্রমেই পানসে হয়ে আসছে।' *নজরুল*, ১৯৩১। **৪** *বিণ* স্বাদহীন। 'পানসে কনকনে ট্যাংরা মাছের ঝোল।' *জীবন*, ১৯৩৩। **৫** *বিণ* দুর্বল। 'তোমার পানসে দাঁত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পানসে আলো *বি* অনুজ্জ্বল আলো। 'কেমন একটা পানসে আলোর রং।' *জীবন*, ১৯৩২।

পানা[১] [স পানক] **১** *বি* শরবত। 'যার অল্প তার ঠাঞি পিঠাপানা লব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ধারা। 'আনন্দে তরলমনা/ পিয়ে রুধিরের পানা/ কালকেতু সনে রণে ফিরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ভাসমান অংশ। 'গেলাসটা তুলে নিয়ে পানাটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

পানা[২] [স পর্ণ] *বি* কচুরিপানা; জলজ উদ্ভিদবিশেষ। 'পুকুরের পানা আছে কুকুরের লোম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পানাওয়ালা [পানা+হি ওয়ালা] *বিণ* কচুরিপানাপূর্ণ। 'ওগুলো নিয়ে তিনি বাড়ির সঙ্গে লাগাও নোংরা পানাওয়ালা পুকুরটায় যাবেন।' *হাসান*, ১৯৬২।

পানাছাওয়া *বিণ* পানায় আচ্ছন্ন। 'পাশে একটি পানাছাওয়া ডোবা, জলের আলোড়ন-ধ্বনি শোনা গেল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পানা-ঢাকা *বিণ* কচুরিপানায় পূর্ণ। 'পানা-ঢাকা মজা পুকুরের পাশ দিয়ে গিয়ে পড়ত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

পানাপুকুর [পানা+স পুষ্কর>] *বি* পানাপূর্ণ পুকুর। 'অদূরে একটি পানাপুকুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'পানাপুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড়ো আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পানাভরা *বিণ* কচুরিপানায় পরিপূর্ণ। 'পানাভরা পুকুর দেখে তাঁর ঘোড়া ছুটে গেল মরিয়া হয়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫; 'পানা-ভরা একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর পাড়ে ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পানা[৩] [ফা পানাহ্] *বি* আশ্রয়। **পানাগীর** [ফা পানাহ্+গীর] *বি* আশ্রয়প্রার্থী। 'এক লক্ষ পানাগীর পেট ভরে ডাল-রুটী খেয়ে বাঁচলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পানানো [স পান>] *ক্রি* গাভীর স্তনে দুধ আনার জন্য বাছুর দিয়ে স্তন-চোষানো। 'বাছুর না পানালে দুদ পেতে কোথা?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

পানি[1], **পানী** [স পানীয়] **১** *বি* জল। 'অঝর ঝরএ মোর নয়নের পানি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রোপলহ পহু লহু লতিকা আনি। পরতহ জতনে পটবিতহ পানি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'তেজিয়াছো অর্দ্ধ পানি তাহার ধেআনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সেই ঝারখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তোর এ বিরহভরে পতি যদি মরে কোন ঝাটে খাবি পানী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মেঘে যেন পানি পসলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'লোহাটা উপরে শর পানির পশলা।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **২** *বিণ* পানির মতো তরল। 'সাবল পরীক্ষা নয় ভারিলে সাবল হয় পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পানিউড়ী পাখি *বি* পানকৌড়ি পাখি। 'রাতের নদীতে ভাসা পানিউড়ী পাখির ছতরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পানিকড়া *বি* পানকৌড়ি। 'পানিকড়া মীন ধরি উভমুখে খায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পানিকলা [পানি] *বি* ফুলবিশেষ। 'কহলার কৈরব কালা পানিসিউলি পানি কলা কমল কন্দর ইন্দবীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পানিকাক [পানি+স কাক] *বি* পানকৌড়ি। 'পানিকাকেরও যথেষ্ট প্রচলন আছে।' *এসলাম*, ১৯১৫।

পানি খাওয়া *ক্রি* জল পান করা। 'পানি খাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পানিজমা *বিণ* পানি জমে থাকে এমন। 'ছিলছিলে পানিজমা ডোবা।' *হাসান*, ১৯৬৪।

পানিপট্টি [পানি+পট্টি] *বি* কাপড় পানিতে ভিজিয়ে কপালে আরোপণ। **পানিপট্টি লাগানো** *ক্রি* কাপড় পানিতে ভিজিয়ে কপালে সেঁক দেওয়া। 'পাশে বসিয়া কপালে পানিপট্টি লাগাইতে থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পানিপড়া *বি* লোকবিশ্বাস অনুযায়ী শাস্ত্রবাক্য পাঠের মাধ্যমে পবিত্র করা পানি। 'সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

পানি পাঁড়ে *বি* পানীয় জল বিতরণে নিযুক্ত পশ্চিমা ব্রাহ্মণ। 'ষ্টেশনে ষ্টেশনে পানি পাঁড়ের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।' *এসলাম*, ১৯১৫; 'পানি পাঁড়ে নোংরা ঘটি ডুবাইয়া যে-জল বালতিতে লইয়া ফিরিতেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

পানিফল [পানি+স ফল] *বি* তিন কাঁটাযুক্ত জলজ ফলবিশেষ। 'পানিফল কেশুর পশারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **পানফল**

পানির দর *বি* শস্তা দাম। 'পানির দরে পাট ক্রয়ের চেষ্টা।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

পানিশুদ্ধ [পানি+স শুদ্ধ] *বিণ* জলপূর্ণ। 'আজ ঐ পানিশুদ্ধ আকাশের দিকে চেয়ে আছি।' *জীবন*, ১৯৪০।

পানিসিউলি [পানি+স শেফালি] *বি* ফুলবিশেষ। 'কহলার কৈরব কালা পানিসিউলি পানি কলা কমল কন্দর ইন্দবীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পানি[2] [স পাণি] *বি* হাত। 'সখি পরবোধি সয়নতল আনি। পিয় হিয় হরখি ধএল নিজ পানি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **পাণি**

পানিতরা *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

পানিন [স পাণিনি>] *বি* পাণিনির ব্যাকরণ। 'গুরুবাক্যে দিআ কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ অষ্টশব্দি সুবন্ত পানিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পানিশঙ্খ [পানি+স শঙ্খ] *বি* শঙ্খবিশেষ। 'পানিশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পানীচাকুল্যা *বি* গাছবিশেষ। 'সাল পানীচাকুল্যা কাটিল নাটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পানীয় [স] **১** *বি* পানীয় জল। 'আমাদের ভক্ষ্য পানীয় পাইব।' *রামরাম*, ১৮০২। **২** *বিণ* পানের উপযুক্ত। 'পানীয় জল নেই।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

পানে [স প্রবণ>] *ক্রিবিণ* দিকে। 'গোবিন্দের পানে চাহে আড় নয়ানে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আমি উতল প্রাণে আকাশ-পানে হৃদয়খানি তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

পানোখী *বি স্ত্রী* এক জাতের বিষাক্ত সাপ। 'হাত বেয়ে উঠে এসো হে পানোখী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পানোপযোগী [স] *বিণ* পানের উপযুক্ত। 'দেড় কোটি গ্যালন জল পানোপযোগী বিবেচিত না হওয়ায় ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

পানোয়ার [হি পানি>] *বি* চিলমচি। 'পানোয়ারে পানিয়া বিছায় কোন নারী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পান্‌চ [ই] *বি* ঘুসি; মুষ্টি। 'সে কি ওর হাতের পান্‌চ?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পান্‌জাবী [ফা] *বি* পাঞ্জাব জাতিগোষ্ঠীভুক্ত লোক। 'আমরা প্রথমে বাঙালী বা পান্‌জাবী বা সিন্ধী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। *দ্র* **পাঞ্জাবী**

পান্ডাল [তামিল পান্টালের ইংরেজীকরণ] *বি* সভামণ্ডপ। 'ম্যুনিসিপ্যাল সভা হইতে কন্‌গ্রেসের পান্ডালে পর্যন্ত কম্পিত হইতে থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পান্ত [স প্রান্ত] *বি* প্রান্ত; শেষ। 'কর পদ কায় পান্ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। *দ্র* **প্রান্ত**

পান্তর [স প্রান্তর] *বি* মাঠ। 'সুনা পান্তর উহ ন দিসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

পান্তা [পানি] *বি* পানিতে ভিজানো বাসি ভাত। 'পান্তাতে আচার পেলে বড় মজা হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'বাংলায় জল হইতে জোলো; মদ হইতে মোদো, পানি হইতে পানতা, নুন হইতে নোনতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

পান্তাভাত, পান্ত ভাত *বি* পানিতে ভিজানো বাসি ভাত। 'বাসি পান্ত ভাত ছিল সরা দুই তিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আনিয়া মানের পাত বাড়ি দিল পান্তাভাত।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পান্তি [স প্রান্ত>] *বি* প্রান্ত। 'আদ্য পান্তি তার আদ্য মূল গোড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

পান্তুয়া [হি] *বি* চিনির রসে ভিজানো রসগোল্লা জাতীয় মিষ্টান্নবিশেষ। 'পান্তুয়ার রস আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেয়ে পড়তে লাগল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮; 'এই সন্দেশ, দরবেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, পান্তুয়া, বোঁদে, খাজা, গজা, মিহিদানা, মতিচুর, দই, রাবড়ি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পান্তোয়া *বি* রসগোল্লা জাতীয় মিষ্টান্নবিশেষ। 'সে সাহসে কিনেছিল পান্তোয়া সাত যোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পান্থ [স] *বি* পথিক। 'সেই ছায়াতলে পান্থ করেন্ত বিশ্রাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পান্থ-চিত [স পান্থ-চিত্ত] *বি* পথিক-চিত্ত। 'এ মম পান্থ-চিত চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পান্থজন [স] *বি* পথিক। 'বসে আছে খেয়ার তরে পান্থজনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পান্থধাম [স] *বি* পথিকদের বিশ্রামস্থল। 'সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম/ শ্রান্তি হলে তথায় করিবে বিশ্রাম।' *অযোধ্যা*, ১৮৭০।

পান্থনারী [স] *বি* পথিক নারী। 'তরুণী পান্থনারী চকিত বিচলিত।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

পান্থনিবাস [স] *বি* পথিকদের বিশ্রাম করার জায়গা; পান্থনিবাস। 'জেক্সিল সেই পান্থনিবাসে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

পান্থনিবাসী [স পান্থনিবাসী] *বি* পান্থনিবাসে বাস করে যে। 'পথভ্রান্ত হলে শুধাইবে পথ/ সে পান্থনিবাসিগণে।' *অযোধ্যা*, ১৮৭০।

পান্থপাখি [স পান্থ-পক্ষী] *বি* মৌসুম পরিবর্তনের সঙ্গে যে পাখি এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বা এলাকায় যায়; পরিযায়ী পাখি। 'সাগরপারের পান্থপাখির ডানার ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সাগরপারের পান্থপাখির ডানার ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পান্থ-পাদপ [স] *বি* এক ধরনের গাছ, যার মধ্যে পানি সঞ্চিত থাকে। 'পান্থ-পাদপ নামে একপ্রকার বৃক্ষ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫১; 'পান্থপাদপ লোহু সফেন।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

পান্থপ্রদীপ [স] *বি* রাস্তা আলোকিত করার বাতি। 'পান্থপ্রদীপ জ্বলে ওঠে যেই রাজপথে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

পান্থ-মেঘ *বি* ভ্রমণশীল মেঘ। 'সেথা পায় ঠাঁই পান্থ মেঘদল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পান্থরমণী [স] *বি* পথচারী নারী। 'অনেক সময় রাজপথে কোনো নীলনয়না পান্থরমণীর সম্মুখবর্তী হবামাত্র সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সংবরণ করতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পান্থশালা [স] *বি* অতিথিনিবাস। 'সেই আমারদিগের নিত্যধাম। এই সকল লোক কেবল ভ্রমণপথে এক এক পান্থশালা মাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পান্থহীন [স] *বিণ* জনমানবশূন্য। 'জনপদবাট পান্থহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পান্দেনামা [ফা] *বি* ফারসি ভাষায় লেখা ধর্মীয় পুস্তকবিশেষ। 'আমপারা ও পান্দেনামা হাতে লইয়া মাদুরাসন হইতে উঠিয়া আসিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

পান্না [স পর্ণ] *বি* মরকত; রুবি। 'হীরা, পান্না, ধুকধুকি, মুক্তার সাতনড়ি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পান্নাহাজার [পান্না+ফা হাজার] *বি* একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'জলওয়ার, পান্নাহাজার, দুবলিজাল, সাওয়াল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পান্সি, পান্সী [ই pinnace] *বি* এক প্রকার ছইঢাকা ছোটো নৌকা। 'পোলিসের চৌকীর পান্সির এক দৌরাত্ম্য ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। 'ধর্ম-পান্সী, বুদ্ধি-ডিঙ্গি, সব ভাসিয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। *দ্র* পানসি

পাপ [স] **১** *বি* ধর্মীয় বিবেচনায় অপরাধ। 'পাপ পুণ্য বেণি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **২** *বি* অধর্ম। 'আপনার কর পাপ সাগরে মোচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* পাপিষ্ঠ। 'পাপ দুষ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *বি* আইনের চোখে অপরাধ। 'আপন আপন পাপানুযায়ী শাস্তি পাইবেক।' *ফরস্টার*, ১৮০১। **৫** *বি* আপদ। 'পাপকে বিদায় করিলে বাঁচি।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৬** *বি* দোষ। 'সে বন্দোবস্তে যদি যথেষ্ট ফললাভ না হয় তাহার সমস্ত পাপ আমাদেরই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পাপ-আঁখি *বি* পাপপূর্ণ দৃষ্টি যে আঁখিতে। 'আমি এ পাপ-আঁখি মেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পাপ-ইচ্ছা [স] *বি* অন্যায় আকাঙ্ক্ষা। 'পাপ-ইচ্ছা পুরাইতে চাহিল পাপিনী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পাপকথা [স] *বি* অনৈতিক কথা। 'দাপ চাহ মোরে আর কহ পাপকথা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাপ-কম্পিত [স] *বিণ* পাপের ভারে কাঁপছে এমন। 'পাপ-কম্পিত ধরণীর বুকে পূণ্য বারতা কহি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পাপকর্ম, পাপকর্ম্ম *বি* অন্যায় কাজ। 'পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইও না।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

পাপ কহা *ক্রি* দোষ স্বীকার করা। 'কহিতে পাপ পাদ্রির কাছে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাপকার্য, পাপকার্য্য [স] *বি* অন্যায় কাজ। 'যে টাকা জাতির কাজে ব্যয় করবার জন্য জাতির পক্ষে আদায় করা পাপকার্য।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'উহা অবৈধ ও পাপকার্য্য।' *দর্শন*, ১৯২০।

পাপকূপ [স] *বি* পাপরূপ কুয়া। 'পাপকূপ হন্তে প্রভু আপনে উদ্ধারে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পাপক্রিয়া [স] *বি* পাপকাজ। 'অন্যান্য পাপক্রিয়ার মতো শিশু ও নারী অপহরণের প্রবণতাও ইদানীং অবিশ্বাস্য বৃদ্ধি পেয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭০।

পাপক্ষণ [স] *বি* অশুভ মুহূর্ত। 'কোন পাপক্ষণে আইলি দারুণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাপক্ষয় [স] *বি* পাপ হ্রাস; পাপের বিনাশ। 'কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তদ্দুষ্কৃতজনিত পাপক্ষয় হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পাপচক্র [স] *বি* অশুভ বলয়। 'প্রাচীন উৎপাদনবিধি ও পুরোহিতকুলের আধিপত্য এক পাপচক্র সৃষ্টি করে ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

পাপ-চণ্ডাল [স] *বি* পাপরূপ চণ্ডাল। 'ডুবাল পাপ-চণ্ডাল তোদের বাংলা দেশের কাশী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পাপজনক [স] *বিণ* অমঙ্গলজনক। 'সামান্যতঃ জীবহত্যাকরণ মনুষ্যের পাপজনক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পাপ-জাত [স] *বিণ* পাপজনিত। 'পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

পাপজিহ্বা [স] *বি* পাপের কথা বলে যে মুখ। 'শাস্তি পাবি, পাপজিহ্বা না করিলে স্থির।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পাপতনু [স] *বি* পাপের শরীর। 'পাপতনু দিব তোর শৃগাল-কুক্কুরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পাপতাপ [স] *বি* অপরাধ ও সন্তাপ। 'পাপতাপ হিংসা শোক, পাসরে সকল লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পাপত্ব [স] *বি* পাপের ভাব। 'অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পাপদেহ [স] *বি* পাপে পূর্ণ দেহ। 'তুষানলে পাপদেহ ত্যজিব

রাজন্‌।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পাপনাশ [স] *বি* পাপক্ষয়। 'আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাপপঙ্ক [স] *বি* পাপরূপ পঙ্ক। 'আমার কি ধর্মজ্ঞান নাই যে, পরস্ত্রীস্পর্শ দ্বারা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পাপ পরশ [স পাপস্পর্শ] *বি* পাপের ছোঁয়া। 'পাপ পরশ নাহি শোহে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পাপ-পরামর্শ [স পাপ-পরামর্শ] *বি* অন্যায় উপদেশ। 'ধিক পাপ-পরামর্শ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পাপপুঞ্জ [স] *বি* পাপরাশি। 'কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পামরপ্রকৃতি প্রাণিগণ সেই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ পাপপুঞ্জ স্বীকারে বসুমতীকে দূষিত করিতেছে!' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পাপপুণ্য [স] *বি* পাপ ও পুণ্য। 'পাপপুণ্য সমভাব, করি কিছু করে লাভ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাপপুরী [স] *বি* পাপের রাজ্য। 'শীঘ্র আমাকে এই পাপপুরী হইতে উদ্ধার করিয়া লও।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পাপপূর্ণ [স] *বিণ* কলুষময়। 'নাগরিক রসনার পাপপূর্ণ তাড়নায় কি অসঙ্গত কথা বলে ফেললাম?' *মুনীর*, ১৯৬৬।

পাপ-প্রকোষ্ঠ [স] *বি* পাপরূপ প্রকোষ্ঠ। 'পাপ-প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে ছিদ্র ক'রে তার বীভৎসতা প্রদর্শন করা ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

পাপপ্রবৃত্তি [স] *বি* অন্যায় বাসনা। 'পাপ-প্রবৃত্তি (vice) নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'নানা রকম পাপপ্রবৃত্তি তাদের জীবনে আত্মপ্রকাশ করে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

পাপপ্রসবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পাপ সৃষ্টিকারী। 'পাপপ্রসবিনী প্রথা প্রচলিত থাকাতে ঐ পাতক উৎপন্ন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পাপবাণী [স] *বি* পাপের কথা। 'না বোল না বোল কাহ্নাঞি হেন পাপবাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাপবিদগ্ধ [স] *বি* পাপে জর্জরিত। 'পাপবিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

পাপ-বিমুক্ত *বিণ* পাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত। 'পাপ-বিমুক্ত হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পাপবুদ্ধি [স] *বি* অধর্মবুদ্ধি। 'বাল্মীকি যেমন পাপবুদ্ধির বিরুদ্ধে করুণার আঘাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পাপবৃদ্ধি [স] *বি* অন্যায়ের বৃদ্ধি। 'তোমার সঙ্গে পাপবৃদ্ধি হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পাপবোধ [স] *বি* অন্যায়ের অনুভূতি। 'ক্ষীণকটি কঠোরকুচা বেশ্যাদিগমনে পাপবোধ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাপভয় [স] *বি* পাপের শঙ্কা। 'শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাপভার [স] *বি* পাপের বোঝা। 'একটা গুরুতর পাপভার মাথায় বহন করিবারই বা প্রয়োজন কি?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পাপমতি [স] *বি* পাপিষ্ঠ। 'চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

পাপমন [স] *বি* পাপপূর্ণ মন। 'যদি পাপমনে করি অবিচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পাপ-মন্দির *বি* পাপপূর্ণ মন্দির। 'পুণ্যরক্ত এ পাপ-মন্দিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

পাপময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* পাপী। 'শূদ্রাগর্ভজাত নন্দবংশের পাপেতে পৃথিবী পাপময়ী হইলে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পাপ-মাতাল [স] *বিণ* পাপী; পাপিষ্ঠ। 'পুতুলে সাজায়ে কাবাঘর কারা মাথা ঠুকে মরে পাপ-মাতাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

পাপমুক্ত [স] *বিণ* পাপ থেকে মুক্ত। 'পাপমুক্ত করার ছলে অসুর বধিস ভবদারা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

পাপ-মুলুক [স পাপ+আ মুলক] *বি* পাপের রাজ্য। 'এ পাপ-মুলুকে পাপ করেনিকো কে আছে পুরুষ-নারী।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পাপলিপ্ত [স] *বিণ* পাপ কাজে মগ্ন বা জড়িত। 'আদ্যোপান্ত পাপলিপ্ত মনে করে বসে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

পাপ-শঙ্কিতা [স] *বিণ স্ত্রী* পাপের ভয়ে ভীত। 'পুণ্য-প্রভায় ঝলমল করে ধরা পাপ-শঙ্কিতা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পাপশালা [স] *বি* পাপের আগার বা ভবন। 'এ দুনিয়া পাপশালা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পাপশালী [স] *বি* পাপাচারী। 'নহে পুনি সাপ দিমু সুন পাপশালী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পাপশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* পাপী। 'আপনি সে পাপশীলা শর্মিষ্ঠার যথোচিত দণ্ড বিধান ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পাপশূন্য [স] *বিণ* অধর্ম বা পাপ নেই এমন। 'লোকমাত্রই ঈশ্বরভক্ত, পাপশূন্য চরিত্র।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পাপসঙ্গ [স] *বি* পাপীর সংস্পর্শ। 'পাপসঙ্গই উচিত নয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পাপসমর্থ [স] *বিণ* পাপ আত্মস্থ করতে পারে এমন। 'এ প্রাণ চায় তোমাকে ... চায় তোমার সেই পাপসমর্থ প্রাণকে।' *সবুজ*, ১৯২১।

পাপসহচরী [স] *বিণ স্ত্রী* পাপের সঙ্গী। 'সুরা পাপসহচরী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পাপসাগর [স] *বি* পাপের সমুদ্র। 'পাপসাগরে কাহ্নাঞি তোহ্মো সে কুমতী।' *বড়ু*, ১৫০০।

পাপ স্পর্শ *বি* পাপপূর্ণ স্পর্শ। 'এই নীলে পাপ স্পর্শ করেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

পাপস্রোত [স] *বি* পাপরূপ প্রবাহ। 'ইহাদের পাপস্রোত ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত হইতেছিল।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

পাপহর [স] *বিণ* পাপ দূর করে এমন। 'শুন পাপহর কথা জেই হেতু ছয় মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাপাচরণ [স পাপ-আচরণ] *বি* পাপের কাজ। 'তোমার সঙ্গে পাপাচরণ করিতে সম্মত হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পাপাচার [স পাপ-আচার] *বিণ* পাপিষ্ঠ। 'অতি পাপাচার ক্ষুদ্রদেহ কতকগুলি কৃষাণের স্বজাতীয় হইয়াছি।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

পাপাচারিণী [স পাপ-আচারিণী] *বিণ স্ত্রী* পাপী। 'পাপাচারিণী দুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

পাপাত্মা [স পাপ-আত্মা] **১** *বিণ* পাপিষ্ঠ। 'অপর ভাষা যাহা অতিদুরন্ত ধর্ম সংহারক পাপাত্মা জবনেরা প্রচলিত করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **২** *বি* দুরাত্মা। 'পাপাত্মারা কত কত স্থানের ...।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

পাপানুষ্ঠান [স পাপ-অনুষ্ঠান] *বি* পাপাচার। 'তাহার পাপানুষ্ঠানের সমর্থন করিব না।' *এসলাম*, ১৯২০।

পাপান্ন [স পাপ-অন্ন] *বি* অন্যায়ভাবে উপার্জিত খাদ্য। 'পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত হইতে হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

পাপাশএ [স পাপাশয়] *বি* পাপী। 'অশ্ব আরোহণে নিকলিল পাপাশএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

পাপাশয় [স পাপ-আশয়] *বিণ* পাপী। 'সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাপাসএ [স পাপাশয়] *বি* পাপিষ্ঠ। 'কোন অস্ত্র এড়িবে এড় পাপাসএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাপাসক্ত [স পাপ-আসক্ত] *বিণ* পাপে আসক্ত। 'অনেকে পাপসক্ত হইয়া নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পাপাসয় [স পাপাশয়] *বিণ* পাপিষ্ঠ। 'চুরি করি সমুদ্রে আমায় পেলিলে পাপাসয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাপের ভোগ *বি* পাপের শাস্তি। 'দেখ এ পাপের ভোগ বটে কি না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাপড় [স পর্পট] *বি* বাটা ডালের সঙ্গে মসলা মিশিয়ে তৈরি পাতলা মচমচে রুটিবিশেষ। 'কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী।' *ভারত*, ১৭৬০। *দ্র* **পাপর**

পাপর [স পর্পট] *বি* ডালবাটার সঙ্গে মসলা মিশিয়ে তৈরি পাতলা মচমচে রুটিবিশেষ। 'মোক্তনাড়ু পাপর মোকর্দক গঙ্গাজল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাপড়ি [স পর্ব] ১ *বি* দল। 'পুষ্পের পাপড়ি কাহাকে বলে, সকলেই জানে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* পালক। 'পাখির পাপড়ি উড়ে যায়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পাপরি, পাপরিয়া *বিণ* পচা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাপিআ[1] [স পাপী] *বিণ* পাপী। 'তোক্ষে আতি পাপিআ কাহাঞিঁ।' বড়ু, ১৪৫০।

পাপিআ[2] *দ্র* **পাপিয়া**

পাপিতা *বি* পাকা পেঁপের ফালি। 'কাটা শাশা, পাপিতা, কাটা আনাজি, কাগজি লেবু, আদা ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

পাপিনী [স] *বি স্ত্রী* পাপসক্ত যে। 'পাপিনী আছয়ে সবে তোর মুখ দেখিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পাপিনি [স পাপিনী] *বি স্ত্রী* দোষী। 'জানিয়া না মানে যেই সেই ত পাপিনি।' *দ্বীচণ্ডী*, ১৫৫০।

পাপিয়া [স বপ্পীহা] *বি* কোকিল জাতীয় সুকণ্ঠ পাখিবিশেষ। 'ঝিঙ্কুরে শিখিনী ভেক পাপিয়ার রোলে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'পাপিয়া পক্ষীই স্বাতী নক্ষত্রের জলের স্বাদ-গ্রহ অবগত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পাপিআ [স বপ্পীহা] *বি* কোকিল জাতীয় সুকণ্ঠ পাখিবিশেষ। 'পিউরব পাপিআ শিখিনী করে রোল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাপিষ্ঠ [স] ১ *বিণ* মহাপাপী। 'পাপিষ্ঠ দুর্যোধন দেখিতে না পারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* নিদারুণ। 'পাপিষ্ঠ জইষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাপিষ্ঠা [স] *বি স্ত্রী* মহাপাপী যে। 'তখনি বধিবে সেই পাপিষ্ঠার প্রাণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পাপী [স] ১ *বি* পাপিষ্ঠ। 'যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এক পাপী আমারে দিল মিথ্যাবাদ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* অধার্মিক। 'পাপী অধ্যাপকে বলে মিথ্যা সে বিলাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পাপীতাপী [স] *বি* পাপাচারী ও দুঃখভোগকারী। 'যত অভাজন, যত পাপীতাপী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পাপীয়সী [স] *বি স্ত্রী* পাপকারী। 'পতিবধ কৈল পাপীয়সী।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাপীষ্ঠ [স পাপিষ্ঠ] *বি* মহাপাপী। 'ওরে নরাধম পাপীষ্ঠ কে তুই?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

পাপু [স পাপ] *বি* পাপ। 'চেতন পাপু চিন্তাএ্রে আকুল হরখে সবে সোহাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পাপেট [ই] *বি* পুতুল। **পাপেট গভর্নমেন্ট** [ই] *বি* পুতুল সরকার। 'দেশে পাপেট গভর্নমেন্ট স্থাপন করবার মতলবে ...।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

পাপোছা *বি* চটি জুতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পাপোশ, পাপোষ, পাপোস [ফা পাপোশ] ১ *বি* পায়ের ধুলা মোছার জন্য ব্যবহৃত পাট, নারকেলের ছোবড়া প্রভৃতি দিয়ে তৈরি পুরু আস্তরণ। 'চাপকান, পাজামা, পাপোষ, পাগড়ী আমামা, লাড়ুদার, মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'তার পাশে পাপোসের কিছু আগে বসে আছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'পাপোশে একটা কালো মোটা কুকুর ঘুমাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* এক প্রকার জুতা। 'নানা প্রকার পাপোস আন্নিদার ছোট আন্নি ... ইত্যাদিতে চরণ শোভায় ভক্তজনের মনের লোভ বাড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পাফ [ই] *বি* পাউডার ব্যবহারের উপকরণবিশেষ। 'লোশন, সাবান, শ্যাম্পু, ক্রীম, পাফ, কত কী!' *শামসুল*, ১৯৭৩।

পাব[1] [স পদ] *বি* পদ। 'জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছ তু সদ্গুরু পাব।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

পাব[2] [ই] *বি* পানশালা। 'দল বেঁধে পাবে বসে প্রেমসে বিয়ার পান করে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

পাবক [স] ১ *বি* পবিত্রকারক। 'ধর্ম্মবান পুরন্দর সর্গের পাবক।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আগুন। 'পিরীতি পাবক কে জানে এত।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

পাবড়া [স পর্ব] *বিণ* হাতখানেক লম্বা। 'লইআ পাবড়া চেলা জার সনে করে খেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাবত [স পর্বত] *বি* পর্বত। 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

পাবদা [স পর্বত>] *বি* মিঠা পানির মাছবিশেষ। 'শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাবদুয়া *বি* পাখিবিশেষ। 'চড়ই মণিয়া পাবদুয়া টুনটুনি।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাবন [স] ১ *বি* প্রায়শ্চিত্ত। 'যৈতে তৈছে লিখি করি আপনা পাবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ত্রাণকর্তা। 'যদ্যপি তুমি হও জগৎ-পাবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তার পুত্র কুলের পাবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* শোধনকারী। 'প্লাবন এসেছে পাবন এসেছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'তোমার দেহে আমার দেহে বইল সেই বিশ্বপাবনধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পাবনি [স] *বি* হনুমান। 'পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জ্জিলা পাবনি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

পাবনী [স] *বিণ* ত্রাণকারী। 'লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি সুরধনী সীতা পতিতপাবনী তুমি পুরাণে বিদিতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাবন্দ [ফা] *বিণ* অনুগত। 'তুমি জ্ঞান ইংরাজ জাতি আমরা ল এণ্ড অর্ডারের পাবন্দ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পাবলিক, পাব্লিক [ই] **১** *বি* দর্শক। 'পাব্লিক-নামক গ্যাসালোক-জ্বলা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* সাধারণ জনগণ। 'আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পাবলিক ওপিনিয়ন, পাব্লিক ওপিনিয়ন [ই] *বি* জনমত। 'পাবলিক ওপিনিয়ন প্রস্তুতকারীদের উক্ত পদার্থ প্রস্তুতকরণের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'এমনি ক'রেই পাবলিক ওপিনিয়ন সৃষ্ট হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'ওরাই তো হল পাব্লিক ওপিনিয়ন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

পাবলিক জায়গা *বি* জনগণের জায়গা অর্থাৎ সকলের প্রকাশ্য জায়গা। সেই-সব প্রকাশ্য জায়গায় নানা লোকের যাওয়া-আসা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পাবলিক-নামক *বিণ* জনসাধারণ নামে পরিচিত এমন। 'পাবলিক-নামক বৃহৎ সংসারের ঘোরতর সংসারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

পাবলিক ন্যুসেন্স; পাবলিক নুইসেন্স, পাব্লিক নুইসেন্স [ই] **১** *বি* জনসাধারণের অসুবিধা বা বিরক্তি হয় এমন কার্যকলাপ। 'রাত্তিরে ভদ্রলোকদের ঘুম বন্ধ। পাবলিক ন্যুসেন্স যাকে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'এঁরা পাবলিক নুইসেন্সের অপরাধ করেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫। **২** *বিণ* সর্বসাধারণের জন্য উপদ্রব সৃষ্টি করে এমন। 'পাঠানরা যে কিরকম পাব্লিক নুইসেন্স তার খবর জানতে পারতেম যদি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পাবলিক ফাণ্ড [ই] *বি* জনসাধারণের অর্থতহবিল। 'পাবলিক ফাণ্ডের আহরণে ... নিশ্চিন্ত আছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পাবলিক লাইফ *বি* ব্যক্তিগত জীবন নয় এমন প্রকাশ্য জীবন। 'পাবলিক লাইফ বা রাজনীতিকদের জীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পাবলিক সার্ভিস [ই] *বি* জনসেবা। 'বয়স্কাউটদের কাজই তো পাবলিক সার্ভিস।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পাবলিক স্কুল *বি* প্রাইভেট স্কুল। 'ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে আমি ভরতি হইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। দ্র **পবলিক স্কুল**

পাবলিক স্টেজ [ই] *বি* সর্বসাধারণের জন্যে মুক্ত এমন মঞ্চ। 'ন্যাশনাল আর বেঙ্গল দুটো পাবলিক স্টেজ হয়ে গেছে।' *অবন*, ১৯৪১।

পাবলিকেশন, পাব্লিকেশন [ই] *বি* প্রকাশ। 'রেকর্ড অব রাইটসের ফাইন্যাল পাব্লিকেশনও হইয়া গিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

পাবলিকেশন [ই] *বিণ* প্রকাশনা সংক্রান্ত। 'প্রেস ও পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সটির প্রতিবাদে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

পাবলিশার, পাবলিশর [ই] *বি* বইয়ের প্রকাশক। 'এই সুযোগে ২/৪ জন পাবলিশারও বেশ দশ টাকা রোজগার করিতেছেন।' *এসলাম*, ১৯২০; 'আদরের ধন পাবলিশরের হাটে হল নাকাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'লুকু কোনো পাবলিশার নয়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পাবলিশিং হাউস, পাব্লিশিং হাউস [ই] *বি* প্রকাশনালয়। 'পাব্লিশিং হাউস কিংবা লন্ড্রি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

পাবলিসিটি [ই] **১** *বি* প্রচার। 'পাবলিসিটি ও ঢাক পিটানোর অনুগ্রহে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **২** *বিণ* প্রচারণার কাজ করে এমন। 'আমি হোটেলের পাবলিসিটি অফিসারের কাজ করব।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পাবস [স পয়স>] *বি* বর্ষা। 'পাবস সময় ঘন ঘন গরজিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাবা *ক্রি* পাওয়া। 'শুনক আগরি/ পুনে পুনমত পাব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাবামাত্র** *ক্রিবিণ* পাওয়ামাত্র। 'রাজাজ্ঞা পাবামাত্র ... উপস্থিত হইয়া কহিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। দ্র **পাওয়া**

পাবার জিনিস *বি* উপহার। 'তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

পাম[1] দ্র **পাওয়া**

পাম [ই] *বি* নারকেল গাছের মতো শাখাপ্রশাখাহীন এক জাতের গাছ। 'পায়াভারী পাম উদ্ধত মাথা-তোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পামগাছ *বি* নারিকেল গাছের মতো শাখাপ্রশাখাহীন এক জাতের গাছ। 'পিল্লের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'পামগাছের গোড়া হইতে ডগা পর্যন্ত দেখা যায়।' *মানিক*, ১৯৪০।

পামপ্লেট [ই] *বি* বাঁধাইহীন পুস্তিকা। 'ইহার মধ্যে কএক খান পামপ্লেট।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পামর [স] *বিণ* পাপিষ্ঠ। 'পামর তুঞ্চি পরউচিষ্ট না করিলি ঘেনা।' *মালাধর*, ১৫০০; 'হা রে হা পামর, কি করিলি তুই?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

পামরতা [স] *বি* বৈরতা। 'অতিশপ্ত ইবলিস অপেক্ষাও পামরতার পরিচয় দিয়াছে।' *দর্শন*, ১৯২৬।

পামরস্বভাব [স] *বিণ* পাপিষ্ঠ-প্রকৃতির। 'নীচ অধম মুঞি পামরস্বভাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পামরী [স] *বিণ স্ত্রী* পাপিষ্ঠ। 'পামরী ছেনালী নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নটকী গোআলী ছিনারী পামরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পামরি, পামরী [স প্রাবর] **১** *বিণ* অলংকৃত। 'বিষকুণ্ড আইল গায় পামরি আঁচলা সাত ভাই আইল চড্যা সাতখান দোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* মূল্যবান। 'সকল্লাথ পামরী কম্বল পাব বদল করিআ পাটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পামশু [ই পাম্প শ্যু] *বি* ফিতাহীন এক রকমের জুতা। 'মাস্টারমশাইর পামশু ঢাকা পায়ে দুটো আঙুল ছোঁয়ালাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯। দ্র **পাম্পসু**

পামির *বি* পামির মালভূমি। 'ফউজ পেরিয়ে এল পাঁচিলটা পামিরের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পাম্প [ই] **১** *বি* পানি তোলার যন্ত্রবিশেষ। 'ডাক্তার ... বাড়ি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* ফুটবলে বাতাস ভরার যন্ত্র। 'ফুটবল, ব্লাডার, র‍্যাকেট, ডিউস বল, এমনকী ফুটবলের পাম্পগুলোরও পাত্তা পাওয়া গেল না পরদিন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

পাম্প-করা [ই পাম্প+করা] *বিণ* বায়ু বা গ্যাসপূর্ণ করা হয়েছে এমন। 'কমে পাম্প-করা পাত্রে যেটুকু গ্যাস বাকি থাকে তার চেয়েও কম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পাম্পার [ই] *বি* পাম্প করার যন্ত্র। 'পাম্পার দিয়ে অনবরত গ্যাস পোরা হচ্ছে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

পাম্পসু [ই] *বি* ফিতা ছাড়া এক প্রকার জুতা। 'চকচকে পাম্প-সু।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'তাঁর ফর্সা পায়ের কিছুটা অংশে দেখা যাচ্ছে, যতটা কালো পাম্পশুর ভিতর ঢাকা পড়েনি।' *রশীদ*, ১৯৬৩

পায়[১] *দ্র* পাওয়া

পায় [ফা] *বি* পা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পায়খানা [ফা পায়েখানাহ্] *বি* মলত্যাগের স্থান। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বলিগর্ত্তের 'ডব্লিউ সি' (পায়খানা) সম্বন্ধে ভগিনী ডালিমকড়া (মিসিস ফরফরা) যাহা বর্ণনা করিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৭।

পায়খানা পাওয়া *ক্রি* মলত্যাগের বেগ আসা। 'পায়খানা পেলেও গা এতখানি সিরসির করে না।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

পায়চারি, পাইচারি, পায়চারী [ফা পায়+স চারণ>] *বি* ইতস্তত হাঁটা; হাঁটাহাঁটি। 'কিছু কাল এপাশ ওপাশ করিয়া ধড়মরিয়া উঠিয়া এক একবার পায়চারি করিতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'জয়হরি পুনঃপুনঃ নিরাশ হইয়া হেদো পুষ্করিণীর তীরে আস্তে আস্তে পাইচারি করিতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯; 'গৃহমধ্যে মুদিত চক্ষে পায়চারীকরণ প্রভৃতি নানা উপায়ে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

পায়চারীকরণ [পায়চারী+স করণ] *বি* হাঁটাহাঁটি। 'গৃহমধ্যে মুদিত চক্ষে পায়চারীকরণ প্রভৃতি নানা উপায়ে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

পায়জামা [ফা পাজামাহ্] *বি* কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকার বস্ত্রবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'প্রকাণ্ড কাবুলী পায়জামা, আর চুল, দাড়ি।' *রোকেয়া*, ১৯২৮; 'সুর্কি রং চাহারখানার ঢিলে আরবি পায়জামা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পায়জার [ফা] *বি* জুতা। 'কাবুলী বেলা-অবেলা মোকা পেলেই তার পায়জারে গুটিকয়েক পেরেক ঠুকিয়ে নেয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পায়জোর [ফা পায়-জেওয়ার] *বি* অলংকারবিশেষ। 'বৃষ্টিতে তার বাজে নূপুর পায়জোরেরই শিঞ্জিনী যে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পায়তারা [হি পাঁয়তারা] ১ *বি* উদ্যোগ। 'কোমর বান্ধিয়া সুরে করিল পায়তারা।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* কোনো কাজের আগে আস্ফালন। 'তিনি বলিলেন, না, পায়তারা ধরেছে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

পায়দল [মা] *বি* পদাতিক সৈন্য। 'পায়দল হীন সংখ্যা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পায়দান [ফা] *বি* পাদানি; যার উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। 'কেউ-বা পায়দানে চড়ে চলতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'ট্রামের পায়দানের উপর ভিড় করে কলেজ আর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পায়বন্দ [ফা পাবন্দ] *বিণ* অনুগত। 'কাজে কর্মে কথাবার্তায় সাহেবীয়ানার চাইতে নবীয়ে করীমের পায়বন্দ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পায়রা [স পারাবত] *বি* পাখিবিশেষ। 'পায়রা উড়াতে জায় সাধু ধনপতি জত নগরিআ শিশু লইআ সংহতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পায়রার্হা *বি* পায়রার ছা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পায়রি [স পারাবত] *বি স্ত্রী* কবুতর। 'গলাছিনা ডাঁসা আখি বাকনা বকরেখি নানাবর্ণে লইল পায়রি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পায়রাচাঁদা *বি* মাছবিশেষ। 'পুকুরে চাপেলি পায়রাচাঁদা মৌরলা আছে।' *জীবন*, ১৯৪০।

পায়রা-ছাঁদা *বি* মাছবিশেষ। 'চাঁদের মতো পায়রা-ছাঁদা ... জালে পড়ল।' *অবন*, ১৮৯৬।

পায়স [স] *বি* পায়েস; দুধ, চিনি, চাল প্রভৃতি দিয়ে তৈরি মিষ্ট খাদ্যবিশেষ। 'ভুঞ্জাহ পায়স দধি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

পায়সন্ন [পায়স-অন্ন] *বি* এক ধরনের সুমিষ্ট খাবার। 'ধনি ব্যক্তি প্রতি পায়সান্ন ভোজন দ্বারা যেরূপ পরিতুষ্ট হয়েন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

পায়া[১] *দ্র* পাওয়া

পায়া [ফা পায়াহ্] *বি* পদমর্যাদা। 'মস্ত কাঁটাল ভায়া পেয়েছেন বড় পায়া হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পায়াভারী [ফা পায়াহ্+স ভারী] ১ *বি* গর্ব। 'বিলেতবাসীর কাছে তাঁর অত্যন্ত পায়াভারী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* উচ্চপদে আসীন হওয়ায় গর্বিত। 'পায়া-ভারী লোকের ভারি সুবিধে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* পায়ের দিকটা মোটা। 'একসার মোটা পায়াভারী থাম উদ্ধত মাথা-তোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পায়াভারী হওয়া *ক্রি* অহঙ্কার হওয়া। 'সাধে তাদের পায়া ভারী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পায়ু [স] *বি* মলদ্বার। 'সুড়ঙ্গে ফেলিয়া পায়ু ছেঁচুড়িয়া লইল চোরে পাশে।' *ভারত*, ১৭৬০।

পায়েলা [হি পায়ল] *বি* পায়ের অলঙ্কারবিশেষ। 'জোড়-পায়েলার রুমুঝুমু।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পায়েস [স পায়স] *বি* মিষ্টি, চাল, দুধ প্রভৃতির সাহায্যে তৈরি মিষ্টান্ন। 'পায়েস উদন পিঠা পঞ্চাশ বেঞ্জন মিঠা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'লুচি, পাঁঠা, মুর্গ, ক্ষীর, দই, রাবড়ি, পায়েস, সন্দেশ কী নেই সে-তালিকায়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পায়োনিয়র, পায়োনিয়ার [ই] ১ *বি* ইংরেজি খবরের কাগজবিশেষ। 'পালোনিয়র প্রমুখ দেশের ইংরাজি কাগজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* পথিকৃৎ। 'সে হবে পায়োনিয়ার।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পায়োরিয়া [ই] *বিণ* মুখের রোগবিশেষ। 'সেগুলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়াগ্রস্ত অধরোষ্ঠে এবং আস্য গহ্বরেও নিরন্তর যাতায়াত ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

পার [স] ১ *বি* তীর। 'পার উআরেঁ সোই গজিই।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। ২ *বিণ* অতিক্রান্ত। 'কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল পার হআঁ বসুল নান্দের ঘর গেল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* পারাপার। 'বিদানে পার করিআছে কুল দানি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ *বি* উপর। 'হেথাও উঠে চাঁদ ছাদের পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৫ *বি* ওপার। 'ঘুমোও ঘুমোও মরণ-পারের ভাইটি আমার।' *নজরুল*, ১৯২২। ৬ *বি* নিস্তার। 'সংসার না দেখে পার পেয়ে যান।' *শামসুল*, ১৯৬২।

পার করা *ক্রি* উদ্ধার করা। 'দয়ালচাঁদ আসিয়ে আমায় পার করিবে।' *লালন*, ১৮৯০।

পার করেই *ক্রি* পার ক'রে। 'তহি চুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।' *চর্যা* ১৪, ১২০০।

পারখণ্ড [স] *বি* নদীতীর। 'পূজে লখ্যা কালিকা প্রত্যহ পারখণ্ডে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পার পাওয়া *ক্রি* নিস্তার পাওয়া। 'সংসার না দেখে পার পেয়ে যান।' *শামসুল*, ১৯৬২।

পার হওয়া ১ *ক্রি* পরিত্রাণ পাওয়া। 'তোক্ষে বড়ায়ি বোলে চালে হআঁ যাবি পার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* পারাপার হওয়া। 'মড়া বানরে চড়ি সাগর হইবে পার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *ক্রি* ভেদ করা। 'কলেজায় তীর যেন হইয়া গেল পার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পারক [স] ১ *বিণ* সমর্থ। 'কৃষ্ণনাম পারক হয় করে প্রেমদান।' *কৃষ্ণদাস*,

১৫৮০। ২ *বিণ* দক্ষ। 'শূলপি ও নেজা ও বর্ষি এ সর্ব্বতেই অতি পারক।' *রামরাম*, ১৮০১।

পারকতা [স] *বি* সক্ষমতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পারক্যবোধ [স] *বি* পরবশ্যতা। 'দুস্থিত সমাজে ব্যক্তির আত্মপরায়ণতা পারক্যবোধকে বাড়িয়ে তোলে।' *শিব*, ১৯৬০।

পারগ [স] ১ *বিণ* দক্ষ। 'প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০; 'যিনি সম্পাদকতা করিতেছেন তিনি অত্র বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারগ।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বিণ* সক্ষম। 'বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করা; ... বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পারগতা [স] *বি* দক্ষতা। 'সম্পাদক মহাশয়দিগের পারগতা ও সদ্ব্যবহার দেখিয়া ...।' *কৌমুদী*, ১৮৩৩।

পারগা [স] *বিণ স্ত্রী* সক্ষম। 'দুই এক জন নির্বোধ নারীকে কর্ম্ম সমর্পণে পারগা জ্ঞান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

পারগামী [স] *বি* পারের উদ্দেশ্যে যায় যে। 'পারগামী এক ঘাট থেকে অন্য ঘাট, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার উত্তীর্ণ হতে চলল।' *অবন*, ১৯২৫।

পারঘাটা *বি* খেয়াঘাট। 'হাট ভেঙে পড়ে নদীতীর/ পারঘাটা।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

পারংগম [স] *বিণ* সম্ভবপর। 'অভিসার আজ পারংগম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পারঙ্গমা [স] *বিণ স্ত্রী* সক্ষম। 'দেখতে বেশ পারঙ্গমা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

পারগামী[1] [স] *বিণ* পরগামী। 'জই তুমহে লোঅ হে হোইব পারগামী।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

পারগামী[2] *দ্র* পারগ

পারণ [স] *বি* ব্রত-উপবাস শেষে আহার। 'প্রভাতে বিদায় দিয়া করিবা পারণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পারণা, পারনা [স পারণ] *বি* ব্রত-উপবাস শেষে আহার। 'একাদসির প্রভাতে রাজা পারনা জে দিনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দুই উপবাস করি করেন পারণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পারতন্ত্র্য [স] *বি* পরবশ্যতা। 'পারতন্ত্র্য ঘটিয়াছিল মাত্র, পরাধীনতা ঘটে নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পারতপক্ষে [স পারগ-পক্ষে] *ক্রিবিণ* যথাসাধ্য। 'পারতপক্ষে কোন উচ্চপদে অন্য জাতিকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬; 'পারতপক্ষে সাবেক নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতে পারিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পারৎপক্ষে [স পারগ-পক্ষে] *ক্রিবিণ* পারলে। 'দোকানেও আমার পারৎপক্ষে ঢুকতে ইচ্ছে করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পারত্রিক [স] *বিণ* পরলোক সংক্রান্ত। 'স্কন্দপুরাণবচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পারথি *বি* প্রসবকারিণী ধাত্রী। 'সাধুর কিঙ্করী ডাক্যা আনিল পারথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পারদ[1] [স] *বি* তরল ও সবচেয়ে ভারী ধাতুবিশেষ। 'স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পারদ[2] *বি* জাতিবিশেষ। 'সৈনিক কার্যেও... কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি ভিন্ন জাতিগণ নিয়োজিত হইত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পারদর্শী [স] ১ *বিণ* পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শী শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বিণ* দক্ষ। 'অন্যান্য জাতীয় বিদ্যাতেই বা কিপ্রকারে পারদর্শী হইবেন।' *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বিণ* অভিজ্ঞ। 'নানা বিদ্যাতে পারদর্শী।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

পারদর্শিতা [স] ১ *বি* দক্ষতা। 'ভত্তচ্ছাস্ত্রে পারদর্শিতা রূপে বিখ্যাত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'ডাক্তারি বিদ্যাতেও আমার পারদর্শিতা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* পাণ্ডিত্য। 'হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার ... পারদর্শিতা ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পারদর্শিত্ব [স] *বি* পারদর্শিতা। 'এ প্রকার পারদর্শিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পারদর্শিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দক্ষ। 'যিনি এ বিষয়ে পারদর্শিনী হইতে চাহেন।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'ফার্সিতে যে কোনো মদ্রাসার ছেলের চেয়েও পারদর্শিনী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পারদর্শিরূপে [স পারদর্শী] *ক্রিবিণ* দক্ষতাসহকারে। 'পূর্ব্বতন স্ত্রী সকল অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তৎ শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পারদারিক [স] ১ *বিণ* পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত। 'ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও পারদারিক পুরুষ তাবৎ স্ত্রীকে ও তাবৎ পুরুষকেই ...।' *রামমোহন*, ১৮১৮। ২ *বিণ* ব্যভিচারবিষয়ক। 'পারদারিক কুকর্ম্ম মোটেই ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

পারদারিকতা [স] *বি* ব্যভিচার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পারন *ক্রি* পারা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পারন্ন [স পরমান্ন] *বি* ভাত। 'পারন্নের ক্ষুধা মোর সরিরে না সহে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পারফিউম [ই] *বি* সুগন্ধি। 'রুমালের কোণে একটুখানি পারফিউম।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

পারফেক্ট [ই] *বিণ* পরিতৃপ্তির। 'একে বলা যেতে পারে পারফেক্ট ফীলিং।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পারমার্থিক [স] ১ *বিণ* আধ্যাত্মিক। 'পারমার্থিক জ্ঞানীদের যে কথা তাহা শুন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* ধর্মীয়। 'পারমার্থিক স্নানযাত্রা দেখিতে কেহবা দেখাইতে বৎসর২ গিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* অধ্যাত্ম-সাধনায় নিয়োজিত ব্যক্তি। 'পরাৎপরের পরম পদার্থ পরমার্থ পথ প্রায় পারমার্থিকেরা পবিত্র লোচনে দেখিতে পান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পারমার্থিকবিদ্যা [স] *বি* ধর্ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্র। 'জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবিদ্যা ও পারমার্থিকবিদ্যা যাহা পূর্ব্বে জ্ঞানবান্ লোকেরা সংগ্রহ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পারমিট [ই] ১ *বি* অনুমতিপত্র। 'চারি পারমিটের এক মোকামে আটক পড়িয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'বাস কিনিলে তাহার জন্য লাইসেন্স ও পারমিট পাইতে ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬। ২ *বি* সরকার নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য-সামগ্রী কেনাবেচার অনুমতিপত্র দানের অফিস। 'এক্ষণে যে স্থানে পারমিট আছে পূর্বে তথায় গড় ছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পারমিশন [ই] *বি* অনুমতি। 'আসামে যেতে হলে বাবার পারমিশন নিতে হবে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পারম্পর্ব, পারম্পর্য্য [স] *বি* ধারাবাহিকতা। 'এইরূপ যেখানে অনন্ত

পারম্পর্য্য আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'আমাদের এই বর্তমানের কোনো স্বাভাবিক পারম্পর্য নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পারম্পর্যবিহীন [স] *বিণ* ধারাবাহিকতাহীন। '১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান একটি পারম্পর্যবিহীন একক ঘটনা নয়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পারলী [স পাটল>] *বি* পাটলী। 'কনক কেতকী পারলী দুলালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পারলৌকিক [স] *বিণ* পরলোকসংক্রান্ত; পরলোকের। 'পারলৌকিক ভোগান্তর যাতনা বিস্মৃতা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

পারশী [ফা পারসি] *বি* ফারসি ভাষা। 'যে আজ্ঞা হইয়াছে ... তাহার মজনুন পারশী ও বাঙ্গলা শব্দে তরজমা।' *ডানকান*, ১৭৮৪। *দ্র* **পারসি**

পারশে [স পার্শ্বে] *ক্রিবিণ* পাশে। 'পারশে যেন বসিয়াছিল/ ধরিয়াছিল কর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পারসি, পারসী [ফা] ১ *বি* ইরানের ভাষা। 'পারসি আরবি কয় কভু নাহি মৃত্যু ভয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'সংপ্রতি পারসী পড়ালে ভাল হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* পারস্য দেশীয়। 'বাঙ্গলা ও পারসি শব্দে ও অক্ষর লিখিয়া ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৩ *বি* জরথুস্ত্রপন্থী ভারতীয় জাতিবিশেষ। 'প্রাচীন কালে দ্রুইড, পোপ, পাদরি, আগ্নিক, পারসী ও ব্রাহ্মণ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পারসিক, পারসীক [পা পারসী+স ইক] ১ *বিণ* পারস্যের। 'বিদ্যার্থীরা ... পারসীক ভাষা সুন্দর রূপে অভ্যাস করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* পারস্য। 'ভারতবর্ষের সমীপবর্ত্তী পারসীক দেশে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* পারস্য দেশের অধিবাসী। 'পারসীক, যোনা, বাহ্লিক, শক, হূন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'পারসিকদিগের প্রাচীন বৈদ্য ধর্ম এইরূপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পারসিয়ান [ই] *বিণ* ফারসি। 'পারসিয়ান অক্ষর।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পারসীগত [ফা পারসী+স গত] *বিণ* ফারসি ভাষার অন্তর্গত। 'প্রায় এক হাজার পারসী বা পারসীগত আরবী শব্দ পারসী প্রভাবের পরিচয় দিতেছে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

পারস্ত্রৈণেয় [স] *বিণ* জারজ (অন্যের স্ত্রীর গর্ভে জাত অর্থে, গালি)। 'পারস্ত্রৈণেয় জনগণ তন্তুলোলুপ হইয়া বিদ্রূপাদি করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

পারস্পরিক [স] *বিণ* একের প্রতি অন্যের। 'পারস্পরিক নির্ভরতা সৌভ্রাত্রেই মানবসভ্যতার চরিতার্থতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পারস্য [স পারস্য] *বিণ* পারস্য ভাষার। 'বালক আরব্বী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

পারস্য [স] ১ *বি* ফারসি ভাষা। 'ইংরাজী বাঙ্গালা পারস্য সংস্কৃত লাটিন প্রভৃতি।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* ফারসি ভাষার। 'পারস্য ও বঙ্গ অক্ষরেতে অতিসুচারু ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *বিণ* ইরান দেশের। '... সম্ভ্রম ও উপায়ের বিদ্যাই পারস্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পারস্যভাষা [স] *বি* পারস্য দেশের ভাষা; ফারসি ভাষা। 'তৎকালীন পারস্য ভাষাতে অপারগ।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

পারা[১] ১ *ক্রি* সমর্থ হওয়া। 'কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।' *চর্যা* ৮, ১২০০। ২ *ক্রি* সক্ষম হওয়া। 'লোকে দেখিয়া বুঝিতে পারুক, সত্য, সরলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **পাত্তেম** *ক্রি* পারতাম। 'পেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম।' *হুতোম*, ১৮৬২। **পার** *ক্রি* পারো। 'তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পারঅ** *ক্রি* পারে। 'কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।' *চর্যা* ৮, ১২০০। **পারএ** *ক্রি* পারে। 'কার সক্তি লংঘীতে পারএ তোহ্মা বানি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পারতুম** *ক্রি* পারতাম। 'আমি আমার আর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়ে ফেলতে পারতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **পারম** *ক্রি* পারবো। 'মোর দর্পে আনিবারে পারম কাড়িয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পারহ** *ক্রি* সমর্থ হও। 'যবেঁ দান দিতেঁ না পারহ রাধা শুন আহ্মার উত্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পারি** *ক্রি* পারা শব্দের প্রথম পুরুষের সাধারণ বর্তমান কালের রূপ; সক্ষম হই। 'আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পারিবেক** *ক্রি* পারে। 'তিন শত টাকা হইলে হইতে পারিবেক।' *কেরি*, ১৮০২। **পারিয়ে** *ক্রি* পারি। 'সখি হে কি কহব বচন না ফুর। স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পারিলু** *ক্রি* পারলাম। 'বধিতে না পারিলু মুই সত্থু গাড়রি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **পারিলুঁ** *ক্রি* পারলাম। 'না পারিলুঁ ভজিবার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পারী** *ক্রি* পারি; সক্ষম হই। 'তোহ্মাতে মজিল চিত্ত ধরিতেঁ না পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পারে** *ক্রি* সক্ষম হয়। 'তোহ্মারি সে রূপে মোরে মারিবারে পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পারোঁ** *ক্রি* পারি। 'পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পারোহ** *ক্রি* সমর্থ হও; পারো। *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **পার্ত্তা** *ক্রি* পারা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **পাল্লুম** *ক্রি* পারলাম। 'আমি না জিজ্ঞাসা করে বলতে পাল্লুম না।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **পাল্লে** *ক্রি* পারলে। 'বাপের বাড়ী যেতে পাল্লে কাজ গোছাবি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **পাল্লেন** *ক্রি* পারলেন। 'সহৃদয় সমাজে জানতে পাল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬৮। **পাল্লেম** *ক্রি* পারলাম। 'তোর কথা ভাই বুঝতে পাল্লেম না।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **পাল্যেম** *ক্রি* পেলাম। 'নাহি পাল্যেম সুখ উদ্দীপন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পেরে ওঠা ১ *ক্রি* আয়ত্তে আনতে সক্ষম হওয়া। 'আমি এত চেষ্টা করছি কিছুতেই পেরে উঠছি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* কুলানো। 'আমি তেমন সুখ পাচ্ছি নে এবং পেরেও উঠছি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *ক্রি* জয়ী হওয়া। 'যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পারা[২] [স প্রায়] ১ *অব্য* যেন। 'গোকুল মজিল পারা।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *অব্য* মতো। 'কোন দেশে নাগ্রি দুখিনী মোর পারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রিবিণ* বুঝি; বোধ হয়। 'রাহু তোর কেশপাশ করিবারে আইসে গ্রাস পুণ্যের সময় হইল পারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* অভিপ্রায়। 'বুঝি পারা জাবে বাসঘরে ভেটিবারে কান্ত সদাগরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* সদৃশ। 'রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী-পারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পারা[৩] [স পারদ] *বি* তরল ধাতু পারদ; মার্কিউরি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আয়নার গা দিয়ে পারা ফুটে বেরিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'পারদ মানে সে পারা জানে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পারাভস্ম [স পারদ+স ভস্ম] *বি* পারদ দিয়ে তৈরি ওষুধবিশেষ। 'এই পারাভস্ম নাও, ... খাইয়ে দাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

পারা[৪] [ফা পারহ্] *বি* পাড়া; মহল্লা। 'উভয়স্থানে মহল্লা বা পারা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পারা[৫] [স পদ>] *বি* পা। 'এখনকার মেয়েদের পারা ভারা নোক।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পারা মারা *ক্রি* চাপাচাপি করা। 'এখন খাইব ভাত পেটে পার মারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পারা[৩] *বি* গুচ্ছ। 'এক সাজিতে ভরে-আনা চাঁপা ফুলের পারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

পারাটা [হি পরাঠা] *বি* ঘিয়ে অথবা তেলে ভাজা রুটিবিশেষ। 'অতি উৎকৃষ্ট পারাটা, কোর্ম্মা, কাবাব উপস্থিত।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

পারানি [স পার>] ১ *বি* নদী পার হওয়ার মাশুল হিসেবে প্রদেয় অর্থ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পারানির কড়ি চাহ তুমি নেয়ে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বিণ* পার হওয়ার। 'এ যুগের পারানি নৌকোয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পারানো [স পার>] *ক্রি* অতিক্রম করা। 'সকল দেশ পারায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'পারায়ে সপ্ত-সাগর এসেছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পেরিয়ে যাওয়া ১ *ক্রি* পার হয়ে যাওয়া। 'জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রি* অতিক্রান্ত হওয়া। 'আমার চিঠি লেখবার বয়স পেরিয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পারাপার[১] [স পারাবার] *বি* সমুদ্র। 'কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাপার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পারাপার[২] [স] ১ *বি* মুক্তি। 'যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি পারাপার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* একূল-ওকূল আসা যাওয়া। 'বিরহ উহার নাম নাহি পারাপার।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পারাপারহীন [স] ১ *বিণ* পারাপারের ব্যবস্থা নেই এমন। 'পারাপারহীন এক মোহনায় ...' *জীবন*, ১৯৩০। ২ *বিণ* কূলহীন। 'নদী এখানে সাগরের মতোই পারাপারহীন।' *মানিক*, ১৯৩৬।

পারাপারি *ক্রি* নদীর এপার-ওপার করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পারা পারা [ধ্বন্যা] *বিণ* জর্জরিত। 'এই রূপে পরে তীর করে পারা পারা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পারাবত [স পারাপত] *বি* কবুতর। 'লইয়া নিজ পারাবত চলে ধনপতি দত্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পারাবার [স] *বি* সমুদ্র। 'এই পথে জাইতে রাম নিবেদন কৈল কোটী প্রণতি করিআ পারাবার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পারাশিত্য [স] *বি* পরের দ্বারা পোষণ। 'এই পারাশিত্য মনুষ্যত্বের ভিত্তি নষ্ট করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পারিজাত [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত স্বর্গীয় বৃক্ষ, ফুল বা তার ফল। 'গজরাজগতি পরিমল পারিজাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'পারিজাত ধান্যের পরিলা বক্ষহার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* ফুলবিশেষ। 'সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে/ অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

পারিজাতমালা [স] *বি* পারিজাত ফুলের মালা। 'পারিজাতমাল্য তাহার ভালে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

পারিতোষিক [স] ১ *বি* পুরস্কার। 'বীরবরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যথেষ্ট পারিতোষিক দিলেন।' *কেরি*, ১৮১২; 'যে ছাত্রেরা উত্তমরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারদিগকে ঐ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বি* ঘুষ। 'কর্ম্মচারীরা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পারিতোষিকাদি গ্রহণ করিলে, তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত হইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৩ *বি* সম্মানী হিসেবে প্রদত্ত অর্থ। 'অনাথিনী দেখিয়া পারিতোষিকের কথাটি রামকৃষ্ণ রায় উত্থাপন করিলেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ৪ *বি* বখশিশ। 'সাক্ষীদের পারিতোষিক আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পারিপাটী [স পারিপাট্য] *বি* পরিপাটি। 'বৃন্দাবনযাত্রার এই নহে পারিপাটী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পারিপাট্য [স] ১ *বি* শৃঙ্খলা। 'পূজার পারিপাট্য বিস্তশাঠ্য ও চিত্তকাপট্য রহিত ...' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সুবিন্যস্ততা। 'শহর মুরশিদাবাদের পারিপাট্য।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৩ *বিণ* যথার্থ। 'দ্বিতীয় সংপ্রদায় ইউক্লিডের প্রথম গ্রন্থের আরম্ভে যে অতিকঠিন প্রস্তাব আছে তাহা অতি পারিপাট্যরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৪ *বি* কুশলতা। 'সার দিবার পারিপাট্যে অনেক অধিক শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পারিপাট্যবিধান [স] *বি* পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন। 'ঝাড়িয়া ধুইয়া মুছিয়া যথাসম্ভব পারিপাট্যবিধান করিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

পারিপাট্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* সুশৃঙ্খলভাবে। 'ভাষার পারিপাট্যরূপে ব্যবহার ও তদ্বিষয়ক যত্ন অধিক হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

পারিপাট্যসাধন [স] *বি* পরিচ্ছন্নতা বিধান। 'শোবার বসবার ঘরের পারিপাট্যসাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পারিপার্শ্বিক [স] ১ *বিণ* চতুর্দিকস্থ। '...বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিক চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত ...' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* চারপাশ। 'শুধু আমার পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা দেব।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

পারিপার্শ্বিকতা [স] *বি* পার্শ্ববর্তিতা। 'সত্যিকার পারিপার্শ্বিকতার কোনো সম্বন্ধ নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

পারিবারিক [স] ১ *বিণ* পরিবার সম্পর্কিত। 'জাগতিক সুখশান্তিকামী পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগাসক্তচিত্ত গৃহী ব্যক্তির ...' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'পারিবারিক আইনের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* পরিবারভিত্তিক। 'এই পারিবারিক সমাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বিণ* ঘরোয়া। 'প্রকাশ্য ও পারিবারিক "বঙ্গ", আমাদপ্রমোদে ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকালাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পারিবারিক জীবন [স] *বি* পরিবারের মধ্যে যাপন-করা জীবন। 'এটা পারিবারিক জীবন।' *জীবন*, ১৯৩৩।

পারিবারিকতা [স] *বি* পরিবারের অবস্থা। 'নূতন সমাজব্যবস্থা পারিবারিকতার উপর কিরকম প্রভাব বিস্তার করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পারিবেশিক [স] ১ *বিণ* পরিবেশগত। 'তার পারিবেশিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সামূহিক বৈশিষ্ট্য ... বিশ্লেষণ করা দরকার।' *শিব*, ১৯৫৬। ২ *বিণ* পারিপার্শ্বিক। 'পারিবেশিক প্রভাব রচনায় না থেকেই পারে না।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

পারিভাষিক [স] *বিণ* পরিভাষা সম্বন্ধীয়; বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। 'পারিভাষিক শব্দ দিয়া বলিলে, বেদাবলম্বী হিন্দুরা নিঃসন্দেহে বহু দেববাদী ছিলেন বলিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পারিম [স পরম] *বিণ* পরম। 'বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০।

পারিয়া *বি* তথাকথিত অস্পৃশ্য হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মদ্রাজের পারিয়াদের।' *হেমায়েতে*, ১৯২৩।

পারিয়াল *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'রমানাথ পারিয়াল।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পারিষদ [স] ১ *বি* সঙ্গী। 'সাঙ্গোপাঙ্গে অস্ত্র পারিষদে প্রভু নাচে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সভাসদ। 'কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ।' *ভারত*, ১৭৬০।

পারিষদবর্গ [স] *বি* সঙ্গীগণ। 'পারিষদবর্গ পূজা করিবে তোমায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পারিষাদ [স পারিষদ] *বি* সঙ্গী। 'নিত্যানন্দ ঠাকুর অপর পারিষাদ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পারিসদ [স পারিষদ] *বি* সঙ্গী। 'পারিসদগণ স্তুতি করন্তি বিস্তর।' *মালাধর*, ১৫০০।

পারিশ্রমিক [স] *বি* মজুরি। 'লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশি পাইতেও দেখা যায়।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পারিসা *বি* পারশে; মাছবিশেষ। 'ভেটকী ভাজন বাটা পারিসার ঝাক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পারীন্দ্র [স] *বি* সিংহ। 'করি কুম্ভ বসতি পারীন্দ্র শিরোপর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পারীন্দ্র দুয়ার [স পারীন্দ্র-দ্বার] *বি* প্রধান দরজা। 'ডাহিনেত রত্নপুর পারীন্দ্র দুয়ার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পারুল [স পাটলী>] *বি* পারুল ফুল। 'কাঞ্চন পারুল ফুলে কুন্দ জোড় সতদলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পারুলবন [পারুল+স বন] *বি* পারুল ফুলের বাগান। 'ফাগুনের পারুলবনে প্রতিদানের রঙের ডালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

পারুলি [স পাটলী>] *বি* পারুল ফুল। 'সিমুলি ছাতিন আঙ্গনা নিম পারুলি দেবদারু মারুল্যা সিম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পারুষ [স] *বিণ* পুরুষসুলভ; রূঢ়। 'গৃহের পুরুষেরাও শুনিয়া মৃদুভাব ত্যাগ করিয়া পারুষ ভাব দেখায়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পারুষ ভাব [স] *বি* পুরুষসুলভ আচরণ। 'গৃহের পুরুষেরাও শুনিয়া মৃদুভাব ত্যাগ করিয়া পারুষ ভাব দেখায়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পার্ক [ই] *বি* ১ *বি* উদ্যান। 'রাজার বড় সিংহগুলি সহরের পার্কে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ২ *বি* বেড়াবার বাগান। 'পার্কের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জায়গা কেবল ছোটো ছেলেদের জন্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পার্ক করা [ই পার্ক+করা] *ক্রি* কোনো জায়গায় সাময়িকভাবে গাড়ি রাখা। 'ডাক্তার সাব গাড়ি পার্ক কইরা এই আহে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

পার্কিং [ই] *বি* গাড়ি রাখার নির্দিষ্ট স্থান। 'পার্কিঙের জায়গায় পৌঁছানোর পূর্বেই বললে, না, আমাদের গাড়ি নেই।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

পার্চমেন্ট, পার্চমেণ্ট [ই] *বি* লেখার জন্য ব্যবহৃত পশুর চামড়া; পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি এক ধরনের কাগজ। 'পার্চমেন্টের তুল্য শক্ত ও কীটের অভেদ্য।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'বেরিয়ে পড়ল পুরোনো এক পার্চমেন্ট আর তার পিঠে কী সব মন্ত্র করা।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

পার্চা [ফা] *বি* গ্রন্থ। 'সাত পার্চার খেলাৎ।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পার্ট [ই] ১ *বি* পালা বা নাটকের সংলাপ। 'খাসা পার্ট বলত।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'একে ওকে দিয়া পড়াইয়া শুনিয়া শুনিয়া পার্ট মুখস্থ করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ *বি* ভূমিকা। 'কে কী পার্ট নেবে, রবিকাকা কী সাজবেন।' *অবন*, ১৯৪১।

পার্ট-টাইম [ই] *বিণ* খণ্ডকালীন। 'নীরদ ... একটি পার্ট-টাইম চাকরি জুটিয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

পার্টনারশিপ [ই] *বি* যৌথ ব্যবসা। 'তোমার সঙ্গে পার্টনারশিপে রাজীই আছি আমি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

পার্টস [ই] *বি* যন্ত্রাংশ। 'সাইকেলটার পার্টস আর খুলিনি কাঠের ফ্রেমের মধ্যে সাবধানে দিয়েছি।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

পার্টি [ই] ১ *বি* খাওয়া-দাওয়া ও নাচ-গানের অনুষ্ঠান। 'শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন্ পার্টি আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'একটা ঈভনিং পার্টিতে মিস ... আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* নিমন্ত্রিতদের নিয়ে চায়ের অনুষ্ঠান। 'তোমাদের টি-পার্টি যাকে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বি* রাজনৈতিক দল। 'লেবার পার্টি, সোস্যালিস্ট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'সই করা কাগজের উপরে একটা পার্টির কতখানি নির্ভর করছে ভেবে দেখ।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

পার্টি অফিস [ই] *বি* দলীয় কার্যালয়। 'আর পার্টি অফিসের বারান্দায় ডাকতো কোকিল।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

পার্টিকর্মী [ই পার্টি+স কর্মী] *বি* রাজনৈতিক দলের কর্মী। 'ওরা পার্টিকর্মী।' *শামসুর*, ১৯৭২।

পার্টিপরব [ই পার্টি+স পর্ব] *বি* উৎসবাদি। 'হৈ-হুল্লোর, পার্টিপরব, কেনাকাটা, মারামারি একই ওজনে চলে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পার্টি মিটিং [ই] *বি* রাজনৈতিক দলের সভা। 'আমাদের পার্টি মিটিং হবে মন্ত্রীর বাড়িতে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

পার্টিশন, পার্টিসন [ই] ১ *বি* দেশবিভাগ। 'পার্টিশন ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতী কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'প্রদেশসমূহের কোনো কোনোটি পার্টিশন করিবার যে প্রস্তাব উঠিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৭; 'তার্পুলিন টাঙিয়ে ভারি চমৎকার একটা পার্টিশন করা হয়েছে।' *জীবন*, ১৯৪৮। ২ *বি* বিভক্তকারী দেয়াল। 'দেশে ফিরে গেলে দেশটা একটা পার্টিশন দেওয়া ঘরের মতো ঠেকবে।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'চায়ের দোকানে কাঠের পার্টিসন দেওয়া ছোট্ট একটু খোপ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

পার্থ [স] *বি* কুন্তী বা পৃথার পুত্র অর্জুন। 'সে-আতিশয্যের ভার বিড়ম্বিত করে দেয় পার্থের যৌবন।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

পার্থক্য [স] *বি* ব্যবধান। 'পার্থক্য শুধু ষষ্ঠকের মিলের বিশিষ্টতায়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

পার্থক্যবিচার [স] *বি* ভেদাভেদ। 'ইহলোক-পরলোক এ-সব পার্থক্যবিচার শুনে তিনি রীতিমত ঠাট্টা করতেন।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

পার্থক্যবোধ [স] *বি* ভেদদৃষ্টি। 'অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ পার্থক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পার্থিক [স পারমার্থিক] *বিণ* পারত্রিক; পারলৌকিক। 'মহাশয় আমার অহিক পার্থিকের মালিক।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পার্থিব [স] *বিণ* জাগতিক। 'মনুষ্যজাতির মঙ্গলার্থ পার্থিব বিষয়ে মনোনিবেশ করা অত্যাবশ্যক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পার্থিব জ্ঞান [স] *বি* জাগতিক জ্ঞান। 'তাঁহার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা এবং পার্থিব জ্ঞানের অভাবে ...।' *এসলাম*, ১৯২০।

পার্থিবতা [স] *বি* জাগতিকতা। 'অমার্জিত পার্থিবতার প্রস্রবণ।' *মানিক*, ১৯৩৫।

পার্থিবা [স] *বি* পৃথিবীর সাধারণ নারী। 'ক্ষীণপ্রাণ পার্থিবার বিশ্বস্তর প্রণয়ের সাথে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

পার্ধুলো খাওয়া, পার্ধুলো খাওয়া [স পদধূলি>] *বি* হীনভাবে

তোষামোদ করা। 'ব্রাহ্মণের পার্ব্বলো খান পা চাটেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পার্না, পার্ন্না *বি* সবুজ রঙের মণিবিশেষ; মরকত। 'মাইসোরের গহনা হিরাতে মোতিতে পার্ন্নাতে চুনিতে।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

পার্বণ, পার্ব্বণ [স] *বি* পার্বণ। 'পৌষ পার্ব্বণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পার্বণিক [স] *বিণ* পার্বণ সংক্রান্ত। 'আনন্দ-উৎসব ছিল পার্বণিক ব্যাপার।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

পার্বণী, পার্ব্বণী [স পার্বণ>] ১ *বিণ* পর্ব সম্বন্ধীয়। 'ইহারাও হিসাব আনা পার্ব্বণী প্রভৃতি।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮। ২ *বি* উৎসব উপলক্ষে ধার্য কর। 'জমিদারের বাড়ি দুর্গোৎসব, পার্ব্বণী দিতে হইবে।' *সুলভ সমাচার*, ১৮৭৩। ৩ *বি* উৎসব দিবসের বখশিশ। 'ক্রিয়াকর্মের পার্বণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'পার্বণী তুলেছিলেম গোলেমালে, তাই এসেছি দিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পার্বন, পার্ব্বন [স পার্বণ] *বি* পার্বণ; উৎসব। 'তত্ত পরমান্ন খোজে পার্ব্বন করিতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পার্বনি, পার্ব্বনি [স পার্বণি] ১ *বি* উৎসব উপলক্ষে দেওয়া কর। 'পার্বনি পঞ্চক-জাত গুড়া-লোন সানা-ভাত ধানকাটী কলম-কসুরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* উৎসব ভাতা। 'মাহিয়ানা ও পার্ব্বনি সন২ জাহা পাই জোর কিছু পাই নাই।' *ভেরলি*, ১৭৯৭।

পার্বতী, পার্ব্বতী [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'পার্ব্বতীর কারণে দুই জন মৈলা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কাশী মধ্যে পূর্বে শিব পার্বতী সহিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পার্বতীয়, পার্ব্বতীয় [স] *বিণ* পর্বতদেশীয়; পার্বত্য। 'তাহার পর শকাদিত্য নামে পার্ব্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ বৎসর ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পার্বত্য, পার্ব্বত্য [স] ১ *বিণ* পর্বতে বাস করে এমন। 'কাহাকেও বা পার্ব্বত্য মূষিক, নারীহন্তা, নরপিশাচ ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩। ২ *বিণ* পাহাড়ি। 'সামনে পার্বত্য পথ।' *নজরুল*, ১৯২২।

পার্বত্য নদী [স] *বি* পর্বত থেকে উৎপন্ন নদী। 'মাঝখানের পার্বত্য নদী পার হইয়া দেখিলাম।' *জগদীশ*, ১৮৯৪।

পার্বত্য প্রদেশ *বি* পর্বতপূর্ণ অঞ্চল। 'চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে নানা উপহার-সমেত দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

পার্ব্বত্য-ভূমি [স] *বি* পর্বতময় এলাকা। 'আসামের দুর্গম পার্ব্বত্য-ভূমির দিকে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

পার্বন, পার্বনি *দ্র* **পার্বণ**

পার্মানেন্ট [ই] *বিণ* স্থায়ী। 'এখন তো কলেজে পার্মানেন্ট হয়েছেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

পার্য্যমাণে [স] *ক্রিবিণ* পারতপক্ষে। 'তাঁহার পিতা ... পার্য্যমাণে কাহারও ঋণ রাখিতেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পার্লামেন্ট, পার্লিমেন্ট , পার্লিমেন্ট [ই] *বি* সংসদ; আইন পরিষদ। 'ইংগ্লণ্ডদেশের পার্লিমেন্টের সহিত।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'আমরা জানি পার্লামেন্টেও তর্ক হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'পার্লামেন্ট বা ক্যাবিনেটের ডিপ্লোম্যাসির অধীনে থাকবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'আড্ডা তো – পার্লিমেন্ট নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পার্লামেন্টারি, পার্লামেন্টারী [ই] *বিণ* সংসদীয়। 'বিলাতে পার্লামেন্টারি কমিশনের সুমুখে যখন সাক্ষ্য দেন।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'এটা পার্লামেন্টারি জবাব।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'সিন্ধু কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের প্রাণ-স্বরূপিণী এই মহিলা ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

পার্লিয়ামেন্ট, পার্লিয়ামেন্ট [ই] *বি* সংসদ; আইন পরিষদ। 'পার্লিয়ামেন্টের মেম্বর মহাশয়েরা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া এরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫২; 'পার্লিয়ামেন্ট সভার এই সময়ে অধিবেশন হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'পার্লিয়ামেন্টের হাওয়া পাছে পাক খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পার্লিয়ামেন্টগৃহ [ই পার্লিয়ামেন্ট+স গৃহ] *বি* সংসদ-ভবন; হাউস অব পার্লামেন্ট। 'এখানকার বৃহৎ অট্টালিকাসমূহের মধ্যে পার্লিয়ামেন্টগৃহ অতি উৎকৃষ্ট।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পার্লিয়েমেন্ট [ই] *বি* আইনসভা। 'তৎকালে পার্লিয়েমেন্টের একজন সভ্য তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পার্লিমেন্টি [ই পার্লিয়ামেন্ট>] *বিণ* সংসদীয়। 'আবদুর রহমানকে পার্লিমেন্টি কায়দায় সপ্লিমেন্টারি শুধালেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পার্লেমেন্ট [ই] *বি* আইন সভা। 'পার্লেমেন্টের নিকট যেরূপ আবেদন সকল করিয়াছে।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

পার্ল্যামেন্ট [ই] *বি* রাষ্ট্রের আইন পরিষদ। 'নয়তো ব্যাঙ্কে নয়তো পার্ল্যামেন্টে সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পার্শনাল এসিস্টান্ট [ই] *বি* ব্যক্তিগত সহকারী। 'তাঁহার 'পার্শনাল এসিস্টান্ট'।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

পার্শি [ফা] ১ *বি* পারসিক জাতি। 'ইহুদি, পার্শি, মোগল, চীনেম্যান, মাদ্রাজী, সব জাত এক সঙ্গে গান বাজনা আহারাদি করবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* পারস্য দেশে তৈরি। 'সৌখিন ধুতিচাদরের বদলে নধর শরীরে পার্শি কোট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পার্শিজাতি [ফা পার্শি+স জাতি] *বি* অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। 'তাহার প্রমাণ এই পার্শিজাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পার্শেল [ই] *বি* ডাকযোগে প্রেরিত প্যাকেট। 'পার্শেল খুলব আমি।' *মণীশ*, ১৯৬৩। *দ্র* **পার্সেল**

পার্শ্ব [স] *বি* পাশ; প্রান্ত। 'পার্শ্বে চলি যায় আর আর ভক্তগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'উপরে অধেতে ও পার্শ্বেতে সর্ব্বত্র।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পার্শ্বচর [স] ১ *বি* সবসময়ের সঙ্গে থাকে এমন চাকর। 'দৌবারিক, নাগরিক, পার্শ্বচর, বীর পুরুষ।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ২ *বি* সহচর। 'এক কালে মনে হয়েছিল অ-দেখারা রঙিন দলেরই পার্শ্বচর, অন্ধকার পড়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পার্শ্বচরিত্র [স] *বি* (নাটক, উপন্যাস ইত্যাদির) অপ্রধান চরিত্র। 'অন্য-সব চরিত্র তুলনায় ঝাপসা, পার্শ্বচরিত্র বললেও হয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

পার্শ্বচরী [স] *বিণ স্ত্রী* পাশে অবস্থানকারী। 'পার্শ্বচরী আশাকে কাঁদাইয়া কতদূরে চলিয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পার্শ্বচারিণী [স] *বি স্ত্রী* সঙ্গী। 'স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'রানির পার্শ্বচারিণীদের কাশী, সুন্দর, মান্দার ... এঁদের নাম পাওয়া যায়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পার্শ্বদেশ [স] *বি* পাশ; প্রান্ত। 'জলস্তম্ভের পার্শ্বদেশ ... ঘোরাল দেখায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পার্শ্ববর্তিনী, পার্শ্ববর্ত্তিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* পাশে অবস্থানকারী। 'পার্শ্ববর্তিনী সহচরী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি স্ত্রী* পাশে বসে আছে যে। 'ফুলো গোঁফওআলা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী

পাশ্ববর্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওআলার গল্প করছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সরল মনে একবার স্মরণ করা পার্শ্ববর্তিনীর জীবনেতিহাস।' *মানিক*, ১৯৩৫। ৩ *বিণ স্ত্রী* সঙ্গী। 'হিন্দুগণও কর্মক্ষেত্রে নারীকে পার্শ্ববর্তিনী করিয়াছেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

পার্শ্ববর্তী, পার্শ্ববর্ত্তী [স] ১ *বিণ* পাশে অবস্থিত। 'পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমুদায় অবিলম্বে প্লাবিত হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* পাশে অবস্থানকারী ব্যক্তি। 'আমি তখন আর সবার মত পার্শ্ববর্তীদের সঙ্গে কলরব করতে করতে হল ছেড়ে বেরিয়ে আসলাম।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

পার্শ্বমুখ নক্ষত্র [স] *বি* নক্ষত্রের শ্রেণীবিশেষ। 'নয়টি পার্শ্বমুখ নক্ষত্রের একটির নাম রেবতী।' *মানিক*, ১৯৩৮।

পার্শ্বমুখী [স] *বিণ* পাশে তাকিয়ে থাকে এমন। 'রেবতী তখনও পার্শ্বমুখী, সোজা জ্যোতিষার্ণবের মুখের দিকে তাকাতে পারে না।' *মানিক*, ১৯৩৮।

পার্শ্বরক্ষী [স] *বি* দেহরক্ষী। 'পর্বতের সারি পার্শ্বরক্ষীর মতো সারারাত্রি পাহারা দিচ্ছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পার্শ্বস্থ [স] *বিণ* পাশে অবস্থিত। 'দৈবাৎ একদিন সে আহারের চেষ্টায় ঘুরিতে ঘুরিতে পার্শ্বস্থ এক বনে উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

পার্শ্বাস্থি [স] *বি* পাঁজর; (এখানে) পাশে অবস্থান করে যে। 'নজরুলের পার্শ্বাস্থি বলা যেতে পারে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

পার্ষদ [স] *বি* পারিষদ; সভাসদ। 'তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মহৎ পার্ষদ সব।' *জীবন*, ১৯৩০।

পার্ষদসভা [স] *বি* সভাসদ। 'তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পার্সপেকটিভ [ই] *বি* চিত্রপটে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং দূরত্ব ফুটিয়ে তোলার কৌশল। 'ম্যাপে পার্সপেকটিভ থাকতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পার্সনাল [ই] *বিণ* ব্যক্তিগত। 'সব পার্সনাল ম্যাটার কি না!' *মুজতবা*, ১৯৫২। *দ্র* **পার্সোনাল**

পার্সনাল ম্যাটার [ই] *বি* ব্যক্তিগত ব্যাপার। 'সব পার্সনাল ম্যাটার কি না!' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পার্সি [ফা পারসী] ১ *বিণ* ফারসি ভাষায় রচিত। 'কেহ-বা ... পার্সি কেতাব পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* অগ্নি-উপাসক ভারতবর্ষীয় পারসিক সম্প্রদায়। 'কে তুমি? – পার্সি, জৈন? ইহুদি?' *নজরুল*, ১৯২৫।

পার্সি জবানি [ফা পারসী+ফা জবান>] *বি* ফারসি ভাষা। 'পার্সি জবানিও জানা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পার্সী [ফা পারসী] ১ *বিণ* ফারসি ভাষায়। 'শত শত আরবী পার্সী এবং ইংরাজী শব্দ।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৮। ২ *বিণ* অগ্নি উপাসক। 'পশ্চিম ভারতের পার্সী সম্প্রদায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পার্সেন্ট [ই] *বি* শতাংশ। 'বারো পার্সেন্ট সুদে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশনেই আমার পুষিয়ে যাবে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পার্সেন্টেজ [ই] *বি* উপস্থিতির শতকরা হার। 'যদি আমার ঘণ্টায় পার্সেন্টেজ না দিই।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পার্সেল [ই] ১ *বি* ডাকযোগে প্রেরিত দ্রব্যাদি। 'পার্সেল পোস্টে পাঠাতে মাশুল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* প্যাকেট। 'পার্সেল-বাঁধা টুকরো ফিতেটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পার্সোনা [ই] *বি* অসম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা। 'পাউণ্ডের ভাষায় তারা পার্সন নয়, পার্সোনা।' *শিব*, ১৯৫০।

পার্সোনাল [ই] *বিণ* ব্যক্তিগত। 'তার নিজের একটা পার্সোনাল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পার্সোনালিটি [ই] *বি* ব্যক্তি-স্বরূপ। 'প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে গ্রুপ পার্সোনালিটি এবং ইনডিভিজুয়াল পার্সোনালিটি জাগ্রত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

পাল[১] [স পালি>] *বি* দল। 'দৈবে সান্ধাইল মোর পালের ভিতর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'রাখাল গোরুর পাল চরাইয়া ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পালঝাড়া *বিণ* বন্ধ্যা। 'পালঝাড়া রাণী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

পালে পালে ১ *ক্রিবিণ* দলে দলে। 'পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* অনেকে মিলে এক সাথে। 'পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *ক্রিবিণ* ঝাঁকে ঝাঁকে। 'জলের উপর পালে পালে হাঁস সাঁতার দিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পালের গোদা – দলের সর্দার, যার কথায় দলের সবাই চলে। *সুবল*, ১৯০৬।

পাল[২] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বিশ্বনাথ পাল।' *সেবধি*, ১৬৪০।

পাল[৩] [স পল] *বি* নৌকার মাস্তুলে খাটানো কাপড়বিশেষ। 'পালগুলি ফর্‌ফর্ ইত্যাকার নিনাদযুক্ত হইল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

পাল-ছেঁড়া *বিণ* পাল ছিঁড়েছে এমন। 'যেন মাস্তুল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পাল তোলা *বি* পাল খাটানোর কাজ। 'জাহাজ পরিষ্কার করা, পাল তোলা, নঙ্গর ফেলা ইত্যাদি কাজ করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পাল-তোলা *বিণ* পাল তুলেছে এমন। 'চারি দিকে জেলেডিঙি ও পাল-তোলা নৌকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পাল পাওয়া *ক্রি* পালে হাওয়া লাগা। 'স্রোতের অনুকূলে বোট চলছে, তার উপর পাল পেয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পাল-মোড়া *বিণ* পাল গুটিয়ে রাখা হয়েছে এমন। 'গোটা চার-পাঁচ পাল-মোড়া নৌকো ডাঙার উপর তোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পালের জাহাজ *বি* পাল টানা জাহাজ। 'আমি পালের জাহাজে বায়ুভরে চলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পাল[৪] [স পাল্>] *বিণ* পালনীয়। 'পাল-পার্বণ অনেক রকমের ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পালপার্বণ, পালপার্ব্বণ [স পাল্>+স পার্বণ] *বি* পালনীয় পার্বণ; উৎসবাদি। 'নিত্যনৈমিত্তিক পাল পার্ব্বণ বার ব্রত যেমন আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'প্রচুর ওদের ... পালপার্বণ, আদায়বিদায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পাল[৫] [স] *বি* প্রশাসক; রক্ষক। 'যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর বা প্রদেশ-পাল পদে অধিষ্ঠিতা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

পালআন [ফা পাহলোয়ান] *বি* কুস্তিগির। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পালংগ [স পর্যঙ্ক] *বি* খাট। 'পালংগের নিচে-রাখা টিন।' *মনসুর*, ১৯৫৩। *দ্র* **পালঙ্ক**

পালং শাক [স পালঙ্ক-শাক] *বি* শীতকালীন সবজিবিশেষ। 'রুইমাছ ও পালং শাক ভারে ভারে আসত।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

পালক[1] [স] *বি* পালনকর্তা। 'ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্বথা আমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পালক পুত্রী [স] *বি স্ত্রী* পালিত কন্যা। 'আমি চিতরের মহারাজার পালক পুত্রী।' *রামরাম*, ১৮০১।

পালকবেটা *বি* পালিত পুত্র (পালক শব্দের মূল অর্থ যে পালন করে)। *ওসা*, ১৭৮২।

পালকহীন [স] *বিণ* মালিকহীন। 'জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন এবং পালকহীন গো।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পালক[2] [স পক্ষ] *বি* পাখির পালক। 'বস্ত্রের প্রভাব জিনি পালকের শোভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পালকস্পর্শ [পালক+স স্পর্শ] *বি* পাখির ডানার স্পর্শ। 'পালকস্পর্শের মতো আলগোছে তাতে চুমু খায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

পালখ [স পক্ষ] *বি* পাখা। 'নিপাত হবার অগ্রেই পিপীলিকার পালখ ওঠে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

পালকি, পালকী [ফা] *বি* মানুষে বহন করে এমন দুই দিকে মোটা লাঠিযুক্ত কাঠের ঘরের মতো যানবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বেহারারা যখন পালকি ঘাড়ে করিবে।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

পালকিগাড়ি *বি* ঘোড়ায়-টানা পালকির মতো গাড়ি। 'চালাঘরে একটা পালকিগাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পালঙ[1] [স পালঙ্ক] *বি* একপ্রকার শাক। 'ইচ্ছা হয় পালঙেরে পালঙেতে রাখি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পালঙ[2] [স পর্যঙ্ক>] *বি* পালঙ্ক; খাট। 'ইচ্ছা হয় পালঙেরে পালঙেতে রাখি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পালঙ্ক [স পর্যঙ্ক>] *বি* খাট। 'হরসিত প্রয়াসজে পালঙ্ক উপরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পালঙ্ক পোষ [স পর্যঙ্ক>] *বি* খাট। 'পালঙ্ক পোষ ১ এক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

পালঙ্কি [স পর্যঙ্ক>] *বি* পালঙ্ক। 'খাট পালঙ্কি গড়ায়িবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পালঙ্গ[1] [স পালঙ্ক] *বি* শাকবিশেষ। 'ঘৃত জীরা সান্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পালঙ্গ[2] [স পর্যঙ্ক>] *বি* পালঙ্ক; খাট। 'সোনার পালঙ্গ দিল একসত ঘোড়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পালট *বি* উল্টন। 'মেঘের সঙ্গে মেশে দূর বন/ ঝাপটে দাপটে পালট খেয়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

পালটি ১ *ক্রিবিণ* পুনর্বার। 'পালটি না দেখোঁ আর তাহার মুখ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ফেরানো। 'আঁখি পালটিতে হল অন্ধকারময়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পালটিয়া *ক্রিবিণ* ফিরে। 'পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

পালটে *ক্রিবিণ* পরিবর্তিত ক'রে। 'পালটে বলাই সত্য রীতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পালতেমাদার *বি* গাছবিশেষ। 'পালতেমাদার গাছটার মাথায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পালধি [স পাল>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'জগদবতংসে পালধি বংশে নৃপতি রঘুরাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'লোকনাথ পালধি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পালন [স] ১ *বি* লালন-পালন। 'পুত্র হএ ভালমতে করিহ পালন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* রক্ষা করা। 'তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদারক্ষণ/ মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* মান্য করা; মেনে চলা। 'একখানি কথা রাজা না কৈল পালন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* পরিচালন। 'রাজা ৫১ বৎসর রাজ্যপালন করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'দুষ্টের দমন এই রূপে পৃথিবী পালন করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৫ *বিণ* তুষ্ট। 'ছাগল ভোজনে হয় পালন সবাই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পালন করন *বি* পালন করার কাজ। *ওসা*, ১৭৮৫।

পালন করা *ক্রি* উদ্‌যাপন করা। 'পিতামহগণ এসেছে পালন করে যত্নে ভক্তিভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পালন করিতে *ক্রি* পালন করতে। *ওসা*, ১৭৮২।

পালন কর্তা [স] *বি* প্রতিপালক। 'বিষ্ণো পালন কর্তা পালন করেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

পালনা [স পালন] *বি* প্রতিপালন। 'পালনা করিতে তানে আপনি এক ধাই।' *সুলতান*, ১৭০০।

পালনার্থ [স] *ক্রিবিণ* পালনের উদ্দেশে। 'নারীধর্ম পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পালনি [স পালন] *বি স্ত্রী* পালনকর্ত্রী। 'ব্রহ্মার ব্রাহ্মনি তুমি শ্রীষ্টির পালনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পালনিয়া [স পালন] *বি* পালন করে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পালনীয় [স] *বিণ* পালন করা উচিত এমন। 'এজন্য সত্য পালনীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পালনী শক্তি [স] *বি* লালন-পালনের শক্তি। 'বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্যে বহ চুপে চুপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পালন্ত [স পালন] *ক্রি* পালন করে। 'পুত্র তুল্য পালন্ত গৌরব করি অতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

পালপরব [স পালপর্ব] ১ *বি* শ্রাদ্ধ-শান্তি বিবিধ উৎসব। 'পালাপরব শ্রাদ্ধনিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২। ২ *বি* উৎসবাদি। 'বিশেষজ্ঞের পাল-পরবে শ্রাদ্ধ নিমন্ত্রণে সে প্রায় ব্রাত্য।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পালয়িতা [স] *বি* পালন করে যে। 'পালয়িতা তুমি সে তোমাতে লীন হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পালয়িত্রী [স] *বি স্ত্রী* পালনকারী। 'আমার পালয়িত্রী তাঁহার ভগিনীকন্যা পারিজাতের সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব ...।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পালস [ই] *বি* নাড়ি। 'পালসের বিট গুনলেন, ব্লাডপ্রেসার নিলেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পালা[1] [স পালন>] *ক্রি* পালন করা। 'কেমনে কাহ্নের/ বোল পালিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাল** *ক্রি* পালন করে। 'স্বর্গবাসী ফেরেস্তা তাহান আজ্ঞা পাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পালএ** ১ *ক্রি* পালন করো। 'বচন আন্ধার পাল এ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* পালন করে। 'পালএ সকল রাজ্যে জেন পুরন্দর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পালিব** *ক্রি* পালন করবে। 'গৌরব করিয়া মোর ছাওয়াল পালিব।' *সুলতান*, ১৭০০। **পালিআ**

ক্রি পালন ক'রে। 'পুষিআ পালিয়া সুত গৌরী-কোলে করিল আধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পালিব ১** *ক্রি* পালন করবো। 'না করিব অন্যথা পালিব সতত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* অনুসরণ করবে। 'নর কিবা গন্ধর্ব পালিব তান বোল।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *ক্রি* তত্ত্বাবধান করবে। 'প্রথমে হইব নবী পালিব ভুবন।' *সুলতান*, ১৭০০। **পালিবারে** *ক্রি* পালন করতে। 'এ মোর বচন যদি পালিবারে পার।' *সুলতান*, ১৭০০। **পালিবে** *ক্রি* পালন করবে। 'এ কঠিন ব্রত কেমনে পালিবে বল?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **পালিবেক** *ক্রি* পালন করবে। 'কোন মতে পালিবেক কোটি কোটি জন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পালিবোঁ** *ক্রি* পালন করবো। 'কেমনে কাহ্নের/ বোল পালিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পালিমু** *ক্রি* পালন করবো। 'যে আজ্ঞা করহ গোসাঞি পালিমু নিশ্চএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পালিয়া** *ক্রি* পালন ক'রে। 'রাজ্জের রাজা না হব প্রতিজ্ঞা পালিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পালিয়া পুষিয়া** *ক্রি* লালন-পালন করে। 'পালিয়া পুষিয়া যৌবন কারে দিলুম ডালি।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **পালিল** *ক্রি* পালন করলো। 'পালিল বড়ায়ি মোর পূর্ব্ববচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পালিলাম** *ক্রি* প্রতিপালন করলাম। 'পলিলাম পুত্রবৎ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **পালিলুঁ** *ক্রি* প্রতিপালন করলাম। 'পালিলুঁ প্রাণের সম করিয়া যতন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পালিলে** *ক্রি* পালন করলে। 'পালিলে বনের বাঘ পোষ নাহি মানে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পালিলেন্ত** *ক্রি* প্রতিপালন করলেন। 'বাতুল আতুর যথ/ পালিলেন্ত অবিরত/দান ধর্ম করিলা বিশেষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পালিলে পুষিলে** *ক্রি* প্রতিপালন করলে। 'পালিলে পুষিলে তার আজ্ঞি হইল হক।' গরীব, ১৭৬৫। **পালিহ** *ক্রি* পালন করো। 'পালিহ আমার সুতা দেব চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **পালে** *ক্রি* প্রতিপালন করে। 'রাজা হইয়া চিত্রাঙ্গদ পালে সর্ব্ব রাজ্জ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পাল্য** *ক্রি* পালন করলো। 'পিতা হইয়া পালা প্রজাগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পালা পোষা *বি* লালন-পালন। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এদেরকে আরো ভালোভাবে পালাপোষা করা উচিত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

পালা[২] [স পল্লব>] **১** *বি* ছোট গাছ। 'গাছ পালা রুইল হৈল বিচিত্র নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অবলম্বন; খুঁটি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'গজারি কাঠের পালা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **৩** *বি* স্তূপ। 'যখন আসধানের পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'মাঘ মাসে ধানের পালায় পালায় উঠানে পা দেবার জায়গা থাকে না।' *মনোজ*, ১৯৬১।

পালা[৩] **১** *বি* পালাগান। 'পালা কিম্বা জাগরণ যে করে মাননা।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ক্রম; বার; গান বা নাটকের বিষয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* গীত বা নাটকের বিষয়। 'দোল যাত্রাতে শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির পালা হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৪** *বি* পর্যায়। 'মল্লিক মহাশয় আপন পালা মত ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'দেখা-সাক্ষাতের পালা শেষ করা হয়েছে।' *যতীশ*, ১৯৬৩। **৫** *বি* পর্ব। 'বার হয়েছি আই. এ.-র পালা সেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পালাক্রমিক [পালা+স ক্রমিক] *বিণ* একর পর এক সংঘটিত হয় এমন। 'দখলের পালাক্রমিক লড়াই।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

পালাক্রমে *ক্রিবিণ* পর্যায়ক্রমে। 'সদস্যরা পালাক্রমে এই স্কুলে শিক্ষকের কাজ চালিয়ে যাবেন।' *বেগম*, ১৯৬৬।

পালাগান [পালা+স গান] *বি* গীতসংবলিত নাটক। 'তোমাদের পালাগানে কি আমি দোয়ারকি করতে পারি।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

পালাজ্বর [পালা+স জ্বর] *বি* তিন দিন পর পর আসে এমন জ্বর। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সেদিন ছিল বৈকালিক পালাজ্বরের দিন।' *শরৎ*, ১৯১৬।

পালাপার্ব্বণ [পালা+স পার্বণ] *বি* শ্রাদ্ধ-শান্তি ও বিবিধ উৎসব। 'পালাপার্ব্বণে ও শনিবারে বেশী মাত্রায় চড়ান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পালাপালি করে *ক্রিবিণ* পর্যায়ক্রমে। 'লতা দুইটি ... পালাপালি করিয়া ফুল ফোটায়।' *তারা*, ১৯২৯।

পালি জ্বর [পালা>+স জ্বর] *বি* তিন দিন পরপর আসে এমন জ্বর রোগ – পালা জ্বর। 'ইবে কাছে সুইতে নারি অঙ্গে পালি জ্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পালা[৪] *বি* তুষার। 'তাহাকে তাঁহারা পালা বলিতেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

পালা[৫] *বি* দাঁড়িপাল্লা। 'কেবল ধামায় ক্যান, পালাই উইঠা বসব।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

পালান[১] [স পলায়ন>] *ক্রি* পলায়ন করা; পালানো। 'সেই পথে বৈদ্যের পালান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **পালানো**

পালান[২] [ফা] **১** *বি* ঘোড়ার পিঠের গদি। 'বিসমিল্লায় দিয়ে লাগাম একশ' ত্রিশ তাহার পালান।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* গাভীর স্তন। 'মায়ের পালান ছাড়িয়া লেজ চুষিতে দেখিয়াছ?' *ফজলল*, ১৯১৩।

পালানো [স পলায়ন>] **১** *ক্রি* পলায়ন করা। 'বনে বনে পালাইআঁ রাধা যবেঁ জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* দূর হওয়া। 'তবেসিঁ মনের মোর দুখ পালাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পালাইআঁ** *ক্রিবিণ* পালিয়ে। 'বনে বনে পালাইআঁ রাধা যবেঁ জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পালাইয়া** *ক্রি* পালিয়ে। 'সিংগ্রাম ছাড়িয়া ইন্দ্র পালাইয়া জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **পালাইয়াছে** *ক্রি* পালিয়েছে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **পালাইল** *ক্রি* পালিয়ে গেলো। 'আবু জেহেল বোলে পালাইল মোর ডরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **পালাইলেঁ** *ক্রি* ফেলে দিলে। 'পালাইলেঁ দান এড়ান না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পালাউ** *ক্রি* পালাক। 'পালাউ জরম দুখ দেহ আলিঙ্গন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পালাউক** *ক্রি* পলায়ন করুক। 'মুখ তুলী চাহা মোর পালাউক দুখ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পালাএ** *ক্রি* পালায়; দূর হয়। 'তবেসিঁ মনের মোর দুখ পালাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পালাত্যে** *ক্রি* পলায়ন করতে। 'পথ খোঁজে পালাত্যে সঙ্কোচ বড় মনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পালায়** *ক্রি* পলায়ন করে। 'তপস্যা রাখিয়া বিষ্ণু তখনি পালায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পালালি** *ক্রি* পালিয়ে। 'আপন মনের বাঘে যাহারে খায়/ কোনখানে পালালি বাঁচা যায়।' *লালন*, ১৮৯০। **পালাসী** *ক্রি* পালাচ্ছে। 'ধাআঁ ধাআঁ মথুরা পালাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পালাহ** *ক্রি* পালাও। 'প্রান লৈয়া পালাহ তুমি না করিহ রনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পালাহা** *ক্রি* পলায়ন করো। 'দান ভাঙ্গিআঁ মোর নিতেই পালাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পালাই-পালাই *বিণ* পালাতে পারলে বাঁচি এমন। 'তাদের মন কেন পালাই-পালাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পালাই-পালাই করা *ক্রি* পালানোর সুযোগ খোঁজা; পালানোর জোরালো ইচ্ছা। 'মনটা সেইদিকে পালাই-পালাই করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পালিয়ে এড়ানো *ক্রি* এড়ানোর জন্যে পালিয়ে বেড়ানো। 'পালিয়ে এড়ায়, শেখার মতো কোনো কিছুই হয়নি শেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পালিয়ে বেড়ানো *ক্রি* পালানোর জন্য সবার অলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে যাওয়া। 'সে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'পালিয়ে বেড়াচ্ছে ওমর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পেলিয়ে *ক্রি* পালিয়ে। 'তেনারা একটা ধাব্‌কাতেই পেলিয়ে যায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পালি[1] [পঙ্‌ক্তি] *বি* ধুয়া। 'ডানি বামে পালি গায় ভরসা তোমার পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পালি গান *বি* ধুয়া। 'কোকিল কৈল পালি গানে।' *বড়ু*, ১৫০০।

পালি[2] [স পল>] *বি* ওজন দেওয়ার পাল্লা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সাধারণ লোকে টাকায় দশ পালি ক্রয় করে।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫।

পালি[3] [পা] *বি* প্রাচীন ভারতের সাহিত্যিক ভাষাবিশেষ, যাতে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থাদি লেখা হয়েছিলো। 'পালি ভাষার যোন শব্দ সংস্কৃত ভাষার যবন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পালিকা [স] *বিণ* পালন করেছে এমন। 'পালিকা মাকে কেটে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করল।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

পালিত [স] **১** *বিণ* পালন করা হয়েছে এমন; পোষ্য। 'তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাজচন্দ্রের পালিত কন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'দামোদর পালিত।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পালিতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* পালন করা হয়েছে এমন। 'নিবারণের পালিতা কন্যা ইন্দুমতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'লক্ষ্মী মহাত্মার পালিতা নীচ জাতীয়া কন্যা।' *নজরুল*, ১৯২২। **১** *বিণ স্ত্রী* লালন করা হয়েছে এমন। 'মনের মধ্যে পালিতা হইয়াও কোনো ছদ্মবেশধারিণী ইংরাজি রোমান্সের নায়িকা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

পালিতা[1] *বি* তামার পাত্রবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পালিতা[2] *দ্র* **পালিত**

পালিনী [স পালন>] *বিণ স্ত্রী* পালনকারী। 'অখিল ভুবন পালিনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পাশবেঞ্চি [স পার্শ্ব+ই বেঞ্চ] *বি* একপেশে হয়ে বসার আসনবিশেষ। 'ড্রাইভারের সোজাসুজি পাশবেঞ্চির উপর একজন তরুণ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

পালিশ[1] [ফা বালিশ] *বি* বালিশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পালিশ[2] [ই পলিশ] **১** *বিণ* ঘষে মসৃণ করা হয়েছে এমন। 'ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'মেজে এমন পালিশ করা যে, পা পিছলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* চাকচিক্য। 'মাগ্‌গি দরে বিকোবার জন্যে মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিশ করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* প্রলেপ। 'সাদা পালিশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'এক বর্ণের পরে আর এক বর্ণের পালিশ।' *অবন*, ১৯২৫। **৪** *বি* রুচিশীলতা; মার্জিত ভাব। 'এঁর চিন্তায়-ভাষায়-ভাবে যে স্বাধীনতা যে পালিশ দেখতে পাই ...।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

পালিশ-করা *বিণ* মসৃণ ও চকচকে। 'পালিশ-করা আবলুস কাঠের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'পালিশ-করা লাঠি হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পালিস [ই] *বিণ* চকচকে। 'গিল্‌টি কাজে পালিস করা।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **পালিশ**

পালুই *বি* স্তূপ; গাদা। 'আমি খড়ের পালুই ধরে শুইতাম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পালেস্তারা [ই প্লাস্টার] *বি* প্রলেপ। 'ইদানীং আভিজাত্যের পালেস্তারা দেয়া ফোতো নবাব নয় তারা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। *দ্র* **পলেস্তারা**

পালো [ফা পলাও] *বি* পোলাও। 'পালো রাঁধিয়া খাওয়াইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

পালোট [স পর্যন্ত] *বি* সুযোগ। 'পরস্পর ছিদ্র চায় যে যারে পালোটে পায়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পালোয়ান [ফা] **১** *বিণ* বলবান; বীর্যশালী। 'পশ্চিমের পালোয়ান লোক সমুদয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* কুস্তিগির। 'এই গোঁফওআলা পালোয়ানের বিশেষ কিছু হৃদয়ংগম হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পালোয়ানি, পালোয়ানী [ফা] **১** *বি* পালোয়ানের শক্তি প্রদর্শন। 'সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'চতুর্দিকে পালোয়ানীর পাঁয়তারা কথার হুঙ্কারধ্বনি।' *মুজতবা* ১৯৫২। **২** *বিণ* কুস্তিগিরের মতো। 'বৈদূর্যমণির ইয়া পালোয়ানি চেহারা।' *বিমল*, ১৯৫৩।

পাল্য [স] *বি* প্রতিপালনযোগ্য। 'ঘট রক্ষা পাল্য মাল্য স্বামী সর্বজন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাল্কি, পাল্কী [ফা] *বি* মানুষে বহন করে এমন দুই দিকে মোটা লাঠিযুক্ত কাঠের ঘরের মতো যানবিশেষ; পালকি। 'পাল্কি ও বজরাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অর্দ্ধেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২; 'পাল্কীতে গেলে বড় ভাল হইত।' *কেরি*, ১৮০২। *দ্র* **পালকি**

পাল্কিগাড়ি, পাল্কীগাড়ী *বি* ঘোড়ায়-টানা পাল্কির মতো গাড়ি। 'বায়ুসেবনার্থ পাল্কিগাড়িতে ভ্রমণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'এদেশে পাল্কীগাড়ী নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পাল্কী-জানালা *বি* পালকির জানালা। 'পাল্কী-জানালার ফাঁক দিয়া কতটুকু আর দেখা যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পাল্টা [প্রা পল্লট্ট] *বিণ* ভিন্ন রকমের; প্রতিগল্প। 'পাল্টা গল্প বানাইবার চেষ্টা করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পাল্টানো [প্রা পল্লট্ট>] *ক্রি* বদলানো। 'মনটাকে নিয়ে একবার ওল্টাব একবার পাল্টাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পাল্লা[1] [হি পল্লা] **১** *বি* ওজন দেওয়ার নিক্তি বা দাঁড়ি-পাল্লা। 'পুণ্যের দিকেত পাল্লা ভার হৈব যার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* পক্ষ। 'সে ভালো জানে যে আপনি আমার পাল্লায় আছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বি* প্রতিযোগিতা। 'একটি মহাজনের নৌকা কিছুদূর হইতে এই স্টিমারের সহিত পাল্লা দিয়া চলিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বি* জানালা বা দরজার এক পাট। 'এ খড়খড়িতে ক'টা পাল্লা আছে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৫** *বি* বেগ। 'লাফ মারবার পূর্বে মানুষ কিঞ্চিৎ পিছু হটে পাল্লা নেয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **৬** *বি* কবল। 'পিশাচগুলো পড়ল এসে পেল্লায় ওই পাগলাদেরই পাল্লায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

পাল্লাদার *বি* পাল্লা দেয় এমন; প্রতিযোগী। 'অপর পাল্লাদার কবি মহাদেব।' *তারা*, ১৯৪০।

পাল্লা[2] *বি* ইলিশ মাছ। 'সিন্ধু উজলে এই মাছকেই বলে পাল্লা।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

পাল্লাদার [হি পল্লা+ফা দার] *বি* বস্ত্রবিশেষ। 'জরির হাসিয়া পাল্লাদার দোশালা ও এই সকল দ্রব্য দিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

পাল্‌স [ই] *বি* নাড়ির স্পন্দন। 'পাল্‌স স্টেডি আছে, দিন দুই তিনে সেরে যাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

পাশ[1] [স পার্শ্ব] **১** *বি* দিক। 'দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *অব্য* কাছে। 'ছোড়ে লাজ কংস পাশ কহ গে গোহারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'তবে সে যাইতে পারি শিবের পাশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* কাত। 'নারছে হতে পাশ কী সোজা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পাশ-আয়না [পাশ+ফা আইনাহ] *বি* পাশে থাকে যে আয়না। 'অর্ধেক নামানো পাশ-আয়নার উপরে মুখটা বাড়িয়ে ডাকল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

পাশ ফেরা *ক্রি* এক দিকে ঘোরা। 'যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পাশবালিশ [পাশ+ফা বালিশ] *বি* ঠেস দেওয়ার জন্য বালিশবিশেষ। 'কাহার দুই কাহার চারি পাশবালিশ আছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাশমোড়া [পাশ+মোড়া] *বি* পাশ ফেরা। 'তারা পাশমোড়া দিয়ে বলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পাশাপাশি ১ *বিণ* কাছাকাছি। 'যে স্থলে বাষ্পীয় রথের দুই পথ পরস্পর পাশাপাশি থাকে, সে স্থলে সারথিরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'উড়িল দুজনে পাশাপাশি হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রিবিণ* পরস্পরের পার্শ্ববর্তী হয়ে। 'পাশাপাশি মোরা বসিয়ে রহিনু।' *আহসান*, ১৯৪৪।

পাশে ১ *ক্রিবিণ* নিকটে। 'হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* দিকে। 'দুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পাশ[২] [স] ১ *বি* বন্ধন। 'দুহে ভুজ-পাশহি বান্ধা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* বন্ধনকারী অস্ত্র। 'যেমন বরুণ পাশেতে বদ্ধ করেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* পরাধীনতা। 'যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৪ *বি* গোছা। 'দু পাশ পাটও চেয়ে এনেছে নবিতুন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

পাশ-কাটানো *বিণ* এড়িয়ে গেছে এমন। 'ওর উচিত ছিল আমার মতো পাশ-কাটানো লিটারেরি হওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পাশ কাটিয়ে চলা *ক্রি* এড়িয়ে চলা। 'পাশ কাটিয়ে চলবারই চেষ্টা করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পাশবদ্ধ [স] *বিণ* বন্ধনকৃত। 'পরের স্বাধীনতা পাশবদ্ধ সমাজের মন ও মস্তিষ্ক ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

পাশমুক্ত [স] *বিণ* বন্ধনহীন। 'পাশমুক্ত কার ঝঞ্ঝাবেগ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

পাশাঙ্কুশ [স] *বি* পাশ ও অঙ্কুশ নামের যুদ্ধাস্ত্র। 'পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাশী [স] *বি* পাশ নামক অস্ত্রধারী। 'পালাইলা পাশী দেখি পাশে ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পাশ[৩] [স] *বি* পাশা। **পাশক্রীড়া** [স] *বি* পাশাখেলা। 'আইস পাশক্রীড়া করি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পাশ[৪] [ই পাস্] ১ *বি* ছাড়পত্র। 'বাজে বাতির প্রতিমা পুলিশের পাশ মত বাজনা বাদ্দির সঙ্গে বিসর্জ্জন হবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* অনুমোদন। 'পাশ করিবার উপক্রম।' *নবনূর*, ১৯০৩। ৩ *বি* পার। 'ট্রেন পাশ করে সে নিজের কোয়ার্টারে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। ৪ *বিণ* অনুমোদিত। 'পাশ হয়ে গেল ... ১৪ দফা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পাশকরা [ই পাস+করা] *বিণ* পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। 'পাশকরা মাপ।' *রাধাবিনোদ হালদার*, ১৮৮৫; 'নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিস্পেন্সারী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পাশ নম্বর [ই] *বি* পাশ করার জন্য সর্বনিম্ন যে মার্ক পেতে হয়। 'দশজনের চোখ পাশ নম্বর পায় কিনা সন্দেহ।' *অবন*, ১৯২৫।

পাশপোর্ট [ই পাস্] *বি* ছাড়পত্র। 'একটি পাশপোর্ট এর অপেক্ষা।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২। *দ্র* **পাসপোর্ট**

পাশক [স] *বি* পাশা। 'কৌতুকেতে তিঁহো যদি পাশক খেলায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাশপাই *বি* একপ্রকার ধানবিশেষ। 'কুমারী, কনকতারা, সূর্যমুখী, হাসি কলমি আর আটলাই, পাশপাই ধান।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

পাশব [স] ১ *বিণ* নির্দয়। 'যে-জাতি পাশব, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বিণ* পশুসুলভ; যৌন। 'আসানসোল স্টেশনে একটি দেশীয় বালিকার প্রতি পাশব অত্যাচার করার অপরাধে কয়েকজন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'পাশব আঘাতে আমাদের শিলা কাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পাশবগর্ব [স] *বি* পাশবিক দম্ভ। 'এখনো পাশবগর্বে, – সে পথের আয়ু।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

পাশবতা [স] *বি* নিষ্ঠুরতা; পশুর মতো স্বভাব। 'চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

পাশব প্রকৃতি [স] *বি* পাশবিক স্বভাব। 'তাদের উদ্ধত পাশব প্রকৃতি এবং আত্মাভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পাশবলীলা [স] *বি* অমানুষিক আচরণ। 'এ অন্যায়ের পাশবলীলা এই মানুষের জগতে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাশবিক [স] ১ *বিণ* পশুসুলভ। 'পাশবিক অভিনয় চলিয়া আসিয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০। ২ *বিণ* নির্দয়। 'প্রপন্ন অজ্ঞাতবাসে পাশবিক পুরাণপুরুষ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পাশবিকতা [স] *বি* পশুত্ব। 'নানা অপযশের মধ্যে রিফাইন্‌ড পাশবিকতার অপবাদটা সব চেয়ে অন্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পাশবিনী [স] *বি* স্ত্রী পশু। 'জঙ্গলের পশু-পাশবিনী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

পাশরা *ক্রি* বিস্মৃত হওয়া। 'পাশরিল দাসী তার পূর্বদুঃখ যত।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'মম বাঁশরির তানে পাশরি।' *নজরুল*, ১৯২২।

পাশলী *বি* পায়ের আঙুলে পরার অলংকার বিশেষ। 'চরণে নূপুর দিয়া পরিল পাশলী।' *রূপরাম*, ১৭৫০। *দ্র* **পাশুলি**

পাশা [স পাশক] ১ *বি* পাশা খেলা। 'আশ্রম চত্বর স্থল কেহ পাশা বুদ্ধি বল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পাশা খেলার কাঠি। 'কালি রাঙ্গি পাশা সারি আনিল পার্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পাশাটি হস্তেত করি গেল অন্তর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পাষা [স পাশক] *বি* পাশা; একপ্রকার খেলা। 'বুজাই জতন করি না খেলিয় পাষা সারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পাষা সারি *বি* পাশা খেলা। 'বুজাই জতন করি না খেলিয় পাষা সারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পাসাসারি [স পাশক>] *বি* পাশা খেলা। 'রুক্মিনি সহিতে কৃষ্ণ খেলে পাসাসারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাসা [স পাশক] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'তাবিজ, বাজু, স্বর্ণ, পঞ্চনরি, পাসা, ঝুমকা, ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পাশান *দ্র* **পাষাণ**

পাশারি *বি* পরিমাণের একক; পাঁচ সের পরিমাণ। 'বেটা-ছেলের ওজন মোটে ছয় পাশারি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পাশুপত [স] ১ *বি* হিন্দুদেবতা শিবের অস্ত্রবিশেষ। 'পাশুপত অস্ত্র লই মুঞি তোর পাছে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* শৈব সম্প্রদায়বিশেষ। 'তিনি তথায় ভস্মাবৃত কলেবর পাশুপত ... অন্যান্য শৈবসম্প্রদায় দৃষ্টি করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পাশুপতাস্ত্র [স পাশুপত-অস্ত্র] *বি* হিন্দুদেবতা শিবের অস্ত্রবিশেষ। 'কোথায় নিশিত পাশুপতাস্ত্র। জাগো।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পাশুলি, পাশুলী *বি* পায়ের আঙুলের অলংকারবিশেষ। 'সুবর্ণের কড়ি-বৌলি রজতমুদ্রা পাশুলি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তের রাজার ধন এক পায়ের পাশুলী।' *রূপরাম*, ১৭৫০। দ্র **পাশলী**

পাসলী *বি* পায়ের অলংকারবিশেষ। 'বড় দুখ পাইল আহ্মে কাঢ়িতেঁ পাসলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাসুলি *বি* পায়ের অলংকারবিশেষ। 'অঙ্গুরি পাসুলি ছুটি সুবর্ণ রূপাড়ি কাঁঠি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্ত্য [স পাশ্চাত্ত্য] ১ *বিণ* প্রতীচ্য; পশ্চিমের দেশ সম্বন্ধীয়। 'স্বজাতিপ্রিয় পাশ্চাত্য জাতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রকাশিত বিবরণ পাঠেই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* পশ্চিমা দেশ। 'পাশ্চাত্ত্যের কথায় বলেন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পাশ্চাত্যদেশীয় [স] *বিণ* ইউরোপীয় দেশের। 'পাশ্চাত্যদেশীয় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ... বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পাশ্চাত্যবাসী [স] *বি* ইউরোপবাসী। 'পাশ্চাত্যবাসীরা। তোমরা ত সর্ব্বস্বই লইয়াছ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

পাশ্চাত্যা [স] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহিল্ক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পাশ্চাত্যিকতা [স] *বি* পাশ্চাত্যপনা। 'পাশ্চাত্যিকতার যাদের জ্র এতটুকু কুঞ্চিত হবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পাষণ্ড [স] *বিণ* ধর্মবিরোধী; নাস্তিক। 'যে কথা শুনিলে সব খণ্ডয়ে পাষণ্ড।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পাষণ্ডতা [স] *বি* বর্বরতা। 'তোমার এই সুখের অনুভূতিকে ছেঁড়ে দেওয়া রীতিমত পাষণ্ডতা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

পাষণ্ডহৃদয় [স] ১ *বিণ* নির্দয়। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ২ *বি* নিষ্ঠুর হৃদয়। 'বিতর বিতর প্রেম পাষণ্ডহৃদয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পাষণ্ডী [স] ১ *বি* পাপিষ্ঠ। 'ফাটি মরে পাষণ্ডীর জনা।' *মুরারি*, ১৫৭০। ২ *বি* বেদ-বিরোধী; নাস্তিক। 'আইলা গৌরহরি পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* হৃদয়হীন। 'কৌতুকে না হইয় পাষণ্ডী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পাসণ্ড [স পাষণ্ড] *বিণ* পাপিষ্ঠ; ধর্মে অবিশ্বাসী। 'পাসণ্ড আলাপে কিবা কৃষ্ণ পাসরিলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাসণ্ডি [স পাষণ্ডী] ১ *বি* বেদবিরোধী; নাস্তিক। 'না কহিয় পাসণ্ডিকে জে বেদ নিন্দা করে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* দয়াহীন। 'দারুণ দৈবের ফলে বিধাতা পাসণ্ডি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাষাণ [স] ১ *বি* শিলা; পাথর। 'দরবে পাষাণ সব বংশীনাদ শুনি।' *মালাধর*, ১৫৫০; 'শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'বিত্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।' *বিচত্রী*, ১৬০০। ২ *বিণ* নির্দয়। 'পাষাণ মনে ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৪ *বিণ* পাষাণের মতো। 'ওগো শান্ত পাষাণ মুরতি সুন্দরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পাষাণকায় [স] *বিণ* পাষাণের দেহ। 'চণ্ডী জারে স্বহায় বীরের পাষাণকায়/ শেল সাজি গায় নাহী ফুটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাষাণকায়া [স] *বিণ* পাথরের দেহবিশিষ্ট। 'পাষাণকায়া, হায় রে, রাজধানী।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

পাষাণকারা [স] *বি* পাথরের তৈরি কারাগার। 'আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি ভাঙিব পাষাণকারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পাষাণখণ্ড [স] *বি* পাথরের খণ্ড। 'এক পাষাণখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশ-মণ্ডল নিরীক্ষণ ... করিতেছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পাষাণগঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* পাথরের তৈরি। 'তোমায় ত পাষাণগঠিতা, পাষাণময়ী জানিতাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পাষাণ-গালা [স পাষাণ+গালা] *বিণ* পাথর গলিয়ে দেয় এমন। 'পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে – নয়ন-ভুলানো এলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পাষাণচিত্ত [স] *বি* পাষাণরূপ চিত্ত। 'কিছুতেই তাঁহার পাষাণচিত্ত আর্দ্র হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পাষাণতনয়া [স] *বি* হিন্দুদেবী কালী। 'পাষাণতনয়া ইচ্ছাময়ী, সুখ দুখ তাঁরি ইচ্ছা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পাষাণদুর্গ [স] *বি* পাথরে নির্মিত দুর্গ। 'পাষাণদুর্গ অনায়াসে ভগ্ন করিতে পারা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পাষাণদেউল [স পাষাণ+স দেবকুল] *বি* পাথরের মন্দির। 'পাষাণদেউলের খিড়কিতে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাষাণ-দেবতা [স] *বি* যে দেবতার দয়া-মায়া নেই। 'কোন অজানা পাষাণ-দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কেবলই কান্না জুড়িয়া দিলাম।' *নজরুল*, ১৯২২।

পাষাণনগরী [স] *বি* পাথরের শহর; নির্দয় নগর। 'বিরচিলে এ পাষাণনগরীর শুষ্ক ধূলিতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পাষাণ-নুড়ি [স পাষাণ+নুড়ি] *বি* পাথরের ছোটো টুকরা। 'দিঘির কালো জলে সুডৌল পাষাণ-নুড়ি যেমন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পাষাণ-পিঞ্জর [স] *বি* পাথরের খাঁচা। 'পাষাণ-পিঞ্জর ভেদি, ছেদি নভ-নীল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পাষাণপুরী [স] *বি* নিষ্প্রাণ পুরী। 'কত রূপের পুরী পাষাণ-পুরী হয়ে উঠল।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'পাষাণপুরীর রাজকন্যাটির মতো নিরুপম সৌন্দর্যে নিথর।' *শামসুর*, ১৯৭০।

পাষাণপ্রতিম [স] *বিণ* নিষ্ঠুরের মতো। 'মর্জিনার পাষাণপ্রতিম দৃঢ়তাই ছিল একমাত্র বাধা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

পাষাণপ্রতিমা [স] *বি* পাথরের প্রতিমূর্তি। 'পাষাণপ্রতিমা তুমি, যত বক্ষে চেপে ধরি অনুরাগভরে তত বাজে বুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

পাষাণ-প্রাণ [স] *বি* নিষ্ঠুর হৃদয়। 'তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পাষাণ-প্রাসাদ [স] *বি* পাথরের তৈরি অট্টালিকা। 'পাষাণ-প্রাসাদ-দ্বারে আহত অর্গল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পাষাণ-ফাটা [স পাষাণ+ফাটা] *বিণ* পাষাণ ভেঙে যায় এমন। 'সাহানা সুরের পাষাণ-ফাটা কান্না আকণ্ঠ ফুঁপিয়ে উঠছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

পাষাণ বেদী [স] *বি* পাথরের পূজা-মঞ্চ। 'রক্ত-জমাট শিকল-পূজোর পাষাণ-বেদী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পাষাণব্যবধান [স] *বি* দুরতিক্রম্য বাধা। 'অভ্যাস, লোকাচার ও অসাড়তার পাষাণব্যবধান আশ্রয় করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পাষাণভার [স] *বি* পাথরের ভার। 'ভূধর হতে পাষাণভার/ যতনে বহি আনি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পাষাণভিত্তি [স] *বি* পাথরের ভিত। 'এই বৃহৎ প্রাসাদের

পাষাণভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'পাষাণভিত্তি-মাঝে দেবতার বুকে জান সে কী ব্যথা বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পাষাণময় [স] ১ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'সেজন সুজন ময়, হৃদয় পাষাণময়।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* পাথরে নির্মিত। 'কবি ও গ্রন্থাকারদিগের পাষাণময় প্রতিমূর্তি ... সংস্থাপিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* নিষ্ফলা; শুষ্ক। 'পাষাণময় যে দেশ ... শস্য তথা কখন কি ফলে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

পাষাণময়ী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* পাথরে নির্মিত। 'কেহ বা মৃন্ময়ী, পাষাণময়ী, অথবা ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি সমীপে দণ্ডায়মান ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ স্ত্রী* পাষাণের মতো নিষ্ঠুর। 'তোমায় ত পাষাণগঠিতা, পাষাণময়ী জানিতাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পাষাণ-যবনিকা [স] *বি* পাথরের পর্দা; দুর্ভেদ্য যবনিকা। 'কোথা কার আঁখি হতে সরিল পাষাণ-যবনিকা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পাষাণরাশি *বি* স্তূপীকৃত পাথর। 'ধূষরবর্ণ অনাবৃত পাষাণরাশি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পাষাণ-শৃঙ্খল [স] *বি* কঠিন বন্ধন। 'তোমারে করেছে বন্দী পাষাণ-শৃঙ্খলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

পাষাণসম [স] *বিণ* পাথরের মতো। 'শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পাষাণস্তর [স] *বি* পাথরের স্তর। 'দুঃসহ নৈরাশ্যের পাষাণস্তর বিদীর্ণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পাষাণস্থ [স] *বিণ* পাথরে খোদিত হয়েছে এমন। 'ইহা পাষাণস্থ বা তাম্রপত্রস্থ শিল্পলিপি দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পাষাণস্বর্গ [স] *বি* পাষাণের স্বর্গ। 'পাষাণ-স্বর্গ হিমালয়-চূড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পাষাণহৃদয় [স] *বি* পাষাণরূপ হৃদয়; মমতাহীন অন্তর। 'পৈশাচিক পাষাণহৃদয়ও শতধা হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'পাষাণহৃদয় গলিল কেন রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

পাষাণী [স] *বি স্ত্রী* হৃদয়হীন। 'পাষাণী মুকল পায়ে কাঠের তরী সোনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পাষাণের বিনি *বি* পাথরের আগল। 'পশ্চিম দুয়ারে দেই পাষাণের বিনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাষাণোৎক্ষেপ [স পাষাণ-উৎক্ষেপ] *বি* পাথর বিচ্ছুরণ। 'অতি বড় অগ্ন্যুৎপাতে, পাষাণোৎক্ষেপে এই বিশাল ভূপৃষ্ঠ গঠিত।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

পাশান [স পাষাণ] *বি* পাষাণ। 'যাহাকে বান্ধিয়া ছিল পর্ব্বত পাশানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পাসান [স পাষাণ] *বিণ* কঠিন। 'দরবে পাসান তরু বহসির নাদ সুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাষুরা [স বিস্মরণ>] *ক্রি* বিস্মৃত হওয়া। 'পাষুরিব কেমতে তাহার মায়া মো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাস[১] [স পার্শ্ব] *বি* পার্শ্ব। 'সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।' *চর্যা* ১, ১২০০।

পাসত *ক্রিবিণ* পাশে। 'ঈসত হাসিআঁ পাসত বসিআঁ পুরহ আন্ধার আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাসে *ক্রিবিণ* পাশে। 'বাম পাসে থাকি ডাকে কঠোর সাপিনী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পাস[২] [ই] ১ *বি* অনুমোদন। 'কালবিল কাল বিল করিলেন পাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* পরীক্ষায় সাফল্য লাভ। 'দাতাকর্ণ বাবু কালেজে পড়েন, একজামিন পাস করেচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* অনুমোদনপত্র। 'ছুটির দিনে ছিপফেলার পাস ছাড়ে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

পাসমার্ক [ই] *বি* স্বীকৃতি। 'গুণগান করলেই পাসমার্ক পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পাস-মার্কা [ই পাসমার্ক] *বি* উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা। 'এই মৃত্যুর তুলায় যে-সব জাতির তৌল হইয়া গেছে তাহারা পাস-মার্কা পাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পাসপোর্ট [ই] ১ *বি* দেশের বাইরে যাওয়ার সরকারি অনুমোদন। 'যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাসপোর্ট প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'তাহাদের ফ্রী পাসপোর্ট ছিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। ২ *বি* প্রবেশাধিকার। 'সাধু ভাষায় তাদের পাসপোর্ট মেলা শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পাসপোর্টধারী [ই] *বিণ* পাসপোর্ট আছে এমন। 'গবর্ণর বৈধ পাসপোর্টধারী পাকিস্তানী নাগরিক ছাড়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পাসর, পাসরণ, পাসরন [স প্রাস্মরণ] *বি* বিস্মৃত বস্তু; ভুল; বিস্মরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাসরা [স প্রাস্মরণ] ১ *ক্রি* ভুলে যাওয়া। 'তো এবেঁ পাসরিলি কেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* আত্মহারা হওয়া; অগ্রাহ্য করা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **পাসর** *ক্রি* ভুলে যাও। 'আপনা পাসর কেনে রাধার কোঙর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পাসরি** ১ *বি* ভুলে থাকি। 'কামবানে হত হৈয়া আপনা পাসরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* ভুলে যাই। 'ভক্তি না মানিলে ক্রোধ আপনা পাসরি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* ভুলে। 'রাহু আশা ধরি রহিল পাসরি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পাসরে** *ক্রি* ভুলে যায়। 'সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পাসরিছি** *ক্রি* ভুলে গেছি। 'সব দুঃখ পাসরিছি দেখি তোমার মুখ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পাসরিতাঙ** *ক্রি* ভুলে যেতাম। 'ধনমদে পাসরিতাঙ তাঁহার চরণ।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাসরিনু** *ক্রি* ভুলেছি। 'তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পাসরিবা** *ক্রি* ভুলে যাবে। 'সর্ব্ব অস্ত্র পাসরিবা মরন সময়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পাসরিয়** *ক্রি* ভুলে যেয়ো। 'গৃহে গেলে পাসরিয় মোরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পাসরিয়া** *ক্রি* ভুলে গিয়ে। 'ইব্রাহিম রসুলের দীন পাসরিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **পাসরিল** *ক্রি* ভুলে গেলো। 'বিসয় মদে মত্ত হৈয়া তোমা পাসরিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাসরিলা** *ক্রি* ভুলে গেলে। 'আপনা পাসরিলা জাতে দেব নারায়নে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাসরিলি** *ক্রি* ভুলে গেলি। 'তো এবেঁ পাসরিলি কেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাসরিলুম** *ক্রি* ভুলে গেলাম। 'পাসরিলুম দেখী মুক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পাসরিলেঁ** *ক্রি* বিস্মৃত হলে। 'আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পাসরী** *ক্রি* ভুলে। 'তাহাকে বাসিবে ভালো তোমাকে পাসরী।' *গরীব*, ১৭৬৫। **পাসরে** *ক্রি* বিস্মৃত হই। 'জাহা সুনি লোক সোক সকলি পাসরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পাসরেচ** *ক্রি* ভুলে গেছো। 'পাসরেচ পূর্বকথা পড়ে নাই মনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাসুরেছ পারা *ক্রিবিণ* ভুলে যাওয়ার মতো। 'প্রভু কন পুত্র পেয়ে পাসুরেছ পারা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাস্ত [ফা পোস্ত] *বি* পোস্তদানা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পাত্তানি *বি* পেছনের যেখানটায় মাছ ধরা পড়ে; ফাঁদ। 'পাত্তানি খোলা দুয়ারি তাই দেখে রেখেছি পেতে।' *লালন*, ১৮৯০।

পাহলওয়ান, পাহালওয়ান [ফা] ১ *বি* বীর। 'হেথায় হাসান আর হোসেন পাহালওয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* কুস্তিগির। 'দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট পাহলওয়ান দেখিতে চাহেন কিনা?' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'সারা মুলুকের যত বীর পাহলওয়ান।' *মনসুর*, ১৯৪৩। *দ্র* **পালোয়ান**

পাহলোয়ান, পাহলোওয়ান [ফা] *বি* কুস্তিগির। 'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পাহলোয়ান গামার সাথে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'শাহনামার রুস্তম ও সোহরাবের মত পাহলোওয়ান।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পাহলবী, পাহ্লবী [ফা] *বি* প্রাচীন ইরানি ভাষা। 'পাহ্লবী সঙ্গে পঞ্চভাষের অবধি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'রেখে যায় প্রাণ তার ফোরকান পাহলবী জবানে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

পাহাড় [স পাষাণ] *বি* ছোটো পর্বত। 'দেখি লোক সবে বোলে চলিল পাহাড়।' *সুলতান*, ১৭০০।

পাহাড়কাটা *বিণ* পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে এমন। 'উঁচু নিচু পাহাড়কাটা রাস্তা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পাহাড়-ঘেরা *বিণ* পাহাড়বেষ্টিত। 'তারই পাহাড়-ঘেরা কানা ছাপিয়ে পড়ছে ঝরঝরানির শব্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পাহাড়তলি *বি* পাহাড়ের নীচের স্থান। 'মনে পড়ে পাহাড়তলিতে বসন্তমঞ্জিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পাহাড়পায়ে *ক্রিবিণ* পাহাড়ের পাদদেশে। 'পাহাড়পায়ে প্রণত পথ।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

পাহাড়পারা *বিণ* পাহাড়ের মতো। 'পাহাড়পারা ব্যথা।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'কথার ব্যথা জমে জমে পাহাড়পারা হয়ে উঠচে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাহাড়প্রমাণ [স পাষাণপ্রমাণ] *বিণ* বিশাল; সুউচ্চ। 'পাহাড়প্রমাণ চামড়ার দিকে একবার হাঁ করে তাকালে।' *জীবন*, ১৯৩২।

পাহাড়ফাটা *বিণ* পাহাড় ফেটে যায় এমন। 'পাহাড়ফাটা ওস্তাদের বিপুল চড়চড়ানি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পাহাড়বাসী *বিণ* পাহাড়ে বাস করে এমন। 'পাহাড়বাসী বিদ্রোহীরা দলে দলে আসিয়া ...।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

পাহাড়ি ১ *বিণ* পাহাড় সংক্রান্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* পাহাড় এলাকায় জন্মায় এমন। 'পাহাড়ি তরুর শুকনো শাখায়।' *নজরুল*, ১৯২৮। ৩ *বি* সঙ্গীতের রাগিনীবিশেষ। 'পাহাড়ি তেতালা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

পাহাড়িয়া, পাহাড়িআ, পাহাড়ীআ ১ *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'পাহাড়ীআরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে এমন। 'পাহাড়িয়া যত পাখী দেখিতে জুড়ায় আঁখি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'সদ্ব্রাহ্মণেরা তাহারদিগকে পাহাড়িয়া ব্রাহ্মণ বলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পাহাড়ী ১ *বিণ* পর্বতজাত। 'পাহাড়ী নালা।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বিণ* পাহাড়ে বসবাসকারী। 'কাঠ আহরণ করা পাহাড়ী মেয়েদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ।' *বেগম*, ১৯৬৩।

পাহাড়ে ১ *বিণ* পাহাড়ি; পার্বত্য। 'এবড়ো-খেবড়ো উঁচুনিচু পাহাড়ে রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* বিশাল। 'বাড়ির কাছে একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পাহারা [স প্রহর>] *বি* প্রহরীর কাজ; প্রহরা। 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ ... রাস্তায়, পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পাহারাওয়ালা, পাহারাঅলা [পাহারা+হি ওয়ালা] *বিণ* প্রহরী। 'পুলিসের রাতকানা সার্জ্জন ... কুরুঙে পাহারাওয়ালা ...।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মিথ্যেই পাহারাঅলা, খিড়কি-পথে হয়ে গেছে চুরি।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

পাহারাদারনি [পাহারা+ফা দার>] *বিণ স্ত্রী* পাহারাদার। 'আয়েষা পাহারাদারনির মতো অষ্টপ্রহর ও ঘরে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

পাহারাদারি [পাহারা+ফা দারি] *বি* পাহারাদারের কাজ। 'ঝিমাইয়া-ঝিমাইয়া পাহারাদারির দায় সারিয়া যাইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পাহারাবন্দী [স প্রহর+ফা বন্দি] *বিণ* পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে এমন। 'উহাকে পাহারাবন্দী করিয়া মানাহ্নিকে পাঠাইয়া দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পাহারালা [পাহারা+হি ওয়ালা] *বি* পাহারাদার। 'লাস-চুরির দাবি দিয়ে পাহারালা ডাকছিলেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

পাহারোলা [পাহারা+হি ওয়ালা] *বি* পাহারা দেয় যে। 'তাদের সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গো সার্জেন্ট, পাহারোলা, হ্যান্ডকাপ, বেটন এবং আরো কত কি!' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পাহিড়া *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী পাহিড়া। যমক।' *বড়ু*, ১৫৭০।

পাহিড়ারাগ *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'পাহিড়ারাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাহুন [স প্রাঘুণ] *বিণ* প্রবাসী। 'কান্ত পাহুন কাম দারুণ ... শর হন্তিয়া।' *শেখর*, ১৬০০।

পাহি [স পাণি] *বি* হাত। 'পুনিহ দেখিল সঙ্খচক্র চারি পাহি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **পাণি**

পিঅন [স পা>] *বি* পান করা। 'অল্প অল্প তিন বারে পিঅন কুশল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পিআ[১] [স পা>] *ক্রি* পান করে। 'কুসুমসমূহ মধু পিআ মধুমত্ত মধুকর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পিআ[২] [স প্রিয়] *বি* প্রিয়া। 'নিঅর আএল পিআ লোচন মেলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পিআদা [ফা পিয়াদাহ্] *বি* পিয়ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **পিয়াদা**

পিআনো[১] [স পা>] *ক্রি* পান করা। 'আমিআঁ পিউক মোর কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পিইছেন হাসি তব বাক্য-সুধা, দেবি দেব, সুধানিধি।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **পিউক** *ক্রি* পান করুক। 'আমিআঁ পিউক মোর কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পিএ** *ক্রি* পান করে। 'কিলি কিলি ধ্বনি শুনি রুধির পিএ সুকিনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **পিঙ** *ক্রি* পান করো। 'ছাড়হ কুত্তল পিঙ গঙ্গাজল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পিআনো[২] [ই] *বি* অর্গানের মতো এক ধরনের বিরাটাকার বাদ্যযন্ত্র, যা হারমোনিয়ামের মতো চাবি টিপে বাজাতে হয়। 'দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও দেয়ালজোড়া পিআনো।' *অন্নদা*, ১৯২৯। *দ্র* **পিয়ানো**

পিআল [স প্রিয়াল] *বি* পিয়াল গাছ। 'কসাল পিআল ডগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **পিয়াল**

পিআস [স পিপাসা] *বি* পিপাসা। 'ভোঁখে ভাত দিবোঁ তোরে পিআসত পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পিউ [স প্রিয়] *বি* প্রিয়জন। 'ছাড়িল নিঃশ্বাস যদি স্মরি মনে পিউ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পিউ কাহাঁ *বি* পাপিয়ার ডাক। 'ডাকে পাখি, পিউ কাঁহা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পিউ পিউ [স প্রিয়>] *বি* পাখির ডাক। 'চৌদিগে চাতকপক্ষ করে পিউ পিউ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পিউরিটান [ই] *বিণ* শুদ্ধাচারী। 'পাপ মনে করার মতো পিউরিটান বুলা নন।' *পাশা*, ১৯৭১।

পিউলি, পিউলী [স পীত] *বি* এক প্রকার লঘু হলুদ বর্ণের ফুল। 'সিউলি পিউলি আর মোহন মুকুতাহার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'বান্ধুলী পিউলী মালতী জাতী।' *ভারত*, ১৭৬০।

পিএইচডি, পি.এইচ.ডি. [ই] *বি* ডক্টর অব ফিলোসফি; বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি। 'গত জেনেরেশনের কেমব্রিজ য়ুনিভারসিটির পি.এইচ.ডি. দলের একজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পিওন [ই] *বি* চিঠি বিলি করে যে। 'গাঁয়ে পোস্টঅফিসে পিওন ছিল না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯। *দ্র* **পিয়ন**

পিংপং [ই] *বি* টেবিল টেনিস। 'পিংপং খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'উর্মি তখন শশাঙ্কের সঙ্গে পিংপং খেলছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পিঙপঙ [ই] *বি* টেবিল টেনিস খেলা। 'হৃৎপিণ্ড নিয়ে খেলে পিঙপঙ কারা।' *হোসেন*, ১৯৪০।

পিঁচুটি, পিচুটি [স পিচ্ছট] *বি* চোখের ময়লা; চোখের এক রকমের স্রাব। 'পিচুটি।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মলিনা, পিঁচুটিনয়না, কাঠকুড়ানীর মত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

পিঁচুটিনয়না [পিঁচুটি+স নয়ন>] *বিণ স্ত্রী* চোখে পিঁচুটি রয়েছে এমন। 'মলিনা, পিঁচুটিনয়না, কাঠকুড়ানীর মত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

পিঁচুটিভরা *বিণ* পিঁচুটিযুক্ত। 'চোখে পিঁচুটিভরা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পিঞ্জর [স পিঞ্জর] *বি* খাঁচা। 'আমার এই পিঞ্জরের মধ্যে চারিদিকে বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'ত্যজি সে পিঞ্জর।' *রোকেয়া*, ১৯২২। *দ্র* **পিঞ্জর**

পিঁজরা [স পিঞ্জর] *বি* খাঁচা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'প্রতাপাদিত্য রায়ে পিঞ্জরা ভরিয়া চলে রাজা মানসিংহে জয়ডঙ্কা দিয়া ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

পিঁজেরা [স পিঞ্জর] *বি* খাঁচা। 'বহু কালের ভাঙা পিঁজেরাটি ঝেড়ে ঝুড়ে ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পিঁজরাপোল [হি] *বি* পশু-পাখি রাখার জায়গা। 'আমি এই পিঁজরাপোলে আটক।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পিঁড়া [স পীঠ] *বি* ঘরের দাওয়া। 'পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পিঁড়ায় জিনিলে পেঁড়োর জিনা যায় – ঘরের দাওয়ায় জয়ী হলে দূরে (পাণ্ডুয়া) গিয়েও জয়ী হওয়া যায়। 'ইহা জানিস না যে পিঁড়ায় জিনিলে পেঁড়োয় জিনা যায়।' *গৌর*, ১৮২২।

পিঁড়ে [স পীঠ] *বি* ঘরের দাওয়া। 'ও সে পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর পায়।' *লালন*, ১৮৯০।

পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর – প্রকৃত কোনো খবর না রেখে দুনিয়ার সব ব্যাপারের বিষয় বর্ণনা দেওয়া। *সুবল*, ১৯০৬।

পিঁড়ি, পিঁড়ী [স পিণ্ডি] *বি* ছোটো ও নিচু কাঠের আসন। 'আচার্য্য কহে বৈস গোঁহে পিঁড়ির উপরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পেতে দিল বড় পিঁড়ি তাহায় বসিয়া।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'আগে এই পিঁড়ী খানা পেতে দেই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পিঁধন [স পিনদ্ধ] *বি* পরিধানবস্ত্র। 'মিহিন খাপি সিন্ধু-কাফি পিঁধন চমৎকার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

পিঁধা *ক্রি* পরিধান করা। 'তবল্লক ছাঁদে বসন পিঁধে সঙ্গে চলয়ে হাঁটি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

পিঁপড়া [স পিপীলিকা] *বি* অতি ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পিঁপড়ে [স পিপীলিকা] *বি* অতি ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। 'ডেঞ্চো পিঁপড়ের মন্তব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পিঁয়াজ [ফা পিয়াজ] *বি* রান্নায় ব্যবহৃত ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত কন্দবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* **পিয়াজ**

পিঁয়াজু [ফা পিয়াজ>] *বি* পিয়াজ দিয়ে তৈরি ডালের বড়াবিশেষ। 'পিঁয়াজু, বেগুনি, বুট, জিলিপি, ইসুবগুলের সরবত এসব তো ছিলই।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

পিক[১] [স] *বি* কোকিল। 'সুসর পঞ্চম শর গাএ পিক গণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পিককাকলী [স] *বি* কোকিলের কলতান। 'ঘুম ভাঙা পিককাকলীতে যেই রং লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পিককুল [স] *বি* কোকিলের ঝাঁক। 'কেতকী হাসল পিককুল ভাসল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পিককুলধ্বনি [স] *বি* কোকিলের ডাক। 'হিমান্তে, শুনি পিককুলধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পিকবধূ [স] *বি স্ত্রী* কোকিল। 'যাও যথা পিকবধূ বরিষে সঙ্গীত মধু।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পিকবর [স] *বি* কোকিল। 'পিকবর গানে পাছে সর্বনাশ হয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পিক[২] [হি পিক] *বি* চর্বিত পানের রস। 'তিনি তক্তারওঁয়ার বাইলোকের পিকদান বরদারী কর্ম্ম করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পিকদান [হি পিক+ফা দান] *বি* পিক বা থুতু ফেলার পাত্র। 'তিনি তক্তারওঁয়ার বাইলোকের পিকদান বরদারী কর্ম্ম করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পিকদান বরদার [হি পিক+ফা দান+ফা বরদার] *বি* পানের পিকদান ধরে রাখে যে। 'তিনি তক্তারওঁয়ার বাইলোকের পিকদান বরদারী কর্ম্ম করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পিকদান বরদারী [হি পিক+ফা দান+ফা বরদার>] *বিণ* পিকদান বহনের। 'তিনি তক্তারওঁয়ার বাইলোকের পিকদান বরদারী কর্ম্ম করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পিকদানি [হি পিক+ফা দানী] *বি* চিবানো পানের রস অথবা থুতু ফেলার পাত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'পানের বাটা ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ করিয়া পিকদানির উপর পড়িয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পীকদান [হি পিক+ফা দান] *বি* পানের রস ফেলার পাত্র। 'পীকদান ৪ চারি।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

পিকচার [ই] *বি* ছবি। **পিকচার পোস্টকার্ড** [ই] *বি* ছবিসহ কার্ড। 'পিকচার পোস্টকার্ড এ দৃশ্য ধরে রাখে ছুটির দিনগুলোকে লোভনীয় করার জন্যে।' *হাই*, ১৯৫৮।

পিকনিক [ই] *বি* বনভোজন। 'চা-সভা, লন পার্টি, এক্সকার্শন, পিকনিক ইত্যাদি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পিকপকেট [ই] *বিণ* পকেটমার। 'বাবু সুপ্রিমকোর্টের মিসুয়ার্স, থিফ রোগ

এণ্ড পিকপকেট উকীল সাহেবেদের আফিসের খাতাঞ্জী।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পিকা *বি* চুরুট। 'কাঁচা শালপাতার একটি পিকা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

পিকাদুর [প পিকাদেইরো] *বি* এক ধরনের আংটি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পিকু [স পিক] *বি* কোকিল। 'পঞ্চম গায় অলি নাচে পিকুগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **পিক**[১]

পিকুরুশী [স পিকরুশী] *বিণ* কোকিলের মতো। 'পিকুরুশী হইআ লহনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পিকেটিং [ই] *বি* কাজে বাধা দান ও ধর্মঘটের পক্ষে সমর্থন আদায়। 'বিলাতি বর্জন ও পিকেটিং করার বিষয় উল্লেখ করিতে পারি।' *ছোলতান*, ১৯২৩; 'টিচার হয়েও মেয়েদের সঙ্গে পিকেটিং করলাম।' *জীবন*, ১৯৩১।

পিকোলো [ই] *বি* স্বরগ্রামের উচ্চস্বর বাজানোর উপযোগী ছোটো বাঁশিবিশেষ। 'পিকোলোর আওয়াজ যেমন ব্যাণ্ডের গোলমালকে ছাড়িয়ে ওঠে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

পিঙ *দ্র* পিঙানো[১]

পিঙ্গ [স] *বিণ* পিঙ্গল; হলুদাভ। 'কুম্ভীরের ওই জিহ্বা-তালুর ঘুচবে পিঙ্গ বেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

পিঙ্গল [স] *বিণ* হলুদ আভাযুক্ত। 'বল্কবাস পিঙ্গল কেশ অরুণ মুরতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পিঙ্গলাভ [স] *বিণ* ঈষৎ পিঙ্গল রঙের। 'মাথার চুল পিঙ্গলাভ।' *তারা*, ১৯৪০।

পিঙ্গাস [স পিঙ্গ>] *বিণ* পিঙ্গল বর্ণবিশিষ্ট। 'জটা মোর নীহারিকাপুঞ্জ-ধূম পাটল পিঙ্গাস।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পিঙ্গলা [স] *বি* (তন্ত্র) দেহস্থ কল্পিত তিন প্রধান নাড়ির একটি। 'ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পিচ[১] [ই] *বি* এক প্রকার ফল। 'আপেল পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধরে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পিচ[২] [ই] *বি* আলকাতরা থেকে তৈরি পদার্থবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১: 'রাস্তার পিচ গলেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

পিচঢালা [ই পিচ+ঢালা] *বিণ* পিচ ঢেলে নির্মিত। 'পিচঢালা চওড়া রাস্তা।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

পিচ[৩] [হি পিক] *বি* পানের পিক। 'দাঁত-মুখ খিচিয়ে পিচ কাটল ঘাসের ওপর।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পিচ কাটা *ক্রি* পানের পিক ফেলা। 'দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পিচ কাটল ঘাসের ওপর।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পিচকি *বি* চিবানো পানের রস; পিক। 'খানিকটা পানের পিচকি ঝেড়ে ফেলে বললে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

পিচদানি [হি পিক+ফা দানি] *বি* পিক বা থুতু ফেলার পাত্র। 'দেয় ঢেলে পিচদানির পিচ/ কাপড়-চোপড় লালে লাল।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

পিচকারি, পিচকারী, পিচকিরি [ধ্বন্যা] *বি* তরল পদার্থ ছিটানোর যন্ত্র। 'পিচকারি করি হাতে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বড়ো পিচকিরি করে গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'একটা পিতলের পিচকারি, একটা চাবি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পিচপিচে *বিণ* থকথকে; নরম। 'পিচপিচে কাদা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পিচবোর্ড [ই পেস্টবোর্ড] *বি* কাগজের পুরু বোর্ডবিশেষ। 'পিচবোর্ড কেটে লাগিয়ে দেওয়া।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

পিচল [স পিচ্ছল] *বিণ* পিচ্ছিল। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পিচানো [স চপ>] *ক্রি* চাপ দেওয়া। **পিচিউ** *ক্রি* চাপলাম। 'জবে করহা করহকলে পিচিউ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

পিচাশ [স পিশাচ] *বি* পিশাচ; প্রেতযোনিবিশেষ। 'ভূত প্রেত পিচাশ জর্মো দানোব কহি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। *দ্র* **পিশাচ**

পিচাষী [স পিশাচী] *বি* পিশাচী। 'তক্রের কুশনীরে পিচাষী উদগারে সন্ধান পাইল শরীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পিচাস [স পিশাচ] *বি* ভূতবিশেষ। 'প্রেত পিচাস ভূত তোমার সঙ্গে বৈসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পিচেশ [স পিশাচ] *বি* পিশাচ। 'এক তৃতীয় শ্রেণীর পিচেশও এদেশে এসেছিল।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

পিচিউ *দ্র* পিচানো

পিচুটে [স পিচ্ছট] *বিণ* নাছোড়। 'পিচুটে স্বভাব যেয়েও যায় না।' *লালন*, ১৮৯০।

পিচ্ছল [স পিচ্ছিল] **১** *বিণ* অত্যন্ত মসৃণ। 'পরিপুষ্ট শুভ্র তনু চিক্কণ পিচ্ছল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* দাঁড়ানো যায় না এমন। 'কভু বা পন্থ গহন জটিল, কভু পিচ্ছল ঘনপঙ্কিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পিচ্ছিল [স] *বিণ* অত্যন্ত মসৃণ; পিচ্ছল। 'তাহাদের পদতল পিচ্ছিল হিমানীস্তূপের উপরি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'হেঁটে যায় পিচ্ছিল দেয়ালে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

পিচ্ছিলতা [স] *বি* মসৃণতা। 'হে সর্পিণী, পিচ্ছিলতা একটু নড়ুক-চড়ুক।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

পিচ্কারি [ধ্বন্যা] *বি* পানি অথবা অন্য তরল পদার্থ জোরে ছিটাবার যন্ত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২। *দ্র* **পিচকারি**

পিচ্কারির হাবিরা *বি* পিচকারির ভেতরের চাবি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পিছ [স পশ্চাৎ] *বি* পৃষ্ঠভাগ। 'ভাইপো খুড়র সঙ্গে বিচার করিতে পিছ পাও হইবেন, যদি কেহ ভুলভ্রান্তিতেও ভাবেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

পিছটান *বি* পিছুটান। 'শিলঙযাত্রী বন্ধুগণ পিছটান দিয়াছিলেন।' *হাই*, ১৯৪০।

পিছ-পা *বিণ* পিছনে হটে আসে এমন। 'ভোঁদড় চরাই ভেড়ার বদল, পিছ-পা হবার পাত্র নই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'হাত লাগাইতে পিছ-পা নন।' *নজরুল*, ১৯২২।

পিছ পাও *বি* পিছু হটা। 'ভাইপো খুড়র সঙ্গে বিচার করিতে পিছ পাও হইবেন, যদি কেহ ভুলভ্রান্তিতেও ভাবেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

পিছন [স পশ্চাৎ] **১** *বি* পশ্চাদ্ভাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* অতীত। 'আজ শুধু আঁখিজলে পিছনে চাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **৩** *ক্রিবিণ* পরে। 'ডাকের সময় যার তার পিছন পিছন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পিছনদাঁড় [স পশ্চাৎ-দণ্ড] *বি* হালের বৈঠা। 'তার ভিতরে এমন উজান/ আমি আড়াল চেয়েছিলাম পিছনদাঁড়ে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

পিছন-পানে *ক্রিবিণ* পিছনের দিকে। 'আগুন-ধরা আঁধার-করা পিছন-পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পিছন-ফেরা *বিণ* অতীতকে মনে করিয়ে দেয় এমন। 'বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পিছন-ফেলা *বিণ* পিছনে ফেলে এসেছে এমন। 'পিছন-ফেলা পথের কথা চোখে-চোখে ...।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

পিছনিয়া [স পশ্চাৎ] *বিণ* পশ্চাদ্বর্তী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পিছানো *ক্রি* পিছন দিকে হটে আসা। 'কেবল এক পা এগোনো, দুই পা পিছানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **পিছায়** *ক্রি* পশ্চাতে যায়। 'গরগর করে ঘন আগার পিছায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পিছিয়ে পড়া ১ *ক্রি* কোনো কিছুর তুলনায় পিছিয়ে যাওয়া। 'পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **২** *বিণ* অনুন্নত। 'তুর্কমানীদের চেয়েও পিছিয়ে-পড়া জাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পিছল [স পিচ্ছল] *বিণ* পিচ্ছিল। 'ধীরে ধীরে বাড়াও পাও পিছল হৈছে ঘাটা।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

পিছলা [স পিচ্ছল] *বিণ* পিচ্ছিল। 'পিছলা গাছের বাকল খোলার মত আস্তে আস্তে টেনে তোলে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

পিছলাওন *বি* পিছলে যাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পিছলে যাওয়া *ক্রি* মসৃণতার ফলে যথাস্থান থেকে পা ছুটে যাওয়া; পা হড়কানো। 'মেজে এমন পালিশ করা যে, পা পিছলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পিছলানো [স পিচ্ছল] *ক্রি* পিছলে পড়া। **পিছলিয়া** *ক্রি* পিছলে। 'চারিদিগে পিছলিয়া পড়ে সত্ত পানি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পিছলিল** *ক্রি* পিছলে পড়লো। 'উচ্চ তরু হইতে যেন পিছলিল পা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পিছলি [স পিচ্ছল] *বি* কুঁচকি ফোলা রোগ; বাগি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পিছলী [স পশ্চাৎ>] *বিণ* পশ্চাদ্বর্তী; পিছনের। 'পিছলী পায় দাঁড়াও, আর আগলী পা কূপের ধারে রাখ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পিছা[১] [স পশ্চাৎ>] *বি* পিছন। 'যাহারা পিছা লইয়াছিল তাহারদিগকে আপন পশ্চাতে ... দূরে ফেলিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পিছাড়া [স পশ্চাৎ>] *বি* পিছাড়ি; পশ্চাদ্ভাগ বা পা দিয়ে আঘাত। 'পিছাড়া, সিকপা যতরকমের বজ্জাতি সে জানিত ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

পিছাড়ী [স পশ্চাৎ>] *বিণ* পিছনের। 'পিছাড়ী দুই পায় বসিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

পিছিলা [স পশ্চাৎ>] *বিণ* অতীত। 'পিছিলা কাল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পিছা[২] [স পিচ্ছ] *বি* ঝাঁটা; ঝাড়ু। 'কার কপালে পিছা মারবি?' *সুনীল*, ১৯৭০।

পিছু [স পশ্চাৎ>] *ক্রিবিণ* পিছনে। 'আমাদের এই সুখের পিছু ছায়ার মতো নাইকো কিছু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পিছুটান *বি* পিছনের আকর্ষণ। 'সবটাতেই পিছুটান।' *কায়সার*, ১৯৬২।

পিছুডাক *ক্রি* পিছন থেকে ডাকা। 'আমার যাবার বেলায় পিছুডাকে ভোরের আলোর ফাঁকে ফাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

পিছু ডাকা *ক্রি* পিছন থেকে ডাকা। 'সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পিছু নেওয়া *ক্রি* উত্ত্যক্ত করা। 'একটি মেয়ের পিছু নিয়েছিল।' *পাশা*, ১৯৭১।

পিছু পিছু ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে সঙ্গে। 'চাহনি ফিরিতে শুধু মা-র পিছু পিছু।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *ক্রিবিণ* পিছে পিছে। 'অধরার গেছি পিছু পিছু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পিছু-পা *বিণ* পিছপা। 'তলওয়ার নাকের কাছে এলেও ইনি পিছু-পা তো হনই নি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

পিছুয়া *ক্রিবিণ* পিছন দিকে। 'সন্তানের দুই কর পিছুয়া বান্ধনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

পিছুয়ানো *ক্রি* পিছিয়ে যাওয়া। 'পিছুয়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পিছুহটা *বি* পশ্চাদপসরণ। 'পাকফৌজ পিছুহটার সময় ... মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

পিছে *ক্রিবিণ* পিছনে। 'আগে জায় কপিরাজ পিছে সুরেশ্বরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পিছে পিছে *ক্রিবিণ* পিছনে পিছনে; পরে। 'বাকী কাপড় পিছে পিছে পাঠাইব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পিঞ্জর [স] *বি* খাঁচা। 'পিঞ্জরের পাখি মত বেড়ায় ঘুরিয়া।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৫।

পিঞ্জরবদ্ধ [স] *বিণ* খাঁচায় বন্দী আছে এমন। 'কদাপি পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় অস্থিরা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

পিঞ্জরা [স পিঞ্জর>] *বি* কারাগার। 'বেগমদিগের আর২ স্ত্রী লোকদিগাকে পিঞ্জরায় কএদ করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

পিঞ্জরাবদ্ধ [স পিঞ্জর-আবদ্ধ] *বিণ* খাঁচায় বন্দী। 'পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী কিরূপ উড়িতে অক্ষম হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'মহিলারা পিঞ্জরাবদ্ধ কোকিলের ন্যায়।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

পিঞ্জরাবৃত [স পিঞ্জর-আবৃত] *বিণ* খাঁচায় আবদ্ধ। 'ভবমায়াজালে আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পিঞ্জিরা [স পিঞ্জর] *বি* খাঁচা। 'মাটির পিঞ্জিরা রহে দুনিয়ায় পড়িয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পিট [স পৃষ্ঠ] **১** *বি* পিঠ। 'পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তে মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।' *চর্যা ১৪*, ১২০০। **২** *বি* তাসখেলার দানবিশেষ। 'ও যে আমার পিট, তুই বিবি দিলি কেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পিটটান *বি* পালানো। 'গোস্বামী ... গৌয়ার্তিমোয় গরম হয়ে পিটটানের পথ দেখ্‌বেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পিটটান দেওয়া *ক্রি* পলায়ন করা। 'সিংহও পিটটান দিয়েচে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পিটক [পা] *বি* বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থ। 'বৌদ্ধ ধর্মের কি এক পিটক।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পিটনা [হি] *বি* (বুকে) আঘাত করা। 'সারা রাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিটনা করি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

পিটনি [হি পিটনা] *বি* মার; পিটুনি। 'পিটনি খেয়ে পিঠ যে তোদের টিট হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

পিটনেওয়ালা [হি পিটনা-ওয়ালা] *বি* ক্রিকেট খেলায় যে পিটিয়ে খেলে; ব্যাটসম্যান। 'রণজিৎ কেমন পিটনেওয়ালা শোভনা তা জানে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

পিটপিট [ধ্বন্যা] **১** *বি* দৃষ্টিপাতের ভাবসূচক অভিব্যক্তি। 'তাঁহার ছোটো চোখ দুটো বিন্দুর মতো হইয়া পিট পিট করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বি* টিপটিপ। 'ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পিটপিট করে মুখের উপর সবেগে আঘাত করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পিটা[১] [স পৃষ্ঠ] *বি* কাঠের পাত্র। 'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।' *চর্যা* ২,

১২০০।

পিটা[২] *বি* পাটি প্রস্তুতকারক। *মানোএল,* ১৭৪৩।

পিটান [স পিট্ট>] *ক্রি* প্রহার করা। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

পিটানি [স পিট্ট>] *বি* প্রহার। 'কী দমাদ্দম পিটানি!' *রবীন্দ্র,* ১৯২২।

পিটানি[১] [স পিষ্ঠ] *বি* গাছবিশেষ। 'কাঁচা পিটানি আর হরিদ্রা সুখান।' *বিজয়,* ১৬৫০।

পিটানি[২] *দ্র* **পিটান**

পিটানো, পিটোনো [স পিট্ট>] ১ *ক্রি* আঘাত করে বাজানো। 'প্রাণপণ জোরে ড্রাম পিটোয়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২। ২ *ক্রি* আঘাত করা। 'তাই বলে লোহা পিটোনো।' *রবীন্দ্র,* ১৯১১; 'মাটি আর খড় মিশিয়ে পিটে পিটে উঁচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে।' *মুজতবা,* ১৯৪৯। ৩ *ক্রি* শিষ থেকে ধান আলাদা করা। 'একদিন এসে পিটিয়ে দিস ধান কটা।' *হাসান,* ১৯৬৪। **পিটিয়া** *ক্রি* আঘাত ক'রে। 'স্বর্ণকে পিটিয়া এক সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করা হয় যে ...।' *অক্ষয়,* ১৮৫২। **পিটাতে** *ক্রি* আঘাত করতে। *ওসাঁ,* ১৭৮২।

পিটালি[১] [স পিষ্ট] *বি* আতপ চালের মণ্ড। 'তিল পিটালিতে লাউ বার্তাকু কুমুড়া।' *ভারত,* ১৭৬০।

পিটুলি [স পিষ্ট] *বি* জল দিয়ে চটকানো চালবাটা। 'খোলায় পিটুলি দেন হয়ে অতি শুচি।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

পিটুলি গোলা *বি* চালবাটা ও পানির মিশ্রণে প্রস্তুত তরল। 'পিটুলি গোলার আলপনা দিতেছে।' *বিভূতি,* ১৯২৯।

পিটালি[২] *বি* গাছবিশেষ। 'পিটালি গাছের ছায়ায়।' *শরৎ,* ১৯২৬।

পিটিশান [ই] *বি* আবেদনপত্র। 'এসো তো করি নামটা সহি লম্বা পিটিশানে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯০।

পিটে [স পিষ্টক] *বি* পিঠা। 'চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান ক'রে।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

পিটোন *বি* পিটুনি। 'এমন পিটোন তাকে লাগালাম ...।' *শিবরাম,* ১৯৭০।

পিট্টান [স পৃষ্ঠ>] *বি* চম্পট। 'কখন বা পথিকদিগকে ইট পাটকেল মারিয়া পিট্টান দিতেছে।' *প্যারী,* ১৮৫৮। *দ্র* **পিঠ**

পিঠ [স পৃষ্ঠ] *বি* পৃষ্ঠদেশ। 'লাজে পিঠ দিআঁ মো রহিলোঁ দধিভার।' *বড়ু,* ১৪৫০।

পিঠ-উঁচু *বিণ* হেলান দেওয়ার উঁচু পিঠ আছে এমন। 'লেখকের মঞ্চে ছিল পিঠ-উঁচু তোমারি চৌকিটা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

পিঠওয়ালা [স পৃষ্ঠ+হি ওয়ালা] *বিণ* বসে হেলান দেওয়া যায় এমন। 'এক ধারে পিঠওয়ালা বেঞ্চি।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯।

পিঠ চাপড়ানো *ক্রি* প্রশংসা প্রকাশে পিঠে হালকা চাপড় দেওয়া। '(কবির পিঠ চাপড়াইয়া) সাধু কবি, সাধু।' *নজরুল,* ১৯৩১।

পিঠছাওয়া *বিণ* পিঠ ঢেকে আছে এমন। 'তুমি এসে দাঁড়ালে কি পিঠছাওয়া চুলে?' *শামসুর,* ১৯৫৯।

পিঠজাগানো *বিণ* পিঠউঁচু। 'কচ্ছপের মত পিঠজাগানো বাড়িগুলো।' *হাসান,* ১৯৬৭।

পিঠঝাঁপা *বিণ* পিঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায় এমন। 'দাঁড়াতো অলিন্দে এসে কাল চুল নিয়ে পিঠঝাঁপা।' *ফররুখ,* ১৯৬৩।

পিঠটান [স পৃষ্ঠটান] *বি* চম্পট। *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'তাতেও যদি সে পিঠটান না দেয়, তা হলে তাকে কামড়ায়।' *প্রমথ,* ১৯১৫।

পিঠদাঁড়া [স পৃষ্ঠ-দণ্ড] *বি* মেরুদণ্ড। 'কুঁজভরে পিঠদাঁড়া ভূমিতে লুটায়।' *ভারত,* ১৭৬০।

পিঠথাবড়ানি *বি* পিঠে চাপড় মেরে উৎসাহদান। 'তার কপালে জুটছে পরিহাস, বড় জোর ঔদাস্যভরা পিঠথাবড়ানি।' *শিব,* ১৯৫০।

পিঠ দেখানো *ক্রি* পলায়ন করা; পরাজিত হওয়া। 'জীবন-যুদ্ধে সে পিঠ দেখাইবে না।' *মনসুর,* ১৯৫৫।

পিঠ-পিঠ ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে সঙ্গে। 'উন্নতির পিঠ-পিঠ অবনতিও দেখা দেয়।' *প্রমথ,* ১৯১৭। ২ *ক্রিবিণ* পিঠাপিঠি; পর পর প্রসূত এমনভাবে। 'এরা দু ভাই এমনি পিঠপিঠ জন্মেছিল।' *প্রমথ,* ১৯১৮। ৩ *ক্রিবিণ* অব্যবহিত পরে। 'ইংরেজরাজ ... এ দেশ থেকে নিশ্চয়ই পালাতেন – আর পিঠপিঠ ভারত স্বাধীন হয়ে উঠত।' *প্রমথ,* ১৯৩৮।

পিঠ ফেরা *ক্রি* পিছু হটা। 'তোদের মতন পিঠ ফেরেনি প্রাণটা হাতে করে।' *নজরুল,* ১৯২২।

পিঠ-ভরা *বিণ* পিঠপূর্ণ। 'তাঁর পিঠ-ভরা কালো চুল আমার দৃষ্টিপথের ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০১; 'পিঠভরা দাদ আর বুকভরা লোম।' *নরেন্দ্র,* ১৯৫৭; 'চিকন শরীর, পিঠভরা কালো চুল।' *ওয়ালী,* ১৯৬৪।

পিঠভাঙা [স পৃষ্ঠ-ভগ্ন] *বিণ* ঠেস দেওয়ার জায়গাটা ভাঙা। 'পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

পিঠমোড়া করে বাঁধা *ক্রি* কঠিনভাবে আবদ্ধ করা। 'আমাকে পিঠমোড়া করে শিকল কষতে লাগল।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৫; 'মেয়েটা সংসারের সঙ্গে আমার পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে।' *নজরুল,* ১৯২৭।

পিঠা[১] [স পিষ্টক] ১ *বি* চালের গুঁড়া বা ময়দা দিয়ে তৈরি মিষ্ট বা ঝাল খাবারবিশেষ। 'যার অন্ন তার ঠাঞি পিঠাপানা লব।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বি* রুটি। 'শিশুর হাতের পিঠা সহজে লইয়া।' *গরীব,* ১৭৬৫।

পিঠা[২] [স পৃষ্ঠ] *বি* পৃষ্ঠদেশ। 'পিঠা পেতে দিল পক্ষ করিতে আসন।' *রামাই,* ১৭১০।

পিঠা[৩] *বি* সন্তান। *মানোএল,* ১৭৪৩।

পিঠাপিঠি, পিঠেপিঠি [স পৃষ্ঠ>] ১ *বিণ* পরপর প্রসূত। *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'পিঠেপিঠি বোন।' *আলাউদ্দিন,* ১৯৭৫। ২ *বিণ* পিঠে পিঠ লাগিয়ে আছে এমন। 'এক ভিত্তি তুলিয়া পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

পিঠোপিঠি [স পৃষ্ঠ>] ১ *ক্রিবিণ* পরস্পর পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে। 'ব্রিটেনের পক্ষে সর্ববিষয়ে ঐশ্বর্য পিঠোপিঠি সংলগ্ন হয়ে আছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩১। ২ *বিণ* পরপর জন্মেছে এমন। 'মধুর যে এ কলহ ভাই পিঠোপিঠি ভায়ের পারা।' *নজরুল,* ১৯৩২।

পিঠালি, পিঠালী [স পিষ্টক>] *বি* পানিতে ভেজানো চালবাটা। 'বেসারি পিঠালি ঘন কাঠি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০; 'কাঞ্চন পিঠালী দিল তাহার উপরি।' *রূপরাম,* ১৭৫০। *দ্র* **পিটালি**

পিঠালি-গোলা *বি* চালবাটার তরল। 'দুধের পরিবর্তে পিঠালি-গোলার আয়োজন করিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

পিঠাহারি *বি* পিঠা বিক্রেতা মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'পিঠা বেচিয়া নাম বলাইল পিঠাহারি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

পিঠী [স পৃষ্ঠ] *বি* পিঠ। 'উলটিআঁ দিলেঁ পিঠী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

পিঠুলী *বি* গাছবিশেষ। 'একটা পিঠুলী গাছের তলায় বসিয়া আমজাদ আবার আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পিঠে *ক্রিবিণ* পিছনে। 'এ কাপড়ের বেওরা মেং এঙ্গ সাহেবের হিসাবের কাগজের পিঠে লেখা আছে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

পিঠে-পেটে *ক্রিবিণ* সবমিলিয়ে; ভিতরে-বাইরে। 'ঘাড়ে-গর্দানে সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পিঠে হাত বুলানো *ক্রি* সান্ত্বনা দেওয়া; শান্ত করা। 'পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পিড়এ [স পীড়ন>] *ক্রি* পীড়ন করে। 'বনিতা পুরুষ অঙ্গ পিড়এ মদন আমার পীড়িত অঙ্গ উদর দহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পিড়া[1] [স পীড়া] *বি* ক্লেশ। 'পিড়া পাইয়া লোক কৃষ্ণ স্মরন লএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পিড়া[2] [স পীঠ] ১ *বি* কাঠের তৈরি ছোটো আসনবিশেষ। 'এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিড়া একখানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বেদি। 'পিড়াত সভা করে সুনার কলস।' *রামাই*, ১৭১০।

পিড়াপিড়ি *বি* জোরাজুরি। 'পিড়াপিড়ি করেও একবর্ণ বার করতে পারলেন না।' *শামসুল*, ১৯৬২।

পিড়ি, পিড়ী [স পিণ্ডি>] *বি* কাঠের তৈরি ছোটো আসনবিশেষ। 'পিড়ির উপরে উদুখল দিয়া দড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সম্ভাষা করয়ে শ্যামা দিয়ে পিড়ী খানি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পিড়িত [স পীড়িত] *বিণ* ক্লেশপ্রাপ্ত। 'রৌদ্রে পিড়িত হৈয়া রহে তরুছাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **পীড়িত**

পিন্টালি *বি* পাখিবিশেষ। 'সাহেবরা পিন্টালি বলে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

পিণ্ড [স] ১ *বি* হিন্দুদের পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের দলা। 'জথাবিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ হইল সমাধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* খণ্ড; টুকরা। 'এক পিণ্ড মাংস তবে বাহির হইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* শরীর। 'তিনি পাকা লোক ছিলেন সেইজন্য প্রেমের চেয়ে পিণ্ডটাকেই অধিক বুঝিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

পিণ্ডখর্জুর [স পিণ্ডখর্জুর] *বি* পিণ্ডাকারে রক্ষিত খেজুর। 'বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পিণ্ডখাজুর [স পিণ্ডখর্জুর] *বি* পিণ্ডাকারে রক্ষিত খেজুর। 'কদলক পিণ্ডখাজুর শ্রীফলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পিণ্ডত্ব [স] *বি* দলার মতো আকারবিশিষ্টতা। 'অঙ্গের সুবর্ণ পিণ্ডত্ব ছাড়িয়া অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পিণ্ডদান [স] *বি* আনুষ্ঠানিক বিদায়। 'বাসরঘরে ভূতপূর্ব কুমার-সভাটিকে সাধ্যমত পিণ্ডদান করে তার পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পিণ্ডনাশ [স] *বি* পিণ্ডদানহীন অবস্থা; উত্তরাধিকারীবিহীন অবস্থা। 'সদ্যমৃত অবস্থায় সে-যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায়-কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পিণ্ডলোপ [স] *বি* বংশলোপ। 'তাঁহার পুত্রের জীবনদান, বংশের একমাত্র পুত্র – পিণ্ডলোপ ইত্যাদি।' *ক্ষিতি*, ১৯২৯।

পিণ্ডাকার [স পিণ্ড-আকার] *বিণ* জড়সড়; গুটিসুটি। 'পিণ্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পিণ্ডা [স পিণ্ডি] ১ *বি* পিঁড়ি। 'পিণ্ডার উপরে বসিলা লঞা ভক্তগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ঘরের দাওয়া। 'দ্বারেতে তুলসী লেপা পিণ্ডার উপর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পিণ্ডারি *বি* মারাঠী দস্যুদল। 'বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পিয়ে নীল খুন পিণ্ডারির।' *নজরুল*, ১৯২২।

পিণ্ডি, পিণ্ডী [স] ১ *বি* মণি। 'আননখানি নয়নের পিণ্ডীর সৈকতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* হাত-পায়ের পিণ্ডাকার মাংসপেশী। 'লাঠি পিটে পিণ্ডি পাকিয়ে দাও, ঘরে ফিরবার তাগত না থাকে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

পিণ্ডি চটকানো *ক্রি* গালমন্দ করা। 'চৌদ্দপুরুষের আক্কেলের পিণ্ডি চটকাইয়া গিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

পিণ্ডি দেওয়া *বি* সদ্গতি করা। 'খন্দগুলোর আর সদ্গতি হয়নি – পিণ্ডি দেয়নি কেউ।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

পিণ্ডিরা [স পিণ্ড>] *বি* পিণ্ড-আকৃতির ঘন্টব্যঞ্জন। 'উড়ম্বর ফল কিছু রান্ধ্যাছে পিণ্ডিরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পিতঃ [স] *বি* পিতা; বাবা। 'হে পিতঃ তুমি কান্দিও না।' *গৌর*, ১৮২২।

পিত[1] [স পীত] *বিণ* হলুদ। 'পরিধান পিত ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **পীত**

পিতবস্ত্র [স পীতবস্ত্র] *বি* হলুদ রঙের কাপড়। 'পিতবস্ত্র পরিধান দেব বনমালি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পিতবাস [স পীতবাস] *বি* হলুদ রঙের কাপড়। 'পিতবাস জোগ্য দিল নানা অভরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

পিত[2] [স পিত্ত] *বি* পিত্ত। 'উদর ফাড়িয়া তান খসাইল পিত।' *সুলতান*, ১৬০০।

পিতপিতিয়ে ওঠা *ক্রি* তিক্ত হওয়া। 'কথা শুনে আমার গা পিতপিতিয়ে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পিতল [স পিত্তল] *বি* তামা ও দস্তার মিশ্রণে উৎপন্ন পিত্তের মতো রঙের ধাতব পদার্থবিশেষ। 'পিতল আউটি কৈল হেম দশবান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পিতলবান্ধা [স পিত্তল-বান্ধা] *বিণ* পিতল দিয়ে বাঁধানো। 'পিতলবান্ধা কেহ বা রূপাবান্ধা, কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পিতলে-বাঁধানো *বিণ* পিতল দিয়ে বাঁধানো। 'পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পিতা [স] ১ *বি* জনক। 'বীর পিতা শ্রীবসুল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রভু। 'তুমি কি গো পিতা আমাদের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরও প্রাণ মূক করে রাখে।' *জীবন*, ১৯৪২।

পিতাঠাকুর [স পিতা+স ঠক্কুর] *বি* পরম শ্রদ্ধেয় পিতা। *ওর্সা*, ১৭৮২।

পিতাদত্ত [স] *বিণ* পিতা দিয়েছে এমন। 'আমি চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করিয়া পিতাদত্ত ভাগ উপভোগ করিব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পিতাবধি [স] *ক্রিবিণ* পিতা অবধি। 'পুড়ে মরে পিতাবধি সে দুটার সনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পিতাবর [স] *বি* পিতা। 'পুত্রাওস্ত পিতাবর পুত্রের আরতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পিতামহ, পিতেমো [স] *বি* পিতার পিতা। 'গ্রন্থচূড়া পিতামহ করিল বন্দনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আমাদের বাপ-পিতেমো তাই করেছেন।'

মুজতবা, ১৯৫৮।

পিতামহদেব [স] *বি* দেব সমতুল্য পিতামহ। 'পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পিতামহী [স] *বি* পিতার মা। 'তাহারাও তাহাদের পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহীর ন্যায়, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচিতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পিতামাতা [স] *বি* বাবা ও মা। 'অনাহারে পিতামাতা তাহার মরিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

পিতামাতামহালয় [স] *বি* দাদা-দাদির বাড়ি। 'পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতামাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

পিতামাতারূপ [স] *বিণ* পিতামাতার মতো। 'পিতামাতারূপ যে যুগল পর্বতের অন্তরালে বসিয়া সে এতদিন নিশ্চিন্তচিত্তে প্রেমলিপি রচনা করিতেছিল ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পিতামো *বি* পিতার পিতা। 'আমার বাপ পিতামো বড়ো লোক ছিল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

পিতামোহ [স পিতামহ] *বি* পিতামহ। 'বিস্য পিতামোহ তার প্রসিদ্ধ সংসার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পিতামোহি [স পিতামহী] *বি* পিতার মাতা। *ওর্সা*, ১৭৮২।

পিতাস্বরূপ [স] *বিণ* পিতার মতো; পিতৃতুল্য। 'তিনি প্রজাগণের পিতাস্বরূপ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পিতাহীন [স] *বিণ* পিতাহারা। 'পিতাহীন শিশু জানি দয়াধর্ম মনে মানি বাপের খেতাব দিলা মোরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পিতিজ্ঞে [স প্রতিজ্ঞা] *বি* প্রতিজ্ঞা। 'পিতিজ্ঞের কথাটি ভোলেনি।' *মানিক*, ১৯৩৫।

পিতিবিধেন [স প্রতিবিধান] *বি* প্রতিবিধান। 'এয়েছিলাম পরমদাদার কাছে; পিতিবিধেন তো করতে হবে।' *তারা*, ১৯৪৬। দ্র **প্রতিবিধান**

পিতিষ্ঠে [স প্রতিষ্ঠা] *বি* প্রতিষ্ঠা। 'রমার গাছ পিতিষ্ঠের দিনে সিদে নিয়ে ...।' *শরৎ*, ১৯১৬।

পিতুড়ি *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'ব্রজমোহন পিতুড়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পিতৃ [স] *বি* পিতা। 'বালকরূপে পিতৃ মাতৃ দু'হা সম্ভাসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

পিতৃআজ্ঞা [স] *বি* পিতার আদেশ। 'হেন পুত্রে পিতৃআজ্ঞা করিল লঙ্ঘন।' *সুলতান*, ১৭০০।

পিতৃঋণ [স] *বি* পিতার ঋণ। 'পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ থেকে আমরা মুক্ত।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

পিতৃকর্ম, পিতৃকর্ম্ম [স] *বি* (হিন্দুসমাজ) মৃত পুরুষের শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কাজ। 'শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

পিতৃকল্প [স] *বি* ব্রহ্মার নামে চিহ্নিত কালপর্ব। 'পিতৃকল্পাদি ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে ... বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ-কল্প যাইতেছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পিতৃকুল [স] *বি* পিতার বংশ। 'পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পিতৃকুল, মাতৃকুল অথবা তত্তৎ কুলের কোন শাখাপ্রশাখা হইতে কন্যা ও পাত্র গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পিতৃকৃত্য [স] *বি* হিন্দুমতে পিতার মৃত্যু উপলক্ষে পালনীয় আচারবিশেষ। '... বিষ্ণুপূজা, গোদান, ভূমিদান, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অবশ্যকর্তব্য।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পিতৃক্রিয়া [স] *বি* হিন্দুমতে পিতার মৃত্যুতে পালনীয় আচারবিশেষ। 'পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে ঈশ্বর করিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পিতৃক্রোড় [স] *বি* পিতার কোল। 'পিতৃক্রোড়ে কোন্ মাতৃবক্ষে আকর্ষণ করিয়া লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পিতৃগৃহ [স] *বি* বাবার বাড়ি। 'সেই বিবাহিতা স্ত্রী সকল নিত্য স্বীয়২ পিতৃগৃহে থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'পিতৃগৃহ, পতিগৃহ, মুখ্যগৃহ, গৌণগৃহ ইত্যাকার বহু প্রকার গৃহের নবীন নামকরণের প্রস্তাব পত্রান্তরে হয়ে যাচ্ছে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

পিতৃগোষ্ঠী [স] *বি* পিতৃতন্ত্র। 'মধ্যযুগে ছিল পিতৃগোষ্ঠীর প্রতাপ।' *বেগম*, ১৯৬৬।

পিতৃতর্পণ [স] *বি* পিতার মৃত্যুর পর পালনীয় হিন্দু আচারবিশেষ। 'একবিংশতি বার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া, অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পিতৃতুল্য [স] *বিণ* পিতার মতো; পিতৃস্থানীয়। 'আশ্চি তোর পিতৃতুল্য গুরুকুল ধিক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'কোরানে পূজ্য পিতাকে বন্দীকরণ, পিতৃতুল্য দারাশুকোকে ও সন্তানতুল্য মুরাদবক্সকে হত্যার উল্লেখে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পিতৃত্ব [স] *বি* পিতা হওয়া। 'মাতৃত্ব পিতৃত্বের দিন থেকে এই পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়।' *বেগম*, ১৯৪৭।

পিতৃদত্তা [স] *বিণ স্ত্রী* পিতা দান করেছেন এমন। 'অতএব, পিতৃদত্তা কন্যা শশীরই সহধর্মিণী হইতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পিতৃদান [স] *বি* পিতার দেওয়া বস্তু। 'অগ্নিরে খেলনাসম পিতৃদান জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পিতৃদেব [স] *বি* দেবতুল্য পিতা। 'আমার জন্মসময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পিতৃদ্রোহী [স] *বিণ* পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এমন। 'সর্ব্ব বিষয়েই উত্তম কিন্তু পিতৃদ্রোহী।' *রামরাম*, ১৮০১।

পিতৃধন [স] *বি* (বাউল) শুক্রবিন্দু; শুক্রাণু। 'কামিনীর কাঞ্চন লুটে পিতৃধন খুয়ায়।' *লালন*, ১৮৯০।

পিতৃধর্ম [স] *বি* পিতার পালনীয় ধর্ম। 'নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায় অনলে করেছি ভস্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পিতৃনাশ [স] *বি* পিতার মৃত্যু। 'সপ্তমে মঙ্গল যোগ পিতৃনাশকর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পিতৃপক্ষ [স] *বি* পিতৃকুল। 'তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কল্পপের আশীর্বাদে পুনঃপুন কাঁচা হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পিতৃপরিচয় [স] *বি* পিতা কে সেই সম্পর্কিত পরিচয়। 'মেয়েটি পিতৃপরিচয় পেয়ে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করুক।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

পিতৃপিতামহ [স] *বি* পূর্বপুরুষ। 'তোমার পিতৃপিতামহের দেশে বাস কর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'আমাদের পিতৃপিতামহের মতো নিশ্চিতমনে হরিনাম করতে করতে ... অমৃতলোকে প্রস্থান করতে পারব।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

পিতৃপিতামহসেবিত [স] *বিণ* পূর্বপুরুষের স্মৃতিধন্য; পূর্বপুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃত। 'এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা হইতে পিতৃপিতামহসেবিত আজন্মপরিচিত বাস্তুগৃহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পিতৃপুরুষ [স] *বি* বাবা-দাদা প্রভৃতি পূর্বপুরুষ। 'ওর সন্তান পিতৃপুরুষের ও আমার পারলৌকিক উপকারের অধিকারী।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

পিতৃপুরুষাগত [স পিতৃপুরুষ-আগত] *বিণ* পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত। 'জগৎপিতার যে পিতৃপুরুষাগত স্নেহ করুণাকল্যাণময় মূর্তিতে আশৈশব আস্থা রবীন্দ্রনাথের মনে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

পিতৃবন্ধু [স] *বি* পিতার বন্ধু। 'পিতামহের ভাগিনেয়, পিতামহীর ভাগিনেয়, পিতার মাতুল-পুত্র এই তিনজনকে পিতৃবন্ধু বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পিতৃবর [স] *বি* পিতার আশীর্বাদ। 'পিতৃবর প্রভাবে অসামান্য বলবীর্যসম্পন্ন সুরাসুরনমস্কৃত এক ব্যক্তি আমার পতি হইবেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পিতৃবাস [স] *বি* পিতার বাড়ি। 'পিতৃবাসে থাকহ রূপসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পিতৃবিয়োগ [স] *বি* পিতার মৃত্যু। 'তোমার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২; 'দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পিতৃব্য [স] *বি* পিতার ভাই অর্থাৎ জ্যেঠা, কাকা ইত্যাদি। 'যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোর ও ডাকাইত গরু বলে পিতা পিতৃব্যদিগকে নির্বোধ কহে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

পিতৃব্য-পত্নী [স] *বি* পিতার ভাইয়ের স্ত্রী; কাকি। 'পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতির অন্তঃকরণ শোকানলে দগ্ধ হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫১; 'সন্তানদিগেরও পিতৃব্য ও পিতৃব্য-পত্নী এবং মাতুল ও মাতুলানী প্রভৃতির ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পিতৃব্য-ভ্রাতা [স] *বি* জ্যাঠা, কাকা, খুড়া ইত্যাদি। 'কন্যার ভ্রাতা পিতৃব্য-ভ্রাতা প্রভৃতি বান্ধবগণ – বরের কৌলীন্য বিবেচনা করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পিতৃভক্ত [স] *বিণ* পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 'দেব কার্য্য পিতৃভক্ত ধর্ম নিরন্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পিতৃভক্তি [স] *বি* পিতার প্রতি শ্রদ্ধা। '... রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পিতৃভবন [স] *বি* বাপের বাড়ি। 'স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পিতৃভূমি [স] *বি* জন্মভূমি। 'ভারতবর্ষ যথার্থই পিতৃভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পিতৃমর্মঘাতী [স] *বিণ* পিতার হৃদয়ে আঘাতকারী। 'জয়সিংহ, অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী, স্বেচ্ছাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পিতৃমাতৃ [স] *বি* পিতামাতা। 'না জন্মিল পিতৃমাতৃভক্তির সঞ্চার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পিতৃমাতৃকুল [স] *বি* পিতা-মাতার বংশ। 'আমার পিতৃমাতৃকুলে আর কেহ ছিল না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পিতৃমাতৃহীন [স] *বিণ* পিতা-মাতাহারা। 'গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পিতৃমাতৃহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* পিতামাতা নেই এমন। 'পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুটুম্ববাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পিতৃ-রাজ্য [স] *বি* পৈতৃক রাজত্ব। 'শুন বৎস, পিতৃ-রাজ্যে যদি তব ঘৃণা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পিতৃলোক [স] **১** *বি* হিন্দু বিশ্বাসমতে চন্দ্রলোকস্থিত যে স্থানে মৃত পিতৃপুরুষগণ বাস করেন। 'পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে শুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* পিতা; পিতৃপুরুষ। 'পিতৃলোক মাতৃলোক মিলে জন্ম তো দিলেন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পিতৃশাসন [স] *বি* পিতার তত্ত্বাবধান বা কর্তৃত্ব। 'পিতৃশাসনও ছিল প্রতিকূল।' *শরীফ*, ১৯৭০।

পিতৃশ্রাদ্ধ [স] *বি* পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধতর্পণাদি অনুষ্ঠান। 'ছাত্রের যদি পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পিতৃষ্বসা [স] *বি* পিতার বোন; পিসি। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'প্রাণনাথ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী পিতৃস্বসা ...।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

পিতৃসত্য [স] *বি* পিতার প্রতিজ্ঞা। 'তিনি যে পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে গিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পিতৃসমাজ [স] *বি* পিতৃবর্গ; অভিভাবকবর্গ। 'এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে শুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্যন্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পিতৃসেবা [স] *বি* পিতার পরিচর্যা। 'সর্ব্বদা পিতৃসেবাতেই মনোযোগ।' *রাজীব*, ১৮০৫।

পিতৃস্থান [স] *বি* পিতার মর্যাদা বা অবস্থান। 'আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পিতৃস্থানীয় [স] *বিণ* পিতার পর্যায়ভুক্ত। 'ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পিতৃস্নেহ [স] *বি* পিতার স্নেহ। 'পিতৃস্নেহে জন্মাবধি বঞ্চিত অধম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পিতৃহত্যা [স] *বি* পিতাকে খুন। 'পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ইত্যাদি চলছে পুরোদমে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

পিতৃহীন [স] *বিণ* পিতা-হারা। 'অল্প বয়সে, পিতৃহীন ও মাতৃহীন হন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

পিতৃহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* পিতা-হারা। 'পিতৃহীনা এক ভ্রাতুষ্পুত্রী।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

পিতে [স পা>] *ক্রি* পান করতে। 'জল পিতে নাহি পাত্র উঠিতে না পারে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মরে চাতক পিতে না পাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পিতে পিতে *ক্রিবিণ* পান করতে করতে। 'পিতে পিতে বিভোর পড়েন যেন নিন্দে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পিত্ত [স] **১** *বি* যকৃৎ থেকে নিঃসৃত তিক্ত রসবিশেষ। 'সময়ে সময়ে তাঁহার পিত্ত প্রধান হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **২** *বি* পিত্তরসের ক্ষরণজনিত রোগ। 'পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু বলে কভু আক্রমিছে অপহরি জ্ঞান তার।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পিত্তচাঞ্চল্য [স] *বি* পিত্তদোষজনিত রোগ। 'বাধক, তড়কা, অজীর্ণ, আমাশা থেকে শুরু করে পিত্তচাঞ্চল্য এবং বায়ুকোপ পর্যন্ত যাবতীয় বঙ্গীয় রোগবিশারদ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

পিত্তজ্বর [স] *বি* পিত্তদোষজাত জ্বর। 'গুর্জরের অনিদ্রা, গান্ধাররাজরূপ গন্ধহস্তীর পিত্তজ্বর, লাটচোরের উপর বাটপাড়।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

পিত্ত জ্বলা [স] *ক্রি* রাগান্বিত হওয়া। 'যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পিত্তপড়া *বিণ* পিত্তরস জমা হয়েছে এমন। 'সবাই সেই ব্যাকুল চিত্ত মধ্যবিত্ত পিত্তপড়া পেট।' *নরেন্দ্র, ১৯৪৮।*

পিত্তরক্ষা [স] *বি* অতি অল্প আহারে ক্ষুধা মেটানো। 'কখন২ স্থানান্তরেও গমন করিয়া পিত্তরক্ষা করিতে যান।' *ভবানী, ১৮২৮।*

পিত্তশূল [স] *বি* পিত্তরোগ। 'পিত্তশূল পীড়িত দশজন লোকের পরিচয় লইয়া দেখুন কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান।' *মন্দাররক, ১৮৮৯।*

পিত্তহর [স] *বিণ* পিত্তাশয়ের রোগনাশক। 'পিত্তহর কেহ নাই ইহার নিকটে।' *গুপ্ত, ১৮৫৮।*

পিত্তি [স পিত্ত] *বি* পিত্তথলি থেকে নিঃসৃত রসবিশেষ। *ওর্সা, ১৭৮৫;* 'আমার ছেলেমেয়েগুলো যে পিত্তি পড়ে মারা যায়।' *শরৎ, ১৯১৬।*

পিত্তি চটকানো *বিণ* অত্যন্ত বিরক্তিকর। 'আমাদের বাড়িটা এমন পিত্তি চটকানো।' *জীবন, ১৯৩২।*

পিত্তি পড়া *ক্রি* ক্ষুধার সময়ে পিত্তরস নিঃসরণ হওয়া। 'আমার ছেলেমেয়েগুলো যে পিত্তি পড়ে মারা যায়।' *শরৎ, ১৯১৬।*

পিত্তিরক্ষা [স পিত্তরক্ষা] *বি* অল্প আহারে ক্ষুধা মেটানো। 'কোনরূপে পিত্তিরক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে।' *গুপ্ত, ১৮৫৮।*

পিত্তয় [স প্রত্যয়] *বি* বিশ্বাস। 'বললে পিত্তয় যাবি নে, কাল ভারি আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৯।* দ্র **প্রত্যয়**

পিত্তল [স] *বি* পিতল। 'দিব্য ঘট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে পোড়া করে।' *বৃন্দা, ১৫৮০।* দ্র **পিতল**

পিত্তল-কলস [স] *বি* পিতলের তৈরি কলস। 'বাম কক্ষে পিত্তল-কলস গ্রহণ ...।' *অক্ষয়, ১৮৫০।*

পিত্তলকার [স] *বি* পিতলের কাজ করে যে। 'চামারের শিল্প, পিত্তলকারের স্বর্ণকারের শিল্পশিক্ষা সহজে নিষ্পন্ন হয়ে চলেছে।' *অবন, ১৯২৫।*

পিত্তল-ঘটি [স] *বি* পিতলের তৈরি ঘটি। 'মৃৎকলসের উপর তদীয় শিরোভূষণ স্বরূপ পিত্তল-ঘটি সংস্থাপন করিয়া ...।' *অক্ষয়, ১৮৫০।*

পিত্তলভূষণ [স] *বি* পিতলের তৈরি অলঙ্কার। 'পিত্তলভূষণ ঘরে ঘরে।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

পিত্তি দ্র **পিত্ত**

পিত্তেস [স প্রত্যাশা] *বি* প্রত্যাশা। 'তোর যে আমি বড় পিত্তেস্ করি!' *গিরিশ, ১৮৮৯।*

পিত্রালয় [স] *বি* বাবার বাড়ি। 'এখন পিত্রালয়ে যাইতেছি।' *রাজীব, ১৮০৫।*

পিত্রালয়স্থ [স] *বিণ* পিতার বাড়ির। 'পিত্রালয়স্থ একজন অতি সামান্য ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইলেও তাহার সহিত পরম বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করে।' *কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।*

পিত্রি [স পিতৃ] *বি* পিতা। 'দেব কার্জ্জ পিত্রিভক্ত ধর্ম নিরন্তর।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

পিত্রিঋণ [স পিতৃঋণ] *বি* পিতৃঋণ। 'পিত্রিঋণ বদ্ধ হইলুম না দেখম উপাএ।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

পিত্রিতুল্য [স পিতৃতুল্য] *বিণ* পিতৃতুল্য; পিতার মতো। 'আন্মি তোর পিত্রিতুল্য গুরুকুল থিক।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

পিত্রিভক্ত [স পিতৃভক্ত] *বিণ* পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 'দেব কার্জ্জ পিত্রিভক্ত ধর্ম নিরন্তর।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

পিত্রিলোক [স পিতৃলোক] *বি* হিন্দু বিশ্বাসমতে চন্দ্রলোকস্থিত যে স্থানে মৃত পিতৃপুরুষগণ বাস করেন। 'পঞ্চদস লক্ষ সোলোক পিত্রিলোকে সুনি।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

পিত্রীকার্জ্জ [স পিতৃকার্য] *বি* হিন্দুদের মৃত পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি ক্রিয়া। 'পিত্রীকার্জ্জে বদ্ধ হইল না দেখী উপায়।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

পিথক [স পৃথক] *বিণ* পৃথক। 'সহজ পিথক জোই তান্তি মাহো বাস।' *চর্যা ৩৭, ১২০০।*

পিথাগোরাস [ই] *বি* গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। 'বেদব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য এবং প্লেটো ও পিথাগোরাসকেও দর্শন করিলাম।' *অক্ষয়, ১৮৪৯।*

পিথিবি [স পৃথিবী] *বি* পৃথিবী। 'অনুক্রমে যকল পিথিবি হৈল বস।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।* দ্র **পৃথিবী**

পিথুবি [স পৃথিবী] *বি* পৃথিবী। 'কংশাদি মহীসুরে পিথুবির গুরুভারে।' *মালাধর, ১৫০০।*

পিদিপ [স প্রদীপ] *বি* প্রদীপ। 'দক্ষিণ দুয়ারী ঘর পিদিপ সারি সারি।' *রূপরাম, ১৭৫০।*

পিদিম [স প্রদীপ] *বি* প্রদীপ। 'নিবু নিবু পিদিম।' *নজরুল, ১৯৩০।*

পিদ্দিম [স প্রদীপ] *বি* প্রদীপ। 'মেয়েরা ... পিদ্দিম দিয়ে বরণ করলেন।' *হুতোম, ১৮৬১।*

পিদ্দীম [স প্রদীপ] *বি* প্রদীপ। 'তোরা ভাই ধুতরোর পিদ্দীম গুলো জ্বাল।' *উমেশ, ১৮৫৭।*

পিদুম [স প্রদীপ] *বি* প্রদীপ। 'খেলাঘরের পিদুম জ্বলে।' *অবন, ১৯২৫;* 'ঘর ভাড়া করেও পিদুম জ্বালানো চাই।' *অবন, ১৯২৭।*

পিধান [স] **১** *বি* আচ্ছাদন। 'স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছায় পিধান।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।* **২** *বি* তরবারির খাপ। 'কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্কর পিধানে অসিবর।' *মাইকেল, ১৮৬১।*

পিন[১] [স পীন] *বিণ* সুপুষ্ট। 'উর্নর্ত্ত জৌবন তার পিনপয়োত্তর।' *মালাধর, ১৫০০।*

পিন[২] [ই] **১** *বি* ধাতুর তৈরি খুব ছোটো সরু কাঁটাবিশেষ। 'নেকটাইয়ে একটি তলবারের আকারে পিন গুঁজে এসেছিলেন।' *রবীন্দ্র, ১৮৮১।* **২** *বি* আগেকার গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজানোর পিন। 'রেডিয়ো সেট, লাউডস্পিকার, গানের রেকর্ড যা ছিল, এমনকী তার পিনগুলি পর্যন্ত সব হজম।' *শিবরাম, ১৯৫০।*

পিন-কুশন [ই] *বি* পিন গেঁথে রাখার ক্ষুদ্র গদিবিশেষ। 'পিন-কুশনে মুছে নিয়ে ...।' *জীবন, ১৯৩২।*

পিনদ্ধ [স] *বিণ* আঁটসাঁট। 'বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫।*

পিনপিন [ধ্বন্যা] *বি* মশার শব্দ। 'মশার মতন পিনপিন করে কাঁদতাম।' *শিবরাম, ১৯৭০।*

পিনাক [স] *বি* ধনুকাকৃতির বাদ্যযন্ত্র। 'দোহার তম্বুরে গায় টমক খমক বায় পিনাক বাজায় কুতূহলি।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

পিনাকধারী [স] *বি* হিন্দুপুরাণোক্ত দেবতা শিব। 'জয় পিনাকধারী।' *গিরিশচন্দ্র, ১৮৮৩।*

পিনাক-পাণি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পিনাকধারী শিব। 'আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল।' *নজরুল, ১৯২২।*

পিনাকী [স] *বি* হিন্দুপুরাণোক্ত দেবতা শিব। 'টঙ্কারি পিনাক রোষে

পিনাকী ধূর্জটি/ বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পিনাল কোড [ই] *বি* দণ্ডবিধি। 'আমি তোমার পিনাল কোড।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

পিনিস, পিনিশ [ই] *বি* নৌকাবিশেষ। 'বজরা ও পিনিস ও ভাউলে এবং ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'ভাউলিয়া ও পিনিশ ইত্যাদি আটাইশখান নৌকা...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পিনীষ, পিনীস [ই] *বি* নৌকাবিশেষ। 'পিনীষ ... ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'পালকী পেয়াদা ছাতা পিনীস পানসী গাড়ি জামা-যোড়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পিনেস [ই] *বি* এক ধরনের নৌকা। 'বাবুরা বোট, বজরা, পিনেস ও ভাউলে তাড়া করে সং দেখতে যেতেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পিন্দা [স পিন্ধন>] *ক্রি* পরিধান করা। **পিন্দি** *ক্রি* পরিধান ক'রে। 'পিন্দি অলঙ্কার পুরা এ ঝার পুরীর চূড়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **পিন্দিবার** *ক্রি* পরিধান করার। 'তাত আজ্ঞা না হৈল পাদুকা পিন্দিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **পিন্দিয়া** *ক্রিবিণ* পরিধান ক'রে; প'রে। 'পিন্দিয়া চল্লিশ পুরু গায়ে সাজোয়াল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পিন্ধন [স] *বি* পরনের বস্ত্র। 'কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০।

পিন্ধা [স পিন্ধন>] *ক্রি* পরিধান করা। 'তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পিন্ধ** *ক্রি* পরিধান করো। 'রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পিন্ধাইল** *ক্রি* পরালো। 'তুলি বসাইয়া সখী বস্ত্র পিন্ধাইল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পিন্ধি** *ক্রিবিণ* পরিধান ক'রে। 'তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পিন্ধিবোঁ** *ক্রি* পরিধান করবো। 'নেত পাটোল/ না পিন্ধিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পিন্ধিয়া** *ক্রি* পরিধান ক'রে। 'পিন্ধিয়া পাগড়ি জোড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পিন্ধিলে** *ক্রি* পরিধান করলে। 'ফুল পিন্ধিলে সে খাইলে তাম্বুল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পিন্ধিলেঁ** *ক্রি* পরেছো। 'নেত বসন রাধা পিন্ধিলেঁ সুবেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পিন্ধে** *ক্রি* পরিধান করে। 'বিরহে বিকল কাহাঞিঁ কাপড় না পিন্ধে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পিপড়িয়া [স পিপীলিকা] *বি* পিঁপড়া। 'একবার এক পিপড়িয়া আর মাছী ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। *দ্র* **পিঁপড়া**

পিপল [স পিপ্পলী>] *বি* গাছবিশেষ। 'পিপল গাছ রাস্তার দুধারে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

পিপলি, পিপলী [স পিপ্পলী>] **১** *বি* ওষুধরূপে ব্যবহৃত মরিচজাতীয় গাছ। 'অঅস্তি মুজাএ ফল পিপলির লতা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অশ্বত্থ গাছ। 'পিপলী কাপাসি আসনে।' *বড়ু*, ১৫০০।

পিপা[১] [স পা>] *ক্রি* পান করা। **পিপ** *ক্রি* পান করবে। 'জেজন আসিয়া পিপ এই হ্রদে পানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পিপা[২] [প] *বি* তরল পদার্থ রাখার জন্য কাঠের নির্মিত ঢাকের মতো বড়ো পাত্র। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'পিপা পিপা মোরা কিনিব তখন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

পিপে [প পিপা] *বি* ঢাকের আকৃতিবিশিষ্ট কাঠনির্মিত বড়ো পাত্রবিশেষ। 'পিপে শুদ্ধ পার ক'রে শুবে খাই রম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পিপারমেন্ট, পিপরমেন্ট [ই] **১** *বি* উদ্বায়ী পদার্থবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* মেন্থল ও চিনি মিশানো পানের মসলাবিশেষ। 'এলাচ-লবঙ্গ-পিপারমেন্ট।' *জীবন*, ১৯৩২।

পিপাসা [স] **১** *বি* তৃষ্ণা। 'একত্রে এক নালাতে আপন আপন পিপাসা শান্ত করিতেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* গভীর আগ্রহ। 'পান করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পিপাসা প্রকাশ করিতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পিপাসাকাতর [স] *বিণ* তৃষ্ণায় ব্যাকুল। 'কত-যে তীব্র পিপাসাকাতর ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পিপাসান্বিত [স] *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'পিপাসান্বিত সৈনিকের দে জল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

পিপাসার্ত [স] *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'পিপাসার্ত এগ্রিপ্পা তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পিপাসার্তা [স] *বিণ স্ত্রী* তৃষ্ণায় কাতর। 'গ্রীষ্মকালে ধরণী তপ্তশয়নে পিপাসার্তা হয়ে পড়ে থাকেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পিপাসাশান্তি [স] *বি* তৃষ্ণা নিবারণ। 'ফল ও জল পাইয়া, ক্ষুধানিবৃত্তি ও পিপাসাশান্তি করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পিপাসাহরা [স পিপাসা+হরা] **১** *বি* তৃষ্ণা দূর করে যে। 'এসো হে এসো পিপাসাহরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বিণ* তৃষ্ণা দূরকারী। 'তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

পিপাসিত [স] **১** *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সুধাময় প্রণয় সুধাপানে পিপাসিত চিত্ত চকোরকে পরিতৃপ্ত করিব।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বিণ* বাসনাপূর্ণ। 'পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পিপাসী [স] *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'হৃদবিহারী কোথায় হরি/ পিপাসী-প্রাণ তোমায় চায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৩; 'সারানিশি সারাদিন ভ্রমর পিপাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

পিপাসু [স] **১** *বিণ* লোভাতুর; লোলুপ। 'চিত্ত অকস্মাৎ পিপাসু হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বিণ* তৃষিত। 'এ বিশ্বজগৎ সত্যই পিপাসু।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

পিপাসুক [স] *বিণ* পিপাসার্ত। 'চির পিপাসুক, তব প্রেম-বারি আসিক, চাতক, শ্রীজালাল ভিক্ষুক।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পিপাসুহৃদয় [স] *বি* তৃষ্ণার্ত মন। 'তাহাদের পিপাসুহৃদয় কত বিচিত্র, কত অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পিপীলিকা [স] *বি* পিঁপড়া। 'পিপীলিকাগণ যেন অন্ন যায় লয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পিপীড়া [স পিপীলিকা] *বি* পিঁপড়া। 'বুঝি পিপীড়ার পর উঠে মরিবারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পিপিলিকা [স পিপীলিকা] *বি* পিঁপড়া। *ওর্সা*, ১৭৮২।

পিপীলা [স পিপীলিকা] *বি* পিঁপড়া। 'পিপীলা পালক মরিবার তরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পিপীলি [স পিপীলিকা] *বি* পিঁপড়া। 'মধুপাত্রে হতপ্রাণ পিপীলির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

পিপীলিকাভুক্ত [স] *বিণ* পিঁপড়া কর্তৃক দখলকৃত। 'অরক্ষিত কিসমিসটিও সাধারণ নিয়ম অনুসারে পিপীলিকাভুক্ত হয়েছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পিপুল [স পিপ্পলী] **১** *বি* ওষুধরূপে ব্যবহৃত ঝাল স্বাদের মরিচ জাতীয় ফল। 'ঠাকুরাণী মুখে মৌ বর্ষেণ হৃদয়ে পিপুল ঘষেণ।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* পিপুল লতা। 'দেখেছি পিপুল গাছ।' *জীবন*, ১৯৪০।

পিপুলপাত [স পিপ্পলীপত্র] *বি* পিপুলের পাতার মতো কানের

অলঙ্কারবিশেষ। 'কানের পিপুলপাত দুলিয়া উঠিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পিঁপৈল পাতি [স পিপ্পলীপত্র] *বি* কানের দুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পিপ্পল [স] *বি* অশ্বত্থ গাছের ফল। 'একটি স্বাদু পিপ্পল আহার করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পিপ্পলি, পিপ্পলী [স] *বি* ওষুধরূপে ব্যবহৃত ঝাল স্বাদের মরিচজাতীয় ফল বা এর লতানো গাছ। 'করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'পিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, ধন্যা, প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য এই স্থান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

পিপ্পলিখণ্ড [স] *বি* পিপুল সহযোগে তৈরি মিছরি। 'করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পিপ্পলি[১] *দ্র* **পিপ্পল**

পিপ্পলি[২] *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'হরিহর পিপ্পলি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পিবা [স পিবতি>] *ক্রি* পান করা। 'তিণ ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।' *চর্যা* ৬, ১২০০। **পিব** *ক্রি* পান করবো। 'ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তন-দুগ্ধ পিব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পিবই** *ক্রি* পান করে। 'তিণ ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।' *চর্যা* ৬, ১২০০। **পিবএ** *ক্রি* পান করতে। 'পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পিবারে** *ক্রি* পান করে। 'কমণ্ডলু তুম্বীফল করঙ্গ পিবারে জল।' *ভারত*, ১৭৬০। **পিবি** *ক্রিবিণ* পান ক'রে ক'রে। 'ভমর মধু পিবি পিবি মাতল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পিবেক** *ক্রি* পান করবে। 'তার পাছে তপ্ত জল পিবেক বিশাল।' *সুলতান*, ১৭০০।

পিবিত্তি [স প্রবৃত্তি] *বি* প্রবৃত্তি। 'ও আমার দেখবার পিবিত্তি নেই।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পিয় [স] *বি* প্রেমিক। 'ইন্দুমুখি অঢ় ন কর পিয়হৃদয়খেদহর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'পিয় বিনে কো নহি ভাবএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পিয়ন [স্প্যানিশ] ১ *বি* গুরুত্বহীন কাজে নিযুক্ত অদক্ষ কর্মচারী। 'পিয়ন মহাশয়ের নিকটে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বি* ঘরে ঘরে চিঠিপত্র পৌঁছে দেয় যে। 'ডাক আনল পাড়ার পিয়ন বুড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৩ *বি* অফিসের নিম্নশ্রেণীর অদক্ষ কর্মচারী। 'একটি পিয়ন এসে খবর দিল সুরীতিকে সেক্রেটারিবাবু ডেকেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পিয়ল [স পীত>] *বি* হলুদ। 'পিয়ল বরণ বসনখানিতে মুখখানি আমার মোছে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

পিয়া[১] [স প্রিয়া] *বি* প্রণয়িনী। 'হাম নাহি যায়ব সো পিয়াঠাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'নিশি প্রভাত হৈল পিয়া না আইল ভবনে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। *দ্র* **প্রিয়া**

পিয়াঠাম *বি* প্রিয়ার বাড়ি। 'হাম নাহি যায়ব সো পিয়াঠাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পিয়ামুখচন্দা [স প্রিয়-মুখ-চন্দ্র] *বি* প্রিয়ের চাঁদমুখ। 'আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পিয়া[২] [স পিবতি>] *ক্রি* পান করা। **পিয়ন্তি** *ক্রি* পান করে। 'হিরণ্যকসিপু মারি পিয়ন্তি রুধির।' *মালাধর*, ১৫০০। **পিয়া** *ক্রিবিণ* পান ক'রে। 'অগ্নি পিয়া বৃন্দাবনে গোকুল রাখিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **পিয়াইব** *ক্রি* পান করাবো। 'পিয়াসী জনের জল পিয়াইব রঙ্গে।' *সুলতান*, ১৭০০। **পিয়াও** *ক্রি* পান করাও। 'শোণিত পিয়াও – যা তৃষায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **পিয়ে** ১ *ক্রি* পান করে। 'না খায়ে আহার না পিয়ে নীর।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *ক্রি* পান ক'রে। 'ফুলে পিয়ে মকরন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'পেল না তো পানি শিশু পিয়ে গেল কাঁচা খুন।' *নজরুল*, ১৯২২। **পিয়ো** *ক্রি* পান কোরো। 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,... পিয়ো হে পিয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পিয়ানো *ক্রি* পান করানো। 'যদি তুই সত্য দুগ্ধ পিয়াইতি মোকে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'শোণিত পিয়াও – যা তৃষায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পিয়াজ [ফা] *বি* মসলা হিসেবে ব্যবহৃত ঝাঁঝালো কন্দবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পিয়াদা [ফা] ১ *বি* রক্ষী। 'অনেক পিয়াদা সাথে রাজপুত দুই ভিতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* পুলিশের সিপাই। 'জনকয়েক পিয়াদা হন হন করিয়া আসিয়া বরদাবাবুকে ঘিরিয়া ফেলিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পিয়ানো[১] *দ্র* **পিয়া**[২]

পিয়ানো[২] [ই] *বি* হারমোনিয়ামের মতো চাবি টিপে বাজাতে হয় এমন তারযন্ত্র। 'হারমোনিয়াম ও পিয়ানো বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পিয়ার [স প্রিয়>] *বি* ভালোবাসা। 'পিয়ার কর যে মোরে সেই ধন বড়।' *গরীব*, ১৭৬৫। *দ্র* **পেয়ার**

পিয়ারা [স প্রিয়>] *বি* প্রিয়। 'পরবস জনি হোঅ হমর পিয়ারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পিয়ারী [স প্রিয়>] *বি* প্রণয়িনী। 'মেরি পিয়ারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

পিয়াল [স প্রিয়াল] *বি* গাছবিশেষ। 'কাঁঠাল পিয়াল তাল সাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পিয়ালা [ফা] *বি* জলীয় পদার্থ খাওয়ার পাত্রবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দে পিয়ালা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

পিয়াশাল *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'তখন তপোবন শাল, তাল, তমাল, পিয়াশাল ... প্রভৃতি প্রকাণ্ডকায় বনবৃক্ষসমূহে ব্যাপ্ত ছিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পিয়াস [স পিপাসা] *বি* তৃষ্ণা। 'মোর নেত্র-চাতক না দেখি পিয়াসে মরি যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পিয়াস-জাগা [স পিপাসা+জাগা] *বিণ* প্রেমের বাসনা জাগিয়ে তোলে এমন। 'হানলে দিঠি পিয়াস-জাগা পথবালা এই উর্বশীকে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পিয়াসা [স পিপাসা] *বি* পিপাসা। 'নাভিবিবর সঞে লোমলতাবলি ভুজগি নিসাস পিয়াসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

পিয়াসী [স পিপাসা>] ১ *বিণ* তৃষ্ণার্ত। 'পিয়াসী জনের জল পিয়াইব রঙ্গে।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* লোভী। 'কুসুমকান্তি দেখি নাই, মধু-পিয়াসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বিণ* প্রত্যাশী। 'আমি সুদূরের পিয়াসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

পির [ফা] *বি* মুসলমান ধর্মগুরু। 'জপে পির পেগম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **পীর**[২]

পিরপয়গম্বর [ফা] *বি* মুসলমান ধর্মগুরু। 'আল্লার আরশ এইভাবে টলে যাওয়ার পথ বাৎলেছেন পিরপয়গম্বর।' *শওকত*, ১৯৭২।

পিরমুন্সি [ফা পির+আ মুনসী] *বি* পির এবং মোল্লা। 'পিরমুন্সি, ময়মুরুব্বি, আল্লাহ রসুলেও অগো ইমান আছে।' *হাসান*, ১৯৬৪।

পিরতিমি [স পৃথিবী] *বি* পৃথিবী। 'মাঠাকুরুণ যে পিরতিমির মধ্যি কারে ভাল না বাসেন তাও তো দেখতি পাই নে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। *দ্র* **পৃথিবী**

পিরদিপ [স প্রদীপ] *বি* প্রদীপ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পিরান [ফা পিরহান] *বি* জামাবিশেষ। 'পিরানের ত কথাই নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পিরাণ [ফা পিরহান] *বি* উর্ধ্বাঙ্গের ঢিলা জামাবিশেষ। 'গায়ে খেলকা, পিরাণ ... কিস্তি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'যদি তাহা না করিয়া পিরাণ শেলাই করিতে শিখে ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

পিরহান [ফা] *বি* উর্ধ্বাঙ্গের ঢিলা জামাবিশেষ। 'গায়ে পিরহান ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পিরাহন [ফা পিরহান] *বি* উর্ধ্বাঙ্গের ঢিলা জামাবিশেষ। 'টুকটুকে বউ লাল পিরাহন পরা।' *নজরুল*, ১৯২২।

পিরাহান [ফা পিরহান] *বি* উর্ধ্বাঙ্গের ঢিলা জামাবিশেষ। 'গায়ে লাল গাজের একটি পিরাহান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পিরামিড [ই] *বি* পাথরে নির্মিত বর্গাকার ভিত্তির উপর কিন্তু শীর্ষে বিন্দুর মতো আকারের উঁচু সমাধিস্তূপ। 'অভ্রভেদী মনুমেন্ট কিংবা পিরামিড আইডিয়াল নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'পিরামিড-যুগ থেকে আজও বারোমাস ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

পিরালি [ফা পীর] *বি* ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পিরালী [ফা পির>] *বি* বঙ্গদেশের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যারা আনুমানিক ষোড়শ শতকে যশোর-খুলনা অঞ্চলের পীর আলীর সংস্পর্শে এসে আপন সমাজ থেকে পতিত হয়েছিল। 'সংকীর্ণ পিরালী ব্রাহ্মণ সমাজে সেরূপ কন্যা সুর্দুলভ।' *প্রভাত মুখো*, ১৯৩৩; 'পিরালী ঠাকুরবাড়ি ব্যত্যয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পিরিলী [ফা পির>] *বি* ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ (সজ্ঞার জন্যে **পিরালী** দ্রষ্টব্য)। 'সভাপত্তিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ির বিয়েতে নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পিরিচ [প] *বি* ছোটো থালা বা ডিশ। 'একটা পিরিচ পাশে মেজের উপরে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পিরিচ্ছা [স পৃচ্ছা] *বি* প্রশ্ন। 'কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

পিরিত, পিরীত [স প্রীতি] **১** *বি* স্নেহ। 'রুষ্ট নহে কেহ সবে করেন পিরিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রেম। 'কহিলেন তারে কিছু পাইয়া পিরীত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'যে জন পিরিতে রাখে, তার প্রেমে বন্দী থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পিরিত হওন *বি* ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পিরিতি, পিরিতী, পিরীতি [স প্রীতি>] **১** *বি* তৃপ্তি। 'কাহ্নের পিরিতী কর রাধী।' বড়ু, ১৪৫০; 'টাবা হইতে পাইল প্রিয়ে বড়ই পিরীতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সুবাসিত পঙ্ক তায় কত শত অলি ধায় মধুপান মনের পিরিতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* সদ্ভাব। 'হংসিরে বলএ কীছু করিয়া পিরিতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* প্রেম। 'পিরীতি করিলে জীবনে নাহি সুখ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বিণ* আন্তরিক। 'কহিলা পিরীতি রূপে মালিকের স্থানে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পিরিয়ড [ই] *বি* পাঠের সময়সীমা। 'সে পিরিয়ডটা ছিল ইংরেজির।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পিল[১] *দ্র* **পিলা**[১]

পিল[২] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নন্দদুলাল পিল।' *সেবধি*, ১৯৪০।

পিল[৩] [ই আপিল] *বি* আপিল। 'না কি এ ম্যাদের পিল হয় না –।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পিল[৪] [ফা পীল] *বি* দাবা খেলার ঘুঁটি – গজ। 'পিলটা বাপে পেয়েও খেলে না কেন তাই ভাবছি।' *মুনীর*, ১৯৬১।

পিলখানা [ফা পীলখানাহ্] *বি* হাতির বাসস্থান। 'পিলখানা তার আগে চিত্রে চমৎকার লাগে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পিল[৫] [ই] *বি* ওষুধের বড়ি। 'একটি পিলের বাক্স বাহির করিয়া ... তাহার ভিতরে রাখিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পিলন্তর *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'শ্রবণে কুণ্ডল ফুলি খুচি পিলন্তর।' *সুলতান*, ১৭০০।

পিল পিল করা [ধ্বন্যা] *বি* পিঁপড়ার মতো দল বেঁধে চলা। 'গ্রামের লোক পিলপিল করিয়া বাড়ি ঢুকিয়া।' *শরৎ*, ১৯১৬; 'লাইনগুলো পোকার মতো বেরোত পিল পিল ক'রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

পিলপে [ফা পীলপা] *বি* ছোটো থাম। 'মোরগটা ... ফটকের একটা পিলপে দখল করে বসে থাকে।' *অবন*, ১৯২৭; 'পিলপের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পিলপেগাড়ি [ফা পীলপা+গাড়ি] *বি* জবরদখল। 'রাত্রিবেলাটা তার সকালবেলাকার অনেকগুলো ঘন্টাকে পিলপেগাড়ি করে নিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পিলসুজ [আ ফতীল+ ফা সুজ] *বি* প্রদীপ উঁচু করে রাখার দণ্ডবিশেষ। 'গাড়ু, পিলসুজ, ছুরি, কাঁচি, চুঁচ ইত্যাদি বস্তু ও নানাবিধ অলঙ্কার, এ সমুদয় ধাতুনির্মিত।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পিলা[১] [স পা>] *ক্রি* পান করা। **পিল** *ক্রি* পান করলো। 'তৃসাএ আকুল হৈয়া পিল তার নিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পিলা** *ক্রি* পান করলো। 'যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অম্বল খাইআ পিলা জল ঘটী ঘটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পিলাও** *ক্রি* পান করাও। 'আনিআ পিলাও মোরে এক ধার নীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পিলেন** *ক্রি* পান করলেন। 'বিশ্বরূপ হৈয়া কৃষ্ণ পিলেন আগুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পিলা[২] [স প্লীহা] *বি* প্লীহা। 'পাশব আঘাতে আমাদের পিলা ফাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পিলাই [স প্লীহা] *বি* পেটের প্রত্যঙ্গ বিশেষ; প্লীহার অসুখ। *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

পিলার [ই] *বি* স্তম্ভ। 'মিথ্যার ওপর রচিত সৌধকে বহু মিথ্যার পিলার গেঁথে টিকিয়ে রাখতে হয়।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

পিলু [স পীলু] **১** *বি* হাতি। 'পরি পরিধান পিলু পুণ্ডরীক ছাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'ভৈরবী হইতে পিলু, কাফি ইত্যাদি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পিলুবারোঁয়া *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'ক্লান্ত নহবতের পিলুবারোঁয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'পিলুবারোঁয়ার বাঁশিটি নিয়া।' *জীবন*, ১৯২৭।

পিলুই [স প্লীহা] *বি* প্লীহা। 'ফিরে তারা গুজরাটে সুলঙ্গে পিলুই কাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পিলে [স প্লীহা] *বি* প্লীহা। 'খাইয়া খাইয়া পিলে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'পেটে তোর পিলে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পিলেওয়ালা [স প্লীহা+হি ওয়ালা] *বিণ* প্লীহার রোগে আক্রান্ত। 'গুরু-ট্রেনিঙের এক পিলেওয়ালা ছাত্তর।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৬; 'কাঁকুর-খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১।

পিলে চমকানো ১ *ক্রি* অতিশয় অবাক করে দেওয়া। 'এমন সময় খবর শুনে পিলে চমকে গেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৬; 'বাংলার পিলে চমকে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।' *নজরুল,* ১৯২৫। 'ভ্যাবচ্যাকা খোকামণির চমকে গেল পিলে।' *নজরুল,* ১৯২৬; **২** *বিণ* অতিশয় অবিশ্বাস্য। 'এ বিষয়ে অনেক পিলে চমকানো মতের সাক্ষাৎ আমরা নিশ্চয়ই পেতুম।' *প্রমথ,* ১৯২৯।

পিলে যন্ত্র [স প্লীহাযন্ত্র] *বি* প্লীহা। 'শোনা যায় ভারতবর্ষীয়ের পিলে যন্ত্রটাই কিছু খারাপ হয়ে আছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

পিলে-রোগাক্রান্ত [পিলে+স রোগাক্রান্ত] *বিণ* প্লীহার রোগে আক্রান্ত। 'পিলে-রোগাক্রান্ত সাহিত্যিকের লেখাই দেখিবেন অসুস্থ।' *নজরুল,* ১৯২২।

পিলেগ [ই প্লেগ] *বি* প্লেগ রোগ। 'শহরের ইঁদুর, বুঝেছ, কামড়ালেই পিলেগ।' *শিবরাম,* ১৯৪০।

পিশাচ [স] **১** *বি* মানবহিংসক কল্পিত প্রাণী। 'প্রেত ভূত পিশাচ মেলিআ তার সঙ্গ অনুদিন কত না কিনিঞা দিব ভাঙ্গ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **২** *বি* নিষ্ঠুর অনার্য জাতিবিশেষ। 'আদিমবাসী দস্যু, রাক্ষস, অসুর, বা পিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্ব্বরজাতিদিগকে ...।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২।

পিশাচকলেবর [স] *বি* প্রেতের শরীর। 'নরচর্ম্মে আবৃত পিশাচকলেবর।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

পিশাচজননি [স পিশাচজননী] *বি* মানবাকৃতি ও মানবহিংসক কল্পিত প্রাণীর গর্ভধারণকারী। 'আরে – আরে, পিশাচজননি।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

পিশাচিনী, পিশাচিনি [স] **১** *বি* নীচ প্রকৃতির রমণী। 'দূর হ' রে পিশাচিনি।' *গিরিশ,* ১৮৮৭। **২** *বি স্ত্রী* প্রেত। 'কেমনে বা পিশাচিনী এল এ আগারে।' *গিরিশ,* ১৮৮৭। **৩** *বিণ স্ত্রী* নিষ্ঠুর। 'মাতঃ, পাপীয়সী, পিশাচিনী!' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

পিশাচী [স] **১** *বি স্ত্রী* মানবহিংসক কল্পিত প্রাণী। 'তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **২** *বিণ স্ত্রী* ভয়ঙ্কর। 'আচম্বিতে প্রতর্কের পিশাচী বিদ্যুতে উদ্ভাসিল স্বপ্নলোক।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩১।

পিশিত [স] *বি* মাংস। 'প্রভু কন লুহার পিশিত বিনা অন্য।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

পিশুন [স] *বি* নিন্দাভাব। 'তথাপি তোমার হৃদে নাহিক পিশুন।' *আলাওল,* ১৬৮০।

পিষুণ [স পিশুন] *বি* নিন্দাভাব। 'দারা হেন মহানৃপ করিলা পিষুণ।' *আলাওল,* ১৬৮০।

পিষণ [স পিষ্>] *বি* চূর্ণন। 'যাবত মেহেন্দী সম পিষণ না যাএ।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

পিষা [স পেষণ>] *ক্রি* দলিত করা। 'জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

পিষ্ট[1] [স পৃষ্ঠ] *বি* পিঠ। 'সিংহ চাহে কোপদৃষ্টে বীরের আচড়ে পিষ্টে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। *দ্র* **পিষ্ঠ, পৃষ্ঠ**

পিষ্ট[2] [স] *বিণ* পেষা হয়েছে এমন। 'ক্লিষ্ট পিষ্ট করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২; 'গ্রামখানা দলিত, পিষ্ট, মথিত করিয়া ...।' *বিভূতি,* ১৯২৯।

পিষ্টক [স] *বি* পিঠা। 'শাক পায়সাদি পিষ্টক অবধি বেদীর উপরে ধরি।' *শেখর,* ১৬০০।

পিষ্ঠ [স পৃষ্ঠ] *বি* পিঠ। 'তবে কুস্তি পিষ্ঠ পাতি দিল ততেক্ষন।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

পিষ্ঠদেশ [স পৃষ্ঠদেশ] *বি* পিঠ। 'কার পিষ্ঠদেশেতে পূর্ণিত শোভে বাণ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

পিস [ই] *বি* টুকরা। 'দু-তিন পিস রুটিও এসে গেল।' *শিবরাম,* ১৯৭০।

পিসগুড [ই পিসগুড্স] *বি* যেসব সাধারণ বস্ত্র বা পরিধেয় স্বীকৃত সাধারণ মানে বাজারজাত হয়। 'পাচু বাবু তুলোর ও পিসগুডের দালাল।' *হুতোম,* ১৮৬১। *দ্র* **পিস গুডস**

পিসকারি [ধ্বন্যা পিস+স কারী] *বি* তরল পদার্থ ছিটানোর যন্ত্র। *ওসাঁ,* ১৭৮৫। **পিসকারি করন** *বি* তীব্র বেগে ছিটানো। *ওসাঁ,* ১৭৮৫।

পিসতুতো [স পিতৃষ্বসা>] *বিণ* পিতার ভগ। 'উভয়ে মামাতো পিসতুতো ভাই।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

পিসততো [স পিতৃষ্বসা>] *বিণ* পিতার বোন সম্পর্কিত। 'আমার পিসততো ভাই।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

পিসতুত [স পিতৃষ্বসা>] *বিণ* পিতার বোন সম্পর্কিত। 'মাসিমা ... তাঁহার পিসতুত ভাইয়ের বাসায় চলিয়া গেছেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২; 'আমার পিসতুত বোন মুনুর স্বামী।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৫।

পিসতুতা [স পিতৃষ্বসা>] *বিণ* পিসি বা পিসি-শাশুড়ির সন্তান এমন। *ওসাঁ,* ১৭৮২।

পিস্তুত [স পিতৃষ্বসৃ>] *বিণ* পিতার বোন সম্পর্কিত। 'ভাগিনে, জামাই ও পিস্তুত ভেয়েরা গোকুলের ষাঁড়ের মত চুল ফিরিয়ে বুক ফুলিয়ে ব্যাড়াচ্চে।' *হুতোম,* ১৮৬১।

পিসবোর্ড [ই পেস্টবোর্ড] *বি* কাগজের তৈরি পুরু শক্ত বোর্ড। 'দোকান থেকে পিসবোর্ড এল।' *অবন,* ১৯৪১।

পিসা [স পিতৃষ্বসা>] *বি* পিতার ভগ্নীর স্বামী। 'ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি।' *ভারত,* ১৭৬০।

পিসশাশুড়ি [পিসা+শ্বশ্রূ] *বি* শ্বশুরের বোন; স্বামীর পিসি। 'স্বামীর, পিসশাশুড়ির এবং অন্যান্য গুরু।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৮; 'মোদোটার পিসশাশুড়ি গোদা-ঠ্যাং চিপসে বুড়ি।' *নজরুল,* ১৯২৬।

পিসশ্বশুর [পিসা+স শ্বশুর] *বি* শ্বশুরের বোনের স্বামী; ফুফা-শ্বশুর। 'গ্রামসম্পর্কে আমার পিসশ্বশুর।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৬।

পিসাই [স পিতৃষ্বসা>] *বি* পিতার বোন। 'রসুলের পিসাই বহুল মান্য জন।' *সুলতান,* ১৭০০।

পিসাশ্বশুর [পিসা+স শ্বশুর] *বি* শ্বশুরের বোনের স্বামী; পিস-শ্বশুর। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

পিসে [স পিতৃষ্বসা>] *বি* পিসির স্বামী; ফুফা। 'মেসো, পিসে, খুড়া, বাপ, জুজু ভূত ছুঁচো সাপ, স্থল, জল, আকাশ, অনল।' **গুপ্ত,** ১৮৫৮।

পিসেমশাই [পিসা+স মহাশয়>] *বি* পিতার বোনের স্বামী; ফুফা। 'রেখা বউদিরই পিসেমশাই হ'ন সম্পর্কে।' *নরেন্দ্র,* ১৯৪৫।

পিসেশ্বশুর [পিসা+স শ্বশুর] *বি* শ্বশুরের বোনের স্বামী; ফুফা-শ্বশুর। 'মামাতো ভাইয়ের পিসেশ্বশুর।' *নরেন্দ্র,* ১৯৪৫।

পিসো [স পিতৃষ্বসা>] *বি* পিসা; ফুফা। 'পিসো, সেই বেন্দাবনী জুতো গুলো?' *গিরিশ,* ১৮৮৬।

পিস্যা [স পিতৃষ্বসৃ>] *বি* পিতার বোনের স্বামী। *ওসাঁ,* ১৭৮২।

পিসি, পিসী [স পিতৃষ্বসা>] *বি* পিতার বোন। 'তার পিসি রাধার বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সংসারে তোমার নাঞি মাসী আর পিসী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পিসিমা [পিসি+মা] *বি স্ত্রী* পিতার বোন। 'পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'পিসিমা, বেলা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পিসিশাশুড়ী, পিসিশাশুড়ি [পিসি+শাশুড়ি] *বি* শ্বশুরের বোন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'অসীমা ভাবল পিসিশাশুড়ীর কাছে একবার লিখবে কথাটা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

পিসীত্ব [পিসি+স ত্ব] *বি* পিসির আচরণ। 'ঋষির ঋষিত্ব পিসীর পিসীত্ব – সবের মধ্যে প্যাটার্ণ মনুষ্যধর্মী।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

পিসীসোহাগী [পিসি+সোহাগী] *বিণ* পিসির আদর পেয়েছে এমন। 'এই পিসীসোহাগী ভাইঝিকে আমি বখাবই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

পিসাব [প্রস্রাব] *বি* মূত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পিসু *বি* একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট। 'তা ছাড়া সব পিসু মাছি কাশি হাঁচি ইত্যাদি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

পিস্টন [ই] *বি* চাকা বা পাখা ঘোরানোর চাপদণ্ডবিশেষ। 'আমাদের পাখায় পিস্টনের উল্লাস।' *জীবন*, ১৯৪২।

পিস্তল [প pistola] *বি* ছোটো বন্দুকবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ঘুসা কিম্বা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'পিস্তলটা রাখ; বোধ হয় ওটা ভরা নয়।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

পিস্তল মারা *ক্রি* পিস্তলের গুলি ছোড়া। 'পরস্পর এককালে পিস্তল মারিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পিহাড়ি [স পীঠ] *বি* পিঁড়ি। 'করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নয়বল।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

পীঅ [স পা>] *ক্রি* পান করা। 'তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।' *চর্যা* ৪, ১২০০। **পীএ** *ক্রি* পান করে। 'তাত মধুকর মধু পীএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পীও** *ক্রি* পান করো। 'রাধা শোষে পাপী নাহি পীও।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পীওঁ** *ক্রি* পান করি। 'আধরে আমিঅাঁ পীওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পীব ১** *ক্রি* পান করবো। 'জইও কলামতি পীউখ পীব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* খাবো। 'মত্ত পাকা কলা হয়ে বাকল ফালাইয়া পীব।' *বিজয়*, ১৬৫০। **পীবমি** *ক্রি* পান করি। 'তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।' *চর্যা* ৪, ১২০০। **পীয়াইয়া** *ক্রি* পান করিয়ে। 'পুনঃ পুনঃ পীয়াইয়া হয় মহামত্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পীয়ে** *ক্রি* পান করে। 'মালতীএ মধুকর পীয়ে মকরন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পীল** *ক্রি* পান করলো। 'মধু পীল হুষ্ট কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পীউখ [স পীযূষ] *বি* অমৃত। 'জইও কলামতি পীউখ পীব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পীঁড়ে [স পিণ্ডি] *বি* পিঁড়ি। 'বসবার জন্য ঘরের ভিতরে যে পীঁড়েখানা রাখা হয়ে ছিলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পীকদান দ্র **পিক**[২]

পীচ[১] [ই peach] *বি* ফলবিশেষ। 'পীচ, পেয়ারা, আনারস, আঙুর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পীচ[২] [ই pitch] *বি* কয়লা বা জ্বালানি তেল থেকে তৈরি কালো রঙের আঠালো পদার্থবিশেষ, যা রাস্তা নির্মাণ-সহ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। 'পীচে তো আগুন ধরবেই।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

পীচঢালা [ই পীচ+ঢালা] *বিণ* পিচ ঢেলে নির্মিত। 'পীচঢালা রাস্তার আবলুশ বুকটা।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'কালো মসৃণ পীচঢালা রাস্তা শেষ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

পীচ্ছ [স পুচ্ছ] *বি* পুচ্ছ। 'মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

পীচ্ছল [স পিচ্ছল] *বিণ* পিচ্ছিল। 'গাগরি বারি ঢারি করু পীচ্ছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

পীছা [স পিচ্ছ] *বি* ঝাড়ু। 'সকল গায়ে হানিল পীছার সলা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পীছে [স পশ্চাৎ] *ক্রিবিণ* পিছে; পিছনে। 'যুদ্ধরা তারের পীছে করিল গমন ধন লইআ মহাবীর জায় নিকেতন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পীজিরা [স পিঞ্জর] *বি* খাঁচা। 'চক্ষু পাকাইয়া চায় পীজিরায় পোষা কত শের।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। দ্র **পিঞ্জর**

পীট [স পৃষ্ঠ] *বি* পিঠ। **পীট দেখানো** *ক্রি* পলায়ন করা; পালানো। 'মাজা ভাঙ্গা, হাত ভাঙ্গা হইয়া পীট দেখাইল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

পীঠ[১] [স পৃষ্ঠ] **১** *বি* দেহের পিছনের কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত অংশ। 'বুকে খেয়েছে শ্যামের শেল পীঠে হৈল পার।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* বাইরের তল বা অংশ। 'এক ঘড়ার উপর পীঠ, যাহাতে কিছু ঝোল পড়িয়াছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পীঠ দেওয়া *ক্রি* ত্যাগ করা; বিমুখ হওয়া। 'আইহনক পীঠ দিলোঁ ল্যাজে তিলাঞ্জলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পীঠ-বোচকা [স পৃষ্ঠ>] *বি* পিঠে ঝোলানোর উপযোগী কাপড়ের পোঁটলা। 'তাহার পৃষ্ঠদেশে একখানি পীঠ-বোচকা।' *মধু*, ১৮৫৭।

পীঠমর্দ্দ [স পৃষ্ঠ>] *বিণ* পৃষ্ঠপোষক। 'মর্মথী সচিব পীঠমর্দ্দ সেই জনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

পীঠমোড়া [স পৃষ্ঠ>] *বি* উভয় হাত পিছনে নিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা। 'পীঠমোড়া করিয়া লাগিবে বান্ধিবার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পীঠ[২] [স] *বি* বেদী; মঞ্চ। 'ব্রাহ্মণ বসিল পীঠে বেদমন্ত্র পড়ি ঘটে গণেশ করিল আবাহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পীঠল [স পৃষ্ঠ] *বি* গাছবিশেষ। 'নৃপ আসন নব পীঠল পাত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পীঠস্থান [স] **১** *বি* প্রাচীন দেবালয়। 'বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানের ধুলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বি* কেন্দ্র। 'উচ্চশিক্ষার পীঠস্থানগুলিই আজ সরস্বতী পূজার স্তোত্র-মুখরিত।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

পীড় [স] *বি* যন্ত্রণা। 'দারুণ জনক মনে জন্মিলেক পীড়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পীড়ন [স] *বি* অত্যাচার। 'চলিতেছে নিষ্ঠুর পীড়ন তার 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

পীড়ন কাহিনী [স পীড়ন+কাহিনী] *বি* অত্যাচারের বৃত্তান্ত। 'ছিন্ন চরণ-শতদলরাজি কহিছে পীড়ন কাহিনী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পীড়নযন্ত্র [স] *বি* অত্যাচারের যন্ত্র বা হাতিয়ার। 'ফাঁসিকাঠ, পীড়নযন্ত্র প্রভৃতির আবশ্যক হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পীড়া[১] [স পীড়্>] **১** *বি* কষ্ট। 'তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পায় পীড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অত্যাচার। 'ভাঁড়ু জত পীড়া করে কে তাহা সহিতে পারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* রোগ। 'পীড়া হৈলে না তেজিত ঈশ্বরের সেবা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বি* ক্লেশ। 'অবশেষে পীড়া দিয়া পীড়া পাইয়া সেটা মরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পীড়াকর [স] *বিণ* যন্ত্রণাদায়ক। *সেবধি*, ১৮৩৯: 'কুশ্রীতা তাহাদের কিছুমাত্র পীড়াকর নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

পীড়াকারী [স] *বিণ* যন্ত্রণা দেয় এমন। 'ইহার নিয়ম কিছু অধিকতর পীড়াকারী।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

পীড়াজনক [স] *বিণ* যন্ত্রণাদায়ক। 'বক্র ও পীড়াজনক সুন্দরবন দিয়া কএক দিবসপর্য্যন্ত গমন না করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পীড়াদায়ক [স] ১ *বিণ* কষ্ট দেয় এমন। 'পরিবারের পীড়াদায়ক হইবেক তাহাতে সন্দেহ কি?' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ২ *বিণ* পান করলে পীড়া হয় এমন। 'সর্ব্বসাধারণের পানীয় যে গঙ্গাজল তাহা সামান্যতই অস্বচ্ছ ও পীড়াদায়ক দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পীড়া দেওয়া [স] *ক্রি* (মনে) কষ্ট দেওয়া। 'জড়ত্বই আমাদিগকে অধিক মাত্রায় পীড়া দেয়।' *আজাদ*, ১৯৪১।

পীড়াপীড়ি [স পীড়্>] *বি* পুনঃপুন বিশেষভাবে অনুরোধ। 'এই বলিয়া, কচ্ছপ অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

পীড়াপ্রাপ্ত [স] *বিণ* অসুস্থ। 'আমি গুরুতর পীড়াপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পীড়াবীজ [স] *বি* রোগের জীবাণু। 'সজীব পীড়াবীজ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পীড়াবোধ [স] *বি* রোগ অনুভব। 'আমি পীড়াবোধ করিতেছিলাম, সে কথা সত্য নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পীড়ালিয়া *বিণ* রোগী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পীড়াশান্তি [স] *বি* রোগের উপশম। 'কোন কোন ব্যক্তিকে পীড়াশান্তির নিমিত্ত তাহাতে অবগাহন করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পীড়াশীল [স] *বিণ* পীড়ন করে এমন। 'বহু তিমিঙ্গিল আছে প্রবল পীড়াশীল মাছে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পীড়া[২] [স পীড়্>] *ক্রি* পীড়িত হওয়া। **পীড়িল** *ক্রি* পীড়িত হলো। 'চিন্তায় পীড়িল আবু জেহেল মনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

পীড়ি[১] [স পীঠ] *বি* পীঠ। 'তিন খুরি বিসকর্ম্মা নির্ম্মাইল জে পীড়ি।' *রামাই*, ১৭১০।

পীড়ি[২] [স পিণ্ডি] *বি* কাঠের তৈরি আসনবিশেষ। 'একজন ছুতার কেবল ঢেঁকি পীড়ি খড়ম গড়িয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

পীড়িত [স] ১ *বিণ* কাতর। 'বনিতা পুরুষ অঙ্গ পিড়এ মদন আমার পীড়িত অঙ্গ উদর দহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আমার অন্তরাত্মা পীড়িত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* শয্যাশায়ী। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ৩ *বিণ* অসুস্থ। 'জ্বরবিকারে পীড়িত হইয়া ... পরলোকগামী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ৪ *বিণ* দলিত। 'জোহরার নরম আঙুল মুস্তাফিজের হাতের ভেতর পীড়িত হতে থাকে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পীড়িতা [স] *বিণ স্ত্রী* কাতর। 'পীনপয়োধর ভরে বড়ই পীড়িতা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পীড়ে[১] [স পিণ্ডি] *বি* পিঁড়ি। 'ঘরে ঢুকে একটি পীড়েয় বসে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পীড়ে[২] [স পীড়া] *বি* পীড়া; রোগ। 'আজ্ঞে, পেচ্ছাবের পীড়ে ছিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

পীত[১] [স] ১ *বিণ* হলুদ। 'পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পিত্ত। 'কালিয়া কুক্কুর মারি আন্য তার পীত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পীতধড়া [স] *বি* হলুদ ধুতি। 'পীতধড়া পরিয়ে তারে কোলে নিয়ে আয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

পীতবরণ [স] *বি* হলুদ রং। 'অ-কৃষ্ণবরণে কহি পীতবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পীতবর্ণ [স] *বিণ* হলুদ বর্ণবিশিষ্ট। 'কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্য-অবতার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পীতবসন [স] *বি* হলদে রঙের বস্ত্র। 'এসো গো পীতবসনে সাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬; 'এসো লয়ে সেই শ্যামশোভা ব্রজবধূ মনোলোভা/ সেই পীতবসন পরি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

পীতম [স পীত] *বিণ* হলুদ রঙের। 'সিনান করিয়া গাখানি মুছিয়া পরিল পীতম ধড়া।' *শেখর*, ১৬০০।

পীতসংকট [স] *বি* চীনের লোকেরা শ্বেতজাতিকে পরাস্ত করে পৃথিবী দখল করে নিতে পারে এ ধরনের আতঙ্ক; পীতাতঙ্ক। 'পাশ্চাত্য দেশে yellow peril বা পীতসঙ্কট নাম দিয়ে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পীতাভ [স] *বিণ* হলুদ আভাযুক্ত। 'হেমন্তের পীতাভ রৌদ্রে মাঠখানা ঝলমল করিতেছে।' *তারা*, ১৯৪২।

পীতাভা [স পীত-আভা] *বি* হালকা হলুদ বর্ণ। 'একদিন আশ্বিনের পীতাভ রৌদ্রে এই বাতায়নে একটি বালিকার পাশে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

পীতাম্বর [স পীত-অম্বর] ১ *বি* হলদে রঙের বস্ত্র। 'পীতাম্বর ধরে অঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* (হিন্দুপুরাণ) অবতার কৃষ্ণ। 'পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বকপাঁতি/ নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* পীতবসনধারী। 'শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পীতাম্বরি [স পীতাম্বরী] *বিণ* পীতবাস পরিহিতা। 'সুন্দরি পীতাম্বরি তুহুঁ ভেলি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

পীতাম্বরী [স পীত-অম্বরী] *বিণ* হলদে রঙের। 'চুমকি জড়িত চারু পীতাম্বরী চেলি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পীত[২] [স পিত্ত] *বি* লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি। 'তোক্ষার দেহত কাহ্নাঞিঁ না বসে কি পীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পীতম[১] *দ্র* **পীত**[১]

পীতম[২] [স প্রিয়তম] *বিণ* প্রিয়তম। 'পীতম আমার দূর প্রবাসে, দেখবে কে সাজ-সজ্জা হায়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পীতমণ্ডী *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'গুরুদাস পীতমণ্ডী।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পীতর [স পিতরঃ] *বি* পিতৃগণ। 'তার পাণী না লএ পীতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পীতল [স পিত্তল] *বি* ধাতুবিশেষ। *মেয়ার্স*, ১৭৬২। *দ্র* **পিতল**

পীতিম [স পীত] *বিণ* হলুদ রঙের। 'তুয়া অঙ্গে পীতিম চীরে।' *শেখর*, ১৬০০।

পীন [স] *বিণ* স্থূল; পুষ্ট। 'দূর করো তোর হার ঘন পীন তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পীনপয়োধরা [স] *বিণ স্ত্রী* সুপুষ্ট ও উন্নত স্তনবিশিষ্ট। 'পুলোম-দুহিতা – মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'পীনপয়োধরা ঘৃতাচী; সু-উরু রম্ভা; নিত্য-প্রভাময়ী স্বয়ম্প্রভা।'

মাইকেল, ১৮৬২।

পীনস্তন [স] *বি* সুপুষ্ট ও উন্নত স্তন। 'পীনস্তন ছিল অতি কি কহিব হায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পীন-স্তনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুপুষ্ট ও উন্নত বক্ষবিশিষ্ট। 'আঁটিয়া কাঁচলি পীন-স্তনী; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পীনস *বি* নাকের রোগবিশেষ। 'মহারোগে পথ্য বিধি পীনসে বিশেষ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পীনাস [ই] *বি* ছোটো দ্রুতগামী নৌকাবিশেষ। 'চান্দপালের ঘাটে পীনাস আরোহণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। দ্র **পিনিস**

পীপল [ই] *বি* জনতা। 'ইহার সহিত "পীপল"-এর কোনো যোগ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পীপলাই *বি* ফুলবিশেষ। 'পীপলাই ফুলেতে জন্ম রাজ পুরোহিত।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পীবর [স] *বিণ* স্থূল। 'গিরিসুতা-অঙ্গজনু খর্ব-পীবরতনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পীবরতা [স] *বি* স্থূলতা। 'চিত্রার্পিত মুকুরের তলে দিগন্তের যুগ্মগিরি শোথসান্দ্র পীবরতা পায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পীবরবক্ষ [স] *বি* সুপুষ্ট ও উন্নত স্তন। 'পীবরবক্ষের সংযত অসংযম।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পীবরস্তনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুপুষ্ট ও উন্নত স্তনবিশিষ্ট। 'গড়ুক স্বপনদেবী মায়ার পৌলোমী – মৃগাক্ষী, পীবরস্তনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পীবরাংশ [স পীবর-অংশ] *বি* স্থূল অংশ। 'সে কর্ণাভরণস্পর্শপ্রার্থী পীবরাংশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

পীযূষ [স] **১** *বি* অমৃত। 'চান্দের পীযূষধারা রাহুঞঁ যেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সদ্যপ্রসূত গাভীর প্রথম সাত দিনের দুধ। 'মাখবে সে পুরোনো নষ্ট শর্করায় নতুন কালো গাভীর পীযূষ।' *শক্তি*, ১৯৬১।

পীযুষ [স পীযূষ] *বি* অমৃত। 'পীযুষে সেচিল কাহ্ন রাধার মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পীযূষধারা [স] *বি* অমৃতধারা। 'চান্দের পীযূষধারা রাহুঞঁ যেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পীযূষপায়ী [স] *বি* সুধা পান করে যে। 'রক্তশোণিম কুণ্ঠিত ভ্রূণ/ সৃজনী পীযূষপায়ী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

পীযূষ-মধু [স] *বি* ফুলের মধু। 'কেহ পান করিলা পীযূষ-মধু সুখে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পীযূষলহর [স] *বি* অমৃতের ধারা। 'প্রভুর চরিত্র কথা পীযূষলহর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পীযূষ-সলিলা [স] *বিণ স্ত্রী* অমৃতরূপ জলে পূর্ণ। 'বহে যথা পীযূষ-সলিলা নদী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পীযূষী [স] *বি* অমৃতের মতো পিঠাবিশেষ। 'আসিকা পীযূষী পুরী পুলী।' *ভারত*, ১৭৬০।

পীয়া *ক্রি* পান করা। 'সে যৈছে তৃষ্ণায় পীয়ে সমুদ্রের পানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পীয়ে** *ক্রি* পান করে। 'যত পীয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কান্ত্যমৃত যেবা পীয়ে নিরন্তর পীয়া জীয়ে/ ব্রজজনের নয়ন-চকোর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পীয়ালী [স প্রিয়াল] *বি* পিয়াল ফুল। 'শেহলী পীয়ালী দোনা পারুল রঙ্গন।' *ভারত*, ১৭৬০।

পীর[1] [ফা] **১** *বি* মুসলিম ধর্মগুরু। 'সোলেমানী মালা ধরে জপে পীর পেগম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* জ্ঞানবৃদ্ধ। 'সদর জাহান পীর/ মহিমা সাগর তীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পীরগোষ্ঠী [ফা পীর+স গোষ্ঠী] *বি* পীরবংশ। 'এই পীরগোষ্ঠী যে কত বড় কেরামতকুশল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

পীরপূজা [ফা পীর+স পূজা] *বি* পীরকে পূজা। 'শেরেক, বেদাত, পীর পূজা, গোর পূজা ও বৃক্ষ পূজা।' *দর্শন*, ১৯২০; 'মুসলমানদের মধ্যে দেবীপূজা, পীরপূজা, তাবিজের ব্যবহার।' *আনিস*, ১৯৬৪।

পীরভক্ত [ফা পীর+স ভক্ত] *বিণ* পীরকে ভক্তি করে এমন। 'বড়ই সরলপ্রাণ, ধর্মপরায়ণ, পীরভক্ত লোক।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

পীর-মুরিদী, পীরমুরীদি [ফা পীর+আ মুরিদ] *বিণ* পীর ও পীরের শিষ্য-সংক্রান্ত। 'পীরমুরীদি ব্যবসায়টা হিন্দুদের পুরুতগিরির দেখাদিখিই শেখা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'পীর-মুরিদী ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

পীরির গীত [ফা পীর>+স গীতি] *বি* পীর-ভজনার গান। 'আমি বাইয়ানা গাহনা জানি, পীরির গীত জানি, সখীসম্বাদ বিরহ খেড় জানি, একটা শোনবা?' *ভবানী*, ১৮২৮।

পীরের মোকাম [ফা পীর>+আ মাকাম] *বি* পীরের বাসস্থান। 'তার কত দূরে দেখে পীরের মোকাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পীর[2] *বি* (ফলের ক্ষেত্রে) অনেকগুলোর একত্র অবস্থা; ছড়া। 'মাথায়ে পীর তাহে ধরে ফল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পীরিতি [স প্রীতি] *বি* আনন্দ। 'প্রবেসিল বনমৈদ্ধে পরম পীরিতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পীরিতি [স প্রীতি] **১** *বি* প্রীতি; স্নেহ। 'বাপ বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পীরিতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রিয় বাক্য। 'মোর হাতে ধরি কহে পীরিতি বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পীল[1] [ফা] *বি* দাবা খেলার ঘুঁটি – গজ। 'ওরে অতঃপরে কোণার পাশে পীলের কিস্তি মাত হল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* দুরন্ত। 'পীল ইয়ার ছোকরারা উড়তে শিখচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **পিল**[2]

পীলখানা [ফা] *বি* হাতিশালা। 'নীলমণি মাহুত চাই ধাৎ করিয়া প্যারীজানকে পীলখানায় লইয়া গেল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

পীল[2] [স প্লীহা] *বি* পাকস্থলীর বামভাগে অবস্থিত দেহাংশবিশেষ। 'পীলের অনুরোধে মদ ছাড়া কাপুরুষের কাজ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

পীলসুজ [আ ফতিল+ফা সুজ] *বি* প্রদীপ উঁচু করে রাখার দণ্ডবিশেষ। 'পীলসুজ ১ এক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২। দ্র **পিলসুজ**

পীলা[1] [স পীড়া] *বি* কষ্ট। 'কেসপাস লএ চমরিকে সোপল পাএ মনোভব পীলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পীলা[2] [স প্লীহা] *বি* পাকস্থলীর বামভাগে অবস্থিত উপাঙ্গবিশেষ। 'পীলায় জুড়িল পেট শশা যে খাইল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পীলে [স প্লীহা] *বি* প্লীহাবৃদ্ধিজনিত রোগ। 'পীলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পীলু *বি* ফলবিশেষ। 'শুষ্ক পক্ব পীলু ফল আর গুঞ্জামালা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পীঃ [ধ্বন্যা] *বি* তাচ্ছিল্য নির্দেশক শব্দবিশেষ। 'পীঃ! এখন আর লড়াই করিবে কে?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পীষ্ট [স পৃষ্ঠ] *বি* পিঠ। 'উঠ উঠ পুত্র বলি ঘা দিলা পীষ্টে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পীস [ই] *বি* শান্তি। **পীস-কনফারেন্স** [ই] *বি* শান্তি সম্মেলন। 'জগতে শান্তি আনে পীস-কনফারেন্সের এমন সাধ্য নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পীসে [স পিতৃষ্বসৃ>] *বি* পিসেমশাই। 'হুঁকোটা পীসে পীসে বলছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। *দ্র* **পিসা**

পীসসাশুড়ী [পিসি+শাশুড়ি] *বি স্ত্রী* স্বামী বা স্ত্রীর পিসি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পীস্যা [স পিতৃষ্বসৃ>] *বি* পিসির স্বামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২। *দ্র* **পিসা**

পুই [স পূতিকা] *বি* এক ধরনের শাক; পুঁই শাক। 'ডগী ডগী তোলে পুই পুনকা কাঁচড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **পুঁই**

পুইশাক [স পূতিকা>+স শাক] *বি* একপ্রকার শাক। 'রাজডেটে কাঁচকলা নিল পুইশাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুইহে *ক্রি* শুয়ে আছিস। 'তবেঁ পুইহে কেহ্নে এতেক বেআজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুং [স পুমস] *বি* পুরুষ। 'এমনি কোন পুংবর্জ্জিত দেশ বিশ্বনির্ম্মাতা নির্ম্মাণ করেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পুংজাতি [স] *বি* পুরুষ প্রজাতি। 'স্ত্রীজাতি পুংজাতির সহবাসিনী।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

পুংবর্জ্জিত [স] *বিণ* পুরুষ নেই এমন। 'এমনি কোন পুংবর্জ্জিত দেশ বিশ্বনির্ম্মাতা নির্ম্মাণ করেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পুংলিঙ্গ [স] *বি* পুরুষ প্রজাতি। 'স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর/ নপুংসকে শাসিত কর।' *লালন*, ১৮৯০।

পুংশক্তি [স] *বি* পুরুষের গুণ বা বৈশিষ্ট্য। 'সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পুংক্তি [স পঙক্তি] *বি* পঙক্তি। 'দন্ত পুংক্তি বিদিত বিজুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুংগব [স পুঙ্গব] *বি* ষাঁড়ের মতো পুরুষ (বিদ্রূপার্থে)। 'মস্ত একটা চশমা-পরা গ্রাজুয়েট-পুংগব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। *দ্র* **পুঙ্গব**

পুংটামি *বি* দুষ্টামি। 'দেখুম আজকা তর হগল পুংটোমি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পুঃ [ধ্বন্যা] *বি* তাচ্ছিল্য নির্দেশক ধ্বন্যাত্মক শব্দ। 'পুঃ। পাঁচশ সিপাহী লইয়া তোমাদের জন দুই চারিলোকের কাছে বিপদ!' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পুঁই [স পূতিকা] *বি* এক ধরনের শাক। **পুঁইখাড়া, পুঁয়ের খাড়া** *বি* পুঁইয়ের ডাঁটা। 'শীঙ্গিমাচ আনিয়াছি আর পুঁয়ের খাড়া।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'পুঁইখাড়া চিঙড়ির ক'রে ভুষ্টিনাশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। *দ্র* **পুই**

পুঁইগাছ *বি* পুঁইশাক। 'ভুঁই ফুঁড়ে পুঁইগাছ হইয়াছে খাড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পুঁই-চচ্চড়ি *বি* পুঁইশাক ভাজি। 'তিনি রান্নার পর গঙ্গাস্নান করে বুনেদী হেঁশেলে পুঁই-চচ্চড়ি চড়াবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পুঁইডাটা *বি* পুঁইগাছের কাণ্ড। 'পাকা পুঁইডাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পুঁইপাতা *বি* পুঁইশাক। 'পুঁইপাতা জড়ানো ... দ্রব্য।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পুঁই ফল *বি* পুঁই লতার ফল। 'পুঁই ফল ঘষিয়া ঘষিয়া দুটি হাত রাঙা করে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

পুঁইমাচা *বি* পুঁই লতার মাচা। 'একদিকে একটা পুঁই মাচা।' *জীবন*, ১৯৩২।

পুঁইশাক, পুঁইশাগ *বি* পুঁই লতার পাতা। 'তরকারির মধ্যে পুঁইশাগ, গব্যের মধ্যে তেঁতুল ...' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'ঐ পুঁইশাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'হাতে একবোঝা পুঁইশাক।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পুঁইন্যা [স পুণ্যাহ] *বি* জমিদারির বাৎসরিক উৎসব। 'লয়-লস্কর নেই, প্রজা নেই; পুঁইন্যা কেমন করে জমবে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

পুঁচকে ১ *বিণ* অতি ছোটো। 'গোদা ঠ্যাং পুঁচকে মেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* বাচ্চা ছেলে। 'সে যাবে কিনা পুঁচকেদের মতো ট্রাইসিকেলে চড়তে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

পুঁচকি *বিণ* অত্যন্ত ছোটো। 'তোর ওই পুতুলটা কেন এত পুঁচকি!' *অন্নদা*, ১৯৭৩।

পুঁছা *ক্রি* মোছা। 'অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **পুঁছি** *ক্রি* মুছে ফেলি। 'যাহোক চুলটো বাঁধি, আর গাটা পুঁছি।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পুঁছিয়া দেওয়া *ক্রি* মুছে দেওয়া। 'আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার চক্ষের জল পুঁছিয়া দিতে লাগিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পুঁজ [স পূয] *বি* ফোঁড়া বা ঘায়ের ভেতরের দূষিত রসবিশেষ। 'রক্ত পড়ে পুঁজ পড়ে আর পড়ে পানি।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'পিত্তের সবুজ, পুঁজ, কফ, লালা, গয়ের ইত্যাদি।' *নীরেন*, ১৯৬১।

পুঁজি [স পুঞ্জ] ১ *বি* মূলধন। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সম্বল। 'সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।' *ভারত*, ১৭৬০; 'দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি হাতের কাছে সকল পুঁজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বি* সংগ্রহ। 'তাহার বহুযত্নসঞ্চিত যৎসামান্য লেখ্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বি* পুঞ্জীভূত। 'শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম হয়েছে পুঁজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বি* বোঝা। 'চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি লব তোমার অঙ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৬ *বি* রাশি। 'নিয়ে পক্ব পাতার পুঁজি পালাবে শীত, ভাবছ বুঝি গো?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৭ *বি* আশ্রয়স্থল। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রী নিবাসই আমাদের একমাত্র পুঁজি।' *বেগম*, ১৯৫৫।

পুঁজিপতি [পুঁজি+স পতি] *বি* অনেক মূলধনের মালিক। 'পুঁজিপতিদেরে সাম্যবাদের ভয় দেখাইয়া ...' *সওগাত*, ১৯৪৪।

পুঁজিপাটা *বি* স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। 'গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকুল-কাঁটা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পুঁজিবাদী [পুঁজি+স বাদী] *বিণ* পুঁজিবাদের অনুসারী। 'পুঁজিবাদী মজুদকারীদের দ্বারা সরকারী আদেশ কিভাবে রক্ষিত ...' *জামায়াত*, ১৯৪৩।

পুঁটলি, পুঁটুলি, পুঁটুলী [স পোট্টলি] ১ *বি* ছোটো গাঁটরি বা বোঁচকা। 'পুঁটুলি খুলিয়া বানারসী সাড়ী ও গিলটির গহনাগুলি ভ্রমরকে দেখাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'বামহস্তে জুতা ও দক্ষিণে পুঁটুলী।' *প্রভাত*, ১৮৯৬; 'সেখেনে একটি পুঁটলি আর বুড়ি মাকে রেখে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* কাপড় বা তুলার ক্ষুদ্র গাঁট। 'কাণের পুঁটলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পুঁটলিপাঁটলা *বি* ছোটো-বড়ো বোঁচকা। 'পুঁটলিপাঁটলা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পুঁটি *বি* একপ্রকার ছোটো মাছ। 'চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

পুঁটিমাছের প্রাণ – পুঁটিমাছের মতো স্বল্পপ্রাণ। 'আমাদের পুঁটিমাছের

প্রাণ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পুঁটি মাছের ফরফরানি – স্বল্পবিদ্যার বা অল্পবিত্তের লোক যথাক্রমে বিদ্যা ও ধনের গর্ব প্রকাশ করে। *সুবল*, ১৯০৬।

পুঁঠি *বি* একপ্রকার ছোট মাছ; পুঁটি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পুঁটুরানি *বি* ছোটো মেয়ের আদরের ডাকনামবিশেষ। 'পুঁটুরানি বাপ-সোহাগি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পুঁটো *বি* ছোটো ছেলের আদরের ডাকনাম বিশেষ। 'এ রাম! তুমি ন্যাংটা পুঁটো?' *নজরুল*, ১৯২৬।

পুঁড়া [স পুণ্ড্র] *বি* কৃষিজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'বহুসংখ্যক পুঁড়া ও পোদ জাতীয়ের বাস আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পুঁতা [স প্রোথন] **১** *ক্রি* প্রোথিত করা। 'রাজারা ত্রিশুল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* গর্ত ক'রে মাটির নিচে রাখা। 'বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিয়া আপন২ বাটীতে আসিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

পুঁতে যাওয়া *ক্রি* মাটির মধ্যে প্রোথিত হওয়া। 'পদ-নখ বর্ধিত হইয়া শিকড়ের মতো মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গেল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পুঁতানো [স প্রোথন] *ক্রি* কর ধার্য করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুঁতি [স প্রোত] *বি* ছিদ্রওয়ালা কাচের টুকরা। 'সর্বাঙ্গে পুঁতির সজ্জা, আলোতে ঝকমক করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পুঁতির মালা *বি* পুঁতি দিয়ে তৈরি মালা। 'পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরি।' *জসীম*, ১৯২৭।

পুঁথি [স পুস্তিকা] *বি* বই; হাতের লেখা বই। 'প্রভুকে দিয়াছেন পুঁথি অনেক লিখিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ক্রোধিত হইয়া গুরু পুঁথির বাড়ি মাইল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পুঁথি-কাটা [পুঁথি+কাটা] *বিণ* পুঁথির কাগজ কাটে এমন। 'পুঁথি-কাটা ওই পোকা মানুষকে জানে বোকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

পুঁথিগত [পুঁথি+স গত] **১** *বিণ* পুস্তকভিত্তিক। 'যে বিদ্যা পুঁথিগত, যাহার প্রয়োগ জানা নাই, তাহা যেমন পণ্ড ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* তত্ত্বগত। 'এইরূপ পুঁথিজাত এবং পুঁথিগত পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করা যায় কি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

পুঁথিজাত [পুঁথি+স জাত] *বিণ* পুঁথি থেকে প্রাপ্ত। 'এইরূপ পুঁথিজাত এবং পুঁথিগত পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করা যায় কি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

পুঁথিপত্র [পুঁথি+স পত্র] **১** *বি* বইপত্র। 'স্কুল-মাস্টারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সমস্ত পুঁথিপত্র বন্ধ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'জমুক ধুলো পুঁথিপত্রে।' বুদ্ধ, ১৯৬৬। **২** *বি* হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি। 'কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তালপাতার পুঁথিপত্র নিয়ে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পুঁথিপন্থী [পুঁথি+স পন্থা>] *বিণ* পুঁথিগত জ্ঞানের উপর বিশ্বাসী। 'যাঁহারা পুঁথিপন্থী তাঁহারা বুক ফুলাইয়া বলিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পুঁথিপরিচারক [পুঁথি+স পরিচালক] *বি* জ্ঞানসাধক। 'এসো পুঁথিপরিচারক তদ্ধিতকারক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

পুঁথিপুস্তক [পুঁথি+স পুস্তক] *বি* কাগজপত্র। 'পুঁথিপুস্তকে বৈদেশিক মুদ্রা বন্টনের হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে সে মুদ্রা কার্যক্ষেত্রে যথার্থই কিভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পুঁথিপোড়ো *বি* পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী। 'অবাক করলি পুঁথিপোড়ো/ অমানুষিক কীর্তি তোর ও!' *অন্নদা*, ১৯৫২।

পুঁথিয়াল *বি* পুঁথি লেখক। 'পুঁথিয়াল বলে ...।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

পুঁথিসাহিত্য [পুঁথি+স সাহিত্য] *বি* আঠারো-উনিশ শতকে আরবি, উর্দু, ফারসি ও হিন্দি ভাষার মিশ্রণে লেখা বাংলা সাহিত্যের শাখাবিশেষ। 'পূর্ব্ববঙ্গীয় মোছলমান সমাজে পুঁথিসাহিত্যের প্রচলন ছিল।' *এসলাম*, ১৯২০।

পুঁনমি [স পূর্ণিমা] *বি* পূর্ণিমা। 'কাল মেঘর পাশে শোভে পুঁনমির চন্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুঁয়ে মারা, পুঁয়ে-লাগা *বিণ* শুকিয়ে গেছে এমন। 'পুঁয়ে মারা পিলে-রোগাক্রান্ত সাহিত্যিক।' *নজরুল*, ১৯২২; 'পুঁয়ে-লাগা সুঁটকো ছেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পুঁয়ো *বি* বুনো ফুলবিশেষ। 'বুনো-ভাঁওরা, নটকান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পুকার [হি ফুকার] **১** *বি* আহ্বান। 'নহে ফাঁকা, নহে মিথ্যা পুকার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'অসূর্যম্পশ্যা লায়লীকে প্রেমের পুকার।' *মুজতবা*, ১৯৬০। **২** *বি* চিৎকার। 'তুমি তো নিজেই পুকার দিয়ে এলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

পুকারা *ক্রি* উচ্চস্বরে আহ্বান করা; হাঁকা। 'আজান পুকারে দেখি হজরত বেলাল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পুকুর [স পুষ্কর] **১** *বি* দিঘি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* ছোটো জলাশয়। 'চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পুকুর চুরি – বড়ো রকমের চুরি। *সুবল*, ১৯০৬।

পুকুরপাড় *বি* পুকুরের তীর। 'প্রয়োজন-মতো বাড়ে ... বাদাড়ে পগারে পুকুরপাড়ে গো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পুক্তি ভোজন [স পঙ্ক্তি ভোজন] *বি* শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণদের একত্রে ভোজন। 'আমার এ পুক্তি ভোজন তোমাকে কেমন লাগে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পুখরি, পুখরী [স পুষ্কর] *বি* পুকুর। 'মুক্তসার নামে আছে সাহের পুখরি।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'ফটিক পাষাণে রচি বিচিত্র পুখরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পুখুর [স পুষ্কর] *বি* পুকুর। 'মদের পুখুর দিল পিঠের জাঙ্গাল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। *দ্র* **পুকুর**

পুখের [স পুষ্কর] *বি* পুকুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুষ্করণী [স পুষ্কর>] *বি* পুকুর। 'মসজিদ পুষ্কর্ণী নাম নিজ দেশে রহে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পুঙ্খানুপুঙ্খ [স] **১** *বিণ* অতি সূক্ষ্ম। *সেবধি*, ১৮৩৯। **২** *বিণ* অতি সতর্ক। 'দ্রোহকারীদের প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি রাখিতেছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **৩** *বিণ* বিস্তারিত। 'তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **৪** *বি* খুঁটিনাটি। 'কথ্য আর্য ও সংস্কৃত ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে [স] *ক্রিবিণ* তন্ন তন্ন ক'রে। 'এই পরিকল্পনা আগাগোড়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

পুঙ্খে পুঙ্খে *ক্রিবিণ* তন্ন তন্ন ক'রে। 'পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজব না অমারাতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪।

পুঙ্গব [স] *বি* ষাঁড়। 'বাঙালি পুরুষ-পুঙ্গবদেরই মতো তারস্বরে শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান করতে থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পুঙ্গি [স পুঙ্গ>] *বি* বেশ্যা। **পুঙ্গির বাই** *বি* বেশ্যার ভাই। 'পুঙ্গির বাই গাড়িমদ্দি ক্যালাবতী লাগাইচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পুঙ্গির পুত *বি* অশ্লীল গালিবিশেষ (বেশ্যাপুত্র)। 'পুঙ্গির পুত কেড়া!' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

পুচ্ছ [স] ১ *বি* লেজ। 'অধিক দীঘল পুচ্ছ অতি শোভাকার।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* প্রান্ত। 'রক্তযুত তন্তুগুচ্ছ রঞ্জিত মালার পুচ্ছ নামের সম্পর্ক নাই তাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পুচ্ছপাশ [স] *বি* লেজবন্ধন; জের। 'ইহার পুচ্ছপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পুচ্ছাহত [স] *বিণ* লেজের আঘাতপ্রাপ্ত। 'আকস্মিক পুচ্ছাহত নাগ-কন্যার অপরূপ একটি নৃত্যভঙ্গি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

পুচ্ছা [স পৃচ্ছ] *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। **পুচ্ছতু** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করো। 'পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী।' *চর্যা ৫*, ১২০০। **পুচ্ছিঅ** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করো। 'লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।' *চর্যা ১*, ১২০০। **পুচ্ছী** *ক্রি* জিজ্ঞাসা ক'রে। 'বাহ তু কামলি সদ্গুরু পুচ্ছী।' *চর্যা ৮*, ১২০০।

পুছ[1] [স প্রচ্ছ] *বি* পুচ্ছ। 'তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুছ[2] *দ্র* **পুছা**[1]

পুছ[3] [স পৃচ্ছ] *বি* প্রশ্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুছ করা *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'অধিক কিছু পুছ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

পুছা[1] [স পৃচ্ছ] *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুছসি নাহা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০। **পুছ** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করো। 'ঘর গিআঁ সম্বন্ধ পুছ মাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুছন্তি** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করে। 'বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুছবে** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করবে। 'অন্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে।' *নজরুল*, ১৯২৩। **পুছমি** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করি। 'হালো ডোম্বী তো পুছমি সদ্ভাবে।' *চর্যা ১০*, ১২০০। **পুছয়** *ক্রি* প্রশ্ন ক'রে। 'খান দুই কর্ম্ম দেখী পুছয় সংসারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পুছসি** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করো। 'অগে নাবি ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুছসি নাহা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০। **পুছহ** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করছো। 'তোহ্মে না পুছহ কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুছিআঁ** *ক্রি* জিজ্ঞাসা ক'রে। 'রাধিকারে পুছিআঁ কাহিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুছিউ** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা যাক। 'বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুছিএঁা** *ক্রি* জিজ্ঞাসা ক'রে। 'এক তোহ্মা গতী পুছিএঁা চাহা দূতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুছিতে** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করতে। 'নৃপতি যথেক কথা পুছিতে লাগিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **পুছিবারে** *ক্রি* প্রশ্ন করার। 'কার বোলে আসিয়াছে পুছিবারে লাগে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পুছিবোঁ** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করবো। 'কিবা পুছিবোঁ মোএঁ বলতদর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুছিল** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করলো। 'বড়ায়ি পুছিল রাধারে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পুছিলা** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করলো। 'পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তবে পয়গাম্বর হাসি আলিত পুছিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **পুছিলেক** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করলেন। 'কুতূহলে পুছিলেক ভারত কাহিনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পুছো** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করো। 'পুছো মোএঁ হৃষীকেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুছোঁ** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করো। 'এহা রাখোআল পুছোঁ রাধার উদ্দেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুছা[2] [স প্রোঞ্ছন] *ক্রি* মোছা। **পুছি** *ক্রি* মুছে। 'বসনে পদ পুছি নিছনি করে শচী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পুছেন** *ক্রি* মোছেন। 'নেতের আঁচলে পুছেন নয়ানের লো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুছার [স পৃচ্ছ] *বি* প্রশ্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুজ [স পূয] *বি* ক্ষতস্থান থেকে নির্গত দূষিত রসবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **পুঁজ**

পুজন [স পূজন] *বি* উপাসনা। 'যেই নরে অগ্নিক করএ পুজন।' *সুলতান*, ১৭০০। *দ্র* **পূজন**

পুজা[1] [স পূজা] ১ *বি* প্রশংসা। 'ব্রহ্মা আদি দেবগনে করে স্নার পুজা।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* পূজা। 'অবজ্ঞা করিয়া বাপে পুজা না করিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **পূজা**

পুজা[2] [স পূজা] *ক্রি* পূজা করা। **পুজন্তি** *ক্রি* পূজা করেন। 'পুজন্তি চন্ডিকা ঘট সুবর্ন্ন পাতিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুজাইয়া** *ক্রিবিণ* পূজা ক'রে। 'পুজাইয়া রহাইল বিদর্ভ ইশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুজি** *ক্রিবিণ* পূজা ক'রে। 'এতকাল ইন্দ্র পুজি কভু না দেখিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুজিতুঁ** *ক্রি* পূজা করতাম। 'স্বামীর করিল সেবা জেমন পুজিতুঁ দেবা তথাপীহ না হৈল আমার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পুজিবার** *ক্রি* পূজা করতে। 'কোথা জ্ঞাহ সজ্জ লৈয়া কাহা পুজিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুজিয়া** *ক্রি* অর্চনা ক'রে। 'রাম কৃষ্ণ আনিবারে সড়ঙ্গে পুজিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুজিল** *ক্রি* আরাধনা করলো। 'নানাবিধি পরকারে পুজিল হরগৌরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুজিলা** *ক্রি* পূজা করলে। 'গঙ্গাও পুজিলা অতি করিয়া বিনয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পুজিলাও** *ক্রি* পূজা করলো। 'পুজিলাও হরগৌরি কায়মনচিত্তে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুজিলে** *ক্রি* পূজা করলে। 'কাম নিবারণ হএ পুজিলে মহেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পুজে** *ক্রি* পূজা করে। 'ঘট পাতি পুজে তারা দেবি মাহেশ্বরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুজারি [স পূজা>] *বি* পূজা করে যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **পূজারি**

পুজুরি [স পূজা>] *বি* পুরোহিত। 'টুলো পুজুরি ভটচাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পুজো [স পূজা] *বি* পূজা। 'দেবতা-টেবতার থানে যেন পুজো-টুজো দেবেন না।' *তারা*, ১৯৪৬।

পুজো-আচ্চা [স পূজা-অর্চনা] *বি* পূজা-অর্চনা; পূজা, উপাসনা, আহ্নিক ইত্যাদি কাজ। 'পুজো-আচ্চা করবি, না গাড়েপাড়ে যাবি?' *তারা*, ১৯৪৬; 'ধার্মিক, দয়াশীল, দানধ্যান জপতপ পুজোআচ্চা করে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

পুজো-আচ্ছা [স পূজা-অর্চনা] *বি* পূজা-অর্চনা। 'উনি পুজো-আচ্ছা করেন তো মাঝে মধ্যে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

পুজো-আর্চা [স পূজা-অর্চনা] *বি* পূজা-অর্চনা। 'কারো বাড়িতে পুজো-আর্চা করতে দেবে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

পুজো-টুজো [স পূজা>] *বি* পূজা এবং প্রাসঙ্গিক আচার। 'দেবতা-টেবতার থানে যেন পুজো-টুজো দেবেন না।' *তারা*, ১৯৪৬।

পুজো-পাটা [স পূজা>] *বি* পূজা এবং প্রাসঙ্গিক আচার। 'পাণ্ডাকে ডেকে যথারীতি যাবতীয় পুজো-পাটা করালে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পুজোমণ্ডপ [স পূজামণ্ডপ] *বি* হিন্দুদের মন্দির। 'পাগলা হাবুকে নিয়ে যাওয়া হলো পুজোমণ্ডপে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

পুজি [স পুঞ্জ] *বি* সঞ্চয়; সম্বল। 'ঘরে লিএগ্রা পুজি রাখ বৈল জগন্নাথে।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **পুঁজি**

পুজিপাটা *বি* মূলধন। 'পুজিপাটা হাতে কিছু রাখিতে উচিত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পুঞ্জআ [স পুঞ্জ] *বি* ধনুক। 'গুরুবাক পুঞ্জআ বিন্ধ নিঅ মণে বার্ণে।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

পুঞ্চক [স পঞ্চক] *বি* রাজস্ব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুঞ্জ [স] *বি* রাশি। 'জলদ পুঞ্জ জিনি বরণা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

পুঞ্জছায়া [স] *বি* ঘন ছায়া। 'নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জছায়ায় সংবৃত অম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পুঞ্জপুঞ্জ [স] ১ *বিণ* অঢেল। 'দোকানদার মহাজনের পুঞ্জপুঞ্জ টাকা দেনা হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *ক্রিবিণ* দলে দলে। 'পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমরগণ আহ্লাদে মধুপানরত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ৩ *ক্রিবিণ* বিস্তারিতভাবে। 'লেখক তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ বর্ণনা করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৪ *বিণ* গুচ্ছ গুচ্ছ। 'পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

পুঞ্জমেঘ [স] *বি* জমাটবদ্ধ মেঘ। 'পুঞ্জমেঘের স্বর্গীয় এক স্পষ্টতাকে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

পুঞ্জিত [স] *বিণ* সঞ্চিত। 'সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পুঞ্জীকৃত [স] *বিণ* সঞ্চিত। 'ঘনগুল্মগন্ধপুঞ্জীকৃত বায়ুশূন্য বনতলে তরুকাণ্ডগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পুঞ্জীভূত [স] ১ *বিণ* সঞ্চিত। 'রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে সঘনসংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* পরিপূর্ণ। 'আষাঢ়ের মেঘ প্রতিবৎসর ... পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* একত্রিত। 'বিক্ষিপ্ত নৈরাশকণা পুঞ্জীভূত হয়ে ঘন মেঘে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ৪ *বিণ* জমাটবদ্ধ। 'অতল গহ্বরে সেই আছে শুধু পাঁক, পুঞ্জীভূত।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

পুঞ্জীভূত করা *ক্রি* জমা করা। 'রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে সঘনসংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পুঞ্জে পুঞ্জে *ক্রিবিণ* স্তূপাকারে। 'পুঞ্জে পুঞ্জে পড়িয়া আছিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

পুঞ্জি [স পুঞ্জ] ১ *বি* ভার। 'পুঞ্জি দশ কিনিল কাঁকুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পুঁজি। 'আর নৃপতির গৃহে ছিল যত পুঞ্জি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পুট [স] ১ *বি* আচ্ছাদন; আবরণ। 'মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* যুক্ত। 'করিআ পুটহাত আরাধি গণনাথ দিনেশ বিষ্ণু মহেশ্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পুটকরে করি নতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পুটকর [স] *বি* জোড়হাত। 'পুটকরে করি নতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পুটপাণি [স] *বি* জোড় হাত। 'পুন আইল পুটপাণি প্রভু বরাবর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পুটহাত [স পুটহস্ত>] *বি* অঞ্জলি। 'করিআ পুটহাত আরাধি গণনাথ দিনেশ বিষ্ণু মহেশ্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুটাঞ্জলি [স] *বি* জোড়হাত। 'রুদ্যমান হইয়া পুটাঞ্জলি রূপেতে নিবেদন করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

পুটাঞ্জলি করা *ক্রি* হাতজোড় করা। 'বেগম জ্ঞাত হইলে পুটাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

পুটাঞ্জলিপাণি [স] *বিণ* জোড়হাত হয়ে আছে এমন। 'পুটাঞ্জলিপাণি মুখে মৃদু বাণী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পুটপাট [ধ্বন্যা] ১ *বি* পিস্তলের গুলির শব্দ। 'পিস্তলটি ... পুটপাট করিতে আরম্ভ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ২ *ক্রিবিণ* পুটপাট শব্দে। 'ঝিনুকে ঘামাচি মারত সব পুটপাট।' *তারা*, ১৯৪০।

পুটপুটে [ধ্বন্যা] *বিণ* ছোটো-ছোটো। 'ফুটফুটে তার দাঁত কখানি/ পুটপুটে তার ঠোঁট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

পুটলা [স পোট্টলি] *বি* বোঁচকা। 'পুটলা বগলে লইয়া শহরে প্রবেশ করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পুটলি, পুটলী [স পোট্টলি] *বি* বোঁচকা। 'চালের পুটলী বান্ধে টান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তখন, পুটলি খুলিয়া, কাপড় পড়িলাম, এবং, অবশিষ্ট কাপড় প্রভৃতি যাহা ছিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। দ্র **পুঁটলি**

পুটুলি [স পোট্টলি] *বি* বোঁচকা। 'বান্যা দেই ভাঙ্গের পুটুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুটুস পাটুস (ধ্বন্যা) *ক্রিবিণ* পিট পিট ক'রে; ত্রস্তভাবে। 'ল্যাজ উচিয়ে পুটুস পাটুস চাও?' *নজরুল*, ১৯২৬।

পুট্‌ঠাকুর [স পুরোহিত>+ঠাকুর] *বি* পুরোহিত ঠাকুর। 'মাঠাকুরুণ পুট্‌ঠাকুরকে ডেকে আন্‌তি বল্লে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পুঠি, পুঠিঁ *বি* পুঁটি মাছ। 'কিনিল সরল পুঠি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পুঠিঁ মাছ গণ্ডূষমাত্র জলে ফর্‌ফর্‌ করিয়া বেড়ায়।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। দ্র **পুঁটি**

পুডিং [ই] *বি* দুধ, ডিম, চিনি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ। 'পুডিং, ফল ... একে একে আসছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

পুডিঙ [ই] *বি* দুধ, ডিম, চিনি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ। 'পুডিঙের কামড়ে কঠিন কংক্রিটের মত ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পুড়া[1] [স পুটক>] ১ *বি* ছিদ্র। 'নাসিকার দুইটা পুড়া জেন শশিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গোলাকার পাত্রবিশেষ। 'বরুণের সাঁজাকুড়া কেবক আকুড়া হিরামুখি নামে জায় চন্দনের পুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* বীজধান রাখার গোলা। 'পৃষ্ঠেতে প্রলয় কুম্ভ পুড়া এক যেন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পুড়া[2] [স পুট্>] *বি* দগ্ধস্থান। *মালেএল*, ১৭৪৩। দ্র **পোড়া**

পুড়া কপালিয়া *বিণ* দুর্ভাগা। *মালেএল*, ১৭৪৩।

পুড়া[3], **পুড়ানো** *ক্রি* দগ্ধ করা বা হওয়া। **পুড়াইল** *ক্রি* পোড়ালো। 'তারে জলেতে ডুবাইল, অগ্নিতে পুড়াইল।' *লালন*, ১৮৯০। **পুড়াইয়া** *ক্রি* দগ্ধ ক'রে। 'তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি পুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **পুড়িআঁ** *ক্রি* পুড়ে। 'বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুড়িঞাঁ** *ক্রি* পুড়ে। 'বড় দুখ পাইলোঁ তোর বিরহে পুড়িঞাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুড়িয়া** *ক্রি* পুড়ে। 'বিরহে পুড়িয়া কান আকুল বিকল।' *বড়ু*, ১৫৭০। **পুড়িল** *ক্রি* পুড়লো। 'বলিব জেমতে পুড়িল কাসিরাজার পুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুড়ী** *ক্রি* পুড়ে। 'দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পুড়ী মরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুড়ুক** [স পতন>] *ক্রি* পড়ুক। 'পুড়ুক তার মাথে বাজ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পুড়ে যাওয়া** *ক্রি* দগ্ধ হওয়া। 'গা পুড়িয়া যাইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **পুড়্যা** *ক্রি* পুড়ে। 'দৈবের কারণে তার বস্ত্র পুড়্যা গেল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পুড়্যাতি *বি* শাকবিশেষ। 'পুড়্যাতি বিহাতি কাটিল বন-শন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুণ [স পুনঃ] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজণ।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

পুণু [স পুনঃ] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'সৎ গুরু পাঅপএঁ জাইব পুণু জিণউরা।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

পুণী [স পুনঃ] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'কসার্আ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুণা [স পুণ্য] *বিণ* পবিত্র। 'হেন পুণা জল বলি গোষ্ঠর সহিতে।' *বৃন্দা*,

১৫৮০।

পুণ্ডরীক [স] *বি* সাদা পদ্ম। 'রুধিরের জলময় সাঁতরে শর শয় ফুটীল পুণ্ডরীক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুণ্ড্র [স] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র, ঔড্র, ... দরদ এবং খশ এই সমস্ত জাতি ক্রিয়া লোপপ্রযুক্ত শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পুণ্ড্রক [স] *বি* গৌড় ইত্যাদি উত্তরাঞ্চল। 'বঙ্গ, পুণ্ড্রক ও কলিঙ্গ দেশস্থ লোকেরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পুণ্ড্রদেশ [স] *বি* গৌড় ইত্যাদি উত্তরাঞ্চল। 'এই সকল জেলা পূর্ব্বে পুণ্ড্রদেশ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পুণ্য [স] **১** *বি* ধর্মীয় বিবেচনায় সৎ কর্ম। 'পাপ পুণ্য বেণি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **২** *বি* সৎ কাজ। 'আত্মপ্রসাদ যেমন পুণ্যের অবশম্ভাবী পুরস্কার।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **৩** *বি* পবিত্রতা। 'আমার ঘর এমন নয়, পুণ্যের ঘর।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৪** *বিণ* মঙ্গলময়। 'বাংলার বায়ু বাংলার ফল পুণ্য হউক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'তোমারি পুণ্য-আলোকে বসিয়া সবারে বাসিব ভালো হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৫** *বিণ* অনুকূল। 'বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

পুণ্যকর [স] *বি* নিষ্কলঙ্ক হাত। 'বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

পুণ্যকর্ম, পুণ্যকর্ম্ম [স] *বি* সৎকর্ম। 'পুণ্যকর্ম্ম করিলেও তাহার কৃপা প্রাপ্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪; 'বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্ব-হৃদয়ে রাজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

পুণ্যকার্য, পুণ্যকার্য্য [স] *বি* পবিত্র বা ভালো কাজ। 'পরম পবিত্র রাজ্য পরস্পর পুণ্যকার্য্য।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'সেই টাকা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিজের ব্যয়ের জন্য আদায় করা যে কি হিসেবে পুণ্যকার্য।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

পুণ্যকাহিনী [স] *বি* ধর্মীয় আখ্যান। 'পুণ্যকাহিনী রঘুকুলপতি রাঘবের ইতিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পুণ্যকীর্তি [স] *বি* পুণ্যের উদ্দেশে যে কীর্তি। 'কত কলাশোভন পুণ্যকীর্তি দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পুণ্যকুটির [স] *বি* পবিত্র গৃহ। 'পুণ্যকুটিরে বিষণ্ন কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পুণ্যক্ষয় [স] *বি* পুণ্য লোপ। 'মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পুণ্যক্ষয় হবার পর আবার মর্তলোকে ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে।' *প্রমথ*, ১৯০২।

পুণ্যগর্ভা [স] *বিণ স্ত্রী* পুণ্যময়। 'প্রতিধ্বনি এখনও পুণ্যগর্ভা হয়নি।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

পুণ্যচেষ্টাভূয়িষ্ঠ [স] *বিণ* পর্যাপ্ত পুণ্যকর্মে পরিপূর্ণ। 'তাঁহার পুণ্যচেষ্টাভূয়িষ্ঠ সুদীর্ঘ জীবনদিনের সায়াহ্নকাল সমাগত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পুণ্যচ্ছটা [স] *বি* পুণ্যের দ্যুতি। 'ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পুণ্যচ্ছবি [স] *বি* পুণ্যময় ছবি। 'আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

পুণ্যজন [স] *বি* পুণ্যবান ব্যক্তি। 'ডান পাশে হেরিতে দেখম পুণ্যজন।' *সুলতান*, ১৭০০।

পুণ্যতরি [স] *বি* পুণ্যের নৌকা। 'তোর খেয়াঘাটে এল পুণ্যতরি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পুণ্যতিথি [স] *বি* পবিত্র দিন। 'ফাল্গুন মাসের পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পুণ্যতীর্থ [স] *বি* পবিত্র স্থান। 'অগ্রে পরমপবিত্র পুণ্যতীর্থ দর্শন করিয়া পরে তথায় উপনীত হইলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পুণ্যতোয়া [স] *বি* পবিত্র জলে পূর্ণ নদী। 'দেখো সেই পুণ্যতোয়া, যার কলস্বর আমাদের সঙ্গীতে নিমজ্জিত করে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পুণ্যত্ব [স] *বি* পুণ্যের ভাব বা বৈশিষ্ট্য। 'অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পুণ্যদিবস [স] *বি* পবিত্র দিন। 'তাদের ধর্মে রবিবার পুণ্যদিবস।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পুণ্যধাম [স] *বি* পবিত্র স্থান; তীর্থস্থান। 'পুণ্যধামের এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পুণ্যধূপ [স] *বি* পবিত্র ধূপ। 'পূজার পুণ্যধূপে কালোকে আলো করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

পুণ্যনদী [স] *বি* পুণ্যদায়ক নদী। 'পুণ্যনদীর পবিত্র নীরে অবগাহনপূর্ব্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পুণ্যনীরা [স] *বিণ স্ত্রী* পবিত্র জলে পূর্ণ। 'ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ; ব্রহ্মপুত্রে তাই পুণ্যনীরা মিলিল নর্মদা-ধারা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

পুণ্যপথ [স] *বি* কল্যাণের অভিমুখ। 'তাঁহাকে পুণ্যপথে পুনরানয়ন করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পুণ্যপীযূষ [স] *বিণ* পুণ্যরূপ অমৃত। 'জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা, পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পুণ্যপ্রকাশ [স] *বি* সৎকাজের প্রকাশ। 'এ সকল আপন কাজের পুণ্যপ্রকাশ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পুণ্যপ্রতিমা [স] *বি* নির্মল মূর্তি। 'পুণ্যপ্রতিমা পানে চাহিয়া তাজের।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

পুণ্যপ্রভা [স] *বি* মঙ্গল দীপ্তি। 'শূন্য নয়নে আনো পুণ্যপ্রভা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'তাঁহাদের মহজ্জীবনের পুণ্যপ্রভা।' *ফজলল*, ১৯১৩।

পুণ্যফল [স] *বি* সৎকর্মের মঙ্গলজনক ফল। 'ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

পুণ্যবতী [স] *বি* ধার্মিক নারী। 'কোন পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পুণ্যবন্ত [স] *বিণ* পুণ্যবান। 'তথাপিও দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পুণ্যবল [স] *বি* সুকৃতিরূপ শক্তি। 'আপন পুণ্যবল ও অদৃষ্টের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সীতাকে উদ্ধার করার পুণ্য বলে মুখপোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

পুণ্যবান [স] **১** *বি* ধার্মিক ব্যক্তি। 'উঠিলেন কেশবভারতী পুণ্যবান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ধার্মিক। 'পুণ্যবান ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত অসহ্য জ্ঞান ... করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পুণ্যবিভব [স] *বি* পুণ্যরূপ সম্পদ। 'পূজাগৌরব পুণ্যবিভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

পুণ্যভাগী [স] *বি* পুণ্যের অধিকারী। 'অমিত পুণ্যভাগী কে জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

পুণ্যভিটে [স পুণ্য+ভিটা] *বি* সুকৃতির স্মারক বাস্তুভিটা। 'পাছে কোনো ম্লেচ্ছ মাড়ায় পুণ্যভিটে।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

পুণ্যভীত [স] *বিণ* পুণ্যকে ভয় করে এমন। 'সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ্র ওরে পুণ্যভীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পুণ্যভূমি [স] *বি* পবিত্র দেশ। 'সেই আর্যাবর্ত পুণ্যভূমি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পুণ্যভোগ [স] *বি* এক জাতের ধান। 'লক্ষ্মীভোগ পুণ্যভোগ খোপায় রাখিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পুণ্যময় [স] *বিণ* মঙ্গলজনক। 'মহাভারতের কথা অতি পুণ্যময়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পুণ্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* পুণ্যশীল। 'রমাবাই। বল্ জয় পুণ্যময়ী, বল্ জয় সতী!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পুণ্যযুগ [স] *বি* পুণ্যময় যুগ। 'যে নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পুণ্যরাশি [স] *বিণ* পুণ্যবান। 'আমি পাপীয়সী, তুমি পুণ্যরাশি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পুণ্যলুব্ধ [স] *বিণ* পুণ্যাকাঙ্ক্ষী। 'নদীর ঘাটে ঘাটে তখন পুণ্যলুব্ধ নারী।' *শরৎ*, ১৯৩১।

পুণ্যলোভাতুর [স] *বিণ* পুণ্য অর্জনের লোভে ব্যাকুল। 'পুণ্যলোভাতুর মোক্ষদা কহিল আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পুণ্যলোভী [স] *বিণ* পুণ্যাকাঙ্ক্ষী। 'পুণ্যলোভী নাই হল ভিড় শূন্য তোমার অঙ্গনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

পুণ্যশীল [স] *বিণ* পুণ্যকর্ম করার স্বভাববিশিষ্ট। 'হরি হোড় অতি বড় ধনবান এবং পুণ্যশীল।' *রাজীব*, ১৮০৫।

পুণ্যশ্লোক [স] ১ *বিণ* পুণ্যময় কীর্তির অধিকারী। '...সেই দীনতারণ পুণ্যশ্লোক পবিত্রাত্মা।' *প্রচারক*, ১৮৯১। ২ *বি* পূতচরিত্র। 'নক্ষর আজিকে পুণ্যশ্লোক।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

পুণ্যশ্লোকা [স] *বিণ স্ত্রী* পুণ্যময় কীর্তির অধিকারী। 'পুণ্যশ্লোকা সতী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পুণ্য-সঞ্চয় [স] *বি* পুণ্যলাভ। 'পুণ্য-সঞ্চয় উদ্দেশে কল্যাণেশ্বর মহাদেবকে জলদান করিতে আইসে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পুণ্যসম্মিলন [স] *বি* পবিত্র মিলন। 'পুণ্যসম্মিলনের নিত্যক্ষেত্র বলে আপন দেহের উপর তার যেন ভক্তি এল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পুণ্যসলিল [স] *বি* পবিত্র জল। 'আমার মনের মলিন কালী ঘুচাও পুণ্যসলিল ঢালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

পুণ্যসিক্ত [স] *বিণ* পুণ্যমাখা। 'আবার বুনবো তাই পুণ্যসিক্ত নতুন মাটিতে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

পুণ্য-সুধা [স] *বি* পুণ্যরূপ অমৃত। 'তখন আনলে অন্ন পুণ্য-সুধা, খুললে স্বর্গ মুক্তি-দোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পুণ্যস্থল [স] *বি* পবিত্র স্থান। 'পুণ্যস্থল দিব্য খান মনোহর দেশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পুণ্যস্থান [স] *বি* পবিত্র জায়গা। 'তোজ্ঞে মোর সব তীর্থ তোজ্ঞে পুণ্যস্থান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুণ্যস্নান [স] *বি* পুণ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় করা স্নান। 'বিস্তর লোক এখানে পুণ্যস্নান করতে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পুণ্যস্মরণীয় [স] *বিণ* শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। 'অনেক পুণ্যস্মরণীয় বাঙালী নেতা অখণ্ড জাতীয়তার স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

পুণ্যহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* পুণ্য করেনি এমন। 'পুণ্যহীনা পাপী মতি প্রমাদে ঠেকিলুঁ অতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পুণ্যহৃদয় [স] *বি* নির্মল মন। 'সৌখীনজনের মনোহারী ঐশ্বর্য্য, পুণ্যহৃদয়ের উচ্চবৃত্তি মহৎ করুণা প্রভৃতির দিকে যে তাকাইয়া দেখ নাই।' *সবুজ*, ১৯২০।

পুণ্যাত্মা [স পুণ্য-আত্মা] *বিণ* পুণ্যবান। 'বালক কহিলেন তুমি পুণ্যাত্মা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পুণ্যানুষ্ঠান [স পুণ্য-অনুষ্ঠান] *বি* পুণ্য লাভের আশায় পালনীয় ধর্মানুষ্ঠান। 'পুণ্যানুষ্ঠান অভ্যাস করিলে, সতত পুণ্য সাধনে অনুরাগ জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পুণ্যাভিষেক [স পুণ্য-অভিষেক] *বি* শুভকাজের সূচনা। 'বঙ্গবাণীর পুণ্যাভিষেক পুন আজি হবে বলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

পুণ্যার্থে [স পুণ্য-অর্থ] *ক্রিবিণ* পুণ্য লাভের আশায়। 'বিধবা স্ত্রীলোক কুমার স্থানে [কন্যাকুমারীতে] পুণ্যার্থে স্নান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পুণ্যার্থী [স পুণ্য-অর্থী] *বি* পুণ্য লাভে আগ্রহী। 'পুণ্যার্থীদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম স্বরূপ সুধারস সঞ্চার করিতে থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পুণ্যি [স পুণ্য] *বি* পুণ্য। 'তোমার পুণ্যি হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পুণ্যিপুকুর [স পুণ্য+পুকুর] *বি* হিন্দু কুমারীদের ব্রতবিশেষ। 'পৈপেতলায় পুণ্যিপুকুরের ব্রত করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পুণ্যোৎসব [স পুণ্য-উৎসব] *বি* পবিত্র উৎসব। 'বঙ্গীয় মুসলমান এই পুণ্যোৎসব উপলক্ষে ভক্তি প্রকাশক কিছুই প্রেরণ করেন নাই।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

পুণ্যাহ [স] *বি* রাজস্ব বৎসরের প্রথম দিন। 'পুণ্যাহের দিন স্থির করি।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩; 'পুণ্যাহ অর্থে জমিদারী বৎসরের আরম্ভ দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পুণ্যাহ দিন [স] *বি* পুণ্যের দিন। 'বৈশাখী পূর্ণিমা মহা পুণ্যাহ দিন।' *রামরাম*, ১৮০১।

পুণ্যাহবাচন [স] *বি* পুণ্যকর্ম সম্পাদনে যে মন্ত্রাদি পাঠ করা হয়। 'স্ত্রীলোক বেদাধিকারী নয় বলে পুণ্যাহবাচনাদি কর্ম উপাধ্যায়-প্রতিনিধি দ্বারা হয়ে থাকে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পুত [স পুত্র] *বি* পুত্র। 'এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুৎ [স পুত্র] ১ *বি* পুত্র। 'স্ত্রী কহে উঠহ কোচের পুৎ ধোকড়া খান বুনমু পোষপোওক।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ২ *বি* তুচ্ছতাবাচক শব্দ। 'একমাস খেটে একশোটা টাকা – পুৎ।' *মানিক*, ১৯৩৭।

পুতখাকী *বিণ স্ত্রী* (গালি অর্থে) পুত্র হরণকারী। 'পুতখাকী তুই আমার কি জানিস।' *কেরি*, ১৮০২।

পুতখাগী *বিণ স্ত্রী* (গালি অর্থে) পুত্র হরণকারী। 'পুতখাগী বেটিরা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পুতন্তি [স পুত্রবতী] *বি* পুত্রবতী। 'ঐ যুবতি ঐ সে পুতন্তি এহার হয়্যাছে বেটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুতনি ১ *বি* নাতনি। 'পাপ এল পুতনির বেশে।' *নজরুল*, ১৯৩৫। ২ *বি* ছেলের মেয়ে। 'আমার পুতনি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

পুতলা [প্রা পুত্তল] ১ *বি* খেলার জন্য তৈরি মানুষ বা পশুপাখির প্রতিমূর্তি। 'আ মরি কমলপুতলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* চোখের মণি। 'যে ছিল মোর চোখের জ্যোতি, পুতলা আঁখির, গেছে চলে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পুতলি, পুতলী [প্রা পুত্তল] ১ *বি* খেলার জন্য তৈরি মানুষ বা পশুপাখির প্রতিমূর্তি। 'অদভুত কনকপুতলী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বাদিয়া পুতলি হেন কর্ম্মসূত্রে চাল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* মণি। 'চক্ষের পুতলি।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুতলোবাজী [পুতুল+ফা বাজী] *বি* পুতুলনাচের মতো খেলা। 'ঘর ঘর পুতলোবাজী। তার করে নাচাচ্চে, আর নাচ্চে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

পুতা[1] [স পুত্র] *বি* পুত্র; ছেলে। 'মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুতা[2] [স প্রোথন] *ক্রি* প্রোথিত করা। **পুতিয়া** *ক্রি* ভূমিতে বপন ক'রে। 'খন্তিক পুতিয়া, মুকুতা ঝুলায়া, কহয়ে গাহকী আগে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **পুতে** *ক্রি* পোঁতে; প্রোথিত করে। 'চারি আয়ো জড় হয়্যা আঙ্গিনাতে পুতে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পুত্যা** *ক্রি* পুঁতে। 'দুর্গা প্রদীপ পুত্যা রাখিআছে চেড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুতা[3] *বি* মসলা পেষার জন্য ব্যবহৃত গোলাকার নুড়ি। 'আমাদের পুতাখানা পাটায় ধার দিয়া।' *জসীম*, ১৯৬৪।

পুতি[1] [স পুস্তিকা] *বি* পুঁথি। 'বিদ্যাদিগ্‌গজের সবে দুখানি পুতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

পুতি[2] [স পুত্র] *বি* ছেলে। 'হালার পুতিরা বিলাতি খোল মাখায়ে ফৌলবাজা খাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

পুতিজ্ঞা [স প্রতিজ্ঞা] *বি* প্রতিজ্ঞা। 'না গেলা বাপের রার্য্য পুতিজ্ঞা মনে গুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুতিন [স পুত্র>] *বি* নাতিন। 'একটা চিঠি লিখেও পুতিনের খবর নেয় না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পুতুপুতু [ধ্বন্যা] *বিণ* আদরার্থক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পুতুল [প্রা পুত্তল] ১ *বি* খেলার জন্য তৈরি মানুষ বা পশুপাখির প্রতিমূর্তি। 'ধূলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* কল্পিত রূপ। 'দরিয়াবিবি বিভীষিকার পুতুল ভাঙে আর গড়ে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পুতুলখেলা [পুতুল+খেলা] ১ *বি* ছেলেখেলা। 'একটা সুগম্ভীর পুতুলখেলা করতে বোধ হয় বেশ লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* তুচ্ছ বস্তু নিয়ে মগ্ন থাকা। 'পুতুল-খেলায় মায়ার ছলনায় ভুলাইয়া প্রভু রেখেছিলে আমায়।' *নজরুল*, ১৯৩৪।

পুতুলগড়া *বিণ* পুতুল তৈরির। 'প্রথম বয়সে এরকম বচনের পুতুলগড়া খেলা অনেক খেলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পুতুলঘর [পুতুল+ঘর] *বি* পুতুল খেলার ঘর। 'এরই ডাকে ইবসেনের নায়িকা তার পুতুলঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল।' *শিব*, ১৯৫০।

পুতুল-জীবন [পুতুল+স জীবন] *বি* পুতুলের মতো অন্যের দ্বারা চালিত জীবন। 'পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

পুতুলনাচ [পুতুল+প্রা ণচ্চ] *বি* সুতার সাহায্যে পুতুলের অঙ্গভঙ্গি ও নাচ। 'আমাদের দেশের পুতুলনাচ অপেক্ষা ইহা অনেক নিকৃষ্ট।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'কেবল কতকগুলি শিক্ষিত পুতুলনাচওয়ালার বুজরুগিমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

পুতুলবাজি [পুতুল+ফা বাজি] *বি* পুতুল খেলা। 'একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পুতুলরানী [পুতুল+রানী] *বি* রানির মতো সাজানো খেলনা পুতুল। 'খুকির পুতুলরানী।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

পুতুলা [প্রা পুত্তল] *বি* মানুষ বা পশুপাখির প্রতিমূর্তি। 'দাহ করে কুশের পুতুলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পুতুলি [প্রা পুত্তল] *বি* মানুষ বা পশুপাখির প্রতিমূর্তি। 'সোনার পুতুলি যেন ভূমেতে লোটায়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

পুত্তলি, পুত্তলী [প্রা পুত্তল] ১ *বি* খেলার জন্য তৈরি মানুষ বা পশুপাখির প্রতিমূর্তি। 'কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এক এক মলি জুড়ি মনহর পুত্তলি গৌরী নির্মাণ কৈল রঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মৃত্তিকা নির্মিত দেবতার প্রতিমূর্তি। 'সকল গুলিই দেবমূর্তি ... এই পুত্তলি সমষ্টি অতি আশ্চর্য্য দর্শন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পুত্তলিকা [প্রা পুত্তল] ১ *বি* মানুষ বা পশুপাখির প্রতিমূর্তি। 'পুত্তলিকা যুক্ত রত্নময় এক সিংহাসন ছিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮০২। ২ *বি* মণি। 'তিনি যে আমার চক্ষের পুত্তলিকা হয়েছেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পুত্তুলি [প্রা পুত্তল] *বি* পুতুল; প্রতিকৃতি। 'চিত্রের পুত্তুলি হেন হৈল সর্ব্বজন।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **পুতলি**

পুত্তলোবাজি [প্রা পুত্তল+ফা বাজী] *বি* পুতুলনাচ। 'ঠিক যেন পুত্তলোবাজির দোদুল্যমান পুতুলগুলির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পুত্থলি [প্রা পুত্তল] *বি স্ত্রী* পুতুল। 'চিত্রের পুত্থলির ন্যায় দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।' *রামরাম*, ১৮০১। দ্র **পুতলি**

পুত্তিকা [স] *বি* উই পোকা। 'পুত্তিকা নামক কীট বাসস্থান নির্ম্মাণ বিষয়ে যেরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পুত্তিকা-শাবক [স] *বি* উইপোকার বাচ্চা। 'যে সকল পুত্তিকা-শাবক উৎপন্ন হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পুত্তুর [স পুত্র] *বি* পুত্র। 'রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। দ্র **পুত্র**

পুত্তুলি দ্র **পুতুল**

পুত্র, পুত্ত্র [স] *বি* ছেলেসন্তান। 'চিরকাল জীউ পুত্র মোর গদাধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সর্ব লোক পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পুত্রক [স] *বি* পুত্র। 'পুত্রক পাইয়া কোলে নিল ততৈক্ষন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পুত্রঘাতী [স] *বিণ* পুত্র হত্যাকারী। 'গঙ্গাদেবীর পুত্রঘাতী অর্জ্জুনকে যথাবিধি শাস্তি দিবার ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

পুত্রতুল্য [স] *বিণ* পুত্রের মতো। 'পুত্রতুল্য অর্জ্জুনের দেখএ বিসেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পুত্রত্ব, পুত্রত্ত্ব [স] *বি* পুত্রের মতো বৈশিষ্ট্য; পুত্রের দায়িত্ব। 'ব্যবহারদৃষ্টে ভাবিলাম পুত্রের পুত্রত্ব হইবার লক্ষণ বটে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

পুত্রধন [স] *বি* পুত্ররূপ সম্পদ। 'হাহা পুত্রধন বলি সঘনে রোদএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পুত্রপৌত্রাদি [স] *বি* পুত্র ও পৌত্রগণ। 'আমার পুত্রপৌত্রাদি দাওয়া করে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পুত্রবতী [স] *বিণ* পুত্রের জননী হয়েছে এমন। 'এক বধূ পুত্রবতী

সত্তার উত্তম গতি সতিনের পুত্র নহে ভিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুত্রবৎ [স] *বিণ* পুত্রের মতো। 'পালিলাম পুত্রবৎ প্রশ্রয় দিলাম যত তার কার্য্য করিলি আমার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পুত্রবধূ [স] *বি* ছেলের বউ। 'খুল্লনা জয় দিআ পুত্রবধূ করিল অর্চনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুত্রবর [স] *বি* পুত্র সন্তান। 'অপুত্রা নৃপতিএ পাউক পুত্রবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পুত্রবিচ্ছেদকাতরা [স] *বিণ স্ত্রী* পুত্রের বিরহে কাতর। 'সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাশুড়ির সহিত পতিবিরহবিধুরা বধূর ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পুত্রবিচ্ছেদশোক [স] *বি* ছেলে হারানোর বেদনা। 'তোমার মা বধূকে পাইয়া পুত্রবিচ্ছেদশোকে সান্ত্বনা লাভ করিবেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

পুত্রভাব [স] *বি* বাৎসল্য অবস্থা। 'মুক্তিভাব এড়ি কিবা পুত্রভাব করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুত্রভাবে [স] *ক্রিবিণ* ছেলে সন্তানরূপে। 'পুত্রভাবে আপুনি আছিলা যার ঘরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পুত্রমুখ [স] *বি* ছেলের মুখ। 'পুত্রমুখ দরশনে দ্বাদশ বৎসর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পুত্ররত্ন [স] *বি* রত্নের সমতুল্য পুত্র। 'করুণানিধান আমাকে একটা পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছেন।' *ফজলুল*, ১৯০৩।

পুত্রশোক [স] *বি* পুত্র হারানোর জন্য শোক। 'পুত্রশোকে রোদন করএ অতিশএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পুত্রশোকাতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* পুত্রের শোকে কাতর। 'পুত্রশোকাতুরা জননী।' *মানিক*, ১৯৪০।

পুত্রসন্তান [স] *বি* ছেলেশিশু। 'পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পুত্রসম্ভাবিতা [স] *বিণ* পুত্র জন্মাবে এমন; গর্ভবতী। 'বউমা পুত্রসম্ভাবিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পুত্রসৌভাগ্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* পুত্র থাকার সৌভাগ্যের অধিকারী। 'পুত্রসৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ষা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পুত্রস্থানীয় [স] *বিণ* পুত্রতুল্য। 'ইহারা ... কেহ বা পুত্রস্থানীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পুত্রহন্ত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* পুত্রের হত্যাকারী। 'নিজেকে সে দেখিতে পাইল ... পুত্রহন্ত্রী রাক্ষসীর রূপে।' *মানিক*, ১৯৪০।

পুত্রহা [স] *বি* পুত্রহন্তা। 'তব সিংহাসনে বসিছে পুত্রহা রিপু – মিত্রোত্তম এবে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

পুত্রহানী [স পুত্রহানি] *বিণ* পুত্রের হত্যাকারী। 'পুত্রহানী শত্রুকে যে দুর্মতি, ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পুত্রহীন [স পুত্রহীন] *বিণ* পুত্র নেই এমন। 'আহ্মি পুত্রহীন বংস নাহিক আহ্মার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পুত্রহীনা [স] *বি স্ত্রী* পুত্র নেই এমন। 'ধিক, কী সোহাগে পুত্রহীনা পতিরে জানায় অভিমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পুত্রাদিরহিত [স] *বিণ* পুত্র ইত্যাদি নেই এমন। 'যে স্ত্রীলোক অনুদ্দিষ্টপতিক ও পুত্রাদিরহিত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পুত্রা [স পুত্র>] *বি* মেয়ের দেবর বা ভাশুর। 'পুত্রা যে, তোমার দাদার তো আসার কথা ছিল।' *জসীম*, ১৯৬৪।

পুত্রাধিক [স] *বিণ* পুত্রের চেয়েও অধিক। 'জাহাঙ্গীরকে পুত্রাধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পুত্রার্থে পত্নী [স] – পুত্রের জন্য পত্নী। 'টাকার লোভে খেটে মরে, পুত্রার্থে পত্নী খোঁজে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পুত্রী, পুত্রি [স পুত্রী] *বি* কন্যা। 'এহী পুত্রে পুত্রি তুহ্মি লৈআ জাও ঘর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'এক পুত্রী আইবড় বিদ্যা নাম তার।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

পুত্রীকৃত [স] *বিণ* পুত্রের মাধ্যমে করা হয়েছে এমন। 'পুত্রীকৃত করিশাবকের সহায়ান্বেষণ করিতে করিতে...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পুত্রেষ্টি যাগ [স পুত্রেষ্টি যজ্ঞ] *বি* পুত্রকামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিশেষ। '১০৫৬ অব্দে পুত্রেষ্টি যাগ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পুত্রোৎপাদন [স পুত্র-উৎপাদন] *বি* পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়া। 'হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম্ম।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পুত্রোৎসব [স পুত্র-উৎসব] *বি* ছেলের মঙ্গলার্থে কৃত অনুষ্ঠান। 'পুত্রোৎসব করি নন্দ ব্রাহ্মনকে আনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুৎলাবাজি *দ্র* পুতুল

পুৎস [স পুচ্ছ>] *বি* কলাপ; লেজ। 'মউরের পুৎস সোভে কুটিল কুন্তল।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুথলি *দ্র* পুতুল

পুথি, পুথী [স পুস্তিকা] *বি* পুস্তক। 'পাঞ্জী পুথী তোহ্মার চিরিবোঁ বাম হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আজ্জি পুথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পুথিগত বিদ্যা [পুথি+স গত-বিদ্যা] *বি* যে বিদ্যা বইয়ে সীমাবদ্ধ। 'না হয় পুথিগত বিদ্যা আপনাদের চেয়ে আমরা কম জানি।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

পুথিপড়া [পুথি+পড়া] *বিণ* বই-পড়া। 'পুথিপড়া লেখকরাই আজ মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ লেখক।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পুদম [স পদ্ম] *বি* গর্ভাশয়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুদি *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'কালিন্দী কনকচূর ছায়াচূর পুদি।' *ভারত*, ১৭৬০।

পুদিনা [ফা পোদিনাহ্] *বি* সুগন্ধি শাকবিশেষ; মিন্ট। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পুন, পুনঃ [স পুনঃ] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'না হেরিলে দুঃখ পুন হেরেও অসুখ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'কেন এসে পুন ফিরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

পুনঃপাঠ [স] *বি* নতুন ক'রে পাঠ। 'উহার পুনঃপাঠে কষ্ট বোধ হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পুনঃপুন, পুনঃপুনঃ [স] *ক্রিবিণ* বার বার। 'পুনঃপুন অন্ন আনি দেয় বারে বারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'পুনঃপুনঃ নতি মোর তাঁদের চরণে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পুনঃপৌনিকতা [স] *বি* বার বার সংঘটন। 'বাঁধা রইল না বছরের পুনঃপৌনিকতায়।' *যতীশ*, ১৯৩৯।

পুনঃপ্রকাশিত [স] *বিণ* পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছে এমন। 'তাহার সন্দর্ভ পুনঃপ্রকাশিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পুনঃপ্রজ্বলিত [স] *বিণ* পুনরায় প্রদীপ্ত। 'পুনঃপ্রজ্বলিত, দুর্বার, দাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পুনঃপ্রতিষ্ঠ [স] *বিণ* পুনরায় স্থাপিত। 'ঝাঁসিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়েছে সুখশান্তি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পুনঃপ্রতিষ্ঠা [স] *বি* পুনরায় স্থাপন। 'বিনষ্ট মসজিদটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত [স] *বিণ* পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এমন। 'তাহারা স্ব স্ব স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পুনঃপ্রবর্তন, পুনঃপ্রবর্ত্তন [স] *বি* পুনরায় চালুকরণ। 'দেশে এক সময়ে যে শিক্ষাদান-প্রথা বর্তমান ছিল, তার পুনঃপ্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'পুনঃপ্রবর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইতেছে।' *সওগাত*, ১৯৩০।

পুনঃপ্রবেশ [স] *বি* পুনরায় প্রবেশ। 'ভাঁড়ার ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পুনঃপ্রাপ্ত [স] *বিণ* পুনরায় প্রাপ্ত। 'পিতা ... হৃত সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পুনঃসংস্কার [স] *বি* পুনর্বিবাহ। 'বিধবাদিগের পুনঃসংস্কারের প্রথা প্রচলিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পুনঃসংস্থান [স] *বি* পুনরায় ব্যবস্থা। 'তাহারদিগের পুনঃসংস্থান করিলে তাহারদিগের মনে কি সুখ জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

পুনঃস্থাপন [স] *বি* পুনরায় স্থাপন। 'কোনোটা যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পুনঃস্থাপিত [স] ১ *বিণ* পুনরায় অধিষ্ঠিত। 'তাঁহাকে রাজপদে পুনঃস্থাপিত করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* নতুন ক'রে সৃষ্ট। 'তাহা পুনঃস্থাপিত হইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

পুনঃস্বয়ম্বরা [স] *বি* পুনরায় আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে পাত্র নির্বাচনকারী। 'পত্নী পতি অভাবে পুনঃস্বয়ম্বরা।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

পুনর্জন্ম [স পুনর্জন্ম] *বি* পুনরায় জন্ম। 'জাহা সুনিলে পুনর্জন্ম না হয় সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুনপুন [স পুনঃপুন] *ক্রিবিণ* বারবার। 'তাহে সখি পুন পুন ব্রজপতি নিকরুণ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পুন পুন কহা *ক্রি* বারবার বলা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তাহারদিগকে পুনপুন কহিলেক ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পুনরক্তি [স পুনরুক্তি] *বি* আবার বলা। 'পুনরক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পুনরন্য [স] *বিণ* পরের। 'পুনরন্য দিবস অভিষেকার্থ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পুনরপর [স] *বিণ* পরের। 'পুনরপর দিবসে অভিষেকার্থ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

পুনরপি [স] *ক্রিবিণ* পুনরায়; আবার। 'পুনরপি যাহা/ প্রাণের বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুনরভিক্ষেপ [স] *বি* পুনরাবৃত্তি। 'অতীতের পুনরভিক্ষেপ হয়ে ওঠে কোলাহলমুখর।' *সনৎ*, ১৯৭০।

পুনরভিনয় [স] ১ *বি* পুনরায় সংঘটিত হওয়া। 'তাহারই পুনরভিনয় হইল কালীকটে।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* পুরোনো বিষয় নতুন ক'রে উপস্থাপন। 'আজ সে খেলার পুনরভিনয় আরম্ভ করার কথা।' *মানিক*, ১৯৪০।

পুনরভ্যুদয় [স] *বি* পুনরুত্থান। 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সময় মনুসংহিতা ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

পুনরা [স পুনরায়] *ক্রিবিণ* ফের। 'আপন সমানের সঙ্গে ব্যতিরেক পুনরা মৃগয়া করিব না।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পুনরাচ্ছাদিত [স] *বিণ* পুনরায় ঢাকা হয়েছে এমন। 'কোনো প্রকারে পুনরাচ্ছাদিত করা হয়েছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

পুনরাগত [স] *বি* পুনরায় আসা। 'স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পুনরাগমন [স] *বি* ফিরে আসা। 'ওলাওঠারোগ এতদ্দেশে পুনরাগমন করিয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

পুনরাবর্তন [স] *বি* পুনর্জন্ম। 'পুনরাবর্তন ... আর নূতন জন্ম।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পুনরাবির্ভাব [স] *বি* নতুন করে দেখা দেওয়া। 'এদেশের কলাবিদ্যার পুনরাবির্ভাব হতে পারে এসব কথা ভাববার অবসরই হত না।' *অবন*, ১৯২৫।

পুনরাবিষ্কার [স] *বি* নতুন করে খোঁজা। 'সেটা পুনরাবিষ্কারের ভার তাঁর 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পুনরাবৃত্ত [স] ১ *বিণ* পুনরায় বর্ণিত। 'তাহাদের অংশ তাঁহার সম্মুখে পুনরাবৃত্ত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* পুনরায় সংঘটিত। 'পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম; কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

পুনরাবৃত্তি [স] *বি* পুনরায় সংঘটন। 'প্রকৃতি প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পুনরাবৃত্তিবহুল [স] *বিণ* পুনরাবৃত্তিতে পূর্ণ। 'এই নৃত্যগুলি পুনরাবৃত্তিবহুল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

পুনরাবৃত্তিমুখী [স] *বিণ* পুনরাবৃত্তিপ্রবণ। 'পুনরাবৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রাধান্য, মানসিক পরিশ্রমে অনীহা ... এ সবই মননের বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে।' *শিব*, ১৯৫৬।

পুনরাভিক্ষেপ [স] *বি* পুনরায় দেখা। 'সাম্প্রতিকতার রঙ্গমঞ্চ অতীতের পুনরাভিক্ষেপে হয়ে ওঠে কোলাহলমুখর।' *সনৎ*, ১৯৭০।

পুনরায় [স] *ক্রিবিণ* আবার। 'পুনরায় আশীয়া বাটী যাইব।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯; 'জদি ওয়াদা খেলাপ হয় তবে সেই মাল পুনরায় বিক্রি হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৭; 'তাহারদিগকে পুনরায় স্বপদে অর্পণ করিবা।' *রামরাম*, ১৮০২

পুনরাস্বাদন [স] *বি* পুনরায় স্বাদ গ্রহণ। 'পুনরাস্বাদনের লোভে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

পুনরুক্ত [স] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'আপনকার শরীরের কুশল প্রশ্নে আত্মাকে পুনরুক্ত নিযুক্ত করিতেছি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পুনরুক্তি [স] *বি* পুনরায় বলা। 'আর একবার বুঝাইয়া বলিলে বোধ হয় নিতান্ত পুনরুক্তি হইবে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পুনরুজ্জীবন [স] ১ *বি* নতুন জীবন। 'এক মুহূর্তে পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* পুনরায় সচলতা লাভ। 'ইসলামের পুনরুজ্জীবন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিণ* পুনর্বার সঞ্জীবতাপ্রাপ্ত। 'যে অধুনাতন পণ্ডিত পূর্বনির্দিষ্ট বিলুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহার নাম নিকলাস কোপর্নিকস।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

পুনরুত্থান [স] **১** *বি* আবার দাঁড়ানো। 'ব্যাঘ্র ব্যস্ত হইয়া পুনরুত্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* আবার সক্রিয় হওয়া। 'সঞ্জয় ভাণ্ডার নামরূপে পুনরুত্থান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

পুনরুত্থিত [স] *বিণ* আবার জাগরণ ঘটেছে এমন। 'ইতালি অধঃপতিত হইয়াই পুনরুত্থিত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পুনরুদয় [স] *বি* পুনরায় বিকাশ। 'য়ুনানী দর্শনের পুনরুদয় হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পুনরুদ্দীপন [স] *বি* নতুন জীবন সঞ্চার। 'বঙ্গদেশের মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যত্ন করিতে অভিলাষ করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

পুনরুদ্দীপ্ত [স] *বিণ* পুনরায় উদ্দীপ্ত। 'রাজপুত্রের স্মৃতিক্ষমতা পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

পুনরুদ্ধার [স] *বি* পুনরায় উদ্ধার। 'হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'লুপ্ত অতীতের পুনরুদ্ধারকল্পে ব্রতী হয়েছি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

পুনরুদ্ভূত [স] *বিণ* পুনরায় উদিত। 'জীবনের প্রতি পুনরুদ্ভূত তীব্র অভীপ্সা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

পুনরুন্মেষ [স] *বি* পুনর্বিকাশ। 'এই পুনরুন্মেষ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সুপরিস্ফুত হয়ে ওঠে।' *শিব*, ১৯৫৬।

পুনরুপস্থিত [স] *বিণ* পুনরায় উপস্থিত। 'বিষয়কর্ম্মের সময় পুনরুপস্থিত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পুনরুল্লেখ [স] *বি* পুনরায় উল্লেখ। 'তাহার পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যক করে না।' *রাজ*, ১৮৭৪।

পুনরোচ্চারণ [স] *বি* পুনর্ব্যক্তকরণ। 'একটি সত্যের পুনরোচ্চারণের মতোই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

পুনর্গঠন [স] *বি* পুনরায় গঠন। 'জাতীয়তার পুনর্গঠনে ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'হাসপাতালটি পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত।' *বেগম*, ১৯৫১।

পুনর্গঠিত [স] *বিণ* নতুনরূপে গঠন করা হয়েছে এমন। 'শিল্প ভবনগুলিও সম্প্রসারিত করে পুনর্গঠিত ও সুসজ্জিত করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

পুনর্গমন [স] *বি* পুনরায় গমন। 'দৈত্যদেশে পুনর্গমন করি।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পুনর্গ্রন্থন [স] *বি* পুনরায় স্থাপন। 'এক মন্দির ও চৌবাচ্চা পুনর্গ্রন্থন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

পুনর্গ্রহণ [স] *বি* পুনরায় গ্রহণ। 'সমধিক বেতনে গণিতাধ্যাপকের পদ পুনর্গ্রহণ করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

পুনর্জন্ম, পুনর্জ্জন্ম [স] *বি* পুনর্বার জন্মগ্রহণ। 'পুনর্জন্ম হওয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তিনি পুনর্জ্জন্ম জ্ঞান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পুনর্জন্মলাভ [স] *বি* জন্মান্তর গ্রহণ। 'পৃথিবীতে যদি পুনর্জন্মলাভ করি তবে আমি যেন পুনর্বার নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পুনর্জাগরণ [স] *বি* পুনরায় উদ্দীপনা লাভ। 'মুসলমানদের পুনর্জ্জাগরণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পুনর্জাগ্রত [স] *বিণ* পুনরায় জেগে উঠেছে এমন। 'এই পুনর্জাগ্রত ব্রাহ্মণসমাজের কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পুনর্জাত, পুনর্জ্জাত [স] *বিণ* পুনরায় উৎপন্ন বা জন্মলাভ করেছে এমন। 'তৎপরে পুনর্জ্জাত কেশ, এবং দলিত কুন্দ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পুনর্জীবিত [স] *বিণ* পুনরায় জীবন লাভ করেছে এমন। 'ঐ মন্ত্র জানিতে পারিলে, প্রিয়াকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পুনর্জীবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* পুনর্জীবিত। 'সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের ভগিনী শুনলে পুনর্জ্জীবিতা হবেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

পুনর্জীবন, পুনর্জ্জীবন *বি* নবজীবন। 'যাদের ভাষায় অতীত জগৎ পুনর্জ্জীবন পায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

পুনর্জ্বালিত, পুনর্জ্জ্বালিত [স] *বিণ* পুনরায় জ্বলছে এমন। 'শীতল ইন্ধন পুনর্জ্জ্বালিত হইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পুনর্দখল [স পুনঃ+আ দখল] *বি* পুনরায় দখল। 'চা-বাগানটি পুনর্দখল করার জন্য ... মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণ।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

পুনর্দর্শন [স] *বি* পুনরায় দর্শন। 'এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল হলো।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পুনর্দৃষ্টি [স] *বি* পুনরায় চাহনি। 'আকাশমণ্ডলের প্রতি পুনর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পুনর্বনান্বিত [স] *বিণ* পুনরায় বনায়নকৃত। 'উহাকে অনেক পরিমাণে পুনর্বনান্বিত করা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

পুনর্বর্ণন, পুনর্ব্বর্ণন [স] *বি* পুনরায় বর্ণনা। 'তাহা পুনর্ব্বর্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পুনর্বসতি [স] **১** *বি* নতুন বসতি স্থাপন। 'ঘরবাড়ী চাই, মূলধন চাই ... তাদের পুনর্ব্বসতির ব্যাপক পরিকল্পনা চাই।' *আজাদ*, ১৯৪৬। **২** *বি* পুনর্বাসন। 'বাস্তুহারা স্ত্রীলোক ও শিশুদের পুনর্বসতি একটি গুরুতর সমস্যা।' *বেগম*, ১৯৪৭।

পুনর্বার, পুনর্ব্বার [স] *ক্রিবিণ* পুনরায়; আবার। 'যদি তেঁহো মারিতে ধায়েন পুনর্বার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'পুনর্ব্বার বলে গিধি কাঁপে থর থর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পুনর্বাসন [স] **১** *বি* পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। 'পতিতা নারীদের পুনর্বাসন সম্পর্কে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত ...।' *বেগম*, ১৯৬৩। **২** *বি* স্থায়ী বাসস্থান ত্যাগকারীকে পুনরায় বাসভূমি প্রদান। 'রাজশাহীর পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭২।

পুনর্বিচার, পুনর্ব্বিচার [স] *বি* পুনরায় বিচার। 'তাহার আর আপিল অর্থাৎ পুনর্ব্বিচার হইবে না।' *প্রভাকর*, ১৮৬০।

পুনর্বিবাহ, পুনর্ব্বিবাহ [স] *বি* পুনরায় বিবাহ। 'বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ না হওয়াতেই এই দোষ ঘটিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'উহা বিধবা বিবাহ বিষয়ক নহে, বাগ্‌দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক।' *উমেশ মিত্র*, ১৮৫৭।

পুনর্বিবেচনা, পুনর্ব্বিবেচনা [স] *বি* পুনরায় বিবেচনা। 'কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনার পরিচয় দুর্গত দেশবাসীকে দিবেন।' *জামায়াত*, ১৯৪২; 'পুনর্বিবেচনা করবার কিছু নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পুনর্বিয়া, পুনর্ব্বিয়া [স পুনর্বিবাহ] *বি* পুনরায় বিবাহ। 'পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়ে হবে আগে।' *ভারত*, ১৭৬০।

পুনর্বৃত্তি [স] *বি* পুনরাবৃত্তি। 'পুনর্বৃত্তি (repetition), দীর্ঘকাল-বর্তিতা, ব্যাপকতা অথবা প্রগাঢ়তা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পুনর্ভবা [স] *বি স্ত্রী* পুনরুজ্জীবিত। 'বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা

হবে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

পুনর্ভূ [স] *বি* স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহিতা। 'পুনর্ভূর মুখে হাসি ফোটাবার জন্য বিদ্যাসাগর গহনাপত্র পর্যন্ত দিতেন।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

পুনর্মিলন, পুনর্ম্মিলন [স] *বি* পুনরায় সাক্ষাৎ বা মিলন। 'তৎসঙ্গে পুনর্ম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'পূর্বপরিচিতের সঙ্গে পুনর্মিলনের নতুন বাধো-বাধো ভাবটা কাটাতেই যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পুনর্মিলনী [স] *বি* মিলনোৎসব। 'আজিমপুর লেডিস ক্লাবের ঈদ পুনর্মিলনী।' *বেগম*, ১৯৭৩।

পুনর্মুদ্রণ [স] *বি* পুনরায় ছাপানোর কাজ। 'হাজার হাজার পুস্তক পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

পুনর্মুদ্রিত, পুনর্ম্মুদ্রিত [স] *বিণ* পুনরায় ছাপানো। 'সেই গ্রন্থ কালক্রমে দুর্লভ হওয়াতে ... পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পুনর্মূল্যায়ন [স] *বি* পুনর্বিচার। 'বর্তমান গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের পুনর্মূল্যায়নের একটি প্রয়াস আছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

পুনর্যৌবন [স] *বি* পুনরায় যৌবন। 'এইক্ষণে সুপণ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধসেবনেতে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

পুনর্যৌবনপ্রাপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* পুনরায় তারুণ্য ফিরে পেয়েছে এমন। 'পুনর্যৌবনপ্রাপ্তা জোলেখার প্রতি।' *আনিস*, ১৯৬৪।

পুনশ্চ [স] **১** *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* চিঠির মূল বক্তব্যের শেষে পুনরায় লেখা অতিরিক্ত বক্তব্য। 'জানাইবার জন্য পুনশ্চের মধ্যে অনুরোধ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পুনশ্চিন্তা [স] *বি* পুনরায় চিন্তা। 'সেই চিন্তার পুনশ্চিন্তা করিতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

পুনহি [স পুনঃ] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'পুনহি দরসম জীব জুড়াএব টুটব বিরহক ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পুনকা *বি* শাকবিশেষ। 'ডগী ভগী তোলে পুই পুনকা কাঁচড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুনমত [স পুণ্যবন্ত] *বিণ* পুণ্যবান। 'গুনমতি ধনি পুনমত জনু পাবে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পুনমতি, পুনমতী [স পুণ্যবতী] *বিণ* পুণ্যবতী। 'পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সগর গোকুল জিনি সে পুনমতি ধনি কি কহব তাহেরি ভাগে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পুনমন্ত [স পুণ্যবন্ত] *বিণ* পুণ্যবন্ত। 'মাই হে আজ দিবস পুনমন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পুনমি, পুনমী [স পূর্ণিমা] *বি* পূর্ণিমা। 'কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সংপুন পুনমীচাঁদ তোহ্মার বদন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুনর্বসু [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্বসু পুষ্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পুনলিন [স পূর্ণ-লীন] *ক্রিবিণ* পূর্ণবিলুপ্ত; সম্পূর্ণ অদৃশ্য। 'সভাকার অন্তরে থাকী নহি পুনলিন।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুনি[১] [স পুনঃ] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'তাহার হৃদয় পুনি পরম নির্মল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পুনিপুনি [স পুনঃপুনঃ] *ক্রিবিণ* বার বার। 'গৌরবে ধরিয়া আলিঙ্গিল পুনিপুনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

পুনিহ [স পুনঃ] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'পুনিহ দেখিল সঙ্খচক্র চারি পাহি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পুনী [স পুনঃ] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'ভাঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতেঁ শকতা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুনি[২] [স পুণ্য] *বি* পুণ্য। 'সহস্র ভাগের পুনি এক ভাগ নয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পুনিম [স পূর্ণিমা] *বি* পূর্ণিমা। 'গহন লাগ দেখু পুনিমক চন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পুনু [স পুনঃ] *ক্রিবিণ* পুনর্বার। 'গেল অবসর পুনু ন পাইঅ/ কিরিতি অমর সার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'বাজিআ দানার পায় পাছুয়াই পুনু জায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুনুর্জর্ম [স পুনর্জন্ম] *বি* পুনর্জন্ম। 'আমার দুরিত-কর্ম এক দেহে পুনুর্জর্ম বিধাতার দারুণ লিখন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুনুরপি [স] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'জে জন হারিআ জায় পুনুরপি আইসে তায় হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুনূ [স পুনঃ] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'দূরহু দুগুন এড়ি মোঁ আবওঁ পুনূ দরসন আসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পুনুরায় [স] *ক্রিবিণ* আবার। 'ঐ খরিদা মাল পুনুরায় বিক্রয় হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৮। 'পুনুরায় নিলামে বিক্রী হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬; 'পুনুরায় সিন্দুক সমেদ জিনিসপত্র রাখিলেন।' *ভেরলি*, ১৮০০। *দ্র* **পুনরায়**

পুনে [স পুণ্য>] *ক্রিবিণ* পুণ্যে; পুণ্যের কারণে। 'ভাগে পুনে আজি তোর পাইলোঁ দরশন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুনেঁ [স পুণ্য>] *ক্রিবিণ* পুণ্যে। 'এহনি সুন্দরি গুনক আগরি পুনেঁ পুনমত পাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পুন্ন [স পুণ্য] *বি* পুণ্য। 'চিত্ত বিহত্তে পাপ ন পুন্ন।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

পুন্নাগ [স] *বি* শ্বেতপদ্ম। 'অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর।' *ভারত*, ১৭৬০।

পুন্নিমা [স পূর্ণিমা] *বি* তিথিবিশেষ। 'পুন্নিমার চন্দ্র জেন উদয় আকাসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুন্য [স পুণ্য] *বি* পুণ্য। 'পুন্য নদী কূলে পাপ ঘোসসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **পুণ্য**

পুন্যবান [স পুণ্যবান] *বি* পুণ্য করেছে যে। 'ষোড়শ উপচারে নৃপতি পূজে পুন্যবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাসীরাম দাস কহে শুন পুন্যবান।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

পুন্যাজি *বি* গাছবিশেষ। 'পড়াসি পুন্যাজি কাটিল তুরেন্তি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুপ্প [পা পুপ্‌ফ] *বি* পুষ্প। 'অর্ঘ পুপ্প পানি সেবক হব।' *রামাই*, ১৭১০।

পুপ্পাঞ্জলি [পা পুপ্‌ফ+স অঞ্জলি] *বি* পুষ্পাঞ্জলি। 'দিআ পুপ্পাঞ্জলি মনে কুতূহলি।' *রামাই*, ১৭১০।

পুব [স পূর্ব] *বি* পূর্বদিক। 'পুবের সুরুজ পশ্চিমে আথ জাএ ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুব-অভিসার [স পূর্ব-অভিসার] *বি* প্রথম মিলন। 'ওগো ক্ষণিকা, পুব-অভিসার ফুরাল কি আজি তব।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পুব-আঙিনা [স পূর্ব-অঙ্গন>] *বি* পূর্ব দিগন্ত। 'যাহার বেগে ছুটে আসে জেগে পুব-আঙিনায় উষী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পুবকূল [স পূর্বকূল] *বি* পূর্বপাড়। 'লও, পুবকূলের আইলডা বানদ্যা আই।' *হাসান*, ১৯৬৪।

পুবদিগন্ত [স পূর্ব-দিগন্ত] *বি* পূর্ব দিকের দিগন্ত রেখা। 'পুবদিগন্ত দিল তব দেহে নীলিম লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পুব-মন্দির [স পূর্ব-মন্দির] *বি* পূর্বাচল। 'কোটি লাঞ্ছনা-রক্ত-ললাট পুব-মন্দিরদ্বারে/ মুছে যায় নিতি ললাট-রক্ত রাঙাতে পূর্বাশারে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পুব-সাগর *বি* পুব অঞ্চলের সাগর। 'পুব-সাগরের পার হতে কোন এল পরবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

পুব হাওয়া [স পূর্ব+আ হাওয়া] *বি* পূর্বদিক থেকে আগত বাতাস। 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা হৃদয় নদীর কূলে কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'বারেবারে যথা কালবৈশাখী ব্যর্থ হল রে পুব-হাওয়ায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পুবাল [স পূর্ব>] *বিণ* পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয় এমন। 'লহর খেলিছে পুবাল বাতাসে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

পুবালি [স পূর্ব>] *বিণ* পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত। 'পুবালি হাওয়ায়।' *জীবন*, ১৯২৭; 'রোয়ে রোয়ে বহে নাকো পুবালি বাতাস।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পুবেন [স পূর্ব>] *বিণ* পূর্ব দিক থেকে বয়ে-আসা। 'ডাক পাঠালে আকাশপথে কোন সে পুবেন বায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

পুবেন হাওয়া [স পূর্ব>+আ হাওয়া] *বি* পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বাতাস। 'পুবেন হাওয়ায় পরিতাপ তার উড়াইব অবহেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পুমান [স] *বি* পুরুষ। 'বামদিগে হইলা নারী দক্ষিণে পুমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুয [স পূয] *বি* পুঁজ। 'রক্ত, মাংস, ... পুয, ক্লেদ, লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধি ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পুর[1] [স] **১** *বি* নগর। 'সুরজনে মোহে পুরজনে নাহি রাখ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ঘর। 'পুরস্থনারীবর্গদের সহিত আপন কন্যাকে লইয়া রাজপথে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বি* বাসস্থান। 'ওগো আমার সুদূর করতো নিকট ঐ পুরাতন পুর।' *নজরুল*, ১৯২৩।

পুরকামিনী [স] *বিণ* অন্তঃপুরবাসিনী। 'কোথা তোরা পুরকামিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পুরজন [স] *বি* পুরবাসী। 'সুরজনে মোহে পুরজনে নাহি রাখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুরনারী [স] *বি স্ত্রী* অন্তঃপুরবাসিনী। 'পুরনারীদের পরান হানিয়া ফিরিয়া আসিবে আজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পুরনিতম্বিনী [স] *বি স্ত্রী* নগরের নারী। 'রানির ক্রন্দন শুনি জত পুরনিতম্বিনী ধরণি লোটায়্যা সভে কান্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুরপতি [স] *বি* নগর-পাল। 'গ্রামপতি, পুরপতি প্রভৃতির শাসন-কর্তৃত্ব পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পুরপ্রাচীর [স] *বি* নগরের প্রাচীর। 'পুরপ্রাচীরের উপর লোকে লোকারণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পুরবালা [স] *বি* অন্তঃপুরবাসিনী। 'ওগো পুরবালা আনো সাজিয়ে বরণ ডালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পুরবাসি [স পুরবাসী] *বিণ* নগরবাসী। 'রাজা সেই দিনে আপন পুরবাসি লোকেরদিগকে পারিতোষিক দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পুরবাসিনী [স] *বি* পুরনারী। 'পুরবাসিনীরা সকলে আসিয়া জয় ২ ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত।' *রাজীব*, ১৮০৫।

পুরবাসী [স] *বিণ* নগরবাসী; গৃহস্থ। 'ওগো পুরবাসী, আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পুর-মহিলা [স] *বি* পুরনারী; অন্তঃপুরে থাকা নারী। 'হাজার হাজার পুর-মহিলার হৃদয় গলে সহানুভূতির পূত অশ্রু ঝরছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পুররক্ষক [স] *বি* নগরের পাহারাদার। 'মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পুরস্ত্রী [স] *বি* অন্তঃপুরবাসিনী। 'পবিত্র পুরস্ত্রীর সমীপবর্ত্তী হতে তোমার সঙ্কোচ বোধ হয় না?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

পুরস্থ [স] *বিণ* পুরবাসী। 'পুরস্থনারীবর্গদের সহিত আপন কন্যাকে লইয়া রাজপথে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পুরাঙ্গনা [স] *বি* অন্তঃপুরবাসিনী। 'পরাঙ্গনা দেই জয়ধ্বনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'জানলা খুলে পুরাঙ্গনা যত দেখছে চেয়ে ঘোমটা করি ফাঁক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পুরে *ক্রিবিণ* প্রাসাদপুরীতে। 'নানা জনসমাগম পুরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পুর[2] *বি* পিঠা ইত্যাদির ভিতরে পোরা হয় এমন বস্তু। 'বউ করে পিঠা "পুর"-দেওয়া মিঠা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পুরঃসর [স] *ক্রিবিণ* পূর্বক। 'ঐশ্বর্য্য পুরঃসর বাস করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

পুরঃসরা [স] *বিণ স্ত্রী* অগ্রবর্তী। 'পুরঃসরা হইয়া তুমি হইলে শৃগালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুরঃসীমা [স] *বি* সামনের দিকে। 'তাঁহার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রের পুরঃসীমায় আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

পুরক [স পুরট] *বি* সুবর্ণ। 'পুরক কুম্ভে পুরে রেচে বেচে প্রকারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুরকাইত [স পুরঃকায়স্থ] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'গুরুদাস পুরকাইত।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পুরট [স] *বি* সোনা। 'পুরট রচিত দেহারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুরটের পেটি *বি* সোনার বাক্স। 'পরিশোভা পরিমল পুরটের পেটি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পুরটের সোনা *বি* সোনার মাকড়ি। 'প্রভাতে পরাব কানে পুরটের সোনা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পুরত [স পূর্তি] *ক্রি* পূরণ হওয়া। 'একহি নগর বসি পহু ভেল পরবস কইসে পুরত মন মোরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পুরণ [পূর্ণ] *বিণ* পূর্ণ। 'একে ২ সত গালি হইল পুরণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পুরনিমা [স পূর্ণিমা] *বি* যে তিথিতে চাঁদের ষোলোকলা পূর্ণ হয়; শুক্লপক্ষের পনেরোতম তিথি। 'যেদিন পুরনিমা রাতি আসে চাঁদ আকাশ জুড়িয়া হাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। দ্র **পূর্ণিমা**

পুরনিমা রাতি [স পূর্ণিমা-রাত্রি] *বি* পূর্ণিমা রাত; যে রাতে চাঁদ পূর্ণ

আকার পেয়ে থাকে। 'যেদিন পুরনিমা রাতি আসে চাঁদ আকাশ জুড়িয়া হাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পুরন্ত *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'পুরন্ত বসরাই গোলাপের মতো।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

পুরন্দর [সং] *বি* হিন্দুদেবতা ইন্দ্র। 'অপসরা বেষ্টিত যেহেন পুরন্দর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পুরব [স পূর্ব] **১** *বিণ* পূর্ব দিক থেকে আসা। 'বহিছে পুরব বায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* পূর্ব দিককার। 'পুরব-আকাশ-সীমা হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বি* পূর্ব। 'পুরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পুরব দেশ [স পূর্বদেশ] *বি* পূর্বদেশ। 'আমি পুরব দেশের পুরনারী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

পুরব-পানে *ক্রিবিণ* পূর্ব আকাশের দিকে। 'প্রভাতের জন্মভূমি/ শৈশব পুরব-পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পুরবাপর [স পূর্বাপর] *ক্রিবিণ* আগে থেকে শেষ পর্যন্ত। 'পুরবাপরে নাগরকা বোল। দৃতি মতি পাওল গএ ওল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পুরবি [হি পূরবী] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'বেজেছে আশাবরি/ পুরবির কান্না শুনি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পুরবৈয়াঁ [হি পূরবী] *বিণ* পূর্ব দিক থেকে আসা। 'অধীর সমীর পুরবৈয়াঁ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬; 'দুরন্ত বায়ু পুরবৈয়াঁ/ বহে অধীর আনন্দে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পুরল্যা *বি* গুল্মবিশেষ। 'পেটারিআ পুরল্যা তারছাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুরশ্চরণ [সং] *বি* মন্ত্রজপের শুরুতেই ইষ্টদেবতার বন্দনা। 'কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পুরস [স পুরুষ] *বি* নর। *ওর্সা*, ১৭৮২।

পুরসভা [সং] *বি* পৌরসভা। 'অপরাহ্নে পুরসভার তরফ থেকে আমার সংবর্ধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। দ্র **পৌরসভা**

পুরস্কার [সং] **১** *বি* কৃতিত্বের জন্য দেওয়া সম্মাননা। 'পঞ্চপাত্র সনে রাজা করিআ বিচার ধনপতি দত্তের করিল পুরস্কার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অভিনন্দন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* বকশিশ। 'স্বচ্ছন্দে কর্ম সম্পন্ন করিয়া পুরস্কার চাহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* সম্মান। 'ভূদেব ব্রাহ্মণকে নারায়ণ জ্ঞানপূর্ব্বক পুরস্কার করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৫** *বি* সাফল্য। 'ইহা আমাদিগের পরিশ্রমের পুরস্কার।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পুরস্করা [স পুরস্কার>] *ক্রি* পুরস্কৃত করা। **পুরস্করি** *ক্রি* পুরস্কৃত হয়। 'তাহার প্রসাদে সব লোক পুরস্করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুরস্কারা [স পুরস্কার>] *ক্রি* পুরস্কৃত করা। 'মৃদু মন্দপদে; করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর তা সবারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পুরস্কারী [স পুরস্কার>] *বিণ* সম্মানিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুরস্কৃত [সং] *বিণ* পুরস্কারপ্রাপ্ত। 'তাঁহারা ঐ পুরস্কারে পুরস্কৃত।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

পুরস্কৃতা [সং] **১** *বিণ স্ত্রী* পূজিত। 'অন্ন বস্ত্রে পুরস্কৃতা হইয়া দশমীর দিবস জলে মগ্না হইয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। **২** *বিণ স্ত্রী* সমাদৃত। 'যে প্রকারে পুরস্কৃতা হইবে তাহা নিরূপণ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পুরক্রিয়া [স পুরস্কার>] *বি* পুরস্কার দান। 'তিনি শিষ্টের পালন ও পুরক্রিয়া দ্বারা প্রজাবর্গের চিত্তে দুষ্টতাবর্জনে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পুরুস্কার [স পুরস্কার] *বি* বখশিশ। 'স্বচ্ছন্দে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুরুস্কার চাহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পুরা[1] [স পূরণ>] **১** *ক্রি* পূরণ করা। 'না বহাব ভার রাখা পুর মোর আশ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কে পুরাবে মোর কাতর প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *ক্রি* পূরণ হওয়া। 'পুরালো না তাহার মনের কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **পুর** *ক্রি* পূরণ করো। 'না বহাব ভার রাখা পুর মোর আশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুরএ** *ক্রি* ভরে যায়। 'পুরকে পুরএ বাউ নাসিকার পথে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুরয়** *ক্রি* পূরণ হয়। 'ভাব ভক্তি যোগ মুক্তি বাঞ্ছিত পুরয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পুরল** *ক্রি* পূরণ হলো। 'হেরি হেরি ন পুরল আসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পুরহ** *ক্রি* পূরণ করো। 'পুরহ আমার সাধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পুরাঅন্ত** *ক্রি* পূরণ ক'রে। 'নানাবিধ দানে পুরাঅন্ত মনস্কাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পুরাআঁ** *ক্রি* পূরণ ক'রে। 'সোনার কটুআ দুটি মাণিকে পুরাআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুরাউক** *ক্রি* পূর্ণ করুক। 'বিধি পুরাউক মনে আছে যেই সাধ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পুরাএ** *ক্রি* পূরণ করে। 'আসাউদ্দিন শাহা পুরাএ আরতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পুরাও** *ক্রি* পূরণ করো। 'দয়া কর পদ্মাবতী পুরাও মনের আশা।' *বিজয়* ১৫০০। **পুরাওন্ত** *ক্রি* পূর্ণ ক'রে। 'পুরাওন্ত পিতাবর পুত্রের আরতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পুরাহ** *ক্রি* পূর্ণ করো। 'না একের পুরাহ কামনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পুরি** *বিণ* পূরণ করি। 'এক কূপ মধু ভরি আর কূপ সুরা পুরি।' *সুলতান*, ১৭০০। **পুরিআ** *ক্রি* ভ'রে। 'গৌরসে পুরিআ আছ অনেক পসার।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুরিআঁ** *ক্রি* পুরে নিয়ে। 'পুরিআঁ কোলে কোলে গোপী নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুরিতে** *ক্রি* পূর্ণ করতে। 'নারিল পুরিতে ধনুক অনেক সকতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুরিব** *ক্রি* পূরণ করবো। 'মনের বাঞ্ছিত মোর পুরিব অখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পুরিয়া** *ক্রি* পূর্ণ ক'রে। 'রূপ গোন জৌবন জে রসেত পুরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুরিল** *ক্রি* পূর্ণ হলো। 'দিনে দিনে বাঢ়ে তনু লীলা/ পুরিল যেহেন কন্দ্রকলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুরিলুঁ** *ক্রি* পূরণ করলাম। 'পুরিলুঁ রসের সূত্রে সুবলিত হার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পুরীল** *ক্রি* পূর্ণ হলো। 'আশেষ কপটে তোর পুরীল মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুরুক** *ক্রি* পূর্ণ হোক। 'আক্কার বচনে বোলহ রাধারে কাহ্নের পুরুক আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুরে** **১** *ক্রি* পূর্ণ ক'রে। 'পুরক কুম্ভে পুরে রেচে বেচে প্রকারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* বিস্তৃত হয়। 'বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পুরে।' *মালাধর*, ১৫৭০। **পুর্যা** *ক্রি* পূর্ণ ক'রে। 'দুই দিকে আলবাটী জলে পুর্যা গাড় ঘটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুরিয়া রাখা *ক্রি* ঢুকিয়ে রাখা। 'ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধান্যের গোলায় পুরিয়া রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পুরিয়ে দেওয়া *ক্রি* পূর্ণ করে দেওয়া। 'যে স্থলে ফুলের রঙে বৈচিত্র্য হইতেছে না, সে স্থলে উপলে সে দোষ পুরাইয়া দিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পুরে দেওয়া *ক্রি* প্রবেশ করানো। 'সিগারেট ঠোঁটে পুরে দিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

পুরা[2] [স পূর্ণ>] **১** *বিণ* সম্পূর্ণ। 'ঘড়ি এক রহ নবী নিন্দ হবে পুরা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* পরিপূর্ণ। 'মানুষকে যদি পুরা করিয়া তুলিতে হয় তবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পুরাদস্তুর [পুরা+ফা দস্তুর] *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণভাবে। 'পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে।' *শরৎ*, ১৯১৮।

পুরাপুরি [পুরা>] **১** *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণরূপে। 'বিলাতী কোনো নিয়মই পুরাপুরি খাটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বিণ* সত্যিকার। 'অল্প লোকই

এমন পুরাপুরি বলিষ্ঠ যে তাঁহাদের ধর্মবোধকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৩ *বিণ* পরিণত হওয়ার মতো। 'আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পুরাপুরিভাবে *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণরূপে। 'দুর্ভিক্ষভাণ্ডার হইতে পুরাপুরি-ভাবে সাহায্য বিতরণ।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

পুরা পেট [পুরা+স পেট] *বিণ* সারা বছর পেট ভরে খাওয়া যায় এমন। 'সকলে মিলিয়া আওয়াজ তুলিয়াছেন – পুরা পেট রেশন চাই।' *বেগম*, ১৯৪৭।

পুরা বাবু [পুরা+ফা বাবু] *বি* পুরোপুরি বাবু। 'এই দুই পরিপূর্ণ হইবেক তিনি পুরা বাবু হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পুরা মাণিক [পুরা+স মাণিক্য] *বি* অমূল্য রত্ন। 'তুমিই আমার সাত রাজার ধন পুরা মাণিক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পুরা[২] [স] *বিণ* প্রাচীন। 'পুরাকালে হিন্দু-সন্তানেরাও কি ঐরূপ বর্ব্বর ছিল?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পুরাকাল [স] *বি* প্রাচীনকাল। 'পুরাকালে, অর্থাৎ স্বাধীন নৃপতিদিগের সময়ে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত ছিল।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪।

পুরাকালীন [স] *বিণ* প্রাচীন কালের। 'পুরাকালীন সংস্কৃতকবিগণের কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পুরাকালে [স] *ক্রিবিণ* প্রাচীনকালে। 'পুরাকালে হিন্দু-সন্তানেরাও কি ঐরূপ বর্ব্বর ছিল?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পুরাকাহিনী [স পুরা+কাহিনী] ১ *বি* পৌরাণিক কাহিনী। 'তার বিষয়বস্তু ছিল পুরাকাহিনীভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বি* প্রাচীন ইতিহাস। 'হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীও পড়বে, আর মুসলমানদের পুরাকাহিনীও পড়বে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

পুরাগত *বিণ* ঐতিহ্যগত; আগে থেকে চলে আসা। 'আর্ট মাত্রেরই একটা পুরাগত বনেদ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পুরাতত্ত্ব [স] ১ *বি* প্রাচীন ইতিহাস। 'ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, বার্ত্তাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক পুস্তক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বি* পুরানো বিধি বা নিয়ম। 'আদি সংস্কৃত উচ্চারণের পুরাতত্ত্ব অনুশীলন দ্বারা ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

পুরাতত্ত্ববিৎ [স] *বি* পুরাতত্ত্বে জ্ঞানী ব্যক্তি। 'পুরাতত্ত্ববিৎ ভাষাতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎরা উপেক্ষা করতে পারেন না।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

পুরানী ১ *বিণ* পৌরাণিক। 'যেন কোন পুরানী আখ্যানে / স্তব্ধ মোর ধ্যানে / ধীরপদে এল কোন মালবিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বিণ* পুরানো। 'পুরানী দিল্লিতে কিন্তু একটা জিনিসের অভাব কখনও হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পুরাবশেষবিৎ [স] *বি* পুরাতত্ত্ববিৎ। 'বিখ্যাত পুরাবশেষবিৎ ... এই পুরাতন কীর্তি উদ্‌ঘাটন করবার কাজে নিযুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পুরাবৃত্ত [স] *বি* পুরাতত্ত্ব; প্রাচীনকালের বৃত্তান্ত। 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণের যে ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

পুরাবৃত্তজ্ঞ [স] *বিণ* প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে জানেন এমন। 'পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পুরাবৃত্তবিদ্যা [স] *বি* প্রাচীন ইতিহাসবিদ্যা। 'কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি শব্দবিদ্যার বা ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্তবিদ্যার ... শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কৃতসংকল্প হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

পুরাবৃত্তবেত্তা [স] *বি* পুরাতাত্ত্বিক; প্রাচীনকালের ইতিহাস জানে যে। 'পুরাবৃত্তবেত্তারা আত্মভাষাপ্রেমিক পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে আমারদিগকেও গণ্য করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী [স] *বিণ* প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানকারী। 'হিন্দু পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী মহাশয়েরা এ বিষয় অপরিচিত রাখিবেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পুরাঙ্গনা দ্র **পুর**[১]

পুরাশ্চিন্য [স প্রায়শ্চিত্ত] *বি* প্রায়শ্চিত্ত। 'পরমেশ্বরের আজ্ঞাএ যে কার্য্যে করি তাহার পুরাশ্চিন্য কেনো আমি করিবো?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

পুরাণ [স] ১ *বি* প্রাচীন ভারতের কাহিনিনির্ভর শাস্ত্র। 'পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পৌরাণিক কাহিনি। 'শুনহ পুরাণ ইতিহাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* পুরানো। 'প্রথমপ্রকার পুরাণ সিক্কা পাই পয়সা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

পুরাণকথা [স] *বি* পৌরাণিক কাহিনি। 'শব্দের অপ্রকৃত ব্যুৎপত্তি বা অর্থ হইতে পুরাণকথার উৎপত্তি হয়।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

পুরাণকার [স] *বিণ* পুরাণ-রচয়িতা। 'আমি তো আর পুরাণকার নই।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'কালচারের গোড়ার কথা যে মূল্যবোধ, তা পুরাণকারদের ছিল।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

পুরাণজ্ঞ [স] *বিণ* পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'পুরাণজ্ঞরা কহিয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পুরাণপুরী [স] *বি* খাবারবিশেষ। 'থালা পরিপূর্ণ করে পুরাণপুরী, শ্রীখণ্ড এবং আনারসা ভোজন করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পুরাণপুরুষ [স] ১ *বি* হিন্দুমতে পরমাত্মা। 'পুরাণপুরুষ ছাড়া পাবে মিমেষে কি? মাটির মানুষ মিলিবে মাটির সনে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বি* পৌরাণিক পুরুষ। 'মানুষ, কবি, পুরাণপুরুষ।' *জীবন*, ১৯৪০।

পুরাণপ্রিয় [স] *বিণ* পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে এমন। 'ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইংরেজরা এতো বেশী পুরাণপ্রিয় নয়।' *হাই*, ১৯৫৮।

পুরাণবাগীশ [স] *বি* পুরাণ-বিশারদ। 'পুরাণবাগীশ। একটি মেয়ে, ধানীরঙের কাপড়-পরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

পুরাণস্মৃতি [স] *বি* পুরনো স্মৃতি। 'উৎসব-অনুষ্ঠান পুরাণস্মৃতি সমস্তই ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পুরাণানুসারে [স পুরাণ-অনুসারে] *ক্রিবিণ* পুরাণ অনুযায়ী। 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ও পুরাণানুসারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পুরাণাপুরুষ [স পুরাণ>+স পুরুষ] *বি* প্রাক্তন প্রেমিক। 'পুরাণা-পুরুষের জন্য নিবিড় আকর্ষণ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পুরাণেতিহাস [স পুরাণ-ইতিহাস] *বি* পুরাণ ও ইতিহাস। 'ইহাদের বিবরণ পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'পুরাণেতিহাসে ঋষিদিগের সম্বন্ধে ভূরি ভূরি রহস্যোপন্যাস আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পুরাণা [স পুরাণ>] *বিণ* পুরানো। 'পুরাণা কুঠীতে যে পুরাতন গড় ছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

পুরাতন [স] *বিণ* পুরনো। 'শতেক বৎসরে মালা নহে পুরাতন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটা – অনর্থক পুরনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা। 'একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করার ফল পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটার মতই নিরর্থক।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৫।

পুরাতন চাল ভাতে বাড়ে – প্রবীণ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বেশি। *সুবল*,

১৯০৬।

পুরাতনত্ব [স] *বি* প্রাচীনতা। 'আষাঢ়ের মেঘ প্রতিবৎসর যখনই আসে তখনই তাহার নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পুরাতনপন্থী [স পুরাতন+হি পন্থী] *বিণ* রক্ষণশীল। 'আর এক দল হচ্ছেন পুরাতনপন্থী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পুরাতন মদ [স পুরাতন+স মদ্য] *বি* যে মদ বহু বছরের পুরোনো (এই ধরনের মদ বেশি মূল্যবান বলে বিবেচিত)। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

পুরাতনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* প্রাচীন। 'সে যে পুরাতনী জীবের জননী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বিণ* পুরানো। 'আলো ছায়া ইত্যাদি তা এই পুরাতনী ও নবীয়সী উষার প্রকাশ।' *অবন*, ১৯২৫। **৩** *বিণ স্ত্রী* প্রবীণ; সবচেয়ে পুরানো। 'মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পুরান [স পুরাতন] **১** *বিণ* অনেক দিন আগের। 'পুরান খুদের জাউ কিছু আছে কোন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* চিরন্তন। 'আউয়ালে তাহার নাম পুরুষ পুরান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পুরানা [স পুরাতন] *বিণ* পুরানো। *ক্যাদগে*, ১৭৮৪; 'কলিকাতার পুরানা গ্রিজার নিকট ... পরীক্ষা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পুরানিয়া [স পুরাতন] *বিণ* পুরাতন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুরানো[1] [স পুরাণ] **১** *বিণ* বাসি। 'পুরানো মাংস।' *ওর্সা*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* কিছুকাল আগে তৈরি করা হয়েছে এমন। 'নিশীথের অন্ধকারে পুরানো ঘরের দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। *বি* যা অতীত হয়ে গেছে এমন। 'পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলবি যদি হায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮??

পুরানো[2] [স পূর্ণ>] *ক্রি* পূর্ণ করা। 'পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

পুরি[1] [স পুরী] **১** *বি* ভবন; নগরী। 'পুনরপি জাহিহ সেই পুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অন্দরমহল। 'এত বলি মহারাজ সাম্ভাইল পুরি মাঝ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। দ্র **পুরী**[1]

পুরি[2] [স পূরিকা] *বি* ডাল বা আলুর পুর দেওয়া লুচিবিশেষ। 'খোট্টারা কেবল বাঁচে পুরি রুটী খেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। দ্র **পুরী**[2]

পুরিখাকি *বি* যারা পুরি খেয়ে জীবন ধারণ করে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পুরিত [স পূরিত] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'দু তনু পুলকে পুরিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুরিয়া *বি* গুঁড়া ওষুধের মোড়ক। 'কুইনিনের পুরিয়া।' *শরৎ*, ১৯১২।

পুরী[1] [স] **১** *বি* নগরী। 'হাটক না জাইব দুর্জ্জন মথুরা পুরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ঘর। 'ঢেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পর পুরুষ দেখি কেন পুরীর ভিতর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পুরী[2] [স পূরিকা] *বি* লুচি জাতীয় খাবারবিশেষ। 'আসিকা পীযূষী পুরী পুলী।' *ভারত*, ১৭৬০।

পুরীষ [স] *বি* বিষ্ঠা। 'পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পুরিস [স পুরীষ] *বি* মল; পায়খানা। 'পুরিস চন্দন এক করিতে জে মায়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুরু[1] [স] **১** *বি* স্তর। 'পিন্দিয়া চল্লিশ পুরু গায়ে সাজোয়াল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* পাতলা নয় এমন। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'গালিচাখানি দুই আঙুল পুরু।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **৩** *বিণ* ভারী। 'দলে পুরু হয়ে উঠলাম।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

পুরুখ [স পুরুষ] *বি* পুরুষ। 'আন যুবক পুরুখ রতি রস নাহি সহে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পুরুঠাকুর [পুরুত+ঠাকুর] *বি* পুরোহিত। 'ঐ পুরুঠাকুরের বাড়ি দেকতি পাচ্চি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পুরুত [স পুরোহিত] *বি* পুরোহিত। 'এ বের পুরুত কোন্ হত ভাগা।' *উমেশ*, ১৮৫৭। দ্র **পুরোহিত**

পুরুতগিরি [পুরুত+ফা গিরি] *বি* পুরোহিতের পেশা। 'পীরমুরীদি ব্যবসায়টা হিন্দুদের পুরুতগিরির দেখাদিখিই শেখা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

পুরুতঠাকুর *বি* পুরোহিত। 'হাগা, তুমি আমাদের পুরুতঠাকুর হবে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পুরুৎ *বি* পুরোহিত। 'অভব্য। আমি পুরুৎ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পুরুপ [ই প্রুফ] *বি* ছাপানো লেখার ভুল সংশোধন করা। 'কএক রকম ভাষাতে বাইবেলের পুরুপ পড়িতেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। দ্র **প্রুফ**

পুরুব [স পূর্ব] *বিণ* পূর্ব; অতীত। 'পুরুব জনমে কৈল করমের ফলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পুরুষ জনমে কৈল জলধি মথানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুরুবকথা [স পূর্বকথা] *বি* পূর্বের বা পূর্বজন্মের কথা। 'সকল পুরুবকথা মিছা কহ তোহ্মে।' *বড়ু*, ১৫০০।

পুরুব জনম [স পূর্বজন্ম] *বি* পূর্বজন্ম। 'পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে।' *বড়ু*, ১৫০০।

পুরুব জরম [স পূর্বজন্ম] *বি* পূর্বজন্ম। 'পুরুষ জরমে কাহ্নাঞি/আছিলোঁ বা তোর নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুরুবেঁ *ক্রিবিণ* পূর্বে। 'পুরুবেঁ আছিল এহো দহে নাগগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুরুভুজ *বি* এক জাতীয় কীট। 'পুরুভুজ নামে এক প্রকার কীট আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পুরুরা *ক্রি* পোড়ানো। 'অগ্নিতে পুরুরিয়া রাজ্য করে ছারখার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পুরুল্যে [পুরুলিয়া>] *বি* পুরুলিয়াবাসী। 'হে পুরুল্যে দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

পুরুষ [স] **১** *বি* পুংলিঙ্গের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। 'বিষম পুরুষ জাতী/কপটপুরিত মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* স্বামী। 'রস নাহি পরার পুরুবে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* ব্যক্তি। 'দানী বলে এ পুরুষ নর কভু নহে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* পরমেশ্বর। 'আউয়ালে তাহার নাম পুরুষ পুরান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৫** *বি* বংশধারার একেকটি পর্যায়। 'নন্দবংশের চতুর্দশপুরুষে পঞ্চশতবর্ষীয় সাম্রাজ্য সমাপন হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৬** *বি* আত্মা। 'শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পুরুষকণ্ঠ [স] *বি* পুরুষের কণ্ঠ। 'বিনীত অথচ পুরুষকণ্ঠে উত্তর হইল – আজ্ঞে হ্যাঁ।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

পুরুষকণ্ঠোচিত [স] *বিণ* পুরুষ কণ্ঠের মতো। 'মোটা তারটার পুরুষকণ্ঠোচিত গাম্ভীর্যের ভিতর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পুরুষকার [স] *বি* পৌরুষ। 'পুরুষকারের নূতন আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরের কর্মক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পুরুষঘাতিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পুরুষ হত্যাকারী। 'নারীও অতিশয় চপলা, কুটিলা, মিথ্যাবাদিনী ও পুরুষঘাতিনী।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

পুরুষচিহ্ন [স] *বি* দাড়ি-গোঁফ। 'মুখখানা পুরুষচিহ্ন বর্জিত কর।' *ইমাম,* ১৯৪৫।

পুরুষজ্যাটা [স পুরুষ+স জ্যেষ্ঠ>] *বি* পুরুষ কর্তৃক তিরস্কার। 'পুরুষজ্যাটা সওয়া যায়।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬৭।

পুরুষতা [স] *বি* পুরুষের শক্তি। 'স্বার ভাণ্ডার পুরুষতার নারীদের প্রয়োজন নেই।' *নজরুল,* ১৯২৬।

পুরুষত্ব [স] *বি* পৌরুষ। *সেবধি,* ১৮৩৯; 'আপনার পুরুষত্ব অন্যে সঁপিয়া কী পেনু দাম।' *নজরুল,* ১৯২৫।

পুরুষদের সাত খুন মাফ *বি* পুরুষদের অপরাধ ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। 'পুরুষদের সাত খুন মাফ।' *নজরুল,* ১৯২৪।

পুরুষপারা [স পুরুষপ্রায়] *বিণ* পুরুষের মতো। 'যে আছে পুরুষপারা, কেহ ঘোঁড়া কেহ বুড়া।' *মদনমোহন,* ১৮৩৪।

পুরুষ-পুঙ্গব [স] *বি* পুরুষশ্রেষ্ঠ (ব্যঙ্গার্থে)। 'কি হে পুরুষ-পুঙ্গব, এখানে কেন?' *মুজতবা,* ১৯৫২।

পুরুষপ্রধান [স] *বিণ* পুরুষের প্রাধান্য বেশি এমন। 'বিধবাবিবাহের নিষিদ্ধকরণ যেমন পুরুষপ্রধান এ সমাজেরই স্বার্থরক্ষার একটি অপকীর্তি ...।' *মুরশিদ,* ১৯৭০।

পুরুষপ্রমাণ [স] *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সমান মাপের। 'এক পুরুষপ্রমাণ কাঞ্চনময়ী প্রতিমা নির্মিত করাইয়া ...।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

পুরুষবধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পুরুষ বধ করে এমন। 'পুরুষবধিনী তুহ্মি হইলা নিশ্চয়।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

পুরুষবধী [স] *বিণ স্ত্রী* পুরুষ-ঘাতিনী। 'তোহ্মে ত গোআলী রাধা বড়ই আবুধী আপণার দোষে হৈবেঁ পুরুষবধী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

পুরুষবোধ [স] *বি* পুরুষের অহংবোধ। 'ব্যক্তিত্ববোধে বিরোধিভাব বিয়োগ; পুরুষবোধে সংযোগ।' *ধূর্জটি,* ১৯৩১।

পুরুষ-মা [স পুরুষ+স মাতা] *বি* পুরুষ হয়েও মা। 'ইহারা যেন একপ্রকারের পুরুষ-মা।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

পুরুষমানুষ [স] *বি* পুরুষ লোক; পুরুষরা। 'তোমরা পুরুষমানুষ এমনি জাতই বটে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

পুরুষরাজ [স] *বি* রাজপুরুষ। 'প্রলয় নীরব মাঝে, একাকী পুরুষরাজে।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

পুরুষশক্তি [স] *বি* পৌরুষ। 'সেই শক্তিই কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

পুরুষশার্দুল [স] *বিণ* পুরুষশ্রেষ্ঠ। 'নিজেদের বিশেষরূপে নির্ভীক স্বাধীনচেতা এবং পুরুষশার্দুল বলে প্রমাণ করে।' *প্রমথ,* ১৯০৫।

পুরুষশাসিত [স] *বিণ* পুরুষনিয়ন্ত্রিত। 'যুগ যুগ ধরে পুরুষশাসিত সমাজ দ্বারা নারীরা অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হয়ে আসছে।' *বেগম,* ১৯৬৩।

পুরুষশ্রেষ্ঠ [স] *বি* পরম পুরুষ; ঈশ্বর। 'মাটির ঢেলাকেও তারা পুরুষশ্রেষ্ঠের মতো ভালোবেসে পূজা করবে।' *অন্নদা,* ১৯২৮; 'করেছ প্রয়াণ পুরুষশ্রেষ্ঠ।' *নজরুল,* ১৯৩০।

পুরুষ-সত্তম [স] *বি শ্রেষ্ঠ* পুরুষ। 'বলো জয় নরোত্তম পুরুষ-সত্তম জয় তপস্বী রাজ হে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৭।

পুরুষসম্প্রদায় [স] *বি* পুরুষ জাতি। 'পুরুষসম্প্রদায় আপন দেবত্ব লইয়া নির্লজ্জভাবে আস্ফালন করে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

পুরুষসহযোগ [স] *বি* পুরুষ সংসর্গ। 'স্ত্রীজাতির পুরুষসহযোগ ব্যতীত সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হওয়া অসম্ভব নহে।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২।

পুরুষসিংহ [স] *বি শ্রেষ্ঠ* পুরুষ; সিংহের মতো শক্তিশালী পুরুষ। 'পুরুষসিংহ ... পৃথিবীর যৎকিঞ্চিৎ অধিকার করিয়া অল্পকালে সকলি আক্রমণ করিতে পারেন।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১০; 'পুরুষ-সিংহ জাগো রে।' *নজরুল,* ১৯২৪।

পুরুষসোপর্দ [স পুরুষ+ফা সুপুর্দ] *বিণ* পুরুষের কাছে সমর্পিত। 'দুদিন পরে যে পুরুষসোপর্দ হবি তা বুঝি মনে নেই।' *নজরুল,* ১৯২৭।

পুরুষহস্ত [স] *বি* পুরুষের হাত। 'পুরুষহস্তে মেয়ের ঠিকানা-লেখা দেখিলে চন্দ্রবাবু পুলকিত হইয়া ওঠেন।' *বনফুল,* ১৯৩৬।

পুরুষাধম [স পুরুষ-অধম] *বি* হীনপুরুষ। 'তন্মধ্যে পুরুষাধমের অধমা প্রবৃত্তি।' *ভবানী,* ১৮২৮।

পুরুষানুক্রমিক [স পুরুষ-অনুক্রমিক] *বিণ* বংশানুক্রমিক। 'চাটুজ্যে জমিদারদের সঙ্গে কালুর পুরুষানুক্রমিক সম্বন্ধ।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

পুরুষানুক্রমে [স পুরুষ-অনুক্রমে] *ক্রিবিণ* বংশানুক্রমে। 'মহারাজ আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র।' *রাজীব,* ১৮০৫।

পুরুষান্তর [স পুরুষ-অন্তর] ১ *বি* এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে গমন। 'সেই স্ত্রী তৎপ্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া পুরুষান্তরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে।' *অক্ষয়,* ১৮৫০। ২ *বি* পরপুরুষ। 'কুলকামিনীদিগের পুরুষান্তর অভিলাষ করা বড়ই মন্দ।' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪।

পুরুষাপেক্ষা [স] *ক্রিবিণ* পুরুষের চেয়ে। 'স্ত্রীজাতির ইন্দ্রিয়বিশেষ পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ শাস্ত্রে কথিত আছে।' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪।

পুরুষাবলোকন [স পুরুষ-অবলোকন] *বি* পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'অন্য পুরুষাবলোকন ও সহবাস।' *দর্পণ,* ১৮২২।

পুরুষার্থ [স] ১ *বি* পৌরুষ। 'তাহার কি পুরুষার্থ।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২। ২ *বি* ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ – পুরুষের প্রয়োজনীয় এই চতুর্বর্গ। 'লোকে তবে পুরুষার্থ হয়।' *ভবানী,* ১৮২৫। ৩ *বিণ* অভীষ্ট লক্ষ্য। 'তাহারা পুরুষার্থ হইতে সম্যকরূপে ভ্রষ্ট হয়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৫।

পুরুষার্থযুক্ত [স] *বিণ* পৌরুষ সম্পন্ন। 'পতি যদি পুরুষার্থযুক্ত পুরুষ হয়েন।' *ভবানী,* ১৮২৮।

পুরুষালি, পুরুষালী [স পুরুষ+আলি] *বিণ* পুরুষসুলভ; পুরুষোচিত। 'সবচেয়ে পুরুষালি রঙ হচ্ছে কালো রঙ।' *প্রমথ,* ১৯০৫; 'এর দরুন মেয়েরা সেক্সলেস বা পুরুষালী হয়ে উঠছে এমনও নয়।' *অন্নদা,* ১৯২৯।

পুরুষেয় [স] *বিণ* পুরুষোচিত। 'তুমি ক-জন পুরুষেয় হাত টিপে টিপে এ তত্ত্বটা আবিষ্কার করলে?' *মুজতবা,* ১৯৬০।

পুরুষোচিত [স পুরুষ-উচিত] *বিণ* পুরুষের উপযুক্ত। 'সন্ধিবিগ্রহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুরুষোচিত কার্য।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

পুরুষোত্তম [স পুরুষ-উত্তম] ১ *বিণ* শ্রেষ্ঠপুরুষ। *সেবধি,* ১৮৩৯। ২ *বি* ঈশ্বর। 'যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহরূপে উদ্ধার করেছিলেন ...।' *মাইকেল,* ১৮৬১। ৩ *বি* পরব্রহ্ম; পরম পুরুষ। 'জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য।' *নজরুল,* ১৯২২।

পুরুষ্ট [স পুরু] *বিণ* পুষ্ট। *বিদ্যা, ১৮৯১;* 'ওঁর ছিল পুরুষ্ট টোল-খেকো বাচ্চা ছেলের তুলতুলে গাল।' *মুজতবা, ১৯৫২।*

পুরুষ্টু [স পুষ্ট] ১ *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'পুরুষ্টু পাঁঠার মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।' *মুজতবা, ১৯৪৯।* ২ *বিণ* মোটা; ভরাট। 'নাকের নিচে পুরুষ্টু কাঁচা-পাকা গোঁফ।' *সুনীল, ১৯৭০।*

পুরুস [স পুরুষ] *বি* পুরুষ। 'নারি সভাব কএল হয়ে মান। পুরুস বিচখন কে নহি জান।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।* দ্র **পুরুষ**

পুরুস [স পুরুষ] *বি* মানুষ। 'জ্ঞাতে হরিলে একবিংসতি পুরুস নাস করে।' *মালাধর, ১৫০০।*

পুরুসবর [স পুরুষবর] *বি* পুরুষশ্রেষ্ঠ; বিষ্ণু। 'উঠন্তি পুরুসবর অগ্নির ভিতরে।' *মালাধর, ১৫০০।*

পুরুহিত [স পুরোহিত] *বি* পুরোহিত। 'হবে তুমি পুরুহিত মঙ্গল চিন্তিবে নিত্য।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* দ্র **পুরোহিত**

পুরুব [স পূর্ব] *বিণ* পূর্ব। 'পুরুব কালের পাতে না রুইহ মূলে।' *বড়ু, ১৪৫০।* দ্র **পূর্ব**

পুরূরবা [স] *বি* হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী চন্দ্রবংশের আদি রাজা। 'অনাদ্য ওংকোরনাদে জেগেছিল প্রতন হৃদয়ে চিরঞ্জীব পুরূরবা।' *সুধীন্দ্র, ১৯৩৩।*

পুরো [স পূর্ণ] *বিণ* পূর্ণ। **পুরোদমে** [পুরো+ফা দম>] *ক্রিবিণ* পূর্ণমাত্রায়। 'ভিতরকার কলটি যখন পুরোদমে চলছে।' *প্রমথ, ১৯১৫।*

পুরোদস্তুর [পুরো+ফা দস্তুর] *ক্রিবিণ* পরিপূর্ণভাবে। 'পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে পড়েছে।' *নজরুল, ১৯২৭।*

পুরোপুরি ১ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'এ আমার আইডিয়া, এ পুরোপুরি আমি নই।' *রবীন্দ্র, ১৯১৬।* ২ *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণভাবে। 'কেউ বা বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা।' *সুকুমার, ১৯২০।* ৩ *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণরূপে। 'গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫;* 'সমস্তটার স্বাদ পুরোপুরি আদায় করে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৫;* 'শুধু ল্যাজটা হলেই ও পুরোপুরি বাঘ হয়ে যেত।' *নজরুল, ১৯৩১।*

পুরোচন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দুর্যোধনের যবন মন্ত্রী। 'স্বরচিত গৃহে মরিল দুর্মতি পুরোচন।' *মাইকেল, ১৮৬৩।*

পুরোধা [স] *বি* পুরোহিত। 'কলাকৈবল্যের অন্যান্য পুরোধারা এ-প্রসঙ্গে কখনও একমত নন বটে।' *সুধীন্দ্র, ১৯৩৭।*

পুরোনো [স পুরাণ] *বিণ* অনেক দিনের। 'যেন সে কতই বন্ধু পুরোনো।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৯।*

পুরোনো কাসুন্দী *বি* অতীতের অপ্রিয় ইতিহাস বা বৃত্তান্ত। 'পুরোনো কাসুন্দী ঘাঁটবার পাত্র অধর মল্লিক নয়।' *মানিক, ১৯৩৬।*

পুরোনো চালে ভাত বাড়ে – প্রবীণেরা বেশি বিচক্ষণ। 'পুরোনো চালে ভাত বাড়ে তারই আকর্ষণে ও-সব ভাণ্ডারে মাঝে-মাঝে হাত পাততো।' *অচিন্ত্য, ১৯৫০।*

পুরোবর্তী, পুরোবর্ত্তি [স পুরোবর্তী] *বিণ* সামনে অবস্থিত এমন। 'কালেজের পুরোবর্ত্তি পুষ্করিণীর চতুর্দিগে বাজী দাহসময়ে আলোকেতে দক্ষিণ দিগ প্রকাশ করিবে।' *দর্পণ, ১৮৩৭;* 'এলেন আমাদের পুরোবর্তী হয়ে।' *অচিন্ত্য, ১৯৫০।*

পুরোবর্তিনী, পুরোবর্ত্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সামনে আছে এমন। 'কোন পুরোবর্ত্তিনী রথশ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগের আঘাত করে।' *অক্ষয়, ১৮৫৫।*

পুরোবাসী [স পুরবাসী] *বি* নগরবাসী। 'পুরোবাসীদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হয়েন।' *অক্ষয়, ১৮৪৮।*

পুরোভাগ [স] ১ *বি* নেতৃত্ব স্থান। 'আসতে হলো আমাকে আপনাদের পুরোভাগে।' *নজরুল, ১৯৩৬।* ২ *বি* সামনের অংশ; অগ্রভাগ। 'ভানুমতীকে দেখিলাম এই দলের পুরোভাগে।' *বিভূতি, ১৯৩৮।*

পুরোযায়ী [স] *বি* পুরোধাপুরুষ। 'পায়োনিয়াররা (পুরোযায়ীর দল) কারখানা, হাসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়।' *রবীন্দ্র, ১৯৩১।*

পুরোহিত [স] ১ *বি* গৃহস্থের পক্ষে ধর্মাচরণকারী। 'সুক্র পুরোহিত দান দিতে নিসেধিল।' *মালাধর, ১৫০০।* ২ *বি* পাদ্রি। *ওসাঁ, ১৭৮৫।* ৩ *বি* অগ্রপথিক। 'ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত।' *নজরুল, ১৯২২।*

পুরোহিততন্ত্র [স] *বি* পুরোহিতবাদ; পুরোহিত-শাসন। 'পুরোহিত-তন্ত্র রাজতন্ত্র প্রধানতন্ত্র প্রজাতন্ত্র সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায়।' *রবীন্দ্র, ১৯০৫।*

পুর্ণিত [স পূর্ণিত] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'আনন্দে পুর্ণিত রাজা জিজ্ঞাসে আপনে।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

পুর্নিমা [স পূর্ণিমা] *বি* পূর্ণ চাঁদ; শুক্ল পক্ষের পঞ্চদশ তিথি। *ওসাঁ, ১৭৮২।* দ্র **পূর্ণিমা**

পুর্নেহ [স পুণ্য] *বিণ* পুণ্যের। 'জেন পৌত্রিক পুর্নেহ কর্ম্ম বাদ না হয়।' *ওসাঁ, ১৭৮২।*

পুর্ন্ন [স পূর্ণ] *বিণ* অখণ্ড। 'কৃষ্ণ রূপে পুর্ন্ন প্রভু আপনে শ্রীহরি।' *মালাধর, ১৫০০।*

পুর্ন্না [স পূর্ণা] *বি* পূর্ণাহুতি; পঞ্চমী, দশমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা – এ চারটি তিথি। 'পুর্ন্না দিয়া বসুদেব জজ্ঞ সমাপিল।' *মালাধর, ১৫০০।*

পুর্ব, পুর্ব্ব [স পূর্ব] ১ *বি* অতীত। 'পায় জাতি জিজ্ঞাসিলা পুর্ব্ব সোঙরিয়া।' *মালাধর, ১৫০০।* ২ *বিণ* পূর্ব (দিক)। 'তার পাছে নকুল পুর্ব্ব দিগ জিনিল।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।* দ্র **পূর্ব**

পুর্বকাল, পুর্ব্বকাল [স পূর্বকাল] *বি* অতীত কাল। 'ব্রাহ্মণের কুমারি আছিল পুর্ব্বকালে।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

পুর্বরূপ, পুর্ব্বরূপ [স পূর্বরূপ] *বিণ* আগের মতো। 'পুর্ব্বরূপ সোভা নাঞি অলক্ষ চরিত।' *মালাধর, ১৫০০।*

পুর্বে, পুর্ব্বে [স পূর্ব>] *ক্রিবিণ* পূর্বে; আগে। 'পুর্ব্বে অক্ষত যুনি আছিল জে মত।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

পুর্বেহ, পুর্ব্বেহ *ক্রিবিণ* পূর্বে। 'পুর্ব্বেহ পাণ্ডব ভাগি অর্দ্ধ রার্জ্জ তার।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

পুর্বাপর, পুর্ব্বাপর [স পূর্বাপর] ১ *ক্রিবিণ* বংশ পরম্পরা। 'পুর্ব্বাপর আমারা তিন পুরুষ অবধি মহারাজার আশ্রয়ে।' *ওসাঁ, ১৭৮২।* ২ *বিণ* আগাগোড়া। 'যাহারা পুর্বাপর বিবেচনা না করিয়া, বিপক্ষের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, অবশেষে তাহাদের বিষম দুর্দশা ঘটে।' *বিদ্যা, ১৮৫৬।* দ্র **পূর্বাপর**

পুর্ষাক্রমে [স পুরুষানুক্রমে] *ক্রিবিণ* পুরুষানুক্রমে। 'পিতৃভূমি পুর্ষাক্রমে করে রাজকাজ।' *আলাওল, ১৬৮০।*

পুল[১] [ফা] *বি* সেতু। *মানোএল, ১৭৪৩;* 'গড়ের উপরে লৌহ নির্ম্মিত কলের পুল।' *রামরাম, ১৮০১।*

পুল পড়া *ক্রি* সেতুবন্ধ তৈরি হওয়া। 'দুজনের মধ্যে যেন বন্ধুত্বের পুল পড়েছে।' *ওয়ালী, ১৯৬৪।*

পুলবন্দি [ফা] *বি* সাঁকো তৈরি। 'নদী নালার উপর স্থানে২ পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন।' *রামরাম, ১৮০১।*

পুল[2] [ই] *বি* জাহাজের কাপ্তান ও অন্যান্য কর্মকর্তারা যে স্থানে দাঁড়িয়ে জাহাজ চালানোর কাজ করেন। 'কাপ্তানের পুলটার উপর দাঁড়িয়ে আছে কদম।' *কায়সার*, ১৯৬২।

পুলওভার [ই] *বি* ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাকের উপর পরার উপযোগী গরম বস্ত্রবিশেষ। '...সোয়েটার, পুলওভার, ওভারকোট, আলোয়ান, কম্বল, বালাপোশ এসব জড়িয়ে কী হয়?' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'একটা পুলওভার কিছুতেই কেনা হয় না।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পুলক [স] *বি* আনন্দ। 'পুলকের শোভা যেন কনককদম্ব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু পুলক হুঙ্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দু তনু পুলকে পুরিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণায় পুলকে সঙ্গীতে সে উঠবে ভেসে পলকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পুলক-অক্ষর [স] *বি* আনন্দের ভাষা। 'গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক-অক্ষরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

পুলক-কদম্ব [স] *বি* আনন্দরূপ কদম। 'কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পুলক-দীপ্তি [স] *বি* আনন্দের উজ্জ্বলতা। 'বিস্ময়-পুলক-দীপ্তি ঝলকে ঝলকে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

পুলকপ্রবাহ [স] *বি* আনন্দধারা। 'ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ স্পর্শ কি করিত তোরে? জীবন-উৎসাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পুলকফুল [স পুলক+ফুল] *বি* পুলকরূপ ফুল। 'সে যে পুলকফুলে তনু দ্যায় ভরিয়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

পুলকবিদ্যুৎ [স] *বি* আলোর ঝিলিকের ন্যায় শিহরন। 'এ রূপের সংস্পর্শে এমনি পুলকবিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়ে চলবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

পুলক-বেদনা [স] *বি* আনন্দ ও বেদনা। 'তার পরিচিত পুলক-বেদনায় ...।' *মানিক*, ১৯৩৫।

পুলকব্যাকুল [স] *বিণ* আনন্দে দিশেহারা। 'পুলকব্যাকুল হিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পুলক-মগন [স পুলক-মগ্ন] *বিণ* আনন্দে বিভোর। 'চিত্ত হল পুলক-মগন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পুলকময়ী [স] *বি* স্ত্রী রোমাঞ্চ জাগায় যে। 'কিংশুকবনে যে-হাসি ছড়ালে, শুধু অকারণে পুলকময়ী।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

পুলকরোমাঞ্চ [স] *বি* আনন্দের শিহরণ। 'পুলকরোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর কলেবরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পুলক-লাগা [স পুলক+লাগা] *বিণ* পুলকিত। 'পুলক-লাগা আকুল মর্মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পুলকলুব্ধ [স] *বিণ* আনন্দলোভী। 'মুক্তির পুলকলুব্ধ বেগে একী মোর প্রথম স্পন্দন!' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পুলকশর [স] *বি* পুলকরূপ শর। 'আমার মনের মধ্যে পুলকশর বর্ষণ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পুলকসঞ্চার [স] *বি* আনন্দের আবির্ভাব। 'কবিতার প্রশংসা শুনলে আমার মনে সে রকম একটা পুলকসঞ্চার হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পুলকস্পন্দন [স] *বি* পুলকবশত কম্পন। 'সেই অনাবিল নিরবচ্ছিন্ন পুলকস্পন্দন।' *মানিক*, ১৯৩৫।

পুলকস্পর্শ [স] *বি* আরামদায়ক স্পর্শ। 'বালিশ দুটোর পুলকস্পর্শ বোধ করল অমূল্য।' *জীবন*, ১৯৩২।

পুলকা [স পুলক>] *ক্রি* শিহরিত হওয়া। 'ঝলকিছে কত ইন্দু কিরণ পুলকিছে ফুল-গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পুলকাঞ্চিত [স পুলক-অঞ্চিত] *বিণ* পুলকিত। 'তব প্রাণমন পীযূষপরশে পলে পলে পুলকাঞ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

পুলকাবিষ্ট [স পুলক-আবিষ্ট] *বিণ* পুলকে আচ্ছন্ন। 'পুলকাবিষ্ট হৃদয়কে ফুলের মতো ফুটাইয়া রাখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পুলকাবেশ [স পুলক-আবেশ] *বি* আনন্দের ভাব। 'কণ্ঠের মিষ্টতায় কেবল মূর্ছনা অপূর্ব পুলকাবেশ সৃষ্টি করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পুলকাশ্রু [স পুলক-অশ্রু] *বি* আনন্দের অশ্রু। 'কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু-বিহ্বল সে হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পুলকিত [স] **১** *বিণ* আনন্দিত। 'অতি পুলকিত তনু বিহসি অকামিক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'পুলকিত কর্ণধার সাধুর কথায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* রোমাঞ্চিত। 'মাংসব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এথ শুনি উমর হৈলা পুলকিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

পুলকিত হওয়া [স পুলকিত+হওয়া] *ক্রি* রোমাঞ্চিত হওয়া। 'আমার শৈবালগুল্মগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

পুলকিতমন [স] *বি* আনন্দিত মন। 'মেঘের অন্ধকার পুলকিতমনে উপভোগ করতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পুলকীত [স পুলকিত] *বিণ* আনন্দিত। 'উচ্ছ্বসিত পুলকীত সব গোপিগণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুলক্যা [স পুলক>] *বিণ* আনন্দে। 'পুলক্যা পূর্ণিত কায় প্রণমিল গ্রস্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পুলছিরাত [ফা পুল+আ সিরাত] *বি* ইসলাম ধর্মমতে পাপপুণ্য পরীক্ষার সাঁকোবিশেষ। 'সহজে পুলছিরাত পারের উপায়।' *প্রচারক*, ১৯০৩। *দ্র* **পুলসিরাত**

পুল-ছেরাত [ফা পুল+আ সিরাত] *বি* ইসলাম ধর্মমতে পাপপুণ্য পরীক্ষার সাঁকোবিশেষ। 'মুন্সীসাহেব মলুদ পড়ে পুল-ছেরাতের পুলের সেতু।' *জসীম*, ১৯৩১।

পুলটিস, পুলটিশ [ই poultice] *বি* ব্যথা ও ফোলা কমানোর জন্যে কাপড়ে লাগিয়ে চামড়ার ওপর প্রলেপ দেওয়ার মলম জাতীয় দ্রব্য। 'কখন তুষির তাপ, কখন পুলটিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়া আলুর পুলটিশ বাঁধিয়া দিল আজহার।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পুলসিরাত [ফা পুল+আ সিরাত] *বি* ইসলাম ধর্মমতে পাপপুণ্য পরীক্ষার সাঁকোবিশেষ। 'পুলসিরাত পার হইবেন আর পার হইবার সময় ...।' *রোকেয়া*, ১৯২৭; 'ভয় করি না রোজ-কিয়ামত/ পুল-সিরাতের কঠিন পুল।' *নজরুল*, ১৯৩২।

পুলসেরাত [ফা পুল+আ সিরাত] *বি* ইসলাম ধর্মমতে পাপপুণ্য পরীক্ষার সাঁকোবিশেষ। 'নরকপৃষ্ঠে জান সাঁকো পুলসেরাত।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'পার হয়ে যাস পুলসেরাত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পুলা **১** *বি* কাঁধের অংশ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* নিতম্বদেশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুলি *বি* এক প্রকার পিঠা। 'পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাঁই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পুলিপিঠা *বি* এক প্রকার পিঠা। 'তোমার মায়ের পুলিপিঠা খেয়ে, কলেরায় তুমি মরতে পারো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৫।

পুলিপিঠে *বি* পিঠাবিশেষ। 'পুলিপিঠের মধ্যে নারকেলের পুর দিতে লাগলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'আরবী ডিকশনারি ঘেঁটে বের করেও

পুলি-পিঠের ন্যাজ গজাবে না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পুলিংদো [স পুলিন্দা] *বি* মাস্তুল। 'চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিংদা।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

পুলিন [স] ১ *বি* তীর। 'নাভী তার নদ ঘাট ত্রিবলী ঘন জঘন পুলিনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সাগর। 'মুপান্তের গাঢ় নীল পুলিনের ভাষা।' *জীবন*, ১৯৩০।

পুলিন-ভোজন [স] *বি* যমুনাতীরে সখাবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের ফলমূল খাওয়া। 'পুলিন-ভোজন বৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পুলিনশালিনী [স] *বিণ* তীরবিশিষ্ট। 'পুলিনশালিনী ইছামতীর ডালিমের রোয়ার মত স্বচ্ছ জলের ধারে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পুলিন্দ[1] [স] *বি* ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষ। 'পুলিন্দ কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুলিন্দ[2] [ফা পুলবন্দাহ] *বি* পুঁটলি। 'যে পুলিন্দ পাঁচ সেরের অধিক নহে, তাহার ভাড়া প্রতি আড্ডায় আট আনা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পুলিন্দা *বি* পুঁটলি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ডাকটিকিট মারা এই বিচিত্র পুলিন্দা।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

পুলিপলান *বি* দীপান্তর। 'অমন অসৎ লোক পুলিপলান গেলে দেশটা জুড়ায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পুলিশ, পুলিস, পুলীস, পুলিষ [ই] ১ *বি* শান্তি রক্ষা ও অপরাধ নিরোধের সরকারি কর্মচারী। 'কলিকাতার পুলিস আফিসের জষ্টীষ সাহেবান হুকুম সেন।' *মিলার*, ১৮০০; 'হওয়ালী শহরের পুলীসের দারোগা।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'সক্ষম মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আশঙ্কায় পুলিশের এতদ্দেশীয় আমলারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'রাত্রি শেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিষে দক্ষিণা দেবে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি ত "মর্দ্দানায়" আছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২। ২ *বি* হাজত। 'থানায় আনিয়া পুলিসে চালান করিল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পুলিশবাহী [ই পুলিস+স বাহী] *বিণ* পুলিশ বহনকারী। 'উঠে দাঁড়ালেন একটি পুলিশবাহী লরির উপর।' *মানিক*, ১৯৪৭।

পুলিশ ব্যারিকেড [ই] *বি* পুলিশ কর্তৃক রাস্তা অবরোধ। 'য়ুনিভার্সিটি গেটের সামনে পুলিশ ব্যারিকেড।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

পুলিশম্যান, পুলিসম্যান [ই] *বি* পুলিশ। 'পাশে পুলিসম্যান হাজির।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'পুলিশম্যানের বোন হতে পারার গৌরবে তার বুক যে ভরে উঠেছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

পুলিশ সুপার [ই] *বি* পুলিশ বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা; সুপারিন্টটেন্ডেন্ট। 'পুলিশ সুপারের কনফিডেনিয়াল এসিষ্ট্যান্টের পদ।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

পুলিশ-স্টেশন [ই] *বি* থানা। 'ভুবনবাবু নিকটস্থ পুলিশ-স্টেশনে সংবাদ দিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পুলিশী [ই পুলিস>] *বিণ* পুলিশ কর্তৃক সংঘটিত। 'ছাত্ররা তখন উত্তেজনা আর যন্ত্রণায় অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

পুলিশের উঠান *বি* থানা প্রাঙ্গণ। 'পুলিশের উঠানে সকলে আসিলে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পুলিস-অধ্যক্ষ [ই পুলিস+স অধ্যক্ষ] *বি* পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পুলিস-অধ্যক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পুলিস কমিশনার [ই] *বি* পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা। 'দলবল-আইনকানুনসমেত পুলিস কমিশনার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পুলিস-কেস [ই] *বি* পুলিশের কাছে মামলা রুজু। 'ট্রেস্‌পাসের দাবি দিয়ে পুলিস-কেস আনব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পুলিস খরচা [ই পুলিস+আ খরজ] *বি* পুলিশকে দেওয়া টাকা। 'পুলিস খরচা – পুলিসের লোক কোন অপরাধাদির তদারক করিতে আসিলে লওয়া হয়।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

পুলিসি [ই পুলিস>] *বি* পুলিশের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পুলিসের চর *বি* পুলিশের নিযুক্ত গোপন সংবাদ সংগ্রহকারী। 'দক্ষিণ পার্শ্বে পুলিসের চর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পুলিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট *বি* পুলিসের তত্ত্বাবধায়ক। 'ডিস্ট্রিক্ট পুলিসের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নাগাল পেয়েছ নাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পুলী *বি* নারিকেল দিয়ে প্রস্তুত পিঠাবিশেষ। 'আসিকা পীযূষী পুরী পুলী।' *ভারত*, ১৭৬০।

পুলুক [স পুলক] *বিণ* শিহরিত। 'অঙ্গ পুলুক পুটাঞ্জলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুশ [ই] *বি* ধাক্কা। 'হঠাৎ খেয়ে উল্টোবাজি ফেললে আমায় পুশ করে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

পুশরি [স পুষ্কর] *বিণ* পুকুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুস্ত [স পস্ত] *বি* পস্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুষনিয়া [স পোষ্য>] ১ *বি* পোষ্যপুত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* পোষা। 'ঘাড় ভাঙ্গ্যা খায় সব পুষনিয়া পাখী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পুষনে [স পোষ্য>] *বিণ* পোষ্য। 'গোয়াল ভরা পুষনে ছেলে বাবা বলে ডাকে না।' *লালন*, ১৮৯০।

পুষপুষ [ই pushpush] *বি* মানুষে টানা গাড়ি। 'একটা পুষপুষ পাওয়া গেল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

পুষা[1] [স পুষ্>] *ক্রি* পালন করা। 'মায় জসোদা পুষিলেক দিএঁা খীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুষলাম** *ক্রি* প্রতিপালন করলাম। 'হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি।' *লালন*, ১৮৯০। **পুষিআ** *ক্রি* পুষে। 'পুষিআ পালিআ সুত গৌরী-কোলে করিল আধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পুষিব** *ক্রি* ভরণপোষণ করবো। 'ঘরে জাওস্তাঞি রাখিআ পুষিব কতকাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পুষিলা** *ক্রি* পালন করলো। 'বহু স্নেহে নৃপতি পুষিলা নিজ সুতা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পুষিলাঙ** *ক্রি* পালন করলাম। 'পুষিলাঙ বড় মনোরথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পুষিলে** *ক্রি* লালনপালন করলে। 'পুষিলে অনায়াসে পোষ মানে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **পুষিলেক** *ক্রি* পালন করলেন। 'মায় জসোদা পুষিলেক দিএঁা খীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পুষে** *ক্রি* পালন ক'রে। 'কোকিলা বলিয়া পুষে ছিলাম উহারে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

পুষা[2] [স] *বি* সূর্য। 'নিরর্থক পুষার একর্ষি নাম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

পুষাক্রমে [স পুরুষানুক্রম>] *ক্রিবিণ* পুরুষানুক্রমে। 'পুষাক্রমে যে আচার তোহ্মার আহ্মার।' *সুলতান*, ১৭০০।

পুষি *বিণ* পোষা। 'পুষি মেনিটিরে ফেলিয়া এসেছি ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পুষ্কর [স] ১ *বি* পানি। 'কথোকাল পান কৈলা কেবল পুষ্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মেঘবিশেষ। 'পুষ্কর দুষ্কর আইল সত্বর করি ঝড় বরিষন।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'কোথায় পুষ্কর, আবর্ত্তক – ঘনেশ্বর?' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'পুষ্কর প্রভৃতি মেঘের পাঁতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পুষ্করিণী [স] *বি* পুকুর। 'মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পুষ্করিণীতীর [স] *বি* পুকুরপাড়। 'পুষ্করিণীতীরের একটি পুরাতন লিচুগাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পুষ্কর্ণি, পুষ্কর্ণী [স পুষ্করিণী] *বি* পুকুর। 'এক পুষ্কর্ণি পাইল বনের ভিতর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'একটি সান বাঁধানো পুষ্কর্ণী।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পুষ্কর্নি [স পুষ্করিণী] *বি* পুকুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুষ্ট [স] ১ *বিণ* মোটা। 'দুই পাশে ছুচ করী মাঝে পুষ্ট করী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* পরিণত। 'শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* উন্নত। 'কলেজ পাশ গ্র্যাজুয়েটের ফলে সমাজ পুষ্ট হইতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০১।

পুষ্টতা [স] ১ *বি* সহায়তা। 'তাহাতে স্বাক্ষর করাতে তাহার অনেক পুষ্টতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বি* নিটোলতা। 'গতরের সে কী পুষ্টতা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পুষ্টু [স পুষ্ট] *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'বিলক্ষণ পুষ্টু মোটা হরিণ।' *ক্যালেগে*, ১৭৮৭।

পুষ্টাঙ্গ [স পুষ্ট-অঙ্গ] *বিণ* পুষ্ট দেহবিশিষ্ট। 'বুনটের ফাঁকে-ফাঁকে সংখ্যাতীত পুষ্টাঙ্গ ছারপোকা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

পুষ্টাঙ্গী [স পুষ্ট-অঙ্গী] *বিণ স্ত্রী* হৃষ্টপুষ্ট। 'মুখ বাড়িয়ে দেখলেন একটু পুষ্টাঙ্গী একজন মহিলা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

পুষ্টি [স] ১ *বি* স্থূলতা। 'আমিষ ভক্ষণ করিলে শরীরের বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* বৃদ্ধি। 'আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বি* পরিণতি। 'জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৪ *বি* অর্জন। 'দর্শনের প্রতি সন্দেহ করিলেই, সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার পুষ্টি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৫ *বি* বৃদ্ধি। 'ক্রমেই ন্যাশনেলের দল-পুষ্টি হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৬ *বি* বিকাশ। 'ইহাতে কি সে-ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পুষ্টিকর [স] *বিণ* পুষ্টি দান করে এমন। 'সেই সকল সামগ্রীই পুষ্টিকর খাদ্যরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পুষ্টিকরণ [স] *বি* পোষণ। 'দুষ্টের পুষ্টিকরণ অথবা অযোগ্যের প্রতি অনুগ্রহকরণ ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পুষ্টিকারক [স] ১ *বিণ* সমর্থক। 'দেবনাগরের পুষ্টিকারক সাহেবলোকেরা কহেন যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* পুষ্টি দেয় এমন। '... পুষ্টিকারক, বলাধায়ক, শ্রমোপযোগী দ্রব্য ভক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পুষ্টিতত্ত্ব [স] *বি* পুষ্টিবিদ্যা। 'স্বাস্থ্য ও পুষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক প্রাচীর-পত্র সমূহ, প্রদর্শনী, ছায়াচিত্র-প্রদর্শন ইত্যাদি অনেক কিছু ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

পুষ্টিদায়ক [স] *বিণ* প্রতিপালনের অনুকূল। 'মা-র একজন সাথী জুটলে তাঁর ভালোবাসা তোমার পক্ষে সুসহ ও পুষ্টিদায়ক হয়ে উঠবে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

পুষ্টিমার্গ [স] *বি* পরিপুষ্টিসাধন পদ্ধতি। 'কবিরা শুধু ভাষার পুষ্টিমার্গ অবলম্বন করেছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

পুষ্টিসাধন [স] ১ *বি* শ্রীবৃদ্ধিকরণ। 'সাহিত্যের পুষ্টিসাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* বৃদ্ধি সম্পাদন। 'শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পুষ্টিহীনতা [স] *বি* অপুষ্টি। 'অগণিত লোক পুষ্টিহীনতায় ভুগিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

পুষ্ঠি [স পুষ্টি] *বি* পুষ্টি। 'শরীর রক্ষা ও পুষ্ঠি করিবার সুনিয়ম কি।' *প্যারী*, ১৮৬০।

পুষ্প [স] *বি* ফুল। 'পুষ্প তোর শোভে মাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুষ্প-অর্ঘ্যভার [স] *বি* দেবতার উদ্দেশে অর্পিত পুষ্পভার। 'দেবতার তরে থাক পুষ্প-অর্ঘ্যভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পুষ্প-উদার [স] *বিণ* উদারভাবে পুষ্প ফোটে এমন। 'পুষ্প-উদার চৈত্রবনে বক্ষে ধরিস নিত্যধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পুষ্পকলি [স] *বি* ফুলের কলি। 'অবগুণ্ঠিত অকাল পুষ্পকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'তোমার দয়ার অজস্র দান জড়িয়ে রেখেছে ... কীটদষ্ট পুষ্পকলিতে কোরকের মতো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

পুষ্পকোমল [স] *বিণ* ফুলের মতো নরম। 'আপন পুষ্পকোমল ও বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনা বহন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পুষ্পগন্ধ [স] *বি* ফুলের ঘ্রাণ। 'পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়পবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'পরিচিত তীর হতে কত সুমধুর পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পুষ্পঘর [স] *বি* ফুলশয্যার ঘর। 'পুষ্পঘরে শুইল সাধু রাজকন্যা কোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুষ্পচয়ন [স] *বি* ফুল তোলা। 'চঞ্চলা কাব্য-সরস্বতী পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র ইচ্ছানুসারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

পুষ্পচয়িনী [স] *বি* ফুল তোলে যে। 'হে পুষ্পচয়িনী, ছেড়ে আসিয়াছ তুমি কবে উজ্জয়িনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পুষ্পচূড়া [স] *বি* ফুলের মুকুট। 'তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পুষ্পাঞ্জল [স] *বি* পূজা। 'অবনীমণ্ডলে সন্তে পাইল পুষ্পঞ্জল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পুষ্পজাল [স] *বি* পুষ্পরাশি। 'প্রস্ফুটিত পুষ্পজালে বনস্পতি শত বরষার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পুষ্প-ঝরা *বিণ* ফুল ঝরে গেছে এমন। 'শুষ্ক জরা পুষ্প-ঝরা হিমের-বায়ে-কাঁপন-ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'বিদায়ের যাত্রাকালে পুষ্প-ঝরা বকুলের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পুষ্প-তনু [স] ১ *বি* পুষ্পরূপ তনু। 'নিঙাড়ি লও পুষ্প-তনু।' *নজরুল*, ১৯৩০। ২ *বিণ* ফুলের মতো সুন্দর ও কোমল দেহের। 'পুষ্পতনু কিশোরী আসিয়া দাঁড়াইল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পুষ্প-তাজ [স পুষ্প+আ তাজ] *বি* ফুলের মুকুট। 'শোভিবে এ শিরও পুষ্প-তাজে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পুষ্পদশনা [স] *বি স্ত্রী* ফুলের মতো দাঁত যার। 'পুষ্পদশনা করে না পুষ্পবৃষ্টি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

পুষ্পদান [স] *বি* ফুল দেওয়া। 'সমাধিতে পুষ্পদান করা কিংবা ফাতেহা পড়া।' *আনিস*, ১৯৬৪।

পুষ্পদাম [স] *বি* ফুলের মালা। 'পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি/ মৃদু মন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পুষ্পধনু [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) প্রেমের দেবতা মদনের কল্পিত ধনুক ও তার পাঁচ রকমের ফুলবাণ। 'পুষ্পধনু দগ্ধএ যাহার শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'ধৃত পুষ্পধনু চারু গুণচয় ভৃঙ্গ।' *রামপ্রসাদ*,

১৭৮০। **২** *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদন দেবের অন্যতম নাম। 'পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দন-তীর হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পুষ্পনারী [স] *বি* ফুল বিক্রি করে এমন নারী। 'এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পুষ্পনীর [স] *বি* ফুল ও জল। 'প্রতিদিন দিবে পুষ্পনীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুষ্পপত্র [স] *বি* ফুল ও পাতা। 'তাহা হইতে পুষ্পপত্র ঝরিয়া গিয়া কেবল বন্ধনরজ্জুটুকুই থাকিয়া যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'জাদু করিবার কত পুষ্পপত্র আয়োজন-ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পুষ্পপরিবেষ্টিত [স] *বিণ* ফুল দিয়ে বেষ্টনকৃত। 'সিন্দুরচর্চিত বিল্বপত্র ও পুষ্পপরিবেষ্টিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

পুষ্প-পল্লব [স] *বিণ* ফুল, পাতা ইত্যাদি। 'বনে-উপবনে পুষ্প-পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

পুষ্পপাত [স] *বি* ফুলের পাপড়ি। 'লুকিয়ে-ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে থাক-না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

পুষ্পপাত্র [স] *বি* ফুল রাখার পাত্রবিশেষ। 'তাঁহারা এতকাল ... পুষ্পপাত্রে পূজার সজ্জামাত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

পুষ্পপানি [স পুষ্প-পানীয়] *বি* পুষ্পাঞ্জলি। 'মৃত্তিকা পৃতিমা করি দেই পুষ্পপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুষ্পপেলব [স] *বিণ* ফুলের মতো কোমল। 'সুনন্দার সুগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহুটি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পুষ্প-প্রদর্শনী [স] *বি* ফুলের প্রদর্শনী বা মেলা। 'বড় বড় ফুলের বাজারে পুষ্প-প্রদর্শনীতে অবাক হয়ে বিদেশী ফুলের জলুস দেখেছি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পুষ্পফল [স] *বি* ফুল ও ফল। 'পুষ্পফল জীবনের – দেহের চাহান।' *আহসান*, ১৯৫৯।

পুষ্পফুল্ল [স] *বিণ* ফুলে ফুলে শোভিত। 'যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্ল পথে লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তরুরাজি সদা পুষ্পফুল্ল – মদবিহ্বল অলি!' *জীবন*, ১৯৩০।

পুষ্পবতী [স] *বিণ স্ত্রী* ফুলে সুশোভিত; ফুলে সমৃদ্ধ। 'বনস্থলীকে ফলপুষ্পবতী করিয়া তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'ধরা আজ পুষ্পবতী!' *নজরুল*, ১৯২৫।

পুষ্পবন [স] *বি* ফুলের বাগান। 'উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পুষ্পবন্ধ্যা [স] *বিণ* ফুল ফোটে না এমন। 'পুষ্পবন্ধ্যালতিকারও ঘুচাও ব্যর্থতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পুষ্পবন্ধ্যালতিকা [স] *বি* যে লতায় ফুল ফোটে না। 'পুষ্পবন্ধ্যালতিকারও ঘুচাও ব্যর্থতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পুষ্প-বিকীরিত [স] *বিণ* বিকশিত পুষ্পে শোভিত। 'পুষ্প-বিকীরিত। এই কাননের মতো সুশীতল ছায়া কোথা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পুষ্পবিভূষণ [স] *বি* ফুলের সজ্জা বা অলংকার। 'আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

পুষ্পবিভোর [স] *বিণ* ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভে মুগ্ধ। 'পুষ্পবিভোর ফাগুন মাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পুষ্পবিরল [স] *বিণ* ফুল অতি অল্প আছে এমন। 'মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পুষ্পবিহীন [স] *বিণ* ফুলহীন। 'পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ভাব জিনিসটা হইতেছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

পুষ্পবীথি [স] *বি* ফুলের সারি। 'শুক্লা জ্যোৎস্নাতিথি, ফুল্ল পুষ্পবীথি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পুষ্পবৃক্ষ [স] *বি* ফুলের গাছ। 'কণ্টকে ছিন্নপক্ষ ভ্রমরী যেমন দুর্লভ সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষতলে কষ্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পুষ্পবৃষ্টি [স] *বি* বৃষ্টির মতো ফুল ছিটানো। 'পুষ্পবৃষ্টি কৈল ইন্দ্র লক্ষন উপরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সুরবালারা পুষ্পবৃষ্টি স্থগিত করিলেন ও পুষ্প-মেঘ-মুক্ত সূর্য প্রকাশ পাইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পুষ্পভার [স] *বি* ফুলের রাশি। 'বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

পুষ্পমঞ্জরী [স] *বি* ফুলের মুকুল। 'উত্তপ্ত বাতাসে নিমগাছের পুষ্পমঞ্জরীর সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'দেয়ালের একটিমাত্র ফুলদানিতে একটি মাত্র পুষ্পমঞ্জরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পুষ্প-মদির [স] *বিণ* ফুলের মতো মোহকর। 'ফুলেল ঠোঁটে চুম নিতে লাগবে সুবাস পুষ্প-মদির।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পুষ্পময় [স] *বিণ* ফুল ফোটে এমন। 'পৃথিবীর পুষ্পময় মাস।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

পুষ্পময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* ফুলে শোভিত। 'শত-তারা-পুষ্পময়ী মহতী প্রকৃতি অয়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'তৃণ-পত্র-পুষ্প-ময়ী বনশ্রী তাহাকে ঘিরিয়া রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

পুষ্প-মালঞ্চ [স] *বি* ফুলবাগান। 'পুষ্প-মালঞ্চে বনান্তে আনন্দে গোপাল চলে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

পুষ্পমালা [স] *বি* ফুলের মালা। 'নানারত্ন আভরন পরি পুষ্পমালা।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুষ্পমাল্য [স] *বি* ফুলের মালা। 'জোনস সাহেব আসিলে তাহার পায়ে পুষ্পমাল্য দিই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

পুষ্পরত্ন [স] *বি* পুষ্পরূপ রত্ন। 'সে পুষ্পরত্নের কোনটি বা সাদা, কোনোটি বা লাল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

পুষ্পরথ [স] *বি* প্রমোদবিহারের জন্য পুষ্পসজ্জিত রথ। 'পুষ্পরথ লইআ জেন কুবের বেড়াএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পুষ্পরাগ [স] *বি* ফুলের রং। 'সুরগুলি তার নানাভাবে রেখে যাব পুষ্পরাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

পুষ্পরাশি [স] *বি* রাশি রাশি ফুল। 'নিত্য-নব পুষ্পরাশি ফুটিত মোর দ্বারে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পুষ্পরেণু [স] *বি* ফুলের রেণু। 'ঐ ধূলিবৎ পদার্থকে পুষ্পরেণু কহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পুষ্পল [স] *বিণ* পুষ্পজাত। 'বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে পুষ্পল মউ খেতে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

পুষ্পলাবী [স] *বি স্ত্রী* মালাকার। 'সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পুষ্পশয্যা [স] *বি* ফুল-বিছানো শয্যা। 'সেই মহারানী, সেই ফুলশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পুষ্প-সম [স] *বিণ* ফুলের মতো। 'বৃন্তহীন পুষ্প-সম আপনাতে আপনি বিকশি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পুষ্পসার [স] *বি* ফুলের নির্যাস। 'কার হস্তে পুষ্পমালা সুগন্ধি চন্দন ভালা কার হাতে পুষ্পসার টপে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পুষ্পসৈজ্জা [স পুষ্পশয্যা] *বি* ফুলের বিছানা। 'জার জার মন্দিরেত পুষ্প সৈজ্জা করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পুষ্পহার [স] *বি* ফুলের মালা। 'পুষ্পের কঙ্কণ গ্রীকিরীট পুষ্পহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পুষ্পহোম [স] *বি* পুষ্পাঞ্জলি। 'ছুটির যজ্ঞে পুষ্পহোমে জাগল বকুলশাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পুষ্পাক্ষর [স পুষ্প-অক্ষর] *বি* পুষ্প রূপ অক্ষর। 'পুষ্পাক্ষরে লিখা তব চরণের স্তুতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পুষ্পাঞ্জলি [স পুষ্প-অঞ্জলি] *বি* অঞ্জলি ভরা ফুল। 'আর দিন হইতে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া/ সিংহদ্বারে ঠাড়া রহে আহার লাগিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে করে নমস্কার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পুষ্পান্তরে [স পুষ্প-অন্তরে] *ক্রিবিণ* এক ফুল থেকে অন্য ফুলে। 'যেমন পুষ্পান্তরে ভ্রমর যায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পুষ্পাভরণ [স পুষ্প-আভরণ] *বি* ফুলের অলংকার। 'তাঁহার সমস্ত ব্যর্থ পুষ্পাভরণ বহিয়া পাঠকের ব্যথিত হৃদয়ের করুণ রক্তপদ্মের উপর আসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণে মণ্ডিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পুষ্পার্ঘ্য [স পুষ্প-অর্ঘ্য] *বি* পুষ্পাঞ্জলি। '... কখনো চিরমানবের বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য সাজিয়ে দিয়েছেন।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

পুষ্পাসব [স পুষ্প-আসব] *বি* ফুলের মধু। 'কোথা পাব পুষ্পাসব' *নজরুল*, ১৯২৮।

পুষ্পাবৃত [স পুষ্প-আবৃত] *বিণ* ফুলে ঢাকা। 'কোমল পুষ্পাবৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

পুষ্পিত [স] *বিণ* ফুল ধরেছে এমন। 'ভাবপুষ্প-দ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল।' *কৃষ্ণদাস*, 'এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; ১৫৮০; 'সে নখর পীতি যেহেন পুষ্পিত তরু।' *সুলতান*, ১৭০০; 'ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুষ্পিত বন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

পুষ্পিতযৌবনা [স] *বিণ স্ত্রী* বিকশিত-যৌবন। 'সেই উলঙ্গ পুষ্পিতযৌবনা নারীদেহ।' *হাসান*, ১৯৬৪।

পুষ্পের হাসি *বি* নিষ্কলুষ হাসি। 'জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।' *নজরুল*, ১৯২২।

পুষ্পৈশ্বর্য [স পুষ্প-ঐশ্বর্য] *বি* ফুলের সমৃদ্ধতা। 'অপরিসীম পুষ্পৈশ্বর্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পুষ্পোদ্গম [স পুষ্প-উদ্গম] *বি* ফুল ফোটা। 'কখনো যৌবনসুলভ পুষ্পোদ্গম হয় নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

পুষ্পোদ্যান [স পুষ্প-উদ্যান] *বি* ফুলের বাগান। 'ডাহিনে পুষ্পোদ্যান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অন্তঃপুরের কিঞ্চিৎ দূরে এক পুষ্পোদ্যান।' *রাজীব*, ১৮০৫।

পুষ্পক [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) আকাশে উড়তে সক্ষম এমন রথবিশেষ। 'পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পুষ্পকরথ [স] *বি* (হিন্দু পুরাণ) আকাশচারী রথবিশেষ। 'পুষ্পক-রথের মতো সে আপনি চলে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পুষ্পিকা [স পুষ্পিতা] *বিণ* রজস্বলা; ঋতুমতী। 'পুষ্পিকা জননি হৈলে দৈবের ঘটনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুষ্যা [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্বসু পুষ্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পুষ্যি [স পোষ্য>] ১ *বিণ* প্রতিপাল্য। 'ময়লার গাড়ি দ্যাখা দিয়েছেন, এঁরা গবর্মেন্টের পুষ্যি পুত্র।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* অধীন। 'তা হলে আমি সন্ন্যাসি করে তোমাদের পুষ্যি হতে যেতে চাই নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পুসন [স] *বি* পোষণ। 'কোনরূপে প্রতুল করিয়া পরিজনের ভরন পুসন করহ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পুসা *ক্রি* পোষা। 'পুসিআ পালিআ বালা কারে সাজ্যা দিল ডালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পুসিবার** *ক্রি* পালন করতে। 'পুত্র বলি দেবি ঠাঞি দিল পুসিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুসিদা [ফা পুশীদাহ্] *বিণ* গোপন। 'দোহেতে ঝগড়া ছিল পুসিদা বাতুনে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'বাপকে পুসিদা করা ক্রমে ক্রমে ঘুচিয়া গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পুসিবি *বি* ভোজনপাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুস্কর [স পুষ্কর] *বি* জলাশয়। 'গোরযুগ পঙ্কের পুস্কর বহে ধীর।' *কৃত্তিবাস*, ১৭২০।

পুস্করনি [স পুষ্করিণী] *বি* পুকুর। 'ইটের ঘর ও পুস্করনি সমেত।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। দ্র **পুষ্করিণী**

পুস্কর্ণী [স পুষ্করিণী] *বি* পুকুর। 'মসজিদ পুস্কর্ণী সাঁকো দিছে।' *সুলতান*, ১৭০০।

পুস্কর্ন [স পুষ্করিণী] *বি* পুকুর; ছোটো জলাশয়। *মেয়র্স*, ১৭৭০; *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পুস্কর্নি *বি* পুকুর। 'একটি পুস্কর্নি আমার বাটীর পশ্চীমে আছে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

পুস্কুর্নি [স পুষ্করিণী] *বি* পুকুর। 'সে পুস্কুর্নিতে পাড়াপড়সি সকলে জলসরে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পুস্তক [স] ১ *বি* পুঁথি। 'চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* গ্রন্থ। 'পুস্তকের মাঝে তান অতুল মহিমা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পুস্তকখানা [স পুস্তক+খানা] *বি* লাইব্রেরি। 'আমি এই পুস্তকখানার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

পুস্তক-প্রকাশক [স] *বিণ* বই মুদ্রণ করে প্রকাশ করে এমন। 'বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক কার্মের নিকট ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পুস্তকশোধক [স] *বি* গ্রন্থের ভুল সংশোধন করে যে; প্রুফরিডার। 'যবনাক্ষরের লেখক ও পুস্তকশোধকেরা ... আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

পুস্তকস্থ [স] *বিণ* গ্রন্থে বর্ণিত। 'পুস্তকস্থ নীতিই অভ্যাস করুক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

পুস্তকস্থা-বিদ্যা [স] *বি* পুঁথিগত বিদ্যা। 'কিছু বড় হলেই এই পুস্তকস্থা-বিদ্যার ফল এদের স্বভাবে কিছু দেখা যায় না।' *সবুজ*, ১৯১৭।

পুস্তকাকৃত [স পুস্তক-আকৃত] *বিণ* গ্রন্থিত। 'মাটির ঘর নামে পুস্তকাকৃত হয়েছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

পুস্তকাগার [স পুস্তক-আগার] *বি* গ্রন্থাগার। 'তৎব্যতিরেকে এক পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'রাজমন্ত্রীদের মন্ত্রণাঘর, পুস্তকরাগার ইত্যাদি অনেক বড় বড় ঘর আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পুস্তকাধ্যক্ষ [স পুস্তক-অধ্যক্ষ] *বি* গ্রন্থাগারিক। 'লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পুস্তকাধ্যক্ষ।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

পুস্তকালয় [স পুস্তক-আলয়] *বি* গ্রন্থাগার। 'ঐ সোসৈয়িটীর পুস্তকালয় ডোমটুলি অর্থাৎ মুরগীহাটা হইতে উঠিয়া ধর্ম্মতলায় পূর্ব্ব দিকে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'ঐ বিদ্যালয়ের মধ্যে উত্তম এক পুস্তকালয় আছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

পুস্তিকা [স] *বি* ছোটো বই। 'তাঁর দুখানি পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গেছে।' *গৌর*, ১৮২২।

পুস্তিন[১] [ফা পুস্তীন] ১ *বি* চামড়ার জামা। 'পুস্তিন পরিতে লোকে লৈ যাএ কিনিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পুস্তিন[২] *বিণ* পশতুভাষী। 'নমাজ পড়ালেন বুখারার এক পুস্তিন সদাগর।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পুহপ [স পুষ্প] *বি* ফুল। 'ধনি অলপ বয়সী বালা জনু গাঁথনি পুহপ মালা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পুহবি [স পৃথিবী] *বি* পৃথিবী। 'চম্পকে কএল পুহবি নিরমাণ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পুহানো *ক্রি* সকাল হওয়া। **পুহাইল** *ক্রি* রাত পোহালেন। 'এথাত রামকৃষ্ণ পুহাইল রাতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **পুহাল** *ক্রি* পোহালো। 'পুহাল রজনী আজ বাছা এল ঘরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পুঁছা *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'গাঁয়ের লোকেরা হতভাগিনীর পুঁছিতে খবর এসে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

পুঁয [স পূয] *বি* ক্ষতস্থান থেকে নির্গত ক্লেদ বা দূষিত রসবিশেষ। 'উহাতে বেদনা হয় পুঁয হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। *দ্র* **পুঁজ**

পুখুর [স পুষ্কর] *বি* পুকুর। 'আশ্রয়ি পুখুর আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **পুকুর**

পুখুর-আড়া *বি* পুকুর পাড়। 'আশ্রয়ি পুখুর-আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুছা [স প্রচ্ছ] *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। **পুছত** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করে। 'মরনক বেরি হেরি কোঙ্গ ন পুছত করম সঙ্গ চলি জায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পূজ [স পূজা] *বি* পূজা। **পূজ বাটী** *বি* পূজার বাড়ি। 'পূজ বাটীতে, জোর কাটিতে, বাজ্‌চে যেন ঢাক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পূজক [স] ১ *বি* পূজা করে যে। 'প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পূজ্য ও পূজক উভয় বন্ধুর মধ্যে একজন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বিণ* পূজাকারী। 'তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পূজন [স] ১ *বি* পূজা। 'বেদ-ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পূজাকরণ। 'প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্তবকরণ, বন্দন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পূজনীয় [স] *বিণ* শ্রদ্ধেয়। 'পরমপূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

পূজনিয় [স পূজনীয়] *বিণ* শ্রদ্ধেয়। 'পরম পূজনিয় শ্রীযুত রামকৃষ্ণ ঘোষজা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

পূজনীয়তা [স] *বি* পূজনীয় যোগ্যতা। 'আপন পূজনীয়তাকে সাধারণের ভক্তিবৃদ্ধির উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পূজনীয়া [স] ১ *বিণ স্ত্রী* শ্রদ্ধেয়। 'তিনি আমার পূজনীয়া।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* পূজার যোগ্য। 'কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হইতে পূজনীয়া ... উষা উদয় হইলেন।' *অবন*, ১৯২৫।

পূজরী [স পূজা>] *বি* পূজারী। 'দাদাঠাকুর গোছের পূজরী বামুণেও চলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পূজা[১] [স] *ক্রি* পূজা করা। **পূজ** *ক্রি* পূজা করো। 'কন্যাগণে কহে আমা পূজ দিব বর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কিসের কারণে পূজ জনমভিখারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পূজএ** *ক্রি* পূজা করে। 'সেই রূপে লোক তোমা পূজএ আশ্বিনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পূজল** *ক্রি* পূজা করলো। 'নীল নলিনী দউ পূজল চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পূজসি** *ক্রি* পূজা করছে। 'যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি সে ফুলে ধরসি বান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পূজাইতুম** *ক্রি* পূজা করাতাম। 'মুসা নহে উম্মতক গাভী পূজাইতুম।' *সুলতান*, ১৭০০। **পূজাইয়া** *ক্রিবিণ* পূজা ক'রে। 'পূজাইয়া রহাইল বিদর্ভ ঈশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **পূজি** ১ *ক্রি* পূজা করি। 'চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* পূজা ক'রে। 'কদাচিৎ মূর্তি পূজি বিহিস্তে না পাইমু।' *সুলতান*, ১৭০০। **পূজিব** *ক্রি* পূজা করবো। 'পূজিব প্রভুর পদ প্রেমানন্দ মতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পূজিবাক** *ক্রিবিণ* পূজা করার জন্যে। 'দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।' *রামাই*, ১৭১০। **পূজিয়া** *ক্রি* পূজা ক'রে। 'ব্রাহ্মণ পূজিয়া যুধিষ্ঠিরের স্বর্গবাস।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পূজিয়ে** *ক্রি* পূজা ক'রে। 'অকাতর হয়ে তোমারে পূজিয়ে পুত্র দিল বলিদান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পূজিল** *ক্রি* পূজা করলো। 'বল্লুকার তীরে পূজিল তোমারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পূজিলে** *ক্রি* পূজা করলে। 'পূজিলে তোমারে ধন পুত্র লক্ষ্মী পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পূজিলেন্ত** *ক্রি* পূজা করলো। 'মূর্তি রাখি আরব সকলে পূজিলেন্ত।' *সুলতান*, ১৭০০। **পূজে** *ক্রি* পূজা করে। 'চারি পণ্ডিত পূজে নিরঞ্জন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পূজ্যা** *ক্রি* পূজা ক'রে। 'সাদরে সূতিকাষষ্ঠী পূজ্যা ষষ্ঠ দিনে ...।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পূজা[২] [স] ১ *বি* ভক্তি; শ্রদ্ধা। 'অবজ্ঞা করিয়া বাপে পূজা না করিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* আরাধনা। 'অগ্রে পূজা দেবতাসমাজ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* প্রসাদ; নৈবেদ্য। 'ঠাকুর হয়ে কেউ নিত্য পূজা খায়।' *লালন*, ১৮৯০।

পূজা-অর্চনা [স] *বি* হিন্দুদের আচরণীয় জপতপ। 'পুণ্য-স্নান আর পূজা-অর্চনা নিয়েই থাকেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

পূজা-আচ্চা [স পূজা-অর্চনা] *বি* হিন্দুদের আচরণীয় জপতপ। 'কর্তা থাকতে তখন তখন পূজা-আচ্চায় সব সময়ই তিনি আসতেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পূজা-আর্চা [স পূজা-অর্চনা] *বি* পূজা-অর্চনা। 'দিবারাত্র পূজা-আর্চা নিয়েই থাকতেন।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

পূজা-উপচার [স] *বি* পূজার সামগ্রী। 'তুমি লয়ে যাও পূজা-উপচার/ ওগো নির্ব্বাণকামী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

পূজা-ঋণী [স] *বিণ* পূজার ঋণে আবদ্ধ। 'বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

পূজাকর্ম [স] *বি* পূজাসংশ্লিষ্ট কাজ। 'হোমশালার পূজাকর্ম তত্ত্বাবধান

করতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পূজা-কুসুম [স] *বি* পূজার ফুল। 'বনডালায় পূজা-কুসুমসম্ভার।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

পূজাগন্ধী [স] *বিণ* পূজার আভাস পাওয়া যাচ্ছে এমন। 'প্রভাতের শুকতারা-পানে পূজাগন্ধী বাতাসের হিমস্পর্শ লয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পূজাগৌরব [স] *বি* পূজার অহংকার। 'পূজাগৌরব পুণ্যবিভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

পূজাঘর [স পূজা+ঘর] *বি* পূজা করা হয় যে ঘরে। 'পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সুরঙ্গের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পূজাচ্ছল [স] *বি* পূজার নামে। 'যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পূজাঞ্জলি [স পূজা-অঞ্জলি] *বি* পূজারূপ অঞ্জলি। 'দুষ্মন্তের চরণে পূজাঞ্জলি দান করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পূজাদান [স] *বি* প্রণতিদান। 'ভগবানকে পূজাদান বৈষ্ণব কাব্যে সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

পূজাদি কর্ম, পূজাদি কর্ম্ম [স] *বি* পূজা ও এ জাতীয় কাজ। 'পূজাদি কর্ম্ম ও আবশ্যিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পূজা দেউল [স পূজা-দেবকুল] *বি* পূজার মন্দির। 'পূজা দেউলে মুরারি, শঙ্খ নাহি বাজে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পূজানিরত [স] *বিণ* পূজা করছে এমন। 'পূজানিরত পুরুতঠাকুর।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পূজানিরতা [স] *বিণ স্ত্রী* পূজারত। 'পূজানিরতা মাসির কর্ণরন্ধ্রে ...।' *শরৎ*, ১৯১৬।

পূজা-পাগলা [স পূজা+স পাগল>] *বিণ* পূজা দিতে অতি আগ্রহী। 'ভাবিনী একটু পূজা-পাগলা।' *মানিক*, ১৯৪০।

পূজাপাঠ [স] *বি* পূজা-অর্চনা। 'গৃহ-দেবতার পূজাপাঠ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পূজা-পালি *বি* হিন্দুসমাজের পূজা ও ধর্মীয় উৎসব। 'ইংরাজের রাজত্বেই যারার উৎপাতে পূজা-পালি করা যায় না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পূজাপুষ্প [স] *বি* উপাসনা-কার্যে ব্যবহৃত ফুল। 'জাগো ভক্তির তীর্থে/ পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পূজাবিধি [স] *বি* পূজার পদ্ধতি। 'তাঁরা যে দেবতা ও যে পূজাবিধি সঙ্গে আনিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'পূজাবিধিতে চরিত্রবিকৃতি বা হিংস্রতা দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পূজাবেদী [স] *বি* পূজার মঞ্চ। 'শিকল-দেবীর ওই পূজাবেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

পূজামন্দির [স] *বি* শ্রেষ্ঠ বা শ্রদ্ধার স্থান। 'পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'তারই একনিষ্ঠ স্মৃতিকে জীবনের পূজামন্দিরে বসাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পূজারত [স] *বিণ* পূজা করছে এমন। 'পূজারত অরণ্যের পুষ্প অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পূজারতা [স] *বিণ স্ত্রী* পূজা করছে এমন। 'পূজারতা নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পূজারতি [স পূজা-আরতি] *বি* পূজার আরতি। 'সাজাও নি কি পূজারতির ডালা?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পূজার তত্ত্ব *বি* পূজা উপলক্ষে শ্বশুরবাড়ি থেকে জামাইকে পাঠানো পোশাক ও খাদ্য। 'পূজার তত্ত্বে যাহা পাওয়া গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পূজার বাড়ি *বি* যে বাড়িতে পূজা হয়। 'পূজার বাড়িতে রীতিমত বড় পূজার দালান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

পূজার্চনা [স] *বি* শ্রদ্ধা-ভক্তি। 'টাকাটা সিকেটা লইয়া যে তাঁহাদের পূজার্চনা করিতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পূজার্থী [স] *বি* পূজারী। 'শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'পূজার্থীর আছাড়েই তাদের প্রাণবধের বাসনা হয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

পূজার্হা [স] *বিণ স্ত্রী* পূজিত হওয়ার উপযুক্ত; পূজনীয়। 'পূজার্হা হইয়াও ... পূজা করিয়া আসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পূজা-লোক [স] *বি* পূজার ভুবন। 'যেথা নিখিলের সাধনা পূজা-লোক করে রচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

পূজাশতদল [স] *বি* পূজায় ব্যবহৃত পদ্মফুল। 'সযত্নে ভরিয়া রাখো, পূজাশতদল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পূজাসংখ্যা, পূজো-সংখ্যা [স] *বি* পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকার বিশেষ-সংখ্যা। 'পূজা সংখ্যা নাগরিক প্রকাশিত হবে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩৫। 'আমাদের পূজো-সংখ্যা ইংরেজের ক্রিসমাস স্পেশালের অনুকরণে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পূজাহ্নিক [স] *বি* হিন্দুদের নিত্য আচরণীয় জপতপ ইত্যাদি। 'পূজাহ্নিক শেষ করিয়া পাকশালায় যাইতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পূজোপচার [স পূজা-উপচার] *বি* পূজার উপকরণ। 'লোভ যার লক্ষ্য এবং হিংসা তার পূজোপচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পূজোপাজা *বি* ধর্মকর্ম। 'একটা বাড়ি করে একা-একা পূজোপাজা করব।' *জীবন*, ১৯৩২।

পূজারী [স পূজাকারী] **১** *বি* পূজা করে যে; পূজক। 'এথা পূজারী করাইল ঠাকুরের শয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এ তব পূজারী পরিয়া এসেছে লজ্জার দীন বেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **২** *বি* রান্না করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* পুরোহিত। 'তাহারা তোমাদেরই মন্দিরের প্রধান পূজারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বি* অনুসরণকারী। 'শালা, মুজিবকা পূজারী।' *হাসান*, ১৯৭৪।

পূজারিণী [স পূজাকারিণী] *বি স্ত্রী* পূজনীয়। 'পূজারিণী! আঁখি-দীপে-জ্বালা তব সেই স্নিগ্ধ সকরুণ আলো।' *নজরুল*, ১৯২৩।

পূজারিনি [স পূজাকারিণী] *বি স্ত্রী* পূজা নিবেদন করে যে; পূজারী। 'এই সহজিয়া পূজারিনির দল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পূজি [স পুঞ্জ] *বি* পুঁজি। 'পূজি লইয়া লাটাক চণ্ডাল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পূজিত [স] **১** *বিণ* পূজ্য। 'গুরু করি করিল পূজিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* প্রশংসিত। 'যোগী মহাশয় তুমি জগত পূজিত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পূজিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আরাধ্য। 'জগৎ-পূজিতা দেবী – কবিকুল-মাতা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পূজোপচার *দ্র* **পূজা**[২]

পূজোপাজা *দ্র* **পূজা**[২]

পূজোসংখ্যা *দ্র* **পূজা**[২]

পূজ্য [স] *বিণ* পূজার যোগ্য। 'জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্তি পূজ্য হয়।' *বৃন্দা*,

১৫৮০; 'শ্রমণের চেয়ে পূজ্য ভেবেছি শ্রমে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পূজ্যজন [স] *বি* সম্মানিত ব্যক্তি। 'বসেছেন এঁরা পূজ্যজনেরা কাহার পূজার জন্য?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পূজ্যতম [স] *বিণ* পরম পূজনীয়। 'অতি পূজ্যতম যেন পরমার্থ দেবা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পূজ্যতাবোধক [স] *বিণ* আনুগত্যসুলভ। 'পূজ্যতাবোধক সম্বোধন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

পূজ্যপাদ [স] *বিণ* শ্রদ্ধেয় বা সম্মানীয়। 'পাণিনি কেবল পূজ্যপাদ মহর্ষি নহেন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পূজ্যস্মৃতি [স] *বি* পূজার যোগ্য স্মৃতি। 'রামচন্দ্রের পূজ্যস্মৃতি ক্রমে ক্রমে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পুণু [স পূর্ণ] *বিণ* পূর্ণ; ভরা। 'পুণু কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পুণ্যস্থান [স পুণ্যস্থান] *বি* পবিত্র জায়গা। 'দেখিলেন দেবালয় যত পুণ্যস্থান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পূত[1] [স পুত্র] *বি* পুত্র। 'নান্দের পূত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পূত[2] [স] *বিণ* পবিত্র। 'উঠি বিন্দু সটাধৃত ভুবন করয়ে পূত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পূততম [স] *বিণ* সবচেয়ে পবিত্র। 'হৃদয়ের পূততম প্রদেশ হতে উজাড় করে দেওয়া অশ্রুবিন্দু।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পূতিগন্ধ [স] *বি* দুর্গন্ধ। 'পূতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'নরকের নাড়ি-উঠে-আসা পূতিগন্ধ।' *নজরুল*, ১৯২২।

পূতিগন্ধময় [স] *বিণ* দুর্গন্ধপূর্ণ। 'শরীরের মধ্যে যাহা আবার যক্ষ্ম ব্যাধিগ্রস্ত পূতিগন্ধময়, ন্যক্কারজনক।' *সবুজ*, ১৯২০; 'সকল পূতিগন্ধময় আবর্জনা।' *এসলাম*, ১৯৩৩।

পূতিগন্ধিক [স] *বিণ* পচাগন্ধযুক্ত। 'পূতিগন্ধিক জলপ্রণালী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮

পূতিতুণ্ড *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'হলধর পূতিতুণ্ড।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পূবালী [স পূর্ব>] *বিণ* পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত। 'রোয়ে রোয়ে বহে নাকো পূবালী বাতাস।' *নজরুল*, ১৯২৯।

পূয [স] *বি* পুঁজ। 'সিংহের পায় একটা কাঁটা ফুটিয়া রহিয়াছে, রক্ত পূয পড়িতেছে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। *দ্র* **পুঁজ**

পূর[1] [স পূর্ণ] ১ *বি* গাঢ় বস্তু। 'কনয়াকলস বিখে পুরাইয়া উপরে দুধক পূর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* ভাণ্ডার। 'রায় কহে রূপের বাক্য অমৃতের পূর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পূর[2] [স পুর] *বি* পুরী। 'সেই প্রবেশে সেই পূর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পূরক [স] *বি* প্রাণায়ামকালে শ্বাস গ্রহণ। 'পূরকে পূরিয়া বাউ নাভিত ভরিব।' *সুলতান*, ১৭০০; 'কত কত যোগী নিজ নিজ বিরল স্থানে সমাধি জন্য রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পূরট [স] *বিণ* সোনার। 'রাতুল চরণ সাজে পূরট নূপুর বাজে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পূরণ [স] ১ *বিণ* পূর্ণ। 'সপ্তম বৎসর যদি হৈল পূরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* পূর্ণকারী। 'যাহা দ্বারা কোনও সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাহাকে ঐ সংখ্যার পূরণ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পূরণ করন *বি* ভরা; পূর্ণ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পূরণীয় [স] *বিণ* পূরণ করতে হয় এমন। 'সাহিত্যের বিকাশকে একটি অবশ্য পূরণীয় শর্ত হিসেবে ধরে নিয়ে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

পূরন্ত *বিণ* নিটোল; ভরাট। 'এ চুল তখন লম্বা হবে, পূরন্ত এই মুখ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

পূরব [স পূর্ব] *বি* পূর্ব। 'পূরবের ঘাট তাহা কাহারে বধিবে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। *দ্র* **পূর্ব**

পূরবৈয়া [স পূর্ব>] *বিণ* পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত। 'পূরবৈয়া ভেজা ভেজা হাওয়া।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পূরবী [হি] ১ *বি* (সংগীত) একটি রাগিণীর নাম। 'পূরবী বড়ারি পাছে সারাঙ্গ মায়ুরী দেশকারী, মালশী আইসে কল্যাণ সুন্দরী।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈঁরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* (পূরবী রাগিণীর মতো) উদাস করে দেয় যা। 'উদাস পূরবী হাওয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

পূরবীত্ব [হি পূরবী+স ত্ব] *বি* পূরবী রাগিণীর ভাব। 'অনাবশ্যক দীর্ঘ টানগুলির মধ্যে পূরবীত্ব কিছু কম।' *মানিক*, ১৯৩৭।

পূরা[1] [স পূরণ>] *বিণ* পূর্ণ। 'জাণ জৌবন মোর ভইলেসি পূরা।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

পূরাপূরি *বিণ* সম্পূর্ণরূপে। 'ঠিক পূরাপূরি কম বেশী নাই ওরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

পূরা[2] [স পূরণ] ১ *ক্রি* পূর্ণ হওয়া। 'এ বার বরিষ মোর তের নাহি পূরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* পূর্ণ করা। 'ইহা জানি একমনে পূর মোর আশে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৩ *ক্রি* সমাধান করা। 'তথাচ কেহ সমস্যা পূরিতে পারিতেছেন না।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *ক্রি* ভরা। 'পিস্তলে গুলি পূরিয়া মারিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **পূর** *ক্রি* পূরণ করো। 'ইহা জানি একমনে পূর মোর আশে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **পূরএ** *ক্রি* পূরণ হয়। 'ভাব অনুরূপ সিদ্ধি পূরএ মানস।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পূরহ** *ক্রি* পূরণ করো। 'সেবক স্মরণে উর পূরহ বাসনা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পূরাইল** *ক্রি* পূর্ণ করলো। 'সারদা সদয় তার পূরাইল আশ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **পূরাএ** *ক্রি* পূরণ করে। 'কল্পতরু সমতুল মানস পূরাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পূরাও** *ক্রি* পূরণ করো। 'মোর মনোরথ যদি না পূরাও তুম্হি।' *সুলতান*, ১৭০০। **পূরি** ১ *ক্রি* পূরণ করো। 'ইঙ্গিতে বাঞ্ছিত পূরি তোষন্ত যাচক।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* পূরণ ক'রে। 'পাঁচ সাত সাখি পূরি চলে নিজ ধাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **পূরিব** *ক্রি* পূরণ করবো। 'পরিপাটি ভোজনে পূরিব সব সাধ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পূরিবেক** *ক্রি* পূরণ হবে। 'যবে মোর ভক্তি দৃঢ় পূরিবেক ইচ্ছা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পূরিয়া** পূর্ণ ক'রে। 'পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গী ব্যঞ্জন পূরিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পূরিয়ে** *ক্রি* পূরণ ক'রে। 'যার যোগিনী যোগান সুধা কটরা পূরিয়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পূরিল** *ক্রি* পূরণ করলো। 'ধনু ধরি বীর পূরিল সন্ধান।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **পূরে** *ক্রি* পূর্ণ হয়। 'এ বার বরিষ মোর তের নাহি পূরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পূর‍্যা** *ক্রি* পূর্ণ ক'রে। 'রাখিল পূর্ণিত করি রাখে পূর‍্যা পান সুধাকর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পূরিত [স] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক প্রমোদে পূরিত লোক মিশ্র হৈলা আনন্দে বিভোল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আবদুল্লার অঙ্গ হইল কস্তুরী পূরিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

পূরুব [স পূর্ব] ১ *বিণ* পূর্ব। 'পূরুব জরমে কৈল করমের ফল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আগের কথা। 'পূরুব পৈড়াছে মনে।' *মুরারি*,

১৫৭০। দ্র **পূর্ব**

পূর্ণ [স] ১ *বি* সমাধা। 'ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র শেষ।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। ২ *বিণ* পূর্ণাঙ্গ। 'কোন লোক পূর্ণ নহে হেনত না জানি।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। ৩ *বিণ* ভরা। 'পূর্ণ কুম্ভ লইয়া আসে।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ৪ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ৫ *বিণ* সমাধা। 'ব্রজলীলা পূর্ণ করি মথুরা গমন।' *মানিকরাম,* ১৭৮১। ৬ *বিণ* খাঁটি। 'বহু প্রকারে সাধন ভজন করিত। পূর্ণ তপস্বী।' *রামরাম,* ১৮০১। ৭ *বিণ* সার্থক। 'মুহূর্তে অমনি – ইচ্ছা পূর্ণ হলো তার।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১। ৮ *বিণ* উত্তুঙ্গ। 'পূর্ণ জোয়ারের জল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৩। ৯ *বিণ* ষোলোকলা-পূর্ণ। 'যমুনাতরঙ্গে খেলে পূর্ণ শশধর।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪। ১০ *বিণ* পুরো। 'ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৫।

পূর্ণ করা ১ *ক্রি* তৃপ্ত করা। *মানোএল,* ১৭৪৩। ২ *বিণ* ভরে দিয়েছে এমন। 'বিশ্ব-হৃদয়-পূর্ণ-করা বিপুল নীরবতায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

পূর্ণকল [স পূর্ণকলা] *বিণ* পূর্ণ কলাযুক্ত। 'অকলঙ্ক পূর্ণকল/ লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

পূর্ণকলা [স] *বিণ* পূর্ণ কলাযুক্ত। 'যাবৎ না হয় শশধর পূর্ণকলা।' *মদনমোহন,* ১৮৩৪।

পূর্ণকুম্ভ [স] *বি* জল ভরা ঘট বা কলসি। 'প্রতিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

পূর্ণগর্ভ [স] *বিণ* পরিপুষ্ট। 'ভারতীয় কলার যে নিদর্শন ... সে ভবিষ্যৎ বিকাশের আশায় পূর্ণগর্ভ।' *মুজতবা,* ১৯৪৯।

পূর্ণ গৌরব *বি* পরিপূর্ণ গৌরব। 'সেইখানেই তার পূর্ণ গৌরব।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

পূর্ণ গ্রাস [স] *বি* গ্রহণের সময় চন্দ্র-সূর্যের সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়া। 'পূর্ণ গ্রাসের সময় সূর্য্যমণ্ডল লুক্কায়িত।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

পূর্ণচন্দ্র [স] ১ *বিণ* পূর্ণিমার ষোলো কলাবিশিষ্ট। 'পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল/ তরুলতা আদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বি* পূর্ণিমার সকল কলাবিশিষ্ট চাঁদ। 'দেখ পূর্ণ চন্দ্র উদয় হইতেছে।' *মদনমোহন,* ১৮৪৯; 'পূর্ণ-চন্দ্রের মতো প্রায় পরিপূর্ণ।' *অবন,* ১৯২৫।

পূর্ণচন্দ্রকর [স] *বি* পূর্ণিমার রাতের সম্পূর্ণ গোলাকার চাঁদের কিরণ। 'পূর্ণচন্দ্রকররাশি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

পূর্ণচন্দ্রানন [স] *বি* পূর্ণ চাঁদের মতো মুখ। 'এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল হলো।' *মাইকেল,* ১৮৫৯।

পূর্ণচাঁদ [স পূর্ণচন্দ্র] *বি* পূর্ণিমার চাঁদ। 'আমার সমস্ত পূর্ণচাঁদের উপর ছায়া ফেলতে এল?' *রবীন্দ্র,* ১৯১৫; 'পূর্ণ-চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২১।

পূর্ণচেতন [স] *বিণ* পুরোপুরি সচেতন। 'এই ধর্মকে পূর্ণচেতনরূপে পাইবার জন্যই।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

পূর্ণচ্ছেদ [স] *বি* বাক্যের সমাপ্তি নির্দেশক যতিচিহ্ন; দাঁড়ি। 'সুন্দরী-গুণ-কীর্তনে ফুলস্টপ, – পূর্ণচ্ছেদ।' *নজরুল,* ১৯২৭।

পূর্ণজ্ঞান [স] *বি* পরিপূর্ণ জ্ঞান। 'স্বয়ং-ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

পূর্ণতন [স] *বিণ* অখণ্ড; সমগ্র। 'জীবন – যার পূর্ণতন রূপ ব্যক্তিত্ব।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

পূর্ণতম [স] ১ *বিণ* পরিপূর্ণ। 'কহি তারে পূর্ণতম আদর্শ শোভার।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১; 'আমরা চাই পূর্ণ পূর্ণতম অমৃতঘন চির কৈশোরকে।' *অন্নদা,* ১৯২৮। ২ *বিণ* চরমতম। 'একটা পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের ও পূর্ণতম বিকাশের জন্য যেন বাঙালী এখনও প্রতীক্ষা করছে।' *ওয়াজেদ,* ১৯৪৩।

পূর্ণতর [স] *বিণ* অধিকতর পূর্ণ। 'পূর্ণতারে পূর্ণতর করিবারে, হায়, টানিয়া কোরো না ছিন্ন বৃথা দুরাশায়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৬; 'তিনি এ প্রেমকে সুন্দরতর পূর্ণতর করতে প্রয়াসী হলেন।' *আইয়ুব,* ১৯৭৩।

পূর্ণতররূপে [স] *ক্রিবিণ* পরিপূর্ণভাবে। 'জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতররূপে দেখি।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

পূর্ণতা [স] *বি* সম্পূর্ণতা। 'অদ্বৈ-স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'পূর্ণতারে পূর্ণতর করিবারে, হায়, টানিয়া কোরো না ছিন্ন বৃথা দুরাশায়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৬।

পূর্ণতীর্থ [স] *বি* পরিপূর্ণ পবিত্র স্থান। 'পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষি পূর্ণতীর্থ বারিকলস।' *নজরুল,* ১৯৩৫।

পূর্ণতোয় [স] *বিণ* সম্পূর্ণ জলভরা। 'অন্তঃশূন্য কলসী, পূর্ণতোয় হইলে।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৮।

পূর্ণত্ব [স] *বি* পূর্ণতা। 'আমাদেরই কারুর মাঝে পূর্ণত্ব লাভ করুক।' *নজরুল,* ১৯২৭।

পূর্ণদৃষ্টি [স] ১ *বি* সামগ্রিক দৃষ্টি। 'নীরদের পূর্ণদৃষ্টি সূর্যালোকে পাছে তার প্রাণের সমস্তটা একেবারে দেখা যায়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪; 'পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবণ্য নারাজ।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮। ২ *বি* গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ। 'এ ধৈর্য, এ পূর্ণদৃষ্টি, এও যে তোমারি কাছে শেখা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

পূর্ণপক্ব [স] *বিণ* সম্পূর্ণ রান্না; পুরোপুরি সিদ্ধ। 'কেহ অর্ধপক্ব মাংস পছন্দ করে, কেহ পূর্ণপক্ব।' *মুজতবা,* ১৯৫৯।

পূর্ণপরিচিত [স] *বিণ* ভালোরকম জানাশোনা আছে এমন। 'পূর্ণপরিচিত, পুরনো পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে পত্রালাপের সুযোগ খুঁজল।' *নরেন্দ্র,* ১৯৫০।

পূর্ণপরিণত [স] *বিণ* পূর্ণতাপ্রাপ্ত। 'আইনের জোরে এক রাত্রে পূর্ণপরিণত হইয়া উঠে নাই।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

পূর্ণপুরুষ [স] *বি* পরমপুরুষ। 'পূর্ণপুরুষ আগন্তুক।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৩।

পূর্ণপুষ্পিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ফুলে ফুলে পরিপূর্ণ। 'একটি পূর্ণপুষ্পিতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোজ্জ্বল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৮।

পূর্ণ পূজা [স] *বি* পরিপূর্ণ অর্ঘ্য দান। 'ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ।' *নজরুল,* ১৯২৩।

পূর্ণপ্রকটিত [স] *বিণ* পূর্ণপ্রকাশিত। 'রেনেসাঁসের জীবনবোধ অনুসারে আমার আমিত্বকে সমৃদ্ধতর এবং পূর্ণপ্রকটিত করাই ...।' *শিব,* ১৯৬০।

পূর্ণপ্রকাশ [স] *বি* পুরোপুরি প্রকাশ করা। 'এটির প্রবর্ধন এবং পূর্ণপ্রকাশ অনুশীলনসাপেক্ষ।' *শিব,* ১৯৫৬।

পূর্ণপ্রস্ফুটিত [স] *বিণ* পুরোপুরি বিকশিত। 'এমন চাঁদিনী-রাতে কৈশোরের সেই অর্ধপ্রস্ফুটিত প্রণয়প্রসূন সহসা পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইতে পারে কি?' *বনফুল,* ১৯৩৬।

পূর্ণপ্রাণ [স] *বিণ* উদার হৃদয়। 'দেখে আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫; 'তাইতো তোমাকে চাই পূর্ণ-প্রাণ সূর্যের মতন।' *আহসান,* ১৯৫৯।

পূর্ণপ্রেম [স] *বি* পরিপূর্ণ ভালোবাসা। 'আমাদের হৃদয়ে পূর্ণপ্রেম এবং পূর্ণশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পূর্ণবয়স্ক [স] *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'পূর্ণবয়স্ক পুরুষহস্তীর মুখপার্শ্ব হইতে ... দন্ত বহির্গত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'পূর্ণবয়স্ক নিরক্ষর লোক আরবীর চেয়ে ল্যাটিন বর্ণমালা শিখিতে ... সমর্থ হইত।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

পূর্ণবয়স্কা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাপ্তবয়স্ক। 'সখিনা পূর্ণবয়স্কা, সকলই বুঝিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

পূর্ণ বিপরীত [স] *বিণ* সম্পূর্ণ উলটা। 'এইক্ষণে তাঁহার পূর্ণ বিপরীত কহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পূর্ণ ব্রম [স পূর্ণ ব্রহ্ম] *বি* পূর্ণব্রহ্ম। 'তোমোরা সেই পূর্ণ ব্রমেরে ভজো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

পূর্ণব্রহ্ম [স] *বিণ* পূর্ণাবতার। 'পূর্ণব্রহ্ম হরি নবরূপ ধরি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পূর্ণভাবে [স] *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণরূপে। 'অরুণ কিরণ কত করেছে প্রকাশ পূর্ণভাবে পদতলে প্রভু কৃত্তিবাস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পূর্ণমাত্রা [স] *বি* সম্পূর্ণ পরিমাণ। 'মহাযোগীর ভবিষ্য দর্শন পূর্ণমাত্রায় সফল হইল, বলিহারী গণনা শক্তি!' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সকল আনন্দ সকল বেদনা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ আর ভোগ যে করেছে।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'ব্রিটিশ প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্যালেস্টাইনের বুকে কাজ করিবে।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

পূর্ণমাস [স] *বি* একমাস; ৩০ দিন। 'খুলনা বলিআ নাম থুইল পূর্ণমাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পূর্ণমাসী [স] *বি* পূর্ণিমা। 'পূর্ণমাসীর চাঁদ ঘিরে আজ তারা ফুলের উড়ছে বাহার।' *জসীম*, ১৯৩১।

পূর্ণমুক্তি [স] *বি* পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। 'ব্যক্তির পূর্ণমুক্তির নামে তারা যে সব অসংলগ্ন অদ্ভুতকিম্ভুতের প্রদর্শনী খুলেছিলেন, তাতে অবশ্যই অভিনবত্ব ছিল।' *শিব*, ১৯৫০।

পূর্ণ মূল্য [স] *বি* পুরো দাম। 'মন আপনার কৃপণতা ঘুচাইয়া পূর্ণ মূল্য দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পূর্ণযৌবন [স] *বি* যৌবন লাভ। 'ত্রিশ বৎসর বয়সে হস্তীর পূর্ণ যৌবন হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০; 'আমার পূর্ণযৌবনের দিনে সাধনার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পূর্ণযৌবনা [স] *বিণ* পূর্ণ যৌবনবতী। 'পূর্ণযৌবনা কুলকামিনী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'এক পরম সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা কামিনী, সখিগণ সহিত, ভ্রমণ করিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পূর্ণরাগ [স] *বি* পূর্ণ অনুরাগ। 'লাল রক্তের রঙ, জীবনের পূর্ণরাগের রঙ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

পূর্ণশক্তি [স] ১ *বিণ* পরিপূর্ণ শক্তিমান। 'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* অখণ্ড শক্তি। 'আমাদের হৃদয়ে পূর্ণপ্রেম এবং পূর্ণশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পূর্ণশক্তিমান [স] *বিণ* পরিপূর্ণ শক্তিশালী। 'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পূর্ণশশী [স] *বি* পূর্ণিমার চাঁদ। 'যেন পূর্ণশশী পূর্ণ শশী করে কোলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পূর্ণ সমর্পণ [স] *বি* পুরোপুরি নিবেদন। 'ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ।' *নজরুল*, ১৯২৩।

পূর্ণসুন্দর [স] *বিণ* পুরোপুরি সুন্দর। 'পূর্ণসুন্দররূপে সবলে নিজেকে প্রকাশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পূর্ণস্ফুট [স] *বিণ* সম্পূর্ণ বিকশিত। 'পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পূর্ণ হওয়া *ক্রি* শেষ হওয়া। 'এই যে আলো ... ঝরে পড়ে শতলক্ষ ধারায় পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

পূর্ণোদ্যমে [স পূর্ণ-উদ্যমে] *ক্রিবিণ* পরিপূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে। 'সেখানে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হয়ে গেছে।' *বেগম*, ১৯৫১।

পূর্ণা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* পরিপূর্ণ। 'সুশস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'ধনধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কী করিবে।' *জগদীশ*, ১৯১৭। ২ *বি স্ত্রী* সম্পূর্ণ। 'জীবনে এসেছ পূর্ণা!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

পূর্ণাঙ্গ [স পূর্ণ-অঙ্গ] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'বাংলাদেশের মহিলাদের সামাজিক জীবনের কোন পূর্ণাঙ্গ জরিপ যদিও আজও যায়নি।' *বেগম*, ১৯৭১।

পূর্ণাঙ্গতা [স পূর্ণ-অঙ্গ-তা] *বি* সম্পূর্ণতা। 'পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

পূর্ণাত্মক [স পূর্ণ-আত্মক] *বিণ* পরিপূর্ণ; পূর্ণাঙ্গ। 'তার একটা পূর্ণাত্মক রূপ দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

পূর্ণাধিকার [স পূর্ণ-অধিকার] *বি* পূর্ণ ক্ষমতা। 'পুরুষেরা না তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দেবে, না তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ণাধিকার দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'তাঁর শ্রাদ্ধ, মৃতাশৌচ, তর্পণ ইত্যাদিতে দামোদরের পূর্ণাধিকার আছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পূর্ণানন্দ [স পূর্ণ-আনন্দ] *বি* পরিপূর্ণ আনন্দ। 'স্বয়ং-ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব/ পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ইথম্ভূতগণ শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পূর্ণানন্দময় [স পূর্ণ-আনন্দ-ময়] *বি* আনন্দময় পরমেশ্বর। 'পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পূর্ণাবয়ব [স পূর্ণ-অবয়ব] ১ *বিণ* পূর্ণতাপ্রাপ্ত। 'ছন্দ যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণায়বয়ব হয়।' *প্রমথ*, ১৮৯০। ২ *বি* পূর্ণ আদল। 'আমরা যে সমাজে ফিরছি ... আজও পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হয়নি।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ৩ *বি* পরিপূর্ণ আকার। 'তার দেহ কোনো পূর্ণাবয়বের অংশ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত [স পূর্ণ-অবয়ব-প্রাপ্ত] *বিণ* পরিণত। 'আমরা যে সমাজে ফিরছি ... আজও পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হয়নি।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

পূর্ণায়ত [স পূর্ণ-আয়ত] *বিণ* সম্পূর্ণ বিকশিত। 'পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পূর্ণাহুতি [স পূর্ণ-আহুতি] *বি* যজ্ঞ শেষ করার আহুতি। 'পূর্ণাহুতি দ্বারা যোগকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

পূর্ণিত [স] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'কহিতে না পারে কথা আনন্দে পূর্ণিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পূর্ণিতকায় [স] *বি* পরিপূর্ণ বা উদ্ভাসিত শরীর। 'পুলকে পূর্ণিতকায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পূর্ণিপুকুর [স পুণ্যপুকুর] *বি* মেয়েলি ব্রতবিশেষ। 'বৈশাখে পুকুরে জল না শুকোয়, গরমে গাছ না মরে, এই কামনা করে পূর্ণিপুকুর।' *অবন*, ১৯১৯।

পূর্ণিমা [স] *বি* তিথিবিশেষ, যখন চাঁদের সম্পূর্ণ অংশ দৃশ্যমান হয়।

'শারদ পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বয়ান।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'উদিত হইল যেন পূর্ণিমার শশী।' *সুলতান*, ১৭০০।

পূর্ণিমা-চাঁদ [স পূর্ণিমা-চন্দ্র] *বি* পূর্ণিমা তিথির চাঁদ; পূর্ণচাঁদ। 'কুঞ্জে পূর্ণিমা-চাঁদ হেসে আকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'ললাটে তোর পূর্ণিমা চাঁদ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

পূর্ণিমা-নৃত্য [স] *বি* পূর্ণিমা তিথিতে করা হয় এমন নাচ। 'আনন্দের পূর্ণিমা-নৃত্যের পরবর্তী অমাবস্যা সম্ভবত আজ।' *মানিক*, ১৯৩৫।

পূর্ণিমাযামিনী [স] *বি* জ্যোৎস্নারাত। 'হে নিস্তব্ধ পূর্ণিমাযামিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পূর্ণিমাশশি [স পূর্ণিমা-শশী] *বি* পূর্ণিমার চাঁদ। 'একেত বসন্তনিসি, তাহাতে পূর্ণিমাশশি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

পূর্ণেন্দুবদনী [স] *বিণ* পূর্ণচাঁদমুখী। 'মদেতে বিহ্বল অঙ্গ পূর্ণেন্দুবদনী।' *কৃত্তিরাম*, ১৭২০।

পূর্ণোদ্যমে *দ্র* পূর্ণ

পূর্ত, পূর্ত্ত [স] *বি* জনকল্যাণের জন্য পুকুর খনন, নালা-নর্দমা ও পথঘাট ইত্যাদি নির্মাণ। 'চৌর্য্য, পূর্ত্ত, স্বাস্থ্য, এ সকল কিরূপ ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'এই প্রকারের পূর্তকার্যে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পূর্তকর্ম, পূর্ত্তকর্ম [স] *বি* জনকল্যাণের জন্য পুকুর খনন, নালা-নর্দমা ও পথঘাট ইত্যাদি নির্মাণ বা সংস্কারের কাজ। 'পূর্ত্তকর্ম্মে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

পূর্তকার্য [স] *বি* জনকল্যাণের জন্য পুকুর খনন, নালা-নর্দমা ও পথঘাট ইত্যাদি নির্মাণ বা সংস্কারের কাজ। 'শিক্ষকতা, পূর্তকার্য, চিকিৎসা প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পূর্তবিজ্ঞান [স] *বি* পুর-কৌশলী বিজ্ঞান। **পূর্তবিজ্ঞানবিশারদ** [স] *বিণ* পুর-কৌশলী বিজ্ঞানে পারদর্শী। 'পূর্তবিজ্ঞানবিশারদ বিখ্যাতমতি ক্রনেল সাহেব মহোদয় ইহার সংগঠনভার সাগ্রহে গ্রহণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পূর্তবিভাগ [স] *বি* নির্মাণ ও খননকার্যের দায়িত্বে নিয়োজিত বিভাগ। 'পূর্তবিভাগে কেবল যে ইমারত তৈরি হয় তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পূর্ত-বৈজ্ঞানিক, পূর্ত্ত-বৈজ্ঞানিক [স] *বি* পুর-প্রকৌশলী; সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার বা পূর্ত্ত-বৈজ্ঞানিক বহুবার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পূর্তি, পূর্ত্তি [স] *বি* পূরণ। 'বুঝিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্ত্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ত্তি হেতু যাহার স্মরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পূর্ব, পূর্ব্ব [স] **১** *বিণ* পূর্ববর্তী। 'পালিল বড়ায়ি মোর পূর্ব্ববচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পূর্ব দিক। 'পূর্ব্বে উদয় গিরি বন্দম পশ্চিমে অস্তাচলে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *অব্য* আগে। 'তাঁতি এক থান দাখিল করিবার পূর্ব্ব ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৪** *ক্রিণ* পূর্ব দিকস্থ। 'পূর্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইএ পথে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পূর্ব-অচল *বি* পুব আকাশের যেখান দিয়ে সূর্য ওঠে। 'আজি দেখো ওই পূর্ব-অচলে চাহিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পূর্ব-ইতিহাস *বি* আগেকার ঘটনাবলী। 'পর্ব-ইহিসে যুদ্ধবিগ্রহ শান্তিস্থাপন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

পূর্ব-ইতিহাস-হারা *বিণ* পূর্বে যার কোনো ইতিহাস নেই এমন। 'এ কী এল মোর দেহে পূর্ব-ইতিহাস-হারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পূর্ব-উদয়শিখর *বি* পুব আকাশের যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়। 'এক পূর্ব-উদয়শিখরে দুই ভ্রাতৃসূর্যলোক কিছুতে না ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

পূর্বঋণ [স] *বি* অতীতের পাওনা। 'যদি বছরে বছরে ... পরলোকগত স্বামীর পূর্বঋণ গভর্নমেন্ট কেটে না নিতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পূর্ব-এশিয়া *বি* এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলি; দূরপ্রাচ্য। 'পূর্ব-এশিয়ার গিরিশ্রেণী ধরণীর প্রতিকূলতা করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পূর্বক, পূর্ব্বক [স] **১** *ক্রিবিণ* সহকারে। 'প্রণতিপূর্বক পরে বন্দিব বিপ্রবৃন্দ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *ক্রিবিণ* ক'রে। 'বেশবিন্যাস পূর্ব্বক ... উত্তম গাড়িতে আরোহণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পূর্বকথিত, পূর্ব্বকথিত [স] *বিণ* পূর্বে বলা হয়েছে এমন। 'এই যন্ত্র পূর্ব্বকথিত বাষ্পীয়-বিমান-যন্ত্রেরই অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'পূর্বকথিত পুরোহিত মহাশয়ের গল্প সম্পূর্ণত মাঠে মারা যায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

পূর্বকল্পনা [স] *বি* আগে কল্পনা-করা চিত্র। 'সে মানুষের অস্তিত্বে একই সঙ্গে আদিম অরণ্যের অন্ধকার স্মৃতি, আর ভবিষ্যৎ সভ্যতার উজ্জ্বল পূর্বকল্পনা মিশে আছে।' *শিব*, ১৯৫০।

পূর্বকাল, পূর্ব্বকাল [স] *বি* অতীত কাল। 'পূর্বকালে মরপতি ভুবন বিখ্যাত অতি আছিল হোসেন শাহাবর।' *বাহরাম*, ১৬৫০; অতি পূর্ব্বকালেই অল্প বা বিস্তৃত বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৮৮।

পূর্বকালিক, পূর্ব্বকালিক [স] *বিণ* আগেকার; অতীতের। 'পূর্ব্বকালিক ভারতবর্ষীয়েরা ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পূর্বকালীন, পূর্ব্বকালীন [স] *বিণ* অতীতকালের। 'পূর্ব্বকালীন ভাগ্যবান লোকেরাও বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে উৎসুক ছিলেন না।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

পূর্বকার, পূর্ব্বকার [স] *বিণ* আগের; অতীতকালের। 'পূর্ব্বকার সাধ্বী স্ত্রীগণ কদাচ বিদ্যা শিখিতেন না।' *গৌর*, ১৮২২।

পূর্বকৃত, পূর্ব্বকৃত [স] *বিণ* পূর্বে করা হয়েছে এমন। 'রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের পূর্ব্বকৃত পাপ স্বীকার করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'পূর্বকৃত অবহেলা সে সুদে আসলে শোধ দিতে উদ্যত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

পূর্বকোণ [স] *বি* পুব দিক; পুবের অঞ্চল। 'পৃথিবীর পূর্বকোণের লোক, অর্থাৎ আমরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পূর্বগগন [স] *বি* পূর্বাকাশ। 'প্রতিদিন যেন পূর্বগগনে/ চাহি রহিতাম একা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পূর্বগমন [স] *বি* আগে চলা। 'শাঁখ বাজিয়ে পুরনারীদের সঙ্গে পুরোহিত পূর্বগমন করলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পূর্বগামিনী, পূর্ব্বগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আগে গমনকারী। 'কথায় বলে, ছায়া পূর্ব্বগামিনী।' *আজাদ*, ১৯৪২।

পূর্বগামী [স] *বিণ* আগে গমনকারী। 'মনই ধর্মসমূহের পূর্বগামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পূর্ব-গৌরব *বি* আগেকার গৌরব। 'সেই পূর্ব-গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

পূর্বজ [স] *বি* পূর্বপুরুষ। 'আমাদের সব চেয়ে প্রাচীন পূর্বজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পূর্বজনম [স পূর্বজন্ম] *বি* গতজন্ম। 'পূর্বজনমের অভিশাপসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পূর্বজন্ম [স] *বি* আগের জন্ম। 'পূর্বজন্মদোষে একাকী বাঁচিনু আমি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পূর্বজন্মার্জিত [স] *বিণ* পূর্বজন্ম থেকে অর্জিত। 'জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পূর্বজন্ম্যা [স পূর্বজন্মীয়] *বিণ* পূর্বজন্মের। 'পূর্বজন্ম্যা সখা ছিল পাসরিতে নার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পূর্বতট [স] *বি* সূচনা পর্ব। 'বিদ্যাপতির হাতে পড়িয়া আধ্যাত্মিকতার পূর্বতটে নির্দোষ হইয়া উঠিয়াছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

পূর্বতন [স] *বিণ* পূর্বকালের; আগেকার। 'পূর্বতন ও ইদানীন্তন এরূপ বহুতর বিষয় আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'পূর্ব্বতন গণনানুসারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পূর্বতম [স] *বিণ* সবচেয়ে পুব দিকের। 'মহালের পূর্বতম প্রান্ত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

পূর্বতোরণ [স] *বি* পৃথিবীর প্রাচ্য অঞ্চল। 'পূর্বতোরণে অগ্নিরাগে লেখা রহিয়াছে নবযুগ।' *নজরুল*, ১৯২২।

পূর্বদারী [স পূর্বদ্বারী] *বিণ* পূর্বমুখী। 'আপন বাহির বাটীর পূর্বদারী বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে লইয়া ও মুখবন্ধ করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

পূর্বদিক, পূর্ব্বদিক [স] *বি* পুব দিক। 'পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

পূর্বদিকস্থিত, পূর্ব্বদিকস্থিত [স] *বিণ* পূর্বদিকে অবস্থান করছে এমন। 'কিরাতেরা ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকস্থিত ম্লেচ্ছজাতির মধ্যে গণ্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পূর্বদুঃখ [স] *বি* পূর্ববর্তী যন্ত্রণা। 'পাশরিল দাসী তার পূর্বদুঃখ যত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পূর্বদেশ, পূর্ব্বদেশ [স] **১** *বি* পুব দিকের দেশ। 'ইতোমধ্যে এক নির্ব্বোধ পূর্ব্বদেশীয় বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ কহিলেক।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* পুব দিক। 'উষাকালে সুকুমার অরুণপ্রভা পূর্ব্বদেশে প্রকাশিত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বি* পূর্ব দিকের দেশ – ভারতবর্ষ। 'পূর্বদেশের হৃদয়ের মধ্যে আজ এক সুগভীর চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পূর্বদেশীয়, পূর্ব্বদেশীয় [স] **১** *বিণ* পূর্বদেশের। 'এক নির্ব্বোধ পূর্ব্বদেশীয় বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* ভারতবর্ষীয়। 'পূর্ব্বদেশীয় পণ্য সামগ্রী সীরিয়াবাসীর দ্বারা ইউরোপখণ্ডে প্রেরিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পূর্বদ্বারি, পূর্ব্বদ্বারি [স পূর্বদ্বারী] *বিণ* পূর্ব দিকে প্রধান দরজা রয়েছে এমন। 'শ্রীরামলোচন বসুর চতুর্থ কন্যার জন্য পূর্ব্বদ্বারি ঘরে।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০৮।

পূর্বধন, পূর্ব্বধন [স] *বি* পৈতৃক সম্পত্তি। 'পূর্ব্বধন অপর ধনোপার্জ্জনের মূলীভূত কারণ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

পূর্বধরণী [স] *বি* পৃথিবীর প্রাচ্য অঞ্চল। 'পূর্বধরণীর প্রাচীর ভাঙিয়া পশ্চিম একেবারে তার গোলাবাড়ির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পূর্বনির্দিষ্ট [স] *বিণ* পূর্বে নির্ণয় করা হয়েছে এমন; পূর্বনির্ধারিত। 'যে অধুনাতন পণ্ডিত পূর্বনির্দিষ্ট বিলুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহার নাম নিকলাস কোপর্নিকস।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

পূর্বনিপাত [স] *বি* সমস্ত পদের প্রথমে ন্যস্ত পদ। 'বিশেষণপদের পূর্বনিপাত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

পূর্ব-নিবাসী *বি* আদিম অধিবাসী। 'তাহার পূর্ব-নিবাসীদের আকাশই অম্বর ছিল, পশুবৎ ব্যবহার ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

পূর্বপক্ষ, পূর্ব্বপক্ষ [স] **১** *বি* অভিযোগ। *সেবধি*, ১৮৩৯। **২** *বি* বিরোধিতা। 'যে সকল ইংলণ্ডীয় লোক পূর্ব্বপক্ষ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* বিতর্ক উত্থাপনকারী। 'একালের পূর্ব্বপক্ষ যে সেকালের পূর্ব্বপক্ষের উত্তরাধিকারী।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

পূর্ব-পশ্চিম *বি* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। 'পূর্ব-পশ্চিমের আলোড়ন হইতে আমরা কেবলই যে বিষ পাইব, তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পূর্বপন্থা [স] *বি* প্রচলিত নিয়ম। 'নিরন্ন মনে রক্তিম পথ অনুধাবন/ করছে পৃথিবী পূর্ব-পন্থা সংশোধনে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পূর্বপরিকল্পিত [স] *বিণ* পূর্বে পরিকল্পনা করা হয়েছে এরূপ। 'এই অভ্যুত্থান পূর্বপরিকল্পিত কিনা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

পূর্বপরিচিত [স] *বিণ* আগে থেকে পরিচয় আছে এমন। 'পূর্ব পরিচিত বন্ধুদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; পূর্বপরিচিত কীর্তিমালার চিহ্নসকল অনুসরণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'তার পূর্বপরিচিত অতল রহস্যকে সন্ধান করে।' *মানিক*, ১৯৪০।

পূর্ব পরীক্ষা, পূর্ব্ব পরীক্ষা [স] *বি* মূল পরীক্ষা পূর্ববর্তী পরীক্ষা। 'উপাধি গ্রহণের পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রকে "প্রিভিয়স" অর্থাৎ পূর্ব্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পূর্বপুরুষ, পূর্ব্বপুরুষ [স] *বি* বংশের পূর্বগামী ব্যক্তিবর্গ। 'রাজার পূর্ব্ব পুরুষ ঐ দেশ জয় করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'যে স্থানে আবহমান কাল পূর্ব্বপুরুষের নিবাস হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'পঞ্চালাধিপতির পূর্বপুরুষ পাণ্ডবদের শ্বশুর ছিলেন বটে।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

পূর্ব-পুরুষগত [স] *বি* পূর্বপুরুষ-সম্পর্কিত। 'পূর্ব-পুরুষগত যোগটা নিত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পূর্বপ্রচলিত [স] *বিণ* আগে থেকে প্রচলিত। 'পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরতার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'আমরা দক্ষিণবঙ্গের সেই পূর্বপ্রচলিত উচ্চারণভঙ্গিই মুখে মুখে রক্ষা করে আসছি।' *প্রমথ*, ১৯১২।

পূর্বপ্রভাব [স] *বি* আগের ছাপ। 'তবে তার পূর্বপ্রভাব আর নেই।' *হাই*, ১৯৫৪।

পূর্বপ্রার্থিত, পূর্ব্বপ্রার্থিত [স] *বিণ* আগে চাওয়া হয়েছিল এমন। 'পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পূর্বপ্রেরিত [স] *বিণ* পূর্বে পাঠানো। 'রানির পূর্বপ্রেরিত চল্লিশজন প্রাসাদরক্ষী যোগ দিয়েছে সিপাহিদের সঙ্গে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পূর্ববঙ্গ [স] *বি* অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল (বর্তমান বাংলাদেশ)। 'এখনো পূর্ববঙ্গের লোকেরা ক্ষ-এর সঙ্গে যফলা যোগ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

পূর্ববঙ্গবাসী [স] *বি* সাবেক পূর্ববঙ্গের তথা বর্তমান বাংলাদেশের অধিবাসী। 'পূর্ববঙ্গবাসী বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে, তাঁহাদের দেশে "নিছেপুঁছে" শব্দের চলন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'পূর্ববঙ্গবাসীরা এ প্রশ্নে আমার উপর চটে গিয়ে অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পূর্ববঙ্গীয় [স] *বিণ* পূর্ববঙ্গের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। 'পূর্ববঙ্গীয় জেদ ছিল মজ্জায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পূর্ববৎ [স] *ক্রিবিণ* পূর্বের মতো। 'রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে/ পূর্ব্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'গন্ধর্ব্বসেন ...পূর্ব্ববৎ দেবদেহ হইয়া ... প্রস্থান করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পূর্ববর্ণিত [স] *বিণ* আগে বর্ণনা করা হয়েছে এমন। 'কবিতার পূর্ববর্ণিত ত্রিমূর্তির সমন্বয়ে একমূর্তি গড়বার ইচ্ছে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

পূর্ববর্তী, পূর্ব্ববর্ত্তী [স] *বিণ* পূর্বেকার। 'অতএব সমানান্তরালতা, সংমিলনবিরহের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পূর্ববাংলা *বি* ব্রিটিশ শাসনাধীন বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল। 'পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলাকে পৃথক ভাষায় ভাগ করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পূর্ববাণী [স] *বি* অতীতে বলা কথা। 'পূর্ববাণী এইভাবে সকল হইতে দেখিলে অনুরূপ সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

পূর্ববাহিনী [স] *বিণ* পূর্বদিকে প্রবাহিত। 'বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'পূর্বের যত নদী সব পূর্ববাহিনী।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

পূর্ববিধি, পূর্ব্ববিধি [স] *ক্রিবিণ* আগের মতো ক'রে। 'তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ছাড়িয়া ...।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পূর্ববৃত্তান্ত, পূর্ব্ববৃত্তান্ত [স] *বি* ইতিহাস। 'বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ... শিল্প বিদ্যা ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পূর্বব্যক্তিত্ব [স] *বি* নিজ চরিত্রের পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্য। 'নিজের পূর্বব্যক্তিত্ব সবকিছু থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে ইজিচেয়ারে বসে।' *হাসান*, ১৯৬৫।

পূর্বভাগ, পূর্ব্বভাগ [স] **১** *বি* পূর্ববর্তী অংশ। 'কাঁচলির বামভাগে লিখে বৃন্দাবন পূর্বভাগে দোলশিখি কদম্বকানন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পূর্ব দিক। 'পূর্ব্ব ভাগে, নবীন রাগে উঠলো দিবাকর।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* পূর্ববর্তী সময়। 'সন্ধ্যার পূর্বভাগে আমার বাসায় থাকিবার কথা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

পূর্ব-ভারত [স] *বি* ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল। 'সেইমত ভাবিতেছি আমি কবিএ পূর্ব-ভারতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

পূর্বভারতীয় [স] *বিণ* ভারতের পূর্বদিকে অবস্থিত। '... পূর্বভারতীয় মহাদেশ হয়েছে আসলে তাদের সেরা বাজার।' *সনৎ*, ১৯৭০।

পূর্বভূমিকা [স] *বি* সূচনা। 'এই ভালোবাসার পূর্বভূমিকা হয়েছিলো স্টেশনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পূর্বমত, পূর্ব্বমত [স] *ক্রিবিণ* আগের মতো। 'ভারত বাহিরে যাইবার সময় পূর্ব্বমত কহিয়া গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পূর্ব-মহাদেশ *বি* প্রাচ্যের মানুষ। 'পূর্ব-মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে, সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করার উপায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

পূর্বমুখ, পূর্ব্বমুখ [স] **১** *বি* পূর্বদিক। 'এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিলা গমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পূর্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইএ পথে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* পূর্ব দিকে মুখ এমন। 'আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পূর্বমুখী [স] *বিণ* পূর্ব দিকে মুখ এমন। 'গৃহকর্ত্রী প্রতি প্রত্যূষে প্রহরাধিককাল পূর্বমুখী হয়ে রুদ্র-বীণা বাজাতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

পূর্বমুহূর্ত [স] *বি* অব্যবহিত আগের মুহূর্ত। 'যবনিকাপাতের পূর্বমুহূর্তের চরম আত্মদানেও ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

পূর্ব-যুগান্তর *ক্রিবিণ* আগেকার কোনো যুগ। 'সে পড়ে আছে পূর্ব-যুগান্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পূর্বরাগ [স] **১** *বি* প্রেমিক বা প্রেমিকার পরস্পরের প্রতি প্রাথমিক আসক্তি। 'উভয়েরই, ক্রমে ক্রমে, পূর্বরাগ সংক্রান্ত স্মরদশার আবির্ভাব হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* অনুরাগ। 'পূর্বরাগ অবধি যারে আশ্রয় দিলে নরেকারে।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বি* (গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি) প্রাথমিক আসক্তি। 'দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা, গর্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পূর্বরূপ [স] *ক্রিবিণ* অতীতের মতো ক'রে। 'পূর্বরূপ সেই দ্বিজ দাণ্ডাইএ পথে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পূর্বরূপপ্রাপ্তি [স] *বি* অতীতের অবস্থা ফিরে পাওয়া। 'হৃতযৌবনা জোলেখার এক মুহূর্তে পূর্বরূপপ্রাপ্তি।' *আনিস*, ১৯৬৪।

পূর্বরীতি, পূর্ব্বরীতি [স] *বি* অতীতের পদ্ধতি। 'পূর্ব্বরীতি পরিবর্ত্তন করিয়া অভিনব নিয়ম সংস্থাপন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

পূর্বলক্ষণ, পূর্ব্বলক্ষণ [স] *বি* ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছুর আভাস। 'উৎকৃষ্ট ধর্ম সংস্থাপিত হইবার পূর্বলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'সে জানে ইহা ঝড় আসার পূর্বলক্ষণ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পূর্বলীলা [স] *বি* রাধা-কৃষ্ণের মিলনের পূর্ববর্তী লীলা। 'বৃন্দাবন পূর্বলীলা হইল স্মরণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পূর্বলেখ [স] *বি* পূর্বলক্ষণ। 'বুদাপেস্তের ধ্বংসে হিসাবী চেক : কার্যকারণে ধার্য বিমানহানা, তার্শাও দ্রেসদেনের পূর্বলেখ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

পূর্বশ্রুত [স] *বিণ* অতীতে শোনা হয়েছে এমন। 'আমাদের গৃহস্বামীর কুমারী কন্যা আমার কতকগুলি পুরাতন পূর্বশ্রুত সুর পিয়ানোয় বাজাচ্ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পূর্বসঞ্চিত, পূর্ব্বসঞ্চিত [স] **১** *বিণ* আগে থেকে জমানো। 'পূর্ব্বসঞ্চিত বেগের গুণে ... ঘুরিতে থাকিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* পূর্বে সঞ্চিত। 'যদি পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের সীমায় এসে না দাঁড়ান।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

পূর্বসমুদ্র [স] *বি* বঙ্গোপসাগর। 'হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'বায়ু বহে পূর্বসমুদ্র হতে উচ্ছল ছলো ছলো তটিনী তরঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পূর্বসীমা, পূর্ব্বসীমা [স] **১** *বি* পূর্বপ্রান্ত। 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্র কর্ত্তার এই প্রকার বোধ ছিল যে কামরূপ চীনদেশের পূর্ব্বসীমা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* পূর্ব দিক। 'তার পূর্বসীমায় বেগুনী আর পশ্চিমসীমায় লাল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

পূর্বস্থান [স] *বি* পূর্বের স্থান। 'পূর্বস্থান বৃন্দাবন পরিক্রমি গেলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পূর্বস্বামি, পূর্ব্বস্বামি [স পূর্বস্বামী] *বি* সাবেক স্বামী। 'কন্যা শুন তোমার পূর্ব্বস্বামির এক পুত্র আছে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

পূর্বস্বামির জনিত, পূর্ব্বস্বামির জনিত – আগের স্বামীর

ঔরসজাত। 'অনন্তর কন্যা আপন পূর্ব্বস্বামির জন্মিত ঐ পুত্রের কথা ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

পূর্বস্মৃতি, পূর্ব্বস্মৃতি [স] *বি* অতীত কালের স্মৃতি। 'শীতের চোটে সেই বহুদিনকার পূর্বস্মৃতি মনে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'সেই দাঁতপড়া মেয়েটির পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

পূর্বাকাশ [স পূর্ব-আকাশ] *বি* পুব দিকের আকাশ। 'পূর্বাকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পূর্বাগত [স পূর্ব-আগত] *বি* অগ্রজ। 'আমাদের পূর্বাগতদের প্রায় সকলেরই স্পর্শ পড়েছিল কল্লোলে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

পূর্বাচরিত, পূর্ব্বাচরিত [স পূর্ব-আচরিত] *বিণ* পূর্বে অনুসৃত হয়েছে এমন। 'অধস্তন সন্ততিবর্গ যদি পূর্ব্বাচরিত প্রণালী অনুসারে চলিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পূর্বাচল [স পূর্ব-অচল] *বি* পূর্বদিকের যে কল্পিত পর্বত থেকে সূর্য উদয় হয়। 'পূর্বাচল হতে ধীরে ধীরে সরে এসে পশ্চিমে হেলিয়া দ্বাদশীর শশী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পূর্বাচার্য [স পূর্ব-আচার্য] *বি* অতীতের আচার্য। 'ঢুকে গেলেও পূর্বাচার্যেরা সব ঝেড়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

পূর্বাঞ্চল [স পূর্ব-অঞ্চল] **১** *বি* পূর্বদিকের অঞ্চল। 'আমাদের পূর্বাঞ্চলে প্রবলা প্রকৃতির পদতলে অভিভূতভাবে বাস করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* পূর্ববঙ্গ। 'ঝরে পড়ে পূর্বাঞ্চলে, ছিল যারা রাত্রির সংশয়ে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

পূর্বাঞ্চলে *ক্রিবিণ* পূর্বদিকের অঞ্চলে। 'এদিকে পূর্বাঞ্চলে বর্মার অভিমুখে চীনের সঙ্গেব সম্বন্ধে ইংরাজকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

পূর্বাঞ্চলীয় [স পূর্ব-অঞ্চলীয়] *বিণ* পূর্ব অঞ্চলের। 'মহিলা সমিতির পূর্বাঞ্চলীয় শাখার প্রেসিডেন্ট।' *বেগম*, ১৯৬৫।

পূর্বাধিকার [স পূর্ব-অধিকার] *বি* অতীতের অধিকার। 'খ্রীষ্টচর্চ্চণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পূর্বানুকরণ [স পূর্ব-অনুকরণ] *বি* অতীতের অনুকরণ। 'কেবলমাত্র পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

পূর্বানুমোদন [স] *বিণ* আগে থেকে সম্মতিদান। 'রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে...।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

পূর্বাপর, পূর্ব্বাপর [স পূর্ব-অপর] **১** *ক্রিবিণ* আগে-পরে। 'আজর নিবেদন আমরা পূর্ব্বাপর তিন পুরুষ অবধি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *ক্রিবিণ* আগাগোড়া; শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। 'অবারিত দ্বার পূর্বাপর থাকে।' *রামরাম*, ১৮০১; 'পূজার পূর্ব্বাপর পাঁচ সাত দিন রথযাত্রার মত লোকযাত্রা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পূর্বাপরতা [স] *বি* পরম্পরা। 'বোধনাচার্য ও ঋতক্কসুরির জন্মকালের পূর্বাপরতা স্থির করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'সন্তানসন্ততি পর্যন্ত মানুষের যে একটা পূর্বাপরতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পূর্বাপরপ্রচলিত [স] *বিণ* পূর্ব থেকে চলে এসেছে এমন। 'কেবল পূর্বাপরপ্রচলিত জড়প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে যোগসাধন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পূর্বাপর মতে, পূর্ব্বাপর মতে *ক্রিবিণ* ধারাবাহিকতা অনুযায়ী। 'পূর্ব্বাপর মতে ইহাকে আর খাদ্য জোগাইব না।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পূর্বাপরাধ [স পূর্ব-অপরাধ] *বি* পূর্বে করা হয়েছে এমন অপরাধ। 'আপনি আমার পূর্বাপরাধ মার্জনা করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পূর্বাপেক্ষা, পূর্ব্বাপেক্ষা [স পূর্ব-অপেক্ষা] *ক্রিবিণ* আগের চেয়ে। 'ইহাতে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উত্ত্যক্ত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'লোকপ্রবাহ পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ গম্ভীর অনুভূত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পূর্বাবধি, পূর্ব্বাবধি [স পূর্ব-অবধি] *ক্রিবিণ* পূর্ব থেকে। 'ছোলেমানের পূর্ব্বাবধি কিছু এমত ঐশ্বর্য ছিল না।' *রামরাম*, ১৮০১।

পূর্বাভাস [স পূর্ব-আভাস] *বি* ভাবী ঘটনার সংকেত বা ইঙ্গিত। 'নবুয়তের পূর্বাভাস।' *সুলতান*, ১৭০০।

পূর্বাভিমুখে, পূর্ব্বাভিমুখে [স পূর্ব-অভিমুখে] *ক্রিবিণ* পূর্বদিকে। 'তাহারা পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পূর্বাভ্যাসক্রমে [স পূর্ব-অভ্যাসক্রমে] *ক্রিবিণ* আগের অভ্যাস অনুযায়ী। 'পূর্বাভ্যাসক্রমে তাহাদেরই দ্বারস্থ হই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পূর্বার্জিত [স পূর্ব-অর্জিত] *বিণ* পূর্বে অর্জন করা হয়েছে এমন। 'তখন তিনি, পূর্ব্বার্জিত স্নেহরসের সহায়তা দ্বারা, আমার বিনয়ের বশীভূত হইয়া কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; পূর্বার্জিত কীর্তি তার অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পূর্বার্ধ [স পূর্ব-অর্ধ] *বি* প্রথম অর্ধেক। 'যারা সকল্পন বাক্যের পূর্বার্ধ বলে উত্তরার্ধ নির্ণয় করে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পূর্বাশা [স পূর্ব-আশা] *বি* পূর্বদিক। 'ফুল-কুল সখী উষা যখন খুলিবে পূর্বাশার হেমদ্বারে পদ্মকর দিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পূর্বাশ্বাসিত [স পূর্ব-আশ্বাসিত] *বিণ* পূর্বে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এমন। 'সেই পূর্বাশ্বাসিত বরেরা, হরিদাসকে গৃহাগত শুনিয়া ... আলয়ে উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পূর্বাশ্রম, পূর্ব্বাশ্রম [স পূর্ব-আশ্রম] *বি* পূর্ববর্তী আশ্রম। 'গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পূর্বাশ্রমী [স পূর্ব-আশ্রমী] *বিণ* সংসারী। 'আরো বোলে আমরা সকল পূর্বাশ্রমী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পূর্বাসন [স পূর্ব-আসন] *বি* পূর্বের সিংহাসন। 'পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্বাসন লাগি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

পূর্বাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্ণ [স পূর্ব-অহ্ন] **১** *বি* দিনের প্রথম ভাগ। 'পূর্ব্বাহ্নে সাত ঘন্টার সময়ে।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'দিবাভাগের প্রথম ভাগকে পূর্বাহ্ণ, মধ্য ভাগকে মধ্যাহ্ন, শেষ ভাগকে অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'ইতিমধ্যে এক দিবস পূর্ব্বাহ্ণে এক চবুতারায় ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* পূর্ববর্তী কাল। 'সে সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্ণেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।' *সবুজ*, ১৯১৭।

পূর্বাহ্ন, পূর্ব্বাহ্ন [স পূর্বাহ্ণ] *বি* সকাল। 'তাহা প্রতি বুধবার পূর্ব্বাহ্নে প্রকাশ হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

পূর্বে, পূর্ব্বে [স] *ক্রিবিণ* আগে। 'পূর্ব্বে ছয় গর্ব্ভ তার মায়িল কংশাসুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হাসিয়া গোসাঞি বলে পূর্বে যে শুনিল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পূর্বেকার, পূর্ব্বেকার [স পূর্বকার] **১** *বিণ* অতীতকালের। 'বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* আগেকার। 'প্রথম মহাসমরের পূর্ব্বেকার অস্ট্রীয়ান-সাম্রাজ্য ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

পূর্বেত *ক্রিবিণ* অতীতে। 'পূর্বেত আছিলা প্রভু নৈরূপ আকার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পূর্বোক্ত, পূর্ব্বোক্ত [স পূর্ব-উক্ত] **১** *বিণ* আগে বলা হয়েছে এমন;

পূর্বে উল্লিখিত। 'পূর্ব্বোক্ত বাবুর নব গুণ।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'পূর্বোক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির যেরূপ অনুমতি ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বি* পূর্বে বলা হয়েছে যা। 'শেষোক্তের সহিত পূর্ব্বোক্তের কোনও দেশেই সম্পূর্ণ মিল দেখা যায় না।' *প্রমথ*, ১৯২০।

পূর্বোল্লিখিত, পূর্ব্বোল্লিখিত [স] *বিণ* পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এমন। 'অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবহারগুলি করিয়া থাকেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

পূষণ [স] *বি* সূর্য। 'হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, হে অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পূষা [স] *বি* সূর্য। 'ভৃগুর লোচন করিল মোচন পূষার ভাঙ্গিল দন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পৃঅন্তর [স প্রিয়তর] *বিণ* অধিক প্রিয়। 'ব্রজ বৃন্দাবন ভ্রমি সকল পৃয়ন্তর।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রিয়তর**

পৃআ [স প্রিয়া] *বি* প্রণয়িনী। 'অচিন্ত ভৈরব পৃআ গন লৈয়া সঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃওসি [স প্রেয়সী] *বিণ* প্রেমপাত্রী; প্রিয়তমা। 'নিত্ত পৃওসি ভকুভানুর নন্দিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃকার [স প্রকার] *বি* রকম। 'দধি দুগ্ধ মিষ্টাই জতেক পৃকার।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রকার**

পৃচ্ছা [স প্রচ্ছ্‌>] *বি* জিজ্ঞাসা। 'সদ্ধর্ম্মশিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পৃতনাপতি [স] *বি* সেনাপতি। 'সাজিল পরান পৃতনাপতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পৃতি [স প্রতি] *অব্য* প্রত্যেক। 'কৌতুকে মঙ্গল হৈল পৃতি ঘরে ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃতিদিন [স প্রতিদিন] *ক্রিবিণ* প্রত্যেক দিন। 'একে একে পৃতিদিনে নগরেত নানা স্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃতিমাস [স প্রতিমাস] *বি* প্রত্যেক মাস। 'পৃতিমাসে রাজ্জায় গিয়া করাএ গোচরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃতিকার [স প্রতিকার] *বি* উপায়। 'কেমতে জাইব ঘর নাই পৃতিকার।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রতিকার**

পৃতিগৃহ [স প্রতিগ্রহ] *বি* প্রতিগ্রহ; দানগ্রহণ। 'দান পৃতি গৃহ সট কর্ম্মের লক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃতিজ্ঞা [স প্রতিজ্ঞা] *বি* শপথ। 'না গেলা বাপের রার্য্য পৃতিজ্ঞা মনে গুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃতিফল [স প্রতিফল] *বি* প্রতিকার। 'আপন বিক্রম বলে নাহি কর পৃতিফলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃতিমা [স প্রতিমা] *বি* প্রতিকৃতি; মূর্তি। 'মৃত্তিকা পৃতিমা করি দেই পুষ্পপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রতিমা**

পৃতিষ্ঠিত [স প্রতিষ্ঠিত] *বিণ* স্থাপিত। 'পৃতিষ্ঠিত করি দিজে না পুজিলে কিবা।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রতিষ্ঠিত**

পৃথক [স পৃথক্‌] *বিণ* আলাদা। 'দুই তিন শত কুষ্ঠি লোকেরদের পৃথক২ বাস।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

পৃথক-অন্ন [স] *বিণ* এক পরিবারভুক্ত হয়েও একান্নবর্তী নয় এমন। 'বিবাহের সময়ে পৃথক-অন্ন হইলে গৃহত্যাগজনিত কোন দোষ বোধ হয় না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পৃথকতা [স] *বি* পার্থক্য। 'হিন্দুদিগের মধ্যে এইক্ষণে যে পরস্পর বিচ্ছেদ পৃথকতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পৃথকত্ব [স] *বি* ভিন্নতা। 'এক বৃক্ষের শাখাদ্বয়ে ফলের পৃথকত্ব না হইত তবে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পৃথকপন্থী [স পৃথক+হি পন্থী] *বিণ* ভিন্নমতাবলম্বী। 'এইসব পৃথকপন্থী লেখকদের যে সমান আদর আছে, তা তো সকলেই জানে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

পৃথক পৃথক [স] **১** *ক্রিবিণ* ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে। 'তিন সুবার কাগজ পৃথক২ আমারদের কাছে আছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* ভিন্ন ভিন্ন। 'পৃথক২ কার কার কোন হুদ্দা বেওরা করিয়া কহ।' *কেরি*, ১৮০২; 'পৃথক পৃথক ফলপত্র শাখার সংখ্যা উক্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পৃথকসূত্র [স] *বি* ভিন্নসূত্র। 'পৃথকসূত্র আছে জন্মেঃ তবু চিরদিন।' *জীবন*, ১৯৪০।

পৃথকীকরণ [স পৃথক্‌করণ] *বি* আলাদা করণ। 'নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

পৃথগন্ন [স পৃথক-অন্ন] *বিণ* এক পরিবারভুক্ত হয়েও একান্নবর্তী নয় এমন। 'যদ্যপি পৃথগন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয় হয় ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পৃথগ্‌ভূত [স পৃথক-ভূত] *বিণ* ভিন্ন। 'যৌগিক আকর্ষণের বলে ... পৃথগ্‌ভূত হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পৃথগ্রাজ্য [স পৃথক-রাজ্য] *বি* স্বতন্ত্র দেশ। 'তৎকালে এই রাঢ়দেশ একটি পৃথগ্রাজ্য ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পৃথা [স প্রথা] *বি* প্রথা। 'এ দেশে যে প্রকার পৃথা ও ব্যবহার হইয়া আসিতেছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

পৃথিবী [স] **১** *বি* ধরণী। 'আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মাটি। 'ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈএা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* গ্রহবিশেষ। 'বুধগ্রহ প্রায় ৪০৩৮০০০ যোজন, শুক্র ৭৪৮০০০০ যোজন, পৃথিবী ১০৫০০০০০ যোজন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পৃথিবি [স পৃথিবী] *বি* পৃথিবী। 'অনুক্রমে স্বকল পৃথিবি হৈল বস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পৃথিবী-গোলক [স] *বি* পৃথিবীরূপ গোলক। 'যেমন আছে পৃথিবী-গোলককে ঘিরে জীবজন্তু গাছপালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পৃথিবীজোড়া [স পৃথিবী+জোড়া] *বিণ* সমস্ত পৃথিবীতে বিরাজ করছে এমন। 'পৃথিবীজোড়া দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাঙলাদেশের অবস্থা ...।' *সবুজ*, ১৯২০।

পৃথিবীতত্ত্ব [স] *বি* পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞান। 'পৃথিবীতত্ত্ব যতটা আমার জানা আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

পৃথিবীতল [স] *বি* ভূপৃষ্ঠ। 'গতিসহ পৃথিবীতলের মুহুর্মুহুঃ আন্দোলন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পৃথিবীপতি [স] *বি* পৃথিবীর অধিকর্তা। 'মান্ধাতা সগর দিল্লিপ ভরত ভগীরথ ইহারা সকলে পৃথিবীপতি।' *রামরাম*, ১৮০১।

পৃথিবীপুষ্প [স] *বি* পৃথিবীরূপ ফুল। 'তোমরা শুধু অন্যায়-অবিচারের কাঁটাই দেখলে পৃথিবীপুষ্পে সৌন্দর্য আর উপলব্ধি করতে পারলে না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

পৃথিবীপৃষ্ঠ [স] *বি* মর্ত্যভূমি। 'পৃথিবীপৃষ্ঠ যখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট কোন কারণ ব্যতীত অকস্মাৎ কম্পিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পৃথিবীবাসী [স] *বি* মর্ত্যলোকে বাস করে এমন। 'সমস্ত পৃথিবীবাসী মানুষের বিষাদ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পৃথিবীব্রত [স] *বি* রাজধর্মবিশেষ; পৃথিবীর মতো রাজাও প্রজাদের সমভাবে ও সবার উপযুক্ত মত সহ্য করবেন – এই ব্রত। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, সূর্য্যব্রত ... ও পৃথিবীব্রত; এই সপ্ত ব্রত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'পৃথিবীকে নমস্কার দিয়ে পৃথিবী ব্রতের এই যে আলপনাখানি।' *অবন*, ১৯১৯।

পৃথিবীমণ্ডল [স] *বি* পৃথিবী। 'পৃথিবীমণ্ডল মাঝে হেন মহারণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পৃথিবীময় [স] *ক্রিবিণ* পৃথিবীজোড়া। 'সমস্ত পৃথিবীময় বিশ্বামিত্র পর্বত কাটিয়া বৃষ্টির সময়ে থাকিবার জন্য সুন্দর স্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পৃথিবীর পিঠ *বি* কর্মচঞ্চল ভূপৃষ্ঠ। 'পৃথিবীর পিঠ ছেড়ে ঘুমের জগতে চলে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

পৃথিবীর লম্বা বারান্দা *বি* মাঠ। 'পৃথিবীর লম্বা বারান্দায় শিশুর খেলা।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

পৃথিবীস্থ [স] *বিণ* পৃথিবীর। 'পৃথিবীস্থ লোকদের উপায়ান্তর নাই।' *কেরি*, ১৮১২।

পৃথিব্যাশ্রিত [স পৃথিবী-আশ্রিত] *বিণ* পৃথিবীতে আশ্রিত। 'পৃথিব্যাশ্রিত বৃক্ষাদি যাতে নষ্ট না হয় ... ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

পৃথিমি [স পৃথিবী] *বি* পৃথিবী। 'ইচ্ছামৃত্যু হোক তোর পৃথিমি ভিতর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পৃথিম্বি, পৃথিম্বী [স পৃথিবী] **১** *বি* পৃথিবী। 'প্রেমেত জিনিলা তুমি পৃথিম্বী আকাশ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'পৃথিম্বিত জ্ঞান অতি আছিল তাহান।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* মাটি। 'দুই অশ্বের জানু গাড়ি গেল পৃথিম্বিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

পৃথুবি [স পৃথিবী] *বি* জগৎ; পৃথিবী। 'ঘিতিএ বরাইরূপে পৃথুবি উদ্ধার। *মালাধর*, ১৫০০।

পৃথুবিভার [স পৃথিবী-ভার] *বি* জগতের দায়িত্ব। 'হরিব পৃথুবিভার করিব দেব কাজ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃথুল [স] **১** *বিণ* স্থূল; মোটা। 'মাংসল পৃথুল দেহ স্ফীতরক্তচোখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* বিস্তৃত। 'পৃথ্বীর পৃথুল কোলে শান্ত হয়ে থাকিতে পারে না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'রাঁধুনেরা সার বেঁধেছে পৃথুল-কলেবর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **৩** *বিণ* বিশাল; বিরাট। 'পৃথুল পৃথিবী শুধু ... ।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

পৃথুলা [স] *বি স্ত্রী* স্থূল যে। 'পৃথুলাও চোখে পড়ে না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পৃথ্বী [স] *বি* ভূমি। 'তুলিলেন প্রভুকে ধরিয়া পৃথ্বী হৈতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **পৃথিবী**

পৃথ্বীগর্ভ [স] *বি* ভূগর্ভ; মাটির তলদেশ। 'সূর্যকিরণ বৃক্ষদেহে আবদ্ধ হইয়া পৃথ্বীগর্ভে নিহিত আছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

পৃথ্বীতল [স] *বি* পৃথিবীতল; ভূভাগ। 'অবশিষ্ট ভাগ পৃথ্বীতলে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব ফেন-বর্ষণ প্রদর্শন করিয়া ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'যুগে-যুগে সিক্ত হ'ল/ রক্তে মোদের পৃথ্বীতল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পৃথ্বীনাট্যশালা [স] *বি* পৃথিবীরূপ নাট্যশালা। 'জনপূর্ণ জীবনের যে আবেগ পৃথ্বীনাট্যশালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পৃথ্বীর বেলা *বি* সমাজ-সংসার। 'পৃথ্বীর বেলায় বসি কেঁদে মরে আমাদের শৃঙ্খলিত মন।' *জীবন*, ১৯২৭।

পৃথ্বীশ [স] *বি* রাজা। 'পলাতক পৃথ্বীশের নগণ্য পাথেয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

পৃদিপ [স প্রদীপ] *বি* আলো; দীপ। 'গন্ধর্ব্ববিভার সৰ্ব্ব রত্ন পৃৰ্ব্বদিপে।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রদীপ**

পৃনিপাত [স প্রণিপাত] *বিণ* প্রণাম। 'অষ্টাঙ্গে পৃনিপাত কৈল বিসাদিত হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রণিপাত**

পৃবিন [স প্রবীণ] *বিণ* বিজ্ঞ; বৃদ্ধ। 'দিলেক সম্মরে ভেট পৃবিন দেখিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রবীণ**

পৃয় [স প্রিয়] *বিণ* প্রিয়। 'কর রতী অনুমতী পৃয় বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **প্রিয়**

পৃয়বানি [স প্রিয়বাণী] *বি* মধুর কথা। 'ধিরে ধিরে করপুটে বলে পৃয়বানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃয়বোল [স প্রিয়বোল] *বি* মনোরঞ্জক ডাক। 'কৃষ্ণের পৃয়বোল সুনিএগ্রা সুন্দরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃয়া [স প্রিয়া] *বি* প্রণয়িনী। 'এতেক সঙ্কট পৃয়া ভাব কি কারণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃয়াসঙ্গ [স প্রিয়াসঙ্গ] *বি* প্রণয়িনীর সান্নিধ্য। 'হরসিত পৃয়াসঙ্গে পালঙ্ক উপরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃয়োজন [স প্রয়োজন] *বি* প্রয়োজন। 'আজ্ঞা কর গোঁসাই কোন পৃয়োজন।' *রামাই*, ১৭১০। *দ্র* **প্রয়োজন**

পৃর্ত্যাসন্ন [স প্রত্যাসন্ন] *বিণ* নিকটবর্তী। 'কলিকাল পৃর্ত্যাসন্ন প্রেবেস করএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৃষত *বি* ফোঁটা চিহ্নযুক্ত হরিণ। 'শরদ্বারা বিদ্ধ রুরু ও পৃষত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

পৃষ্ঠ[1] [স] *বি* পিঠ। 'বুকে পৃষ্ঠে হানিলেক ছেল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পৃষ্ঠচ্ছেদী [স] *বিণ* পিঠ ভেদ করে এমন। 'পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া – শৈবলিনী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পৃষ্ঠত্বগ [স পৃষ্ঠ-ত্বক্] *বি* পিঠের চামড়া। 'পরস্পরের পৃষ্ঠত্বগের সঙ্গে তাঁহাদের হস্তের সম্মার্জ্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পৃষ্ঠদণ্ড [স] *বি* পিঠের দাঁড়া। 'আমাদের সকলেরই পৃষ্ঠদণ্ড কিঞ্চিৎ কমজোর।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

পৃষ্ঠদেশ [স] **১** *বি* পিঠ। 'পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত ... । *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* পিছনের দিক। 'সম্মুখে নিখিল নাস্তি; পৃষ্ঠদেশে মৌল নীরবতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পৃষ্ঠপোষক [স] *বিণ* সহায়তাকারী। 'আমি আজ পৃষ্ঠপোষক।' *মশাররফ*, ১৮৮৭; 'শিক্ষিত লোক এই সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক নহেন।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

পৃষ্ঠপোষকতা [স] *বি* সহযোগিতা। 'কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাই ইহা পুষ্ট ও সম্প্রসারিত হইতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

পৃষ্ঠপোষকাশ্রিত [স পৃষ্ঠপোষকতা-আশ্রিত] *বিণ* পৃষ্ঠপোষণকারীর যত্নের অধীন। 'বিত্তলোভী ও পৃষ্ঠপোষকাশ্রিত ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি আমি ... বীতশ্রদ্ধ।' *শিব*, ১৯৫৬।

পৃষ্ঠপোষণ [স] *বি* সহায়তা করা। 'সাহিত্য ও তমদ্দুনের পৃষ্ঠপোষণ কোন নূতন কথা নহে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পৃষ্ঠপোষণা [স] *বি* তত্ত্বাবধান। 'রেনেসাঁসী মানবতন্ত্রীরা চার্চ ও শাসকশক্তির পৃষ্ঠপোষণার ওপরে নির্ভর করতেন।' *শিব*, ১৯৫৬।

পৃষ্ঠপোষিকা [স] *বি স্ত্রী* সমর্থন ও সাহায্যকারী। 'সাহিত্য-শিল্প-সংকেতের অন্যতমা পৃষ্ঠপোষিকা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

পৃষ্ঠপ্রদর্শন [স] *বি* পলায়ন। 'বাকি সব প্রাণপণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

পৃষ্ঠবল [স] *বি* পৃষ্ঠপোষক। 'কেহ২ লিখিয়াছেন জনেক রুষীয় এজেন্ট সন্তালদিগের পৃষ্ঠবল হইয়া রণোৎসাহ দিতেছেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

পৃষ্ঠব্রণ [স] *বি* পিঠের উপর উদ্গত ফোঁড়া। 'একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হয়ে লেগে থাকা!' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

পৃষ্ঠ ভঙ্গ [স] **১** *বি* পরাজিত হয়ে প্রস্থান। 'তাহাতেও পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিলেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩; 'রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* চম্পট। 'কোন ক্ষেত্রে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় ... তা আমার জানা নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়া *ক্রি* পরাজিত হয়ে প্রস্থান করা। 'কোন ক্ষেত্রে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় ... তা আমার জানা নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

পৃষ্ঠভাগ [স] *বি* পিছনের দিক। 'পৃষ্ঠভাগে রহে কপি সম্ভ্রম পাইয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পৃষ্ঠরক্ষী [স] *বিণ* দেহরক্ষী। 'তুমি এই হ্যাঠা অভিমন্যুর পৃষ্ঠরক্ষী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পৃষ্ঠরোধ [স] *বি* গতিরোধ। 'সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পৃষ্ঠাঘাত [স পৃষ্ঠ-আঘাত] *বি* পৃষ্ঠব্রণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পৃষ্ঠাসন [স পৃষ্ঠ-আসন] *বি* পৃষ্ঠরূপ আসন। 'পাও যদি কষ্ট ... এস, পৃষ্ঠাসন দিব।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

পৃষ্ঠ[২] [স] *বি* বই, খাতা ইত্যাদির পাতার এক পিঠ; পৃষ্ঠা। '৪৯২ পৃষ্ঠ এক গ্রন্থ।' *দর্পণ*, ১৮১৮; 'তাঁহারা এক কাষ্ঠপট্টে একেবারে পুস্তকের এক এক পৃষ্ঠ খুদিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পৃষ্ঠা [স] *বি* বই, খাতা ইত্যাদির পাতার এক পিঠ। 'তাহাতে দশ পৃষ্ঠা পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

পৃষ্ঠাত্মক [স পৃষ্ঠা-আত্মক] *বিণ* পৃষ্ঠাবিশিষ্ট। 'প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবো ষষ্ঠদশ পৃষ্ঠাত্মক হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

পৃষ্ঠি [স পৃষ্ঠ] *বি* পিঠ। 'আদ্যভাগে নিতান্ত স্থাপন কূর্ম পৃষ্ঠি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পেঅসি [স প্রেয়সী] *বি স্ত্রী* পেমপাত্রী; প্রণয়িনী। 'পেঅসি সমাদ সুনিএ হরি বিসময়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পেইংগেস্ট [ই] *বি* থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহনকারী অতিথি। 'এক পোলিশ পরিবারের পেইংগেস্ট হিসেবে আমি কিছুদিন বাস করছি।' *হাই*, ১৯৫৮।

পেইন্ট বক্স [ই] *বি* চিত্রাঙ্কনে ব্যবহৃত রঙের বাক্স। 'পেইন্ট বক্সটা দিয়ে দি ওকে তক্ষুনি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পেউন [স প্রেক্ষণ] *ক্রি* দেখা। 'সজনী ভল কএ পেউন ন ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পেঁক [স পঙ্ক] *বি* কাদা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পেঁক-কাদা [স পঙ্ক>+কাদা] *বি* কাদা; পাঁক। 'রাস্তার পেঁক-কাদা লাগিয়া ভীষণ ও কদর্য হইয়া গিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পেঁকপেঁক [স পঙ্ক>] *বি* কর্দমাক্ত অবস্থা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পেঁকো [স পঙ্ক>] *বিণ* কাদাজাত। 'ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি, পেঁকো গন্ধ তায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পেঁচ [ফা] *বি* সমস্যা। 'ইহার মত করিয়া লইলে আর কোন পেঁচ নাই।' *কেরি*, ১৮০২।

পেঁচড়া [স পিচ্চট] *বি* পাঁচড়া; খুজলি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেঁচড়িয়া **১** *বিণ* পাঁচড়া হয়েছে এমন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* খিটখিটে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেঁচ পেঁচ [ধ্বন্যা] *বি* প্যাচপ্যাচ; জলকাদায় একাকার হয়ে যাওয়ার ভাব। 'পথঘাট পেঁচ পেঁচ সেঁত সেঁত করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পেঁচ পেচী [স পেচক] *বি* পিশাচ পিশাচী। 'নরই সরই নুলা ঝুলা পেঁচ পেচী আলাভোলা।' *লালন*, ১৮৯০।

পেঁচা [স পেচক] *বি* নিশাচর পাখিবিশেষ। 'কোঠরের পেঁচা আন্য গোধিকার আঁত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পেঁচার মেলেতে শারী না শোভে তাহারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

পেঁচাও [ফা পেঁচ>] *বিণ* জটিল; ঘুরানো। 'পেঁচাও কৌশল আসে পেঁচোয়ার টানে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পেঁচাপেঁচি [ফা পেঁচ>] *বি* কূটকৌশল। 'কথার পেঁচাপেচিতে যেন আসল কর্মের আঁচাআঁচি থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পেঁচুয়া [ফা পেঁচ>] *বি* প্যাঁচানো নলযুক্ত আলবোলা। 'পেছনে অ্যাক্‌টা মুক্তোবসান পেঁচুয়া।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পেঁচোয়া [ফা পেঁচ>] *বি* প্যাঁচানো নলযুক্ত হুঁকা। 'পেঁচাও কৌশল আসে পেঁচোয়ার টানে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পেঁচো [স পেচক>] *বি* কল্পিত অপদেবতাবিশেষ। 'সিরাজ সাঁই কয় লালন তোরে নিতান্ত পেঁচোয় পেয়েছে।' *লালন*, ১৮৯০; 'দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয়-দানোয়-পাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পেঁচোয় পাওয়া *ক্রি* পেঁচো নামক কল্পিত অপদেবতার আক্রমণে শিশুর ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হওয়া। 'কবিপুত্রকে যে পেঁচোয় পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

পেঁজা [স পিনূজ>] **১** *ক্রি* তুলার আঁশ ধুনে বা টেনে আলাদা করা। 'যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **২** *বিণ* তুলার মতো। 'পেঁজা বরফের গুঁড়োয় ভর্তি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পেঁটরা [স পেটক] *বি* বাক্সবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পেঁটরি [স পেটক] *বি* বাঁশ-বেত ইত্যাদির তৈরি বাক্সবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পেঁড়া [স পিণ্ড] *বি* ক্ষীরের তৈরি মিষ্টান্ন। 'মহিষের দুধের দই, পেঁড়া।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

পেঁড়ো [স পুণ্ড্র] *বি* পুণ্ড্রবর্ধন। 'পিড়ায় জিনিলে পেঁড়োয় জিনা যায়।' গৌর, ১৮২২; ও সে পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর পায়।' *লালন*, ১৮৯০।

পেঁতে [স পত্র>] **১** *বি* মুচলেকা। 'আমি পেঁতে করিয়া দি।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* খেজুরের পাতায় তৈরি পাত্রবিশেষ। 'বেন্যার দোকানে ৫০ টাকা আর পেঁতে পাঠাইয়া দিয়া কবিরাজেরা ঘরে গেলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পেঁদানো *ক্রি* বেজায় মার দেওয়া। 'পেঁদিয়ে তিনভুবন দেখিয়ে দিলে।'

নজরুল, ১৯২৪। দ্র **প্যাঁদানি**

পোঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেওয়া – প্রচণ্ড প্রহার করে সঠিক পথ দেখানো। *নজরুল*, ১৯২৪।

পৌঁপে [প পাপায়া] *বি* পেঁপে ফল। **পৌঁপেগাছ** *বি* পেঁপে ফলের গাছ। 'পেঁপেগাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পৌঁপ্যা [প পাপায়া] পেঁপেফল। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পৌঁয়াজ [ফা পিয়াজ] *বি* মসলা হিসেবে ব্যবহৃত কন্দবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কারণ পলাণ্ড অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রশুন যাহারা আহার করিয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫। দ্র **পিয়াজ**

পৌঁয়াজি [ফা পিয়াজ>] *বি* ডাল ও পিয়াজ দিয়ে তৈরি বড়াবিশেষ। 'তোমার পেঁয়াজিই কিছু ছাড়ো না হয়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পৌঁহুটী *বি* গাছবিশেষ। 'পেঁহুটী সাডর সোআশে।' *বড়ু*, ১৫০০।

পেকনা *বি* ঝঞ্ঝাট। 'তাদুই ধান বেচে দিব আবার এখন এক পেকনা করিয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

পেকম [স পক্ষন্>] *বি* পেখম। 'মউর পেকম ধরিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১। দ্র **পেখম**

পে-কমিশন [ই] *বি* বেতন নির্ধারণ করার জন্য গঠিত কমিটিবিশেষ। 'সরকার পে-কমিশনের সোপারেশ গ্রহণ ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পেকাম্বর [ফা পয়গাম্বর] *বি* দূত; নবী। 'বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর।' *রামাই*, ১৭১০।

পেক্ষণ [স প্রেক্ষণ] *বি* পর্যবেক্ষণ। 'ইহার লক্ষণা পেক্ষণে বুঝা যায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

পেখম [স পক্ষন্>] *বি* ময়ূরের পুচ্ছ। 'সারি সুক নাদ পুরে মউরি পেখম ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পেখমখোলা *বিণ* লেজ বা পাখা মেলেছে এমন। 'অলিন্দে তুমি পেখমখোলা ময়ূর নাচায়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

পেখা [স প্রেক্ষ>] *ক্রি* দেখা। **পেখ** *ক্রি* দেখ। 'পেখ রে ভুসুকু সহজ সরুআ।' *চর্যা ৩০*, ১২০০। **পেখই** *ক্রি* দেখে। 'মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ণ পেখই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০। **পেখনু** *ক্রি* দেখলাম। 'রমণীর মণি পেখনু আপনি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **পেখমি** *ক্রি* দেখি। 'পেখমি দহদিহ সব্বই শূন।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০। **পেখল** *ক্রি* দেখলাম। 'সজনী, অপুরুব পেখল রামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পেখলি** *ক্রি* দেখলাম। 'সুন সুন মাধব তোহারি দোহাই। বড় অপরুব আজু পেখলি রাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পেখলুঁ** *ক্রি* দেখলাম। 'পেখলুঁ রে সখি যুগল কিশোর।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **পেখি** *ক্রি* তাকায়। 'অনুমান করে সবে তান দিকে পেখি।' *সুলতান*, ১৭০০। **পেখু** *ক্রি* দেখি। 'পেখু সুঅণে অদশ জইসা।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

পেখাজ [ফা পকাওয়াজ] *বি* পাখোয়াজ; তাল দেওয়ার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে মঙ্গল পেখাজ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পেখ্বাজ [ফা পকাওয়াজ] *বি* পাখোয়াজ; তাল দেওয়ার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'পঞ্চ সরা পড়া বাজে পটহ পেখ্বাজ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পেগ [ই] **১** *বি* হুইস্কি মাপার এককবিশেষ; হুইস্কি। 'ক্লবে গিয়া পেগ খাইয়া বিলিয়ার্ড খেলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* মদের নির্দিষ্ট পরিমাণ। 'আরেক পেগ নিচ্ছি।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

পেগম্বর [ফা পয়গাম্বর] *বি* পয়গাম বা বার্তা পৌঁছে দেন যিনি; রসুল। 'জোড় করি দুই কর জপে পির পেগম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খ্যাত যিনি পেগম্বর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পেগম্বরি [ফা পয়গাম্বর>] *বি* ভবিষ্যদ্বাণী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেগান [ই] **১** *বি* রোমের উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টপূর্ব কালের জাতিবিশেষ। 'পরিশ্রান্ত পেগানেরা একদিন চিনেছিল যারে।' *জীবন*, ১৯৩০। **২** *বিণ* পৌত্তলিক। 'প্রাচীন গ্রীকরা ছিল পেগান অর্থাৎ দেহাত্মবাদী।' *হাই*, ১৯৫৮। দ্র **প্যাগান**

পেগামি [ফা পয়গাম] *বি* প্রস্তাব সম্পর্কিত। '১০ টাকা পেগামি দরবার খরচ।' *ওসাঁ*, ১৭৮১।

পেঙ্গুয়িন [ই] *বি* অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের সামুদ্রিক পাখিবিশেষ। 'বিশ্বস্তচিত্ত সীল এবং পেঙ্গুয়িন পক্ষী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পেচক [স] *বি* পেঁচা। 'চটক কর্কট টিয়া বায়স পেচক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পেচকনয়ন [স] *বিণ* পেঁচার মতো চোখবিশিষ্ট। 'পেচকনয়ন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া সমক্ষে ইহাঁর মৃগলোচন দর্শন করিয়া প্রাণ শীতল করিতাম।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

পেচকীয় [স] *বিণ* পেঁচার মতো (অন্ধ)। 'কৌমুদীজাগরে পেচকীয় দুঃখবাদ লাগে মোর এত মনোলোভা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

পেচা¹ [স পেচক] *বি* নিশাচর পাখিবিশেষ। 'পেচারে অধিক তীত নিম সম হৈলু তিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পেচা² *বি* বোঁচকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেচু [স পশ্চাৎ] *ক্রিবিণ* পিছন। 'মেচুনিরা ঝকড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পেচোন [স পশ্চাৎ] *বি* পিছন। 'ছেলেরা ... ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্টে রপ্টে ব্যাড়াচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পেচোয়ান *বি* ধূমপান করার হুঁকাবিশেষ। 'পেচোয়ানে মনোনিবেশ করিল এবং খুব জোরের সহিত টান দিতে লাগিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

পেচ্ছাপ [স প্রস্রাব] *বি* মূত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'বড় পেচ্ছাপ পেয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পেচ্ছাব [স প্রস্রাব] *বি* প্রস্রাব। 'আজ্ঞে, পেচ্ছাবের পীড়ে ছিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

পেছন [স পশ্চাৎ] *বি* পশ্চাৎ অংশ। **পেছনে** *ক্রিবিণ* পিছনের দিকে। 'আমাদের বাড়ির ছাদটার পেছনে দেখিলাম। **পেছন** *বি* পশ্চাৎ। '(পেছন থেকে) রমেন নাকি?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **পেছন নেওয়া** *ক্রি* অনুসরণ করা। 'একান্ত অগোচরে পেছন নের।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পেছনে লাগা *ক্রি* বিরক্ত করা। 'সিগারেট টানা, মেয়েদের পেছনে লাগা ...।' *মানিক*, ১৯৪৭।

পেছানো *ক্রি* পিছনে যাওয়া। 'এই যে আমাদের ওরা পেছিয়ে পড়েছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

পেজ [ফা পিয়াজ] *বি* পিয়াজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পেজোমি [ফা পাজী>] *বি* বদমায়েশি। 'আমার দৈনিকের এই পেজোমি।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

পেঞ্চক [স পঞ্চক] *বি* পঞ্চায়েত; পাঁচজনের সংগঠন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেট [স] **১** *বি* উদর। 'ঘরে ঘরে আনে দড়ি বান্ধে তার পেটে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অন্তর। 'বলিলে বচন নাহী প্রবেশিব পেট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* গর্ভ। 'হাথ বুলাইয়া কেহ বলে হৈল পেট।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৪** *বি* উপরিভাগ। 'ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো।' *জীবন*, ১৯৪২। **৫** *বি* অভ্যন্তর ভাগ। 'বাসের পেটে

একপাল কাবুলী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পেট উদ্বেগ [স] *বি* পেট ফাঁপার জন্যে যে অস্বস্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পেটকাটা *বিণ* মাঝখানে ভাঁজযুক্ত। 'চৌধুরীবাড়ির পেটকাটা নহবৎখানার একপাশের এক কামরায় ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পেট কাটা দরজা *বি* মধ্যস্থান কাটা এক প্রকার দরজা। 'তাহার বাহির ভাগে পেট কাটা দরজা।' *রামরাম*, ১৮০১।

পেটকাপড় *বি* কাপড়ের যে অংশে উদরভাগ আবৃত করে রাখে। 'তাহার পেটকাপড় হইতে একটি ময়লা ছিটের থলির মধ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত হইলাম।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

পেট কামড়ানো *ক্রি* পেটের ব্যথা ও অস্বস্তি হওয়া। 'আমার পেট কামড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পেটকো *বিণ* পেটুক; লোভী। 'তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পেট খারাপ *বি* পেটের অসুখ। 'পেট খারাপ, আজ পান্তা খেতে দিইনি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

পেট চলা *ক্রি* বাহ্য করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেট চলে *বি* কোনোমত দিন নির্বাহ হয়। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পেট চোঁ চোঁ করা *ক্রি* (ধ্বন্যা) খিদেয় চোটে খাওয়ার প্রবল ইচ্ছে হওয়া। 'পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পেট-জোড়া *বিণ* সমস্ত পেট জুড়ে আছে এমন। 'পেট-জোড়া পিলেও আমার পছন্দ-সই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

পেট পালা *ক্রি* খাওয়া। 'উৎসবে আমরা তাই পেট পালতে ব্যস্ত।' *হাই*, ১৯৪৬।

পেট-পূজা [স] *বি* খাদ্য গ্রহণ। 'কেবল দেখি দিবারাতে পেট-পূজায় ঢোল ভারি।' *লালন*, ১৮৯০।

পেটপোষা *বি* সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি। 'যত দেখ হের পেটপোষাগুলা সব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পেট ফাঁপা *ক্রি* পেটে বায়ু হওয়া। 'আফিঙ্গ খেলে আমার পেট ফাঁপে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পেট ফাটা *ক্রি* পেট ফেটে যাওয়ার উপক্রম করে। 'হাসিতে তাহার পেট ফাটিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পেটফুলো *বিণ* পেট ফুলে মোটা হয়েছে এমন। 'পেটফুলো তার মস্ত পিলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পেটফেলানি *বিণ* গর্ভপাত করেছে এমন। 'আরে পেট ফেলানি খানকি।' *কেরি*, ১৮০২।

পেটফোলা *বিণ* পচনের ফলে পেট ফুলে উঠেছে এমন। 'পেটফোলা যুবতীর লাশ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পেট বেদনা *বি* পেটের ব্যথা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পেট ভরা *ক্রি* আশা পূর্ণ হওয়া। 'ভিক্ষার অন্নে চিরকাল আমাদের পেট ভরিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পেটভাজা *ক্রি* গর্ভপাত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পেটভাতা *বি* মজুরি বাবত কেবল পেট ভরবার মতো খাবার লাভ। 'যারা পেটভাতায় চাকরি করে তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পেট ভার হওয়া *ক্রি* পেটে অস্বস্তি হওয়া। 'যাহার পেট ভার হইতে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পেট ভারী করা *ক্রি* অন্তঃসত্ত্বা করা। 'হাড়গোড় বের করা বউটার পেট ভারী করে তোলে।' *জীবন*, ১৯৩২।

পেটমোটা *বিণ* বড়ো ভুঁড়িওয়ালা। 'একটা জোয়ান পেটমোটা ব্যক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পেটরাড় *বি* গর্ভবতী বিধবা। 'ছিত অভাগির এক পেটরাড় পো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পেটরোগা *বিণ* দুর্বল হজমশক্তিবিশিষ্ট। 'অতএব পেটরোগা শিশুকে পোলাও-এর পথ্য দেওয়া যাক।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

পেটলি [স পেট>] *বি* পেটুক। 'পেটলি পেটের লোভ আগে।' *কৃত্তিরাম*, ১৭২০।

পেট হওয়া *ক্রি* গর্ভধারণ করা। 'তোকে আর বলবো কি, তোর যে পেট হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পেটে আগুন জ্বলা *ক্রি* প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগা। 'ওই খেতে হবে কিন্তু, পেটে যে আগুন জ্বলছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ সে পিরিতে কিবা কাজ – মনে ইচ্ছে আছে অথচ বাইরে চক্ষুলজ্জার ভয়। 'কিন্তু পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ সে পিরিতে কিবা কাজ।' *গৌর*, ১৮২২।

পেটে খাইলে পিটে সহে – লাভের জন্য কষ্ট সহ্য করা যায়। 'কথায় কথা আছে কি এঁটো খাই মিঠার লোভে, ও পেটে খাইলে পিটে সহে।' *গৌর*, ১৮২২।

পেটে খেতে পাওয়া *ক্রি* কোনো রকম খেয়ে বেঁচে থাকা। 'জমীদারের খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পেটে খেলে পিঠে সয় – লাভ হলে কষ্ট সহ্য করা যায়। ''পেটে খেলে পিঠে সয়' এই তো প্রবাদে কয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পেটে নেওয়া *ক্রি* গর্ভে ধারণ করা। 'নির্জল নির্দয় দেশে পেটে নেবে আমার সন্তান।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

পেটে পাথর বাঁধা *ক্রি* ক্ষুধা চেপে রাখা। 'পেটে পাথর বাঁধিয়া দিন কাটাইয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

পেটে পেটে রাখা *ক্রি* গোপন রাখা। 'সেটা তুমি পেটে পেটেই রাখ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পেটে ভুখ মুখে লাজ – মনে প্রবল বাসনা থাকলেও লজ্জাবশত প্রকাশ করতে না পারা। 'এমন পেটে ভুখ মুখে লাজ করলে চলবে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পেটের চিন্তা *বি* রোজগারের ভাবনা; বৈষয়িক ভাবনা। 'পেটের চিন্তায় এতই ব্যতিব্যস্ত যে ...।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

পেটের জ্বালা *বি* ক্ষুধা। 'শেয়াল পেটের জ্বালায় অস্থির।' *জসীম*, ১৯৬৪।

পেটের দায় *বি* ক্ষুধার তাড়না; খাবার জোগানোর প্রয়োজনীয়তা। 'তারা পেটের দায়ে উমেদারি করতে, সেলাম করতে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পেটের ধান্ধা *বি* ক্ষুধানিবৃত্তির লক্ষ্যে জীবিকার সন্ধান। 'আমরা তো গরিব লোক, সদা সর্বদা পেটের ধান্ধায় ফিরি।' *গৌর*, ১৮২২।

পেটের ভাত *বি* ন্যূনতম চাহিদা। 'তাদের পেটের ভাতটা জোগাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

পেটের ভাত হজম হওয়া *ক্রি* সহ্য হওয়া। 'তাদের আর পেটের ভাত হজম হত না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পেটের সাড়া *বি* মল ত্যাগের ইচ্ছা। 'একান্ত আঁটাআঁটা করিলে পেটের সাড়া জানাইবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পেটক [স] *বি* পেটরা; ঝাঁপি। 'ঐ শিশুকে, সহস্র সুবর্ণ সহিত, পেটকের মধ্যগত করিয়া ... রাজদ্বারে রাখিয়া আসিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পেটা[1] *বি* মফস্বল; অপ্রধান। 'পেটার আড়ঙ্গের মধ্যে হরিপাল ও মোড়া দ্বারহাটার নিকটে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

পেটা[2] [স পেট>] *বি* মাছের অন্ত্রাদি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পেটাঙ্গি [স পেট>] *বি* হাতাকাটা জামা। 'গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গি উতার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পেটানো *ক্রি* ছাদ ঢালাইয়ের পর মুগুরজাতীয় দণ্ড দিয়ে পিটিয়ে শক্ত করা। 'তাহারই ছাদ পিটিবার তালে তালে সমস্বরে একঘেয়ে গান ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পেটাই *বি* সমতল করার জন্যে পিটানোর কাজ। 'হৃদয় পেটাই কর্চ্চে/ তার হাতুড়ির ঘায়ে পড়ছে ঝরে মর্চ্চে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'অনেক যুগ গেছে ঢালাই পেটাই করা মিস্ত্রির কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পেটা ঘড়ি *বি* যে ঘড়িতে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টা পেটানোর শব্দ করে। 'দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশে বেঁদে কাঁদে করেছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ঘণ্টায় ঘণ্টায় পেটাঘড়িতে ঢং ঢং আওয়াজ হতো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

পেটারা [স পেটক>] ১ *বি* ঝাঁপি। 'এই পাতে বাক্স, পেটারা, কৌটা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য নির্মিত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* বাক্সবিশেষ। 'একটি ভাঙ্গা টিনের পেটারায় বন্ধ হইলাম।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

পেটারি [স পেটা] ১ *বি* টিনের বাক্সবিশেষ। 'বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ঝুড়ি। 'পাখ শূন্য করিআ পেটারি মাঝে থুইল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পেটারিআ *বি* একটি গাছের নাম। 'পেটারিআ পুরল্যা ভারঘাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পেটার্ণ, পেটার্ন [ই] *বি* সেলাইয়ের নকশা। 'সূচ, সূতা, উল, পেটার্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'জ্বরের ঘোরে মানুষ যে রকম শেতলপাটির ফুলের পেটার্ন মুখস্থ করে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পেটি, পেটী [স পেট>] ১ *বি* কোমরবন্ধ। 'পেটি।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দর্জ্জিরা ছেলেদের টুপী, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় ব্যাড়াচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* মাছের পেটের অংশ। 'মুখে মস্ত ইলিশের পেটি।' *নীরেন*, ১৯৬২; 'মাছটার পেটি দিয়া যদি চারটি ভাত খাইতে পারিতাম।' *জসীম*, ১৯৬৪।

পেটিকা[1] [স পেট>] *বি* কোমরবন্ধ। 'কোমরে পেটিকা শিরে উত্তম পাগড়ী।' *সুলতান*, ১৭০০।

পেটিকা[2] [স পেটক>] *বি* পেটরা। 'তোড়াটি পেটিকায় রহিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

পেটিকোট [ই] *বি* মেয়েদের নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাসবিশেষ; সায়া। 'মেঝের উপর গাউন পেটিকোট প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বিক্ষিপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পেটিজুরি [ই] *বি* ফৌজদারি মোকদ্দমার জুরিবিশেষ। 'পেটিজুরি, যাঁহারা গ্রাণ্ডজুরির বিবেচনা অনুসারে বিচারযোগ্য মকদ্দমা জজের সহিত বিচার করিয়া আসামীদিগকে দোষী বা নির্দোষ করেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পেটুক [স পেট>] ১ *বি* খুব বেশি খায় যে। 'পেটুক যদ্যাপি শুনে লুচির ফলার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* মাত্রারিতিক্ত ভোজনকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যে লোক পেটুক সে ভোজনের রসজ্ঞ হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পেটুকতা *বি* বেশি খাওয়া। 'পেটুকতা কি পৃথিবীতে অসত্য?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পেটুয়ারি [স পেট>] *বি* প্রসবকালীন ধাত্রী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেটুলি [স পেট>] *বিণ* গর্ভবতী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেটুলি হওয়া *ক্রি* গর্ভ ধারণ করা। 'পেটুলি হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেটেন্ট, পেটেন্ট [ই] ১ *বি* ধরন; ডিজাইন। 'ছাতা জুতোর নতুন নতুন পেটেন্ট বেরোতে থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* স্বত্ব। 'আধ্যাত্মিকতার একটা পেটেন্ট খাদ্যসামগ্রী।' *অবন*, ১৯২৫। ৩ *বিণ* সরকারি সনদবলে সংরক্ষিত। 'এতো তার গ্রান্ড মামার পেটেন্ট গলা।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

পেটে পেড়ে [স পত্র>] *বিণ* কপালের উপর পাতার মতো সজ্জিত। 'মোম দিয়ে পেটে পেড়ে খোপা বান্ধিয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পেটোয়া[1] ১ *বিণ* স্ফীত। 'নদীটা পেটোয়া হয়ে উঠেছে।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* উদরস্থ। 'সে-সব পেটোয়া চাল কয়েক বস্তা নিয়ে সো দিকি। পারবে?' *জীবন*, ১৯৪৮।

পেটোয়া[2] *বিণ* পেট মোটা। 'আচ্ছা পেটোয়া গণেশ তো বাবা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পেট্রন [ই] *বি* পৃষ্ঠপোষক। 'ব্রজেন্দ্রবাবু এই ক্লাবের পেট্রন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পেট্রল, পেট্রোল [ই] *বি* জ্বালানি তেলবিশেষ। 'সেই মোটর পেট্রল টায়ার ও মেশিনিজমের বিশেষজ্ঞতা কাজে খাটাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩১; 'মোটর পেট্রোল ও স্পিরিট।' *আজাদ*, ১৯৪০।

পেট্রোলিয়াম [ই] *বি* খনিজ জ্বালানি তেলবিশেষ। 'পেট্রোলিয়ামের গন্ধ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পেট্রিয়ট [ই] *বি* দেশপ্রেমিক। 'আমাদের শৌখিন পেট্রিয়টদের সত্যকার বিশ্বাস কিছুই নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

পেট্রিয়টি [ই পেট্রিয়ট>] *বিণ* দেশপ্রেমমূলক (ব্যঙ্গার্থে)। 'মরীচিকাপ্রলুব্ধ পেট্রিয়টি মস্তিষ্কেই উদ্ভূত হওয়া সম্ভবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পট্রিয়টিক [ই] *বিণ* দেশপ্রেমমূলক। 'পেট্রিয়টিক স্পিরিটে তো আর উলঙ্গ হইয়া থাকা চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'কি সব পেট্রিয়টিক ... ও স্বরাজি যুক্তি আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'এঁদের পেট্রিয়টিক উপদ্রব আমি পারৎপক্ষে এড়াতে চাই।' *প্রমথ*, ১৯২০।

পেট্রিয়টিজম [ই] *বি* দেশপ্রেম। 'পেট্রিয়টিজমের অনুরোধে তাহা চাহিলেও তত পয়সা পাইবে কোথায়?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'যে দেশে পেট্রিয়টিজম অবাস্তব নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'পুঁথিগত পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করা যায় কি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

পেড়া *বি* বেড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেড়াকি *বি* ক্ষীরের তৈরি মিষ্টান্ন। 'পিরিচে পেড়াকি যবে আনে আড়চোখে চেয়ে তার পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পেড়াপিড়ি, পেড়াপীড়ি [স পীড়ন>] *বি* জোড়াজুড়ি। 'বড়ো পেড়াপীড়ি হইলে এর নিয়ে ওকে দেয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'পেড়াপিড়ি কাজ কি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'যদি বড় পেড়াপেড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্ব্বো।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

পেড়ি [স পেটিকা] *বি* ছোটো বাক্স। 'অবিলম্বে আনে তার ঔষধের পেড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পেড়ী *বি* বেতের তৈরি পেটিকাবিশেষ। 'ভারতের মেয়েরা কি পেড়ী-পুঁটলী না ছাতা-ছড়ি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

পেড়ে[1] [স পেটক] *বি* পেড়া; বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি ঝাঁপি। 'পাতিয়া কুহকী-ফাঁদ ফেলিয়াছে পেড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পেড়ে[2] [স পার>] *বিণ* পাড়ওয়ালা। 'কালাপেড়ে, লালপেড়ে, নরুনপেড়ে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পেড়্যে [স পার>] *বিণ* পাড়বিশিষ্ট। 'ছাইপেড়্যে ধুতি পরিধান করেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পেন্ট [ই] *বি* মেকআপ; প্রসাধনী। 'মুখের পেন্ট তুলিতে তুলিতে ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

পেন্টিংবক্স [ই] *বি* চিত্রাঙ্কনে ব্যবহৃত রঙের বাক্স। 'অরুন্দ নিয়ে এলো কুচকুচে কালো পেন্টিংবক্স আর মস্ত ড্রইংখাতা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

পেন্টলুন, পেন্টলন [ই] *বি* প্যান্ট; নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবিশেষ। 'তদ্দারা অল্প সময়ের মধ্যে জামা, চাপকান, ইজার, পেন্টলন প্রভৃতি নানাপ্রকার পোসাক ও গণিচটের থলে পর্য্যন্ত সেলাই হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩; 'কোট পেন্টলুনের পরিবর্ত্তে ধুতি চাদর পরিধান করিয়া...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পেন্ডিং [ই] *ক্রিবিণ* অসমাপ্ত অবস্থায় জমে থাকা। 'যাতে কাজ পেন্ডিং পড়ে না থাকে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

পেন্ডুলাম [ই] *বি* ঘড়ির দোলক। 'পেন্ডুলামটি নড়ে উঠল।' *হোসেন*, ১৯৪০; 'প্রকাণ্ড ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো আমার হৃৎপিণ্ড।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

পেন্নাম [স প্রণাম] *বি* প্রণাম। 'এজ্ঞে হা বাবাঠাকুর, পেন্নাম।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পেতকারী [ধ্বন্যা] *বি* পিচকিরি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেতনী [স প্রেতিনী] *বি স্ত্রী* কল্পিত অপদেবতা। 'পেতনী হয়েছেন, মাছের লোভ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

পেতল [স পিত্তল] *বি* পিতল; তামা ও দস্তা মিলিয়ে প্রস্তুত উপধাতুবিশেষ। 'সোনা বলে পেতল বেচে যায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'ওরা চকচকে পেতলকে সোনা বলে চালাতে আসে।' *শিবরাম*, ১৯৭০। *দ্র* **পিতল**

পেতি [স প্রেতিনী] *বি* পেত্নি; কল্পিত অপদেবতাবিশেষ। 'খোশাল হইয়া রণে রক্ত খায় পেতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পেতিজ্ঞা [স প্রতিজ্ঞা] *বি* শপথ। 'খেপার মতো হয়ে পেতিজ্ঞা করলুম।' *নজরুল*, ১৯২৪। *দ্র* **প্রতিজ্ঞা**

পেথম [স প্রথম] *ক্রিবিণ* প্রথম। 'আমি পেথম এই কথাটি শুনলুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পেত্যায়া [স প্রত্যয়>] *ক্রি* বিশ্বাস করা। 'কে পেত্যাবে কই কার কাছে।' *লালন*, ১৮৯০।

পেথ্যা *বি* ডালা; ছোটো ঝুড়ি। 'কান্তা বুনে কুলা পেথ্যা তাহা বেচ্যা খাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পেদর ছোকরা *বি* (পীটার নামক) ক্রীতদাস। 'পেদর ছোকরা ১।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

পেন [ই] *বি* কলম। 'আমাদের স্টাইলোগ্রাফ পেন ছিল, গণপতি তাহাতে মহাভারত লিখিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

পেননাইফ [ই] *বি* ছোট ভাঁজ করা ছুরি। 'অন্তরের মধ্যে টেবিল ও পেননাইফ ব্যবহার করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পেনফ্রেন্ড [ই] *বি* পত্রবন্ধু। 'চাটগাঁয় আমার এক পেনফ্রেন্ড আছে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

পেনটার [ই] *বি* চিত্রকর। 'মডার্ন পেনটাররা কি করেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

পেনটুলন, পেনটুলেন [ইটালিয়ান থেকে ইংরেজি হয়ে বাংলা] *বি* নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'জয়হরির পেনটুলেন, কাবা ও বাঁধা পাগড়ী দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯; 'ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে খাওয়া, পেনটুলন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতি কট চাপকান পরা!' *হুতোম*, ১৮৬১।

পেনশন, পেনসন, পেন্সন [ই] **১** *বি* চাকরি থেকে অবসর। 'বাবুরামবাবু পেনসন লইলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* চাকরির মেয়াদ শেষে অবসর গ্রহণের পর প্রাপ্ত ভাতা। 'তিনি পেনশন পান নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'তৎসমান পেন্সন প্রদানের আদেশ দিয়া ... বিনীতভাবে কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পেনশনভোগী, পেনসনভোগী, পেনসানভোগী [ই পেনশন+স ভোগী] *বিণ* অবসরজীবনে প্রাপ্ত পেনশন ভাতা ভোগ করে এমন। 'একজন পেনসনভোগী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'পুলিশের পেনশনভোগী সাবেক সাব-ইনস্পেক্টর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪; 'প্রাণবন্ধু হচ্ছে স্টেটের একজন পেনসানভোগী।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

পেনশনি [ই পেনশন>] *বি* পেনশন। 'প্রচুরতম আচ্ছাদনের পেনশনি।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

পেনশ্যন [ই] *বি* চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর প্রাপ্ত ভাতা। 'নারদ পেনশ্যন দিওয়ার পরামর্শ দিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পেনসুনে [ই পেনশন>] *বিণ* পেনশনভোগী। 'কায়স্থ কুলীন বেকার পেনসুনে ও ব্রোকই বিস্তর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পেনস্যন [ই] *বি* চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর প্রাপ্ত ভাতা। 'জে ডবলিউ মাকলৌড সাহেব পেনস্যন পাইয়া কর্ম্মে অবসর হওয়াতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

পেন্স্যান [ই] *বি* চাকরিজীবীর অবসরকালের ভাতা। 'বৃদ্ধাবস্থায় কৌন্সেলে পেন্স্যানের দরখাস্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

পেনসিল, পেন্সিল [ই] *বি* কাঠ দিয়ে মোড়া গ্রাফাইট বা চক, যা দিয়ে লেখা হয়। 'কাগজ হইতে পেনসিল বা কালির দাগ উঠাইবার জন্য যে রবর ব্যবহৃত হয় ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'পেন্সিলে লিখিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

পেনাঙ্গি *বি* মালয়েশিয়ার পেনাঙের অধিবাসী। 'সিঙ্গাপুরেই পেনাঙ্গি, চেটি, গোরা, মগ, তুর্কমান, ইহুদি, মেড়ো ...।' *জীবন*, ১৯৩৩।

পেনামব্রা [ই] *বি* উপচ্ছায়া; কোনো বস্তুর মূল ছায়ার পাশের অস্পষ্ট ছায়া। 'তার চার দিকে কম-কালো বেষ্টনী, তার নাম পেনামব্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পেনাল কোড [ই] *বি* ফৌজদারি মামলার দণ্ডবিধি। 'তিরোহিত করিবার

মূল কারণ পেনাল কোড ও দণ্ড আইন।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩। *দ্র* **পিনালকোড**

পেনাল্টি [ই] *বি* গোলপোস্টের সামনে বল বসিয়ে শুধু গোল রক্ষককে সামনে রেখে বল মারার ব্যবস্থা। 'বিনামেঘে বজ্রপাতের মত বলা-কওয়া নেই দিয়ে বসল পেনাল্টি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

পেনি [ই] *বি* ইংল্যান্ডের মুদ্রাবিশেষ। 'দুই সিলিঙ্গ এক পেনি ইঙ্গরেজি হিসাবে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

পেনিসিলিন [ই] *বি* জীবাণুনাশক ওষুধবিশেষ। 'পেনিসিলিন, গ্লুকোজ আর ভিটামিন ইনজেকশন দিয়ে ওকে সারিয়ে তোলা হয়েছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

পেনেল [ই প্যানেল] *বি* গাড়ির যন্ত্রপাতির বোর্ড। 'মৃতপ্রায় হয়ে গুড়িশুড়ি মেরে পেনেল সই হয়ে রইলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পেন্ট [ই পেইন্ট] *বি* মেকআপ; অতিমাত্রায় প্রসাধনীর ব্যবহার। 'যা পেন্ট করেছে কার বুঝবার সাধ্যি।' *জীবন*, ১৯৩২।

পেন্টেলুন [ই পেন্টালুন] *বি* নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'ইজের পেন্টেলুন পরিলি তাহা মাফ করিলাম।' *রাজ*, ১৮৭৪।

পেন্টলুন [ই পেন্টালুন] *বি* নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'পেন্টলুন সেই ধড়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পেন্টালুন [ই পেন্টালুন] *বি* নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'পেন্টালুনের পকেট হইতে আমাকে বাহির করিয়া মেয়েটিকে দেখাইল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

পেন্টুল [ই পেন্টালুন] *বি* নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'ছেঁড়াখোঁড়া পেন্টুল পরনে।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

পেন্টুলান [ই পেন্টালুন] *বি* নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'পেন্টুলানের মুট চাপিয়া।' *শরৎ*, ১৯১৭।

পেন্টুলুন [ই পেন্টালুন] *বি* নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পেন্ডুলাম [ই] *বি* ঘড়ির দোলক। 'আমাদের দোলের ঐ শেষসীমা পেন্ডুলমকে ঐখান থেকে ফিরতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

পেন্নাম [স প্রণাম] *বি* প্রণাম। 'মা মাসিমায় পেন্নাম।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পেন্নামি [স প্রণামী] *বি* শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রদেয় অর্থ। 'মাঝে মাঝে পেন্নামি দেই।' *অবন*, ১৯৪১।

পেপার [ই] *বি* সংবাদপত্র। 'একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া হঠাৎ দেখা গেল, চারিদিকে ন্যাশনাল পেপার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'সে জোর গলায় ডেকে পেপার বিক্রি করছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

পেপার ওয়েট [ই] *বি* ধাতু বা কাচের তৈরি বস্তু যা দিয়ে কাগজপত্র চাপা দেওয়া হয়। 'সাহেব টেবিলের উপরে পেপার ওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'পেপারওয়েট আঙুলে ঘুরিয়েছে।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

পেপার মিল [ই] *বি* কাগজের কারখানা। 'কটন মিল, জুট মিল, পেপার মিল।' *নজরুল*, ১৯৪১; 'আমি চেয়েছিলাম পেপারমিলের দিকে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

পেম [স প্রেম] *বি* প্রেম। 'বচনক দোসে পেম টুটি পেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **প্রেম**

পেমেন্ট [ই] *বি* টাকা দেওয়া; অর্থ প্রদান। 'পেমেন্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা দু টাকার হিসাবে দস্তুরী কেটে ন্যান।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'দশ টাকায় চারশো সাতান্ন টাকা একেবারেই রেকর্ড পেমেন্ট।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

পেমেষ্টর [ই] *বি* মজুরি প্রদানকারী। 'পেমেষ্টর অর্থাৎ বক্সি সাহেবের তহবিলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

পেম্মরাগ [স প্রেমরাগ] *বি* প্রেমানুরাগ। 'নিজ নারী সঙ্গে পুনি নাই পেম্মরাগ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পেয় [স] *বিণ* পানীয়; পান করা যায় এমন। 'লেহ্য পেয় চস্য চর্ব্ব জত অন্ন ব্যঞ্জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

পেয়-দোষ [স] *বি* পানাসক্তি। 'তাহাদের কুহকে পড়িয়া আমার পেয়-দোষ উপস্থিত হইল।' *প্যারী*, ১৮৬০।

পেয়সি [স প্রেয়সী] *বি* প্রিয়তমা; প্রণয়িনী। 'তুঅ পেয়সি মোঞে দেখলি বরাকিনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **প্রেয়সী**

পেয়াদা [ফা পিয়াদা] ১ *বি* বার্তাবাহক। 'সেই দিন আমার এক পেয়াদা আইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* রাজার প্রহরী। 'চোপড় চাপড় মারে যত পেয়াদাগণে।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৩ *বি* পদাতিক। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বি* আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য। 'নালিষ করিয়া পেয়াদা আনিয়া তোমাকে পাকড়ীয়া ছিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। ৫ *বি* পিয়ন। 'তুমি পেয়াদা আসিয়াছ এক টাকা রোজ লইয়া গিয়া দারোগাকে এই সকল বৃত্তান্ত কহ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পেয়াদাগান [ফা] *বি* সংবাদবাহক; পাইক। *ওর্সা*, ১৭৮২।

পেয়াদাগিরি [ফা পিয়াদা+ফা গিরি] *বি* পেয়াদার কাজ। 'পেয়াদাগিরি করছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পেয়ার [স প্রিয়>] *বি* আদর। 'সাহেব তোমাকে বড় পেয়ার করেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

পেয়ারা[1] [স প্রিয়>] *বিণ* প্রিয়। 'উনকা পেয়ারা বেগম।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

পেয়ারাপানা *বিণ* প্রীতিপূর্ণ। 'ধীরে ধীরে মেয়ে বাড়তে থাকে – বেশ পেয়ারাপানা মুখ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পেয়ারী [স প্রিয়>] *বিণ স্ত্রী* সোহাগী। 'মেয়ের বিয়েতে পেয়ারী বুড়ি পেয়েছিল হার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'গোন্দম রঙের তোলী ভোলী পেয়ারী সুরত দেখিয়াছি সে কে?' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

পেয়ারা[2] [প পেরা] *বি* ফলবিশেষ। 'ফলসা বাদাম আতা নেয়া ও পেয়ারা ...।' *কেরি*, ১৮০২; 'পেয়ারা গাছের জন্য তোমরা বৃথা কলহ কর কেন?' *রোকেয়া*, ১৯২২।

পেয়ারাগাছ [প পেরা+গাছ] *বি* পেয়ারা ফলের গাছ। 'সম্মুখে পেয়ারাগাছ ভরে আছে ফুলে ফলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

পেয়ারাতলা [প পেরা+স তল] *বি* পেয়ারা গাছের নীচের জায়গা। 'রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পেয়ালা [ফা পিয়ালাহ্] ১ *বি* পানপাত্র; কাপ। 'পেয়ালা করা চা।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আনো সখী সুরার পেয়ালা।' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বি* সুবাস। 'যে সুর চাঁপার পেয়ালা ভরে দেয় আপনায় উজাড় করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

পেয়ালাবাজি [ফা পিয়ালাহ্+ফা বাজি] *বি* পানাসক্তি। 'নিরন্তর পেয়ালাবাজিতে শরীর ত্বরায় নষ্ট হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

পেয়ালা-ভরা [ফা পিয়ালাহ্+স ভরা] *বিণ* পেয়ালাপূর্ণ। 'শেষ

নিমেষের পেয়ালা-ভরা অম্লান সান্ত্বনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পেয়ালি [ফা পিয়ালাহ্>] ১ *বি* পেয়ালাপূর্ণ মদ। 'মজনুঁ হরদম চালায় পেয়ালি।' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বি* পানপাত্র; বাটি। 'এক পেয়ালি শিরাজি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পেয়ালী *বি* ফুলবিশেষ। 'আমি ওকে ধরে এনেছি একটি ডাকনামে ... ওর নাম পেয়ালী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পেয়িং-গেস্ট [ই] *বি* খরচাদি পরিশোধ করে থাকা অতিথি। 'তাদের প্রত্যেকের ভিতরে ছিল বিদেশী পেয়িং-গেস্ট।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পেরজাপতি [স প্রজাপতি] *বি* প্রজাপতি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পেরট [ই প্যারেড] *বি* কুচকাওয়াজ। 'পেরট দেখেন, সেলুট নেন এডিসি ফেডিসি কত ঝামেলা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

পেরথিবি [স পৃথিবী] *বি* পৃথিবী। 'কহি যে এ বিচার পেরথিবির রাজ্জা চক্রোবর্তী কারো বধ করিলে ...।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। *দ্র* **পৃথিবী**

পেরাকি *বি* সরস মিষ্টান্নবিশেষ। 'পিরিচে পেরাকি যবে আনে/ আড়চোখে চেয়ে তার পানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পেরাশ্চিত্তি করা [স প্রায়শ্চিত্ত+করা] *ক্রি* পাপের শাস্তি ভোগ করা। 'ওর পাপের পেরাশ্চিত্তি করতে হবে।' *তারা*, ১৯৪৬। *দ্র* **প্রায়শ্চিত্ত**

পেরিয়া [তা পারাই>; ই প্যারিয়া] *বি* অস্পৃশ্য সম্প্রদায়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেরু [প] *বি* মোরগের মতো এক ধরনের পাখি; তিতির। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পেরু [প] *বি* বড়ো আকারের মোরগ জাতীয় পাখিবিশেষ। 'বাবাজীরা চাটগাঁ ও চন্দননগরের আমদানী পেরু ও মোরোগের মত থার্ড ক্লাস বদ্ধ হয়ে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ কত্তে চল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পেরেক [প প্রেগো] *বি* লোহার ক্ষুদ্র কাঁটা অথবা শলাকা। 'বিশ্বকর্ম্মা পাটে পাটে লোহার পেরেক আঁটে।' *কৃত্তিরাম*, ১৭২০।

পেরেত [স প্রেত] *বি* প্রেতাত্মা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ভয় করে না চোখ-রাঙানি ভূত-পেরেত।' *নজরুল*, ১৯২৬। *দ্র* **প্রেত**

পেরেশান, পেরেসান [ফা] ১ *বিণ* উদ্বিগ্ন। 'জিবরিলের বাত শুনে পেরেশান হইল মনে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'তাহাই উপস্থিত করিয়া নাহক পেরেসান করে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'এইরূপ পেরেশান হইয়া বেড়াইতেছি।' *রোকেয়া*, ১৯২৯। ২ *বিণ* বিরক্ত; ঝামেলায় আক্রান্ত। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'হয়রান পেরেসান বেইজ্জতে মরি।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পেরেশানি [ফা] ১ *বি* কষ্ট; পরিশ্রম। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ভোলায়েছে সব পেরেশানি, শুরু হয়েছে গজল গাওয়া।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। ২ *বি* হয়রানি। 'আমারে পেরেশানি কইরা অগো ফায়দা কি?' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

পেলব [স] ১ *বিণ* অতি কোমল। 'তাহার পেলব পরীরঙ্গে মহাসুখ অনুভব করিতাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮; 'পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'অনতিস্ফুট চাঁপাফুলটির মতো পেলব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বিণ* মনোহর। 'পেলব-নয়না পরীটী।' *সবুজ*, ১৯২১। ৩ *বিণ* ফুলের মতো। 'দুই বৎসর বয়সের একটি পেলব-আকৃতি একটি শিশুকে বাছিয়া লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বিণ* সূক্ষ্ম। 'প্রভাতের পেলব তারায় বিদায়ের স্মিত হাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৫ *বিণ* 'যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে বননীলিমার পেলব সীমানাটিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পেলবতা [স] *বি* কমনীয়তা। ভীরুতায় শুধুমাত্র বিলাসিতার পেলবতা ও দৌর্বল্য জন্মে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'সমস্ত পেলবতা নমনীয়তা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পেলব-নয়না [স] *বিণ স্ত্রী* মনোহর চোখবিশিষ্ট। 'পেলব-নয়না পরীটী, ওগো মূর্চ্ছনা, ওগো সৌরভ, ওগো জ্যোতি।' *সবুজ*, ১৯২১।

পেলয় [স প্রলয়] *বিণ* ভীষণ। 'সেবার এল কোপাইয়ে পেলয় বান।' *তারা*, ১৯৪৬।

পেলা[১] ১ *ক্রি* মোচন করা। 'এবার মুখের পেলা কালী/ রাধা ল/ পরিহর বোলে বনমালী।' *বড়ু*, ১৫০০। ২ *ক্রি* ফেলে দেওয়া। 'ভেরাণ্ডার গাছ কাটি পেলায়েন জলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* জোরে ঠেলা দেওয়া। 'গাঙের থেকে দিচ্ছে জেলে বৈঠাতে তায় পেলা।' *জসীম*, ১৯২৭। **পেলল** *ক্রি* ফেলে। 'জনি ইন্দীবর পবনে পেলল অলি ভরে উলটাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পেলাঅসি** *ক্রি* ফেলছিস। 'হেনয়ি দেবকে কেহ্নে পেলাঅসি হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পেলাইবোঁ** *ক্রি* ফেলে দেবো। 'মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পেলাইয়া** *ক্রি* ফেলে। 'মা বাপ দেখিয়া কান্দে অস্ত্র পেলাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **পেলাইল** *ক্রি* ফেললো; ফেলে দিলো। 'পাএ পেলাইল রাধা তোর গুআ পানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পেলাউক** *ক্রি* ফেলে দিক। 'মক্কা তাইফা দুই পেলাউক উফারি।' *সুলতান*, ১৭০০। **পেলাএ** *ক্রি* ফেলে। 'বন্দীর ঘরেত নিয়া বান্ধিয়া পেলাএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **পেলাও** ১ *ক্রি* ফেলে দাও। 'গঙ্গাএ পেলাও আজি হস্তিনা নগরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* বুলাও। 'আবদুল্লার অঙ্গে নিয়া সে পুষ্প পেলাও।' *সুলতান*, ১৭০০। **পেলাপেলি** *ক্রি* ছিটাছিটি। 'তবে জল পেলাপেলি তবে দেয় বালি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পেলায়** *ক্রি* ফেলে দেয়। 'দধি দুগ্ধ খাইয়া ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া পেলায়।' *মালাধর*, ১৫০০। **পেলায়িলেঁ** *ক্রি* ফেললে; ফেলেছো। 'ডাল ভাঙ্গিআঁ পেলায়িলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পেলাহ** *ক্রি* ফেলে দাও। 'তীন ভাগ চিরী তাক পেলাহ এখনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পেলি** ১ *ক্রি* ছুড়ে। 'পুষ্পাঞ্জলি পেলি মারে সব নারিগন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* ছুড়ে ফেলি। 'জলে পেলি জীয়ে যদি তবে ধন্য গায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পেলিয়া** *ক্রি* ফেলে। 'সমুদ্রে পেলিয়া ঘর আইল সম্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **পেলিল** ১ *ক্রি* ফেলে দিলো। 'দুই পায়ে লাথি মারি পেলিল বলাই।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* বুলালো। 'আবদুল্লার অঙ্গে নিয়া পেলিল তুরিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **পেলিলা** *ক্রি* নিক্ষেপ করলে। 'বুলিল আনলে কেনে পেলিলা কোরআন।' *সুলতান*, ১৭০০। **পেলিলেক** *ক্রি* ফেললো। 'কোটালের আজ্ঞা পায় ... পেলিলেক বামনী ঠেলিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পেলে** *ক্রি* নিক্ষেপ ক'রে। 'বুলিলা জলেত যদি পেলে মোর ধন।' *সুলতান*, ১৭০০। **পেলেন** *ক্রি* ফেলে দেন। 'ডাহিন হাথে খাণ্ডা কাড়ি পেলেন শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **পেলোঁ** *ক্রি* ফেলবো। 'ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া পেলোঁ মাথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পেল্যা** *ক্রি* ছুঁড়ে। 'কালি হাণ্ডি পেল্যা মারে কোণের বহুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পেলা[২] *বি* ঠেকনা; ঠেস। ' জোঁর আড়া জোঁয়ের পেলা জোঁয়ের কপাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **প্যালা**[১]

পেলা[৩] *বি* গাইয়ে-বাজিয়েদের জন্য শ্রোতাদের দেওয়া পুরস্কার বা দর্শনী। 'গায়ককে পেলা দিবার নিমিত্ত আটটী টাকা দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পেলানো ১ *ক্রি* পান করানো। 'হাসানেরে মারিবেক জহর পেলাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *ক্রি* খাওয়ানো। 'ছোলাভাজা হেমাবড়া পানতোয়া সরভাজা মনমত পেলাও।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পেলেট[১] [ই plate] ১ *বি* ধাতু, প্লাস্টিক, রাবার ইত্যাদির তৈরি ফলক।

'ঐ ছাপাখানাতে এতদ্দেশের তাবৎ রাজপথ এক শত পেলেটে খোদিত হইয়া ছাপা হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি* থালা। 'পেলেট-বাসন ঝাড়-লণ্ঠন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পেলেট[2] [ই palette] *বি* চিত্রকরের রং গোলার ও মেশানোর জন্য ব্যবহৃত বোর্ড। 'যেন আর্টিস্টের পেলেটে, এলোপাতাড়ি হেথা হোথায় এবড়ো-খেবড়ো রঙ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পেল্লা [স প্রলয়] *বিণ* বিশাল। 'তার নাড়িতে পর্যন্ত প্রকৃতির ছাপ পেল্লায় রকমের।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পেল্লাই [স প্রলয়] *বিণ* খুব বড়ো। 'পেল্লাই পার্টি, মেয়েমদ্দে গিসগিস করছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পেল্লাই দাড়ি *বি* লম্বা দাড়ি। 'যত পেল্লাই দাড়ি রাখি আর ওঠবোস করে যতই পেটে খিল ধরাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পেল্লায় [স প্রলয়] **১** *বিণ* অতিশয়। 'পিশাচগুলো পড়ল এসে পেল্লায় ওই পাগলাদেরই পাল্লায়।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* বিশাল; বিরাট; মস্ত। 'সে কী পেল্লায় কাণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পেশ [ফা] **১** *বি* আরজ। 'কর্তার মৃত্যুকালে তাঁহার এত পেশ কি প্রকারে হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* উপস্থাপিত। 'নিদ-মহলে বন্ধু! আমার আর্জ্জি হ'বে পেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বি* উপস্থাপন। 'পায়ে পায়ে সেধা আর্জি পেশ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পেশওয়াজ [ফা] *বি* নর্তকী বা নারীদের এক প্রকার পায়জামা। 'পেশওয়াজ পরা একটি মেয়ে।' *অবন*, ১৯২৭।

পেশকার [ফা পেশ+স কার] **১** *বি* যে কর্মচারী বিচারকের সামনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন এবং সংরক্ষণ করে।' *সেবধি*, ১৮৩৯; 'পেশকার কেরানি খাতাপত্র ও সিলসহ হাজির হইয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫। **২** *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

পেশকৃত [ফা পেশ+স কৃত] *বিণ* উপস্থাপিত। 'পেশকৃত গঠনতন্ত্রের ওপর বিশদভাবে আলোচনার পর তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।' *বেগম*, ১৯৭৫।

পেশতা [ফা pistachio] *বি* পেস্তা; মধ্যপ্রাচ্য ও কেন্দ্রীয় এশিয়ার জাত এক সবজি রকমের বাদাম। 'পেশতা-আপেল-আনার-আঙুর।' *নজরুল*, ১৯২৮। *দ্র* **পেস্তা**

পেশনামাজ [ফা] *বি* ইমামের নামাজ পড়ার জন্য নির্ধারিত মাদুর। 'ভিড় ঠেলিয়া পেশনামাজের উপর গিয়া খাড়া হইলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

পেশবাজ [ফা পেশওয়াজ] *বি* নারীদের পায়জামাবিশেষ। 'পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল।' *ভারত*, ১৭৬০।

পেশল [স] *বিণ* পেশীবহুল; বলিষ্ঠ। **পেশল-উরস** [স] *বিণ* দৃঢ় মাংসল বক্ষ। 'পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

পেশা[1] [স পিষ্>] *ক্রি* পেষণ করা। 'হাড় গোড় চূর্ণ হইল আটা যেন পেশা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পেশা[2] [ফা] *বি* বৃত্তি। 'পৈতৃক পেশা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পেশাদার [ফা] *বি* পেশাজীবী; পেশার খাতিরে করা। 'পেশাদার শোকওয়ালির বুক-চাপড়ানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

পেশাদারি, পেশাদারী [ফা] **১** *বিণ* জীবিকা উপার্জন করতে পারে এমন। 'শেষে সখের দলকে পেশাদারী দলে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* পেশাদারের মতো; দক্ষ। 'ঠিক পেশাদারি পড়ানো নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১। **৩** *বিণ* দক্ষ। 'ঘরে বসে রোজ তবলা শুনি আর ভাবি, এ তো পেশাদারী হাত।' *বিমল*, ১৯৫৩।

পেশাওয়ারী [পেশওয়ার>] *বিণ* পাকিস্তানের পেশোয়ার প্রদেশে জন্ম এমন। 'পেশাওয়ারী পাঠানের প্রধান শিরঃপীড়া তার শিরাভরণ নিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পেশোয়ারি, পেশোয়ারী [পেশওয়ার>] *বিণ* পেশোয়ারে উৎপন্ন। 'পায়ে পেশোয়ারী চাপলি।' *প্রমথ*, ১৯২৯; 'সারা ঘরে। পেশোয়ারি বেদানার ফিকে-লাল রস।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

পেশানি, পেশানী [ফা] *বি* কপাল। 'বোছা দিল পেশানিতে কোলে উঠাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'তাঁর পেশানীর জ্যোতি মেখে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

পেশাব [স প্রস্রাব] *বি* প্রস্রাব; মূত্র। 'সারাক্ষণ পেশাব টপটপ করে পড়তেসে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

পেশী [স] *বি* মাংসপিণ্ড। 'পেশী স্নায়ু অস্থিচর্ম বৃহৎ স্থান অধিকার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পেশী শক্তি [স] *বি* দৈহিক শক্তি। 'পেশী শক্তিও তথৈবচ।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

পেশেন্ট [ই] *বি* রোগী। 'তেমন ভাল নারভাস্ পেশেন্ট হলে ছ-মাস কেন এটেন্ড কর না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'আরও পঁচিশ-তিরিশ জন পেশেন্ট আছে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

পেশেন্স [ই] *বি* একজনের জন্য বিশেষ ধরনের তাস খেলা। 'একা একা পেশেন্স ... খেলেন ইন্দুভূষণ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

পেশোয়া *বি* পুরানো মারাঠা রাজ্যের শাসক বা তাঁর বংশ। 'শ্রীযুত মহারাজা বিণায়ক রাও পেশোয়া।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

পেশোয়াজ [ফা] *বি* নর্তকীদের পায়জামা। 'দাসী পেশোয়াজ মাড়াইয়া ফেলিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

পেষ কবচ [ফা পেশ+আ কবচ] *বি* দুইদিকে ধারযুক্ত অস্ত্র। 'খোজা কেবল পেষ কবচ হস্তে করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

পেষকার [ফা পেশকার] *বি* আদালতে বিচারকের সামনে কাগজপত্রাদি উপস্থাপন করে এবং তা সংরক্ষণ করে এমন কর্মচারীবিশেষ। 'দেওয়ান, নাএব, পেষকার, ইত্যাদি আমলাগণ ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০। *দ্র* **পেশকার**

পেষগী [ফা পেশগী] *বি* অগ্রিম; বায়না। 'কন্টরক্ত ওালাকে সিক্কা টাকা পেষগী দেওয়া জাইবেক।' *এডমন*, ১৭৯৩।

পেষণ [স] *বি* দলন। 'প্রাণঘাতিনী দুশ্চিন্তা অহর্নিশ তাহার চিত্তকে পেষণ করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পেষণবিভাগ [স] *বি* শোষক শ্রেণী। 'আজ যে আছে পেষ্যবিভাগে কাল সেই উঠতে পারে পেষণবিভাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পেষা [স পেষণ>] **১** *বি* বাটা। 'গোম পেষা যাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বিণ* পিষ্ট 'হাইড্রলিক জাঁতায় পেষা কাব্যপিণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পেষিত *বিণ* পিষ্ট। 'নিয়ত কত জীবন পেষিত হইতেছে।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

পেস্কার [ফা পেশকার] *বি* বিচারকের সামনে আদালতের কাগজপত্র উপস্থাপন করে এবং তা সংরক্ষণ করে এমন কর্মচারীবিশেষ। 'জজ, উকিল, ব্যরিষ্টার – আসামী, সাক্ষী, পেস্কার, আরদালী।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। *দ্র* **পেশকার**

পেষ্যবিভাগ [স] *বি* শোষিত শ্রেণী। 'ধনের জাঁতাকলে সেখানে আজ যে আছে পেষ্যবিভাগে কাল সেই উঠতে পারে পেষণবিভাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পেস [ফা] *বি* উপস্থাপন। 'পেস কল্লেও কত্তে পাল্লেম।' *হুতোম*, ১৮৬২। *দ্র* **পেশ**

পেসকার, পেস্কার [ফা পেশকার] *বি* পেশকার। 'যদি সিরিশ্‌তাদার মীরমুন্সী পেস্কার নাজীর ইত্যাদির কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া ...' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩; 'সেরেস্তাদার ও পেসকার নীলকরের নিকট হইতে জেয়াদা ঘুষ লইয়া ...' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পেসকারি, পেস্কারি [ফা পেশকার>] *বি* পেশকারের কাজ। 'আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পেসকোশ, পেসকস [ফা পেশকাশ] *বি* টাকা বা মূল্যবান দ্রব্য উপহার। 'শিরোপা স্বরূপে রায় পেসকোশ দিলা তায়।' *ভারত*, ১৭৬০; *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

পেসগী [ফা পেশগী] *বি* অগ্রিম অর্থ; বায়না। 'নমক বিক্রীর তারিখ অবধি পাঁচ দিবষের মধ্যে পেসগী আমানত কুম্পানির কাগজ দাখিল করিতে হইবে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৮।

পেসট্রি [ই] *বি* কেক জাতীয় মিষ্টি খাবারবিশেষ। 'স্বয়ং দাঁড়িয়ে ওয়েটারকে তম্বিতম্বা করছেন ঝড়ের বেগে – পেসট্রি নেই?' *মুজতবা*, ১৯৬০।

পেসরস্ত [ফা পেশ+আ রব্‌ত] *বি* আইনসঙ্গত। 'পূর্ব্বে যে ধারা জোর জবরদস্তি করিয়াছে সেমত পেসরস্ত হবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

পেসা [ফা পেশাহ্] *বি* পেশা; বৃত্তি। 'পৈতৃক পেসা।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **পেশা**[২]

পেসাদার [ফা পেশাদার] *বিণ* বৃত্তিধারী। 'পেসাদার চোটাখোর বেশে ও ব্যাভারবেশে বড় মানুষের ছলনারূপে নদীতে বেঁউতিজাল পাতা থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পেসাদারি [ফা পেশাদারি] *বি* পেশাদারের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পেসাদ [স প্রসাদ] *বি* প্রসাদ। 'বেশ তো তুদের মায়ের পেসাদ মেশাদ খেচিস।' *হাসান*, ১৯৬৭।

পেসাব [স প্রস্রাব] *বি* মূত্র। 'তোর মুখে পেসাব করে দেবে না?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পেসেন্ট [ই] *বি* রোগী। 'ডাক্তার মধ্যে মধ্যে পেসেন্টের বাড়ি ভূত সেজে দ্যাখা দ্যান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পে-স্কেল [ই] *বি* বেতনের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ সীমা। 'জাতীয় পে-স্কেলে নার্সদের বেতনের গ্রেড ...' *বেগম*, ১৯৭৪।

পেস্তা [ফা পিস্তাশিও] *বি* মধ্যপ্রাচ্যের সবুজ রঙের বাদামবিশেষ। 'গজা খাজা খাস্তা বাদাম কিসমিস পেস্তা মোহনভোগ অদ্ভুত।' *ভবানী*, ১৮২৮। *দ্র* **পেশতা**

পেস্তাবাদাম [ফা পিস্তাহ+বাদাম] *বি* মধ্যপ্রাচ্যের সবুজ রঙের বাদামবিশেষ। 'বেশ পেস্তাবাদাম দিয়ে খুৎ করে ... পর্দার ভেতরে চলে যান।' *বিমল*, ১৯৫৩।

পেহলেভী, পহ্লবী [ফা] *বি* প্রাচীন ইরানি ভাষা। 'ভালো পেহলেভী বা পহ্লবী জানতেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পেম্ম [স প্রেম] *বি* প্রেম। 'সবরো ভুজঙ্গ নইরামণি দারী পেম্ম রাতি পোহাইলী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

পৈঁচি *বি* নারীদের মণিবন্ধে পরার অলংকারবিশেষ। 'চলিতে পৈঁচি কি হাতের/ বাধিল বৈঁচি কাঁটাতে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পৈঁচি চুড়ি *বি* অলংকারবিশেষ। 'কে নিল কেড়ে তোর পৈঁচি চুড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পৈঁচি-বাজুবন্দ *বি* বাহুর অলংকার। 'নতুন পৈঁচি-বাজুবন্দ পরে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

পৈঁচে *বি* অলংকারবিশেষ। 'পৈঁচে, তাবিজ, বাজু, স্বর্ণ, পঞ্চনরি, পাসা, ঝুমকা, ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পৈগম্বর [ফা পয়গাম্বর] *বি* বাণীবাহক; রসুল। 'পৈগম্বরের পৌত্রেরা পৈগম্বরের সগোত্রজপ্রযুক্ত ...' *দর্পণ*, ১৮২৯।

পৈচাশিক [স পৈশাচিক] *বি* পিশাচ। 'ডাক দিয়া আনে তবে পৈচাশিক গণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পৈছা, পৈঁছা, পৈঁছে *বি* নারীদের মণিবন্ধে পরার অলংকারবিশেষ। 'জড়াও পৈঁছা ৪ ছড়া।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'ধানি মুড়ুকি মরদানি পৈঁছে আছে হাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'রূপার পৈছা হাতে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

পৈঠা[১] [স প্রবিষ্ট>] *ক্রি* প্রবেশ করা। **পৈঠব** *ক্রি* প্রবেশ করবে। 'যদি পৈঠব জনি পহুঁ দিল পানি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পৈঠল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'কানু অনুরাগ বাম যব পৈঠল মন সম কানন মাঝ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পৈঠা[২], **পৈঠী** [স প্রতিষ্ঠা] *বি* ধাপ; সিঁড়ি। 'ছতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'শেওলা-পিছল পৈঠা বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'বসে আছে বাঁধা ঘাটের পৈঠাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পৈড় *বি* ডাব। 'ছেনা পনা পৈড় আম্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পৈড়াছে *দ্র* **পড়া**[২]

পৈড়াত *বি* মজুর। 'বৈদেশী পৈড়াত! তুমি টাকায় খাটো জন।' *জসীম*, ১৯২৭।

পৈতা [স উপবীত] *বি* উপবীত। 'পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্মুখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বলহ নিষ্ঠুর তারা পৈতার বলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **পৈতে**

পৈতাধারী [পৈতা+স ধারী] *বিণ* উপবীত ধারণকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পৈতামহিক [স] *বিণ* পিতামহ কর্তৃক অনুসৃত। 'তিনি ... পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পৈতালিষ [পা পঞ্চচত্তালীশ] *বিণ* পঁয়তাল্লিশ। 'পৈতালিষ তঙ্কা চৌদ্দ আনা আট গণ্ডা খাজনা সহি দিবা।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪।

পৈতালিস [পা পঞ্চচত্তালীস] *বি* ৪৫ সংখ্যা। 'হুকুমনামা মজকুরের পৈতালিস যা দফার মাফিক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

পৈতৃক [স] ১ *বিণ* উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। 'পৈতৃক বাটীতে গেলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* পূর্বপুরুষের। 'সেই পৈতৃক ভাষা অভ্যাস করা সুলভ নহে ...' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* বংশপরম্পরায় প্রচলিত। 'এগুলি বাঁধা অত্যুক্তি, ইঁহারা পৈতৃক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পৈতৃকধর্ম, পৈতৃকধর্ম্ম [স] *বি* বংশপরম্পরায় আচরিত ধর্ম। 'যাঁহারা আপনারদের পৈতৃকধর্ম্ম আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পৈতৃক সম্পত্তি [স] *বি* উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি। 'আমরা পৈতৃক সম্পত্তি কিছু পাইনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

পৈতৃকাধিকার [স পৈতৃক-অধিকার] *বি* পিতার সম্পত্তিতে অধিকার। 'তাঁহার পৈতৃকাধিকার যাইবে না ইহা আমরা স্পষ্ট জানি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পৈতৃ্যক [স পৈতৃক] *বিণ* পৈতৃক। 'আপনা পৈতৃ্যক রাজ্জ পাইবে যুধিষ্ঠির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পৈতে [স উপবীত] **১** *বি* উপবীত। 'এসো না, মায়ে-ঝীয়ে আজ পৈতে তুলি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বি* পৈতা পরানোর অনুষ্ঠান। 'যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। *দ্র* **পৈতা**

পৈতেধারী [স উপবীতধারী] *বিণ* উপবীত পরে আছে এমন। 'পুজো আর্চার সময় পৈতেধারী পুরত ডাকত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

পৈতে-ফেলা *বিণ* অব্রাহ্মণসুলভ; অমার্জিত। 'এ হেন পৈতে-ফেলা ভাষা ভদ্রসমাজে নিত্য শোনা যায় না।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

পৈত্রিক [স পৈতৃক] *বিণ* পৈতৃক; বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত। 'আপনা পৈত্রিক বস্ত্র নাসিলা আপনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **পৈতৃক**

পৈত্রিকধন [স পৈতৃকধন] *বি* পিতার সম্পত্তি। 'পৈতৃকধন ব্যবহার করিলে তাহার লাভ হইত না।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

পৈথান [স পাদস্থান] *বি* পায়ের দিক। 'শিয়র হইতে ওজার পৈথানেতে যায়।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পৈ পৈ [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* বার বার। 'আমি পৈ পৈ করে বারণ করেছিলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। *দ্র* **পই পই**

পৈরণ [স পরিধান] *বি* পোশাক। 'পৈরণ উত্তম আর আমি রূপধারী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পৈরন [স পরিধান] *বিণ* পরিধেয়। 'পদ্মার পৈরন বস্ত্র লক্ষ টাকার মূল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পৈরা [স পরিধান] *ক্রি* পরিধান করা। **পৈর** *ক্রি* পরিধান করো। 'গোসল করিয়া পৈর উত্তম বসন।' *সুলতান*, ১৭০০। **পৈরএ** *ক্রি* পরিধান করে। 'শ্বেত রক্ত পীত বস্ত্র পৈরএ সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পৈরয়** *ক্রি* পরে। 'সিন্দুর করিয়া কুলরমণী পৈরয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পৈরাইতে** *ক্রি* পরিধান করাতো। 'এহি রূপে ভালবস্ত্র পৈরাইতে মোরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **পৈরাইব** *ক্রি* পরিধান করাবো। 'কেহ বোলে পৈরাইব অমুল্য রত্তন।' *মালাধর*, ১৫০০। **পৈরাইলা** *ক্রি* পরিধান করালো। 'রসুলক পৈরাইলা বহু মূল্য জানি।' *সুলতান*, ১৭০০। **পৈরায়** *ক্রি* পরিধান করায়। 'যতনে পৈরায় কেহ সুরঙ্গ অম্বর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পৈরিলেক** *ক্রি* পরিধান করলো। 'পৈরিলেক পাটাম্বর নেতের উড়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। **পৈরে** *ক্রি* পরিধান ক'রে। 'বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে বহুল ঘুসাজে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পৈল *ক্রি* পড়লো। 'বজ্রসম বর্ম খড়্গ উফারিয়া পৈল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পৈলুঁ** *ক্রি* প্রবেশ করলাম। 'কারাগারে পৈলুঁ আমি না পাই বিচার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পৈলা [হি পহলা] *বিণ* প্রথম। 'পৈলা রাগীটরি জবাব – না আমী কোনো রেসম খরিদ করি নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

পৈশা, পৈসা [স প্রবেশ>] *ক্রি* প্রবেশ করা। **পৈশে** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'পরঘরে পৈশে জেন চোর পাটাবুক।' *বড়ু*, ১৫৭০। **পৈস** *ক্রি* প্রবেশ করো। 'গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্দিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পৈসী** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পৈসে** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'বুলী চৌর পৈসে ঘরে পিট্টীক সত্বর করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পৈসোঁ** *ক্রি* প্রবেশ করি। 'বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণ্যগঙ্গাজলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পৈশাচ [স] *বিণ* পিশাচ নামক নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত। **পৈশাচভূমি** [স] *বি* পিশাচদের আবাসভূমি। 'আর্যজাতি ... এসেছিল পামির দার্দিস্থান বা পৈশাচভূমি কাশ্মীর হয়ে নয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পৈশাচিক [স] **১** *বিণ* পিশাচসুলভ; অত্যন্ত জঘন্য। 'পৈশাচিক বার্ত্তা, ভূপ, বর্ণিব কেমনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭; 'উন্মাদ যুবক এইরূপ পৈশাচিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৪০। **২** *বিণ* অতি চড়া। 'কর্মকর্তা প্রতিযোগী প্রেত : তুমি, আমি সর্বস্বান্ত পৈশাচিক ঋণ শুধে শুধে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

পৈশাচিকতা [স] *বি* পিশাচসুলভ আচরণ। 'পশুত্ব বা পৈশাচিকতাকে যে অনুভূতি নিষ্ঠুরতা বলে দোষ দেয় ...।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পৈশাচিক সুখ [স] *বি* পিশাচের মতো বিকৃত সুখ। 'সে হচ্ছে পৈশাচিক সুখ।' *নজরুল*, ১৯২২।

পৈশাচী [স] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... দাক্ষিণাত্যা পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পৈশুন [স] *বিণ* হিংসাপূর্ণ; দ্বেষযুক্ত। 'বুকের অতলে করাল নাগের পৈশুন কপটতা।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

পৈষ্টকী [স] *বিণ* পিঠা সংক্রান্ত। 'বৌমা তোমার রচিত পৈষ্টকী সাহিত্য সম্বন্ধে রক্ষা করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

পৈসা *বি* পয়সা। 'পাঁচ ছয় পৈসা হয় একেক বোঝাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। *দ্র* **পয়সা**

পৈহিলা [হি পহিলা] *বিণ* পয়লা। 'পৈহিলা দফা লিখিয়াছেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

পো[১] [স পুত্র] *বি* পুত্র। 'দুরুজন নান্দের পো।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'না ছাড়ে নান্দের পোএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সাউদ পাড়ার যাঁরা কোথায়? কাজীর পোরে আন ডাকিয়া।' *জসীম*, ১৯২৯।

পোঅ [স পুত্র] *বি* পুত্র। 'যশোদার পোঅ আঙ্কে হাথে ধরী বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পোও [স পুত্র] *বি* পুত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পো[২] [স পাদ] *বি* পোয়া; এক সেরের এক-চতুর্থাংশ। 'আড়াই পো মিছরি আর গায়ে মাখা একটা সাবান।' *মানিক*, ১৯৪০।

পোআ [স পাদ] *বি* চার ভাগের এক ভাগ। 'এক পোআ পথের মধ্যে গমনাগমনে কাতর নহেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

পোআতি [স পুত্রবতী] *বি* গর্ভবতী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পোআর্লে [স প্রবাল] *বি* প্রবাল। 'বিম্ব পোআর্লে এক ভৈল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পোইআ [স পুত্রিকা] *বি* কন্যা। 'তইঁ চুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

পোউছিয়া *ক্রি* পৌঁছে। 'আমি এখানে পোউছিয়া ...।' *বোগল*, ১৭৭০।

পোউত্র [স পৌত্র] *বি* পুত্রের পুত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পোউত্রবধু [স পৌত্রবধূ] *বি স্ত্রী* পৌত্রের স্ত্রী; নাতবউ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পোউত্রী [স পৌত্রী] *বি* পুত্রের কন্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পোওয়া [স পাদ] *বিণ* চার ভাগের এক ভাগ। 'এক পোওয়া আধ ক্রোশ পথ গিয়া কোথায় বসিয়া আছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। *দ্র* **পোয়া**

পোংটামি *বি* দুষ্টামি। 'তামামটা দিন কি পোংটোমি কইরা বেড়াইতো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

পোঁ [ধন্যা] ১ *বি* ট্রেনের বাঁশির শব্দ। 'পোঁ করে গাড়ী বেরয়ে গেল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বি* সানাইয়ের একটানা শব্দ। 'সানায়ের পোঁ এমন কিছু মিষ্টি নয় ...।' *অবন*, ১৯২৫।

পোঁ ধরা *ক্রি* কোনো ব্যাপারকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা। 'দিবা তৎক্ষণাৎ পোঁ ধরিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পোঁআর [স প্রবাল] *বি* প্রবাল। 'ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।' বড়ু, ১৪৫০।

পোঁচ [স পুচ্ছ] ১ *বি* লেপন। 'তোমার গোলা পোঁচ করিয়া বেবাক ধান্য ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৫৯। ২ *বি* ধারালো অস্ত্র অর্থাৎ দা-ছুরি ইত্যাদি চালিয়ে কাটা। 'এই গরুখোর বেটারগো দৌলতেই মোগর পোঁচঘর এত ফেঁপে ওঠ্‌তেচে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৩ *বি* পরিমার্জন। 'কাল আমার নাটকটাকে শেষ পোঁচ দেওয়া সমাপ্ত করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বি* প্রলেপ। 'রঙের পোঁচ লাল ইভার মুখে।' *হাসান*, ১৯৬০।

পোঁচঘর *বি* পশু বধের কেন্দ্র; কসাইখানা। 'এই গরুখোর বেটারগো দৌলতেই মোগর পোঁচঘর এত ফেঁপে ওঠ্‌তেচে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

পোঁচা[১] [হি পহুঁচনা] *ক্রি* পৌঁছানো। 'পোঁচিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **পোঁচাইতে** *ক্রি* পৌঁছে দিতে। *মানোএল*, ১৭৪৩। **পোঁচিতে** *ক্রি* পৌঁছাতে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পোঁচা[২] [ফা পাঞ্জা] *বি* করতল। 'সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেম্‌নি হাতের পোঁচা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

পোঁচা[৩] [পোঁছা>] *ক্রি* মোছা। 'কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **পোঁছা**

পোঁছা[১] ১ *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'পোঁছিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* মোছা। 'সেইটি দিয়ে তারা না পোঁছে এমন পদার্থ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *ক্রি* গ্রাহ্য করা। 'তোমাকে তারা আজকাল পোঁছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'কেউ পোঁছে না, কেউ মানে না।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **পোঁছাইলো** *ক্রি* মুছে দিলো। 'পরে তাহারে উঠাইলো রক্তও পোঁছাইলো।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

পোঁছা[২] *বি* হাতের কবজি থেকে প্রান্ত পর্যন্ত অংশ। 'হাতের পোঁছায় গায়ের মাথার কাপড় গোছায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

পোঁটলা [স পোট্টলি] *বি* বোঁচকা। 'পোঁটলা পুঁটলি বাক্স ধামা বোঝাই ক'রে নানা উপহারসামগ্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'কারো পোঁটলা দশ পৌণ্ডের বেশী হয়ে যাওয়ায় তাদের মস্তকে বজ্রাঘাত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পোঁটলাপুঁটলি [স পোট্টলি] ১ *বি* ছোটো ও বড়ো বোঁচকা। 'পোঁটলা পুঁটলি বাক্স ধামা বোঝাই ক'রে নানা উপহারসামগ্রী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* সংসারে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের ছোটোবড়ো বোঁচকা। 'পোঁটলা-পুঁটলি যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পোঁটা [স পিত্ত] *বি* নাড়িভুঁড়ি। 'গড়ই মাছের পোঁটা মুড়া তার মেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পোঁতা[১] [স প্রোথিত>] *ক্রি* কবর দেওয়া। 'কেহ মরিলে ... কোনও কোনও জাতি দাহ করে না, মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পোঁতা[২] [স প্রোথিত>] ১ *বিণ* পুঁতে রাখা হয়েছে এমন। 'সামনে একটী ত্রিরশূল পোঁতা হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'তাঁহার ধনরাশি সেইখানে পোঁতা রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বিণ* রোপণ করা হয়েছে এমন; রোপিত। 'জমিটে দু-চারটে গাছ পোঁতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পোঁদ [স পর্দ] *বি* গুহ্যদ্বার; পাছা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'লাঙ্গুল পোঁদে গুঁজিয়া অমনি কমনে ছুটিয়া পলায় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

পোঁদোরো [পা পন্নরস] *বিণ* পনেরো। 'গ্রামের মধ্যে দেবুজমি ... পোঁদোরো বিঘা হয় কাঠ।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪।

পোক [স পুত্তিকা] *বি* পোকা; পতঙ্গ জাতীয় কীট। 'জোঁকে পোকে ভাসে ডাসে কামড়াই মারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পোকা [স পুত্তিকা>] *বি* কীট। 'গীত ঐ দাঁতের পোকা খসাই এখনি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পোকাওয়ালা [পোকা+হি ওয়ালা] *বি* পোকামাকড় সরবরাহকারী। 'সকালে একজন পোকাওয়ালা পাখিদের খোরাক জোগাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পোকা-খেকো *বিণ* পোকায় খেয়েছে এমন। 'আঁঠিতে যে গাছটা হয়েছে, সেটা বিষম টোকো ও পোকা-খেকো।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

পোকাধরা *বিণ* কীটদষ্ট; পোকায় খেয়েছে এমন। 'পোকাধরা নৌকা ভর দেখে যায় রুচি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পোকামাকড় *বি* কীটপতঙ্গ। 'আছে আলোক বাতাস বৃষ্টি পোকামাকড় ধুলোবালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পোকায় ধরা *ক্রি* পোকায় খাওয়া। 'পোকায় ধরেছে আজ এ দেশের ললিত বিবেকে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পোকা লাগা *ক্রি* আক্রান্ত হওয়া। 'পোকা লেগেছে ভিতরে ভিতরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পোকান *বি* পুত্র। 'কেমনে গোকুল রাখে নন্দের পোকান।' *মালাধর*, ১৫০০।

পোখানি *বি* পুত্র। 'বড় সত্রু হৈল মোর নন্দের পোখানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পোকার *বি* এক রকমের বাজি ধ'রে তাসের খেলাবিশেষ। 'তোমাকে পোকার খেলা শেখাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পোক্ত [ফা পুখতহ্‌] ১ *বিণ* শক্ত; মজবুত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* পরিণত। 'হুণ্ডি পোক্ত হইলে ৫ রোজ বাদে টাকা দীবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৭১।

পোক্তন [ফা পুখতহ্‌>] *বি* উৎপাদন। 'নাজায়েজ অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের বিনানুমতিতে নিমক পোক্তন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

পোক্তান [ফা পুখতহ্‌>] *বি* উৎপাদন ক্ষেত্র। 'খাষ পোক্তানের নমক সদর নমক দপ্তরে নিলামে বিক্রী হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

পোক্তানী [ফা পুখতহ্‌>] *বি* প্রস্তুতকরণ। 'নিমকপোক্তানীর কার্য্য ভিন্ন২ মহাজন ও জমীদারেরদের হস্তগত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

পোখ [স পুঙ্খ] *বি* শর। 'মারতি রহত পোখ অবসেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পোখতা [ফা পুখ্‌তাহ্‌] *বিণ* পোক্তা; মজবুত। 'নিজেদের মজহাবে ইমান পোখতা হবে না।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

পোখরাজ [স পুষ্পরাগ] *বি* মূল্যবান মণিবিশেষ। 'কোনোটির পান্নার কোনোটির পোখরাজের।' *প্রমথ*, ১৮৯৮; 'জড়ো করি লাল, পোখরাজ আর ইয়াকুত ভরা দিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

পোখুরি [স পুষ্করিণী] *বি* পুকুর। 'উদর গোটা জেন তার সুখান পোখুরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পোচ[1] [স প্রোঞ্ছন] *বি* লেপন। 'বর্ণ যেন কালির পোচ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পোচ[2] [ই poach] *বি* অল্প পানিতে ও অল্প আঁচে সিদ্ধ করা। 'কিন্তু আমার তরফের টোস্ট, পোচ আর ওভালটিন অবহেলায় পড়ে থাকত।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পোছ[1] দ্র **পোছা**[1]

পোছ[2] *বি* কোপ। 'ডুব দিয়ে দিয়ে সাদির ধানের গুছিতে পোছ দিচ্ছিলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

পোচড় [স প্রোঞ্ছন] *বি* প্রলেপ। 'অন্তিম পোচড়ের ফাঁকে ফাঁকে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পোছা[1] [স প্রোঞ্ছন] *ক্রি* মোছা। **পোছল** *ক্রি* মুছলো। 'অমিয় ধোএ আঁচরে জনি পোছল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **পোছে** *ক্রি* মোছে। 'ধড়ার আঁচলে পোছে নয়ানের নীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পোছা[2] [পা পুচ্ছ] *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'কেহ খুঁজে পায় পণ্ডিতজনে পুছি।' *অন্নদা*, ১৯২৭। **পোছ** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করো। 'জাত্রাবরে বলে সার কি পোছ ভাই।' *বিজয়*, ১৬৫০। **পোছেন** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করেন। 'জতেক পোছেন সাহা তায়ের খাতিরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পোজে [স পূজা] *ক্রি* পূজা ক'রে। 'ষষ্ঠী পোজে সোনকা ষষ্ঠ মাস পাইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পোটমান্টো [ই portmanteau] *বি* দুই ভাগ কব্জা দিয়ে জোড়া দেওয়া এমন চামড়ার বাক্স। 'ছুটি লয়ে কোনোমতে পোটমান্টো তুলি রথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পোটলী [স প্রোট্টলী] *বি* ছোটো পোটলা। 'পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহলী যৌবন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পোটাশিয়াম [ই] *বি* রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ। 'আমি কাল পোটাশিয়াম জলে ফেলিয়া তামাসা দেখিব।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

পোটো [স পট>] *বি* পটে ছবি আঁকে যে; পটুয়া। 'আমাদের পোটোরা কেবল দু'দশটি টাইপের নারীমূর্তি আঁকেন।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'অঝোরে ঝরিছে গ্রাম্য পোটোর কয়েকটি রেখা লয়ে।' *জসীম*, ১৯৫১।

পোট্যাটো [ই] *বি* আলু। 'অনেক পোট্যাটো আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

পোঠী [স প্রোষ্ঠী] *বি* পুঁটি মাছ। 'ছোট পানী চহ চহ করপোঠী কে নহি জান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পোড় *বিণ* যন্ত্রণায় পুড়ে দগ্ধ এমন। 'কুমারের পোড়ে যেন পোড়ে পোড়ে পোড়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পোড়খাওয়া *বিণ* তিক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। 'রক্তের নদী উজিয়ে এগোয় অগ্নিকোণের পোড়খাওয়া যত মানুষ।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

পোড়গ *বিণ* কবিরাজি মতে তৈরি। 'পোড়গ তেলে চুল পাকীআছে বয়েস বটে কি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পোড়নি, পোড়নী *বি* দহন; জ্বালা। 'দুগুণ পোড়নি সারে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এবেঁ মোর মণের পোড়নী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পোড়া[1] **১** *ক্রি* ব্যাকুল হওয়া; মানসিক যন্ত্রণা হওয়া। 'তোহ্মাকে না দেখি রাধা পোড়ে মোর মন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* দগ্ধ হওয়া। 'গণ্ড মহিস পোড়ে পোড়এ কটাস।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* জ্বালা হওয়া। 'চোখ পোড়াচ্ছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। **পোড়এ** *ক্রি* পোড়ে। 'মোর পোড়এ আন্তর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পোড়ম** *ক্রি* পুড়বো। 'হাত পোড়ম জালিয়া আনল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পোড়য়** *ক্রি* পোড়ে। 'না ভিজয় জলেত অগ্নিত না পোড়য়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পোড়াইআ** *ক্রি* পুড়িয়ে। 'নেউল বদলে তোমা খাব পোড়াইআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পোড়াইতে** *ক্রি* দগ্ধ করতে। 'পোড়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **পোড়াইল** *ক্রি* দগ্ধ করলো। 'খানি খানি করি কাটি পোড়াইল তারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **পোড়াএ** *ক্রি* পুড়িয়ে। 'পোড়াএ সরির মোর না পাও সুয়ান্ত।' *মালাধর*, ১৫০০। **পোড়াণ্ড** *ক্রি* পোড়াবো। 'দেখোঁ আজি পোড়াণ্ড কাজির ঘরদ্বার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পোড়ানু** *ক্রি* পোড়ালাম। 'এতদিন মাথায় পোড়ানু ধুনা ঘি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **পোড়ায়্যা** *ক্রি* পুড়িয়ে। 'তোমারে পোড়ায়্যা আজি করিব ভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **পোড়ে ১** *ক্রি* ব্যাকুল হয়। 'তোহ্মাকে না দেখি রাধা পোড়ে মোর মন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* অগ্নিদগ্ধ হয়। 'গণ্ড মহিস পোড়ে পোড়এ কটাস।' *মালাধর*, ১৫০০। **পোড়েক** *ক্রি* দগ্ধ হয়। 'বিরহে পোড়েক সব গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পোড়া[2] **১** *বিণ* দগ্ধ। 'ছেনা-নাড়ু কাঁজি-বড়া আদ্রকে বার্তাকি পোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* হতভাগ্য। 'পোড়া দেশে কতক গুলীন লোক না মলে ... রাঁড়ের বে কি সর্ব্বত্রে চলবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *বিণ* পরিত্যক্ত। 'পোড়া ভিটের পোতার 'পরে শালিক নাচে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

পোড়া কপাল [পোড়া+স কপাল] *বি* দুর্ভাগ্য। 'পোড়া কপাল আর কি।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'নিজের পোড়াকপাল পুড়িয়েছি অনেকবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পোড়া কপালি, পোড়াকপালী [পোড়া+স কপালী] **১** *বি স্ত্রী* হতভাগ্য। 'এত বড় পোড়া কপালির কপাল।' *কেরি*, ১৮০২; 'মালার মতো পোড়াকপালির দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বিণ স্ত্রী* হতভাগী। 'আ-মরণ! পোড়াকপালী বলে কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পোড়াকপালে [পোড়া+স কপাল>] *বিণ* দুর্ভাগা; হতভাগা। 'না রে পোড়াকপালে ছেলে, কুকুরকে কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পোড়াকাঠ [পোড়া+স কাষ্ঠ>] *বিণ* পোড়ানো কাঠের মতো শীর্ণকায় ও মলিন। 'দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পোড়া চোখ ১ *বি* অন্ধ চোখ। 'অতুলনীয় সৌন্দর্য তো আর পোড়া চোখে পড়ল না।' *নজরুল*, ১৯১৯। **২** *বি* বেদনায় দগ্ধ চোখ। 'আমার মতন এমন পোড়া-চোখ তো আর কারুর নেই যে, ঘুম আসবে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

পোড়া প্রাণ [পোড়া+স প্রাণ] *বি* ব্যথিত মন। 'পোড়া প্রাণ জানিল না কারে চাই।' *নজরুল*, ১৯২৩।

পোড়া মন [পোড়া+স মন] *বি* ব্যথিত মন। 'পোড়া মন টেকে না এখানে।' *অমৃত*, ১৯০০।

পোড়ামুখী [পোড়া+স মুখী] *বি স্ত্রী* হতভাগিনী। 'এ পোড়ামুখীর মুখে আগুন কেন না লাগিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

পোড়ামুণ্ডা [পোড়া+স মুখ>] *বিণ* পোড়ামুখা; মুখপোড়া (তিরস্কার অর্থে)। 'পদ্মবনে পদ্ম করে পোড়ামুণ্ডা কাক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পোড়ারমুখী [পোড়া+স মুখ>] *বিণ স্ত্রী* হতভাগা। 'তুই পোড়ারমুখী কথা শুনবি নি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পোড়ার মুখো ১ *বি* গালিবিশেষ (হনুমান অর্থে)। 'এ বের ঘটকালি কোন পোড়ার মুখো করেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বিণ* হতভাগা।

'পোড়ারমুখো ছেলে, তোর জন্যই তো যাওয়া হল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

পোড়া[৩] [স পটহ] *বি* ঢাকবিশেষ। 'কাড়া পোড়া তুরী ভেরী বাজে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পোড়ানি [পোড়া>] *বি* জ্বালা। 'এদের কোথায় পোড়ানি।' *জীবন*, ১৯৩২।

পোড়ামাছাল [পোড়া>] *বি* পাখিবিশেষ। 'ও আপনাকে পোড়ামাছাল জ্ঞান করেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পোড়ো[১] [পড়া>] ১ *বিণ* অনাবাদি; পতিত। 'পোড়ো ভূমি।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* অব্যবহৃত ও নির্জন। 'ঐ তোমাদের পোড়ো মহলে রেখেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৩ *বিণ* পরিত্যক্ত। 'অনাহারে একটা ভাঙ্গা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* অলস। 'সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের যে একটা ফালতো পোড়ো সময় থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পোড়ো জমি *বি* পতিত জমি। 'যেখানে পোড়ো জমি পোড়ো হয়ে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পোড়ো বাড়ি *বি* পরিত্যক্ত বাড়ি। 'আর্টিস্ট লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির একটা সৌন্দর্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পোড়োভূমি *বি* অনাবাদি জমি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পোড়ো[২] [পড়ু>] *বি* অধ্যয়নকারী। 'পাঠশালার পোড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পোণ [স পণ] *বিণ* আশি সংখ্যক। 'ভাণ্ড মাথে ষোল পোণ দান আক্ষার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পোত [স] *বি* যানবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'সুকৌশলসম্পন্ন প্রবল বেগবান বাষ্পীয় পোত কেন না প্রস্তুত হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পোতপণ [স] *বি* জাহাজ চলাচল বাবত প্রদেয় কর। 'মনুসংহিতার অন্তর্গত এই পোতপণ বিষয়ক শ্লোক অনেকেরই বিদিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পোতপতি [স] *বি* জাহাজের অধ্যক্ষ। 'পোতপতি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার নাম তামস জেঙ্কিন্স রাখিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

পোত-পরিচালনবিদ্যা [স] *বি* সামুদ্রিক জাহাজ পরিচালনা বিষয়ক জ্ঞান। 'দিগ্দর্শন সৃষ্ট হওয়ায় পোত-পরিচালনবিদ্যার ... উন্নতি হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পোতবাহক [স] *বি* নাবিক। 'পোতবাহক অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তচ্ছেদন করিলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পোতবাহন [স] *বি* জাহাজ পরিচালনা। 'কদাপি পোতবাহন কর্ম্ম শিক্ষাও করেন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পোতস্থ [স] *বিণ* জাহাজের। 'পোতস্থ ... শামনের সংসর্গ নিমিত্ত আমাদিগের এই দুর্দৈব ঘটিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পোতস্থিত [স] *বি* জাহাজে অবস্থিত। 'সঙ্কেতবিশেষ দ্বারা পোতস্থিত লোকদিগকে আপন গমনমানস জানাইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পোতারূঢ় [স পোত-আরূঢ়] *বিণ* জাহাজে আরোহী। 'কোন ব্যক্তি পোতারূঢ় হইয়া দেশান্তর গমন করিতেছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

পোতাশ্রয় [স পোত-আশ্রয়] *বি* জাহাজের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। 'পোতাশ্রয় জলশূন্য হইয়া পড়ে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পোতলি [পুতুল>] *বি* পুতুল। 'সুকোমল মৃদু তনু পোতলি আকার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পোতা[১] [স পোত] ১ *বি* ভিত্তি। 'ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পোড়া ভিটের পোতার 'পরে শালিক নাচে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* বাঁধানো পথ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পোতা[২] [স পৌত্র] *বি* নাতি। 'মুই আবদুর রহমান গুলমোহাম্মদের লেড়কা ... গোলাম হোসেনের পোতা।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পোতা[৩] [স প্রোথিত>] *বিণ* প্রোথিত। 'রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পোতা মাঝি *বি* কারাগারের প্রহরী। 'দশ বিশ পোতা মাঝি বীরে লয়্যা যায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পোতারূঢ় *দ্র* **পোত**

পোতাশ্রয় *দ্র* **পোত**

পোতাস [ই পটাশ] *বি* পটাশ; রাসায়নিক মৌলবিশেষ। 'সোডা পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পোতাস্থিত *দ্র* **পোত**

পোথা[১] [স পুস্তক] *বি* পুথি। 'হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিআছে পোথা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পোথী [স পুস্তিকা] *বি* পুথি। 'আগম পোথী ইষ্টামালা।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

পোথা[২] [স প্রথা] *বি* প্রথা। 'কহিতে নৃতের কথা বহুল বাড়য় পোথা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পোদ [স পুণ্ড্র>] *বি* কৃষিজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।' *ভারত*, ১৭৬০; 'হলধর পোদ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পোদ্দার, পোতদার [ফা ফুতাহদার] ১ *বি* অর্থলগ্নি করে যে। 'পোতদার হইল যম টাকা আড়াই আনি কম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'পোদ্দারের টাকা পরখাই করিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* দেশি-বিদেশি মুদ্রা বদল করে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* যারা সোনা-রুপা বেচাকেনা করে। 'চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোণা গাছির গলি ও আহিরি টোলার চৌমাথা লোকারণ্য।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পোদ্দারি, পোদ্দারী [ফা ফুতাহদারি] ১ *বি* মহাজনি। 'ঘাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারি কুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* মোড়লিপনা। 'আমাদের আর পোদ্দারি করা চলবে না।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

পোন[১] [স পবন] *বি* চুল্লি। 'মিত্তিকার ভাণ্ড সব পোন মধ্যে দহে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

পোন[২] [স পণ] *বিণ* পণ; কুড়ি গণ্ডা; ৮০টা। 'পণেকে দুই পোন পান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পোনর [পা পন্নরস] *বিণ* পনেরো (১৫) সংখ্যক। 'সতর শত পোনর সনে নবাব জাফর খাঁ ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। *দ্র* **পনেরো**

পোনরই [পা পন্নরস] *বিণ* মাসের পনেরো তারিখ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পোনের [পা পন্নরস] *বিণ* পনেরো সংখ্যক। 'পোনের রোজের মধ্যে উঠাইয়া লইবা।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

পোনেরো [পা পন্নরস] *বিণ* পনেরো। 'চাঁদনীর পোনেরো দিন সন্ধ্যার পর আলো জেলে ভাত খান না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পোনোর [পা পন্নরস] *বিণ* পনেরো। *মেয়র্স*, ১৭৬৮।

পোন্দরো [পা পন্নরস] *বিণ* পনেরো। 'অদ্যে হইতে পোন্দরো দিবসের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করহ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

পোনা [স পোতাধান] ১ *বি* সদ্যোজাত ছোটো মাছ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'প্রতিদিন শৌল মৎস্যের পোনা আহার করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* শিশুসন্তান। 'তিনটে পোনা প্ল্যাটফর্মেই বাপের কাছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

পোনামাছ *বি* ছোটো মাছ। 'নতুন একটা পোনামাছ গেঁথে টুপ করে আবার পানিতে ফেলে দেয়।' *শামসুল*, ১৯৬২।

পোনি ঘোড়া [ই পনি+ঘোড়া] *বি* ছোটো ঘোড়া। 'সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পোপ [ই] *বি* রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টানদের মহাধর্মাধিপতি। 'তাঁহারা পোপের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া প্রটেষ্টেন্ট মত অবলম্বন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'প্রাচীন কালে দ্রুইড, পোপ, পাদরি ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পোমাভোল *বি* নোনা পানির মাছবিশেষ। 'ফুটকি দিয়ে ওঠে ফকফকে পোমাভোল।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

পোমেটম [ই] *বি* চুল পরিপাটি রাখার ক্রিম জাতীয় বস্তু। 'পোমেটম, ল্যাভেন্ডার ও আতর মেখে ... বৈটকখানায় বার দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পোয়া [স পাদ] ১ *বি* আদর্শ এককের চার ভাগের এক ভাগ; সিকি। 'দিক মাপি পঞ্চহাত পরিসর পোয়াসাত ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* বইয়ের অধ্যায়। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* ঢেঁকির অংশবিশেষ। 'আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি।' *ভারত*, ১৭৬০। ৪ *বি* চার ভাগের এক ভাগ (পরিমাণ; ওজন)। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

পোয়াটাক, পোয়াটেক ১ *বিণ* প্রায় এক কিলোমিটার পরিমাণ (এক ক্রোশের চার ভাগের এক ভাগ অর্থে)। 'পোয়াটাক পথ যাইতে না যাইতে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বিণ* চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ। 'সেরে পোয়াটেক ক্ষুদ আর কাঁকর-পাথর।' *হাই*, ১৯৪৭।

পোয়া বারো ১ *বি* পাশা খেলার একটি দান। 'তবে হাঁকেন পোয়া বারো।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* (ব্যঙ্গার্থে) সুবিধাজনক অবস্থা। 'তুমি বিধানকর্ত্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৩ *বি* পরম সৌভাগ্য। 'সেদিন আমাদের পোয়াবারো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পোয়া বারো পড়া *ক্রি* পরম সৌভাগ্য হওয়া। 'এক্ষণে তাহার পোয়া বারো পড়িয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

পোয়া সের *বি* এক সেরের চার ভাগের এক ভাগ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পোয়াতি, পোয়াতী [স পুত্রবতী] *বি* গর্ভবতী। 'ও ও পোয়াতি বটে।' *কেরি*, ১৮০২; 'পোয়াতীর গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পোয়ানো [স প্রজ্ব>] ১ *ক্রি* শরীরে তাপ লাগানো; তাপ উপভোগ করা। 'গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'যত খুশি আগুন পোয়াবেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *ক্রি* সহ্য করা। 'অত্যাচার পোয়াতে বলেনি।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৩ *ক্রি* শেষ হওয়া। 'রাত পুইয়ে এল বোধহয়।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

পোয়াল [স পলাল] *বি* খড়। 'পোয়ালের কুণ্ড সম হনুমান তোলে চেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পোয়ালবিড়া *বি* একপ্রকার ধান। 'ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।' *ভারত*, ১৭৬০।

পোয়েটিকাল [ই] *বিণ* কাব্যিক। 'কলকাতার পক্ষে যা সেন্টিমেন্টাল, পোয়েটিকাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সত্যিকার সত্যি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পোরগনা [ফা পরগনাহ্] *বি* পরগনা; রাজস্ব অঞ্চল। 'তারিণী বিটি মাও২ চৌব্বিশ পোরগনার জননী হইয়া।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পোরট্রেট *দ্র* **পোর্ট্রেট**

পোরা [স পূর্ণ>] ১ *বিণ* ভরা। 'না করে বাহুল্য আজ্ঞি করো তাতে পোড়া। শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্মসারো আছে কত পোরা।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'চটের থলিয়াতে পোরা চিঠি পত্রাদি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* ঢুকানো। 'আলমারির ভিতর পোরা রয়েছে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮। ৩ *বিণ* আবদ্ধ। 'হিন্দুয়ানীর খাঁচায় তোমরা পোরা ছিলে।' *পাশা*, ১৯৭১।

পোর্ট[১] [ই] ১ *বি* এক ধরনের মদ। 'যাঁহারা বিয়ার কি শেরি কি পোর্ট কি ক্লারেট অথবা অন্যবিধ নরম গোচের মদ্যের নামও সহ্য করেন না ...।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

পোর্ট[২] [ই] *বি* নৌবন্দর। 'পোর্ট সুদান / জাহাজ-ডেকের রেলিঙ-বাঁধা।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

পোর্টফোলিয়ো [ই] *বি* অবাঁধা কাগজপত্র রাখার জন্য ব্যবহৃত আধারবিশেষ। 'বালিশের উপর পোর্টফোলিয়ো বিছিয়ে নিতান্ত অলসভাবে তোকে লিখে যাচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এত দিন সেটা ছিল পোর্টফোলিয়োর মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পোর্টম্যান [ই portmanteau] *বি* দুই ভাগ কব্জা দিয়ে জোড়া দেওয়া এমন চামড়ার বাক্স। 'সোনাউল্লা সাহেবের কএক জোড়া কাপড় তৈলিয়া চিরুণী, ব্রাস, গ্লাস ... একটী পোর্টম্যান সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

পোর্টম্যান্টো [ই portmanteau] *বি* দুই ভাগ কব্জা দিয়ে জোড়া দেওয়া এমন চামড়ার বাক্স। 'বেশপরিবর্তন করবার সময় দেখা গেল আমার বন্ধুর একটি পোর্টম্যান্টো পাওয়া যাচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পোর্টহোল [ই] *বি* জাহাজের দু পাশের জানালাবিশেষ। 'গবাক্ষের মত ছোট ছোট জানালা আছে, উহাদের পোর্টহোল বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'টর্চের আলো ফেলে কেবিনের পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে যা দেখি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পোর্টার [ই] *বি* রেলস্টেশন, বিমানবন্দর ইত্যাদি স্থানে কর্মরত কুলি। 'পোর্টার দেখিয়ে দিল কোন জায়গায় দাঁড়ালে সেকেণ্ড ক্লাশ ঠিক সামনে পড়বে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

পোর্ট্রেট, পোর্ত্রেট [ই] *বি* প্রতিকৃতি। 'বিলিতি পোর্ত্রেট আঁকতুম।' *অবন*, ১৯৪১; 'বিশ্রী রেখাবহুল পোর্ট্রেট।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পোরট্রেট [ই] *বি* প্রতিকৃতি। 'দেশী, বিদেশী তৈল চিত্র, জলরঙ, প্যাস্টেল পটের ছবি, পোরট্রেট, একরঙা ছবি, উডকাট ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

পোর্তুগিজ *দ্র* **পর্তুগীজ**

পোর্তুগীশ, পোর্ত্তগীশ, পোর্ত্তুগীশ *দ্র* **পর্তুগীজ**

পোল [ফা পুল] *বি* সেতু। 'কত দূরে সেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল।' *ভারত*, ১৭৬০; 'নদীর পোলের উপর দিয় কত লোক, গাড়ী ও কলের গাড়ী চলিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পোলট্রি [ই] *বি* হাঁস-মুরগির খামার। 'পোলট্রি, ডেয়ারি আস্তে আস্তে সবই হল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

পোলসেরাত [ফা পুল+আ সিরাত] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুসারে পাপ-

পুণ্য বিচারের সেতু। 'কেয়ামত দজ্জাল বা পোলসেরাত সম্বন্ধে মহিলার কিছু লেখা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বোধ হইবে না।' *রোকেয়া*, ১৯০৭। দ্র **পুলসিরাত**

পোলা [স পুত্র>] *বি* ছেলে। 'পোলাদের টুপী বীরে শিরে তুলি দিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

পোলাপান ১ *বি* ছেলেমানুষ। 'নকুলদা য্যান পোলাপান, জ্ঞান না কিছু।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বি* ছেলেমেয়ে। 'ভালা নি আছে পোলাপানরা?' *মানিক*, ১৯৩৬।

পোলাও, পোলাউ [ফা পলাও] *বি* ঘি-মসলা দিয়ে রান্না করা সরু ভাত। 'কেহ বলে এখনি পোলাও।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'আতরাফ কামিনীগণ যথাসাধ্য পোলাও, কালিয়া, কাবাব, রুটি, জরদা, ফিরনী লুটিয়া লইবার পর ....।' *রোকেয়া*, ১৯৩০; 'কেউ এসবের দ্বারা মনে করলো কোরমা, পোলাউ, কোফতা ও গরু খাওয়ার স্বাধীনতা।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

পোলাওয়া *বি* পোলাও। 'কোর্মা-পোলাওয়া খাইয়া আরাম কেদারায় ঘুমাইয়াছেন।' *এসলাম*, ১৯২০।

পোলাত [ফা পোলাদ] *বিণ* লোহা। 'পোলাতনির্মিত টেকয়ার দ্বারা সূতা কাটে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

পোলিটিকাল [ই] **১** *বিণ* রাজনৈতিক। 'পোলিটিকাল ইকোনোমি নামক বিদ্যাশিক্ষকের পদে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। 'আসামি পোলিটিকাল, সাতমাস পলাতকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পোলিটিকাল তুবড়িবাজি *বি* রাজনীতির ফাঁকা আওয়াজ। 'শুধু পোলিটিকাল তুবড়িবাজিতে কী হবে?' *নজরুল*, ১৯২৬।

পোলিটিকাল পঙ্গু *বি* রাজনৈতিক দীনতাসম্পন্ন ব্যক্তি। 'আমাদের মতো পোলিটিকাল পঙ্গুদের কাছ হইতেও আড়াল করিয়া রাখা অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পোলিটিশান, পোলিটিশন [ই] *বি* রাজনীতিবিদ। 'বেঁচে থাকে প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'এল পালিত, এল বন্ধু ঈশান, এল পোলিটিশান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পোলিস, পোলীস [ই] *বি* পুলিশ। 'পোলীসের আনীত লোকের চিকিৎসা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'পোলিস প্রহরিরা চারটা সম্ভ্রান্ত রমণীকে ধরিয়া আনিয়াছে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। দ্র **পুলিশ**

পোলীস কমিটী [ই] *বি* পুলিশ পরিচালনার কমিটি। 'ধূলা নিবারণ পোলীস কমিটী নেটিব জুরি প্রভৃতি রাজ্যার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

পোলীয় [ই Pole] *বিণ* পোলান্ডের। 'ইংলন্ড-প্রবাসী জর্মান ইতালীয় পোলীয় ইহুদিগণের প্রতি ... যে শত্রুতার উদ্রেক করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পোলেমিক [ই] *বি* জোরালো বিতর্ক কৌশল। 'পৃথিবীর যে কোন পোলেমিসিস্ট তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোল্লাসে প্রস্তুত হবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পোলেমিসিস্ট [ই] *বি* বিতর্ক-কুশল ব্যক্তি। 'পৃথিবীর যে কোন পোলেমিসিস্ট তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোল্লাসে প্রস্তুত হবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

পোলো১ [ই] *বি* ঘোড়ায় চড়ে খেলতে হয় এমন হকির মতো খেলাবিশেষ। 'পোলো খেলার ছবি দেখেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পোলো২ [স পলব] *বি* বাঁশের শলাকা দিয়ে তৈরি মাছ ধরার ফাঁদবিশেষ; পলো। 'মেছুনি ... হাতে একটা পোলো।' *শ্যামল*, ১৯৬৭; 'পোলোর ভেতরে হাত দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঘাঁই খেয়েছিলো।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

পোশাক [ফা] *বি* বস্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পোশাক তৈয়ার রাখ কল্য দরবার যাইব।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পোশাক-পাতি *বি* পোশাক-পরিচ্ছদ। 'রং-বেরং-এর পোশাক-পাতিতে সাজাইয়া আদমের পাশে বসাইলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

পোশাক-সজ্জিতা [ফা পোশাক+স সজ্জিতা] *বিণ স্ত্রী* পোশাক-পরিহিত। 'সুন্দর পোশাক-সজ্জিতা ওকে আমার বড় ভাল লাগল।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

পোশাকি [ফা পোশাক>] **১** *বিণ* সর্বজনের ব্যবহারের উপযুক্ত ও আনুষ্ঠানিক। 'সাধুভাষা নামক একটি পোশাকি ভাষা তৈরি করা চাই।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বিণ* আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব। 'মধুসূদনের বাড়িতে ও ছিল পোশাকী মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* খোলসযুক্ত। 'বামুনকে প্রায়ই হুকুম করতেন পোশাকি মাছ চাই আজ।' *অবন*, ১৯৪১।

পোশাকী [ফা পোশাক>] **১** *বিণ* আনুষ্ঠানিক। 'পলিটিক্স এখনও আমাদের মধ্যে একটি পোশাকী জিনিসের বেশি আর কিছুই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* সামাজিক। 'কোনোটাকে পোশাকী এবং কোনোটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'শরতের পরিষ্কার রাত পেয়ে সব চেয়ে পোশাকী, উজ্জ্বল।' *জীবন*, ১৯৩০।

পোশাকী-দুরস্ত [ফা পোশাক-দুরস্ত] *বিণ* সভ্যসমাজে পরা যায় এমন পরিপাটি। 'যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ওটাকে ... পোশাকী-দুরস্ত করে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

পোশাকী নাম *বি* আনুষ্ঠানিক নাম। 'উমার পোশাকী নাম উজ্জয়িনী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

পোষ১ [স পুষ্>] *বি* আনুগত্য। 'গণ্ডার হিংস্রক নহে অথচ ভাল পোষ মানে না।' *মদনমোহন*, ১৮৫০; 'শৈশবে পুষিলে ইহারা মানুষের পোষ মানিয়াও থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

পোষনিয়া [স পুষ্>] *বিণ* পালিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পোষ মানা ১ *বিণ* বশ্যতা স্বীকার করে এমন। 'হস্তী পোষ মানিয়া চালকের বশে চলে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮; 'একটি পোষমানা কুনকির পিঠে চড়ে বসলেন।' *প্রমথ*, ১৯২২। **২** *বি* অধীনতা স্বীকার করা। 'তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

পোষ মানানো *ক্রি* নিজের বশে আনা। 'প্রথমটা তাকে পোষ মানিয়ে আপনার করে নিতে কিছু সময় যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পোষ২ [স পৌষ] *বি* পৌষ মাস। 'এসে প'ল বলে এদিকে পোষের শীত-বাতাস।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

পোষড়া [স পৌষ>] *বি* পৌষপার্বণ। 'প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পোষক [স] **১** *বিণ* পালক। 'একটি কাশ্মীরী উল্লুক প্রথমে তার পোষক হন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* সমর্থক। 'তাহাদের মত পোষক উদাহরণের অভাব নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। **৩** *বি* আধার। 'ভূমধ্যস্থ (Mediterranean) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পোষকতা [স] **১** *বি* সমর্থন। 'রাধাকান্ত দেব [এই প্রস্তাবের] পোষকতা করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* সাহায্য। 'স্কুলের

পোষকতানিমিত্ত এক চান্দা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বি* পক্ষ অবলম্বন। 'তাঁহার পোষকতা করিয়া তাঁহার পাপের ভাগী হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

পোষণ [স] ১ *বি* যত্ন। 'আহার ও পোষণে সর্প তখন সজীব হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* জিইয়ে রাখা। 'একটা আশা পোষণ করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পোষণ করা ১ *ক্রি* পালন করা। 'পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পোষণ করা আমার কর্ম নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* পুষিয়ে নেওয়া। 'সুদসুদ্ধ পোষণ করিয়া লইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পোষণপালন [স] *বি* প্রতিপালন। 'পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জননীতির পোষণপালন করতে চাচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পোষলা [স পৌষ>] *বি* পৌষ মাসের অবস্থা। 'পেয়েছিলে যারে পোষলায়।' *জীবন*, ১৯২৭।

পোষা[1] [স পুষ্>] *ক্রি* পালন করা। 'অধর্ম করিআ নিত্য পোষ বন্ধু দারাপত্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পোষা[2] [স পুষ্>] ১ *বিণ* পালিত। 'চক্ষু পাকাইয়া চায় পীজিরায় পোষা কত শের।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* পালিত জন্তু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বি* পালন করা। 'উৎকৃষ্ট ডিনার তৈরী করে ... তাতে নাকি একটা পুরাদস্তুর পল্টন পোষা যায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

পোষা জন্তু *বি* পোষ-মানানো জন্তু; গৃহপালিত জন্তু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

পোষানি *বি* অন্যকে সন্তান প্রতিপালনের ভার। 'সুখামুখী বলে, মা হয়ে ছেলে পোষানি দেব?' *মনোজ*, ১৯৬১।

পোষা পালা *ক্রি* লালন পালন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পোষিত [স] ১ *বিণ* পোষা। 'পোষিত জন্তুকে পর্য্যাপ্ত ভোজন দেওয়া, উপযুক্ত স্থানে রাখা এবং সাধ্যাতীত কর্ম্ম না করান ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* মেনে চলা হয়েছে এমন; লালিত। 'নিজ পরিবারের বহুকাল পোষিত সংস্কার ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

পোষাক [ফা পোশাক] *বি* পোশাক; পরিচ্ছদ। 'খাস পোষাকের খাসা জোড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। দ্র **পোশাক**

পোষাক করা *ক্রি* (আনুষ্ঠানিক) পোশাক পরিধান করা। 'তাড়াতাড়ি পোষাক করিয়া খাইতে গেলাম।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পোষাকধারী [ফা পোশাক+স ধারী] *বি* পোশাক পরে আছে এমন ব্যক্তি। 'ওহে পোষাকধারী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

পোষাকী [ফা পোশাক>] ১ *বিণ* লোক দেখানো। 'তাঁরা বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* আনুষ্ঠানিক। 'কথাবার্তা বলার সময়ে এক বিশেষ পোষাকী ধরনের ইংরেজী বলে।' *হাই*, ১৯৫৩।

পোষানো [স পুষ্>] ১ *ক্রি* কুলানো। 'ইহাতে আসল ব্যয় টাকার সকল সুদে পোষাইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *ক্রি* সহ্য হওয়া। 'কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

পোষ্ট [ই] ১ *বি* ডাকঘর সংক্রান্ত। 'পুনশ্চ এই সকল পোষ্ট বিল পূর্ব্বদেশীয় সমুদ্রের নিকটস্থ সকল স্থানে ... গ্রাহ্য হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। ২ *বি* বৈদ্যুতিক বাতির থাম। 'ঝড় বৃষ্টিতে বিজলীর তার ছিড়িয়া যাওয়া, পোষ্ট ভাঙ্গিয়া পড়া।' *আজাদ*, ১৯৬৮। দ্র **পোস্ট**

পোষ্ট অফিস [ই] *বি* ডাকঘর। 'পোষ্ট অফিস, চিঠির বাক্স এবং পোষ্টম্যানের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

পোষ্ট আপিশ [ই] *বি* ডাকঘর। 'জানেরেল পোষ্ট আপিশ।' *দর্পণ*, ১৮২০।

পোষ্টকার্ড [ই] *বি* ডাকঘরের চিত্রাঙ্কিত চিঠি লিখবার নির্দিষ্ট আকার ও ওজনের কাগজ। 'একখানা পোষ্টকার্ড দ্বারা ভগ্নীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন নাই।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

পোষ্ট মাষ্টর [ই] *বি* ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। 'জানেরেল পোষ্ট মাষ্টরের অগ্রে এ নিমিত্ত দরখাস্ত করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২০।

পোষ্টম্যান [ই] *বি* ডাকপিয়ন। 'পোষ্ট অফিস, চিঠির বাক্স এবং পোষ্টম্যানের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

পোষ্টেজ ষ্টাম্প [ই] *বি* ডাকটিকিট। 'এবার অবধি প্রণামীর টাকায় পোষ্টেজ ষ্টাম্প কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেবো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পোষ্টপন [ই] *ক্রি* স্থগিত হওয়া। 'গাওনা ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্য পোষ্টপন্ হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পোষ্টা [স] *বিণ* প্রতিপালক। 'আমিত ভিক্ষুক বিপ্র তুমি মোর পোষ্টা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পোষ্টাই [স পুষ্টি>] *বিণ* বলকারক। 'হলুদ মেখে তেল মেখে স্নান কর, ধাত পোষ্টাই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

পোষ্টাবর *বিণ* প্রতিপালক। 'পরম পোষ্টাবর শ্রীযুত রাজীবলোচন ... এবং সর্ব্বা মহাসয়সদাসএষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

পোষ্টার [ই] *বি* বড়ো হরফ ও বড়ো হরফ বা ছবিওয়ালা প্রচারপত্র। 'পোষ্টার পড়া শেষ হয় নীহার খালার।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩। দ্র **পোস্টার**

পোষ্য [স] ১ *বিণ* পালিত। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সে এইখানের পোষ্য।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বি* পালনীয় ব্যক্তিবর্গ। 'সংসারে রোজগেরে সে একা হলেও পোষ্য অনেক।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

পোষ্যপুত্র [স] *বি* দত্তক পুত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নানাবিধ দাস দাসী নিরূপণ এবং পোষ্যপুত্রের প্রকরণ ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পোস [ফা পোশাক] *বি* বস্ত্রতা। 'মাথায় ফেলিল পাগ জেরাবক্ত পোস।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পোসনিয়া [স পুষ্>] *ক্রি* পোষা। 'ঘরের স্বামী আছে পোসনিয়া গাধা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পোসা *বিণ* পোষা। 'তাহার সঙ্গে পোসা দুই ভূত ছীল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। দ্র **পোষা**[2]

পোসাক [ফা পোশাক] *বি* কাপড়চোপড়। 'খোরাক পোসাক পাবে।' *মেয়র্স*, ১৭৬২। দ্র **পোশাক**

পোসাকি, পোসাকী [ফা পোশাক>] ১ *বিণ* পোশাক সংক্রান্ত। *মেয়র্স*, ১৭৬২। ২ *বি* লোক-দেখানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পোসাখ [ফা পোশাক] *বি* পোশাক। 'বেশ্যাবাজীটি আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড় মানুষের এলবাত পোসাখের মধ্যে গণ্য।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পোস্ট [ই] ১ *বি* পদ। 'পোস্ট খালি নেই।' *জীবন*, ১৯৩২; 'সে পোস্ট তো খালি নেই।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। ২ *বি* ডাক-ব্যবস্থা। 'এদিকটায় পোস্টে চড়ে তার এসেছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। ৩ *বি* থাম। 'ইলেকট্রিকের পোস্টে লেগে যাবে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। দ্র **পোষ্ট**

পোস্ট অফিস, পোস্ট আপিস [ই] *বি* ডাকঘর। 'যাত্রীটির সুয়েজের

পোস্ট আপিসে নাববার দরকার ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'পোস্ট অফিসে, হাটে-বাজারে ওদিককার গ্রাম এদিককার শহরের সমান।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

পোস্টইং [ই] *বি* কর্মস্থান। 'চাকরি নিয়ে আমার প্রথম পোস্টইং যে ছিল বর্ধমানে।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

পোস্ট করা *ক্রি* ডাকে পাঠানো; ডাক বাক্সে ফেলা। 'আমি পোস্ট করিয়া দিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পোস্টকার্ড [ই] *বি* খাম ছাড়াই প্রেরণযোগ্য ডাকঘরের সিলযুক্ত নির্ধারিত ওজন ও মাপের চিঠির কাগজবিশেষ। 'একখানা পোস্টকার্ড লিখে দেন।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'পোস্টকার্ডে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পোস্টবক্স [ই] *বি* ডাকের চিঠিপত্র রাখার বিশেষ বক্স বা আধার। 'বোর্ডিঙের পোস্টবক্সে আমার নামে একখানা পোস্টকার্ড।' *জীবন*, ১৯৩৩।

পোস্টবাক্স [ই] *বি* ডাকবাক্স। 'এত বছর বিদেশ করলাম, পোস্টবাক্স চিনব না?' *কায়সার*, ১৯৬২।

পোস্টমাস্টার [ই] *বি* ডাকঘরের প্রধান কর্মচারী। 'পোস্টমাস্টারের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

পোস্টম্যান [ই] *বি* ডাকপিয়ন। 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

পোস্টাপিস, পোস্টাফিস [ই] *বি* পোস্ট অফিস; ডাকঘর। 'হাত করে নিশপিশ, মাঝে রেখে পোস্টাপিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টাফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারী।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

পোস্টাল বিভাগ [ই পোস্টাল+স বিভাগ] *বি* ডাকবিভাগ। 'পুলিশ ও পোস্টাল বিভাগ ... প্রেরিত বহুতর হ্যান্ডবিল ধরিয়া ফেলিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

পোস্টার [ই] ১ *বি* বৃহৎ মুদ্রিত চিত্র। 'পোস্টার ও পোস্টেজ সেবার কাজে আসে।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বি* প্রচারপত্র; ব্যানার। 'শালুর পোস্টার সামিয়ানার মাথায় শোভা পাচ্ছে।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ৩ *বি* বড়ো আকারের প্রচারপত্র। 'বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাস্তা পোস্টার।' *শামসুর*, ১৯৭২। দ্র **পোস্টার**

পোস্টারওয়ালা [ই পোস্টার+হি ওয়ালা] *বি* পোস্টার লাগায় যে। 'পোস্টারওয়ালারা বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছিল।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পোস্টারিং [ই] *বি* দেয়ালে প্রচারপত্র সাঁটা। 'একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের দাবিতে সভা, শোভাযাত্রা, পোস্টারিং, প্রচারপত্র বিলি ও স্বাক্ষর অভিযান শুরু করেছেন।' *বেগম*, ১৯৭২।

পোস্ত, পৌস্ত [ফা পুস্ত] ১ *বি* আফিম। 'পোস্ত খাবার হোলাটী সেই ভাস্যা গেল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাহাকেও বলক্রমে পৌস্তের চাস না করাইবার ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭। ২ *বি* পোস্তদানা; আফিম ফলের বীজ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পোস্তের খেত।' *এডমন*, ১৭৯৩।

পোস্তা[1] [ফা পুস্ত] ১ *বি* প্রাচীর রক্ষার জন্য নির্মিত গাঁথনি বা ঠেকনা। 'পোস্তার বাহির ভাগে গড়।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* গঞ্জ। 'পোস্তার বাজারে এসে কস্তাপচা হও।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* মজবুত। 'ঈমান না হল পোস্তা খোড়াই জমিনে।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* আড়ত। 'আলু-পোস্তায় আলুর চালান লইয়া আসে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৫ *বি* দেয়ালের ঠেকনার নীচের জায়গা। 'কুলিরা মাথায় করে বস্তা এনে পোস্তায় স্বচ্ছন্দে রাখতে পারে।' *শওকত*, ১৯৭২।

পোস্তা[2] *বি* (সঙ্গীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী ভৈরবী – তাল পোস্তা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

পোস্তান [ফা] *বি* বংশধর। 'সাত পোস্তানের মেরা গোণা হৈল মাফ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

পোস্তিন [ফা পুস্তীন] *বি* চামড়ার তৈরি পোশাক। 'ভেড়ার চামড়ার পোস্তিনে ঠাণ্ডা মানে না।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

পোহান [স প্রভাতিত] *ক্রি* প্রভাত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পোহানো [স প্রভা>] ১ *ক্রি* প্রভাত হওয়া। 'জোইণিজালে রএণি পোহাঅ।' *চর্যা* ১৯, ১২০০। ২ *ক্রি* শেষ হওয়া। 'পরদিনে এইমত পোহাইবে রাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৩ *ক্রি* উপভোগ করা। 'এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **পোহাঅ** *ক্রি* পোহায়। 'জোইণিজালে রএণি পোহাঅ।' *চর্যা* ১৯, ১২০০। **পোহাই** *ক্রি* পোহায়। 'সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **পোহাইবোঁ** *ক্রি* অতিক্রম করবো; যাপন করবো। 'সুরতী সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পোহাইল** ১ *ক্রি* পার করলো। 'কি দারুণ নিশা পোহাইল গোপীনাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* কাটালো। 'পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **পোহাইলী** *ক্রি* পোহালো। 'সবরো ভুজঙ্গ নইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **পোহাওঁ** *ক্রি* যাপন করি। 'কালিনী রাতি মো প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **পোহায়** *ক্রি* শেষ হয়। 'জরজর হৈল তনু নিশি না পোহায়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **পোহালো** *ক্রি* ভোর হলো। 'রাত পোহালো, ফরসা হলো।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **পোহাল্য** *ক্রি* পোহালো। 'কেনে বা পোহাল্য নিশি দিশি কেনে আইল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'মোর তরে পোহাল্য রজনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পোহো [স পুত্র] *বি* পুত্র। 'এহাত না ভুলে আর নান্দের পোহো।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পৌউত্র [স পৌত্র] *বি* নাতি। 'পুত্র পৌউত্র বলএ মধুর বোল সুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **পৌত্র**

পৌঁচা [হি পহুঁছন>] *ক্রি* পৌঁছানো। 'বসন্ত অনেকটা কাছে এসে পৌঁচেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পৌঁছা [হি পহুঁছন>] *ক্রি* পৌঁছা; উপস্থিত হওয়া। **পৌঁছসি** *ক্রি* পৌঁছেছি। 'মকরে পৌঁছসি প্রয়াগে করিহ সূচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **পৌঁছিতে** *ক্রি* পৌঁছাতে। 'খাটুল পৌঁছিতে হোল ক্ষীণ কলেবর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **পৌঁছিল** *ক্রি* উপস্থিত হলো। 'যখন সেই নিয়মিত দিন পৌঁছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **পৌঁছিলে** *ক্রি* উপস্থিত হলে। 'ইহারা এখানে পৌঁছিলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

পৌঁছসংবাদ *বি* পৌঁছানোর খবর। 'আমাদের পৌঁছসংবাদ পেয়েছিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

পৌঁহছানো [হি পহুঁছন>] *ক্রি* পৌঁছানো। 'অল্পকালের মধ্যে সকলে বৈদ্যবাটীতে পৌঁহছিয়া বরদাবাবুর বাটীতে উঠিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

পৌগণ্ড [স] *বি* অপগণ্ড। 'দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড। কেসর কুসুম ধএল হেমদণ্ড।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পৌগণ্ডকাল [স] *বি* বাল্যকাল। 'বৃদ্ধ মানবজাতির পৌগণ্ডকালের একটা অস্থায়ী ঘটনা মাত্র।' *সবুজ*, ১৯২১।

পৌছা, পৌছানো [হি পহুঁছন>] *ক্রি* উপস্থিত হওয়া। 'কিল্লাখানার নিকট

পৌঁছিয়াছিল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **পৌঁছিলে** *ক্রি* পৌঁছলে। 'রাজমহল বরাবর পৌঁছিলে ...।' *প্যারী*, ১৮৬০।

পৌণ্ড্র [স] *বি* প্রাচীন উত্তর বঙ্গের জাতিবিশেষ। 'পৌণ্ড্র, ঔড্র, দ্রাবিড় ... এই সমস্ত জাতি ক্রিয়া লোপপ্রযুক্ত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পৌণ্ড্রক [স] *বি* প্রাচীন উত্তর বঙ্গের জাতিবিশেষ। 'পৌণ্ড্রাদি পূর্ব্ব দেশের নাম পুণ্ড্রদেশ ছিল, সেই দেশবাসীদিগের নাম পৌণ্ড্রক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

পৌতুলিকতা [স পৌত্তলিকতা] *বি* মূর্তি পূজা; প্রতিমা পূজা। 'মার সপিণ্ডীকরণে পৌতুলিকতার দাস হয়ে শ্রাদ্ধ করবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পৌতৃ [স পৌত্রী] *বি* নাতনি। 'আপনার পৌতৃ দিতে বলিয়া পাঠাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **পৌত্রী**

পৌত্তলিক [স] *বিণ* মূর্তি-পূজারী। 'যদিও পৌত্তলিক হউক তথাপি বেদপাঠ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

পৌত্তলিকতা [স] *বি* মূর্তিপূজা। 'বিদেশে যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'পৌত্তলিকতা শিরক।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

পৌত্তলিকতাপূর্ণ [স] *বিণ* মূর্তিপূজা সংক্রান্ত। 'শব্দগুলি শিরক ও পৌত্তলিকতাপূর্ণ ও গয়ের-ইসলামী ভাবাপন্ন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

পৌত্তলিকতাবাদ [স] *বি* মূর্তিপূজা সংক্রান্ত ধর্মবিশ্বাস। 'পৌত্তলিকতাবাদ, বহুত্ববাদ, নিরীশ্বরবাদ, জন্মান্তরবাদ, সন্ন্যাসবাদ প্রভৃতি।' *বঙ্গীয়*, ১৯২২।

পৌত্তলিকতামূলক [স] *বিণ* পৌত্তলিকতা মূলে আছে এমন। 'মুসলমানগণ পৌত্তলিকতামূলক কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন।' *সওগাত*, ১৯২৯;

পৌত্তলিকত্ব [স] *বি* পৌত্তলিকতার ভাব। 'যে সকল শব্দে পৌত্তলিকত্ব প্রভৃতি বিদ্যমান আছে।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

পৌত্তুর [স পৌত্র] *বি* পৌত্র। 'প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পৌত্তুর ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোল।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **পৌত্র**

পৌত্তুরী [স পৌত্রী] *বি স্ত্রী* পৌত্রী। 'আত্মারাম মিত্তিরের পৌত্তুরীরই ফুল ফুটলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

পৌত্র, পৌত্ত্র [স] *বি* নাতি; পুত্র বা কন্যার পুত্র। 'যেবা চাঁদ সদাগর তার পৌত্র আছে বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাহার পৌত্ত্র রাজা হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

পৌত্রী [স] *বি স্ত্রী* নাতনি। 'তার পরে পৌত্রীটি সম্প্রদান করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

পৌত্রিক [স পৈতৃক] *বিণ* পিতৃপুরুষের। 'আজ্ঞা হইবেক জেন পৌত্রিক পুর্নেহ ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

পৌনঃপুনিক [স] *ক্রিবিণ* বারবার। 'অত্যাচারের পৌনঃপুনিক সংঘর্ষণে সে কর্দ্দম ক্রমে শুষ্কতা প্রাপ্ত।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

পৌনঃপুন্য [স] ১ *বিণ* বারবার ঘটে এমন। 'তাহার তীব্রতা পৌনঃপুন্যে ত্রুব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *বি* পুনরাবৃত্তি। 'রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

পৌনবুড়া [স পাদোন>] *বিণ* পুরোপুরি বৃদ্ধ হয়নি এমন; প্রায় বুড়া। 'যত আদবুড়া ও পৌনবুড়া আইবুড়া ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পৌনরুক্ত [স] *বি* পুনরুক্তি। 'পুনঃপুনঃ করণে কেবল পৌনরুক্ত ও লোকের বৈরক্ত্য হয়।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

পৌনে [স পাদোন] *বিণ* চার ভাগের এক ভাগ কম। 'পৌনে চার।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

পৌন্ড [ই] *বি* পাউন্ড; ওজনের একক; ৪৫৪ গ্রাম। 'পঞ্চাশ হাজার পৌন্ড মাংস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পৌর [স] *বিণ* নগরে বাস করে এমন; শহুরে। 'সর্ব্ব পৌরজনে গীয়া বরিয়া আনিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পৌর-কন্যা [স] *বি* শহুরে মেয়ে। 'বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল ... অপ্রাপ্ত-বয়ঃ-পৌর-কন্যা ... কাছেই আদর পায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পৌরকার্য, পৌরকার্য্য [স] *বি* নগর উন্নয়নের কাজ। 'পৌরকার্য্য দর্শন এবং জনপদ পর্য্যবেক্ষণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'কলিকাতার পৌরকার্য পূর্বের চেয়ে ভালোই চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পৌরগ্রন্থাগার [স] *বি* নগরের গ্রন্থাগার; পাবলিক লাইব্রেরি। 'চৌদ্দটি পৌরগ্রন্থাগার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পৌরজন [স] *বি* নগরবাসী; পুরবাসী। 'সর্ব্ব পৌরজনে গীয়া বরিয়া আনিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পৌরনারী [স] *বি* পুরবাসী স্ত্রীলোক। 'সেদিনের সেই পৌরনারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

পৌরপথ [স] *বি* শহরের রাস্তা। 'পৌরপথের বিরহী তরুর কানে/ বাতাস কেন বা বনের বারতা আনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

পৌরবিজ্ঞান [স] *বি* নগর-লোকালয় ইত্যাদির সংগঠন ও পরিচালন সংক্রান্ত বিদ্যা। 'অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, আইন প্রভৃতি।' *আজাদ*, ১৯৬২।

পৌর ভবন [স] *বি* অন্তঃপুর। 'মৌন সকল পৌর ভবন সুপ্তনগরমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

পৌরস্ত্রী [স] *বি* পুরনারী; অন্তঃপুরবাসিনী। 'পৌরস্ত্রীরা সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

পৌরাঙ্গনা [স] *বি* পুরনারী। 'হে পৌরাঙ্গনাগণ – তোমরা বঙ্গদেশের সার রত্ন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

পৌরব [স] *বি* পুরুরাজ-বংশের সদস্য। 'হে দানবপতি ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে এই বনপার্শ্বে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পৌরষ [স পৌরুষ] *বি* বীরত্ব। 'করিল অনেক রাজ্জে পৌরষ বিশাল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পৌরষান্বিত [স পৌরুষান্বিত] *বিণ* পুরুষজনোচিত। 'তাহার ফল পৌরষান্বিত জনের অন্তরে অধিক ভারী লাগে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পৌরহিত্য [স পৌরোহিত্য] *বি* পুরোহিতের কাজ। 'পৌরহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা আমা দ্বারাই সম্পন্ন হইবে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পৌরাঙ্গনা দ্র **পৌর**

পৌরাণিক [স] ১ *বি* পুরাণ-রচয়িতা। 'অনন্ত প্রভৃতি শরীরী এই ভূমিপিণ্ডের ধারণকর্ত্তা, ইহা পৌরাণিকেরা বর্ণনা করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* প্রাচীন। 'আমার ভগিনীরা পৌরাণিক পদার্থ নহেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* পুরাণোক্ত। 'পৌরাণিক দেবগণের নানাবিধ

সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বিণ পুরাণ আশ্রিত। 'কুমারসম্ভব রঘুবংশ পৌরাণিক বটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পৌরাণিকত্ব [স] বি পুরাণ শাস্ত্রবিদ। 'তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য পৌরাণিকত্বরূপে মহাখ্যাত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

পৌরাণিকী [স] বিণ স্ত্রী পুরাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'সিঙ্গি চড়া ধিঙ্গি তুমি পৌরাণিকী Suffragette।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

পৌরাপবাদ [স পৌর-অপবাদ] বিণ পুরবাসী কর্তৃক অপবাদ। 'তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হৃদ্বিদ্ধ সিংহের ন্যায় ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পৌরাবৃত্তিক [স] বিণ পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। 'পৌরাবৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

পৌরুষ [স] ১ বি বীরত্ব; পরাক্রম। 'হইত পুরুষ করিতু পৌরুষ পিড়াঘাতে দিতু শোধ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পুরুষোচিত অহংকার। 'আমার ম্যানলিনেসে বা পৌরুষে গিয়ে বাজে।' নজরুল, ১৯২১।

পৌরুষ-অভিমান [স] বি পুরুষোচিত অহংকার। 'সতীশ পৌরুষ-অভিমানে বুক ফুলাইয়া বসিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পৌরুষ-উদ্ধারে [স] ক্রিবিণ পৌরুষসুলভ গর্ব উদ্ধারের জন্যে। 'ছলনার বন্ধন ছেদি এসো পৌরুষ-উদ্ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পৌরুষ-কঠোর [স] বিণ পুরুষত্বের বলে দৃঢ়; দৃঢ়তাবিশিষ্ট। 'যে শুধু পৌরুষ-কঠোর পুরুষকে ভালোবাসতে চায়।' নজরুল, ১৯৩১।

পৌরুষকামী [স] বিণ পৌরুষ কামনা করে এমন। 'সম্প্রতি অর্থাৎ বউ আসিবার পর হইতে সে পৌরুষকামী হইয়াছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

পৌরুষক্ষয়কর [স] বিণ পুরুষোচিত আচরণ হ্রাস করে এমন। 'তাহার পৌরুষক্ষয়কর অপমানজনক আদেশও প্রফুল্লমুখে পালন করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পৌরুষ-গর্ব [স] বি পুরুষোচিত গর্ব। 'লহো মোর কীর্তি, লহো পৌরুষ-গর্ব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পৌরুষবাদ [স] বি পুরুষোচিত নীতি। 'মানবিকতা, গণতান্ত্রিকতা আর পৌরুষবাদের সুর।' মাহেনও, ১৯৪৯।

পৌরুষবিহীন [স] বিণ নিস্তেজ। 'চিরদিনের মতো নির্জীব নিঃসহায় পৌরুষবিহীন হইতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পৌরুষসম্পন্ন [স] বিণ বীর্যশালী। 'তবে কিনা তাঁরা পৌরুষসম্পন্ন পুরুষ।' নজরুল, ১৯২৭।

পৌরুষহীন [স] বিণ তেজোহীন। 'রাজপুতানার যত সর্দার পৌরুষহীন আজ।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

পৌরুষেয় [স] বিণ মনুষ্যকৃত। 'ইহা ঈশ্বরপ্রণীত, সুতরাং সৃষ্ট এবং পৌরুষেয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পৌরুষেয় বাক্য [স] বিণ মনুষ্যসৃষ্ট। 'অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেয় বাক্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পৌরোহিত [স] বিণ পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন। 'পৌরোহিত বিবাহ কখন রহিত হয় না।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

পৌরোহিত্য [স] ১ বি পুরোহিতের কাজ। 'দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ...।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি সৃষ্টিনৈপুণ্য। 'বিদ্যাপতির পৌরোহিত্যে সেই ভাগ্যবান ভগবানও বিশ্বরূপের খেলাঘরে ...।' হাই, ১৯৫৪।

পৌর্ণমাসী [স] বিণ পূর্ণিমা তিথিবিশিষ্ট। 'এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে/ রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'উচ্ছর্গিয়া ঘর দিবে পৌর্ণমাসী দিনে।' রূপরাম, ১৭৫০।

পৌর্ণমাসি [স পৌর্ণমাসী] বিণ পূর্ণিমা তিথিবিশিষ্ট। 'পুণ্য দরশন হয় পৌর্ণমাসি দিন।' আলাওল, ১৬৮০।

পৌর্বাপর্য [স] ক্রিবিণ পরম্পরাক্রম। 'লিখিত ভাষায় বিভিন্ন চিহ্ন যোগে এবং পৌর্বাপর্য সূত্রে এ অভিধা পাওয়া যায়।' শরীফ, ১৯৬৮।

পৌর্বাহ্নিক, পৌর্ব্বাহ্নিক [স] বিণ প্রাতঃকালীন। 'ছয়টা পৌর্ব্বাহ্নিক পাঠশালা নিযুক্তা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

পৌল্যা [হি পহিলা] বিণ পয়লা। 'পৌল্যা চালানের জে ফেরত কাপড় আমরা পাইয়াছি।' তাঁতি, ১৭৯২।

পৌষ [স] বি বাংলা মাসবিশেষ। 'পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পৌষপার্বণ, পৌষপার্ব্বণ [স] বি পৌষমাসে পিঠা খাওয়ার উৎসব। 'পৌষপার্ব্বণ গেলো শাদা, হলো নাক বাঁউনি বাঁধা।' গুপ্ত, ১৮৫৮; 'আজ পৌষপার্বণ. পিঠে না খাইয়ে ছাড়ব না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫; 'পৌষপার্বণের সময় হয়ত অপু বাড়ি আসিবে।' বিভূতি, ১৯৩১।

পৌষবেহান [স পৌষ+স বিভাত>] বি পৌষের সকাল। 'রাজদ্বারে রথ আইল পৌষবেহান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পৌষমাস [স] বি সুসময়। 'সর্বনাশের পরে পৌষমাস এলো কি আবার ইসলামের?' নজরুল, ১৯২৮।

পৌষ-রজনী [স] বি 'জাগবি কারা রিক্ত পথে পৌষ-রজনী তাহার আশায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

পৌষালি বিণ পৌষ মাসে জন্মে এমন। 'পৌষালি ফসল তোলার অপেক্ষা।' আলাউদ্দিন, ১৯৭৩।

পৌষীয় [স] বিণ পৌষ মাস-সংক্রান্ত। 'গভর্ণমেন্টের পৌষীয় লাটের টাকা।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

পৌষে বিণ পৌষ মাসের। 'সবুজ ধানের ক্ষেত পৌষে উঠানে।' ওবায়দুল্লাহ, ১৯৭৪।

পৌস [স পৌষ] বি পৌষ মাস। 'পৌস গেলে মাঘ মাস মকর রাসি।' রামাই, ১৭১০।

পৌষ্টিকতা [স] ১ বি পৃষ্ঠপোষণ। 'কেহ এ বিষয়ে পৌষ্টিকতা করেন।' দর্পণ, ১৮২৬। ২ বি সমর্থন। 'তাহাতে শ্রীযুত উএল বর্ণ সাহেব পৌষ্টিকতা করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

পৌহুছিলে দ্র পৌছা

প্যাইত [স আপ্যায়িত] বিণ দুশ্চিন্তামুক্ত; নিশ্চিন্ত। 'সে বাটীর কুসলাদি লিখিয়া লিখিয়া প্যাইত করিবা।' ওসাঁ, ১৭৭৯; 'সেখানকার বেওরা লিখিয়া প্যাইত করিবে।' ওসাঁ, ১৭৮২।

প্যাঁক প্যাঁক [ধ্বন্যা] ১ বি হাঁসের ডাক। 'হাঁসের দলে জুটবো আমি প্যাঁক প্যাঁক ডাক দিতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি গাড়ির ভেঁপুর শব্দ। 'হর্নটা টিপিয়া দিতেছিল প্যাঁক প্যাঁক।' মানিক, ১৯৩৭।

প্যাঁকাটি বি পাটখড়ি। 'প্যাঁকাটির মতো হাত পা।' জীবন, ১৯৩২।

প্যাঁচ [ফা পেঁচ] ১ বি বিপদ। 'আপন বুদ্ধিতে প্যাঁচে পড়বি।' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ বি কৌশল। 'শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলটপালট করতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ বি কূটকৌশল। 'ওকালতি-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্যাঁচওয়ালা [ফা পেঁচ+হি ওয়ালা] *বিণ* জটিল। 'মাথায় এত প্যাঁচওয়ালা কথা সেঁধোয় না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

প্যাঁচ-কষা *বিণ* জটিল। প্যাঁচ-কষা কথা আজহারের সহজে বোধগম্য হয় না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

প্যাঁচ পড়া *ক্রি* সংকট সৃষ্টি হওয়া। 'বাজিল কলির আরতি/ প্যাঁচ প'লো ভাই মানীর প্রতি।' *লালন*, ১৮৯০।

প্যাঁচ-পয়জার [ফা পেঁচ-পয়জার] *বি* কুস্তি খেলায় পা দিয়ে আঁকড়ে ধরার কায়দা। 'কারণ সে প্যাঁচ-পয়জার ঠিক শেখেনি।' *সুনীল*, ১৯৭০।

প্যাঁচ পরা *ক্রি* জটিলতা সৃষ্টি হওয়া। 'তবে ঘর ঘর উকীল হয়ে কিছু প্যাঁচ পয়ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

প্যাঁচ-মোচড় দেওয়া *ক্রি* ঘোরানো ফেরানো। 'উদ্বেগ-কম্পিত ও সংকোচ-জড়িত প্যাঁচ-মোচড় দিয়ে যা বললেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

প্যাঁচাল, প্যাঁচালো [ফা পেঁচ>] **১** *বিণ* বক্র। 'উন্নতির পথ সিধে নয়, প্যাঁচালো।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বিণ* জটিল। 'ঐসব প্যাঁচালো নামগুলো কি বেশি কাজে আসে?' *অবন*, ১৯২৫; 'অনেক প্যাঁচাল কথা আসিয়া পড়ায় বুড়া এবার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

প্যাঁচোয়া [ফা পেঁচ>] *বিণ* কুটিল। 'বনমালী সরকারের প্যাঁচোয়া বুদ্ধির মতো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

প্যাঁচা [স পেচক] *বি* নিশাচর পাখিবিশেষ; পেঁচা। 'ময়ূরের নৃত্য দেখি/ প্যাঁচার পেখম ধরতে বসে।' *লালন*, ১৮৯০। *দ্র* **পেঁচা**

প্যাঁচা-খ্যাঁচরা *বি* অবিরাম ভর্ৎসনা। 'কতই আর প্যাঁচা-খ্যাঁচরা করব মানুষকে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

প্যাঁজ [ফা পিয়াজ] *বি* পিয়াজ। 'পাকে আর রসে প্যাঁজ উষ্ণ নাহি রয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। *দ্র* **পিয়াজ**

প্যাঁজখেকো *বিণ* পিয়াজ খায় এমন। 'হাঁস ফাঁস করে যত প্যাঁজখেকো নেড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্যাঁয়াজ [ফা পিয়াজ] *বি* মসলা হিসেবে ব্যবহৃত কন্দবিশেষ; পিয়াজ। 'তাছাড়া যা প্যাঁয়াজের গন্ধ ছেড়েছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

প্যাঁটরা[১] [হি পিটারা] *বি* বাক্সবিশেষ। 'আমাদের ... প্যাঁটরা পোরা কাপড় রয়েচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

প্যাঁটরা[২] *বিণ* শারীরিক প্রতিবন্ধী। 'প্যাঁটরা ছেলের হ্যাব্বড়ো পেট, হাত নুলো আর পা সরু।' *নজরুল*, ১৯২৬।

প্যাঁড়া [স পিণ্ড] *বি* ক্ষীরের তৈরি মিষ্টান্ন। 'সে প্যাঁড়া কিনিয়া খাইবে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

প্যাঁদানি *বি* গুরুতর শাসন; ভ। 'লীলাকেও যথেষ্ট প্যাঁদানি দেওয়া হয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২। *দ্র* **পেঁদানো**

প্যাঁদানো *ক্রি* আঘাত করা। 'সেক্রেটারি তাকে প্যাঁদায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্যাঁয়াজ *দ্র* **প্যাঁজ**

প্যাক [ই] **১** *বি* বাক্সবন্দি; ব্যাগ-বোঁচকায় জিনিসপত্র ঢুকানো। 'চাকরকে আমার চিনিসপত্র প্যাক করতে বলে দিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'প্যাক করবার সময় কিছু যে উলটোপালটা হয় না, তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'স্টোভটা তো তুমি প্যাক করেছো।' *জীবন*, ১৯৩৩। **২** *বিণ* আবদ্ধ। 'তাঁহারা ক্রুকবণ্ড চায়ের মত Vacuum টিনে প্যাক হইয়া দেশ ভ্রমণ করেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। **৩** *বি* ছোটো বাক্স। 'হরিণের ছবি আঁটা দেশলাইয়ের প্যাক।' *মানিক*, ১৯৩৬।

প্যাক করা [ই প্যাক+করা] *ক্রি* মোড়কে আবৃত করা। 'দেহটিকে মেলিন ফুডের মতো অন্তঃপুরে প্যাক করা হয়েছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

প্যাকবাক্স [ই] *বি* জিনিসপত্র নেওয়ার বাক্স। 'একটা প্যাকবাক্স সঙ্গে করিয়া যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'দার্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাকবাক্স।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

প্যাকিং কেস [ই] *বি* মোড়ককৃত বাক্স। 'পাশেই কাঠের প্যাকিং কেসে এক সারি মাছ।' *মানিক*, ১৯৩৬।

প্যাকিং বাক্স [ই প্যাকিং-বক্স] *বি* মোড়ক বাঁধাই করা বাক্স। 'একটি প্যাকিং বাক্সে বসে তারই বয়সী একটি ছেলে বিচিত্র-সুরে ছড়া কাটছে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

প্যাক প্যাক [ধ্বন্যা] *বি* হাঁসের ডাক। 'কানাচের ছোট্ট পুকুরে প্যাক প্যাক করে পাতিহাঁস নামে সকালবেলা।' *মনোজ*, ১৯৬১। *দ্র* **প্যাঁক প্যাঁক**

প্যাকম্বর [ফা পয়গম্বর] *বি* পয়গম্বর। 'পির প্যাকম্বর মাথায় ধরা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। *দ্র* **পয়গম্বর**

প্যাকাটে *বিণ* পাটখড়ির মতো শীর্ণ। 'তার প্যাকাটে ছেলেমেয়েগুলির দিকে চাইতেই ওর আপাদমস্তক শিরশির করে উঠল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

প্যাকিং কেস *দ্র* **প্যাক**

প্যাকেট [ই] *বি* মোড়ক। 'টুথপেস্টের প্যাকেট না?' *শিবরাম*, ১৯৫০।

প্যাক্ট [ই] *বি* চুক্তি। 'ইহাই লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট নামে অভিহিত।' *আজাদ*, ১৯৩৭; 'মিউনিখ প্যাক্ট চিরন্তন বিষয়ের।' *জীবন*, ১৯৪০।

প্যাখম [স পক্ষন্] *বি* পালক। 'ময়ূরের প্যাখম পরে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে আছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। *দ্র* **পেখম**

প্যাগম্বর [ফা পয়গম্বর] *বি* ইসলামিমতে প্রেরিত পুরুষ। 'পীর প্যাগম্বরেরই পূজা করুক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। *দ্র* **পয়গম্বর**

প্যাগান [ই] *বি* রোমের উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টপূর্বকালীন জাতিবিশেষ। **প্যাগান-সুলভ** [ই পেগান+স সুলভ] *বিণ* ধর্মহীনদের মতো। 'এ সাহিত্যে প্যাগান-সুলভ সৌন্দর্য্যপূজারী মনের প্রকাশ যতটা আছে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৭। *দ্র* **পেগান**

প্যাগান-ধর্মী [ই পেগান+ধর্মী] *বিণ* পেগানদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'সংস্কারের পূজারী প্যাগান-ধর্মী হিন্দু সাহিত্যিকদের মধ্যেই তিনি আবির্ভূত হইবেন।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

প্যাগোডা [ই] *বি* বৌদ্ধদের উপাসনালয়। 'বৌদ্ধের প্যাগোডার প্রতি।' *তকলীগ*, ১৯২৭; 'হৃদয় প্রবেশ করে প্যাগোডার ছায়ার ভিতরে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

প্যাচপ্যাচ [ধ্বন্যা] *বি* জলকাদায় একাকার হওয়ার ভাব। 'রাস্তাঘাট সব কাদায় প্যাচপ্যাচ করে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

প্যাচপেচে [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* নরম। 'প্যাচপেচে পাঁকের ভেতর ছোট ছোট ভাঙা কুঁড়ে।' *মণীশ*, ১৯৫৭। **২** *বিণ* লালাযুক্ত। 'দুই কশ বেয়ে লালচে প্যাচপেচে পিক গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে।' *হাসান*, ১৯৬০।

প্যাটন [ই] *বি* প্যাটার্ন। 'গায়ে একটি লাল বিলিতি ঢাকা প্যাটনের পিরান ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **প্যাটার্ন**

প্যাট প্যাট [ধ্বন্যা] *বি* পিট পিট; অস্পষ্ট দৃষ্টিপাতের ভাব। 'নীল আকাশ প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

প্যাটরা [হি পিটারা] *বি* বাক্স। 'দুটো ছোট ছোট টিনের প্যাটরা।' *জহির*, ১৯৬৪।

প্যাটার্ন [ই] ১ *বি* নকশা। 'সেলাইয়ের প্যাটার্নটা দেখিয়ে নিতে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* ফ্যাশান। 'প্রত্যেক কামরাতেই খাট, পালঙ্ক, দেরাজ, ডেস্ক, আয়না ও আলমারি, নানা প্যাটার্নের টেবিল চেয়ার ইত্যাদি নানান ফার্নিচারের ছড়াছড়ি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

প্যাড [ই] *বি* চিঠি লেখার কাগজ। 'একটা প্যাড টেনে নিল।' *জীবন*, ১৯৩২; 'একটা প্যাড নিয়ে অনেকক্ষণ বসে কী যেন লিখল।' *জীবন*, ১৯৩৩।

প্যাডেল [ই] *বি* পাদানিতে চাপ দিয়ে চালনা। 'রাস্তা দিয়ে মাইলকে মাইল প্যাডেল করে।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্যাডেল করা [ই প্যাডেল+করা] *ক্রি* সাইকেল চালানো। 'রাস্তা দিয়ে মাইলকে মাইল প্যাডেল করে।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্যাণ্টলুন, প্যানটুলন [ই] *বি* নিম্নাঙ্গের পোশাকবিশেষ; ইউরোপীয় ধরনে তৈরি এক ধরনের পায়জামা। 'বনাতের প্যানটুলন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আজকাল নোবিলিটি আঁট প্যাণ্টলুন পরেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

প্যান্টোমাইম [ই] *বি* নাচ-গান ও ভাঁড়ামিপূর্ণ অভিনয়। 'প্যান্টোমাইম কি ব্যালেতে যতো না দেখি গম্ভীর ভাবে জীবনকে গড়ে তোলার তাগিদ ...।' *হাই*, ১৯৫৮।

প্যাণ্ডেল [তা পান্টাল] *বি* শামিয়ানা বা চাঁদোয়া খাটানো স্থান। 'ওদিককার প্যাণ্ডেলে চলুন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

প্যাদা [ফা পিয়াদাহ্] *বি* পেয়াদা। 'পৈতা পাইয়া কান্ধে প্যাদা সকলে তারা হাতে পলে বান্ধে।' *বিজয়*, ১৬৫০। দ্র **পিয়াদা**

প্যান [ই] *বি* কড়াই। 'স্টোভসুদ্ধ প্যান উল্টে ফেলে দিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্যান [ই] *বিণ* দেশের সীমানা অতিক্রমকারী; আন্তর্জাতিক। **প্যান ইসলামিজম** [ই] *বি* বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাস। 'প্যান ইসলামিজমের স্বপ্নে তিনি ছিলেন তন্ময়।' *ইসলাহ*, ১৯৩৮।

প্যান-ইসলামী [ই] *বিণ* আন্তর্জাতিক মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাস সম্পর্কিত। 'তিনি প্যান-ইসলামী মতবাদ পোষণ করতেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

প্যানপেনে [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* নাকি-কাঁদুনে। 'তিলোত্তমা সুন্দরী প্রেমিকা কিন্তু বড়ই প্যানপেনে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* একঘেয়ে কথাপূর্ণ। 'তোমাদের ওইসব ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে গান আমার এখন ভাল লাগবে না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

প্যান প্যান [ধ্বন্যা] *বি* নাকি সুরে কান্নার ভাব। 'ছিচকাঁদুনের মত প্যান প্যান করে কাঁদে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

প্যানপ্যানানি [ধ্বন্যা] *বি* নাকি সুরে কান্না। 'নে নে, এখন ওসব প্যানপ্যানানি রাখ।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'এমন প্যানপ্যানানি শুরু করে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্যানিক [ই] *বি* আতঙ্ক। 'ডিবিডেণ্ড চেপে প্যানিক ছড়াই।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

প্যানেল [ই] *বি* নির্বাচিত ব্যক্তিদের তালিকা। 'কার্যকরী কমিটির একটি প্যানেল পেশ করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৬।

প্যান্ট [ই প্যান্টস] *বি* পাজামার মতো নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবিশেষ। 'কোট, প্যান্ট ও স্কার্ট রূপে ইউরোপীয় নর-নারীদের বর-অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'পায়জামা প্যান্ট ধুতি নিয়া হেথা হয় নাকো ঘুঁষোঘুঁষি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

প্যান্টলুন [ইটালিয়ান > ইংরেজি] *বি* পাজামার মতো নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবিশেষ। 'কোট-প্যান্টলুন পরে ইয়াকুব মিয়া ইয়াকুব সাহেব হল।' *মনসুর*, ১৯৪৩; 'ময়লা জিনের প্যান্টালুন থেকে বেরিয়ে আসবে তলোয়ার।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

প্যান্টালুন *বি* পাজামার মতো নিম্নাঙ্গের বস্ত্রবিশেষ। 'ওই একজন প্যান্টালুন-চাপকান-ধারী আসিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

প্যাণ্ডাল [তা পান্টাল] *বি* শামিয়ানা। 'ওদিকে এখন প্যাণ্ডাল নিয়ে টানাটানি পড়ল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

প্যান্সি [ই] *বি* বিদেশী ফুলবিশেষ; প্যানজি। 'শুকনো প্যান্সি আর ভায়োলেট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্যামেন্ট [ই] *বি* পেমেন্ট; প্রদান। 'ব'লে গেছলাম কাচা গলায় উঠবে, আমিও প্যামেন্ট করবো।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

প্যাম্ফলেট [ই] *বি* বাঁধাইহীন চটি পুস্তিকা। 'অসংখ্য প্যাম্ফলেট ছাপিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্যায়দা [ফা পিয়াদাহ্] *বি* পিয়াদা; সংবাদবাহক। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

প্যায়াদা [ফা পিয়াদাহ্] *বি* পেয়াদা। 'আপনার এক প্যায়াদা পাঠাইয়াছিলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

প্যায়িত [সং আপ্যায়িত] *বিণ* আপ্যায়িত। 'কুসলাদি লিখিয়া প্যায়িত করিবা।' *ওসা*, ১৭৭৯।

প্যারা [ই] *বি* অনুচ্ছেদ। 'একটি প্যারা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

প্যারাগ্রাফ [ই] *বি* অনুচ্ছেদ। 'একটি প্যারাগ্রাফ শুধু মুচিরাম রায় সম্বন্ধে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

প্যারাফিন [ই] *বি* পেট্রোলিয়াম-জাত জ্বালানিবিশেষ। 'কপিশ মাটির গর্ভ খুঁড়িলেই অখণ্ড প্রেমিক প্যারাফিন এরা সব।' *জীবন*, ১৯৩০।

প্যারাফিন-লণ্ঠন [ই] *বি* প্যারাফিন নামক তেলের হারিকেন। 'প্যারাফিন-লণ্ঠন নিতে গেল গোল আস্তাবলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্যারালিসিস [ই] *বি* পক্ষাঘাত; দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবশতা। 'তাঁর মুখের এক দিকে প্যারালিসিস।' *তারা*, ১৯৪৩; 'প্যারালাইসিস আর কার্বাঙ্কল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

প্যারাসাইট [ই] *বিণ* পরজীবী। 'সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্যারাসুট, প্যারাস্যুট [ই] *বি* অনেক উঁচু থেকে নিরাপদে মাটিতে নামার ছাতার মতো উপকরণবিশেষ। 'প্যারাসুট বেয়ে।' *জীবন*, ১৯৪০; 'কুয়াশার প্যারাস্যুট ঘন ঘন, কখনো স্বপ্নের গোল থামে।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

প্যারিসিনী [ই প্যারিস+স ইনী] *বি স্ত্রী* প্যারিসের নারী। 'ভাগ্যিস প্যারিসিনী জানে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

প্যারেক [প prego] *বি* লোহার ক্ষুদ্র কাঁটা বা কীলক। 'সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস নে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

প্যারেড [ই] ১ *বি* আড়ম্বর। 'থানার সামনে পাহারাওয়ালাদের প্যারেড।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* সামরিক কুচকাওয়াজ। 'আমার প্যারেড ও কাজে অসাধারণ চটক।' *নজরুল*, ১৯২৭।

প্যারেড করা [ই প্যারেড+করা] *ক্রি* শোভাযাত্রা করা। 'সারা শহরে প্যারেড করে বেড়াবে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

প্যালপিটেশন [ই] *বি* বুক ধড়ফড়ানি। 'কথা কয়ে কয়ে বাড়াতেছে প্যালপিটেশন।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'ভয়ে বুড়ীর এমন প্যালপিটেশন হচ্ছে ...।' *তারা*, ১৯৫৩।

প্যালা[১] *দ্র* **পেলা**[২]

প্যালা[২] [স পঞ্চালি>] *বি* গীতাভিনয়ের পালা। 'ওদের মাটে সিঙ্গির বাগানের প্যালা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

প্যালা-দান *বি* নাচগানের আসরে শ্রোতা কর্তৃক শিল্পীকে অর্থপুরস্কার দেওয়া। '... দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যালা-দানের পদ্ধতিতে হাত নেড়ে চিৎকার দিতে লাগল।' *শওকত*, ১৯৭২।

প্যালা[৩] [ফা] *বি* পেয়ালা। 'রঙিন রসে প্যালা ভরেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

প্যালেট [ই palette] *বি* চিত্রকরের রং গোলানোর ও মেশানোর জন্য ব্যবহৃত ফলক। 'একটা প্যালেট টেনে নিয়ে আমাকে বললেন, একটু ধর।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

প্যালেস [ই] **১** *বি* প্রাসাদ। 'নীলকর দল হন্নে হয়ে উঠলেন ... প্যালেসে ও প্রেসে তাগ কল্লেন!' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* রাজপ্রাসাদ। 'বকিংহাম প্যালেস লণ্ডনের দক্ষিণ পশ্চিতে স্থিত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

প্যালেস্টাইনী [ই] *বিণ* ফিলিস্তিনী; ফিলিস্তিনের অধিবাসী। 'প্যালেস্টাইনী জাতভাইয়ের জন্য ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

প্যাসেজ [ই] **১** *বি* পথ; করিডোর। 'বাইরে যাবার সরু প্যাসেজটিতে ঢুকবে।' *মানিক*, ১৯৩৫। **২** *বি* রচনার অংশবিশেষ। 'আনসিন প্যাসেজ তো আমাদের থাকে অ্যাডিশনালে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

প্যাসেঞ্জার [ই] **১** *বি* বেশির ভাগ স্টেশনে থামে এমন রেলগাড়ি। 'রাত্রি একটার সময়ে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* যাত্রী। 'যদি আরও প্যাসেঞ্জার নে যে একেবারে পয়ারের নৌকাডুবি হবে তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

প্যাসেঞ্জারগাড়ি [ই প্যাসেঞ্জার+স গাড়ি] *বি* যাত্রীবাহী গাড়ি। 'পারতপক্ষে মেল-গাড়িতে যান না, প্যাসেঞ্জারগাড়ি পেলে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন [ই] *বি* যাত্রীবাহী রেলগাড়ি। 'রাত্রি একটা সময় একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আছে। *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলুম।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

প্যাসেঞ্জার বাস [ই] *বি* যাত্রীবাহী বাস। 'প্যাসেঞ্জার বাস-সারভিস খুলবার সত্যিই খুব দরকার আছে কিনা।' *নীরেন*, ১৯৬৫।

প্যাসেন্ট [ই] *বি* রোগী। 'প্যাসেন্টের ঔষধ নার্সের পেটে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

প্যাস্টেল [ই] *বি* ছবি আঁকার রঙিন খড়ি। 'দেশী, বিদেশী তৈল চিত্র, জলরঙ, প্যাস্টেল পটের ছবি, পোরট্রেট।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

প্যেড় [স পার] *বি* পাড়; কাপড়ের প্রান্ত। 'একখানি পুরাণ কাপড় দেখলেম তার প্যেড়ে আপনার নাম লেখা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

প্রঅজন [স প্রয়োজন] *বি* প্রয়োজন; দরকার। 'জদি জাইবা বিলম্বে নাহিক প্রঅজন।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রয়োজন**

প্রওজন [স প্রয়োজন] *বি* প্রয়োজন; দরকার। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

প্রকট [স] *বিণ* প্রকাশিত। 'মায়া প্রকট তারে করে গোবিন্দাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রকটতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত প্রকট। 'গ্রামাঞ্চলের চাইতে শহরে মফস্বলে প্রযুক্তিবিপ্লবের এই ফলাফলগুলি প্রকটতর বটে।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রকটন [স] **১** *বি* প্রকাশ। 'মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যাবতে না করে গুণী গুণ প্রকটন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* উদ্ধৃতকরণ। 'আমরা শাসনকর্তাগণের সুগোচরার্থে সাদরে ক্ষুব্ধচিত্তে তদবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

প্রকটন করণ [স] *বি* প্রকাশ। 'আমি এক অভিনব গ্রন্থ প্রকটন করণের মানসে অনেক কবিতা রচনা করি।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

প্রকটা [স প্রকট>] *ক্রি* প্রকাশ পাওয়া। 'প্রকটয় যতেক সকল ইতিহাস।' *আলাওল*, ১৬৮০। **প্রকটিয়া** *ক্রি* প্রকাশিত হ'য়ে। 'প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রকটিত [স] *বিণ* প্রকাশিত। 'চন্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রপ্রভৃতিতে উত্তমরূপে প্রকটিত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

প্রকটার [ই] *বি* শান্তিশৃঙ্খলারক্ষাকারী। 'যাঁহারা এখানকার ছাত্রদের নিয়মে রাখেন, তাঁহাদের প্রকটার বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

প্রকত [স প্রকৃত] *বিণ* প্রকৃত; সত্যিকার। *এডমন*, ১৭৯২।

প্রকম্পন [স] *বি* স্ফুরণ। 'হয়তো বা প্রতিভার প্রকম্পনে ভুল ক'রে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্রকম্পিত [স] **১** *বিণ* প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে এমন। 'চাঁদ সড়ক প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯৩০। **২** *বিণ* কম্পনযুক্ত। 'ধরণী প্রকম্পিত হতে পারে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রকরণ [স] **১** *বি* ব্যবস্থা; প্রক্রিয়া। 'পানীয় প্রকরণে কুণ্ডের অতি নির্ম্মল জল ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* বৃত্তান্ত। 'আমারদিগের দেশাধিকারীর প্রকরণ সমস্তই শুনিতেছ।' *রাজীব*, ১৮০৫। **৩** *বি* কাণ্ড; ঘটনা। 'ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটীতে আশ্চর্য্য এক প্রকরণ হইল।' *রাজীব*, ১৮০৫। **৪** *বি* কল্পিত কাহিনি। 'বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক এক প্রকরণের ধারানুসারে এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৫** *বি* বইয়ের অংশ; পরিচ্ছেদ। 'চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে উদাহরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৬** *বি* বিষয়। 'সকলের সম্মতিতে নানা প্রকরণ ধার্য্য হইল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৭** *বি* বিন্যাস। 'অধ্যায় প্রকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **৮** *বি* প্রবন্ধ; প্রস্তাব; রচনা। 'এই প্রকরণলেখকের কোন মান্য মিত্র ... ব্যক্ত করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৯** *বি* সংস্কৃত নাটকের প্রকারভেদ। 'কি প্রকরণ, কি ব্যায়োগ, কি ত্রোটক ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রকরণলেখক [স] *বি* প্রবন্ধ লেখক; প্রস্তাব লেখক। 'এই প্রকরণলেখকের কোন মান্য মিত্র ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রকর্ষ [স] *বি* উৎকর্ষ। 'সেটা সৌন্দর্যবোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রকল্প [স] **১** *বি* অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত; হাইপথিসিস। 'নীহারিকা প্রকল্প (nebular hypothesis) সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী লা প্লাসকেই এই প্রকল্পের উদ্ভবয়িতা বলা যাইতে পারে।' *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯২৭। **২** *বি* সিদ্ধান্ত; মত। 'এইসব পাতনিক অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ইতিহাসে প্রাগাতিক অনবচ্ছেদের প্রকল্পকে সমর্থন করে না।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রকাণ্ড [স] **১** *বিণ* বিশাল। 'তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ডশরীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'একটা অতি প্রকাণ্ড সরকারী বা সওদাগারি আপিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* প্রবল। 'জিনিসপত্রের প্রকাণ্ড চাপে...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বিণ* নিরেট। 'প্রকাণ্ড মূঢ়তার গুরুভারে ধীরে ধীরে ...।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

প্রকাণ্ডকায় [স] *বিণ* বড়ো আকারের। 'প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষাবলী শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মান করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

প্রকাণ্ডকার [স] *বিণ* বিশালকায়। 'মহাদংষ্ট্রা প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্রগণকে বুঝাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রকার [স] ১ *বি* কৌশল। 'এতেকেঁ এ সব কাজের প্রকার জাণহ আশেষে বিশেষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* রকম। 'মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বি* শ্রেণী। 'বিবিধ প্রকারে তরু শোভায় নির্ম্মিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* নিয়ম। 'হজ্বের প্রকার সন্তানরে জানাইলা।' *সুলতান*, ১৭০০। ৫ *ক্রিবিণ* প্রায়। 'ইহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

প্রকারগত [স] *বিণ* স্বভাবগত। 'নরনারীর মানসিক ক্ষমতা পরস্পর প্রকারগত বিভিন্ন।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

প্রকারভেদ [স] *বি* বৈশিষ্ট্যগত তফাত। 'সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রকারান্তর [স] *বিণ* ভিন্ন প্রকারের। 'ইউরোপীয় লোকেরদের পক্ষে প্রকারান্তর আইন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

প্রকারান্তরে [স] *ক্রিবিণ* পরোক্ষভাবে। 'প্রকারান্তরে হাতে ধরাটাও ঘটবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

প্রকারান্তরেতে *ক্রিবিণ* ভিন্নভাবে। 'প্রকারান্তরেতেও তাঁহার উপকার করিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

প্রকাশ [স] ১ *বি* সাধারণের সামনে প্রচার। 'সেবক বৎসল তুমি করিলে প্রকাশ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'নীলু ঠাকুর কবিতাওয়ালার মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বি* প্রদর্শন। 'আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আপনা নাসের হেতু কুবুদ্ধি প্রকাশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* জন্ম। 'জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* ব্যক্ত। 'তার আগে আদ্য কথা করিমু প্রকাশ।' *সুলতান*, ১৭০০; 'মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৫ *বিণ* ফরসা। 'পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৬ *অব্য* কারণ। 'হিসাবকরা নীচবৃত্তি এই প্রকাশ নানা বিষয়ে অভিমানী হইল পুত্রটি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ৭ *বি* মুদ্রণ। 'বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানিতে অনেক অনুবাদিত পুস্তক প্রকাশপূর্ব্বক বিনামূল্যে সর্ব্বত্র প্রেরণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৮ *ক্রি* উদিত হওয়া। 'আকাশে নক্ষত্র প্রকাশ হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৯ *বি* ব্যাখ্যা। 'পুরীর সমুদ্র যে আমার কত ভালো লাগছে সে আমি প্রকাশ করে বলতে পারব না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ১০ *বি* প্রয়োগ। 'এই জন্য প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গি, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রকাশক [স] ১ *বি* সম্পাদক। 'সমাচারদর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বি* নির্দেশক। 'আচারব্যবহার প্রকাশক অবিনশ্বর কীর্ত্তিপতাকা মহারত্ন বেদ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বি* লেখক; রচয়িতা। 'বেকন্ ও লাক্ ... প্রভৃতি সর্ব্ববিধ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্মভাষাতে ভাষিত করি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* গ্রন্থাদি প্রকাশকারী। 'প্রকাশক যে বলিয়াছেন, বাংলা ছন্দের প্রাণগত ভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রকাশকতা [স] *বি* প্রকাশের যোগ্যতা। 'তাহাদের এই জ্যোতিঃ প্রকাশকতা-গুণ জানিতে পারি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রকাশকরণ [স] *বি* প্রকাশের কাজ। 'এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

প্রকাশক্ষম [স] ১ *বিণ* যোগাযোগ-সক্ষম। 'ব্যক্তিকে প্রকাশক্ষম করে তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য।' *শিব*, ১৯৫৬। ২ *বিণ* বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম। 'বাংলা গদ্য ভাষার একটি সুষ্ঠু প্রকাশক্ষম রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা থেকে শুরু করে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

প্রকাশক্ষমতা [স] *বি* বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার শক্তি। 'অনেক সময়ে প্রকাশ ক্ষমতার অভাবকে ভাবাধিক্যের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'ইহাতে মানবের প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

প্রকাশধর্ম [স] *বি* প্রকাশের প্রবৃত্তি। 'আপনার প্রকাশধর্মটাকে খেলানোতেই তাহার যে আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রকাশন [স] *বি* প্রকাশ করা। 'বিদ্যালয় স্থাপন ও পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনই ছিল তাঁর ব্রত।' *শরীফ*, ১৯৭০।

প্রকাশপর্যায় [স] *বি* সূচনাপর্ব। 'জীবসৃষ্টির প্রকাশপর্যায়ে দেহের দিকটাই যখন প্রধান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রকাশ পাওয়া ১ *ক্রি* ব্যক্ত হওয়া। 'আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মতো প্রকাশ পেয়ে থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রি* সসম্মানে প্রদর্শিত হওয়া। 'দোকানে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্রকাশপিয়াসী *বিণ* বিকশিত হতে চায় এমন। 'প্রকাশপিয়াসী ধরিত্রী বনে বনে শুধায়ে ফিরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রকাশবান [স] *বিণ* প্রকাশিত হচ্ছে এমন। 'এদের সম্মিলনের দ্বারা প্রকাশবান রূপলোক গ্রহনক্ষত্রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'প্রকাশবান নানা জাতির মানুষ ইতিহাসের আকাশে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রকাশভঙ্গি [স] *বি* প্রকাশের ধরন। 'মুছলমানের দেওয়া শব্দ, প্রকাশভঙ্গি এবং অলঙ্কার লইয়া বাংলা সাহিত্য যে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতরূপে ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

প্রকাশভঙ্গিমা [স] *বি* প্রকাশের কৌশল; স্টাইল। 'প্রকাশভঙ্গিমায় ও নিতান্ত অন্তর্মুখিতায় তা অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর ও মধুর।' *হাই*, ১৯৫৪।

প্রকাশভেদ [স] *বি* প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য। 'দুঃখের তেমনি পরিণামভেদে প্রকাশভেদ হয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রকাশমান [স] ১ *বিণ* সবার চোখে পড়ে এমন; প্রকাশ্য। 'প্রকাশমান স্থানে টানাইবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বিণ* স্পষ্ট। 'এই মত প্রকাশমান গর্প [গল্প] তাহার ঠেকানা অদ্যাপিও আছে।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বিণ* প্রকাশিত। 'তাঁহার গুণ ও বিজ্ঞতা ... পরিশ্রমের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৪ *বিণ* দীপ্তিমান। 'হীরকের জ্যোতি হীরকের মধ্যে স্বতঃই প্রকাশমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রকাশ-মূর্তি [স] *বি* প্রকাশিত মূর্তি; বাস্তব রূপ। 'মনোভাবের সংহত প্রকাশ-মূর্তি।' *পাশা*, ১৯৭১।

প্রকাশযোগ্য [স] *বিণ* প্রকাশের উপযুক্ত। 'আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে বলিয়াই তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশযোগ্য হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'সে-বয়সের লেখা প্রকাশযোগ্য হইতেই পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রকাশরীতি [স] *বি* প্রকাশের পদ্ধতি। 'মাধ্যমের সার্থক প্রয়োগপদ্ধতির নাম প্রকাশরীতি।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রকাশলোক [স] *বি* দৃশ্যমান জগৎ। 'প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ ক'রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রকাশশক্তি [স] *বি* প্রকাশ করার ক্ষমতা। 'এই জ্যোতির আছে অফুরান বেগ, আছে প্রাণশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'আপন প্রকাশশক্তি বিকীর্ণ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশশক্তি একবারে ঐন্দ্রজালিক।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

প্রকাশ হওয়া ১ *ক্রি* মঞ্চস্থ হওয়া। 'কলিকাতাতে এক নূতন যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *ক্রি* প্রমাণিত হওয়া। 'নির্দ্দোষী প্রকাশ হয়ে পুলিস থেকে বেরিয়ে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রকাশহীন [স] **১** *বিণ* গুপ্ত; লুকানো। 'আমার এই প্রকাশহীন ... আপনাকে যখন দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বিণ* প্রকাশিত হতে পারছে না এমন। 'দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ করি-না কেন, আমাদের দেশ প্রকাশহীন হয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রকাশা [স প্রকাশ>] *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। **প্রকাশয়** *ক্রি* প্রকাশিত হয়। 'ক্ষেনে চক্ষু প্রকাশয় ক্ষেনে পুন ঝাম্পে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **প্রকাশি ১** *ক্রি* প্রকাশ ক'রে। 'সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* উদিত হয়ে। 'প্রকাশি রহিছে তারা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **প্রকাশিতে** *ক্রি* প্রচার করতে। 'একদিন নিরঞ্জন প্রকাশিতে পূজা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **প্রকাশিব** *ক্রি* প্রকাশ করবো। 'রূপে আল দশদিগ প্রকাশিব ক্ষিতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **প্রকাশিয়া** *ক্রি* প্রকাশ ক'রে। 'বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **প্রকাশিল ১** *ক্রি* প্রকাশিত হলো। 'তবে হনুমন্তে কিছু রূপ প্রকাশিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* প্রকাশ করলো। 'ক্রমে সব তেজ প্রকাশিল নানারূপে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **প্রকাশিলুঁ** *ক্রি* প্রকাশ করলাম। 'মোর বাক্য এথা প্রকাশিলুঁ সর্ব ধামে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **প্রকাশে** *ক্রি* প্রকাশ করে। 'পীযূষ প্রকাশে যেন পদের গাঁথুনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **প্রকাশেন** *ক্রি* প্রকাশ করেন। 'হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌররায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রকাশাবশ্যক [স প্রকাশ-আবশ্যক] *বিণ* প্রকাশ করা আবশ্যক। 'যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা প্রকাশাবশ্যক নহে।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

প্রকাশারম্ভ [স প্রকাশ-আরম্ভ] *বি* ছাপিয়ে বিক্রয়ের শুরু। 'এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত অল্প বয়স্কেরদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩১।

প্রকাশার্থ [স প্রকাশ-অর্থ] *ক্রিবিণ* প্রকাশ করার জন্যে। 'ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে কতিপয় ছবি প্রকাশার্থ প্রদান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

প্রকাশিকা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রচারক। 'কলিকাতাস্থ লোকেরা কি কারণ সেই মহাবিদ্যা প্রকাশিকা সভার প্রতি অনুরাগ শূন্য হইলেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

প্রকাশিত [স] **১** *বিণ* উদিত। 'পুনরপি ভাগ্য অংশু প্রকাশিত ভেল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* দৃষ্ট। 'তরণি সরণি যাম প্রকাশিত মণিরাম।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বিণ* মুদ্রিত। 'এটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।' *গৌর*, ১৮২২। **৪** *বিণ* প্রচলিত। 'লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রীর বহু উপাখ্যান লোকে প্রকাশিত আছে।' *গৌর*, ১৮২২। **৫** *বিণ* প্রদর্শিত। 'অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করিলে কীটাণুদিগের আকৃতি যেরূপ দেখায়, এস্থলে তাহার প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৬** *বিণ* জ্ঞাত। 'দ্রব্য সমুদায়ের গুণ হিন্দুদিগের নিকট বিশেষরূপে প্রকাশিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৭** *বিণ* লিখিত। 'পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রকাশিত বিবরণ পাঠেই আমরা তৎসম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৮** *বিণ* প্রচারিত। 'উপনিষদুল্লিখিত নিরাকার, নির্বিকার, জ্ঞানময়, পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রকাশিতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রকাশ করা হয়েছে এমন। 'পঞ্জিকা উত্তমরূপে প্রকাশিতা হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

প্রকাশিতব্য [স] *বিণ* প্রকাশিত হবে এমন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিতব্য পুস্তকের লেখক।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

প্রকাশ্য [স] **১** *বিণ* সকলে দেখতে পায় এমন; 'প্রথম প্রকাশ্য প্রচার।' *সুলতান*, ১৭০০। 'বাঙ্গলা ও পারসির অক্ষর লিখিয়া ... প্রকাশ্য স্থানে টানাইবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বিণ* প্রকাশিতব্য। 'সে-সৃষ্টি কোনো ধারাবাহিক উপন্যাসের মতো ক্রমশ প্রকাশ্য ... ক্রমশ লেখ্য।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

প্রকাশ্য ব্যাপার [স] *বি* চাক্ষুষ ঘটনা। 'প্রকাশ্য ব্যাপারে হৃদয় মানুষকে সর্বস্ব খোয়াইতেও রাজি করিয়া আনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রকাশ্যস্থল [স] *বি* খোলা জায়গা। 'অতি চিকণ বস্ত্র পরাইয়া প্রকাশ্যস্থলে বায়ুসেবন করাইতে লাগিলেন।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

প্রকাশ্যে [স] *ক্রিবিণ* জনসমক্ষে; সাধারণের সামনে। 'ইংরাজী পাঠনা, পাঠ্য গ্রন্থের অভাব, প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে বালিকা প্রেরণ করিতে লোকেরদের বিরাগ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রকাশ্যতঃ [স] *ক্রিবিণ* প্রকাশ্যে। 'প্রকাশ্যতঃ তাহা কবুল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

প্রকাশ্যতম [স] *বিণ* সবচেয়ে উন্মুক্ত। 'এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইন কানুন সব শিখিয়া ফেলিল।' *মানিক*, ১৯৩৭।

প্রকাশ্যতা [স] *বি* স্পষ্টতা; প্রত্যক্ষতা। 'অপমানের অনাবৃত প্রকাশ্যতার মধ্যে বিহারী কুণ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

প্রকাশ্যভাবে [স] **১** *ক্রিবিণ* খোলাখুলিভাবে। 'আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে আমরা কিছুমাত্র সংকুচিত হইব না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **২** *বিণ* সবার চোখে পড়ে এমনভাবে। 'যে প্রকাশ্যভাবে পাপ করে সে সে-বিশেষণের অনধিগম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

প্রকাষ [স প্রকাশ] *বি* প্রকাশ। *এডমন*, ১৭৯৩।

প্রকাস [স প্রকাশ] *বি* উদয়। 'নিলমেঘে জেন সক্র ধনুর প্রকাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রকাস স্থান [স প্রকাশস্থান] *বি* প্রকাশ্য স্থান। *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

প্রকীর্ণক [স প্রকীর্ণক] *বি* (সংগীত) বিস্তার। 'পাহাড়ীআরাগঃ। ক্রীড়া। লগনী প্রকীর্ণক।' *বড়ু*, ১৫০০।

প্রকীর্ণ [স] *বিণ* ছড়ানো। 'উদ্ভাবনার বদলে মৌলিকতার অনুপস্থিতি এবং পুনরাবৃত্তি সে সাহিত্যে প্রকীর্ণ।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রকীর্তি [স] *বি* বিপুল খ্যাতি। 'স্বৈরিতার অপ্রচল প্রকীর্তি আস্ফালি জরাগ্রস্ত অধিকর্মাসম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রকির্ত্তি [স প্রকীর্তি] *বি* বিপুল খ্যাতি। 'প্রকির্ত্তি আশ্রিয়া তেন মত মোর মায়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রকীর্তিত [স] *বিণ* বিশেষভাবে খ্যাতিমান। 'প্রকীর্তিত সে কন্দরে ক্রমে বাদুড় বানায় বাসা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রকুপিত [স] *বিণ* অত্যন্ত প্রকট। 'পিত্ত শ্লেষ্মা যেরকম প্রকুপিত হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

প্রকৃত [স] **১** *ক্রিবিণ* ঠিকঠিক। 'কী নাম তোমার প্রকৃত কহিবে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বিণ* নির্ভুল। 'তাহার প্রকৃত হিসাব দিব।'

মেয়র, ১৭৮৭। ৩ *বিণ* যথার্থ; বাস্তবিক। 'প্রবর্ত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা ঠাট।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৪ *বিণ* সত্যিকার; খাঁটি। 'প্রকৃত ও প্রামাণ্য হেতু।' *ডানকান*, ১৭৮৪; 'সেই প্রকৃত ধর্ম্মের পরিজ্ঞানার্থ যত্ন করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রকৃতপক্ষে [স] *ক্রিবিণ* বাস্তবে। 'যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

প্রকৃত প্রস্তাব [স] *বি* আসল বিষয়। 'প্রকৃত প্রস্তাব আর ভুলিয়া থাকা উচিত নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রকৃত প্রস্তাবে [স] *ক্রিবিণ* যথার্থভাবে। 'নালিশ প্রকৃত প্রস্তাবে সাব্যস্ত হইলে ...।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

প্রকৃত বৈষম্য [স] *বি* প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রভেদ। 'প্রকৃত বৈষম্য অর্থাৎ যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মানুরুদ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

প্রকৃতভাবে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথ। 'তখন মনে করবে এই কল্পনালোকের মধ্যে আমার বাস্তবলোক প্রকৃতভাবে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রকৃতরূপ [স] *বিণ* যথার্থ। 'তাঁহাদেরই পরস্পর প্রকৃতরূপ মিত্রতা লাভের সম্ভাবনা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রকৃতস্বজন [স] *বি* সুস্থ-স্বাভাবিক ব্যক্তি। 'অথচ কেউ তো সদা প্রকৃতস্বজন নয়।' *শওকত*, ১৯৭২।

প্রকৃতাতিরিক্ত [স প্রকৃত-অতিরিক্ত] *বিণ* স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। 'তাহা প্রকৃতাতিরিক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রকৃতার্থ [স প্রকৃত-অর্থ] ১ *বি* প্রকৃত অর্থ। 'শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ লোপ করে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* সঠিক তথ্য। 'তদ্বিষয়ে প্রকৃতার্থ আমরা অবগত নহি।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

প্রকৃতি [স] ১ *বি* নারী। 'প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুখ পেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ইহারা এক একটি প্রকৃতি লইয়া বাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* (ভারতীয় দর্শন) সৃষ্টির মূল হিসেবে কল্পিত সগুণ সক্রিয় সত্তা (পুরুষ হলো নির্গুণ চেতন সত্তা)। 'প্রকৃতি স্বরূপা দেবি শ্রীষ্টির পালনি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি পরাৎপর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'বুদ্ধিজীবী জীবের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বি* ধরন। 'আমাদের ছোটো ছোটো প্রকৃতির দুর্বলতা কত আবর্জনাকে কেবলই বর্ষণ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৫ *বি* নিসর্গ। 'কেয়কের ছাতা যেন প্রকৃতির শিরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'প্রকৃতির ... এই গোধূলি লগ্নে সুফল ফলিলেও ফলিতে পারে।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ৬ *বি* নিয়ম; রীতি। 'স্বাধীন দেশে স্বাধীন প্রকৃতি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

প্রকৃতিক [স] ১ *বিণ* বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'পরগণা ও মৌজা বিশেষে বিভিন্ন প্রকৃতিক।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ২ *বি* স্বভাবসম্পন্ন। 'সরল প্রকৃতিক সাঁওতালগণ মলিন মুখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

প্রকৃতিগত [স] *বিণ* স্বভাবসিদ্ধ। 'যেখানে প্রকৃতিগত এবং অবস্থাগত বৈষম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'মানুষের যাহা প্রকৃতিগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রকৃতিজন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রকৃতিজাত। 'ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

প্রকৃতিতত্ত্ব [স] *বি* প্রকৃতি বিষয়ক বিদ্যা। 'জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

প্রকৃতিতত্ত্ববিদ [স] *বিণ* প্রকৃতি সম্পর্কিত বিদ্যায় পারদর্শী। 'প্রকৃতির নিয়মের প্রতি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ য়ুরোপের যেরূপ অটল বিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রকৃতিদত্ত [স] ১ *বিণ* প্রকৃতি দিয়েছে এমন। 'প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে।' *প্রমথ*, ১৯১৩। ২ *বিণ* স্বভাবসুলভ। 'প্রথম জন্মে তাহার প্রকৃতিদত্ত চঞ্চলতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রকৃতিদেবী [স] *বি* প্রকৃতিরূপ দেবী। 'প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

প্রকৃতিনিহিত [স] *বিণ* স্বভাবজাত। 'আমার প্রকৃতিনিহিত ধর্মটি ফিরে পাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রকৃতি-পট [স] *বি* প্রকৃতির মানচিত্র। 'পরিশ্রম যে আবশ্যক ও বিধেয়, তাহা আমাদের প্রকৃতি-পটে সুস্পষ্ট লিখিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রকৃতিপুঞ্জ [স] *বি* প্রজাসাধারণ। 'প্রকৃতিপুঞ্জের দেহবাহী শোণিত।' *সাধারণী*, ১৮৭৫; 'প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

প্রকৃতিপ্রদত্ত [স] *বিণ* প্রকৃতি দিয়েছে এমন। 'প্রকৃতিপ্রদত্ত কবচকুণ্ডলবিভূষিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

প্রকৃতিপ্রীতি [স] *বি* প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ। 'রেনেসাঁসের প্রকৃতিপ্রীতি সম্বন্ধে সবচাইতে সুন্দর বর্ণনা ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রকৃতিবল্লভা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বভাবপ্রিয়া। 'পত্রলেখা প্রকৃতিবল্লভা হইলেও কাদম্বরীর নিকট হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রকৃতিবাদ [স] *বি* প্রকৃতি দ্বারাই সৃষ্টি ও ধ্বংস সাধিত হয় – এই মতবাদ। 'উভয়ের ফল প্রকৃতিবাদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রকৃতিবিজয় [স] *বি* প্রকৃতির উপর আধিপত্য। 'অতএব, বলতে ইচ্ছে হয়, প্রকৃতিবিজয় না হলেই যেন ভাল হত।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রকৃতিবিজয়লব্ধ [স] *বিণ* প্রকৃতিকে জয় করার মাধ্যমে অর্জিত। 'প্রকৃতিবিজয়লব্ধ সমৃদ্ধির সার্থক বিতরণই তাদের কাছে প্রগতি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রকৃতিবিজ্ঞানী [স] *বি* প্রকৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞানী। 'প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতে মহাশূন্যে শক্তির সমবিকিরণের ফলে ...।' *শিব*, ১৯৬০।

প্রকৃতিবিনীত [স] *বিণ* আচার-আচরণ নম্র এমন। 'প্রকৃতিবিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ [স] ১ *বিণ* স্বাভাবিক নয় এমন। 'বাস্তবিক যেন তৈল ও জলের একত্র সংমিলন প্রকৃতিবিরুদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* স্বভাবের বিপরীত। 'পলিটিক্‌স্‌ও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রকৃতিবিশিষ্ট [স] *বিণ* স্বভাববিশিষ্ট। 'সে ইতর প্রকৃতিবিশিষ্ট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রকৃতিমাতা [স] *বি* প্রকৃতিরূপ মাতা। 'বিষাদে প্রকৃতিমাতা শুভ্র বাষ্পজালে-গাঁথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

প্রকৃতিমূলক [স] *বিণ* স্বভাবের সঙ্গে মিল আছে এমন। 'আমাদের এই অতি মনোহর আশাবৃক্ষ ... আমাদের প্রকৃতিমূলক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

প্রকৃতিরচিত [স] *বিণ* প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। 'প্রদেশগুলির মধ্যে প্রকৃতিরচিত সেরূপ কোন দুর্ভেদ্য ব্যবধান নাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

প্রকৃতি-রসিক [স] *বিণ* প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করে এমন। 'সৌন্দর্যপিপাসু প্রকৃতি-রসিক নরনারীর জন্য।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

প্রকৃতিসরলা [স] *বিণ* সরল স্বভাববিশিষ্ট। 'তিনি যথার্থই বাঙালির মেয়ে – প্রকৃতিসরলা ও বুদ্ধিমতী।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

প্রকৃতিসাধন [স] *বি* যৌনতা। 'ইহাদের ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতিসাধন সংক্রান্ত অনেকানেক নিগূঢ় ভাব সাঙ্কেতিক শব্দে সন্নিবেশিত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রকৃতিসিদ্ধ [স] *বিণ* স্বভাবজাত। 'এটা একেবারেই আমার প্রকৃতিসিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রকৃতিস্থ [স] ১ *বিণ* স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত। 'কোনও প্রকারে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* সক্রিয়। 'চক্ষু ও কর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকিলে চম্পক পুষ্প কদাপি শ্বেতবর্ণ দেখায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রকৃতিস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* ধাতস্থ। 'পার্বতী প্রকৃতিস্থা হইয়া নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ের অনেক কথা কহিয়া শুনাইল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

প্রকৃষ্ট [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'প্রসন্না পর্ব্বতপুত্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

প্রকৃষ্টতম [স] *বিণ* সর্বোত্তম। 'আদর্শের সাধনাতে আত্মনিয়োগ করাই হ'ল ভবিষ্যদ্রষ্টা বাঙালীর জীবন-সাধনার প্রকৃষ্টতম পথ।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

প্রকৃষ্টভাবে *ক্রিবিণ* উত্তমরূপে। 'প্রকৃষ্টভাবে চাষ করতে গেলেই যন্ত্র চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রকৃষ্টরূপে [স] *ক্রিবিণ* উত্তমরূপে। '... যদিও পাঠকেরা ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত আছেন ...' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

প্রকোপ [স] *বি* প্রাবল্য। 'বাঙালীর ঘরে মামলা-মোকদ্দমার বিষম প্রকোপ দেখা যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রকোপিত [স] *বিণ* আলোড়িত। 'সমুদ্র প্রকোপিত হইয়া মহোর্মিরূপ কশাদ্বারা জাহাজকে ... করিতে লাগিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

প্রকোষ্ঠ [স] ১ *বি* মহল। 'বাটীর মধ্যে চারি পাঁচ প্রকোষ্ঠ।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বি* কক্ষ; কোঠা। 'কোন দিগে কেমন প্রকোষ্ঠ করিলে শোভা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

প্রক্রান্ত [স] *বিণ* আলোচ্য। 'প্রক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনাক্রমে যথাযথ স্থানে ক্রমে লিখিত হইবে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রক্লেম [ই] *বি* ঘোষণা। 'কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

প্রক্সি [ই] *বি* প্রতিনিধিত্ব। 'শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা প্রক্সিতে কাজ চালাইতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

প্রক্ষালন [স] *বি* ধোয়া। 'বিপ্রপাও প্রক্ষালন কৈল সেই ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পাত্র প্রক্ষালন করি ...।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০;

প্রক্ষালা [স প্রক্ষালন>] *ক্রি* প্রক্ষালন করা বা ধোয়া। 'প্রতি উষা দেয় নবীন আশার আলো দিয়ে প্রক্ষালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

প্রক্ষালিত [স] *বিণ* ধৌত। 'সে জনে তাঁহার হৃদস্থিত প্রীতির চিহ্ন প্রক্ষালিত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

প্রক্ষিপ্ত [স] ১ *বিণ* রচনার মধ্যে লেখক ছাড়া অন্য কারও দ্বারা সংযোজিত। 'ইহাতেও উল্লিখিতরূপ নূতন নূতন বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* নিক্ষিপ্ত। 'চারি জনকে অর্ণবপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত করা, অবধারিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৩ *বিণ* অবান্তর। 'পুতুলনাচের ইতিকথায় সে কাহিনী প্রক্ষিপ্ত।' *মানিক*, ১৯৩৬।

প্রক্ষেপ [স] *বি* নিক্ষেপ। 'আপনারা গিয়া সে পথে কণ্টক কর্দম প্রক্ষেপ করো ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

প্রক্ষ্বেড়নধারী [স] *বিণ* লোহার ধনুকধারী। 'প্রক্ষ্বেড়নধারী বীর, দুর্বার সমরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রখর [স] ১ *বিণ* ধারালো। 'প্রখর নখর জমধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ক্ষিপ্র। 'পারসি আরবি কয় কভু নাহি মৃত্যু ভয় সমরে প্রখর যেন বাঘ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বিণ* চতুর। 'তাহারদিগের একজন যে বড় প্রখর ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বিণ* তীব্র। 'তাহারা আরোহণ ক্লেশ ও প্রখর রৌদ্র ভোগে একান্ত ক্লান্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'আমাদিগের প্রখর বুদ্ধির সহিত তাহাদিগের বল ও বীর্য্যের সংযোগ হইলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ *বিণ* উজ্জ্বল। 'কতকগুলি নব্য গ্রন্থকারের প্রখর মুখজ্যোতিঃ সহ্য করিতে না-পারিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৭ *বিণ* রুক্ষ। 'চাকর দাসী কি টিকিতে পারে তোমার প্রখর মুখের ধারে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৮ *বিণ* উষ্ণ। 'প্রখর কম্বল আর কাঁথায় বালিশে।' *শামসুর*, ১৯৬৩। ৯ *বিণ* শাণিত; প্রতিবাদী। 'প্রখর পোস্টার চকিতে ঝলসে ওঠে এখনো হৃদয়ে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

প্রখরতর [স] *বিণ* অত্যন্ত তীব্র। 'সূর্যদেব আপনার প্রখরতর কিরণজাল এ স্থল হতে সম্বরণ করেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

প্রখরতা [স] ১ *বি* তীক্ষ্ণতা। 'সাহেবদিগের স্বজাতীয় বুদ্ধির প্রখরতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বি* তীব্রতা। 'প্রখরতা গোপন করিয়া রাখিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রখরমূর্তি [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর চেহারাবিশিষ্ট। 'প্রখরমূর্তি অগ্নিশর্ম ছাত্র মরে আতঙ্কে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রখরশক্তি [স] *বি* তীব্রশক্তি। 'ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রখরশক্তিসম্পন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রখরশাণিত [স] *বিণ* তীক্ষ্ণধার। 'তীব্র পরিহাসের দ্বারা প্রখরশাণিত সেই প্রবন্ধটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রখরশৃঙ্গ [স] *বিণ* অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শিংবিশিষ্ট। 'একটি বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রকাণ্ড গোরুর গলার দড়িটি ধরে নিশ্চিন্তমনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রখরা[১] [স] *ক্রি* দীপ্তিমান হওয়া। 'অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

প্রখরা[২] [স] ১ *বিণ স্ত্রী* তীক্ষ্ণ। 'তদ্বিষয়ে আপনাদের অতি প্রখরা বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করাতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ স্ত্রী* তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। 'নায়িকাটি বুদ্ধিতে প্রখরা।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

প্রখোদিত [স] *বিণ* বিশেষভাবে খোদাইকৃত। 'প্রস্তরে প্রখোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রখ্যাত [স] *বিণ* প্রসিদ্ধ। 'আব্দুলকে ... নবদ্বীপ নামে প্রখ্যাত করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

প্রখ্যাতনামা [স] *বিণ* বিখ্যাত। 'দান্তের মতো পিত্রার্কাও একজন প্রখ্যাতনামা ইতালীয় কবি ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'যদি সে আত্মজন প্রখ্যাতনামা পুরুষ হন ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

প্রখ্যাপন [স] *বি* প্রচার। 'তবে যে করি ক্রন্দন স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রগতি [স] *বি* সামনের দিকে যাওয়ার গতি। 'যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা-চালানোয় প্রবৃত্ত ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'মতগুলো প্রগতির দ্বার আছে নিরোধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রগতিক [স] *বিণ* ক্রমোন্নতিশীল। 'যেথা মুকুরিত মহাশূন্য, সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক, দুরত্যয়, স্বচ্ছ, প্রগতিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

প্রগতিতত্ত্ব [স] *বি* প্রগতিবাদ। 'ঐতিহাসিক প্রগতিতত্ত্বের বিভিন্ন সূত্র ভলত্যের, হিউম, গিবন, কঁদরসে প্রভৃতির রচনায় দেখতে পাই।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রগতিপন্থী [স প্রগতি+স পন্থা>] ১ *বিণ* প্রগতিশীল। 'প্রগতিপন্থী ব্যক্তিমাত্রকেই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। ২ *বিণ* আধুনিকা। 'শহুরে মেয়েরা যথেষ্ট প্রগতিপন্থী।' *বেগম*, ১৯৭২।

প্রগতিপরায়ণতা [স] *বি* প্রগতিশীলতা। 'উচ্চশিক্ষিত ও প্রগতিপরায়ণতার দাবিদার।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

প্রগতিবাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রগতির কথা বলে এমন। 'মুখেতে সবাই প্রগতিবাদিনী, কাজে প্রাচীনার বাড়া।' *যতীশ*, ১৯৩১।

প্রগতিবাদী [স] ১ *বি* প্রগতিপন্থী। 'এ কথা যে কেবল বর্তমান প্রগতিবাদীগণই প্রচার করেন তা নয়।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* প্রগতিপন্থী এমন। 'প্রগতিবাদী মেয়েদের মধ্যে হীন প্রচারণা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

প্রগতিবিরোধী [স] *বিণ* পরিবর্তন ও উন্নয়নের পক্ষে নয় এমন। 'ইসলামসম্মত পর্দাপ্রথা প্রগতিবিরোধী বর্তমান পর্দাপ্রথা নহে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

প্রগতিমূলক [স] ১ *বিণ* প্রগতিশীল। 'প্রগতিমূলক ভাবধারা এমন কি সাধারণ শিক্ষার কথাও তোলা যায় না।' *বেগম*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* উন্নয়নমূলক। 'মাতৃমঙ্গল, শিশুকল্যাণ সদন, নারী-শিক্ষায়তন এবং মহিলাদের প্রগতিমূলক কোন প্রতিষ্ঠান ...।' *বেগম*, ১৯৫৪।

প্রগতিশীল [স] *বিণ* বর্তমানের ইতিবাচক পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধনের ইচ্ছা পোষণ করে এমন; প্রগতিপন্থী। 'প্রগতিশীল বিদ্রোহীর উদ্ভব না হলে এর চেতনা আসবে না।' *নজরুল* ১৯২৭।

প্রগতিশীলতা [স] *বি* আধুনিকতা। 'মুসলিম মহিলাদের চিন্তাধারার এই প্রগতিশীলতা ... উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

প্রগতিশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রগতিপন্থী। 'আধুনিক মননশীলা ও প্রগতিশীলা মুসলিম নারী।' *বেগম*, ১৯৪৭।

প্রগল্ভ [স] ১ *বিণ* প্রচারিত। 'তাহা বৈদিকধর্মের প্রভাবে এত দিন প্রগল্ভ হইতে পারিয়াছিল না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* অহংকার। 'কেহ উত্তরিছে প্রগল্ভে, – কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* বাচালতাপূর্ণ। 'অল্পদর্শী পণ্ডিতাভিমানিদিগের প্রগল্ভ বচন শ্রবণে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৪ *বিণ* বাচাল। 'দূর হও, কে ডাকে তোমারে? বার বার তার কথা কে চাহে শুনিতে – প্রগল্ভ ব্রাহ্মণ, মূর্খ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৫ *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ত। 'শান্তির ইঙ্গিত নামে সিবসের প্রগল্ভ প্রকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৬ *বিণ* উচ্ছল। 'দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে হোক প্রগল্ভ রক্তিম রাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৭ *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'আষাঢ়ের দাক্ষিণ্যে না সে হয়েছে প্রগল্ভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

প্রগল্ভতা [স] ১ *বি* ঔদ্ধত্য। 'অতি প্রগল্ভতার সহিত কে একজন কথা কচ্যে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। ২ *বি* বাচালতা। 'পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* ধৃষ্টতা। 'তোমার প্রগল্ভতা অত্যন্ত অসহ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রগল্ভা [স] ১ *বি* বৈষ্ণবশাস্ত্রে নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা তাহার ভেদ তিন।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি স্ত্রী* বাচাল। 'আর-এক জন প্রগল্ভা কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

প্রগাঢ় [স] ১ *বিণ* গভীর। 'কেহ কেহ আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জানাইবার জন্য ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ২ *বিণ* নিবিড়। 'প্রগাঢ় প্রেমানন্দ দ্বারা অবিশ্রান্ত প্লাবিত রহিয়াছে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* পাণ্ডিত্যপূর্ণ। 'তাদৃশ প্রগাঢ় গ্রন্থ সচরাচর সকলের বুদ্ধিগম্য হইবার বিষয় নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* আন্তরিক। 'প্রগাঢ় ভক্তি ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস জন্মিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৫ *বিণ* ঘনিষ্ঠ। প্রগাঢ় পরিচয় হইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৬ *বিণ* অন্ধ করে দেয় এমন। 'অস্থিগুলির মধ্যে প্রগাঢ় মোহরসপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৭ *বিণ* অবিচল। 'সুচরিতাকে যে ব্যক্তি এমন প্রগাঢ় সত্যরূপে দেখিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রগাঢ়তর [স] *বিণ* অতিশয় নিবিড়। 'তাহাদের প্রগাঢ়তর গুরুভক্তি উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান পরিপক্ব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'তাহার পরিচয় এমন অভিনব আনন্দময় তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রগাঢ়তা [স] ১ *বি* অতিশয় গাঢ়তা; গভীরতা। 'তোমরা যে সকল প্রস্তাব লিখিয়া থাক, তাহার পূর্ব্বাপর ঐক্য থাকে না, ভাবের প্রগাঢ়তা থাকে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* পরিপক্বতা। 'চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রগাঢ়ভাবে [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত গাঢ়ভাবে। 'সে-মাজার প্রগাঢ়ভাবে নীরব।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

প্রগাঢ়রূপে [স] *ক্রিবিণ* গভীরভাবে। 'সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রগাঢ়রূপে জানিতেন।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত অনুভব করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রঘাত [স] *বি* প্রচণ্ড আঘাত। 'হৃদয়ে আসিয়া ঝটিকা-প্রঘাতবৎ লাগিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

প্রঘোষিত [স] *বিণ* ধ্বনিত। 'ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণরবে প্রঘোষিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

প্রচণ্ড [স] ১ *বিণ* ভয়ানক। 'অতি ত প্রচণ্ড তেজ দেখিতে ভয়ঙ্কর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'প্রচণ্ড তপনতাপ তনু নাহী সয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* উচ্চ। 'তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অতিশয়। 'তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* তীব্র। 'জলরাশি সতেজে নদী-মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ড-বেগে গমন করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৫ *বিণ* দমকা। 'দীপালোক নিভাইল প্রচণ্ড পবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৬ *বিণ* প্রবল। 'আর্য-অনার্যের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত দেখিতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৭ *বি* প্রবল তারুণ্য। 'আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রচণ্ডগামী [স] *বিণ* দ্রুত গমন করে এমন। 'প্রচণ্ডগামী নৈমিত্তিক রথ সহসা স্থগিত করা সুকঠিন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রচণ্ডতম [স] *বিণ* অতি প্রবল। 'প্রচণ্ডতম নিদাঘেও বার ক্ষয়ক্ষতি হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

প্রচণ্ডতর [স] *বিণ* প্রখরতর। 'সে ... সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ডতর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

প্রচণ্ডতা [স] ১ *বি* প্রখরতা; উগ্রতা। 'নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে এই

প্রচণ্ডতার ঝড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* ভয়ংকরতা। 'তার অগ্নি আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রচণ্ডরূপ [স] *বি* উগ্রমূর্তি। 'অতি ত প্রচণ্ডরূপ দেখি ভয়ঙ্কর।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রচরদ্রূপ [স] ১ *বিণ* প্রচলিত। 'ঘোড়ার ব্যবহার ভূমণ্ডলে প্রচরদ্রূপ হইবার পূর্বে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* প্রচারিত। 'জনরব প্রচরদ্রূপ হওয়াতে প্রজাদিগের প্রশ্রয় শতগুণে বর্ধিত হইয়াছে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

প্রচরি [স প্রচুর] *বিণ* প্রচুর। 'সিংহমুখ নাগ আইল বরহি প্রচরি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

প্রচলন [স] ১ *বি* প্রচার। 'তত্ত্বজ্ঞান প্রচলন উদ্দেশ্যে ... মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* চালু। 'যে পর্যন্ত কবিরমণী-মহলে পাদুকার সম্পূর্ণ প্রচলন না হয় সে পর্যন্ত আমি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* ব্যবহার। 'সব অপেক্ষা গণ শব্দের প্রচলন অনেক বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৪ *বি* উপস্থিতি। 'পানিকাকেরও যথেষ্ট প্রচলন আছে।' *এসলাম*, ১৯১৫। ৫ *বি* প্রবর্তন। 'কথ্যভাষার প্রচলন চেষ্টা একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

প্রচলিত [স] ১ *বিণ* চালু আছে এমন। 'গৌড় দেশ প্রচলিত স্মৃতি শাস্ত্র।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বিণ* প্রবর্তিত। 'এইক্ষণে ইউরোপীয় ঘটিকা যন্ত্রের বাহুল্য দ্বারা বেলা কালের পরিমাণ প্রচলিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* ব্যবহৃত। 'অহিফেন যতই প্রচলিত হইতে লাগিল ততই মূল্যও উঠিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বিণ* জনপ্রিয়। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, এ কথা আমাদের সাধারণের মধ্যে প্রচলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

প্রচলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* চালু। 'এই রূপে এ দেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

প্রচলিতাবধারিত [স প্রচলিত-অবধারিত] *বিণ* পরিচালিত ও নির্ধারিত। 'সমস্ত কর্ম হিন্দু শিক্ষক কর্তৃক প্রচলিতাবধারিত হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

প্রচাত [স পশ্চাৎ] *বি* পরবর্তী কাল। 'প্রচাতে তাহান পরোলোক হইলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

প্রচার [স] ১ *বি* প্রকাশ। 'দিবারাত্রি নাহি জানি রবির প্রচার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* প্রচলিত। 'তবে প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* জানাজানি। 'সকল কথা পরস্পর পুরী মধ্যে প্রচার হইলে।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* প্রচলন। 'বঙ্গভাষা সংক্রান্ত যে সকল সংস্কৃত ভাষার প্রচার আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ৫ *বি* ছড়িয়ে দেওয়া। 'সুশিক্ষা প্রচার করাই তাঁহার একমাত্র ব্রত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বি* প্রচলন। 'পূর্বোক্ত মতটির ন্যায় তেমন বহুল প্রচার নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৭ *বি* ঘোষণা। 'তাহাকে ম্লেচ্ছ ও অনুন্নত বলিয়া প্রচার করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৮ *বি* প্রকাশ। 'তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মাভিমান প্রচার করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

প্রচারক [স] *বি* প্রচার করে যে। 'তাহা পূর্ব্বকালীন ধর্ম্ম প্রচারকদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রচার করা ১ *ক্রি* সর্বসাধারণকে জানানো। 'মগধ ও প্রয়াগ প্রদেশে পর্য্যটনপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *ক্রি* ছড়ানো। 'চুরুটটি মেজের উপর পড়ে সধূম দুর্গন্ধ প্রচার করে তার অন্তরের ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

প্রচারকর্তা, প্রচারকর্ত্তা [স] *বি* প্রচারকারী ব্যক্তি; প্রচারক। 'তিনি ... তদ্দেশের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রচারকর্ত্তা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রচারকার্য, প্রচারকার্য্য [স] *বি* প্রচারণার কাজ। 'যথার্থ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে প্রচারকার্য অপরিহার্য হইয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যের সদর দফতর হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

প্রচারগত [স] *বিণ* প্রচার সংক্রান্ত। 'উহার প্রচারগত সাফল্য তেমন কিছু হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

প্রচার-চক্রী [স] *বি* সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রচার করে এমন চক্র। 'এইসব প্রচার-চক্রীর দল কত যে বিভীষিকার কাহিনী আমদানী করিয়াছে ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

প্রচারণ [স] *বি* প্রচারের কাজ। 'রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রচারণা [স] *বি* প্রচারকার্য। 'এই প্রচারণার ফলে গ্রামে অনেক দুর্বল অভিভাবক ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

প্রচারপত্র [স] *বি* ঘোষণাপত্র। 'নির্ব্বাচনী প্রচারপত্রে কৃষকদের উদ্ধার সাধনের অনেক কিছু প্রতিশ্রুতির বাহুল্য দেখা যায়।' *সওগাত*, ১৯৩৮।

প্রচার-বিভাগ [স] *বি* সরকারি প্রচার-প্রচারণা চালায় যে বিভাগ। 'প্রচার-বিভাগ এই দুঃসময়েও জনসাধারণের সহিত রসিকতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

প্রচারমাধ্যম [স] *বি* প্রচারের ব্যবস্থা; সংবাদপত্রাদি। 'প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর নিজস্ব বিদ্বদ্মণ্ডলী ও প্রচারমাধ্যম ছিল।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

প্রচারমুখী [স] *বিণ* প্রচার করা হয় এমন। 'জনমত গড়তে গিয়ে দেশের ভাষাকে তাদের প্রচারমুখী আদর্শের বাহন করে তোলে।' *হাই*, ১৯৫৮।

প্রচার সম্পাদিকা [স] *বি স্ত্রী* প্রচারণা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনকারী। 'প্রচার সম্পাদিকা – বেগম ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

প্রচারার্থে *ক্রিবিণ* প্রচারের জন্যে। 'তাঁহারা মৃত্যুকালে বিদ্যা প্রচারার্থে স্বীয় সম্পত্তি দান করিয়া গেলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রচারা [স প্রচার>] *ক্রি* প্রচার করা। **প্রচারি** *ক্রি* প্রচার করি। 'জাহার আজ্ঞাএ চন্দ্র সূর্য্য প্রকাস প্রচারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **প্রচারিমু** *ক্রি* প্রচার করবো। 'আবদুল্লাতু প্রচারিমু নূর মুহম্মদ।' *সুলতান*, ১৭০০। **প্রচারিয়া** *ক্রি* প্রচার ক'রে। 'যথ সৎকর্ম সব প্রচারিয়া দিব।' *সুলতান*, ১৭০০। **প্রচারিল** ১ *ক্রি* প্রচার করলো। 'অবতরি প্রভু প্রচারিল সঙ্কীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* প্রকাশ পেলো। 'অতি দীপ্তি ললাট উপরে প্রচারিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

প্রচারিত [স] ১ *বিণ* প্রচার করা হয় এমন। 'আমার এই কলঙ্ক, ক্রমে ক্রমে দেশে বিদেশে প্রচারিত হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* পরিচিত। 'ভারতবর্ষের বীজগণিত শাস্ত্র ইউরোপখণ্ডে প্রচারিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* প্রচলিত। 'নূতন শাসন প্রচারিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বিণ* প্রবর্তিত। 'উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচারিত হইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

প্রচিত্র [স] *বিণ* নানা রঙে চিত্রিত। 'পরিশোভা তাল পুরটে মিশাল প্রচিত্র পগড়ি মাথে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রচীয়মান [স] *বিণ* বিকশিত। 'বঙ্গীয় ভাবুকরা উনিশ শতকের প্রচীয়মান মননের যে বিভাব আসমুদ্রহিমাচল ছড়িয়েছিলেন ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রচুর [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত। 'ধাইয়া আইলা সব আনন্দে প্রচুর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রচুরতম [স] *বিণ* সর্বাধিক। 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রচুরতর [স] *বিণ* ঢের; যথেষ্ট। 'মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর ... করিতে চেষ্টা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রচুরতা [স] *বি* প্রাচুর্য; বেশি থাকার অবস্থা। 'রাস্তায় গোলমাল, লোক, গাড়ী ও দোকানের প্রচুরতা আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

প্রচুর মতে *ক্রিবিণ* যথার্থভাবে; ভালোভাবে। 'পুরী দশ কর্ম্মের সঙ্গস্থা প্রচুর মতে করিয়া দেহ।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রচুররূপে *ক্রিবিণ* প্রচুর পরিমাণে। 'হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রচেত, প্রচেতঃ [স] *বি* সমুদ্র। 'প্রচেতঃ! হা ধিক, ওহে জলদলপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রচেতাঃ [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে জলদেবতা বরুণ। 'বায়ুকুল-ঈশ্বর, – প্রচেতাঃ পরন্তপ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রচ্ছদ [স] **১** *বি* পর্দা। 'অপনীত প্রচ্ছদের তলে, বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* বইয়ের মলাট। 'রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

প্রচ্ছদপট [স] *বি* বইয়ের মলাটে আঁকা চিত্র। 'রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮; 'পুস্তকের জন্য একখানা সুন্দর প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়েছিলেন।' *জসীম*, ১৯৬১।

প্রচ্ছন্ন [স] **১** *বিণ* গুপ্ত। 'বিচিত্র বাহ্যবস্তুতে যে সকল কল্যাণবীজ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* পরোক্ষ। 'প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৩** *বিণ* লুকিয়ে-থাকা। 'ঝোপেঝাপে-ঢাকা একটি প্রচ্ছন্ন জায়গা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'এ নির্জন বনছায় গেয়ে যায় প্রচ্ছন্ন কোকিল।' *ফররুখ*, ১৯৬৩। **৪** *বিণ* অপ্রকাশিত। 'বাঙ্গালার পূর্ব্বগৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **৫** *বিণ* সুপ্ত। 'হীলিয়াম গ্যাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দুরন্ত জ্বলনচণ্ডী নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রচ্ছন্নচারী [স] *বিণ* গুপ্ত থাকে এমন। 'প্রচ্ছন্নচারী একটি পরিহাস থাকত অন্তরালে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

প্রচ্ছন্ননামা [স] *বিণ* নাম প্রকাশিত নয় এমন। 'আরও অনেক এই শ্রেণীর নামজাদা ও প্রচ্ছন্ননামা বাঙালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রচ্ছন্নবেশ [স] *বি* ছদ্মবেশ। 'আমি প্রচ্ছন্ন বেশে পর্যটন করিয়া, প্রজাগণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের দুঃখমোচনের নিমিত্ত সর্বদা প্রচ্ছন্নবেশে ভ্রমণ করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রচ্ছায় [স] *বিণ* ঘন ছায়াবিশিষ্ট। 'প্রচ্ছায় তমসাতীরে শিশু কুশলব ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রছাত [স পশ্চাৎ] *ক্রিবিণ* পরে। 'ইন্দ্রোজিৎ বধিলেন, প্রছাতে রাবোণ বধিয়া সীতারে আনিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। দ্র **পশ্চাৎ**

প্রজন [স] *বি* বংশবিস্তার। 'এ দেশে নির্বিচার বিবাহের ফলে অতিপ্রজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রজল [স প্রজ্বল] *বিণ* প্রজ্বলিত। 'প্রজল আনল কাহাগ্রিঁ না নিবাএ ঘৃতে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

প্রজলা [স প্রজ্বল>] *ক্রি* প্রজ্বলিত হওয়া। **প্রজলিল** *ক্রি* প্রজ্বলিত হলো। 'নিরন্তর ঘৃতধারা অগ্নি প্রজলিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রজা [স] **১** *বি* রাজা বা রাজ্যের অধীন ব্যক্তি। 'বসুদেব তার প্রজা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* জমিদারির অন্তর্গত জনগণ। 'তাহাদের দৌরাত্ম্যে প্রজাকুল নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বি* নাগরিক। 'তাহা হৌস অফ কমন্স নামক প্রজা প্রতিনিধি সাধারণ সভায় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

প্রজাওয়ারি [স প্রজা+ফা ওয়ার] *ক্রিবিণ* প্রজা প্রতি। 'তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাকিত না কেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

প্রজাকুল [স] *বি* প্রজাবর্গ। 'তাহাদের দৌরাত্ম্যে প্রজাকুল নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রজাগণ [স] *বি* সাধারণ মানুষ। 'প্রজাগণকে দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চয় করে।' *রামরাম*, ১৮০২।

প্রজাতন্ত্র [স] *বি* প্রজাশাসন; প্রজাদের প্রতিনিধি দিয়ে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। 'পুরোহিততন্ত্র রাজতন্ত্র প্রধানতন্ত্র প্রজাতন্ত্র সমাজ-পদ্ধতির সকল পর্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রজাতন্ত্রী [স] *বিণ* জনসাধারণ নিয়ন্ত্রিত। 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

প্রজাতান্ত্রিক [স] *বিণ* জনসাধারণ নিয়ন্ত্রিত। 'শাসনপ্রণালীর প্রজাতান্ত্রিক আসক্তি অলক্ষ্যে বিদ্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রজাদরদী [স প্রজা+ফা দর্দ>] *বিণ* প্রজাদের প্রতি মমত্ব আছে এমন। 'প্রজাদরদী সদস্যগণ এবং মন্ত্রিমণ্ডলী ইহাকে আইনে পরিণত না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

প্রজাদাসত্ব [স] *বি* প্রজাপীড়ন। 'প্রজাদাসত্বের নিবারণার্থ স্বতন্ত্র চেষ্টা পাইতে হইত।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

প্রজাদ্রোহ [স] *বি* জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ। 'প্রজাদ্রোহ নিবারণার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য ও রণতরী রক্ষা করিতে হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রজাদ্রোহী [স] *বিণ* জনসাধারণের বিরুদ্ধাচারী। 'অন্যায় করে কেন হয় নাকো রাজাও প্রজাদ্রোহী।' *নজরুল*, ১৯২৫।

প্রজানিন্দা [স] *বি* প্রজা কর্তৃক সমালোচনা। 'এই প্রজানিন্দা না থাকাতে ভারতবর্ষীয় ইংরাজের কর্তব্যবুদ্ধি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রজানুরঞ্জক [স] *বিণ* প্রজার সন্তুষ্টি বিধানে তৎপর। 'প্রজানুরঞ্জক রামের সৎসাহস প্রজাদের ইচ্ছার নিকট মাথা নত করল।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

প্রজানুরঞ্জন [স] *বি* প্রজার সন্তুষ্টি বিধান। 'প্রজানুরঞ্জনের খাতিরে সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে পরিত্যাগ করে আসবার জন্য ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

প্রজানৈতিক [স] *বিণ* প্রজাহিতকর। 'প্রকৃত প্রজানৈতিক পলিটিক্সের এখনও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত অভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রজাপক্ষপাতী [স] *বিণ* প্রজাহিতৈষী। 'প্রজাপক্ষপাতী বলিয়া ... দোষারোপ করা হয়?' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

প্রজাপত্তন [স] *বি* প্রজাস্বত্ব বন্টন। 'যে-সব জমি এতদিন কোন প্রজাপত্তন হয়নি।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

প্রজাপত্র [স] *বি* প্রজারা। 'গ্রামের প্রজাপত্র উৎসব দেখিতে আসিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

প্রজাপালক [স] *বি* যিনি প্রজা পালন করেন। 'ধন্য ধন্য ধার্মিক ... সৎপ্রজাপালক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

প্রজাপালকতা [স] *বি* প্রজাপালন। 'বিক্রমাদিত্যের প্রজাপালকতা কীদৃশী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

প্রজাপালন [স] *বি* প্রজার জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজ। 'রাজা বিক্রমাদিত্য ... রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রজাপীড়ক [স] *বিণ* প্রজার উপর অত্যাচারী। 'প্রজা, প্রজাপীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রজাপীড়ন [স] *বি* প্রজার উপর অত্যাচার। 'আলিবর্দি খাঁ প্রজাপীড়ন করে টাকা আদায় করেছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

প্রজাপুঞ্জ [স] *বি* নাগরিকগণ। 'তাঁহারা প্রজাপুঞ্জের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল স্ব স্ব লোভকোষ পরিপূর্ণার্থে যত্নবান থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

প্রজাপুত্র [স] *বি* প্রজার ছেলে। 'তোর প্রজাপুত্র রাখাল মরে নাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রজাবৎসল [স] *বিণ* প্রজাহিতৈষী। 'এই রাজ্য যেন সুসভ্য সুধার্মিক, সুশাসক, প্রজাবৎসল ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের রাজ্যই নহে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

প্রজাবর্গ [স] *বি* জনগণ। 'ধর্ম্মতঃ প্রজাবর্গের বিবাদ ভঞ্জন দ্বারা।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

প্রজাবল্লভ [স] *বিণ* প্রজাবৎসল। 'বল্লভ নামে, নিরতিশয় প্রজাবল্লভ নরপতি ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রজাবাৎসল্য [স] *বি* প্রজাপ্রীতি। 'রাজগণের অনুপম প্রজাবাৎসল্য।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

প্রজাবাহুল্য [স] *বি* প্রজার আধিক্য। 'এখন প্রজাবাহুল্য ঘটাতে, তাঁহার বিশেষ আয়বৃদ্ধি হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

প্রজাবিদ্রোহ [স] *বি* প্রজাদের বিদ্রোহ। 'পাবনার প্রজাবিদ্রোহ লইয়া যে হুলস্থূল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৪।

প্রজাবিদ্রোহাগ্নি [স] *বি* প্রজাদের বিদ্রোহের আগুন। 'প্রজাবিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

প্রজাবিদ্রোহিতা [স] *বি* প্রজাদের বিদ্রোহ। 'উপস্থিত প্রজাবিদ্রোহিতা সম্বন্ধে ...' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

প্রজাবিপ্লব [স] *বি* জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিপ্লব। 'পাবনার প্রজাবিপ্লব ইহার একটি স্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

প্রজাবিলি, প্রজাবিলী [স প্রজা+হি বিলানা] *বি* খাজনার বিনিময়ে প্রজাকে জমির চাষবাস ও ভোগদখলের অধিকার। 'বাঁধ ভাঙ্গাতে প্রজাবিলী হয় নাই।' *প্যারী*, ১৮৬০; 'সমগ্র মহালটি প্রজাবিলি হইয়া ...' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

প্রজাবৃদ্ধি [স] *বি* বংশবৃদ্ধি। 'যদি সকলেই বিবাহ করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

প্রজামণ্ডলী [স] *বি* প্রজা সকল। 'প্রজামণ্ডলী অধিকাংশ দুর্নীতিবিশিষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'এই সংস্কার প্রজামণ্ডলির মনে বদ্ধমূল।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩; 'প্রজামণ্ডলী জমিদারবর্গকে দেশের প্রকৃত অধীশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিত।' *এডুকেশন*, ১৮৮৫।

প্রজারক্ষক [স] *বিণ* প্রজাকে রক্ষাকারী। 'রাজা প্রজারক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক, এবং করগ্রাহক।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

প্রজারঞ্জক [স] *বিণ* প্রজাহিতকর কাজ করে এমন। 'প্রজারঞ্জক রাজার পরম ভক্ত।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

প্রজারঞ্জন [স] *বি* প্রজাদের সন্তুষ্টি। 'প্রজারঞ্জন রাজাদিগের কর্ত্তব্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রজালোক [স] *বি* জনসাধারণ। 'নৃত্য গীত আনন্দিত যত প্রজালোক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

প্রজাশক্তি [স] *বি* প্রজাগণের সম্মিলিত ক্ষমতা। 'ইতিহাসে নিপীড়িত প্রজাশক্তির এমন বিজয়ের দৃষ্টান্ত আর একটিও নাই।' *এসলাম*, ১৯৩৮।

প্রজাশাসন [স] *বি* প্রজাদের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অভাব-অভিযোগ মেটানো। 'প্রজাশাসনের আবশ্যকতা হইলে ...' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

প্রজাশূন্য [স] *বিণ* প্রজাহীন। 'হেন রাজা প্রজা-শূন্য, – প্রত্যয়ে না আসে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

প্রজাশ্রিত [স] *বিণ* প্রজা হিসেবে আশ্রিত। 'প্রজাশ্রিত পরিজনাদির বাধা যাহাতে না হয়, তেমন করিয়া ... করগ্রহণ করিবেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

প্রজাসংখ্যা [স] *বি* লোকসংখ্যা। 'প্রজাসংখ্যা বেশি, ভূমির পরিমাণ কম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রজাস্বত্ব [স] *বি* জমিতে প্রজার মালিকানা। 'প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনার সময়ে নেতারা কী করেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

প্রজাস্বাতন্ত্র্য [স] *বি* জনসাধারণের অধিকার। 'প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ... প্রাণপাত করতে দেখলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রজাহিতৈষী [স] *বিণ* প্রজার হিতসাধনকারী। 'আমাদের প্রজা হিতৈষী ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

প্রজাপতি[১] [স] **১** *বি* হিন্দুপুরাণমতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। 'এ কারোন সুন প্রজাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আরাধে সুখে প্রজাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বিধাতা। 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ যাহা হবার তাহা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

প্রজাপতির নির্বন্ধ, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ **১** *বি* বিধাতার বিধান। 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আর তোমার অদৃষ্ট।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'তার পরে প্রজাপতির নির্বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* বিবাহ-বন্ধন। 'দুইজনকে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বাঁধিয়া দিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

প্রজাপতি[২] [স] *বি* রং-বেরঙের ডানাযুক্ত ছয় পাবিশিষ্ট পতঙ্গবিশেষ। 'প্রজাপতির পক্ষসমূহে যে সমস্ত ক্ষুদ্র রেণু দৃষ্টি করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রজাপতিপনা *বি* প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ানোর ভাব। 'তারই মাঝে যত তব ঝিকিমিকি, ফুরফুরে প্রজাপতিপনা।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

প্রজাপতি-সন্ধানী [স] *বিণ* স্বপ্নবিলাসী। 'ওসব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া – আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

প্রজাপতির নির্বন্ধ – বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধান। *সুবল*, ১৯০৬।

প্রজেহাদ [স প্র+আ জিহাদ] *বি* ধর্মের জন্য প্রকৃত লড়াই। 'সেই ত মুমিন – প্রজেহাদের লাগি প্রাণ যার চঞ্চল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

প্রজ্ঞ [স] *বি* জ্ঞানী ব্যক্তি। 'বিচক্ষণ বিশাই বিচিত্রে বড় প্রজ্ঞ।' *মানিকরাম*,

১৭৮১; 'কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ একত্র আছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

প্রজ্ঞপ্তি [স] *বি* জ্ঞান। 'ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি তো মানতেই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

প্রজ্ঞা [স] *বি* অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। 'নিউটন পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অহমিকাশূন্য আচরণ দ্বারা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

প্রজ্ঞাকার [স] *বি* দার্শনিক। 'প্রজ্ঞাকারের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন অভিধর্ম।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

প্রজ্ঞানময় [স] *বিণ* জ্ঞানযুক্ত। 'তার প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু খুলে গেল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

প্রজ্ঞা-পথিক [স] *বি* গভীর জ্ঞানের অভিলাষী। 'তখনো জ্ঞানের পর্দা আড়ালে খুঁজেছে সত্য শ্রান্তিহীন, প্রজ্ঞা-পথিক।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

প্রজ্ঞাপারমিতা [স] *বি* বৌদ্ধমতে জ্ঞানের দেবী। 'তার দিব্য আবির্ভাবে প্রেতার্ত অভাবে জাগে যেন প্রজ্ঞাপারমিতার অভয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রজ্ঞাবান [স] *বিণ* জ্ঞানবান। 'প্রজ্ঞাবান মানুষের আমি হব বন্ধু অনুপম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

প্রজ্ঞাময় [স] *বিণ* জ্ঞানগর্ভ। 'দিশাহারা পাখী তোমার কণ্ঠে নামলো প্রজ্ঞাময় কোরাণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

প্রজ্ঞালীন [স] *বিণ* বুদ্ধিদীপ্ত। 'অগ্নি জ্বালি চূর্ণ করি জনপদ অটবী পর্বত/ নিক্ষেপিছ প্রজ্ঞালীন নয়নেতে ভস্মীভূত ধূলি।' *হোসেন*, ১৯৪০।

প্রজ্বলৎ [স] *বিণ* জ্বলছে এমন। 'মৃত স্বামীর শরীর ঐ প্রজ্বলৎ কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

প্রজ্বল [স] *বিণ* জ্বলন্ত। 'প্রজ্বল অনল হেন আজু প্রভাতের দিনকর।' *ঈশ্বর*, ১৮৫৮।

প্রজ্বলন [স] *বি* ভীষণভাবে জ্বলে ওঠা। 'সৌদামিনী যথা অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রজ্বলন্ত [স] *বিণ* জ্বলছে এমন। 'প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রজ্বলিত [স] *বিণ* জ্বলন্ত। 'প্রজ্বলিত হইল অগ্নি ধূমশিখা নাই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

প্রজ্বল্যমান [স] *বিণ* উজ্জ্বল। 'ইংলণ্ডের হৌস অব লর্ডস ইহার এক প্রজ্বল্যমান প্রমাণস্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রটেকশন [ই] *বি* সুরক্ষা; বিপদ থেকে বাঁচানো। **প্রটেকশন দেওয়া** *ক্রি* রক্ষা করা। 'মানুষকে প্রটেকশন দিতে না পারলে কাদের জন্যে যুদ্ধ?' *হাসান*, ১৯৭৪।

প্রটেস্টান্ট, প্রটেস্ট্যান্ট, প্রটেষ্টাণ্ট, প্রটেষ্ট্যান্ট [ই] *বি* খ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ; রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের নেতা পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী অপেক্ষাকৃত আধুনিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়। 'খ্রীষ্টিয় ধর্মও রূপান্তরিত ও পরিশোধিত হইয়া ক্যাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট, ইয়ুনিটেরিয়ান প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'রিফরম প্রটেষ্টাণ্ট বিশপের দল।/ বড়দিন পেয়ে মুখে হাস্য খলে খল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ব্যক্তিবিশেষ ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট ... যাহাই হউক-না কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'প্রটেস্ট্যাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রটেস্ট্যানটিজম [ই] *বি* মার্টিন লুথারের প্রবর্তিত প্রতিবাদী খ্রিস্টধর্মীয় মতবাদ (জার্মেনিতে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই নামে অভিহিত)। 'গোয়েটে অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন প্রটেস্ট্যানটিজম জার্মানির কতখানি ক্ষতি করেছে।' *শিব*, ১৯৫০।

প্রটোপ্লাজম [ই] *বি* প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহকোষের জীবন্ত উপাদান। 'জীবরাজ্যের প্রথম সত্য হচ্ছে প্রটোপ্লাজম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রডিউস [ই] *বি* সৃষ্টি। 'গোটাকতক মাস্টারপিস প্রডিউস করো।' *অবন*, ১৯৪১।

প্রডীন [স] *বি* পাখিদের তির্যক হয়ে ওড়া। 'ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রড্যুস [ই] *বি* প্রযোজনা। 'প্রড্যুস করোনি ফ্লপ সিনেমার ছবি।' *মণীশ*, ১৯৩১।

প্রণত [স] *বিণ* প্রণাম করছে এমন। 'প্রণত হইয়া বন্দো সবার চরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রণতবৎসলা [স] *বিণ স্ত্রী* ভক্তবৎসল। 'প্রণতবৎসলা তুমি পরম মঙ্গলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রণতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* প্রণাম করছে এমন। 'বিমলা পুনর্বার প্রণতা হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। **২** *বিণ স্ত্রী* নিবেদিত। 'পথিকবধূ চরণে প্রণতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

প্রণতি [স] *বি* প্রণাম। 'তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কইল দেবী মাএরে প্রণতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রণতিপাত [স] *বি* নত হয়ে প্রণাম। 'চরণে প্রণতিপাতপূর্ব্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রণব [স] *বি* হিন্দুমতে আদি ধ্বনি; ওঙ্কার। 'প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বলিলেন, "রাধা প্রণব ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যানযোগ ..."।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রণবনাদ [স] *বি* হিন্দুমতে আদি ধ্বনি; ওঁকার। 'যেন নাভিকুণ্ডলী থেকে প্রণবনাদ বেরুচ্ছে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

প্রণমা [স প্রণাম>] *ক্রি* প্রণাম করা। **প্রণমহ** *ক্রি* প্রণাম করি। 'প্রণমহ প্রণতি হরিভক্তের চরণে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **প্রণমহো** *ক্রি* প্রণাম বা অভিবাদন করি। 'প্রণমহো নারাঅন অনাদিনিধন।' *মালাধর*, ১৫০০। **প্রণমি** *ক্রি* প্রণাম ক'রে। 'দুই শিষ্য প্রণমি গুরুর দুই পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'প্রণমি তোমারে গাহি বসে তব গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **প্রণমিঞা** *ক্রি* প্রণাম ক'রে। 'প্রণমিঞা গুরুজন সাধু আইল নিকেতন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **প্রণমিয়া** *ক্রি* প্রণাম ক'রে। 'প্রণমিয়া রাজাএ তানে দিল দিব্যস্থান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'প্রণমিয়া, উপেক্ষিতা, শুভক্ষণে কৃতজ্ঞ এ চিতে পদার্পিল অক্ষয় গৌরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **প্রণমিল** *ক্রি* প্রণাম করলো। 'গুরু দেখী প্রণমিল সান্তনু নন্দন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **প্রণমে** *ক্রি* প্রণাম ক'রে। 'সম্ভ্রমিত হইয়ে তবে প্রণমে অর্জ্জুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **প্রণমো** *ক্রি* প্রণাম ক'রে। 'প্রণমো তোমার পায়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রণম্য [স] *বিণ* প্রণামের যোগ্য। 'আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

প্রণম্যা [স] *বি স্ত্রী* প্রণামের যোগ্য। **প্রণম্যাবধূ** [স] *বি* শ্রদ্ধাভাজন বিবাহিত স্ত্রীলোক। 'কোনো প্রণম্যাবধূদের সঙ্গে আমার আলাপ নেই।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রণয় [স] **১** *বি* বন্ধুত্ব। 'তোমার ভ্রাতা উদয়াদিত্যের সহিত আমার যথেষ্ট প্রণয়।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* সদ্ভাব। 'সাহেব বড় লোক বাবুর সহিত বড় প্রণয়।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৩** *বি* প্রীতি। 'নদী পর্ব্বত মৃত্তিকা

পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রণয়কে আকর্ষণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ৪ *বি* আগ্রহ। 'ছেলে বুড়া সকলের সমান প্রণয়।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

প্রণয়-অনলশিখা *বি* প্রেমরূপ আগুনের শিখা। 'প্রণয়-অনলশিখা। এই যে নিদয় চাতুরী সতত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

প্রণয়-অভিমান *বি* প্রণয়ের কারণে অভিমান। সেথা আমি না রহিব থেমে তোমার প্রণয়-অভিমানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

প্রণয়-অর্ঘ্য *বি* প্রণয়রূপ উপহার। 'তোমার বীর সন্তান, প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রণয়-আশায় *ক্রিবিণ* প্রেমের 'আকাঙ্ক্ষায়। 'যবে মম প্রণয়-আশায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

প্রণয়কলহ [স] ১ *বি* খুনসুটি। 'বার বার প্রণয়কলহ করে প্রভু-সনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রেমঘটিত ঝগড়া। 'নিগূঢ় একটা প্রণয়কলহ ঘটিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রণয়-কাহিনী [স প্রণয়+কাহিনী] *বি* প্রেমের গল্প। 'লিখিছে প্রণয়-কাহিনী বিবিধ বরন-ছটাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'সিনেমার গল্পও একটা করুণ ব্যর্থ প্রণয়কাহিনী।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রণয়গুঞ্জন [স] *বি* প্রণয়ের মৃদু মধুর ধ্বনি উচ্চারণ। 'যার সাথে সংগোপনে প্রণয়গুঞ্জন।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

প্রণয়ঘটিত [স] *বিণ* প্রেমসংক্রান্ত। 'মেয়েটির জীবনে কিছু প্রণয়ঘটিত জটিলতা ছিল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৭৫।

প্রণয়-ঘোর *বি* প্রণয়ের ভাব-বিহ্বলতা। 'এখনো ঘোচেনি প্রণয়-ঘোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রণয়চর্চা [স] *বি* প্রেম-ভালোবাসা। 'সেখানে মানবজীবনের মুখ্যকর্ম ছিল প্রণয়চর্চা।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

প্রণয়জনিত [স] *বিণ* প্রেম সংক্রান্ত। 'প্রণয়জনিত কাব্য হিসাবে ইহা সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য।' *হাই*, ১৯৫০।

প্রণয়-ডোর [স প্রণয়+ডোর] *বি* প্রেমের বন্ধন। 'আধার কক্ষে জামাই আদরে বেঁধেছ শিকল প্রণয়-ডোরে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রণয়তা [স] *বি* প্রীতি; ভালোবাসা। 'পবিত্র প্রণয়তা পূর্ব্ব হইতে ছিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

প্রণয়-দৃষ্টি [স] *বি* প্রেমের দৃষ্টি। 'প্রণয়-দৃষ্টিতে ভার্য্যার প্রতি অবলোকন করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

প্রণয়-নিবেদন [স] *বি* প্রেমনিবেদন। 'এই কি প্রণয়-নিবেদন রীতি/ জংলি বাঁদর অলমুখ।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

প্রণয়পবিত্র [স] *বিণ* প্রণয়ের বন্ধনে পবিত্র। 'প্রণয়পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া ... পরিতোষ জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রণয়পাত্র [স] *বি* প্রণয় লাভ করেছে যে। 'তাঁহার প্রণয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রণয়পাত্রী [স] *বি* স্ত্রী প্রেমিকা। 'প্রণয়পাত্রীকে তাই দেখাতে তিনি একটি খুব তেজী ঘোড়া ভাড়া করেছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

প্রণয়পাশ [স] *বি* প্রেমের বন্ধন। 'যাঁহার সহিত প্রণয়পাশে বদ্ধ থাকিতে হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'বাঁধিলা প্রণয়পাশে চারুহাসিনীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রণয়-পুষ্প [স] *বি* প্রণয়রূপ পুষ্প। 'আপনাদের প্রণয়-পুষ্প দিন দিন প্রস্ফুটিত করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রণয়-প্রফুল্ল [স] *বিণ* ভালোবাসার কারণে প্রসন্ন। 'পুরুষেরা প্রণয়-প্রফুল্ল বদনে এক এক স্ত্রীর হস্ত গ্রহণ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রণয়প্রসূন [স] *বি* প্রেমের ফুল। 'এমন চাঁদিনী-রাতে কৈশোরের সেই অর্ধপ্রস্ফুটিত প্রণয়প্রসূন সহসা পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইতে পারে কি?' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রণয়-বচন [স] *বি* প্রণয় বাক্য। 'যবে প্রণয়-বচনে সম্ভাষিলে এ দাসীরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

প্রণয়বঞ্চিত [স] *বিণ* ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত। 'প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

প্রণয়বদ্ধ [স] *বিণ* প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ। 'মনুষ্যের মত স্ত্রী পুরুষ দ্বিবিধ মূর্তি ধারণ করিয়া পরস্পর পরিণীত ও প্রণয়বদ্ধ হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রণয়-বন্ধন [স] *বি* প্রেমের বাঁধন। 'পরস্পর প্রণয়-বন্ধন সম্বন্ধ করিয়া জীবনের মত উদ্বাহ-ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রণয়বহ্নি [স] *বি* প্রেমের আগুন। 'রাজপুত্রের মনে প্রণয়বহ্নি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

প্রণয়বাতি [স প্রণয়বর্তিকা] *বি* প্রেমরূপ দীপ। 'জান না শ্যাম প্রেমের রীতি, তাই নিভালে প্রণয়-বাতি।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রণয়বাঞ্ছা [স] *বি* প্রেমের বাসনা। 'প্রণয়বাঞ্ছা পূর্ণ না হইলেও আমার অবধারিত মৃত্যু।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

প্রণয়বাসনা [স] *বি* প্রেমের আশা। 'পশু সঙ্গে করিয়াছি প্রণয়বাসনা?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

প্রণয়বিকার [স] *বি* প্রেমবৈচিত্র্য। 'রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রণয়বিহ্বল [স] *বি* প্রেমাকুল। 'সে প্রণয়বিহ্বল হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

প্রণয়বীজ [স] *বি* প্রণয়রূপ বীজ। 'তাহাদের প্রণয়বীজ একদিনেই অঙ্কুরিত পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

প্রণয়বৃদ্ধি [স] *বি* পরস্পরের প্রতি প্রণয়াকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়া। 'নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণাদি দ্বারা পরস্পর আনুগত্য ও প্রণয়বৃদ্ধি হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রণয়বৃদ্ধিকারী [স] *বিণ* ভালোবাসা বাড়িয়ে দেয় এমন। 'সন্তান স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়বৃদ্ধিকারী না হইয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রণয় বেদন [স] *বি* প্রেমের বেদনা। 'প্রণয় বেদন, মত্ততা, পাপ – যৌবনেরই একার আরেশ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রণয়ব্যবসা [স] *বি* প্রেমবিষয়। 'প্রণয়ব্যবসায়ে রাজ্য পরিশক্ত ও কঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রণয়-ভরে *ক্রিবিণ* প্রণয় সহকারে। 'ভ্রমিয়া বেড়াবে প্রণয়-ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রণয়ভাজন [স] *বি* প্রেমিক। 'অতএব, সেই, ন্যায়মার্গ অনুসারে এই প্রমদার প্রণয়ভাজন হইতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রণয়ভাষণ [স] *বি* প্রণয়-বাক্য। 'আড়ালে পিপীলিকার চলছে শুঁড়ে শুঁড়ে প্রণয়ভাষণ।' *মানিক*, ১৯৩৫।

প্রণয়ভীরু [স] *বিণ* প্রেমের বাঁধনে জড়িয়ে পড়তে ভয় পায় এমন। 'হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী চরণে ধরি করিত মিনতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'প্রথম প্রণয়-ভীরু কিশোরী।' *নজরুল*,

১৯৩২।

প্রণয়ভুখা [স প্রণয়+হি ভুখা] *বিণ* প্রেমের ক্ষুধায় কাতর। 'প্রেম-পিয়াসি প্রণয়ভুখা শাশ্বত যে আমিই তৃপ্তিহারা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

প্রণয়মুখী [স] *বিণ* প্রেমের প্রতি উৎসুক। 'প্রণয়মুখী-যুবকযুবতীদের প্রেমের ব্যাপারে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রণয়মুগ্ধ [স] *বি* প্রেমের ভাবে মোহিত। 'পাঞ্জাবী যুবক ছিল কেটির প্রণয়মুগ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্রণয়মূলক [স] *বিণ* প্রণয় সংক্রান্ত। 'রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক দুই চারিটি ঘটনা।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

প্রণয়-রঙ্গভূমি *বি* প্রেম সংঘটিত হয় যে স্থানে। 'রাজার প্রণয়-রঙ্গভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য একটুখানি সরাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

প্রণয়রতি [স] *বি* প্রেমের আসক্তি। 'প্রসার্পিনার মুঠিতেও তাই প্রণয়রতি।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

প্রণয়রস [স] *বি* প্রেমরূপ রস। 'অপরিমেয় প্রণয়রসাস্বাদে প্রফুল্লচিত্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

প্রণয়রোষ [স] *বি* প্রণয়ের কারণে ক্রুদ্ধ ভাব। 'শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়রোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রণয়লক্ষণ [স] *বি* প্রেমের ভাবভঙ্গি। 'কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রণয়শিখা [স] *বি* প্রেমরূপ শিখা। 'যে প্রণয়শিখার পরম সুন্দর প্রগাঢ় মুখখানা দেখাবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রণয়-সঙ্গীত [স] *বি* প্রেমের গান। 'বাংলায় প্রণয়-সঙ্গীতের খুব অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

প্রণয়সম্ভাষণ [স] *বি* প্রণয়-বাক্য। 'রোহিণীর প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

প্রণয়-স্বপন *বি* প্রেমের স্বপ্ন। এই প্রণয়-স্বপন শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী [স প্রণয়-আকাঙ্ক্ষী] *বিণ* প্রেম-প্রত্যাশী। 'আপনি যেরূপ এই কন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।' *প্রভাত*, ১৮৯৫; 'সে দৃশ্যে মানুষের মন স্বতঃই প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী [স প্রণয়-আকাঙ্ক্ষিণী] *বিণ স্ত্রী* প্রেমপ্রত্যাশী। 'তিন জনই হিন্দু প্রণয়কাঙ্ক্ষিণী অভাগিনী।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

প্রণয়ানুরাগ [স] *বি* প্রেমের আকর্ষণ। 'যুবক যুবতী পরস্পর প্রণয়ানুরাগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

প্রণয়াবেগ [স প্রণয়-আবেগ] *বি* প্রেমের আবেগ। 'এ কৃতিত্ব প্রধানত প্রণয়াবেগের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে।' *আনিস*, ১৯৬৪।

প্রণয়াবেশ [স প্রণয়-আবেশ] *বি* প্রেমজনিত বিহ্বলতা। 'পুলক প্রণয়াবেশের জন্য একবারও নয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রণয়ামৃত [স] *বি* প্রেমরূপ অমৃত। 'প্রণয়ামৃত-সঞ্চারের পরিবর্তে অবিলম্বে শাত্রবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রণয়ার্থে [স প্রণয়-অর্থে] *ক্রিবিণ* প্রীতিবন্ধনের আকাঙ্ক্ষায়। 'সর্ব্বজাতীয় প্রণয়ার্থে মনুষ্যেরা একত্র সমাগত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রণয়ালাপ [স প্রণয়-আলাপ] *বি* প্রেমালাপ। 'প্রণয়ালাপের লোভে আমি বহু দুরূহ ভাষা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

প্রণয়াসক্ত [স প্রণয়-আসক্ত] *বিণ* প্রেমে আকৃষ্ট। 'অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

প্রণয়াস্পদ [স প্রণয়-আস্পদ] *বিণ* প্রীতিভাজন। 'দূর-প্রবাসী ব্যক্তিরা ... প্রণয়াস্পদ সুহৃদ্বর্গের মুখাবলোকন করিয়া পুলকিত হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রণয়িনি [স প্রণয়িনী] *বি* প্রেমিকা। 'প্রণয়িনি এমন কথা আর মুখে আনিও না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

প্রণয়িনী [স] *বি* প্রেমিকা। 'দিগ্‌গজের হৃদ্বোধ হইল যে, প্রণয়িনী আসিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

প্রণয়ী [স] ১ *বি* প্রিয়পাত্র। 'ইংরাজদিগের সহিত অবস্থান করিয়া তদ্রূপ প্রণয়ী হইতে পারেন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ২ *বি* প্রেমিক। 'উত্তম প্রণয়ী বলি ব্যাখ্যা করি তারে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* প্রণয়াবদ্ধ। 'প্রণয়ী যুগলের পারস্পরিক পরম তৃপ্তিকর মিলনের বেলায়।' *হাই*, ১৯৪৭।

প্রণয়ন [স] *বি* রচনা। 'ব্যবস্থা-পুস্তক প্রণয়ন ... ইত্যাদি শুভকর্ম্মে যাঁহারা লিপ্ত থাকিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রণয়নকারী [স] *বিণ* প্রস্তুতকারী; প্রবর্তনকারী। 'আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান হতে মহিলারা বাদ যাওয়ায় ...।' *বেগম*, ১৯৫৫।

প্রণয়াবেগ *দ্র* প্রণয়

প্রণয়ালাপ *দ্র* প্রণয়

প্রণয়িনী *দ্র* প্রণয়

প্রণয়ী *দ্র* প্রণয়

প্রণাদ [স] *বি* উচ্চ আনন্দধ্বনি। 'তরে ওঠে বর্তমান নৈঃসঙ্গ্যের শ্রুতি সে-প্রণাদ অনুলাপে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

প্রণাম [স] ১ *বি* প্রণতি; শ্রদ্ধা নিবেদন। 'প্রণাম করিআঁ আজ্ঞা ভৈল মোর ভাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্ভাষণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

প্রণাম হওয়া *ক্রি* প্রণত হওয়া। 'প্রভু, তবে আমরা প্রণাম হই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রণামাঞ্জলি [স প্রণাম-অঞ্জলি] *বি* প্রণাম নিবেদন। 'বিস্ময়ে মহাস্রষ্টার পায়ে প্রণামাঞ্জলি রচনা করিল।' *জসীম*, ১৯৬১।

প্রণামাবদ্ধ [স প্রণাম-আবদ্ধ] *বিণ* করজোড়ে আবদ্ধ। 'ঐ একই প্রণামাবদ্ধ মুঠোর মধ্যে তলোয়ারটা খাড়া উঁচু করে চেপে ধরে রাখে।' *মুনীর*, ১৯৬১।

প্রণামা [স প্রণাম>] *ক্রি* প্রণাম করা। **প্রণামন্ত** *ক্রি* প্রণাম করে। 'প্রণামন্ত ভূমিগত পড়িয়া চরণে।' *সুলতান*, ১৭০০। **প্রণামহুঁ** *ক্রি* প্রণতি করি। 'প্রণামহুঁ তান সখা মোহাম্মদ নাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **প্রণামি** *ক্রি* প্রণাম ক'রে। 'ভিমক প্রণামি বির রহে জোড়হাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **প্রণামিআ** *ক্রি* প্রণাম ক'রে। 'প্রণামিআ দোহানের কমল চরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **প্রণামিল** *ক্রি* প্রণাম করলো। 'মান্যজন প্রণামিল ধনঞ্জয় বির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **প্রণামিলা** *ক্রি* প্রণাম করলো। 'তথা রহি কায়মনে প্রভু প্রণামিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

প্রণামি[১] *দ্র* প্রণামা

প্রণামি[২], **প্রণামী** [স প্রণাম>] ১ *বি* প্রণামের সময়ে শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য দেয় অর্থ বা উপহার। '"হোরির বক্‌সিস" "দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী" রাখী পূর্ণিমার প্রণামি দিয়েও মন পাওয়া ভার।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'প্রণামীর টাকা বাবুর অ্যাকৌন্টে ব্যাঙ্কে জমা হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ উপহার। 'পিত্তলটি

আমাকে প্রণামী দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রণালিকা [স] *বি* জল নামার নর্দমা। 'ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রণালী [স] **১** *বি* পত্রিকায় চিঠিপত্র প্রকাশের কলাম। 'চন্দ্রিকাতে তৎপ্রকাশক প্রেরিত পত্র প্রণালীতে বিশেষ আড়ম্বরপূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* জল নিষ্কাশনের নালা।' এক বাষ্পীয় কল বসান যায় ও প্রণালী গাঁথা যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *বি* পদ্ধতি। 'অল্পবয়স্ক শিশুদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'তাঁহারা বাঙ্গালা অভিধান, বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও উন্নত প্রণালীর বাঙ্গালা পাঠশালার সৃষ্টিকর্তা ছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। **৪** *বি* কৌশল। 'কথা কহার প্রণালী আর নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৫** *বি* ভঙ্গি। তাহার রচনা-প্রণালী ফরাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৬** *বি* দুটি সাগর বা মহাসাগরের সংযোগ স্থাপক জলভাগ। 'তাঁর কল্পনা কখনো ডোভার প্রণালী পার হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৭** *বি* মল-নির্গমনের পথ। 'প্রণালী শব্দে মল-নির্গম পথ বুঝায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৮** *বি* সাধন-পদ্ধতি। 'সে বাক্য হলে অমান্য/ কই থাকে গুরু প্রণালী।' *লালন*, ১৮৯০।

প্রণালীক্রমে [স] *ক্রিবিণ* পদ্ধতি অনুসারে। 'যেরূপ প্রণালীক্রমে অপরাপর বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি ... হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রণালীগত [স] *বি* রীতিগত। 'তাহাতে এবং উপন্যাসে প্রণালীগত একটু ভুল আছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

প্রণালীবদ্ধ [স] *বিণ* নিয়মানুগত। 'বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশ্যক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রণিধান [স] *বি* বিবেচনা; বিশেষভাবে চিন্তন। 'প্রণিধান করিয়া দেখুন, তিনি যদর্থে ভূমণ্ডলে প্রেরিত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা সাধন করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'কর কর প্রণিধান মানব সকল, শুন', ১৮৫৮।

প্রণিধানযোগ্য [স] *বিণ* মনোনিবেশের উপযুক্ত। 'এ কথা মুহূর্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'একটি কথা বলবার আছে, যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

প্রণিধেয় [স] *বিণ* বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয় এমন। 'উল্লিখিত ভাষণের মধ্যে দু'টি মন্তব্য প্রণিধেয়।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

প্রণিধি [স] *বি* অনুচর। 'সৈনিক পুরুষ, পরপ্রেরিত প্রণিধি বলিয়া, তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রণিপাত [স] *বি* প্রণাম। 'অঙ্গনেতে দূরে রহি করে প্রণিপাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'প্রণিপাত করিআ অগ্নি করিল অঞ্জলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রণীপাত [স প্রণিপাত] *বি* প্রণাম। 'শাষ্টাঙ্গে শত সহস্র প্রণীপাত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

প্রণীত [স] **১** *বিণ* কথিত। 'তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বিণ* রচিত। 'মহাপুরুষ প্রণীত নানাগ্রন্থ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৩** *বিণ* অভিহিত। 'ব্রহ্মবর্ত দেশ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দেব নির্ম্মিত বিশেষণে বিশেষরূপে প্রণীত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বিণ* উল্লিখিত। 'যাঁহাদিগের নাম রাজতরঙ্গিণীতে প্রণীত হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রণেতা [স] *বিণ* রচয়িতা; প্রণয়নকারী। 'শ্রীহর্ষ রত্নাবলী ও নাগানন্দ প্রণেতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'পঠিতব্য বিষয়-প্রণেতাগণ কম দায়ী নন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

প্রণেতৃ [স] *বি* প্রণেতা। 'পৃথিবীর নাটক প্রণেতৃগণ মধ্যে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রণোদনা [স] *বি* অনুপ্রেরণা। 'প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রণোদিত [স] *বিণ* উৎসাহিত। 'ইউরোপের লোক শুধু ধর্মভাবে প্রণোদিত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

প্রতকাল [স প্রাতঃকাল] *বি* ভোরবেলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

প্রতক্ষ [স প্রত্যক্ষ] *ক্রিবিণ* সামনাসামনি। 'পাড়া প্রতিবাসি সকলকে প্রতক্ষে জিজ্ঞাসা করিলাম।' *ওর্সী*, ১৭৮২।

প্রতখ্য [স প্রত্যক্ষ] *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষ; স্পষ্টরূপে। 'এহাতে প্রতখ্যে না জানিলে ধর্মাধর্মো জানিতে না পারে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

প্রত্ন [স] *বিণ* প্রাচীন। 'কাঁদে সেদিনের প্রণব প্রতিধ্বনি প্রত্ন গিরির গহ্বরকারাগারে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রতপ্ত [স] *বিণ* উত্তপ্ত। 'তোমার উপজ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'কখনো প্রতপ্ত অতি স্বর্গের নয়ন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রতর্ক [স] **১** *বি* সন্দেহ। 'আচম্বিতে প্রতর্কের পিশাচী বিদ্যুতে উদ্ভাসিল স্বপ্নলোক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বি* সিদ্ধান্ত। *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রতাড়িত [স] *বিণ* আঘাতপ্রাপ্ত। 'প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডসমূহ দুই প্রতিকূল বায়ুতে প্রতাড়িত হইয়া একস্থানে সমবেত হইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

প্রতাপ [স] **১** *বি* পরাক্রম। 'এ তীন ভুবনে যানে আম্মার প্রতাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দাপট। 'সম্রাটরা যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। **৩** *বি* প্রভাব। 'য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের আয়োজন আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৪** *বি* অত্যাচার। 'কেবল যখন বর্ষা নামে ঘোলা জলের পাকে বালির প্রতাপ ঢাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রতাপ-বর্ধন *বি* প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। 'নিজেদের প্রতাপ-বর্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১।

প্রতাপবান [স] *বিণ* শক্তিশালী; প্রতাপশালী। 'প্রচণ্ড প্রতাপবান সকল গুণ নিধান শ্রীমান্ মহারাজ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

প্রতাপ-ভরে *ক্রিবিণ* প্রতাপের ফলে। 'তোমার প্রতাপ-ভরে বসুন্ধরা করবে টলমল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

প্রতাপশালী [স] *বিণ* পরাক্রমশালী। 'সে ... সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ডতর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'নোতুন শক্তি সঞ্চয় করে তা হলো প্রতাপশালী।' *উমর*, ১৯৬৮।

প্রতাপান্বিত [স] **১** *বিণ* পরাক্রমশালী। 'একব্বর বাদসাহ মহা প্রদস্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* ক্ষমতাসম্পন্ন। 'সমূহ প্রতাপান্বিত ইহার বল পরাক্রম দেখিয়া মহারাজার শঙ্কা হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রতাপেষু [স] *বিণ* (সম্বোধনে) ক্ষমতাবান। 'প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপেষু।' *দর্পণ*, ১৮২২।

প্রতারক [স] *বি* প্রবঞ্চক। 'ভোজরাজ প্রতারকের প্রতারণাতে প্রতারিত না হয় এমত লোক অতিবিরল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

প্রতারণা [স] *বি* প্রবঞ্চনা। 'বট বা কোথাএ ছিলো, সকোলি প্রতারণা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। 'ভোজরাজ প্রতারকের প্রতারণাতে প্রতারিত না হয় এমত লোক অতিবিরল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'অবোধ লোক সকলকে প্রতারণা করিয়া বালকহস্তে ...।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

প্রতারণা জাল [স] *বি* প্রতারণারূপ জাল। 'পোলীসের প্রতারণা জালে বদ্ধ হইয়া দীনদরিদ্র প্রজারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

প্রতারণাময় [স] *বিণ* প্রতারণাপূর্ণ। 'প্রতারণাময় মানব-প্রাণ/ আর না হেরিব নর-বয়ান।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

প্রতারিত [স] ১ *বিণ* ঠকেছে এমন। 'ভোজরাজ প্রতারকের প্রতারণাতে প্রতারিত না হয় এমত লোক অতিবিরল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিণ* বঞ্চিত হয়েছে এমন। 'প্রতারিত দুঃখী ব্যক্তিরও দয়া উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৩ *বি* প্রবঞ্চিত ব্যক্তি। 'এই নবান্নে প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

প্রতারিত রোষ [স] *বি* প্রতারিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট ক্রোধ। 'প্রতারিত রোষে আমি নারিনু বুঝিতে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রতারিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ছলনার শিকার হয়েছে এমন। 'শকুন্তলার ক্রোধ প্রত্যেক প্রতারিতা সতীরই ক্রোধ।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

প্রতি [স] ১ *অব্য* উপর। 'তবেঁ কেহ্নে রতি প্রতি এত বড় মন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *অব্য* প্রত্যেক। 'প্রতি অঙ্গে অনসনে ইসত মুদিত।' *মালাধর*, ১৫০০; 'প্রতি বাড়ি কূপের সঞ্চয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'প্রতি মাসা।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *অব্য* উদ্দেশ্যে। 'কেহো মাগে গুরু প্রতি কেহো পুত্র প্রতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রতি ডুবে কি শালুক উঠে – সব উদ্যোগেই সফলতা আসে না। *সুবল*, ১৯০৬।

প্রতিঅঙ্গ [স প্রতি-অঙ্গ] *বি* প্রত্যঙ্গ। 'ব্রহ্মা আদি দেব তার অঙ্গ প্রতিঅঙ্গ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রতিঅর্পণ [স প্রতি-অর্পণ] *বি* ফেরত দান। 'তাঁহাকে প্রতিঅর্পণ করিয়া বলিবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

প্রতি-আক্রমণ [স] *বি* পাল্টা আক্রমণ। 'অসম সাহসে তাদের প্রতি-আক্রমণ করলে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

প্রতিআশ [স প্রতি-আশা] *বি* প্রত্যাশা। 'আইলু মুঞিঁ বড় প্রতিআশে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

প্রতিআসে [স প্রতি-আশা>] *ক্রিবিণ* প্রত্যাশা ক'রে। 'খুড়া আইলাঙ প্রতিআসে বসিতে তোমার দেশে আগেতে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রতিঋণ [স] *বি* উত্তমর্ণকে ঋণ দেওয়া। 'ঋণ-প্রতিঋণের আবর্তন আলোড়নে সমস্ত এসিয়া জুড়ে নবনবোন্মেষশালী একটি আর্টের যুগ এসেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

প্রতিকথা [স] *বি* প্রত্যেকটি কথা। 'তার প্রতিকথায় আত্মা স্পন্দিত হয়ে ওঠে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রতিকার [স] ১ *বি* প্রতিবিধান। 'আর যত বুইল রাধা গরল বচনে তার প্রতিকার যবেঁ না কর আপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* নিস্তার। 'মিথ্যাবাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* প্রতিশোধ। 'ঘোড়ার দাপটে কেহ পায় প্রতিকার।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *বি* ব্যবহার। 'অলঙ্কার প্রতিকার যাহারা সেকেলে তাহারা বাঙ্গালীতর।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৫ *বি* উপহার। 'যদি আমি অলঙ্কার প্রতিকার না পাই তবে তোমারি কলঙ্ক হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রতিকারক [স] *বিণ* প্রতিকারকারী। 'গবর্ণমেন্টের এই নিয়মের প্রতিকারক অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

প্রতিকারকল্পে [স] *ক্রিবিণ* প্রতিকারের উদ্দেশ্যে। 'শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারকল্পে ... কতকগুলি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

প্রতিকার-চেষ্টা *বি* প্রতিকারের চেষ্টা। 'প্রতিকার-চেষ্টা আমাদের প্রধান কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রতিকারস্পৃহা [স] *বি* প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা। 'সাংসারিক প্রতিকারস্পৃহার আশ্রয়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

প্রতিকারহীন [স] *বিণ* প্রতিবিধান করা যায় না এমন। 'কেবল ভাষাহীন প্রতিকারহীন বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রতিকারী [স] *বিণ* প্রতিবিধান করতে হবে এমন। 'ক্ষেত্রনিরপেক্ষ প্রমা প্রতিকারী প্রমাদের গুণে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

প্রতিকাশ [স] *বি* সদৃশ। 'দেখা মানুষ দেখা জীবে ভাবভঙ্গি মিলিত হয়ে দিলে একটি ভাবের প্রতিকাশ।' *অবন*, ১৯২৫।

প্রতিকূল [স] ১ *বিণ* বিপরীত। 'ফল যোগে হবে প্রতিকূল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* বিরোধী। 'পিতা শত্রু হইতেও অধিক প্রতিকূল হইয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এমন। 'আমরা ... চিরকালই প্রতিকূল ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৪ *বি* বিপক্ষ। 'মুসলমানদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার নিমিত্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৫ *বিণ* সহায়তা করে না এমন। 'প্রতিকূল অবস্থায় তাহা খুব অল্পলোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বিণ* নিন্দাপূর্ণ। 'সাহিত্যে প্রতিকূল সমালোচনা কি ভালো?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ৭ *বিণ* উজান। 'ভয় নাই যার কী করিবে তার এই প্রতিকূল স্রোতে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রতিকূলতা [স] *বি* বিরুদ্ধতা। 'দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত, অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে, সমস্ত অর্ণবপোত জলমগ্ন হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রতিকূলতাচরণ [স প্রতিকূলতা-আচরণ] *বি* বিরুদ্ধাচরণ। 'হিন্দু-মনোবৃত্তির প্রতিকূলতাচরণ হিন্দু সহ্য করিবে না।' *শিখা*, ১৯৩২।

প্রতিকূলা [স প্রতিকূল>] *বিণ* বিরোধী। 'তেজশ্চন্দ্র বহাদরের প্রতিকূলা হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

প্রতিকূলাচার [স প্রতিকূল-আচার] *বি* বিরুদ্ধ আচরণ। 'দারুণ বিধাতা যাকে প্রতিকূলাচারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রতিকূলাচারী [স প্রতিকূল-আচারী] ১ *বিণ* বিঘ্নকারী। 'প্রতিকূলাচারী চৈতন্যেরও কল্পনা করিতে পার।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বিণ* বিরুদ্ধাচারী। 'না তোমায় বাসি ভালো, না তোমার প্রতিকূলাচারী।' *শক্তি*, ১৯৬১।

প্রতিকূল্য [স] *বি* বৈপরীত্য। 'আপন কপালের প্রতিকূল্য হইতে অসাবধান হইয়া পড়ি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

প্রতিকৃতি [স] *বি* প্রতিমূর্তি; ছবি। 'কোমল পাতলা পর্দার উপর সেই বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আবির্ভূত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

প্রতিক্রিয়া [স] *বি* ক্রিয়ার পরিণাম; কোনো ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট ভাব। 'ইহাদিগের প্রতি গুরুতর অত্যাচার ... হইলেও ইহারা কোন প্রতিক্রিয়া করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

প্রতিক্রিয়াজ [স] *বিণ* প্রতিক্রিয়াজাত। 'তাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াজ যে মনোজীবন।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

প্রতিক্রিয়াশীল [স] *বিণ* প্রগতিবিরুদ্ধ। 'এসব কথা প্রতিক্রিয়াশীল হক মন্ত্রীমণ্ডলের ছাফাই।' *আজাদ*, ১৯৪০; 'পার্টিশন আন্দোলনের

ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল ... রূপ।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

প্রতিক্রিয়াশীলতা [স] *বি* প্রগতিবিরুদ্ধতা। 'সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা বিশেষভাবে হলো চিহ্নিত।' *উমর*, ১৯৬৬।

প্রতিক্ষ [স প্রত্যক্ষ] *বিণ* সরাসরি; স্পষ্ট। 'প্রতিক্ষে সভার ঘর দেখে গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রতিক্ষণ [স] *ক্রিবিণ* প্রতিমুহূর্তে; সর্বদা। 'আমরা যে তাঁহারই অনুগামী তাহা প্রতিক্ষণ প্রতিকার্য্যে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রতিক্ষিপ্ত [স] *বিণ* প্রতিফলিত। 'কোন বস্তুর উপরে পতিত আলোক প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া ... উক্ত বস্তুর একটি প্রতিরূপ উৎপাদন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রতিগত [স] *বিণ* প্রত্যাগত। 'তাহারা গৃহে প্রতিগত না হওয়াতে ... চিন্তিত হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রতিগমন [স] *বি* প্রত্যাবর্তন। **প্রতিগমন করা** *ক্রি* ফিরে যাওয়া। 'এইরূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়া, বিদায় লইয়া, সন্ন্যাসী স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রতিগামী [স] *বি* প্রতিনিধি। 'প্রতিগামী কহিলেক রাজার গোচর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রতিগম্য [স] *বিণ* ধারণা করা যায় এমন। 'সে যে কথা বলতে চায় এখনও তার কোনো প্রতিগম্য ভাষা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রতিগ্রহ [স] *বি* দান গ্রহণ। 'প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রতিগ্রহণ [স] *বি* দত্ত বস্তু পুনর্গ্রহণ। 'আমার নিজসম্পত্তি প্রতিগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র আমারে বিস্তর অনুরোধ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রতিঘ-অন্ধ [স] *বিণ* ক্রোধে অন্ধ। 'দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুরঙ্গরূপী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রতিঘাত [স] **১** *বি* আঘাতের বদলে আঘাত দেওয়া। 'কর্মকারকেরা যখন নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ঘা মারে, তখন নেহাইও ফিরে সেই হাতুড়িকে প্রতিঘাত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* প্রতিধ্বনি। 'কর্ণকুহরে, পটহের মত যে অতি পাতলা একখণ্ড চর্ম, তাহাতেই ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৩** *বিণ* সংঘর্ষ। 'পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রতিঘাতক্ষম [স] *বিণ* প্রত্যাঘাত করতে সক্ষম। 'বঙ্গীয় প্রজাগণ প্রতিঘাতক্ষম।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

প্রতিঘাতী [স] *বিণ* বিনাশক। 'প্রতিঘাতী অথচ এক নিয়মের শাসনাধীন বলিয়াই বিচিত্র সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'অন্তর শক্ত ও প্রতিঘাতী করে তুলতে হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

প্রতিচাল [স প্রতি+স চালি] *বি* প্রত্যেক ছাউনি বা আচ্ছাদন। 'প্রতিচালে মুকুতার ঝারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রতিচ্ছায়া [স] *বি* প্রতিবিম্ব। 'তার সঠিক রূপটির প্রতিচ্ছায়া।' *অবন*, ১৯২৫।

প্রতিজন [স] *বি* প্রত্যেক ব্যক্তি। 'প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'প্রতিজন এক২ হাজার টাকা করিয়া দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

প্রতিজিঘাংসা [স] *বি* প্রতিহিংসার ইচ্ছা। 'এই শিখ ইতিহাস একদিন প্রতিজিঘাংসা অথবা অন্য কোনো সংকীর্ণ অভিপ্রায়ের আকর্ষণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রতিজ্ঞা [স] **১** *বি* শপথ। 'সঙ্কর্পে তোরে কহিলোঁ আল হের প্রতিজ্ঞা করিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সংকল্প। 'অবিচারে জন্মেজয় প্রতিজ্ঞা করিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রতিজ্ঞাত [স] *বিণ* অঙ্গীকৃত। 'দেশের উপকারজনক বিষয় প্রতিজ্ঞাত ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'সভার প্রতিজ্ঞাত মহৎকার্য্যে ... একবাক্যতাকে গ্রহণ করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

প্রতিজ্ঞাদুর্গ [স] *বি* দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; প্রতিজ্ঞারূপ দুর্গ। 'তোমার গুরুতর আঘাত সহ্য করিয়াও উষা দেবীর প্রতিজ্ঞাদুর্গ ভূমিসাৎ হয় নাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রতিজ্ঞানুসারে [স] *ক্রিবিণ* অঙ্গীকার অনুসারে। 'পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ভিন্ন প্রদেশে পুস্তক প্রেরণের মাসুল গ্রহণ করা যাইবে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

প্রতিজ্ঞাপত্র [স] *বি* অঙ্গীকারনামা। 'এইমত প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দস্তখত করিবেন।' *ডানকান*, ১৭৯৪।

প্রতিজ্ঞাপাশ [স] *বি* অঙ্গীকারের বন্ধন। 'মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ [স] *বিণ* অঙ্গীকৃত। 'তাঁহার পুত্র উভয়ে, মধুমালতীপ্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রতিজ্ঞাবাণী [স] *বি* শপথ। 'গেল সাধু রাজধানী করিল প্রতিজ্ঞাবাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ [স] *বি* প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করা। 'ক্ষত্রিয়েরা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ অতি লঘু ও সহজ জ্ঞান করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রতিজ্ঞারূঢ় [স] *বিণ* প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'কীর্তি সংস্থাপন উদ্দেশে ... প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রতিজ্ঞাশীল [স] *বিণ* দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'জর্মানেরা বিজ্ঞ, প্রতিজ্ঞাশীল, এবং বিদ্বান।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

প্রতিজ্ঞাসূত্র [স] *বি* শপথের বন্ধন। 'প্রতিজ্ঞাসূত্রদ্বারা জমীদারপদে কৃষকের গলবন্ধন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

প্রতিজ্ঞাস্তব্ধ [স] *বিণ* নির্বাক সংকল্পে অবিচল। 'কঠিন প্রতিজ্ঞাস্তব্ধ আমাদের দৃপ্ত কারখানায়/ প্রত্যেক নির্বাক যন্ত্র প্রতিরোধ সংকল্প জানায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

প্রতিজ্ঞেয় [স] *বিণ* প্রতিজ্ঞা করা উচিত এমন। 'যাহা কর্তব্য ও প্রতিজ্ঞেয়, তাহা অবশ্য করা।' *প্যারী*, ১৮৬০।

প্রতিঝংকৃত [স] *বিণ* পাল্টা ঝংকারবিশিষ্ট। 'সেটা আমাদের হৃদয়ের তারে তখনই প্রতিঝংকৃত হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রতিতুলনা [স] *বি* পাল্টা দৃষ্টান্ত। 'এই বালক কবির ভদ্রতা প্রতিতুলনারূপে মনে করার মতো।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

প্রতিদান [স] *বি* দানের বদলে দান। 'তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

প্রতিদিন [স] *ক্রিবিণ* রোজ। 'প্রতিদিন নিশাভাগে কররে কীর্ত্তন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রতিদিনকার [স] *বিণ* প্রতিদিনের। 'এ আমার প্রতিদিনকার নতুন নেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রতিদিবস [স] *ক্রিবিণ* প্রত্যেক দিন; রোজ। 'প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিবস চারি তঙ্কা বেতন পাইবেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

প্রতিদ্বন্দ্ব [স] *বি* তর্কবিতর্ক। 'মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্ব চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রতিদ্বন্দ্বি [স প্রতিদ্বন্দ্বী] *বিণ* প্রতিপক্ষ। 'অভাগিআ তোমার হয়্যাছে প্রতিদ্বন্দ্বি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা [স] *বি* প্রতিযোগিতা। 'পরিণাম অবশ্যই বিষময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩; কার্যক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক [স] *বিণ* প্রতিযোগিতাপূর্ণ। 'প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে।' *বেগম*, ১৯৬০।

প্রতিদ্বন্দ্বী [স] *বিণ* প্রতিযোগী। 'তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী পার্থীয়ার আক্রমণ হইতে উহাকে রক্ষা করিয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'তিনি ... স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রতিদ্বন্দ্বীহীন [স] *বিণ* প্রতিযোগী নেই এমন। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠেছে প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন মহাশক্তি।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রতিধ্বনি [স] **১** *বি* কোনো ধ্বনি কোনো কিছুতে বাধা পেলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, সেই ধ্বনি। 'স্থাবরে শব্দ লাগে প্রতিধ্বনি হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **২** *বি* প্রতিরূপ। 'অতুল রূপের প্রতিধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রতিধ্বনিত [স] *বিণ* প্রতিধ্বনি দ্বারা অনুরণিত। 'দুর্ভাগা হিন্দুদিগের ক্রন্দন-ধ্বনি আমার কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রতিধ্বনিময় [স] *বিণ* প্রতিধ্বনিপূর্ণ। 'সমুদ্রের প্রতিধ্বনিময় এক আঁকাবাঁকা গুহার আঁধারে।' *জীবন*, ১৯৩০।

প্রতিনমস্কার [স] *বি* নমস্কারের উত্তরে করা নমস্কার। 'ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রতিনিত [স প্রতিনিয়ত] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'পুত্র তুল্য প্রজাপালে সর্ব প্রতিনিত।' *সুলতান*, ১৭০০। *দ্র* **প্রতিনিয়ত**

প্রতিনিতি [স প্রতিনিয়ত] *ক্রিবিণ* প্রতিনিয়ত। 'নৃত্যগীত প্রতিনিতি রঙ্গ কুতুহল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রতিনিধি [স] **১** *বি* মুখপাত্র। 'তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রতিনায়ক। 'প্রেমবিলাসক অন্য কোন নায়ক লইয়া সেই প্রতিনিধির দ্বারা বাবু গুণনিধির ভার লাঘব করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* স্থান-অধিকারী। 'জননীর প্রতিনিধি কর্মভারে-অবনত অতি ছোটো দিদি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৪** *বি* নির্বাচিত স্বার্থরক্ষাকারী। 'আমরা সাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি নহি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রতিনিধিত্ব [স] **১** *বি* তুলে ধরার কাজ। 'এক-একজন প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন অধিকার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **২** *বি* প্রতিনিধি হওয়ার অবস্থা। 'হিন্দু প্রতিনিধিত্বের সংখ্যালঘুত্ব ঘটিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৪০। **৩** *বি* প্রতিনিধির কাজ বা কার্যফল। 'শিক্ষা বোর্ডে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা ...।' *সওগাত*, ১৯৪০। **৪** *বি* সব শ্রেণীর নেতৃত্ব। 'মহিলা সমিতি মহিলা সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক নয়।' *বেগম*, ১৯৫২।

প্রতিনিধিত্বমূলক [স] *বিণ* প্রতিনিধির কাজ করে এমন। 'কংগ্রেস ও মোছলেম লীগই যে যথাক্রমে ভারতের হিন্দু ও মুছলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান।' *আজাদ*, ১৯৪১।

প্রতিনিধিত্বহীন [স] *বিণ* প্রতিনিধিত্ব নেই এমন। 'প্রতিনিধিত্বহীন কেন্দ্রীয় পরিষদ ভেঙে দেবার দাবী জানান।' *বেগম*, ১৯৫৪।

প্রতিনিধি দল [স] *বি* মুখপাত্র ব্যক্তিবর্গ। 'মহিলাদের একটি প্রতিনিধি দল।' *বেগম*, ১৯৭২।

প্রতিনিধিবর্গ [স] *বি* প্রতিনিধিবৃন্দ। 'ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট জননায়ক এবং প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

প্রতিনিধিসভা [স] *বি* প্রতিনিধিদের সমিতি। 'একটি বিশ্ববঙ্গ-প্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রতিনিধিস্বরূপ [স] *বিণ* অনুরূপ। 'এই পুষ্করিণীকে পুণ্য স্রোতস্বিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান ক'রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রতিনিধিস্থানীয় [স] *বিণ* প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন; নেতৃস্থানীয়। 'দুটো প্রধান ও প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

প্রতিনিনাদ [স] *বি* প্রতিধ্বনি। 'সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিনাদ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

প্রতিনিবৃত্ত [স] *বিণ* পুনরাগত। 'অধ্যাপক মহাশয় স্বীয় আবাসগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রতিনিবৃত্তি [স] *বি* বিরত থাকা। 'মাজিস্ট্রেট সাহেব এইরূপ দুরবস্থায় হইতে প্রতিনিবৃত্তি জন্য ... উপদেশ দিলেন ও অনুনয় বিনয় করিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

প্রতিনিয়ত [স] *ক্রিবিণ* সবসময়। 'ছাপা হইয়া প্রতিনিয়ত প্রকাশ পায়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'প্রতিনিয়তই অনুভব করে।' *জীবন*, ১৯৪০।

প্রতিন্যাস [স] *বি* মন্তব্য। 'স্টোইক দর্শনের প্রতি এলিয়ট-এর প্রতিন্যাস আমার কাছে কিছুটা অতিসরলীকৃত ঠেকে।' *শিব*, ১৯৬০।

প্রতিপ [স প্রতীপ] *বিণ* প্রতিকূল। 'ত্রৈলক্যে প্রতিপ তার প্রতাপ প্রচণ্ড।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রতিপক্ষ [স] **১** *বি* বিরুদ্ধ পক্ষ। 'দূর্বামুষ্টি হস্তে করিয়া প্রতিপক্ষকে বলিতে লাগিলেন, খা, খা, তুই গরু, খা এই ঘাস খা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* প্রতিকূল। 'বন্দ্যোর পক্ষে ও আপনার প্রতিপক্ষে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রতিপক্ষশূন্য [স] *বিণ* প্রতিযোগী নেই এমন। 'প্রতিপক্ষশূন্য হইয়া ভারত-বাণিজ্য স্বহস্তে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রতিপক্ষীয় [স] *বিণ* বিরোধী দলীয়। 'লীগের চাইতে লীগের প্রতিপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

প্রতিপৎ [স প্রতিপদ] *বি* শুক্লপক্ষের বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি। 'অষ্টমী ত্রয়োদশী প্রতিপৎ আর অমাবস্যা পূর্ণিমা এই কয়েক অস্বাধ্যায় দিনে পাঠ নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৪। *দ্র* **প্রতিপদ**

প্রতিপত্তি [স] **১** *বি* ক্ষমতা। 'ইহা গর্দভ অনুরাগ ও প্রতিপত্তি ভ্রম করিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* প্রভাব। 'তাদৃশ প্রতিপত্তি জন্মাইলেন।' *কেরি*, ১৮১২। **৩** *বি* প্রতিষ্ঠা। 'আপনার বিদ্যার প্রাচুর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন তবেই তাঁহার প্রতিপত্তি হয়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

প্রতিপত্তিশালী [স] *বিণ* ক্ষমতাবান। 'এই অতিধনী বৈশ্য শ্রেণীটি যে ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিপত্তিশালী হবে এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই।' *সবুজ*, ১৯২০; 'প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় শরীফ।' *শওকত*, ১৯৪৬।

প্রতিপদ [স] *বি* পূর্ণিমার অথবা অমাবস্যার পরবর্তী বা প্রথম তিথি। *ওর্সী*, ১৭৮২; 'প্রতিপদ হল আজি, জাগাও দেখি চণ্ডীরে বসায়ে বোধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

প্রতিপন্ন [স] *বিণ* যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। 'আধুনিক রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন উপায়কে অবশিষ্ট রাখেন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'বিক্তর ২ সওগাত দিয়া সিংহ রাজার নিকট প্রতিপন্ন হইলেন।'

রামরাম, ১৮০১।

প্রতিপন্ন করা *ক্রি* যুক্তি দিয়ে অবধারিত প্রমাণ করা। 'যাহা প্রমাণ করা যায় তাহা প্রতিপন্ন করা সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রতিপাদ [স] *বিণ* প্রতিপাদনের যোগ্য। 'এই সত্য প্রতিপাদ করিয়াছিলেন যে ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

প্রতিপাদক [স] ১ *বি* প্রমাণকারী। 'এই স্থির করিয়া মোক্ষপ্রতিপাদক শুদ্ধধর্মের বীজরূপ আত্মজ্ঞানের আরোপণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* প্রতিপাদনকারী। *সেবধি*, ১৮৩৯। ৩ *বিণ* নির্ণায়ক। 'জ্যোতির্গণের গতিবিধি পরিমাণাদি প্রতিপাদক বিদ্যাকে পণ্ডিতেরা জ্যোতির্বিদ্যা বা জ্যোতিশ্শাস্ত্র নামে ব্যক্ত করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৪ *বিণ* নিরূপক। 'পহ্লব বা পহ্লব পূর্ব্বতন পৃথ্বী ভাষী পারসীক জাতির প্রতিপাদক হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'প্রাগুক্ত কার্য্যসকল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের যথার্থ সুখ প্রতিপাদক কি না।' *প্রভাকর*, ১৮৫০।

প্রতিপাদন [স] *বি* মীমাংসা। 'ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তে অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রতিপাদনমূলক [স] *বিণ* সমাধানমূলক। 'সামাজিক সমস্যা প্রতিপাদনমূলক গদ্য রচনায় ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

প্রতিপাদিত [স] *বিণ* নিরূপিত। 'একতা প্রতিপাদিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রতিপাদিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অর্পিত। 'ভাগ্যগুণে সৎ পাত্রে প্রতিপাদিতা ও সৎ পরিবারে প্রতিষ্ঠিতা।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

প্রতিপাদ্য [স] ১ *বিণ* প্রতিপাদনের বিষয়ীভূত। 'গীতবাদ্য প্রতিপাদ্য করণ নিষ্প্রয়োজন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* নিরূপিত। 'স্ত্রীর নামেও ঐ আখ্যাতে প্রতিপাদ্য হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৩ *বি* আলোচ্য বিষয়। 'এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্যহেতু দোষকথন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রতিপালক [স] *বি* ভরণ-পোষণকারী; খাদ্যের জোগানদাতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কৃষকরাই আমাদিগের প্রতিপালক।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

প্রতিপালন [স] ১ *বি* লালনপালন। 'ছাওয়ালের প্রতিপালন করিবেক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'তাহাদের প্রতিপালনও তোমার আবশ্যক।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* রক্ষণাবেক্ষণ। 'আপনি দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্ম প্রতিপালনচেষ্টক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ৩ *বি* পালন। 'কেবলমাত্র অনুগত প্রতিপালন এবং পৌরুষ রাজদ্বারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'আদেশ প্রতিপালন করিলাম।' *মানিক*, ১৯৩৮।

প্রতিপালনচেষ্টক [স] *বিণ* রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়াসী। 'আপনি দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্ম প্রতিপালনচেষ্টক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

প্রতিপালিত [স] ১ *বিণ* লালিত-পালিত। 'চোর পরদ্রব্যাপহরণদ্বারা প্রতিপালিত হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বিণ* আদেশ পালন করা হয়েছে এমন। 'যে যে প্রকার আদেশ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই প্রতিপালিত হইয়াছে।' *মন্মথরক*, ১৮৮৫; 'আশ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোনোপ্রকার অযত্ন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বিণ* উদ্‌যাপিত। 'মহাসমারোহে নবীদিবস প্রতিপালিত হয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

প্রতিপালিতা [স] *বিণ স্ত্রী* লালন পালন করা হয়েছে এমন। 'উপাগা রজকীয় গৃহে প্রতিপালিতা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

প্রতিপাল্য [স] *বিণ* পালন করতে হয় এমন। 'যাহা বলিবেন তাহাই আমাদের প্রতিপাল্য।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

প্রতিপোষক [স] *বিণ* সাহায্যকারী। 'পাঠশালার সংস্থাপক ও প্রতিপোষক শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ রায় চৌধুরী।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

প্রতিপোষকতা [স] *বি* পৃষ্ঠপোষকতা। 'গবর্ণমেন্ট যে বিদ্যালয়ের প্রতি অত্যন্ত প্রতিপোষকতা করিতেছেন ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪; 'গবর্ণমেন্ট ... এমত কর্ম্মের প্রতিপোষকতা করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

প্রতিপোষণ [স] *বি* পৃষ্ঠপোষকতা। 'এই ভাগ্যঅংশু উদয় হল নবরাজ মজলিসের প্রতিপোষণে।' *হাই*, ১৯৫৪।

প্রতিপোষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সহায়তাকারী; পৃষ্ঠপোষক। 'সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে অধিক প্রতিপোষিণী ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

প্রতিপ্রয়াণ [স] *বি* ফিরে যাওয়া। 'তাহারা শিবিরভঙ্গ করিয়া প্রতিপ্রয়াণের উদ্‌যোগ করিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রতিপ্রাণ [স] *বি* অনুরূপ প্রাণ। 'ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

প্রতিপ্রাপকতা [স] *বি* ফিরে পাওয়ার যোগ্যতা। 'প্রতিপ্রাপকতা নাম্নী শব্দ নিয়ে করে না তোলপাড় এইসব লেখকেরা।' *শক্তি*, ১৯৭০।

প্রতিপ্রেরিত [স] *বিণ* ফেরত পাঠানো হয়েছে এমন। 'পাঠসমাপ্তির পর, সেই সকল পুস্তক করণ্ডকমধ্যগত করিয়া প্রতিপ্রেরিত হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

প্রতিফল [স] ১ *বি* দুষ্কর্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তি। 'স্বামী আইলে পাবে প্রতিফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পারিশ্রমিক। 'নজর ও প্রতিফল আপনি দস্তুর নীত মতে লইবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৫। ৩ *বি* পরিণাম। 'পূর্ব্বের আলস্যের এই প্রতিফল পাইতেছ।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বি* কর্মফল। 'তাহার অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'সূর্য্যমুখীর প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ৫ *বি* জবাব। 'এবারে তাহার প্রতিফল দিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রতিফলিত [স] ১ *বিণ* প্রতিবিম্বিত। 'জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'স্ফাটিক্য গুণে সেই কিরণ সহস্র বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ২ *বিণ* পরিস্ফুটিত। 'তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। *বিণ* পতিত। 'সমস্ত আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া একটি মাত্র কোমল সুকুমার মুখের উপর প্রতিফলিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বিণ* অনুসৃত। 'সে প্রেম প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত জগৎ চরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

প্রতিবচন [স] *বি* কথার উত্তর। 'তোমরা তখন ভাববে খালি কলম ক'রে ব'সে ব'সে/ প্রতিবাদের প্রতিবচন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

প্রতিবদ্ধ [স] *বিণ* আটকানো হয়েছে এমন। 'কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তস্থীয় নির্ম্মল বায়ু অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহশ্রেণী দ্বারা প্রতিবদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

প্রতিবন্ধ [স] *বি* বাধা। 'তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধ মোচন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'জেন্তিলের কেবল বিদ্যাশিক্ষারই প্রতিবন্ধ উপস্থাপিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

প্রতিবন্ধক [স] ১ *বি* অন্তরায়। 'জৈতুন বৃক্ষ তাহার গর্ব্বের প্রতিবন্ধক হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* সমস্যা। 'মিস কেস্টলের দাতব্যতায় ইহার সমুদয় প্রতিবন্ধক মোচন হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৩ *বি* বাধা। 'হিন্দুদিগের সুখসভ্যতা লাভের ... প্রতিবন্ধক আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বি* প্রতিকূলতা। 'শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিবন্ধক মোল্লা সমাজ।' *সওগাত*, ১৯২৯।

প্রতিবন্ধকতা [স] *বি* বাধা। 'তদ্বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলেন।'

দর্পণ, ১৮৩৩।

প্রতিবর্ষ [স] *ক্রিবিণ* প্রত্যেক বছর। 'প্রতিবর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রতিবাক্য [স] **১** *বি* প্রত্যেক কথা। 'প্রতিবাক্যেতেই তাঁহাদের সে বাসনা সুসিদ্ধ করিতে থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বি* অনূদিত বাক্য। 'থ্যাঙ্ক য়ু'র প্রতিবাক্য আমরা বাংলায় ব্যবহার করি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রতিবাত [স] *বি* বায়ুপ্রবাহের বিপরীত দিক। 'প্রতিবাতে দুর্নিবার পতাকার প্রাগলভ্য কেবল মুখরিত করে নভস্তল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রতিবাদ [স] **১** *বি* বিরুদ্ধাচরণ; বিরোধিতা। 'তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন।' *রামমোহন*, ১৮১৬। **২** *বি* বাধা। 'আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রতিবাদক [স] *বি* প্রতিবাদকারী। 'প্রতিবাদক সমস্ত প্রবন্ধের সহিত ভাব না মিলাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রতিবাদধ্বনি [স] *বি* প্রতিবাদী বক্তব্য। 'এই সংশোধনী আইনের তীব্র প্রতিবাদধ্বনি উঠিয়াছে।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

প্রতিবাদপত্র [স] *বি* প্রতিবাদ জানিয়ে লেখা পত্র। 'প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিবাদপত্র দিয়েছেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

প্রতিবাদমুখর [স] *বিণ* প্রতিবাদের ধ্বনিতে সরগরম। 'সমগ্র প্রদেশ তখন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

প্রতিবাদমূলক [স] *বিণ* প্রতিবাদ জ্ঞাপক। 'প্রতিবাদমূলক রেজলিউশন পাশ করিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

প্রতিবাদযোগ্য [স] *বিণ* প্রতিবাদ করার উপযুক্ত। 'উল্লেখযোগ্য অথবা প্রতিবাদযোগ্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এ ধরনের ব্যবহার যে প্রতিবাদযোগ্য।' *বিভূতি*, ১৯৩৯।

প্রতিবাদি [স প্রতিবাদী] *বিণ* প্রতিবাদকারী। 'কোন বিষয় বাদি প্রতিবাদি মুখেতে পুনঃপুন বিবেচিত হইলে তাহা সুদৃঢ় হয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

প্রতিবাদী [স] **১** *বি* প্রতিপক্ষ। 'তাহাতে বাদী প্রতিবাদী কর্ম্ম করে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* প্রতিবাদ করে এমন। 'সহমরণের বিষয়ে কেহ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বিণ* বিবাদী; আসামি। 'প্রাড়্‌বিবাক, বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে পরস্পর সম্মুখবর্তী করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৪** *বি* বিরোধিতাকারী ব্যক্তি। 'ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয় অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদীদের করণীয় বিশেষ কিছু ছিল না।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০। **৫** *বিণ* প্রতিদ্বন্দ্বী। 'গণিতশাস্ত্রে তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া বসিয়া আছে সেটা খেয়াল করেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

প্রতিবাধক [স] *বি* ব্যাঘাতকারক। 'ব্রাহ্মণের জপ ও সন্ধ্যা বিষয়ে অত্যন্ত প্রতিবাধক রূপে করিতে দেয় না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

প্রতিবার [স প্রতি+ফা বার] *ক্রিবিণ* প্রত্যেক বার। 'দুই জন অধ্যক্ষকে প্রতিবারে বক্তৃতাকরণ প্রয়োজন করিবেক।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

প্রতিবাসর [স] *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'হএ নাটগীতে দেখি ঘর ভিতে মঙ্গল প্রতিবাসরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রতিবাসরিক [স] *বিণ* প্রতিদিনের। 'অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশপর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিরত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

প্রতিবাসি [স প্রতিবেশী] *বি* পড়শি। 'পাড়া প্রতিবাসি সকলকে প্রতক্ষে জিজ্ঞাসা করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। *দ্র* **প্রতিবেশী**

প্রতিবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রতিবেশী। 'প্রতিবাসিনী কেহ অন্য ছাত হইতে বিবিকে দেখিয়া কোন কথা কহিলে চোটপাট দেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রতিবাসী [স] *বি* প্রতিবেশী; পড়শি। 'এই ঠাহর করিয়া গেল যে কোন প্রতিবাসীকে ডাকিব।' *তারিণী*, ১৮০৩।

প্রতিবিধিৎসিতে [স] *ক্রিবিণ* প্রতিকার করার ইচ্ছায়। 'সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে মৃত্যু তার ...।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রতিবিধান [স] **১** *বি* প্রতিকার। 'ত্বরায় তাহার প্রতিবিধান করিতেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* দমন। 'আমরা কি সেই বিরোধীর প্রতিবিধান করিব না?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

প্রতিবিধিৎসা [স] *বি* প্রতিবিধানের ইচ্ছা। 'পরমেশ্বর আমারদিগকে প্রতিবিধিৎসা, অর্থাৎ প্রতিবিধানের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রতিবিপ্লবী [স] *বিণ* বিপ্লববিরোধী। 'ইটালীর প্রতিবিপ্লবী পক্ষকে সম্মুখ রেখে, ত্রাতারা তারণে নামে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

প্রতিবিম্ব [স] **১** *বি* প্রতিচ্ছায়া। 'নিজ প্রতিবিম্ব নেহার।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* নমুনা। 'সুধাসিন্ধু নামক এতদ্দেশীয় এক নূতন সম্বাদপত্রের এক প্রতিবিম্ব আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৩** *বি* প্রতিফলন। 'মহাত্মারঅগ্রহেও যে সেই বোধের একটি অপূর্ব্ব প্রতিবিম্ব পড়িবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **৪** *বি* নকল। 'প্রতিবিম্ব নিয়েই তোমার জীবন কাটবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্রতিবিম্বন [স] *বি* প্রতিফলন। 'একটি যন্ত্রের প্রতিরূপ-প্রতিবিম্বন আস্তরণোপরি চত্বারিংশৎ-কোটি পরিমাণ নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতিরূপ অঙ্কিত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রতিবিম্বিত [স] **১** *বিণ* প্রকাশিত। 'আপন২ সম্বাদ পত্রে প্রতিবিম্বিত করিয়া চিরবাধিত করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বিণ* প্রতিফলিত; প্রতিবিম্ব পড়েছে এমন। 'কৌশলবিশেষ দ্বারা উক্ত প্রতিবিম্বিত প্রতিরূপকে বিশেষ আস্তরণের উপরে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রতিবৃত্তিক্রিয়া [স] *বি* প্রতিবর্তী ক্রিয়া; স্নায়ুর উপর কোনো ক্রিয়ার ফলে সংঘটিত ইচ্ছানিরপেক্ষ ক্রিয়া, যেমন কাঁপুনি, হাঁচি ইত্যাদি। 'সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতিবৃত্তিক্রিয়া, যাহাকে ইংরেজিতে বলে রিফ্লেক্স অ্যাকশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রতিবেদক *বি* রিপোর্টার; জ্ঞাত করায় যে। 'প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক – যেমন করেই ব্যবহার করো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রতিবেদন [স] **১** *বি* রিপোর্ট; জ্ঞাত। 'কোনো কোনো জিলায় আমন ধান শুকাইতেছে বলিয়া প্রতিবেদন করা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বি* বিবরণ। 'অধিবেশনের প্রতিবেদন আম্রফলকে খোদাই করে রেখেছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

প্রতিবেদিত *বিণ* জ্ঞাত করা হয়েছে এমন। 'প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক – যেমন করেই ব্যবহার করো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রতিবেশ [স] **১** *বি* পারিপার্শ্বিক এলাকা। 'চারিদিকের প্রতিবেশ হইতে গ্রামবাসীরা তাহাদের পণ্য দ্রব্য লইয়া ভীড় করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বি* পারিপার্শ্বিক অবস্থা। 'পারিবারিক ঐতিহ্য-প্রতিবেশে হিতাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শ উপেক্ষা করে ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

প্রতিবেশী, প্রতিবেশি [স, সমাসবদ্ধতায় পদান্তে ই-কার] *বি* পড়শি।

'আপন বলবান প্রতিবেশী জৈতুন।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'তাহারা ... পরিবারবর্গের মধ্যগত ও প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

প্রতিবেশিত্ব [স] *বি* পাশাপাশি বসবাস। 'সাত শত বৎসরের প্রতিবেশিত্বের পরও কি কয়েকটি ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

প্রতিবেশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পড়শি। 'তাঁহার প্রতিবেশিনী অলিন্দানাম্নী এক কামিনী।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রতিবোধ [স] *বি* উপলব্ধি; জ্ঞান। **প্রতিবোধবিদিত** [স] *বিণ* উপলব্ধিজাত। 'প্রত্যেক শোনার বোধে যে একমাত্র পরম শোনার সত্য বিদিত সেই প্রতিবোধবিদিত এক সত্যই শোত্রস্য শোত্রং।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রতিভা [স] **১** *বি* প্রজ্ঞা। 'তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্যপ্রতিভায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অসাধারণ সৃজনীশক্তি। 'প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থকার উদিত হইবার ভরসা কোথায়?' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বি* সহজাত সৃজনী শক্তি। 'গানের প্রতিভা অল্প লোকেরই আছে, এই জন্যই অনেকেই গান গাহিতে পারেন না, রাগ-রাগিণী গাহিতে পরেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৩** *বি* জ্ঞান। 'ইহাদের বড়োমানুষী করিবার প্রতিভা নাই। ইহারা ঘরে ছবি টাঙায় পরকে দেখাইবার জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বি* উদ্ভাবনী শক্তি। 'অ্যালফ্রেডের যে অসাধারণ প্রতিভা বা উদ্ভাবনী শক্তি ছিল তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৫** *বি* নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি। 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিকেই প্রতিভা বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রতিভা-উদ্ভূত *বিণ* সহজাত সৃজনশীলতা থেকে জন্ম-নেওয়া। 'অসাধারণ অকৃত্রিম প্রতিভা-উদ্ভূত, তাহা তাঁহার মাতা কিরূপে বুঝিবেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

প্রতিভাতরু [স] *বি* প্রতিভারূপ তরু। 'সমাজমরু সবসময়ই প্রতিভাতরুর রস শুষে নিতে চায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রতিভাদীপ্ত [স] *বিণ* প্রতিভায় ভাস্বর। 'শতাধিক প্রতিভাদীপ্ত কবির ও সাহিত্যিকের মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস।' *নজরুল*, ১৯৩২।

প্রতিভান্বিত [স] *বিণ* প্রতিভাসম্পন্ন। 'প্রতিভান্বিত ইংরাজ রাজপুরুষ।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রতিভাবলে *ক্রিবিণ* প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে। 'ধনেশ স্বকীয় প্রতিভাবলে পাট ও লোহার কারবার করিয়া ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রতিভাবান [স] *বি* প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তি। 'সে হইল প্রতিভাবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

প্রতিভাবিকাশ [স] *বি* প্রতিভার বিকাশ। 'তাহার মস্তিষ্কে এতাদৃশী উদ্ভাবনী ক্ষমতার সন্নিবেশই তাহার প্রতিভাবিকাশের কারণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রতিভাব্যঞ্জক [স] *বিণ* বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ। 'সুরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হলেও প্রতিভাব্যঞ্জক।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

প্রতিভাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রতিভাসম্পন্ন। 'অনেক প্রতিভাময়ী মহিলার জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে।' *বেগম*, ১৯৬৫।

প্রতিভার বরপুত্র *বি* প্রতিভাবান ব্যক্তি। 'যে সব প্রতিভার বরপুত্রের আবির্ভাব হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

প্রতিভাশক্তি [স] *বি* অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি। 'মানুষের প্রতিভাশক্তির কাছে টাকা আর কতটুকু?' *জীবন*, ১৯৩১।

প্রতিভাশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রতিভাসম্পন্ন। 'শৈশবাবস্থাতেই যখন এইরূপ প্রতিভাশালিনী গ্রন্থকর্ত্রী প্রাপ্ত হইয়াছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬; 'এঁদের পুরোভাগে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী ... সরোজিনী নাইডু, জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রভৃতি প্রতিভাশালিনী মহিলা।' *বেগম*, ১৯৫০।

প্রতিভাশালী [স] *বিণ* প্রতিভাসম্পন্ন। 'যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালী, সেখানেও অনুকরণের দুইটি মহৎ দোষ আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রতিভাশিখর [স] *বি* প্রতিভার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। 'বঙ্গসাহিত্য এক-একটি স্বতন্ত্র সঙ্গিহীন প্রতিভাশিখর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রতিভাশূন্য [স] *বিণ* প্রতিভাহীন। 'প্রতিভাশূন্য লেখকের হস্তে তাহা হয় না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রতিভাসম্পন্ন [স] **১** *বিণ* পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষমতাসম্পন্ন; অসাধারণ সৃজনীশক্তির অধিকারী। 'প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থকার উদিত হইবার ভরসা কোথায়?' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বিণ* প্রতিভা আছে এমন। 'তাহাদের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীর অত্যন্ত অযোগ্য স্ত্রী মনে করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

প্রতিভাহীন [স] *বিণ* প্রতিভা নেই এমন। 'আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রতিভাত [স] **১** *বিণ* প্রতিফলিত। 'প্রমীলা আমাদের চক্ষে অনলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'সেই কালের প্রকৃত ছবি মনে প্রতিভাত হইতে পারে।' *রাজ*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* জ্ঞাত। 'তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **৩** *বিণ* স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। 'এই অনুগ্রহ সর্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রতিভাত হওয়া **১** *ক্রি* প্রতিফলিত হওয়া। 'দয়া যেন তাঁহার নেত্রে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রি* মনে হওয়া। 'হেরম্বের কাছে বিস্ময়ের মতো প্রতিভাত হল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

প্রতিভাষণ [স] *বি* ভাষণের উত্তরে ভাষণ। 'পাঠাও সে-অলক্ষ্যের পানে প্রতিভাষণের বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রতিভাস [স] *বি* দীপ্তি। 'চোখে উঠিছে বিকশি অতীতের প্রতিভাস জ্যোতিষ্কের নিঃসার নির্মোকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রতিভাসিত [স] *বিণ* প্রতিফলিত। 'স্নেহময়ী জগজ্জননীর মূর্তি প্রতিভাসিত।' *জগদীশ*, ১৮৯৪।

প্রতিভূ [স] **১** *বি* জামিন। **প্রতিভূপত্র** [স] *বি* জামিননামা। 'গবর্ণমেন্টের গ্রাহ্য করা কোন প্রকার টাকার প্রতিভূপত্র কিম্বা নগদ টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবেক।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮। **২** *বি* প্রতিনিধি। 'তাঁহারাই সাধারণের প্রতিভূ হইয়া আসেন।' *জগদীশ*, ১৯১৮; 'দেশের প্রতিভূ তাঁহারা।' *ওলিউা*, ১৯৪৪।

প্রতিম [স] *বিণ* তুল্য। 'আমি বয়সে তোমার পিতার প্রতিম।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহের।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রতিমণ [স প্রতি+আ মন] *ক্রিবিণ* মণপ্রতি। 'প্রতিমণে এক আনা করিয়া দিতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রতিমন্ত্রী [স] *বি* সহকারী মন্ত্রী। 'পরিবার পরিকল্পনা দফতরের প্রতিমন্ত্রী।' *বেগম*, ১৯৭২।

প্রতিমা [স] **১** *বি* পুতুল। 'বিধি কৈল জনমে কনকপ্রতিমা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মূর্তি; বিগ্রহ। 'ওড্র দেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* প্রেমরূপ প্রতিমা। 'প্রেমের প্রতিমা আছে যা হৃদয়ে

মরমশোণিতে আছে যা গাঁথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

প্রতিমাপূজক [স] *বি* মূর্তিপূজারি। 'দেশে অনেক লোক প্রতিমাপূজক হইয়া উঠিতেছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

প্রতিমা পূজা [স] *বি* দেবমূর্তি পূজা। 'প্রতিমা পূজার বিপক্ষে বঙ্গ ভাষায় এক গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

প্রতিমাবিসর্জন [স] *বি* হিন্দুরীতিতে পূজা শেষে দেবদেবীর মূর্তি নদী প্রভৃতির জলে ভাসিয়ে দেওয়া। 'প্রতিমাবিসর্জন এবং উৎসবের স্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রতিমাশিল্প [স] *বি* প্রতিমা তৈরি বিষয়ক শিল্প। 'প্রতিরূপ শিল্প, প্রতিমাশিল্প ... ইত্যাদির নানা প্রথা।' *অবন*, ১৯২৫।

প্রতিমে [স প্রতিমা>] *বি* প্রতিমা। 'জরির জামা ও হীরের কণ্ঠী পরে নাচ দেখতে বসুন ... প্রতিমে বিসর্জ্জন ... স্নানযাত্রা ও রতে বাহার দিন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

প্রতিমান [স] *বি* প্রতিমূর্তি। 'প্রতিমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'প্রথম ও অন্তিম মানুষের প্রিয় প্রতিমান/ হয়ে যায় স্বাভাবিক জনমানবের সূর্যালোকে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্রতিমানুষ [স] *বি* প্রত্যেক মানুষ। 'যা কিছু প্রতিমানুষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাকেই বলা হয় মানবীয় অধিকার বা রাইট।' *শিব*, ১৯৬০।

প্রতিমুখ [স] *বি* অভিমুখ। 'মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি প্রভৃতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রতিমুহূর্ত [স] *বি* সকল সময়। 'সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত হইতে তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রতিমূর্তি, প্রতিমূর্ত্তি [স] **১** *বি* ছবি। 'এক প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ একখানি ছবি প্রস্তুত।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'পরিশেষে চিত্তবিনোদনের কোনও উপায় না দেখিয়া স্বহস্তে সেই কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* প্রতিরূপ। 'যদি কোন শিল্প বিদ্যাজ্ঞ পণ্ডিত লোক নির্দ্দয়তার প্রতিমূর্ত্তি করিতে চাহেন।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫।

প্রতিযুধ্যমান [স] *বিণ* পরস্পর যুদ্ধরত। 'এই পরস্পর প্রতিযুধ্যমান শাস্ত্রকে আমি দূর থেকে নমস্কার করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

প্রতিযোগী [স] **১** *বিণ* সমকক্ষ। 'ইঁহার প্রতিযোগী কলিকাতায় প্রায় দেখি না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* প্রতিদ্বন্দ্বী। 'পরস্পরের গলা কাটাকাটির প্রতিযোগী করিয়া তুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বিণ* বিপক্ষ। 'কর্মকর্তা প্রতিযোগী প্রেত : তুমি, আমি সর্বস্বান্ত পৈশাচিক ঋণ শুধে শুধে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রতিযোগি [স প্রতিযোগী] *বিণ* প্রতিদ্বন্দ্বী। 'অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সংজ্ঞক ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিরূপে বাস।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

প্রতিযোগিতা [স] *বি* প্রতিদ্বন্দ্বিতা। 'তাহার প্রতিযোগিতার লোক আমার দেশে নাই।' *কেরি*, ১৮০২।

প্রতিযোগিতাচরণ [স] *বি* প্রতিযোগিতা প্রক্রিয়া। 'বিক্রেতারদের প্রতিযোগিতাচরণ ব্যতিরেকে ক্রয় করেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

প্রতিযোগিতামূলক [স] *বিণ* প্রতিদ্বন্দ্বিতাভিত্তিক। 'প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মোসলমান বা অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ...।' *এসলাম*, ১৯৩৬।

প্রতিযোদ্ধা [স] *বিণ* প্রতিপক্ষ; প্রতিযুদ্ধকারী। 'আমি তোমার প্রতিযোদ্ধা মল্লদেব।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

প্রতিযোধ [স] *বি* প্রতিরোধ করবে এমন যোদ্ধা। 'প্রতিযোধ না পাঠাইয়া উপায় নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

প্রতিরক্ষা [স] *বি* প্রতিরোধ। 'বেসামরিক প্রতিরক্ষা ও ... সম্পর্কে এক জরুরী ট্রেনিং।' *বেগম*, ১৯৬৫।

প্রতিরথ [স] *বি* রথে আরোহী প্রতিপক্ষের যোদ্ধা। 'লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর দুই বিপরীত পথে/ রথে প্রতিরথে/ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রতিরুদ্ধ [স] *বিণ* বাধাপ্রাপ্ত। 'অন্য নিয়মের বলে প্রতিরুদ্ধ না হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

প্রতিরূপ [স] **১** *বি* প্রতিচ্ছবি। 'তাহার কৌতুক বিশিষ্ট প্রিয় রঙ্গভঙ্গের প্রতিরূপ।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* প্রতিমূর্তি। 'যাহার প্রতিরূপ ধারণ করিয়া থাকে সেও অহ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* সাদৃশ্য। 'শূকরের ছোট ছানার ডাকের প্রতিরূপ কল্পনা।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* প্রতিকৃতি। 'তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্মাণ করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৫** *বি* আকার; আকৃতি। 'অনেক বিষয়ের চিত্রময় প্রতিরূপও প্রকাশ করা গিয়েছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রতিরূপক [স] *বি* প্রতিচ্ছবি। 'তাঁর ঘরের অন্তর বাহির তাঁর নিজের অন্তর বাহিরের প্রতিরূপক।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

প্রতিরূপিত [স] *বিণ* প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এমন; প্রতিস্থাপিত। 'এই তাবৎ বর্ণ ইঙ্গরেজী ২৪ অযুক্ত বর্ণের দ্বারা প্রতিরূপিত হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

প্রতিরূপ শিল্প [স] *বি* প্রতিরূপ প্রকাশিত হয় এমন শিল্প। 'প্রতিরূপ শিল্প, প্রতিমাশিল্প ... ইত্যাদির নানা প্রথা।' *অবন*, ১৯২৫।

প্রতিরোধ [স] *বি* বাধা দান। 'তাহার বেগকে প্রতিরোধ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

প্রতিলাথি [স প্রতি+হি লাত] *বি* পাল্টা লাথি। 'তখনই তার একটি প্রতিলাথি প্রাপ্য হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রতিলিপি [স] *বি* নকল। 'তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

প্রতিলোম [স] **১** *বি* নিম্নবংশীয় পুরুষের সঙ্গে উচ্চবংশীয় নারীর বিবাহ। 'পূর্ব্বে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের রীতি ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **২** *বিণ* বিপরীত। 'কত লাভ হওয়া উচিত ... কোথাও বা প্রতিলোম প্রণালীতে, লাল এবং কালো কালিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রতিশব্দ [স] *বি* সমার্থক শব্দ। 'অথচ ওর প্রতিশব্দও বড়ো বেশি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রতিশাখা [স] *বি* প্রশাখা। 'আর্য উপনিবেশ ... নানা শাখাপ্রতিশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রতিশীর্ষ [স] *বি* প্রতিনিধি। 'তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়া, গরুড়ের আগমনপ্রতীক্ষায়, নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রতিশোধ [স] **১** *বি* প্রতিহিংসা। 'প্রতিশোধের চরম হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **২** *বি* প্রতিকর্ত্তব্য। 'তুমি যে কার্য করিলে, তাহার প্রতিশোধ করিবার আমার ক্ষমতা নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

প্রতিশোধপরায়ণ [স] *বিণ* প্রতিশোধ নিতে আগ্রহী। 'প্রতিপক্ষের হিংস্রতার উগ্রতা কখনই পারেনি এ দৃঢ়চেতা লোকটিকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলতে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

প্রতিশোধরূপে [স] *ক্রিবিণ* প্রতিশোধের জন্যে। 'জাগো প্রতিশোধরূপে উৎপীড়িত বুকে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রতিশ্রুত [স] *বিণ* প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'আমার এক কার্য্য করিবা প্রতিশ্রুত হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'তিনি পরদিনেই নটনারায়ণ শোনাবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

প্রতিশ্রুতি [স] *বিণ* অঙ্গীকার। 'পাঠান নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজপুরুষদিগকে পিতার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ [স] *বিণ* দায়বদ্ধ। 'বাঙ্গলার লীগ দল প্রথম হইতেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৩।

প্রতিশ্রুতি-বাণী *বি* শপথের বাণী। 'ইংরেজ য়ুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্বদেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি-বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী [স] *বি* প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এমন ব্যক্তি। 'আজ প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারীদের মতো পরেছি পোশাক।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

প্রতিষিদ্ধ [স] *বিণ* নিষিদ্ধ। 'তাঁহার গ্রন্থ এক বারেই প্রতিষিদ্ধ ও তাঁহার মত একান্ত অশ্রদ্ধিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'তাহাকে ঋণ দেওয়া এই কথায় প্রতিষিদ্ধ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রতিষেধ [স] ১ *বি* নিষেধ। 'প্রভু বোলে মোরেও কি বিধি প্রতিষেধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রতিকার। 'বিষ-বটিকার প্রতিষেধ করিতে হইবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

প্রতিষেধক [স] ১ *বিণ* প্রতিরোধক। 'দুর্ভিক্ষ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা ... করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* বিষক্রিয়ানাশক। 'প্রতিষেধক ওষুধ দিতে ... সুস্থ হয়ে উঠল।' *বিভূতি*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* নিবারক। 'ইহার প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা হয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

প্রতিষেধকারী [স] *বিণ* নিবারণকারী। 'সুরাপান প্রতিষেধকারী মহম্মদের প্রশংসা করিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রতিষ্ঠ [স] *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'নারীপ্রকৃতি আপনার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'সার্থকতা নয়, যদি সফলতা তোমায় প্রতিষ্ঠ করে দোকালয়ে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

প্রতিষ্ঠা [স] ১ *বি* সংস্থাপন। 'প্রতিষ্ঠা করিল মোরে দিয়া নানা ধন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* প্রতিপত্তি। 'ইহাতে মহাশয়ের পুণ্য প্রতিষ্ঠা আছে।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* খ্যাতি। 'দয়াপ্রকাশে তাঁহারদের প্রতিষ্ঠার সীমা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৪ *বি* স্থাপন। 'পরমপুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাথার মন্দির নির্মাণ করিতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৫ *বি* ঘোষণা। 'নদীর চরের প্রতি জলে-খাওয়া ডাঙার কিষাণ যেমন প্রতিষ্ঠা করে বাজখাই অধিকার তার।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

প্রতিষ্ঠাকামী [স] *বিণ* প্রতিষ্ঠা করতে চায় এমন। 'হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠাকামী কংগ্রেসের বর্ত্তমান আন্দোলনের সাথে মোছলেম ভারতের কোনো সম্পর্ক নাই।' *আজাদ*, ১৯৪২।

প্রতিষ্ঠাতা [স] *বি* পথিকৃৎ। 'বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্মুখে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রতিষ্ঠাত্রী [স] ১ *বি স্ত্রী* প্রতিষ্ঠাতা। 'যার প্রতিষ্ঠাত্রী হচ্ছেন এক বাঙালী মহিলা।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বিণ স্ত্রী* প্রতিষ্ঠাকারী। 'ক্লাবের প্রতিষ্ঠাত্রী সভানেত্রী বেগম ...।' *বেগম*, ১৯৬৮।

প্রতিষ্ঠাদিবস [স] *বি* স্থাপিত হওয়ার নির্দিষ্ট দিন। 'প্রতিষ্ঠাদিবস উৎসবের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায়।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

প্রতিষ্ঠাপন্ন [স] *বিণ* প্রতিষ্ঠিত; প্রসিদ্ধ। 'স্থানীয় প্রতিষ্ঠাপন্ন উকিলের বাড়িতে ওদের অনেক সময় কেটে গেল।' *সুনীল*, ১৯৭০।

প্রতিষ্ঠাবান [স] ১ *বিণ* প্রতিষ্ঠাপন্ন। 'বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিয়া যতদূর প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ২ *বিণ* মর্যাদাসম্পন্ন। 'এককালে ঘোষেরা সম্পত্তিশালী প্রতিষ্ঠাবান লোক ছিল।' *তারা*, ১৯৪২।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী [স] *বি* প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। 'দ্বাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।' *বেগম*, ১৯৫৯।

প্রতিষ্ঠাব্দ [স] *বি* প্রতিষ্ঠার সাল। 'এর প্রতিষ্ঠাব্দ জানা যায় না বটে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

প্রতিষ্ঠাভাজন [স] *বিণ* আস্থাভাজন। 'বিজ্ঞ সমাজে কদাচ প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবেন না।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

প্রতিষ্ঠাভূমি [স] ১ *বি* স্বাধীন ভূখণ্ড বা দেশ। 'পৃথিবীর মধ্যে যখন আমাদের একটা কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* মূলভিত্তি। 'যেখানে ঐক্য সেইখানে আপন প্রতিষ্ঠাভূমি স্থাপন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রতিষ্ঠালাভ [স] ১ *বিণ* স্থাপিত। 'যে স্ত্রী ও পুরুষ ভাবের নিয়ত সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ২ *বি* প্রতিপত্তি অর্জন। 'তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

প্রতিষ্ঠাস্থান [স] *বি* অবস্থান। 'তাহার প্রতিষ্ঠাস্থান অনেকটা উপরে উঠিয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

প্রতিষ্ঠিত [স] ১ *বিণ* প্রচলিত। 'এক লক্ষ সংহিতা মর্ত্ত্যে প্রতিষ্ঠিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'তথায় অনৈসর্গিক বর্ণভেদ ও কৃত্রিম বংশমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* প্রতিস্থাপিত। 'আপনকার প্রতিষ্ঠিত রাজাকে সাবেক বন্দস্তর মহলের কার্য্যাধ্যক্ষ করিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বিণ* মর্যাদাবান। 'সভ্য ভব্য সুশীলতায় এতন্নগরে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৪ *বিণ* স্থাপিত। 'শিক্ষার জন্য এদেশে অদ্যাবধি একটাও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইল না।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। ৫ *বিণ* অভ্যস্ত। 'উমাকে শ্বশুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রতিষ্ঠিতা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* প্রতিষ্ঠিত। '১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন দিবসে এই সভা প্রতিষ্ঠিতা হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ২ *বিণ স্ত্রী* সংস্থাপিত। 'ভাগ্যগুণে সৎ পাত্রে প্রতিপাদিতা ও সৎ পরিবারে প্রতিষ্ঠিতা।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

প্রতিষ্ঠান [স] ১ *বি* সংস্থা। 'দুই প্রতিষ্ঠানকেই নানাভাবে সেবা ও সাহায্য করেছেন।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *বি* প্রসিদ্ধি। 'না খেয়ে মরতে পারাটা তামাম প্রাচ্যভূমির অনবদ্য প্রতিষ্ঠান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

প্রতিষ্ঠানিক [স] *বিণ* প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত। 'প্রতিষ্ঠানিক সবলতা বাঙ্গলার লীগ অর্জন করিতে পারে নাই।' *আজাদ*, ১৯৪০।

প্রতিষ্ঠিত *দ্র* **প্রতিষ্ঠা**

প্রতিসংহরণ [স] *বি* সংযম। 'সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রতিসংহার [স] *বি* সংবরণ; নিবারণ। 'শরাসনে যে শর-সন্ধান করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৪।

প্রতিসম [স] *বিণ* সমান সমান। 'বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রপঞ্চের নিত্য অনুপ্রাসে; প্রতিসম বৈপরীত্য সম্পূর্ণের দুর্মর প্রকাশে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রতিসম্ভাষণ [স] *বি* পাল্টা সম্বোধন। 'প্রতিসম্ভাষণ করিয়া তাঁহার সহিত বৈঠকখানায় গিয়া উঠিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

প্রতিসাক্ষী [স] *বি* বিবাদী পক্ষের সাক্ষী। 'সাক্ষীর ও প্রতিসাক্ষীর নামগোত্রাদি, এবং ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রতিসারী [স] *বিণ* বিরুদ্ধাচারী। 'নেতৃত্বের উদ্বারী, অন্যত্রিকতাশ্রয়ী বাস্তববোধবর্জিত ক্রিয়াকলাপ – এসবই তো রেনেসাঁসী সাধনার প্রতিসারী।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রতিসৌরবিম্ব [স] *বি* সূর্যের প্রতিবিম্ব। 'জলবাষ্পের উপর প্রতিসৌরবিম্ব মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রতিস্পর্ধী [স] **১** *বিণ* প্রতিযোগী। 'স্বর্গের প্রতিস্পর্ধী যে ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর আপনার উপকরণ স্তূপকে উচ্চে তুলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* উদ্ধত। 'বুকে বসে আছে তার এত বড়ো প্রতিস্পর্ধী কোনো ...।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

প্রতিস্ফুরিত [স] *বিণ* বিচ্ছুরিত। 'সূর্যের আলোক শতশত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রতিহত [স] **১** *বিণ* বাধাপ্রাপ্ত। 'তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* প্রতিস্থাপিত। 'মুরের স্বভাবের উপর প্রতিহত হয়ে সে এক বিশেষ মূর্তি ধারণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রতিহতরোষ [স] *বিণ* ক্রোধ নিবারিত হয়েছে এমন। 'অকস্মাৎ প্রতিহতরোষ ইংরাজের সুগভীর বক্ষঃকুহর হইতে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

প্রতিহত হওয়া *ক্রি* বাধা পাওয়া। 'স্বামীর চাঞ্চল্য তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রতিহত্যার্হ [স] *বিণ* প্রতিহত্যার যোগ্য। 'অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বধের শাস্তি প্রতিহত্যার্হ হইবেক।' *ফরস্টার*, ১৮০১।

প্রতিহারী [স] *বি* দারোয়ান। 'প্রতিহারী তখন চণ্ডালকন্যাকে সভাস্থলে উপস্থিত করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'চারিদিকে জাগে মৃত্যুদণ্ড রাজকারা প্রতিহারী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

প্রতিহিংসা [স] **১** *বি* প্রতিশোধ। 'কী উপায়ে সে প্রতিহিংসা সাধন করেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'হিংসা দাও প্রতিহিংসা লবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বি* প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা। 'প্রতিহিংসা তৃপ্ত করহ আমার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

প্রতিহিংসাপরায়ণ [স] *বিণ* প্রতিশোধ নিতে আগ্রহী। 'ইহারা অতীব প্রতিহিংসাপরায়ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি [স] *বি* প্রতিশোধের স্পৃহা। 'তাহা হইলে তাহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'তৎকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

প্রতিহিংসা-সাধন *বি* প্রতিশোধ গ্রহণ। 'প্রত্যেক মনুষ্য আপনার আপনার প্রতিহিংসা-সাধন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

প্রতিহিংস্রক [স] *বিণ* হিংসার বদলে হিংসা করে এমন। 'অলস, পাপিষ্ঠ, প্রতিহিংস্রক এবং ভণ্ডতপস্বী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

প্রতী [স প্রতি] *অব্য* প্রতি; দিকে। 'হেনমতে আইহন মাএর আনুমতী/ বড়ায়ি লইআঁ দিল রাধিকার প্রতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **প্রতি**

প্রতীক [স] *বি* সংকেত। 'মা-শীতলা হচ্ছেন মানসিক পরবশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির স্বরাজ্যচ্যুতির কদর্য লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'ধর্মের যা-কিছু প্রতীক তাকে আজ জোর করে রক্ষা করতে গেলে মানুষ নিজের মনের জোর খোওয়াবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'একটি কাম্য পানীয়ের প্রতীক।' *মানিক*, ১৯৩৫; 'তার আর-একটি গুণ প্রতীক তৈরি করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রতীকতন্ত্র [স] *বি* প্রতীকবাদ। 'প্রতীকতন্ত্রের প্রথম এবং হয়তো এতাবৎ সার্থকতম কবি বোদলেয়ার নিজেই।' *শিব*, ১৯৭৩।

প্রতীকতন্ত্রী [স] *বিণ* প্রতীকবাদী। 'একে বোধহয় সিম্বলিস্ট বা প্রতীকতন্ত্রী আখ্যা দিলে বিশেষ ভুল হবে না।' *শিব*, ১৯৭৩।

প্রতীকত্ব [স] *বি* সাংকেতিকতা। 'কেউ ভাবলুম না যে প্রতীকত্বে, প্রতিনিধিত্বে ... ঠাঁই পেল না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

প্রতীক ধর্মঘট [স] *বি* সাংকেতিক ধর্মঘট। 'চার ঘণ্টাকাল প্রতীক ধর্মঘট পালন।' *বেগম*, ১৯৬৯।

প্রতীকবাদী [স] *বি* প্রতীকের আশ্রয়ে গূঢ়ভাব প্রকাশের তত্ত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তি। 'ফরাসী প্রতীকবাদীরা কান এবং চোখের এই নিগূঢ় পরস্পরনির্ভরতার কথা আমাদের ভুলতে নিষেধ করেছেন।' *শিব*, ১৯৫০।

প্রতীকমাত্র [স] *বি* প্রতীক বৈ অন্য কিছু নয়। 'মনে হয় প্রথম চিত্রটি প্রতীকমাত্র।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

প্রতীকী [স] *বিণ* নিদর্শনসূচক। 'ছাই হয়ে গেছে প্রতীকী স্বর্ণলঙ্কা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

প্রতীকার [স প্রতিকার] **১** *বি* প্রতিবিধান। 'না জানেন কোনমতে হয় প্রতীকার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* নিস্তার। 'ধৈর্য্য অবলম্ব করিয়া প্রতীকার ভাব।' *রামরাম*, ১৮০২। **৩** *বি* নিরাময়। 'পৃথিবীতে বহুতর বিষবৃক্ষ আছে, তাহার ফল মূল পত্রাদি অল্প পরিমাণে সেবন করিলে অনেকানেক রোগ প্রতীকার হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। *দ্র* **প্রতিকার**

প্রতীকারার্থ [স প্রতিকার-অর্থ] *ক্রিবিণ* প্রতিকারের জন্য। 'রোগ প্রতীকারার্থ ঔষধ প্রদান করা।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

প্রতীক্ষ [স] *বি* প্রতীক্ষা। **প্রতীক্ষমাণ** [স] *বিণ* প্রতীক্ষারত। 'প্রতীক্ষমাণ তাপসী ধরণী সেদিন শুদ্ধস্নাতা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

প্রতীক্ষমাণা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রতীক্ষা করে এমন। 'নির্জন ঘরে প্রতীক্ষমাণা হতভাগিনীর হয়ে প্রদীপের কম্পমান শিখা প্রশ্ন করছে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

প্রতীক্ষা[১] [স] *বি* অপেক্ষা। 'প্রতীক্ষায় আছিল সই নিশি নৈরাশ।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

প্রতীক্ষা-উৎকীর্ণ [স] *বিণ* অপেক্ষমাণ। 'এখানে অরণ্য স্তব্ধ, প্রতীক্ষা-উৎকীর্ণ চারিদিক।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

প্রতীক্ষাতুর [স প্রতীক্ষা-আতুর] *বিণ* অপেক্ষমাণ। 'মহামরণের প্রতীক্ষাতুর রোগীদের মাঝখানে/ মহীয়সী তুমি জননী মূরতি আসিলে কি সন্ধানে!' *জসীম*, ১৯৫১।

প্রতীক্ষারত [স] *বিণ* প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে আছে এমন। 'নয়ন কেন প্রতীক্ষারত বিদায়বিষাদে উদাস-মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'প্রতীক্ষারত শান্ত অটল ধৈর্য লইয়া আমি।' *নজরুল*, ১৯৪২।

প্রতীক্ষাশালা [স] *বি* প্রতীক্ষা করে থাকার ঘর। 'সে-ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রতীক্ষিত [স] *বিণ* অপেক্ষারত। 'তাহারদিগের বেতনের বিষয় গবর্ণমেন্টের অনুমতির প্রতি প্রতীক্ষিত থাকিতেছে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮।

প্রতীক্ষ্যমাণ [স] *বিণ* অপেক্ষারত। 'প্রতীক্ষ্যমাণ স্নেহে হংকং তরণী ঘিরে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

প্রতীক্ষ্যমাণা [স] *বিণ স্ত্রী* অপেক্ষা করে যাচ্ছে এমন। 'একান্তে প্রতীক্ষ্যমাণা দয়িতের সাথে চায় মিল।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

প্রতীক্ষা[২] [স প্রতীক্ষা>] *ক্রি* অপেক্ষা করা। 'দাঁড়াইছে চতুষ্পথে পাণ্ডবের তরে/ প্রতীক্ষিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

প্রতীচী [স] ১ *বি* পশ্চিম দিক। 'সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পাশ্চাত্যের। 'তিনি প্রতীচী বৈয়াকরণিক কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েরই প্রাচী বৈয়াকরণিক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রতীচ্য [স] *বিণ* পাশ্চাত্য; পশ্চিম দেশীয়। 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়েরই কাছে ধন্য হইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রতীচ্য-চেতনাবিমুখ [স] *বিণ* পাশ্চাত্য চেতনাবিরোধী। 'প্রতীচ্য-চেতনাবিমুখ মুসলিম সমাজে তেমন কাল অনুভূত হয়নি।' *শরীফ*, ১৯৭০।

প্রতীত [স প্রতীতি] ১ *বি* বিশ্বাস। 'এসব কথায় যার নাহিক প্রতীত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অবগতি। 'নিশ্চএ ব্যাসের বাক্য জানিল প্রতীতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রতীতি [স] ১ *বি* বিশ্বাস। 'তথাপি যবনজাতি না করি প্রতীতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ধারণা। 'অনেকের প্রতীতি হইল যে বাবু চাকরি করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* বোধ। 'প্রবেশ করিয়া, কেহ পুনরায় বহির্গত হইয়াছে, কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রতীতি হইতেছে না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

প্রতীতিগম্য [স] *বিণ* বোধগম্য। 'তার কোনো প্রতীতিগম্য ভাষা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রতীতিযোগ্য [স] *বিণ* বিশ্বাসযোগ্য; বোধগম্য। 'কাব্যের রূপ যদি ট্রুথ-রূপে অত্যন্ত প্রতীতিযোগ্য না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রতীপ [স] *বিণ* বিপরীত। 'যথা বহে প্রতীপ গমনে প্রবাহ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রতীযোগ [স প্রতিযোগ] *বি* প্রতিদ্বন্দ্বিতা; বিরোধ। 'তাহার সহিতে পীয়া কর প্রতীযোগ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **প্রতিযোগ**

প্রতীয়মান [স] ১ *বিণ* বোধগম্য। 'সকলে এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে এরূপও প্রতীয়মান হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'বস্তু সকল স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয় ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* আপাতদৃষ্ট। 'তাদের আমরা আংশিকভাবে দেখি, তারা যতটুকু প্রতীয়মান কেবল ততটুকু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* প্রমাণিত। 'ঠিক সত্যরূপে প্রতীয়মান করে তোলা, ভারী কঠিন বলে মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রতীয়মানতা [স] *বি* সদৃশতা। 'অব্যুৎপত্তিকৃত দোষে তার রস ফিকে, তার প্রতীয়মানতা ক্ষীণ।' *শিব*, ১৯৭৩।

প্রতীয়মান হওয়া *ক্রি* প্রমাণিত হওয়া। 'ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রতীয়মানা [স] *বিণ স্ত্রী* বোধগম্য। 'রূপবতী বলিয়া প্রতীয়মানা হয়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

প্রতুল [স] ১ *বি* সুযোগ; সময়। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'সে কম্মের কিছু বেওরা লিখেন নাই বুঝী প্রতুল হইয়া উঠে নাই।' *যোগল*, ১৭৭০। ২ *বি* বাহুল্য। 'কাহারু দ্বারায় সচেষ্টিত হইয়া কিছু প্রতুলের উপায় করহ আমার কহনাধিক।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* পরিপূর্ণতা সাধন। 'তাহারা যাইয়া কার্য্যের প্রতুল করিল।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* মঙ্গল। 'প্রতুল না করিতে পারিলে অখ্যাতি।' *কেরি*, ১৮০২। ৫ *বি* প্রাচুর্য। 'রাজ্যের প্রতুল রাখিলেই রাজার প্রতুল হয়।' *রাজীব*, ১৮০৫।

প্রতৃপ্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত পরিতুষ্ট। 'সর্বগ্রাসী রাক্ষসের প্রতৃপ্ত আঁখি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রত্তক্ষ [স প্রত্যক্ষ] *বিণ* প্রত্যক্ষ; সাক্ষাৎ। 'প্রত্তক্ষ হইয়া কভূ দর্ষ্য না খাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রত্যক্ষ**

প্রত্তহ [স প্রত্যহ] *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'এই মত করিয়া প্রত্তহ বেহার করে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। *দ্র* **প্রত্যহ**

প্রত্ন [স] *বিণ* পুরাতন; প্রাচীন। 'অমৃত এনে দিয়েছে শোনে, নহে সে নহে প্রত্ন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

প্রত্নগর্ভা [স] *বিণ* প্রত্ননিদর্শন আছে এমন। 'বাংলার যে ভূমি সবচেয়ে প্রত্নগর্ভা।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

প্রত্নতত্ত্ববিদ [স] *বি* পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ। 'তাঁহারা তাবুক প্রত্নতত্ত্ববিদ।' *ফজলুল*, ১৯১৩।

প্রত্নতাত্ত্বিক [স] *বি* প্রত্নতত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'তা পড়বার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক হবার আবশ্যক নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

প্রত্নবিদ [স] *বি* পুরাতত্ত্ববিদ। 'প্রত্নবিদেরা মাটি খুঁড়ে আদিপ্রস্তর যুগের মানুষদের যে সব কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন ...।' *সবুজ*, ১৯২১।

প্রত্নবিদ্যা [স] *বি* পুরাতত্ত্ব। 'নৃবিদ্যা আর প্রত্নবিদ্যা ... এই দুই বিদ্যাকে বিরুদ্ধবাদীরা সাক্ষী মানেন।' *সবুজ*, ১৯২১।

প্রত্নরাশি [স] *বি* প্রাচীন ঐতিহ্যের সম্ভার। 'বাংলার অসংখ্য প্রত্নরাশি বরেন্দ্রভূমি নিজের বুকের ভিতর ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

প্রত্য [স প্রত্যয়] *বি* বিশ্বাস। 'সকল প্রত্যে করএ চোর আছে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রত্যংশ [স] *বি* ক্ষুদ্র অংশ। 'প্রত্যেক অংশে প্রত্যংশেই আমরা এই বিচিত্র প্রকৃতি দেখিতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রত্যক্ষ [স] ১ *বিণ* চাক্ষুষ। 'ঔষধ প্রত্যক্ষ আমি দেখিল সাক্ষাৎ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অনুমোদন। *ম্যানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বিণ* অনুভূত। 'আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ হয়, তাহা প্রথমপ্রকারেই অন্তর্ভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বিণ* বাস্তব। 'তখন ভাবিনি ... এত বড় হয়ে যাবে, কেননা আমার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান কোনো দিনই ছিল না।' *নজরুল*, ১৯২২। *বিণ* স্পষ্ট। 'ইতর-সাধারণের মধ্যেও একটা প্রকাশ্য ইংরাজবিদ্বেষ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

প্রত্যক্ষ করা *ক্রি* দেখা। 'ইতিপূর্বে মৃত্যুকে কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। *ক্রি* অনুভব করা। 'তিনি যাহা সংকল্প করিতেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রত্যক্ষগম্য [স] ১ *বিণ* সরাসরি উপলব্ধি করা যায় এমন। 'সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণ, গন্ধ, গীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* প্রত্যক্ষভাবে নিষ্পন্ন করা যায় এমন। 'এখনও তার কোনো প্রতিগম্য ভাষা নেই, প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রত্যক্ষগোচর [স] *বিণ* দৃষ্টিগ্রাহ্য। 'দুই একটি প্রত্যক্ষগোচর বিষয়ও তাঁহার জীবনবৃত্তান্তের কোন কোন বিষয়ের পোষকতা করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

প্রত্যক্ষগ্রাহ্য [স] *বিণ* গোচরীভূত। 'এমনকি নিজের কাছে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য করা বড়ো শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রত্যক্ষজাত [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়লব্ধতা থেকে উৎপন্ন। 'প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রত্যক্ষজ্ঞান [স] *বি* চাক্ষুষ ধারণা। 'অপ্রত্যক্ষের বিষয় প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে জানতে চাই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

প্রত্যক্ষত [স] *ক্রিবিণ* সরাসরিভাবে; স্পষ্টভাবে। 'তাকে প্রত্যক্ষত কেউ নিল বা নাই নিল, তাতে কিছুই আসে-যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'সমগ্র দেহকে প্রত্যক্ষত ও সম্পূর্ণত জানা সম্ভব হত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রত্যক্ষতঃ [স] *ক্রিবিণ* দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে। 'তন্মধ্যে প্রত্যক্ষতঃ সিন্ধু, শিপ্রা ও মহীনদী মালোয়া দেশে প্রবাহিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রত্যক্ষতা [স] *বি* স্পষ্টতা। 'গ্রীক শিল্পী সুষমাকে, পূর্ণতার একটি আদর্শকে, প্রত্যক্ষতা দান করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

প্রত্যক্ষদর্শী [স] **১** *বি* স্বচক্ষে দর্শনকারী ব্যক্তি। 'প্রত্যক্ষদর্শীর নিকটে এ বর্ণনা শুদ্ধ অবাস্তব কবিকল্পনাপ্রসূত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* স্বচক্ষে দেখেছে এমন। 'কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মানচিত্রকাররা লোহিত-সমুদ্রকে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

প্রত্যক্ষদৃষ্ট [স] *বিণ* সরাসরি দেখা যায় এমন। 'পৃথিবীপৃষ্ঠ যখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট কোন কারণ ব্যতীত অকস্মাৎ কম্পিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন [স] *বি* সরাসরি ভোটদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। 'সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম ...।' *বেগম*, ১৯৭১।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ [স] *বি* চাক্ষুষ প্রমাণ। 'ইঙ্গরেজী পুস্তকের অতিশয় চর্চার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রত্যক্ষবৎ [স] *ক্রিণ* ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মতো। 'তখনকার মনের ভাব খুব স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে আনবার চেষ্টা করছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রত্যক্ষবাদ [স] *বি* প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ স্বীকার করে না – এমন মতবাদ। 'দার্শনিক কান্ত, লক ও হ্যুমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রত্যক্ষবাদী [স] *বি* প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ স্বীকার করে না এমন মতবাদের অনুসারী ব্যক্তি; পজিটিভিস্ট। 'প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন, প্রত্যক্ষের দ্বারা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রত্যক্ষবোধ [স] *বিণ* ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত। 'রসবোধ ইন্দ্রিয়বোধের মতো প্রত্যক্ষবোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রত্যক্ষভাবে [স] *ক্রিবিণ* সরাসরি। 'যাহাকে প্রত্যক্ষভাবে একটা দৃঢ় আকারের মধ্যে পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রত্যক্ষমূলক [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়গোচর হয় এমন। 'অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রস্তুত প্রত্যক্ষমূলক ভূগোলবিদ্যা উভয়ই মনুষ্য কর্তৃক উদ্ভাবিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রত্যক্ষরূপে *ক্রিবিণ* সরাসরি। 'সৌন্দর্য অন্ন নহে, বস্ত্র নহে, তাহা কাহারও পক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আবশ্যক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রত্যক্ষসংসার [স] *বি* দৃশ্যমান জগৎ। 'তাঁড়দত্ত প্রত্যক্ষসংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ [স] *বিণ* দৃশ্যমান; সাক্ষাৎপ্রমাণ। 'এই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যথার্থ তত্ত্ব ... অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রত্যক্ষ হওয়া *ক্রি* দৃষ্টিগোচর হওয়া। 'রাজার প্রত্যক্ষ হইয়া পঞ্চবিংশতি কথা কহিয়া রাজার শ্রম দূর করিয়া কহিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

প্রত্যক্ষাতীত [স প্রত্যক্ষ-অতীত] *বিণ* চোখে দেখা যায় না এমন। 'কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রত্যক্ষীভূত [স] *বিণ* প্রত্যক্ষ হয়েছে এমন। 'সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রত্যক্ষরীকরণ [স] *বি* প্রতিবর্ণীকরণ; বর্ণান্তরীকরণ। 'সেই চিঠিখানার প্রত্যক্ষরীকরণে প্রবৃত্ত হতে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রত্যক্ষরে [স] *ক্রিবিণ* অক্ষরে অক্ষরে। 'শব্দ-অর্থ দুই শক্তি/ নানা রস করে ব্যক্তি / প্রত্যক্ষরে নর্মবিভূষিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রত্যঙ্গ [স] *বি* উপাঙ্গ। 'কথার রসে বশ না হয়েন তাঁহারদিগকে পাকেপ্রকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখাইতে হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রত্যঙ্গিরা *বি* একপ্রকার গাছ। 'লবঙ্গ তুলসী দনা ঘলঘষি বাকসনা প্রত্যঙ্গিরা তুলিল ধুস্তুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রত্যন্ত [স] **১** *বিণ* অভ্যন্তর। 'এইখানে আনাগোনা চলত গৃহের প্রত্যন্ত-পুরবাসিনীদের।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* সীমান্ত। 'যাহা ক্ষণচর চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে, চিত্তে আজ তাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রত্যন্তদেশ [স] *বি* প্রান্তসীমানা। 'আধুনিক যুগের প্রত্যন্তদেশে একঘরে হয়ে রইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রত্যন্তনিবাসী [স] *বিণ* প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী। 'ব্রাত্য ও প্রত্যন্তনিবাসী বঙ্গীয় ভাবুকরা উনিশ শতকের প্রতীয়মান মননের যে বিভাব ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রত্যন্তসীমা [স] *বি* প্রান্তবর্তী স্থান। 'পেটের প্রত্যন্তসীমা প্রসারিত হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রত্যবহার [স] *বি* সংহার। 'সদা সর্বদা উদ্ভাষিত ঠাওরায় কহার প্রত্যবহার করিতে পারি।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রত্যবায় [স] **১** *বি* অন্যথা। 'পসার করিত বাপা নহে প্রত্যবায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অনিষ্ট। 'বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রত্যবেক্ষণ [স] *বি* তত্ত্বাবধান। 'যে সময় তাঁহাকে পশুরক্ষণ ও ভৃত্যগণের প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবেক ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

প্রত্যভিঘাত [স] *বি* পাল্টা আঘাত। 'নিষ্ঠুরতার প্রত্যভিঘাতেই দুষ্মন্তকে শকুন্তলা সম্বন্ধে আর অচেতন থাকিতে দিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

প্রত্যভিজ্ঞান [স] *বি* আগের জানাশোনা সম্পর্কে চেতনা। 'আমাদের প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রত্যভিবাদন [স] *বি* অভিবাদনের জবাব। 'তারাও গ্রীবা-আন্দোলনে আমাদের প্রত্যভিবাদন করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

প্রত্যভিষেক [স] *বি* পুনরায় আবির্ভাব। 'অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি; শাশ্বত মণিময় তারই প্রত্যভিষেকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রত্যব্দ [স] *ক্রিবিণ* প্রতি বছর। 'প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রত্যভিবাদন [স] *বি* পাল্টা অভিবাদন। 'চুম্বন-সংকেত প্রেরণ, তারস্বরে অনেক উল্লাসধ্বনি প্রয়োগ করলে; তারাও গ্রীবা-আন্দোলনে আমাদের প্রত্যভিবাদন করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

প্রত্যয় [স] ১ *বি* বিশ্বাস। 'শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ইচ্ছা। 'মনের প্রত্যয় তবে রাজা কৈলে মোরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* ধারণা। 'নীতিবিষয়ক প্রত্যয়টী সভ্যজাতিদিগের মধ্যে জন্মিয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৪ *বি* যে শব্দাংশ বিশেষ্য বা ক্রিয়ামূলের শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তা-ই প্রত্যয়। 'শুধু বুলি ছোটে পশ্চাতে ফেলিয়া রেখে তদ্ধিত প্রত্যয় অমর পাণিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'মন্ত প্রত্যয় কেনই বা আক্কেল শব্দকে আশ্রয় করিয়া আক্কেলমন্ত হইবে, অথচ চালাকি শব্দের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

প্রত্যয়-উৎপাদন [স] *বি* বিশ্বাসস্থাপন। 'পাঠকের প্রত্যয়-উৎপাদন লেখকের পক্ষে সহজ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

প্রত্যয়যোগ্য [স] *বিণ* বিশ্বাসযোগ্য। 'শাস্ত্রই বা কি প্রকারে তাহার প্রত্যয়যোগ্য হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

প্রত্যয়হারা [স প্রত্যয়+হারা] *বিণ* বিশ্বাসহারা। 'না হব প্রত্যয়হারা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

প্রত্যয়াতীত [স প্রত্যয়-অতীত] *বিণ* অবিশ্বাস্য। 'তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার – তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

প্রত্যয়ী [স] *বিণ* বিশ্বাসী। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

প্রত্যর্থী [স] *বি* আসামি। 'সভ্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা অর্থী প্রত্যর্থীর বাক্যের বলাবলানুসারে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রত্যর্পণ [স] *বি* ফেরত দান। 'নতুন ধান্য হইলে প্রত্যর্পণ করে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

প্রত্যর্পিত [স] *বিণ* ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন। 'বাঁচিয়া থাকার প্রত্যর্পিত অধিকারটা যতভাবে ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

প্রত্যহ [স] ১ *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'এইমত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘষিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তুমি প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর আহুতি দিবা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *ক্রিবিণ* প্রতনিয়ত। 'প্রত্যহ আর্য্যদের জাতির জাতিত্ব নষ্ট হইতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রত্যহযাপন [স] *বি* প্রতিদিনের জীবনযাপন। 'বেতন জোগাও চোখে প্রত্যহযাপনছলে রাজপথে অন্ধকার ঘরে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

প্রত্যাখ্যাত [স] *বিণ* প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এমন। 'কেউ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা ... কর্ণগোচর হয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'একই কালে প্রবল বেগে আকৃষ্ট ও প্রত্যাখ্যাত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'চিরঅবজ্ঞাত ও চিরপ্রত্যাখ্যাত।' *দর্শন*, ১৯২৪।

প্রত্যাখ্যাতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এমন। 'দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যাতা হলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

প্রত্যাখ্যান [স] ১ *বি* ত্যাগ। 'বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *বি* উপেক্ষা। 'আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'বাহ্যসৌন্দর্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* অগ্রাহ্য। দেবতা কি ভক্তের একাগ্রচিত্তের সেবা প্রত্যাখান করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

প্রত্যাগত [স] ১ *বিণ* ফিরে গেছে এমন। 'ইঙ্গলেণ্ড দেশে প্রত্যাগত হইলে পরও তিনি আপনার অতিপ্রিয় সংস্কৃত বিদ্যার বিরত হন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ২ *বি* ফিরে আসে এমন। 'সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া সায়ংকালে আকাশ হস্তে আবাসে প্রত্যাগত হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩; 'তাঁহারাও অদ্যাবধি প্রত্যাগত হইলেন না, কি করি?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* ফিরে-আসা। 'পিতৃগৃহ-প্রত্যাগত পার্বতীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রত্যাগমন [স] *বি* প্রত্যাবর্তন। 'এখন আমি জয়যুক্ত প্রত্যাগমন করিব।' *তারিণী*, ১৮০৩।

প্রত্যাগার [স] *বি* প্রতি বাড়ি। 'আজ্ঞা পেয়ে প্রত্যাগার খুজিলাম সবাকার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রত্যাঘাত [স] *বি* আঘাতের জবাবে আঘাত। 'আঘাত দিয়েছি জেনে আমিও প্রত্যাঘাত পেলাম।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

প্রত্যাদেশ [স] ১ *বি* বিশেষ আদেশ। 'অন্তর্গূঢ় প্রত্যাদেশে বেষ্টনীর বৈরিতা পাসরি ছুটিনু পদাঙ্কে তব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* দেবতার আদেশ। 'পাশিঠার স্বামীকে ঠাকুর প্রত্যাদেশ দেন না।' *মানিক*, ১৯৪০।

প্রত্যাদেশকারী [স] *বি* দেবতা। 'যতীনের চোখে প্রত্যাদেশকারীর দৃষ্টি।' *মানিক*, ১৯৪০।

প্রত্যানয়ন [স] *বি* পুনরায় আনয়ন। 'যে ব্যক্তি রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া, মহাদেবীর প্রত্যানয়ন করিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রত্যানীত [স] *বিণ* ফিরিয়ে আনা হয়েছে এমন। 'তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গৃহে প্রত্যানীত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রত্যানুবাদ [স] *বি* পুনরানুবাদ। 'এই অনুবাদ প্রত্যানুবাদের পন্থা ধরে ভাষা ব্যবহারের অভ্যাস ঘটানো যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাবর্ত্তন [স] ১ *বি* ফিরে আসা। 'নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আহারাবসানে শয়নমাত্রেই ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* ফিরে যাওয়া। 'নিজ গৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রত্যাবর্তিত [স] *বিণ* ফিরে এসেছে এমন। 'প্রত্যাবর্তিত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

প্রত্যাবৃত্ত [স] *বিণ* পুনরাগত। 'ঋষিও, বনান্তর হইতে, ফল, পুষ্প, কুশ, সমিধ প্রভৃতির আহরণ করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রত্যায়ক [স] *বিণ* বিশ্বাস উৎপাদনকারী। 'বিবেকাদির প্রত্যায়ক গুটিকএক শব্দ আছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

প্রত্যালোচিত [স] *বিণ* পুনরালোচিত। 'ভোগ্যদ্রব্যসমূহের অকিঞ্চিৎকরতা ... আলোচিত প্রত্যালোচিত করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রত্যাশ [স প্রত্যাশা] *বি* আশা। 'সেই প্রভু করতার পতিত প্রত্যাশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রত্যাশা [স] ১ *বি* আশা। 'শুভ ফল প্রত্যাশা করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'মজ্জামণ্ডিতা রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রত্যাশাতীত [স] *বিণ* প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। 'প্রত্যাশাতীত আনন্দ লাভ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রত্যাশাপন্ন [স] *বিণ* আশান্বিত। 'সর্ব্বদা ভোগ ভোগিবার প্রত্যাশাপন্ন থাকিতে হইবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

প্রত্যাশাপূর্ণ [স] *বিণ* আকাঙ্ক্ষা ভরা। 'স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিগ্ধনেত্র উত্থাপিত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

প্রত্যাশাপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* প্রত্যাশা ক'রে। 'ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রশ্রয় প্রত্যাশাপূর্বক নিদ্রা ক্রীড়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

প্রত্যাশিত [স] *বিণ* প্রত্যাশা করা হয়েছে এমন। স্নেহব্যবহারের

সহিত বিদায়কালীন রোদনের একটা সামঞ্জস্য আছে, তাহা প্রত্যাশিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'একদিন বহুদিনের প্রত্যাশিত আদর পাইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রত্যাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* কামনাকারী। 'ধনসম্পত্তি-সুখবিলাসের প্রত্যাশিনী হইলে না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

প্রত্যাসন্ন [স] *বিণ* অতি আসন্ন। 'কলিকাল প্রত্যাসন্ন সুন নৃপবরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রত্যাহরণ [স] *বি* ফিরানো। **প্রত্যাহরণ করা** *ক্রি* ফিরিয়ে নেওয়া। 'যদি তথা হইতে প্রত্যাহরণ করিবার কোনও উপায় থাকে, চেষ্টা দেখুন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রত্যাহর্তা [স] *বি* ফিরিয়ে এনেছে যে। 'এই কন্যা প্রত্যাহর্তারই প্রণয়িনী হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রত্যাহার [স] **১** *বি* প্রত্যাখ্যান। 'চারিদিক হইতে আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া যখন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **২** *ক্রি* ফিরিয়ে নেওয়া। 'যখন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন তখন আর হৃদয় প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'হিম কান্তারের পার করে নাকো ভীতি আর মরণের অর্ঘ প্রত্যাহার।' *জীবন*, ১৯৪৪।

প্রত্যাহৃত [স] *বিণ* প্রত্যাহার করা হয়েছে এমন। 'একই কালে উপহৃত অথচ প্রত্যাহৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

প্রত্যুক্তি [স] *বি* কথার উত্তরে উক্তি; প্রত্যুত্তর। 'বাঘিনী প্রত্যুক্তি করিল তুমি যাহা কহিলা সে সমস্ত বাস্তব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'উক্তি প্রত্যুক্তি নাগর অক্ষরে শ্রীরামস্বামী ছাপাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

প্রত্যুচ্চারণ [স] *বি* প্রত্যুত্তর। 'আমি আজ কেবল তারই প্রত্যুচ্চারণ করে বিদায় গ্রহণ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

প্রত্যুত [স] **১** *অব্য* বরং। 'ইহাতে ইষ্টসম্ভাবনামাত্র নাই প্রত্যুত অনিষ্ট সম্ভাবনা অনেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *অব্য* প্রকৃতপক্ষে; অধিকন্তু। 'প্রত্যুত অনেকে কালোচিত সভ্যতা ও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া ... শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

প্রত্যুতঃ [স] *অব্য* উপরন্তু; অধিকন্তু। 'প্রত্যুতঃ সেই পরিমাণে তাহারা অনিষ্ট করিয়া থাকেন।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭০।

প্রত্যুত্তর [স] *বি* উত্তরের উত্তর; পাল্টা জবাব। 'ভয়ে কেহো কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রত্যুত্থান [স] *বি* আগন্তুকের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানো। 'মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দশ রাজদোষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রত্যুৎপন্নমতি [স] *বিণ* উপস্থিত বুদ্ধি আছে এমন। 'প্রত্যুৎপন্নমতি স্বকার্য্যসুনিপুণ ক্রনেল মহোদয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব [স] *বি* উপস্থিত বুদ্ধি; উপস্থিত বুদ্ধি খাটানোর শক্তি। 'স্ত্রীদিগের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রক্ষা করা অতি আবশ্যক।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

প্রত্যুদাহরণ [স] *বি* পাল্টা দৃষ্টান্ত। 'একেই বলে প্রত্যুদাহরণ।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

প্রত্যুদ্গম, প্রত্যুদ্গমন [স] *বি* আগমনকারীকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্য গমন। 'বলরামে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্গমন করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'প্রত্যুদ্গমন করে ওকে তুমি কাছে টেনে নাও।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

প্রত্যুন [স পত্তন] *বি* প্রতিষ্ঠা। 'গ্রামপুর প্রত্যুন করাইল মাধবে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রত্যুপকার [স] *বি* উপকারের বদলে উপকার। 'প্রত্যুপকার ও স্বার্থ ব্যতিরেক ন্যায় ও বিচার করিব।' *মেয়ার*, ১৭৮৭; 'তাহার প্রত্যুপকারে এখানকার লোক গিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০২।

প্রত্যুপহার [স] *বি* উপহারের বিনিময়ে উপহার। 'লরার নিকট হইতে তাঁহার প্রেমের কিছুমাত্র প্রত্যুপহার পান নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'তোমার দান নিতুম উপহার বলে, দিতুম প্রত্যুপহার সমান দামের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রত্যূষ, প্রত্যুষ [স] *বি* ভোর। 'প্রত্যুষে জলেরে গেলি।' *আলাওল*, ১৭৫০; 'শীত কালে, এক কৃষক, অতি প্রত্যুষে, ক্ষেত্রে কর্ম করিতে যাইতেছিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হতে তোমারি প্রতীক্ষায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রত্যূষ-অভ্যুদয় [স] *বি* প্রত্যূষের সূচনা। 'হল অবারিত স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যূষ-অভ্যুদয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রত্যূষকাল [স] *বি* সূচনাকাল। 'তাহার জীবনের প্রত্যূষকাল অতিশয় সুখে আরম্ভ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

প্রত্যূহ [স] *বি* বাধা। 'তাঁহাদের সুখে কালহরণ করিবার দুরতিক্রম প্রত্যূহ হইয়া উঠিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রত্যেক [স] **১** *বি* প্রতিজন। 'প্রত্যেকে সব ভক্তনাম লইয়া ...।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ভিন্নভিন্ন। 'আর আর অবান্তর সম্রাট্ রাজাদের প্রত্যেক বিবরণ সম্প্রতি লিখি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বিণ* প্রতিটি। 'প্রত্যেক বাঙ্গালাতে দুই২ কুঠরি করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

প্রত্যেকবার [স প্রত্যেক+ফা বার] *ক্রিবিণ* প্রতি দফা। 'প্রত্যেকবার জাহাজে ওঠবার আগে এই চিন্তাটি মনকে পীড়া দেয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'সেইজন্য গায়ক প্রত্যেকবার সমের কাছে আসিয়া বাহবা প্রত্যাশা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রত্যোসী [স প্রত্যাশী] *বি* ঋণী। 'রায় বলে বাসা দিলে হইলাম প্রত্যোসী।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

প্রথক [স পৃথক] *বিণ* পৃথক। 'তোমায় আমায় প্রথক হইয়া পূর্ব্ব ফারখত উভয়ত করিয়াছী।' *মেয়ার্স*, ১৭৭৩; 'রীতিক্রমে বড় সাহেব প্রথক ইষ্টক স্থাপন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। *দ্র* **পৃথক**

প্রথক্ষ [স প্রত্যক্ষ] *বিণ* প্রত্যক্ষ; সাক্ষাৎ। 'প্রথক্ষ হইআ হরি করএ সেবন।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রত্যক্ষ**

প্রথখ্যে [স] *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'এতো যে তুমি কহিলা, এহা আমারে প্রথখ্যে বুঝাইবা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

প্রথম [স] **১** *বিণ* এক সংখ্যার পূরক। 'প্রথম পহরে গোআল গেলা নিন্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সূচনা; আরম্ভ। 'প্রথম তেঁ করিল বিরোধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* অল্প। 'এ তোর প্রথম বএসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *বিণ* প্রধান। 'ঈশানচন্দ্র রায় ঐ বিদ্রোহের রাজা ও প্রথম উদ্যোগকর্তা।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **৫** *বিণ* সর্বোচ্চ। 'বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রথম-আলো [স] **১** *বি* দিনের প্রথম সূর্যালোক। 'প্রথম বাহির হয়েছিলাম প্রথম-আলোর রথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বি* সূর্য ওঠার সময়ে ছড়িয়ে পড়া আলো। 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

প্রথমকার [স] *বিণ* প্রথমবারের; প্রথম দিকের। *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

প্রথমক্রন্দিত [স] *বিণ* প্রথম কেঁদেছে এমন। 'তার প্রথমক্রন্দিত নিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রথমজাত [স] *বিণ* আগে জন্মেছে এমন। 'আর্যমাতার প্রথমজাত এই অজ্ঞাত পুত্র কর্ণও আমাদের চিরবৈরীশ্রেণী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

প্রথমত, প্রথমতঃ [স] *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'প্রথমত কংশে পূতনাক নিয়োজিল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পরমেশ্বর এই পৃথিবীর পালন নিমিত্তে ইক্ষাকুনামে অশ্বত্থবৃক্ষ রূপে রাজাকে সত্যযুগে প্রথমতঃ আরোপিত করিয়াছিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'প্রথমত হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭; 'বাহাদুর প্রথমতঃ সভাপতিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

প্রথমতো [স প্রথমতঃ] *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'প্রথমতো বিষ্ণুপুরের নিকট বিরাই নদীতে ছেয়াশী হাত লম্বা এক সেতু।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

প্রথম দফা [স প্রথম+আ দফআ] *বি* পয়লা নম্বর। 'সরূত নিলাম এই ১ প্রথম দফা চাউল মজকুরের নমুনা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

প্রথম ধার্য [স] *বি* প্রাথমিক লক্ষণ। 'প্রাকৃত লোকেরা, মহানুভাবদিগের বুদ্ধির প্রথম ধার্য সকল দেখিয়া, উন্মাদ জ্ঞান করে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

প্রথম পক্ষ [স] *বি* প্রথম স্ত্রী। 'প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাটবৎসর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

প্রথমপুরুষ [স] *বি* আমি আমরা ইত্যাদি সর্বনাম পদ। 'প্রথমপুরুষকে উত্তমপুরুষ গণ্যে তারই কথাই হয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

প্রথমপ্রকার [স] *ক্রিবিণ* প্রথমত। 'প্রথমপ্রকার পুরাণ সিক্কা পাই পয়সা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

প্রথম প্রথম *ক্রিবিণ* প্রথম দিকে। 'প্রথম প্রথম প্রকৃতির মধ্যে একটা প্রবল শক্তি দেখিয়া আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

প্রথম প্রভাত [স] *বি* জীবনের প্রথম ভাগ; যৌবন। 'বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রথম ভাগ [স] *বি* প্রথম খণ্ড। 'শিশুশিক্ষা, প্রথম ভাগ, স্বরবর্ণ।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

প্রথম রাত্রি [স] *বি* রাতের প্রথম ভাগ। 'প্রথম রাত্রিতে ঘুম ভাঙলে এরকম হয়।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

প্রথম শিক্ষক [স] *বি* জ্যেষ্ঠ শিক্ষক। 'প্রথম শিক্ষক। শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

প্রথম শ্রেণী [স] **১** *বি* সবচেয়ে ভালো আসন। 'যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে গমন করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বি* চূড়ান্ত ধরন। 'একজন প্রথমশ্রেণীর বাটপাড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **৩** *বি* উচ্চমান। 'তাহা প্রথম শ্রেণীর ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রথমা [স] *বি* স্ত্রী প্রথম জন। 'প্রথমাও দ্বিতীয়ার অনুরূপ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রথমাংশ [স প্রথম-অংশ] *বি* শুরুর অংশ। 'তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ যে আমারদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

প্রথমাংশে [স প্রথম-অংশে] *ক্রিবিণ* প্রথম দিকে। 'তিনি সেপটেম্বর মাসের প্রথমাংশে ব্রিষ্টল নগরে যাত্রা করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

প্রথমাঙ্ক [স] *বি* প্রথম অধ্যায়। 'প্রথমাঙ্ক।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

প্রথমাবধি [স] *ক্রিবিণ* প্রথম থেকে। 'কলির প্রথমাবধি ৩,০৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির রাজার শক গত হইয়াছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

প্রথমাবস্থা [স] *বি* আরম্ভকালীন অবস্থা। 'পৃথিবীর প্রথমাবস্থা, উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রথমার্ধ [স] *বি* প্রথম অর্ধেক। 'যেখানে প্রথমার্ধে আকার থাকে, দ্বিতীয়ার্ধে সেখানে ওকারের প্রচলনই বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

প্রথমে [স] **১** *ক্রিবিণ* শুরুতে। 'প্রথমে কাঢ়িআঁ লৈল সাতেসরী হার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* প্রথমত। 'প্রথমে নাহিক মান লোকের বিদিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রথমোক্ত [স] *বিণ* প্রথমে উল্লিখিত। 'প্রথমোক্ত দুই পুস্তকের বিবেচনা আমরা আগামি সপ্তাহে করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রথমোৎপত্তি [স] *বি* জন্ম। 'সাংখ্যের প্রথমোৎপত্তি কোন কালে হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রথা [স] **১** *বি* নিয়ম। 'এই প্রথা আছে মোর পুরুষে পুরুষে।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বি* প্রচলিত আচার। 'কেহ মরিলে তাঁহার শব শেষ করণার্থে সঙ্গে যায় এমত প্রথা আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৩** *বি* রীতি। 'বিদ্যাধ্যয়ন প্রথা প্রচলিতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

প্রথাগত [স] *বিণ* আগে থেকে চলে এসেছে এমন। 'মিথ্যার বোঝা আমাদের সমাজ চোখ বুজিয়া বহন করিয়া আসাতেই তাহার ধর্ম প্রাণহীন ও প্রথাগত সংস্কারে পরিণত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রথানুগত [স] *বিণ* আগের ধারার অনুসারী। 'মধ্যযুগের সকল কবিই এই অর্থে প্রথানুগত।' *আনিস*, ১৯৬৪।

প্রথানুগত্য [স] *বি* প্রচলিত প্রথার অনুসরণ। 'স্বকীয়তার চেয়ে প্রথানুগত্যই বেশি লক্ষ্য করা যায়।' *আনিস*, ১৯৬৪।

প্রথানুমোদিত [স] *বিণ* আচার সমর্থিত। 'প্রথানুমোদিত ভিন্ন অন্যবিধ কর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

প্রথানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* পদ্ধতি অনুসারে। 'বালকগণের শিক্ষাসাধনের প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রথাপ্রকরণ [স] *বি* উপায়-পদ্ধতি। 'সর্বত্র ... আত্মপ্রত্যয়হীনতা, হৃতসামর্থ্য প্রথাপ্রকরণের নির্বোধ অনুসরণ ... ও নিরভিযানী ভোগবৃত্তি।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রথাবদ্ধতা [স] *বি* সংস্কারাচ্ছন্নতা। 'যুগযুগান্তের প্রথাবদ্ধতার গণ্ডী থেকে মুক্ত করে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন মানুষ হিসেবে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

প্রথাবিরুদ্ধ [স] *বিণ* রীতিবিরুদ্ধ। 'এমন প্রথাবিরুদ্ধ কাজ কেন করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রথামত, প্রথামতো **১** *ক্রিবিণ* রীতিমাফিক। 'নীলকরের প্রথামত কার্য্য করিয়া থাকেন।' *সাধারণী*, ১৮৭৪। **২** *ক্রিবিণ* নিয়ম অনুযায়ী। 'প্রথামত ... বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *ক্রিবিণ* যথারীতি। 'প্রথামতো হানা দেয় উড়িয়ে নিশেন।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

প্রথাসংগত [স] *বিণ* রীতিসিদ্ধ; প্রচলিত। 'ইহা স্বাভাবিক অর্থাৎ চিরপ্রথাসংগত তাহা হঠাৎ বলা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রথাসিদ্ধ [স] *বিণ* প্রথাবদ্ধ। 'চিহ্ন তুমি কখনো পাবে না খুঁজে প্রথাসিদ্ধ পথে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

প্রথিত [স] *বিণ* বিখ্যাত। 'এই সার্ব্ববিখজনীন কুরবেতে সকলেরই অপাঙ্‌ক্তিত্য প্রথিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

প্রথিতযশা, প্রথিতযশাঃ [স] *বিণ* বিখ্যাত। 'প্রথিতযশা ধাবক সৌমিল্ল কবিপুত্রাদির প্রবন্ধ অতিক্রম করিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রথিবী [স পৃথিবী] *বি* পৃথিবী। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তেতিশ বছোর প্রথিবীতে ছিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। *দ্র* **পৃথিবী**

প্রদউত্র [স প্রদৌহিত্র] *বি* কন্যার পুত্রের পুত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

প্রদক্ষিণ [স] *বি* পরিক্রমণ। **প্রদক্ষিণ হওয়া** [স] *ক্রি* কোনো কিছু মধ্যে রেখে চারপাশে ঘোরা। 'রাজার আদেস পায়্যা প্রদক্ষিন হৈয়্যে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তবে মহাপ্রভু রথ-প্রদক্ষিণ হৈয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'প্রদক্ষিণ হইআ বন্দে চণ্ডীর চরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রদক্ষিণকারী [স] *বিণ* ভ্রমণকারী। 'ভূমণ্ডল-প্রদক্ষিণকারী কুক সাহেব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রদখিন [স প্রদক্ষিণ] *বি* পরিক্রমণ। 'প্রদখিন সত বার।' *রামাই*, ১৭১০।

প্রদত্ত [স] **১** *বিণ* প্রদানকৃত। 'বেতন প্রদত্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* দানকৃত। 'মহাশয়কর্তৃক অনেক পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **৩** *বিণ* আরোপিত। 'আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ঘুচিয়ে ফেলে ওদের প্রদত্ত কৃত্রিম সম্মান পরিধান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রদত্তা [স] *বিণ স্ত্রী* সম্প্রদান করা হয়েছে এমন। 'সুপাত্রে প্রদত্তা কন্যা পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

প্রদণ্ডতা [স] *বি* দাপট; প্রচণ্ডতা। 'তাহাতেই উহার এতেক প্রদণ্ডতা।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রদর্শন [স] **১** *বি* দেখানো। 'সখী দ্বারা ভয় প্রদর্শন সেই ক্রিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* নির্দেশ করা। 'যাহা পাইয়া থাকে তদ্‌ব্যতিরেক দোষ প্রদর্শনকে মানে না।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* প্রকাশ করা। 'অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'এ কেবল রাজার প্রতি অসম্মান-প্রদর্শন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

প্রদর্শনদ্রব্য [স] *বি* দর্শনার্থীদের দেখার জন্য রাখা উপকরণ। 'নীতি-মিউজিয়ামের প্রদর্শনদ্রব্যের স্বরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রদর্শনী [স] *বি* দেখানোর আনুষ্ঠানিক আয়োজন। 'দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'শিল্পপ্রদর্শনীতে পাঠালে সেখানকার লোক চমকে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'প্রদর্শনী এবার অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

প্রদর্শিকা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রদর্শনকারী। 'এই অনাদি বিদ্যা পূর্ব্ব জবনাধিকারে হিন্দুদিগের কেবল পরমার্থ প্রদর্শিকা ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

প্রদর্শিত [স] *বিণ* দেখানো হয়েছে এমন। 'বুদ্ধাবতার হইয়া, দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'গ্রন্থের পরিণামে পাপের পতন ও পুণ্যের জয় প্রদর্শিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

প্রদাত্রী [স] *বি স্ত্রী* প্রদানকারী। 'প্রাতঃস্মরণে পুণ্য প্রদাত্রীরে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

প্রদান [স] **১** *বি* দান। 'অনন্যগতিক অনাথ নির্ধন মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকের আহার প্রদান।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **২** *বি* উপহার দান। 'হীরার আংটি ইত্যাদি প্রদান করিয়া তুষ্ট করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বি* বিকিরণ। 'সূর্য নরিবে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৪** *বি* আরোপ। 'লর্ডার নামকে তিনি অমরত্ব প্রদান করিলেন বলিয়া তিনি মনে মনে যে সন্তোষময় গর্ব অনুভব করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৫** *বি* নিবেদন। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রদানানন্তর [স] *ক্রিবিণ* প্রদানের পরে। 'ধন্যবাদ প্রদানানন্তর ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রদানা [স প্রদান>] *ক্রি* প্রদান করা। **প্রদানি** *ক্রি* প্রদান করে। 'গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **প্রদানিলা** *ক্রি* প্রদান করলে। 'প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **প্রদানেন** *ক্রি* প্রদান করেন। 'প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রদানেচ্ছু [স প্রদানেচ্ছুক] *বিণ* দিতে ইচ্ছুক। 'এই তহবিলে অর্থ প্রদানেচ্ছু মহিলাদের কমিটির সঙ্গে ...।' *বেগম*, ১৯৬০।

প্রদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* দানকারী। 'শিক্ষাপ্রদায়িনী সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যদি গ্রামবাসীদিগকে চাঁদাস্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'বিষপ্রদায়িনী রাজতনয়ার প্রতি এরূপ প্রতিকূল আচরণের নিমিত্ত ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রদাহ [স] **১** *বি* জ্বালা। 'তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও।' *জীবন*, ১৯৪২। **২** *বি* কষ্ট। 'প্রেরণা জোগায় তার তাপদগ্ধ পথের প্রদাহে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩। **৩** *বি* যন্ত্রণা। 'তাঁহার একটা পায়ের রক্ত-প্রণালীতে প্রদাহের মতো হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রদাহিত [স] *বিণ* যন্ত্রণাময়। 'কাজেই জায়গাটা অতিশয় নরম ও প্রদাহিত।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

প্রদিষ্ট [স] *বিণ* নির্দিষ্ট। 'ইহার সমুদায় গতি ও সমুদায় ব্যাপারই পরমেশ্বর প্রদিষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রদীপ [স] *বি* দীপ; বাতি। 'কালিনী রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যেমনি আমি চলি তোমার প্রদীপ চলে আগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রদিপ [স প্রদীপ] *বি* দীপ; বাতি। 'প্রদিপ আলল সাক্ষি জত দেবগন।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রদীপশিখা [স] *বি* প্রদীপের আগুনের শিখা। 'নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো জ্বলিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রদীপ্ত [স] **১** *বিণ* উজ্জ্বল। 'জল পরিষ্কৃত, এবং সূর্য্য প্রদীপ্ত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* বাড়ছে এমন। 'ভোগাভিলাষ পূর্ব অপেক্ষা প্রদীপ্ত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৩** *বিণ* দাউ দাউ করছে এমন। 'দেশীয় লোকের এই প্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত প্রদীপ্ত দুঃখানলে দগ্ধ না হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বিণ* চকচকে। 'প্রদীপ্ত তুষারচয় হিমাদ্রি-শিখর-দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৫** *বিণ* জ্বলন্ত। 'তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত ...।' *বিদ্যা*, ১৮৯২। **৬** *বিণ* জীবন্ত। 'পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা – অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৭** *বিণ* দৃঢ়। 'প্রদীপ্ত কণ্ঠে বুক ফুলিয়ে বল।' *নজরুল*, ১৯২৭। **৮** *বিণ* মর্যাদাপূর্ণ। 'রাখে নাই জননীর প্রদীপ্ত সম্ভ্রম।' *আহসান*, ১৯৪৪।

প্রদীপ্ততর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত বেশি উজ্জ্বল। 'ওঠে যে সূর্য – প্রদীপ্ততর রূপ তার মনোহারী।' *নজরুল*, ১৯৪১।

প্রদীপ্তি [স] *বি* উজ্জ্বলতা। 'নদীর নারীর কথা আরো প্রদীপ্তির কথা।' *জীবন*, ১৯৪০।

প্রদেশ [স] **১** *বি* দিক। 'সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* রাজ্য। 'তোমাদের কর্তৃত্ব এ প্রদেশের উপর আছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* অঞ্চল। 'তাহার পর বিজয়াভিনন্দন নামে রাজা চিত্রকূট পর্ব্বত প্রদেশে হইবেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৪** *বি* পৃষ্ঠ। 'তদূর্দ্ধ সমস্ত নভপ্রদেশ সংখ্যাতিরিক্ত পরমাণুভূত জীবলোকে

পরিপূর্ণ।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৫ বি অংশ। 'হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বি ভূমি। 'আরণ্যপ্রদেশ, কর্ষণোপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিতে যে সময় লাগিত।' সৎসঙ্গ, ১৮৯৮। ৭ বি জায়গা। 'রঙ্গালয়ের যে প্রদেশ মেয়েরা অধিকার করে বসেছিলেন।' প্রমথ, ১৯১৬।

প্রদেশ-পাল [স] বি প্রদেশের শাসনকর্তা। 'এই মহীয়সী মহিলা এখন যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর বা প্রদেশ-পাল পদে অধিষ্ঠিতা।' বেগম, ১৯৪৮।

প্রদেশবাৎসল্য [স] বি প্রদেশপ্রীতি। 'কোনোরূপ প্রদেশবাৎসল্যের প্রশ্রয় দেওয়া কর্তব্য নহে।' প্রমথ, ১৯১৪।

প্রদেশবাসী [স] বিণ প্রদেশে বসবাসরত। 'প্রদেশবাসী নীলকর সাহেবদিগের ভয়ানক অত্যাচারঘটিত কত সংবাদ।' প্রভাকর, ১৮৫৮।

প্রদেশীয় [স] বিণ প্রদেশের। 'বঙ্গাদি প্রদেশীয় জমীদারেরদের এক সমাজ স্থাপনবিষয়ক প্রস্তাব।' দর্পণ, ১৮৩৩।

প্রদোউত্রী [স প্রদৌহিত্রী] বি স্ত্রী দৌহিত্রীর কন্যা। ওর্সা, ১৭৮২।

প্রদোষ [স] ১ বি সন্ধ্যা। 'দিবাকর অস্তমিত হইল প্রদোষ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি অস্পষ্টতা। 'কী কথা রয়েছে আমার মনের ছায়াতে, স্বপ্ন প্রদোষে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

প্রদোষ-অন্ধকার বি গোধূলির অন্ধকার। 'প্রদোষ-অন্ধকারে, মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে তোমারে শুধাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

প্রদোষ-আঁধার বি গোধূলির অন্ধকার। 'মায়ায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ-আঁধার; চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

প্রদোষ-আলো বি গোধূলির ম্লান আলো। 'ভাবী কালের প্রদোষ আলোয় মগ্ন তোমার আঁখি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

প্রদোষ-আলোক বি গোধূলির ম্লান অন্ধকার। 'প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী বিচরে নলের সনে দীর্ঘনিশ্বসিত অরণ্যের বিষাদমর্মরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রদোষকাল [স] ১ বি সন্ধ্যাবেলা। 'রাজনন্দন ও মন্ত্রিতনয় অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিত হইয়া প্রদোষকালে বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিতে বহির্গত হইলেন।' মদনারক, ১৮৬৯। ২ বি সংকটকাল। 'আজ যখন পশ্চিমদিগন্তে প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

প্রদোষচ্ছায়া [স] বি গোধূলির অন্ধকার। 'তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটা প্রদোষচ্ছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'যদি বা প্রচ্ছন্ন কর নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রদোষদেশ [স] বি আলো-আঁধারি স্থান। 'সে ধূসরতার কবি, চিরপ্রদোষদেশের সে বাসিন্দা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

প্রদোষান্ধকার [স] ১ বি সন্ধ্যার গভীর অন্ধকার। 'উপরে উন্মুক্ত আকাশে প্রথম কৃষ্ণপক্ষের অপর্যাপ্ত জ্যোৎস্না; নিম্নে শাখাজালনিবদ্ধ তরুশ্রেণীতলে খণ্ডকিরণখচিত একটি গভীর নিভৃত প্রদোষান্ধকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বি রাতের সঙ্কেত দেয় এমন আঁধার। 'বোঝাই যাচ্ছে সন্ধ্যার প্রদোষান্ধকার ইতিমধ্যে গাঢ় হয়ে গেছে।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

প্রদৌহিত্রী [স] বি কন্যার পুত্রের কন্যা বা কন্যার কন্যার কন্যা। 'আমার এক প্রদৌহিত্রী তাঁর নিজের সৃষ্ট পদ্ধতিমতো চাপড়ঘণ্ট রেঁধে আমাকে খাইয়েচে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

প্রদ্যোত [স] বিণ উজ্জ্বল। 'স্ফুরিত প্রসূনে আর প্রদ্যোত রতনে রচিত ও তনুচ্ছদ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

প্রধা [স] বি ইচ্ছা। 'প্রধা লাগে তোহ্মা সনে রহি সর্বক্ষণ।' সুলতান, ১৭০০।

প্রধান [স] ১ বি দলনেতা। 'প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ শ্রেষ্ঠ। 'জয় মহাচক্র জয় বৈষ্ণব প্রধান।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ মুখ্য। 'সকল পুত্রের মাঝে করেন প্রধান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিণ বিশাল। 'দেখিলন্ত আর এক সমুদ্র প্রধান।' সুলতান, ১৭০০। ৫ বি মঠের প্রধান কর্মকর্তা। ওর্সা, ১৭৮৫। ৬ বিণ সম্মানিত। 'ঘোষাল প্রধান লোক।' দর্পণ, ১৮২৫। ৭ বিণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 'এতদ্দেশে আমারদের জ্ঞাতসারে যত প্রধান কর্ম্ম হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৬। ৮ বিণ পূর্ণকালীন। 'প্রধান বালকেরদিগের মাসিক বেতন ৩ টাকা।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৯ বিণ অগ্রগণ্য। 'বন্টের নিজে অতি প্রধান কবি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

প্রধান অধ্যক্ষ [স] বি প্রধান অধ্যাপক। 'কালেজের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুত পাদরি উল্যম কেরি সাহেব।' দর্পণ, ১৮২২।

প্রধান অধ্যাপক [স] বি প্রধান শিক্ষক। 'কোন প্রধান অধ্যাপক বা তত্ত্বাবধারকও নিযুক্ত হন নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০।

প্রধান উপদেশক [স] বি প্রধান অধ্যাপক। 'শ্রীযুত কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব ... শাস্ত্র বিদ্যার প্রধান উপদেশক হইয়াছেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

প্রধান কর্ম, প্রধান কর্ম্ম [স] বি গুরুত্বপূর্ণ পদের কাজ। 'সাহেবলোক প্রায় বাঙালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না।' দর্পণ, ১৮৩৮।

প্রধানত [স] ১ ক্রিবিণ বেশির ভাগ। 'আমার চার-পাঁচবার দেখা হইয়াছিল এবং প্রধানত সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রিবিণ প্রধান দিক দিয়ে। 'চাষা আজন্মকাল প্রধানত কৃষি ব্যবসায়ের জন্যই উপযোগী হইয়াছে, এই জন্য সে কেবল চাষা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৩ বিণ সবচেয়ে বেশি। 'প্রধানত সাহিত্যের কাছে আমি ঋণী।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৪ ক্রিবিণ মূলত। 'এক-একটি অক্ষর প্রধানত এক-একটি আওয়াজের পরিচয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

প্রধানতন্ত্র [স] বি স্বৈরতন্ত্র। 'পুরোহিততন্ত্র রাজতন্ত্র প্রধানতন্ত্র প্রজাতন্ত্র সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায় ... দৃশ্যমান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রধানতম [স] ১ বিণ সবচেয়ে প্রধান। 'বেকের বিদ্যালয় তখনকার প্রধানতম বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে গণ্য হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'এদের প্রধানতম শত্রুদের বেলাও করে না।' অন্নদা, ১৯২৯। ২ বিণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 'এই সকল রোগের প্রধানতম কারণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'তন্মধ্যে ঘাটু নাচ প্রধানতম।' ইস্‌লাহ, ১৯৩৩।

প্রধানত্ব [স] বি কর্তৃত্ব। 'রাজত্বের ভার লইয়া অসুখী হইব, আর গাছের উপর প্রধানত্ব করিব?' তারিণী, ১৮০৩।

প্রধানপদ [স] বি নির্বাহীর পদ। 'ছাপাখানায় অনেক দিবসাবধি প্রধানপদে নিযুক্ত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৭; 'প্রধান পদ প্রাপ্ত লার্ড হেবর কহেন ...।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

প্রধান পরীক্ষা [স] বি শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা। 'প্রধান পরীক্ষা গত জানুআরি মাসের প্রথম দিবসে ... হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

প্রধান প্রধান [স] বিণ গুরুত্বপূর্ণ। 'হিন্দুস্থানি লোক ... অস্মদ্দেশে নানাস্থানে প্রধান২ কর্ম্ম করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৮; 'দেশীয়

উচ্চপদস্থ প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমানেরা হস্তগত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রধান বিচারক [স] *বি* মুখ্য বিচারকারী। 'আমি জেনোয়ার প্রধান বিচারক এডর্ণোর পুত্র।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রধান বিচারাধ্যক্ষ [স] *বি* প্রধান বিচারপতি। 'প্রধান বিচারাধ্যক্ষের সেরেস্তাদারি কর্মে প্রায় ১০ বৎসর নিযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

প্রধানমন্ত্রিত্ব [স] *বি* প্রধানমন্ত্রীর কাজ। 'ধন্য আপনার প্রধানমন্ত্রিত্ব!' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

প্রধান মন্ত্রিবর্গ [স] *বি* প্রধান মন্ত্রণাদাতাগণ। *ডানকান*, ১৭৮৫।

প্রধানমন্ত্রী [স] **১** *বি* রাজার মুখ্য সহযোগী। 'রাজা তাঁহারদের সাক্ষাতে চৌকিদারকে প্রধানমন্ত্রী আর ধনভাণ্ডারির কর্মে নিযুক্ত করিয়া চাবি ও কুলুপ সকল তাহাকে সমর্পণ করিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *বি* মুখ্য পরামর্শদাতা। 'মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার প্রধান। 'প্রধানমন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

প্রধান যাজক [স] *বি* (খ্রিস্টান ধর্মীয়মতে) আর্চবিশপ। 'প্রধান যাজক, আটাশজন যাজক ও তাঁহাদের সহকারিবর্গ ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

প্রধান শিক্ষয়িত্রী [স] *বি স্ত্রী* প্রধান শিক্ষক। 'বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী আ ...।' *বেগম*, ১৯৭০।

প্রধান সম্পাদক [স] *বি* মুখ্য পরিচালক। 'পাঠশালার কর্মাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত ... প্রধান সম্পাদক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

প্রধান সাহেব [স প্রধান+আ সাহিব] *বি* প্রধান কর্মকর্তা। 'বোর্ডরিবনুর প্রধান সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২২।

প্রধানা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* সুপরিচিত। 'যত প্রধানা নবীনা গণিতা যুবতী বারাঙ্গনা আছে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ স্ত্রী* বড়ো। 'প্রধানা রাণীরে রাখিতে সে উপবনে ...।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

প্রধানা মন্ত্রী [স] *বি স্ত্রী* মুখ্য মন্ত্রণাদাতা। 'ও কে? কৃষ্ণা? প্রধানা মন্ত্রী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

প্রধাবিত [স] *বিণ* প্রবাহিত হচ্ছে এমন। 'মলয় মারুত মৃদু মৃদু প্রধাবিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রধাবিত হওয়া *ক্রি* ছোটা। 'মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

প্রধী [স] *বিণ* প্রখর বুদ্ধিমান। 'ছাত্র হিসেবে কৃতী, রসবোধের ক্ষেত্রে প্রধী।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

প্রধূমায়মান [স] *বিণ* প্রবলভাবে ধূমায়িত। 'সকলই সুবিধা হতে গিয়ে তবু প্রধূমায়মান।' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্রধূমিত [স] *বিণ* বিশেষভাবে ধূমায়িত। 'যে বিদ্বেষ এই দুই জাতির মধ্যে আবহমান কাল হইতে প্রধূমিত হইয়া আসিতেছে।' *সওগাত*, ১৯১৯।

প্রধূম্রজ্বালা [স] *বি* প্রচুর ধোঁয়াযুক্ত অগ্নিশিখা। 'নিভেছে প্রধূম্রজ্বালা, নিরঙ্কুশ সূর্য অনশ্বর।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

প্রনতি [স প্রণতি] *বি* প্রণাম; শ্রদ্ধানিবেদন। 'প্রনতি করিয়া বৈল দিজের চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **প্রণতি**

প্রনমা [স প্রণাম>] *ক্রি* প্রণাম করা। **প্রনমহোঁ** *ক্রি* প্রণাম করি। 'নমহ নমহ বাণি প্রণমহোঁ নারায়নি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **প্রনমিঞা** *ক্রি* প্রণাম ক'রে। 'বান ঠাঞি জাএ দ্রুত কৃষ্ণ প্রনমিঞা।' *মালাধর*, ১৫০০। **প্রনমোহঁ** *ক্রি* প্রণাম করি। 'গনপতী প্রনমোহঁ বিঘ্নী করতার।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রনষ্ট [স] *বিণ* বিনষ্ট। 'প্রনষ্ট ধনের উদ্ধার কালে প্রনষ্টাধিগত ধনস্বামী রাজাকে স্থূল ও বস্তু বিবেচনায় কোথাও বা ষষ্ঠাংশ কোথাও বা দশমাংশ ... রাজকররূপে দিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রনাম[১] [স প্রণাম] *বি* প্রণতি। 'প্রনাম করিয়া স্তুতি করিল বিস্তরে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **প্রণাম**

প্রনাম[২] [স প্রাণায়াম] *বি* প্রাণায়াম। 'জপিলে অময়াসন আর প্রনামে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **প্রাণায়াম**

প্রপউত্র, প্রপোউত্র [স প্রপৌত্র] *বি* পুত্রের পুত্রের পুত্র। *ওগাঁ*, ১৭৮২। দ্র **প্রপৌত্র**

প্রপঞ্চ [স] **১** *বি* মায়া। 'প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয় শুদ্ধ মায়ারচিত।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* সংসার। 'প্রদীপের দীপ্তিরূপ প্রপঞ্চ আমোদে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রপঞ্চ-বিশ্ব [স] *বি* মায়াময় জগৎ। 'ধূসর প্রপঞ্চ-বিশ্ব উন্মুক্ত আকাশে/ অনেক বিপন্ন স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

প্রপঞ্চময় [স] *বিণ* ছলনাময়। 'রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

প্রপঞ্চনা [স প্রবঞ্চনা] *বি* প্রবঞ্চনা; প্রতারণা। 'প্রপঞ্চনা করহ কিবা সরূপ বচনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রপতিত [স] *বিণ* পতিত। 'তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মি-সমূহ প্রপতিত হইলে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

প্রপন্ন [স] *বিণ* আশ্রিত। 'নিদ্রাতুর নীরবতা ... রহস্যের ঘটাটোপ কীর্ণ করে প্রপন্ন জগতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮; 'শীতে শূন্যতায় প্রপন্ন রাতে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্রপাগাণ্ডা, প্রপাগান্ডা, প্রপাগ্যান্ডা [ই] **১** *বি* প্রচার; বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রচার। 'অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রপাগাণ্ডা রেয়াত করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* প্রচারণা। 'ইহারা নানা প্রকার মিথ্যা প্রপাগ্যান্ডা আরম্ভ করে।' *সওগাত*, ১৯২৯। **৩** *বি* মতবাদ; রটনা। 'হরিজনের প্রপাগান্ডা দিচ্ছে বুঝি উঁকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রপাত [স] **১** *বি* জলপ্রবাহ। 'নীল প্রপাত যেন সুরেশ্বরী ধার।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* ধারা। 'স্নেহময়ী মহানারীর স্নেহ-প্রপাত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

প্রপার্টি [ই] *বি* সম্পত্তি। 'আগে শুনেছি গাছের একটা ডাল নিয়ে ক্রোর টাকার প্রপার্টি পার্টিসন হয়ে গেল।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

প্রপিতামহ [স] *বি* পিতামহের পিতা। 'প্রপিতামহের বিত্ত জেমন তোমার চিত্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রপিতামহী [স] *বি* পিতার পিতামহী। 'প্রপিতামহী দেবী তরুণ যৌবনে বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া ...।' *জগদীশ*, ১৯১৮; 'সে তার প্রপিতামহী।' *তারা*, ১৯৪৩।

প্রপিতামোহ [স প্রপিতামহ] *বি* পিতামহের পিতা। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

প্রপিতামোহি [স প্রপিতামহী] *বি* পিতামহের মাতা। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

প্রপীড়িত [স] **১** *বিণ* নিপীড়িত। 'বিবিধ পীড়'য় প্রপীড়িত জননী ভারতভূমি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। **২** *বিণ* অসুস্থ। 'তাহার তুলনায় শতসহস্র ব্যক্তি মানসিক ব্যাধিতে প্রপীড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৩** *বিণ* নির্যাতিত। 'প্রবলের অত্যাচারে প্রপীড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

প্রপীড়িতা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছে এমন। 'অন্তঃপুরে গৃহিণী দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতা।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

প্রপুরুষ [স] *বি* পূর্বপুরুষ। 'কেহো প্রপুরুষ বাচাইতে ব্রমপুত্রো ভাবিলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

প্রপূজিত [স] *বিণ* অধিক সম্মানিত। 'ছিল যারা প্রপূজিত, নানাগুণে, বিভূষিত।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

প্রপেলার [ই] *বি* চালনচক্র; পাখা; জাহাজ প্রভৃতির যন্ত্রবিশেষ। 'দূর থেকে প্রপেলার সময়ের দৈনিক স্পন্দনে।' *জীবন*, ১৯৪০।

প্রপৈত্রিক [স] *বিণ* পূর্বপুরুষের। 'আভিশয্যের ঢাক বাজানো পৌত্তলিকতা মানুষের প্রপৈত্রিক সংস্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রপোউত্রী [স প্রপৌত্রী] *বি স্ত্রী* নাতির মেয়ে; পৌত্রের কন্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

প্রপোষক [স] *বিণ* সমর্থন করে এমন; পরিপোষক। 'সে দেশের অসংস্কৃতমূলক ভাষা ... এ অভিপ্রায়ের প্রপোষক বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রপৌত্র [স] *বি* নাতির ছেলে; পৌত্রের পুত্র। 'প্রপৌত্র দেখিয়া লোকান্তর গমন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

প্রপৌত্তুর [স প্রপৌত্র] *বি* নাতির ছেলে। 'উমেদারের প্রপৌত্তুর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

প্রপৌত্রী [স] *বি স্ত্রী* নাতির মেয়ে; পৌত্রের কন্যা; সম্পর্কযুক্ত যে। 'তার ভাষা হচ্ছে সংস্কৃতের প্রপৌত্রী।' *প্রমথ*, ১৯২২।

প্রফুল্ল [স] ১ *বিণ* বিকশিত। 'যূর্য্য উদয়কালে প্রফুল্ল কমল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* আনন্দিত। 'সর্বাঙ্গে সুন্দর রূপ প্রফুল্ল বদনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'রঙ ছড়ালো প্রফুল্ল রঙ্গনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

প্রফুল্লকর [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'হৃদয়-প্রফুল্লকর সদা সুখকর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রফুল্লচিত্ত [স] *বিণ* মনে আনন্দ আছে এমন। 'দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্লচিত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রফুল্লচিত্তা [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দিত। 'বসুন্ধরা প্রফুল্লচিত্তা হন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

প্রফুল্লতর [স] *বিণ* অতিশয় আনন্দিত। 'মনটা যেন প্রফুল্লতর বলে মনে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

প্রফুল্লতা [স] ১ *বি* প্রসন্নতা। 'আমার প্রফুল্লতার কোন হানি হয় নাই।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ২ *বি* খুশির ভাব; আনন্দ। 'তারাপ্রসন্ন গৃহিণীর নিকট আসিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রফুল্লবদনা [স] *বিণ স্ত্রী* হাস্যোজ্জ্বল মুখবিশিষ্ট। 'ভক্তি শক্তিশ্বরী, সহ আরাধনা, প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রফুল্লমুখ [স] *বি* হাসিমুখ। 'তাহার পৌরুষক্ষয়কর অপমানজনক আদেশও প্রফুল্লমুখে পালন করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রফুল্লমুখী [স] *বিণ স্ত্রী* সহাস্যমুখ। 'যদি কোনো প্রসন্নমূর্তি প্রফুল্লমুখী ধৈর্যময়ী লোকবৎসলা দেবী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রফুল্লযৌবনা [স] *বিণ* বিকশিত যৌবনের অধিকারী। 'ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্লযৌবনা নারী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রফুল্লহৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* উৎফুল্ল। 'বালিকাগণ তৎকালে কোথায় প্রফুল্ল হৃদয়া ও হাস্য বদনা হইয়া জনক জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

প্রফুল্লিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রফেট [ই] *বি* ভবিষ্যদ্বক্তা; প্রেরিতপুরুষ। 'গম্ভীর হয়ে করি প্রফেটের ভান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রফেসর [ই] *বি* অধ্যাপক। 'আজ আমার মূর্তির ভাঙা টুকরো নিয়ে প্রফেসর তারিখ হিসাব করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'উনি আমাদের কলেজের আরবির প্রফেসর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

প্রফেসরি [ই] *বি* অধ্যাপনা। 'প্রফেসরি নিজের ইচ্ছায় না ছাড়লে ...।' *শরৎ*, ১৯৩১।

প্রফেসার [ই] *বি* অধ্যাপক। 'প্রফেসারদের পরে আমারও পালা এল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

প্রফেসারি [ই] *বি* অধ্যাপনা। 'জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করা দরকার ... কলেজের প্রফেসারি করবার জন্যে।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'শুনেছি ... বরিশালে প্রফেসারি করছিস।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

প্রফেসারি-পদ [ই প্রফেসর+স পদ] *বি* অধ্যাপকের পদ। 'ইতিমধ্যে আমি স্কুলমাস্টারি থেকে প্রফেসারি-পদে প্রমোশন পাই।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

প্রবক্তা [স] *বি* ব্যাখ্যাকর্তা; মুখপাত্র। 'বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তারা সর্বার্থসাধক অথবা বিপ্লবী ছিলেন না।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রবঞ্চক [স] *বিণ* প্রতারক। 'চোর, ডাকাইত, প্রবঞ্চক প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

প্রবঞ্চনা [স] *বি* প্রতারণা। 'লুকাইয়া লুইচন্দ্রে কর প্রবঞ্চনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

প্রবঞ্চা [স প্রবঞ্চনা>] *ক্রি* ঠকানো; প্রতারণা করা। 'কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রবঞ্চিত [স] *বিণ* বঞ্চিত। 'উমিচাঁদ এই প্রকার প্রবঞ্চিত হওয়াতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অবিলম্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'সে আপনার কাছে আপনি প্রবঞ্চিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'কোনো প্রবঞ্চিতের কথাই ভাবতে যাবে না।' *জীবন*, ১৯৩১।

প্রবঞ্চিতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রতারিত। 'ভাগ্যের নির্মম প্রবঞ্চিতা শকুন্তলার ব্যাকুলতা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

প্রবণ ১ *বিণ* আগ্রহী। 'পরস্পরের ভাষা বিদ্যা রক্ত মিলাইয়া এক হইয়া উঠিবার জন্য স্বতই প্রবণ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* অনুরক্ত। 'গল্পে পলিটিক্‌স্‌প্রবণ কোনো ব্যক্তি চরিত্র আঁকতে হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* পরায়ণ। 'সকল মানুষের কল্পনা-প্রবণ মন নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রবণতা [স] *বি* ঝোঁক। 'তাহার একপ্রকার সহজ প্রবণতা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রবণতাসম্পন্ন [স] *বিণ* ঝোঁক আছে এমন। 'কবিত্বের প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষে কন্ট্রাকটার, বিশেষ করে মিলিটারি কন্ট্রাকটার হওয়া অপরাধ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রবত [স পর্বত] *বি* পর্বত। *মানোএল*, ১৭৪৩। *দ্র* **পর্বত**

প্রবন্দ [স প্রবন্ধ] *বি* চিঠি। 'একটা প্রবন্দে নিমন্ত্রণ দিয়া তাহাকে আনাইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রবন্ধ [স] ১ *বি* কৌশল। 'হেনস প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্বর।' বড়ু, ১৪৫০; 'কতো কেহ্ না কৈল যেন রস প্রবন্ধে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* বর্ণনা। 'শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* আখ্যান। 'ললিত ছন্দে দ্বিজবর মুকুন্দে পাচালী প্রবন্ধে ভনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ *বি* প্রস্তুতকরণ। 'ঔষধ-প্রবন্ধে মুকুন্দ বিশারদ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ *বি* বাক্যকৌশল। 'হেয়ালি-প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ *বি* কাঠামো। 'শীতল মন্দির অতি বিরল প্রবন্ধ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৭ *বি* অভ্যন্তর। 'বিহার করিতে গেল উদ্যান প্রবন্ধে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৮ *বি* অজুহাত। 'তাহাদিগের নামে মিথ্যা প্রবন্ধে অসঙ্গত নালিশ ... ।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬। ৯ *বি* পূর্বাপর যুক্তিপূর্ণ গদ্যরচনা। 'তাঁহাদের সেই গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তের বিচার ও মীমাংসা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রবন্ধন [স] *বি* কঠিন বন্ধন। 'পড়েছিল প্রবন্ধনে পরিত্রাণ পাল্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রবন্ধবন্ধন [স] *বি* প্রকৃষ্টরূপ বন্ধন। 'একে তো বন্ধু অর্থেই বন্ধন, তাহার উপরে প্রবন্ধবন্ধন হইলে ফাঁসের উপরে ফাঁস হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রবন্ধ-লেখক [স] *বি* প্রবন্ধকার। 'কবিতা ও প্রবন্ধ-লেখকের আমাদের অভাব নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'তিনি একজন প্রবন্ধলেখক।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

প্রবন্ধশালা [স] *বি* প্রবন্ধসমূহ। 'খবরের কাগজের প্রবন্ধশালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রবন্ধা [স প্রবন্ধ>] *ক্রি* কৌশল করা। 'কত কাম কলা রস প্রবন্ধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রবন্ধান্তরে [স] *ক্রিবিণ* প্রবন্ধের মধ্যে। 'এ কথার মীমাংসা প্রবন্ধান্তরে করা গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রবন্ধাবলী [স] *বি* প্রবন্ধের সমষ্টি। 'তাঁহার ঐ পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী অল্প উপকারী হয়নি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রবর [স] ১ *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'প্রবর ব্রাহ্মন সঙ্গে দুর্মুখ দুরন্ত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* স্নেহভাজন। 'অঞ্জলি করিআ পান লৈলা প্রবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* চূড়ান্ত। 'জাতি কুল করে নষ্ট দুষ্টমতি মূর্খের প্রবর।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৪ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'ধার্মিকপ্রবর তুমি লোকমাঝে খ্যাত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭; 'কোনো বাগ্মীপ্রবর গণনায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রবর্ত, প্রবর্ত্ত [স] ১ *বি* নাম জপ করা। 'প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* প্রবৃত্ত। 'প্রবর্ত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা ঠাট।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বিণ* উদ্যোগী। 'নৌকাযোগে যশহরে পাঠাইতে প্রবর্ত্ত হইল।' *রামরাম*, ১৮০১; 'কর্তা কি সকল না বিবেচনা করে এ কর্মে প্রবর্ত হইয়াছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

প্রবর্ত দশা, প্রবর্ত্ত দশা [স] *বি* সাধনার প্রাথমিক দশা। 'কারুণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

প্রবর্তা, প্রবর্ত্তা [স] *বিণ স্ত্রী* রত। 'কুলকামিনী আসিয়া লুকোচুরি খেলায় প্রবর্ত্তা হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রবর্তক, প্রবর্ত্তক [স] ১ *বি* (বৈষ্ণব) সাধনার প্রাথমিক অবস্থা। 'অনুলোম উর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* উদ্যোক্তা। 'বিক্রমাদিত্য ও শিবানন্দ ... মহালের বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তক হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* প্রবর্তন করে যে; প্রচলনকারী। 'অতএব কলিযুগে চারিজন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক হইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৪ *বি* সংগঠক। 'ভূসম্পত্তিবান দুষ্ট ভদ্রলোক ... ইহাদের প্রবর্ত্তক ও অধিনায়ক।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

প্রবর্তন [স] ১ *বি* আরম্ভ। 'ধর্মাধিপ নামে, কর্তব্যের প্রবর্তনে, ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'সেই অনুসারেই মানুষের শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছে – কারণ, মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৩ *বি* প্রচলন। 'তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৪ *বি* সূচনা। 'বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন যখন বাঙালী আপনার কথা আপনার ভাষায় বলিয়া ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রবর্তনকার্য [স] *বি* প্রচলিত করার কাজ। 'বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনকার্যকে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম বলে অকুতোভয়ে ঘোষণা করলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

প্রবর্তনা [স] ১ *বি* প্রচলন। 'তদপেক্ষা গভীরতর নিয়মের প্রবর্তনায় উদ্ভূত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* উদ্দীপনা; উত্তেজনা। 'প্রতিজ্ঞার বহুলতা, আশ্লেষের যুগ্ম প্রবর্তনা?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রবর্তনাদাতা [স] *বিণ* প্রেরণাদানকারী। 'কর্মীরা ছিলেন প্রবর্তনাদাতা সে ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়-চালিত নিমিত্তমাত্র।' *শরীফ*, ১৯৭০।

প্রবর্তনাভিলাষী [স] *বিণ* প্রচলন করতে ইচ্ছুক। 'আমান উল্লা যে ফিরিঙ্গীশিক্ষা প্রবর্তনাভিলাষী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

প্রবর্তয়িতা [স] *বি* প্রবর্তক। 'এই মহাগৌরবময় যুগের প্রবর্তয়িতা রামমোহন।' *ওদুদ*, ১৯৪৯।

প্রবর্তা[1], প্রবর্ত্তা [স প্রবর্তন>] *ক্রি* প্রচলন করা। **প্রবর্ত্তাইমু** *ক্রি* প্রবর্তন করবো। 'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন চারিভাবে ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **প্রবর্ত্তাইল** *ক্রি* প্রবর্তন করলো। 'যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রবর্তিত, প্রবর্ত্তিত [স] ১ *বিণ* প্রবর্তন করা হয়েছে এমন। 'প্রথমে আর্য্য-সমাজে কর্ম্ম-বিচার ছিল না; কালক্রমে উহা প্রবর্ত্তিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* উদ্বোধিত। 'এ সকল কার্যে আশাই আমাদিগকে প্রবর্তিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ৩ *বিণ* প্রচলিত। 'স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী যখন প্রবর্তিত হইল, তখন কোথায় তাহার পদ-স্খলন হইতে পারে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বিণ* আরোপিত। '১৮৫৯ সালে এই কর প্রবর্তিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রবর্ধন [স] ১ *বি* বৃদ্ধি। 'তবে এটির প্রবর্ধন এবং পূর্ণপ্রকাশ অনুশীলনসাপেক্ষ।' *শিব*, ১৯৫৬। ২ *বি* প্রসার। 'ভাষা ... জ্ঞানের প্রবর্ধন সম্ভব করে তোলে।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রবর্ধমান [স] *বিণ* বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন। 'তাহার প্রবর্ধমান, উৎসুক মনের সহানুভূতিতে ... ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

প্রবল [স] ১ *বিণ* ক্ষমতাবান। 'প্রবল হৈআঁ সূত্রেঁ লংঘিব ব্রাহ্মণে।' বড়ু, ১৪৫০; 'শ্রীযুত প্রবল প্রতাপ গৌরনর জেনারেল সাহেবর হযুরে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ২ *বিণ* পরাক্রান্ত। 'প্রবল হইলে মারিতে হৈব ... ।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* বড়ো। 'কলিকাতার গঙ্গারধারে প্রবল রাস্তা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৪ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'কোম্পানি বহাদরের প্রবলাজ্ঞাদ্বারা ... দাঁড়ের কারণ চারি আনা কর নিরূপিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ৫ *বিণ* সক্রিয়। 'উইলসন সাহেব ব্যতিরেকে অন্য সকলের উপর প্রবল থাকিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ৬ *বিণ* মারাত্মক। 'যে সকল প্রবল রোগ ছিল সে সকলকে দুর্ব্বল করিয়া ... ।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৭ *বিণ* জোরালো। 'বহুকাল অধিকারই তাহার প্রবল প্রমাণ জানিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৮ *বিণ* অলঙ্ঘনীয়। 'বঙ্গদেশের গবর্ণর লার্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক বাহাদুর এক প্রবল নিয়ম দ্বারা সতীহত্যার

প্রথাকে নিবৃত্তি করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৯** *বিণ* গুরুতর। 'তাঁহারা অবিলম্বে সম্প্রীতি-সেতু ভঞ্জন করিয়া বিবাদ-স্রোত প্রবল করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **১০** *বিণ* সবল। 'জমিদারেরা ক্রমে প্রবল ও কৃষকেরা ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯। **১১** *বিণ* প্রধান। 'উহাই যে এতদ্রূপ ভয়ঙ্কর কার্য্যের প্রবল কারণ।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

প্রবলকায় [স] *বিণ* বিশাল আকারের। 'আমাদের এ সিন্ধুনদ, বহুতর নদ-নদীর প্রবাহ সহকারে এত প্রবলকায় হয়েছেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

প্রবলতম [স] **১** *বিণ* প্রতাপপূর্ণ। 'যিনি বয়সে ক্ষুদ্রতম অথচ প্রতাপে প্রবলতম, সেই মহামহিম খোকা খুকু বা খুকুনের কথাটা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* সবচেয়ে গুরুতর। 'সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৩** *বিণ* অত্যধিক তীব্র। 'শক্তি যে প্রবলতম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রবলতর [স] **১** *বিণ* অপেক্ষাকৃত তীব্র। 'সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটাদ্বারা আকাশমণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। **২** *বিণ* বড়ো। 'লেখার চেয়ে প্রবলতর কর্তব্য আমার আর কিছুই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রবলতরঙ্গা [স] *বিণ* উত্তাল তরঙ্গবিশিষ্ট। 'প্রবলতরঙ্গা ধাইল গঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রবলতা [স] **১** *বি* ক্ষমতা। 'যদি তাহার তাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বি* আধিক্য। 'জাহাজী দ্রব্যের পরমিটে অধিক লভ্য জানিয়া তাহারি প্রবলতা করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৩** *বি* দৃঢ়তা। 'এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৪** *বি* তীব্রতা। 'আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রবলপক্ষ [স] *বি* শক্তিশালী পক্ষ। 'ভবানী প্রবলপক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রবলপরাক্রান্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত প্রতাপশালী। 'সমুদ্রগুপ্ত ভারতবর্ষের একজন প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রবলপ্রতাপ [স] *বিণ* অত্যন্ত প্রতাপশালী। 'শ্রীযুত প্রবল প্রতাপ গৌরনর জেনারেল সাহেবের।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

প্রবলপ্রতাপশালী [স] *বি* অত্যন্ত পরাক্রমশালী ব্যক্তি। 'প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা ... নিরাপদ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রবলভাবে [স] *ক্রিবিণ* ব্যাপকভাবে। 'সে সময়ে বারিগাজার আন্তর্দেশিক বাণিজ্য ... প্রবলভাবে চলিতেছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রবল রায়ত *বি* সম্পত্তিশালী প্রজা। 'প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রবলা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* মারাত্মক। 'অবলা প্রবলা পাপ কলঙ্কের ডালি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ স্ত্রী* গতিশীল। 'বর্ষাকালে ঐ সকল নদী প্রবলা হইলে অনেক২ জিনিসের আমদানী হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বিণ স্ত্রী* স্বেচ্ছাচারী। 'উড়েরা বেহারা হয় উড়েনী প্রবলা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

প্রবলাকার [স] *বি* বিপুলাকার; বৃহদাকার। 'এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

প্রবলেম, প্রব্লেম [ই] *বি* সমস্যা। 'প্রবলেমের পর প্রবলেম সলভ হইতে লাগিল।' *শরৎ*, ১৯১৩; 'সাইকলজির একটা দুঃসাধ্য প্রব্লেম মনে মনে নাড়াচাড়া করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রবহমাণ, প্রবহমান [স] **১** *বিণ* চলমান। 'গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'জগতের সমস্ত প্রবহমাণ সুখ দুঃখ ভোগ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* বহমান। যাহা স্বভাবতই প্রবহমান তাহাকে কোনো এক জায়গায় রুদ্ধ করিবা মাত্র তাহা মিথ্যা হইয়া উঠিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৩** *বিণ* প্রাগ্রসর। 'প্রবহমান সাহিত্যের যা থাকে একদিন ফেনা তাই হয় একদিন তলানি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

প্রবহমানতা [স] *বি* গতিময়তা। 'কালগঙ্গার প্রবহমানতায় সম্প্রতিকতা যদি ক্ষণিকের জন্যেও মিশে যায়।' *সনৎ*, ১৯৭০।

প্রবহমানভাবে *ক্রিবিণ* চলমানভাবে। 'যদি ইহারা অবিশ্রাম প্রবহমানভাবে নিয়তই আপনার বেড়া আপনিই ভাঙিয়া না চলিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

প্রবহমানা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রবাহিত হচ্ছে এমন। 'প্রবহমানা কালিন্দী অকস্মাৎ অকূল পাথার হইয়া উঠিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪০।

প্রবাদ [স] **১** *বি* নিন্দা। 'প্রবাদ ফলাইল মুই করিয়া অকার্জ্জ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* বক্তব্য। 'উক্ত প্রবাদ নিতান্ত অমূলক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বি* জনশ্রুতি। 'এরূপ প্রবাদ আছে, সিংহ কুক্কুটের শব্দ শুনিলে, অতিশয় বিরক্ত হয় ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

প্রবাদক [স] *বি* মতবাদ প্রচারক। 'এ কথার প্রামাণ্যার্থে তৎপ্রবাদকেরা কহিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রবাদতুল্য [স] *বিণ* প্রবাদের সঙ্গে তুলনীয়। 'তাঁহার শৈশবকালীন করুণা ও বদান্যতা ছিল প্রবাদতুল্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রবাদবাক্য [স] *বি* জনশ্রুতিমূলক কথা। 'প্রবাদবাক্যে ও ডাক ও খনার বচনে কত যুগের ভুয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

প্রবাল [স] **১** *বি* গাঢ় লালবর্ণের রত্নবিশেষ। 'প্রবাল ঘটিত চক্ষু চরন তাহার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অঙ্কুর। 'ফুটিয়াছে তাহাতে প্রবাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* সামুদ্রিক কীটবিশেষ। 'সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার প্রবাল আপন দেহের আবরণ মোচন করতে করতে কখন একসময়ে দ্বীপ বানিয়ে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রবাল-আলয় *বি* প্রবাল জন্মে যেখানে। 'দেখ প্রবাল-আলয়ে সাগরবালা গাঁথিতেছিল গো মুকুতামালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

প্রবাল-কীট [স] *বি* একপ্রকার সামুদ্রিক কীট। 'প্রবাল-কীটদের প্রধান প্রধান কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রবাল-কুণ্ডল [স] *বি* প্রবালের তৈরি কানের অলঙ্কার। 'প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রবাল-দ্বীপ [স] *বি* প্রবাল দিয়ে তৈরি দ্বীপ। 'তথায় এক এক স্থানে অনেক প্রবাল-দ্বীপ, প্রবাল-শৈল ও প্রবাল-স্তম্ভ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'অনেক প্রবাল-দ্বীপ/ নারিকেল-গ্রীবা তুলি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০; 'প্রবালদ্বীপের নারিকেলশাখা বাতাসে উঠেছে বাজি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩; 'শয্যার প্রবাল দ্বীপে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

প্রবাল-পালঙ্ক [স] *বি* প্রবালের তৈরি পালঙ্ক। 'অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে কার অঙ্কটিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'প্রবাল-পালঙ্ক পাশে মীননারী ঢুলায় চামর।' *জীবন*, ১৯২৭।

প্রবালরাঙা [স প্রবাল+রাঙা] *বিণ* প্রবালরঞ্জিত। 'যৌবনের এই প্রবাল-রাঙা দুকূল-ভাঙা প্রাবল্য।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রবাল-শৈল [স] *বি* প্রবালের পাহাড়। 'তথায় এক এক স্থানে অনেক প্রবাল-দ্বীপ, প্রবাল-শৈল ও প্রবাল-স্তম্ভ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রবাল-সমুদ্র [স] *বি* প্রবালের সাগর। 'সে স্থান প্রবাল-সমুদ্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রবাল-স্তম্ভ [স] *বি* প্রবালের স্তম্ভ। 'প্রবাল-শৈল ও প্রবাল-স্তম্ভ একত্র বিদ্যমান থাকাতে ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রবাস [স] **১** *বি* বিদেশে বসবাস। 'সেইকালে নৃপাদেশ করিল প্রবাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* রাত্রিযাপন। 'যোগের ও ভোগের অভিলাষে অন্যবাসে প্রবাস করিলে তাঁহার স্ববাসের সাধ্বীও অসাধ্বী হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* নির্বাসন। 'সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৪** *বি* বিদেশ। 'প্রবাসসঙ্গিনী মম/ নিত্যশুভ্রব্রতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রবাস-পাথার [স প্রবাস+পাথার] *বি* প্রবাসরূপ সাগর। 'চিঠির ভেলায় প্রবাস-পাথার পার করে নাও, ভাই!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

প্রবাসবাস [স] *বি* ভিন্ন দেশ বা অঞ্চলে বসবাস। 'প্রবাসবাসের সহিত কি কম করুণা কাতরতা উদ্‌বেগ জড়িত হইয়া ছিল!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রবাসবেদনা [স] *বি* বিদেশে থাকার কষ্ট। 'নিবারিতে প্রবাসবেদনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রবাসযাত্র [স] *বি* প্রবাসযাত্রী। 'চাহে নাকো কিছু প্রবাসযাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রবাসসঙ্গিনী [স] *বি স্ত্রী* বিদেশের সঙ্গী। 'প্রবাসসঙ্গিনী মম/ নিত্যশুভ্রব্রতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রবাসিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* বাইরে থেকে আগত; বিদেশি। 'কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* বিদেশি নারী। 'ওগো প্রবাসিনী, স্বপনে তব তাহার বারতা কি পেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

প্রবাসী [স] **১** *বিণ* প্রবাসে বাসকারী। 'পতিপুত্র হইল তাঁর সিংহলে প্রবাসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* অতিথি। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* আগন্তুক। 'প্রবাসীরা জঠর-জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৪** *বি* অন্য অঞ্চলের বাসিন্দা। 'প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৫** *বিণ* পরদেশি। 'বিশ্বের মাঝখানে তাহারা প্রবাসী হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রবাসী শিশু [স] *বি* অন্য দেশে থাকে যে শিশু। 'প্রবাসী শিশুর দল। যাবে ওরা চলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

প্রবাহ [স] **১** *বি* স্রোত। 'জলের প্রবাহ হেতু তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় নাই।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* বিস্তার। 'পল্লীগ্রাম মধ্যে বিদ্যারসের প্রবাহ হইতে পারে, অগ্রে তাহার উপায় অন্বেষণ কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৩** *বি* চলাচল। 'আমরা প্রযত্নপূর্ব্বক বায়ুপ্রবাহ প্রতিরোধ করিয়া থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বি* ক্ষরণ। 'তখন তাহাতে রক্তপ্রবাহ প্রবল হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৫** *বি* ধারা। 'রাজপুরুষেরা যুদ্ধানলে আহুতি প্রদান করিয়া শোণিত-প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত ... করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **৬** *বি* বইয়ের অধ্যায়। 'প্রথম প্রবাহ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

প্রবাহগতি [স] *বি* পরিবেশ। 'অনুকূল ঘটনায় সেই প্রবাহগতি বৃদ্ধি হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

প্রবাহচক্রে [স] *ক্রিবিণ* পাকেচক্রে। 'রাজনৈতিক আবর্তের প্রবাহচক্রে নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

প্রবাহণ [স] *বি* প্রবাহ। 'কিন্তু প্রবাহণের গণনা থামে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রবাহ-বাহিনী [স] *বি* নদী। 'বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

প্রবাহশালিনী [স] *বিণ* প্রবহমান; গতিময়। 'কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রবাহশূন্য [স] *বিণ* স্রোতহীন। 'তথাকার প্রবাহশূন্য পীড়াদায়ক জলাশয় সকল শোষিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রবাহিণি [স, সম্বোধনে ই-কার] *বি* নদী। 'বৃথা ভাব, প্রবাহিণি, দেখ ভাবি মনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

প্রবাহিণী [স] *বি স্ত্রী* নদী। 'মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা ওহে প্রবাহিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

প্রবাহিত [স] **১** *বিণ* বয়ে চলেছে এমন। 'তাহারদিগের চিন্তা স্রোত এ পথে স্বপ্নেও কখন প্রবাহিত হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* সঞ্চালিত। 'তাহাকে আপনার জীবনের মধ্যে প্রবাহিত করিতে পারো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রবাহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বয়ে যায় এমন; বহমান। 'লণ্ডননগরের পার্শ্বদেশপ্রবাহিতা টেমস নদীর তলভূমি।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

প্রবিধান [স] *বি* সমাধান। 'তাহা প্রবিধান না করিয়া বধিরের মত অব্যবস্থা করিয়া দুরবস্থায় রাখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

প্রবিষ্ট [স] **১** *বিণ* ভিতরে ঢুকেছে এমন। 'প্রবিষ্ট হইব মুঞি গঙ্গার ভিতরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ভর্তিপ্রাপ্ত। 'পাঠশালাতে ৪০ জনেরও অধিক ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৩** *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'এই সমাজের সাধারণ নিয়ম হইবে যে তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিই তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৪** *বিণ* উপস্থিত; আগত। 'দেশমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাণিজ্যকার্য্যে মনোযোগী হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৫** *বি* অনুপ্রবেশ। 'সংসার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন।' *প্রচারক*, ১৯০১।

প্রবিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রবেশ করেছে এমন। 'বঙ্গ ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা প্রবিষ্টা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

প্রবীণ [স] **১** *বিণ* বিজ্ঞ; বিশেষজ্ঞ। 'কাহাঁ তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রেত প্রবীণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বড়ো। 'হয়্যা মীন প্রবীণ শকুলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* বৃদ্ধ। 'সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৪** *বিণ* অভিজ্ঞ; বৃদ্ধ হয়েও যুবকের মতো। 'সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বচন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৫** *বিণ* প্রাচীন। 'তবুও সংঘাতে কাঁপে আদর্শ প্রবীণ।' *আহসান*, ১৯৪৪।

প্রবীণতম [স] *বিণ* সবচেয়ে বয়সী। 'বয়সেও তরুণ নহেন, বাঙ্গালার প্রবীণতম সাহিত্যিক।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৩।

প্রবীণতা [স] **১** *বি* বৃদ্ধ অবস্থা। 'তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বি* বিজ্ঞতা। 'চলব এবার প্রবীণতার পাকা পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

প্রবীণত্ব [স] *বি* বিজ্ঞতা। 'প্রবীণত্বের চক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রবীণবয়স্ক [স] *বিণ* বয়স বেড়েছে এমন; বয়োজ্যেষ্ঠ। 'প্রবীণবয়স্ক

সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রবীণা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* দায়িত্বশীল। 'তিনি নিজে ... একটি প্রবীণা অভিভাবিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* বৃদ্ধা। 'প্রবীণা মায়ের চুলে চালাও চিরুণী।' *শামসুর*, ১৯৭০।

প্রবীন [স প্রবীণ] *বিণ* স্থায়ী। 'বিষম বিয়োগ রোগ হইল প্রবীন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রবুদ্ধ [স] ১ *বিণ* জাগ্রত। 'নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* জ্ঞানপ্রাপ্ত। 'নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রবৃতি [স প্রভৃতি] *অব্য* প্রভৃতি; প্রমুখ। 'বসিল যকল মুনি নারদ প্রবৃতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **প্রভৃতি**

প্রবৃত্ত [স] ১ *বিণ* নিযুক্ত। 'তাহার পুত্রেরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* ব্যাপৃত; নিয়োজিত। 'পরন্তু যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ৩ *বিণ* মনোযোগী। 'প্রোৎসাহিত হইয়া আপন আপন দুষ্ক্রিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

প্রবৃত্ত হওয়া ১ *ক্রি* ইচ্ছা পোষণ করা। 'তরবারি যদি অনিচ্ছুক অস্থিচর্মের মধ্যে সেইপ্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *ক্রি* রত হওয়া। 'চিন্তা ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' *ইসলাহ*, ১৯৩২।

প্রবৃত্তি [স] ১ *বি* ইচ্ছা। 'সর্ব্বত্রে অর্থোপার্জ্জন প্রবৃত্তি নিমিত্তক সন্দেহ।' *রামরাম*, ১৮০২; 'অতিব্যয়শীলতাদি নানা প্রকার অকর্ত্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* সম্মতি। 'কএক জনকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া কলনিজেসিয়ানের পক্ষ আরজীতে স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'একটা মাসিক পত্রের নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রবৃত্তিজাল [স] *বি* প্রবৃত্তিরূপ জাল। 'জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল করে জড়িত করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রবৃত্তিতাড়িত [স] *বিণ* ইন্দ্রিয় তাড়িত। 'সেই প্রবৃত্তিতাড়িত পদক্ষেপ বেসামাল হতে হতে কখন এসে পড়ল।' *হাসান*, ১৯৬২।

প্রবৃত্তিদায়ক [স] *বিণ* উৎসাহব্যঞ্জক। 'অনেক মনুষ্য পণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রবৃত্তিবেগ [স] *বি* প্রবৃত্তির ধারা। 'হায় ধর্ম, হায় রে প্রবৃত্তিবেগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

প্রবৃত্তিমূলক [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়জাত। 'জ্ঞান মানে আমি এখন প্রবৃত্তিমূলক উপলব্ধি বলছি।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

প্রবৃত্তি লওয়া *ক্রি* মনে হওয়া। 'প্রবৃত্তি লওয়াইলেক যে দয়া সামর্থের অতি সুন্দর গুণ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

প্রবৃত্তিশূন্য [স] *বিণ* নিস্পৃহ। 'সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর দুঃসহ বিরহানলে দগ্ধহৃদয় হইয়া ... সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রবৃত্তিসাপেক্ষ [স] *বিণ* ইচ্ছানির্ভর। 'ক্ষমতার প্রয়োগটি কেবল আমাদের প্রবৃত্তিসাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

প্রবৃদ্ধ [স] ১ *বিণ* বড়ো। 'শ্যামের ... দাড়ি গোঁফ চুল সবই অতি প্রবৃদ্ধ।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ২ *বিণ* বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'বাঙালী পেট্রিয়টিজম যতই প্রবৃদ্ধ হোক।' *প্রমথ*, ১৯২০।

প্রবেশ [স] ১ *বি* আগমন। 'যৌবন প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* ভিতরে যাওয়া। 'বৃন্দাবন ভ্রমে যাহাঁ করিল প্রবেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কৃষ্ণের সুতিকাশালে করিব প্রবেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* অনুভবকরণ। 'অল্পে বুঝো, গহিনে প্রবেশ করিয়া, তবে সে দুলভ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

প্রবেশ করা ১ *ক্রি* আরোহণ। 'কমলা চিতার নাকি করিবে প্রবেশ?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বি* সূচনা। 'যৌবনে যখনই কবি করিল প্রবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৩ ঢোকা। 'শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রবেশকর্তা [স] *বি* প্রবেশকারী। 'গৃহে প্রবেশকর্তার দিকে তার চোখ সজাগ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

প্রবেশকারী [স] *বি* অভ্যন্তরে গমনকারী। 'এই হামলার ব্যাপারেও ভারতই অনধিকার প্রবেশকারীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৫; 'প্রবেশকারীদের বুটের আওয়াজ ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

প্রবেশ-দ্বার [স] ১ *বি* প্রবেশের প্রধান পথ। 'সম্মুখেই রাজবাটির প্রবেশ-দ্বারে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'আমার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ *বি* দরজা। 'প্রবেশদ্বার একটি মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ৩ *বি* ঢোকার পথ। 'আমাদের হৃদয়ের প্রবেশ-দ্বার অরক্ষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রবেশপথ [স] *বি* ঢোকার পথ। 'এই ছিদ্রটি অলক্ষ্মীর একটা প্রবেশপথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রবেশযোগ্য [স] *বিণ* ভর্তি হওয়ার যোগ্য। 'তাহারাই এই বিদ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য।' *দর্পণ*, ১৮২২।

প্রবেশলাভ [স] *বি* ঢোকার সুযোগ লাভ। 'একটা নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশলাভ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রবেশা [স প্রবেশ>] *ক্রি* প্রবেশ করা। 'ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'প্রবেশিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **প্রবেশি** *ক্রি* প্রবেশ ক'রে। 'মজ্জাএ প্রবেশি ভজু ভেদি শির টোপ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **প্রবেশিত** *ক্রি* প্রবেশ করতে। 'কাম ক্রোধ প্রবেশিত হইল আটক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **প্রবেশিনু** *ক্রি* প্রবেশ করলাম। 'দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **প্রবেশিল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'পাঁচ গজ জমিন ছেদিয়া প্রবেশিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **প্রবেশিলা** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'মৃগয়া কারণে বনে প্রবেশিলা হরি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **প্রবেশীছি** *ক্রি* প্রবেশ করেছি। 'মৃগ মারিবার হেতু প্রবেশীছি বন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **প্রবেশুক** *ক্রি* প্রবেশ করুক। 'গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **প্রবেশেন** *ক্রি* প্রবেশ করেন। 'প্রবেশেন এক দিন চিতোর নগরে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

প্রবেশাধিকার [স] *বি* ঢোকার অনুমতি। 'নগরে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

প্রবেশানন্তর [স] *ক্রিবিণ* প্রবেশ করার পরে। 'সভায় প্রবেশানন্তর সভ্যতা প্রকাশ করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

প্রবেশানুমতি [স] বি ভিতরে যাবার অনুমতি। 'অতি কঠোর শর্তে প্রবেশানুমতি দেবার পর বৃটিশ কারখানা-মাল অল্প...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

প্রবেশিকা [স] ১ *বি* প্রবেশের অনুমতি। 'তাঁহার শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইবার নিমিত্ত প্রবেশিকা প্রার্থনা করাতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা; মাধ্যমিক পরীক্ষা। 'অনেক লেখক ইংরেজীতে প্রবেশিকার প্রাচীর পার হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।'

প্রচারক, ১৯০৩।

প্রবেশিত [স] *বিণ* প্রবিষ্ট। 'উত্তপ্ত লৌহদণ্ড হৃদয়মধ্যে প্রবেশিত হইলেও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

প্রবেস [স প্রবেশ] *বি* প্রবেশ। 'আনন্দে আসিয়া ইন্দ্র কুন্ডিএ প্রবেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রবেসা [স প্রবেশ>] *ক্রি* প্রবেশ করা। 'গৃহে প্রবেসিয়া রাজা হরিষ অন্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রবেষ্ট [স] *বি* বাহু। 'পদ্মের মৃণাল জিনি প্রবেষ্ট দুখানি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রবেষ্টি [স প্রবেষ্ট>] *বি* বাহু। 'পদ্মের মৃণাল জিনে প্রবেষ্টির প্রভা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রবোধ [স] ১ *বি* সান্ত্বনা। 'রাধা লআঁ গেলী ঘর প্রবোধ করিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আশ্বস্ত। 'প্রবোধ করিয়া যায় প্রভুর গমন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* বিশ্বাস। 'রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারিরা এতদ্দেশে এতদ্রূপ প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টান্বিত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

প্রবোধ দেওয়া *ক্রি* উৎসাহ দেওয়া। 'অবিরত অপব্যয় করিতে তাঁহারদিগকে প্রবোধ দিতে থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

প্রবোধবচন [স] *বি* সান্ত্বনার কথা। 'প্রবোধবচন কত/ বুঝাএঁ তাহারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

প্রবোধবাণী [স] *বি* সান্ত্বনার কথা। 'এ তো সান্ত্বনা নয়, প্রবোধবাণী নয়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

প্রবোধা [স প্রবোধ>] *ক্রি* সান্ত্বনা দেওয়া। **প্রবোধন্ত** *ক্রি* সান্ত্বনা দেন। 'প্রবোধন্ত আপনা জননী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **প্রবোধি** *ক্রি* সান্ত্বনা দিই। 'তবু পোড়া মনেরে প্রবোধি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **প্রবোধিআঁ** *ক্রি* সান্ত্বনা দিয়ে; তুষ্ট ক'রে। 'কাহ্নাঞিঁ প্রবোধিআঁ ছাড়িঁ যা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **প্রবোধিতে** *ক্রি* প্রবোধ দিতে। 'মিছা রাইয়েরে আজ চাস প্রবোধিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **প্রবোধির্তে** *ক্রি* সান্ত্বনা দিতে। 'বোলেঁ প্রবোধির্তে সুন বড়ায়ি ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **প্রবোধিব** *ক্রি* সান্ত্বনা দেবো। 'কত প্রবোধিব মনে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **প্রবোধিয়া** *ক্রি* সান্ত্বনা দিয়ে; আশ্বাস দিয়ে। 'প্রবোধিয়া কৈন্যাকে তুলিল নিজ রথে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **প্রবোধিল** *ক্রি* সান্ত্বনা দিলো। 'বন্ধু বান্ধব আসি দোঁহা প্রবোধিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রবোধার্থে [স] *ক্রিবিণ* বোধোদয়ের জন্যে। 'অনেক যুবকের প্রবোধার্থে অনুবন্ধাধীন স্বদেশের প্রীতি প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রবোধিত [স] *বিণ* সান্ত্বনাপ্রাপ্ত। 'দ্বারী কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

প্রব্যথিত [স] *বিণ* অত্যন্ত দুঃখিত। 'প্রব্যথিত মানবের হিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

প্রব্রজিত [স] *বিণ* সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেছে এমন। 'বন্ধুবিহীন, প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রব্রজ্যা [স] *বি* সন্ন্যাস ধর্ম। 'লয়ে প্রব্রজ্যা পশিনু যখন শ্রীমহা সঙ্ঘরামে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪; 'আমি যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।' *প্রমথ*, ১৯৩৭; 'রিয়োকোয়ানের ছোট দুই ভাই ও এক বোন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

প্রব্রজ্যাভূমি [স] *বি* তীর্থস্থান। 'তাঁর খ্যাতি শুধু আপন প্রদেশে, আপন প্রব্রজ্যাভূমে সীমাবদ্ধ নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

প্রভঞ্জক [স] *বিণ* নাশক। 'শব্দার্থবোধজনিত সংশয় প্রভঞ্জক বিবিধ গ্রন্থ বিরচিত হইয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

প্রভঞ্জন [স] ১ *বি* বাতাস। 'মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে কুসুম পড়এ বনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ঝড়-ঝঞ্ঝা। 'তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি প্রভঞ্জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রভঞ্জনাহুতি [স] *বি* বাতাসের আহ্বান। 'মনসুনে প্রভঞ্জনাহুতি পেয়ে সমুদ্র তার শত সহস্র জিহ্বা লকলক করছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

প্রভব [স] *বি* উদ্ভবস্থান; আকর। 'পবিত্র বালুকার এক এক কণা, অনন্তরত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* সৃষ্টিকারী। 'প্রতিধ্বনিপ্রভব দুন্দুভি সাড়া দিল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রভা [স] *বি* দ্যুতি; ঔজ্জ্বল্য। 'মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রভাকর [স] *বি* সূর্য। 'প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য্য সমাধানান্তর লোহিত বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোদ্যাগ করিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

প্রভাকীর্ণ [স] *বিণ স্ত্রী* দীপ্তিমান। 'প্রভাকীর্ণ, তেজোময়, কনকমণ্ডিত সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রভান্বিত [স] *বিণ* প্রদীপ্ত। 'সেই স্থান প্রভায় তোমাকে প্রভান্বিত করিবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

প্রভান্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* দীপ্তিময়। 'অধর দশনজ্যোতি প্রভান্বিতা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

প্রভাপন্ন [স] *বিণ* তাপযুক্ত। 'পরম প্রভাপন্ন প্রভাকরের করসমূহ সহ্য করিয়া ... শস্যাদি রোপন করিলে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

প্রভাময় [স] *বিণ* দীপ্তিময়। 'যে কল্পতরু নন্দনকাননে, মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে প্রভাময়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রভাশালিতা [স] *বি* দীপ্তিময়তা। 'আলফা সেন্টারাই নামক নক্ষত্রের প্রভাশালিতা সূর্য্যের ২.৩২ গুণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রভাশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দীপ্তিময়ী। 'কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রভাত [স] *বি* ভোর। 'প্রভাত সময় হৈলেঁ চলিহ সত্বরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'প্রভাতে বেণীবাবু মতিলালকে লইয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

প্রভাত-উৎসব [স] *বি* প্রভাতকালীন আনন্দ। 'প্রভাত-উৎসব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

প্রভাত-আলো [স] *বি* ভোরের আলো। 'প্রভাত-আলোর ডুবিয়ে দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

প্রভাত-আলোক *বি* ভোরের আলো। 'তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি আজি এই প্রভাত-আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রভাতকর [স] *বি* ভোরের আলো। 'প্রভাত করে করি রে স্নান/ ঘুমাই ফুলবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রভাতকাল [স] *বি* ভোরবেলা। 'প্রভাতকালের যেন রবি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রভাতকিরণপায়ী [স] *বিণ* সকালের সূর্যালোক উপভোগ করে এমন। 'ওরা সব মেঘের মতন/ প্রভাতকিরণপায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রভাত-কিরণমাঝে *ক্রিবিণ* ভোরের আলোতে। 'তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাতকিরণমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রভাতগগন [স] *বি* ভোরের আকাশ। 'নবরৌদ্ররাগে রঞ্জিত প্রভাতগগনের শোভা।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

প্রভাতজগৎ [স] *বি* ভোরবেলা। 'প্রভাতজগৎ হতে মোরে ছিঁড়ি/ করুণ আঁধারে লহো মোরে ঘিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রভাত-জীবন [স] *বি* জীবনের প্রারম্ভিক কাল। 'প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

প্রভাত-জ্যোতি [স] *বি* ভোরের আলো। 'ওগো নব প্রভাত-জ্যোতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রভাততপন [স] *বি* ভোরের সূর্য। 'কেবলি যেন রে প্রভাততপনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রভাততারা [স] *বি* শুকতারা। 'প্রথম প্রভাততারা যবে বাতায়নে দেখা দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রভাতপবন [স] *বি* ভোরের বাতাস। 'প্রভাতপবনে প্রভাতস্বপনে/ বিরামে কাটায়, আরামে ঘুমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রভাত-পাখী *বি* ভোরবেলার পাখি। 'প্রভাত-পাখীরা উঠিল গাহিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

প্রভাতপ্রফুল্ল [স] *বিণ* প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত। 'যেন একটি প্রভাতপ্রফুল্ল পদ্ম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রভাতফেরী [স প্রভাত+হি ফেরী] *বি* ভোরে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে পথ অতিক্রমণ। 'প্রভাতফেরীর মিছিল যাবে ছড়াও ফুলের বন্যা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৫।

প্রভাত-বাতাস *বি* ভোরের বাতাস। 'ফিরছে কেঁদে প্রভাত-বাতাস, আলোক যে তার ম্লান হতাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রভাত-বায় [স] *বি* ভোরের বাতাস। 'বহিছে প্রভাত-বায় আঁচলে লুটিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'মোর কণ্ঠস্বর এ প্রভাতবায়ে অনন্ত জলদমাঝে গিয়েছে হারায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

প্রভাতবায়ু [স] *বি* ভোরের বাতাস। 'সেই ধ্বনি ধায় বকুলশাখায় প্রভাতবায়ুর ব্যাকুল পাখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রভাতবিহগ [স] *বি* ভোরের পাখি। 'প্রভাতবিহগ কী গান গাইল রে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রভাতবেলা [স] *বি* ভোর বেলা। 'আমারি বুকে প্রভাতবেলা/ ফুলেরা মিলি করিছে খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রভাতভানু [স] *বি* ভোরের সূর্য। 'প্রভাতভানুর ছটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রভাতময় [স] *বিণ* প্রভাতের মতো। 'এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

প্রভাতরবি [স] *বি* ভোরের সূর্য। 'উঠেছে প্রভাতরবি, আঁকিছে সোনার ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

প্রভাত সন্ধ্যা [স] *ক্রিবিণ* সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। 'রবি শশী তারা প্রভাত সন্ধ্যা তোমার আদেশ কহে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

প্রভাতসূর্য [স] *বি* ভোরের সূর্য। 'প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রভাত-স্তব [স] *বি* ভোরবেলার প্রার্থনা। 'তোদের প্রভাত-স্তবের সুরে রে বাজে মম দিলরুবা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

প্রভাতস্বপন [স] *বি* ভোরের স্বপ্ন। 'প্রভাতপবনে প্রভাতস্বপনে/ বিরামে কাটায়, আরামে ঘুমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রভাতা [স প্রভাত>] *ক্রি* সকাল হওয়া। 'প্রভাতিল বিভাবরী; জয় রাম নাদে নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রভাতিক [স] *বিণ* ভোরবেলার। 'প্রভাতিক গীতিবন্দনা সমাপনান্তে আশ্রমিকগণ স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রভাতি, প্রভাতী [স প্রভাতীয়] **১** *বিণ* প্রভাতে গেয় বা পাঠযোগ্য। 'প্রভাতী রাগিণী সৃজন-পূর্বক আপন-মনে আলাপ করছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* ভোরবেলার। 'পঞ্চম তানে, প্রভাতি গানে।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫; 'রবির প্রভাতি কর!' *নজরুল*, ১৯৩০; 'জ্যোছনা রাতের সাদা মেঘ আর প্রভাতী পূর্বাকাশ।' *হোসেন*, ১৯৪০।

প্রভাতীয় [স] *বিণ* ভোরবেলার। 'প্রভাতীয় উপাসনা ... সকলের কর্ণকে আনন্দিত করিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

প্রভাতোদয় [স প্রভাত-উদয়] *বি* ভোরের আগমন। 'শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীর্তন করিতে নিযুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রভাব [স] **১** *বি* মহিমা। 'সে আইর প্রভাব না জানি তিলমাত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* জ্যোতি। 'বস্ত্রের প্রভাব জিনি শালকের শোভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* সহযোগিতা। 'ভয় না করিয় কৈন্যা করহ প্রভাব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* শক্তি। 'প্রসন্না পর্বতপুত্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৫** *বি* ক্ষমতা। 'তপোবল-প্রভাবে কেহ কেহ সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৬** *বি* প্রতাপ। 'রাজার প্রভাব প্রশংসা করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

প্রভাব-প্রতিপত্তি [স] *বি* ক্ষমতা ও আধিপত্য। 'দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি এদেশে প্রায় সমান-সমান।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

প্রভাববান [স] *বিণ* শক্তিমান। 'এতদৃশ প্রভাববান হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

প্রভাবশালিতা [স] বি শক্তি। 'আলফা সেণ্টারাই নামক নক্ষত্রের প্রভাবশালিতা সূর্য্যের ২.৩২ গুণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রভাবশালিনী *বিণ স্ত্রী* প্রভাববিশিষ্ট। 'কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাবশালিনী শুধু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

প্রভাবশালী [স] *বিণ* ক্ষমতাবান। 'ভূমণ্ডলের যে বস্তু সমধিক প্রভাবশালী, ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'বিরুদ্ধবাদী একদল লোক এখনও আমাদের সমাজে প্রভাবশালী।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

প্রভাবশীল [স] *বিণ* ক্রিয়াশীল। 'জ্ঞানের চাইতে অন্ধভক্তি আজও তাদের জীবনে বেশি প্রভাবশীল।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রভাবশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষমতাবান। 'ছাত্র ঠিক নয়, ছাত্রী, অত্যন্ত প্রভাবশীলা।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

প্রভাবসম্পন্ন [স] *বিণ* ক্ষমতাবান; প্রভাবশালী। 'প্রভাবসম্পন্ন প্রতিবেশী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রভাবহানি [স] *বি* প্রভাব কমে যাওয়া। 'প্রভাবহানির ফলে ল্যাটিন ভাষার মর্যাদাও সেই সব দেশগুলিতে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়।' *উমর*, ১৯৬৮।

প্রভাবান্বিত [স] *বিণ* প্রভাবিত। 'জমিদার প্রভাবান্বিত স্বরাজ জনসাধারণ কিছুতেই অধিকতর পছন্দ করিবেন না।' *দর্শন*, ১৯২৫; 'তার আচরণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবান্বিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

প্রভাবে *ক্রিবিণ* ফলে। 'বিদ্যার্থীরা বিদ্যা প্রভাবে খ্রিষ্টীয় মতের নিকট

হইতে বর্ষে বর্ষে অধিকতর অন্তরিত হইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রভাস [স] *বিণ* দীপ্তিশালী। 'প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে।' *ভারত*, ১৭৬০।

প্রভাসিত [স] *বিণ* সমুজ্জ্বল। 'সেখানেও রত্ন প্রভাসিত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড [ই] *বি* ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় তহবিলবিশেষ। 'বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতির আয়ে।' *সওগাত*, ১৯২৮; 'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সব টাকাই প্রায় খরচ হয়ে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রভিন্নতা [স] *বি* বিভিন্নতা। 'ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মতঃ ব্যবহারতঃ ... প্রভিন্নতা প্রত্যক্ষ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

প্রভীন [স প্রবীণ] *বিণ* প্রবল। 'দারুণ বিরহ রাহু বিষম প্রভীন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। দ্র **প্রবীণ**

প্রভু [স] ১ *বি* বৈষ্ণব গুরু। 'স্নান করিতে পেলা প্রভু দৈবে মোরে ভাণ্ডি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* চৈতন্যদেব। 'ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* ঈশ্বর। 'বিফলজনম প্রভু তুমি জারে বাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* স্বামী। 'কর প্রভু দড় বুক হৃদয়ে না ভাব দুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* মনিব। 'আপন প্রভুর বুকের উপর ঝাম্পাইতে উদ্যত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৬ *বি* শাসক। 'প্রভু যত বড়োই প্রবল হউন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৭ *বিণ* অনুরক্ত। 'দিদি কাঁঠালের বড় প্রভু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

প্রভুকণ্ঠ [স] *বি* প্রভুর গলা। 'প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রভুকৃত্য [স] *বি* সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে করতে হবে এমন কাজ। 'মিলিয়া সকলে প্রভুকৃত্য শেষ করো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

প্রভুভক্তি [স] *বি* প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। 'দেমুলাঁর আচরণ, দয়া, ভদ্রতা ও প্রভুভক্তির অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রভুতা [স] *বি* কর্তৃত্ব। 'পত্নীর উপর পরিণেতার সর্বতোমুখী প্রভুতা আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'রাজ্য মধ্যে সুনিয়ম না থাকিলে রাজার প্রভুতা থাকে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রভুত্ব [স] ১ *বিণ* গুরুতুল্য। 'পণ্ডিত কহেন তবে প্রভুত্ব বচন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* শাসন। 'পূর্ব্বে২ রাজ্যাধিকারে অর্থাৎ কি হিন্দুরদের রাজ্যসময়ে কি মুসলমানেরদের প্রভুত্বকালে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ৩ *বি* আধিপত্য। 'মান ও প্রভুত্ব বৃদ্ধিও নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রভুত্বজাল [স] *বি* কর্তৃত্ববলয়। 'একটা কৃত্রিম জগতে প্রভুত্বজাল বিস্তার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রভুত্বমদ [স] *বি* কর্তৃত্বের দম্ভ। 'ইংরাজ কি ... প্রভুত্বমদোদ্ধত ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রভুত্বরক্ষণী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রভুত্ব রক্ষাকারী। 'তাঁহারা বিদ্যাকে প্রভুত্বরক্ষণীরূপে নিযুক্ত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

প্রভুত্বশালী [স] *বিণ* প্রভাব আছে এমন। 'প্রভুত্বশালী সুপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রাণপণে যত্ন করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

প্রভুদত্ত [স] *বিণ* প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত। 'তাহাঁ যাব সেই মম প্রভুদত্ত দেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রভুধাম [স] *বি* প্রভুর বাসস্থান; শাসকের বাসস্থান। 'কংগ্রেস-নেতা প্রভুধাম লন্ডনে উপস্থিত হইয়া বলিয়া আসিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

প্রভুপদ [স] *বি স্ত্রী* মালিকের আসন। 'তারা ওকে মনে মনে প্রভুপদে বসাতে রাজি নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রভুপরায়ণ [স] *বিণ* মনিবের প্রতি অনুরক্ত; প্রভুভক্ত। 'প্রভুপরায়ণ ভৃত্যেরা ... প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'প্রসন্নচিত্ত হওয়া প্রভুপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রভুপাদ [স] *বি* বৈষ্ণব ধর্মগুরুর সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'রে গজমূর্খ! বলি প্রভুপাদ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

প্রভুবৎসল [স] *বিণ* মনিবের প্রতি অনুরক্ত। 'হায় বৃদ্ধ প্রভুবৎসল!।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

প্রভুবুদ্ধি [স] *বি* স্বাধীন চিন্তা। 'স্বার্থের মোটবওয়া গোলামবুদ্ধি, মুক্ত নিরঞ্জন প্রভুবুদ্ধি নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রভুভক্ত [স] *বিণ* মনিবের প্রতি অনুরক্ত। 'যে রাজ্যের নিমিত্ত এতাদৃশ প্রভুভক্ত সেবকের সর্বনাশ হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রভুভক্তি [স] *বি* প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। 'প্রভুভক্তি দেখে স্বয়ং তার সহধর্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

প্রভুশক্তি [স] *বি* কর্তৃত্ব। 'পারস্যের উপরে যখন ইংরাজ ও রুশিয়ার প্রভুশক্তি সমান অংশে স্থাপিত হইয়াছিল।' *সওগাত*, ১৯২৬।

প্রভুসনে *ক্রিবিণ* প্রভুর সঙ্গে। 'বায়ুতল জন হইয়া প্রভুসনে লড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রভুসম্মিত [স] *বিণ* ঈশ্বরসদৃশ। 'গ্রীক-ল্যাটিনের বাণী সেকালে ছিল প্রভুসম্মিত।' *প্রমথ*, ১৯১৭; 'প্রভুসম্মিত রূপ যে অন্তরাত্মাকে চেপে রাখে, বিকশিত করে না ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রভুহীন [স] *বিণ* মালিক নেই এমন। 'তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রভো [স প্রভু] *বি* প্রভু। 'বিদগ্ধ বট হে প্রভো বিজ্ঞ শিঞ্জে হও।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

প্রভূত [স] ১ *বিণ* প্রচুর। 'তাঁহারা অতি প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* উদ্ভূত। 'অভিভূত প্রভূত তন্দ্রায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। ৩ *বি* প্রতাপশালী। 'প্রভূতেরে করি আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জনীরি বশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রভূততম [স] *বিণ* পর্যাপ্ত। 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রভূতশক্তি [স] *বি* পর্যাপ্ত শক্তি। 'গরিলার ... হস্ত সুদীর্ঘ ও প্রভূতশক্তিসম্পন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রভৃতি [স] *অব্য* ইত্যাদি। 'পার্বতী প্রভৃতি নবার্বুদ নারী লএগ্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ব্রহ্মাণী প্রভৃতি জ্ঞান সাত্ত্বিকা মণ্ডলী সভারে জুঝিতে আজ্ঞা দিল ভদ্রকালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত।' *ভারত*, ১৭৬০।

প্রভেদ [স] *বি* পার্থক্য। 'কপটতা ও চপলতা দুইটি কথার মধ্যে যে অর্থগত প্রভেদ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

প্রভেদজ্ঞান [স] *বি* পার্থক্যবোধ। 'পূর্ব্বাবস্থা আর বর্তমান সময়ে বিদ্যার আলোচনা উপলব্ধি করিলে আকাশ পাতালের ন্যায় প্রভেদ জ্ঞান করা উচিত হয়।' *কৌমুদী*, ১৮৩০; 'প্রভেদজ্ঞান ঘুণধরা বাঁশের মতই।' *সওগাত*, ১৯২৮।

প্রভোস্ট, প্রভোষ্ট [ই] *বি* প্রাধ্যক্ষ; বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত কোনো ছাত্রাবাস বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান। 'ঢাকা উইমেন্স হলের প্রভোস্ট।' *বেগম*, ১৯৬০; 'মহিলা হলের প্রভোষ্ট মিসেস ...।' *বেগম*, ১৯৬২।

প্রভোস্টগিরি [ই প্রভোস্ট+ফা গিরি] *বি* প্রভোস্টের কাজ। 'হলের প্রভোস্টগিরি, ব্যবসা ও রোটারী ক্লাব নিয়ে আছেন।' *পাশা*, ১৯৭১।

প্রমত্ত [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত মত্ত। 'প্রমত্ত কুঞ্জর জেন ভিড়ে দন্তে দন্তে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* নেশাযুক্ত। 'যৌবনের প্রমত্ত অবস্থায় রুক্মিণী কি করিয়া পদে পদে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৩** *বিণ* বিমুগ্ধ। 'বাজায়েছি বাঁশি প্রমত্ত পঞ্চম সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৪** *বি* বিবেচনাহীন তারুণ্য। 'আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৫** *বিণ* মদির। 'কর্মহীন জ্ঞানহীন প্রমত্ত প্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৬** *বিণ* তীব্র। 'কবির বীণার তন্ত্র যে বসন্তে ছিঁড়ে যেতে চাহে প্রমত্ত উৎসাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রমত্ততা [স] **১** *বি* প্রমত্ত অবস্থা। 'আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মুখে ধূলি-ধ্বজের মতো একটা দল পাকাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ভোজপুরির প্রমত্ততা সকল আনন্দকে কুৎসিত করে তোলে।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* অহংকার। 'তখন প্রমত্ততার উপরে কল্যাণকে স্বীকার করা দুঃসাধ্য হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রমত্তা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* দর্পিত। 'স্বাধিকারে প্রমত্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **২** *বিণ* উন্মত্ত। 'প্রমত্তা যমুনার পক্ষপাতী ভাঙন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

প্রমত্তাবস্থা [স] *বি* মত্ত অবস্থা। 'প্রমত্তাবস্থা দর্শনে কে মাতাল বলিতে বিলম্ব করে?' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

প্রমথ [স] *বি* হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী নাচগানে পটু শিবের অনুচর। 'চলিল দেবরায়/ প্রমথ পিছে ধায়/ দেউটি ধরে দানাগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রমথনকারী [স] *বিণ* দমনকারী। 'তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্যকুল-প্রমথনকারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রমদ [স] *বি* হাসি; আনন্দ। 'প্রমদা প্রমদে নাহি ত্যজে একটুক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

প্রমদা [স] **১** *বি* স্ত্রী। 'সঙ্কটে তারিয়া লবে হরের প্রমদা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* নারী। 'প্রমদা প্রমদে নাহি ত্যজে একটুক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্তা রহিয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫২; 'প্রেমফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

প্রমরা [প] *বি* বাজি ধরে খেলা হয় এমন তাস খেলাবিশেষ। 'সোলাঙ্কি প্রমরা হার, পুরীহর আদি আর।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

প্রমা [স] **১** *বিণ* যথার্থ। 'এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান ... বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* সত্য জ্ঞান। 'ক্ষেত্রনিরপেক্ষ প্রমা প্রতিকারী প্রমাদের গুণে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

প্রমাজ্ঞান [স] *বি* সত্যজ্ঞান। 'এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা প্রতীতি বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রমা প্রতীতি [স] *বি* স্থির বিশ্বাস। 'এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা প্রতীতি বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রমাই [স পরমায়ু] *বি* আয়ু। 'খোদার হুকুমে তার পুরিল প্রমাই।' *হেয়াৎ*, ১৭৫৭; 'বিয়ে করলে প্রমাই বাড়বে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

প্রমাণ [স] **১** *বি* সত্য-মিথ্যা নির্ণয়। 'বড়ায়ির বোল প্রমাণে/ আল সাধিব আপণ মানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দলিল। 'নান্নদোষেণ মস্করী এই শাস্ত্রের প্রমাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সৃষ্টির বর্ণন এই পুরাণ প্রমাণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বি* সমান। 'বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আড়ে গজ বিংশতি প্রমাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* আকার। 'সুতার প্রমাণ হয়ে বাসরেতে যায়।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৫** *বি* তুল্য। 'হানু সমান/ কলানিধি প্রমাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৬** *বি* নজির; দৃষ্টান্ত। 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ।' *গৌর*, ১৮২২।

প্রমাণক্রমে [স] *ক্রিবিণ* প্রমাণ হিসেবে। 'বিষ্ণুপুরাণাদির প্রমাণক্রমে মিথি ও বিদেহ এক ব্যক্তির নাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রমাণতে [স] *ক্রিবিণ* প্রমাণ অনুসারে। 'পত্র প্রমাণতে উপন্যস্ত করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

প্রমাণ-প্রয়োগ [স] *বি* সত্যাসত্য বিচারের উপায়, যার মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায়। 'মালথাস নামক এক সুপণ্ডিত ব্যক্তি অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রমাণবিন্দু [স] *বি* যথার্থ প্রমাণ। 'আছে কি প্রমাণবিন্দু অবশিষ্ট কোনো বিজ্ঞানের কথা।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

প্রমাণযোগ্য [স] *বিণ* সত্যাসত্য প্রমাণের উপযুক্ত। 'নিউসপেপার আছে পাবে প্রমাণযোগ্য বাক্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রমাণশূন্য [স] *বিণ* সত্য বলে প্রমাণ নেই এমন। 'নিতান্ত প্রমাণশূন্য বলা যায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রমাণসাইজ [স প্রমাণ+ই সাইজ] *বিণ* নির্দিষ্ট ও প্রামাণ্য মাপের। 'প্রাত্যহিক সমাজচেতনা মানুষকে একপেশে ও প্রমাণসাইজ করে রাখে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রমাণসাপেক্ষ [স] *বিণ* প্রমাণ দিয়ে সত্যতা নির্ণয় করতে হয় এমন। 'কোনো জিনিস কিছুকে অপরিষ্কার করে কি না করে সেটা প্রমাণসাপেক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'প্রমাণসাপেক্ষ একটা মাপকাঠির (standard) আদর্শ আমাদের হাতে তুলে দেয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

প্রমাণসিদ্ধ [স] *বিণ* প্রমাণিত। 'অনুমানাদি প্রমাণসিদ্ধ যে সকল, সে সকল কিছুই নাহি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

প্রমাণহীন [স] *বিণ* প্রমাণিত হয়নি এমন। 'অনেক প্রমাণহীন প্রচলিত ধারণাকে অবিশ্বাসের জোরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রমাণাতীত [স] *বিণ* প্রমাণ করা যায় না এমন। 'কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রমাণানুসারে [স] *ক্রিবিণ* প্রমাণ অনুযায়ী। 'সুশ্রুতাদি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রমাণান্তর [স] *বি* অন্য প্রমাণ। 'তাহা প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ না হইলে নিশ্চিত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রমাণান্বিত [স] *বিণ* প্রামাণিক। 'মনু যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি প্রমাণান্বিত পণ্ডিতগণস্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্রানুসারে যথার্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রমাণাভাব [স] *বি* প্রমাণের অভাব। 'তাহারা যে ঐরূপ গৃহ স্বয়ং নির্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রমাণাভাবাৎ [স] *ক্রিবিণ* প্রমাণিত হয়নি ব'লে। 'মৌলবী-দো-পিঁয়াজার অস্তিত্ব অসিদ্ধ, প্রমাণাভাবাৎ।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

প্রমাণার্থে [স] *ক্রিবিণ* প্রমাণের জন্য। 'তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ-সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

প্রমাণি [স প্রমাণিত] *বিণ* প্রমাণিত। 'পুরাণ প্রমাণি এ সকল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

প্রমাণিক [স] *বিণ* প্রমাণযোগ্য। 'প্রমাণিক যোজন গভীর বহে জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রমাণীকৃত [স] *বিণ* প্রমাণিত। 'পরস্পরের সহসম্ভাবে অবস্থান প্রমাণীকৃত হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭৪।

প্রমাণোর্ধ্ব [স] *বিণ* প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না এমন। 'ধর্মীয় ব্যাখ্যাদির প্রমাণোর্ধ্ব প্রাধিকারকে অস্বীকার ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রমাণ্য [স প্রামাণ্য] **১** *বি* ধর্ম। 'ভারতবর্ষের এই নিশ্চয় প্রমাণ্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* বিশ্বাসযোগ্য। 'অবশ্য প্রমাণ্য করি শিরোধার্য্য তাহা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রমাতামহ [স] *বি* মাতামহের পিতা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন পঞ্চমপুরুষের প্রত্যেকের পরম্পরাগত পঞ্চম সন্ততি।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রমাতামোহ [স প্রমাতামহ] *বি* মাতামহের পিতা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

প্রমাতামোহি [স প্রমাতামহী] *বি* মাতামহের মাতা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

প্রমাথী [স] *বিণ* ধ্বংসকারী। 'পার্থিব প্রমাথী দীপ্তি।' *জীবন*, ১৯৪০।

প্রমাদ [স] **১** *বিণ* ভ্রান্ত। 'সুন সুন মহারাজা প্রমাদ বচন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বিপদ। 'তোমার জামাতা লয়্যা পড়িব প্রমাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* অনবধানতা। 'পুরাণের সংগ্রহকার বা লিপিকারের প্রমাদই হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রমাদ গণা *ক্রি* বিপদের আশঙ্কা করা। 'প্রমাদ গণি অস্থির হইলা জীবকুল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রমাদ গোনা *ক্রি* বিপদের আশঙ্কা করা। 'মৃদু প্রাণে প্রমাদ গনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রমাদপূর্ণ [স] *বিণ* ত্রুটিসম্পন্ন। 'দর্শন, বিজ্ঞান, মানব চেষ্টার ফল; অতএব প্রমাদপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা।' *প্রমথ*, ১৯২০।

প্রমাদশূন্য [স] *বিণ* নির্ভুল। 'তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

প্রমায়ু [স পরমায়ু] *বি* পরমায়ু। 'তৃতীয়বার চন্দ্রের প্রমায়ু হল শেষ।' *মণীশ*, ১৯৩৯। *দ্র* **পরমায়ু**

প্রমারা [প] *বি* বাজি রেখে তাস খেলা। 'প্রমারা খেলায় সবে হইয়াছে মত্ত।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'শুধু বিন্তি নয় প্রমারা খেলতেও আমরা শিখলুম।' *প্রমথ*, ১৯২২।

প্রমিত [স] *বিণ* জ্ঞাত। 'তাহার গুণাগুণ প্রমিত না করিয়া অসীমা ...।' *রামরাম*, ১৮০২।

প্রমিতি [স] **১** *বি* যথার্থ বোধ। 'অহৈতুক অনিশ্চয়ে অবশেষে হারায় প্রমিতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বি* নিশ্চয়তার বোধ। 'তোমার অস্থিতি নিয়েছে হরণ ক'রে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থ প্রমিতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। **৩** *বি* সম্ভাবনা। 'ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।' *জীবন*, ১৯৪০। **৪** *বি* স্থিরতা। 'এয়ারোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস।' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্রমিথিয়ুস [ই] *বি* গ্রীক পুরাণের চরিত্রবিশেষ। 'শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রমিথিয়ুস।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

প্রমিসরি নোট [ই] *বি* সরকার বা কম্পেনির অর্থপ্রদানের অঙ্গীকারপত্র। 'প্রমিসরি নোট ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

প্রমুক্ত [স] *বি* বন্ধনহীন তারুণ্য। 'আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

প্রমুখ [স] *অব্য* ইত্যাদি। 'রজনী সর্বাঙ্গসুন্দরী; বর্ণ-উদ্ভেদ প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রমুখাৎ [স] **১** *ক্রিবিণ* মুখের কথায়। 'সয়দাগরের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া ময়মুনের সাক্ষাতে ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *ক্রিবিণ* মুখ থেকে। তুমি আমার প্রমুখাৎ শুনিলা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

প্রমুগ্ধ [স] *বিণ* অত্যন্ত মুগ্ধ। 'ডাকিয়া উঠিল এক প্রমুগ্ধ পাপিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

প্রমেয় [স] **১** *বিণ* পরিমেয়। 'প্রমেয় পদার্থ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* পরিমাণযোগ্য। 'ভ্রান্তি শুধু আপেক্ষিক, নির্বিকার প্রকৃতি প্রমেয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্রমোদ [স] *বি* আনন্দ। 'খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক প্রমোদে পূরিত লোক মিশ্র হৈলা আনন্দে বিভোল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রমোদ উদ্যান [স] *বি* বাগান বাড়ি। 'প্রমীলার প্রমোদ উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করার বর্ণনা লিখিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'অশোকের প্রমোদ-উদ্যান কোথায় ছিল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রমোদকর [স] *বি* বিনোদনহেতু প্রদত্ত কর। 'প্রমোদকরের উপর কর্পোরেশনের অধিকার স্থাপন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

প্রমোদ-কানন [স] *বি* আনন্দে সময় কাটানোর জন্য তৈরি উদ্যান। 'তৃতীয় দৃশ্য অন্তঃপুর প্রমোদ-কানন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'রচিছে নব নব বীথি তারই প্রমোদ-কানন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

প্রমোদকারী [স] *বিণ* আনন্দদান করে এমন। 'তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্গীত সকল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রমোদচঞ্চল [স] *বিণ* আনন্দে উচ্ছল। 'একদল প্রমোদচঞ্চল নারী গুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রমোদবালা [স] *বি* যৌনকর্মী। 'কোনো কোনো স্থানে প্রমোদবালাদের আনাগোনা।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

প্রমোদভবন [স] *বি* বিলাসভবন। 'রাজকুমার সিদ্ধার্থ যেমন তাঁর ... প্রমোদভবন থেকে বেরিয়ে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

প্রমোদমত্ত [স] *বিণ* আমোদে মত্ত। 'ব্যবসায়ী বিলাসী প্রমোদমত্ত কলকাতার নাগরিক।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

প্রমোদমুখর [স] *বিণ* আমোদে মত্ত। 'নরনারী সেথা প্রমোদমুখর – চিরযৌবনময়!' *জীবন*, ১৯৩০; 'প্রমোদমুখর সঙ্গীরা হল নিস্তব্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

প্রমোদরস [স] *বি* আনন্দের অনুভূতি। 'কী মৃঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রমোদ-রাত [স] *বি* আনন্দপূর্ণ রাত। 'গাঁথা মালা প্রমোদ-রাতের।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'প্রমোদ-রাতের গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

প্রমোদশালা [স] *বি* আনন্দ-উৎসবের ঘর। 'আনন্দ-উৎসবের উদ্বৃত্ত খুদকুঁড়াও ... প্রমোদশালার বাহিরে আসিয়া পড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রমোদসম্ভোগ [স] *বি* বিনোদন উপভোগ। 'কিয়ৎক্ষণ হাস্যকৌতুক ও প্রমোদসম্ভোগ মাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রমোদসুন্দরী [স] *বি* যৌনকর্মী। 'লন্ডনের প্রমোদসুন্দরী মিস কীলারের যৌন কেলেঙ্কারীর মামলার খবর।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

প্রমোদিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'হেএ প্রমোদিতচিত না করিলা ভক্তিনিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রমোদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দময়ী। 'প্রমোদিনী বিবিধ বিলাসিনী বারাঙ্গনা আনয়নপূর্ব্বক আপন খুসি করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

প্রমোশন [ই] ১ *বি* উচ্চমর্যাদা। 'স্বর্গে তুমি যখন ডবল প্রমোশন পেতে থাকবে, আমি তখন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'বিকৃত উচ্চারিত শব্দও সাহিত্যে প্রমোশন পাবার উপযুক্ত নয়।' *প্রমথ*, ১৯১২। ২ *বি* পদোন্নতি। 'আমাকে প্রমোশন দিতে গেলেও আমি নিই না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

প্রমোশ্যন [ই] *বি* পদোন্নয়ন। 'প্রমোশ্যনের রিপোর্ট করিয়ে এলেম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রম্প্‌ট, প্রম্প্‌টি [ই] *বি* অভিনেতাদের সংলাপ মঞ্চের পাশে থেকে বলে দেওয়া। 'অ্যাকটারদের পিছনে ঘুরে ঘুরে প্রম্প্‌ট করে দিতে লাগল।' *অবন*, ১৯৪১।

প্রম্পটার [ই] *বি* অভিনয়ের সময় মঞ্চের পাশে থেকে নিচুস্বরে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ মনে করিয়ে দেয় যে। 'দুইজন প্রম্পটার দু-পাশ থেকে স্টেজের অ্যাক্টারদের ...।' *অবন*, ১৯৪১।

প্রযত্ন [স] *বি* বিশেষ চেষ্টা। 'তাঁহারদের প্রেরণাতে প্রাণপণ পর্য্যন্ত প্রযত্ন করা হয় তবে ইচ্ছানুসারে করুন।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'মানবের এ প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রযত্নবান [স] *বিণ* বিশেষ চেষ্টায় রত; সচেষ্ট। 'উর্দু শিখে সরকারি চাকুরি লাভের চেষ্টাতেই অতঃপর তাঁরা প্রযত্নবান হবেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

প্রযত্নশীল [স] *বিণ* বিশেষ চেষ্টায় রত। 'অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে প্রযত্নশীল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রযুক্ত [স] ১ *ক্রিবিণ* বশত। 'হেঙ্গমা প্রযুক্ত রফা হইল নাগ্রি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বিণ* রুজুকৃত। 'এ বিষয় প্রযুক্ত নালিশ কাহার ইঙ্গরেজের রাজ্যের মধ্যে নাথাকে।' *ডানকান*, ১৭৮৫। ৩ *বিণ* সংযুক্ত। 'ইহাতে দাউদের নিজ নিয়তও প্রযুক্ত।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বিণ* উৎপন্ন। 'তোর এক্ষণকার বাঞ্ছা তোর বলেতে নহে বরং দুর্ব্বল প্রযুক্ত।' *তারিণী*, ১৮০৩।

প্রযুজ্য [স] *বিণ* প্রযোজ্য; ব্যবহারের উপযুক্ত। 'এই ভাষাই যে সাহিত্যে প্রযুজ্য ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

প্রযোজক [স] ১ *বি* সংঘটক। 'ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকেরাও ... ঐশী শক্তির আশ্রয় লাভে সমর্থ হন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* চলচ্চিত্রে অর্থ বিনিয়োগকারী; যার অর্থে চলচ্চিত্র নির্মিত। 'প্রযোজক বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের মতো ব্যয়কুণ্ঠ লোক বোধ হয় দুনিয়ায় দুটি নেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০। ৩ *বি* নাটকাদি অভিনয়ের ব্যবস্থা করে যে। 'হরবোলা নাম দিয়ে একটি দল গড়েছে ... হরবোলার প্রযোজকদের ভাষায় বলি ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

প্রযোজকতা [স] *বি* পৃষ্ঠপোষকতা। 'ডাক্তর উইলসন সাহেব ... হিন্দুরদের সামান্যতঃ মঙ্গলার্থ যে প্রযোজকতা করিয়াছেন ।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

প্রযোজিত [স] ১ *বিণ* প্রযুক্ত। 'কোন কোন স্থলে উপযুক্ত পাত্রে তাঁহাদিগের দানশীলতা প্রযোজিত হইত না বটে ...।' *রাজ*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* আয়োজন করা হয়েছে এমন। 'মানব কল্যাণের জন্য প্রযোজিত এই অনুষ্ঠানটি ...।' *বেগম*, ১৯৫২।

প্রযোজ্য [স] ১ *বি* প্রয়োজন। 'মধ্যম' স্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (তুলনীয়: কোমল)। 'কড়ি বাজে কি কোমল বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* প্রয়োগযোগ্য। 'ইহা ঔপন্যাসিক, কবি, ছোটগল্পলেখক সকলেরই প্রতি প্রযোজ্য।' *নজরুল*, ১৯২২; 'ভারত গবর্ণমেন্টের সাবঅর্ডিনেট সার্ভিসসমূহ সম্পর্কে এই নূতন নিয়ম প্রযোজ্য।' *এসলাম*, ১৯৩৬।

প্রয়বোধ [স প্রবোধ] *বি* প্রবোধ। 'পত্মার বচনে মাতা প্রয়বোধ মানি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। দ্র **প্রবোধ**

প্রয়াগ [স] ১ *বি* গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল। 'মগধ ও প্রয়াগ প্রদেশে পর্য্যটনপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বি* হিন্দুতীর্থ বিশেষ। 'প্রয়াগে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

প্রয়াগভূমি [স] *বি* তীর্থস্থান। 'যদি গ্রীক-ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রয়াগভূমির অনুসন্ধান করেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

প্রয়াণ [স] ১ *বি* আগমন। 'তব সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রস্থান। 'কুগ্রাম দিয়া তবে করিল প্রয়াণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; জেকালে যৌবন কৈল প্রয়াণ তা সনে না গেল প্রাণ অজ্ঞান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* যাত্রা। 'শিবিরের মধ্য দিয়া প্রয়াণ করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৪ *বি* অবসান। 'বিধিবিপাকে, সে পর্যন্ত, তাহার প্রাণপ্রয়াণ হয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রয়াণ করা *ক্রি* মৃত্যু হওয়া। 'করেছ প্রয়াণ পুরুষশ্রেষ্ঠ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রয়াস [স] ১ *বি* চেষ্টা। 'খেম নিতে কর্‌য়াছ প্রয়াস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ইচ্ছা। 'প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিলে অনায়াসে প্রয়াস সিদ্ধি হইবেক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

প্রয়াসক্ষুব্ধ [স] *বি* কর্মপ্রচেষ্টায় চঞ্চল। 'বিবিধপ্রয়াসক্ষুব্ধ দিবসেরে লয়ে আসে ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রয়াসজাত [স] *বিণ* অনুশীলনজাত। 'ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রয়াসজাত কবিতা নাই, প্রতিভার চিরজীবন্ত নির্ঝরিণী হইতে উৎসারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৬।

প্রয়াস পাওয়া *ক্রি* সচেষ্ট হওয়া। 'এই সংস্কার দূর করিবার জন্য আমি অত্যধিক প্রয়াস পাই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রয়াসযুক্ত [স] *বিণ* চেষ্টিত। 'সমাচার পত্র গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতি পূর্ণিমায় চারি আনা মূল্যে প্রকাশে প্রয়াসযুক্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

প্রয়াসসাপেক্ষ [স] *বিণ* চেষ্টাসাপেক্ষ। 'আত্মপ্রস্তুতি সচেতন প্রয়াসসাপেক্ষ।' *শিব*, ১৯৫০।

প্রয়াসী [স] ১ *বিণ* কাঙাল। 'একর্ম্মের প্রয়াসী হইয়াছিলেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* অভিলাষী। 'জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

প্রয়োগ [স] ১ *বি* প্রতিষেধক। 'মজনু দর্শন বিনে নাহিক প্রয়োগ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* ব্যবহার। 'প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য, ঔষধ প্রয়োগে সদ্য।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'নানা অর্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* নিয়োজিত। 'অতুল্য মোহিনী শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বিণ* বাস্তবায়িত। 'যথানিয়মে মানবের কার্যে প্রয়োগ করা আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ৫ *বি* প্রদান। 'তাহার প্রমাণ প্রয়োগ করা বাহুল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রয়োগ করা *ক্রি* খাটানো। 'শক্তি সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

প্রয়োগকুশল [স] *বিণ* ব্যবহার-দক্ষ। 'সামাদি প্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রয়োগপদ্ধতি [স] *বি* প্রয়োগের কৌশল। 'বস্তুরূপের অনুকরণ ও প্রয়োগপদ্ধতির ওপরচালাকি রেনেসাঁসী ... শিল্পকলাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রয়োগবিদ্যা [স] *বি* ব্যবহারিক বিদ্যা। 'শুধু এই বহিরঙ্গীণ চর্চা ও প্রয়োগবিদ্যার দখল নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

প্রয়োগভেদ [স] *বি* প্রয়োগ-কৌশলের ভিন্নতা। 'প্রয়োগভেদে বুদ্ধির মূল্যভেদ হয়ে থাকে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রয়োগমূল্য [স] *বি* ব্যবহারিক গুরুত্ব। 'সাহিত্যের ভিত্তি হিসাবে জাতীয় তমদ্দুনের প্রয়োগমূল্য।' *আজাদ*, ১৯৬২।

প্রয়োজক [স] *বিণ* উদ্যোগকর্তা। 'যে রাজা বঙ্গদেশে ইউরোপীয়েরদের রাজ্য সংস্থাপন কার্যে অতিনিপুণ প্রয়োজক ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

প্রয়োজন [স] **১** *বি* দরকার। 'অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কি হেতু তাঁহাকে খোঁজ কিবা প্রয়োজন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* কাজ। 'কাণ্ডার বাঙ্গাল জত সকল করিআ হত করহ আমার প্রয়োজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* অবস্থা; পরিস্থিতি। '১০ আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল কি না?' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

প্রয়োজন করা *ক্রি* দরকার হওয়া। 'দুই জন অধ্যক্ষকে প্রতিবারে বক্তৃতাকরণ প্রয়োজন করিবেক।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

প্রয়োজনবোধে *ক্রিবিণ* দরকার হলে। 'মিথ্যার উপচার আশু প্রয়োজনবোধে দেশপূজার যে অর্ঘ্যে অসংকোচে স্বীকৃত হয়ে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

প্রয়োজনমূলক [স] *বিণ* দরকারি। 'প্রয়োজনমূলক পোলিটিকাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য বলে কল্পনাও করেননি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রয়োজনশূন্য [স] *বিণ* প্রয়োজন নেই এমন। 'আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

প্রয়োজনসাধক [স] *বিণ* চাহিদা পূরণকারী। 'তাহারা জীবনের প্রয়োজনসাধক মাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রয়োজন সিদ্ধ [স] *বি* কার্য উদ্ধার। 'শত্রু দমনাদি দ্বারা আত্মরক্ষা প্রভৃতি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রয়োজন সিদ্ধি [স] *বি* কাজ সার্থককরণ। 'তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রয়োজনহীন [স] *বিণ* প্রয়োজন নেই এমন। 'সম্পূর্ণ প্রয়োজনহীন একটা প্রকাণ্ড অবান্তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রয়োজনাতিরিক্ত [স] **১** *বিণ* প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। 'দৃষ্টিবিরোধ সত্ত্বেও প্রবীণকে তরুণকে প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি যোগায়।' *অন্নদা*, ১৯২৮। **২** *বি* উদ্বৃত্ত বস্তু বা বিষয়। 'প্রয়োজনাতিরিক্তের প্রতি নজর দেওয়ার তার সময় কোথায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রয়োজনাতীত [স] *বিণ* প্রয়োজনের অতিরিক্ত। 'প্রয়োজনাতীত যাহা কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'বাইরেটার প্রতি উদাসীন থাকলে ক্ষতি কী ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রয়োজনাধীন [স] *বিণ* প্রয়াজনের অধীন। 'সভ্য পণ্ডিতগের দারপরিগ্রহ কেবল প্রয়োজনাধীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রয়োজনানুসারে [স প্রয়োজন-অনুসারে] *ক্রিবিণ* দরকার অনুযায়ী। 'গদ্য রচনারীতির প্রয়োজনানুসারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রয়োজনাভাব [স প্রয়োজন-অভাব] *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'তাবৎ বৃত্তান্ত বিশেষ২ করিয়া লিখিতে প্রয়োজনাভাব এ প্রযুক্ত স্থূল বিবরণ লিখিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'তদ্দ্বারা কিপর্য্যন্ত যশস্বী হইবে তাহা কথন প্রয়োজনাভাব ইত্যাদিসূচক।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

প্রয়োজনার্হ [স] *বিণ* প্রয়োজনের যোগ্য। 'এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বড় প্রয়োজনার্হ হয় না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

প্রয়োজনীয় [স] **১** *বিণ* দরকারি। 'অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয় এই পত্রিকাতে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল অনুবাদ করা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রয়োজনীয়তা [স] *বি* আবশ্যকতা। 'বাহিরের কোনো-কিছুরই যে অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্ররুকদার [ই প্রসিকিউটার] *বি* যে উইল কার্যকর করে; এক্সিকিউটর। 'খোজে মেলসনকে আমী প্ররুকদার করিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

প্ররোচন [স] *বি* উত্তেজনা। 'প্রতি পেশীতে প্রাকৃত পাশব প্ররোচন।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

প্ররোচনা [স] **১** *বি* উসকানি। 'সে মূর্খতার নিবিড়ান্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া উত্তেজনা প্ররোচনা ও ভর্ৎসনা প্রহারাদি সহ্য করিতেছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪। **২** *বি* উপলব্ধি। 'যাহা হৃদয়ের স্বাধীন প্ররোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৩** *বি* অনুপ্রেরণা। 'ইংরেজি কথাসাহিত্য থেকে তিনি যে প্ররোচনা পেয়েছিলেন তাকে প্রথমেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্ররোচনাময় [স] *বিণ* ছলনাপূর্ণ। 'মধ্যসমুদ্রের 'পরে অনুকূল বাতাসের প্ররোচনাময় কোনো এক ক্রীড়া –।' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্ররোচিত [স] *বিণ* উৎসাহিত। 'অর্থনৈতিক বৈষম্য তেমনি মানুষকে হিংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

প্ররোহ [স] *বি* উৎপত্তি। 'হারাবে না পবিত্রতা নৈমিত্তিক ক্রিমির প্ররোহে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্ররোহী [স] *বিণ* শাখাবিস্তারী। 'প্ররোহী আবহ বাড়ায় তাদের বংশ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

প্রলএ [স প্রলয়] *বি* সৃষ্টিনাশ। 'শ্রীষ্টী স্থিতি প্রলএ জাহার কারন।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **প্রলয়**

প্রলপিত [স] *বিণ* বৃথা উচ্চারিত। 'প্রণয়ীর বার্তা প্রণয়িনীর কানের কাছে প্রলপিত করিবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রলম্ব [স] *বিণ* ঝোলানো। 'প্রলম্ব ধেনুক বিনাশনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রলম্বিত [স] **১** *বিণ* লম্বমান। 'দুই স্কন্ধে প্রলম্বিত যুগ্ম শরাসন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* লম্বা করা হয়েছে এমন। 'লম্বিত তাবার গুঞ্জন তাকে রাখতেই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৩** *বিণ* লম্বিত। 'আওর কেটে কেটে তারা প্রলম্বিত করে না ভোজন-ব্যাপার অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

প্রলয় [স] **১** *বি* সৃষ্টিনাশ। 'প্রলয় কালে হয় জেন ঘোর দরসন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অবসান। 'বলো, দেব, কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বি* ধাক্কা; আলোড়ন। 'সমুদ্রের উত্তাল মুহূর্তগুলি যেদের মুহূর্তে দিক রক্তিম প্রলয়।' *আহসান*, ১৯৪৪।

প্রলয়ংকর, প্রলয়ঙ্কর [স] **১** *বি* হিন্দুমতে প্রলয় সৃষ্টিকারী শিব। 'জয় জয় জয় প্রলয়ংকর, শঙ্কর শঙ্কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **২** *বিণ* প্রলয় সৃষ্টিকারী; ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক। 'তুই প্রলয়ংকর ধূমকেতু।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রলয়ংকরী, প্রলয়ঙ্করী [স] *বিণ* অতি ভয়াবহ ও ধ্বংসকারী।

'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'যেন রে প্রলয়ংকরী শঙ্করী নাচে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রলয়কর [স] *বিণ* প্রলয় ঘটাতে পারে এমন; প্রলয়কারী। 'আগুন জ্বেলেছে আকাশে সূর্য প্রলয়কর।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

প্রলয়কল্লোল [স] *বি* ধ্বংস-ধ্বনি। 'যুদ্ধের প্রলয়কল্লোল এখনো ধ্বনিত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রলয় কাণ্ড [স] ১ *বি* যুদ্ধ। 'তখন একটুতেই প্রলয় কাণ্ড বাধিয়া উঠিতে পারে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বি* সাংঘাতিক ব্যাপার। 'দেরাজ খুলেছি জানতে পারলে প্রলয়-কাণ্ড হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রলয়কারম [স প্রলয়-কারণ] *বিণ* প্রলয়কারী; অতি ভয়াবহ ও ধ্বংসকারী। 'প্রলয়কারম হেন বাউ উপজিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রলয়কারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ধ্বংসকারী। 'এই প্রলয়কারিণী কার্যশক্তিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রলয় কাল [স] *বি* সৃষ্টিনাশের সময়। 'প্রলয় কালেতে যেন পৃথিবি সংহার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রলয়কালীন [স] *বিণ* দুর্যোগকালের; পৃথিবী ধ্বংসকালের। 'প্রলয়কালীন গর্জ্জনতুল্য বায়ু২ বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

প্রলয় গোণা *ক্রি* বিপদ আশঙ্কা করা। 'প্রলয় গণিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।' *মানিক*, ১৯৩৮।

প্রলয়জল [স] *বি* প্রলয় ঘটাতে পারে এমন জল। 'দেখা দেয় কালের প্রলয়জলে সর্বস্ব ...।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

প্রলয়ঝড় [স] *বি* বিনাশক ঝড়। 'পবন যেন ... মহা বল প্রকাশে প্রলয়ঝড় উপস্থিত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'খেলার পুতুল ভেসে গেছে প্রলয় ঝড়েতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

প্রলয়-তূর্য [স] *বি* ধ্বংসাত্মক রণশিঙ্গা। 'আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয়-তূর্য বেজে উঠেছিল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

প্রলয়দ [স] *বিণ* প্রলয় সৃষ্টিকারী। 'উন্মাদিনী বৈশাখীর প্রলয়দ, নবঘনশ্যাম, তড়িৎতাড়িত মেঘে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

প্রলয়দশা [স] *বি* সর্বনাশ। 'জীবদেহের ভৌতিক তাপের আত্যন্তিক প্রলয়দশা ঘটতে দেয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রলয়দামিনী [স] *বি* দুর্যোগকালীন বিদ্যুচ্চমক। 'প্রলয়দামিনী সম দলকে ফিরিবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

প্রলয়-দোলা *বি* ধ্বংসের জন্য প্রচণ্ড নাড়া। 'দে রে দে প্রলয়-দোলা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রলয়নর্তন [স] *বি* প্রলয়নৃত্য; উদ্দাম নৃত্য। 'তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয়নর্তনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রলয়নাচন [স] *বি* ধ্বংসের নাচ। 'প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে হে নটরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'বিশ্ব জুড়িয়া প্রলয়নাচন লেগেছে ওই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রলয়-পথিক [স] *বি* ধ্বংসপথের পথিক। 'আমি চলি প্রলয়-পথিক – দিকে দিকে মারী-মরু রচি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রলয়পবন [স] *বি* ধ্বংসের বাতাস। 'যথা যবে প্রলয়পবন নিবিড় কাননে বহে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রলয় পয়োধি [স] *বি* প্রলয়সিন্ধু। 'প্রলয় পয়োধিজলে জনু ঝাপল ইহ নহ যুগ অবসানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

প্রলয়পরিণাম [স] *বি* ধ্বংসাত্মক প্রতিফল। 'তাহার প্রলয়পরিণাম যদি-বা বিলম্বে আসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রলয়পীড়ন [স] *বি* প্রচণ্ড আঘাত। 'যে দুর্ভিক্ষ-ভূকম্প-মহামারীর প্রলয়পীড়নে অন্য কোনো দেশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রলয়প্লাবন [স] *বি* প্রলয়ের বন্যা। 'যথা যবে প্রলয়প্লাবনে গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী অকালে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রলয়বিষাণ [স] *বি* প্রলয়ের শিঙ্গা; ধ্বংসের বাঁশি। 'প্রলয়বিষাণ তুলি/ করে ধরিলেন শূলী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'যতদিন না ইসরাফিলের প্রলয়-বিষাণ বাজে।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রলয়মূর্তি [স] *বি* অগ্নিমূর্তি; ভয়ঙ্কর রূপ। 'বালিকার এই প্রলয়মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রলয়যজ্ঞ [স] *বি* ধ্বংসযজ্ঞ। 'প্রলয়যজ্ঞের আগুনের শিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রলয়-রাগ [স] *বি* ধ্বংসের সুর। 'প্রলয়-রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রলয়রাত্রি [স] *বি* ধ্বংসের রাত। 'প্রলয়রাত্রির অবসানে ... দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রলয়রোল [স] *বি* প্রলয়রূপ উচ্চ শব্দ। 'প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে প্রলয়রোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রলয়শক্তি [স] *বি* ধ্বংসশক্তি। 'প্রলয়শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

প্রলয়শঙ্খ [স] *বি* প্রলয়ের শঙ্খ। 'প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

প্রলয়শিখ [স প্রলয়শিখা] *বি* ধ্বংসের শিখা। 'সে নৃত্যবেগে ললাটঅগ্নি প্রলয়শিখ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রলয়শিখা [স] *বি* ধ্বংসময় অগ্নিশিখা। 'দক্ষভালে প্রলয়-শিখা দিক, মা, এঁকে তোমার টিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'সে প্রলয়শিখা রক্ত-উদয়ারুণ-রাগে।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'বিবর্ণ জীবন যেন কেঁপে উঠে প্রলয়-শিখায়।' *আহসান*, ১৯৪৪।

প্রলয়সলিল [স] *বি* প্রলয়রূপ সাগর। 'যুগান্তের অবসানে প্রলয়সলিলে সৃষ্টির মলিন রেখা মুছি শূন্য হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

প্রলয়-সুন্দর [স] *বিণ* প্রলয়ের মতো ভয়ংকর সুন্দর। 'আনো তোমার প্রলয়-সুন্দর করাল-কমনীয় হস্ত!' *নজরুল*, ১৯২৭।

প্রলয়াকাশ [স] *বি* প্রলয় সৃষ্টিকারী আকাশ। 'প্রলয়াকাশের বুকে জীবনের দাও স্বাক্ষর।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

প্রলয়ানন্দ [স] *বি* প্রচণ্ড উন্মাদনা। 'একটা দস্তুরমতো প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'ললাট-বহ্নি দোলে প্রলয়ানন্দে জেগে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

প্রলয়ান্ধকার [স] *বি* প্রলয়রূপ অন্ধকার। 'এই ভয়ংকর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রলয়াভিঘাত [স] *বি* মারাত্মক আঘাত। 'প্রলয়াভিঘাতে শকুন্তলার যে কতখানি বিলুপ্ত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রলয়েশ [স] *বি* শিব। 'আজ প্রলয়েশ জেগে উঠেছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রলাপ [স] ১ *বি* বিলাপ। 'যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি পারাপার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* উন্মাদের মতো অর্থহীন উক্তিপূর্ণ। 'এই

মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রিদিনে/ উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপবচনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* অর্থহীন কথা। 'দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* ছলনা মিশ্রিত অনর্থক আলাপ। 'তাহারদিগের সহিত মিষ্টালাপ ও প্রলাপ আদি নানা আলাপ বিলাপ করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৫ *বি* উন্মাদের লক্ষণ। 'প্রলাপ হয়েছে না কি?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'অসম্বদ্ধ প্রলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৬। ৬ *বি* বিস্রম্ভালাপ; প্রণয়ালাপ। 'রইল মাত্র দিবারাত্রি প্রেমের প্রলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৭ *বি* গর্জন। 'এনেছিল বহি তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রলাপ উক্তি [স] *বি* অর্থহীন কথা। 'বিকারগ্রস্ত ভারতের প্রলাপ উক্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রলাপকল্লোল [স] *বি* অর্থহীন কথার তরঙ্গ। 'ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে নির্ঝরের প্রলাপকল্লোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রলাপকাল [স] *বি* প্রলাপের সময়। 'কিন্তু প্রলাপকালে কি বলিতাম না বলিতাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রলাপজল্পনা [স] *বি* বিভ্রান্ত কল্পনা। 'ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে প্রলাপজল্পনা?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রলাপ-দামামা [স প্রলাপ+ফা দামামাহ্] *বি* অর্থহীন কথার বাদ্য। 'প্রলাপ-দামামা বাজায় ভীষণ ঘুমে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

প্রলাপপাণ্ডুর [স] *বিণ* বিলাপের কারণে বিবর্ণ ও বিমর্ষ। 'আমি ক্লান্ত প্রাণ আজ প্রলাপপাণ্ডুর পৃথিবীতে।' *জীবন*, ১৯৩০।

প্রলাপ-বকুনি *বি* অর্থহীন বকাবকা। 'থামবে প্রলাপ-বকুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রলাপবচন [স] *বি* অর্থহীন কথাবার্তা। 'রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহে স্ফুরণ উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপবচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রলাপবাক্য [স] *বি* অর্থহীন কথা। 'এ তোমার প্রলাপবাক্য।' *ভবানী*, ১৮২৩।

প্রলাপময় [স] *বিণ* অর্থহীন। 'শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ উন্মাদ/ ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রলাপা [স প্রলাপ>] *ক্রি* প্রলাপ করা। **প্রলাপিনু** *ক্রি* প্রলাপ করলাম। 'কিবা আমি প্রলাপিনু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রলাপী [স] *বিণ* প্রলাপ করে এমন। 'হায়রে প্রলাপী কবি!' *জসীম*, ১৯২৭।

প্রলাভ [স] *বি* প্রাপ্তি। 'দরিদ্র-ব্যক্তি প্রচুর ধন প্রলাভে যে প্রকার সুখানুভব ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

প্রলুব্ধ [স] ১ *বিণ* লোভাতুর। 'প্রলুব্ধ প্রভাত যবে চাহিল তোমার পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* আগ্রহী। 'নারীরাও যাতে এগিয়ে চলতে প্রলুব্ধ হয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

প্রলেতারিয়া [ফ] ১ *বি* শ্রমজীবী মানুষ। 'পাঠানের ভিতর বুর্জুয়া প্রলেতারিয়ায় যে তফাৎ, সেটুকু সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* শ্রমিকসুলভ। 'ঐ একই আপ্তবাক্য প্রলেতারিয়া কায়দায় জানায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

প্রলেপ [স] ১ *বি* লেপনদ্রব্য। 'সতীত্বগরিমার ঘর প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* ছোঁয়া। 'একটুখানি সবুজ প্রলেপ।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

প্রলেপ টানা *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'অন্ধকার প্রলেপ টানিতেছে ধরিত্রীর উপর।' *শওকত*, ১৯৫৮।

প্রলোভন [স] ১ *বি* লোভ। 'সকলেই প্রলোভনে ভুলে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮। ২ *বি* উপভোগ। 'এই যে সুন্দরীগণ তোমার প্রলোভনের জন্য আসিয়াছিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

প্রলোভিত [স] *বিণ* লোভ দেখানো হয় এমন। 'প্রলোভিত হয়ে পুনঃ বলে নরেশ্বর।' *কয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'বিশ্বজনের সম্মুখে রাখবার মত সাহসে প্রলোভিত করতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

প্রলোভী [স] *বিণ* অত্যন্ত লোভী। 'তথাচ লোক তাহারি প্রলোভী এমত না হয় বিবেচনা করিবেন।' *রামরাম*, ১৮০২।

প্রশংসন [স] *বি* প্রশংসা। 'ভালকর্ম্ম দেখি তারে করেন প্রশংসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রশংসনীয় [স] *বিণ* প্রশংসার যোগ্য। 'পূর্ব্বোক্ত উদ্বাহ বিষয়ক বিধান প্রশংসনীয় ও কল্যাণদায়ক।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রশংসমান [স] *বিণ* প্রশংসা করা হয়েছে এমন। 'প্রশংসমান হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে ইউরোপকে বসাতে হল ...।' *জীবন*, ১৯৩২; 'তাই এরে কহি 'মোহম্মদ' যে চির-প্রশংসমান।' *নজরুল*, ১৯৪১।

প্রশংসা[1] [স প্রশংসা>] *ক্রি* প্রশংসা করা। 'রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **প্রশংসএ** *ক্রি* প্রশংসা করে। 'সাধু সাধু করিয়া সকল প্রশংসএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **প্রশংসিআ** *ক্রি* প্রশংসা ক'রে। 'প্রশংসিআ ভগবতী হাতে দিল পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **প্রশংসে** *ক্রি* প্রশংসা করে। 'দ্রোন্ন কর্ণ ষকলে প্রশংসে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রশংসা[2] [স] ১ *বি* গুণকীর্তন। 'প্রশংসা করে সাধু বেঞ্জনের পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রায়ের প্রশংসাগুণ কহিতে কহিতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* সুখ্যাতি। 'পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রশংসাকারি [স] *বি* প্রশংসা করে যে। 'তোমার চন্দ্রিকাদ্বারা প্রশংসাকারিদিগকে জিজ্ঞাসা করি অনুসন্ধান করিবেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

প্রশংসাকীর্তন [স] *বি* গুণকীর্তন। 'রাজার অশেষপ্রকার প্রশংসাকীর্তন করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রশংসাত্মক [স] *বিণ* প্রশংসাসূচক। 'গীত-নৃত্যের ঐতিহ্য অবিমিশ্র প্রশংসাত্মক নয়, এর নিন্দাত্মক একটা দিকও রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

প্রশংসাধ্বনি [স] *বি* প্রশংসাসূচক শব্দ। 'হিম্মৎ সিংয়ের দিকে তাকাচ্ছে, আর ফিসফিস প্রশংসাধ্বনি বেরুচ্ছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

প্রশংসাপত্র [স] *বি* প্রশংসার সনদ। 'অধ্যাপক তাঁহাকে প্রশংসাপত্র দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের প্রশংসাপত্র ছিল উদার ভাষায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

প্রশংসাবাক্য [স] *বি* প্রশংসার উক্তি। 'উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্যে ... বর্ণনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রশংসাবাচন [স] *বি* স্তুতিকথা। 'তাঁর প্রশংসাবাচন পড়ে দেশবাসী যাতে ভুল সিদ্ধান্ত না করে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

প্রশংসাবাদ [স] *বি* স্তুতিবাদ। 'প্রফুল্ল বদনে প্রশংসাবাদ প্রদান করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'নিজের প্রশংসাবাদে প্রদ্যুম্নের তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

প্রশংসা-ভরা *বিণ* প্রশংসাপূর্ণ। 'প্রশংসা-ভরা স্নেহকল্যাণময় অশ্রুকাতর দৃষ্টি।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রশংসাভাজন [স] *বি* প্রশংসার পাত্র। 'তাহা পুনর্ব্বর্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রশংসামুগ্ধ [স] *বিণ* প্রশংসায় বিভোর। 'প্রশংসামুগ্ধ হয়ে তার দিকে নজর দেয়?' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রশংসালোলুপ [স] *বিণ* প্রশংসার জন্য লালায়িত। 'প্রশংসালোলুপ লেখক আর পাঠকে সমাজ ছেয়ে যাচ্ছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রশংসাসূচক [স] *বিণ* প্রশংসাজ্ঞাপক। 'প্রশংসাসূচক পত্রে সুটকেসের পকেট, দেরাজ এবং তোরঙ্গ ভর্তি হ'য়ে যেত।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

প্রশংসিত [স] *বিণ* সুখ্যাত। 'ছাত্রগণের সহিত নানা বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

প্রশংসিতা [স] *বিণ* সুখ্যাতিপ্রাপ্ত। 'ক্ষত্রিয়ের বীর-বৃত্তি চির-প্রশংসিতা।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

প্রশংসনীয় [স] **১** *বিণ* প্রশংসার যোগ্য। 'তা অপেক্ষা প্রতিষ্ঠান্বিত কর্ম্মে প্রাণ দেওন প্রশংসনীয় বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* প্রশংসিত। 'তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

প্রশংস্য [স] *বিণ* প্রশংসনীয়। 'পত্রেতে তাঁহার বুদ্ধি ও স্ত্রীস্বভাব লজ্জার বিষয় অতিপ্রশংস্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

প্রসংসা [স প্রশংসা] *বি* প্রশংসা। 'প্রসংসা করয়ে রামাগণে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

প্রশঙ্গ [স প্রসঙ্গ] *বি* আলোচ্য বিষয়। 'লোকেরা এ সকল প্রশঙ্গ শ্রবণ করে।' *রামরাম*, ১৮০১। *দ্র* **প্রসঙ্গ**

প্রশমন [স] *বি* নিবারণ। 'উত্তেজিত অতিথি-অভ্যাগতদের অহৈতুক প্রকোপ প্রশমনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'শুধু হৃদয়জ্বালা প্রশমন করতে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

প্রশমতা [স] *বি* হ্রাস। 'শোক কতকটা প্রশমতা প্রাপ্ত হইলে ...।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

প্রশমিত [স] **১** *বিণ* সংযত। 'তিনি সেই অবিহিত অনুরাগকে প্রশমিত করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮। **২** *বিণ* নিবারিত। 'তাহাদের অল্প অহংকার অল্পেই উদ্‌বেলিত হইয়া প্রশমিত হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'উত্তেজনা-প্রবাহ বর্ধিত কিংবা প্রশমিত হইতে পারে।' *জগদীশ*, ১৯২০। **৩** *বিণ* শান্ত। 'প্রশমিত করা বড্ড শক্ত।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রশস্ত [স] **১** *বিণ* চওড়া। 'বাঁধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'প্রশস্ত সুডৌল কপাল।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* উত্তম। 'প্রশস্ত নানাবিধি খণ্ড মধু দধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* বড়ো। 'এক প্রশস্ত ও মনঃপূত ঘরেতে ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪; 'রাজধানীর অত্যুচ্চ প্রশস্ত অট্টালিকাশ্রেণী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। **৪** *বিণ* বিস্তীর্ণ। 'উহার উপর যে সকল কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক দেখা যায়, তাহা আর কিছুই নয়, কেবল বৃহৎ গহ্বর ও প্রশস্ত নিম্ন-স্থান মাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বিণ* উদার। 'পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

প্রশস্তচিত্ততা [স] *বি* উদারতা। 'এমন প্রশস্তচিত্ততার সঙ্গে সংবর্ধিত হব ভাবতেও পারিনি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

প্রশস্ততম [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত উপযুক্ত। 'এ তিন মার্গের ভিতর মরার পক্ষে কোনটা প্রশস্ততম বলো তো।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* দীর্ঘতম। 'সে শহরের প্রশস্ততম রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

প্রশস্ততর [স] *বিণ* দীর্ঘতর। 'আমাদের নিকট তা প্রশস্ততর হয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

প্রশস্তপরিধি [স] *বিণ* বিস্তৃত সীমাবিশিষ্ট। 'সেই উজ্জ্বল প্রশস্তপরিধি আকাশে যখন এক পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য উঠি-উঠি করে ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

প্রশস্তাক্ষর [স প্রশস্ত-অক্ষর] *বি* বড়ো হরফ। 'প্রশস্তাক্ষরে মূল এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে তদর্থ।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

প্রশস্তি [স] *বি* গুণকীর্তন। 'প্রশস্তি বন্দনা কৈল সূর্পেত থুইয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

প্রশস্তিগায়ক [স] *বি* গুণকীর্তন করে যে। 'উনোর প্রশস্তিগায়করা সেই টাইট-রোপ-ডানসিং কর্মটি দিল্লিতে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

প্রশস্তিবাচন [স] *বি* স্তুতিকথা; প্রশংসাবাদ। 'কবি যখন ... ইতালি যান ... তখন সেখানেও ... মুসোলিনীর প্রশস্তিবাচন করেছিলেন।' *শিব*, ১৯৫০।

প্রশস্য [স] *বিণ* প্রশংসনীয়। 'জাতিবিশেষের পক্ষে সে কাজ যে প্রশস্য, এ মতের মাহাত্ম্য ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

প্রশাখা [স] *বি* শাখা থেকে সৃষ্ট শাখা। 'অন্য অন্য প্রশাখা চয়ন করিয়া দেখ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'তৎপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত শাখা, প্রশাখা ও পত্রে প্রবেশ করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

প্রশাখাশালী [স] *বিণ* প্রশাখাবিশিষ্ট। 'একটি প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখাশালী যন পত্রযুক্ত বটবৃক্ষের মূলে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

প্রশাদ [স প্রসাদ] *বি* পূজার প্রসাদ। 'প্রশাদ কুটিয়া নিল সন্দেশের ছলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **প্রসাদ**

প্রশান্ত [স] **১** *বিণ* খুশি। 'অতএব যে পুরুষ পরস্ত্রীতে অথবা সামান্যাতে প্রশান্ত হইয়া নিতান্ত আসক্ত।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মহাসাগর। 'প্রশান্ত সাগর হেন তরঙ্গ না তুলে যেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **৩** *বিণ* অতিশয় শান্ত ও স্থির। 'প্রশান্ত বিষাদভরে/ দুটি আঁখি প্রশ্ন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রশান্তবদনে *ক্রিবিণ* অতিশয় শান্ত মুখে। 'মানুষকে ... প্রশান্তবদনে বিষপান করতে হবে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

প্রশান্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* ধীরস্থিরভাবে। 'প্রশান্তভাবে ইহজীবন কাজ করে গেলে তবে তাদের কাজের গৌরব রক্ষিত হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রশান্ত মহাসমুদ্র [স] *বি* একটি মহাসাগরের নাম। 'প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কোনও জনহীন দ্বীপে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

প্রশান্ত মহাসাগর [স] *বি* একটি মাহাসাগরের নাম। 'পূর্বভাগের জল প্রশান্ত মহাসাগর এবং মধ্যদেশের জল ভারত মহাসাগরে।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

প্রশান্ত-মূর্তি [স] *বিণ* সৌম্য; অতিশয় শান্ত চেহারাবিশিষ্ট। 'উচ্চললাট প্রসন্ন-প্রশান্ত-মূর্তি ব্রাহ্মণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রশান্তস্বভাব [স] *বিণ* শান্ত স্বভাববিশিষ্ট। 'আমার যিনি পতি, তিনি ধীর ধীর প্রশান্তস্বভাব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

প্রশান্তা [স] *বিণ স্ত্রী* শান্তস্বভাববিশিষ্ট। 'এই উপকারিণী পরম

ধৈর্যবতী প্রশান্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রশান্তি [স] ১ *বি* প্রশমতা। 'এই পরিণত সৌন্দর্যের প্রশান্তিকে গাঢ়তর করিয়া দেখাইবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* গভীর শান্ত ভাব। 'নিশীথের ছায়া যেন মেধাবী প্রশান্তি এক রেখে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩০।

প্রশাসন *বি* শাসন। সেই নিত্য পুরুষের প্রশাসনে হে গার্গি, নিমেষ মুহূর্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

প্রশাসনিক [স] *বিণ* প্রশাসন সংক্রান্ত। 'প্রশাসনিক জটিলতায় জড়িত হয়ে ...।' *উমর*, ১৯৬৮।

প্রশিক্ষণ [স] *বি* হাতে কলমে শিক্ষা; ট্রেনিং। 'মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ... খোলা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭৩।

প্রশিক্ষিকা [স] *বি স্ত্রী* হাতে কলমে শিক্ষা দেয় যে। 'চট্টগ্রাম বিভাগের গার্লস গাইডের প্রশিক্ষিকা।' *বেগম*, ১৯৭৪।

প্রশিষ্য [স] *বি* শিষ্যের শিষ্য। 'শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লালনের শিষ্য-প্রশিষ্য ও ভক্ত সম্প্রদায়ের মুখে গীত।' *হাই*, ১৯৫৪।

প্রশ্চাৎ [স পশ্চাৎ] *ক্রিবিণ* পরে। 'মাদ্রীর কারণে পাণ্ডু বলিল প্রশ্চাৎ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **পশ্চাৎ**

প্রশ্ন [স] ১ *বি* জিজ্ঞাসা। 'উপরের বিধান দৃষ্টে এক প্রশ্ন ভুক্ত করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সন্দেহ। 'আজ জাতির জনক কায়েদে আজম সম্পর্কে যদি প্রশ্ন ওঠে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ৩ *বি* বিষয়। 'পরিষদের অধিকারের প্রশ্ন যাহাতে জড়িত।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

প্রশ্নকর্তা, প্রশ্নকর্ত্তা [স] ১ *বি* যে ব্যক্তি প্রশ্ন করে। 'প্রশ্নকর্তার বয়স পনেরো-ষোলোর অধিক হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* প্রশ্ন প্রণেতা। 'যাচাই করাই প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয়দের প্রধানতম উদ্দেশ্য।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

প্রশ্নকর্ত্রী [স] *বি স্ত্রী* প্রশ্ন করে যে। 'আমার প্রশ্নকর্ত্রী বুঝুন আর নাই বুঝুন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

প্রশ্নকার [স] *বিণ* প্রশ্ন উত্থাপনকারী; প্রশ্নকর্তা। 'সমাচার দর্পণে শ্রীপ্রশ্নকার বিশ্বাসশ্য ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

প্রশ্নকারিণী [স] *বি স্ত্রী* প্রশ্ন করে যে। 'সে মুখ লাল করিয়া প্রশ্নকারিণীকে জিজ্ঞাসা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'শুধু প্রশ্নকারিণীর দিকে তাকিয়ে থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

প্রশ্নকারী [স] *বি* প্রশ্ন করে যে। 'প্রশ্নকারী বলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'প্রশ্নকারী, উত্তরদাতা উভয়ই সে নিজে।' *শওকত*, ১৯৬২।

প্রশ্নকীর্ণ [স] *বিণ* প্রশ্নচিহ্নিত। 'আকাশে আকাশে তার প্রশ্নকীর্ণ মেঘের উত্তরী।' *সিকান্দার*, ১৯৪৯।

প্রশ্নচিহ্ন [স] *বি* জিজ্ঞাসা প্রকাশক চিহ্ন। 'সাত ঋষি নিত্য জাগে আকাশে প্রশ্নচিহ্ন তুলে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

প্রশ্নচ্ছলে [স] *ক্রিবিণ* প্রশ্নের ছদ্মবেশে। 'ভরতের প্রতি রামের প্রশ্নচ্ছলে যে রাজনীতি বর্ণিত হইয়াছে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রশ্নজাল [স] *বি* অনেক প্রশ্নের জটিলতা। 'অসংখ্য প্রশ্নজাল বিস্তার ...।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

প্রশ্নতালিকা [স] *বি* জিজ্ঞাসার তালিকা। 'সে প্রশ্নটি তার প্রশ্নতালিকার শীর্ষে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

প্রশ্নপত্র [স] *বি* জিজ্ঞাসিত বিষয়সমূহের পত্র। 'এই প্রশ্নপত্র প্রাপ্ত্যনন্তর নিযুক্ত সাহেবেরা ... লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

প্রশ্নপত্রিকা [স] *বি* পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। 'প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রশ্নপরম্পরা [স] *বি* প্রশ্নাবলি। 'আপাতত থাক সে প্রশ্নপরম্পরা।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

প্রশ্নপুঞ্জ [স] *বি* জিজ্ঞাসরাশি। 'হৃদয়ের চিরন্তন প্রশ্নপুঞ্জ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

প্রশ্নবাচক *বিণ* প্রশ্নসূচক। 'প্রশ্নবাচক ও নেতিবাচক করাইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রশ্নবাণ [স] *বি* প্রশ্নরূপ বাণ। 'দুর্ভেদ্য বর্মে এ দুর্বার প্রশ্নবাণ ব্যাহত করবেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

প্রশ্নবোধক [স] ১ *বিণ* প্রশ্ন বোঝা যায় এমন। 'প্রশ্নবোধক বাক্যগুলি নেতিবাচক করা হইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। ২ *বিণ* জিজ্ঞাসু। 'ইঞ্জিনিয়ার প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে থাকে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

প্রশ্নমরু [স] *বি* প্রশ্নরূপ মরু। 'সব মিলিয়ে ককটেল বানালেও ঐ প্রশ্নমরু তাকে বেমালুম শুষে নেবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

প্রশ্নরিক্ত [স] *বিণ* প্রশ্নহীন। 'অজ্ঞতা, লোভ, ভয়, ধর্মীয় সংস্কার, প্রশ্নরিক্ত বিশ্বাসের উগ্রতা প্রভৃতির ফলে বিকাশ উপসংহৃত।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রশ্নশীল [স] *বিণ* জিজ্ঞাসু। 'ঐতিহ্য এবং আবহাওয়া থেকে নিয়ত প্রশ্নশীল, জগৎমুখী, আত্মনির্ভর ও উদ্যোগী মনোভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার নামই রেনেসাঁস।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রশ্নশীলতা [স] *বি* জিজ্ঞাসা উন্মুখতা। 'দাস্যভাবের সাধকরা ... প্রশ্নশীলতাকে এড়িয়ে চলেন ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রশ্নসাপেক্ষ [স] *বিণ* প্রশ্নাতীত নয় এমন। 'তা আমার মনে হয় প্রশ্নসাপেক্ষ।' *শিব*, ১৯৫০।

প্রশ্নস্ফুলিঙ্গ [স] *বি* আগুনের কণার মতো প্রশ্ন। 'যেখানে প্রশ্নস্ফুলিঙ্গ পড়িল সেখানে কিছু না হইয়া হয়তো দশ হাত দূরে আর-এক জায়গায় দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রশ্নসূচক *বিণ* প্রশ্নবোধক। 'প্রশ্নসূচক কি শব্দের অনুরূপ আর একটি কি আছে, তাকে দীর্ঘস্বর দিয়ে লেখাই কর্তব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রশ্নাতীত [স] *বিণ* তর্কাতীত। 'তাঁহার এই ভূমিকাকে সুস্পষ্ট ও প্রশ্নাতীত করিয়া তুলিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

প্রশ্নাতুর [স] *বিণ* জিজ্ঞাসা করতে আগ্রহী; জিজ্ঞাসু। 'পাণিনির সূত্রের মায়ায় হেঁটেছেন গহন জটিল পথে দীর্ঘকাল প্রশ্নাতুর।' *শামসুর*, ১৯৭০।

প্রশ্নাবলী [স] *বি* প্রশ্নসমূহ। 'হিন্দুমুসলমান প্রশ্নাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'সভয়ে প্রশ্নাবলীর অঙ্ক কয়েকটি দেখিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

প্রশ্নোত্তর [স] *বি* সওয়াল ও জবাব। 'নানা বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হইয়া অনেক বিষয় স্থির হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

প্রশ্নোত্তরহীন [স] *বিণ* প্রশ্ন ও তার উত্তর নেই এমন। 'রহস্যময় আদি-অন্ত-শূন্য প্রশ্নোত্তরহীন নিরুদ্দেশ মহাসমুদ্রের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রশ্বসিত *বিণ* নিঃশ্বাস-ফেলা। 'জন্তুরা যে বিষনিশ্বাস পরিত্যাগ করে গাছপালা সে নিশ্বাস গ্রহণ ক'রে প্রাণদায়ী অক্সিজেন প্রশ্বসিত করে দেয়।' *রবীন্দ্র*, খৃষ্ট।

প্রশ্বাস [স] *বি* শ্বাস গ্রহণ। 'নিশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রশ্রয় [স] *বি* আশকারা। 'পালিলাম পুত্রবৎ প্রশ্রয় দিলাম যত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

প্রশ্রয়তুষ্টি [স] *বি* প্রশ্রয়ের আনন্দ। 'ক্ষণিক প্রশ্রয়তুষ্টি চায় আজ সামান্য এ কবি।' *সুনীল*, ১৯৬১।

প্রশ্রয়-পাগল [স] *বি* ভালোবাসার কাঙ্গাল। 'গৌরচন্দ্র-বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রশ্রয়ী [স] *বিণ* প্রশ্রয় দানকারী। 'যেহেতু প্রশ্রয়ী আমি, তাই আজও নয় অপনীত হিরণ্ময় পাত্র।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

প্রশ্রিত [স] *বিণ* প্রশ্রয় পায় এমন। 'তাঁদের ভিতরে পারস্পরিক সহযোগ কতটা প্রশ্রিত ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রষ্ঠ [স] *বি* সমুখ। 'আপন বাপের প্রষ্ঠে কার্য্য কর্ম্ম করিতেছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রসক্তি [স] **১** *বি* সম্পর্ক। 'বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া ছদ্মভাবে গমনাগমন করিত।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **২** *বিণ* আসক্তি। 'পর পুরুষের সহিত প্রসক্তি হইলে অবশ্যই তদনুরূপ হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* যৌনসম্পর্ক। 'ব্রাহ্মণাদির সহিত পর্ব্বতীয় লোকের প্রসক্তি হইয়া সন্তান উৎপত্তি হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রসঙ্গ [স] **১** *বি* বিষয়। 'সর্ব রাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রস্তাব। 'প্রসঙ্গ করিতে তথা আইলা মারুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ব্যাখ্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বি* অনুষঙ্গ। 'সাহেবের গ্রন্থে লিখনে কিম্বা প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন হয় ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **৫** *বি* আলোচনা। 'এই কথা সকল অঙ্গেরা একত্র হইয়া প্রসঙ্গপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৬** *বি* সংশ্লিষ্ট পূর্বকথা। 'মন্ত্রিগণেদের সহিত কথা প্রসঙ্গে দেবদত্ত ব্রাহ্মণ যে উপকার করিয়াছিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৭** *বি* সংস্পর্শ। 'সূর্যের প্রসঙ্গে এসে সে আমার উত্তর-সাধিকা।' *আহসান*, ১৯৫৯।

প্রসঙ্গ করা **১** *ক্রি* কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা। 'যিনি যে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট করিলেন তিনি তাহারি সদুত্তর করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **২** *ক্রি* উত্থাপন করা। 'পঞ্চম কথা শ্রীযুত বাবু ... প্রসঙ্গ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রসঙ্গক্রমে [স] *ক্রিবিণ* আলোচ্য বিষয়ের অংশ হিসেবে। 'তন্নিমিত্ত পতিব্রতোপাখ্যানে প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

প্রসঙ্গত, প্রসঙ্গতঃ [স] *ক্রিবিণ* আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে। 'জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গতঃ এ তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রসঙ্গস্রোত [স] *বি* কথার গতি। 'আজহার প্রসঙ্গস্রোত বন্ধ করিল না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

প্রসঙ্গান্তর [স] *বি* অন্য প্রসঙ্গ। 'অনায়াসে প্রসঙ্গান্তর এনে হেরম্ব তার কথাটা চাপা দিয়ে দিল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

প্রসন্ন [স] **১** *বিণ* সন্তুষ্ট। 'প্রসন্নত নদ নদি প্রসন্ন জামিনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অনুকূল। 'আমার ভাগ্য প্রসন্ন।' *রামরাম*, ১৮০২। **৩** *বিণ* অমলিন। 'আপন অন্তঃকরণ সতত নির্দোষ ও প্রসন্ন রাখ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বিণ* উজ্জ্বল। 'পূর্ণিমা-প্রসন্ন রাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

প্রসন্নকল্যাণ [স] *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল। 'অন্তঃপুরিকা কুললক্ষ্মীদের ন্যায় প্রসন্নকল্যাণ মুখে মাঙ্গল্য রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত হন না?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

প্রসন্নকল্যাণমুখ [স] *বি* পুলকিত ও মঙ্গলময় মুখ। 'এই বধূটিও কি ... প্রসন্নকল্যাণমুখে মাঙ্গল্যরচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল না?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রসন্নচক্ষু [স] *বি* সুনজর। 'এক আশ্রিত অন্য আশ্রিতকে প্রসন্নচক্ষে দেখে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

প্রসন্নচিত্ত [স] *বিণ* সন্তুষ্টমন-বিশিষ্ট। 'প্রসন্নচিত্তে রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'অভাবমুক্ত, প্রসন্নচিত্ত মুসলমানের বুকে কোনো বেদনার সঞ্চার হইতেছে কিনা।' *জয়তী*, ১৯৩০।

প্রসন্নতা [স] **১** *বি* অনুগ্রহ। 'যে গবর্ণমেন্টের ও যাঁহারদের প্রসন্নতায় আমরা বাল্যাবধি প্রতিপালিত হইয়া কৃতবিদ্য হইয়াছি।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। **২** *বি* স্নেহ। 'গুরু মহাশয়ের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্তে সচেষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* প্রফুল্লতা। 'প্রসন্নতা-প্রবাহ প্রণয় সাধুজনে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রসন্ন-নয়ন *বি* প্রসন্ন দৃষ্টি। 'চাহো প্রসন্ন নয়নে প্রভু দীন অধীন জনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

প্রসন্নপ্রযুক্ত [স] *ক্রিবিণ* প্রসন্নতার কারণে। 'আমার অদিষ্ট প্রসন্নপ্রযুক্ত মহারাজার আগমন হইয়াছে।' *রাজীব*, ১৮০৫।

প্রসন্নবদন [স] *বিণ* আনন্দিত মুখবিশিষ্ট। 'দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্নবদন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রসন্নবদনা [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দিত মুখবিশিষ্ট। 'শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা – প্রসন্নবদনা মাতা – ভক্তিপানে চাহি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রসন্নময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রফুল্ল। 'প্রসীদ প্রসন্নময়ী প্রপন্নে পদদায়িনী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

প্রসন্ন মুখ *বি* প্রসন্ন যে মুখ। 'রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রসন্নমূর্তি [স] *বিণ* আনন্দময়। 'যদি কোনো প্রসন্নমূর্তি প্রফুল্লমুখী ধৈর্যময়ী লোকবৎসলা দেবী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রসন্নসলিলা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্মল জলবিশিষ্ট। 'প্রসন্নসলিলা কলকণ্ঠা নদী।' *ওদুদ*, ১৯৪১।

প্রসন্নসুন্দর *বিণ* প্রসন্নতাহেতু সুন্দর। 'তাঁহারই প্রসন্নসুন্দর কল্যাণমুখ তোমাকে অনন্তকাল রক্ষা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রসন্না [স] **১** *বিণ* আনন্দিত। 'প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ স্ত্রী* তুষ্ট। 'যদি প্রসন্না হইয়াছেন তবে আমাকে অজরামর করুন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'এরূপ করিও না, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

প্রসন্নান্ত [স] *বিণ* প্রসন্নতায় ভরা; হাস্যোজ্জ্বল। 'প্রসন্নান্ত প্রসন্নান্ত আমার অদ্য সন্ধ্যার সবিতার।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

প্রসন্ন [স প্রসন্ন] *বিণ* সন্তুষ্ট; আনন্দিত। 'আজিত প্রসন্ন তোরে জমের কারনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রসর্ন, প্রসর্ন্ন [স প্রসন্ন] *বিণ* সন্তুষ্ট; আনন্দিত। 'প্রসর্ন্ন বদন হৈল সব

গোপিগনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রসপেক্ট [ই] *বি* সম্ভাবনা। 'এতে মাইনে অতি সামান্য, প্রসপেক্টও কিছু নেই।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

প্রসব [স] **১** *বি* সন্তান জন্মদান। 'দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কালে দিনে পুত্র প্রসবে সোন্দরী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* স্থাপন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালা রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৩** *বি* উৎপাদন। 'মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; সেই তাঁতের কল একটি মাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রসবকাল [স] *বি* সন্তান জন্মদানের সময়। 'আমার ভার্য্যার অপত্য প্রসবকাল ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

প্রসবপদ্ধতি [স] *বি* প্রসবের পন্থা। 'বিজ্ঞানসম্মত প্রসবপদ্ধতি হাসপাপতালে ঠিকমতো অনুসৃত হইবে বলিয়া স্ত্রীকে হাসপাতালে রাখিয়াছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রসববেদনা [স] *বি* সন্তান জন্মদানের সময়ে প্রসবজনিত যন্ত্রণা। 'সাত মাসে বন্ধুগণ দেই তারে সাদ নয় মাসে প্রসববেদনা অবসাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রসববেদনাতুরা [স] *বিণ* প্রসবের যন্ত্রণায় কাতর। 'উভয়েই প্রসববেদনাতুরা।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রসবা[1] [স প্রসব>] *ক্রি* প্রসব করা। **প্রসবিছি** *ক্রি* প্রসব করেছি। 'দুই দিবসের আক্ষি শিশু প্রসবিছি।' *সুলতান*, ১৭০০। **প্রসবিয়া** *ক্রি* প্রসব ক'রে। 'প্রসবিয়া মারিলেক গলা চাপি ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **প্রসবিল** *ক্রি* জন্ম দিলো। 'সুন্দরি দৈবকী দেবি পুত্র প্রসবিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **প্রসবে** *ক্রি* ছড়ায়। 'চতুর্দিকে প্রসবে না জানি অন্দ মন্দ।' *সুলতান*, ১৭০০।

প্রসবা[2] [স প্রসব>] *বিণ স্ত্রী* প্রসব করেছে এমন। 'প্রসবা মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য।' *শরৎ*, ১৯১৬।

প্রসবিনী [স] *বি স্ত্রী* জন্মদানকারী। 'প্রসবিনী প্রথম প্রমাদ বড় চেঁটা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

প্রসর [স] **১** *বিণ* প্রশস্ত। 'এ স্থান এত প্রসর নহে যে দুইজনের সমাবেশ হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* প্রসারতা। 'সর্বচোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্টিপ্রসর প্রায়ই অপহরণ ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

প্রসরণ [স] *বি* বেষ্টন। 'এত প্রসরণে বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রসরা [স প্রসর>] *ক্রি* ব্যাপ্ত হওয়া। **প্রসরি** *ক্রি* সম্প্রসারিত ক'রে। 'হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি বাহুযুগ।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **প্রসরে** *ক্রি* ব্যাপ্ত হয়। 'অধিক নির্মল জোত প্রসরে ভুবন।' *সুলতান*, ১৭০০।

প্রসর্পণ [স] *বি* বিস্তার; চলন। 'জীবনের প্রসর্পণ হয়তো বা পথে বিকল্পের।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রসস্ত [স প্রশস্ত] *বি* চওড়া। 'পাঁচ২ ক্রোশ আয়তন প্রসস্তে একশত হাত।' *রামরাম*, ১৮০১। দ্র **প্রশস্ত**

প্রসহ [স] *বি* কাক চিল শকুন পেঁচা ইত্যাদি শিকারি পাখি। 'অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ আর যক্ষাকাস। এ সব বিনাশ করে প্রসহের মাঁস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রসাদ [স] **১** *বি* অনুগ্রহ। 'দেবের প্রসাদেঁ তবেঁ বসুল জাণিল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* প্রসন্ন। 'রাজারে প্রসাদ দেখি হৈল বিস্ময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* প্রসন্নতা। 'উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* হিন্দুমতে দেবতাকে নিবেদিত ভোজ্য। 'বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'প্রসাদ কুটিয়া নিল সন্দেশের ছলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বি* আহার। 'লহনা প্রসাদ কৈল্য পুরান খোসলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'প্রসাদ বেঞ্জন তথা কিন্যা খায় ভাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *বি* আশীর্বাদ। 'কাব্য-লক্ষ্মীর আঁখির প্রসাদ সে পেয়েছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রসাদ-অপেক্ষী [স] *বিণ* অনুগ্রহপ্রার্থী। 'এতকাল পরে শিক্ষাসাধনব্যাপার ভারতবর্ষে রাজার প্রসাদ-অপেক্ষী হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রসাদ-অমৃত *বি* প্রসাদরূপ অমৃত। 'সেই অবকাশে যে আসে প্রসাদ-অমৃত-মজ্জনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

প্রসাদ-অরুণ *বি* প্রসাদরূপ সূর্য। 'আজি তোমারি প্রসাদ-অরুণ করুক উদয় নবপ্রভাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

প্রসাদগুণ [স] *বি* প্রাঞ্জলতা। 'গদ্যের যা কিছু গুণ অর্থব্যক্তি, প্রসাদগুণ, ওজস্বিতা, গাঢ়বন্ধতা ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

প্রসাদজীবী [স] *বি* অনুগ্রহজীবী। 'এই সংবাদ ও এই আশা কৃষ্ণদয়ালের প্রসাদজীবীরা তাঁহার কাছে বিশেষ গৌরবের সহিত ব্যক্ত করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রসাদধন্য [স] *বিণ* অনুগ্রহ পেয়ে কৃতার্থ। 'তাই সাম্প্রতিকীর প্রসাদধন্য কীর্তি যে কালগঙ্গায় ভাসবেই, এমন কথা বলা চলে না।' *সনৎ*, ১৯৭০।

প্রসাদ-প্রত্যাশী *বি* আশীর্বাদ চায় যে। 'আমি কবি যে বাণীর প্রসাদ-প্রত্যাশী অন্তরতমের ভাষা সে করে বহন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

প্রসাদপ্রদাতা [স] *বি* দেবতাকে নিবেদিত খাদ্যসমূহ বিতরণকারী। 'বাটীর তাবৎ পরিজনে প্রসাদপ্রদাতা হয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

প্রসাদ প্রাপ্ত হওয়া *বি* অনুগ্রহ পাওয়া। 'রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

প্রসাদ-বঞ্চিত [স] *বিণ* দয়া থেকে বঞ্চিত। 'ধুতির উপর মোটা খদ্দরের চাদর, ধোবার প্রসাদ-বঞ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

প্রসাদবাণী [স] *বি* আশীর্বাদ। 'সবার আজি প্রসাদবাণী চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রসাদভাজন [স] *বি* অনুগ্রহভাজন। 'পরমেশ্বরের প্রসাদভাজন হইয়া স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়া সুখে কালযাপন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রসাদভোজন [স] *বি* প্রসাদের খাদ্য গ্রহণ; প্রসাদান্ন গ্রহণ। 'তাঁহার পদধূলি গ্রহণ ও প্রসাদভোজন করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রসাদভোজী [স] *বিণ* অনুগ্রহপুষ্ট; অনুগ্রহভোগী। 'শ্রোত্রিয়েরা চিরকাল রাজসরকারের প্রসাদভোজী।' *তারা*, ১৯৪০।

প্রসাদলব্ধ [স] *বিণ* অনুগ্রহে অর্জিত। 'আপনার প্রসাদলব্ধ যৎকিঞ্চিৎ হইতে যে আমার অনেক হইতে পারিবে সে যথার্থ বটে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

প্রসাদহাসি [স প্রসাদ+হাসি] *বি* তৃপ্তির হাসি। 'জাগিছে এক প্রসাদহাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রসাদান্ন [স] *বি* প্রসাদ হিসেবে দেওয়া খাদ্য। 'গোসাঞির প্রসাদান্ন

সবংশে খাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রসাদাবশিষ্ট [স] *বি* অনুগ্রহভোগী। 'নীলকরদের তৈয়ারি ও প্রসাদাবশিষ্ট খোট আখুরিয়া গোমস্তারা।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

প্রসাদিফুল [স প্রসাদীয়+ফুল] *বি* দেবতাকে নিবেদিত পূজার ফুল। 'কবে উঠবে প্রসাদিফুল।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

প্রসাদী [স প্রসাদীয়] *বিণ* দেবতাকে নিবেদন করা হয়েছে এমন। 'একখানি প্রসাদী কাপড় দিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রসাদাৎ [স] ১ *ক্রিবিণ* দৌলতে; ফলে। 'নমক পোক্তানীর প্রসাদাৎ সরকারের যে লাভ প্রশক্তি আছে ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭। ২ *ক্রিবিণ* অনুগ্রহে। 'চরকার প্রসাদাৎ এতপর্য্যন্ত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

প্রসাদাত [স প্রসাদাৎ] *বি* অনুগ্রহের ফল। 'প্রসাদাত প্রমথ পতির।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

প্রসাধন [স] *বি* রূপচর্চার সামগ্রী। 'রুপোর-শিকল-ওয়ালা প্রসাধনের থলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্রসাধনকলা [স] *বি* রূপচর্চার রীতি। 'এই প্রসাধনকলা, নয়নের এ-কজ্জললেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রসাধন-বিশুদ্ধ [স] *বিণ* প্রসাধন ব্যবহার না করায় লাবণ্যহীন। 'প্রসাধন-বিশুষ্ক শক্ত চামড়ার গালেও পড়েছে টোল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

প্রসাধনি [স প্রসাধনী] *বি* চিরুনি। 'দুবলা মাঞ্জএ কেশ লয়্যা প্রসাধনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রসাধনী [স] *বি* সাজসজ্জার সামগ্রী। 'ভিটার জঞ্জালে পুরস্ত্রীর প্রসাধনী ফেলে গেছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রসাধনের থলি *বি* রূপচর্চার সামগ্রী রাখার ও একটি ছোটো আয়না-বসানো থলিবিশেষ; ভ্যানিটি কেস। 'রুপোর-শিকল-ওয়ালা প্রসাধনের থলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্রসানো [স প্রেষণ>] *ক্রি* পাঠানো। 'গোওয়ালা প্রসিল উগ্রসেনের অনুচর।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রসার [স] ১ *বি* প্রস্থ। 'তাহার দৈর্ঘ্য ১০ হাত প্রসার ৬ হাত।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ২ *বি* ক্ষমতা। 'ম্যালেরিয়া আপনার প্রসার বিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* বিস্তৃত। 'এই বাঙালার দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

প্রসারণ [স] *বি* বিস্তার। 'প্রকৃতির এই প্রসারণের সময়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রসারতা [স] *বি* বিস্তার। 'আকাশের অখণ্ড প্রসারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রসারা [স প্রসার>] ১ *ক্রি* প্রসারিত করা। 'প্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* ছড়িয়ে দেওয়া। 'জগত-মাঝেরেতে দে রে তা প্রসারিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রসারণ [স] *বি* বিস্তার। 'বাইরে হস্ত প্রসারণের আবশ্যকতা কি?' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রসারিণী[1] [স] *বিণ স্ত্রী* বিস্তৃত। 'চারিদিকে বঙ্গসাহিত্যের নানাদিক-প্রসারিণী গতি।' *কোহিনূর*, ১৯১১।

প্রসারিণী[2] [স] *বি* সংগীতের একটি শ্রুতি। 'প্রসারিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

প্রসারিত [স] ১ *বিণ* বিস্তার লাভ করেছে এমন। 'চতুর্দিকে পুস্তক ও ভূচিত্ররাশি প্রসারিত দেখিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* বর্ধিত। 'সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রও প্রসারিত করা হোক।' *বেগম*, ১৯৪৮।

প্রসারিত হওয়া *ক্রি* বড়ো হওয়া। 'গাছের পাতা প্রতিদিন রৌদ্রে প্রসারিত হয়ে শুষ্ক হয়ে ঝরে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রসার্যমাণ [স] *বিণ* প্রসারিত হচ্ছে এমন। 'মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রসার্যমাণ সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা তার দুটো দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রসিডেন্ট [ই] *বি* সভাপতি। 'শ্রীযুত সর বুলর সাহেব প্রসিডেন্ট।' *দর্পণ*, ১৮২৪। দ্র **প্রেসিডেন্ট**

প্রসিদ্ধ [স] ১ *বিণ* উন্নত। 'যেন দেখি প্রসিদ্ধ সুমেরু ধরাধর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* সুপরিচিত। 'বিস্য পিতামোহ তার প্রসিদ্ধ সংসার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* প্রচলিত। 'বহুকাল প্রসিদ্ধ শিষ্টাচারের কি অত্যাচার বোধ হইয়াছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৪ *বিণ* বিখ্যাত। 'মোসলমানেরা কোরান নামক প্রসিদ্ধ পুস্তককে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভ্রান্ত গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৫ *বিণ* উচ্চমানসম্পন্ন। 'ততদিন সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রসিদ্ধা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সমাদৃত। 'তাঁহারদের প্রযত্নেতে এইক্ষণে বঙ্গভাষা এতদ্রূপ প্রসিদ্ধা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ স্ত্রী* অতিপরিচিত। 'প্রসিদ্ধা হরপরি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রসিদ্ধার্থক [স প্রসিদ্ধ-অর্থক] *বিণ* ব্যাপকভাবে পরিচিত। 'দক্ষিণবঙ্গের ভাষা বেশি প্রসিদ্ধার্থক।' *প্রমথ*, ১৯১২।

প্রসিদ্ধি [স] ১ *বি* খ্যাতি। 'রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ব্যাপকভাবে পরিচিতি। 'বারএয়ারী পূজাতে বারএয়ারী মারামারি প্রসিদ্ধি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* জনশ্রুতি। 'এরূপ প্রসিদ্ধি আছে তিনি, প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

প্রসীদ [স] *বিণ* প্রসন্ন। 'প্রসীদ না হইলা তবে প্রভু নিরঞ্জন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রসুখী [স] *বিণ* অত্যন্ত সুখী। 'পালঙ্ক উপরে বীর শয়নে প্রসুখী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রসুপ্ত [স] ১ *বিণ* গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। 'সখী পত্রলেখা প্রসুপ্ত থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* গোপন। 'চিত্তের প্রসুপ্ত কাম।' *ইসলাম*, ১৯২১।

প্রসূ [স] *বি* জননী। 'ধন্য বলে মানি হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রসূত [স] ১ *বিণ* জাত। 'মহাশয় মহাবংশপ্রসূত অতিখ্যাত্যাপন্ন অধ্যাপকের সন্তান।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বি* অগ্রসর। 'দল এখনও উল্লাপাড়ার দিকে প্রসূত হইতেছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ* রচিত। 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট নবন্যাসগুলি স্ত্রীলোকদের লেখনী হইতে প্রসূত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

প্রসূতবতী [স] *বিণ* সন্তান জন্মদানের অপেক্ষায় আছে এমন নারী। 'ননদী প্রসূতবতী।' *ভারত*, ১৭৬০।

প্রসূতা [স] *বিণ স্ত্রী* সন্তান প্রসব করেছে এমন। 'এক গৃহস্থের স্ত্রী নবপ্রসূতা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

প্রসূতি [স] ১ *বি* গর্ভবতী নারী। 'প্রসূতি মারুত নড়ে অনুক্ষণ বেথা বাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* নবজাত সন্তানের মা। 'প্রসূতিকা ও প্রসূতির চিকিৎসা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

প্রসূতি-আগার [স] *বি* সন্তান প্রসবের নির্দিষ্ট হাসপাতাল; গর্ভবতীর চিকিৎসা কেন্দ্র। 'অগণিত প্রসূতি-আগার আপনার অজ্ঞাতে গড়ে উঠেছে।' *হাই*, ১৯৪৬।

প্রসূতিকা [স] *বি স্ত্রী* নবজাতক। 'প্রসূতিকা ও প্রসূতির চিকিৎসা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

প্রসূতিকাবস্থা [স] *বিণ* গর্ভাবস্থা। 'বিবাহের অনতিবিলম্বে বালিকার প্রসূতিকাবস্থা।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

প্রসূতিকালীন [স] *বিণ* মাতৃত্বকালীন। 'নারীকর্মীদের প্রসূতিকালীন ছুটি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

প্রসূতি ভাতা [স প্রসূতি+ভাতা] *বি* প্রসূতির জন্য নির্ধারিত অর্থ। 'প্রসূতি ভাতা, ছুটি, প্রসূতি সদন, শিশুদের বিশ্রামাগার প্রভৃতি ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

প্রসূতিমৃত্যু [স] *বি* প্রসবিনী নারীর মৃত্যু। 'শিশু ও প্রসূতিমৃত্যু নিবারণের জন্যে কয়েকটি শিশু হাসপাতাল ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

প্রসূতি সদন [স] *বি* সন্তান প্রসবের নির্দিষ্ট হাসপাতাল; গর্ভবতীর চিকিৎসা কেন্দ্র। 'প্রসূতি ভাতা, ছুটি, প্রসূতি সদন, শিশুদের বিশ্রামাগার প্রভৃতি শ্রমিক মহিলাদের বিশেষ দাবীর উপর ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

প্রসূতী [স প্রসূতি] *বি* গর্ভবতী নারী। 'প্রসূতী বিষম সুতিকারোগে আক্রান্ত হইয়া অতীব যন্ত্রণা ভোগ করেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

প্রসূন [স] *বি* ফুল। 'পূজা কৈল কুমুদ প্রসূনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রসুন [স প্রসূন] *বি* ফুল। 'নিকটে দীঘির জল কমল প্রসুন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

প্রসূনফল [স] *বি* ফুলফল। 'সুপেয় বারি প্রসূনফল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

প্রসূনাসার [স প্রসূন-আসার] *বি* পুষ্পবৃষ্টি। 'বরষি প্রসূনাসার – কমল, কুমুদী, মালতী, সেঁউতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রসূনিত [স] *বিণ* ফুল-ফলযুক্ত। 'দেখিতে দেখিতে হরিৎ প্রান্তর প্রসূনিত।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

প্রসৃতি [স] *বি* বিকৃতি। 'একটা আশ্চর্য প্রসৃতি রয়েছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্রসেন [স] *বি* যোদ্ধা। 'মণি হইতে রণ জেন কেশরী প্রসেনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রসেশান [ই] *বি* শোভাযাত্রা। 'কোনো বড়োলোকের বাড়ি বিয়েটিয়ে হচ্ছে, তারই প্রসেশান।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

প্রসেস [ই] *বি* পদ্ধতি। 'প্রসেসটা আমার জানা আছে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

প্রস্কন্দন [স] *বি* সাঁতার। 'কালিয়হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রস্ত [স প্রস্থ] ১ *বি* নিকট। 'সরকারের প্রস্তে।' *ডানকান*, ১৭৮৫। ২ *বি* আড়; চওড়া। 'সাবেক গুদাম সকলের নকসা মতে নবীন গুদামে দির্ঘ প্রস্তে ও উর্দ্ধে তৈয়ার হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ৩ *বি* দফা; বার। 'উইল দুই প্রস্ত লিখিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বি* পাটি। 'কংগ্রেসী নেতাদের হাতীর ন্যায় দুই প্রস্ত দাঁত রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

প্রস্তর [স] ১ *বি* রত্ন। 'বক্রি যে কিছু ধন গৌড়ে ছিল বেশ মূল্য প্রস্তর ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* পাথর। 'পাঁচ হাত প্রসস্ত প্রস্তরের দেয়াল।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রস্তরকঠিন [স] *বিণ* পাথরের মতো শক্ত। 'উঁচুনিচু প্রস্তরকঠিন তরুবিরল পৃথিবীর উপরে সূর্যোদয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রস্তর খচিত [স] *বিণ* বহুমূল্য পাথর শোভিত; পাথর অলংকৃত। 'চুনী ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত মুক্তার ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রস্তরত্ব [স] *বি* পাথরের গুণ। 'প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রস্তরধবল [স] *বিণ* মার্বেলের মতো সাদা। 'তোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তরস্নিগ্ধদর্শন, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্তি যত দেখি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রস্তরনির্মিত, প্রস্তরনির্ম্মিত [স] *বিণ* পাথরের তৈরি। 'প্রস্তরনির্ম্মিত রথ্যা সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'পুষ্করিণীর সুপরিসর প্রস্তরনির্মিত সোপান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

প্রস্তরপাত [স] *বি* শিলাপাত। 'ক্রমে প্রস্তরপাত বন্ধ হইল।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

প্রস্তর-প্রতিমা [স] *বি* পাথরের মূর্তি। 'জবা যেন নিষ্প্রাণ প্রস্তর-প্রতিমা।' *বিমল*, ১৯৫৩।

প্রস্তর-ফলক [স] *বি* পাথরের পাটা বা ফলক। 'সম্মুখেই রাজবাটির প্রবেশ-দ্বারে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-ফলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

প্রস্তরবাঁধ [স প্রস্তর+বাঁধ] *বি* পাথরের বাঁধ। 'দুই কূলে বাঁধি প্রস্তরবাঁধ কূল ভাঙিবার ভয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রস্তরবৃষ্টি [স] ১ *বি* শিলাবৃষ্টি। 'অজস্র পরিমাণ প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৫। ২ *বি* পাথরের বর্ষণ। 'আবাবিলের প্রস্তর-বৃষ্টি হইল না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

প্রস্তরবেদিকা [স] *বি* পাথরের বেদী। 'এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

প্রস্তরবেদী [স] *বি* পাথরের মঞ্চ। 'সাহেবেরা এক অনতিউচ্চ প্রস্তরবেদীর উপরে উঠিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

প্রস্তরময় [স] *বিণ* পাথর দিয়ে তৈরি। 'লর্দ কর্ণোলিয়সের প্রতিমূর্ত্তির মত প্রস্তরময় প্রতিমূর্তি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

প্রস্তরময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রস্তরময়। 'দেখিয়া কোন ভাস্কর্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রস্তরমূর্তি [স] *বি* পাথরের ভাস্কর্য। 'স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি দেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

প্রস্তরযুক্ত [স] *বিণ* রত্নখচিত। 'বহুমূল্য প্রস্তরযুক্ত স্বর্ণের এক যোড় বাটা দিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

প্রস্তরশিখা [স] *বি* পাহাড়ের চূড়া। 'সেই বহ্নিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'প্রস্তর-শিখার সম নিশ্চল নিশ্চুপ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রস্তর-শিল্প [স] *বি* পাথর দিয়ে মূর্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্প। 'উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্প।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

প্রস্তরশৃঙ্গ [স] *বি* পাহাড়ের চূড়া। 'এই অতলস্পর্শ সমুদ্রে এমত কোন ভূমি বা প্রস্তরশৃঙ্গও ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রস্তরস্নিগ্ধদর্শন [স] *বিণ* দেখতে পাথরের মতো মসৃণ। 'প্রস্তরধবল, প্রস্তরস্নিগ্ধদর্শন, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রস্তরাঘাত [স] *বি* পাথরের আঘাত। 'প্রস্তরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

প্রস্তারাঙ্কিত [স] *বিণ* পাথরে খোদিত। 'তাহাই তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে প্রস্তারাঙ্কিত রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া থাকিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রস্তরিত [স] **১** *বিণ* পাথরের মতো নিশ্চল। 'আজি যদি বসন্তের যবনবাহিনী লণ্ড ভণ্ড করে থাকে প্রস্তরিত সে পুরাকাহিনী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বিণ* পাথরে পরিণত। 'সভ্যতার অভিশাপে প্রস্তরিত অর্ধনারীশ্বর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৩** *বিণ* শিলীভূত। 'প্রস্তরিত পদচিহ্নে ধরা পড়ে উধাও নর্তক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

প্রস্তরীভূত [স] *বিণ* পাথরে পরিণত। 'সমস্ত প্রাণি জাতির মৃত শরীরের প্রস্তরীভূত অস্থি দৃষ্ট হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রস্তরীভূতা [স] *বিণ স্ত্রী* পাথরে পরিণত। 'প্রস্তরীভূতা ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

প্রস্তাপিত *বিণ* প্রস্তাবকৃত। *ফরস্টার*, ১৭৯৩। দ্র **প্রস্তাবিত**

প্রস্তাব [স] **১** *বি* বাক্য। 'এইত প্রস্তাব তবে করিহ স্মরন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সংবাদ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* সিদ্ধান্ত। 'প্রস্তাব হইল যে ... এতদ্দেশে দ্রব্যাদি সমাগমের বৃদ্ধি হইয়াছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৪** *বি* অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত বক্তব্য। 'অংশিগণ কর্ত্তৃক বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র প্রদানের বিষয়ে এই প্রকার প্রস্তাব করিলেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৫** *বি* উপস্থাপন। 'চিকিৎসালয়ের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তাব করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৬** *বি* দাবি। 'কখন শুনি নাই যে ছাত্রেরা যে২ প্রস্তাব করেন তদ্বিষয়ের জনপদের শুভোদয়ের সম্ভাবনা না হয়।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৭** *বি* ভূমিকা। 'ইউক্লিডের প্রথম গ্রন্থের আরম্ভে যে অতিকঠিন প্রস্তাব আছে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৮** *বি* প্রবন্ধ। 'যে সকল প্রস্তাব ইহাতে সংগৃহীত হইল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **৯** *বি* সম্মত হওয়ার অনুরোধ। 'তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রস্তাবক [স] *বি* প্রস্তাবকারী। 'প্রস্তাবক ও সমর্থক সকলেই বিভিন্ন জেলার কৃষক ও শ্রমিক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

প্রস্তাবকর্তা, প্রস্তাবকর্ত্তা [স] **১** *বি* প্রথম বক্তা (বিতর্কে)। 'অবিনাশ প্রস্তাবকর্তা আমি প্রতিবাদী পক্ষের নায়ক।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **২** *বি* প্রস্তাবক। 'প্রস্তাবকর্ত্তাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

প্রস্তাবকারী [স] *বি* প্রস্তাবক। 'প্রস্তাবকারীর অযোগ্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রস্তাব-রচয়িতা [স] *বি* প্রবন্ধকার। 'প্রস্তাব-রচয়িতা তাঁহার অসামান্য স্মরণশক্তির এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ প্রাপ্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রস্তাবনা [স] *বি* সূচনা। 'প্রস্তাবনাতেই বলা গিয়াছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

প্রস্তাব-লেখক [স] *বি* প্রবন্ধকার। 'প্রস্তাব-লেখক তাঁহাকে ভ্রমক্রমে ময়ূরাষ্টকের টীকাকার বলিয়াছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রস্তাবিত [স] **১** *বিণ* বিবেচনার জন্যে উত্থাপিত। 'উপরের প্রস্তাবিত সকল আইনের মতে ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'আমারদিগের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত মতে ... এক সভা হইয়াছিল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বিণ* উল্লিখিত। 'তাঁহাদের মধ্যে কএক জন বিশেষতঃ উপরে প্রস্তাবিত কাব্যরচক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রস্তাবোক্ত [স] *বিণ* প্রস্তাব করা হয়েছে এমন। 'প্রস্তাবোক্ত গণ-পরিষদ সম্পর্কিত অংশটুকু আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

প্রস্তাব্য [স] *বিণ* প্রস্তাব করা হয়েছে এমন। 'তাহা এইক্ষণে অবশ্য প্রস্তাব্য হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

প্রস্তুত [স] **১** *বিণ* তৈরি হয়ে আছে এমন। 'জানাইল ষকল কথা সম্বাদ প্রস্তুত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* রচিত। 'এই পুস্তক আমাকর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৩** *বিণ* সম্মত। 'প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন তবে প্রস্তুত আছি।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৪** *বিণ* উৎপন্ন। 'তথায় যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহারও বিবরণ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বিণ* নির্মাণ। 'নানা দেশের উত্তমোত্তম চিত্রময় ভঙ্গীও প্রস্তুত করিয়া রাখা বিধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বিণ* স্থাপিত। 'ভূমির উপর এক উত্তম বৃহৎ আটচালা প্রস্তুত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৭** *বিণ* তৈরি। 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রস্তুত করা **১** *ক্রি* রচনা করা। 'এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **২** *ক্রি* প্রশিক্ষিত। 'উপযুক্ত শিক্ষক সকল প্রস্তুত করা এ বিষয়ের মূল সাধন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রস্তুতকারক [স] *বি* প্রকাশক। 'এই পুস্তক প্রস্তুতকারক এবং ইহার শিল্পি এই উভয়কেই আমরা ধন্যবাদ করি।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

প্রস্তুতকারি [স প্রস্তুতকারী] *বি* নির্মাতা। 'ঐ পয়সা প্রস্তুতকারিরা লিখন পঠন ও শিল্পাদি বিদ্যাতে নিপুণ নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

প্রস্তুতীকরণ [স] *বিণ* রচনা। 'বিদ্যালয়ের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক প্রস্তুতীকরণ বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি নিয়মে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রস্তুতপ্রণালী [স] *বি* তৈরি করার পদ্ধতি। 'দুটি ছাত্রকে ওষুধের প্রস্তুতপ্রণালী শিখাইতেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

প্রস্তুতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* নির্মিত। 'অপূর্ব্বা এক পুরী প্রস্তুতা করহ।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বিণ স্ত্রী* দক্ষ। 'বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

প্রস্তুতি [স] *বি* প্রশিক্ষণ। 'উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য পৃথক বিদ্যাগারও স্থাপন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রস্থ [স] **১** *বি* তরফ। 'সরকারের প্রস্থ হইতে জমিদার ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বি* চওড়া। 'তাহার দীর্ঘ প্রস্থ এক ২ দিগে পাঁচ ২ ক্রোশ আয়তন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* দফা। 'আর এক প্রস্থ চা খাওয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

প্রস্থান [স] **১** *বিণ* প্রত্যাবর্তিত। 'কয়ে এত স্বস্থানে প্রস্থান ভগবান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *ক্রি* ফিরে যাওয়া। 'মার্চ মাহাতে প্রস্থান করিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। **৩** *বি* কোনো স্থান ত্যাগ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'প্রস্থান কর আমি আসিতেছি।' *কেরি*, ১৮০২। **৪** *বি* যাত্রা। 'প্রতাপাদিত্য নিধন করিতে গৌড়ে প্রস্থান করিয়া ...।' *রাজীব*, ১৮০৫। **৫** *বি* প্রবেশ। 'চেরেট গাড়িতে আরোহণ করিয়া হাস্যবদনে হৃষ্টান্তঃকরণে বাগানে প্রস্থান করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

প্রস্থান করা [স প্রস্থান+করা] *ক্রি* যাত্রা করা। 'সর্ব্ব সমেত গৌড়ে প্রস্থান করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রস্থানকালে [স] *ক্রিবিণ* বিদায়কালে। 'প্রস্থানকালে ঐ নারী অতিশয় নিষেধ করিতে লাগিল।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

প্রস্থানপরায়ণ [স] *বিণ* গমনোদ্যত। 'বাসস্থলে প্রস্থানপরায়ণ হইলে ... কৌশলে বাবুর ধনাপহরণ করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রস্থানভূমি [স] *বি* ফিরে যাওয়ার জায়গা। 'গতিমাত্রেরই একটি স্বতন্ত্র প্রস্থানভূমি আছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

প্রস্থানোদ্যম [স] *বি* চলে যাওয়ার উদ্যোগ। 'বেগে প্রস্থানোদ্যম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রস্থানোদ্যোগ [স] *বি* চলে যাওয়ার আয়োজন। 'কাদের তার প্রস্থানোদ্যোগ লক্ষ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

প্রস্থিত [স] *বিণ* চলে গেছে এমন। 'অনার্য্য শত্রুসকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রস্থাপিত [স] **১** *বিণ* প্রেরিত। 'মেজেস্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রস্তাপিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* সন্নিবিষ্ট। 'তা ... বাংলা সাহিত্যকে ... বিস্তারশীল, উর্ধ্বগ বৈশ্বিকতায় প্রস্থাপিত করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রস্পেক্টাস [ই] *বি* কোনো কিছুর বিস্তারিত তথ্য ও বিজ্ঞাপনসংবলিত মুদ্রিত বিবরণ। 'এই দেখুন-না প্রস্পেক্টাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রস্ফুট [স] **১** *বিণ* পূর্ণ বিকশিত। 'রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বিণ* প্রকাশিত। 'তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রস্ফুটিত [স] *বিণ* সম্পূর্ণ বিকশিত। 'প্রস্ফুটিত কুসুম সৌরভে ... পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমরগণ আহ্লাদে মধুপানরত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'পদ্ম, কুমুদ প্রভৃতি জলপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া, জলাশয়ের শোভা করে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'কখনো গুনিত প্রস্ফুটিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া বীণা লয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০;

প্রস্ফুরক [স] *বি* উজ্জ্বলকারক পদার্থবিশেষ। **প্রস্ফুরকদীপ্ত** [স] *বিণ* আলোকিত। 'তাদের প্রস্ফুরকদীপ্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চক্ষু।' *সবুজ*, ১৯২১।

প্রস্ফুরণ [স] *বি* বিকাশ। 'মূল্যবোধ ও বিবেকিতার প্রস্ফুরণ নিজগুণেই মূল্যবান বটে।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রস্ফুরিত [স] *বিণ* সামান্য কম্পিত। 'স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রস্ফুরিত ও বিস্ফারিত নাসিকারন্ধ্র হতে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'সোনার তরী ... গিয়েছে চলে প্রস্ফুরিত ছায়াপথ এঁকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রস্বর [স] *বি* কলরব। 'রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে নেমে এল ঝিঁঝির প্রস্বর।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

প্রস্বান *বি* ধ্বনি; শব্দ। 'তোমার শাণিত তলওয়ারে সেথা বজ্রের প্রস্বান।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

প্রস্বেদ [স] *বি* অতিরিক্ত ঘাম। 'স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ বৈবর্ণ্যাশ্রু স্বরভেদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রস্রবণ [স] **১** *বি* ঝরনা। 'যাবতীয় নদীর উৎপত্তিস্থান প্রস্রবণ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'কবিতা হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে উত্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৬। **২** *বি* ধারা। 'অমৃত ও আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ এত হলাহল এতই অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণ করিতে না পারিবেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'অমার্জিত পার্থিবতার প্রস্রবণ।' *মানিক*, ১৯৩৫।

প্রস্রাব [স] *বি* মূত্র। 'যতনে পাকাচুল মুখ প্রস্রাব করিএ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

প্রস্রাবখানা [স প্রস্রাব+ফা খানাহ্] *বি* মূত্রত্যাগের স্থান। 'প্রস্রাবখানার ছায়া কাঁপে দেয়ালে।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

প্রহত [স] *বিণ* আঘাতপ্রাপ্ত। 'বায়ুস্তরে বেগে প্রহত হওয়ায় ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রহর [স] **১** *বি* তিন ঘণ্টা পরিমাণ সময়। 'দিবারাত্র দণ্ড নক্ষত্র প্রহর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* দিনের আট ভাগের এক ভাগ। 'প্রথম প্রহর নিশি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *বি* ঘণ্টা। 'রাজবাড়িতে প্রহরীখানায় প্রহর বাজল।' *অবন*, ১৮৯৬। **৪** *বি* সময়। 'গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

প্রহর বাজা *ক্রি* সময় নির্দেশক ঘণ্টা বাজা। 'সুদূরে প্রহর বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রহরাধিকাল [স] *ক্রিবিণ* তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধ'রে। 'গৃহকর্ত্রী প্রতি প্রত্যূষে প্রহরাধিকাল পূর্বমুখী হয়ে রুদ্র-বীণা বাজাতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

প্রহরার্ধ, প্রহরার্দ্ধ [স] *বিণ* আধ প্রহর। 'প্রহরার্দ্ধ রাত্রিপর্য্যন্ত বঙ্গকামিনী দাসীত্ব করিল।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

প্রহরে প্রহরে *ক্রিবিণ* ক্ষণে ক্ষণে। 'নিশিদিশি প্রহরে প্রহরে দূতবরে কুক্কুটের মুণ্ডে সে দণ্ডবারি মারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

প্রহরেক *বিণ* প্রায় এক প্রহর। 'প্রহরেক এক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

প্রহরৈক [স] *বি* এক প্রহর। 'দিন রাত্রি প্রহরৈক পর্য্যন্ত এক নিয়ম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রহরণ [স] **১** *বি* অস্ত্র। 'ধরি অনেক প্রহরণ জরীপ পহিরণ।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* আঘাত। 'ক্ষত বক্ষঃস্থল মম ... রিপু প্রহরণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রহরা *বি* পাহারা। 'রাত্রে বাড়িতে প্রহরা দিবে।' *তারা*, ১৯৪২।

প্রহরাবেষ্টিতা [স] *বিণ স্ত্রী* পাহারাদার ঘিরে আছে এমন। 'সুসজ্জিত প্রহরাবেষ্টিতা হইয়া মায়মুনার সহিত জাএদা দামেস্ক নগরে উপস্থিত হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

প্রহরাধিকাল *দ্র* **প্রহর**

প্রহরিতা [স] *বি স্ত্রী* পাহারা দেওয়ার কাজ। 'অসিহস্তে প্রহরী সতর্কিতভাবে প্রহরিতা করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'যুদ্ধ, প্রহরিতা প্রভৃতি কঠিন কর্ম্ম।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

প্রহরী [স] *বি* পাহারাদার। 'নিদ্রারূপা হইয়া তুমি ভাণ্ডিলে প্রহরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রহরি [স প্রহরী] *বি* পাহারাদার। 'দুয়ারি প্রহরি তারা সভে নিদ্রা গেল।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রহরীখানা [স প্রহরী+ফা খানাহ্] *বি* পাহারাদারদের থাকার স্থান। 'রাজবাড়িতে প্রহরীখানায় প্রহর বাজল।' *অবন*, ১৮৯৬।

প্রহরীশালা [স] *বি* যেখান থেকে চারদিকে নজর রাখা হয়; প্রহরীদের বাসস্থান। 'প্রহরীশালায় দূরে বাজে সাড়ে-তিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রহসন [স] *বি* হাস্যরসপ্রধান সংক্ষিপ্ত নাটক। 'এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। 'নটনটী কর্তৃক 'ব্যালে' নাচ, সঙ, নিগ্রোর গান, জাদু, প্রহসন, অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রহার [স] *বি* আঘাত; মার। 'একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'চরণ প্রহার দিয়া করিল অন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রহারক [স] *বি* প্রহারকারী। 'ঐ প্রহারকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তোমরা এই মারিপিট কাহার হুকুমে করিতেছ।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

প্রহারকর্তা [স] *বি* মার দেয় যে। 'প্রহারকর্তা সেটাকে শিষ্টোচিত বলিয়া গণ্য করিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রহারক্ষত [স] *বি* মারের কারণে সৃষ্ট ঘা। 'সর্বাঙ্গে প্রহারক্ষত দ্বিপ্রহর সঙ্গীত ছড়ায়।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

প্রহারপ্রাপ্ত [স] *বিণ* আঘাতপ্রাপ্ত। 'এইরূপে প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া কিঙ্কর বলিল ...।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

প্রহারসহিষ্ণু [স] *বিণ* প্রহার সহ্য করতে পারে এমন। 'চর্ম্ম কোমল হইলেও সাগরপারনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহারসহিষ্ণু।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রহারা [স প্রহার>] *ক্রি* প্রহার করা। **প্রহারয়ে** *ক্রি* প্রহার করে। 'দুইজনে প্রহারয়ে দুহার উপরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রহারিত [স] *বিণ* আঘাতপ্রাপ্ত। 'শ্রীনাথ রায় যে প্রহারিত হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত উত্থান শক্তি রহিত হইয়া অচৈতন্যপ্রায় ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

প্রহৃত *বিণ* প্রহার করা হয়েছে এমন। 'প্রহৃত হওয়া সত্ত্বেও দুর্বলের বলার কিছু নেই।' *উমর*, ১৯৬৮।

প্রহিল [স প্রক্ষেপণ>] *ক্রি* নিক্ষেপ করলো। 'প্রহিল কটাক্ষ তীক্ষ্ণ শর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

প্রহেলিকা [স] **১** *বি* হেঁয়ালি; ধাঁধা। 'কোন স্ত্রীকে এক প্রহেলিকার প্রশ্ন করিলে তাহার মীমাংসা জন্য তিনি দিবানিশি উৎকণ্ঠিতা রহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **২** *বি* রহস্য। 'এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রহেলিকাময় [স] *বিণ* রহস্যময়। 'প্রকৃতির এই প্রহেলিকাময় অজানা শক্তি।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রহেলী [স প্রহেলি] *বি* ধাঁধা। 'সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী রহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রহোজোন [স প্রয়োজন] *বি* প্রয়োজন। 'কার্যো বিচারে প্রহোজোন কি?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। *দ্র* **প্রয়োজন**

প্রহৃত *দ্র* **প্রহার**

প্রহ্লাদ [স] *বিণ* (হিন্দু পুরাণ) বিরূপ পরিস্থিতিতেও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে অবিচল চরিত্রবিশেষ। 'আজ জল্লাদ নয়, প্রহ্লাদ সম মোল্লা খুন-বদন!' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রাইজ [ই] *বি* পুরস্কার। 'যাহার নামে প্রাইজ উঠিবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'ও যে খুব পাস করবে, প্রাইজ পাবে, লিখবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রাইভেট [ই] **১** *বিণ* বেসরকারি। 'প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলি দূরে থাকুক।' *কোহিনুর*, ১৯১৪। **২** *বিণ* ব্যক্তিগত। 'আমার প্রাইভেট জমাখরচের খাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* অনিয়মিত। 'প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবেই তিনি ম্যাট্রিক, আই,এ ও বি,এ পাশ করেন।' *বেগম*, ১৯৪৯। **৪** *বিণ* ব্যক্তিগত অতএব গোপনীয়। 'আমার এ কথাটা প্রাইভেট। কোথাও যেন প্রকাশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রাইভেট এফেয়ার [ই] *বি* ব্যক্তিগত ব্যাপার। 'ওটা আমার প্রাইভেট এফেয়ার কিনা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

প্রাইভেট কাজ [ই প্রাইভেট+কাজ] *বি* ব্যক্তিগত কাজ। 'আমার অনেক প্রাইভেট কাজ করতো।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

প্রাইভেট টিউটর, প্রাইভেট ট্যুটর [ই] *বি* গৃহশিক্ষক। 'অমলকে তুমি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটর পেয়েছ?' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'কোন চাকরি নিয়ে শুরু করব ... ইংরিজি ভাষার প্রাইভেট ট্যুটরের।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

প্রাইভেট টিউটারি *বি* গৃহশিক্ষকের কাজ। 'এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটারি হল। তোমার মত বৌঠানকে যদি পড়াতে পেতুম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

প্রাইভেট টুইশনি [ই] *বি* গৃহশিক্ষকের কাজ। 'শচীশ প্রাইভেট টুইশনি লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রাইভেট ফাইল [ই] *বি* ব্যক্তিগত নথি। 'চ্যাটার্জীর প্রাইভেট ফাইল ওটা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

প্রাইভেট মোটর [ই] *বি* ব্যক্তিগত মোটর গাড়ি। 'কার যেন প্রাইভেট মোটর।' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্রাইভেট সেক্রেটারি, প্রাইবেট সেক্রেটরী [ই] *বি* ব্যক্তিগত সচিব। 'প্রাইবেট সেক্রেটরী শ্রীযুত পেকেনহাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'ভাবুক-মনুষ্যটির প্রাইভেট সেক্রেটারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রাইভেট হাসপাতাল [ই প্রাইভেট+হাসপাতাল] *বি* ব্যক্তি মালিকানাধীন হাসপাতাল। 'বাড়িতে প্রাইভেট হাসপাতাল বসাইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রাইম-মিনিস্টার [ই] *বি* প্রধানমন্ত্রী। 'মাননীয় প্রাইম-মিনিস্টার, বেআদবি মাফ করবেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

প্রাইমারি, প্রাইমারী, প্রাইমেরী [ই] *বিণ* প্রাথমিক। 'প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে যখন চার উপভাষায় চালাইবার কথা হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'প্রাইমারী শিক্ষা বিলটি পুনরায় ধামা চাপা দেওয়া হইল।' *জামায়াত*, ১৯৩৭; 'বর্ত্তমানে প্রাইমেরী বিদ্যালয়ে চার শ্রেণীর স্থলে পাঁচ শ্রেণীর ব্যবস্থা হতে পারে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

প্রাইমারি ইস্কুল *বি* প্রাথমিক বিদ্যালয়। 'প্রাইমারি ইস্কুলের পণ্ডিত একটা কাঠের চৌকিতে বসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'প্রাইমারি ইস্কুলে প্রায়-মারা পণ্ডিত/ সব কাজ ফেলে রেখে ছেলে করে দণ্ডিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

প্রাইমারি শিক্ষা *বি* প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা। 'প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে যখন চার উপভাষায় চালাইবার কথা হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রাইমারি স্কুল [ই] *বি* প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়া তাহার ছেলে ডাক্তারও হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রাএ [স প্রায়] *বিণ* সদৃশ; প্রায়। 'স্মামি নাহি কার হৈলা অনুমৃতা প্রাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **প্রায়**

প্রাংশু [স] **১** *বিণ* দীর্ঘকায়; লম্বা। 'খর্ব্বকায়দিগের অপেক্ষা প্রাংশু দেহ থাকাতে আমার ... শোভা হইত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* দীর্ঘজীবী। 'দুর্গের গৌরবে বসে প্রাংশু আত্মা ভাবিতেছে ঢের পূর্বপুরুষের কথা।' *জীবন*, ১৯৩০।

প্রাক, প্রাক্ [স] **১** *বি* শুরু সংক্রান্ত। 'এই ইহার সৌভাগ্য অস্তের প্রাক কাল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* পূববর্তী। 'পিছন থেকে সেই প্রাক্‌গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রাকআজাদী [স প্রাক+ফা আজাদী] *বিণ* স্বাধীনতাপূর্বকালীন। 'প্রাকআজাদী যুগের বাংলা দেশে।' *হাই*, ১৯৫৪।

প্রাক কাল [স প্রাক্কাল] *বি* সূচনা কাল। 'এই ইহার সৌভাগ্য অস্তের প্রাক কাল।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রাক-বৃটিশ [স প্রাক+ই ব্রিটিশ] *বিণ* ব্রিটিশ শাসন আমলের পূর্ববর্তী। 'প্রাক-বৃটিশ পর্বে এ দেশে সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও প্রধানতঃ গ্রামভিত্তিক।' *সনৎ*, ১৯৭০।

প্রাক-সামরিক [স] *বিণ* সামরিক বাহিনী যখন গড়ে ওঠে তার

আগেকার। 'নদী নগর প্রাক-সামরিক রাষ্ট্রে পৃথিবীতে।' *জীবন*, ১৯৪০।

প্রাক্কাল *ক্রিবিণ* সূচনাকাল। 'প্রাক্কালে "বর্লিনে চলো" বলিয়া ফ্রান্সে যে একটা রব উঠিয়াছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রাক্গাল্পিক [স প্রাক্+স গাল্পিক] *বিণ* গল্পের পূর্ববর্তী। 'পিছন থেকে সেই প্রাক্গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রাক্চৈতন্য [স] *বিণ* চৈতন্য-পূর্ববর্তী। 'প্রাক্চৈতন্য ও চৈতন্য-পরবর্তী এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।' *হাই*, ১৯৫৪।

প্রাক্নির্বাণ [স] *বিণ* নিভে যাওয়ার পূর্ববর্তী। 'প্রাক্নির্বাণ দীপের উল্লাসে সমবেত পাত্র-পাত্রী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রাক্পুরাণিক [স] ১ *বিণ* প্রায়-বিস্মৃত। 'প্রাক্পুরাণিক বিকট পশুর দায়ভাগ মোর শোণিতে নাচে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* পুরাণ-পূর্ব কালের। 'ও কি আসে নগ্ন অরণ্যের প্রাক্পুরাণিক প্রাণী?' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

প্রাক্পৌরাণিক *বিণ* পৌরাণিক যুগের আগেকার। 'প্রাক্পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রাক্প্রচ্ছদ [স] *বিণ* সাজসজ্জাহীন। 'রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উল্লাসে লাক্ষণিক, – নেত্রসার, কপোলপ্রধান প্রাক্প্রচ্ছদ নটী যেন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রাক্হসন্ত *বিণ* হসন্তের পূর্বেকার। 'প্রাক্হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবী দেওয়া হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রাকটিস, প্রাকটিশ [ই] ১ *বি* স্বাধীন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন। 'কলিকাতা সহরেও দু-চার গোদাপাকে প্রাকটিস কত্তে দেখা যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* পেশাগত কাজ। 'আমি এই প্রাকটিশ করে খিড়কী দোর দে ফিরে এলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

প্রাকার [স] *বি* প্রাচীর। 'তথায় মৃত্তিকাময় প্রাকারে পরিবেষ্টিত এক বৃহৎ কুণ্ড আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রাকাশ [স প্রকাশ] *বি* সাধারণের সম্মুখে প্রচার। 'তুই যে কর্ম্ম করিস তা আবার প্রাকাশ হবে?' *উমেশ*, ১৮৫৭। দ্র **প্রকাশ**

প্রাকৃত [স] ১ *বিণ* অপ্রামাণ্য। 'প্রাকৃত শব্দেও যে বা বলিবেক আই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সাধারণ। 'ইনি বাঁচেন তবে প্রাকৃত মনুষ্য হইবেন না।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের একটি পর্যায়। 'যাহা প্রাকৃতাদি সংস্কৃতমূলক ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার নাম তদ্ভব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতিমনোহর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ *বিণ* স্বভাবগত। 'তাহাদের যে সমুদায় মূলীভূত প্রাকৃত দোষ থাকে তাহা আর কোনক্রমেই দূরীভূত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বিণ* স্বভাবসিদ্ধ। 'একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত অন্যের কাছে তাহাই প্রাকৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৮ *বিণ* পার্থিব। 'প্রাকৃত প্রতীকের সাহায্যে অপ্রাকৃত প্রেমের পরিমাপ নির্ধারণ।' *হাই*, ১৯৫৪।

প্রাকৃত-ঘেঁষা *বিণ* লৌকিকতা প্রধান। 'ওই রকম দু'একটা প্রাকৃত-ঘেঁষা বই ছাড়া কোন কেতাবে ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

প্রাকৃতপদ [স] *বি* প্রাকৃত ভাষার শব্দ। 'লাটিন ও সংস্কৃত পদসমূহের অন্তস্থিত অসভাগের স্থানে ইটালীয়, পালি ও প্রাকৃতপদে ওকারের আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রাকৃতবাদ [স] *বি* যেকোনো বিষয়কে কেবল প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বস্তুসমূহের ভিত্তিতে বিচার করার মতবাদ। 'এ যে ঘোর বস্তুতান্ত্রিকতা, প্রাকৃতবাদের চূড়ান্ত।' *সবুজ*, ১৯২০।

প্রাকৃতবাদী [স] *বিণ* প্রাকৃতবাদ অনুসরণকারী। 'বস্তুতান্ত্রিক বা প্রাকৃতবাদী জগতের মানুষের স্থূলতম দিকটাই শুধু দেখিয়াছেন।' *সবুজ*, ১৯২০।

প্রাকৃতবিজ্ঞান [স] *বি* প্রকৃতি বা নিসর্গবিষয়ক বিজ্ঞান। 'মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রাকৃতভাষা [স] *বি* প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের মৌখিক ভাষা। 'প্রাকৃতভাষা সকল একেবারে ধ্বংস করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রাকৃতভাষী [স] *বি* প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে যে। 'প্রাকৃতভাষীরা 'দ্য' উচ্চারণ করিতে পারিত না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রাকৃতা [স] *বি স্ত্রী* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রাকৃতা উদীচী মহারাষ্ট্রী ... এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রাকৃতিক [স] ১ *বিণ* স্বাভাবিক। 'তথায় ... সুপ্রণালীসিদ্ধ প্রাকৃতিক পদমর্য্যাদা সর্বতোভাবে প্রসিদ্ধ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* স্বভাব- ও দেহগত। 'বিবাহ পূর্বে প্রাকৃতিক ও সামাজিক চুক্তিমাত্র ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* প্রকৃতিসম্পর্কিত; নৈসর্গিক। 'আমরা কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে লোপ করিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ৪ *বিণ* প্রকৃতি প্রদত্ত। 'স্ত্রী পুরুষ উভয়ই প্রাকৃতিক গুণের সমানাধিকারী।' *নবনূর*, ১৯১৬।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান [স] *বি* প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। 'আমাদের এই বক্তব্য যে যিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'উনবিংশ শতাব্দীতে জড়-বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি।' *সবুজ*, ১৯১৭।

প্রাক্কাল [স] *বি* পূর্বমুহূর্ত; পূর্ববর্তী সময়। 'সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওলাউঠা রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রাক্কালে *ক্রিবিণ* ঠিক পূর্বে। 'ইনি ... সন্ধ্যার প্রাক্কালে হিমালয়ের পাদদেশে শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

প্রাক্তন [স] ১ *বি* হিন্দু বিশ্বাসমতে পূর্বজন্ম। 'আছিল প্রাক্তনে পুণ্য তাহার কারণ। কৌশল্যারে দেখা দেন প্রভু নারায়ণ।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০। ২ *বি* অদৃষ্ট। 'প্রাক্তনের ফল তুরা ফলিবে এ পুরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* আদিম। 'দেহের ইঙ্গিতে প্রাক্তন প্রবৃত্তিপথ খুঁজে পেয়েছিল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৪ *বিণ* প্রাচীন। 'ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আমরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৫ *বিণ* সাবেক। 'প্রাক্তন ছাত্রটির প্রতি ঈর্ষা হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

প্রাখর্য, প্রাখর্য্য [স] ১ *বিণ* সমৃদ্ধ। 'এক স্থানে অবস্থান করিয়াও নানাদেশীয় বৃত্তান্তাবগত ও বহুদর্শী হইতে পারেন জ্ঞানপ্রাখর্য্য।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* প্রখরতা। 'ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতেছে বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ৩ *বি* তীব্রতা। 'এখনো সময়ে সময়ে বারুণীর প্রাখর্য নিবারণের জন্য দুর্বল মানব বরুণের সহায়তা প্রার্থনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রাখর্যতা, প্রাখর্য্যতা [স] *বি* প্রখরতা। 'অনুমান করি বুঝি হিন্দুধর্ম্মের প্রাখর্য্যতা ক্রমেই বৃদ্ধির সম্ভাবনা।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

প্রাগতিক [স] ১ *বি* প্রগতিশীল ব্যক্তি। 'একব্যক্তনী প্রাগতিকরা যে কেবল রবীন্দ্রনাথের উপর জুলুম চালান তা নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০। ২ *বিণ* প্রগতিগত। 'সম্প্রসারণশীল শক্তি সমস্ত জগৎকেই ক্রমে প্রাগতিক প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রাগল্‌ভ, প্রাগল্‌ভ্য [স প্রাগল্‌ভ্য] ১ *বি* অহংকার। 'মাকড়সা চক্রোদ্ধার বিদ্যাতে আপন নিপুণতার প্রাগল্‌ভ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* দুঃসাহস। 'এই সকল রাজচর সভায় প্রবেশ করে, এত প্রাগল্‌ভ্য প্রদর্শন করে?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

প্রাগাধুনিক [স] *বিণ* আধুনিক যুগের পূর্ববর্তী। 'প্রাগাধুনিক যুগে কবিরা তাঁদের কবিতা পাঁচজনের মধ্যে বসে পড়ে শোনাতেন।' *শিব*, ১৯৫০।

প্রাগুক্ত [স] *বিণ* পূর্বে উল্লেখিত। 'এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত কোন জ্ঞানোদয় হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

প্রাগূষা [স] *বি* ভোরের পূর্বকাল। 'উদ্বেগের মসি প্রাগূষার পাণ্ডু মুখে অনর্থের অপপাঠ লিখে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রাগৈতিহাসিক [স] ১ *বিণ* যে যুগ থেকে ইতিহাস জানা যায় তার পূর্বকালের। 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের ... ঘৃণ্য সরীসৃপ।' *নজরুল*, ১৯২২; 'যদি মনে করে লোকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী, তবে থাকার আড়ম্বর দেখে নির্ভয়ে সে তার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ২ *বিণ* অত্যন্ত পুরোনো। 'আজিকে উদ্গীর্ণ করো উদ্বেষ্টিত উপকণ্ঠ হতে প্রাগৈতিহাসিক বিষ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রাগৌপনিবেশিক [স] *বিণ* উপনিবেশ হওয়ার পূর্ববর্তী। 'এখানকার সমাজজীবনে প্রাগৌপনিবেশিক কালের পরম্পরাশ্রয়ী ... প্রতিন্যাস ও আচরণ প্রবল থেকে গেছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ [স] *বি* আসামের কামরূপ। 'হেমচন্দ্র অভিধানে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অন্য নাম কামরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রাগ্‌দেশ, প্রাগ্দেশ [স] *বি* প্রথম ভাগ; আদি। 'ইংরিজী শব্দের প্রাগ্দেশে জোর দিয়া কথা বলিলে ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

প্রাগ্‌বিপ্লব [স] *বিণ* বিপ্লবপূর্ব। 'প্রাগ্‌বিপ্লব রুষ সাহিত্যই এ-সত্যের একমাত্র সাক্ষ্য নয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রাগ্রসর [স] *বিণ* বিশেষভাবে অগ্রসর। 'প্রাগ্রসর পদরেখা যার, পরে আঁকি অবিরত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রাঙ্গণ [স] *বি* আঙিনা। 'ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'একই প্রাঙ্গণে করেছি খেলা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রাচিৎ [স প্রায়শ্চিত্ত] *বি* প্রায়শ্চিত্ত। 'আমি রোজা করি, প্রাচিৎ করি।' *মানোএল*, ১৭৪৩। দ্র **প্রায়শ্চিত্ত**

প্রাচিত্তির [স প্রায়শ্চিত্ত] *বি* প্রায়শ্চিত্ত। 'এই যে লোক প্রাচিত্তিরের সময় গরুর মূল্য ধরে দেয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। দ্র **প্রায়শ্চিত্ত**

প্রাচী [স] ১ *বি* পূর্বদিক। 'হইল ভোর/ দিনকর প্রাচীতে উদয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। ২ *বিণ* পূর্বদেশীয়। 'কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই প্রাচী বৈয়াকরণিক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে ছিনিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৩ *বি* প্রাচ্যদেশ। 'জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রাচীমূল [স] *বি* পূর্ব দিগন্ত। 'জাগ রবি। প্রাচীমূলে ... আঁধার বিঁধিয়া শূলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রাচীন [স] ১ *বিণ* প্রবীণ। 'প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য, ঔষধ প্রয়োগে সদ্য।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* পুরোনো। 'প্রাচীন সইয়ের সাক্ষাৎ পাইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* অভিজ্ঞ। 'ইনি নব্য বটেন কিন্তু তর্কশাস্ত্রে অতিপ্রাচীন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৪ *বি* পূর্বতন লেখক। 'প্রাচীনদিগের লিখিত সমগ্র শাস্ত্র ... মনঃপূত হইবার সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৫ *বি* অতীত। 'কি প্রাচীন, কি বর্তমান ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৬ *বিণ* দীর্ঘকালের। 'দেশকালের মধ্যে যে একটা প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৭ *বিণ* প্রাচীনকাল থেকে সভ্য। 'প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান কর্ম অনুরত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রাচীন কয়েদী [স প্রাচীন+আ কয়়ীদ>] *বিণ* অনেক দিন ধরে কারাভোগ করছে এমন ব্যক্তি। 'দুই একজন প্রাচীন কয়েদী বলিয়া উঠিল ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

প্রাচীনকাল [স] *বি* অতীত কাল। সেই প্রাচীনকালেও উক্ত শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রাচীনকালিক [স] *বিণ* অতীত কালের। 'স্বদেশের স্মরণাতীত অন্যতম প্রাচীনকালিক পুরাবৃত্ত সমস্ত আলোচনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রাচীনতত্ত্ববিদ [স] *বি* অতীতকাল-সম্পর্কিত জ্ঞানে পারদর্শী। 'প্রাচীনতত্ত্ববিদ মেজর রিনেল বহু অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রাচীনতম [স] *বিণ* অতিশয় পুরোনো। 'প্রাচীনতম অ্যাংলো স্যাক্সন কাব্যের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'তাদেরও মুখে সেই প্রাচীনতম বুলি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

প্রাচীনতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত পুরোনো। 'প্রাচীনতর পুস্তক যাহা কিছু পাওয়া যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'মাগধী এবং শৌরসেনীর মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রাচীনতা *বি* প্রাচীনত্ব; পুরোনো অবস্থা। 'প্রাচীনতা হিসাবে কোনোটাই ন্যূন নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রাচীনত্ব [স] ১ *বি* পুরাতন অবস্থা। 'এই ঘটনার প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ এমত এক আখ্যান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বি* ঐতিহ্য। 'এর জলকলধ্বনির মধ্যে অনাদি প্রাচীনত্ব নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বি* প্রবীণত্ব। 'মুকুন্দ বয়সের প্রাচীনত্ব লইয়া বিজ্ঞতার ভানে ...।' *তারা*, ১৯৪২।

প্রাচীনপন্থী [স প্রাচীন+হি পন্থী] ১ *বিণ* সেকেলে রীতিতে বিশ্বাসী। 'একটি প্রাচীনপন্থী জাতিকে আধুনিক জাতির পর্যায়ে টেনে তোলা।' *সওগাত*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* রক্ষণশীল। 'আমি আধুনিক বটে, কিন্তু নাচ সম্বন্ধে আমি প্রাচীনপন্থী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

প্রাচীন প্রথা [স] *বি* বহুপূর্ব থেকে চলে আসা রীতি। 'স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ হিন্দু-সমাজের একটি প্রাচীন প্রথা।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

প্রাচীন বাংলাভাষা [স] *বি* বাংলাভাষার প্রাচীন কালের রূপ। 'প্রাচীন বাংলাভাষা বদল হতে হতে আধুনিক বাংলায় এসে দাঁড়িয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রাচীন লেখ [স] *বি* প্রাচীন লিপি। 'প্রাচীন লেখের থেকে অন্ধকারে বিক্ষুব্ধ সমাজ করতালি দিয়ে হাসে।' *জীবন*, ১৯৩০।

প্রাচীন সম্প্রদায়ী [স] *বিণ* পুরাতনপন্থী। 'কুসংস্কারপরতন্ত্র প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধনাঢ্য মহাশয়েরা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রাচীনা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* বৃদ্ধা। 'প্রাচীনা বিশ্বস্তা স্ত্রীলোক।' *ডানকান*, ১৭৮৪; 'অনেকগুলি প্রাচীনা নারীর সমাগম হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ স্ত্রী* পুরোনো। 'সংস্কৃত বিদ্যা অতি প্রাচীনা দৈববাণী।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

প্রাচীর [স] *বি* দেয়াল। 'ফুলের আচির ফুলের প্রাচীর ফুলেতে ছাইল ঘর।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

প্রাচীর-ঘেরা *বিণ* প্রাচীরবেষ্টিত। 'প্রাচীর-ঘেরা আছে যে এক

নিকুঞ্জবন নিভৃতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'প্রাচীর-ঘেরা ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রাচীরচিত্র [স] *বি* প্রাচীরের গায়ে আঁকা ছবি। 'প্রাসাদের সর্বত্র প্রাচীরচিত্র দিয়ে দেয়াল হল সুশোভিত।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

প্রাচীরপত্র [স] *বি* দেয়ালপত্রিকা। 'দুঃস্বপ্নের জোড়াতালি দিয়ে-দিয়ে লিখেছে প্রাচীরপত্র।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

প্রাচীরবদ্ধ [স] *বিণ* রুদ্ধ। 'চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রাচীরবিলম্বিত [স] *বিণ* প্রাচীরে আঁটা হয়েছে এমন। 'প্রাচীরবিলম্বিত টকটকায়মান ঘড়ি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রাচীরবেষ্টিত [স] *বিণ* দেয়াল-ঘেরা। 'অদূরে উচ্চভূমিতে একটা প্রাচীরবেষ্টিত একতালা কোঠাবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রাচুর্য, প্রাচুর্য্য [স] **১** *বি* আধিক্য; পর্যাপ্ততা। 'আপনার বিদ্যার প্রাচুর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন তবেই তাঁহার প্রতিপত্তি হয়।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বি* সম্পদ; ঐশ্বর্য। 'বন্যপ্রকৃতি ... আপনার সৌন্দর্যে ও নিবিড় প্রাচুর্যে আপনি মুগ্ধ।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

প্রাচুর্যহানি [স] *বি* প্রাচুর্যের বিনাশ। 'প্রাণহানি নয় প্রাচুর্যহানিই তার মৃত্যু।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

প্রাচুর্যান্বিত [স] *বিণ* প্রাচুর্যে ভরপুর। 'সে চায় প্রাচুর্যান্বিত বৈচিত্র্যান্বিত সাহসান্বিত জীবন।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

প্রাচুর্যার্থ, প্রাচুর্য্যার্থ [স] *ক্রিবিণ* আধিক্যের জন্য। 'শাস্ত্রের প্রাচুর্য্যার্থ বালকের বিদ্যাভ্যাসার্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রাচ্য [স] **১** *বিণ* পূর্বদেশীয়; ভারতবর্ষীয়। 'কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমনকি, তদপেক্ষাও বড়ো, ইহা প্রাচ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

প্রাচ্যজগৎ [স] *বি* এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ। 'প্রাচ্যজগতেও মহিলা ক্লাবের প্রয়োজন রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

প্রাচ্যজাতীয় [স] *বি* এশীয়। 'প্রাচ্যজাতীয়ের প্রতি, ভারতবর্ষীয়ের প্রতি অবজ্ঞা ইংরাজি সাহিত্যের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রাচ্যতা [স] *বি* প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য। 'প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রাচ্যদেশীয় [স] *বিণ* এশীয়। 'প্রাচ্যদেশীয় ভিন্নজাতীয় জীবসকলের প্রতি প্রয়োগ করিতে গেলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রাচ্যবিদ্বেষ [স] *বি* প্রাচ্যের প্রতি হিংসা। 'এই পরবিদ্বেষ, বিশেষত প্রাচ্যবিদ্বেষ ... কাহারও অগোচর নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রাচ্যভূমি [স] **১** *বি* বঙ্গদেশ। 'প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল পাই শ্রীচরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ভারতবর্ষ। 'তামাম প্রাচ্যভূমির অনবদ্য প্রতিষ্ঠান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

প্রাচ্যলীলা [স] *বি* প্রাচ্যের কার্যকলাপ। 'প্রাচ্যলীলা সংবরণ করে পরম পাশ্চাত্যলোক লাভ করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রাচ্যলোক [স] *বি* ভারতবর্ষের মানুষ। 'ইংরেজ মনে করে প্রাচ্যলোকের পরিমাণবোধ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রাচ্যা [স] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... প্রাচ্যা বাহিলক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্য পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রাজাতিক [স] *বিণ* প্রজাতিগত। 'মানুষের প্রাজাতিক ইতিহাসে প্রগতি ঘটে থাক বা নাই থাক ... সমাজে প্রগতির যথেষ্ট প্রমাণ মেলে।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রাজাতিকভাবে [স] *ক্রিবিণ* প্রজাতিগতভাবে। 'প্রাজাতিকভাবে বিশিষ্ট মস্তিষ্ক-নার্ভীয় তন্ত্রের অধিকারী মানুষ বিভিন্ন ভাষা এবং অক্ষরমালার উদ্ভাবন করেছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রাজাপতিক [স] *বিণ* বিয়ের; বৈবাহিক। 'লোকটিকে প্রাজাপতিক ফাঁদে ফেলতে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রাজ্ঞ [স] *বিণ* অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অধিকারী। 'বেদবেত্তা আগমজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যৎ প্রাজ্ঞ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

প্রাজ্ঞতা [স] *বি* বিজ্ঞতা। 'এতদ্দেশীয় ব্যবহার বিষয়ে যাঁহারদিগের প্রাজ্ঞতা আছে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রাঞ্জল [স] *বিণ* সহজবোধ্য। 'এমত প্রাঞ্জল শব্দের দ্বারা রচনা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

প্রাঞ্জলতা [স] *বি* স্বচ্ছতা। 'বদ্ধ দিনগুলো থেকে বেরিয়ে আসুক মন শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

প্রাড়বিবাক [স] *বি* অভিজ্ঞ বিচারক। 'এদেশীয় প্রাড়বিবাকবর্গের প্রতি বিশ্বাস করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

প্রাণ [স] **১** *বি* জীবন। 'রাধার বচন/ না পাইলে বড়ায়ি/ কাহ্নাইর প্রাণ জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আকাশ-ভরা সূর্যতারা বিশ্ব-ভরা প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* আত্মা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বি* আন্তরিকতা। 'কম কিছু মোর আছে হেথা পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৪** *বি* জীবনীশক্তি। 'নিজের প্রাণকে ও সৃজনী শক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। *বি* মন। 'প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, । *বিণ* হৃদয়। 'প্রাণে গান নাই মিছে তাই ফিরিনু যে বাঁশিতে সে গান খুঁজে।' *রবীন্দ্র*, ।

প্রাণ-অংশ [স] *বি* জীবন। 'আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে যদি তারে বাঁচাইতে পারিতাম, দিতাম বাঁচায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রাণ-অগ্নি [স] *বি* প্রাণরূপ আগুন। 'তোমার মাটি ও হাওয়া প্রাণ-অগ্নি সিন্ধু স্রোতে থাকি খোঁজে সে যাত্রার ক্ষণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

প্রাণ-অণু [স] *বি* আণুবীক্ষণিক জীব। 'প্রাণ-অণুর সন্ধান করা ও তাহার স্পন্দনের স্বরূপ অবহিত হওয়া আবশ্যক।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

প্রাণ-আঙুর *বি* প্রাণরূপ আঙুর। 'প্রাণ-আঙুরের নিঙড়ানো রস – সেই আমাদের শান্তি-জল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রাণ-উচ্ছল *বিণ* প্রাণোচ্ছল। 'চলমান-বেগে প্রাণ-উচ্ছল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

প্রাণকণা [স] *বি* খানিকটা আনন্দ। 'দুঃখকণা প্রাণকণা ঝরে গেছে হরিণের 'পরে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

প্রাণকান্ত [স] **১** *বি* প্রণয়পাত্র। 'জানিলাম প্রাণকান্ত তুমি হে যেমন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বি* প্রাণেশ্বর। '... তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

প্রাণকান্তা [স] *বি* স্ত্রী প্রণয়িনী। 'প্রাণকান্তা জেন আমি নিতান্ত তোমারি।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

প্রাণকামী [স] *বিণ* প্রাণ কামনা করে এমন। 'সে এই প্রাণকামী কামনাগুলিকে চাপা দিতে চায়।' *মানিক*, ১৯৪০।

প্রাণ-কুঁড়ি [স প্রাণ+কুঁড়ি] *বি* প্রাণরূপ কুঁড়ি। 'যত প্রাণ-কুঁড়ি ফুটতে পায়নি ফুলে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

প্রাণকুরঙ্গ [স] *বি* প্রাণরূপ কুরঙ্গ; প্রাণ-হরিণ। 'প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপল মায়া।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

প্রাণকেন্দ্র [স] **১** *বি* প্রাণের ভিতর। 'সত্যের নিগূঢ় বার্তা প্রাণকেন্দ্রে যার সংগোপন।' *ফররুখ*, ১৯৬৩। **২** *বি* মূল ভিত্তি। 'পরিবার হলো সমাজের প্রাণকেন্দ্র।' *বেগম*, ১৯৬৬।

প্রাণ-কোলাহল [স] *বি* প্রাণপ্রাচুর্য। 'পৌষপার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

প্রাণক্রিয়া [স] *বি* প্রাণচাঞ্চল্য। 'সামাজিক প্রাণক্রিয়ার যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রাণ খোলা *ক্রি* অকুণ্ঠিত হওয়া। 'আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রাণ খুলে দেখানো *ক্রি* হৃদয়ের কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। 'দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ খুলে গো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রাণ খুলে হাসা *ক্রি* প্রচুর পরিমাণে হাসা। 'তখন সে কেবল প্রাণ খুলিয়া হাসিতে যোগ দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

প্রাণ-খোলা **১** *ক্রি* অতি উৎফুল্ল হওয়া। 'আমাদের মন-চকোর প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রি* অকপট হওয়া। 'তবে সে কুসুম কহিবে রে কথা, তবে সে খুলিবে প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বিণ* অবাধ। 'আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস।' *নজরুল*, ১৯২২। **৪** *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ত। 'বরাবরের মত প্রাণখোলা আমোদ হয় নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

প্রাণগঙ্গা [স] *বি* জীবননদী। 'প্রাণগঙ্গা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'প্রাণগঙ্গার পূর্বমুখী ধারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

প্রাণগত [স] *বিণ* আত্মিক। 'তার মধ্যে প্রাণগত বৃদ্ধি নেই, বস্তুগত সঞ্চয় আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রাণগলানো *বিণ* মন ভুলানো। 'তাহাতে আমাদের দিশি মহত্তের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

প্রাণগহ্বর [স] *বি* অন্তরের অন্তস্তল। 'ক্রোধ হুংকার ওঠে ঘন ঘন প্রাণগহ্বর হতে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

প্রাণগোপাল [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'প্রাণ গোপাল ভুলো না রে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রাণগ্রাহক [স] *বিণ* প্রাণনাশকারী; প্রাণহন্তা। 'মহিমাসাহ কুপিত প্রভুকে প্রাণগ্রাহক জানিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

প্রাণঘন [স] *বিণ* প্রাণবন্ত। 'এই সমুদ্রপারের কর্মপেশল হাড়মোটা প্রাণঘন দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রাণ-ঘর *বি* প্রাণরূপ ঘর। 'অধিক সত্য প্রাণের টান,/ প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রাণঘাত [স] *বি* জীবননাশ। 'তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈলু প্রাণঘাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বিষম দীঘল নিশি মোর প্রাণঘাত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রাণঘাতক [স] *বিণ* মৃত্যু ঘটায় এমন। 'এই প্রাণঘাতক যন্ত্রের নাম কাটা।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রাণঘাতী [স] **১** *বিণ* প্রাণকে হত্যা করে এমন। 'প্রাণঘাতী ছুরির মতন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। **২** *বিণ* প্রাণনাশ করতে পারে এমন মারাত্মক। 'সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

প্রাণচঞ্চল [স] *বিণ* প্রাণশক্তিতে ভরপুর। 'প্রাণচঞ্চল প্রাচী-র তরুণ, কর্মবীর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

প্রাণচঞ্চলতা [স] *বি* প্রাণোচ্ছলতা। 'তাঁদের মধ্যে প্রাণচঞ্চলতা রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭০।

প্রাণচাঞ্চল্য [স] *বি* প্রাণের উচ্ছ্বাস। 'জাতির জীবনে এ ধরনের উৎসাহ ও প্রাণচাঞ্চল্য প্রত্যহ আসে না।' *আজাদ*, ১৯৪২।

প্রাণ-জাগা *বিণ* প্রাণের জাগরণ ঘটায় এমন। 'তাদের শোনাই প্রাণ-জাগা মন্তর রে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রাণ জুড়ানো *ক্রি* মন তৃপ্ত হওয়া। 'তোমার ইংরেজি বুকনীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

প্রাণঝরনা [স প্রাণ+ঝরনা] *বি* প্রাণরূপ ঝরনা। 'প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'হে অদৃশ্য, কবোষ্ণ বন্যা, স্পর্শময় প্রাণ-ঝরনা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

প্রাণ-ঝরা *বিণ* প্রাণপূর্ণ; প্রাণবন্ত; সজীব। 'ভীম আবেগে উঠনু জেগে/ পাষাণ ভেঙে প্রাণ-ঝরা নির্ঝর রে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রাণ-ঠাসা *বিণ* প্রাণ ওষ্ঠাগত এমন। 'আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

প্রাণঢালা *বিণ* আন্তরিক। 'মাতার প্রাণঢালা স্নেহ-আদরে তাহার কঠিন অভিমানের আবরণ টুটিয়া পড়িয়াছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

প্রাণতত্ত্ব [স] *বি* প্রাণ সৃষ্টিসংক্রান্ত বিজ্ঞান। 'অন্নতত্ত্বের এক ধাপ উপরে উঠলে পাই প্রাণতত্ত্ব।' *সবুজ*, ১৯১৭।

প্রাণতত্ত্বজ্ঞ [স] *বি* প্রাণতত্ত্ব বিষয়ে যিনি বিশেষ জ্ঞানী। 'প্রাণতত্ত্বজ্ঞ ডারুইন যে তাঁর উপরের ধাপ থেকে ...।' *সবুজ*, ১৯১৭।

প্রাণতত্ত্ববিদ [স] *বি* প্রাণতত্ত্ব বিষয়ে যিনি বিশেষভাবে জানেন। 'তিনি একজন প্রাণতত্ত্ববিদ।' *সবুজ*, ১৯১৭।

প্রাণ-তরঙ্গ [স] *বি* জীবনের দোলা। 'লোকে লোকে উঠে প্রাণ-তরঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

প্রাণতরঙ্গিণী [স] *বি* প্রাণের মতো সজীব প্রবহমান নদী। 'যুগলমিলন হল দেহমুক্ত বাণীর প্রাণতরঙ্গিণীর তীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রাণতুল্য [স] *বিণ* প্রাণের সঙ্গে তুলনীয়। 'প্রাণতুল্য পুত্রকে কোরবাণী করেছিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

প্রাণতোষণ [স] *বি* প্রাণকে তুষ্ট করা। 'প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যাপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রাণত্যাগ [স] *বি* মৃত্যুবরণ। 'যদি প্রাণত্যাগ করি ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

প্রাণদ [স] **১** *বিণ* প্রাণ দেয় এমন। 'উচ্চকিত প্রতি রোমকূপে অকস্মাৎ জেগেছিল প্রাণদ, প্রণব প্রতিধ্বনি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বি* জীবনদাতা। 'সে-পথের আলোদীপ্ত প্রাণদ ঈশাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

প্রাণদণ্ড [স] *বি* মৃত্যুদণ্ড। 'সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রাণদণ্ডার্হ [স] *বিণ* প্রাণদণ্ড পাওয়ার যোগ্য। 'প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তিকে একখান সিড়ীর উপর উঠাইয়া ...।' *মধু*, ১৮৫৭।

প্রাণ-দরিয়া *বি* প্রাণরূপ নদী। 'যে বান ডেকেছে প্রাণ-দরিয়ায়, মাঠে-ঘাটে-বাটে নেমেছে ঢল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

প্রাণদা [স] *বি* জীবনদানকারী। 'যে জল তাদের শস্যক্ষেত্রে রসসঞ্চার করে সেই হচ্ছে প্রাণদা।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

প্রাণদাতা [স] *বি* প্রাণদানকারী। 'আপনি আমার প্রাণদাতা আর অধিক বলবো কি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

প্রাণদাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাণদানকারী। 'তোমাদের জন্য থাক শুধু প্রাণদাত্রী আলো আর আলো।' *শওকত*, ১৯৬২।

প্রাণদান [স] **১** *বি* সাংঘাতিক বিপদ থেকে রক্ষা। 'দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* জীবন ভিক্ষা। 'দিয়ে আঁখি সুধাধার, প্রাণদান দাও তার, ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **৩** *বি* প্রাণ বিসর্জন। 'আমাদের অধিকার প্রাণদান করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রাণ দান পাওয়া *ক্রি* জীবন ফিরে পাওয়া। 'আপনার উপলক্ষে আমরা প্রাণ দান পাইয়াছি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

প্রাণদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* জীবন দান করে এমন। 'মনে হলো বাতাসের প্রাণদায়িনী ক্ষমতারই অভাব হয়েছে।' *হাসান*, ১৯৬৫।

প্রাণদাহী [স] *বিণ* প্রাণ দহনকারী। 'মৃত্যুফুলে বেদনার প্রাণদাহী ফুলে ফুলে হে আমার উদাসীন মালা।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

প্রাণদেবতা [স] *বি* প্রাণরূপ দেবতা। 'সেই ভাবা প্রাণদেবতার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রাণদৈন্য [স] *বি* নিষ্প্রাণতা। 'ভুল করার অধিকার থাকা চাই, নইলে সমাজে প্রাণদৈন্যের অবধি থাকে না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রাণধর্ম [স] *বি* মানবিকতা। 'কী আমাদের এই প্রাণধর্ম?' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'যে প্রাণধর্ম মমতা করুণা মানুষের বুকে বুকে।' *জসীম*, ১৯৫১।

প্রাণধন [স] *বি* প্রাণরূপ ধন। 'তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণধন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রাণধনি [স প্রাণধনী] *বি* প্রাণের প্রতিমা। 'হাহা প্রাণধনি মোর জীবের জীবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রাণ ধরে দেওয়া *ক্রি* প্রসন্ন মনে দেওয়া। 'যে সামগ্রী প্রাণ ধরে দিতে পারবে না, তার জন্যে কি আমি এসেছি!' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

প্রাণধারণ [স] *বি* জীবনযাপন। 'শিষ্যেরদের ভ্রান্ততাপ্রযুক্ত ধনোপার্জনে প্রাণধারণ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

প্রাণধারণযোগ্য [স] *বিণ* জীবনধারণের উপযোগী। 'না তাহা সাধারণ মানুষের প্রাণধারণযোগ্য শস্য উৎপাদন করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রাণধারণা [স প্রাণধারণ] *বি* প্রাণধারণ; বেঁচে থাকা। 'তৃণ খেয়ে প্রাণধারণা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রাণ-ধারা [স] *বি* প্রাণের প্রবাহ। 'হে নবীন অফুরন্ত তব প্রাণ-ধারা।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'স্বর্গভ্রষ্ট প্রাণধারায়/ তব জটায় দিলে গো ঠাঁই।' *নজরুল*, ১৯২৯।

প্রাণ-ধ্বংসী [স] *বিণ* প্রাণনাশ করে এমন। 'উৎপীড়ন নীতির মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে যে প্রাণ-ধ্বংসী ক্ষয়-ক্ষতির ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

প্রাণনাথ [স] **১** *বিণ* প্রাণপ্রিয়। 'প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রভু। 'প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* স্বামী। 'সতা সতা নহে প্রাণনাথ মোর সতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রাণনাশ [স] *বি* মৃত্যু। 'তাঁহার জলে মগ্ন হইয়া প্রাণনাশের উপক্রম হইয়া উঠিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রাণনাশক [স] *বিণ* মৃত্যু ঘটায় এমন। 'প্রাণনাশক গুণধাম ওলাওঠা সংপ্রতি তথায় অবস্থিতি করিয়া অনেককে কাতর করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

প্রাণনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাণ নাশ করে এমন। 'যখন সে যুবতী প্রাণনাশিনী হইল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

প্রাণনাশী [স] *বিণ* হত্যাকারী। 'যাহারে বলিলা মাসি সেই হইল প্রাণনাশী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

প্রাণ-নিঃস্ব [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'যা যায় তা পুরাতন, তা প্রাণ-নিঃস্ব।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

প্রাণপক্ষী [স] *বি* প্রাণরূপ পাখি। 'কোনোমতে প্রাণপক্ষী নিয়ে ফিরি আপিস-কন্দরে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

প্রাণপণ [স] **১** *ক্রিবিণ* জীবন বাজি রেখে কাজ সম্পন্ন করার সংকল্প। 'ডোলাইতে প্রাণপণ করে প্রতিনিত।' *সুলতান*, ১৭০০; 'তাঁহারদের প্রেরণাতে প্রাণপণ পর্য্যন্ত প্রযত্ন করা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বিণ* প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'আদ্যোপান্ত তোর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া একটা প্রাণপণ আবশ্যকীয় কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রাণপণে [স] **১** *ক্রিবিণ* প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন দিয়ে; সাধ্যমতে। 'প্রাণপণে ধনেমানে করিব সম্মান।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *ক্রিবিণ* নিরুপায় হয়ে; ধৈর্যের সঙ্গে। 'কেবলমাত্র আরম্ভ করেছিলুম ব'লে প্রাণপণে শেষ করে ফেললুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রাণপতি, প্রাণপতী [স] *বি* প্রাণের মতো প্রিয় যে স্বামী। 'আগী দেহ প্রাণপতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রাণপদার্থ [স] *বি* মনপ্রাণ। 'আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লীসাহিত্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রাণ পরিত্যাগ করা *ক্রি* আত্মহত্যা করা; জীবন বিসর্জন দেওয়া। 'ইহা না হইলে আমি কোনমতেই জল গ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

প্রাণপরিপূর্ণ [স] *বিণ* প্রাণবন্ত। 'উর্মির স্বভাব ওর ভাইয়েরই মতো প্রাণপরিপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রাণ পাওয়া **১** *বি* অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করা। 'মহাশএর স্বরির [গ]তিক তাল আছেন খুনিঞা প্রাণ পাইলাম।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৪। **২** *ক্রি* রক্ষা পাওয়া। 'কোন প্রকারে পলাইয়া প্রাণ পাইয়াছি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

প্রাণপাখি, প্রাণপাখী **১** *বি* প্রাণরূপ পাখি। 'আমারি প্রাণপাখী সপিয়ে তোমায় হে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'প্রাণ-পাখী যেন দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়ি উড়ি করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বি* আত্মা। 'লালন বলে করবি হায় হায়/ ছেড়ে গেলে প্রাণপাখি।' *লালন*, ১৮৯০।

প্রাণপাত [স] *বিণ* প্রাণ চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় এমন। 'সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম।' *শরৎ*, ১৯১৭।

প্রাণপাত করা *ক্রি* কঠোর পরিশ্রম করা। 'মনোহর, প্রাণপাত করিয়া তাঁহার কার্য করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রাণপাতন [স] *বি* প্রাণ দেওয়া। 'আপনার প্রাণপাতনে উপার্জ্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

প্রাণপালন [স] *বি* জীবন প্রতিপালন। 'প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যাপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রাণপিড়াসিল [স প্রাণপীড়াশীল] *বিণ* প্রাণকে পীড়িত করে এমন। 'বহু তিমিঙ্গিল আছে প্রাণপিড়াসিল মাছে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রাণপিণ্ড [স] *বি* বিরাট প্রাণী। 'দুর্দাম প্রাণপিণ্ডটাকে গাঁ গাঁ করে শুঁড় তুলে আসতে দেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রাণপীঠ [স] *বি* প্রাণরূপ পীঠস্থান। 'কীটদষ্ট গ্রন্থের মতো আমার তনুতীর্থ, আমার প্রাণপীঠ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

প্রাণপুত্তলিকা [স প্রাণপুত্রিকা] *বি* প্রাণরূপ পুতুল। 'কৃষ্ণা আমার প্রাণপুত্তলিকা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রাণপুরুষ [স] ১ *বি* প্রাণরূপ পুরুষ। 'তুমি উহাদের প্রাণপুরুষ, জীবাত্মা,পরমাত্মা, প্রেতাত্মা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* মনের মানুষ। 'প্রাণপুরুষ ছিল ঘরের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রাণপূর্ণ [স] *বিণ* উত্তাল। 'প্রাণপূর্ণ ঝটিকার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রাণ পোড়া *ক্রি* বিরহের কারণে মনে ব্যথা লাগা। 'তখনো তোমার প্রাণ পুড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

প্রাণ-পোড়ানি *বি* মনের জ্বালা। 'এত দুঃখ আর এত প্রাণ-পোড়ানি।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রাণপোড়ানো ১ *বিণ* বেদনাদায়ক। 'প্রাণপোড়ানো অতীতটা জগদ্দল শিলার মতো।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* সৃজনশীলতার যন্ত্রণা। 'প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

প্রাণ-প্রকৃতি [স] *বি* মনের স্বভাবগত গুণাগুণ। 'প্রবল হয়ে ওঠে তার প্রাণ-প্রকৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রাণপ্রতিমা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাণের মতো প্রিয়। 'তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মৃন্ময়ীর বিবাহের সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা [স] *বি* প্রাণসঞ্চার। 'বিদ্যাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা [স] *বিণ* স্থাপনকর্তা। 'শোক-সমিতির প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ... ধন্যবাদ জানাইলেন।' *মনসুর*, ১৯৪০।

প্রাণপ্রদায়ী [স] *বিণ* অনুপ্রাণিত করে এমন। 'প্রাণপ্রদায়ী ব্যাপারে – যেমন বিয়ে, বৃত্তিনিরূপণ, বন্ধুনির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে যদি তরুণরা বৃদ্ধের উপদেশ মেনে চলে তো ভুল করবে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রাণ-প্রদীপ [স] *বি* জীবনপ্রদীপ। 'তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল।' *নজরুল*, ১৯৩২; 'আপনার প্রাণ প্রদীপ নিভায়ে সবার প্রাণ জাগায়।' *নজরুল*, ১৯৪১।

প্রাণপ্রবাহ [স] *বি* প্রাণস্রোত। 'প্রাণপ্রবাহের সঞ্জীবনীর তৃষায় কাতরে গোপনে পাই।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

প্রাণপ্রয়াণ [স] *বি* মৃত্যু। 'বিধিবিপাকে, সে পর্যন্ত, তাহার প্রাণপ্রয়াণ হয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রাণপ্রাচুর্য [স] *বি* প্রাণময়তা। 'একজন প্রাণহীনতায় অচল, অপরজন প্রাণপ্রাচুর্যে উল্লোল।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

প্রাণপ্রিয় [স] *বিণ* প্রাণের মতো প্রিয়। 'হা হা প্রাণপ্রিয়সখি কি না হৈল মোরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রাণপ্রিয়তম [স] *বি* প্রাণরূপ প্রিয়তম। 'প্রাণপ্রিয়তমের পাওয়াকে এড়িয়ে চলবার ধৈর্য আর শক্তি পেতে ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রাণপ্রিয়া [স] *বি* প্রণয়ী। 'কোথা গেলা প্রাণপ্রিয়া দেখহ আসিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

প্রাণপ্রেয়সি [স প্রাণপ্রেয়সী] *বি* প্রেমিকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

প্রাণফাটা *বিণ* উচ্চকণ্ঠ। 'গান গাই আর তাই প্রাণ ফাটা সুরে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

প্রাণফাটানো *বিণ* প্রাণ ফেটে যাবে এমন। 'একটি শীর্ণ শিশু অশান্ত স্বরে প্রাণফাটানো চীৎকারে কেঁদেই চলেছে।' *তারা*, ১৯৪৩।

প্রাণ-ফোয়ারা *বি* প্রাণরূপ ফোয়ারা। 'আজকে আমার প্রাণ-ফোয়ারার সুর ছুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রাণবধ [স] ১ *বি* মৃত্যু। 'এক যদি মিথ্যা হয় তবে কর প্রাণবধ দণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হত্যা। 'বিনি দোষে মনুষ্যের প্রাণবধ কৈলে/ মজ্জিবেক সেই দোষে নরক কুণ্ডলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

প্রাণবন্ত [স] ১ *বিণ* প্রাণপূর্ণ। 'তারা জীবনরসে প্রাণবন্ত ও গতিশীল।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বিণ* সক্রিয়। 'সভাসমিতিগুলোও হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

প্রাণ-বন্যা [স] ১ *বি* জীবনের স্রোত। 'ভীরু অন্যায় প্রাণ-বন্যায় জেনো আজ উচ্ছেদ্য।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। ২ *বি* প্রাণের প্রাচুর্য। 'পাঠান ও উপজাতিদের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রাণবন্যা পরিলক্ষিত হয়।' *হাই*, ১৯৫৮।

প্রাণবল্লভ [স] *বি* প্রাণপতি। 'প্রাণবল্লভ যদিও লেখেনি, নহে তার চেয়ে কম।' *জসীম*, ১৯৩০।

প্রাণবসন্ত [স] *বি* জীবনের আনন্দময় সময়। 'প্রাণবসন্তে রাঙা গোলাপের কুঁড়ি।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

প্রাণ-বহ্নি [স] *বি* প্রাণরূপ আগুন। 'এনে দাও সুপ্রবল প্রাণ-বহ্নি জীলান সূর্যের।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

প্রাণবান [স] *বিণ* প্রাণবন্ত। 'আমাদের দেশে সাহিত্য ক্রমশই প্রাণবান বলবান হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'পৃথিবীর সবুজ নমনীয় প্রাণবান তৃণের স্পর্শ।' *মানিক*, ১৯৩৫।

প্রাণবায়ু [স] *বি* প্রাণরূপ বায়ু। 'প্রাণবায়ুর শরীর হইতে নির্গম জীবের মরণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'তাহাতেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রাণ-বিঁধানো *বিণ* মনে গেঁথে যায় এমন। 'একটা প্রাণ-বিঁধানো কথা বলিতে চাহিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

প্রাণবিজ্ঞান [স] *বি* জীববিজ্ঞান। 'প্রাণবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান এইরূপ পার্থক্য সৃজনের সমর্থক।' *বেগম*, ১৯৪৮।

প্রাণবিদ্যা [স] *বি* জীববিজ্ঞান। 'অন্ন বাড়লে যে জীবও বাড়ে এটা প্রাণবিদ্যার একবারে প্রথমভাগের কথা।' *সবুজ*, ১৯২০।

প্রাণবিধান [স] *বি* প্রাণপ্রতিষ্ঠা। 'বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রাণবিনাশ [স] *বি* মৃত্যু। 'এইরূপে জীবিতাধিক সহোদরের প্রাণবিনাশ দেখিয়া, খড়্গপ্রহার দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রাণবিনিময় [স] *বি* ভাবের আদান-প্রদান। 'বিশ্বের সঙ্গে প্রাণবিনিময়ের সেই পণ্যবিনিময়ের ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রাণবিমোহন [স] *বিণ* প্রাণ মোহিত করে এমন। 'ভক্ত-হৃদবিকাশ প্রাণবিমোহন নব নব তব প্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রাণবিয়োগ [স] *বি* মৃত্যু। 'তৎক্ষণমাত্র রাজকন্যার প্রাণবিয়োগ হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'অন্যান্য যানে গড়ে যত ব্যক্তির শরীরপীড়া

ও প্রাণ-বিয়োগ হয় ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রাণবিসর্জন [স] *বি* মৃত্যুবরণ। 'দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রাণবিসর্জনপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাণ দিতে উৎসুক। 'বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রাণবিহঙ্গ [স] *বি* প্রাণরূপ পাখি। 'প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর হইতে অনন্ত আকাশে উড়িয়া হাসানের নিকট চলিয়া গেল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

প্রাণবীজ [স] *বি* প্রাণের জন্ম হয় যে বীজ থেকে। 'আছে তিক্ত প্রাণবীজগুলি, গর্ভের কোটরে তারা ভ্রূণ হয়ে এ জীবনে এনেছে বিভ্রম।' *আহসান*, ১৯৪৪।

প্রাণবীণা [স] *বি* প্রাণরূপ বীণা। 'প্রাণবীণার ঝংকারে সুরের সহস্র পদ্ম ফুটে ওঠে।' *নীরেন*, ১৯৫২।

প্রাণ-বেদী [স] *বি* প্রাণরূপ মঞ্চ। 'বিশ্ব-পিতার সিংহ-আসন/ প্রাণ-বেদীতে অধিষ্ঠান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া *ক্রি* অত্যন্ত কষ্ট হওয়া। 'পার্শেল পোস্টে পাঠাতে মাশুল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রাণ-বৈরী [স] *বি* প্রাণের শত্রু। 'তোহ্মার পিরীতি হৈল মোর প্রাণ-বৈরী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রাণভএ [স প্রাণভয়] *ক্রিবিণ* প্রাণ হারানোর ভয়ে। 'প্রাণভএ পালাইল দ্রুত নৃপসেনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রাণভয় [স] *বি* মৃত্যুর ভয়। 'তেজিয়া প্রাণভয় রণভীম রণজয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রাণভয়ার্ত [স] *বিণ* প্রাণভয়ে কাতর। 'প্রাণভয়ার্ত বৃদ্ধ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

প্রাণভরণ [স] *বিণ* প্রাণ ভরে দেয় এমন। 'প্রাণভরণ দৈন্যহরণ অক্ষয়করুণাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

প্রাণভরা *বিণ* প্রাণপূর্ণ। 'প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রাণ ভরে ১ *ক্রিবিণ* তৃপ্তির সঙ্গে। 'তবে একখান খিরচাঁপা দিচ্চি প্রাণ ভরে খাও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ২ *ক্রিবিণ* আন্তরিকতার সঙ্গে। 'সুর মিলাইয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিতেছে।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮। ৩ *ক্রিবিণ* সমস্ত প্রাণ দিয়ে। 'প্রাণভরে জর্মন সর্দিকে অভিসম্পাত দিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

প্রাণভীতু [স প্রাণ-ভীত] *বিণ* প্রাণ হারানোর ভয়ে কাতর। 'অবশেষে প্রাণভীতু পশুটাও শেষ শক্তি টেনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

প্রাণভুক [স] *বিণ* প্রাণ সংহারের পিপাসা রয়েছে এমন। 'নির্বিঘ্ন পথের প্রয়োজনে/ প্রাণভুক রাক্ষসের চতুর ভূমিকা তার লোকভয়াতীত।' *সিকান্দার*, ১৯৬১।

প্রাণভূমি [স] *বি* জীবন। 'জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি প্রাণভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রাণমণি [স] *বি* প্রাণরূপ মণি। 'রাত্রি দিন গুণি মোর প্রাণমণি রহিল কিবা কারণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রাণমন [স] *বি* প্রাণ ও মন। 'চারি দিকে সুখ খুঁজে শ্রান্ত প্রাণমন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

প্রাণমন্ত্র [স] *বি* জীবনের সূত্র। 'নব প্রাণমন্ত্রের আনো বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রাণময় [স] *বি* হৃদয়বান। 'এসো হে ভাই এসো, বোসো হে প্রাণময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রাণময় কোষ [স] *বি* আত্মার সপ্তকোষের অন্যতম আবরণ। 'যথা, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রাণময়তা [স] *বি* সজীবতা। 'প্রাণময়তায় সাগরের দীর্ঘতাল ছাড়িয়ে উঠেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

প্রাণময়ী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* প্রাণদায়ক। 'পৃথিবীর প্রাণময়ী মাটিকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ স্ত্রী* সতেজ। 'চির দিবসের প্রাণময়ী ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

প্রাণ-মাতন [স] *বি* প্রাণোচ্ছলতা। 'চাই না নেতা, চাই জেনারেল, প্রাণ-মাতনের ছুটুক ধুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রাণমান [স] *বি* জীবন ও সম্মান। 'ইংরেজের প্রাণমান উত্তরোত্তর বিপদ্গ্রস্ত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রাণ-যমুনা [স] *বি* প্রাণরূপ যমুনা। 'প্রাণ-যমুনার তীরে মৃত্যুর উৎসব সাঙ্গ, বিহঙ্গ-হৃদয় ছিন্নপাখা।' *নীরেন*, ১৯৪৮।

প্রাণ যাওয়া *ক্রি* প্রাণ যাওয়ার মতো যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা হওয়া। 'সে পাল্লায় প্যাসেঞ্জারদের প্রাণ যায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

প্রাণযাত্রা [স] ১ *বি* জীবনযাপন। 'সেইটেই হয়ে ওঠে মুখ্য, ছাড়িয়ে যায় তার প্রাণযাত্রাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বি* প্রাণের স্বাভাবিক চলমানতা। 'মানুষের প্রাণযাত্রা থেকেও বিস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

প্রাণরক্ষা [স] *বি* জীবন বাঁচানো। 'অশ্বত্থামার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

প্রাণরস [স] *বি* প্রাণ বাঁচায় যে রস। 'শিকড় থেকে উর্ধ্বে বেয়ে ওঠে তরুণ প্রাণরস।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

প্রাণরাজ্য [স] *বি* প্রাণীজগৎ। 'প্রাণরাজ্যে ওদের হল বনেদি বংশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রাণলক্ষ্মী [স] *বি* অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪২।

প্রাণলীলা [স] *বি* প্রাণচাঞ্চল্য। 'নিত্যজানা সংসারের প্রাণলীলা না উঠিতে ফুটে/ যাত্রী লয়ে অন্ধকারে গাড়ি যায় ছুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রাণলেশহীন [স] *বিণ* নিষ্প্রাণ। 'এই প্রাণলেশহীন সতীটিকে কাঁধে ঝুলিয়ে শিবের মতো কত কাল ঘুরবে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

প্রাণলোক [স] *বি* প্রাণের জগৎ। 'চিত্রলোক থেকে প্রাণলোকে সূর্যের আলো ভোগ করতে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রাণশক্তি [স] *বি* প্রাণবৈশিষ্ট্য। 'ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রাণশিখা [স] ১ *বি* প্রাণরূপ দীপশিখা। 'সহসা সেই রাত্রে এই নির্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* প্রাণরূপ বহ্নিশিখা। 'আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রাণ-শিহরক [স] *বিণ* প্রাণে শিহরণ জাগায় এমন। 'তাহা নিতান্তই বিস্ময়কর ও প্রাণ-শিহরক।' *এসলাম*, ১৯৩২।

প্রাণশূন্য [স] *বিণ* নিষ্প্রাণ। 'কেন না আমি এখন প্রাণশূন্য।'

মাইকেল, ১৮৭৩।

প্রাণসংশয় [স] *বি* প্রাণনাশের আশঙ্কা। 'সিঁদুর লাগাইলেই কিন্তু যুবকের প্রাণসংশয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রাণসংশয়কারী [স] *বিণ* মৃত্যুর ভয় থাকে এমন। 'অসংযম ... প্রাণসংশয়কারী অবস্থার মধ্যে পাতিত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রাণসংহার [স] **১** *বি* বধ। 'এক্ষণে, অনন্যকর্মা হইয়া, তোমার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টায় আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* মৃত্যু। 'অন্যান্য দেশে অনেক লোকের অঙ্গভঙ্গ ও প্রাণসংহার হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রাণসংহারক [স] *বিণ* প্রাণ হরণ করে এমন। 'ঐ সকল প্রাণসংহারক বাষ্পকে উৎক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'তারে এই প্রাণসংহারক, বংশনাশক সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা কর।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

প্রাণসখা [স] *বি* প্রাণরূপ সখা। 'প্রাণসখা আজি দেখা মোর শূন্য মার্গে স্বপ্নদেবী সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রাণসখী [স] *বি স্ত্রী* প্রাণপ্রিয় সহচরী। 'অন্যজন কাঁহা লিখি নাহি জানে প্রাণসখী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রাণসঞ্চার [স] *বি* মৃতদেহে জীবন আনয়ন। 'কন্যার কলেবরে ... প্রাণসঞ্চার হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রাণসঞ্চারী [স] *বিণ* প্রাণদান করে এমন। 'উর্দু সাহিত্যে ... ইতিপূর্বেই প্রাণসঞ্চারী সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

প্রাণসত্তা [স] *বি* প্রাণের অস্তিত্ব। 'তোমাতেই পাই প্রাণসত্তার নীলিমাভাস।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

প্রাণসম [স] *বিণ* প্রাণের সমতুল্য। 'প্রভুর ভক্তগণের তিঁহ হয় প্রাণসম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রাণ সমতুল [স] *বিণ* প্রাণের সমান। 'পুত্র এক আছে মোর প্রাণ সমতুল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রাণসমা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাণের সমান। 'চিত্ররেখা বলি এক সাথী প্রাণসমা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

প্রাণসমান [স] *বিণ* প্রাণের সমতুল্য। 'মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণসমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রাণসমুদ্র [স] *বি* প্রাণরূপ সমুদ্র। 'সৃষ্টিযুগের প্রথম লগ্নে প্রাণসমুদ্রের মহাপ্লাবনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

প্রাণসম্পদ *বি* প্রাণ রূপ সম্পদ। 'নবজীবনের প্রবেশ তোরণে প্রাণসম্পদ আবার দিয়াছে দেখা।' *আহসান*, ১৯৫০।

প্রাণসাগর [স] *বি* প্রাণরূপ সাগর। 'প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

প্রাণসাধনা [স] *বি* প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার সাধনা। 'প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

প্রাণসূর্য [স] *বি* প্রাণরূপ সূর্য। 'ভাস্বর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি/ প্রাণসূর্যের একান্ত সংহতি।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

প্রাণসৃষ্টি [স] *বি* জন্মদান। 'প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যাপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রাণস্থলী [স] *বি* হৃৎপিণ্ড। 'পাথর তরঙ্গে দোলে বাষ্পীভূত প্রাণস্থলী চুপ।' *শক্তি*, ১৯৬১।

প্রাণস্পর্শ [স] *বি* প্রাণের ছোঁয়া। 'ভাল লাগে না আমার এই প্রাণস্পর্শহীন আত্মমগ্নতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

প্রাণ-স্পর্শমণি [স] *বি* প্রাণরূপ পরশমণি। 'প্রাণ-স্পর্শমণি মোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রাণস্পর্শহীন [স] *বিণ* প্রাণের ছোঁয়া নেই এমন । 'ভাল লাগে না আমার এই প্রাণস্পর্শহীন আত্মমগ্নতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

প্রাণস্পর্শী [স] *বিণ* প্রাণ স্পর্শ করে এমন। 'আধঘুমে গীত আধখানা গানের প্রাণস্পর্শী ব্যঞ্জনা আমার কানে এল।' *নজরুল*, ১৯২২; 'কুঠারের কাছে এত প্রাণস্পর্শী গূঢ় নিবেদন।' *শক্তি*, ১৯৭০।

প্রাণস্বরূপ [স] *বিণ* প্রাণের মতো। 'রাজকুমারী শর্মিষ্ঠার প্রাণস্বরূপ।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

প্রাণ-স্বরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাণতুল্য। 'সিন্ধু কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের প্রাণ-স্বরূপিণী এই মহিলা ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

প্রাণস্রোত [স] *বি* প্রাণের প্রবাহ। 'চিন্তাস্রোত ভাবস্রোত প্রাণস্রোতের আদিগঙ্গা শুকাইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

প্রাণহনন [স] *বি* প্রাণ হরণ। 'যে কোন জীবের প্রাণহননে সমর্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রাণহন্তা [স] *বিণ* হত্যাকারী। 'হতপ্রাণ ব্যক্তি, জন্মান্তরে, ঐ প্রাণঘাতকের প্রাণহন্তা হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রাণ-হবি [স] *বি* বিসর্জন। 'সে গ্লানি মুছিতে শত শতাব্দী দিতেছি মা প্রাণ-হবি!' *নজরুল*, ১৯২৯।

প্রাণহর [স] *বিণ* প্রাণ হরণ করে এমন। 'প্রাণহর তাপে প্রাণবায়ু হরে/ সতী পীড়নে যে জন ধায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

প্রাণহরণ [স] *বি* জীবননাশ। 'বিক্রমসেনের প্রাণহরণ করিয়া রাজা হন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

প্রাণ হাতে করে ফেরা – কোনোক্রমে বেঁচে যাওয়া। 'তোদের মতন পিঠ ফেরেনি প্রাণটা হাতে করে।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রাণহানি [স] *বি* প্রাণের বিনাশ। 'প্রাণহানি নয় প্রাচুর্যহানিই তার মৃত্যু।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

প্রাণহিংসা [স] *বি* প্রাণের প্রতি বিদ্বেষ। 'বহুসংখ্যক জীবের প্রাণহিংসা করিয়া, মহাপাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রাণহিল্লোল [স] *বি* প্রাণরূপ তরঙ্গ। 'এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রাণহীন [স] *বিণ* অসাড়। 'প্রাণহীন শরীরের উপর কাঁথা টেনে সে নিঃসাড় হয়ে শুয়ে পড়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

প্রাণহীনতা [স] *বি* নির্জীবতা। 'এই প্রাণহীনতার ভিতর পড়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

প্রাণহীনা [স] *বিণ* নিষ্প্রাণ। 'প্রাণহীন গানহীন/ পুতলির মতো বসে রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রাণহুতাশন [স] *বি* প্রাণরূপ আগুন। 'চিরদিন বুভুক্ষিত প্রাণহুতাশন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

প্রাণাকাশ [স] *বি* প্রাণরূপ আকাশ। 'প্রাণাকাশে বচনাতীত রাত্রি আসে।' *জীবন*, ১৯৪০।

প্রাণাগ্নি [স] *বি* প্রাণরূপ অগ্নি। 'অতন্দ্র সহস্র দীপ জ্বেলে যায় প্রাণাগ্নিতে তার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

প্রাণাচ্ছন্ন [স] *বিণ* প্রাণ দ্বারা আচ্ছন্ন। 'আজও মোরা প্রাণাচ্ছন্ন, আমরা জানি না।' *নজরুল*, ১৯২৬।

প্রাণাঞ্জলি [স] *বি* প্রাণের নিবেদন। 'ছড়িয়ে দেব দুহাতে তার প্রাণাঞ্জলি বসুন্ধরা।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

প্রাণাত্যয় [স] *বি* মৃত্যু। 'অল্প দিনের মধ্যেই, রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রাণাধার [স] *বি* প্রাণের পাত্র। 'আমার চিকনকালা ভালোবাসি/ কালা রাধার প্রাণাধার।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

প্রাণাধিক [স] *বিণ* প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয়। 'প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকন্যা।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'রাজনন্দন সুকুমার মৃদুমধুর সম্বোধনে প্রাণাধিক মিত্র মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন, সখে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

প্রাণাধিকা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* প্রাণ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। 'রাজা প্রাণাধিকা মহিষীর হস্তে ফল প্রদান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি স্ত্রী* প্রাণের চেয়ে প্রিয় নারী। 'ভূপতির প্রাণাধিকা গুণে গুণবতী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'প্রাণাধিকার চরণপাতে অর্ঘ্য মলিন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

প্রাণাধীশ [স প্রাণ-অধীশ] *বি* প্রাণের অধীশ্বর। 'হৃদয়-মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রাণান্ত [স] **১** *বি* প্রাণ চলে যাওয়া। 'প্রাণান্তেও মিথ্যা বাক্য বলেন না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বি* খুব কষ্ট। 'ভিড়ের মধ্যভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'অভিনয় করতে যে প্রাণান্ত হচ্ছে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

প্রাণান্তকর [স] **১** *বিণ* মৃত্যুদায়ক। 'তাহা আহ্বানকর্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* সাংঘাতিক। 'জীবনের যৌনঋতুর যৌন আগুনের এই প্রাণান্তকর দৌরাত্ম্যে ...' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ [স] *বি* সীমাহীন কষ্ট। 'বিদেশী হালচাল অভ্যেস করতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হচ্ছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

প্রাণান্ত-প্রয়াস [স] *বিণ* প্রাণপণ চেষ্টা। 'হবে নাকি সুকঠিন প্রাণান্ত-প্রয়াস।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

প্রাণান্তিক [স] *বিণ* অত্যধিক কষ্টকর। 'কেহ বা প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিয়া মরে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

প্রাণান্তে [স] *ক্রিবিণ* প্রাণ থাকা পর্যন্ত। '... যদি এসে তোমার জামা খুলতে বলে বা মুখ ধুতে বলে – প্রাণান্তেও করো না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

প্রাণাপেক্ষা [স] *বিণ* প্রাণের চেয়ে। 'প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রাণাবশেষ [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'প্রহার করিয়া কেবল প্রাণাবশেষ করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

প্রাণাভিরাম [স] *বিণ* প্রাণের জন্য আরামদায়ক। 'অতি অল্প আয়াসের মধ্যে উদ্যানটি প্রাণাভিরাম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'দৃশ্যটি নয়নাভিরাম না হলেও প্রাণাভিরাম।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

প্রাণায়িত [স] *বিণ* সঞ্জীবিত। 'মরা মৃত্তিকা করে প্রাণায়িত শস্যে কুসুমে ফলে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

প্রাণারাম *বি* প্রাণে শান্তি দান করে যে। 'চুরি করে পালিয়ে গেছে চোরের রাজা সেই প্রাণারাম।' *নজরুল*, ১৯২৩।

প্রাণাহারী [স] *বিণ* প্রাণ আহার করে যে। 'নত হোক প্রাণাহারী যম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

প্রাণে না সওয়া *ক্রি* মনে সহ্য করতে না পারা। 'এ কী মায়া ... আমার সয় না প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

প্রাণে বাজা *ক্রি* কষ্ট অনুভূত হওয়া। 'প্রাণে বড় বাজিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রাণের ঈশ্বরী *বি স্ত্রী* প্রাণের ঈশ্বর। 'প্রাণের ঈশ্বরী বিনে তেজিব পরাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রাণের কূল ১ *বি* প্রাণের প্রান্ত। 'এল মোর প্রাণের কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'কাঁপায় শেষ প্রাণের কূল দোদুল দুল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

প্রাণের জ্বালা *বি* ভব-যন্ত্রণা। 'জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১।

প্রাণের টান *বি* হৃদয়ের আকর্ষণ। 'প্রাণের টানে টেনে আনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রাণের তার *বি* হৃদয়তন্ত্রী। 'গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

প্রাণের পরাণ *বিণ* প্রাণের প্রাণ; প্রাণের থেকে প্রিয়। 'কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রাণের পরাণি *বিণ* প্রাণপ্রিয়। 'প্রাণের পরাণি বিনে দগধে পরাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রাণের প্রাণ *বি* অন্তরের অন্তস্তল। 'পশিবে সে প্রাণের প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রাণের বন্ধু *বি* প্রিয়প্রিয় বন্ধু। 'আপনাদের প্রাণের বন্ধুটি জলে পড়েননি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রাণের ভাষা *বি* আন্তরিক অনুভবের ভাষা। 'পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে – প্রাণের ভাষাই এর খনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রাণের মানুষ *বি* হৃদয়ের আরাধ্যজন। 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রাণের মেলা *বি* আনন্দময় আন্তরিক সম্মিলন। 'হোক-না এখন প্রাণের মেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

প্রাণের সাধন *বি* সারা জীবনের সাধনা। 'প্রাণের সাধন কবে নিবেদন করেছি চরণতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রাণায়াম [স] *বি* যোগাসনবিশেষ। 'টাকা দেবার কথা শুনলেই প্রাণায়াম করতে বসে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রাণি, প্রাণী[১] [স প্রাণ] *বি* প্রাণ। 'পণিতে তারক মোর প্রাণি হৈল শেষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রাণিক [স] *বিণ* প্রাণ সম্পর্কিত। 'প্রাণিক আন্তর্জৈবিক ... বলিতে পারি।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

প্রাণী, প্রাণি[২] [স প্রাণী, সমাসে পদান্তের ই-কার] *বি* জীব; যার প্রাণ আছে। 'বিকট দন্ত কপট প্রাণী।' *বড়ু*, ১৫০০; 'তবে সে করিহ বীরে প্রাণিবধ দণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'যাহারা প্রাণির রক্ষার ও লোকের শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্তে ...' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রাণিক্রীড়াপ্রদর্শক [স] *বিণ* প্রাণীর মাধ্যমে খেলা দেখায় এমন। 'প্রাণিক্রীড়াপ্রদর্শক বেদিয়া প্রভৃতি জাতিরা ...' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রাণিজ [স] *বিণ* প্রাণী থেকে জাত। 'প্রাণিজ পদার্থ আমরা শীঘ্র গ্রহণ এবং পরিপাক করতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রাণিজগৎ [স] *বি* যাবতীয় প্রাণী। 'প্রাণিজগতের এইরূপ সৃষ্টিবৈষম্য ও চিত্তহারিত্ব ... অমেয় পাটবশক্তির পরিচায়ক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রাণিতত্ত্ব [স] *বি* জীবজন্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান। 'ইহাতে আমার প্রাণিতত্ত্বঘটিত পরিচয়-সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রাণিনিষ্ঠ [স] *বিণ* প্রাণীসুলভ। 'কাম, হিংসা, ক্ষুৎপিপাসা, ... তাহার নাম প্রাণিনিষ্ঠ প্রবৃত্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রাণিবধ [স] *বি* প্রাণীহত্যা। 'তবে সে করিহ বীরে প্রাণিবধ দণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রাণিরাজ্য [স] *বি* যাবতীয় প্রাণী। 'নিখিল জগৎস্থ প্রাণিরাজ্যের উপরি একেশ্বর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রাণিলোক [স] *বি* প্রাণীজগৎ। 'প্রাণিলোকে এই-সকল জীবের অধঃপতন ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রাণিহত্যা [স] *বি* জীবহত্যা। 'তাহার পিতা মাতা তত প্রাণিহত্যার পাপে পাপী হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

প্রাণিহিংসা [স] *বি* প্রাণীর প্রত বিদ্বেষ। 'ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রাণীজগৎ [স] *বি* জীবজগৎ। 'প্রাণীজগতের এইরূপ সৃষ্টিবৈষম্য ও চিত্তহারিত্ব ব্যাপার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রাণীজীবন [স] *বি* জৈবজীবন। 'প্রাণীজীবনের উর্ধ্বে যে জীবন রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রাণীতত্ত্ব [স] *বি* প্রাণীবিদ্যা। 'প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি স্বদেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

প্রাণীতত্ত্ববিদ, প্রাণীতত্ত্ববিৎ [স] *বি* প্রাণীতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'কোনো কোনো প্রাণীতত্ত্ববিৎ বলেন প্রণয়িনীকে আহ্বান করবার জন্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'একজন ... প্রাণীতত্ত্ববিদও ছিলেন।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

প্রাণীদল [স] *বি* প্রাণীজগৎ। 'আশীর্বাদি যাহ সবে চলি নিজ স্থানে, প্রাণীদল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রাণীন [স] *বিণ* খাদ্যপ্রাণসমৃদ্ধ। 'নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে ... আমাদের দেয় স্বাস্থ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

প্রাণীবর্গ [স] *বি* প্রাণীর সমষ্টি। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীবর্গের যেমন অবস্থা হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

প্রাণীবিজ্ঞান [স] *বি* প্রাণীবিষয়ক বিজ্ঞান। '... প্রাণীবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লিখিবার আশা করিয়াছিলাম, তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

প্রাণীবিদ্যা [স] *বি* প্রাণীবিষয়ক বিদ্যা। 'প্রাণীবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা ধাতুবিদ্যা প্রভৃতির সমধিক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রাণীরাজ্য [স] *বি* প্রাণীজগৎ। 'মানুষ যেন প্রাণীরাজ্যের রাজা হলেও অপ্রাণ লোকেরই অধিবাসী।' *সবুজ*, ১৯১৭।

প্রাণীশূন্য [স] *বিণ* কোনো প্রাণী নেই এমন। 'সমস্ত পৃথিবী এক নিমেষে প্রাণীশূন্য হইয়া যাইবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রাণেশ [স] ১ *বি* প্রিয়জন। 'প্রহর বাজিল অই, প্রাণেশ আইল কই ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ২ *বি* প্রাণেশ্বর। 'ভাবি যবে, প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব।' *মাইকেল*, ১৮৬২; 'প্রাণেশ আমার লীলাভরে খেলেন প্রাণের খেলাঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

প্রাণেশ্বর [স] ১ *বি* স্বামী। 'সোনাই বোলে কথা শোন প্রাণেশ্বর।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* প্রিয়তম। 'ঐ নবীন যোগী আমার প্রাণেশ্বর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *বি* প্রভু। 'শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

প্রাণেশ্বরী [স] *বি* প্রাণের অধীশ্বরী; প্রেমিকা। 'দেখিলুঁ নয়ান ভরি প্রাণেশ্বরী মুখ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'প্রাণাধিক প্রাণেশ্বরি, কেঁদো নাকো আর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রাণোচ্ছ্বাস [স] *বি* প্রাণের আবেগ। 'পাবে না, এখানে খুঁজে কূলপ্লাবী সেই প্রাণোচ্ছ্বাস।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

প্রাণোজ্জীবনী [স] *বিণ* প্রাণকে নব উদ্দীপনা দেয় এমন। 'এই প্রাণান্তিক যন্ত্রণা দিয়েই প্রাণোজ্জীবনী প্রেমসুধা পান করানো ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

প্রাণোন্মাদকর [স] *বিণ* প্রাণে উন্মাদনা সৃষ্টিকারী। 'যাহার প্রাণোন্মাদকর আকর্ষণে অবশ আত্মবিস্মরণ।' *হাই*, ১৯৫৪।

প্রাণোন্মাদনা [স] *বি* প্রাণোচ্ছলতা। 'মুসলমানেরা আজ প্রাণোন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

প্রাত, প্রাতঃ [স] *বি* সকাল। 'প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'প্রাতে যুক্তি সখি সঙ্গে দ্বাদশী পারণরঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রাতঃকর্তব্য [স] *বি* সকালবেলার কাজ। 'প্রাতঃকর্তব্য নমস্কার-সম্ভাষণাদি করিয়া ... দণ্ডায়মান হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রাতঃকাল, প্রাতকাল [স] *বি* প্রভাত। 'উদিত হইল ভানু জেন প্রাতকালে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'প্রাতঃকালে আহার করিয়া মধ্যাহ্নকালে বিষয় কার্য্য সম্পাদন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

প্রাতঃকালিক [স] *বিণ* সকালবেলার। 'স্ত্রী ও পুরুষ ঘোড়ায় প্রাতঃকালিক ব্যায়াম করিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

প্রাতঃকালীন [স] *বিণ* ভোরবেলার। 'প্রাতঃকালীন সুস্নিগ্ধ বিশুদ্ধ সমীরণ সেবন করিয়া হৃদয়পদ্ম বিকশিত করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রাতঃকৃত্য [স] ১ *বিণ* সকালের প্রার্থনা। 'প্রভু করে প্রাতঃকৃত্য নামসংকীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রতিদিনের সকালবেলার করণীয় কাজ। 'ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা তাঁহাদিগের প্রাতঃকৃত্য হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

প্রাতঃক্রিয়া [স] *বি* প্রাতঃকালে করণীয় কাজ। 'প্রাতঃক্রিয়া করিয়া করিল স্নানদান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রাতঃক্রিয়াদি [স] *বি* মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি। 'প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে পেটপুরে নাস্তা করে ছুটছে সব লাইব্রেরীর দিকে।' *হাই*, ১৯৫৮।

প্রাতঃব্যায়াম [স] *বি* সকালের ব্যায়াম। 'শাদা ষাঁড়টি যেন প্রাতঃব্যায়ামের জন্যেই হালকা মেজাজে ...।' *হাসান*, ১৯৬৯।

প্রাতঃভান [স প্রাতঃভানু] *বি* সকালের সূর্য। 'চলিল যেহেন প্রাতঃভান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

প্রাতঃসন্ধ্যা [স] *বি* হিন্দুদের প্রাতঃকালীন উপাসনা। 'সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া ... ধর্মের কথা বলিতেন।' *রবীন্দ্র*,

১৮৮৪।

প্রাতঃসুর [স] *বি* সকালের সূর্য। 'সর্ব জগ উজ্জ্বল রাতুল প্রাতঃসুর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

প্রাতঃসূর্যরুচি [স] *বি* প্রভাতসূর্যের দীপ্তি। 'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি, প্রাতঃসূর্যরুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

প্রাতঃস্নান [স] *বি* ভোরবেলার স্নান। 'প্রাতঃস্নান করি, ধৌত ধুতি পরি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

প্রাতঃস্মরণীয় *বিণ* সবসময়ে মনে রাখার যোগ্য। 'সক্রেটিস, বেকন, নিউটন, রামমোহন প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাদিগের প্রতিমূর্তি স্থানে স্থানে স্থাপন করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রাতঃস্মরণীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* স্মরণযোগ্য। 'প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণীর শাসনকাল হইতেই ... দস্যু-তস্করাদির উপদ্রব নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রাতবাক্য [স] *বি* প্রারম্ভিক কথা। 'প্রাতবাক্য লেখক কহে এমত বিদ্বান সন্তান বাঁচা ভার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

প্রাতরুত্থান [স] *বি* সূর্যোদয়ের সময়ে ওঠা। 'প্রাতরুত্থানপূর্ব্বক প্রায় জবনকৃত মিসি যাহা শাস্ত্র মতে স্পর্শ পাপ ...।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

প্রাতরাশ [স] *বি* সকালের খাবার। 'বিধবাটি প্রাতরাশ খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রাতর্ভ্রমণ [স] *বি* সকালবেলায় হাঁটা। 'ডাক্তার প্রাতর্ভ্রমণ করবার উপদেশ দেয়।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯; 'প্রাতর্ভ্রমণ হচ্ছে – বটে বটে – সূক্ষ্ম একটা হাসি।' *হাসান*, ১৯৬৬।

প্রাতিকূল্য [স] *বি* বিরুদ্ধাচরণ। 'পরাক্রমি ব্যক্তিদের প্রাতিকূল্যে দীন দরিদ্র লোকেরদের ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

প্রাতিভাসিক [স] *বিণ* বাস্তব না হয়েও বাস্তবরূপে প্রতীয়মান। 'প্রাতিভাসিক সত্য সমগ্র সত্য নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

প্রাতিস্বিক [স] *বিণ* স্বকীয়। 'তার প্রাতিস্বিক বিবর্তনশীল সমগ্রতায় সে অনন্য।' *শিব*, ১৯৫০।

প্রাতিস্বিকতা [স] *বি* স্বকীয়তা। 'সাহিত্য-প্রতিষ্ঠায় এবং অলংকার বিদ্যায় (rhetorics) প্রাতিস্বিকতা।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

প্রাতিস্বিকতাসম্পন্ন [স] *বিণ* স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। 'আমরা বহুখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত বাঙালির পরিচয় পাই যাঁরা প্রত্যেকে প্রাতিস্বিকতাসম্পন্ন।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রাত্যহিক [স] **১** *বিণ* প্রতিদিন করতে হয় এমন। 'প্রাত্যহিক পাঠের নিয়ম অবগত করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* প্রতিদিনের। 'প্রাত্যহিক সাথির উপস্থিতিও একান্ত আবশ্যক।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

প্রাত্যহিক পত্র [স] *বি* দৈনিক সংবাদপত্র। 'সংবাদ অরুণোদয় নামে এক বাঙ্গালা প্রাত্যহিক পত্র প্রচার হওনের কল্পনা।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

প্রাত্যহিকতা [স] *বি* রোজকার ধরাবাঁধা তুচ্ছতা। 'সেই অকিঞ্চিৎকরতা, সেই প্রাত্যহিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রাথমিক [স] *বিণ* আরম্ভকালীন। 'প্রাথমিক উদ্যোগ দ্বারাই হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

প্রাথমিক চিকিৎসা [স] *বি* হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক যে চিকিৎসা দেওয়া হয়। 'আহার্য্যতত্ত্ব, প্রাথমিক চিকিৎসা ও শিক্ষামূলক চিত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

প্রাথমিক পাঠশালা [স] *বি* এই প্রাথমিক পাঠশালার চেয়ে উপর পর্যন্ত উঠে অথচ কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রাথমিক প্রাকৃত-বিজ্ঞান [স] *বি* নিম্নপর্যায়ের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিদ্যা। 'প্রাথমিক প্রাকৃত-বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রাথমিক রসায়ন [স] *বি* নিম্নপর্যায়ের রসায়ন বিদ্যা। 'ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রাকৃত-বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রাথমিক শিক্ষা [স] *বি* প্রাইমারি শিক্ষা; সূচনাকালীন শিক্ষা। 'বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষে হুকুম পাস হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রাথম্য [স] *বি* আরম্ভ। 'গ্রীক প্রো উপসর্গে প্রাথম্য অর্থও সূচিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রাদুর্ভাব [স] **১** *বি* ভীতিকর আধিক্য। 'এমত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* আবির্ভাব। 'দস্তকের প্রাদুর্ভাবে মাসুল রহিত হওয়াতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৩** *বি* প্রাচুর্য। 'সংসারে দুঃখের প্রাদুর্ভাব হইয়া আসিল বলিয়া কদাপি এ প্রকার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বি* ব্যাপকভাবে প্রচলন। 'আজ অনেক দেশে গণতন্ত্র বা ডিমোক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

প্রাদুর্ভাবকাল [স] *বি* আবির্ভাব কাল। 'ভোজের প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রাদুর্ভূত [স] *বিণ* আবির্ভূত। 'নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি প্রাদুর্ভূত হন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রাদেশিক [স] **১** *বিণ* প্রাদেশিক অঞ্চলে চালু রয়েছে এমন। 'তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যে প্রাদেশিক ভাষাকে দক্ষিণদেশী ভাষা বলে থাকি।' *প্রমথ*, ১৯১২। **২** *বিণ* প্রদেশে অনুষ্ঠিত। 'প্রাদেশিক সাহিত্যসভার সার্থকতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **৩** *বিণ* প্রান্তিক। 'প্রাদেশিক শ্যামলিমা যেই পাংশু সাধারণ্যে ঢাকে, অমনই সে আসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০। **৪** *বিণ* প্রদেশের অন্তর্গত। 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একটা ধোকাবাজি।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

প্রাদেশিকতা [স] **১** *বি* প্রদেশের প্রতি পক্ষপাত। 'সাহিত্য-সমাজেও প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করা হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বি* আঞ্চলিকতা। 'সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৩** *বি* প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য। 'যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্যমাত্র নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রাদেশিক পরিষদ [স] *বি* প্রদেশের আইন পরিষদ। 'প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন।' *পাশা*, ১৯৭১।

প্রাধান্য [স] **১** *বি* প্রাবল্য। 'ঔৎসুক্যের প্রাধান্য জিনি অন্যভাব-সৈন্য/ উদয় কৈল নিজ-রাজ্য-মনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শ্রেষ্ঠত্ব। 'পরিক্ষায় অর্জুনের প্রাধান্য নিশ্চয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* গুরুত্ব। 'আত্মা ও মায়ার এ দুয়ের প্রাধান্য সমান।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীলোক যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বি* আধিপত্য। 'যদি এক জাতির প্রাধান্য থাকিত, তাহা হইলেও হইত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **৫** *বি* আধিক্য। 'এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রাধান্যচিহ্ন [স] *বি* প্রাধান্যের পদ। 'সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্যচিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

প্রাধান্যবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* আধিপত্যবশত। 'কংগ্রেস মহলে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হিন্দু নেতাদের প্রাধান্যবশতঃ শওকৎ আলী ...।' *সওগাত*, ১৯৩৮।

প্রাধিকারনির্ভর [স] *বিণ* জন্মগত অধিকার। 'রেফর্মেশ্যনের আদর্শ ছিল ... নিগ্রহপন্থী, প্রাধিকারনির্ভর, ধর্মকেন্দ্রিক।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রান [স প্রাণ] **১** *বি* জীবন। 'উধারল সরসিজ পাওল প্রান। নিজ নব দলে করু আসন দান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* মন। 'সভাকার প্রান হরি লৈয়া জাসি কানাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **প্রাণ**

প্রানতুল্য [স প্রাণতুল্য] *বিণ* প্রাণের সমান। 'প্রানতুল্য প্রানপ্রতিম শ্রীগঙ্গাধর দাষ।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯; 'প্রানতুল্য শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের গাএর বস্ত্র ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৮।

প্রাননাথ [স প্রাণনাথ] *বি* জীবনস্বামী। 'বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাননাথ।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রানপোন [স প্রাণপণ] *ক্রিবিণ* প্রাণপণ। *বোগল*, ১৭৭০।

প্রানপোনে [স প্রাণপণে] *ক্রিবিণ* প্রাণপণে; সর্বশক্তি দিয়ে। 'ইহারা প্রানপোনে ঘোড়ার খেদমত করাতে ...।' *বোগল*, ১৭৭০।

প্রানপ্রতিম [স প্রাণপ্রতিম] *বিণ* প্রাণপ্রিয়। 'প্রানতুল্য প্রানপ্রতিম শ্রীগঙ্গাধর দাষ।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

প্রানসক্তি [স প্রাণশক্তি] *বি* প্রাণশক্তি। 'প্রানসক্তি না পারে লাড়িতে ভার দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রানসমা [স প্রাণসম] *বিণ স্ত্রী* প্রাণতুল্য। 'হাহা পৃয়া প্রানসমা বান্ধই আমার।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রানাতিরেক [স প্রাণাতিরেক] *বিণ* প্রাণের চেয়ে অধিক। 'প্রানাতিরেক শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ দত্ত ভায়া পরম কল্যানবরেষু।' *মৈয়র্স*, ১৭৭৩।

প্রানী [স প্রাণী] *বি* জীব। 'মৃগপক্ষি পতঙ্গ সুখি হৈল প্রানী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। দ্র **প্রাণী**

প্রানি [স প্রাণী] *বি* লোক। 'ধনমদে মত্ত হৈয়া প্রানি হিংসা করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রান্ত [স] **১** *বি* সীমা। 'কতকগুলা বন্য জাতীয় লোক দাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্তভাগে থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি* কোণ। 'আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। **৩** *বি* আঁচল। 'নারীর শাড়ির প্রান্ত আর বিসর্পিল কেশ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

প্রান্তচর [স] *বিণ* প্রান্তে বিচরণকারী। 'শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি/ বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রান্তদেশ [স] *বি* ধার। 'পর্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রান্তধারা [স] *বি* কিনারা। 'শুভ্র শাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রান্তবর্তিনী, প্রান্তবর্ত্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পার্শ্ববর্তী; ধার-ঘেঁষা। 'কলিকাতা নগরীর পথ-প্রান্তবর্ত্তিনী জল-প্রণালীর নিকটস্থিত দুর্গন্ধ বায়ু ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রান্তবর্তী [স] *বিণ* প্রান্তে বসবাসকারী; প্রান্তিক। 'আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং এক রকম পরিত্যক্ত এবং প্রান্তবর্তী বলে মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রান্তবাসী [স] *বিণ* প্রান্তে বাস করে এমন। 'পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রান্তভাগ [স] **১** *বি* শেষ সীমা। 'কতকগুলা বন্য জাতীয় লোক দাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্তভাগে থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি* কোণ। 'তাহার নিতান্ত প্রান্তভাগে উপবেশন করাতে ... পদাদি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রান্তরেখা [স] *বি* দিগন্তরেখা। 'সমুদ্রের প্রান্তরেখায় আকাশ তার জ্যোতির্ময়ী চিরন্তনী বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রান্তসীমা [স] *বি* শেষসীমা। 'যখন গাড়ি ছাড়িয়া দিল, তখন তৃণহীন কর্ষণধূসর পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তসীমা হইতে ম্লান সূর্যাস্ত-আভা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'যৌবনের প্রান্তসীমায় জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার ম্লান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

প্রান্তসীমানা [স] *বি* শেষসীমা। 'মেঘের রেখা বেড়া তুলে দেয় দিনের প্রান্তসীমানায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রান্তহীন [স] *বিণ* কিনারা নেই এমন। 'ধূসর গৈরিক নিত্য প্রান্তহীন বেলাভূমি 'পরে/ আত্মভোলা, তুমি ধনঞ্জয়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

প্রান্তে প্রান্তে [স] *ক্রিবিণ* সর্বত্রজুড়ে। 'বাংলার প্রাণের প্রান্তে প্রান্তে সবুজ পাতার বাসা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

প্রান্তর [স] *বি* জনবসতিহীন ভূমি। 'প্রান্তরে রোদন করে করি উচ্চৈস্বর।' *রূপা*, ১৫৮০; 'সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রান্তরচারী [স] *বিণ* প্রান্তরে বিচরণ করে এমন। 'প্রান্তরচারী বেদুয়িনদের মতো আকাশের ভিতর দিয়া কোথায় চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

প্রান্তরপার [স] *বি* প্রান্তরের ধার। 'প্রান্তর-পারে দিগন্তের পানে চলে যেত উদাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ক্ষণদীপ্ত সে প্রান্তরপারে/ পাই না তোমারে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

প্রান্তরবৎ [স] *বি* প্রান্তরের মতো। 'তাহাদিগের পক্ষে কন্টকাবৃত প্রান্তরবৎ অতি কষ্টদায়ক হয়।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩; 'বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্ণ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮১।

প্রান্তরময় [স] *ক্রিবিণ* ময়দানজুড়ে। 'প্রান্তরময় সৈন্য, প্রান্তরময় যুদ্ধ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

প্রান্তরসীমা [স] *বি* প্রান্তর যেখানে শেষ হয়েছে; প্রান্তরের সীমানা। 'তাঁহার সম্মুখে পূর্বদিকের প্রান্তরসীমায় সূর্যোদয় হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রান্তরীয় [স] *বিণ* প্রান্তভাগের; সীমান্তের। 'কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তরীয় নির্ম্মল বায়ু অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহশ্রেণী দ্বারা প্রতিবদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রান্তিক [স] *ক্রিবিণ* প্রান্তে; চূড়ান্তে। 'মনখানা পৌছয় খ্যাপামির প্রান্তিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

প্রান্তে প্রান্তে দ্র **প্রান্ত**

প্রাপক [স] *বি* যে পাবে। 'গিনিপিগ প্রাপককে দিয়া দেবে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

প্রাপঞ্চিক [স] *বিণ* মায়া সৃষ্টিকারী। 'প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যেরূপ অস্মদাদি আছে তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়যুক্ত মানিতে হবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

প্রাপণ [স] *বি* প্রাপ্তি। 'পূজা পার্ব্বণে যাহা প্রাপণ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

প্রাপণাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* পাওয়ার আশা করে এমন। 'কিঞ্চিন্নাম যশঃ প্রাপণাকাঙ্ক্ষী হইয়া অপরিমিতরূপে স্বীয় ধন অপব্যয় করিয়া ফেলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

প্রাপণার্থ [স] *ক্রিবিণ* পাওয়ার জন্য। 'সুখ্যাতি প্রাপণার্থে এমত অপরিমিতরূপে ব্যয় করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

প্রাপণীয় [স] *বিণ* প্রাপ্তিযোগ্য। 'ঐ ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসাধারণ লোকের অনায়াসে প্রাপণীয় হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

প্রাপ্ত [স] *বিণ* পাওয়া হয়েছে এমন। 'দুই ভ্রাতাকে খেতাব ও খেলাতেতে সম্ভ্রান্ত করিয়া কার্য্য প্রাপ্ত করাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রাপ্তবয়স্ক [স] *বিণ* পূর্ণবয়স্ক। 'প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের আমোদপ্রমোদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রাপ্তবয়স্কা [স] *বিণ স্ত্রী* পূর্ণবয়স্ক। 'প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যা।' *শরৎ*, ১৯১৬।

প্রাপ্তবিদ্য [স] *বিণ* শিক্ষিত। 'যাহারা সেই স্থানে প্রাপ্তবিদ্য হইয়াছে তাহারদের মধ্যে অনেকেই দপ্তরখানায় মুহরির কর্ম্ম করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রাপ্তমাত্র [স] *ক্রিবিণ* পাওয়ার সাথে সাথে। 'স্নানবিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

প্রাপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাপ্ত। 'এঁহারা ... অতিসুখ্যাতি প্রাপ্তা হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

প্রাপ্তাবকাশ হওয়া [স প্রাপ্ত-অবকাশ] *ক্রি* সুযোগ পাওয়া; অবকাশপ্রাপ্ত হওয়া। 'তাহার নির্ঘন্টি পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

প্রাপ্তি [স] *বি* পাওয়া। 'নিধি স্থির কল্প প্রাপ্তি মগণ ভিতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

প্রাপ্তিস্বীকার [স] *বি* কোনো কিছু পাওয়ার কথা জানানো। 'হয়তো-বা দেশের সমস্ত মেয়ের হয়ে আমার পায়ের কাছে তারই প্রাপ্তিস্বীকার করতে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'চিঠিগুলোর প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত করলেন না।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

প্রাপ্তেচ্ছা [স] *বিণ* পেতে ইচ্ছুক এমন। 'ভরসা হয় তদ্দ্বারা প্রাপ্তেচ্ছা সংখ্যক গ্রাহক প্রাপণান্তে পত্র নিয়মিত প্রকটিত করিতে শক্য হইব।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

প্রাপ্ত্যনন্তর [স] *ক্রিবিণ* পাওয়ার পর। 'এই প্রশ্নপত্র প্রাপ্ত্যনন্তর নিযুক্ত সাহেবেরা ... লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

প্রাপ্য [স] *বি* পাওনা। 'ঐ কারখানাতে প্রাপ্যের মধ্যে কিছু শক্তাই করিলে বার মাসের মধ্যে যাহা আদায় হইতে পারে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

প্রাপ্যাতিরিক্ত [স] *বিণ* পাওনার অতিরিক্ত। 'মুছলমানদিগকে তাঁদের প্রাপ্যাতিরিক্ত আসন দেওয়া হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

প্রাবন্ধিক [স] *বি* প্রবন্ধ-লেখক; প্রবন্ধকার। 'তাদের ভিতর থেকে কবি আর প্রাবন্ধিক বেরোয় কজন?' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

প্রাবরণ [স] *বি* প্রকৃষ্ট আবরণ। 'ও যে প্রাবরণ নিরাশ্বাস, নিরর্থ শূন্যের।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রাবরণী [স] *বি* আবরণী। 'তেমনি অসীম শবের প্রাবরণী খুলে ধীরে।' *জীবন*, ১৯৪০।

প্রাবর্তক, প্রাবর্ত্তক [স] *বি* প্ররোচক। 'অজ্ঞানতা স্ত্রীবধের প্রাবর্ত্তক।' *রামমোহন*, ১৮১৯।

প্রাবল্য [স] **১** *বি* প্রবলতা। 'সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী সবার প্রাবল্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রোগের প্রাবল্য হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি* প্রাচুর্য। 'ক্ষুদ্র লোকেরা আপন হইতে প্রধান ব্যক্তির উপর কিছু প্রাবল্য দেখিলে এমন বাড়ে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* তীব্রগতি। 'ইচ্ছামতী নদীর প্রাবল্য হওয়াতে ভৈরবের ঐ ধারা বন্দ।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

প্রাবাদিক [স] *বিণ* প্রবাদতুল্য; প্রবাদে আছে এমন। 'লক্ষ্মীসরস্বতীর প্রাবাদিক কোন্দল ভিত্তিহীন নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রাবীণ্য [স] *বি* প্রবীণতা। 'বয়সের ক্ষেত্রে প্রাবীণ্য আসুক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

প্রাবৃট [স] *বি* বর্ষাকাল। 'এহেন প্রাবৃট কাল উৎকট।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'প্রাবৃটের বিড়ম্বনা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রাবৃটসম্ভূত [স] *বিণ* বর্ষাজাত। 'প্রাবৃটসম্ভূত নবদূর্বাদলতুল্য, অথবা তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

প্রাভাতিক [স] *বিণ* ভোরবেলার। 'প্রাভাতিক সমীরের স্বাভাবিক মোহমন্ত্রে আবার নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

প্রামাণিক [স] **১** *বিণ* শাস্ত্রজ্ঞ। 'আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* পণ্ডিত। 'যাহাদের যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ পুস্তকাদিতে ও প্রামাণিক লোকেদের প্রমুখাৎ পাওয়া গেল ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বিণ* বিশ্বাসযোগ্য। 'হিন্দুরদের উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণায়ক সর্ব্বাপেক্ষা যে দুই গ্রন্থ প্রামাণিক।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৪** *বিণ* প্রমাণসিদ্ধ। 'এই ক্ষণে পুরুষানুক্রমে প্রামাণিক অধিকারিরা আপন যথার্থ বিষয়ে বঞ্চিত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৫** *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

প্রামাণিকী [স] *বিণ* প্রামাণ্য। 'কোন প্রামাণিকী কথা না লিখিয়া কেবল ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

প্রামাণ্য [স] **১** *বি* প্রামাণিকতা। 'হিমাদ্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে ভারতবর্ষের এই নিশ্চয় প্রামাণ্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* প্রমাণিত। 'প্রকৃত ও প্রামাণ্য হেতু।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **৩** *বি* প্রমাণ। 'এ অমূলক কথায় প্রামাণ্য হয় না।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৪** *বিণ* বিশ্বাসযোগ্য। 'অন্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিরদিগের মতে কিরূপে প্রামাণ্য ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

প্রামাদিক [স] *বিণ* ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধীয়। 'তাহা সম্পূর্ণ প্রামাদিক ও ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

প্রাযুক্তিক [স] *বিণ* প্রযুক্তিগত। 'প্রাযুক্তিক উদ্ভাবন, শ্রেণীসংগ্রাম ও বিভিন্ন গোষ্ঠীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

প্রায় [স] **১** *বিণ* সদৃশ। 'সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হব হেন প্রায় লখি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* কমবেশি। 'কোটি সিংহ প্রায় যেন বিশাল গর্জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রিবিণ* সাধারণত; অধিকাংশ ক্ষেত্রে। 'অতি ক্ষুদ্র লোকেরা প্রায় অতি অহঙ্কৃত হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বিণ* কাছাকাছি। 'আমরা কলিকাতা হইতে প্রায় দ্বাদশ ক্রোশ অন্তরে বাস ... করি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রায়-অসম্পর্কীয় [স] *বিণ* সম্পর্কিত নয় বললেই চলে এমন। 'প্রায়-অসম্পর্কীয় গুটিকয়েক ছোটো ছোটো মেয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রায়-নিবন্ত [স প্রায়+নিভন্ত] *বিণ* প্রায় নিভে যাচ্ছে এমন। 'যাত্রাঘরের প্রায়-নিবন্ত হুঁকোটাতে টানও দিয়েছিল ভূতনাথ।' *বিমল*, ১৯৫৩।

প্রায়-শব [স] *বিণ* মৃতদেহের মতো। 'শুকনো প্রায়-শব প্রায়-অবাস্তব বুড়োটে শরীর।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

প্রায়ান্ধ [স] *বি* আংশিক অন্ধ। 'প্রায়ান্ধ দেবীর মতো নীলজলরাশির ওপার থেকে দ্বীপ।' *জীবন*, ১৯৪০।

প্রায়ান্ধকার [স] *বিণ* কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'প্রায়ান্ধকার প্রত্যুষের দিকে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

প্রায়মারি [ই প্রাইমারি] *বিণ* প্রাইমারি; প্রাথমিক। 'প্রায়মারি, সেকেন্ডারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। *দ্র* **প্রাইমারি**

প্রায়শ [স] *ক্রিবিণ* প্রায়ই। 'যে শব্দ সকল প্রায়শ ধাতু হইতে ...' *রামমোহন*, ১৮১৫।

প্রায়শ্চিত্ত [স] **১** *বি* পাপক্ষয়ের জন্য অনুষ্ঠান। 'কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* চিত্তের বিশুদ্ধতাসাধন। 'শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্নচিত্ত/ প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* চিত্তের বিশুদ্ধতাসাধক। 'প্রায়শ্চিত্ত দ্রব্য গ্রহণেতেও পাপ হয় ইহা প্রাচীন স্মার্ত্ত ...' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **৪** *বি* পাপক্ষালনের জন্য স্বেচ্ছায় নেওয়া শাস্তি। 'জ্ঞানতো ব্রাহ্মবধে প্রায়শ্চিত্ত আছে এমত বিধি দিয়া ...' *রামমোহন*, ১৮১৯।

প্রায়শ্চিত্তসভা [স] *বি* পাপ ক্ষালনের জন্য অনুষ্ঠানবিশেষ। 'প্রায়শ্চিত্তসভা কবে কোথায় আহূত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রায়াগতা [স]] *বিণ স্ত্রী* প্রায় আগত; কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে বা ঘটবে এমন। 'প্রায়াগতা যামিনীর অন্ধকার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

প্রায়ান্ধকার *দ্র* প্রায়

প্রায়িক [স] *বিণ* সাধারণ। 'বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলের প্রায়িক লক্ষণ এই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

প্রায়োদ্বীপ [স] *বি* সমুদ্রের চেয়ে কিছুটা ছোটো জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত ভূমি। 'প্রায় সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত যে ভূমি তাহাকে প্রায়োদ্বীপ কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

প্রায়োপবেশন [স] *বি* মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছায় অনশনে থাকা। 'পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে সে-বারে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে; প্রায়োপবেশন করতে যায় ...' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'করলি প্রায়োপবেশন, পরলি শিকল-বেড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৭; '... যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে প্রায়োপবেশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্রারব্ধ [স] **১** *বিণ* অদৃষ্ট। 'জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* শুরু হয়েছে এমন। 'আহারানুরোধেও প্রারব্ধ কর্ম হইতে হস্তোত্তোলন করিতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

প্রারম্ভ [স] *বি* আরম্ভ। 'কলির প্রারম্ভ অবধি ৪,২৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত ১১৯ জন ... সম্রাট্ হন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

প্রারম্ভকাল [স] *বি* শুরুর সময়। 'ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তনের প্রারম্ভকাল থেকেই হিন্দুর জীবনমান যেমন উঁচুদিকে উঠতে লাগল।' *বেগম*, ১৯৫২।

প্রার্থক [স] *বি* প্রার্থী। 'সে কর্ম্ম প্রার্থক অনেক পণ্ডিত প্রার্থনাপত্র দিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

প্রার্থন [স প্রার্থনা] *বি* আরাধনা। 'অহর্নিশ দাস্যভাবে যে করে প্রার্থন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রার্থণ [স প্রার্থনা] *বি* প্রার্থনা। 'এক বিষ্ণু দেখিতে সে না পারে প্রার্থণে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রার্থনা [স] **১** *বি* কামনা। 'ঈশ্বরের স্থানে একজন রাজার প্রার্থনা করিলেন।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* অনুরোধ। 'প্রার্থনা করি ... যাঁহারদিগের অনুরাগ আছে তাঁহারা ঐ কালীন উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দর্শন করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। **৩** *বি* আবেদন। 'তিনি কাহারও স্তবেতে বা প্রার্থনাতে কদাপি নিয়মের অতিক্রম করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বি* ইচ্ছা। 'তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহার এই পথই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বি* উপাসনা। 'পরিশ্রম = শস্য, পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য, অতএব প্রার্থনা = ০ শূন্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রার্থনা করা *ক্রি* চাওয়া। 'তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রার্থনাকারি [স প্রার্থনাকারী] *বি* প্রার্থনা করে যে। 'প্রার্থনাকারিরা কাগজ গ্রহণ করিয়া কহিলেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রার্থনা-ক্লান্ত [স] *বিণ* আবেদন-নিবেদন ক'রে ক্লান্ত। 'দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল/ নিষ্ফল প্রার্থনা-ক্লান্ত।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

প্রার্থনা-দিবস [স] *বি* সমবেতভাবে প্রার্থনা করার জন্যে পূর্ব-নির্ধারিত দিন। 'ভারতে প্রার্থনা-দিবস পালনের নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

প্রার্থনাধিক [স] *বিণ* প্রার্থনার চেয়ে বেশি। 'দেবী প্রার্থনাধিক বরপ্রদান দ্বারা, রাজাকে চরিতার্থ করিয়া, অন্তর্হিতা হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রার্থনাত্মিক [স] *বিণ* আবেদনমূলক। 'মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনাত্মিক ভাষণ জনমত গঠনের সহায়ক হইবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

প্রার্থনাপত্র [স] *বি* আবেদনপত্র। *দর্পণ*, ১৮২৭; 'শ্রীযুত বড় সাহেবের নিকট যে প্রার্থনাপত্র দিতে হইবেক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রার্থনাপূরণ [স] *বি* আশা মেটানো। 'প্রার্থনাপূরণের ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই আছে।' *আনিস*, ১৯৬৪।

প্রার্থনালব্ধ [স] *বিণ* প্রার্থনা ক'রে পাওয়া। 'প্রার্থনালব্ধ অনুগ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রার্থনাসভা [স] *বি* তদবির সমিতি। 'আমাদের দেশে যে-সকল পোলিটিকাল প্রার্থনাসভা স্থাপিত হইয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রার্থনীয় [স] **১** *বিণ* কাম্য। 'ইহা পাঠ করণ প্রার্থনীয় বটে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫; 'আমারদিগের প্রার্থনীয় যে কুকর্ম্মে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৪০। **২** *বিণ* আকাঙ্ক্ষিত। 'অদ্যকার সুখময় সময় অতিশয় পবিত্র ও পরম প্রার্থনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রার্থয়িতব্য [স] *বি* প্রার্থনার বিষয়; প্রার্থনীয় বিষয় বা বস্তু। 'ইহা অপেক্ষা আমার আর গুরুতর প্রার্থয়িতব্য নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রার্থী [স] *বিণ* প্রার্থনাকারী। 'অর্থী প্রার্থী বাদী প্রতিবাদী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রার্থি [স প্রার্থী] *বিণ* প্রার্থনাকারী। 'অর্থি প্রার্থি কংসনারি মগধকুমারী।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রার্থিত [স] **১** *বি* প্রার্থনা করা হয়েছে এমন বিষয়। 'যদি তোমার প্রার্থিত সম্পাদনে নিতান্তই কৃতকার্য হইতে না পারি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। 'প্রার্থিতকে সে সৌন্দর্য বিচলিত করিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রার্থিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* আকাঙ্ক্ষাকারী। 'মহিষী গান্ধারী দর্শনপ্রার্থিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বি স্ত্রী* প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী। 'ব্যবস্থাপক সভায় কমলাদেবীই প্রথম মহিলা নির্বাচন প্রার্থিনী হিসেবে দাঁড়ান।' *বেগম*, ১৯৪৮।

প্রাশন [স] *বি* ভোজন। 'অন্নপ্রাশন কৈল দিআ ছাগ মেষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রাশস্ত্য [স] *বি* প্রসারতা। 'তাহার প্রাশস্ত্য ও তেজ এক বেগু দেখিয়া বড় চকিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

প্রাসঙ্গিক [স] *বিণ* প্রসঙ্গ-সম্পর্কিত। 'তৎসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরও কিছু কথা আসিয়া পড়িল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রাসঙ্গিকতা [স] **১** *বি* প্রসঙ্গের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ কিনা সেই অবস্থা। 'চুড়িতে ঝুনঝুন শব্দ করিয়া চুল ঝাড়িতেছে তাহারা ছবির হিসাবে প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে অপরূপ স্বপ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* সামাজিকতা। 'কতকগুলো প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে হয়।' *জীবন*, ১৯৩৩।

প্রাসাদ [স] *বি* অট্টালিকা। 'আমার প্রাসাদে সুতি থাকীব তোমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ [স] *বি* প্রাসাদের আঙিনা। 'আমার মুখর পাখি তোমার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রাসাদরক্ষী [স] *বি* প্রাসাদের প্রহরী। 'উঠল হেঁকে প্রাসাদরক্ষী।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

প্রাসাদোপম [স] *বিণ* প্রাসাদতুল্য। 'এখানকার বৃহৎ কলেজ, প্রাসাদোপম অট্টালিকা, হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

প্রাসাদশিখর [স] *বি* অট্টালিকার চূড়া। 'সেদিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদশিখরে কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রাসাদশোভিত [স] *বিণ* প্রাসাদে সাজানো। 'প্রাসাদশোভিত রাজধানীর রাস্তাঘাটে ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

প্রাসাদ-স্তম্ভ [স] *বি* অট্টালিকার থাম। 'আসিলে সহসা অত্যাচারীর প্রাসাদ-স্তম্ভ টুটি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

প্রাহ্ন [স] *বি* প্রভাত। 'প্রাহ্নে, অপরাহ্নে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রিও [স প্রিয়] *বিণ* প্রিয়। 'ষকল লোকের প্রিও রাজা যুধিষ্ঠির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **প্রিয়**

প্রিণ্টার [ই] *বি* মুদ্রাকর। 'প্রিণ্টার মীর আতাহার আলী।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

প্রিত [স প্রীত] *বি* প্রীতি। 'তিন জনে বড়ই প্রিত প্রায় বিচ্ছেদ হইতেন না।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রিতবাক্য [স প্রীতবাক্য] *বি* মধুর কথা। 'প্রিতবাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রিতি [স প্রীতি] *বি* প্রীতি। *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

প্রিতিকার [স প্রতিকার] *বি* প্রতিকার। *মানোএল*, ১৭৪৩। *দ্র* **প্রতিকার**

প্রিতিজ্ঞা [স প্রতিজ্ঞা] *বি* অঙ্গীকার। 'প্রিতিজ্ঞা করিয়া সুগ্রিবেরে বৈল রঘুনাথ।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রিতিপালক [স প্রতিপালক] *বিণ* রক্ষণাবেক্ষণকারী। 'ত্রিলোকনাথ রায় তলয়ার বাহাদুর সিজপ্রজা প্রিতিপালক সান্ত দান্ত দয়াসিল ক্ষেমাবন্ত গরিব নেওয়াজ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

প্রিতিপালন [স প্রতিপালন] *বি* লালন-পালন। 'জত দিবস বাচীয়া থাকিব ততদিন অন্নবস্ত্রাদী দিয়া প্রিতিপালন করিবে।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

প্রিতিমে [স প্রতিমা] *বি* প্রতিমা। 'ভাদ্র মাসের অরন্ধন ও জন্মাষ্টমীর পর অনেক যায়গায় প্রিতিমের কাঠামোয় ঘা পড়লো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

প্রিথি [স পৃথিবী] *বি* পৃথিবী। 'প্রিথি জায় রসাতলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রিথিবি [স পৃথিবী] *বি* পৃথিবী। 'জয়মুনি কহিল কথা সুনে প্রিথিবিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **পৃথিবী**

প্রিদিপ [স প্রদীপ] *বি* প্রদীপ। 'সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ ভুবনে উপামা রত্ন পূর্ণপাত্র প্রিদিপ সহিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **প্রদীপ**

প্রিন্টর [ই] *বি* মুদ্রাকর। 'যে সকল লোক প্রিন্টর অর্থাৎ ছাপাকারী তাহারদিগের প্রত্যেকের নাম।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

প্রিন্টিং [ই] *বি* ছাপার কাজ। 'প্রিন্টিঙে ... অপরিমেয় ফিনিশ দিয়ে ছাপাবার জন্য।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রিন্সিপাল, প্রিনসিপাল, প্রিন্সিপল, প্রেন্সেপেল [ই] *বি* অধ্যক্ষ। 'ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব হুগলির কালেজের কর্ম্মের প্রেন্সেপেল আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯; 'প্রিনসিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'কলেজের প্রিন্সিপাল একটা উৎকট ইংরেজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'আমাদের কলেজের প্রিন্সিপলকে পাঠিয়ে দিই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রিপেড [ই] *বিণ* আগাম পরিশোধিত। 'প্রিপেড আর্জেন্ট কী বল?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

প্রিভিকৌন্সিল [ই] *বি* (ব্রিটেনের) প্রিভিকাউন্সিল; বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ। 'প্রিভিকৌন্সিলে-দেওয়া আইনের নিয়মে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রিভিয়স [ই] *বিণ* পূর্ববর্তী। 'উপাধি গ্রহণের পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রকে "প্রিভিয়স" অর্থাৎ পূর্ব্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়।' *কৃষ্ণভাবনী*, ১৮৮৫।

প্রিভিলেজ [ই] *বি* বিশেষ সুযোগ। 'প্রকৃতিকে জানা একটা প্রিভিলেজ।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

প্রিমিটিভ [ই] *বিণ* আদিম। 'ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মকশো-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্রিমিয়াম, প্রিমিয়ম [ই] **১** *বি* বিমার জন্য দেওয়া কিস্তির টাকা। *ভবানী*, ১৮২৩; 'একটা প্রিমিয়াম দেয়া থাকলে আত্মীয়-পরিবার তখন টাকাটা পাবে।' *শিবরাম*, ১৯৪০। **২** *বি* বখশিশ। 'মুটেরা প্রিমিয়মে মোট বইচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

প্রিয় [স] **১** *বি* ভালোবাসার পাত্র। 'প্রভু বোলে মুরারি আমার প্রিয় তুমি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ভালো। 'প্রিয় কথা ছাড়ি কটু কহিয়া কহিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* পছন্দনীয়। 'স্বাদ মানুষের নিকট প্রিয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বি* আরাধ্যজন। 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

প্রিয়ংবদ [স] *বিণ* মধুরভাষী। 'তিনি সত্যবাদী, অথচ প্রিয়ংবদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

প্রিয়ংবদা [স] *বি স্ত্রী* প্রিয় কথা বলে এমন নারী। 'প্রিয়ার মতো প্রিয়ংবদা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রিয়কথা [স] *বিণ* মধুর কথা। 'লহনারে এমন কহিআ প্রিয়কথা খুল্লনার কাছে দাসী হইল উপনীতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রিয়কারী [স] *বিণ* প্রিয় কাজ করে এমন। 'প্রিয়কারী ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

প্রিয়কার্য, প্রিয়কার্য্য [স] *বি* প্রিয় কাজ। 'তোমার এই পরম প্রিয়কার্য্য সাধনে আমাদিগের সমর্থ কর।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রিয়চারী [স] *বিণ* সৌহার্দ্যপূর্ণ। 'তাঁহারা অতিশয় প্রিয়চারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রিয়জন [স] **১** *বি* আত্মীয়স্বজন। 'প্রিয়জনের প্রয়োজনে স্বদেশ গমনে উদ্যুক্ত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* খুব পছন্দের মানুষ। 'আরও প্রিয় করে পাওয়া চিরপ্রিয়জনে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

প্রিয়জনক [স] এবং প্রিয়ভাজন। 'বিজ্ঞ প্রিয়জনক আহে রাজ্যোজোগ্যা শ্রীমন্ত বাবাজীর স্থিরতর রাজলক্ষি শ্রীশ্রী ...।' *ওসা*, ১৭৭৯।

প্রিয়জনবর্গ [স] *বি* বন্ধুবর্গ। 'সুহৃদয়, বান্ধব প্রভৃতি প্রিয়জনবর্গের আধার-ভূমি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রিয়তম [স] **১** *বিণ* সবচেয়ে প্রিয়। 'প্রহ্লাদ কৃষ্ণের ভক্ত প্রিয়তম ছিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* প্রেমিক। 'আমাকে আমার প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইতে বিদায় দাও।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

প্রিয়তমা [স] *বিণ স্ত্রী* সবচেয়ে প্রিয়। 'ইহার মধ্যে প্রিয়তমা বারবিলাসিনীর নিকট গমন করিতে পারেন নাই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

প্রিয়তমানুজ [স] *বি* প্রিয়তম ছোটো ভাই। 'এইরূপে বিলাপিলা ... কোলে করি প্রিয়তমানুজে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রিয়তমে [স] *বি* (সম্বোধনে) প্রিয়তমা। 'প্রিয়তমে! তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ!' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

প্রিয়তর [স] *বিণ* অধিক প্রিয়। 'জন্মভূমির ... অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবী মধ্যে নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রিয়তরা [স] *বিণ স্ত্রী* আরও প্রিয়। 'প্রিয়ে করে প্রিয়তর প্রিয়ারে সে করে প্রিয়তরা।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

প্রিয়তা [স] *বি* ভালোলাগা। 'কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

প্রিয়ত্ব [স] *বি* ভালোবাসা। 'প্রিয়জনের প্রিয়ত্ব কি আমাদের কিছুমাত্র অল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রিয়দর্শন [স] **১** *বিণ* দেখতে সুন্দর। 'মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* প্রিয়জনের সাক্ষাৎ। 'প্রিয়দর্শনে আনন্দবারি পান করিতেছেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

প্রিয়দাস [স] *বি* প্রিয় ভক্ত। 'জগন্নাথ-আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রিয়দাসী [স] *বি স্ত্রী* প্রিয় ভক্ত। 'তাঁর ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রিয়ধাম [স] *বি* প্রিয় জায়গা। 'কেহ বলে চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রিয়পাত্র [স] **১** *বি* প্রীতিভাজন। 'এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* স্নেহভাজন। 'ভট্টাচার্যের উচিত আপন প্রিয়পাত্র শিষ্টসন্তানের প্রতি ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

প্রিয়পাত্রী [স] *বি স্ত্রী* পছন্দের ব্যক্তি। 'তারা কর্নেল সাহেবদের প্রিয়পাত্রী হয়।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রিয় মানুষকে হত্যাকারী। 'সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

প্রিয়বর [স] *বি* প্রিয় পাত্র। **প্রিয়বরেষু** [স] *বি* (সম্বোধনে) প্রিয় পাত্র। 'প্রিয়বরেষু।' *সুকান্ত*, ১৯৪৩।

প্রিয়বস্তু [স] *বি* পছন্দের জিনিস। 'প্রিয়বস্তু যেন হৃদয়ের ভিতরকারই বস্তু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রিয়বাণী [স] *বি* মধুর বাক্য। 'প্রভুর চরণ ছুই কহে প্রিয়বাণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রিয়বাস [স] *বি* প্রিয়জনের বাসস্থান। 'শীঘ্র চল প্রিয়বাসে অন্য কথা রেখে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

প্রিয়-বিরহ [স] *বি* প্রিয়জনকে হারানোর দুঃখ। 'কোন প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া।' *নজরুল*, ১৯২৮।

প্রিয়ব্যক্তি [স] *বি* প্রিয় মানুষ। 'তৎস্থানে এই সম্ভ্রান্ত প্রিয়ব্যক্তি ... মৃত্তিকাস্থ হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

প্রিয়ভাজন [স] *বি* প্রিয় বস্তু। 'তিনি জানেন স্বদেশ কিরূপ প্রিয়ভাজন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রিয়ভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ভালো ও সুন্দর কথা বলে এমন। 'যে স্ত্রী ... প্রিয়ভাষিণী ও অপ্রগল্‌ভা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

প্রিয়ভাষী [স] *বিণ* ভালো ও সুন্দর কথা বলে এমন। 'ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র অতিশিষ্ট অবিরোধী প্রিয়ভাষী।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

প্রিয়মিত্র [স] *বি* অন্তরঙ্গ বন্ধু। '... ছিলেন অসাধারণ গুণী, বুদ্ধিদাতা ও প্রিয়মিত্র।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

প্রিয়মিলন [স] *বি* প্রেমিকের সান্নিধ্য। 'সংসারের কাজ সারিয়া চুপেচুপে প্রিয়মিলনে বাহির হইলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

প্রিয়মুখ [স] *বি* প্রিয় মানুষের মুখ। 'কত প্রিয়মুখের ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রিয়ম্বদ [স] *বিণ* প্রিয় কথা বলে এমন। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'তিনি অতি প্রিয়ম্বদ ও সুকবি ছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

প্রিয়বাদী [স] *বিণ* মধুরভাষী। 'রাজা বসন্তরায় প্রিয়বাদী সচ্চরিত্র সরলান্তঃকরণ।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রিয় শব্দ [স] *বি* মিষ্টি কথা। 'অপ্রিয় ব্যতীত প্রিয় শব্দে তাহাকে সম্ভাষণ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রিয়শিষ্য [স] *বি* পছন্দের ভক্ত। 'তাঁর প্রিয়শিষ্য গ্রিহো পণ্ডিত হরিদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রিয়সখা [স] *বি* প্রিয় বন্ধু। 'এজিদের প্রিয়সখা মারওয়ান।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

প্রিয়সখী [স] *বি স্ত্রী* প্রিয় বান্ধবী। 'প্রিয়সখীর নামগুলি সব ছন্দ ভরি করিত রব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

প্রিয়সঙ্গিনী [স] *বি স্ত্রী* প্রিয় বান্ধবী। 'পাড়ার যত পশুপক্ষীর প্রিয়সঙ্গিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

প্রিয়সম্ভাষ [স] *বি* মধুর কথাবার্তা। 'প্রিয়সম্ভাষের ফাঁকে শোনা যায় দূর আর্তনাদ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

প্রিয়সম্বোধন [স] *বি* প্রেমময় ডাক। 'সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

প্রিয়সম্মিলন [স] *বি* প্রিয়জনের সাথে মিলন বা সাক্ষাৎ। 'আগমনী, বিজয়ার গান, প্রিয়সম্মিলন, নহবতের সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

প্রিয়সুহৃৎ [স] *বি* প্রিয় বন্ধু। 'প্রিয়সুহৃৎ আবুল ফজলের নিকট রাত্রের স্বপ্নবর্ণন উপলক্ষে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রিয়সেবক [স] *বি* প্রিয় সেবাকারী। 'গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রিয়স্থান [স] *বি* পছন্দের জায়গা। 'নিজ প্রিয়স্থান মোর মধুরা বৃন্দাবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রিয়স্পর্শসুখ [স] *বি* প্রিয়জনের স্পর্শজনিত সুখ। 'মনে হল এমন প্রিয়স্পর্শসুখ বহুকাল অনুভব করা হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

প্রিয়হারা [স] *বিণ* প্রিয়জনকে হারিয়েছে এমন। 'প্রিয়হারা কার কান্নার মতো এ-বুকে আসিয়া বিঁধে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

প্রিয়হীন [স] *বিণ* প্রিয়হারা। 'তার প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জনতা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

প্রিয়োত্তম [স প্রিয়-উত্তম] *বিণ* অতিশয় প্রিয়। 'প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

প্রীয়োত্তম [স প্রিয়োত্তম] *বিণ* অতিশয় প্রিয়। 'এ আমার বড়ই প্রীয়োত্তম ভ্রাতুস্পুত্র।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রিয়ঙ্ক *বি* নদীর নাম। 'পার হল শিলানদী প্রিয়ঙ্ক দুষ্কর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রিয়সি [স প্রেয়সী] *বি* প্রেয়সী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

প্রিয়া [স] *বি* ভালোবাসার পাত্রী। 'চান্দে বলে প্রিয়া তোর উদার কেন মতি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

প্রিয়াঙ্গী [স প্রিয়া-অঙ্গী] *বি* প্রণয়ী। 'তাঁর অলকাবাসী প্রিয়াঙ্গীর সর্বাঙ্গ চুম্বন করে এসেছে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

প্রিয়াপ্রিয় [স] *বি* প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তি বা বিষয়। 'রাজা ন্যায্য দণ্ডকাল পাইয়া প্রিয়াপ্রিয় বিবেচনা কিছুই করিবেন না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

প্রিয়াবিচ্ছেদ [স] *বি* প্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। 'প্রিয়াবিচ্ছেদের একটি অপূর্ব কবিতায় ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

প্রিয়াবিরহী [স] *বিণ* প্রিয়ার শোকে কাতর। 'প্রিয়াবিরহী নাবিকের বুক দেয় ভরে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

প্রিয়ে [স] *বি* (সম্বোধনে) প্রিয়া। 'জেই দিন প্রিয়ে তুমি না কর রন্ধন সেই দিন নহে মোর উদর পুরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রিয়োত্তম *দ্র* **প্রিয়**

প্রীত [স] **১** *বি* আনন্দ। 'সবে আসি নাচে পাএগ্রা প্রীত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সন্তুষ্ট। 'যে তোমারে প্রীত করে মুক্তি সত্য তার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কপালে তিলক নিল প্রীত নানামতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বিণ* আনন্দিত। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বিণ* স্নেহের। 'রাজা বসন্ত রায়ের অতি প্রীত কুমারের প্রতি।' *রামরাম*, ১৮০১।

প্রীত বাক্য [স] *বি* মধুর কথা। 'সম্বাষা করিয়া রাজা প্রীত বাক্য বোলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

প্রীতমন [স] *বি* সন্তুষ্ট চিত্ত। 'প্রীতমনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য মনে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রীতমনে *ক্রিবিণ* সন্তুষ্ট চিত্তে। 'তখন প্রীতমনে ঘোমটা টানিয়া স্ত্রী প্রস্থান করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

প্রীতে *ক্রিবিণ* আনন্দের সঙ্গে। 'নানামতে প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রীতি[১] [স প্রতি] *বিণ* প্রত্যেক। 'নানা রঙ্গে কৃড়া করে প্রীতি ঘরে ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রীতিদিন [স প্রতিদিন] *ক্রিবিণ* প্রত্যেকদিন। 'প্রীতিদিন জায় সতে জমুনার কুলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রীতি[২] [স] **১** *বি* তৃপ্তি। 'প্রেম গাঢ় রতি হয় দিবা রাত্তি হয় যে যাহাতে প্রীতি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* প্রেম। 'প্রীতি বহি অপ্রীত নাহিক কোন ক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* বন্ধুত্ব। 'ওহে সূত্রধর পূর্ব্বের প্রীতি ভুলিয়া আমার অংশ সুদ্ধ চুরি করিয়া লইলা।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **৪** *বি* সন্তুষ্টি। 'এমত লোকের যাহাতে প্রীতি জন্মে তাহা তাঁহার ভাগ্যবান আত্মীয়েরা অবশ্য করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

প্রীতি-উচ্ছ্বাস [স] *বি* প্রেমের উচ্ছ্বাস। 'তাকে আদর করে তার প্রীতি-উচ্ছ্বাসকে অসংযত করে তুলবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রীতি-উজ্জ্বল [স] *বিণ* প্রীতির আলোকে উজ্জ্বল। 'শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

প্রীতি-উপহার [স] *বি* প্রীতির নিদর্শন হিসেবে দেওয়া উপহার। 'মহাশয়ের করকমলে তদীয় ভক্তির এই প্রীতি উপহার সাদরে সমর্পিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রীতিকর [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'এই সকল প্রীতিকর বিষয় পাঠ করিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রীতিকুসুম [স] *বি* প্রীতিরূপ কুসুম। 'বিকশিত প্রীতিকুসুম হে পুলকিত চিতকাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রীতি-গীতি [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ গান। 'সকল প্রীতি-গীতি হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

প্রীতিধারা [স] *বি* প্রেম-প্রবাহ। 'যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রীতি-নিবন্ধন [স] *ক্রিবিণ* প্রীতির বন্ধনের জন্য। 'ইঁহাদিগের প্রীতি-নিবন্ধন পবিত্র সুখ ভোগের এই পর্য্যন্ত সমাপ্তি হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রীতিপক্ষে [স] *ক্রিবিণ* প্রীতির কারণে; স্বজনপ্রীতির ফলে। 'বিচারপতি প্রীতিপক্ষে প্রতিপক্ষ হইয়া স্বজাতির মানরক্ষার্থে অনায়াসে পক্ষপাত করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

প্রীতিপদ [স] *বিণ* সন্তোষজনক। 'হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপদ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

প্রীতিপরায়ণ [স] *বিণ* প্রীতিকর; প্রীতিদায়ক। 'তা ছাড়া আর কিছু নেই শান্ত, স্নিগ্ধ, অবিচল প্রীতিপরায়ণ।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৮।

প্রীতিপাত্র [স] *বি* প্রীতিভাজন ব্যক্তি। 'সুসভ্যজাতীয় বিশিষ্ট লোকের প্রীতিপাত্র ও ভক্তিভাজন হইয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রীতি-পুষ্প [স] *বি* প্রীতিরূপ পুষ্প। 'পরম পবিত্র প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রীতিপূর্ণ [স] *বিণ* প্রীতিতে পূর্ণ। 'তাহার বিচার করিয়া দেখিলে চমৎকৃত ও প্রীতিপূর্ণ হইয়া কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

প্রীতিপ্রদ [স] *বিণ* তৃপ্তিকর। 'সই করাটা যে সব সময় সহজ এবং প্রীতিপ্রদ নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

প্রীতিপ্রফুল্ল [স] *বিণ* প্রেমে আনন্দিত। 'তাঁহার সহাস্য বদন, প্রীতিপ্রফুল্ল নয়ন ও নিষ্কলঙ্ক রূপ-লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রীতিপ্রাপ্ত [স] *বি* প্রীতি লাভ করেছে যে। 'তোর প্রীতিপ্রাপ্তরা ভাল আছে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৩।

প্রীতিবচন [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ কথা। 'প্রীতিবচন ও স্নেহবিতরণ দ্বারা ... সযত্ন হওয়া উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রীতিবদ্ধ [স] *বিণ* প্রীতিতে আবদ্ধ। 'দুই প্রীতিবদ্ধ পুণ্যশীল ব্যক্তি পরস্পর প্রণয়-বন্ধন সঙ্কল্প করিয়া জীবনের মত উদ্বাহ-ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রীতিবন্ধন [স] *বি* ভালোবাসার বন্ধন। 'স্বামী স্ত্রী উভয়ে চিরজীবন পরস্পর প্রীতি-বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রীতিবশত [স] *ক্রিবিণ* ভালোবাসার কারণে। 'সেই মজ্জাগত প্রীতিবশতই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যপরিষৎ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

প্রীতিবাক্য [স] *বি* প্রেমপূর্ণ কথাবার্তা। 'তবে আমি প্রীতিবাক্যে কহিল সভারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'প্রণয়িনীর প্রতি নানাপ্রকার প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রীতিভরে *ক্রিবিণ* প্রীতির সঙ্গে। 'গুরুলোক প্রীতিভরে অপ্রিয় কথা বলেন বটে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

প্রীতিভাজন [স] *বি* প্রিয়পাত্র। 'যে ব্যক্তি একান্ত প্রীতিভাজন ও নিতান্ত বিশ্বাসপাত্র ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রীতিভাবে *ক্রিবিণ* প্রীতির সঙ্গে। 'অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রীতিভাষ [স] *বি* প্রশংসা। 'আচার্য্য-সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীতিভাষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রীতিভোজ [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ ভোজ। 'আজ মেয়েদের প্রীতিভোজ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

প্রীতিমতী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেমময়ী। 'জবা যেন আরো ... প্রীতিমতী হয়েছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

প্রীতিময় [স] *বিণ* প্রীতিযুক্ত। 'একটি অত্যন্ত নিকটবর্তী প্রাণময় প্রীতিময় ভাবময় সঙ্গ আমার অন্তরে বাহিরে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রীতিময়ী [স] *বিণ* স্নেহময়ী। 'তুমি আছ প্রীতিময়ী শিয়রে বসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

প্রীতিরমণীয় [স] *বিণ* মন খুশি করে দেয় এমন সুন্দর। 'একটি প্রীতিরমণীয় সুকোমল নারী-প্রকৃতি, একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রীতিরস [স] *বি* অতিশয় অনুরাগ। 'প্রীতিরসে মগ্ন হৈয়া প্রভু নৈরাকার নূর মুহম্মদক লাগিলা দর্শিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

প্রীতিরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেমরূপ। 'প্রীতিরূপা ভার্য্যা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রীতিসঞ্চার [স] *বি* স্নেহের উদ্রেক। 'ছেলেটির প্রতি আমাদের প্রীতিসঞ্চার হইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

প্রীতি-সম্বন্ধ [স] *বি* প্রীতপূর্ণ সম্পর্ক। 'পদ্মার প্রতি কবির প্রীতি-সম্বন্ধ এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

প্রীতিসম্মিলন [স] *বি* সৌহার্দ্যপূর্ণ সংযোগ বা সম্মেলন। 'ঘরে ঘরে প্রীতিসম্মিলনের সুধাস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রীতি-সম্মিলনী [স] *বি* আনন্দময় সমাবেশ। 'মহিলাদের এক ঈদ প্রীতি-সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

প্রীতি-সম্মেলন [স] *বি* প্রীতি বিনিময়ের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সম্মেলন। 'হিন্দু-মুসলিম মহিলাদের এক প্রীতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৪৭।

প্রীতিসাধন [স] *বি* আনন্দ দান। 'নৃপতিবিশেষের প্রীতিসাধন উদ্দেশে রচিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রীতিসাধ্য [স] *বিণ* প্রীতির দ্বারা সম্পন্ন। 'প্রতি গৃহের রক্ষাকার্য কত অসীমপ্রীতিসাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রীতি-সুধা [স] *বি* প্রীতিরূপ অমৃত। 'চির প্রীতি-সুধা-নির্ঝর তুমি যে হৃদয়েশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রীতিহীন [স] *বিণ* ভালোবাসাহীন। 'লহো এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রীতি[৩] [স] *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'প্রীতি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

প্রীত্যর্থ [স] *ক্রিবিণ* প্রীতির জন্য। 'সেই সন্তানের জননীর প্রীত্যর্থ এবং ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

প্রীথুবি [স পৃথিবী] *বি* পৃথিবী। 'প্রীথুবির মধ্য দেস কৌসল্যা নগরি।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **পৃথিবী**

প্রীয়া [স প্রিয়া] *বি* প্রেমিকা। 'কী কারনে প্রীয়া কোপ করশীআ মোরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রীষ্ঠ [স পৃষ্ঠ] *বি* পিঠ। 'জলমদ্ধার পৃথুবি প্রীষ্ঠে তুলি লৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রুফ [ই] *বি* ভুল সংশোধনের জন্য প্রস্তুত মুদ্রিত রচনা। 'প্রুফ শ্রীমান মূলের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'এই গ্রন্থেও শেষ প্রুফমাত্র পাঠানতে আমি তাহা পাঠ করিয়া ...।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩; 'কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্রুফ, খালি দেশলাইয়ের বাক্স।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রুফ-করেকশন [ই] *বি* ছাপানোর জন্য তৈরি রচনার ভুল সংশোধন। 'লেগেছি প্রুফ-করেকশনে গলায় কুন্দমালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রুফরিডার, প্রুফ-রীডার [ই] *বি* ছাপানোর জন্য তৈরি রচনার ভুল সংশোধনকারী। 'প্রুফ-রীডারের কাজ করে বিনোদ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২; 'আমি এক সময় সংবাদপত্রে প্রুফরিডার ছিলাম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

প্রুফশিট [ই] *বি* ছাপানোর জন্যে যে কাগজ সংশোধন করা হবে। 'মনে জানি ... যে প্রুফশিট সংশোধন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রুফশোধন [ই প্রুফ+স শোধন] *বি* কোনো রচনা ছাপার আগে কম্পোজ করা কপির ভুল সংশোধন। 'প্রুফশোধনের কার্যে শ্রদ্ধাস্পদ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

প্রূফ [ই] *বি* প্রমাণ। 'অনেকের প্রণামী চাইতে আসাই পূজোর প্রূফ!' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **প্রুফ**

প্রূব[১] [স পূর্ব] *বি* পূর্ব সময়। 'ইহা প্রুবেই কহিয়াছি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

প্রূব[২] [ই] *বিণ* প্রমাণিত। 'জাল প্রুব হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

প্রেক্লেমেসন [ই] *বি* (সিপাহী বিপ্লবের পরে ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির শাসন অবসান করে দেওয়া মহারানী ভিক্টোরিয়ার) ঘোষণা। 'সংসার কুইনের প্রেক্লেমেসনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

প্রেক্ষক [স] *বিণ* দর্শক। 'প্রেক্ষক জনের জনতা কুতূহল স্থানে সমাবেশ

হওয়া ভার হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

প্রেক্ষণ [স] *বি* দর্শন। 'ইহার লক্ষণা প্রেক্ষণে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১; 'জ্বালায় অপাঙ্গ মুক্ত তোমার প্রেক্ষণ।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

প্রেক্ষণিক [স] *বি* (প্রেক্ষাগৃহের) দর্শক। 'দিয়ে করতালি পরিতৃপ্ত প্রেক্ষণিক বাহিরায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্রেক্ষণী [স] *বি* দৃশ্যপট। 'অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে/ পড়বে ধরা শেষ গণিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রেক্ষাগার [স] *বি* রঙ্গালয়; মিলনায়তন। 'অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন স্তব্ধ হল প্রেক্ষাগারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রেক্ষাগৃহ [স প্রেক্ষা-গৃহ] *বি* মিলনায়তন। 'এই অনুষ্ঠান স্থায়ী হয় এবং পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সমবেত মহিলারা ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

প্রেজুডিস [ই] *বি* বিশেষ পক্ষের প্রতি অনুকূল অথবা প্রতিকূল মনোভাব। 'একটা নিছক প্রেজুডিসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

প্রেজেন্ট[1] [ই] *বি* উপহার। 'আমায় একটা মেশিন প্রেজেন্ট করবে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

প্রেজেন্ট[2] [ই] *বি* উপস্থিতি। 'ক্লাসে নাম প্রেজেন্ট করেও পালিয়ে আসতে পারি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

প্রেজেন্টেশন [ই] *বি* উপস্থাপন। 'নতুন ধরনের কোনো প্রেজেন্টেশন?' *শামসুল*, ১৯৭৩।

প্রেত [স] *বি* (লোকবিশ্বাস) অশুভ আত্মা। 'প্রেত পিচাস ভূত তোমার সঙ্গে বৈসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রেতদৃষ্টি [স] *বি* ভৌতিক দৃষ্টি। 'প্রশান্তের প্রেতদৃষ্টি যেন টর্চের আলোর মতো তাহার অন্তর বিদ্ধ করিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রেতনগরী [স] *বি* (লোকবিশ্বাস) ভূতের শহর। 'গোটা বস্তিটা যেন কবির প্রেতনগরী।' *শওকত*, ১৯৭২।

প্রেতনয়ন [স] *বি* মৃত ব্যক্তির চোখের মতো চোখ। 'প্রেতনয়নের মতো নির্নিমেষ তারা যত/ সবে মিলে মোর পানে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রেতনী [স প্রেতিনী] *বি স্ত্রী* ভূত। 'সত্যি কি মানুষ দেখছে সে? প্রেতনী নয়তো?' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

প্রেতন্যাস [স] *বি* ভূত-প্রেত বিষয়ক কাহিনি। 'নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রেতপুর [স] *বি* হিন্দুমতে যমালয়। 'মৃত্যুর পিঙ্গল ছায়া প্রেতপুর কালো আলেয়ার আলো ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

প্রেতপুরী [স] *বি* হিন্দুমতে যমালয়। 'প্রেত-পুরী যেন নামিয়া এসেছে বাহিয়া নরক-দ্বার।' *জসীম*, ১৯৩১।

প্রেতভূত [স] *বি* (লোকবিশ্বাস) অশুভ আত্মা। 'ইত্যাদি অনেক আছে নানা প্রেতভূত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

প্রেতভূমি [স] **১** *বি* হিন্দুমতে যমালয়। 'রাজা নির্দিষ্ট প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* ভূতপ্রেত আছে বলে ধারণা করা হয় যে ভূমিতে; শ্মশান। 'এই প্রেতভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া।' *শরৎ*, ১৯১৭।

প্রেতযোনি [স] *বি* ভূত। 'পেতযোনিতে যদি কাহারও সংশয় থাকে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

প্রেতলোক [স] *বি* হিন্দুমতে যমালয়। 'আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রেতলোক-ফেরতা *বিণ* হিন্দুমতে যমালয় থেকে ঘুরে-আসা। 'প্রেত-লোক-ফেরতা বীভৎস নর-কঙ্কাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রেতাত্মা [স] *বি* মৃতের আত্মা। 'তুমি উহাদের প্রাণপুরুষ, জীবাত্মা, পরমাত্মা প্রেতাত্মা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রেতায়িত *বিণ* প্রেতের মতো ঘিরে থাকে এমন। 'প্রেতায়িত নির্জনতা।' *শওকত*, ১৯৪৬।

প্রেতার্ত [স] *বিণ* প্রেতভয়ে কাতর। 'তোমার সাহস কাড়ে বৈধব্যের প্রেতার্ত শ্মশান।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রেতার্থ [স] *বি* প্রেতলোকের জন্য। 'পিণ্ডদান কর তার প্রেতার্থ বিনাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রেতিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পিশাচ। 'রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্র গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উঁকিঝুঁকি মারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

প্রেপরিটরি [ই] *বিণ* প্রিপারেটরি; প্রস্তুতিমূলক। 'বসবে প্রেপরিটরি ক্লাস এই গোয়ালেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রেবেসা [স প্রবেশ>] *ক্রি* প্রবেশ করা। **প্রেবিসি** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'জমুনার জলে গিয়া প্রেবিসি কানাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০। **প্রেবেসিব** *ক্রি* প্রবেশ করবো। 'কেমনে প্রেবেসিব পুরি সেহ গুনমনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **প্রেবেসিল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'নিজ গৃহে প্রেবেসিল রাজার কুমার।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৫। **প্রেবেসে** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'দ্বাদসিতে নন্দঘোস জমুনা প্রেবেসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রেম [স] **১** *বি* প্রণয়; ভালোবাসা। 'সুপুরুখ প্রেম কবহু নহি ছাড়/ দিনে দিনে চন্দ্রকলা সম বাড়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'যার প্রেম রস হস্তে হইছে সৃজন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* ভক্তি। 'নাম লৈলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* বন্ধুত্ব। 'স্বর্ণকার বিগ্রহের লোভেতে সূত্রধরের সহিত বহুকালের প্রেম ত্যাগ করিয়াছিল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

প্রেম অগ্নি [স] *বি* প্রেমরূপ আগুন। 'আমার মন প্রেম অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

প্রেম-অপভ্রষ্টা [স] *বিণ* প্রেমে ভ্রষ্ট হয়েছে এমন। 'তুমি প্রেম-অপভ্রষ্টা মায়াবিনী রূপ ধরে ... ফেরাতে এসেছ।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

প্রেমঅভিসার [স] *বি* প্রেম এবং গোপন মিলন। 'প্রেমঅভিসার, মিলনবিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি।' *হাই*, ১৯৫৪।

প্রেম-অমিয় [স প্রেম-অমৃত] *বি* প্রেমসুধা। 'মোর চেয়ে কেউ হয়নি পাগল পিয়ে তোমার প্রেম-অমিয়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রেম আনন্দ [স] *বি* (ব্যঙ্গ) প্রেমের আনন্দ। 'এসেছেন গোরা প্রেম-আনন্দে ন্যাজ তুলে সবে হরিবোল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

প্রেম-আলাপন [স] *বি* ভালোবাসার কথোপকথন। 'রূপ-সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেম-আলিঙ্গন [স] *বি* প্রীতিময় আলিঙ্গন। 'দুহিতায় দিল ধাতা প্রেম-আলিঙ্গন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

প্রেম-উদাসীন [স] *বিণ* প্রেমের ব্যাপারে নির্লিপ্ত। 'প্রেম-উদাসীন যদি তুমি গুণমণি।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

প্রেমউদ্দাম [স] *বি* প্রবল প্রেম। 'আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেমউদ্দাম।' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রেমকথা [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ কথাবার্তা। 'প্রেমকথা আলাপে বসিলা

সুইজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রেমকবি [স] *বিণ* ভক্তকবি। 'প্রেমকবি আলাওল প্রভুর তাবক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

প্রেমকম্পিত [স] *বিণ* অনুরাগে আন্দোলিত। 'নিবিড়নন্দিত প্রেমকম্পিত হৃদয়কুঞ্জবিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রেমকর [স] *বিণ* তৃপ্তিদায়ক; প্রীতিকর। 'পায়স পীযূষ সম অতি প্রেমকর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রেম করা *ক্রি* ভালোবাসা প্রকাশ করা। 'তুমি এই প্রকার প্রেম করিবা কাহারো দমে ভুলিবা না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রেমকরুণাময় [স] *বিণ* প্রেম ও করুণাপূর্ণ। 'ঈশ্বরের প্রেমকরুণাময় বা জগৎকল্যাণকর মূর্তি আমাদের চোখের সামনে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

প্রেমকল্যাণময় [স] *বিণ* প্রীতিপূর্ণ ও মঙ্গলময়। 'তাঁর প্রেমকল্যাণময় রূপের কথা আমরা সাধুসন্তদের মুখে শুনেছি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

প্রেমকাব্য [স] *বি* প্রেমপ্রধান কাব্য। 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল একখানা প্রেমকাব্য।' *হাই*, ১৯৫০।

প্রেমকামী [স] *বিণ* প্রেমাকাঙ্ক্ষী। 'এমত যে প্রেমকামী, তেমত নহিক আমি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

প্রেমকাহিনী [স প্রেম-কথনিকা] *বি* প্রেমের বৃত্তান্ত। 'খালি প্রেমকাহিনী লিখিয়া কোন ফল নাই।' *এসলাম*, ১৯১৬।

প্রেমকুতূহল [স] *বি* প্রেমের ঔৎসুক্য। 'প্রেমকুতূহলে; যথা বরিষার কালে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রেম-কুসুম [স] *বি* ভালোবাসারূপ ফুল। 'গোপনে মোর প্রেম-কুসুম তেমনই গেল গো মরে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

প্রেমক্ষুধা [স] *বি* প্রেম পাওয়ার জন্যে ক্ষুধা। 'অধরে অমৃত-সুধা প্রেমক্ষুধা-হরা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রেমক্ষুধা-হরা [স] *বিণ* প্রেমের ক্ষুধা মেটায় এমন। 'অধরে অমৃত-সুধা প্রেমক্ষুধা-হরা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রেমগঞ্জ [স প্রেম+ফা গন্‌জ] *বি* প্রেমের বাজার। 'প্রেমগঞ্জের রসিক যারা, কামগঞ্জের তুল।' *লালন*, ১৮৯০।

প্রেমগর্ব [স] *বি* প্রেমের অহংকার। 'প্রেমগর্বে গরবিনী আত্মহারা পাগলিনী রাধিকার অভিসার।' *হাই*, ১৯৫৪।

প্রেমগাঁঠি [স প্রেমগ্রন্থি] *বি* প্রেম গাঢ় হওয়ার জন্য গিঁট। 'প্রেমগাঁঠি বান্ধিলেক আঞ্চলে আঞ্চলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

প্রেমগান [স] *বি* প্রেমের গান। 'আনো কুহুতান, প্রেমগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

প্রেমগুঞ্জন [স] *বি* প্রেমালাপের অস্ফুট ধ্বনি। 'প্রেমগুঞ্জনের মতো কী অমৃত ঢালে মর্ম-মাঝে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

প্রেমচন্দ্র [স] *বি* প্রেমরূপ চাঁদ। 'উদিত রাখো, নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

প্রেমচর্চা [স] *বি* প্রেমের অনুশীলন। 'এখনো কি নম্রতা শিক্ষা ও প্রেমচর্চার সময় হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রেমচ্ছবি [স] *বি* ভালোবাসার চিত্র। 'কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রেমছাঁদ [স প্রেমছন্দ] *বি* প্রেমের ভাব। 'আছ তুমি যদি সেই প্রেমছাঁদ ছেঁদে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রেমজ [স] *বিণ* প্রেমজাত। 'প্রেমজ বিবাহ নয় তাদের।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

প্রেমজল [স] *বি* প্রেমরূপ জল। 'পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রেমজাল [স] *বি* প্রেমের ফাঁদ। 'প্রেমজালে বন্দী হৈল ঠেকিল বিপাক।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রেমজ্যোতি [স] *বি* প্রেমরূপ জ্যোতি। 'যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রেমডুরি *বি* প্রেমরূপ রশি। 'প্রেমডুরি দিয়ে বাঁধতে নারলেম হায়।' *তারা*, ১৯৪২।

প্রেম ডোর ১ *বি* প্রেমরূপ রজ্জু। 'প্রেম ডোর গলে বান্ধি বিরহের টানে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* ভালোবাসার বন্ধন। 'প্রেমডোরে, যেই বাঁধা পড়ে/ নাহিক তার মোচন।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

প্রেমতত্ত্ব [স] *বি* প্রেমের তত্ত্ব। 'প্রেমতত্ত্ব কথা বলিয়াছি যে প্রকার।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রেমতরঙ্গ [স] *বি* প্রেমের ঢেউ। 'মজ্জিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'প্রেম তরঙ্গে মগ্ন করিবা যাহাতে বাবু হাবুডুবু খাইয়া ভেবাচেকা হইয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রেমতরী [স] *বি* প্রেমরূপ নৌকা। 'কার প্রেমতরী মগনে মা জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রেম-তাপ [স] *বি* প্রেমরূপ উত্তাপ। 'মৃতশোচি সহিতে তোম্মার প্রেম-তাপে।' *বাহরাম*, ১৭০০।

প্রেমতৃষা [স প্রেমতৃষ্ণা] *বি* প্রেমের তৃষ্ণা। 'এত প্রেমতৃষা সাধ গরল প্রবাহে?' *নজরুল*, ১৯২৫।

প্রেমদশা [স] *বি* প্রেমলীলা। 'ব্রহ্মা আসিয়াও একবার এই প্রেমদশায় উন্মত্ত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

প্রেমদাতা [স] *বিণ* প্রেমিক। 'কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমদান [স] *বি* প্রেমভক্তি বিতরণ। 'পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান/ যেই যাঁহা পায় তাঁরা করে প্রেমদান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমদাস [স] *বি* ভালোবাসার গোলাম। 'বারনারী যত্ন করি চাহে প্রেমদাস।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

প্রেম-দাহন [স] *বি* প্রেমের জ্বালা। 'আমার মতো ভোগ করেছে প্রেম-দাহন।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

প্রেম-দীপ [স] *বি* প্রেমরূপ প্রদীপ। 'কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে প্রেম-দীপ।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'প্রেমদীপ জ্বেলেছিল পুণ্যের আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রেমদৃষ্ট্যে *ক্রিবিণ* প্রেমের দৃষ্টিতে। 'বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমধন [স] *বি* প্রেমরূপ ধন। 'তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমধাম [স] *বি* প্রেমের পবিত্র স্থান। 'অবধূতগোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমধারা [স] *বি* প্রেমের ধারা। 'দু নয়নে প্রেমধারা বহে দুরদুর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রেমনদী [স] *বি* প্রেমের নদী। 'প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ উতল হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

প্রেমনাট [স] *বি* প্রেমের প্রকাশ। 'গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমনাম [স] *বি* হরিনাম। 'সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন/ প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমনিকেতন [স] *বি* ভক্তির স্থান। 'তব নামমাখা প্রেমনিকেতনে/ ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

প্রেমনির্ভর [স] *বিণ* প্রেমভিত্তিক। 'প্রেমনির্ভর রহস্যবাদ বা আধ্যাত্মিকতার হয়েছে অপমৃত্যু।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

প্রেমনিষ্ঠ [স] *বি* প্রেমে নিষ্ঠাশীল। 'চিরআরাধনা সে যে প্রেমনিষ্ঠের।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রেমনীতি [স] *বি* ভালোবাসার নীতি। 'তাহাদের রাজনীতির মধ্যে প্রেমনীতির স্থান নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রেমপত্র [স] *বি* ভালোবাসাপূর্ণ চিঠি। 'সচিত্র প্রেমপত্র লিখন, রঙ্গালয়ে গমন।' *এসলাম*, ১৯১৯।

প্রেমপদ্ম [স] *বি* প্রেমরূপ পদ্ম। 'প্রেমেতে পদ্মের মাঝে বদ্ধ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

প্রেমপন্থ [স] *বি* প্রেমের পথ। 'প্রেমপন্থ উদ্দেশিয়া মন্থর গমন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রেমপন্থী [স প্রেম+হি পন্থী] *বি* প্রেমের পথের পথিক। 'জ্ঞানী সে, মরমী জন, প্রেমপন্থী ... সে চির উজ্জ্বল।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

প্রেম-পরকাশ [স প্রেমপ্রকাশ] *বি* প্রেমের প্রকাশ। 'বায়ুব্যাধিছলে করে প্রেম-পরকাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেম পরদল [স প্রেম+পরদল] *বি* প্রেমরূপ সৈনিক। 'প্রেম পরিদল আসি শরীর নগরে পশি নিমিষে করিল পরাজয়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রেম-পরাকাষ্ঠা [স] *বি* প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়। 'পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমপরিচর্যা [স] *বি* প্রেমের চর্চা। '... প্রেয়সীদের প্রেমপরিচর্যার ও পিচ্ছিল কেলীকৌতূহলের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

প্রেম পসার [স প্রেম-প্রসার] *বি* প্রেমের প্রসার। 'সে অতি নাগর তঞে সব সার/ পসরও মল্লিকা প্রেম পসার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

প্রেমপাগল [স] *বি* প্রেমের উন্মাদ। 'ঘটে প্রেমপাগলের এমনি বাই।' *লালন*, ১৮৯০।

প্রেম-পাঠ [স] *বি* প্রেমের বিষয়। 'তাহারা সর্ব্বপ্রথম উপন্যাসে প্রেম-পাঠ শিক্ষা করে।' *এসলাম*, ১৯২০।

প্রেমপাত্র [স] *বি* শ্রদ্ধাভাজন। 'যে সমুদয় গুণী ব্যক্তি ... পূর্ব্বে গত হইয়াছেন, তাঁহারাও আমাদিগের প্রেমপাত্র হইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

প্রেমপারাবার [স] *বি* প্রেমরূপ সমুদ্র। 'তোমার অপার প্রেমপারাবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রেমপাশ [স] *বি* প্রেমরূপ বন্ধন। 'প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

প্রেম-পিয়াসী [স প্রেম+পিয়াসি] *বিণ* প্রেমের জন্যে তৃষ্ণার্ত। 'প্রেম-পিয়াসী কবির আঁখি কই?' *নজরুল*, ১৯২২।

প্রেমপুট [স] *বি* প্রেমের আধার। 'উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ-প্রেমপুটে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩২।

প্রেমপূজা [স] *বি* সভক্তি আরাধনা। 'নিবি লুটে চতুর্ভুজা/ আমার স্নেহ প্রেমপূজা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

প্রেমপূরিত [স] *বিণ* প্রেমময়। 'কোমল তরল প্রেমপূরিত-বক্ষে শাণিত বিষদগ্ধ ছুরিকা।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

প্রেম-পূর্ণিমা [স] *বি* প্রেমরূপ পূর্ণিমা। 'গগনে বিকাশে তব প্রেম-পূর্ণিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

প্রেমপ্রবণতা [স] *বি* ভালোবাসার ইচ্ছা। 'অসিত কে নিয়ে কোনো প্রেমপ্রবণতা নেই।' *জীবন*, ১৯৩১।

প্রেমপ্রবীণা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেমে পারদর্শী। 'তুমি প্রেম প্রবীণা তোমার কর্ম বোঝা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রেম-ফকির [স প্রেম+আ ফকির] *বি* লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'জোকাম্বরি, সানাপি, পাগলচান, প্রেম-ফকির ... দলগুলি।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

প্রেমফল [স] *বি* প্রেমরূপ ফল। 'পাকিল যে প্রেমফল অমৃতমধুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমফলাস্বাদ [স] *বি* প্রেমফলের রসগ্রহণ। 'প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেম-ফাঁদ *বি* প্রেমের ফাঁদ। 'ধরিতে পারি না পেতে তাই প্রেম-ফাঁদ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

প্রেম-ফাঁসী *বি* প্রেমরূপ বন্ধন। 'পরি নাই প্রেম-ফাঁসী সিংহাসন-আশে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

প্রেম ফান্দ *বি* প্রেমের ফাঁদ। 'প্রেম ফান্দে বাজিলে মুক্তি নাহি আশ/ যবে করে ভাবকে সমূলে আগুনাশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

প্রেমফুল *বি* প্রেমরূপ ফুল। 'প্রেমফুল ফোটে, ছোটো হল বলে/ দিব না কি তাহা সবে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

প্রেমবতী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেমে আকুল। 'প্রেমবতী ব্যাধের অবলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রেমবন্ধন [স] *বি* প্রেমরূপ বন্ধন। 'অক্ষয় প্রেমবন্ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

প্রেমবন্যা [স] *বি* প্রেমরূপ বন্যা। 'উথলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমবয়ান *বি* প্রেমময় মুখ। 'বরষ বরষ চলে যায়, হেরিনি প্রেমবয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

প্রেমবল [স] *বি* ভালোবাসার শক্তি। 'তবু প্রেমবলে করে প্রভুর অন্বেষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমবশ [স] *বিণ* প্রেমে মুগ্ধ। 'প্রেমবশ হই তেঁহো দেন দরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমবহ্নি [স] *বি* প্রেমরূপ আগুন। 'অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

প্রেম-বাণী [স] *বি* প্রেমের বাণী। 'কানন-পথে শ্যাম যে প্রেম-বাণী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

প্রেমবান [স] **১** *বিণ* প্রীতিপূর্ণ। 'একটি নারীর দাবী বলবানকে করে প্রেমবান।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **২** *বিণ* প্রেমময়। 'সংস্কৃতিবান হওয়ার

মানে প্রেমবান হওয়া।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রেমবিগলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেমে বিভোর। 'প্রেম-বিগলিতা বিশাখা ললিতা/ দোলে শ্রীদাম সুদাম।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

প্রেমবিন্দু [স] *বি* প্রেমের বিন্দু। 'দয়াসিন্ধু, প্রেমবিন্দু কাতরে করো দান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

প্রেমবিভোর [স] *বিণ* প্রেমে আত্মহারা। 'বিহরই নবল কিসোর। কালিন্দি পুলিন কুঞ্জবন সোভন নব নব প্রেমবিভোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

প্রেমবিলাসক [স] *বি* প্রেম নিয়ে লীল খেলা করে যে। 'প্রেমবিলাসক অন্য কোন নায়ক লইয়া সেই প্রতিনিধির দ্বারা বাবু গুণনিধির ভার লাঘব করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রেমবিলাসী [স] *বিণ* প্রেমের পাগল। 'আমি মাতাল প্রেমবিলাসী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রেমবিষ [স] *বি* প্রেমরূপ বিষ। 'কানু-প্রেমবিষে মোর তনুমন জরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমবিহ্বলা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেমে বিভোর বা আত্মহারা। 'প্রেমবিহ্বলা কুন্তা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

প্রেমবুদ্ধ [স] *বি* প্রেমের উপলব্ধি। 'প্রেমবুদ্ধ লাগি হায় দ্বারে দ্বারে মহাভিক্ষা যাচে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

প্রেমবৃষ্টি [স] *বি* প্রেমরূপ বৃষ্টি। 'যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমবৈচিত্ত্য [স] *বি* প্রেমের কারণে উন্মাদ। 'রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, মান অভিমান, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতি বিপ্রলম্ভ।' *হাই*, ১৯৫৪।

প্রেমব্রত [স] *বি* প্রেমের জন্য সাধনা। 'করে প্রেমব্রত, চেয়ে আশাপথে …।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

প্রেমভক্তি [স] **১** *বি* প্রেমের অনুরাগ। 'প্রেমভক্তিবৃষ্টি আজি করিব বিশাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রীতিযুক্ত ভক্তি। 'যতি-সতিজন প্রতি না কইল প্রেমভক্তি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রেমভরে *ক্রিবিণ* প্রেমপূর্ণ হয়ে। 'মাগয়ে তব পরিরম্ভ/ প্রেমভরে সুবদনি তনু জনি স্তম্ভ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

প্রেমভাণ্ডার *বি* প্রেমের আধার। 'সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমভাবে [স] *ক্রিবিণ* আন্তরিকতার সঙ্গে। 'যাকে তাকে ধরে প্রেমভাবে কৈলে কোলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রেমভিক্ষা [স] *বি* ভালোবাসা প্রার্থনা। 'কেউ করে রমণীর কাছে প্রেমভিক্ষা।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

প্রেম-ভিখারি [স প্রেম-ভিক্ষাকারী] *বিণ* ভালোবাসা প্রত্যাশী। 'নিখিল নর-নারী/ তোমার প্রেম-ভিখারি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

প্রেমমধু [স] *বি* প্রেমরূপ মধু। 'কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রেমমন্ত্র [স] *বি* ভালোবাসার বাণী। 'প্রেমমন্ত্র দিও কর্ণমূলে।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

প্রেমমমতাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেম ও মমতাসম্পন্ন। 'দেখতে নাকি অনিন্দ্যা, খুব গভীর প্রেমমমতাময়ী।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রেমময় [স] *বিণ* প্রেমপূর্ণ। 'অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়/ শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রেমময়ি [স প্রেমময়ী] *বি* (সম্বোধনে) প্রণয়িনী। 'প্যারি, প্রেমময়ি, অবোধিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

প্রেমময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেমে পূর্ণ। 'পুলকে প্রণাম কর, প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রেমমর্ম, প্রেমমর্ম্ম [স] *বি* ভালোবাসার অর্থ। 'না জানিস প্রেমমর্ম্ম/ ব্যর্থ করিস পরিশ্রম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমমুখী [স] *বিণ* প্রেমের প্রতি আগ্রহী। 'কোটি-কোটি লোক যারা প্রেমমুখী নয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রেমমুগ্ধ [স] *বিণ* প্রেমে বিভোর। 'ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরমপ্রিয় বাসনা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রেমমুরতি [স প্রেমমূর্তি] *বি* প্রেমরূপ মূর্তি। 'প্রেমমুরতি হৃদয়ে জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

প্রেমমূলক [স] *বিণ* প্রেমধর্মী। 'প্রেমমূলক চরিত্র নিজের নিয়ম নিজেই ঠিক করে নেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

প্রেমযমুনা [স] *বি* প্রেমরূপ যমুনা। 'প্রেমযমুনার জল প্রেমে সে বিধুর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রেমযাত্রী [স] *বি* প্রেমের পথের পথিক। 'পাটল পথে মিলেছে প্রেমযাত্রী!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

প্রেমযোগ [স] *বি* প্রেমের সম্পর্ক। 'তার কি নহিব প্রেমযোগ-অধিকার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রেমরস [স] **১** *বি* ভক্তিভাব। 'আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রেমরূপ সুধা। 'প্রেমরস পান করি হইল মাতল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রেমরসসিক্ত [স] *বিণ* প্রেমরসপূর্ণ। 'এ সব মিলিয়ে কাহিনীর প্রথমাংশ প্রেমরসসিক্ত।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

প্রেমরাজ [স] *বি* প্রেমের রাজা। 'এক নবরাজ প্রেমরাজ হয়ে আমাকে ডেকে তাঁর সিংহাসনে …।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

প্রেমরাজ্য [স] *বি* প্রেমের কল্পিত ভুবন। 'অকালে প্রেমরাজ্যে নিত্য নূতন কল্পনা জাগ্রত হয়।' *এসলাম*, ১৯২০।

প্রেম রোগ [স] *বি* প্রেমে অতিরিক্ত আসক্তি। 'অস্থির প্রেমের রোগে ক্ষেণে পাঠে দৃষ্টিযোগে ক্ষেণে হেরএ চাঁদবদন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রেমলিপি [স] *বি* প্রেমপত্র। 'পিতামাতারূপ যে যুগল পর্বতের অন্তরালে বসিয়া সে এতদিন নিশ্চিন্তচিত্তে প্রেমলিপি রচনা করিতেছিল …।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রেমলিপ্সা [স] *বি* ভালোবাসা প্রাপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'প্রেমলিপ্সার থেকে না হোক যে মমতা নিবিড়তার থেকে জন্মেছে …।' *জীবন*, ১৯৩১।

প্রেমলীলা [স] *বি* প্রেমের খেলা। 'শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস প্রেমলীলা/ কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমলোক [স] *বি* প্রেমের জগৎ। 'লীলাবিহার প্রেমলোক/ নাই রে সেথা দুঃখ-শোক।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'সেই প্রেমলোকের গান যেদিন তুমি প্রথম শোনালে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

প্রেমলোভ [স] *বি* প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। 'হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেমলোভ-ধকধকী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমশর [স] *বি* প্রেমরূপ পঞ্চবাণ। 'রূপে মগ্ন হয়ে অমনি প্রেমশর খেলো।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

প্রেমশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেমময়ী। 'তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

প্রেমশীল [স] *বিণ* প্রেমময়। 'বিধি এ প্রাণ করেছে প্রেমশীল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

প্রেমশূন্য [স] *বিণ* প্রেমহীন। 'প্রেমশূন্য জগৎ দুঃখিত সর্বদাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রেম-শেল [স] *বি* প্রেমের আঘাত। 'প্রেম শেল খাইলুঁ না পারি সহিবার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

প্রেমসংক্রান্ত [স] *বিণ* ভালোবাসা বিষয়ক। 'প্রেমসংক্রান্ত সমস্যা এক একটি মেয়ের এক এক রকম।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

প্রেম-সঙ্গীত [স] *বি* প্রেমমূলক গান। 'যাত্রা থিয়েটারের অভিনয় করিয়া প্রেমসঙ্গীতে হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া।' *প্রচারক*, ১৯০১; 'স্বভাববর্ণন ও ঋতুপরিক্রমা থেকে আরম্ভ করে ধর্মসঙ্গীত প্রেম-সঙ্গীত স্বদেশী-সঙ্গীত, উৎসব-সঙ্গীত ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

প্রেম-সমুদ্র [স] *বি* প্রেমের সাগর। 'দরদীর বুকে প্রেম-সমুদ্র!' *ফররুখ*, ১৯৪৬; 'মজা পুকুর তো নয় প্রেমসমুদ্র।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

প্রেমসম্পদশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেমরূপ সম্পদের অধিকারী। 'ভালবাসা ও প্রেমসম্পদশালিনী নারীকে মহার্ঘ অতুল বলে মনে হয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রেম-সম্পর্ক [স] *বি* ভালোবাসার সম্পর্ক। 'বৈষ্ণবধর্মে পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

প্রেমসম্মিলন [স] *বি* প্রেমের মিলন। 'আমার চোখের সম্মুখেই তাহাদের প্রেমসম্মিলন নীরবে দেখিলাম।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রেমসলিল [স] *বি* প্রেমরূপ জল। 'বিরস বিকল প্রাণ, করো প্রেমসলিল দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রেমসাগর [স] *বি* প্রেমরূপ সিন্ধু। 'যে জনে পড়িল প্রেমসাগর গম্ভীরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

প্রেম-সাধিকা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেমের সাধনাকারী। 'ডাকে প্রেম-সাধিকা আজও শত রাধিকা গোপ-কোঙারি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

প্রেমসিন্ধু [স] *বি* প্রেমরূপ সাগর। 'প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কোথা মোর তৃষ্ণাহরা প্রেমসিন্ধু।' *নজরুল*, ১৯২৩।

প্রেমসুখ [স] *বি* প্রেমের আনন্দ। 'প্রেমসুখে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রেমসুধা [স] *বি* প্রেমরূপ অমৃত। 'পেয়েছি যে প্রেমসুধা হৃদয়-ভিতরে, ঢালিয়া তা দিব নিশিদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

প্রেম-সেবক [স] *বি* প্রেমের পূজারী। 'থাকতে বাঘের দন্ত-নখ/ বিফল ভাই ওই প্রেম-সেবক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

প্রেমস্নিগ্ধ [স] *বিণ* প্রেমভাবে প্রসন্ন। 'দুটি চোখের প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

প্রেমস্পর্শ [স] *বি* প্রেমভাব প্রকাশ করে এমন স্পর্শ। 'যাত্রার আসরে হাত ধরার অতিরিক্ত প্রেমস্পর্শ নিষিদ্ধ।' *মানিক*, ১৯৩৬।

প্রেমহার [স] *বি* প্রেমের মালা। 'আসে তব সিংহাসন পাশে, প্রেমহার হয় গাঁথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

প্রেমহিল্লোল [স] *বি* প্রেমের ঢেউ। 'বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেমহিল্লোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

প্রেমহীন [স] *বিণ* প্রেমশূন্য। 'গৃহহীন, প্রেমহীন, বিশ্রামবিহীন, অনাবৃত পৃথ্বীমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

প্রেমহীনতা [স] *বি* প্রেমের অনুপস্থিতি; প্রেমের অভাব। 'যুক্তি দিয়ে অনুভব করি ওর প্রেমহীনতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

প্রেমা [স প্রেম] *বি* প্রেম। 'সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমাগ্নি [স] *বি* প্রেমরূপ অগ্নি। 'ততই অন্তরে প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠে।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

প্রেমাঙ্কুর [স] *বি* প্রেমের কুঁড়ি। 'উপজিল প্রেমাঙ্কুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমাঞ্জলি [স] *বি* ভালোবাসারূপ অঞ্জলি। 'তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রেমাত্মক [স] *বিণ* প্রণয়সূচক। 'প্রেমাত্মক সুনিবিড় আত্মীয়তার সঙ্গে ... সে সোহাগ করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

প্রেমাদর [স] **১** *বি* প্রেমপূর্ণ আদর। *মাইকেল*, ১৮৬২। **২** *বি* স্নেহপূর্ণ মমতা। 'ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

প্রেমাধিনী [স প্রেমাধীনী] *বিণ স্ত্রী* ভালোবাসার অধীন। 'তাঁহার স্বয়ং প্রেমাধিনী হয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রেমাধীন [স] *বিণ* ভালোবাসার বশবর্তী। 'যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন তারে কৈল উদাসীন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমানন্দ [স] **১** *বি* প্রেমের আনন্দ। 'কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ভালোবাসাপূর্ণ। 'পূজিব প্রভুর পদ প্রেমানন্দ মতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'সুপ্রফুল্ল নলিনীরে – প্রেমানন্দ মন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রেমানুতা [স] *বি* প্রেমের ভাব। 'জীবনে এরকম প্রেমানুতা এসেছিল?' *জীবন*, ১৯৩১।

প্রেমানুষ্ঠান [স] *বি* বাউল সম্প্রদায়ের শরীরকেন্দ্রিক প্রেমের সাধনা। 'মানবদেহে বিরাজমান পরমদেবতার প্রতি প্রেমানুষ্ঠান এ সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রেমান্ধ [স] *বিণ* প্রেমের মোহে অন্ধ। 'প্রেমান্ধ জনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবনমণি কিছুই নয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

প্রেমাবস্থা [স] *বি* প্রেমের ভাব। 'দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমাবিষ্ট [স] **১** *বিণ* প্রেমের আবেশে মগ্ন। 'ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* স্নেহাচ্ছন্ন। 'পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমাবেশ [স] *বি* প্রেমাচ্ছন্নতা। 'প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমাভিনয় [স] *বি* প্রেমের অভিনয়; কেলি। 'প্রেমাভিনয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

প্রেমাভিভূতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেমে বিহ্বল। 'সীতা কখন বিস্ময়স্তিমিতা; ... কখন প্রেমাভিভূতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রেমাভিমানী [স] *বি* প্রণয়জনিত আঘাতে ব্যথিত। 'ও শেফালি, তখনও কি বৃন্তের হলুদ উপহৃত হয় কোনো প্রেমাভিমানীর বক্ষ

চিরে?' শক্তি, ১৯৭০।

প্রেমাভিলাষ [স] *বি* প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। 'এই কন্যার প্রতি কেন তুই প্রেমাভিলাষ করিয়াছিস?' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

প্রেমাভিসার [স] *বি* প্রেমের মিলনের জন্যে যাত্রা। 'প্রেমাভিসারের দ্বারায় লাভ করার যে একটা সার্থকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রেমামৃত [স] *বি* প্রেমরূপ অমৃত। 'চৈতন্য-অবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'জগদীশ্বরের প্রেমামৃত রসে চিত্ত আর্দ্র রাখা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রেমামোদ [স] *বি* প্রেমানন্দ। 'ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

প্রেমাম্র-মুকুল [স] *বি* প্রেমরূপ আমের মঞ্জরী। 'রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমারুণ [স] *বিণ* প্রেমরূপ আলোয় উজ্জ্বল। 'এসো তরুণ, প্রেমারুণ আঁখি নিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

প্রেমারূঢ় [স] *বিণ* প্রেমে অধিষ্ঠিত। 'একজন প্রেমারূঢ় অন্যে পোড়ে কর্কশ রুচিতে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

প্রেমার্ণব [স] *বি* প্রেমের সাগর। 'নিত্যানন্দের প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আর্য্যভট্টের স্মরণে অন্তঃকরণ কি অপার প্রেমার্ণবে সন্তরণ করে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রেমার্ত [স] *বিণ* প্রণয়কাতর। 'আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয়দ্বারে প্রেমার্ত অতিথি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রেমার্দ্র [স] *বিণ* প্রেমে সিক্ত। 'সুহৃদবান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রেমার্দ্রচিত্ত [স] *বিণ* প্রেমসিক্ত হৃদয়। 'প্রেমার্দ্রচিত্তে বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করত স্বদেশে গমন করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

প্রেমালাপ [স] *বি* প্রেমপূর্ণ আলাপ। 'প্রেমালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সংগীত, চাঁদের আলো, প্রেমালাপ, এ কিছুই রুচছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রেমালিঙ্গন [স] *বি* প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন। 'যাহার যেমত স্বেচ্ছা হয় সেইমত আত্মমত জানিয়া প্রেমালিঙ্গন দিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রেমাশ্রু [স] *বি* প্রেমের আবেগে নির্গত অশ্রু। 'তাঁহাকে স্মরণ হইলে ... প্রেমাশ্রু বিনির্গত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রেমাসক্তা [স প্রেম-আসক্তা] *বিণ স্ত্রী* ভালোবাসার অতিশয় অনুরক্ত। 'কয়রা-পরী হানিফার প্রতি এমনই প্রেমাসক্তা হয়।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

প্রেমাস্পদ [স] ১ *বিণ* ভালোবাসার যোগ্য। 'তিনি সকলের প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ২ *বি* প্রেমিক। 'তার প্রেমের আদর্শে প্রেমাস্পদকে অর্জন করবার জন্যে তপস্যার দরকার করে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮; 'মেয়ের প্রেমাস্পদকে ঠিক আপনি বলবেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

প্রেমাস্পর্ধা [স] *বি* প্রেমের অহংকার। 'মেয়েটির শেষ প্রেমাস্পর্ধা তার সবচেয়ে কঠিনতম হল।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রেমাস্র [স প্রেমাশ্রু] *বি* প্রেমের আবেগে নির্গত অশ্রু। 'প্রেমাস্রে পুরিত বিলোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্রেমোচ্ছ্বাস [স] *বি* প্রেমের প্রবল আবেগ। 'প্রেমোচ্ছ্বাসে তাই সে সুধায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

প্রেমোদয় [স] *বি* ভালোবাসার উৎপত্তি। 'ভক্তি বিনা কৃষ্ণে প্রভু নহে প্রেমোদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমোন্মত্ত [স] *বি* প্রেমের কারণে অপ্রকৃতিস্থ। 'পানশালা প্রেমোন্মত্তের মন্দির।' *নজরুল*, ১৯৩০।

প্রেমোন্মাদ [স] ১ *বিণ* প্রেমে পাগল। 'রোমাঞ্চ আদি সৈন্য প্রেমোন্মাদ সবার কারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রেমের জন্যে দিশেহারা যে। 'এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমোন্মাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেমে পাগল। 'এ কথাটা কবি বসাইয়াছেন প্রেমোন্মাদিনী কিশোরীর মুখে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

প্রেমোন্মেষ [স] *বি* প্রেমের সূচনা। 'সে সময়ে স্বামীস্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

প্রেমোপাখ্যান [স] *বি* প্রেমের কাহিনি। 'এ জাতীয় প্রেমোপাখ্যানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমি ... সন্দিহান।' *সুকান্ত*, ১৯৪৬।

প্রেমোল্লাস [স] *বি* প্রেমের উচ্ছ্বাস। 'প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণনাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রেমদা [স] *বি* রমণী। 'লজ্জিতা প্রেমদা সহ কুমুদী উপমা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

প্রেমাঙ্কুর দ্র প্রেম

প্রেমানন্দ দ্র প্রেম

প্রেমাবিষ্ট দ্র প্রেম

প্রেমাভিসার দ্র প্রেম

প্রেমারা [পা] *বি* বাজি রেখে তাসখেলা বিশেষ। 'প্রেমারা খেলবেন?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

প্রেমার্ণব দ্র প্রেম

প্রেমালাপ দ্র প্রেম

প্রেমাস্পদ দ্র প্রেম

প্রেমিক [স] ১ *বি* প্রণয়ী। 'আসিল সে প্রেমিকযুগলে পূর্ব্বমত।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫। ২ *বিণ* ভক্ত। 'তাবতেই এতৎ গানে প্রেমিক হইয়া থাকেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

প্রেমিকা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রণয়িনী। 'তোমরা পাঁচজন রসিকা, প্রেমিকা, বাক্‌চতুরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'বিমলা সুন্দরী, প্রেমিকা, রসিকা, প্রগল্‌ভা, চাতুর্য্যময়ী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

প্রেমী [স] *বি* প্রেমিক। 'প্রেমীসঙ্গে প্রেম কর, সদা সুখে কাল হর।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'কত যোগী, কত প্রেমী, কত মহাপুরুষ সেই সুধার ধারায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রেমোদয় দ্র প্রেম

প্রেমোন্মাদ দ্র প্রেম

প্রেমোপাখ্যান দ্র প্রেম

প্রেয় [স প্রেয়স্‌] ১ *বি* যা পাওয়ার বাঞ্ছা করা হয়। 'প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে, কী বুঝিয়া মানিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* বাঞ্ছিত। 'প্রেয় পথে অগ্রসর হইয়া শেষে নিজেকে অতিশপ্ত দেখে না?' *রোকেয়া*, ১৯০৭।

প্রেয়সী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রিয়। 'ভার্য্যা আমার অত্যন্ত প্রেয়সী।' *মৃত্যুঞ্জয়*,

১৮১২; 'প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি হাঁড়িচাঁচা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

প্রেয়সি [স প্রেয়সী] *বি* প্রিয়তমা। 'প্রেয়সি হে আসি দেহ বিদায়।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'প্রেয়সি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রেয়াগ [স প্রয়াগ] *বি* প্রয়াগ; দুই নদীর সংযোগস্থল, যেখানে গভীরতা তুলনামূলক বেশি থাকে। 'নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

প্রেয়ারবুক [ই] *বি* গির্জার অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত প্রার্থনাপুস্তক। 'চোখের জলে প্রেয়ারবুক রাখার হাইবেঞ্চ ... ভিজিয়ে দিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

প্রেরক [স] *বিণ* প্রেরণকারী। 'এইক্ষণে লিখনে অক্ষম কিন্তু পত্রপ্রেরক মহাশয় ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

প্রেরণ [স] **১** *বি* পাঠানো। 'ভৃত্যবর্গেরদিগকে নানা দেশে প্রেরণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'বিদুরের গুপ্তচর প্রেরণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* নিয়োগ। 'সাহেবকে পুনর্ব্বার বিদ্যাধ্যাপনের অনুসন্ধায়কতা কর্ম্মে প্রেরণ করা উচিত নয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

প্রেরণা [স] *বি* উৎসাহ। 'তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাঁহারদের প্রেরণাতে প্রাণপণ পর্য্যন্ত প্রযত্ন করা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

প্রেরণাশক্তি [স] *বি* অনুপ্রেরণা। 'আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যাভিমান নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

প্রেরণাস্থল [স] *বি* উৎসাহ-উদ্দীপনার আধার। 'আমিই ছিলাম সেগুলোর প্রেরণাস্থল।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

প্রেরণাহীন [স] *বিণ* উৎসাহহীন। 'গতশ্রী, আনন্দহীন, প্রেরণাহীন, কলহপ্রিয় বাঙালী নারী নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

প্রেরয়িতব্য [স] *বিণ* প্রেরণ করা হবে এমন। 'প্রেরয়িতব্য দ্রব্যখাতের অন্তর্গত হইল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

প্রেরয়িতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রেরণাদাতা। 'সমাজ নাম দিয়ে থাকি, যা মনুষ্যত্বের প্রেরয়িতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রেরা *ক্রি* পাঠানো। 'প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রেরিত [স] *বিণ* পাঠানো হয়েছে এমন। 'আপনকার প্রেরিত লোকের নিবেদন।' *রামরাম*, ১৮০২।

প্রেরিতপত্র [স] *বি* পাঠানো হয়েছে এমন চিঠি। 'সমাচার দর্পণে কতকগুলিন প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

প্রেরিতা [স] *বিণ স্ত্রী* পাঠানো হয়েছে এমন। 'প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন পুরঃসর যে প্রত্যুত্তর পত্রী প্রেরিতা করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

প্রেষিত [স] *বিণ* পাঠানো হয়েছে এমন। 'পত্রকরে শ্রীমুখে প্রেষিত করে ভাটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্রেষ্য [স] *বি* দাস। 'আকরিক কার্য্যে প্রেষ্যবর্গের প্রতি তাঁহারই সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

প্রেস, প্রেষ [ই] **১** *বি* ছাপাখানা। 'তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'ছাপার প্রেষ করিতে অনুমতি করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* সংবাদ-মাধ্যম। **প্রেস-অ্যাক্ট** [ই] *বি* সংবাদমাধ্যম সম্পর্কিত আইন। 'প্রেস-অ্যাক্টের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন করছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

প্রেস-কনফারেন্স [ই] *বি* সংবাদ-সম্মেলন। 'তিন বছর আগে যাঁর শেষ প্রেস-কনফারেন্সে আমরা উপস্থিত ছিলাম।' *নীরেন*, ১৯৬৩।

প্রেসনোট [ই] *বি* সংবাদ বিজ্ঞপ্তি। 'সরকারী প্রেসনোটে বলা হইয়াছে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪; 'এক প্রেসনোটে ভারতের এই হীন চক্রান্তের প্রকৃত রূপ ফাঁস হইয়া পড়ে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি [ই প্রেস+স বিজ্ঞপ্তি] *বি* সংবাদ বিজ্ঞপ্তি। 'সভাশেষে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৫।

প্রেসক্রিপশন, প্রেসক্রিপসন [ই] **১** *বি* ডাক্তারের নির্দেশনাপত্র। 'ঘাড় গুঁজে প্রেসক্রিপশন লিখে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩১। **২** *বি* পন্থা। 'আরামে শীতের রাত্রি কাটাবার বাঙ্গালী প্রেসক্রিপসন হচ্ছে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট, প্রেসীডেন্ট, প্রিসিডেন্ট [ই] **১** *বি* প্রধান কর্মকর্তা। 'শ্রীযুক্ত বাইছ প্রেসীডেন্ট সাহেব।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭। **২** *বি* অধ্যক্ষ। 'কালেজের প্রিসিডেন্ট অর্থাৎ অধ্যক্ষ শ্রীযুত আই ই হারিন্টন সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বিণ* প্রধান। 'শ্রীযুত ডাক্তর হালিডে সাহেব যিনি কোম্পানিরও প্রেসিডেন্ট সরজন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৪** *বি* সভাপতি। 'সেক্রেটারি ও মেম্বর ও প্রেসিডেন্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। **৫** *বি* ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। 'মালগুলি নিয়ে প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে জমা দিয়ে এসেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **৬** *বি* রাষ্ট্রপতি। 'মন্ত্রণা পরিষদ, আপার হাউস, লোয়ার হাউস, স্পীকার, প্রেসিডেন্ট।' *হাই*, ১৯৫৮।

প্রেসিডেন্টগিরি [ই প্রেসিডেন্ট+ফা গিরি] *বি* প্রেসিডেন্টের বা চেয়ারম্যানের কাজ। 'ইয়াকুব দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রেসিডেন্টগিরি করতে লাগল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

প্রেসিডেন্ট পদক [ই প্রেসিডেন্ট+স পদক] *বি* রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদানকৃত পদক। 'প্রেসিডেন্ট পদক ও এককালীন নগদ তিন হাজার টাকা।' *বেগম*, ১৯৭০।

প্রেসিডেন্টভিত্তিক [ই প্রেসিডেন্ট+স ভিত্তিক] *বিণ* রাষ্ট্রপতি শাসিত। 'প্রেসিডেন্টভিত্তিক সরকার গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ।' *আজাদ*, ১৯৬০।

প্রেসিডেন্সিয়াল [ই] *বিণ* রাষ্ট্রপতি-শাসিত। 'প্রেসিডেন্সিয়াল সরকারের দ্বারাই ইহা সম্ভব।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

প্রেসিডেন্সী [ই] *বি* ব্রিটিশ শাসনামলের বৃহত্তর বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মদ্রাজ। 'ভারতবর্ষের তিনটি বড় প্রদেশকে প্রেসিডেন্সী বলা হয়।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

প্রেস্টিজ, প্রেসটিজ [ই] *বি* মর্যাদা। 'সিভিলিয়ানের প্রেস্টিজ সিভিলিয়ান রক্ষা করিলেন। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রৈতি [স] *বি* অন্তর্নিগূঢ় শক্তি। 'প্রাণের প্রথম প্রৈতি তার মনোবাসনার ছবি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮; 'প্রৈতি ও প্রতিভা যদি অমনি বিপথে নিষ্ফলভাবে ব্যয়িত না হত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

প্রোক্ত [স] *বিণ* বিশেষরূপে কথিত। 'মিশাসি প্রোক্ত নর-গ্রন্থ ও ... বহুবিধ আহ্ন নামক গ্রন্থও প্রাপ্ত হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'গ্রন্থখানির সাহায্যে প্রোক্ত বিষয়ের পুনরালোচনায় সাহসিক হইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

প্রোক্লেমেসন [ই] *বি* রানী ভিক্টোরিয়ার ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের ঘোষণা। 'সেবারে প্রোক্লেমেসনের উপলক্ষে বাজিতে বা কি ধোঁ হয়েছিল!' *হুতোম*, ১৮৬১।

প্রোগ্রাম, প্রোগ্র্যাম [ই] **১** *বি* কর্মসূচি। 'ভূত আসবার প্রোগ্র্যাম স্থির হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'জীবনের প্রোগ্রামটি ছাপিয়ে এনে শক্ত বাঁধিয়ে পকেটে রেখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* অনুষ্ঠানসূচি। 'সোনার জলে ছাপানো প্রোগ্রামটি বের করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

প্রোগ্রেস [ই] *বি* প্রগতি। 'সেখানকার লোকে বলে অগ্রসরতা, প্রোগ্রেস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রোজ্জ্বল [স] *বিণ* অতিশয় উজ্জ্বল। 'বিমলার চক্ষু প্রোজ্জ্বল হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

প্রোটন [ই] *বি* পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট কণিকাবিশেষ। 'এর পরমাণুর কেন্দ্রে বিরাজ করছে একটিমাত্র বৈদ্যুৎকণা যাকে বলে প্রোটন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রোটিন [ই] *বি* আমিষ; খাদ্যের উপাদানবিশেষ। '১.৭৫ আউন্স প্রোটিন।' *বেগম*, ১৯৫৫।

প্রোটেস্ট [ই] *বি* প্রতিবাদ। 'প্রোটেস্ট স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্রোটেস্ট্যান্ট, প্রোটেস্টান্ট, প্রোটেষ্টান্ট [ই] *বি* ষোড়শ শতাব্দীতে পোপের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যে-খ্রিস্টানরা রোম্যান ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে যায়, সেই খ্রিস্টানদের সম্প্রদায়। 'সেই সকল জাতিই প্রোটেস্টান্ট।' *প্রমথ*, ১৯১৭; 'খ্রীষ্টান, রোমান-কাথলিক, প্রোটেষ্টান্ট, ইত্যাদি।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'গবর্ণমেন্ট যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রচার।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

প্রোটোপ্লাজম [ই] *বি* উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের মূল উপাদানস্বরূপ বর্ণহীন পদার্থবিশেষ যা কোষের ভিতরে থাকে। 'তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্লাজম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্রোটোপ্লাস্ম্ [ই] *বি* উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের মূল উপাদানস্বরূপ বর্ণহীন পদার্থবিশেষ। 'বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটোপ্লাস্ম বা বিওপ্লাস্ম বলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রোৎফুল্ল [স] *বিণ* অত্যন্ত আনন্দিত। 'এমন সে প্রচুর, এমন পরিপূর্ণ, এমন প্রোৎফুল্ল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

প্রোৎসাহ [স] *বিণ* অতিশয় প্রেরণাদায়ক। 'শিক্ষিত সৈন্যের তরবারির গতি কাহার প্রোৎসাহবাক্যে প্রতিরোধ করিবেন?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

প্রোৎসাহবাক্য [স] *বি* অতিশয় প্রেরণা জোগায় এমন কথা। 'শিক্ষিত সৈন্যের তরবারির গতি কাহার প্রোৎসাহবাক্যে প্রতিরোধ করিবেন?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

প্রোৎসাহিত [স] *বিণ* অতিশয় উৎসাহী। 'প্রোৎসাহিত হইয়া আপন আপন দুষ্ক্রিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

প্রোথিত [স] *বিণ* মাটির মধ্যে প্রবিষ্ট। 'তাহাতে ঐ দুই নগর একেবারে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

প্রোপাইটর [ই] *বি* স্বত্বাধিকারী। 'ইংলিসমেন কাগজের প্রোপাইটর হইয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

প্রোপাইটার [ই] *বি* মালিক; স্বত্বাধিকারী। 'স্টিম কোম্পানির প্রোপাইটার হতে পারে।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্রোপাগাণ্ডা, প্রোপাগ্যান্ডা [ই] *বি* উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। 'অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রপাগাণ্ডা রেয়াত করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'প্রোপাগাণ্ডার আয়োজন-ইন্তেজামের ভারও তাঁদেরই উপর পড়ল।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'চার দিকে প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'ইতালি থেকে বেতারযোগে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে প্রোপাগ্যান্ডা করার ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

প্রোপোজ [ই] *বি* প্রস্তাব প্রদান। 'তা আমি চৈতন্যবাবুকে চ্যারম্যান প্রোপোজ করি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রোফেসন্যাল [ই] *বিণ* পেশাগত; পেশাদার। 'টাকা ত প্রোফেসন্যাল উপায়ে মারা যাবেই।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

প্রোফেসর [ই] *বি* অধ্যাপক। 'সংস্কৃত কলেজের ফলারের প্রোফেসর রকমারী ফলারের লেকচর দিতে আরম্ভ কল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'কেউ প্রোফেসর, কেউ সম্পাদকি করেন খবর-কাগজে।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫। *দ্র* **প্রফেসর**

প্রোফেসার [ই] *বি* অধ্যাপক। 'কী বোলেন প্রোফেসার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'প্রোফেসার, পলিটিশিয়ান, শহিদ ময়দানের বক্তা।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

প্রোফেসারি [ই] *বি* অধ্যাপনা। 'প্রোফেসারি সহজেই জুটিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

প্রোভিন্সিয়াল [ই] *বিণ* প্রাদেশিক। 'প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে।' *অবন*, ১৯৪১।

প্রোভোকেশন [ই] *বি* উসকানি। 'যথেষ্ট প্রোভোকেশন ছিল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

প্রোমিসারি [ই] *বি* এক প্রকার ঋণপত্র; ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে প্রচলিত কোম্পানির কাগজ। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

প্রোমোশন [ই] *বি* উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া। 'প্রোমোশনের দিন মুখ ভার।' *শরৎ*, ১৯১৮।

প্রোল্লাস [স] *বি* প্রবল উল্লাস। 'তোমার সহজ এই প্রাণের প্রোল্লাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রোল্লোল [স] *বিণ* দোদুল্যমান। 'তোমার বনে প্রোল্লোল পল্লবে তাহার কানাকানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

প্রোষিতপত্নীক [স] *বিণ* পত্নী বিদেশে থাকে এমন। 'প্রোষিতপত্নীক ভৃত্য প্রোষিতপত্নীক প্রভুর পাহারা দিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

প্রোষিতভর্তৃকা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা [স] *বি* স্ত্রী যার স্বামী প্রবাসে থাকে। 'প্রোষিতভর্তৃকা হয়ে দুহে দিলা দুঃখ সয়ে ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

প্রোসেশন, প্রোসেশান, প্রোসেশ্যন, প্রোসেসন [ই] *বি* শোভাযাত্রা; মিছিল। 'শিষ্যরা পরস্পরের পদানুরূপ প্রোসেসন বেঁধে ... চল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'প্রোসেশ্যনে যারা যোগ দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'অফিস স্ট্রাইক হয়ে প্রোসেশন বেরিয়েছিল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

প্রৌঢ় [স] **১** *বিণ* মধ্যবয়সী; প্রবীণ। 'দুই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরণ শূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মূর্চ্ছিত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* মলিন। 'বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্রৌঢ়কাল [স] *বি* যৌবনোত্তীর্ণ কাল। 'প্রৌঢ়কালে সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

প্রৌঢ়তা [স] *বি* ক্ষয়িষ্ণুতা। 'কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্রৌঢ়ত্ব [স] **১** *বি* যৌবনোত্তীর্ণ অবস্থা। 'বংশের প্রৌঢ়ত্ব তৃতীয় পুরুষে সম্পূর্ণ।' *তারা*, ১৯৪৩। **২** *বি* পরিপক্বতা। 'পাঠক হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বনাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যবিচারের প্রৌঢ়ত্ব তিনি

অর্জন করেননি।' *শিব*, ১৯৫০।

প্রৌঢ় প্রভাত [স] *বি* প্রভাত শেষ হয়ে এসেছে এমন সময়। 'কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাতের ছায়াতে আলোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রৌঢ়বয়স্ক [স] *বিণ* যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্যবর্তী বয়সপ্রাপ্ত। 'লোকটির নাম ... বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

প্রৌঢ়বাদ [স] *বি* পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা। 'পণ্ডিতেরা প্রৌঢ়বাদে আপন২ পক্ষ স্থাপন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

প্রৌঢ়া [স] *বিণ স্ত্রী* যৌবনোত্তীর্ণ। 'যুবতী নবোঢ়া কত বেনে প্রৌঢ়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

প্রৌঢ়াবস্থা [স] *বি* যৌবনোত্তীর্ণ অবস্থা। 'পৌঢ়াবস্থায় ... তাহাকেই দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রৌঢ়ি [স] *বি* প্রগল্‌ভতা; ঔদ্ধত্য। 'ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়/ এভেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্র্যাকটিক্যাল, প্র্যাকটিকাল [ই] **১** *বিণ* প্রয়োগবুদ্ধিসম্পন্ন। 'ইংলন্ডের প্র্যাকটিক্যাল লোকের কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* বাস্তবসম্মত। 'খাদ্য-সমস্যার আলোচনাতেও তেমনি প্র্যাকটিক্যাল কাজটিই আগে হতে পারে।' *মনসুর*, ১৯৩৫। **৩** *বিণ* প্রায়োগিক। 'এককালে দর্শনচর্চার প্র্যাকটিকাল মূল্য ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

প্র্যাকটিস, প্র্যাক্টিস [ই] **১** *বি* অনুশীলন। 'এদের মহলে তাঁর টার্গেট-প্র্যাক্টিসের জায়গা সব চেয়ে সংকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বি* পেশাদারি কাজ। 'আজকাল আর প্র্যাকটিস করেন না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

প্লক্ষ [স] *বি* অশত্থ গাছ। 'কলস্বরে প্লক্ষডালে কালপেঁচা ডাকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

প্লট [ই] **১** *বি* কাহিনি। 'অথচ প্লটের বন্ধন নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* ভূমিখণ্ড। 'কলিকাতা শহরের ভিক্ষুকদের জন্য একটী বড় প্লট জমি গ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪২। **৩** *বি* উপন্যাস বা নাটকের ঘটনা পরম্পরার পরিকল্পনা। 'ওস্তাদ গল্পকারের মতোই বানিয়েছিলে গল্পটা, তোমার প্লটের ওখানটাতেই গলদ রয়ে গেছে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

প্লবঙ্গ [স] *বি* বানর। 'প্লবঙ্গ বদলে কুরঙ্গ দিবে হরিতাল বদলে হীরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্লবঙ্গম [স] *বি* ব্যাঙ। 'কমলিনী নাহি সহে প্লবঙ্গমের ভর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

প্লবমান [স] *বিণ* ভাসমান। 'নৌকা সকল জলোপরি প্লবমান হইয়া স্থিরভাবে চলে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্লবমান দ্বীপ [স] *বি* ভাসমান দ্বীপ। 'পোলণ্ডের অন্তর্গত অস্ট্রোগাথিয়ার হ্রদ ইত্যাদি বিস্তর হ্রদে ভূরি ভূরি প্লবমান দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্লবমানা [স] *বিণ স্ত্রী* ভাসছে এমন। 'যেমন মন্দ প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চ স্বর তরঙ্গে তদ্রূপ প্লবমানা হয়ে এদিকে আসচে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

প্লাইউড [ই] *বি* কাঠের পাতলা স্তর আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে প্রস্তুত ফলক। 'অভিক্রুত বের করে এনেছে প্লাইউডের কতগুলি বাক্স।' *কায়সার*, ১৯৬২।

প্লাকার্ড [ই] *বি* লাঠির মাথায় লাগিয়ে বহন-করা বড়ো অক্ষরে লিখিত পোস্টার। 'রাস্তার প্লাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল হইতে আরম্ভ করিয়া ...।' *এসলাম*, ১৯৩৪।

প্লাগ [ই] *বি* বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সঙ্গে বিদ্যুতের সংযোগ স্থাপনের উপকরণ। 'প্লাগ ঢোকাতে গিয়ে বিদ্যুতের ঘা খেয়ে যেন বললে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

প্লাজা [ই] *বি* বিপণিকেন্দ্রবিশেষ। 'প্লাজায় চমৎকার টকি ছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

প্লাটফর্ম, প্লাট-ফরম [ই] **১** *বি* রেলস্টেশনে গাড়িতে ওঠানামার জন্য বাঁধানো মঞ্চ। 'প্লাটফর্মের পাথরের মেজের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'আলীগড় ষ্টেশনে প্লাট-ফরমে পায়চারি করিতেছিলাম।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। **২** *বি* মঞ্চ। 'সমুখের প্লাটফর্মের উপর একটা কেদারা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে দিবেন না।' *রোকেয়া*, ১৯২৭।

প্লাটিনাম, প্লাটিনম [ই] *বি* সাদা রঙের এক প্রকার মূল্যবান ধাতু, যা অলঙ্কার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। 'প্লাটিনাম নামে এক ধাতু আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

প্লাবন [স] *বি* বন্যা। 'জল প্লাবন হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন যাউক ... তথাপি সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষে পরিশোধ করিতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্লাবননির্ঝর [স] *বি* প্লাবনের উৎক্ষেপণ। 'উন্মথিত বহ্নিসিন্ধু-প্লাবননির্ঝরে/ কোটিযোজন দূরত্বেরে নিত্য লেহন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্লাবনশীলতা [স] *বি* প্রবহমানতা। 'প্লাবনশীলতা ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকিল।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

প্লাবিত [স] **১** *বিণ* জলে ভেসে বা ডুবে গেছে এমন। 'প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* অভিষিক্ত। 'প্রগাঢ় প্রেমানন্দ দ্বারা অবিশ্রান্ত প্লাবিত রহিয়াছে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* আচ্ছন্ন। 'ধর্মাবেগ প্লাবিত দেশে মানব জীবনের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ।' *হাই*, ১৯৪৯।

প্লাবী [স] *বিণ* প্লাবিত করছে এমন। 'ঋতুর ভিতরে প্লাবী হেমন্তকে ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

প্লাম পুডিং [ই] *বি* ক্রিসমাস উপলক্ষে দুধ, ডিম, চিনি দিয়ে (কিন্তু প্লাম ছাড়া) তৈরি মিষ্টান্ন। 'প্লাম পুডিং এবং পৌষপার্বণের পিঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্লাম্বার [ই] *বি* পানির কল, চৌবাচ্চা ইত্যাদির মিস্ত্রি। 'প্লাম্বারই খুঁজে পাওয়া কঠিন।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

প্লাস্টার [ই] **১** *বি* বালি ও সিমেন্ট দিয়ে দেয়ালের গায়ে লাগানো আস্তর; পলস্তারা। 'খসে পড়ে প্লাস্টার-খিলান।' *শক্তি*, ১৯৬৬। **২** *বি* শরীরের কাটা, ছেঁড়া, পোড়া, ঘা ইত্যাদি ঢেকে রাখার আঠালো পটি। 'খোকনের চোখ চলে যায় নিজের প্লাস্টার করা পায়ে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

প্লিডার [ই] *বি* উকিল। 'ঠিক যেন এক জন হাইকোর্টের প্লিডার প্লিড কচ্চেন!' *হুতোম*, ১৮৬১।

প্লীহা [স] **১** *বি* পাকস্থলীর বাম দিকে অবস্থিত দেহযন্ত্র; পিলে। 'প্লীহা, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রকে বিকল করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* প্লীহাবৃদ্ধিজনিত রোগ। 'তাঁহারা প্লীহা পক্ষাঘাত ও অন্যান্য রোগে যে শীঘ্র আক্রান্ত হবেন তাহাতে আশ্চার্য কি'? *প্যারী*, ১৮৫৯; 'অধিক দিন জ্বরভোগ করিতে করিতে, প্লীহার সঞ্চার হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

প্লীহা-লিভার *বি* প্লীহা ও যকৃতের রোগবিশেষ। 'প্লীহা-লিভারে মৃত্যু।' *শরৎ*, ১৯১৭।

প্লুটো [ই] *বি* সৌরজগতের নবম গ্রহ। 'তার নাম দেওয়া হল প্লুটো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

প্লুতগতি [স] *বিণ* দ্রুত লাফিয়ে চলে এমন। 'নিজেকে সংযত করে প্লুতগতি কল্পনার রাশ ধরে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

প্লুতা [স] *বিণ স্ত্রী* সম্পূর্ণ সিক্ত। 'অনাথপিণ্ডদসুতা বেদনায় অশ্রুপ্লুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

প্লে [ই] *বি* নাটক। 'জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'মোস্ট বাজে প্লে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

প্লেগ [ই] *বি* ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়ানো মারাত্মক সংক্রামক রোগবিশেষ। 'প্লেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'আমাদের এখানে প্লেগ বা ম্যালেরিয়া আসুক ত দেখি।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

প্লেগরুগী [ই প্লেগ+স রোগী] *বি* প্লেগরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। 'তিনি কারো বারণ না শুনে প্লেগরুগীদের সেবা করতে এসেছিলেন।' *বিমল*, ১৯৫৩।

প্লেট[1] [ই] ১ *বি* আলোকচিত্র তোলার ফিল্ম; সেলুলয়েডের পাত। 'ফোটোগ্রাফের প্লেটে যে ছবি পড়ে তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫; 'মন পদার্থটি একটি ... ফোটোগ্রাফিক প্লেটও নয়।' *প্রমথ*, ১৯১২। ২ *বি* খাওয়ার বাসন; থালা। 'তাঁর সুমুখের প্লেটের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রয়েছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

প্লেট[2] [ই] *বি* জামার যে স্থানে ক্ষুদ্র ভাঁজ বা কাপড়ের পট্টি দেওয়া হয়। 'কামিজের প্লেট ও কাফ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

প্লেন[1] [ই] *বিণ* কারুকার্যহীন। 'দু-হাতে দুটি সরু প্লেন বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'হাতে মকরমুখো প্লেন সোনার বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

প্লেন[2] [ই] *বি* উড়োজাহাজ। 'বোঁ বোঁ করে প্লেন উন্নতির পথে ছুটছে।' *রোকেয়া*, ১৯২৮।

প্লেবিসিট [ই] *বি* গণভোট। 'কাবুল-অমৃতসরে প্লেবিসিট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

প্লে-ব্যাক [ই] *বি* নেপথ্যে গাওয়া গান। 'জানো ছোড়দি, শিবেনের গানগুলি কিন্তু প্লে-ব্যাক।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

প্লেয়ার [ই] *বি* খেলোয়াড়। 'তুমি একজন সেরা ফুটবল-প্লেয়ার হবে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

প্লেস, প্লেষ [ই] *বি* স্থান; জায়গা। 'শহরে রাজদত্ত কৃষ্টিয়ানেরদিগের নির্মিত্ত বেরিয়েল প্লেষ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'হোমের কুচ্ছো, হোমের গ্লানী, হোমটা একটা নেষ্টী প্লেস।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

প্ল্যাকার্ড [ই] *বি* বড়ো অক্ষরে লেখা স্লোগান যা প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হয় যা দণ্ডের মাথায় লাগিয়ে মিছিলে ব্যবহার করা হয়। 'বটে, বটে, রাস্তায় প্ল্যাকার্ড দেখেছিলেম বটে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

প্ল্যাগপয়েন্ট [ই] *বি* বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য ফলকের উপর ছিদ্রবিশেষ। 'প্ল্যাগপয়েন্ট, হোল্ডার সবই তো দরকার হবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফরম [ই] ১ *বি* মঞ্চ। 'সুমুখের প্ল্যাটফর্মের উপর একটা কেদারা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* রেলস্টেশনে গাড়ি ভিড়াবার এবং যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য বাঁধানো স্থান। 'একদল নরনারী প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের ভোজ দেখতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'প্ল্যাটফরমে চেয়ার টেনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। দ্র **প্ল্যাটফর্ম**

প্ল্যান [ই] ১ *বি* পরিকল্পনা। 'কৌতুকাবহ প্ল্যান মাথায় উদয় হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* নকশা। 'বাড়ির প্ল্যান আঁকার কাজ জানতেন।' *অবন*, ১৯২৭।

প্ল্যানমাফিক [ই] *ক্রিবিণ* পরিকল্পনা অনুযায়ী। '... সব প্ল্যানমাফিক এগোচ্ছিল না।' *শওকত*, ১৯৭২।

প্ল্যানচেট, প্লানচেট [ই] *বি* প্রেতলিপি যন্ত্র; অনেকের মতে, কয়েকজন মিলে অন্ধকারে কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করে তার সঙ্গে কথাবার্তার অনুষ্ঠান। 'একটা প্ল্যানচেট পাইলেই ইহারা আমাকে সুরলোক হইতে ডাকিয়া আনিয়া বিরক্ত করে।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'একটা প্ল্যানচেট আনা যাবে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'প্লানচেটে পরলোকগত নেতাদের আত্মার আমদানির কথা ঘোষিত হইল।' *মনসুর*, ১৯৪০।

ফ

ফইজৎ [আ ফজিহত] *বি* বদনাম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফজিহৎ [আ ফজিহত] *বি* বদনাম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফউজ [ফা ফৌজ] *বি* সেনাদল। 'দেখহ দীনের ফউজ আইল লড়িতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। দ্র **ফৌজ**

ফএর [ই] *বি* গুলি ছোঁড়া। 'তাঁহার কবরের নিকটে তিনবার ফএর করিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। দ্র **ফায়ার**

ফঁচফঁচ [ধ্বন্যা] *বি* তরল সর্দি। 'তোমরা হাঁদা নোংরা ছিছি হ্যাংলা নাকে ফঁচফঁচ।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ফঁড় *বি* ফড়; ঘোড়ার গাড়ির দুই পাশে বাঁধা বাঁশ বা লম্বা কাঠ। 'উড়ে গিয়া ফঁড়ে বসি বগীর উপরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ফকফক [ধ্বন্যা] *বিণ* উজ্জ্বল। **ফকফক করা** *ক্রি* উজ্জ্বল হওয়া। 'কেন, খুব ফকফক করছে নাকি?' *জীবন*, ১৯৩২।

ফকির, ফকীর [আ] **১** *বি* মুসলমান সাধুপুরুষ। 'ফকির দরবেশ আগে করিলে বড়াই/ নিশ্চএ হইব এহি নরকেত ঠাঁই।' *সুলতান*, ১৬৫০। **২** *বি* তীর্থযাত্রী। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* মরমি সাধক। 'রূপরাম ফকির আসরে গীত গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'অধীন ফকির কহে যা করে খোদায়।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৪** *বি* নিঃস্ব ব্যক্তি; ভিখারি। 'কাঙ্গালি ভিক্ষুক ও বিপ্র ও ফকীর ওগয়রহ চল্লিশ হাজার লোক ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৫** *বিণ* দরিদ্র। 'কত লোকে ... ভাল ঘরে কন্যার বিবাহ দিয়া ফকীর হইয়া গিয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭১।

ফকিরনি, ফকিরনী [আ ফকীর>] *বি* ভিখারিনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যে ফকিরনী আমার চিঠি লৈয়া তোমার কাছে গেছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ফকিরা [আ ফকীর>] *বি* সর্বহারা। 'লোক যে তোমায় ফকিরা বলবে গো?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ফকিরালি [আ ফকীর>] *বি* সংসারত্যাগীর জীবনযাপন। 'দেখিও, তোমার মনও যেন কেউ আবার ফকিরালির দিকে টানিয়া লইয়া না যায়।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

ফকিরি, ফকিরী, ফকীরী [আ ফকীর>] **১** *বিণ* ধর্মের জন্য গৃহত্যাগী; সন্ন্যাসী। 'অনায়াসে ফকিরী বেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **২** *বি* সন্ন্যাস। 'সংসারে ঘৃণা, পরিণাম ফকিরী গ্রহণ।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **৩** *বি* সাধনা। 'অজান খবর না জানিলে কীসের ফকিরি।' *লালন*, ১৮৯০। **৪** *বি* ফকির বা সন্ন্যাসীর বৃত্তি। 'ফকিরি করতে চাও সে ভালো আর যদি ভদ্রসমাজে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'তাহারা ফকিরি মারেফতি দাবী করিয়া থাকে।' *হেদায়াত*, ১৯৩৬। **৫** *বিণ* দরিদ্র। 'ব্যয় বরাদ্দের ব্যাপারটা সর্বত্রই ফকিরি হালতে হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

ফক্কা [স ফক্কিকা] *বি* মিথ্যা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **ফক্কা মারা** *ক্রি* শূন্য হওয়া। 'অনেকের সিন্দুকের ভেতরটা ফক্কা মেরেছে, কারো কারো আবার মারেনি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ফক্কিকার [স ফক্কিকা>] *বি* ফাঁকি। 'এ সকলি কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কিকার।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ফক্কিকারি [স ফক্কিকা>] *বি* ফাঁকিবাজি। 'বড়বাবু ফের ফক্কিকারি মারলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফক্কিফাঁক *বি* ফাঁকিঝুঁকি। 'তাইতে আমার হয় না কিছু মাথার যে সব ফক্কিফাঁক।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ফক্কুড়ি **১** *বিণ* বাচাল। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* কৌতুকী। 'ওদের ফক্কুড়ি কথায় কান দিসনে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ফক্কুড়িআ *বি* বাচালতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফক্সট্রেট [ই foxtrot] *বি* কখনো দ্রুত কখনো ধীর পদক্ষেপের নাচ। 'আধুনিক ইংরেজী নৃত্য 'ফক্সট্রেট' নাচিতেছিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

ফখর [আ] *বি* অহংকার। 'ইসলামে তুমি দিয়ে কবর/ মুসলিম বলে করো ফখর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ফগ [ই] *বি* কুয়াশা। 'লণ্ডনের ফগের মত এত গাঢ় ও অপরিষ্কার নয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'আকাশ জোড়া ফগ/ একটু হলে ফরসা/ বক্ষে জাগে ভরসা।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

ফচকে [আ ফিসক>] *বিণ* বাচাল। 'আমি ফচকে ছুঁড়ি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ফচকিয়া, ফচকিআ [আ ফিসক] *বিণ* বাচাল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমি চালাক ও ফচকিয়া নই।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ফচকিয়ামি, ফচকিআমি [আ ফিসক>] *বি* বাচালতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমার চালাকি ও ফচকিয়ামি আইসে না।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ফচকেমো [আ ফিসক>] *বি* ফাজিলের মতো আচরণ। 'এ্যাই, ফচকেমো মারা পেইচিস।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ফজর [আ] **১** *বি* ইসলাম ধর্মমতে প্রভাতের নামাজ। 'সুরত ইয়াসীন পড় ফজর সময়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রিবিণ* ভোর। 'মোহাম্মদ হানিফা হেথা উঠিয়া ফজরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফজল [আ] *বি* দয়া। 'এখানে খোদার ফজলে সব ভালো।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'খোদার ফজলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ফজলি *বি* বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলের এক প্রকার বড়ো আকারের আম। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ন্যাংড়া আম আর ফজলি আমের মধ্যে রসবৈশিষ্ট্যের যে ভেদ আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ফজলী আম *বি* বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলের এক জাতের বড়ো আম। 'ফজলী আমের আধখানা কেটে দিল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ফজলিতর *বিণ* ফজলি আমের চেয়ে নিম্নমানের। 'ফজলি আম ফুরোলে বলব না, আনো ফজলিতর আম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ফজিলত [আ] *বি* মহিমা। 'বাড়িবে আক্কেল হবে ফজিলত।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ফজুল [আ] **১** *বিণ* অনাবশ্যক। 'আর একটা মসজিদ দেওয়া নিতান্তই ফজুল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। **২** *বিণ* অতিরিক্ত। 'রেখো না পান-পাত্র বেকার, উপচে পড়ুক সুখ ফজুল।' *নজরুল*, ১৯৪২।

ফট [ধ্বন্যা] **১** *বি* কোনোকিছু ফাটার শব্দ। 'ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* হঠাৎ দ্রুততার ভাব। 'ফট করে তো উঠতে পারে না।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফটফট [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* ফট ফট শব্দ ক'রে। 'ভুরু কটমট ছড়ি ফটফট লাথি চটপট হানে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ফটাফট [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* ফটফট শব্দ ক'রে। 'বাজবে ... নাক ধিনাধিন গাল ফটাফট।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'ওরা ফটাফট করে সিগারেট ধরালো।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ফটক [হি] ১ *বি* সদর দরজা। 'শরীর নগরে তান লাগিল ফটক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* কয়েদখানা। 'বাবুকে ও নব যুবতীকে ফটকে আটক রাখিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ফটকওয়ালা [হি] *বিণ* ফটক আছে এমন। 'সুমুখের ফটকওয়ালা বড় বাড়িটা।' *শরৎ*, ১৯১৪।

ফটকা [হি] ১ *বি* বিনিময়। 'কড়ি ফটকা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* ফাঁকি। 'টুটকা দিয়ে ফটকায় ফেলে রে মন ভোলা।' *লালন*, ১৮৯০।

ফটকা বাজার [হি ফটকা+ফা বাজার] *বি* শেয়ার-বাজার। 'ঘটি-বাটি-ভিটে বাঁধা রেখে কেউ/ ফটকা বাজারে নিচ্ছে ঝুঁকি।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ফটকাবাজি, ফটকাবাজী [হি ফটকা+ফা বাজি] ১ *বি* মূল্যের অনিশ্চিত হ্রাসবৃদ্ধি। 'পাটের বাজারের ফটকাবাজী ও অন্যান্য অনাচারের প্রতিকার।' *আজাদ*, ১৯৩৯; 'এই প্রকার ফটকাবাজী অনেকটা রহিত হইতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৪২। ২ *বি* ভাওতাবাজি। 'দলীয় ফটকাবাজি ও ব্যক্তিগত নেতৃত্বের পুনর্বাসনের ফন্দী হিসাবে গ্রহণের বিষয় ইহা নয়।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

ফটকে *বিণ* ফাঁকিবাজ। 'ফটকে ছেলে ছটকে বেড়ায়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফাটকাবাজার *বি* শেয়ারবাজার। 'এই শতাব্দীর হাওয়া এক গাল পান করে শেষ হয়ে গেলে ফাটকাবাজার সব।' *জীবন*, ১৯৩০।

ফটকি নাটকি *বি* হাসি-তামাশা। 'হয়তো ছেলেদের সঙ্গে ফটকি নাটকি করে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ফটকিরি [স স্ফটিকারি] *বি* অ্যালিউমিনিয়াম ও পটাসিয়াম দিয়ে গঠিত যৌগিক পদার্থবিশেষ; অ্যালাম। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ফটফটা [ধ্বন্যা] *বিণ* উজ্জ্বল। 'ফটফটা জোছনা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ফটফটে [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* সাদা; পরিষ্কার। 'দিব্যি আমার ফটফটে বিছানায় চড়িয়ে দিয়ে গেলেন।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* বেশি কথা বলে এমন। 'দ্বিজেনের নিজের স্ত্রী ফটফটে।' *জীবন*, ১৯৩২। ৩ *বিণ* উজ্জ্বল। 'ফটফটে আলো বাতাস রোদ।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ফটা [স স্ফুট্>] *বি* ফোঁটা। 'সাজিল সুন্দর তায় সিন্দূরের ফটা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ফটাফট দ্র ফট

ফটিক, ফটীক [স স্ফটিক] ১ *বি* স্ফটিক। 'ফটিকের স্তম্ভ সব বিচিত্র আগিনা।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ফটীকের স্তম্ভ২ তাহা বা কহি কত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* স্ফটিক দিয়ে তৈরি। 'কানে শোভে ফটিক কুণ্ডল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফটিক জল [স স্ফটিক-জল] *বি* স্বচ্ছ পানি। 'বুঝা যায় সঠিক ফটিক জল ডাকে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'ফটিক জল ফটিক জল করে কেঁদে কেঁদে মেঘের কাছে এসে পৌঁছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ফটিকতরু [স স্ফটিক-তরু] *বি* স্ফটিকরূপ বৃক্ষ। 'হেরি দামিনি ফটিকতরু জানি চমকি ধরু নীরধার রে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

ফটিক পানি *বি* স্বচ্ছ পানি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফটো [ই] *বি* আলোকচিত্র। 'ক্যামেরা লইয়া উপস্থিত থাকিবে আমার ফটো লইতে।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

ফটোযন্ত্র [ই ফটো+স যন্ত্র] *বি* ক্যামেরা। 'শুধু ফটোযন্ত্রের মত আকার ধরেই রয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

ফটোগ্রাফ [ই] *বি* আলোকচিত্র। '... স্থায়ী প্রতিরূপ ব্যাপারই আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ নামে অভিহিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ফটোগ্রাফ দেওয়া *ক্রি* যথার্থ চিত্র তুলে ধরা। 'রসগোল্লার যে বৈতালিক গীতি উঠেছিল তার ফটোগ্রাফ দি কী প্রকারে?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ফটোগ্রাফার [ই] *বি* আলোকচিত্র গ্রহণ করে যে; আলোকচিত্রী। 'ফটোগ্রাফারের ওখানে ছবি ওঠে।' *অবন*, ১৯২৫; 'সংবাদপত্রের ষ্টাফ ফটোগ্রাফারের অবস্থা ... গুরুতর বলিয়া জানা গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

ফটোগ্রাফি [ই] *বি* আলোকচিত্রায়ন। 'ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রের সহায়তায় আকাশে এসব জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ফটোস্ট্যাট [ই] *বি* আলোকচিত্রায়নের মাধ্যমে গৃহীত প্রতিচিত্র; ফোটোকপি। 'ডকুমেন্টগুলো সব ফটোস্ট্যাট করা হয়ে গেছে?' *শামসুল*, ১৯৭৩।

ফড় [হি] *বি* জুয়াখেলা বিশেষ। 'ইঁহারা সকলে ফড় খেলায় অনেক টাকা পান।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

ফড়ফড় [ধ্বন্যা] *বি* কাপড় ছেঁড়ার শব্দ। 'মাজারের সালুকাপড়টা ছেড়ে ফড়ফড় করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ফড়ফড় ক'রে *ক্রিবিণ* বিবেচনাহীনভাবে। 'অমন ফড়ফড় করে কথা আমরাও ঢের বলতে পারি।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফড়ফড়ানি ১ *বি* ব্যস্ততার ভাব। 'কলকাতার দৌড়ধাপ হাঁসফাঁস ফড়ফড়ানি ঘড়ঘড়ানি ভারী ছোটো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* চঞ্চলতা; অস্থিরতা। 'তখন ফড়ফড়ানি বন্ধ, সাড়াই পাওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ফড়া [আ ফরা] *বি* পা। 'অঙ্গ ছাড়িয়া তুরঙ্গ পড়িল হাতে রহিল ফড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফড়িং [স পতঙ্গ] *বি* পতঙ্গবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফড়িং, মশা, মাছি প্রজাপতি প্রভৃতি বহুবিধ পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ফড়িঙ [স পতঙ্গ] *বি* পতঙ্গবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফড়ে [হি ফড়িয়া] *বি* ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। 'পাটের ফড়ে থেকে চটকলওয়ালা, গ্রাম্য টাউট থেকে হাইকোর্টের এটর্নি।' *অন্নদা*, ১৯৪০; 'টাকাটা ফেলে দেবে, না কি ফড়ের মতো কথা বলছ তুমি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ফড়িয়া, ফড়িআ ১ *বি* পাইকার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ফড়িয়া প্রতিদিন ... লক্ষ টাকার পাট কিনিয়া সদরে চালান দেয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫। ২ *বি* দালাল। 'ফড়িয়া মহাজন যে-জন তার বাটখারাতে কম।' *লালন*, ১৮৯০।

ফড়্যা *বি* দালাল; যে প্রস্তুতকারীর কাছ থেকে কিনে বিক্রি করে। 'বুনিবার সময় ভরনিরযুতেও কোন ফড়্যাদিগর আএব না থাকে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ফণ [স] *বি* সাপের প্রসারিত মাথা। 'উর্দ্ধ বাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ফণা [স] *বি* সাপের প্রসারিত মাথা। 'নিত্যানন্দ শিরে দেখে মহানাগ-

ফণা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ফণা-নিঙড়ানো *বি* ফণা থেকে সম্পূর্ণ বের করা। 'নির্জিত তব ফণা-নিঙড়ানো গরলের ধারা গলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ফণাফণ *বি* সাপের ফণার আস্ফালন। 'ফণাফণ ফণাফণ ফণীফণ্ন গাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ফণি, ফণী [স] **১** *বি* সাপ। 'আনিবে আট্‌লি কীট ফনিফণা হইতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'শিরে মণি জ্বলে ফণী বেড়ায় চরিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'আনি ফণীর মাথার মণি।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* চিরুনি। 'ভগ্ন ফণী না রাখিঅ ঘরে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* ঠোঁট। 'নাসা তিলফুল জিনি যেন গরুড়ের ফণী।' *সুলতান*, ১৭০০।

ফণিনী [স] *বি স্ত্রী* সাপ। 'ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ফণিপতি [স] *বি* সর্পপতি। 'ফণিপতি আদি লোক কাঁপে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফণিফণা [স] *বি* সাপের ফণা। 'আনিবে আট্‌লি কীট ফণিফণা হইতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফণি-ভূষা [স] *বি* যিনি গলায় সাপ ধারণ করেন; হিন্দুদেবতা শিব। 'ফণি-ভূষা শবাসন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ফণিমনসা, ফণীমনসা [স] **১** *বি* সাপবিশেষ। 'নাহি জানি কোন ফণিমনসার হলাহল-লোকে।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বি* সাপের ফণার মতো চ্যাপটা কাণ্ডের কাঁটাগাছবিশেষ। 'তুমি ছিলে এই নাগ-শিশুদের ফণি-মনসার বেড়া।' *নজরুল*, ১৯২৫। 'ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফণিমাল [স] *বি* সাপের মালা। 'ফণিমাল গল, দল দল দোলা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ফণীন্দ্র [স] *বি* সাপ। 'উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'পীতাম্বর শিরে অনন্ত যেমতি (ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ফণীফণ্ন [স ফণিফণা] *বি* সাপের ফণা। 'ফণাফণ ফণাফণ ফণীফণ্ন গাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ফতওয়া [আ] **১** *বি* বিচারের রায়। 'সরার আমলার দেয়া ফতওয়া যাহা হউক।' *ফরস্টার*, ১৮০১। **২** *বি* ইসলাম ধর্মশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। 'তবে এ সম্বন্ধে ফতওয়া প্রদান করিতে বাধ্য।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। *দ্র* **ফতোয়া**

ফতনা [স পত্র>] *বি* ফাতনা; ছিপের সুতায় বাঁধা শোলা। 'ঘন পড়ে ঝঞ্ঝনা তাসিল ফতনা ভেসে গেল কালীদহ জলে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ফতুয়া [আ ফুতুহী] *বি* হাত-কাটা ছোটো জামাবিশেষ। 'পরনে খাটো ধুতি, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ফতুই [আ ফুতুহী] *বি* ফতুয়া। 'পেতলের বড় বড় বোদাম দেওয়া সবুজ রঙের একটী ফতুই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফতুর [আ ফুতুর] *বিণ* নিঃস্ব। 'নববাবু ... আপনার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া ফতুর হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ফতে [আ ফতহ্] **১** *বিণ* সফল। 'বড় খাঁর মহাকায় গোরে কেরামত তায় হইবে লোকের কাম ফতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* বিজয়। 'লড়াই করিয়া তাহে না পাইবে ফতে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'কিল্লা ফতে হো গিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

ফতে করনিয়া *বিণ* জয়ী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফতে করা *ক্রি* জয় করা। 'এ লড়াই আমরা কথায় ফতে করব।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ফতো [আ ফওত] **১** *বিণ* অন্তঃসারশূন্য; ফাঁকা। *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বিণ* অপরের দান বা অনুগ্রহে বাবুগিরি করতে ব্যস্ত। 'কতকগুলা ফতো বড়োমানুষ আছে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ফতোআ [আ] *বি* ফতোয়া; ইসলামি শাস্ত্রসম্মত রায়। 'খানি আদি ফতোআর যথেক ব্যবস্থা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ফতোয়া, ফৎওয়া [আ] *বি* ইসলামি শাস্ত্রসম্মত রায়। 'বেশ ফৎওয়া জারি করতে শিখেছ যে দেখছি।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'ফতোয়া দিলাম – কাফের কাজী ও।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'বর্জ্জন করার ফতোয়া দিয়েছিলেন।' *এসলাম*, ১৯২৬; 'তাহারা কাফেরী ফতোয়া দিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৯।

ফতয়া [আ] *বি* বিচারের রায়। 'পৃথিবীশুদ্ধ লোকে ফতয়া দিলেও, খুড় দখল দিবেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ফতোয়াপ্রার্থী [আ ফতোয়া+স প্রার্থী] *বি* ইসলামি শাস্ত্রসম্মত রায় পেতে আগ্রহী যে। 'ফতোয়াপ্রার্থীর প্রদত্ত টাকার সংখ্যানুপাতে।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

ফদ্দাফাই *বিণ* ছিন্নভিন্ন ও ব্যবহারের অযোগ্য। 'টানতে টানতে ফদ্দাফাই করে দিলি!' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

ফনাছত্র [স ফণাছত্র] *বিণ* ছাতার আকৃতিতে ফণা ধারণ। 'ফনাছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছু যাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **ফণ**

ফনিরাজ [স ফণীরাজ] *বি* ফণীরাজ; সাপের রাজা। 'কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার/ নহ ফনিরাজ উরে মনিহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **ফণী**

ফনৈতি *বি* ঘোড়ার নাচের প্রকারবিশেষ। 'ঘোড়ার নাচ দু রকম, জমৈতি আর ফনৈতি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ফনোগ্রাফ [ই] *বি* রেকর্ড বাজানোর যন্ত্র; গ্রামোফোন। 'টেলিফোন, গ্রামফোন – ফনোগ্রাফ ইত্যাদিতে মানুষের কণ্ঠস্বর ধরা গিয়াছে ও ধরা যায়।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

ফন্ড, ফণ্ড [ই] *বি* ফান্ড; তহবিল। 'ন্যাশনল ফন্ড নামে আর একটা কথা শুনা যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'তোমার ফণ্ডে আমি হাজার টাকা চাঁদা দেব।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'প্রস্তাবিত ফন্ডে দেওয়া যদি বাধ্যতামূলক হইত।' *আজাদ*, ১৯৩৯। *দ্র* **ফান্ড**

ফন্দ [ফা] *বি* ফাঁদ। 'জখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম ফন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফন্দনা [ফা ফন্দ] *বি* থলে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফন্দি, ফন্দী [ফা] **১** *বি* কৌশল। 'নানা ঠাটে ফন্দী নানা।' **গুপ্ত**, ১৮৫৮। **২** *বি* চাতুরী। 'এমতো কাঁচানো আশ্চর্য নহে কারণ একে উকিলী ফন্দী ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'একটা ফন্দি দেখাই যাক-না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বি* মতলব। 'ওহে বন্দী মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে এমনি করিয়াছ ফন্দি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ফন্দি-কারা *বি* ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশ্যে নির্মিত কারাগার। 'তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডিমুক্ত বন্দি-বীর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ফন্দি খাটানো *ক্রি* ছল-চাতুরী কাজে লাগা। 'তাদের একজনেরও ফন্দি খাটল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ফন্দিফিকির [ফা ফন্দি+আ ফিকির] *বি* ছল-চাতুরী। 'নানারূপ কৌশল ও ফন্দিফিকির করিতে লাগিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

ফন্দিবাজ [ফা] *বিণ* কৌশলী; মতলববাজ। 'ফন্দিবাজ বাপের মেয়ে।' *মানিক*, ১৯৪০।

ফন্দি বাহির করা *ক্রি* কৌশল উদ্ভাবন করা। 'সমাজপতিরা এই চাঞ্চল্য দমন করিবার জন্য নানা ফন্দিবাহির করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

ফন্দী আঁটা *ক্রি* কূটকৌশল করা। 'হাজার খেলার ফন্দী আঁটে সারাটি গাঁও ঘুরি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ফন্দীবাজী [ফা] *বি* মতলববাজি; চক্রান্ত। 'এইরূপ হীন ফন্দীবাজী অবলম্বন করিতেছে।' *জামায়াত*, ১৯৪০।

ফপরদালালি *বি* গায়ে পড়ে অন্যের পক্ষাবলম্বন। 'ফপরদালালিতে কাজ নেই।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ফয়তা [আ ফাতিহা] *বি* পীরের দরগায় দেওয়া শিরনি। 'বোধ হয় পীরের কাছে ফয়তা দিলে আমার কুদ্‌রত আরও বাড়িয়া উঠিবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'ফয়তায় ভূত সেরে যায় পৈড়োর দরগায়।' *লালন*, ১৮৯০।

ফয়তালা [আ ফাতিহা] *বি* মৃত ব্যক্তির জন্য মুসলমানদের প্রার্থনা। 'যেখানে পীরের নাম বারাম মোকাম থান যত ফয়তালা নাম হতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ফয়দা [আ ফাইদাহ] *বি* লাভ। 'তাতে মোর আর লেড়কা-বালার কি ফয়দা?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ফয়সল [আ ফইসলাহ] *বি* মীমাংসা; নিষ্পত্তি। 'তাতি তাতিতে মোকদ্দমা হয় তাহাও ফয়সল করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ফয়সালা, ফয়শালা [আ ফইসলাহ] ১ *বি* রায়; বিচারফল। 'তাহারদিসের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি তাবৎ জুরীর নামেই ফয়সলা দিবেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫। ২ *বি* নিষ্পত্তি; মীমাংসা। 'এমত ফয়সলা করিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'প্রাচীন ফয়শালা আধুনিক ফয়শালা অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ফর ১ *বি* খোঁচা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* ফাঁক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফরকা [আ ফরক] *ক্রি* আস্ফালন করা; আলোড়িত হওয়া। **ফরকএ** *ক্রি* আলোড়িত হয়। 'যেই ছাও উড়িব বাতাসে ফরকএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ফরকায়** *ক্রি* আস্ফালন করে। 'কোন পাকি বাঙ্গালি খাণ্ডা ফরকায় বিজুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ফরকে** *ক্রি* ঝলকে ওঠে। 'ফরকে চমকে অতি বিজুলির জুতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ফরখ [আ ফরক] *বি* পার্থক্য। 'নারী পুরুষের মধ্যে কোন ফরখ নাই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ফরছুত [আ ফুরসত] *বি* অবকাশ; সুযোগ। 'স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার বেশ ফরছুত পাইতেছেন।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৭। দ্র **ফুরসত**

ফরজ [আ ফর্‌জ] *বিণ* ইসলামিমতে অবশ্যকর্তব্য। 'রাখিতে উচিত মনে ফরজ সমান।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'মুছলমানের পক্ষে ফরজ বা অপরিহার্য্য ধর্ম্মবিধান।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

ফরজন্দ, ফরজন [ফা ফরজান্দ] ১ *বি* বংশধর। 'এজিদ নামেতে তার হইবে ফরজন্দ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* প্রিয় সন্তান। 'ললাট চুম্বন করে প্রৌঢ়া কেঁদে উঠল, ফরজন্দ ফরজন্দ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ফরণিচর [ই] *বি* আসবাবপত্র। 'ফরণিচর ও লাইব্রেরীর বই কিনতে বাবু ছুটী নিয়ে শহরে এসেছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **ফার্নিচার**

ফরদ [আ ফর্‌দ>] *বি* তালিকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। দ্র **ফর্দ**

ফরদা [আ ফর্‌দ>] *বিণ* ফাঁকা। 'এক খুব বড় ফরদা জায়গায় ... কবর প্রস্তুত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। দ্র **ফর্দা**

ফরফর [ধ্বন্যা] ১ *বি* কোনো কিছু দ্রুত নড়ার শব্দ। 'লোকে একটু শিখিয়া পুঁটি মাছের মতো ফরফর করিয়া বেড়ায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* ফরফর করে এমন। 'বাতাস আসিয়া ... জামার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অকস্মাৎ ফুলাইয়া তুলিয়া ফরফর আওয়াজ করিতে থাকিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* পতঙ্গের দ্রুত বাতাসে ওড়ার শব্দ। 'ফরফর করে আরশোলা উড়ছে।' *জীবন*, ১৯৩২। ৪ *বি* তাড়াতাড়ি কথা বলা। 'কী ফরফর করছিস।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফরফরা [ধ্বন্যা ফরফর>] *ক্রি* বাচালতা করা। 'কালকের ছুঁড়ি, এল ফরফরাতে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ফরম [ই] *বি* নির্ধারিত আবেদনপত্র। 'ক্যাম্পে যোগদানেচ্ছু ... গণকে ফরমের জন্য ... অনুরোধ জানানো হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫২।

ফরমান [ফা] *বি* আদেশ। 'খোরে না চাপাও নাও বিনে ফরমান।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ফরমানো [ফা ফরমান>] *ক্রি* অনুগ্রহ করা। 'পীর ছাহেব কিছুদিন পূর্ব্বে পাঞ্জাবেও তশরীফ ফরমাইয়াছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৪৯। **ফরমাইছে** *ক্রি* হুকুম করেছে। 'মোকে ফরমাইছে প্রভু দোজখ ভরিতে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ফরমাবরদার [ফা ফরমান-বরদার] *বিণ* অনুগত। 'আজ্ঞাকারী সদাপোষ্য ফরমাবরদার।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'বন্দে ফরমাবরদার।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ফরমাবরদারী [ফা ফরমান-বরদারী] *বি* হুকুম পালনকারীর কাজ। 'জমাদারী, খেদমতগারী, ও আর২ সব রকম তাবেদারী ও ফরমাবরদারী কিয়াথা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ফরমাশ, ফরমাস [ফা ফরমাইশ] ১ *বি* কোন কিছু সরবরাহের নির্দেশ। 'ওঁদের জন্যে একটি আলাদা জগৎ ফরমাশ দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* আবদার; বায়না। 'নিত্যি-নতুন ফরমাস – নিত্যি নতুন আবদার!' *মদারহক*, ১৮৬৯।

ফরমাইশ, ফরমাইষ, ফরমাইস [ফা] *বি* আদেশ। 'আড়ঙ্গ মজকুরে ইমসন ফরমাইষ বমলগে ৪৭৯৫ থান দাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'হাল ফরমাইসের কিস্তিবন্দি বিমরজীম নাগাএদ যুন মাহা ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'ক্রমে ক্রমে ফরমাইশ করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ফরমাইজ, ফরমাজ [ফা ফরমাইশ] *বি* ফরমাশ; হুকুম; আদেশ। 'বিনি দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'ফরমাজ করে এ জিনিসগুলো ভালো লাগে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফরমাইশি [ফা] *বিণ* অনুরোধ বা আদেশ দিয়ে করা হয় এমন। 'অন্যগুলো মাঝে মাঝের ফরমাইশি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ফরমায়েশ, ফরমায়েস [ফা ফরমাইশ] *বি* আদেশ। 'অনেক ফরমায়েশ – যাহা অন্যের অসাধ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩; 'ফরমায়েস মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ফরমায়েশি [ফা ফরমাইশ>] *বিণ* বলে-করে লেখানো এমন। 'ফরমায়েশি গল্প।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ফরমায়েসী [ফা ফরমাইশ>] *বিণ* আদেশ বা অনুরোধে করা হয়েছে এমন। 'তার মধ্যে অসংখ্য হলো ফরমায়েসী।' *উমর*, ১৯৬৮।

ফরমাশ খাটা, ফরমাস খাটা *ক্রি* আদেশ পালন করা। 'উহারা তাহার ফরমাস খাটে, ঘর ঝাঁট দেয়, বাতিদান পরিষ্কার করে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকলরকম ফরমাশ খাটিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফরমাশি [ফা ফরমাইশ>] *বিণ* নির্দেশিত; নির্দেশে কৃত। 'এটি নাকি বিক্রির জন্য নয়, লোকের ফরমাশি নয়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ফরমাশে গড়া *ক্রি* নির্দেশ অনুযায়ী গড়া। 'আপনাকে ফরমাশে গড়তে হবে সে তো ভাই আর পারব না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফরমাসে [ফা ফরমাইশ>] *বিণ* বড়ো আকৃতির। 'ফরমাসে গামলায় কোতরা গুড় আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ফরমেসে [ফা ফরমাইশ>] *বিণ* বিশেষ নির্দেশে সজ্জিত; বিশিষ্ট। 'এর উপর যদি তোমার ফরমেসে চেহারা থাকে, তা'হলে তুমি হোসেন খাঁ!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ফরম্যেসে [ফা ফরমাইশ>] *বিণ* নির্দেশনা দিয়ে বানানো। 'শান্তিপুরে ফরম্যেসে ধুতি পরেছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফরমুলা [ই] **১** *বি* ছক-বাঁধা নিয়ম। 'সুবিধার জন্য ব্রঙ্কের সম্বন্ধে একটা ফরমুলা বলে দিলেন।' *সবুজ*, ১৯১৭। **২** *বি* সূত্র। 'একটা সহজ ফরমুলা তৈরি করা অসম্ভব নয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। *দ্র* **ফর্মুলা**

ফরশা [স স্ফর্>] **১** *বিণ* সাদা। 'ফরশা রুটি।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* পরিচ্ছন্ন। 'কাপড়গুলো ... ফরশা করে কেচেছি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ফরসা [স স্ফর্>] **১** *বিণ* পরিষ্কার। 'চালু ওজন এবং নওয়াজীমা কাগজপত্র হিসাব কিতাব মোহাসিবা দিয়া ফরসা হইয়াছি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বিণ* মূল্য অফেরতযোগ্য। 'চারি হাজার পাঁচ শত তেতাল্লিশ টিকীট ফরসা।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বিণ* শুভ্র। *ভবানী*, ১৮২৩। **৪** *বিণ* ময়লাহীন। 'ফরসা ময়লার নিরিক জুদা করিয়া দেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৫** *বিণ* আলোকোজ্জ্বল। 'ক্রমে ফরসা হয়ে এলো – মাচের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৬** *বিণ* ধবধবে। 'ফরসা ধুতি চাদরে ফিট হয়ে বসে আছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৭** *বিণ* গায়ের রঙ কালো নয় এমন; শ্বেতাঙ্গ। 'রঙ্গ আমা অপেক্ষা যে ফরসা তাও নয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **৮** *বিণ* নিঃশেষিত। 'রমার শেষ আশা-ভরসা ফরসা হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৭। **৯** *বিণ* সাবাড়। 'পূর্ব্বদিক ফরসার সহিত আমরাও ওদিকে ফরসা করিয়া দিব।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **১০** *বিণ* মেঘমুক্ত। 'আকাশ যখন ফরসা হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ফরসা ধরানে *ক্রিবিণ* খোলাখুলিভাবে; পরিষ্কারভাবে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফরসাত *বি* রোগমুক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফরসি [আ ফরশী] *বি* দীর্ঘ নলযুক্ত হুঁকা। 'যে ফরসিটে দিয়ে গেছেন সেটা বরাভরণ বলে দিই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ফরসি হুঁকো *বি* দীর্ঘ নলযুক্ত হুঁকা। 'কাগের রাঙা জল ভরে দাও/ ফরসি হুঁকোর পিচকিরিতে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ফরসী [ফা ফার্সী] *বি* ফারসি ভাষা। 'ইঙ্গরেজী ওনুসারে ফরসীর লবজ লেখা গীয়াছিল।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ফরা [স স্ফুর্>] *ক্রি* স্ফুরিত হওয়া। **ফরই** *ক্রি* স্ফুরিত হয়। 'ফরই অনুদিনং তৈলোএ পমাই।' *চর্যা* ৪২, ১২০০। **ফরিঅ** *বিণ* পরিব্যাপ্ত। 'সহজ মহাতরু ফরিঅ এ তৈলোএ।' *চর্যা* ৪৩, ১২০০। **ফরিআ** *ক্রি* স্ফুরিত হয়। 'করুণ মেহ নিরন্তর ফরিআ।' *চর্যা* ৩০, ১২০০।

ফরাইজ [আ ফরায়েজ] *বি* ইসলামি শাস্ত্রমতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির নির্ধারিত ভাগ। 'কিন্তু সে এ-ফরাইজ দাবি করে না।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ফরাগাদ [আ ফরাগাত] *বি* উন্মুক্ত বা ফাঁকা জায়গা। *ভবানী*, ১৮২৩।

ফরাজধর্ম, ফরাজধর্ম্ম *বি* উনিশ শতকের দক্ষিণবঙ্গে মুসলমানদের সম্প্রদায়বিশেষ; শরিয়তুল্লাহর মতবাদে বিশ্বাসী। 'তীতুমীরের মৃত্যু হইয়াছে বটে, কিন্তু ফরাজধর্ম্মের লোপ হয় নাই।' *বান্ধব*, ১৮৮১।

ফরাশ [আ ফর্‌রাশ] **১** *বি* বিছানা পাতা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি কাজ করে এমন বেতনভোগী লোক; ভৃত্য। 'এক দরদান ও ফরাশ ইত্যাদির বেতন ৪০ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বি* মেঝে বা বিছানা ঢাকার আস্তরণ। *দর্পণ*, ১৮২৩; 'মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাশের উপর।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **ফরাস**[২]

ফরাশখানা [আ ফর্‌রাশ+ফা খানাহ্] *বি* চাকর-বাকরদের থাকার স্থান। 'চলত ফরাশখানা থেকে বৈঠকখানায়।' *অবন*, ১৯২৭।

ফরাষা [স স্ফর্>] *বি* মীমাংসা। 'এই দুই লোককে সালিষ লইয়া ফরাষা করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ফরাস[১] [ফ ফ্রসেজ] *বি* ফ্রান্সের অধিবাসী। 'ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস।' *ভারত*, ১৭৬০। *দ্র* **ফরাসি**

ফরাস[২] [আ ফর্‌রাশ] **১** *বি* বিছানা পাতা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি কাজ করে এমন বেতনভোগী লোক; ভৃত্য; ফরাশ। 'খানসামা খেজমৎগার ফরাস হুকাবর্দ্দার পাঞ্খাবর্দ্দার।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* মেঝে বা বিছানা ঢাকার আস্তরণ; কার্পেট। **ফরাসময়** *ক্রিবিণ* কার্পেটজুড়ে। 'ছাইগুলো ফরাসময় ছড়িয়ে পড়ল।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ফরাসি, ফরাসী [ফ ফ্রসেজ] **১** *বি* ফ্রান্স দেশের অধিবাসী। 'এইরূপ ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিরা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* ইউরোপীয় ভাষাবিশেষ। 'অধিকাংশই ফরাসি ভাষায় লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ইংরেজী, ফরাসী ও জর্মন ভাষা হইতেও আমরা শব্দ ও ভাব লইতে পারি।' *ছোলতান*, ১৯২৩। **৩** *বিণ* ফ্রান্সদেশীয়। 'ফরাসি কর্তৃপক্ষের মন পাইবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ফরাশি, ফরাশী [ফ ফ্রসেজ] **১** *বি* ফরাসি ভাষা। 'ইংরাজিও জানি না, ফরাশীও জানি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* ফ্রান্স দেশীয়। 'এক ফরাশি জাহাজে এক গৃহ ভাড়া করিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮; 'স্পেনের ভূতপূর্ব্ব প্রাচীন বুর্ব্বোবংশীয় রাজারা ফরাশী ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। *দ্র* **ফরাসি**

ফরাশিশ, ফরাশিস, ফরাশীশ, ফরাশীস [ফ ফ্রসেজ] **১** *বি* ফ্রান্সের অধিবাসী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ফরাশিস এবং ওলন্দাজদিগের কুঠী সব ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্বে বন্ধ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* ফরাসি ভাষা। '... ইংরাজী এবং ফরাশীশ এই দশ ভাষায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৩** *বি* ফরাসি দেশ। 'জানুয়ারি মাসে তিনি ফরাশীস হইতে ... প্রত্যাগমন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'সত্তর শত উননব্বই খ্রীষ্টাব্দে ফরাশিশ রাজ্যে রাজবিপ্লব উপস্থিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ফরাসিনী *বি স্ত্রী* ফ্রান্সের নারী। 'সেও ফরাসিনীর নাম শুনলে বে-এক্তেয়ার হয়ে পড়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফরাসিস, ফরাসিষ, ফরাসীজ [ফ ফ্রসেজ] **১** *বি* ফ্রান্সের অধিবাসী। 'ফরাসিষ আদি সকল বিলাতি লোক।' *মেয়ার*, ১৭৮৭। **২** *বিণ* ফরাসিদের; ফরাসি সম্পর্কিত। *মেয়ার*, ১৭৮৯; 'ফরাসীজ সন ১৭৮৯ সাল।' *ভেরলি*, ১৭৮৯। **৩** *বিণ* ফ্রান্স দেশীয়। 'প্রথম ফরাসিস রাজবিপ্লবে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ফরাসিসুলভ [ফরাসি+স সুলভ] *বিণ* ফরাসিদের মতো। 'জোলার

রচনায় ফরাসিসুলভ লিপিচাতুর্য নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

ফরাসী-বিদ্রোহ [ফরাসি+স বিদ্রোহ] *বি* ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে ঘটা গণবিপ্লব। 'একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ফরাসীয় *বি* ফ্রান্সের অধিবাসী। 'ইংরাজ ফরাসীয় নানা জাতির সহিত বিহার করিয়া মজা করিয়াছ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ফরিআদ [আ ফারইয়াদ] *বি* নালিশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **ফরিয়াদ**

ফরিআদি [আ ফারইয়াদ>] *বি* বিচারপ্রার্থী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফরিকাল [আ ফরীক] *বি* সৈন্যবাহিনীর সৈনিক। 'আগু হইল ফরিকাল ঢালে দিআ মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফরিয়াদ [ফা ফারইয়াদ] *বি* অভিযোগ। 'মালিকের কাছে ফরিয়াদ করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'ফরিয়াদ করি গুমরি উঠিল মহা হাহাকার।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'প্রত্যেক বাড়ী হইতে চাকরাণীর মারফতে ফরিয়াদ আসিয়াছিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ফরিয়াদরত [ফরিয়াদ+স রত] *বিণ* নালিশরত। 'শীর্ণ মুখখানা এমন ঊর্ধ্বমুখী যেন আলোর কাছে সে ফরিয়াদরত।' *শওকত*, ১৯৭২।

ফরিয়াদি, ফরিয়াদী [আ ফারইয়াদ>] ১ *বি* অভিযোগকারী; বিচারপ্রার্থী। 'আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদীর মিশালে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'আরজীর আটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'ফরিয়াদি ও আসামী যাহার নিবেদনে লেখাজায়।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বিণ* অভিযোগ সংক্রান্ত। 'জদি তাহাদিগের কোন ফরিয়াদী দফা সালিসিতে রফা না হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ফরেন পলিসি [ই] *বি* বিদেশনীতি। 'ফরেন পলিসি আমরা বুঝিনে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফরেস্ট [ই] *বি* অরণ্য; বন। 'ট্রপিকাল ফরেস্ট তত জমকালো নয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ফরেস্টার [ই] *বি* বনরক্ষক। 'গোল হয়ে নাচ নেচেছে সিপাহী যারা বনের পাহারাদার – ফরেস্টার।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

ফরোয়ার্ড [ই] ১ *বি* সামনে যাওয়ার আদেশ। 'ফরোয়ার্ড, লেফট, রাইট, লেফট।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* ফুটবল খেলায় সম্মুখভাগের খেলোয়াড়। 'জগা ব্যাকে খেললে অন্য দলের ফরোয়ার্ডদের দুর্বিপাক।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফর্ক [ই] *বি* কাঁটা (ইউরোপীয় পন্থায় খাওয়ার জন্য)। 'দু'খানি ফর্ক দিয়ে মাছের কাঁটা বাছতে লাগলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফর্কিকা [স ফক্কিকা] *বি* ফাঁকিবাজি। 'ফর্কিকা অর্থাৎ ফাঁকি ও সা তে ভবতু সুপ্রীতা ইত্যাদি শ্লোক শিক্ষা করান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ফর্জ [আ ফর্‌জ] *বিণ* ইসলামিমতে অবশ্য করণীয়। 'জানিতে উচিত ফর্জ তৌহিদ অবধি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ফর্দ, ফর্দ্দ [আ ফর্‌দ] *বি* তালিকা। 'সদা ভাবে কোন ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।' *ভারত*, ১৭৬০; 'ঘরের সরঞ্জামী জীনিষ ফর্দে লেখা রহিল।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

ফর্দা, ফর্দ্দা [আ ফর্‌দ] *বিণ* খোলা। 'রামলাল প্রাতঃকালে ... ফর্দা জায়গায় ভ্রমণ ও বায়ু সেবন করেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ফর্নিচার [ই] *বি* আসবাবপত্র। 'কোথাও একরত্তি ফর্নিচার নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫২। *দ্র* **ফার্নিচার**

ফর্ম [ই] ১ *বি* বিবরণপত্র; প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লেখার অংশত ছাপানো কাগজ। 'ছাপানো ফর্মে য়্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'টেলির ফর্মখানা হাতে নিয়ে আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ২ *বি* আঙ্গিক। 'সর্বাঙ্গসুন্দর পারফেকশনের ফর্মে অচল প্রতিষ্ঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ফর্মা, ফর্ম্মা [ই format] *বি* কাগজের মাপভেদে ৮ অথবা ১৬ পৃষ্ঠার হিসাব। 'এক ফর্ম্মা উপন্যাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ফর্মান [ফা ফরমান] *বি* আদেশ। 'আল্লার ফর্মানে আইলুঁ তোহ্মার আলএ।' *সুলতান*, ১৭০০। *দ্র* **ফরমান**

ফর্মাবরদার [ফা ফরমান-বরদার] *বি* আদেশ পালনকারী; অনুগত; বিশ্বস্ত। 'ফরমাবরদার শ্রীজগমোহন সেনস্য সেলাম বহুং।' *ডেরলি*, ১৭৯৪।

ফর্মাল [ই] *বিণ* পোশাকি; বাইরের লোক এমন। 'তোকে আর অত ফর্মাল হতে হবে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

ফর্মালিটি [ই] *বি* বাইরের লোকের মতো ভদ্রতা করা। 'তুই আবার এত ফর্মালিটি শিখলি কবে?' *সুনীল*, ১৯৭০।

ফর্মাশ, ফর্মাস, ফর্ম্মাস [ফা ফরমাইশ] *বি* ফরমাশ; নির্দেশ। 'এ ওরে ফর্ম্মাস করে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ভালো মালী ফর্মাশ-অনুসারে ... একজাতীয় ফুল হইতে নানাপ্রকার ফুল বাহির করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। *দ্র* **ফরমাশ**

ফর্মুলা, ফর্ম্মুলা [ই] *বি* সূত্র; ছকে বাঁধা নিয়ম। 'নরাবিকৃত ফর্ম্মুলা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৩৬; 'জাতীয় আদর্শ প্রচারের ফর্মুলা বাঁধা কাজ যতটা না করিলে না হয়।' *আজাদ*, ১৯৭০। *****

ফর্লো [ই] *বি* ব্রিটিশ আমল ভারতে কর্মরত উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ানদের স্বদেশে বেড়ানোর জন্যে দীর্ঘমেয়াদি ছুটি। 'যে কোনো সুযোগেই একটা ফর্লো পাইলেই মহাসমুদ্র পাড়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ফর্শা *বিণ* উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। 'যা ফুটফুটে ফর্শা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯। *দ্র* **ফরসা**

ফর্সা ১ *বিণ* উজ্জ্বল; মেঘমুক্ত। 'বর্ষাকালে ফর্সা আকাশ, ভরসা কিসে আর?' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* অন্ধকারশূন্য। 'রাত ফর্সা হয়ে এলো!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ৩ *বিণ* উজ্জ্বল গায়ের রঙবিশিষ্ট। 'রঙটা তেমন ফর্সা নয় বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ফর্সাপানা *বিণ* প্রায় ফরশা। 'ফর্সাপানা খাটো চেহারা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ফর্শী [আ ফরশী] *বিণ* দীর্ঘ নলযুক্ত। 'দিব্যি ফর্শী হুঁকো এল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফর্সি *বি* দীর্ঘ নলযুক্ত হুঁকা। 'ফর্সিতে তামাক খাইতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ফর্স্টক্লাস [ই] *বি* প্রথম শ্রেণী। 'তিনি গণিতে ফর্স্টক্লাস মেডালিস্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ফল [স] ১ *বি* গাছ ও লতা থেকে জাত শস্য। 'নানা তরুয়র যে ফল ফলে আপণে তাক না ভখে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পরিণাম। 'পান আনি নিজ দোষে ফল পাইবেঁ মোর রোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* ভোগ। 'পাপেঁ হএ নরকের ফল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* শাস্তি। 'কি বলিতে কি বারান্দা পাল্য তার ফল।' *মালাধর*, ১৫০০। ৫ *বি* প্রতিক্রিয়া। 'বুঝিলেন চিত্তে মোর হইবেক ফল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৬ *বি* ফলাফল। 'ফুল্লরার আছে কত কর্মের ফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৭

বি লাভ। 'আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে শ্রাদ্ধের ফল কি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৮** *বি* পুরস্কার; প্রশংসা। 'ফল পাব না মনে করেই আমাদের দেশে কাজ করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৯** *বি* অর্জন। 'বাঙালির মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগলাভ করিয়া সেই সুযোগের ফল দেখাইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **১০** *বি* সার্থকতা। 'কিরণের শাশুড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'কথা কর্তাকে জানিয়ে ফল নেই, পুরুষরা যে সংসার-কানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **১১** *বি* সন্তান। 'সন্তানের বীজ সযত্নে ধারণ করে আমি হবো ক্লান্ত ফলবতী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ফলওয়ালা *বি* ফল বিক্রেতা। 'ফলওয়ালার কাছ থেকে আতাটা, কলাটা ... কিনে যে ক্রয়সুখ উপভোগ করে অণিমা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ফলওলা *বি* ফল বিক্রেতা। 'বাঁয়ে দর্জীর দোকান, ডাইনে ফলওলা।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ফলকথা [স] *বি* সার কথা। 'ফলকথা এই, লাঙ্গুল রাখায়, অনর্থক ভার বহিয়া বেড়ান মাত্র লাভ।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ফলকর [স] *বি* ফল বাবদ প্রদত্ত কর বা শুল্ক। *গৌড়ে*, ১৭৮৯।

ফলকামনা [স] *বি* প্রতিদানের আশা। 'সে কর্মের ফলকামনা যেন নিজের জন্যে না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ফল-কুড়ুনি *বি* ফল কুড়িয়ে সংগ্রহ করে যে। 'ফল-কুড়ুনি ও পশুপালক থেকে তারা ধীরে ধীরে কৃষিজীবী হয়ে উঠতে পারে।' *সনৎ*, ১৯৭০।

ফলখণ্ড [স] *বি* পরিণত অংশ। 'ফলখণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ফলদ [স] *বিণ* ফলদায়ক। 'ফলদ বৃক্ষ।' *কেরী*, ১৮০৮।

ফলদা [স] **১** *বিণ* যোগ্য। 'ফলদা হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* ফলপ্রসূ। 'অগাধ নয়নে তব ফলদা স্বাতির পুণ্য বারি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ফলদাতা [স] **১** *বিণ* ফল প্রদান করে এমন। 'এই ত কহিল প্রেমফল বিবরণ এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সিদ্ধিদায়ক। 'পরমেশ্বর পুরুষমাত্রের অনুরূপ ফলদাতা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ফলদানি [স ফল+ফা দানী] *বি* যে পাত্রে ফল সাজিয়ে রাখা হয়। 'মধুসূদনের হাতে ... একটি ফলদানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ফলদায়ক [স] **১** *বিণ* ফলপ্রসূ। 'কল্যাণ ইচ্ছার দিকে স্বতই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় তাহাই ফলদায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ইহার পরিণাম বাংলার পক্ষে অতি ফলদায়ক হইয়াছিল।' *এনামুল*, ১৯৫৫। **২** *বিণ* উপশমকারী। 'সর্বপ্রকার ব্যাধির ফলদায়ক।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

ফলদায়ী [স] *বিণ* ফল দেয় এমন। 'উৎকৃষ্ট ফলদায়ী বৃক্ষ উৎপাদিত করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ফলন [স ফল>] **১** *বি* উৎপাদন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* উৎপাদিত ফল। 'সাহিত্যব্যবসায়ী আপনার একটি মন হইতে নানাবিধ ফলন বাহির করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* শস্য উৎপাদন। 'কোথাও ফলন নেই তার।' *জীবন*, ১৯৩০।

ফলনিরপেক্ষ [স] *বিণ* ফলের উপর নির্ভর করে না এমন। 'অধ্যাপকমহাশয় যদি ফলনিরপেক্ষ হয়ে ইউরোপ সভ্যতা বস্তু কি জিজ্ঞাসা করতেন।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

ফলন্ত **১** *বি* উর্বরতা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* ফল ধরেছে এমন। 'ফলন্ত গাছ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

ফলপত্র [স] *বি* ফল ও পত্র। 'হে বাহকা এই বৃক্ষে যে সকল ফলপত্র আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ফলপরিণামহীন [স] *বিণ* ফল হয় না এমন। 'ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ফল-পাকড়া *বি* ফল-ফলাদি। 'ওয়ার জ্বালায় একটা ফল-পাকড়া ছোঁবার জো নাই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

ফলপুঞ্জ [স] *বি* ফলরাশি। 'পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ফলপুষ্প [স] *বি* ফল ও ফুল। 'তরুশাখায় ফলপুষ্পের মতো কর্তব্য তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ফলপুষ্পবতী [স] *বিণ স্ত্রী* ফলে-ফুলে পূর্ণ। 'বনস্থলীকে ফলপুষ্পবতী করিয়া তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ফলপুষ্পিত [স] *বিণ* ফল ও ফুলে ভরে গেছে এমন। 'সময় হলেই বৃক্ষ ফলপুষ্পিত হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ফলপূর্ণ *বিণ* ফলে ভরা। 'তাহার বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে ফলপূর্ণ জামগাছের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ফলপ্রদ [স] *বিণ* ফলদায়ক। 'যাহা অল্পায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ফলপ্রসব [স] *বি* ফলদান। 'কী অমৃতময় ফল প্রসব করে, তাহা তাহার জীবনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'অচিরে তাহা ফলপ্রসব করিবে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ফলপ্রসবিতা [স] *বি* উপকারিতা। 'ফলপ্রসবিতার মধ্যে দেখা যায় যে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ফলপ্রসূ [স] *বিণ* সফল। 'জীবনে যদি সে ব্রত ফলপ্রসূ না হয়।' *নজরুল*, ১৯৩৬; 'বাংলাদেশের মাটিতে আছে ফলপ্রসূ কল্পনার বীজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'বর্তমানের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ বা সুখাবহ না হওয়াই সম্ভব।' *সওগাত*, ১৯৪৪।

ফলপ্রসূতা [স] *বি* সফলতা। 'তাঁদের সমকালীন প্রভাব ও সামাজিক ফলপ্রসূতা অনেকখানিই নির্ভর করে ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

ফল ফলা *ক্রি* সিদ্ধিলাভ হওয়া। 'পায়ের ধুলোর যদি কোনো ফল ফলে বলতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ফলফসল [স ফল+আ ফসল] *বি* নানাবিধ ফল ও শস্য। 'তাদের জন্যেই বাঁধা বরাদ্দ উপরিস্তরের ফলফসল শাকসবজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ফলফুল [স ফল+স ফুল্ল] *বি* ফল ও ফুল। 'বুড়ি (বোধ হয় উদ্যানপালিকা) কতকগুলি ফলফুল নিয়ে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ফলফুলন্ত *বিণ* ফলপ্রসূ। 'বন্য মুঠোয় ডাগর সাহস, ফলফুলন্ত নির্জনতা।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

ফলফুলুরি *বি* ফলমূল। 'এক বাটি ক্ষীর, ও তার সঙ্গে আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলফুলুরি।' *প্রমথ*, ১৯৪২।

ফলবতী [স] **১** *বিণ* ফলপ্রসূ। 'তাঁহাদিগের আশালতা কদাচ ফলবতী হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **২** *বিণ* সফল। 'তাহাতে দুই প্রকারেই আপনার ইচ্ছা ফলবতী হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'পবিত্র চেষ্টা

ফলবতী না হলেও ফুল ধরল।' *অচিন্ত্য, ১৯৫০।* **৩** *বিণ* ফল ধরেছে এমন। 'অলৌকিক ফলবতী বৃক্ষের নিচে।' *মাহমুদ, ১৯৬৩।* **৪** *বিণ স্ত্রী* সন্তানবতী। 'সন্তানের বীজ সযত্নে ধারণ করে আমি হবো ক্লান্ত ফলবতী।' *মাহমুদ, ১৯৬৩।*

ফলবান [স] *বিণ* সফল; ফলপূর্ণ। 'আমার ভ্রমরূপ বৃক্ষ ফলবান হইল।' *হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫;* 'সকল ব্যাধিই আপন অনুকূল ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র ফলবান ...।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

ফলবিক্রেতা [স] *বি* ফলওয়ালা। 'ক্রমে ক্রমে ফলবিক্রেতা, সাহেবের খানসামা।' *প্রভাত, ১৮৯৬।*

ফলবিচার [স] *বি* ফলাফল বিশ্লেষণ। 'যদি ফলবিচার করা যায় তবে ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০৫।*

ফলবিশিষ্ট *বিণ* ফল আছে এমন। 'খানিক বাদে দেখি তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ শাখা ...।' *রবীন্দ্র, ১৮৯১।*

ফলবীজজাত [স] *বিণ* ফলের বীজ থেকে উৎপন্ন। 'ফলবীজজাত বৃক্ষ হইতে অম্লস্বাদ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলোৎপত্তি হইতে পারে।' *অক্ষয়, ১৮৪৬।*

ফলবৃক্ষ [স] *বি* ফলের গাছ। 'তাহা খনন করিয়া সার দিয়া ফলবৃক্ষ রোপণ করিলেন।' *অক্ষয়, ১৮৪৯।*

ফলভোগ [স] **১** *বি* কৃতকর্মের জন্য সুখ-দুঃখ ভোগ। 'বর্ত্তমান দেহে ক্রিয়মাণ ঈশ্বর পূজাদিরূপ কর্ম্মের ফলভোগ যে দেহান্তরে হয় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।* **২** *বি* ফল লাভ। 'জর্ম্মণ পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করিয়া থাকেন কিন্তু ইংরোজেরাই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।* **৩** *বি* প্রতিফল। 'তুমি এঁদের সকলের কাছেই ধরা পড়ে গেছ, তারই ফলভোগ করছ।' *রবীন্দ্র, ১৯০৯।*

ফলভোগী [স] **১** *বি* উপকারভোগী। 'সত্ত্বাধিকারী না থাকাতে তাহারা তাহার ফলভোগী হইতেছে না।' *দিকপ্রকাশ, ১৮৬১।* **২** *বি* ফল ভোগ করে যে। 'রাজা উহার ষষ্ঠাংশের ফলভোগী।' *বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪;* 'রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২।*

ফলমূল [স] *বি* ফলফলাদি। 'ফলমূল উপহারে নৈবিদ্য পাঁজলা।' *মুকুন্দ, ১৬০০;* 'এনে দেব ফলমূল নির্ঝরের জল।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৪।*

ফলমূলাহার [স] *বি* ফলমূল খাওয়া। 'যে মহর্ষি লোকালয় ত্যাগ করিয়া একাকী গিরিগহ্বরে ফলমূলাহার করিয়া প্রাণধারণ করেন ...।' *বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।*

ফললাভ *বি* সফলতা। 'ক্রমাগতই মিথ্যাপ্রচার ছাড়া আর কোনো ফললাভ হইবে না।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৬।*

ফললোলুপ [স] *বিণ* ফললোভী। 'তিনি ফললোলুপ কর্ম্মের অনন্ত ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০৫।*

ফলশস্যপুরিতা *বিণ স্ত্রী* ফল ও শস্যপরিপূর্ণ। 'এই চিরহরিতা ফলশস্যপুরিতা নদনদীভূষিতা বঙ্গভূমি।' *শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।*

ফলশস্যসুন্দরা [স] *বিণ স্ত্রী* ফল এবং শস্য শোভাময়। 'এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা হইতে পিতৃপিতামহসেবিত আজন্মপরিচিত বাস্তুগৃহ।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭।*

ফলশালি [স ফলশালী] *বিণ* ফলপূর্ণ। 'ঐ সকল শস্য সতেজ ও ফলশালি হয়।' *প্রভাকর, ১৮৫৩।*

ফলশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ফলন ভালো হয় এমন। 'বঙ্গদেশের মৃত্তিকা বিলক্ষণ উর্ব্বরা ও ফলশালিনী।' *প্রভাকর, ১৮৯২।*

ফলশালী **১** *বিণ* ফল জন্মানোর উপযোগী। 'নদী ও হ্রদ হওয়ায় এদেশ অতিশয় ফলশালী হইয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।* **২** *বিণ* ফলপূর্ণ। 'উর্বরা ও ফলশালী দেশ হইলেই যে তথাকার লোকেরা বাণিজ্যকার্যে নিযুক্ত থাকিবে...।' *অক্ষয়, ১৮৪৮;* 'সেদিনকার স্রোতের ধারা যে কোন কোন দেশকে ফলশালী করে ...।' *রবীন্দ্র, ১৯২৭।*

ফলশ্রুতি [স] **১** *বি* ফলাফল। 'তাহার ফলশ্রুতি এই হইল।' *রামরাম, ১৮০১।* **২** *বি* পুণ্যলাভ। 'শাস্ত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ ফলশ্রুতি আছে।' *বিদ্যা, ১৮৪৭।*

ফলশ্রুতিস্বরূপ [স] *ক্রিবিণ* ফলাফল স্বরূপ। 'ইয়ং বেঙ্গলদের অন্তরঙ্গতার ফলশ্রুতিস্বরূপ প্যারীচাঁদের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়া সম্ভব।' *মুরশিদ, ১৯৭০।*

ফলসিদ্ধি [স] *বি* সফলতা। 'দৃষ্ট কারণদ্বয় একত্র নহিলে ফলসিদ্ধি কদাচ হয় না।' *দর্পণ, ১৮২৩।*

ফলহীন [স] *বিণ* ফল নেই এমন। 'ফলহীন আম জাম কাটিল কুলি।' *মুকুন্দ, ১৬০০;* 'জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে ...।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৫।*

ফলহীনা [স] *বি স্ত্রী* ফল নেই এমন। 'দুর্দ্দান্ত শীত ঋতু আসিয়া বসুমতীকে ফলহীনা করে নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।*

ফলাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* কৃতকর্মের ফল প্রত্যাশী। 'করুণানয়নমুদ্রিত পূর্ব্বক ফুললাভ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্ব২ বাণিজ্য ...।' *দর্পণ, ১৮৩৮।*

ফলাদি [স] *বি* বিভিন্নপ্রকার ফল। 'খাদ্য সামগ্রী আর ফলাদি আনাইয়া ভোজন।' *চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।*

ফলাসক্তিবিহীন [স] *বিণ* শুভাশুভ পরিণামে আসক্তি নেই এমন। 'তার ফলাসক্তিবিহীন সাধনায় ...।' *রবীন্দ্র, ১৯২৯।*

ফলাস্বাদ [স] *বি* ফলের রসগ্রহণ। 'ফলাস্বাদে মত্ত লোক লইল সকল।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

ফলোৎপত্তি [স] *বি* ফলের উৎপাদন। 'ফলবীজজাত বৃক্ষ হইতে অম্লস্বাদ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলোৎপত্তি হইতে পারে।' *অক্ষয়, ১৮৪৬।*

ফলোৎপাদক [স] *বিণ* সার্থক। 'সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই।' *বঙ্কিম, ১৮৮৭।*

ফলোদয় [স] **১** *বি* সাফল্য। 'বিদ্যা শিক্ষার ফলোদয় না শিক্ষার দোষ অতি উত্তম রূপে কথিত।' *দর্পণ, ১৮৩৮।* **২** *বি* উদ্দেশ্যসিদ্ধি। 'কিন্তু লেখার দ্বারা কোন ফলোদয় হওনের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না।' *প্রভাকর, ১৮৪৭।* **৩** *বি* লাভ। 'নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাহাকার।' *গুপ্ত, ১৮৫৮।*

ফলোদ্যান [স] *বি* ফলের বাগান। **ফলোদ্যান-কর্ম্ম** [স] *বি* ফল-বাগানের কাজ। 'নবদ্বীপে আরম্ভিলা ফলোদ্যান-কর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

ফলোপদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* ভালো ফল বয়ে আনে এমন; উপকারী। 'সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপদায়িনী।' *বঙ্কিম, ১৮৭৯।*

ফলোপধায়ক [স] *বিণ* ফলদায়ক; উপকারী। 'আমি ... সুজ্ঞাত আছি যে ফলোপধায়ক বিদ্যা বর্দ্ধনার্থ ...।' *দর্পণ, ১৮৩১।*

ফলোপধায়িতা [স] *বি* ফলাফল; উপকারিতা। 'আমার প্রথম সন্দেহ এই যে, দিগ্বিজয়ের ফলোপধায়িতা কি?' *হরপ্রসাদ, ১৮৮১।*

ফলই [স ফলকী] *বি* মাছবিশেষ। 'কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই।' *ভারত, ১৭৬০।*

ফলুই [স ফলকী] *বি* চিতল জাতীয় মাছবিশেষ। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

ফলক [স] ১ *বি* স্মারক। 'যতেক ফলক মেরা আছে সমুখেতে।' *গরীব,* ১৭৬৫। ২ *বি* ঢাল। 'এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত সুবর্ণে।' *মাইকেল,* ১৮৬১। ৩ *বি* পট। 'ইতিহাসের ফলক হইতে একেবারে মুছিয়া যাইবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬। ৪ *বি* পাটার মতো চওড়া বস্তু। 'নক্সাকাটা পাথরের ফলক প্রস্তুত।' *অবন,* ১৯২৫। ৫ *বি* ফলা। 'অর্ধচন্দ্র-আঁকা পতাকা বাঁধা বর্শার ফলক।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১।

ফলঙ্গ [হি] *বি* লাফ। 'ঢালী পাকি দিয়া উঠে সঘনে ফলঙ্গ।' *রূপরাম,* ১৭৫০।

ফলত, ফলতঃ [স] ১ *ক্রিবিণ* ফলে। 'ফলতঃ ইহার বিবরণপত্র অস্মদাদির দৃষ্টির ঘটনা হয় নাই।' *কৌমুদী,* ১৮৩০; 'ফলত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান মানসিক অন্ধকার।' *দর্পণ,* ১৮৩৮। ২ *ক্রিবিণ* বস্তুত; বাস্তবিকপক্ষে। 'ফলতঃ, মনুষ্য ভিন্ন আর সকল জন্তুকেই, চিরকাল এই হীন অবস্থায় থাকিতে হইবে।' *বিদ্যা,* ১৮৫১; 'ফলত, বঙ্গসমাজপুরীর পুরাতন রাজপথের আজ অনেক নূতন সংস্কার হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪।

ফলতো [স ফলত] *ক্রিবিণ* ফলে; এ কারণে। 'ফলতো ভদ্রলোকসকল ঐ সভায় পুনর্গমনাগমন করিলেন না।' *দর্পণ,* ১৮৩১।

ফলনা [আ ফলানা] *বিণ* অমুক। *ওর্সা,* ১৭৮৫।

ফলসা [ফা] *বি* একজাতীয় মিষ্টি ফল। 'ফলসা বাদাম আতা নেরা ও পেয়ারা ...।' *কেরি,* ১৮০২; 'ফলসা চালতা ছিল, ছিল সার-বাঁধা সুপুরির গাছ।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

ফলসাই *বিণ* ফলসা ফলের রংবিশিষ্ট। 'সে ফলসাই-রঙের কাপড় পরেছিল।' *প্রমথ,* ১৮৯৮।

ফলসানি *বি* প্রফুল্লতা। 'নীল কালো সাপশিষের মত রোদে বাতাসে ... নিঝোর ফলসানির ভেতর।' *জীবন,* ১৯৪৪।

ফলা[1] [স ফল>] ১ *ক্রি* উৎপন্ন হওয়া। 'নানা তরুয়র যে ফল ফলে আপণে তাক না তখে।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *ক্রি* সার্থক হওয়া। 'কাহার ফলিল পুষ্কর পুন্য সিনান।' *বড়ু,* ১৪৫০। ৩ *ক্রি* জন্মানো। 'গুয়া ফলিল কৃষ্ণের বরে।' *বিজয়,* ১৬৫০। ৪ *ক্রি* ভোগ করানো। 'মৃত্যু ফলাএ মোর বসন্তের বাএ।' *বাহরাম,* ১৬৫০। ৫ *ক্রি* কার্যকর করা। 'প্রবাদ ফলাইল মুই করিয়া অকার্জ্জ।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। ৬ *ক্রি* ফলবান হওয়া। 'ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে আশীর্বাদ করো ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৬। ৭ *ক্রি* উজ্জ্বল হওয়া। 'সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক ফ'লে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৩। **ফলতো** *ক্রি* উৎপন্ন হতো। 'আবাদ করলে ফলতো সোণা।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০। **ফলাইল** *ক্রি* কার্যকর করলাম। 'প্রবাদ ফলাইল মুই করিয়া অকার্জ্জ।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **ফলাএ** *ক্রি* ভোগ করায়। 'মৃত্যু ফলাএ মোর বসন্তের বাএ।' *বাহরাম,* ১৬৫০। **ফলিবেক** *ক্রি* ঘটবে। 'যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সেসি কালে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **ফলিল** ১ *ক্রি* ফললো; সার্থক হলো। 'কাহার ফলিল পুষ্কর পুন্য সিনান।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *ক্রি* জন্মালো। 'গুয়া ফলিল কৃষ্ণের বরে।' *বিজয়,* ১৬৫০। **ফলিলেক** *ক্রি* ফললো। 'এথা দৈব বিঘটির ফলিলেক কাজ।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **ফলে** *ক্রি* উৎপন্ন হয়। 'নানা তরুয়র যে ফল ফলে আপণে তাক না তখে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

ফলিয়ে ফলিয়ে *ক্রিবিণ* অতিরঞ্জিত ক'রে; রসিয়ে রসিয়ে। 'বিস্তারিত করিয়া ফলাইয়া ফলাইয়া বলিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯।

ফলিয়ে বলা *ক্রি* অতিরঞ্জিত ক'রে বলা। 'ফলিয়ে বলা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কমিয়ে-বাড়িয়ে বলার অবসর নেই।' *অবন,* ১৯২৫।

ফলে ওঠা *ক্রি* উৎপন্ন হওয়া। 'সোনার মতন ধান ফলে ওঠে যেইখানে।' *জীবন,* ১৯৩৬।

ফলে থাকা *ক্রি* ধরে থাকা। 'গাছে ছোটো ছোটো খেজুর ফলে থাকত।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

ফলা[2] [স ফলক] ১ *বি* ঢাল। 'এই অস্ত্র সমান সঞ্চয় কর ফলা।' *রূপরাম,* ১৭৫০। ২ *বি* যুক্তাক্ষরে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্ন। 'পড়িল আঠার ফলা পরিতোষ মনে।' *রূপরাম,* ১৭৫০। ৩ *বি* লাঙলের তীক্ষ্ণ ধাতব অংশ। 'তুই কোথা হতে এলি ওরে ভাই ফলা?' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯; 'ওই হালের ফলায় শস্য ওঠে।' *নজরুল,* ১৯২৬। ৪ *বি* শক্ত ধাতব পদার্থের ধারালো খণ্ড। 'ছুটে আসে পাথরের ফলা।' *মাহমুদ,* ১৯৬৬।

ফলাঅলা *বিণ* ফলাযুক্ত। 'চকচকে ফলাঅলা হলটিকে জোয়ালে আটকে দেওয়া গেলে।' *হাসান,* ১৯৬৭।

ফলাওয়ালা *বিণ* তীক্ষ্ণ ফলকযুক্ত। 'আমি ফলাওয়ালা লাঠি হাতে এক পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ে উঠে যেতুম।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

ফলাও [হি ফয়লাও] ১ *বিণ* বিস্তৃত। 'প্রসঙ্গক্রমে কথাটা বেশি ফলাও হয়ে পড়ছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪। ২ *বিণ* অতিরঞ্জিত। 'আমার বক্তব্য দেখতে পাচ্ছি ক্রমে ফলাও এবং গুরুতর হয়ে আসছে।' *প্রমথ,* ১৯০৫।

ফলাকা [স ফলক] *বি* ফলক। 'আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬০।

ফলাকোষ্ঠী *দ্র* **ফল**

ফলানা [আ] ১ *বি* অতি সাধারণ লোক। 'এই কএকজন ফলানা সেখানকার নিকটবর্ত্তি।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩। ২ *বি* অজ্ঞাতপরিচয় লোক। *হ্যালহেড,* ১৭৭৩; 'ফলানা ব্যক্তি সেই জিনিষ অমুকের স্থানে বিক্রয় করিয়াছে।' *ক্যালগে,* ১৭৮৫। *দ্র* **ফলনা**

ফলানো [স ফল>] ১ *ক্রি* (ফসলের ক্ষেত্রে) উৎপাদন করা। *বিদ্যা,* ১৮৯১। ২ *ক্রি* জাহির করা। 'কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১১। ৩ *ক্রি* অতিরঞ্জিত ক'রে প্রকাশ করা। 'সব সময়ই ফলিয়ে বর্ণনা করে আপন সাফাই গায়।' *মুজতবা,* ১৯৫২।

ফলাফল [স] ১ *বি* সাফল্য। 'তব্বা দেকু এক লাক ঘুচাব সকল পাক পরীক্ষায় নাহি ফলাফল।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* কর্মের পরিণাম। 'ফলাফলের বিশেষ বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিল ...।' *দর্পণ,* ১৮২৮। ৩ *বি* ভালোমন্দ ফল। 'যাহার কর্মের ফলাফল সকল সময় আশু প্রত্যক্ষগোচর নহে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

ফলাবহ [স] *বিণ* সুফলজনক। 'তাহার অনুবাদ করণ ফলাবহ নহে।' *দর্পণ,* ১৮২৯।

ফলার [স ফলাহার] ১ *বি* নিরামিষ ও ফলজাতীয় খাবারের আয়োজন। 'ফলারের নেমন্তন্ন হয়েছে, বেলাবেলি ছেলেটা নে যাকু না কেন?' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪। ২ *বি* খাবার। 'পেটুক যদ্যপি শুনে লুচির ফলার।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮। *দ্র* **ফলাহার**

ফলারী [স ফলাহারী] *বি* সন্ন্যাসীবিশেষ; ফলাহারী। 'যাঁহারা ... কেবল ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করেন, তাঁহাদের নাম ফলারী বা ফলাহারী।' *অক্ষয়,* ১৮৫০।

ফলার্পিকা [স] *বিণ* ফল-উৎপাদক। 'বিদ্যা যে অসৎ ফলার্পিকা ইহা এক নূতন বার্ত্তা।' *দর্পণ,* ১৮৩৮।

ফলাসক্তিবিহীন *দ্র* **ফল**

ফলাস্বাদ দ্র **ফল**

ফলাহার [স] *বি* ফল ও মিষ্টি দ্রব্য খাওয়া। 'উপবাস ফলাহারে জলাহারে সুদ্ধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ফলি [স ফলকী] *বি* ফলই মাছ। **ফলিকাত** *বি* ফলই মাছের মতো কাত হয়ে শোওয়া। 'কম্বলের নীচে ফলিকাত হয়ে থাকতে থাকতে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ফলিত [স] **১** *বিণ* প্রায়োগিক। **ফলিত জ্যোতিষ** [স] *বি* জ্যোতিষশাস্ত্রের যে বিভাগের সাহায্যে শুভাশুভ, ভূত-ভবিষ্যৎ প্রভৃতি জানতে পারা যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। 'পূর্বকালের ভ্রান্তিসঙ্কুল ফলিত জ্যোতিষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বিণ* ফলনশীল। 'বৃক্ষকে ফলিত করিতে কি মানুষে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে শিথিলপ্রযত্ন হয়?' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **৩** *বিণ* বাস্তবায়িত। 'তাহার কর্ম পরবর্তী জন্মে ফলিত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ফলিতা [স] *বি* সন্তান-সম্ভবা। 'কামিনীকনকলতা ফলিতা হইল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

ফলিতার্থ [স] **১** *বি* সারাংশ। 'তাহার ফলিতার্থ মহর্ষি বেদব্যাস সংগ্রহ করিয়া পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **২** *বি* প্রকৃত অর্থ। 'তৎক্ষণাৎ সে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়, ফলিতার্থ ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা এদেশীয় ভাষা সুন্দর জ্ঞাত নহেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ফলুই দ্র **ফলই**

ফলেন্ত [স ফল>] *বিণ* উর্বর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফল্গু [স] *বিণ* গৌণ। 'ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ফল্গুধারা [স] *বি* প্রকাশিত নয় এমন ধারা। 'ফল্গুধারার মতো আনন্দের অন্তঃস্রোত তার পাঁজরে নতুন মেঘের মত খেলিয়া যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ফল্গুনাশা [স] *বিণ* গোপন প্রবাহ ধ্বংসকারী। 'হমকে ওঠে শূন্যতা আর ফল্গুনাশা বালি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

ফষ্টি *বি* হাসিতামাশা। 'লালন বলে এসব ফষ্টি।' *লালন*, ১৮৯০।

ফষ্টামি *বি* রঙ্গরসিকতা। 'মুখের কথায় মন্ত্র দিয়ে করেন ইষ্ট গোঁসাই ফষ্টামি।' *লালন*, ১৮৯০।

ফষ্টি করন *বি* ঠাট্টা; স্থূল রসিকতা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ফষ্টিগিরি *বি* হাসিতামাশা। 'কাজ নয় তার ফষ্টিগিরি।' *লালন*, ১৮৯০।

ফষ্টিনষ্টি *বি* লঘু পরিহাস; ফাজলামি। 'ফষ্টিনষ্টি সবারি কাছে?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ফষ্ঠি *বি* রঙ্গরস। 'গোষ্ঠীর নিকট ফষ্ঠী করিতে নাই।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ফস [ধ্বন্যা] *বি* আকস্মিকতার ভাব। **ফস করে (করিয়া)** *ক্রিবিণ* হঠাৎ ক'রে। 'ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'প্রদীপটা ফস করিয়া নিবিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফসকা[১] [আ ফসখ>] *বিণ* সহজেই খসে যায় এমন। 'রতির গিরে ফসকা মারা শুধু কথার ব্যবসা করা।' *লালন*, ১৮৯০।

ফসকা-গেরো *বি* শিথিল গেরো। 'ফসকা-গেরোকে আরও গেরো দিয়ে তাঁরা ...।' *অবন*, ১৯১৯।

ফসকা[২] [আ ফসখ>] *ক্রি* হাতছাড়া হওয়া। 'তাও ফসকে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ফসকানো [আ ফসখ>] **১** *ক্রি* হাতছাড়া হওয়া। 'অত ব্যস্ত হলে ফসকাবে শিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রি* আলাদা হওয়া। 'সংসার হইতে তার কোনোমতে ফসকাইবার জো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৩** *ক্রি* পিছলানো। 'বদ্ধী বান্দা ফসকে পড়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

ফসফস [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততার ভাব। **ফসফস ক'রে** *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'তা হলে আমি ফসফস করে লিখে যাব।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'ফস ফস করে বেরিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ফসল [আ] **১** *বি* শস্য। 'ফসলে তছরূপ হবে না।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* সফলতা; ফল। 'প্রভু, তোমার আঙ্গিনাতে তুলি আমার ফসল যত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **৩** *বি* উপহার। 'মানবজীবনের সুন্দরতম ফসল হাসি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ফসল করা *ক্রি* শস্য ফলানো। 'আমরা ফসল করছি, গতর পুড়িয়ে মাছ ধরব।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ফসলকাটার গান *বি* ফসল কাটার সময় চাষী যে গান গায়। 'শুনতে পাচ্ছিস ঐ ফসলকাটার গান?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ফসল-খেত *বি* ফসলের মাঠ। 'রইব তোমার ফসল-খেতের কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'প্রাণের ফসলখেত বিচিত্র শস্যে উর্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ফসলবিলাসী *বিণ* ফসলকে নিয়ে খেলছে এমন। 'সেদিন এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

ফসলভরা *বিণ* ফসলে পূর্ণ। 'শস্যশ্যামল ফসলভরা মাঠের ডালিখানি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ফসলরাশি [আ ফসল+স রাশি] *বি* ফসলসম্ভার। 'অনেক মনীষা, প্রেম, নিমীল ফসলরাশি ঘরে এসে গেছে।' *জীবন*, ১৯৪২।

ফসলশূন্য [আ ফসল+স শূন্য] *বিণ* ফাঁকা; ফসল নেই এমন। 'মাঠগুলি ফসলশূন্য হইয়া খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ফসলহীন [আ ফসল+স হীন] *বিণ* সাফল্যহীন। 'আমাদের ফসলহীন দুর্ভাগ্যের প্রতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ফসলি, ফসলী [আ ফসল>] *বিণ* ফসল সম্পর্কিত। **ফসলি/ফসলী সাল** *বি* সম্রাট আকবর প্রবর্তিত ফসল তোলার কাল থেকে গণনা করা হয় এমন সাল বা অব্দ। 'ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'ফসলি।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

ফসলের পূর্ণিমা *বি* ফসলরূপ পূর্ণিমা। 'কখনো আঁকাবাঁকা আল, কখনো ফসলের পূর্ণিমা।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

ফষল [আ ফসল] *বি* শস্য। 'সে সকল জমি ফষল হইবেক না।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

ফসাদ [আ ফাসাদ] **১** *বিণ* দুর্নীতিবাজ; ঝামেলাকারী। *এডমন*, ১৭৯০। **২** *বি* ঝামেলা। 'দলাদলি, ঝগড়া ফসাদ।' *মোসলেম*, ১৯২৭।

ফসিল [ই] *বি* জীবাশ্ম; পাথরে পরিণত হওয়া জীবদেহ। 'এইরূপ অস্থ্যাদিকে ফসিল বলা হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ফস্কা [আ ফসখ] *বি* আলগা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। দ্র **ফসকা**[১]

ফস্কানো [আ ফসখ>] *ক্রি* হাতছাড়া হওয়া। 'হঠাৎ, কুঠার খানি, তাহার হাত হইতে ফস্কিয়া গিয়া, নদীর জলে পড়িয়া গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

দ্র ফসকানো

ফাইন[1] [ই] *বি* জরিমানা। 'আলোর বিষয়ে এক ফাইন ঘটিত ... আইন করিয়া বসিলেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

ফাইন হওয়া *ক্রি* জরিমানা হওয়া। 'চাটুয্যের একদিনের রোজ ফাইন হয়ে গেল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

ফাইন[2] [ই] ১ *বিণ* সৌন্দর্যপ্রধান। **ফাইন আর্ট** [ই] *বি* চারুকলা। 'কতক শিল্প পড়ল ফাইন আর্টের কোঠায়।' *অবন*, ১৯২৫। ১ *বিণ* উত্তম; বেশ ভালো। 'গঙ্গা প্রণামও সারবে, ফাইন ...।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ফাইনাল, ফাইন্যাল [ই] *বিণ* চূড়ান্ত। 'রেকর্ড অব রাইটসের ফাইন্যাল পাব্লিকেশনও হইয়া গিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২; 'ফাইনাল শিঙ্গা পড়ে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ফাইফরমাশ, ফাইফরমাস *বি* ছোটোখাটো হুকুম পালন। 'পেটভাতে ফাইফরমাস কাপড় কোচানো ও লুচী ভাজা প্রভৃতি কর্ম্মে ভর্ত্তি হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আমার ফাইফরমাশ খাটিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'পরের অনেক ফাই-ফরমাস খেটে তিনি হাঁপ জিরবার সময় পেতেন না।' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

ফাই-ফরমাজ *বি* ছোটোখাটো হুকুম তামিল। 'তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ফাই-ফুই *বি* ফাঁকিজুকি। 'বাতাসীর মতো মেয়েলোকের ফাই-ফুই বুঝি আমি ধরতে পারি না?' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

ফাইফুর্তি *বি* অকারণ উল্লাস। 'ফাইফুর্তি বুঝি আমি বেশী ভালোবাসি।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফাইল [ই] ১ *বি* নথিভুক্তকরণ; উপস্থাপন। 'দুই সহোদরের নামে সুপ্রিম কোর্টে বিল ফাইল করিলে ধারামত এনসোএর ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* বোতল; পাত্র। 'এক ফাইল কি যেন ট্যাবলেট।' *জীবন*, ১৯৩২; 'কাল এক ফাইল কিনে আনতে হবে।' *জীবন*, ১৯৪৪। ৩ *বি* নথি। 'বিস্তর ফাইল যেতো তাঁর কাছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'মহামূল্যবান সরকারী সব ফাইল এ-দফতর থেকে ও দফতর করতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ফাউ [হি ফাও] *বি* প্রাপ্য বস্তুর চেয়ে বাড়তি পরিমাণ। 'সিকিপয়সার ফাউ দেননি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফাউগ *বি* আবির। 'সিন্দুর বদলে দিমু খাসা ফাউগের গুঁড়ি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ফাউন্টেন কলম [ই ফাউন্টেন+আ কলম] *বি* কলমের খোল থেকে কালি আসতে থাকে এমন কলম; ঝরনা কলম। 'ফাউন্টেন কলমটা সামান্য দুর্যোগে টেবিলের কোনো অনতিলক্ষ্য অংশে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ফাউন্টেন পেন [ই] *বি* ঝরনা কলম। 'আগে ফাউন্টেন পেন পাব তার পরে মহাকাব্য লিখব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'এ তো ফাউন্টেন পেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'সেই ভাঙা ফাউন্টেন পেনটার হিজিবিজি।' *জীবন*, ১৯৩১।

ফাউল[1] [ই] *বি* মোরগের মাংসের ঝোল। 'রাতের ফাউল প্রভাত না হতে ফেলিবে হজম করে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'ভেসে যাব যাব হচ্ছি ফাউল ও বিফের বন্যায়।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ফাউলকারি [ই ফাউল+তা কারি] *বি* মোরগের মাংসের ঝোল। 'আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ফাউল[2] [ই] *বি* নিয়মভঙ্গ। **ফাউল-কারী** [ই ফাউল+স কারী] *বিণ* খেলার নিয়মভঙ্গকারী। 'ফাউল-কারী নারাজিরা কেবল ফাউল করে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ফাউল করা *ক্রি* খেলায় নিয়ম ভেঙ্গে বল ইত্যাদি মারা। 'বেশি কেয়ারি করতে পাবে না, ফাউল-টাউল করা চলবে না তা বলে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ফাও [হি] ১ *বিণ* অতিরিক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* অতিরিক্ত। 'তখন মুসলমান "মুনাফা" লাভ এমন কি ফাও সহ আসল আদায় করিয়া লয়।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ৩ *বি* প্রাপ্য মূল্যের চেয়ে বেশি। 'আমাকেও ফাও স্বরূপ পেয়ে তোমরা আকাশের চাঁদ হাতে পেতে।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ফাওড়া [স পর্ব] *বি* নিড়ানি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফাঁক ১ *বিণ* শূন্য। 'ক দিক ভাববো? সব দিক ফাঁক!' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বি* দূরত্ব। 'ফাঁকে থাকি লক্ষ যোজন না পাই দেখিতে।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* ফাঁদ। 'আপন ফাঁকে আপনি পলে।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* সুযোগ; সুবিধা। 'যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৫ *বিণ* ফাঁকা। 'প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইট ফাঁক দেওয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বি* শূন্যতা। 'আজি ঐ আকাশ পরে সুধায় ভরে আষাঢ় মেঘের ফাঁক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ফাঁক করা *ক্রি* প্রকাশ করা; ফাঁস করা। 'দেশবরেণ্য নেতার ভিতরের কথা ফাঁক করে দেবার হুমকী দিয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ফাঁকতাল ১ *বি* সুযোগ। 'ফাঁক তালে সদাগরের ত্বরিত গমনের অনুমতিপত্র স্বাক্ষর করে লইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'ফাঁকতালে দু'টি শূন্য লাগিয়েছিলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *বি* হঠাৎ পাওয়া সুযোগ। 'ফাঁকতালে আমলাতন্ত্র ট্যাক্স বাড়িয়ে না দেয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফাঁকতালা *বি* হঠাৎ পাওয়া সুযোগ। 'আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকতালায় মেরে দিলেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ফাঁক-ফুকর *বি* ছিদ্র। 'দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া ... চুইয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ফাঁকে-চক্করে *ক্রিবিণ* সুযোগে; ফাঁকতালে। 'কৃষক হৈয়াও যে ফাঁকে-চক্করে জমিদার হৈয়া বসছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ফাঁকেফাঁকে *ক্রিবিণ* মাঝে মাঝে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফাঁকা ১ *বিণ* শূন্য; খোলা। *ওগুঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* অসার। 'আর এই ... ইংরিজি শিষ্টালাপ, আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* নিঃসঙ্গ। 'চারুর নিশ্চয়ই ভারি ফাঁকা ঠেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *বিণ* মিথ্যা। 'ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বি* শূন্যতা। 'বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা।' *সুকুমার*, ১৯১৮। ৬ *বিণ* সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই এমন। 'পাহারা দেন, ফাঁকা দ্যাওড় করেন।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ফাঁকা আওয়াজ [ফাঁকা+ফা আওয়াজ] *বি* বৃথা আস্ফালন। 'সেটা হয়তো সম্পূর্ণ ফাঁকা আওয়াজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ফাঁকা গুলি *বি* কাউকে লক্ষ্য না করে গুলি করা; হুঁশিয়ারি গুলি। 'অনেকগুলো ফাঁকা গুলি চলল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ফাঁকাচুল *বিণ* মাথা ন্যাড়া করেছে এমন; চুলহীন। 'নেড়ীবালা অতিভুল, ঘসামাথা ফাঁকাচুল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ফাঁকি, ফাঁকী [স ফক্কিকা] ১ *বি* প্রতারণা। 'ফাঁকী দিয়া চাকি ভুক্তে গায় করে ফিরা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* লোকসান। 'এজন্য যাহাতে ভাই ফাঁকিতে পড়ে তাহাই করিতে হইবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি*

মায়া। 'মনে হয় একি সব ফাঁকি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বিণ* মিথ্যা। 'বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৫ *বি* বিরতি। 'ক্ষণে ক্ষণে গানে আমার পড়ে ফাঁকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

ফাঁকি করন *বি* ফাঁকি দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ফাঁকিজুকি *বি* প্রবঞ্চনা। 'তাতে ফাঁকিজুকি চলে না।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

ফাঁকি দেওন *বি* ফাঁকি দেওয়া; ঠকানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ফাঁকি দেওয়া *ক্রি* প্রতাড়িত করা; ধোঁকা দেওয়া। 'বুড়োমানুষকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেয়ের পক্ষে কিছুই শক্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফাঁকিফুঁকি *বি* প্রতারণা। 'ফাঁকিফুঁকি দিয়ে দূরে চ'লে গিয়ে/ ভুলে গিয়ে সব শেষ রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ফাঁকিবাজ *বি* কাজে ফাঁকি দেয় যে; কৌশলে দায়িত্ব এড়ায় যে; প্রতারক। 'এই প্রশ্ন ফাঁকিবাজের প্রশ্ন।' *নজরুল*, ১৯২২; 'ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেব-বাজ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ফাঁকিবাজি, ফাঁকিবাজী *বি* প্রতারণা। 'আজ রাজনীতিক্ষেত্রে কেবল ফাঁকিবাজি।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'সেখানে আইনের ফাঁকিবাজী চলা অস্বাভাবিক নহে।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

ফাঁকি লোক *বি* ঠক ব্যক্তি; প্রতারক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ফাঁড়া[1] *বিণ* ছেঁড়া। 'দোসর বস্ত্র গায় দিবে চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ফাঁড়া[2] [মু ফানডা] *বি* জ্যোতিষ গণনানুযায়ী কঠিন বিপদের সম্ভাবনা। 'হাতে হাতে একটা বড় ফাঁড়া দেখতেছি।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ফাঁড়া কাটা *ক্রি* বিপদ শেষ হওয়া। 'যুবরাজের ফাঁড়া প্রায় কেটে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ফাঁড়া-গর্দিশ *বি* বিপদ-আপদ। 'যাবতীয় ফাঁড়া-গর্দিশ এবং তার চেয়ে প্রচুরতর আনন্দের ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ফাঁড়ি *বি* পুলিশ ঘাঁটি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যুদ্ধ বাধাই উহাদেরই দিয়ে/ ধরিয়া আনাই ফাঁড়িতে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফাঁৎ ফাঁৎ [ধ্বন্যা] *বি* শূন্যতার ভাব। 'বিছানাটি ফাঁৎ ফাঁৎ কচ্চে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ফাঁদ [ফা ফন্দ] ১ *বি* শিকার ধরার জাল বা পশুপাখিকে বন্দী করার খাঁচাবিশেষ। 'আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* ছল। 'বদন ছাদ কামের ফাঁদ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৩ *বি* প্রতিপক্ষকে বন্দী করার কৌশল। 'ওমর আলী ফাঁদ লিয়া হাতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফাঁদন [ফা ফন্দ] *বি* পাখি তাড়ানো হাঁড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফাঁদা [ফা ফন্দ>] ১ *ক্রি* জমিয়ে তোলা। 'রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *ক্রি* স্থির হওয়া। 'এই সময়ে বেশ ফেঁদে বসে একটা গল্প লিখতেও বেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *ক্রি* আঁটা। 'ঘোমটা-ফাঁদা আঁধার-মাঝে ত্রস্ত দুটি পাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৪ *ক্রি* পাতা। 'কে এমন করে এ ফাঁদ ফেঁদেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৫ *ক্রি* নির্মাণ করা। 'পাথর দিয়ে ভিত্তি ফেঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৬ *ক্রি* বাঁধ দেওয়া। 'যাবি পালিয়ে চোখে ধুলা দিয়ে/ মায়াফাঁদ ফেঁদে।' *নজরুল*, ১৯৩৫। ৭ *ক্রি* রচনা করা। 'সন তারিখ ও হিজিবিজি নিয়ে থীসিস ফাঁদব।' *অন্নদা*, ১৯৩৭। **ফাঁদিয়া** *ক্রি* স্থির ক'রে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের কথা ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **ফেঁদে** *ক্রি* তৈরি করা। 'অনেক পদ্মলোচন দালালীর দৌলতে "কলাগেছে থাম" ফেঁদে ফেলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফাঁদি [ফা ফন্দ>] *বিণ* চওড়া। **ফাঁদি-নথ** [ফা ফন্দ>] *বি* চওড়া নথ। 'তোর ফাঁদি-নথের দিব্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ফাঁদুনি [ফা ফন্দ>] *বি* বন্দী। 'স্মরণে অমনি কলঙ্কে ফাঁদুনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ফাঁপ [প্রা ফংফ] ১ *বি* স্ফীতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* ফাঁপা অংশ। 'মোল্লা-বাড়ির বাঁশ ভাল, তার ফাঁপগুলি নয় বড়।' *জসীম*, ১৯২৯।

ফাঁপড়ে ওঠা *ক্রি* ফেঁপে ওঠা। 'প্রেম সাধিতে ফাঁপড়ে ওঠে কামনদীর তুফান।' *লালন*, ১৮৯০।

ফাঁপর, ফাঁফর [হি ফেফরী] ১ *ক্রিবিণ* বিপাকে। 'দেখিয়াত বসুদেব পড়িলা ফাঁফর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* নিরুপায়। 'ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ৩ *বিণ* ব্যাকুল। 'সে সব ভাবিতে মোর হৃদয় ফাঁপর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *ক্রিবিণ* বিপদে। 'জম রাজা পড়িল ফাঁপর।' *রামাই*, ১৭১০। ৫ *বি* শ্বাসরোধ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৬ *বি* বিপন্ন। 'পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর হৈলা হর।' *ভারত*, ১৭৬০। ৭ *বি* সমস্যা; বিপদ। 'আমি বড় ফাঁফরে পড়িলাম।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

ফাঁপরে পড়া *ক্রি* মহাচিন্তায় পড়া। 'আবদুর রহমান ফাঁপরে পড়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ফাঁপা, ফাঁফা [প্রা ফংফ] ১ *বিণ* শ্বাসরুদ্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* স্ফীত। 'উহা শূন্যগর্ভ অর্থাৎ ফাঁপা।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৩ *বিণ* ভিতরে বায়ুপূর্ণ এমন। 'মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* অন্তঃসারশূন্য। 'হালকা লোক, ফাঁপা। পয়সার জন্য আর্টকে জবাই করছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ফাঁপাফুঁপি *বি* স্ফীত হওয়ার ভাব। 'রোজ সকালে হাঁটি যদি তাহলে যেটুকু বা পেট ফাঁপাফুঁপি, উইও, থাকবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফেঁপে ওঠা *ক্রি* সমৃদ্ধ হওয়া। 'গঞ্জের দোকান দিনদিন ফাঁপিয়া উঠিতেছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ফেঁপে যাওয়া *ক্রি* ধনী হওয়া। 'তালেব চৌধুরী লোহার কারখানা করে দেখছ ফেঁপে যাচ্ছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ফাঁপানো, ফাঁপান [প্রা ফংফ>] ১ *ক্রি* স্ফীত করা। 'মদ – পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু/ ফাঁপায় যে হৃদয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* ফুলানো। 'টাকায় ফাঁপানো ব্যাগ।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'বাতাসে ফাঁপানো তোমার ও ফাঁকা পাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

ফাঁশ [স পাশ>] *বি* ফাঁস। 'অসংখ্য ফাঁশ, লোকের গলে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। দ্র **ফাঁস**[1]

ফাঁশী [স পাশ>] *বি* গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যুদণ্ড। 'তা হলে হয় ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁশী যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাকতেন।' *হুতোম*, ১৮৬২।

ফাঁস[1] [স পাশ>] ১ *বি* বাঁধন। 'বিনু ফাঁসে বন্দী হই পশু পক্ষীগণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* সম্পর্কের বন্ধন। 'একে তো বন্ধু অর্থেই বন্ধন, তাহার উপরে প্রবন্ধবন্ধন হইলে ফাঁসের উপরে ফাঁস হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ফাঁসকল ১ *বি* ফাঁদ। 'কলিকাতা ... হরলালের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁসকলের মতো হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* শ্বাসরোধ করার উপায়। 'এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ফাঁস কষা *ক্রি* বাঁধন শক্ত ক'রে আঁটা। 'তেমন জোরে ফাঁস কষতে পারছি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ফাঁস[২] [ফা ফাশ] ১ *বিণ* প্রকাশিত। 'মোর নারদামি এবে হইবেক ফাঁস।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* প্রকাশ। 'কারও কাছে ফাঁস করতে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ফাঁসা[১] ১ *বি* ফাঁক। 'কর্ত্তাটির আঙ্গুলের ফাঁসা দিয়া জল গলে না।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *বি* ফুটো। 'আমার দশা তলা ফাঁসা/ জল ছেঁচি আর গুধরি গলায়।' *লালন*, ১৮৯০।

ফাঁসা[২] *ক্রি* ব্যর্থ হওয়া। 'মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ফাঁসিয়ে দেওয়া *ক্রি* ছিঁড়ে ফেলা। 'কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে লুঠ-করা ধন নিই-যে কেড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ফেঁসেফুঁসে যাওয়া *ক্রি* বিফল হওয়া। 'কিংবা ওটা যদি ফেঁসেফুঁসে যায়।' *জীবন*, ১৯৩১।

ফেঁসে যাওয়া ১ *ক্রি* ফেটে যাওয়া। 'সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *ক্রি* ভেস্তে যাওয়া। 'সম্বন্ধ প্রায় ফেঁসে যাবার জো হল।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

ফাঁসানো ১ *ক্রি* জড়িত করা। 'আশায় ভাসাও আগে সুখের সাগরে ফাঁসাও হাসাও লোক কিছু দিন পরে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *ক্রি* বিপদে ফেলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফাঁসি, ফাঁসী ১ *বি* ফাঁসির দড়ি। 'কুলের করম ধৈরয ধরম সরম মরম ফাঁসী।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যুদণ্ড। 'অনেক দিবস হইল তাহার ফাঁসি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'শ্রীযুক্তেরা বহুতর আপেক্ষপূর্ব্বক ফাঁসী হুকুম দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ৩ *বি* গলাবন্ধ; টাই (ব্যঙ্গ)। 'অনেকেই গলায় লাল ফাঁসি বেঁধেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ফাঁসিকাঠ, ফাঁসিকাট *বি* ফাঁসির দড়ি লাগানো হয় যে কাঠ। 'ফাঁসিকাঠ, পীড়নযন্ত্র প্রভৃতির আবশ্যক হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৬।

ফাঁসিকার *বি* ফাঁসির দণ্ড কার্যকর করে যে। 'ফাঁসিকার কি হয় গো দোষী।' *লালন*, ১৮৯০।

ফাঁসিকাষ্ঠ *বি* ফাঁসির দড়ি লাগানো হয় যে কাঠে। 'ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবে।' *প্রভাত*, ১৮৯৭; 'নিম্নশ্রেণীর সামরিক অফিসার, খাজাঞ্চারা, গোয়েন্দা কর্ম্মচারী প্রভৃতি ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৮।

ফাঁসির মঞ্চ *বি* ফাঁসি কার্যকর করার স্থান। 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফাঁসীকর *বি* ফাঁসির কাজ সম্পন্নকারী। 'সাজে কত শূলধর অগণিত ফাঁসীকর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ফাঁসুড়ে *বিণ* গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে হত্যাকারী। 'ফাঁসুড়ে ঠগদের কথা বলেন বলাধিকারী।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ফাক [আ ফরক্] ১ *বি* প্রকাশ। 'আমাদের ক্রিয়া কৌশল পরিপাটি বৈদগ্ধ সকল যে এক কালে ফাক হবে তাহার কি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বি* বিরতি। 'বাড়িতে ক্রিয়ে কর্ম্মে ফাক যায় না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফাকড়ামো [হি ফাকড়া] *বি* বকবকানি। 'কেউ বলে লালন ভেড়ে ফাকড়ামো বই বোঝে না।' *লালন*, ১৮৯০।

ফাকা *বিণ* চূর্ণ। 'সরু চিড়ে শুকো দই মত্তমান ফাকা খই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ফাকাফাকি *বি* ছলনা; মিথ্যা কথা। 'আজিগে আনিব তারে নহে ফাকাফাকি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ফাকি, ফাকী [স ফক্কিকা] *বি* ফাঁকি। 'ফাকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'ফাকী দিয়ে নিকোড়ে জামাই পাবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। দ্র **ফাঁকি**

ফাকিজুকি *বি* প্রবঞ্চনা; শঠতা। 'আমরা তেমন ঘটক নই, ফাকিজুকি নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ফাকুটি-নাকুটি [স ফক্কিকা>] *বি* নীচ রসিকতা। 'ফাকুটি-নাকুটি আর করে রঙ্গি-ভঙ্গি পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ফাগ [স ফল্গু] *বি* আবির। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ফাগ সবুজ *বি* লালচে সবুজ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ফাগু [স ফল্গু] *বি* আবির। 'ফাগুবিন্দু দেখিয়া সিন্দূর বিন্দু কহ।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

ফাগুদোল *বি* বসন্তকালের দোল উৎসব। 'ফাগুদোলে আনন্দে গোঙাব নিতে নিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফাগুয়া *বিণ* আবির রঙের। 'নিত্য প্রভাতে ফাগুয়া তোমার ওগো কাঞ্চন-গিরি!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ফাগুন [স ফাল্গুন] *বি* ফাল্গুন; বাংলা বর্ষপঞ্জিকার একাদশ মাস। 'মাঘ গেলে ফাগুন মাস কুম্ভ রাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

ফাগুন-দিন *বি* ফাল্গুন মাসের দিন। 'কত কালের ফাগুন-দিনে বনের পথে সে যে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ফাগুনবাতাস *বি* ফাল্গুনের বাতাস। 'মন কেন উদাসে/ এই ফাগুনবাতাসে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ফাগুনরাত *বি* ফাল্গুন মাসের রাত। 'ফাগুনরাতের ফুলের নেশায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ফাগুন-হোলি *বি* বসন্তের রঙের মেলা। 'সবুজ ধরা দেখছে স্বপন আসবে কখন ফাগুন-হোলি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ফাগুনী, ফাগুনি *বিণ* ফাগুন মাসের; ক্ষণিকের। 'সুরে ভরি দিয়া ফাগুনী বাতাস আয় তুই হেথা আয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

ফাছেক [আ ফাসিক] *বিণ* দুর্বৃত্ত। 'তাঁহারা কোরানের আয়েত অনুসারে ফাছেক, জালেম, কাফের।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

ফাজলামি [ফা ফাজীল+আমি] ১ *বি* দুষ্টুমি। 'মেয়েরা হাসিল, ফাজলামি করিল।' *মানিক*, ১৯৩৭। ২ *বি* বাচালতা। 'একদিকে রাজপথের চটুল ফাজলামি।' *মানিক*, ১৯৩৮।

ফাজলাম *বি* দুষ্টুমি। 'দাঁত বার করে হাসছে আর ফাজলাম কচ্চে!' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

ফাজলেমি *বি* বাচালতা। 'সে আমোদ পায় বাপুর এই ফাজলেমিতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ফাজলোমো *বি* দুষ্টুমি। 'আর ফাজলোমো করতে হবে না।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ফাজিল[১], **ফাজীল** [আ] ১ *বি* উদ্বৃত্ত। 'বাকী ফাজীল করিয়া কবুল করিয়া লই নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'সে ক্ষতি পূরণ হইয়া আরও অনেক ফাজিল থাকিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বি* পাওনা। 'ফাজীলওয়ালাকে বেবাক না ফাজীল দিয়া হাতচিটী মুরতুব করিবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ৩ *বিণ* অবশিষ্ট। 'দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল

পাওনা হইলেও রাইয়তের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ফাজীলওয়ালা [আ ফাজীল+হি ওয়ালা] *বি* পাওনাদার। 'ফাজীল-ওয়ালাকে বেবাক না ফাজীল দিয়া হাতচিটী মুরতুব করিবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ফাজিল[২] [আ] *বি* ১ হালকা স্বভাবের ব্যক্তি। 'ফাজিল।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আমার এক ফাজিল বন্ধু বলেছেন – কি নিমকিন চেহারা।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* বখাটে। 'তুই বড় ফাজিল হয়েছিস।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২; 'লজ্জাহীনা ফাজিল ছুঁড়ি এক।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ফাজিল[৩] [আ] *বি* পণ্ডিত ব্যক্তি। 'সংস্কৃত বিদ্যায় ফাজিল নহেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ফাজেল [আ ফাজীল] *বি* পণ্ডিত। 'আত্ততত্ত্বে ফাজেল যে জনা সেই জানে সাঁইজির নিগূঢ় কারখানা।' *লালন*, ১৮৯০।

ফাত্রি-ফট্ট *বি* অস্ত্রবিশেষ। 'ফাত্রি-ফট্ট কামান কৃপাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফাট *বি* ফাটল। 'ওদিকেও তাঁহার পৃথিবীতে ফাট ধরিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ফাটল *বি* চিড়। 'গভীর ত্রিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল-বিশিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ফাটল ধরা[১] *ক্রি* চিড় ধরা। 'গভীর ত্রিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ফাটলধরা[২] ১ *বিণ* ফেটেছে এমন। 'তোর ফাটল-ধরা ভাঙা ঘরে/ ধুলার 'পরে থাকিস নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বিণ* ফাটলযুক্ত। 'দরজার সামনে ফাটলধরা চত্বরে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ফাটলপ্রবণ *বিণ* দ্রুত ফাটে এমন। 'দুজনের চামড়াই রুক্ষ ফাটলপ্রবণ।' *মানিক*, ১৯৪০।

ফাটক [হি] ১ *বি* কারাগার। 'মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* সিংহদ্বার। 'রচহ বিবিধ ফুলে ফাটক সুন্দর।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। ৩ *বি* কারাদণ্ড। *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'একজন মোক্তারকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক দিয়াছিল তাহার ১৬ দিন জেলে থাকিতে হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ফাটা[১] [স স্ফট্>] ১ *ক্রি* ফেটে যাওয়া; চিড় ধরা। 'চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* চেরা; ফাড়া। 'লোহার পাইপকেও ফাটাইয়া ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। 'পুলকে হৃদয় যেদিন পড়বে ফেটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৪ *ক্রি* বিস্ফোরিত হওয়া। 'বোমা ফাটার আওয়াজ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **ফাটলি** *ক্রি* ফেটে গেলো। 'চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ফাটি** *ক্রি* ফেটে। 'প্রাণ জেন ফাটি জাএ বুকে মাল্যে তীর।' *বড়ু*, ১৫৭০। **ফাটিয়া** *ক্রি* ফেটে। 'মূর্তিমান হৈলা দেবী ফাটিয়া পাষাণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ফাটী** *ক্রি* ফেটে যায়। 'পাছে ডালা মারে আঁটি ধমকেতে মাটী ফাটী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ফাটে** ১ *ক্রি* ফেটে যায়। 'জার প্রাণ ফাটে বুক ধরিতে না পারে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *ক্রি* ছিন্ন হয়। 'ছোড় ছোড় পিন্ধন, নিচোল পাছে ফাটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ফেটে পড়া *ক্রি* আধিক্য প্রকাশিত হওয়া। 'অহঙ্কারে ফেটে পড়ছ।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ফাটা[২] [স স্ফট্>] ১ *বি* ছিদ্র। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* ফেটে গেছে এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বি* ফাটল। 'ফাটা দিয়া তথায় পতিত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৪ *বিণ* বিদীর্ণ। 'পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর শুষ্ক কঠিন ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৫ *বিণ* ফেটে গেছে এমন। 'নিরন্তর জল সেঁচিয়া সেই ফাটা নৌকা বাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ফাটাফাটি ১ *বি* আঘাতে বিদীর্ণ করা। 'কেন হৃদয় ফাটাফাটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* বিবাদ। 'আর যায় কোথা, লেগে গেল ফাটাফাটি!' *তারা*, ১৯৪০।

ফাটা ফুটো ১ *বিণ* ফাটল-বিশিষ্ট ও জীর্ণ। 'তবলাটা ফাটা ফুটো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ *বিণ* চটা ওঠা। 'ফাটাফুটো মেঝে তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ফাড্ডা [স স্ফট্>] *ক্রি* ফাড়া। **ফাড্ডিঅ** [স স্ফাটিত] *ক্রি* ফেড়ে। 'ফাড্ডিঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

ফাড়া[১] [স স্ফট্>] *ক্রি* বিদীর্ণ করা; চিরে ফেলা। 'ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'খরসান কাতি দিয়া ফাড়িল উদর।' *সুলতান*, ১৭০০। **ফাড়িমু** *ক্রি* চিরবো। 'ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ফাড়িয়া** *ক্রি* ছিঁড়ে। 'সেই দূত তু কাড়ি পত্র ফাড়িয়া ফেলিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **ফাড়িল** *ক্রি* চিরে ফেললো। 'খরসান কাতি দিয়া ফাড়িল উদর।' *সুলতান*, ১৭০০।

ফাড়া[২] [মু ফানডা] *বি* জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনানুযায়ী কঠিন বিপদের সম্ভাবনা। 'একটা বিরাট বোঝা নেমে যায়, যেন ফাড়া কেটে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

ফাড়া কাটা *ক্রি* বিপদমুক্ত হওয়া। 'একটা বিরাট বোঝা নেমে যায়, যেন ফাড়া কেটে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

ফাড়ো [মু ফানডা] *বি* ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার আভাস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফাতনা *বি* মাছ ধরার জন্য ছিপের সুতায় বাঁধা শোলা বা পালকের ডাঁটা। 'ফাতনার মতো আর মাছরাঙার মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ফাৎনা *বি* মাছ ধরার জন্য ছিপের সুতায় বাঁধা শোলা বা পালকের ডাঁটা। 'ওগো কলমের ডগে ফাৎনা লাগাও।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'শরের ফাৎনা স্থির জলে দণ্ডের পর দণ্ড নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত অটল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ফাতা [স পত্র] *বি* ফাতনা; চিহ্ন। 'লালন বলে জেতের ফাতা ডুবাইছি সাধবাজারে।' *লালন*, ১৮৯০।

ফাতেহা [আ ফাতিহা>] *বি* মুসলমান-সমাজে মৃতব্যক্তির আত্মার কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা ও ভোজ উৎসব। 'খানা পিনা করিয়া ফাতেহা শহীদেরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফাতোয়া [আ ফতোয়া] *বি* ইসলাম ধর্মানুযায়ী শাস্ত্রীয় বিধান। 'মুন্সীসাহেব ফাতোয়া দেন কেতাব দেখে।' *জসীম*, ১৯৩১। *দ্র* **ফতোয়া**

ফান হওয়া *ক্রি* মনে হওয়া। 'রাজকুমারের কণ্ঠস্বরের ন্যায় ফান হইতেছে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ফানা [আ] *বি* উৎসর্গ। 'ইমামের নামে জান করে দেহ ফানা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফানাহ [আ] *বি* ধ্বংস। 'দুনিয়াটা বুঝি ফানাহ হয়ে যাবে।' *জহির*, ১৯৬৮।

ফানুশ [আ ফানুস] ১ *বি* লণ্ঠন। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* হালকা গ্যাসের সাহায্যে আকাশে ওড়ানো বড়ো আকারের বেলুন। 'ওড়াও ঘুড়ি-ফানুশ।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

ফানুষ ১ *বি* দীপাবরণ। 'ঘষা ফানুষের ভিতর আলোর মত রূপের আগুন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ২ *বি*

বেলুন। 'এক যে ছিল মানুষ/ নিত্য ওড়ায় ফানুষ।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ফানুস [আ] **১** *বি* হালকা গ্যাসের সাহায্যে আকাশে ওড়ানোর বেলুন। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'খাবারের দোকানের পাশে ফুঁকো ফানুস-নির্মাণের জায়গা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* দীপের আবরণ। 'ফানুসের চারি পাশে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ফানুস-ফাঁপা *বিণ* ফানুসের মতো ফাঁপা। 'ফানুস-ফাঁপা মানুষ দেখে, হায়রে অবোধ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ফান্ড, ফাণ্ড [ই] *বি* তহবিল। 'দুই চারি শত টাকা জুবিলী-ফাণ্ডে দিলেন না কেন?' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতির আয়ে।' *সওগাত*, ১৯২৮।

ফান্দ [ফা] *বি* ফাঁদ। 'ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফান্দে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ফাপর, ফাফর [হি ফেফরী] **১** *বিণ* দ্বিধাযুক্ত। 'ছাড়িতে না পারে বাণ হইল ফাফর। *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* চিন্তিত। 'বেউলা বলে ঠাকুরাণী না হও ফাফর।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* বিভ্রান্ত। 'ফাপর হইল জেয়াদ দেখে বামনেরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফাফরা *বিণ* হতবুদ্ধি। 'তাহে পুত্র দশা হেরে হইবে ফাফরা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ফাঁপা *বিণ* স্ফীত; ভিতরে শূন্য এমন। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

ফায়দা [আ ফাইদাহ্] *বি* লাভ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এত বলি তবু হয় না ফায়দা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ফায়ার [ই] *বি* আগুন। **ফায়ার প্লেস** [ই] *বি* বাসগৃহের যে স্থানে শীত কমানোর জন্য আগুন জ্বালানো হয়। 'সে জায়গাটুকুকে বলা হতো ফায়ার প্লেস।' *হাই*, ১৯৫৮।

ফায়ারব্রিগেড [ই] *বি* দমকলবাহিনী। 'ইলেকট্রিক পাওয়ার হৌস্ এমন কি ফায়ারব্রিগেড পর্যন্ত মৌজুদ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ফায়ারম্যান [ই] *বি* আগুন নিভানোর কাজ করে যে কর্মী। 'হাজার ফায়ারম্যান বারো ঘণ্টা লড়েও নেভাতে পারবে না।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

ফায়ারিং স্কোয়াড [ই] *বি* সামরিক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য গুলি বর্ষণে নিয়োজিত সেনাদল। 'নগ্নচোখে ক'জন ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে পারে?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ফায়েল [ই ফয়েল] *বি* ধাতুপাত। 'প্রেসিডেন্সি মেডিকেল হল ল্যাবেল দেওয়া একটী ফায়েল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফার [আ ফরক্] *বি* ফাঁক। 'বাজিয়া বীরের বুকে পৃষ্ঠে হল্য ফার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ফারকোট [ই] *বি* জন্তুদের লোম দিয়ে ঢাকা কোট। 'একখানা ফারকোট ... জানু থেকে পা অবধি ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ফারখত, ফারখতি, ফারখুতি [আ ফারিগ-খত] **১** *বি* রশিদ। 'ফারখতি।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* অঙ্গীকারনামা। 'এই করারে ফারখত লিখিয়া দিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'ফারখুতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে তোমার এস্থানে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **৩** *বি* মীমাংসা। 'জে দফা পূর্বে রফা হইয়া ফারখত হইয়াছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৪** *বি* মীমাংসাপত্র। 'রাধামনি দেবি কস্য ফারখত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চঃ।' *ভেরলি*, ১৭৮৯।

ফারকৎ *বি* সম্পর্কচ্ছেদ। 'রায় মশায়ের সঙ্গে তোমার কি ফারকৎ হয়ে গিয়েছে?' *প্রমথ*, ১৯৩৫। দ্র **ফারখত**

ফারখতপত্র [ফারখত+স পত্র] *বি* অঙ্গীকারপত্র। 'এতোদর্থে ফারখতপত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ফারখতাখতি [ফারখত>] *বি* সম্পর্কচ্ছেদ। 'সত্যের সহিত ফারখতাখতি করিয়া আদালতে ঢুকতে হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ফারখুতি পত্র [ফারখত+স পত্র] *বি* অঙ্গীকারপত্র। 'ফারখুতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে তোমার এস্থানে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ফারছী [ফা] *বিণ* ফারসি ভাষার। 'আরবী, ফারছী ও উর্দ্দু শব্দ বাদ দিয়া ...।' *ছোলতান*, ১৯২৩। দ্র **ফারসি**

ফারজ [আ ফরজ] *বি* ফরজ। 'ফারজ নয় তবে দস্তুর।' *হাই*, ১৯৪৭।

ফারফোর *বি* ছিদ্রময় গড়ন। 'কপাল বটে, কিন্তু ফারফোরের কাজ, ভাষায় যাকে বলে জালির কাজ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ফারম [ই ফরম] *বি* ছক। 'হলফের ফারমই এই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ফারমাইস [ফা ফরমাইশ] *বি* ফরমায়েশ; নির্দেশ। 'আর ফারমাইস খাটে, এবং বাইআনা গাহনাও জানে।' *ভবানী*, ১৮২৮। দ্র **ফরমাশ**

ফারমান [ফা ফরমান] *বি* আদেশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। দ্র **ফরমান**

ফারশি [ফা ফারসি] *বি* পারস্য দেশ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। দ্র **ফরাসি**

ফারসি, ফারসী **১** *বি* ফারসি ভাষী। 'আরবী ফারসী আদ্য নসরানি এহুদী।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'বালকে ফারসী পড়ে আখোন হুজুরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* ফারসি ভাষার। 'আরবি ফারসি নাপরি বুলি কে বুঝিতে পারে।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* ফারসি ভাষায় রচিত। 'ফারসী কেতাব ছিল মুক্তাল হোসেন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফারসিনবিশ [ফা] *বি* ফারসি ভাষাকুশলী ব্যক্তি। 'কতদূর সফল হয়েছি, তা ফারসিনবিশরাই বলবেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ফারসীয়ান [ই প্যার্সিয়ান] *বিণ* পারস্যদেশীয়। 'ফারসীয়ান ইতিহাস পুস্তক যাহা এতদ্দেশে প্রকাশ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ফারস্ট [ই] *বিণ* পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জনকারী। 'সে তো এম.এ.-তে বটানিতে ফারস্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ফারাক [আ ফর্‌ক্] *বিণ* দূরবর্তী। 'জমীন আশমান ফারাক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ফারাগ [আ ফর্‌ক্] *বি* দূর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফারা *ক্রি* চেরা। 'পাও ধরে কুফরেরে খেচিয়া ফারিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। দ্র **ফাড়া**

ফারাক্কাবাদী *বিণ* ফারাক্কাবাদ নামক স্থানে নির্মিত। 'তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ ফারাক্কাবাদী অবশিষ্ট পুরাতন সাধারণ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ফারায়েজি আন্দোলন [আ ফরায়েজ+স আন্দোলন] *বি* উনিশ শতকের বঙ্গদেশে শরিয়তুল্লাহ পরিচালিত জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে মৌলবাদী ইসলাম প্রভাবিত আন্দোলন। 'তা ফারায়েজি আন্দোলন নামে বিখ্যাত।' *আনিস*, ১৯৬৪।

ফারেনহাইট [ই] *বি* তাপমাত্রা মাপার পদ্ধতিবিশেষ। 'ফারেনহাইটের তাপমান অনুসারে রক্তের তাপাংশ ৯৮ আটানব্বাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'তাপমাত্রা প্রায় দশ হাজার ফারেনহাইট ডিগ্রির মাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ফার্দিং [ই] *বি* এখন অপ্রচলিত ব্রিটিশ মুদ্রাবিশেষবিশেষ; পুরোনো পেনির চার ভাগের এক ভাগ। 'ইংরেজিতে পাউণ্ড আছে, শিলিং আছে, পেনি আছে, ফার্দিং আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ফার্ন [ই] *বি* ঢেঁকি শাকের মতো শাকবিশেষ; উদ্ভিদবিশেষ। 'আবার ছোটো ছোটো ফার্ন ঝোপ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ফার্ণ [ই] *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'নানাজাতীয় ফার্ণ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ফার্নিচার [ই] *বি* আসবাবপত্র। 'প্রত্যেক কামরাতেই খাট, পালঙ্ক, দেরাজ, ডেস্ক ... ইত্যাদি নানান ফার্নিচারের ছড়াছড়ি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফার্নিশ [ই] *বি* সাজানো; সজ্জা। 'নতুন ধরনের ফার্নিশ করলাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফার্নিশড [ই] *বিণ* আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। 'ওদের ফার্নিশড হাউস।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফার্নেস, ফার্ণেস [ই] *বি* চুল্লিবিশেষ। 'দীপ্ত ফার্নেসে একসঙ্গে পুড়িতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮; 'পাখির ঝাঁক প্রত্যহ দু'বেলা পোড়াচ্ছে ফার্ণেসে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ফার্ম [ই] *বি* ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। 'বড় বড় ফার্ম, লিমিটেড ট্রেডিং কোম্পানী।' *রওশন*, ১৯২৫; 'বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ফার্মের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ফার্মেসি [ই] *বি* ওষুধের দোকান। 'অবনীশের একটা ফার্মেসি ছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফার্লং, ফার্লোং [ই] *বি* এক মাইলের আট ভাগের এক ভাগ; ২২০ গজ। 'কুন্দন সিংকে ঘিরে ফার্লংটাক দূরে চারিদিকেই বেশ জনতা দাঁড়িয়ে গেছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'শান বাঁধানো ছ'ফর্লোঙি চত্বর।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ফার্স্ট আর্টস [ই] *বি* উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী; পুরোনো আই. এ. পরীক্ষা। 'ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ফার্সী [ফা] *বি* পারস্যদেশের ভাষা। 'ফার্সী পড়াইবার জন্য ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। দ্র **ফারসি**

ফার্স্ট [ই] *বিণ* প্রথম। **ফার্স্ট ইয়ার** [ই] *বি* প্রথম বর্ষ। 'পনেরো বছরের ছেলে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফার্স্ট-এইড [ই] *বি* প্রাথমিক চিকিৎসা। 'আপনে ফার্স্ট-এইড দিবার কাজে লাগবেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ফার্স্টক্লাস [ই] ১ *বি* রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণীর কামরা। 'কেবলমাত্র একটি এঞ্জিন, একটি ফার্স্টক্লাস এবং একটি ব্রেকভ্যান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* প্রথম শ্রেণী; পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো ফলাফল করার শ্রেণী। 'বি.এ.-তে সে ফার্স্ট ক্লাস উইথ ডিস্টিংশন পেয়েছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ৩ *বি* বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী। 'আমি ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি।' *তারা*, ১৯৪০।

ফার্স্ট বয় [ই] *বি* ক্লাসে সবচেয়ে বেশি মার্কস পাওয়া ছাত্র। 'হাইস্কুলে এসে আমি ফার্স্ট বয় বলে ফ্রি স্টুডেন্টশীপ পেয়েছিলাম।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ফাল[1] [স স্ফার>] ১ *বিণ* বিস্তৃত। 'চান্দসুজ বেণি পখা ফাল।' *চর্যা ৪*, ১২০০। ২ *বিণ* প্রসারিত। 'উঠিলা সত্বরে নারায়ণ বাহু ফাল করিআঁ তখন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ফাল[2] [স ফলা] *বি* লাঙলের ফলা। 'কামার পাতিআ শাল কুঠারি কোদাল ফাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফাল[3] *বি* লাফ। 'ক্রোধ হইয়া দুর্য্যোধন উঠে ফাল দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ফাল[4] *বি* ফল। 'এলাহী পহেলা নেকালিলা নেক ফাল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফালগুন, ফালগুণ [স ফাল্গুন] *বি* বাংলা মাসবিশেষ। *ক্যালগে*, ১৭৮৭; '১৭ ফালগুণ বৃহস্পতিবার।' *দর্পণ*, ১৮২৩। দ্র **ফাল্গুন**

ফালগুণ [স ফাল্গুন] *বি* বাংলা মাসের নাম।

ফালতু [হি] ১ *বিণ* অবৈধ। 'এমন ফালতু রুজি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩। ২ *বিণ* মেকি। 'সেখানে ফালতু আবরণ উঠে গিয়ে আসল বেরিয়ে পড়ে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ৩ *বিণ* মিথ্যা। 'সব ঝুট হ্যায়, সব ফালতু গুজব।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ফালতো [হি ফালতু] ১ *বিণ* অকাজের। 'কেবল কেজো কথাই কহেন – ফালতো কথা কিছুই কহেন না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* বাড়তি। 'আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো, যেন ধানের গায়ে তুষ? ফালতো কিছুই নেই?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ফালস নোট [ই ফল্‌স] *বি* নকল টাকার নোট। 'ফালস নোট তাঁবা মেকী চেনে সে চকিতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ফালসাই [ফা ফলসা] *বিণ* ফলসা ফলের রংবিশিষ্ট। 'আমি খাটের ওপর থেকে ফালসাই রঙের শাড়ি তুলে নিলাম।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

ফালা[1] *ক্রি* ফেলে দেওয়া। **ফালাইল** *ক্রি* ফেলে দিলো। 'বিষ নাড়ু খাবাইয়া ফালাইল জলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ফালাএ** *ক্রি* ফেলে দেয়; খুলে ফেলে। 'বস্ত্র ফালাএ হার ছিড়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ফালা[2] *বি* ফালি; লম্বা টুকরা। 'বাঁশের ফালার বেড়ায় ফাঁক দিয়া বাইরের আবছা আলো আসিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ফালা দেওয়া *ক্রি* লম্বা ক'রে চিরে ফেলা। 'কাপড়ডার ফালা দিলে কেমন করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ফালাফালা *বি* লম্বা লম্বা টুকরা; খণ্ড খণ্ড। **ফালাফালা করা** ১ *ক্রি* লম্বা লম্বা টুকরা ক'রে ছেঁড়া। 'কাপড়খানা ফালাফালা করে ছিঁড়েছেন।' *মানিক*, ১৯৩৮। ২ *ক্রি* টুকরা টুকরা করা। 'ফালা ফালা করে ফেললো মাষ্টার কাকাকে।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

ফালাও [হি ফয়লাও] *বিণ* প্রসারিত। 'বিলাতী কারবারের প্রণালী যদি চীনদেশে ফালাও করিয়া তোলা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ফালি ১ *বি* চিলতে। 'কলা কচু লাগাবার ফালিখানেক বাগান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* লম্বা সরু টুকরা। 'দেউল-চূড়ে উঠল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ফালিপরা *বিণ* ভাঁজ পড়েছে এমন। 'দেখিল ফালিপরা একটি সুডোল তনু।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ফালি ফালি *বিণ* ছোটো ছোটো। 'ঠাসাঠাসি, ফালি ফালি ঘর।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ফালুদা [ফা ফালুদা] *বি* সাবুদানা, মধু, বরফকুচি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'আব্বা জানতে পেলে ওকে আইসক্রীম ফালুদা করে ছাড়বেন।' *মুজতবা*, ১৯৬০; 'বেদারের মায়ের কাছ থেকে শিখলো বিরয়ানী থেকে ফালুদা, বুরহানী থেকে আজওয়ান রুটি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ফাল্গুন [স] *বি* বাংলা পঞ্জিকার একাদশ মাস। 'শুভযোগ দশ দণ্ড দশম ফাল্গুন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফাল্গুণ [স ফাল্গুন] *বি* ফাল্গুন। 'নাএব মজলিস ইস্তক ৫ ফাল্গুণ নাগাদ ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ফাল্গুনরাত *বি* ফাল্গুন মাসের রাত। 'তবু তো ফাল্গুনরাতে এ গানের বেদনাতে আঁখি তব ছল ছল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ফাল্গুনিক [স] *বি* ফাল্গুন মাস সম্পর্কিত। 'কোনো দূর পীত পৃথিবীর বুকে ফাল্গুনিক তবে ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

ফাল্গুনী [স] ১ *বিণ* ফাল্গুন মাসে প্রবাহিত হয় এমন। 'ফাল্গুনী

হাওয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১; 'বসন্ত বার্ষিক পান্থ; ফাল্গুনী সুলভ হেথা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* বাসন্তী পূর্ণিমা। 'তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ফাল্গুনি [স] *বি* মহাভারতের চরিত্র অর্জুন। 'হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনিরে।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

ফাষ্ট [ই] *বিণ* প্রথম। 'ফাষ্ট সেকাণ্ট থারড ফোর্থ ক্লাস।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ফাষ্টক্লাস [ই] *বি* রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণীর কামরা। 'ফাষ্টক্লাস সাহেব বিবির স্থল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফাসনা *বিণ* চওড়া। 'সেই রুপেয়া দিয়ে কিনবে এমন দাওয়াই ... সিনাটাকে আরো ফাসনা করে তুলবে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

ফাসফুস [ধ্বন্যা] *বি* চুপিচুপি কথা বলার শব্দ। 'মুখে মুখে ফাসফুস একি প্রেম ঈষ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ফাসা ফুসি [ধ্বন্যা] *বি* জল্পনা-কল্পনা। 'সেই সে হইব আসি যার যথ ফাসা ফুসি ব্যর্থ নহে ললাট লিখন।' *সুলতান*, ১৭০০।

ফাসাদ [আ] *বি* ঝামেলা; ঝগড়া। 'তাহার নিকটবিত্তি থাকিয়া হঙ্গামা ও ফাসাদ করে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ফাসানো [হি ফাঁসনা] *ক্রি* (ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে) সম্পৃক্ত করা। 'ওদের দুইটারে ফৌজদারিতে ফাসাতে পারলেই ললিত বাবু দোরস্ত হবেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ফাসি, ফাসী [স পাশ] *বি* গলায় পেঁচিয়ে হত্যা বা আত্মহত্যার দড়ি। 'মাইল ফাসী দিআ কণ্ঠে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ফাসি।' *ওর্সা*, ১৭৮২। দ্র ফাঁসি

ফাসীবাদ [ই ফ্যাসি+স বাদ] *বি* ইতালিতে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ অবধি বেনিতো মুসোলিনি কর্তৃক প্রচলিত 'ফ্যাসিমো' নামে জাতীয়তাবাদী স্বৈরতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী মতাদর্শ ও আন্দোলন। 'নাৎসীবাদ, ফাসীবাদ জারতন্ত্র ... নিত্য শুনে থাকি।' *হাই*, ১৯৫৮।

ফাস্ট[1] [ই] *বিণ* প্রথম। 'মাটি চষার কাজে সকলের চেয়ে ফাস্ট ক্লাস প্রাইজ পেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ফাস্ট[2] [ই] *বিণ* মূলের তুলনায় এগিয়ে-যাওয়া। 'কব্জিঘড়িটা ফাস্ট হয় যদি পনেরো মিনিট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ফাস্ট বোলার [ই] *বি* ক্রিকেট খেলায় যে বোলার দ্রুত গতিতে বল করে। 'ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ফি[1] [ফা] *বিণ* প্রত্যেক। 'ফিমাহা ৫ পাচ রোজা কাটা জাইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'যে ভাও ধান বিকায় তাহাহইতে দুই কাঠা ফি টাকায় ধরতা দিব।' *কেরি*, ১৮০২।

ফিটাকা [আ ফি+বা টাকা] *ক্রিবিণ* টাকা প্রতি। 'কয়লা ফিটাকা ১২ বার টুকরি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

ফিতঙ্কে *ক্রিবিণ* টাকা প্রতি। 'চালু ফিতঙ্কে এক মোন দর।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

ফিধান [ফা ফি+ধান] *ক্রিবিণ* ধান প্রতি। 'ফিধান ২ দুই টাকা সাবেক দরের মধ্যে কমি করিয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ফিমন [আ ফি+আ মন] *ক্রিবিণ* মণ প্রতি। 'তাহার উপর গুনাগারি ফিমন আফিম তিনসও পচাত্তরি টাকা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯

ফিমাহা [ফা] *ক্রিবিণ* প্রতি মাসে। 'তবে ফিমাহা ৫ পাচ রোজা কাটা জাইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ফিরুপেয়া [ফা ফি+হি রুপেয়া] *ক্রিবিণ* টাকাপ্রতি। 'ফিরুপেয়া সির্কায় কোন কোন নিরিখে ... কৌড়ি লইবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ফিলাট [ফা ফি+ই লট] *ক্রিবিণ* বোঝা প্রতি। *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'কলিকাতার বাজারী ৮০ আসী সিক্কা ওজন সের ফিলাট।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

ফিষদ [ফা ফি+স শত] *ক্রিবিণ* শতকরা। 'কিম্মতের টাকা ফিষদ ২৫ পচিষ টাকা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

ফিসও *ক্রিবিণ* প্রতি শত। 'চুন ফিসও মোন ৬০ সাটী টাকার দর করিয়া।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

ফিসত *ক্রিবিণ* শতকরা। 'ইহার যুদ ফিসতে সাদি আনা দষ তঙ্কা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

ফিসদ, ফীসদ *ক্রিবিণ* শতকরা। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'এক টাকা বায়না দিবে এবং ফিসদে দষ টাকা তিন রোজের মধ্যে দাখিলা করবে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'প্রতি লাটের কিম্মতের অন্দরে ফিসদ ১০ দশ টাকা নগদ।' *ক্যালগে*, ১৮০১।

ফি[2]**, ফী** [ই] ১ *বি* পারিশ্রমিক। 'ডক্টর ইয়োর ফি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'উকিল-ফী গাঁট থেকে দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বি* বিশেষ কাজের জন্য বা সম্মানী হিসেবে প্রদেয় অর্থ। 'প্রত্যেক প্রার্থীকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফিও সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হইবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১; 'ডেলিগেট ফি ২ দুই টাকা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ফিওয়ালা [ই ফি+হি ওয়ালা] *বিণ* দর্শনী বা পারিশ্রমিক নেয় এমন। 'দুটাকা ফিওয়ালা একজন এল এম এফ ডাক্তারকে ডাকিয়ে পাঠায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ফিউডাল [ই] *বিণ* সামন্ততান্ত্রিক। 'ইউরোপ খণ্ডের ... ফিউডাল রাজ্য বিভাগের কথা মনে উদয় হয়।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭৪।

ফিউডাল প্রজা *বি* সামন্তাধীন প্রজা। 'ফিউডাল প্রজারা ভিন্ন ভিন্ন শাসনে থাকিয়াও ... সভ্যজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ফিউডাল প্রভু *বি* সামন্ত প্রভু। 'ফিউডাল প্রভুরা ... বিবাদ সম্বাদে প্রায় প্রত্যহ নররক্তে স্নান করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ফিং [ধ্বন্যা] ১ *বি* লাফ। 'পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি ফিং দিয়া দিই তিন দোল।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* বিচ্ছুরণ। 'চাঁদের আলোর যেন ফিং ছুটছিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ফিং দিয়ে ওঠা *বিণ* বেগে নির্গত হচ্ছে এমন। 'ফিং দিয়ে ওঠা হলকা রঙ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ফিং ফোটা *ক্রি* উৎক্ষেপণ হওয়া। 'কথার ফোয়ারায় ফিং ফুটে যেত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ফিঁক [স স্ফুলিঙ্গ>] *বি* ফিনকি। 'রুধির নিকলে ফিঁক দিয়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ফিক ফিক [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* পুনঃপুন মৃদু হাসির ভঙ্গিতে। 'বাসনা বলিতে নারে ফিক ফিক হাসে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ফিকফিকিয়ে *ক্রিবিণ* পুনঃপুন মৃদু হাসির ভঙ্গিতে। 'ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিকফিকিয়ে সে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ফিকা[1] *ক্রি* ছুড়ে মারা। 'শূন্যমার্গে তরয়ার ফেলে দিই ফিকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ফিকা[2] ১ *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'একসার রঙ্গ ক্রমশই ফিকা হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ২ *বিণ* ফ্যাকাশে। 'অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায় ... এক আভা হইতে আর-এক

আডায়া মিলাইয়া আসিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বিণ* হালকা। 'কথাটাকে একটু ফিকা করিয়া, নরম করিয়া জানানো দরকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ফিকা[৩], ফিকাহ্ [আ ফিকাহ্] *বি* ইসলামি শাস্ত্রীয় বিধান। 'সূত্র প্রয়োগ করে যে বিধিবিধান (ফিকা) সৃষ্টি করলেন।' *সওগাত*, ১৯২৮; ফিকহ্-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো যথেষ্ট।' *উমর*, ১৯৬৮।

ফিকির [আ ফিকর] ১ *বি* কৌশল; ফন্দি। 'ফিরিয়া ফিকির করে হাজৎ সেলাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* মতলব। 'এয়ছাই ফিকিরে লোক কাটে সর্ব্বকাল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* উপায়। 'খুব একটা সহজ ফিকির আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ফিকির করন *বি* ভাবিত হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ফিকির করা *ক্রি* কৌশল করা। 'তাকে আগের রাতে তার খাবারের সঙ্গে ফিকির ক'রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ফিকিরফন্দি, ফিকির ফন্দী ১ *বি* ছল-চাতুরী। 'ফিকির ফন্দীতে মুচিরাম অনেক টাকা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ২ *বি* কার্যোদ্ধারের মতলব। 'ফিকিরফন্দি করতে-করতে এদিকে মজিদ কাণ্ডটা করে বসল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ফিকিরি, ফিকিরী *বি* ফন্দি; মতলব। 'ফিকিরি শিকিরী ভিন্ন বাঁচে সাধ্য কার।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'ফিকিরি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফীকির *বি* কৌশল; ফন্দি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ফিকে *বিণ* হালকা; ফেকাসে। 'আকাশের ছায়ায় ফিকে-নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। 'ফিকে হয়ে গলে আসে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০। দ্র **ফিকা[২]**

ফিকে-নীল *বিণ* হালকা নীলবর্ণবিশিষ্ট। 'ভাঁজ-করা-করা হলদে গোলাপি, ফিকে-নীল রুমাল।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

ফিকে-নীলবর্ণ *বি* হালকা নীল রং। 'আকাশের ছায়ায় ফিকে-নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফিকে-ফিকে *বিণ ধ্বন্যা* হালকা-হালকা। 'এখন অস্ফুট আলো। ফিকে-ফিকে ছায়া-অন্ধকারে ...।' *নীরেন*, ১৯৪৭।

ফিকে-লাল *বিণ* হালকা লাল। 'সারা ঘরে। পেশোয়ারি বেদানার ফিকে-লাল রস।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

ফিগ [ই] *বি* ফলবিশেষ। 'ইটালিয়ান ছোকরা ফিগ পেড়ে খাচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ফিগার [ই] *বি* দেহের গঠন। 'এতো সুন্দর ফিগার তোর।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

ফিঙে [স ফিঙ্গক] *বি* পাখিবিশেষ। 'টেলিগ্রাফের তারের উপর কালো-লেজ-ঝোলানো চঞ্চল ফিঙে পাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফিঙ্গা *বি* পাখিবিশেষ। 'ডাকিল ফিঙ্গা; আর পাখি যত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ফিঙে লাগা *ক্রি* নজরদারি করা। 'পুলিস এখন থেকেই যদি পিছনে ফিঙে লাগে, সব শক্তি বরবাদ করে দেবে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ফিঙ্গা, ফিঙ্গে *বি* এক রকমের পাখি। 'চাতক তিত্তির ফিঙ্গা টেঁষকানা মাছরাঙ্গা নাবক সারস গাঙ্গচিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ফিঙ্গে চড়ুই গাঙ্গচিল বাদুড় সরিম।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ফিচকি দিয়ে *ক্রিবিণ* ফিক ক'রে। 'কেমন ফিচকি দিয়ে হাসি পায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ফিচেল ১ *বিণ* ফিচাল; ধূর্ত। 'দুধার উপরেও নজর রেখেছি ব্যাটা ভারী ফিচেল।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ *বিণ* প্রবঞ্চনাপূর্ণ। 'কী ক'রে তা হ'লে তারা এ-রকম ফিচেল পাতালে/ হৃদয়ের জন পরিজন নিয়ে হারিয়ে গেছে।' *জীবন*, ১৯৪৮। ৩ *বিণ* ফাজিল। 'আচ্ছা ফিচেল ছেলে তো!' *মনোজ*, ১৯৬১।

ফিচকে *বিণ* সামান্য জিনিসও হরণ করে এমন। 'ফিচকে ডাকাত সব কিছু করতে প্রস্তুত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ফিজিওলজি [ই] *বি* শরীরতত্ত্ব। 'ফিজিওলজিতে এমন আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ফিজিওলজিস্ট [ই] *বি* শারীরতত্ত্ববিদ। 'ফিজিওলজিস্টদের জন্য রেখে দিলুম।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ফিজিকাল, ফিজিকেল [ই] ১ *বি* শারীরিক। 'তাতে ফিজিকেল এক্সারসাইজ হয় বটে, বক্সিং নোবল আর্ট।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* অবস্থানগত। 'এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের ফিজিকাল ব্যবধান কমে গিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

ফিজিক্স [ই] *বি* পদার্থবিজ্ঞান। 'ফিজিক্স কিংবা মেটাফিজিক্স-এর তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'ফিজিক্সের ব্যাখ্যাকর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ফিজিয়োলজি [ই] *বি* শারীরবিদ্যা। 'সাইকোলজি, ফিজিওলজি এবং উক্ত দুই শাস্ত্র ঘেঁটে ...।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

ফিজিসিয়ান [ই] *বি* চিকিৎসক। 'যিনি সবার উপরওয়ালা সবসেরা অভিজ্ঞ ফিজিসিয়ান।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফিট[১], ফীট [ই] *বি* ১২ ইঞ্চি দীর্ঘ মাপ (বহুবচন)। '... ৩ ফিট ৩ ফিট ও ৬ ইঞ্চি বেড় ও ৩ ইঞ্চি পরিমিত লৌহ।' *প্রভাকর*, ১৮৫১; 'সমুদ্র (sea level) হইতে তিন হাজার ফীট উচ্চে উঠিয়াছি।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

ফিট[২] [ই] *বিণ* পরিপাটি; কেতাদুরস্ত। 'চুল করে প্যানচিট, হয় ফিট কত চিট।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ফিট করা *ক্রি* মাপসই হওয়া। 'তোমার জামা কি আমাদের গায়ে ফিট করবে?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফিটফাট [ই ফিট>] *বি* পরিপাটি। 'ফিটফাটে সদা থাকে রুটীঘণ্ট খায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ফিটফাট মারা *ক্রি* পরিপাটি হওয়া। 'টিপ টাপ করিয়া ফিটফাট মারিয়া ছাতের উপরে ডিল ডৌল দেখাইয়া বেড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ফিট ফায়দা [ই ফিট+আ ফাইদাহ্] *বি* সুযোগসুবিধা। 'পৃথিবীর সবদিকেই এদেরই ফিট ফায়দা।' *জীবন*, ১৯৩১।

ফিট[৩] [ই] *বি* মূর্চ্ছা; অজ্ঞান। 'ভয়ঙ্কর ফিটের ব্যামো ছিল।' *শরৎ*, ১৯১৩; 'মেজমামি ফিট হয়ে পড়লেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফিটকিরি [স স্ফটিকারি] *বি* রাসায়নিক দ্রব্যবিশেষ। 'স্বভাব ফটফটে ফিটকিরির মতন।' *জীবন*, ১৯৪৮; 'ফিটকিরিও আছে বইকি বাবু!' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফিটকারি *বি* রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ফিটন [ই] *বি* এক প্রকার ঘোড়ার গাড়ি। 'বাবুর ফিটন প্রস্তুত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফিটান [ই] *বি* চার চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। 'রাম-শ্যামকে একটি ফিটানে চড়িয়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ফিটেন [ই] *বি* একরকমের ঘোড়ার গাড়ি। 'কত রকমের গাড়ী যাইতেছে – ব্রুহাম, বারুচ, ফিটেন ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ফিটা *ক্রি* দূর হওয়া। **ফিটিঅ** *ক্রি* দূর হোক। 'ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটিঅ।' *চর্যা* ২১, ১২০০। **ফিটিলি** *ক্রি* খুলে গেলো। 'হের সে শবরো গিরেবণ তইলা ফিটিলি ষবরালী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। **ফিটেলি** *ক্রি* দূর হলো। 'ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিআ।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

ফিডিং বোতল, ফীডিং বোতল [ই] *বি* শিশুদের দুধ খাওয়ানোর চুষিযুক্ত বোতল। 'ফীডিং বোতলের বোঁটা চুষিয়া চুষিয়া খাইলে।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'ফিডিং বোতলে পরম দুধ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ফিতা [প] **১** *বি* কাপড়ের অথবা ঐ জাতীয় বস্তুর লম্বা ও পাতলা ফালি; মাপার জন্যে ব্যবহৃত অনুরূপ ফালি। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* চুল বাঁধার জন্য ব্যবহৃত লম্বা চিকন কাপড় বা জরির টুকরা। 'খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফিতে [প ফিতা] *বি* ফিতা। 'চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালা ফিতে দিয়া বান্ধা।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

ফিতেপেড়ে *বি* কাপড়বিশেষ। 'স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে, ফিতেপেড়ে, কল্কাপেড়ে পরাইয়া দিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ফিতেবান্ধা *বিণ* ফিতা-দিয়ে-বাঁধা। 'কালাচর্মের পাদুকা ফিতেবান্ধা গোড়তোলা মাতানেড়া বোঁচা সকল পায়ে দেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ফিৎরা [আ ফিতরাহ্] *বি* মুসলমানদের রমজান মাসের শেষে ঈদ উপলক্ষে দেয় অর্থ (এই কারণে এই ঈদকে ঈদুল ফিতর বলা হয়।) 'রোজা রাখে, ফিৎরা দেয়।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৩।

ফিন [ই] *বি* ফিনল্যান্ডের অধিবাসী। 'কেউ ইংরেজ কেউ জার্মান কেউ হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান ফিন ইতালিয়ান ওলন্দাজ।' *অনুর্দা*, ১৯২৯; 'ফিনরা কি বেজায় ঢ্যাঙা হয়?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফিনকি **১** *বি* সবেগে নির্গত তরল পদার্থের ধারা। 'ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **২** *বি* স্ফুলিঙ্গ। 'মন জ্বলতে লাগল যেন আগুনের ফিনকি।' *অবন*, ১৮৯৬।

ফিনফিন *বি* অতি ক্ষুদ্র বস্তুর দ্রুত স্পন্দিত হওয়ার ভাবসূচক। 'ঘুনঘুনে মাছির চেয়েও ছোটো মিহিন জলের কণা ফিনফিন করছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ফিনফিনে **১** *বিণ* মিহি। 'ফিনফিনে ধুতি পরা।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* হালকা। 'এই সরু ফিনফিনে হারটি।' *মানিক*, ১৯৩৭। **৩** *বিণ* গুঁড়িগুঁড়ি। 'শ্রাবণ মাসের ফিনফিনে বৃষ্টিতে ...।' *তারা*, ১৯৫৩।

ফিনাইল [ই] *বি* দুর্গন্ধ ও জীবাণু নষ্টকারী একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ। 'দিনরাত ডেটল আর ফিনাইলের ম-ম গন্ধ।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ফিনিক *বি* দীপ্তি। 'বহ্নি ফিনিক চমকি চমকি ঢাল-তলোয়ারে খনখন।' *নজরুল*, ১৯২২; 'চোখের জলে ওই মণিদীপ আগুন হাসির ফিনিক ফোটায়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ফিনিক্স [ই ফিনিক্স] *বি* পশ্চিম এশিয়ার পৌরাণিক পাখি, যা শতশত বছর বেঁচে থাকে এবং নিজেকে পুড়িয়ে আবার সেই ছাই থেকে জীবন লাভ করে বলে বিশ্বাস করা হতো। 'রাঙা আঁখি আজ সেথায় ফিনিক্স চেয়ে আছে ক্রুর দৃষ্টি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'চিরায়ু অক্ষয় ফিনিক্স-সম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

ফিনিশওয়ালা [ই ফিনিশ+হি ওয়ালা] *বিণ* চমৎকারভাবে সমাপ্ত হয়েছে এমন। 'সে গম্ভীর ফিনিশওয়ালা বই পছন্দ করে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফিনিশ-করা [ই] *বিণ* মাজাঘষা। 'সেই চাকচিক্যময় জিনিসটা ফিনিশ-করা চালে গিয়ে দাঁড়ায়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফিনিশীয়, ফিনীশীয় **১** *বি* ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের ফিনিশিয়ায় অধিবাসী। 'ফিনীশীয়েরা নানা সমুদ্রের তীরে তীরে বাণিজ্য করে ফিরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বিণ* ফিনিশিয়া সংক্রান্ত। 'গ্রীক হিন্দু ফিনিশীয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন।' *জীবন*, ১৯৪২।

ফিপি *বি* ঘূর্ণিপাক। 'নদীতে মাঝে মাঝে উঠছে রে ফিপি তাতে পড়লে কুটো হয় রে দুটো এতই বেগবতী।' *লালন*, ১৮৯০।

ফিফথ কলাম [ই] *বি* আভ্যন্তরীণ দেশদ্রোহী বাহিনী; পঞ্চম বাহিনী। 'ঠিক বলেছ, দাদা। এরা ফিফথ কলাম।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ফিবরিল, ফীবরীল *বি* ফেব্রুয়ারি মাস। 'সাল তমামি করার কাগড় আখেরি ফিবরিল নাগাদি দাখিল করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'ফিবরিল মাসের ৮ তারিখ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'ইতি সন ১১৯৮ ইং ১৭৯২ তাং ২২ ফীবরীল ১৩ ফালগুন।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ফিবরেল [ই ফেব্রুয়ারি] *বি* ফেব্রুয়ারি মাস। 'আর নাগায়েদ ফিবরেল গত সনের ও বকায়া বাকী ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২; '১৭ ফিবরেল সন ১৮০০ সাল।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

ফিবিরিল [ই ফেব্রুয়ারি] *বি* ফেব্রুয়ারি মাস। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

ফিবানা *বি* বকলেস। 'ফিবানা ২ খান।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

ফিব্রুয়ারি, ফিব্রুআরি [ই] *বি* খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় মাসের নাম; ফেব্রুয়ারি। '৫ ফিব্রুআরি বাঙ্গলা ২৪ মাঘ মঙ্গলবার।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'আলেগজান্দ্রিয়া, ২৮ ফিব্রুয়ারি ইং ১৮৪২।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। *দ্র* **ফেব্রুয়ারি**

ফিমেল [ই] *বি* নারী। 'ফিমেল সেন্ট্রাল স্কুল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ফিমেল ফ্রেন্ড [ই] *বি* মেয়েবন্ধু। 'আলাপি ফিমেল ফ্রেন্ডেরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফিয়াঁসে [ফ] **১** *বি* প্রেমিকা। 'তার ফিয়াঁসে নাকি উৎকৃষ্ট ডিনার তৈরি করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বি* ভাবী বধূ। 'তার বোন ছোকরাটির ফিয়াঁসে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফিরগেট [ই] *বি* ফ্রিগেট; রণতরী। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ফিরঙ্গ [ফা ফিরঙ্গী] *বিণ* ফিরিঙ্গিদের মতো। 'নিখুঁত বাংলা ফোটে ফিরঙ্গ রঙ্গে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

ফিরণ [হি ফিরনা] *বি* ফিরে আসা; প্রত্যাবর্তন। 'তোমারে দোজখে তরে আমার ফিরণ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফিরৎ *বি* প্রত্যর্পণ; ফেরত। 'লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?' *শক্তি*, ১৯৬৫।

ফিরতি **১** *বিণ* ফিরে আসে এমন। 'তবে ফিরতি বারে কোনো লোক যদিই আসে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বিণ* ফেরত। 'ফুরোবে আমার ফিরতি-টিকিটের মেয়াদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ফিরতিপথ *বি* ফিরে আসার পথ। 'জোনহার ফিরতিপথে ... মনে-মনে প্রার্থনা করেছিলাম।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

ফিরদৌস, ফিরদউস [আ] *বি* ইসলামিবিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গ। 'খোলে হুর-পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'ফিরদউস হতে ডাকে হুরি পরী।' *নজরুল*, ১৯৩১। *দ্র* **ফেরদৌস**

ফিরদৌসের ফুল *বি* ইসলামিবিশ্বাস-অনুযায়ী বেহেশতের ফুল। 'হায় ফিরদৌসের ফুল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ফিরন [হি ফিরনা] *বি* পতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফিরনি [ফা] *বি* চাল ও দুধের মিষ্টান্নবিশেষ; পায়েস। 'শখ করে যে ফিরনিটা করেছে তা দেবে খেতে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ফিরা, ফিরান, ফিরানো [হি ফিরনা>] ১ *ক্রি* প্রত্যাবর্তন করা বা করানো। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মা-ও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *ক্রি* ঘোরানো। 'ফিরিয়া মুখ মুচকিয়া কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *ক্রি* ঘুরে বেড়ানো। 'অনেক বাবুর সহিত ফিরিয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *ক্রি* বদলানো; পরিবর্তন করা। 'রাম অমনি হুঁকায় ছিঁচকা দিয়া – জল ফিরাইয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **ফির** *ক্রি* প্রত্যাবর্তন করো। 'কোথা আছ কোথা ফির গহন কাননে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ফিরএ** *ক্রি* ফেরে। 'রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরএ বলকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ফিরয়** *ক্রি* ফিরায়। 'ঘন ঘন হুঙ্কারে ফিরয় নিশিপাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ফিরাই** *ক্রি* ফিরিয়ে। 'রসুলে ছাগল সব আনিল ফিরাই।' *সুলতান*, ১৭০০। **ফিরাইতে** ১ *ক্রি* পরিবর্তন করতে। 'ফিরাইতে না পারিলুঁ কুমারীর মন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* বেড়াতে। 'কর্ণেত বান্ধিয়া দড়ি কোরেশ সকলে ছাওয়ালের হাতে দিয়া ফিরাইতে বোলে।' *সুলতান*, ১৭০০। **ফিরাইলেক** *ক্রি* ফেরালো; নিবৃত্ত করলো। 'পুত্রের বচনে বৃদ্ধে ফিরাইলেক মন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ফিরাএ** *ক্রি* ঘুরিয়ে ফিরায়। 'নগরে নগরে তারে মারিয়া ফিরাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ফিরাত্যে** *ক্রি* ফিরিয়ে আনতে। 'এখনি ফিরাত্যে পারি নহলী যৌবন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ফিরি** *ক্রি* ফিরে। 'ফিরি চাহ নিরখি বদনে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **ফিরিআ** *ক্রি* ফিরে। 'বাপ তেজি পুত্র ধাএ না চাহে ফিরিআ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ফিরিবে** *ক্রি* পরিবর্তিত হবে। 'কীর্তিকর্মার লেখাজোখা আর কি ফিরিবে।' *লালন*, ১৮৯০। **ফিরিয়া** *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'ফিরিয়া জমুনা নদি বহই উজান।' *মালাধর*, ১৫০০। **ফিরে** ১ *ক্রি* ঘোরাফেরা করে। 'মিথ্যা কাজে ফিরে পতি নাঞি চাষবাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* প্রত্যাবর্তন করে। 'ফাঁফর হইল ফিরে যেতে চাহে ঘরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *ক্রিবিণ* মনোযোগ দিয়ে। 'গদাধর পানে তবে প্রভু ফিরে চান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৪ *ক্রি* ঘোরে। 'সুবেশা স্বভাব রঙ্গে সদা কাল ফিরে সঙ্গে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ফির‍্যা** *ক্রি* ফিরে। 'পুনর্বার ফির‍্যা আইল শ্রীরামপুরের গনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ফিরাইয়া দেওয়া *ক্রি* ফেরত দেওয়া। 'ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত – ও আমার টাকা নয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ফিরা ফিরা [হি ফিরনা>] *ক্রিবিণ* বারবার। 'বিদ্যা বলে কেন হীরা ইহা কহ ফিরা ফিরা ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

ফিরিয়া দেয় *ক্রি* ফিরিয়ে দেয়। *ক্যাস্তে*, ১৭৮৪।

ফিরিয়া ফিরিয়া *ক্রিবিণ* ঘুরেফিরে। 'বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া নিষ্ঠুরভাবে বাজাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ফিরিয়ে দেওয়া *ক্রি* ফেরত দেওয়া। 'ফিরিয়ে দেব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ফিরে আসন *বি* ফিরে আসা। *ওঁসা*, ১৭৮৫।

ফিরে আসা ১ *ক্রি* পুনরায় আসা। 'ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ-'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* ফেরত যাওয়া। 'আমি কেবল ফিরে-আসার আশা দলে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ফিরে দাঁড়ানো *ক্রি* ঘুরে দাঁড়ানো। 'তারা উঠে ফিরে দাঁড়াল পূর্ব দিগন্তের পানে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

ফিরে পাওয়া *ক্রি* পুনরায় কাছে পাওয়া। 'যে-স্বামী চলিয়া গেল সে-স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফিরে পাঠানো *ক্রি* ফেরত দেওয়া। 'মাংসটা খারাপ হওয়াতে তারা ফিরে পাঠিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ফিরে ফিরতি *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'একই স্ত্রীলোকের সঙ্গে ফিরে ফিরতি দুবার ভালবাসায় পড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ফিরে ফিরে *ক্রিবিণ* বারবার। 'মোর পানে ফিরে ফিরে, চেয়েমাত্র রহিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

ফিরে যাওয়া *ক্রি* চলে যাওয়া। 'কোনোমতে নির্জন নিঃশব্দ খ্যাতিহীনতার মধ্যে ফিরে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ফিরাঙ্গি [ফা ফিরঙ্গী] *বি* ইউরোপীয় তথা পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত ভারতীয়। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। দ্র **ফিরিঙ্গি**

ফিরার, ফেরার [আ ফিরার] *বিণ* পলাতক। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

ফিরি[1] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ফিরিফিরতি *বি* পুনরায় ডেকে আনা। 'আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে আমাদেরই ফিরিফিরতি।' *জীবন*, ১৯৩১।

ফিরি ফিরি *ক্রিবিণ* ফিরে ফিরে; বারবার। 'ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ফিরি[2] [হি ফ্রি] ১ *বিণ* মুক্ত; খোলা। **ফিরি টেরেড** [স ফ্রি ট্রেড] *বি* খোলা বাজার; মুক্তবাণিজ্য। 'বলেন ফিরি টেরেড বন্দ কর্ত্তে, কোন কালে কেউ পারে না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* বিনে পয়সায় মেলে এমন। 'খিচুড়িটা, ইলিশ-ভাজাটা ফিরি দেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফিরি[3] [হি ফেরী] *বি* রাস্তায় বা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পণ্য বেচা। 'ফিরি করে ফেরে শা-জাদি বিবি ও বেগম সাব।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ফিরিঅলা [হি ফেরীওয়ালা] *বি* ফেরিওয়ালা। 'ফিরিঅলা থেকে ডাকপিওন তাকে ছেড়ে সব্বাই নট নড়ন-চড়ন।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

ফিরিওয়ালা *বি* পণ্যদ্রব্য ফেরি করে বেড়ায় যে। 'ফিরিওয়ালারা চীৎকার করিয়া আজ আর কাণ ঝালাপালা করিতেছে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ফিরিওলা *বি* বাড়ি বাড়ি পণ্যদ্রব্য ফেরি করে বেড়ায় যে। 'ফিরিওলা হেঁকে ফিরিছে গাঁয়ের মাঝে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

ফিরিঙ্গি, ফিরিঙ্গী [ফা ফিরঙ্গী] *বিণ* ইউরোপীয় তথা পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত ভারতীয়। 'ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস।' *ভারত*, ১৭৬০; 'নাগরী ফিরিঙ্গী আরমানি ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ফিরিঙ্গিনী *বি স্ত্রী* অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। 'আরমানী থেকে আরম্ভ করে ফিরিঙ্গিনী পর্যন্ত।' *অবন*, ১৯২৫।

ফিরিঙ্গিপনা *বি* ফিরিঙ্গির আচরণ। 'যমদুয়ারে ছেলে পাঠিয়ে ফিরিঙ্গিপনা হচ্ছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ফিরিস্ত [ফা] *বি* তালিকা। 'পত্রখানা একরাশি অভাব-অভিযোগের একটা ফিরিস্ত।' *মনসুর*, ১৯৫৫। দ্র **ফিরিস্তি**

ফিরিস্তা [আ] *বি* ইসলামি বিশ্বাসমতে স্বর্গীয় দূত। 'আর্শের ফিরিস্তা সব আনন্দিত হৈলা।' *আলাওল*, ১৬৮০। দ্র **ফেরেশতা**

ফিরিস্তি, ফিরিস্তী [ফা] ১ *বি* তালিকা। 'যে যে তারিখে জারি হইয়াছে

তাহার ফিরিস্তী।' *ফরস্টার*, ১৭৯৯; 'বিষয়াদির যাবতীয় দলীল এক ফিরিস্তি করিয়া দুলা মিয়াঁকে বুঝাইয়া দেও।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **২** *বি* বিবরণ। 'পাতার পর পাতা পাল্টে চারদিনে চাররকমের অসুখের ফিরিস্তি দিল।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফিরিস্তী কাগজ *বি* তালিকার কাগজ। 'ফিরিস্তী কাগজ।' *ভেরলি*, ১৭৯৭।

ফিরোজ [ফা ফিরোজাহ্] *বি* আকাশী নীল রঙ। 'ফিরোজার রত্ন অলঙ্কার সর্ব অঙ্গে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ফিরোজা রঙ *বি* আকাশী নীল রং। 'ফিরোজা রঙের পাতলা উড়ানি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ফিরোজিয়া *বিণ* আকাশী নীল। 'সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ঝিঙে ফুল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফিরোয়ান [আ] *বি* প্রাচীন মিশরের সম্রাট; ফেরাউন। 'ফিরোয়ানে যদি সে মুসার লাগ লইল।' *সুলতান*, ১৭০০।

ফির্নি [ফা ফিরনী] *বি* চাল, দুধ ও চিনি দিয়ে তৈরি খাবার; পায়েস। 'তেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘন্টো ও আটা নেবড়ান লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট হয়ে বসে আচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **ফিরনি**

ফিলখানা [ফা] *বি* হাতিশালা। 'ফিলখানার নিকট পৌছিয়াছিল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ফিলজফর, ফিলজফার [ই] *বি* দার্শনিক। 'মোটা চাদোর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে ব্যাড়াচ্চি।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'পার্শিয়ান ফিলজফার তার পাগড়ি-চোরের সন্ধান না পেয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ফিলজফি, ফিলজাফি [ই] **১** *বি* দর্শন শাস্ত্র। 'বক্তৃতায় ফিলজফির কড়িমাধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'তুমি ফিলজফিতে এম.এ.।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'না-থাকার ফিলজাফি মনটাকে ধরে চাপি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* দর্শনচিন্তা; তত্ত্বচিন্তা। 'অনেকগুলো বৈরাগ্যের মধ্যে রুদ্ধালোকে বসে বসে ফিলজফি করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। *দ্র* **ফিলসফি**

ফিল্টার, ফিলটার [ই] *বি* পানি ছাঁকার বিশেষ ছাঁকনি। 'ময়লা শামাদান, দুটো ফিলটার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'আমরা পানীয় জল ফিল্টারে ছাঁকিয়া ব্যবহার করি।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

ফিল্ডিং করা *ক্রি* ক্রিকেট খেলায় বল ধরা বা থামিয়ে দেওয়া। 'তার জায়গায় অন্য কেউ ফিল্ডিং করবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফিলম [ই] *বি* চলচ্চিত্র। 'আসন্ন দুর্ঘটনা সিনেমা ফিলমের মতো দৃশ্যের পর দৃশ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়ে প্রকট হতে থাকে।' *শিবরাম*, ১৯৫০। *দ্র* **ফিল্ম[১]**

ফিলমি [ই] *বিণ* সিনেমার। 'থিয়েটার গান, ফিলমি গানা পর্যন্ত ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'খেমটা আর ফিলমি গানের সঙ্গে তার মিতালি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফিলমস্টার [ই] *বি* চিত্র-তারকা। 'নামজাদা এক ফিলমস্টার।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফিলসফি [ই] *বি* দর্শনশাস্ত্র। 'ফিলসফিতে এম.এ. লইয়া তিনি প্রথম শ্রেণীতে পাস হন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ফিলাসফি [ই] *বি* দর্শন। 'ফিলাসফি মেথেমেটিক্স এণ্ড আলজেবরী... ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপে শিক্ষার্থে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

ফিলানথ্রপিস্ট [ই] *বি* মানবকল্যাণী। 'বিশ্বহিতৈষী ইংরেজিতে যাকে বলে ফিলানথ্রপিস্ট।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফিলোলজিস্ট, ফিললজিস্ট [ই] *বি* ভাষাবিজ্ঞানী। 'তাঁরা প্রায় সকলেই ফিললজিস্ট।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'এ জ্ঞানটা প্যারিসের ফিলোলজিস্ট এসোসিয়েশনের।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফিল্ম[১] [ই] *বি* চলচ্চিত্র। 'খানিকক্ষণ কেবল ফিল্মের গল্প করিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'এখানকার একটা ফিল্ম স্টুডিয়োয় চাকরির চেষ্টাতেই আমার বোম্বে আসা।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ফিল্ম[২] [ই] *বি* ছবি তোলার কাজে ব্যবহৃত সেলুলয়েডের পাতবিশেষ। 'আমার স্মরণশক্তির ফিল্ম পরে বিস্তর ডেভালাপ করেও ... বের করতে পারিনি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ফিশফাশ [ধ্বন্যা] *বি* চাপা স্বরে কথা বলা; ফিসফাস। 'মানুষের নিরবচ্ছিন্ন ফিশফাশ আর গুলি-বারুদের শব্দ।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

ফিশফিশ [ধ্বন্যা] *বি* চাপা স্বর। 'গলা নামাইয়া ফিশফিশ করিয়া বলে।' *মানিক*, ১৯৩৭। *দ্র* **ফিসফিস**

ফিশফিশানি [ধ্বন্যা] *বি* কোনো গোপন বিষয়ে মৃদু স্বরে আলোচনা। 'ফিশফিশানি শেষ হওয়াটা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর পক্ষেও স্বাভাবিক নয়।' *মানিক*, ১৯৪০।

ফিশফিশে [ধ্বন্যা] *বিণ* মৃদু স্বরবিশিষ্ট। 'না কি ফিশফিশে গলায় কিছু বলে?' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

ফিশির ফিশির [ধ্বন্যা] *বি* নিচুস্বরে কথোপকথন। 'একানে ফিশির ফিশির, ওকানে গুজুর গুজুর।' *হাসান*, ১৯৬৪।

ফিসফাস [ধ্বন্যা] *বি* চাপা স্বরে কথা বলা। 'বরের সঙ্গে যত গুজগাজ ফিসফাস করতে পারবি।' *মানিক*, ১৯৩৭; 'ফিস-ফাস ছাড়া কোনো সাড়াশব্দ নেই।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ফিসফিস [ধ্বন্যা] *বি* মৃদু স্বরে কথা বলার শব্দ। 'ফিস ফিস করি দুইজনে কথা কয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ফিসফিসানি [ধ্বন্যা] *বি* চাপা স্বরে বাক্যালাপ। 'ভূতপ্রেতের ফিসফিসানি, কানাকানি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ফিস[১] [ই ফিশ] *বি* মাছ। 'ফ্রেস-ফিস ভরা ডিস মধ্যে ভাতে ভাত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ফিস[২] [ই ফিজ] **১** *বি* পারিশ্রমিক। 'ষ্টাম্পের মূল্য চাই; উকিলের ফিস চাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **২** *বি* বেতন। 'কাহার ফিসের টাকা আসে নাই।' *জসীম*, ১৯৫১।

ফিসপ্লেট [ই] *বি* যে খণ্ডাংশগুলিকে জোড়া দিয়ে রেললাইন তৈরি করা হয়, সেই খণ্ডাংশগুলির একটাকে অন্যটার সঙ্গে জোড়া লাগানোর জন্যে ব্যবহৃত লোহার পাত। 'সেই বাঁকের মুখের ফিসপ্লেট-টা সরিয়ে রেখে এলুম।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফিস্টি [ই ফীস্ট] *বি* ভোজ। 'ঠিক তেমনি মোগল আমলের ফিস্টির বর্ণনা।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ফীটউ [স স্পৃ] *ক্রি* দূর হোক। 'ফীটউ দুআ মা দেসি রে ঠাকুর।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

ফীড়িয়া *বি* ফেরত। 'জে তাতির তাত নিরষ কাপড় ছিল তাহা ফীড়িয়া দৌয়া গীয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ফীরানো [হি ফিরনা>] *ক্রি* ফিরিয়ে দেওয়া। **ফীরাইয়া** *ক্রি* ঘুরিয়ে। 'তাহাকে হাটে বাজারে ফীরাইয়া খুব সাজা দিব।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **ফীরিতে** *ক্রি* ফিরতে। *ওসা*, ১৭৮২। *দ্র* **ফিরা**

ফীল্ডার [ই] *বি* ক্রিকেট মাঠে বল ধরা বা থামানোর কাজ করে যে। 'উত্তম উইকেটকীপার, এমন কী, না-ব্যাট্‌সম্যান না-বোলার শুদ্ধমাত্র ফীল্ডার ... দু-একজন রাখতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ফুঁ, ফু [ধ্বন্যা] ১ *বি* মুখ হতে নির্গত বায়ুপ্রবাহ। 'বরিষা বাদলে আনলে দিতে ফু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* প্রাণবায়ু। 'সিরাজ সাঁই কয় লালন তোর ফুঁ ফুরাবে কোন সময়।' *লালন*, ১৮৯০।

ফুঁ দেওয়া ১ *ক্রি* মুখ দিয়ে জোরে বাতাস বের করা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* ধর্মীয় শাস্ত্র থেকে শ্লোক পড়ে উপকার হবে এই বিশ্বাসে ফুঁ দেওয়া। 'ফুঁ দেওয়া থেকে আরম্ভ করে তাদের গলায় দোয়া তাবিজ ঝুলোবে।' *হাই*, ১৯৫৩।

ফুঁ পাড়া *ক্রি* ক্রমাগত ফুঁ দেওয়া। 'বেচারারা ভাই রাঁধে, উনুনে ফুঁ পাড়ে আর কাঁদে।' *অমৃত*, ১৯০০।

ফুঁকন [ধ্বন্যা] *বি* ফুঁ দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফুঁকা [ধ্বন্যা] ১ *ক্রি* ধূমপান করা। 'বুঝি 'হুট' বলে, 'বুট' পায়ে দিয়ে, চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* অপব্যয় করা। 'পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বসিয়া বসিয়া ফুঁকিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *ক্রি* ফুঁ দিয়ে বাজানো। 'শঙ্খ ওঠে ফুঁকে।' *জীবন*, ১৯২৭। ৪ *ক্রি* ফুঁ দেওয়া। 'ভিজা কাষ্টেরে ফুঁকিয়া ফুঁকিয়া ভিজানু বুকের বেশ।' *জসীম*, ১৯৩১।

ফুঁকেদেনেওলা *বিণ* অপব্যয়কারী। 'মাসের মাইনে এক রাত্তিরে ফুঁকেদেনেওলা বিস্তর পার্সী বোম্বাইয়ে আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফুঁকা-দেওয়া-দুধ *বি* বাছুর ছাড়া গরুর দুধ। 'বাছুরকে কসাইখানায় বিক্রয় করিয়া ফুঁকা-দেওয়া দুধের ব্যবসায় চালাইতে হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ফুঁকো [ধ্বন্যা] *বিণ* স্ফীত। 'কাবাবের দোকানের পাশে ফুঁকো ফানুস-নির্মাণের জায়গা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ফুঁড়া *ক্রি* ভেদ ক'রে ওঠা। 'ভুঁই ফুঁড়ে পুঁইগাছ হইয়াছে ফুঁড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ফুঁপানো *ক্রি* ফুঁপিয়ে কাঁদা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ফুঁপিয়ে ওঠা *ক্রি* হঠাৎ বিস্ফোরিত হওয়া। 'আগ্নেয়গিরি তার বুকভরা আগুনের তরঙ্গ যখন নিতান্ত সামলাতে না পেরে ফুঁপিয়ে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ফুঁপি [স পুষ্প] *বি* বস্ত্রের প্রান্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফুঁয়ানো *ক্রি* ফুঁ দেওয়া। 'ফুঁয়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফুক [ধ্বন্যা] ১ *বি* ফুঁ। 'বাজাইল বিনোদিনী তাথে ফুক দিয়া।' *দ্বীচণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* মন্ত্রপূত চিকিৎসা। 'ফুক দিতে জলদি চলে যান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফুক ফাক [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততার ভাব। **ফুক ফাক করে** [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* হঠাৎ; যখন তখন। 'রোজ রোজ ফুক ফাক করে আনাগোনা, আর সে মাগীকে চেন না?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ফুকরা, ফুকরানো [হি ফুকার] *ক্রি* চিৎকার করা। 'বাহা বাহা করি তবেঁ রাধিকা ফুকরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ফুকরএ** *ক্রি* গুঞ্জন করে। 'কোকিল ললিত স্বর ফুকরএ মধুকর।' *বড়ু*, ১৫৭০। **ফুকরিয়া** *ক্রি* চিৎকার করে। 'ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ফুকরে ওঠা *ক্রি* চিৎকার করা। 'পাড়ার কুকুর সমস্বরে ফুকরে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ফুকার [হি] *বি* চিৎকার। 'দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ফুকারা, ফুকায়ানো [হি ফুকার>] ১ *ক্রি* চিৎকার করা। 'ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িআলে ঘন ফুকারএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* আহ্বান করা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **ফুকারএ** *ক্রি* চিৎকার করা। 'ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িআলে ঘন ফুকারএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ফুকারিয়া** *ক্রি* চিৎকার করে। 'হেনই সময়ে বাজিল ভেরী। ফুকারিয়া কহে সকল বাড়ী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ফুকারে** *ক্রি* চিৎকার করে। 'নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত।' *ভারত*, ১৭৬০।

ফুকোরে ফুকোরে *ক্রিবিণ* রন্ধ্রে রন্ধ্রে। 'ওর ফুকোরে ফুকোরে কবিত্বের মধু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ফুকা[1] [স ফুৎকার] *ক্রি* উন্মুক্ত করা। **ফুকাইতে** *ক্রি* উন্মুক্ত করতে। 'নীতি আছে তান হাতে সে দুয়ার ফুকাইতে।' *সুলতান*, ১৭০০। **ফুকাইলা** *ক্রি* উন্মুক্ত করলো। 'সেই কুলুপ লই পাটি জোড়া ফুকাইলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

ফুকা[2] *বি* ফুৎকার। 'সাহেবেরা বাছুরকে কসায়ের হস্তে বিক্রয় করত ফুকা দিয়া গাভীর দুগ্ধ লইতেছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। **ফুকিমু** *ক্রি* ফুৎকার দেবো। 'এবে তুহ্মি রণে যাইতে ফুক না ফুকিমু।' *সুলতান*, ১৭০০। **ফুকিল** *ক্রি* ফুঁ দিলো। 'ইস্রাফিল শিঙ্গা সম ফুকিল বিশাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ফুকে** *ক্রি* ফুঁ দেয়। 'আরে কে না জালে ফুকে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ফুঙ্গি [বর্মি ফুঙ্গী] *বি* ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। 'লুঙ্গি পরে ফুঙ্গি চাচা!' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফুচকা [ধ্বন্যা] *বি* ছোটো লুচি জাতীয় মুখরোচক খাদ্যবিশেষ। 'ফুচকা খাওনি বসে সদর রাস্তায়।' *মণীশ*, ১৯৩১।

ফুচকি [স পুচ্ছ] ১ *বি* লুকোচুরি। 'লালন বেড়ায় ফুচকি খেলে ঘোমটা দিয়ে চায় আড়চোখি।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* উঁকি। 'গর্ত থাইক্যা ফুচকি দাও।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফুচকি মারা *ক্রি* উঁকি দেওয়া। 'বুকপাঁজরের ঘেরাটোপে ফুচকি মারে আজব পাখি।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

ফুট[1] [ই] *বি* বারো ইঞ্চি পরিমাণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ফুটগজ [ই] *বি* মাপের কাঠি। 'সে যখন ফুটগজ, কম্পিক আর সুত নিয়ে ছিকরেট টানতে টানতে কাজে যায়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ফুট[2] [ই] *বি* পা।

ফুটনোট [ই] *বি* পাদটীকা। 'ফুটনোটে আপনার অনুরাগ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'দার্শনিক প্রবন্ধের ফুটনোটে নানা ভাষার দুরূহ গ্রন্থ হইতে নানা বচন ও দৃষ্টান্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফুটপাথ, ফুটপাত [ই] *বি* পায়ে হাঁটার পথ। 'বুঝি বা ফুটপাথের উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'ফুটপাতে কি লোকজনের ভিড়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ফুটবল [ই] ১ *বি* পা দিয়ে খেলার বায়ুপূর্ণ চামড়ার গোলকবিশেষ। 'বিপিন ফুটবল খেলে, তাহার শরীরে অসামান্য বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* খেলাবিশেষ। 'যে দিনরাত্রি ফুটবল টেনিস ক্রিকেট নিয়ে থাক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ফুটবল ম্যাচ [ই] *বি* ফুটবল খেলা। 'গ্রামের টিম এসে আমাদের চ্যালেঞ্জ করল ফুটবল ম্যাচে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফুটলাইট [ই] *বি* মঞ্চের পাদপ্রদীপ; নাট্যমঞ্চের মেঝেতে লাগানো বাতি। 'ফুটলাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ফুটকড়াই [স স্ফুট] *বি* ভাজা মটর। 'এই তো ফুটকড়াই হ'য়ে গেল!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ফুট-কড়ায় *বি* ভাজা মটর বা কলাই। 'ও যে ফুট-কড়ায়ের চুটকো বেসাতি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ফুটকলাই [স স্ফুট>] *বি* ভাজা মটর বা কলাই। 'ফুটকলাই কিনি দিল বড়াই আচল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ফুটকি [স স্ফুট>] *বি* ক্ষুদ্র ফোঁটা। 'ফুটকি, ফুলকাটাও দেখিতে পাওয়া যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ফুটন্ত[1] ১ *বিণ* বিকশিত। 'ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'নবফুটন্ত ফুলকাননের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বিণ* উজ্জ্বল। 'ফাল্গুনের ফুটন্ত আকাশে ...।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ফুটন্ত[2] *বিণ* উত্তপ্ত। 'ফুটন্ত তেলে একবার এ পিঠ চিড়বিড় করে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফুট-ফরমায়েশ, ফুট-ফরমায়েস [ফুট+ফা ফরমাইশ] *বি* হুকুম তামিল। 'অবসর পাইলে ফুট-ফরমায়েশ খাটে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ফুট-ফরমায়েস খাটা *ক্রি* ছোটোখাটো হুকুম পালন করা। 'ন'দশ বছরের শালী রেবা ফুট-ফরমায়েস খাটছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

ফুট-ফরমাসে থাকা *ক্রি* ছোটোখাটো আদেশ-নির্দেশ পালন করা। 'নিজের কাপড় কটা ধুয়ে নেবে, একটু ফুট-ফরমাসে থাকবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফুটফাট [ধ্বন্যা] *বি* কিছু গোপন না ক'রে হঠাৎ বলে ফেলা। 'দেওয়া থোয়া কথা এবে কয় ফুটফাট।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ফুটফুট ১ *বি* পিটপিট। 'কিঞ্চিৎ মুখ বাহির করিয়া ফুট২ করিয়া চাহিয়া বাঘকে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিণ* প্রস্ফুটিত; বিকশিত। 'টেনে নাও আমায় তুমি ফুটফুট নরম বুকে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩২।

ফুটফুটে ১ *বিণ* উজ্জ্বল। 'অমন ফুটফুটে কাপড়খানি।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* আলোকোজ্জ্বল। 'ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায়।' *জীবন*, ১৯৩৬। ৩ *বিণ* ফরসা ও সুশ্রী। 'ছোট্টো ফুটফুটে একটা মেয়ে হবে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯। ৪ *বিণ* পরিপাটি। 'টিলার উপর ফুটফুটে বাংলো, চতুর্দিকে ফুলের কেয়ারি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ফুটা[1] ১ *ক্রি* পুষ্পিত হওয়া। 'ঘুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। ২ *ক্রি* বিকশিত হওয়া। 'ফুটিয়াছে তাহাতে প্রবাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *ক্রি* খোলা। 'তোমার মুনিবের চোখ ফুটিয়ে দেই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৪ *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। 'হেথায় জোছনা ফুটে, তটিনী ছুটে, প্রমোদে কানন ভোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮; 'মোর বাণী একদিন এ-বাতাসে ফুটিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **ফুটল** *ক্রি* ফুটেছে। 'মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ। ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ফুটাতে** *ক্রি* ফোটাতে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **ফুটি** *ক্রি* ফুটে; প্রস্ফুটিত হয়ে। 'সরতে পুষ্প ফুটি সুগন্ধি বাত বহে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ফুটিবেক** *ক্রি* ফুটবে। 'মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ফুটিল** *ক্রি* প্রস্ফুটিত হলো। 'ফুটিল কমল ফুল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ফুটিলছে** *ক্রি* ফুটেছে। 'নানা ফুল ফুটিলছে মাঝবৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ফুটিলা** *ক্রি* পুষ্পিত হলো। 'ঘুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। **ফুট্যাছে** *ক্রি* ফুটেছে। 'সমুখে ফুট্যাছে ফুল জোড়া শঙ্খমণি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ফুটানো *বি* প্রস্ফুটিত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফুটানো ফলানো *ক্রি* বাস্তবরূপে প্রকাশ করা। 'ঐ নিগূঢ় উপলব্ধিটিকে ফুটাইয়া ফলাইয়া তুলিবার জন্য।' *সবুজ*, ১৯২০।

ফুটিয়ে তোলা *ক্রি* জাগ্রত করা। 'প্রভাত ফুলের মতো ফুটায়ে তুলিত মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ফুটে উঠা *ক্রি* প্রকাশ পাওয়া। 'রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ফুটে ওঠা ১ *ক্রি* খুলে যাওয়া। 'ওদেরো নয়নগুলি ফুটিয়া উঠিবে খুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* প্রকাশিত হওয়া। 'জগতের দৃশ্য ধীরে ফুটে ফুটে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ফুটে বলা *ক্রি* স্পষ্ট করে বলা। 'মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

ফুটো-ফুটো *বিণ* যে-কোনো সময়ে ফুটে উঠবে এমন। 'ফুটো-ফুটো ফুলেরা আশার মতো ফুটিয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ফুটা[2] *ক্রি* বিদ্ধ হওয়া। **ফুটএ** *ক্রি* বিদ্ধ হয়। 'বাউ নাহি বাহিরাএ ফুটএ সরির।' *মালাধর*, ১৫০০। **ফুটল** *ক্রি* বিদ্ধ হলো। 'পিরীতি কন্টক হিয়ায় ফুটল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **ফুটি** *ক্রি* ফেটে। 'প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চির।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ফুটিল** *ক্রি* বিদ্ধ হলো। 'শিশুর অঙ্গেত এক অস্ত্র না ফুটিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **ফুটিলা** *ক্রি* বিদ্ধ হলো। 'কণ্টক ফুটিলা ছলে রহিলা অন্তরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ফুটির্লুঁ** *ক্রি* বিদ্ধ হলো। 'প্রেমের কণ্টক আদ্যে ফুটির্লুঁ চরণে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ফুটে** ১ *ক্রি* ফেটে যায়। 'যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতে না পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* বিদ্ধ হয়। 'কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* জ্বালা করে। 'দেখিতে এসব লোক ফুটে মোর আঁখি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ফুটা[3] ১ *বিণ* ছিদ্রযুক্ত। 'যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বাঁশের নল ফুটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* ছিদ্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফুটা[4] *ক্রি* আগুনের উত্তাপে টগবগ করা। 'আমি এক ফাঁকে ... ভাত ফুটিয়ে নেব।' *মানিক*, ১৯৪০।

ফুটানি *বি* অহংকার; জৌলুশ। 'তার ফুটানি কত।' *শামসুল*, ১৯৬২।

ফুটি[1] *বি* ফোঁটা। 'কথ ফুটি দুগ্ধ শিশু আনিয়া সত্বর প্রণাম করিয়া দিলা নবীর গোচর।' *সুলতান*, ১৭০০।

ফুটিক *বিণ* অল্প পরিমাণ; ফোঁটা। 'আরও ফুটিক ডলক দিলে চীনার ভাত খাই।' *জসীম*, ১৯২৯।

ফুটি[2] *বি* তরমুজ জাতীয় ফলবিশেষ। 'লাউ, কুমড়া, ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রীও কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ফুটিকাটা *বিণ* ফোঁটা ফোঁটা চিহ্নযুক্ত। 'ফেদরের ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ফুটিফাটা ১ *বিণ* ফুটির মতো ফাটা। 'আহ্লাদি পিসি তাই শুনে হেসে যেন ফুটিফাটা হয়ে যান।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বিণ* এফোঁড়-ওফোঁড়। 'বুনো শুয়োর যেমন করে কচুর ক্ষেত ফুটিফাটা করে।' *হাসান*, ১৯৬৪।

ফুটিফুটি *বিণ* ফুটফুটে; উজ্জ্বল। 'আমারি মুখে চাহিয়া তোর/ আঁখিটি ফুটিফুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ফুটো [স স্ফুট>] ১ *বিণ* ছিদ্রযুক্ত। 'পিঠে চাপড় মারে তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* ছিদ্র। 'আমার বাঁশি তোমার হাতে ফুটোর পরে ফুটো তাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ফুটোওয়ালা *বিণ* ছিদ্র আছে এমন। 'অসংখ্য ফুটোওয়ালা নল দিয়ে ঝির-ঝির করে জল পড়ছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ফুটো ঘর *বি* চালা ছিদ্র এমন ঘর। 'নিস ছেয়ে তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফুটো-ফুটো *দ্র* **ফুটা**১

ফুড [ই] *বি* খাদ্য। 'ফুড কনফারেন্সের আয়োজন করলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ফুড়অণ [স স্ফুটম] *ক্রিবিণ* স্পষ্টভাবে। 'ভণই জঅনন্দি ফুড়অণ ণ হোই।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

ফুড়ুৎ [ধ্বন্যা] *বি* হঠাৎ উড়ে যাওয়ার ভাব। 'শালিকের মত ফুড়ুৎ।' *জীবন*, ১৯৩১।

ফুড়া *ক্রি* বিদ্ধ করা। 'ফুড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফুড়ান *ক্রি* অবসান হওয়া। 'আগে সেই দাম পাছে রাজার ফুড়ান।' *মালাধর*, ১৫০০।

ফুড়িঙ *বি* ফড়িং। 'ফুড়িঙের ডানা নিয়ে ওড়ে আহা।' *জীবন*, ১৯৩২। *দ্র* **ফড়িং**

ফুড়ুক ফুড়ুক [ধ্বন্যা] *অব্য* হুঁকার আওয়াজ। 'ফুড়ুক ফুড়ুক শব্দ হয়। চক্ষু বুজিয়া আজহার হুঁকা টানে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ফুৎ [ধ্বন্যা] *বি* ফু দিয়ে আগুন নিভানোর শব্দ। 'ফুৎ করে চেরাগটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল ও।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ফুৎকার [স] ১ *বি* চিৎকার। 'হা হা কিবা কর বলি করয়ে ফুৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ফুঁ। 'তিনি ... বিষযুক্ত স্থানে ফুৎকার প্রদানে উদ্যত হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'সহসা দমকা হাওয়ার ফুৎকারে নিভে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬।

ফুৎকারা *ক্রি* ফুঁ দিয়ে জোরে শব্দ করা। 'অদূরে ফুৎকারিছে দিগ্বিজয়ী শাঁখে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ফুন্দুক *বি* গোলকবিশেষ। 'এক ঘটের মধ্যে অনেকগুলিন অঙ্গীর ও ফুন্দুক রাখিয়াছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ফুপু [হি ফুফু>] *বি* পিতার ছোটো বা বড়ো বোন। 'মামুজী ও খালুজী ও ফুপুজী।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৪; 'ছোট ফুপু উঠোনের এক ছায়াশীতল অংশে বসেছিলেন।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

ফুপুজী [হি ফুফু>] *বি* (সম্মানিত) ফুপু। 'মামুজী ও খালুজী ও ফুপুজী।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৪।

ফুফা [হি ফুফু>] *বি* ফুফুর স্বামী। 'চাঁচা ফুফা ডাকে জোলা অতি ত্বরাতরি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ফুফেরা [হি ফুফু>] *বিণ* পিসতুতো। 'আলাবক্স টিকেওয়ালার ফুফেরা ভাই।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ফুয়ল *বিণ* স্খলিত। 'গলিত বসন লুলিত ভূসন ফুয়ল কবরি ভার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ফুরতি [স স্ফূর্তি] *বি* আমোদ-প্রমোদ। 'হে ভায়া সামাল২ তোমার জাঁকজমকরূপ কুরতি টুপি কেড়ে নিয়ে ফুরতি ভেঙ্গে দিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। *দ্র* **ফুর্তি**

ফুরন্ত *বিণ* ফুরিয়ে যাচ্ছে এমন। 'হাতে অফুরন্ত কাজ ফুরন্ত সময়।' *অন্নদা*, ১৯৭৪।

ফুরফুর [ধ্বন্যা] ১ *বি* বাতাস সঞ্চালনের মৃদু শব্দ। 'রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ। 'দিনগুলোও কেমন ফুরফুর করে চলে যায়।' *কায়সার*, ১৯৬২। ৩ *বি* হালকা হওয়ার ভাব। 'ভিতরটা ফুরফুর করে ওঠে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

ফুর ফুর করে *ক্রিবিণ* মৃদুমন্দ গতিতে। 'দিবসের নার্স ফুর ফুর করে হেথায় সেথায় ঘুরে।' *জসীম*, ১৯৫১।

ফুরফুরে [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* মৃদুমন্দ। 'ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* পাতলা। 'ফুরফুরে ঠোঁট, টুকটুক-রঙিন হলো।' *বুদ্ধ*, ১৯৩২। ৩ *বিণ* অবিন্যস্ত। 'পাকা চুল ফুরফুরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ফুরসত, ফুরসৎ, ফুরসুত, ফুরশত [আ ফুরসত] *বি* অবকাশ; অবসর। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'হাতের কাজ নিয়ে পড়ে ফুরসুত নাই তার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'আমাদের বাড়ির ঝি ফুরসৎ পেলেই খবরের কাগজ পড়ে।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'ফুরসুত তোর থাকলে, নিয়ে বস লালা-রুখদিল প্রিয়ায়।' *নজরুল*, ১৯৪২।

ফুরা, ফুরানো [স পূরি>] ১ *ক্রি* চুকিয়ে দেওয়া। 'ফুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তেসিঁ একো কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এক ব্রাহ্মণ আনিয়া ৫ টাকা তাবৎকর্ম্ম ফুরাইয়া দিলাম।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *ক্রি* স্ফুরিত হওয়া। 'রাধে আল কি ফুরিল মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* উচ্চারিত হওয়া। 'সখি হে কি কহব বচন না ফুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৪ *ক্রি* ফুরিয়ে যাওয়া। 'ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত, ফুরায় ব'য়ের পাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৫ *ক্রি* বিদায় নেওয়া। 'এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।' *জীবন*, ১৯৪২। **ফুর** *ক্রি* ফোটে; উচ্চারিত হয়। 'সখি হে কি কহব বচন না ফুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ফুরাআঁ** *ক্রি* চুকিয়ে। 'ফুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তেসিঁ একো কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ফুরাইল** *ক্রি* শেষ হলো। 'ফুললেখা ফুরাইল অভরণ পরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ফুরায়** *ক্রি* নিঃশেষ হয়। 'হিত-উপদেশ বলি ফুরায় নদীর বালি আয় বিনে যদি করি পণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ফুরালো** *ক্রি* নিঃশেষ হলো; শেষ হলো। 'জন্মভাঙ্গা ডিঙ্গে আমার বল ফুরালো জল ছেঁচে।' *লালন*, ১৮৯০। **ফুরাল্য** *ক্রি* ফুরালো। 'ফুরাল্য যৌবন কাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ফুরিল** *ক্রি* স্ফুরিত হলো। 'রাধে আল কি ফুরিল মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ফুরুচ্চে** *ক্রি* ফুরিয়ে যাচ্ছে। 'সে সেবা এখন শীগগির ফুরুচ্চে না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **ফুরুলো** *ক্রি* শেষ হলো। 'তোর কর্ম্ম কি এখনই ফুরুলো।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **ফুরোয়** *ক্রি* শেষ হয়। 'ভাত মুখে দিলে তখনি ফুরোয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ফুরাওন [স পূরি>] *বি* ফুরিয়ে যাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ফুরাণক্রমে [স পূরি>] *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে নিঃশেষ হওয়ার উপক্রমে। 'এ কালে দাউদের কাইবার ফুরাণক্রমে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

ফুরান *ক্রি* ফুরিয়ে যাওয়া। 'অমূল্য রতন ছাড়ি কিসের ফুরান।' *মালাধর*, ১৫০০।

ফুরুৎ ফুরুৎ [ধ্বন্যা] *বি* থালা বা এ ধরনের পাত্রে মুখ লাগিয়ে তরলযুক্ত খাবার খাওয়ার শব্দ। 'ফুরুৎ ফুরুৎ পানি টানছে আককি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ফুর্তি [স স্ফূর্তি] *বি* আমোদ-প্রমোদ। **ফুর্তিওয়ালা** [ফুর্তি+হি ওয়ালা] *বিণ* ফুর্তিবাজ; আমুদে। 'ওদের মধ্যে সব চেয়ে ফুর্তিওয়ালা ছোকরা রামরঙ্গিলা সিং।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

ফুর্তিফার্তি *বি* আমোদ-প্রমোদ। 'ফুর্তিফার্তি করার দিকে আমাদের আদপেই মন নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফুর্তিবাজ [ফুর্তি+ফা বাজ] ১ *বিণ* আমোদপ্রিয়। 'সবচেয়ে বেশি

ফুর্তিবাজ।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* আনন্দময়। 'লেজ নাড়ে মাঝে-মধ্যে ফুর্তিবাজ প্রহরে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ফুর্সৎ [আ ফুরসত] *বি* অবসর। 'অন্য জিনিসের জন্য ফুর্সৎ কই?' *মুজতবা*, ১৯৫২। দ্র **ফুরসত**

ফুর্সিয়াদ [আ ফুরসত] *বি* নিঃশ্বাস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফুল[১] [স ফুল্ল] ১ *বি* পুষ্প। 'আম্বার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আলো। 'বিমল চরণ তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৩ *বি* ফুলশয্যা। 'ফুল-শেষে সেই মুখে-মুখের ওগো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৪ *বি* ফুলকপি। 'রাস্তা দেখে লঙ্কা দিয়ো/ লাল নটে আর ফুল-কাবিতে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ফুল-আভরণ [ফুল+স আভরণ] *বি* ফুলরূপ অলঙ্কার। 'সাজাইয়া তার তনু ফুল-আভরণে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ফুল-উৎসব [ফুল+স উৎসব] *বি* ফুলের উৎসব। 'ঘর ভরেছিল ফুল-উৎসবে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ফুল-উর্বশী [ফুল+স উর্বশী] *বি* ফুলরূপ উর্বশী; উর্বশীর মতো সুন্দর ফুল। 'দোলে ফুল-উর্বশী ফুল দোলনায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ফুলওয়ারি [ফুল>] *বি* ফুলের বাগান। 'শোভান্বিত ফুলওয়ারি।' *রামরাম*, ১৮০১।

ফুলওয়ালী [ফুল+হি ওয়ালী] *বিণ স্ত্রী* ফুলবিক্রেতা। 'ও কানা ফুলওয়ালী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ফুলকপি, ফুলকোপি [ফুল+প কৌভি] *বি* ফুল সদৃশ শীতকালীন সবজিবিশেষ। 'এখন শীতকাল, ফুলকপি, শালগম হ'ল।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'ফুলকোপির চারাগুলি তুলে পোঁতবার সময় হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ফুলকর [ফুল+স কর] *বি* সুতা দিয়ে কাপড়ে ফুল আঁকে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফুলকলি [ফুল+স কলি] *বি* ফুলকুঁড়ি। 'ফাগুনে অ[illegible] ফুটেছে ফুলকলি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

ফুল-কলি-হিয়া *বি* ফুলকুঁড়ির ন্যায় মন। 'অলি শুধু জানে ভালো কেমনে দলিতে হয় ফুল-কলি-হিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ফুলকাটা [ফুল+কাটা] ১ *বি* ফুল তোলা নকশা। 'ফুটকি, ফুলকাটাও দেখিতে পাওয়া যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* ফুলের মতো নকশায় শোভিত। 'ফুলকাটা বিলাতি চৌকা বালিশ সুসজ্জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ফুলকানন [ফুল+স কানন] *বি* ফুলের বাগান। 'নবফুটন্ত ফুলকাননের...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ফুল-কালাম [ফুল+আ কালাম] *বি* আনন্দময় বাক্য। 'ঠোঁটে ঠোঁটে আজ বিলাব শিরনি ফুল-কালাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ফুলকুঁড়ি *বি* ফুল ও কলি। 'ফেটে পড়ে ফুলকুঁড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ফুলকুমারী [ফুল+স কুমারী] *বি* ফুলের কুঁড়ি। 'ফুলকুমারী ঘোমটা চিরি আসবে বাহিরে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ফুলকুল [ফুল+স কুল] *বি* ফুলসমূহ। 'মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ফুল-খসা *বিণ* ফুল ঝরায় এমন। 'এল অশ্রু হেমন্তের, এল ফুল-খসা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফুল-খুকি *বি* ফুলরূপ খুকি। 'ওই ডাকে জুঁই-শাখে ফুলখুকি ছোটো রে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফুলগন্ধ [ফুল+স গন্ধ] *বি* ফুলের গন্ধ। 'বিকসিত ফুলগন্ধ বহ দূর জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ঝলকিছে কত ইন্দু কিরণ, পুলকিছে ফুল-গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ফুলগাড়া *বি* কলার থোড় বা মোচা। 'কিছু কিনে ফুলগাড়া করুনা কমলা টাবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফুলঘরা [ফুল+ঘর>] *বি* ফুলের তোড়া। 'ফুলঘরা ওড় ফুল মালার লক্ষেক মূল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফুলচন্দন [ফুল+স চন্দন] *বি* সাদর সংবর্ধনাজ্ঞাপক ফুল ও চন্দন। 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'পূজার পূর্বে ... ফুলচন্দন দেওয়া হয়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ফুলজনম *বি* গর্ভকালীন জীবন। 'ফুল-জনমে অভেদ ছিলাম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ফুল-জলসা [ফুল+আ জলসাহ্] *বি* আনন্দ সম্মেলন। 'বসন্তের এই ফুল-জলসায়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ফুলঝরা *বিণ* ফুল ঝরে পড়ে এমন। 'ফুলঝরা বনতল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফুলঝারা [ফুল+ঝারা] *বি* ফুলের তোড়া। 'আরোপি হেমঝারা উপরে ফুলঝারা বসাইল কনক-আসনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফুলঝুরি ১ *বি* এক ধরনের আতশবাজি, যা থেকে ফুলের রাশির ফোয়ারার মতো আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হয়। 'ফুলঝুরিতে ফুলকি হাসির রাশি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* ফুলের ডালি। 'কোকিল রচে সুরের ফুলে ফুলঝুরি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বি* আলোর ফুল। 'দেবতারা তার গায়েতে মাখাত তারকার ফুলঝুরি।' *জসীম*, ১৯৩১।

ফুলঝুরি শিকা *বি* এক ধরনের শিকা। 'ফুলঝুরি শিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরে।' *জসীম*, ১৯২৭।

ফুলটুংগি *বি* পুকুরের মধ্যে নির্মিত বিলাসগৃহ। 'নৃপ বলে ফুলটুংগি করে পরিষ্কার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ফুলটুস *বিণ* অতি সামান্য আঘাতে কষ্ট পায় এমন। 'এমন ফুলটুস ছেলে আমি কোথাও দেখিনি।' *তারা*, ১৯৪০।

ফুলডালা *বি* ফুল রাখার পাত্রবিশেষ। 'আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা কাহারে পরাব ফুলহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ফুলডালি *বি* ফুলের ডালা। 'লয়ে ফুলডালি এল বনমালী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফুলডোর *বি* ফুল দিয়ে তৈরি বন্ধন বা সুতা। 'প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল ফুলের ডোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ফুলতনু [ফুল+স তনু] *বি* ফুলের তৈরি দেহ। 'পঞ্চশর, ফুলতনু, তনু জর জর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ফুল তোলা[১] ১ *ক্রি* গাছ থেকে ফুল ছেঁড়া। 'আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *ক্রি* ফুলের নকশা খোদাই করা। 'ছই-এর নীচে স্বামী বসে বসে লাঠিতে তুলিছে ফুল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ফুলতোলা[২] *বিণ* ফুলের নকশা করা হয়েছে এমন। 'মেঝের ফুলতোলা আসন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ফুলতোলা মেঘ *বি* ফুলের ন্যায় হালকা মেঘ। 'কালো মেঘা নামে

নামো, ফুলতোলা মেঘ নামো।' *জসীম*, ১৯২৯।

ফুলদল ১ *বি* পুষ্পগুচ্ছ। 'কেহো হাতে কেহো পাতে কেহো ফুলদলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ফুলের পাপড়িসমূহ। 'ভিজাইবে আজি ব্রজে – যত ফুলদল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ফুলদান *বি* ফুলদানি। 'ফুলদানে ফুল।' *নীরেন*, ১৯৫৭।

ফুলদানি, ফুলদানী *বি* ফুল রাখার পাত্রবিশেষ। 'দুই-একটা কাঁচের ফুলদানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'কোরকটিকে যারা ফুলদানীর ভিতরে রেখে নির্ভয়ে ফোটাতে চাইলে তারা পৌরুষকে ছেড়ে ক্লৈব্যকেই বরণ করলে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ফুলদাম *বি* ফুলের গুচ্ছ। 'ফুলগাছেরা ফুলদাম উপহার দিতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফুলদার *বিণ* ফুলের মতো নকশাযুক্ত। 'কারো পায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর।' *অবন*, ১৮৯৬।

ফুল দেওয়া *ক্রি* গাছে ফুল ধরা। 'ফুল দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফুলদেবতা *বি* ফুলের দেবতা। 'ফুলদেবতা এল দিতে ফুলপরশন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফুল-দেহ *বি* ফুলের মতো দেহ। 'কিবা স্বপনের ঘুমে জড়াইল তব ফুল-দেহটাকে।' *জসীম*, ১৯৫১।

ফুলদোল *বি* হিন্দুমতে বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল উৎসব। 'গাঙ্গুলী বাড়ীর ফুলদোলে একটা কি বাজি দেখিয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ফুলধনু *বি* হিন্দুমতে প্রেমের দেবতা মদনের ফুলরূপ ধনু। 'নিজে সে অতনু কাম ফুলধনু করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ফুলন্ত ১ *বিণ* ফুল জন্মাতে সক্ষম। 'ফলন্ত ফুলন্ত বীজ বলে একটা পদার্থ আছে।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বিণ* ফুল ধরেছে এমন। 'ফুলন্ত জারুলগাছের আড়ালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ফুলপাতা *বি* ফুল ও পাতা। 'বাঁশি বাজে, দীপ জ্বলে, ফুলপাতার মালা দিয়া ঘর সাজানো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ফুলপানা *বিণ* ফুলের মতো। 'আরে, আরে, ফুলপানা দাঁত!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ফুলপাশ *বি* ফুলের মালা। 'হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

ফুল ফলারি *বি* ফুল ও ফলের। 'সে বাগান হবে বিঘা দশেক ভুমি আধা শাক সবুজি আধা ফুল ফলারি।' *কেরি*, ১৮০২।

ফুল-ফাগুন *বি* ফুল ফোটা ফাগুন মাস। 'ফুল-ফাগুনের এল মরশুম/ বনে বনে লাগল দোল।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ফুল-ফোটানো *বি* আনন্দ জাগানো। 'তোমার গানের তাল ধরে আমার প্রাণে ফুল-ফোটানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

ফুলবড়ি *বি* কালাই, ডাল ইত্যাদির হালকা সাদা বড়ি। 'পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ফুলবন *বি* ফুলের বন। 'কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু লয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'জোছনায় ফুলবনে একাকী বসিয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ফুলবাগান *বি* ফুলের বাগান। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সমস্ত ফুলবাগান তাহার মুলার খেত হইল না কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ফুলবাগিচা *বি* ফুলের বাগান। 'ফুলবাগিচায় বুলবুলিরা উঠল গেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ফুলবাড়ী *বি* ফুলের বাগান; পুষ্পোদ্যান। 'লঙ্কের বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ফুলবাণ *বি* হিন্দুমতে প্রেমের দেবতা মদনের ফুলরূপ বাণ। 'মোক মাইলোঁ ফুলবাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ফুল বাথান *বি* ফুলের পসরা। 'মরুতে বসেছে ফুল বাথান।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ফুলবাবু ১ *বি* পুরোদস্তুর শৌখিন। 'ফুলবাবু অর্থাৎ বাবু ফুল হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* শৌখিন। 'ভালোবাসা যে এতোবড়ো ফুলবাবু তা জানতুম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফুল বারতা *বি* ফুলের আগমন বার্তা। 'শাখে শাখে শুনি তব ফুল বারতা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফুলবালা *বি* ফুল তোলে যে মেয়ে। 'কাছে ফুলবালা সারি সারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'মালীর বাগানে ছোটো ছোটো ফুলবালারা।' *অবন*, ১৯১৯।

ফুলবাস *বি* ফুলের সুবাস। 'ফুলবাসে বহ্নি করে বাসা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ফুলবাসচোর ১ *বি* ফুলের সুবাস চুরি করে যে। 'মধুমাসে আসো তুমি ফুলবাসচোর।' *নজরুল*, ১৯২৯। **২** *বি* ভ্রমর। 'মধুমাসে আসে সে যে ফুলবাস-চোর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফুলবাসী *বিণ* ফুলের গন্ধবিশিষ্ট। 'সোনা দেহখানি নাড়া দিয়ে গেল বুঝি হাওয়া ফুলবাসী।' *জসীম*, ১৯৩০।

ফুলভার *বি* ফুলের রাশি। 'নিরাকুল ফুলভারে বকুল-বাগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ফুলভারানত *বিণ* ফুলের ভারে নত। 'কলমি লতার মত এ গীতিকা ফুলভারানত।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

ফুলভোমরা *বি* ফুলের ভ্রমর। 'কাঁদে ফাল্গুনে গুণ গুণ ফুলভোমরা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ফুলময় *বিণ* ফুলযুক্ত। 'দে লো দে লো ফুলময় সাজে/ সাজায়ে আমারে সখি আজ।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১।

ফুলমহলা *বি* ফুলের বাগান। 'যেতে সে খোশবুপানি ছিটায় ফুলের ফুলমহলায়!' *নজরুল*, ১৯৪১।

ফুলমাল *বি* ফুলের মালা। 'মায়ার ছলে ভেবেছিলাম স্বভাবমতো সাজাবো ফুলমালে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

ফুলমালা *বি* ফুলের মালা। 'আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শিরে দিলা দুর্বা ধান/ নিছিআ পেলিল পান/ গলে তুলি দিল ফুলমালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফুলমালী *বি* ফুলবাগানের রক্ষক। 'কুসুম না ফুটিতে কেন ফুলমালী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফুল-মুলুক *বি* ফুলের বাগান। 'ফুল-মুলুকের নিত্যদিনের নওরোজা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ফুলরজ *বি* ফুলের রেণু। 'দেহ তব ফুলরজে সদা ধূসরিত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ফুলরশি *বি* ফুলমালা। 'যবে দোলার ফুলরশি দিবে নীপশাখায় কষি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ফুলরানী *বি* ফুলের রানী। 'ফুল-মুলুকের ফুলরানী তা এক ফোঁটা ওই রূপে।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

ফুললা [স ফুল্ল] *ক্রি* প্রস্ফুটিত হওয়া। 'তহিক লাগি ফুলল অরবিন্দ। ভুখল ভমরা পিব মকরন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ফুলশয্যা ১ *বি* নববিবাহিত বর-কনের প্রথম রাত কাটানোর স্মারক অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* কুসুমাবৃত সুখশয্যা। 'আজ আমার ফুল-শয্যার নিশিভোর হবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ফুলশয্যে *বি* নববিবাহিত বর-কনের প্রথম রাত কাটানোর স্মারক অনুষ্ঠানবিশেষ। 'যেদিন বললে ফুলশয্যে সেইদিনই হল ফুলশয্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ফুলশর *বি* ফুলরূপ প্রেমের বাণ। 'ফুলশরে জীবন না রহে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ফুলশরীর *বি* ফুলের মতো শরীর। 'দেখোঁ মো তোর ফুলশরীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ফুলসর [ফুল+স শর] *বি* ফুলরূপ প্রেমের শর। 'জাতকি ও কেতকি কুসুম সুবাস। ফুলসর মনমথ তেজল তরাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ফুলসাজ *বি* ফুলের আভরণ। 'ফুলসাজে সজ্জিতা লায়লীর ঘুমন্ত মুখ আলোকিত হয়।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ফুলসুগন্ধ *বি* ফুলের সৌরভ। 'ফুলসুগন্ধ গগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ফুলহার *বি* ফুলের মালা। 'চুমোটিরে বাঁধি ফুলহারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ফুলহাসি *বি* ফুলেল হাসি। 'কলমির লতা জড়াইয়া তারে ফুলহাসি করে দান।' *জসীম*, ১৯৫১।

ফুলহীন *বিণ* ফুলবিহীন। 'ফুলহীন কৈল চণ্ডী নন্দনকানন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফুলাবৃতা [ফুল+স আবৃতা] *বিণ স্ত্রী* ফুলে ঢাকা এমন। 'বোধ হয় সর্বাঙ্গে ফুলাবৃতা হয়ে আসছে।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ফুলাসন [ফুল+স আসন] *বি* ফুলের তৈরি আসন। 'বসাইও ফুলাসনে/ এ দাসীরে তব সনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ফুলে ফুলে *ক্রিবিণ* ফুল থেকে ফুলে। 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **২** *ক্রিবিণ* ফুলে উঠে; ফেনায়িত হ'য়ে। 'সাগরের উত্তাল ঢেউ দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে নাচে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ফুলের আগুন *বি* ফুলের উজ্জ্বল রং। 'তুমি যে ফুলের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় – অল্প কারণে অস্থির হয়। *সুবল*, ১৯০৬।

ফুলের জলসা *বি* ফুলের সমারোহ। 'ফুলের জলসা রোজ দিনই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ফুলের প্রাণ *বি* ফুলের মতো কোমল হৃদয়। 'তোমার ফুলের প্রাণ।' *জসীম*, ১৯৩১।

ফুলের বাগিচা *বি* ফুলবাগান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফুলের লেখা *বি* ফুলের নকশা। 'রঙিন শিকার বাঁধনে বাঁধনে রচিছে ফুলের লেখা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ফুলের শর *বি* (হিন্দুপুরাণ) প্রেমের দেবতা মদনের পুষ্পবাণ। 'পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ফুলেশ্বরী [ফুল+স ঈশ্বরী] *বিণ স্ত্রী* ফুলের ঈশ্বর। 'ফুলেশ্বরী সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ফুল[২] [ই] *বিণ* সম্পূর্ণ। 'ফুলবাবু অর্থাৎ বাবু ফুল হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ফুল আখড়াই [ই ফুল+আখড়াই] *বি* উনিশ শতকের গোড়ার দিকের সুবদ্ধ সঙ্গীত-ভিত্তিক টপ্পাজাতীয় প্রণয়গীতি। 'হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফুল-টাইম [ই] *বিণ* সার্বক্ষণিক। 'এ পথের ফুল-টাইম গ্রাহক সর্দারজী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ফুল টিকিট [ই] *বি* নির্ধারিত মূল্যে কেনা টিকিট। 'তারপর থেকেই তোমার ফুল টিকিটের বয়স হবে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফুল-নেতা [ই ফুল+স নেতা] *বি* বড়ো নেতা। 'এবার এ দাঁও ফসকালে ফুল-নেতা আর হবেনি যে, হায়!' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফুলবাবু *বি* পুরোপুরি "বাবু"। 'এখানকার স্ত্রীলোকেরা বেড়াইতে যাইবার সময় ফুলবাবু সাজে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ফুলমার্ক [ই] *বি* পূর্ণ নম্বর। 'আমার কাছ থেকে ফুলমার্ক পেয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'গেলে ফুল মার্ক পাওয়া যাবে তার কাছে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ফুলস্টপ [ই] *বি* পূর্ণচ্ছেদ; দাঁড়ি। 'সুন্দরী-গুণ-কীর্তনে ফুলস্টপ, – পূর্ণচ্ছেদ!' *নজরুল*, ১৯২৭; 'দাঁড়ি তো নেইই, কমা, সেমিকোলন, এমন কি ফুলস্টপ অব্দি নেই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফুলকা *বি* মাছের কানকো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফুলকি [স স্ফুলিঙ্গ] **১** *বি* স্ফুলিঙ্গ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'চুরুট থেকে আগুনের ফুলকি উড়ে এসে ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০। **২** *বি* মুচকি। 'ফুলঝুরিতে ফুলকি হাসির রাশি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ফুলকো *বিণ* ফুলানো। 'গরম ফুলকো লুচি।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফুলড়ি *বি* তেলে ভাজা বেসনের বড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফুলন *বিণ* ফোলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ফুলস্ক্যাপ, ফুলস্কাপ, ফুলিস্কেপ [ই fools-cap] *বি* দৈর্ঘ্যে ১৬.৫ বা ১৭ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১৩ বা ১৩.৫ ইঞ্চি মাপের কাগজ। চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'সেই নীল ফুলস্ক্যাপের খাতাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ফুলা [স ফুল্ল>] **১** *ক্রি* প্রস্ফুটিত করা। 'ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিআ।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। **২** *ক্রি* অহঙ্কারী হওয়া। 'গরিমাতে ফুলিয়া যথেষ্ট পালক দিয়া আপনাকে ঢাকিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *ক্রি* স্ফীত করা। 'ছোটো ছোটো পাল ফুলাইয়া সূর্যকিরণে বাহির হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **ফুলাই** *ক্রি* ছড়িয়ে। 'বুলিলা এসব নারী কেশ ফুলাই দেখাইল।' *সুলতান*, ১৭০০। **ফুলায়ল** *ক্রি* ফুটিয়েছে। 'মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ফুলায়িল** *ক্রি* স্ফীত করলো। 'দুই কান্ধ ফুলায়িল বহায়িআঁ দধিভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ফুলিয়াছে** *ক্রি* ফুলে উঠেছে। 'ফুলিয়াছে চড়চিহ্ন দেখেন বিশাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ফুলিলা** *ক্রি* পুষ্পিত হলো। 'বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশে ফুলিলা।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

ফুলানো [স ফুল্ল>] *ক্রি* স্ফীত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফুলা ফাঁপা *ক্রি* স্ফীত হওয়া। 'সে একেবারে ফুলে ফেঁপে, ফেনিয়ে, পাকিয়ে, ঘুলিয়ে, ছুটে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ফুলে উঠা *ক্রি* স্ফীত হওয়া। 'ফুলে উঠে ফেটে যাওয়া জলবিম্ব প্রায় – এই কি রে সুখের লক্ষণ!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ফুলে ফুলে ১ *ক্রিবিণ* ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। 'গলা জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ফুল্লাবৃতা *দ্র* **ফুল**

ফুলারি [স ফুল্ল>] *বি* তেলে ভাজা বেসনের বড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফুলুরি *বি* তেলেভাজা বেসনের বড়া। 'সে ... বেগুনি ফুলুরি ভাজে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'তেলে-ভাজা ফুলুরি খেয়ে বাবুদের আপিসে ছুটতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ফুলাসন *দ্র* **ফুল**

ফুলি [ফুল>] **১** *বি* ফুল। 'দিয়া চুলের ফুলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* ফুলের ন্যায়। 'নার্গিস-ফুলি আঁখ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ফুলিআ *ক্রি* পুষ্পিত হলো। 'ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিআ।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

ফুলিশ, ফুলিস [ই] **১** *বি* বোধ নেই যার। 'এইবার ফুলিসের মত কথা বল্যেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। **২** *বিণ* নির্বোধ। 'পেনি ওয়াইজ পাউণ্ড ফুলিশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ফুলুট, ফুলোট [ই ফ্লুট] *বি* বাঁশি; ইউরোপীয় বাঁশি। 'ঢোল, বেহালা, ফুলুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সং বাজলো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ফুলোট বাঁশি শুনিচিস?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ফুলেল [স ফুল্ল] *বিণ* ফুলের গন্ধযুক্ত। 'ফুলেল গুলাল চুআ চন্দন আগর।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'ঔষধ খাইতে ফুলেল তৈল না খাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ফুলেলা *বিণ স্ত্রী* পুষ্পময়; কুসুমিত। 'ফুলে ফুলে বন ফুলেলা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফুলুনি *বি* ক্ষতস্থান ফুলে ওঠা। 'চামড়া ফাটে – শেষে ফুলুনি শুরু।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ফুলেশ্বরী *দ্র* **ফুল**

ফুলো [স ফুল্ল>] **১** *বিণ* স্ফীত। 'ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে লাল লাল ফুলো ফুলো মুখে বাড়ির দরজার বাইরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* মোটা। 'ফুলো গোঁফওআলা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওআলার গল্প করছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ফুলো ফুলো *বিণ* ফাঁপানো; ফোলা-ফোলা। 'বেড়ে পছন্দসই একটু ফুলো ফুলো জামা দাও না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ফুলোল [স ফুল্ল>] *বিণ* ফুলের মতো। 'সৌরভের দুলোল ফুলোল নাম যার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ফুল্ল [স] **১** *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি মত্ত মধুকর ভোরণি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* প্রজ্বলিত। 'কোনো রজনীতে কি রে ফুল্ল দীপালোকে...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বিণ* ফুল ফুটে আছে এমন। 'বিমল কিরণ, ফুল্ল বন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৪** *বিণ* উৎফুল্ল। 'ভালোবাসে ফুল্ল মুখে কইতে কথা লোকের সঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ফুল্ল-কপোল [স] *বিণ* ফুলের মতো গালবিশিষ্ট। 'এই লাল-রুখ বল্লি-তনু ফুল্ল-কপোল তম্বীদের।' *নজরুল*, ১৯৪২।

ফুল্লতা [স] *বি* প্রসন্নতা। 'কোন ফুল্লতার আভাস নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ফুল্লপ্রাণ [স] *বি* আনন্দিত হৃদয়। 'ভেঙে গেছে ফুল্লপ্রাণ এবে নিরাশায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

ফুল্লবন [স] *বি* প্রফুল্ল কানন। 'উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লীরবে তন্দ্রা আনে রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ফুল্লমুখ [স] *বিণ* প্রফুল্ল। 'ফুল্লমুখ শিশু হাসে সে তোমারি কোলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

ফুল্লমুখী [স] *বিণ* প্রফুল্ল মুখের অধিকারী; হাস্যোজ্জ্বল মুখের অধিকারী। 'উষা-পদ্মিনীর ন্যায় সলজ্জায় ঈষৎ ফুল্লমুখী।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

ফুল্লশিশু [স] *বি* উৎফুল্ল শিশু। 'মাঝে তার ফুল্লশিশু বেড়ায় খেলে ফুল-ভুলানো।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ফুশিয়া [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'বাগানের নিমন্ত্রণে এসেছে ডালিয়া, ফুশিয়া, এসেছে ম্যারিগোল্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ফুস কথা *বি* তুচ্ছ কথা। 'তুমি এতো দুঃখ কর ও হো ফুস কথা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

ফুসমন্তর *বি* ফাঁকির মন্ত্র। 'সে কি সোজা? – ভূত কি ভাগে ফুসমন্তর ফুঁকে?' *নজরুল*, ১৯২৪।

ফুসকুড়ি [স স্ফোটক>] *বি* ছোটো ফোঁড়া। 'একটা ফুসকুড়ির মতো উঠেছিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

ফুসড়ি [স স্ফোটক>] *বি* ফুসকুড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফুসফুস[১] [ধ্বন্যা] **১** *বি* ফিসফিস শব্দ। 'মকর কুম্ভীর মাছ ফুসফুস করে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* চুপিচুপি কথা বলা। 'যার সঙ্গে ফুসফুস করছিলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ফুসফাস [ধ্বন্যা] *বি* মৃদু শব্দে কথোপকথন। 'চার দিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুসফাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ফুসফুস[২] [ধ্বন্যা] *বি* শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রক যন্ত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ফুসফুস যেন হাপর, আর কান্না যেন হাপরে-বাজনা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ফুসলানি [হি ফুসলানা>] *বি* কুমন্ত্রণা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফুসলানো, ফুসলান [হি ফুসলানা] **১** *ক্রি* কুমন্ত্রণা দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *ক্রি* রাজি করাতে। 'উপঢৌকন লইয়া ক'নেকে ফুসলাইতে গেলাম।' *রোকেয়া*, ১৯২৪। **৩** *ক্রি* নিজের দলে টানতে মন্ত্রণা দেওয়া। 'মানুষকে ফুসলে বেড়ানোই এখন তার ধর্ম।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ফুসা *ক্রি* ফুলে ওঠা। 'কালো জল ফুসবে কালো কারো চুলের মতো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ফুসুর ফুসুর [ধ্বন্যা] *বি* কানাঘুষা। 'খুসুর২ ফুসুর২ করিবার দায় নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

ফুর *ক্রি* পূর্ণ করে। 'সুপুরুস বচন সবহুঁ বিধি ফুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ফূল [স ফুল্ল] *বি* ফুল। 'অভার ফূলের চিন্তা নীলাম্বর পায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **ফুল**

ফেইল [ই] *বিণ* লোকসানের দরুণ দেউলে। 'হৌস সকল ফেইল হওয়াতে অনেক ব্যক্তি কর্মচ্যুত হইয়াছে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮।

ফেউ [ধ্বন্যা] **১** *বি* বাঘের পিছনে পিছনে থাকে এমন শিয়াল। 'ফেউ সকল একপ্রকার রবে ডাকিতে ডাকিতে ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* অন্ধ অনুসরণকারী। 'এই ফেউরা প্রায়ই খাঁটি বাঙ্গালী।' *এসলাম*, ১৯১৭।

ফেউলাগা *বিণ* পিছনে লেগে থেকে উত্ত্যক্তকারী। 'ওর পেছনে দিনরাত অমন করে ফেউলাগা হয়ে লেগে থাকলে ও তাড়া করবে না?' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফেঁকড়া [আ ফিক্‌রাহ্] ১ *বি* মূল বিষয় থেকে উৎপন্ন অন্য বিষয়। 'তিনি আইনের আর-এক ফেঁকড়া তুললেন।' *প্রমথ*, ১৯৩১। ২ *বি* তুচ্ছ বিষয়ের ওজর। 'ওটা তারই একটা ফেঁকড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ফেঁকড়া লাইন *বি* শাখা লাইন। 'বি.এন.আর.-এর বড়ো লাইন থেকে পারলাকিমেডি পর্যন্ত যে ফেঁকড়া লাইন বেরিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

ফেঁকড়ি, ফেকড়ি [আ ফিক্‌রাহ্] ১ *বি* দোহাই। 'কেহ কেহ ন্যায়শাস্ত্রের ফেঁকড়ি ধরিয়াছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* প্রশাখা। 'দুলেছিল অচিন পাখী এই ডালের এই ফেঁকড়িতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'আবার অনেকগুলো ফেকড়ি বেরিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। ৩ *বি* বট গাছের ডাল থেকে নেমে আসা ঝুরি। 'বট-পাকুড়ের ফেঁকড়িগুলো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ফেক্‌টরি [ই ফ্যাক্টরি] *বি* কারখানা। 'মোকাম পলডা ফেক্‌টরি গুদাম হইতে …।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। *দ্র* **ফ্যাক্টরি**

ফেকা[1] [হি ফেঁকনা] *ক্রি* ছুঁড়ে মারা। **ফেকিয়া** *ক্রি* ছুঁড়ে। 'এজিদের বিছানা ফেকিয়া দিল পায়।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ফেকে** *ক্রি* ছুঁড়ে মারে। 'আকাশের দিকে ফেকে সে সব রুধির।' *বাহ্‌রাম*, ১৬৫০।

ফেকা[2] [আ ফিকাহ্] *বি* ইসলাম ধর্মীয় আইন। 'হাদিস কোরাণ ফেকা লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ফেকাহ্ *বি* ইসলাম ধর্মীয় আইন। 'বিচার কার্যের জন্য ফেকাহ ও মন্তেক বিশেষ দরকারী।' *সওগাত*, ১৯২৮।

ফেকো [আ কাকাহ্] *বি* মুখ হতে বের হওয়া শুষ্ক থুতু। 'কাঁফর হইনু দেখি মুখে উড়ে ফেকো।' *ভারত*, ১৭৬০।

ফেজ [তু ফেজ] *বি* তুর্কি টুপি; যে টুপির (সাধারণত লাল) চাঁদোয়া থেকে এক গুচ্ছ পাকানো রঙিন সুতো টিকির মতো ঝোলানো থাকে। 'আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'তাহার শূন্য নত শিরে আবার অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণশিখ ফেজের রক্ত-রাগ।' *নজরুল*, ১৯২২।

ফেটা[1] *ক্রি* মুক্ত হওয়া। **ফেটলিউ** *ক্রি* মুক্ত হলাম। 'ফেটলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।' *চর্যা* ২০, ১২০০। **ফেটিতে** *ক্রি* খুলতে। 'চলিলেন্ত ফেটিতে কপাট।' *সুলতান*, ১৭০০। **ফেটে** *ক্রি* ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে। 'সতত ত্রিতাপের তাপে হৃদি ভূমি গেল ফেটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ফেটা[2] ১ *বি* কাপড় বা চামড়ার বেল্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* পাগড়ির মতো করে বাঁধা কাপড়ের টুকরা। 'মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পালকিতে করিয়া আপিসে যাইতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ফেটি *বি* কাপড়ের পটি। 'খালি পা, বুকে সরু শালুর ফেটি।' *অবন*, ১৯৪১।

ফেড্ডা *ক্রি* দূর করা। **ফেড্ডই** *ক্রি* দূর করে। 'জোই ভুসুকু ফেড্ডই অন্ধকারা।' *চর্যা* ৩০, ১২০০।

ফেণ [স ফেন] *বি* ফেনা। 'শুভ্রবর্ণ ফেণরাশি উদ্বমন করিতে করিতে …।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। *দ্র* **ফেন**

ফেণমুখী [স] *বিণ* সাপের ফণার মতো মুখবিশিষ্ট। 'ফেণমুখী ঢেউ ধায় পাগলের মতো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

ফেতনা ফছাদ [আ ফিত্‌নাহ+আ ফাসাদ] *বি* ঝগড়া-বিবাদ। 'মাটির মানুষ যে দুনিয়ায় ফেতনা ফছাদ বাধাবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ফেতরা [আ ফিত্‌রাহ্] *বি* ইসলাম ধর্মমতে রমজান মাসের শেষে দরিদ্রদের মধ্যে দেয় নির্ধারিত পরিমাণ গম বা টাকা। 'আমাদের "ফেতরা" দানের সময়ও ঘরের (অতিরিক্ত) পয়সা বাহির করিতে হয়।' *রোকেয়া*, ১৯০৪। *দ্র* **ফিতরা**

ফেৎরো *বি* ইসলাম ধর্মমতে রমজান মাসের শেষে দরিদ্রদের মধ্যে দেয় নির্ধারিত পরিমাণ গম বা টাকা। 'ফেৎরোর পয়সা আদায় করিতে আরম্ভ করিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

ফেতা ফেতা [স পত্র] *ক্রিবিণ* ছিন্নবিচ্ছিন্ন। 'ইজার চিরিয়া কেহ করে ফেতা ফেতা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ফেন [স] ১ *বি* ফেনা। 'কভু নেত্রে নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ভাতের মাড়। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ফেন গালি কামানলে তখনি নিভায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ফেনগুঞ্জন [স] *বি* ফেনা ওঠার শব্দ। 'সোনার পেলাসে মুগ্ধ মদিরা! – কর্ণে কী কথা জপে! ফেনগুঞ্জনে মত্তলোচনে, মৃত্যুর হাসি সঁপে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ফেন-তরঙ্গ [স] *বি* ফেনিল ঢেউ। 'শূন্য এ বালুকাশীন বেলাতে/ এই ফেন-তরঙ্গের খেলাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ফেননন্দিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ফেনিল। 'ফেননন্দিতা সাগরকূলে জনহীন দিবাবসানের …।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ফেননিভ [স] *বিণ* ফেনার মতো। 'শুভ্র দুগ্ধফেননিভ কোমল শীতল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ফেনপুঞ্জ [স] *বি* পুঞ্জীভূত ফেনা। 'ফেনপুঞ্জ স্তরে স্তরে দিবারাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ফেনবর্ষণ [স] *বি* ফেনার বর্ষণ। 'অবশিষ্ট ভাগ পৃথ্বীতলে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব ফেন-বর্ষণ প্রদর্শন করিয়া …।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ফেনভার [স] *বি* ফেনার ভার। 'সাত সমুদ্র নীল আক্রোশে তোলে বিষ ফেনভার।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

ফেনমুখ [স] *বিণ* ফেনিল। 'কবে বহিবে সলিল ফেনমুখ ফণা তুলি?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ফেনশির [স] *বিণ* উপরিভাগ ফেনিল এমন। 'নিজের জলের ফেনশির নীড়কে কি চিনেছিল তনুবাত নীলিমার নীচে?' *জীবন*, ১৯৪৮।

ফেনশীর্ষ [স] *বিণ* ঢেউয়ের উপরিভাগে বুদ্বুদ আছে এমন। 'কোন ঊর্মি-ছন্দোময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে ডুবুরীর ঘরে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

ফেনশুভ্র [স] *বিণ* ফেনার মতো সাদা। 'সহস্র ফেনশুভ্র কোমল করতলের আঘাত করিয়া …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফেনহিল্লোল [স] *বি* ফেনিল ঢেউ। 'সাগর ফুলিছে … ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ফেনা[1] [স ফেন] ১ *বি* সাগর থেকে উদ্ভূত বুদ্বুদ। 'রাশি রাশি কত বহে ফেনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* স্পন্দন। 'বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ, জীবনের ফেনা।' *জীবন*, ১৯৪২।

ফেনাকার [স ফেনকার] *বিণ* ফেনার মতো। 'ফেনাকার হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ফেনাঙ্কিত [স] *বিণ* ফেনাময়। 'ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় দ্রুত

সেই ইঙ্গিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ফেনা-ফেনা *বিণ* ফেনাযুক্ত। 'মা আজ ফেনা-ফেনা ভাত রেঁধেছেন।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

ফেনাবৎ [স ফেনবৎ] *বিণ* ফেনার মতো। 'প্রথম দিবসে বীর্য ফেনাবৎ হএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ফেনাবিষ [স] *বি* বিষের ফেনা। 'মন্থনে পুন রক্ত-উদধি ফেনাবিষ ক্ষরে গলগল।' *নজরুল*, ১৯২২।

ফেনা ভাত *বি* ফেনওয়ালা বা মাড়যুক্ত ভাত। 'ফেনা ভাত খাইয়ে চোখের জলে ভেসে বড়োবৌ মেজবৌ দেওর ভাজকে বিদায় দেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ফেনায়মান [স] *বিণ* ফেনাযুক্ত। 'অধীর উন্মাদনার উন্মত্ত ফেনায়মান হয়ে উঠুক।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ফেনায়িত [স] *বিণ* ফেনিল। 'তরঙ্গিত ফেনায়িত হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ফেনোচ্ছল [স] *বিণ* ফেনায় উচ্ছল। 'ফেনোচ্ছল সে-নদীর বন্ধনহারা জলে পণ্যতরী নাহি চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ফেনোচ্ছাস [স] *বি* ফেনার উচ্ছাস। 'সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ফেনোত্তাল [স] *বিণ* ফেনিল ও তরঙ্গিত। 'দরিয়ার ঝড় ফেনোত্তাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

ফেনা[২] [স ফেন] *ক্রি* ক্রমাগত নেড়ে ফেনিল করে তোলা। 'চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকেচুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে কলরব করে পাথরগুলোকে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড় দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ফেনিয়ে আসা *ক্রি* তীব্র হওয়া। 'বাক্যবন্যা ফেনিয়ে আসে, ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ফেনিয়ে ওঠা *ক্রি* উচ্ছ্বসিত হওয়া। 'তার চোখে মুখে যে মত্ততা ফেনিয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ফেনানো ১ *বিণ* বাড়িয়ে তোলা। 'ফেনানো উক্তির মধ্যে বিশ্ববাক্য থাকে না বেকার।' *অমিয়*, ১৯৩৯। **২** *ক্রি* ফুলে ওঠা। 'তোমার সারা বুক একটা অদম্য গৌরবে ফেনিয়ে উঠবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে *ক্রিবিণ* বানিয়ে-বাড়িয়ে। 'হয়তো বায়না ধরেছে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুলুন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ফেনি [স ফাণিত] *বি* চিনি দিয়ে তৈরি খাবারবিশেষ; বাতাসা। 'কিনিএগ্রা নবাত ফেনি বিশা দরে কিনে চিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মিশ্রিসাঁচ চিনির ফেনি ক্ষীর তক্তি সরে চিনির ফেনা এলাচদানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ফেনি বাতাসা *বি* বড়ো আকারের বাতাসা। 'গ্রামের মুদির দোকানের ফেনি বাতাসা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ফেনিল [স] *বিণ* ফেনাযুক্ত। 'ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ফেনিলতা [স] *বি* ফেনিল অবস্থা। 'কখনো ফেনিলতা, কখনো প্রকাণ্ড শামুখের মতো বাঁকা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

ফেনিলাবর্ত [স] *বি* ফেনাময় ঘূর্ণি। 'বল্গা টানো এ ফেনিলাবর্তে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

ফেনিলোচ্ছল [স] *বিণ* উচ্ছ্বাসিত। 'ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ফেনোচ্ছল দ্র ফেনা[১]

ফেনোত্তাল দ্র ফেনা[১]

ফেন্দ্যা [ফা ফন্দ] *ক্রিবিণ* ফাঁদ পেতে। 'সাগর লঙ্ঘিতে পারি ফেন্দ্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ফেফড়া *বি* ফুসফুস। 'ফেফড়ার অবস্থা দেখা দরকার ; আমি পিঠের দিক হইতে দেখিয়া লইব।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ফেবরিওারি, ফেবেরওয়ারি [ই ফেব্রুয়ারি] *বি* ফেব্রুয়ারি। '২৩ ফেবেরওয়ারি মতাবেক সন ১১৯৩।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'উপরের তপসিল সেওয়ায় আর আফিম সন ১৮০১ সালের ১০ ফেবরিওারী।' *ক্যালগে*, ১৮০১।

ফেবরিল [ই] *বি* ফেব্রুয়ারি। 'ইঙ্গরেজী ১৭৫৬ তারিখ ২২ মাঘ ২ ফেবরিল।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

ফেবার [ই] *বি* অনুগ্রহ। 'কারুর কাছ থেকে কোনো ফেবার আমি একদম চাইতে পারি না।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ফেব্রুয়ারি, ফেব্রুআরি [ই] *বি* খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় মাস। '২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২।' *দর্পণ*, ১৮২২; '১৪ ফেব্রুআরি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

ফেভারিট, ফেবারিট [ই] **১** *বিণ* অপেক্ষাকৃত বেশি পছন্দের; প্রিয়। 'ঘোড়াটা ফেবারিট হইলেও তিনগুণ নিশ্চয় পাওয়া যাইবে।' *মানিক*, ১৯৪০। **২** *বি* পক্ষপাতী। 'সবাই এদের ফেভারিট।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফেম [ই] *বি* খ্যাতি। 'তোমার ফেম ছড়িয়ে পড়ল চারধারেই।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফেমাস [ই] *বিণ* বিখ্যাত। 'ফেমাস লাবণ্য। ডিস্টিংগুইশ্‌স!' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ফেমিনিন [ই] *বিণ* স্ত্রীজাতীয়। 'ম্যাসকুলিন, ফেমিনিন, আর আর আর।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফেমিনিস্ট [ই] *বি* নারীবাদী। 'হঠাৎ বনল ফেমিনিস্ট।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ফেমেলি [ই] *বি* পরিবার। 'ও যদি বলে জয়েন্ট ফেমেলি (joint family), দাদা আমাদের ফাঁকী দেবার জন্য করেছেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ফেয়ারওয়েল [ই] *বিণ* বিদায়ী। 'একটা ফেয়ারওয়েল ফিস্ট হয়ে যাবে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'ফেয়ারওয়েল প্রোগ্রাম তো!' *শামসুল*, ১৯৭৩।

ফের[১] [হি ফের] **১** *বি* প্যাঁচ। 'ইহা নিঞা আর কীছু নাঞি দিবে ফের।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *অব্য* আবার। 'ফের দেখা হবে রোজ মহাশ্বর।' *গরীব*, ১৭৫০। **৩** *বি* প্রত্যাবর্তন। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **৪** *বি* ঘুরপথ। 'কহিলেন মজুন্দার কিছু ফের হয় ... সে হৌক তথা যাওন নিশ্চয়।' *ভারত*, ১৭৬০। **৫** *বি* বিপদ। 'বাণিয়ারে ফেলে ফেরে।' *ভারত*, ১৭৬০। **৬** *বি* বেষ্টন। 'সুন্দরের শত ফেরে সবে ঘেরে জোরে।' *ভারত*, ১৭৬০। **৭** *বি* কবল। 'আখেরী জামানার ফেরে পড়িয়া আমরা এই সকল দুঃখ ভোগ করিতেছি।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

ফের[২] *অব্য* আবার। 'তিন পা এগোও, তিন বার ফের ধুলো তুলে নেও ডগায় নাকের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ফেরকা [আ ফিরকাহ্] *বি* ধর্মীয় উপসম্প্রদায়। 'পীর মুরিদীর নামে অসংখ্য ভণ্ড ও অনৈসলামিক ফেরকার সৃষ্টি।' *মোসলেম*, ১৯২৭।

ফেরঙ্গ [ফা ফিরঙ্গী] *বি* ইউরোপীয় ব্যক্তি। 'ফেরঙ্গের বাসিন্দা।' *এডমন*, ১৭৯০। দ্র **ফিরিঙ্গি**

ফেরত [হি ফিরত] *বিণ* অগৃহীত। 'জে কাপড় ফেরত হবেক সে কাপড় তাবত কুটীতে কোরক রাখিবা।' *হ্যালহেড, ১৭৭৩।*

ফেরতা [হি ফিরতা] *বিণ* কোথাও থেকে ফিরে এসেছে এমন। 'বিলেত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে ... খেতে দেখলে বলতেন।' *রবীন্দ্র, ১৮৮১।*

ফেরতা ঘর *বি* বিবাহের সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় এমন পরিবার। 'সারা বাঙ্গালা দেশে দুই তিনখানি মাত্র গ্রামে তাঁহাদের ফেরতা ঘর।' *প্রভাত, ১৮৯৭।*

ফেরদৌস [আ ফিরদাউস] *বি* ইসলামধর্মমতে স্বর্গ; বেহেশ্‌ত। 'ফেরদৌসবাসিনী হুরগণ – আমাদের জয় কামনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।' *মশাররফ, ১৯০৮।*

ফেরফার [হি] **১** *বি* ছলনা। 'ভয় করি জানি কে দিবে ফেরফার।' *ভারত, ১৭৬০;* 'অস্থিরতা ও ফেরফার না হইয়া ...।' *ফরস্টার, ১৭৯৩।* **২** *বি* ঘোরপ্যাঁচ। 'অনেক ফেরফার হইয়া শেষ তোমারো মন্দ আমারো মন্দ।' *ভবানী, ১৮২৮।* **৩** *বি* এলোমেলো। 'বিষয় এমন ফেরফার করিল যে তাহাতে নালিশ একেবারে ডিসমিস হইল।' *দর্পণ, ১৮৩২।* **৪** *বি* ছলাকলা। 'এত ফের ফার বুঝতে পারি না।' *উমেশ, ১৮৫৭।* **৫** *বি* হেরফের। 'ঘটনাগুলোর বর্ণনায় বিশেষ ফেরফার হয় না।' *মুজতবা, ১৯৪৯।* **৬** *বি* পার্থক্য। 'বুড়ো বয়সের ঘোলাচোখে রঙের ফেরফার সহজে ধরা পড়ে না।' *মুজতবা, ১৯৫২।*

ফেরা[1] [হি ফেরনা] **১** *ক্রি* পিছনে তাকানো। 'জমুনাক তির উপবন উদবেগল ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।* **২** *ক্রি* প্রত্যাবর্তন করা; পরিবর্তন করা। 'সে সকল ফেরাইয়া ঘরে লিয়া গেল।' *গরীব, ১৭৬৫।* **৩** *ক্রি* নড়াচড়া করা। 'জীবদেহ সাঁই চালায় ফেরায় সেই প্রকারে।' *লালন, ১৮৯০।* **৪** *ক্রি* পরিভ্রমণ করা। 'রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩।*

ফেরবার *বিণ* ফিরে আসার। 'যা হ'বার হ'য়ে গিয়েছে, ফেরবার তো নয়।' *গিরিশ, ১৮৮৯।*

ফেরা[2] [হি ফেরনা] *ক্রিবিণ* দফায়। 'উদ্দেশ্য ছিল ... রিজলিউশনটিকে এ ফেরা মুলতবি রাখা।' *প্রমথ, ১৯২০।*

ফেরা-ফিরতি *বিণ* আসা-যাওয়া করছে এমন। 'যেতে-যেতেই ইস্টিশন পাবে/ ফেরা-ফিরতি লোক দেখবে বিস্তর।' *শক্তি, ১৯৬৯।*

ফেরাফেরি [হি ফেরনা>] **১** *বি* বার বার পরিবর্তন। 'দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফেরি।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।* **২** *বি* আসা-যাওয়া; ভ্রমণ। 'তোমার সঙ্গে বিষম রঙ্গে জগৎ জুড়ে ফেরাফেরি।' *রবীন্দ্র, ১৯১৬;* 'মিলন-ছোঁওয়া বিচ্ছেদেরি অন্তবিহীন ফেরাফেরি।' *রবীন্দ্র, ১৯২৬।*

ফেরাউন, ফেরাউন [আ ফুরাউন] *বি* (খ্রিস্টপূর্ব ষোলো শতক থেকে) প্রাচীন মিশরের রাজার পদবী; মিশরের রাজা। 'আজি বান্দা যে ফেরউন শাদ্দাত নমরুদ মারোয়ান।' *নজরুল, ১৯২৪;* 'কত ফেরাউন, কত জালিম পিশাচ নমরুদ।' *ফররুখ, ১৯৪৩।*

ফেরাউনি [আ ফুরাউন>] *বিণ* প্রাচীন মিশরীয় রাজার মতো। 'ফেরাউন মোরা দেখিনি, দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনি।' *নজরুল, ১৯২৮।*

ফেরানো [হি ফেরনা>] **১** *ক্রি* প্রত্যাবর্তন করানো। *বিদ্যা, ১৮৯১।* **২** *ক্রি* ঘুরানো। 'মুখ ফেরানো, উপুড় হওয়া, চিৎ হওয়া ...।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২।* **৩** *ক্রি* সরানো। 'নদীটির দুই ধারের দৃশ্য দেখে চোখ ফেরানো যায় না।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

ফেরাবি [ফা ফেরেব] *বি* প্রতারণা। 'যেই মাগীর সঙ্গে ফেরাবি করেছিলেন, তার ভাইপো আমায় এই কাগজপত্রগুলো দিয়েছে।' *গিরিশ, ১৮৮৯।*

ফেরার [আ] *বিণ* পলাতক। *তাঁতি, ১৭৯২;* 'আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।' *বঙ্কিম, ১৮৭৮।*

ফেরারী [আ ফেরার] **১** *বি* পলাতক আসামি। *মেয়ার, ১৭৮৭।* **২** *বিণ* পালিয়ে বেড়ায় এমন। 'ফেরারী বসন্ত কয়ে দিয়ে গেল নগরীর যত শিবিরে শিবিরে।' *হাফিজুর, ১৯৫৩।*

ফেরি[1] [হি ফের] *ক্রিবিণ* পুনরায়। 'হীরা মনি মানিক একো নহি মাঁগব ফেরি মাঁগব পহু তোরা।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

ফেরি[2] [হি ফেরী] *বি* ঘুরে ঘুরে দ্রব্যাদি বিক্রয়। 'চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। *বিভূতি, ১৯২৯।*

ফেরিওয়ালা [হি] *বি* ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। 'ফেরিওয়ালা করুণ সুরে ডেকে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

ফেরিওয়ালী [হি] *বি স্ত্রী* রাস্তায় বা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পণ্য বিক্রি করে যে। 'যেখানে দিন দুপুরে ফেরিওয়ালী মাথায় করে মাটি বিক্রী করে।' *নজরুল, ১৯২৫।*

ফেরিওলা [হি] *বি* ফেরিওয়ালা; ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। 'গলি হতে দিয়ে যায় ডাক ফেরিওলা।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২।*

ফেরি করা *ক্রি* ঘুরে ঘুরে নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করা। 'চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। *বিভূতি, ১৯২৯।*

ফেরী [হি] *বি* বাস-পারাপারের স্টিমারঘাট। 'দাউদকান্দি ফেরী মুক্তিবাহিনী বহুদিন আগেই উড়িয়ে দিয়েছেন।' *সাপ্তাহিক বাংলা, ১৯৭১।*

ফেরু [স] *বি* শিয়াল। 'ফেরুভক্ষ হইল ছিরা তোমা পুজি ঘটে।' *মুকুন্দ, ১৬০০;* 'ব্যাঘ্র এরূপ ভয়ঙ্কর প্রাণী হইলেও ক্ষুদ্র শৃগাল বা ফেরুদিগকে বড় ভয় করে।' *অক্ষয়, ১৮৫৪।*

ফেরুভক্ষ [স] *বি* শিয়ালের খাবার। 'ফেরুভক্ষ হইল ছিরা তোমা পুজি ঘটে।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

ফেরুআ [স ফেরু>] *বিণ* ধূর্ত। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

ফেরুস *বি* পেয়ারা। 'চেরু বিরুস্ত ফেরুস।' *বড়ু, ১৪৫০।*

ফেরেক্কা [আ ফিরকাহ্‌] **১** *বি* দল। 'এক২ ফেরেক্কা লোকের গমন হইয়াছিল ...।' *দর্পণ, ১৮১৯।* **২** *বি* সংসর্গ। 'খোদাবক্‌স আমাকে এ প্রকার ফেরেক্কায় চলিতে বার বার মানা করিতেন।' *প্যারী, ১৮৫৮।*

ফেরেঙ্গ [ফা ফিরঙ্গী] *বি* ইউরোপ। 'আইনু খবর লইয়া ফেরেঙ্গ হইতে।' *গরীব, ১৭৬৫।*

ফেরেব [ফা] **১** *বি* প্রবঞ্চনা। 'ফেরেব ফিকিরে ফেরে ফাঁকি ফুঁকি লেখে।' *ভারত, ১৭৬০।* **২** *বি* খপ্পর। 'ইবলিছের ফেরেবে দেখ পড়িয়া কুফর।' *গরীব, ১৭৬৫।*

ফেরেববাজ [ফা] **১** *বিণ* প্রবঞ্চক; ঠগ। 'ফরিয়াদি আবু মোল্লা বড় ফেরেববাজ!' *মশাররফ, ১৮৬৯।* **২** *বি* ঠগ। 'ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেব-বাজ।' *নজরুল, ১৯২৪।*

ফেরেববাজি [ফা] *বি* জালিয়াতি। 'এ ফেরেব্বাজির একটা চূড়ান্ত করা উচিত।' *বঙ্কিম, ১৮৮২।*

ফেরেবি [ফা ফেরেব>] *বিণ* জালিয়াতিসূচক। 'আমি চিরকালটা জুয়াচুরি ও ফেরেবি মতলবে কেন ফিরলাম।' *প্যারী, ১৮৫৮।*

ফেরেব্বাজ [ফা] *বিণ* ঠগবাজ। 'পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক।'

বঙ্কিম, ১৮৭৯।

ফেরেববাজি [ফা] *বি* কারসাজি; ধূর্তামি। 'আমি তার বান্ধবীকে বদমায়েশি করে, ধড়িবাজের ফেরেববাজি দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফেরের *বি* অসুবিধা। 'যদি না দেহ তবে বহুৎ ফেরেরে পরিবি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফেরেশতা, ফেরেস্তা [ফা] *বি* ইসলাম ধর্মমতে স্বর্গীয় দূত। 'স্বর্গবাসী ফেরেস্তা তাহান আজ্ঞা পাল।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'হেথা'তে ফেরেশতা আইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফের্কা [আ ফির্কাহ্] *বি* দল। 'বন্দে মাতরম ফের্কার হিন্দুদিগের কাগজ।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

ফের্তা [হি ফির্তা] *বিণ* ফিরে এসেছে এমন; প্রত্যাগত। 'বাঙালি বিলাতফের্তা যুবা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। দ্র **ফেরতা**

ফেল [ই] ১ *বিণ* দেউলিয়া। 'ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নেই।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বি* অনুত্তীর্ণতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বি* ধরতে ব্যর্থ হওয়া। 'আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বিণ* বন্ধ। 'ধর্মঘট করাইয়া কোম্পানি ফেল করাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ফেল করা ১ *ক্রি* অকৃতকার্য হওয়া। 'যে-সকল বড়ো বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়া জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *ক্রি* ধরতে ব্যর্থ হওয়া। 'দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ফেল মারা *ক্রি* ব্যর্থ হওয়া। 'সব গেল ফেল মেরে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফেলন [হি ফেল্না] *বি* পতিত করা। 'তাড়াতাড়ি চৌকি-উলটায়ন, কালি-ফেলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ফেলনা *বিণ* ফেলে দেওয়ার যোগ্য। 'আমি কি ফেলনা?' *মানিক*, ১৯৩৮।

ফেলফেল [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* অসহায় দৃষ্টিতে। 'শ্রীমন্তের অঙ্গে একে একে ভঙ্গে বীরবর ফেলফেল চায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফেলফেলানি [ধ্বন্যা] *বি* অসহায় দৃষ্টি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফেলা [হি ফেল্না] ১ *ক্রি* বর্জন করা। 'তৃণ-ধূলি ... বহির্বাসে করি ফেলায় বাহির করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* বপন করা। 'কার্তিক মাসে গোম যব কলাই ফেলি।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *ক্রি* পতিত করা। 'যদি আমার প্রিয় শিশু আমাকে এমন বিপাকে না ফেলিত।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *ক্রি* সমর্পণ করা। 'এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ৫ *ক্রি* গ্রহণ না করা; ফেলে দেওয়া। 'নাহয় তুলে লও গো, নাহয় ফেলোই বা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৬ *ক্রি* প্রতিফলিত করা। 'সব আলোটি কেমন করে ফেল আমার মুখের পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। **ফেলাইব** *ক্রি* ফেলে দেবো। 'কৈন্যা ফেলাইব আজ্ঞী অগ্নির ভিতর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ফেলাএ** *ক্রি* ফেলে; নিক্ষেপ ক'রে। 'সেই ভুমি খচিয়া জে ফেলাএ জলেতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ফেলি** *ক্রি* ফেলে দিই। 'এ হার কি ছার ফেলি গো টেনে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ফেলিআ** *ক্রি* ফেলে রেখে। 'জার জেই অস্ত্রসব ভূমিতে ফেলিআ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ফেলিনুঁ** *ক্রি* ফেলে দিলো। 'ফুটিলুঁ বিরহ শাল ফেলিনুঁ মাল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **ফেলিয়া** ১ *ক্রি* ফেলে দিয়ে। 'প্রথমে ব্যাঘ্রের স্থানে/ ফেলিয়া দেখিল তানে/ ব্যাঘ্র দেখি নামাইল মাথা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* ফেলে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **ফেলিল** *ক্রি* ফেললো। 'উখালি ফেলিল ভূমে যেন ক্রুদ্ধ হঞা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ফেলিলেক** *ক্রি* ফেললো। 'সমস্ত পরিবারকে ব্যস্ততাতে ও ভয়েতে ফেলিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **ফেলীতে** *ক্রি* ফেলতে। *ওর্সা*, ১৭৮২। **ফেলে** *ক্রি* ছুড়ে। 'সেই পদ্ম অপর সলিলে দিলাম ফেলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ফেল্লেম** *ক্রি* ফেললাম। 'তাই কথার পিঠে কথা পড়ে বলে ফেল্লেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ফেলাছড়া *বি* অযত্নে ছড়ানো। 'সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'ফেল্যা-ছড়া করিয়া কোনোরকমে তাহারা খাওয়া শেষ করে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ফেলানি [হি ফেল্না>] *বিণ* অকিঞ্চিৎকর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফেলানিয়া [হি ফেল্না] *বিণ* নিক্ষিপ্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফেলানো [হি ফেল্না>] *বি* নিক্ষেপ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফেলা যাওয়া *ক্রি* বিফলে যাওয়া। 'সে-সব দিন নিতান্তই ফেলা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ফেলাফেলি [হি ফেল্না] *বি* অযত্নে ছড়ানোর কাজ। 'অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল-ফেলাফেলি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ফেলে দেওয়া ১ *ক্রি* বর্জন করা। 'ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *ক্রি* রেখে দেওয়া। 'অনেক সময় আসে যখন সব এই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* ব্যবহৃত; বর্জিত। 'ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ফেলে রাখা *ক্রি* পরিত্যক্ত ক'রে রাখা। 'ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'জোতদার জমি খাশ করিয়া পতিত ফেলিয়া রাখিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ফেলো কড়ি মাখো তেল – নগদ অর্থ, শ্রম ইত্যাদির বিনিময়ে দ্রব্য গ্রহণের উপদেশ।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ফেলাম্ব [ই] *বি* তিসি। 'বিলাতে যাহার নাম ফেলাম্ব বাঙ্গলায় তিসী।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ফেলানেল [ই ফ্লানেল] *বি* পশমের কোমল কাপড়বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফেলিওর [ই ফেইলিয়র] *বিণ* বিফল। 'ম্যারেজটা আমার একেবারেই ফেলিওর হয়ে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

ফেলেট [ই ফ্ল্যাট] *বিণ* সমতল। 'নাক মিউনিক-বার্লিন সদর রাস্তার মত ফেলেট হয়ে যাবে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফেলো [ই] *বি* বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সদস্য ও অধ্যাপকবিশেষ। 'ফেলো নামক কতকগুলি উপাধি-ধারী লোক কলেজের উপর কর্তৃত্ব করেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ফেলোশিপ [ই] ১ *বি* বৃত্তি; অনুদান। 'এই জম্বুদ্বীপে কোনো ফেলোশিপে বক্তা না হল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান। 'সমাজ একটি পরিবার, শান্তি সামাজিক ফেলোশিপ-এর উপর স্থাপিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৩ *বি* কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সদস্যতা। 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংঘের ফেলোশিপ দিয়ে আর একজনকে পাঠিয়েছি আমেরিকায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ফেল্ট [ই] *বি* পশম অথবা লোমের মোটা বস্ত্রবিশেষ; ফেল্টের তৈরি বিছানো বস্ত্র। 'বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে।' *জীবন*, ১৯৪২।

ফেস [ই] *বি* মুখ; মুখমণ্ডল। **ফেসকাটিং** [ই] *বি* মুখমণ্ডলের গড়ন। 'আপনার ফেসকাটিংয়ে আমি বিশ্বজয়ের স্পষ্ট আভাস দেখতে পাচ্ছি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

ফেস পাউডার [ই] *বি* মুখের প্রসাধনী বিশেষ। 'ফেস পাউডার। বুঝেছ?' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ফেসাদ, ফেসাত, ফেসাৎ [আ ফাসাদ] ১ *বি* ঝামেলা; বিপদ। 'বাহাদুরি দেখাইতে না গেলে এ ফেসাৎ ঘটিত না।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'পুরাণ বাসন কিনিয়া ... বড় ফেসাতে পড়িতে হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কোথায় কী ফেসাদ ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* ঝগড়া। 'অনেক মকদ্দমা মামলা ফেসাদ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ফেসাতিআ [আ ফাসাদ>] *বিণ* বিপজ্জনক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফেসেং *বি* নকশা। 'যেন ছাপার চারি কিনারায় ফেসেং হয়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফেস্টুন [ই] *বি* স্লোগান সংবলিত কাগজ বা বস্ত্রখণ্ড। 'মিছিলে ফেস্টুনে ফ্লাগে মাতাল শহর।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

ফৈজ [ফা ফৌজ] *বি* সৈনিক। 'ধনুক কামান লাটী ফৈজে ফৈজে দেখে অদভূত।' *বিজয়*, ১৬৫০। *দ্র* **ফৌজ**

ফৈজত, ফৈজৎ [আ ফজিহাত] ১ *বি* বদনাম। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* ঝামেলা; হাঙ্গামা। 'তাই কি সোজাসুজি পুড়ুলে হবে মা, চৌষট্টি ফৈজৎ – কাঁসার ঘটির মধ্যে পোরো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ফৈজতি [আ ফজিহাত] *বি* বিড়ম্বনা। 'তোমার গৌড়িয়া করে এতেক ফৈজতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ফৈন [ই ফাইন] *বিণ* সূক্ষ্ম; মিহি। 'এখানকার তাতিরা খাসা মুন্দর ফৈনের কারন দরখাস্ত দিয়াছে ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ফৈরাদ, ফৈরীয়াদ [আ ফরয়াদ] ১ *বি* বিচার প্রার্থনা। 'ফৈরাদ করিতে সন্তে কাজীর স্থানে গেলা।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* নালিশ। 'হামেসা দাদবেদাদ ফৈরীয়াদ করিয়া প্যাদা দিলেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তোমার নামে কোউচলে ফৈরাদ হইয়া ডিঙ্গিরি হয়।' *ডেব়ালি*, ১৭৮৯। *দ্র* **ফরিয়াদ**

ফৈরাদি, ফৈরাদী [আ ফরয়াদ>] *বিণ* ফরিয়াদি; বিচারপ্রার্থী। *এডযন*, ১৭৯২; 'কোথাও বা ফৈরাদিরা নীচে উপরে টংঅস টংঅস করিয়া ফিরিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'আসামী ফৈরাদী অধিক পান করিয়া মত্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ফৈসালা [আ ফইসল] *বি* মীমাংসা; আপোস। 'পাঁচজনের বিপদ-আপদের ফৈসালা করে দিই আমি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'শেষটায় বখেড়ার ফৈসালা হয় বিয়ারের বোতল টেনে।' *মুজতবা*, ১৯৫২। *দ্র* **ফয়সালা**

ফো [চী] *বি* বুদ্ধের চীনদেশীয় নাম। 'ফাহিয়ান উহাদের দ্বারা জ্ঞাত হইলেন যে, তাহারা ফো মতাবলম্বী এবং স্থানটির নাম থসিংচিউ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ফোঁকল *বি* ফাঁক; ছিদ্র। 'পাঁচিলের ফোঁকল গলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফোঁটা [স স্ফুট্>] ১ *বি* বিন্দু; তরল পদার্থের বিন্দু। 'নারীর যৌবন কেবল অধন জেমন জলের ফোঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* টিপ; চিহ্ন। 'রূপের বিজুরি ছটা কপালে তিলক ফোঁটা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* তাসের চিহ্ন। 'এক ফোঁটা গণনা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৪ *বি* বর্ণে ব্যবহৃত বিন্দু; নোখতা। 'ইংরাজির ফোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ফোঁটাকাটা *বিণ* তিলক-পরা। 'পরম আচারনিষ্ঠ ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশ কুণ্ডু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ফোঁটাতিলক *বি* তিলকের ফোঁটা। 'কপালে ফোঁটাতিলক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ফোঁটা ফেলানো *ক্রি* বিন্দু বিন্দু পানিবর্ষণ করা। 'ফোঁটা ফালাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফোঁটা ফোঁটা *বিণ* বিন্দু বিন্দু। 'ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পিট পিট করে মুখের উপর সবেগে আঘাত করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফোঁড় *বি* ছিদ্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফোঁড়া[1] *ক্রি* ছিদ্র করা। **ফোঁড়ে** *ক্রি* ছিদ্র করে। 'কান ফোঁড়ে টিকি রাখে এই মাত্র দায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

ফোঁড়া[2] *বি* স্ফোটক; চর্মরোগবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ফোঁৎ ফাঁৎ [ধ্বন্যা] *বিণ* অবিরাম ফোঁৎ শব্দ করে এমন। 'লেপের নিচে হইতে ফোঁৎ ফাঁৎ কান্নার আওয়াজ আসিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ফোঁপর দালাল [হি ফপর+আ দালাল] *বি* অযাচিতভাবে গায়ে পড়ে যে লোক অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। 'মেয়েরা আবার আমার ফোঁপর দালাল আছে না?' *জীবন*, ১৯৩২।

ফোঁপরদালালি *বি* গায়ে পড়ে অন্যের ব্যাপারে মাতব্বরি করতে আসা লোকের মতো ব্যবহার। 'মেয়েদের কথায় কথায় ফোঁপরদালালি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ফোঁপড়া *বি* নারিকেলের অভ্যন্তরস্থ বীজের অংশ যা অঙ্কুরোদ্গমের সময়ে বৃদ্ধি পায়। 'কখুরে ফোঁপড়ায় নবান্নের গন্ধে নবান্নের মত তুমি আর আমি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ফোঁপরা [হি ফোঁপর] ১ *বিণ* অন্তঃসারহীন। 'ফোঁপরা নির্জীব দেহটাকে।' *শরৎ*, ১৯১৬। ২ *বিণ* ফাঁপা। 'সে তখন বাক-সর্বস্ব হয়ে ওঠে ফোঁপরা ঢেঁকির মতো।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* নষ্ট। 'হেলাফেলা করে সেটাকে ফোঁপরা করে দিস নে যেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৪ *বি* শাঁস। 'নারকেলের ফোঁপরা।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ফোঁপানি [ধ্বন্যা] ১ *বি* চাপা কান্না। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ব্রজবধূর বিরহ, বাঁশি, ফোঁপানি।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* চাপা শব্দ। 'ফেনার ফোঁপানি যেন ছোঁয় এসে পাড়ের হরিতে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

ফোঁপানিআ [ধ্বন্যা] *বিণ* চাপা কান্নাবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফোঁপানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* গুমরে কাঁদা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দে জল! বলে ফোঁপাস কেন?' *জীবন*, ১৯২৭।

ফোঁফরা [হি ফোঁপর] ১ *বি* সাহস। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* ঝাঁঝরা। 'হাড্ডি তাদের ফোঁফরা হয়ে।' *জীবন*, ১৯২৭। *দ্র* **ফোঁপরা**

ফোঁস [ধ্বন্যা] *বি* হঠাৎ রাগ প্রকাশের ভাব। **ফোঁস করা** *ক্রি* হঠাৎ বিরক্তি বা উষ্মা প্রকাশ করা। 'চারু সর্পিণীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ফোঁস-ফুসুনি *বি* ফোঁস ফোঁস শব্দ করা। 'ওমা একে মনসার ফোঁস-ফুসুনি ধুনোর গন্ধ তায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ফোঁস ফোঁস *বিণ* অবিরাম ফোঁস করে এমন। 'ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নাচিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ফোঁস-ফোঁসানি, ফোঁসফোসানি ১ *বি* সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দ। 'ফোঁস-ফোঁসানি থাকলেই হল, লোকে মনে করবে জাত-গোখরো।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বি* রাগে ফোঁস ফোঁস করা। 'সালেহার ফোঁসফোসানি বেড়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ফোঁসা [ধ্বন্যা] *ক্রি* ফোঁস শব্দ করা। 'মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ফোকতড়া *বিণ* প্রতারিত। 'পিতৃধন তোর নিল চোরে হলি রে মন

ফোকতড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

ফোকর [আ ফকর] *বি* ছিদ্র। 'আধখানা ভাঙা কপাট চাপানো আড়াই হাত একটা ফোকরে।' *অবন*, ১৯২৭।

ফোকরা [হি ফুকার>] *ক্রি* উচ্চস্বরে ডাকা। 'আদালত রীতিমত আরদালী দ্বারা তিনবার ফোকরান।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ফোকলা ১ *বিণ* দন্তহীন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ফোকলা মুখের চিরন্তন হাসিটি।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বি* দন্তহীন ব্যক্তি। 'দূর ফোকলা, জল ক্ষিধে বুঝি বলে! জল তেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফোকলাদেঁতো *বিণ* দাঁত পড়ে গেছে এমন। 'ফোকলাদেঁতো শাকচুন্নিদের নিয়ে ঘর করত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ফোকাদুর [প] *বি* গলার হার। *মেয়র্স*, ১৭৬২।

ফোকারা [হি ফুকার>] *ক্রি* ঘোষণা করা। 'নকিব লোকেরা জয়ধ্বনি ফোকারিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ফোকাস [ই] *বি* যে বিন্দুতে সবচেয়ে পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়; দৃষ্টিকেন্দ্র। **ফোকাস-ছাড়া** *বিণ* পরিষ্কার দেখার মতো অবস্থানে নেওয়া হয়নি এমন। 'এতক্ষণ ফোকাস-ছাড়া দূরবিনের দৃশ্যপটের মতো ঝাপসা হয়ে ছিল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ফোক্কড় *বিণ* ধূর্ত। 'মহা ফোক্কড়, নাম বিকাশ বোস।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ফোগলা *বিণ* ফোকলা। 'ফোগলা দাঁতে হাসি ফোটে।' *শওকত*, ১৯৫৮। *দ্র* **ফোকলা**

ফোগা [স ফল্গু>] *ক্রি* রঙ খেলা। 'দ্বিজ চণ্ডীদাস আবীর ফোগাওত সকল সখিগণ সাথে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ফোজদারী, ফোজদুরি [আ ফৌজ+ফা দারী] *বি* ফৌজদারি। 'মুই ফোজদুরি কর‍্‌বো বল্যে সেঁসূয়ে এইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'পুঁটের নামে জাতমারার দাবী দিয়া এক নম্বর ফোজদারী করেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ফোট[১] *বি* ফোঁটা। 'কাহাকো না দিব এনা এক ফোট পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ফোট[২] **ফোট** *বিণ* প্রস্ফুটিত হওয়ার ভাব। 'লবঙ্গ কলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ফোটা[১] **১** *বি* বিন্দু। 'তোহ্মার যৌবন রাখে পাণির ফোটা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* টিপ। 'কপালে চন্দনের ফোটা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ফোটাওয়ালা *বিণ* ফুটকিযুক্ত। 'মরা গাছের ছায়ায় বসে কালো ফোটাওয়ালা ঘুঘু দুঃখিত বিমর্ষ।' *হাসান*, ১৯৬৫।

ফোটা[২] **১** *বিণ* পরিস্ফুট; পূর্ণ বিকশিত। *ওর্স্যা*, ১৭৮৫। **২** *ক্রি* প্রস্ফুটিত হওয়া। 'নয়নে তারা ফুটে, পরানে কথা উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'হাওয়ার তালে দুলে দুলে নাচো রে ফোটা ফুল।' *অমৃত*, ১৯০০।

ফোটা[৩] **১** *ক্রি* সক্রিয় হওয়া। 'গোবরার মার কাণ ফুটিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *ক্রি* জাগ্রত হওয়া। 'ফুটিল মন-প্রাণ মম তব চরণ-লালসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৩** *ক্রি* বিদ্ধ হওয়া। 'ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৪** *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। 'মর্মবেদন আপন আবেগে/ স্বর হয়ে কেন ফোটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'কথাই নাহি ফোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'তখনি তো পদ্মে তাহার ফুটবে বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **৫** *ক্রি* উত্তেজিত হওয়া। 'আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৬** *ক্রি* উত্তাপে টগবগ করা। 'জল এক-এক জায়গায় টগবগ করে ফুটছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৭** *ক্রি* শব্দ করা। 'বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে/ তবে সে মর্মর ফুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৮** *ক্রি* বিকশিত হওয়া। 'জীবনশিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগবগ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৯** *ক্রি* বিচ্ছুরিত হওয়া। 'ভোরের আলো ফুটিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ফোটা[৪] **১** *ক্রি* প্রস্ফুটিত করা। 'বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* স্পষ্ট করানো। 'যে ছবিটা ওঠে সেটাকে তখনি ফুটিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *ক্রি* বিকশিত করানো। 'ছবি ওঠাচ্ছে মাত্র ছবি ফোটাচ্ছে না।' *অবন*, ১৯২৫।

ফোটো [ই] *বি* আলোকচিত্র। 'ফোটো-স্ট্যান্ডে নিখিলের ছবির পাশে মক্ষীর ছবি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ফোটোগ্রাফ [ই] *বি* আলোকচিত্র। 'দোকানের সম্মুখে কতকগুলো ফোটোগ্রাফ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'কোনো ভাবী চরিতকার ক্যামেরা হাতে সেই বাগানের ফোটোগ্রাফ নিতে আসবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ফোটোগ্রাফওয়ালা [ই ফোটোগ্রাফ+হি ওয়ালা] *বি* আলোকচিত্রী। 'কত ফোটোগ্রাফওয়ালা, সিনেমাওয়ালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ফোটোগ্রাফ-ফলক [ই ফোটোগ্রাফ+স ফলক] *বি* ক্যামেরার ফিল্ম। 'ফোটোগ্রাফ-ফলকের আলো-ধরা শক্তি চোখের শক্তির চেয়ে ঢের বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ফোটোগ্রাফার [ই] *বি* ছবি তোলে যে। 'একাধারে গল্পলেখক, ইঞ্জিনিয়ার আবার আমাদের সকলকার ফোটোগ্রাফার।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ফোটোগ্রাফি [ই] **১** *বি* আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ। 'ফোটোগ্রাফি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* আলোকচিত্র। 'দূরবীনের সঙ্গে ফোটোগ্রাফি, ফোটোগ্রাফির সঙ্গে বর্ণলিপিযন্ত্র জুড়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ফোটোগ্রাফিক [ই] *বিণ* আলোকচিত্র সম্বন্ধীয়। 'মন পদার্থটি একটি ... ফোটোগ্রাফিক প্লেটও নয়।' *প্রমথ*, ১৯১২।

ফোটো-চিত্রকলা [ই ফোটো+স চিত্রকলা] *বি* ফোটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে তোলা ছবি; ফোটোনির্ভর চিত্রকলা। 'রসকলাকে ফোটো-চিত্রকলার বিজ্ঞাপনের কোঠায় নিয়ে বদ্ধ করা।' *অবন*, ১৯২৫।

ফোটো-স্ট্যান্ড [ই] *বি* ছবি রাখার কাঠামো। 'ফোটো-স্ট্যান্ডে নিখিলের ছবির পাশে মক্ষীর ছবি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ফোড়ং [স স্ফোটন] *বি* ফোড়ন; সম্বরা। 'তরকারিতে দেয় যে ফোড়ং।' *জসীম*, ১৯৩৩। *দ্র* **ফোড়ন**

ফোড়ঙ *বি* ফোড়ন। 'ধর্মকথার ফোড়ঙ দিয়া তাহাকে উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ফোড়ন[১] [স স্ফোটন] *বি* স্বাদ বাড়ানোর জন্য গরম তেলে মশলা ভেজে ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিশ্রণ; সম্বরা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ছেঁচকিবিশেষ ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ফোড়নদার [ফোড়ন+ফা দার] *বি* ফোড়ন দেয় যে। 'ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ফোড়ন দেওয়া *ক্রি* কথার মাঝে টিপ্পনী কাটা। 'উহাতে আমাদের বাগ্মিতার মুখে ফোড়ন দেওয়া হয় মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ফোড়ন মারা *ক্রি* টিপ্পনী কাটা। 'খান সাহেব চিবিয়ে-চিবিয়ে ফোড়ন মারেন।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

ফোড়ায়্যা [স স্ফোটন] *ক্রিবিণ* ফোড়ন দিয়ে। 'সান্তলিবে জোয়ানি ফোড়ায়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফোড়ন[1] *বি* সুঁই দিয়ে তোলা ফোঁড়। 'এক এক রকম নক্সার এক এক রকম ফোড়নের প্রয়োজন হয়।' *জসীম*, ১৯৬১।

ফোড়া[1] *ক্রি* ছিদ্র করা। 'জিব কাটে জিব ফোড়ে করএ চড়ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফোড়া[2] [স স্ফোটক] *বি* চর্মরোগবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ফোড়ে [হি ফড়িয়া] *বি* দালাল। 'রাস্তার ধারের ফোড়ের দোকান পচা নিচু ও আঁবে ভরে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফোতা [আ ফওত] *বিণ* ফোতো; অপরের আশ্রিত। 'তদন্তর এক ব্যক্তি চক্ষু টেরা মাথা নেড়া লোম কটা দাঁত চটা কোতা গরদন ফোতা তারী কোপীধারী আনরপুরী বিবিদিগকে ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ফোতো [আ ফওত] *বিণ* অসার। 'বাঁচিনেক দেখিয়া তাদের ফোতো জাঁক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ফোন [ই] *বি* টেলিফোন। 'পাশেই এক উকিল ভদ্রলোকের বাড়িতে ফোন আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ফোন গাইড [ই] *বি* টেলিফোন গ্রাহকদের নাম ও ঠিকানা সংবলিত পুস্তিকা। 'ফোন গাইড খুঁজে তাকে ... ফোন করতে লাগল অণিমা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ফোন নম্বর [ই] *বি* যে সংখ্যা ডায়াল করে একজন অন্যজনের সঙ্গে কথা বলতে পারে। 'আমার ফোন নম্বরটা জানেন তো।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ফোনোগ্রাফ [ই] *বি* রেকর্ড বাজানোর যন্ত্র; গ্রামোফোন। 'ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ফোপলা [হি ফোকলা] *বিণ* অন্তঃসারশূন্য। 'মুক্তাহার তথাও আগেছে ফোপলা।' *রামাই*, ১৭১০। দ্র **ফোকলা**

ফোপায়ন *বি* ফোঁপানো। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ফোফানি [ধ্বন্যা] *ক্রি* ফোঁসফোঁস শব্দ করা। 'নাগের ফোফানি শুনি ত্রিভুবন কম্পিত বানি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ফোফায়ে *ক্রি* ফোঁসফোঁস শব্দ ক'রে। 'হৃদয়ে ফোফায়ে ফণি ... পরাণ কাপে ডরে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ফোয়ারা [আ ফাওয়ারহ্] *বি* ঝরনার উৎক্ষিপ্ত জলধারা। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'জলের ফোয়ারা অনন্তর দোলন প্রভৃতি দেখিতে২ রাত্রি হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ফোরকান [আ ফুরকান] *বি* কুরআন। 'বাপ মাও পরিত্রাণ হেতু মাত্র ফোরকান ...।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ফোরক্ত [আ ফোরকত] *বিণ* দূরে। 'রাখাল সঙ্গে ছিল নজদিগ থাকে নাই ফোরক্ত ছিল।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৭৩।

ফোরম্যান [ই] *বি* জুরিদের মুখপাত্র। 'আপনাদিগের ফোরম্যান অর্থাৎ প্রধান প্রাজুরি নিযুক্ত করিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ফোরসত [আ ফুরসত] *বি* সুযোগ; অবকাশ। 'তোমাকে আইয়ামের ফোরসত খুব মিলিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। দ্র **ফুরসত**

ফোরাত [আ] *বি* ইরাকের একটি নদী। 'গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত, শান্তি দিয়েছি গোস্তাখির।' *নজরুল*, ১৯২২।

ফোর্জ [ই] *বি* জালিয়াতি। 'এখন শুমি গেরেপ্তারি লাঠিদাঙ্গা ফোর্জ চলবে না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফোর্জি [ই] *বিণ* জালিয়াত। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ফোর্ট [ই] *বি* দুর্গ। 'গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়াছিলাম।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ফোর্ট উইলিয়াম [ই] *বি* কলকাতায় নির্মিক ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির দুর্গ এবং পরে এই নামে কলেজ। 'পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ফোর্ট উইলিয়ামী [ই] *বিণ* ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের। 'ফোর্ট উইলিয়ামী হিন্দু পন্ডিতেরা।' *উমর*, ১৯৬৭।

ফোর্ড [ই] *বি* ফোর্ড নামক কোম্পানির তৈরি মোটরগাড়িবিশেষ। 'সেকেন্ডহ্যান্ড ফোর্ডগাড়ি নিজে হাঁকিয়ে ... বেরিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'ওই ফোর্ডগাড়ি কলকাতার সবচেয়ে দামি গাড়ি হয়ে উঠল।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ফোর্স [ই] ১ *বি* শক্তি। 'ইংরেজিতে যাকে বলে ফোর্স, যাকে বলে ম্যাগনেটিজ্‌ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সশস্ত্র বাহিনী। 'ইমার্জেন্সী ফোর্সও মুছলমানশূন্য।' *আজাদ*, ১৯৪৭; 'নৌ-সৈন্যদের উপযোগী অন্যান্য ফোর্সের ট্রেনিং।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ফোলা [স স্ফায়্>] *ক্রি* স্ফীত হওয়া। 'ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফোলাফাঁপা *বিণ* স্ফীত। 'তার পা গুলি আজ লিকলিকে শীর্ণ ... পেটটি ফোলাফাঁপা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

ফোলিও ব্যাগ [ই] *বি* ভাঁজযুক্ত খোপে বিভক্ত ব্যাগ। 'বগলে ফোলিও ব্যাগ পুরে সে হামাগুড়ি দেয়।' *হাসান*, ১৯৭৪।

ফোসকা, ফোস্কা [স স্ফোটক] *বি* আগুনে পোড়া বা ঘর্ষণের কারণে ত্বকে সৃষ্ট জলপূর্ণ স্ফোটকবিশেষ। 'দুই পায়ে ফোস্কা হৈল গেলা প্রভুস্থানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হাতে ফোসকা হয়েছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'কাহারও কথায় কি আর গায়ে ফোস্কা পড়ে।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

ফোশকা *বি* আগুনে পোড়া বা ঘর্ষণের কারণে ত্বকে সৃষ্টি জলপূর্ণ স্ফোটকবিশেষ। 'ফোশকা পড়বে না তো?' *জীবন*, ১৯৩৩।

ফোহারা [আ ফোয়ারাহ্] *বি* ঝরনা। 'ফোহারাতে জল ছোটে সকাল বিকেল।' *অবন*, ১৯২৭। দ্র **ফোয়ারা**

ফৌজ [আ] *বি* সৈন্যবাহিনী। 'কোম্পানির ফৌজ জাহা এ দেষে আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪; 'তাঁর ফৌজের ছাউনির চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে পৌঁছেছেন, তখন এক বর্গীর দল এসে তাঁর দলে হানা দিল।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফৌজদার [আ ফৌজ+ফা দার] ১ *বি* ক্যাপ্টেন; জাহাজের প্রধান। 'জেহাজ চালানি করিতে ফৌজদারকে নন্দকুমার রায়কে আমার স্থানে দিয়াছিলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* বাঙালি পদবি-বিশেষ। *সেবধি*, ১৯৪০।

ফৌজদারি, ফৌজদারী [আ ফৌজ+ফা দারী] *বিণ* খুন-জখম, মারপিট ইত্যাদি সম্পর্কিত। 'দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদার প্রভৃতির তাবন্নিয়ম তন্মধ্যে সুপ্রকাশিত।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'যাহারা ফৌজদারি মামলা হেতু কয়েদ হয় তাহারা অন্য দিকে থাকে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ফৌজদারি-কোর্ট *বি* ফৌজদারি আদালত; অপরাধীর বিচার করা হয়

যেখানে। 'ভগবানের ফৌজদারি-কোর্ট নাই সেখানে জাত-বিচার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ফৌজদারী আদালত *বি* মারপিট, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি সম্পর্কিত বিচারালয়। 'তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ফৌজদুরী [আ ফৌজ+ফা দারী] *বি* শাসন-সংক্রান্ত। 'ফৌজদুরী বালাখানা থেকে ভাড়া করে এনে কুড়িটি বেল লাল্ঠনটাঙ্গান হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফৌজি [আ] *বিণ* সামরিক। 'ফৌজি প্যারেডের সময়ে একদিন দামোদর দেখেছেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ফৌজিব্যারাক [আ ফৌজী+ই ব্যারাক] *বি* সেনা ছাউনি। 'ফৌজিব্যারাক থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে হাতে গড়া চাপাটি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ফৌজী [আ] ১ *বি* পদাতিক সৈন্য; দাবা খেলার সাধারণ ঘুঁটি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* সামরিক। 'ফৌজী মুসলিম সিপাহীর সংখ্যাই ছিল বেশী।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

ফৌত [আ ফওত] ১ *বি* ফতুর। 'রজবআলী খাঁ ফৌত করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বি* উইলপত্র না করে মারা যাওয়া। 'সে লাওয়ারেশা ফৌত করিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৩ *বিণ* নষ্ট। 'দুনিয়াদারি নামাফিক মনে করিয়া ফৌত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ফৌলাদ [ফা] *বি* ইস্পাত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ফ্যাংশন [ই] *বি* অনুষ্ঠান। 'এই স্কুলের ফ্যাংশনটা হয়ে যাক না।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফ্যাঁকড়া, ফ্যাকড়া, ফ্যাকরা [আ ফিকরাহ্] ১ *বি* ফ্যাসাদ; ঝামেলা। 'নবনাট্যসমাজ ভেঙ্গে একটা ফ্যাকড়া বার হয়ে গেছে।' *সুরেশ*, ১৯১৭; 'একটা ফ্যাঁকড়া যদি বাধে আর কী।' *মানিক*, ১৯৩৭; 'স্যাকরা ডাকার আগেই এদিকে এক ফ্যাকরা বেরিয়ে বসেছে।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ২ *বিণ* শাখা থেকে উৎপন্ন। 'ফ্যাঁকড়া ডালের উপর বসিয়া মোনাদিরের দুলিতে ইচ্ছা করে।' *শওকত*, ১৯৫৮। ৩ *বি* গাছের ডাল। 'একটা গাছের ফ্যাকড়ায় রাখলি দেখলাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০। দ্র **ফেঁকড়া**

ফ্যাকফ্যাক [ধ্বন্যা] *বি* হাসির শব্দ। 'কি দাঁত বের করে হাসিস ফ্যাকফ্যাক করে?' *হাসান*, ১৯৬৭।

ফ্যাকাশে [হি ফিকাসা>] ১ *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'সমস্ত ফ্যাকাশে ধূ ধূ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* বিবর্ণ (ভয়ে)। 'চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বিণ* প্রাণময়তাহীন। 'ফ্যাকাসে যুবক যুবতীর ভিড়ে লুকোচুরি খেলা।' *হোসেন*, ১৯৪০।

ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরী [ই] *বি* কারখানা। 'দিনের বেলা ফ্যাক্টরি ডক বস্তি ফাঁড়ি।' *জীবন*, ১৯৪০; 'বিভিন্ন ক্লাব, ফ্যাক্টরী প্রভৃতিতে বহু সম্মানজনক পদ তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ফ্যাচকা *বিণ* ম্লান। 'তিন-কোনা ইয়া মস্ত মাথা, ফ্যাচকা-চোখো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফ্যাচকা-চোখো *বিণ* ম্লান চোখবিশিষ্ট। 'তিন-কোনা ইয়া মস্ত মাথা, ফ্যাচকা-চোখো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফ্যাচফ্যাচ [ধ্বন্যা] *বি* অযথা বিরক্তিজনক বাক্য প্রয়োগ। 'চাপা গলায় ফ্যাচফ্যাচ করছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফ্যাচাং [আ ফাসাদ] *বি* ঝামেলা। 'হাজার ফ্যাচাং-এর দলিল নজির পেশ করব।' *নজরুল*, ১৯২২।

ফ্যাটা *বি* কাপড়ের ফালি; পটি। 'মাথায় রেশমের ফ্যাটা বেঁধে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

ফ্যান[১] [ই] *বি* বৈদ্যুতিক পাখা। 'ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, অনারেবলের গড়াগড়ি (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য-দ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি)।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'চপলাকে ... ফ্যানের নীচে বসাল।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফ্যান[২] *বি* ভাতের মাড়। 'মেজোবউ ভাতের ফ্যান গালছিল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ফ্যানমাখানো *বিণ* মাড়যুক্ত। 'থালাভর্তি ফ্যানমাখানো ভাতের স্বপ্ন।' *হাসান*, ১৯৭৪।

ফ্যানসা *বিণ* ফেনযুক্ত; মাড়সহ। 'শালপাতাতে উড়ছে ধোঁয়া ফ্যানসা ভাতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ফ্যানে *বিণ* মাড়যুক্ত। 'এক কাঁসি ফ্যানে ভাত।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ফ্যানফ্যাননি [ধ্বন্যা] *বি* বিরক্তিপ্রকাশক উক্তি। 'মেয়েদের ওইসব ফ্যানফ্যাননিগুলো ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

ফ্যান্সি [ই] *বিণ* শৌখিন। 'ফ্যান্সি জিনিস ছুঁচের কেস।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ফ্যান্সি বল [ই] *বি* নানা দেশ ও বিচিত্র ধরনের পোশাক-পরিহিত বলনৃত্যবিশেষ। 'আমরা সেদিন ফ্যান্সি বল ... নাচে গিয়েছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ফ্যান্সী পোশাক [ই ফ্যান্সি+ফা পোশাক] *বি* নিজের পছন্দসই একটু অদ্ভুত ও নতুন ধরনের পোশাক। 'প্রত্যেকেই একটা-না-একটা ফ্যান্সী পোশাক প'রে এসেছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ফ্যাপা [ধ্বন্যা] *বিণ* দিশেহারা। 'কুসঙ্গের সঙ্গে মজে কুরঙ্গে হাতের তীর হারায়ে হলি রে ফ্যাপা।' *লালন*, ১৮৯০।

ফ্যা ফ্যা [ধ্বন্যা] *বি* অনর্থক বাক্যব্যয়সূচক শব্দ; বকবক। 'বক্রেশ্বর খোশামোদ ও বরামদ করিয়া ফ্যা ফ্যা করত বেড়াইতে লাগিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ফ্যাবড়া *বি* ব্যাখ্যা। 'এক কথা একশবার ফ্যাবড়া করতে ভাল লাগে না।' *জীবন*, ১৯৩১।

ফ্যামিলি [ই] *বি* পরিবার। 'একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির নাম ঠাওরাইতে পার।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ফ্যার [হি ফের] *বি* বিপদ। 'লালন মহা ফ্যারে পলো। *লালন*, ১৮৯০। দ্র **ফের**

ফ্যারফেরি [ধ্বন্যা] *বি* ফ্যারফ্যার শব্দকারী। 'বুড়ী ফ্যারফেরিগুলোর কাছে যেতাম নাকি?' *জীবন*, ১৯৩২।

ফ্যারাও [আ ফিরাওন] *বি* খ্রিস্টপূর্ব চৌদ্দ শতক থেকে প্রাচীন মিশরের রাজার পদবী। 'মিশরীয় ধনী ফ্যারাওদের কীর্তির মত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ফ্যালনা [আ ফলানা] ১ *বিণ* অবহেলিত। 'গরীব মেয়ে পায় না আদর, সবার কাছে ফ্যালনা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* তুচ্ছ। 'আমারে অত ফ্যালনা মনে কইরো না।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

ফ্যাল ফ্যাল [ধ্বন্যা] ১ *বি* বিস্ময় দৃষ্টির ভাব। 'জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে দুর্য্যোধন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* অসহায় দৃষ্টি। 'ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যালফ্যাল করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ফ্যাশন, ফ্যাসন [ই] *বি* সমকালীন শৌখিন রীতি। 'কোটের কোন ছাঁটটা ফ্যাশন-সংগত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'যে সকল বাঙ্গালীর ইংলিস ফ্যাসন। বড়দিনে তাঁহাদের সাহেব ধরণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ফ্যাশনজাল [ই ফ্যাশন+স জাল] *বিণ* সমকালীন শৌখিন রীতিসমূহ। 'ফ্যাশনজালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালি-ঘরের কল্যাণীকে দেখলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ফ্যাশান শো [ই] *বি* বৈচিত্র্যময় পোশাকের বিশেষ প্রদর্শনী। '১৩ জন মডেল এই ফ্যাশান শো-তে অংশগ্রহণ করেন।' *বেগম*, ১৯৬৮।

ফ্যাশনী [ই ফ্যাশন>] *বিণ* ফ্যাশন অনুসরণকারী; ফ্যাশনেবল। 'ফ্যাশনী মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেকরকম মেয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ফ্যাশনেবল [ই] *বিণ* ফ্যাশন-সচেতন; ফ্যাশন অনুসরণকারী। 'ধনী ফ্যাশনেবল মেয়েদের কথা একটু বলে নিই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ফ্যাশান, ফ্যাসান [ই] **১** *বি* নব্য শৌখিন রীতি বা ঢং। 'ইংরাজি ফ্যাশানে হাততালি দিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'অন্য সমাজের মাঝারিদের শুদ্ধিপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করা সেই ফ্যাসানের অঙ্গ।' *অন্নদা*, ১৯২৮। **২** *বি* জনপ্রিয় ঢং। 'ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ফ্যাশানেবল [ই] *বিণ* কেতাদুরস্ত; ফ্যাশনের অনুসরণকারী। 'ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস ভাদুড়ির দয়া অনেক মূল্যবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ফ্যাশাদ [আ ফাসাদ] *বি* বিপদ। 'যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত, ফ্যাশাদে ফেলেছিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। *দ্র* **ফেসাদ**

ফ্যাসাদ [আ ফাসাদ] *বি* ঝামেলা। 'যদি বড়বৌকে হাত করে মকদ্দমা চালায়, সে এক ফ্যাসাদ হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ফ্যাসফ্যাস [ধ্বন্যা] *বি* অবিরাম ফ্যাস শব্দ। 'কিছুক্ষণ ফ্যাসফ্যাসিয়ে কাঁদল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ফ্যাসফ্যাসে [ধ্বন্যা] *বিণ* ফ্যাসফ্যাস শব্দ করে এমন। 'ফ্যাসফ্যাসে গলার ভেতর অসমাপ্ত বাক্য ক্রমে ঝাপশা হয়ে মিলিয়ে যায়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ফ্যাসিজম [ই] *বি* ইতালিতে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ অবধি বেনিতো মুসোলিনি কর্তৃত প্রচলিত 'ফ্যাসিমো' নামে জাতীয়তাবাদী, স্বৈরতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী মতাদর্শ ও আন্দোলন। 'ফ্যাসিজমের হাত থেকে গণতন্ত্র বাঁচাও।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ফ্যাসিবাদ [ই ফ্যাসি+স বাদ] *বি* ইতালিতে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ অবধি বেনিতো মুসোলিনি কর্তৃত প্রচলিত 'ফ্যাসিমো' নামে জাতীয়তাবাদী, স্বৈরতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী মতাদর্শ ও আন্দোলন। 'সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৫।

ফ্যাসি-বিরোধী [ই] *বিণ* ফ্যাসিবাদ-বিরোধী। 'ভারতবর্ষের সকল ফ্যাসি-বিরোধী দল ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

ফ্যাসিস্ট, ফ্যাসিষ্ট, ফ্যাসিস্ত [ই] **১** *বি* ফ্যাসিবাদের অনুসারী। 'এঁরা ফ্যাসিস্টদেরই মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'কংগ্রেসের এই ফ্যাসিষ্ট-মনোবৃত্তিকে এতদিন ধরিয়া নিজেদের স্নেহচ্ছায়ায় তাহারাই লালন করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪১। **২** *বিণ* স্বৈরাচারী। 'ফ্যাসিস্ত নাজিম নিপাত যাও।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩। **৩** *বিণ* ফ্যাসিস্টদের মতো। 'মানুষের প্রতি ফ্যাসিষ্টদের অমানুষিক অত্যাচারের।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ফ্যের ফন্দি [হি ফের] *বি* ঘোরপ্যাঁচ। 'হলধর ... ফ্যের ফন্দিতে ও জাল জালিয়াতে প্রকৃত শুভঙ্কর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফ্রক [ই] *বি* প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো বালিকা ও নারীদের ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক। 'ওকে যে ফ্রকটা কিনে দিয়েছিলাম সে কী হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'ব্লাউজ, পেটিকোট, ফ্রক ইত্যাদি আনিয়া সালেহাকে দেখাইয়া বলিল ...।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

ফ্রককোট [ই] *বি* হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো পুরুষের কোটবিশেষ। 'তার গায়ের ফ্রককোটের বয়েস বোধ হয় তার চাইতেও বেশি।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ফ্রন্ট [ই] **১** *বি* একাধিক রাজনৈতিক দলের মোর্চা। 'যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৪। **২** রণাঙ্গন। 'হানাদার-দিগকে সকল ফ্রন্ট হইতেই তাড়াইয়া দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

ফ্রন্টিয়ার [ই] **১** *বিণ* সীমানা-সংক্রান্ত। 'ফ্রন্টিয়ার পলিসিতে আমরা পর্দা জিনিসটার অনুমোদন করি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* সীমানা। 'বয়স তার যৌবনের ফ্রন্টিয়ার ক্রস করলেও ...।' *নজরুল*, ১৯৩১। **৩** *বিণ* সীমান্তবাসী। 'আমরা স্বাধীন ফ্রন্টিয়ার হয়ে থাকব।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ফ্রাঁ [ফ] *বি* ফ্রান্সের মুদ্রা। 'মাত্র ছ'শো ফ্রাঁর বিনিময়ে তিনি সানন্দে তার পিঠ, ঘাড়ের কাছ থেকে কোমর তক আগাপাশতলা ভর্তি করে ...।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফ্রাঙ্ক [ই] *বি* ফরাসিদেশে প্রচলিত মুদ্রা; ফ্রাঁ। 'ক্রমে ক্রমে পনর শত ফ্রাঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন [ই] *বি* সৃষ্টিকর্ম যা বড়ো হয়ে এর স্রষ্টাকেই ধ্বংস করে। 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দুহাত আমার গলা টিপে ধরেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফ্রান্স [ই] *বি* ফরাসি ভাষা। 'ফ্রান্স ইংরাজী হিষ্টোরি জিওগ্রাফি ... ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপে শিক্ষার্থে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

ফ্রান্সিস [ই] *বি* ফরাসি ভাষা। 'বাঙ্গলা ইঙ্গরেজী লেটিন আরমাণি জর্ম্মণি ফ্রান্সিস ফিরিঙ্গি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ফ্রান্সীয় [ই ফ্রান্স+স ঈয়] **১** *বিণ* ফ্রান্সের। 'ফ্রান্সীয় গবর্ণমেন্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* ফ্রান্সে প্রচলিত। 'ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষাতে শিক্ষা দেওনক্ষম।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ফ্রি, ফ্রী [ই] **১** *বিণ* সেবাগ্রহণকারীর নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করা হয় না এমন। 'হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩১। **২** *বিণ* অবাধ। 'তাহাদের ফ্রী পাসপোর্ট ছিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ফ্রিট্রেড [ই] *বি* মুক্ত বাণিজ্য; অবাধ বাণিজ্য। 'চীন দেশে ফ্রিট্রেডের অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিহীন তেজারতি ও বিলাতে বঙ্গদেশের সহিত কারবার।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ফ্রি থিংকার [ই] *বি* কোনো রকমের কর্তৃত্ব, ঐতিহ্য অথবা প্রচলিত বিশ্বাসের বদলে যারা যুক্তি, কারণ ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাসে উপনীত হয়। 'অসংখ্য সূক্ষ্মচিন্তার বাঁধনে যে বাঁধা সেই তো ফ্রি থিংকার আর ফ্রি থিংকিং কালচারের দান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ফ্রি থিংকিং [ই] *বি* কর্তৃত্ব, ঐতিহ্য অথবা প্রচলিত বিশ্বাসের বদলে যুক্তি, কারণ ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে উপনীত বিশ্বাস। 'অসংখ্য সূক্ষ্মচিন্তার বাঁধনে যে বাঁধা সেই তো ফ্রি থিংকার আর ফ্রি থিংকিং কালচারের দান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ফ্রি প্রেস [ই] *বি* স্বাধীন সংবাদমাধ্যম। 'ইষ্টানহোপ সাহেব বাঙ্গালায়

ফ্রি প্রেস ... স্থাপন করণার্থে প্রস্তাব করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ফ্রিশিপ [ই] *বি* বিনামূল্যে লেখাপড়া করার সুযোগ। 'তুই পড়াশুনায় ভাল, স্টাইপেণ্ড আর ফ্রিশিপ নিশ্চয়ই পাবি।' *বোম*, ১৯৪৯।

ফ্রি স্টুডেন্টশীপ, ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপ [ই] *বি* অবৈতনিক পাঠের সুযোগ। 'ষ্টাইপেণ্ড ও ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।' *জামায়াত*, ১৯৩৭; 'হাইস্কুলে এসে আমি ফার্স্ট বয় বলে ফ্রি স্টুডেন্টশীপ পেয়েছিলাম।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ফ্রী বেড [ই] *বি* হাসপাতালের ভাড়ামুক্ত খাট। 'প্রথম বছর ফ্রী বেড মেলেনি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

ফ্রিজ [ই] *বি* দীর্ঘদিন খাবার ও অন্যান্য উপকরণ শীতল রাখবার আধারবিশেষ। 'তার উপর ফ্রিজ আছে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফ্রেঞ্চ [ই] ১ *বি* ফরাসি ভাষা। 'যেখানে বিদ্যার্থীরা ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, ও জর্ম্মাণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* ফ্রান্সের অধিবাসী বা ফরাসি-ভাষী। 'ইংরেজ সাহেব থেকে ফ্রেঞ্চ সাহেব ফ্রেঞ্চ থেকে পর্তুগিজ সাহেব পর্তুগিজ থেকে ওলন্দাজ থেকে দিনেমার মারতে মারতে চলে যাও না।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফ্রেঞ্চ একাডেমি [ই] *বি* ফ্রান্সের বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্র। 'পারী নগরে, ফ্রেঞ্চ একাডেমি নামে এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ফ্রেঞ্চকাট [ই] *বিণ* ফরাসি ছাঁটে কাটা। 'মুখে সূচালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন [ই] *বি* ফরাসি বিপ্লব। 'বার্কের ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশনের নোট।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'রিফর্মেশন-যুগে, ফ্রেঞ্চ-রেভোল্যুশন-যুগ য়ুরোপে যে মত-স্বাতন্ত্র্যের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ফ্রেন্স [ই] *বি* ফ্রান্সের নর্ম্যাণ্ডি অঞ্চলের ভাষা। 'ইংলণ্ড দেশে যৎকালীন নর্মান ফ্রেন্স নামক ভাষার আলোচনা ছিল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ফ্রেন্ড, ফ্রেণ্ড [ই] *বি* বন্ধু। 'আঃ, তারা ফ্রেণ্ড মানুষ।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'সে আমার বুজম ফ্রেন্ড।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ফ্রেম [ই] ১ *বি* চারধারের বেষ্টনীবিশেষ। 'ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম – বাগানের ফ্রেম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বি* কোনো কিছু আটকে রাখার কাঠামো। 'তাহার ফ্রেমের চারকোণে রঙিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ফ্রেশ, ফ্রেস [ই] ১ *বিণ* পরিপাটি। 'গোরে ড্রেস হন ফ্রেস দেখা যায় বেড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* তাজা। 'ফ্রেস-ফিস ভরা ডিস মধ্যে ভাতে ভাত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* পরিচ্ছন্ন। 'এইমাত্র বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে আসছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ফ্রেস্কো, ফ্রেসকো [ই] *বি* দেয়ালচিত্র। 'আনমনা কলমের কালিপড়া ফ্রেস্কো দিয়েছে বিস্তর দাগ ভূতুড়ে রেখার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য, মাইকেল এঞ্জেলোর ফ্রেসকো, এবং আরো কত কি কারুকার্য।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'সিস্টিন চ্যাপেলের ফ্রেস্কোর মতোই অজস্র, অনুভাবিত, আনন্দ এই আলেখ্যাবলী।' *শিব*, ১৯৫৬।

ফ্রোক্ত *বি* বিক্রয়। 'দেশের মহাজন লোক গতায়াত করিয়া ক্রয় ফ্রোক্ত করে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ফ্লপ [ই] *বিণ* ব্যবসা-সফল নয় এমন। 'প্রডুস করোনি ফ্লপ সিনেমার ছবি।' *মণীশ*, ১৯৩১।

ফ্লাইট [ই] *বি* বিমানযাত্রা। 'একেবারে ননস্টপ ফ্লাইট।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফ্লাওয়ার ভাস [ই] *বি* ফুলদানি। 'সুন্দর ফ্লাওয়ার ভাস।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ফ্লাগ [ই] *বি* পতাকা। 'আমাদের কলেজ ইউনিয়নের জন্য পঞ্চাশটা ট্রাইকলার ফ্লাগ চাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬। দ্র **ফ্ল্যাগ**

ফ্লাট [ই] *বি* কোনো ভবনের কয়েকটি কক্ষ নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসোপযোগী অংশ। 'আমরা অন্য ফ্লাট ভাড়া করি।' *জীবন*, ১৯৪৮; 'উঠেছেন আমাদের ফ্লাটেই।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'ওপরের ফ্লাটে যে বৃদ্ধ জাপানি থাকে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। দ্র **ফ্ল্যাট**

ফ্লানেল, ফ্ল্যানেল [ই] *বি* পশমের কোমল কাপড়বিশেষ। 'কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'সবে শিখেছি কখন ফ্ল্যানেল পরতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'হালকা ফ্লানেল কিম্বা সেই রকম কাপড় পরান চাই।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

ফ্লার্ট [ই ফ্ল্যার্ট] *বি* ফষ্টিনষ্টি; প্রেম-প্রেম ভাব। 'আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ফ্লাশ [ই] *বি* এক ধরনের তাস খেলা। 'তারপরে চা এবং তাস/ ব্রিজই ভালো, না হয় তো ফ্লাশ।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

ফ্লাস লাইট [ই ফ্ল্যাশ-লাইট] *বি* টর্চ লাইট। 'শিকারির ফ্লাস লাইটের জ্যোতিঃধারা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ফ্লাস্ক, ফ্লাস্ক [ই] *বি* তরল পদার্থ দীর্ঘক্ষণ গরম বা ঠাণ্ডা রাখার এক ধরনের পাত্র। 'ফ্লাস্ক থেকে গরম চা ঢেলে দিতে পারবি এক পেয়ালা?' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'ফ্লাস্ক ভরিয়া চা ও বরফপানি দিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ফ্লু [ই] *বি* ইনফ্লুয়েঞ্জা; এক ধরনের জ্বর। 'ফ্লু (flu) জ্বরেতে সবাই ধরাশায়ী।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ফ্লুরোসেন্ট [ই] *বিণ* দীপ্তিময়। 'বুকের উপরে দুই পা, ফ্লুরোসেন্ট উরুদ্বয়।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

ফ্লোর [ই] *বি* পাকা। 'ফ্লোরওয়ালা মেজে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ফ্ল্যাগ [ই] *বি* পতাকা। 'আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলো ফ্ল্যাগ।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ফ্ল্যাগপোস্ট [ই] *বি* পতাকা ঝুলানোর দণ্ড। 'ফ্ল্যাগপোস্ট দেখা যায় – কাছে টার্মিনাস।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

ফ্ল্যাট[1] [ই] *বি* কোনো ভবনের কয়েকটি কামরা নিয়ে বাসোপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। 'আহারের জন্যে রেস্তরাঁ, নিদ্রার জন্যে ফ্ল্যাট বা রুমস।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'আর্মস্ট্রং এর ফ্ল্যাট এমন বড় না।' *জীবন*, ১৯৩২।

ফ্ল্যাট[2] [ই] *বিণ* একঘেয়ে। 'কোনো কোনো গায়কের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান ফিকে, পানসে অর্থাৎ ফ্ল্যাট বলে মনে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ফ্ল্যামিঙ্গো [ই] *বি* পাখিবিশেষ। 'ফ্ল্যামিঙ্গো, ধনেশ, শামকল দেখবে এসো।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ব

ব *বি* ব বর্গের প্রথম বর্ণ, অল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্যধ্বনির সংকেত। 'অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ও পকার ও বকার ভেদ ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। *দ্র* **বকার**

-ব *ক্রিয়াবিভক্তি* (সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষ)। 'খাইব্‌ মই দুঠ কুন্দুরা।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

বঅণ [স বচন] *বি* বাক্য। 'সদগুরু বঅণে ধর পতবাল।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

বঅন [স বদন] *বি* মুখমণ্ডল। 'নির্ম্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বআন *বি* মুখমণ্ডল। 'বআন কমল মাঝে নআন খঞ্জন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বই[1] [স ব্যতীত] ১ *অব্য* ছাড়া; বিনা। 'গোপিকার চিত্তে আন নাহি তোমা বই।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *অব্য* পরে। 'দ্বাদস দিবস বই সভে জাইহ ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *অব্য* অথবা। 'তুমি তো ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বইকি *অব্য* বৈকি; অবশ্য। 'হ্যাঁ, চিৎকার বইকি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বই[2] [আ বহী] ১ *বি* পুস্তক; গ্রন্থ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আমি দার্শনিক তত্ত্ব নই, আমি ছাপার বই নই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* খাতা। 'অ্যাঁ, তুমি আমার বই খারাপ করলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ৩ *বি* চলচ্চিত্র; ছায়াছবি; সিনেমা। 'তেমন জোর বই নেই – আর্টিষ্টও নেই।' *জীবন*, ১৯৩২।

বই করা *ক্রি* পুস্তক আকারে প্রকাশ করা। 'ইচ্ছা আছে, সমস্ত লিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বই-গুদাম *বি* বই রাখার গুদাম। 'আমরা চাহি না ... জ্ঞান-বানিয়ার বই-গুদাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বই গেলা *ক্রি* বই পড়ে আত্মস্থ করা; আগ্রহের সঙ্গে পড়া। 'পণ্ডিতদের মতো হাজার হাজার পাতা বই গেলা এতদ্দেশীয়দের পক্ষে অসম্ভব।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

বইটই *বি* বইপত্র। 'ধর্মভাব কখনও জাগলে 'মুসলমানী কথা' ধরণের বইটই নেড়ে কাটিয়ে দেয়।' *মাহ্‌মুদ*, ১৯৪৯।

বইদপ্তর [বই+ফা দফতর] *বি* বই ও খাতাপত্র। 'বইদপ্তর বগলে লইয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বই-পড়া *বিণ* বেশি পড়াশুনা করে এমন; পড়ুয়া। 'ঊর্মি বই-পড়া মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বইপত্তর *বি* বই ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র। 'বইপত্তর আছে কিনা, তাই অত ভারী!' *নজরুল*, ১৯৩১।

বইবাঁধা *বি* বই সেলাই করে মলাট দিয়ে আবৃত করা। 'ইতঃপূর্বে, তিনি বইবাঁধা কর্ম শিখিয়াছিলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

বই বাঁধাই *বি* সেলাই করে বই মলাটে আবৃত করার কাজ। 'বই বাঁধাই, ঘড়ি সারান, কাঠের কাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বইময় [বই+স ময়] *বিণ* রাশি রাশি বই রয়েছে এমন। 'বইময় একটি টেবিল।' *শামসুর*, ১৯৭২।

বইলেখক [বই+স লেখক] *বি* পুস্তক রচয়িতা। 'বইলেখকের কাছে নহে – বই কিনিবার মালেক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বই লেখা *ক্রি* পুস্তক রচনা করা। 'মনের ভাব প্রকাশ করে বই লিখেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বই[3] *বি* দুর্গন্ধ। 'ক্যামন ভকভক করে বই বেরুইচে দেখচিস?' *হাসান*, ১৯৬০।

বইচা *বি* এক প্রকার ছোটো মাছ। 'নীল বইচা মাছের মতো চোখ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বইঠা [স বহিত্র] *বি* নৌকা চালানোর ছোটো দাঁড়বিশেষ। 'কুবের ও গণেশ বৈঠা ধরিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বইণ [স উপবিষ্ট] *বিণ* উপবিষ্ট। 'ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইণ।' *চর্যা* ১, ১২০০।

বইন [স ভগিনী] *বি* বোন। 'না বইন, সে কেবল কথার কথা।' *গৌর*, ১৮২২।

বইনঝি *বি* বোনের কন্যা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বইনপো *বি* বোনের পুত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বইনি [স ভগিনী] *বি* বোন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বইমাত্র [স বৈমাত্র] *বিণ* বিমাতার গর্ভজাত। 'বইমাত্র ভাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। *দ্র* **বৈমাত্র**

বইলা [স বদ্‌>] *ক্রি* বলা। **বইল** *ক্রি* বললো। 'অধিষ্ঠান হইয়া তবে বইল মহেশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **বইলাঙ** *ক্রি* বললাম। 'বর মাগ বইলাঙ হইয়া সদএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **বইলে** *ক্রি* বললে। 'জেবা বোল বইলে তুমি রাজাকে ভয় করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বইসা *ক্রি* বসা। **বইস** *ক্রি* বসো। 'বইস বইস ঘনঘন বলে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **বইসক** *ক্রি* বসতে। 'অভিনব পল্লব বইসক দেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বইসব** *ক্রি* বসবো। 'করে কর ঠেলব আলিঙ্গন বারব সেজ তেজি বইসব ঠামে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **বইসি** *ক্রি* বসে। 'সগরে রজনী বইসি গমাওল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বইসী [স বয়সী] *বিণ* সমবয়স্ক। 'সে তার বড়পিসীর বইসী।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। *দ্র* **বয়সী**

বউ [স বধূ] *বি* বধূ। 'হ্যাঁ লো বউ কি করলি দেখে মন চটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বউকাঁটকি [স বধূকণ্টকী] *বি* উৎপীড়ক শাশুড়ি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বউঠাকরুন [বউ+স ঠক্কুর>] *বি* বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'বউঠাকরুন একটা কথাও তো মিথ্যা বলেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বউঠাকুরানী [বউ+স ঠক্কুর>] *বি* বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'তাহার বউঠাকুরানীর বালিশের নীচে "হরিদাসের গুপ্তকথা" ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বউঠান *বি* বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'তোমার মত বউঠানকে যদি পড়াতে পেতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বউদি *বি* বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'তুমি আমার ... বউদি হবে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বউদিদি *বি* বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'তাই না দেখে বউদিদিরা বললে সেদিন হেসে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'আর কাউকে দিয়ো না বউদিদি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বউ-বউ খেলা *ক্রি* শিশুকালে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সেজে খেলা। 'সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউ-বউ খেলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বউভাত *বি* বিবাহ-উত্তর ভোজ। 'তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবাহে বউভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বউমহল [বউ+আ মহল] *বি* বউরা যেখানে থাকে। 'প্রতিদিন এই দৃশ্যেরই রকমফের অন্দরের বউমহলে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বউমা ১ *বি* ছোটো ভাইয়ের বউ। 'দুখি বলিল, তাহা হইলে বউমার কী হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* ছেলের স্ত্রী (সম্বোধন)। 'রাজলক্ষ্মী কহিলেন, বউমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বউরাঁড়ি *বি* বিধবা; গালিবিশেষ। 'বউরাঁড়ি তোর সর্বনাশ হউক।' *কেরি*, ১৮০২।

বউরানী [বউ+রানী] *বি* (সম্মানার্থে) নববধূ। 'কোনো কথাই তো চাপা রইল না বউরানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বউহারী *বি* বধূ। 'কুলের বউহারী সুখী দুঃখী অকিঞ্চন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বউ-কথা-কও [ধ্বন্যা] *বি* পাখিবিশেষ। 'আজকে কেবল বউ-কথা-কও ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'বউকথাকও আর রাঙা বউটিকে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বউ কথা কহ *বি* পাখিবিশেষ। 'বউ কথা কহ আর দেশের কি হবে বনশোভা যে সব পক্ষীর কলরবে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বউটুবানী *বি* এমন একধরনের লতা ও তার ফুল। 'পাটের বনের বউটুবানী, নাইক দেখার লোভ।' *জসীম*, ১৯২৯।

বউনি [স বর্ধনী] **১** *বি* দিনের প্রথম বিক্রয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* শুভসূচনা। 'তাঁর বউনিতে ফাঁকি দিলে আমার অমঙ্গল হবে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বউ পালালো *বি* একপ্রকার লোকজ খেলা। 'মহানন্দে বউ পালালো খেলছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বউ পিঠা *বি* পিঠাবিশেষ। 'জামাই পিঠা, বউ পিঠা, আরও কত কি?' *জসীম*, ১৯৬০।

বউরূপী [স বহুরূপী] *বি* বিভিন্ন সাজ ধারণ করে ভয় দেখায় যে। 'আমি বাঘ-ভালুক নই – ছিলাম বউরূপী।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বউল[১] [স বকুল] *বি* বকুল ফুল। 'খোঁপাত উপর তোর বউলমাল দেখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **বকুল**

বউল [স বকুল] *বি* বকুল। 'পিন্ধি বউল পুষ্পের হার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বউল[২] [স মুকুল] *বি* আমের মঞ্জরী। 'চেঙ্গ পোড়া দিয়া রান্ধে মিঠা আমের বউল।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'আমের বউল দিল শীতরাতে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বউলি *বি* মুকুলাকৃতি কর্ণাভরণ বিশেষ। 'কানে উজ্জলি কনক বউলি শোভিছে তোর কুণ্ডলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বএ [স বয়ঃ] *বি* বয়স। 'জেহেন অর্জ্জুন দেখি সিসু অল্প বএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বএল [স বলীবর্দ] *বি* ষাঁড়; বলদ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বএষ [স বয়স] *বি* বয়স। 'এ বএষ দেখিয়া দিব বরে বসাইব অদরিদ্র ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **বয়স**

বএস [স বয়স] *বি* বয়স। 'বিথর তোর বএসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বওক্রম [স বয়ঃক্রম] *বি* বয়স। 'কন্যা অবিবাহিত আছে কন্যাটীর বওক্রম সাড়ে চারি বৎসর।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বওয়া [স বহ্>] **১** *ক্রি* প্রবাহিত হওয়া। 'গর্ভবতী নারী চলে ঘন শ্বাস বয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'শুভক্ষণ জায় বয়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* বহন করা। 'রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **ববে** *ক্রি* বইবে; বহন করবে। 'তোর পেটের ভার কেটা ববে?' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **বএগা** *ক্রি* বয়ে। 'নিত্যানন্দ বলয়ে সে কাল গেল বএগা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বয়** *ক্রি* প্রবাহিত হয়। 'গর্ভবতী নারী চলে ঘন শ্বাস বয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বয়ে** *ক্রি* অতিক্রান্ত হয়ে। 'এমন সাধের জনম বয়ে গেলে আর হবে না।' *লালন*, ১৮৯০। **বয়্যা** *ক্রি* ব'য়ে। 'শুভক্ষণ জায় বয়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বেয়ে** *ক্রি* গড়িয়ে। 'বুক বেয়ে পড়ে ধারা অঝোর নয়ান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বৈআ ১** *ক্রি* অতিবাহিত হয়ে। 'নষ্ট হইল দধি দুগ্ধ বৈআ গেল বিকি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* বসে। 'পুর পূজা কৈল বৈআ।' *রামাই*, ১৭১০। **বৈয়া** *ক্রি* বহন ক'রে। 'কেহ কেহ জল বৈয়া আনে ভারে ভারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বোক** *ক্রি* ব'য়ে যাক। 'ভুলে যাও শোক – চোখে জল বোক শান্তির।' *নজরুল*, ১৯২২।

বইয়ে দেওয়া *ক্রি* অতিবাহিত করা। 'তুমি সুভদ্রাকে নিয়ে বেলা বইয়ে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বয়েই গেল – তাতে কী আসে যায়। 'হাসবে লোকে? বয়েই গেল!' *নজরুল*, ১৯২৬।

বয়ে যাওয়া ১ *ক্রি* ক্ষতি না হওয়া। 'যা, এখনি ব'লে দিগে যা – বয়ে গেল।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *ক্রি* বখে যাওয়া। 'ঠাকুরপো একেবারে ব'য়ে গেছে!' *শরৎ*, ১৯১৭।

বোয়ে যাওয়া ১ *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'সম্প্রদানের সময় বোয়ে যায়।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *ক্রি* ক্ষতিবৃদ্ধি না হওয়া। 'না থাকলো তো বোয়ে গেল কি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বওয়াটে [স বাচাট] *বিণ* বখাটে। 'আমার একটা বওয়াটে ভাগ্নে পশ্চিমে ছিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। *দ্র* **বখাটে**

বওআটে *বিণ* বখাটে। 'বওআটে ছোঁড়ারা গ্রাম ভাঁটির জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বংশ[১] [স] *বি* বাঁশি। 'বংশ বাজাওঁ গানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বংশদণ্ড [স] *বি* বাঁশের লাঠি। 'মাছরাঙা জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদণ্ডের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বংশদুর্গ [স] *বি* বাঁশ দিয়ে তৈরি দুর্গ। 'বিদ্রোহী সৈন্যের মধ্যে তিনশত পরাস্ত হইয়া বংশদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল।' *বান্ধব*, ১৮৮১।

বংশলোচন [স] *বি* বাঁশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন শর্করা জাতীয় বস্তু, যা ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বংশ[২] [স] *বি* কুল। 'হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বংশ কেরয়াল ইন্ধন পতবাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বংশ উদ্ধার হওয়া *ক্রি* গোষ্ঠী তুলে বকা দেওয়া। 'শিয়ালের বংশ উদ্ধার হয় গালিগালাজে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বংশকাহিনী [স বংশ+কাহিনী] *বি* বংশের ইতিহাস। 'মাঝে মাঝে অতীতের বংশকাহিনীর কথকতায় মত্ত হয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বংশগণ [স] *বি* বংশধর সকল। 'নবীর বনিতা আদি যথ বংশগণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বংশগত [স] *বিণ* পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত। 'চিকিৎসাবিদ্যা তাহাদের তিন পুরুষের বংশগত বিদ্যা।' *তারা*, ১৯৪২।

বংশগতবৃত্তি [স] *বি* বংশপরম্পরায় অনুসৃত পেশা। 'আমাদের কুলবিদ্যা, বংশগতবৃত্তি।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বংশগৌরব [স] *বি* বংশের মর্যাদা। 'টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বংশচরিত [স] *বি* বংশের ইতিহাস। 'ধারাবাহিক বংশচরিত রাজতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বংশজ [স] ১ *বিণ* গুরুত্বযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* বংশে জাত। 'ক্ষত্রিয়ের ঔরষেতে শূদ্রা-গর্ভজাত নন্দের বংশজ বিশারদ অবধি ... ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* কুলভ্রষ্ট কুলীন। 'বিবাহ সঙ্গতি হয় না তাহারা নিজে বংশজ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বংশজাত [স] *বিণ* বংশে জন্মগ্রহণকারী। 'নন্দবংশজাত বিশারদ ... তাঁহার মন্ত্রী রাজকীয় যাবৎ লোককে আত্মসাৎ করিয়া আপনি রাজা হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বংশতালিকা [স] *বি* পুরুষপরম্পরায় কোনো বংশে জাত ব্যক্তিদের নামের তালিকা; বংশপরিচয়। 'চুরিচামারির বা হাতবেহাতির মোহর থাকতে পারে, কিন্তু নেই বংশতালিকা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বংশধর [স] ১ *বি* পুত্রসন্তান। 'তোমার পাইয়া বর হয় যদি বংশধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সন্তান-সন্ততি। 'কার জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজগার কচ্চো?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বংশধরমণ্ডলী [স] *বি* সন্তানসন্ততি। 'চোখ-না-ফোটা কুকুর ছানার মত কালো কালো বংশধরমণ্ডলী।' *হাসান*, ১৯৬৬।

বংশধারা [স] ১ *বি* বংশ পরম্পরা। 'মজাইব মোর স্বামীর বংশধারা।' *জসীম*, ১৯৩৩। ২ *বি* বংশ পরম্পরায় চলা নিয়ম। 'বংশধারা-বিরোধী একটি অভিনব গৌরবের আস্বাদও বোধ করি নিতাই পাইয়াছিল।' *তারা*, ১৯৪২।

বংশনাশ [স] *বি* বংশের সন্তান-সন্ততির মৃত্যুতে বংশের বিলোপ। 'ব্রহ্মশাপে সগরের বংশনাশ হৈল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বংশনাশক [স] *বিণ* বংশ ধ্বংসকারী। 'তারে এই প্রাণসংহারক, বংশনাশক সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা কর।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

বংশনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিজ বংশের বিনাশকারিণী। 'শুন ওলো হুর বংশনাশিনী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'লোকে তাঁহাকে বংশনাশিনী কন্যা বলিয়া অভিহিত করে।' *তারা*, ১৯৪০।

বংশনিদান [স] *বি* বংশের উৎস। 'এই বংশনিদান নিশানাথকে কিঞ্চিৎকাল মলিন করে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

বংশপরম্পরা [স] *বি* বংশধরদের ধারাবাহিকতা। 'পরে তাঁহাদিগের বংশপরম্পরা বিস্তৃত হইলে ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বংশপরম্পরাক্রম [স] *বি* বংশানুক্রম। 'বংশপরম্পরাক্রমে তাঁদের মধ্যে প্রবহমাণ আছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বংশ পরিচয় [স] *বি* বংশের পরিচয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বংশ-পিণ্ড [স] *বি* বংশের খাদ্যাভ্যাস। 'ও মা, বংশ-পিণ্ড ধ্বংসে ক'রে, কত ছেলে খেলে খানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বংশপ্রদীপ [স] *বি* বংশের ধারা। 'টিমটিমে বংশপ্রদীপ পাকেপ্রকারে জ্বালিয়ে রেখে কেউ কেউ ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বংশবাটিকা [স] *বি* পৈতৃক বাড়ি। 'বুঝিলাম বংশবাটিকাতেও ইহাদের বংশের কেহ আছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বংশ বিচ্ছেদ [স] *বি* বংশের মধ্যে বিভেদ। 'যুধিষ্ঠিরদেবের অধস্তন ২৮ পুরুষে বংশ বিচ্ছেদ হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বংশবৃদ্ধি [স] *বি* বংশের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বাড়া। 'অযথা বংশবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বংশমর্যাদা, বংশমর্য্যাদা [স] *বি* আভিজাত্য। 'বংশমর্য্যাদা ও কৃত্রিম উপাধি থাকাতে, অভিমান ও অহঙ্কার বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'কলেজে পাশ দেওয়া আমার বংশমর্যাদার হানিজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বংশরক্ষা [স] *বি* সন্তান জন্ম দিয়ে বংশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। 'যাহাতে বংশরক্ষা হয় তাহা কর।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চলছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বংশলোপ [স] *বি* বংশের বিলুপ্তি সাধন। 'ছেলে মারবে, বংশলোপ কর্বে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বংশলিপি [স] *বি* কুলপঞ্জি। 'ঝাঁসির রাজবংশের বংশলিপি পড়েছি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বংশানুক্রমিক [স] *বিণ* বংশপরম্পরাগত। 'ইন্দ্র রায়ের বংশানুক্রমিক প্রতিপক্ষ রামেশ্বর চক্রবর্তী।' *তারা*, ১৯৪০।

বংশানুগ [স] *বিণ* বংশানুক্রমিক। 'বংশানুগ পীড়নের রথচক্র তলে/ একদা বিচূর্ণ হবে দাসত্ব শৃঙ্খল।' *সিকান্দার*, ১৯৪২।

বংশাবলি, বংশাবলী [স] ১ *বি* বংশপরম্পরা; বংশানুক্রম। 'তাহাতেই আমরা বংশাবলি প্রতিপালন হইয়া আসিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* বংশ-তালিকা। 'বল্লালী রেজেষ্টরীতে তাঁর বংশাবলী রেজেষ্টরী হয়ে আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* বংশধরগণ। 'মৃত্যুর পরেও তার বংশাবলী সুন্দরপুরের ঘর হইতে বিশেষ বৃত্তি পাইবে।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ৪ *বি* বংশবিস্তার। 'বংশাবলীর ভিতর দিয়ে এই দেহজগৎ একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বংশাবলিক্রম [স] *বি* বংশপরম্পরা। 'বংশাবলিক্রমে কেবল পূর্ববর্তীদিসের উপর দাগা বুলাইয়া চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বংশীয় [স] *বিণ* বংশজাত। 'এই উভয় বংশীয় রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ ... পৃথিবীর শাসন করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বংশে বংশে *ক্রিবিণ* বংশানুক্রমে। 'পূজা করি একচিত্তে বংশে বংশে মৃত্তিকা-শঙ্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বংশে বাতি দেওয়া *ক্রি* বংশধররূপে বংশ বাঁচিয়ে রাখা। 'তোমার বংশে বাতি দেওয়ার কেউ থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বংশোদ্ভব [স] *বিণ* বংশে জাত বা উৎপন্ন। 'প্রভু বংশোদ্ভব এতাবতা মান্য।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বংশোদ্ভূত [স] *বিণ* বংশজাত। 'জার্মান বংশোদ্ভূত।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

বংশ্য [স] ১ *বিণ* বংশজাত। 'কালীনাথ বাবু কোন প্রতাপাদিত্যের বংশ্য তাহা প্রকাশ হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ২ *বি* গোষ্ঠী। 'তাঁহারদের

বংশ্যের অত্যন্ত অপকার।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বংশী[1] [স] *বি* বাঁশি। 'ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গে চলে রামদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কোলে কর্যা রাধারে বংশীতে গীত গান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বংশীধারী [স] ১ *বি* কৃষ্ণ। 'রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ! কোথা বংশীধারী।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* বাঁশি বাজায় যে। 'কোন বংশীধারী নিঙড়ে আনলে বারি।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বিণ* বাঁশি বাজায় এমন। 'এলে শ্যাম বংশীধারী/ গোপনের গোপ-ঝিয়ারি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বংশীধ্বনি [স] ১ *বি* বাঁশির সুর। 'বংশীধ্বনি শুনি ধনী – আকাশদুহিতা।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* বাঁশির শব্দ। 'দূর থেকে শোনা স্টিমারের বংশীধ্বনি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

বংশীনাদ [স] *বি* বাঁশির সুর। 'বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পুরে।' *মালাধর*, ১৫৭০।

বংশীনিনাদ [স] *বি* বাঁশির শব্দ। 'তিনি আক্রমণের পূর্বে একটি বংশীনিনাদের সঙ্কেত করিতে বলিয়াছিলেন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বংশীবট [স] ১ *বি* বৈষ্ণব তীর্থবিশেষ। 'নন্দীশ্বর-বংশীবট-কালীদহের ঘাট।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি যে বটগাছের নীচে বাঁশি বাজানো হয়। 'যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায় বংশীবটের তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বংশীবাদক [স] *বি* বাঁশি বাজায় যে। 'বংশীবাদকের বিদায়-পদধ্বনি আজও শুনতে পাইনি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বংশীবাদন [স] *বি* বাঁশি বাজানোর কাজ। 'শ্যামের মূর্ত্তিতে ননকো'র বংশীবাদন করিতেছে।' *দর্শন*, ১৯২১।

বংশী[2] [স] *বি* বাঁশ। **বংশী মারা** *ক্রি* বাঁশ দিয়ে পেটানো। 'প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বংস [স বংশ] *বি* বংশ; কুল। 'চন্দ্র বংসে উদিত করিব এই বিরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। দ্র **বংশ**

বংসজ [স বংশজ] *বিণ* ভালো বংশের। 'তুমিত বংসজ রাজা জগতে ঘোসএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বংসরক্ষা [স বংশরক্ষা] *বিণ* বংশরক্ষা হয় এমন। 'বংসরক্ষা একপুত্র আছে তোমার ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বংসি [স বংশী] *বি* বাঁশি। 'কদম্বের তলে জবে বংসি নাদ দিল।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **বংশী**[1]

বংসিনাদ [স বংশীনাদ] *বি* বাঁশির শব্দ। 'বৃন্দাবন মাঝে জবে বংসিনাদ করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বঁইচি [স বিকঙ্কত] *বি* এক রকম টকমিষ্টি স্বাদের বুনো ফল বা তার গাছ। 'সেইতো পুরের মাঝে বিশাল বঁইচির গাছে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বঁটি, বঁটী [মু] *বি* তরকারি, মাছ ইত্যাদি কাটার অস্ত্রবিশেষ। 'সুবর্ণের বঁটি দিয়া তার পেট চেরে।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'বঁটী আছে গলায় দাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'সোনালি ফলের মতো দিন, তাকে রাত্রি টুকরো করে শাণিত বঁটিতে।' *শক্তি*, ১৯৭০।

বঁড়শি [স বড়িশী] *বি* মাছ ধরার লোহার বক্রাকৃতির উপকরণ। 'আশে পাশে ফেলিয়াছে বঁড়শির দড়ি।' *কেতকা*, ১৬৫০। দ্র **বড়শি**

বঁড়শিগাঁথা *বিণ* বঁড়শিবিদ্ধ। 'অধিকাংশ বিদ্যাই বঁড়শিগাঁথা মাছের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বঁদে *বি* বড়ি আকৃতির মিঠাইবিশেষ। 'ওহে শূদ্রদেরও লাউচিংড়ি আর বঁদে দিও।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বঁধু [স বন্ধু] *বি* বন্ধু। 'কহিও বঁধুরে মতি কহিও বঁধুরে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

বঁধুয়া *বি* প্রণয়ী। 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

বঁরশা [হি বরস্া] *বি* বর্শা। 'এক দল গোরা ... দরওয়ানকে বঁরশায় বিঁদে গিয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **বর্শা**

বক[1] [স] ১ *বি* পৌরাণিক রাক্ষসবিশেষ। 'মমাসক্ত বক বির বিদিত সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কৃষ্ণভক্তি বাধানিতে সন্তে হয় বক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সাদা রঙের লম্বা গলাওয়ালা পাখিবিশেষ। 'পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বকপাঁতি/ নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বকগ্রীব [স] *বিণ* বকের ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট: উদ্গ্রীব। 'দর্শকেরা কৌতূহলে বকগ্রীব হইয়া ... চাহিয়া রহিল।' *মনসুর*, ১৯৪০।

বকধার্মিক [স] ১ *বিণ* বকের মতো ধার্মিকতার ভান করে এমন। *সুবল*, ১৯০৬; 'যত ছোঁয়াছুঁয়ির নীচ ব্যবহার ভণ্ড বকধার্মিক আর বিড়াল-তপস্বী দলের মধ্যেই।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* কপট ধার্মিক। 'যেসব বকধার্মিক তাঁকে মারবার জন্য হই-হই রই-রই করে ছুটেছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বকধূর্ত, বকধূর্ত্ত [স] *বিণ* ভণ্ড ও ধূর্ত। 'মনুষ্যের মধ্যে বকধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

বকধ্যান [স] *বি* কপটধ্যান। 'বকধ্যানে আছে ঘোড়াচোর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বকপাঁতি [স বকপঙ্‌ক্তি] *বি* বকের সারি। 'পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বকপাঁতি/ নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বকবৃত্তি [স] *বি* ভণ্ডামি। 'এক পায়ে দাঁড়াইয়া সমাজ বকবৃত্তি করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বকরেখি [স বক-রেখা] *বিণ* বকের গলার মতো। 'গলাছিনা ডাঁসা আখি বাকনা বকরেখি নানাবর্ণে লইল পায়রি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বকা ধার্মিক, বকা ধার্ম্মিক [স] *বিণ* ভণ্ড। 'প্রতিমের দু পাশে বকা ধার্ম্মিক ও ক্ষুদ্র নবাবের সং বড় চমৎকার হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বক[2] [স] *বি* বক ফুল। 'কদম্ব কুরচি বক করবী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বকৎ [আ ওয়াক্ত] *বি* বেলা। 'তারা নাকি পাঁচ বকৎ নামাজ পড়ত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বকতিতা [স বক্তৃতা] *বি* বাচালতা। 'বকতিতা না কইরা জলদি গোসলটা সাইরা আস।' *মনসুর*, ১৯৫৩। দ্র **বক্তৃতা**

বকন [হি বকনা] *বি* বেশি কথা বলা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

বকনা [স বস্করণী] *বি* অল্পবয়স্কা গাভী। 'হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বকনা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

বকন-হা *বি* বকনা বাছুর। 'সাবাস বেটি বকন-হা/ কলামোচায় ফড়িং খা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বকবক [ধ্বন্যা] *বি* বাচালতা। 'মেলা বকবক কচ্চো কেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'ইহাদের বকবকের চোটে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বকবক করন *বি* বাচালতা করা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

বকবক করা *ক্রি* অনর্গল বকা। 'সমস্তক্ষণ কেবল বকবক করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বকবকানি *বি* বাচালতা। 'তোর বকবকানি থামা তো রে একটু!' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯; 'উন্মাদের বাক্যে বকবকানিতে মাঝে-মাঝে অনেক গভীর সত্য হয় উচ্চারিত।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

বকবকানো *ক্রি* এক নাগাড়ে কথা বলা। 'ঘটক তখনো বকবকিয়ে যায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

বকর-বকর করা [ধ্বন্যা বকর-বকর+করা] *ক্রি* অনর্গল কথা বলা। 'তুই যখন অনবরত বকর-বকর করে ... বকে যেতিস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বক-বক-বকম [ধ্বন্যা] *বি* পায়রার ডাক। 'পায়রা জমায় সভা বক-বক-বকমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বকবকম [ধ্বন্যা] *বি* কবুতরের ডাক। 'পায়রাদের বকবকম মিইয়ে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'পায়রারা বকবকম গুঞ্জন তোলে।' *তারা*, ১৯২৯।

বকম বকম [ধ্বন্যা] *বি* পায়রার ডাক। 'পায়রা বকম বকম করিয়া ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বকম১ [হি] *বি* এক প্রকার গাছ বা তার কাঠ। 'বস্ত্রে রঙ্গ করিবার জন্য যে কস প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে প্রধান আউচ, বকম প্রভৃতি কাষ্ঠ।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বকম২ *বি* ফুলবিশেষ। 'বকম ফুলের গাছগুলি দেখতে পাচ্ছ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বক মজলিন [আ>] *বি* এক প্রকার মসলিন। 'বক মজলিন ও লেকনেট মজলিন ও মলমল ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বকয়া [আ বকিয়া] *বিণ* বকেয়া; পাওনা রয়েছে এমন। 'এ কাপড় আইন্দে হাল বকয়া দুই সনের ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

বকর *বিণ* ক্ষুদ্রাকৃতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বকর ঈদ [আ বকরাহ্-ঈদ] *বি* মুসলমানদের অন্যতম প্রধান উৎসব ঈদুল আজহা, যখন কোরবানি দেওয়া হয়। 'এছলামের জুমআ জামায়াত, ঈদ, বকর ঈদ এবং হজ্জ ও ওমরার প্রাণবস্তু হইতেছে ইহাই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১। *দ্র* **বকরিদ**

বকরাঈদ [আ বকরাহ্-ঈদ] *বি* ঈদুল আজহা। 'আমরা বকরাঈদের নামাজ পড়তে গেলাম।' *হাই*, ১৯৫৮।

বকরম [ই buckram] *বি* শক্ত ও মোটা কাপড়বিশেষ, যা দিয়ে বস্ত্রকে দৃঢ় করা হয় এবং বই বাঁধাই করা হয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বকরা [ফা বখরা] *বি* ভাগাভাগি। 'আর কারো সাথে বকরা করে থাকো।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

বকরি, বকরী [আ] *বি* স্ত্রী ছাগল। 'বকরি জবাই জথা মোল্লাকে দেই মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খাসী বকরী দুম্বা আর উষ্ট্র যে প্রধান।' *সুলতান*, ১৭০০।

বকরির পসম *বি* ছাগলের লোম দিয়ে তৈরি পশম; কাশ্মীর। *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

বকরীছানা *বি* ছাগলছানা। 'এখন ইচ্ছামত বকরীছানাকে আদর করা চলে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বকরিদ, বকরীদ [আ বকরাহ্-ঈদ] *বি* মুসলমানদের উৎসব ঈদুল আজহা, যখন কোরবানি দেওয়া হয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তারা নহে প্রবঞ্চক গরু যারা কাটে বকরিদে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'এইখানে ঈদ-বকরীদের নামাজ পড়িতে আসে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'মুসলমানে বলো, করো বকরিদ।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'শহীদানের ঈদ এল বকরীদ।' *নজরুল*, ১৯৪১।

বকলম [আ] *বি* লিখতে অক্ষম এমন ব্যক্তির পক্ষে যে লেখে বা সই করে। 'প্রায় বকলমে কাজ চলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

বকলস, বকলশ [ই] *বি* বেল্ট, জুতার ফিতা ইত্যাদি আটকানোর খিল। 'বোতাম-বকলসের অধীনতা ... কায়ক্লেশে সহ্য করা যেত।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'রুপোলি বকলস দেওয়া বার্নিশ জুতো।' *অবন*, ১৯২৭।

বকলশ-আঁটা *বিণ* গলায় বেল্ট পরানো ও তার সঙ্গে রজ্জু বাঁধা। 'বকলশ-আঁটা কুকুরের মতো ঘুরেছি তার পিছনে।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

বকশিশ [ফা] *বি* সততা অথবা পরিশ্রমের জন্য পুরস্কার। 'মনে করিতেছ সাধুতার জন্য বকশিশ পাইবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। *দ্র* **বখশিশ**

বকশিস [ফা বখশীশ] *বি* পুরস্কার। 'মধু খাতে বকশিস পায়্যাছে হীরা কালি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বকশীষ [ফা বখশীশ] *বি* পুরস্কার। 'ম্যুনিসিপ্যালিটি থেকে বকশীষ মিলবে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বকসিস [ফা বখশীশ] *বি* পুরস্কার। 'জে খবর দিবেক সে খুব বকসিস পাইবেন।' *ক্যালগে*, ১৮০০; 'মোদের বকসিস দেও।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

বকসিস টকসিস [ফা বখশীশ>] *বি* পুরস্কারাদি। 'বকসিস টকসিস দাও আড্ডায় যাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বকশী [ফা বখশী] **১** *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০। **২** *বি* খাজনা আদায়কারী কর্মচারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বকা১ [স বুক্ক>] **১** *ক্রি* বলা। 'উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় কতকগুলিন বকিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *ক্রি* ধমক দেওয়া। 'আমার হয়ে বকে দিয়ো ওকে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বকাঝকা **১** *বি* গালমন্দ। 'তাহার পিতা রীতিমত বকাঝকা করিয়া ... কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *বি* গলাবাজি। 'অমিত মিশুক মানুষ ... সর্বদাই নিজে বকা-ঝকা করা অভ্যাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বকাবকি **১** *বি* গলাবাজি; বকাঝকা। 'মিছামিছি বকাবকি না করিয়া লিখা পড়াই করিব।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* ডাকাডাকি। 'দলে দলে চখাচখী করে সারাদিন বকাবকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বকা২ *ক্রি* অধঃপাতে যাওয়া। 'ফিল্মে যোগ দেওয়া মানেই একেবারে বকে যাওয়া।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। *দ্র* **বখা**

বকে যাওয়া *ক্রি* অধঃপাতে বা উচ্ছন্নে যাওয়া। 'ফিল্মে যোগ দেওয়া মানেই একেবারে বকে যাওয়া।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বকাইন *বি* গাছবিশেষ। 'বকাইন গাছের তলায়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বকাণ্ড প্রত্যাশা [স] – অবাস্তব প্রত্যাশা। 'এই যে তোমার বকাণ্ড প্রত্যাশা হইয়াছে তাহা ত্যাগ কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বকানো *ক্রি* ঘামানো। 'যাঁরা পূর্ব-পশ্চিমের ভেদাভেদ নিয়ে মাথা বকান।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

বকায়া [আ] *বিণ* বকেয়া। 'নাগায়েদ ফিবরেল গত সনের ও বকায়া বাকী ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। *দ্র* **বকেয়া**

বকার [স] *বি* 'ব' বর্ণ। 'অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ও ণকার ও বকার ভেদ ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' *দর্পণ*,

১৮২১।

বকাল [আ] **১** *বি* মসলাবিশেষ। 'কেহ লোন বেচে কেহ বেচএ বকাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত গাছগাছড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বকুনি [স বুক্ক>] **১** *বি* অনর্গল কথা বলা। 'একমাত্র বকুনির সুখ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বি* ভর্ৎসনা। 'বকুনির বিড় বিড় গেছে থেমে-থুমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বকুল [স] *বি* বকুল ফুলের গাছ ও তার ফুল। 'বকুলতলাত চাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বকুলগন্ধ [স] *বি* বকুল ফুলের সুবাস। 'শুষ্ক কানন ভরে বকুলগন্ধে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বকুল-ঢাকা *বিণ* বকুল ফুল দিয়ে ঢাকা; বকুল-বিছানো। 'বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বকুলতলা [স বকুল+তলা] *বি* বকুলগাছের তলা। 'বকুলতলায় কাজ-ভোলা সেই কোন দুপুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

বকুলফুল [স বকুল+ফুল] *বি* ফুলবিশেষ। 'সাজয়ে খোঁপা বকুলফুলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

বকুলবন [স] *বি* বকুল গাছের বাগান। 'যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বকুল-বীথিকা [স] *বি* বকুল গাছের সারি। 'বকুল-বীথিকা মুকুলমত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বকুলমালা [স বকুল+মালা] *বি* বকুলফুলে গাঁথা মালা। 'ভাবি একি হৈল জ্বালা, ছিঁড়িল বকুলমালা।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বকেবিলরি [হি] *বি* শব্দভাণ্ডার। 'বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী বকেবিলরি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বকেয়া [আ বকিয়া] **১** *বিণ* বাকি; বাকি পাওনা। 'হাল বকেয়া দুই সনের কাপড় লইয়া কলিকাতায় জাইব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বিণ* পুরানো। 'কে! বকেয়া নাম ধরে ডাকে কে?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বকো [স বক] *বি* বক পাখি। 'হংসমধ্যে বকো যথা!' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। *দ্র* **বক**[১]

বকৌলি [ফা] *বি* সুগন্ধি ফুলবিশেষ। 'গোলে-বকৌলির দেশে মেরু-পরিস্থানে মিশে গেল হাওয়া-পরি।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'দু-তীরে ললাট হানি ছুটিয়া চলিছে মরু-বকৌলি নীল দরিয়ার পানি!' *নজরুল*, ১৯২৮।

বক্ক [স] *বিণ* বোকা। 'আপনি ভিন্ন আর সকলেই বক্ক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

বক্কেশ্বর [স] *বিণ* বোকা; নির্বোধ। 'সকল বক্কেশ্বর এরূপ অনুমান করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

বক্ত [ফা বখ্ত] *বি* ভাগ্য। 'কেবল তক্তের বক্তে বাঁচিলা তোমরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

বক্তার *বি* সৌভাগ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বক্তারিয়া *বিণ* সৌভাগ্যবান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বক্তব্য [স] *বি* প্রস্তাব। 'এ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বক্তা [স] **১** *বিণ* কথক; কথা বলে এমন। 'মনুষ্যে রচিবে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য/ বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা চৈতন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ভাষণদানকারী। 'অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক দার্শনিক কবি নাটককার বক্তা ও অন্যান্য নানা বিষয়ক গ্রন্থকর্ত্তা উদিত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৩** *বি* কথা বলে যে। 'বিদ্রূপাত্মক হিয়ার হিয়ার শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বক্তিমা [স বক্তৃতা] *বি* বক্তৃতা (ব্যঙ্গার্থে)। 'বক্তিমা ঝেড়ে আমার বিদ্যা জাহির করি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বক্তিমে *বি* বক্তৃতা। 'টীকে করেন, ব্যাখ্যা করেন, জেঁকে ওঠে বক্তিমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বক্তৃতা [স] **১** *বি* কথাবার্তা। 'কেহ বলে বাবুর কিবা পাণ্ডিত্য কি বক্তৃতার তাৎপর্য।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* ভাষণ। 'ঐ সভাতে কিছু দিন পূর্ব্বে যে২ বক্তৃতা হইয়াছিল ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'তিনি ... অধিক সঙ্খ্যক ভাষায় সৎপ্রণালীর সহিত লিখিতে এবং বক্তৃতা করিতে পারিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৩** *বি* বিস্তারিত বক্তব্য রাখা। 'এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া বৃথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বক্তৃতাকার [স] *বি* ভাষণদানকারী। 'দুনিয়া আর যে জন্যই সৃষ্টি হোক বক্তৃতাকারের গলা-সাধবার জন্য হয়নি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বক্তৃতাগৃহ [স] *বি* বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত কক্ষ। 'সুবৃহৎ বক্তৃতাগৃহ নির্মিত হইয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

বক্তৃতাগ্রভাগ [স] *বি* বক্তৃতার শুরু। 'বক্তৃতাগ্রভাগেই শত শত বিধর্ম্মীর পাষাণ মন গলিয়া মোমে পরিণত হয়।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বক্তৃতামঞ্চ [স] *বি* যে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়। 'এবার হইতে বক্তৃতামঞ্চে বাগ্‌যুদ্ধে পার্লামেন্টের মেম্বর নির্বাচিত না হইয়া মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভ্য স্থির হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'এই বক্তৃতামঞ্চ হইতে আমি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত জানাইতে চাই।' *আজাদ*, ১৯৪১।

বক্তৃতাশক্তি [স] *বি* বাগ্মিতা। 'সুবিখ্যাত বক্তার বক্তৃতাশক্তি লোপ পাইতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮; 'তাঁরা মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করতেন, আমরা করি বক্তৃতা শক্তিতে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বক্তৃতাশ্রান্ত [স] *বিণ* বক্তৃতা দান ক'রে ক্লান্ত। 'তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বক্তৃতাসভা [স] *বি* যে সভায় বক্তৃতা প্রদান করা হয়। 'এক বক্তৃতাসভায় সুভাষ নিজেই এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

বক্ত্র [স] *বি* মুখ। 'অসীমা জ্ঞান ও অপ্রমিত বক্ত্র হইলে কিঞ্চিত কহিতে পারিবা।' *রামরাম*, ১৮০২।

বক্র [স] *বিণ* বাঁকা। 'বক্রতুণ্ড ভৈরব প্রত্যক্ষ রূপ যাহে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'উত্তরকালে জলপথগন্তারা বক্র ও পীড়াজনক সুন্দরবন দিয়া কএক দিবসপর্য্যন্ত গমন না করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বক্রগতি [স] *বি* বাঁকা গতি; যে গতি সোজা নয়। 'ইহারা ঠিক পুরোভাগে সরলরেখাক্রমে প্রধাবিত হইয়া থাকে, বক্রগতিতে ধাবন করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বক্রগতিতে *ক্রিবিণ* ঘোরালো পথে। 'বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বক্রগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আঁকাবাঁকা পথে চলে এমন। 'সম্মুখে নীলসলিলবাহিনী বক্রগামিনী তটিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বক্রতা [স] **১** *বি* বাঁক। 'নদের মধ্যে২ যেখানে বক্রতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* বাঁকা মনোভাব। 'জমিদারের করবৃদ্ধি প্রস্তাবে বক্রতা প্রদর্শন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **৩** *বি* অসরলতা। 'অতি ধীরে

বক্রতায় এবং বক্ররেখা অতি যত্নে গোলত্বে পরিণত হইয়াছে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

বক্রতুণ্ড [স] *বিণ* বাঁকামুখ। 'বক্রতুণ্ড ভৈরব প্রত্যক্ষ রূপ যাহে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বক্রবধির [স] *বিণ* আঁকাবাঁকা ও শ্রবণহীন। 'মরণের আজ্ঞ সর্পিল গতি বক্রবধির –।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বক্রব্যবহার [স] *বি* অসৌজন্য আচরণ। 'তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্রব্যবহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বক্ররেখা [স] *বি* বাঁকা রেখা। 'তাহা কম্পিত বক্ররেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বক্রশীর্ষ [স] *বিণ* অগ্রভাগ বাঁকা। 'দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটি পরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বক্র হাসি *বি* বাঁকা হাসি। 'খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বক্রাংশে [স] *বি* বাঁকা অংশ; বাঁক। 'নদীর বক্রাংশে শুভ্র জলরেখা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বক্রায়িত [স] *বিণ* বাঁকা করা হয়েছে এমন। 'দত্ত দক্ষিণ চক্ষুটিকে বুজিয়া বক্রায়িত বাম চক্ষুর দৃষ্টিকে বাম গুম্ফপ্রান্তে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বক্রার্থ [স] *বি* ব্যঙ্গার্থ; বাঁকা অর্থ। 'বাজারে গিয়া অনেকগুলো হাতি কিনিল ও বক্রার্থে নয়, সত্য সত্যই হাতি পুষিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বক্রীভূত হওয়া *ক্রি* বাঁকা হওয়া। 'স্বচ্ছ দ্রব্যে পতিত হইয়া একই রূপে বক্রীভূত হয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

বক্রোক্তি [স] **১** *বি* বিদ্রূপাত্মক কথা। 'শ্লেষোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুণা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বি* কাব্যের অলংকারবিশেষ। 'শ্লেষ ও বক্রোক্তি ও উপমা ও রূপক ও নিদর্শন প্রভৃতি অলঙ্কারের উদ্ধার করা অসাধ্য হইবেক না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বক্রোষ্ঠিকা [স>] *বি* অধরপ্রান্তের হাসি। 'সেই বক্রোষ্ঠিকা অননুকরণীয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বক্রা [ফা বখরা] *বি* ভাগ। 'মাছের অদ্দেক দাম না দিলে আমার ঢুকতে দেবে না বলেছেল, সুতরাং আমিও অদ্দেক বক্রা দিতে রাজি হয়েছিলাম।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বক্রি [আ বাকী] *বিণ* অবশিষ্ট। 'বক্রি সেনারা রাজারা সৈন্যের সাথে মিলিয়া গেল।' *রামরাম*, ১৮০১।

বক্রিকর *বি* বকেয়া কর; অনাদায়ী খাজনা। 'তিন বৎসরে যে বক্রিকর তাহা এ গোলাম হইতে সরবরা হইতে পারে।' *রামরাম*, ১৮০১।

বক্ষ, বক্ষঃ [স] *বি* বুক। 'মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বক্ষঃকুহর [স] *বি* মনের গভীর। 'আমাদের বক্ষঃকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'অকস্মাৎ প্রতিহতরোষ ইংরাজের সুগভীর বক্ষঃকুহর হইতে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

বক্ষঃপঞ্জর [স] *বি* বুকের খাঁচা। 'নিষ্ফল আবেগ প্রতিনিয়ত আমার বক্ষঃপঞ্জরে আঘাত করিত।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

বক্ষঃপিঞ্জর [স] *বি* বুকের পাঁজর। 'আদি-পুরুষের বক্ষঃপিঞ্জর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।' *বেগম*, ১৯৪৭।

বক্ষঃস্থল [স] *বি* বুক। 'বক্ষঃস্থল অবধি তলপেট পর্য্যন্ত একটা থৈলীর মত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বক্ষকবাট [স] *বি* হৃৎপিণ্ড। 'জনমণ্ডলীর বক্ষকবাট থর থর করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বক্ষ-ক্ষত [স] *বি* বুকের ঘা। 'আছে অশ্রু, আছে প্রীতি, আছে বক্ষ-ক্ষত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বক্ষক্ষরিত [স] *বিণ* বুক থেকে নিঃসৃত। 'এই যুগ্ম-ধারাই ... ধরিত্রীমাতার বক্ষক্ষরিত ক্ষীরধারা।' *তারা*, ১৯৪২।

বক্ষক্ষারিত [স] *বিণ* হৃদয় নিঃসারিত। 'অটল সাধকের বক্ষক্ষারিত যজ্ঞ-হবিতে এ দেবতূমি স্নিগ্ধ হবে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বক্ষটি *বি* ফুলবিশেষ। 'লালারি বক্ষটি হেরে বিদরয়ে বুক।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বক্ষদেশ [স] *বি* বুক। 'কেঁপে ওঠে বক্ষদেশ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

বক্ষদোলা *বি* বুকের কম্পন। 'কার লীলা আমার বক্ষদোলার দোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বক্ষপঞ্জর [স] *বি* বুকের খাঁচা। 'সন্তাপ রুদ্ধ করি রাখিয়াছি এ বক্ষপঞ্জরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বক্ষপট [স] *বি* বুকের পাটা। 'আনন্দ-উজ্জ্বলপরমায়ু, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বক্ষপদ্ম [স] *বি* পদ্মের মতো স্তন। 'বক্ষপদ্মে উড়ে গেলো দৃষ্টির ভ্রমর।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বক্ষ-পরাগ [স] *বি* ফুলের ভিতরের রেণু। 'ভিজল কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ হিম-শিশিরের আমেজ পেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বক্ষপুট [স] *বি* বক্ষঃস্থল। 'তোর জুড়াই ব্যথা আমার ভাঙা বক্ষপুটে ঢাকি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বক্ষবিস্তার [স] *বি* বুক প্রসারিত করা। 'এমন কোন শক্তি নাই যে, পারস্য শক্তির সম্মুখে বক্ষবিস্তারে দণ্ডায়মান হয়।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বক্ষলগ্ন [স] *বিণ* বুকে জড়িয়ে আছে এমন। 'ক্রন্দনশীলা পিসিমার বক্ষলগ্ন হইয়া থাকিবার সময় ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

বক্ষলগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* বুকের সঙ্গে সংলগ্ন। 'নিজেকে সে দেখিতে পাইল ... স্বামীর বক্ষলগ্না।' *মানিক*, ১৯৪০।

বক্ষশোণিত [স] *বি* বুকের রক্ত। 'বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার কী হিল্লোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বক্ষস্থল [স] *বি* বুক। 'মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বক্ষস্থলে [স] *ক্রিবিণ* বুকের উপরে। 'কবজ কন্যার বক্ষস্থলে রাখিও।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

বক্ষস্পন্দন [স] *বি* হৃৎকম্পন। 'ছেলেগুলোর উত্তেজিত বক্ষস্পন্দন পাখিটা অনুভব করতে পারল কি?' *হাসান*, ১৯৬০।

বক্ষস্ফীতি [স] *বি* দাম্ভিকতা। 'এই হাস্যকর বক্ষস্ফীতি আমাদের বংশে ... একেবারেই ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বক্ষহার [স] *বি* গলার মালা। 'পারিজাত ধান্যের পরিলা বক্ষহার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বক্ষাঞ্চল [স বক্ষ-অঞ্চল] *বি* বক্ষদেশ। 'মেয়েটির উরুসন্ধি, কটিদেশ, বক্ষাঞ্চল বিপন্ন।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বক্ষোদেশ [স] *বি* অন্তর। 'আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য

বক্ষোদেশে নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বক্ষোনীড় [স] *বি* বক্ষরূপ নীড়। 'উঠে ডাকি মম বক্ষোনীড়ে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বক্ষোপরিস্থ [স] *বিণ* বুকের উপর আছে এমন। 'নয়নজল গণ্ডস্থল বহিয়া বক্ষোপরিস্থ বসনে পড়িতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বক্ষোবসন [স] *বি* গায়ের কাপড়। 'দীপখানি তব নিবু-নিবু করে পবনে – জননী, তাহারে করিয়া রক্ষা আপন বক্ষোবসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বক্ষোবাসী [স] *বিণ* অন্তরস্থ; হৃদয়বাসী। 'তুই কি বাসিস ভালো আমার এ বক্ষোবাসী পরান-পক্ষীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বক্ষ্যমাণ [স] *বিণ* আলোচ্য। 'বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

বক্স [ই] *বি* নাট্যশালা, সিনেমা হল প্রভৃতি স্থানে কিছুসংখ্যক লোকের বসার জন্য ঘের দেওয়া আসন। 'বক্সে বসলে নীচের লোকেরা হাঁস-হাঁসানির মত ঘাড় বাঁকিয়ে ... তাকায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বক্স-আপিস [ই] *বি* নাট্যশালা ইত্যাদিতে টিকিট কেনার ঘর। 'কাজেই সে জিনিস তাঁদের দেখিয়ে বক্স-আপিস ভরবে কেন?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বক্সিং [ই] *বি* মুষ্টিযুদ্ধ। 'তাতে ফিজিকেল এক্সারসাইজ হয় বটে, বক্সিং নোবল আর্ট।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'বক্সিংএ সে অত্যন্ত নিপুণ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

বক্সিং রিং [ই] *বি* মুষ্টিযুদ্ধ খেলার মঞ্চের চারদিকের বেষ্টনী। 'টিভির বক্সিং রিং ভেঙে তেড়ে আসে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

বক্সিষ [ফা বখশীশ] *বি* বখশিশ। 'পঞ্চাশ টাকা বক্সিষ দিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। দ্র **বখশিশ**

বক্সিস [ফা বখশীশ] *বি* উপহার; কাজের জন্যে পুরস্কার; প্রাপ্যের বাইরে কিছু প্রদান। *ওর্স্য*, ১৭৮২।

বক্সী [ফা বখশী] *বি* বেতন বন্টনকারী রাজ কর্মচারী। 'রায় বক্সী মদনগোপাল মহামতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

বখত [আ বখ্‌ত] *বি* ভাগ্য। 'বখতেরই সাফ দোষ।' *নজরুল*, ১৯২২।

বখতোয়ার [ফা বখতিয়ার] *বি* ভালো দিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বখরা [ফা] *বি* ভাগ; অংশ। 'এক পাই বখরায় কি হইবে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বখরা করিয়া লইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

বখরাদার [ফা] *বি* অংশীদার। 'এইক্ষণে যেং বখরাদার হইতেছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বখরা-ফখরা *বি* নির্দিষ্ট ভাগ বা এ ধরনের সুবিধাদি। 'বখরা-ফখরাও দরকার নেই আমার।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বখরাবাটী *বি* বাড়ির অংশ। 'বখরাবাটী ও বাগান তোমাকে পূর্ব্ব দিয়াছী।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

বখশন [ফা বখশ>] *বি* ক্ষমা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বখশিতি [ফা বখশ>] *বি* ক্ষমাকরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বখশিশ [ফা বখশীশ] *বি* পুরস্কার। 'চারি গণ্ডা বখশিশ দিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'বখশিশ দিতে অস্বীকার করায় তাহারা দুষ্টামী করিয়া আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

বখশিষ [ফা বখশীশ] *বি* বখশিশ। 'বখশিষ দিয়া সে টিপি খোদাইতেং দেখিলেন এক প্রস্তরের মুণ্ড।' *রামরাম*, ১৮০১।

বখশীশ [ফা] *বি* বখশিশ। 'পাইলে জেয়াদে যদি বখশীশ লেখন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বখশী [ফা] *বি* বকশি; বেতন বণ্টকারী রাজকর্মচারী। 'আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর মুনশী বখশী বৈদ্য কানগোই কাজি।' *ভারত*, ১৭৬০।

বখা[1] *ক্রি* সূক্ষ্মভাবে সেলাই করা। **বখিয়ে দেওয়া** *ক্রি* সূক্ষ্ম সেলাই করা। 'বখিয়ে দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বখা[2] *বি* ফাজিল। 'পান খেয়ে ঠিক একটা বখার মতোই দেখাচ্ছে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

বখাটে *বিণ* কুসংসর্গে নষ্ট হয়েছে এমন। 'কলেজের সামনে কিছু সংখ্যক বখাটে তরুণ দলে দলে বিভক্ত হয়ে জটলা করে।' *বেগম*, ১৯৬৫; 'গদগদে দালাল, বখাটে যুবক আর ভাড়াটে গুণ্ডারা।' *শামসুর*, ১৯৭২।

বখাণা [স ব্যাখ্যান>] *ক্রি* ব্যাখ্যা করা। 'সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

বখিল [আ] **১** *বিণ* কৃপণ। 'উম্মিয়া একের নাম বড়ই বখিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* অভাবগ্রস্ত। 'বখিল না হয় তায় অখিল ভরিয়া খায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বখেড়া [ফা বখরা] *বি* অংশ। 'এ কাজে কোন বখেড়া রোয়েদাদ হয় সিঘ্র মোক্তারকারকে খবর লিখিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বগ[1] [স বক] *বি* বক ফুল। 'কণ্ণযুগ তোর এ বগফুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **বক**[2]

বগ[2] [স বক] *বি* লম্বা গলাওয়ালা মাছ-শিকারি সাদা পাখিবিশেষ। 'শুক্ল করিল যেন দেখি বগের ঠোঁট।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'কর্তা কেমন বগের মতো হাঁটছে দেখছিস?' *হাসান*, ১৯৬০। দ্র **বক**[1]

বগ দেখানো *ক্রি* হাত বাঁকিয়ে বকের গলা ও মুখের মতো করে বিদ্রূপ করা। 'দৌড়ে যা না! হাসি, তুই বগ দেখা না!' *নজরুল*, ১৯২৬।

বগড়ি [স বক>] *বি* বক জাতীয় পাখিবিশেষ। 'বগড়ি বিন্ধয়ে চকোরকে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বগনি [স বহুগুণ] *বি* মুখ-চওড়া এমন পিতলের হাড়িবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বগবগানি [ধ্বন্যা] *বি* অনর্থক অনর্গল কথা বলা। 'বগবগানি করা তার অভ্যেস ছিল না।' *জীবন*, ১৯৩২।

বগল [ফা] *বি* বাহুমূলের নীচের অংশ। 'বগলে বেগুন দুটি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'বগলে ছাতি নিয়ে হুস হুস করে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বগলদাবা [ফা বগল>] *বি* বাহুমূলে চেপে ধরা। 'নাপিত অমনি ক্ষুর তাড় বগলদাবায় করিয়া উঠিয়া বলিল ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বগল বাজানো *ক্রি* আনন্দ প্রকাশার্থে বগলে হাত দিয়ে শব্দ করা। 'করতালি দেয় আর বগল বাজায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বগলে দাবা *ক্রি* আয়ত্তে আনা। 'হাজার মনের গুর্য বগলে দাবিয়া/ শাহী দরজায় মর্দ খাড়া হৈল গিয়া।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

বগলস [ই] *বি* ফিতা প্রভৃতি আটকানোর খিল। 'পায়ে রূপার বগলসওয়ালা ইংরাজী জুতা।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'নানা রকম বেশ – কারুর কফ ও কলারওয়ালা কামিজ, রূপোর বগলস আঁটা সাইনিং

লেদর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বগলসওয়ালা *বিণ* ফিতা আটকানোর খিলযুক্ত। 'পায়ে রূপার বগলসওয়ালা ইংরাজী জুতা।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বগলেশ [ই] *বি* কুকুরের গলায় বাঁধা হয় এমন চামড়ার বন্ধনী। 'একটা বগলেশহীন মালিক ছাড়া কুকুরের মত।' *জীবন*, ১৯৩২।

বগলা *বি* বক। 'বগলা প্রমাণ ঘাড়টি সরু।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বগলি, বগলী [ফা বগল>] *বি* পকেট। 'তাহার জামার বগলিতে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'লাল রঙের বগলী থেকে চটি বিলি করে করে ...।' *অবন*, ১৯২৭।

বগা দেওন *বি* ফাঁকি দেওয়া; ঠকানো। *ওর্স্যা*, ১৭৮৫।

বগাস [ই] *বিণ* মিথ্যা। 'আঙ্গরখার (অঙ্গরক্ষা) ভিতরের জেব থেকে বগাস চিঠি বের করে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

বগি[১], বগী [ই] *বি* চার চাকাবিশিষ্ট হালকা ঘোড়ার গাড়ি। 'উড়ে গিয়া ফঁড়ে বসি বগীর উপরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'এক খানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, দুটি তেলি মোসাহেব ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বগীগাড়ী *বি* চার চাকাবিশিষ্ট হালকা ঘোড়ার গাড়ি। 'ছল করিয়া আনিয়া বগীগাড়ীতে আরোহণ করাইল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

বগি[২] [স বক>] *বিণ* বকের গ্রীবার আকৃতিবিশিষ্ট। **বগি দা** *বি* বকের গ্রীবার আকৃতির দা বিশেষ। 'পদ্মের হাতে একখানা বগি দা।' *তারা*, ১৯৪২।

বগীলা *বি* বক। 'জেলে বাঁকের বগীলা তার মন নিয়েছে কেড়ে।' *জসীম*, ১৯২৭।

বগুন [স বহুগুণ] *বি* পিতলের মুখ-চওড়া হাড়িবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বগুলা [স বক] *বি* বক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বঙ্ক [স] ১ *বিণ* বাঁকা। 'উজুরে উজাড়ি মা লেহ রে বঙ্ক।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। ২ *বি* বাঁকমল। 'দুই বাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতের মধ্য বঙ্ক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বঙ্কিম [স] *বিণ* বাঁকা। 'মন্দ হাসে বঙ্কিম কএ দরসএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ক্ষণেক বঙ্কিমে চাহে/ মনে আন নাহি ভাহে/ সমদৃষ্টে ক্ষেণে নিরীক্ষণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বঙ্কিমী [স বঙ্কিম>] ১ *বিণ* বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মতো সংস্কৃত-বহুল। 'এদের মুখে বাংলা ভাষার যেরকম দুর্ভিক্ষ তাতে এদের সঙ্গে খাঁটি বঙ্কিমী সুরে মধুরালাপ করতে গেলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বিণ* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুসৃত। 'বঙ্কিমী স্টাইল বঙ্কিমের লেখা বিষবৃক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বঙ্কিমীযুগ *বি* বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কাল। 'বঙ্কিমীযুগে এ মামলার বাদী ও প্রতিবাদীরা বেশ স্পষ্ট দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

বঙ্কেশ্বরী [স] *বি* নদীবিশেষ। 'বঙ্কেশ্বরী নামে নদী আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বঙ্গ [স] ১ *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'বঙ্গে জায়া নিলেসি।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০। ২ *বি* বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত প্রাচীন জনপদবিশেষ। 'অঙ্গ বঙ্গেতে জত বৈসে রাজা।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মনুসংহিতা রচনাকালে বঙ্গ, উৎকল ও দ্রাবিড় পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছ দেশ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বি* বঙ্গদেশের ভাষা। 'বঙ্গভাষে যে জনকে বোলএ পাগল।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'তাহাতে ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গ এবং সংস্কৃত ভাষাতে উপযুক্ত মত ... উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ৪ *বি* ব্রিটিশ শাসন আমলের বাংলাভাষী প্রদেশ। 'আমাদের এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বঙ্গ-উপসাগর [স] *বি* বঙ্গদেশের দক্ষিণে এবং পূর্ব-ভারতের পুবে অবস্থিত সাগর; বঙ্গোপসাগর। 'আর বঙ্গ-উপসাগর তো ইংলিশ চ্যানেল নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

বঙ্গকন্যা [স] *বি* বাংলার মেয়ে। 'এক্ষণে বঙ্গকন্যাদিগের শুভদিন উপস্থিত।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

বঙ্গকামিনী [স] *বি* বাংলার নারী। 'বঙ্গকামিনীরা পরিণয়ান্তে শ্বশুর গৃহে গমন করিয়া দাসীবৎ কালযাপন করিতেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

বঙ্গজ [স] ১ *বি* বাঙালি কায়স্থের একটি শ্রেণী। 'রামচন্দ্র নামেতে এক জন বঙ্গজ কায়স্ত।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* বঙ্গদেশে জন্ম হয়েছে এমন। 'এ মিনতি, গাবে বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে।' *মাইকেল*, ১৮৬৫। ৩ *বিণ* কম মর্যাদাবান। 'উহাদিগকে বঙ্গজ বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বঙ্গজননী [স] *বি স্ত্রী* বাংলাদেশ; মাতৃতুল্য বঙ্গদেশ। 'কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'হে বঙ্গজননী মোর, 'আয় বৎস' বলি খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশদুয়ার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বঙ্গদুহিতা [স] *বি* বঙ্গের মেয়ে। 'বঙ্গদুহিতার দুরদৃষ্টক্রমে হিন্দুধর্ম সেই পাপের উৎসাহ দিতেছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

বঙ্গদেশ [স] ১ *বি* বঙ্গ নামের ভূখণ্ড। 'বঙ্গদেশ মনোহর তার মধ্যে গৌড়াক্রম নগর ফতেয়াবাদ নাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* ব্রিটিশ শাসন আমলের বাংলা প্রদেশ। 'তিনি ... সপরিবার এবং এক জন মিসনরি সাহেবের সমভিব্যাহারে ১৭৯৩ সালের শেষে বঙ্গদেশে পহুঁছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বঙ্গদেশবাসী [স] *বি* বাংলার। 'আমরা বঙ্গদেশবাসী।' *শহীদুল্লা*, ১৯৩১।

বঙ্গদেশস্থ [স] *বিণ* বঙ্গদেশের। 'আমরা পূর্ব্বপত্রে বঙ্গদেশস্থ গ্রাম্যজনগণের বিদ্যোন্নতি বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

বঙ্গদেশী [স] *বিণ* পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। 'বঙ্গদেশী বাক্য অনুসরণ করিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বঙ্গদেশীয় [স] ১ *বিণ* বাংলাভাষী অঞ্চলের। 'তাহার পর ধীসেন অবধি দামোদরসেন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় বৈদ্যজাতি ১৩ জনেতে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* বঙ্গ দেশের অধিবাসী। 'আমরা কএক জন বঙ্গদেশীয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বঙ্গনারী [স] *বি স্ত্রী* বাঙালি নারী। 'বঙ্গনারী স্বামীকেই দেবতা জ্ঞান করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বঙ্গবন্ধু [স] *বি* শেখ মুজিবুর রহমানকে দেওয়া সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'তাঁহাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।' *সংবাদ*, ১৯৬৯; 'বঙ্গবন্ধু! তোমার প্রয়াস ব্যর্থ হবে না।' *পাশা*, ১৯৭১; 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' *জিয়াউর রহমান*, ১৯৭৪।

বঙ্গবামা [স] *বি* বাংলার নারী। 'বঙ্গবামায় তাহার সমুদায় ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

বঙ্গবালা [স] *বি* বাঙালি নারী। 'বঙ্গবালা গণ দুর্ব্বলহৃদয়া।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বঙ্গবাসী [স] *বি* বঙ্গদেশের অধিবাসী। 'বঙ্গবাসী লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬; 'ধন্যবাদ দিতে হয় বঙ্গবাসী লোকে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বঙ্গবিচ্ছেদ [স] *বি* বঙ্গভঙ্গ। 'বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বঙ্গবিভাগ [স] *বি* বঙ্গভঙ্গ; বঙ্গপ্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করণ। 'রাজার দ্বারা বঙ্গবিভাগ ঘটিতেও পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ [স] *বি* বঙ্গভঙ্গ; বঙ্গদেশকে খণ্ডিত করণ। 'বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে যখন সমস্ত দেশের লোক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বঙ্গভঙ্গ [স] *বি* বাংলার বিভক্তি। 'ভাষারাজ্যে বঙ্গভঙ্গ হবার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না।' *প্রমথ*, ১৯১২; 'বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের জন্যে ইংরেজ এবং হিন্দুদের মধ্যে প্রচণ্ড মনোমালিন্যের ভাব।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

বঙ্গ ভাটিয়াল [স বঙ্গ+ভাটিয়াল] *বি* (সংগীত) রাগিণী-বিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

বঙ্গভাষা [স] *বি* বাংলা ভাষা। 'বঙ্গভাষে যে জনকে বোলএ পাগল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বঙ্গভাষাজ্ঞ [স] *বিণ* বাংলা ভাষায় জ্ঞানী। 'বঙ্গভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল গৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বঙ্গভাষানুশীলন [স] *বি* বাংলা ভাষার চর্চা। 'বীটন সাহেব বঙ্গভাষানুশীলন বিষয়ে ... অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বঙ্গভাষাভাষী [স] *বিণ* বাংলা ভাষায় কথা বলে এমন। 'উর্দ্দুভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমান বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমানকে ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৩।

বঙ্গভূমি [স] *বি* বঙ্গদেশ। 'এ বঙ্গভূমিতে রাজা চন্দ্রকেতু প্রভৃতি।' *রামরাম*, ১৮০১; 'বঙ্গভূমি এক্ষণে একটি সুবিস্তৃত রুগ্নানিবাস হইয়া উঠিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বঙ্গভূমিস্থ [স] *বিণ* বঙ্গভূমিতে বসবাসকারী। 'বঙ্গভূমিস্থ সকলেই সুজ্ঞাত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বঙ্গভূমীয় [স] *বিণ* বঙ্গভূমিতে জাত। 'এই বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের বোধগম্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বঙ্গমহিলা [স] *বি* বঙ্গের নারী। 'বঙ্গমহিলার অনুরোধে আর কিঞ্চিত বিলম্ব করিতে হইবে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪; 'আমি সেই অবগুণ্ঠনবতী বঙ্গমহিলা ইংলণ্ডে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বঙ্গমাতা [স] *বি* বঙ্গরূপ মাতা। 'কত দিনে তোমার সর্ব্ব গুণালঙ্কৃতা হইয়া এই বঙ্গমাতাকে শোভিতা করিবে?' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩; 'বঙ্গমাতা এই বালককে তাহার অন্যান্য শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বঙ্গযুবতী [স] *বি* বাঙালি যুবতী। 'তবুও কোনো বঙ্গযুবতী আমার চোখে পড়েনি।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

বঙ্গরমণী [স] *বি* বঙ্গনারী; বাঙালি নারী। 'আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বঙ্গরাজ্য [স] *বি* বঙ্গ নামের ভূখণ্ড। 'পূর্ব্বকালে বঙ্গরাজ্যের রাজধানী গৌড় ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বঙ্গরাষ্ট্র [স] *বি* বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর দেশ। 'হিন্দুস্থান এলাকা, তথা হিন্দু বঙ্গরাষ্ট্র।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

বঙ্গ-লক্ষ্মী [স] *বি* বঙ্গের কল্পিত অধিষ্ঠাত্রী। 'অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী বঙ্গ-লক্ষ্মী! যাও, কবি আশীর্বাদ করে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বঙ্গললনা [স] *বি* বাঙালি নারী। 'আত্মাহুতি দিয়েছিল সেই বীরদর্পিণী বঙ্গললনা।' *পাশা*, ১৯৭১।

বঙ্গসমাজ [স] *বি* বাঙালি সমাজ। 'তখন বঙ্গসমাজে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে এমত বলা যাইতে পারিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বঙ্গসাগর [স] *বি* বঙ্গোপসাগর। 'লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাগর-মন্থনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'বঙ্গসাগর বহুবরষ বলেনি মোর কানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বঙ্গসাহিত্য [স] *বি* বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য। 'হুতোমের নকশা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা।' *হুতোম*, ১৮৬৮; 'বঙ্গসাহিত্য আরম্ভ হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

বঙ্গহৃদয় [স] *বি* বাংলার প্রাণ। 'বঙ্গহৃদয় উন্মীলি যেন/ রক্তকমল ফুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বঙ্গাক্ষর [স] *বি* বাংলা অক্ষর। 'বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করাও অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বঙ্গাঙ্গনা [স] *বি* বাঙালি নারী। 'তুমি সাবিত্রী সমানা হইয়া পতি পুত্রাদির সহিত চির সুখিনী ও বঙ্গাঙ্গনাগণের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে পথপ্রদর্শিনী রূপে ... কাল অতিবাহিত কর।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩; 'তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে এরূপ তৈয়ার করিয়াছ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বঙ্গাদি [স] *বি* বাংলা এবং অন্যান্য। 'এই বঙ্গাদি প্রদেশের প্রায় তাবৎ জমিদারের জমিদারী হস্তান্তর হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বঙ্গাধিপ [স] *বি* বঙ্গের অধিপতি। 'বঙ্গাধিপের প্রতি বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বঙ্গানুবাদ [স] *বি* বাংলা অনুবাদ। 'প্রবোধক নামক বঙ্গানুবাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

বঙ্গাব্দ *বি* বাংলা সন। '৯৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বঙ্গাব্দা [স বঙ্গাব্দ>] *বি স্ত্রী* বাংলা সন। 'বঙ্গাব্দা ১২৯১ সাল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বঙ্গালী [স বঙ্গ>] *বিণ* বঙ্গ সমাজের (তথা অন্ত্যজ শ্রেণীর) অন্তর্ভুক্ত। 'অজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

বঙ্গাসর [স বঙ্গ>] *বি* বাংলার আসর। 'তোমার হরণ গীত গাব বঙ্গাসরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বঙ্গীয় [স বঙ্গ>] **১** *বিণ* বঙ্গদেশে প্রচলিত। 'তাহার পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাধু ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* বঙ্গদেশীয়। 'অধুনাতন বহুসংখ্যক বঙ্গীয় ব্যক্তির শরীর নষ্ট হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থকার উদিত হইবার ভরসা কোথায়?' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বঙ্গোপসাগর [স] *বি* বাংলাদেশের দক্ষিণে ও পূর্ব-ভারতের পুবে অবস্থিত সাগর। 'মেয়েপুরুষে মিলিয়া বঙ্গোপসাগরের জলে ডুবিয়া মরি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'ব্রহ্মদেশে যাবার পথ আজও বঙ্গোপসাগরের জলপথ।' *প্রমথ*, ১৯২৫; 'কোথায় দূরে বঙ্গোপসাগরের শব্দ শুনে?' *জীবন*, ১৯৪৪।

বঙ্গাল [স] *বি* রাগবিশেষ। 'রাগ বঙ্গাল।' *চর্যা ৪৩*, ১২০০।

বঙ্গালবরাড়ী [স বঙ্গ>] *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'বঙ্গালবরাড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বঙ্গীয় *দ্র* **বঙ্গ**

বঙ্গোপসাগর *দ্র* **বঙ্গ**

বচ [স বচা] *বি* ওষুধে ব্যবহার্য এক রকমের ঝাল কন্দ। 'শুকাইয়া বচ হয়ে কাস নাশ করে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বচন [স] ১ *বি* কথা। 'অনুচিত না বোল বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রতিশ্রুতি। 'প্রর্ত্তএর বচন দেন যে তাহা হরগীস প্রকাস করিবেন না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ৩ *বি* বাক্য; পঙ্ক্তি। 'রামায়ণের স্থানে স্থানে অনেকানেক প্রক্ষিপ্ত বচনও প্রাপ্ত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৪ *বি* বক্তব্য। 'এই বচন বরঞ্চ ইদানীন্তন কালে কল্পিত হওয়া সম্ভব হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'মিল এতদ্বিষয়ে উইলিয়ম হম্বোল্টের একটী বচনের প্রতি অনেক নির্ভর দিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৫ *বি* (ব্যাকরণ) পদের একত্ব বা বহুত্বজ্ঞাপক ধারণা। 'বাঙ্গলায় সকল বিভক্তি ও সকল বচনেই সেইরূপ লিখিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

বচনতাপ [স] *বি* কথার জ্বালা। 'দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বচননিগ্রহ [স] *বি* ভর্ৎসনা। 'রুষ্ট নবগ্রহ বচননিগ্রহ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বচনবদ্ধ [স] *বিণ* প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'এইরূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়া, বিদায় লইয়া, সন্ন্যাসী স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বচনবিনিময় [স] *বি* বাক্য বিনিময়; কথাবার্তা। 'গৃহিণীর সহিত তাহার যে বচনবিনিময় হইল তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বচন-মধু [স] *বি* বচনরূপ মধু। 'অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-মধু।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বচনমন [স] *বি* বাক্য ও হৃদয়। 'বচনমনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বচনসর্বস্ব – যে কেবল মুখে নানা কথা বলে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করে না। *সুবল*, ১৯০৬।

বচনসুধা [স] *বি* মধুমাখা কথা। 'ঢাল রে বচনসুধা – জুড়াক জীবন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বচনহারা [স বচন+হারা] *বিণ* নির্বাক। 'বচনহারা অচেনা অদ্ভুত তোমার কাছে পাঠালো কোন দূত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে বচনহারা ধ্যানের পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬; 'বচনহারা আমাকে যে দিয়েছে বাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বচনাতীত [স] ১ *বিণ* বলে শেষ করা যায় না এমন। 'তদ্দ্বারা সংসারের যে কি পর্য্যন্ত উপকার দর্শে, তাহা বচনাতীত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'তিনি বচনাতীত সন্তোষ সহকারে আমাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না এমন। 'প্রাণাকাশে বচনাতীত রাত্রি আসে।' *জীবন*, ১৯৪০।

বচনানুসারে [স] *ক্রিবিণ* বচন অনুযায়ী। 'তীর্থযাত্রার বচনানুসারে সরস্বতীর দক্ষিণাংশ দৃষদ্বতীর খাত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বচনামৃত [স] *বি* বচনরূপ অমৃত; কথামৃত। 'তাঁর বচনামৃত প্রাতঃস্মরণীয় নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বচনার্থ [স] *বি* বাক্যের অর্থ। 'শাস্ত্রের বচন ও বচনার্থ বঙ্গভাষাতে রচিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

বচনেক [স] *বি* একটিমাত্র অনুকূল কথা বা বাক্য। 'বচনেক দেহ রাধা কাহ্নাইক আশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বচসা [স] ১ *বি* ঝগড়া। 'মধুপানে মত্ত হৈয়া বচসা কইল।' *মাল্যাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বিতর্ক; তর্কাতর্কি। 'একবার সূর্য্য ও পবনের মধ্যে এই বচসা হইল যে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'খুব জোরসে মেড়ে তার সঙ্গে বচসা শুরু করলাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বচ্ছ [স বৎস] *বি* বাছুর। 'নবীন নবীন বচ্ছ আনিল বাছিয়া।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০।

বচ্ছর [স বৎসর] *বি* বছর; বারোমাস সময়। 'চতুর্দশ বচ্ছর আছিল মহাভ্রমে।' *আলাওল*, ১৬৮০। *দ্র* **বৎসর**

বচ্ছরকার *বিণ* বছরের। 'আসি, বচ্ছরকার কাজ মন দিয়ে করো –।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

বচ্ছোর *বি* বছর। 'বচ্ছোর যাবে কেমন করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বছবন্দ [ফা বস-বন্দ] *বি* বাঁধার দড়ি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বছর [স বৎসর] *বি* বৎসর। 'প্রতি বছরে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বছর বিয়ানি, বছর-বিয়ানী, বছর-বিয়োনী *বিণ* প্রতিবছর গর্ভধারণ করে এমন। 'বছর বিয়ানি বউ।' *জীবন*, ১৯৩২; 'আমার বউডা ভাই বছর-বিয়ানী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭; 'মেজবউ বছর-বিয়োনী বিধায় কর্তা আরো খুশি ছিলেন।' *শওকত*, ১৯৭২।

বছরান্ত [স বৎসর-অন্ত] *বি* বছরের শেষ। 'নড়ার নাম করে না বছরান্তেও।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বছরি *বিণ* বছরের। 'ভাঙিবে নাকি ও হাজার বছরি ঘুম?' *নজরুল*, ১৯২৮; 'আট-বছরি নাতনি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বছরিয়া *বিণ* বাৎসরিক। 'দু-এক টাকার লাগি এমন বছরিয়া আমোদ মাটি করা!' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বজড়া *বি* শস্যবিশেষ। 'এ পারে সবুজ বজড়ার ক্ষেত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বজবজ [ধ্বন্যা] ১ *বি* পচা আবর্জনা থেকে বুদ্বুদ ওঠার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* আবর্জনাদি পচিবার পর বুদ্বুদযুক্ত অবস্থার ভাব। 'পোকা করিবে মগজে বজবজ!' *নজরুল*, ১৯৩১।

বজবজানি [ধ্বন্যা] *বি* পচা আবর্জনা থেকে বুদ্বুদ ওঠার ভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বজর [স বজ্র] *বি* বজ্র; বাজ। 'আছিদর কাহ্নাঞি বোল না বুঝসি মুখত বজর বসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বজর-ঠোনা [স বজ্র>] *বি* আঙুল বাঁকিয়ে সজোরে মারা। 'মুখে মারে তিন বজর-ঠোনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বজরা[1] [স বজ্র] *বি* বজ্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বজরা[2] [হি] *বি* বড়ো নৌকাবিশেষ। 'বজরা ও পিনিস ও ভাউলে এবং ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বজরা[3] *বি* ডালা। 'বাসের মেঝেয় একজোড়া বাঁশের বজরা পড়ে আছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বজাজ [ফা বাজাজ] *বি* কাপড়ের ব্যবসায়ী। 'কোন স্থানে পশ্চিমীয় বজাজেরা দোকান দিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

বজায় [ফা বজাএ] *বিণ* বহাল; অপরিবর্তিত। 'আপনারা এই দিবষ বজায় রাখিয়া ছাওয়ালের গাত্রে হরিদ্রা দিবে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বজ্জিনিষ [ফা ব+আ জিনস] *ক্রিবিণ* জিনিশ-সহ। *এডমন*, ১৭৯৩।

বজেট [ই] *বি* আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাব। 'তাহার পর বজেট ও এষ্টিমেটের কথা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। *দ্র* **বাজেট**

বজেটভুক্ত *বিণ* বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমন। 'হোমচার্জেস বলিয়া যে ব্যয় বজেটভুক্ত হয় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বজ্জর [স বজ্র] *বি* বজ্র। 'রাজসেনা বলে শুন লোহাটা বজ্জর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বজ্জাকাশ [স বজ্রাকাশ] *বি* বজ্র ও আকাশ। 'পৃথ্বী হত্যে নাশ হত বজ্জাকাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বজ্জাত [ফা বদজাত] **১** *বি* বদমাশ। 'গন্তানী বজ্জাত তুই।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* দুষ্ট। 'ও বড় বজ্জাত।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *বিণ* অন্যের ক্ষতি করার মানসিকতা সম্পন্ন। 'ভারী বজ্জাত বেটারা।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

বজ্জাতি, বজ্জাতী [ফা বদজাত>] **১** *বি* বদমায়েশি; দুষ্টুমি। 'বজ্জাতি কা বাত হাম কুচ শুনা নেই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* দুর্বৃত্তপনা। 'ভয়ে ভণ্ডামো, নাস্তিকতা ও বজ্জাতী সরে পালায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বজ্জাতের বাদশা *বি* সেরা বদমাশ। 'যে গুলো হতভাগা, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদশা।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

বজ্র [স বজ্র] **১** *বিণ* অত্যন্ত শক্তিশালী। 'বজ্র মুটকি বীর মারে তার মুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* তিলফুল। 'কুন্দকুসুম ফোটে বজ্র রঙ্গন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* হিন্দুপুরাণ মতো ইন্দ্রের অস্ত্রবিশেষ। 'কোপে বজ্র মারে ইন্দ্র না করিয়া ব্যাজ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* পাথর। 'বজ্র ইট গণে নবী দরশনে প্রণাম করএ অনুদিন।' *সুলতান*, ১৭০০।

বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো – কাজের আয়োজনে কড়াকড়ি হলেও পরিণামে শিথিল অবস্থা। *সুবল*, ১৯০৬; 'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে!' *নজরুল*, ১৯৩১।

বজ্রকঠিন [স] *বিণ* অত্যন্ত দৃঢ়। 'বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত চরিত্রের মহন আদর্শ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'একখানা বজ্রকঠিন হাত এসে রাবেয়ার কণ্ঠ চেপে ধরল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫; 'বজ্রকঠিন মুঠোর মধ্যে জমিলার হাতটি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বজ্রকঠোর [স] *বিণ* বজ্ররূপ কঠোর। 'বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষের রাজ্যে কোনো দিন আর কোথাও উদ্ভাবিত হয়েছে বলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'বজ্রকঠোর কণ্ঠে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

বজ্রকণ্ঠ [স] *বিণ* বজ্রের শব্দের সঙ্গে তুলনীয় গম্ভীর ও জোরালো কণ্ঠ। 'বিপুলকায় বজ্রকণ্ঠ পুরুষের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বজ্রকাএ [স বজ্রকায়] *বি* বজ্রের মতো শরীর। 'সকট ভাঙ্গিল পাএ সিসুরূপে বজ্রকাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বজ্রগম্ভীর [স] *বি* বজ্রের শব্দের মতো গম্ভীর। 'মুখের দিকে চাহিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বজ্রগর্জন [স] *বি* বজ্রের মতো গর্জন। 'সে উপরে উঠিয়া তাহার বজ্রগর্জনে কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বজ্রগর্ভ [স] *বিণ* গুরুগম্ভীর। 'সেই বজ্রগর্ভ মেঘগর্জনের মতো বাক্য শুনিবার ক্ষুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বজ্র-গিটকিরি *বি* প্রচণ্ড গতিতে কোনো সুরের পরপর উচ্চারণ। 'কণ্ঠে মোর লুণ্ঠে ঘোর বজ্র-গিটকিরি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বজ্রঘাত [স বজ্রাঘাত] *বি* প্রচণ্ড আঘাত। 'এত্র হইল সান্তনু জে জেন বজ্রঘাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বজ্রঘোষ [স] *বিণ* বজ্রপাতের মতো ধ্বনিবিশিষ্ট। 'বজ্রঘোষ-বাণী, রুদ্র, শূলপাণি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'শুনি নির্জিত কোটি দীনমুখে/ বজ্রঘোষ বারতা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বজ্র-ছড়ি *বি* বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর লাঠি। 'এই শিখায় আমার নিযুত ত্রিশূল বাশুলি বজ্র-ছড়ি।' *নজরুল*, ১৯২২।

বজ্রজ্বালা [স] *বিণ* বজ্রপাতযুক্ত। 'জাগো বজ্রজ্বালা বিদ্যুৎঝলমল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বজ্রডোর *বি* দৃঢ় বন্ধন। 'বিদায় নিতে চায় কে ওরে / বাঁধরে তারে বজ্রডোরে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বজ্রদন্ত [স] *বি* বজ্রের মতো দাঁত। 'বজ্রদন্তখান দাউড়া চক্ষু যার রাঙ্গা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বজ্রদীপ্তি [স] *বি* বিদ্যুচ্চমক। 'জেনেছি সংঘাতের মুহূর্তকে আর বজ্রদীপ্তিকে।' *আহসান*, ১৯৪৪।

বজ্রদীর্ণ [স] *বিণ* বজ্রের আঘাতে ছিন্ন। 'মুহূর্তে হইয়া যাবে ধূলিসাৎ, বজ্রদীর্ণ, দগ্ধ, ঝঞ্ঝাহত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বজ্রদৃঢ় [স] *বি* বজ্রের মতো কঠিন। 'হিমাচলের মতো বজ্রদৃঢ় হলেও সত্য সাধকের ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বজ্রদৃষ্টি [স] *বি* কঠোর দৃষ্টি। 'পেয়াদাগণ যখন বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বজ্রধ্বজ [স] *বিণ* বজ্রের নিশান-সংবলিত। 'বজ্রধ্বজ প্রভঞ্জন রথ রাখি অলক্ষ্যে, অদূরে ফুৎকারিছে দিগ্বিজয়ী শাঁখে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বজ্র-ধ্বনি [স] *বি* বজ্রপাতের শব্দ। 'বিদ্যুৎ ও বজ্র-ধ্বনি এই পদার্থের কার্য্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'বজ্রধ্বনি তুল্য ঘোরতর গভীর নাদ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বজ্রনখ [স] *বি* তীক্ষ্ণ নখ। 'বজ্রনখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বজ্রনখা [স] *বিণ স্ত্রী* তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট। 'কোথাও শত শকুনিমণ্ডলী বজ্রনখা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বজ্রনাদ [স] **১** *বি* বাজ পড়ার শব্দ। '(আকাশে বজ্রনাদ) এ কি?' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বি* বজ্রের মতো উচ্চস্বরে চিৎকার। 'বজ্রনাদ একবার শুনাইল – "দীন দীন"।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বজ্রনিনাদ [স] *বি* বজ্রপাতের শব্দ। 'সহস্র বাহুর আস্ফোটে বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'আর কণ্ঠে বজ্রনিনাদ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বজ্র-নির্ঘোষ [স] *বি* বজ্রপাতের আওয়াজ। 'তাহাদের কর্ণ কুহরে গোমস্তা ও নায়েব শব্দ বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ভয়ানক বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'চপলাবিকাশ দর্শনে ও বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণে ভয়ে একান্ত বিহ্বল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বজ্রপতন [স] *বি* বজ্রপাত; বাজ পড়া। 'যদি তন্মুহূর্তে কক্ষ মধ্যে বজ্রপতন হইত, তবে রাজপুত কি পাঠান অধিকতর ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বজ্রপাণি [স] *বি* ইন্দ্র। 'আসি উতরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'স্বয়ং বজ্রপাণির কঠোর বজ্রও তা ভেদ কত্তে কুণ্ঠিত হবে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

বজ্রপাত [স] *বি* বাজ পড়া। 'বজ্রপাত হৈল যেন শিরের উপর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বজ্রবহ্নি [স] *বি* বিদ্যুৎ; বিজলি। 'তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২: 'দধীচি-হাড়ের বজ্র-বহ্নি বারেবারে যথা নিভিয়া যায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বজ্রবহ্নিবন্দিত [স] *বিণ* বজ্রের আগুন দিয়ে বন্দনাকৃত। 'তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বজ্রবাঁধন *বি* দৃঢ় বন্ধন। 'এ বজ্রবাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার যে ব্যাকুল চেষ্টা করছে ...।' *সবুজ*, ১৯২০।

বজ্রবাঁশি *বি* ভয়ঙ্কর বাঁশি। 'সে কোন বজ্রবাঁশি তোকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বজ্র-বাজা *বি* বাজ পড়া। 'মেঘ-নাগেরা ক্ষিপ্ত হয়ে দলে দলে,/ বজ্র-বাজায় বিষম রোলে।' *জসীম*, ১৯৫১।

বজ্রবাণ [স] *বি* বজ্ররূপ বাণ। 'ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান, নিঃশেষে হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'সন্ধ্যাকাশের বক্ষ যে ঐ বজ্রবাণে যায় টুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

বজ্রবাণী [স] *বি* বজ্রের মতো গম্ভীর ও প্রচণ্ড শব্দ। 'ওই যে নীরব বজ্রবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বজ্রবাহিনী [স] *বিণ* বজ্রকে বাহন করে চলে এমন। 'বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎশিখার মতো আমার স্বামীর কাছে গিয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বজ্রবিদ্যুৎ [স] *বি* বাজসহ বিদ্যুতের চমক। 'বজ্রবিদ্যুৎ বর্ষণের সময় ব্যাঙের দল ব্যস্তভাবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জগতের কানের কাছে অনবরত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'বজ্রবিদ্যুৎ, বায়ুবেগ ও বারিবর্ষণ লইয়া অকস্মাৎ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বজ্রবিষাণ [স] *বি* বজ্ররূপ শিঙ্গার ধ্বনি। 'মেঘ-বাদলের বজ্রবিষাণ (আর) ঝড়-তুফানের লাল নিশান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বজ্রবৃংহিত [স] *বি* বজ্ররূপ হাতির চিৎকার। 'বজ্রবৃংহিত ঝড়ের মেঘের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বজ্রবেগ [স] *বি* বজ্রের মতো গতি। 'উদ্দাম অবাধ গতি, বজ্রবেগ প্রমুক্ত হাওয়ায়।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

বজ্রবেদন [স] *বি* বজ্রাঘাতের মতো বেদনা। 'বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বজ্রভয়ংকর [স] *বিণ* বজ্রের শব্দের মতো ভয়ঙ্কর। 'ডাকে বজ্রভয়ংকর রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বজ্রভেরী [স] *বি* বজ্ররূপ শব্দ। 'তীব্র তড়িৎহাসি হেসে বজ্রভেরীর স্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

বজ্রমণি [স] *বি* হীরা। 'শিরীষ-কেশরে বিঁধিবে বজ্রমণি?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

বজ্রমন্ত্র [স] *বি* কঠোর শাসনবাক্য। 'বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'স্পর্ধামদমত্ত মানবসমাজের ঊর্ধ্বে বজ্রমন্ত্রে আপন অনুশাসন প্রচার করিতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বজ্রমন্দ্রিত [স] *বিণ* বজ্রের মতো গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত। 'কাহার বজ্রমন্দ্রিত 'হর হর বোম বোম' শব্দে তিনলক্ষ ম্লেচ্ছকণ্ঠের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বজ্রমান [স] *বিণ* বজ্রের মতো। 'বসায় বুড়ির গালে বজ্রমান ঠোনা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বজ্রমানব [স] *বি* বজ্রের মতো প্রবল ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। 'শালপ্রাংশু বজ্রমানব শেখ মুজিবুর রহমান।' *পাশা*, ১৯৭১।

বজ্র-মানিক [স] *বি* বজ্ররূপ মানিক। 'সন্ধ্যারবির স্বর্ণকিরীট ফেলে দিল অস্তপারে, বজ্রমানিক দুলিয়ে নিল গলার হারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বজ্র-মার [স] *বি* প্রচণ্ড আঘাত। 'বজ্র-মার আমাদের আলিঙ্গন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বজ্রমুঠি [স বজ্রমুষ্টি] *বি* অত্যন্ত দৃঢ় মুষ্টি। 'তুলি তব বজ্রমুঠি তুমি যদি ধর আজি বিকট ভ্রূকুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বজ্রমুষ্টি [স] *বি* অত্যন্ত দৃঢ় মুঠো। 'নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'দানবশক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

বজ্ররব [স] *বি* বজ্রের ধ্বনি। 'বুঝি বা এই বজ্ররবে/ নতুন পথের বার্তা কবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বজ্রশপথ [স] *বি* দৃঢ়তম প্রতিজ্ঞা। 'ঢাকায় সংগ্রামী শ্রমিকের মুখে শুনেছিলাম বজ্রশপথের কথা।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

বজ্রশব্দ [স] *বি* বজ্রপাতের শব্দের মতো উচ্চশব্দ। 'করুণ সুরের মতো ক্রমে ক্রমে বজ্রশব্দে এসে।' *জীবন*, ১৯৪০।

বজ্রশলাকা [স] *বি* বজ্রের মতো তীক্ষ্ণ শলাকা। 'একটা জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোখ খুলিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বজ্রশায়ক [স] *বি* বজ্রবাণ। 'সজল আকাশে উঠিয়াছি তাই বজ্রশায়ক ইন্দ্রচাপ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বজ্রশিখা [স] *বি* বিদ্যুৎ। 'বিস্ফারিত মেঘকৃষ্ণ চক্ষুপ্রান্ত হইতে উন্মুক্ত বজ্রশিখা সুতীব্র উগ্রজ্বালা বিক্ষেপ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'বজ্রশিখার আয় গো নীড়ে আয় গো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বজ্রসম [স] *বিণ* বজ্রের মতো। 'পারি আমি উপাড়িতে তরুবর ... চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে অধীরিতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বজ্র সমুদ্যত [স] *বিণ* বজ্রের মতো উদ্যত। 'এসো বীর অনাগত বজ্র সমুদ্যত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বজ্রহস্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত শক্তিশালী হাতবিশিষ্ট। 'তুমি আর আমি, আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বজ্রহস্তে *ক্রিবিণ* কঠোরভাবে। 'আজ আমাদের বজ্রহস্তে এই পৌত্তলিক মনোভাবকে দূর করতে হবে।' *সওগাত*, ১৯২৯।

বজ্রহাতে *ক্রিবিণ* কঠোরভাবে। 'বজ্রহাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বজ্রাগ্নি [স] **১** *বি* বিদ্যুৎ। 'বজ্রাগ্নি হৈতে সব গোকুল পুড়িল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অগ্নিদৃষ্টি। 'মহেন্দ্রের প্রতি বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বি* বজ্রপাতের আলো। 'অন্ধকার চূর্ণ করে বজ্রাগ্নি জ্বালিল কত, ব্যর্থকাম তবু।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

বজ্রাঘাত [স] **১** *বি* বজ্রপাত। 'বজ্রাঘাত জত মেঘেতে মারিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* তীব্র আঘাত। 'যেন বজ্রাঘাত, হলো অকস্মাৎ,/ শিরে দিয়া হাত, ভাবে তখনি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'আমি আমার বুড়ো মা'র বুকে বজ্রাঘাত করে চল্লেম।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বজ্রানল [স] *বি* বজ্রের আগুন । 'বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর

জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বজ্রালোক [স] *বি* বজ্রের আলো। 'বজ্রালোকে আজ সত্যের সহিত তাহার মুখোমুখি পরিচয়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বজ্রাহত [স] **১** *বিণ* অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত। 'সে তো একেবারে বজ্রাহত হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* বজ্রাঘাতপ্রাপ্ত। 'যে বৃক্ষে বাঁধিলি নীড় ধর্ম না বিচারি সে তো বজ্রাহত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৩** *বিণ* অপ্রত্যাশিত শোক বা আঘাত পেয়ে ব্যাকুল। 'তারপর কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বজ্রাহতপ্রায় [স] *বিণ* বজ্রাহত হওয়ার মতো। 'অকস্মাৎ বজ্রাহতপ্রায় হইয়া দেখিল ...।' *শরৎ*, ১৯১৬।

বজ্রাহতবৎ [স] *বিণ* বজ্রাহতের মতো। 'কাত্যায়নী পাংশু বিবর্ণমুখে উদূখল সমীপে বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বজ্রাহতা [স] *বিণ স্ত্রী* বজ্রের দ্বারা আহত। 'বজ্রাহতার মত নিস্পন্দ নিথর হইয়া গেলেন।' *তারা*, ১৯৪০।

বজ্রে-বাঁধা *বিণ* কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। 'এমন বজ্রে-বাঁধা একপক্ষের ঠিকঠাক, তার মধ্যে কুমুর মর্মান্তিক বেদনারও এক তিল স্থান নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বজ্রিকা [স] *বি* সংগীতের একটি শ্রুতি। 'বজ্রিকা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বঞা *বি* বওয়া

বঞ্চক [স] *বিণ* বঞ্চনাকারী। 'কি করব বঞ্চক অনঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বঞ্চনা **১** *বি* পরের জিনিস আত্মসাৎ করা। 'চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* ছলনা। 'স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বিণ* প্রত্যাখ্যান। 'সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা/ নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বঞ্চনাব্যবসায়ী [স] *বি* প্রতারণা। 'চালকলাভোজী বঞ্চনাব্যবসায়ী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বঞ্চা [স বঞ্চ্>] **১** *ক্রি* বঞ্চনা করা। 'কিসেরে বঞ্চহ রাধা প্রথম যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* কাল যাপন করা। 'যার প্রিয় আন সঙ্গে বঞ্চয় রজনী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বঞ্চএ** *ক্রি* থাকে। 'লাজ মান হারাইয়া বনেতে বঞ্চএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বঞ্চয়** *ক্রি* যাপন করে। 'যার প্রিয় আন সঙ্গে বঞ্চয় রজনী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বঞ্চহ** *ক্রি* বঞ্চনা করছো। 'কিসেরে বঞ্চহ রাধা প্রথম যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বঞ্চি** *ক্রি* থাকি। 'হেনমতে কথোদিন বঞ্চি গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **বঞ্চিআ** *ক্রি* বাঁচিয়া; বেঁচে। 'এহিমতে কথদিন বঞ্চিআ আছএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বঞ্চিব** *ক্রি* যাপন করবো। 'রজনী বঞ্চিব হাম কারে লয়ে সুখে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **বঞ্চিবোঁ** *ক্রি* যাপন করবো। 'কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বঞ্চিমু** *ক্রি* কাটাবো। 'কেলি সুখে বঞ্চিমু দোহে নিরন্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বঞ্চিমো** *ক্রি* বাঁচবো; সময় কাটাবো। 'কেমনে বঞ্চিমো মোঞেঁ একসরী কুঞ্জে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বঞ্চিয়া** *ক্রি* অতিবাতি ক'রে। 'নানা রঙ্গে ঢঙ্গে তথা রজনি বঞ্চিয়া ...।' *মালাধর*, ১৫০০। **বঞ্চিয়ে** *ক্রি* অতিবাহিত করি। 'একেলা বঞ্চিয়ে অভাগিনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **বঞ্চিল** *ক্রি* বঞ্চনা করলো। 'ধনুক ভাঙ্গিয়া তথা রজনি বঞ্চিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **বঞ্চিলা** **১** *ক্রিবিণ* বঞ্চনা করলে। 'প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* কাটালো। 'রজনী বঞ্চিলা রাজা ব্যাসের বাক্য স্মরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বঞ্চিলুঁ** *ক্রি* বাস করলাম। 'বঞ্চিলুঁ চিরকাল তোক্ষার সহিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **বঞ্চিলেক** *ক্রি* কাটলো; কেটে গেলো। 'এহীমতে কতদিন বঞ্চিলেক বাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বঞ্চিলোঁ** *ক্রি* বঞ্চনা করলো। 'দৈব দোষে কাহ্ন তোক্ষাত ভজিলোঁ বঞ্চিলোঁ আপণ পতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বঞ্চে** **১** *ক্রি* বঞ্চিত করে। 'ভোগ পরিহরি আপণে আপণা বঞ্চে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বেঁচে থাকে; যাপন ক'রে। 'গৌরী লইয়া শিব তথা বঞ্চে চিরকাল।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'সেইত নগরে বাস বঞ্চে একাকিনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বঞ্চিৎ [স বঞ্চিত] *বিণ* বঞ্চনা করা হয়েছে এমন। 'তাহাতে কেহ বঞ্চিৎ হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

বঞ্চিত [স] **১** *বিণ* বঞ্চনা করা হয়েছে এমন। 'না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে।' *মুরারি*, ১৫৭০; 'বঞ্চিত হইয়া মরে এ হেন কীর্তনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* প্রাপ্য অধিকার পায় না এমন। 'সিংহাসন হতে তারে করিব বঞ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বঞ্চিত মনোরথ [স] *বিণ* মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ এমন। 'একমাত্র অপুত্র বঞ্চিত মনোরথ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বঞ্চিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বঞ্চিত। 'অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বঞ্জুল [স] **১** *বি* অশোকগাছ। 'মঞ্জুল বঞ্জুলবনে মত্ত অলিকুল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* বেত। 'কেন না নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বট[১] [স] *বি* কড়ি। 'বট মাত্র কাহারেও আসিয়া না মিলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বটগণ্ডা *বি* কড়িগণ্ডা। 'বটগণ্ডা মাত্র বদরিকা মূল্য করে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বট[২] [স বৃৎ>] **১** *ক্রি* হও। 'অনলপরীক্ষা লহ জদি বট সীতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *অব্য* বটে। 'অমূল্য রতন যত দেখি বট প্রায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বট[৩] [স] *বি* গাছবিশেষ। 'ডাইন ভিতে বট পাতা কেওয়া বাম ভিতে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বটগাছ [স বট>] *বি* ছায়াদানকারী বড়ো গাছবিশেষ। 'তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বটতল [স] *বি* বটগাছের নিম্নস্থ জায়গা। 'এই সেই বটতল, যেথা তুমি প্রতি দিবসেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বটতলা [স>] *বি* বট গাছের নিম্নস্থ জায়গা। 'বিশ্বম্ভরকে বটতলায় দাঁড়াইয়া কানাই পালের সহিত কথা কহিতে দেখা গিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বটপত্র [স] *বি* বট গাছের পাতা। 'বটপত্রের উপরে রৌদ্রকিরণের নৃত্য দেখিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বটবিটপি [স] *বি* বটগাছ। 'ব্যাঘ্র বটবিটপির ঐ বোয়ার মধ্যপদ দিয়া অতিবেগে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

বটবৃক্ষ [স] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'গৃহের পূর্ব ভাগে, কূপের নিকট, এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বটবৃক্ষমূল [স] *বি* বট গাছের গোড়া; বট গাছের মূলদেশ। 'বটবৃক্ষমূলে ঐ উদ্ভিদের মূল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বটঠাকুর *বি* ভাশুর। 'আপনি আইবড় বটঠাকুর হইয়া বসিয়া থাকেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩; 'বটঠাকুরের গলা পাচ্ছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'বটঠাকুরকে ডাকো দিকি।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বটব্যাল *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'ভগবানচন্দ্র বটব্যাল।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বটা [স বৃৎ>] *ক্রি* হওয়া। 'বাটে হাটে ঘাটে কাহাঞিঁর দান বটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বটি, বটী** *ক্রি* হই। 'তোমার আমি চেড়ি বটী পারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রানী বটি, তবু নইকো বোকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **বটে** *ক্রি* হয়। 'বাটে হাটে ঘাটে কাহাঞিঁর দান বটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বটেন** *ক্রি* হন। 'ইনি ... ইন্দ্রের পুত্র বটেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'যোগী নিতান্ত নিস্পৃহ বটেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। *দ্র* **বঠা**[১]

বটানি, বটনি [ই] *বি* উদ্ভিদবিজ্ঞান। 'সাইকলজি এবং সোশিয়লজি যে বটানির অন্তর্ভূত ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'সে তো এম.এ.-তে বটানিতে ফার্স্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'হানস বটনির ছাত্র।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

বটানিকেল গার্ডেন [ই] *বি* উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত বাগান; গাছপালা লতাপাতার প্রদর্শনী উদ্যান। 'ডান দিকে শিবপুর বটানিকেল গার্ডেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বটি[১] *দ্র* **বটা**

বটি[২] *অব্য* প্রকৃতই; বটে। 'চিরকাল চাকর তোমার আমি বটি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বটি[৩] [স বটিকা] *বি* বড়ি; ওষুধ। 'ঔষধের পাত্র বটির ডিবা ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বটি[৪] [মু বইনটি] *বি* মাছ, তরকারি ইত্যাদি কোটার ধারালো অস্ত্রবিশেষ। 'মেচুনীরে আপনার আপনার পাটা, বটি, ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্ছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বটিকা [স] **১** *বি* ওষুধ। 'বটিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* কবিরাজি বড়ি। 'যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বটিয়া [স বহিত্র] *বি* বইঠা। 'বটিয়ার তাড়নে জল চাঁদের আলোয় জ্বলিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বটু[১] [স বটু] *বি* বালক ব্রহ্মচারী। 'বসন কাঞ্চন জুত দান করে তুজ্য শত করে কুশে বটু নিমন্ত্রণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বটু[২] *বি* বটগাছ। 'অন্যপারে বাঁশবন, আমবন, পুরোনো বটু, পোড়ো ভিটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বটুয়া *বি* কাপড়ের তৈরি থলেবিশেষ। 'হস্তেত দ্বাদশ বর্ণ বটুয়া আধারি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'ব্লাউজের পরিবর্তে চোলী, ব্যাগের পরিবর্তে বটুয়া।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বটে[১] *দ্র* **বটা**

বটে[২] *অব্য* অবশ্য। 'তুমি থাক যার ঘটে সেজন পণ্ডিত বটে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বঠে *অব্য* বটে। 'আমার বধ্য বঠে বধিব এখনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বটেক *বিণ* সামান্য। 'বটেক না লাগে তোহ্মার মূল।' *সুলতান*, ১৭০০।

বটের [স বর্তক] *বি* তিতিরজাতীয় পাখি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বটোরলুঁ [ব্র] *ক্রি* সঞ্চয় করলাম। 'জতনে জতেক ধন পাপে বটোরলুঁ মেলি পরিজনে খায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বঠই [স বসতি] *ক্রি* বাস করে। 'হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ী জিনউর বঠই।' *চর্যা* ৭, ১২০০।

বঠঠাকুর *বি* ভাশুরকে সম্মানসূচক সম্বোধন। 'এ-সব কথা বঠঠাকুরকে বলব কি করে?' *শরৎ*, ১৯১৩। *দ্র* **বটঠাকুর**

বঠনি, বঠনী *বি* বঁটির নীচের কাঠ। 'আসন বানায়, পাটি বানায়, বঠনি বানায়।' *কায়সার*, ১৯৬২; 'বঠনীতে পা তুলে বসে সেকান্দর।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

বঠা[১] [স বৃৎ] *ক্রি* হওয়া। **বঠ** *ক্রি* হও। 'কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি বঠ করতার।' *মালাধর*, ১৫০০। **বঠে** *ক্রি* হয়। 'আড়ে চৌদ্দকোস বঠে গোবর্দ্ধন গিরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **বঠেন** *ক্রি* বটে। 'তোমার সখা বঠেন তৃদসইশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **বটা**

বঠা[২] *বি* ছোটো বাক্স। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বঠে [স বহিত্র] *বি* কাঠের তৈরি মন্থনদণ্ড; বইঠা। 'কুম্ভীরা বঠে হস্তে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া তালে তালে নীল পচা জল মাই করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

বডিস, বডিজ [ই] *বি* স্ত্রীলোকের ঊর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্বাসবিশেষ। 'বিলাতী বডিজ, সেমিজ, ও মোজা।' *নবনূর*, ১৯০৫; 'যেই পাবে না শেমিজ বডিস।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বড্ড [স বদ্ধ] *ক্রিবিণ* খুব। 'বিবির কথা হাকিম নাকি বড্ড শোনে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বড্ডো [স বদ্ধ] *বিণ* খুব। 'বড্ডো বেশি গায়ে-পড়া কবিত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বড়হিল [স বহ্] *ক্রি* বয়ে। 'বেগ সংসার বড়হিল জাঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

বড়, বড়ঁ [স বড্র] **১** *বিণ* ভীষণ। 'তাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অত্যন্ত। 'বচন ঝরএ তার আমৃতের ধার/ তাক বড় লোভ আহ্মার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'উদরে ধরিল যেই বড়ঁ ভাগ্যবান সেই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বিণ* সম্ভ্রান্ত। 'এতেকেঁ বুঝিল তার বড় কুল জাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *বি* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা পরিবার। 'অলপ হইয়া চাহ বড়র সঙ্গ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৫** *বিণ* বৃহৎ। 'বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৬** *ক্রিবিণ* নেহাত; খুব। 'কেহ বলে তুঞি বড় আছিলি জাগিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৭** *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'তিলকে অধিক ছোট কিসে আমি বড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৮** *বিণ* জ্যেষ্ঠ; সম্পর্কে বড়ো। 'শুন বড় রানি শুন বড় রানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৯** *বিণ* অধিক। 'ইহাতেই বুঝে দেখ শক্তি কার বড়।' *ভবানী*, ১৮২৫। **১০** *বিণ* মহৎ। 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না – ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।' *শরৎ*, ১৯১৭। *দ্র* **বড়ো**

বড়ই **১** *বিণ* খুব। 'যেহ্নু জাএ রাধা কালি বড়ই বিহাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অতিশয়। 'সামীর বড়ই দুলালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বড়ঈ *বিণ* খুবই। 'আপণা ছাওআল বুঝি বড়ঈ কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বড় কথা *বি* অহঙ্কারপূর্ণ কথা। 'তুমি ভাতুড়ে বই তো নয় – ছোট মুখে বড় কথা কেন?' *প্যারী*, ১৮৫৯।

বড়-কর্তা *বি* কর্মাধ্যক্ষ; প্রধান কর্মকর্তা। 'কুঠির কর্ত্তা একবার বড় কর্ত্তার কর্ত্তামী বার করেছিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'কেউ বা বড়-কর্তা, কেউ বা মেজ-কর্তা, কেউ বা ছোট-কর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'অফিসের বড়-কর্তা।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বড় কাল *বি* অতিশয় ভয়ংকর। 'সিসুকালে না মাইলে হৈব বড় কাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বড়কুটুম *বি* স্ত্রীর ভাই। 'সাক্ষাৎ বড়কুটুম যে!' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বড় গলা *বি* দম্ভ। 'তোর যে বড় গলারে ভাইখাকী।' *কেরি*, ১৮০২।

বড় ঘর [বড়+ঘর] **১** *বি* অভিজাত পরিবার। 'ক্রমে২ ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* ধনী পরিবার। 'বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বি* অন্দরমহল। 'এমন সময় বড়ঘর থেকে তীক্ষ্ণ ডাক শোনা গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

বড় চাল *বি* বড়োলোকি। 'ইহারা গম্ভীর মূর্ত্তি ধরে ও বড় চালে কথা কহে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বড় ছোট লোক *বি* সর্বসাধারণ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

বড় জন *বি* বড়ো ব্যক্তি। 'যে বা হএ বড় জন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বড় জোর *ক্রিবিণ* খুব বেশি হলে। 'ক্রমাগত গরম মসলা পড়িতেছে - চেষ্টা হইতেছে যাহাতে দশ, বড় জোর সাড়ে দশের আগেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'বড়জোর এরা আমার জন্য বেদনাবোধ করে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

বড়তর [বড়+স তর] *বিণ* তুলনায় বড়ো। 'দুই দীপ্তি বড়তর দীপ্তি।' *কেরী*, ১৮০১।

বড়ত্ব **১** *বি* বড়োর ভাব। 'যে-বড়ত্ব তার অন্তরের বেদনাকে নিবিড়তম ও গভীরতম করে তুলেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩। **২** *বি* মহত্ত্ব। 'বড়ত্ব গ্রন্থের আয়তনে নয়, হৃদয়ের প্রসরতায়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বড়দরের *বিণ* উচ্চস্তরের। 'হিম্মৎ সিং ... ভারতীয় ফৌজের বড়দরের অফিসার ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বড়দা *বি* বড়ো ভাই। 'সুপরি মৌরী খায় না বড়দা।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

বড়দাদা *বি* বড়ো ভাই। *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'কেবল মনে আছে বড়দাদা সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বড়দিদি *বি* বড়ো বোন। 'বিজয়া। বড়দিদি! তুই যাবি নে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বড় দিন *বি* খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব; ক্রিসমাস। *দর্পণ*, ১৮২১; 'সকলেই বড় দিন, গুড ফ্রাইডে ইত্যাদি কয়েকটি ইংরাজী পর্ব্বদিনের নাম শুনিয়াছেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বড় বড় **১** *বিণ* বড়ো আকারের। 'উঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ লোম আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **২** *বিণ* কর্তৃত্বব্যঞ্জক। 'বড় বড় বিদেশী কথার মুখোশ পরিয়া আমরা তো আপনাকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বড়বাপ [বড়+স বপ্র] *বি* পিতামহ। 'তোর বড় বাপ ছিল অকালে লোটায়্যা মইল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বড় বাড় ভাল নয় – খুব বেড়ে ওঠা ভালো নয়, কারণ বেশি বাড়লেই পতনের সম্ভাবনা বেশি থাকে। *সুবল*, ১৯০৬।

বড়বাবু [বড়+বাবু] *বি* জ্যেষ্ঠ বাবু। 'প্রথম বড়বাবু আপনি নাম লিখিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বড়মনর্শ [বড়+স মনুষ্য] *বি* বড়ো মানুষ; প্রভাবশালী লোক। 'দুই এক বড়মনর্শের আশ্বাস আছে।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

বড়মানষী *বি* বড়োলোকি ভাব। 'সে এক বড়মানষী।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

বড় মানুষ **১** *বি* অভিজাত লোক। 'আভিজাত্য আছে বড় মানুষের পুত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড় মানুষ হয়ে পড়েন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* ধনী। 'জরীর কাপড় ও পরিষ্কৃত কোঁচার দ্বারা, আপনি বড় মানুষ সাজে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* মহৎ মানুষ। 'টাকা থাকলেই বড়লোক হওয়া যায় বটে, কিন্তু বড় মানুষ হওয়া যায় না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বড়মানুষী [বড়+স মানুষ>] **১** *বি* বিলাসী জীবনযাপন। 'সেই টাকা এবং লোকদিগকে লইয়া বড়মানুষী করিতেছেন।' *সুলভ সমাচার*, ১৮৭০। **২** *বিণ* সম্পদশালী। 'ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বড়মানুষী রকমে থাকেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বড় মানুষের স্কুল *বি* ধনীদের স্কুল। 'হ্যারো ও ইটন এই দুইটী বড় মানুষের স্কুলে একটী অতিশয় মন্দ রীতি চলিত আছে। *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বড়য়ি [স বদ্রু>] *বিণ* খুব; অতিশয়। 'তোর মোর হৈবে কাহাঞিঁ বড়য়ি বাখান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বড়রূপে *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে; সাবধানে। 'বড়রূপে রাখিয় ইহা করিয়া সঙ্গতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বড়লাট [বড়+ই লর্ড>] *বি* ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের গবর্নর জেনারেল। 'লাট বড়লাট ও গবর্ণমেন্ট কর্মচারীগণের ...।' *ছোলতান*, ১৯১৯।

বড়লোক **১** *বি* বিশেষ ব্যক্তি। 'তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ধনী ব্যক্তি। 'বিষয়সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* মহাপ্রাণ। 'খুল্লনা বলেন তরু তুমি বড়লোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* উচ্চবর্ণের মানুষ। 'গোপাল ঠাকুর ... বড় লোক। কেন না গোপাল ব্রাহ্মণ জাতি!' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **৫** *বি* শ্রেষ্ঠ লোক। 'এই জলিবোট-শায়ী বিমুগ্ধ যুবক রামমোহন রায়ের চেয়ে বড়লোক?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৬** *বি* বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। 'বড়োলোকের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে ক্রমে আলাপের বিষয় ফুরিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বড়লোকি *বি* ধনীর মতো আচরণ। 'জনসাধারণের বিস্ময়ের হেতু ... তার বড়লোকি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বড়লোকিয়ানা *বি* বাবুগিরি। 'ঠিকে ঝিকে নিয়ে বড়লোকিয়ানা করে সিনেমা দেখতে চললে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বড়শিঙ্গ [বড়+স শিঙ্গা] *বিণ* বড়ো শিঙবিশিষ্ট। 'এক বড়শিঙ্গ হরিণ এক পরিষ্কৃত জলাতে জল পান করাতে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বড়শিঙ্গা *বিণ* বড়ো শিঙবিশিষ্ট। 'এক জন্তু এক বড়শিঙ্গা হরিণের দ্বারা ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বড়সড় *বিণ* বেশ বড়ো। 'মারা গেল সে – অমন বড়সড় ছেলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

বড় সাহেব **১** *বি* প্রধান কর্মকর্তা। *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'বড়সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* বড়ো কর্তা। *ডানকান*, ১৭৮৪। **৩** *বি* গভর্নর জেনারেল। *ক্যালগে*, ১৭৮৫। **৪** *বি* গভর্নর। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

বড় সাহেবি [বড়+আ সাহিব>] *বি* বড়ো সাহেবের কাজ বা পদ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

বড় হাঁড়ির আমানি ভাল – মহৎ মানুষের কটু কথাও উপকারী। 'ওলো তুই বুঝিস না। বড় হাঁড়ির আমানি ভাল।' *গৌর*, ১৮২২।

বড়হি *বিণ* অতি। 'মুনি হইয়া রাজ্জ চিন্তা বড়হি গরিষ্ট।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বড়া [স বড্র] *বি* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা পরিবার। 'বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার সভাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বড়ামুদে *বিণ* বড়োই স্ফূর্তিবাজ। 'নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বড়ামুদে বকলে রমণীমেলক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বড়² [স বর] *বি* বর। 'আজ্ঞী তোকে বড় দিয়া করিব উপকার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বড়³ [স ওড্র] *বি* জবা ফুল। 'গলায় বড় চুনকালি কপালে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বড়কি *বি* বয়স্ক ব্যক্তি। 'বড়কি নাচে ছুটকি নাচে/ মুটকি নাচে ধাতিং তিং।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বড়বা [স] *বি* ঘোড়া। 'শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বড়শা *বি* বর্শা; বল্লম। 'কেহবা বড়শা লোফে চোরেরে মারিতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। *দ্র* **বর্শা**

বড়শি, বড়সি [স বড়িশী] *বি* বাঁকানো লোহার আলযুক্ত কাঁটাবিশেষ যাতে টোপ গেঁথে মাছ ধরা হয়। 'বড়শি বাহিয়া বড় বড় মাছ পায়।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'বড়সি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বড়শি-বেঁধা *বিণ* বড়শিতে আটকা পড়েছে এমন। 'আমি বড়শি-বেঁধা মাছের মতো।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বড়া¹ *বিণ* অত্যন্ত। 'আখেরী কেচ্ছার তরে করে বড়া গম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বড়া² [স বটক] **১** *বি* তেলে ভাজা খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। 'হাঁসডিমে কিছু তোল বড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পিঠাবিশেষ। 'এইবার কিন্তু বড়া করে দিতে হবে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বড়া পিঠা *বি* এক ধরনের পিঠা। 'পাঠিসাপটা পিঠা, বড়া পিঠা।' *জসীম*, ১৯৬০।

বড়াই [স বৃদ্ধি>] **১** *বি* গর্ব। 'কাটিয়া সকল অস্ত্র করিল বড়াই।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* উচ্চ প্রশংসা। 'না বুজিয়া মুড় সভে তোকে বড়াই দিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* আড়ম্বর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বড়াই কহনিয়া *বি* আস্ফালনকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বড়াং *বি* আস্ফালন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বড়াঞি *বি* বাহবা। 'না বুঝিয়া লোকসব বড়াঞি তারে দিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বড়াম্ল [স] *বি* বড়া দিয়ে রান্না করা অম্লরসের ব্যঞ্জন। 'মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বড়ারি, বড়ারী *বি* (সংগীত) একটি রাগিণী। 'বড়ারী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। 'পূরবী বড়ারি পাছে সারাঙ্গ মায়ূরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বড়াল *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামদাস বড়াল।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বড়ি¹, বড়ী¹ **১** *বিণ* বড়ো। 'আহ্মার বচন শুণ তোহ্মে বড়ি মা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অতিশয়। 'আজলী রাধা তোঁ আবালী বড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'স্বামীর সোহাগে তার গর্ব হইয়াছে বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রিবিণ* বড়ো ক'রে। 'নয়ন ঘুরায় বড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বড়ি², বড়ি² [স বটী] **১** *বি* ডালের তৈরি গোলাকৃতির খাবার বিশেষ; বড়া। 'কেহ দিল চালু কড়ি কেহ দিল ডালি বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গোলাকৃতির বা গুটিকাকৃতির বিষ্ঠা। 'ছাগলের বড়ি।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* বটিকা; গুটিকাকৃতির ওষুধ। 'গণ্যা গণ্যা বারি করে ঔষধের বড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'পয়সা জমাচ্ছে, কবিরাজের বড়ী খাচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

বড়িআ [স বটিকা] *বি* বড়ে; দাবার ঘুঁটি। 'পহিলেঁ তোড়িয়া বড়িআ মরাডিইউ।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

বড়িশী [স] *বি* বড়শি। 'মৎস্য সকল মাংসেতে আচ্ছাদিত বড়িশী অজ্ঞানতা প্রযুক্ত খাইয়া বিপদে পড়ে।' *গৌর*, ১৮২২। *দ্র* **বড়শি**

বড়ী কাবাব *বি* মাংসের তৈরি কাবাববিশেষ। 'শিক কাবাব, শামী কাবাব, বড়ী কাবাব, মিশরী (মিশরীয়) কাবাব অল্প অল্প খেতে পারেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বড়ু [স বটু] **১** *বি* ছোটো ছেলে। 'বড়ুরূপে রহিলা কৃষ্ণ তাহাকে ছলিতে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সন্তান। 'আমি ত ব্রাহ্মণ বড়ু।' *সুলতান*, ১৭৫০।

বড়ুয়া [স বটু>] *বি* ব্রাহ্মণপুত্র। 'কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বড়ে *বি* দাবার ঘুঁটি। 'কেহ বা বড়ে টেপেন – কেহ বা তাস পেটেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'বড়েগুলোকে বুদ্ধিপূর্বক চালাইলেই বাজি মাৎ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বড়ো **১** *বিণ* খুব। 'আমদানী খরচ জমা এ সকল বড়ো লেঠা …। *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'রবিবারে কুঠিওয়ালারা বড়ো ঢিলে দেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* পরিণত। 'যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে তাকেই আমরা ভাবুক বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* স্থূল। 'ছোটো পাত্রে তাকে ধরে না এবং বড়ো পাত্রে তার ঢিলে বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বিণ* তাৎপর্যপূর্ণ। 'তুমি একটা খুব বড়ো কথা কহিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৫** *বিণ* ভারী। 'তোমাদের কথাটা অত্যুক্তিতে বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৬** *বিণ* বেশি। 'মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৭** *বিণ* উদার। 'মন যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। *দ্র* **বড়**

বড়ো-আপন *বিণ* একান্ত নিজের। 'বড়ো-আপন কাছের জিনিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বড়ো একটা *ক্রিবিণ* বিশেষভাবে; খুব বেশি। 'শেষ কথাগুলিতে বড়ো একটা কান না দিয়া কহিল …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বড়ো করা *ক্রি* মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ করা। 'নামে মানুষকে বড়ো করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বড়ো-কর্তা [বড়ো+স কর্তা] *বি* সর্বোচ্চ কর্তা। 'একটা ব্যথিত হৃদয়ের আওয়াজ শুনিয়া ছোটো হইতে বড়ো কর্তা পর্যন্ত ক্ষিপ্তপ্রায় …।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বড়ো কাজ *বি* গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 'ইংলন্ড বড়ো হয়ে উঠে মানবসমাজে বড়ো কাজ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বড়ো গোসাঁই *বি* প্রধান পুরোহিত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বড়োঘর [বড়ো+ঘর] *বি* অবস্থাপন্ন পরিবার। 'মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড়োঘরে বিবাহ দিতে পারিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বড়োজোর [বড়ো+ফা জোর] *বিণ* খুব বেশি হলে। 'বড়োজোর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এবং মকদ্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বড়োত্ব *বি* শ্রেষ্ঠত্ব। 'পৃথিবীর ছোটো এবং বড়ো, খাঁটি এবং ঝুঁটা,

সমস্ত বড়োত্বের গোরস্থান করিয়া রাখিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বড়ো-দি *বি* বড়ো দিদি। 'যদি জোটে দরদি ছোটো-দি বা বড়ো-দি অথবা মধুরা কেউ নাতনির র‍্যাঙ্কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বড়োবউ *বি* জ্যেষ্ঠ ছেলের স্ত্রী। 'বড়োবউয়ের সৎকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি রটিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বড়ো বড়ো ১ *বিণ* ডাগর। 'বড়ো বড়ো আকুল নয়নে/ শুধু মুখপানে চেয়ে রয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* গাল-ভরা। 'বড়ো বড়ো বিদেশী কথার মুখোশ পরিয়া আমরা তো আপনাকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* পাকা পাকা। 'এত বড়ো বড়ো কথা তার মুখখানি একরত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৪ *বিণ* বিরাট। 'তাহা বড়ো বড়ো বন্দরে প্রেরণ করা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৫ *বিণ* বেশি টাকাপয়সাওয়ালা। 'কেবল বড়ো বড়ো সওদাগরেরাই সংশ্লিষ্ট তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বিণ* বিখ্যাত। 'য়ুরোপেও অনেক বড়ো বড়ো চিত্রলেখক ও ভাস্করকে বহুকাল অনাদর ও অনাহারের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৭ *বিণ* বড়ো আকারের। 'দ্বারে বড়ো বড়ো গাড়ি আসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৯ *বিণ* বিরাট আয়তনের। 'বড়ো বড়ো রাজ্যসাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ১০ *বিণ* দীর্ঘ ও প্রশস্ত। 'খোন দিয়ে বড়ো বড়ো নদী বয়ে গিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ১১ *বিণ* লম্বা। 'বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতে জাল পেতেছে জেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ১২ *বিণ* অতিশয়। 'বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বড়োবাবু ১ *বি* জমিদার। 'বড়োবাবু ডিহির কাছারিতে আসিয়াছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* প্রধান কেরানি। 'আমি যদ্দিন এখানে বড়োবাবু আছি।' *মানিক*, ১৯৩৭।

বড়ো-মানষি *বিণ* বড়োলোকি। 'য়্যা বড়ো-মানষি চাল, যেন কোনো নবাবের মেয়ে!' *নজরুল*, ১৯২৭।

বড়োমানুষ [বড়ো+স মানুষ] ১ *বি* ধনী লোক। 'বড়োমানুষ বড়োমানুষকেই খাতির করে, আমরা গেলে হদ্দ বলবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান; অভিজাত ব্যক্তি। 'বেচারামবাবু কেনারামবাবুর পুত্র – বুনিয়াদী বড়ো মানুষ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বড়োমানুষি [বড়ো+স মানুষ>] *বিণ* বড়ো মানুষের মতো। 'মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমানুষি চাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বড়োলোক [বড়ো+স লোক] ১ *বি* আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তি। 'দেশের কতকগুলি বড়োলোক বড়ো বড়ো পাগড়ি পরিয়া নাচন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* ধনী ব্যক্তি। 'গবরমেন্টের দোহাই পেড়ে এরা বড়োলোক হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* নাম-করা ব্যক্তি। 'কোনো বড়োলোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বড়োলোকত্ব [বড়ো+স লোক+স ত্ব] *বি* বড়োলোকের বৈশিষ্ট্য। 'কোথা তবে তার বড়োলোকত্ব?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বড়োলোকি *বি* ধনাঢ্যতা। 'দেবতার কাছে বড়োলোকি চলবে না।' *মানিক*, ১৯৪০।

বড়োসাহেব ১ *বি* গবর্নর জেনারেল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* প্রধান কর্মকর্তা। 'আপিসে ... বড়োসাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বড়োসড়ো *বিণ* অতিশয় বড়ো। 'দু দিনে দুটি বেশ বড়োসড়ো রকমের কবিতা শেষ করে ফেলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বড়ো হওয়া ১ *ক্রি* বৃদ্ধি পাওয়া। 'বড়ো হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* গৌরবান্বিত হওয়া। 'ইংলন্ড বড়ো হয়ে উঠে মানবসমাজে বড়ো কাজ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৩ *ক্রি* বয়স বাড়া। 'যখন একটু বড়ো হইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বণ [স বন] *বি* জঙ্গল। 'এ বণ ছাড়ী হোহু ভান্তো।' *চর্যা* ৬, ১২০০। *দ্র* **বন**

বণিক [স] ১ *বি* ব্যবসায়ী। 'একে একে বণিকের কত নিব নাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'হরু ঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক এই তিন জনের দল।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বণিকগৃহিণী [স] *বি* ব্যবসায়ীর স্ত্রী। 'ধনমদগর্বিতা বণিকগৃহিণীর মতো উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বণিকচরিত্র [স] *বি* ব্যবসায়ী-স্বভাব। 'তাদের বণিকচরিত্র এতটুকু লুপ্ত হলো না।' *সনৎ*, ১৯৭০।

বণিকজাতি [স] *বি* ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। 'বণিকজাতি রাজসিংহাসনে বসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বণিকপথ [স] *বি* বাণিজ্য। 'বিদেশের বৈশ্য যদি এই বণিকপথের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে ...।' *সবুজ*, ১৯২০।

বণিকপ্রভু [স] *বি* কারখানার মালিক। 'বণিকপ্রভু চোখ রাঙায়, কারখানায় বন্ধ কাজ।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

বণিকবৃত্তি [স] *বি* ব্যবসাদারি; সওদাগরি। 'বণিকবৃত্তি সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বণিকসম্রাট [স] *বি* ব্যবসায়ীদের প্রধান; শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী। 'এমন সময় যত-সব রাজদূত, রাষ্ট্রনায়ক, বণিকসম্রাট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বণিক-সম্প্রদায় [স] *বি* ব্যবসায়ী শ্রেণী। 'স্বতন্ত্র একটি কোম্পানি অর্থাৎ বণিক-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বণিকিনী [স] *বি* বণিকের স্ত্রী। 'নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

বণিগবৃত্তি [স] *বি* বণিকের পেশা। 'দেশের প্রজারা বণিগবৃত্তি অবলম্বন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বণিজ [স] *বি* বাণিজ্য। 'খদিজা-থু ধন লই বণিজ করএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

বণিজা *বি* বণিক। 'চলহ বণিজে তুহ্মি বণিজার সাথে।' *সুলতান*, ১৭০০।

বণিজি *বিণ* বাণিজ্যিক। 'বণিজি দোকান কত শতশত ঠাঁই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বণিতা [স বনিতা] *বি* স্ত্রী। 'প্রভুর বণিতা হেন বোলে পাপীগণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

বণ্টন [স] ১ *বি* বিতরণ। 'মুঞি সে করিনু পূর্বে অমৃত বণ্টন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* বিভাজন। 'নিজ নিজ অংশ বণ্টন করে নেয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বণ্টিত [স] *বিণ* বণ্টন করা হয়েছে এমন। 'যৌক্তিকতার নিত্তির উপর নির্ভর ক'রে বণ্টিত বা নিরূপিত হয় না।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

বণ্ড [ই] *বি* চুক্তিপত্র। 'তারে বুঝিয়ে ঠিক করতে হবে যাতে একখানা (bond) বণ্ডে সই করে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বতরিবৎ, ব-তরিবত [ফা ব+আ তরবিয়ত] *ক্রিবিণ* আদব-কায়দার সঙ্গে। 'কি করে কোন্-ডিনারের মায়ের এসপেরেগাস রান্নার বর্ণনা বতরিবৎ বয়ান করি।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'এরা ... মাসে দুবার প্রেস করিয়ে ব-তরিবত পরতে জানে না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বতারিখ [ফা ব+আ তারিখ] *ক্রিবিণ* তারিখসহ; তারিখযুক্ত। *ডানকান*, ১৭৮৬।

বতিস [পা বত্তিংস] *বিণ* বত্রিশ। 'বতিস তান্তি ধনি সএল ব্যাপিউ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। *দ্র* **বত্রিশ**

বতোর *বি* ফসল তোলার উপযুক্ত সময়। 'বতোর দিনে মগরা-মগরা ধান আসে ঘরে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বস্তা *বি* থলে। 'কাগজের বস্তাহাতে কিতাব কোরান।' *বিজয়*, ১৬৫০। *দ্র* **বটুয়া**

বত্তিয়ে যাওয়া *ক্রি* বর্তে যাওয়া; ধন্য হওয়া। 'তাঁর পায়ের এতটুকু ধুলো পেলে তোরা বত্তিয়ে যেতিস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বত্তিশ [পা বত্তিংস] *বিণ* বত্রিশ সংখ্যক। 'শিরে বন্দো রাউলের বত্তিশ আমিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০। *দ্র* **বত্রিশ**

বত্তিস [পা বত্তিংস] *বিণ* বত্রিশ। 'বত্তিস কুলকুচাত্র ধর্ম্ম পবিত্র হইআ।' *রামাই*, ১৭১০।

বত্তীস [পা বত্তিংস] *বিণ* বত্রিশ সংখ্যক। 'বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বত্ত [স বৃৎ>] *বি* বেঁচে থাকা। 'ও তার স্বরূপে রূপ আছে বত্ত।' *লালন*, ১৮৯০।

বত্রিশ [পা বত্তিংস] *বিণ* বত্রিশ সংখ্যক। 'বত্রিশ লক্ষ টাকা রাজকর দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বত্রিশ নাড়ি *বি* মর্মস্থল। 'বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে আমারও আঁখি সজল হয়ে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বত্রিশপাটী *বি* বত্রিশ সারি বা বত্রিশটি। 'দাঁত বত্রিশপাটী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

বত্রিশা [পা বত্তিংস] *বিণ* বত্রিশ সংখ্যক। 'বত্রিশা আঁঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বৎস [স] ১ *বি* বাছুর। 'গাই নাহি দুইতে বৎস মেলিয়া পাঠায়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* শিশু। 'বৎসগণ সঙ্গে আইসে বেণু বাজাইয়া ...।' *মালাধর*, ১৫৭০।

বৎসতরি [স বৎসতরী] *বি* বকনা বাছুর। 'বৃষ ও বৎসতরি আনিয়াছ।' *কেরি*, ১৮০২।

বৎসতরী [স] *বি* বকনা বাছুর। 'তাই বলি বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত বৃষোৎসর্গ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বৎসপদ [স] *বি* শিশুর পা। 'সংসারসাগর তরে বৎসপদ প্রায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বৎসরূপ [স] *বি* বাছুরের আকৃতি। 'আর কোন জন তবে বৎসরূপ ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৎসহারা [স বৎস+হারা] *বিণ* সন্তান হারিয়েছে এমন। 'বৎসহারা কোন সাহারা হা হা করে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

বৎসে *বি স্ত্রী* বাছা। 'রাজমহিষী দুহিতার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, বৎসে!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বৎস্য [স বৎস] *বি* বাছুর। 'আনন্দিত হইল সবে ধেনু বৎস্য পাইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বৎসর [স] *বি* বছর। 'এগার বৎসরের বালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বৎসর বৎসর *ক্রিবিণ* প্রতি বছর। 'বৎসর বৎসর দেখিতেছি এ অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের সমাগম উত্তরোত্তর অল্পই হইয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বৎসরান্ত [স] *বি* বছরের শেষ সময়। 'বৎসরান্তে যে টাকার উপরে যত সুদ হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বৎসরাবধি [স] *ক্রিবিণ* এক বছর পর্যন্ত। 'খাদ্য সামিগ্রি বৎসরাবধি সপরিবারে খাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত।' *রামরাম*, ১৮০১।

বৎসরীয় [স] *বিণ* বাৎসরিক। 'তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বৎসল [স] *বিণ* অনুরাগযুক্ত; অপত্য নির্বিশেষে স্নেহপরায়ণ। 'সেবক বৎসল তুমি করিলে প্রকাশ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৎসলা [স] *বিণ স্ত্রী* বৎসল। 'ভকতবৎসলা নাম কি বলিব আর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বথু [স বস্তু] *বি* বস্তু। 'কোন বথু লআঁ জাহা মথুরা তাহার দেহ বিচারা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বদ[1] [স বধ] *বি* হত্যা। 'জরাসিন্ধের বদ কথা বড় রসময়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮০।

বদ[2] [ফা] ১ *বিণ* মন্দ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* বিশ্রী; কুৎসিত। 'মেয়টাকে ভারি বদ দেখতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* দুষ্ট। 'এমন বদ ছেলেও তো দেখিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৪ *বিণ* রুক্ষ। 'আমার মেজাজ কি এতই বদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বদ-অভ্যাস [ফা বদ+স অভ্যাস] *বি* খারাপ স্বভাব। 'তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ-অভ্যাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'যেসব কুপ্রথা ও বদঅভ্যাস আমাদের সমাজদেহে বিরাট বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

বদকণ্ঠ [ফা বদ+স কণ্ঠ] *বি* বেসুরো কণ্ঠ। 'বদকণ্ঠলোকবাসী আমরা কজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বদকর্মী [ফা বদ+স কর্মী] *বি* মন্দ কাজ করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বদকাম [ফা বদ+কাম] *বি* অপকর্ম। 'সাপ নহে ফেরেশতা যে করিল বদকাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বদকার [ফা বদ>] ১ *বিণ* কুকর্মে পারদর্শী। 'যতেক খেলাফ আমি যতেক বদকার।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* খারাপ কাজ। 'মনে পড়ে শুধু অসংখ্য বদকার।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

বদকিসমত [ফা বদ+আ কিসমত] *বিণ* দুর্ভাগা। 'বহুবার বানের পানি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের এই বদনসিব, বদকিসমত দেশটাকে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বদ-খবর [ফা বদ+আ খবর] *বি* দুঃসংবাদ। 'সদাগর বিস্তর আপসোস করলেন নিরীহ একটি পাখিকে বেমক্কা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্য।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বদখশানী *বিণ* বদখশান নামক জায়গায় প্রাপ্ত। 'আমাকে উপহার দিলেন এক বদখশানী রুবি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বদখেয়াল [ফা বদ+আ খেয়াল] *বি* খারাপ ইচ্ছা; মন্দ প্রবৃত্তি। 'সে বদখেয়ালে হঠাৎ শিং জোড়াটা কাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বদখেয়ালি [ফা বদ+আ খেয়াল>] *বিণ* মন্দ খেয়ালজাত বা

খেয়ালের। 'স্বভাবটা যার বদখেয়ালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বদখেয়ালী [ফা বদ+আ খেয়াল>] *বি* কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোক। 'টাকা থাকলেই বদখেয়ালী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

বদগন্ধ [ফা বদ+স গন্ধ] *বি* দুর্গন্ধ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'একটা বদগন্ধ উঠছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বদজবান [ফা বদ+ফা জবান] *বি* খারাপ কথা। 'আপনি পুলিশকে বড় বদজবান বলছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বদজাত [ফা বদ+স জাত] **১** *বিণ* দুষ্ট। 'এজিদের কেতাবত লেখে বদজাত।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* দুর্বৃত্ত। 'বদজাত। আবতলক শোয়া হেয় – উঠো।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বদজাতি [ফা বদ+স জাতি] *বি* খারাপ আচরণ। 'দেখিলে বদজাতি?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বদতরহ [ফা বদ+আ তরহ্] *বিণ* নিম্ন রকমের। *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

বদদেমাগী [ফা বদ+আ দিমাগ] *বিণ* উগ্র অহংকারী। 'ফেলু মিঞা বদদেমাগী হবে কেমন করে?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

বদ-দোয়া [ফা বদ+আ দুয়া] *বি* অমঙ্গল কামনা; অভিশাপ। 'আমার নূরুকে কোনো আহা-দিল বদ-দোয়া দিসনে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'যদি বাহার গায়ে বদদোয়া লাগে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বদনজর [ফা বদ+ফা নজর] *বি* কুদৃষ্টি। 'লুন্দর শেখের বদনজর, গ্রামের যত গুণ্ডা সাণ্ডার গুরু।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বদ-নসিব [ফা বদ+আ নসিব] **১** *বি* দুর্ভাগা ব্যক্তি। 'বদ-নসিবের বরাত খারাব।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* হতভাগ্য। 'দলিত বদ-নসিব।' *নজরুল*, ১৯৪১।

বদনাম [ফা] *বি* দুর্নাম। 'মাল মাত্তা গেল কেবল রহিল বদনাম।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'মন্দকাজ করিলেই মানুষের বদনাম হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বদনামি, বদনামী [ফা বদনাম>] **১** *বি* মিথ্যা প্রচার করা; বদনাম করা। 'চুরি জুয়াচুরি পরদারী ভাঁড়ামী ঠকামী বদনামী কোটনামীতে অদ্বিতীয়।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* নিন্দিত লোক। 'আমি একটা বদ্‌নামী হয়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৩** *বিণ* মিথ্যা প্রচার করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৪** *বি* কুখ্যাত ব্যক্তি। 'একজন পোলিটিক্যাল বদনামির সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৫** *বিণ* দুর্নাম আছে এমন; কুখ্যাত। 'আমরা থাকি বদনামি দলের শিরোমণি হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বদনিয়ম [ফা বদ+স নিয়ম] *বি* বাজে অভ্যাস। 'প্রথম দিকে বিশ্রী বদনিয়ম বলে মনে হতো।' *হাসান*, ১৯৬৯।

ব'দফা [ফা ব+আ দফআহ্] *বি* মন্দ। 'সে ধন এখন, হারালি রে মন এমনি তোর কপাল ব'দফা।' *লালন*, ১৮৯০।

বদফাল [ফা বদ+আ ফাল] *বি* দুর্ভাগ্যের চিহ্ন। 'সারা গায় জাগে কলুষিত বদফাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

বদবখত, বদ্‌বখত [ফা বদ+আ বখ্‌ত] *বিণ* হতভাগা। 'শাহ সাহেব বলিলেন, "কাফের ! বদবখত ! বেতমিজ"।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'আফগানিস্তানের বদ্‌বখত ও ছেয়াহ্‌ বখ্‌ত লোকদের উপর রাজত্ব করিতেছেন না।' *রোকেয়া*, ১৯২৯।

বদবোই [ফা বদবু] *বি* দুর্গন্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বদভ্যাস [ফা বদ্+স অভ্যাস] *বি* খারাপ অভ্যাস। 'চুপ করে থাক, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল না।' *সুকুমার*, ১৯২০।

বদমাইশ, বদমাইস [ফা] *বিণ* দুর্বৃত্ত; দুষ্ট। 'হুতোমে বর্ণিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।' *হুতোম*, ১৮৬২; 'তুই কি এই বদমাইসদের দলে মিশে গেছিস।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বদমাইশি, বদমাইশী [ফা বদমাইশ>] *বি* দুর্বৃত্তপনা। 'বদমাইশী ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬২; 'দাঁত কিড়মিড় করে বলল, তোর বদমাইশি বার করবো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

বদমায়িসী *বি* দুর্বৃত্তপনা; দুশ্চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। 'এই সকল বদমায়িসী চিরদিন থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বদমায়েশ, বদমায়েস *বিণ* দুর্বৃত্ত। 'নানা প্রকার বদমায়েশ লোক ঐ স্থানে পিল পিল করিয়া আসিত।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'সমস্ত নিষ্কর্মা এবং বদমায়েস লোক যোগ দিয়াছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

বদমায়েশি, বদমায়েশী **১** *বি* ভান; ছলনা। 'ও বেটার কাঁপুনি-টাপুনি সমস্ত বদমায়েশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বি* বজ্জাতি। 'বদমায়েশির মাসি পিসি।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'মানুষের বদমায়েশীর উপর নজর রাখবেন কি করে?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বদমায়েসি, বদমায়েসী **১** *বি* অপকর্ম। 'স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিয়া সেখানে বদমায়েসী করিতেছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩; 'কর্মবাচ্যে গেলে আর বদমায়েসি থাকবে না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। **২** *বি* শয়তানি; দুষ্ট কাজ। 'কেউ কেউ বদমায়েসী করে একটা এটাচমেন্ট (attachment) বার করে পারে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বদমাশি, বদমাশী **১** *বি* যন্ত্রণা। 'বাতের বীমারীর বদমাশীতে শয্যাশায়ী হতে হলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* লম্পটের আচরণ। 'তার সঙ্গে এরকম বদমাশি করবে তা ধারণার অতীত ছিলো চাকরানিটার।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

বদমাস **১** *বি* খারাপ লোক। 'জনকতক বদমাস তোমার সঙ্গ নিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বিণ* দুষ্ট। 'বাবু, শালা বদমাস হ্যায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বদমাসি *বি* অপকর্ম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বদমিজাজ [ফা] *বি* বদমেজাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বদমিজাজি [ফা বদমিজাজ>] *বিণ* উগ্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বদমেজাজ [ফা বদমিজাজ>] *বি* উগ্র মেজাজ। 'মাঝিমহাশয়ের বিষম বদমেজাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বদমেজাজি, বদমেজাজী [ফা বদমিজাজ>] *বিণ* উগ্র বা চড়া মেজাজের। 'বদমেজাজি বা আদুরে মেয়ে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'খুব রাগী, বদমেজাজী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বদরসিক [ফা বদ+স রসিক] **১** *বিণ* রসজ্ঞানহীন; ভাঁড়। 'কী রকম বদরসিক লোকটা?' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* বেরসিক। 'তুমি কী করে এমন বদরসিক হলে বলো তো?' *নজরুল*, ১৯৩৮; 'শ্রেষ্ঠ শরাব পান করে নেয় বদরসিকে।' *নজরুল*, ১৯৪২।

বদরাগ [ফা বদ+স রাগ] *বি* উগ্র মেজাজ। 'মেয়েটি বরাবরই বদরাগ ... কদর্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

বদরাগি, বদরাগী **১** *বিণ* অল্পতে রেগে যায় এমন। 'সাহেবটাও বড় বদরাগী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **২** *বি* বদমেজাজি। 'বদরাগি তার এক-খেয়ালি।' *নজরুল*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* রগচটা; অল্পতে রেগে যায় এমন। 'বদরাগি খালাজিটিকে একবার খুব দু কথা শুনিয়ে দেব।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বদরোগ [ফা বদ+স রোগ] *বি* খারাপ রোগ; কু-অভ্যাস। 'এ বদরোগটা ভয়ানক মজ্জাগত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বদলোক [ফা বদ+স লোক] *বি* মন্দ লোক। 'দুচারটা বদলোকের দোষে ... সব চাষীর উপর গোশা হবার পার না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বদ শ্লেষ্মা [ফা বদ+স শ্লেষ্মা] *বি* গুরুতর রকমের শ্লেষ্মারোগ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বদসরহ [ফা] *বিণ* খারাপ। 'তুমি আমাকে বদসরহ গালি দিয়াছ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

বদসুর [ফা বদ+স সুর] *বিণ* শ্রুতিকটু। 'এমন-সব কথা ... জোরে না বললে ভারি বদসুর লাগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বদসুরত [ফা বদ+আ সুরাত] *বিণ* কুৎসিত চেহারার। 'বড় বদসুরত আম্বরিটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বদহজম [ফা বদ+আ হজম] *বি* হজমে সমস্যা। 'বদহজমের ভয়ও বড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বদহজমি [ফা বদ+আ হজম>] *বি* পরিপাকে গোলমাল। 'অতিভোজনের দরুণ বদহজমিও হল দু-চারজনের।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বদড়া দিন [মু বাদর>] *বি* খারাপ দিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বদতি [স] *ক্রি* বলে। 'সঘন রোদিতি, বদতি পতি প্রতি রহত বিদগ্ধরাজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বদন [স] **১** *বি* মুখমণ্ডল। 'বিকৃত বদন উমত মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মুখ; কণ্ঠ। 'এই ত বলিলা হরি আপন বদনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বদন-ইন্দু [স] *বি* চাঁদমুখ। 'তোহ্মার বদন-ইন্দু অমিয়ার আশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বদনকমল [স] *বি* কমলের মতো বদন বা মুখ। 'বদনকমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বদনখাস [স বদন+আ খাস] *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'বদনখাস, সরবতি, কাসিদা, কুমীস, ডুরিয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বদনচাঁদ [স বদন+চাঁদ] *বি* চাঁদের মতো মুখ। 'কেন অধোমুখে কাঁদ আবরি বদনচাঁদ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বদনচান্দ [স বদনচন্দ্র] *বিণ* চাঁদমুখ। 'তোমার বদনচান্দ মোর মন-মৃগফাঁদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বদনপ্রতিমা [স] *বি* মুখাবয়ব। 'নিশাপতি তাঁহারই বদনপ্রতিমা ধারণ করিয়াই যেন মনোদুঃখে লুক্কায়িত হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বদনবিধু [স] *বি* চাঁদের মতো মুখ। 'কত প্রিয়ভাষে সাধু ঝাঁপিয়া বদনবিধু চলে রামা ভিতর মহল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বদনবিবর [স] *বি* মুখগহ্বর। 'বদনবিবর তীক্ষ্ণধার দন্তশ্রেণীসমন্বিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বদনমণ্ডল [স] *বি* মুখমণ্ডল। 'বিশাল প্রফুল্ল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষুতে দেখিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বদনশশী [স] *বি* চাঁদের মতো মুখ। 'পতির বদনশশী দেখি আনন্দিত রস ভাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বদনশোভা [স] *বি* মুখের শোভা। 'জুলিয়ার মনোহারী বদনশোভা দর্শন করিলে কেই বা অপহৃত-মানস না হইত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

বদনাবরণ [স] *বি* ঘোমটা। 'তাহাদিগের বদনাবরণ উদ্ঘাটন করণের ক্ষমতা ছিল না।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

বদনারবিন্দ [স] *বি* পদ্মের মতো মুখ। 'কত শত চুম্ব খায় বদনারবিন্দে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বদনি, বদনী [স বদন>] *বিণ* মুখবিশিষ্ট। 'রকতি বদনি শ্যাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'করাল বদনী শিবা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বদনা [স বর্ধনী] *বি* জলপাত্রবিশেষ। 'সম্মুখে তামার বদনা হাতে ছড়িথাম।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বদনা-ভরা *বিণ* বদনাপূর্ণ। 'মাথায় তাহার কুলোর উপর বদনা-ভরা জল।' *জসীম*, ১৯২৯।

বদনা-বিয়ে *বি* বৃষ্টির কামনায় লোকাচারবিশেষ। 'এমন সময় ওই গাঁ হতে বদনা-বিয়ের গানে।' *জসীম*, ১৯২৯।

বদনা বিয়ের গান *বি* বৃষ্টির কামনায় পালিত লোকাচারবিশেষ। 'আমরা তখন কুমারী মেয়েরা বদনা বিয়ের গানে।' *জসীম*, ১৯৩১।

বদর[১] [স] *বি* কুল ফল; বরই। 'গুণতে বদর বায়ু-পিত্তের নাশক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বদরি [স বদরী] *বি* কুল ফল। 'বদরি ফলের তুল্য নাসা আগে অমূল্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বদরিকা [স] *বি* কুল গাছ ও তার ফল। 'বটগাণ্ডা মাত্র বদরিকা মূল্য করে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বদরী [স] *বি* বরই। 'আঁওলা কমলা পাণিআল লবলী বদরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বদর[২] [আ] *বি* বদর নামে পীর, মুসলমান মাঝিমাল্লারা নিরাপদে যাত্রার জন্য যার নাম স্মরণ করে। 'বদর বদর শব্দে নাঙ্গোর ফেলিল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বদরী[১] [স] *বি* বদরিকাশ্রম বা ব্যাসতীর্থ, কুমায়ুন প্রদেশের অন্তর্গত অলকানন্দা নদীতটে অবস্থিত। 'কে না তপ তপিল বদরী বটেশ্বরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বদরী[২] *দ্র* বদর[১]

বদল [আ] **১** *বি* পরিবর্তন। 'চেড়িতে লহনা কয় জদি বা বদল হয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ব্যতিক্রম। 'এ হুকুম খুব তহকিক জানিয়া কখনো বদল করিবা না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *বি* বিনিময়। *ভবানী*, ১৮২৩; 'ধুতি ... পুরাণো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বদল আশে *ক্রিবিণ* বদলের আশায়। 'বদল আশে নানা ধন নায়ে দেই ভরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বদল করন [আ বদল+স করণ] *বি* পরিবর্তন করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বদলতা [আ বদল+স তা] *বি* রূপান্তর। 'ডাক্তার জেনারের মতে মনের বদলতা হ'লে চেহারাও বদল হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

বদলবন্ধ [আ বদল+স বন্ধ] *বিণ* পরিবর্তনহীন; একই রকম। 'দিনভিখারি বাউল বলে, ইচ্ছামতন পারি বদলবন্ধ কাল কাটাতে ...।' *শক্তি*, ১৯৬১।

বদলবিবাহ [আ বদল+স বিবাহ] *বি* দুই পরিবারের মধ্যে পাল্টা-পাল্টি বিয়ে। 'তাঁহাকে এই বদলবিবাহে সম্মত হইতে হইয়াছিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

বদল-সদল *বি* পরিবর্তন। 'একটু-আধটু বদল-সদল হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বদলাশে *ক্রিবিণ* বদলের আশায়। 'বদলাশে নানাধন আন্যাছি সিংহল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বদলা[1] [আ বদল>] *ক্রি* বদল করা। **বদলিয়া** [আ বদল>] *ক্রি* বদল ক'রে। 'বদলিয়া পুরাপিট হইল সাড়ে সাত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বদলা[2] [আ বদল>] ১ *বি* পালটা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* প্রতিদান। 'খোদা একদিন তার এই ত্যাগের বদলা দিবেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বদলাই [আ বদল>] ১ *বি* বদল। 'বদলাই করে।' *এডমন*, ১৭৯৩। ২ *বি* প্রতিশোধ। 'খুনের বদলাই নিলেই তো পারেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বদলাতে *ক্রিবিণ* বিনিময়ে। 'কিছু চাহি না, ইহার বদলাতে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

বদলান [আ বদল] *বি* বদল করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বদলাবদলি *বি* পালটাপালটি; অদলবদল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এক লহমায় বদলাবদলি হয়ে গেল।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বদলি [আ বদল] ১ *বি* পরিবর্তন। 'কারবারের আনগুান বদলির জন্যে তোমার কাজ্য কথক তফাত পড়িবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'তাহাদের মধ্যে কেহ বদলি হইলে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বি* কর্মস্থল পরিবর্তন। 'তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বদলী [আ বদল>] ১ *বি* বিনিময়। 'অঙ্গুরি সুমূল্য করি বদলী দিহ ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কর্মস্থল পরিবর্তন। 'ভদ্রলোক বদলী হয়ে চলে গেছেন রাজশাহী।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

বদস্তুর [ফা] *ক্রিবিণ* রীতি অনুযায়ী। 'ওই জামিনির জন্যে দালালি খরচ বদস্তুর সাবেক থান করা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'আপনকার প্রতিষ্ঠিত রাজাকে সাবেক বদস্তুর মহলের কার্য্যাধ্যক্ষ করিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

বদা [স বধ>] *ক্রি* বধ করা। **বদিবারে** *ক্রি* বধ করতে। 'জরাসিন্ধ বদিবারে শঙ্কা হইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বদান্য [স] *বিণ* উদার। 'শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বদান্যতা [স] ১ *বি* উদারতা। 'পার্লিমেণ্ট অতিবদান্যতা ও বুদ্ধিবিবেচনা পূর্ব্বক এমত হুকুম করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বি* দানশীলতা। 'টাকা প্রদান করিয়া ... বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

বদান্যতাশালী [স] *বিণ* দানশীল। 'অসামান্য বদান্যতাশালী উক্ত মহানুভব আমার প্রার্থনানুসারে ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বদি [ফা বদী] ১ *বিণ* অমঙ্গলকারী। 'মনে কৃপা থাকে যদি না হৈও আমার বদি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ধূর্ততা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বদী [ফা] ১ *বি* মন্দত্ব; দোষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* পাপী। 'বদী বান্দা ফসকে পড়ে।' *জসীম*, ১৯৩১। ৩ *বি* পাপকর্ম। 'দাঁড়িপাল্লার ওজন করে দেখবে নেকি আর বদীর কোন পাল্লা ভারী।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বদিয়ত, বদিঅত, বদীয়ত [ফা] ১ *বি* মন্দ কাজ। 'এমন বদীয়ত নিতান্ত এই বুঝা যায়।' *ক্যালগে*, ১৭৯১। ২ *বি* অবিচার। 'তোমার উপর নানা প্রকার জুলুম ও বদিয়ত হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'বদিঅত।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বদৌলত [ফা ব+আ দৌলত] *ক্রিবিণ* কল্যাণে। 'যন্ত্রশক্তির বদৌলত বিশাল পৃথিবীর বিশালতা ও বৈচিত্র্য ঘুচে গিয়ে পৃথিবী হয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বদ্দর [স ভদ্র] *বি* ভদ্রলোক। 'বদ্দরে বদ্দরে আলাপ অইলেই লাব।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। দ্র **ভদ্র**

বদ্দি [স বৈদ্য] *বি* চিকিৎসক। *ওর্সা*, ১৭৮২। 'রেওদের মধ্যে য্যামন তুখোড় ফলারে আছে, বদ্দিদের মধ্যেও ততোধিক।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **বৈদ্য**

বদ্দু *বি* বেদুইন। 'মরু মুসাফির বদ্দুর সেথা কী কলরোল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

বদ্ধ [স] ১ *বিণ* বাঁধা। 'কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বদ্ধহস্তপদ হইয়া একেবারে অকূলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিণ* আবৃত। 'প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কারপাশে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অবরুদ্ধ; আটক। 'বদ্ধ করি রাখিলেক মুর্শিদাবাদে।' *ভারত*, ১৭৬০। ৪ *বিণ* অবস্থানরত। 'প্রেমেতে পদ্মের মাঝে বদ্ধ।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৫ *বিণ* সীমাবদ্ধ। 'এই উৎসাহ কেবল কলিকাতা নগরীমধ্যে বদ্ধ নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৬ *বিণ* আচ্ছন্ন। 'সকল বিষয়েই কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৭ *বিণ* লিপিবদ্ধ। 'সে শাস্ত্রে বদ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৮ *বিণ* স্থির। 'বদ্ধ সে তো রয় না আড়ায়।' *লালন*, ১৮৯০।

বদ্ধ উন্মাদ [স] *বিণ* সম্পূর্ণ মানসিক বিকারগ্রস্ত। 'এমনভাবে তাকালেন যেন আমি বদ্ধ উন্মাদ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বদ্ধতা [স] *বি* অবরুদ্ধতা; বদ্ধ অবস্থা। 'সাতটা পর্যন্ত এই দারুণ বদ্ধতা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বদ্ধপরিকর [স] *বিণ* দৃঢ়সংকল্প। 'রাজা শ্রবণমাত্র, বদ্ধপরিকর হইয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'বদ্ধপরিকর হউন।' *এসলাম*, ১৯১৬।

বদ্ধপাগল [স] *বিণ* সম্পূর্ণ পাগল। 'সংসারে বদ্ধপাগল ছাড়াও কম-বেশি অনেক পাগল আছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বদ্ধপিষ্ট [স] *বিণ* চারদেয়ালে বন্দী ও নির্যাতিত। 'তিনি বদ্ধপিষ্ট ক্রন্দসী বিধবাদের অসংবৃত দুঃখ অনুভব করতে চেয়েছেন।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

বদ্ধফুল [স বদ্ধ+ফুল] *বি* ফোটেনি এমন ফুল। 'বদ্ধফুলের হঠাৎ পাপড়ি-খোলার মতন তার অন্ধদৃষ্টিও যেন খুলে যেতে থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বদ্ধবৈর [স] *বি* প্রবল শত্রুতা। 'সকল প্রাণীর সহিত বদ্ধবৈর হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বদ্ধমুষ্টি [স] ১ *বি* দৃঢ়মুষ্টি। 'ইংরাজের নাসাগ্র আমাদের বদ্ধমুষ্টির পক্ষে সেরূপ সুন্দর সুগম নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* মুষ্টিবদ্ধ হাত। 'স্ত্রীর বদ্ধমুষ্টি, চন্দ্র ভালরূপে ঠাহর করিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বদ্ধমূল [স] ১ *বিণ* দৃঢ়মূল। 'সর্বসাধারণ লোকে যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ প্রদর্শন করাতে, বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'গভীরভাবে বদ্ধমূল হইয়া আপনাকে বিকশিত করিবার অবসর পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বিণ* অনড়। 'অনেক লোকে বদ্ধমূল কুসংস্কার-বিশেষের ... বশীভূত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'এই সংস্কার যে জাতির মনে বদ্ধমূল আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বদ্ধমূলতা [স] *বি* স্থায়িত্ব। 'সাহিত্যের বদ্ধমূলতা হওয়া অসম্ভব।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

বদ্ধাঞ্জলি [স] *বিণ* দুই হাত যুক্ত করে রয়েছে এমন। 'জগৎসিংহ

বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বদ্বীপ [স] *বি* নদীর মোহনায় সৃষ্ট প্রায় ব-অক্ষরের আকারবিশিষ্ট দ্বীপ। 'দুস্তর সমুদ্র ঘিরে বধির বদ্বীপ।' *জীবন*, ১৯৩০; 'নদীর বুকে নাকি ব-দ্বীপগুলি ... পলি জমিয়া জমিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪০।

বদ্যি [স বৈদ্য] *বি* চিকিৎসক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বদ্যি ডাকতে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। দ্র **বৈদ্য**

বধ [স] **১** *বি* হত্যা। 'তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বশ। 'ধন দিআ কৈলে বধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বধদণ্ডার্হ [স] *বিণ* মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত। 'সক্রেতিস অপযশহেতু বধদণ্ডার্হ হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বধদশা [স] *বি* হত্যার দশা। 'তিনি পশু, পক্ষী প্রভৃতির বধদশা দৃষ্টি করিয়া অবশ্যই কাতর হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বধবন্ধন [স] *বি* বাধাবিঘ্ন। 'আহারটি করেই ছুটি পাবেন, কোনোরকম বধবন্ধনের আশঙ্কা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বধাবধি *বি* পরস্পরকে হত্যা। 'কেন এ খোঁচাখুঁচি, পরান বধাবধি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

বধার্থ [স] *ক্রিবিণ* হত্যার জন্য। 'কাপালিক কহিলেন, "বধার্থ"।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

বধার্হ [স] *বিণ* বধের যোগ্য। 'ইহারা অত্যন্ত অপরাধী হইলেও, বধার্হ নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বধা [স বধ>] *ক্রি* হত্যা করা। **বধওঁ** *ক্রি* হত্যা করো। 'যবেঁ আন করো তাক বধওঁ বাক্ষণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বধি** *ক্রি* হত্যা ক'রে। 'বৃকাসুর বধি মুঞি রাখিনু শঙ্কর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বধিআ** *ক্রি* বধ ক'রে। 'এত সব বধিআ পাইল সব রাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বধিএ** *ক্রি* বধ ক'রে। 'বধিএ তোমাকে আজ বাড়ির নির্বৃতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বধিতাঙ** *ক্রি* বধ করতাম। 'ঝোর ঝঙ্কারে মাতা বধিতাঙ পরাণ, বাগড়া করাইলে মাতা দিআ নিজ বসু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বধিনু** *ক্রি* বধ করেছি। 'মুঞি সে বধিনু মোর ভক্তদ্রোহী কংস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বধিবার** *ক্রি* বধ করতে। 'নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বধিবে** *ক্রি* বধ বা ধ্বংস করবে। 'আইহেন শুনিলে তোর বধিবে জীবন।' *বড়ু*, ১৫৭০। **বধিবোঁ** *ক্রি* বধ করেছি। 'শোণিতপুর গিআঁ বধিবোঁ বাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বধিয়া** *ক্রি* বধ ক'রে। 'শক্তিরূপা নারায়ণী সকল পুরাণে শুনি তাহারে বধিয়া কৈলে চুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বধিয়াছি** *ক্রি* হত্যা করেছি। 'ধর্মরাজ! বধিয়াছি আপন সন্তান বিনা পাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **বধিল** *ক্রি* হত্যা করলো। 'ধরিয়া অক্ষটি তার বধিল জিবন।' *মালাধর*, ১৫০০। **বধিলা** *ক্রি* বধ করলে। 'একে একে করি রণ বধিলা রাক্ষসগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বধিলে** *ক্রি* হত্যা করলে। 'আহ্মারে বধিলে কিবা পাইবা সম্পদ।' *সুলতান*, ১৭০০। **বধিলোঁ** *ক্রি* বধ করেছি। 'রাম রূপেঁ রাবণ বধিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বধিহ** *ক্রি* হত্যা করো। 'আজি হইতে আর নাহি বধিহ পরানী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বধ্যা** *ক্রি* বধ ক'রে। 'তারে বধ্যা বিমল কুলের হইনু কালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বধি[1] [স অবধি] *ক্রিবিণ* অবধি। 'চল্লিশ দিবস বধি তোমার উদ্যানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বধি[2] [স বধ>] *বিণ* হত্যাকারী। 'হইব আপন বধি/ গরল না পাই যদি/ রসান কাটারি দিব গলে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বধি[3] *বি* মন্ত্রপড়া সুতাবিশেষ। 'মহরমের সময়ে বধি ধারণ করাইয়া মানসিক করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বধির [স] **১** *বিণ* কানে শুনতে পায় না এমন। 'বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সুরহীন; গানহীন। 'এমন জ্যোৎস্নারাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* কোনো কিছু কানে নেয় না এমন। 'মৃত্যু চেঙ্গিসের অশ্বের মতো দ্রুতগামী, বধির।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বধিরকর [স] *বিণ* বধির করার মতো। 'কর্ণবধিরকর শব্দ করিতে করিতে ধাবমান হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বধিরতা [স] *বি* কানে শুনতে না পাওয়া। 'শেষ দশায় তিনি অন্ধতা, বধিরতা, নিদ্রার অভাব ... বিকল হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বধিরত্ব [স] *বি* কানে না শোনা। 'মায়ের বধিরত্বের জন্য লজ্জা পেয়ে ...।' *তারা*, ১৯৪৬।

বধু [স বধূ] *বি* বউ। 'এ সব গোপবধুজন লআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **বধূ**

বধূ [স] *বি* স্ত্রী। 'সঙ্গে তোর বধূ পান কর মধু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বধূজীবন [স] *বি* পত্নী হিসেবে জীবনযাপন। 'আরম্ভ হয় তার অনভিজ্ঞ বধূজীবন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বধূত্ব [স] *বি* নতুন বউয়ের ভাব। 'বধূত্বের নতুনত্ব কমিয়া আসিলে।' *মানিক*, ১৯৪০।

বধূপ্রাণা [স] *বিণ স্ত্রী* পুত্রবধূর প্রতি অতিশয় স্নেহশীলা। 'অবিরল অমৃত-মুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বধূবরণ [স] *বি* নতুন বউকে শ্বশুরবাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ। 'বধূবরণের নামে দাঁড়িয়েছে মহামাতৃকুল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বধূবেশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বউয়ের সাজে সজ্জিত। 'রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বধূমাতা [স] *বি* ছেলের বউ। 'বাবা তাঁহার বধূমাতার কবিতার রচনানৈপুণ্য ... অভিভূত হইয়া গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বধূশূন্য [স] *বিণ* বধূবিহীন। 'বধূশূন্য কত ঘাটের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বধোপায় [স] *বি* ধ্বংসের ক্ষেত্র। 'আপন আপন বধোপায় সর্ব্বদা আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বধ্য [স] **১** *বিণ* বধের যোগ্য। 'আমার বধ্য বঠে বধিব এখনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* শিকার। 'একে একে জমিদারদিগের বধ্য হইতে পরামর্শ দিবেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

বধ্যভূমি [স] **১** *বি* মানুষ বধ করার স্থান। 'বণিককন্যা, চোরের মৃত্যুসংবাদ পাইবা মাত্র ... বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'রাজবাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বধ্যভূমি নির্ম্মিত হইল।' *প্রভাত*, ১৮৯৫। **২** *বি* পশু বলিদানের স্থান। 'একটি ছোট উঁচু টিলায় বধ্যভূমি, সিঁদুরচর্চিত যূপকাষ্ঠ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বধ্য মঞ্চ [স] *বি* বধ করার মঞ্চ। 'বধ্য মঞ্চে যাব না নিয়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪; 'অসীম করুণা তাঁর, ঐ বধ্যমঞ্চ, যাকে বলি মাতৃভূমি।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৭১।

বন [স] **১** *বি* অরণ্য। 'বন মাঝেঁ পাইল তরাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বাগান। 'কেহ কদলক বন ভাঙ্গি হরি বোলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* গাছ। 'বনরাজী ধরে ফুল যাঁর পূজা হেতু।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বন-অপরাজিতা [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'নীল বন-অপরাজিতা ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বন-উদাসী [স] *বি* উদাসী বনচারী। 'রইতে নারি হেরে সেই বন-

উদাসীকে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বনকচু *বি* বুনো কচু। 'বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বনকমলিনী [স] *বি স্ত্রী* বনপদ্ম। 'বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বনকলমী *বি* বুনো লতাবিশেষ। 'ঝোপঝাপগুলো উলুখড়, বনকলমী, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বনকরবী [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'নেহালী বান্ধুলী দূর্বা বনকরবীর মুর্বা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বনকুসুম [স] *বি* বুনো ফুল। 'চতুর্দিকে বিবিধ বনকুসুম বিকশিত।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'আমি বন-কুসুম ঝরি বনে নিরালা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বনকেন্দু [স বনকন্দ] *বি* বুনো ওল। 'খিরী খাজুর বনকেন্দু মহুকুত আর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বনক্রীড়া [স] *বি* বনে বিহার। 'বসন্তকাল বনক্রীড়ার সময়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বনগন্ধ [স] *বি* বনের গন্ধ। 'সুদূর বনগন্ধ আসি করিল কোলাকুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বনগমন [স] **১** *বি* বনবাস যাপন। 'প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* হিন্দুমতে বানপ্রস্থ। 'বনগমনের বয়সটা নয় নিকটে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

বনগরু [স বন+স গোরূপ] *বি* বন্য গোরু। 'ভূমে লেঞ্জ লোটাইয়া ধায় বনগরু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা – যেখানে যোগ্য লোক থাকে না, সেখানে অযোগ্য লোকেরা সম্মানিত হয়। *সুবল*, ১৯০৬।

বনগান [স] *বি* বনের পাখিরা যে গান গায়। 'খাঁচার পাখি বলে – 'হায়, আমি কেমনে বনগান গাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বন-গোঁসাই *বি* বনরূপ গোসাঁই। 'শুন হে বন-গোঁসাই।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

বন-গোলাপ [স বন+ফা গুলাব] *বি* বুনো গোলাপ ফুলবিশেষ। 'ঝরা বন-গোলাপের বিলাপ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বনচয় [স] *বি* বনসমূহ। 'তার অর্দ্ধ বনচয়, নদ নদী গিরিলো।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বনচর [স] *বিণ* বনচারী। 'এইসব কথা কহি বনচর মেলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বনচামেলী *বি* বুনো চামেলি ফুল। 'বন-চামেলির স্রোতে ভেসে যাই কোথায় সুদূরে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

বনচারি [স বনচারী] *বিণ* বনে বিচরণকারী। 'বনচারি আমি সব দেখি কৈলে ঘৃণা।' *মালাধর*, ১৫০০।

বনচারিণী [স] *বি স্ত্রী* বনে বসবাসকারী নারী। 'হিমালয়ের কোনো দেবদারুবনচারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বনচারী [স] **১** *বি* যে বনে থাকে। 'মোর ঘরে আন যদি সেই বনচারী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* বনে বিচরণ করে এমন। 'বনচারী বাতাসের তালে দোলে বন্য পানলতা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

বনচালতা *বি* বুনো চালতা। 'বনচালতার ফল চারিধারে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বনচালিতা [স বন+স চরিত্রা] *বি* গাছ ও ফলবিশেষ। 'সিরিষ করকট বনচালিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বনচ্ছায় [স] *বি* বনের গাছপালার ছায়া। 'ওই ওরা বসে আছে অন্ধকার বনচ্ছায়ে সকলেই ছদ্মপরিচয়?' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

বনচ্ছায়া [স] *বি* বনের গাছপালার ছায়া। 'নদীর যেমন তীরবর্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বনছায় [স] *বি* বনের ছায়া। 'ছাড়িয়া স্নেহ-নীড় সুদূর বনছায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বনছায়া [স] *বি* বনের ছায়া। 'চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বনজ [স] **১** *বিণ* বনে জন্মে এমন। 'বনজ সহজে প্রাপ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **২** *বিণ* বনে উদ্ভূত। 'স্বপ্নে নাও বনজ দয়া, জীবনে সেই মৃগিক।' *শক্তি*, ১৯৬১।

বনজঙ্গল [স বন+ফা জঙ্গল] *বি* ঝোপঝাড়পূর্ণ স্থান। 'বাবলার বনজঙ্গল।' *জীবন*, ১৯৩১।

বনজন্তু [স] *বি* বন্য পশু। 'এই জঙ্গল যাহাতে এখন কেবল ব্যাঘ্রপ্রভৃতি বনজন্তু থাকে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

বন-জোসিনী *বি স্ত্রী* বন জ্যোৎস্না। 'আঁধার কানন আলো করি আয়, বন-জোসিনী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

বনঝাউ [স বন+স ঝাবুক] *বি* বুনো গাছবিশেষ। 'তার উপরে ছোটো ছোটো বনঝাউ উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বনঝিল্লি *বি* বনের ঝিঁঝি। 'গভীর নিশীথে বনঝিল্লির সুরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বনঝোপ *বি* বুনো গাছের ঝাড়। 'এই রকম সবুজ বনঝোপ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বনটিয়া *বি* বুনো টিয়ে পাখি। 'পাহাড়ি বনটিয়া, হরটিট প্রভৃতি কত কি পক্ষীর কূজন!' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বনডালা *বি* বনরূপ ডালা। 'মৃৎ-প্রদীপ জ্বালি আমি দেউলে তার/ বনডালায় পূজা-কুসুমসম্ভার।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বনতন্ত্র [স] *বি* অরাজকতা; অসভ্যতা। 'গণতন্ত্রের নাম করিয়া যে বনতন্ত্রের খেলা শুরু হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬০।

বনতল [স] *বি* বনভূমি। 'ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বনতুলসী [স] *বি* আগাছা জাতীয় গুল্মবিশেষ। 'নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'বহু দিন পর এসেছি আবার বনতুলসীর দেশে!' *জীবন*, ১৯৩০।

বনতোষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ফুল গাছবিশেষ। 'নবপুষ্পিতা বনতোষিণী, সৌরভভ্রান্ত মূঢ় ভ্রমর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বনদেবতা [স] *বি* বনের অধিষ্ঠাতা কল্পিত দেবতা। 'প্রণমি তোমায় বনদেবতা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বনদেবী [স] *বি* বনের অধিষ্ঠাত্রী কল্পিত দেবী। 'দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি রেখেছেন ...।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বনদেশ [স] *বি* বনাঞ্চল। 'আপনী গোধিকা বেশে অবতরি বনদেশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বনধুধুল *বি* বুনো ধুন্দল। 'জিউলি আকন্দ বনধুধুলের জঙ্গল।' *জীবন*, ১৯৩২।

বন-নিবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বনে বসবাসকারী। 'বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বননীলিমা [স] *বি* দূর বনের নীলরেখা। 'যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে/ বননীলিমার পেলব সীমানাটিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বনপক্ষী [স] *বি* বনের পাখি। 'বনপক্ষী অগণন বসিয়ে অশোকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বনপটভূমি [স] *বি* বনপ্রান্তর। 'নীল বনপটভূমি ফলভরে নিয়ে যায় সৌরস্বভাবের দিকে।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

বনপথ [স] *বি* বনের পথ। 'নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বনপথে মথুরা নগরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বনপর্যটন, বনপর্য্যটন [স] *বি* বনে ভ্রমণ। 'একদিবস বনপর্য্যটন করিতে করিতে সাবিত্রী ... ।' *প্যারী*, ১৮৬০।

বনপল্লব [স] *বি* বনের পাতা। 'সামগান উঠে বনপল্লবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বনপশু [স] *বি* বুনো জন্তু। 'দান্তাল সুকর ইত্যাদি বনপশু।' *রামরাম*, ১৮০১।

বনপাখী *বি* বনের পাখি। 'উড়ে যায় বনপাখী ছায়া শুধু পড়ে থাকে তার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

বন-পুই [স বন+স পূতিকা] *বি* বুনো পুঁইশাকবিশেষ। 'সাজ্যাতা পাজ্যাতা বন-পুই তুলে বলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বনপুষ্প [স] *বি* বনফুল। 'কোথাও একটি সুন্দর বনপুষ্প দেখিলে।' *প্রভাত*, ১৮৯৫; 'বনপুষ্প সকল নন্দনকাননের পুষ্প হইতেও আদরের।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বনপ্রবেশ করা *ক্রি* বনবাসী হওয়া। 'রাজা বনপ্রবেশ করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বনপ্রসূন [স] *বি* বনফুল। 'প্রস্ফুটিতবনপ্রসূনসৌরভামোদিত মন্দ২ গন্ধবহে ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বনপ্রান্ত [স] *বি* বনের শেষ সীমা। 'বনপ্রান্তে নিভৃত একাকী।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

বনপ্রিয় [স] *বি* কোকিল। 'জাগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাকে বনপ্রিয়।' *ভারত*, ১৭৬০।

বনফল [স] *বি* বুনো ফল। 'পথে জাইতে মহাবীর খায় বনফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বনফুল [স বন+ফুল] *বি* বনের [অযত্নে লালিত] ফুল। 'ক্ষুদ্র এই বনফুল পৃথিবীকাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'একা একটি বনফুল ফোটে-ফোটে হয়েছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বনফুলহার [স] *বি* বনফুলের মালা। 'বনফুলহার দেবতার গলে সাজিবে না ওগো ভালো।' *নজরুল*, ১৯২২।

বন-বনানী [স] *বি* অরণ্য। 'ভালো লাগে বন-বনানীর লতার চোখে মিঠি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'আকাশডাঙা বনবনানী শান্তি বাঁধে শান্তি বাঁধে কার।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

বনবনান্তর [স] *বি* বন থেকে বন। 'প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বনবনান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বনবরা [স বন+স বরাহ] *বি* বন্যশূকর। 'বনবরা গণ্ডা মহাবীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বনবরালী *বি* তৃণবিশেষ। 'হোগল, বনবরালী প্রভৃতি নানা আগাছার অবাধ রাজত্ব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বনবাট [স] *বি* বনপথ। 'হেন মতে একমাস চলি বনবাট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বনবাণী [স] *বি* বনের শব্দ। 'বনবাণী হল শান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বন বাদাড় [স বন+আ বাদিয়াহ্] *বি* বনজঙ্গল; ক্ষুদ্র বন ও বনসদৃশ ঝোপ। 'বন বাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে/ আমরা মরি খেটে খুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'নিজেই বনবাদাড় ঘুরে খড় শুকানো ডালপাতা হাবিজাবি জোগাড় করে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বনবায়ু [স] *বি* বনের বাতাস। 'রাত্রির পর রাত্রি এইখানে পড়িয়া বিশুদ্ধতম বনবায়ু সেবন করিব।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

বনবারি [স বন+হি ওয়ারী] *বি* বনমালী। 'জন জন পুছ বনবারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বনবালা [স] *বি* বনরূপ কন্যা। 'বাতাস করিছে বনবালায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বনবাস [স] **১** *বি* বনে নির্বাসন। 'বনবাস লৈল করী বরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বনে বসবাস। 'ঘন ঘাসের পরবে সজ্জা বন-বাসের।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বনবাসি [স বনবাসী] *বিণ* বনে বাস করে এমন। 'এই ব্যাধ রূপবান বনবাসি জেন রাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বনবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বনে বাস করে এমন। 'বারাসতের বর্বর রানিরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বনবাসী [স] **১** *বিণ* বনে বাস করে এমন। 'পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম বনবাসী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বনের উপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া। 'মঠের কিনারে কেঁপেওঠা বনবাসী হাওয়া।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

বন-বিছুটি *বি* বুনো গাছ, যা গায়ে লাগলে খুব চুলকায়। 'ফাটলে বন-বিছুটির ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বনবিড়াল [স] *বি* বনে বাস করে এমন বড়ো আকৃতির বিড়াল; খাটাশ। 'ভাম, শৃগাল, বনবিড়াল প্রভৃতি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বনবিলাস [স] *বি* রতিক্রিয়া। 'দুইহো মনের উল্লাসে করিল বনবিলাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বনবিহগী [স] *বি স্ত্রী* বনের পাখি। 'সে বনবিহগী বেঁচে আছে কিবা জীবনের অবসান।' *জসীম*, ১৯৩০।

বন-বিহঙ্গ [স] *বি* বনের পাখি। 'এ বন-বিহঙ্গ আমার ধরবার সাধ্য নাই।' *গিরিশ*, ১৮৮৭; 'বনবিহঙ্গ! যাওরে উড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বনবিহার [স] *বি* বনে বিচরণ। 'রাজার বনবিহার।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বনবিহারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* বনে বিচরণ করে এমন। 'বনস্পতি; না জানি সে কোন্ নদীতীরে যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'বন-বিহারিণী চপল হরিণী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বনবিহারী [স] *বিণ* বনে বিচরণ করে এমন। 'বনবিহারী বিহঙ্গমের অসামান্য সৌন্দর্য্য ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

বনবীথি [স] *বি* বনের বৃক্ষশ্রেণী। 'দিল তারে বনবীথি কোকিলের কলগীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বনবীথিকা [স] *বি* গাছের সারিতে সুশোভিত পথ। 'সে বনবীথিকা রাখিব নবীন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বনবেড়াল [স বন-বিড়াল] *বি* খাটাশ; বিড়াল জাতীয় প্রাণীবিশেষ।

'বন থেকে বনবেড়াল ছুটে এল।' অবন, ১৮৯৬।

বনবেষ্টিত [স] *বিণ* বন দিয়ে বেষ্টিত রয়েছে এমন। 'অন্ধকার বনবেষ্টিত আরাবলী পর্বতের উর্ধ্বদেশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বনভবন [স] *বি* বনরূপ বাসস্থান। 'প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বনভাগ [স] *বি* বনস্থল। 'তনুত বরাহরূপে থাকি বনভাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বনভূমি [স] *বি* বনজঙ্গলপূর্ণ এলাকা। 'কোন ছার বনভূমি তার তরে রায় তুমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বনভোজন [স] **১** *বি* বনে বা কোনো রম্যস্থানে অনেকে মিলে এক সঙ্গে রান্না ও খাওয়া। 'আজ আমাদের বনভোজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বি* আনন্দভ্রমণ। 'ধনী নাগরিক কুচিৎ সদলবলে আসে বনভোজনে সেখানে পণ্যস্ত্রীর হাত ধরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বনমধু [স] *বি* বনে জাত মধু। 'দিল বনমধু সুধারাশি গো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

বনময় [স] **১** *ক্রিবিণ* বনজুড়ে। 'সেই কথা ফুলে ফুলে ফুটে বনময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫। **২** *বিণ* বনের মতো। 'যাই মুখঢাকা জবা চত্বর অঙ্গন বনময়।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

বনময়ূর [স] *বি* বুনো ময়ূর। 'অনেক বনময়ূরও আছে দেখতে পাবেন।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বনমরালী [স] *বি* বনে বিচরণকারী এক ধরনের হাঁস। 'বনমরালীর সাথে ঘুমায়েছে।' *জীবন*, ১৯২৭।

বনমর্মর [স] *বি* বনের পাতা ইত্যাদি ঝরার শব্দ। 'এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত, এ যে অজাগরগরজে সাগর ফুলিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বনমল্লিকা [স] *বি* এক জাতীয় সুগন্ধি ফুল; কাঠমল্লিকা। 'শুভ্র বনমল্লিকার বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বনমল্লী [স] *বি* বনমল্লিকা। 'পারিজাত, গন্ধরাজ, বেল, বনমল্লী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বনমাকোষা *বি* বনে বাস করে এমন মাকড়সা। 'বনমাকোষার সূতায় ঝুলে শুঁয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

বনমাঝ [স বন+স মধ্য] **১** *ক্রিবিণ* বনের ভিতরে। 'বসতি করিলা গিয়া ঘোর বনমাঝ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* বনের অভ্যন্তরভাগ। 'পূজার ফুল ঝরে বনমাঝে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বনমানুষ [স] **১** *বি* গরিলা; শিম্পাঞ্জি; মানবাকৃতি বন্যপ্রাণীবিশেষ। 'বনমানুষাদি গড়ি মনে বাড়ে রঙ্গ।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* বন্যস্বভাবপ্রাপ্ত বর্বর মানুষ। 'বহুরূপী বনমানুষগুলোর সবাইকে মন্দিরে, মসজিদে, বক্তৃতামঞ্চে ... বহুবার দেখেছি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বনমাল [স বনমালা] *বি* বনমালা। 'অলিকুলচুম্বিত অবিনিবিলম্বিত বনি বনমাল বিটঙ্ক।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

বনমালা [স] *বি* বনফুল দিয়ে তৈরি মালা। 'মকর কুণ্ডল কর্ণে হৃদে বনমালা।' *মালাধর*, ১৫০০।

বনমালি [স বনমালী] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'কালির বচন সুনি হাসেন বনমালি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বনমালিয়া [স বনমালী] *বি* বনমালা ধারণকারী; (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'আর কি নাচে লো তমালের তলে বনমালিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বনমালী [স] *বিণ* বনমালা ধারণকারী; (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'যশোদার কোলে দিআঁ শিশু বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বনমাল্লী [স বনমল্লী] *বি* বনমল্লিকা। 'গন্ধটগর বনমাল্লী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বনমুরগি [স বন+ফা মুরগ] *বি* বুনো মুরগি। 'বনমুরগির ডানা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

বনমৃগ [স] *বি* বন্য হরিণ। 'এমনই করে কি গো বনমৃগ মরুতে ছুটে মরে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বন-মোরগ [স বন+ফা মুরগ] *বি* বনে বিচরণ করে এমন মোরগ। 'বন-মোরগেরা ডাকিয়া উঠিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বনরত্ন [স] *বি* বনে জাত ফল-ফলাদি। 'বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে, বনরত্ন ... বিকশিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বনরাজি [স] *বি* বনসমূহ। 'এল বরষার সঘন দিবস বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বনরাজিনীলা [স] *বিণ* সবুজে আচ্ছন্ন বনশ্রেণী। 'বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পড়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বনরাজী [স] *বি* বনশ্রেণী; বনানী। 'বনরাজী মাঝে শোভে সর।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'এ বনরাজী এ রকম সবুজ পেল কোথা থেকে?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বনরেখা [স] **১** *বি* অস্পষ্ট গাছপালার সারি। 'অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বি* বনের চিহ্ন। 'বনরেখার মাথায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বনলক্ষ্মী [স] *বি স্ত্রী* বনের অধীশ্বর। 'কুঞ্জবনের বনলক্ষ্মীকে দর্শনী দিই আগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বনলতা [স] *বি* বনের লতা। 'তোমার তানে ফোটাবে ফুল আমার বনলতা?' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বনলীন [স] *বিণ* দিগন্ত রেখার সঙ্গে বন মিশেছে এমন। 'দূর বনলীন দিগ্বলয় তেমনই সুন্দর।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বনশালিক *বি* এক প্রকার শালিক পাখি। 'কাঠবেড়ালির চমক লাগে বনশালিকের ডাকে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

বনশীর্ষ [স] *বি* গাছপালার শীর্ষভাগ। 'পাকা পাতায় বনশীর্ষ যেখানে রক্তাভ দেখায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বনশুয়োর [স বন-শূকর] *বি* বনে বাস করে এমন শুয়োর। 'গায়ে বনশুয়োরের মতো চর্বি হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বনশোভিনী [স] *বি স্ত্রী* বনের শোভাবর্ধনকারী; পুষ্প। 'তা হলে বনশোভিনী/ জীবন যৌবন তাপে হারাত তাপিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বনশোর [স বন-শূকর] *বি* বুনো শূকর; গালিবিশেষ। 'বনশোর, খাটাশ, ছাগল কী না বলে?' *জীবন*, ১৯৩২।

বনশ্রী [স] *বি* বনের রূপ। 'যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিক্কণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বনসভা [স] *বি* বনের গাছপালা। 'বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বনসিদ্ধি [স] *বি* বুনো গাঁজা গাছ; ক্যানাবিস। 'বনসিদ্ধির জঙ্গল হইয়া আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বনসিম [স বন-শিম্ব] *বি* বনে জন্মায় এমন শিম। 'বনসিমের মত সবুজ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বনসুন্দরী [স] *বি* সুন্দর বনভূমি। 'যবে আসি বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি সে বনসুন্দরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বন সোনাকড়ী [স বন>] *বি* বুনো অতসী। 'বন সোনাকড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বনস্থল [স] *বি* বনভূমি। 'বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বনস্থলী [স] *বি* বনজঙ্গল। 'ঘোরতর শব্দ সমারম্ভ হওয়াতে বুঝি ভয়েতে বনস্থলী কম্পান্বিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

বনহংস [স] *বি* বুনোহাঁস। 'খালের ধারে বনহংস চরিতেছিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬; 'আমি যদি হতাম বনহংস।' *জীবন*, ১৯৪২।

বনহংসী [স] *বি স্ত্রী* বুনোহাঁস। 'আকাশপথে বনহংসী।' *জীবন*, ১৯৪০।

বনহরিণী [স] *বি স্ত্রী* বনের হরিণ। 'দখিনা সমীরে ডাকা কুসুম-ফোটানো বন-হরিণী-ভুলানো।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বনহিল্লোল [স] *বি* বনের গাছপালায় আলোড়ন। 'পৃথিবী জেগে উঠেছিল ... মুখরিত বনহিল্লোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বনাঙ্গন [স] *বি* বনের প্রান্তর। 'নৃত্যপরা বনাঙ্গনা বনাঙ্গনে সঞ্চরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বনাঙ্গনা [স] *বি* বনবাসী নারী। 'কোন্ নদীতীরে যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বনান্তর [স] *ক্রিবিণ* বনের ভিতর। 'জল আনিবারে গেলা ঘোর বনান্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বনেশ্বরী [স] *বি স্ত্রী* বনরূপ ঈশ্বর। 'দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বনকশা *বি* গাছবিশেষ। 'বনকশা গাছটার নিচে হাত-পা ছড়িয়ে উদাস হয়ে বসে থাকে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

বনতি [স বন>] *বি* মনের মিল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বনবন [ধ্বন্যা] **১** *ক্রিবিণ* বনবন শব্দে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গদা ঘোরে বোঁও বনবন।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* মশা মাছি প্রভৃতির গুঞ্জন। 'বনবন করে একটা মৌমাছি আমার এই নাকের উপর বসতে এসেছিল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বনবিচা [স বন>] *বি* গাছবিশেষ। 'কুসুম কাটিল নাটা বনবিচা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বনশিওয়ালা *বি* বংশীবাদক। 'কাঁদে নিরালা বনশিওয়ালা/ তোরই উতালা বিরহী মনে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বনস্পতি [স] *বি* অশ্বত্থ, বট ইত্যাদি বৃহৎ বৃক্ষ। 'বনস্পতি; না জানি সে কোন নদীতীরে যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বনা [হি বননা] **১** *ক্রি* মিল হওয়া। 'মাথা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালোরকম বনে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রি* মনের ও মতের মিল হওয়া। 'আমার সঙ্গে বনবে না।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

বনে যাওয়া *ক্রি* পরিণত হওয়া। 'আমজাদ কেঁচো বনিয়া গেল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বনাট [ই bonnet] গাড়ির ইঞ্জিনের ঢাকনাবিশেষ। 'ড্রাইভার পানি খাওয়াচ্ছে ইঞ্জিনের বনাট তুলে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

বনাত, বনাৎ [হি বনাত] *বি* পশমি বস্ত্রবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বনাত মখমল পট্ট ভুসনাই খাসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'দুই বস্তা উৎকৃষ্ট বনাৎ ... উৎসর্গ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বনানী [স] *বি* বিশাল বন। 'শেয়ালের ছাও কাঁদন ছাড়িল সারাটি বনানী জুড়ে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বনানী-কুন্তলা [স] *বি* জটাচুল ধারণকারী। 'আজ সেই বনানী-কুন্তলা ... বনের বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বনানী-দুলানো *বিণ* বন কাঁপানো। 'বিরহের কান্না-ভারাতুর বনানী-দুলানো।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বনানো [হি বনানা] *ক্রি* বানানো। **বনাইতে** *ক্রি* বানাতে। *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **বনাইবেন** *ক্রি* বানাইবেন; বানাবেন। *ওস্যাঁ*, ১৭৮২। **বনাইল** *ক্রি* বানালো। 'কমু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে।' *ছিটগী*, ১৬০০। **বনাঞিআ** *ক্রি* বানিয়ে; তৈরি ক'রে। 'কস্তুরি চন্দনে কেহো বনাঞিআ বেস।' *মালাধর*, ১৫০০। **বনান** *ক্রি* তৈরি করেন; নির্মাণ করেন। 'বিশাই বনান ফলা বিলক্ষণ দৃষ্টে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বনায়ে** *ক্রি* বানিয়ে। 'বনায়ে দিতেন বেশ বিস্তর যতনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বনালেন** *ক্রি* তৈরি করলেন। 'বিস্তর যতনে জটা বনালেন চুলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বনি** *ক্রি* পরিণত হই। 'কাঠের মুরোদ বনি হয়ে গেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বনান্ত [স] *বি* বনের প্রান্তভাগ। 'কোথা রে সুনীল দিশে বনান্ত রয়েছে মিশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বনান্ততল [স] *বি* বনের প্রান্তভাগ। 'পাতায় পাতায় ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল, ছলছল করে শ্যাম বনান্ততল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বনান্তস্থলী [স] *বি* বনের প্রান্তভাগ। 'বনান্তস্থলীতে শিলাখণ্ডের উপর।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বনান্তরাল [স] *বি* বনের আড়াল। 'পশ্চিম দিগন্তে পৃথিবীর বনান্তরালে নামিয়া পড়িতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বনান্তরালবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বনের আড়ালে বাস করে এমন। 'বনান্তরালবাসিনী কুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বনাম [ফা] *ক্রিবিণ* বিরুদ্ধে। 'ইস্তাহারনামা বনাম সকল লোক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

বনারশ *বি* বারানসী। *এডমন*, ১৭৯৩।

বনি[1] [স ভগিনী] *বি* বোন। 'বড় বনি গুরুজন জ্যেষ্ঠ্য সতিন তথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বনি[2] [আ] *বি* বংশ; সম্প্রদায়। 'হে বনি ইসরাইলের দেশের অগ্রনায়ক বীর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বনিজ [স বণিজ>] *বি* বাণিজ্য। 'পিরীতি বনিজে মাত্র মনোদুঃখ লাভ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বনিজার [স বণিজ] *বি* বণিক। 'সাজনি রে হরি রস বনিজার/ গোপ ভরমে জনু বোলহ গমার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বনিতা [স] **১** *বি স্ত্রী* পত্নী। 'দেবকী তাহার বনিতা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* নারী। 'গোলাহাটে বীর চলে দূরে হইতে দেখয়ে বনিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বনিতাধরপল্লব [স বনিতা-অধর-পল্লব] *বি* প্রেয়সীর ওষ্ঠ। 'পদে

পদে বনিতাধরপল্লব থেকে আপনার কর্ণকুহরে অমৃত প্রবেশ করবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বনিতাবিলাস [স] *বি* নারীলিপ্সা। 'ধনীর সন্তানের বনিতাবিলাস তাঁর কাছে মনে হত তাদের কর্মহীনতার একটা প্রকাশমাত্র।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

বনিদী [ফা বুনিয়াদ>] *বিণ* সম্ভ্রান্ত। 'এক বনিদী বড় মানুষের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বনিবনা [হি বননা] *বি* সদ্ভাব। 'তাহারই সহিত বনিবনাও করিয়া লওয়াই ভাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'খাদ্যের সঙ্গে বনিবনা করেই বেঁচে থাকে মানুষ।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

বনিয়াদ [ফা বুনিয়াদ] *বি* ভিত্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হিন্দুস্তানের বনিয়াদ বাংলার বুকে কায়েম হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

বনিয়াদি [ফা বুনিয়াদ>] *বিণ* প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বনেদ [ফা বুনিয়াদ] *বি* ভিত্তি। 'তার বনেদ খুব পাকা হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'যাদের বনেদীবংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নীচে পর্যন্ত পৌছয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বনেদি [ফা বুনিয়াদ>] *বিণ* সুপ্রতিষ্ঠিত। 'সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড় মানুষ হয়ে পড়েন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বনেদিত্ব [ফা বুনিয়াদ>+স ত্ব] *বি* আভিজাত্য। 'গৃহে বনেদিত্বের ছাপ।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বনেদী [ফা বুনিয়াদ>] **১** *বিণ* সুপ্রতিষ্ঠিত। 'বনেদী পদ্মপুকুরবাসী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বিণ* প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। 'ওদিকে বিনষ্ট হলো দুই বনেদী শিয়া রাজবংশ।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

বনেট [ই] **১** *বি* চিবুকের নিচে ফিতা দিয়ে আটকানো হয় এমন এক প্রকার টুপি, যা সাধারণত ইউরোপীয় মহিলারা পরতেন। 'মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্তে বনেট পরেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের ঢাকনি। 'মোটরের বনেট খুলতে পেলে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বনেশ্বরী *দ্র* **বন**

বনোয়ারী [স বন+হি ওয়ারী] *বিণ* বনে বিচরণকারী। 'মাধব বংশীধারী বনোয়ারি গোঠচারী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বন্ড [ই] *বি* অঙ্গীকারপত্র। 'বন্ড গ্রহণের ব্যবস্থা প্রত্যাহার।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বন্দ[১] [ফা] **১** *বি* বন্দিদশা। 'শিবের কৃপায় মোর দূর কর বন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* আটক। 'বন্দ করিয়া রাখিয়াছিল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **৩** *বিণ* বদ্ধ। 'দিল্লীতে কর দেওন এক কালিন বন্দ।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বিণ* অচল। 'দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্তই তাঁহার শারীরিক কল একেবারে বন্দ হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **৫** *বি* ছুটি। 'ঠাকুরপোর কালেজ বন্দ হলে বাড়ী আসবের কথা আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৬** *বি* খণ্ড। 'মুই দু বচ্ছোর ধরে নাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বন্দখানা [ফা] *বি* বন্দিদশা। 'মাফ করো সব গোণা ঘুচাইব বন্দখানা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বন্দ[২] *বি* বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শ্রীদর্পনারায়ন বন্দ ও শ্রী গোপীমোহন বন্দ।' *মেয়র্স*, ১৭৬৯।

বন্দক [স বন্ধক] *বি* ঋণের জন্যে কিছু গচ্ছিত রাখা। 'তাম্বা বন্দক রাখিয়া টাকা লইয়া ছিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

বন্দকপত্র [স বন্ধকপত্র] *বি* বন্ধক রাখার চুক্তিপত্র। 'এই করারে বন্দকপত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

বন্দগী [ফা বন্দেগী] *বি* মাথা নত করে সম্মান জ্ঞাপনের রীতিবিশেষ; অভিবাদন। 'বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

বন্দন[১] [স] *বি* বন্দনা। 'রুক্মি দৈবকী চরন বন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বন্দন-উপহার [স] *বি* বন্দনার উপহার। 'লহো হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন-উপহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বন্দনগান [স] *বি* বন্দনার গান। 'পূর্ণ কর রে গগন-অঙ্গন তাঁর বন্দনগানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বন্দন-নন্দিত [স] *বিণ* বন্দিত। 'বন্দন-নন্দিত উৎসবে জ্বালা দীপশিখা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বন্দনবাণী [স] *বি* বন্দনার বাক্য। 'বন্দনবাণী নীরব গভীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বন্দন[২] [স বন্ধন] *বি* বন্ধন। 'রাত্রী দুই প্রহরের [স]ময় দেখি জে গরুটী বন্দনেতে মরিয়াছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৪।

বন্দনা [স] *বি* স্তুতি। 'নাহী কৈলে মাননা না করিলে বন্দনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বন্দনাগান [স] **১** *বি* বন্দনার উদ্দেশে গাওয়া গান। 'এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'গম্ভীর বন্দনাগান বেজে ওঠে স্তম্ভিত আকাশে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩। **২** *বি* গুণকীর্তন। 'গাহিস তাদেরি বন্দনা-গান, দাস সম নিস হাত পেতে দান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বন্দনা-বাণী [স] *বি* স্তুতিকথা। 'বন্দনা-বাণী ধ্বনিছে নিখিল বিশ্ব-কোবিদ-কণ্ঠময়।' *নজরুল*, ১৯২২।

বন্দনাসংগীত [স] *বি* বন্দনা করে গাওয়া গান। 'বন্দনাসংগীত গাহি তব।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

বন্দনিয় [স বন্দনীয়] *বিণ* বন্দনার যোগ্য; পূজনীয়। 'পরম বন্দনিয় শ্রীযুত রাধাচরন।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

বন্দনীয় [স] *বিণ* বন্দনার যোগ্য; পূজনীয়। 'হেথা বিতরিল প্রাণ মন্ত্র বাগ্মী বন্দ্য বন্দনীয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বন্দবস্ত [ফা বন্দওবস্ত] *বি* বন্দোবস্ত; শর্তাদিসহ ব্যবস্থা। 'জেমত তোমরা রাজী হও সেইমত বন্দবস্ত করিয়া দিয়া জাবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। *দ্র* **বন্দোবস্ত**

বন্দবস্তি [ফা বন্দওবস্ত>] *বিণ* বন্দোবস্তের। 'বন্দবস্তি চিটী দিগর ১০ ফিবরিল ও ফরমাইস বিং জনাজাত তাতিকে হালের দাদন করিবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

বন্দর [ফা] **১** *বি* সমুদ্র বা নদীর তীরবর্তী স্থান যেখানে জাহাজ বা নৌকা নোঙর করা হয়। 'আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জন্যে একটা স্টীমার অপেক্ষা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* বাজার। 'ধান ... ওঠেনিক আজিও বন্দরে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বন্দরগাহ *বি* নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির নিরাপদ আশ্রয়স্থান। 'ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য করাচীই একমাত্র বন্দরগাহ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বন্দা[১] [স বন্দ্>] **১** *ক্রি* বন্দনা করা। 'বন্দি আঁ সব দেবগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* প্রণাম করা। 'সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বন্দ নিরঞ্জন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বন্দ** *ক্রি* বন্দনা করি। 'বন্দ নিরঞ্জন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বন্দনিয়া** *ক্রি*

বন্দনা ক'রে। 'বন্দনিয়া বার তিন মাথার উপর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বন্দহ** *ক্রি* বন্দনা করো। 'বন্দহ নন্দকিসোরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বন্দহুঁ** *ক্রি* বন্দনা করি। 'বন্দহুঁ সন্ন্যাসী-চূড়ামণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বন্দি ১** *ক্রি* বন্দনা ক'রে। 'প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ বন্দি চলি আইল দেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* বন্দনা করি। 'মৎস্য আদি অবতার বন্দি ক্রমে ক্রমে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **বন্দিআ** *ক্রি* বন্দনা ক'রে। 'তাহারে বন্দিআ করোঁ কথা অনুবন্ধ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বন্দিআঁ** *ক্রি* বন্দনা ক'রে। 'বন্দিআঁ সব দেবগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বন্দিএ** *ক্রি* বন্দনা ক'রে। 'অনাদি বন্দিএ দ্বিজ শ্রীমানিক গায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বন্দিএঁ** *ক্রি* বন্দনা ক'রে। 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিএঁ বাসলীচরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বন্দিনু** *ক্রি* বন্দনা করলাম। 'বন্দিনু পরম ভক্তি সকলের পদ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **বন্দিব** *ক্রি* বন্দনা করবো। 'রাধার সহিত কৃষ্ণ বন্দিব প্রথমে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **বন্দিয়া** *ক্রি* বন্দনা ক'রে। 'সব দেবগণের সে বন্দিয়া চরণ।' *মালাধর*, ১৫০০। **বন্দিয়ে** *ক্রি* বন্দনা করি। 'পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়ে তাঁহায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বন্দিল** *ক্রি* বন্দনা করলো; প্রণাম করলো। 'বধূ সমে কুন্তি গীয়া রাজাকে বন্দিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বন্দিলা** *ক্রি* প্রণাম করলো। 'মায়ের চরন দুই বন্দিলা সত্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বন্দিলাঙ** *ক্রি* বন্দনা করলাম। 'পূর্বমুখে বন্দিলাঙ প্রভাতের ভানু।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বন্দিলাম** *ক্রি* বন্দনা করলাম। 'বন্দিলাম যশোদা নন্দ পরম সাদরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **বন্দিলেক** *ক্রি* বন্দনা করলেন। 'দেসে আসী বন্দিলেক বাপের চরন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বন্দী** *ক্রি* বন্দনা ক'রে। 'বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বন্দে** *ক্রি* বন্দনা ক'রে। 'পঙ্ক হতে পদ্ম হৈল তাকে বন্দে লোকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বন্দেন** *ক্রি* বন্দনা করেন। 'কুটুম্ব জ্ঞাতি জত বন্দেন নৃপ বরাবরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বন্দো** *ক্রি* বন্দনা করো। 'একভাবে বন্দো হরি করি জোড় হাথ।' *মালাধর*, ১৫০০। **বন্দোঁ** *ক্রি* বন্দনা করি। 'এ হরি বন্দোঁ তুঅ পদ নায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বন্দা[২] [ফা বান্দাহ্] *বি* ভৃত্য। 'যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বন্দি[১], **বন্দী**[২] [ফা বন্দি, স বন্দী] **১** *বিণ* অবরুদ্ধ। 'ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী মন পবন তাত কৈল বন্দী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'প্রেম-জালে বন্দী হৈল ঠেকিল বিপাক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* কারাগারে আটক ব্যক্তি। 'বন্দি ছোড়াইয়া তারে বলে পৃয় বানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বিণ* অবরুদ্ধ। 'দৈবযোগে সেই মৎস্য ধীবরে বন্দি করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বিণ* বন্ধ। 'দিল্লির কর ও শওগাত এক কালিন বন্দি করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

বন্দিখানা [বন্দি+ফা খানাহ্] *বি* কারাগার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'শুধু মেয়েরা কেন বন্দিখানায় বদ্ধ পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিবে?' *বেগম*, ১৯৫৩।

বন্দিগৃহ [বন্দি+স গৃহ] *বি* কারাগার। 'করপ্রাপ্তির যোগ্য সাব্যস্ত হইলে প্রজা বন্দিগৃহে যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বন্দিঘর [বন্দি+ঘর] *বি* কারাগার। 'বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বন্দিত্ব [স] *বি* বন্দী দশা। 'নারীজাতির উপর বন্দিত্বের অভিশাপ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বন্দিদশা [বন্দি+স দশা] *বি* আটক অবস্থা। 'সোমঘোষের বন্দিদশা দেখিবারে পান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বন্দিনি [স বন্দিনী] *বি স্ত্রী* কারাগারে আটক ব্যক্তি। 'বন্দিনিদের গোরস্থানে রচলে গুলিস্তান।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বন্দিনিবাস [বন্দি+স নিবাস] *বি* বন্দীদের বাস করার জায়গা। '... বন্দিনিবাসে বর্ত্তমানে অবস্থান করিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৪১।

বন্দিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* আয়ত্তাধীন। 'বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দাসী, কিন্তু তাহার বন্দিনী নহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি স্ত্রী* আটক ব্যক্তি। 'যথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ স্ত্রী* পরাধীন। 'আনবে যে সাত সাগর পারের বন্দিনী দেশলক্ষ্মীকে।' *নজরুল*, ১৯২৬। **৪** *বি স্ত্রী* অবরুদ্ধ ব্যক্তি। 'বেরুল্লুম বন্দিনীকে উদ্ধার করতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বন্দি পড়ে *ক্রি* ধরা পড়ে। 'নানা বিহঙ্গম বন্দি পড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বন্দিবাস [বন্দী+স বাস] *বি* কারাগার। 'মুক্ত ধরণি হইয়াছে আজি বন্দিবাস।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বন্দি-বীর [বন্দী+স বীর] *বি* কারারুদ্ধ বীর। 'বন্দী তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডিমুক্ত বন্দী-বীর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বন্দিয়ান [ফা] *বি* আটক ব্যক্তিরা। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

বন্দিয়াল *বি* কয়েদি। 'বন্দিয়াল আছে যতো কারাগার মাঝে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বন্দিশাল [বন্দী+স শালা] *বি* কারাগার। 'না পাইআ বন্দিশালে পিতৃবিরহেতে চণ্ডী বিদ্যমানে সাধু করেন রোদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বন্দিশালা [বন্দী+স শালা] *বি* বন্দীদের রাখা হয় যেখানে; জেলখানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'যত সব বন্দি-শালায় – আগুন জ্বালা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বন্দিশিবির [বন্দী+স শিবির] *বি* বন্দীদের আটকে রাখার স্থান। '... গোটা বন্দিশিবিরে তার কম্পন দৌড়াতে লাগল।' *শওকত*, ১৯৭২।

বন্দিসাল [বন্দী+স শালা>] *বি* কারাগার। 'বন্দিসালে রাজাগন পায়ে বড় ক্লেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

বন্দীকরণ [স] *বি* আটক করা। 'পিতাকে বন্দীকরণ, পিতৃতুল্য দারাশুকোকে ও সন্তানতুল্য মুরাদবক্সকে হত্যার উল্লেখে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বন্দীকৃত [স] *বিণ* বন্দী করা হয়েছে এমন। 'বন্দীকৃত শিলাদিত্য উদরভাস্কর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বন্দীখানা [বন্দী+ফা খানাহ্] *বি* কারাগার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এখন বন্দীখানায় বাস করচি!' *নজরুল*, ১৯২৭।

বন্দীপনা *বি* বন্দীর আচরণ। 'পঞ্চশিখা জ্বালি পুন করে বন্দীপনা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বন্দীশালা [বন্দী+স শালা] *বি* কারাগার। 'এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দীশালে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বন্দীশিবির [বন্দী+স শিবির] *বি* বন্দীদের আটকে রাখার স্থান; অবরুদ্ধ তাঁবু। 'অথচ এ দেশে আমি আজ দমবন্ধ এ বন্দীশিবিরে।' *শামসুর*, ১৯৭১।

বন্দীসম [বন্দী+স সম] *ক্রিবিণ* বন্দীর মতো। 'বন্দীসম এত দিন ছিলাম উদ্যানে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বন্দি[২] [আ] *বি* চুক্তি। 'খোসরজা বন্দিতে রফা করিলাম।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭।

বন্দি[৩] [স বন্দন>] *বি* বন্দনাকারী। 'বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বন্দুক [তু বনদুক] *বি* গুলি ছোড়ার আগ্নেয়াস্ত্র। 'বন্দুকের হুড়া মারে কেহ ছোঁড়ে তীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বন্দুকচি *বি* ছোটো বন্দুকধারী ব্যক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বন্দুক ঝাড়া *ক্রি* গুলি ছোঁড়া। 'সিফাহীরা তিনবার বন্দুক ঝাড়িল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বন্দুক-টন্দুক *বি* অস্ত্রাদি। 'কিছু কিছু বন্দুক-টন্দুক দেওয়া যায় না?' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বন্দুক দেওয়া *ক্রি* গুলি করা। 'তবু যদি কারো চেতন না হয়/ বন্দুক দিলে হবে নিশ্চয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বন্দুকধারী [তু বনদুক+স ধারী] *বিণ* সশস্ত্র; বন্দুক ধারণ করে আছে এমন। 'ট্রাম ডিপোতে বন্দুকধারী সেন্ট্রি পাহারা দিচ্ছে।' *তারা*, ১৯৪৩; 'বন্দুকধারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ...।' *মানিক*, ১৯৪৭।

বন্দুকী *বি* বন্দুকধারী সৈন্য। 'ঢালি পাকি বন্দুকী ধানুকী পায় পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বন্দুয়ান [ফা বন্দি>] *বিণ* কয়েদি। 'পুলের কর্ম্ম বন্দুয়ান লোকেরা করিতেছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বন্দে [স] *ক্রি* বন্দনা করি। **বন্দে মাতরম** [স] – মায়ের (দেশমাতৃকার) বন্দনা করি। 'আমার মৃত্যুকালে একবার বন্দে মাতরম্ শুনাও দেখি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮১; 'এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন – বন্দে মাতরম্।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'বিশ্বকণ্ঠে বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে – বন্দে মাতরম্।' *নজরুল*, ১৯২২।

বন্দেগি, বন্দেগী [ফা] **১** *বি* সেবা। 'বান্দা বাহারা বন্দেগি ছাড়া কী দিবে তাহারা।' *নজরুল*, ১৯২৮। **২** *বি* উপাসনা। 'তাঁর বন্দেগী আমরা করি না।' *হাই*, ১৯৫৯।

বন্দোবস্ত [ফা বন্দ্ওবস্ত্] **১** *বি* চুক্তি। *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'সাবেক বন্দোবস্তের চাকরি বহাল থাকিবে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* শাসন ব্যবস্থা। 'পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের বন্দোবস্তে তাঁহার অনেক ন্যূন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বি* আয়োজন। 'কার্য্য-নির্ব্বাহে বন্দোবস্ত নিতান্ত সামান্য নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* ব্যবস্থা। 'স্কুল ও কলেজের শিক্ষার সহিত খেলার বন্দোবস্ত দেখিলে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **৫** *বি* জমির দখল সম্পর্কিত চুক্তি। 'এই চর যে জমিদারের সঙ্গে খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত করে নিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বন্দোবস্তকারক [ফা বন্দ্ওবস্ত্+স কারক] *বিণ* আয়োজক; সংঘটক। 'লেষ্টর সাহেব তাহারদের মধ্যে বন্দোবস্তকারক।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বন্দোবস্তি *বি* নির্দিষ্ট শর্তে জমির পত্তনি ব্যবস্থা। 'প্রজা বন্দোবস্তির এই নিয়ম।' *তারা*, ১৯৪০।

বন্দ্য [স] **১** *বিণ* বন্দনীয়। 'শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য উপাসক আমি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বন্দিত। 'হেথা বিতরিল প্রাণ মন্ত্র বাগ্মী বন্দ্য বন্দনীয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায় [স] *বি* ব্রাহ্মণদের বংশনাম-বিশেষ। 'আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

বন্ধ[১] [স] **১** *বি* প্রকার। 'রতি কৈল নানা বন্ধে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অবদমিত। 'চিরকাল ছিল যত মনোরথবন্ধে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* রক্ষা। 'আদরে অধিক কাজ নহি বন্ধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৪** *বি* বন্ধন। 'দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিক বন্ধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৫** *বি* আবদ্ধ। 'পিত্রিক্ষণ বন্ধ হইলুম না দেখম উপাএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৬** *বি* বৈশিষ্ট্য। 'অনুমান করে সবে প্রলয়ের বন্ধ।' *সুলতান*, ১৭০০। **৭** *বিণ* রুদ্ধ। 'গাড়ি যাওনের পথ বন্ধ।' *কেরি*, ১৮০২। **৮** *বি* সংসার। 'স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্বর্গ, নরক, বন্ধ, মোক্ষ, ব্যবস্থা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৯** *বি* কৌশল। 'নববিবিকে বিবিধ বন্ধনে সকল বন্ধ দেখাইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **১০** *বিণ* বাঁধাইকৃত। 'উত্তম মসীদ্বারা চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইয়া চর্ম্মাদি সহ বন্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **১১** *বি* আটক। 'গুদামে বন্ধ রাখিয়া তাহারদিগকে দণ্ড দণ্ড দণ্ড বিধান করিতে আদেশ করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

বন্ধকূপ [স] *বি* আবদ্ধ কুয়া। 'যে সব প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা মানুষকে বন্ধকূপের জিয়েল মাছ করে রেখেছে।' *শরীফ*, ১৯৭০।

বন্ধ থাকা *ক্রি* আটক অবস্থায় থাকা। 'যেমন পঙ্কজ মাঝে, বন্ধ থাকে অলিরাজে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বন্ধবেণী [স] *বি* চুলের বাঁধা বেণী। 'আঙুলে লুলিত করো বন্ধবেণী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বন্ধমোহ [স] *বিণ* মোহহীন। 'বন্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

বন্ধ রাখা *ক্রি* আটক রাখা। 'গুদামে বন্ধ রাখিয়া তাহারদিগকে দণ্ড দণ্ড দণ্ড বিধান করিতে আদেশ করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

বন্ধহারা [স বন্ধ+হারা] **১** *বিণ* বাধাহীন। 'নিশিদিন বন্ধহারা নদীর ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বিণ* বাধা ও বন্ধনহীন। 'উদিলাম পুন আমি কারা-ত্রাস চিরমুক্ত বাঁধাবন্ধ-হারা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বন্ধহীন [স] *বিণ* মুক্ত। 'ভেঙে গেল সে পাখীর বন্ধহীন সুরে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

বন্ধ[২] *ক্রি* বন্দনা করি। 'পাঁচালি করিয়া বন্ধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বন্ধক[১] [স] **১** *বি* ঋণের জন্যে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখা। 'সেখানে বন্ধক রাখীয়া ত্রিশ টাকা পাঠাইবেন।' *ওর্সী*, ১৭৭৯; 'অলঙ্কার বন্ধক দেওন কালে মহাজনের সঙ্গে আলাপ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* জমা। 'আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বন্ধকদার [স বন্ধক+ফা দার] *বি* জমি ইত্যাদি বন্ধক রাখে যে। 'খাইখালাসী বন্ধকদারদের দেনা ১৫ বৎসর পরে আপনা-আপনি শোধ হইয়া যাইবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

বন্ধকি [স বন্ধক] *বিণ* বন্ধক রেখে ঋণ গৃহীত হয় এমন। 'বন্ধকি সম্পত্তি।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

বন্ধকী [স] *বিণ* বন্ধকরূপে প্রদত্ত। 'বন্ধকী কাগজখানা।' *শরৎ*, ১৯১৪।

বন্ধক[২] *বি* যা দিয়ে বাঁধা হয়; জামা বাঁধার ফিতা। 'পাগড়িটা উড়ে গিয়াছে – চাপকানে একটাও বন্ধক নাই।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

বন্ধন [স] **১** *বি* বাঁধন। 'মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অবরোধ। 'দৈবে আমার হেন হৈল বন্ধন।' *মালাধর*, ১৫০০; '... সিংহকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৩** *বি* বাঁধ দেওয়া। 'যুগ্রি রাম রূপে কৈলু সাগরবন্ধন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* আটকানো। 'মনুষ্যের মুখ মাত্র বন্ধন না যাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৫** *বি* সম্পর্ক। 'আছে নানামত, যে বন্ধন যত/ সকলি হয় স্খলন।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'আমি উভচর – মানসজগৎ এবং বস্তুজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমার সমান বন্ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৬** *বি* বিভাজন। 'এ পুস্তকে নিয়ম ও উত্তমরূপে শ্রেণী বন্ধনের অভাব আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৭** *বি* শৃঙ্খলা। 'কোনো বন্ধন নেই, শাসন নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বন্ধনকর [স] *বিণ* বাঁধনে আবদ্ধ করে এমন। 'তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর ইন্দ্রজাল তন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বন্ধন-কাতর [স] *বিণ* বন্ধনে ব্যথিত। 'ছায়া তার পড়িত এ বন্ধন-কাতর দু-নয়নে!' *নজরুল*, ১৯২৪।

বন্ধন-কাতরতা [স] *বি* বন্ধনের বেদনা। 'আর্ত-নিখিলের বন্ধন-কাতরতা আর মুক্তি-লিপ্সা।' *নজরুল*, ১৯২২।

বন্ধন-কারা [স] *বি* বন্ধনরূপ কারাগার। 'শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর/ সহে না এ বন্ধন-কারা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বন্ধনছেঁড়া *বিণ* সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এমন। 'সমাজ বন্ধনছেঁড়া নকল ধার্মিক।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

বন্ধনছেদন [স] *বি* বাঁধন অপসারণ। 'জয় বন্ধনছেদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বন্ধন-জয়ী [স] *বি* বন্ধনকে জয় করেছে যে। 'এসো বন্ধন-জয়ী।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বন্ধনজর্জর [স] *বিণ* বন্ধনে পীড়িত। 'আমাদের বন্ধনজর্জর বুদ্ধির মধ্যে ... স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বন্ধনজাল [স] *বি* বন্ধনরূপ জাল। 'নূতন বন্ধনজাল, অন্তিম মিনতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বন্ধনদশা [স] **১** *বি* পরাধীনতা। 'সকল দেশেই কোনো-না-কোনো অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধনদশা থেকে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বি* সীমাবদ্ধতা। 'বঞ্চিত হবার মধ্যে যে কৃত্রিম শিক্ষা সেটাই হল গোড়াকার সেই বন্ধনদশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

বন্ধনদশাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* বন্দী। 'বন্ধনদশাপ্রাপ্ত বেচারিদের কাছে একটা অনাসৃষ্টি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বন্ধনদুখ [স বন্ধনদুঃখ] *বি* বাঁধনের বেদনা। 'কী মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুখ নাশিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বন্ধনপাশ [স] *বি* বাঁধনরজ্জু। 'দ্যুলোক চাহিয়া সে লোকসিন্ধু/ বন্ধনপাশ নাশিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বন্ধনপীড়ন [স] *বি* পরাধীনতার বেদনা। 'বাঙালিকেই বন্ধনপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বন্ধন-প্রয়াসী [স] *বিণ* বেঁধে রাখতে চায় যে। 'বুঝি বন্ধন-প্রয়াসীর মুখ কালো হইয়া গেল।' *নজরুল*, ১৯২২।

বন্ধনপ্রাপ্ত [স] *বিণ* বন্দী। 'খর কি প্রকার বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা কহ।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

বন্ধনবিহীন [স] *বিণ* মুক্ত। 'বন্ধনবিহীন নবমেঘপক্ষ-'পরে করিয়া আসীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বন্ধনবেদনাতুর [স] *বিণ* বন্দীত্বের বেদনায় কাতর। 'পরস্পরের বন্ধনবেদনাতুর অন্তর দেখিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

বন্ধনব্যথা [স] *বি* আটক থাকার বেদনা। 'নিষ্ঠুর বন্ধনব্যথা যদি যায় ভুলে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বন্ধন-ভীতু *বিণ* বন্দী হওয়ার ভয়ে ভীত। 'এরা বন্ধনভীতু চখা হরিণের মতন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বন্ধনভীরু [স] *বিণ* বন্দী হওয়ার ভয় করে এমন। 'তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বন্ধনমুক্ত [স] **১** *বিণ* বাঁধন থেকে মুক্ত। 'একটা বন্ধনমুক্ত গিরগিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* দ্বিধাহীন। 'আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে ... অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বি* প্রকাশ। 'পরিপূর্ণবেগে তাহার মনের কথাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৪** *বিণ* স্বাধীন। 'একটা বন্ধনমুক্ত জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বন্ধনমুক্তি [স] *বি* বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি। 'দুঃখের মধ্যে একটা আন্তরিক বন্ধনমুক্তি দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বন্ধমোচন [স] *বিণ* বন্ধন মোচন করে এমন। 'বন্ধমোচন ছন্দে তখন নেমে এল নির্ঝরিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বন্ধনমোহ [স] *বি* মায়ার বাঁধন। 'শয্যায় বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বন্ধনরজ্জু [স] *বি* বাঁধনের রশি। 'ক্ষুদ্র জলযান জলমগ্ন হইবে বলিয়া নাবিকেরা তাহার বন্ধনরজ্জু বিমুক্ত করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বন্ধনশক্তি [স] *বি* বেঁধে রাখার শক্তি। 'মন্ত্রের বন্ধনশক্তি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বন্ধনশৃঙ্খল [স] *বি* বাঁধনের শিকল। 'দাসের বন্ধনশৃঙ্খল মোচন হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বন্ধনসুখ [স] *বি* বন্ধনরূপ সুখ। 'নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে/ হৃদয় নাচে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বন্ধনহীন [স] *বিণ* উদ্দাম। 'একটা বন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বন্ধনহীনতা [স] *বি* স্বাধীনতা। 'তোমার চিরন্তন মুক্তি, শাশ্বত বন্ধনহীনতা।' *সাধনা*, ১৯২১।

বন্ধনা [স বন্ধন>] *বি* বাঁধন। 'বান্ধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র মস্তকে করিল বন্ধনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বন্ধনী [স] *বি* যে উপকরণ দ্বারা বাঁধা হয়। 'সকল বন্ধন ও বন্ধনী হতে মুক্ত।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বন্ধা[১] *ক্রি* আবদ্ধ করা। **বন্ধিলেক** *ক্রি* আবদ্ধ করলো। 'বন্ধিলেক হাট ঘাট পাইক থরে থরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বন্ধা[২] *ক্রি* বাঁধা। **বন্ধাইব** *ক্রি* বিন্যস্ত করবো। 'নাপিত কোথায় আমি চুল বন্ধাইব।' *কেরি*, ১৮০২।

বন্ধান [স বন্ধন] **১** *বি* নিয়ম। 'আজি নৃত্য করিবাও অঙ্কের বন্ধানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* চেহারা। 'লখিতে নারিনু কেমন বন্ধান লখিয়া নাহিক লখি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **৩** *বি* ব্যবস্থা। 'যদিত আমি থাকিয়া এ রাজ্যের একটা বিলি বন্ধান না করিয়া দেই।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বি* প্রক্রিয়া। 'নববিবিকে বিবিধ বন্ধানে সকল বন্ধ দেখাইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বন্ধাবএ [স বন্ধাপয়তি] *ক্রি* বাঁধায়। 'মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা।' *চর্যা* ২২, ১২০০।

বন্ধি [স বন্দী] *বিণ* রুদ্ধ। 'হেরইত মনসিজ মন রহু বন্ধি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বন্ধু [স] **১** *বি* সুহৃদ। 'পনবৃজে লইয়া বন্ধু জনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সখা। 'কেবল পতিত বন্ধু রঙ্কের রতন সিন্ধু।' *মুরারি*, ১৫৭০; 'কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* স্বজন। 'দশ ঘরে দশ বন্ধু দিলে নিমন্ত্রণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* প্রিয়জন; আপনজন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৫** *বি* প্রেমিক। 'যদি স্বামীর বশীভূতা থাকি তবে বন্ধু দুঃখিত হইবেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **৬** *বি* বাঙালি

হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'লক্ষ্মণচন্দ্র বন্ধু।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বন্ধুকৃত্য [স] *বি* বন্ধুর প্রতি কর্তব্য। 'কোথায় গেল কালেজ, একজামিন, বন্ধুকৃত্য, সামাজিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বন্ধুঘাতী [স] *বি* বন্ধুর হত্যাকারী। 'চক্ষু খুলিল, বন্ধুঘাতীর গোপন স্বরূপ ভায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

বন্ধুচিত [স] *বিণ* বন্ধুর মতো। 'শ্যাম বন্ধুচিত-নিবারণ তুমি।' *মর্তুজা*, ১৬০০।

বন্ধুজন [স] *বি* মিত্রজন। 'মিথ্যাবাদ হৈল মোর সুন বন্ধুজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

বন্ধুজনোচিত [স] *বিণ* বন্ধুর উপযুক্ত। 'সমানাধিকার এবং বন্ধুজনোচিত প্রীতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বন্ধুতা [স] *বি* বন্ধুত্ব। 'তিনি যাহারদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে গিয়াছিলেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

বন্ধুতাসূচক [স] *বিণ* বন্ধুত্ব প্রকাশক। 'বন্ধুতাসূচক কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

বন্ধুত্ব [স] *বি* মিত্রতা। 'রাজকুমারের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বন্ধুত্বপূর্ণ [স] *বিণ* মিত্রতাপূর্ণ। 'মুসলিম দেশগুলির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বন্ধুত্বপ্রয়াসিনী [স] *বি স্ত্রী* বন্ধুত্ব করতে চেষ্টিত এমন। 'বন্ধুত্বপ্রয়াসিনীরা নিমন্ত্রণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বন্ধুবর [স] *বি* বিশিষ্ট বন্ধু। 'বন্ধুবর নিকটস্থ তরুকুঞ্জের মধ্য হইতে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

বন্ধুবরেষু [স] – বন্ধুর প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধন। 'হমফ্রে হাউস বন্ধুবরেষু।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

বন্ধুত্ববহ্নি [স] *বি* বন্ধুত্বশিখা। 'পত্রব্যজন করে বন্ধুত্ববহ্নিকে তস্মগ্রাস থেকে রক্ষা করা বিষম বিরক্তির কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বন্ধুভাগ্য [স] *বি* বন্ধুত্ব লাভের সৌভাগ্য। 'বন্ধুভাগ্য যেমন ওঁর বেশি।' *অবন*, ১৯৪১।

বন্ধুত্বভাব [স] *বি* মিত্রসুলভ মনোভাব। 'তার প্রতি একটা বন্ধুত্বভাব বোধ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বন্ধুত্বসম্বন্ধ [স] *বি* বন্ধুত্বের সম্পর্ক। 'উভয়ের বন্ধুত্বসম্বন্ধ পুনরায় সুস্থ এবং শান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বন্ধুধর্ম [স] *বি* বন্ধুত্বের মনোভাব। 'রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বন্ধুনির্বাচন [স] *বি* বন্ধু মনোনীতকরণ। 'প্রাণপ্রদায়ী ব্যাপারে – যেমন বিয়ে, বৃত্তিনিরূপণ, বন্ধুনির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে যদি তরুণরা বৃদ্ধের উপদেশ মেনে চলে তো ভুল করবে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বন্ধুনী [স] *বি* বান্ধবী। 'ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বন্ধুবৎ [স] *বিণ* বন্ধুর মতো। 'চৌধুরী সাহেব বন্ধুবৎ সমবেদনা জানাতে এলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

বন্ধুবৎসল [স] *বিণ* বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা আছে এমন। 'প্রিয়তম বন্ধুবৎসল জেয়াদ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বন্ধুবর্গ [স] *বি* বন্ধুমহল। 'তুষ্কি কর সুখে রাজ্জ লৈয়া বন্ধুবর্গ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বন্ধুবান্ধব [স] *বি* বন্ধুমহল; বন্ধুশ্রেণী। 'বন্ধুবান্ধব স্থানে স্বপন কহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আপন বন্ধুবান্ধবকে সহায়তার জন্য ডাকিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বন্ধুবিচ্ছেদ [স] *বি* বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। 'ফলে বন্ধুবিচ্ছেদ জ্ঞাতিবিরোধ প্রভৃতি জন্মলাভ করে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বন্ধুমহল [স বন্ধু+আ মহল] *বি* বন্ধুদের গোষ্ঠী। 'বন্ধুমহলে একটা খানা হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বন্ধুমানুষ [স] *বি* বন্ধুজন। 'বন্ধুমানুষকে কথা দিয়েছি এখন কি সে ভাঙতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বন্ধু-মিলন [স] *বি* বন্ধুদের আড্ডা। 'আমার কোন কোন গল্প তাঁরা বন্ধু-মিলনে ব্যবহার করে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বন্ধুরাষ্ট্র [স] *বিণ* বিপদে বন্ধুর মতো পাশে এসে দাঁড়ায় এমন। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ... পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের বোনেরা।' *বেগম*, ১৯৭২।

বন্ধুয়া [স বন্ধু>] *বি* বন্ধু। 'পুরাণ বন্ধুয়া প্রতি না হৈঅ নিঠুর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বন্ধুসঙ্গ [স] *বি* প্রিয়জনের সাহচর্য। '... তখন বন্ধুসঙ্গ সহ্য হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বন্ধুসভা [স] *বি* বন্ধুদের আড্ডা। 'বন্ধুসভা বিষাদে ম্রিয়মাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বন্ধুস্থানীয় [স] *বিণ* সুহৃদতুল্য। 'ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বন্ধুহারা [স বন্ধু+হারা] *বিণ* বন্ধুহীন। 'ছন্দছাড়া, বন্ধুহারা, ঘরে তাদের কেউ আনে না।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

বন্ধুহীন [স] *বিণ* বন্ধু বা কাছের মানুষ নেই এমন। 'এই মহানগরে ... ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বন্ধুহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* কোনো বন্ধু নেই এমন। 'স্বামীর প্রাণবিয়োগ মাত্র সেই স্ত্রী ... আপনাকে বন্ধুহীনা দর্শন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বন্ধো [স বন্ধু>] *বি* বন্ধু (সম্বোধনে)। 'মন্ত্রিপুত্র হাস্য করিয়া বলিলেন, বন্ধো! ইহা আর জিজ্ঞাস্য কি?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বন্ধুক [স] *বি* বান্ধুলি ফুল। 'বন্ধুক কুসুমছটা কপালে সিন্দূর ফোঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বন্ধুর[1] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নিধিরাম বন্ধুর।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বন্ধুর[2] [স] *বিণ* অসমতল; কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। 'বন্ধুর ভূমিতে একাকী গমন করিতে দেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'কোথাও বা অতিশয় বন্ধুর ও দুরারোহ ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বন্ধুরতা [স] *বি* অসমতা; উঁচুনিচু ভাব। 'হ্রস্বদীর্ঘাদি প্রভেদজনিত বন্ধুরতা ভাঙিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০; 'জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বন্ধুর পথ [স] *বি* অসমতল পথ। 'তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪; 'আমাকে আনল ডেকে বন্ধুর পথ দিয়ে', *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'বন্ধুর পথ বেয়ে কোমল পায়ে পাহাড়ে উঠে আসে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

বন্ধুরাবয়ব [স] *বি* উঁচুনিচু আকার। 'ভূপৃষ্ঠ বন্ধুরাবয়ব ধারণ করিয়াছিল।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

বন্ধুলী [স বন্ধুক] *বি* পুষ্পবিশেষ। 'বন্ধুলী জিণিআঁ আধর তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বন্ধ্য [স] *বিণ* ব্যর্থ; নিষ্ফল। 'সে-শুদ্ধ চৈতন্য, হায় ... বন্ধ্য স্পর্শে পরিণত স্বপ্নপ্রসূ সে-গাঢ় চুম্বন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

বন্ধ্যত্ব [স] *বি* নিষ্ফলতা; ব্যর্থতা। 'আলোচনার বন্ধ্যত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বন্ধ্যা [স] **১** *বি* সন্তান হয় না এমন নারী। 'বন্ধ্যাএ না জানে কভু প্রসব বেদন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* নিষ্ফল। 'সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* অনুর্বর; উৎপাদনরহিত। 'ফলের লালসে বন্ধ্যা ধরণী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বিণ* নিষ্ফলা; ব্যর্থ। 'চাতুরী দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বন্ধ্যাগমন [স] *বি* বন্ধ্যা নারীর সঙ্গে মিলন। 'এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মত নিষ্ফল নয় কি?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বন্ধ্যাঙ্গনা [স] *বি* সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম নারী। 'আমার দন্ত-কামড়িতে বন্ধ্যাঙ্গনার গর্ভ সঞ্চার হইয়া ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বন্ধ্যাত্ব [স] *বি* সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা। 'বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন বিরাগ হেতু যে স্ত্রীর স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বন্ধ্যাদশা [স] *বি* অজন্মাবস্থা। 'কেবল একটা উদাস কঠিন অসীম বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বন্ধ্যান [স বন্ধ্যা] *বিণ* বাঁঝা; সন্তান হয় না এমন। 'প্রথম স্ত্রী সুরাপানে রত, ব্যাধিযুক্ত, ধূর্ত, বন্ধ্যান, অপ্রিয়বাদিনী অথবা কেবল কন্যা প্রসব করেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

বন্ধ্যা নারীর পুত্র-শোক – অসম্ভব ব্যাপার। *সুবল*, ১৯০৬।

বন্ধ্যাবাদ [স] *বি* বন্ধ্যা অপবাদ। 'ভাই হয়ে মাহুদ্যা দিয়েছে বন্ধ্যাবাদ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বন্ধ্যাভূমি [স] *বি* অনুর্বর জমি। '... যার বীজ নৈঃসঙ্গের বন্ধ্যাভূমিতেও ফসল ফলাতে সক্ষম।' *শিব*, ১৯৭৩।

বন্ধ্যাস্ত্রী [স] *বি* সন্তান হয় না এমন পত্নী। 'বন্ধ্যাস্ত্রীকে স্ব স্ব মনোরথ পরিপূরণার্থ ... থাকিতে দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বন্ন [স বর্ণ] *বি* রং। 'নানা বন্নের পুষ্প মালা হৃদয় উপর।' *মালাধর*, ১৫০০।

বন্নট [স বর্ণ>] *বি* চুমকি। 'কেহ২ সাটিনের পায়জামা গোটা বন্নট লাগান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বন্বনা [স বর্ণনা] *বি* বিবরণ। 'নির্ঘ্যটন বন্বনা।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **বর্ণনা**

বন্য [স] **১** *বিণ* বনে আয়োজন করা হয় এমন। 'উদ্যানে আসিয়া করেন বন্য-ভোজনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অসভ্য। 'কতকগুলা বন্য জাতীয় লোক দাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্তভাগে থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৩** *বি* হিংস্র পশু। 'বাঁধন-কাটা বন্যটাকে মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৪** *বিণ* বুনো। 'বন্য বাতাস কাঁপলো এসে বুকের কাছে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বন্যকুক্কুট [স] *বি* বনমোরগ। 'বন্যকুক্কুটের শিরচ্ছেদনের মতো শূর্পনখার নাসিকা কর্তন কর।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

বন্যকুল [স] *বি* বুনো কুল। 'বন্যকুল সংগ্রহ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বন্যগাছ [স] *বি* বুনো গাছ। 'বন্যগাছের শ্যামপত্রসম্ভার।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বন্যগীত [স] *বি* বন থেকে আসা গান। 'গাইতেছে বন্যগীত সুমধুর রবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বন্য গ্রাম [স] *বি* জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম। 'জনবিরল বন্য গ্রামগুলিতে চীনা ঘাসের দানা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বন্যতা [স] *বি* বুনো স্বভাব। 'চরিত্রে একটা প্রবল বন্যতা ছিল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বন্য পশু [স] **১** *বি* গৃহপালিত নয় এমন পশু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* অসভ্য। 'ও কেন অমন বন্যপশু হয়ে থাকবে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বন্যপ্রকৃতি [স] *বি* বনের প্রকৃতি। 'বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

বন্যবরাহ [স] *বি* বুনো শূকর। 'সে দেশে সকল বরাহই বন্যবরাহ।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'বন্যবরাহ পলাইয়া যায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বন্য বিড়াল [স] *বি* বনে বাস করে যে বিড়াল। 'উল্কামুখী, বন্য বিড়াল, কপোত, চটক, চক্রবাক প্রভৃতি অনেক জন্তু যূথবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বন্য ভীষণতা [স] *বি* অসংযত ভয়ংকরত্ব। 'বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বন্য-ভোজন [স] বনভোজন; বনের মধ্যে খাদ্য গ্রহণ। 'উদ্যানে আসিয়া করেন বন্য-ভোজনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বন্যমৃগী [স] *বি স্ত্রী* বনের হরিণ। 'আশা ... বন্যমৃগীর মতো উল্লসিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বন্যশক্তি [স] *বি* অসংযত শক্তি। 'আর-একদিকে বন্ধনে বশীভূত বন্যশক্তি। *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বন্য শুয়ার [স বন্যশূকর] *বি* বনে বিচরণ করে এমন শূকর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বন্যশূকর [স] *বি* বনে বিচরণ করে এমন শূকর। 'বন্যশূকর ... যাতায়াতের সুঁড়ি পথ তৈরি করিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বন্য-শ্বাপদ-সংকুল [স] *বিণ* বনের হিংস্র জন্তুদের বিচরণ রয়েছে এমন। 'বন্য-শ্বাপদ-সংকুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বন্যস্থল [স] *বি* বনভূমি। 'ধন্য বন্যস্থল সেই কি কহিব কথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বন্যহংস [স] *বি* বুনোহাঁস। 'অনেক বন্যহংস।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বন্যা[১] [স] *বি* বান। 'চৈতন্য-অবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বিপর্যয় বন্যা আইল বলবান নদী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বন্যাকবলিত [স] *বিণ* বন্যায় প্লাবিত। 'বন্যাকবলিত হাটহাজারি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।' *বেগম*, ১৯৬৩।

বন্যাজল [স] *বি* বন্যার পানি। 'শোনো কল্লোল বন্যাজলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বন্যাদায় [স] *বি* বানের কারণে বিপদ। 'আজ অভাগার বন্যাদায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

বন্যাদুর্গত [স] *বিণ* বন্যার কবলে পড়েছে এমন। 'বন্যাদুর্গত

জনগণের জন্যে।' *বেগম*, ১৯৬৮।

বন্যাধারা [স] *বি* বন্যার প্রবাহ। 'ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বন্যাপীড়িত [স] *বিণ* বন্যাদুর্গত। 'পল্লী অঞ্চলের বন্যাপীড়িত ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশ।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বন্যাবিধ্বস্ত [স] *বিণ* বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। 'বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাসমূহে দুর্গতদের মধ্যে ...।' *বেগম*, ১৯৭০।

বন্যাবেগ [স] *বি* বন্যার জলের মতো প্রবল বেগ। 'কৃষ বাহিনী বন্যাবেগে কবলিত করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫; 'প্রত্যেক ঘুমন্ত মনে সহসা নামে সে বন্যাবেগে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

বন্যাভাসানো *বিণ* বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এমন। 'সরভাঙ্গা পাড় আর বন্যাভাসানো ক্ষেত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বন্যারোধী [স] *বিণ* বন্যার জল প্রতিরোধ করতে পারে এমন। 'ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী উঁচু বাঁধের উপর ...।' *তারা*, ১৯৪২।

বন্যার্ত, বন্যার্ত্ত [স] **১** *বি* বন্যাদুর্গত লোক। 'বিভিন্ন ছাত্রদলকে বন্যার্ত্তদের সেবায় রত হইতে দেখা গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৬। **২** *বিণ* বন্যাদুর্গত। 'পুরাতন কাপড়-চোপড় বন্যার্ত জনগণের মধ্যে বিতরণ করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬০।

বন্যাস্রোত [স] *বি* বানের জলের প্রবাহের মতো অগ্রগামী গতি। 'পিছল-পানের বাঁধন হতে চল ছুটে আজ বন্যাস্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বন্যা[2] [স বণিক] *বি* বেনে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

বপন [স] *বি* রোপণ। 'সকলে দৃষ্টি বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া মানস-ক্ষেত্রে তুষ্টির বীজ বপন করুন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫; 'বপন করেছে বীজ স্বপন দেখায়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বপনহীন [স] *বিণ* বয়ন করা হয়নি এমন। 'শরীরসর্বস্ব ছুঁয়ে এসেছি বপনহীন নিশা।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

বপা [স বপ্র] *বি* বাবা। 'সরহ ভণই বপা উজু বাট ভাইলা।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

বপু [স] *বি* দেহ। 'বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ মহাতেজোময় বপু কোটি সূর্য্যাভাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দেখিতে দেখিতে তাঁর টুট্যা আইল বপু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বপুঃ [স] *বি* শরীর। 'যে সুন্দর বপুঃ আনন্দে মদন-সখা সাজান আপনি।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

বব [ই] *বি* ছোটো করে ছাঁটা নারীদের চুল। 'বব চুল ভালো কিনা।' বুদ্ধ, ১৯৩৭।

ববকাটা *বিণ* ঘাড় পর্যন্ত ছোটো ক'রে কাটা। 'ববকাটা চুল।' *হাই*, ১৯৪৫।২৪৪

ববাই [স বর্বরী] *বি* বাবুই ঘাস। 'উকন্যা বিরুনা ববাই লআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ববিন [ই] *বি* সুতা, তার ইত্যাদি জড়ানোর নাটাই। 'ববিনে জড়ানো মিশরের মমি কালো বিড়ালকে বলে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

বব্বল [স বর্বর] *বি* আদালতে মিথ্যা হলফ করে ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে। 'মিথ্যেবাদী ও বব্বলের জাত।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **বর্বর**

বব্বলিয়া [স বর্বর>] *বিণ* অমার্জিত; ঠগ। 'দুই তিন ঘণ্টা যাবতীয় বব্বলিয়া ও জালাসাচ লোক অথবা ঘাঘি ও কুঁজড়া বেশ্যার সহিত বকাবকি করিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

বভ্রু [স] *বিণ* পিঙ্গল বর্ণ। 'কুটিল আমার মধ্যে তব বভ্রু কেশের মাতন, অবাধ্য, উৎক্ষিপ্ত বহ্নি-সম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

বম [প বম্বা; ই বম্ব] *বি* বোমা। 'মানুষ যেমন বিষের ধুঁয়ো এটম বম বানিয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'এটম বম বানাবার সূত্রটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বমজীম [ফা] *বিণ* মূলানুগ। 'নকল বমজীম আসল।' *বোগল*, ১৭৭০।

বমজীল [ফা] *বিণ* মূলানুগ। *বোগল*, ১৭৭৮।

বমজীল আসল *বি* মূল অনুযায়ী নকল। *বোগল*, ১৭৭৮।

বমন [স] *বি* বমি। 'তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বমনোদ্রেক [স বমন-উদ্রেক] *বি* বমির ভাব। 'অবশেষে যখন বমনোদ্রেক হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বমবম [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* বমবম ধ্বনিবিশিষ্ট। 'বমবম শব্দে বহু গালবাদ্য করে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* গালবাদ্যধ্বনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বমাল [ফা বা+আ মাল] **১** *বি* অপহৃত দ্রব্য। 'প্রতারণার বমালগুলি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* মালসমেত। 'উঠল মাতম সামাল সামাল বমাল মেয়ে-মর্দার।' *নজরুল*, ১৯৩১। **৩** *ক্রিবিণ* মাল সহকারে। 'তাঁহার স্ত্রী ... মারফতে বাহিরে চালান দিয়া বমাল ধরা পড়িয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪১।

বমালসুদ্ধ [ফা বা+আ মাল+স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* মালামালসহ। 'যেন বমালসুদ্ধ চোর ধরা পড়িলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বমি [স] *বি* বমন। 'এই মত শৌক শুনিয়া বমি উঠে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বমোহর [ফা] *বিণ* সিলযুক্ত। 'আহাদনামা বমোহর মহারাজা বনবাহাদুর সাহা।' *ক্যালগে*, ১৭৯২।

বমৌজির [ফা] *ক্রিবিণ* স্বতঃস্ফূর্তভাবে। 'দস্তুর মাফিক করার বমৌজির তুমি দিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বম্বু [ই ব্যাম্বু] *বি* বাঁশ। 'আজ ভূত-তাগানোর মজা দেখায় বোম-ভোলা বম্বুতে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বম্বেটে [প বম্বা] *বিণ* দুষ্ট; বেপরোয়া। 'আমাদের মত বম্বেটে লোকেরাও এসব স্থানে ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বহ্ম [স ব্রহ্মা] *বি* ব্রহ্মা। 'চৌদ্দ জুগ গেল পরভুর এক বহ্ম জ্ঞানে।' *রামাই*, ১৭১০।

বহ্মা [স ব্রহ্মা] *বি* ব্রহ্মা। 'বহ্মা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর।' *রামাই*, ১৭১০।

বয়[1] [আ বাই] *বি* বিক্রয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বয়নামা [আ বাইনামাহ] *বি* বিক্রয়ের দলিল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বয়[2] [ই] *বি* রেস্তোরাঁয় খাদ্যপরিবেশক। 'বাটলার, খানসামা, বয়, দারোয়ান।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'বয়, শোনো তো একবার এদিকে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বয়ঃ [স] **১** *বি* বয়স। 'বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* জীবনকাল। 'দাসীত্ব কার্য্যেতেই তাবৎ বয়ঃক্ষেপণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বয়ঃকনিষ্ঠ [স] *বিণ* বয়সে সবার চেয়ে ছোটো। 'এই বালকটি সকল বালক অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বয়ঃক্রম, বয়ক্রম [স] *বি* বয়স। 'বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি।'

কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'কুমারের পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করণের আরম্ভ হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

বয়ঃক্রীড়া [স] *বি* যৌনক্রিয়া। 'ইহাতে বয়ঃক্রীড়া কিরূপে চলে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বয়ঃক্ষেপণ [স] *বি* জীবন যাপন। 'দাসীত্ব কার্য্যেতেই তাবৎ বয়ঃক্ষেপণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বয়ঃগত [স] *বিণ* বয়সজাত। 'তাহার বয়ঃগত প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

বয়ঃপ্রাপ্ত [স] *বিণ* কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পা দিয়েছে এমন; (আইনত) আঠারো বছরবয়স্ক। 'মৃতপিতৃক শিশু যাবত বয়ঃপ্রাপ্ত ও জ্ঞানবান না হয় তাবৎকাল নৃপতি উক্ত শিশুকে পুত্রনির্বিশেষে বিদ্যাভ্যাস করাইবেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বয়ঃপ্রাপ্তি [স] *বি* যৌবনপ্রাপ্তি। 'তোমার কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বয়ঃসন্ধি [স] *বি* কৈশোরের শেষ ও যৌবনের আরম্ভ। 'বয়ঃসন্ধি সেই কালে বুঝ বিচক্ষণ।' *ভারত*, ১৭৬০।

বয়ঃসময় [স] *বি* বয়সকাল; বয়স। 'তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অধিক বয়ঃসময়ে আরম্ভ করিয়াও ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বয়ঃস্থ [স] *বিণ* বয়সপ্রাপ্ত; প্রাপ্তবয়স্ক। 'বয়ঃস্থ হইলে ... পরিবারের পীড়াদায়ক হইবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

বয়ঃস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাপ্তবয়স্ক। 'যাঁহারা নির্দ্ধন তাহারদিগকে যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎ পাঠশালায় পাঠান।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

বয়ঃস্ফীত [স] *বিণ* বয়সের কারণে মোটা। 'দীর্ঘায়িত নিশা বয়ঃস্ফীত বারাঙ্গনাপারা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বয়কট [ই] *বি* বর্জন। 'এ যেন কলেজ বয়কট করে পাস না-করার দামটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; '"বয়কট পলিসি" উন্নতিকামী জাতির পক্ষে মারাত্মক।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

বয়কা *বি* কাঁথা সেলাইয়ের প্রকারবিশেষ। 'বয়কা সেলাই, বাঁশপাতা সেলাই, তেরসী সেলাই প্রভৃতি।' *জসীম*, ১৯৬১।

বয়দা [আ বয়জা] *বি* ডিম। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বয়ড়া[1] [স বিভীতক] *বি* বহেড়া; গাছবিশেষ। 'চেঞ্চা বহু বাঁস কাটিল মান্দারি আমড়া বয়ড়া হরিড়া ধব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বয়ড়া[2] *বি* বধির; কালা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বয়ড়াকে কানে শোনাবে কে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বয়ন[1] [স বদন] *বি* মুখ। 'জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল ততহি বয়ন সুছন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

বয়ন[2] [স বপন] *বি* বোনা; রচনা। 'গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন বাসরশয়ন তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বয়নকুশলতা [বয়ন+স কুশলতা] *বি* বর্ণনার কৌশল। 'শব্দ প্রয়োগের অনায়াস বয়নকুশলতাই সে সাক্ষ্য বহন করছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

বয়ন বিদ্যা [বয়ন+স বিদ্যা] *বি* বুনন শিক্ষা। 'বয়ন বিদ্যার প্রতি কিছুকাল যাবৎ ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়েদেরও অনুরাগ।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বয়নশিক্ষা [বয়ন+স শিক্ষা] *বি* সূচিকর্মের শিক্ষা। 'শিক্ষকতা, চিকিৎসা, বয়নশিক্ষা প্রভৃতি পেশাতেও বহু মহিলা কর্মরত রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৬।

বয়নশিল্প [বয়ন+স শিল্প] *বি* তাঁতশিল্প। 'মহিলাদের সেলাই, রান্না, বাগান করা, বয়নশিল্প ... প্রভৃতি সমাজকল্যাণকর কাজে ...।' *বেগম*, ১৯৬৩।

বয়নশিল্পী [বয়ন+স শিল্পী] *বি* তাঁতি। '২০,০০০ শ্রমশিল্পী সমেত এখানে ৪০,০০০ বয়নশিল্পী ও ৬০,০০০ ব্যবসায়ী ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বয়নাদি *বি* কাপড় বয়ন প্রভৃতি। 'বয়নাদি, চারুশিল্প, উচ্চশিক্ষা – সব শিখিয়েছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বয়নাক্কা *বি* টালবাহানা। 'বাছতে হয়, দেখতে হয়, বহুৎ বয়নাক্কা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বয়লা[1] [প ভায়োলা] *বি* বেহালার মতো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বয়লা[2] [হি বয়াল] *বি* ছোটো গর্ত। 'কয়লা-খনির বয়লা ঠেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বয়লা[3] [স বলয়] *বি* বালা। 'কেন রাখ নাই চুড়ি ও বয়লা আপন মনের মত।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বয়লার [ই] *বি* বাষ্প তৈরি করার যন্ত্র। 'লোহার বয়লারখানা ফেটে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বয়শ্চোর [স] *বি* বয়স হরণকারী। 'পলে পলে বয়শ্চোর আসিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বয়ষ [স বয়ঃ] *বি* বয়স। 'পঞ্চাশ বৎসর হইল আমার বয়ষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বয়স [স] **১** *বি* বয়ঃক্রম। 'পহিল বয়স মোর ন পূরল সাধে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* যৌবন। 'মনে আছে সেই প্রথম বয়স।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বয়সক সন্ধি [স বয়স+স সন্ধি] *বি* বয়ঃসন্ধি। 'কি কহব মাধব বয়সক সন্ধি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বয়সকাল [স] *বি* পরিণত বয়স। 'বয়সকালে যদি সে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং উন্নত স্বভাবের জন্য শ্রদ্ধার অধিকারী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বয়সানুচিত [স] *বিণ* বয়সের সঙ্গে খাপ খায় না এমন। 'বয়সানুচিত চাপল্য এবং উৎকট উদ্যম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বয়সিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সমবয়স্ক। 'পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন।' *জীবন*, ১৯৪২।

বয়সী [স] *বিণ* সমবয়স্ক। 'পঞ্চমবর্ষীয় বালকের সহিত কি ত্রিংসৎবর্ষীয় যুবা পুরুষের বয়সীভাব উৎপন্ন হইতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বয়সের গাছ পাথর নেই – অতি বৃদ্ধ। *সুবল*, ১৯০৬।

বয়সোচিত [স] *বিণ* বয়সের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। 'ওর মধ্যে বয়সোচিত উচ্ছলতা নেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বয়স্ক [স] **১** *বিণ* বয়সী। 'পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* প্রাচীন। 'পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী বয়স্ক সাহিত্যসমাজে স্থান পাইবার অধিকারী হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'ইস তখন যদি বয়স্ক থাকতাম।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

বয়স্কসভা [স] *বি* বড়োদের সমাজ। 'গোরা বয়স্কসভায় কাকলি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বয়স্কসমাজ [স] *বি* বড়োদের শ্রেণী। 'বয়স্কসমাজে প্রবেশ করিবার সময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বয়স্কা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* বয়সী। 'ত্রিশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ স্ত্রী* বেশি বয়সী। 'একটি স্থূলাঙ্গী বয়স্কা গায়িকা।' *প্রমথ*, ১৯১৬; 'বয়স্কা হওয়ার অজুহাতে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বয়স্কাউট [ই] *বি* শৃঙ্খলা ও জনসেবার মনোবৃত্তি বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন। 'বয়স্কাউট দলের সমীরই তো ছিল আদর্শ।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'বয়স্কাউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বয়স্থ [স] *বিণ* বেশি বয়সী। 'জুড়ে দ্বার ... সর্বভল্লভার বয়স্থ বিশাল বপু।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

বয়স্থব্যক্তি [স] *বি* বয়সী ব্যক্তি। 'তার বাহ্যিক আচরণ বয়স্থব্যক্তির মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বয়স্থা [স] *বিণ স্ত্রী* বয়ঃপ্রাপ্ত। 'তাহারদিগকে ... বালক কালে যাবৎ বয়স্থা না হয় তাবৎ বিদ্যাশিক্ষা করান উচিত।' *গৌর*, ১৮২২।

বয়স্য [স] *বি* সমবয়সী বন্ধু। 'ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, বয়স্য! কি কর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বয়স্য-ভাব [স] *বি* বন্ধুত্ব ভাব। 'স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বয়স্য-ভাব থাকা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বয়স্যা [স] *বি স্ত্রী* সখী। 'আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বয়া [ই] ১ *বি* নদী বা সমুদ্রে চড়ার অবস্থান নির্দেশক বড়ো পিপা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* জলে পতিত ব্যক্তির ভেসে থাকার জন্যে ব্যবহৃত চাকার মতো হালকা উপকরণবিশেষ। 'গঙ্গা বক্ষের বয়া যেমন করিয়া দুলিতে থাকে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বয়াটে ১ *বিণ* বখাটে। 'ও দু ব্যাটাই বয়াটে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বিণ* এলোমেলো। 'বয়াটে এই দখিন হাওয়ায় উড়তে তো মানা।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

বয়াত[1], **বয়াৎ** [আ বায়িত] *বি* দুই চরণের শ্লোক। 'গোলেস্তাঁর দুই এক বয়াৎ আবৃত্তি করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। দ্র **বয়েত**

বয়াতী [আ বায়িত] *বি* লোককবি। 'ছবু কর্মকার, গহের গায়ানী, মেহের বয়াতী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বয়াত[2] [আ বায়আত] *বি* দীক্ষালাভ। 'আবু বিনা বাক্যব্যয়ে ইবনে তাবতাবার নিকট বয়াত করিলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বয়ান[1] [স বদন] *বি* মুখমণ্ডল। 'ইন্দ্রের আঁখির জলে বয়ান ভিজিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বয়ান[2] [আ] ১ *বি* বর্ণনা। 'ইমানের বয়ান।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* বিষয়বস্তু। 'তিন ভাষাতে পাঠ করিয়া পত্র শুনাইলেন সে পত্রের বয়ান।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বি* কথা। 'ডানে বেদ বামে কোরান মাঝখানে ফকিরের বয়ান।' *লালন*, ১৮৯০।

বয়ার *বি* বড়ো মহিষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বয়েত, বয়েৎ [আ বায়িত] ১ *বি* শ্লোক। 'ভাঙ্গিয়া বয়েত ছন্দ রচিতে পয়ার।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* দুই লাইনের শ্লোক। 'হাত নেড়ে সুর করিয়া মসনবির বয়েত পড়িতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'তিনিও সেই ফার্সী বয়েৎটা জানতেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ৩ *বি* বাণী। 'আমরা সত্য আর অহিংসার বয়েৎ আওড়াবার অবসর পেয়েছি।' *অন্নদা*, ১৯৩৭। দ্র **বয়াত**

বয়েতবাজি, বয়েতবাজী [আ বায়িত+ফা বাজি] *বি* কবির লড়াই। 'বয়েতবাজী ... বেশীক্ষণ চলল না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'শেষটায় লেগে গেল বয়েতবাজি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বয়েতী [আ বায়িত>] *বি* বয়াতি; লোককবি। 'একটি বয়েতির ... দুই চারিটি অন্তরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।' *বান্ধব*, ১৮৮১।

বয়েদ [আ বায়িত>] *বি* বাণী। 'কোরাণেতে বয়েদ আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

বয়েল [স বলীবর্দ] *বি* বলদ। 'তারা বাঁধা খেগো বয়েল ধচ্চে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

বয়েলার [ই] *বি* বাষ্পচালিত যন্ত্রের যে অংশে কয়লা জ্বেলে জল গরম করে বাষ্প তৈরি করা হয়। 'বয়েলারের চারপাশ ঘিরে বিছানা পেতে নিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২। দ্র **বয়লার**

বয়েস [স বয়স] ১ *বি* বয়স। 'পরে লেখাপড়া পরিত্যাগ হইল বিষয়কর্ম্ম করিবার বয়েস হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* পরিপক্বতা। 'তোদের কি কোনোকালেই বয়েস হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৩ *বি* জ্ঞান। 'বিবেচনা করার বয়স হোক আগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৪ *বি* জীবনের পর্যায়। 'তখন আমার প্রথম বয়স।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। দ্র **বয়স**

বয়েসী [স বয়সী] *বিণ* অনেক বয়স হয়েছে এমন। 'বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা।' *শামসুর*, ১৯৭২।

বয়েসের হাস *বি* বয়স্কর হাসি। 'নব রস-সুধা কোথা বয়েসের হাসে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বয়ো [স বয়ঃ] *বি* বয়স। 'দেখিতেছ ছোটখাট বয়ো বহু নয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বয়োকনিষ্ঠ [স] *বি* বয়সে ছোটো যে। 'দলের বয়োকনিষ্ঠদের অন্যতম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বয়োজ্যেষ্ঠ [স] *বিণ* বয়সে বড়ো। 'বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অপরকে কহিল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪; 'বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া ঈশ্বর তাহার প্রতি কনিষ্ঠের অপেক্ষা অধিক অন্যায়াচরণ করিবার অধিকার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বয়োজ্যেষ্ঠা [স] *বিণ স্ত্রী* বয়সে বড়ো। 'স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক জন বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'দুটির মধ্যে সুন্দরীটিই যে বয়োজ্যেষ্ঠা।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

বয়োতীত [স] *বিণ* অধিক বয়স্ক। 'অনুজ্জ্বল চোয়ালে বয়োতীতভাবঃ যৌবনভার।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বয়োধর্ম [স] *বি* বয়সগত বৈশিষ্ট্য। 'তা ছিল বয়োধর্ম প্রভৃত সৌখিন সংস্কৃতিবানতা।' *শরীফ*, ১৯৭০।

বয়োধিক্য [স] *বি* বেশি বয়স। 'বরের কিঞ্চিৎ বয়োধিক্য, আর এমন অধিক বয়সই বা কি?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বয়োবৃদ্ধ [স] *বিণ* বয়সে বড়ো এমন। 'যিনি জাতিশ্রেষ্ঠ, সদ্বংশপ্রসূত, বয়োবৃদ্ধ, ধার্ম্মিক, তাঁহারই প্রতি রাজ্ঞার ভক্তি জন্মে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বয়োবৃদ্ধি [স] *বি* বয়স বৃদ্ধি। 'ক্রমে ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল ... ততই উত্তেজিত হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বয়োভেদ [স] *বিণ* বয়সের বিভিন্ন স্তর। 'নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বর[1] [স বরম্] *অব্য* বরং। 'সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালী।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

বর[2] [স] ১ *বি* আশীর্বাদ। 'হেন বর পার্আঁ সব দেব গেলা বাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রসাদ। 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* প্রার্থনীয় বস্তু। 'কতেক আছে বর ভুবনে মনোহর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* বিবাহের পাত্র। 'সন্তে বলে গৌরী বর পাইয়াছে ভাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* দেবতার কাছ থেকে পাওয়া অনুগ্রহ। 'দেবী এইরূপ বর দিয়া অন্তর্ধান হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বরকনে [স বরকন্যা] *বি* বিবাহের পাত্র-পাত্রী। 'এখন আর, বরকনে পাঠাবার উদ্‌যুগ করিগে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বরকন্যা [স] *বি* বর ও কনে। 'রাজা বড় ঘটা করিয়া বরকন্যা লইয়া রাজধানীতে আইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বরকর্তা, বরকর্ত্তা [স] *বি* বরের পিতা। 'স্বয়ং বরকর্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হয়েন নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। 'বরকর্তা স্বয়ং দৌড়িয়া গেলেন।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'বরকর্ত্তারা আসিয়া বলিলেন পত্রাদি লেখা পড়া হইলে কন্যাকর্ত্তা বাকদান করিলেন।' *কেরি*, ১৮০২।

বরগ্রহণ [স] *বি* স্বেচ্ছায় কন্যার স্বামী নির্বাচন। 'স্ত্রীদিগের স্বেচ্ছানুরূপ বরগ্রহণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বরচলনি [স বর+চলনি] *বি* বরের আগমন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানবিশেষ। 'কহ দিকি বরচলনি কিরূপ করিয়াছিল।' *কেরি*, ১৮০২।

বরজী [স বর+হি জী] *বি* বর মহাশয়। 'বরজী আসনোপবিষ্ট হইলে কতকগুলিন মুচি বাদ্যকর আসিয়া বাদ্য করে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বরজৌবতি [স বরযুবতী] *বি* যুবতীশ্রেষ্ঠ। 'ভনই বিদ্যাপতি তুন বরজৌবতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বরতনু [স] *বি* সুন্দর দেহ। 'মৃদু মৃদু তাবে সম্বাহ বরতনু।' *মুরারি*, ১৫৭০।

বরদ [স] ১ *বিণ* বরদাতা। 'নারদ বরদ ব্যাস আদি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* বর দেয় এমন; দানশীল। 'তোমার বরদ-হস্ত বিতরিছে ঐশ্বর্য্য-সম্ভার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বরদরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অভীষ্টদাতা। 'অভয়া বরদরূপিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বরদা [স] *বি* বরদানকারী দেবী। 'বরদা বাশুলি বন্দো মস্তক উপরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বরদাতা [স] *বি* দানশীল যে। 'তুয়া পদকমল বিমল বরদাতা।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

বরদাত্রী [স] *বি স্ত্রী* বরদাতা; বর দেয় যে। 'ঘরছাড়া দিক্‌হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বরদান [স] *বি* আশীর্বাদ। 'তোমার বরদানে মুঞি অজয় ত্রিভুবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বরদে *বি* বরদানকারী দেবী। 'হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর কাব্যরত্নাকর কবি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বরদেহ *বি* সুন্দর শরীর। 'পথপ্রান্তে পরিহরি আমার অমূল্য বরদেহ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

বরনারী [স] *বি* শ্রেষ্ঠ নারী। 'জকর মরমে বৈসয় বরনারী/ তা সয়ঁ পিরীতি দিবস দুই চারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বরপক্ষ [স] *বি* বিবাহকালীন পাত্রপক্ষের ব্যক্তিগণ। 'বরপক্ষের বড় বিপদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বরপক্ষীয় [স] *বি* বরের পক্ষের লোক। 'বেশী গহনার চার্জ্জ করিয়া বরপক্ষীয়কে জোলম না করেন।' *রওশন*, ১৯২৫।

বরপণ [স] *বি* বিয়েতে কন্যাপক্ষের কাছ থেকে বরপক্ষের পাওয়া অর্থ। 'তবু প্রেম, প্রেমিকেরে ঈর্ষা করে, নিয়ে এলো ক্রূর বরপণ।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৮।

বরপুত্র [স] *বি* দেবতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত যে। 'বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার।' *ভারত*, ১৭৬০।

বরপ্রদা [স] *বি* বরপ্রদানকারী। 'যে রূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বরপ্রাপ্ত [স] *বি* আশীর্বাদপ্রাপ্ত যে। 'এর আগে কোন দিন লাঙল বয় নি তারা তোমারই বরপ্রাপ্ত।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বরবপু [স] *বি* সুন্দর দেহ। 'সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বরবর্ণিনী [স] *বি স্ত্রী* বহুগুণবিশিষ্ট। 'বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'প্রাচীন কাব্যে এদের বলেছে ভীরু বলেছে, বরবর্ণিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বরবালা *বি* বর ও কনে। 'একে একে গলা ধরে কান্দে বরবালা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বরবেশধারী [স] *বিণ* বরের মতো সেজেছে এমন। 'খাজনা লইয়া কাছারি-ঘরে টোপর পরা বরবেশধারী নায়েবের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বরভামিনি [স বরভামিনী] *বি* সুন্দর নারী। 'সুন্দর বদনে বিহসি বরভামিনি রচহ মনোহর বাণী।' *মুরারি*, ১৫৭০।

বরমাল [স] *বি* বরণের মালা। 'সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বরমালা [স] *বি* বিজয়জ্ঞাপক মালা; বরণ করার মালা। 'বিদুষীরা তোমার গলায় পরায় বরমালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বরমাল্য [স] ১ *বি* বিজয়জ্ঞাপক মালা; বিবাহে পাত্রী কর্তৃক পাত্রকে দেওয়া ফুলের মালা। 'কন্যা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমাকে শাস্ত্রের বিচারে পরাভব করিবেক তাহাকে আমি বরমাল্য দিব।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বি* বরণের মালা। 'সে যে সঙ্গিনী মোর, আমারে যে দিয়েছে বরমাল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বরযাত্তোর [স বরযাত্রীয়] *বি* বিবাহকালে পাত্রের সঙ্গী। 'কন্যাকর্ত্তারা আদর ও সম্ভাষণ করে বরযাত্ত্রেরদের অভ্যর্থনা কল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বরযাত্র [স বরযাত্রীয়] *বি* বিবাহকালে পাত্রের সঙ্গী। 'বর ও বরযাত্র যাত্রা করিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বরযাত্রিণী [স] *বি স্ত্রী* বিবাহের সময়ে বরের সঙ্গে কন্যাগৃহে যাত্রা করে যারা। 'ভালবাসা বরযাত্রিণী শুধু ওরা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

বরযাত্রী [স বরযাত্রীয়] *বি* বিবাহকালে পাত্রের সঙ্গী হয় যারা। 'দুই দলে আলাআলি চুলাচুলি গালাগালি বরযাত্রী দেউটী না ছাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বররঙ্গিণি [স বররঙ্গিণী] *বি স্ত্রী* শ্রেষ্ঠলীলাময় যে। 'সহচরি মেলি চললি বররঙ্গিণি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

বররুচি [স] *বি* উজ্জ্বল দীপ্তি। 'দেখ নিরখিয়া, এ বরাঙ্গ বররুচি রিচ্যমান এবে মোহান্তে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বরসজ্জা [স] *বি* বিয়েতে বরকে দেয় বাসরশয্যার সামগ্রী। 'তুমি বরসজ্জা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সম্প্রদানস্থানে অবস্থান কর।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বরসরোজিনী [স] *বি* সুন্দর পদ্ম। 'বরসরোজিনী ধনী তুমি হে তার স্বজনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বর[৩] [স বট] *বি* বটগাছ। 'খদির পিপ্তার বর দেবদারু আগরু।' *বড়ু*, ১৫০০।

বর[৪] [স] ১ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'মন্থর গমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *অব্য* খানি। 'অবিলম্বে তাঁহার নিকট গ্রন্থবর প্রেরণ করা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বরই [স বদরিকা] *বি* কুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বরওক্ত [ফা বর+আ ওক্ত] *ক্রিবিণ* যথাসময়ে। 'নমক মহলের সাহেব তাহার বরওক্ত ইস্তহার দিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'বরওক্ত হাজির থাকেন।' *এডমন*, ১৭৯০।

বরং [স] ১ *অব্য* অপেক্ষাকৃত। 'বরং দুর্ব্বল প্রযুক্ত।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *অব্য* অপেক্ষাকৃত ভালো বা যুক্তিযুক্ত। 'হে মহারাজ তুষ্টামি বরং বৃণু।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *অব্য* তার বদলে। 'যদ্যপি কোম্পানি বাহাদুর ... পুনর্ব্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *ক্রিবিণ* তার চেয়ে। 'বরং নূতন পয়সার অর্দ্ধেক আমাকে দেউন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বরকত [আ] *বি* প্রাচুর্য; সৌভাগ্য। 'পহেলা আসিয়া যে বরকত উঠাইব।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বরকন্দাজ [আ বরক+ফা আন্দাজ] ১ *বি* সিপাহি। 'ডালাইতে বরকন্দাজ সাজিল বিস্তর।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* পাহারাদার। *এডমন*, ১৭৯০। ৩ *বি* দেহরক্ষী। 'দারোগা ... বরকন্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আর্দ্দালী, বরকন্দাজ, আসাবরদার, সোটাবরদার ইত্যাদি সহ তাঁহারা বেলা ১টার সময় রওয়ানা হইলেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

বরকন্দাজ-বাহিনী [বরকন্দাজ+স বাহিনী] *বি* বন্দুকধারী সৈন্যবাহিনী। 'প্রত্যেক জমিদারের ছিল বরকন্দাজ-বাহিনী।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

বরকন্দাজী [বরকন্দাজ>] *বি* গুলি ছোঁড়ার কাজ। 'তিরান্দাজী ও বরকন্দাজী ও তলোয়ার বাজী ... সর্ব্বতেই অতি পারক।' *রামরাম*, ১৮০১।

বরকরার [ফা বর+আ করার] *বি* প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

বরখ [স বর্ষণ>] *বি* বর্ষা। 'মাস বরখ ভেল সাতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বরখন [স বর্ষণ>] *বি* বর্ষণ। 'রিমিঝিমি বরখন লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বরখা [স বর্ষণ>] *ক্রি* বর্ষণ করা। **বরখত** *ক্রি* বর্ষণ করছে। 'ঘন ঘন রিম ঝিম রিম ঝিম রিম ঝিম বরখত নীরদপুঞ্জ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **বরিখয়** *ক্রি* বর্ষণ করে। 'হেটেত থাকিয়া যত অস্ত্র বরিখয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বরখাষ [ফা বরখাস্ত] *বি* ছাঁটাই। 'ফের কোন কাজে ঘাটী দেখি কর্ম্ম হইতে বরখাষ করিয়া দিব।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

বরখাস্ত [ফা] ১ *বি* সমাপ্ত। 'মজলিস অল্পরাত্রে বরখাস্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* কর্মচ্যুত। 'ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করিনি তো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* বাতিল। 'জিনিসটাকে একেবারে বরখাস্ত করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বরখাস্ত হওয়া ১ *ক্রি* সমাপ্ত হওয়া। 'মজলিস অল্পরাত্রে বরখাস্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *ক্রি* বরখাস্ত হওয়া। 'ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করিনি তো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বরখেলাপ [ফা বর+আ খিলাফ] *বি* অমান্যকরণ। 'হযুরের হুকুমের বরখেলাপ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

বরগা[১] [প ভেরগা] *বি* যে কাঠের উপর ছাদ ভর করে থাকে। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বরগা[২] [ও বঁরগা] *বি* ভাগে জমি চাষ। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

বরগি, বরগী [ফা] *বি* বর্গি; মহারাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনকারী দল। 'বরগী আসিয়া দেশ লুট করে।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'বরগি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বরগুঞ্জমালা *বি* মনোহর কুঁচের মালা। 'কুঞ্জশোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বরগুণ [ফা বর+স গুণ] *বি* খারাপ গুণ। 'বড় মানুষদের মধ্যে অনেকের অবগুণ নাই বরগুণ আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বরগুরু [স বরগুরু] *বি* সদ্‌গুরু। 'বরগুরু বঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ।' *চর্যা* ৪৫, ১২০০।

বরঙ্গ [স] *বি* পিতলের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বরঙ্গ ভেরি দোসরি মোহরি ঘন বাজে বিরকালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বরছ [স বৎসর] *বি* বছর। 'ত্রিশ বরছের যেন হইল মেহেরী।' *গরীব*, ১৭৬৫। *দ্র* **বছর**

বরজ *বি* ছাউনি দেওয়া ও ঘেরাও করা পানের ক্ষেত। 'পানের বরজ দেখে বাড়ী গড় খানা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বরজায় [ফা বজা>] *ক্রিবিণ* বজায়; অক্ষত। 'বাগ মজকুরের বৃক্ষে আদি বরজায় রাখিয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

বরঞ্চ [স] ১ *অব্য* অপেক্ষাকৃত ভালো। 'বরঞ্চ গরল খায় আমা পানে নাঞি চায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *অব্য* এর চেয়ে। 'বরঞ্চ আমরা বলিতে পারি তাঁহার এতাবৎ চেষ্টা নিঃস্বার্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বরট *বি* বর্ম। 'বান্ধিয়া বরট চলিল চটপট।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বরণ[১] [স বর্ণ] ১ *বি* বর্ণ। 'কাঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কেন না হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখা, রাধার বরণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬০। ২ *বি* রূপ। 'এতদিন নাহি দেখি এ নব বরণ কামরূপী মোর ঘরে বাড়ে কোন জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বরণী *বিণ স্ত্রী* বর্ণের। 'পীন পয়োধর চারু কনক বরণী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বরণ[২] [স] ১ *বি* গ্রহণ। 'দরিদ্র বরণ করে অনাথের গতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জ্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা। 'লইব বরণ করে, পুষ্পসিংহাসন-'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বরণকুলা *বি* বরণের উপকরণে সাজানো ডালা। 'বরণকুলায় প্রদীপ সাজায়ে ধান দুর্ব্বার সাথে।' *জসীম*, ১৯৩০।

বরণডালা [স বরণ+মু ডালা] *বি* বরণের উপকরণে সাজানো ডালা। 'অমনি বরণ ডালা আর শ্রীটে আনিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'তোমারি ললাটে নববরষার বরণডালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম তোমার বরণডালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

বরণডালি *বি* যে ডালায় ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। 'কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণডালি ছেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

বরণমালা [স] *বি* বরণের জন্যে গাঁথা মালা। 'হাতে লয়ে বরণমালা তুমি এলে নেমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'ভুবন বলে, 'তোমার তরে আছে বরণমালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বরণসভা [স] *বি* বরণ করে নেওয়ার অনুষ্ঠান। 'আমাদের বরণসভায় বর আসেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। 'সেই যুগের বরণসভায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বরণীয় [স] *বিণ* বরণযোগ্য। 'সেক্স্‌পিয়ার স্তুতিযোগ্য এবং নিউটন অতি বরণীয় বটে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বরণীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* বরণযোগ্য। 'ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংসে-ধন্যা।' *নজরুল*, ১৯২২।

বরণোৎসব [স বরণ-উৎসব] *বি* বরণ করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব। 'নবগতাদের বরণোৎসব।' *বেগম*, ১৯৭০।

বরণ্ডালা [স বরণ>] *বি* বরণ ডালা; বরণের উপকরণে সাজানো ডালা। 'আগে কি অধিবাসের বরণ্ডালা সাজাব?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বরণ[৩] [স বরুণ] *বি* পানি। 'আনল বরণ বাবি মৃত্তিকা জন্মিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

বরতন [হি] *বি* প্লেট; বাসন। 'এক ঝাঁকা থালা বরতন পড়িয়া ভাঙিয়া গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বরতরফ [ফা বর+আ তরফ] *বিণ* খারিজ; বাতিল। 'খেদমত হইতে বরতরফ করা জাবেক।' *চেরী*, ১৭৮৮।

বরদার, বরদারী [ফা বরদার] *বি* বাহক। 'রেকাব বরদার ছিনু ইমামের সাথে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'ফরমা বরদারী কৈনু না ভাবিনু ভিন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বরদাস্ত, বরদাশত [ফা বরদাশত] *বি* সহ্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তাঁর ক্ষিদে বরদাস্ত হয় না কিন্তু ছেলেদের হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'সে-সমস্ত বাতেনী কথা বরদাশত করিতে পারিবে না।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বরদোয়া [ফা] *বি* শাপ; অমঙ্গল কামনা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বরন [স বর্ণ] *বি* রং। 'নানা বরন ধরে বন বরিসার কালে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বরন-ছটা *বি* রঙের ছোপ। 'লিখিছে প্রণয়-কাহিনী বিবিধ বরন-ছটাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

বরনা *বি* বর্ণবিশিষ্ট যা। 'নেচে চলে চাঁপা-বরনা যেন ঝরনা/ বাহু দোলাইয়া।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বরনী *বিণ* রং-বিশিষ্ট। 'হয়েছে শ্যামল বরনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

বরফ [ফা] *বি* জমাট-বাঁধা হিমশীতল পানির খণ্ড। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দক্ষিণ মহাসমুদ্রে ভূরি ভূরি বরফ একত্র রাশীকৃত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বরফওয়ালা [ফা বরফ+হি ওয়ালা] *বি* বরফ বিক্রেতা। 'বরফওয়ালা তাহার শেষ হাঁক হাঁকিয়া চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বরফকুণ্ড [ফা বরফ+স কুণ্ড] *বি* বরফের খণ্ড। 'বাতাস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মাটি বরফকুণ্ড হয়ে গেছে।' *হাসান*, ১৯৬৪।

বরফখণ্ড [ফা বরফ+স খণ্ড] *বি* বরফের টুকরা। 'ভাসমান বরফখণ্ডের মতো নিজের মধ্যেই নড়ে নড়ে উঠে কোরবান।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

বরফগলা *বিণ* বরফ গলে তৈরি হয়েছে এমন। 'দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডাজলে স্নান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'দূর পর্বতের বরফগলা জলে আমার জন্ম।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

বরফ-চাপা *বিণ* বরফে ঢাকা। 'দিগন্তে রক্তবর্ণ সূর্য – শীতের বরফ-চাপা শাসন সবে-মাত্র ভেঙে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'একরাশ বরফ-চাপা মাছ নিচ্ছিস।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বরফচুর [ফা বরফ+স চূর্ণ] *বি* তুষার। 'বরফচূরের বিষে শাদা ঝর্ণা ঝরে হীরার হারে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বরফজমা [ফা বরফ+আ জমা] ১ *বি* বরফে পরিণত হওয়া। 'বরফ-জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বিণ* হিমশীতল। 'বরফজমা তরঙ্গিণী ছোটে অকস্মাৎ সূর্যের উদার বুকে লীন হ'তে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

বরফজল [ফা বরফ+স জল] *বি* বরফ মিশ্রিত জল; বরফ-গলানো জল। 'ওরে বরফ-জল নিয়ে আয় রে, তামাক দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বরফ-দেওয়া *বিণ* বরফ দেওয়া হয়েছে এমন। 'এক গ্লাস বরফ-দেওয়া জল খান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বরফপাত [ফা বরফ+স পাত] *বি* তুষার পতন। 'অপূর্ব দর্শনীয় জিনিস বরফপাত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'অভ্রমল্লিকা বর্ষণের মত বরফ-পাত যে কি দর্শনীয় বস্তু।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বরফপানি [ফা বরফ+হি পানি] *বি* হিমশীতল পানি। 'ফ্লাস্ক ভরিয়া চা ও বরফপানি দিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বরফপুঞ্জ [ফা বরফ+স পুঞ্জ] *বি* বরফরাশি। 'এই বরফপুঞ্জের উপরে আছে ৬০০০ মাইল বায়ুস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বরফ-ফুলকি *বি* তুষার কণা। 'নয় রাতি নয় দিনমান ধরি বরফ-ফুলকি করে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

বরফ-বর্ষণ [ফা বরফ+স বর্ষণ] *বি* তুষারপাত। 'বিলেতের বরফ-বর্ষণ এর কাছে হার মানে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বরফরাশি [ফা বরফ+স রাশি] *বি* বরফের স্তূপ। 'হিমপ্রধান উত্তর প্রদেশীয় সমুদ্রে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপাকার বরফরাশি ভাসে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বরফাবৃত [ফা বরফ+স আবৃত] *বিণ* বরফে ঢাকা। 'বরফাবৃত পৃথিবী শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বরফি, বরফী [ফা বরফ>] ১ *বি* ছানা, ক্ষীর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চারকোণা মিঠাই। 'মেঠাই যত বরফী বুন্দে খৈচুর ...।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'ভাত খাইবার অবকাশ নাই কিন্তু খাস্তার কচুরি, খাসা গোল্লা, বরফি, নিখুঁতি, মনোহরা ও গোলাবি খিলি সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* বরফযুক্ত। 'স্টুয়ার্ড হোথায় জুগিয়ে বেড়ায় বরফী শর্বৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বরবটি, বরবটী [স বর্বটী] *বি* শিমজাতীয় সবজিবিশেষ। 'গুড় তিল মুগ বরবটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রাজমাষ নাম তাঁর বরবটি যিনি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বরবাদ [ফা] ১ *বি* ধ্বংস। 'হানিফা আসি করিল বরবাদ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* নষ্ট। 'তেরি ঘর কিয়া বরবাদ পয়মাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

বরম [আ] *বিণ* অসাবধান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বরমাল্য *দ্র* বর[২]

বরশা [হি বরছা] *বি* বর্শা; বল্লম। 'বরশা কাটার টাঙ্গি বন্দুক কামান।'

মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'তবে আন বরশা, আন আন দেখি ঢাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। দ্র **বর্শা**

বরশি [স বরছা] *বি* বর্শা। 'নিশান ও বরশি ও ভালা ঢালিয়াত।' *রামরাম*, ১৮০১।

বরশী [স বড়িশী] *বি* বড়শি। 'মৎস্য বরশীতে বন্ধন হইতেছে।' *রামরাম*, ১৮০২। দ্র **বড়শি**

বরষ [স বর্ষ] *বি* বর্ষ। 'করিল শ্রবণ বেধ পঞ্চম বরষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **বর্ষ**

বরষণ [স বর্ষণ] *বি* বর্ষণ। 'কর্ণবরষণ গহননাদ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। দ্র **বর্ষণ**

বরষন [স বর্ষণ] *বি* বৃষ্টিপাত। 'কে জানিত সেই ক্ষণিকা মুরতি/ দূরে করি দিবে বরষন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বরষা[1] [স বর্ষা] **১** *বি* বাংলা ঋতুবিশেষ। 'ঋতু মধ্যে সরসা বরষা মনে গণি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* বৃষ্টি। 'সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* ধারা। 'নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৪** *বি* বর্ষণ। 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জলে যেই নামল দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বরষা-দিন *বি* বৃষ্টিমুখর দিন। 'মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জন, এ বরষা-দিনে হাতে হাতে ধরি ধরি গাব মোরা লতিকাদোলায় দুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

বরষা-পীড়িত [স বর্ষাপীড়িত] *বিণ* বৃষ্টির ঝাপ্টায় একেবারে জবুথবু। 'উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

বরষা[2] [স বর্ষণ] **১** *ক্রি* বর্ষা হওয়া। 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *ক্রি* বর্ষিত হওয়া। 'বাসনানিশ্বাস তব গরল বরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বরসা [স বর্ষণ] *বি* বর্ষা। *বোগল*, ১৭৭০; 'বরসা কাল।' *ওর্সঁ*, ১৭৮২। দ্র **বর্ষা**

বরসা কাল *বি* বর্ষাকাল। 'বরসা কাল ঝড়ি বৃষ্টি হইয়া ...।' *বোগল*, ১৭৭০।

বরসাত *বি* বৃষ্টিধারা। 'চোখে নামে বরসাত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বরসাতী *বি* বৃষ্টির জল নিরোধক আলখাল্লা জাতীয় কোট; রেইনকোট। 'পাদ্রীসায়েব গ্রেটেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন দু'খানা বরসাতী দিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বরসি [স বড়িশী] *বি* বড়শি। 'চিরকাল রহিছে গোদা বরসি ফুটিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। দ্র **বড়শি**

বরা[1] [স বরাহ] **১** *বি* শূকর। 'সসারু হরিণ বরা লতাপাশে বান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বরাহ অবতার। 'বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা'-অবতার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বরাখুরে [স বরাহ>] *বিণ* কু-লক্ষণাক্রান্ত। 'পাড়ারবরাখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বরা[2] [স বরণ>] *ক্রি* বরণ করা। **বর** *ক্রি* বরণ করো। 'মুক্ষ রাজা বর তুক্ষি গন্দ পুষ্প দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বরন্তি** *ক্রি* বরণ করে। 'বরন্তি শৃঙ্গার ভাব নির্লজ্জ হইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **বরহ** *ক্রি* বরণ করো। 'সম্মত হইয়া জদি না বরহ মোরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বরি** *ক্রি* বরণ করি। 'জাত্যের নির্নয় নাহি তারে আগু বরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **বরিতে** *ক্রি* বরণ করতে। 'আগ আইয় চল যাই লখাইতে বরিতে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **বরিব** *ক্রি* বরণ করবো। 'অনুক্রমে পঞ্চভাই বরিব কুমারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বরিবারে** *ক্রি* বরণ করতে। 'কৈন্যাএ বোলে তবে তোক্ষা বরিবারে পারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বরিবেক** **১** *ক্রি* বরণ করবো। 'কৈন্যাএ বোলে তবে তোক্ষা বরিবেক আক্ষি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* বরণ করবে। 'কেমনে নূতন বরে বরিবেক মেয়ে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **বরিয়া** *ক্রি* বরণ ক'রে। 'সর্ব্ব পৌরজনে গীয়া বরিয়া আনিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বরিল** *ক্রি* বরণ করলো। 'পুষ্পমালা দিয়া কৈন্যা বরিল তাহারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বরাওন্দ [ফা] *বি* বরাদ্দ; নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ। 'সাতাইস তঙ্কা বরাওন্দ করিয়া দিয়াছী।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; *ওর্সঁ*, ১৭৭৯; 'গোমাস্তার বরাওন্দ হইতে দরমাহা আড়কাট ২৫ টাকা পাইবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২। দ্র **বরাদ্দ**

বরাক *বি* নদীবিশেষ। 'এ গতিপথটুকুকে বরাক নাম দেওয়া হয়েছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

বরাকা [স বরাক] *বি* জঘন্য মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। 'আমারে ধরিতে পারে কেমন বরাকা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বরাঙ্গ [স] *বি* শ্রেষ্ঠ দেহ। 'দেখ নিরখিয়া, এ বরাঙ্গ বররুচি রিচ্যমান এবে মোহান্তে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বরাঙ্গী [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট। 'সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বরাঙ্গনা [স] *বি* সুন্দরী নারী। 'মকরবাহন রথ এক বরাঙ্গনা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বরাট *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'চন্দ্রমোহন বরাট।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বরাটা [স বরাট] *বি* তৃণবিশেষ। 'বরাটা চুচুড়া মুথা আমার ভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বরাটিকা [স বরাটী] *বি* কড়ি; অর্থ। 'বরাটিকা হেতু আকাংক্ষা ক্ষেনে ক্ষেনে বাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বরাটিকে [স বরাটক, বরাটিকা] *বি* কপর্দক; কড়ি। 'বার কাহন বরাটিকে বেতনার্থ লহ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বরাড়ি, বরাড়ী *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ বরাড়ী।' *চর্যা* ২১, ১২০০; 'রাগ: বরাড়ি।' *সুলতান*, ১৭০০।

বরাত, বরাৎ [আ বরাত] **১** *বিণ* ক্ষমতা প্রদানকারী। 'এই বরাত চিঠী বহীতে দাখিল হইল।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বাঙ্কে আপন ন্যস্ত টাকার বরাৎ দিতে পারিবেক না।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* অজুহাত। 'তুই কত বরাতেই ফিরিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *বি* প্রয়োজন। 'ও কথা যাউক, একটা বরাৎ আছে, আমাকে শীঘ্র বাসায় যাইতে হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **৪** *বি* ভাগ্য। 'বরাৎ, বরাৎ, কলিতে ধম্ম নাই।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'জগা, এইবার বরাত ফিরলো আর কি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বরাতি [স বরযাত্রীয়] *বি* বিবাহকালে পাত্রের সঙ্গী। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দখিনের হালকা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বরাতের মজলিছ *বি* বিয়ের অনুষ্ঠান। 'বরাতের মজলিছে শরিফ অশরিফ বলিয়া পার্থক্য।' *এসলাম*, ১৯১৯।

বরাদ্দ [ফা বরাওর্দ] **১** *বিণ* নির্ধারিত। 'রক্ত কম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের ... বরাদ্দ আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মেঘদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* নির্ধারিত ভাগ।

'কন্যার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ/ যার যথামত পায় বরাদ্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বরাদ্দকৃত [ফা বরাওর্দ+স কৃত] *বিণ* বরাদ্দ করা হয়েছে এমন। 'বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থে ৬০০টি শাড়ী ... বিতরণের জন্যে দান করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৯।

বরাদ্দি [ফা বরাওর্দ] *বিণ* নির্ধারিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বরাননা [স] *বিণ* সুন্দর মুখশ্রীবিশিষ্ট। 'মন্মথ-মোহিনী বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারেতিছিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বরাবর [ফা] **১** *ক্রিবিণ* নিকটে। 'কহিল সকল কথা রাম বরাবর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* পর্যন্ত। 'রাছুলুল্লা শুনে বাত আগ বরাবর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *ক্রিবিণ* সরাসরি। 'তিনি বরাবর রঙ্গপুর গিয়া কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **৪** *ক্রিবিণ* আগাগোড়া। 'পেটে ফ্রেডারিকের প্রেমকে বরাবর পালন করিয়া আসিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৫** *ক্রিবিণ* সকল সময়ে। 'লালন বলে তাই আমারে করলো গৌর বরাবরই।' *লালন*, ১৮৯০।

বরাবরে *ক্রিবিণ* নিকটে; সমীপে। 'কুটুম্ব জ্ঞাতি জত বন্দেন নৃপ বরাবরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বরাবরি [স বরাবর>] **১** *অব্য* দিকে। 'লেজ কাটি গছায় ফুল্লরা বরাবরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মোকাবিলা; প্রতিদ্বন্দ্বিতা। 'আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ডাণ্ডাইয়া বরাবরি করিতে ... আমার এই শেষ দসা।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *ক্রিবিণ* সব সময়ে। 'সে পোশাক চিরকাল ভাল ও সুখজনক বোধ হইবেক তবে সে বরাবরি পরিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বরাবরি করা *ক্রি* প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। 'আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ডাণ্ডাইয়া বরাবরি করিতে ... আমার এই শেষ দসা।' *রামরাম*, ১৮০১।

বরাবরেষু [ফা বরাবর+স এষু] *ক্রিবিণ* নিকটে; সমীপে। 'মেং ডগলিষ সাহেব বরাবরেষু।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

বরাভয় [স] **১** *বি* অভয়মুদ্রা। 'পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* অভয়। 'বরাভয়-বাণী ওই রে কার শুনি।' *নজরুল*, ১৯২২।

বরাভরণ [স] *বি* বিবাহে বরকে প্রদত্ত যৌতুক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বরামদ [ফা] **১** *বি* দায়। 'চারি সও টাকা বরামদ মনিবের কাছে দিয়াছিলেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* খুব অনুনয়-বিনয়। 'বক্রেশ্বর খোশামোদ ও বরামদ করিয়া ফ্যা ফ্যা করত বেড়াইতে লাগিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বরার্দ, বরার্দ্দ [ফা বরাওর্দ] *বিণ* বরাদ্দ। 'তাহারদের বরার্দ্দ আনুক্রমে চালু সরু মোটা আতপ উসনা।' *রামরাম*, ১৮০১। *দ্র* **বরাদ্দ**

বরাসন [স] **১** *বি* শ্রেষ্ঠ আসন; সিংহাসন। 'বরাসনে বারামে বস্যাচে গৌড়েশ্বর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* বরের আসন। 'এককোণে চওড়া জড়িপাড় লাল মখমলে মোড়া উঁচু বরাসন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বরাহ [স] **১** *বি* বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার (হিন্দুপুরাণ)। 'বরাহ রূপে দান্তের আগে তোলী ধরিলোঁ মহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শূকর। 'বরাহ ভল্লুক আর কুরঙ্গ শার্দুল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বরাহদশনী [স] *বিণ* বরাহের মতো দাঁতবিশিষ্ট। 'ত্রিকালতিষ্ঠ মূলাধার পাড়ে ঝঞ্ঝা বরাহদশনী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

বরাহবদনা [স] *বিণ স্ত্রী* শূকরের মতো মুখবিশিষ্ট। 'লম্বোদরা, চীনাম্বরা, বরাহবদনা বারাহী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বরাহর্দ্দ [ফা বরাওর্দ] *বি* বরাদ্দ। 'গাওনা বাজনা ও খানা খেলানা রং ঢং সং ইহারি বরাহর্দ্দ তারি।' *ভবানী*, ১৮২৮। *দ্র* **বরাদ্দ**

বরিক্ষা [স বর্ষণ>] *ক্রি* বৃষ্টি হওয়া। **বরিক্ষয়** *ক্রি* বর্ষণ হয়। 'দশদিশ বরিক্ষয় আগিনী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বরিখ[১] [স বর্ষ] *বি* বর্ষ; বছর। 'বার বরিখের দাম দিবে জে গুয়ালি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

বরিখ[২] *দ্র* **বরিখা**

বরিখা [স বর্ষণ] *ক্রি* বর্ষণ হওয়া। 'অরুণিম অধরে সুধারস বরিখত বচন অমিয়া তছু মাঝ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বরিখ** *ক্রি* বর্ষিত হও। 'ডাকএ চাতক পক্ষী বরিখ নির্ভরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বরিখত** *ক্রি* বর্ষণ করছে। 'অরুণিম অধরে সুধারস বরিখত বচন অমিয়া তছু মাঝ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বরিখয়** *ক্রি* বর্ষণ করে। 'ঠন ঠন ঠনঠন বরিখত বরকন্দাজে।' *ভারত*, ১৭৬০। **বরিখন্তিয়া** *ক্রি* বর্ষণ করছে। 'ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।' *শেখর*, ১৬০০। **বরিখিতে** *ক্রি* বর্ষিত হতে। 'আজ্ঞা দিলা বরিখিতে মেহ বরিষণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **বরিখে** *বি* বর্ষণ হয়। ' শ্রাবণে বরিখে ঘন দিবস রজনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বরিত [স] *বিণ* মনোনীত। 'সুগম্ভীর, সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, সুশ্রী না হইলে কেহ রাষ্ট্রদূত পদে বরিত হইতে পারিত না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বরিশালিয়া *বি* বরিশালের আঞ্চলিক ভাষা। 'বাড়িতে তাঁর কথোপকথনের ভাষা ছিল নির্ভেজাল বরিশালিয়া।' *শিব*, ১৯৫৬।

বরিশেষ [স বর্ষ] *বি* বছর। 'বার বরিশেষ মোর দেহ মাহাদান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বরিষ[১] [স বর্ষ] *বি* বর্ষ। 'বারহ বরিষের দাণ সুনহ মুগধী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বারহ বরিষেকের মোর মাহাদন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বরিষ[২] *ক্রি* বর্ষণ করো। 'বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বরিষণ [স বর্ষণ] *বি* বর্ষণ। 'চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **বর্ষণ**

বরিষন [স বর্ষণ] *বি* বর্ষণ। 'পুষ্কর দুষ্কর আইল সত্বর/ করি ঝড় বরিষন।' *কেতকা*, ১৬৫০।

বরিষা[১] [স বর্ষা] **১** *বি* বৃষ্টি। 'উপসন্ন হৈল হের বরিষা সমএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বর্ষাকাল। 'সব স্থান তিতি হৈল বরিষার মত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বরিষাধারা [স বর্ষাধারা] *বি* বৃষ্টি। 'আকাশ নিঙাড়ি ঝরিবে যখন আকুল বরিষাধারা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বরিষা[২] [স বর্ষণ>] *বি* বর্ষিত হওয়া। **বরিষএ** **১** *ক্রি* বর্ষণ করে। 'তীখক বেড়িয়া সবে বরিষএ শর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* বর্ষিত হয়। 'সেই ক্ষণে বরিষএ জল।' *সুলতান*, ১৭০০। **বরিষন্ত** *ক্রি* বর্ষণ করছে; নিক্ষেপ করছে। 'দুই বীরে অনুক্রমে বরিষন্ত শর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বরিষয়** *ক্রি* বর্ষণ করে। 'জলধর বরিষয় আট দিগে বায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বরিষয়ে** *ক্রি* বর্ষিত হয়। 'বচন বলিতে অগ্নি বরিষয়ে মুখ্রে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বরিষে** *ক্রি* বর্ষিত হয়। 'নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বরিষ্ঠ [স] *বিণ* বরণীয়। 'বহুতর বিশিষ্ট বরিষ্ঠ ব্যক্তি এবং চিকিৎসালয়ের সহকারী এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

বরিসতা [ব্র] *বি* বর্ষণ। 'জখনে গরজি ঘন বরিসতা রে কওঞেন সে বিপরাএঞো।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বরিসন [স বর্ষণ] *বি* বর্ষণ। 'বিনিবাএ বরিসনে গাছ কেন পড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **বর্ষণ**

বরিসা[1] [স বর্ষণ>] *ক্রি* বর্ষিত হওয়া। **বরিসঅ** *ক্রি* বর্ষণ করে। 'তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ।' *চর্যা ৯*, ১২০০। **বরিসএ** *ক্রি* বর্ষণ করে। 'জেহেন চন্দ্র মণ্ডল বরিসএ গরল।' *মালাধর*, ১৫০০। **বরিসন্ত** *ক্রি* বর্ষণ করছে; নিক্ষেপ করছে। 'দুই বিরে অনুক্রমে বরিসন্ত সর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বরিসে ১** *ক্রি* বর্ষণ করে। 'চারি মেঘ বরিসে মুসলধারে জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* বর্ষিত হয়। 'নয়নে বরিসে জলধারা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বরিসা[2] [স বর্ষা] *বি* বর্ষা। 'বরিসা পরবেস পিয়া গেল দূরদেস রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। দ্র **বর্ষা**

বরিস্যা [স বর্ষ>] *বিণ* বয়সী; বয়সের। 'শ্রীমতি মৌনাবতি সোড়ষ বরিস্যা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বরু [স বরং] *অব্য* বরং। 'সে তল কে বরু বসএ বিদেসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বরুজ [আ বুরুজ] *বি* আশ্রয়স্থান; কিল্লা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বরুণ [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে জলের দেবতা। 'কল্পযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বরুণদেব [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে জলের দেবতা। 'ভারতবর্ষীয়েরা ইন্দ্র বা বরুণদেবকে ... অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বরুণব্রত [স] *বি* রাজধর্মবিশেষ; বরুণ যেমন পাশ দ্বারা বাঁধেন রাজাও তেমনি খারাপ লোকদের কারাগারে আবদ্ধ করবেন – এটাই বরুণব্রত। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, ... বরুণব্রত, ... পৃথিবীব্রত; এই সপ্ত ব্রত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বরুণাস্ত্র [স] *বি* হিন্দুদেবতা বরুণের অস্ত্র। 'যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ ও নাগপাশবন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বরুন [স বরুণ] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে জলের দেবতা। 'ধরিয়া বরুন দুত নন্দ লৈয়া জাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

বরুণা [স] **১** *বি* নদীবিশেষ। 'ধাইল বরুণা গঙ্গা যমুনা অজয় সরস্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ফলবিশেষ। 'বরুণের বৃেখে বরুণা ফল বহি আর ফল না হএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

বরুনা *বি* গাছবিশেষ। 'নোয়াড়ি সেঅড়ি বরুনা সাঞি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বরেণ্য [স] *বিণ* বরণের যোগ্য। 'কোন গুণে উর্দ্দু আমাদের বরেণ্য?' *এসলাম*, ১৯১৭।

বরেণ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* বরণীয়। 'তোমরা ধন্য হইবে, মাতৃভাষাও বরেণ্যা হইবে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বরেহাঁ *বিণ* বড়ো। 'সে ব্যক্তি নিজে বরেহাঁ চাকুরা।' *কেরি*, ১৮০২।

বরোজ *বি* ছাউনি দেওয়া ও ঘেরাও করা পানের ক্ষেত। 'কতদূর গিয়েছিলে পার হয়ে পানের বরোজ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। দ্র **বরজ**

বর্কত [আ বরকত] *বি* বৃদ্ধি। 'এই মালে বর্কত না হএ কদাচন।' *আলাওল*, ১৬৮০। দ্র **বরকত**

বর্কন্দাজ [স বর্ক+ফা আন্দাজ] *বি* অস্ত্রধারী দেহরক্ষী। 'ওই ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। দ্র **বরকন্দাজ**

বর্গ [স] **১** *বি* গণ। 'চতুর্দিগে মহা ভাগ্যবন্ত বর্গ সাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* একটি রাশিকে ঐ রাশি দিয়ে গুণ করার ফল। 'ছাত্রেরদিগের প্রতি বর্গ ও বর্গমূল ও ঘন ও ঘনমূল প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনির পাঁচটি ভাগ; বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির ক চ ট ত প বর্গ। 'দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের কবর্গ চবর্গাদি বর্গ বিভাগের নিয়মানুসারে বিভক্ত দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'প বর্গের দুটো-একটা অক্ষর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বি* বিষয়। 'দশবর্গ, পঞ্চবর্গ, ... ও ত্রিবর্গের ফলাফল ত করিয়াছ?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বর্গ-ইঞ্চি *বিণ* দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে উভয় দিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ (এখানে ঘন-ইঞ্চি অর্থে)। 'ছয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ বায়ু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বর্গগত [স] *বিণ* জাতিগত। 'ও-দুটি অবতারের প্রভেদ শুধু বর্গগত নয় বর্গগতও বটে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

বর্গফুট [স বর্গ+ই ফুট] *বিণ* দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে উভয় দিকে এক ফুট পরিমাণ। 'একটিমাত্র তিমি হইতে দিন হইতে চারি হাজার বর্গফুট চামড়া পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

বর্গ বিভাগ [স] *বি* স্পৃষ্ট ধ্বনির পাঁচটি শ্রেণী ক, চ, ট, ত ও প বর্গ। 'দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের কবর্গ চবর্গাদি বর্গ বিভাগের নিয়মানুসারে বিভক্ত দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বর্গমাইল [স বর্গ+ই মাইল] *বি* আয়তনের পরিমাপবিশেষ; দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে উভয় দিকে এক মাইল পরিমাণ। 'এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বর্গমূল [স] *বি* কোনো রাশি দিয়ে সেই রাশিকে গুণ করলে, তাকে বর্গ বলে আর মূল রাশিটি বর্গের মূল, যেমন: ৪ এর বর্গমূল ২; ৯ এর বর্গমূল ৩; ১৬ এর বর্গমূল ৪। *দর্পণ*, ১৮২২।

বর্গহাত [স বর্গ+হাত] *বি* এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া। 'কুড়ি বর্গহাত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বর্গা[1] [ও বঁরগা] *বি* ভাগে ফসল উৎপাদনের জমি। **বর্গাদার** [বর্গা+ফা দার] *বি* যে ব্যক্তি পরের জমি ভাগে চাষ করে; ভাগচাষী। 'বর্গাদার – মহাজন – প্রজার মহলে হুলুস্থুল পড়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩০।

বর্গাদারি [বর্গা+ফা দারি] *বি* বর্গায় জমি চাষের ব্যবস্থা। 'বর্গাদারিতে তেভাগা-নীতির প্রবর্তনও বিশেষ গুরুতর ব্যাপার।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

বর্গাপ্রথা [বর্গা+স প্রথা] *বি* নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল প্রদানের শর্তে অন্যের জমি চাষের রীতি। 'একটি হইল জমিদারীলোপ; দ্বিতীয়, বর্গাপ্রথায় তেভাগা-নীতির প্রবর্তন।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

বর্গা[2] [প ভেরগা] *বি* ছাদের নীচে কড়ির উপরিস্থিত কাঠ। 'দিন তো গেল কোনোমতে কড়ি বরগা গুনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'ছাদের পুরনো কড়িবর্গার টকটক মেঘ যে কোনো সময় ঘাম হয়ে ঝরে পড়তে পারে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

বর্গি, বর্গী[1] [স বর্গ>] *বি* লুণ্ঠনপ্রিয় মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সৈন্যদল। 'আছয়ে বর্গির রাজহা গড় সেতারায়।' *ভারত*, ১৭৬০; 'তখন এক বর্গীর দল এসে তাঁর দলে হানা দিল।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

বর্গী[2] *বি* ফসলের মালিক। 'পাড়া-জুড়ানো বুলবুলি নও তুমি বর্গীর ধান খায় যে উন্‌তিরিশে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪।

বর্গীয় [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) মৌলিক কাম্য বিষয় (চতুর্বর্গ) সংক্রান্ত।

'কাম আর অর্থ – এ দ্বিবিধ বর্গীয় ফল লাভেচ্ছাই পশুজীবন নিয়ন্ত্রিত করছিল।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বর্জন, বর্জ্জন [স] *বি* বর্জন; পরিহার। 'ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বর্জ্জন নিষ্প্রয়োজন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বর্জননীতি [স] *বি* ত্যাগের পন্থা। 'পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জননীতির পোষণপালন করতে চাচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বর্জনশক্তি [স] *বি* ত্যাগের ক্ষমতা। 'নির্মম বর্জনশক্তি দাও তার অন্তরে অন্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বর্জনীয়, বর্জ্জনীয় [স] ১ *বিণ* বাতিল। 'অন্য২ রূপে মাসুলাদি গ্রহণের প্রথা বর্জ্জনীয় হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বিণ* বর্জনের উপযুক্ত। 'অনুরোধে বর্জ্জনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বর্জা [স বর্জন>] *ক্রি* ত্যাগ করা। **বর্জি** *ক্রি* ত্যাগ ক'রে। 'আবু আস জয়নবক না বর্জি রাখিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **বর্জিল, বর্জ্জিল** *ক্রি* বর্জন করলো। 'মায়া জাল কাটিল বর্জিল ক্রোধ কাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'এতেক বলিয়া হর গঙ্গাকে বর্জ্জিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বর্জিলুঁ** *ক্রি* বর্জন করলো। 'শয়ন ভোজন সুখ সকল বর্জিলুঁ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বর্জ্জিলে** *ক্রি* ত্যাগ করলে। 'হেন বধূ বর্জ্জিলে হয় কুৎসিত আচার।' *বিজয়*, ১৬৫০। **বর্জ্জিহ** *ক্রি* বর্জন কোরো। 'কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ ঘরে রহ ত বসিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বর্জাইস [ই] *বি* ছাপার ক্ষুদ্র অক্ষর। 'অভিধানে বর্জাইস অক্ষরে লেখা আছে।' *জীবন*, ১৯৪২।

বর্জি *বি* বেজি। 'বর্জি জেন ধরএ মূষিকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বর্জিত [স] ১ *বিণ* নিষিদ্ধ। 'বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পরিত্যক্ত। 'অকুমারি রাখ্য আক্ষি বান্ধব বর্জ্জিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* বিহীন। 'একাকার রূপ প্রভু আকার বর্জিত।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বিণ* বাদ দেওয়া হয়েছে এমন। 'দুই সভ্যের সকল প্রকার কমিটি হইতে একেবারে বর্জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বর্জ্য, বর্জ্জ্য [স] ১ *বিণ* ত্যক্ত। 'তারে যে না ভজে বর্জ্য হয় সেইজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বর্জনীয় দ্রব্যাদি। 'ঘোনাইয়া না ছোয়ে কেহ ছাগলের বর্জ্জ্য।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বর্ডার [ই] ১ *বি* পাড়; বস্ত্রের প্রান্ত। 'নীহার নেটের কুয়াশা মশারি – ও কি বর্ডার তারই?' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বি* কোনো বস্তু বা স্থানের চারপাশের সীমানা; কিনারা। 'বর্ডারে আবার সেই লতা আর পাখির মটিফ।' *মুজতবা*, ১৯৬০। ৩ *বি* দেশের সীমান্ত। 'অদূরে সকাল থেকে মেঘ ডাকে ভুটান-বর্ডারে।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

বর্ণ [স] ১ *বি* (হিন্দু সমাজের) জাত বা জাতি। 'নাম প্রেমদান আদি বর্ণের মহত্ত্ব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কর্ণ তার ঠাঁই গেল বর্ণ চুরি করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সম্প্রদায়। 'তাহারা হিন্দু লোক আমরাও সেই একি বর্ণ।' *রামরাম*, ১৮০১।

বর্ণগত [স] *বি* বর্ণের অধীন। 'ক্রমশঃ কর্ম্ম বর্ণগত হইয়া উঠিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বর্ণগর্ব, বর্ণ-গর্ব্ব [স] *বি* জাতের বা বংশের অহঙ্কার। 'কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইনু সবে, বর্ণ-গর্ব্ব রাখিব পণ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

বর্ণত্ব [স] *বি* জাতিভেদ। 'তাহারা জাত্যন্তর বলিয়া তাহাদিগের বর্ণত্ব নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বর্ণ-বিচার [স] *বি* বর্ণভেদাভেদ। 'বর্ণ-বিচারের কিছুমাত্র সূচনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'আমাদের মাজহাবে জাতবিচার বর্ণবিচার নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বর্ণবিদ্বেষ [স] *বি* এক বর্ণের প্রতি অন্য বর্ণের ঘৃণা। 'আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ নাই ... বর্ণ-বিদ্বেষ নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

বর্ণবিভাগ [স] *বি* জাতিবিভাগ। 'বর্ণবিভাগ-প্রণালীর শৈশবাবস্থায় কর্ম্মগত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বর্ণবিরুদ্ধ [স] *বিণ* জাত নষ্ট হয় এমন। 'বর্ণবিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত করিতে পারিবে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

বর্ণ-বৈষম্য [স] *বি* বর্ণে বর্ণে বা জাতিতে জাতিতে পার্থক্য। 'ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বর্ণ-ভুক্ত [স] *বিণ* বর্ণের অন্তর্গত। 'যে যেরূপ কর্ম্ম করিত, সে সেইরূপ বর্ণ-ভুক্ত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বর্ণভেদ [স] *বি* বর্ণ অনুযায়ী বিভাজন। 'তথায় অনৈসর্গিক বর্ণভেদ ও কৃত্রিম বংশমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'সমাজে বর্ণভেদ এবং বৃত্তিভেদ স্থাপন করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বর্ণশ্রেষ্ঠ [স] *বি* ব্রাহ্মণ। 'বর্ণশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশ তাহে অষ্টাদশ। দুই হ'লে এক যোগ ধরা করে বশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বর্ণসংযোগ [স] *বি* সম্প্রদায়গত সংযোগ। 'অনৈসর্গিক উপাদানের প্রাচুর্য ও ধর্মীয় বর্ণসংযোগের প্রচেষ্টা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

বর্ণসঙ্কর [স] ১ *বি* ভিন্ন জাতের মাতা ও পিতার সন্তান। 'পঞ্চান্নপ্রকার অন্য ব্যবসায়ি বর্ণসঙ্কর ৩৭০০০।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* দো-আঁশলা। 'বর্ণসঙ্কর না হলে কোনো জাতের উন্নতি হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বর্ণসঙ্করীয় [স] *বিণ* বর্ণসংকর-সম্পর্কিত। 'এগারপ্রকার বর্ণসঙ্করীয় ভিক্ষুক ৬৫০০।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বর্ণহিন্দু [স] *বি* তথাকথিত অস্পৃশ্য নয় এমন হিন্দু। 'বর্ণহিন্দুরাই আজ দেশব্যাপী সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রধান নায়ক।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

বর্ণান্তর [স] *বি* বর্ণভেদ। 'কর্ম্মভেদে লোকে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বর্ণান্তরীয় [স] *বিণ* অন্য বর্ণের। 'নিশ্চয় ছিল যে বর্ণান্তরীয় লোক ছাপায়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

বর্ণাশ্রম [স] ১ *বি* (হিন্দুসমাজে) ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস – এ চার আশ্রমে পালনীয় নিয়ম। 'এ সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* (হিন্দুসমাজে) জনগোষ্ঠীকে বৃত্তি-বিচারে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র ইত্যাদি চারটি শ্রেণীতে ভুক্ত করার প্রথা। 'নবখণ্ডের মধ্যে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা যাহাতে আছে সে কুমারিকাখণ্ড এই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বর্ণোচিত [স বর্ণ-উচিত] *বিণ* বর্ণসুলভ। 'ইহা দারুণ ঘৃণিত ও নীচ বর্ণোচিত।' *বামাবোধিনী*, ১৮৭০।

বর্ণোদ্ভবা [স বর্ণ-উদ্ভবা] *বিণ স্ত্রী* বর্ণ থেকে উৎপন্ন। 'ঐ যে কৃষ্ণ বর্ণোদ্ভবা শ্বেতবর্ণা এদের প্রতীক আর্যেতর।' *অবন*, ১৯২৫।

বর্ণ² *বি* অক্ষর। 'গুরুবাক্যে দিআ কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ অষ্টশব্দি সুবন্ত পানিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বর্ণ অভ্যাস [স] *বি* বর্ণমালা চর্চা। 'নূতন২ বর্ণ অভ্যাস করিতে অনেক কালক্ষেপ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বর্ণচ্যুতি [স] *বি* লেখা অথবা ছাপায় বর্ণ বাদ পড়া। 'অনেক২ স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ... নানা দোষ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বর্ণজ্ঞান [স] *বি* অক্ষরপরিচয়। 'বর্ণজ্ঞান থাকিলে অধিক বয়সেও ... কার্য্যের অবকাশে আগে যাহা শিখিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া বেড়াইতে পারে।' *গৌর*, ১৮২২।

বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট [স] *বিণ* অক্ষরপরিচয়সম্পন্ন। 'বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট মুছলমানের অনুপাত ছিল শতকরা ৯.৫ হিসাবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন [স] *বিণ* অক্ষর পরিচয় আছে এমন। 'বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানের সংখ্যা আদৌ বৃদ্ধি পাইতেছে না।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

বর্ণজ্ঞানহীন [স] *বিণ* অক্ষর জ্ঞান এমম। 'বর্ণজ্ঞানবিহীন অপদার্থ পেটুকের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি?' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বর্ণনির্ভর [স] *বিণ* বর্ণভিত্তিক। 'তাই আমরা বর্ণনির্ভর ভাষার অর্থ গ্রহণে সমর্থ হই।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বর্ণপরিচয় [স] **১** *বি* অক্ষরজ্ঞান। 'বর্ণপরিচয়ও নাই।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* প্রারম্ভিক জ্ঞান। 'লেখাপড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণ পরিচয়টি হয় নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বর্ণবিন্যাস [স] **১** *বি* বানান। 'ইহারা ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অঙ্কবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিদ্যার পরীক্ষা ... অতি সুন্দররূপে দিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* ভাষাশৈলী। 'শৈবলিনীর বর্ণবিন্যাসটা দেখলেন ত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। **৩** *বি* শব্দের বর্ণগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন। '... সন্ধি ও সঙ্গতি, ছন্দোবিধি, লিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি।' *হাই*, ১৯৫৪।

বর্ণবোধ [স] *বি* শিক্ষা। 'পশেনি কর্ণে, ওদের বর্ণবোধে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

বর্ণভেদ [স] *বি* অক্ষরের পার্থক্য। 'তাহাতে বর্ণ ভেদে অর্থ ভেদ করে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

বর্ণমালা [স] *বি* অক্ষরের সমষ্টি। 'ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

বর্ণযোজনা [স] *বি* বানান। 'এই কথাটির বর্ণযোজনা অতি দুরূহ।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বর্ণশ্রেণী [স] *বি* বর্ণানুক্রম। 'নীতিকথা সংগ্রহ করিয়া সংপ্রতি যথাক্রমে বর্ণশ্রেণীপূর্ব্বক ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রিতকরণপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বর্ণসংকরতা [স] *বি* মিশ্রতা। 'ইংরেজি ভাষার বর্ণসংকরতা তার অন্যতম কারণ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

বর্ণাবলী [স] *বি* বর্ণমালা। 'তথাকার বর্ণাবলীও ভারতবর্ষীয় দেবনাগর অথবা বৌদ্ধদিগের প্রাচীন পালি অক্ষর হইতে উৎপন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বর্ণাভাব [স] *বি* ভাব প্রকাশের ভাষা নেই এমন অবস্থা। 'কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে তাহা বর্ণনে বর্ণাভাব।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

বর্ণার্থ [স] *বি* শব্দের অর্থ। 'বর্ণার্থগত দোষে দুষ্ট হইলেও সজ্জনসন্নিধানে গুণবৎ হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বর্ণাশুদ্ধ [স] *বি* বর্ণের অশুদ্ধি। 'বর্ণাশুদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বর্ণোচ্চারণ [স বর্ণ-উচ্চারণ] *বি* বর্ণের উচ্চারণ। 'তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জনপ্রভৃতি বর্ণমালা ... ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বর্ণ[২] **১** *বি* রং। 'ফুলের বর্ণতে তনু দহে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* ধরন; প্রকার। 'নানা বর্ণে বাদ্য বাজে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বি* গুরুত্বের দিকে প্রধান যা। 'টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বর্ণকল্পনা [স] *বি* রঙের প্রার্থিত বিন্যাস। 'চিত্রবস্তুর সংস্থান (composition), তার বর্ণকল্পনা (colour scheme), তার অঙ্কন ... অল্প লোকেরই জানা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বর্ণকানা *বিণ* বিশেষ বর্ণের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। 'নাকি, বর্ণকানা হয়ে যাচ্ছো?' *শামসুল*, ১৯৭৩।

বর্ণকার [স] *বি* রংকার। 'ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ... আসিয়া বর্ণকার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বর্ণ-কার্পণ্য [স] *বি* রঙের স্বল্পতা বা ঘাটতি। 'প্রকৃতির এই বর্ণ-কার্পণ্য মানুষ তার পরিচ্ছদের বর্ণবৈচিত্র্য দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বর্ণকেলি [স] *বি* রঙের খেলা। 'অবেলার মেঘে বর্ণকেলির সমারোহ নূতনতর মনে হয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বর্ণগ্রাম [স] *বি* সপ্তবর্ণ। 'আমরা বর্ণগ্রামের সকল সুরেরই খেলা দেখতে পাই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বর্ণচোরা [স বর্ণ+চোরা] *বিণ* সত্যিকার বর্ণ বা রূপ লুকিয়ে রাখে এমন। 'এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'কংগ্রেস বা বর্ণচোরা কংগ্রেসের মায়াজাল বিস্তারের সুখস্বপ্নে আজও যাহারা বিভোর ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

বর্ণচ্ছটা [স] **১** *বি* নানা রঙের দ্যুতি। 'আলোক ও বর্ণচ্ছটা, সংগীত এবং উৎফুল্ল নয়নের উজ্জ্বল হাসি সহস্র ভঙ্গিতে চারি দিকে ঠিকরে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* বিচ্ছুরিত বর্ণাবলী। 'শনিগ্রহের বেষ্টনীর বর্ণচ্ছটা-পরীক্ষায় দেখা গেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বর্ণজ্ঞান *বি* রং সম্পর্কে ধারণা। 'পূর্বপুরুষদের বর্ণজ্ঞান সংকীর্ণ ছিল।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

বর্ণদ [স] *বিণ* বর্ণের। 'রসুন তৈল ও কৃষ্ণ বর্ণদ ধূম ও উষ্ণ মসালা ... আমারদিগের শরীরের হিতকারক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বর্ণধনু [স] *বি* রংধনু। 'পুষ্ট শালকে পিছলিয়া পড়ে প্রবাল বর্ণধনু।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

বর্ণপরিচয় *বি* রঙের জ্ঞান। 'আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির বর্ণপরিচয় হয় না।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বর্ণবহুল [স] *বিণ* বর্ণাঢ্য। 'আরবী, ফারসী সাহিত্য বর্ণবহুল romantic গালগল্পের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ।' *হাই*, ১৯৪৯।

বর্ণবিকার [স] *বি* বর্ণের রূপান্তর। 'রাতের অন্ধকার যে বর্ণবিকার ঘটালে তা আরও সুস্পষ্ট।' *অবন*, ১৯২৫।

বর্ণবিন্যাস *বি* বিচিত্র বর্ণের সজ্জা। 'আলোকে সংগীতে সৌন্দর্যে বর্ণবিন্যাসে দৃশ্যে নৃত্যে হাস্যে কৌতুকে মনে হল একটা কোন্ কল্পনারাজ্যে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বর্ণবিরল [স] *বিণ* বর্ণ প্রায় নেই এমন। 'যেখানে কবি সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন সেখানেই তাঁহার তুলিকা বর্ণবিরল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বর্ণবৈচিত্র্য [স] *বি* নানা বর্ণের সমাহার। 'এই সকল জ্যোতিস্তরঙ্গ-বৈচিত্র্যই জগতের বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বর্ণ-বৈষম্য [স] **১** *বি* রঙের ভিন্নতা। 'তরঙ্গেরই বা বর্ণ-বৈষম্য কেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বর্ণভেদ *বি* রঙের পার্থক্য। 'দেহের বর্ণের সঙ্গে চাদরের ঘুচে গেছে বর্ণভেদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বর্ণময় [স] *বিণ* বর্ণিল। 'জীবনটাই তো বর্ণময়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

বর্ণরাগ [স] *বি* বর্ণালি; রঙের আভা। 'সুখ-সম্পদের বিচিত্র বর্ণরাগে হৃদয়কে অনুরঞ্জিত করে।' *ফজলল*, ১৯১৩।

বর্ণরাজ্য [স] *বি* রঙের রাজ্য। 'সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বর্ণ-রেখা পরীক্ষক [স] *বি* বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র। 'বর্ণ-রেখা পরীক্ষক (Spectroscope) যন্ত্রের বিচিত্র পরীক্ষায় স্থিরীকৃত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বর্ণলিপি [স] *বি* আলোকরশ্মির বর্ণসমাবেশ। 'ভিন্ন রঙের সিগন্যালে জানিয়ে দেয় বর্ণলিপি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বর্ণলিপিযন্ত্র [স] *বি* নানাবর্ণের পরিমাপের যন্ত্র; স্পেক্ট্রোমিটার। 'দূরবীনের সঙ্গে ফোটোগ্রাফি, ফোটোগ্রাফির সঙ্গে বর্ণলিপিযন্ত্র জুড়ে দিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বর্ণলেপন [স] *বি* রং লাগানো। 'সবাই তার বর্ণলেপনের পারদর্শিতা নিয়ে গল্প-গুজব করুন।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বর্ণহীন [স] *বিণ* বর্ণ লোপ পেয়েছে এমন। 'বর্ণহীন ও চিহ্নহীন হয়ে উঠেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

বর্ণা [স] *বিণ স্ত্রী* রং বিশিষ্ট। 'রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অমুক্ত।' *ভারত*, ১৭৬০।

বর্ণান্তর *বি* রং পরিবর্তন। 'কাজ পেয়েছে মনের মতো, বর্ণান্তর করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বর্ণালী [স] *বিণ* রঙিন। 'কোথায় পেলে বর্ণালী মাকড়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

বর্ণোজ্জ্বল [স বর্ণ-উজ্জ্বল] *বিণ* আলোকিত। 'তিন শত বর্ণোজ্জ্বল শ্লোক সরস্বতীর ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

বর্ণোৎসব [স বর্ণ-উৎসব] *বি* রঙের মেলা। 'অগ্নিআত্তার আকাশে বিচিত্র বর্ণোৎসব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বর্ণক [স] *বি* ব্রণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বর্ণন [স] **১** *বি* বর্ণনা। 'তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বিবরণ। 'গল্পমাত্র যে বর্ণন করিয়াছেন তাহা উপন্যাসের মত ... সকলেই জ্ঞাত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বর্ণন-অতীত [স] *বিণ* বর্ণনার দ্বারা বোঝানো যায় না এমন। 'বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বর্ণনভঙ্গী [স] *বি* বর্ণনার ধরন। 'কবীরের বর্ণনভঙ্গী অত্যন্ত চমৎকার।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

বর্ণনযোগ্য [স] *বিণ* বর্ণনার উপযুক্ত। 'উপন্যাসে ইতিহাসে বর্ণনযোগ্য কবি ব'লে আর অনুভব করিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বর্ণনশৈলী [স] *বি* বর্ণনার রীতি। 'রবীন্দ্রনাথের বর্ণনশৈলী ভানুমতী মন্ত্র দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি তাঁর ...।' *মুক্তবা*, ১৯৫৯।

বর্ণনা [স] **১** *বি* উল্লেখ। 'অনন্ত প্রভৃতি শরীরী এই ভূমিপিণ্ডের ধারণকর্ত্তা, ইহা পৌরাণিকেরা বর্ণনা করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* বিবরণ; ব্যাখ্যা। 'শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বর্ণনাতীত [স] *বিণ* ব্যাখ্যা করা যায় না এমন। 'দেবোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, নৃত্যগীতাদি বর্ণনাতীত উৎসাহ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বর্ণনাত্মক [স] *বিণ* বিবরণমূলক। 'বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপে বর্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়।' *হাই*, ১৯৫৪।

বর্ণনা-নৈপুণ্য [স] *বি* বর্ণনার কৌশল। 'চমৎকার ঝরঝরে ভাষা, আর বর্ণনা-নৈপুণ্যে অতুলনীয় বলে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

বর্ণনাপত্র [স] *বি* লিখিত বক্তব্য। 'এমন একটি বর্ণনাপত্র তৈরি করে দিতুম।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বর্ণনাভঙ্গি [স] *বি* বর্ণনাপদ্ধতি; বর্ণনারীতি। 'এ সব রচনায় তাঁর সাহিত্য-রুচি, শালীনতাবোধ, বৈদগ্ধ্য, শিল্পনৈপুণ্য, বর্ণনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

বর্ণনাভিত্তিক [স] *বিণ* বিবরণমূলক। 'ভাষা আলোচনার পদ্ধতি এবং পরিভাষা আজও বর্ণনাভিত্তিক।' *হাই*, ১৯৫৪।

বর্ণনামাফিক [স] *ক্রিবিণ* বিবরণ অনুসারে। 'রহমানের বর্ণনামাফিক সব রকমেরই বরফ পড়ল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বর্ণনামূলক [স] *বিণ* বিবরণধর্মী। 'ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। *হাই*, ১৯৫৪।

বর্ণনারত [স] *বিণ* বর্ণনা করা হচ্ছে এমন। 'বিদ্যাসাগর যেখানে মুনিঋষিদের জীবনকাহিনী বর্ণনারত ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

বর্ণা [স বর্ণন>] *ক্রি* বর্ণনা করা। 'এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সহস্র বদনে বর্ণে নাহি পায় অন্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বর্ণি** *ক্রি* বর্ণনা করি। 'বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বর্ণিতে** *ক্রিবিণ* বর্ণনা করতে। 'ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে পারি তবে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বর্ণিবার** *ক্রি* বর্ণনা করার। 'গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বর্ণিয়াছেন** *ক্রি* বর্ণনা করেছেন। 'তার লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বর্ণিলা** *ক্রি* বর্ণনা করলেন। 'ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বর্ণেন** *ক্রি* বর্ণনা করেন। 'দুই জন শ্লোক পড়ি বর্ণেন দুহাঁরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বর্ণিকাভঙ্গ *বি* ছবি আঁকার জন্যে তুলি ব্যবহারের রীতি। 'রূপ-ভেদ প্রমাণ ভাবলাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ কারিগরি নৈপুণ্য সবই প্রয়োগ হল ওখানে।' *অবন*, ১৯২৫।

বর্ণিত [স] *বিণ* বিবৃত। 'চতুর্দ্দশভুবন বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

বর্ণিতব্য [স] *বিণ* বর্ণনা করা হবে এমন। 'তা যথাস্থানে বর্ণিতব্য।' *শওকত*, ১৯৪৬।

বর্ত, বর্ত্ত [স বর্ত্ম] **১** *বি* উপায়। 'জাহাতে সুন্দর বর্ত্তে ঐ সনের আফিম দাখিল হয়।' *ক্যালেণ্ডে*, ১৭৮৭। **২** *বি* পথ। 'আইন সত্য মানুষ বর্ত্ত কর এই বেলা।' *লালন*, ১৮৯০।

বর্তক [স] *বি* স্থাপক। 'অগ্নি সজ্ঞা নর যক্ষ স্তুতির বর্তক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বর্তন[১], **বর্ত্তন** [স] **১** *বি* বাটা। 'চুয়া যে চন্দন আমলকি বর্ত্তন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

বর্তন[২] *বি* প্রবর্তন। 'ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

বর্তন[৩], **বর্ত্তন** [স] *বি* বেতন। 'সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরদের আগামি জুন মাসের প্রথমাবধি বর্ত্তন কর্ত্তন হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

বর্তন[৪] [স] *বি* আবর্তন। **বর্তনপথ, বর্ত্তনপথ** [স] *বি* যে পথে অবস্থান ক'রে চাঁদ ঘুরছে। 'চন্দ্রের বর্ত্তনপথ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বর্তমান, বর্ত্তমান [স] ১ *বি* এখন চলছে যে কাল। 'ভুত ভবিষ্যত তুমি জ্ঞান বর্তমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় কালচক্রের ভ্রমণ বশতঃ বর্তমান শ্বেতবরাহ-কল্প যাইতেছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* চলতি। 'বর্ত্তমান মাসের প্রথমে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৩ *বিণ* বিদ্যমান। 'অদ্যকার সভার অসারতা স্বীকার করিবার দুইটি মূর্তিমতী বাধা বর্তমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বর্তমানকাল [স] *বি* সাম্প্রতিক কাল। 'বর্তমানকাল অতি ন্যূনকল্পেও ... আধুনিক হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বর্তমানকালীন, বর্ত্তমানকালীন [স] *বিণ* সাম্প্রতিক। 'বর্তমানকালীন সমরব্যাপারে আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির প্রচলনে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বর্তমানতা [স] *বি* উপস্থিতি। 'ক্ষণিকের বর্তমানতাকেও মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বর্তমানা, বর্ত্তমানা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* বিদ্যমান। 'আমরা বর্ত্তমানা থাকিতে অধিকার কোন কারণে আমারদিগের শ্বশুর ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বিণ স্ত্রী* জীবিত। 'দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল বাইশ স্ত্রী বর্ত্তমানা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বর্ত্তমাণ [স বর্তমান] *বি* বর্তমান। 'বর্ত্তমাণে মহাশয়ের মতাণুসারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্ত্তব্য।' *হুতোম*, ১৮৬৮। দ্র **বর্তমান**

বর্তা, বর্ত্তা [স বৃৎ>] ১ *ক্রি* অর্পিত হওয়া। 'তাহা রদ করণের ক্ষমতা তাঁহাতে বর্ত্তে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *ক্রি* উত্তরাধিকার সূত্রে অর্পিত হওয়া। 'পিতা মাতার স্বভাবসিদ্ধ গুণ দোষ যে সন্তানে বর্ত্তে তাহার সংশয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *ক্রি* বহাল হওয়া। 'জন্মদাতার সেই সন্তানে কোন অধিকার বর্ত্তে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৪ *ক্রি* আরোপিত হওয়া। 'পাপের কিয়দংশ তাঁহাদের প্রতি বর্ত্তিতেছে বলিতে হইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ৫ *ক্রি* কৃতার্থ হওয়া। 'বর্তমান চায় বর্তিয়ে থাকতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বর্তে যাওয়া, বর্তিয়া যাওয়া *ক্রি* কৃতার্থ হওয়া। 'ওকে টাকা ধার দিতে পারিলে সে যেন বর্তিয়া যাইত।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বর্তিকা[১] [স] *বি* হাঁস জাতীয় পাখিবিশেষ। 'বলকা বর্তিকা হংস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বর্তিকা[২] [স] *বি* বাতি। 'জ্বালিত বর্তিকা একজন সিপাহীর হস্তে দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায় জ্বালায়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বর্তিকাবাহী [স] *বিণ* আলোকবাহী। 'বর্তিকাবাহী হিসাবে প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর পথপ্রদর্শক হবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বর্তুল [স] *বিণ* গোলাকার। 'যাঁর উরুর বর্তুল প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুমুখী কদলীর নাম রম্ভা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বর্তুলাকার, বর্ত্তুলাকার [স] *বিণ* গোলাকার। *সেবধি*, ১৮৩৯।

বর্তুলবৎ [স] *বিণ* বর্তুলের মতো। *বি* গোলাকার অবস্থা। 'চক্ষুর পোতলি কার বর্তুলবৎ হএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

বর্ত্ম [স] ১ *বি* আচার; রীতি। 'সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরা কেবল সংস্কৃতই অভ্যাস করিবেন এই বর্ত্ম ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩। ২ *বি* পথ; রাস্তা। 'আমি ... দুর্গম বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া ... মালোয়ায় পহুঁছিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

বর্দোয়া [ফা বদ+আ দুয়া] *বি* বদদোয়া; অভিশাপ। 'ওরই বর্দোয়ায় নাকি এমন সোনার শহর পুড়ে ঝাও হয়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বর্দ্ধকি [স বর্ধক>] *বিণ* বলবান। 'বলেত বর্দ্ধকি শরীর দুর্জ্জয় বীর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বর্ধন[১], **বর্দ্ধন** [স] *বি* বৃদ্ধি। 'আমি ... সুজ্ঞাত আছি যে ফলোপদায়ক বিদ্যা বর্দ্ধনার্থ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বর্ধনশীল, বর্দ্ধনশীল [স] ১ *বিণ* বর্ধিষ্ণু; বাড়ছে এমন। 'যে কুলে তাহারা আহ্লাদিতা থাকে সে কুল সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'বর্ধনশীল গাছে ছুরি বসাইলে ...।' *জগদীশ*, ১৯১৯। ২ *বিণ* প্রসারিত হচ্ছে এমন; সম্প্রসারণশীল। 'বিশেষ কারণে অচিরেই একটি বর্দ্ধনশীল শহরে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বর্ধনশীলতা [স] *বি* উন্নতি। 'সমাজ বর্ধনশীলতাকে ছেড়ে রক্ষণশীলতাকে ঠাঁওরেছে ধর্ম।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

বর্ধনার্থ, বর্দ্ধনার্থ [স] *ক্রি* বৃদ্ধি করতে। 'সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর মনুষ্য জাতির সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধনার্থ পৃথিবী মধ্যে যে যে বস্তু সৃজন করিয়াছেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

বর্ধনার্থক, বর্দ্ধনার্থক [স] *ক্রিবিণ* বৃদ্ধি করার জন্য। 'কৃষিবিদ্যা ও আরামবিদ্যা বর্দ্ধনার্থক ... অতিবাঞ্ছনীয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বর্ধনার্থে, বর্দ্ধনার্থে *ক্রিবিণ* বৃদ্ধির জন্য। 'পশ্বাদির জাতি বর্দ্ধনার্থে এবং সুরক্ষার্থে মনোযোগ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বর্ধমান, বর্দ্ধমান [স] *বিণ* বর্ধিষ্ণু; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'দিনে ২ বর্দ্ধমান হইল যুধিষ্ঠির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বর্ধমানা, বর্দ্ধমানা [স] *বিণ স্ত্রী* বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'দিনে দিনে বর্দ্ধমানা হইল লখাই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বর্ধিত, বর্দ্ধিত [স] ১ *বিণ* উন্নত। 'বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ... মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করা যে আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* বড়ো করা হয়েছে এমন। 'কদম্ববৃক্ষ সীতা ... স্বয়ং বর্দ্ধিত করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বর্ধিতা, বর্দ্ধিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বর্ধিত; উন্নতিলাভ করেছে এমন। 'এমত কোনো বিদ্যা নাই যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতা হইতে না পারে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বর্ধিতায়ন, বর্দ্ধিতায়ন [স] *ক্রিবিণ* বাড়ন্ত; বেড়ে যাচ্ছে এমন। 'ঋণ মায়াবী রাক্ষসের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিতায়ন।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

বর্ধিষ্ণু, বর্দ্ধিষ্ণু [স] ১ *বিণ* অবস্থাপন্ন; সচ্ছল। 'পূর্ব্বকালে বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ঘরেতেও তাল পত্রে অক্ষর মিলা ভার ছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বিণ* সম্ভ্রান্ত। 'বর্দ্ধিষ্ণু বিশিষ্ট মহাশয়েরা ভূদেব ব্রাহ্মণকে ... পুরস্কার করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বিণ* বর্ধমান; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'বঙ্গভাষায় নানা অনুপ্রাস ও শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৪ *বিণ* প্রভাবশালী। 'দুই এক বৎসরের দস্তুরি বারইয়ারী খাতে জমলে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ার গোচের সৌখীন লোকের কাছেই ওই টাকা জমা হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৫ *বিণ* বাড়ন্ত; ভারিক্কি। 'মোটাসোটা বর্ধিষ্ণু চেহারার লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৬ *বিণ*

উন্নতিশীল। 'গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্ধিষ্ণু ছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বর্ধিষ্ণুজাতি, বর্দ্ধিষ্ণুজাতি [স] *বি* উন্নতিশীল জাতি। 'রোম নগরবাসীরাই এই বর্দ্ধিষ্ণুজাতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বর্ধন[১]**, বর্দ্ধন** [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ঈশ্বরচন্দ্র বর্দ্ধন।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বর্ন্ন [স বর্ণ] *বি* বর্ণ। 'কর্ণ তার ঠাই গেল বর্ন্ন চুরি করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **বর্ণ**

বর্ন্নি [স বর্ণন>] *ক্রি* বর্ণনা করা। **বর্ন্নিতে** *ক্রি* বর্ণনা করতে। 'মানুস সকতি রূপ বর্ন্নিতে না পারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বর্বর, বর্ব্বর [স] **১** *বিণ* নিষ্ঠুর। 'কেমতে বুঝাইবেক আহ্মি সতেক বর্ব্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'বিপ্র কন তোর পারা না দেখি বর্বর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* অসভ্য। 'সেকালের লোকে বর্বর ছিলো রাজারে পরমেশরে কহে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'মানুষের দেবতারে ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৩** *বিণ* উচ্চকিত ও শ্রুতিকটু। 'বাঁশির বর্বর কান্না, মৃদঙ্গের আদিম উচ্ছ্বাস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। **৪** *বিণ* অসংযত। 'সভ্যের বর্বর লোভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বর্বরজাতি, বর্ব্বরজাতি [স] *বি* অসভ্যজাতি। 'আদিমবাসী দস্যু, রাক্ষস, অসুর, বা পিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্ব্বরজাতিদিগকে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বর্বরতা [স] **১** *বি* অসভ্যতা। 'অরুণগণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* নিষ্ঠুরতা। 'বন্ধ করে দিয়েছ তোমাদের বর্বরতা দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বি* নৃশংসতা। 'বর্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে ... মজবুত করা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বর্বরদশা [স] *বি* অসভ্য অবস্থা। 'বর্বরদশা থেকে সভ্য অবস্থা পর্যন্ত তার চিন্তা ও প্রয়াসের অন্ত নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বর্বরাবস্থা, বর্ব্বরাবস্থা [স] *বি* অসভ্য অবস্থা। 'যখন মনুষ্যেরা অত্যন্ত বর্বরাবস্থায় কালযাপন করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বর্বরোচিত [স] *বিণ* বর্বরের মতো। 'হত্যাকাণ্ড অনেক বেশী নৃশংস এবং বর্বরোচিত।' *উমর*, ১৯৬৮।

বর্ম [স] *বি* অস্ত্রাদির আঘাত প্রতিরোধক পোশাকবিশেষ। 'অভেদ্য কিনিল বর্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বর্মসম [স] *বিণ* বর্মের মতো। 'জানিস না কি ধর্ম সে যে বর্মসম সহনশীল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বর্মহীন [স] **১** *বিণ* বর্ম পরিহিত নয় এমন। 'যে ঘুমোচ্ছে, যে বর্মহীন ... তাকেও মারবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বিণ* অরক্ষিত। 'হয়তোবা একজন ধর্মহীন বর্মহীন/ নির্বাসনে যায়, মনে রেখো।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

বর্মা [স বর্ম] *বি* বর্ম। 'বর্মা হীন মোর অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের মান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বর্মণ, বর্ম্মণঃ [স] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'জগন্নাথ দাস বর্ম্মণঃ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বর্মণী, বর্ম্মণী [স বর্ম>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীপ্রাণকুণ্ডার বর্ম্মণী।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বর্মা[১] *দ্র* **বর্ম**

বর্মা[২]**, বর্ম্মা** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নবগোপাল বর্ম্মা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বর্মা[৩] [ই] *বিণ* বর্মায় তৈরি। 'বর্মা চুরুটের জগৎ অনেক দিন হয় পেরিয়ে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বর্মাই *বিণ* বর্মায় তৈরি। 'মালাই কারি আর বর্মাই ভাপ্পি যতই খান না কেন।' *জীবন*, ১৯৩৩।

বর্মামুল্লুক *বি* বর্মাদেশ। 'বর্মামুল্লুকের নাম শুনিয়া মায়ের মুখ মলিন হইয়া গেল।' *শরৎ*, ১৯২৬।

বর্মিজ [ই] **১** *বিণ* বর্মী। 'আমাকে ... বর্মিজ মেয়ে বানিয়ে তুলেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *বি* বর্মার অধিবাসী। 'কেন যে সেই বর্মিজটা মামাকে একথা বলেছিল বোঝা যাচ্ছে এখন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

বর্মী *বিণ* বর্মার। 'সম্প্রতি বর্মী রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল ...।' *বেগম*, ১৯৬৬।

বর্রন্না [স বন্যা] *বি* বন্যা; প্লাবন। *ওসাঁ*, ১৭৮২। *দ্র* **বন্যা**

বর্রন্যা *বি* বন্যা। 'বর্রন্যার জলে হাজা হইয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

বর্য়াতি [স বরযাত্রীয়] *বি* বরযাত্রী। 'বর্য়াতিরে তুরা কৈল উজানি গমনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বর্লিন [ই] *বি* বার্লিন; জার্মানির রাজধানী। 'সন্ধ্যাবেলায় বর্লিন অভিমুখে যাত্রা করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'বিজ্ঞানীদল এল বর্লিন ঝাঁটিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বর্শা *বি* লাঠির মাথায় বসানো ছোরার মতো ধারালো অস্ত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এ সময় যদি দুইটা বর্শা থাকিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বর্শাওয়ালা [বর্শা+হি ওয়ালা] *বি* বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বর্শা নিক্ষেপ [বর্শা+স নিক্ষেপ] *বি* বর্শা নিক্ষেপ করার খেলা। 'লৌহ বল নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, দৈর্ঘ্যলম্ফ, উর্ধ্ব লম্ফ, দৌড়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বর্শাফলক [বর্শা+স ফলক] *বি* বর্শার মাথায় লাগানো ধারালো ফলা। 'অনুচরদের বর্শাফলক রৌদ্রে দীপ্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'পাথরের বর্শাফলকের 'পরেই সে ভর করে রইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বর্শাফলা *বি* বর্শার মাথায় লাগানো ধারালো ফলা।। 'শরীর বিভেদ করে বর্শাফলার মতো।' *জীবন*, ১৯৪০।

বর্শি *বি* বর্শা; বর্শা নিক্ষেপ। 'তলোয়ার বাজী গুলপি নেজা ও বর্শি এ সর্ব্বতেই অতি পারক।' *রামরাম*, ১৮০১।

বর্ষ [স] **১** *বি* বছর। 'সবে কহে হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কুমারের পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করণের আরম্ভ হইল।' *রামরাম*, ১৮০১; 'হিজরি সনের ... সময়ের বর্ষের উপর ত্রয়মাসের কদাচিৎ বর্ষরূপে গণনা, কদাচিৎ ঐ ত্রয়মাসের ত্যাগ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* ভূভাগ; পুরাণোক্ত ভারত, কুরু, রম্যক, হিরণ্ময়, কেতুমান, হরি, ইলাবৃত, কিম্পুরুষ, ভদ্রার্থ নামক নয়টি ভূভাগ। 'নব বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ নামে পৃথিবীর নবভাগের একভাগ এই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বর্ষগম্য [স] *বিণ* গমনে বছর সময় লাগে এমন। 'তাহাতে আরোহণ করিলে, এক দণ্ডে, বর্ষগম্য দেশে উপস্থিত হওয়া যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বর্ষচক্র [স] *বি* জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহৃত নকশাবিশেষ। 'হস্তরেখার প্রকাণ্ড ম্যাপ, রাশিচক্র, বর্ষচক্র।' *মানিক*, ১৯৩৮।

বর্ষজীবী [স] *বিণ* মাত্র এক বছর বেঁচে থাকে এমন। 'এমন কোন বর্ষজীবী বৃক্ষ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বর্ষপূর্ণ [স] *বিণ* বছর পূর্ণ হয়েছে এমন। 'সবে কহে হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বর্ষফল [স] *বি* বার্ষিক ফলাফল। '১৮৩১ সালের বর্ষফল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বর্ষবরণ [স] *বি* নতুন বছরকে অভ্যর্থনা। 'মহিলা সংসদের বর্ষবরণ উৎসব।' *বেগম*, ১৯৬৭।

বর্ষ বর্ষ *ক্রিবিণ* বছরের পর বছর। 'ভ্রমিত সে বর্ষ বর্ষ ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'শত বর্ষ বর্ষ ধরি ভিড়ায়েছে ভাগ্যভীরু তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বর্ষমান [স] *বিণ* এখনই ঘটছে এমন। 'এখন তো বর্ষমান বিপদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

বর্ষান্তর [স] *বি* বছরের শেষ। 'বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বর্ষে বর্ষে *ক্রিবিণ* প্রতি বছর। 'বর্ষে বর্ষে প্রচুর পরিমাণ ধান্য এবং শশা, ফুটী, তরমুজ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ফলমূল উৎপাদন করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বর্ষণ [স] **১** *বি* বৃষ্টিপাত; বৃষ্টি। 'বর্ষণের জল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **২** *বি* অকাতরে দান। 'হিন্দু ও মোসলমান প্রদত্ত বাতাসা, পাটালি, সন্দেশ ও কদমা প্রভৃতি বর্ষণ হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বি* নিক্ষেপ। 'আমাদের ছোটো ছোটো প্রকৃতির দুর্বলতা কত আবর্জনাকে কেবলই বর্ষণ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বর্ষণ-ক্লান্ত [স] *বিণ* অতিবর্ষণে পরিশ্রান্ত। 'যেন বর্ষণ-ক্লান্ত শ্রাবণের আকাশ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বর্ষণক্ষান্ত [স] *বিণ* বর্ষণ থেমে গেছে এমন। 'বর্ষণক্ষান্ত বিধুর রাত্রে কালিপড়া লণ্ঠনের মৃদু রক্তিন আলোয় ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখরিত [স] *বিণ* বৃষ্টির নূপুর-ধ্বনিত। 'বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখরিত মাসটি সকল কাজের বাহির।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বর্ষণমন্দ্রিত [স] *বিণ* বৃষ্টির শব্দে ধ্বনিত। 'বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমারি দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বর্ষণমুখরিত [স] *বিণ* বর্ষণের শব্দে মুখর। 'সেখানে বর্ষণমুখরিত রসের উৎসব হলো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বর্ষণমুখী [স] *বিণ* বৃষ্টিপাত হবে এমন। 'পিছনে একখণ্ড শ্রাবণ আকাশের বর্ষণমুখী মেঘ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বর্ষণস্তব্ধ [স] *বিণ* প্রবল বর্ষণের পর স্তব্ধ। 'বর্ষণস্তব্ধ সন্ধ্যায় জোনাকী জ্বলিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বর্ষণ-স্নিগ্ধ [স] *বিণ* বৃষ্টিতে ভিজে স্নিগ্ধ হয়েছে এমন। 'ওই যে ক্লান্ত বর্ষণ-স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় মুগ্ধ দু-চারটি গায়ক পাখির ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বর্ষণোদ্যত [স বর্ষণ-উদ্যত] *বিণ* বর্ষণোন্মুখ। 'ভাষা যেন জলভারনম্র মেঘের মত গম্ভীর, বর্ষণোদ্যত।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

বর্ষা[১] [স বর্ষণ>] *ক্রি* বর্ষিত হওয়া; ঝরা। 'বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে তিনয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বর্ষে নেত্রজল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; **বর্ষে** *ক্রি* বর্ষিত হয়। 'বিনা মেঘে বর্ষে বারি।' *লালন*, ১৮৯০।

বর্ষা[২] [স] **১** *বি* বর্ষা ঋতু। 'বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে তিনয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মেঘ। 'দিগবিদিক বর্ষার ছায়ায় সুস্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* বৃষ্টি। 'রাত থেকে ভুবনপ্লাবন বর্ষা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বর্ষাঋতু [স] *বি* বর্ষাকাল। 'বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক-একটা সময় আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বর্ষা-উপশমে *ক্রিবিণ* বৃষ্টি শেষে। 'বর্ষা উপশমে যেদিন আসিতেন সেদিন ছোটো তাতাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বর্ষাকাল [স] *বি* বর্ষাঋতু; আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস। 'বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বর্ষাকোমল [স] *বিণ* বর্ষার মতো কোমল। 'গ্রীষ্মকঠিন বর্ষাকোমল শহরের মুখ।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

বর্ষা-ক্ষত [স] *বিণ* বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত। 'বর্ষা-ক্ষত পথের মধ্যস্থিত ছোট ফাটল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বর্ষাগভীর [স] *বিণ* বর্ষণমুখর। 'বর্ষাগভীর রাত্রে শ্রীরাধা-হৃদয়ের যে আর্তি ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

বর্ষাগম [স] *বি* বর্ষার আগমন। 'আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বর্ষাঘন [স] *বি* বর্ষার মেঘ। 'কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যৈছে বর্ষাঘন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বর্ষাজল [স] *বি* বর্ষার জল। 'বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বর্ষা-ঝরা *বিণ* বৃষ্টি পড়ছে এমন। 'বর্ষা-ঝরা এমনি প্রাতে আমার মতো কি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বর্ষাতি *বি* বৃষ্টি থেকে দেহ রক্ষার জন্য আলখাল্লা জাতীয় লম্বা বা কোট। 'কাপ্তেন একবার কেবল বর্ষাতি পরে নেমে এসে আমাকে বলে গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'অমিত কিনেছিল এক অনেক দামের বর্ষাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বর্ষাদৃশ্য [স] *বি* বর্ষাঋতুতে ভারী বর্ষণের দৃশ্য। 'মায়ের কোল অধিকার করে নীরবে বর্ষাদৃশ্য সম্ভোগ করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বর্ষাধারা [স] *বি* বারিধারা। 'বহু বর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ষাধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বর্ষাধৌত [স] *বিণ* বৃষ্টিতে ধোয়া। 'বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির সির করিয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বর্ষানদী [স] *বি* বর্ষাকালীন ভরা নদী। 'বর্ষানদীর দুই তীর থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বর্ষাবধি [স] *ক্রিবিণ* বর্ষাকাল পর্যন্ত। 'এইরূপ বর্ষাবধি কতই করিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বর্ষাবরণ [স] *বি* বর্ষাঋতুকে বরণ করার বিশেষ অনুষ্ঠান। 'কলেজ ভবনে বর্ষাবরণ উৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।' *বেগম*, ১৯৬৯।

বর্ষা-বসন্ত *বি* বর্ষা ও বসন্ত ঋতু। 'বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বর্ষা-বাসর [স] *বি* বর্ষাকালীন সভা। 'জমল আসর বর্ষা-বাসর, লাও সাকি লাও ভর-পিয়ালায়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বর্ষাবিস্ফোরিত [স] *বিণ* বর্ষার পানি উপচে পড়ছে এমন। 'বর্ষাবিস্ফোরিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯১।

বর্ষাভিসার [স] *বি* বৃষ্টির মধ্যে অভিসার। 'বর্ষাভিসারের এমন সুযোগ মাঠে মারা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বর্ষামঙ্গল [স] *বি* বর্ষার আগমনী উৎসববিশেষ। 'বর্ষামঙ্গল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'নারীগণ বর্ষামঙ্গল করুক গান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'নুটুদির গান শুনিলাম বর্ষামঙ্গলের মহড়ায়।' *জসীম*, ১৯৬১।

বর্ষামঙ্গল গান *বি* বর্ষাবরণের উদ্দেশ্যে গাওয়া গান। 'নারীগণ বর্ষামঙ্গল করুক গান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বর্ষামুখর [স] *বিণ* বর্ষণের শব্দে মুখরিত। 'সেই কথাটি কবি পড়বে তোমার মনে/ বর্ষামুখর রাতে ফাগুন-সমীরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'এক বর্ষামুখর শ্রাবণ-দিনে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বর্ষাম্লান [স] *বিণ* বর্ষণের কারণে মলিন। 'আজিকার এই বর্ষাম্লান প্রভাতের আলোকের সহিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বর্ষাসমাগম [স] *বি* বৃষ্টির আগমন। 'বিছানায় উপুড় হইয়া উদ্বেলিত চিত্তে অবশ্যম্ভাবী বর্ষাসমাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বর্ষাস্নাত [স] *বিণ* বৃষ্টিতে স্নান করেছে এমন। 'গাছের পাতায়, পুষ্করিণীর জলে এবং বর্ষাস্নাত প্রকৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বর্ষাস্নাতা [স] *বিণ স্ত্রী* বৃষ্টিতে স্নান করেছে এমন। 'আমি হলে তোর ওই বর্ষাস্নাতা সাগরসৈকতবাসিনী করাচির বর্ণনাটা ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বর্ষিত [স] *বিণ* ঝরে পড়ে এমন। 'ঐ বালুকা ঘূর্ণি-বায়ু আকাশ মণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অনেক অনেক দূরবর্তী প্রদেশে বর্ষিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

বর্ষীয় [স] *বিণ* বছরের। 'নন্দবংশের চতুর্দ্দশপুরুষে পঞ্চশতবর্ষীয় সাম্রাজ্য সমাপন হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বর্ষীয়সী [স] **১** *বি* বয়োবৃদ্ধা। 'উভয় সেই বর্ষীয়সীর সদনে আবাসগ্রহণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ স্ত্রী* অধিক বয়স্ক। 'বর্ষীয়সী মেয়েদের সাহচর্য্যে তরুণী শ্রেণীকে শিক্ষাদান করা দরকার।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বর্ষীয়ান [স] **১** *বিণ* বৃদ্ধ। 'গান্ধারপতি এখন বর্ষীয়ান!' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* বয়স্ক। 'হে বর্ষীয়ান পাঠক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বর্ষৈক [স] *বিণ* এক বর্ষ সংখ্যক। 'শবদাহের পর বর্ষৈক কাল পর্য্যন্ত ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বহির্বাটী [স] *বি* বাইরের দিকের ঘর। 'বহির্বাটী গিয়া একজন ভৃত্যকে বিনাপরাধে প্রহার করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

বর্হ [স] *বি* ময়ূরপুচ্ছ। 'ময়ূরের বর্হ সম ময়ূখের মালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বল[১] [স] **১** *বি* শক্তি। 'সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শক্তি প্রয়োগ। 'বলে রাধাক ধরিআঁ লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* ক্ষমতা। 'বলহ নিষ্ঠুর ভাষা পৈতার বলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* বলপ্রয়োগ। 'বিলম্ব দেখিআ রাজা জদি করে বল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বি* পক্ষ। 'রসুলের বলে আইল করিতে সংগ্রাম।' *সুলতান*, ১৭০০। **৬** *বি* সেনাদল। 'তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে এ দুর্বল বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বলআ [স বলবান] *বিণ* বলবান। 'বাটত ভত্ম খাণ্টা বি বলআ।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

বলকর [স] *বিণ* শক্তি বাড়ায় এমন। 'বলকর বুদ্ধিকর সর্ব্বগুণধর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বলকরণাৎ [স] *ক্রিবিণ* বলপূর্বক। *ডালকান*, ১৭৮৪।

বল করা *ক্রি* শক্তি প্রয়োগ করা। 'তথাচ কমলদল, ভ্রমরে না করে বল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বলকারক [স] **১** *বিণ* পুষ্টিকর। 'প্রায় সকলেই ... বলকারক আহারীয় প্রাপ্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* শক্তিবর্ধক। 'ঔষধ বলকারক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বলকৌশল [স] *বি* কলাকৌশল। 'শিল্প বিদ্যার বলকৌশল বিস্তার করতঃ জীব সমাজে অগ্রগণ্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

বলক্রমে [স] *ক্রিবিণ* বলপূর্বক; জোর ক'রে। 'কাহাকেও অসম্মতিতে বলক্রমে পৌস্তের চাস না করাইবার ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

বলক্ষয় [স] *বি* শক্তির অপব্যয়। 'বিসম্বাদ হেতু স্বজাতীয়দিগের বলক্ষয় ... পাঠকদিগের অবিদিত নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'কেবল সৈন্যক্ষয় বলক্ষয় হইতেছে মাত্র।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

বলখিনী [স বলক্ষীণী] *বিণ* দুর্বল। 'কি শুনিলুম দুক্ষবাণী হইলুম অতি বলখিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বলগর্ব [স] *বি* শক্তির দম্ভ। 'নিজের বলগর্বে তা যারা স্বীকার করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বলগর্বিত [স] *বিণ* শক্তির কারণে গর্বিত। 'বলগর্বিত অর্থতান্ত্রিক কোনো জারের মুখেই শোভা পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বলচর্চা [স] *বি* শক্তির অনুশীলন। 'কী অমিতোদ্যম, স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বলদর্প [স] *বি* ক্ষমতার দম্ভ। 'বলদর্প মিশ্রিত নিষ্ঠুরতার আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বলদর্পিত [স] *বিণ* শক্তিমত্ত। 'পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়োঃ বলদর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বল-দর্পী [স] *বি* শক্তির অহংকার করে এমন ব্যক্তি। 'তোর ঘুর-চাকাতে বল-দর্পীর তোপ কামানের টুটুক জোর।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'ধুলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বল-দর্পীর শির।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বলদাতা [স] *বি* বলদানকারী। 'সবলের বলদাতা অবলের যম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বলদায়ক [স] *বিণ* বল বা শক্তি দেয় এমন। 'সকল প্রকার বলদায়ক ক্রীড়া ও শারীরিক ব্যায়ামকে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বলদৃপ্ত [স] **১** *বিণ* শক্তিমত্ত; উদ্ধত। 'সেই নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত লুব্ধতার মধ্য হইতেই ধিক্কার ও ভর্ৎসনা উচ্ছ্বসিত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'অনিয়ন্ত্রিত, দুর্বিনীত, বলদৃপ্ত, মদমত্ত ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* সাহসী। 'সেকান্দার শাহার বলদৃপ্ত বিজয় অভিযানে হেলেনীয় সভ্যতা পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে গেছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **৩** *বিণ* দৃঢ়। 'বলদৃপ্তকণ্ঠে বলছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বল পক্ষা *বিণ* বলবান পক্ষের। 'কানড়ার আপুনি কেবল বল পক্ষা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বলপূর্বক, বলপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* জবরদস্তি ক'রে; জোর ক'রে। 'জবনেরা যে বলপূর্ব্বক দস্যুর ন্যায় এদেশ অধিকার করেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'পার্শ্ববর্তী লোকেরা বলপূর্বক ধরিয়া না রাখিলে ... প্রাণত্যাগ করিত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বলপ্রকাশ [স] *বি* শক্তি প্রয়োগ; পীড়াপীড়ি। 'বৈদ্য ছাত্রদিগকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে নিতান্ত বলপ্রকাশ করাতে ... ।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

বলপ্রয়োগ [স] *বি* জোর খাটানো। 'আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

বলপ্রয়োগপর [স] *বিণ* জোর-জবরদস্তিকারী। 'মহিলারা বলপ্রয়োগপর কামুককে ঘৃণা করে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বলপ্রাপ্ত [স] *বিণ* ক্ষমতাবান। 'শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বলবৎ [স] **১** *বিণ* কার্যকর। 'আপন মত বলবৎ করি।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* জোরালো; দৃঢ়। 'এক বলবৎ কারণ যদিস্যাৎ তাঁহারদিগের ধননাশের প্রতি অন্যান্য২ কএক কারণ আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **৩** *বিণ* সবল। 'ধর্ম্মের পথে গেলে শরীর ও মন বলবৎ হয়।' *প্যারী*, ১৮৬০।

বলবৎকরণ [স] *বি* প্রয়োগ। 'মৌলিক অধিকার ও বলবৎকরণ।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

বলবতী [স] *বিণ* শক্তিশালী। 'তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে বলবতী প্রবৃত্তি দান করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বলবত্তর [স] *বিণ* অধিক প্রভাবশালী। 'বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বলবত্তা [স] *বি* শক্তিমত্তা; প্রতাপ। 'বাঙ্গালীর হৃদয়ে ভাবের অর্থাৎ অনুভাবকতার গভীরতা, বলবত্তা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'বীর্য বিদ্রোহ ও বলবত্তার উপাধি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বলবন্ত [স] *বিণ* বলবান। 'জয়-ভঙ্গ নাহি কার দোঁহে বলবন্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বলবান [স] **১** *বিণ* শক্তিশালী। 'হনুমান বলবান পরাৎপর বীর।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'সে সহস্র মত্তহস্তীর তুল্য বলবান।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বিণ* প্রবল স্রোতযুক্ত। 'বিপর্যয় বন্যা আইল বলবান নদী।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বি* শক্তিমান যে। 'একটি নারীর দাবী বলবানকে করে প্রেমবান।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বলবিক্রম [স] **১** *বি* বীরত্ব। 'অধুনা এতাদৃশ বলবিক্রমে প্রতাপান্বিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* শক্তিমত্তা। 'ব্যাঘ্র সাহস ও বলবিক্রমে ... কোন অংশে ন্যূন নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বলবির্জ্জ [স বলবীর্য] *বিণ* বলবান। 'অতুলিত বলবির্জ্জ কহিতে না পারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বল বীর [স] *বিণ* বল-বীর্যবান। 'আনুপাম বল বীর মতীএঁ গহন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বলবীর্য, বলবীর্য্য [স] **১** *বি* শক্তি ও বীরত্ব। 'এ কালের লোকের বলবীর্য্য ক্ষয়ের ও অল্পায়ুর প্রথম কারণ ... ।' *রাজ*, ১৮৭৪। **২** *বি* শক্তি-সামর্থ্য। 'বাঙ্গালী লাঠি শড়কিওয়ালার যে সকল বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি ... ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'প্রতিশোধ-বাসনায় তাঁহার বলবীর্য চতুর্গুণ হইয়া দেখা দিল।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

বলবীর্যশালী, বলবীর্য্যশালী [স] *বিণ* বলবান; বিক্রমশালী। 'বলবীর্য্যশালী রণমত্ত বীরপুরুষেরও সেইরূপ ... ।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

বলবীর্যসম্পন্ন [স] *বিণ* শক্তিমান। 'পিতৃবর প্রভাবে অসামান্য বলবীর্যসম্পন্ন সুরাসুরনমস্কৃত এক ব্যক্তি আমার পতি হইবেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বলবুদ্ধি [স] *বি* শক্তিমত্তা। 'হরিল বীরের বলবুদ্ধি সেইক্ষণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বলবৃদ্ধি [স] *বি* শক্তিবৃদ্ধি। 'কিছুতে সে পদের বলবৃদ্ধি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'ইংলন্ড সম্মিলিত হইয়া যদি পারস্য উপসাগরে আপনাদের বলবৃদ্ধি করেন।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

বলময় [স] *বিণ* শক্তিশালী। 'সুকুমারে বলময় এ দেহ যে রূপের শিখর।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বলরক্ষা [স] *বি* শক্তি বা ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা। 'শুদ্ধমাত্র ত্যাগ করিবার শক্তি বলরক্ষা-প্রাণরক্ষার উপায় নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বলশালিতা [স] *বি* শক্তিশালিতা। 'তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছেন – বস্তুত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'বলশালিতার দীপ্তি আছে তার চেহারায়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বলশালী [স] **১** *বিণ* শক্তিশালী। 'অতি নির্ভীক বলশালী প্রাণীরাও ... কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* প্রতাপশালী। 'নিজেকে বলশালী করিবার চেষ্টা করাই সংগত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বলশূন্য [স] *বিণ* দুর্বল। 'চিত্ত নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বলসঞ্চার [স] **১** *বি* শক্তির আবির্ভাব। 'মোহনভোগ উপযোগ করিয়া, শরীরে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চার হইলে ... ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* শক্তিবিস্তার। 'বলসঞ্চার হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বলসাধ্য [স] *বিণ* বল দিয়ে করা যায় এমন। 'স্ত্রীলোকেরাও জিমনাষ্টিক প্রভৃতি বলসাধ্য ক্রীড়াতে নিপুণ হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বলসারা *বিণ* শক্তিহীন। 'চিরদিন ধাপ ঠেলিয়া হলাম ... বলসারা।' *লালন*, ১৮৯০।

বলহারা [স বল+হারা] *বিণ* দুর্বল। 'ঢল ঢল ছল ছল জলভরা বলহারা চোখ দুটো।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বলহীন [স] *বিণ* দুর্বল। 'বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি, দাও গো উঠায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪; 'ভারতকে যদি ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বলহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* দুর্বল। 'অবলা বলিয়া সে নহেক বলহীনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

বলাধান [স] *বি* শক্তিসঞ্চার। 'বলাধান প্রধান মাতঙ্গ।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

বলাবল [স বল-অবল] *বি* বল ও বলের অভাব। 'বিশেষতঃ আজ্ঞা বিনু হয় বলাবল।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'আর সেই বলাবল সমাই বুঝন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বলাবলি [স বল>] *বি* ধস্তাধস্তি; লড়াই। 'বাঘে আর মানুষে হইল বলাবলি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বলারূ [স বল>] *বি* বলরূপী দেবী। 'বলারূ পুজয়া বলদেবের ভগিনী বসুদেব-সহচরী নন্দের নন্দিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বলে *ক্রিবিণ* জোরপূর্বক। 'বলে ধরি তোকে তবেঁ দিবোঁ আলিঙ্গন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বলোন্নতি [স বল-উন্নতি] *বি* শক্তির উন্নতি। 'শারীরিক বলোন্নতির উপর বর্ত্তিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বল[২] *দ্র* **বলা[৩]**

বল[3] *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'শিবচন্দ্র বল।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বল[4] *বি* খেলার উপকরণ-বিশেষ; গোলক-বিশেষ। **বল থ্রোইং** [ই] *বি* বল নিক্ষেপ। 'হাই-জাম্প, লং-জাম্প ও বল থ্রোইং-এ তার জুড়ি নেই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

বল[5] [ই] *বি* পাশ্চাত্য নাচের জলসা বিশেষ। 'বলে গিয়ে নাচা বা ফ্লার্ট করে সময় কাটানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বলডান্স [ই] *বি* নারী-পুরুষ একসঙ্গে নাচে এমন পাশ্চাত্য নাচবিশেষ। 'বিদকুটে গোঁড়া দেশে বলডান্সের ব্যবস্থা করতে যাবেন কেন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বল নাচ [ই বল+নাচ] *বি* মেয়ে-পুরুষের জোড়ায় জোড়ায় এক ধরনের পাশ্চাত্য নাচ। 'বল নাচে নৃত্যপরী দেখিয়া ...।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮।

বলরুম [ই] *বি* বলনাচের জন্য প্রশস্ত কক্ষ। 'বলরুমের নাচ উঁচুদরের কেন কোনোদরেরই আর্ট নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বলরুম-নাচ [ই বলরুম+নাচ] *বি* নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে পা ও অঙ্গ সঞ্চালনের সাহায্যে করা এক ধরনের যৌথ নৃত্য। 'প্রতি সপ্তাহে বলরুম-নাচের আয়োজন আছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বলআ [স বলয়] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'চুনি চুনি অএ কাঁচুঅ ফাটলি বাহুক বলআ ভাঁগু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বলই [স বলয়] *বি* বালা। 'যাহাঁ কর করষণে টুটত বলই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

বলংদ [স বলীবর্দ] *বি* বলদ। 'কি মো দুঠ্য বলংদেঁ।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

বলক [হি বলকনা] *বি* তপ্ত করার ফলে তরলের বুদ্বুদ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বলক ওঠা *ক্রি* দুধ ইত্যাদি জ্বাল দেওয়ার সময়ে উথলে ওঠা। 'বড় ডেকচিটাতে বলক ওঠা চেয়ে-চেয়ে দেখে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বলকানো *বিণ* উথলে উঠেছে এমন। 'পুলিশের কণ্ঠ বলকানো দুধের মতো শব্দ করে উঠলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

বলকে বলকে *ক্রিবিণ* উথলে উথলে। 'বলকে বলকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বলকা [স বলাকা] *বি* বলাকা। 'রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরএ বলকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **বলাকা**

বলকূট [স] *বি* খেলার গুটিবিশেষ। 'বলকূট দুলিচা রহিল শিলাপরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বলৎকার [স বলাৎকার] *বি* জোরপূর্বক যৌন সঙ্গম। 'হেন বৃন্দাবনে মোর বলৎকার করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বলতি খবর *বি* যে খবর সবাই বলাবলি করে। 'চলতি খবর – বলতি খবর – উড়ো খবর।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বলদ [স বলীবর্দ] **১** *বি* ছিন্নমুষ্ক ষাঁড়। 'বলদ বিআএল গবিআ বাঝেঁ।' *চর্যা ৩৩*, ১২০০। **২** *বি* চাষ করার গোরু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* গাড়ি-টানা গরু। 'মুখনা সময় বলদে কর‍্যা আনে।' *মিলার*, ১৭৯৭। **৪** *বিণ* নির্বোধ। 'কে আছে সংসারে সখি অবলা বলদ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বলদ গরু *বি* হালচাষের গোরু। 'অবশেষে বলদ গরু বেচিয়া লন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

বলদ-চাপা *বিণ* নির্বোধ। 'ন্যাংটা খ্যাপা বলদ-চাপা পতি যে আমার।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

বলদ-টানা *বিণ* বলদচালিত। 'ভয়ে-কাঁপা যাত্রা সে নেই বলদ-টানা রথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বলদিয়া *বি* বলদ গোরুর রাখাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বলদা *বিণ* বোকা। 'আরে বলদা তুমি!' *মানিক*, ১৯৩৬।

বলন [স] *বি* বৃদ্ধি। 'মূলাকে জিনিয়া মোটা দন্তের বলন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বলনি, বলনী [স বলনিক] **১** *বি* পারিপাট্য। 'নীল পাটের শাটী কোচার বলনী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* গঠন। 'শোণিতের তটিনি কাচ সম বলনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* আকৃতি। 'ভুরুর বলনী কামধনু জিনি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'করীবর কুম্ভ জিনি সুন্দর বলনি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বি* সুগোল আকৃতি। 'বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বলয়[1] *দ্র* **বলা**[3]

বলয়[2] [স] **১** *বি* বালা; কঙ্কণ। 'কেহ করে পরে দিব্য সুবর্ণ বলয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* বৃত্ত। 'দিক-বলাকার বলয় ঘিরিয়া নির্মম পবনাগ।' *জসীম*, ১৯৩০।

বলয়-কাঁকন [স বলয়-কঙ্কণ] *বি* হাতের অলঙ্কার। 'চারু নূপুরের রুনু-ঝুনু কিংবা বলয়-কাঁকনের শিঞ্জিনী!' *নজরুল*, ১৯২৭।

বলয়-নিক্বণ [স] *বি* কাঁকনের ঝংকার। 'তোমার সুরে তুলিবে না বলয়-নিক্বণ।' *আহসান*, ১৯৪৪।

বলয়শিঞ্জিত [স] *বিণ* চুড়ির শব্দে ধ্বনিত। 'অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বলয়া [স বলয়] *বি* বাহুভূষণ; বাহুতে পরার অলঙ্কার। 'বাহুত বলয়া শোভে পাএত নূপুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বলয়িত [স] *বিণ* বেষ্টিত; পরিবৃত। 'মহান, তোমার গানে; এই সব বলয়িত করে চিরদিন।' *জীবন*, ১৯৩০; 'বলয়িত হয়ে উঠে ... সূর্যের মতো।' *জীবন*, ১৯৪০।

বলশি, বলশী [রুশ বলশেভিক] **১** *বিণ* বলশেভিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ। 'বাংলার চাষাকে বলশী করে তুলবার জোগাড় করেছে।' *মুসলমান*, ১৯২১। **২** *বিণ* ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবে নেতৃত্ব দানকারী রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শিক। 'ইংরেজ আর ফরাসী বেরাদর পশ্চিম জার্মানিতে কি বলশি প্যাটার্ন বুনছে ... ?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বলশেভিক, বলসেভিক [রুশ] **১** *বি* ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবে নেতৃত্ব দানকারী রুশ কমিউনিস্ট পার্টি। 'রুষিয়ার বলসেভিক, কি জর্ম্মাণীর সোস্যালিষ্ট, কি ইংলণ্ডের ন্যাশনালিজেশন পন্থী ...।' *সবুজ*, ১৯২০; 'বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বিণ* বলশেভিক দল সম্পর্কিত। 'বলশেভিক ষড়যন্ত্রের আসামি সব।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বলশেভিকচর [বলশেভিক+স চর] *বি* বলশেভিক পার্টির গুপ্তচর। 'রুশিয়ার বলশেভিকচর ও বিপ্লবী-নেতা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বলশেভিক-তন্ত্র [বলশেভিক+স তন্ত্র] *বি* বলশেভিক মতবাদ। 'রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলশেভিক তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বলশেভিজম [বলশেভিক>] *বি* বলশেভিকদের নীতি ও দর্শন। 'রুশিয়ার বলশেভিজম ও কম্যুনিষ্ট আওতায় বর্দ্ধিত শ্রমিক আন্দোলনকে হাত করিতে যত্নবান হইয়াছে।' *এসলাম*, ১৯৩৭।

বলা[1] *ক্রি* কথা বলা। 'কানাঞি বলেন বলাই ভাই হেলা হেলা কেন কর।'

মালাধর, ১৫০০। **বল** *ক্রি* (তুচ্ছার্থে) বলো। 'এক আসামী ছয়টা প্যায়দা বল মা কিসে সামাই করি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **বলএ** *ক্রি* প্রকাশ করে; বলে। 'বড় খুধা হইল সব বলএ ছাওআল।' *মালাধর*, ১৫০০। **বলন্তি** *ক্রি* বলছে। 'পরদারে পাপ নাঞিঃ বলন্তি কানাঞিঃ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **বলয়** *ক্রি* বলে। 'কান্দিতে কান্দিতে সভায় কংস বলয়।' *মালাধর*, ১৫০০। **বলহ** *ক্রি* বলো। 'বলহ বড়াই কানু মনে পরিভাঁউ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **বলহোঁ** *ক্রি* বলি। 'সুনহ প্রলম্ব ভাই বলহোঁ তোমারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বলি** *ক্রি* ব'লে। 'মন্দ মন্দ বলি রাজা সাম্ভাইল ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বলিআ** *ক্রি* ব'লে। 'বলিআত ভগবতি গেলা নিজ স্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বলিতে** *ক্রি* বলতে। 'ই বোল বলিতে কান না বাসসি লাজ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **বলিব** *ক্রি* বলবো। 'আঁখিঠার অনুসারে ধনী কহে বড়াইরে ঘরে কি বলিব।' *বড়ু*, ১৫৭০। **বলি বাঙ** *ক্রি* বলবো। 'কালি বলি বাঙ হরি আজি যাহ ঘর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বলিবে** *ক্রি* বলবে। 'শুনিঞা কি বলিবে স্বামী গুণনিধি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **বলিয়া** *ক্রি* ব'লে। 'অক্রুর বলিয়া নাম কোন গুনে থুইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **বলিল** *ক্রি* বললো। 'ভাল ভাল বলি মুনি বলিল বচন।' *মালাধর*, ১৫০০। **বলিলাঙ** *ক্রি* বললাম। 'পুন পুন মিনতি বলিলাঙ দুহাঁর চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বলিলাম** *ক্রি* বললাম। 'বিনয় করিএ বহু বলিলাম শেষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বলিলি** *ক্রি* বললি। 'আই মা কেমনে বলিলি ভেবে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'কি বলিলি রসবতি রসে টলে মন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **বলিলে** *ক্রি* বললে। 'ভাল বোল বলিলে তো চন্দ্রাবলি রাণি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **বলিলেক** *ক্রি* বললেন। 'জনমেজয় সম্বোধিআ বলিলেক পুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বলিলেন্ত** *ক্রি* বললো। 'গুরুবরে বলিলেন্ত মনেত ভাবিআ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বলু** *ক্রি* বলেছিলাম। 'ঐ জে নাহি নাহি বলু বড়াই ডরে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **বলুক** *ক্রি* ব্যক্ত করুক। 'দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঃ বলুক বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বলে** ১ *ক্রি* উচ্চারণ করে; ব্যক্ত করে। 'কুর্দ্ধ হৈয়া বলে মুনি সাঁপ বচন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* আদেশ করে। 'কাজি বলে ধর ধর আজি করো কার্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* কথা বলে। 'শ্রীকবিরঞ্জন বলে আনন্দিত কবি গুণরাশি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **বলেইছ** *ক্রি* বলেই দিয়েছো। 'তুমি তো বলেইছ এ বাড়িতে হতে পারবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **বলেছিলুম** *ক্রি* বলেছিলাম। 'এই জন্যে তো আগে বলেছিলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **বলেন** *ক্রি* উক্তি করেন। 'কানাঞিঃ বলেন বলাই ভাই হেলা কেন কর।' *মালাধর*, ১৫০০। **বলৌক** *ক্রি* বলুক। 'যে বোলে বলৌক কর্ণ পন্থে না করিআ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বল্লুম** *ক্রি* বললাম। 'আমি যত জানতেম বল্লুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **বল্লে** *ক্রি* বললে। 'সকল সত্য বল্লে চলে না।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **বল্লেম** *ক্রি* বললাম। 'যেমন শুনেছি তেমনি বল্লেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **বল্য** *ক্রি* বলো। 'একজন লোককে বল্য আমাকে জাগাইতে।' *মিলার*, ১৭৯৭। **বল্যা** *ক্রিবিণ* ব'লে। 'দেবীর বাহন বল্যা নাহি মারে বীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বল্যাছি** *ক্রি* বলেছি। 'বল্যাছি এ সব বাণী পুত্রবর নেও।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বৈল** *ক্রি* বললো। 'বৈকুণ্ঠ জাইতে ঝাট বৈল গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বৈলে** *ক্রি* বললে। 'কেন হেন বৈলে বাপা অজোগ্য বচন।' *মালাধর*, ১৫০০। **বোলো** *ক্রি* 'বলা' ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপবিশেষ। 'বোলো ধীর মধুর হাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বলতে বলতে ১ *ক্রিবিণ* বারবার ব'লে। 'আমার দেশ বলতে বলতে দশাপ্রাপ্ত হতে পারি।' *প্রমথ*, ১৯৩০। ২ *ক্রিবিণ* একটানা বলার একপর্যায়ে। 'বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছলছলিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বলানো *ক্রি* (অন্যকে দিয়ে) কওয়ানো; স্বীকার করানো। 'জে বলান জেই বা লিখান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ময়ূরের অতি সুন্দর ময়ূর বলাইবার জন্যে আকিঞ্চন করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বলা[২] *বি* একপ্রকার শাক। 'সাজ্যাতা পাজ্যাতা বন-পুই তুলে বলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বলা[৩] *বি* কথা। 'বলার মতো বলা পাইনি খুঁজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বলা-কওয়া ১ *বি* অনুরোধ করা। 'উক্ত বলা-কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ২ *বিণ* উল্লেখ-করা। 'থিউসিডাইডিসের পুঁথি হল স্পষ্ট বলাকওয়া সাতাশ বছর ব্যাপী - এক যুদ্ধের ইতিহাস।' *সবুজ*, ১৯২১। ৩ *বি* কথাবার্তা। 'দেখাশোনা বলাকওয়া নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের ফাঁকে ফাঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *বি* বলাবলি। 'কী কথা বলা-কওয়া করি!' *নজরুল*, ১৯৩১। ৫ *ক্রি* জানানো। 'বলা-কওয়া নেই সমুদ্র পেরিয়ে চলে গেল ইংরিজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বলা কয়া *ক্রি* অবগত করা। 'তোমাদের না বলে কয়ে আস্তে আস্তে সরেছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বলাকহা ১ *বি* অনুনয়-বিনয়। 'কানাই পালের সহিত অনেক বলাকহা করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* বলা-কওয়া; অগ্রিম আভাস। 'এক-একটি মুখ বলাকহা নাই একবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বলাকহা করা *ক্রি* অনুনয়-বিনয় করা। 'কানাই পালের সহিত অনেক বলাকহা করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বলাবলি [স বদ্>] ১ *বি* কথোপকথন। 'তোরা কি বলাবলি করতেছিলি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বি* গল্পগুজব। 'আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বলা বাহুল্য *বিণ* বলা অনাবশ্যক। 'অর্থরাশি যে তাহার সহিত আসিল, তাহা বলা বাহুল্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪; 'বলা বাহুল্য যে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে ভাবের অর্থাৎ অনুভাবকতার গভীরতা, বলবত্তা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

বলা সহজ, করা কঠিন – পরিকল্পনা করা সহজ কিন্তু বাস্তবে রূপ দেওয়া কঠিন। *সুবল*, ১৯০৬।

বলি বলি *বি* বলার ইচ্ছা আছে কিন্তু বলা হচ্ছে না এমন অবস্থা। 'বলি বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বলে-কয়ে *ক্রিবিণ* রাজি করিয়ে। 'তিনিই সাহেবদের বলে-কয়ে আমাকে এ চাকরিতে বাহাল করেন।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

বলে ছলে *ক্রিবিণ* শক্তিতে ও কৌশলে। 'বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বলে যাওয়া *ক্রি* বর্ণনা করা। 'তার কোনোটাই বাদ না দিয়ে সমস্তই আনুপূর্বিক বলে যেতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বলাকা [স] *বি স্ত্রী* বক। 'রাকা সুধা করি যেন উড়িছে বলাকা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বলাকাপেড়ে *বিণ* বকের সারির ছাপযুক্ত পাড়বিশিষ্ট। 'আঁচলে হংস-মিথুন আঁকা বলাকাপেড়ে শাড়ি দুলায়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বলাগ [স বালাগ্র] *বি* কেশাগ্র। 'ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

বলাৎকার [স] ১ *বি* শারীরিক শক্তি। 'বলাৎকারে আনে ধরি বিশেষতঃ যুবতীর গণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* জোরপূর্বক যৌনসঙ্গম; ধর্ষণ। 'মাধব ঐ কন্যাকে দেখিয়া পাগলের ন্যায় হইয়া তাহার সহিত

গান্ধর্ব্ব বিবাহ অর্থাৎ বলাৎকার করিতে উদ্যত হইলে ...।' *গৌর*, ১৮২২।

বলাৎকৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* ধর্ষিতা। 'গুনতিতে বেশি পশুর দাপটে বলাৎকৃতা।' *মণীশ*, ১৯৩১।

বলাবলি[1] *দ্র* **বল**[2]

বলাবলি[2] *দ্র* **বলা**[3]

বলাহক [স বারিবাহক] *বি* মেঘ। 'বলাহক মধ্যে কিবা স্থির সৌদামিনী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বলি[1] [স] ১ *বি* দেবতার উদ্দেশে প্রাণী হত্যা। 'মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* পূজার উপকরণ। 'আমরা ফো দেবের বলি প্রদানার্থ বস্তু বিশেষের অন্বেষণে আসিয়াছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'অত্যুজ্জ্বল ভূষণটি বরুণদেবের বলি হইয়াছে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ৩ *বি* বলি দেওয়ার পশু। 'দেখো হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৪ *বি* হত্যা। 'বড্ড সাধ, মহিষ-মর্দিনীর পায়ে মহিষ-বলি দেখব।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বলিদান [স] ১ *বি* দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ-করা জীব হত্যা। 'যতনে পূজিল বহু বলিদান দিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রি* উৎসর্গ করা। 'মানবমনের অনল নিভাতে/ আপনারে বলিদান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বলিদান কারক [স] *বি* বলিদানের কাজ করে যে ব্যক্তি। 'বলিদান কারক ... এক কোপ মারিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

বলিপুর [স] *বি* পাতাল। 'আশিস করিলা শক্র যাও বলিপুর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বলির কুমড়ো – কিছু জানে না বোঝে না এমন অবস্থা। *জীবন*, ১৯৪৮।

বল্যর্থ [স বলি-অর্থ] *ক্রিবিণ* বলির জন্য। 'বল্যর্থ আমারদিগের তদ্দেশীয় রাজলোকেরা বলাৎকারে ধরিয়াছিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

বলি[2] [স] *বি* শরীরের চামড়ার কুঁচকানো রেখা। **বলি-অঙ্কিত** [স] *বিণ* কুঁচকানো রেখা সংবলিত। 'বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বলি-চিহ্নিত [স] *বিণ* বলিরেখাযুক্ত। 'পরশে তাহার শিরীষ-সুষমা, বলি চিহ্নিত মাঝ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

বলিত [স] *বিণ* বলিরেখাযুক্ত। 'কোমল হয়ে আসে কামিজ বুড়োর বলিত মুখখানি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বলি-পড়া ১ *বিণ* কুঞ্চিত হয়ে আছে এমন। 'বলি-পড়া বাকলওয়ালা বিদেশী ওই গাছে গন্ধবিহীন মুকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ২ *বিণ* বলি রেখাযুক্ত। 'দিদিমায়ের মতোই যেন বলি-পড়া ললাট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বলিরেখা [স] *বি* চামড়ার কুঁচকানো রেখা। 'জীর্ণ-জরায় ললাটের শিথিল বলিরেখা কোথায় কোন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'তার কপালের বলিরেখা আরো কুচকে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪; 'ভুরুর নিচে তিন চারটে করে বলিরেখা।' *হাসান*, ১৯৬৯।

বলি বলি[1] *ক্রিবিণ* বার বার। 'পেখ মোঅ মোহে বলি বলি বাকই।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০।

বলি বলি[2] *দ্র* **বলা**[3]

বলিবৈশ্ব [স বলিবৈশ্ব] *বি* হিন্দু আচারবিশেষ। 'স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর পূজাহোমদান বলিবৈশ্ব প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ভোজন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

বলিষ্ঠ [স] ১ *বিণ* শক্তিশালী। 'মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া ...।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমি স্ব বাহুবলেতে বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ গো মৃগ মহিষ মানুষাদি মারিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিণ* স্বাস্থ্যবান। 'বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ঐ রমণী সাতিশয় বলিষ্ঠ।' *প্রভাকর*, ১৮৫৬। ৩ *বিণ* বড়োসড়ো। 'অঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট সকল বলিষ্ঠ।' *কেতকা*, ১৬৫০।

বলিষ্ঠকায় [স] *বিণ* সুঠাম দেহবিশিষ্ট। 'দুই তিন পুরুষে বলিষ্ঠকায় হইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। 'একজন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠকায় উজ্জ্বল-চক্ষু যুবক।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বলিষ্ঠগঠন [স] *বিণ* দৃঢ়দেহী। 'বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তিটি নিঃশব্দ-নিপুণতা সহকারে বাতায়নপথে প্রবেশ করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বলিষ্ঠতা [স] *বি* শক্তিমত্তা। 'চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; (ব্যঙ্গে) 'অন্য পুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি মাখামাখি করার মধ্যে বলিষ্ঠতা আছে বৈকি!' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

বলিষ্ঠপুরুষ [স] *বি* বীরপুরুষ। 'সেই মুহূর্তে তাহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'বলিষ্ঠপুরুষের জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বলিষ্ঠপ্রকৃতি [স] *বিণ* উন্নত স্বভাবের। 'বলিষ্ঠপ্রকৃতি লোকেই মানুষের দুর্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বলিষ্ঠভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে। 'বঙ্গসাহিত্য বলিষ্ঠভাবে অসংকোচে মাথা তুলিতে পারিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বলিহারি [হি বলিহারী] ১ *বিণ* চমৎকার। 'বলিহারি সুরঙ্গপ্রবালঘটা।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* বিস্ময়কর। 'কাঁদিয়া বলিতেছে, "তোমরা যাহা সংকল্প করিয়াছ, তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও। বলিহারি এই অতএব।"' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

বলিহার যাওয়া [হি বলিহারী জানা] *ক্রি* প্রশংসা করা। 'ও চান্দ মুখের মুঞি যাম বলিহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বলিহারি যাওয়া [হি বলিহারী জানা] *ক্রি* প্রশংসা করা। 'বঁধু তোমায় বলিহারি যাই।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

বলিহারী [হি] ১ *বিণ* অতি প্রশংসনীয়। 'মহাযোগীর ভবিষ্য দর্শন পূর্ণমাত্রায় সফল হইল, বলিহারী গণনা শক্তি!' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* (ব্যঙ্গ) বাহবা। 'তোমার আক্কেলের বলিহারী।' *পাশা*, ১৯৭১।

বলী[1] [পা বলি (পূজা)] *বি* শ্রাদ্ধপিণ্ড। 'মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

বলী[2] [স] ১ *বিণ* বলবান। 'এবেঁ মোর দৈব বড় বলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বীরপুরুষ। 'বলীর কণ্ঠলগ্ন মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বলী-বৃন্দ [স] *বি* বলশালী সৈন্যগণ। 'ইন্দ্র-তুল্য বলী-বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বলী[3] [স বলি] *বি* বার্ধক্যের কারণে চামড়ার শিথিলতা। 'বলীপলিত কলেবর।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বলীবর্দ, বলীবর্দ্দ [স] *বি* বলদ; ষাঁড়। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'বলীবর্দ যুগল উর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে ছুট দিল।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'হাল-লাঙ্গলবাহী বলীবর্দ-যূথের সাথে পাকিস্তানী ...।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

বলীয়ান [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত শক্তিশালী। 'আমাকেও তুমি বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ২ *বিণ* তেজোদীপ্ত। 'দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে।' *জীবন*, ১৯৪২।

বঙ্কল [স] *বি* গাছের ছাল। 'বৃক্ষের বঙ্কল পরিধান ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বঙ্কলধারী [স] *বিণ* গাছের বাকল পরিহিত। 'হে শুষ্ক বঙ্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বল্গা[১] [স বল্গ>] *ক্রি* আস্ফালন করা। 'বল্গিতে লাগিলা যার যেই লয় মনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বল্গা[২] [স] ১ *বি* লাগাম। 'অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'সেনাপতি তাহার বল্গা আকর্ষণ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* রশি। 'কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বল্গা কষে কষে আর্টের ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বল্গাবদ্ধ [স] *বিণ* লাগামযুক্ত। 'বল্গাবদ্ধ-শব্দ-অশ্বে চড়ি মানুষ করেছে দ্রুত কালের মন্থর যত ঘড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বল্গাবিহীন [স] *বিণ* লাগামহীন। 'বল্গাবিহীন শৃঙ্খল-ছেঁড়া প্রিয় তরুণ!' *নজরুল*, ১৯২৮।

বল্গামুক্ত [স] *বিণ* লাগামহীন। 'ইচ্ছা সঞ্চরণ করে বল্গামুক্ত রথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বল্গাহরিণ [স] *বি* তুষারাবৃত দেশে পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হরিণবিশেষ। 'যখন পক্ষী ভালুক ও বল্গা হরিণ পাওয়া যায় ...।' ১৯১৭।

বল্গাহারা [স বল্গা+হারা] *বিণ* লাগামহীন। 'মন ছুটেছে গো আজ বল্গাহারা অশ্ব যেন পাগলা সে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বল্গাহীন [স] *বিণ* লাগাম ছাড়া; বেফাঁস। 'এই দায়িত্বহীন ও বল্গাহীন উক্তি অমার্জনীয়।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

বল্টু [ই বোল্ট] *বি* লোহার পেরেকের মতো প্যাঁচ কাটা শলাকাবিশেষ। 'স্ক্রু বল্টু দিয়ে শক্ত করে করোগেটের টিন লাগায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫; 'যতনে যোজিত মাটির পেরেক-বল্টু রক্তের ভিতরে গলে যায়।' *নীরেন*, ১৯৬২।

বল্বকি [স বল্লকী] *বি* একপ্রকার বীণা। 'তিলফুল জিনি নাসা বল্বকি জিনিঞাঁ ভাষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **বল্লকী**

বল্মীক [স] ১ *বি* উইপোকা। 'বল্মীকের পাখ হয় মরিবার কালে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* উইঢিবি। 'তাহাদের বাস-গৃহ বল্মীক বলিয়া প্রসিদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বল্মীকপ্রমাণ [স] *বিণ* উইঢিপির মতো। 'মানুষের মন পর্বত-প্রমাণই হোক, আর বল্মীকপ্রমাণই হোক।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বল্মীকস্তূপ [স] *বি* উইপোকার ঢিবি। 'পাহাড় নয়, বল্মীকস্তূপ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বল্লকী, বল্লকি [স] *বি* বীণাবিশেষ। 'শঙ্খ কাজে দোখণ্ডি বল্লকী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাঁসর দুন্দুভি পড়া জগঝম্প বাজে জোড়া মৃদঙ্গ বল্লকি বাজে সানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বল্লব [স] *বি* গোয়ালা। 'বল্লব, গোপ, সূপকার ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বল্লভ [স] ১ *বিণ* প্রিয়। 'ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ঈশ্বর; পতি। 'যেরূপে করিলা কৃপা জগত বল্লভ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বল্লভছায়া [স] *বি* প্রণয়ীরূপ ছায়া। 'দিয়েছে বল্লভছায়া পল্লবমর্মর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বল্লভা [স] ১ *বি* স্ত্রী। 'বেদমাতা বিষ্ণুর বল্লভা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* প্রিয়তমা। 'তোমাকে চাই তোমাকে চাই ওগো দুর্লভা বল্লভা আমার।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

বল্লভাচারী [স] *বি* বল্লভাচার্য প্রবর্তিত ধর্মীয় সম্প্রদায়বিশেষ। 'বল্লভাচার্য্য ইহার প্রবর্ত্তক প্রযুক্ত লোকে তন্মতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগকে বল্লভাচারী বলিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বল্লম [হি] *বি* বর্শা। 'পেয়াদা ও চোপদারেরা বল্লম, আশাসোঁটা, তলোয়ার হস্তে করিয়া বাহির হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বল্লমদার [হি বল্লম+ফা দার] *বি* বর্শাধারী যোদ্ধা। '২৫ জন চোবদার সোটাবদার বল্লমদার তৈনাতি ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বল্লমধারী [হি বল্লম+স ধারী] *বিণ* হাতে বল্লম রয়েছে এমন। 'বল্লমধারী সারি সারি লাঠিয়ালগণ যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

বল্লরী [স] ১ *বি* লতা। 'যেমন নিদাঘশুষ্ক বল্লরী আষাঢ়ের নববারি সিঞ্চনে ধীরে ধীরে পুনর্বার বিকশিত হয় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বি* মুকুল। 'উলঙ্গ বল্লরী আবচ্ছ কপিশ বস্ত্র রিক্ত বক্ষে টানিছে শিহরি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭। ৩ *বি* মুকুলিত লতা। 'হাসে বনদেবী বেণীতে জড়ায়ে মালতীর বল্লরী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বল্লরীবিতান [স] *বি* লতামণ্ডপ। 'দক্ষিণের বাতায়নতলে মঞ্জরিত-ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বল্লাড্ডি *বি* রাগবিশেষ; বরাড়ী। 'রাগ বল্লাড্ডি।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

বল্লালি, বল্লালী *বিণ* রাজা বল্লাল সেন প্রচলিত। 'তাহা হেলন করিয়া মিথ্যা বল্লালি যুক্তি বলবৎ করাতে ... সুদুর্লভ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯; 'বল্লালী রেজেষ্টরীতে তাঁর বংশাবলী রেজেষ্টরী হয়ে আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বল্লি, বল্লী [স] *বি* লতা। **বল্লিবিতান, বল্লীবিতান** [স] *বি* লতাকুঞ্জ। 'নির্ঝর ঝর ঝর কুসমিত বল্লিবিতান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮; 'ফুল-আকুল মালতী বল্লী-বিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'এই বল্লী-বিতানের আর্দ্র-স্নিগ্ধ ছায়ে বসে।' *নজরুল*, ১৯২২।

বল্লী [স] *বি* মঞ্জরি। 'জনি কামদেবক বিজয় বল্লী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বল্লী-তনু [স] *বিণ* লতার মতো অঙ্গবিশিষ্ট; ক্ষীণাঙ্গী। 'এই লাল-রুখ বল্লি-তনু ফুল্ল-কপোল তম্বীদের।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

বল্লুকা [স] *বি* নদীবিশেষ। 'বল্লুকা নদীর তটে পূজা করি পাণিপুটে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বশ [স] ১ *বিণ* মুগ্ধ। 'যার প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বশীভূত। 'তপস্যায় বশ আমি হইলাঙ তোমারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* অনুগত। 'কেবল প্রেমের বশ রয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বিণ* আয়ত্ত। 'দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৫ *বিণ* বশবর্তী। 'নেশার বশ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৬ *বি* অধীনতা। 'পথের মাঝে গোল বাধিলে কারো বশে কেউ যাবে না।' *লালন*, ১৮৯০।

বশতাপন্ন [স] *বিণ* বশবর্তী। 'রাজা, ইহার নিতান্ত বশতাপন্ন হইয়া, এক বারেই রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বশবতী [স] *বিণ স্ত্রী* অধীন। 'ঐ সমস্ত দেব দেবী ... জরামরণের বশবতী নহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বশবর্তী, বশবর্ত্তী [স] *বিণ* অনুগত; অধীন। 'বৈরসাধনবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া ... প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'কয়েক দিনের জন্য দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'নানাবিধ

কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া উঠিতেছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

বশ মানা *ক্রি* বশীভূত হওয়া। 'নারী কভু বশ নাহি মানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বশ রওয়া *ক্রি* অনুরক্ত থাকা। 'কেবল প্রেমের বশ রয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বশী [স বশ>] *বিণ* বশবর্তী। 'ধনদানে সকল ধনীকে বশী করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বশীকরণ [স] *বি* সম্মোহিত করার মন্ত্র। 'তিনি ... বশীকরণ ... জাদু, ভেলকি ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভালো জানেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বশীকরণ লতা [স] *বি* এমন লতা যা দিয়ে বশ করা যায়। 'এনে দে বশীকরণ লতা – বাঁধবে ছাঁদে ছাঁদে।' *তারা*, ১৯৪২।

বশীভূত [স] ১ *বিণ* নিয়ন্ত্রণে আছে এমন। 'সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বিণ* অনুগত। 'রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'সমৃদ্ধশালী সুবিখ্যাত রাজত্ব উহাদের বশীভূত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* বশ মেনেছে এমন। 'আর-একদিকে বন্ধনে বশীভূত বন্যশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বশীভূতা [স] *বিণ স্ত্রী* বশবর্তী। 'যদি স্বামীর বশীভূতা থাকি তবে বন্ধু দুঃখিত হইবেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'নিতান্ত জানিও আমি তব বশীভূতা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বশংবদ [স] *বিণ* অনুগত। 'একান্ত বশংবদ শ্রীহরিদাস দত্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বশংবদা [স] *বিণ স্ত্রী* অনুগত। 'সুবিনীতা, বশংবদা, রোজা-পালিনী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বশম্বদ [স বশংবদ] *বিণ* বশবর্তী। 'পার্থিব শোক, তাপ ও রিপুর বশম্বদ।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

বশত, বশতঃ [স] *ক্রিবিণ* কারণে; হেতু। 'অজ্ঞানবশতই স্ত্রীগণ অনুক্ষণ দুষ্কর্ম্মে রতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'বায়ুবেগ বশতঃ, সহসা জাহাজ আন্দোলিত হইলে ... সমুদ্রে পতিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বশতো [স বশতঃ] *ক্রিবিণ* কারণে। 'জীবের জন্ম মৃত্যু কর্ম্ম বশতো ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বশা [স বিশ্>] *ক্রি* উপবেশন করা। **বশিআঁ** *ক্রি* বসে আছে। 'তথাঁ বশিআঁ সে দেবরাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বশীতে** *ক্রি* বসিতে; বসতে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **বশীয়া** *ক্রি* বসিয়া; বসে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **বৈশ** *ক্রি* বসো। 'ছাড়িল সকল দান বৈশ মোর পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বৈশে** *ক্রি* বসে। 'মোহন সিন্দুর কাজল পর্য্যা বৈশে তার পাশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বৈশোঁ** *ক্রি* বসি। 'বোল মোরে বৈশোঁ তোর পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **বসা**

বশ্য [স] ১ *বিণ* সম্মত। 'জনক জননী মোর যদি হএ বশ্য।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* অনুগত। 'বালককে উপদেশ করিলে অবশ্য বশ্য হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বশ্যতা [স] ১ *বি* বশবর্তিতা। ' সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া, বা ইন্দ্রিয়-বশ্যতা প্রযুক্ত যে, তাঁহার চক্ষু ফিরিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* আনুগত্য। 'অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বশ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* অধীন। 'কোন নগরস্থা বয়স্থা বেশ্যার বশ্যা হইয়া তাহারি দাস্যাদি কর্ম্মে কুমারী ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বষু [স বসু] *বি* হিন্দুদের বংশনাম-বিশেষ। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। *দ্র* **বসু**

বষ্টুম [স বৈষ্ণব] *বি* বৈষ্ণব। 'আর বষ্টুমদের মদ খেতে বিধি আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বষ্টুম তন্ত্র *বি* বৈষ্ণবের উপাসনা সংক্রান্ত শাস্ত্র। 'বষ্টুম তন্ত্রের কটী বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বষ্টুমী *বি স্ত্রী* বৈষ্ণবী। 'তরঙ্গিনী তোমার বষ্টুমীর নাম বুঝি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বষুমতি [স বসুমতী] *বি স্ত্রী* পৃথিবী। 'কম্পমান দেবি বষুমতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বস[১] [স বশ] ১ *বি* প্রভাব। 'মনমথ বসে রাধা তেজিল লাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* বশীভূত। 'তোর বস ভৈল ত্রিভুবনের রাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সত্যভামার বস কৃষ্ণ সর্ব্বলোকে জানি।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **বশ**

বস[২] [স বয়স] ১ *বি* কুমড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* একতারা; লাউয়ের খোল। 'সিরাজ সাঁই কয় বাজে না ভাঙা বস।' *লালন*, ১৮৯০।

বস[৩] [ফা] ১ *বিণ* ঠিক; যথেষ্ট। 'আমার ছেলে মোটামুটি শিখিলেই বস আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *অব্য* আর কিছু প্রয়োজন নেই এমন ভাবসূচক। 'কারুর মুখ দেখতে চাইনি, ঢুকু ঢুকু মদ খেতে চাই, বস।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বস[৪] [ই] *বি* মনিব। 'বস মশার সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল্লাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বস[৫] [ই বাস] *বি* ঘোড়ায় টানা যাত্রীবাহী বড়ো গাড়িবিশেষ (১৮৯৫ সালের আগে মোটরচালিত বাস আবিষ্কৃত হয়নি)। 'উহার নাম ওম্নিবস কিন্তু সচরাচর ইহাকে বস বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বসত [স বসতি] ১ *বি* বসবাস। 'যেমত সকোল মুনিষ্যো বিবাহো করে, গৃহস্তো করে ... সেই রূপ দৈবকী আর বসুদেবের বসত।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু ও গাঁয়ে আর বসত করবো না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'কও দেখি কার অধিকারে বসত কর সবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* বাস। 'পঁয়ত্রিশ ঘর তাঁতির বসত, ব্যবসা জাজিম বুনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বসৎ [স বসতি] *বি* বসবাস। 'এমন অধিকারে বসৎ করা যায় না।' *কেরি*, ১৮০২।

বসতখানা [বসত+ফা খানাহ্] *বি* বসতি। 'মাতাপিতার নাই ঠিকানা অচিন দেশে বসতখানা।' *লালন*, ১৮৯০।

বসতনির্মাণ [বসত+স নির্মাণ] *বি* বাসস্থান তৈরি। 'সফল কীর্তি তো আঙুলে গোনা যায়:/ বসতনির্মাণ, বংশরক্ষা।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

বসতবাটী *বি* বাসগৃহ; যে বাড়িতে স্থায়ীভাবে বাস করা হয়। 'আমার এক নিজ বসতবাটী মৌজে ডিহি কলিকাতা গ্রামের মধ্যে মহস্ত।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

বসতবাড়ি, বসতবাড়ী *বি* যে বাড়িতে বাস করা হয়। 'বসতবাড়ির ঝগড়া কেজে কিছুই আমার মিটলো না।' *লালন*, ১৮৯০; 'অবশেষে বসতবাড়ী বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'তাহার বসতবাড়ি বেচিতে হইয়াছে।' *জসীম*, ১৯৬০।

বসতবাস, বসতবাষ ১ *বি* বসবাস। 'সনন্দ বিমজ্জিম বসতবাষ করিয়া ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* স্থায়ী বসতি। 'সেই দেশে ঘর দ্বার করিয়া বসতবাস করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

বসতঃ [স] *ক্রিবিণ* বশত; কারণে। 'দৈব বসতঃ ধনসম্পদ নষ্ট হইলে ...।' *প্যারী*, ১৮৬০। দ্র **বশত**

বসতি [স] ১ *বি* আবাস। 'সমুদ্রতীরেতে আসি করিলা বসতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বসবাস। 'পরমানন্দগুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এক স্থানে কথোকাল করি গ বসতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* বাসস্থান। 'বসতি সবার ভুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* অবস্থান। 'কোন মতে করিলেক অজ্ঞাত বসতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বসতিবিস্তার [স] *বি* বাসস্থানের প্রসার। 'বিদর্ভ পর্য্যন্ত মনু সন্তানেরা ... বসতিবিস্তার ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বসতিযোগ্য [স] *বিণ* বাস করা যায় এমন। 'মনুষ্যের বসতিযোগ্য সমুদয় বিষয় আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

বসতিয়া [স বসতি>] *বি* বাসগৃহ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বসতিশূন্য [স] *বিণ* বসবাস নেই এমন। 'সম্মুখে বসতিশূন্য প্রান্তর।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

বসতিস্থান [স] *বি* বাসস্থান। 'তাহারদিগের বসতিস্থান খালাসিটোলা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বসতী [স বসতি] *বি* বসতি; জীবন। 'আইল চৈত মাস কি মোর বসতী আশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বসত্যা [স বসতি>] *বি* বাসিন্দা। 'রাম্রিপিউস সাহেব হুকুম মাগেন কলিকাতা সহরের ... দরবস্ত বসত্যা দিগকে প্রচার করিতে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

বসন [স] ১ *বি* বস্ত্র। 'পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আবরণ। 'হুহুংকার ছাড়িল যখন খুলে গেল নূরের বসন।' *লালন*, ১৮৯০।

বসনগন্ধ [স] *বি* বস্ত্রের সুবাস। 'তোমার বসনগন্ধ বরণ করেছি আজ এই বসন্ত সমীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বসনপ্রথা [স] *বি* পোশাকাদি ব্যবহারের রীতি। 'ধন্যাঢ্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বসনবন্ধ [স] *বি* বসনের বন্ধন। 'আধেক বসনবন্ধ খুলিয়া বসি গিয়া বাতায়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বসনভূষণ [স] *বি* পোশাক ও অলঙ্কার। 'সকলেই হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের বসনভূষণ পরিয়া যাইয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'তরুণীর দল ... বসনভূষণ সংবৃত করিতে লাগিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বসনভূষা [স] *বি* পোশাক ও অলঙ্কার। 'বসনভূষা মলিন হল ধুলায় অপমানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বসনহীনা [স] *বিণ* নগ্ন; বিবসনা। 'একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর-রচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বসনাঞ্চল [স] *বি* কাপড়ের আঁচল। 'আবক্ষজলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জন করিয়া লইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বসনান্তরাল [স] *বি* পোশাকের অন্তরাল। 'মলিন বসনান্তরাল হইতে মহাবীরজী'র 'পরসাদ' বাহির করিয়া খাইতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বসনাবৃত [স] *বি* বসন আচ্ছাদিত। 'প্রভাকর ... বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোদ্যোগ করিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বসনিয়া [স বসতি] *বি* বাসগৃহ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বসনু [স বসন] *বি* বসন। 'বাঘ ছাল নহি মোরা নেতক বসনু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বসন্ত[১] [স] ১ *বি* ফাল্গুন ও চৈত্র মাস নিয়ে যে ঋতু। 'কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সুসময়; প্রেমের সময়। 'হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বসন্ত-অনিল [স] *বি* বসন্তের বাতাস। 'কানন মাতিয়াছিল বসন্ত-অনিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বসন্তঋতু [স] *বি* বসন্তকাল। 'আর ... বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বসন্তকাল [স] *বি* শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী ঋতু। 'বসন্ত কালে কোকিল রাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আঃ এপোড়া বসন্তকাল আর কত কাল থাকিবে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বসন্তকোকিল [স] *বি* বসন্তকালের কোকিল। 'আহা! ঘোর বরিষায় যে বসন্তকোকিল নীরব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বসন্ত-গত [স] *বিণ* আনন্দ-সৌন্দর্য ইত্যাদি বিগত। 'এবারের মতো বসন্ত-গত জীবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বসন্তদূত [স] *বি* বসন্তের বার্তা নিয়ে আসে যে ফুল। 'নিহত দিনের দীর্ঘ শাখায় ফোটে বসন্তদূত।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বসন্তনিসি [স বসন্তনিশি] *বি* বসন্তকালের রাত। 'একেত বসন্তনিসি, তাহাতে পূর্ণিমাশশি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বসন্তপবন [স] *বি* বসন্তের বাতাস। 'আগেকার মতো করে স্নেহে তার নাম ধরে উচ্ছ্বসিবে বসন্তপবন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বসন্তবয়স [স] *বি* যৌবনকাল। 'যেমন চোখের আড়ে সরে যায় বসন্তবয়স।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

বসন্ত-বাতাস [স] *বি* বসন্তকালের বাতাস। 'তুলেছে মর্মর তান বসন্ত-বাতাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বসন্তবায় [স] *বি* বসন্তের বাতাস। 'বসন্তবায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটিছে ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বসন্তবায়ু [স] *বি* বসন্তের বাতাস। 'হায় বসন্তবায়ু মিছে চলে গেল শ্বসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বসন্তবিহার [স] *বি* বসন্তকালের প্রমোদভ্রমণ। 'কৃষ্ণ গোপিনীগণ সমভিব্যাহারে যমুনাতীরে বসন্তবিহার করিতেছিলেন।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

বসন্তবেগ [স] *বি* বসন্তের আবেগ। 'স্তিমিত বসন্তবেগ নিরুদ্দেশ যাত্রা করে জোয়ারের জলে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বসন্তযাপন [স] *বি* বসন্ত উপভোগ। 'বসন্তযাপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বসন্তরাজ [স] *বি* ঋতুরাজ বসন্ত। 'বসন্তরাজ এসেছে আজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বসন্তলক্ষ্মী [স] *বি* বসন্তরূপ লক্ষ্মী। 'চারিদিকে, কিসলয়ে ও কুসুমে সুশোভিত নানাবিধ পাদপসমূহ বসন্তলক্ষ্মীর সৌভাগ্যবিস্তার করিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বসন্ত সময় [স] *বি* বসন্তকাল। 'বসন্ত সময় তেব্বন্তের সরহদ্দে পহচিয়া।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

বসন্তসমীর [স] *বি* বসন্তের বাতাস। 'যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর।'

রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বসন্ত-স্মৃতি [স] *বি* বসন্তকালের স্মৃতি। 'গত বর্ষের বসন্ত-স্মৃতি জলের লিখন হল।' *হোসেন*, ১৯৪০।

বসন্তোৎসব [স বসন্ত-উৎসব] *বি* বসন্ত ঋতুকে স্বাগত জানানোর উৎসব। 'এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'সেকালে যা বসন্তোৎসব ছিল, তার অপভ্রংশ হচ্ছে একালের হোরী।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

বসন্ত[2] [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'বসন্তরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বসন্ত বাহার [স বসন্ত+ফা বাহার] *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০; 'আধখানা সুর যেমনি লাগাই বসন্ত বাহারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বসন্তরাগ [স] *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'গোড়া থেকেই গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমসুরে বাঁধতে চাইনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বসন্ত[3] [স] *বি* রোগবিশেষ। 'বসন্তের চিহ্ন আছে মুখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বসন্তভীতু *বিণ* বসন্তরোগকে ভয় পায় এমন। 'বসন্তভীতু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ... মিলে হরি-সংকীর্তন করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বসন্তের কাটি *বি* বসন্তের দাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বসন্তের খাটি *বি* বসন্তের দাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বসন্তবউরী *বি* পাখিবিশেষ। 'বসন্তবউরী দুটো এই বলে হা হা করে হাসে।' *জীবন*, ১৯৩০; 'একটা বসন্তবউরি পাখির মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বসন্তবৌরী *বি* পাখিবিশেষ। 'মরা যজ্ঞডুমুরের ডালে বসে দুই বসন্তবৌরী।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

বসন্তি, বসন্তী [স বসন্তীয়] *বি* রঙবিশেষ; কমলা। 'ধানি আবি বসন্তি ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'বসন্তী রঙ বসনখানি/ নেশার মতো চক্ষে ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বসন্তীরঙা *বিণ স্ত্রী* গেরুয়া রঙের; কমলা রঙের। 'এক দিকে বসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছ্রিত রাঙা পাড়টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বসবাস [স বসতি>] *বি* স্থায়ী বাস। 'শ্রীখণ্ডগ্রামেতে বসবাস।' *শেখর*, ১৬০০।

বসবাসযোগ্য [বসবাস+স যোগ্য] *বিণ* বসবাসের উপযোগী। 'এ প্রাসাদ বসবাসযোগ্য মনে না-হয় আমার।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

বসমাদার *বি* পোশাকবিশেষ। 'কেহবা রঙ্গিন থান চেরা বসমাদার ... পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বসরাই *বিণ* (ইরাকের) বসরায় জাত। 'তাঁহার মনোহর গাল, বসরাই গোলাপের মতো।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'আবাদ করিতে জানিলে কাঠগোলাপ বসরাই গোলাপে পরিণত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বসা, বসানো [স বস্>] **১** *ক্রি* বাস করা। 'সুণে মৃগকুল বসে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সে ভল কে বরু বসএ বিদেসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'মাএর সহিতে সেই অরন্য বসএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* উপবিষ্ট করানো। 'পাশে সবা বসাইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* স্থাপন করা। 'বসাইল নব রাজ্য কাটিয়া কানন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *ক্রি* অধিষ্ঠিত করা। 'তাঁহাকে অযোধ্যার রাজা খেতাব দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৫** *ক্রি* আরম্ভ করা। 'সভা বসিতে ইশতেহার দেওয়া গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **৬** *ক্রি* প্রতিষ্ঠা করা। 'দুই বা তিন লৌহের সাঁকো বসান যাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৭** *ক্রি* প্রোথিত হওয়া। 'ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁদের শিকড় একরকম বসে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৮** *ক্রি* অনুষ্ঠিত হওয়া। 'জাহাজে প্রতি রবিবারে গির্জ্জা বসে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **৯** *ক্রি* নিবিষ্ট করা। 'প্রত্যেক শব্দটির উপর মন বসাইতে না পারিলে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০। **১০** *ক্রি* খোলা। 'নতুন ডাকঘর বসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **১১** *ক্রি* ঢুকে যাওয়া। 'চুড়িগুলি প্রায় কাটিয়া বসিয়া গেল অমলার হাতে।' *মানিক*, ১৯৪০। **বয়** *ক্রি* বসে থাক। 'একবার সবুরের দেশে বয় দেখি দম কসে।' *লালন*, ১৮৯০। **বস** *ক্রি* বসো। 'আমার আসরে বস জয় জয় দিয়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বসএ** *ক্রি* বাস করে। 'মাএর সহিতে সেই অরন্য বসএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **বসতুম** *ক্রি* বসতাম। 'বড়ো আরামে জানালাটির কাছে গিয়ে বসতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **বসন** *ক্রি* বসেন। 'লজ্জা পাই রহে পাপী বসন ঘুরিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **বসয়** *ক্রি* অবস্থান করে। 'তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বসসি** *ক্রি* অবস্থান করো। 'কথাঁ না বসসি কাহ্নাঞিঁ কথা তোর ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বসহ** *ক্রি* বাস করবে। 'সকল সময় সুখেঁ বসহ সাগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বসাইতে** *ক্রি* বসতি স্থাপন করাতে। 'দশ পাঁচ ঘর প্রজা ঐ স্থানে বসাইতে পারহ।' *রামরাম*, ১৮০২। **বসাইল** *ক্রি* বসালো। 'বসাইল আসনে মুনি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **বসাইল্য** *ক্রি* বসালো। 'বসাইল্য নৃপতি পাটে পুনু রাজা গুজরাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বসাবে** *ক্রি* বহাল করবে। 'পুনঃ স্নেহে সিংহাসনে বসাবে তোমায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **বসায়** *ক্রি* স্থাপন ক'রে। 'কত হাট বাজার বসায় কত জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বসি ১** *ক্রি* ব'সে; অবস্থান ক'রে। 'বসি তোক্ষে তার পাশে করিহলি উপহাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* অবস্থান করি। 'অনুমান করিবারে একঠাঞি বসি।' *মালাধর*, ১৫০০। **বসিআঁ** *ক্রি* ব'সে। 'বসিআঁ রাধার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বসিএ** *ক্রি* ব'সে। 'বৃক্ষমূলে বসিএ বিজোগ ভাবি একা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বসিগিয়া** *ক্রি* উপবেশন ক'রে। 'পায় তলে বসিগিয়া হরি আপনি বসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **বসিছন্ত** *ক্রি* বসেছে। 'সভা করি বসিছন্ত হরিষ অন্তর।' *সুলতান*, ১৭০০। **বসিছে** *ক্রি* বসেছে। 'অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি খাটেত বসিছে।' *সুলতান*, ১৭০০। **বসিঞাঁ** *ক্রি* বসে। 'ডালত বসিঞাঁ কাহ্ন কুয়িলী কাঢ়ে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বসিতেঁ** *ক্রি* বসায়। 'পাখি বসিতেঁ তরুপাতচলনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বসিবা** *ক্রি* বসবে। 'কদাচীত কালি না বসিবা সিংহাসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বসিমু** *ক্রি* বসবো। 'দুই মিত্র এক সিংহাসনেত বসিমু।' *সুলতান*, ১৭০০। **বসিয়া ১** *ক্রি* অবস্থান ক'রে। 'ইন্দ্রিয়াদি দেবগনে বসিয়াত এক স্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* বসে। 'ধৃতরাষ্টে কহে কথা নির্জ্জনে বসিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বসিয়াছে** *ক্রি* বসেছে। 'বসিয়াছে ঠাকুর মহেশ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বসিয়া বসিয়া** *ক্রিবিণ* অপেক্ষায় রত থেকে। 'বহু কষ্টে বসিয়া২ কখনবা মেষ পশুর ন্যায় ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **বসিল** *ক্রি* বসলো। 'বসিল জনে কড়ী ...।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বসিলা** *ক্রি* বসলেন। 'শচী দেবী বেঢ়ি সব বসিলা মহান্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বসিলাঙ** *ক্রি* বসলাম। 'বসিলাঙ এই আমি চলিতে না পারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **বসিলান্ত** *ক্রি* উপবেশন করলেন। 'বসিলান্ত রাধার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বসিলাম** *ক্রি* বসলাম। 'বৃক্ষমূলে বসিলাম রেখে ঝুঁগি পুঁথি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বসিলী** *ক্রি* বসলো। 'বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বসিলেক** *ক্রি* বসলেন। 'বসিলেক পঞ্চভাই দেব অবতার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বসিলেন** *ক্রি* বসলেন। 'বৈষ্ণবী বিষ্ণুর সহ বসিলেন যোগে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বসিলেন্ত** *ক্রি* বসলো। 'বসিলেন্ত সমাজেত অধিক উজ্জ্বল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বসিলোঁ** *ক্রি* বসেছি; বসলাম। 'গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বসী** *ক্রি* ব'সে; অবস্থান ক'রে। 'কদমের

তলে বসী যমুনার তীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বসুক** *ক্রি* উপবিষ্ট হোক। 'জন্ম জন্ম চিত্তে মোর বসুক সদায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বসে ১** *ক্রি* বাস করে। 'তোর দেহে বসে বড় রসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* অবস্থান করে; থাকে। 'তোহ্মার দেহত কাহ্নাঞিঁ না বসে কি পীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* উপবেশন ক'রে। 'আমিহ এল্যাম তিনি রহিলেন বসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৪** *ক্রি* শুরু হয়ে। 'ঢং ঢং করে দুটো বাজলে কেল্লাস বসে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **বসৌঁ** *ক্রি* বসতি করি। 'গোকুল নগরমাঝেঁ বসৌঁ চিরকাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বস্তেছিনু** *ক্রি* বসছিলাম। 'ভাত খেতে বস্তেছিনু ... ।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **বস্য** *ক্রি* বসো। 'আস্যহ সুন্দরী বষ্য লেখা করি দান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বস্যা** *ক্রি* বসে। 'মারএ পিড়ার বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বস্যাছে** *ক্রি* বসেছে। 'ফুল্লরা বস্যাছে সন্নিধানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বস্যাছেন** *ক্রি* বসেছেন। 'বিষ্ণুসভা মধ্যে বস্যাছেন দেব শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **বস্যে** *ক্রি* বসে। 'জিনিঞা ভল্লুক কৃষ্ণ বস্যে বুকের উপর।' *মালাধর*, ১৫০০। **বোসিমু** *ক্রি* বসবো। 'বাহির হৈলে না বোসিমু সিংহাসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বসতে পেলে শুতে চায় – একবার সামান্য সুবিধা পাওয়ার পর ক্রমে অধিক সুবিধার প্রত্যাশা। *সুবল*, ১৯০৬।

বসিয়ে দেওয়া *ক্রি* যুক্ত করা। 'আমি তার মুখে যদি একটা নিতান্ত অসংগত কথাও বসিয়ে দিতুম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বসে থাকা ১ *ক্রি* কোনো জায়গায় স্থির হয়ে থাকা। 'সারা দিন রাত গুমরি গুমরি কেবলি আছিস বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* অপেক্ষা করা। 'সে কি চিরকাল আমার জন্য বসিয়া থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বসে বসে *ক্রিবিণ* অনেক্ষণ বসে থেকে। 'দুজনে বসে বসে দোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বসে যাওয়া ১ *ক্রি* গেঁথে যাওয়া। 'ও-সকল ভাব আমাদের মনেও এখনো পুরো বসে যায়নি।' *প্রমথ*, ১৯২০। **২** *ক্রি* আঁটা। 'সে-সব কাপড় নীল-লোহিতের গায়ে ঠিক বসে গেল।' *প্রমথ*, ১৯২৩। **৩** *বিণ* ডেবে যাওয়া। 'অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু বসে-যাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৪** *ক্রি* ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। 'ব্যবসাই আজকাল বসে যেতে বসেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বসাক ১ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'চূড়ামণি বসাক।' *সেবধি*, ১৮৪০। **২** *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'সেঠ আর বসাক তাঁতির শ্রেষ্ঠ যারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বসানো[১] *দ্র* **বসা**

বসানো[২] **১** *বিণ* খচিত। 'সেই মুক্তো-বসানো আরেকটা আছে, সেইটে আনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* রচিত। 'অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বসিঠ [স বশিষ্ঠ] *বি* রাজদূত। 'পুছিতে উচিত হয় পাঠাই বসিঠ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বসী [স বশ] *বিণ* বশীভূত। 'কুমুদ কুসুম রভস বসী/ অবহি উগত কুগত সসী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **বশী**

বসীভুৎ [স বশীভূত] *বিণ* বশীভূত। 'আমার বসীভুৎ হইবা।' *রামরাম*, ১৮০২।

বসু [স] **১** *বি* হিন্দুদের বংশনাম-বিশেষ। 'বসু মিত্র কুলের প্রধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* হিন্দু পুরাণোক্ত অষ্ট গণদেবতাবিশেষ। 'শাপিয়াছে অষ্টবসু বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* রশ্মি। 'বসু হীন হলো রবি করি বিতরণ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৪** *বি* ধন। 'রত্নগর্ভা বসুমতি শস্য তায় বসু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বসুধা [স] *বি* পৃথিবী। 'কালকেতু-লম্ফে বসুধা কম্পে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বসুধা-কাঁসর *বি* পৃথিবীরূপ কাঁসর। 'বাজিল আকাশ-ঘন্টা, বসুধা-কাঁসর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বসুধারা [স] *বি* (হিন্দুসমাজ) ব্রতবিশেষ। 'বসুধারা ব্রতের ছড়াটিতে স্পষ্ট বলা হয়।' *অবন*, ১৯১৯।

বসুন্ধরা [স] *বি* পৃথিবী। 'বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বসুন্ধরা ব্রত [স] *বি* (হিন্দুসমাজ) ব্রতবিশেষ। 'বসুন্ধরা ব্রত করছে গাঁয়ের মেয়েরা।' *অবন*, ১৯২৫।

বসুন্ধরে [স বসুন্ধরা, সম্বো এ-কার] *বি* বসুন্ধরা; পৃথিবী। 'হে বসুন্ধরে! বিবাহ করিয়া পত্নীর ভরণ-পোষণ ও ধর্ম্মরক্ষা করিতে হয় ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বসুমতি [স বসুমতী] *বি* পৃথিবী। 'তমালশ্যামল বসুমতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বসুমতী [স] *বি* পৃথিবী। 'আপন লোকেত হৈল বসুমতী জ্ঞান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সপ্তদ্বীপা বসুমতী করে টলটল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বসুমাতা [স] *বি* পৃথিবী। 'বসুমাতা মাতা সবাকার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বসুন্দ, বসুন্ধ [ফা] *ক্রিবিণ* সহ; সুদ্ধ। 'চতুস্সিমা বসুন্দ মাএ আমলা সমেত তোমার স্থানে ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

বক্স [ফা বখশ] *বি* বান্ধব। 'রাঙ্গা মুখো ইংরিজী বাজনা, সাজা সায়েব তুরুক সওয়ার, বরের ইয়ার বক্স।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বক্সিস [ফা বখশীশ] *বি* পুরস্কার। 'বক্সিস বিস্তর পাবি বহুমূল্য হার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। *দ্র* **বখশীশ**

বস্তা [ফা] **১** *বি* পুঁটুলি। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* বড়ো থলে; ছালা। 'কৃপাকৃষ্ট হইয়া ... সাত হাজার বস্তা তণ্ডুল ... পাঠাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'বস্তা কাঁধে করে হাটে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'স্নেহাশিস এক বস্তা পাঠাই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বস্তাপচা ১ *বিণ* বহু পুরনো। 'এই বস্তাপচা বিচার এথনলজি অ্যানথ্রপলজি প্রভৃতি নাম ধারণ করে।' *প্রমথ*, ১৯৩০। **২** *বিণ* পুরানো এবং বাজে। 'আসছে স্বরাজ বস্তাপচা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বস্তাবন্দী, বস্তাবন্দি [ফা] *বিণ* গাঁট-বাঁধা। 'দেশের অস্থিমজ্জা ছাতু করে বানিয়ে তুলেছে বস্তাবন্দী ভালোমানুষী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'পর্দা বলতে যেমন আপাদমস্তক বস্তাবন্দি অবস্থা বোঝায় না।' *কোষ*, ১৯৪৯।

বস্তা-বহা *বিণ* বস্তা বইছে এমন। 'হাটবারে ভোরবেলা বস্তা-বহা গোরুটাকে তাড়া দিয়ে ঠেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বস্তা-ভরা *বিণ* পরিপূর্ণ। 'বাস্তবের ভাষায় এর মধ্যে বস্তা-ভরা আদিরস করুণরস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বস্তাভর্তি *বিণ* বস্তাপূর্ণ। 'পিছনের দরজায় বস্তাভর্তি টাকা ঘুষ নিচ্ছিল যে লোকটা।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

বস্তি[১] [স] *বি* তলপেট। **বস্তিদেশ** [স] *বি* তলপেট সংলগ্ন স্থান। 'উহার বস্তিদেশ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া, অবশিষ্ট সমুদায় অঙ্গ অপেক্ষায় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বস্তি[1]**, বস্তী** [স বসতি] ১ *বি* শহরের মধ্যে বা উপকণ্ঠে ঘনবিন্যস্ত কুটিরের সারি। 'সম্প্রতি একজন ইলাজ আগন্তুককে দেখিয়া কোনো বস্তির অধিবাসীগণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'এদিকে খোট্টামোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই?' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বি* বাসস্থান। 'পাঁচিলে ঘেরা বস্তির পিছনেই অনুচ্চ পাহাড়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বস্তিবাসী, বস্তীবাসী *বিণ* শহরের মধ্যে বা উপকণ্ঠে ঘন বিন্যস্ত কুটির-শ্রেণীতে বসবাসকারী। 'কলিকাতার বস্তিবাসী ইতর-সাধারণের মধ্যেও একটা প্রকাশ্য ইংরাজবিদ্বেষ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'বস্তীবাসী ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শিখাবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বস্তীবাসিনী *বিণ স্ত্রী* বস্তিতে বাস করে এমন। 'বস্তীবাসিনী মা।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বস্তু [স] ১ *বি* পদার্থ। 'বিস হেন বিসম বস্তু মহাদেবে খাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আনন্দ। 'প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ৩ *বি* বিষয়। 'তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* সারাংশ। 'আবার দরবেশ কর বস্তু কোথায় দেখ না রে।' *লালন*, ১৮৯০। ৫ *বি* সম্পদ। 'বস্তুহীন, অনাহার জর্জ্জরিত কোটি কোটি মানুষ।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

বস্তু-অবচ্ছিন্ন [স] *বিণ* বস্তুনিরপেক্ষ। 'এই তিনি বস্তু-অবচ্ছিন্ন একটা তত্ত্বমাত্র নন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বস্তুক [স] *বিণ* বস্তুবাচক। 'ভাষায় সাধারণতঃ বস্তুক এবং নির্বস্তুক এ দু রকম শব্দ পাওয়া যায়।' *হাই*, ১৯৫৪।

বস্তুগত [স] ১ *বিণ* বাস্তব। 'যেখানে বস্তুগত কোনো পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'তাহা আমাদের কাছে বস্তুগত সত্যরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* বৈষয়িক। 'তার মধ্যে প্রাণগত বৃদ্ধি নেই, বস্তুগত সঞ্চয় আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বস্তুগত্যা [স] *বিণ* বাস্তব; প্রকৃত। 'এ কথাটা East-এর Ideal হতে পারে, কিন্তু বস্তুগত্যা সত্য নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

বস্তুচর্চা [স] *বি* বস্তুবিষয়ক অনুশীলন। 'ওর চলে যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চার জাল ছিঁড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বস্তুজগৎ [স] ১ *বি* বাস্তব পৃথিবী। 'আমি উভচর – মানসজগৎ এবং বস্তুজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমার সমান বন্ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* জড়জগৎ। 'বস্তুজগতের মতো ইহার সৃষ্টি চলিয়াছেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বস্তুজ্ঞান [স] *বি* বাস্তব ধারণা। 'ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বস্তুজ্ঞানের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বস্তুত [স] *ক্রিবিণ* প্রকৃতপক্ষে। 'বস্তুত পিতৃসেবায় আমার আন্তরিক আনন্দ জন্মিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'কোন কথা বস্তুত অননুমোদিত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বস্তুতঃ [স] ১ *ক্রিবিণ* বাস্তবে। 'বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* আসলে। 'অতএব সে বস্তুতঃ কিছুই নয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বস্তুতত্ত্ব *বি* বস্তুসম্পর্কিত জ্ঞান। 'যাহা দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা। *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বস্তুতত্ত্বজ্ঞান [স] *বি* ঈশ্বরই সারবস্তু এই জ্ঞান। 'তমো নাশ করি তবে বস্তুতত্ত্বজ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বস্তুতত্ত্ববিদ [স] *বি* যন্ত্রপ্রকৌশলী; পদার্থবিদ। 'গুটির থেকে রেশমের সুতো বেরতে থাকে বস্তুতত্ত্ববিদের টানাটানিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বস্তুতত্ত্ববিদ্যা [স] *বি* পদার্থবিজ্ঞান। 'আমার তো আছে বস্তুতত্ত্ববিদ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বস্তুতন্ত্র [স] ১ *বিণ* বাস্তববাদী। 'আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বি* বাস্তবতা; বাস্তব সত্য। 'তারা এখনো বলে, এ সমস্তই ভুয়ো, বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তবে সে ঐ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বস্তুতন্ত্রতা [স] *বি* বাস্তব বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে প্রাধান্য দান; বাস্তবতা। 'রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে বস্তুতন্ত্রতা নেই বললে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বস্তুতন্ত্রবিরুদ্ধ [স] *বিণ* বাস্তবতাবিরুদ্ধ। 'উপরের স্বচ্ছ আকাশ হইতে দেখাই বস্তুতন্ত্রবিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

বস্তুতপক্ষে [স] *ক্রিবিণ* প্রকৃতপক্ষে। 'বস্তুতপক্ষে, শত-শত শতাব্দীর দূরত্ব।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

বস্তুতান্ত্রিক [স] ১ *বিণ* বাস্তববাদী। 'আমরা কথায় কথায় ওদের বলে থাকি বস্তুতান্ত্রিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'এই বিশ্বাসে জোলা প্রভৃতি বস্তুতান্ত্রিকেরা মানবমনের ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বিণ* বস্তুগত। 'এই যে বস্তুতান্ত্রিক বিশ্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৩ *বিণ* বস্তুবাদী। 'মানুষ নিছক বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বস্তুনিচয় [স] *বি* বস্তুর সমষ্টি। 'পার্থিব তত্ত্বাবৎ বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহের বিষয় ... সুপরিজ্ঞাত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বস্তুনিষ্ঠ [স] *বিণ* বাস্তবসম্মত। 'রূঢ় জীবনের বস্তুনিষ্ঠ ছবিটি যেভাবে ফুটে উঠেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বস্তুপিণ্ড [স] *বি* বস্তুকণা। 'সূর্যের ভিতরের দিকে বস্তুপিণ্ড ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বস্তুপুঞ্জ [স] *বি* বিভিন্ন পদার্থের সমষ্টি। 'সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'নক্ষত্রলোকের অনুবর্তী আকাশে যে বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে তার নিবিড়তা হিসাব করলে জানা যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বস্তুপুঞ্জসংঘটিত [স] *বিণ* নানা বস্তুর সম্মিলনে গঠিত। 'এই বস্তুপুঞ্জসংঘটিত বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গোলকরূপী আকাশটাও বিস্ফারিত হয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বস্তুবাঁধন *বি* বস্তু জগতের বন্ধন। 'ছিন্ন করি বস্তুবাঁধন-ডোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বস্তুবাগীশ [স] *বি* জড়বাদ বিশারদ; বাস্তববাদী। 'বস্তুবাগীশ, এ কোন জায়গায় আমাকে আনলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বস্তুবাদ [স] *বি* যে মতে প্রত্যক্ষ বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়; রিয়েলিজম। 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ অথবা বাঙালী মানসের বিবর্তন উঠতো ঝলমলিয়ে দিব্যি তার্কিকের জাগর মনস্বিতায়।' *শামসুর*, ১৯৭২।

বস্তুবাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বাস্তববাদী। 'ইন্দিরা বস্তুবাদিনী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

বস্তুবাদী [স] *বিণ* বাস্তববাদী। 'তার চেয়েও বেশী তারা বস্তুবাদী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বস্তুবিজ্ঞান [স] *বি* পদার্থবিজ্ঞান। 'কাজেই বস্তুবিজ্ঞান যতই বেশি শেখ-না কেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বস্তুবিশ্ব [স] *বি* বস্তুগত বিশ্ব। 'বিস্ফোটক বস্তুবিশ্ব যায় যদি বিপ্রকর্ষে ফেটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

বস্তুবিশ্ববক্ষদংশ [স] *বিণ* বস্তুময় বিশ্বের বক্ষ দংশন করে এমন। 'তব বস্তুবিশ্ববক্ষদংশ ধ্বংস-বিকট দন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বস্তুবোধ [স] *বি* কোনো বস্তু বা জিনিস চেনার ক্ষমতা। 'যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে, বস্তুবোধ হইল তোমার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বস্তুরতি [স] *বি* বস্তুগত কামনা-বাসনা। 'বস্তুরতির দ্বারা ... বিবেকিতার বিকাশ-সম্ভাবনা স্পষ্টতই প্রতিহত।' *শিব*, ১৯৫৬।

বস্তুরাশি [স] *বি* উপকরণসমূহ; দ্রব্যসামগ্রী। 'যে বস্তুরাশিতে মনকে নিশ্বাসরোধ ক'রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বস্তুসৃষ্টি [স] *বি* জগৎসৃষ্টি। 'ইহা বস্তুসৃষ্টির মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বস্তুস্বরূপ [স] *বি* বস্তুর গুণাগুণ। 'অসীম ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে বস্তুস্বরূপের বিচিত্র লীলা বিরাজমান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বস্তুহারা [স বস্তু+হারা] *বিণ* অবাস্তব। 'আমার বিশ্বের শেষরেখাতে যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বস্তুহীন [স] *বিণ* অস্তিত্বহীন; অবাস্তব। 'এই নামটি যেমন এক বস্তুহীন দেহ লইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'এটা আমার কাছে বস্তুহীন মায়ার মতো ঠেকেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বস্ত্র [স] *বি* পরিধেয় কাপড়। 'বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া গোপিকা তুসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বস্ত্রখণ্ড [স] *বি* কাপড়ের টুকরা। 'বাৎসরিক উৎপন্ন আশি হাজার বস্ত্রখণ্ড পঞ্চাশ বছর পরে চব্বিশ হাজার বস্ত্রখণ্ডেরও নীচে নেমে আসে।' *শিব*, ১৯৫৬।

বস্ত্রদান [স] *বি* বস্ত্র দেওয়া। 'উত্তম আশ্রম দিল রত্ন বস্ত্রদান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বস্ত্র-বিক্রেতা [স] *বি* কাপড় বিক্রয় করা যার পেশা। 'তিনি এক বস্ত্র-বিক্রেতার বিক্রয়-গৃহের নিকট দিয়া গমন করিতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বস্ত্রবিহীন [স] *বিণ* বিবস্ত্র; নগ্ন। 'দেহ বস্ত্রবিহীন তবু আছে বুকে বল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বস্ত্রশালী [স] *বিণ* পোশাকধারী। 'পরিচ্ছদ নানা বস্ত্রশালী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বস্ত্রশিল্প [স] ১ *বি* কাপড় তৈরির কলকারখানা। 'যুদ্ধশেষেও বস্ত্রশিল্পে নানারূপী বিপর্যয় উপস্থিত হইবার আশঙ্কা আছে।' *আজাদ*, ১৯৪১। ২ *বি* জামা-কাপড় ইত্যাদি যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুতকরণ। 'বস্ত্রশিল্পের প্রসারের ব্যবস্থা।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

বস্ত্রহীন [স] *বিণ* পরিধেয় বস্ত্র নেই এমন। 'কৃষকমাত্রেই প্রায় অন্ন ও বস্ত্রহীন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

বস্ত্রাচ্ছাদিত [স] *বিণ* কাপড়ে ঢাকা। 'ঘরের ভেতর বস্ত্রাচ্ছাদিত শব নীলমাধবের জন্যে অপেক্ষা করছিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বস্ত্রাঞ্চল [স] *বি* পরিধেয় কাপড়ের প্রান্তভাগ; আঁচল। 'নতমুখে বস্ত্রাঞ্চল খুঁটিতে খুঁটিতে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বস্ত্রাদী [স বস্ত্রাদি] *বি* কাপড়চোপড়। 'বস্ত্রাদী কাহার নাগ্রী।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

বস্ত্রাবরণ [স বস্ত্র-আবরণ] *বি* কাপড়ের আচ্ছাদন। 'বস্ত্রাবরণ থেকে কী একটা বার করে দেখায়।' *মুনীর*, ১৯৬১।

বস্ত্রাবাস [স বস্ত্র-আবাস] *বি* তাঁবু। 'বস্ত্রাবাস প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমস্তই প্রস্তুত করিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বস্ত্রাবৃত [স বস্ত্র-আবৃত] *বিণ* কাপড় দিয়ে ঢাকা। 'আমি বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বস্ত্রাবৃতা [স বস্ত্র-আবৃতা] *বিণ স্ত্রী* কাপড়ে আবৃত। 'বিজনবনে অর্ধ বস্ত্রাবৃতা।' *মাইকেল*, ১৮৬২।'

বস্ত্রাভাব [স বস্ত্র-অভাব] *বি* কাপড়-চোপড়ের অভাব। 'এই যে আজ বস্ত্রাভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করে কাপড় পোড়ানো চলছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

বস্ত্রালঙ্কার [স বস্ত্র-অলঙ্কার] *বি* পোশাক ও অলঙ্কার। 'বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'গন্ধর্ব্বসেন ... নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ... বসিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বস্ত্রালয় [স] *বি* কাপড়ের দোকান। 'বস্ত্রালয়, মনোহারী দোকান, স্টেশন, ছাত্রাবাস।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

বস্ত্রীয় [স] *বিণ* বস্ত্র-নির্মিত। 'আর এক স্থানে চিনাদি বস্ত্রীয় দ্রব্য।' *রামরাম*, ১৮০১।

বম্বি [স বড়িশী] *বি* বড়শি। 'পদ্মাবতী বম্বি বায়ে খলই ধরে নেতা।' *বিজয়*, ১৬৫০। দ্র **বড়শি**

বহছ [আ বাহাছ] *বি* বাগ্‌যুদ্ধ। 'জ্ঞাত হওয়ার জন্য তিনি আমাদের সাথে যৌক্তিক বহছ করতেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বহড়া [স বিভীতকী] *বি* বহেড়া; ভেষজ ফলবিশেষ। 'সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বহতা [স] *বিণ* বয়ে যাচ্ছে এমন; প্রবহমান। 'ঐ নদ পুনর্ব্বার বহতা করিবার কারণ।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বহন [স] ১ *বি* পরিবহণ। 'বহন খরচের সীমা কি।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* মনুষ্য বহন উপযোগী যান; পালকি। 'যানে কিম্বা বহনে আরোহণ করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* যাপন। 'জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বি* সহ্য। 'সংসার-ভার বহন করিয়া বাঙালিদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বহনকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* বহন করে এমন। 'নিশ্চল পড়িয়া রহিল উলঙ্গ ইভের প্রতীক বহনকারিণী ভূলুণ্ঠিতা জননী।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বহনকার্য [স] *বি* সরানোর কাজ। 'দেহ-বহনকার্যে সাহায্য করা তার কর্তব্য।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বহমান [স] ১ *বিণ* প্রবাহিত। 'একখানি প্রতিমূর্ত্তি রেখেছি শরীরে – রহিবে, যদিন প্রাণ হবে বহমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'কোনো-একটি বহমান আদিম ধারার দ্বারা পরিপুষ্ট নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* সচল। 'বহমান মানুষের অনিবার্য প্রতীকের কাজে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। *বিণ* বিরাজমান। 'ভগবাস মলিন মর্ত-মাঝে বহমান নিয়ত আত্মহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বহর [আ বাহার] ১ *বি* নৌকা অথবা জাহাজের সমষ্টি। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে

পড়িয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বি* প্রস্থ; কাপড়ের ঝুল। *ক্যালগে*, ১৭৮৫। ৩ *বিণ* নিযুক্ত। *ভবানী*, ১৮২৩। ৪ *বি* শারীরিক গড়ন। 'মাথায় ছোট বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৫ *বি* মাপ। 'চিঠির কাগজ নানা বহরের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৬ *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'খুব দরাজ বহর তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৭ *বি* বাড়াবাড়ি। 'যুবতী বাস্তুত্যাগী মেয়েদের উপর সেবা প্রতিষ্ঠানের নেতা কর্মীদের দরদের বহর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ৮ *বি* পরিমাণ। 'তাদের দাবীর বহর হওয়া উচিত যথা সম্ভব ক্ষুদ্র।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ৯ *বি* বাহুল্য। 'খরচের বহরটা বোঝা যায় খাজাঞ্চীখানায় গেলে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বহর ছোটানো *ক্রি* আতিশয্য দেখানো। 'সেলামের বহর ছোটান।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

বহরদার [আ বাহার+ফা দার] *বি* নৌকার মাঝি। 'বহরদারদিগের হাথে মহসুলের টাকা না থাকনে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

বহরমপুরা *বিণ* বহরমপুরের। 'যাবদীয় সাহেবান আলীশান ও বহরমপুরা ওগয়রহ ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বহরী [স] *বি* বাজ জাতীয় পাখি। 'উড়িলে বহরী পুনি না আসিব হাত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বহল [স বহল] *বিণ* ঘন বিস্তীর্ণ। 'আসা বহল পাতহ বাহা।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

বহস[1] [স বয়স] *বি* বয়স; যৌবনপ্রাপ্ত। 'প্রথম বহস তুমার হাস পরিহাসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বহস[2] [আ বাহাস] ১ *বি* বিরোধ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* তর্কযুদ্ধ। 'দরকার হলে বহস করার উদ্দেশ্যে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বহসিয়া *বি* বিরোধের ভাব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বহা[1] [স বহ্>] *ক্রি* প্রবাহিত হওয়া। **বহই** *ক্রি* বয়ে যায়। 'গঙ্গা জউণা মাঝেঁ রে বহই নাই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০। **বহএ** ১ *ক্রি* পড়িয়ে পড়ে। 'বহএ নয়ান বারি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* প্রবাহিত হয়। 'এক নদী জলের বহএ সর্বক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **বহয়** *ক্রি* বয়ে যায়। 'সতত বহয় লোর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বহল** *ক্রি* প্রবাহিত হলো। 'দখিন মলয়ানিল বহল অনুকূল কুসুমিত কানন সাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বহাএ** *ক্রি* ঝরায়। 'আহা পুত্র বলিয়া নয়ানে বহাএ নীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বহি** ১ *ক্রিবিণ* ভেসে। 'দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাহোঁ বহি গেল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* বয়ে। 'কহিতে কহিতে বহি গেল বার মাস।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *ক্রি* বয়ে গেলে। 'পঞ্চদস বৎসর বহি আসীয় সর্গেতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বহিআ** *ক্রি* বেয়ে। 'মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সগাঅ।' *চর্যা ৪*, ১২০০। **বহিআঁ** *ক্রি* বয়ে। 'মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বহিআঁ গেলেঁ** *ক্রি* বিগত হলে। 'মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বহিয়া** *ক্রি* বয়ে। 'তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **বহে** *ক্রি* প্রবাহিত হয়। 'যদি গাঙ্গ উজান বহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বহানো ১ *ক্রি* প্রবাহিত করানো। 'প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* বহন ক'রে। 'শিষ্য পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বহা[2] [স বহ্>] *ক্রি* বহন করা। **বহ** *ক্রি* বহন করো। 'বহ তার না কর তোঁ লাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বহসি** *ক্রি* বহন করিস। 'না বহসি ভার বোলসি আন কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বহান** *ক্রি* বহন করান। 'আপনার জিনিসপ্রভৃতি বহান তবে তাঁহার শাস্তি হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **বহাঅ** *ক্রি* বহন করাও। 'না বহাঅ ভার রাধা পুর মোর আশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বহাইলে** *ক্রি* বহন করালে। 'ভার বহাইলে করায়িলে বড় খাঁখারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বহাএ** *ক্রি* বহন করায়। 'তথাঁ বাটিআ বহাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বহায়িলে** *ক্রি* বহন করালে। 'ভার বহায়িলে নান্দো যশোদার পো।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বহি** *ক্রি* বহন ক'রে। 'সত অপরাধ বহি মারিমু তখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বহিব** *ক্রি* বহন করবো। 'পা বলিলেক নাড়িভুঁড়ির ভার, ... আর বহিব না।' *তারিণী*, ১৮০৩। **বহিয়া** *ক্রি* বহন ক'রে। 'বহিয়া ভাক্তিরে তারে এড়িবেক নিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **বহিলেঁ** *ক্রি* বহন করেছো। 'ভার বহিলেঁ নেহ মজুরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বহী** *ক্রি* বহন করি। 'সুখেঁ রাজ করে কংস আহ্মে বহী ভার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বহু** *ক্রি* বহন করুক। 'এক মজুরিআ আন বহু দধিভার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বহা[3] *ক্রি* বৃথা অতিক্রান্ত হওয়া। 'সময় বহে যায় যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

বহাদর [ফা] *বি* বাহাদুর। *দর্পণ*, ১৮২৩; 'মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য বহাদরের পুত্র।' *দর্পণ*, ১৮২২। দ্র **বাহাদুর**

বহার [হি বাহর] *ক্রিবিণ* বাইরে। 'অকামিক মন্দির ডেলি বহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বহাল [ফা] ১ *বিণ* স্থায়ী। 'সেই সে বাদশাই মেরা আছিল বহাল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* বজায়। 'সাবেক বন্দোবস্তের চাকরি বহাল থাকিবে।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বিণ* অপরিবর্তিত। 'হাইকোর্টের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বহাল তবিয়ত [ফা বহাল+আ তবীয়ত] ১ *ক্রিবিণ* বিনা বাধায়। 'চোর বহাল তবিয়তে একে একে প্রত্যেকের অলঙ্কার খুলিয়া লইল।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। ২ *বিণ* যথারীতি সুস্থ। 'হ্যাঁ, সকলেই বহাল তবিয়তে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বহাস [আ বাহাছ] *বি* যুক্তিতর্ক। 'নাহক বহাস কৈরা কি লাভ?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বহি[1] [স ব্যতীত] *অব্য* ছাড়া। 'প্রীতি বহি অপ্রীত নাহিক কোন ক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বহি[2] [আ] ১ *বি* খাতা। 'নিচে লেখামত রিজিষ্টর বহি টেকসালে খোলা থাকিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। ২ *বি* পুস্তক। 'এমন কোন বিষয় নাই ... যে, সেই সম্বন্ধে ইংরাজীতে বহি নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বহিঃ- [স] *বিণ* বাহির।

বহিঃপৃথিবী [স] *বি* পরিচিত গণ্ডীর বাইরের জগৎ। 'অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বহিঃপৃষ্ঠ [স] *বি* উপরিভাগ। 'এ গোলকের বহিঃপৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগ ...।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

বহিঃপ্রকৃতি [স] ১ *বি* বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। 'বহিঃপ্রকৃতি কোথাও কিছু পৃথক লক্ষিত হইলেও ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বি* দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য। 'অন্তঃপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বহিঃপ্রদেশ [স] *বি* বাইরের দিক। 'বহিঃপ্রদেশসকল মধ্যভাগ হইতে বিযুক্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বহিঃপ্রান্ত [স] *ক্রিবিণ* বাইরের দিক। 'প্রেত যেন কাঁদে নিষেধের বহিঃপ্রান্ত কোথা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বহিঃশত্রু [স] *বি* ভিন্ন দেশের শত্রু। 'একশো বৎসরের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ক্লান্ত ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

বহিঃশুদ্ধি [স] *বি* বাহ্যিক শুদ্ধতা। 'অন্তঃশুদ্ধি ও বহিঃশুদ্ধি সম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, বিনীত, কার্য্যকুশল, নানাভাষা ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বহিঃসংসার [স] *বি* বাইরের জগৎ। 'যদি তাহাকে ভস্মমুক্ত করিয়া বহিঃসংসারের কার্যরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বহিঃসৃষ্টি [স] *বি* বাইরের জগৎ। 'বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বহিঃস্থিত [স] *বিণ* বাইরে আছে এমন। 'বহিঃস্থিত পতির চরিত্রের প্রতি কত প্রকার সংশয় উপস্থিত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বহিত্র [স] *বি* নৌকা। 'লম্ফ দিয়া বহিত্রে চাপিল হনুমান।' *কেতকা*, ১৬৫০।

বহিন [স ভগিনী] *বি* বোন। 'মাতৃ বহিন সঙ্গে করি সম্ভাষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সেই 'বহিন' শব্দটি কেমন ভালবাসার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল।' *রোকেয়া*, ১৯০৬। *দ্র* **বোন**

বহিনপো *বি* বোনের ছেলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'পিয়াসের বহিনপো বড় সরকার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বহিনি, বহিনী [স ভগিনী] *বি স্ত্রী* বোন। 'দেবের সম্ভোগ বহিনি পাই পুন্য ভাগ্যে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভিন্নপর নহ তুমি খুড়তা বহিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বহিনীনন্দন [স ভগিনীনন্দন] *বি* বোনের পুত্র। 'তোমার নামেতে বহিনীনন্দন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বহিরঙ্গ [স] **১** *বি* পর; অনাত্মীয়। 'বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বাহ্য। 'তুমি বহিরঙ্গ দৈন্য মম দেখে অস্বীকার করিবে না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বহিরঙ্গণদ্বার [স] *বি* বাইরের ঘরের দরজা। 'খনে খনে তারি বহিরঙ্গণদ্বারে পুলকে দাড়াই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বহিরঙ্গা [স] *বিণ স্ত্রী* বাইরের। 'বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বহিরঙ্গীণ [স] *বিণ* বাইরের অঙ্গগত। 'শুধু এই বহিরঙ্গীণ চর্চা ও প্রয়োগবিদ্যার দখল নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

বহিরাক্রমণ [স] *বি* বাইরের শত্রু কর্তৃক আক্রমণ। 'বহিরাক্রমণ হইতে দেশের সীমান্ত রক্ষাই হইল সামরিক বাহিনীর কাজ।' *আজাদ*, ১৯৭১।

বহিরাগত [স] **১** *বিণ* অন্য জায়গা থেকে আগত। '৭২৪টি বহিরাগত ভূমিহীন বাঙ্গালী পরিবার।' *আজাদ*, ১৯৪৫। **২** *বি* বিদেশ থেকে আগত। 'বহিরাগত এই উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য।' *হাই*, ১৯৫৪। **৩** *বি* বহিরাগত ব্যক্তি। 'বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ আইন তার একটি বড় প্রমাণ।' *আজাদ*, ১৯৬২।

বহিরাগমন [স] *বি* বাইরে আসা। 'প্রকাশ্য রাজপথে পুরজন সমক্ষে উক্ত অবরোধবাসিনীগণের বহিরাগমনের যে পার্থক্য।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বহিরাশ্রয় [স] *বি* বাইরের অবলম্বন। 'শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দোব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানীন্তন ঘটনাঘটন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

বহিরাশ্রয়িতা [স] *বি স্ত্রী* বাইরের নির্ভরতা। 'তাদের অন্তরে বহিরাশ্রয়িতা নাই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বহিরিন্দ্রিয় [স] *বি* বাহ্য ইন্দ্রিয়। 'মন বহিরিন্দ্রিয় নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বহিরোচ্ছ্বাস [স] *বি* বহির্মুখী গতি। 'তাহা সঞ্চিত বলের বহিরোচ্ছ্বাস।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

বহির্গত [স] **১** *বিণ* পাস করে বেরিয়ে গেছে এমন। 'সংস্কৃত কালেজ হইতে বহির্গত কতিপয় ছাত্রের দরখাস্ত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* নির্গত। 'অনিষ্টকর নষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বহির্গত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **৩** *বিণ* বাইরে বের হয়েছে এমন। '... শৃগাল কুটির হইতে বহির্গত হইয়া, চুপে চুপে চলিয়া যাইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৪** *বিণ* অন্তর্ভুক্ত নয় এমন; বহির্ভূত। 'তাঁরা আমার এই বর্ণনার বহির্গত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বহির্গত করা *ক্রি* প্রকাশ করা। 'আমি পরিশ্রম করিয়া ইহা বহির্গত করিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বহির্গতা [স] *বিণ স্ত্রী* বাইরে চলে গেছে এমন। 'দেশ হইতে অনেক মুদ্রা নানা প্রকার ঘটনাতে বহির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বহির্গম [স] *বি* বের হওয়া। 'ধাক্কাধাক্কিপূর্বক ক্লাস থেকে বহির্গম।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বহির্গমন [স] *বি* বাইরে যাওয়া। 'বাটী হইতে বহির্গমন করিলেন।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

বহির্গামী [স] *বিণ* বাইরে গমন করছে এমন। 'অট্টালিকা হইতে বহির্গামী বড়াহ রাজাকে দেখিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

বহির্জগৎ [স] **১** *বি* বাইরের ক্রিয়াকর্মের জগৎ। 'পর কেবল বহির্জগতের কর্তা — অন্তর্জগতের আমি কর্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* দৃশ্যমান জগৎ। 'অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* ঘরের বাইরের জগৎ। 'বহির্জগতে মেয়েরা সহযোগিতা না করলে সমাজেরই ক্ষতি।' *বেগম*, ১৯৫১।

বহির্দৃষ্টি [স] *বি* বাইরের বিষয় দেখার ক্ষমতা। 'ফরাসি জাতির দিব্যদৃষ্টি অপেক্ষা বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি ঢের বেশি তীক্ষ্ণ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

বহির্দেশ [স] **১** *বি* বাইরের দিক। 'তবে বহির্দেশে গিয়া যে সন্তোষ পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* বাড়ির বাইরের স্থান। 'বহির্দেশে গমন করিয়া সেখান হইতে আসিয়া কহিলেন আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **৩** *ক্রিবিণ* দৃশ্যমান জগৎ। 'আমরা যখন বহির্দেশ হইতে, এই প্রতীয়মান জগৎসংসার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তরের গভীরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বহির্দ্বার [স] **১** *বি* ঘরের দরজার বাইরের স্থান। 'পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সদর দরজা। 'আমার সন্তানদিগকে পারসী পড়াইবা এবং বহির্দ্বারে থাকিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বহির্নিঃসারণ [স] *বি* বাইরে বের করা। 'তিনি আমাদের মনোরূপ রত্নখনিতে যে সকল জ্ঞানরত্ন ও সুখরত্ন নিহিত রাখিয়াছেন, তাহা খনন করিয়া বহির্নিঃসারণ করা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বহির্বন্দর [স] *বি* আমদানি-রফতানির বন্দর। 'বাণিজ্যকেন্দ্র ও বহির্বন্দর হিসেবে কলকাতার সুযোগ-সুবিধা সেখানে কুঠি নির্মাণে প্রেরণা জোগায়।' *সনৎ*, ১৯৭০।

বহির্বন্ধন [স] *বি* সংস্কারের বাঁধন। 'জনগণ দেশ জাতি সমাজের বহির্বন্ধন ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

বহির্বর্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আড়ালস্থিত। 'ব্রাহ্মণবধূকে নয়নের বহির্বর্তিনী করিতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বহির্বর্তী [স] **১** *বি* বাইরের বিষয়। 'আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বিণ* বাইরে অবস্থিত। 'তপোবন সমাজের

একেবারে বহির্বর্তী নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বহির্বাটি, বহির্বাটী [স] ১ *ক্রিবিণ* বাড়ির বাইরের দিকের ঘর। 'বহির্বাটী গিয়া একজন ভৃত্যকে বিনাপরাধে প্রহার করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'একাকী বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* বৈঠকখানা। 'এখানে প্রেতের বহির্বাটি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

বহির্বাণিজ্য [স] *বি* বিদেশের সাথে বাণিজ্য। 'এদের কারো নৌবল ছিল না, বহির্বাণিজ্য ছিল না।' *অন্নদা*, ১৯৩৭; 'অন্যদিকে বহির্বাণিজ্যের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।' *সনৎ*, ১৯৭০।

বহির্বাস, বহির্ব্বাস [স] *বি* উত্তরীয়। 'প্রভুর বহির্বাসেতে সে সব ভরিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নামাবলী বহির্ব্বাস, নিয়া করতলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'বহির্বাস।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বহির্বিকাশ [স] *বি* বহিঃপ্রকাশ। 'সে তত্ত্বটার বহির্বিকাশ বড় দীপ্তিমান্।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বহির্বিপ্লব [স] *বি* বাইরের বিক্ষুব্ধ কর্মপ্রবাহ। 'রমণী যদি একবার বহির্বিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূ ধূ করিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বহির্বিষয়, বহির্ব্বিষয় [স] *বি* দৃশ্যমান বিষয়। 'চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় – রূপ, বহির্বিষয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্ব্বিষয়ের সাক্ষাৎসংযোগ অসম্ভব।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বহির্বিশ্ব [স] *বি* বাইরের জগৎ। 'তখনো এই বহির্বিশ্বের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্টভাবে ঘনিয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

বহির্ভাগ [স] *বি* বাইরের অংশ। 'উহার একখণ্ডে বল্মীকের বহির্ভাগ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বহির্ভূত [স] ১ *ক্রিবিণ* বাইরে। 'যখন সে দৃষ্টের ও শব্দ শ্রবণের বহির্ভূত বিলক্ষণ হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'লৌকিক ভাষা এই সাধুভাষার অন্তর্ভূত, বহির্ভূত নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বিণ* বিরুদ্ধ। 'স্বদেশে যুক্তি বহির্ভূত রাজনীতি প্রচলিত হইয়া আপনাদিগেরও অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'আমি শাস্ত্র বহির্ভূত কোন কার্য্য করিতে বলিব না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ৩ *বিণ* অন্তর্গত নয় এমন। 'বীরধর্মবহির্ভূত অনীতিমার্গ অবলম্বন করে ধনঞ্জয় যুদ্ধে নিহত করেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৪ *বিণ* বাইরের। 'ইংলণ্ডের বহির্ভূত কোনো জিনিস তাঁর পছন্দসই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বহির্মুখ, বহির্ম্মুখ [স] ১ *বিণ* বিমুখ। 'বহির্মুখ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অভক্ত। 'বহির্মুখ সকল দূরেতে থাকি হাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অন্য বিষয়ের প্রতি উৎসুক। 'কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* বাইরের বিষয়ে আগ্রহী। 'প্রভাতসংগীত আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বহির্মুখিতা [স] *বি* বাইরে যাওয়ার প্রবণতা। 'স্বামীর বহির্মুখিতা স্ত্রীর মনকে বিক্ষুব্ধ করে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বহির্মুখী [স] ১ *বিণ* বাইরের দিকে মুখ করে আছে এমন। 'প্রেমের আকর্ষণ আপন কার্য করিতে হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বহির্মুখী করিয়া বিকশিত করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'একটা আবর্তের দুটো গতি আছে, সে দুটি হচ্ছে বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বিণ* বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতে চাইছে এমন। 'তারা প্রত্যেকেই স্বেদগন্ধী, জামাকাপড় ভিজে সপসপ, শরীর কর্দমাক্ত, হৃৎপিণ্ড বহির্মুখী।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বহিশ্চক্ষু [স] *বি* বাহ্যদৃষ্টি। 'বহিশ্চক্ষু মেলে অন্য দেশের কর্মরূপকে আমরা দেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বহিষ্কৃত [স] ১ *বিণ* বের ক'রে দেওয়া হয়েছে এমন। 'কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষ্ম বেদাচার বহিষ্কৃত।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* দূরীভূত। 'দোষ বহিষ্কৃত করিয়া ... ছাপাইতে অনুমতি দেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বিণ* ছাঁটাইকৃত। 'পুনঃ২ অনাগমন করেন তবে নিয়মপত্রহইতে তাঁহার নাম বহিষ্কৃত করা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বিণ* পাস করে বের হয়েছে এমন। 'সুখ্যাতিপত্র প্রাপ্তিপূর্ব্বক কালেজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ৫ *বিণ* কর্মে নিয়োগ দেওয়া হয় না এমন। 'এতদ্দেশীয় লোককে কর্ম্মে বহিষ্কৃত রাখণের পূর্ব্ব নিয়ম।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৬ *বিণ* অপসারিত। 'নিয়মানুসারে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে বহিষ্কৃত করা গেল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ৭ *বিণ* বিতাড়িত। 'কান্দাহারের সন্নিহিত দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া হিন্দুকুশে বাস করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক নগর হইতে বহিষ্কৃত।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ৮ *বিণ* বের হয়ে আছে এমন। 'দন্ত সর্ব্বদাই বহিষ্কৃত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বহিষ্কৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিতাড়িত। 'নিরাশ্রয়া অবলা বহিষ্কৃতা হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বহিষ্ক্রান্ত [স] *বিণ* বের হয়ে গেছে এমন। 'হতবুদ্ধি হইয়া দ্রুতবেগে বহিষ্ক্রান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বহী [আ] ১ *বি* খাতা। 'স্বাক্ষর করিবার নিমিত্তে বহী সর্ব্বত্র পাঠান যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* রশিদ বই। 'চাঁদার বহী সকলকে দর্শান গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *বি* বই। 'বহীতে যে সকল ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। দ্র **বহি**[২]

বহু[১] [স বধূ] ১ *বি* পুত্রবধূ। 'বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বধূ। *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'বহু – বহু – নিয়ে এসো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বহুআরী [স বধূটিকা] *বি* পুত্রবধূ। 'বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বহুমা *বি* পুত্রবধূ; বউমা। 'বহুমাকে আর সোফিয়াকে আমার বুক-ভরা স্নেহ-আশিষ দেবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বহু[২] [স] *বিণ* অনেক। 'সনাতন কহে দুঃখ বহু না পাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'করি বহু পরামর্শ আইলাঙ তোমার দেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বহুকাল [স] *ক্রিবিণ* দীর্ঘদিন যাবৎ। 'গুজরাটে রাজত্ব করিল বহুকাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বহুকালক্রমাগত [স] *বিণ* অনেক কাল ধরে চলে আসছে এমন। 'এই যে বহুকালক্রমাগত ব্যবস্থা যাকে আমরা সমাজ নাম দিয়ে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বহুকালাবধি [স] *ক্রিবিণ* বহুকাল থেকে। 'বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ সিকি দোআনী আনী আধআনী প্রভৃতি ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

বহুকেলে *বিণ* বহুকালের। 'কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীর মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না ক'রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বহুক্লেশ [স] *বি* অনেক কষ্ট। 'আর্য্যভট্ট প্রভৃতিকে আধুনিকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য ... বহুক্লেশ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বহুক্ষণ [স] *ক্রিবিণ* অনেক সময় পর্যন্ত। 'বহুক্ষণ থাকিতে পারিলাম না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

বহুখ্যাত [স] *বিণ* সুপ্রসিদ্ধ। 'বহুখ্যাত আগ্রা শহরে বসবাস করিয়াছিলেন।' *শরৎ*, ১৯৩১।

বহুগুণিত [স] *বিণ* অনেক গুণ করা হয়েছে এমন। 'যে জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বহুগুণীকৃত [স] *বিণ* অনেক গুণ বাড়ানো হয়েছে এমন। 'যান্ত্রিক উপায়ে অর্থলাভকে যখন থেকে বহুগুণীকৃত করা সম্ভবপর হল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বহুচর্বিত [স] *বিণ* অনেক আলোচিত। 'বহুচর্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

বহুচেষ্টাগত [স] *বিণ* নানাবিধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে লভ্য। 'এই প্রথম ইহার বিকাশ বিশ্বব্যাপারের বিকাশের ন্যায় বহুবিভক্ত বিপুল এবং বহুপ্রচেষ্টাগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বহুজন [স] *বি* অনেক লোক। 'নগরবাসী বহুজন একত্র হইয়া প্রশ্নোত্তরভাবে পরস্পর কথোপকথন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

বহুজনতা [স] *বি* বহুমতাবলম্বী। 'বহুজনতা অপেক্ষা একজনতা তাহারা পছন্দ করে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

বহুজনসম্মত [স] *বিণ* বহুজন সম্মতি দিয়েছেন এমন। 'পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্যপন্থা বাহির করিয়া লহে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বহুজনাকীর্ণ [স] *বিণ* অনেক মানুষের ভিড় হয়েছে এমন। 'শ্যামপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া বৃহৎ নগরে পরিণত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বহুজ্ঞতা [স] *বি* বহু বিষয়ে জ্ঞান থাকা। 'আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ পড়িয়া ছাত্রদিগের বহুজ্ঞতা যাহাতে জন্মে এমন চেষ্টা করিতাম।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বহুতর [স] ১ *বি* অনেক কিছু। 'জানেন বিলম্বে হইবে ত বহুতর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* আরও বেশি। 'কুন্তি বোলে অসম্ভব কৈল্যা বহুতর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *ক্রিবিণ* অনেকক্ষণ। 'শ্রীযুক্তেরা বহুতর আক্ষেপপূর্ব্বক ফাঁসী হুকুম দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ৪ *বিণ* বিভিন্ন। 'বহুতর বিষয়ে অবিশ্বাস।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩। ৫ *বিণ* নানা রকমের। 'যে স্থানে বহুতর স্বদেশীয় বিদেশীয় মনুষ্যদিগের বাণিজ্য ও বসতি থাকে তাহার নাম নগর।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বহুতারসমন্বিত [স] *বিণ* বহু তার দিয়ে তৈরি। 'তাদের জীবনবীণাটি একতারা নয়, বহুতারসমন্বিত।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বহুত্ব [স] *বি* আধিক্য। 'বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বহুত্বের ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

বহুত্ববাদ [স] *বি* বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে এমন ধর্মীয় মতবাদ। 'পৌত্তলিকতাবাদ, বহুত্ববাদ, নিরীশ্বরবাদ, জন্মান্তরবাদ, সন্ন্যাসবাদ প্রভৃতি।' *বঙ্গীয়*, ১৯২২।

বহুদর্শিতা [স] *বি* ব্যাপক অভিজ্ঞতা; বিচক্ষণতা। 'রামমোহন রায়ের সদ্বিবেচনা ও বহুদর্শিতার প্রকৃত ফলের সম্ভাবনা।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বহুদর্শী [স] ১ *বিণ* বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। 'সুইডন্ দেশীয়েরা বহুদর্শী এবং নীতিজ্ঞ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'বহু দিনের প্রাচীন বেশ্যা, প্রবীণতায় বহুদর্শী হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* বিচক্ষণ। 'ব্যক্তিটে অতি গুণবান আর বহুদর্শী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বহুদিকগামী [স] *বিণ* বহুদিকে বিচরণকারী। 'সেই বহুদিকগামী শক্তিকে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বহুদিন [স] *ক্রিবিণ* অনেকদিন ধরে। 'বহুদিন বাড়ির বার্তা না জানি বিশেষ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বহুদিনকার *বিণ* বহু দিনের। 'বহুদিনকার লুকানো স্বপনে ভরিয়া দে না লো আঁধার প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

বহুদিনবঞ্চিত [স] *বিণ* বহুদিন ধরে বঞ্চিত। 'বহুদিনবঞ্চিত অন্তরে সঞ্চিত কী আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বহুদিনবিস্মৃত [স] *বিণ* অনেক দিনের ভুলে থাকা। 'বহুদিনবিস্মৃত সেই দূতীগুরু আবার ফিরিয়া আসিয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

বহু দিবস [স] *ক্রিবিণ* অনেক দিন। 'বহু দিবস হইল ঐ পুস্তক উঠিয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বহুদীর্ঘ [স] ১ *ক্রিবিণ* বহুক্ষণব্যাপী। 'বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততারাশশী আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'একটা অবিশ্বাস বহুদীর্ঘ বিসর্পিত জীবন ভরে।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* সুদীর্ঘ। 'নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তটদ্বয়ের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

বহুদূর [স] ১ *ক্রিবিণ* অনেক দূরে। 'প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহুদূর গেলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* অনেকটা। 'সভ্যতা যখন বহুদূর অগ্রসর হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বিণ* দূরবর্তী। 'ভালো নাহি লাগে আর আসা যাওয়া বারবার বহুদূর দুরাশার প্রবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* অজ্ঞাত সুদূর। 'কোন বহুদূর দেশে কোথা তোর রাত হবে যে প্রভাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৫ *বি* দূরত্ব। 'ও যে একটা মহাদেশ, সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন। ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বহুদূরবর্তী [স] *বিণ* অনেক দূরে অবস্থিত এমন। 'এই বহুদূরবর্তী জনশূন্য অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বহুদূরস্থিত [স] *বিণ* অনেক দূরের। 'আমি সেই বহুদূরস্থিত ইংলণ্ডে উপস্থিত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বহুদেবতাবাদী [স] *বিণ* বহু দেবতায় বিশ্বাসী। 'সে দেশের পূর্বপক্ষ বহুদেবতাবাদী।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

বহুদ্রষ্টা [স] *বিণ* ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। 'চতুর্বেদ জ্ঞাতা বহুদ্রষ্টা দ্বিজোত্তম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বহুধা [স] ১ *ক্রিবিণ* বহু ভাগে। 'আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ *বিণ* বহু ভাগে বিভক্ত। 'ঈশ্বরের শক্তি বহুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বহুধাখণ্ডিত [স] *বিণ* বহু ভাগে খণ্ডিত। 'এই সংস্কারের ছুরিতে ভাষাকে বহুধাখণ্ডিত করিতে চাহিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

বহুধাবিভক্ত [স] *বিণ* বহু ভাগে বিভক্ত। 'মুসলিম নারী সমাজ ... বহুধাবিভক্ত লাঞ্ছিত জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বহুধাশক্তি [স] *বি* বিভিন্ন প্রকার শক্তি। 'বহুধাশক্তিযোগে তার প্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বহুনাথা [স] *বিণ* স্বামী ও স্বামীসদৃশ বান্ধব আছে এমন। 'বহুনাথা থেকে একেবারে অনাথা বিধবা সাজল প্রমদা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

বহুনিন্দিত [স] *বিণ* অত্যন্ত নিন্দাজনক। 'বহুনিন্দিত অকংগ্রেসী প্রদেশগুলি হইতে দাঙ্গার কোন খবর পাওয়া যায় নাই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৭।

বহুপত্নীক [স] *বিণ* অনেক পত্নী বা স্ত্রী আছে এমন। 'আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্নীক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বহুপরিচিত [স] *বিণ* দীর্ঘদিনের জানাশুনা আছে এমন। 'তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্যসহচরী না মনে করে থাকতে পারি

নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বহুপ্রসূ [স] *বিণ* অনেক বাচ্চা জন্ম দেয় এমন। 'সে যেন পৃথিবীর বহুপ্রসূ কীটেরই নকলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বহুফলপ্রদ [স] *বিণ* বহু ফল দেয় এমন। 'যাহা অল্পায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বহুবচন [স] *বি* একাধিক সংখ্যাজ্ঞাপক শব্দ; বহুবাচক শব্দ। 'এ স্থলে তো গৌরবে বহুবচন খাটবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'আমার চরণ সম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তি প্রকাশ করা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বহুবচনান্ত [স] *বিণ* সমগ্র। 'আমরা বহুবচনান্ত বঙ্গ-মহিলাকে অসচ্চরিত্রা বলিয়া কলঙ্কিনী করিবার চেষ্টা পাইতেছি।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

বহুবল্লভ [স] *বিণ* বহু নারীর প্রেমিক। 'বহুবল্লভ রাজার এমন কত সুখলব্ধ প্রেয়সী ক্ষণকালীন সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকু মাত্র অনাদরের অন্ধকারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'স্বর্ণকার, ভাস্কর, বহুবেত্তা ও বহুবল্লভ অ্যাডভেঞ্চারার বেনভেনুতো চেলিনি লিখছেন তাঁর অমর আত্মজীবনী।' *শিব*, ১৯৫৬।

বহুবল্লভা [স] *বিণ* বহুজনের প্রণয়িনী। 'হে বহুবল্লভা তুমি আজ কড়ায় ক্রান্তিতে শুধু ...।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

বহুবাচনিক [স] *বিণ* বহুত্বব্যঞ্জক। 'আবেগের বিচিত্র বহুবাচনিক উপাদানসম্ভার অর্থ এবং সঙ্গীতময় একটি সমগ্র রূপে কেলাসিত।' *শিব*, ১৯৭৩।

বহুবাচনিকতা [স] *বি* বহুত্ববাদী ইঙ্গিত; বহুব্যঞ্জনা। '... ব্যক্তি-অস্তিত্বের বহুবাচনিকতার ভিতরে সার্থক সঙ্গতির প্রতিষ্ঠা করে। *শিব*, ১৯৫০।

বহু-বিঘোষিত [স] *বিণ* বহুবার ঘোষণা করা হয়েছে এমন। 'বহু-বিঘোষিত স্বাধীনতার দাবী পরিত্যাগ করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

বহুবিচিত্র [স] *বিণ* নানাভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'এই সমস্ত বহুবিচিত্র অসংলগ্ন স্তূপকে লইয়া আর্যশিল্পী কোনো একটা কিছু খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'তাঁর বহুবিচিত্র সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে গানের ফসলকেই আমি ... কালজয়ী জ্ঞান করি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

বহুবিত্ত [স] *বি* অনেক সম্পদ। 'বহুবিত্ত ব্যয়দ্বারা অনেক দীন দুঃখি লোকেরদের ক্লেশ দূর করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বহুবিদিত [স] *বিণ* অনেকের জানা; ব্যাপকভাবে প্রচারিত। 'তাদের ব্যবসায়বুদ্ধিও বহুবিদিত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বহুবিধ [স] *বিণ* নানা রকম। 'বহুবিধ আদরে পহুক কাতর লখি ...।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৫৭০; 'নানা প্রকার বস্তুর গুণ, বহুবিধ পশু পক্ষ্যাদির স্বভাব ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বহুবিবাহ [স] **১** *বি* একাধিক বিবাহ। 'স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ হিন্দু-সমাজের একটি প্রাচীন প্রথা ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **২** *বি* একাধিক পত্নী গ্রহণ। 'বহুবিবাহ আমারদিগের গ্রাম্যলোকের এক প্রকার ব্যবসায় হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

বহুবিভক্ত [স] *বিণ* বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। 'বহুবিভক্ত বিপুল এবং বহুপ্রচেষ্টাগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বহুবিলম্বে [স] *ক্রিবিণ* অনেক দেরিতে। 'যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বহুবিষয়িণী [স] *বিণ স্ত্রী* বহুবিষয়ক। 'তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বহুবিস্তৃত [স] *বিণ* বহুদূর প্রসারিত। 'পীর সাহেবের বহুবিস্তৃত আস্তানা-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'বাণিজ্যের সম্বন্ধ এমন বহুবিস্তৃত ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বহুবিস্তীর্ণ [স] *বিণ* অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত। 'মানুষের জীবনের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বহুবিহ [স বহুবিধ] *বিণ* বহুবিধ। 'বাঁধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

বহুবেত্তা [স] *বিণ* বহু বিষয়ে পারদর্শী। 'স্বর্ণকার, ভাস্কর, বহুবেত্তা ও বহুবল্লভ অ্যাডভেঞ্চারার বেনভেনুতো চেলিনি লিখছেন তাঁর অমর আত্মজীবনী।' *শিব*, ১৯৫৬।

বহুবেধ [স] *বিণ* বহুমাত্রিক। 'প্রত্যেক ব্যক্তিই অনন্য, বহুবেধ, পরিবর্তনশীল।' *শিব*, ১৯৫৬।

বহুব্যঞ্জনী [স] *বিণ* বহু অর্থ প্রকাশক। 'একব্যঞ্জনীদের পক্ষে বহুব্যঞ্জনী রবীন্দ্রনাথকে চেনা কঠিন।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বহুব্যবসায়ী [স] *বিণ* বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার কাজে নিয়োজিত। 'সে ... বহুরূপী, বহুভাষী, বহুব্যবসায়ী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বহুব্যয়সাধ্য [স] *বিণ* বেশি খরচ করতে হয় এমন। 'আদালতে দীর্ঘকাল, অথচ বহুব্যয়সাধ্য মোকদ্দমা না করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

বহুব্যয়ী [স] *বিণ* অমিতব্যয়ী। 'বহুব্যয়ী হইও না।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বহুব্যাপক [স] *বিণ* সুদূরপ্রসারী। 'আমাদের সমাজব্যবহার সহজেই বহুব্যাপক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বহুব্যাপী [স] *বিণ* বিস্তৃত। 'এক-আধজন এই বহুব্যাপী বিশ্বব্যাপী প্রাণহীনতা দূর করতে চেষ্টা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'যেখানে প্রস্তাবিত ব্যাখ্যাটি বহুব্যাপী সেখানে ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

বহুব্যাপ্ত [স] *বি* বহুদূর প্রসারিত। 'তাহাদের সামাজিকতাও বহুব্যাপ্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বহুব্রীহি [স] *বি* বাংলা ব্যাকরণের সমাসবিশেষ। 'বহুব্রীহি সমাস অবলম্বনপূর্বক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

বহুভঙ্গিম [স] *বিণ* বহু-ভঙ্গিমাযুক্ত; বৈচিত্র্যময়। 'সংস্কৃতিসাধনা বহুভঙ্গিম জীবনের সাধনা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বহুভাগী [স] *বিণ* বহুভাগ্যবান। 'পয়সি পয়াগে জাগ সত জাগই সোই পাবএ বহুভাগী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বহুভাতি [স] *বিণ* বহু জ্ঞানে দীপ্তিময়। 'বহুভাতি মারোআনে বুঝাএ উত্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বহুভারগ্রস্ত [স] *বি* ভারী বোঝাসম্পন্ন। 'ভাঙা রাস্তায় বহুভারগ্রস্ত গোরুর গাড়ির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বহুভাষাবিদ [স] *বিণ* অনেকগুলো ভাষা জানে এমন। 'বহুভাষাবিদ পণ্ডিত হরিনাথ দে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বহুভাষী [স] **১** *বিণ* অনেক ভাষা জানে এমন। 'শত শত আত্মাভিমানী বহুভাষী ছাত্র এই শ্রেণীতে ভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ স্ত্রী* বেশি কথা বলে এমন। 'তিনি সময় বুঝে মিতভাষী বা বহুভাষী হতেন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

বহুভুক্তিতা [স] *বি স্ত্রী* বহুবার ভোগ করা হয়েছে যাকে। 'আকস্মিক

কামনার উদ্বেল আবেগে/ পদক্ষেপে মাত্রারিক্ত, বহুভুক্তিতার/ মুদ্রা লোল উচ্ছ্বাসের বেগে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

বহুভোগ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* বহু মানুষ ভোগ করে এমন। 'সে বহুভোগ্যা, সেই কারণেই তাহার আকর্ষণ ...।' *তারা*, ১৯৪২।

বহুমান [স] *বি* বিশেষ সমাদর; অনেক সম্মান। 'তাহাকো করএ কাহ্ন আতি বহুমানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বহুমানিতা [স] *বিণ* বহু জনে মান্য করে এমন। 'রতিপণ্ডিতা বহুমানিতা মধুরভাষিণী নিবিড় নিতম্বিনী ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বহুমুখতা [স] *বি* বৈচিত্র্যময়তা। 'প্রতিভার এমন নৈসর্গিক বহুমুখতা এবং প্রাচুর্য আর কজন সাহিত্যিক এতাবৎ দেখাতে পেরেছেন?' *শিব*, ১৯৫০।

বহুমুখী [স] **১** *বিণ* বিভিন্ন দিকে গমন করে এমন। 'স্পন্দন বহুমুখী না হইয়া একমুখী হয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫; 'বহুমুখী জনধারার স্রোতে দলে দলে যাত্রী আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **২** *বিণ* বিচিত্র ধরনের। 'হোসেনের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় ...।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৩** *বিণ* বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ দেওয়া হয় এমন। 'মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ অতি জটিল ব্যাপার; কেননা, এ সোপানে শিক্ষা হবে বহুমুখী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বহুমূত্র [স] *বি* বারবার মূত্র হয় এমন রোগবিশেষ; ডায়াবেটিস। 'বহুমূত্র রোগে পীড়িত থাকিয়া ... পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বহুমূর্তিময়ি [স বহুমূর্তিময়ী] *বিণ স্ত্রী* একাধিক রূপবিশিষ্ট। 'বহুমূর্তিময়ি বসুন্ধরে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বহুমূল [স] *বিণ* অনেক মূল্যবান। 'বহুমূল পসার করিআঁ ছারখার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বহুমূল্য [স] **১** *বিণ* অনেক মূল্যবান। 'মুকুতা প্রবাল উগারে সকল আর বহুমূল্য হীরা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* বেশি দাম। 'সমুদয় শীতবস্ত্র ... সবিশেষ সমাদৃত ও বহুমূল্যে ক্রীত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বহুমূল্যতর [স] *বিণ* অনেক বেশি মূল্যবান। 'তণ্ডুলের কণা বহুমূল্যতর ভাবি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

বহুমূল্যবান [স] *বিণ* অত্যন্ত দামি। 'চণ্ডীদাসের যে নূতন পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহু মূল্যবান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বাঁধাই করলেন বই রেশম ও জরির বহুমূল্যবান আচ্ছাদনে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বহুযত্ন [স] *বি* গভীর মনোযোগী। 'মনে হয় যেন বহুযত্নে সে আমার কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বহুযত্ননির্মিত [স] *বিণ* অনেক যত্নে গড়া। 'বেচারার বহুযত্ননির্মিত পাকা মতগুলি কোনোটা বিদীর্ণ কোনোটা ভূমিসাৎ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বহুযত্নসঞ্চিত [স] *বিণ* অনেক চেষ্টায় সংগৃহীত। 'তাহার বহুযত্নসঞ্চিত যৎসামান্য লেখ্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বহুযত্নে *ক্রিবিণ* গভীর মনোযোগ সহকারে। 'মনে হয় যেন বহুযত্নে সে আমার কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বহুরঙা *বিণ* অনেক রঙের সমাহার আছে এমন। 'একরঙা শাড়ির বহুরঙা আঁচল চওড়া করে বিছানো।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বহুরঙ্গিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অনেক রঙ্গ করে এমন। 'আঁধার বহুরঙ্গিণী কলঙ্ক-আকর।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

বহুরূপা [স] *বিণ* নানা রূপ ধারণ করে এমন। 'কত রূপ ধর বহুরূপা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বহুরূপিণী [স] *বিণ* বহু ধরনের বেশধারী। 'বহুরূপিণি বিদ্যাধরি! সাবাস।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বহুরূপী [স] **১** *বি* বহু রূপ ধারণ করে যে। 'ভাতি ভাতি বহুরূপী আইসে সাজি সাজি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'তুমি বহুরূপীর বেহদ্দ।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* নানা ধরনের। 'চুপি চুপি বহুরূপী লুকাচুরি খ্যালা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বিণ* বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'এমন বহুরূপী ধর্মের মধ্যে ঐক্যবন্ধন কোনখানে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৪** *বিণ* পরিবর্তনশীল রূপের। 'ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব নামক ব্যাপারটা বহুরূপী, আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরের দিন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

বহুরূপী সং *বি* নানা সাজে সজ্জিত সং। 'কত বহুরূপী সং – আপনি বোধ হয় দেখেননি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বহুরোগী [স] *বিণ* বহু রোগে আক্রান্ত। 'আধুনিক বাঙ্গালিরা বহুরোগী এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বহুলাঞ্ছিত [স] *বিণ* প্রভূত পরিমাণে লাঞ্ছিত। 'বহুলাঞ্ছিত অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে কম্বলটি গুটিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বহুলী [স বহুল>] *বিণ* বহু। 'একবার অনর্থের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র বেরুলে ক্রমে বহুলী হয়ে পড়ে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বহুশিল্পদক্ষ [স] *বিণ* শিল্পের অনেক শাখায় পারদর্শী। 'শিল্পমাধ্যমভেদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো বহুশিল্পদক্ষ ব্যক্তির ব্যক্তিস্বরূপভেদের যথাযোগ্য আলোচনা ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

বহুশ্রমী [স] *বিণ* প্রচুর পরিশ্রম করে এমন। 'বহুশ্রমী এবং অল্পশ্রমী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বহুসংখ্যক [স] *বিণ* অনেক। 'বহুসংখ্যক সৈন্য ও রণতরী রক্ষা করিতে হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট – অনেক লোক মিলে কোনো কাজ করতে গেলে অনেক সময় কাজ পণ্ড হয়ে থাকে। *সুবল*, ১৯০৬।

বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট [স] *বিণ* বিবিধ সম্বন্ধ দ্বারা গঠিত। 'এ সমাজ বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বহুসূতা [স বহুশ্রুত] *বিণ* বহুশাস্ত্রজ্ঞ। 'ক্ষুদ্র দেহ বহুসূতা কোথা হতে আইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বহুস্তুতি [স] *বি* অনেক প্রশংসা। 'বহুস্তুতি করে বদ্যিনাথের নিকটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বহূপকারিণী [স বহু-উপকারিণী] *বিণ স্ত্রী* অনেক কল্যাণকর। 'তাহাও বহূপকারিণী পাঠক্রিয়াতে ব্যয় হইয়া সার্থক হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বহুকথাকহ [স বধূ>] *বি* বউ-কথা-কও; পাখিবিশেষ। 'পাখি বহুকথাকহ বলে বহু কথা কহ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বহুড়ই [স ব্যাঘুটতি] *ক্রি* ফিরে আসে। 'গেলী জাম বহুড়ই কইসেঁ।' *চর্যা* ৮, ১২০০।

বহুড়ি, বহুড়ী [স বধূটী] *বি* বধূ। 'সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০; 'কালি হাণ্ডি পেল্যা মারে কোণের বহুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বহুত, বহুৎ [হি] *বিণ* অনেক। 'তাহাত দান রাধে বহুত আব্দার।' বড়ু, ১৪৫০; 'বহুৎ তামাসা!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বহুত বহুত *ক্রিবিণ* অনেক প্রকারে। 'তাহারদের বহুত২ ভাল করিব।' *রামরাম*, ১৮০১।

বহুনি *বি* অগ্রিম প্রাপ্তি। 'বাবা, বহুনি হইল মন্দ নয়।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

বহুল[1] [স বকুল] *বি* বকুল। 'বহুল মহুল সেআলী।' বড়ু, ১৪৫০।

বহুল[2] [স] **১** *বি* প্রচুর। 'বিকচ কুসুম পন্ন সুগন্ধি বহুলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* অনেক। 'রাত্তিখান তনয় বহুল গুণনিধি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* কৃষ্ণপক্ষ। 'বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৪** *বিণ* বহু। 'আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেমের বহুল উল্লেখ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **৫** *বিণ* ব্যাপক। 'আমরা এত বহুল সুফল লাভ করিয়াছি যে তাহার নিঃস্বার্থ উপকারিতা সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বহুলতা [স] **১** *বি* বিচিত্রতা। 'চিন্তার অপরিসীম বহুলতায় রচনার এই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* অর্থহীনতা। 'সহসা লজ্জার পরাজয়, প্রতিজ্ঞার বহুলতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

বহুলাংশ [স] *বি* অনেক পরিমাণ; অনেকাংশ। 'তাহাদের ধর্মশাস্ত্রের বহুলাংশ, তাহার আখ্যায়িকা এবং উপদেশভাগ, তাহাদিগকে মুখস্থ করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

বহুলাংশে *ক্রিবিণ* অনেকাংশে। 'এতদ্দ্বারা ঋগ্বেদের সাময়িক আচার ব্যবহারের ... সহিত রামায়ণের সম্বন্ধ বহুলাংশে নিরূপিত হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'তাহারা আপন গতিবেগের দ্বারা আপন ত্যাজ্য পদার্থকে বহুলাংশে দূরে লইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বহুল [স বহুল] *বিণ* বহুল। 'আর বার আন বলি খাইয়া বহুল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বহেড়া [স বিভীতক] *বি* কষায় স্বাদবিশিষ্ট ফলবিশেষ। 'হরীতকী বহেড়া আমার গুয়াপান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বহেরা *বি* বহেড়া। 'কন্টকী শ্রীফল জে বহেরা হরিতকী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বহেন *বি* বোন। 'বহেনের জন্যেও ত কেউ এমন করে না।' *শওকত*, ১৯৬২। দ্র **বোন**

বহোদার *বি* বাহাদুর। 'শ্রী নিমাই বহোদার চালান করিলাম।' *ওঝা*, ১৭৮২। দ্র **বাহাদুর**

বহ্নি [স] **১** *বি* আগুন। 'গন্ধপুষ্প দিয়া বহ্নি পুজিল দম্পতি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পুরাতন প্রেমের বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* জ্বালা। 'নিজের প্রাণের বহ্নি করিয়া গোপন, পরের চোখের জল দিত সে মুছায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বহ্নি-আঘাত [স] *বি* বহ্নিরূপ আঘাত। 'হানিবে শূন্য হতে বহ্নি-আঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বহ্নি-উৎস [স] *বি* সৃষ্টির আগুন। 'প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বহ্নিগর্ভ [স] *বিণ* গর্ভে অগ্নি এমন; অগ্নিপূর্ণ। 'দনুজ দমন দধীচি-অস্থি, বহ্নিগর্ভ দম্ভোলি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বহ্নিঘাত [স] *বি* আগুনের তাপ। 'বিষম তোমার বহ্নিঘাতে/ বারে বারে আমার রাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বহ্নিজ্বালা [স] *বি* আগুনের দাহ। 'দ্বাদশ রবির বহ্নিজ্বালা।' *নজরুল*, ১৯২২।

বহ্নিতপ্ত [স] *বিণ* যন্ত্রণাদগ্ধ। 'বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর, এ পুষ্পের দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বহ্নিতরঙ্গ [স] *বি* আগুনের স্ফুলিঙ্গ। 'যে বহ্নিতরঙ্গ উঠেছিল মোর মাঝে।' *নজরুল*, ১৯৪২।

বহ্নি-তরল [স] *বিণ* আগুনের মতো তরল। 'বহ্নি-তরল, লৌহ-কঠিন তবু।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

বহ্নিতেজ [স] *বি* আগুনের তাপ। 'তার অন্তরে আছে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বহ্নিদাহ [স] *বি* অগ্নিকাণ্ড। 'শান্ত মুখে কহে সাধু, যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন/ বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বহ্নিপিণ্ড [স] *বি* আগুনের গোলা। 'ওই সূর্যের বহ্নিপিণ্ডের বুকে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বহ্নিবন্যা [স] **১** *বি* আগুনের প্রবাহ। 'বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ, বিষশ্বাস-ঝটিকার মেঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* অগ্নিরূপ বান। 'দিগন্তে বহ্নিবন্যার ছোপ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বহ্নিবাণী [স] *বি* অগ্নিময় বাণী; তেজোদীপ্ত বক্তব্য। 'সেই বহ্নিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বহ্নিবাষ্প [স] *বি* আগুনের হলকা। 'সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়েছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বহ্নিবীর্য [স] *বি* তেজোদ্দীপ্ত শক্তি। 'নির্বীর্য এ তেজঃসূর্যে দীপ্ত করে হে বহ্নিবীর্যে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বহ্নিবৃষ্টি [স] *বি* ক্রোধ। 'তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বহ্নিময় [স] *বিণ* যন্ত্রণাদগ্ধ। 'বাসনার বহ্নিময় কশাঘাতে হায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বহ্নিমান [স] **১** *বিণ* জ্বলছে এমন। 'পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'বহ্নিমান সঙ্কীর্ণ চালাগুলিতে দাঁড়াইবার ...।' *তারা*, ১৯৪২। **২** *বিণ* আগুনের মতো তেজোদীপ্ত। 'বহ্নিমান হে বিদ্রোহী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বহ্নিমানা [স] *বিণ* তেজোদীপ্ত। 'প্রাণগুলি যেমন সেদিন করেছিলো বহ্নিমানা স্বাধিকার দাবী।' *মাহে নও*, ১৯৪৯।

বহ্নিরথ [স] *বি* আগুনের রথ। 'আন তোর বহ্নিরথ, বাজা তোর সর্বনাশা তূরী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বহ্নিরাশি [স] *বি* অগ্নিকুণ্ড। 'জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

বহ্নিরূপী [স] *বিণ* আগুনের মতো। 'জাগো বহ্নিরূপী তরুণ-শুষ্ক-জ্বালা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বহ্নিলিখা [স] *বি* অগ্নিময় অক্ষর। 'রক্তে জ্বলে বহ্নিলিখা – মা!' *নজরুল*, ১৯২৪; 'যত বাণী, যত সুর, যত রূপ, তপস্যার যত বহ্নিলিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বহ্নিলেখা [স] *বি* আগুনের চিহ্ন। 'ললাটে তিলকরেখা যেন সে বহ্নিলেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বহ্নিশিখা [স] **১** *বি* আগুনের শিখা। 'এই সুন্দরী বহ্নিশিখাগুলির তেজ দীপ্যমান হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* আগুনের শিখার

মতো তেজোদীপ্ত যে। 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বহ্নিশেল [স] *বি* অগ্নিময় শেল। 'রেখ না ঘৃণাভরে, জাগায়ো দয়া করে বহ্নি-শেল হানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বহ্নিসিন্ধু [স] *বি* বহ্নিরূপ সিন্ধু। 'উন্মথিত বহ্নিসিন্ধু-প্লাবননির্ঝরে/ কোটিযোজন দূরত্বেরে নিত্য লেহন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বহ্নিস্নান [স] *বি* ধ্বংসযজ্ঞ। 'যুগান্তের বহ্নিস্নানে যুগান্তর দিন নির্মল করেন যিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

বহ্ন্যুত্তাপ [স বহ্নি-উত্তাপ] *বি* আগুনের তাপ। 'চৈত্রের রৌদ্র তরল বহ্ন্যুত্তাপের মত অসহ্য না হইলেও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪০।

বহ্বাড়ম্বর [স] *বি* অত্যধিক জাঁকজমক। **বহ্বাড়ম্বর বিশিষ্ট** [স] *বিণ* অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। 'তৎসাময়িক রাজধর্ম্ম কতদূর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন ও বহ্বাড়ম্বর বিশিষ্ট, ইহা প্রতিপন্ন হইবে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বহ্বান্ন [স] *বি* অতিরিক্ত খাবার। 'পেশাদারী ব্রাহ্মণের পাইকারি বহ্বান্ন ভক্ষণের মত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া – [স] আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন কিন্তু অনুষ্ঠান সামান্য। 'তাঁহার অনেক কার্য্যের ন্যায় ইহাও বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

বহ্বাশিক [স বহু+আ আশিক] *বিণ* বহুজনের প্রেমিক। 'নানা ভাব থাকে যার সে নহে ভাবিক/ নিজ আশা হয় নাশ হলে বহ্বাশিক।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বহ্বাশী [স] *বিণ* বহুভোজী। 'গবর্মেন্টের প্রশ্রয়লালিত বহ্বাশী বাহন যারা তারা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বহ্বাস্ফোটন [স] *বি* বিস্ময় প্রকাশ। 'দেখিয়া বহ্বাস্ফোটন করিলে কি হইবে?' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

বা[১] [স বায়ু] *বি* বাতাস। 'উনধ্বাস বাএ রাধা কৈল ঘন পড়।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আশে পাশে পড়ে শ্বেত চাঁমরের বা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঅ [বায়ু] *বি* বাতাস। 'দক্ষিণ মলয়া বাঅ বহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বায়ে-ওড়া *বিণ* বাতাসে উড়ছে এমন। 'বায়ে-ওড়া কেতকীর পীত পরিমল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বায়ের ছিট *বি* পাগলামি। 'বড়বৌর যেন একটু বায়ের ছিট আছে।' *শরৎ*, ১৯১৩।

বা[২] [ধ্বন্যা] *অব্য* সন্দেহবাচক শব্দবিশেষ। 'সুণিআঁ বা কি বুলিবে ঘরের গোআল।' *বড়ু*, ১৫০০; 'কভু বা হৃদয় যেতেছে ফেটে, সরমে তবু কথা না ফুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বা[৩] *অব্য* অথবা; কিংবা। 'সিন্ধুরা বা আশাবরি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কোন সন্ধানে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ... হাত না দিবে।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

বাঅতি [স বাদক] *বি* বাদক। 'চিরিআ বাঅতি পার্শ্ব পাসান চিরিআ।' *রামাই*, ১৭১০।সন্ধানে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ... হা

বাআন্ন *বিণ* বায়ান্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাআঁ [স বাদক] *ক্রি* বাজিয়ে। 'সুন্দর সে গীত গাআঁ বাআঁ করতালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাই[১] [স বায়ু] **১** *বিণ* উন্মাদ; বায়ুরোগগ্রস্ত। 'রাধা কি দির্আ করায়িলি বাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বাতিক। 'ঘটে প্রেমপাগলের এমনি বাই।' *লালন*, ১৮৯০।

বাই[২] [স বায়ু] *বি* উত্তর-পশ্চিম কোণ। 'তপকোনা পশ্চিমকোন এবং মরুত কোন ও বাই কোন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

বাই[৩] [হি বাঈ] **১** *বি* পেশাদার গায়িকা ও নর্ত্তকী। 'তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড়।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের নামের শেষে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধি। 'অহল্যা বাই নামে মহারাষ্ট্র দেশের কোন স্ত্রী ... ।' *গৌর*, ১৮২২। **৩** *বি* নৃত্যগীত জানা রূপজীবী। 'যবনী বারাঙ্গনাদিগের বাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগ করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৪** *বি* বাইজি নাচ। 'আজ বাই, খ্যামটা, কবি ও কেত্তন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাইআনা *বিণ* বাইজিসুলভ। '... ফারফরমাইস খাটে, এবং বাইআনা গাহনাও জানে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বাইখানা [হি বাঈ+ফা খানাহ্] *বিণ* বাইজিখানায় গীত বা প্রদর্শনী হয় এমন। 'বিবিকে বাইখানা গান আর নাচ শিক্ষাইবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বাইজি, বাইজী [হি] *বি* পেশাদার নর্ত্তকী। 'বাইজীরা গলী গলী বেড়াইতেছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২; 'বাইজি ! এক ঘণ্টা হইয়াছে – এখন বন্ধ কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বাইজিমহল [হি বাঈজী+আ মহল] *বি* জলসাঘর। 'একজাতের বাইজিমহলে চলতি খেলো সংগীত ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাইনাচ [হি বাঈ+নাচ] *বি* বাইজির নাচ। 'ব্যাপার হইয়াছে বাইনাচ ও ভাঁড়ের নাচ দেখিবার।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২; 'বাইনাচ প্রভৃতি বাবুগিরিতেই খরচ করেন।' *সুলভ*, ১৮৭০।

বাইর নাচ *বি* পেশাদার নর্ত্তকীর নৃত্য। 'বাইর নাচ কিম্বা রোশনাই করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিলে তাহার স্মরণ শীঘ্র লোপ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বাইলোক [হি বাঈ+স লোক] *বি* বাইজি। 'তিনি তক্তারওঁরার বাইলোকের পিকদান বরদারী কর্ম্ম করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বাইউ [স বায়ু] *বি* বায়ু। 'সুগন্দ সিতল বাইউ পুষ্প বরিসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাইউ পথ [স বায়ুপথ] *বি* আকাশপথ। 'রথে তুলি অর্জ্জুন পলাএ বাইউ পথে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাইওলজী [ই] *বি* জীববিদ্যা। 'যারা ভবিষ্যতে মেডিক্যাল কলেজে যাবে তারা বাইওলজী শিখবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাইক [ই] *বি* সাইকেল। 'গাড়ী ঘোড়া গেল তল/ বাইক বলে, কত জল!' *অন্নদা*, ১৯৬৭।

বাইক-রথ [ই বাইক+স রথ] *বি* বাইসাইকেল। 'পথে দেখা দেয় খবরওয়ালা বাইক-রথের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

বাইকাটা [ই বাই+কাটা] *বি* দুই ধারে কাটে এমন অস্ত্র। 'বাইকাটা অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে ভয় কিসের?' *রোকেয়া*, ১৯২২।

বাইগন [স বার্তিঙ্গন] *বি* বেগুন। 'ভেট লইআ কাঁচকলা সাক বাইগন মুলা ভাঁড়ুদত্ত করিল পয়ান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাইচ [ফা বাজী] *বি* দ্রুত নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা। 'বাইচ ফিরান যায় কোশা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাইচ্‌ [ফা বাজী] *বি* প্রতিযোগিতামূলক নৌকাচালনা। 'বাইচ্‌ খেলা এ অঞ্চলে আর হয় নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বাইছা *বি* নৌকাচালক। 'প্রত্যেক নৌকায় ... চল্লিশ হইতে ষাটজন করিয়া বাইছা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বাইছ[১] [ই ভাইস] *বিণ* সহকারী। 'শ্রীযুক্ত বাইছ প্রেসীডেন্ট সাহেব।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

বাইছ[২] *দ্র* বাইচ

বাইজেনটাইন [ই] *বি* প্রাচীন তুরস্কের সাম্রাজ্যবিশেষ। 'একদিকে পারস্য সাম্রাজ্য, অন্যদিকে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড চাপের মাঝে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

বাইঞ্চত *দ্র* বাঞ্চোৎ

বাইটা [স বণ্ঠ] *বিণ* বেঁটে; খাটো। 'একটি বাইটা লোক আমলাদের সাথে তর্ক করিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বাইণ্ড [ই] *বি* বাঁধাই। 'ইহার মূল্য চামড়া বাইণ্ডসমেত ১১০ এক শত দশ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বাইতি [স বাদিত্রী] ১ *বি* বাদ্যকর জাতিবিশেষ। 'বাইতি নিবসে পুরে নানাবিধি বাদ্য করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বাদ্যকর। 'কপিলা বাইতি বৃষ পুরোহিত আর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামকৃষ্ণ বাইতি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বাইতে *বি* চড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাইন [আ বয়ানহ] *বি* বায়না; আবদার। 'মতিলাল বাল্যাবস্থা অবধি আদর পাইয়া সর্বদাই বাইন করিত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাইনানি [স বণিক>] *বি* বেনে বউ। 'রিতুবতী হইআছে রম্ভা বাইনানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাইপ্রডাক্ট [ই] *বি* মূল উৎপাদিত বস্তুর সঙ্গে জাত বাড়তি উপাদান। 'একটা বাইপ্রডাক্ট – আর মোম আর মোমবাতি হয়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বাইবেল [ই] *বি* খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। 'তিনি ইউরোপীয় লোকের সহবাসবশতঃ তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল শিক্ষা করিতে আকৃষ্ট হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

বাইবল [ই] *বি* খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। 'কয়েক অধ্যায় বাইবল অধ্যয়ন করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বাইমেনা *বি* জাতিবিশেষ। 'অস্থি ও মস্তিষ্ক, বাইমেনা জাতির সদৃশ বটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বাইরে [পা বাহির] ১ *বিণ* ভিতরে নয় এমন। 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* বাইরে যাওয়ার পথ। 'লেখা থাকিত 'বাইরে' কোনটাতে 'থুথুফেলা'।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বাইরেকার *বিণ* বাইরে অবস্থিত। 'দূরবর্তী বাইরেকার জগতেও এই ঘূর্ণিপাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন – প্রকৃত অবস্থা গোপন করে বাইরে আড়ম্বর প্রদর্শন। 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন সং বড় চমৎকার।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাইরে ফেলে রাখা – উপেক্ষা করা। 'যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাইলেন [ই] *বি* অপ্রশস্ত গলি। 'লন্ডনের কোন বাইলেনের কোন ঘুপচি আধো অন্ধকার কফিঘরে ...।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

বাইশ[১] [পা দ্বাবিসতি] *বিণ* সংখ্যা বিশেষ; ২২। 'গোদে বাধাইয়া আনি বাইশ মোন মাটি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বাইশী [পা দ্বাবিসতি>] *বিণ* বাইশ হাজার। 'বাইশী লস্কর সঙ্গে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাইষ [পা দ্বাবিষতি] *বিণ* বাইশ। 'ভিড়নে চলিল জঙ্গি বাইষ হাজার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাইশ[২] [স বাসি] *বি* কাঠমিস্ত্রির এক প্রকার যন্ত্র। 'গজ ফেলিয়া বাইশ লইল ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বাইস[১] [ফা বাজী] *বি* নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা। 'কেমনে বাইস বাইতে পার বাও দেখি চাই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বাইস[২] [স বাসিত>] *বিণ* বিগত; বাসি। **বাইস বিয়া** *বি* বাসি বিয়া। 'বিভাওর পাছে বাইস বিয়াও না করিবে; পাক পরশও করিবে না।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাইসন [ই] *বি* ইউরোপ ও আমেরিকায় দেখতে পাওয়া যায় এমন এক ধরনের বন্য মহিষ। 'একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক 'বাইসন' মোষ যেন ক্ষেপে উঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাইস প্রসিডেন্ট [ই] *বি* ভাইস প্রেসিডেন্ট। 'শ্রীযুত হারিন্তন সাহেব বাইস প্রসিডেন্ট।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

বাইসিকল [ই] *বি* পা দিয়ে চালাতে হয় এমন একপ্রকার দ্বিচক্রযান। 'বাইসিকল কিনিয়া আনিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

বাইসিকেল, বাইসিকল [ই] *বি* পা দিয়ে চালাতে হয় এমন একপ্রকার দ্বিচক্রযান। 'বাইসিকলে অবিশ্রাম ঘুরপাক খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'বাইসিকেল ঠেলে ঠেলে এসে হাজির।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বাইসিক্ল [ই] *বি* বাই-সাইকেল; পা দিয়ে চালাতে হয় এমন একপ্রকার দ্বিচক্রযান। 'হাসপাতালের ডাক্তার নামলেন বাইসিক্ল থেকে।' *তারা*, ১৯৫৩।

বাইসেকেল [ই] *বি* বাই-সাইকেল; পায়ে চালাতে হয় এমন দুই চাকার বাহন। 'ইহা যেন বাইসেকেলে ধাবমান হওয়ার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বাইসী *বি* একপ্রকার গাছ। 'জৈতুন ও বাইসী বৃক্ষের।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বাইসেপ [ই] *বি* বাহুর উর্ধ্বভাগের দুই শিরাবিশিষ্ট মাংসপেশি। 'কথাগুলো বলতে বলতে বাইসেপটা ফুলিয়ে তোলে সুগ্রীব।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

বাঈ [হি] *বি* বাইজি; পেশাদার গায়িকা-নর্তকী। 'বাঈ বই দুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বাঈজি, বাঈজী [হি] *বি* পেশাদার গায়িকা-নর্তকী। 'জমিদারের ছেলেটা ... বাঈজি নিয়ে টাকা উড়িয়ে দিল।' *জীবন*, ১৯৩২; 'এই সেই কাশীর বাঈজীর মেয়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮

বাঈনাচ [হি বাঈ+নাচ] *বি* বাইজি নাচ। 'হলের মত ঘরে বাঈনাচ হল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বাউ[১] [স বায়ু] ১ *বি* বায়ু; বায়ুদেবতা। 'তুমি বাউ তুমি জম পবন হুতাসন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* পাগলামি; বায়ুরোগ। 'কেহ বোলে তাহার বাউ জন্মিছে নিশ্চএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বাউ অস্ত্র [স বায়ু-অস্ত্র] *বি* ঝড়। 'বাউ অস্ত্র সান্ধিলেক সভার বিস্ময়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাউকুড়ানী *বি* ঘূর্ণি বাতাস। 'ধুঁয়া তারি উড়ছে ধুলোয় বাউকুড়ানীর ঘায়।' *জসীম*, ১৯২৯।

বাউগন *বি* (হিন্দু পুরাণ) শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু: প্রাণ, অপাণ, সমান, উদান, ব্যান। 'অবসাদ পাইল সকল বাউগন।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাউ বেগ [স বায়ুবেগ] *বি* বায়ুবেগ। 'বাউ-বেগে ডিঙ্গা সব হইআ গেল জড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাউরূপ [স বায়ুরূপ] *বি* বাতাসের আকৃতি। 'বাউরূপ ধরি জায় গোকুল নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাউ² *বি* একপ্রকার গয়না। 'মোরে বাউ দিতে চেয়েলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বাউট [স বাগট] *বি* হরিণবিশেষ। 'ঠাই ঠাই কৃষ্ণসার নীলগাও বাউট বিস্তর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বাউটি [স বাহুত্রাণ] *বি* হাতে পরার অলঙ্কার। 'সোনার বাউটি হাতে দেখিতে সুন্দর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বাউড়ি¹ *বি* অগ্রিম খাজনা। 'নাঞি দিহ বাউড়ি রয়্যা বস্যা দিহ কড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাউড়ী² [স বাতুল] *বিণ* উন্মাদ। 'হইলা বাউড়ী পারা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

বাউণ্ডুলে [স বাতুল>] *বিণ* ছন্নছাড়া। **বাউণ্ডুলেগিরি** [বাউণ্ডুলে+ফা গিরি] *বি* ছন্নছাড়া জীবনযাপন। 'সন্ন্যাসের বাউণ্ডুলেগিরির প্রতি কর্তারা এত সদয় কেন?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বাউণ্ডুলেপনা *বি* ছন্নছাড়া জীবন-যাপন। 'নিতান্তই যদি বাউণ্ডুলেপনা করতে হয় তবে কর।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বাউণ্ডেলেগিরি [বাউণ্ডুলে+ফা গিরি] *বি* ভবঘুরেপনা। 'কৈ, তোমার ভাসুরপোর বাউণ্ডেলেগিরি গেল?' *শওকত*, ১৯৫৮।

বাউন্ডেলে *বি* ভবঘুরে। 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বাওণ্ডুলি *বিণ* ছন্নছাড়া। 'আর বাওণ্ডুলি রকমে চলিও না।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

বাউনি [স বন্ধনী] *বি* পৌষ সংক্রান্তির আগের রাতের একটি হিন্দু আচার। 'বাউনি আউনি ঝড়া পোড়া আখ্যা আর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বাউন্ডারি ওয়াল [ই] *বি* চারপাশের দেয়াল। 'কলোনির বাউন্ডারি ওয়াল অনেক জায়গাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

বাউর [স বাহুত্রাণ] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'হাতের বাউর কৈল্যা আনি সেই পাট।' *সুলতান*, ১৭০০।

বাউরা [স বাতুল] *বিণ* উদাসীন। 'কি খাতেরে ফের তুমি বাউরা ছুরত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাউরি¹ ১ *বি* বেহারা; হিন্দু জাতিবিশেষ। 'গমনের শুভ বেলা বাউরি জোগায় দোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

২বাউরি *বিণ* দুরন্ত। 'কদ্মাবনের বাউরি বাতাস।' *জসীম*, ১৯২৭।

৩বাউরি *বিণ* মাতাল। 'বঁইচি বনের বিরহে বাউরি বাতাস বহে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বাউরি⁴ *বিণ* কোঁকড়া। **বাউরি চুল** *বি* মাথার পিছনে ও দুপাশে থাক থাক কাটা চুল; কোঁকড়া চুল। 'আজ্ঞা হুজুর, উঁচুগদি, কার্ত্তিকের মত বাউরি চুল, এক পাল বরাখুরে মোসাহেব।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাউল [স বাতুল] ১ *বি* পাগল। 'সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* এলোমেলো। 'বাউল চিকুর অতি আকুল হৃদএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* লোকধর্ম-সম্প্রদায়-বিশেষ। 'স্পষ্টদায়ক, বাউল, ন্যাড়া, সহজী প্রভৃতি আর কতকগুলি শাখা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বি* বাউল গান। 'বাউলের সুর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বাউল গান [বাউল+স গান] *বি* লোকসংগীতবিশেষ। 'বাউলের গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'গ্রাম্যসংগীত, বাউলের গান, এ-সবের মার নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

বাউলচরিত *বি* বাউলের মতো স্বভাব। 'আউল চিকুর অতি বাউল চরিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বাউলতত্ত্ববাদী *বিণ* বাউল ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। 'তিনি মূলত বাউলতত্ত্ববাদী তথা মরমী কবি ছিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

বাউলধর্ম *বি* বাউলতত্ত্ব। 'বাউলধর্ম সাধনা একটি গুহ্য যোগক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।' *হাই*, ১৯৫৪।

বাউল-মত *বি* বাউল সাধনার মতবাদ। 'কোন্ ব্যক্তি বাউল-মত প্রচার করে তাহার নিশ্চয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বাউলিয়া *বিণ* পাগলাটে। 'বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাউলী [বাউল>] *বি স্ত্রী* পাগলি। 'বাউলী হইয়া গেলুঁ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

বাউল্যা [বাউল>] *বিণ* পাগলপারা। 'চলিল শিরোপা পাইয়া বাউল্যা রতন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাউলা *বি* খেসারি ডাল। 'দু'মুঠ বাউলা ছেড়ে দিল খোলার ওপর।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

বাউলি [হি বাওলি] *বি* জল তোলার যন্ত্র-লাগানো বড়ো কূপ। 'অতিবৃহৎ চৌবাচ্চা অর্থাৎ বাউলি জ্বালামুখি স্থানে নির্ম্মাণ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বাএন [স বাদন] *বি* বাদ্যকর। 'জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল।' *রামাই*, ১৭১০।

বাএস [স বায়স] *বি* কাক। 'পরভৃতকে ডরেঁ পাঅস লএ করে বাএস নিকট পুকারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বাও¹ [স বায়ু] ১ *বি* বাতাস। 'দণ্ডেকে দণ্ডেকে পরে শ্বেত চামরের বাও।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বাও ছাড়া *ক্রি* বাতকর্ম সারা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাও² *বি* আবরোগ বিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাও³ [ই] *বি* মাথা নুয়ে সম্মান জানানো। 'প্রথমে ফরাসী কায়দায় বাও করে, আমার অনুমতি নিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বাওটা [স বাগট] *বি* বায়ুর বেগে ছোটে যে হরিণ। 'বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তুরী তুলারু।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাওটি [স বাহুত্রাণ] *বি* বাদ্যবিশেষ। 'তাম্বু কানাত বাওটি ডেরা সাথে লিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাওন [স বামন] ১ *বি* শাখা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* খর্বাকৃতি লোক। 'চন্দ্রের সম্পত্ত্যে নেয় হইয়া বাওন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বাওন বীর *বি* বামন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাওণ্ডুলি *দ্র* **বাউণ্ডুলে**

বাওবাব *বি* আফ্রিকা অঞ্চলের গাছবিশেষ। 'একটা বড় বাওবাব গাছ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

বাওবার *বি* মধ্যস্থতাকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাওয়া[1] [স বাদন] *ক্রি* বাজানো। **বাইআঁ** *ক্রি* বাজিয়ে। 'বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাএ** *ক্রি* বাজায়। 'বৃন্দাবনে বাঁশী বাএ নান্দের নন্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বায়** *ক্রি* বাজায়। 'দণ্ডি মুহরি ভেরি নানা যন্ত্র বায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাওয়া[2] *ক্রি* নৌকা চালনা করা। 'নবিন কাণ্ডারি আমি নৌকা নাহি বাই।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বিনে বাওয়ায় চলছে অমনি।' *লালন*, ১৮৯০। **বাই** *ক্রি* (নৌকা) চালাই। 'নবিন কাণ্ডারি আমি নৌকা নাহি বাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **বাইয়া** *ক্রি* বেয়ে; চালিয়ে। 'দুই মাস বাইয়া জাই নৌকা-পথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বাচ্ছে** *ক্রি* চালাচ্ছে। 'স্নান করছে, নৌকা বাচ্ছে, গোরু চরাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **বায়** *ক্রি* চালায়। 'কেবল লালন কূলে কূলে বায়।' *লালন*, ১৮৯০। **বায়্যা** *ক্রি* বেয়ে। 'জাবে হে সাগর বায়্যা সে পথে না জিব নায়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বেয়ে** *ক্রি* নৌকা চালিয়ে। 'আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাওয়া[3] [স বহ্>] ১ *ক্রি* এগিয়ে যাওয়া। 'তেমনি করে ধেয়ে এলেম জীবনধারা বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ২ *ক্রি* অনুসরণ করা। 'সে সুর বাহি চলিতে চাহি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বাওয়া[4] [স ব্যর্থ] *বি* কাপুরুষ। 'পরাধীন বলেই তো বাওয়া।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বাওআ [স ব্যর্থ] *বিণ* ভ্রূণশূন্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাওয়াঁ [স ব্যর্থ] *বিণ* নষ্ট। 'বাওয়াঁ বস্তু।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাওয়াস্তর *বিণ* বাহাত্তর। 'আড়কাট ৭২ বাওয়াস্তর টাকা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

বাওয়াস্তুরে হওয়া *ক্রি* কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাওয়া। 'বুড়ো হলে কি বাওয়াস্তুরে হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বাওয়ান্ন *বিণ* বাহান্ন। 'তোমার বাওয়ান্নপীঠ মূর্ত্তিতে একবার আবির্ভূত হও।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বাওয়াস [স আবাস] *বি* বাসা। 'বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তার পলায়েন রড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাওর *বি* হাওর। 'নদী কিংবা বিল বাওড় খাল সর্বস্থলে একই সে জল।' *লালন*, ১৮৯০।

বাওলা [স বায়ু] *ক্রি* বাতাস করা। 'হস্তি পরে আর বাওলিতে না পারিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাওস *বি* কুমড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাওসি *বি* অর্শ রোগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাং *বি* ভোর রাতে মোরগের ডাক। 'গাঁয়ের মসজিদে আজান পড়ার আগে মোরগার প্রথম বাংয়ের আগেই বাপ-ছেলে সবাই উঠে পড়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাংখুরে [স বামন>] *বিণ* বেঁটে। 'বামন বাংখুরে হইয়া উচ্চ দ্বীপে দাণ্ডাইয়া চাঁদেরে বাড়াতে যাহ হাত।' *কেতকা*, ১৬৫০।

বাংড়ি *বি* বাহুর এক প্রকার অলঙ্কার – বাউটি। 'সেই যুবতীর বাংড়ি হাতে উঠলো বেজে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বাংলা[1], **বাঙলা**[1] [স বঙ্গ] ১ *বি* বঙ্গদেশ। 'তোমার সাধের বাঙলা, হ'ল কাঙলা, সয় না অত্যাচার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* বাংলা ভাষা। 'দাঁ মহাশয় বাঙলা ও ইংরাজি নাম সই কত্তে পারেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **বাঙ্গলা**

বাংলাত্ব *বি* বাংলার বৈশিষ্ট্য। 'বাংলা ভাষার বাংলাত্ব নষ্ট হয় না।' *প্রমথ*, ১৯০২।

বাংলাদেশ [স বঙ্গদেশ] *বি* বঙ্গদেশ। 'ইঁহারা আমাদের বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'বাংলা দেশের ধু ধু জনহীন মাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাংলাদেশী *বিণ* বাঙালি। 'বারো-আনা অনুরক্তের বাংলাদেশী মন নিন্দা বিশ্বাস করবার আগ্রহে লালিত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

বাংলাভাষী *বিণ* বাংলা ভাষায় কথা বলে এমন। 'তবে কি বাংলাভাষী লোকসংখ্যা পৃথিবীতে এতই কম।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বাংলা-সাহিত্য [স] *বি* বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য। 'বাংলাসাহিত্যযোগে ইংরাজিভাব যখন ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'বাংলা-সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বাঙলা কথা [বাংলা+স কথা] *বি* সোজা কথা। 'ফূর্তির জাহাজে যখন বসেছেন, তখন নিশ্চয়ই ফুর্তি করতে চান – বাঙলা কথা।' *মুজতবা* ১৯৫২।

বাঙলাদেশ [বাংলা+স দেশ] *বি* বাংলাভাষী মানুষের অঞ্চল। 'বাঙলাদেশের অবস্থা অতি সঙ্কটের জায়গায় এসে পৌঁছেছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

বাঙলারূপ [বাংলা+স রূপ] *বি* বাংলা ভাষায় বিবর্তিত রূপ। 'সাইফুল মুলুক বদিউজ্জামাল বাঙলারূপ ধারণ করলো।' *হাই*, ১৯৪৯।

বাংলা[2], **বাঙলা**[2] [হি বংগলা] ১ *বি* বৈঠকখানা। 'আম নিয়ে নিচের বাংলায় বসেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* ডাকবাংলো। 'আমরা বিকেলে সর্দাইপুরের বাংলায় গিয়ে পৌঁছলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* বাংলা দোচালা ঘরের মতো একতলা বাড়ি। 'সমুদ্রের ধারে একটি বাঙলা তৈরি করবার উদ্যোগ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। *দ্র* **বাংলো**

বাংলাঘর *বি* একতলা ঘর। 'মফস্বলে তাহারই বাংলাঘরে বসিয়া লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বাংলা[3] *বি* ভাত পচিয়ে তৈরি দেশি মদ। 'এক নম্বর বাংলায় সন্ধ্যেটা বেশ গুলজার হয়।' *সুনীল*, ১৯৭০।

বাংলো [হি বংগলা] *বি* খোলামেলা জায়গা সমন্বিত একতলা বাড়িবিশেষ। 'বাংলো হইতে একটু দূরে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। *দ্র* **বাংলা**[2]

বাংলোঘর *বি* একতলা বাড়ি। 'ঝুলিতে মাটি-পাথরের নমুনা নিয়ে ফিরে চলছিলুম আমার বাংলোঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বাঁ [স বাম] *বিণ* বামদিকে স্থিত। 'সোনলিআ নবগী তাহারে করিল বাঁ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঁ-হাতি *বিণ* বাম দিকে অবস্থিত এমন। 'মির্জাপুর স্ট্রীট ধরে গিয়ে বাঁ-হাতি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বাঁইৎ [স বমি] *বি* বমি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাঁউনি [স বন্ধনী] *বি* (হিন্দুমতে) লক্ষ্মীকে ঘরে অচলা করবার পৌষ-পার্বণ বিশেষ। 'পৌষপার্ব্বণ গেলো দাদা, হলো নাক বাঁউনি বাঁধা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বাঁও [স ব্যাম] *বি* সাড়ে তিন হাত গভীরতা। 'সে এখন বিশ বাঁও জলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বাঁও কষা *ক্রি* ব্যায়াম করা। 'আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে বাঁও কষত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বাঁওন [স বামন] *বি* খর্বকায় লোক। 'কথা না দেখিল বাঁওন হাথে তালতরুফল পাএ।' *বড়ু, ১৪৫০।*

বাঁক [স বক্র] **১** *বিণ* বাঁকা। 'পিবইতে নীম বাঁক মুহ হোয়।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।* **২** *বি* নদী বা পথের বাঁকা স্থান। 'এ বাঁক হইতে বেউলা আর বাঁকে যায়।' *বিজয়, ১৬৫০।* **৩** *বি* বাঁকানো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'হান হান হাঁকা, শত শত বাঁকা, বাঁক কটার বিরাজে।' *ভারত, ১৭৬০।* **৪** *বি* ভারবহনের বাঁকানো দণ্ডবিশেষ। 'বাঁকে করে দই নিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র, ১৯২২।*

বাঁকচুরা *বিণ* আঁকাবাঁকা। 'প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁকচুরা আকারের পর্ব্বত, তমসাচ্ছন্ন গভীর গহ্বর সকল চোখের সম্মুখে ব্যক্ত হয়।' *প্রমথ, ১৯২০।*

বাঁককৌশল [স বাক্‌কৌশল] *বি* কথা বলার চতুরতা। 'বাঁককৌশল দেখিয়া বিবির মাতা কহিলেন, আচ্ছা।' *ভবানী, ১৮২৮।*

বাঁক তুলসী *বি* ধানের প্রকারবিশেষ। 'বাঁক তুলসি চাউল।' *ছোলতান, ১৯২৩।*

বাঁকমল [স বক্র>] *বি* পায়ের অলঙ্কারবিশেষ। 'বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে।' *বঙ্কিম, ১৮৮৭।*

বাঁকা [স বক্র>] **১** *বিণ* বক্র। 'কন্দ বাঁকা উষ্ট বাঁকা বাঁকা কাঁকলি খানি।' *মালাধর, ১৫০০।* **২** *বিণ* কপট। 'এতদ্দেশীয় বাঁকা বাবুরা তাঁহাদিগের স্ব২ পিতৃবিয়োগের পর ... অবৈধ কর্ম্ম না করিয়াছেন।' *দর্পণ, ১৮৩১।* **৩** *বিণ* বিদ্রূপাত্মক। 'বাঁকা বাঁকা বুলি।' *বঙ্কিম, ১৮৭৪;* 'ভাষা অত্যন্ত বাঁকা।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৭;* 'সে বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, আত্মজীবনী লেখা তো কঠিন নয়।' *মুজতবা, ১৯৫৮।*

বাঁকা কথা [বাঁকা+স কথা] *বি* ইঙ্গিতপূর্ণ কথা। 'না কোন বাঁকা কথা, না বাঁকা হাসি তার মুখে নিঃসৃত হইতেছিল।' *শওকত, ১৯৫৮।*

বাঁকাচাঁদ [বাঁকা+চাঁদ] *বি* অপূর্ব চাঁদ। 'তার রাঙা মুখে বাঁশী সুরে রূপা বাঁকাচাঁদ এনে ধরে।' *জসীম, ১৯২৯।*

বাঁকা চুরা [বাঁকা+স চূর্ণ>] *ক্রি* উঁচুনিচু হওয়া। 'অষ্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৪।*

বাঁকাচোরা [বাঁকা+স চূর্ণ>] **১** *বিণ* আঁকাবাঁকা। 'বুদ্ধি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গলির মতো বাঁকাচোরা উঁচুনিচু নহে।' *রবীন্দ্র, ১৮৮২।* **২** *বিণ* হিজিবিজি। 'বাঁকাচোরা নানা চিত্রে চিন্তাহীন বালকের প্রায়।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫।*

বাঁকা-টান *বি* বাঁকাগতিতে আবর্তন। 'এক বাঁকা-টানের মহাজালে বহুকোটি নক্ষত্র বেঁধে নিয়ে এই জগৎটা লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৭।*

বাঁকা-টেরা *ক্রিবিণ* তির্যকভাবে; পেঁচিয়ে; অসরলভাবে। 'অতি সোজা কথাটাও আইন বাঁচাইয়া বাঁকা-টেরা করিয়া বলিতে হয়।' *নজরুল, ১৯২২।*

বাঁকানো *ক্রি* বাঁকা করা। 'টেক্কা সর্বদা ভারি টকটক করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২।*

বাঁকা বুলি *বি* কুটিল বা পেঁচালো কথা। 'এতক্ষণ বাঁকা বাঁকা বুলি ধরেছিলে কেন।' *বঙ্কিম, ১৮৭৪।*

বাঁকা হাসি **১** *বি* বিদ্রূপাত্মক হাসি। 'সে বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, আত্মজীবনী লেখা তো কঠিন নয়।' *মুজতবা, ১৯৫৮।* **২** *বি* ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি। 'না কোন বাঁকা কথা, না বাঁকা হাসি তার মুখে নিঃসৃত হইতেছিল।' *শওকত, ১৯৫৮।*

বাঁকি *বি* যে স্থানে মোড় নিয়েছে। 'হাঁসুলী বাঁকের পশ্চিম দিকের প্রথম বাঁকিতে – বেলগাছ ও শেওড়া ঝোপে ভর্তি।' *তারা, ১৯৪৬।*

বেঁকে দাঁড়ানো **১** *ক্রি* কিছুতেই রাজি না হওয়া। 'বিবাহের অনতিপূর্বে কুসুম এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল ...।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২।* **২** *ক্রি* পূর্বের মত বদল করা; প্রতিকূল হওয়া। 'আশার মনটা একটু যেন বাঁকিয়া দাঁড়াইল।' *রবীন্দ্র, ১৯০২।* **৩** *ক্রি* অপারগতা প্রকাশ। 'যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, মহিন ততই বাঁকিয়া দাঁড়াইল।' *রবীন্দ্র, ১৯০২।* **৪** *ক্রি* বিরূপ হওয়া। 'কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান বেঁকে দাঁড়ালো স্যার সৈয়দের প্রতি।' *মাহে নও, ১৯৪৯।*

বেঁকে বসা *ক্রি* পূর্বের মত বদল করা। 'ললিতা বাঁকিয়া বসিয়াছে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৯।*

বাঁকা *বি* সাপের নাম। 'শঙ্খিনী কানাল বাঁকা যমের সমান।' *ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬।*

বাঁকারি [স বল্কল>] *বি* বাঁশের ছোটো ফালি। 'একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া লইল।' *বঙ্কিম, ১৮৭৪।*

বাঁকি, বাঁকী [আ বাকী] *বিণ* অবশিষ্ট। 'এ শনের মালগুজারি কত বাঁকি।' *কেরি, ১৮০২।*

বাঁকীদার [আ বাকী+ফা দার] *বি* পাওনা টাকা ফেরত দেয়নি এমন ব্যক্তি। 'দাদন সময়ে বাঁকীদার কহিয়া ধরিয়া কএদ রাখে।' *দর্পণ, ১৮২২।*

বাঁকু [স বিমুখ] *বিণ* বিমুখ। 'বাঁকু বিধাতা কী ন করাবে।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

বাঁখারি [স বল্কল>] **১** *বি* কাঁধের দুদিকে দুপ্রান্তে ঝুলিয়ে বোঝা বহনের বাঁক বা কাঠের ফালি। 'হলদে রং করা বাঁখারির চড়ক গাছ।' *হুতোম, ১৮৬১।* **২** *বি* বাঁশের চটা। 'বাঁখারির বেড়া।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২।*

বাঁচন [স বঞ্চ>] *বি* বেঁচে থাকা। 'খাদ্য সামিগ্রি বৎসরাবধি সপরিবারে খাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত।' *রামরাম, ১৮০১।*

বাঁচন ভার *বি* পালানো কঠিন। *মানোএল, ১৭৪৩।*

বাঁচা [স বঞ্চ>] **১** *ক্রি* বেঁচে থাকা; জীবিত থাকা। 'বাঁচিতে।' *মানোএল, ১৭৪৩;* '৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।' *মদনমোহন, ১৮৫০।* **২** *ক্রি* ঝামেলা-মুক্ত হওয়া। 'আমার একটা কর্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২।* **৩** *ক্রি* নিষ্কৃতি পাওয়া। 'একটুখানি রোদ্দুর দেখা দিয়েছে – বাঁচা গেছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩।* **৪** *ক্রি* সাশ্রয় হওয়া; উদ্বৃত্ত থাকা। 'আমাদেরও প্রায় ডেট্টাকা বেঁচে গেল।' *ইমদাদুল, ১৯২০;* 'টাকা দুই হাতখরচের জন্য বাঁচে।' *বিভূতি, ১৯৩১।*

বাঁচাইতে পারা *ক্রি* সুস্থ করে তোলা। 'বুঝিতে পারিলাম এই তুচ্ছ লোকটিকে যদি বাঁচাইতে পারি।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭।*

বাঁচানেওয়ালা *বিণ* রক্ষাকর্তা। 'বাঁচানেওয়ালা খোদা।' *ইমদাদুল, ১৯২০।*

বাঁচি *ক্রি* বেঁচে। 'আপনাপোর মত লোক পালি তো সে বাঁচি যায়।' *গিরিশ, ১৮৮৬।*

বাঁচিবার *ক্রি* বেঁচে থাকার। 'যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, আমার সম্মুখ হইতে যা।' *বিদ্যা, ১৮৫৬।*

বেঁচে থাকা *ক্রি* স্মরণীয় হয়ে থাকা। 'আমি সাধারণ লোকের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাহি।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭।*

বেঁচেবর্তে থাকা, বেঁচেবর্ত্তে থাকা *ক্রি* কোনো রকমে জীবন যাপন করা। 'প্রজা যে বেঁচেবর্তে থাকে সে ... সেটেলমেন্ট আপিসের গুণে।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'এ পৃথিবীতে বেঁচেবর্তে থাকবার জন্য ... যে সব বিষয়ের দরকার।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বেঁচে মরা *ক্রি* জীবিত থেকেও নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন করা। 'বেঁচে মরে কী বা ফল ভাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বেঁচে যাওয়া *ক্রি* অস্বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। 'সমঝদার পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বাঁচানো[1] ১ *ক্রি* জীবিত করা। 'বাঁচাইয়া দেহ বাদশা বাপকে আমার।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *ক্রি* কমানো; সাশ্রয় করা। 'নিজের খরচ বাঁচাইবার দিকে দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *ক্রি* রক্ষা করা। 'বাঁচাও তাহারে মারিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *ক্রি* পুনরুজ্জীবিত করা। 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৫ *ক্রি* টিকিয়ে রাখা। 'জাতিকে বাঁচানোর জন্যে তিনি সবচেয়ে বড় বন্ধু।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **বাঁচাইয়া** *ক্রি* জীবিত ক'রে। 'বাঁচাইয়া দেহ বাদশা বাপকে আমার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **বাঁচাও** *ক্রি* রক্ষা করো। 'রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **বাঁচালেক** *ক্রি* বাঁচালো। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বাঁচিয়ে দেওয়া *ক্রি* বিপদ থেকে উদ্ধার করা। 'মকদ্দমায় ... তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বাঁচানো[2] ১ *বি* এড়ানো; দূরে রাখা। 'ভালোমানুষ হবার বিপদ এই যে নিজেকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* রক্ষা করার কাজ। 'আমার বাপকে বাঁচানো আমার প্রথম কাজ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বাঁচাবাঁচি *বি* বাঁচন-মরণ। 'বাঁচাবাঁচির কথা পরে হবে।' *মানিক*, ১৯৩৯।

বাঁচোয়া [স বঞ্চ>] *বি* নিস্তার। 'যদি প্রাচীন খুড়া জেঠা থাকে তবেই বাঁচোয়া।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাঁজখাই [বাজ খাঁ>] *বি* অত্যন্ত কর্কশ ও অস্বাভাবিক চড়া। 'বাঁজখাই সুরে বলে, আলো আন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বাঁজা [স বন্ধ্যা] *বিণ* বন্ধ্যা; সন্তান জন্মে না এমন। 'আমাদের আশীর্ব্বাদে হবে নাক বাঁজা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বাঁজি [স বন্ধ্যা] *বি* বন্ধ্যা; সন্তান জন্মে না যার। 'বাঁজি চল ঘর ছাড়ি/ দশন ভাঙ্গিমু মারা্যা পাউড়ির বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঁঝা [স বন্ধ্যা] *বিণ* বন্ধ্যা; সন্তান জন্মে না এমন। 'তবু বাঁঝা বলে লোক যাই কার কাছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বাঁঝি [স বন্ধ্যা] *বিণ* বন্ধ্যা; সন্তান জন্মে না এমন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাঁট[1] [স বন্ট] ১ *বি* হাতল। 'সুবন্নের কোদাল রূপার বাঁট।' *রামাই*, ১৭১০; 'এক ঠ্যাং তালপাতা তার যেন বাঁট হালকা ছাতার।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* গোরু, মহিষ প্রভৃতি পশুর স্তনের বোঁটা। 'তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'বাঁটে হাত দিলে দুধ ঝরবে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

বাঁট[2] [স বর্ত্ম] *বি* পথ। 'সেই ঘাটেতে ডুব দিয়েছে দীঘল গেঁয়ো বাঁট।' *জসীম*, ১৯৩১।

বাঁটা[1] [স বন্ট>] ১ *ক্রি* ভাগ করা। 'সকল কুটুম্ব মেলি বাঁটিয়া খাইব।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* বিন্যাস করা। 'চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* বিলি করা। 'নিকটবর্ত্তি স্থানে চিঠী বাঁটিয়া দিবেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **বাঁটি** *ক্রি* বন্টন ক'রে। 'যদি খাও সকলেরে দিবা কিছু বাঁটি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বাঁটিয়া** *ক্রি* ভাগ ক'রে। 'সকল কুটুম্ব মেলি বাঁটিয়া খাইব।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাঁটা[2] [স বর্তন] *ক্রি* শিলপাটায় রেখে নোড়া দিয়ে পেষণ করা। 'লঙ্কা মরিচ বেঁটে দেহো সর্ব্ব গায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাঁটা[3] [হি বট্টা] *বি* মাশুল। 'কলিকাতার বেনেতি দোকানে ব্যাঙ্ক নোট ভাঙ্গাইতে হইলেও দুই চারি পয়সা বাঁটা লাগিয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪।

বাঁটি [স বর্তুল] *বিণ* খর্বকায়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাঁটিয়া *বিণ* বেঁটে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাঁটুল [স বর্তুল] *বি* লোহা বা সিসার তৈরি গুলি। 'গুলতাই বাঁটুল বাঁশ করে বীরপনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বজ্র বাঁটুল তোমার আছে/ ম্যাটম! ম্যাটম!' *অন্নদা*, ১৯৪৬।

বাঁটোয়ারা [স বন্ট>] *বি* বন্টন। 'পরস্পরের অংশ বাঁটোয়ারা করিয়া বুঝিয়া লওয়া ভাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বাঁড়িয়া [স বণ্ড>] *বি* কালো রঙের এক ধরনের পোকা। 'বাঁড়িয়া পোকা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাঁড়ুজ্জে, বাঁড়ুজ্যে, বাঁড়ুয্যে [স বন্দ্য>] *বি* বন্দ্যোপাধ্যায়; বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'বাসুদেব বাঁড়ুজ্জে সপরিবারে গ্রামত্যাগের আয়োজন করিলেন।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'রামলোচন বাঁড়ুজ্যের কন্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'আমার যজমান কুলপালক বাঁড়ুয্যে, তিনি বল্লালকৃত কুলকল্লোলে পতিত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বাঁড়ুরি [স বন্দ্য>] *বি* বন্দ্যোপাধ্যায়; বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'প্রবোধ করএ লীলা বাঁড়ুরি ব্রহ্মণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঁদঘাট *বি* বাঁধানো ঘাট। 'জল বেড়ে বাঁদঘাটের পাথরের পইটে ভিজে যাচ্চে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বাঁদন্দার [স বন্ধন+ফা দার] *বি* গীত রচয়িতা। 'ঈশ্বর গুপ্তো এক জন হাফ আকড়াইয়ের ভাল বাঁদন্দার ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাঁদর [স বানর] ১ *বি* বানর (এখানে নীলকর-রূপ বানর)। 'ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বিণ* বানরের মতো। 'বিধু খোঁড়া সেটা নেহাত বাঁদর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *বি* গালিবিশেষ। 'ওরে মুখ-পোড়া ওরেরে বাঁদর।' *জসীম*, ১৯৩১।

বাঁদরওয়ালা [স বানর+হি ওয়ালা] *বি* বানরের মালিক। 'বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বাঁদরকে কলা দেখানো – কাউকে লোভ দেখিয়ে নিজের কাজ শেষ ক'রে নিয়ে তাকে ফাঁকি দেওয়া। *সুবল*, ১৯০৬।

বাঁদরছানা *বি* বানরের বাচ্চা। 'বেদের মেয়ে বাঁদরছানার/ লাগল উকুন ছাড়াতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বাঁদরনাচ *বি* বানরের নাচের মতো বিশ্রী নাচ। 'পোলাও-কালিয়ার আশায় বেশরম বাঁদরনাচ নাচল না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বাঁদর-বাঁদরি *বি* বানর ও বানরী। 'এইবার কিন্তু দুই বাঁদর-বাঁদরি মিলবে ভালো।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাঁদরামি [স বানর>] ১ *বি* বানরের আচরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* দুষ্টামি। 'বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা করে ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাঁদরামুখো *বি* বানরের মতো বিশ্রী মুখ যার। 'বাঁদরামুখোর

ভ্যাংচিয়ে মুখ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাঁদরি *বি স্ত্রী* বাঁদর; বানর। 'তাই বলে কি বাঁদরি এমন করে লুকিয়ে থাকবে?' *নজরুল*, ১৯২২।

বাঁদরি ছুঁড়ি *বি স্ত্রী* দুষ্টু মেয়ে। 'তোর কাছে ঐ বাঁদরি ছুঁড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাঁদরিণী *বিণ স্ত্রী* বাঁদরের মতো। 'আদরিণী ছিল রূপে বাঁদরিণী।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

বাঁদরিমুখি *বিণ স্ত্রী* বানরের মতো মুখবিশিষ্ট। 'কাঠবেড়ালি! বাঁদরিমুখি!' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাঁদরী *বি স্ত্রী* গালিবিশেষ; বানরী। 'বাঁদরীর মুখখানা একবার তাকিয়ে দ্যাখ!' *শরৎ*, ১৯১৬।

বাঁদুরে ১ *বিণ* বানরের তৈরি। 'বাঁদুরে ব্যাকরণের মত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* বানরের মতো। 'দর্শকেরা পুরোপুরি বাঁদুরে কায়দায় তোমাকে টিটকিরি দিয়ে ...।' *নীরেন*, ১৯৬৪।

বাঁদা[1] [স বন্ধন>] *ক্রি* বন্ধন করা। 'হইয়া বিচেতা ধাইল প্রচেতা বীর তারে ধরিয়া বাঁদে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সওদাগরকে এক দড়ি দীয়া বাঁদীয়া আপনার ঘরে লইয়া গেল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বাঁদা[2] [স বদ্ধ>] *বিণ* বাঁধা। 'বিল্বপত্র বাঁদা সুতা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাঁদা ঘর *বি* ইট, বালু, সিমেন্টের তৈরি পাকা ঘর। 'আমাদের বাঁদা ঘর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বাঁদি, বাঁদী [ফা বান্দী] **১** *বি স্ত্রী* রক্ষিতা। 'পরদারে পাপ বলি বাঁদী রাখে নাই।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি স্ত্রী* দাসী। 'কোথায় বাঁদীর মেয়ে ছিলি এতক্ষণ।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২; 'বাঁদি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাঁদিখানা [ফা বান্দী-খানাহ্] *বি* দাসীদের থাকার ঘর। 'নারী নহে যারা ভুলে বাঁদিখানা ওই হেরেমের মোহে!' *নজরুল*, ১৯২৮।

বাঁদি-বাচ্চা *বি* দাসীর সন্তান; গালিবিশেষ। 'মাদি তোরা বাঁদি-বাচ্চা দাস-মহলের খাস গোলাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বাঁদীপুত্র [ফা বান্দী+স পুত্র] *বি* দাসীর গর্ভজাত ছেলে। 'তাহার পিতামহের বাদীপুত্রের বিধবা স্ত্রী।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

বাঁদীপ্রথা [ফা বান্দী+স প্রথা] *বি* দাসপ্রথা। 'সমাজে বাঁদীপ্রথার কুৎসিৎ ছবি।' *ইসলাম*, ১৯৪৫।

বাঁদীয়া [স বদ্ধ>] *ক্রি* বেঁধে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বাঁধ [স বন্ধ] **১** *বি* বন্ধন। 'ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* জলস্রোত ঠেকাবার প্রাচীর। 'বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *বি* দেয়াল। 'আমার সমস্ত ছটফটানির চার দিকে যেন একটি বাঁধ তুলে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বাঁধ-দেওয়া *বিণ* বদ্ধ। 'বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

বাঁধ-ধরা *বিণ* বাঁধানো। 'পিচঢালা বাঁধ-ধরা রাস্তার গণ্ডি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বাঁধবন্ধন [বাঁধ+স বন্ধন] *বি* বাঁধ দেওয়া। 'জমিদারির মধ্যে বাঁধবন্ধন বা অন্য কোন কার্য্য করিলে ...।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

বাঁধ বাঁধা *ক্রি* বাধা প্রদান করা। 'সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাঁধ-বাঁধা *বিণ* আবদ্ধ। 'বাঁধ-বাঁধা ডোবায়, পুকুরে জোয়ার-ভাঁটা খেলে না।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাঁধ ভাঙা ১ *ক্রি* বাঁধা না-মানা। 'কান্না যেন বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *ক্রি* বাধা ধ্বংস করা। 'বাঁধ ভেঙে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বাঁধমুক্ত [বাঁধ+স মুক্ত] *বিণ* বন্ধনহীন। '... বালুকণা দেখে বাঁধমুক্ত সাহারা বিশাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

বাঁধহারা *বিণ* অবিরাম। 'নয়ন হইতে ঝরিছে বাঁধহারা এক ব্যথার শোক।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বাঁধন [স বন্ধন] **১** *বি* বন্ধন। 'চারি দিকে তার বাঁধন কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* সীমা। 'পরান আমার বাঁধন হারায় নিশীথ রাতের তারায় তারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৩** *বি* বাধা। 'পথের বাঁধন ঘুচিয়ে ফেলো এই কথা সে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **৪** *বি* যোগসূত্র। 'সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধের বাঁধন বিচার করলে দেখা যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **৫** *বি* গড়ন। 'দরিয়াবিবির অবয়বের বাঁধন ভাল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বাঁধন-কষণ *বি* কঠোরতা। 'নানা বাঁধন-কষণের মাঝে নিরাপদ পদ্ধতিতে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

বাঁধন-কাটা *বিণ* বন্ধন-ছিন্ন। 'বাঁধন-কাটা বন্যটাকে মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

বাঁধন-কামী *বিণ* বন্ধন-প্রয়াসী। 'ওহে, আমি বাঁধন-কামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বাঁধনখোলা *বিণ* স্বাধীন। 'ভাবনাগুলি বাঁধনখোলা রচিয়া দিবে তোমার দোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বাঁধন-ছাড়া *বিণ* বাঁধ-ভাঙা। 'যেদিন এল বিচ্ছেদ সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাঁধন-ছেঁড়া *বিণ* বন্ধন ছিন্ন হয়েছে এমন। 'আমার বাঁধন-ছেঁড়া দুঃখের নৌকাটির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বাঁধন টুটা *ক্রি* সুপ্তি ভাঙা। 'বাঁধন টুটে উঠবে ফুটে শিউলিগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বাঁধন ডোর *বি* বেঁধে রাখার সুতা। 'ছিড়বে বাহুর বাঁধন ডোর!' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাঁধন-বেদন *বি* পরাধীনতার যন্ত্রণা। 'অধীন দেশের বাঁধন-বেদন/ কে এল রে করতে ছেদন?' *নজরুল*, ১৯২৪।

বাঁধন-ভাঙা *বি* বন্ধন ভঙ্গ করা। 'আয় রে আমার বাঁধন-ভাঙার তীব্র সুখ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বাঁধন-মানা *বিণ* বন্ধন মেনে নেয় এমন। 'মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধন-মানা প্রবণতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাঁধনমুক্ত *বিণ* বন্ধনহীন; স্বাধীন। 'খোঁটা-ছাড়া নৌকা বাঁধনমুক্ত-প্রাণ।' *অবন*, ১৯২৫।

বাঁধন-শৃঙ্খল [বাঁধন+স শৃঙ্খল] *বি* বন্ধন। 'বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।' *নজরুল*, ১৯২২।

বাঁধনহারা [বাঁধন+হারা] **১** *বিণ* অবিরাম। 'বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **২** *বি* বন্ধনহীন। 'আমিও চলে যাব সে কোন বাঁধন-হারার দেশ পেরিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বি* ছন্নছাড়া। 'হে মোর প্রেমের গরবিনি, বাঁধন-হারার প্রভু!' *নজরুল*, ১৯২২।

বাঁধনি [স বন্ধনী] *বি* সুসঙ্গত বিন্যাস। 'লেখার বাঁধনি থাকে না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বাঁধল [স বাধ] *বি* বাঁধ। 'কী হয় তার বাঁধল দিলে শুকনা মোহনা।' *লালন*, ১৮৯০।

বাঁধা[1] [স বন্ধ>] **১** *ক্রি* বন্ধনে আবদ্ধ করা। 'নাগপাসে রাম লক্ষ্মন দুহাঁকে বাঁধিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* রচনা করা। 'ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বাড়ি গিয়ে চৌতালে নটনারায়ণ রাগে একটি গান বাঁধলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৩** *ক্রি* আটকে রাখা। 'জগতের নাথ বাঁধে উদুখল দিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *ক্রি* নিবারণ করা। 'তবুত ছাওাল কৃষ্ণে বাঁধিতে নারিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **৫** *ক্রি* গিঁট দেওয়া। 'সেই সুতা বাঁধ্যা রাখে খুল্লনার বসনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *ক্রি* বিন্যাস করা। 'কি লাগি মলিন মুখ নাহি বাঁধ কেশ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৭** *ক্রি* বন্দী করা। 'কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৮** *ক্রি* মজবুত করে বাঁধাই করা। 'বই কিনতে আর বই বাঁধাতেই সব যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৯** *ক্রি* গড়া। 'সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বাঁধিয়া তুলিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **১০** *ক্রি* নির্মাণ করা। 'থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হচ্ছে।' *শরৎ*, ১৯১৭। **১১** *ক্রি* আটকানো। 'ওরা কেবল কথার পাকে নিত্য আমার বেঁধে রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **১২** *ক্রি* বশবর্তী করা। 'তত্ত্বদর্শনের পরিক্ষিপ্ত যুক্তিজাল বাঁধিবারে পারে না আমায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। **১৩** *ক্রি* যুক্ত করা। 'তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বাঁধা[2] [স বন্ধ>] **১** *বি* বন্ধক। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'শেষে পরিধান বস্ত্র বাঁধা দিয়া মদ খাইয়া ডেলিনিউস পরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* বেঁধে রাখা। 'থামে বাঁধা কত বাজী ইরাণি তুরকি তাজি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* সাধারণ। 'এগুলি বাঁধা দস্তুরের অত্যুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৪** *বিণ* বন্দী। 'নির্বাসনে বাঁধা আছি অন্ধকারের ডোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৫** *বিণ* নির্দিষ্ট আধারে আবদ্ধ। 'ওগো বাঁধাজল! করি কোলাহল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **৬** *বিণ* সুরে বাঁধা হয়েছে এমন। 'বাঁধা বীণা রইবে পড়ে এমনি ভাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **৭** *বিণ* নিয়মিত। 'আলোচনার জন্যে ও পেয়েছিল বাঁধা নিমন্ত্রণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৮** *বিণ* মেলানো; সঙ্গতিপূর্ণ। 'ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৯** *বিণ* কাঠের বা ধাতব ফ্রেমে বাঁধাইকৃত; ফ্রেমে আটকানো। 'বাঁধা-অবাঁধা ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং প্রভৃতি।' *মানিক*, ১৯৩৬। **১০** *বিণ* পূর্ণ। 'আঁধার বাঁধা আমার ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **১১** *বিণ* নিয়মিত। 'ঠিক সময়ে কাগজ না পেলে বাঁধা গ্রাহকরা খিটির-মিটির করবেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

বাঁধাকপি *বি* সবজিবিশেষ। 'কাঁচা বাঁধাকপি চিবিয়ে খেতে যতখানি উৎসাহ দরকার ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বাঁধা খোরাক *বি* বরাদ্দকৃত খাদ্য। 'বাঁধা খোরাকের সঙ্গে সঙ্গেই ধেনুদের চ'রে খেতে দেওয়ারও দরকার হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বাঁধাঘাট *বি* ইট, পাথর, সিমেন্ট দিয়ে পাকা করা ঘাট। 'ফটীকের বাঁধাঘাট দেখিতে রুচির ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাঁধা-ছাঁদা [বাঁধা+স ছন্দ>] *ক্রি* ভালো করে বেঁধে রাখা। 'চিরদিন বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিবার আয়োজন করিতে গেলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাঁধাছাঁদা করা *ক্রি* একত্র করে বাঁধা। 'মায়ে-ঝিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ বাঁধাছাঁদা করচে।' *শরৎ*, ১৯১৬।

বাঁধাদস্তুর [বাঁধা+ফা দস্তুর] *বি* ধরাবাঁধা রীতি। 'এ তো বাঁধাদস্তুরের দানদক্ষিনে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বাঁধা দেওয়া *ক্রি* বন্ধক রাখা। 'অনেকে মা খাইয়া বা বাঁধা দিয়া ভদ্র সাজিয়া বেড়ায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বাঁধাধরা *বিণ* পূর্বনির্ধারিত; আগে থেকে নির্ধারিত আছে এমন। 'এ বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'এ বাঁধাধরা নিয়মের ভেতরেও।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বাঁধা নিয়ম *বি* নির্দিষ্ট নিয়ম। 'বাঁধা নিয়ম ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বাঁধা পড়া *ক্রি* জড়িয়ে পড়া। 'যদি বাঁধি তোমার হাতে পড়ব বাঁধা সবার সাথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বাঁধা পথ *বি* ধরাবাধা পথ। 'সে কাটা খাল নয়, তাকে বাঁধা পথে রাখা চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বাঁধাপাওনা *বি* নির্দিষ্ট পাওনা। 'উপরি-পাওনা ছাড়া তাদের কোনো বাঁধাপাওনাই নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাঁধাবন্ধ-হারা *বিণ* বন্ধনহীন। 'উদিলাম পুন আমি কারা-ত্রাস চিরমুক্ত বাঁধাবন্ধ-হারা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বাঁধা-বরাদ্দ [বাঁধা+ফা বরাওয়ার্দ] **১** *বি* নির্ধারিত অবস্থা। 'আমি যাহাকে প্রতি মুহূর্তে বাঁধা-বরাদ্দ বলিয়া নিতান্ত নিশ্চিত হইয়াছিলাম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* নির্দিষ্ট প্রাপ্য। 'নৈবেদ্যের বাঁধা বরাদ্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বাঁধা-বাঁধন *বি* বাধাবিঘ্ন। 'বাঁধা-বাঁধন নেই গো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

বাঁধাবাঁধি **১** *বি* পালনীয় আচার-অনুষ্ঠান। 'হিন্দুয়ানির বাঁধাবাঁধি হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* কড়াকড়ি। 'সমাজে যেমন নিয়মের বাঁধাবাঁধি, তেমনি মাঝে মাঝে দুটো-একটা ছুটিও থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* প্রস্তুতি। 'বাঁধাবাঁধিই সার হলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

বাঁধাবুলি *বি* একঘেয়ে কথা। 'ইহার রচনায় পাঠক ভুলাইবার বাঁধাবুলি ও সহজ কৌশলগুলি দেখি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাঁধা মত [বাঁধা+স মত] *বি* নির্দিষ্ট মতবাদ। 'এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বাঁধা মন্ত্র [বাঁধা+স মন্ত্র] *বি* অপরিবর্তনীয় নিয়ম। 'বাঁধা মন্ত্রে কাজ সারিতে চান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাঁধা শিক্ষা [বাঁধা+স শিক্ষা] *বি* নির্ধারিত শিক্ষা। 'বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চ'রে শিক্ষা মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বাঁধা সংস্কার [বাঁধা+স সংস্কার] *বি* সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি। 'তাহা এখানকার বাঁধা সংস্কারকে পীড়িত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বাঁধা হওয়া *ক্রি* আকার নেওয়া। 'নির্জনতার একটা প্রোগ্র্যাম ক্রমশই পাকাপাকি বাঁধা হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বেঁধে মারা *ক্রি* অসহায় অবস্থায় অত্যাচার করা। 'এখন এ তো কেবল বাঁধিয়া মারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বেঁধে মারে সয় ভাল – উপায়ান্তর না থাকায় অসহনীয় বিষয় সহ্য করা। 'কথায় বলে বেঁধে মারে সয় ভাল।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বেঁধে রাখা **১** *ক্রি* ধরে রাখা। 'ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *ক্রি* স্থিতিশীল রাখা। 'এই প্রলয়কারিণী কার্যশক্তিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯৭।

বাঁধাই [স বন্ধ>] *বিণ* বাঁধাই করা হয়েছে এমন। 'চামড়ার বাঁধাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাঁধানো [স বন্ধ>] ১ *বিণ* চারদিক পাকা করা হয়েছে এমন। 'বাগানের উপরেই একটি বাঁধানো বেদির মতো ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* ফ্রেমে আবদ্ধ করা। 'বাঁধানো ফোটোগ্রাফখানি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *বিণ* মোড়ানো হয়েছে এমন। 'ছেলেটাকে দিলে একটা সোনা-বাঁধানো ছড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাঁধাল [স বন্ধ>] *বি* বাঁধ। 'নালার বাঁধাল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।' *রামরাম*, ১৮০২।

বাঁধি[1] [স বন্ধ্যা] *বিণ* বন্ধ্যা; সন্তান জন্মে না এমন। 'বাঁধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

বাঁধি[2] [স বন্ধ>] ১ *বিণ* নির্দিষ্ট। 'পরিচিত বাঁধি গতের সীমা লঙ্ঘন করতে সাহস হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ধরাবাঁধা। 'লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাঁধিগৎ *বি* পুরানো এবং একঘেয়ে নিয়ম। 'আমরাও সেই-সকল বাঁধিগৎ এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাঁধি বোল *বি* গৎ-বাঁধা কথা। 'তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

বাঁধুনি, বাঁধুনী [স বন্ধনী] ১ *বি* মারপ্যাঁচ। 'এখনও এজিদে ঘৃণা! এ সময়েও কথার বাঁধুনী!' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বি* সঙ্গতি। 'এক কথার ইতি না হইতেই অন্যকথা তুলিলে কথার বাঁধুনী থাকে না।' *মশাররফ*, ১৮৮৭। ৩ *বি* শৃঙ্খলা। 'সময়ে-সময়ে নানা বাঁধুনি ও কায়দার হিসেব জড়ো করে আইন প্রস্তুত হল।' *অবন*, ১৯২৫। ৪ *বি* সৌষ্ঠব; আঁটসাঁট ভাব। 'দেহের বাঁধুনি বেশ আছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

বাঁধুনিহারা *বিণ* অসংলগ্ন। 'তাহার বাঁধুনিহারা ... কথাবার্তা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বাঁধুরি [স বন্ধ>] *বি* পাখি তাড়ানোর হাঁড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাঁধুলি [স বন্ধুলি] *বি* বান্ধুলি; ফুলবিশেষ। 'বাঁধুলি হেম বকুল ধবলী চম্পক ফুল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাঁয়া [স বাম] *বি* তবলার সঙ্গে বাঁ হাতে বাজাবার যন্ত্র। 'কেহ বাঁয়ার গাব আছে কি না তাহা ধপ ধপ করিয়া পিটে দেখে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাঁশ [স বংশ] *বি* তৃণজাতীয় একপ্রকার লম্বা গাছ। 'বান্ধিআ বাঁশের আগে পাটের পাছড়া/ ফিরাইল শত পল সুবর্ণ চাঙ্গড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঁশগাড়ী *বি* জমি দখলের উদ্দেশ্যে খুঁটি গাড়া। 'তাহার বসতবাড়ীতে বাঁশগাড়ী করিতে আসিয়াছেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

বাঁশ-চেরা *বিণ* বাঁশ চেরার শব্দের মতো। 'হঠাৎ বাঁশ-চেরা আওয়াজ তুলে যায় নবিতুনের গলাটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বাঁশঝাড় [স বংশ+স ঝাট] *বি* বাঁশ বাগান। 'বাঁশ ঝাড় ও জঙ্গলাদি কাটিতে প্রবৃত্তি দেওয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৯; 'বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাঁশঝোপ *বি* বাঁশের ঝাড়। 'বাঁশঝোপের মধ্যে দেবদাস ছোট্ট একটা হুঁকা হাতে বসিয়া আছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বাঁশ থাকিয়া কঞ্চি শক্ত – প্রধান লোকের চেয়ে তার অনুচরদের দাপট বেশি। 'সে এমন কানোড়া হবার যোগ্য না বাঁশ থাকিয়া কঞ্চি শক্ত।' *কেরি*, ১৮০২।

বাঁশপাতা ১ *বি* বাঁশের পাতা। 'খালার বাড়ির কাছ দিয়ে পথ, বাঁশপাতা দিয়ে ঢাকা।' *জসীম*, ১৯২৯। ২ *বি* কাঁথা সেলাইয়ের প্রকারবিশেষ। 'বাঁশপাতা সেলাই, তেরসী সেলাই প্রভৃতি।' *জসীম*, ১৯৬১।

বাঁশবন *বি* বাঁশের বন; বাঁশঝাড়। 'বাঙ্গালার বাঁশবন ...।' *বাসনা*, ১৯০৯।

বাঁশবনে ডোম কানা – কাজের বেলায় সিদ্ধান্তহীন। 'বাঁশবনে ডোম কানা।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

বাঁশবাখারি *বি* বাঁশের ফালি। 'বাঁশবাখারি টিনকাঠে বা নলখাগড়ার বেড়ার সাহায্যে আবৃত।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

বাঁশবাজি *বি* রণপা দিয়ে হাঁটা। 'হাঁটা এক কথা, আর বাঁশবাজি করা আলাদা।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

বাঁশবেড় *বি* বাঁশের বেষ্টনী। 'তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে যে বাঁশবেড় বা বাঁশের বাঁধ সেও গোলাকার।' *তারা*, ১৯৪৬।

বাঁশাবাঁশি *বি* মারামারি; লাঠালাঠি। 'বাঁশে বাঁশিতে বাঁশাবাঁশি লাগলে বাঁশিরই ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বাঁশেচাপা *বি* গালিবিশেষ। 'কামড়াইলে মরবি যে বাঁশেচাপা।' *হাসান*, ১৯৬২।

বাঁশের কাজ *বি* বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঝুড়ি, আসবাব ইত্যাদি গৃহসামগ্রী তৈরির কাজ। 'বেত ও বাঁশের কাজ, চিত্রাঙ্কন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় – বাঁশের চেয়ে তার কঞ্চি শক্ত; অর্থাৎ কর্তার চেয়ে তার ভৃত্যের আস্ফালন বেশি। *সুবল*, ১৯০৬।

বাঁশের বন *বি* বাঁশবাগান। 'বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে – মুচিপাড়ার লোকেরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বাঁশরি, বাঁশরী [স বংশী>] *বি* বাঁশি। 'মনোহর, যথা বাঁশরীস্বরলহরী।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'মজাইলা গোপ-বধূ-ব্রজ বাজায়ে বাঁশরী।' *মাইকেল*, ১৮৬২; 'এমন জোছনা সুমধুর বাঁশরি বাজিছে দূর দূর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বাঁশরিধারী [বাঁশরি+স ধারী] *বি* বাঁশিওয়ালা। 'বিষাণ ফেলিয়া হও বাঁশরিধারী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বাঁশরি-বিলাপ [বাঁশরি+স বিলাপ] *বি* বাঁশির করুণ সুর। 'দূর বাঁশরি-বিলাপ শুনি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বাঁশরিয়া *বিণ* বাঁশির শব্দে মুখর। 'জনহীন তাই চেতনার পরিহাস – শেষ ক'রে দেয় বাঁশরিয়া উৎসব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাঁশপাতা [স বংশপত্র] *বি* মাছবিশেষ। 'কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাঁশমতী *বি* একপ্রকার চাল। 'রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁশমতী।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাঁশি, বাঁশী [স বংশী] *বি* ফুঁ দিয়ে বাজায় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। 'বাঁশি।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাঁশিঅলা [বাঁশি+হি ওয়ালা] *বি* বাঁশি বাজায় যে। 'হেমলিনের বাঁশিঅলা, এ-সশব্দ কলকাতা আমার।' *শক্তি*, ১৯৬১।

বাঁশিওয়ালা [বাঁশি+হি ওয়ালা] *বি* বাঁশি বাজায় যে। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'নহবতখানার শানাইওয়ালা বাঁশিওয়ালা ঘুঙুরওয়ালা।' *কায়সার*,

১৯৬৫।

বাঁশি বাজা *ক্রি* আভাস দেখা দেওয়া। 'ছুটির বাঁশি বাজল যে ঐ নীলগগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বাঁশিয়া [স বংশী>] *বিণ* বাঁশিওয়ালা। 'মরি মরি যাই শ্যাম বাঁশিয়া নাগরে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

বাঁশিস্বর [স বংশীস্বর] *বি* বাঁশির সুর। 'ওই বাঁশিস্বর তার আসে বার বার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বাঁশীগুটি *বি* বাঁশিটি। 'বাঁশীগুটি থুইহ তোহ্মে কলসি ভীতর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাঁশী দেওয়া *ক্রি* হুইসেল বাজানো। 'মাঝরাতে বাঁশী দেবে গাড়ি।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

বাঁশীধুনী [স বংশীধ্বনি] *বি* বাঁশির ধ্বনি। 'আচম্বিত বাঁশীধুনী করিল গোবিন্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাঁশীধ্বনি [স] *বি* বাঁশির সুর। 'বাঁশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বাঁশীনাদ [স] *বি* বাঁশির শব্দ। 'যমুনার ঘাটে রাধা বাঁশীনাদ সুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাঁশীর দণ্ড *বি* বাঁশি বাজানোর সাজা। 'বাঁশীর দণ্ড হইল, কিন্তু যে বাজালো সেই পাপী?' *জসীম*, ১৯২৯।

বাঁওরি [স বংশী] *বি* বাঁশি। 'মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁওরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

বাঁওরিয়া *বি* বাঁশি বাজায় যে। 'ওই বাঁওরিয়া ডাকিছে বন্ধুরে তব।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বাঁস[১] [স বসন] *বি* বস্ত্র। 'চুপড়ি করিয়া বাঁস বনেতে পেলাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাঁস[২] [স বংশ>] *বি* বাঁশ। 'আর বাঁস গরান দরমা এবং জাহাজেতে হটাত অগ্নি লাগে।' *ক্যালেণ্ডে*, ১৮০০।

বাঁসগাড়ি [স বংশ>] *বি* নৌকাবাঁধা বা মাছ ধরার জন্য নদীর তীরে বাঁশ গাড়লে জমিদারকে যে কর দিতে হয়? 'সেলামী বাঁসগাড়ি নানা বাবে জত কড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঁসমতি *বি* বিশেষ জাতের ধান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাঁসরি [স বংশী] *বি* বাঁশি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাঁসাড়ে [স বাস] *বি* বাসা ভাড়া করে থাকে যারা। 'পদ্মলোচন কলকেতায় এসে এক বাঁসাড়েদের বাসায় পেটভাতে ফাইফরমাস কাপড় কোচানো ও লুচী ভাজা প্রভৃতি কর্ম্মে ভর্ত্তি হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাঁসি [স বংশী] *বি* বাঁশি। 'বৃন্দাবনে বাঁসি বাএ নন্দের তনয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাঁহুক [স বহ] *বি* বাঁক; ভারযষ্টি। 'চামড় কাঠের বাঁহুক যোড়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাক্‌ [স] *বি* কথা। 'এইরূপে দুইজনে বাড়িছে বাক্‌ছল।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাক্‌কৌশল, বাক্কৌশল [স] *বি* কথা বলার কৌশল; কথা বলার দক্ষতা। 'পল্লিগ্রাম নিবাসী ... এখানকার আচার বিচার রীতি ও বাক্‌কৌশলাদি অবগত হইতে আশু অসামর্থ হয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'ইংগ্লণ্ডীয় নাটক শাস্ত্রের অনুসারে বাক্কৌশল করিতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬। দ্র **বাক**

বাক্‌চতুর [স] *বিণ* কথা বলতে পারদর্শী। 'বাঙ্গালী জাতি আবার বাক্‌চতুর।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

বাক্‌চাতুরী *বি* কথার চাতুর্য; কথার কৃত্রিম বৈদগ্ধ্য। 'ইন্দ্রজিতের বিদায়টি সুন্দর হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী কিছুমাত্র নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

বাক্‌ছল [স] **১** *বি* বাগ্‌বিতণ্ডা। 'এইরূপে দুইজনে বাড়িছে বাক্‌ছল।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* কথার কৌশল; ছলনাপূর্ণ কথা। 'অতএব ইহাকে বাক্‌ছলে প্রতারিত করিয়া স্বকার্য্য সাধনে চেষ্টা করি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বাক্‌দত্তা [স] *বিণ স্ত্রী* বিবাহে অঙ্গীকারবদ্ধ। 'কবিতা ... তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বাক্‌পটু [স] *বিণ* কথা বলায় পারদর্শী। 'বাঙালিরা বাক্‌পটু, অলস এবং কলহপ্রিয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বাক্‌পটুতা [স] *বি* কথা বলার দক্ষতা। 'সংগ্রাম আমাদের ... বিদ্যা ও বাক্‌পটুতাও নষ্ট করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'এতাদৃশী বাক্‌পটুতা বোধ হয় স্বয়ং বাগ্‌দেবীই অবনীতে অবতীর্ণা।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

বাক্‌পথাতীত [স] *বিণ* ভাষায় প্রকাশের অতীত। 'তোমার অসামান্য সঙ্গীতনৈপুণ্যে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন তাহা বাক্‌পথাতীত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বাক্‌প্রসার *বি* বেতার সম্প্রচার। 'বাক্‌প্রসার শব্দটা যদি পছন্দ হয় টুকে রাখবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বাক্‌প্রাচুর্য *বি* বাগ্‌জাল; কথার প্রাচুর্য। 'নূতন আবিষ্কারকেই সর্বপ্রাধান্য দিয়া তাহাকেই বাক্‌প্রাচুর্যে এবং কল্পনাকুহকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাক্‌বিতণ্ডা [স] *বি* বাগ্‌যুদ্ধ; ঝগড়াঝাঁটি। 'ফিরিঙ্গী শিকারী বাক্‌বিতণ্ডায় ঝকড়া করে গুলি করে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাক্‌যুদ্ধ [স] *বি* তর্কবিতর্ক; ঝগড়া। 'সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাক্‌রীতি [স] *বি* ভাষা প্রকাশের কৌশল; ভাষাশৈলী। 'কিছু শব্দ ও বাক্‌রীতি এখনও আমরা বাংলা-ভাষায় ব্যবহার করি।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

বাক্‌রীতিগত [স] *বিণ* ভাষার শৈলী সংক্রান্ত। 'সংস্কৃতে জ্ঞান না থাকলে কখনই চমৎকার প্রকাশক্ষম বাক্‌রীতিগত বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ বাংলা রচনাশৈলী আয়ত্তে আসতে পারে না।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

বাক্‌রোধ [স] **১** *বি* কথা বন্ধ হওয়া। 'কন্য বাক্‌রোধ হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* কথা বলতে অক্ষম। 'শেষপর্য্যন্তই একবারে বাক্‌রোধ হইয়াছিলেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৫।

বাক্‌শক্তি [স] *বি* শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা। 'যে শক্তির দ্বারা শব্দের উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বাক্‌শক্তি বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'বাক্‌শক্তিতে আমরা দুর্বল নহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বাক্‌শক্তিরহিত [স] *বিণ* কথা বলার ক্ষমতা নেই এমন। 'আমাদিগের মনোগত ভাবসকল বাক্‌শক্তিরহিত ব্যক্তির স্বপ্নের ন্যায় মনেতেই লয় পাইত।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বাক্‌শক্তি-শূন্য [স] *বিণ* বাক্‌রুদ্ধ। 'সমস্ত লোক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া বাক্‌শক্তি-শূন্য হইয়া রহিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বাক্‌সংযম [স] **১** *বি* কথা নিয়ন্ত্রণ। 'ষড়রিপুকে আত্মবশে আনয়ন

করিতে পারিলে দৃষ্ট হইবে, বাক্‌সংযম, ভাবসংযম ইত্যাদি যে কিছু সংযম আছে, সে সমুদয়ই আয়ত্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* কম কথা বলা। 'তোমার খ্যাতি আছে বাক্‌সংযমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

বাক্‌সম্পদ *বি* কথার ঐশ্বর্য। 'আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশকীর্তন করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বাক্‌সাগর [স] *বি* কথার সাগর। 'এ বাক্‌সাগরে আমি মথি সযতনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বাক [স বাক্] *বি* বাক্য; কথা। 'ভয়েতে না সরে ভাটের বাক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। দ্র **বাক্**

বাকচতুর [স বাক্-চতুর] *বিণ* কথা বলতে পারদর্শী। 'বন্ধুমহলে বাকচতুর বলে খ্যাতি আছে সুবিমলের।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

বাকচাতুরী [স বাক্-চাতুরী] *বি* কৌশলপূর্ণ কথা। 'বাকচাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাহ্নে ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণোত্তর সেনাঙ্গ ধনভাণ্ডারাদি অবলোকন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে ... এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাকচাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

বাকচাতুর্য, বাকচাতুর্য্য [স বাক্‌চাতুর্য] *বি* রসিকতাপূর্ণ কথা। 'ঈসাই ভায়ার ও প্রকার বাকচাতুর্য্যে আমাদের মনক্ষুণ্ন।' *সুধাকর*, ১৮৯৩; 'বিদ্যাসাগর বাকচাতুর্য (উইট), রঙ্গ ব্যঙ্গবিদ্রূপের যে মান নির্ধারিত করে দেন ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

বাকদান [স বাক্+স দান] *বি* বাগ্‌দান; কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি। 'কন্যাকর্ত্তা বাকদান করিলেন।' *কেরি*, ১৮০২।

বাকনিপুণ [স বাক্-নিপুণ] *বিণ* কথাবার্তায় পটু; বাকচতুর। 'বাকনিপুণ, সংযত, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির নবীন যুবক।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

বাকপটু [স বাক্-পটু] *বিণ* কথা বলায় পারদর্শী। 'ছেলেবেলা থেকেই খুব বাকপটু বীরেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বাকপতি [স বাক্-পতি] *বি* কবি। 'বাকপতি জন্ম নিয়েছিল যেই কালে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বাকপথাতীত [স বাক্+স পথাতীত] *বিণ* ভাষায় প্রকাশের অতীত। 'বাকপথাতীত কাহিব কীস।' *চর্যা ৪০*, ১২০০।

বাকবিতণ্ডা [স বাক্+স বিতণ্ডা] *বি* ঝগড়াঝাঁটি। 'স্ত্রীর সহিত বাকবিতণ্ডা করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাকবিভূতি [স বাক্-বিভূতি] *বি* বাক্‌পটুতা। 'সভাকবি দিয়ে গেছে বাকবিভূতিকে গাল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বাকভঙ্গি [স বাক্-ভঙ্গি] *বি* ভাষাভঙ্গি; ভাষারীতি; ভাষাশৈলী। 'আবার ভাববিবর্তনে অর্থাৎ নতুন ভাবচিন্তার অনুপ্রবেশের সাথে সাথে বাকভঙ্গিও বদলায়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বাকমুখর [স বাক্-মুখর] *বিণ* বাচাল। 'সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে প্রকৃতিও বাকমুখর।' *হাই*, ১৯৫৪।

বাক-রণ [স বাক্-রণ] *বি* কথার যুদ্ধ। 'চায়ের প্রসাদে চার্বাক ঋষি বাক-রণে হল পাশ।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বাকরোধ [স বাক্-রোধ] **১** *বি* স্বররুদ্ধতা। 'তার বাকরোধ নিশ্বাসরোধ হয়ে গেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **২** *বি* শব্দ উচ্চারণের বা কথা বলার শক্তিশূন্যতা। 'আনন্দে বাকরোধ হয়ে গেল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

বাকশক্তি [স বাক্-শক্তি] *বি* কথা বলার সামর্থ্য। 'এই অতুল বাকশক্তির চর্চা কোথায় এবং কি সুযোগে করলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

বাকশক্তিরহিত [স বাক্-শক্তিরহিত] *বিণ* কথা বলার শক্তি নেই এমন। 'ফকির একেবারে বাকশক্তিরহিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাকশূন্য [স বাক্-শূন্য] *বিণ* নীরব। 'একপ্রকার বাকশূন্য ও গম্ভীরাকৃতি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বাকসংযম [স বাক্-সংযম] *বি* কথার নিয়ন্ত্রণ। 'ফলে বাকসংযম স্বতঃসিদ্ধ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।।

বাক-সর্বস্ব [স বাক্-সর্বস্ব] *বিণ* কথা বলতে ওস্তাদ কিন্তু কাজ করতে অক্ষম। 'সে তখন বাক-সর্বস্ব হয়ে ওঠে ফোঁপরা ঢেঁকির মতো।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাকসিদ্ধ, বাক্‌সিদ্ধ [স বাক্-সিদ্ধ] *বিণ* যেকোনো কথা উচ্চারণ করলেই তা সত্য হয় এমন। 'সে যোগী সর্ব্বজ্ঞ এবং বাক্‌সিদ্ধ নিরাকাঙ্ক্ষ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'ওতে তো তুমি বাকসিদ্ধ।' *তারা*, ১৯৫৩।

বাকস্ফূর্তি [স বাকস্ফূর্তি] *বি* কথা ফোটা। 'শ্রীপতির বাকস্ফূর্তি হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাকচা *বি* পাখিবিশেষ। 'বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাকমল *বি* এক জাতের ধানের নাম। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাকরখানি, বাকেরখানি, বাখরখানী [বাখর খান>] *বি* বাখর খান নামক শাসনকর্তার নামে প্রচলিত বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি শুকনো মুচমুচে রুটিজাতীয় খাবারবিশেষ। 'কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখরখানী ... পাওয়া যেত না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮; 'চা আর বাকরখানির গন্ধে অত্যন্ত গার্হস্থ্য দিন।' *শামসুর*, ১৯৭২; 'বাকেরখানির দোকানের পা ঘেঁষে ...।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

বাকরাম [ই] *বি* মোটা শক্ত কাপড়বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বাকল[1] [স বল্কল] **১** *বি* ছাল। 'চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ।' *চর্যা ৩*, ১২০০। **২** *বি* ফলের খোসা। 'অনেক যতনে পাইলাম কলার বাকল।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* আবরণ। 'রুটির বাকল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাকলঅ [স বল্কল>] *ক্রিবিণ* ছালে; ছাল দিয়ে। 'চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ।' *চর্যা ৩*, ১২০০।

বাকল[2] *বি* প্রধান সূপকার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাকলা[1] [স বল্কল] *বি* ফল বা সবজির খোসা। 'বাগ্যনের খারা লাউ কুমড়া বাকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাকলা[2] *বি* রাজস্ব এলাকা বিশেষ। 'প্রধান২ লোকেরদিগকে বাকলাদিগের স্থানে২ নৌকাযোগে অর্থ দিয়া বিশেষ বিশেষণ জ্ঞাতি পাঠাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

বাকস [ই বক্স] *বি* সাধারণত চারকোণা ও ঢাকনাওয়ালা ধাতব বা চামড়ার আধারবিশেষ; পেটিকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাকসনা *বি* ফুলবিশেষ। 'বাকসনা ফুল জেন দুদিকে দশন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাকারি *বি* বাঁখারি; বাঁশের ফালি। 'তার হাত পা গুণো যেন বাকারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

বাকি, বাকী [আ] **১** *বিণ* পাওনা। 'বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০; **২** *বিণ* অবশিষ্ট। আমার মনে পড়ে হিসাব বাকী কিছু টাকা দেনা হবেক।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **৩** *বিণ*

বকেয়া। 'মবলগ বাকি পড়িয়াছে তাহার কিছুই আদায় করিতে পারে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বাকি জায় [আ বাকী+ফা জায়] *বি* অনাদায়ী খাজনার তালিকা। 'করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বাকি জুকি *বি* বাকি কাজ। 'আমি এখন যাই, বাকি জুকি এই সময় চুকাই গে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বাকি থাকা *ক্রি* অবশিষ্ট থাকা। 'অখনো লেখা জাইতেছে বাকি কবর্দ্দক কড়া হরচন্দ্র থাকিবেক না।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'নিজের জন্যে অতি অল্পই বাকি থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাকিদার [আ বাকী+ফা দার] *বিণ* দেনাদার; ঋণী। 'অনেক তাতি বাকিদার হইয়া ফেরার হইয়াছিল।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'কাছারির কর্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বাকি পড়া ১ *ক্রি* অনাদায়ী থাকা। 'কবর্দ্দক কড়া বাকী না পড়ে।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *ক্রি* যথাসময়ে প্রকাশিত না হওয়া। 'সকল কাগজ এক বৎসর দুই বৎসর বাকি পড়িয়াছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। ৩ *বিণ* অনাদায়ী থাকা। 'তার ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিতে চাও তো করো তার নামে বাকি-পড়া ও খাসদখলের নালিশ।' *প্রমথ*, ১৯১৯। ৪ *বিণ* বকেয়া। 'বাকিপড়া পাওনার এক মুহূর্তে পরিশোধ?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *বিণ* অবশিষ্ট থাকা। 'আসন্ন হবে বাকি-পড়া কাজের তাগিদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বাকি-বকেয়া [আ বাকী+আ বকিয়া] *বি* অবশিষ্ট পাওনা। 'একটি পয়সা বাকি-বকেয়া থাকিবার জো নাই।' *শরৎ*, ১৯১৩।

বাকীওয়ালা [আ বাকী+হি ওয়ালা] *বিণ* দেনাদার; বাকি মিটিয়ে দেয়নি এমন। 'বকয়া-বাকীওয়ালা তাতীর স্থানে বাকী আদায় করিবা।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

বাকুচি *বি* ঔষধি গাছবিশেষ। 'মানগড়্যা বাকুচি কুচাইলতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাকুল [স বাসকুল>] *বি* মেটে বাড়ি। 'মহাশয় বাকুল ছাড়া করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বাকেরখানি *দ্র* বাকরখানি

বাকোবাক্য [স বাক>] *বি* প্রশ্নোত্তর। 'বাকোবাক্য কৈল প্রভু শিখাইল ধর্ম। *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাক্য [স] ১ *বি* কথা। 'সুনিএগা গোপের বাক্য নন্দ গোওাল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বিধান। 'লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* সংবাদ। 'বালক এক কুট্টনীর দ্বারা গোপনে খোজেস্তার নিকট বাক্য প্রেরণ করিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৪ *বি* ভাষা। 'তাহারদিগের ব্যবহার ও বাক্য স্বতন্ত্রই আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৫ *বি* অর্থবোধক শব্দসমষ্টি। 'ইঙ্গরেজী ব্যাকরণ লেখা এবং বাক্য সকল যোগ করা।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ৬ *বি* বাণী। 'যাহা বলেন তাহাই ব্রহ্মার বাক্যসদৃশ হইয়া ওঠে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

বাক্যঘাত [স] *বি* মর্মান্তিক কথার আঘাত। 'বিনোদিনীর শেষ বাক্যঘাতের প্রতিঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বাক্যচর্চা [স] *বি* কথাবার্তা। 'বৃথা বাক্যচর্চাতেই তাবৎ দিবস ক্ষেপণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বাক্যচিত্র [স] *বি* বাক্য দিয়ে রচিত রূপকল্প। 'প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

বাক্যছল [স] *বি* কথার দক্ষ ব্যবহার। 'বাক্যছলে কৃষ্ণ নিন্দএ কোন উচীত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাক্যজ [স] *বিণ* বক্তব্যজাত। 'মনুষ্য মাত্রেই মনোজ, বাক্যজ ও কর্মজ পাপ করিয়া থাকে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাক্যজাল [স] ১ *বি* কথাবার্তার চাতুর্য। 'তেকারণে ছাড়িয়া সে সব বাক্যজাল/ আপনা ঈশ্বর গুণ গাহিলে সে ভাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* কথার মারপ্যাঁচ। 'বাক্যজালের হাত এড়ানো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বাক্যজ্বালা [স] *বিণ* কথার যন্ত্রণা। 'পাষণ্ডীর বাক্যজ্বালা সব গেল দূর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাক্যঝাল *বি* কথার ঝাঁজ। 'পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডালভাত এবং তদীয় স্ত্রীর বাক্যঝাল খাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাক্যতরী [স] *বি* বাক্যরূপ তরী। 'বাক্যতরী দিয়ে আমায় নেও এবে কূল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বাক্যদণ্ড [স] *বি* তিরস্কার। 'বাক্যদণ্ড দেবানন্দ পণ্ডিতেরে করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাক্যদোষ [স] *বি* বাক্য ব্যবহারের দোষ। 'চরকসংহিতায় ও-রোগের নাম বাক্যদোষ।' *প্রমথ*, ১৯১২।

বাক্যধর্মী [স] *বিণ* কাজের চেয়ে কথা বেশি বলার অভ্যাস আছে এমন। 'যারা বাক্যধর্মী তাদের দ্বারা বিপ্লব চালানো সুবিধের নয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বাক্যধারা [স] *বি* বাক্যের প্রবাহ। 'বাক্যধারা তার স্বত-উৎসারিত।' *তারা*, ১৯৪৩।

বাক্য নিঃসরণ করা *ক্রি* কথা বলতে পারা। 'রাণী, এককালে, হতবুদ্ধি ও অধোবদন হইয়া রহিলেন, বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বাক্যনিষ্ঠা [স] *বি* কথা দিয়ে কথা রাখা। 'উভয় দলের মধ্যেই বাক্য-নিষ্ঠার অসদ্ভাবে পরস্পরের মন পেষণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বাক্যপরম্পরা [স] *বি* বক্তৃতা। 'ভবানী, ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বাক্যপাণি [স] *বি* মুখ ও হাত। 'বাক্যপাণি আদি তার সহকারী পঞ্চ।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বাক্যপ্রিয় [স] *বিণ* কথা বলতে ভালোবাসে এমন। 'ইংরেজরা বাক্যপ্রিয় নহে, ... রাস্তা দিয়া চলিবার সময় কোন কথাবার্তা ব হাস্যকৌতুক করে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বাক্যবদ্ধ [স] *বিণ* বাক্যস্থিত। 'গুঞ্জন ও মুখরতাতেই বাক্যবদ্ধ শব্দের পরিচয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বাক্যবন্যা [স] *বি* কথার তোড়। 'বাক্যবন্যা ফেনিয়ে আসে, ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বাক্যবর্ষণ [স] *বি* গলাবাজি। 'কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয় লইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাক্যবল [স] *বি* কথার শক্তি। 'অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর। *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বাক্যবাগীশ [স] *বি* বাক্‌পটু; বাচাল। 'আমরা বাক্যবাগীশ নামে অভিহিত হইতে রাজি আছি, তথাপি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'আর বাক্যবাগীশ এত হয়ে পড়েছেন ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাক্যবাণ [স] *বি* মর্মভেদী কথা; কথারূপ বাণ। 'অসহ্য বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

বাক্যবাণবর্ষণ [স] *বি* মর্মভেদী কথা বলা। 'দীপ্তির বাক্যবাণবর্ষণের পর সত্য কথা বলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বাক্যবায়ু [স] *বি* বাক্যরূপ বায়ু। 'কেবল প্রবল বাক্যবায়ুতে পাল উড়াইয়া উহাকে ডিঙাইয়া যাওয়া চলিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাক্যবিন্যাস [স] *বি* পরম্পরা বজায় রেখে বাক্য রচনা ও যোজনা। 'অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বাক্যবিপর্যয় [স] *বি* বাক্যের এলোমেলো ব্যবহার। 'নেশা ধরা পড়ে দুই জিনিসে – অঙ্গবিক্ষেপে এবং বাক্যবিপর্যয়ে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

বাক্যবিবাদ [স] *বি* বিতর্ক। 'দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিবাদ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বাক্যবিলাস [স] *বি* কথার ফুলঝুরি; বাক্য ব্যবহারের বিলাসিতা। 'এ কেবল বাক্যবিলাস।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

বাক্যবিশারদ [স] *বিণ* বাক্‌পটু। 'জগদ্বিখ্যাত, বাক্যবিশারদ, পুরাবৃত্তজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বাক্যবিষ [স] *বি* বিষের মতো বাক্য। 'শ্যামাশঙ্করী ... সর্বদাই বাক্যবিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাক্যবিস্মৃত [স] *বিণ* বাক্যহারা; কথা ভুলে গেছে এমন। 'গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বাক্যবিহীন [স] *বিণ* নীরব। 'বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাক্যবীর [স] **১** *বি* কথায় বীরত্ব দেখায় যে। 'বাক্যবীর ও কর্মবীর সকলের উপরে উঠিতে পারিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* বাচাল লোক। 'ব্যায়ামবীর, বাক্যবীর, সংসারের ধন্য ভালোমানুষ।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

বাক্যবোধক চিহ্ন [স] *বি* বিরাম চিহ্ন। 'বাক্যবোধক চিহ্ন ... অবগত হইবার উপকার হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বাক্যব্যঞ্জনা [স] *বি* বাক্যের গূঢ় অর্থ। 'শুধু তারই মাধ্যমে এ কবিতার বাক্যব্যঞ্জনা পাঠকের সামনে সঞ্চারিত হতে পারে।' *শিব*, ১৯৫০।

বাক্যব্যয় [স] *বি* কথা বলা। 'ব্যর্থ বাক্যব্যয় করে অপরাধ পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাক্যভঙ্গী [স] *বি* বলার ভঙ্গি। 'যত্রতত্র সুপ্রচুর গমক ও মীড়ের স্থলে ভাবানুগত বাক্যভঙ্গী ও সুরভঙ্গী দ্বারা গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

বাক্যভার [স] *বি* কথার চাপ। 'বাক্যভারে রুদ্ধকণ্ঠ, রে স্তম্ভিত প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বাক্যযন্ত্রণা [স] *বি* কথা দ্বারা প্রদত্ত যন্ত্রণা। 'তুই বাপু আর বাক্যযন্ত্রণা দিস নে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বাক্যরক্ষা [স] *বি* প্রতিশ্রুতি পালন; কথা রাখা। 'আপন বাক্যরক্ষা কর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বাক্যরচনা [স] *বি* বাক্যগঠন। 'কতকগুলি শব্দ বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে একটি বাক্যরচনা করলে তা থেকে একটি অখণ্ড বাক্যার্থ ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

বাক্যরাশি [স] *বি* কথামালা। 'বহুদিনের বাক্যরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বাক্যরীতি [স] *বি* বাক্যের গঠন ও বিন্যাস সংক্রান্ত রীতি। 'এ শাস্ত্রে (১) ধ্বনিতত্ত্ব (২) রূপতত্ত্ব (৩) বাক্যরীতি এবং (৪) বাগর্থ ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

বাক্যশক্তি [স] *বি* কথা বলার ক্ষমতা। 'উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'পুত্র বড় হইতে লাগিলেন বাক্য শক্তি হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বাক্যশেল [স] *বি* শেলের মতো মর্মভেদী কথা। 'পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ করিয়া এক-একটা মর্মান্তিক বাক্যশেল ছাড়িতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বাক্যসদৃশ [স] *বিণ* বাণীস্বরূপ; বাণীতুল্য। 'তাঁহারা পয়সার লোভে যাহা বলেন তাহাই ব্রহ্মার বাক্যসদৃশ হইয়া ওঠে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

বাক্যসার [স] *বি* সার কথা। 'আহ্মি পুত্রে তোহ্মারে কহিএ বাক্যসার।' *সুলতান*, ১৭০০।

বাক্যসুধা [স] *বি* বাক্যরূপ অমৃত। 'যথা রতির অধর বিম্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্যসুধা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বাক্যস্খলন [স] *বি* বাক্যবিকৃতি। 'সুর বাধিয়া যায়, বাক্যস্খলন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বাক্যস্ফুট [স] *বি* কথা বলা। 'লোকানুরাগের ব্যতিক্রম ভয়ে, বাক্যস্ফুট করিতে সমর্থ হন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বাক্য-স্ফুরণ [স] *বি* কথা বলা। 'আমার বাক্য-স্ফুরণ না হইতে হইতেই ... কহিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বাক্যস্ফুলিঙ্গ [স] *বি* কথার তেজ। 'কাত্যায়নীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্তবারুদে নিপতিত হইয়া ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বাক্যস্ফূর্তি [স] **১** *বি* কথা ফোটা। 'রমণী বাক্যস্ফূর্তি নিষেধ করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬; 'শুনিয়া আমার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *বি* শব্দের উচ্চারণ। 'বাক্যস্ফূর্তি অস্পষ্টতর হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

বাক্যস্রোত [স] **১** *বি* অনর্গল কথার প্রবাহ। 'পর্বতোদ্‌গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক, দেবী সিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্তকালসমীপে পাঠাইয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বি* কথার ধারাবাহিকতা। 'তাল-বেতাল দুর্বোধ্যপ্রায় বাক্যস্রোত স্তব্ধ হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বাক্যহত [স] *বিণ* নীরব। 'হয়ে বাক্যহত চেয়ে আছ প্রভাতে জগতের পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বাক্যহলাহল [স] *বি* বাক্যবিষ। 'ক্ষতবেদনার উপরে অকারণে তাঁহার বাক্যহলাহলজ্বালা যোগ করিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাক্যহারা [স বাক্য+হারা] *বিণ* নির্বাক। 'লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বাক্যহীন [স] **১** *বিণ* প্রচণ্ড বেদনায় নীরব-নিস্তব্ধ। 'রক্ষঃকুলপতি বাক্যহীন পুত্রশোকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বিণ* বাকরুদ্ধ। 'বাক্যহীন ক্রোধে অন্ধ, নিরখি এ লীলা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

বাক্যাড়ম্বর [স] *বি* কথার ঘটা। 'যত সব পরস্পরদ্রোহী, আত্মঘাতী বাক্যাড়ম্বর!' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বাক্যানুরোধ [স] *বি* বাক্যের মাধ্যমে অনুরোধ। 'সেই বাক্যানুরোধে শিক্ষাইতেছেন শ্রীলেখক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বাক্যাবলী [স] *বি* রচনা। 'কবীর ... স্বীয় কমনীয় বাক্যাবলী কেমন অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বাক্যারম্ভ [স] *বি* বাক্যের সূচনা। 'বাংলা উচ্চারণে বাক্যারম্ভমাত্রেই যে-স্বরাঘাতের সূচনা হয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বাক্যার্থ [স] *বি* বাক্যের অর্থ। 'বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বাক্যার্থনির্ভর [স] *বিণ* বাক্যের অর্থের উপর নির্ভরশীল। 'গদ্যের আবেদন মুখ্যত বাক্যার্থনির্ভর।' *শিব*, ১৯৫০।

বাক্যালাপ [স] *বি* কথোপকথন; আলাপ-আলোচনা। 'তপস্বী কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বাক্যি *বি* কথা। 'তা তোমার মুখ দিয়ে বাক্যি বেরুবে না।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বাক্যের ঘটা *বি* কথার আধিক্য। 'ছাড়হ বাক্যের ঘটা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বাক্যের বড়াই *বি* কথার দর্প। 'কেবল মুখের অভিমান, কেবল বাক্যের বড়াই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাক্যোচ্ছ্বাস [স] *বি* বাগাড়ম্বর; অতিকথন। 'সংবাদপত্র এবং চটি পুঁথি বাক্যোচ্ছ্বাসে ফেনিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাক্যোত্তর [স] *বি* বাক্যের উত্তর। 'কাকপদ, আদ্যন্তর, মধ্যোত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাক্স, বাক্‌স [হি] **১** *বি* চারকোণা আধারবিশেষ। 'হস্তিদন্তে বাক্স, কৌটা, চিরুণী, পাখা, পাশা প্রভৃতি নানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০; 'বাক্‌সের ভেতর থেকে ঘড়ি, আংটি টাকা উড়িয়ে দ্যান।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* কাঠগড়া; সাক্ষীর দাঁড়ানোর মঞ্চ। 'সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাক্স-পুঁটুলি *বি* প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখার পাত্রাদি। 'ঘরময় ছড়াছড়ি বাক্স-পুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বাক্সপেটরা *বি* জিনিসপত্র সংরক্ষণের চারকোনা শক্তপোক্ত আধার ইত্যাদি। 'বাক্সপেটরা থালা ঘটিবাটি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বাক্স পেঁটারা *বি* বাক্স ও অন্যান্য মালামাল। *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বাক্সবন্দি *বিণ* বাক্সে-ভরা; চাপাচাপি। 'এ রকম বাক্সবন্দি হয়ে যাওয়ার তো অভ্যাস নেই।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাক্সবাতি *বি* বাক্সের দেখতে এমন প্রদীপ। 'ঘরের ছাদের ওপর একটা রেড়ির তেলের বাক্সবাতি জ্বলছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বাক্‌সো *বি* বক্স; চামড়া বা ধাতু দিয়ে তৈরি শক্ত কাঠামোর চারকোনা আধারবিশেষ। 'কয়েকটি পুরানো বিবর্ণ বাক্‌সো।' *মানিক*, ১৯৩৭।

বাখড় [স বল্কল] *বি* তাল, নারকেল প্রভৃতি গাছের ডগা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাখড়া [হি] ঝামেলা। 'তাহারা বাখড়া লাগাইয়া জে দফা পূর্বে রফা হইয়া ফারখত হইয়াছে তাহাই উপস্তিত করিয়া নাহক পেরেসান করে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বাখরখানী *দ্র* বাকরখানি

বাখান [স ব্যাখ্যান্>] **১** *বি* প্রশংসা। 'দান এড়ি কেহ্নে করে রূপের বাখান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বচসা। 'তোর মোর হৈবে কাহ্নাঞি বড়য়ি বাখান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* বর্ণনা। 'কেমতে রাক্ষসি মৈল করন্তি বাখান।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাখানা, বাখনা [স ব্যাখ্যান্>] **১** *ক্রি* ব্যাখ্যা করা। 'আমি যে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* বলা। 'রক্ততীর্থ হৃৎপিণ্ড অহোরাত্র কী মন্ত্র বাখানে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩। **বাখনানো** *ক্রি* সুখ্যাতি করা। 'বাখনাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **বাখানহ** *ক্রি* ব্যাখ্যা করো। 'আজি যে পড়িলে তাহা বাখানহ কিছু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বাখানি** **১** *ক্রি* বর্ণনা করি। 'যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রশংসা করি। 'কিবা রে রূপের বাখানি লক্ষ লক্ষ চন্দ্র জিনি।' *লালন*, ১৮৯০। **বাখানিলা** *ক্রি* প্রশংসা করলো। 'সাধু সাধু বুলিয়া সকলে বাখানিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **বাখানী** *ক্রি* ব্যাখ্যা করে; প্রশংসা করে। 'দান ছাড়ী পরনারী কিসক বাখানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাখানে** *ক্রি* ব্যাখ্যা করে। 'মরম না জানে ধরম বাখানে সে আর দ্বিগুণ ব্যথা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **বাখানেন** *ক্রি* প্রশংসা করেন। 'কেহ বাখানেন খড়্গ; চর্ম্মবর কেহ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বাখানিয়া [স ব্যাখ্যান্>] *ক্রিবিণ* বিস্তারিতভাবে। 'হাত পায়ের কৃতিত্ব ও পরিশ্রম অত্যন্ত বাখানিয়া বলিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বাখারি, বাখারী **১** *বি* ভার বহনের দণ্ড। 'রূপার বাখারি ছিটিকে তথির উপরে।' *রামাই*, ১৭১০। **২** *বি* বাঁশের ফালি বা চটা। 'দুইখানি কঠিন বাখারির এক দিকে বাঁধিয়া তাহার মধ্যে হস্ত রাখিয়া মর্দ্দন করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'কেউ বসে বসে বাখারী চাঁচিছে।' *জসীম*, ১৯৩১।

বাখোড় *বি* হাতি বাঁধার বাঁশ। 'এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ।' *চর্যা ৯*, ১২০০।

বাখোয়াজি *বি* বাজে কথা বলার অভ্যাস। 'সবরকম বাখোয়াজি এখন তার বন্ধ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

বাগ[১] [স ব্যাঘ্র] *বি* বাঘ। 'বাগ বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাগছাল *বি* বাঘের চামড়া। 'সন্ন্যাসী বাগছাল বিছিয়ে বসেচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাগডাঁশ *বি* বাঘের মতো ডোরাযুক্ত বনবিড়াল। 'ওখানে বাগডাঁশ গো, বাগডাঁশ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বাগের মাসী *বি* বিড়াল। 'বাপের বাড়ী এসে বাগের মাসী হয়েচেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বাগ[২] [ফা] **১** *বি* লাগাম। 'তবে বাগ খেচি জাঙ্গে চাপিল কিঞ্চিৎ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'জাফর ঘোড়ার বাগ ধরিল টানিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *ক্রিবিণ* পানে। 'কোন দিক বাগে হাল চালাতে হবে ... বুদ্ধিসংগত তার একটা জবাব না দিই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'কাঁচ-পরানো চোঙ নিয়ে ওকে বললে, দেখ-না ভিতর বাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাগডোর *বি* ঘোড়ার লাগাম। 'রাউত মাহুত লড়ে ধরি বাগডোর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বাগ মানা *ক্রি* বশে আসা। 'অছিমদ্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বাগ মানানো *ক্রি* বশে আনা। 'ছেলে জানে না রেখাকে বাগ মানাতে হয় কী উপায়ে।' *অবন*, ১৯২৫।

বাগে পাওয়া *ক্রি* নাগালের মধ্যে পাওয়া। 'মাঝেমাঝে বাগে পেয়ে

এই কাকাতুয়া যেন ... ।' *জীবন*, ১৯৩৩।

বাগ্ [স বাক্] *বিণ* কথায় চতুর। 'বাগ্বিদগ্ধা।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাগ্জাল [স] *বি* কথার চাতুর্য। 'যত প্রকার বাগ্জাল প্রস্তুত করুন, কিছুতেই তাঁহাদের এ দুরপনেয় কলঙ্ক অপনীত হইবার নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বাগ্দত্ত [স] *বিণ* বিয়ের অঙ্গীকার করা হয়েছে এমন। 'জীবাজ্জি বাগ্দত্ত পতি তোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বাগ্দত্তা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্দিষ্ট পাত্রের সাথে বিবাহের অঙ্গীকার করা হয়েছে এমন। 'উহা বিধবা বিবাহ বিষয়ক নহে, বাগ্দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বাগ্দান, বাগ্দান [স] ১ *বি* কন্যাদানের অঙ্গীকার। 'বাগ্দানের দ্রব্যসামগ্রী সমভিব্যাহারে দিয়া ... ব্রাহ্মণের সহিত পাঠাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* বিয়ের পাকা কথা। 'বাগ্দান করিয়া, পরে নিরাশ করিও না।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

বাগ্দানাদি [স] *বি* কন্যাদান ও প্রাসঙ্গিক কর্মের অঙ্গীকার। 'পুত্র কন্যাগণের বাগ্দানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বাগ্দেবী [স] *বি* হিন্দুদেবী সরস্বতী। 'অমর করিলা তোমা অমরকারিণী বাগ্দেবী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বাগ্দ্বন্দ্ব [স বাগ্দ্বন্দ্ব] *বি* তর্কাতর্কি। 'বৃথা বাগ্দ্বন্দ্বে প্রয়োজন কি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বাগ্ধ্বনি [স] *বি* বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি। 'যে কোনো ভাষার বাগ্ধ্বনি স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সমষ্টি।' *হাই*, ১৯৫৪।

বাগ্বদ্ধ, বাগ্বদ্ধ [স] *বিণ* ভাষা পায় এমন। 'এভাবে বাগবদ্ধ হয় মানুষের আন্তঃসত্তা।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বাগ্বাত্যা [স] *বি* তুমুল বাক্যবিনিময়। 'দেশে যখন এই প্রগল্ভ বাগ্বাত্যা বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধস্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বাগ্বাদিনী [স] *বি* সরস্বতী। 'দৃষ্টি গেল দূর অতীতের দিগন্তলীন বাগ্বাদিনীর বাণীসত্তায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বাগ্বিতণ্ডা [স] *বি* তর্ক-বিতর্ক। 'দাবি লইয়া বহু বাগ্বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাগ্বিদগ্ধা, বাগ্বিদগ্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* বাকপটু। 'বাগ্বিদগ্ধা।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাগ্বিধি [স] *বি* ভাষাভঙ্গি। 'শব্দগঠন, বাগ্বিধি, অর্থবিচার এবং প্রয়োগ।' *রবীন্দ্রনাথ*, ১৯০৯।

বাগ্বিস্তার [স] *বি* কথা বাড়ানো। 'দেশাত্মবোধের বাগ্বিস্তার করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাগ্ভঙ্গি, বাগ্ভঙ্গী [স] *বি* লেখার রীতি। 'তখন একটা বাগ্ভঙ্গি চলছে আধুনিকদের লেখায়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০; 'এই সংস্কৃত গদ্যের মূল কাঠামো এবং বাগ্ভঙ্গী বেশ কিছুটা বাংলা।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

বাগ্যন্ত্র [স] *বি* ধ্বনি উচ্চারণের প্রত্যঙ্গ। 'মানুষের বাগ্যন্ত্র যদিও সব জাতের মধ্যেই একই ছাঁদের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বাগ্যুদ্ধ [স] *বি* বাদানুবাদ। 'ইংরাজদিগের সমকক্ষ রূপে বাগ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'বাগ্যুদ্ধে স্ত্রীকে আত্মমুখে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাগ[৩] [ফা] ১ *বি* উদ্যান। 'যবে যে বাগ কাটি/ ধরিবে ছাতার বাটি।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'বোয়ালিয়া গ্রামে আমার এক বাগ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। ২ *বি* বাগান। 'মালিনীর বাগ হইতে গো তুমি দূর্বা যে আনো গিয়া।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বাগ[৪] *বি* কচি পাতার মোড়ানো অংশ। 'কাতার কাতার সৈন্য কাটে যেমন কলার বাগ।' *জসীম*, ১৯২৯।

বাগগী [ই বগি] *বি* ঘোড়ার গাড়ি। 'পাক্কা দু'ঘণ্টা এ আস্তাবল, সে বাগগীখানা অনুসন্ধান করলুম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বাগড় [স ব্যাঘাত>] *বি* বাধা; প্রতিবন্ধক। 'এড়হ বাগড় কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাগড়া [স ব্যাঘাত>] *বি* অন্তরায়; ঝামেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'একটা সৎ কর্মে বাগড়া দিয়ে ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী হওয়া ভদ্রলোকের কর্তব্য নয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাগড়া বাগড়ি *বি* টানাটানি। 'মতিলাল হাত বাগড়া বাগড়ি করিতে আরম্ভ করিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাগদি, বাগদী [স>] *বি* কৃষিজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'বাগদি নিবসে পুরে নানা অস্ত্র লৈয়া করে দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বাগদী ব্যাধ বেদে বেশ্যা বৈরাগি বালিকারদের বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বাগদিনী *বি* বাগদী সম্প্রদায়ের নারী। 'আমার দুইটি ব্রাহ্মণী – আর একটি বাগদিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বাগদি, বাগ্দী, বাগ্দি, বাগ্দী *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীবাঞ্ছারাম বাগ্দীর গরু মাঠে চরিতে গীয়াছিল।' *পঞ্চানন*, ১৭৭৬; 'রামসুন্দর বাগ্দি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বাগবাগ [ফা] *বিণ* অতি উচ্ছ্বসিত। 'আমার অন্তর খুশিতে বাগবাগ হইয়া উঠিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাগে বাগ [ফা বাগবাগ] *বিণ* খুশিতে আটখানা। 'দক্ষিণে দোলে আরবি দরিয়া খুশিতে সে বাগে বাগ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বাগ-বাগিচা [ফা] *বি* ছোটোবড়ো বাগান। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তাঁহার সুদৃশ্য অট্টালিকা, বাগ-বাগিচা, তালুক ও অন্যান্য ঐশ্বর্য সম্পত্তি ... ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাগরি *বি* সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাড়োয়ার দেশে বাগরি নামে এক জাতি আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বাগর্থ [স বাগ্-অর্থ] *বি* শব্দ ও পদের অর্থবিষয়ক বিদ্যা। 'এ শাস্ত্রে ধ্বনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব বাক্যরীতি এবং বাগর্থ।' *হাই*, ১৯৫৪।

বাগর্থবোধক [স] *বিণ* শব্দ ও পদের অর্থ প্রকাশ করে এমন। 'কিছুটা ইতিহাসভিত্তিক আর কিছুটা বর্ণনামূলক ও বাগর্থবোধক।' *হাই*, ১৯৫৪।

বাগলো *বি* সুপারি, নারকেল প্রভৃতি গাছের ডালসুদ্ধ পাতা। 'নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ী ঢুকিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বাগশ্রী *বি* (সংগীত) রাত্রিকালীন রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী বাগশ্রী।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'রাগিণী বাগশ্রী – তাল আড়াঠেকা।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বাগস্ত্র [স বাগ্-অস্ত্র] *বি* কথারূপ অস্ত্র। 'সে নিরুৎসাহ করিবার বাগস্ত্র নিক্ষেপ করিল শত শত।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বাগা *বি* ব্যঞ্জনবিশেষ। 'চিঙড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাগাড়ম্বর [স] *বি* কথার ঘটা। 'এ ব্যক্তি নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিতেছে।'

মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বাগাত [ফা] *বি* বাগানসমূহ। 'ঘর সকল ও বাগাত ও জমিন ওগয়রহ মতাবেক ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

বাগান [ফা] **১** *বি* যেখানে ফুলফলাদি উৎপন্ন হয়। 'কলা বাগানে গেল মালির কুমার।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* বাগান বাড়ি। 'রবিবারে বাগানে বাইবা মৎস্য ধরিবা সকের যাত্রা শুনিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বি* বাগান বাড়িতে উৎসব। 'তোমার একটি ব্যাটা হইয়াছে, ভাই এক দিন বাগান দাও।' *সুলভ*, ১৮৭১।

বাগানওয়ালা *বিণ* বাগান আছে এমন। 'পুজোর ফুল তুলতে অদূরের বাগানওয়ালা বাড়িতে।' *তারা*, ১৯৪৩।

বাগানওলা *বিণ* বাগান আছে এমন। 'আশে-পাশে বাগানওলা বাড়িতে ...।' বুদ্ধ, ১৯৫৫।

বাগান বাটী *বি* বাগানবাড়ি। 'বাগান বাটীতে একত্রিত হইলে সুখকর হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বাগানবাড়ি, বাগানবাড়ী *বি* বিশেষত প্রমোদের জন্য তৈরি বাগানঘেরা বাড়ি। 'হঠাৎ মনে হয়েছিল বাগানবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'শহরের বাইরে বাগানবাড়ী।' *অন্নদা*, ১৯৪৯।

বাগানো **১** *ক্রি* বশে আনা। 'কুসুম এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *ক্রি* বাড়ানো; এগিয়ে দেওয়া। 'ঘুঁষি বাগিয়ে দিয়ে বীরের মতো।' *নজরুল*, ১৯২৪। **৩** *ক্রি* তাক করা; গুলি ছোড়ার জন্য প্রস্তুত করা। 'ওঠো বন্দুক বাগাও।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **৪** *ক্রি* উদ্দেশ্য সফল করা। 'মনে নেই, কী করে ফার্স্ট ক্লাস বাগাল এম.এ-তে?' *শামসুল*, ১৯৭৩।

বাগার [স ব্যাঘাত>] *বি* সম্বরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাগার দেওয়া *ক্রি* সম্বরা দেওয়া। 'খানা বাগার দিতে' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাগিচা [ফা] *বি* ছোটো বাগান। 'নগর চাতর ও বাগ বাগিচা।' *রামরাম*, ১৮০১।

বাগিছা, বাগীছা [ফা বাগিচা] *বি* ছোটো বাগান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাগীজা [ফা বাগিচা] *বি* ছোটো বাগান। 'আমার বাটীঘর বাগ বাগীজা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বাগিন্দ্রজাল [স] *বি* কথার মোহ। 'আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকবিমোহিতকর শক্তি দিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বাগিন্দ্রিয় [স] *বি* বাগ্‌যন্ত্র। 'সুখ্যাতি প্রচার পরের বাগিন্দ্রিয় পরিচালনার উপর নির্ভর করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'জিহ্বা ও কণ্ঠনালী এ উভয়কে বাগিন্দ্রিয় বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বাগীশ [স] *বি* বাক্যবিশারদ। 'তোমার মমতা যারে বাগীশ জিনিতে পারে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাগীশ্বরী [স] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী – কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বাগুন [স বাতিঙ্গন] *বি* বেগুন। 'পালঙ্গ বাগুন হিঙ্গ জিরা সান্তলন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বাগুনি *বি* ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। 'ভারি তেলি বাগুনি বেপারিজীবী যেবা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বাগুয়ান [ফা বাগ+বান] *বি* বাগান। 'বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার রাজা হৈলা বাগুয়ান মাঝে রে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাগুরা [স] *বি* পশুপাখি ধরা জাল। 'পাতিআ বাগুরা-দড়া আগলে বনের সূড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাগুরা ফাঁস *বি* পাখি ধরা ফাঁস জাল। 'তোমার জতেক ভাষ কেবল বাগুরা-ফাঁস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাগেশ্রী [স] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'বাগেশ্রী একতালা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বাগেশ্রী-সিন্ধু [স] *বি* সংগীতের মিশ্ররাগ। 'বাগেশ্রী-সিন্ধু কাহারবা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বাগ্মী [স] *বিণ* বাক্‌পটু; স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণ দিতে পারে এমন। 'বাগ্মী লোক সভামান্য।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

বাগ্মিতা [স] *বি* বক্তৃতা দানে পটুতা। 'ইউরোপে স্কুলে বাগ্মিতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'তাহার ফল, কিকিরোর বাগ্মিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রন্থ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বাগ্মীপ্রবর [স] *বিণ* বাক্‌পটু শ্রেষ্ঠ। 'কোনো বাগ্মীপ্রবর গণনায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বাগ্মীসভা [স] *বি* বাক্‌পটু সমাজ। 'বাগ্মীসভাসমূহ অভূতপূর্ব বিজ্ঞতাসহকারে সুদীর্ঘকাল নিস্তব্ধ ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাগ্যন [স বাতিঙ্গন] *বি* বেগুন। 'নিমে শিমে বাগ্যনে রান্ধিআ দিবে তিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাগ্যমান [স ভাগ্যবান] *বিণ* ভাগ্যবান। 'আপনি বড়ো বাগ্যমান পুরুষ ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাঘ [স ব্যাঘ্র] **১** *বি* বিড়াল জাতীয় বড়ো আকারের বন্য মাংসাশী প্রাণীবিশেষ। 'দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'রামশঙ্কর বাঘ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বাঘচালি [বাঘ>] *বি* বাঘবন্দী খেলা। 'তেপাত্যা বাঘচালি খেলে সাধু সাতা ধুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঘছাল [বাঘ+স শল্ক] **১** *বি* বাঘের চামড়া। 'নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল/ কেলি কমল ইহ নহএ কপাল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* বাঘের চামড়ার আসন। 'নাচিছে নটনাথ শংকর মহাকাল লুটাইয়া পড়ে দিবারাত্রির বাঘছাল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাঘছালা *বি* বাঘের চামড়া। 'বদনে বিভূতি মেখে পরে বাঘছালা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বাঘটাগ *বি* বাঘ বা অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী। 'বাঘটাগ আসে।' *জীবন*, ১৯৩১।

বাঘ-তৈল *বি* বাঘের তেল। 'বাঘ-তৈল সনে তাহা মাখিবে বদনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঘনখ [বাঘ+স নখ] **১** *বি* গলার অলংকারবিশেষ। 'বাঘনখ গলে দোলে।' *মুরারি*, ১৫৭০। **২** *বি* বাঘের নখের আকৃতির এক প্রকার অস্ত্র। 'বাঘনখ অস্ত্র বাহির করিয়া সে এক মনে দেখিতে লাগিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাঘ-বন্দী [বাঘ+স বন্দী] *বি* একপ্রকার খেলা। 'মেজগিন্নী মেঝের ওপর বসে ... গিরির সঙ্গে বাঘ-বন্দী খেলছেন।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বাঘ-মারা *বিণ* বাঘ হত্যাকারী। 'বাঘ-মারা শিকারীর মূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাঘমুখো *বিণ* বাঘের মুখের মতো খোদাই-করা। 'বাঘমুখো ছড়ি হাতে, গলায় চাদর।' *অবন*, ১৯২৭।

বাঘ-শিকার *বি* বাঘকে শিকার করা। 'বিপ্রদাস বাঘ-শিকারে জেলার মধ্যে সব-সেরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাঘহাতা *বি* বাঘের থাবার মতো হাতকড়া। 'বাঘহাতা হাতে দিল গলায় জিঞ্জিরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঘা *বি* বড়ো বাঘ। 'সাড়া মারিয়া বাঘা আইলে ধীরে ধীরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঘাম্বর [বাঘ+স অম্বর] ১ *বি* বাঘের চামড়ার বসন। 'শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* বাঘের চামড়ার পোশাকধারী। 'ওহে যোগিবর, ওহে বাঘাম্বর, ত্রিপুরারি নরকলেবরে। *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *বি* বাঘের চামড়া। 'বাংলার সুন্দরবনের বাঘাম্বর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাঘাম্বরু *বি* বাঘের চামড়া। 'বিচিত্র বসন অঙ্গে শোভে বাঘাম্বরু।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাঘিনি [বাঘ+স ইনী] *বি* মাদি বাঘ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাঘিনী [বাঘ+স ইনী] ১ *বি* মাদি বাঘ। 'না শুনিলে হেন কথা জে ঘরে লহনা সতা একাচার ভুখিল বাঘিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ডোয়র হারাইয়া যেন ডোকরে বাঘিনী।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বিণ স্ত্রী* বাঘের মতো দাপটের অধিকারী। 'কেমন বাঘিনি, কেমন – কেমন রে বর্ব্বর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বাঘী [স ব্যাঘ্রী] *বি* মাদি বাঘ। 'বাঘী বলে মৃগয়া করিতে তবে যাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়া – সব বিভেদ দূরীভূত হয়ে শান্তি বিরাজ করা। 'এখানে সাদা-কালোয় অধিকারভেদ নাই, এখানে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা – অনেক বিষয় আছে তাতে একবার জড়িয়ে গেলে নানারকম বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। *সুবল*, ১৯০৬।

বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায় – ঠেলায় পড়ে পরস্পর বিরোধীরাও একসঙ্গে কাজ করে। *সুবল*, ১৯০৬।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা – শক্তিশালীর সর্বনাশ করার জন্য দুর্বলের গোপনভাবে অবস্থান। 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বাঘের দুধ *বি* দুষ্প্রাপ্য বস্তু। 'টাকা থাকলে বাঘের দুধ মেলে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪২।

বাঘের মাসি বিড়াল *বি* সমান আচরণ। 'তাঁর ভাগ্যে সম্মানও ওই বাঘের মাসি বিড়ালের মতো চাটু আর হাতার বাড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাঘনলা [বাঘ>] *বি* একপ্রকার ফুল। 'অপমার্গ বাঘনলা সাঞ্জী তোলে ভদ্রকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঘা [বাঘ>] ১ *বিণ* খ্যাতিমান। 'বাঘা বাঘা, পাট পাটা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'ঘুচে যাবে বিবাহের আশা দেবী বাঘা-চণ্ডীর কোপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৩ *বিণ* তীব্র। 'বাঘা শীত, কাঁপি থরথর।' *নজরুল*, ১৯৩২। ৪ *বিণ* দক্ষ। 'বাঘা তবলচী যে রকম দুই গানের মাঝখানে ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বাঘাই [বাঘ>] *বিণ* বাঘের মতো প্রবল। 'হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বাঘা-বাঘা ১ *বিণ* আয়ত্ত করা কঠিন এমন। 'গীতগোবিন্দে পদাবলীতে বাঘা-বাঘা রাগরাগিণীর ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩৫। ২ *বিণ* ডাকসাইটে। 'তার উপরে বাঘা-বাঘা উকিল-হাকিমের জেরা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

বাঘাত [স ব্যাঘাত] *বি* প্রতিবন্ধক। 'কোন প্রকারে তাহার বাঘাত হয় এমত চেষ্টা আছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বাঘার দেওয়া *ক্রি* সম্বরা দেওয়া; তেলে মসলা সাঁতলানো। 'ডালে বাঘার দেওয়ার মতো অপরিহার্য ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

বাঙন [স বামন] ১ *বি* খর্বাকৃতি মানুষ। 'সেবকের যোগ্য তোর নহে নৃপবর ধরিতে বাঙন হইআ চাহ সুধাকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ছোটো আকারের। 'কান্দি দশ নিলেন বাঙন নারিকল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঙলা[1] *দ্র* **বাংলা**[1]

বাঙলা[2] *দ্র* **বাংলা**[2]

বাঙাল [স বঙ্গ>] ১ *বি* বঙ্গদেশের লোক। 'সোনার বাঙাল করে কাঙাল, ইয়ং বাঙাল যত জনা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন পূর্ববঙ্গের লোক। 'মন রে তুই ভড়ুয়া বাঙাল জ্ঞানহাড়া।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* (অবজ্ঞা) পূর্ববঙ্গের লোক। 'শহরের ছেলেরা এই-সব লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙাল বলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাঙাল ভাষা [স বঙ্গভাষা] *বি* পূর্ববঙ্গের ভাষা। 'উচ্চৈঃস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাঙালা [স বঙ্গ>] *বি* বঙ্গদেশ। 'এই বাঙালার দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বাঙালি, বাঙালী [স বঙ্গ>] ১ *বি* বঙ্গদেশের অধিবাসী। 'কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অনুগত, জানিনে মন্দ আচরণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'বাঙালি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* বাংলার সংস্কৃতি ধারণকারী। 'বাঙালির মেয়ে পূর্বজন্মে কত পুণ্যই অর্জন করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। *দ্র* **বাঙালি**

বাঙালিজাতি, বাঙালী জাতি [বাঙালি+স জাতি] *বি* বাঙালি সংস্কৃতি ধারণকারী জনগোষ্ঠী। 'আজ সমস্ত বাঙালিজাতি দুর্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'জন্ম হয়েছিল বাঙালী জাতির।' *জিয়াউর রহমান*, ১৯৭৪।

বাঙালি/বাঙালী জাতীয়তাবাদ [বাঙালি+স জাতীয়তাবাদ] *বি* বাঙালি সংস্কৃতি ধারণকারী জনগোষ্ঠী। 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ।' *সংবিধান*, ১৯৭২; 'সেদিনই বাঙালী হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ।' *জিয়াউর রহমান*, ১৯৭৪।

বাঙালিত্ব, বাঙালীত্ব [স বাঙালি+স ত্ব] ১ *বি* বাঙালিয়ানা। 'বাঙালির বাঙালিত্ব কুটিয়ে তুলব।' *প্রমথ*, ১৯১২। ২ *বি* বাঙালির পরিচয়। 'নিজেই সর্বপ্রথমে নিজের বাঙালিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বি* বাঙালির জীবনাচার। 'বাঙালীত্বের জীবনদায়ী আদর্শকে সম্মুখে রেখে ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

বাঙালিনী *বিণ স্ত্রী* বাঙালি স্বভাবযুক্ত। 'বড়ো বেশী বাঙালিনী।' *পাশা*, ১৯৭১।

বাঙালিপাড়া *বি* যে পাড়ায় বাঙালিরা বসবাস করে। 'বাঙালি পাড়াতেও তাহার কার্পণ্য শুরু হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বাঙালিয়ানা *বি* বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। 'বাঙালিয়ানার সমস্ত জারিজুরি ধরে ফেলেছে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বাঙি [স বিহঙ্গিকা] *বি* পাকলে মিষ্টি হয় এমন শশা জাতীয় ফল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাঙ্ক[1] [স বঙ্ক] *বিণ* বাঁকা। 'বাল ভিণএকু বাঙ্ক ণ ভূলহ রাজপথ কণ্ঢারা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

বাঙ্ক[২] [ই] *বি* ব্যাংকে। 'যে টাকা এই বাঙ্কে ন্যস্ত হয় ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বাঙ্ক[৩] [ই] *বি* রেলগাড়ির কক্ষের বা পাকা ঘরের দেয়ালে উঁচুতে সংলগ্ন তাকের মতো শয্যাবিশেষ। 'গাড়ীতে উঠিয়া উপরের বাঙ্কে বিছানা পাতিয়া নিদ্রা।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

বাঙ্কার [ই] *বি* মাটির তলায় সুরক্ষিত আশ্রয়। 'কখনো জঙ্গলে কখনো বা খানাখন্দে ইতস্তত বাঙ্কারে ...।' *শামসুর*, ১৯৭২।

বাঙ্গলা[১], **বাঙ্গালা** [স বঙ্গ>] ১ *বি* বাংলা ভাষা। 'আলিম সভাত দিল বাঙ্গালা রচিয়া।' *সুলতান*, ১৬৫০; 'তাই সে সব বাঙ্গলা ভাবে দুষ্কর কহন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* বঙ্গাব্দ। '১৯ অগ্রহায়ন বাঙ্গলা ১১৬৪ সাল।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ৩ *বি* বঙ্গদেশ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার কতক আসাম এইং দেশ।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বিণ* বঙ্গীয়। 'সাল বাঙ্গলা।' *মেয়র্স*, ১৭৬৮; 'বাঙ্গালা সন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'দুই আধা সিন্দুক আফিম বাঙ্গলা বিক্রী হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

বাঙ্গলা অক্ষর [স বঙ্গ-অক্ষর] *বি* বাংলা বর্ণ। 'পড়িতে জানহ কিছু বাঙ্গলা অক্ষর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঙ্গলাদেশ [স বঙ্গদেশ] *বি* বঙ্গদেশ। 'বাঙ্গলাদেশের লোক ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বাঙ্গলাদেশীয় [স বঙ্গদেশীয়] *বিণ* বঙ্গদেশের। 'বাঙ্গলাদেশীয় কোন কোন ব্যক্তি এই কল্যাণকর নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বাঙ্গলা ধাম [স] *বিণ* বাংলাদেশ নামক পুণ্যস্থান। 'এইরূপে আমাদিগের এই বাঙ্গলা ধাম পরম সুখধাম হইত।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বাঙ্গলা পাঠশালা *বি* যে বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় পড়াশোনা হয়। 'ইংরাজী পাঠশালা সকল গবর্ণমেন্টের আপন সন্তান, আর বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বাঙ্গলা ভাষা [স বঙ্গভাষা] *বি* বাংলা ভাষা। 'বাহাদুরের মনোযোগিতায় এতদ্দেশীয় বাঙ্গলা ভাষা সাধারণের সুশিক্ষা হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বাঙ্গলাভাষী [বাঙ্গালা+স ভাষী] *বিণ* বাংলাভাষী। 'বাঙ্গলাভাষী বাঙ্গালী মুছলমানের ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

বাঙ্গলাময় [বাঙ্গালা+স ময়] *ক্রিবিণ* বাংলাজুড়ে। 'সর্ব্বনাশের সংবাদ বাঙ্গলাময় প্রচার করিতেছেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

বাঙ্গলা শিক্ষা [স বঙ্গ-শিক্ষা] *বি* বাংলা ভাষায় শিক্ষা। 'এদেশীয় বালকদিগের বাঙ্গলা শিক্ষার অনুকূলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বাঙ্গলা[২] [হি বংগলা] *বি* বাংলো বাড়ি। 'সাহেব এক বৃহৎ বাঙ্গলা ও বাজার বসাইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বাঙ্গাল [স বঙ্গ>] ১ *বি* পূর্ববঙ্গবাসী। 'বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। 'তার মধ্যে বাঙ্গাল কবির নাটক উপেক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০: 'কাঙ্গাল বাঙ্গাল জত সকল করিঞা হত করহ আমার প্রয়োজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঙ্গাল ক্লোব [বাঙ্গাল+ই ক্লাব] *বি* বাংলা ক্লাব। 'বাঙ্গাল ক্লোব নামে যে নূতন এক সভা ... স্থাপিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বাঙ্গালপাস [স বঙ্গ>] *বি* রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গাঁই নাম। 'গাঙ্গুলী বাঙ্গালপাস বেলডিহা গ্রামে বাস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বাঙ্গালা[১] [স বঙ্গ>] ১ *বি* বঙ্গদেশ। 'লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।' *ভারত*, ১৭৬০; 'বাঙ্গালার বড় সাহেবির ও কুম্পানির কাজের ইস্তফা লিখিয়া পাঠাইলেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িস্যার জমিদারান ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৪। ২ *বিণ* বঙ্গীয়। '১২১১ বাঙ্গালা সন ও ১৮০৫ যিশবীয়সন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* বঙ্গদেশীয়। 'অপূর্ব্ব পানদানে সাঁচি পান বাঙ্গালা পান এবং নানা প্রকার মসলা ছোট এলাচি বড় এলাচি লবঙ্গ জায়ফল জয়ত্রী জোয়ান ধনে সুপারি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বাঙ্গালা দেশ [বাঙ্গালা+স দেশ] *বি* অবিভক্ত ভারতের বাংলা অঞ্চল; বাংলাদেশ। 'সাহেব এ বাঙ্গালা দেশ।' *কেরি*, ১৮০২।

বাঙ্গালা সন [বাঙ্গালা+আ সনহ্] *বি* বঙ্গাব্দ। '১,২১১ বাঙ্গালা সন ও ১,৮০৫ যিশবীয়সন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বাঙ্গালা[২] [স বঙ্গ>] ১ *বি* বাংলা ভাষা। 'হেন্দোস্থানি ও বাঙ্গালা এবং ইংরেজিও কতক২ এই সকল পৃথক২ ভাষা জানি।' *কেরি*, ১৮০২।

বাঙ্গালাভাষা [বাঙ্গালা+স ভাষা] *বি* বাংলা ভাষা। 'বাঙ্গালাভাষায় পয়ারাদিচ্ছন্দে অনুবাদিত।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বাঙ্গালা-হিতৈষী [বাঙ্গালা+স হিতৈষী] *বিণ* বাংলা ভাষার মঙ্গল করতে ইচ্ছুক এমন। 'তাহা কোন নিরপেক্ষ সাহিত্যসেবী ও বাঙ্গালা-হিতৈষী ব্যক্তি সমর্থন করিতে পারেন না।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

বাঙ্গালা[৩] [হি বংগলা] *বি* বাংলো; বারান্দাযুক্ত একতলা ঘর। 'আসনাদি বিশিষ্ট এক২ বাঙ্গালা ও পাকশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

বাঙ্গালি [স বঙ্গ>] *বি* লাঠি বা তলোয়ার ঘুরিয়ে খেলা। 'হাস্য কথা কুতূহলে পদাতি বাঙ্গালি খেলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাঙ্গালি[২], **বাঙ্গালী** [স বঙ্গ>] ১ *বিণ* পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। 'বাঙ্গালী গোঁয়ার ভয় নাহিক তিলেক মারিয়া আমার ঘর খেদায়ে দিলেক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* বঙ্গদেশের অধিবাসী। 'কাফর বাঙ্গালি হিন্দু বেদীন বামন।' *ভারত*, ১৭৬০; 'বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক বাঙ্গালীদিগের স্বাধীনতাশূন্যতা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'বাঙ্গালা দেশে আমাদের নিবাস, এই নিমিত্ত আমাদিগকে বাঙ্গালী বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বি* বাঙালি হিন্দু। 'বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'এক্ষণে মোছলমান ওস্তাদের প্রয়োজন নাই, আমি একজন বাঙ্গালী গাইয়া চাই।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব মনে করি নাই, আমাদের যুদ্ধ বাঙ্গালীদের সঙ্গে।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮। ৪ *বিণ* বাংলাভাষী। 'কিছু বাঙ্গালি পণ্ডিত লোকের ইচ্ছা হয় তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। দ্র বাঙালি

বাঙ্গালি অক্ষর [বাঙ্গালি+স অক্ষর] *বি* বাংলা হরফ। 'বাঙ্গালি লোকের জ্ঞাত কারণ বাঙ্গালি অক্ষরে ছাপা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বাঙ্গালিনী *বি স্ত্রী* বাংলা ভূখণ্ডের অধিবাসী। 'খাঁটি বাঙ্গালিনী না হইলে এতদিন আমি মাতৃভাষার ...।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

বাঙ্গালি পল্লী [বাঙ্গালি+স পল্লী] *বি* বাঙালিরা যে পল্লীতে বাস করে। 'বাঙ্গালি পল্লীর সর্ব্বস্থানে ভগ্নদেহ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বাঙ্গালির ছেলে *বি* বঙ্গসন্তান; বাংলাভাষী মানুষ। 'গালি খেলে যদি বাঙ্গালির ছেলের পেট ভরিত, ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বাঙ্গালির সভা *বি* যে সভার সকলেই বাঙালি। 'বাঙ্গালির সভাতে ইংরাজী কথা ও ইংরাজি বক্তৃতা কেন করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বাঙ্গালীচিত্ত [বাঙ্গালি+স চিত্ত] *বি* বাঙালির মন। 'বিদ্যাপতি

সংগীতপ্রিয় বাঙ্গালীচিত্তকে আকৃষ্ট করিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

বাঙ্গালীতর [বাঙ্গালী+স ইতর] *বিণ* বাঙালিদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর। 'অলঙ্কার প্রতিকার বাহারা সেকেলে তাহারা বাঙ্গালীতর অর্থাৎ মুড়কি মাদুলি, ধানি মাদুলি ... ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বাঙ্গালীভাব [বাঙ্গালি+স ভাব] *বি* বাঙালিত্ব। 'কৃত্রিম বর্ণবিন্যাস দ্বারা আমরা এই শব্দগুলির বাঙ্গালীভাব চাপিয়া রাখি।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বাঙ্গালী ভাষা [বাঙ্গালি+স ভাষা] *বি* বাংলা ভাষা। 'বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য।' *হুতোম*, ১৮৬২।

বাঙ্গালোরী *বিণ* ব্যাঙ্গালোরে তৈরি। 'দুধের উপর গোলাপী দিয়ে ময়ূরকণ্ঠী বাঙ্গালোরী শাড়ি।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বাঙ্গী [স বিহঙ্গিকা] *বি* ফুটি; শশা জাতীয় ফলবিশেষ। 'বাঙ্গী আমৃত কাঙ্কড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাঙ্নিস্পত্তি [স] *বি* বাক্য উচ্চারণ। 'তোমাকে প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বাঙ্নিস্পত্তি কর না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বাঙ্নৈপুণ্য [স] *বি* ভাষার দক্ষতা। 'কবি-পণ্ডিতেরা বাঙ্নৈপুণ্যে পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাঙ্ময় [স] *বিণ* ধ্বনিময়। 'রহস্যে বাঙ্ময়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩; 'দশটি বাঙ্ময় পংক্তি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

বাচ[1] [স বচ্>] *বি* বাক্য। 'সাধু বড় কহে বাচ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বাচ[2] [ফা বাজী] *বি* নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা; বাইচ। 'বাবুরা ... বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচ খ্যালা হতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাচ খেলা *বি* প্রতিযোগিতামূলক নৌকা চালনা। 'নদীতে বাচ খেলেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'কোনো ভাগ্যবান বাচ-খেলার লম্বা, শাদা নৌকোটাকে নিয়ে ...।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

বাচক [স] *বিণ* অর্থপ্রকাশক। 'সেইরূপ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি পূরণের বাচক হইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বাচকত্ব [স] *বি* বোধগম্যতা। 'দ্রব্যাদি ও জীবের বাচকত্ব ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বাচন [স] ১ *বি* বচন। 'কন্যাবাচন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* ব্যক্ত। 'মনোভাব বাচন হয় কথা দিয়ে।' *অবন*, ১৯২৫। ৩ *বি* কথা। 'সাধারণ বিষয়েও এমন বাচন আর কোথাও শুনিনি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বাচনভঙ্গি, বাচনভঙ্গী [স] *বি* কথা বলার ধরন। 'কি সুন্দর বাচনভঙ্গি এদের।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২; 'বেআকুফদের তারিফের লোভে তিনি তাঁর বক্তব্য বা বাচনভঙ্গি বদলাতে প্রস্তুত নন।' *শিব*, ১৯৭৩।

বাচনিক [স] ১ *বিণ* বাকসর্বস্ব। 'তেঁহ অত্যল্প বাচনিক মন্ত্রদ্বারা কন্যা সংপ্রদান করিয়া স্থানান্তরে যান।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বিণ* মৌখিক। 'যাঁহারা বাচনিক উপদেশ দিয়া অথবা গ্রন্থ রচনা করিয়া...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বাচনিক বিবাদ [স] *বি* কথা কাটাকাটি; তর্কবিতর্ক। 'বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বাচনি *বি* বাছাই। 'সারটীফিকিট বাচনির তারিখ সমেত ...।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

বাচবিচার [বাচ+স বিচার] *বি* ভালো-মন্দের বিচার। 'ইহাদের বাচবিচার কিছুই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'বাচ-বিচার কি হবে না করতে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বাচস্পতি [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। 'হতদর্প হৈলে বাচস্পতি বাহাদুর।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

বাচা[1] *ক্রি* বাছাই করা। 'নায়কে বাচিয়া লবে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

বাচা[2] [স বঞ্চ্>] *ক্রি* বেঁচে থাকা। **বাচন্ত** *ক্রি* বাঁচা। 'এহার কারনে নাহি কাহার বাচন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বাচিয়া** *ক্রি* বেঁচে। 'বাচিয়া আছএ সত্রু এহী বড় দোস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাচা[3] [স বাচ] *বি* মাছবিশেষ। 'মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাচা[4] *বি* বাচ্চা; ছানা। 'অল্পী পাখির বাচা তোরে দরিয়া দিমুরে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বাচাল [স] ১ *বি* অকারণে যে অতিরিক্ত কথা বলে। 'পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* উচ্চ শব্দপূর্ণ। 'আমি শুধু সে বাচাল ভিড়ে স্বতন্ত্র দাঁড়ায়ে থাকি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বিণ* চঞ্চল। 'সে শুধু কামসর্বস্ব বাচাল হৃদয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বাচালতা [স] ১ *বি* বেশি কথা বলার অভ্যাস। 'প্রকাশি আপন বাচালতা।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* বাড়াবাড়ি। 'ঘুমে অভিভূত হয়ে করে যেন হঠাৎ প্রমাণ আকাঙ্ক্ষার বাচালতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বাচিক [স] *বিণ* বাচনিক। 'রাজা যখন অনলসভাবে কায়িক বাচিক ও মানসিক বৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক ... স্বহস্তে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বাচ্চা [স বৎস] *বি* শিশু। 'বান্দি বাচ্চা লয়ে ফের কাঁকেতে করিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাচ্চাকাচ্চা *বি* ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। 'বাচ্চাকাচ্চা ত কম নয়?' *শরৎ*, ১৯১৬।

বাচ্চা-হারা *বিণ* সন্তান হারিয়েছে এমন। 'শুধু বাচ্চা-হারা বাঘিনীর মতো অশান্ত মন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাচ্ছল্য [স বাৎসল্য] *বি* বাৎসল্য। 'আশ্রিতদের বাচ্ছল্য ক্রমে তুমি ত্রিলোকেরদের প্রভুত্ব জন্মাইলে।' *রামরাম*, ১৮০২।

বাচ্ছা [স বৎস] *বি* বাচ্চা। 'লুঠে এগুা বাচ্ছা লয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বাচ্ছা পত্র *বি* ছোটো সংবাদপত্র। 'ঐ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বাচ্ছা সই *বি* ছোটোবেলার সখী। 'এ হচ্চে তোর বাচ্ছা সই মাহবুবা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাচ্এা [স বাঞ্ছা] *বি* কামনা। 'তা দেখিয়া বাড়ে বাচ্এা না টুটএ মন।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাচ্য [স] ১ *বিণ* প্রতিপাদ্য। 'যদি বাচ্য হয় ইঙ্গলণ্ডীয়েরা রাজকর্ম্মচারী হইয়া অধিক টাকা বেতন লইতেছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বিণ* বলার যোগ্য। 'অপরিচিত বাচ্যপদার্থের যে পরিচয় লাভ করেছি ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

বাচ্যপদার্থ [স] *বি* বলার যোগ্য বিষয়। 'অপরিচিত বাচ্যপদার্থের যে পরিচয় লাভ করেছি ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

বাচ্যপ্রধান [স] *বিণ* বর্ণনাপ্রধান। 'বাচ্যপ্রধান রচনা সহজবোধ্য বলে তার সাধারণ পাঠক বেশি।' *শিব*, ১৯৭৩।

বাচ্যবাচক [স] *বিণ* ঘনিষ্ঠ। 'বস্তুর সঙ্গে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ সুস্পষ্ট।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

বাচ্যান্তর [স] *বি* বাচ্য পরিবর্তন। 'বাচ্যান্তর শেখাচ্ছেন পণ্ডিতমশাই।' *অচিন্ত্য,* ১৯৫০।

বাচ্যার্থপ্রধান [স] *বিণ* আভিধানিক অর্থের প্রাধান্যযুক্ত। 'বাচ্যার্থপ্রধান কাব্য কাব্য নয়, পদ্যমাত্র।' *শিব,* ১৯৭৩।

বাছনি [স নির্বাচন>] *বি* বাছাই। 'কসবের সার ধর্ম করেছি বাছনি।' *ভবানী,* ১৮২৮।

বাছ-বিচার [বাছ+স বিচার] *বি* ভালোমন্দ বিচার। 'বাছ-বিচার সমস্ত খসিয়া পড়িয়া গেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

বাছা[1] [স বৎস>] ১ *বি* গোরুর বাছুর। 'নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *বি* সন্তান; ছেলে। 'কেন মাটি খাস বাছা কীবা নাঞি ঘরে।' *মালাধর,* ১৫০০; 'কান্দিয়া কহেন শচী বাছা রে নিমাই।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

বাছাধন *বি* স্নেহের পাত্রকে সম্বোধনবিশেষ। 'ভনি শিব কন ওরে বাছাধন ঘটক হও তাহার।' *ভারত,* ১৭৬০।

বাছা[2] *বিণ* সেরা। 'সব বাছা দেখ শিশুগন।' *মালাধর,* ১৫০০।

বাছা গোছা *বি* বাছবিচার। 'অনেক বাছা গোছা ও দ্যাখা শোনার পর।' *হুতোম,* ১৮৬১।

বাছাছোঁয়া *বি* বাছবিচার। 'এত বাছাছোঁয়া, এত জাতবিচার।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

বাছা বাছা ১ *বিণ* সেরা সেরা। 'সঙ্গীরাও বাছা বাছা।' *মশাররফ,* ১৮৯০; 'বাছা-বাছা ভাষ্যকার তার দিয়েছেন যে-ব্যাখ্যা তাতেও কখনো ওঠেনি মন।' *শামসুর,* ১৯৬৬। ২ *বিণ* বাছাইকৃত। 'নানা ছোটো-বড়ো বাছা-বাছা বাক্য।' *প্রমথ,* ১৯০৫।

বাছাবাছি *বি* বেছে দেখার কাজ। *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

বাছালো বাছালো *বিণ* ভালো ভালো। 'গুটি কতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্কেচমাত্র করে নিয়েছেন।' *হুতোম,* ১৮৬১।

বাছের বাছ *বিণ* অনন্য। 'তীরে একটি বাছের বাছ মেয়ে দেখতে পেলাম।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬৩।

বাছা[3] [স নির্বাচন] ১ *ক্রি* অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেঁটে ফেলা। 'বাছা ধুয়্যা শাক দুয়া করিল সাঁচনা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *ক্রি* নির্বাচন করা। 'বাছিতে।' *মানোএল,* ১৭৪৩। ৩ *ক্রি* পছন্দ করা। 'আমি লইলাম বাছি চিরপ্রেমখানি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৬। ৪ *ক্রি* খুঁজে বের করা। 'বউ নাকি ... বাচ্চার মাথার উকুন বাছছিল।' *মুজতবা,* ১৯৪৯। **বাছি** *ক্রি* নির্বাচন ক'রে। 'চামড় গাছের বাছি কাটিলেক ডাল।' *বড়ু,* ১৪৫০। **বাছিআ** *ক্রি* বেছে। 'বাছিআ কাঁঠাল শাল গড়ে দণ্ড-কেরুয়াল।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **বাছিআঁ** *ক্রি* বেছে; খুঁজে। 'ভাল ভাগ্রী আণিলেহেঁ সংসারে বাছিআঁ।' *বড়ু,* ১৪৫০। **বাছিয়া** *ক্রি* বেছে। 'টোন হতে নানা অস্ত্র দিলেক বাছিয়া।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **বাছুনি** *বি* বাছাইকরণ। 'কাহার বাছুনি রে নিছনি লয়ে মরি।' *ভারত,* ১৭৬০। **বাছ্যা** *ক্রি* বেছে। 'সাত কাহন নিল বাছ্যা ঘিয়া বেঁচি কড়ি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **বেছ্যা** *ক্রি* বেছে। 'বেছ্যা হবে মনমত দ্বাদশ আমিনী।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

বাছা[4] [স বঞ্চ>] *ক্রি* বেঁচে থাকা। 'বাছার উদ্দেশ নাহি।' *বড়ু,* ১৪৫০।

বাছাই *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'বউয়ের জন্য প্রতি হাটে বাছাই পান এবং গুপারী আনতে হোতো।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

বাছাই-করা *বিণ* পছন্দ করা হয়েছে এমন। 'মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজের বাছাই-করা জিনিস।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৮।

বাছান *বি* স্তরে স্তরে সাজানো দ্রব্য। 'বেরাল পাটের বাছান।' *রামাই,* ১৭১০।

বাছারি নৌকা *বি* বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এমন নৌকা। 'বাইট পঁয়ষট্টিখানি বাছারি নৌকা নামল।' *নরেন্দ্র,* ১৯৫৭।

বাছি *বি* থালা। 'মাটির বাছি।' *মানোএল,* ১৭৪৩।

বাছুর [স বৎসরূপ] *বি* গোরুর বাচ্চা; গোশাবক। 'কৌতুকে বাছুর রাখি বুলে নারায়নে।' *মালাধর,* ১৫০০।

বাছুর বালক *বি* রাখাল ছেলে। 'বাছুর বালক অঘা করিআ গরাস কৃষ্ণবেশে ছিরা তারে করিল বিনাশ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

বাছুরের মাংস *বি* কমবয়সী গোরুর মাংস। *ওর্সা,* ১৭৮৫।

বাছেরা [স বৎসরূপ] *বি* বাছুর। *মানোএল,* ১৭৪৩।

বাছেরি *বি* স্ত্রী ঘোড়া। *মানোএল,* ১৭৪৩।

বাজ[1] [স বজ্র] ১ *বিণ* বজ্র নামাঙ্কিত। 'বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।' *চর্যা ৪৯,* ১২০০। ২ *বি* বজ্র। 'ডাক আন করি পাড়িলেঁ মুণ্ডে বাজ।' *বড়ু,* ১৪৫০।

বাজগর্জন [স বজ্রগর্জন] *বি* তীব্র চিৎকার। 'সে সর্বদা সুকোমল কোকিলস্বরে আমার সহিত কথাবার্তা কহিত, কিন্তু কাল একেবারে বাজগর্জন করে উঠলো।' *মাইকেল,* ১৮৭৩।

বাজ-পড়া ১ *বিণ* বজ্রাহত। 'পাশের বাজ-পড়া অশত্থ গাছটায় একটা ঘুঘু ...।' *নজরুল,* ১৯২৭। ২ *বি* আকস্মিক কোনো বিপদ উপস্থিত হওয়া। 'সর্বনাশ-জিনিসটা অনেক সময় বাজ পড়ার মতো।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

বাজভরা *বিণ* বজ্রপূর্ণ। 'খর বাজভরা সুদূরের আসমান।' *জসীম,* ১৯৩৩।

বাজসম *বি* বজ্রের সমান। 'বাজ-সম বাজে মর্মে লাজ।' *নজরুল,* ১৯২৩।

বাজে-খাওয়া *বিণ* বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত। 'একটা বাজে-খাওয়া তালগাছের মত।' *জীবন,* ১৯৩২।

বাজ[2] [ফা বাজ] *বি* শিকারি পাখিবিশেষ; বাজপাখি। 'শালিক লইল গুয়া পোষানিয়া পাখী ময়না দোয়েল বাজ ভাল ভাল দেখি।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

বাজপক্ষী *বি* ঈগল পাখির মতো শিকারি পাখিবিশেষ; শ্যেন। 'উচ্চে ডাকে বাজপক্ষী আজরাইলের ডাক।' *জসীম,* ১৯২৯।

বাজপাখি, বাজপাখী *বি* শিকারি পাখিবিশেষ। 'পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৬; 'ছেড়ে দেওয়া বাজপাখী যেন।' *অন্নদা,* ১৯৪৩।

বাজবৌরী *বি* শিকারি পাখিবিশেষ। 'বাজবৌরী, চিল, কুল্লো।' *বিভূতি,* ১৯৩৮।

বাজখাঁই, বাজখাই [বাজ খাঁ>] ১ *বিণ* অতিশয় গম্ভীর ও কর্কশ। 'পঞ্চম স্বর আজ এমন একবারে বাজখাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪। ২ *বিণ* প্রচণ্ড। 'নদীর চরের প্রতি জলে-খাওয়া ডাঙার কিষাণ যেমন প্রতিষ্ঠা করে বাজখাই অধিকার তার।' *মাহমুদ,* ১৯৬৬।

বাজন [স বাদন] *বি* বাদ্য। 'বাজন ডম্বুর শৃঙ্গ শুনিয়া বাড়য়ে রঙ্গ।' *মুকুন্দ,*

১৬০০।

বাজনদার [স বাদন+ফা দার] *বি* বাদ্যযন্ত্র বাজানো যার পেশা। 'বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বাজনিয়া *বি* বাজনদার; বাদক। 'বাদ্য আসি করিতে লাগিলা বাজনিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাজন্দরে [স বাদন>] *বি* বাদক। 'বাজন্দরে দুই এক টাকা পায়।' *সুলভ*, ১৮৭১।

বাজন্দার [স বাদন>] *বি* বাদক। 'অভ্যাগত ঢুলি ও বাজন্দারেরাও একটি শিকি আর এক হাঁড়ি নারকেল নাড়ু পেয়েছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাজন্দেরে *বি* বাদক। 'তোমাদের বলচেন বাজন্দেরে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বাজনা [স বাদন] ১ *বি* বাদ্যধ্বনি। 'নানা জন্ত্র বাজনা লইয়া গুনিজন গাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সুর। 'প্রকৃতির মধ্যে সর্বদা যে-একটি বাজনা বাজছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাজনাদার *বি* বাদ্যযন্ত্র বাজানো যার পেশা। 'পাঁচজন নায়েক, দুইজন বাজনাদার, একশো সিপাহি ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বাজনাবাদ্য *বি* বাদ্যধ্বনি। 'বিয়ে মানে তিনি বুঝতেন বাজনাবাদ্য, চোখঝলসানো আলো।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

বাজনাবাদ্যি *বি* বাদ্যযন্ত্রের আয়োজন; বাদ্যধ্বনি। 'বাজনাবাদ্যি গেল কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বাজনার বোল *বি* বাজনার গৎ। 'তালি দিয়া বাজনার বোল বলিতে আরম্ভ করিল।' *তারা*, ১৯৪০।

বাজপেয়ী [স বাজপেয়] ১ *বি* (হিন্দুদের) যজ্ঞবিশেষ। 'ঋত্বিকেরা কহিলেন মহারাজ অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ করুন।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বি* ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'ইহা বাজপেয়ী হওয়াও অসম্ভব নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বাজপেয়ে *বিণ* বিশাল। 'একটা বড় বাজপেয়ে সভার ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বাজবারণ [স বজ্র>] *বি* বজ্রদ্রুম বৃক্ষ। 'আকোরল জিঙ্গালরু দ্রাক্ষা সুদর্শন মাহাসুন্ধী বাজবারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাজরা[1] *বি* বড়ো ঝুড়ি। 'আলুর বাজরা মাথায় করিয়া, বাজারে গিয়া, বিক্রয় করিয়া আসিতেম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

বাজরা[2] [ই বার্জ] *বি* নৌকা। 'মাছের ও তরকারির বাজরা হু হু করিয়া আসিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাজরা[3] [স বর্জরী] *বি* এক রকমের খাদ্যশস্য। 'চরে গোরু শস্যশেষ বাজরার খেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বাজা ১ *ক্রি* বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনিত হওয়া। 'অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। ২ *ক্রি* শুরু হওয়া। 'নিত্যানন্দ অদ্বৈতে যে গালাগালি বাজে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ সংঘটিত হওয়া। 'পথিমধ্যে দ্বন্দ্ব যে বাজিল দুইজনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৪ পালন করা। 'তোমার হুকুম যেই চলে বাজাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৫ *ক্রি* বিদ্ধ হওয়া। 'চাঁদের কর শর হেন বাজে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'ব্যাধের তীর তাহার বুকে বাজিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৬ *ক্রি* অনুরণিত হওয়া। 'বলে আসি তোমার বাঁশি আমার প্রাণে বেজেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'আমার বাসনা আজি ত্রিভুবনে উঠে বাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৭ *ক্রি* রুক্ষ অনুভূত হওয়া। 'মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৮ *ক্রি* সময় হওয়া। 'ছয়টা বাজিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৯ *ক্রি* কষ্ট লাগা। 'তোর তো আর বাজেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'পরতে গেলে লাগে, ছিঁড়তে গেলে বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ১০ *ক্রি* অনুভূত হওয়া। 'তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে, হৃদয়-হরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ১১ *ক্রি* সাড়া দেওয়া। 'শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **বাজঅ** *ক্রি* বাজে। 'অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। **বাজই** *ক্রি* বাজে। 'বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। **বাজএ** *ক্রি* বাজে। 'অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **বাজতে লাগা** *ক্রি* ধ্বনিত হওয়া। 'মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘন্টা বাজতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **বাজহ** *ক্রি* ধ্বনিত হয়। 'মধুর বচন ভরমই জনু বাজহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বাজাঅ** *ক্রি* বাজাও। 'বুলিল মঙ্গলবাদ্য বাজাঅ বিশেষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বাজাইতে** *ক্রি* বাজাতে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **বাজাইয়া** *ক্রি* পালন ক'রে। 'তোমার হুকুম যেই চলে বাজাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **বাজাইল** *ক্রি* বাজালো। 'গগনে দুন্দুভিবাদ্য ইন্দ্রে বাজাইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বাজাও** *ক্রি* বাজাই। 'বংশ বাজাও গানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাজাচ্চে** *ক্রি* বাজাচ্ছে। 'কখন পেহেলটা দুম করে বাজাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **বাজায়ন্ত** *ক্রি* বাজায়। 'বাজায়ন্ত বেউল কন্নাল।' *সুলতান*, ১৭০০। **বাজায়িল** *ক্রি* বাজালো। 'বাঁশী বাজায়িলি যবেঁ কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাজায়িলেঁ** *ক্রি* বাজালে। 'বাঁশী বাজায়িলেঁ তোক্ষে থানে থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাজালে** *ক্রি* বাজিয়েছো। 'ত্রিভঙ্গ হইয়া রাসে বাজালে মুরলী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বাজাল্য** *ক্রি* বাজালো। 'ত্রিভঙ্গ হইয়া তায় বাজাল্য মুরলী।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বাজিবেক** *ক্রি* বাজবে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **বাজিয়া গেল** *ক্রি* প্রচারিত হলো। 'মুচিরামের নাম বাজিয়া গেল যে, বাবুটি মধুচক্রবিশেষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **বাজিয়াছে** *ক্রি* আঘাত লেগেছে। 'গালে যত বাজিয়াছে অঙ্গুলি-অঙ্গুরী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বাজিল** ১ *ক্রি* বাজলো। 'যাত্রা আসি বাজিল ওড়ন ষষ্ঠী নাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* সংঘটিত হলো। 'পথিমধ্যে দ্বন্দ্ব যে বাজিল দুইজনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *ক্রি* বেজে উঠলো। 'বাজিল কলির আরতি প্যাঁচ প'লো ভাই মানীর প্রতি।' *লালন*, ১৮৯০। **বাজে** ১ *ক্রি* ধ্বনিত হয়। 'চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুনুঝুনু বাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* বিদ্ধ হয়। 'চাঁদের কর শর হেন বাজে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **বেজে ওঠা** ১ *ক্রি* ধ্বনিত হওয়া। 'বাজিয়া উঠিবে বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* প্রতিধ্বনিত হওয়া। 'জীবনের মর্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাজা[2] [স বাধ>] *ক্রি* বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। 'বাজিআ দানার গায় পাছুয়াই পুনু জায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাজান [বাবা+ফা জান] *বি* বাবামশাই। 'সাতে সন্ধুরে বাজান আসিলে গলাটি ধরিয়া তাঁর ...।' *জসীম*, ১৯৩১।

বাজানা [স বাদন>] *বি* বাজনা। 'শাদীয়ানা বাজানা মন বাজে প্রতি ঘরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাজানিয়া *বি* বাজায় যে। 'তাম্বুরা বাজানিয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাজানেওয়ালা *বি* বাদ্যযন্ত্র যে বাজায়; বাদ্যকর। 'বাজানেওয়ালার পক্ষে সেতার বাজানো সহজতর।' *মুজতবা* ১৯৬৬।

বাজানো [স বাদন>] ১ *ক্রি* প্রদর্শন করা। 'রাজা প্রতাপাদিত্য আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনিত করা। 'বনের হৃদয় বাজাইছে যেন/ মরমের অভিলাষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *ক্রি* আন্দোলিত করা। 'বাজায়ে অরণ্যবীণা

ভীমবল শত বাহু নাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *ক্রি* বন্দনা করা। 'বাজাইবি সৌন্দর্যের বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৫ *ক্রি* যাচাই করা। 'বৈজ্ঞানিকেরা সত্যের টাকা না বাজিয়ে নেন না।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ৬ *ক্রি* চালানো। 'খেলিবার মাঠ লাঙল বাজায়ে চষীতেই যদি হবে।' *জসীম*, ১৯৩১। ৭ *ক্রি* সক্রিয় করা। 'দেহ নয়, মন নয় যদি – বলো তবে কী বাজাতে চাও?' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

বাজাপ্ত [ফা বাজ-ই-য়াফত] *বিণ* বাজেয়াপ্ত। 'অদ্য অব্দশতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বাজার [ফা] ১ *বি* পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান। 'কত হাট বাজার বসায় কত জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সমাবেশ। 'আমি দেখিলাম অপরূপ রূপের বাজার।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। ৩ *বি* কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। 'আজকের বাজারে এদের কে কাজ দেবে আবার।' *জীবন*, ১৯৩২।

বাজার-অনুসারে *ক্রিবিণ* কেনাবেচার গতি। 'বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বাজার আসা *ক্রি* কেনা জিনিসপত্র আনা। 'বাজার আসার পাঁচ মিনিট পরে আসে ছোটো ননদ।' *মানিক*, ১৯৪০।

বাজার করা ১ *ক্রি* জিনিসপত্র কেনা। 'পূর্ব্বমত বাজার করিয়া আনি দিল।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* কেনাবেচার কাজ। 'বাজার-করা হইতে নৌকাচালনা পর্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা তৎপরতার সহিত যোগ দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাজারখরচ [ফা বাজার+আ খরজ] *বি* পরিবারের দৈনন্দিন পণ্যসামগ্রী কেনার জন্য বরাদ্দ অর্থ। 'কিস্তির যোগান দিতে গিয়ে বাজারখরচে পড়ে টান।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

বাজার চড়া *ক্রি* বাজার দর। 'বললেই হবে, পাটের বাজার চড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বাজার দর [ফা] ১ *বি* বাজারে প্রচলিত মূল্য। 'বাজারদরে ধান্যের মূল্য স্থির করিয়া যত টাকা ধার্য্য হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮। ২ *বি* পণ্যের মূল্যমান। 'আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজার-দর যাচাই করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* চাহিদা। 'বিবাহের হাটে ছেলের বাজারদর বাড়াইয়া তুলিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বি* কদর। 'পলিটিক্যাল বিষয়ে কবিতার বেশ বাজার-দর ছিল।' *পাশা*, ১৯৭১।

বাজার নরম [ফা] *বিণ* চাহিদা কম। 'রূপ বর্ণনার বাজার নরম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বাজার নামা *ক্রি* বাজার দর কমে যাওয়া। 'তহবিল পূরণ করে রাখব – কিন্তু বাজার নেমে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

বাজার বসা *ক্রি* বাজার স্থাপিত হওয়া। 'সাহিত্যের এত বড়ো বাজার বসেনি, ছোটো হাটেই পশরা দেওয়া নেওয়া চলত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

বাজারবিজয়ী [ফা বাজার+স বিজয়ী] *বিণ* সবার কাছে সমাদৃত। 'সমুদ্রের কেচ্ছার গৌরবে বাজারবিজয়ী ব্যক্তি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বাজারবেসাতি [ফা বাজার+আ বসাত] *বি* পণ্য কেনাকাটা। 'আবশ্যক মত বাজারবেসাতিও করিয়া আনে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

বাজারভাও [ফা] *বি* বাজারদর। 'সকল জিনিষের বাজারভাও জ্ঞাত হয় …।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বাজারময় [ফা বাজার+স ময়] *ক্রিবিণ* বাজারজুড়ে। 'তার গল্প আস্তে আস্তে বাজারময় ছড়াতে আরম্ভ করল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বাজারসরকার [ফা] *বি* বাজারের হিসাবপত্র রাখে যে; কেরানি। 'কেহ মুহুরি কেহ মেট কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

বাজারি, বাজারী ১ *বিণ* বাজারের; বাজারে প্রচলিত। 'ওজন বাজারি ৫/৬ সের ৭।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'কলিকাতায় বাজারী ৮০ আসী সিক্কা ওজন সের ফিলাট ১ এক বেল পঁয়তাল্লিশ সের করিয়া হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৭। ২ *বিণ* খেলো; অর্থহীন। 'হাটারি বাজারি কথা নয়।' *রামমোহন*, ১৮১৭। ৩ *বি* বাজারে আসা-যাওয়া করে এমন ব্যক্তি। 'পরদিবস দোকানি পশারি হাটারি বাজারি হারী মৌলী যে যেখানে আছে ক্রমে২ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে২ …।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বাজারে *বিণ* সকলের উপভোগ্য; শস্তা। 'আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বাজারে ছাড়া *ক্রি* বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা। 'খুলনার নিউজপ্রিন্ট বর্তমানে বাজারে ছাড়া হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

বাজাল *বি* একপ্রকার ধান। 'বাজাল মরীচশালী ভুরা বেনাফুল।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাজি[১], বাজী [ফা বাজী] ১ *বি* ভেলকি; ইন্দ্রজাল। 'চৌদুলি চুনারি মাঝি কোরঙ্গা দেখায় বাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আতশবাজি। 'জলে স্থলে লক্ষ লক্ষ পোড়ে নানা বাজি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'হাজার হাজার বাজী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* মায়া। 'দারুণ দৈবের বাজি দুর্দ্দিন হইল আজি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৪ *বি* জুয়া খেলার পণ। *ওর্স্যা*, ১৭৮২; 'বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকোচুরি খেলিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৫ *বিণ* খেলার দান বা দফা। 'পরিশেষে, দুই চারি বাজী শতরঞ্চ খেলিয়া …।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'ঐবানহো অপেক্ষা একবাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৬ *বি* জীবন। 'যাতে পাই তাতে খাই করি বাজী ভোর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বাজিকর, বাজীকর [ফা বাজীগর] *বি* পুতুলনাচ দেখায় যে। 'কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর।' *ভারত*, ১৭৬০; 'বাজিকর পুতুল নাচায় আপন তারে কথা কওয়ায়।' *লালন*, ১৮৯০।

বাজিকরী [ফা বাজীগরী] *বিণ* জাদুকরী। 'বেদেনীর বাজিকরী শক্তির মতো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

বাজি খেলন *ক্রি* জুয়া খেলা; বাজি ধরে খেলা। *ওর্স্যা*, ১৭৮৫।

বাজিখেলা *বি* জুয়াখেলা। 'কী মনে করে বাজিখেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বাজিগর [ফা] *বি* জাদুকর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাজিগরি [ফা] *বি* জাদুকরের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাজি ফেলা ১ *ক্রি* আতশবাজি ফেলা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* পণ ধরা। 'আজন্ম ভাগ্যবাদে বিশ্বাসী লক্ষ্মীবাই সেইদিন থেকে ভাগ্যের সঙ্গে বাজি ফেললেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বাজীওয়ালা [ফা বাজী+হি ওয়ালা] *বি* রংতামাশা দেখায় যে। 'রঙিন মুরেঠা বেঁধে বাজীওয়ালা মুরগির আর ভেড়ার লড়াই লাগিয়ে দিল পথের ধারে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বাজি[২] [স বাজী] *বি* ঘোড়া। 'পর্বতিয়া টাঙ্গন তাজি বাছিয়া কিনিল বাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাজী [স] *বি* ঘোড়া। 'সাত বাজী অম্বরেতে রথ লয়্যা ফিরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বাজীপাল [স] *বি* ঘোড়াপালক; সহিস। 'সাজাইছে বাজী বাজীপাল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বাজি[৩] [তু বাচি>হি বাজী] *বি* বড়ো বোন। 'বাজি, তুমি লিখিয়া দাও।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

বাজিঞ্জির [ফা] *ক্রিবিণ* শিকলসহ। 'ঠকচাচা ও বাহুল্য পুলিপালমে গিয়া জাল করাতে সেখানে তাহাদিগের বাজিঞ্জির মাটি কাটিতে হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাজিয়ে [স বাদক] *বিণ* বাদ্যকর। 'দু চার গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদরা আসবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ইচ্ছে হল পাকা বাজিয়ে হব।' *অবন*, ১৯৪১।

বাজী *দ্র* **বাজি**[২]

বাজু [ফা] **১** বাহুর উপরের অংশে পরার অলঙ্কার। 'বাজু ৪টা।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'জড়াও বাজু দুই খান।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* বাহু। 'কাটা বাজু লাগে জোড়া একি পরমাদ।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* খাটের পাশের খাড়া কাষ্ঠখণ্ড। 'খাটের একটা বাজুর উপর বসিয়া।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বাজুবন্দ [ফা] *বি* বাহুতে পরার অলঙ্কারবিশেষ। 'সুবর্ণের বাহুপাশ চুড়ি অতি পরকাশ তাত বাজুবন্দ সুশোভন।' *সুলতান*, ১৭০০।

বাজুবন্ধ[১] [ফা বাজুবন্দ] *বি* এক জাতের ধান। 'বাজুবন্ধ নীলাবতী আর খয়েরচুর অঙ্গুরি তুলসী-বাকই বেড়িল প্রচুর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাজুবন্ধ[২] [ফা বাজুবন্দ] *বি* বাহুভূষণ বিশেষ। 'হাথের উপরে বাজুবন্ধ ছড়া ছড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বাজে[১] [স ব্যাজ] *বি* শুল্ক। 'দধি দুধের দিআঁ যা বাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাজে[২] [আ বাজ] **১** *বিণ* অসার; অনর্থক। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আর বাজে কথায় কাজ নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'একে খাওয়ানোটাই বাজে খরচ হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* কাজের নয় এমন; অযথা। 'অন্যান্য যেসব বাজে বকেছেন।' *নজরুল*, ১৯১৯।

বাজে আদায় [বাজে+আ আদায়] *বি* ফাঁকতালে সুবিধাভোগ। 'অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, জান্তে পাল্লে না কিন্তু আমরা সব দেখতে পাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাজে কথা [বাজে+স কথা] *বি* অপ্রয়োজনীয় কথা। 'আমার বেবাক বাজে কথাগুলো তুমি বাজেয়াপ্ত করিয়া যে একটি নিরেট মূর্তি দাঁড় করাইয়াছ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বাজেখত [বাজে+আ খত] *বি* এক ধরনের অতিরিক্ত ঋণপত্র বা বন্ড। 'বাজেখত ওগয়রহ খরিদ বিক্রয় করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

বাজেখরচ [বাজে+আ খরজ] *বি* অপ্রয়োজনীয় ব্যয়। 'জে লোকসান ও বাজেখরচ হইবেক হয় সমেত পহিলা খরিদারকে দিতে হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৭।

বাজেজমা [বাজে+আ জমা] *বি* অনির্দিষ্ট বা অতিরিক্ত সঞ্চয়। 'অভাগীর পতি বাজেজমার মালিক।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাজে দল [বাজে+স দল] *বি* খারাপ লোকের সংঘ। 'হুতোমে বর্ণিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।' *হুতোম*, ১৮৬৩।

বাজে মহাজন [বাজে+স মহাজন] *বি* খারাপ ব্যবসায়ী। '১৮১৩ সালে বাজে মহাজনদিগের কারবার ২০৫৯৫০।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বাজেলোক [বাজে+স লোক] *বিণ* মন্দপ্রকৃতির মানুষ। 'কথকগুলা বাজেলোক বাটী হইতে বাহির না হইলে সুখ নাই।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

বাজেআপ্ত *দ্র* **বাজেয়াপ্ত**

বাজে-খাওয়া *দ্র* **বাজ**[১]

বাজেট [ই] *বি* কোনো দেশের সম্ভাব্য বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব। 'বিলাতে পলিটিক্‌সে বানানো বাজেট তৈরি করা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। *দ্র* **বজেট**

বাজেট ঘাটতি *বি* যে বাজেটে আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। 'অনেক কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি সহ্য করিতে ইচ্ছুক।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

বাজেয়াপ্ত, বাজেআপ্ত [ফা বাজ-ইয়াফ্‌ত] **১** *বিণ* মালিকানা কেড়ে নেওয়া হয়েছে এমন। 'সেই গ্রামের ইজার্দার বাজেআপ্ত করিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তৌফির বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **২** *বিণ* সরকার-জমিদার প্রভৃতি দ্বারা অধিকৃত। 'আইন হইল, যে ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। **৩** *বি* বর্জন। 'আমার বেবাক বাজে কথাগুলো তুমি বাজয়াপ্ত করিয়া যে একটি নিরেট মূর্তি দাঁড় করাইয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বাজেয়াপ্তকরণ [ফা বাজ-ইয়াফ্‌ত+স করণ] *বি* সরকার কর্তৃক দখল করে নেওয়া। 'তন্মধ্য প্রধান অনিষ্টকর নিষ্কর ভুমি বাজেয়াপ্তকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বাজেয়াপ্তি [ফা] *বিণ* বাজেয়াপ্তকরণ সংক্রান্ত। 'গবর্ণমেন্ট এই বাজেয়াপ্তি কোর্টগুলির ব্যয় বাবতে আট লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

বাজেয়াফত [ফা] *বিণ* বাতিল; জব্দ। 'কংগ্রেসপ্রার্থীর জামিনের টাকা পর্যন্ত বাজেয়াফত হইয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

বাজেয়াফতি *বি* বাতিল; সরকারি অনুমোদন প্রত্যাহার। 'সংবাদপত্রের বাজেয়াফতি ও অন্যান্য দণ্ডের বিরুদ্ধে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

বাজ্জ [স বাদ্য] *বি* বাজনা। 'চৌদিকে জত্ত জত্ত সংখর বাজ্জ হএ।' *রামাই*, ১৭১০।

বাঝা, বাঝানো [স বাধ্‌>] **১** *ক্রি* বাঁধা পড়া। 'পেখ মোত্র মোহে বলি বলি বাঝই।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০। **২** আটক করা। 'বিনি ফান্দে বাঝাইতে পারি পক্ষীরাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *ক্রি* সংঘর্ষ হওয়া। 'নতুবা বাঝিলে মাত্র রথ হএ চুর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বাঝই** [স বাধ্যতে] *ক্রি* বাঁধা পড়ে। 'পেখ মোত্র মোহে বলি বলি বাঝই।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০। **বাঝাইতে** *ক্রি* আটক করতে। 'বিনি ফান্দে বাঝাইতে পারি পক্ষীরাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বাঝিলে** *ক্রি* সংঘর্ষ হলে। 'নতুবা বাঝিলে মাত্র রথ হএ চুর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বাঝিলেন্ত** *ক্রি* আটকে গেলো। 'শাস্ত্র-পাঠ মুখে জপে মনে প্রেম রস ভাবে বাঝিলেন্ত দোঁহা প্রেম ফান্দ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বাঝে** *ক্রি* আটকে যায়। 'আহারের লোভে ফান্দে বাঝে পক্ষীগণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাঝেঁ [স বন্ধ্যা] *বিণ* বাঁঝা। 'বলদ বিআএল গবিআ বাঝেঁ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

বাঞর [স বাম] *বিণ* বাম দিকের। 'বাঞর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাঞ্ছা[১] [স বাঞ্ছ্‌>] *ক্রি* ইচ্ছা করা। **বাঞ্ছ** *ক্রি* ইচ্ছা করো। 'জেই বাঞ্ছ তাই দিব খণ্ডিব খুধাতৃসা।' *মালাধর*, ১৫০০। **বাঞ্ছী** *ক্রি* ইচ্ছা করি। 'নিয়তো বাঞ্ছী তাহাতেই এ ছাওয়ালের শ্বরিরগতিক ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বাঞ্ছা[২] [স বাঞ্ছা] *বি* ইচ্ছা। 'তোম্মার অবিষ্ট জেন বাঞ্ছা পূর্ণ করি।'

কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **বাঞ্ছিত** *বিণ* বাঞ্ছিত; কাম্য। 'দান দেও জাই ঘরে বাঞ্ছিত আক্কার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাঞ্চোত, বাঞ্চোৎ, বাঞ্চৎ, বানচোত [হি] *বি* গালিবিশেষ। 'বাঞ্চৎ বড়া মামলাবাজ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'অ্যাই বানচোত কা বাচ্চা – ঘুরে দাঁড়ালো একটা পুলিশের কর্ত্তা।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'চাচা লয়, তোর বাপ। চাচা লাফাইচে বাঞ্চোত।' *হাসান*, ১৯৬২।

বাইঞ্চত [হি] *বি* গালিবিশেষ। 'ধমক মারলো হঠাৎ – চুপ র বাইঞ্চত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাঞ্ছনি [স বাঞ্ছন] *বি* অভিলাষ। 'মনে মনে বাঞ্ছনি করএ বিক্ষপনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাঞ্ছনীয় [স] *বিণ* কাম্য। 'তোমার কুশল বাঞ্ছনীয়।' *রামরাম*, ১৮০২।

বাঞ্ছা[১] [স বাঞ্ছ্>] *ক্রি* কামনা করা। **বাঞ্ছএ** *ক্রি* কামনা ক'রে। 'চতুর্দ্দশ ভেদিলে পাএ যাহারে বাঞ্ছএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **বাঞ্ছহ** *ক্রি* বাঞ্ছা করছো; কামনা করছো। 'এবেঁ কেহ্নে আহ্মা সমে বাঞ্ছহ রতী।' বড়ু, ১৪৫০।

বাঞ্ছা[২] [স বাঞ্ছা] *বি* ইচ্ছা। 'মম মনে বাঞ্ছা এই সকল তোমারে কই।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'আপনকার কুসল মঙ্গল হামেসা বাঞ্ছাতেই অত্রানন্দ বিশেষ।' *বোগল*, ১৭৭০।

বাঞ্ছাকল্পতরু [স] *বি* ইচ্ছাপূরণ করে এমন কাল্পনিক গাছ। 'ভক্তগণ প্রতি অতি বাঞ্ছাকল্পতরু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাঞ্ছামাত্র [স] *বি* একমাত্র কামনা। 'বাঞ্ছামাত্র তব শ্রীচরণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বাঞ্ছিত [স] ১ *বি* ইচ্ছা। 'অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* আকাঙ্ক্ষিত। 'পিরীতি বাঞ্ছিত বানী অমৃত সরস।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'তাহার সহিত আমার একান্ত-বাঞ্ছিত মিলনের গ্রন্থি সুদৃঢ় হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯২৭। ৩ *বি* কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। 'মর্মমাঝে বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাঞ্ছিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অভিলাষিত; কাম্য। 'বাঞ্ছিতা প্রেয়সীর পাড় করুণ পরশের মতো।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বাঞ্জো [ই] *বি* গীটারের মতো তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তিন চারিজন পরী ধরাসনে বসিয়া বেহালা, সেতার, বাঞ্জো এবং ক্লারিওনেট বাজাইতেছিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

বাট[১] [স বর্ত্ম] *বি* পথ। 'বাটত মিলিল মহাসুহ সুঙ্গা।' *চর্যা ৮*, ১২০০; 'হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-ষোলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাটদান [স বর্ত্ম+স দান] *বি* পথকর বা পথের কর। 'বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে।' বড়ু, ১৪৫০।

বাটে-বাটে *ক্রিবিণ* পথে পথে। 'ভয় নাহি করে সঙ্গে যায় বাটে-বাটে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাট[২] *বি* বাপু। 'কত নিদ্রা যাও বাট প্রভাত সময়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাট[৩] [ই] ১ *বি* হাতল। 'ধ্বসে যার কোটি কোটি কাস্তে আর হাতুড়ীর বাট কর্ণি, কলম আর তুলিকায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* চুষি। 'রবারের বাটটা মুখে পুরে চুক চুক শব্দ তুলে দুধ টানতে থাকে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বাটখারা [হি বটখারা] *বি* ওজন নির্ধারণের জন্যে বিভিন্ন এককের ভার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; *এডমন*, ১৭৯৩; 'ওজনের বাটখারায় জীবিত বস্তুর পরিমাপ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাটন [স বর্তন] *বি* বাটা মশলা। 'হিঙ্গ জিরা লঙ্কা দিল ধন্যার বাটনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বাটনা [স বর্তন>] *ক্রি* পেষণ করা; পেষা। 'কাটনা কামাই হর্ট বাটনার কালে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বাটনা-বাটা *বি* মশলা বাটা। 'বাটনা-বাটা কোটনা-কোটা সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাটপাড় [হি বটপাড়] *বি* দুষ্টলোক। 'গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাট পাড়া *ক্রি* প্রতারণা করা। 'দানছলেঁ বাট পাড় সর্বক্ষণ।' বড়ু, ১৫০০।

বাটপাড়ি, বাটপাড়ী [হি বটপাড়>] *বি* বাটপাড়ের পেশা; প্রতারণা। 'জুচ্চুরি, বাটপাড়ী, দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'এখন থেকে চুরির উপর বাটপাড়ি করবার রাস্তা আটক রইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাটলার [ই] *বি* প্রধান পরিচারক। 'বাটলার, খানসামা, বয়, দারোয়ান।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাটা[১] [স বর্তন] ১ *বি* পানের থালা। 'বাটা ভরি কর্পূর তাম্বুলে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* কাঠের থালা। 'বাটা ভরি দিয়া বৈল খাও ত আসিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* কৌটা। 'কেহ নেত কেহ সেত কেহ পাট সাড়ি/ চন্দন কুসুম কেহ বাটা ভরা কড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* খাবারে পরিপূর্ণ থালা। 'কেবল পাল পার্ব্বণে ... ষষ্টির বাটায় তত্ত্ব তাবাস চলতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাটা[২] *বি* ছোটো মাছ বিশেষ। 'মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাটা[৩] [স বণ্ট্>] *ক্রি* ভাগ করা। 'বলিল বাটিয়া লেহ যার যেইখানি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **বাট্যা** *ক্রি* ভাগ ক'রে। 'বাট্যা দিব রাজ্য রাজা দ্বিগুণ-পরিমাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বেট্যা** *ক্রি* ভাগ ক'রে। 'বুদ্ধি কর্যা বিষ্ণু তায় বেট্যা দিল সুধা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বাটা[৪] [স বর্তন>] *ক্রি* পেষণ করা। 'জয়াবিজয়া পন্থা বাটেন মহৌষধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বাট্যা** *ক্রি* পেষণ ক'রে। 'ইহা বাট্যা দিহ সাধু-খুল্লনার বসনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বেটে** *ক্রি* পিষে। 'সন্ধ্যাকালে সিদ্ধিগুলি কে দিবেক বেটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বাটানো *ক্রি* অন্যকে দিয়ে পেষণ করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাটা[৫] [স বর্তন>] *বি* পিষ্ট বস্তু। 'তুই ভাই হাই আমলা ঝাল সাড়া বাটা লে আয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বাটা[৬] [হি বট্টা] *বি* খাজনা জমা বাবদ কর। 'প্রজা খাজনা লইয়া উপস্থিত, সঙ্গে সঙ্গে বাটা দিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

বাটাইল [স বর্ত্ম>] *বি* জানালা। 'বাটাইলের ধারে ছিদু থুইল একভায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বাটার-কাপ [ই] *বি* হলুদ ফুল বিশেষ। 'সাদা ডেজি ও হলদে বাটার-কাপ অজস্র সৌন্দর্যে প্রকাশিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বাটালি *বি* ছুতারের হাতিয়ার বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কহিল দুর্ব্বাক্য কতো বাটালি কাটিয়া।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'জেলেডিঙ্গি উলটে ফেলে বাটারি হাতে মেরামত করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।।

বাটি[১], **বাটী**[১] [স বাটি] *বি* বাড়ি। 'সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের বাটীতে গমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আওবড়ি বাটি আনিবারে পাঠাএ

নরপতী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাটীঘর *বি* বাড়ি-ঘর। 'বাটীঘর দরজা ও টাকাকড়ি কে কোথায় থাকিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বাটীবাগান *বি* বাগানবাড়ি। 'মহারাজার আশ্রয়ে মহোত্রাণ বাটীবাগান এবং পুস্কর্নি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বাটি[১], বাটী[১] [স বর্তন] *বি* ছোটো পাত্র বিশেষ। 'বাটী ঘটী বট-লই শিপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বাটি।' *মানোএল*, ১৭৪৩। 'দূর হত্যে দেখে চোর ঘটি বাটি থালা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বাটি[৩] [স বন্ট>] *বি* বাঁট। 'যবে যে বাগ ঝাটি ধরিবে ছাতার বাটি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাটিয়া[১] [স বণ্ড] *বিণ* জারজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাটিয়া[২] [স বন্ট>] *ক্রি* বেটে; পেষণ ক'রে। 'নাভিতে বাটিয়া দিলে গর্ভ হয় পাত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাটী[১] *দ্র* **বাটি[১]**

বাটী[২] *দ্র* **বাটি[২]**

বাটীকা [স বাটিকা] *বি* পাত্রবিশেষ। 'বাটীকা ১।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

বাটুনী *বি স্ত্রী* পেষণ করে যে। 'বাটিয়া কোথায় বাটুনী গিয়াছে চলি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বাটুল[১] [স বর্তুল] ১ *বিণ* গোলাকার। 'কোটর বাটুল দুই আখি।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সিসা বা মাটির গুলি। 'বিহঙ্গ বাটুলে বধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* পাখি মারার অস্ত্রবিশেষ। 'বাটুলটা নিয়ে পাখি মারার জন্য বেরিয়ে পড়তাম।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

বাটুল[২] [স বর্তুল] *বি* কলাই জাতীয় শস্যবিশেষ। 'বাটুল সরুসা নিয়া ফলাইল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বাটোয়ার, বাটোআড় [হি বটপাড়] ১ *বি* পথদস্যু। 'এবে বাটে বাটোআড় হৈলা কাহ্নাঞ্রি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'খুট দানি বাটোয়ার আলিঙ্গন মাগে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রতারক। 'চোর বাটোয়ার মাত্র করে নিজ কাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাটোয়ারা *বি* ভাগবন্টন। 'সাম্রাজ্যটাকে বাটোয়ারা করিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাটোয়ারি *বি* দস্যুবৃত্তি। 'রাজপন্থে থাক কানু রে করো বাটোয়ারি।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

বাট্টা [হি বট্টা] ১ *বি* দ্রব্য বিনিময়ের সময়ে প্রদত্ত মাশুল। 'সিক্কা সিক্কা কাটিল মণত বাট্টা কমি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* মূল দাম থেকে যে অংশ ছাড় দেওয়া হয়; কমিশন। 'সিক্কা টাকার বাট্টার বিসয় লিখীয়াছ।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

বাঠি, বাঠিয়া [স বণ্ড] *বি* বেঁটে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বঠুরা *বি* ছোটো বাক্স। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাড়্হী [স বাটী] *বি* বাড়ি। 'গঅণত গঅণত তইলা বাড়্হী হেঞ্চে কুরাড়ী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

বাড়[১] ১ *বি* বেড়া। 'একজন কর্মী এক নিকটের ক্ষেতে বাড় সারিতেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* ঘরের দেয়াল। 'চালে খড় নাই, বাড়ে মাটি নাই।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বাড়[২] [পা বাহির] *বি* বহির্ভাগ। 'বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাড়াই দেওয়া *ক্রি* এগিয়ে দেওয়া। 'আসিছিল রসুলরে বাড়াই দিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

বাড়[৩] [স বৃদ্ধি] ১ *বিণ* ব্যতিক্রমী। 'ছক্কা বড় বাড়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* স্পর্ধা। 'লোকটার বড় বাড় বেড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বি* বয়সের সঙ্গে দেহের বৃদ্ধির গতি। 'ওর বাড় একটু কম।' *জীবন*, ১৯৩২।

বাড়-দাবানো *বিণ* বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হয় না এমন। 'একদিকে বাড়-হারানো বড় জাত, অন্য একদিকে বাড়-দাবানো বড়ো জাত।' *অবন*, ১৯২৫।

বাড় বাড়ন্ত *বি* সমুন্নতি। 'তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড় বাড়ন্ত।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বাড় বাড়া ১ *বিণ* একাকার। 'তা দেখে কর্পূর কেঁদে করে বাড় বাড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *ক্রি* স্পর্ধা হওয়া। 'লোকটার বড় বাড় বেড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বাড়-হারানো *বিণ* বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে এমন। 'একদিকে বাড়-হারানো বড় জাত, অন্য একদিকে বাড়-দাবানো বড়ো জাত।' *অবন*, ১৯২৫।

বাড়তি *বিণ* অতিরিক্ত। 'বাড়তি আছে কমতি আছে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বাড়তি-পড়তি *বি* ওঠানামা। 'ও-কাজের আয়ব্যয়ের বাড়তি-পড়তি বিস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বাড়ন-সার *বিণ* বাড়ন্ত। 'নঈমা বড় বাড়ন-সার।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বাড়ন্ত [বাড়+স অন্ত] ১ *বিণ* কম; নিঃশেষিত। 'কুটীতে টাকা বাড়ন্ত।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বিণ* বেড়ে উঠছে এমন। 'বাড়ন্ত মেয়ে, দেখিতে কিছু ডাগর দেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'বাড়ন্ত বেশ। হ্যাঁ খুব পরিপূর্ণভাবেই পুরুষ মানুষ।' *জীবন*, ১৯৩৩।

বাড়ব [স] *বিণ* সমুদ্রগর্ভের কল্পিত আগুন। 'উষ্ণ রবি হৈল যেন বাড়ব হুতাশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাড়বঅনল [স বাড়ব-অনল] *বি* সমুদ্রগর্ভের কল্পিত আগুন। 'জাগো বাড়বঅনল জ্বলে, বনে দাবানল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বাড়ববহ্নি [স] *বি* সমুদ্রগর্ভের কল্পিত আগুন। 'দুর্ব্বহ বাড়ববহ্নি বহে অকূপার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাড়বাগ্নি [স] *বি* সমুদ্রগর্ভের কল্পিত আগুন। 'সমুদ্রের মধ্যে বাড়বাগ্নি নামে অগ্নি-বিশেষ আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বাড়বানল [স] *বি* সমুদ্রগর্ভের কল্পিত আগুন। 'বাড়বানলে পরিতৃপ্ত হলে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

বাড়া[১] ১ *ক্রি* বৃদ্ধি পাওয়া। 'অধিক বাড়িল কোপ ইন্দ্রের সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* বিত্তবান হওয়া। 'নীচলোক বাড়িলে আকাশে মারে লাথি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *ক্রি* প্রসারিত হওয়া। 'মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়/ জাগিল হর্ষগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *ক্রি* বড়ো হওয়া। 'বাড়িতে গেলে ছাড়িতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **বাড়এ** *ক্রি* বাড়ে। 'জেন কীর্ত্তি উন্নতি বাড়এ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বাড়য়ে** *ক্রি* বৃদ্ধি পায়। 'তথাপি যে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বাড়াইল** *ক্রি* বৃদ্ধি করলো। 'চিরদিন সঙ্গে থাকী বাড়াইল রঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বাড়াব** *ক্রি* বিস্তার করবো। 'বাড়াব তোমার বংশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বাড়ায়** *ক্রি* বৃদ্ধি করে। 'আকাস প্রমান বির বাড়ায় সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বাড়ায়েছি** *ক্রি* বাড়িয়েছি। 'বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বাড়াল্য *ক্রি* বৃদ্ধি করলো। 'ধন দিআ চণ্ডী মোর বাড়াল্য সম্পদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ময়না নগরে রিপু বাড়াল্য গোসাঞি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বাড়িতে** *ক্রি* বৃদ্ধি পেতে। *মানোএল*, ১৭৪৩। **বাড়িল** *ক্রি* বাড়লো; বৃদ্ধি পেলো। 'অধিক বাড়িল কোপ ইন্দ্রের সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বাড়িছে** *ক্রি* উদার হচ্ছে; প্রসারিত হচ্ছে। 'প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **বাড়ী** *ক্রি* বাড়ে। 'গঙ্গার বচনে চণ্ডীর কোপ বাড়ী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **বাড়ু** *ক্রি* বাড়ে। 'ধন পুত্র যশ লক্ষ্মী পরমায়ু বাড়ু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বাড়ুক** *ক্রি* বৃদ্ধি পাক। 'ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বাড়ে ১** *ক্রি* বৃদ্ধি পায়। 'আর সব রোগ হৈলে তেজ নাহি বাড়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* বেড়ে চলে। 'মাএর কোলে গোরাচান্দ বাড়ে দিনে দিনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বাড্যা** *ক্রি* বেড়ে। 'আটমাসে নিদয়ার বাড্যা যায় পেট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বেড়ে ওঠা ১** *ক্রি* বড়ো হয়ে ওঠা। 'যত্ন পাইলে ঘরের ছেলেগুলির মতো বাড়িয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *ক্রি* ফুলে ওঠা। 'নদী বেড়ে উঠে প্রায় ডাঙার সমান রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *ক্রি* প্রভাবশালী হওয়া। 'ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বভাবত বাড়িয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **বেড়ে যাওয়া** *ক্রি* বিস্তার লাভ করা। 'একদিনেই আমার পসার বেড়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাড়া[২] **১** *বিণ* বড়ো। 'কাকেয় নাহি টুটা বাড়া সমান হৃদয়।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* অতিরিক্ত। 'মোর বাড়া আর প্রভু নাহি অপরাধী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* মহার্ঘ্য; অতীত। 'পশিতে নারিলাম গুয়া পরশের বাড়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাড়া-টুটা *বিণ* কমবেশি। 'তাহা হোন্তে বাড়া-টুটা নাহি কদাচন।' *সুলতান*, ১৭০০।

বাড়াবাড়ি ১ *বি* সীমা লঙ্ঘন। 'তবে ত বড় বাড়াবাড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০; 'এ নিয়ে সাহেবের উপর অভিমান করতে বসা আমার পক্ষে নিতান্ত বাড়াবাড়ি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* আগুপাছু। 'গড়াগড়ি বাড়াবাড়ি উল্‌টাপাল্‌টি ... একজন জয়ী হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৩** *বি* বাহুল্য। 'একসারসাইজ বুক ইত্যাদির বাড়াবাড়ি।' *এসলাম*, ১৯২০।

বাড়া[৩] [স বাটি] *বি* বাড়ি। 'পাইআ বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাড়া[৪] [স বৃধ্>] *ক্রি* পরিবেশন করা। **বাড়িয়া** *ক্রি* পরিবেশন ক'রে। 'রাঁধিয়া বাড়িয়া মোর কাঁকালে হৈল বাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাড়া ভাতে ছাই – গোছানো কাজ নষ্ট করা। 'বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বাড়া[৫] *ক্রি* বাড়ি দেওয়া। **বাড়িয়া** *ক্রিবিণ* বাড়ি দিয়ে। 'এখনি শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে তোরে বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **বাড়িয়ানো** *ক্রি* পেটানো। 'বাড়িয়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাড়াই দেওয়া *দ্র* বাড়[২]

বাড়াড়ি *বি* কাফি ঠাটের ঔড়ব-সম্পূর্ণ রাগবিশেষ। 'বাড়াড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাড়ানো ১ *ক্রি* পরিবেশন করা। 'তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* এগিয়ে দেওয়া; তোলা। 'বেঙ বিল হইতে উপরে মুখ বাড়াইয়া; কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *ক্রি* অতিরিক্ত বলা। 'আমরা তোমাদের যতটা বাড়াই তোমরা তাহার যোগ্য নহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *ক্রি* বাড়িয়ে তোলা। 'দূরে গিয়ে বাড়াই-যে খুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বাড়িয়ে বলা *বি* অতিরঞ্জিত ক'রে বলা। 'অনেকের বাড়িয়ে বলা স্বভাবসিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯; 'বাড়িয়ে-বলা নয় গো এ নয় ভালবাসার-ভুল-বকুনি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বাড়িয়ে বাড়িয়ে *ক্রিবিণ* অতিরঞ্জিত ক'রে। 'তবুও বলিস বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিঠে কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বাড়ি[১], **বাড়ী**[১] **১** *বি* লাঠি দণ্ড ইত্যাদির আঘাত। 'লাণ্ডে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মাথা ভাঙ্গিমু মার‍্যা পাউড়ির বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* লাঠি। 'আসাবাড়ি নাহিক দারুণ বাড়ি হাতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বাড়ি[২], **বাড়ী**[২] [স বৃদ্ধি] **১** *বি* সুদ। 'ঋণ বাড়ি নাহি দেও।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ধানের সুদ হিসেবে ধান। 'ধান্য ও কর্জ্জ পাওয়া যায়, ইহাকে বাড়ী বলে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

বাড়ি[৩], **বাড়ী**[৩] [স বাটী] *বি* আবাস। 'হেরি ষে মেরি তইলা বাড়ী খঃসমে সমতুলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০; 'তোর কি বাড়িতে আছোঁ তোর কিবা ভাত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাড়িউলী *বি* বাড়ির মহিলা মালিক। 'নিচে বাড়িউলীর গলা শোনা গেল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বাড়িওআলা *বি* বাড়ির মালিক। 'বাড়িতে বাড়িওআলা বলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বাড়িওআলী *বি* বাড়ির মহিলা মালিক; মালিকের স্ত্রী। 'যাঁরা বাড়িতে থাকেন বাড়িওআলীর সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বাড়িওয়ালা, বাড়ীওয়ালা *বি* বাড়ির মালিক। 'মাসান্তে বাড়িওয়ালা একবার করে অপমান করে না যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'বাড়ীওয়ালা আমাকে অতিথি হিসেবে ধরে নিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বাড়িওয়ালী *বি* বাড়ির মহিলা মালিক। 'বাড়িওয়ালী মাসির মেয়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

বাড়িঘর [বাড়ি+ঘর] *বি* বাসগৃহ ও তার লাগোয়া অন্যান্য অংশ। *ওর্সা*, ১৭৮২।

বাড়ি-ছাড়া *বিণ* বাড়ি থেকে বিতাড়িত। 'বউ রাগারাগি মান-অভিমান করিয়া আবার তাহাকে বাড়ি-ছাড়া করিবার চেষ্টায় আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বাড়িবদল *বি* আবাসগৃহ পরিবর্তন। 'শীঘ্র বাড়ি বদল করব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বাড়িবদল করতে আমার ভীষণ ভয়।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

বাড়ি-ভরা *বিণ* বাড়িভর্তি। 'বাড়ি-ভরা লোকজন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

বাড়ি বাড়ি *ক্রিবিণ* ঘরে ঘরে; প্রতি ঘরে। 'গোরস খাইলা প্রতি বাড়ি বাড়ি ফিরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাড়িভাড়া, বাড়ীভাড়া *বি* টাকার বিনিময়ে বাস করার জন্য বাড়ি। 'এ বয়সে কোথায় বাড়ীভাড়া করে থাকবো বল?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বাড়িময় [বাড়ি+স ময়] *ক্রিবিণ* বাড়িজুড়ে। 'মাসখানেকের মধ্যে বাড়িময় এমন ঘোরতর পরিবর্তন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বাড়িমুখো *বিণ* বাড়ির দিকে গমনকারী। 'বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিসমহলের নানা রাস্তা দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাড়িসুদ্ধ *বিণ* সমস্ত বাড়ির। 'তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাড়ীতে বাড়ীতে *ক্রিবিণ* প্রত্যেক বাড়িতে। 'বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়েও মেয়েদের ... দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' *বেগম*, ১৯৬৫।

বাড়ীদার [বাড়ি+ফা দার] *বি* বাড়ির মালিক। 'পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র২ জমীদার ও ইজারাদার ও বাড়ীদারদিগের অত্যাচারের ব্যাপার আমরা পুনঃ২ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া থাকি।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

বাড়িআল [স বগু>] *বি* কালো রঙের ছোটো পোকাবিশেষ; বাঁড়িয়া। 'মালতী মধুকর বাড়িআল সৈনাহুল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাড়িয়াল, বাড়ীয়াল *বি* লতাপাতা বা খড়ের তৈরি বেড়া, যা ভিতরবাড়ির চারদিকে দেওয়া হয়। 'বাড়িয়ালের আড়াল হইতে সে-ও যেন একইভাবে উঁকি দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮; 'গাছগাছালি ঘেরা বাড়ীয়ালগুলি ঘিরে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাড়ুই [স বর্ধকী] *বি* সূত্রধর। 'বাড়ুই মিস্ত্রীর কর্ম্ম।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বাড়ুরি *বি* বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কলাবতী নামে এক বাড়ুরি ব্রাহ্মণী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাঢ়স [পা বারস] *বিণ* বারো। 'জেন মতে বনে ছিল বাঢ়স বৎসর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাঢ়া[১] [স বর্ধন>] *ক্রি* বৃদ্ধি পাওয়া; বড়ো হওয়া। 'বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০। **বাঢ়** *ক্রি* বাড়ে। 'দিনে দিনে চন্দ্রকলা সম বাঢ়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বাঢ়ই** *ক্রি* বাড়ে। 'বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০। **বাঢ়এ** *ক্রি* বেড়ে চলেছে। 'অন্তরে বাঢ়এ মোর দারুণ মদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাঢ়য়ে** *ক্রি* বৃদ্ধি পায়। 'হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ-ধক্‌ধকী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বাঢ়ল** *ক্রি* বাড়লো। 'আপনহি পেম তরুঅর বাঢ়ল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **বাঢ়লুঁ** *ক্রি* বাড়ালাম। 'আরতি বাঢ়ালুঁ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **বাঢ়ায়িআঁ** *ক্রি* বাড়িয়ে। 'আও বাঢ়ায়িআঁ থোএ যমুনার কুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাঢ়ায়িলোঁ** *ক্রি* প্রসারিত করলে। 'কোন আসুভ খনে পাঢ়া বাঢ়ায়িলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাঢ়ি** *ক্রিবিণ* বেড়ে। 'দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাঢ়ি গেল** *ক্রি* উন্মুখ হলো। 'দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাঢ়িল** *ক্রি* বেড়ে গেলো। 'তেঁএ মোরে বাঢ়িল আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাঢ়িলাহোঁ** *ক্রি* বড়ো হলাম; লালিত পালিত হলাম। 'এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাঢ়ে** *ক্রি* বড়ো হয়। 'নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোক্ষা বধিবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাঢ়াইবার *বিণ* সম্প্রসারণের। 'রাধাগঞ্জ বাঢ়াইবার কারণ।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বাঢ়া[২] *বিণ* বড়ো। 'বল দেখি জ্ঞান ভক্তি হইতে কে বাঢ়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাঢ়া[৩] *ক্রি* ভীত করা। 'বাঢ়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাঢ়ি *বি* আধিক্য। 'দুই মূর্ত্তি সম ঘাটি বাঢ়ি নাহি ইথি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাণ[১] [স বর্ণ] *বি* রঙ। 'কলা মুষা উহ ণ বাণ।' *চর্যা ২১*, ১২০০।

বাণ[২] [স] **১** *বি* তির। 'গুরুবাক পুঞ্জআ বিন্ধ নিঅ মণে বাণেঁ।' *চর্যা ২৮*, ১২০০। **২** *বি* তান্ত্রিক মারণাস্ত্র। 'হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'লখিন্দরে মনসা মারিল যত বাণ।' *কেতকা*, ১৬৫০। **৩** *বি* একপ্রকার আতসবাজি। 'সলখে বাণের গড়।' *ভারত*, ১৭৬০। **৪** *বি* কটাক্ষ। 'বাবুরে করিবে কাবু নয়নের বাণে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বাণদৃষ্টি [স] *বি* বাণের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'নিমীলিত চোখে যদি জাগে বেদেনীর বাণদৃষ্টি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বাণবরদার [স বাণ+ফা বরদার] *বি* তিরবাহক। 'সোটাবরদার আসাবরদার ও বাণবরদার ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বাণবিদ্ধ [স] *বি* তিরবিদ্ধ। 'বাণবিদ্ধের ন্যায় জ্বালাযন্ত্রণা – মহাবেদনার উদ্রেক করিয়া দিতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বাণবৃষ্টি [স] *বি* বৃষ্টির মতো বাণবর্ষণ। 'বাণবৃষ্টি করে জেন মেঘে পেলে জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাণ-বেঁধা *বিণ* বাণবিদ্ধ। 'বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বাণরাজা [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'আর্দ্রা – অগ্নি – সরমা – রোহিণী – বাণরাজা …।' *জীবন*, ১৯৩০।

বাণলিঙ্গ [স] *বি* শিবলিঙ্গবিশেষ। 'তাহারা মৃন্ময় বাণলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার আরাধনা করিয়া থাকে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বাণ সেলামি [স বাণ+আ সালাম] *বি* খেজুর রসের উপর নির্ধারিত খাজনা। 'বাণ সেলামি – রস গুড় তৈয়ার জন্য।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

বাণাঘাত [স] *বি* শরাঘাত। 'কোন পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে।' *মাইকেল*, ১৮৬৯।

বাণ[৩] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বৈদ্যনাথ বাণ।' *সেবধি*, ১৮৪৫।

বাণ[৪] *বি* বাইন মাছ। 'সাপের মতো বাণমাছ … জালে পড়ল।' *অবন*, ১৮৯৬।

বাণা *বি* পতাকা। 'কলিমর্দ্দন বান্ধে বাণা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাণি [স] *বি* হিন্দু দেবী সরস্বতী। 'নমহু নমহু বাণি প্রণমহোঁ নারায়ণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাণিজার [স বণিজ] *বি* বণিক। 'মাউলানীক পাইল বাণিজারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাণিজ্য [স] **১** *বি* পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়। 'বাণিজ্যের আশে তুরা নৌকায় দিলাঙ ভরা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* ব্যবসা। 'সাল্ট এজেন্ট অর্থাৎ লবণ বাণিজ্যের সম্পাদক বলিলেই তৎক্ষণাৎ সে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৩** *বি* ব্যবসায়ের পণ্য। 'নদী … বাণিজ্য বহন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাণিজ্যকরণ [স] **১** *বি* বাণিজ্য আরম্ভ করণ। 'মৃগশিরা নয় দণ্ড বাণিজ্যকরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ব্যবসা-বাণিজ্য করা। 'এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অনুমতিপ্রাপণের পরঅবধি ঢাকা শহরের লোকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বাণিজ্যকর্ম, বাণিজ্যকর্ম্ম [স] *বি* ব্যবসা-বাণিজ্য। 'অনিবার্য্য রূপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তদ্দেশে উত্তমরূপে বাণিজ্যকর্ম্ম চলিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বাণিজ্যকারি [স] *বিণ* ব্যবসায়ী। 'বাণিজ্যকারি সাহেবেরদিগকে কহিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বাণিজ্যকারী [স] *বি* ব্যবসায়ী। 'বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী … কাহারও অভাবে কি দেশের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

বাণিজ্যকার্য, বাণিজ্যকার্য্য [স] *বি* ব্যবসা। 'ধনি ব্যক্তি আছেন অতিলাভজনক বাণিজ্যকার্য্যও আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বাণিজ্যকুশল [স] *বিণ* বাণিজ্যে পারদর্শিতা আছে এমন। 'উদ্যমশীল

বাণিজ্যকুশল বণিকেরাই ... অধিকার করিয়া লইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বাণিজ্য-কেন্দ্র [স] ১ *বি* বাণিজ্যের কেন্দ্র। 'ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* ব্যবসার প্রধান স্থান। 'বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে – যেমন সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

বাণিজ্যগত [স] *বিণ* ব্যবসাসংক্রান্ত। 'বাণিজ্যগত স্বার্থসিদ্ধির পথ মুক্ত।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

বাণিজ্যজীবী [স] *বিণ* বাণিজ্য উপার্জনের প্রধান উৎস এমন। 'বাণিজ্যজীবী দেশের সহিত কোনো ভূমিজীবী দেশ সমকক্ষতা রাখিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাণিজ্যতরী [স] *বি* বাণিজ্যিক জাহাজ। 'বন্দরে বাণিজ্যতরীর আবির্ভাব হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাণিজ্যদ্রব্য [স] *বি* পণ্যসামগ্রী। 'জলপথে আনীত বাণিজ্যদ্রব্যের মাসুল বিষয়ে নতুন আইন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বাণিজ্যনীতি [স] *বি* বাণিজ্য বিষয়ক বিধান। 'য়ুরোপের দেশে দেশে ... বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়দৌড় চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাণিজ্যনৌকা [স] *বি* বাণিজ্যতরী। 'বেরিলিস হইতে বাণিজ্যনৌকা সকল উপস্থিত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বাণিজ্যপথ [স] *বি* বাণিজ্যের সূত্র। 'বাণিজ্যপথে দেশের শাসনব্যবস্থাও তাদের হাতে এসে পড়ে।' *সনৎ*, ১৯৭০।

বাণিজ্যবন্দর [স বাণিজ্য+ফা বন্দর] *বি* সমুদ্র বা নদীতীরবর্তী ব্যবসাকেন্দ্র যার মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির কার্য চলে। 'শত শত শিক্ষাকেন্দ্র, বাণিজ্যবন্দর।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বাণিজ্যবিদ্যালয় [স] *বি* বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান। 'শিল্পবিদ্যালয় বাণিজ্যবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাণিজ্য-বিস্তার [স] *বি* বাণিজ্যের প্রসার। 'ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য-বিস্তার, জ্ঞানপ্রচার ও সুখ-সমৃদ্ধি-সম্বর্দ্ধনের ... সম্ভাবনা রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বাণিজ্যবৃক্ষ [স] *বি* বাণিজ্যরূপ বৃক্ষ। 'সুদূরদর্শী মহাবীর আলেকজাণ্ডর যে বাণিজ্যবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বাণিজ্যব্যবসায়ী [স] *বিণ* বাণিজ্য পেশাধারী। 'বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বাণিজ্যমন্ত্র [স] *বি* বাণিজ্যবিদ্যা। 'নানা বলে বলীয়ান ও বাণিজ্যমন্ত্রে সুদীক্ষিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বাণিজ্যলক্ষ্মী [স] *বি* বাণিজ্যরূপ লক্ষ্মী। 'বাণিজ্যলক্ষ্মীর চরণনখরপ্রান্তে আবদ্ধ থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাণিজ্যস্থল [স] *বি* বাণিজ্যকেন্দ্র। 'কি বাণিজ্যস্থলই বলি।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

বাণিজ্যস্থান [স] *বি* ব্যবসার জায়গা; বাণিজ্যক্ষেত্র। 'ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বাণিজ্যাদি [স] *বি* নানাবিধ ব্যবসা। 'বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

বাণিজ্যিক [স] *বিণ* ব্যবসা সংক্রান্ত। 'রাষ্ট্রিক বাণিজ্যিক সামাজিক বা ধর্ম-সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে দল বাঁধা আবশ্যক হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'আজকের পৃথিবীটা কলকাতার বাণিজ্যিকশক্তির গোলকধাঁধা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বাণিজ্যিকশক্তি [স] *বি* ব্যবসায়িক দাপট বা ক্ষমতা। 'আজকের পৃথিবীটা কলকাতার বাণিজ্যিকশক্তির গোলকধাঁধা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বাণিয়া [স বাণিজ্য] *বি* বণিক; ব্যবসায়ী। 'বাণিয়ারা ইহার কি বলে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বাণী [স] ১ *বি* কথা; বাক্য। 'বিকট দন্ত কপট বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কহে মৃদু বাণী যে দেখিনু স্বপন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* শব্দ। 'কখন থামিয়া গেল সাগরের বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বি* সঙ্গীত। 'নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *বি* মনের কথা। 'শুনি বাণী ভাসে বসন্ত বাতাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বাণীকুঞ্জ [স] *বি* সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র। 'এখন কবি কালিন্দীর কূলে বাণীকুঞ্জ রচনা করিয়া কুসুমাহরণে মনোনিবেশ করিয়াছেন।' *বঙ্গীয়*, ১৯২১।

বাণীকৌশল [স] *বি* কথার মারপ্যাঁচ। 'শুধু বাণীকৌশলে/ জিনিবে ধরণীতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বাণীচোরা [স বাণী-চোর] *বিণ* কম কথা বলে এমন। 'আমি বাণীচোরা কবি/ বাচাল জনার যত কথাভার উতারিয়া লই সবি।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

বাণীপদ [স] *বি* কাব্যপ্রতিভা। 'কত যে ঐশ্বর্য তব এ ভব-মণ্ডলে/ সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বাণীপুত্র [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বিদ্যাদেবী সরস্বতীর অনুগ্রহপ্রাপ্ত; বিদ্বান। 'সেই বাণীপুত্রদের আড়ম্বরহীন এ-সহজ আয়োজন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাণীবন [স] *বি* বাণীরূপ বন। 'বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাণীবন্দনা [স] *বি* হিন্দু দেবী সরস্বতীর স্তুতি। 'বাণীবন্দনা করে নতমুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বাণীবন্যা [স] *বি* কথার প্লাবন। 'প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাণীবহুল [স] *বিণ* কথার প্রাধান্যবিশিষ্ট। 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত স্বরবহুল আর রবীন্দ্রসঙ্গীত বাণীবহুল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

বাণীবহ্নি [স] *বি* কথারূপ আলো। 'যেথা সন্ধ্যাতারা বাক্যহারা বাণীবহ্নি জ্বালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাণী-বালাখানা [স বাণী+ফা বালাখানাহ্] *বি* সাহিত্যের প্রাসাদ; সাহিত্যরচনা। 'বাণী-বালাখানা গঠনের সেই প্রাথমিক যুগে ...।' *এসলাম*, ১৯২৫।

বাণীবাহক [স] *বি* বার্তাবাহক। 'মুসলিম নারীসমাজের বাণীবাহক হিসেবে প্রত্যেকেই বেগমের দাবিদার।' *বেগম*, ১৯৪৭।

বাণীবিহীন [স] *বিণ* শব্দহীন; নীরব। 'বিলায় ছায়া বাণীবিহীন তরু ও লতা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাণীমঞ্জরী [স] *বি* কথারূপ পুষ্পগুচ্ছ। 'চৈত্র পবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বাণী-মন্দির [স] ১ *বি* বাণীরূপ মন্দির। 'আজি নিখিলের বাণীমন্দিরে খুলেছে দ্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *বি* সাহিত্যজগৎ। 'বাংলার বাণীমন্দির থেকে এই পাণ্ডাদের বিতাড়িত করেন।' *নজরুল*,

১৯২৬।

বাণীময় [স] *বিণ* বাণীপূর্ণ। 'জগতের বাইরে সে এক অব্যক্ত বাণীময় রূপক কাব্য।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বাণী-মুখর [স] *বিণ* কথা বলায় পারদর্শী। 'বাণী-মুখর তারে করো মা ভারতী!' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাণীমূক [স] *বিণ* নির্বাক। 'জাগো বাণীমূক কণ্ঠে অশনি-নির্ঘোষ!' *নজরুল*, ১৯৩০।

বাণীমূর্তি [স] *বি* বাণীরূপ মূর্তি। 'দহনহীন বাণীমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বাণীমেয়ে *বি* ভাষারূপ কন্যা। 'বাণীমেয়ে মোর বোবা হয়ে বসে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বাণীসভা [স] *বি* বাণীরূপ সভা। 'সদ্যবর্তমানের প্রাকার ডিঙিয়ে দৃষ্টি গেল ... দিগন্তলীন বাগ্‌বাদিনীর বাণীসভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বাণীসেবক [স] *বি* সাহিত্যিক। 'উভয় পক্ষের চিরকালীন মনোমালিন্য বাণীসেবকদেরই সৃষ্টি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বাণীহারা [স] *বিণ* ভাষাহীন; নির্বাক। 'সেই বাণীহারা চাঁদ তুমি আজ আমার কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বাণীহিল্লোল [স] *বি* ধ্বনিতরঙ্গ। 'বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের স্বর্ণ কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বাণীহীন [স] *বিণ* নির্বাক। 'বাণীহীন বিদায়ের সেই বেদনায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বাণ্ডকুরু [স অণ্ড+কুরণ্ড] *বি* পুরুষাঙ্গ। 'বাণ্ডকুরু সন্তারে জাণী।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

বাণ্ডিল [ই বাণ্ড্‌ল] *বি* আঁটি; গাঁট। 'এক বাণ্ডিল বাঁশের বাঁশি চাঁচিয়া বিক্রয় করিবার জন্য আনিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বাণ্ডুরা *বি* রশি। 'কটিতে বাণ্ডুরা বান্ধি নামাইল এক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাত[১] [স] ১ *বি* বাতাস। 'বাত বরুণ সুরুজ সখি।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ঝড়। 'মাঝযমুনাত বড় বাত ভর্ত্তা গেল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাতকর্ম [স] *বি* অধোবায়ু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাতপত্র [স] *বি* বাতাস করার পাখা। 'বাতপত্র শোভে রাঙ্গা ডাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাতময় [স] *বিণ* ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ। 'ক্রোধ বাতময়, উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া বিবেক!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বাতাকার [স] *বি* ঝড়ের আকার। 'বাতাকারে উড়িলা সুরথী শূন্যপথে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বাতাবর্ত্ত [স বাতাবর্ত] *বি* ঘূর্ণিবায়ু। 'বাতাবর্ত্তে সো দিঢ় ভইআ অপৈঁ পাথর জইষ।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

বাতাহত [স] *বিণ* ঝড়ে আহত। 'রাম বাতাহত কদলীবৎ মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

বাতাহতা [স] *বিণ স্ত্রী* ঝড়ে আঘাতপ্রাপ্ত। 'বাতাহতা রম্ভা যথা পরশয়ে ধরা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বাত[২] [স] *বি* শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে হাড়ের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা। 'রাঁধিয়া বাড়িয়া মোর কাঁকালে হৈল বাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাতকোমর [স বাত+ফা কমর] *বি* বাতরোগে আক্রান্ত কোমর। 'আমার বাতকোমরে তেল মালিশ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বাত খো *বি* পিছুটি রোগবিশেষ। 'দর্পণে বদন দেখ চক্ষে বাত খো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাতে ধরা *ক্রি* বাত রোগে আক্রান্ত হওয়া। 'ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাত-পঙ্গু [স] *বিণ* বাতের অসুখে পঙ্গু। 'অথর্ব্ব বাত-পঙ্গু বৃদ্ধেরা বেলকনিতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাতব্যাধিগ্রস্ত [স] *বিণ* বাতরোগে আক্রান্ত। 'নীলাম্বরের বাতব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ বাবা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

বাতরোগাক্রান্ত [স] *বিণ* বাতরোগগ্রস্ত। 'বাতরোগাক্রান্ত পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ...।' *তারা*, ১৯৪৩।

বাতশ্লেষ্মা [স] *বি* শ্বাসযন্ত্র-ঘটিত রোগ বিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বাত[৩], **বাৎ** [হি] ১ *বি* কথা। 'না চিহ্নিলি আল রাধা না শুনিলি বাত।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এও তো তাজ্জবকী বাৎ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বি* সংবাদ। 'সাহজামান সুনে বাত কহে হুজুরেতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাতচিত [হি বাতচীত] *বি* কথাবার্তা। 'জিবরিল রাছুলে যত বাতচিত হয়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাতল [স বাতুল] *বিণ* পাগল। 'বাতল হয়িলোঁ মো তোহ্মার দোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাতলানো [হি বাতলানা] ১ *ক্রি* বুঝিয়ে দেওয়া। 'গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাতলাইয়া দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *ক্রি* খোঁজা। 'চিন্তিত হয়ে পথ বাতলাতে চেষ্টা করল।' *জীবন*, ১৯৩২। ৩ *ক্রি* নির্দেশ করা। 'সহজ উপায় বাহ্যিকভাবে বাতলিয়ে দিলেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বাতলে দেওয়া ১ *ক্রি* নির্দেশনা দেওয়া। 'আমায় যদি একটা অষুধ বাতলে দাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *ক্রি* উপায় বলে দেওয়া। 'বাঁচবার ইসম বাতলে দিতে হবে সাহিত্যের মাধ্যমে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বাৎলানো ১ *ক্রি* নির্দেশ করা। 'নানা রকম দুঃসাধ্য উপায় বাৎলাচ্ছিল।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *ক্রি* জানানো। 'সরকারকে তার হাল-হকিকৎ বাৎলান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বাতা[১] [স পট্ট] ১ *বি* ঘরের আড়া; বাখারি। 'স্নেন ঘর রাখিবারে বাতায় বান্ধে দড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* কাঠ অথবা অনুরূপ কোনো বস্তুর লম্বা পাতলা ফালি। *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'উঁচু বাঁশের বাতা বিছানো মাচা।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বি* ঘরের চালের কিনারা। 'অন্ধকারে দেখা গেলে গোয়ালপাড়ার বাতায় লণ্ঠন।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

বাতা[২] [স বার্তা] *বি* কথা। 'কেতাবীবাবু সব বাতাতেই ঠোকর মারেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাতানো ১ *ক্রি* সন্ধান দেওয়া; জানানো। 'কে তোরে বাতাল গোরের কুহেলি পথ।' *জসীম*, ১৯৩১। ২ *ক্রি* বলে দেওয়া; নির্দেশ করা। 'যে আলাপচারি আরম্ভ হবে তার চৌহদ্দি বাতানো সরল কর্ম নয়।' *মুজতবা* ১৯৫২।

বাতোন্মথিত [স] *বিণ* প্রবল বাতাসে আলোড়িত। 'বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বাতাপি *বি* বাতাবি লেবু। 'অমনি ফিসফিস করে বলে – আমি কেবলি বাতাপি।' *শক্তি*, ১৯৬৫। দ্র **বাতাবি**

বাতাবন্দী *বিণ* আটক। 'ত্বরায় দারোগা হয়ে কর বাতাবন্দী।' *লালন*, ১৮৯০।

বাতাবি[1] [স্থাননাম বাটাভিয়া>] *বিণ* বাটাভিয়ার আরক। 'মেদেরা সরাপ বাতাবি বেক সরাপ বিনিগর মোমবাতি লবন ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

বাতাবি[2] *বি* একপ্রকার বড়ো লেবু; জাম্বুরা। 'সফ তালু তুত নেম্বু বাতাবি ...।' *কেরি*, ১৮০২; 'একটা বাতাবিলেবু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। *দ্র* বাতাপি

বাতাবি নেবু *বি* লেবু প্রজাতির ফলবিশেষ। 'আতর বিলায় বায়ু বাতাবি নেবুর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বাতাবি লেবু *বি* এক প্রকার টক-মিষ্টি স্বাদের লেবু জাতীয় ফল ও তার গাছ। 'একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বাতায়ন [স] *বি* জানালা। 'বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'বাতায়ন অবলম্বন করিয়া জগৎসিংহের তন্দ্রা আসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'একটি বাতায়ন হইতে অতি সুন্দরী এক যুবতী তাঁহাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বাতায়নতল [স] *বি* জানালার নীচের স্থান। 'কত বাতায়নতলে যে তিনি কান পাতিয়াছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বাতায়নপথ [স] *বি* জানালার ফাঁক। 'বাতায়নসন্নিধানে মস্তক রাখিয়া, বাতায়ন-পথে দৃষ্টি করিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বাতায়নপানে *ক্রিবিণ* জানালার দিকে। 'বারেক থামিয়া মোর বাতায়নপানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বাতায়নবর্তী [স] *বিণ* জানালার কাছে আছে এমন। 'বাতায়নবর্তী এই একক যুবকটিকে সুখে দুঃখে এক রকম অভিভূত করে ফেলেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাতায়নবহুল [স] *বিণ* অধিক সংখ্যক জানালাবিশিষ্ট। 'বাঁধানো পথ ঘাট, বাতায়নবহুল উপকরণাঢ্য পরিপাটি বাড়ি ঘর।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বাতায়নস্থ [স] *বিণ* জানালার নিকটস্থ। 'বিশ্ববিদ্যালয় কি বুকিং আপিস যে তুমি বাতায়নস্থ হইলেই তোমাকে সস্তায় বিদেশ যাইবার ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বাতায়নিক [স] ১ *বি* জানালা থেকে আগত যে। 'বাতায়নিকের পত্রে আমি শক্তিপূজার যে আলোচনা করেছি সে সম্বন্ধে একাধিক লোক প্রতিবাদ লিখেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ২ *বিণ* জানালা থেকে আগত। 'পশ্চিমের বাতায়নিক হাওয়ার ছোঁয়ায় সে-জিজ্ঞেসা গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠে ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

বাতাল [স বাত>] *বি* অনুকূল আবহাওয়া। 'যদি বাতাল থাকে তবে তাহাতে ছয় বিঘার সুন্দর চাস হয়।' *কেরি*, ১৮০২।

বাতাস [স বাতঃ] ১ *বি* বায়ু। 'গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সংস্রব; প্রভাব। 'বরঞ্চ বুঝা যায় তাহাতে বাতাস আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

বাতাস করা *ক্রি* পাখা ঘুরিয়ে গায়ে বাতাস খেলানো। 'লোক নিযুক্ত আছে তাহাকে বাতাস করে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বাতাস দেওয়া *ক্রি* উস্কে দেওয়া। 'তুমি আর বাতাস দিও না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বাতাস বন্ধ হওয়া *ক্রি* বাতাসের প্রবাহ থেমে যাওয়া। 'বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

বাতাসচেরা *বিণ* বাতাস ভেদ করে আসা। 'বাতাসচেরা গুলির আওয়াজে শব্দটা ডুবে যায়।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বাতাসভরা *বিণ* বাতাসপূর্ণ। 'দুপুরে বাতাসভরা কেঁপেওঠা অশথের পাতা।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা – ঝগড়ার কোনো সূত্র না থাকলে ঝগড়াটে লোক বাতাসকে মানুষ হিসাবে কল্পনা করে এবং তার কাজের খুঁত ধরে তাকে গালাগাল করে ঝগড়া বাধায়। *সুবল*, ১৯০৬।

বাতাসা [ফা বাতাশা] *বি* চিনি বা গুড় দিয়ে তৈরি মিষ্ট খাবারবিশেষ। 'তাহাতে হিন্দু ও মোসলমান প্রদত্ত বাতাসা, পাটালি, সন্দেশ ও কদমা প্রভৃতি বর্ষণ হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বাতি, বাতী [স বর্তি] *বি* আলোকবর্তিকা; প্রদীপ। 'আন্ধার ঘরের বাতি বধূ মোর ছায়াবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এতদ্বর্ষে বাতীর স্বাশ্রয় করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২; 'বৃহৎ বাতী ও বাতীর প্রকাণ্ড আধার উলটিয়া পড়িল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বাতিঅলা *বি* রাস্তার বাতি জ্বালানো ও নিভানো যার কাজ। 'একটি দুটি আলোকবর্তিকা/ তা, মই লাগিয়ে কোন বাতিঅলা অকম্প ফুৎকারে সময়ে নিভায়ে গেছে।' *শক্তি*, ১৯৭০।

বাতিওয়ালা [বাতি+হি ওয়ালা] *বি* সড়ক-বাতি জ্বালানোর কাজ করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,/ সে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বাতিকর [বাতি+স কর] *বি* মোমবাতি তৈরি করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বাতিঘর *বি* সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজের পথ নির্দেশ করার জন্য আলোক বিচ্ছুরণকারী ঘর। 'সুদূর বাতিঘরের আলোর মত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বাতি-জ্বলা *বিণ* আলোকোজ্জ্বল। 'আর চেয়ে চেয়ে দেখে বাতি-জ্বলা এই আনন্দ হাটের কত নেশা, কত রূপ, কত আকর্ষণ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বাতি জ্বালানো *ক্রি* দেউলিয়া হওয়া। 'বাবু সর্ব্বনাশ হয়েছে! ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বাতিদান [বাতি+ফা দান] *বি* দীপাধার। 'ঘর ঝাঁট দেয়, বাতিদান পরিষ্কার করে, রুটি টোষ্ট করে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'টেবিলের উপর সারি সারি বাতিদান।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

বাতির ঘর *বি* জাহাজের পথ নির্দেশ করার জন্যে সমুদ্রতীরের বাতিঘর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বাতিক [স] ১ *বি* পাগলামি। 'বাতিক হইল জোর স্বপ্ন দেখি কত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ২ *বি* ঝোঁক। 'সুদের লোভে কাগজ কেনার বাতিক চাগাতে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩। ৩ *বি* নেশা। 'তার যদি খবর-কাগজ পড়ার বাতিক থাকে ...।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

বাতিকগ্রস্ত [স] *বিণ* বাতিকের ফলে অস্থিরচিত্ত। 'বাতিকগ্রস্ত মানুষ কিনা, সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বাতিক বৃদ্ধি [স] *বি* পাগলামি বেড়ে যাওয়া। 'সমস্ত রাত জেগে বরের বাতিক বৃদ্ধি হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বাতিল [আ] ১ *বিণ* না-মঞ্জুর। 'ওয়ারিসান কেহ কাল কালাও দাওা করে ও করি সে ঝুটা ও বাতিল ও নাম ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০৯। ২ *বিণ* নাকচ। 'প্রতিনিধির দস্তখতী চিঠি প্রাপ্তি হওয়ামাত্রেই তাহা বাতিল বোধ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বাতী *দ্র* বাতি

বাতুল [স] ১ *বিণ* পাগল। 'বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তুমি কি বাতুল হইয়াছ?' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বি* বাউল।

'বাউল শব্দ বাতুলের প্রাকৃত বই আর কিছুই নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বাতুলতা [স] *বি* পাগলামি। 'বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম?।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'তাঁহার দলভুক্ত হইতে যাওয়া বাতুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'যুগধর্ম অতিক্রম করার চেষ্টা ... একেবারেই বাতুলতা।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বাতেন [আ বাতিন] *বিণ* গুপ্ত। 'জাহের বাতেন নাম মহিমা প্রকাশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বাত্তা [স বার্তা] *বি* বার্তা; আভাস। 'বাত্তা পেয়ে বায়ুমুখে, উড়ে ছুটে গিয়ে সুখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বাত্যা [স] ১ *বি* বায়ু। 'বাত্যা দেবতাকে সূর্য্য কহিলেন।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* ঝড়। 'দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত, অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে, সমস্ত অর্ণবপোত জলমগ্ন হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বাত্যাতাড়িত [স] *বিণ* ঝড়তাড়িত। 'জনতা বাত্যাতাড়িত সাগরবৎ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বাত্যাদুর্গত [স] *বিণ* ঝড় কবলিত। 'উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাত্যাদুর্গতদের জন্য ... সংগৃহীত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

বাত্যাবর্ত [স] *বি* প্রবল ঘূর্ণিবায়ু। 'গর্জনমুখর বাত্যাবর্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাত্যাবিক্ষুব্ধ [স] *বিণ* ঝড়ে উত্তাল। 'বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বাত্যাবিধ্বস্ত [স] *বিণ* ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত। 'প্রদেশের বাত্যাবিধ্বস্ত এলাকায় বিভিন্ন সাহায্যদ্রব্য পাঠান হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬০।

বাত্যা-ব্যাহত [স] *বিণ* বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট। 'হীয়ের দুরাশা। বাত্যা-ব্যাহত শত তরঙ্গ সনে,/ চির জয় যার হয়নিকো ম্লান লক্ষ সাগর-রণে।' *জসীম*, ১৯৫১।

বাত্যারম্ভ [স বাত্যা-আরম্ভ] *বি* ঝড়-ঝঞ্ঝার শুরু। 'যে বাত্যারম্ভের পূর্বে সমুদায় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

বাত্যাযোগ [স] *বি* ঝড়ের বেগ। 'সূর্য্যের প্রখর কিরণ এবং প্রবল বাত্যাযোগ।' *গ্রামবার্ত্তা*, ১৮৭৩।

বাত্যাহত [স বাত্যা-আহত] *বিণ* ঝড়ে বিধ্বস্ত। 'বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাত্রা [স বার্তা] *বি* খবর। 'অত্র কুসল হয় বিশেষ চিরদিবসের পর সে বাটীর মঙ্গলাদি বাত্রা পাইয়া পরম আহ্লাদিত।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বাৎলানো *দ্র* বাতলানো

বাৎস [স] *বি* বাছুর। 'গাভীসকল বাৎসাবলোকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচ্চে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

বাৎসরিক [স] *বিণ* বার্ষিক। 'গবর্ণমেন্টের গ্রাহ্য করা কোন বিষয় বাৎসরিক ৭ পরসেন্টের হিং।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

বাৎসল্য [স] *বি* স্নেহ। 'চৈতন্য-ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাৎসল্যক্ষুধা [স] *বি* সন্তানের প্রতি পিতামাতার প্রবল স্নেহ-মমতা। 'মনের বাৎসল্যক্ষুধা তাই ... উৎসারিত হইয়া উঠিত।' *জসীম*, ১৯৬১।

বাৎসল্য-গদগদ [স বাৎসল্য+ধ্বন্যা গদগদ] *বিণ* বাৎসল্য-ভাবে উচ্ছ্বসিত। 'নিয়ত বাৎসল্য-গদগদ অত্যুক্তি প্রয়োগ করিও না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বাৎসল্য-নয়ন [স] *বি* বাৎস্যপূর্ণ দৃষ্টি। 'দেখিছে চাহি বাৎসল্য-নয়নে ক্রীড়াশীল কুটিরের শিশুদের দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪।

বাৎসল্য-ভাজন [স] *বি* স্নেহভাজন। 'রাজ্যবাসী আজ্ঞাধীন প্রজামণ্ডলী তাঁহার অপত্যসদৃশ বাৎসল্য-ভাজন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বাথ [ই] *বি* স্নান। 'মাসে দুবার একটা স্পঞ্জ-বাথ নিলেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

বাথটাব [ই] *বি* শরীর ডুবিয়ে স্নান করা যায় এমন বড়ো পাত্র বা আধার। 'মার্বেল-টপ টেবিল, বাথটাব, ঝাড়-ফনুস, আরও কত কী!' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বাথরুম [ই] *বি* গোসলখানা। 'এইমাত্র বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে আসছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বাথা [স ব্যথা] *বি* ব্যথা। 'কানু হোয়ব জব রাধা/ তব জানব বিরহক বাথা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বাথান [স বাসস্থান] ১ *বি* গরু রাখার উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থান। 'বন ভাঙ্গ্যা বসায় বাথান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পশুর পাল। 'বাঘ দেখে ভাগে যেন বকরির বাথান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাথানিএগ্রা *বিণ* অবাধে ঘুরে বেড়ায় এমন। 'সাঁড় চায়্যা বুলে জেন বাথানিএগ্রা গাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাথানিয়া *বিণ* অবাধে ঘুরে বেড়ায় এমন। 'দ্রুপদনন্দিনী ছিল বাথানিয়া গাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বাথুয়া, বাথুআ [স বাস্তুক] *বি* শাকবিশেষ। 'কটু তৈলে বাথুআ করিবে দৃঢ় পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'জঙ্গলে বাথুয়া শাক হয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বাদ[১] [স] ১ *বি* বিবাদ; ঝগড়া। 'কাহ্ন মাহাদানী লাগিল বাদে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অপবাদ। 'ফুল্ল চুরী বাদ আক্ষে সহিতেঁ না পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* কথা। 'কেন হেন মিথ্যা বাদ হইল আচম্বিতে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ *বি* বিরোধ। 'ছাগলরক্ষণে যদি তুমি কর বাদ/ তোমার জামাতা লয়্যা পড়িব প্রমাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাদকরণ [স] *বি* কথা বলা; বাকবিস্তার। 'যে কর্ম্মে আমরা নিতান্ত পারক নহি তাহার বাদকরণ নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বাদপ্রতিবাদ [স] *বি* তর্কাতর্কি। 'মধ্যে মধ্যে যে বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বাদবিতণ্ডা [স] ১ *বি* বাদানুবাদ। 'সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রেও বিলাতীয় সংবাদপত্রে নানা বাদবিতণ্ডা চলিতেছে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। ২ *বি* তর্ক-বিতর্ক। 'তুমুল বাদ-বিতণ্ডা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।' *সওগাত*, ১৯৪০।

বাদ বিবাদ [স] ১ *বি* ঝগড়াঝাঁটি। 'মৌমাছী ও মাকড়সার মধ্যে অতি বাদ বিবাদ হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* দুই পক্ষের যুক্তিতর্ক। 'এডুকেশন-বিল লইয়া ঘোরতর বাদ-বিবাদ চলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* কথা-কাটাকাটি। 'বাদবিবাদ তর্কবিতর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাদবিরোধ [স] *বি* মতপার্থক্য। 'সাহিত্যের বাদবিরোধ এমন প্রবল ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বাদ-বিসম্বাদ [স] *বি* মতানৈক্য। 'কোনো স্থানে বাদ-বিসম্বাদ বা যে কোনো কারণেই হউক দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া শান্তিভঙ্গ হইলে ...।'

রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাদা[3] [স বদ্>] *ক্রি* বলা। **বাদিলা** *ক্রি* বললো। 'এথা রত্নসেন রাজা বাদিলা সঙ্গতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাদানুবাদ [স] **১** *বি* তর্ক-বিতর্ক। 'কালীদাসের সহিত কর্ণাট রাজার মহিষীর বাদানুবাদ অনেকে প্রায় জ্ঞাত আছেন।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* কথাবার্তা বিনিময়। 'ছাত্রগণের সহিত নানা বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **বাদানুবাদে** *ক্রিবিণ* তর্ক-বিতর্কে। 'কেবল দশ জনের বাদানুবাদেতে কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ণীত হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

বাদাবাদ [স বাদ+অ-বাদ] *বি* বাদপ্রতিবাদ। 'বাদাবাদে দুজনে বাজিল ঘোর রণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বাদ[1] [আ] **১** *বি* অনন্তর। 'নামাজ বাদেতে তবে খন্ডিব হইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাদে **১** *ক্রিবিণ* পরে। 'ছয় মাহা বাদে ব্যাজ সমেত টাকা দিব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬। **২** *অব্য* ব্যতীত। *মেয়র্স*, ১৭৬৭।

বাদ[2] [ফা বরবাদ] *বি* বর্জন; ত্যাগ। 'জেন পৌত্রিক পুর্নেহ কর্ম্ম বাদ না হয়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বাদবাকি *বিণ* বাকি আছে এমন। 'বাদবাকি টাকা কবে দিবি বল দেখি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বাদ-সাদ **১** *বি* বর্জন-ত্যাগ। 'লোভ সংবরণ করিয়া যে মানুষ বাদ-সাদ দিয়া বাছিয়া খাইতে জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* কিছু অংশ ত্যাগ। 'সে দাবীর কিছু বাদসাদ দিয়ে বাহাল করাটাই স্বাভাবিক।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

বাদ[3] *বি* বাধা। **বাদ সাধা** *ক্রি* বাধা দেওয়া। 'বাধ সেধেছে আমার সনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

বাদ[4] *বি* বাজি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাদক [স] *বি* বাদ্যকর। 'নর্ত্তক বাদক ভাট নবদ্বীপ যার নাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাদকদল [স] *বি* একসঙ্গে বাজনা বাজায় যারা। 'আপত্তি হোত বাদকদল হিন্দু বলে।' *উমর*, ১৯৬৮।

বাদন [স] *বি* বাজনা। 'মদকল কোকিল কলরব সংকুল রঞ্জিত বাদন তানে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বাদনদার [স বাদন+ফা দার] *বি* বাদ্যযন্ত্র বাজায় যে। 'হুগলী, কলিকাতা ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই অধিকাংশ গায়ক ও বাদনদারের আবাসস্থল ছিল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

বাদর [স ভাদ্র] *বি* বৃষ্টি। 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'বরিখে বাদর কিসুর তরঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'নীল যমুনার জল আর দুটি ছলছল নলিনময়ন এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বাদরি *বি* বাদল; বৃষ্টি। 'এমন বাদরি লো ডুবিয়া মরিব কি?' *নজরুল*, ১৯২৫।

বাদরিয়া *বি* বাদল। 'নামিল মেঘলা মোর বাদরিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বাদল [স বার্দল] *বি* বৃষ্টি। 'শ্রীবৈষ্ণব-ঘটামেঘে হইল বাদল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ভাদ্রপদ মাসে রামা দুরন্ত বাদল/ নদনদী একাকার আট দিকে জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাদল-উচ্ছল *বিণ* বৃষ্টিতে উচ্ছলিত। 'বাদল-উচ্ছল নির্ঝর-ঝর্ঝর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

বাদল-গান *বি* বৃষ্টির সময়কার গান। 'এখানকার বাদল-দিনে আর আমার বাদল-গানে, তারা কেউ আছে কেউ গেল চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাদলঘন *বিণ* বেশ বৃষ্টি পড়ছে এমন; বর্ষণমুখর। 'বাদলঘন উতল দুপুরে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বাদলজল *বি* বৃষ্টি। 'বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বাদল-ঝরা *বিণ* বাদল ঝরছে এমন। 'এই শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

বাদল দিন *বি* বর্ষণমুখর দিন। 'বাদল দিনে ভুনিখিচুড়ি ও কোর্মার সারবত্তা ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাদল-ধারা *বি* বৃষ্টির ধারা। 'নামে বাদল-ধারা, লুপ্ত চন্দ্র-তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বাদল-ধোয়া *বিণ* বৃষ্টি ধোয়া। 'বাদল-ধোয়া মেঘে কেগো মাখিয়ে দেছে তেল।' *জসীম*, ১৯২৯।

বাদল-নিশীথ *বি* বৃষ্টির রাত। 'বাদল-নিশীথেরই ঝরঝর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বাদল-বর্ষা *বি* বৃষ্টিবাদল। 'সে শিখা ঝড়ে নেবে না, বাদল-বর্ষায় ঠাণ্ডা হয় না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাদল-বাউল *বি* বাদলরূপ বাউল। 'বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বাদল-বায় *বি* ঝড়ো হাওয়া। 'তোমার ওই বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বাদল-বেলা *বি* বৃষ্টির সময়। 'কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল-বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বাদল-ভরা *বিণ* বৃষ্টিতে ভরা। 'আষাঢ়মেঘে বৃষ্টি ঝরে, বাদল-ভরা আলস-ভরে ঘুমায়ে আছে রাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বাদল-মাদল *বি* মেঘের গর্জন। 'স্বর্গে বাজে বাদল-মাদল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বাদল-মেঘ *বি* বৃষ্টি হয় যে মেঘ থেকে। 'বাদল-মেঘে মাদল বাজে গুরুগুরু গগন-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'শরৎ-আলোয় বাদল-মেঘে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বাদল-রজনী *বি* বৃষ্টির রাত। 'বাদল-রজনীতে প্রভাত-আলোকেরে কহিলি, নহে নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বাদল-রাজ *বি* বাদলরূপ রাজা; বর্ষাঋতু। 'বাদল-রাজের কালো-উর্দি-পরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাদল-রাতি *বি* বৃষ্টির রাত। 'বাদল-রাতি এল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বাদল-শেষের *বিণ* বাদল শেষ হয়ে গেছে এমন। 'বাদল-শেষের আবেশ আছে ছুঁয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বাদল-সাঁঝ *বি* বৃষ্টির সন্ধ্যা। 'আসবে আমার বাদল-সাঁঝের আঁধার-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

বাদল-হাওয়া [বাদল+আ হাওয়া] *বি* বৃষ্টি-ভেজা বাতাস। 'আজ বাদল-হাওয়ার জুঁই আপনার গন্ধে মেতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

বাদলা **১** *বি* বৃষ্টি। 'একটা ঠাণ্ডা বাদলার বাতাস দিল।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯২। ২ *বি* বর্ষাকাল। 'বৃষ্টি বাদলা এক রকম ফুরোলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বাদলি হাওয়া [বাদল+আ হাওয়া] *বি* বর্ষার বৃষ্টিভেজা বাতাস। 'ছুটেছে কেঁদে বাদলি হাওয়া হু হু।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বাদুলে *বিণ* বৃষ্টিপূর্ণ। 'হঠাৎ কখন বাদুলে মেঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বাদলা[1] [স বার্দল>] *বি* জরির সুতার কাজ-করা বস্ত্র। 'জরকশি বাদলা আর দামেস্কে খোতনি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাদলা[2] *বি* পোকাবিশেষ। 'আমি বাদলা পোকা দেখব।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বাদশা [ফা বাদশাহ] *বি* সম্রাট। 'জানি বাদশা কি ফল করিল ধরিতে পিঞ্জরে কুলের নারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'বাদশা কহে, অচল হয়ে অচলগড়ে করো বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বাদশাই *বি* রাজত্ব। 'দিন দুনিয়া পরে রাছুল বাদশাই করে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাদশাগিরি *বি* বাদশাহর মতো চালচলন। 'কুড়েমীর বাদশাগিরি দ্বারা প্রতিকার হইতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৪২।

বাদশাজাদি, বাদশাজাদী [ফা] *বি* বাদশার মেয়ে। 'পরিস্তানের নিটোল-স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদশাজাদিদের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২; 'কত যে বাদশা বাদশাজাদীরা হেথায় যাইত ঘুরে।' *জসীম*, ১৯৫১।

বাদশাহ [ফা] *বি* সম্রাট। 'আগরা নগরে আকবর বাদশাহের গোরস্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বাদশাহজাদা [ফা] *বি* রাজকুমার। 'এ যেন বাদশাহজাদার শিশ্-মোহলের সুন্দরীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।' *নজরুল*, ১৯২২।

বাদশাহি, বাদশাহী [ফা] ১ *বি* রাজত্ব লাভ। 'তাহার পর তৈমুরের সন্তানদের বাদশাহি হয় তাহার বিবরণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* রাজকীয়। 'যেন স্ফটিক পেয়ালায় বাদশাহী মদের শেষ গাঁজলা।' *অবন*, ১৯২৫। ৩ *বিণ* আয়েশি। 'যখন মন পেতে চায় তখনই বাদশাহি বেকারের মতো সে গান লিখতে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *বি* বাদশাহগিরি। 'কোটি মুসলিম পেয়েছে ফিরিয়া চিত্তের বাদশাহী।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

বাদসা [ফা বাদশাহ] *বি* বাদশাহ; সুলতান। 'ঢাকার বাদসা রাজা মানসিংহকে আজ্ঞা করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

বাদসাই ১ *বিণ* বাদশাহরা ব্যবহার করে এমন। 'আমরা বাদসার জাত বাদসাই দারু, বাদসাই মতের গ্রন্থেই মাননীয়।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বি* কর্ত্তৃত্ব; শাসন। 'তিতু যে কয়দিন বাদসাই করিয়াছিল, সে সময় আর কোন গ্রাম আক্রমণ করে নাই।' *হিতৈষি*, ১৮৯৫।

বাদসাজাদী *বি* রাজকন্যা। 'আমি বাদসাজাদীর সাক্ষী হ'ব।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বাদসাহ [ফা বাদশাহ] *বি* রাজা; সম্রাট। 'বিলাতের বাদসাহের সন একইস ও সন তেরো জোলসির হুকুমনামাতে লিখিয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙু বাদসাহ।' *রামরাম*, ১৮০১।

বাদসাহি, বাদসাহী *বিণ* রাজকীয়। 'সে সময় গৌরে বাদসাহি কোট বাঙ্গালা ও বেহারের খালিসা।' *রামরাম*, ১৮০১; 'বাদসাহী পোলাও।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

বাদহাটা [আ বাআদ>] *বি* প্রকাশ্যে কলহ। 'বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাদা[1] [আ বাদিয়াহ্] *বি* দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলময় অঞ্চল। 'বাদাতে ধানকাটা আরম্ভ হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাদাবন *বি* জঙ্গলময় জলাভূমি। 'বাদাবনের ফাঁকে ফাঁকে মাথা দুলিয়ে নাচে অগুণিত শাপলার ফুল।' *জহির*, ১৯৬৪।

বাদার বিল *বি* জলাভূমি। 'ডাগ্‌রা নাগর বরণ দু-পোড় বদনখানি বাদার বিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বাদা[2] [স বদ্ধ] *বিণ* বাঁধা। 'রাত্রীতে গারুটী বাদা ছিল।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৪।

বাদা[3] *দ্র* বাদ[1]

বাদাড় *বি* জঙ্গল। 'বাদাড় – ঝোপঝাড় পাঁচমেশালী গাছপালা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বাদানুবাদ *দ্র* বাদ[1]

বাদাবাদ *দ্র* বাদ[1]

বাদাম[1] [স বাতাম্র] *বি* মাটির তলায় জন্মে শক্ত আবরণবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ফলবীজ। 'বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাদামতক্তি *বি* চিটাগুড় ও বাদাম দিয়ে তৈরি মিষ্ট খাবার। 'খাজা গজা সরভাজা অতি সুমধুর কাঁচাগোল্লা বাদামতক্তি আতা অনুপাম।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বাদামি, বাদামী [স বাতাম্র>] *বি* বাদামি রঙের; ধূসর। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তোমার বাদামি চোখ – চকচকে, হালকা, চটুল।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০; 'সুন্দর বাদামী হরিণ।' *জীবন*, ১৯৪২।

বাদাম[2] [ফা বাদ-বান] *বি* নৌকার পাল। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'রঙিন পারের বাদাম তাহার বাতাসে গিয়াছে ভরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বাদি *দ্র* বাদী[1]

বাদিআ *দ্র* বাদিয়া

বাদিত্র [স] ১ *বি* বাজনা। 'বাজিল চৌদিকে ত্রিদিব-বাদিত্র।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* বাদক। 'কোথায় পতাকা, কোথায় বাদিত্র দল।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

বাদিনী [স] *বি স্ত্রী* বাদক। 'ডমরুমধ্যম মাঝা ডিণ্ডিম-বাদিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাদিয়া [আ বাদিয়াহ্] ১ *বি* সাপুড়ে সম্প্রদায়বিশেষ। 'বাদিয়া পুতলি হেন কর্ম্মসূত্রে চাল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* যাযাবর সম্প্রদায়বিশেষ। 'বাদিয়া জাতি যাহারা খ্যাত শৃগাল ধরা …।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

বাদিআ [আ বাদিয়াহ্] *বি* যাযাবর সম্প্রদায়বিশেষ। 'গৌরীর কপালে ছিল বাদিআর পো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাদিআর সাপ *বি* দাঁতভাঙা নির্বিষ সাপ। 'তথা গেলেঁ হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাদী[1] [স] ১ *বি* বক্তা। 'এ তিন ভুবনে নাহি বাদী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* প্রতিপক্ষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* অভিযোগকারী। 'তাহাতে বাদী প্রতিবাদী কর্ম্ম করে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বাদি [স বাদী] *বি* অভিযোগকারী। 'চলিল হাসন কাজি মনসা হইতে বাদি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বাদি প্রতিবাদি [স বাদী-প্রতিবাদী] *বি* পক্ষবিপক্ষ। 'বিবাদ সংক্রান্ত বাদি প্রতিবাদিগণ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বাদী প্রতিবাদী [স] *বি* অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি। 'তাহাতে বাদী প্রতিবাদী কর্ম্ম করে।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'বাদীপ্রতিবাদীরা আপন

ইচ্ছায় তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থনা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বাদিনী [স] *বি স্ত্রী* অভিযোগকারী। 'বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বাদী[২] [স] *বিণ* (সংগীত) কোনো রাগ বা রাগিণীর স্বরগুলোর মধ্যে প্রধান স্বর। 'রাগ বা রাগিণীর বাদী সুরগুলিকে যথারীতি সমাদর ও ... করা হইয়াছে কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'বাদী স্বরকে শ্রদ্ধা না করে এবং বিবাদী স্বরকে প্রকট করে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বাদী সুর [স] *বি* কোনো বিশেষ রাগে ব্যবহৃত প্রধান স্বর। 'রাগ বা রাগিণীর বাদী সুরগুলিকে যথারীতি সমাদর ও ... করা হইয়াছে কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বাদুড় [স বাতুলি] **১** *বি* ডানাওয়ালা স্তন্যপায়ী প্রাণীবিশেষ। 'হয়পুচ্ছ লোম ফাঁন্দে ... দলপিপি সরাল বাদুড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অমঙ্গলের প্রতীক। 'জ্ঞানের প্রকোষ্ঠে দেখো, ঝোলে আজ বিষণ্ণ বাদুড়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বাদুড় ঝোলা *বি* চলন্ত বাস-ট্রেনে বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকা। 'বাদুড় ঝোলা।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

বাদুড়-নাক *বি* বাদুড়ের নাকের মতো চ্যাপটা নাক। 'দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাদুয়া [স বাদ>] *বিণ* মিথ্যাবাদী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাদুর [স বাতুলি] *বি* ডানাযুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাদুরিয়া [স বাতুলি>] *বিণ* বাদুরের মতো; বাদুরসুলভ। 'উথালি কহএ কেহো বাদুরিয়া কর্ম।' *সুলতান*, ১৭০০।

বাদুলে *দ্র* বাদল

বাদৌলত [আ] *ক্রিবিণ* কৃপায়। 'সাহেবের বাদৌলত হামেশা শ্রীশ্রী দরগায় মোনাজাত করিতেছি।' *ভেরলি*, ১৭৮০।

বাদ্দ [স বাদ্য] *বি* বাদ্য। 'ঢাক ঢোল বাদ্দ আনন্দিত নিত্য।' *রামাই*, ১৭১০।

বাদ্য[১] [স] **১** *বি* বাজনা। 'নৃত্য গিত বাদ্য সভে করিল আরাধন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বাদ্যযন্ত্র। 'কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য-কোলাহলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাদ্য করা *ক্রি* বাজানো। 'মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় টমক দেয় অর্থাৎ বাদ্য করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বাদ্যকদল *বি* বাদক দল। 'পুলিশের বাদ্যকদল চমকপ্রদ রণবাদ্যের ঝঙ্কার তুলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

বাদ্যকর [স] *বি* বাজনদার; বাদক। 'তবলার চাটী শুনিয়া জবন বাদ্যকর ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বাদ্যকারী [স] *বি* বাদ্য বাজায় যে। 'মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বিনা বাদ্যকারী।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাদ্যক্রিয়া [স] *বি* বাদ্য বাজানো। 'সৎকবি তুম্বুর গায়ক বাদ্যক্রিয়াতে তালজ্ঞ।' *রামরাম*, ১৮০১।

বাদ্যগণ [স] *বি* বাদ্যযন্ত্রাদি। 'আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নঞিঁ।' *বড়ু*, ১৫০০।

বাদ্যধ্বনি [স] *বি* বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ। 'নানারূপ বাদ্যধ্বনি মঙ্গল সমোদিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাদ্যনিক্বণ [স] *বি* বাজনার ধ্বনি। 'যখন গীতিব্যবসায়িনীর অট্টালিকা হইতে বাদ্যনিক্বণ, সান্ধ্য সমীরণে কর্ণে আসিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বাদ্যবাদন [স] *বি* বাজনা বাজানো। 'পুত্র জন্মাইলে যেরূপ বাদ্যবাদন, ব্রাহ্মণ পূজন, দরিদ্র ভোজন, স্বস্ত্যয়ন ...।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বাদ্যভাণ্ড [স] *বি* বাজনদারের দল। 'দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাদ্যযন্ত্র [স] *বি* বাজানো হয় যে যন্ত্র। 'আমাদের বাদ্যযন্ত্র সকল ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বাদ্যলীলা [স] *বি* গান-বাজনা। 'নানা যন্ত্র বাদ্যলীলা আলাপে দরবে শিলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাদ্যসংগীত [স] *বি* যন্ত্রসংগীত। 'এই বাদ্যসংগীত আমাদের সঙ্গে ঠিক মেলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাদ্যসমবায় [স] *বি* ঐকতান। 'অপনীত প্রচ্ছদের তলে, বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাদ্যি [স বাদ্য] *বি* বাদ্য; বাজনা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। 'বাদ্যি নেই, বাজনা নেই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বাদ্যোদ্দম [স বাদ্যোদ্যম] *বি* বাদ্য বাজানোর আয়োজন। 'জন্ত্রীরা আপনারদের জন্ত্রেতে দিবা রাত্রি বাদ্যোদ্দম করিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

বাদ্যোদ্যম [স] **১** *বি* বাদ্য বাজানোর আয়োজন। 'নানা জাতীয় বাদ্যোদ্যম রাজপুরে।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* বাদ্যধ্বনি। 'দেবোৎসব উপলক্ষে বলিদান, বাদ্যোদ্যম, নৃত্যগীতাদি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বাদ্যোদ্যম করা *ক্রি* বাজনা বাজানো। 'লোকসকলের চৈতন্যজন্য নাগরাধ্বারা বাদ্যোদ্যম করিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বাদ্য[২] *বি* বড়ো আকারের কুপি-বাতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাদ্যা [আ বাদিয়াহ্‌] *বি* বেদে সম্প্রদায়। 'বাদ্যা রোজা পড়য়ে ঝাঁপান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাদ্যাঘর [আ বাদিয়াহ্‌+ঘর] *বি* বেদের বাড়ি। 'সাপের আটুন্ধি আনে খুজ্যা বাদ্যাঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাধ [স] **১** *বি* বারণ। 'একহু ভবন বসি দরসন বাধ/ কিছু ন বুঝিঅ পহু কী অপরাধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* বাধা। 'সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য বাধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাধ বাধ **১** *বিণ* দ্বিধাগ্রস্ত। 'লাজে-আধ-বাধ বাধ শঙ্কিত বিধুর।' *নজরুল*, ১৯২৩। **২** *বিণ* ইতস্তত। 'তাহার ভারী বাধ-বাধ ঠেকিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বাধ-বাধ ঠেকা *ক্রি* সংকোচ হওয়া। 'বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বাধুবাধু [স বাধ্>] *বিণ* বাধোবাধো। 'মা-বাপের ও ভগিনীর স্নেহপ্রযুক্ত বাড়ী ছেড়ে যাইতে পা বাধুবাধু করে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাধো বাধো **১** *বি* সংকোচ। 'হুকুম দিতে তাঁদের বাধো-বাধো করত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'তাহাদের কথাবার্তায় বুঝিতে পারিলেন এখনো তাহাদের মধ্যে বাধো-বাধো রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বিণ* সংকোচযুক্ত। 'বাধো-বাধো গলায় বললে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাধো-বাধো ঠেকা *ক্রি* সংকোচ বোধ হওয়া। 'কিছু না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিতেও তাহার বাধো-বাধো ঠেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২;

'কীরকম সংকোচ বোধ হয়, বাধোবাধো ঠেকে।' *মানিক*, ১৯৩৮।

বাধক[১] [স] *বিণ* বাধা সৃষ্টিকারী। 'কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাধক[২] [স] *বি* স্ত্রীরোগবিশেষ। 'বাধক, তড়কা, অজীর্ণ, আমাশা থেকে শুরু করে পিত্তচাঞ্চল্য এবং বায়ুকোপ পর্যন্ত যাবতীয় বঙ্গীয় রোগবিশারদ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বাধা[১] [স] ১ *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরো বাধা।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০। ২ *বি* ব্যথা। 'নিভৃত কেতনে হরল চেতনে হৃদয়ে রহল বাধা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* আড়ষ্টতা। 'প্রথম পরিচয়ের বাধা ভাঙিতে তাহার অনেক সময় লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বাধাগ্রস্ত [স] *বিণ* বাধাপ্রাপ্ত। 'ব্যক্তিবিশেষের মনে তা বাধাগ্রস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বাধাঘেরা *বিণ* বেষ্টিত। 'সমুখ ছাড়িয়া যে দিকেতে যাব, বাধাঘেরা পর্বত।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বাধাদান [স] *বি* প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। 'দলের নেতা ও কর্মীদের কাজে বাধাদান।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

বাধানিষেধ [স] *বি* প্রতিরোধ। 'অযৌক্তিক সামাজিক বাধানিষেধ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বাধা-প্রদাননীতি [স] *বি* কোনো বিধানগত প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার সাংবিধানিক অধিকার; ভেটো দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার। 'ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের বাধা-প্রদাননীতি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাধা-বন্ধ [স] *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'ধূলিময় বাধা-বন্ধ এড়ায়ে চলে যাই বহুদূর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'সমাজের বাধাবন্ধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বাধাবন্ধহীন [স] *বিণ* মুক্ত। 'অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন/ উল্লাসহিল্লোলাকুল যৌবন-উৎসাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাধাবিঘ্ন [স] *বি* বিধি-নিষেধ। 'তোমার সমস্ত সামাজিক বাধাবিঘ্ন দু'পায়ে দলিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

বাধাবিপত্তি [স] *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'কোনো নিয়ম কোনো বাধা-বিপত্তি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'ঐটুকুর মধ্যে বাধাবিপত্তি যথেষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'তার গতিপথে যেসব বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

বাধাবিহীন [স] ১ *বিণ* অবাধ। 'এই শান্তি, এই বাধাবিহীন দাম্পত্যমিলনের নিভৃত রাত্রি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'আমাদের বাধাবিহীন যোগ থাকা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* অপ্রতিরোধ্য। 'অন্ধ প্রভুত্বচর্চাকে বাধাবিহীন করে তুলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

বাধা-বেদন [স] *বি* নিষেধ ও দুঃখ। 'গানের পাখা যখন খুলি, বাধা-বেদন তখন ভুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

বাধাব্যবধান [স] *বি* বাধ্যবাধকতা। 'প্রভাতসংগীতে আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস, সেই জন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচ-বিচার বাধাব্যবধান নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাধামুক্ত [স] *বিণ* বন্ধনহীন। 'নিজেরই বাধামুক্ত পরিচয় বাহিরে দেখিতে পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাধাযুক্ত [স] *বিণ* প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। 'আমাদের নিজেদের বাধাযুক্ত আচ্ছন্ন প্রকৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাধালেশ [স] *বি* সামান্যতম বাধা। 'পাবে না সে বাধালেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বাধাশূন্য [স] *বিণ* অবারিত। 'বিচারশূন্য, বাধাশূন্য, এবং তৃপ্তিশূন্য ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'আমার যত কথা আছে সমস্ত আমি এই চিহ্নশূন্য বাধাশূন্য ধরণীর উপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাধাসত্ত্বেও *ক্রিবিণ* বাধা দেওয়ার পরও। 'নিকটের বাধা সত্ত্বেও বাহির হতে হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'বহু বাধাসত্ত্বেও একটি সতী স্বামীর সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বাধাস্বরূপ [স] *বিণ* প্রতিবন্ধকতুল্য। 'আপনার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে সংসারের সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কি করিয়া?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বাধা[২] [স বন্ধ>] ১ *বিণ* বাঁধা হয়েছে এমন। 'ধর্মের পাদুকা দুটী বাধা আছে গলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *ক্রি* জমা হওয়া। 'জলাশয়েই বৃষ্টির জল বাধিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাধিল *ক্রি* বাঁধলো। 'স্নান করাইয়া রক্ষা বাধিল তাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেধে যাওয়া ১ *ক্রি* সৃষ্টি হওয়া; সংঘটিত হওয়া। 'সে জায়গায় হঠাৎ মানুষ এসে পড়লে ভারী একটা গোলোযোগ বেধে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রি* আটকে যাওয়া। 'অমিতর মুখেও জবাব বেধে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বাধাই [হি বধাঈ] *বি* উৎসব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাধানো [স বন্ধ>] *ক্রি* ঘটানো। 'সমাজের সঙ্গে কোনো বিরোধ না বাধাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বাধিত [স] ১ *বিণ* বশীভূত; বাধ্য। 'অরতী বাধিত হআঁ পাপ করিবেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কোপেতে বাধিত হইয়া বল অনুচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* উপকৃত। 'দীন দরিদ্র লোক উপকার দ্বারা নিতান্ত বাধিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৩ *বিণ* কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। 'আমার সন্দেহ ভঞ্জনকরণে বাধিত করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বিণ* কৃতার্থ। 'আপন২ সম্বাদ পত্রে প্রতিবিম্বিত করিয়া চিরবাধিত করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৫ *বি* অনুগ্রহপ্রাপ্ত। 'আমি তোমার নিকট বড় বাধিত হইলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বাধুলি [স বন্ধুলী] *বি* লাল রঙের ফুলবিশেষ। 'দশন ঘাতন অধিক যাতন অধর কমল বাধুলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বাধেলি *ক্রি* বাঁধলো। 'মাআজাল পসরিউ রে বাধেলি মাআহরিণী।' *চর্যা ২৩*, ১২০০।

বাধো-বাধো *দ্র* বাধ

বাধ্য [স] ১ *বিণ* অনুগত। 'তাহারা ... এ দেশীয় হাকিমদিগের ব্যাপ্য ও বাধ্য হইয়াছে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬। ২ *বিণ* অনুধাবনযোগ্য। 'তাহা যে স্ত্রীর বাধ্য হইবেক ইহা বোধ্য হয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বিণ* অঙ্গীকারবদ্ধ। 'পরস্পরের সহায়তা করিতে বাধ্য হইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ৪ *বিণ* উপায়হীন; নিরুপায়। 'সহায়হীন দরিদ্র কৃষকদিগকে তাহাই বাধ্য হইয়া দিতে হইতেছে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯। ৫ *বিণ* করতেই হবে এমন। 'এটাকে আমরা গৌরবের বস্তু মনে করতে বাধ্য।' *বেগম*, ১৯৪৭।

বাধ্যতম [স] *বিণ* একান্ত অনুগত। 'নিজেকে আমার বাধ্যতম ভৃত্য বলিয়া বর্ণনা করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাধ্যবাধকতা [স] ১ *বি* অনিবার্যতা। 'অনন্তের অনির্দেশ্যের ভাব কেবল উপরের দিকেই উঠিয়া গেলে যে পাই এমন বাধ্যবাধকতা না

থাকিলেও পারে।' *সবুজ*, ১৯২১। **২** *বি* করতেই হবে যা। 'এই বাধ্যবাধকতা কিন্তু ধাতে বসে না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'ছোটো হলেই ইঙ্গিতমুখর হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।' *ধূর্জটি*, ১৯৩৫।

বাধ্য হওয়া *ক্রি* আজ্ঞাবহ হওয়া। 'দর্পণের বিষয়ে যে অনুগ্রহপ্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বাধ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* অনুগত। 'সাধ্য সাধনা করিলেও কাহার সাধ্য যে অবাধ্যাকে বাধ্যা করিয়া রাখে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বাধ্যতা [স] *বি* আনুগত্য। 'শেষোক্ত পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বাধ্যতামূলক [স] *বিণ* আবশ্যিক। 'মালিকগণের খরচায় শ্রমজীবীগণের বাধ্যতামূলক শিক্ষা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাধ্যতাশক্তি [স] *বি* প্রবল বশ্যতা। 'অন্য দিকে একান্ত বাধ্যতাশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বান[1] [স বর্ণ] *বি* রঙ। **বানচিহ্ন** *বি* বর্ণচিহ্ন। 'জাহের বানচিহ্ন রুব ণ জাণী।' *চর্যা ২৯*, ১২০০।

বান[2] [স বাণ] *বি* শর; তির। 'লক্ষ লক্ষ বান কাটে কৃষ্টের কোঙরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বান[3] [স] *বি* বন্যা। 'নদনদী একাকার কত বান আইসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বান ডাকা **১** *ক্রি* বন্যা হওয়া। 'বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!' *নজরুল*, ১৯২৩। **২** *ক্রি* উচ্ছ্বাস দেখা দেওয়া। 'মুসলমান যুবকদের মধ্যেও উৎসাহের বান ডাকিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫। **৩** *বিণ* বন্যার স্ফীত। 'মেকং নদীর বানডাকা জলে ঘুম-ভেঙে-ওঠা অগ্নিকোণের মানুষ।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

বান-তুফান [স বান+আ তুফান] *বি* ঝড়বৃষ্টি। 'চক্ষের নিমেষে তার আড়াল থেকে বান-তুফান প্লাবন এসে পানির মধ্যে ভূভাগকে চিরতরে মুছে দিতে পারে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

বানভাসি, বানভাসী **১** *বি* বন্যায় ভাসানো; প্লাবন। 'নদীর বানভাসির পর যেমন বান রেখে যায়।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* বন্যার জলে ভেসে আছে এমন। 'নেহাৎ বানভাসী খড়কুটোর মতো।' *শওকত*, ১৯৭২।

বানের জল **১** *বি* (অজানা জায়গা থেকে আসা) বন্যার পানি। 'এ যেন বানের জল, এর জন্যে কোনো খিড়কির পুকুরের জবাবদিহি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* গতানুগতিকতা। 'তবু বানের জলে ভাসতে দিয়েছিলে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বান[4] *বি* বড়ো সাপের আকারের মাছ বিশেষ; বাইন মাছ। 'জাওলা পেতে ... বান-বোয়াল শেষ করতে পারেনি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

বানাওট [হি] *বিণ* মিথ্যা। 'বানাওট, ভণ্ডামী, প্রতারণা, রিয়া এবং ধর্মের নামে অধর্মের লীলাখেলা।' *এসলাম*, ১৯৩৪।

বানক [হি] *বি* পোশাক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বানকখানা *বি* পোশাকখানা। 'কোম্পানির বানকখানার বাটীতে পুরিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বানকে [ফা বাহানাহ্] *বিণ* অতিরিক্ত আবদার করে এমন। 'ঐ বানকে ছেলেটার জ্বালায় ঘুমানো ভার।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বানচাল **১** *বিণ* পণ্ড। 'সাম্প্রদায়িক কারচুপি, স্বজনপ্রীতি ও অন্যায় দুর্নীতির চড়ায় ঠেকিয়া বানচাল হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪০। **২** *বিণ* বিপর্যস্ত। 'অন্যায় দুর্নীতির চড়ায় ঠেকিয়া বানচাল হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪০। **৩** *বিণ* ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'কোথায় জাহাজ হবে ফিরে বানচাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। **৪** *বি* বিপর্যস্ততা। 'জীবনের বানচালের ব্যাপারটা এই রকম।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বানচোত দ্র **বাঞ্চোৎ**

বানপ্রস্থ [স] *বিণ* হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী জীবনের চার আশ্রম তথা পর্যায়ের তৃতীয়টি। 'দণ্ডী ব্রহ্মচারি বানপ্রস্থ ইত্যাদি বিশ হাজার।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বানপ্রস্থধর্ম [স] *বি* হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী সংসার ত্যাগ এবং বনে বসবাস ক'রে ঈশ্বরের চিন্তায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহন। 'তা সম্ভব না হলে সিংহাসন ত্যাগ করে সীতাকে নিয়ে বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বন করবেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

বানপ্রস্থাবলম্বী *বিণ* হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী জীবনের তৃতীয় পর্যায় তথা বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনকারী। 'বানপ্রস্থাবলম্বীর মন নিয়ে হেরম্ব সেইখানে গেল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

বানর [স] **১** *বি* চার পা ও লেজবিশিষ্ট, সাধারণত গাছে বিচরণ করে এমন এক প্রকার প্রাণী; বাঁদর। 'দ্বিবিধ বানর বধ বিক্রমে বিসাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* দুষ্ট। 'বড়ো ছেলেটা বানর – ছোটটা পাগল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বানররাজ [স] *বি* হিন্দু পুরাণোক্ত হনুমান। 'লঙ্কা পাঠাইতে দুতে ডেকে বানররাজ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বানরা *বি স্ত্রী* বানর। 'সার্দ্ধপাল বিবিধ বানরা।' *মালাধর*, ১৫০০। ১৫৫০।

বানরী [স] *বি স্ত্রী* বাঁদর; চার পা ও লেজবিশিষ্ট, সাধারণত গাছে বিচরণ করে এমন এক প্রকার প্রাণী। 'সেই জলে অবতরণ করিবামাত্র তিনি কপিকায়া প্রাপ্ত হইয়া অদ্ভুত একটি বানরী হইলেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

বানরের গলায় মুক্তার হার – অপাত্রে মূল্যবান বস্তু দান। 'বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

বানা [তা বা-না] *বি* পতাকা। 'রণ মাঝে সেই হানা বাহুমূলে বাঁধে বানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বানাচয় *বি* চাঁদোয়া। 'নানা বর্ণ বানাচয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বানাত *বি* পশমি কাপড়। 'লামাকে জে জরদ রাঙ্গব বানাত একখান পত্র চিন্ন দিয়া লেখীয়াছেন।' *বোগল*, ১৭৭০।

বানান [ন বর্ণন] **১** বি শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ। 'তরে আস্ক আস্ক পড়্যা জানিল বানান।' রূপরাম, ১৭৫০। **২** *বি* শব্দ লেখার নিয়ম। 'বাঙ্গলা কখ ফলা বানান ... শিখিলেই যে তাবৎ জ্ঞান।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বানান-জ্ঞান [বানান+স জ্ঞান] *বি* বানান বিষয়ক নিয়ম-কানুন জানা। 'এ বানান-জ্ঞান তাঁর আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

বানানরীতি [বানান+স রীতি] *বি* বানানের পদ্ধতি। 'ইংরেজি বানানরীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বানানো[1] **১** *ক্রি* তৈরি করা। 'কুম্ভকারে জল পাত্র যদি বা বানাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* পরিণত করা। 'শণ এক বস্তু যাহাতে ফাঁদ, যে পক্ষীদিগের এমন সাংঘাতিক বানান যায়।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *ক্রি* কল্পনা করা। 'সে সত্য বানাইয়া বলিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বিণ* প্রস্তুত। 'তোমাদের বিলাতের বানানো একটা কলের গাড়িতে তুলিয়া দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **বানাইতে** *ক্রি* তৈরি করতে। ওসাঁ, ১৭৮২।

বানাএ *ক্রি* তৈরি করে। 'কুম্ভকারে জল পাত্র যদি বা বানাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বানায়ে** *ক্রি* তৈরি ক'রে। 'তরকারি বানায়ে খাব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **বানিয়ে-তোলা** *বিণ* বানানো। 'এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **বানিয়ে-বানিয়ে** *ক্রিবিণ* কল্পনা ক'রে; কোনোমতে। 'ইনিয়ে-বিনিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে লিখেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **বানিয়ে বসিয়ে** *ক্রি* গোঁজামিল ক'রে। 'মুদ্দফরাসকে জিজ্ঞেস করে বানিয়ে বসিয়ে দি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

বানানেওলা *বি* তৈরি করেছে যে। 'তার সবটুকু ওর বানানেওয়ালা রাজমিস্ত্রির চেয়েও আমি বেশী জানি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বানানো[১] *বিণ* মনগড়া; মিথ্যা। 'হাসিয়া সবাই কহে – যে কথা রটেছে একটি বর্ণ বানানো কাহারো নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'এসব আপনার বানানো কথা বাবা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বানানো[২] *ক্রি* পিটিয়ে শিক্ষা দেওয়া। 'বানাও শালাকে ছিঁড়ে ফেলো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বানারসী *বি* কাশীতে প্রস্তুত শাড়ি। 'সম্মুখের দামনের সহিত কনের বানারসীর দোপাট্টার এক কোণ বাঁধিয়া দেওয়া হইল।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

বানারসী সাড়ী *বি* কাশীতে প্রস্তুত শাড়ি। 'একখানি বানারসী সাড়ী ও এক সুট গিলটির গহনা চাহিয়া আনিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বানি[১] [আ বানী] *বি* মজুরি। 'জহিআ কাহ্ন দেল তোহে আনি/ মনে পাওল ভেল চৌগুন বানি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বানি[২], **বানী** [স বাণী] *বি* কথা। 'প্রজাপতি বলে বানি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পিরীতি বাঞ্ছিত বানী অমৃত সরস।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বানি[৩] [স বাণী] *বি* বাইন মাছ। 'বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

বানিজ্জ [স বাণিজ্য] *বি* ব্যবসা। 'কৃসি বানিজ্জের হেতু রাখিল মনুষ্য।' *মালাধর*, ১৫০০।

বানিজ্য [স বাণিজ্য] *বি* ব্যবসা, কেনাবেচা। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

বানিয্য [স বাণিজ্য] *বি* বাণিজ্য। 'সে বানিয্যতে গিয়াছীল ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বানিয়া *বি* বণিক; বেনে। 'বানিয়ার মতো করে কড়ায়-গণ্ডায় ওজন করতে সিদ্ধহস্ত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বানিঞা [স বণিক] *বি* বেনে। 'কুলে জর্ম্মহ বানিঞার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বানিয়ান *বি* গেঞ্জির মতো খাটো জামাবিশেষ। 'সে রাত্রে গরম বানিয়ান ... পড়ে শুলুম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বানী [স বাণী] *বি* কথা। 'ন বুঝসি ছইলরী বানী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বানু [ফা] ১ *বি* মেয়ে। 'এইরূপে বানু, ব্যাকুলিত তনু।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। ২ *বি* প্রিয় নারীর প্রতি প্রেমময় সম্বোধন। 'ব্যতিক্রমে বানু এ-মস্তকে নামুক লানৎ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বানোয়াট [হি] *বিণ* মিথ্যা। 'সোবহানের বাপের নাম করে বানোয়াট সব সংলাপ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

বান্ডিল [ই] *বি* একসঙ্গে বাঁধা জিনিসপত্রের আঁটি। 'খাতা এবং বান্ডিলবদ্ধ কাগজপত্র হস্তে প্রবেশ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বান্তর [স>] *বি* প্রাসঙ্গিক। 'বান্তরই হোক আর অবান্তরই হোক ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

বান্ত্য [স বান্তি] *বি* বমি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বান্দর [স বানর] *বি* বানর। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **বান্দর লাটি** *বি* ছিদ্রযুক্ত লাঠি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বান্দা[১] [স বন্ধ>] *ক্রি* বাঁধা। 'সিকীপুৎস রত্নমালা দিয়া বান্দে কেস।' *মালাধর*, ১৫০০। **বান্দহ** *ক্রি* বাঁধা। 'ভুজপাশে বান্দহ দংশৌক ফণিহার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বান্দিয়া** *ক্রি* বেঁধে। 'সমিগের গলাএ বান্দিয়া আইল সাপ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বান্দিল** *ক্রি* বাঁধলো; বন্ধন করলো। 'উদুখল দিয়া যসোদা বান্দিল তাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বান্দীতে** *ক্রি* বাঁধতে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **বান্দে** *ক্রি* বাঁধে। 'সিকীপুৎস রত্নমালা দিয়া বান্দে কেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

বান্দা[২] [স বন্ধ>] *বিণ* বাঁধা। 'মুকুতায় মণি বান্দা টানাইল পাট চাঁদা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বান্দা[৩] [ফা বান্দাহ্] ১ *বি* গোলাম। 'তার হুকুমেতে যত বান্দা যায় মারা।' গরীব, ১৭৬৫। ২ *বি* সৃষ্টি। 'তজবিজ করিবে আল্লা বান্দা সবাকার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বান্দাআজী *বি* ক্রীতদাসত্ব। 'এই করারে বান্দাআজীর পত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

বান্দাজী *বি* ক্রীতদাসত্ব। 'বান্দাজীরা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমী দুরভাকীতে প্রান বাচাইতে পারি না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

বান্দাপনা *বি* প্রার্থনা। 'রাজার পক্ষ হইয়া আরতি ও বান্দাপনা অর্থাৎ আরতি এবং ভোগ উৎসর্গ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বান্দাবাজার [ফা] *বি* দাস কেনাবেচার হাট। 'বাঁদীর মত আনব বেছে বনের বান্দাবাজার থেকে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বান্দি, বান্দী [ফা] ১ *বি স্ত্রী* চাকরানি; দাসী। 'সুধন্য কৌসলকালা/ তুলিল রন্ধনশালা/ বিবি চাখে বান্দি যথা রান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি স্ত্রী* ক্রীতদাসী। 'বুড়ি এক বান্দি পাইয়া কিনিয়া বাজারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বান্দিজাদা [ফা] *বি* বাঁদী বা ক্রীতদাসীর গর্ভে জাত মালিকের পুত্র। 'ঘন ঘন বান্দিজাদায় করহ চুম্বন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বান্দীগিরি [ফা] *বি* দাসীর কাজ। 'তোর মা বান্দীগিরি করে চৌধুরীবাড়ি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বান্দীর পুত *বি* গালিবিশেষ। 'বে-তমিজ বান্দীর পুতেরা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বান্দুলি [স বন্ধুলী] *বি* ফুলবিশেষ। 'শিয়রে আছে মোর ঔষধের ঝুলি/ দেওলি বান্ধুলি আর ইশ্বরের মুলি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বান্ধই [স বান্ধব] *বি* প্রিয়জন। 'হাহা পৃয়া প্রান সমা বান্ধই আমার।' *মালাধর*, ১৫০০।

বান্ধণ [স বন্ধন] *বি* বন্ধন। 'বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

বান্ধন [স বন্ধন>] *বি* বাঁধন। 'সদয় হৃদয় কৃষ্ণ বান্ধন মানিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বান্ধব [স] ১ *বি* বন্ধু। 'সপুত্র বান্ধবে বাড়ে/ লঙ্কার রাবণে ল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* প্রিয়জন। 'বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চৌদিগে বান্ধব মেলা গলায় তুলসীমালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* আত্মীয়স্বজন। 'যে পিত্রাদি বান্ধবেরা বালকেরদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

বান্ধবতা [স] *বি* বন্ধুত্ব। 'আত্মীয়তা বান্ধবতার মধ্যে জাগিয়া উঠে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বান্ধববর্জ্জিত [স] *বিণ* বন্ধুহীন। 'বান্ধববর্জ্জিত আমি, গুণীরা করেন অবহেলা সর্বক্ষণ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

বান্ধব সমাজ [স] *বি* বন্ধুপরিজন। 'অনুক্রমে বন্দিলেক বান্ধব সমাজ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বান্ধবহৃদয়ব্যথা [স] *বি* বন্ধুর মনের কষ্ট। 'একবার ভালো করে করো অনুভব/ বান্ধবহৃদয়ব্যথা বান্ধবহৃদয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বান্ধবী [স] *বি স্ত্রী* বান্ধব। 'নৃপতি বলএ শুন প্রাণের বান্ধবী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বান্ধবী-মহল [স বান্ধবী+আ মহল] *বি* বান্ধবীদের দল। 'প্রচণ্ড সংক্ষোভ সৃষ্টি করলে বান্ধবী-মহলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

বান্ধা[1] [স বন্ধ>] *ক্রি* বাঁধা। **বান্ধঅ** *ক্রি* বাঁধে। 'চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ।' *চর্যা ৩*, ১২০০। **বান্ধসি** *ক্রি* বেঁধেছিস। 'বাসিত ফুলেঁ রাধা বান্ধসি কেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বান্ধাল্য** *ক্রি* বাঁধলো। 'পান ফুল দিআ হাথে বসন বান্ধাল্য মাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বান্ধি ১** *ক্রি* বেঁধে। 'তোর দুঈ কুচকুম্ভ বান্ধি নিজ গলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বাঁধি। 'হাতে গলে বান্ধি মোরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বান্ধিআ** *ক্রি* বেঁধে। 'হোসেনের সুতের বান্ধিআ দুইকর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বান্ধিআঁ** *ক্রি* বেঁধে। 'বান্ধিআঁ তোহ্মার লইবোঁ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বান্ধিঞাঁ** *ক্রি* বেঁধে। 'পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহলী যৌবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বান্ধিনু** *ক্রি* বাঁধলাম। 'হামেশা বান্ধিনু জীন বাঘের পিঠেতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **বান্ধিয়া** *ক্রি* বেঁধে। 'যাহাকে বান্ধিয়া ছিল পর্ব্বত পাশানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বান্ধিল ১** *ক্রি* বেঁধে নিয়ে। 'লাভে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই।' *বড়ু*, ১৫০০। **২** *ক্রি* পরিধান করলো। 'অধরে বান্ধিল পুস্প নাসিকা উঝল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *ক্রি* বাঁধ দিলো। 'মেরুশৃঙ্গে বান্ধিল চামর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **বান্ধিলা** *ক্রি* বাঁধলো। 'এ বুলিয়া মিস্বর বান্ধিলা উঞ্চতর।' *সুলতান*, ১৭০০। **বান্ধিলাম** *ক্রি* বাঁধলাম। 'ই ষকলে বান্ধিলাম সুমেরু উপম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বান্ধিলুঁ** *ক্রি* বাঁধলাম। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ।' *জ্ঞান*, ১৬০০। **বান্ধিলোঁ** *ক্রি* বেঁধে নিলাম; বাঁধলাম। 'গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বান্ধী** *ক্রি* বেঁধে। 'পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।' *চর্যা ১৪*, ১২০০। **বান্ধে ১** *ক্রি* আকার ধারণ করে। 'যাবত পবনে ঢেউ নাহি বান্ধে পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বন্ধন করে। 'ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বান্ধ্যা** *ক্রিবিণ* বেঁধে। 'কিতা কথুবায় বান্ধ্যা উপরে টানায় চান্দা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বেন্ধে** *ক্রি* গ্রন্থিত ক'রে। 'চূড়া বেন্ধে যাব চল যেথা কমল-আঁখি।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০। **বেন্ধেছিলা** *ক্রি* বেঁধেছিলো। 'উদুখলে বেন্ধেছিলা কৃষ্ণকে যশোদা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বেন্ধ্যা** *ক্রি* বেঁধে। 'আনিব কর্পূধলে বেন্ধ্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বান্ধানো [স বন্ধ্>] *বিণ* বাঁধাই করা হয়েছে এমন। 'কাহারো দন্ত বান্ধানো।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বান্ধা[2] [স বন্ধন>] **১** *বি* বন্ধক; ঋণের জন্য গচ্ছিত বস্তু। 'নহে রূপ যৌবন থুইআঁ যাহা বান্ধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বাধা। 'থাকি কোটালের আগে বান্ধা কর দূরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বান্ধুলি [স বান্ধুলী] *বি* ফুলবিশেষ। 'ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ।' *শেখর*, ১৬০০।

বান্ধুলী [স] *বি* একপ্রকার ফুল। 'মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ। ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বান্যা [স বণিক] *বি* বেনে। 'লক্ষপতির বাসে নানা দেশের বান্যা আইসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বান্যাজাল *বি* বণিকগণ। 'আল্যা বান্যাজাল মোরে হয়্যা কাল দুঃখ করাইতে তোমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাপ [স বপ্র] **১** *বি* বাবা। 'মূল ণখলি বাপ সংঘারা।' *চর্যা ২০*, ১২০০। **২** *বি* বাপধন; পুত্র বা পুত্রস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি স্নেহসূচক ডাক। 'না জাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* পিতৃস্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি। 'তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব।' *কেরি*, ১৮০২।

বাপকেলে *বিণ* পৈতৃক। 'দু'চারজন বাপকেলে সম্পত্তি আগলাচ্ছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

বাপ-ঘর [বাপ+পা ঘর] *বি* বাপের বাড়ি। 'ফুলিয়া নগর মোর বাপ-ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাপঘেঁষা *বিণ* বাবার কাছে থাকতে পছন্দ করে এমন; পিতার অনুরক্ত। 'ছোটোবেলাতেই মেয়ে খুব বাপঘেঁষা ছিলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

বাপজী [বাপ+হি জী] *বি* বাবা। 'আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বাপধন [বাপ+স ধন] *বি* পুত্র; ছেলে (স্নেহসূচক সম্বোধন)। 'বাপধন বাছা মোর ছেড়ে নারে ভিটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বাপ বাপ বলে *ক্রিবিণ* নতশিরে; অতিশয় বশ্যতা স্বীকার ক'রে। 'সে বাপ বাপ বলে তোমার চিজ তোমায় ফিরিয়ে দেবে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বাপ-বেটা *বি* পিতা-পুত্র। 'এই প্রাণখোলা আলাপের অভাবেই বাপ-বেটায় ... ভুল বুঝাবুঝি জমা হৈতে থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বাপমা [বাপ+স মাতা] *বি* মা ও বাবা। 'মোহিয়া বাপমাএ সিসুরূপ ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাপভাই [বাপ+স ভ্রাতা] *বি* বাবা ও ভাই। 'ইষ্টমিত্র বাপভাই কি করিতে পারে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বাপ-মা-মরা *বিণ* বাবা-মা মারা গেছে এমন; এতিম। 'আমার বাপ-মা-মরা অনাথ ছোটো ভাইটির সাথে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাপসোহাগী *বিণ স্ত্রী* বাবার আদর পেয়েছে এমন। 'তার সব কটা মেয়ে বড়ো বাপসোহাগী।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

বাপান্ত [বাপ+স অন্ত] *বি* বাপ তুলে গালি। 'যে বেটী বাপান্ত কল্যে সে মুটোর ভেতর এলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

বাপান্ত করা *ক্রি* বাপ তুলে গালি দেওয়া। 'যে বেটী বাপান্ত কল্যে সে মুটোর ভেতর এলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু বেলা বাপান্ত করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাপে-তাড়ানো *বিণ* বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে এমন। 'বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো গরীব বালক।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বাপের বাড়ি *বি* স্ত্রীর বাবার বাড়ি। 'না হয় তুমি যাও বাপের বাড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বাপা [স বপ্র] **১** *বি* পিতা; বাবা। 'কেন হেন বৈলে বাপা অজোগ্য বচন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বাছা। 'শুন বাপা তোমারে করিএ অভিমান সতী ঝিএ তোমার টুটিল অবধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাপাজী [বাপা+হি জী] *বি* পুত্র বা পুত্রস্থানীয়দের প্রতি স্নেহপূর্ণ

সম্বোধন। 'বাপাজী তুমি এ বাটীর চিকিৎসক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বাপি *বি* পুত্র বা পুত্রস্থানীয়দের প্রতি স্নেহপূর্ণ সম্বোধন। 'তাহাকে বুকে তুলিয়া বলিলেন – বাপি!' *তারা*, ১৯৪২।

বাপী [স] *বি* বড়ো পুকুর বা দিঘি। 'শুক্লপঞ্চমীতে, বাপীতটে, যে রাজকুমারের মন হরণ করিয়া আনিয়াছিলে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বাপু [স বপ্র>] *বি* বাপ; স্নেহপাত্রকে সম্বোধনবিশেষ। 'আইস বাপু বলরাম কানাঞি লইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাপুড়ী *বি* বেচারা। 'তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

বাপুড়ে *বি* বেচারা। 'সৈসবে বাপুড়ে সীমা ছাড়ল জউবনে বাঁধল ফেদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বাপুড়া [স বায়ুপুট] *বিণ* লুপ্ত। 'নাড়ি বিআরম্ভে সেব বাপুড়া।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

বাফার ষ্টক [ই] *বি* আপৎকালের জন্যে সঞ্চয়। 'বাফার ষ্টকের ফলে ইহা হইতে পারে নাই।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

বাব[১] [আ বাবত] ১ *বি* দফা। 'সেলামী বাঁসগাড়ি/ নানা বাবে জত কড়ি/ নাহি দিহ গুজরাট দেশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কাব্যের অধ্যায়। 'প্রথম বাবঃ তৌহিদের কথা।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* অবলম্বন। 'আখেরে সবার বাবে নাই নবী বই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাব[২] [ধ্বন্যা] *বিণ* কথা বলতে পারে না এমন; মূক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাবই [স বর্বরী] *বি* ছোটো পাখিবিশেষ। 'বলকা বর্তিকা হংস/ শেন ভাস করে ধ্বংস/ রাঙ্গচোঙ্গা বাবই কোকিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাবড়ি [ফা বাবর>] *বি* কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। 'বাবড়ি দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো রঙিন ফ্রকপরা শাশ্বতী।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৪৯।

বাবত [আ] ১ *অব্য* জন্যে। 'তোমার এস্থানে আমার কাপড়ের বাবত টাকা ছিল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। ২ *অব্য* দরুন। 'সন ১১৯৪ বাঙ্গলার বাবত জে কিছু কড়ি দাখিল হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

বাবদ [আ বাবত] ১ *অব্য* দরুন। 'রাজার কএদ করা বাবদ তকসিম হইয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ২ *বি* ক্ষেত্র; বিষয়। 'কোনও কোনও বাবদে আমাদের নকল করতে হবে ইয়োরোপকে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বাবদী *অব্য* দরুন; বাবত। 'এক দফা কাত খরচ বাবদী বিবি দেন ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

বাবরি, বাবরী [ফা বাবর>] *বিণ* কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। 'চুল বাবরি-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'কাল সাপের ফণার মত বাবরী মাথায় চুল যে ওড়ে।' *জসীম*, ১৯২৯।

বাবরি-করা *বিণ* লম্বা কুঞ্চিত ক'রে ছাঁটা। 'চুল বাবরি-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বাবরিকাটা *বিণ* লম্বা কুঞ্চিত ক'রে ছাঁটা। 'মাথার চুল বাবরিকাটা।' *অবন*, ১৯২৭।

বাবরী-চুলওয়ালা *বি* কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ানো চুল আছে যার। 'সেই যে বাবরী-চুলওয়ালা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বাবরিচুলো *বিণ* বাবরি চুলওয়ালা। 'একটা বাবরিচুলো ছোকরা।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

বাবরুচিখানা [তু বাবর্চি>] *বি* রন্ধনশালা। 'মামুর হইল মোর বাবরুচিখানা।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাবলা [স বর্বুর] *বি* কাঁটাযুক্ত গাছবিশেষ। 'বুণ্ডি মামুড়ি কাটিল বাবলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাবলাবন *বি* বাবলা গাছের বন। 'বাবলাবনে ওই দেখা যায় ডাঙা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

বাবা [স বপ্র, তুলনীয় তু বাবা] ১ *বি* পিতা। 'তোমার আসিবে জদি বাবা আইল জিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পুত্রস্থানীয়কে আদরে ও স্নেহসম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ। 'বলিবে কি যাই বাবা বাবা আনিবারে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৩ *বি* সন্ন্যাসীকে সম্বোধন। 'বাবা, কিছুই তো বুঝিলাম না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বি* অধিকতর শক্তিশালী যে। 'মন্দা-মেয়ে পুরুষের বাবা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাবা গো মা গো – ভয়ে বাবা ও মাকে স্মরণ ক'রে চিৎকার। 'বাবা গো মা গো বলে ...।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাবাজি, বাবাজী [বাবা+হি জী] ১ *বি* পিতাজি। 'কোন দোষে বাবাজির গলে দিলি ছুরি।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* জামাতা অথবা পুত্রকে স্নেহ-সম্বোধন। 'অত্রানন্দ বীশেষ বহুকাল হইল বাবাজীর পত্রাদি কোন সমাচার পাইনাঞী।' *ওঁসা*, ১৭৭৯। ৩ *বি* বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। 'উহার এমন মহিমা যে, বাবাজীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'বৃন্দাবন থেকে এক বাবাজি এসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বাবাজিউ [বাবা+হি জী] *বি* বেশধারী সাধু। 'বাবাজিউরা দাড়ি উড়াইয়া গালি দিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বাবাজীবন [বাবা+স জীবন] *বি* জামাতাকে স্নেহের সম্বোধন; বাবাজি। 'রবিয়ল বাবাজীবন সেখানে পালকি নিয়ে গিয়ে হাজির হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাবামশায় [বাবা+স মহাশয়] *বি* অতিশয় শ্রদ্ধাসূচক বাবা সম্বোধন। 'বাবামশায়ের সঙ্গে প্রথমবার বোলপুরের বাগানে গিয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাবারও বাবা আছে – বড়র উপরেও বড় আছে। *সুবল*, ১৯০৬।

বাবার বাবা *বি* কর্তার কর্তা। 'শ্বশুর বেটা তো এমন শালা নয়, সে আবার বাবার বাবা।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

বাবি [স বায়ু] *বি* বায়ু। 'আনল বরণ বাবি মৃত্তিকা জন্মিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

বাবিলন [ই] *বি* ইরাকের প্রাচীন সভ্যতাবিশেষ। 'বাবিলন দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিবরণ ... করা যাইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বাবু [ফা] ১ *বি* পিতার মতো মান্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করার শব্দ। 'ঝির অপমান বাবু না দেখ একবার।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* হিন্দু ধনী ভদ্রলোক। 'শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নূতন অভিধান করিয়া ছাপা করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯; উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৩ *বি* হিন্দু ধনী পরিবারের আদুরে সন্তান। 'আপনকার এত ঐশ্বর্য্যে এ সন্তান হইয়াছেন, ইনি বাবু হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'মেথরাণী গর্ভজাত একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠকারণ নিযুক্ত করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* মহাশয়। 'ভট্টাচার্য্য মুন্সী বাবুর বাটীতে অধ্যক্ষ।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ৫ *বি* জমিদার। 'উক্তরূপ ব্যয়েতে বাবুর ভাণ্ডার শূন্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'বাবু বলিলেন, বুঝেছ উপন ও জমি লইব কিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বিণ* সম্ভ্রান্ত। 'অনেক মান্য ইউরোপীয়ান এবং এতদ্দেশীয় বাবু লোকেরা দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*,

১৮৩৭। ৭ *বিণ* বিলাসী; আয়েশি। 'বাবুরামবাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৮ *বি* সম্ভ্রান্ত ও শৌখিন ব্যক্তি। 'কলকেতার কতিপয় বাবু।' *হুতোম*, ১৮৬৮। ৯ *বি* পরিশ্রমবিমুখ। 'ইহ্যরা বাবু নহে, গরিব স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সঙ্গে সমান কাজ করে, লাঙ্গল বহে, জল টানে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ১০ *বি* ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু যুবক। ১১ *বি* কেরানি। 'অ্যাটর্নি আপিসের বাবুদের সঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ১২ *বি* বাড়ির কর্তা। ১৩ *বি* কর্তার সন্তান। ১৪ *বি* হিন্দু ভদ্রলোকের সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ।

বাবুআনা [বাবু+ফা আনা] *বি* বিলাসী হালচাল। 'মারে মণ্ডা আদা ছেনা, সদা থাকে বাবুআনা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বাবুগিরি [বাবু+ফা গিরি] *বি* বাবুসুলভ আচরণ। 'অনেক বাবুগিরি জারিজুরি করিয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বাবু-গোছ *বিণ* বাবুদের মতো। 'বাবু-ঘেঁষা হয়ে সেও একটু বাবু-গোছ হয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বাবুজি, বাবুজী [বাবু+হি জী] *বি* ভদ্রলোকের প্রতি সম্মানজনক সম্বোধন। 'বাবুজি কুর্ণিশ ঘেরা বর্দ্ধয়াঁন বিচ ডেরা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। 'বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাবুজী মহাশয় সপরিবারে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বাবুয়ানা *বিণ* বাবুগিরি; বিলাসী হালচাল। 'যাক চাইনে বাবুয়ানা, গারিবানা খানা ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বাবুয়ানি, বাবুয়ানী ১ *বি* বাবুগিরি। 'বাবুয়ানি জিনিসটা সে অপছন্দ করে।' *বনফুল*, ১৯৩৬। ২ *বিণ* ভারী নয় এমন। 'এ শহুরে বরফ, বাবুয়ানী বরফ। সত্যিকার খাঁটি বরফ পড়ে পানশিরে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বাবু-সমাজ [বাবু+স সমাজ] *বি* শৌখিন জনসাধারণ; কেতাদুরস্ত হয়ে চলে এমন সমাজ। 'মেজবাবুর বাবুয়ানি দেখে কলকাতার বাবু-সমাজের তাক লেগে গিয়েছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বাবুসাব [বাবু+আ সাহিব] *বি* সমাজের আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তি; ভদ্রলোক। 'কুলি বলে বাবুসাব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বাবুই[1] [স বর্বরী] *বি* ছোটো পাখিবিশেষ। 'নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাবুই[2] *বি* শক্ত তৃণবিশেষ। 'চুলগুলো সব বাবুই দড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাবুই দড়ি *বি* দীর্ঘ ও শক্ত এক প্রকার তৃণ দিয়ে তৈরি রশি। 'চুলগুলো সব বাবুই দড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাবুত [আ বাবত] *ক্রিবিণ* বাবদ; কারণে। 'আখন থাকীল জদি কখুন্ন হাকীম কোণ বাবুত দাওা করে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

বাবুদ *অব্য* জন্যে; কারণে; দরুন। *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'খাতির জময় আবাদ তরদুদ করহ আর কোন বাবুদ সহিত দায় নাই।' *ভেরলি*, ১৭৯১।

বাবুদী *বিণ* নির্ধারিত; তালিকাভুক্ত। 'এক খত বাবুদী আড়কাট ৪০০ চারি সও তঙ্কা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'মওয়াজী ৩৩০০০ তেত্রিষ হাজার মোন চাউল বাবুদী।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

বাবুয়া পুত্র [ফা বাবু>] *বি* জারজ পুত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাবুরচি [তু বাবর্চি] *বি* পাচক। 'সাহেব আবশ্যকি চাকর এই কয় জন ... মসালচি বাবুরচি আবদর ভেস্তি মেহতর ...।' *কেরি*, ১৮০২।

বাবুরচিখানা *বি* রান্নাঘর। 'মুসলমানের বাবুরচিখানার পক্ক পুষ্ক হিন্দুর অস্পৃশ্য।' *ইমান*, ১৯০০।

বাবুর্চি, বাবুর্চ্চি [তু বাবর্চি] *বি* পাচক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মরণে বাবুর্চি-জীবনলীলা সাঙ্গ করে।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

বাবুর্চিখানা, বাবুর্চীখানা [তু বাবর্চি+ফা খানাহ্] *বি* রান্নাঘর। 'ঐ বাটীর অন্তঃপাতি গুদাম ও বাবুর্চিখানা ও আস্তাবল প্রভৃতি আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'শহরের সাহেবের বাবুর্চীখানায় কাজ করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাবুর্চিগিরি *বি* রান্নার কাজ। 'তারার রান্নাবাড়া ও বাবুর্চিগিরি করব না।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

বাবুল *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'শ্রীহট্টের বনাঞ্চলে জন্মে গরাণ, বাবুল ও সোনালী প্রভৃতি গাছ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাবেল [হি] *বি* বাইবেলের বর্ণনামতে স্বর্গে যাওয়ার লক্ষ্যে নির্মিত মিনার। 'যেমন বাবেল থেকে মানুষের ধারা ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীতে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বাম [স] ১ *বিণ* বামদিকস্থ। 'সাক্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।' *চর্যা* ৫, ১২০০। ২ *বি* বামদিক। 'দক্ষিনে লক্ষ্মি সোভে বামে সরস্বতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* বিমুখ। 'তুমি সর্বগুণধাম সেবকে হইলে বাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* প্রতিকূল। 'দুই মন করে যদি তারে বাম হয় বিধি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বামকর [স] *বি* বাম হাত। 'বামকর হস্তে কেবা করে দান ধর্ম।' *রামেশ্বর*, ১৬৫০।

বামক্ষ [স] *ক্রিবিণ* বাম পাশে। 'খুল্লনা পেলিল পাটী পড়িল বামক্ষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বামতম [স] *বিণ* একান্ত বিমুখ। 'এত দিনে এবে বামতম মম প্রতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বামদিগ [স] *বি* বাঁদিক। 'বামদিগে গদাধর তাম্বুল যোগায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বামপথি [স বামপথ>] *বিণ* প্রতিকূল আচরণ করে এমন। 'বামপথি হইআ করিস কার পূজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বামপন্থী [স বাম+হি পন্থী; ইংরেজি *লেফটিস্ট* শব্দের অনুবাদ] *বিণ* সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে এমন; মার্কসবাদী। 'তুমি বামপন্থী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বামভাগ [স] *বি* বাঁদিক। 'বামভাগে বন্দনা করিআ নীলাচলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বামমার্গী [স] *বি* বামপন্থী; সমাজতান্ত্রিক। 'ধীরে ধীরে সব বামমার্গীরাই বিতাড়িত হয়েছে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বামমার্গীয় [স] *বিণ* বামপন্থী; সমাজতান্ত্রিক। 'ভোট চান তাই ডজন আড়াই/ বামমার্গীয় সদস্যা।' *অন্নদা*, ১৯৫১।

বামলোচনা [স] *বি স্ত্রী* সুন্দর চোখ যার; সুনয়না। 'সেই বামলোচনা, কি নিমিত্ত, তিরস্কার করিয়া, বৃদ্ধাকে বিদায় করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বামা *বি* তবলার সঙ্গে বাম হাতে বাজাবার যন্ত্র; বাঁয়া। 'ডাইনের চেয়ে ডুগি ভালো অর্থাৎ কিনা বামা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বামাখি [স বামাক্ষি] *বি স্ত্রী* সুনয়না। 'বামাখি বিন্দু বিভূষিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বামাঙ্গিনী [স] *বি* স্ত্রীলোক। 'বলি আজ বামাঙ্গিনী, কম্পিত হৃদয়ে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বামাচারী [স] *বি* বামপন্থী ব্যক্তি। 'তথাচ গ্রীসের ট্রটস্কীয় বামাচারী বিনষ্ট চার্চিলের বাক্যবাণে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

বামাবর্ত [স] *বি* বামপন্থী রাজনৈতিক চক্র। 'পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক খুনোখুনির বামাবর্ত ও সংগঠিত গুণ্ডামির সর্বদলীয় পৃষ্ঠপোষণা ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

বামণ [স ব্রাহ্মণ] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; ব্রাহ্মণ। 'বিশেষে বামণ জাতি বড় দাগাদার।' *ভারত*, ১৭৬০।

বামদেব [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'বামদেবে হৈলা বামমতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

বামন[1] [স] **১** *বিণ* বেঁটে। 'বামন শরীর মাকড় বেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বিষ্ণুর অবতারবিশেষ (হিন্দুপুরাণ)। 'বামন রূপে তোক্ষে বলিক ছলিলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* মানসিক দীনতায় খর্ব। 'রব না, রব না লুব্ধ, ক্ষুব্ধ বামনের এ সমষ্টিবাদে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

বামন হয়ে চাঁদে হাত – অযোগ্য লোকের বড়ো কিছু পাওয়ার চেষ্টা। 'কি বলবো বৌ ঠাকরুণ, বামন হয়ে চাঁদে হাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বামনবীর [স] *বি* বেঁটে মানুষ। 'বামনবীর হবে না কি আবার।' *জীবন*, ১৯৩৩।

বামন[2] [স ব্রাহ্মণ] *বি* ব্রাহ্মণ। 'দামেস্ক শহরে এক বামন আছিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বামনা[1] [স ব্রাহ্মণ] *বি* ব্রাহ্মণ (তুচ্ছার্থে)। 'সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বামনা[2] [স ব্রাহ্মণ] *বি* নদীর নামবিশেষ। 'ধাইল কাঁসাই মহানন্দী বিড়াই খরস্রোত বামনার খানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বামনাই [স ব্রাহ্মণ>] **১** *বিণ* ব্রাহ্মণসুলভ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* (বিদ্রূপে) ব্রাহ্মণত্বের গর্ব। 'বামনাই করা তো আমি ছেড়েই দিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বামনিয়া [স ব্রাহ্মণ>] *বিণ* ব্রাহ্মণের ঘরের উপযোগী। 'বামনিয়া মত কিছু এ বিবাহ নাঞিঃ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বামনি [স ব্রাহ্মণী] *বি স্ত্রী* ব্রাহ্মণী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বামনী *বি স্ত্রী* ব্রাহ্মণী। 'মার মার কর‍্যা কোপে খেদাড়ে বামনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বামনহাটী *বি* ভেষজ গাছবিশেষ। 'কেতুকি ধাতুকি কাটিল বামনহাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বামা[1] [স] *বি* ললনা। 'ছার তিরী বামা জাতী/ নানা দোষেঁ উতপতী/ তাক কোপ রহে কত খনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বামাচারী [স] *বিণ* নারীদেহ পূজারী। 'বোদেলের হইতেছেন তান্ত্রিক, বামাচারী, অঘোর পন্থী কবি সাধক।' *সবুজ*, ১৯২১।

বামাপন্থী [স বামা+হি পন্থী] *বি* ধর্মসম্প্রদায় বিশেষের অনুসারী। 'বামাপন্থী বামপন্থী/ তাই তো দলে ভারী।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

বামাসৈন্য [স] *বি* নারী সেনাবাহিনী। 'আমি একটি প্রবল বামাসৈন্য সঙ্কলন করতেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বামাস্বর [স] *বি* মেয়েলি কণ্ঠ। 'বামাস্বরে মন্দিরমধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বামাহৃদয় [স] *বি* নারী হৃদয়। 'আমার হৃদয় এখন যথার্থ বামাহৃদয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বামা[2] *দ্র* বাম

বামী [স] **১** *বি স্ত্রী* অশ্বী। 'বড়বা নামেতে বামী – বাড়বাগ্নিশিখা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* (বিদ্রূপে) নারী। 'যেথা যত আছে রামী ও বামী সকলেরই যেন গোলাম আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বামুণ [স ব্রাহ্মণ] *বি* ব্রাহ্মণ। 'শালার বামুণ কদ্দূরে ঘর বেনিয়েচে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বামুণ-গিন্নী *বি* ব্রাহ্মণপত্নী। 'বামুণ-গিন্নীর বড় সাধ আমার সঙ্গে যায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বামুন [স ব্রাহ্মণ] **১** *বি* ব্রাহ্মণ। 'অরে বামুন, তুই যদি ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* পুরোহিত। 'শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর – কর্তার অবর্তমানে তার অধীন লোকেরা কাজে ফাঁকি দেয়। *সুবল*, ১৯০৬।

বামুনমেয়ে *বি স্ত্রী* পাচিকা। 'বামুনমেয়ে, তোমারও কি একটু হুঁশ থাকতে নেই।' *শরৎ*, ১৯১৩।

বাম্প [ই] *বি* ঝাঁকুনি। 'প্লেন ঘন ঘন বাম্প দিতে শুরু করল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

বাম্ভন [স ব্রাহ্মণ] *বি* ব্রাহ্মণ। 'রিসি যে তপসী নহি নহিক বাম্ভন।' *রামাই*, ১৭২০।

বাম্য [স] *বি* বিরোধী মনোভাব। 'তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্রব্যবহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বায় [স বায়ু] *বি* বাতাস। 'ব্যজনীর বায় তাপ দূরে যায়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

বায়ক্জিন [ফা বিমজ্জিম] *অব্য* অনুযায়ী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বায়তি [স বাদতি] *বি* বাদক। 'ঝাট্যাতি বায়তি লয় তোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বায়ন [স বাদন] *বি* বাজনা। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বায়না [আ বয়+ফা নামাহ] **১** *বিণ* অগ্রিম মূল্যদান। 'কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রেই নিতাই দাসকে বায়না দিতেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। **২** *বি* কাজের অঙ্গীকার বা আমন্ত্রণ। 'সাপ ধরিবার বায়না থাকে।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৩** *বি* কাজের চাহিদা বা অর্ডার। 'নয়ানের কাছে একটা ঢোল মেরামতের বায়না এসেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **৪** *বি* আগ্রহের সঙ্গে বার বার কিছু চাওয়া। 'নববর্ষে খুকির বায়নায়।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

বায়না করা *বিণ* যেমনটা চাওয়া হয়েছিলো, ঠিক তেমনি; অতুলনীয়। 'লোকে বলে – বৌমা, তোমার খোকার হাসিটা বায়না করা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বায়না ধরা *ক্রি* আবদার করা। 'একটি চালা তৈরির বায়না ধরিয়াছিল দরিয়াবিবি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বায়ন্ন [পা দ্বিপঞ্চাসা] *বিণ* বাহান্ন সংখ্যক; ৫২। 'বায়ন্ন পুরুষে জার লোনের বেপার সেই বেটা আমারে বলএ অহঙ্কার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বায়ব [স] *বিণ* বাতাসের মতো; বায়বীয়। 'বায়বাকারে – অর্থাৎ মরুৎরূপে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

বায়ব তাপ [স] *বি* বাতাসের উত্তাপ। 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণ-জনিত বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বায়বাকার [স বায়ব-আকার] *বি* বায়বীয় রূপ। 'বায়বাকারে – অর্থাৎ

মরুদ্রূপে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

বায়বী [স] বিণ বায়বীয়; কাল্পনিক। 'বায়বী মোহ ধরেছে এঁটে, আলো ফুরায়।' শক্তি, ১৯৬১।

বায়বীয় [স] বিণ বায়ু তুল্য। 'বায়বীয় পদার্থসকল উৎপতিত হইয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

বায়ব্য [স] বিণ বায়ু প্রবাহিত হয় এমন। 'বায়ব্য অঞ্চলে রক্ষিত মঙ্গলদীপ।' সুধীন্দ্র, ১৯৪০।

বায়স [স] বি কাক। 'চটক কর্কট টিয়া বায়স পেচক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বায়সকণ্ঠ [স] বি কাকের মতো কর্কশ কণ্ঠ। 'বায়সকণ্ঠ বাসতকণ্ঠ ভেককণ্ঠ প্রভৃতি বলিয়া ... বিরূপ মনোভাব অনেক সময় প্রকাশ করি।' আজাদ, ১৯৫৫।

বায়সকুল [স] বি কাককুল। 'বায়সকুল আসিয়া নীবার ভোজন করিতেছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

বায়সী বি স্ত্রী কাক। 'তুমি ষোড়শী, রূপসী, সরসী, বায়সী।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

বায়স্কোপ দ্র বারোস্কোপ

বায়ানাক্কা বি খুঁটিনাটি। 'কুরানহাদিস কণ্ঠস্থ করতে হয় – তাতে বায়ানাক্কা বিস্তর।' মুজতবা, ১৯৫৯।

বায়ান্ন [পা দ্বিপঞ্চাশা] বিণ বাহান্ন। 'নিরন্ন বায়ান্ন দেব ধরিয়া বিক্রম।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

বায়ু [স] ১ বি বাতকর্ম। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি বাতাস। 'ভক্ষণ কেবল মাত্র বায়ু।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৩ বি ঝড়। 'বায়ু কর্তৃক গৃহ ভগ্ন হয়।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

বায়ু-ইন্দ্র [স] বি বায়ুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বায়ুকম্পিত [স] বিণ বাতাসে কাঁপছে এমন। 'বায়ুকম্পিত পল্লবের মতো স্পন্দিত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বায়ুকোণ [স] বি উত্তর ও পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী কোণ। 'বায়ুকোণে গুজরাট, নাট, জালন্ধর ইত্যাদি দেশ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বায়ুকোপ [স] বি বায়ুরোগ। 'বাধক, তড়কা, অজীর্ণ, আমাশা থেকে শুরু করে পিত্তচাঞ্চল্য এবং বায়ুকোপ পর্যন্ত যাবতীয় বঙ্গীয় রোগবিশারদ।' হাসান, ১৯৬৭।

বায়ুকোষ [স] ১ বি মাছের পটকা। 'মৎস্যদিগের উদরে এক বায়ুকোষ আছে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি ফুসফুস। 'শরীরের বায়ুকোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংসে হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

বায়ুগতি [স] ক্রিবিণ দ্রুতগতিতে। 'অন্তরীক্ষে যারে বৃষ বায়ুগতি ধায়ে।' বিজয়, ১৬৫০।

বায়ুগ্রস্ত [স] ১ বিণ বায়ুরোগগ্রস্ত। 'তোমাকে বায়ুগ্রস্ত অনুমান করিয়া ঝাড়বরদারী কর্ম্ম করিতে কহিয়া থাকিবেক।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিণ বাতিকগ্রস্ত। 'বায়ু বদলের বায়ুগ্রস্তদল এ জায়গার খবর জানে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বায়ুচঞ্চল [স] বিণ বায়ুতে অশান্ত। 'আজ সহসা দক্ষিণবায়ুচঞ্চল বিশ্বব্যাপী দুরন্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বায়ুতরঙ্গ [স] বি বাতাসের মধ্যে ক্রমাগত প্রবহমান শক্তি। 'শব্দজ্ঞান বায়ুতরঙ্গের আঘাতজনিত।' জগদীশ, ১৮৯৫।

বায়ুতরী [স] বি বিমান। 'শতঘ্নীবর্ষিণী একটা বায়ুতরী বিকল হয়ে গ্রামের মাঝখানে গেল পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বায়ুভুজ [স] বিণ বাতাস গ্রহণ ক'রে বেঁচে থাকে এমন। 'বায়ুভুজ জন হইয়া প্রত্যূষনে লড়ে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বায়ুতাড়িত [স] বিণ বায়ুতে তাড়িত। 'কাঁকরগুলো বায়ুতাড়িত হয়ে ছিটেগুলির মতো আমাদের বিঁধতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বায়ুনাবিকসৈন্য [স] বি বিমানবাহিনীর সৈনিক। 'বায়ুপোতে চড়ে ব্রিটিশ বায়ুনাবিকসৈন্য আফগানিস্থানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বায়ুপথ [স] বি আকাশপথ। 'বায়ুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

বায়ুপরিবর্তন [স] বি স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন। 'আমি কহিলাম, "বায়ুপরিবর্তন"।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বায়ুপুরাণ [স] বি হিন্দুমতে বায়ুদেবতার মাহাত্ম্য-বিষয়ক পুরাণ। 'বায়ুপুরাণ, এবং মৎস্যপুরাণে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বায়ুপোত [স] বি বিমান। 'বায়ুপোতে চড়ে ব্রিটিশ বায়ুনাবিকসৈন্য আফগানিস্থানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বায়ুবৎ [স] বিণ বায়ুর মতো। 'জল ... লঘুতর হইলে বায়ুবৎ হইয়া আমারদিগের গ্রাহ্য হইত না।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

বায়ু-বন্দুক [স বায়ু+তু বনদুক] বি বায়ু সংকোচিত করে যে বন্দুকে গুলি চালনা করা হয়; এয়ারগান। 'একটি গোরা পুনা-রাজপথে বায়ু-বন্দুক ছুঁড়িয়া আমোদ করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বায়ুবাণ [স] বি বায়ুরূপ বাণ। 'সুখ্যাতি ও অখ্যাতির বায়ুবাণ হতে মুক্ত তবে তুমি।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

বায়ুবেগ [স] বি বায়ুর প্রবাহ বা তোড়। 'বায়ুবেগে ডিঙ্গা সব হয়্যা গেল দূর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বায়ু-বেয়ালা বি বায়ুরূপ বেহালা। 'মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে বায়ু-বেয়ালার মিড়।' নজরুল, ১৯২৮।

বায়ুব্যাধি [স] বি পাগলামি। 'বায়ুব্যাধিছলে করে প্রেম-পরকাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বায়ুব্রত [স] বি রাজধর্মবিশেষ; বায়ু যেমন সর্বত্র জুড়ে থাকে, রাজাও তেমনি প্রজাদের ভিতর-বাইরের সবকিছু জানবেন – এই হলো বায়ুব্রত। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, ... বায়ুব্রত, ... পৃথিবীব্রত; এই সপ্ত ব্রত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বায়ুভর [স] ১ বি বাতাসের প্রবাহ। 'দক্ষিণ বায়ুভরে দিগদাহ করিয়া ফেলিবে।' সাধারণী, ১৮৭৫। ২ ক্রিবিণ বায়ুতে ভর ক'রে। 'তরঙ্গিত সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করে আমি পালের জাহাজে বায়ুভরে চলেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বায়ুভরা বিণ বায়ুতে পূর্ণ। 'বায়ুভরা পালের দোহাই।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বায়ুভুক [স] বিণ শূন্যে অবস্থিত। 'বায়ুভুক আমাদের ভূমিশূন্য বাড়িতে কায়ক্লেশেই থাকতে হত।' প্রমথ, ১৯৩৮।

বায়ুমণ্ডল [স] বি পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকা বায়ুর স্তর। 'আমাদের ওপরে বায়ুমণ্ডল ৪৫ মাইল পর্যন্ত ব্যাপ্ত।' জগদীশ, ১৮৯৫।

বায়ুমান্দ্য [স] বি পাগলামি। 'আদিখণ্ডে দেহে বায়ুমান্দ্য করি ছল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বায়ুরথ [স] বি বিমান। 'নিরস্ত্র শত্রুদের প্রতি বায়ুরথ থেকে অস্ত্রবর্ষণ

প্রভৃতি কাণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বায়ুরাজ্য [স] *বি* বাতাসের জগৎ। 'বিনা কারণে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বায়ুরোগ [স] *বি* পাগলামি রোগ। 'বায়ুরোগগ্রস্ত পাত্রটিরে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বায়ুসখা [স] *বি* আগুন। 'বায়ুসখা সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে কে পারে রোধিতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বায়ুসঞ্চার [স] *বি* বায়ুপ্রবাহ। 'ইহারা শূন্যমার্গে বায়ুসঞ্চারশূন্য অতি ঊর্দ্ধপ্রদেশে উঠিতেও কষ্টবোধ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বায়ুসন্তরণ [স] *বি* বাতাসে ভেসে চলা। 'চামচিকা বার হয় নিরালোকে ওপারের বায়ুসন্তরণে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বায়ুসমুদ্র [স] *বি* বায়ুরূপ সমুদ্র। 'বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বায়ুসহযোগে [স] *ক্রিবিণ* বাতাসের সঙ্গে। 'বসন্তসন্ধ্যার সুগন্ধ বায়ুসহযোগে সেই বৃত্তান্তটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বায়ু-সাগর [স] *বি* বায়ুরূপ সাগর। 'যাবতীয় ভূচর ও খেচর জন্তু ঐ বায়ু-সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বায়ু সেবন [স] *বি* খোলা জায়গায় ভ্রমণ করে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ। 'সাহেব লোকেরদের বায়ু সেবনার্থ উত্তম হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'বায়ুসেবনার্থ পাল্কিগাড়িতে ভ্রমণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বায়ুস্তর [স] *বি* বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়। 'মেঘের উপর যে বায়ুস্তর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বায়ুস্পন্দন [স] *বি* বায়ুর কম্পন। 'বায়ুস্পন্দনে প্রতি সেকেন্ডে ৩০,০০০ বার হইলে অসহ্য উচ্চ সুর শোনা যায়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

বায়ু-হেলিত [স] *বিণ* বাতাসের চাপে হেলে পড়েছে এমন। 'মাটির লীলা যে শস্যের বায়ু-হেলিত দোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বায়ূপরি [স বায়ু+উপরি] *ক্রিবিণ* বাতাসের উপরে। 'তাহা বায়ূপরি তত ভাসিয়া বেড়ায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বায়ে-ওড়া *দ্র* বা[২]

বায়েত [আ] *বিণ* দীক্ষিত। 'তৎক্ষণাৎ তাহার হাত স্পর্শ করিয়া তাহাকে বায়েত (মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত) করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বায়েন [স বাদন>] *ক্রি* বাদ্য বাজায় যে। 'গায়েন বায়েন সভে আনন্দ হৃদয়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বায়ের ছিটে *দ্র* বা[১]

বায়োস্কোপ [ই] *বি* ছায়াছবি। 'বায়োস্কোপ ... ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বায়স্কোপ [ই] *বি* চলচ্চিত্র; সিনেমা। 'অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থা-পত্রের ছড়াছড়ি, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘৌড়দৌড় জনতার হুড়াহুড়ি ...।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

বার[১] [স] *বি* ব্রত। 'ইহ্মলা খার্আ কাহ্ন বার পাড়িবে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বার পাড়া *ক্রি* ব্রত ভঙ্গ করা। 'ইহ্মলা খার্আ কাহ্ন বার পাড়িবে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারব্রত *বি* ব্রতবিশেষ। 'বারব্রতের দিনে পূজাপত্র সারিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বার[২] [পা বারস] *বিণ* বারো; ১২ সংখ্যক। 'বার লক্ষ হএ এহার দানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারইআরি [বার+ফা ইয়ার>] *বিণ* বহু জনের সম্মিলিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বারএয়ারি [বার+ফা ইয়ার>] *বিণ* বহু জনের সম্মিলিত। 'জয়নগরশ্যামপুর গ্রামে এক বারএয়ারি মহিমর্দ্দিনী পূজা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বারওয়ারি, বারওয়ারী ১ *বিণ* বহুজনের সম্মিলিত। 'অতিসমারোহ-পূর্ব্বক যে বারওয়ারী মহাপূজা হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* অনেক লোক ব্যবহার করে এমন। 'বাজারের মধ্যে একটা বারওয়ারি ঘর ছিল।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

বারদুআরি [বার+স দ্বারী] *বি* বহু দরজা বিশিষ্ট মিলনায়তন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বারদোয়ারি *বিণ* বারোটি দরজাযুক্ত। 'সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাসাদসম্মুখস্থ লাল বারদোয়ারি ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

বার-নারী [বার+স নারী] *বি* যৌনকর্মী। 'পরম সমাদরপূর্বক, বারনারীর উপর তাপসের আনয়নের ভারার্পণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বারপাড়া *বি* বেশ্যাপাড়া। 'হেঁটে যেতে হাঁটু নড়বড়ায়/ তবু যেতে সাধ মেলে বারপাড়ায়।' *লালন*, ১৮৯০।

বারফটকা *বিণ* যৌনকর্মীর প্রতি আসক্ত। 'ভবানীবাবু বারফটকা হইতে লাগিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

বারফট্টাই *বি* বড়াই। 'এ নিয়ে বারফট্টাই করতেও ছাড়ে না।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বার-ফাট্টা *বি* বারফট্টাই; অনর্থক অহঙ্কার। 'বার-ফাট্টা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বারবধূ [বার+স বধূ] *বি* যৌনকর্মী। 'লম্পট পুরুষ আশে বারবধূগণ বৈসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বারবনিতা [বার+স বনিতা] *বি* যৌনকর্মী। 'নগর চাতরে ফিরে বারবনিতার বেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বারবিলাসিনি [বার+স বিলাসিনী] *বি* যৌনকর্মী। 'বারবিলাসিনির মতো ব্যবসাদারী সাজসজ্জা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বারবিলাসিনী *বি* যৌনকর্মী। 'ইহার মধ্যে প্রিয়তমা বারবিলাসিনীর নিকট গমন করিতে পারেন নাই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বারভরণ [বার+স ভরণ] *বি* উপহার হিসেবে সজ্জিত বারো ধরনের খাদ্যোপকরণ। 'যেমন সঙ্গতি, তেমন বারভরণ, দানসামগ্রী, ও সামাজিক দিয়াছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

বারভূঞা [বার+স ভৌমিক] *বি* ষোলো শতকের শেষ দিকে আফগান শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উত্থিত বাংলাদেশের বারো জন সামন্ত রাজা। 'বারভূঞা দরবারে বসিয়া সারি সারি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বারমাস [বার+স মাস] *ক্রিবিণ* সারাবছর। 'বারমাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বারমাসি, বারমাসী [বার+স মাস>] ১ *ক্রিবিণ* সারা বছর জুড়ে। 'প্রভুর ভোগের সামগ্রী করে বারমাসী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* নারীর বারোমাসের দুঃখের কাহিনী নিয়ে রচিত কবিতা। 'বারমাসী-গীত গান শ্রীকবিকঙ্কন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'অথ বারমাসি।' *রামাই*,

১৭১০।

বারমাস্যা [বার+স মাস>] *বি* নায়িকার বারোমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা। 'বারমাস্যা শেষ হওয়ার পর বক্তা দম নেবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বারযোষিৎ [বার+স যোষিৎ] *বি* বারবনিতা; বেশ্যা। 'তদ্দর্শনে বারযোষিৎ, সহসা সন্ন্যাসীর সমাধিভঙ্গ করা অসাধ্য জানিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'বারযোষিতের চীৎকার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বারস্ত্রী [বার+স স্ত্রী] *বি* বারবনিতা; বেশ্যা। 'তোমাদের সে বন্ধনের দড়ি একদিকে শুঁড়ি, একদিকে বারস্ত্রী টানিয়া আঁটিয়া দিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বারস্ত্রীগমন [বার+স স্ত্রীগমন] *বি* বারবনিতা বা বেশ্যার কাছে গমন। 'পুরুষ বারস্ত্রীগমন করুক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি – অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 'মন্ত্রীর বুদ্ধিটি বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

বার[৩] [ফা] **১** *বি* নির্দিষ্ট দিন। 'শুভ তিথি বার শুভক্ষণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দফা। 'অষ্টাদস বার জুদ্ধে উয্যগ সে করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বারকয়েক *ক্রিবিণ* কয়েকবার। 'লেখা শেষ হইলে চিঠিটি আদ্যোপান্ত বারকয়েক পড়িয়া তবে সেটি খামে পুরিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বারকার *বিণ* বারের; দফার। 'প্রথম বারকার জিনিষের মহসুল মাফ করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

বার বার **১** *ক্রিবিণ* পুনঃপুন। 'বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* ঘনঘন। 'জালিয়া কহে প্রভুকে মুঞি দেখিয়াছি বারবার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বারেবার *ক্রিবিণ* বারবার। 'জিজ্ঞাসয় বারেবার উত্তর না পায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বারেঁ বারেঁ *ক্রিবিণ* বারবার। 'বারেঁ বারেঁ মোএঁ বুইলোঁ ভজিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারে বারে *ক্রিবিণ* বারবার। 'বারে বারে গোআলিনী দধি বিকে যাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারেক [বার+স এক] *ক্রিবিণ* একবার। 'বারেক কাহ্নের কর সরস চীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বার[৪] [পা বাহির] **১** *বি* সভা। 'প্রভাতে করিআ সভা রাজা দিল বার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দেখা করার অবসর। 'তোকে আজ ক দিন ডেকে পাঠাচ্চি তা তোর আর বার হয় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৩** *বি* সাক্ষাৎ। 'প্রাইভেট রুমে গুপ্ত কক্ষে যাইয়া বার দিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **৪** *ক্রিবিণ* বাইরে। 'নানাজান কই! বলি খুঁজে ফেরে কভু বার কভু ঘর।' *নজরুল*, ১৯২৪। **৫** *বি* সীমা। 'ধৈর্যেরো আছে বার।' *জসীম*, ১৯৩১।

বা'র-চটক *বি* বাইরের চাকচিক্য। 'আমাদের পরিবারের বা'র-চটক দেখে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

বারদরিয়া [বার+ফা দরিয়া] *বি* বহিঃসমুদ্র। 'বারদরিয়ায় ডুবিয়ে দিয়ে এলেই নিশ্চিন্ত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

বার-দুয়োর *বি* সদর দরজা। 'বার-দুয়োরে খিল ও শিকল দিয়ে রাখতে হয়।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

বার দেওয়া *ক্রি* জনসমপেক্ষ উপস্থিত হওয়া। 'ঐ লপেটা পাগড়ির উপর বেঁধে মজলিসে বার দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

বারবরদার [বার+ফা বরদার] *বি* তল্পিবাহক। 'বারবরদার খরচা – মহল ইজারা লইবার ব্যয়।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

বারবরদারি, বারবরদারী *বি* ভ্রমণ করার আনুষঙ্গিক ব্যয়। 'মেঘদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'তাঁহাদের বারবরদারী বাবদে খরচ হয় ১০,৫৩৩ টাকা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

বারবাড়ি **১** *বি* বাইরে অবস্থিত ঘর। 'এই দক্ষিণের বাগান ছিল বারবাড়ির সামিল।' *অবন*, ১৯২৭। **২** *বি* বাড়ির বাইরের দিক। 'বার-বাড়ি এবং অন্দরমহলের মধ্যস্থ মহলটি হচ্ছে পূজার মহল।' *প্রমথ*, ১৯৩৫; 'বার বাড়িতে বাবার কবর জিয়ারত করতে আসবেন।' *শামসুল*, ১৯৬২।

বারমহল [বার+আ মহল] *বি* মূল ঘরের বাইরে অবস্থিত ঘর। 'ভূতনাথ উঠলো বারমহল পেরিয়ে অন্দরমহলে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বারমুখো *বিণ* বাইরের বিষয়ে মনোযোগ বেশি এমন। 'সব বারমুখো, খাপছাড়া প্রকৃতির।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বার[৫] [ই] *বি* উকিল সম্প্রদায়। 'তাঁরা তো বার-লাইব্রেরিরও মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্করেখার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বার-লাইব্রেরি [ই] *বি* উকিলদের বসার ঘর বা জায়গা। 'তাঁরা তো বার-লাইব্রেরিরও মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্করেখার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বার[৬] [স] *বিণ* অশুভ। **বারবেলা** [স] **১** *বি* জ্যোতিষ অনুযায়ী দিনের যে অংশে শুভকাজ করা নিষিদ্ধ। 'বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *ক্রিবিণ* অশুভ সময়ে। 'বারবেলা এ কাব্য হয়েছে লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বার[৭] [ই] *বি* পানশালা। 'কাজী সাহেব বললেন, বার খোলার সময় হয়নি।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

বারংবার [স] *ক্রিবিণ* পুনঃপুন। 'আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বারকোশ, বারকোষ, বারকোস [ফা বারকস] *বি* কাঠের বড়ো থালা। 'বারকোস বদলে পীতলের থাল।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'বঁটি-চুপড়ি-বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'একখানা বড় বারকোষে করিয়া নারদঘাটের কালীবাড়ীর ঝি ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বারণ[১] [স] *বি* হাতি। 'কেশরী শার্দূল গণ্ড তুরঙ্গ বারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বারণ-ঈশ্বর [স] *বি* শ্রেষ্ঠ হাতি; গজেন্দ্র। 'বধে যেমন বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বারণারি [স] *বি* হাতির শত্রু; সিংহ। 'বধে যেমন বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বারণ[২] [স] **১** *বি* নিষেধ। 'পড়িয়া রায়ের পায়ে বারণ করিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* প্রশমন। 'ব্যাধি যদি না হয় বারণ, জীবন-সংহার হবে তার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বারণ করা *ক্রি* নিষেধ করা। 'পড়িয়া রায়ের পায়ে বারণ করিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বারণশক্তি [স] *বি* নিবারণ করার শক্তি। 'আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক বারণশক্তির উত্তেজনা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বারণহীন [স] *ক্রিবিণ* নিষেধ অমান্য ক'রে। 'বারণহীন নাচিত হিয়া কারণহীন সুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বারণার্থ [স] *ক্রিবিণ* বারণের জন্যে। 'নমক চৌকীয়াতের যে

আমলারা নিষেধিত নমকের কারবারের বারণার্থে ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

বারন [স বারণ] *বি* নিষেধ। 'বারন হয়।' *এডমন*, ১৭৯৩।

বারত [স বার্তা] *বি* বার্তা। 'বারান বারত বলে লাউসেন ভূপে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বারতা [স বার্তা] *বি* বার্তা। 'বারতা জাণায়িল নন্দ যশোদার ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারতান *বি* প্রাণীবিশেষ। 'নীলকণ্ঠ বারতান বারসিংহা ঢোলকান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বারবেল [ই] *বি* (শরীরচর্চার জন্য) দুইদিকে ভারযুক্ত দণ্ডবিশেষ। 'জিমনাশিয়ামে বার বার বারবেলের খেলা দেখায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বারমতি [বার+স মতি] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মপূজার অনুষ্ঠানবিশেষ। 'ধর্ম্ম পদরজে মধুলুব্ধ বারমতি।' *রামাই*, ১৭১০; 'অনাদিমঙ্গল বারমতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বারমাসি *বি* নারীর বারো মাসব্যাপী বিরহের দুঃখকাহিনী। 'অথ বারমাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

বারমাসী *বি* নারীর বারো মাসব্যাপী বিরহের বর্ণনা। 'বারমাসী গাইল মুকুন্দ কবিবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বারমাসী গিত গান শ্রীকবিকঙ্কন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বারমাস্যা *বিণ* বারো মাস ফলে এমন। 'বারমাস্যা পাকা তাল করুণা কমলা ভাল পিণ্ড খাজুর বড়ই রসাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বারম্বার [স] *ক্রিবিণ* বারবার। 'বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে ... অস্বীকার করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

বারশিঙ্গা [বয়ার+স শৃঙ্গ] *বি* যে হরিণের দুই শিং-এ বারোটি শাখা থাকে। 'বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তুরী তুলারু।' *ভারত*, ১৭৬০।

বারসিংহা [বয়ার+স শৃঙ্গ] *বি* যে হরিণের দুই শিং এ বারোটি শাখা থাকে। 'নীলকণ্ঠ বারতান বারসিংহা ঢোলকান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বারহ[১] [পা বারস] *বিণ* বারো; দ্বাদশ। 'বারহ বরিষেকের মোর মাহাদন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারহ[২] *ক্রিবিণ* বারংবার। 'প্রথমেই আমায় বারহ মানা করেছিলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বারা[১] [স বারি>] **১** *ক্রি* নিবৃত্ত হওয়া। 'নাহিঁ বারে লোক সমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নিবারণ করা। 'অবনত আনন কএ হম রহলিহু বারল লোচন চোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বারব** *ক্রি* নিবারণ করবো। 'করে কর ঠেলব আলিঙ্গন বারব সেজ তেজি বইসব ঠামে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **বারল** *ক্রি* নিবারণ করলো। 'অবনত আনন কএ হম রহলিহু বারল লোচন চোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বারে** *ক্রি* নিবৃত্ত হয়। 'নাহিঁ বারে লোক সমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারা[২] [পা বাহির>] *ক্রি* বের হওয়া। 'কি বলিতে কি বারাল্য পাল্য তার ফল।' *মালাধর*, ১৫০০। **বার্য্যাতে** *ক্রি* বের হতে। 'নগরে বার্য্যাতে নারি সত্যে মরি লাজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বারা[৩] [স বারি>] **১** *বিণ* জলে পরিপূর্ণ। 'নদী মেঘে বিষ্টি জলে পথ হইল বারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* জলপূর্ণ বড়ো ঘট বা কলসী। 'কনকের বারা দিল খুল্লনার হাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আরোপি সোনার বারা দিয়া কুসুমের ঝারা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বারাঙ্কানখানা [ফা বারামখানা] *বি* সভাগৃহ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বারাঙ্গনা [বার+স অঙ্গনা] *বি স্ত্রী* যৌনকর্মী। 'দেবীপূজা করিছে পুরুষ বারাঙ্গনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বারাঙ্গনাগণধন্যা [বারাঙ্গনা+স গণ-ধন্যা] *বি* বারাঙ্গনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'সকলের আগমনান্তরে বাবু জনসমাজ পূজ্যা বারাঙ্গনাগণধন্যা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বারাঙ্গনাদি সেবন [বারাঙ্গনা+স আদি-সেবন] *বি* বারাঙ্গনা-গমন; যৌনকর্মীর কাছে যাওয়া। 'বারাঙ্গনাদি সেবন করে, সেই ব্যক্তিরই তৃপ্তি হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বারাঙ্গনাপ্রধানা [বারাঙ্গনা+স প্রধানা] *বিণ স্ত্রী* বরাঙ্গনাদের মধ্যে প্রধান। 'বারাঙ্গনাপ্রধানা বকনাপেয়ারী কোঁকড়াপেয়ারী দামড়াগোপী।' *ভবানী*, ১৮২৭।

বারান *বি* ঘোড়ার পরিচালক। 'বারান বারত বলে লাউসেন ভূপে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বারান্তর [ফা বার+স অন্তর] *ক্রিবিণ* অন্য বার; আরেক সময়। 'আলোচনায় চিত্ত অনুকূল রাখিতে পারিলে বারান্তরে তাহার বিবরণ করা যাইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বারাটি [স বৃহতী] *বি* গুল্মবিশেষ ও তার ফল। 'কুশিটা চালিতা কাটিল বারাটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বারাণসী, বারানসী *বি* বারানসী; কাশী। 'যাইবোঁ বারাণসী কিবা গোদাবরী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোক্ষে গাঙ্গ বারানসী সরুপৈসি জাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারান্দা [পো verandal *বি* মূল ঘর-সংলগ্ন ছোটো ঘর। 'যে তেতালা ঘর আছে তাহার দুই পার্শ্বে ও মধ্য স্থানে নূতন তিন বারান্দা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বারাণ্ডা, বারেণ্ডা [পো] *বি* ঘর-সংলগ্ন ছোটো ও খোলা চত্বর। *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'বারাণ্ডায় বৈসে আসি মলিন হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'বাবু মজলিস থেকে তড়াক করে লাপিয়ে উঠে বারেণ্ডায় গিয়ে ... চেঁচিয়ে উঠলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বারাম [ফা] *বি* বৈঠক। 'যেখানে পীরের নাম বারাম মোকাম থান যত ফয়তালা নাম হতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বারামখানা [ফা] *বি* বৈঠকখানা। 'অনা'সে দেখতে পাবি কোনখানে সাঁইর বারামখানা।' *লালন*, ১৮৯০।

বারাহী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গার সঙ্গিনীবিশেষ (যোগিনী)। 'লম্বোদরা, চীনাম্বরা, বরাহবদনা বারাহী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বারি[১] [স] **১** *বি* বৃষ্টি। 'নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বারি কি বারই নীল নিচোল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* আশীর্বাদজল। 'মাথায় চণ্ডীর বারি নাচএ খুল্লনা নারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* জল। 'বারি আনিবারে চলে কুম্ভ কক্ষে করি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

বারিকলস [স] *বি* জলপূর্ণ কলসি। 'পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষি পূর্ণতীর্থ বারিকলস।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বারিধার [স] *বি* বৃষ্টিপাত। 'শূন্য চারিধার, মধ্যে কাঁদে বারিধার।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বারিধারা [স] **১** *বি* বৃষ্টি। 'হরিষে বরিষে বারিধারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* স্রোত। 'শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া টানি লয়ে দিশ-দিশান্তের বারিধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বারিধি [স] *বি* সমুদ্র। 'আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।' *নজরুল*, ১৯২২।

বারিপাত [স] *বি* বর্ষণ; বৃষ্টিপাত। 'কালকে ছিল এমন ঘন রাত, আকুল ধারে এমন বারিপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বারিবরিষণ [স বারিবর্ষণ] *বি* বৃষ্টিপাত। 'ঝঞ্ঝাবাত ঘোরতোর বারিবরিষণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বারিবর্ষণ [স] *বি* বৃষ্টিপাত। 'বজ্রবিদ্যুৎ, বায়ুবেগ ও বারিবর্ষণ লইয়া অকস্মাৎ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বারিবাহ [স] *বি* মেঘ। 'কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বারিবাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* জল বহনকারী। 'বারিবাহিনী দিকবালারা/ মাথায় মেঘের গাগর।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

বারিবিন্দু [স] **১** *বি* পানির ফোঁটা; বৃষ্টির ফোঁটা। 'বিকচকমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* সামান্য পরিমাণ জল। 'সপ্তাহ কাটিবে কভু বারিবিন্দুপানে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বারিবিন্দুসম [স] *বিণ* বিন্দু পরিমাণ জলের ন্যায়। 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুত মি রমনি সমাজে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বারিশীকর [স] *বি* জলের বিন্দু। 'হেনকালে পূর্বসঞ্চিত-বিন্দু-বিন্দু-বারিশীকর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বারিশূন্য [স] *বিণ* জলহীন। 'বারিশূন্য সাগর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বারীন্দ্রমহিষী [স] *বি* সমুদ্রাধিপতি। 'বৃথা গর্জ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষী তুমি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বারীশ [স] *বি* সমুদ্র। 'গর্জ্জিলা বারীশ রোষে! যথা জলতলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বারি[2] [স বালী] *বি* বালিকা। 'বারি বিলাসিনি বেসনী কাহ্ন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বারি[3] [স বারি>] *বি* বারণ। 'ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি/ পুর রমণীগণ রাখল বারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বারিআঁ** *ক্রি* বর্জন ক'রে। 'তাহাক বারিআঁ বোল বুলিতেঁ জুআএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারি[4] [পা বাহির>] *বি* বাহির। 'ঘাড়ধাকা মারিয়া বাড়ীর বারি করে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বারি করে *ক্রি* বের করে। 'শফরীর পেট চিরি বারি করে পোঁটা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বারি[5] [স বৃদ্ধি>] *বি* পিটুনি। 'অতি ক্রোধে রসুলে মারিল তারে বারি।' *সুলতান*, ১৭০০।

বারিক[1] [ফা] *বিণ* মিহি; নরম। 'ভরনির ঘৃত ভালো হাটাবার সময় বারিক ও একসীযুত তজবিজ করিয়া দিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বারিক[2] [ই ব্যারাক] **১** *বি* সেনাছাউনি। *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'সৈন্যের স্থিতির কারণ বারিক বসাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি* বহুজনের থাকার জায়গা। 'ছেলেটিকে জামাই বারিকে এনে ফেলতে পাল্যে পাঁচ দিনে সংশোধন হবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

বারিক[3] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শম্ভুচন্দ্র বারিক।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বারিতালা [আ বারী-তা'আলা] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'সবে বলে কি করিলে আপে বারিতালা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বারিদ [স] **১** *বিণ* জলভরা। 'অঙ্কুর তপন তাপ জদি জারব কি করব বারিদ মেহে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* মেঘ। 'যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে ...।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বারিশ *বি* বৃষ্টি। 'বারিশের দিন ছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

বারিষা [স বর্ষা] *বি* বর্ষাকাল; বর্ষাঋতু। 'কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারিষা কাল *বি* বর্ষাকাল। 'ফুরাল্য বারিষা কাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বারিষী *বি* বর্ষাকাল। 'আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারিষ্টার [ই ব্যারিস্টার] *বি* লন্ডনের চারটি বিশেষ আইনি-প্রতিষ্ঠানের কোনো একটি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আইনজীবী। 'অনেকে বারিষ্টার অথবা সিবিলিয়ান হইবার জন্য বিলাতে যাইতেছেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বারিস [স বর্ষা] *বি* বর্ষা। 'রচনা মে রোঅন সাজনা রে বারিস ন তেজিঅ দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বারিস্টার [ই] *বি* ইংল্যান্ড থেকে আইন পাস করা উকিল। 'সে যখন বারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বারিহি [পা বাহির] *বি* বাইরের এলাকা। 'নগর বারিহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।' *চর্যা ১০*, ১২০০।

বারী[1] [পা বাহির] *ক্রি* বের হও। 'আগে সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারী[2] [স বারি] *বি* অশ্রু। 'ছয় আখি বারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বারী[3] [স] *বি* হাতি বাঁধার স্থান; খেদা। 'বাহিরিল বেগে বারী হতে বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে দুর্বার।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বারীন্দ্রমহিষী *দ্র* বারি[1]

বারীশ *দ্র* বারি[1]

বারুই [স বারুজীবী] *বি* পান চাষ ও বিপণন পেশার সঙ্গে যুক্ত হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'বারুই নিবসে পুরে বোরজ নির্মাণ করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সূত্রধর বারুই একত্র উত্তরিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বারুচ [ই] *বি* এক রকমের ঘোড়ার গাড়ি। 'কত রকমের গাড়ী যাইতেছে – ব্রুহাম, বারুচ, ফিটেন ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বারুণি [স বারুণী] *বি* মদ। 'চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ।' *চর্যা ৩*, ১২০০।

বারুণী [স] **১** *বি* মাদকবিশেষ। 'মদ্যগন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* হিন্দু সম্প্রদায়ের স্নানোৎসব বিশেষ। 'বারুণীতে এ বৎসর অগ্রদ্বীপে অধিক লোক হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* জলদেবতা বরুণের স্ত্রী। *মাইকেল*, ১৮৬১। **৪** *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'বারুণী যেথায় তার মণিদীপ জ্বালে।' *জীবন*, ১৯২৭।

বারুণী স্নান [স] *বি* মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্নানোৎসব বিশেষ। 'কাটোয়াতে বারুণী স্নানে বিশ হাজার লোক হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বারুদ [ফা বারুত] *বি* গোলা-গুলি-বোমা তৈরির উপাদান; বিস্ফোরক। *ওঁসা*, ১৭৮২; 'তাঁহার সঙ্গে অনেক বন্দুক ও বারুদ ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বারুদচি [ফা] *বি* বারুদের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারী। *ওঁসা*, ১৭৮৫।

বারুয়া *বি* শিংওয়ালা পশু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বারেন্দ্র [স] *বি* উত্তরবঙ্গীয় ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। 'আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি – রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বারো [পা বারস] *বিণ* ১২ সংখ্যক। 'দশবারো সের ধরে গুলি।' *কৃষ্ণরাম*,

১৭২০।

বারো আনা *বি* চার ভাগের তিন ভাগ। 'পৃথিবীতে বারো আনা জল চার আনা স্থল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বারো-আনি *বিণ* তিন-চতুর্থাংশের। 'সমস্ত মুখের সে বারো-আনি অংশীদার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বারোই *বিণ* ১২ সংখ্যক; মাসের দ্বাদশ দিন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বারোইয়ারি [বারো+ফা ইয়ারি] **১** *বিণ* সমমনা বারো বা বহুজনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত; সর্বজনীন। 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* বারোইয়ারি পূজার আয়োজক। 'এক বার এক দল বারোইয়ারি ... চাঁদা আদায় কত্তে যান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বারোএয়ারি [বারো+ফা ইয়ারি] *বিণ* সর্বজনীন। 'কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারোএয়ারি পূজা হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বারো জঞ্জাল *বি* নানারকম ঝামেলা। 'বারো জঞ্জালে পড়ে আমায় এরকম খেলো হয়ে পড়তে হলো তোমার কাছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বারোটা বাজা *ক্রি* সর্বনাশ হওয়া। 'বারোটা বেজে যাওয়া।' *সুধীরচন্দ্র সরকার*, ১৯৬২; 'সেজন্যেই বোধহয় লোকে বারোটা বাজার কথা বলে কারো সর্বনাশ হলে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

বারোদুয়ারি [বারো+স দ্বার>] *বি* বহু দ্বারে ঘুরে বেড়ায় যে। 'যালো যা বারোদুয়ারি ভাড়ানি ...।' *কেরি*, ১৮০২।

বারো নারিকেলে তেরো বামুনের ঘাড় ভাঙে – ভাগাভাগি করে কাজ না করলে সকলেরই ক্ষতি। *সুবল*, ১৯০৬।

বারো-পেজি *বি* বারো পৃষ্ঠাবিশিষ্ট যা (ফর্মা)। 'ওর ভিতরও আট-পেজি, বারো-পেজি, ষোলো-পেজি আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

বারোভাতারি *বি* গালিবিশেষ (বারবনিতা অর্থে)। 'না, খেতে দিয়ে পারবনা শালী বারোভাতারি?' *হাসান*, ১৯৬০।

বারো মাস *ক্রিবিণ* চিরকাল। 'এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব সুখে থাকবি বারো মাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

বারোমাসি *বিণ* বারো মাস ফল দেয় এমন। 'বারমাসি বেগুন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বারোমাসী *বিণ* সবসময় গাওয়া হয় এমন। 'গেঁয়ো কৃষাণের কণ্ঠে কণ্ঠে বারোমাসী গানে বাজি।' *জসীম*, ১৯৫১।

বারো মাসে তেত্রিশ পার্বণ – সারা বছর পার্বণ বা উৎসব লেগেই আছে এমন অবস্থা। 'বারো মাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবি চালে দিন কাটাইয়া দেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

বারো মাসে তেরো পর্ব – হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বারো মাসে তেরো বা বহু উৎসব। *সুবল*, ১৯০৬।

বারোমাস্যা *বি* নারীর বছরব্যাপী বিরহের কাহিনী। 'ফুল্লরার বারোমাস্যায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বারোমাস্যা গান *বি* বিরহিণী নারীর বছরব্যাপী দুঃখের কাহিনী নিয়ে রচিত গান। 'নূতন করে কি বাঁচা সম্ভব হবে বারোমাস্যার গানে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

বারোমেসে *বিণ* বারমাস জুড়ে থাকে এমন। 'শুধু দেশজোড়া রঙ নয়, বারোমেসে রঙ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বারোয়ারি [বারো+ফা ইয়ারি] *বিণ* সর্বজনীন। 'তাঁহারা যে বারোয়ারি পূজা প্রভৃতি ... কুপ্রথা সমস্ত রহিত করিয়া ... পাঠশালার নিমিত্তে যত্নবান হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বারোয়ারী [বারো+ফা ইয়ারি] *বিণ* সর্বজনীন। 'কখন বারোয়ারী পূজার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বারোয়ারীতলা *বি* সর্বজনীন পূজার স্থান। 'সারা দুপুর তাহার বারোয়ারীতলায় কাটে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি – মূল বিষয়ের চেয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় বড়ো। *সুবল*, ১৯০৬।

বারোবায় [ফা বার] *ক্রিবিণ* বারবার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বারোয়াঁ [বারো+ফা ওয়ারী>] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'বারোয়াঁ – মুলতানী এবং ভৈরবীযোগে উৎপন্ন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'তোরণ-দ্বারে বাজবে করুণ বারোয়াঁ মুলতান।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'হঠাৎ সন্ধ্যায় সিন্ধু-বারোয়াঁয় লাগে তান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বারৌক [স বৃদ্ধি>] *ক্রি* বৃদ্ধি হোক। 'অরোগ শরীর হোক বারৌক সম্পদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বার্তক [স বার্তাকু] *বি* বেগুন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বার্তন [স বার্তা] *বি* দূত। 'দেশে দেশে পাঠায়্যা বার্তন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বার্তন-ভূমি *বি* চাকরান জমি। 'বৈদ্য নকুল তুমি খাইবে বার্তন-ভূমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বার্তা, বার্ত্তা [স] *বি* সংবাদ। 'দূতমুখে রাবনরাজা বার্ত্তা পাইল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মথুরা হইতে প্রভু আইলা বার্ত্তা পাইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বার্ত্তা দেহ গিআ মায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বার্তাজীবী [স] *বি* সাংবাদিক। 'শেয়ালের মতো বার্তাজীবী অর্থ ও প্রতিষ্ঠা নয়।' *শক্তি*, ১৯৭০।

বার্তাতীততা [স] *বি* অবর্ণনীয়তা। 'রাতের আবহকে কেমন একটা বার্তাতীততা দান করে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বার্তাবহ, বার্ত্তাবহ [স] **১** *বিণ* বার্তা বহন করে এমন। 'অদ্ভুত তাড়িত বার্তাবহ পূর্ব্বকালীন লোকে ... দেবকীর্তি বলিয়া মনে করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। **২** *বি* বার্তা বহনকারী। 'আমি বার্তাবহ মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বার্তাবিদ্যা, বার্ত্তাবিদ্যা [স] **১** *বি* কৃষি ও গবাদি পশুপালন সংক্রান্ত শাস্ত্র। 'ভট্টাচার্য্যের দুই কন্যা বার্ত্তাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* অর্থশাস্ত্র। 'বার্ত্তাবিদ্যা অর্থাৎ সেয়াখত বিদ্যা শিখিয়া ... পণ্ডিতা হইয়াছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

বার্ত্তাশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ [স] *বিণ* অর্থনীতিবিদ। 'তৎপরে ... বার্ত্তাশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ মহাজনদিগের সমীপে উপস্থিত হইতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বার্তাকি, বার্ত্তাকী [স বার্তাকু] *বি* বেগুন। 'কোমল নিম্বপত্র সব ভাজা বার্ত্তাকী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ছেনা-নাড়ু কাঁজি-বড়া আদ্রকে বার্তাকি পোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বার্তাকু, বার্ত্তাকু [স] *বি* বেগুন। 'পটল বার্ত্তাকু কাল শাকের ভোজনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

বার্তাকুদগ্ধ, বার্ত্তাকুদগ্ধ [স] *বি* পোড়াবেগুন। 'এক বার্ত্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বার্তিকি [স বার্তাকু] *বি* বেগুন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বার্তিক, বার্ত্তিক [স] *বি* গ্রন্থের টীকাবিশেষ। 'অধিকাংশ বার্ত্তিকই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কৃত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বার্থ-রাইট [ই] *বি* জন্মগত অধিকার। 'এটা বার্থ-রাইট না হতে পারে,

কিন্তু ডেথ-রাইট যে তাতে সন্দেহ কী?' *শিবরাম*, ১৯৫০।

বার্ধক্য, বার্দ্ধক্য [স] *বি* বৃদ্ধাবস্থা। 'বার্দ্ধক্যে পুত্র রক্ষক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বার্ধক্যদশা, বার্দ্ধক্যদশা *বি* বৃদ্ধ অবস্থা। 'বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হইলে আপনার গতজীবনের তাবৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বার্ধক্যপীড়িত [স] *বিণ* জরাগ্রস্ত; বার্ধক্য দশায় আক্রান্ত। 'তাঁহার বার্ধক্যপীড়িত জীবন।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বার্ধক্যবাসর [স] *বি* বৃদ্ধকাল। 'বার্ধক্যবাসরে সঞ্চিত অতীতে জানি গচ্ছিত জীবন।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

বার্ধক্যবিবাহ [স] *বি* বৃদ্ধবয়সে বিবাহ। 'বাল্যবিবাহের ন্যায় বার্ধক্যবিবাহও গুরুতর পাতক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বার্ধক্যভীতি, বার্দ্ধক্যভীতি [স] *বি* বৃদ্ধ হওয়ার ভয়। 'তুমি চেন কি লোলচর্ম্ম, বার্ধক্যভীতি, সেই দারুণ মর্ম্মভেদ যাতনা সকল?' *সবুজ*, ১৯২১।

বার্নার [ই] *বি* চুলা। 'যা ময়লা জমেছে বার্নারে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

বার্নিশ [ই varnish] *বি* জুতা, কাঠ, লোহা প্রভৃতি উজ্জ্বল করার জন্য দেওয়া রঙের প্রলেপ। 'বার্নিশ-করা একজোড়া জুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বার্ণিষ, বার্নীস [ই] *বি* চকচকে করার জন্য দেওয়া রঙের প্রলেপ। 'ছোট ছোট ছেলেরা বার্নীস করা জুতো ও সেপাইপ্যেড়ে ঢাকাই ধুতি পোরে রথ দেখতে দাঁড়িয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'সকল কাজেই রাঙ্গামুখের বার্ণিষ চাই।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বার্বারস [ই] *বিণ* অসভ্য। 'ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠলেন, দেখুন দেখি, কী বার্বারস!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বার্লি [ই] *বি* যবের গুঁড়া। 'দুধ বার্লি পড়ে আছে, খেয়ে নাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বার্ষিক [স] *বিণ* প্রতি বছর করা হয় এমন; বাৎসরিক। 'একস্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বার্ষিক অধিবেশন [স] *বি* বাৎসরিক সভা। 'বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বার্ষিককর [স] *বি* বাৎসরিক খাজনা। 'মহাশয়েরা স্ব স্ব শিষ্য সন্নিধানে বার্ষিককর গ্রহণ করিয়া ... থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বার্ষিক পরীক্ষা [স] *বি* স্কুল-কলেজের বছর শেষে নেওয়া পরীক্ষা। 'বালিকারদের বিদ্যার বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বার্ষিক বিবরণ [স] *বি* বৎসরের হিসাব। 'চিকিৎসালয়ের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তাব করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বার্ষিকবৃত্তি [স] *বি* বাৎসরিক খাজনা। 'কর্ত্তাভজারা বার্ষিকবৃত্তি প্রদান করে, তাহাকে খাজনা অর্থাৎ কর কহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বার্ষিক সাদা *বি* বাৎসরিক বৃত্তি বা অর্থসাহায্য আদায়। 'কানাইধন বাবুই বারোইয়ারির বার্ষিক সাদা ও আর আর কাযের ভার পেয়েছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বার্ষিকী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* বাৎসরিক। 'মুদ্রাযন্ত্রে বর্ত্তমান বার্ষিকী যত পঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* প্রতিবৎসর উদ্‌যাপন করা হয় এমন অনুষ্ঠান। 'তাঁদের জন্য বার্ষিকী করি, তাঁদের ছবি টাঙ্গাই, তাঁদের জীবনী লিখি ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

বাল [স] **১** *বি* বালক। 'বাল তিলএকু বাহু ণ ভুলহ রাজপথ কণ্ঢারা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০। **২** *বিণ* নতুন। 'বাল পয়োধর বদন সহোদর অনুমাপিয় অনুরাগে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বালক্রীড়া [স] *বি* শিশুকালের খেলা। 'কেহ বালক্রীড়ার স্থান পুনর্দর্শনে পরমতুষ্ট হন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বালখিল্য [স] **১** *বি* হিন্দুপুরাণোক্ত ষাট হাজার অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ঋষি। 'যাদের বালখিল্য তপস্বী বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* শিশুজনোচিত। 'অন্তত ষষ্টিসহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

বালখিল্যতা [স] *বি* শিশুসুলভ আচরণ। 'বালখিল্যতার কাছে চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

বালগোপাল [স] *বি* বালক কৃষ্ণ। 'হরিলেক হার মোর বালগোপালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বালতরু [স] *বি* অপরিণত গাছ। 'বালতরু ফলবান হওয়া ভাল নয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বালবাচ্চা *বি* সন্তান-সন্ততি। 'আপন বালবাচ্চা দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বালবিধবা [স] *বি* বালিকা বয়সে বিধবা হয়েছে যে। 'বালবিধবা উত্তরকালে ... কলঙ্ক রোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বালবিবাহ [স] *বি* অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ে। 'আইন বানিয়ে আপন রাজ্যে বালবিবাহ বন্ধ করেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বালবৃদ্ধা [স] *বি* বয়সে বালিকা মনে বৃদ্ধা। 'আমি এই রকম কতই না বালবৃদ্ধাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি।' *সবুজ*, ১৯২১।

বালবৈধব্য [স] *বি* বাল্যকালে বিধবার জীবন। 'কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বালভাষিত [স] *বিণ* বালকের কথ্য। 'এই বইটাতে বালভাষিত গদ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বাললীলা [স] *বি* ছেলেখেলা। 'কেন দেব ক' তা মোরে এ কি বাললীলা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

বালসুলভ [স] *বিণ* বালকোচিত। 'কোন গ্রাম্য বালকেরা ঐ বালসুলভ ক্রীড়া করিত, অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বালাপত্যা [স বাল-অপত্যা] *বিণ* শিশু সন্তান আছে এমন। 'গর্ভবতী ও বালাপত্যা ও বালিকাদিগের সহমরণ অকর্ত্তব্য।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বালারুণ [স বাল-অরুণ] *বি* নবোদিত সূর্য। 'অঙ্গে বালারুণবর্ণের বসন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বালার্ক [স বাল-অর্ক] *বি* নবোদিত সূর্য। 'উষা ও বালার্ক এখনও বহুদূরে।' *রোকেয়া*, ১৯০৬।

বালেন্দু [স] *বি* শুক্লপক্ষের প্রথম তিথির চাঁদ; দুর্লভ বস্তু। 'গোপীর বালেন্দু হরী আক্ষে বিরহিণী নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বালোচিত [স] *বিণ* বালকসুলভ। 'বালোচিত চাপল্যের নানাবিধ উৎপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বালক [স] **১** *বি* অল্প বয়সী পুরুষ। 'বলিব ত বালক কুড়া কৈল নারায়নে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সন্তান। 'তোমা সবাকে করোঁ মুঞি বালক অভিমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* শিশুপুত্র। 'শিবানন্দের বালকেরে শ্লোক করাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বালককণ্ঠ [স] *বি* বালকের কণ্ঠ; কচি কণ্ঠ। 'বালককণ্ঠে নানা বিচিত্র

গান শুনিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বালককাল [স] *বি* বাল্যকাল। 'তাঁহারা বালককালে আপন জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া ... বিদ্যা উপার্জন করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বালককালাবধি [স] *ক্রিবিণ* শৈশব থেকে। 'বালক কালাবধি যে শিক্ষা পাইয়াছ।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বালকত্ব [স] *বি* ছেলেমানুষি। 'ধর্মের প্রভাবে বালকের বালকত্ব প্রকাশ হইতে পারিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বালকদল [স] *বি* বালকদের দল। 'উঠ রে বালকদল মুছিয়া আঁখির জল।' *নজরুল*, ১৯২২।

বালকন [স বালক>] *বিণ* বালকোচিত। 'ওটি বালকন কথা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বালকপুত্র [স] *বি* ছোটো ছেলে। 'অর্বাচীন বালকপুত্র যখন সার্কাস দেখিতে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বালকবৎ [স] *বিণ* বালকের মতো। 'এই সাধারণ বাক্যটী স্মরণ হওয়াতে বালকবৎ নিতান্ত অজ্ঞান আমি।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বালকবয়স [স] *বি* তরুণ বয়স। 'বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে নিঝুম দুই পহরে দ্বারের পরে হেলিয়ে মাথা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'বালকবয়সে পরপর তিন বছর।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বালকবর [স] *বি* পুত্র। 'তোহ্মার বালকবর হইয়াছে পাগল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বালক বাবু [স বালক+ফা বাবু] *বি* হিন্দু মধ্যবিত্ত ধনী ভদ্রলোকের অল্পবয়স্ক ছেলে। 'প্রথমত পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালক বাবুদিগের শিক্ষাকারণ গুরুমহাশয় নিকটে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বালক-বালিকা [স] *বি* ছেলে-মেয়ে। 'অনাথ বালক-বালিকাদিগের লালন ও নিজ ব্যয়ে প্রতিপালন করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বালক বীর [স] *বি* বালক বয়সী বীর। 'বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বালকভাষা [স] *বি* ছেলেবেলার ভাষা। 'আমার বালকভাষা হো হো শব্দ করে করেছিল তারি অনুবাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বালকমূর্তি [স] *বি* বালকের দেহের আকৃতি। 'দূরে একটি বালকমূর্তি দেখা গেল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বালকোচিত [স] **১** *বিণ* বালকসুলভ। 'আমার বালকোচিত অবিবেচনার উল্লেখ করলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* অপরিণত। 'বালকোচিত মত যাঁহারা আজও গম্ভীরভাবে প্রচার করেন।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বালতি [প বালদি] *বি* পাত্রবিশেষ। 'হাপুতির পুত্র মোর বালতির ভাঁড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বালদি [প] *বি* পাত্রবিশেষ; বালতি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বালদো *বি* নারকেল, তাল, সুপারি প্রভৃতি গাছের বৃন্তযুক্ত পাতা; বাইল। 'একটা নারকেল গাছের বালদো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো।' *সুনীল*, ১৯৭০।

বাল্‌ব [ই] *বি* কাঁচের তৈরি বৈদ্যুতিক বাতিবিশেষ। 'রান্নাঘরের বালবটি বিগড়ে গিয়ে থাকবে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

বালভ [স বল্লভ] *বি* প্রেমিক। 'একহি সয়ন সখি সুতল রে অছল বালভ নিসি মোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বালভু [স বল্লভ] *বি* প্রেমিক। 'আরতি জে কিছু বোলএ বালভু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বালম্ভ [স বল্লভ] *বি* প্রেমিক। 'বালম্ভ সৌ মধু দীঠি মিলাবহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বালা[১] [স] **১** *বি* শিশু। 'নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বালক। 'শ্যামল সুন্দর বালা প্রথম বএসে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* বালিকা। 'সেই পাঠশালাত পড়এ কত বালা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বি* কন্যা। 'এহীমতে নানা খেলা/ করিল কুমার বালা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বি* রমণী; প্রেয়সী। 'দেখো কী এনেছি বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বালাভোলা [স বাল>] *বিণ* শিশুর মতো কম বুদ্ধিসম্পন্ন; কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বালা[২] [স বলয়] **১** *বি* হাতের অলঙ্কার বিশেষ। 'নেহ মোর হার কর্ণের অলঙ্কার অঙ্গুরি অঙ্গদ বালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* হাতকড়া। 'এইবার এই বালা পরুন!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বালা খেলা *বি* রিং খেলা। 'সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় বালা খেলার কাছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বালাগাছ [স বলয়>] *বি* হাতের একজোড়া অলঙ্কার। 'আমার হাতের বালাগাছটা জোর করে খুলে নিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বালা-পরা *বিণ* বালা পরিহিত। 'একটা বালা-পরা হাত খড়গের মতো খেলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বালা[৩] [আ] *বি* অমঙ্গল। 'অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বালা আইসে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বালা-মুসিবত [আ] *বি* বিপদ-আপদ। 'একটার পর আর একটা বালা-মুসিবত পোহাতেই হবে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বালাই [আ বালা] **১** *বি* বিপদ। 'চণ্ডীদাস কহে মরি লইয়া বালাই।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বি* সংকট। 'এ বালাই দূর হোক ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **৩** *বি* উৎপাত। 'বটে রে বিটলেরা – বেহায়ার বালাই দূর ... ।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* অমঙ্গল। 'মরি, – বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি, দয়ার সাগর তুমি।' *মাইকেল*, ১৮৬২। **৫** *অব্য* অশুভ উক্তির খণ্ডনবাচক শব্দ। 'না, বালাই! আর অসুখ হবে কেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বালাখানা [ফা বালাখানাহ্] *বি* দোতলা অথবা ততোধিক তলাবিশিষ্ট দালান। 'নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর।' *ভারত*, ১৭৬০।

বালাগ [স বালাগ্র] *বি* কেশাগ্র। 'সান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

বালাগস্তি [ফা] *বি* প্রধান পাহারাদার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বালাঞ্চি *বি* গরু বা ঘোড়ার লেজের লম্বা চুল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বালাপত্যা *দ্র* **বাল**

বালাপোশ [ফা] *বি* পাতলা লেপের মতো গায়ে দেওয়ার বস্ত্রবিশেষ। 'পায়ের উপর একটা ছিটের বালাপোশ টানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বালাপোষ, বালাপোস *বি* পাতলা লেপের মতো বস্ত্রবিশেষ। 'বালাপোস।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'শাল, কম্বল, বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কনকন, হাত ঠাণ্ডা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বালাম[১] [ফা বলন্দ] *বি* এক ধরনের চাল। 'বালাম তণ্ডুল এক টাকা তের আনা মোন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বালাম[২] [ই volume] *বি* খণ্ড। 'পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ

হাজার পৃষ্ঠা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বালারুণ দ্র **বাল**

বালার্ক দ্র **বাল**

বালি[1] [স বালা] *বি* বালিকা। 'কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

বালি[2] [স বালুকা] *বি* বালুকা। 'হিত-উপদেশ বলি ফুরায় নদীর বালি আর বিনে যদি করি পণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বালিকড়া [বালি+কড়া] *বি* ছোটো বেলে মাছ। 'কীছু তাজ বালিকড়া চিঙ্গড়ির তোল বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বালিঘট [বালি+ঘট] *বি* বালুকাপূর্ণ কলসি। 'আসিয়া তোমার নীরে বালিঘট করি মরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বালিঘড়ি *বি* সময় নির্ণায়ক বালুকাপূর্ণ পাত্রবিশেষ। 'বালিঘড়ির বাজনা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বালিচর [বালি+হি চর] *বি* বালি জমে গড়ে ওঠা চর। 'দলে বলে লাউসেন পাইল বালিচর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বালিবন্ধ [বালি+স বন্ধ] *বি* বালির বাঁধ। 'সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে বালিবন্ধ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বালির ঘড়ি *বি* সময় নির্ণায়ক বালুকাপূর্ণ পাত্রবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বালির বাঁধ ১ *বিণ* অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। 'যৌবন মোহন ফাঁদ ঔষধ বালির বাঁধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'যৌবন বালির বাঁধ গেল কোন দেশে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* দুর্বল প্রতিরোধ। ' এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ... ভেঙে বালির বাঁধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বালি[3] [ফা বাল>] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'হাসান হোসেন কানের বালি ছবি আলী পাঁচজন হ'ল।' *লালন*, ১৮৯০।

বালিকা [স] ১ *বি* মেয়ে শিশু। 'বালিকারদের বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* কন্যাসন্তান। 'আপনার বিধবা বালিকা বা ভগিনীর বিবাহ দিতে কেহ সাহস করেন না।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

বালিকাপাঠশালা [স] *বি* বালিকাদের লেখাপড়া করার বিদ্যালয়; বালিকা বিদ্যালয়। *দর্পণ*, ১৮২৩।

বালিকাবধূ [স] *বি* বালিকা স্ত্রী। 'এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা এ তব বালিকাবধূ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'বালিকাবধূর অঞ্জলি কোষবদ্ধ হাতে গ্রহণ করে ... ।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বালিকাবয়স [স] *বি* এখনো বালিকা এমন বয়স। 'এই অনভিজ্ঞ বালিকাবয়সে তাহার ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বালিকা বিদ্যালয় [স] *বি* বালিকাদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়। 'সম্প্রতি ... বেথুন সাহেব যে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বালিকালতা [স] *বি* লতানো দেহের মেয়ে। 'অমন ভুরুর তল হে বালিকালতা।' *শক্তি*, ১৯৬১।

বালিকাসুলভ [স] *বিণ* বালিকার পক্ষে মানানসই এমন। 'বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বালিকাস্বভাবা [স] *বিণ* বালিকার স্বভাববিশিষ্ট। 'সে যেন ... তেজস্বিনী অথচ মুগ্ধা, অনভিজ্ঞা, বালিকাস্বভাবা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বালিকে [স বালিকা (সম্বোধনে)] *বি* বালিকা। 'এতএব হে বালিকে সকল ... ।' *গৌর*, ১৮২২।

বালিয়াড়ি *বি* নদী বা সমুদ্রের বালুকাময় তীর। 'বালিয়াড়ি জুড়ে খেলে বালকেরা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

বালিশ[1] [ফা] *বি* উপাধান; শোয়ার সময় মাথার নীচে রাখার উপকরণবিশেষ। 'পট্ট নেত বালিশ শোভয়ে চারি পাশে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বালিষ, বালিস [ফা বালিশ] *বি* শোয়ার সময় মাথায় দেওয়ার উপকরণবিশেষ। 'ফুলের বালিস আলিস কারণ প্রতি ফুলে ফুলশর।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'জরির বিছানা ও বালিষ শোভা পাইতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

বালিসের ওয়াড় *বি* বালিশের আবরণ। *ওর্সা*, ১৭৮২।

বালিশ[2] *বি* ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সমবায়ে ৪২ সুরের উপযুক্ত ৪২ প্রকার সুর ও বাদ্য। 'বাজএ বালিশ বাজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বালিহাঁস *বি* হাঁসজাতীয় পাখিবিশেষ। 'ঘুঘু, লালশিরে, স্নাইপ, বুনোমুর্গী, বালিহাঁস।' *জীবন*, ১৯৩২।

বালী[1] [স বালা] ১ *বি* বালিকা। 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০। ২ *বি* শিশুকন্যা। 'যবেঁ আছিলাহোঁ আক্ষে আতিশয় বালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* নারী। 'জাতিএ পদ্মিনী বালী অতিশয় উজিয়ালি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বালী[2] [স বালুকা] *বি* বালুকা। **বালী ঘড়ি** *বি* সময় নির্ণয়ের জন্য বালুকাপূর্ণ পাত্রবিশেষ। 'ঘড়িয়াল দুই পাশে হাতে বালি ঘড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০।

বালু [স বালুকা] *বি* বালি। 'জলে খেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শত্রুর দিকেত সেই বালু মেলি মারি।' *সুলতান*, ১৭০০।

বালুআ [স বালুকা] *বি* বালি। 'বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশে ফুলিলা।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

বালুঘড়ি *বি* সময় নির্ণয়ের জন্য বালিপূর্ণ পাত্রবিশেষ। 'বালুঘড়ি হয়ে থাকে চিরদিন স্তব্ধতার মতো।' *জীবন*, ১৯৩০।

বালুচর *বি* বালি জমে গড়ে ওঠা চর। 'নৌকা ঠেকিল বালুচরে।' *সুলতান*, ১৭৫০।

বালুচরচারী *বিণ* বালুচরে বিচরণ করে এমন। 'বালুচরচারী দৃষ্টিতে ঝরে সান্নিধ্যের ধারা।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

বালুতট *বি* বালুকাময় তীর। 'অনেকখানি বালুতট অপরাহ্নের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বালুতীর *বি* নদী বা সাগরের বালুময় কূল। 'ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বালু-বেলা *বি* সৈকত। 'যাহাদের ভিড়ে মুখর আজিকে জীবনের বালু-বেলা।' *নজরুল*, ১৯২৯; 'ছুটিয়াছ পাথারের বালুবেলা-পানে!' *জীবন*, ১৯৩০।

বালুভূমি *বি* বালুচর। 'নীচে সে সবুজ তৃণ ঘেরা বালুভূমি।' *জসীম*, ১৯৩০।

বালুময় *বিণ* বালিপূর্ণ। 'বালুময় মাঠের মধ্যে সিঙ্গারণ নদীর ... ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বালুর বাঁধ *বি* অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। 'বালুর বাঁধ কিছুতেই টিকিবে না।' *ইসলাম*, ১৯০৭।

বালুশয্যা *বি* বালির শয্যা। 'বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর

মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বালুশয্যাশায়িনী *বিণ* বালির শয্যায় শুয়ে আছে এমন। 'বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বালুক [স বালুকা] *বি* বালি। **বালুক বেল** *বি* বালিময় তীর। 'কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক বেল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

বালুকা [স] *বি* বালি। 'তপ্ত বালুকাতে পোড়ে পা তাহা নাহি জানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বালুকা সহিত জল ভরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বালুকা-কণা [স] *বি* বালুর কণা। 'বালুকা-কণা যে এত ক্ষুদ্র, ইহাতেও অনেক পরমাণু আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বালুকাগ্রস্ত [স] *বিণ* বালিতে পরিপূর্ণ। 'বালুকাগ্রস্ত ফল্গুপ্রবাহের মতো জরাগ্রস্ত অস্তিত্বটুকুকে অতি সন্তর্পণে টিকিয়ে রাখা নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

বালুকাচর [স বালুকা+হি চর] *বি* বালি জমে গড়ে ওঠা চর। 'বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বালুকাতীর [স] *বি* নদী বা সমুদ্রের বালুকাময় বেলাভূমি। 'পরপারে জনহীন বালুকাতীরে ... সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বালুকা-ধূসর [স] *বিণ* বালির মতো পাংশু বর্ণের। 'বালুকা-ধূসর কেশ এলাইয়া তপ্ত তাল/ তপ্ত আকাশ-তটে ঠেকাইয়া এত সে কাল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

বালুকা-প্রস্তর [স] *বি* বেলে পাথর। 'ঈষৎ পীতাভাবিশিষ্ট অট্টালিকাটি কাথিয়াগড় থেকে আনীত বালুকা-প্রস্তরে নির্ম্মিত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বালুকাবহুল [স] *বিণ* বালিময়। 'নদীর বালুকাবহুল তীরে তাঁবু ফেলে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বালুকাবৃত [স] *বিণ* বালিতে ঢাকা। 'বালুকাবৃত মৃতদেহের জৌলুনীর পক্ষে নিশ্চয় তারা জড়ো হবে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

বালুকা-বৃষ্টি [স] *বি* বালুর দ্বারা সৃষ্ট বৃষ্টি। 'এরূপ বালুকা-বৃষ্টি হয় যে, ঐ কয়েক দিবস চন্দ্র সূর্য্য অদৃশ্যবৎ হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

বালুকা বেলা [স] *বি* বালিময় তীর। 'সোনার আখরে মোড়া ছিল যাহা বালুকা বেলায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বালুকাময় [স] *বিণ* যেদিকে চোখ যায় কেবল বালি আর বালি, এ-রকম। 'তাহাদিগকে সতত বালুকাময় মরুভূমি পর্য্যটন করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'বালুকাস্তূপশ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বালুকালীন [স] *বিণ* বালুকায় বিলীন। 'শূন্য এ বালুকালীন বেলাতে/ এই ফেন-তরঙ্গের খেলাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বালুকালুপ্ত [স] *বিণ* বালিতে ঢাকা পড়েছে এমন। 'মরুর বালুকালুপ্ত গাঢ় ধূম।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

বালুকাশয়ন [স] *বি* বালুর বিছানা। 'নাহি জানে কেন আসি সন্ধ্যা-অভিসারে বালুকা শয়ন-পাতা নির্জন এ পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বালুকাসমুদ্র [স] *বি* সমুদ্রের বালুকাময় তটভূমি। 'বালুকাসমুদ্রের মধ্যে ... একটি বিস্তৃত উর্ব্বরা দ্বীপ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'ভারতবর্ষীয় সেনানিবাসগুলিকে জনহীন বালুকাসমুদ্রের মধ্যবর্তী এক-একটি দ্বীপের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বালুকাসৈকত [স] *বি* সমুদ্র নদী প্রভৃতির বালুময় তীর। 'বালুকাসৈকতে বাজে তটিনীর গান।' *জীবন*, ১৯৩০।

বালুকাস্তূপশ্রেণী *বি* সার-বাঁধা বালির স্তূপ। 'বালুকাস্তূপশ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বালুঞ্চি, বালুঞ্চী *বি* ঘোড়া বা গোরুর লেজের চুল। 'জবাফুলটি বালুঞ্চি দিয়ে তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'বালুঞ্চী বাঁধা জবাফুল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বালুয়া *বি* বালিহাঁস। 'মহা কলতানে বালুয়ার গানে বেড়ায় মাতি।' *জসীম*, ১৯৩০।

বালুশাহী *বি* ময়দার তৈরি ঘিয়ে ভাজা মিষ্টিবিশেষ। 'জুম্মার নামাজের পর এই মসজিদে জিলিপি কখনো-বা আমরিতি বা বালুশাহী শিন্নির মতো বিলি করা হতো।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

বালেআর *বি* একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'বালেআর, ডুরিয়া, গেদা, সাবুরগা প্রভৃতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বালেগা *বিণ স্ত্রী* প্রাপ্তবয়স্ক। 'সেই নাবালেগা কন্যা ইচ্ছা করলে যে মুহূর্তে বালেগা হন সেই মুহূর্তে সেই বিবাহ নাকচ করে দিতে পারেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বালেন্দু *দ্র* **বাল**

বালোচিত *দ্র* **বাল**

বাল্য [স] **১** *বি* শৈশব। 'বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বালক। 'বাল্য বৃদ্ধ সকলে কয়।' *লালন*, ১৮৯০।

বাল্যকাল [স] *বি* শৈশব। 'বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাব নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

বাল্যক্রীড়া [স] *বি* শৈশবসুলভ খেলাধুলা। 'এই মতে বাল্য ক্রীড়া ও লেখা পড়া ইত্যাদি।' *রামরাম*, ১৮০১।

বাল্যক্রীড়াভূমি [স] *বি* শৈশবের খেলার মাঠ। 'বাল্য-ক্রীড়াভূমি দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বাল্যজীবন [স] *বি* শৈশবজীবন। 'মানুষের বাল্যজীবন নিদারুণ নিরানন্দের আকর হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'অসহায় বাল্যজীবন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বাল্যদশা [স] *বি* বাল্যকাল। 'প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে যে-সব নক্ষত্র তাদের বাল্যদশা শুরু করেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বাল্যবন্ধু [স] *বি* বাল্যকালের বন্ধু। ' সেই বাল্যবন্ধুকে এই দূরদেশে এতদিন অদর্শনের পরে ফিরাইয়া দিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'তাহার বাল্যবন্ধু শৈলবালার লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বাল্যবান্ধব [স] *বি* বালক বয়সের বন্ধু। 'তোর সব বাল্যবান্ধবেরা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বাল্যবিবাহ [স] *বি* কমবয়সে বিবাহ। 'বাল্যবিবাহের দোষের ভাগই অধিক।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

বাল্যবিবাহ-রোধ [স] *বি* অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিবাহ প্রতিরোধ। 'সরকার তাঁর বাল্যবিবাহ-রোধ-আন্দোলনকে যে মূল্য দিয়েছিলেন তার কথাও স্মরণ রাখতে হবে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

বাল্যভাব [স] *বি* শিশুসুলভ ভাব। 'এইমত নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায় বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাল্যমনা *বিণ* বালকের মতো মনবিশিষ্ট। 'তুমি ভীরু, তুমি বাল্যমনা!' *শক্তি*, ১৯৬৬।

বাল্যমাধুর্য [স] *বি* ছেলেবেলার মধুর স্বভাব। 'বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাল্যলীলা [স] **১** *বি* শৈশবের খেলা। 'নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অল্পবয়সের কাজ। 'অদ্ভুত বাল্যলীলা আমাদের নিকট নিরতিশয় লজ্জা ও কষ্টের কারণ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ... অঙ্কিত হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বাল্যশিক্ষা [স] *বি* প্রাথমিক শিক্ষা। 'বাল্যশিক্ষার প্রভাব বড়ো কম নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'বাল্যশিক্ষা ব্যাকরণ এবং আদর্শ ধারাপাতে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

বাল্যশ্রুত [স] *বিণ* শৈশবে শোনা হয়েছে এমন। 'তাঁহার বাল্যশ্রুত এক অপূর্ব দেশের অপূর্ব গল্প বলিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাল্যসখা [স] *বি* ছেলেবেলার বন্ধু। 'বাল্যসখা, রাজা ব'লে ভুলে যাও মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বাল্যসখী [স] *বি স্ত্রী* শৈশবের সাথী। 'সেই জন্মভূমি, বাল্যসখী, পিতৃ মাতৃ সহোদরগণকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

বাল্যসঙ্গিনী [স] *বি স্ত্রী* শৈশবের সাথী। 'মহামায়া রাজীবের বাল্যসঙ্গিনী ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বাল্যসঙ্গী [স] *বি* বাল্যবন্ধু। 'আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাল্যসাথী [স বাল্য+স সহিত>] *বি* বাল্যকালের বন্ধু। 'তাহার বাল্যসাথীর কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বাল্যসাদৃশ্য [স] *বিণ* শৈশবের মতো। 'তার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাল্যস্বর [স] *বি* বাল্যকালের কণ্ঠস্বর। 'অপরূপ বাল্যস্বরে সে চাঞ্চল্য।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বাল্যস্মৃতি [স] *বি* বাল্যকালের স্মৃতি। 'ছড়াগুলির মাধুর্য কতটা নিজের বাল্যস্মৃতির এবং কতটা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'বাল্যস্মৃতির ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বাল্যাবধি [স] *ক্রিবিণ* বাল্যকাল পর্যন্ত। 'দূতীসঙ্গ নিরবধি, যদি হয় বাল্যাবধি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বাল্যাবস্থা [স] *বি* শৈশবকাল। 'বালকেরা বাল্যাবস্থায় আপন স্বেচ্ছাদ্বারা কিছু করিতে স্বাধীন নহেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

বাল্যাবেশ [স] *বিণ* শিশুসুলভ। 'নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাল্যে *ক্রিবিণ* বালক বয়সে। 'বাল্যে আরবী অক্ষর-পরিচয়ের জন্যে ব্যস্ত হওয়ার কোন অর্থ নেই।' *বুলবুল*, ১৯৩৪।

বাল্যোপার্জিত [স] *বিণ* ছেলেবেলার অর্জিত। 'চিকিৎসাকালে বাল্যোপার্জিত বিদ্যা বিস্মরণ হয়েন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

বাশ [স বাস] *বি* বসবাস। 'দেশান্তরে আইল ছিরা বাশের উদ্দিশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাশা [স বাস] *বি* বাসা; বাসস্থান। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কথায় আশয় বুঝে বাশায় আইল।' *ভবানী*, ১৮২৫। *দ্র* **বাসা**

বাশা খরচ [বাসা+আ খরজ] *বি* সাংসারিক ব্যয়। 'বাশা খরচ দিতেছেন।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

বাশি [স বাশী] *বি* কুঠারবিশেষ। 'শিলায় সানায়্যা বাশি পাটি চাঁছে রাশি রাশি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাশিন্দা [ফা] *বি* নিবাসী। 'দহগ্রামের মূল বাশিন্দাগণ .... পালাইয়া আসিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

বাশেন্দা [ফা] *বি* বাসিন্দা; অধিবাসী। 'পূর্ব পাকিস্তানের বাশেন্দাগণ এই প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করার জন্য দৃঢ়-সংকল্প।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাশিষ্ঠ [স] *বি* বশিষ্ঠ প্রণীত যোগশাস্ত্র। 'মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাশুলি, বাশুলী [স বিশালাক্ষী] *বি* চণ্ডীদাস-পূজিত দেবী; বাসলী। 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীগণে।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'বরদা বাশুলি বন্দো মস্তক উপরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বাশ্না *বি* বাসনা; কলাগাছের শুকনা পাতা বা বাকল। 'এল গাদা গাদা কলার বাশ্না দক্ষিণের বাগান থেকে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বাষট্ঠি [পা দ্বেসট্ঠি] *বিণ* বাষট্টি-সংখ্যক। 'লঘু গুরু সকলে ৬২ বাষট্ঠি কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

বাষণা [স বাসনা] *বি* বাসনা; কামনা। 'আইস সহাবেঁ জই জগ বুঝষি তুট বাষণা তোরা।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

বাষা বাটী *বি* বসত বাড়ি। 'গোমাস্তা হরিনারায়ন সরকার বাষা বাটীতে ছিলেন।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। *দ্র* **বাসা**

বাষ্প [স] **১** *বি* বায়বীয় পদার্থ। 'বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামে দুই বাষ্প আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* সামান্যতম আভাস। 'কোনকালে কলঙ্কস্পর্শের বাষ্পও শ্রুত হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৩** *বি* ধোঁয়া। 'যেন আঙার-ধানীর বাষ্প বিভোল শ্বসিছে সকল খানে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বি* অশ্রু। 'বাষ্প আভাসে দিগন্ত ছলোছলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বাষ্পকণা [স] *বি* অশ্রু। 'বাস্তুহারা কুমারীর চোখের বাষ্পকণার মতো কুয়াশা-ঢাকা দিন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বাষ্পকুণ্ডলী [স] *বি* কুণ্ডলাকারে পাকানো ধোঁয়া। 'সময় তাহার গুড়গুড়ির বাষ্পকুণ্ডলীর মতো ধীরে ধীরে অত্যন্ত লঘুভাবে উড়িয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাষ্পগদগদস্বর [স বাষ্প+ধ্বন্যা গদগদ+স স্বর] *বি* অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ। 'আলখাল্লার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাষ্পগদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বাষ্পগিরি [স] *বি* বাষ্পরূপ গিরি। 'মেঘ সে বাষ্পগিরি গিরি সে বাষ্পমেঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

বাষ্পঘনিমা [স] *বি* ঘনীভূত বাষ্প; মেঘ। 'স্মৃতিবিস্মৃতির নানা বর্ণে রঞ্জিত দুঃখসুখের বাষ্পঘনিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বাষ্পচালিত [স] *বিণ* বাষ্পের সাহায্যে চলে এমন। 'কেন যে বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতি ভারতে উদ্ভাবিত হলো না।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

বাষ্পজাল [স] *বি* বাষ্পরাশি। 'বিষাদে প্রকৃতিমাতা শুভ্র বাষ্পজালে-গাঁথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বাষ্পদিগ্ধ [স] *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'বাষ্পদিগ্ধ চোখের বিনোদন করি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বাষ্পনিশ্বাস [স] *বি* বাষ্পরূপ নিশ্বাস। 'আলোড়িত তপ্ত বাষ্পনিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বাষ্পপাত [স] *বি* অশ্রুপতন। 'আরো নয়নে দরবিগলিত বাষ্পপাত হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বাষ্পপূর্ণ [স] *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'এডর্ণো বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বাষ্পবারি [স] *বি* অশ্রুজল। 'নয়নদ্বয় হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বাষ্পমণ্ডল [স] *বি* বাষ্পস্তর। 'সূর্য্য যে গাঢ় বাষ্পমণ্ডল-পরিবৃত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বাষ্পময় [স] **১** *বিণ* বাষ্পে রূপান্তরিত। 'তাহা বাষ্পময় মেঘস্বরূপ হইয়া ঊর্দ্ধদিকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **২** *বিণ* অস্পষ্ট। 'উচ্ছ্বসিল বাষ্পময় ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বিণ* অস্বচ্ছ। 'জগৎটা সেই রকম বাষ্পময় এবং ঝঙ্কারপূর্ণ হয়ে উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাষ্পমেঘ [স] *বি* বাষ্পরূপ মেঘ। 'মেঘ সে বাষ্পগিরি গিরি সে বাষ্পমেঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

বাষ্পযান [স] *বি* বাষ্পচালিত গাড়ি; রেলগাড়ি। 'হরি স্থান-পরিমাণ, ছোটে তব বাষ্পযান।' *গিরিশ*, ১৮৮৩; 'বাষ্পযানে সেটা লোপ করে দেবার চেষ্টা করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বাষ্প-রথ [স] *বি* বাষ্পচালিত যান; রেলগাড়ি। 'কী একরোখা ছুট ছুটছে এই উন্মাদ বাষ্প-রথটা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বাষ্প-রাশি [স] *বি* জলীয় বাষ্প। 'এইরূপ সমূহ বাষ্প-রাশি আকাশমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ভূরি ভূরি বাষ্পরাশি ঘূর্ণিত হইতে হইতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বাষ্পরুদ্ধ [স] *বিণ* কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে এমন। 'বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত স্বরে কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাষ্পরেখা [স] *বি* বাষ্পে আলোর প্রতিফলনে রেখার মতো যা দেখা যায়। 'চষা-খেত মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাষ্পলাঙ্গল [স] *বি* বাষ্পচালিত লাঙল। 'বাষ্পলাঙ্গল ব্যবহার দ্বারা ইউরোপ প্রদেশে যে প্রকার ফলোৎপন্ন হয়, ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

বাষ্পলোক [স] *বি* ধোঁয়াটে জগৎ। 'মিশে যাক সে অনাদির বাষ্পলোকে।' *জীবন*, ১৯৪০।

বাষ্প-শকট [স] *বি* বাষ্পচালিত যানবাহন; রেলগাড়ি। 'যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ওই বাষ্প-শকট চলে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বাষ্পশিখা [স] *বি* ধোঁয়ার শিখ। 'প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে/ বাষ্পশিখা অনলশ্বসনা –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বাষ্পসঞ্চার [স] *বি* জলের আবির্ভাব; অশ্রুর আবির্ভাব। 'ঊর্মির চোখে বাষ্পসঞ্চার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাষ্পস্তব্ধ [স] *বিণ* অশ্রুহীন। 'জন্মদাতা পিতার বাষ্পস্তব্ধ চোখ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বাষ্পস্তর [স] *বি* ধোঁয়াটে আবরণ। 'জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাষ্পহল [স] *বি* বাষ্পচালিত লাঙল। 'বাষ্পহল প্রস্তুত হইলে ভারতবর্ষীয় মৃত্তিকায় অবশ্যই প্রচুর শস্যোৎপন্ন হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

বাষ্পাকুল [স] **১** *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'তাহার জননী, বাষ্পাকুল লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* ঘর্মাক্ত। 'উত্তাপে সর্বশরীর বাষ্পাকুল হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বিণ* ভারাক্রান্ত। 'চারি দিককে বাষ্পাকুল করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাষ্পাচ্ছন্ন [স] **১** *বিণ* ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। 'উভয়ের নিশ্বাসবায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* অস্পষ্ট; আবছা। 'অস্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি বাষ্পাচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বাষ্পাবৃত [স] *বিণ* বাষ্পাচ্ছন্ন। 'মুখটা বাষ্পাবৃত বলে তাতে বিচিত্র আকর্ষণ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বাষ্পায়িত [স] **১** *বিণ* বাষ্পের মতো হালকা অবস্থাপ্রাপ্ত। 'সঙ্গীত একদিকে যেমন সুরের খেলায় বাষ্পায়িত অন্যদিকে তেমনি পদের আবৃত্তিতে ভারাক্রান্ত।' *মোতাহার*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* অশ্রুভেজা। 'সজল ডাগর দুই চক্ষু দরিয়াবিবির বাষ্পায়িত।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বাষ্পীভূত [স] **১** *বিণ* উত্তাপের ফলে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত। 'যাতে চোয়ানিতে এবং বাষ্পীভূত হয়ে নষ্ট না হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* প্রকাশিত। 'বক্তব্যের মূলকথা ভাষায় বাষ্পীভূত হতে দেরি লাগে নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বাষ্পের গাড়ি *বি* বাষ্প দিয়ে চালানো হয় এমন গাড়ি। 'বাষ্পের গাড়িতে এক ঘণ্টা বিংশতি মিনিটে পনর ক্রোশ গমন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বাষ্পের জাহাজ *বি* বাষ্পচালিত জাহাজ। 'দায়ানানামক বাষ্পের জাহাজে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বাষ্পের নৌকা *বি* বাষ্পচালিত জাহাজ। 'বাষ্পের নৌকা হইয়া দাঁড়ি মাজি অনেকের অন্ন পাওয়া দুষ্কর।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

বাষ্পোচ্ছ্বাস [স] *বি* বাষ্পরূপ উচ্ছ্বাস। 'ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে গগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বাষ্পীয় [স] **১** *বিণ* বায়বীয় পদার্থ সংক্রান্ত। 'পূর্ব্বে বাষ্পীয় চাঁদাতে তাঁহারা যে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* বাষ্পচালিত। 'এক বাষ্পীয় কল বসান যায় ও প্রণালী গাঁথা যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বাষ্পীয় রথ [স] *বি* রেলগাড়ি। 'বাষ্পীয় রথ পরমাদ্ভুত বস্তু।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বাস[1] [স বংশ] *বি* বাঁশ। 'চারি বাসে গড়িল রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

বাস[2] [স বস্>] *বি* বস্ত্র; পরিচ্ছদ। 'নেত বাস ওহাড়ন দিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাসমুক্ত [স] *বিণ* বসন বা বস্ত্র নেই এমন। 'লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বাস[3] [স] **১** *বি* বসবাস। 'কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী/ কতএ লঙ্কাপুর বাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'নন্দনকাননে বাস সুখে থাক বারমাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বাসস্থান। 'যমুনার বাস তেজি নির্ভয় মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* গৃহ। 'বলিয়াত গেল দেবি আপনার বাস।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *বি* দিনযাপন; সময় কাটানো। 'এহীমতে কতদিন বঞ্চিলেক বাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাসকষ্ট [স] *বি* বসবাসের কষ্ট। 'জলকষ্ট পথকষ্ট বাসকষ্ট দূর হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাসগৃহ [স] *বি* বসতবাড়ি। 'অনঙ্গমঞ্জরীর বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বাসঘর *বি* বাসর ঘর। 'বিভা করি বলরাম গেলা বাসঘর।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাসঘর-বই *বিণ* বাসগৃহহীন। 'ইবে হইলাঙ বাসঘর-বই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাসধাম [স] *বি* বসবাসের ঘর। 'আয়াস অলস ঘুমে প্রেমালাপে বাসধামে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাসনিবন্ধন [স] *বি* বসবাস। 'একত্র ভ্রমণ, একত্র বাসনিবন্ধন উভয়েরই মনে সবিশেষ সরল প্রণয় জন্মিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বাসবাটী *বি* বসতবাড়ি। 'বলপূর্ব্বক বাসবাটী হইতে উঠাইয়া দেওয়া।' *সাধারণী*, ১৮৭৮।

বাসভবন [স] *বি* বাসগৃহ। 'এক সুশোভন উপবন ও তন্মধ্যে পরম রমণীয় বাসভবন নির্ম্মিত করাইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বাসভূমি [স] *বি* আবাসস্থল। 'প্রত্যেক ভাষাভাষী জনগণের নিজ নিজ বাসভূমির ... রাষ্ট্রকার্য, আইন আদালতের কার্য সে প্রদেশের ভাষায় চলবে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বাসমন্দির [স] *বি* মন্দিরতুল্য আবাসস্থল। 'আমার সেই আজন্ম পরিচিত, বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

বাসযোগ্য [স] *বিণ* বসবাসের উপযোগী। 'কলিকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বাসস্থল [স] *বি* বসবাসের জায়গা। 'বাসস্থল জানাইয়ে, কিশোরী চলিল নিজবাসে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বাসস্থলী [স] *বি* বাসস্থান। 'শারদচন্দ্র, বাসস্থলী, মরালের নৃত্য কোকিলের সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা সবই হইব।' *হাই*, ১৯৫৪।

বাসস্থান [স] ১ *বি* বসবাসের জায়গা। 'সবাকে পালন করে দিয়া বাসস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বাড়ি। 'এ অট্টালিকা সাধারণ কোন সাহেবলোকের বাসস্থান না হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বি* থাকার জায়গা। 'সোণার ফুলে কি বিষম পোকারই বাসস্থান দিয়াছ।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

বাসিনি [স বাসিনী] *বিণ স্ত্রী* বসবাসকারী। 'দণ্ডধার কীট কুণ্ড বাসিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

বাসিনী [স] *বি স্ত্রী* বসবাসকারী। 'পুরবাসিনীরা সকলে আসিয়া জয় ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত।' *রাজীব*, ১৮০৫।

বাসী [স বাস>] *বি* অধিবাসী। 'প্রভাতে উঠিয়া গোকুল বাসী/ দধি দুগ্ধ ঘৃত পূরিয়া রাশি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বাসোপযোগী [স] ১ *বিণ* বসবাসের উপযুক্ত। 'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির বাসোপযোগী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ২ *বিণ* আবাসিক। 'কলেজটি বাসোপযোগী (Residential) হওয়া বাঞ্ছনীয়।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

বাস[৩] [স বাসি>] ১ *বি* সুগন্ধ। 'ফুল তুলিআঁ নিলেঁ যাহার যোজন বাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সুগন্ধি। 'কোনো বাস তেলের গন্ধ নয়, ওর চুলের নিজস্ব গন্ধ।' *সুনীল*, ১৯৭০।

বাসভার [স] *বি* সুবাস। 'পাখির গীতধার ফুলের বাসভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বাসিত [স] *বিণ* সুবাসিত; সুগন্ধযুক্ত। 'বাসিত ফুলেঁ রাধা বান্ধসি কেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাসে-ভরা *বি* সুবাসিত; সুবাসপূর্ণ। 'বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বাস[৪] [ধ্বন্যা] *অব্য* আবেগ প্রকাশক শব্দ। 'কথাটা হচ্ছে, পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'এসেছে মহেশ বাস রে বাস।' *নজরুল*, ১৯২২।

বাস[৫] [ই] *বি* যাত্রীবাহী বড়ো আকারের মোটরগাড়ি। 'মোটর বাস ভর্তি করে চলেছে সব ছুটিসম্ভোগীর দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাস কণ্ডাক্টার [ই] *বি* বাসের যাত্রীদের কাছ থেকে যে ভাড়া আদায় করে। 'বাস কণ্ডাক্টার ও বাস ড্রাইভারের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম রয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাসষ্ট্যাণ্ড [ই] *বি* যাত্রীদের সুবিধার জন্য যেসব স্থানে বাস থাকে বা থামে। 'বাসষ্ট্যাণ্ডে যাত্রীদের শৃঙ্খলা ও আদব দেখলে ... শ্রদ্ধার উদয় হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাসস্টপ [ই] *বি* বাসে যাত্রী ওঠানামা করে যেখান থেকে। 'কখনো চমকে উঠি দেখে কাউকে নির্জন বাসস্টপে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

বাসক [স] *বি* ভেষজ গাছবিশেষ। 'বাসক কেন্দু কুন্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাসকগাছ *বি* ভেষজ গাছবিশেষ। 'মকবুলের বাসকগাছ প্রায় নিষ্পত্র।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

বাসকলতা [স] *বি* ভেষজ গাছবিশেষ। 'আকন্দ বাসকলতা ঘেরা এক নীল মঠ।' *জীবন*, ১৯৩২।

বাসকশয়ন [স] *বি* নায়কের জন্য সুসজ্জিত শয়ন। 'বাসকশয়ন পরে তোমার বাহুতে বাঁধা রহিলেও অচেতন ঘুমতরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

বাসকসজ্জা [স] *বি* প্রেমিকের আগমন-প্রত্যাশায় সজ্জিতা প্রেমিকার ব্যাকুল অবস্থা। 'তৃতীয়ে বাসকসজ্জা বিপ্রলব্ধা চারি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'প্রোষিতভর্তৃকা হয়ে/ দুহে দিলা দুঃখ সয়ে/ আমা দেখি বাসকসজ্জা হৈলা।' *ভারত*, ১৭৬০।

বা-সত্তর [পা বিসত্তরি] *বিণ* বাহাত্তর। 'বা-সত্তর তাল জান সঙ্গে রাগগণ প্রতিনিতি নাট করে ইন্দ্রের ভুবন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাসন[১] [প] *বি* খাবারের পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পালেদের এক ধামা পেতলের বাসন গেছে ও বেনেদের সর্ব্বনাশ হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাসন-ওয়ালা [প বাসন+হি ওয়ালা] *বি* বাসন ইত্যাদি বিক্রি করে যে। 'পুরানো-বাসন-ওয়ালা পিতলের পাত্রে ঝন ঝন শব্দ করিয়া ... চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বাসনকুসন *বি* গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত থালা, বাটি প্রভৃতি তৈজসপত্র। 'রূপার বাসনকুসন বাহির করিও।' *কেরি*, ১৮০২।

বাসনকোশন *বি* গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত তৈজসপত্র। 'কাঠের সিন্দুক, বেতের ঝাঁপি, বাসনকোশন কত কিছু।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বাসনকোসন *বি* গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত থালা, বাটি প্রভৃতি। 'বাসনকোসন সামনের রাস্তার কলতলায় ধুতে নিয়ে আসে।' *মুজতবা* ১৯৫২।

বাসনপত্র [বাসন+স পত্র] *বি* বাসন-কোসন। 'বধূ আর একবার এল চায়ের বাসনপত্র কুড়িয়ে নিয়ে যেতে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বাসন-বর্ত্তন [বাসন+স বর্তন] *বি* থালা-বাসন। 'বাসন-বর্তন নাড়াচাড়া করার সময় অল্প অল্প কাঁপছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বাসনবাটি *বি* থালা-বাসন। 'তার ভিতরে কয়েকটি বাসনবাটি কাগজের পোটলা পুটলি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

বাসন[২] [স] *বি* বস্ত্র। 'এলবাস পোশাক ও সোণারূপার গহনা ও বাসন ও জওয়াহের প্রভৃতি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বাসনপুড় [স বাসনাপুট] *বি* কামনা। 'পহিল বিআণ মোর বাসনপুড়।' *চর্যা ২০*, ১২০০।

বাসনা [স] **১** *বি* আশা। 'জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রত্যাশা। 'আমার বাসনা এই ... প্রসন্ন হইয়া থাও।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বাসনা-উদ্গ্রীব [স] *বিণ* কামনায় উৎকণ্ঠ। 'বাসনা-উদ্গ্রীব চিন্তা/ উন্মুখ ধ্বংসের আর্তনাদে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বাসনা-ছুরী [স বাসনা+স ছুরিকা] *বি* বাসনারূপ ছুরি। 'সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরী দিয়ে/ তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বাসনানিশ্বাস [স] *বি* কামনার নিশ্বাস। 'বাসনানিশ্বাস তব গরল বরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বাসনাপূরণ [স] *বি* ইচ্ছাপূরণ। 'এই রচনার উৎস কিন্তু শিতন্মন্য মানুষের বাসনাপূরণ নয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

বাসনাপ্রবৃত্তি [স] *বি* কামনা-বাসনা। 'প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নানা রকমের বাসনাপ্রবৃত্তি ক্রিয়া করছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

বাসনাবন্ধ [স] *বি* কামনায় বন্ধন। 'জাগ্রত সচেতনভাবে বাসনাবন্ধ-মুক্তির আদর্শকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাসনাবাসিনী [স] *বি* কাঙ্ক্ষিত নারী। 'মানসীরূপিণী ওগো বাসনাবাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বাসনাবিদ্যুৎ [স] *বি* বিদ্যুতের মতো প্রবল কামনা। 'বাসনাবিদ্যুতে তুমি ছিন্ন করো চরিত্রের মেঘ।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

বাসনাবিহ্বল [স] *বিণ* কামনায় অত্যন্ত কাতর। 'বাসনাবিহ্বল নীবি খসে পড়ে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

বাসনাবৃক্ষ [স] *বি* বাসনারূপ বৃক্ষ। 'তাঁহার বাসনাবৃক্ষ যথেষ্ট রূপে ফলবান্ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

বাসনামত *ক্রিবিণ* ইচ্ছা অনুসারে। 'বাসনামত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে করিতে পারিবে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বাসনাময় [স] *বিণ* কামনাতাড়িত। 'সমস্ত জীবন মন নয়ন বচন ধাইছে তোমার পানে/ কেবল বাসনাময় হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বাসনা-সঙ্গিনী [স] *বি স্ত্রী* বাসনার সঙ্গী। 'অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বাসনা-সাগর [স] *বি* বাসনারূপ সাগর। 'কী হলো বিফল-আশ, বাসনা-সাগরে ভাসি।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

বাসন্ত [স] *বিণ* বসন্ত সম্পর্কিত; বাসন্তী। 'বাসন্ত আমোদ মন পূরি নিরন্তরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বাসন্তানিল [স] *বি* বসন্তের বাতাস। 'বহিছে বাসন্তানিল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বাসন্তিক [স] *বিণ* বসন্তকালীন। 'এই সময়ে এখানে অবিস্থিতি করিলে অস্মদ্দেশীয় বাসন্তিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বাসন্তিকা [স] **১** *বি* একটি ফুলের নাম। 'বাসন্তিকা আখণ্ড শ্রীফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বসন্তকালীন সৌন্দর্য। 'বসন্তের বাসন্তিকা এমন আশ্চর্যরূপে দেখা দেয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাসন্তী [স] **১** *বিণ* কমলা রঙের। 'বাসন্তী আঁচলখানি শুকিয়ে বেশ ফুরফুরে হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* গাছবিশেষ, যাতে সোনালি রঙের ফুল হয়। 'এপারে বাসন্তী গাছে কচিপাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বি* বসন্ত ঋতু। 'বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী ... অনন্ত তব মাধুরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৪** *বিণ* বসন্তকালে প্রবাহিত। 'বাসন্তী বায়ুর বিপরীত বিপর্যয় ঘটাইবার কামনা।' *মানিক*, ১৯৪০। **৫** *বিণ* আনন্দময়। 'আমার জীবনে তাই ব্যর্থ হল বাসন্তীময়ণ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বাসন্তীপূজা [স] *বি* বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হিন্দুদের দুর্গাপূজা। 'বাসন্তীপূজা ... সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।' *তারা*, ১৯৪২।

বাসন্তী পূর্ণিমা [স] *বি* বসন্ত ঋতুর পূর্ণিমা। 'বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বাসন্তীরঙের কাপড় পরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাসন্তী রঙ *বি* কমলা রং। 'শেফালির বৃন্ত দিয়া রাঙাইব, রানী, বসন বাসন্তী রঙে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাসব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবরাজ ইন্দ্র। 'নারদের কথা শুনি বাসব মনেতে গুণি শিবের পূজায় দিল মন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাসবশিঞ্জিনী [স] *বি* রংধনু। 'পৃথিবী উপরে, বাসবশিঞ্জিনী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বাসবের চাপ *বি* রংধনু। 'বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে খচিত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বাসমতী *বি* সুগন্ধি চালবিশেষ। 'বাসমতী চালেভেজা শাদা হাতখান।' *জীবন*, ১৯৩২।

বাসর [স] **১** *বি* দিবস; দিন। 'উপবাস প্রথম বাসরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। 'মঙ্গল বাসরীয় তিমিরনাশক পত্রে তৎসম্পাদক লেখেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। **২** *বি* কাল; সময়। 'বীরের নগরে রজনি বাসরে তারা ভানু চন্দ্র সাক্ষি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* নবদম্পতির প্রথম রাত কাটাবার সুসজ্জিত ঘর। 'লোহার বাসর ঘর করিয়া গঠন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বাসরকক্ষ [স] *বি* নবদম্পতির প্রথম রাত কাটাবার সুসজ্জিত ঘর। 'পৃথিবীর বেষ্টনী পড়ে থাকত নিভৃত বাসরকক্ষের বাইরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাসরগৃহ [স] *বি* নবদম্পতির প্রথম রাত কাটাবার সুসজ্জিত ঘর। 'বাসরগৃহের ফুলশয্যার জন্য সে নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বাসরগেহ [স বাসর+স গৃহ>] *বি* বাসরঘর। *সেবধি*, ১৮৩৯।

বাসর ঘর [স বাসর+ঘর] *বি* নবদম্পতির প্রথম রাত কাটাবার সুসজ্জিত ঘর। 'লোহার বাসর ঘর করিয়া গঠন।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'এক বার বের বাসরঘরে যাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বাসরঘরের ব্যাপারে মুটে ডাকা *ক্রি* ব্যক্তিগত ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপ কামনা করা। 'বাসরঘরের ব্যাপারে মুটে ডাকতে বারণ কোরো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাসররজনী [স] *বি* বাসররাত। 'সেদিন বাসররজনীর কর্ণধারপদ গ্রহণ করতে পারনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাসররাত্রি [স] *বি* বাসররাত। 'তার স্বামী খাইলা তুমি না হইল বাসররাত্রি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বাসরশয্যা [স] **১** *বি* বাসর রাতের বিশেষ বিছানা। 'নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* মিলনস্থান। 'পরিখার অন্ধকার অনেক সময় সিপাইদের বাসরশয্যায় পরিণত

হয়।' শওকত, ১৯৭২।

বাসরশয়ন [স] *বি* বাসরশয্যা। 'দুটি অধরের এই মধুর মিলন দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বাসরসেবা [স] *বি* বাসর শয্যা। 'বাসরসেবা করিবে কে বা রচনা?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বাসরাবসর [স] *বি* দিনের শেষ। 'বাসরাবসরে সন্ধ্যোত্তরে আনন্দতরে কন্যাকর্ত্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

বাসরীয় [স] *বিণ* নির্দিষ্ট বারে অর্থাৎ দিনে প্রকাশিত। 'মঙ্গল বাসরীয় তিমিরনাশক পত্রে তৎসম্পাদক লেখেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

বাসলী [স বিশালাক্ষী] *বি* চণ্ডীদাসের আরাধ্যা দেবী। 'বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাসা[১] [স বস্>] **১** *ক্রি* অনুভব করা। 'সহজ পিথক জোই ভান্তি মাহো বাস।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। **২** *ক্রি* মনে করা। 'আমারে বাসিস কেন পর?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **বাস** *ক্রি* অনুভব করো। 'সহজ পিথক জোই ভান্তি মাহো বাস।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। **বাসসি** *ক্রি* বোধ করো। 'এ বোল বুলিতেঁ কহু না বাসসি লাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাসসী** *ক্রি* পাও। 'এ সব করমে কেহ্নে ভয় না বাসসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাসহ** *ক্রি* উপলব্ধি করো। 'সকল লোকের মাঝে না বাসহ লাজ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **বাসি** **১** *ক্রি* পাই। 'ঘন ঘন ডাক পাড়ে আন্ধি ভএ বাসি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* মনে করি। 'কি কহিব সবিশেষ/ সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **বাসে** *ক্রি* লাগে। 'দাণ চাহিতেঁ লাজ না বাসে মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাসোঁ** *ক্রি* বোধ করো। 'ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনা জলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাসা[২] [স বাস>] **১** *বি* আবাসস্থল। 'বাসা করি রহিলা নন্দ সেই রম্য স্থান।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা করেছিনু আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **২** *বি* পাখির নীড়। 'বাসা আছে নাহি পাখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ভাড়া করে থাকার বাড়ি। 'এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই।' *ভারত*, ১৭৬০। **৪** *বি* বসবাস। 'কএক দিবস বাসা করিয়া তিষ্ঠিয়া ... দেখা করিলে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৫** *বি* আশ্রয়। 'আশাকে হৃদয়ে যে বাসা দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বাসা করা *ক্রি* নীড় তৈরি করা। 'একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বাসা খরচ [বাসা+আ খরজ] *বি* সাংসারিক ব্যয়। 'কর্জ্জ করিয়া বাসা খরচ চালাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বাসাখানা [বাসা+ফা খানা] *বি* বাড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাসাগার [বাসা+স আগার] *বি* বাসস্থান। 'কমলাদীর বাসাগার অতি রমণীয়।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

বাসাঘর [স বাস>+ঘর] *বি* থাকার জায়গা। 'মহাপ্রভু দিলা তারে নিভৃতে বাসাঘর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাসাছাড়া [বাসা+ছাড়া] *বিণ* নীড় ছেড়েছে এমন। 'এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বাসাড়ি [স বাস>] *বিণ* অস্থায়ী নিবাসকারী। 'বাসাড়ি জনের তরে দিঘল মন্দির করে প্রবাসীগণের জথা মেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাসাড়িআ [স বাস>] *বি* অস্থায়ী বাসিন্দা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বাসাড়ে [স বাস>] *বিণ* অস্থায়ী। 'নগরের সমুদয় বাসাড়ে লোক ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বাসাড্যে [স বাস>] *বি* অস্থায়ী বাসিন্দা। 'গৃহস্থের বাড়ী আর বাসাড্যের বাসে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বাসা দেওয়া *ক্রি* বসতে দেওয়া। 'সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাসা বাঁধা **১** *ক্রি* ঘর বাঁধা। 'বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বি* সংসারে আবদ্ধ হওয়া। 'দুইটি হৃদয় পরস্পরকে ভালো করে চিনে নিয়ে বাসা বাঁধলেই ... সুখ-শান্তি নেমে আসে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাসা বাটী [স বাস>+স বাটী] *বি* বসত বাড়ি। 'গৌরে বাসা বাটীতে থাকনের ন্যায় থাকিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

বাসাবাড়ি [স বাস>+স বাটী] **১** *বি* ভাড়া করা অস্থায়ী বাসস্থান। 'নূতন বাসাবাড়িকে এমন করিয়া সাজাইয়া তুলিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* বসতবাড়ি। 'আশপাশে বাসাবাড়ি নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বাসাভাড়া *বি* ভাড়াটেদের বাস করতে দেওয়ার বিনিময়ে বাড়ির মালিকের প্রাপ্য অর্থ। 'পৃথিবীর বাসাভাড়া দিতে হয় নগদ মিটিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বাসাভিলাষী [বাসা+স অভিলাষী] *বিণ* বাসা পেতে ইচ্ছুক। 'বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য ... কাশী বাসাভিলাষী হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

বাসার্থে [স] *ক্রিবিণ* বাস করার জন্য। 'উদাসীন লোকেরদের বাসার্থে কোন স্থান নিরূপিত হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বাসাট্টী [পা দ্বেসট্‌ঠি] *বিণ* বাষট্টি; ৬২ সংখ্যক। '১৭৬২ সতোর সও বাসাট্টী সাল।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

বাসানা *বি* দেবতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাসি[১], **বাসী** [স বাসিত] **১** *বিণ* টাটকা নয় এমন। 'ফুল্লরা বলেন বাসি মাংসে না বিকায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* আগের দিনের। 'আমার ঘরের বাসী পাইট পড়িয়া আছে।' *গৌর*, ১৮২২। **৩** *বি* অভুক্ত। 'উঁহাদের পরিবারেরা এখন বাসি মুখে জল দেয় নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৪** *বিণ* কমপক্ষে একরাতের পুরানো। 'সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৫** *বিণ* পুরানো ও সৌন্দর্যহীন। 'আজকার সুন্দর, কাল হয়ে ওঠে বাসি।' *নজরুল*, ১৯৩১। **৬** *বি* মলিন। 'বা শুকায় না, বাসী হয় না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বাসি খাবার *বি* পূর্বদিনের প্রস্তুত খাবার। 'ঢাকাঢুকা বা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বাসি-বিয়ে *বি* হিন্দু বিয়ের পরদিন আচরণীয় অনুষ্ঠানবিশেষ। 'বাসি-বিয়ের কালরাত্রিটা এখানেই কাটিয়ে দিয়ে পরদিন কলকাতায় ফিরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাসি মুখ *বি* সকালে ঘুম থেকে জাগার পরে যে মুখ ধোয়া হয়নি। 'উঁহাদের পরিবারেরা এখন বাসি মুখে জল দেয় নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বাসি রুটি *বি* নষ্ট পাঁউরুটি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বাসি[২] *বি* নল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাসিত *দ্র* বাস[৪]

বাসিনি, বাসিনী *দ্র* বাস[৩]

বাসিন্দা [ফা বাসিন্‌দহ্] *বি* বসবাসকারী; নিবাসী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কলিকাতা শহরের ... বাসিন্দা।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বাসেন্দা [ফা বাসিন্দহ্] *বিণ* বসবাসকারী। 'এই স্থানের এবং জিলার বাসেন্দার সাহেব লোক।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

বাসী[১] *দ্র* বাস[৩]

বাসী[২] [স বাসি] *বি* কুড়ালের মতো একপ্রকার ছেদনযন্ত্র। 'কাঠদা কুঠারি বাসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাসুকি, বাসুকী [স] *বি* সর্পরাজ। 'গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়া।' বড়ু, ১৪৫০; 'ফনাছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছু যাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাসুয়া *বি* ষাঁড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাসুয়া ঘর *বি* খড়ের বাড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাসুলা [স বাশী] *বি* রাজমিস্ত্রির হাতিয়ার। 'হস্তের বাসুলা হেরি শীলা হয় মোম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাসে-ভরা *দ্র* বাস[৪]

বাসোঁ [স বাসন] *বি* কলাগাছের শুকনা পাতা। 'তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন।' *মুরারি*, ১৫৭০।

বাসোপযোগী *দ্র* বাস[৩]

বাক্স [ই বক্স] *বি* জিনিসপত্র রেখে তালা বন্ধ করা যায় এমন চারকোণা আধার। 'যখন তাঁরে দাহ কত্তে আনা হয়, তখন তিনি বাক্সের মধ্যে ছিলেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাস্কেট [ই] *বি* ঝুড়ি। 'কিছুও তার পাই যদি ঘেঁটে কবিতা-সমাধিপূত পেপার-বাস্কেটে!' *নজরুল*, ১৯২২।

বাস্তব [স] **১** *বিণ* যথার্থ। 'মুরুব্বা, মিষ্টান্ন, বাস্তব, উত্তম উত্তম প্রকারের নানা সামগ্রী সেখানে ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* প্রকৃত। 'এই পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় জাতির বিরাম হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বি* সত্য। 'আমাকে যে কার্য্যার্থী করিয়া জানিয়াছ সে বাস্তব বটে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বাস্তবওয়ালা [স বাস্তব+হি ওয়ালা] *বি* বাস্তববাদী। 'তা হলে বাস্তবওয়ালার মতে সেটা বিশ্বাস হত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাস্তবজগৎ [স] *বি* ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ। 'বাস্তবজগৎ থেকে ছাড়া পেয়ে কবির মন উড়তে পারবে যথাসুখে যথাতথা।' *অবন*, ১৯২৫।

বাস্তবজীবন [স] *বি* ইন্দ্রিয়গোচর জীবন। 'মানুষের বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বাস্তবতঃ [স] *ক্রিবিণ* বাস্তবে। 'বাস্তবতঃ তাদের ইতিহাস, সঙ্গীত, সাহিত্য ... তখনো ছিল।' *উমর*, ১৯৬৭।

বাস্তবতাবর্জিত [স] *বিণ* কাল্পনিক; অবাস্তব। 'বাস্তবতাবর্জিত ভাবগুলা ভূতের মতো মানুষকে পাইয়া বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাস্তবতাবোধ [স] *বি* বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান। 'জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে বাস্তবতাবোধের সঞ্চার করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বাস্তবদর্শী [স] *বিণ* বাস্তববাদী। 'বাস্তবদর্শী নবীন স্রষ্টারা নতুন নতুন ঐশ্বর্য্যে ভাণ্ডার পূর্ণ করবেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাস্তবধর্মী [স] *বিণ* বস্তুবাদী। 'যেখানে বাস্তবধর্মী মানুষের আবেগ ও স্বপ্ন বিছানো থাকে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

বাস্তব-পক্ষে *ক্রিবিণ* সত্যিকারভাবে। 'বাস্তব-পক্ষে স্বভাবতই অকৃষ্ণ যাহা ছিল, তাহা দূরে রাখিয়া বাস্তব-কৃষ্ণ আপনার চরিত্রগুণে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাস্তবপন্থা [স] *বি* প্রকৃত উপায়। 'ব্যথা-বেদনা উপশমের বাস্তবপন্থা অন্বেষায়ই কেটে গিয়েছে যাঁর গোটা জীবন ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

বাস্তবপন্থী [স বাস্তব+হি পন্থী] *বিণ* বাস্তববাদী। 'একজন সত্যসাধক বাস্তবপন্থী কর্মী মানুষের অভ্যুদয় ঘটে।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

বাস্তববাদিতা [স] *বি* বাস্তবতা-জ্ঞান। 'তাঁর মধ্যে আদর্শবাদিতা ও বাস্তববাদিতার এরূপ অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাস্তববাদী [স] **১** *বি* বস্তুতে বিশ্বাসী। 'বাস্তববাদী বলবে, গোলাপ ফুলের মায়া অকৃত্রিম, মেয়ের মায়া কৃত্রিম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* বাস্তবজ্ঞান সংক্রান্ত। 'তাঁদের চেষ্টার মধ্যে বাস্তববাদীর বুদ্ধি যতখানি ছিল, তার চাইতে অনেক বেশী ছিল আদর্শবাদীর স্বাপ্নিকতা।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

বাস্তববুদ্ধি [স] *বি* বাস্তব বিবেচনাপ্রসূত চিন্তা। 'সমাজ-সংস্কারের তাগিদেই বাস্তববুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

বাস্তববোধবর্জিত [স] *বিণ* অবাস্তবানুগ। 'নেতৃত্বের উদ্যায়ী, অন্যত্রিকতাশ্রয়ী বাস্তববোধবর্জিত ক্রিয়াকলাপ – এসবই তো রেনেসাঁসী সাধনার প্রতিসারী।' *শিব*, ১৯৫৬।

বাস্তবব্রতী [স] *বিণ স্ত্রী* বাস্তবের সাধনা করে এমন। 'আজ সে কঠোর বাস্তবব্রতী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাস্তবভিত্তিক [স] *বিণ* বাস্তবিক; প্রায়োগিক। 'সঠিক ও বাস্তবভিত্তিক তথ্যের অভাব।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

বাস্তবমুখী [স] *বিণ* বাস্তবধর্মী; কার্যকর। 'সরকার যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৭১।

বাস্তবমূলক [স] *বিণ* জীবন-ঘনিষ্ঠ। 'কথাকেই বাস্তবমূলক বলিয়া মনে হয় না যাহা রাগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'বাস্তবমূলক সাহিত্য বর্ত্তমানের দোষ গুণ অণুবীক্ষণের মত বড় করে চোখে ধরে দেয়।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বাস্তবলোক [স] *বি* বাস্তব জগৎ। 'এই কল্পনালোকের মধ্যে আমার বাস্তবলোক প্রকৃতভাবে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাস্তবানুগ *বিণ* বাস্তবধর্মী। 'জনাব আহমদের দৃষ্টিভঙ্গী যে বাস্তবানুগ তার পরিচয় এখানে পাওয়া যাইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

বাস্তবানুরক্তি [স বাস্তব-অনুরক্তি] *বি* বাস্তবের প্রতি আনুগত্য। 'কেজো সাহিত্যের বড় দোষ তার স্থূলতা ও বাস্তবানুরক্তি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বাস্তবায়ন [স] *বি* বাস্তবে পরিণত করা। 'উহা বাস্তবায়নের দাবী জানান।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বাস্তবায়িত [স] *বিণ* সফল। 'প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচী বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে মেয়েদের ভূমিকাও একান্ত উৎসাহব্যঞ্জক।' *বেগম*, ১৯৬২।

বাস্তবিক [স] **১** *বিণ* বাস্তবতা জ্ঞানসম্পন্ন। 'বিচক্ষণ বাস্তবিক বাবু মশায়েরা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *ক্রিবিণ* প্রকৃতপক্ষে। 'কিন্তু বাস্তবিক তাহারাও গাজনের সন্ন্যাসী নহে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **৩** *ক্রিবিণ* প্রকৃত। 'এই কথা বাস্তবিক অসত্য।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৪** *বিণ* সত্যিকার। 'পাঠকদের বাস্তবিক উপকার হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৫** *ক্রিবিণ* প্রকৃত বিচারে। 'আমাকে যতখানি দেখ আমি তো বাস্তবিক ততখানি নহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বাস্তবিকতা [স] *বি* বাস্তবসম্মত। 'আমি সমস্ত জিনিসের বাস্তবিকতাটুকু স্পষ্ট দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাস্তবিক পক্ষে [স] *ক্রিবিণ* বস্তুত। 'বসন্তকালে গাছপালার যে নবকিশলয়ের উদ্গম হয়, তা যেমন তার অনাবশ্যক বিলাসিতা নয়, বাস্তবিক পক্ষে সে যেমন তার বড়ো সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া ...।'

রবীন্দ্র, ১৯২২।

বাস্তবীকরণ [স] *বি* আকৃতিদান। 'ব্রহ্ম এমনি কল্পনা যার কোনও দেহাশ্রিত বাস্তবীকরণ অসম্ভব।' *শিব*, ১৯৫৬।

বাস্তব্য [স] *বিণ* বাসোপযোগী। 'সে বাস্তব্য কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ ভাল।' *কেরি*, ১৮০২।

বাস্তা [ফা বস্তা] *বি* বস্তা। 'দুই বাস্তা উৎকৃষ্ট বনাৎ ... উৎসর্গ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বাস্তু [স] *বি* গৃহ। 'বাস্তু বৃক্ষ কিছুই রাখেন না।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

বাস্তুকলা [স] *বি* স্থাপত্যবিদ্যা। 'স্থাপত্য আমাদের নেই বললেই চলে। বাস্তুকলা তথৈবচ।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

বাস্তুগৃহ [স] *বি* বাসগৃহ। 'এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা হইতে পিতৃপিতামহসেবিত আজন্মপরিচিত বাস্তুগৃহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বাস্তু গাড়া *ক্রি* স্থায়ী হয়ে বসা। 'মানুষ তাকেই চায় যা বন্ধ হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বাস্তুঘর [স বাস্তু+পা ঘর] *বি* বসতবাড়ি। 'বাস্তুঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বাস্তুঘুঘু *বি* দীর্ঘকাল থেকে আশ্রিত দুষ্ট ব্যক্তি। *সুবল*, ১৯০৬; 'কৈশোরে ছিল ধর্মঘটের শখ/ যৌবনে নয় মাস্টার, কেরানীও/ বাস্তুঘুঘুরই অন্নধ্বংসে সার।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

বাস্তুত্যাগ [স] *বি* বসতভিটা ছেড়ে চলে যাওয়া। 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কতকাংশ ভীতিগ্রস্ত হয়ে ইতিমধ্যেই বাস্তুত্যাগ করেছেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বাস্তুত্যাগী [স] *বিণ* বাস্তুভিটা ত্যাগ করেছে এমন। 'যুবতী বাস্তুত্যাগী মেয়েদের উপর সেবা প্রতিষ্ঠানের নেতা কর্মীদের দরদের বহর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বাস্তু পূজা [স] *বি* গৃহদেবতার পূজা। 'বস্তু পূজা খরচা ... পৌষ সংক্রান্তিতে বাস্তুপুরুষের পূজার চাঁদা।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

বাস্তু প্রস্তর [স] *বি* ভিত্তি প্রস্তর। *দর্পণ*, ১৮২৪।

বাস্তুপ্রীতি [স] *বি* বসতভূমির প্রতি ভালোবাসা। 'এই বাস্তুপ্রীতিই ক্রমে প্রসারলাভ করিয়া স্বদেশপ্রীতিতে পরিণত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বাস্তুবাগান *বি* বাড়ি সংলগ্ন বাগান। 'তাহাকে নিজের বাস্তুবাগানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাস্তুবাটী [স] *বি* যে ভূমির উপর পুরুষানুক্রমিক বাসগৃহ নির্মিত বা প্রতিষ্ঠিত। 'বাস্তুবাটীর উপর বার্ষিক কর গ্রহণ করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বাস্তুবাড়ি *বি* বাস্তুভিটা। 'তার বাস্তুবাড়িতে আগুন লেগেছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বাস্তুভিটা *বি* পুরুষানুক্রমিকভাবে নির্মিত বসতবাড়ি। 'এখন প্রত্যক্ষ বাস্তুভিটাটুকু ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষ স্বদেশের প্রতি অনেকের প্রেম প্রসারিত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বাস্তুভিটে *বি* পুরুষানুক্রমিকভাবে নির্মিত বসতবাড়ি। 'কুকুরটা বোধহয় বাস্তুভিটের মায়া ছাড়তে পারছে না।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বাস্তুভিত্তি [স] *বি* যে ভূমিতে বংশানুক্রমিকভাবে বাসগৃহ প্রতিষ্ঠিত। 'আদিপুরুষের বাস্তুভিত্তি এদের কখনো ছাড়তে হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাস্তুভূমি [স] *বি* বাসভূমি। 'তাবৎ সমুদ্র তটের পরান্ত সীমা পর্য্যন্ত আমারদিগের বাস্তুভূমিতে পরিণত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বাস্তুশিল্প [স] *বি* গৃহনির্মাণ শিল্প। 'বম্বের বাস্তুশিল্পের গায়ে যেন ইংরেজী গন্ধ পেলুম।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বাস্তু সাপ *বি* দীর্ঘকাল বাস্তুভিটায় বাসকারী সাপ। 'মারিসনে মারিসনে, ও বাস্তু সাপ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাস্তুহারা [স বাস্তু+হারা] *বিণ* গৃহহীন; উদ্বাস্তু। 'বাস্তুহারা স্ত্রীলোক ও শিশুদের পুনর্বসতি একটি গুরুতর সমস্যা।' *বেগম*, ১৯৪৭।

বাস্তুক-শাক [স] *বি* বথুয়া শাক। 'সার্দ্রক বাস্তুক-শাক বিবিধ প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাহ [স বাহু] *বি* বাহু। 'সুণ বাহ তথতা পহারী।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০; 'হার মোর ছিণ্ডি নিলেঁ বাহের কঙ্কন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাহক [স] *বিণ* বহনকারী। 'মৃত ব্যক্তিবাহক গাড়ি সেখানে গিয়া পূর্ণ।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বাহজী [হি বাই] *বি* বাইজি। 'বাহজীগন নাচ গীত গায় রাগে রাগে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাহড়া [পা বাহির>] *ক্রি* বের হওয়া। **বাহড়িয়া** *ক্রি* বের হয়ে। 'দৈবযোগে এক ধেনু বাহড়িয়া গেল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বাহড়ে** *ক্রি* বের হয়। 'রহিল নিকটে তব না বাহড়ে পুন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বাহত্তরি [পা দ্বিসপ্ততি>] *বিণ* ৭২ সংখ্যক। 'চতুষ্পাটীতে ১৭২ এক শত বাহত্তরি জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বাহত্তুরে [পা দ্বিসপ্ততি>] *বি* বাহাত্তর বছর বয়স্ক বাস্তববুদ্ধি লোপ-পাওয়া অকেজো বৃদ্ধ। 'বাহত্তুরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বাহদুর [ফা] *বি* ইংরেজ আমলের সরকারি খেতাবের অংশ। 'কোন দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহদুর আর পাঁচটা রাজা রাজড়া থাকতে আসোরে এলেন?' *হুতোম*, ১৮৬৮।

বাহন [স] **১** *বি* আশ্রয়। 'প্রভু বোলে বেটা তুঞি মোহর বাহন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* যা দিয়ে বহন করা হয়; যানবাহন। 'দেবীর বাহন বলি নাঞি মারে বীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* নৌকা বাওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বি* যার মাধ্যমে বয়ে যায়। 'বাহন আছে তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই, কারণ, কিরণমাত্রই যে তরঙ্গবৎ কম্পমান এবং ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৫** *বি* মনের মতো বাহন পেয়ে ভারী মনের খুশিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৬** *বি* মাধ্যম। 'শিক্ষার বাহন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৭** *বি* অবলম্বন। 'ভোলা দিনের বাহন তুমি স্বপন ভাসাও দূর আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বাহনগিরি [স বাহন+ফা গিরি] *বি* বাহনের কাজ। 'ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

বাহন-হীন [স] *বিণ* বহন করার কিছু নেই এমন। 'বাহন-হীন একটি শূন্য গোরুর গাড়ি পড়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাহনিক [স] *বি* বহন করে যে। 'সকল বন্ধনহীন ক্রশ বাহনিক।' *অন্নদা*, ১৯৪২।

বাহবা [ধ্বন্যা] *বি* প্রশংসাসূচক উক্তি। 'এমন অধ্যক্ষতা করা কেবল চিতেন কেটে বাহবা লওয়া।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাহবাপ্রাপ্ত [বাহবা+স প্রাপ্ত] *বিণ* প্রশংসাধন্য। 'হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষের বাহবাপ্রাপ্ত জনৈক উচ্ছৃঙ্খল যুবকের ...।' *দর্শন*, ১৯২৬।

বাহবা বাহবা *অব্য* প্রশংসা বা সমর্থন জ্ঞাপক উক্তি। 'বাদশাহ মনে

মনে বলিলেন, "বাহবা! বাহবা!"' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'বাহবা বাহবা – ভোলা ভুতো হাবা খেলিছে তো বেশ!' *যোগীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বাহবার স্রোত *বি* প্রশংসার বাক্যধারা। 'বাহবার স্রোত সেই মুখেই ফিরিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাহর [পা বাহির] *ক্রিবিণ* বাইরে। 'জব গোধূলি সময় বেলি/ ধনি মন্দির বাহর ভেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বাহল [পা বাহির] *বি* রাস্তা। 'সমুদ্রেত বাহল না হৈত কদাচিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

বাহা[১] [স বাহ্‌>] *বিণ* বহনকারী। 'আসা বহল পাতহ বাহা।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

বাহা[২] [স বাহ্‌>] ১ *ক্রি* বাওয়া। 'বাহ তু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছী।' *চর্যা ৮*, ১২০০। ২ *ক্রি* বয়ে যাওয়া। 'ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০। ৩ *ক্রি* মইয়ের সোপান ধরে নামা বা ওঠা। 'একটি মই বাহিয়া মন্মথনাথ নামিয়া গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **বাহ** ১ *ক্রি* (তুই) বেয়ে যা। 'বাহ তু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছী।' *চর্যা ৮*, ১২০০। ২ *ক্রি* বেয়ে যাও। 'গোসাঞিঁ সোঁঅরি কাহ্নাঞিঁ ঝাট বাহ নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাহঅ** *ক্রি* বেয়ে যাও। 'বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল।' *চর্যা ১৩*, ১২০০। **বাহবকে** *ক্রি* বাইতে। 'কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।' *চর্যা ৮*, ১২০০। **বাহবা** *ক্রি* বাইতে। 'জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০। **বাহা বাহা করা** *ক্রি* দ্রুত বাইতে বলা। 'বাহা বাহা করি তবেঁ রাধিকা ফুকরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাহি** *ক্রি* বেয়ে। 'রাধাএ বুলিল কাহ্নু ঝাট বাহি যা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাহিঅ** *ক্রি* বাইলাম। 'তিনি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।' *চর্যা ১৮*, ১২০০। **বাহিআঁ** *ক্রি* বেয়ে। 'তাবত তোক্ষাক পার করোঁ না বাহিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাহিউ** *ক্রি* বাইলাম। 'বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০। **বাহি** *ক্রি* বেয়ে। 'বাহি নায় নানা রঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বাহিতে** *ক্রি* বাইতে। 'বাহিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **বাহিয়া** *ক্রি* বেয়ে। 'সখি ঐ দেখ তরণী বাহিয়া যায় শ্যাম।' *শেখর*, ১৬০০। **বাহিলাঙ** *ক্রি* বাইলাম। 'জাহ্নবীসাগর-সঙ্গ পর্বতসমান ভঙ্গ বাহিলাঙ প্রাণ করি হাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বাহী** *ক্রি* বয়ে চলে। 'ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০। **বাহে** ১ *ক্রি* বেয়ে। 'বাহে বাহে ছান্দা জাহ্নবীর কাদা তরিল যতেক নারী।' *মুরারি*, ১৫৭০। ২ *ক্রি* বেয়ে যায়। 'বাহে ডিঙ্গা নিরন্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাহা[৩] [ধ্বন্যা] *অব্য* প্রশংসা নির্দেশক শব্দ। 'বলে সবে বাহা বাহা, সকলে পড়ায় যাহা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বাহাঙ্গী *বি* পালকি বাহক। 'যে কালীন ডাকবেহারা মায় বাহাঙ্গী ও মশালচিদীগর বখান যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বাহাছ দ্র বাহাস

বাহাত্তর [পা দ্বিসপ্ততি>] *বিণ* ৭২-সংখ্যক। 'বাহাত্তরটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বাহাত্তরে *বিণ* ঝামেলা সৃষ্টিকারী। 'বাহাত্তরে বেটারদিগের অন্য কোন কর্ম্ম নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বাহাত্তুরে *বিণ* বাহাত্তর বছর বয়সী। 'কি ইয়ারগোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বাহাত্র *বিণ* বাহাত্তর সংখ্যক। 'বারভূঞা বসিয়াছে বাহাত্র মণ্ডল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বাহাদুর [ফা বহাদর] ১ *বিণ* সাহসী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* দক্ষ লোক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বি* দুঃসাধ্য কর্ম সম্পন্নকারী। 'যদি পারে তবে তারে বলি বাহাদুর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৪ *বি* সম্বোধনে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধি। 'কলিকাতার বিশপ বাহাদুরও কৃতার্থ হইতেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

বাহাদর [ফা বহাদর] *বি* কৃতী; কঠিন কাজ হাসিলকারী। *ভবানী*, ১৮২৩; 'মহারাজ রামচন্দ্র রায় বাহাদরের পুত্র।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বাহাদুরি, বাহাদুরী [ফা বহাদর>] ১ *বি* সামর্থ্য; মুরদ। 'পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাদুরি যত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৫০। ২ *বি* কৃতিত্ব। 'আমি যে কলকাতা ছেড়ে পালাই নাই এই আমার বাহাদুরি।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* প্রশংসা। 'বেশ্যাবাজীটি আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'চুরি করিয়া ধরা না পড়িলেই বাহাদুরী।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে আর অবরোধবাসিনীর বাহাদুরী কি?' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

বাহানা [ফা] *বি* ছল; অজুহাত। 'কোন বাহানায় যে খোশাল হও মোরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাহানো [স বাদন>] *ক্রি* বাজানো। **বাহে** *ক্রি* বাজে। 'না জানি কেমন হস্তে হেন যন্ত্র বাহে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বাহন্ত** *ক্রি* বাজান। 'আপনে বাহন্ত সঙ্খ দেবচূড়ামণি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বাহে** *ক্রি* বাজায়। 'সখীগণ এক মিলি নানা যন্ত্র বাহে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাহান্ন *বিণ* বায়ান্ন। 'বাঁহাতক বাহান্ন, তাঁহাতক তিপ্পান্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

বাহান্ন বার বলা *ক্রি* বারবার বলা। 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূঢ়?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বাহার[১] [ফা] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'বাহার গাইতে হয় বসন্ত সময়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বাহার[২] [ফা] ১ *বি* সজ্জা। 'আমার জিনিশপত্র এবং গহনাগাঁটি পরিয়া বাবুর নিকট বাহার দেয়া এ তোমার কি নেকরা।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* জৌলুস; চটক। 'অন্তরে সন্তপ্ত তবু বাহিরে বাহার।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বি* অহঙ্কার। 'বাহার তো গেল চরে পথে যাও ঠেলা পড়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

বাহার খোলা *ক্রি* সৌন্দর্য প্রকাশ হওয়া। 'তুলি করে আলতা দিলে বাহার খুলে যা-য়।' *অমৃত*, ১৯০০।

বাহার-গুল [ফা] *বি* বসন্তের ফুল। 'শীতের জরা দূর হয়েছে ফুটছে বাহার-গুল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বাহার দেওয়া ক্রি যাতে সুন্দর দেখায় এমন করা। 'আমার জিনিশপত্র এবং গহনাগাঁটি পরিয়া বাবুর নিকট বাহার দেয়া এ তোমার কি নেকরা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বাহারি [ফা] *বিণ* সুন্দর। 'বেশ বাহারি জুতো তো!' *শিবরাম*, ১৯৫০।

বাহারের গান *বি* মনের মতো গান। 'বাহারের গান হয়েছে।' *তারা*, ১৯৪২।

বাহাল [ফা] ১ *বি* বজায়। 'প্রজার সিরে বাহাল রাখীয়া মালগুজারি লইবে।' *জেরলি*, ১৭৮৩। ২ *বিণ* অক্ষুণ্ন। 'জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বাহালা *ক্রি* সুস্থ করা। 'দুদিন বাপ-মায়ের বাড়িতে বেড়িয়ে মন বাহালিয়ে নিলে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বাহাস [আ বাহাছ] *বি* বিতর্ক; দরাদরি। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'বাহাসে বার মত

টিকবে, সরদারি তারই হবে ত?' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বাহাছ [আ] *বি* বিতর্ক। 'হানাফি ও মোহাম্মাদী সম্প্রদায়ের বাহাছ সভা।' *শরিয়ত*, ১৯২৫।

বাহাজ [আ বাহাছ] *বি* বিতর্ক। 'সে দাবীর কিছু বাদসাদ দিয়ে বাহাজ করাটাই স্বাভাবিক।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

বাহিকা [স] *বি স্ত্রী* বহনকারী। 'তিনটি ক্ষীণাঙ্গী বাহিকার সমবেত শক্তি।' *মানিক*, ১৯৩৭।

বাহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বহন করে আনা হয়েছে এমন। 'ভাবিত বাহিতা খ্যাতি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বাহিনী [স] ১ *বি* সৈন্যদল। 'মর্ত্তমহিষ বাহিনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* বহনকারিণী। 'অভয়বরদ বাহিনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* বয়ে যাচ্ছে যা। 'পুনর্ব্বার বিদসার সময় তাহারি বৈলক্ষণ হইল দক্ষিণ বাহিনী পশ্চিম বাহিনী হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

বাহিনি [স বাহিনী] *বি* বাহিনী; সৈন্যদল। 'গজবাজি ধ্বজ দিল বিচিত্র বাহিনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাহির [পা] ১ *বি* বাইরের দিক। 'যেহেন বাহির তেহেন ভিতর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* বাইরের। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বিণ* প্রকাশিত। 'যাহা যথার্থ তাহা কন্যার মুখ হইতে বাহির হইবেক।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৪ *ক্রিবিণ* বাইরের স্থানে। 'কলিকাতা হইতে মার্চ মাসের প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজ পর্য্যন্ত এইং দ্রব্য বাহিরে গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৫ *ক্রিবিণ* বাইরে। 'আমাদের কার্যক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাহির-করণ [বাহির+স করণ] *বি* মেলে ধরা। 'শালের মধ্য হইতে হরশংকরের খাতা বাহির-করণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাহির করা *ক্রি* প্রকাশ করা। 'কেহ বা বোকা ছাগলের দাড়ি বাহির করিয়া চারিদিগে দেখিতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাহিরতম *বিণ* সবচেয়ে বাইরের। 'একেবারে বাহিরতম বসিবার ঘরটি পার হইবার অনুমতি সে পায় নাই।' *মানিক*, ১৯৩৭।

বাহিরদুয়ার *বি* বাইরের দুয়ার; বহির্দ্বার। 'নীরবে আছ কেন বাহিরদুয়ারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বাহির-দেশ [বাহির+স দেশ] *বি* সীমানার বাইরের স্থান। 'এসেছি সকল চাওয়ার বাহির-দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

বাহিরপথ [বাহির+স পথ] *বি* বাইরের পথ। 'সেই আনন্দে যোগ দিবে কে, আয় রে বাহিরপথে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বাহিরবাড়ি, বাহির বাড়ী *বি* বাইরের ঘর; বসার ঘর। 'আমাদের দেশের মত এখানে বাহির বাড়ী ও ভিতর বাড়ী নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহির বাড়িতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাহিরভুবন [বাহির+স ভুবন] *বি* বাইরের জগৎ। 'মনে-মনে, বাড়ি চাই বাহির ভুবনে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

বাহির-মুখো *বিণ* বহির্মুখী। 'সেই দ্রুতগতির ঠেলায় প্রবল হতে থাকে বাহির-মুখো বেগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বাহির হওয়া ১ *ক্রি* ভিতর থেকে বের হওয়া। 'গড়ের আড়ম্বর শুনিঞা বীরবর বাহির হইল সত্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* প্রকাশ পাওয়া। 'যাহা যথার্থ তাহা কন্যার মুখ হইতে বাহির হইবেক।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৩ *ক্রি* সংসার ত্যাগ করে যাওয়া। 'সে স্ত্রীলোক বাহির হইয়া গিয়াছেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

বাহির হয়ে আসা *ক্রি* বাইরে বের হওয়া। 'ওই শোন ওই ডাকিছে সবাই, বাহির হইয়া আয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বাহিরা *ক্রি* বের হওয়া। **বাহিরাএ** ১ *ক্রি* বের হয়। 'বাহিরাএ শোণিতের ধার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* বিচ্ছুরিত হয়। 'গাএর গন্ধ বাহিরাএ অগোর কস্তুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **বাহিরায়** *ক্রি* বের হয়। 'হেনই সময়ে তার প্রান বাহিরায়।' *মালাধর*, ১৫০০। **বাহিরিয়া** *ক্রি* বের হয়ে। 'অপ্রস্তুত মনে সসম্ভ্রমেতে বাহিরিয়া বলিলেন।' *রামরাম*, ১৮০২। **বাহিরিল** ক্রি বাইরে বের হলো। 'বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বাহিরে আসা *ক্রি* বাইরে বের হওয়া। 'বাহিরে আসিয়া উপরে বসিয়া কেবলি গাহিবি গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বাহিরে কোঁচার পত্তন ঘরে ছুঁচোর কীর্তন – প্রকৃত অবস্থা গোপন করে আড়ম্বর দেখানো। 'বাহিরে কোঁচার পত্তন ঘরে ছুঁচোর কীর্তন, আয় দেখে ব্যয় করিতে হইলেই যমে ধরে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাহিরের ঘর *বি* বসার ঘর; বৈঠকখানা। 'বাহিরের ঘরের দিকে চলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বাহিরের দিক *বি* কর্মজগৎ। 'জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বাহীর [পা বাহির] *বি* বহির্দেশ। 'বাহীর হবার কি দোষ কহিলে সে জানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাহু [স] ১ *বি* কাঁধ থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত অঙ্গ। 'বাহুত বলয়া শোভে পাএত নূপুর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বাহুক বলআ ভাঁগু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* হাত। 'আমার দক্ষিণ বাহুর কাছে একটা পাকের মতো ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বাহুছাট মারা *ক্রি* হাত দিয়ে তীব্র আঘাত করা। 'বাহুছাট মারী ভিমে ফালাইল দুরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাহুডোর *বি* বাহুবন্ধন। 'ফেরার পন্থা বন্ধ ক'রে আপনি বাঁধো বাহুর ডোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বাহুনাড়া *বি* হাত নাড়িয়ে নিন্দা প্রকাশ। 'ঝনঝন দুইজনে বাহুনাড়া শুনিঞা ধাইল বণিক-পাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাহুদর্প [স] *বি* শক্তির দাপট। 'বাহুদর্পে রিপু দল করিলা বিনাশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বাহুদর্পী [স] *বিণ* দৈহিক শক্তির বড়াই করে এমন। 'বাহুদর্পী রিপুকুল করে খণ্ডং।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বাহু-পরাক্রম [স] *বি* গায়ের জোর। 'বাহু-পরাক্রমে কর্মনির্বাহ যেখানে, দেবনাথ, সেথা আমি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বাহুপাশ [স] ১ *বি* হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'সুবর্ণের বাহু পাশ চুড়ি অতি পরকাশ।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* আলিঙ্গন। 'কুসুমকাননে বাঁধি বাহুপাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বাহুবন্ধ [স] *বি* আলিঙ্গন। 'লহনা নিদয় পাইআ সময় সাধু করে বাহুবন্ধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাহুবন্ধন [স] ১ *বি* মমতার বন্ধন। 'সমস্ত কঠিন পৃথিবীকে সে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন করে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* স্বাভাবিক বন্ধন। 'এশিয়া এবং আফ্রিকা দুই ভগ্নীর বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে মাঝে বিরহের লবণাম্বুরাশি প্রবাহিত করা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বাহুবল [স] *বি* গায়ের জোর। 'ধনবলে বাহুবলে মদগর্ব্ব অতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাহুবাঁধন [স বাহুবন্ধন] *বি* বাহুর বন্ধন। 'কঠিন বাহুবাঁধনে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

বাহুবল্লী [স] *বি* বাহুলতা। 'বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণে মণ্ডিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বাহুবেষ্টন [স] *বি* বাহুবন্ধন; আলিঙ্গন। 'কিঞ্চিৎ চকিত হইয়া তাহার বাহুবেষ্টন ঈষৎ শিথিল করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'স্বামীর বাহুবেষ্টনের মধ্যেও যামিনীর একদিন যেমন থাকে স্তিমিত।' *মানিক*, ১৯৪০।

বাহুমূল [স] *বি* বগল। 'বাহুমূলে বাঁধে বানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাহুযুগ [স] *বি* বাহুযুগল। 'বাহুযুগ সুবল নির্মল জ্যোতির্ময়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বাহুযুগল [স] *বি* দুই হাত। 'কাঠী সম বাহুযুগলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাহুযুদ্ধ [স] ১ *বি* কুস্তি। 'বাহুযুদ্ধে যুঝে তেলা ভূমে পড়ে করে খেলা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* হাতাহাতি। 'বাহু যুদ্ধে তার মায়েরই পতন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাহুলগ্না *বিণ স্ত্রী* আলিঙ্গনাবদ্ধ। 'বাহুলগ্না শাহজাদী আমার সপ্রাণ, দীপ্ত কামে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

বাহুলতা [স] *বি* বাহুরূপ লতা। 'দুই বাহুলতা দীর্ঘল শোভিতা।' *সুলতান*, ১৭০০; 'কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বাহুলতাপাশ [স] *বি* বাহুবন্ধন। 'বাহুলতাপাশে বান্ধিআঁ এ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাহুস্ফোট [স] *বি* নিজের বাহুতে চপেটাঘাত করে আস্ফালন। 'দারোগা বাহুস্ফোট অর্থাৎ তাল ঠুকিয়া বা বগল বাজাইয়া তথায় উপস্থিত হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

বাহুঠী [স বাহুত্রাণ] *বি* বাহুর গয়না; বাজুবন্দ। 'হাথের বলয় নিলেঁ আজর বাহুঠী।' *বড়ু*, ১৫০০।

বাহুড়া [স ব্যাঘুট] *ক্রি* প্রত্যাবর্তন করা। **বাহুড়** *ক্রি* ফিরে এসো। 'বাহুড় এ কাহ্নরূপ মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাহুড়াএ** *ক্রি* ফিরে আসে। 'সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি রাধা কে না বাহুড়াএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাহুড়ি** *ক্রি* ফিরে। 'ইহা বুঝি দিবারহ পাপত মন বাহুড়ি আপন ঘর করহ গমন।' *বড়ু*, ১৫৭০। **বাহুড়িআ** *ক্রি* ফিরে। 'বাহুড়িআ আইল সঙ্গে আপনার পুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বাহুড়িআঁ** *ক্রি* প্রত্যাবর্তন ক'রে। 'বাহুড়িআঁ চল সে নিষধ বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাহুড়িয়া** ১ *ক্রি* ফিরিয়ে। 'সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* ফিরে। 'বাহুড়িয়া আইস ঘরে ফিরাও মাম্দাস।' *কেতকা*, ১৬৫০। **বাহুড়িয়া আসা** *ক্রি* ফিরে আসা। 'বাহুড়িয়া আইস ঘরে ফিরাও মাম্দাস।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'ময়মুন বিদেশ হইতে বাহুড়িয়া আসিয়া সারীকে দেখিতে না পাইয়া ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **বাহুড়িলেন** *ক্রি* ফিরে এলেন। 'বিমর্শে বসন্তরায় পুনর্ব্বার বাহুড়িলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **বাহুড়ী** *ক্রি* ফিরে। 'বাহুড়ী আপণ ঘর করহ গমন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বাহুড়ে** *ক্রি* বের হয়। 'মুনি সাঁপ খণ্ডরিয়া গরুড় বাহুড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাহুদা *বি* নদীর নামবিশেষ। 'ধাইল দ্রুতপদ সোল সয় মহানদ ধাইল বাহুদা বিপাশা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাহুরা [পা বাহির] *ক্রি* বের হওয়া। **বাহুরক** *ক্রি* বের হোক। 'বাহুরক কন্যার জীবন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বাহুরিয়া** *ক্রি* বের হয়ে। 'তবে সব কুফর গেছে বাহুরিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাহুল্য [স] ১ *বি* আধিক্য। 'লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* অতিরঞ্জন। 'বাহুল্য করিএ মোরে কহিলেন নাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* অনাবশ্যক ব্যাপার। *ডানকান*, ১৭৮৪। ৪ *বি* প্রাচুর্য। 'শিবানন্দের বৃদ্ধি পরং উন্নতির বাহুল্য হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। ৫ *বিণ* প্রসার; বৃদ্ধি। 'আমি কেন সামন্তের বাহুল্য না করিয়া এ একাদশ ভূঁইয়ারদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি।' *রামরাম*, ১৮০১। ৬ *বি* অতিরিক্ততা। 'অতিবাহুল্যরূপে সরকারী টাকা ব্যয় হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বাহুল্যবর্জিত [স] ১ *বিণ* আধিক্যহীন; মেদবিহীন। 'অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* অনাড়ম্বর। 'তাহা যতই বাহুল্যবর্জিত হয় ততই কাজের উপযোগী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাহেনা [ফা বাহানাহ্] *বি* ছুতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাহেনা করা *ক্রি* বাহানা করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাহের [পা বাহির] *বি* বাহির। 'বাহের হতে শুনে সদাগর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বাহ্বা [ফা] *অব্য* প্রশংসাসূচক উক্তি। 'বাহ্বা দর্পানন্দ! বাহ্বা।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

বাহ্বা দেওয়া [ফা বাহ>] *ক্রি* প্রশংসা করা। 'সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাহ্বা দিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বাহ্বাড়ম্বর [স] *বি* প্রচুর আড়ম্বর।

বাহ্বাড়ম্বরকারী [স] *বিণ* প্রচুর আড়ম্বরকারী। 'বাহ্বাড়ম্বরকারী চরম সাম্প্রদায়িক হিন্দু সংবাদ-পত্রগুলিও ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

বাম্ভ [স ব্রাহ্মণ] *বি* ব্রাহ্মণ। 'ছই ছোই জাই সো বাম্ভ নাড়িআ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

বাম্ভণ [স ব্রাহ্মণ] ১ *বি* হিন্দু চতুর্বর্ণের মধ্যে প্রথম বর্ণের ব্যক্তি; ব্রাহ্মণ। 'যবে আন করোঁ তাক বধওঁ বাম্ভণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সমস্ত বিদ্বান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। ৩ *বি* হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রবিশেষ। 'কতকগুলিন মন্ত্র, কতকগুলিন ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ, এবং কতকগুলিন উপনিষদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বাহ্য[১] [স] ১ *বিণ* বাইরের; বাহ্যিক। 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* চেতনা। 'লোকভয় দেখি প্রভু বাহ্যজ্ঞান হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* বহির্ভাগ। 'ছল মোর এথা আছে মন মোর বাহ্যে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'বায়ু ... ভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তর ব্যাপিয়া থাকেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বি* মলত্যাগ। 'বাহ্যকালে কিছু খাইতে নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

বাহ্যকাল [স] *বি* মলত্যাগের সময়। 'বাহ্যকালে কিছু খাইতে নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

বাহ্যগুণ [স] *বিণ* বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। 'এই সমুদয় আন্তরিক শক্তি এবং নানাবিধ বাহ্যগুণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

বাহ্যঘটনা [স] *বি* দৃশ্যমান ঘটনা। 'এ ঘটনাটা বাহ্য ঘটনা এবং অত্যন্ত সাধারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'তেমনি বাহ্যঘটনা, পরিবেশ ও আচরণই সে উপলব্ধি ও বয়সের ভিত্তি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বাহ্য জগৎ *বি* দৃশ্যমান জগৎ। 'আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্যজগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বাহ্যজ্ঞান [স] ১ *বিণ* চেতনাপ্রাপ্ত। 'লোকভয় দেখি প্রভু বাহ্যজ্ঞান হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বাইরের জ্ঞান। 'বাহ্যজ্ঞানশূন্য

হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলামাত্র অনুভব করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিহ্বল হইয়া পড়েন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বাহ্যজ্ঞান-রহিত [স] *বিণ* বৈষয়িক জ্ঞানশূন্য। 'নিশিক্রান্ত ব্যক্তির মতো সে হাঁটতে পারে, একদম বাহ্যজ্ঞান-রহিত।' *শওকত*, ১৯৭২।

বাহ্যজ্ঞানশূন্য [স] **১** *বিণ* চেতনাহীন। 'স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে নিতান্ত আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলামাত্র অনুভব করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* কাণ্ডজ্ঞানহীন। 'যুবক যুবতী পরস্পর প্রণয়ানুরাগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা [স] *বি* অজ্ঞানতা; চেতনাহীনতা। 'বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

বাহ্যজ্ঞানহীন [স] *বিণ* বাইরের বিষয়ে জ্ঞান নেই এমন। 'বাহ্যজ্ঞানহীন, উন্মাদ, স্বাভাবিক চেতনাশূন্য প্রভৃতি।' *হাই*, ১৯৫৪।

বাহ্যত [স] *ক্রিবিণ* আপাত দৃষ্টিতে। 'ইংরেজসমাজ যদিও বাহ্যত সাধারণসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'তাহার সাথে বাহ্যত পার্টির আন্দোলনের আসমানজমীন ফারাক রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

বাহ্যতঃ [স] *ক্রিবিণ* বাহ্যিকভাবে। 'এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রান্ত, হস্তে পতে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'বাহ্যতঃ অবান্তর হইলেও।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

বাহ্যদৃশ্য [স] *বি* বাইরের চেহারা। 'সামন্ত মহাশয়ের বাহ্যদৃশ্য অবশ্য মনোরম নহে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বাহ্যদৃষ্টি [স] *বি* সাধারণ দৃষ্টি। 'কিঞ্চিৎ বাহ্যদৃষ্টি এবং কিঞ্চিৎ অন্তর্দৃষ্টি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বাহ্যপদার্থ [স] *বি* বাহ্যবস্তু। 'বাহ্যপদার্থের সর্বস্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বাহ্য পাওয়া *ক্রি* চেতন হওয়া। 'বাহ্য পাই দুঃখেতে শ্রীবাস গেলা ঘর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাহ্যপ্রকাশ [স] *বি* বাহিরের প্রকাশ। 'শক্তিতত্ত্ব, যার বাহ্যপ্রকাশ আয়তনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বাহ্যপ্রকৃতি [স] *বি* বাইরের আচরণ। 'বাহ্যপ্রকৃতির একটা মস্ত গুণ এই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাহ্যবস্তু [স] *বি* বুদ্ধিবৃত্তি ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত জগৎ। 'আমাদিগের কিরূপ প্রকৃতি, ও অন্যান্য বাহ্যবস্তুর সহিতই বা তাহার কিরূপ সম্বন্ধ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বাহ্যবিধান [স] *বি* বাইরের আইন। 'নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্যবিধান কৃত্রিমপ্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বাহ্যবৃত্তি [স] *বি* বাহ্যজ্ঞান। 'শেষ রাত্র্যে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাহ্যব্যবহার [স] *বি* বাহ্যিক আচরণ। 'আমাদের অন্তঃকরণ যত পরিশুদ্ধ হয়, বাহ্যব্যবহারও তদনুরূপ পবিত্র হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বাহ্যভেদ [স] *বি* বাহ্যিক পার্থক্য। 'ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বাহ্যরূপ [স] *বি* বাইরের কাঠামো। 'বর্তমান যুগের বাহ্যরূপ তাই নির্লজ্জতায় ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাহ্যশক্তি [স] *বি* সাধারণ ক্ষমতা। 'বাহ্যশক্তির প্রাবল্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাহ্যশরীর [স] *বি* বাইরের কাঠামো। 'আমাদের জাতির বাহ্যশরীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাহ্যশিক্ষা [স] *বি* বাইরের শিক্ষা; অপ্রধান শিক্ষা। 'তাহার শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাহ্যসম্পদ [স] *বি* বাহ্যিক ধনসম্পদ। 'বাহ্যসম্পদ অপেক্ষা সুখ অনেক বেশি দুর্লভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাহ্য সৌন্দর্য, বাহ্য সৌন্দর্য্য [স] *বি* বাইরের সৌন্দর্য। 'বাহ্য সৌন্দর্য্যের অপেক্ষায় কোটি গুণ উজ্জ্বল ও অনন্ত গুণ শোভাকর।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বাহ্যাড়ম্বর [স] *বি* বাইরের জাঁকজমক। 'বিদেশীয়দের প্রতি সদাশয়তা দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু উহা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'উন্নতি কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাহ্যানুষ্ঠান [স] *বি* আনুষ্ঠানিক আচার। 'যেমন নিরর্থক বাহ্যানুষ্ঠানকে মনে করা পুণ্যানুষ্ঠান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বাহ্যাভ্যন্তর [স] *বিণ* বাইরের ও ভিতরকার। 'রাজা ... সকল লোকের বাহ্যাভ্যন্তর ব্যবহার জানিয়া থাকিবেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বাহ্যিকতা [স] *বি* আনুষ্ঠানিকতা; বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম। 'বৃহদারণ্যক এই বাহ্যিকতাকেও হীন বলে নিন্দা করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বাহ্যে *ক্রিবিণ* প্রকাশ্যে। 'বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈল ভগবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাহ্যেন্দ্রিয় [স] *বি* চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক – এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। 'মন বাহ্যেন্দ্রিয়াপেক্ষা দূরদর্শী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বাহ্লিক, বাহ্লীক **১** *বি* আফগানিস্তানের আধুনিক বালখ দেশের প্রাচীন নাম। 'পারসীক, যোনা, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* তাতারের অন্তর্গত প্রদেশ। 'তাহা রুশীয় গবর্মেন্টের অধীনস্থ বাহ্লীক প্রদেশীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাহ্লীক দেশ *বি* তাতার দেশের অন্তর্গত দেশবিশেষ। 'ভারতবর্ষের পশ্চিম বাহ্লীক (বালখ্‌) দেশে ও তাহার অভ্যন্তরেও কিয়ৎ দেশ অধিকার করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বি [স অপি, হি ভি] *অব্য* -ই। 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।' *চর্যা* ১, ১২০০।

বিঅনি [স ব্যজন] *বি* বাতাস করার পাখা। 'বিঅনি চালুনী ঝাঁটা ডোম গড়ে ছাতা নাটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিআই [স বৈবাহিক] *বি* পুত্র বা কন্যার শ্বশুর। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **বিআইন** *বি* পুত্র বা কন্যার শাশুড়ি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বিআণ [পা বিয়ূহন] *বি* প্রসব। 'পহিল বিআণ মোর বাসনপুড়া।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

বিআনো [পা বিয়ূহন] *ক্রি* প্রসব করা। 'বলদ বিআএল গবিআ বাঝেঁ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০। **বিআএল** *ক্রি* বিয়ালো। 'বলদ বিআএল গবিআ বাঝেঁ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

বিআতী [স বিবাহিত] *বিণ* বিবাহিত। 'আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী।' *চর্যা* ২, ১২০০।

বিআপক [স ব্যাপক] *বিণ* ব্যাপক। 'বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ।'

চর্যা ৬, ১২০০।

বিআর *বি* বিচার। 'চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর।' *চর্যা ৩১*, ১২০০।

বিআরা [স বিচার] *ক্রি* বিচার করা। **বিআরন্তে** *ক্রিবিণ* বিচার করতে। 'নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপুড়া।' *চর্যা ২০*, ১২০০।

বিআলী *বি* বৈকালিক কাজ (এখানে রতিক্রিয়া)। 'কমল কুলিশ ঘান্টে করহুঁ বিআলী।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

বিআহ [স বিবাহ] *বি* বিবাহ। 'ভল ভেল রাখে ভেল নিরবাহ পানি গহন বিধি বোধ বিআহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিউগ [স বিয়োগ] *বি* বিচ্ছেদ। 'আত্মক্ষয় মহাপাপ বিরহ বিউগ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিউগল [ই] *বি* বাঁশির মতো ধাতব বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তাঁহারা বিউগল বাজাইলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বিউটি স্পট [ই] *বি* দর্শনীয় স্থান। 'এই বন একটা বিউটি স্পট।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বিউনা *ক্রি* বাতাস করা। 'কেহ বা আনিল সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিউনো [পা বিয়ূহন] *ক্রি* প্রসব করা। 'এমন হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিউর *বি* ভেউর; এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'শানাই বিগুল বাজে বিউর কল্লাল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিউলি [স বিদলিত] *বি* খোসাশূন্য মাসকলাই ডাল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বিএ, বি,এ, বি.এ. [ই] *বি* ব্যাচেলর অব আর্টস; স্নাতক। 'বি,এ না হলে বিয়ে হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি. এ.।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিএল [ই] *বি* ব্যাচেলর অব ল; আইন বিষয়ে স্নাতক। 'যদি ইউনিভারসিটিতে বি,এ, ও বি,এলের মত ফলারের ডিগ্রী স্থির হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বিংদারঅ [স বিদারক] *বিণ* বিদারক। 'ভব বিংদারঅ মুসা খণঅ গাতী।' *চর্যা ২১*, ১২০০।

বিংশ [স] *বিণ* কুড়ি; বিশ। 'এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বিংশতি [স] *বিণ* কুড়ি; বিশ। 'বিংশতি বৎসর হইল জয়পতি দত্ত মইল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিংশ শতাব্দী [স] *বি* বিশ শতক। 'বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোছলেম বঙ্গের জাতীয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

বিংসতি, বিংসেতী [স বিংশতি] ১ *বিণ* ২০ সংখ্যক। 'বিংসতি রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিদিত সংসার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ২০ সংখ্যা 'বিংসেতী।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

বিঁড়ে *বি* বিড়া; বেষ্টনী। 'চুলগুলি বিঁড়ে করে বাঁধা।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

বিঁদা [স বিদ্ধ>] *ক্রি* বিদ্ধ করা। 'এক দল গোরা ... দরওয়ানকে বঁরশায় বিঁদে গিয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বিঁধা [স বিদ্ধ>] *ক্রি* বিদ্ধ করা বা হওয়া। 'তাহার কটাক্ষবাণ বিঁধে একটুকে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **বিঁধ্যাচি** *ক্রি* বিদ্ধ করেছি। 'চোদ্দ গাছ তালকে বিঁধ্যাচি এক শরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিকচ [স] ১ *বিণ* বিকশিত। 'আইস বন মাঝে বিকচ নলীন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কমল, জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বিণ* প্রকাশিত। 'বিকচ সরস তনুর পরশ/ কোমল প্রেমের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিকচকমল [স] *বি* প্রস্ফুটিত পদ্ম। 'বিকচকমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বিকচ-নলিনী [স] *বি* বিকশিত পদ্ম। 'দিন দিন বিমলিনী বিকচ-নলিনী?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বিকচিত [স] *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'যেন কুমুদের দাম চির বিকচিত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিকচোন্মুখ [স] *বিণ* বিকশিত হতে উৎসুক। 'বিকচোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভসময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিকচ্ছ [স] *বিণ* কাছাহীন। 'আটহাত আটপৌরে ধুতির মতো তাদের আটপৌরে ভাষাও বিকচ্ছ।' *প্রমথ*, ১৯১২।

বিকট [স] ১ *বিণ* বড়ো ও বিশ্রী। 'বিকট দন্ত কপট প্রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* প্রচণ্ড। 'নিমেষতরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে সকল টুটে যাইতে ছুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'তুলি তব বজ্রমুঠি তুমি যদি ধর আজি বিকট ভ্রূকুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৪ *বিণ* উৎকট; কুৎসিত। 'মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গি করিয়া আদেশ করে না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বিকটদশনা [স] *বিণ স্ত্রী* ভয়ঙ্কর দাঁতযুক্ত। 'গলে মুণ্ডমালা শোভে বিকটদশনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিকটাকার [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর আকৃতিবিশিষ্ট। 'অন্যান্য বিকটাকার অদ্ভুত জন্তু নিরীক্ষণ করিয়া ভুবাল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিকটাকৃতি [স] *বিণ* ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্ট। 'বহুসংখ্যক বিকটাকৃতি ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্খিনী, ডাকিনী প্রভৃতি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিকটাল [স বিকট>] ১ *বিণ* অতি ভয়ঙ্কর। 'হেনকালে শ্রীগাল আইল এক বিকটাল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* বিরক্তিকর। 'প্রাণ উৎকট সাধু বিকটাল গন্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিকণা [স বিক্রীণাতি] *ক্রি* বিক্রয় করা। **বিকণঅ** *ক্রি* বিক্রি করে। 'তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গেতা।' *চর্যা ১০*, ১২০০। **বিকণসি** *ক্রি* বিক্রয় করিস। 'রাধা নিতী বিকণসি দধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিকণিআঁ** *ক্রি* বিক্রয় করে। 'রাধা লআঁ দধি দুধ বিকণিআঁ হাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিকণিতেঁ** *ক্রি* বিক্রয় করতে। 'নাহিঁ যাইতোঁ দধি দুধ বিকণিতেঁ ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিকণিবোঁ** *ক্রি* বিক্রয় করবো। 'ও আরিতেঁ পার হআঁ বিকণিবোঁ দধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিকণী** *ক্রি* বিক্রয় করি। 'দধি বিকণী লআঁ হাটে মথুরার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিকম্পিত [স] *বিণ* অতিশয় কম্পিত। 'গভীর অশনিনিনাদে সমস্ত অবনীমণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিকরা [স বিকর] *ক্রি* বিকৃত হওয়া। **বিকরণে** *ক্রিবিণ* বিকৃত হলে। 'চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই।' *চর্যা ৩১*, ১২০০।

বিকর্তন, বিকর্ত্তন [স] *বিণ* বিনাশক; বিনাশকারী। 'রতিপতি নর্তন বিরস বিকর্ত্তন ভত ঋতুরাজ সমাজে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিকর্ম, বিকর্ম্ম *বি* বিরুদ্ধ কাজ; বিপরীত কাজ। 'কোন বলে কর তুমি এমন বিকর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিকর্ষণ [স] *বি* বিপরীত টান। 'আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯৩।

বিকল [স] ১ *বিণ* ব্যাকুল; কাতর। 'মোর রূপ দেখি নহ বিকল মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* বিচলিত। 'কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* বিষণ্ন। 'প্রভু না দেখিয়া সবে হইলা বিকল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* অচেতন। 'মূর্ছিত হইআ মাঝি পড়িআ বিকল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* ম্রিয়মাণ। 'লজ্জাএ বিকল অতি মৃত সমতুল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৬ *বিণ* মগ্ন। 'দেবীর মায়ায় হৈল নিদ্রায় বিকল।' *কেতকা*, ১৬৫০। ৭ *বিণ* হতাশ। 'মনে দুঃখ ভাবিয়া বিকল।' *সুলতান*, ১৬৫০। ৮ *বিণ* অচল। 'দারুণ বিষের জ্বালে শরীর বিকল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৯ *বিণ* আত্মহারা। 'হাসিয়া বিকল যতো নারী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ১০ *বিণ* শোকাহত। 'পুত্রশোকে আজি বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ১১ *বিণ* বিহ্বল। 'আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ১২ *বিণ* অচল। 'হৃদযন্ত্র বিকল হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

বিকলকারী [স] *বিণ* অসুস্থ করে এমন। 'দৈহিক-যন্ত্র বিকলকারী ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে বিতাড়িত করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বিকলচিত্তা [স] *বিণ স্ত্রী* বিহ্বল। 'তাহার পত্নীও শোকে একান্ত বিকলচিত্তা হইয়া, তৎক্ষণাৎ তনয়-তনয়ার অনুগামিনী হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিকলতা [স] *বি* অচলতা; অক্ষমতা। 'ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে বাঁচানোই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিকলহৃদয় [স] *বিণ* বিহ্বল। 'একান্ত বিকলহৃদয় হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিকলা[1] [স বিকল>] *ক্রি* বিকল বা ব্যাকুল হওয়া। 'আপন গাএর মাঁসে হরিণী বিকলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিকলা[2] [স] *বিণ স্ত্রী* বিকল। 'অন্ধ। অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ; বিকলা অথচ স্থিরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিকলাঙ্গ [স] ১ *বিণ* অঙ্গে বা শরীরে ত্রুটি আছে এমন; পঙ্গু। 'অসুস্থকায়, বিকলাঙ্গ, নির্ব্বোধ ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বিণ* মৃতপ্রায়। 'এই দিকে বিকলাঙ্গ নদীটির থেকে পাঁচ-সাত ধনু দূরে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

বিকলন [স] *বি* বিশ্লেষণ। 'বিকলন – analysis।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বিকলি, বিকলী [স বিকল>] ১ *বি* ব্যাকুলতা; ব্যাকুল ভাব। 'পর কাজে তোঁ বিকলী তেঁসি না বুঝসি আহ্মে বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* ব্যাকুল। 'মদন বাণে বিকলি ভৈল পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* অচল। 'ব্যাকুল পরশে সকল জীবন বিকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিকলিত[1] [স] *বিণ* ব্যাকুল। 'প্রজা হইল বিকলিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ভাবেতে মোহিত হৈয়া বিকলিত হএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিকলিতচিত্তা [স] *বিণ স্ত্রী* আবেগপ্রবণ। 'রাজকুমারীও ... কম্পমানকলেবরা ও বিকলিতচিত্তা হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিকল্প [স] *বি* ভিন্ন কল্পনা। 'অতএব ব্যবস্থিত বিকল্প গ্রাহ্য করিতে হইবেক।' *রামমোহন*, ১৮১৯।

বিকল্পবিহারী [স] *বিণ* বিকল্প সন্ধান করে এমন; বিকল্পসন্ধানী। 'বহুবেধ, বহুবাচনিক ও বিকল্পবিহারী মানব-ইতিহাসে যে সব কূট, সমস্যাকীর্ণ, সম্পন্ন সম্ভাবনা বিদ্যমান ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিকশ [স] ১ *বি* প্রকাশ। 'হাসছলে কৈল মনহরিষ বিকশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'বদন বিকশ রূপে যেন চন্দ্রমাসা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বিকশা, বিকসা [স বিকশ্>] ১ *ক্রি* বিকশিত হওয়া। 'অধরাতি ভর কমল বিকসউ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০। ২ *ক্রি* গজিয়ে ওঠা। 'শির ভেদি বিকশিল লোকে বলে কেশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *ক্রি* প্রকাশ পাওয়া। 'সুগভীর শান্ত নেত্র রয়েছে বিকশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **বিকশিল** *ক্রি* গজিয়ে উঠলো। 'শির ভেদি বিকশিল লোকে বলে কেশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বিকশিলে** *ক্রি* বিকশিত হচ্ছে। 'বিকশিলে জগমন মোহে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **বিকসউ** *ক্রি* বিকশিত হলো। 'অধরাতি ভর কমল বিকসউ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০। **বিকসএ** *ক্রি* বিকশিত হয়েছে। 'সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিকসল** *ক্রি* বিকশিত হলো। 'বিকসল অঙ্গ না জাওত ধরনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিকসু** *ক্রি* বিকশিত হোক। 'বিকসু কমল তোর মুখ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিকসে** *ক্রি* বিকশিত হয়। 'সেআলী মাহ্লী বিকসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিকশিত [স] ১ *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'বিকশিত কোকনদ নিন্দিয়া উভয়পদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বিকশিত হয় পুষ্প।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'শরীরটি বিকশিত কিন্তু মুখটি এমন কাঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বিকশিত করা *ক্রি* প্রস্ফুটিত করা। 'অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিকশিতা [স বিকশিতা] *বিণ স্ত্রী* প্রস্ফুটিত। 'হাওয়ার করুণ পরশে সে মালতী বিকশিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'প্রেমের পরশে তোমাকে করেছি রূপে রূপে বিকশিতা।' *সিকান্দার*, ১৯৪৫।

বিকষিত, বিকসিত [স বিকশিত] *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ওহে হরিণ এ বড় সুসময় কেননা পুষ্প সকল বিকষিত হইয়াছে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

বিকা [স বিক্রয়>] *ক্রি* বিক্রয় করা; বিতরণ করা। **বিকা** *ক্রি* বিক্রি করতে। 'মাঝে রাধিকা জাএ বিকা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিকাই** *ক্রি* বিক্রীত হই। 'পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্বথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বিকাইনু** *ক্রি* নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া বা সমর্পণ করা। 'বিকাইনু রাঙ্গা পায় আজি মোর সফল জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বিকাইতে** *ক্রি* বিক্রীত হতে। 'দাস হৈয়া বিকাইতে শ্রধা হএ মনে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বিকাইলে** *ক্রি* বিক্রি হলে। 'বিকালে সকল দিব বিকাইলে ফুল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **বিকাবে** *ক্রি* বিক্রি করবে। 'বেলা হলে আবার সূতা বিকাবে না।' *কেরী*, ১৮০১। **বিকায়** *ক্রি* বিক্রি হয়। 'ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বিকাল** *ক্রি* বিক্রয় করলো। 'গোরাচান্দের নামে সেহ বাজারে বিকাল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বিকালে** *ক্রি* বিতরণ করলে। 'রাধার দাসখতে সাঁই বিকালে।' *লালন*, ১৮৯০। **বিকি** *ক্রি* বিক্রয় করতে। 'বিকি জাইএ যমুনার পার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিকিব** *ক্রি* বিক্রি করবো। 'তাতে চিকন কাপড় বিকিব গুঠান।' *বিজয়*, ১৬৫০। **বিকীএ** *ক্রি* বিক্রয় ক'রে। 'বিণী বিকীএ হএ গোআলের ধনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিকে** *ক্রি* বিক্রয় করতে। 'দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা নগরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিকেলে** *ক্রি* বিক্রি করলে। 'গরু বিকেলে আমার টাকা শোধ হবে কেমনে।' *কেরি*, ১৮০২।

বিকানো [স বিক্রয়>] ১ *ক্রি* নিঃশেষ হওয়া। 'শুদে মূলে সে দ্রব্য বিকাইয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *ক্রি* নিজেকে নিঃশেষ করে দান করা। 'জনম-তরে বিকাতে হবে আপনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রি* বিক্রি হওয়া। 'সব যেন মোর বিকিয়েছে পাইনি তাহার দাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *ক্রি* বিতরণ করা। 'বিনামূল্যে বিকিয়ে দিয়ে মুক্তি

পেলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৫ *ক্রি* কোনো অনৈতিক সুবিধার বিনিময়ে পক্ষাবলম্বন করা। 'মগজ বিকিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্ত পণ্ডিত সমাজ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বিকার [স] ১ *বি* চিত্তবিকৃতি। 'বেকত ভেল বিকারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'আনন্দ হইল অঙ্গে পুলক বিকারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* পরিবর্তন। 'উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* অবস্থান্তর। 'মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* রোগবিশেষ। 'পণ্ডিত রামকুমার বিকার রোগোপলক্ষে ... লোকান্তরগত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'বিকার স্বীকার তবু তোমায় না ছাড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৫ *বি* প্রলাপ; বিকৃতি। 'এ তো বিকার বলিয়াই বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৬ *বি* অসুস্থতা। 'ডাক্তার বলেছে হৃদযন্ত্রের বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিকারগ্রস্ত [স] *বিণ* বিকৃত হয়েছে এমন। 'বিকারগ্রস্ত ভারতের প্রলাপ উক্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিকারপ্রাপ্ত [স] *বিণ* বিকারগ্রস্ত। 'বিকারপ্রাপ্ত জ্বরভুক্ত হইয়া ১২৩০ শালের ২১ ভাদ্র শুক্রবার পরলোকগামী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বিকারবিহীন [স] *বিণ* নির্বিকার। 'পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিকারী [স] *বিণ* বিকারগ্রস্ত। 'সে নিশ্চয় প্রকৃতিভিখারী, নচেৎ বিকারী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিকারের রোগী *বি* বিকারগ্রস্ত রোগী। 'বিকারের রোগীর মত অদম্য পিপাসায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বিকাল [স] *ক্রিবিণ* অপরাহ্ণ। 'আশি গাভীর দুগ্ধ খায় বিহান বিকালে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিকালবেলা [স] *বি* অপরাহ্ণ। 'এই তো খানিকক্ষণ আগে বিকালবেলায় দেখিয়া গিয়াছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বিকাশ [স] *বি* প্রকাশ। 'যেহ্ন তোহ্মে গোপ কথা করহ বিকাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিকাশকাহিনী [স বিকাশ+কাহিনী] *বি* বিবর্তনের ধারা। 'শব্দাবলীর বিকাশকাহিনী বর্ণনাই এ বিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

বিকাশব্যঞ্জনা [স] *বি* বিকাশের ইঙ্গিত। 'সার্থকতা বা বিকাশব্যঞ্জনার কিঞ্চিন্মাত্র আভাসও ছিল না।' *শিব*, ১৯৫০।

বিকাশমুখী [স] *বিণ* বিকশিত হচ্ছে এমন। 'বিকাশমুখী নারী প্রগতির সংগে একই ধারায় বইয়ে দেওয়ার সংকল্প গৃহীত হয়।' *বেগম*, ১৯৫১।

বিকাশসম্ভাবনা [স] *বি* বিকাশের সম্ভাবনা। 'উপনিবেশতন্ত্রে শাসিতজনের বিকাশসম্ভাবনা যে অতি অল্প একথা সাধারণস্বীকৃত।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিকাশসাধনা [স] *বি* বিকশিতকরণ। 'সেই বিকাশসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করে যথার্থতর জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে।' *শিব*, ১৯৫০।

বিকাশহীন [স] *বিণ* অবিকশিত। 'তার মনন-সামর্থ্য দরিদ্র ও বিকাশহীন।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিকাশা [স বিকাশ>] ১ *ক্রি* প্রস্ফুটিত হওয়া। 'নানা বর্ণে পুষ্প বিকাশে বিশাল।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* উদ্রেক করা। 'পরানে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *ক্রি* বিকাশ লাভ করা। 'বিকাশে মাধুরী হৃদয় বাহিরে তব মঙ্গলছন্দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **বিকাশিছে** *ক্রি* বিকাশ লাভ করছে। 'পূর্ণতার পূর্ণাবেশ – সুনীল বসন বিকাশিছে তলে তলে কনক লহরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **বিকাশিবে** *ক্রি* বিকাশ লাভ করবে। 'এসো শরতের অমল মহিমা, এসো হে ধীরে। চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **বিকাশিল** *ক্রি* বিকশিত হলো। 'ধরণী-পরে কিবা মহিমা তব বিকাশিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বিকাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রকাশকারী। 'পূর্ণ-সিতাংশু-বিভাস বিকাশিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিকাশোদ্যম [স] *বি* উৎকর্ষের উদ্দীপনা। 'বিকাশোদ্যমের অভাব পূর্ববর্তী শতকের মানসিক জড়তার করুণ প্রমাণ।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিকাশোন্মুখ [স] *বিণ* বিকশিত হতে চায় এমন। 'ওর বিকাশোন্মুখ অনুরক্তিকে কেবলই পাথর-চাপা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিকাস [স বিকাশ] *বিণ* বিকশিত। 'সব তরুগণ বিকাস কুসুম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিকি [স বিক্রয়] ১ *বি* বেচা-কেনা। 'গোরসের বিকি মোর সাদ নাহি আর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বিক্রয়। 'যদি বিকি ভালো হয় ... ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বিকিকিনি [স বিক্রয়-ক্রয়>] *ক্রি* বেচাকেনা। 'লক্ষ কোটি মূল্য পুনি বিকিকিনি হএ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'থাক্ তব বিকি-কিনি – ওগো শ্রান্ত পসারিনী, এইখানে বিছাও অঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বিকিরণ [স] ১ *বি* নিক্ষেপ। 'লতাসমূহ বৃক্ষোপরি হইতে তাঁহাদিগের সর্বাঙ্গে পুষ্প বিকিরণ করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বি* বিচ্ছুরণ। 'সেখানে সে একটা সৌন্দর্য বিকিরণ করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিকিরণশক্তি [স] *বি* বিভিন্ন দিকে বিস্তার করার শক্তি। 'এই তিনপ্রকার দেহজ বিকিরণশক্তি –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিকীরিত [স] *বিণ* বিকীর্ণ। 'চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিকীর্ণ [স] ১ *বিণ* বিস্তৃত; প্রসারিত। 'তাহা কার্য্য দ্বারা খণ্ডন হইয়া চতুর্দ্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* বিচ্ছুরিত। 'আপনাকে চারি দিকে বিকীর্ণ করিয়াই আনন্দ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* আচ্ছন্ন। 'দীর্ঘপথ ভালোমন্দময় বিকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বিকুলি [স ব্যাকুল>] *বি* ব্যাকুলতা। 'নৃপতির দলে গুলি খাইআ বুলে তালি হাসেন চণ্ডিকা দেখ্যা ঠাটের বিকুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিকৃত [স] ১ *বিণ* বীভৎস। 'বিকৃত বদন উমত মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অস্বাভাবিক। 'পূর্ব্ব রূপ নাহি কিছু বিকৃত আকার।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* অস্বাভাবিক। 'কুকর্ম্ম দ্বারা বিকৃত হইলে ... কে নিবারণ করিতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৪ *বিণ* এলোমেলো। 'সেই আরক্তিম নয়নে পরিশুষ্ক মুখে বিকৃত শয্যা হইতে চমকিয়া উঠিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৭। ৫ *বিণ* ব্যঙ্গাত্মক। 'এমন নামপ্রিয় মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৬ *বিণ* ত্রুটিযুক্ত। 'বিকৃত পাঠ্যপুস্তক সকল পাঠ করিয়া ...।' *প্রচারক*, ১৮৯১। ৭ *বিণ* অস্বাভাবিক; অসরল। 'তুমি আমাদের সম্বন্ধকে বিকৃত করে দেখেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৮ *বি* বিকারগ্রস্ত হয়েছে যা। 'কুটিলের, বিকৃতের, বিকটের মহাসাগরে তিনি সাঁতার দিতেছেন।' *সবুজ*, ১৯২১।

বিকৃতচেতন [স] *বি* অস্বাভাবিক চেতনাসম্পন্ন যে। 'স্থূলবুদ্ধি বিষাক্রান্ত বিকৃতচেতনদের মধ্যে মিলেমিশে বেশ থাকত।' *তারা*, ১৯৪৩।

বিকৃতবদন [স] *বি* বিকৃত মুখ। 'স্ফুটস্বরে বিকৃতবদনে দন্ত বাহির করিয়া – জল জল শব্দ করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বিকৃতবুদ্ধি [স] *বিণ* অসুস্থ চেতনাপ্রসূত। 'সেখানে এ ধরণের বিকৃতবুদ্ধি তত্ত্বকথায় কারও তেমন অবাক ঠেকে না।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিকৃতমনা [স] *বি* বিকারগ্রস্ত যে; অস্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত যে। 'তুমি সর্ব্বদাই মলিনভাবে বিষাদিত চিত্তে বিকৃতমনার ন্যায় ... দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইতেছ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিকৃতমস্তিষ্ক [স] *বি* মানসিক বিকারগ্রস্ত যে। 'যে-মানুষ নিদারুণ ভয়ে বিকৃতমস্তিষ্কের মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিকৃতমস্তিষ্কা [স] *বিণ স্ত্রী* মানসিক বিকারগ্রস্ত; পাগল। 'বিকৃত মস্তিষ্কা স্ত্রীর হাসিকান্নার মধ্যে তিনি নিজেকে সুস্থ ও স্থির রেখেছেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বিকৃতমুখ [স] *বি* অস্বাভাবিক মুখভঙ্গি। 'কানে কলমের উল্টা দিকটা ঢুকাইয়া বিকৃতমুখে কান চুলকাইতেছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বিকৃতরূপে [স] *ক্রিবিণ* অযথার্থভাবে। 'দ্রাবিড়াদি বহু শব্দ অবিকল বা ঈষৎ বিকৃতরূপে গৌড় ভাষাতে সংশ্লিষ্ট আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বিকৃতাক্ষ [স] *বিণ* বিকৃত আঁখি। 'বিকৃতাক্ষ ভৈরব প্রত্যক্ষরূপ যাহে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বিকৃতি [স] **১** *বি* অস্বাভাবিক অবস্থা। 'শৈবলিনীর চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **২** *বি* নেতিবাচক অবস্থা বা রূপ। 'স্নেহ সখ্য প্রীতি মুহূর্তে ধারণ করে নির্লজ্জ বিকৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৩** *বি* বিচ্যুতি। 'বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিকৃতিজনিত [স] *বিণ* বিকারগ্রস্ততা থেকে সৃষ্ট। 'কৌলীন্য প্রথার চূড়ান্ত বিকৃতিজনিত অভিশাপ নারীর জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বহ ও অমানবিক।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

বিকৃতিপ্রাপ্ত [স] *বিণ* বিকৃত। 'শৈবলিনীর চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিকৃতিসহকারে [স] *ক্রিবিণ* অস্বাভাবিক ভঙ্গি করে। 'ঘরে ঢুকিয়া মুখ বিকৃতিসহকারে তিনি উপবেশন করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বিকেন্দ্রীকরণ [স] *বি* কোনো বিষয় বা দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন থেকে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে দেওয়া। 'কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

বিকেল [স বিকাল] *বি* অপরাহ্ণ। 'কাল বিকেলে এসো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

বিকেল-বিকেল *ক্রিবিণ* বিকেলের মধ্যে। 'আজই বিকেল-বিকেল ... একবার দেখাতে হবে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

বিকোষিত *বিণ* অবারিত। 'যত দূর চোখ যায় বিকোষিত প্রান্তরের কুয়াশার ব্যাস।' *জীবন*, ১৯৩০।

বিকোনো [স বিক্রয়>] *ক্রি* বিক্রি হওয়া। 'কসাইগুলো তাদের হাটে অত্যন্ত মাগ্‌গি দামে বিকোত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বিকিরি [স বিক্রয়] *বি* বিক্রয়। 'গীতা বিকিরি কর।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

বিক্রএ [স বিক্রয়] *বি* বিক্রয়। 'লোহা লাক্ষা লোন গব্য বিক্রএ সঞ্চিব বহু ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিক্রম [স] **১** *বি* প্রতাপ। 'দ্বিবিধ বানর বধ বিক্রমে বিসাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* শক্তি। 'সিংহ জিনি বিক্রম ইমাম বলবন্ত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিক্রমশালী [স] **১** *বিণ* প্রভাবশালী। 'প্রভূত বিক্রমশালী ও সমধিক গৌরবান্বিত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* শক্তিশালী। 'অমিত বিক্রমশালী মোহামেডান স্পোর্টিং দল।' *সওগাত*, ১৯৩৬।

বিক্রমোদ্ভূত [স] *বিণ* শক্তি থেকে সৃষ্ট। 'বায়েনপাড়ার কলরবটা তাহারই সেই বিক্রমোদ্ভূত।' *তারা*, ১৯৪২।

বিক্রয় [স] *বি* বেচা; দাম নিয়ে স্বত্ব ত্যাগ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তাহা বোরডের হুকুম মতে সরকারের কিফাইত কারণ বিক্রয় হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

বিক্রয়কর [স] *বি* বিক্রির উপর আরোপিত কর। 'প্রস্তাবিত বিক্রয়কর ও মোটর স্পিরিট বিল কার্য্যকরী হইলে ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

বিক্রয় করণার্থ [স] *ক্রিবিণ* বিক্রয় করার জন্য। 'তাহা বিক্রয় করণার্থ দুই বার উদ্যোগ হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বিক্রয়কারিণী [স] *বি* নারী বিক্রেতা। 'বিক্রয়কারিণী, ষ্টোরকীপার, পল্লী-কর্মী ও তাদের শিক্ষাদাত্রী।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বিক্রয়কেন্দ্র [স] *বি* যেখানে বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রি করা হয়। 'প্রদর্শনীতে একটি শাড়ী বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৮।

বিক্রয়গত [স] *বিণ* বিক্রয়লব্ধ। 'গ্রন্থটির বিক্রয়গত সাফল্য যাহাই হইয়া থাকুক না কেন।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

বিক্রয়গৃহ [স] *বি* দোকান। 'তিনি এক বস্ত্রবিক্রেতার বিক্রয়গৃহের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিক্রয়ভাণ্ডার [স] *বি* দোকান। 'বিক্রয়ভাণ্ডার, ঔষধালয়, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিক্রয়মূল্য [স] *বি* দাম। 'ইহার বিক্রয়মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

বিক্রয়লব্ধ [স] *বিণ* দ্রব্য বিক্রি করে প্রাপ্ত। 'বিক্রয়লব্ধ সমস্ত ধন এই বিধবা ও ইহার পুত্রেরা পাইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিক্রয়সামগ্রী [স] *বি* বিক্রয় উপযোগী পণ্য। 'তারা যেন বিক্রয়সামগ্রী নিয়ে হাট-বাজার অভিমুখে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিক্রয়স্থান [স] *বি* বাজার। '... বিক্রয়ার্থ বিক্রয়স্থানে আনয়ন করিতাম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিক্রয়াধিক্য [স] *বি* অধিক পরিমাণে বিক্রি। 'মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াধিক্যের জন্য সুসজ্জিত আপণশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বিক্রয়ার্থ [স] *ক্রিবিণ* বিক্রয়ের জন্য। 'কলসীপূর্ণ ঘৃত বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

বিক্রি, বিক্রী [স বিক্রয়] *বি* বেচা; অর্থ নিয়ে স্বত্ব ত্যাগ করা; বিক্রয়। 'দুই মাহা বাদে তাম্বা যুদ সমেত বিক্রি করিয়া দিব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬; 'গোলাপি খিলির দোনা বিক্রী হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বিক্রীত *বিণ* বিক্রি হয়ে যাওয়া। 'অবশিষ্ট যাবৎ দ্রব্য বিক্রীত না হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'বাড়ীঘর সমস্ত নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

বিক্রীতা [স] *ক্রিবিণ স্ত্রী* বিক্রি হয়েছে এমন। 'অন্য ব্যক্তির স্ত্রী

বিক্রীতা হইতে সমতা হইল না।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বিক্রেতা [স] *বি* বিক্রয়কারী। 'জিনিসের আবশ্যক হইলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিক্রেতারদিগকে আহ্বনার্থ ইশতেহার দেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বিক্রেতৃ [স] *বি* বিক্রয়কারী। 'বিক্রেতৃবর্গ পাঁচ টাকার জিনিষে দেড় শত টাকা হাঁকিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বিক্রেয় [স] *বিণ* বিক্রয়যোগ্য। 'অনেক বিক্রেয় পদার্থের সমাবেশে তাকগুলি ঠাসা।' *মানিক*, ১৯৪০।

বিক্রান্ত [স] *বি* বীর। 'তাঁহার বৈমাত্রেয় বিখ্যাত বিক্রান্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বিক্রি, বিক্রী *দ্র* বিক্রয়

বিক্রীত *দ্র* বিক্রয়

বিক্রেতা, বিক্রেতৃ *দ্র* বিক্রয়

বিক্রেয় *দ্র* বিক্রয়

বিক্রোধ [স] *বি* অতি ক্রোধ। 'বিক্রোধ না মানে রাজা বিক্রোধ বিসার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিক্ষত [স] *বিণ* আহত। 'শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিক্ষাত [স বিখ্যাত] *বিণ* বিখ্যাত। 'ত্রিলোক্য বিক্ষাত বির নির্ভয় সরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিক্ষিপ্ত [স] **১** *বিণ* ইতস্তত ছড়ানো। 'পৃথিবী স্থির ও অন্তরীক্ষবিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধস্থিত...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* আলাদা। 'পণ্ডিতেরা স্বপ্রণীত পুস্তক মধ্যে যে সমস্ত জ্ঞানরত্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* বিচ্যুত; বিযুক্ত। 'সূর্য্যাঙ্গ হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৪** *বিণ* অস্থির। 'অনেক সময়ে মন নানা কাজে নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিক্ষিপ্ততা [স] *বি* এলোমেলো ভাব। 'সমস্ত বিক্ষিপ্ততা বাদ দিয়া রামায়ণ কেবল সেইটুকুই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিক্ষিপ্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* অবিন্যস্ত আকারে। 'তাহা মাঝে মাঝে দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিক্ষুব্ধ [স] **১** *বিণ* আলোড়িত। 'তাহা কী বিচিত্র জটিল এবং বিক্ষুব্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* ক্ষুব্ধ। '(সক্রোধে ও বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে) চুপ করো।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'স্বামীর বহির্মুখিতা স্ত্রীর মনকে বিক্ষুব্ধ করে।' *বেগম*, ১৯৪৮। **৩** *বিণ* উত্তেজিত। 'তাঁহাকে বিক্ষুব্ধ করিবার জন্য প্রলোভন প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই আত্মসংযমী অবিচলিত রহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৪** *বিণ* আলোড়িত। 'দেখতে দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিক্ষুব্ধতা [স] *বি* অস্থিরতা। 'যে-প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিক্ষেপ [স] **১** *বি* মত্ততা। 'মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পাড়ে রড়ারড়ি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* নিক্ষেপ করা। 'হিন্দু সমাজ তর্জনীর বিক্ষেপও করে নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* ছোড়াছুড়ি। 'বাহু দুটি বিক্ষেপ করে আমার গোঁফ দাড়ি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিক্ষোভ [স] **১** *বি* অস্থিরতা। 'ইহার আগাগোড়াই বিক্ষোভ। মানুষের দুর্বোধ্য প্রবৃত্তি এইরূপ ঝড় তুলিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* আলোড়ন। 'মনে নিশ্চয়ই গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিক্ষোভতরঙ্গ [স] *বি* আন্দোলনের ঢেউ। 'কনভেনশনের সভায় বিক্ষোভতরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬২।

বিক্ষোভরত [স] *বিণ* প্রতিবাদ করছে এমন। 'বিক্ষোভরত ছাত্রীদের উপর ... পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর আক্রমণে কমপক্ষে ১৪ জন ছাত্রী আহত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৯।

বিক্ষোভানল [স] *বি* বিক্ষোভরূপ আগুন। 'তাহাদের চিত্তে বিক্ষোভানল ধূমায়িত হইয়া উঠিতে থাকে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

বিক্ষোভিত [স] *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'ঝঞ্ঝা-মথিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছ্বাস।' *যুক্তবা*, ১৯৫৯।

বিখ [স বিষ] *বি* বিষ। 'কনয়াকলস বিখে পুরাইয়া উপরে দুধক পূর।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

বিখলা [স খল্ল] *বি* বিপথ। 'বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

বিখলিত [স বিগলিত] *বিণ* এলোমেলো। 'বিখলিত হৈছে কেশ বেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিখেড় *বি* অপঘাত; বেঘোর। 'বুঝি তোর আজ হল বিখেড়ে মরণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিখ্যাত [স] **১** *বিণ* খ্যাতিসম্পন্ন। 'পরম বিখ্যাত তিঁহ কেবা নাহি জানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সুপ্রসিদ্ধ। 'গৌড়ে বিখ্যাত জার স্থান উজিরবনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* পরিচিতি। 'অতএব বিখ্যাত আছে যে চাসকর্ম্মের আধিক্যে মহাজনী দ্রব্যাদি অনেক জন্মে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। **৪** *বিণ* সমাদৃত। 'অস্মদাদির অনুমেয় যে বর্ত্তমান গ্রন্থদ্বয় উত্তমাতিশয়রূপে বিখ্যাত হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিখ্যাতি [স] *বি* বিশেষ খ্যাতি। 'গ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাতি লাভ করিতে অভিলাষ ছিল না।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

বিগড়ানো [স বিঘট>] **১** *ক্রি* বিপথগামী হওয়া। 'সঙ্গদোষ হইলে কোনো কোনো ছেলে বিগড়িয়া যাইতে পারে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *ক্রি* বিকৃত হওয়া। 'কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'রজনীর কপালদোষে সে মহেন্দ্র বিগড়াইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **৩** *ক্রি* খারাপ হওয়া। 'আমার মনটা অত্যন্ত বিগড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *ক্রি* অধঃপাতে যাওয়া। 'স্বামীটিকে যদি অসাবধানে বিগড়াইতে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিগড়ে যাওয়া **১** *ক্রি* নষ্ট হওয়া। 'সঙ্গদোষ হইলে কোনো কোনো ছেলে বিগড়িয়া যাইতে পারে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *ক্রি* বিকল হওয়া। 'সব কল একেবারে বিগড়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিগত [স] **১** *বিণ* অতীত। 'নয়ন নিমিষহীন বিগত বিষাদ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* অবাধ্য। 'তখন নিতান্ত অনাদর করে, অনুগত বিগত হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বিণ* চলে গেছে এমন; গত। 'নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর করি ভস্মসার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৪** *বিণ* পূর্ব। 'গন্ধ তারই স্বপ্নসম লাগিছে মনে, যেন সে মম বিগত জনমেরই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বিগতকৌতূহল [স] *বিণ* কৌতূহল ফুরিয়েছে এমন। 'সেটির সম্বন্ধে বিগতকৌতূহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বিগতচেতন [স] *বিণ* অচেতন। 'ক্লোরোফার্মে বিগতচেতন রুগীর যখন পা কাটা যায় ...।' *যুক্তবা*, ১৯৬০।

বিগতদিন [স] *বি* অতীত দিন। 'সে সত্য মানুষের বিগতদিনের বা বর্তমানকালের কার্যকলাপে ধ্বংস হয় না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিগতনাসা [স] *বিণ* নাক হারিয়েছে এমন। 'বিগতনাসা লোকটি নিকটে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম – 'সুরমা' লিখে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বিগতযৌবনা [স] *বিণ স্ত্রী* যৌবনকাল অতিক্রান্ত হয়েছে এমন। 'রমণী বিগতাযৌবনা হলে ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; '৪০ বছরের বিগতা যৌবনা এই মহিলার পাণিগ্রহণ করেন।' *বেগম*, ১৯৫০।

বিগতসংস্কার [স] *বি* পূর্বের সংস্কার। 'বিগতসংস্কার নির্বাণের মধ্যেই মুক্তি বলো, আর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিগতস্পৃহ [স] *বিণ* অতীত-অভিলাষী। 'দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মন, সুখে বিগতস্পৃহ হয়ে গিয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বিগতস্বপ্ন [স] *বিণ* স্বপ্নহারা। 'আমার বিগতস্বপ্ন জীবন পুনরায় স্বপ্নায়িত হইয়া উঠিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বিগতা [স] *বিণ স্ত্রী* শেষ। 'যামিনী বিগতা হলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

বিগতি [স] *বি* দুর্গতি। 'ফুল্লরার কথা শুনি বলেন পার্বতী আজি হৈতে দূর হইল দুঃখের বিগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিগর [আ] *অব্য* ছাড়া। 'কত লোক অন্ন বিগর ছন্ন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

বিগর্হিত [স] *বিণ* অতিশয় নিন্দিত। 'নানা অদ্ভুত ও বিগর্হিত কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিগল *বি* বিউগল। 'নাকে বাজা বিগল।' *অন্নদা*, ১৯৪৬।

বিগলিত [স] ১ *বিণ* শিথিল। 'খসিল পাটের জাদ বিগলিত কেস।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* প্রবহমাণ। 'বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'অবিরল বিগলিত জলাধারকুল লোচনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতেছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* আপ্লুত। 'বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিগলিতচিত্ত [স] *বিণ* মন আবেগাপ্লুত হয়েছে এমন। 'আশাতীত আনন্দে বিগলিতচিত্ত মোরোপন্ত সম্মত হলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বিগাঢ়-যৌবনা [স] *বিণ স্ত্রী* পূর্ণ যৌবনবতী। 'তিনি স্বয়ং সরস্বতী; তন্বী, গৌরী, বিগাঢ়-যৌবনা শ্বেতবসনা।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

বিগাত [স ব্যাঘাত] *বি* বিবাদ। 'কৈরাদির সহিত বিগাত না হয়ে এ কারণ জীনিষ পাঠাইয়া দিলেন।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭।

বিগান [ফা বেগানাহ্] *বিণ* অজ্ঞাত। 'হেলাম দিয়ে বিগান গাঁয়ের ছেলে।' *জসীম*, ১৯৩১।

বিগানা [ফা বেগানাহ্] *বিণ* অচেনা; অপরিচিত। 'বিগানা গাঁয়ের বিরহিয়া মেয়ে বেয়ে আসে যেন তরী।' *জসীম*, ১৯২৯; 'বিগানা দেশের বাদিয়ার লাগি এতটুকু দয়া কর তুমি ভিনদারী।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বিগার [স বিকার] *বি* মতিভ্রম। 'সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার বিগার যায় না রে।' *লালন*, ১৮৯০।

বিগারী [স বিকার>] *বি* বিকার। 'যে নির্মল পথ তোমাদিগের; তাহাতে কোনো বিগারী বিনাশ নাহি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

বিগীর *বি* প্রতিনিধি। 'আরজী দাখীল আর বিগীর মারফতে ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বিগুণ [স] ১ *বিণ* প্রতিকূল। 'হায় রে বিধাতা কোন দোষে হইলি বিগুণ।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* গুণের অভাব। 'তোমার গুণেতে এই বিগুণ দেখিয়া আমার দ্বিগুণ দুঃখ হইতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বিগুতা [স বি-ঘট্ট>] *ক্রি* মর্দন করা। **বিগুতিল** *ক্রি* মর্দন করলো। 'তন বিগুতিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিগুতে** *ক্রিবিণ* পীড়ন করতে। 'নাগর কাহ্নাঞি মোকে বিগুতে আশেষ নেআত জুড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিগুল *বি* এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'শানাই বিগুল বাজে বিউর কন্নাল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিগোআ [স বিগূঢ়] *বি* অনুভব। 'মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

বিগ্নোনিয়া [ই bignonia] *বি* ফুলবিশেষ। 'ডালিয়া বিগ্নোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বিগ্রহ [স] ১ *বি* অস্তিত্ব। 'বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।' *কৃষ্ণ*, ১৫৮০। ২ *বি* দেবমূর্তি। 'ধর্মসেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে।' *কৃষ্ণ*, ১৫৮০। ৩ *বি* শরীর। 'সত্তেই প্রভুর নিজ বিগ্রহ সমান।' *কৃষ্ণ*, ১৫৮০। ৪ *বি* যুদ্ধ। 'বিশ্বাস বিগ্রহ কথা সার্ব্বভৌম রাজা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিগ্রহবান [স] *বিণ* মূর্তিমান। 'হেগেলের মতে তাঁর সমসাময়িক ব্রহ্ম প্রুশিয়া-রাজ্যে বিগ্রহবান হয়েছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিগ্রহমহিমা [স] *বি* দেবমূর্তি মাহাত্ম্য। 'স্বরূপগোসাঞি কৈল বিগ্রহমহিমা স্থাপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিগ্রহমূর্তি [স] *বি* দেবমূর্তি। 'কয়েকটা হিন্দু বিগ্রহমূর্তি ভগ্ন করিয়াছে।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

বিগ্রহলব্ধ [স] *বিণ* যুদ্ধ করে পাওয়া। 'যুদ্ধাধিকারান্তে, বিগ্রহলব্ধ বস্তুর বিভাগে বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ড লাভ করিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭৪।

বিগ্রহসেবা [স] *বি* পূজা। 'আপনকার বাটীতে বিগ্রহসেবা আছে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বিঘটন [স] ১ *বিণ* অনিষ্ট। 'বিঘটন কর্ম পুনি মা হএ সুসার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* অঘটন। 'ঘটন বিঘটন নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বিঘটা [স বিঘটন>] *ক্রি* বিযুক্ত হওয়া। **বিঘটাওয়ে** *ক্রি* হারালাম। 'মিলন রতন কিয়ে পুন বিঘটাওয়ে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিঘটি *বি* বিপত্তি। 'এথা দৈব বিঘটির ফলিলেক কাজ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিঘটিত [স] ১ *বিণ* এলোমেলো। 'বিঘটিত হয়্যা পাটী পড়ে দুয়া চারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অনিষ্ট। 'ইহার কোন বিঘটিত হইলে আমার জীবন সংশয়।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিঘট্টিত *বি* চিত্রকলার একটি অবস্থা। 'ধৌত বিঘট্টিত লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই চার অবস্থা হল চিত্রের।' *অবন*, ১৯২৫।

বিঘত [স বিতস্তি] ১ *বি* আধহাত বা বার আঙুল পরিমাণ। 'বিঘত-প্রমাণ নখ জটাভার কেশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* করতল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিঘৎ *বি* হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত বিস্তার। 'হ্যাটের নীচে থেকে উঁকি মারছিল বিঘৎ প্রমাণ একটি টিকি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বিঘতখানেক *বিণ* আধহাত পরিমাণ। 'পেছন দিকটায় তার বিঘতখানেক লেজ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বিঘা [হি] *বি* জমি মাপার একক; এক একরের তিন ভাগের এক ভাগ। 'জমী ১ বিঘা মাএ আমলা চতুঃশিমা ... বন্দক রাখিয়া।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৮।

বিঘে [হি বিঘা] *বি* ভূমি পরিমাপের এককবিশেষ; বিঘা। 'শুধু বিঘে

দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫।*

বিঘাত [স] *বি* বিনাশ। 'দরশনে কলুষ বিঘাত।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

বিঘাতন [স] *বি* বিনাশ। 'শুনিলে কলুষ বিঘাতন।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

বিঘুরি *বি* বিজুরি। 'বিঘুরি জিনিঞা অঙ্গ সুন্দর অধর।' *মালাধর, ১৫০০।*

বিঘূর্ণিত [স] *বিণ* ঘোরানো হয়েছে এমন। 'আলী চক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন, ... এদিকে কেন?' *মশাররফ, ১৮৮৭।*

বিঘোর [স] **১** *বি* অসহায় অবস্থা। 'বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি।' *হুতোম, ১৮৬১।* **২** *বিণ* বিষম। 'কাড়া নাকাড়া দামামার বিঘোর রোল।' *মশাররফ, ১৮৯০।*

বিঘোষিত [স] *বিণ* ব্যাপকভাবে প্রচারিত। 'আরবের বহু স্থানেই এসলামের জয় বিঘোষিত সুখশান্তিময় বায়ু সুপ্রবাহিত।' *মশাররফ, ১৯০৮।*

বিঘ্ন [স] **১** *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'বড় বিঘ্ন হব তোমার পুত্র আছে জথা।' *মালাধর, ১৫০০।* **২** *বি* রোধ। 'তোমারে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার।' *বৃন্দা, ১৫৮০।* **৩** *বি* বাধা। 'আর কোন বিঘ্ন ছিল না।' *বঙ্কিম, ১৮৭৮।*

বিঘ্নজনক [স] *বিণ* বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন। 'কন্যাদিগের দুরদৃষ্ট দোষই বিঘ্নজনক হইয়াছে।' *রামনারায়ণ, ১৮৫৪।*

বিঘ্নতরণ [স] *বি* বাধা অতিক্রম। 'বিঘ্নতরণ চরণভঙ্গে/ পথকণ্টক দলিয়া।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩।*

বিঘ্নতা [স] *বি* বাধা; অন্তরায়। 'অনেকানেক পাঠকগণের মনোরম্যতার বিঘ্নতা বিলক্ষণ অবলোকন হইতেছে।' *দর্পণ, ১৮৩৬।*

বিঘ্ননাশ *বি* বিপদের বিনাশ। 'সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

বিঘ্ন পাড়া *ক্রি* বাদ সাধা। 'মোর আহারে বিঘ্ন পাড় পাপমতি।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

বিঘ্নবিঘাত [স] *বি* বাধা-বিঘ্ন। 'গানারম্ভকালে বিঘ্নবিঘাত কারণ।' *মানিকরাম, ১৭৮১।*

বিঘ্নবিজয় [স] *বিণ* বাধাকে জয় করে এমন। 'বিঘ্নবিজয় পন্থ।' *রবীন্দ্র, ১৯২২।*

বিঘ্নবিনাশন [স] *বি* বাধা দূরীকরণ। 'তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

বিঘ্নবিপদ [স] *বি* বাধা-বিপত্তি। 'তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিঘ্নবিপদ সহ্য করে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭।*

বিঘ্নরাজ [স] *বি* গণেশ। 'হর বিঘ্ন বিঘ্নরাজ পূর মনোরথ।' *মানিকরাম, ১৭৮১।*

বিঘ্নসংকুল [স] *বিণ* ব্যাঘাতপূর্ণ; বিপদাপন্ন। 'অকারণে এমন বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিবার কী প্রয়োজন ছিল।' *রবীন্দ্র, ১৯০৮।*

বিঘ্নসঙ্কুল [স] *বিণ* প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। 'সিন্ধুর যাতায়াত-ব্যবস্থা এখন আর বিঘ্নসঙ্কুল নয়।' *মাহেনও, ১৯৪৯।*

বিঘ্নসন্তোষী [স] *বিণ* অন্যের বিঘ্ন দেখে তৃপ্তি লাভ করে এমন। 'তাই শুনে বিঘ্নসন্তোষী মন বিমলানন্দ লাভ করে।' *মুজতবা, ১৯৫৮।*

বিঘ্নহরণ [স] *বি* বিঘ্ন দূরকারী। 'একলা বসে বিপদ-ভঞ্জন বিঘ্নহরণকে ডাকতে লাগলেন।' *অবন, ১৮৯৬।*

বিঘ্নী [স বিঘ্ন>] *বি* অন্তরায়; প্রতিবন্ধক। 'গনপতী প্রণমোহি বিঘ্নী করতার।' *মালাধর, ১৫০০।*

বিচ[1] [হি] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'ঐছ নগরকা বিচ কৈছে লোক জিয়ে।' *বৃন্দা, ১৫৮০।*

বিচ[2] [স বীজ] *বি* ফলের আঁটি। *মানোএল, ১৭৪৩;* 'বাঙ্গলাতে নাম তিসী তাহার বিচে তৈল জমে।' *তাঁতি, ১৭৯২।*

বিচক্ষণ [স] **১** *বিণ* মসৃণ। 'অতি সুগঠন তৈল বিচক্ষণ।' *কেতকা, ১৬৫০।* **২** *বিণ* অভিজ্ঞ। 'নানা অস্ত্র জানিঞা হইল বিচক্ষণ।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।* **৩** *বিণ* জ্ঞানী। 'দেবতার ঘটা বড় দেখে বিচক্ষণ।' *রূপরাম, ১৭৫০।* **৪** *বিণ* শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'ষ্টানহোপ নামে এক শিল্পনিপুণ বিচক্ষণ ব্যক্তি লৌহযন্ত্র নির্ম্মাণ ... করিয়া দিলেন।' *অক্ষয়, ১৮৫৪।* **৫** *বিণ* বিবেচক। 'নচেৎ মনু ত ন্যায় বিচক্ষণ ব্যবস্থাকারক।' *তমোলুক, ১৮৭৪।*

বিচক্ষণতা [স] **১** *বি* প্রজ্ঞা। 'ইহাতে বাবুর বিচক্ষণতা ও ধনাঢ্যতা সুশীলতা ... বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।' *দর্পণ, ১৮২৫।* **২** *বি* দক্ষতা। 'সাময়িক পুস্তিকাদের নিপুণতা ও বিচক্ষণতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।' *অক্ষয়, ১৮৫৪।*

বিচক্ষণা [স] *বিণ স্ত্রী* দূরদর্শী। 'সুলক্ষণা বিবির মাতা অতি বিচক্ষণা।' *ভবানী, ১৮২৮।*

বিচক্ষণাগ্রগণ্য [স] *বিণ* বিজ্ঞদের মধ্যে সেরা। 'অস্মদ্দেশীয় বিচক্ষণাগ্রগণ্য মান্য মহাশয়েরা অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছেন।' *দর্পণ, ১৮৩৬।*

বিচক্ষণাপক্ষপাতি [স বিচক্ষণ+অপক্ষপাতী] *বিণ* সুবিবেচক ও নিরপেক্ষ। 'ঐ বিচক্ষণাপক্ষপাতি সাহেবেরা তাবতের দরখাস্ত লইয়া তাঁহারদিগের বিদ্যা পরীক্ষার্থে প্রত্যেকে কএক প্রশ্ন লিখিয়া দিয়া ...।' *দর্পণ, ১৮২৪।*

বিচখন [স বিচক্ষণ] *বিণ* বিচক্ষণ। 'পুরুস বিচখন কে নহি জান।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

বিচঞ্চল [স] *বিণ* অতিশয় অস্থির। 'বিচঞ্চল শশধর কলেবর।' *দীনবন্ধু, ১৮৬৩।*

বিচনী [স ব্যজনী] *বি* হাতপাখা। 'খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ পাএ।' *বড়ু, ১৪৫০।*

বিচরণ [স] *বি* ইতস্তত ভ্রমণ। 'পুষ্পোদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম, ১৮৭৮।*

বিচরণভূমি [স] *বি* ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্র। 'অন্ধকার মানসের বিচরণভূমি।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৪।*

বিচরণশীল [স] *বিণ* চলাফেরা করছে এমন। 'চারিধারে যদৃচ্ছ-বিচরণশীল মেঘদল।' *বিভূতি, ১৯২৯।*

বিচরা [স বিচরণ>] *ক্রি* ভ্রমণ করা। 'বিচরে নলের সনে দীর্ঘনিশ্বসিত অরণ্যের বিষাদমর্মরে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫।*

বিচল [স] *বিণ* চ্যুত। 'তাঁহারদিগের সে প্রতিজ্ঞা বিচল হয় না। *অক্ষয়, ১৮৪৭।*

বিচলন [স] **১** *বি* স্পর্শ; আঘাত। 'কণ্টক বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধ স্থানাশ্রিত স্নায়ু তাহাতে বিচলিত হইল, সেই বিচলন মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গেল।' *বঙ্কিম, ১৮৮০।* **২** *বি* নড়াচড়া; আলোড়ন। 'তড়িৎমাপকসূচির বিচলন।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৫।* **৩** *বি* অবস্থানের পরিবর্তন। 'স্বস্বার্থেই শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের এ বিচলন ও আন্দোলন।' *শরীফ, ১৯৭০।*

বিচলা [স বিচল>] *ক্রি* বিচলিত হওয়া। **বিচলিল** *ক্রি* বিচলিত হলো।

'তোক্ষা দেখি মোর বিচলিল মনে।' বড়ু, ১৪৫০। **বিচলে** *ক্রি* বিচলিত হয়। 'তোতে মন না বিচলে ল।' বড়ু, ১৪৫০।

বিচলিত [স] ১ *বি* স্পৃষ্ট; আহত। 'কণ্টক বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধ স্থানাশ্রিত স্নায়ু তাহাতে বিচলিত হইল, সেই বিচলন মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮০। ২ *বিণ* বিচ্যুত। 'ভ্রমেও ধর্ম্মপথ হইতে এক পদ বিচলিত হইতেন না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বিণ* বিদূরিত। 'তাঁহার উপর আমার ভক্তি বিচলিত হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৪ *বিণ* তাড়িত; আলোড়িত। 'ভাবের দ্বারা বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বিণ* অস্থির। 'বিচলিতচিত্ত যোগী একবার উমার মুখে, উমার বিম্বাধরে তাঁহার তিন নেত্রকেই ব্যাপৃত করিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিচলিতচিত্ত [স] *বিণ* মন অস্থির হয়ে আছে এমন। 'বিচলিতচিত্ত যোগী একবার উমার মুখে, উমার বিম্বাধরে তাঁহার তিন নেত্রকেই ব্যাপৃত করিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিচলিতমন [স] *বিণ* চঞ্চলমতি; মন অস্থির হয়ে আছে এমন। 'দাদা যদি আবার ঐরূপ বিচলিতমন হন, তবে কে রক্ষা করবে?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

বিচলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* উদ্বিগ্ন। 'ব্যয় করিলেই বিচলিতা হয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

বিচলী *বি* বাঁশের তৈরি গৃহসামগ্রীবিশেষ। 'বাঁশ কাটিয়া বেহুলা বিচলী বুনিল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বিচা[1] *ক্রি* বিক্রয় করা। **বিচ** *ক্রি* বিক্রয় করো। 'দধি বিচ নিআঁ মথুরার হাটে।' বড়ু, ১৪৫০। **বিচি** *ক্রি* বেচি; বিক্রয় করি। 'দধি দুধ বিচি নিআঁ মথুরার হাটে।' বড়ু, ১৪৫০। **বিচিআঁ** *ক্রি* বিক্রয় করে। 'ঘৃত দধি দুধ/ ঘোল বিচিআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **বিচিএ** *ক্রি* বেচা যায়; বিক্রয় করা যায়। 'তবেঁ লাভেঁ পসার বিচিএ।' বড়ু, ১৪৫০। **বিচিতেঁ** *ক্রি* বিক্রয় করতে। 'ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **বিচিবেঁ** *ক্রি* বিক্রয় করবে। 'ঠেঠা দাণে কেহো বিচিবেঁ দহী।' বড়ু, ১৪৫০। **বিচী** *ক্রি* বিক্রয় ক'রে। 'দধি দুধ বিচী কৌড়ী দিবোঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **বিচে** *ক্রি* বিক্রয় করে। 'বার মণ লোহার বাড়ি বাম হাতে বিচে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিচা[2] *বি* কোমরের অলঙ্কার। 'বিচা ২ দুইটা।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

বিচা-বোকা *বি* বয়স্ক পাঁঠা। 'কুড়িটা সাত্তটা লিখিল বিচা বোকা।' *মুকুন্দ*, ৲ ১৬০০।

বিচানো [স বিচ্ছাদন>] *ক্রি* বিছানো। 'বিচিতে বা বিচাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিচার [স] ১ *বি* বিশ্লেষণ। 'পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* প্রতিশোধ। 'কাহ্ণুঞী ঘুচার্আ লৈবোঁ তাহার বিচার।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ *বি* গণনা। 'ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি না করিহ রোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* চিন্তাভাবনা। 'স্বপ্ন দেখি উঠি পূজারী করিল বিচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বি* দোষগুণ নির্ণয়। 'বিচারে পণ্ডিত তুমি তোমায় বুঝাব আমি সাধু জনের নাহি দোষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বি* খোঁজ। 'যথ পুরী একে একে করিল বিচার।' *সুলতান*, ১৬৫০। ৭ *বি* ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত; সুবিচার। 'কারাগারে পৈলুঁ আমি না পাই বিচার।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৮ *বি* বিবেচনা। 'বিচার করিল এখন আর আমার দিল্লিতে কর দেওনের আবশ্যক কি।' *রামরাম*, ১৮০১। ৯ *বি* ধারণা। 'মনে বিচার করিলেন আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ১০ *বি* যাচাই ক'রে দেখা। 'সেই গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তের বিচার ও মীমাংসা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিচার-অধীন [স] *বিণ* বিচার-বিবেচনা বা চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে এমন। 'সম্প্রতি যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা এখনও বিচার-অধীন।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

বিচার-আগার [স] *বি* বিচারালয়; আদালত। 'কোথা তব বিচার-আগার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বিচারক [স] *বি* যিনি বিচার করেন। 'সকল বিচারকেরা হাজীর হইলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

বিচারকর্ত্তা, বিচারকর্তা [স] ১ *বি* মীমাংসাকারী। 'যাহার নায্য তাহা বিচারকর্ত্তাকে বিলক্ষণ বোধ জানাইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* বিচারক। 'কলহ করিয়া সেই দেশের বিচারকর্ত্তা কাজির নিকটে গেল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'বিচারকর্ত্তাদিগের সম্মুখে নীত হইলে, তাঁহারা এই দণ্ডবিধান করিলেন ... ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিচার করা *ক্রি* যাচাই করা। 'তবে একদিবস বিচার করিতে বসিলাম।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিচারকর্ত্রী [স] *বি স্ত্রী* বিচারক। 'প্রমাণ উপস্থিত করে বিচারকর্ত্রীর সামনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

বিচারকারী [স] *বি* বিচারক; বিচারকর্তা। 'কুঠিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী ... ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিচারক্ষম [স] *বিণ* বিচার করতে সক্ষম। 'কারণ বিচারক্ষম নয় অন্ধ, অনাথ নিয়তি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিচারগৃহ [স] ১ *বি* আদালত। 'গ্রামে দুর্ঘটনা হইলে বিচার গৃহহইতে ভূম্যধিকারিরই বিশেষ বিড়ম্বনা প্রাপ্তির অগ্রেই সম্ভাবনা।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* বিচার করা হয় যে ঘরে। 'দর্শকেরা, বিচারগৃহ লোকারণ্য করিবেন।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

বিচারঘর [স বিচার+ঘর] *বি* আদালত। 'খোলা তব বিচারঘরের দ্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বিচারণ [স] ১ *বি* বিবেচনা। 'আপনে ব্রর্মের মহিমা সৃষ্টি হেও বিচারণ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বি* বিচার। 'ধর্ম্মাধর্ম্মে নাই বিচারণ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিচারণা [স বিচারণা] *বি* বিচার-বিবেচনা। 'নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা, সত্য সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিচারণীয় [স] *বিণ* বিচার্য। 'তার উত্তরাধিকারের সমকালীন অবক্ষয়ের সঙ্গে ... বঙ্গীয় সমাজসংস্কৃতির সম্পর্কও বিচারণীয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিচারতঃ [স] *ক্রিবিণ* বিচার অনুসারে। 'এই মহৎসদেশ যাহা বিচারতঃ পশ্চান্নিরূপিত পঞ্চালের সান্নিধ্য হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বিচারদণ্ড [স] *বি* বিধি-বিধান। 'তাদের সমাজের বিচারদণ্ডের সামনে এনে হাজির করতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বিচারপতি [স] *বি* বিচারক। 'প্রথমে ইষ্টাম্পের মূল্য ও উকীলের বেতনবিনা বিচারপতিকে জানান যাইতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিচার-পদ্ধতি [স] ১ *বি* বিচারপ্রণালী। 'উইলসনের অবলম্বিত বিচারপদ্ধতি অনুসারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* বিবেচনাবোধ। 'তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধতি আছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বিচারপ্রণালী [স] *বি* বিচার পদ্ধতি। 'সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিচারপ্রার্থী [স] *বি* বিচার প্রত্যাশী। 'তুরস্ক সম্রাটকে জ্ঞাপন করিয়া বিচারপ্রার্থী হওয়া কর্ত্তব্য।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বিচারবিতর্ক [স] *বি* আলাপ-আলোচনা। '... সমাজ-সমস্যা নিয়ে বিচারবিতর্ক করেন।' *সনৎ*, ১৯৭০। ।

বিচার বিভাগ [স] *বি* বিচারাদি সংক্রান্ত সরকারি দপ্তর। 'রাষ্ট্র যদি বিচার বিভাগে নারী-বিচারকের বন্দোবস্ত করেন।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

বিচারবুদ্ধি [স] *বি* বিবেচনাবোধ। 'সকল মানুষের বিচারবুদ্ধি বড়ো নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিচারবোধ [স] *বি* বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। 'তাঁর সাহিত্যচর্চার মধ্যে পরিণত বিচারবোধের বিশেষ অভাব ছিল।' *শিব*, ১৯৫০।

বিচারব্যবসায়ী [স] *বি* উকিল। 'ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাবণিক, বিচারালয়ে বিচারব্যবসায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিচারভার [স] *বি* বিচারের দায়িত্ব। 'এ-সব কথার বিচারভার কি তারই উপরে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিচারমূঢ় [স] *বিণ* বিচার-বিবেচনাশূন্য। 'এই নাস্তিক বিচারমূঢ় পৃথিবীতেই তুমি কারারুদ্ধ হইয়াছিলে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বিচারযোগ্য [স] *বিণ* বিবেচনার যোগ্য। 'সে সকল এতই অকিঞ্চিৎকর যে বিচারযোগ্য নয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

বিচারশক্তি [স] ১ *বি* পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের শক্তি। 'অবিচ্ছেদে বুদ্ধি চালনা করিলে কিঞ্চিৎকাল বিচারশক্তি মান্দ্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* বিবেচনা করার ক্ষমতা। 'তীক্ষ্ণ তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

বিচারশালা [স] *বি* বিচারালয়। 'স্বদেশীয় বিচারকদের দ্বারা গোপন বিচারশালা স্থাপন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিচারশীলতা [স] *বি* বিচারের প্রতি নিষ্ঠা। 'মূল্যবোধ ও বিচারশীলতার অভাব মানে – সুসভ্যতার অভাব।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বিচারশূন্য [স] *বিণ* অবিবেচক। 'বিচারশূন্য রাজা কোন নরপিশাচেও হইতে পারে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বিচারসঙ্গত [স] *বি* বিচার-বিবেচনার যোগ্য। 'তাহা ... বিচার সঙ্গত হইল না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বিচারসমর [স] *বি* বিচারকালীন তর্কবিতর্ক। 'এই প্রশ্নের বিচারসমরে মহারথী মীমাংসক জৈমিনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিচারসাপেক্ষ [স] *বিণ* বিচারের অপেক্ষাযুক্ত। 'যা চলে আসছে তা চলবে কিনা, সে হচ্ছে বিচারসাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

বিচারসিদ্ধ [স] *বিণ* যুক্তিযুক্ত; যৌক্তিক। 'তাঁহারদিগকে প্রচুর বেতন দেওয়াই বিচারসিদ্ধ।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

বিচারস্থল [স] *বি* যেখানে বিচারকার্য হয়। 'বিচারকর্ত্তারা তাহাকে বিচারস্থলে আনাইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

বিচারস্থান [স] *বি* বিচারালয়। 'ইংগ্লণ্ডীয়রদের অধিকৃত নানাদেশের বিচারস্থান।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বিচারহীন [স] *বিণ* সুবিচার নেই এমন। 'বিচারহীন নির্বিকার ক্ষমা।' *মানিক*, ১৯৪০।

বিচারাগার [স] *বি* আদালত; যেখানে বিচারকাজ করা হয়। 'বিচারাগারে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট বেত্রধারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিচারাধীন [স] ১ *বিণ* বিবেচনাধীন। 'সেইটুকু আমার বিচারাধীন।' *প্রমথ*, ১৯১২। ২ *বিণ* বিচার করা হচ্ছে এমন। 'বিচারাধীন মামলার সাক্ষীকে যখন হত্যা করা হয়।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

বিচারারম্ভ [স] *বি* বিচার প্রক্রিয়া শুরু। 'সমুদায় বিষয়েরই বিচারারম্ভ করিল।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

বিচারার্থ [স] *ক্রিবিণ* বিচারের জন্য। 'অধিক লোকের বিচারার্থ প্রায় ১৫০ শত ইংগ্লণ্ডীয় জজ।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

বিচারার্থী [স] *বিণ* বিচার প্রত্যাশী। 'হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিচারালয় [স] *বি* আদালত। 'জামাতাকে বিচারালয়ে নীত করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিচারাসন [স] *বি* বিচারের আসন। 'তিনি বিচারাসন হইতে গর্বিত বাক্যে ... কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিচারোর্ধ্ব [স] *বিণ* বিচারের অধীন নয় এমন। 'খ্রিস্টধর্ম ... বাইবেলের নির্দেশকে বিচারোর্ধ্ব সত্য রূপে খাড়া করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিচারা[1] [স বিচার>] *বি* হিসাব। 'কোণ বধু লআঁ জাহা মথুরা তাহার দেহ বিচারা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিচারা[2] [স বিচার>] ১ *ক্রি* অনুসন্ধান করা। 'মনি হেতু তাহার সরির বিচারি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* বিবেচনা করা। 'তোমাতে মজিল মন/ ... ইথে কি বিচারহ সন্দেহে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৩ *ক্রি* বাছাই করা। 'রাঙ্গ-তুলসী তুলিল বিচারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রি* বিস্তারিত করে বলা। 'আপনা নৃপতি গুণ কহম বিচারিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৫ *ক্রি* বিচরণ করা। 'ডুব দিআ বিচারিয়া চাহে বহু দুর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বিচারহ** *ক্রি* বিবেচনা করো। 'তোমাতে মজিল মন/ ইথে কি বিচারহ সন্দেহে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **বিচারি** ১ *ক্রি* অনুসন্ধান ক'রে। 'মনি হেতু তাহার সরির বিচারি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* বিচার ক'রে। 'বিচারি দেখেন্ত পুরি অতি মনোহর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বিচারিআঁ** *ক্রি* খুঁজে; অন্বেষণ ক'রে। 'বিচারিআঁ চাহ কাহ্নাঞি আগম পুরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিচারিয়া** ১ *ক্রি* অনুসন্ধান ক'রে; খুঁজে দেখে। 'ওলাহ পসরা তোর বিচারিয়া বলি।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *ক্রি* বিচরণ ক'রে। 'ডুব দিআ বিচারিয়া চাহে বহু দুর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বিচারিলা** *ক্রি* তালাশ করলো। 'আবু জেহেলেরে তবে বহু বিচারিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **বিচারে** *ক্রি* বিচার করে। 'সময় বুঝিয়া কাম করিতে বিচারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বিচারিত [স] *বিণ* বিবেচিত। 'আপনারদের পরমমান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচারিত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিচারী [স] *বি* বিচারক; যে বিচার কাজ করে। 'বিচারী যদ্যপি অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিচার্য, বিচার্য্য [স] ১ *বি* বিবেচ্য। 'সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* বিবেচনার যোগ্য। 'সত্য কি না তাই হচ্ছে বিচার্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিচালি *বি* খড়। *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'মাথায় বিচালি বাঁধি আনে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

বিচালিচূর্ণ *বি* কুচানো খড়। 'খলি-মিশান ললিত বিচালিচূর্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বিচি[1] [স বীচি] *ক্রি* পাখা দিয়ে বাতাস করলো। 'তালের বিণিঞাঁ রাধাক বিচি কাহ্ন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিচি[2] [স বীজ] *বি* ফলের ভিতরের বীজ। 'নটিআ কাঁঠাল বিচি সারি গোটা দশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বিচী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বিচিকিৎসা [স] *বি* ভিন্ন রীতি বা আচার। 'মফস্বলে বিচিকিৎসা অর্থাৎ হিন্দুর দেবতা বিষহরী পূজা করিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বিচিকিচ্ছি [স বিচিকিৎসা] *বি* অশোভন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বিচিত্র [স] ১ *বিণ* মনোহর। 'বিচিত্র খোঁপার/ উপরে রাধা/ পুষ্প তোর শোভে মাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* বিস্ময়কর। 'কি বিচিত্র তারে এই ঝড় বরিষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* নানা রূপ। 'বিচিত্র বন্ধানে তাহে সুরঙ্গ প্রবাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* অদ্ভুত। 'হেন কালে সুন এক বিচিত্র শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'কি বিচিত্র এই দেশ।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

বিচিত্রগতি [স] *বিণ* নানা দিকে গতিশীল। 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচিত্রগতি হ'লেও, একটি ভাবের অভাব তাতে রয়েছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বিচিত্রচরিত্রা [স] *বিণ স্ত্রী* অদ্ভুত চরিত্রের অধিকারী। 'আমি অবাক হইয়া নিস্পন্দশরীরে, সশঙ্কচিত্তে, এই বিচিত্রচরিত্রা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিচিত্রতম [স] *বিণ* অতিশয় বিস্ময়কর। 'সে চায় বিচিত্রতম উপলব্ধি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

বিচিত্রতর [স] ১ *বিণ* আশ্চর্যজনক। 'তুর্কীর অভ্যুদয় নব্য জাপানের অভ্যুদয়ের চেয়েও বিচিত্রতর ব্যাপার।' *সওগাত*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* হরেক রকম। 'আওয়াজ বিচিত্রতর হতে থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বিচিত্রতা [স] ১ *বি* নানা বর্ণরূপ। 'শূন্য আমায় নিয়ে রচ নিত্যবিচিত্রতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ২ *বি* বৈচিত্র্য। 'আকারের বিচিত্রতা দিয়েই রসের বিচিত্রতা।' *অবন*, ১৯২৫। ৩ *বি* নানা রকম বিষয়। 'তাহাতেই বা বিচিত্রতা কি আছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

বিচিত্রপ্রতিভা [স] *বিণ* বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। 'রবীন্দ্রনাথের মতো বিচিত্রপ্রতিভা সাহিত্যিক এদেশে কেন গোটা পৃথিবীতে আর চোখে পড়ে না।' *শিব*, ১৯৫০।

বিচিত্রভাবে [স] *ক্রিবিণ* নানাভাবে। 'মানুষের বিচিত্রশক্তি বিচিত্রভাবে সফল হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিচিত্রমুখী [স] *বিণ* নানাবিধ বিষয়যুক্ত। 'নেতৃত্ব ও দায়িত্ব বহনের বিচিত্রমুখী তোরণ দ্বার।' *আজাদ*, ১৯৬২।

বিচিত্রমূর্তি [স] *বি* নানারকম আকৃতি। 'প্রকাশের বিচিত্রমূর্তির মধ্যে মানুষের আত্মা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিচিত্ররূপিণী [স] *বি স্ত্রী* নানারূপবিশিষ্ট যে। 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে তুমি বিচিত্ররূপিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিচিত্র লগনী *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ বিচিত্র লগনী ॥ দণ্ডকং ॥' *বড়ু*, ১৫০০।

বিচিত্রলোক [স] *বি* বৈচিত্র্যময় জগৎ। 'এই অভিধা, বিবর্তন ও শব্দ সৃষ্টির জগৎ এক বিচিত্রলোক।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বিচিত্রশক্তি [স] *বি* নানা ধরনের শক্তি। 'মানুষের বিচিত্রশক্তি বিচিত্রভাবে সফল হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিচিত্রা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* নানা বিষয় ও রূপসমন্বিত। 'তৎপাঠে বিচিত্রা শিক্ষা জন্মে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* বৈচিত্র্য। 'তবে বালক মনের পর্দায় বিচিত্রার ইশারা রাখিয়া যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বিচিত্রানুষ্ঠান [স] *বি* নাচ গান ইত্যাদি নিয়ে সাজানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 'নৃত্য, কৌতুক ইত্যাদি বিচিত্রানুষ্ঠান হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বিচিত্রিত [স] *বিণ* নানা চিত্রে অঙ্কিত। 'নানা চিত্রে বিচিত্রিত অনেক পক্ষী ফল ভোজনে কৃতার্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩; 'বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে বিবিধ বর্ণের লেখা, তারি অন্তরালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিচিত্রোদ্যোগ [স] *বিণ* নানা বিষয়ে উদ্যমী। 'দ্বারকনাথ ঠাকুরের মতো ব্যতিক্রমী বিচিত্রোদ্যোগ প্রতিভাও শেষ পর্যন্ত জমিদারি মনোভাব ও আচার-আচরণ ছাড়তে পারেননি।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিচিরল [স বিরল] *বি* নির্জন পরিবেশ। 'ঢেণ্ঢন পাএর গীত বিচিরলেঁ বুঝঅ।' *চর্যা ৩৩*, ১২০০।

বিচিলি [স বিতৃণ>] *বি* খড়। 'কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিচুটি *বি* ছোটো লতাবিশেষ, যা গায়ে লাগলে চুলকায় ও ফুলে যায়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বিচুরা [স বিচূর্ণন>] *ক্রি* বিচূর্ণ করা। **বিচুরিল** *ক্রি* বিচূর্ণ হলো। 'সর্ব্ব বিচুরিল তথতা নাদেঁ।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

বিচুলি [স বিতৃণ>] *বি* ধানের খড়। 'দু-আটি বিচুলি ফেলে সে না ততক্ষণ চিবোক।' *শরৎ*, ১৯২৬।

বিচূর্ণ [স] *বিণ* বিধ্বস্ত। 'খেজুর ছায়ারা ইতস্তত বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরীয়।' *জীবন*, ১৯৪২।

বিচূর্ণিত [স] *বিণ* অতিশয় গুঁড়া হয়েছে এমন। 'মদিনার রওজা মোবারক আজ … ওহাবীদের গোলাবর্ষণে বিচূর্ণিত।' *দর্পণ*, ১৯২৫।

বিচূর্ণীকৃত [স] *বিণ* অতিশয় চূর্ণ করা হয়েছে এমন। 'বিচূর্ণীকৃত শহীদ মিনারের সামনে …।' *পাশা*, ১৯৭১।

বিচে [হি] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'দুনিয়ার বিচে যার বুজরগি তারিফ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বিচেকলা *বি* বিচি আছে এমন এক জাতের কলা। 'এক ছালা বিচেকলার বীজ।' *জসীম*, ১৯৬০।

বিচেতন [স] *বিণ* অচেতন। 'আমি, তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে, নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিচেতনদশা [স] *বি* অচেতন অবস্থা। 'সে, আপন বিচেতনদশা, অবধি, ভূদেবের তিরস্করণী বিদ্যাপ্রদান পর্যন্ত …।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিচেতা [স বিচেতন>] *বিণ* অচেতন। 'হইয়া বিচেতা ধাইল প্রচেতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিচৈক্ষণ, বিচৈক্ষন [স বিচক্ষণ] *বিণ* বিচক্ষণ; দক্ষ। 'নানা অস্ত্র জানিআ হইল বিচৈক্ষন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'তলোয়ারবাজি ইত্যাদি সমস্তেই বিচৈক্ষণ।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিচ্ছ [স বৃশ্চিক] *বি* বিছা; কীটবিশেষ। 'গোমায়ু মাতিয়া বুলে গৃধ্র কাক বিচ্ছ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিচ্ছিত্তি [স] *বি* বিচ্ছিন্নতা। **বিচ্ছিত্তিসাধন** [স] *বি* পৃথক্করণ। 'উভয়ের মিলিত চাপে ধ্বনির বিচ্ছিত্তিসাধন অনেকটাই যেন অবহেলিত।' *শিব*, ১৯৭৩।

বিচ্ছিন্ন [স] ১ *বিণ* বিযুক্ত। 'সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী নির্জ্জন বনবাসী।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩। ২ *বিণ* বিভক্ত। 'প্রজাগণকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে …।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

বিচ্ছিন্নতা [স] *বি* সম্পর্কশূন্যতা। 'শৈশব হইতে যৌবনের পরিবর্তন বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া ঘটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিচ্ছিন্নতাবাদী [স] *বিণ* গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান সমাজ ইত্যাদি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায় এমন। 'সমাজে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা ও আর্থিক চাপ।' *আজাদ*, ১৯৬২।

বিচ্ছিন্নভাবে [স] *ক্রিবিণ* আলাদাভাবে। 'বিচ্ছিন্নভাবে জেগে থেকেছে এক একটা খণ্ড খণ্ড দ্বীপের মতো।' *উমর*, ১৯৬৬।

বিচ্ছিরি [স বিশ্রী] *বিণ* অসুন্দর; বিস্বাদজনক। ১ *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা।' *সুকুমার*, ১৯১৮। ২ *বিণ* অসুন্দর। 'মনে হয় তারি বিচ্ছিরি হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিচ্ছিরি লাগা *ক্রি* খারাপ বোধ হওয়া। 'বিচ্ছিরি লেগেছে আওয়াজটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিচ্ছিরিভাবে *ক্রিবিণ* অসুন্দরভাবে। 'যেন মৃত্যুর মুহূর্তে মুখ বেঁকে যায় না বিচ্ছিরিভাবে।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

বিচ্ছু [স বৃশ্চিক] ১ *বি* বিষাক্ত কীটবিশেষ। 'বিচ্ছুর ছানা কুলুপের গায়।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* অত্যন্ত দুরন্ত। 'মামানীগো, কি কই, হেইডা একটা বিচ্ছু।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

বিচ্ছুরণ [স] *বি* বিকিরণ; আলোকরশ্মির ছড়িয়ে পড়া। **বিচ্ছুরিত** [স] ১ *বিণ* নানা বর্ণে বিকীর্ণ। 'ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়ে সকাল বেলার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* বিশ্লিষ্ট। 'আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব বিচ্ছুরিত বক্ষে ও তুফানে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩। ৩ *বিণ* দ্রুত ছড়িয়ে পড়া। 'সেই বিচ্ছুরিত রস তার গালের মধ্যে ঢুকে গেল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বিচ্ছুরা [স বিচ্ছুরণ>] *ক্রি* বিচ্ছুরিত হওয়া। 'বিচ্ছুরিলে জ্যোতিঃপাত মদগর্ব মোগলের প্রমোদসভাতে।' *জীবন*, ১৯৩০।

বিচ্ছেদ [স] ১ *বি* ছাড়াছাড়ি। 'ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* মৃত্যু। 'বাপের বিচ্ছেদে মোর প্রাণ পোড়ে শোকে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'গৃহ হতে বিচ্ছেদ হৈল সৈন্যের অন্তরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৪ *বি* বিরহ। 'বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে শোকাবৃত হইয়া ক্রন্দন করিতে২ ভূমিতলে পতন হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৫ *বি* অবসান। 'এখন রাগের বিচ্ছেদ হইয়া প্রেমের উদয় হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১। ৬ *বি* ব্যবধান। 'মনে এতই কি ঘটেছে বিচ্ছেদ?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৭ *বি* ছেদ। 'যেখানে অরণ্যের একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্ছে সেইখানেই শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণী ও পর্বত-সমেত এক-একটা নব নব আশ্চর্য দৃশ্য খুলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৮ *বি* দূরত্ব। 'সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৯ *বি* ব্যতিক্রম। 'এই সমস্ত দ্বৈতের মধ্যে ভারাকর্ষণের এক নিয়মের কোথাও বিচ্ছেদ দেখি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ১০ *বি* পার্থক্য। 'কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করার অকর্তব্য নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিচ্ছেদচিহ্ন [স] ১ *বি* বিরামচিহ্ন। 'তাবৎ প্রকার বিচ্ছেদ চিহ্ন ... অবগত হইবার উপকার হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বি* দূরত্বের রেখা। 'প্রকৃতি এবং ইহার মাঝখানে বড়ো একটা বিচ্ছেদ চিহ্ন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিচ্ছেদতাপ [স] *বি* বিরহের যন্ত্রণা। 'বিচ্ছেদতাপ পালায় শ্রীরাধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বিচ্ছেদদশা [স] *বি* বিরহপূর্ণ অবস্থা। 'দুইজনার বিচ্ছেদদশা না যায় বর্ণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিচ্ছেদনীতি [স] *বি* বিভেদনীতি। 'চীনদেশের খ্রীষ্টানরা বিচ্ছেদনীতি পরিহার করেছে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

বিচ্ছেদবাণ [স] *বি* বিরহযাতনা। 'পতির বিচ্ছেদবাণ কত আর সহে প্রাণ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিচ্ছেদবেদনা [স] ১ *বি* ত্যাগ হওয়ার কষ্ট। 'সেই বিচ্ছেদবেদনার উত্তেজনায় আমাদিগকে সামাজিক সম্ভাবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* বিরহের দুঃখ। 'মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদ-বেদনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিচ্ছেদব্যথিত [স] *বিণ* বিচ্ছেদজনিত যন্ত্রণায় কাতর। 'সেই বিচ্ছেদব্যথিত স্নেহশীল মূঢ়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিচ্ছেদযন্ত্রণা [স] *বি* বিরহবেদনা। 'বিচ্ছেদযন্ত্রণা যেন, নাহি হয় সহিতে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বিচ্ছেদশঙ্কিত [স] *বিণ* বিভাজনে ভীত। 'আজ আসন্নবিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিচ্ছেদশোক [স] *বি* মৃত্যুর শোক; বিচ্ছেদের দুঃখ। 'বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিচ্ছেদহীন [স] *বিণ* অবিচ্ছেদ্য। 'তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিচ্ছেদানল [স] *বি* বিচ্ছেদরূপ আগুন। 'ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদানলে সকলে নিরন্তর সন্তাপিত হইয়াও তাহা নিবারণ করিতে কেহই যত্নবান হয়েন না।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিচ্যুত [স] *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'আনন্দ হতে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ি।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

বিছন [স বীজ>] *বি* বীজধান। **বিছন-পুড়া** *বি* বীজধানের গোলা। 'হাল বলদ দিবে খুড়া দিবেহে বিছন-পুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিছমিল্লা [আ] *বি* সর্বশক্তিমানের নামে শুরু। 'আউলে বিছমিল্লা বর্ত মূল বটে তার তিনটি অর্থ।' *লালন*, ১৮৯০।

বিছরি *বি* বিচ্ছেদ। 'বিছরি মিলনে যেন ক্ষুধার ভোজনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিছা [স বৃশ্চিক] *বি* কীটবিশেষ; বৃশ্চিক। 'তথায় মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিছাহার, বিছেহার *বি* কোমরে পরার উপযোগী মোটা অলঙ্কারবিশেষ। 'বিছাহারটি না পরিয়া আসায় মনটা বড়ো খুঁতখুঁত করিতেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৭; 'বিছেহার, বাজুবন্ধ, নোলক আর গলার নারকেল ফুলগুলোর ...।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

বিছাওন *বি* বিছানো; ছড়িয়ে দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বিছান [স বিচ্ছাদন>] *বি* মাদুর। 'কোন কোন ফিরিস্তাএ বিছান বিছাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিছানা [স বিচ্ছাদন>] ১ *বি* শয্যা। 'বিনোদ বিছানা বিনোদ বন।' *শেখর*, ১৬০০। ২ *বি* চাদর। 'নূরের বিছানা এনে লাগিল বিছাইতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বিছানাপত্তর *বি* শয্যা ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। 'বিছানাপত্তর ঝেড়ে পাট করে দিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩১।

বিছানাপত্র *বি* শয্যা ও এর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। 'সে ঝাড়নটা কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁচ করতে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিছানা পাতা *ক্রি* বিছানা বিছিয়ে দেওয়া। 'যেখানে খুশি বিছানা পাতিয়া পথ রোধ করিয়া নিদ্রা দিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিছানা-পাতুনি *বি* বিছানা পাতে যে। 'ওই আসছে বিছানা-পাতুনি তোশক হাতে ক'রে।' *অবন*, ১৯১৯।

বিছানায় পড়া *ক্রি* রোগের কারণে শয্যাশায়ী হওয়া। 'অসুস্থ ক্লিষ্টদেহ রাজলক্ষ্মী বিছানায় পড়িয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিছানার চাদর *বি* খাটে বিছানোর আবরণীবিশেষ। 'বিছানার চাদরটি সাদা ধবধব করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিছানো ১ *ক্রি* পাতানো। 'এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞ সেজা বিছাইআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কিশলয় শয়ন বিছাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ছড়িয়ে দেওয়া। 'মৃদু সুবাস দিল বিছায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **বিছাই** *ক্রি* পাতি। 'ফজর সময়ে উঠি বিছাই লোহিত পাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বিছাইআঁ** *ক্রি* পেতে। 'এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞ সেজা বিছাইআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিছাইতে** *ক্রি* বিছাতে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **বিছাইবোঁ** *ক্রি* বিছাবো। 'কিশলয় শয়ন বিছাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিছাইলুঁ** *ক্রি* বিছালাম। 'শেজ বিছাইলুঁ।' *বিদ্যাপতি*, ১৬০০। **বিছাইলেক** *ক্রি* বিছালো। 'এক ঘরে দুই খাট বিছাইলেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **বিছাএ** *ক্রি* বিছিয়ে দেয়। 'কোন কোন ফিরিস্তাএ বিছান বিছাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বিছায়ে** *ক্রি* বিছিয়ে। 'আঁচল বিছায়ে রাখি পথধুলা দিব ঢাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **বিছায়্যা** *ক্রি* বিছিয়ে। 'মালতি মল্লিকা চাঁপা বিছায়্যা শয়নে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বিছিয়ে দেওয়া** *ক্রি* ছড়িয়ে রাখা। 'অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার জিনিষ নির্ভয়ে চারি দিকে বিছিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিছালি [স বিতৃণ>] *বি* খড়। 'গাজোন তলায় বিশ আটি বিছালি বিছানো ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বিছিয়া [স বৃশ্চিক] *বি* বিছা। 'শোভিত নেপুর রত্ন আনট বিছিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিছু [স বৃশ্চিক] *বি* বিষাক্ত কীটবিশেষ। 'বিছা বিছু নরকের কুণ্ডে কিলিবিলি।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিছুটি *বি* ছোটো বুনো গাছবিশেষ, যা শরীরে লাগলে চুলকায় ও জ্বালা করে। 'গাত্রে বিছুটি দেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিছুতি *বি* বুনো গাছবিশেষ, যা শরীরে লাগলে চুলকায়। 'জয় বাঙলা শ্লোগানে যেন বিছুতির জ্বালা।' *পাশা*, ১৯৭১।

বিছোটি *বি* ছোটো বুনো গাছবিশেষ, যা শরীরে লাগলে চুলকায় ও জ্বালা করে। 'শ্রীনাথ রায়ের গাত্রে বিছোটি লাগাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

বিছুড়লা, বিছুরলা, বিছোড়লা, বিছোরলা [স বিস্মৃতি>] *ক্রি* ভুলে যাওয়া। **বিছুড়লি** *ক্রি* আলাদা হলো। 'জখনে দুহুক দীঠি বিছুড়লি দুহু মনে দুখ লাও।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিছুরল** *ক্রি* বিয়োগ ঘটলো। 'ন জানল কতি খন তেজি গেল রে বিছুরল চকেবা জোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিছোড়ল** *ক্রি* বিচ্ছেদ ঘটলো। 'পাপ জনম ফল নাথ বিছোড়ল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বিছোরি** *বি* ভোলা। 'মথু মনে মনমথ রাখলি গোরি। বিছুরিতে চাহি নহি হোয়ে বিছোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিছেদ [স বিচ্ছেদ] *বি* বিরহ। 'প্রবল ষট ঋত নাথ বিছেদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিছোহ [স বিচ্ছেদ] *বি* বিচ্ছেদ। 'বিরহে বেআকুল কাহাঞিঁ বেড়াএ বিছোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিছ্রাম [স বিশ্রাম] *বি* বিশ্রাম। 'তিল্লেক বিছ্রাম আম্মি করি তৃষ্ণার পিঠে।' *রামাই*, ১৭১০।

বিজ [স বীজ] *বি* বীজ। 'দাড়িম্বের বিজ জেন দন্ত চোখ চোখ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বিজআ [স বিজয়>] *ক্রি* জয় লাভ করা। 'ধনুর্ধর বিজএ সংসার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিজই [স বিজয়ী] *বিণ* বিজয়ী। 'ত্রিলোক্য বিজই বিরু বিস্য এক ধনু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিজএ [স বিজয়] **১** *বি* জয়লাভ। 'কহিলেক কি উপাএ হৈব বিজএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* প্রতিনিধি। 'তানে আম্মি আপনার বিজএ করিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিজটা *বি* হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'বিজটা সুছন্দ করে বাজুবন্দ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'জড়াও বিজটা দুই খান।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিজড়ন [স] *বি* আবেষ্টন। 'এই বিজড়ন অদ্য রজনীর তৃতীয় যামে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বিজড়িত [স] **১** *বিণ* বিশেষভাবে যুক্ত। 'স্মৃতি ও আশার বিজড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* প্রলেপযুক্ত। 'স্বেদবিজড়িত চূর্ণকুন্তলের শোভা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **৩** *বিণ* জড়িয়ে আছে এমন; আড়ষ্ট। 'শরমময়ীর পাশে বিজড়িত আধ-ভাবে আমরা তো শুনাব না প্রাণের বেদন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৪** *বিণ* সম্পর্কিত। 'রাজনৈতিক আবর্তন বিবর্তনের সহিত ভাষার আবর্তন বিবর্তন বিশেষভাবে বিজড়িত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বিজন [স] **১** *বিণ* নির্জন। 'বিজন বনত তোক্ষা দেখিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* গোপন। 'শুনি যেন কাহাদের চুপিচুপি কথা, বিজন মন্ত্রণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৩** *বিণ* শূন্য। 'আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসবে যদি শূন্যহাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৪** *ক্রিবিণ* একা-একা। 'পথেই যাহার কাটবে জীবন বিজন?' *নজরুল*, ১৯২৫।

বিজনজীবন [স] *বি* নিঃসঙ্গ জীবন। 'মম বিজনজীবন-বিহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিজনজীবন-বিহারী [স] *বিণ* নিঃসঙ্গ জীবনে অবস্থানকারী। 'মম বিজনজীবন-বিহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিজনতা [স] *বি* জনহীনতা। 'এই পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিজনবন [স] *বি* নিভৃত অরণ্য। 'পুরী যেন জনশূন্য বিজনবন সদৃশ বোধ হইতে লাগিল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বিজনবান্ধব [স] *বিণ* নিঃসঙ্গ। 'এমন বিজনবান্ধব অধ্যয়ন বিষ অপেক্ষাও বিকট বোধ হচ্চে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বিজনবাস [স] **১** *বি* একাকী বসবাস। 'এখন বহুকাল আমাদের অজ্ঞাতবাস বিজনবাস আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* একাকীত্ব। 'তুমুল কার্যক্ষেত্রের মাঝখানেও বিজনবাস যাপন করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিজনবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* নিভৃতে বাস করে যে। 'সে কি গো সবই ভুল বিজনবাসিনী।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বিজনবেদন [স] *বি* গোপন বেদনা। 'ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চবণ নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিজনমন্দির [স] *বি* জনহীন বাড়ি। 'ধীরে ধীরে চল তোমার বিজন-মন্দিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিজনে *ক্রিবিণ* নিঃসঙ্গতায়। 'যদি বিজনে দিন বহে যায়।' *রবীন্দ্র*,

১৯২৫।

বিজনেস [ই] *বি* ব্যবসা। 'মনটা স্বভাবটা বিজনেস চালাবার উপযোগী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিজন্মা [স বি-জন্ম>] *বিণ* পিতৃপরিচয় নেই এমন। 'অসৎ বিজন্মা বেটা তার এত স্পর্দ্ধা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

বিজবিজ [ধ্বন্যা] ১ *বি* কীটাদির পরস্পর সংলগ্ন অবস্থা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* চলন্ত গাড়ির চাকার টায়ার ও পাকা সড়কের পিচের ঘর্ষণে সৃষ্ট শব্দ। 'রাস্তায় টায়ার থেকে একটানা বিজবিজ, বিজবিজ শব্দ হতে থাকে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

বিজ বিজ করা *ক্রি* জড়িয়ে কথা বলা। 'ঘুমের ঘোরে বিজ বিজ করে।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

বিজয় [স] ১ *বি* প্রস্থান। 'গুনরাজ খান বলে কৃষ্ণের বিজয়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* জয়। 'বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব সমস্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিজয়-অভিযান [স] *বি* বিজয়সংগ্রাম। 'বিজয়-অভিযানের আমি হবো তূর্যবাদক।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

বিজয়কাহিনী [স>] *বি* বিজয়গাথা। 'বিজয়কাহিনী লিখে ইতিহাস জুড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিজয়কীর্ত্তি, বিজয়কীর্তি [স] *বি* বিজয়লাভের খ্যাতি। 'তোমার বিজয়কীর্ত্তি যেন দশ দিকে বিস্তারিত হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বিজয়-কৃপাণ [স] *বি* বিজয়ের তরবারি। 'স্কন্ধে তার বিজয়-কৃপাণ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিজয়কেতন [স] *বি* জয়লাভের পর উত্তোলিত পতাকা। 'ত্যক্ত শতমুখী আমাদের বিজয়কেতন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিজয়খড়্গ [স] *বি* বিজয়ের তরবারি। 'দখিন হাতে বিজয়খড়্গ ধরো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিজয়গর্ব [স] *বি* জয়ের গৌরব। 'বিজয়গর্বে উৎফুল্ল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিজয়গর্বদীপ্ত [স] *বিণ* বিজয়ের গর্বে উদ্দীপ্ত। 'বিজয়গর্বদীপ্ত মুখে তিনি ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বিজয়-গান [স] *বি* বিজয়ের গান। 'বিজয়-গান গগনময়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বিজয়গীতি [স] *বি* জয়ের সংগীত। 'বিজয়গীতির হারা-সুর বাজিয়া বাজিয়া ক্রমে ক্ষীণ ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিজয়টিকা [স বিজয়তিলক] *বি* জয়তিলক। 'বিজয়টিকা দাও গো এঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বিজয় তিলক [স] *বি* বিজয়সূচক তিলক। 'এসো ছাত্র বাপ মায়ের আশীর্বাদ বিজয় তিলক ধারণ করে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বিজয়তোরণ [স] *বি* বিজয়সূচক তোরণ। 'বিজয়তোরণ গাঁথে তারা যত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিজয়ধ্বনি [স] *বি* জয়ধ্বনি। 'ও কী বিজয়ধ্বনি সিন্ধু গরজে।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিজয় নাম বেলা *বি* শুভক্ষণ (ভাদ্র মাসের রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথি)। 'বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে।' *বড়ু*, ১৫০০।

বিজয়-নিশান [স বিজয়+ফা নিশানাহ্] *বি* বিজয়ের পতাকা। 'তোমার বিজয়-নিশান তুলে ধরো।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিজয়পতাকা [স] *বি* জয়সূচক পতাকা। 'তুলিয়ে অম্বরপথে বিজয়পতাকা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বিজয়পিপাসা [স] *বি* মন জয় করার তৃষ্ণা। 'অত নারীসমাগম দেখে তাঁর বিজয়পিপাসা এতটা প্রবল হয়েছিল ...।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

বিজয়-বাজ [স বিজয়-বজ্র] *বি* বিজয়ের বজ্র। 'সোল্লাস ঘোর ঘোষে বিজয়-বাজ গরজি আজ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বিজয়-বাজা *বি* বিজয় বাদ্য; জয়সূচক বাদ্যধ্বনি। 'ওই দ্বারে মা-র মুক্তি সেনা, বিজয়-বাজা উঠছে তারই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিজয়বাদ্য [স] *বি* জয়ডঙ্কা; জয়ঢাক। 'হাতে তুলে লব বিজয়বাদ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিজয়বার্তা [স] *বি* বিজয়বৃত্তান্ত। 'মহম্মদ ঘোরির বিজয়বার্তার সন তারিখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিজয়বেণু [স] *বি* বিজয়সূচক বাঁশি। 'উপরিবে অগ্নি বিজয়বেণু/ অগ্নিকবচে আবরি তনু।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

বিজয়-ভেরি, বিজয় ভেরী [স] *বি* জয়সূচক বাদ্য। 'ওই বাজে তোর বিজয়-ভেরী।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'উঠেছিল বাজি একদা সেথাও আমার বিজয় ভেরী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বিজয়-মঙ্গল [স] *বি* বিজয় উৎসব। 'বিজয়-মঙ্গলের সময় যদি কেউ বাধা দিতে আসে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিজয়মত্ত [স] *বিণ* বিজয়ী। 'এত বড় আস্পর্ধা, বিজয়মত্ত শিখিবাহনকে জারজ বলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বিজয়মন্ত্র [স] *বি* মহান আদর্শ। 'ঐক্যের বিজয়মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে।' *তরক্কী*, ১৯২৬।

বিজয়মাল্য [স] *বি* জয়ের মালা। 'অশ্রুসমুজ্জ্বল বিজয়মাল্য।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিজয়রথ [স] *বি* বিজয়ীদের বহনকারী রথ; প্রবল জলোচ্ছ্বাস। 'কলশব্দগীতে সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিজয়লব্ধ [স] *বিণ* জয়ের মাধ্যমে অর্জিত। 'প্রকৃতিবিজয়লব্ধ সমৃদ্ধির সার্থক বিতরণই তাদের কাছে প্রগতি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বিজয়শঙ্খ [স] *বি* বিজয়ের শাঁখ। 'বিজয়শঙ্খ বাজায় স্বর্গে জয়ন্তিকা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বিজয়-সঙ্গীত [স] *বি* জয়গান। 'বিজয়-সঙ্গীত বন্দি গেয়ে চলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিজয়াভিযান [স] *বি* জয়সূচক অভিযান। 'নব জাগ্রত জনতার বিজয়াভিযানকে সালাম।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বিজয়িনী [স] *বি* স্ত্রী জয়ী। 'বিজয়িনী নহ তুমি – নহ ভিখারিনী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বিজয়ী [স] *বিণ* জয়ী। 'অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল ত্রিভুবন বিজয়ী মালা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিজয়োন্মত্ত [স] *বিণ* জয়ের কারণে উল্লসিত। 'বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদল মহাকল্লোলে ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিজয়োন্মাদনা [স] *বি* জয়ের উল্লাস। 'উদ্দাম বিজয়োন্মাদনার নেশায় ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিজয়া [স] ১ *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন।' *ভারত*, ১৭৬০; 'আয় বিজয়া আয়রে জয়া।' *নজরুল*, ১৯৩৫। ২ *বি* ভাং। 'শৈবরা জলমিশ্রিত বিজয়া অর্থাৎ সিদ্ধিপানের ন্যায় বিজয়া

ধূমপান করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বি* হিন্দুদের দুর্গাপূজা শেষে প্রতিমা বিসর্জনের আচারবিশেষ। 'আজ বিজয়া।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বিজয়া গমন [স] *বি* নিরাপদে প্রস্থান। 'তুরিতে গমন হইল বিজয়া গমন।' *রামাই*, ১৭১০।

বিজয়া দশমী [স] *বি* যে তিথিতে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন দেওয়া হয়। 'প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিনে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বিজয়ার গান *বি* হিন্দুদের দুর্গাপূজার শেষ দিন বা বিজয়া-দশমী উপলক্ষে রচিত ও পরিবেশিত গান। 'আগমনী, বিজয়ার গান, প্রিয়সম্মিলন, নহবতের সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিজয়া-সম্মিলনী [স] *বি* হিন্দুদের দুর্গাপূজার শেষ দিন বা দশমীর উৎসব। 'গত বৎসর বিজয়া-সম্মিলনীতে যাই।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বিজর বিজর [ধ্বন্যা] *বি* আপন মনে মৃদুস্বরে অস্পষ্ট বকার শব্দ। 'বাবুরামবাবু হুঁকা ভড়র ভড়র টানছেন ও বিজর বিজর বকছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বিজর্মা, বিজর্ম্মা [স>] *বিণ* জারজ; জন্মের ঠিক নেই এমন। *ওর্সা*, ১৭৮২।

বিজলি, বিজলী [পা বিজ্জুল্লতা] ১ *বি* বিদ্যুৎ। 'সঘন ঘটাঘট বিজলী ছটাছট দশদিশ বরিক্ষয় আগিনী।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'এ মেঘ আন্ধার রাত্রি বঙ্কু বিজলির ছটা।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। ২ *বি* বজ্র। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বিজলি-আলো *বি* বিদ্যুৎ চমকে ওঠার আলো। 'চকিতে বিজলি-আলো চোখেতে লাগালো ধাঁদা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বিজলিচমক *বি* বিদ্যুচ্চমক। 'তোর কালো রূপের বিজলিচমক কোটি লোকের জ্যোতি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বিজলিছটা *বি* বিদ্যুচ্চমক। 'হারায়ে বিজলিছটা চঞ্চল চরণে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বিজলিপাখা *বি* বৈদ্যুতিক পাখা; ফ্যান। 'বিজলি-পাখার হাওয়া ঝাপট লেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'তখন বিজলিপাখা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিজলিবাতি *বি* বৈদ্যুতিক বাতি। 'ডাল মেলে দিল বিজলিবাতির লোহার তারে তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বিজলি-বালা *বি* বিজলিরূপ বালা। 'মেখলা ছিঁড়ি পাগলি মেয়ে বিজলি-বালা নাচায় হিরের চুড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বিজলি-বেল *বি* বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। 'নব্য বিজলি-বেল বাজিয়েই হোক।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

বিজলি লতা *বি* লতার মতো বিজলির ঝলকানি। 'আকাশ হতে ছড়িয়ে দেবে বিজলি লতার হাসি।' *জসীম*, ১৯৪৯।

বিজলি-সম *বিণ* বিদ্যুৎ চমকানোর মতো। 'স্বপন বিজলি-সম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বিজলী গোলযোগ *বি* বিদ্যুতের অতিরিক্ত চাহিদার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হওয়া; লোডশেডিং। 'ঢাকার নাগরিকদিগকে বিজলী গোলযোগের উৎপাত হইতে রেহাই দেওয়ার জন্য।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

বিজলী-পেড়ে *বিণ* বিজলির মতো উজ্জ্বল পাড়যুক্ত। 'দাঁড়ায় যাহার কোলটি ঘেসে বিজলী-পেড়ে আঁচল নাড়ি।' *জসীম*, ১৯৩১।

বিজলী বাতি *বি* বৈদ্যুতিক বাতি। 'একটা একশ পাওয়ারের বিজলী বাতি।' *মাহেলও*, ১৯৪৯।

বিজলী বিভ্রাট *বি* বিদ্যুৎ সরবরাহে বাধা বা গোলযোগ। 'এলাকাগুলিতে বিজলী বিভ্রাটের বিরক্তিকর ও ক্ষতিকর উৎপাত শুরু হইয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

বিজা [স ব্যজন>] *ক্রি* বাতাস করা। 'মৃদু মৃদু বিজইত ঘুমল হাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিজাত [স বি-জাত] *বি* জাত নেই যার। 'লালন কয় বিজাতের রাজ্য/ হয়ে রইলাম একই কালে।' *লালন*, ১৮৯০।

বিজাতক [স বি-জাতক] *বি* বেজন্মা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বিজাতি [স] ১ *বি* ভিন্ন ধর্মের লোক। 'দলে দলে সবে বিজাতি হবার চেষ্টা?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বিণ* ভিন্ন জাতির। 'প্রবেশাধিকার দেয় না বিজাতি কাণ্ডারিকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

বিজাতিবিদ্বেষ [স] *বি* অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ। 'বিজাতিবিদ্বেষের উদ্ভব সংকীর্ণ বুদ্ধি থেকে।' *শিব*, ১৯৫০।

বিজাত্যা [স বিজাতি>] *বি* গালিবিশেষ। 'ওই বিজাত্যার বেটিরে আন্যাই না এমনডা হইল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিজাতীয় [স] ১ *বিণ* ভিন্ন জাতির। 'বিজাতীয় লোক দেখি কৈল সম্বরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অমানুষিক। 'তাহাদিগকে বিজাতীয় পরিশ্রম করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৩ *বিণ* জাতিবিদ্বেষমূলক। 'সেই অবধি ন্যাড়েদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে প্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৪ *বিণ* স্বজাতি-বিরোধী। 'প্রথম ইংরাজি শিখিয়া বাঙালি যুবকেরা বিকট বিজাতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ৫ *বিণ* জাতিচ্যুত। 'লালন বলে স্বভাব দোষে হলি রে তুই বিজাতীয়ে।' *লালন*, ১৮৯০। ৬ *বিণ* ভিন্ন সংস্কৃতির। 'ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৭ *বিণ* অন্য জাতির কাছ থেকে পাওয়া। 'আমাদের এই জাতি শব্দটার ভাব ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ বিজাতীয়, ইহা ইংরাজী nation-এর রাজনৈতিক প্রতিশব্দ মাত্র।' *আজাদ*, ১৯৩৬। ৮ *বি* ভিন্ন জাতিভুক্ত যে। 'বিজাতীয়দের সঙ্গে সে সহানুভূতি দেখায় বটে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

বিজাতীয়বেশধারী [স] *বিণ* ভিন্ন জাতির পোশাক পরিহিত। 'বিজাতীয়বেশধারী অভিমান স্বমস্তক উন্নত ও গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৯৪৯।

বিজাতীয় স্বার্থ [স] *বি* জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে মিল নেই এমন স্বার্থ। '... জাতীয় স্বার্থের সাথে বিজাতীয় স্বার্থের সংঘাত।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

বিজিগীষা [স] *বি* জয়লাভের ইচ্ছা। 'নূপুরের মুগ্ধ আগমনী আমার উদ্বেল মর্মে ভরে দেয় স্বর্গবিজিগীষা?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিজিগীষু [স] *বিণ* জয় লাভে ইচ্ছুক। 'তা হলে বিজিগীষু মানুষ স্থূল বস্তুজগতের পরিবর্তে অন্য কোন সূক্ষ্মজগৎ জয় করবার প্রেরণা লাভ করত।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বিজিটর [ই ভিজিটর] *বি* পরিদর্শক। 'বিজিটর অর্থাৎ যাঁহারা অধ্যক্ষ নহেন অথচ সভ্যদের সমভিব্যাহারে সভায় যাইতে ইচ্ছুক হইবেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩১।

বিজিত [স] *বিণ* পরাজিত। 'আমি সহজে বিজিত ... হই নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিজি বিজি [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* আস্তে আস্তে। 'কিবা কহে বিজি বিজি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বিজিলি [পা বিজ্জুল্লতা] *বি* বিদ্যুৎ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিজুত[1] [স বিদ্যুৎ] *বি* দীপ্তি; সৌন্দর্য। 'গবাক্ষে আরোপী নেত্র লোচনের পানপাত্র বরকন্যা অঙ্গের বিজুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিজুত[2] [স যুক্ত>] *বি* অসুবিধা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বিজুবন [স বিজন] *বি* গভীর অরণ্য। 'উপনীত নীলাম্বর হইল বিজুবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিজুরি, বিজুরী [পা বিজ্জুল্লতা] *বি* বিজলি। 'দশন কিরণে কত বিজুরি সঞ্চরে।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

বিজুলি, বিজুলী [পা বিজ্জুল্লতা] *বি* বিজলি। 'বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ্ন বিজুলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিজুলিঘাত *বি* বজ্রাঘাত। 'বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রাহারা প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিজুলিশিখা *বি* বিদ্যুতের শিখা। 'বেদনা তোর বিজুলিশিখা জ্বলুক অন্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

বিজৃম্ভণ [স] *বি* বিস্তার। 'মুক্তির নির্দিগন্ত স্বপ্ন অবসিত হয় আয়েসী অভ্যাসের বিজৃম্ভণে।' *শিব*, ১৯৫০।

বিজৃম্ভণ করা *ক্রি* হাই তোলা। '... মহাশয় সশব্দে বিজৃম্ভণ করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বিজৃম্ভিত [স] *বিণ* হাই তুলে আছে এমন। 'কোনো এক নিম্নতর আঁধারের বিজৃম্ভিত কাক।' *জীবন*, ১৯৩০।

বিজেতব্য [স] *বিণ* জয় করা হবে এমন। 'বিজেতব্য রাজাদির প্রতি পরাক্রমের উদ্যম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিজেতা [স] *বি* জয়ী ব্যক্তি। 'বিজেতার যে-সকল সর্বসম্মত অধিকার আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিজোগ [স বিয়োগ] *বি* বিরহ; বিচ্ছেদ। 'তোমার বিজোগে জিএ জিবন আমার।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিজোড় [পা বিযুগ্ম] *বি* অযুগ্ম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিজ্ঞ [স] **১** *বিণ* জ্ঞানী। 'পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* অবহিত। 'তাহার সদুত্তর করিয়া আমাকে বিজ্ঞ করুন।' *ভবানী*, ১৮২৩। **৩** *বি* জ্ঞানী ব্যক্তি। 'দরিয়াবৌ বিজ্ঞের মত সায় দিতে লাগিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বিজ্ঞজন [স] *বি* জ্ঞানী ব্যক্তি। 'একথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

বিজ্ঞতম [স] *বিণ* অতিশয় জ্ঞানী। 'বিজ্ঞতম শ্রীযুত উইলসন সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বিজ্ঞতর [স] *বিণ* অধিকতর জ্ঞানী। 'রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিজ্ঞতা [স] **১** *বি* বিশেষ জ্ঞান। 'নানা সম্বাদাবগত হইয়া বিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **২** *বি* অভিজ্ঞতা। 'রাজকর্ম নির্ব্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে তাহাতেও তাঁহার বিজ্ঞতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বি* পাণ্ডিত্য। 'তাঁহার গুণ ও বিজ্ঞতা।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **৪** *বি* বুদ্ধিমত্তা। 'হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, কী কৌশল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিজ্ঞতাপন্ন [স] *বিণ* বিচক্ষণ। 'ধার্ম্মিক ও মহাশিষ্ট এবং বিজ্ঞতাপন্ন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

বিজ্ঞতাভিমানী [স] *বিণ* জ্ঞানের অহংকারযুক্ত। 'তাঁরাই বয়োধর্মের বিধানে প্রবীণ – বিজ্ঞতাভিমানী, নতুনের বিদ্বেষী।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বিজ্ঞনীতি [স] *বি* বিজ্ঞজনসুলভ পন্থা। 'তাহা যে বিজ্ঞনীতি তাহাও বলা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিজ্ঞবর [স] **১** *বিণ* পণ্ডিত। 'ভারতবর্ষীয় বিদ্যাবিষয়ে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞবর।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* অভিজ্ঞ। 'লবণপোক্তানির বিষয়ে বড় বিজ্ঞবর।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৩** *বি* জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। 'আসিয়াটিক সভার বিজ্ঞবর সম্পাদক শ্রীযুক্ত লাডলি সাহেব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিজ্ঞম্মন্য [স] *বি* নিজেকে বিজ্ঞ মনে করে এমন; বিজ্ঞ হিসেবে অহংকারী ব্যক্তি। 'বিজ্ঞম্মন্যরা আনন্দ কথাটা ব্যবহার করে বটে, কিন্তু ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বিজ্ঞরীত [স] *বিণ* বিজ্ঞের মতো। 'বিষ্ণুভক্ত বিরক্ত শৈশবে বিজ্ঞরীত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিজ্ঞলোক [স] *বি* পণ্ডিত ব্যক্তি; জ্ঞানী লোক। 'বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন ধনীরা বিজ্ঞলোকের ন্যায় নিত্য চিত্তসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বিজ্ঞ-সমাজ [স] *বি* পণ্ডিত সমাজ। 'কারণ বুদ্ধি বাম বশতঃ পাছে বিজ্ঞ সমাজে উপহাসের পাত্রী হই।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩; 'এরূপ চাপল্য আমাদের বিজ্ঞ-সমাজের অনুমোদিত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'এ সব ছেঁদো কথায় বিজ্ঞ সমাজ কেয়ার তো করবেনই না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিজ্ঞা [স] *বিণ* স্ত্রী জ্ঞানী। 'স্ত্রীরা অতি বিদুষী ও বিজ্ঞা আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বিজ্ঞাবিজ্ঞ [স] *বিণ* জ্ঞানী। 'নানাদিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিজ্ঞোচিত [স] *বিণ* বিজ্ঞের মতো। 'সরকার অবশ্যই বিজ্ঞোচিত কার্য করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

বিজ্ঞোত্তম [স বিজ্ঞতম] *বিণ* অতিশয় জ্ঞানী। 'বিজ্ঞোত্তম অতিধার্ম্মিক ইংগ্লণ্ডীয় ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিজ্ঞপ্তি [স] *বি* বিজ্ঞাপন। 'শিক্ষকের বিজ্ঞপ্তি হইলে অবশ্যই তৎ কর্ম্মে নিবারিত ও তাড়িত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিজ্ঞপ্তি পত্র [স] *বি* প্রচারপত্র; ইশতেহার। 'সভায় তদ্বিষয়ে বিবরিয়া এক বিজ্ঞপ্তি পত্র উপস্থিত করাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বিজ্ঞাত [স] *বিণ* অবগত। 'অজ্ঞাত ব্যক্তিরদিগের বিজ্ঞাত করণ কারণ স্থূলবিবরণ কিঞ্চিৎ লিখি।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বিজ্ঞাতযৌবনা [স] *বি* যে নারী নিজের যৌবন ছলনায় ব্যক্ত করে। 'অজ্ঞাতযৌবনা আর বিজ্ঞাতযৌবনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

বিজ্ঞান [স] **১** *বি* অসৎ জ্ঞান। 'দূর কর দুর্মতি বিজ্ঞান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বিশেষ জ্ঞান। 'সম্বাদ পত্র প্রকাশকরণক বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ লোকের বিজ্ঞান প্রদানদ্বারা নানাবিধোপকার করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বি* পরীক্ষা, প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা নিরূপিত শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান। 'নীতি, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

বিজ্ঞান-অধ্যাপক [স] *বি* বিজ্ঞানের অধ্যাপক যিনি। 'বিজ্ঞান-অধ্যাপক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিজ্ঞানগম্য [স] *বিণ* বৈজ্ঞানিক। 'প্রকৃতি চলে বিজ্ঞানগম্য নিয়মমতো।' *আইয়ুব,* ১৯৭৩।

বিজ্ঞানগুরু [স] *বি* বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক। 'জার্মানির আইনস্টাইন জীবনের শেষভাগে স্বীকৃতি পান মার্কিনের বিজ্ঞানগুরু হিসেবে।' *শিব,* ১৯৫৬।

বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞানচর্চ্চা [স] ১ *বি* বিজ্ঞানের অনুশীলন। 'বিজ্ঞান-চর্চ্চা ইত্যাদি শুভকর্ম্মে যাঁহারা লিপ্ত থাকিতেন।' *অক্ষয়,* ১৮৪৮; 'জগৎকে মায়া ও চিত্তবৃত্তিকে মোহ বলিয়া স্থির করিলে বিজ্ঞানচর্চা, বিদ্যাচর্চা, সৌন্দর্যচর্চা ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১। ২ *বি* বিজ্ঞানশিক্ষা। 'আমরা বিজ্ঞানচর্চার এত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

বিজ্ঞানতত্ত্ব [স] *বি* বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব। 'টিণ্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব ... বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

বিজ্ঞানদমনী [স] *বিণ স্ত্রী* জ্ঞান নাশ করে এমন। 'বিনয়নাশিনী তুমি বিজ্ঞানদমনী।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬৭।

বিজ্ঞানদর্শন [স] *বি* বিজ্ঞানের দর্শন। 'বুদ্ধি বিজ্ঞানদর্শনের মধ্যে নিজেকে খুব নিবিড় করিয়া অনুভব করে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

বিজ্ঞানধর্মী [স] *বিণ* বৈজ্ঞানিক। 'রাষ্ট্রকে হিতার্থী বিজ্ঞানধর্মী পরিচালক হিসেবে ...।' *জীবন,* ১৯৪৮।

বিজ্ঞাননিষ্ঠ [স] *বিণ* বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠাবান; বিজ্ঞানানুরাগী। 'মন তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৮।

বিজ্ঞানপারদর্শিতা [স] *বি* বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষতা। 'আর্যদের কী বিজ্ঞানপারদর্শিতা।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

বিজ্ঞানপ্রসূত [স] *বিণ* বিজ্ঞানজাত। 'বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানপ্রসূত কল্যাণকেই তারা প্রগতি মনে করে।' *মোতাহের,* ১৯৫০।

বিজ্ঞানবল [স] *বি* বিজ্ঞানের শক্তি। 'ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানবলকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।' *কৃষ্ণভাবিনী,* ১৮৮৫।

বিজ্ঞানবিৎ [স] ১ *বি* বৈজ্ঞানিক। 'দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ দূরে থাকুক।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৯। ২ *বিণ* বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ কোমতের শিষ্য বলিলেন।' *বঙ্কিম,* ১৮৮৭।

বিজ্ঞানবিদ [স] *বি* বিজ্ঞানবিশেষজ্ঞ। 'প্রত্যেক শিশুই কি বিজ্ঞানবিদ?' *ফজলল,* ১৯১৩।

বিজ্ঞানবিদ্বেষী [স] *বিণ* বিজ্ঞান-বিরোধী। 'যে বিজ্ঞানবিদ্বেষী ও ধর্মবিরুদ্ধ উৎপীড়ন আচরিত তার ভিত্তি এইখানে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৩।

বিজ্ঞানবিদ্যা [স] *বি* বিজ্ঞানশাস্ত্র। 'কেবল এই মাত্রই বলিতে হয় যে বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ।' *সবুজ,* ১৯১৭।

বিজ্ঞান বিপ্লব [স] *বি* বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিপ্লব। 'রাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব বা বিজ্ঞান বিপ্লবে এই রূপ হইয়া থাকে।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২।

বিজ্ঞানবিরুদ্ধ [স] *বিণ* বিজ্ঞানলব্ধ নয় এমন। 'বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া অলৌকিক বিষয়গুলিকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকেন।' *ফজলল,* ১৯১৩।

বিজ্ঞানবিশারদ [স] *বিণ* বিজ্ঞানে পারদর্শী। 'পূর্ত্তবিজ্ঞানবিশারদ বিপুলমতি ক্রনেল সাহেব মহোদয় ইহার সংগঠনভার সাগ্রহে গ্রহণ করেন।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

বিজ্ঞানবিহীন [স] *বিণ* জ্ঞানহীন। 'বিজ্ঞানবিহীন পশুচক্ষেও যাহা ঘৃণাবহ বিবেচিত হয়।' *সংগ্রহ,* ১৮৬১।

বিজ্ঞানবুদ্ধি [স] *বি* বিজ্ঞানমনস্ক জ্ঞান। 'মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি সন্ধান করতে জানে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

বিজ্ঞানবেত্তা [স] *বি* বিজ্ঞান শিক্ষা করেছে যে। 'বিজ্ঞানবেত্তাদেরও গণনা করা সহজ হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী,* ১৮৮৫।

বিজ্ঞানব্রহ্ম [স] *বি* বিজ্ঞান-আরাধ্য। 'যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের, আনন্দব্রহ্মের রাজ্য।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৩।

বিজ্ঞানভিত্তিক [স] *বিণ* বিজ্ঞাননির্ভর। 'ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।' *হাই,* ১৯৫৪।

বিজ্ঞানমণ্ডলী [স] *বি* বৈজ্ঞানিকগণ। 'উদ্ভিদের এইরূপ সম্প্রবাহক স্নায়ুমণ্ডলী নাই বলিয়াই বিজ্ঞানমণ্ডলীর এত দিন বিশ্বাস ছিল।' *জগদীশ,* ১৯২৬।

বিজ্ঞানময় কোষ [স] *বি* পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহ বুদ্ধি। 'বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

বিজ্ঞানমুখী [স] ১ *বিণ* বিজ্ঞানমনস্ক। 'বিজ্ঞানমুখী মনের দ্বার নব নব জ্ঞানের আশায় ...।' *আজাদ,* ১৯৫৫। ২ *বিণ* বৈজ্ঞানিক। 'দেশের শিক্ষা ও অর্থনীতি বিজ্ঞানমুখী দৃষ্টিভঙ্গি আনয়ন।' *আজাদ,* ১৯৬৩।

বিজ্ঞানমূঢ় [স] *বিণ* বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানহীন। 'মানুষের মধ্যে অনেকে আছে স্বভাবতই বিজ্ঞানমূঢ়।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৩।

বিজ্ঞানরথী [স] *বিণ* বিজ্ঞানী। 'বিজ্ঞানরথী মনীষিগণ মস্তিষ্কপরিচালনে এরূপ সূক্ষ্মকার্য্যক্ষম যন্ত্রের আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

বিজ্ঞান-রাজ্য [স] *বি* বিজ্ঞানের ভুবন। 'তিনি বিজ্ঞান-রাজ্যে যে সূর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০১।

বিজ্ঞানলব্ধ [স] *বিণ* বিজ্ঞান থেকে পাওয়া। 'বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে মানুষের জীবনযাত্রার কাজে লাগাইবার চেষ্টার অপূর্ব্ব সাফল্য।' *সবুজ,* ১৯১৭।

বিজ্ঞানশালা [স] *বি* অস্ত্রাদি নির্মাণের কারখানা; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্র-অস্ত্র ইত্যাদি নির্মাণের কারখানা বিশেষ। 'নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

বিজ্ঞান শাস্ত্র [স] *বি* বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা। 'বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ধর্ম শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভার সৃষ্টি হইল।' *অক্ষয়,* ১৮৪৩।

বিজ্ঞানশিক্ষা [স] *বি* বিজ্ঞান-বিষয়ক অধ্যয়ন। 'বিজ্ঞানশিক্ষাকে পাকে-প্রকারে খর্ব করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

বিজ্ঞানসম্পদ [স] *বি* বৈজ্ঞানিক তথ্য। 'এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭।

বিজ্ঞানসম্মত [স] ১ *বিণ* বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'এ কথা যদি সত্য, যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়।' *প্রমথ,* ১৯০৫। ২ *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'দেশের অচলাবস্থা অবসানের ইহা ভিন্ন আর কোনো বিজ্ঞানসম্মত উপায় নাই।' *আজাদ,* ১৯৪২।

বিজ্ঞানসাধনা [স] *বি* বিজ্ঞানের চর্চা। 'তাঁর বিজ্ঞানসাধনা রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অধিকতর তন্নিষ্ঠ।' *শিব,* ১৯৫০।

বিজ্ঞানাগার [স] *বি* বিজ্ঞান গবেষণাগার। 'বিজ্ঞানাগারে, সাহিত্য-সেবায়, বাণিজ্যে ...।' *মুয়াজ্জিন,* ১৯৩২।

বিজ্ঞানাতীত [স] *বিণ* দুর্জ্ঞেয়। 'উৎপলা বিজ্ঞানাতীত।' *জীবন,* ১৯৪৮।

বিজ্ঞানানুমোদিত [স] *বিণ* বিজ্ঞানসম্মত। 'তারই জ্ঞান হচ্ছে

বিজ্ঞানানুমোদিত সমষ্টিজ্ঞান।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিজ্ঞানানুশীলন [স] *বি* বিজ্ঞানের চর্চা। 'বিজ্ঞানানুশীলনের ফলে এক্ষণে সে গূঢ়রহস্য তাহার জ্ঞানাধিগত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিজ্ঞানাশ্রয়ী [স] *বিণ* বিজ্ঞানকেন্দ্রিক। 'বিজ্ঞানাশ্রয়ী যুক্তিবাদ এবং সে যুক্তিবাদী একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে সমানভাবে একদেশদর্শী রোমন্টিক বিদ্রোহ।' *শিব*, ১৯৫০।

বিজ্ঞানোৎসাহী [স] *বিণ* বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আছে এমন। 'ফরাশীশেরা শিষ্ট, পরিশ্রমী, শিল্প নিপুণ, যুদ্ধশীল, যশ আকাঙ্ক্ষী, বিজ্ঞানোৎসাহী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বিজ্ঞানী [স] *বি* বিজ্ঞানশাস্ত্রবিদ। *বি* বিজ্ঞানের চর্চা করে যে। 'সভা ফাঁদিলেই তাহার পর দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে, এরূপ মনে করা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

বিজ্ঞানীমহল [স বিজ্ঞানী+আ মহল] *বি* বৈজ্ঞানিক সমাজ। 'এই গ্যাস বিজ্ঞানীমহলে নূতন-জানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ [স] *বিণ* বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ন্যুটন একদিন দেখতে পেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিজ্ঞাপন [স] **১** *বি* নিবেদন। 'ব্রহ্মাদি প্রভুর পায়ে করে বিজ্ঞাপনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ঘোষণা। 'রাজসাক্ষাৎকার করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **৩** *বি* বিজ্ঞপ্তি। 'বিজ্ঞাপন স্বীয় পত্রের এক পার্শ্বে প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৪** *বি* প্রচারপত্র। 'রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; থিয়েটারের ছেঁড়া বিজ্ঞাপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

বিজ্ঞাপনওয়ালা [স বিজ্ঞাপন+হি ওয়ালা] *বি* বিজ্ঞাপনদাতা। 'বিজ্ঞাপনওয়ালারা যেন পণ ক'রে বসেছে মানুষের চোখে আঙুল গুঁজে বোঝাবে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বিজ্ঞাপনদাতা [স] *বি* প্রচারের জন্যে বিজ্ঞাপন দেয় যে। 'শেষে বিজ্ঞাপনদাতার খবর নিতে এসে যখন দেখলুম, ঠিকানাটা এই আঙিনারই সীমানার মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিজ্ঞাপন দেওয়া *ক্রি* জানান দেওয়া। 'নিজেকে স্ত্রীলোক বলে বিজ্ঞাপন দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

বিজ্ঞাপন প্রচার [স] *ক্রি* বিজ্ঞপ্তি ছড়িয়ে দেওয়া। 'ধার্মিকতার বিজ্ঞাপন প্রচার করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিজ্ঞাপনপত্র [স] *বি* প্রচারপত্র। 'বিজ্ঞাপনপত্র।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিজ্ঞাপন হওয়া *বি* জ্ঞাত করা। 'পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপন হইল, ত্রুটি মার্জনা করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিজ্ঞাপনাঞ্চঃ [স] *বি* নিবেদন। 'পরম শুভাসীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চঃ আগে।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

বিজ্ঞাপনী [স] *বি* বিজ্ঞাপন; নোটিশ। 'অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী দিতে হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপিত [স] *বিণ* ঘোষণা দিয়ে জানানো হয়েছে এমন। 'মহারাজ জেয়াদের দরবারে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপিত পুরস্কার লইবে!' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিজ্ঞাপিত করা *ক্রি* জানানো। 'তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বিজ্বর [স] *বিণ* জ্বর থেকে মুক্ত। 'একবারে বিজ্বর হইলাম না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বিঝাড়া *বিণ* লেগে থাকে এমন। 'লোকটা একেবারে চামার। চিনে জোঁক। চামচিটের মতো বিঝাড়া।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

বিট[১] [স বিটপ] *বি* বিস্তার। 'লতামালিতরু লতার বিট গন্ধে মনোহর যার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিট[২] [ই] *বি* মুদ্রিত ধাতব মুদ্রাবিশেষ। 'দ্বিতীয় নূতন সিক্কা পাই পয়সা যাহা বিট বলিয়া খ্যাত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বিট[৩] [ই] *বি* এক প্রকার কন্দ। 'বিট নামে পালঙ কি মহদ্রব্য তিনি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিট[৪] [ই] *বি* স্পন্দন। 'পালসের বিট শুনলেন, ব্লাডপ্রেসার নিলেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

বিটকাল [স >] *বিণ* বিশ্রী। 'শয়ন কুচ্ছিত বীরের ভোজন বিটকাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিটকেল *বিণ* কুৎসিত। 'কলিকাতা বড় বিটকেল জায়গা।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

বিটকেলে *বিণ* পাজি। 'বেটা বড়ো বিটকেলে লোক।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'হস্ত দিলে জোর চটিতং, বিটকেলে চাঁই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিটঙ্ক [স] *বিণ* সুন্দর। 'অলিকুলচুম্বিত অবিনিবিলম্বিত বনি বনমাল বিটঙ্ক।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

বিটঙ্কবদনী [স] *বি স্ত্রী* সুন্দর মুখ যার। 'বিটঙ্কবদনী কান্দে করিয়া করুণা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিটপ [স] **১** *বি* সখী। 'তার সব বিটপ আণিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বৃক্ষের শাখা। 'প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক ধক করিয়া জ্বলিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিটপাচরণ [স] *বি* লাম্পট্য। 'দেবতাদের ... সভার মধ্যে বিটপাচরণ অত্যন্ত অনুচিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বিটপী [স] *বি* গাছ। 'দিন অবসানে যথা বিটপীর ছায়।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বিটপিলতা *বি* গাছ ও লতাপাতা। 'আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়, শশিতারকায় ...।' *রজনীকান্ত*,1902।

বিটলামি [স বিট্>] *বি* কপটতা; চাতুরী। 'বিটলামি করিয়া জগৎবশ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বিটলিউ [স *বিষ্টলিত] *বিণ* অশুচিকৃত। 'ভঁই লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

বিটলে [স বিট্>] *বি* ধূর্ত। 'মর বিটলে কি করিতেছ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বিটা [গ্রী] *বি* নক্ষত্রমণ্ডলীর দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। 'বীণা নামক নক্ষত্রসমষ্টির বিটা ও গামা নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বিটি [হি বিটিয়া] **১** *বি* বউ। 'কচকচি লাগালে মাঝ্য বিটি তাহা কি বলিব।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* মাতৃস্থানীয়। 'তারিণী বিটি মাও২ চৌব্বিশ পোরগনার জননী হইয়া।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বিটোল *বি* বেয়াড়া; দুষ্ট। 'বাবার টোলেতে গিয়া বিটোল হইল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিট্টানি *বি* পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিট্টানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিড়ঙ্গ [স] *বি* ভেষজ উদ্ভিদ বিশেষ। 'বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিড়ঙ্ক [স বিড়ঙ্গ] *বি* ফলবিশেষ। 'পানফল বিড়ঙ্ক কেশুর গঙ্গাজল।'

রূপরাম, ১৭৫০।

বিড়বিড় [ধ্বন্যা] **১** *বি* স্বগতোক্তি। 'ব্যনী ইস্রাঈল ঈশ্বরের রাজত্বে সর্ব্বদা বিড় বিড় করিত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* অস্পষ্ট ও অনুচ্চস্বরের। 'বিড়বিড় বকুনি চলিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিড়বিড়ান [ধ্বন্যা] *ক্রি* অস্পষ্ট ও অনুচ্চ স্বরে কথা বলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বিড়বিড়ানি *বি* অস্পষ্ট ও অনুচ্চ স্বরে বলা কথা। 'মন্ত্র সারেংয়ের গলা পেয়ে বন্ধ হয় কদমের বিড়বিড়ানি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বিড়বিড়িআ [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* বিড়বিড় ক'রে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বিড়বিন্ধা [স বীটি+স বন্ধন] *বিণ* জড়িয়ে বাঁধা; বিড়া করে বাঁধা। 'দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়বিন্ধা পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিড়বেন্ধা [স বীটি>] *বিণ* খিলি করা। 'দোখণ্ডি সরস গুয়া বিড়বেন্ধা পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিড়ম্বন [স] **১** *বি* বঞ্চনা। 'দুই প্রকারেতে মোরে করে বিড়ম্বন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* পীড়ন। 'তার অপমানে চণ্ডী কৈল বিড়ম্বন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ভোগান্তি। 'তোহ্মার সাক্ষাতে মোর এত বিড়ম্বন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিড়ম্বনা [স] **১** *বি* ছলনা। 'তুমি মোরে বিড়ম্বনা করহ সর্বথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* পরিহাস। 'হা বিধাতার কি বিড়ম্বনা তোমারদিগের কিছু বুদ্ধি দিলেন না।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বি* দুর্ভোগ। 'পূর্ণ যুবতি হইলে তাহার দ্বিরাগমন হয় তাহাতেও বিড়ম্বনা।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **৪** *বি* ঝামেলা। 'আমি সেরকম স্নানের বিড়ম্বনা করি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৫** *বি* মিথ্যা। 'সমস্তই শূন্য বিড়ম্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিড়ম্বা [স বিড়ম্বন>] *ক্রি* পরিহাস করা। **বিড়ম্বিল** **১** *ক্রি* বঞ্চিত করলো। 'বাল্যে বিড়ম্বিল বিধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* পরিহাস করলো। 'পুত্র হেন মহানিধি বিধি বিড়ম্বিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বিড়ম্বে** *ক্রি* ফাঁকি দেয়। 'ভগবতী আমার বিড়ম্বে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিড়ম্বিত [স] **১** *বিণ* হাস্যাস্পদ। 'দেবীগণ, এই হতভাগ্যকে অকরুণ পরিহাস্যে বিড়ম্বিত করিবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* প্রবঞ্চিত। 'বারংবার বিড়ম্বিত হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিড়ম্ম [স বিড়ম্বন>] *বি* বিড়ম্বনা। 'কর্ন্নে থাকী বিড়ম্মে সেই দত্যের কুমারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিড়া [স বীটিকা] **১** *বি* পানের খিলি। 'বিড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ৮০টি বা কুড়ি গণ্ডা পানের গোছা। 'বকশিস করিব তারে দশ বিড়া পান।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বি* আঁটি। 'যেমন কৃষক আছাড়ে ধান্য বিড়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৪** *বি* মাথায় বোঝা বা ভার বহনের জন্য কাপড়ে নির্মিত বৃত্তাকার গদি। 'মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তকতকে মাজা একটি বড় ঘটী।' *তারা*, ১৯৪২। **৫** *বি* বসার গোল আসনবিশেষ। 'দহলিজে একটি বিড়ার উপর চন্দ্র কোটাল বসিয়াছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বিড়াই *বি* নদীর নাম বিশেষ। 'ধাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই খরস্রোত বামনার খানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিড়াল [স] *বি* গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ। 'হয় হিন্দুস্তানে হস্তী খোরাসানে/ বিড়াল চীন দেশে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিড়ালচক্ষু [স] *বিণ* বিড়ালের মতো কটা চোখবিশিষ্ট। 'বিড়ালচক্ষু খর্বাকৃতি রমাই ঠাকুর সংকুচিত হইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বিড়াল চোক *বি* বিড়ালের চোখের মতো কটা চোখ। 'রাঙা চুল ও বিড়াল চোকের আদর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বিড়ালছানা *বি* বিড়ালের বাচ্চা। 'বিড়ালছানার খেলা মিথ্যা ইঁদুর মিছামিছি ধরা, কুকুর-ছানার খেলা নিজের লেজের সঙ্গে লড়াই করার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'বিড়ালছানা মৃদু থাবা দিয়ে কাড়ে রোদের আদরে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

বিড়ালজাতীয় [স] *বিণ* বিড়ালশ্রেণীর। 'সিংহ বিড়ালজাতীয় হিংস্র শ্বাপদ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিড়ালতপস্বী [স] *বি* ভণ্ড সাধু; ভণ্ড লোক। 'এই দুইয়ের মধ্যে কে বিড়ালতপস্বী হয় ইহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই ...।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

বিড়াল-নয়ন [স] *বি* বিড়ালের চোখের মতো চোখ; কটা চোখ। 'সাহেবের বিড়াল-নয়ন সার্থক করে দিয়েছিল।' *নজরুল*, ১৯১৯।

বিড়াল-শাবক [স] *বি* বিড়ালের বাচ্চা। 'আজ প্রাসাদের বিড়াল-শাবকের বিবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বিড়ালাক্ষী [স] *বিণ* বিড়ালের চোখের মতো চোখ। 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিড়ালী [স] *বি* স্ত্রী বিড়াল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বিড়ালের ছাও *বি* বিড়াল ছানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া – যা পাবার কোনো আশা নেই, অকস্মাৎ তা পেয়ে যাওয়া। *সুবল*, ১৯০৬।

বিড়েল *বি* বিড়াল। 'মরা বিড়েল বা কুকুরের ওপর শকুন এসে বসে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বিড়ি [হি] *বি* তামাকের গুঁড়া গাছের পাতায় মুড়িয়ে তৈরি দেশীয় সিগারেট। 'বিড়িটা টেনে টেনে খুন হয়ে গিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩১।

বিড়িওয়ালা [বিড়ি+হি ওয়ালা] *বি* বিড়ি বিক্রেতা। 'এদের মধ্যে পান বিড়িওয়ালা থেকে আমদানি-রপ্তানিকারক।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

বিড়িওলা [বিড়ি+হি ওয়ালা] *বি* বিড়ি বিক্রেতা। 'বিড়িওলা আর অফিসের বাবু হয়ে গেছে একাকার।' *নজরুল*, ১৯৩৭।

বিড়িখোর [বিড়ি+ফা খোর] *বিণ* বিড়িতে আসক্ত। 'পাকা বিড়িখোর সে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বিড়িদান [বিড়ি+ফা দান] *বি* পানদানি। 'ক্ষুদ্র বিড়িদান হইতে পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে পায়চারী করিতে লাগিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বিড়িপাতা *বি* তামাকপাতা। 'বিড়িপাতা নয়, সুতা নয়, নিশ্চয় কাপড়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

বিড়িয়া [স বীটি] *বি* বিড়া। 'পানের বিড়িয়া লইয়া পাত্রকে দেয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বিড়ে [স বীটি] **১** *বি* মাথায় ভার বহনের জন্য কাপড় দিয়ে নির্মিত বৃত্তাকার গদিবিশেষ। 'কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* পিণ্ড। 'গহ্বরে মাংসের বিড়ে মাড় মৃত ফুল রক্তপাত।' *শক্তি*, ১৯৬১। **৩** *বি* পান, শাক ইত্যাদি জড়িয়ে বাঁধা গোছা। 'বিড়ে পাকানো পুঁইশাকে ছাদ ভর্তি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

বিণঠা [স বিনষ্ট] *বিণ* বিনষ্ট। 'অণ চাহন্তে আণ বিণঠা।' *চর্যা* ৪৪, ১২০০।

বিণাণা [পা বিঞ্ঞান] *বি* জ্ঞান। 'লূই ভণই বট দুলক্খ বিণাণা।' *চর্যা*

২৯, ১২০০।

বিণি, বিণী [স বিনা] *অব্য* বিনা। 'খণে খণে হাসে বিণি কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বিণী বিকীএঁ হএ গোআলের ধনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিণিঞঁ [স ব্যজনী] *বি* ব্যজনী; তালপাতার পাখা। 'তালের বিণিঞঁ রাধাক বিচি কাহ্ন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিণু [স বিনা] *অব্য* বিনা। 'হণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

বিতং [স বিতত] *বি* বিস্তারিত বিবরণ। 'মালের চিঠী সকলে তিনসত পঞ্চিত্রিস চিঠী ইহার বিতং এক চিঠী।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

বিতংস [স] *বি* পশুপাখি ধরার ফাঁদ। 'বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বিতণ্ডা [স] *বি* বিতর্ক। 'আধুনিক রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিস্তর বিতণ্ডা করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বিতণ্ডাকারী [স] *বিণ* বিতর্ককারী; যুক্তিস্থাপনকারী। 'আপেলান্ট অর্থাৎ হিন্দুরদের সপক্ষে ডাক্তর ... সাহেবেরা বিতণ্ডাকারী।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বিতণ্ডাবাদ [স] *বি* মিথ্যা বিবাদ। 'বিজাতীয় লোক সমূহকর্তৃক যে সকল বিতণ্ডাবাদ সংঘটনের সম্ভাবনা।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

বিতণ্ডিত [স] *বিণ* আলোচিত। 'এই গুরুতর ও বহুলোকের অনুশীলিত প্রশ্ন বিচারার্থ বিতণ্ডিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বিতথ [স] *বিণ* আলুথালু। 'বিবশা ধরা বিতথ বেশ, শ্বসিছে মুহু বক্ষ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বিতথা [স] **১** *বিণ* মিথ্যা। 'ইবে এই সার যুক্তি করাব বিতথা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* বিপদ। 'কি জানি ময়নায় কোন হয়াছে বিতথা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিতপন [স বি-তপন] *বিণ* সুন্দর; মনোহর। 'রতন কঙ্কন আতি বিতপন পট্টীল জগতনাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিতপনী [স] *বিণ স্ত্রী* রমণীয়। 'আতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিতপন্ন [স বিত্ত-পন্ন] *বিণ* সম্পত্তিশালী। 'সে কুমার মহাজন দুই কুলে বিতপন্ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিতপ্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত উত্তেজিত। 'বিপ্লব এ-জাতিকে আরও বিতপ্ত-বিধুর করে তুলতো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বিতরণ [স] **১** *বি* বণ্টন। 'দান বিতরণ জত ইতিহাব কথন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* বিলানো। ' ... প্রভৃতি দ্রব্য গরিব লোকের দিগকে বিতরণ করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* বর্ষণ। 'যথা প্রয়োজন সমভাবে বারি বিতরণ হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

বিতরণার্থ [স] *ক্রিবিণ* বিতরণ করার জন্যে। 'কলিকাতার রিফার্মর মুদ্রা যন্ত্রালয়ে বিনামূল্যে বিতরণার্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বিতরণী [স] *বিণ* বিতরণ করা হয় এমন। 'বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা।' *আজাদ*, ১৯৪৮।

বিতরা [স বিতরণ>] *ক্রি* বিতরণ করা। 'সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর জীবদায়িনী সুধা বাঁচাও লক্ষ্মণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **বিতর** *ক্রি* বিতরণ করো। 'বিতর, বিতর প্রেম পাষাণহৃদয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **বিতরি** *ক্রি* বিতরণ করে। 'রবি যথা নিজ রশ্মি বিতরি শশীরে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **বিতরিছে** *ক্রি* বিতরণ করছে। 'অন্নপূর্ণা বিতরিছে রাজ্যের কল্যাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বিতরিত [স] **১** *বিণ* বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন। 'মলয়ে সৌরভধন বিতরিত অনুক্ষণ।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বিণ* বিতরণ করা হবে এমন। 'দুই হাজার কাপী বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

বিতর্ক, বিতর্ক্ক [স] *বি* তর্ক। 'কামুক কামিনী হেরে করিছে বিতর্ক।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'কতিপয় ইউরোপীয় ব্যক্তি অনেক বিতর্ক্ক করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বিতর্কমান [স] *বিণ* বিতর্কের অবকাশ রয়েছে এমন। 'বাংলাদেশের বিতর্কমান ইতিহাস তার সাক্ষ্য।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

বিতর্কমূলক, বিতর্ক্কমূলক [স] *বিণ* বিতর্কিত। 'অত্যন্ত বিতর্কমূলক আইন গ্রহণ করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৫৭; 'বহুল প্রচারিত উন্নয়ন-দশক ও আগাগোড়াই বিতর্ক্কমূলক।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

বিতর্কসভা [স] *বি* তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার সমিতি। 'নির্দিষ্ট কার্য তালিকা ছাড়া নাট্যাভিনয়, বিতর্কসভা, খেলাধুলার ক্লাব ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বিতর্কাসক্ত [স] *বিণ* সন্দিগ্ধ। 'সদ্য স্বপ্নছুট বিতর্কাসক্ত মনকে বলছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বিতর্কিকা [স] *বি* বিতর্ক অনুষ্ঠান। 'সাহিত্য-সভা, বিতর্কিকা ও জলসা-অনুষ্ঠান হয়ে গেছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৫।

বিতল [স] *বি* দ্বিতীয় পাতাল (হিন্দুপুরাণ)। 'অতল বিতল সপ্ত রসাতল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিতস্তা *বি* পাঞ্জাবের নদীবিশেষ। 'পশ্চিমে সিন্ধু ও পূর্ব্বে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার সঙ্গম স্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বিতস্তি [স] *বিণ* আধা হাত পরিমাণ। 'এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিড়া একখানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিতস্ত [স বিতস্তি] *বি* করতল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিতাড়ন [স] *বি* উচ্ছেদ করা। 'এই মোছলেম বিতাড়নের কাজ এখনো বন্ধ হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

বিতাড়িত [স] *বিণ* দূরীভূত। 'দৈহিক-যন্ত্র বিকলকারী ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে বিতাড়িত করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'যুদ্ধক্ষেত্রে লজ্জিত, ক্ষোভিত, বিতাড়িত হইয়া হীনবল হইতে হইবে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বিতাড়িতা [স] *বিণ স্ত্রী* তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এমন। 'বিতাড়িতা চাকরাণীকে হাত করিতে চেষ্টা করেন।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

বিতান [স] **১** *বি* সমষ্টি। 'নির্ঝর ঝর ঝর কুসুমিত বল্লিবিতান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **২** *বি* মণ্ডপ; চাঁদোয়া। 'সন্তানকের শ্যামল বিতান হাসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বিতাল [স বেতাল] *বি* বেতাল; ভূত বিশেষ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বিতি [স বৃত্তি] *বি* বৃত্তি। 'যে দৈস্যো বিতি করে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

বিতিকিচ্ছি *বিণ* নোংরা; বিশ্রী। 'একটা বিতিকিচ্ছি ব্যাপার হইয়া গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিতিকিচ্ছিরি *বিণ* নোংরা; অশোভন। 'জীবনের বিতিকিচ্ছিরি নিষ্ফলতা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বিতিরেক [স ব্যতিরেক] *ক্রিবিণ* বিনা। 'তোমা বিতিরেক মোর আর

কেহো নাগ্রি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিতুষ্ট [স] *বিণ* বিরক্ত। 'দিল্লীর নৃপতি এতদ্দেশীয় ইংরাজ শাসনকর্তাদিগের ব্যবহারে অতিশয় বিতুষ্ট ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

বিতৃষ্ণ [স] *বিণ* বীতস্পৃহ। 'রাজার উপর বিতৃষ্ণ।' *জসীম*, ১৯৬১।

বিতৃষ্ণা [স] ১ *বি* অবসাদ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* অরুচি। 'লেমনেডের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* বিরাগ; বিরক্তি। 'তাহার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ হইল।' *শরৎ*, ১৯২৬; 'কুমুর প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা যে একান্ত অকৃত্রিম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *বি* অনিচ্ছা। 'ধূলিম্লান অবস্থায় নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেতে বসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিতে *ক্রিবিণ* ছলে; ব্যাজে। 'কোণ বিতে তোর মহাদান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিত্ত [স] ১ *বি* অর্থ; ধন। 'লাজেঁ মুলেঁ বিত্ত দানকে নাঁটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সঞ্চয়। 'আমার যে সব দিতে হবে, আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৩ *বি* প্রবৃত্তি। 'জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক চিত্ত ধনপ্রলোভননাশন বিত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *বি* সম্পদ। 'বুঝি গতজন্মের পুণ্যে পায় মোর উদাসীন চিত্ত রূপে রূপে অরূপের বিত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৫ *বি* আশীর্বাদ। 'দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিত্তনাশ [স] ১ *বি* আগ্রহনাশ। 'মৃত্যুর উৎসাহ সেও অফুরন্ত বুঝি জীবনের বিত্তনাশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বি* অর্থনাশ। 'বিত্তনাশ সর্বনাশ নয়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বিত্ত-বসতি [স] *বি* ধনসম্পদ। 'লুটী গেল বিত্ত-বসতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিত্তবান [স] *বি* সম্পদশালী। 'দুঃস্থদের সাহায্যদান বিত্তবানদের পক্ষে অবশ্য ...।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

বিত্তবিহীন [স] *বিণ* প্রাচুর্যহীন; (এখানে) জলীয়বাষ্পের আধিক্যবিহীন। 'শরৎবেলার বিত্তবিহীন মেঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিত্তভোগী [স] *বিণ* ধনসম্পদ ভোগ করে এমন। 'জমিদারের বিত্তভোগী ... উকিল-মোক্তারেরা নন।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

বিত্তরাশি [স] *বি* সম্পদ; ঐশ্বর্য। 'অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে নিত্যকালের বিত্তরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বিত্তলোভী [স] *বিণ* সম্পদের জন্য লালায়িত। 'বিত্তলোভী ও পৃষ্ঠপোষকাশ্রিত ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি আমি ... বীতশ্রদ্ধ।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিত্তশাঠ্য [স] *বি* ব্যয়কুণ্ঠতা। 'পূজার পারিপাট্য বিত্তশাঠ্য ও চিত্তকাপট্য রহিত ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বিত্তশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সম্পদশালী। 'রূপবতী, বিত্তশালিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিত্তশালী [স] ১ *বিণ* ধনবান। 'তেজশালী, বিত্তশালী ও প্রভাবশালী।' *রওশন*, ১৯২৫; 'বিত্তশালী মহাজনরাও হুঁকোর নল মুখে দিয়ে বাইজির গান শুনতেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩৫। ২ *বি* বিত্তবান ব্যক্তি। 'সমাজে বিত্তশালীর জন্য মান মর্যাদা।' *বেগম*, ১৯৬০।

বিত্তহীন [স] *বিণ* দরিদ্র। 'ক্ষতির প্রান্তে একদিন শেষে শয্যাপাতে মোর পাশে এসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যারা বিত্তহীন।' *তারা*, ১৯৪৩।

বিত্তহীনতা [স] *বি* দারিদ্র্য। 'অন্য বাড়িগুলি বিত্তহীনতার দৈন্যে নিষ্ঠুরভাবে পীড়িত।' *তারা*, ১৯৪৩।

বিত্তহীনবংশ [স] *বি* দরিদ্র বংশ। 'বিত্তহীনবংশের সঙ্কুচিত এবং লুব্ধচিত্ততার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে থাকেন।' *তারা*, ১৯৪৩।

বিত্তাংশ [স] *বি* বিত্তের অংশ। 'এক ব্রাহ্মণ জাত্যংশে ও বিত্তাংশে ন্যূনতাপ্রযুক্ত ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বিত্তাল্পতা [স] *বি* বিত্তের স্বল্পতা। 'বর্তমানকালে বিত্তাল্পতার মমত্ব বা অহংকার সর্বজনীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিত্তোৎপাদন [স] *বি* ধনসম্পদ বৃদ্ধি। 'রণ্ডচণ্ড সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিত্তোৎপাদন এবং ধন-বন্টন পদ্ধতির উপর।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বিত্তান্ত [স বৃত্তান্ত] *বি* বৃত্তান্ত। 'ভূত ভবিষ্যৎ জানহ বিত্তান্ত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিত্তি[1] [স বৃত্তি] ১ *বি* বিদ্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* কাজকর্ম। 'বারোইয়ারির বিত্তি সাধার বিষয় নানা উদ্ভট কথা আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* বেতন। 'মাঝি মাল্লাগণ মিছা বৈসে বিত্তি খায়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বিত্তিবিধান [স বৃত্তি-বিধান] *বি* পেশা ও অন্যান্য বিষয়। 'সেই অপুত্রক ব্যক্তির দৌলাত ও আওলাদের ও বিত্তিবিধান লইয়া থাকেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

বিত্তি[2] [স ভিত্তি] *বি* ভিত্তি; ভিত। 'ঘর বাড়ি ও বিত্তি ভূম ব্রবুদ বেসাত মাল ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

বিত্তি[3] [স বিত্ত] *বি* সম্পদ। **বিত্তি বেসাৎ** [স বিত্ত+আ বেসাত] *বি* ধনসম্পদ। 'ছেলের বাপের বিত্তি বেসাৎ আছে কি ভাই তেমন তেমন।' *জসীম*, ১৯২৭।

বিত্তি বেসাত [স বিত্ত+আ বেসাত] *বি* ধনসম্পদ। 'বিত্তি বেসাত যতই থাকুক।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বিত্রস্ত [স] *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'এই বিত্রস্ত জলরাশির ন্যায় সদ্য সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে ...।' *জগদীশ*, ১৮৯৪।

বিথসেদ [স বিচ্ছেদ] *বি* বিরহ। 'তোমার বিথসেদে দুঃখ না সহে অন্তরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিথর [স বিস্তার] *ক্রিবিণ* বিস্তর। 'বিথর দেখিলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বাপ মাএ গালি তোরেঁ দিবোঁর বিথর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিথরা [স বিস্তার>] *ক্রি* ছড়ানো। **বিথরল** *ক্রি* ছড়ালো। 'লাবা বিথরল বেলিক ফুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিথার** *ক্রি* ছড়ায়। 'তহিঁ তহিঁ অমিয় বিথার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিথারি** *ক্রি* এলিয়ে দেয়। 'কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিথুরিত** *বিণ* এলোমেলো। 'বিথুরিত কৈল কেবা কুরলিত কেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিথানো [স বিস্তার>] *ক্রি* বিস্তার করা। 'লতাগুলি লতাইয়া বাহুগুলি বিথাইয়া ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিথাল *বিণ* ধর্মবিহীন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিদ[1] *বি* গুটি। 'বিদ মোড়াইআ গো রাখিবে বামহাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিদ[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সীতানাথ বিদ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বিদকুটে ১ *বিণ* বিশ্রী। 'অতি বিদকুটে পেটের পীড়ায় ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* উদ্ভট; আজেবাজে। 'প্রায় আনতেন রাজ্যির বিদকুটে খবর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। দ্র **বিদঘুটে**

বিদগদ, বিদগধ [স বিদগ্ধ] ১ *বিণ* দগ্ধ। 'বিরহ আনলে মোর বিদগধ

গাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* বোদ্ধা। 'তিন বিদগদ সঙ্গে তিন কন্যার সম্ভোগ।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* রসিক। 'বিদগদ সদাগার করে কিছু ছলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* রসজ্ঞ। 'বিদগধ পণ্ডিত ভাজন বড় তুমি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৫ *বিণ* বিশ্বস্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিদগ্ধ [স] ১ *বিণ* জ্ঞানবান। 'তুমি বিদগ্ধ কৃপাময় জানে আমার হৃদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* রসিক। 'বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ সুশীল স্নিগ্ধ করুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* কুশলী। 'বুর্জুয়া কবির বিদগ্ধ পদ্ধতিতে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বিদগ্ধগোষ্ঠী [স] *বি* সংস্কৃতিবান সমাজ। 'উত্তরবঙ্গের বিদগ্ধগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিদগ্ধচিত্ত [স] *বিণ* শিল্প ও সাহিত্যের রসগ্রাহী। 'তুমি বিদগ্ধচিত্ত নিপুণ পুরুষ।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

বিদগ্ধজন [স] *বি* সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। 'সেকালে অন্তত বিদগ্ধজনদের মধ্যে এ দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ স্বীকৃতি পায়নি।' *শিব*, ১৯৫০।

বিদগ্ধরাজ [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান। 'এ অপরুপশী কো নিরমালয় কো বিধি বিদগ্ধরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিদগ্ধরূপে [স] *ক্রিবিণ* নিপুণভাবে। 'মার্জিত না হলেও অত্যন্ত বিদগ্ধরূপেই দেখা দিত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বিদগ্ধা [স] ১ *বি* বৈষ্ণবশাস্ত্রে নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'বিদগ্ধা স্মিমত হয় বাক্য আর কাজে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ স্ত্রী* রসিক। 'এক বিদগ্ধা মহিলা ... বলেছিলেন, চুম্বনের আনন্দ ফরাসী দেশ থেকে লোপ পেল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বিদঘুটে ১ *বিণ* জটিল। 'বিদঘুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন দেশী।' *সুকুমার*, ১৯১৮। ২ *বিণ* অদ্ভুত। 'বিদঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত।' *সুকুমার*, ১৯১৮। *দ্র* **বিদকুটে**

বিদণ্ডা [স বিতণ্ডা] *বি* বিবাদ। 'নিবেদন করে গণ্ডা নাঞি করি বিদণ্ডা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিদম [ফা বে+ফা দম] *বিণ* বেদম; শ্বাস ঘন হয়েছে এমন। 'বিদম হইল বড় টুট্যা আল্যা বল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিদরা [স বিদার>] *ক্রি* বিদীর্ণ হওয়া। 'অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরা।' বড়ু, ১৪৫০; 'ব্রজজন-হৃদয় বিদরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বিদরএ** *ক্রি* বিদীর্ণ হয়। 'কহিতে তাহান দুঃখ বিদরএ বুক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বিদরিআ** *ক্রি* বিদীর্ণ ক'রে। 'প্রাণ বিদরিআ জাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বিদরিয়া** *ক্রি* বিদীর্ণ হয়ে। 'বুক বিদরিয়া মরি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **বিদরিতেঁ** *ক্রি* বিদীর্ণ হতে। 'দেখিআঁ তোহ্মার রূপ বিদরির্তে চাহে বুক।' বড়ু, ১৪৫০। **বিদরে** *ক্রি* বিদীর্ণ হয়। 'ব্রজজন-হৃদয় বিদরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হাসান হোসেন দেখি বিদরে পরাণ।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'দাড়িম্ব বিদরে যেন খোসা না ধরিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিদরি, বিদরী [হি] *বিণ* নকশা খোদাই-করা; কারুকার্যময়। 'পিতলবান্ধা বিদরী পাখরী ইত্যাদি মুহুর্মুহু যোগাইতে থাকিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'একটি বিদরি ফরসিতে তামাক খাচ্ছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

বিদলন [স] *বি* দলন। **বিদলনকারী** [স] *বি* দলন করে যে। 'গিরিশৃঙ্গ-বিদলনকারী চরণতলে ভূনত-জানু ও বিনতমস্তক।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বিদলিত [স] *বিণ* নিষ্পিষ্ট। 'অঙ্কুরে বিদলিত মহত্ত্বের কল্পবৃক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'সংগীতসরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ বাড়িতে গিয়া উঠিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'বিদলিত ভেকের ডাকের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিদশা [স] *বি* বিপর্যয়। 'তেকারণে লাগিল বিদশা।' *আলাওল*, ১৭৫০।

বিদসা [স বিদশা] *বি* দুর্দশা; দুরবস্থা। 'পুনর্বার বিদসার সময় তাহারি বৈলক্ষণ হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিদান [স বি+দান] *বি* দানহীনতা। 'বিদানে পার করিআছে কুল দানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিদায় [আ বিদাআ] ১ *বি* প্রস্থান। 'বিদায় হইলা প্রভু হরিদাস সঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বিতাড়ন। 'সবা বিদায় করি প্রভু চলিতে কৈল মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লেজ কাটিয়া বিদায় দেওত সকল।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বি* স্থানান্তরে যাওয়ার অনুমতি। 'আমারে বিদায় দিও।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বি* প্রেরণ। 'এইরুপ ধাররাজ শাসন করিয়া বিক্রমাদিত্য ... পাঠশালাতে বিদায় করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৫ *বি* ছুটি। 'সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৬ *বি* বিদায়কালে প্রদত্ত অর্থাদি। 'তাহার প্রধান বিদায় এক শত টাকা ও এক রূপার ঘড়া।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৭ *বি* সম্মানী। 'বিদায়ও এত পাইতেন না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বিদা [আ বিদাআ] *ক্রি* বিদায় করা। 'কেমনে, বাছনি, বিদাইব তোরে আমি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিদাই [আ বিদাআ] ১ *বি* বিদায়; প্রস্থান। 'বিদাই হই গিয়ে চল বাপার নিকটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* আরোগ্য লাভে সন্তুষ্ট হয়ে বাড়তি অর্থ দান। 'কহিবা তুমি বাটীর সকলকে ভাল করহ বিদাই পশ্চাত দিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বিদাএ [আ বিদাআ] *বি* বিদায়। 'পাত্র মিত্র বিদাএ করিল সর্ব্বজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিদায় আহ্বান [বিদায়+স আহ্বান] *বি* বিদায়ের আমন্ত্রণ। 'ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায়-আহ্বান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিদায় করা *ক্রি* তাড়িয়ে দেওয়া। 'যে হস্তে গদা কেবল সেই হস্তটা ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে বিদায় করে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিদায়কাঁদন *বি* বিচ্ছেদের বেদনায় সৃষ্ট কান্না। 'আমি আমন ধানের বিদায়কাঁদন শুনি মাঠে রেতে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বিদায়কাল *বি* বিদায়ের সময়। 'বৃন্দাবনের বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বিদায়কালীন *ক্রিবিণ* চলে যাওয়ার সময়ে। 'বিদায় কালীন খেঁকশিয়ালীকে মাণিকজোড় আপন বাটী যাইবার জন্য এমন ধরিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বিদায়-চুম্বন *বি* বিদায়ের মুহূর্তে দেওয়া চুম্বন। 'গৃহদ্বারে সত্বর সঘন আমাদের সর্বশেষ বিদায় চুম্বন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিদায়দৃষ্টি *বি* বিদায় মুহূর্তের তাকানো। 'পিতার চোখের দিকে বিদায়দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বিদায়-পদধ্বনি *বি* চলে যাওয়ার সময় হওয়া পায়ের আওয়াজ। 'বংশীবাদকের বিদায়-পদধ্বনি আজও শুনতে পাইনি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিদায়-পাতা *বি* ঝরা পাতা। 'শুষ্ক খড়কুটো ধূলি শীত-শীর্ণ বিদায়-পাতায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিদায়বরণ *বি* বিদায়কে বরণ করা। 'বিদায়বরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

বিদায়বাণী *বি* বিদায়কালীন সম্ভাষণ। 'জগমোহন এই বিদায়বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিদায়বারতা *বি* বিদায়ের বার্তা। 'লইয়া গেলে না কারো বিদায়বারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিদায়বার্তা *বি* বিদায়ের খবর। 'আগমন ও বিদায়-বার্তা জানানো ভিন্ন অন্য কোনো কারণে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিদায়বিধুর *বিণ* বিদায়ের কষ্টে আচ্ছন্ন; বিচ্ছেদ-কাতর। 'এমন শেষ বিদায়বিধুর রাত।' *জীবন*, ১৯৩২।

বিদায়-বিনয় *বি* বিদায়ের মুহূর্তে দেখানো বিনয়। 'রাজসভামাঝে বিদায়-বিনয়ে নমি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিদায়-বেদনা [বিদায়+স বেদনা] *বি* বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। 'সব-কটি বিলিয়ে দেব, ঘরে রেখে বিদায়-বেদনার ব্যবস্থা করব না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বিদায়বেলা [বিদায়+স বেলা] *বি* বিদায়ের সময়। 'অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

বিদায়-ভোজ *বি* বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত ভোজ। 'বিদায়-ভোজ খেতে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

বিদায়ভোজন [বিদায়+স ভোজন] *বি* বিদায়কালে দেওয়া ভোজ। 'মস্ত একটা বিদায়ভোজনের আয়োজন হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিদায়রবি [আ বিদাআ+স রবি] *বি* অস্তগামী সূর্য। 'বিদায়রবি-রক্তালোকে, শিশির-সিক্ত ভোরে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

বিদায়রাতি [বিদায়+স রাত্রি] *বি* বিদায়ের রাত। 'বিদায়রাতির একটি ফোঁটা চোখের জলের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বিদায়-শেফালি [বিদায়+স শেফালি] *বি* শেষবেলার শেফালি ফুল। 'না ফুরাতে শরতের বিদায় শেফালি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিদায়শোক [বিদায়+স শোক] *বি* বিদায়জনিত শোক। 'অমলের বিদায়শোক তাহার নিজের মনে লাগিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিদায়সম্ভাষণ [বিদায়+স সম্ভাষণ] *বি* বিদায়ের সময়ে জানানো অভিনন্দন। 'কোনোপ্রকার বিদায়সম্ভাষণ না করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিদায়সাজ [বিদায়+সাজ] *বি* বিদায়ের সজ্জা। 'কে সাজাল মাকে আমার/ বিসর্জনের বিদায়সাজে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বিদায়সূচক [বিদায়+স সূচক] *বিণ* বিদায়ী। 'সাহেব বিদায়সূচক সম্ভাষণ করিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

বিদায়ি, বিদায়ী [আ বিদাআ>] ১ *বিণ* দক্ষিণা হিসেবে প্রদত্ত; বিদায়কালীন প্রদত্ত। 'নিমন্ত্রণের বিদায়ি টাকা।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বিণ* বিদায়সূচক গানের সুর বাজে এমন। 'বিদায়ীবাঁশির করুণ গুঞ্জরণ।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* বিদায় নিচ্ছে এমন। 'তখন কালচে আকাশের পক্ষীমালাকে ধূসর বিদায়ী রুমাল বলে মনে হয়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

বিদায়ীবাঁশি *বি* সমাপ্তিনির্দেশক বাঁশি। 'বিদায়ীবাঁশির করুণ গুঞ্জরণ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিদায়ের ঘাট *বি* মৃত্যুর ঘাট। 'বিদায়ের ঘাটে আছি বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিদায়োন্মুখ *বিণ* বিলুপ্তপ্রায়। 'কথকতা যাত্রাগান প্রতিদিন বিদায়োন্মুখ হইয়া আসিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিদেয় *বি* বিদায়। 'কেউ পালকি, কেউ গাড়ি করে বাড়ি বিদেয় হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বিদার [স] *বি* বিদীর্ণ। 'মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিদারণ [স] ১ *বি* বিদীর্ণকরণ। 'যে সময়ে রাজকন্যা আপন উদর বিদারণ করেন, সে সময়ে তাহার গর্ভ নয়মাস ... ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* বিস্ফোরণ। 'অণুবিদারণে শত সহস্র মানুষ হত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

বিদারণরেখা [স] *বি* বিভাগ-রেখা। 'একটা দৈত্য সহস্র সহস্র হিংস্র নখের বিদারণরেখা রেখে যেন ওর শ্যামল ত্বক অনেকখানি করে আঁচড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিদারম [স বিদার] *বিণ* বিস্তারিত। 'সুইনাহথ বিদারম রে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

বিদারা [স বিদার] ১ *ক্রি* বিদীর্ণ করা। 'নরহরি রূপে তোক্ষা হিরণ্য বিদারিলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* অগ্রাহ্য করা। 'কালো মেঘের নিষেধ বিদারি যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **বিদারহ** *ক্রি* পীড়ন করছো। 'কাঞ্চুলী ছিণ্ডিআঁ মোর বিদারহ তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিদারি** *ক্রি* বিদীর্ণ ক'রে। 'লব বার্তা হৃদয় বিদারি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **বিদারিদ** *বিণ* বিদীর্ণ করা হয়েছে এমন। 'শুক বিদারিদ যুকত কামিনী সোহি হরিল আতুলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **বিদারিয়া** *ক্রি* বিদীর্ণ ক'রে। 'নখে বিদারিয়া পর্ব্বত মাঝে ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **বিদারিলেঁ** *ক্রি* বিদীর্ণ করলে। 'নরহরি রূপেঁ তোক্ষে হিরণ্য বিদারিলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিদারিলোঁ** *ক্রি* বিদীর্ণ করেছি। 'নরসিংহ রূপেঁ/ হিরণ্য বিদারিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিদীরিয়া** *ক্রি* বিদীর্ণ ক'রে। 'বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **বিদীরিল** *ক্রি* বিদীর্ণ করলো। 'ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে বিদীরিল যে গিরিশিখর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিদারিত [স] *বিণ* ক্ষতবিক্ষত। 'বিদারিত কৈল নখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিদার্যমাণ [স] *বিণ* বিদীর্ণ হচ্ছে এমন। 'বিদার্যমাণ ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ের অসহ্য শোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিদিত [স] ১ *বিণ* অবগত। 'কালজবন মারিল কৃষ্ণ সভায় বিদিত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* পরিচিত। 'দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ভুবনে বিদিত বর্ধমান উবস্থিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* বিচ্ছুরিত। 'দন্তপুংক্তি বিদিত বিজুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* বিরাজিত। 'অনুক্রমে যেই ঋতু যে রূপে বিদিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৫ *ক্রিবিণ* সাক্ষাতে। 'অতিথের রূপে গেল নৃপতি বিদিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৬ *বিণ* সম্মুখস্থ। 'তাহারে ক্ষেপসি মুড় বিদিত মোহর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৭ *বিণ* সংঘটিত। 'কালক্রমে এ সমস্ত বিদিত হবেক ইহাই ভাবিয়া আমি কাঁদি।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিদিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বর্ণিত। 'লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি সুরধনী সীতা পতিতপাবনী তুমি পুরাণে বিদিতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিদিশ [স] *বি* বিদিক। 'না জাণো দিশ বিদিশ লাগে বড় ডরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিদিশা [স] *বি* ভারতবর্ষের প্রাচীন মালব দেশের একটি নগরী। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।' *জীবন*, ১৯৪২।

বিদিসি [স বিদেশ>] ১ *বি* বিদেশের অধিবাসী। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বিণ* বৈদেশিক। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বিদীর্ণ [স] ১ *বিণ* ছিন্নভিন্ন। 'পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বিগলিত। 'বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠপাষাণের মন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* বিভক্ত। 'দুই ধারে বিদীর্ণ পৃথিবী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিদীর্ণকারী [স] *বিণ* বিদীর্ণ করে এমন। 'ইহার অপেক্ষা হৃদয়

বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিদীর্ণ-হিয়া [স বিদীর্ণ+স হৃদয়] *বি* ভগ্ন হৃদয়। 'বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিদু *বি* পাশার দান। 'বিদু পেল্যা সদাগর পেলিল চৌয়ার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিদুজন [পা বিদূজন] *বি* বিদ্বজ্জন। 'বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ণ মেলঈ।' *চর্যা ১৮*, ১২০০।

বিদু ণাদ [স বিন্দু+নাদ] *বি* বিন্দু ও নাদ। 'বিদু ণাদ ণ হিঁ এ পইঠা।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

বিদুত [স বিদ্যুৎ] *বি* বিজলি। 'সভাদিপ্ত কৈল জেন বিদুতের মালা।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিদুরের খুদ – ভক্তিসহকারে দান করা বস্তু সামান্য হলেও তার গুরুত্ব অসামান্য। *সুবল*, ১৯০৬।

বিদুষী [স] *বিণ* শিক্ষিতা। 'স্ত্রীরা অতি বিদুষী ও বিজ্ঞা আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বিদুসি [স বিদূষক] *বি* ভাঁড়। 'প্রদ্যুম্ন নাএক হৈল গদে বিদুসি কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিদূর [স] *বি* দূর দেশ; অত্যন্ত দূরবর্তী স্থান। 'মাথে শঙ্খ সম খোঁপা শিসতে সিন্দুর এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদূর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিদূরিত [স] *বিণ* দূরীভূত। 'প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈন্যদশা বিদূরিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

বিদূষক [স] *বি* ভাঁড়। 'সর্বভাবে নাচে মহা বিদূষক প্রায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিদূষণ *বি* নিন্দা। 'আমাদের সার্থকতা জাতকের ব্যর্থ বিদূষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিদেকাটি *বি* আবাদি ক্ষেতে অতিরিক্ত ঘাস হলে যে হাতিয়ার দ্বারা উপড়ানো হয়; লোহার কাঁটাযুক্ত কাঠের কৃষি উপকরণ। 'মোর মার বুকি য্যান বিদেকাটি পুড়ুয়ে দিতি নাগলো। *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বিদেশ [স] *বি* ভিন্ন দেশ। 'হাম দুঃখমতি বিদেশ গেল পতি নিকটে নাহী বন্ধুজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিদেশ করা *ক্রি* প্রবাসে কাজ করা। 'কতবার বিদেশ করতে গেল মানুষটি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বিদেশগত [স] *বিণ* বিদেশে গেছে এমন; প্রবাসী। 'বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা।' *মানিক*, ১৯৩৭।

বিদেশগামী [স] *বিণ* বিদেশে পাচার হওয়া। 'বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিদেশবাসী [স] **১** *বিণ* বিদেশে বাস করে এমন। 'বিদেশবাসী লোকদেরই পর্য্যালোচনা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বিণ* বিদেশি। 'বিদেশবাসী হাঁসের সারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিদেশ-বিভুঁয় *বি* ভিন্ন দেশ। 'এই বিদেশ-বিভুঁয়ে পরের বাড়িতে সে কিছুতেই স্বামীর বিছানায় যাইতে পারে নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বিদেশভ্রমণ [স] *বি* স্বদেশ ছাড়া অন্য দেশে বেড়ানো। 'বিদেশভ্রমণে অনেক নূতন দৃশ্য দেখিতে পাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বিদেশযাত্রা [স] *বি* বিদেশ গমন। 'পূর্ব্বকালীন হিন্দুদিগের বিদেশযাত্রা বিষয়ে যে সকল উদাহরণ প্রদান করা গেল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিদেশযাত্রাবিমুখ [স] *বিণ* বিদেশে গমন করার ব্যাপারে প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন। 'হিন্দুরা চিরকালই বিদেশযাত্রাবিমুখ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিদেশযাত্রী [স] *বি* বিদেশে যায় এমন লোক। 'বিদেশযাত্রী ও পর্য্যটকেরদের বিবরণপুস্তক পাঠ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বিদেশস্থ [স] *বিণ* বিদেশে অবস্থান করছে এমন। 'রাজা বিদেশস্থ হইলে শত্রুপক্ষেরা রাজ্য লইয়া ভোগ করিতে চেষ্টা পায়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বিদেশস্থিত [স] *বিণ* বিদেশে অবস্থান করছে এমন। 'রাজা বিদেশস্থিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিদেশাগত [স বিদেশ-আগত] *বিণ* অন্য দেশ থেকে এসেছে এমন। 'তাঁহাদের মধ্যে বা বাহিরে যাঁহারা বিদেশাগত ছিলেন।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

বিদেশি, বিদেশী [স বিদেশীয়] **১** *বিণ* দেশান্তরিত। 'দেশ হোন্তে আন্ধি সব বিদেশী হইল।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* ভিন্ন দেশবাসী। 'বিদেশী পুরুষ যদি অকস্মাৎ পায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* ভিন্ন দেশের ব্যক্তি। 'আপন দেশে বিদেশিরদিগকে পাইলে খুন করিত।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৪** *বি* বহিরাগত ব্যক্তি। 'সে যে কী কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিদেশিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* অন্য দেশের অধিবাসী। 'তোমরা বিদেশিনী তরুণী।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বি* ভিন্ন দেশের নারী; অন্য দেশে বাস করে যে। 'চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিদেশিয় [স বিদেশীয়] *বিণ* বিদেশি। 'কমিশনের বিদেশিয় সভ্যগণ ইহার কার্য লক্ষ্য করিয়া ...।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

বিদেশিরাজ [স বিদেশীয়-রাজ] *বি* বিদেশি শাসক। 'দিন এসে গেছে ভাই রে –/ বিদেশিরাজের প্রাণভোমরাকে নখে নখে টিপে মারবার।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

বিদেশীপ্রথা [স বিদেশীয়-প্রথা] *বি* ইউরোপীয় বা ভিন্ন দেশ থেকে আসা রীতি। 'আমাদের পরিবারে বিদেশীপ্রথার চলন ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিদেশীয় [স] *বিণ* বিদেশি। 'তামাশগির মর্দআদমী ওমরা এবং দেশ বিদেশীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'স্বদেশ বিদেশীয় অন্য প্রধান মহাশয়েরাও উপস্থিত ছিলেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

বিদেশীয়ত্ব [স] *বি* বিদেশি বৈশিষ্ট্য। 'যতক্ষণ তাহার উৎকট বিদেশীয়ত্ব আবিষ্কৃত থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিদেশীয়ানা [বিদেশী+ফা আনা] *বি* বিদেশী চালচলন। 'পায়ে সাধারণ চটি, কিছুমাত্র বিদেশীয়ানা নেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

বিদেশীশাসিত [বিদেশী+স শাসিত] *বিণ* বিদেশী ব্যক্তি শাসন করছে এমন। 'বিদেশীশাসিত মনে না করে মনে করতো এ দেশের শাসনকর্তা।' *উমর*, ১৯৬৮।

বিদেস [স বিদেশ] *বি* বিদেশ; ভিন্ন দেশ। 'মাধব তোঁহে জনি জাহ বিদেসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিদেহ[১] [স] *বি* প্রাচীন ভারতের রাজ্যবিশেষ; ত্রিহুতের প্রাচীন নাম। 'বিদেহের এক নাম মিথিলা, ইহার বর্ত্তমান নাম ত্রিহুত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বিদেহ[২] [স] ১ *বিণ* অবয়বহীন। 'উদ্বেল বিক্ষোভ তার পরিণত বিদেহ ঈথারে?' *সুধীন্দ্র, ১৯৩৩*। ২ *বিণ* অশরীরী। 'বিদেহ রবি ও ইন্দ্র মোদের নিত্য দেবেন জয়।' *নজরুল, ১৯৩৫*।

বিদেহী [স] *বিণ* দেহহীন। 'বিদেহী আত্মাকে শান্তিহীন করে রাখবে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২*।

বিদ্দুত [স বিদ্যুৎ] *বি* বিদ্যুৎ; বিজলি। 'বিদ্দুতের য়োতি জিনি গোপিনি সুন্দর।' *মালাধর, ১৫০০*।

বিদ্ধ [স] *বি* ছেদন। 'মহাপুরুষ তাহারদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মুদ্রা অর্থাৎ কুণ্ডল দিয়াছিলেন।' *দর্পণ, ১৮২২*।

বিদ্ধস্ত [স বিধ্বস্ত] *বি* বিধ্বস্ত। 'শহর লুট করিয়া বিদ্ধস্ত করিয়াছিল।' *দর্পণ, ১৮২২*।

বিদ্ধিত [স] *বিণ* বিদ্ধ হয়েছে এমন। 'একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত।' *রামরাম, ১৮০১*।

বিদ্বৎ[১] [স বিদ্যুৎ] *বি* বিজলি। *হ্যালহেড, ১৭৭৩*।

বিদ্বৎছটা [স বিদ্যুচ্ছটা] *বি* বিদ্যুতের ছটা। *হ্যালহেড, ১৭৭৩*।

বিদ্বৎ[২] [স] *বি* বিদ্বান। 'কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্বৎসমাজে ... ।' *অক্ষয়, ১৮৫৪*।

বিদ্বজ্জন [স] *বি* বিদ্বান ব্যক্তি। 'মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জন সমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত।' *রবীন্দ্র, ১৯১২*।

বিদ্বত্তম [স] *বিণ* শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ। 'ইউরোপদেশীয় বিদ্বত্তমগণের সানুকূল্য সাহায্যে জ্ঞান তপন কিরণ সঞ্চার।' *দর্পণ, ১৮২২*।

বিদ্বৎসভা [স] *বি* বিদ্বান ব্যক্তিদের সভা। 'বিদ্বৎসভাতেও সে সমাদৃত অতিথির ন্যায়।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭*।

বিদ্বৎসমাজ [স] *বি* বিদ্বান-সমাজ, শিক্ষিত সমাজ। 'কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্বৎসমাজে ... ।' *অক্ষয়, ১৮৫৪*।

বিদ্বদ্গণ [স] *বি* বিদ্বান-সমাজ। 'বিদ্বদ্গণ কেবল রাজকার্য্যের প্রতি অধিক প্রত্যাশা করিয়া থাকেন ... ।' *প্রভাকর, ১৮৫২*।

বিদ্বদ্মণ্ডলী [স বিদ্বৎ-মণ্ডলী] *বি* বিদ্বান-সমাজ। 'প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর নিজস্ব বিদ্বদ্মণ্ডলী ও প্রচারমাধ্যম ছিল।' *আনোয়ার, ১৯৭০*।

বিদ্বন্মণ্ডলী [স] *বি* শিক্ষিত সমাজ। 'বিদ্বন্মণ্ডলী আমার কথা শুনে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়েছেন।' *প্রমথ, ১৯১৭*।

বিদ্বান [স] ১ *বি* বিজ্ঞজন। 'বোলেন বিদ্বান সব করিয়া বিচার।' *বৃন্দা, ১৫৮০*। ২ *বি* বিদ্যা আছে যার। 'বিদ্বান উত্তম দাতা জিনিয়া কল্পলতা।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*। ৩ *বিণ* সুশিক্ষিত। 'তাঁহারা দুই ভ্রাতা অত্যন্ত মনোযোগে ... বিবিধ বিদ্যাতে অল্পকালে বিদ্বান হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০*। ৪ *বিণ* বিশেষজ্ঞ। 'তাঁহার তুল্য সংস্কৃত বিদ্বান কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ছিলেন না।' *দর্পণ, ১৮৩৭*।

বিদ্বানী [স] *বিণ* বিদ্বানসুলভ। 'তাঁদের মন বোঝার চেষ্টায় ... কতকটা বিদ্বানী ছেলেমানুষী রয়েছে।' *আইয়ুব, ১৯৭৩*।

বিদ্বিষ্ট [স] *বিণ* বিদ্বেষের পাত্র। 'ধর্ম্ম সভায় নিন্দিত এবং জ্ঞানি বিদ্বিষ্ট।' *জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৯*।

বিদ্বেষ [স] *বি* বৈরিতা। 'ইহাতে কেহ বিদ্বেষ প্রদর্শন না করাতে ... ।' *বিদ্যা, ১৮৪৯*।

বিদ্বেষকষায়িত [স] *বিণ* ঈর্ষাযুক্ত। 'নয়নতারার বিদ্বেষকষায়িত কল্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫*।

বিদ্বেষচারী [স] *বিণ* বিদ্বেষপরায়ণ। 'ইংরেজী শিক্ষার বিদ্বেষচারী লোক।' *প্রচারক, ১৯০১*।

বিদ্বেষতা [স] *বি* বিরোধিতা; বৈরিতা। 'ঐ পত্রের সৃষ্টি হইয়া ... হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষতা অশেষতঃ প্রকাশ হইতেছে।' *পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫*।

বিদ্বেষদৃষ্টি [স] *বি* হিংসাপূর্ণ মনোভাব। 'বনোয়ারির বিদ্বেষদৃষ্টি ছেলেটির অমঙ্গল ঘটায়।' *রবীন্দ্র, ১৯১৪*।

বিদ্বেষবচন [স] *বি* বিরাগপূর্ণ উক্তি। 'বিদ্বেষবচন কদাচ সেরূপ অনিষ্টকর নহে।' *অক্ষয়, ১৮৫৫*।

বিদ্বেষ-বিষ [স] *বি* বিদ্বেষ বা হিংসারূপ বিষ। 'এতাদৃশ পরম প্রার্থনীয় সুখ-পীযূষ সঞ্চারিত হইবার অনধিককাল পরেই বিদ্বেষ-বিষ নিঃসৃত হইতে থাকে।' *অক্ষয়, ১৮৫২*; 'অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২*।

বিদ্বেষবুদ্ধি [স] *বি* শত্রুতার ভাব। 'উভয়েই বিদ্বেষবুদ্ধির এরূপ অধীন হইয়াছিল যে ... ।' *বিদ্যা, ১৮৬৩*।

বিদ্বেষভাব [স] *বি* বৈরী ভাব। 'রাধামুকুন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩*।

বিদ্বেষমুক্তি [স] *বি* বিদ্বেষ থেকে নিষ্কৃতি। 'তাই বিদ্বেষমুক্তি আমাদের কাম্য হয়ে উঠেছে।' *মোতাহের, ১৯৫০*।

বিদ্বেষশর [স] *বি* বিদ্বেষরূপ শর। 'তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেষশরে জর্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫*।

বিদ্বেষানল [স বিদ্বেষ-অনল] *বি* বিদ্বেষের আগুন। 'বিদ্বেষানল ... ভারতবর্ষকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন ও ভস্মীভূত করিল।' *অক্ষয়, ১৮৪৮*।

বিদ্বেষান্ধ [স বিদ্বেষ-অন্ধ] *বিণ* ঘৃণান্ধ। 'হিন্দুদিগকে কিরূপ ভয়াবহরূপে মোছলেম-বিদ্বেষান্ধ করিয়া তুলিতেছে।' *আজাদ, ১৯৩৯*।

বিদ্বেষাপন্না [স বিদ্বেষ-আপন্না] *বিণ স্ত্রী* ঈর্ষাপরায়ণ। 'ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্নাও হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম, ১৮৭৮*।

বিদ্বেষাবদ্ধতা [স বিদ্বেষ-আবদ্ধতা] *বি* বৈরী ভাব। 'নিছক নেতিমূলক বিদ্বেষাবদ্ধতা লইয়া কোন বড় সংহত ... ।' *আজাদ, ১৯৫৭*।

বিদ্বেষী [স] ১ *বিণ* বিদ্বেষকারী। 'দ্বেষী বিদ্বেষী না হইয়া অন্যোন্য বর্ণ ... প্রতিপালন করেন।' *রামরাম, ১৮০২*। ২ *বিণ* ঈর্ষাকারী। 'বিদ্বেষীদিগের সুস্পষ্ট বিদ্বেষবচন কদাচ সেরূপ অনিষ্টকর নহে।' *অক্ষয়, ১৮৫৫*। ৩ *বিণ* বৈরী। 'তাহারা অত্যন্ত নির্দয় ও তুরুষ্কজাতির অত্যন্ত বিদ্বেষী।' *বিদ্যা, ১৮৬৩*।

বিদ্বেষ্টা [স] *বিণ* বিদ্বেষ মনোভাবসম্পন্ন। 'মলয়বরে লোকে তাঁহার এরূপ বিদ্বেষ্টা ছিল।' *অক্ষয়, ১৮৫২*।

বিদ্যমান [স] ১ *বি* বর্তমান। 'চড়েঁ মাইলে রাধা মোরে দেখ বিদ্যমানে।' *বড়ু, ১৪৫০*। ২ *বি* সম্মুখ। 'ঘুচ ঘুচ মহাপাপী বিদ্যমান হৈতে।' *বৃন্দা, ১৫৮০*। ৩ *বিণ* উপস্থিত। 'জদি দেখি মাতা বিদ্যমান।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। ৪ *ক্রিবিণ* নিকটে। 'সাধুর বিদ্যমানে আইল পাটরানির চেটি।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। ৫ *বি* উপস্থিতি। 'তুহ্মি বিদ্যমানে এথ কেন হৈল।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*। ৬ *বিণ* বিরাজমান। 'তাহার প্রমাণ, দেখ বিদ্যমান,/ ভঙ্গ করে দারুভেদ।।' *মদনমোহন, ১৮৩৪*।

বিদ্যমানতা [স] *বি* উপস্থিতি। 'মর্ত্যলোকে ইহার বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ।' *অক্ষয়, ১৮৫৪*।

বিদ্যা [স] ১ *বি* জ্ঞান। 'বিদ্যা করি দমকু অকিলেসেঁ।' *চর্যা ৯, ১২০০*। ২ *বি* শাস্ত্র। 'পড়িল চৌসষ্টি বিদ্যা গুরু সন্নিধানে।' *মালাধর, ১৫০০*;

'নানা বিদ্যা জানে তবে সাহের কুমারী।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বি* তত্ত্বজ্ঞান। 'তাঁর বিদ্যা তাঁরে দিয়া দিহ পরিচয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* কার্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *বি* লেখাপড়া। 'ঐ বিবি লোকের সহায়তাতে বিদ্যা শিখিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করেন।' *গৌর*, ১৮২২।

বিদ্যা-অভ্যাস [স] *বি* বিদ্যাচর্চা। 'বিক্রমাদিত্যেরা দুই ভাই নানাপ্রকার বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বিদ্যাকরি [স] *বি* জ্ঞানরূপ হাতি। 'বিদ্যাকরি দমকুঁ অকিলেসেঁ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

বিদ্যাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* বিদ্যা লাভে উৎসুক। 'বিদ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগকে অধ্যাপনা দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

বিদ্যাগার [স] *বি* বিদ্যালয়। 'বিদ্যাগার নির্ম্মাণেতে ৩৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বিদ্যাগারস্থ [স] *বিণ* বিদ্যালয়ের। 'ঐ পত্র উত্তমোত্তম বিদ্যাগারস্থ পাঠোত্তীর্ণ কতিপয় ব্যক্তিরা সম্পন্ন করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বিদ্যাগ্রন্থ [স] *বি* পাঠ্যপুস্তক। 'ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারি সোসৈটি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বিদ্যাচর্চা, বিদ্যাচর্চ্চা [স] *বি* বিদ্যা অনুশীলন। 'শুনিলাম হিন্দুকালেজনামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চ্চা।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

বিদ্যাজ্ঞ [স] *বিণ* বিদ্বান। 'যদি কোন শিল্প বিদ্যাজ্ঞ পণ্ডিত লোক নির্দ্দয়তার প্রতিমূর্ত্তি করিতে চাহেন।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫।

বিদ্যাদান [স] ১ *বি* শিক্ষাদান। 'ইউরোপে এমত ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যাদানের যে উপায় সৃষ্টি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* শিক্ষকতা। 'বললে তুমি, এমন করলে বাঁচে ঐ সামান্য বিদ্যাদানের টাকা!' *শক্তি*, ১৯৬৫।

বিদ্যা দান করা *ক্রি* লেখাপড়া শেখানো। 'বালকেরদিগকে বিনা মূল্যে বিদ্যা দান করে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বিদ্যাদায়িনী [স] *বি* হিন্দুমতে বিদ্যাদেবী সরস্বতী। 'জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিদ্যাদিগ্গজ [স] *বি* অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। 'ওদের বিদ্যাদিগ্গজ করিয়া দিব।' *জসীম*, ১৯৬৪।

বিদ্যাদেবী [স] *বি* হিন্দুমতে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'বিদ্যাদেবী সরস্বতীর স্বাভাবিক অধিষ্ঠান।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

বিদ্যাদৈন্য [স] *বি* শিক্ষার দুরবস্থা। 'বঙ্গভূমি ... তাহার বিদ্যাদৈন্য, তাহার রোগতাপ লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিদ্যাধন [স] *বি* বিদ্যারূপ সম্পদ। 'বিদ্যাধন পরম ধন।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

বিদ্যাধ্যয়ন [স] *বি* বিদ্যাশিক্ষা; লেখাপড়া। 'ইংরেজী বিদ্যাধ্যয়ন করে তাহারা অতিউত্তমরূপে পরীক্ষা দিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বিদ্যাধ্যাপন [স] *বি* শিক্ষাদান। 'সাহেবকে পুনর্ব্বার বিদ্যাধ্যাপনের অনুসন্ধায়কতা কর্ম্মে প্রেরণ করা উচিত নয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বিদ্যাধ্যাপনীয় [স] *বিণ* বিদ্যাশিক্ষার মতো। 'ঐ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালাবধি দৃষ্টকর্ম্মতা এবং বিশেষগুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহাগুরুতর ব্যাপারে খাটান যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বিদ্যানিধি [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। 'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিদ্যানিপুণ [স] *বিণ* পণ্ডিত। 'ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষে বিদ্যানিপুণ হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বিদ্যানিবাস [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

বিদ্যানুরাগ [স] *বি* বিদ্যার প্রতি অনুরাগ। 'তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিদ্যানুরাগী [স] *বিণ* শিক্ষার প্রতি আগ্রহী। 'বালকেরা কালেজে পড়েন কিম্বা বিদ্যানুরাগী হয়েন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিদ্যানুশীলন [স] *বি* বিদ্যাচর্চা। 'তোমরা স্ব২ কার্য্যের অবকাশে বিদ্যানুশীলন করিয়া নীতিজ্ঞ হইলে ...।' *গৌর*, ১৮২২।

বিদ্যান্ত [স] *বিণ* শিক্ষিত। 'সমস্ত মূর্খ লোক বিদ্যান্ত হইলেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিদ্যাপঞ্চানন [স] *বি* সংস্কৃত বিষয়ে পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

বিদ্যাপন্ন [স] *বিণ* জ্ঞানী। 'কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত বুদ্ধিপ্রযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বিদ্যাপাঠ [স] *বি* বিদ্যাশিক্ষা। 'তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিদ্যাপারগতা [স] *বি* জ্ঞানের দক্ষতা। 'ঐ শ্লোক শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাপারগতার প্রমাণ ভূষণোপাধি স্বরূপ।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বিদ্যাপীঠ [স] *বি* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'কলিকাতার "কাশী" বিদ্যাপীঠকে যবন-বর্জ্জিত করিয়া ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

বিদ্যাপ্রচার [স] *বি* জ্ঞান প্রচার। 'তাঁহারা সেই বিদ্যাপ্রচারের পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিদ্যাপ্রচারক [স] *বিণ* শিক্ষাপ্রসারকারী। 'বিদ্যাপ্রচারক কমিটিকে দান করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বিদ্যাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* শিক্ষিত। 'লণ্ডন নগরের সন্নিহিত এক পাঠশালায় ... বিদ্যাপ্রাপ্ত হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিদ্যাবণিক [স] *বি* বিদ্যা-ব্যবসায়ী। 'ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাবণিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিদ্যাবতী [স] *বিণ স্ত্রী* বিদ্বান। 'তিনি নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে নানা শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

বিদ্যাবত্তা [স] *বি* পাণ্ডিত্য; মনীষা। 'স্ত্রীপুরুষের বিদ্যাবত্তা থাকিলে পরস্পর কথাবার্ত্তা দ্বারা কি পর্য্যন্ত সুখোদয় হয়, তাহা লিপি বাহুল্য।' *গৌর*, ১৮২২।

বিদ্যাবাগীশ [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। 'শ্রীযুত বাবু কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'বিদ্যাভূষণ বা বিদ্যাবাগীশ হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বিদ্যাবাচস্পতি [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

বিদ্যাবান [স] *বিণ* বিদ্বান। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ কত বিদ্যাবান ও জ্ঞানবান লোক কর্ম্মের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বিদ্যাবিজ্ঞ [স] *বিণ* বিদ্যা আছে এমন; বিদ্বান। 'বিদ্যাবিজ্ঞ এক

সাহেবকে ... অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত করিয়া ... ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিদ্যাবিতরণ [স] *বি* শিক্ষাদান। 'যাঁহারা বিদ্যাবিতরণ নিমিত্তে কাজ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বিদ্যাবিধায়ক [স] *বিণ* বিদ্যার সহায়ক। 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ ... ছাপা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিদ্যাবিনোদ [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

বিদ্যাবিভ্রাট [স] *বি* শিক্ষায় গোলযোগ। 'বিদ্যাবিভ্রাটের প্রতিকারস্বরূপ আইরিশজাতি কী প্রার্থনা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিদ্যাবিরোধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিদ্যালাভে আগ্রহী নয় এমন। 'আমি এক প্রকার বিদ্যাবিরোধিনী ছিলায়।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিদ্যাবিশারদ [স] **১** *বিণ* তত্ত্বজ্ঞানে পণ্ডিত। 'বিদ্যাবিশারদ দস্তীর সম্পদ অশ্বের শিক্ষায় নল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* বিদ্যায় পারদর্শী। 'বিবিধ বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার জ্বালন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিদ্যাবিশিষ্ট [স] *বিণ* জ্ঞান ও শিক্ষা আছে এমন; শিক্ষিত। 'বিদ্যাবিশিষ্ট শিষ্ট লোকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির যেরূপ উন্নতি হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিদ্যাবিষয়ক [স] *বিণ* জ্ঞান সম্পর্কিত। 'নানা দেশীয় বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকাদি।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

বিদ্যাবুদ্ধি [স] **১** *বি* শাস্ত্রজ্ঞান। 'ক্রমে২ বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবেক।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। **২** *বি* শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা। 'বাঙ্গালি দিগের জ্ঞানগুণ বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বিদ্যাবৃদ্ধি [স] *বি* শিক্ষার প্রসার। 'পূর্ব্বকালীন ভাগ্যবান লোকেরাও বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে উৎসুক ছিলেন না।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

বিদ্যাব্যবসায় [স] **১** *বি* বিদ্যাচর্চা; বিদ্যাদান। 'বাঙ্গালা প্রভৃতি বিদ্যাব্যবসায় হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* অর্থের বিনিময়ে বিদ্যাদান। 'যাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়কে ঘৃণা করিয়া বিদ্যাদানকে কৌলিকব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিদ্যাব্যবসায়ী [স] **১** *বিণ* বিদ্বান; পণ্ডিত। 'তদ্দেশীয় বিদ্যাব্যবসায়ী লোকও এ প্রদেশে দুষ্প্রাপ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* গ্রন্থকার। 'বিদ্যাব্যবসায়ীদিগকে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিয়া উত্তরকালীন বিদ্বানলোকের নিকট নিন্দনীয় হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিদ্যাভবন [স] *বি* বিদ্যালয়। 'তোমরা যদি এই বিদ্যাভবনের জন্য গৌরব অনুভব কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিদ্যাভিমান [স] *বি* জ্ঞানের অহংকার। 'অনেকে আপনার বিদ্যাভিমানে প্রমত্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'বিদ্যাভিমান ইহার মূল কারণ।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

বিদ্যাভিমানী [স] *বিণ* বিদ্যা নিয়ে অহংকার করে এমন। 'এক্ষণকার বিদ্যাভিমানী যুবক সম্প্রদায় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিদ্যাভিলাষী [স] *বিণ* বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহী। 'বঙ্গীয় রমণীগণ বিদ্যাভিলাষী নন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

বিদ্যাভূষণ [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০; 'বিদ্যাভূষণ বা বিদ্যাবাগীশ হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বিদ্যাভ্যাস [স] *বি* বিদ্যাচর্চা। 'অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বিদ্যাভ্যাসকরণ [স] *বি* বিদ্যাচর্চা করা। 'এতদ্দেশীয় বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাসকরণ বিষয়ের বার্ষিক ... এক সভা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

বিদ্যাভ্যাসনিষেধক [স] *বিণ* বিদ্যাচর্চা করতে বাধা দেয় এমন। 'বিদ্যাভ্যাসনিষেধক এমত কোন প্রমাণই তাঁহারা দিতে পারিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বিদ্যাভ্যাসানন্তর [স] *বি* বিদ্যাচর্চার শেষ পর্যায়। 'বিদ্যাভ্যাসানন্তরে শিক্ষাকার বাবুদিগের নিজ নিজ ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিদ্যাভ্যাসার্থে [স] *ক্রিবিণ* বিদ্যাচর্চার জন্য। 'বিদ্যাভ্যাসার্থে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বিদ্যামন্দির [স] *বি* বিদ্যালয়। 'সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে ঐ কালেজের ছাত্রেরদিগকে বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বিদ্যাযুত [স] *বিণ* বিদ্বান। 'ক্রমাগত বিবিধাবিত্ত বিশিষ্ট বিদ্যাযুত শ্রীযুত বাবু ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিদ্যায়তন [স] *বি* বিদ্যালয়। 'সেখানে কী কী বিদ্যায়তন-স্থাপনের সংকল্প করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বিদ্যার জাহাজ [স] *বিণ* অতিশয় পণ্ডিত। 'বিদ্যার জাহাজ ভাই জানে কত ঠাট।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিদ্যারণ্য [স] *বি* বিদ্যারূপ অরণ্য। 'অতর্পণীয় ধনলোভ ও শূন্যগর্ভ অভিমান বিদ্যারণ্য অধিকার করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিদ্যারত্ন [স] **১** *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। 'বিদ্যারত্ন উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **২** *বি* বিদ্যারূপ রত্ন। '... আমাদিগের মত বিদ্যারত্ন বিহীনা হইয়া এই মহীমণ্ডলে কেবল বৃথা কার্য্যে রত থাকিতেন না।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিদ্যারস [স] *বি* বিদ্যারূপ রস। '... কোমলহৃদয়া-বালিকাগণকে বিদ্যারসে একেবারে বঞ্চিত করিয়াছেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিদ্যার সাগর *বিণ* অতিশয় বিদ্বান। 'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বিদ্যার্জন [স] *বি* বিদ্যালাভ। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জন করিয়া পদবী লইয়াছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বিদ্যার্ণব [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

বিদ্যার্থি [স বিদ্যার্থী] *বি* বিদ্যাশিক্ষায় অভিলাষী। 'ইংরেজী বিদ্যার্থি সকলের প্রয়োজনার্থ প্রসিদ্ধ জ্ঞানসন্দ ডিক্স্যানেরি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিদ্যার্থী [স] *বি* শিক্ষার্থী। 'যখন কোন নিঃশক্ত বিদ্যার্থী ... বড় মানুষ সাজে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বিদ্যালঙ্কার [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। 'হিতোপদেশ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮৯২।

বিদ্যালয় [স] *বি* প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; স্কুল। 'বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পাঠের গত শনিবার পরীক্ষা।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

বিদ্যালয়স্থ [স] *বিণ* বিদ্যালয়ের। 'কলকাতার প্রধান বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিদ্যালাভ [স] *বি* জ্ঞানার্জন। 'বিদ্যার ভকতি আছে বিদ্যালাভ হবে পাছে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বিদ্যালি [স বিদ্যালয়ী] *বিণ* বিদ্যালয়ের। 'কলিকাতার বিদ্যালি বালকেরা শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের উপকার অঙ্গীকার সূচনাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত ...।' *কৌমুদী*, ১৮৩১।

বিদ্যালোক [স] *বি* বিদ্যারূপ আলোক। 'বিবেচনা করুন বিদ্যালোক দ্বারা, কন্যার আন্তরিক অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

বিদ্যালোকসম্পন্ন [স] *বিণ* বিদ্যার আলো আছে এমন। 'বিদ্যালোকসম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসংখ্য বিষয়ের অসংখ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিদ্যালোচনা [স] *বি* বিদ্যাচর্চা। 'অনন্যমনা হইয়া বিদ্যালোচনা করিতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিদ্যাশিক্ষা [স] *বি* বিদ্যা অর্জন। 'বিদ্যাশিক্ষাতে তাহাদের কোন রূপে মানহানি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই।' *গৌর*, ১৮২২।

বিদ্যাশিক্ষাদান [স] *বি* লেখাপড়া শিখানো। 'দেশের বিদ্যাশিক্ষাদান দেশের লোকের হাতে আসিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিদ্যাশিক্ষার্থ [স] *ক্রিবিণ* বিদ্যাশিক্ষার জন্য। 'বিদ্যাশিক্ষার্থ এমত ব্যগ্র ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বিদ্যাশিক্ষার্থী [স] *বিণ* প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জনকারী। 'ঐ সকল বিদ্যাশিক্ষার্থী শিক্ষিত লোকদিগকে ...।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

বিদ্যাশূন্য [স] *বিণ* শিক্ষা নেই এমন। 'বিদ্যাশূন্য পুরুষেরা ও জ্ঞানাধিকারবঞ্চিত অবলারা পুরাণাদি অধ্যয়ন না করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিদ্যাসাগর [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

বিদ্যাসাগরপেড়ে [স বিদ্যাসাগর>] *বিণ* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ধুতির পাড়ের মতো। 'নরুনপেড়ে, খড়কেপেড়ে, বিদ্যাসাগরপেড়ে অথবা শাদাপেড়ে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বিদ্যাসাগরী [স বিদ্যাসাগরীয়] *বিণ* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত 'সংস্কৃতবহুল বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা যেমন সর্ব্বত্র বাঙ্গালীয় নহে।' *এসলাম*, ১৯১৬; 'বিদ্যাসাগরী রচনাধারার শক্তি সঞ্চয়ের ফলে আজ বাংলার জাতীয় রূপ ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

বিদ্যাসাধন [স] *বি* বিদ্যা অর্জন। 'অগ্রে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া পরে অর্থকরী অন্যান্য বিদ্যা সাধন করেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

বিদ্যাসাধনা [স] *বি* বিদ্যাশিক্ষা; বিদ্যাচর্চা। 'বিদ্যাসাধনার বেড়া দেওয়া খেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিদ্যাহীন [স] *বিণ* অশিক্ষিত। 'বিদ্যাহীন যে মনুষ্য সে পশু।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বিদ্যাহীনতা [স] *বি* অশিক্ষা। 'বিদ্যাহীনতা প্রযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করণে অসমর্থ হইয়া সুত সুতা বণিতা প্রভৃতির ভরণ পোষণের নিমিত্ত লালাইত হয়েন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিদ্যাহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* শিক্ষাহীন। 'বিদ্যাহীনা ... রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিদ্যাহেতু [স] *ক্রিবিণ* বিদ্যার জন্য। 'বিদ্যাহেতু ওই, এসেছে ওলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বিদ্যোৎসাহী [স বিদ্যা-উৎসাহী] *বিণ* বিদ্যায় উৎসাহদানকারী। 'স্কটলণ্ডীয় লোক ... নীতিজ্ঞ এবং সাধারণ বিদ্যোৎসাহী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বিদ্যোপার্জন, বিদ্যোপার্জ্জন [স বিদ্যা-উপার্জন] *বি* জ্ঞান অর্জন। 'ইহার মধ্যে এক অন্ধা বালিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'তিনি তথায় অল্পদিন মধ্যে ... বিদ্যোপার্জন করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিদ্যাধর [স] *বি* হিন্দুপুরাণে বর্ণিত স্বর্গের গায়ক। 'সর্পরূপ ছাড়ি বিদ্যাধর মুর্ত্তি ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিদ্যাধরি [স বিদ্যাধরী] *বি* হিন্দুপুরাণে বর্ণিত স্বর্গের গায়িকা। 'জত সর্গ বিদ্যাধরি তিলোত্তমা আদি করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিদ্যাধরী [স] *বি* হিন্দুপুরাণে বর্ণিত স্বর্গের গায়িকা। 'নাচে গায়ে বিদ্যাধরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিদ্যান [স বিদ্বান] *বিণ* বিদ্বান। 'অতি বিদ্যান সৎকবি এ কথা শুনিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিদ্যুৎ [স] **১** *বি* বিজলি। 'বিদ্যুৎ প্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বিদ্যুৎ মেঘেতে উৎপন্ন হইয়া মেঘেতে লীন হয়।' *রামমোহন*, ১৮২০। **২** *বি* তড়িৎ। 'বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

বিদ্যুচ্চকিত [স] *ক্রিবিণ* বিদ্যুতের মতো দ্রুত গতিতে। 'বিদ্যুচ্চকিত চোখ ঠারাঠারি হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বিদ্যুচ্চঞ্চল [স] *বিণ* বিদ্যুতের মতো চঞ্চল। 'তখন বিদ্যুচ্চঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতোই সুরসঙ্ঘকে বাঁধে সীমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বিদ্যুচ্চমক [স] *বি* আকস্মিক উজ্জ্বলতা। 'থরে থরে সাজানো আছে ঘটনার বিদ্যুচ্চমক।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বিদ্যুচ্ছটা [স] *বি* বিদ্যুতের ঝিলিক। 'মজিদের ক্রোধ তো তাঁরই বিদ্যুচ্ছটা, তাঁরই ক্রোধের ইঙ্গিত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বিদ্যুজ্জ্যোতি [স] *বি* বিদ্যুতের রেখা। 'মধ্যে মধ্যে বিদ্যুজ্জ্যোতি আবির্ভূত হওয়ায় তরঙ্গসংগ্রাম ... নয়নগোচর হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৯৪৯।

বিদ্যুজ্জ্বলা [স] *বিণ* বিদ্যুৎ থেকে জ্বলন্ত। 'বিদ্যুজ্জ্বলা সৃষ্টি-আগুনে ঝরুক ঝরুক ঘন অবিরল।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

বিদ্যুৎ-ইশারা [স] *বিণ* বিদ্যুতের মতো চঞ্চল ইঙ্গিতপূর্ণ। 'বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিদ্যুৎকটাক্ষ [স] *বি* বিদ্যুৎরূপ দৃষ্টি। 'সে রজনীর মত সুন্দরী হইবে, অথচ বিদ্যুৎকটাক্ষবর্ষিণী হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিদ্যুৎকশাঘাত [স] *বি* বিজলির রূঢ় আঘাত। 'মেঘ যদি জলবর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎকশাঘাত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিদ্যুৎখচিত [স] *বিণ* বিদ্যুৎপূর্ণ। 'তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিদ্যুৎ-গতি [স] *বি* বিদ্যুতের মতো অতি দ্রুত গতি। 'নিঃসঙ্গ বিহ্বল এক পাখি বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে এসে ...।' *নীরেন*, ১৯৫৭।

বিদ্যুৎ-গর্ভ [স] *বিণ* বিদ্যুৎপূর্ণ। 'পাহাড়ের কটিদেশ নিবিড় বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘপুঞ্জে আবৃত।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

বিদ্যুৎ-গামী [স] *বিণ* দ্রুতগামী। 'বিদ্যুৎ-গামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া, জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিদ্যুৎ-চঞ্চু [স] *বি* বিদ্যুতের মতো চঞ্চু; বজ্র। 'বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎ-চঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বিদ্যুৎ-চালিত [স] *বিণ* বিদ্যুতের সাহায্যে চলে এমন। 'ভবিষ্যতে নরসুন্দরের কুটীরশিল্পটা বিদ্যুৎ-চালিত কারখানা শিল্পে পরিণত হবে না তো?' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বিদ্যুৎ-ছটা [স] *বি* বিদ্যুতের মতো আকস্মিক স্ফুরণ। 'শুনিনু সেই ক্ষণে সন্ধ্যার গগনে শব্দের বিদ্যুৎ-ছটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝা [স] *বি* বিজলিসহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি। 'বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝা সংযুক্ত দেখিলে তিনি ভীত চিত্ত হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বিদ্যুৎঝলা [স বিদ্যুৎ+স ঝলক] *বি* বিদ্যুতের ঝলক বা আলো। 'বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে শনশনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিদ্যুত্তাড়িত [স] *বিণ* বিদ্যুতায়িত। 'গোলক দুইটি বারংবার বিদ্যুত্তাড়িত হইবে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

বিদ্যুৎ-দীপ [স] *বি* বৈদ্যুতিক বাতি। 'বিদ্যুৎ-দীপ সে সন্ধ্যায় অবশ্য জ্বলল না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বিদ্যুৎনয়নী [স] *বিণ স্ত্রী* অস্থির দৃষ্টিসম্পন্না। 'লেসের ওড়না জড়ানো বিদ্যুৎনয়নী হিস্পানি রমণী।' *মুজতবা* ১৯৫২।

বিদ্যুৎপর্ণা [স] *বিণ* বিদ্যুতের ডানাবিশিষ্ট। 'আমি পরী অপ্সরী/ বিদ্যুৎপর্ণা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

বিদ্যুৎপাত [স] *বি* বজ্রপাত। 'বিদ্যুৎপাত ঝঞ্ঝাবাত সইবার মত শক্তি আর সাহস আমার নেই।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বিদ্যুৎপ্রবাহ [স] *বি* বিদ্যুতের মতো প্রাণপ্রবাহ। '... জাতির হৃদয়ে জাগরণের যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহাইয়া দিতে পারিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

বিদ্যুৎ-ফণা [স] *বি* বিদ্যুৎরূপ ফণা। 'দুঃখের বিদ্যুৎ-ফণা ভীষণ ভুজঙ্গ এক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বিদ্যুৎ-বরণ [স] *বিণ* বিদ্যুতের বর্ণবিশিষ্ট। 'প্রথম উষার করে বিদ্যুৎ-বরণ মন্দিরত্রিশূলচূড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিদ্যুৎ-বাণী [স] *বি* বিদ্যুৎরূপ বাণী। 'বিদ্যুৎ-বাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বিদ্যুৎ-বিদায় [স] *বি* অত্যন্ত দ্রুত বেগে বিদায়। 'রক্তে মোর আজিকার বিদ্যুৎ-বিদায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ [স] *বিণ* বিজলি চমকানোর ফলে ছিন্নভিন্ন। 'সে-মৃত্যু যখনই নামে বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ ঘন মেঘে বৃষ্টির ধারায়।' *নীরেন*, ১৯৫১।

বিদ্যুৎ-বিভ্রাট [স] *বি* বিদ্যুৎ সরবরাহে অব্যবস্থা। 'বিদ্যুৎ-বিভ্রাটজনিত দুর্ভোগের ফলে জনগণের জীবন অতিষ্ঠ।' *আজাদ*, ১৯৭১।

বিদ্যুন্ময় [স] *বিণ* চঞ্চলতাপূর্ণ। 'ভরিয়ে তুলল আমাকে ... তার বিদ্যুন্ময় ক্ষণিক দেহ-ব্যঞ্জনায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

বিদ্যুল্লতা *বি* লতার মতো চিকন বিদ্যুৎরেখা। 'বাদল-ঝড়ে জ্বালব দীপ বিদ্যুল্লতার।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'দেখা না দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা, কাঁপাও ঝড়ের বুকে এই ব্যাকুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিদ্যুৎশিখা [স] *বি* বিদ্যুতের ঝিলিক। 'নারিকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিতে দেখিতে পাইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিদ্যুৎসম্পাত [স] *বি* বিদ্যুতের ঝলকানি। 'ঘটিলো সহসা বিদ্যুৎসম্পাত।' *আহসান*, ১৯৫০।

বিদ্যুৎস্পন্দন [স] *বি* বিদ্যুতের কম্পন। 'বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট [স] **১** *বি* তড়িতাহত। 'বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সটান দাঁড়িয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ তির্যক কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০। **২** *বিণ* চমকিত। 'মাথা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে যে দুজন বসেছিল তাদের দুজনেই যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, এবার মুখ তোলে। *শওকত*, ১৯৭২।

বিদ্যুৎস্ফুরণ [স] *বি* বিদ্যুৎ চমকানো। 'নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ... ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিদ্যুৎস্রোত [স] *বি* বিদ্যুৎপ্রবাহ। 'পৃথিবী জুড়িয়া বিদ্যুৎস্রোত বহিতে থাকে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

বিদ্যুৎ-হাসি [স] *বি* বিদ্যুৎরূপ হাসি। 'আনো তোমার রক্ত-কৃপাণের বিদ্যুৎ-হাসি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিদ্যুদগ্নি [স বিদ্যুৎ-অগ্নি] *বি* বিদ্যুতের আগুন। 'তাহাদের উপপ্লবাগ্নি বিদ্যুদগ্নির ন্যায়।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

বিদ্যুদুজ্জ্বল [স বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল] *বিণ* বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল। 'পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুদুজ্জ্বল, স্ফটিকমণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিদ্যুদ্‌গতি [স] *বি* খুব দ্রুতবেগ। 'বিদ্যুদ্‌গতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বিদ্যুদ্‌বেগে [স] *ক্রিবিণ* অতি দ্রুত গতিতে। 'শহরের বুকের উপর দিয়ে বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটে যাওয়া।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

বিদ্যুদ্দন্ত [স] *বি* বিদ্যুৎরূপ দন্ত। 'বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ করে মারমূর্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বিদ্যুদ্দাম [স] *বি* বিদ্যুতের ঝিলিক। 'যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

বিদ্যুদ্দীপ [স] *বি* বৈদ্যুতিক আলোর বাতি। 'কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিদ্যুদ্দীপ্ত [স] *বিণ* বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল। 'বিদ্যুদ্দীপ্ত মেঘাবৃত আকাশের ন্যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বিদ্যুদ্‌বাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বৈদ্যুতিক পথে আসে এমন। 'খবর আসে/ দিগ্‌দিগন্ত থেকে বিদ্যুদ্‌বাহিনী খবর।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিদ্যুদ্বেগ [স] *বি* অত্যন্ত দ্রুত গতি। 'নৌকা ডুবিল না – কাত হইয়া আবার সোজা হইয়া বাতাসে পিছন করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বিদ্যুল্লতা [স] *বি* লতার মতো চিকন বিদ্যুৎরেখা। 'গগনবিদারিণী বিদ্যুল্লতা মানব জাতির দাস্যকর্মে নিযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিদ্যুত [স বিদ্যুৎ] *বি* বিজলি। 'সোলদল বিসুদ্ধ নাম বিদ্যুত দাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিদ্যে [স বিদ্যা] *বি* বিদ্যা। 'বিদ্যেটা নিয়ে লাটিম ঘোরাতে, বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে শিখেছি হাজার ছুতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **দ্র বিদ্যা**

বিদ্যেদিগগজ [স] *বিণ* বিদ্যার মহাপণ্ডিত। 'হবি এবার বিদ্যেদিগগজ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিদ্যে-সাধ্যি [স বিদ্যা-সাধ্য] *বি* জ্ঞান ও সামর্থ্য। 'আছে তোমার বিদ্যে-সাধ্যি জানা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

বিদ্রুত [স] *বিণ* অতি দ্রুত। 'বিদ্রুত বিষম এবং বিচিত্র আবির্ভাব সুন্দরের!' *অবন*, ১৯২৫।

বিদ্রুম [স] *বিণ* জলে জন্মে এমন। 'মানিক বিদ্রুম মুতিপলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিদ্রূপ [স বিদ্রব] ১ *বি* ঠাট্টা। 'অনেকে অনেক প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া কহিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বি* ভর্ৎসনা। 'বিদ্রূপ গ্লানিমিশ্রিত কথা স্পষ্টভাবে আকার ইঙ্গিতে কহিয়া শেষে কহিলেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বিদ্রূপকারী [স বিদ্রবকারী] *বি* বিদ্রূপ করে যে। 'স্নেহের নিদর্শন এই বিদ্রূপকারীদের হাতে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিদ্রূপপরায়ণ [স বিদ্রবপরায়ণ] *বিণ* পরিহাস করতে অভ্যস্ত। 'মনটার ভিতরে ... একটা বিদ্রূপপরায়ণ সন্দেহ-শয়তানের আবির্ভাব হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিদ্রূপপ্রিয় [স বিদ্রবপ্রিয়] *বিণ* ঠাট্টা করতে পছন্দ করে এমন। 'নিষ্ঠুর বিদ্রূপপ্রিয় শয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিসূত্রগুলিকে ঘাঁটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিদ্রূপবাণ [স বিদ্রববাণ] ১ *বি* বিদ্রূপরূপ বাণ। 'বিরুদ্ধমত খণ্ডনের জন্য ... বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছি।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বি* কটাক্ষের তির। 'বিদ্রূপবাণ উদ্যত করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিদ্রূপবাণী [স বিদ্রববাণী] *বি* বিদ্রূপাত্মক কথা। 'অতীতের বিদ্রূপবাণী দিক মুছায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বিদ্রূপহাসি [স বিদ্রব-হাস্য] *বি* তাচ্ছিল্যপূর্ণ হাসি। 'জাগো বিদ্রূপহাসি জাগো হে মরীচিকা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বিদ্রূপহাস্যকুটিল [স বিদ্রব-হাস্য-কুটিল] *বিণ* বিদ্রূপাত্মক হাসিতে ক্রূর। 'সেই লোকের বিদ্রূপহাস্যকুটিল মুখ আমার মনে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিদ্রূপাত্মক [স বিদ্রবাত্মক] *বিণ* উপহাসযুক্ত। 'বিদ্রূপাত্মক "হিয়ার" হিয়ার শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বিদ্রূপোক্তি [স বিদ্রব-উক্তি] *বি* পরিহাসপূর্ণ কথা। 'সারেঙ্গের বিদ্রূপোক্তিতে কদমের মনটা কিছুতেই সায় দেয় না।' *আবুইসার*, ১৯৬২।

বিদ্রেক *অব্য* ব্যতীত। 'ইস্তাহারের খরচা বিদ্রেক লইবেন না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

বিদ্রোহ [স] ১ *বি* আইন-শৃঙ্খলা না-মানা। 'বিশাল বিদ্রোহ দেখে করি হায় হায়/ কাতর হইয়া কত ডেকেছি তোমায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৭; 'আপনাদিগের সাহায্যে সে বিদ্রোহ সহজেই নিবারণ করিতে পারিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৯; 'সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে ... ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। ২ *বি* প্রতিবাদ। 'মনের ভিতরে একটা অশান্তি এবং বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* বিরোধিতা। 'হয় প্রমোদের মাদকতা, নয় নৈরাশ্যের বিলাপ, নয় বিদ্রোহের অট্টহাস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'বিদ্রোহটা তো অভিমান আর ক্রোধেরই রূপান্তর।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৪ *বি* প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন। 'তাঁহার জেলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।৫ *বি* তীব্র আলোড়ন। 'হুহু করে বইছে হাওয়া ... উত্তরের মাঠে নিমগাছে বেধেছে বিদ্রোহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিদ্রোহপরায়ণ [স] *বিণ* বিদ্রোহ করার মানসিকতাসম্পন্ন। 'বিদ্রোহপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিদ্রোহমন্ত্র [স] *বি* বিদ্রোহের মন্ত্রণা। 'বিদ্রোহমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যতদূর এগিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিদ্রোহমূলক [স] *বিণ* বিরোধিতাপূর্ণ। 'মাতৃভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক এ অভিযোগের কোনোরূপ বৈধ কারণ নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিদ্রোহ-রাঙা-বাস *বি* বিদ্রোহের লাল রঙে রঙিন বসন। 'সর্বনাশের ঝাণ্ডা দুলায়ে বিদ্রোহ-রাঙা-বাস।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিদ্রোহশক্তি [স] *বি* বিদ্রোহ করার ক্ষমতা। 'যার বিদ্রোহশক্তি যত প্রবল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিদ্রোহাগ্নি [স] *বি* বিদ্রোহের আগুন। 'জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

বিদ্রোহাচরণ [স] *বি* তীব্র বিরোধিতা করা। 'উনি আপনকার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিদ্রোহাচার [স] *বি* বিদ্রোহী কার্যকলাপ। 'বিদ্রোহাচার ক্রমে রুষীয় সমরের ন্যায় দীর্ঘসূত্রী হইয়া উঠিল।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

বিদ্রোহাত্মক [স] *বিণ* বিদ্রোহের ভাব আছে এমন। 'এ সব সৌন্দর্যাত্মক কবিতার নামগন্ধও থাকে না, থাকে উদ্দীপনাসঞ্চারী বিদ্রোহাত্মক কবিতার ছড়াছড়ি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বিদ্রোহানল [স] *বি* বিদ্রোহরূপ আগুন। 'সাঁওতালীয় বিদ্রোহানল নির্বাণ হইয়াছে।' *পূর্ণিমা*, ১৮৫৬।

বিদ্রোহাশঙ্কা [স] *বি* বিদ্রোহের আশঙ্কা। 'কোনরূপ বিদ্রোহাশঙ্কায় এই সংবাদ অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল না।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

বিদ্রোহিণী [স] *বি স্ত্রী* বিদ্রোহ করে যে। 'চুপ করে সে রইল বাক্যহীন বিদ্রোহিণী বিষম ক্রোধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

বিদ্রোহিতা [স] ১ *বি* বিদ্রোহমূলক আচরণ। 'সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রেও বিলাতীয় সংবাদ পত্রে নানা বাদ বিতণ্ডা চলিতেছে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। ২ *বি* প্রচলিত নিয়ম অস্বীকার। 'এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিদ্রোহিরাজ [স] *বি* বিদ্রোহীদের নেতা। 'বিদ্রোহিরাজ ঈশানচন্দ্র রায়।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

বিদ্রোহী [স] ১ *বিণ* স্থিত ব্যবস্থাকে অস্বীকারকারী। 'বিদ্রোহী হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* অবাধ্য। 'শাশুড়ি মৃন্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* বিরুদ্ধাচারী। 'সেও কিনা দুঃখিনী মায়ের বিদ্রোহী হয়?' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিধবা [স] *বি* যে নারীর স্বামী মৃত। 'এমন সময় আইল বিধবা জন সাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিধবাতারক [স] *বিণ* বিধবাদের ত্রাণকর্তা। 'যাঁরা সবে হ'তে চান বিধবাতারক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিধবাবৎ [স] *বিণ* বিধবার মতো। 'তাহার প্রায় জীবনের অনেকাংশ বিধবাবৎ অতিবাহন করিতে হইত।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

বিধবাবন্ধু [স] *বিণ* বিধবাদের প্রতি দরদি। 'বিধবাবন্ধু দয়ার্দ্র হৃদয় বিদ্যাসাগর।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

বিধবাবিবাহ [স] *বি* বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ। 'সেই সময় রামমোহন রায় বিধবাবিবাহের কথাও ভাবিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

বিধবা বিয়ে [স বিধবাবিবাহ] *বি* বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ। 'শুনলুম বাবা না কি বিধবা বিয়ের দলে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বিধবা ভোজন [স] *বি* বিধবা নারীদের অন্নাদি খাওয়ানো। 'এক হাজার ব্রাহ্মণের বিধবা ভোজন করাইয়া ... ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিধবার একাদশী – যে কাজ করলে খ্যাতি নেই, কিন্তু না করলে দুর্নাম আছে। *সুবল*, ১৯০৬।

বিধবা-লক্ষণ [স] *বি* বৈধব্যযোগ। 'গণক কহিল মোরে দিবে দ্বিতীয় বরে বিচারিএ বিধবা-লক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিধবাশ্রম [স] *বি* বিধবাদের আশ্রয়স্থল। 'বিধবাশ্রমের স্কুলের কথা বলছি।' *জীবন*, ১৯৩১।

বিধর্ম, বিধর্ম্ম [স] *বি* ধর্মহীন আচরণ। 'মোহাবংশে জন্ম হইয়া করিল বিধর্ম্ম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিধর্মী, বিধর্ম্মী [স] ১ *বিণ* ধর্ম অমান্যকারী। 'তাহার ফল আজ হাতে হাতেই পাইলাম ওরে বিধর্ম্মী এজিদ!' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'জগমোহন বিধর্ম্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* অন্য ধর্মাবলম্বী। 'কতক বাঙ্গালার বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বিধর্মীদলন [স] *বি* ভিন্নধর্ম অবলম্বনকারীদের পীড়ন। 'বিধর্মীদলনে তাঁর শৌর্যবীর্য বিকশিত হল।' *আনিস*, ১৯৬৪।

বিধর্মীয়তা [স] *বি* অন্য ধর্ম অবলম্বন। 'মনিবের বিধর্মীয়তা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিধর্মীশূন্য, বিধর্ম্মীশূন্য [স] *বিণ* অন্য ধর্মাবলম্বী নেই এমন। 'পৃথিবীর বিধর্ম্মীশূন্য কোনও মুসলমান শাসিত দেশেও তত মুসলমান নাই।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

বিধর্ষিত [স] *বিণ* অতি মাত্রায় বিদলিত। 'বিধর্ষিত সম্ভ্রমের অশ্রুরুদ্ধ ব্যাহত নিশ্বাস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

বিধাতঃ [স] *বি* বিধাতা (সম্বোধন)। 'হা বিধাতঃ! তোমার সুদৃশ্য বিশ্বরাজ্য পরিণামে কি পর্য্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিধাতা [স] ১ *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'কোণ বিধাতাএ/ মোক গঢ়িলেক।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* নৃপতি। 'নুট্যা দেশ খায় বেটা দেশের বিধাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* প্রবর্তক। 'বিধানগুলি রহিয়াছে, কিন্তু সে বিধাতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিধাতাকৃত [স] *বিণ* স্রষ্টা করেছে এমন। 'বিধাতাকৃত আশ্চর্যরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বিধাতাপুরুষ [স] ১ *বি* বিধাতারূপ পুরুষ। 'আমি সমস্ত সুখ দুঃখ সৌন্দর্যের বিধাতাপুরুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'জগৎটা বিধাতাপুরুষের প্রলাপ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

বিধাতৃ [স] ১ *বি* বিধানকর্তা। 'সমাজের কেবল শাসনকর্ত্তা এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বি* ঈশ্বর। 'উঠিয়াছি চিরবিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতৃর!' *নজরুল*, ১৯২২।

বিধাতৃবিহিত [স] *ক্রিবিণ* প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে। 'বিধাতৃবিহিত স্ব স্ব কর্তব্যসাধনে ক্রিয়াশীল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিধাতৃমাতা [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা রূপী মা। 'কর্মের পথে যাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাতৃমাতা ... আশীর্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিধাত্তা [স বিধাতা] *বি* বিধাতা। 'কার্জ্জগতিকালে করে বিধাত্তা আপনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিধাত্রী [স] *বি স্ত্রী* বিধাতা। 'তাঁহারাই সমাজের হর্ত্রী কর্ত্রী ও বিধাত্রী।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

বিধান [স] ১ *বি* পদ্ধতি। 'কাঠ কাটিল গির্জাঁ বিবিধ বিধানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সংলাপ। 'তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান শ্রবণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* প্রদান। 'তৃণ সকল হইতে মধু নির্য্যাস করিবার নৈপুণ্য আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব বিধান করিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বি* ব্যবস্থা। 'সুন্নত দিলে হয় মুসলমান নারী লোকের কী হয় বিধান।' *লালন*, ১৮৯০।

বিধানকর্তা, বিধানকর্ত্তা [স] ১ *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'দুষ্টের নিকট বিধানকর্ত্তার হস্ত সঙ্কোচিত।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বি* বিধান দেয় যে। 'কোন বিধানকর্তা কী বলিয়াছেন তাহাই আলোচ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিধান-ঘাতক [স] *বি* নিয়ম লঙ্ঘন করে যে। 'এসো ... বিধান-ঘাতক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

বিধানতন্ত্র [স] *বি* রীতিনিয়ম। 'পূজার বিধানতন্ত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিধানদাতা [স] *বি* ব্যবস্থাদাতা। 'ন্যায়রত্নের পূর্বপুরুষেরাই ছিলেন ... গ্রাম-সমাজের বিধানদাতা।' *তারা*, ১৯৪২।

বিধানরচিত [স] *বিণ* নিয়ম দ্বারা গঠিত। 'নিজের বিধানরচিত একটা কৃত্রিম জগতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিধানসভা [স] *বি* ভারতের রাজ্যগুলির আইন প্রণয়নের ক্ষমতাবিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিসভা। 'বিধানসভার নির্বাচন।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

বিধানিক [স] *বিণ* নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত। 'বিবাহ একটা বিধানিক চুক্তি (civil contract)।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

বিধায় [স] *অব্য* কারণে। 'ব্যবস্থাপকের পরামর্স বিধায় যে ধারা স্থির হয়।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **বিধায়ে** *ক্রিবিণ* কারণে। 'তুমি বৎস, কোন বিধায়ে এত অধৈর্য হয়ো না।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

বিধায়ক [স] ১ *বিণ* ব্যবস্থাকারী। 'মঙ্গলোন্নতি-বিধায়ক মহাশয়কে এই কৃত হর্ষান্বিত ... ।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বিণ* সহায়ক। 'স্ত্রীগণের বিদ্যা-বিধায়ক এক গ্রন্থ।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বিণ* সংঘটনকারী। 'পথিকের ভীতি-বিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিধায়িনী [স] *বি স্ত্রী* বিধান করে যে। 'আজি বিদ্যা সুরতনর্ত্তন বিধায়িনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিধার্মিক [স] *বিণ* ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। 'সন্দীপ অধার্মিক নয়, ও বিধার্মিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বিধি [স] ১ *বি* বিধাতা। 'তেকারণে বিধি [যত] দুখগণ লেখিল সাঠীহারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ভাগ্য। 'কি না বিধি আগ বড়ায়ি লেখিল কপালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* প্রকারের। 'দাস দাসিগন দিল নানা বিধি ধন।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ *বি* বিধান। 'প্রভু বোলে মোরেও কি বিধি প্রতিষেধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'জঙ্গল বিধি দ্বারা কাষ্ঠ সংগ্রহ নিষেধ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৫ *বি* উপায়। 'আপনারে সুকৃতি করিয়া বিধি মানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৬ *বি* ব্যবস্থা। 'এক্ষণে কর্তার পীড়ার জন্য কি বিধি তাহা বলুন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৭ *বিণ* উচিত। 'সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বিধি-অনুষ্ঠান [স] *বি* আবশ্যক আনুষ্ঠানিকতা। 'আনুষঙ্গিক বিধি-অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বিধিকারক [স] *বিণ* নীতিনির্ধারক। 'বিধিকারক মহাশয়।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

বিধিদত্ত [স] *বিণ* ভাগ্য প্রদত্ত। 'বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিধিনির্বন্ধ [স] *বি* বিধির বিধান; ভাগ্য। 'বিধিনির্বন্ধে যাহার সহিত

তাহার শুভবিবাহ হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিধিনিষেধ [স] ১ *বি* নিয়মকানুন। 'সেই জন হয় বিধিনিষেধের পার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* শাস্ত্রীয় বিধান। 'হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম সমাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বি* আইন-কানুন। 'জনগণমতে বিধিনিষেধের বেড়ি পরাও।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

বিধিপূর্বক, বিধিপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* রীতি অনুসারে। 'তাঁহার স্ত্রী ... বিধিপূর্ব্বক সহগমন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিধিবৎ [স] *ক্রিবিণ* নিয়মানুযায়ী। 'বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বিধিবর্তে [স বিধিমত] *ক্রিবিণ* যথাবিধি। 'কে না কুরুক্ষেত্রে বিধিবর্তে কৈল দান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিধিবদ্ধ [স] ১ *বিণ* আইন হিসেবে প্রচলিত। 'বিধিবদ্ধ রাজনিয়ম তাহাদের নিকট সুদূরপরাহত।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১। ২ *বিণ* সংকলিত। 'প্রথমতঃ দশ আইন বিধিবদ্ধ করা।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

বিধি-বন্ধন [স] *বি* বিধিনিষেধ; নিয়মকানুন। 'এই মান্ধাতার আমলের বিশ্রী বিধি-বন্ধন।' *নজরুল*, ১৯২২; 'কোনো সংকীর্ণতা, ধর্মবিদ্বেষ, বেহুদা বিধিবন্ধন নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিধিবশে [স] *ক্রিবিণ* ভাগ্যক্রমে। 'বিধিবশে অবশেষে পড়িল জঞ্জাল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিধিবহির্ভূত [স] *বিণ* অনিয়মতান্ত্রিক। 'কর্ম্মচারী কর্তৃক বিধিবহির্ভূত উপায়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

বিধি-বিড়ম্বন [স] *বি* ভাগ্যের প্রতিকূলতা। 'তোমা দোঁহা প্রতি বিধি বিড়ম্বন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বিধি বিড়ম্বনা [স] *বি* ভাগ্যের প্রতিকূলতা। 'দৈবহেতু হৈল যদি বিধি বিড়ম্বনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিধিবিধান [স] *বি* নিয়ম-কানুন। 'সমরনীতির পদ্ধতি, বিধিবিধানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বিধিবিপাক [স] *বি* অদৃষ্টের প্রতিকূলতা। 'বিধিবিপাকে, সে পর্যন্ত, তাহার প্রাণপ্রয়াণ হয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিধিবিরুদ্ধ [স] *বিণ* শাস্ত্রবিরুদ্ধ। 'ভগিনীর পাণিগ্রহণ করা বিধিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিধিবিরুদ্ধতা [স] *বি* প্রচলিত নিয়মের বিরোধিতা। 'অন্যাদি প্রয়োগে বিধিবিরুদ্ধতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিধিবিহিত [স] ১ *বিণ* ঈশ্বর-প্রদত্ত। 'অশেষ দোষাকর দেশাচারকে বিধিবিহিত জ্ঞান করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *ক্রিবিণ* যথারীতি। 'পিনাক বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিধি বোধিত [স] *বিণ* নিয়মমতো। 'শ্রীযুত লামাজীউর নামে বিধি বোধিত রূপে ...।' *বোগল*, ১৭৭০।

বিধিব্যবস্থা [স] ১ *বি* উপযুক্ত বন্দোবস্ত। 'কোনো কাজেরই একটা বিধিব্যবস্থা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* রীতিনীতি। 'তাহার বিধিব্যবস্থার মধ্যে তাহার স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিধিভক্তি [স] *বি* শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে ভক্তি। 'সকল জগতে মোরে কর বিধিভক্তি/ বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিধিমতে [স বিধিমত] *ক্রিবিণ* শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী। 'বিধিমতে পূজা করি মুনি নিল ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিধিযোগ্য [স] *বিণ* বিধানসম্মত। 'বিধিযোগ্য যত কর্ম সব কর তুমি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিধির নির্বন্ধ – বিধাতার বিধান। 'সে তার নাথ হয় বিধির নির্বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বিধির বাঁধন *বি* অদৃষ্টের বন্ধন। 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিধির বিপাকে – দৈবক্রমে। 'বিধির বিপাকে বাঙ্গালী ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোল বিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিধিলিপি [স] *বি* ভাগ্যের লিখন। 'বিধি লিপি কেহই খণ্ডন করিতে পারে না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বিধিসংগত, বিধিসঙ্গত [স] *বিণ* শাস্ত্রসম্মত। 'আপনার ... জয়নাব-কুসুমের বিধিসঙ্গত অপহারী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'সমুদ্রযাত্রা বিধিসংগত নহে বলিয়া লোকসমাজ চিৎকার করিয়া মরিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিধী [স বিধি] *বি* বিধাতা। 'মোহোর করমেঁ তোহ্মা আনি দিল বিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিধীত [স বিধি>] *ক্রিবিণ* বিধি অনুসারে। 'কৃষ্ণে বোলে রাজা তুমি করিছ বিধীত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিধু [স] *বি* চাঁদ। 'বিধু কোর মলিন কুমুদিনি ভেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

বিধুকায় [স] *বি* চাঁদের মতো সুন্দর শরীর। 'বিধুকায় অবনত বন্দ শৈলসুতা-সুত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিধুন্তুদ [স] *বি* রাহু। 'নয়ন কাজর লএ লিখএ বিধুন্তুদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিধুপ্রিয়া [স] *বি* চাঁদের প্রিয়া; কুমুদিনী। 'কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে মুদয়ে নয়ন যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিধুবদন [স] *বি* চাঁদরূপ মুখ। 'অনুরাগে-রাঙা গোরীর বিধু-বদনে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বিধুবদনা [স] *বি স্ত্রী* চাঁদের মতো মুখ যার। 'স্বাগত, বিধুবদনা, বাসব-বাসনা!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিধুবর [স] *বি* চাঁদ। 'কি মেরুশিখর, কিবা বিধুবর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বিধুমুখ [স] *বি* চাঁদের মতো মুখ। 'বিধুমুখে বোলেঁ কাহ্নাঞিঁ মধুর বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিধুমুখি [স বিধুমুখী] *বি* চাঁদের মতো মুখবিশিষ্ট নারী। 'ওহে বিধুমুখি তব রূপ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বিধুমুখী [স] *বি স্ত্রী* চাঁদের মতো মুখ যার। 'ঐ বিধুমুখীর রূপের সৌন্দর্য্য ও মনের অধৈর্য্য দেখিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বিধুর [স] ১ *বিণ* কাতর। 'বিরহ-বিধুর নয়নসলিলে, মিলনমধুর লাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* দুঃখে মলিন। 'কপোল শিশিরসিক্ত, পাণ্ডুর, বিধুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিধুরতা [স] *বি* কাতরতা। 'এ কি বিধুরতা হায় রে বিরহী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বিধুরা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* কাতর। 'চাহে কান্তে সীমন্তিনী, বিরহবিধুরা।'

মাইকেল, ১৮৬০; 'বিধুরা পথিকপ্রিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৫। **২** *বিণ স্ত্রী* বিকল। 'ভাঙা তম্বুরা রয়েছে মর্চে ধরা বেসুর বিধুরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বিধূনন [স] *বি* সঞ্চালন। 'সমুখে প্রত্যুষ কপোতের পক্ষবিধূনন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

বিধূনিত [স] *বিণ* কম্পিত; ধ্বনিত। 'তাই সুরে সুরে বিধূনিত করি অসীম অন্ধকার।' *নজরুল*, ১৯৪২।

বিধৃত [স] **১** *বিণ* আশ্রিত। 'সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* যুক্ত। 'যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত ভবিষ্যৎ বিধৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিধে [স 'বিধি' শব্দের সম্বোধনে] *বি* বিধি। 'কুলপা। (স্বগত) হা বিধে! আমার কি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ মহাপাতক ছিল!' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিধেন [স বিধান] *বি* বিধান; আইন। 'নূতন বিধেন হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বিধেয় [স] **১** *বি* (অলঙ্কারশাস্ত্র) অজ্ঞাত বিষয়। 'বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত, অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উচিত। 'তথায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী প্রথা প্রচলিত করাই বিধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'তখন আর সে জমিতে ঐ শস্যের চাষ না করিয়া, অপর কোনও শস্যের চাষ করা বিধেয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৩** *বিণ* বাক্যে উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে যা বলা হয়। 'প্রথমোক্তটীকে উদ্দেশ্যপদ এবং শেষোক্তটীকে বিধেয়পদ বলে।' *জ্ঞানেন্দ্র*, ১৯১৭।

বিধৌত [স] *বিণ* ধোয়া। 'বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বিধ্বংসন [স] *বি* ধ্বংস সাধন। 'দেশজোড়া হত্যা লুঠ বিধ্বংসন বন্ধন নির্বাসন, এই ছিল রীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসনের নির্মম শক্তির দ্বারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিধ্বংসী [স] *বিণ* ধ্বংস করে এমন। 'বিমান বিধ্বংসী কামান ও রাডার দিয়ে সাজানো হয়েছিল।' *পাশা*, ১৯৭১।

বিধ্বস্ত [স] **১** *বিণ* বিক্ষিপ্ত। 'বিধ্বস্ত কারণ কখন কার্যের জনক হয় না …।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বিণ* ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'সেই সময় তাহাদের … উভয়কেই বিধ্বস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিধ্যনুসারে [স] *ক্রিবিণ* বিধি অনুসারে। 'তাহা হিন্দুর বিধ্যনুসারে কি না।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিধ্যুল্লঙ্ঘন [স] *বি* বিধিভঙ্গ। 'বাবুরা হিন্দুশাস্ত্রের বিধ্যুল্লঙ্ঘন করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিন *দ্র* **বিনা**

বিনএ [স বিনয়] *ক্রিবিণ* বিনয়বাক্যে। 'রাধা লঞাঁ ঝাঁট বিনএ বাহা ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিনগ্ন [স] *বিণ* স্পষ্ট; খোলামেলা। 'এতোদিন যার প্রকাশ ছিলো বিনগ্ন, এখন কেমন প্রচ্ছন্ন ঠেকে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

বিনত [স] *বিণ* অবনত। 'যুবতী অমনি লোচনযুগল বিনত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বিনতমস্তক [স] *বি* অবনত মাথা। 'গিরিশৃঙ্গ-বিদলনকারী চরণতলে ভূনত-জানু ও বিনতমস্তক।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বিনতা [স] *বিণ স্ত্রী* অবনত। 'নববধূর অতিভূষণে জর্জ্জরিতা, আভূমি বিনতা।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বিনতি [স] *বি* অনুনয়; বিনয়। 'হংসিরে বিনতি তিহোঁ করিলা বিস্তর।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিনতিপ্রকাশ [স] *বি* বিনয় প্রকাশ। 'অ্যাড্রেস-শ্রবণ তদুত্তরে বিনতিপ্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিনদিনি [স বিনোদিনী] *বি* বিনোদিনী; রাধা। 'সকল সখীগণ হেরত বিনদিনি দসমি দসা পরকাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিননিয়া [স বেণীবন্ধন] *বিণ* বিনুনি করেছে এমন। 'বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

বিনবিনে [ধ্বন্যা] *বিণ* ভনভন শব্দ করে এমন। 'তার ঘায়ের উপরে বিনবিনে ডাঁশগুলো শিশিরের মতো শব্দ করে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

বিনম্র [স] *বিণ* বিনয়াবনত। 'নীরবে বিনম্র শিরে করিব বহন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিনম্রমনোহর [স] *বিণ* বিনয়ে সুন্দর। 'সমীর অত্যন্ত বিনম্রমনোহর হাস্যে গ্রীবা আনমিত করিয়া কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিনয় [স] **১** *বি* মিনতি। 'বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মনের উদারতা। 'তাহা অনুমান করিবার শক্তি ও বিনয় তাঁহার ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিনয়দাতা [স] *বিণ* বিনয় দান করে এমন। 'বিদ্যা বিনয় দাতা।' *গোলোক*, ১৮০১।

বিনয়-নত [স] *বিণ* বিনয়ে অবনত। 'কেউবা বটে বিনয়-নত, কেউবা অহংকারী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বিনয়নম্র [স] *বিণ* বিনয়ে অবনত। 'প্রকৃত ঋষি বলিয়া বোধ না হওয়াতে, বিনয়নম্র বচনে বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিনয়নাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিনয় নাশ করে এমন। 'বিনয়নাশিনী তুমি বিজ্ঞানদমনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বিনয়পাতী [স] *বিণ* অনুগত। 'যৌবন-ধন-লোভিক প্রেমদাসের বিনয়পাতী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বিনয়পূর্বক, বিনয়পূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* বিনয়ের সঙ্গে; বিনীতভাবে। 'বিনয়পূর্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

বিনয়-বচন [স] *বি* বিনয়পূর্ণ বাক্য। 'বিনয়-বচনে তুষ্ট হয়েছি কল্যাণি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বিনয়বাক্য [স] *বি* বিনীত বাক্য। 'তাহাকে অনেক বিনয়বাক্যেতে সন্তুষ্ট করিয়া দুই চারিখানি স্বর্ণ গহনা তাহার স্থানে লইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিনয়বান [স] *বিণ* বিনয়ী। 'তুমি শুধু জ্ঞানবানই নও, বিনয়বানও।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বিনয়-মাতন [স বিনয়+স মত্ত>] *বিণ* বিনয়ে খুশি। 'বিনয়-মাতন ঐরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিনয়ান্বিত [স] *বিণ* বিনয়ে অবনত। 'মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর স্থিরভাবে বিনয়ান্বিত হইয়া …।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বিনয়াবনত [স] *বিণ* বিনয়ে অবনত। 'বিনয়াবনত লিখক।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

বিনয়ী [স] *বিণ* বিনীত। 'যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয় এবং বিনয়ী হয় সর্ব্বদা শুচি হয় …।' *রামমোহন*, ১৮১৬।

বিনশ্বর [স] *বিণ* অচিরস্থায়ী। 'বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা প্রবল

প্রবাহ সমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বিনষ্ট [স] ১ *বিণ* ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'কেল্টজাতি যে তাহাদের ধ্বংসপ্রবৃত্তির সম্মুখে পড়িয়া বিনষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* বিনাশ করা হয়েছে এমন। 'আমরা এখনই উহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারি।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* ভেঙে-যাওয়া। 'বিনষ্ট স্বপ্নের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিনষ্টপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'জাতীয় বিদ্যালয় অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিনষ্টি [স] ১ *বি* দুর্দশা। 'এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি, যদি না জানিতাম তবে আমাদের মহতী বিনষ্টি হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বি* ধ্বংস। 'যৌবনেরে দিয়ে গেছে বিনষ্টির দান।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

বিনহি [স বিনা] *অব্য* বিনা। 'সাধন বিনহি ভাঁগল মঝু মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিনা [স] *অব্য* ছাড়া। 'মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল নালা বিনা রুচি পাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'পরকুচ্ছা অধর্ম্ম বিনা কেমন করে রহে গো।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'সংকীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিন *অব্য* বিনা। 'পরম ধন কি মিলে বিন যতনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

বিন খরচা [স বিনা+আ খরজ] *বি* খরচহীনতা। 'বিন খরচায় হতেন তিনি সপ্ত সাগর পার!' *অন্নদা*, ১৯৪৪।

বিন-দুধ *বিণ* দুধ মিশ্রিত নেই এমন। 'বিন-দুধ চা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বিন-দোষ *বি* অপরাধহীনতা। 'ফেলবে ভেঙে খেয়াল-খুশির নীলায় এদের বিন-দোষে?' *নজরুল*, ১৯৪১।

বিনা অস্ত্র *ক্রিবিণ* অস্ত্র ছাড়াই। 'বিনা অস্ত্র, বিনা সহায়, লড়তে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিনা আশা *ক্রিবিণ* কোনো আশা না-করে। 'বলব বিনা ভাষায়, বলব বিনা আশায়, বলব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

বিনা-কড়ি *বিণ* বিনামূল্য। 'নিখরচায় ভ্রমণবৃত্তান্ত বিনা-কড়ি দামের উপযুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিনা-কাজ *বি* অপ্রয়োজনীয় কাজ। 'বিনা-কাজের ডাক পড়েছে কেন যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিনা কাজে *ক্রিবিণ* অকারণে। 'বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বিনাখরচ [স বিনা+আ খরজ] *বি* খরচ করতে হয় না এমন অবস্থা। 'বিনাখরচে বড় বাড়িতে থাকে – আরদায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিনা চেষ্টা *বি* চেষ্টা ছাড়া। 'যদি কেহ বলেন ... যাহা বিনা চেষ্টায় না বোঝা যায় তাহা দর্শন নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিনাদর [স বিনা-আদর] *বি* অনাদর; উপেক্ষা। 'যে অশিষ্ট বিনাদরে মদ্যে আইসে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বিনা-দরকার *বি* প্রয়োজন ছাড়া। 'বিনা-দরকারে গেলেও জবাবদিহি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিনা দানে মথুরা পার – বিনা ব্যয়ে কার্যসাধন। *সুবল*, ১৯০৬।

বিনানুমতি [স] *বি* অনুমতিহীনতা। 'নাজায়েজ অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের বিনানুমতিতে নিমক পোক্তন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

বিনাপরিশ্রম [স] *বি* পরিশ্রমহীনতা। 'যাঁহারা বিনাপরিশ্রমে অন্নদাস হইয়া অথবা যৎকিঞ্চিত উপস্বত্ব পাইয়া ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

বিনা প্রয়োজন [স] *বি* অপ্রয়োজন। 'বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

বিনাবাক্যে [স] *ক্রিবিণ* প্রশ্নহীনভাবে। 'সে বিনাবাক্যে তার অনুসরণ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিনা বাতাসে পাতা নড়ে না – কারণ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। *সুবল*, ১৯০৬।

বিনা বাধা *বি* কোনো বাধা ছাড়া। 'যত সব নিকৃষ্ট ছবি বিনা বাধায় ধনীদের ধনগৌরবের সাক্ষী হয়ে তাঁদের প্রাসাদে অভ্যর্থনা পেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিনা বিচার *বি* বিচার ছাড়া। 'সমুদ্রপারের হাওয়ায় যে গুণগান, বিনা বিচারে বিনা তুলনায় তা আমরা মেনে নিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিনাবেতন [স বিনা-বেতন] ১ *বি* নির্দিষ্ট ফিস দিতে হয় না এমন অবস্থা। 'হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩১। ২ *বি* বিনা ভাড়া। 'পরের স্থানে বিনাবেতনে কেবল ভিক্ষা দ্বারা কত কাল যাপন হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৩ *বি* পারিশ্রমিকহীন অবস্থা। 'প্রজাগণকে বিনাবেতনে খাটাইয়া লয়েন।' *সাধারণী*, ১৮৭৪।

বিনাভাষা [স] *বি* কোনো ভাষা ছাড়া। 'বলব বিনা ভাষায়, বলব বিনা আশায়, বলব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

বিনামূল্য [স] *বি* মূল্যহীনতা। 'সেই গ্রন্থসমূহ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া সকলকে বিনামূল্যে পরিবেশন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

বিনা মূল্যে [স] ১ *ক্রিবিণ* কোনো মূল্য না দিয়ে। 'বিনা মূল্যে দেয় গন্ধ/ গন্ধ দিয়া করে অন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সে পুস্তক পণ্ডিতেরদিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *ক্রিবিণ* বিনা বেতনে। 'বিনামূল্যে বিদ্যার্থিরদের পাঠার্থে এক পাঠশালা স্থাপিত হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত – অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা। *সুবল*, ১৯০৬; 'বিনামেঘে বজ্রপাতের মত বলা-কওয়া নেই দিয়ে বসল পেনাল্টি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বিনা সহায় *ক্রিবিণ* সহায়হীন অবস্থায়। 'বিনা অস্ত্র, বিনা সহায়, লড়তে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিনা সাজে *ক্রিবিণ* সাজসজ্জাহীন অবস্থায়। 'বিনা সাজে সাজি দেখা দেবে তুমি কবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বিনাসুতি *বিণ* সুতাবিহীন। 'বিনাসুতি মালা গাঁথিছে নিতুই।' *জসীম*, ১৯৩১।

বিনি [স বিনা] *অব্য* ব্যতীত; ছাড়া। 'তার দরশন বিনি প্রাণ না রহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিনিগোচর *বিণ* অজানা। 'বিনি সুতোর কথা আমার বিনিগোচর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বিনিপাড় *বিণ* পাড়হীন। 'নীল রঙের বিনিপাড় শাড়ি।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

বিনী [স বিনা] *অব্য* বিনা। 'কাহ্ন বিনী আভাগিনী গোপযুবতী।' *বড়ু*,

১৪৫০।

বিনু [স বিনা] *অব্য* বিনা। 'তোমা বিনু না রহে পরাণে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

বিনে [স বিনা] *অব্য* ব্যতীত। 'হেন জন আমি তাঁর অনুগ্রহ বিনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিনেসুতী মালা *বি* সুতা দিয়ে গাঁথা নয় এমন মালা। 'এ উহারে নিল বরণ করিয়া বিনেসুতী মালা দিয়া।' *জসীম*, ১৯২৯।

বিনানো[১] [স বেণীবন্ধন>] **১** *ক্রি* জড়িয়ে বেণীর মতো করা। 'চুলের দড়ি বিণাইবার জন্য ইহার সকলগুলি কাটিয়া দিয়া যাইতেছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *ক্রি* দড়ির মতো বিন্যাস করা। 'বিপাশ হিয়ার বিনাইত ফাঁস অলক রাগে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বিনানো[২] *ক্রি* বিলাপ করা। 'করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বিনাইয়া বাঁশি বাহে রে।' *মর্তুজা*, ১৭৫০; 'পণ্ডিতের বউ বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে।' *জসীম*, ১৯৬০।

বিনানো[৩] [স বেণীবন্ধন>] *বিণ* বিলাপযুক্ত। 'শশী এর বিনানো কান্না শুনিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বিনাম [স] *বিণ* বেনামি। *মেয়ার*, ১৭৮৯।

বিনামা [স বি-নাম>] *বি* জুতা। 'আজি তাহাদেরই বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিনায়ক [স] *বি* হিন্দুদেবতা গণেশ। 'সঙ্গে শিব ষড়ানন আর বিনায়ক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিনালে যাওয়া *ক্রি* নষ্ট হওয়া। 'চারি কড়ার তেল সব বিনালে গেল।' *সুলতান*, ১৭৫০।

বিনাশ [স] *বি* ধ্বংস। 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিনাশক [স] **১** *বি* ঘাতক। 'পুরুষ আক্রান্ত হইয়া বিনাশকে প্রাপ্ত হয় ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯। **২** *বি* বিনাশকারী। 'নিজ হস্তই আমার বিনাশক।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিনাশকারী [স] *বিণ* ধ্বংসকারী। 'সেই সকল ক্ষত্রিয়বংশ-বিনাশকারী নন্দের বংশের বিনাশ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বিনাশতল [স] *বি* ধ্বংসস্তূপ। 'ডগাটুকু মকদ্দমা-খরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিনাশদশা [স] *বি* ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা। 'তাহার বিনাশদশা দেখিতে পারিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিনাশন [স] *বি* ধ্বংস। 'প্রলম্ব ধেনুক বিনাশনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিনাশপ্রাপ্ত [স] *বিণ* বিনষ্ট। 'আমরা সর্বপ্রকারে বিনষ্টপ্রাপ্ত হইব – অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিনাশা [স বিনাশ>] *ক্রি* বিনাশ করা। **বিনাশিমু** *ক্রি* বিনাশ করবো। 'সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বিনাশিয়া** *ক্রি* বিনাশ করে। 'পঞ্চবৈরি বিনাশিয়া এক মন কাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'এত অভিলাষ মনে হৈল রূপ সেইখানে বিনাশিয়া বিষম আন্ধার।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বিনাশিল** *ক্রি* বিনাশ করলো। 'খণ্ডিল ষকল পাপ বিনাশিল আন্ধি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিনাশার্থ [স] *ক্রি* বিনাশের জন্যে। 'অযুক্তধর্ম্ম বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিনাশিত [স] *বিণ* নিহত। 'বিনাশিত সৈনিকের দেহরাশি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বিনাশিনী [স] *বি স্ত্রী* দূরকারী। 'ভাঁড়ারগড়ে ভাঁড়ারচণ্ডী ভয়বিনাশিনী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিনাস [স বিনাশ] *বি* নষ্ট। 'রোষে বিনাসে দেহে এ সকল গুন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিনাসী [স বিনাশী] *বিণ* বিনাশকারী। 'আপণে গুণিআঁ যান/ বড়ায়ি পরক বিনাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিনাসা [স বিনাশ] *ক্রি* বিনাশ করা। **বিনাসিল** *ক্রি* বিনাশ করলো। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

বিনাসিকা [স] *বি* গন্ধ পাওয়া যায় না এমন অবস্থা। 'বিনাসিকায় অন্যে কিছু নহে জ্ঞাত।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বিনি *দ্র* বিনা

বিনিঃশেষ [স] *বিণ* সম্পূর্ণরূপে শেষ। 'হোক বিনিঃশেষ পৃথীর ক্লেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বিনিঃশেষে [স] *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণরূপে শেষ ক'রে। 'অন্ধকার-অন্তরালে অন্তরের মাঝে বিনিঃশেষে করি যে গ্রহণ।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

বিনিঃসৃত [স] *বিণ* নির্গত। 'অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিনিক্ষিপ্ত [স] *বিণ* নিক্ষেপ করা হয়েছে এমন। 'মস্তকগুলি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে দূরে বিনিক্ষিপ্ত হইল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিনিগার [ই] *বি* সিরকা; ভিনেগার। 'মেদেরা সরাপ বাতাবি বেক সরাপ বিনিগর মোমবাতি লবন ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

বিনিত [স বিনীত] *বিণ* বিনয়ী। *ওর্সা*, ১৭৮২।

বিনিদ [স বিনিদ্র] *বিণ* নির্ঘুম। 'একলা বসে গোপন বিনিদ রাতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

বিনিদ্র [স] *বিণ* নির্ঘুম। 'বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিনিন্দিত [স] **১** *বিণ* প্রতিতুলিত। 'বিনিন্দিত যার কোমলতা সুগঠনে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **২** *বিণ* হার মানায় এমন। 'তোমার বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠের সুর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিনিপাত [স] **১** *বি* মৃত্যু। 'জীবনের সারকে বিনিপাত কুহরে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **২** *বি* ধ্বংস হোক। 'অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি "বিনিপাত"।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিনিবেশিত [স] *বিণ* বিন্যস্ত। 'নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি বিনিবেশিত করিতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিনিময় [স] *বি* আদান-প্রদান। 'বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময় করা যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বিনিময়-হার [স] *বি* দুটি ভিন্ন মুদ্রা বিনিময় যে হারে হয়ে থাকে। 'জার্মানীর মার্ক-মুদ্রার বিনিময়-হার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বিনিময়ে *ক্রিবিণ* পরিবর্তে। 'পারস্য ভাষার বিনিময়ে সংস্কৃতানুযায়িনী বঙ্গ সাধু ভাষা রাজকার্য্যে প্রচলিতাজ্ঞা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বিনিয়া বিনিয়া [স বেণী>] *ক্রি* নানা বাক্যে সুর করে। 'কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

বিনিয়ে *ক্রিবিণ* বেণী রচনা ক'রে। 'বধূ তখন বিনিয়ে খোঁপা, চোখে কাজল আঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

বিনিয়ে বিনিয়ে *ক্রিবিণ* ইনিয়ে বিনিয়ে; করুণভাবে। 'বিনাইয়া বিনাইয়া শোক করার জন্য।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

বিনিয়োগ [স] ১ *বি* প্রদান। 'আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, যথেচ্ছ বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া, আমার সর্বনাশ করিয়াছ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* নিযুক্তকরণ। 'প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক পৃথক অধ্যক্ষ বিনিয়োগ পুরঃসর রাজা ধর্ম্ম্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিনিয়োগপত্র [স] *বি* উইল। 'তিনি বিনিয়োগপত্রে ঐ উদ্যানের কোনও উল্লেখ করিয়া যান নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিনিয়োগবিমুখ [স] *বিণ* বিনিয়োগে আগ্রহী নয় এমন। 'সর্বত্র ... বিনিয়োগবিমুখ অপচয়, মানসিক জাড্য ও নিরভিমানী ভোগবৃত্তি।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিনিয়োজিত [স] *বিণ* বিনিয়োগ করা হয়েছে এমন। 'কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিয়োজিত ও পর্যবসিত হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বিনির্গত [স] *বিণ* নিঃসৃত। 'উহার নয়ন হইতে অনবরত শোকাশ্রু বিনির্গত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বিনির্জিত [স] *বি* বিজয়। 'কৃষ্ণ বিনির্জিতে চানুর সহিতে হইল যেন মহাযুদ্ধ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিনির্মিত, বিনির্ম্মিত [স] *বিণ* প্রস্তুতকৃত। 'বেণুনির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্ম বিনির্ম্মিত পাত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিনির্মোক [স] *বিণ* অনাবৃত। 'রাগরিক্ত সন্ধিলগ্ন এ যে ... উন্মুখর বিনির্মোক আত্মার মর্মরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

বিনী দ্র বিনা

বিনীত [স] *বিণ* বিনয়যুক্ত। 'তবে ত আচার্য্য কহে বিনীত হইয়া' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ভুবাল স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ও লোকরঞ্জন ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিনীতভাবে [স] *ক্রিবিণ* বিনয়ের সঙ্গে। 'প্রাড়বিবাক ধর্ম্মাসনে বিনীতভাবে সভ্যগণের সঙ্গে সঙ্গে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিনীতশালীনতা [স] *বি* বিনম্র শিষ্টতা। 'বিনীতশালীনতায় ঢাকা থাকে বলে সহজে তা পরিলক্ষিত হয় না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিনীতি [স বিনীত>] *বি* নিবেদন। 'মিত্রবর্গের প্রতি এই বিনীতি করি যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বিনু দ্র বিনা

বিনুন *বি* বেণী। 'অলস চুল বিনুন-বিন কেশের উল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বিনুনি *বি* বেণী; বিন্যাস। 'মানুষ কথার সঙ্গে কথার বিনুনি করে কবিতাও লেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিনে দ্র বিনা

বিনোদ [স] ১ *বিণ* অপনোদনকর। 'বিরহবিনোদ বাঁশী নিল হে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সুন্দর। 'নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ৩ *বি* বিনোদন। 'এই তার জীবিকা, বিনোদ, প্রেম, দৈনিক জোয়াল।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

বিনোদন [স] *বি* আমোদ। 'কার্য্য না করিলে যেন বিনোদনশূন্য হইতে হয়।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

বিনোদবর [স] *বি* প্রেমিক। 'দেয়াশিনী বেশ সাজি বিনোদবর।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

বিনোদবিহীন [স] *বিণ* নিরানন্দ। 'কেমন কেমন মন বিনোদবিহীন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বিনোদমন্দির [স] ১ *বি* শোয়ার ঘর। 'বিনোদমন্দিরে থাক না চড়িহ না।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* প্রমোদগৃহ। 'বিনোদ মন্দিরে গিআ দিল দরশন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিনোদমালা [স] *বি* মনোহর মালা। 'ওই-যে তরুতলে, বিনোদমালা গলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

বিনোদশালা [স] *বি* প্রমোদের স্থান। 'ভূষণ হাড়ের মালা শ্মশানে বিনোদশালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিনোদিনি [স বিনোদিনী, সম্বোধনে পদান্তে ই-কার] *বি* সুন্দরী নারী। 'হের আস্য বিনোদিনি পরিহর লাজ।' *বড়ু*, ১৫৭০।

বিনোদিনী [স] ১ *বি* সুন্দরী নারী। 'ভয়ে ভীতা বিনোদিনী চলে সখী সঙ্গে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বিণ স্ত্রী* বিনোদিত করতে পারে এমন। 'এই বিনোদিনী বীণা করে লয়ে তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

বিনোদিয়া [স বিনোদ>] *বিণ* মনোহর। 'বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

বিন্তি [প] *বি* এক প্রকার তাস খেলা। 'হায় – (তাস দেখিতে দেখিতে) বিন্তি নাই?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বিন্দ[1] [স বিন্দু] *বি* ছিদ্র। 'বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিন্দ[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ধর্ম্মদাস বিন্দ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বিন্দক [স বিদ্>] *বিণ* বিদিত। 'ই রস বিন্দক রূপ নরাঅন কবি বিদ্যাপতি গাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিন্দু [স] ১ *বি* শুক্র। 'নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসিমণ্ডল।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। ২ *বিণ* ফোঁটা। 'বিন্দু বিন্দু ঘাম তাএ।' *বড়ু*, ১৫৭০।

বিন্দুচাঁদ [স বিন্দুচন্দ্র] *বি* পূর্ণ চাঁদ। 'নিন্দিকুন্দ বিন্দুচাঁদ বিশদ দেহের ছাঁদ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিন্দুজল [স] *বি* পানির ফোঁটা। 'বিন্দুজল পড়ে যদি সিন্ধুর মাঝার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিন্দুতুল্য [স] *বিণ* খুব অল্প; যৎসামান্য। 'কালীশঙ্কর দত্তকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া গ্রাহকেরদিগকে বিন্দুতুল্য মাসিক অর্দ্ধেন্দু মূল্যে অর্পণ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বিন্দুবৎ [স] *বিণ* বিন্দুর মতো ক্ষুদ্র। 'আমার বীরহৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বিন্দু বিন্দু [স] ১ *বিণ* ফোঁটা ফোঁটা। 'তারমাঝে সোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* অল্প অল্প। 'প্রাণে বিন্দু-বিন্দু বেদনা।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

বিন্দুবিসর্গ [স] *বি* অতি সামান্য অংশ। 'তাহার বিন্দুবিসর্গ পর্য্যন্ত লিখিতে আলস্য ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বিন্দু-বিসর্গের অন্যথা হওয়া *ক্রি* সূক্ষ্মভাবে না হওয়া। 'বেকি তাহা লিখিয়া দিলেন, বিন্দু-বিসর্গের অন্যথা হইল না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিন্দুমণি [স] *বি* বীর্য। 'সেই ঘড়ি বিন্দুমণি টলিয়া পড়িল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বিন্দুমাত্র [স] ১ *বিণ* খুব সামান্য। 'জড়পদার্থের সামান্য গুণ এই যে কাহারও নিয়োগ ভিন্ন বিন্দুমাত্র স্থানও চলিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ২ *বি* খুব সামান্য অংশে। 'একটা মস্ত দূরবীন কষিয়া বিস্তর

ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিন্দুরূপ [স] *বি* বিন্দুর আকার। 'আছি আমি বিন্দুরূপে হে অন্তরযামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিন্দুসম [স] *বিণ* বিন্দুর মতো। '(মায়ের) অসীম রূপসিন্ধুতে রে/ বিন্দুসম বেড়ায় ঘুরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বিন্দু স্থান [স] *বি* বিন্দু পরিমাণ স্থান। 'তোদের দেশ এই হিন্দুস্থানে নাই তোদেরই বিন্দু স্থান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিন্দা [স বিদ্ধ] *ক্রি* বিদ্ধ হওয়া। 'অর্দ্ধচন্দ্রে কাটে কারে কারে বিন্দে বুকে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিন্ধা [স বিদ্ধ>] *ক্রি* বিদ্ধ হওয়া। **বিন্ধ** *ক্রি* বিদ্ধ করো। 'গুরুবাক পুঞ্জআ বিন্ধ নিঅ মণে বাণেঁ।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **বিন্ধএ** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'কাহার হৃদএ শূলে হে বিন্ধএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বিন্ধে** *ক্রি* বিদ্ধ করে। 'কোটী কোটী তিরন্দাজ যে যা বিন্ধে একান্দাজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **বিন্ধহ** *ক্রি* বিদ্ধ করো। 'একে সরসন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **বিন্ধিল** *ক্রি* লাগিয়েছি। 'নাল বিন্ধিল তার বাহিরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিন্ধে ১** *ক্রি* বিদ্ধ করে। 'মাণিকে হিরাক বিন্ধে কে বা পাতিআএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* ঢোকে। 'রৌদ্র নাহি পায় কেশে শিরে বিন্ধে পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বিন্ধেচে** *ক্রি* বিঁধেছে। 'গলায় বিন্ধেচে বেটা গরলের থলি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিন্ধাবিন্ধি *বি* রক্তারক্তি। 'মালে মালে রণ করে দুহাঁ বিন্ধাবিন্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিন্ধুক [স বন্ধুক] *বি* লাল রঙের ফুলবিশেষ; বন্ধুক। 'বিন্ধুক কুসুম ছটা ললাটে সিন্দুর ফোঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিন্ধ্য [স] *বি* ভারতের একটি পর্বতমালা। 'বিন্ধ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে অনেকেই মৎস্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।' *গৌর*, ১৮২২।

বিন্ধ্যবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'দেখা দে বিন্ধ্যবাসিনী।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

বিন্ধ্যাচল [স বিন্ধ্য-অচল] *বি* ভারতের একটি পর্বতবিশেষ। 'বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস আসিয়া ... প্রস্থান করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিন্নী *বি* এক প্রকার ধান। 'উঠোনে বিন্নীর খই।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বিন্যস্ত [স] *বিণ* স্থাপিত। 'আমার জানুতে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, শয়ন করিতেছ।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

বিন্যাস [স] *বি* সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। 'দুই এক কথা বিন্যাস করিলে আরো উত্তম হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'মনের ভাবকে সুসমাপ্ত ভাষায় বিন্যাস করতে পারলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিপক্ষ [স] **১** *বি* প্রতিপক্ষ। 'কৃষ্ণ ঠাঞি নিবেদিয়া বিপক্ষ সংহার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* বিরোধী। 'তাহা কলনিজেসিয়ানের বিপক্ষ আরজীতে বিশেষরূপে বর্ণনা।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিপক্ষতা [স] **১** *বি* বিরোধিতা। 'শত্রুপক্ষ লোকেরা বিপক্ষতা করণের উদ্দত্ত।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* প্রতিকূলতা। 'মুখের চেহারা বিপক্ষতা করায় মুখের অত্যুক্তিকে সহায় করেছে মনোহরণের অধ্যবসায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বিপক্ষতাচরণ [স] *বি* বিরোধী আচরণ; বিরোধিতা। 'যদ্যপি কোম্পানি বাহাদুর ... পুনর্ব্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিপক্ষ দল [স] *বি* রাষ্ট্রের আইনসভার বিরোধী দল। 'আর-এক পাশের পাঁচখানিতে বিপক্ষ দল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বিপক্ষদূত [স] *বি* প্রতিপক্ষের প্রেরিত সংবাদবাহক। 'আগে শোনা যাক কী বলে বিপক্ষদূত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বিপক্ষা [স বিপক্ষ] *বি* বিপক্ষে অবস্থান করে যে। 'ঘাত করো ঈশ্বরের যথেক বিপক্ষা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিপক্ষীয় [স] *বিণ* বিরুদ্ধ পক্ষের। 'সেনাসংক্রান্ত লোক ... বিপক্ষীয় সৈন্যদিগের গতিবিধি দৃষ্টি করিয়া আসিয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিপখ [স বিপক্ষ] *বি* বিপক্ষ। 'পঞ্চ বিষঅরে নায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখী।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

বিপজ্জনক *দ্র* বিপদ

বিপজ্জাল *দ্র* বিপদ

বিপণি, বিপণী [স] **১** *বি* দোকান। 'রাজ্যের সকল ভাগেই দিন দিন মদ্য ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের বিপণী বৃদ্ধি হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* বাজার। 'কোনও কোনও লোক, কৃষক ও শিল্পীদিগের নিকট হইতে এই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, এক একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে। ঐ স্থানকে বিপণি বা বাজার কহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৩** *বি* পণ্যশালা। 'নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি, বিবিধ রতন-পূর্ণ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিপতি, বিপতী [স বিপত্তি] *বি* বিপত্তি। 'ভন বিদ্যাপতি ভালে সে উপতি বিপতি পড়ল রাধা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ছাড় রে চন্দা ভরইতে কুলহ কি হরহ তাহে বিপতী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিপৎ [স] *বি* বিপদ। 'অতএব মহতী বিপৎ উপস্থিত।' *রাজীব*, ১৮০৫। *দ্র* বিপদ

বিপৎকাল [স] *বি* বিপদপূর্ণ সময়। 'রাজার বিপৎকাল জানিয়া তথাতে রাজার প্রত্যক্ষ হইয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বিপৎসঙ্কুল [স] **১** *বিণ* বিপজ্জনক। 'মাছি আন্ত্রিক জ্বরের বাহন এবং সেই জন্য বিপৎসংকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বিণ* সংকটজনক। 'বিপৎসঙ্কুল সংসার হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিতা আছি।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

বিপৎপরম্পরা [স] *বি* ধারাবাহিক বিপন্নতা। 'এক কন্যাই কুলীনদিগের বিপৎপরম্পরা সম্পাদন করে, অধিকের কথা কি বলিব?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিপৎপাত [স] *বি* বিপদ সংঘটন। 'সহসা আকাশে ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া ভাবী বিপৎ-পাতের আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বিপৎসাগর [স] *বি* বিপদরূপ সাগর। 'অনন্তর সেই ব্যক্তি এই বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বিপত্ত [স বিপৎ] *বি* বিপদ। 'সময় বিপত্ত কত আগে পিছে আছে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বিপত্তারণ [স] *বি* বিপদ থেকে উদ্ধার। 'বিদ্যা হইতে বিপত্তারণ ও মর্যাদা ...।' *কেরি*, ১৮১২।

বিপত্তি [স] **১** *বি* সঙ্কট। 'এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **২** *বি* বিপদ। 'বিপত্তিতে জ্ঞানবুদ্ধি কভু নাহি রয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিপত্তিকাল [স] *ক্রিবিণ* বিপদের সময়। 'যে দুরাত্মা আপন বন্ধুকে বিপত্তিকালে ত্যাগ করে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বিপত্তিগ্রস্ত [স] *বি* বিপদ্গ্রস্ত। 'আমরা সকল বিপত্তিগ্রস্ত হইব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বিপত্নীক [স] *বিণ* পত্নী মারা গেছে এমন। 'বিপত্নীক জীবনে নয়, সপত্নীক জীবনে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

বিপত্র [স] *বিণ* পাতাহীন। 'বিপত্র বৃক্ষের শাখে শিস দিল পাখী।' *আহসান*, ১৯৫০।

বিপথ [স] *বি* ভুল পথ। 'পথ বিপথ, দিক বিদিক সমস্ত একাকার ধারণ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বিপথগামি [স বিপথগামী] *বিণ* অসৎ পথ অবলম্বন করে এমন। 'নিজ বিপথগামি ইচ্ছাক্রমে ইহা ত্যাগ করি।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

বিপথগামিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অসচ্চরিত্র। 'এখানে যে বিপথগামিনী নারী নাই তাহা নয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বিপথগামী [স] **১** *বিণ* বিপদগ্রস্ত। 'দৈবাৎ পদস্খলন হইয়া বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বিণ* অধঃপতনশীল। 'সমাজ-সংস্কারের গতি বিপথগামী হইতেছে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বিপথি [স বিপথ>] *বিণ* বিপথগামী। 'বিপথি হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিপদ [স] *বি* আপদ। 'বিপদ বিমোচন।' *মালাধর*, ১৫০০

বিপজ্জনক [স] *বিণ* ঝুঁকিপূর্ণ। 'কতদূর বিপজ্জনক তাহা কি তুমি অবগত নও?' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

বিপজ্জাল [স] *বি* বিপদরূপ জাল। 'এই বিপজ্জাল থেকে শীঘ্র বিমুক্ত করুন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

বিপদ আপদ [স] *বি* নানা প্রকার সংকট ও দুর্বিপাক। 'আপনার কোন বিপদ আপদ পড়িলেই আমাদিগকেই দেখিতে হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বিপদ একা আসে না – একটা বিপদ দেখা দিলে চারিদিক হতে নানা বিপদ দেখা দেয়। *সুবল*, ১৯০৬।

বিপদ-খরচা [স বিপদ্+আ খরজ] *বি* মামলাজনিত খরচ। 'কি প্রকারে চারিআনা ইজারাদারী ও বিপদ-খরচা দিয়া ওঠে।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩।

বিপদগণ্ডি [স] *বি* বিপদসীমা। 'পৃথিবীর বিপদগণ্ডির অনেকটা বাইরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিপদগর্ভ [স] *বিণ* বিপদপূর্ণ। 'এমত অসম্ভব কার্য্যকারক লোকের যে আরম্ভ সে অবশ্য বিপদগর্ভ হয়।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

বিপদগ্রস্ত, বিপদ্গ্রস্ত [স] *বিণ* সংকটাপন্ন। 'সেই সকল বিপদগ্রস্ত লোকের খালাসীর কারণ জথোচিত চেষ্টা হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪; 'অদ্য আমি যে বিপদগ্রস্ত।' *রামরাম*, ১৮০১; ' ... একেবারে চিরকালের নিমিত্ত বিষম বিপদ্গ্রস্ত করিয়া দেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিপদগ্রস্তা [স] *বিণ স্ত্রী* বিপদে পড়েছে এমন। 'এই নারী অধিক বিপদগ্রস্তা হইয়াছে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বিপদজনক [স] *বিণ* প্রকট। 'পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিপদতারণ [স] *বিণ* বিপদ থেকে ত্রাণকারী। 'হৃদয়ে-শ্বাসে, প্রশ্বাসে সেই বিপদতারণ ভগবানের নাম।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিপদতারিণী [স] *বি স্ত্রী* বিপদ থেকে রক্ষাকারী; হিন্দুদেবী দুর্গা। 'আমার এই বিপদতারিণী আমার দিকে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

বিপদনাশিনী [স] *বি* বিপদ বিনাশকারী। 'মনোমোহিনী বামা, বিপদনাশিনী মম ...।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বিপদপাত [স] *বি* বিপদ ঘটা। 'কী সাহস বলে এনেছিস পূজা! কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে বিষম বিপদপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিপদবারণ [স] *বি* বিপদ থেকে রক্ষাকারী। 'বিপদবারণকেই প্রত্যক্ষ করেন।' *ফজলুল*, ১৯১৩।

বিপদবিভীষিকা [স] *বি* ভয়ঙ্কর বিপদ। 'মহাকায় বিপদবিভীষিকার পিঠের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিপদময়তা [স] *বি* সংকটময় অবস্থা। 'এই বিপদময়তার যেন আর শেষ দেখা যাবে না।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

বিপদসংকুল [স] *বিণ* সংকটাপন্ন। 'সামাজিক জীবন আবার বিপদসংকুল করে তোলা দরকার।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিপদসঙ্কুল [স] *বিণ* বিপদবহুল; বিপদের আশঙ্কাপূর্ণ। 'যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসঙ্কুল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বিপদসঙ্কেত [স] *বি* বিপদের ইঙ্গিত। 'কান তার খাড়া হয়ে ওঠে বিপদসঙ্কেত শুনে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বিপদসম্পদ [স] *বি* দুঃসময় ও সুসময়। 'কুন্দনন্দিনীর বিপদসম্পদ-হর্ষবিষাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বিপদসাগর [স] **১** *বি* বিপদরূপ সাগর। 'বিপদসাগরে দুয়া হও কর্ণধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সীমাহীন বিপদ। 'তাহাদিগকে বিপদসাগর হইতে উদ্ধার করিতে যত্নবান।' *সাধারণী*, ১৮৮৩।

বিপদাপন্ন [স বিপদ-আপন্ন] *বিণ* সংকটাপন্ন। 'সেই বিপদাপন্ন দীন পরিবারের নিমিত্ত প্রভূত আহার সামগ্রী ... পাঠাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিপদাশঙ্কা [স বিপদ-আশঙ্কা] *বি* বিপদের ভয়। 'মনের আকাশে কোনো বিপদাশঙ্কার আভাস নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিপদুত্তীর্ণ [স বিপদ-উত্তীর্ণ] *বিণ* বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে এমন। 'বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা – বিপদের মধ্যে বন্ধুকে যে পরিত্যাগ করে না, সে-ই প্রকৃত বন্ধু। *সুবল*, ১৯০৬।

বিপন্ন [স] **১** *বিণ* বিস্মিত। 'আমি স্নান করি শুনে তাঁরা বিপন্ন হয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বি* বিপদগ্রস্ত যে। 'তুমি নাকি পৃথিবীর রাজা? বিপন্নের কেহ নহ?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৩** *বিণ* বিপদগ্রস্ত। 'অতিশুশ্রূষায় রোগী বিপন্ন হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৪** *বিণ* বিপর্যস্ত। 'মেয়েটির উরুসন্ধি, কটিদেশ, বক্ষাঞ্চল বিপন্ন।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বিপন্নতা [স] *বি* সংকটাপন্ন অবস্থা। 'সর্বাঙ্গীণ বিপন্নতার আবেষ্টনীতে অভিনেতার মুখের মতো ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

বিপন্নমুখ [স] *বি* দুর্দশাগ্রস্ত মুখমণ্ডল। 'রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে বিপন্নমুখছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিপন্না [স] *বিণ স্ত্রী* বিপদগ্রস্ত। 'বিপন্না রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বিপন্নাবস্থা [স] *বি* সংকটপূর্ণ অবস্থা। 'রানির বিপন্নাবস্থা সহজেই

অনুমেয়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বিপন্মুক্ত [স বিপদ্‌-মুক্ত] *বিণ* বিপদমুক্ত। 'রোগী বিপন্মুক্ত।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বিপরাঞো [ব্র] *বিণ* বিপদভঞ্জন। 'জখনে গরজি ঘন বরিসতা রে কঞোন সে বিপরাঞো।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিপরিত [স বিপরীত] **১** *বিণ* বিরূপ। 'বিধি বিপরিত ভৈল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* বিপর্যয়। 'মহারাজা রুক্মির করিল বিপরিত।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বিণ* অস্বাভাবিক। 'প্রিথিবি কম্পিত তার বিপরিত পক্ষি রব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিপরীত [স] **১** *বিণ* বিরুদ্ধ। 'তবেঁহো আধিক রাধা বুইলেঁ বিপরীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অসঙ্গত। 'বিথর গুণী হেন বিপরীত বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* উলটা। 'চরণ কমল কদলী বিপরীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৪** *বিণ* অনিষ্টসূচক; অশুভ। 'বিপরীত কথা শুনি বীরসিংহ রায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৫** *বিণ* পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। 'বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে, মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **৬** *বিণ* ভিন্নমুখী। 'বিপরীতধর্মী বৈদ্যুৎকণার যুগলমিলনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিপরীতগামী [স] *বিণ* বিপরীত দিকে যাচ্ছে এমন। 'দুইখানি বিপরীতগামী ট্রেন দুই দিকে চলিয়া গেল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বিপরীতচারী [স] *বিণ* বিরোধী। 'লার্ড ক্লাইব সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের এই হুকুমের বিপরীতচারী।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

বিপরীতধর্মী, বিপরীতধর্ম্মী [স] *বিণ* একটি পজিটিভ ও অন্যটি নেগেটিভ স্বভাববিশিষ্ট। 'বিপরীতধর্মী বৈদ্যুৎকণার যুগলমিলনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী মনোভাবের অভাব নাই সত্য।' *আজাদ*, ১৯৬৬।

বিপরীতমুখী [স] *বিণ* পরস্পর উল্টা দিক থেকে আসা। 'আর বিপরীতমুখী পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা লাগে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

বিপরীত রতি [স] *বি* নারী উপরে এবং পুরুষ নীচে, সঙ্গমকালীন এমন আসন। 'বিপরীত রতি, করিতে যুবতী,/ অলসে খসিয়া পড়েছে বাস।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বিপরীতাচরণ [স] *বি* বিরুদ্ধ আচরণ। 'বধূগণের প্রতি তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া কি প্রকারে সেই স্নেহের প্রত্যাশা করেন?' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিপরীতাচারী [স] *বিণ* বিরুদ্ধাচারী। 'হুকুমের বিপরীতাচারী হইয়া ১৭৬৫ সালে কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজ উপকারের নিমিত্তে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বিপরীতার্থ [স] *বি* ভিন্নার্থ। 'বিপরীতার্থ করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিপরীতার্থক [স] **১** *বিণ* পরস্পরের বিপরীত অর্থজ্ঞাপক। 'বিপরীতার্থক শব্দ জুড়িয়া সমগ্রতা ও বৈপরীত্য বুঝাইবার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। **২** *বিণ* বিপরীতধর্মী। 'যুদ্ধ ও প্রেম বিপরীতার্থক।' *পাশা*, ১৯৭১।

বিপর্যয়, বিপর্য্যয় [স] **১** *বি* এলোমেলো। 'রন্ধন ভোজন ছাড়ি চলহ সাধুর বাড়ি বিপর্যয় পাব অভরণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দুর্দৈব। 'বিপর্যয় বন্যা আইল বলবান নদী।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বি* বিনাশ। 'চিরদিনে অনলনে ক্ষুধা বিপর্য্যয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৪** *বি* বিশৃঙ্খল অবস্থা। 'তাহাতে রচনাকৌশলে বিপর্য্যয় হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **৫** *বিণ* উলট পালট করে দেয় এমন। 'সহসা একটা বিপর্যয় ঝড় আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিপর্যস্ত, বিপর্য্যস্ত [স] **১** *বিণ* লণ্ডভণ্ড; তছনছ। 'গাড়ী অত্যল্প আঘাতেই ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বিণ* উলট-পালট। 'তরঙ্গের বেগে বোট বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **৩** *বিণ* সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। 'তাঁহার সমস্ত বিশ্বাস বিপর্যস্ত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বিপর্যস্ততা [স] *বি* বিশৃঙ্খল অবস্থা। 'সমাজে যে একটা মিশ্রণ ও বিপর্যস্ততা ঘটিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিপর্যাস [স] *বি* বিপর্যয়। 'প্রত্যাগত প্রত্ন বিপর্যাসে পরিপূর্ণ বিবৃত্তির অন্তিম মণ্ডল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিপর্যিত [স] *বিণ* উলট পালট। 'অনুহিত খিন্ন ভাষা বিপর্যিত হয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিপল [স] *বি* এক সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ পরিমাণ সময়। 'সুখের যত বিপল জড়ো কুড়িয়ে নিতে ঝুড়ি এনেছে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

বিপশ্চিত [স] *বি* পণ্ডিত। 'তদবসরে ... লোকবিত্ত পর্য্যালোচনায় ব্যাসক্ত হইয়া লোকাচারদর্শী বিপশ্চিতের সহিত সাক্ষাত করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিপাক [স] **১** *বি* বিপদ। 'ছলে পাছে পাড়য়ে বিপাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দুর্ভোগ। 'ভূম্যধিকারিরা নানা বিপাকে ব্যয়াধিক্য হেতু পূর্ব্বাপেক্ষা কিপর্য্যন্ত রাজকরের বৃদ্ধি করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিপাশ [স] *বিণ* বন্ধনহীন। 'বিপাশ হিয়ার বিনাইত ফাঁস অলক রাশে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বিপাশা [স] **১** *বি* একটি নদীর নাম। 'ধাইল দ্রুতপদ সোল সয় মহানদ ধাইল বাহুদা বিপাশা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'দুজনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা-পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বিণ* পাশ মুক্ত এমন। 'বিপাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বিপিন [স] *বি* অরণ্য। 'একসর চলি গেলা বিপিন গহন।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিপিণ [স বিপিন] *বি* অরণ্য। 'আক্কারে আনিল এহি বিপিণের মাঝ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিপিনজনিত [স] *বিণ* বুনো। 'বিপিনজনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

বিপুল [স] **১** *বিণ* গভীর। 'বিপুল পুলক পরিপূরএ দেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* বিশাল। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* অনেক। 'ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* সুউচ্চ। 'বিপুল তরঙ্গ রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৫** *বিণ* ব্যাপক। 'সইব তোমার আঘাত দাও সে বিপুল ধৈর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

বিপুলকায় [স] *বিণ* বিশাল দেহের অধিকারী। 'বিপুলকায় বজ্রকণ্ঠ পুরুষের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিপুলতর [স] **১** *বিণ* জোরালো। 'ইহার দেশপরিধি যত বাড়িবে ইহার জীবনীশক্তিও তত বিপুলতর হইয়া উঠিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। **২** *বিণ* ব্যাপকতর। 'বিপুলতর হয় সে ধারা, গভীরতর সুরে যতই আসে দূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* অত্যন্ত বেশি। 'যারা বাঁধিয়াছে তাঁদের তৃষ্ণা অমনি বিপুলতর।' *জসীম*, ১৯৩০।

বিপুলতা [স] **১** *বি* বিশালতা। 'বিপুলতার একটা গায়ের জোর আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* প্রাচুর্য। 'মনুষ্যত্বের আনন্দপরিধির বিপুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিপুলতাগ্রস্ত [স] *বিণ* বিশালতা-ধর্মী। 'বিপুলতাগ্রস্ত এই সভ্যতার দিকেই একমাত্র আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিপুলধী [স] *বিণ* প্রতিভাবান। 'বিপুলধী বিজ্ঞানরথীরা ... তড়িৎ উৎপাদনের যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিপুলনিতম্বা [স] *বিণ স্ত্রী* কটির পশ্চাদ্ভাগ স্থূল এমন। 'বিম্বাধারা, পীনপয়োধারা, বিপুলনিতম্বা ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

বিপুলবপু [স] *বিণ* দীর্ঘ। 'একটা বিপুলবপু চিঠিতে অজস্র বাজে কথা লিখে পাঠিয়েছিলাম।' *সুকান্ত*, ১৯৪৩।

বিপুলবীর্য [স] *বিণ* অত্যন্ত শক্তিশালী। 'একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিপুলবেগ [স] *বি* ত্বরিৎ গতি। 'বিপুল বেগে কবিতা লিখিবার ঝোঁক আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'বিপুলবেগে একটা অন্ধ ঝড় ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিপুলমতি [স] *বিণ* মহৎ মনের অধিকারী। 'পূর্তবিজ্ঞানবিশারদ বিপুলমতি ক্রনেল সাহেব মহোদয় ইহার সংগঠনভার সাগ্রহে গ্রহণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিপুলশক্তিসাধ্য [স] *বিণ* অসাধারণ প্রয়াস দিয়ে করা সম্ভব এমন। 'গুহাগহ্বরে চৈত্যবিহারে বিপুলশক্তিসাধ্য শিল্পকলা অপর্যাপ্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিপুলা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* বিশাল। 'এই বিপুলা পৃথিবী কামস্বরূপ কিরাতের মৃগয়াস্থান।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। *বিণ* ব্যাপক। 'অবশ্য তাহার বিপুলা শ্রী, বহুল ঐশ্বর্য ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ স্ত্রী* বিস্তৃত। 'বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বিপুলাকায় [স] *বিণ* বিশাল দেহের অধিকারী। 'পৃথিবীর আদিম অবস্থাতেই ম্যামথ ম্যাস্টডন প্রভৃতি বিপুলাকায় প্রাণীর প্রাদুর্ভাব ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিপুলাকার [স] *বিণ* বৃহৎ আকৃতিসম্পন্ন। 'একটা সিনেমার বিপুলাকার চলচ্ছবির মতো দেখতে হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র এরূপ বিপুলাকার সহচরের বিষয় জানা গিয়াছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

বিপুলায়তন [স] ১ *বিণ* সুবিশাল আকারের। 'আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের বিপুলায়তন দেহ অতি প্রকাণ্ড।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* সুবিশাল আকার। 'এক্ষণে বিপুলায়তন ধারণ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিপুলার্থ [স] *বি* প্রচুর অর্থ। 'বিপুলার্থ ব্যয় করিয়া তাহাদিগের বিবাহ দেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিপুলীকরণ [স] *বি* অতিশয়তা। 'পূজা-ব্যাপারকে তো বলতে হবে অহংকারের বিপুলীকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিপ্র [স] *বি* ব্রাহ্মণ। 'বিপ্র পাও প্রক্ষালন কৈল সেই ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিপ্রকন্যা [স] *বি* অভিজাত পরিবারের মেয়ে। 'রাণী ভবানী হঠী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী প্রভৃতি উক্ত কএক জন বিপ্রকন্যার বিদ্যা।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

বিপ্রঘর [স বিপ্র+পা ঘর] *বি* ব্রাহ্মণের গৃহ। 'হেন প্রভু অবতরী আছে বিপ্রঘরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিপ্রচরণ [স] *বি* ব্রাহ্মণের পা। 'এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিপ্রজাতি [স] *বি* ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। 'বিপ্রজাতিকে প্রধানমন্ত্রির পদে সংস্থাপিত করা উচিত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিপ্রতনয় [স] *বি* ব্রাহ্মণের পুত্র। 'বিপ্রতনয়, মধুমালতীর লোকাতীত লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিপ্রতিপত্তি [স] ১ *বি* সন্দেহ। 'রায়জী ... উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাপন্ন ইহাতে কাহারো বিপ্রতিপত্তি নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বি* বৈসাদৃশ্য। 'খুড়র এই উপপত্তিতে দুটি বিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

বিপ্রনারি [স বিপ্রনারী] *বি* ব্রাহ্মণ নারী। 'এত বলি বিপ্রনারি অতেক্ষেপ করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিপ্র-ন্যাসি [স বিপ্র-ন্যাসী] *বি* সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ। 'জয় বেদধর্ম বিপ্র-ন্যাসির মহেন্দ্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিপ্রপাও [স বিপ্রপদ] *বি* ব্রাহ্মণের পা। 'বিপ্রপাও প্রক্ষালন কৈল সেই ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিপ্র-পাদোদক [স] *বি* ব্রাহ্মণের পা-ধোয়া জল। 'ঈশ্বরে সে করে বিপ্র-পাদোদক পান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিপ্রপুত্র, বিপ্রপুত্র [স] *বি* ব্রাহ্মণের পুত্র। 'এ বিপ্রপুত্রের সেই মত ব্যবসায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিপ্রবৃন্দ [স] ব্রাহ্মণগণ। 'প্রণতিপূর্বক পরে বন্দিব বিপ্রবৃন্দ।' *মাণিকরাম*, ১৭৮১।

বিপ্র ভক্তি [স] *বি* ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা। 'বৈষ্ণবসকল বিপ্র ভক্তি বিপ্র সেবাই করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বিপ্র-ভবন [স] *বি* ব্রাহ্মণের বাড়ি। 'আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিপ্রভাগিনা [স বিপ্রভাগিনেয়] *বি* বিদ্বান ব্রাহ্মণের ভাগ্নে। 'চণ্ডাল সে তো বিপ্রভাগিনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বিপ্রমুনি [স] *বি* ব্রাহ্মণ ঋষি। 'জতেক বিপ্রমুনি করিল বেদধ্বনি কন্যার গন্ধাধিবাসনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিপ্রসন্তান [স] *বি* ব্রাহ্মণের সন্তান। 'চেতো পরগানানিবাসি বিপ্রসন্তান লিখিয়াছেন।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

বিপ্রসাৎ [স] *বিণ* ব্রাহ্মণের অধীন করা হয়েছে এমন। 'সেই সুবর্ণকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া, একভাগ বিপ্রসাৎ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিপ্রসুতা [স] *বি* ব্রাহ্মণের ছেলে। 'মিশ্র বলে তুমি তো অবোধ বিপ্রসুতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিপ্রকর্ষ [স] ১ *বিণ* দূরবর্তী। 'অস্মাদাদির হর্ষ বিপ্রকর্ষ হইয়া বিমর্ষ সন্নিকর্ষ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* বিপরীত টান; বিকর্ষণ। 'বিস্ফোটক বজ্রবিশ্ব যায় যদি বিপ্রকর্ষে ফেটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

বিপ্রকর্ষণ [স] *বি* বিকর্ষণ। 'আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে জগৎ বাষ্প হইয়া অনন্তে মিলাইয়া যাইত এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তি না থাকিলেও বিশ্বজগৎ বিন্দুমাত্রে পরিণত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিপ্রকৃষ্ট [স] *বিণ* দূরবর্তী। 'এই স্থান সানফরনাণ্ডো হইতে চল্লিশ ক্রোশ বিপ্রকৃষ্ট।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিপ্রতীপ [স] *বিণ* সম্পূর্ণ প্রতিকূল। 'বিপ্রতীপ প্রতিবেশের অসঙ্গতিদৃষ্টে সোচ্চার এবং বিরোধিতায় উচ্চকিত ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

বিপ্রলব্ধ [স] *বিণ* বঞ্চিত। 'থাকুক সে বিপ্রলব্ধ অনন্ত বিয়োগে।' *সুধীন্দ্র*,

১৯৩০।

বিপ্রলব্ধা [স] *বি স্ত্রী* যে নায়িকা সংকেতস্থানে নায়কের সঙ্গে দেখা করতে ব্যর্থ হয়। 'তৃতীয়ে বাসকসজ্জা বিপ্রলব্ধা চারি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিপ্রলম্ভ [স] *বি* বিরহ। 'বিপ্রলম্ভ চারিমত শুনহ প্রকাশ/ পূর্ব্বরাগ মান প্রেম বৈচিত্ত্য প্রবাস।' *ভারত*, ১৭৬০।

বিপ্রলাপ [স] *বি* বিরুদ্ধবাক্য। 'বিপ্রলাপে ডুবে মরে স্বগত সন্তাপ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

বিপ্রিয় [স] *বিণ* অপ্রিয়; অপছন্দনীয়। 'বিপ্লবের রুদ্রমূর্তি ... লোকের অসহ্য ও বিপ্রিয় বটে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

বিপ্রীয় [স বিপ্রিয়] *বিণ* অপ্রিয়। 'এতেক বিপ্রীয় জবে গোবিন্দ বলিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিপ্লব [স] ১ *বি* রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 'সতর শত উনমব্বই খ্রীষ্টাব্দে ফরাশিশ রাজ্যে রাজবিপ্লব উপস্থিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'বিপ্লবের রুদ্রমূর্তি নিদাঘ কালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায়।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩। ২ *বি* সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন। 'সন্তালেরা স্থির করিয়াছে এইক্ষণে স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে পারিবে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। ৩ *বি* আলোড়ন। 'সুরনর থরহর – ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব করো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বিপ্লবকারী [স] *বিণ* বিপ্লবী। 'বিপ্লবকারী হিন্দুদিগের বর্ত্তমান অবৈধ উত্তেজনা কি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

বিপ্লবতন্ত্র [স] *বি* দেশের শাসন ও সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনবাদ বিষয়ক তন্ত্র। 'এই এতক্ষণ বিপ্লবতন্ত্র আলোচনা হচ্ছিল বেশ।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বিপ্লব দেবতা [স] *বি* বিপ্লবরূপ দেবতা। 'বিপ্লব দেবতা ওই শিয়রে তোমার দাঁড়ায়েছে আসিয়া আবার।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বিপ্লবনায়ক [স] *বি* বিপ্লবের নায়ক। 'অশ্রদ্ধা করিবার সাহস বড়ো বড়ো বিপ্লব-নায়কদেরও হয়নি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিপ্লবপন্থী [স বিপ্লব+হি পন্থী] *বিণ* যে-কোনো পন্থায় আমূল পরিবর্তন চায় এমন। 'কয়েকটি বিপ্লবপন্থী ছাত্র।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিপ্লব-বহ্নি [স] বিদ্রোহের আগুন। 'বঙ্গদেশ জুড়িয়া বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

বিপ্লববাদ [স] ১ *বি* বিপ্লব সংক্রান্ত মত। 'আমাদের সমাজে বিপ্লববাদ ও হিন্দুভাবাপন্ন মুসলমান সৃষ্টির জন্য ...' *সওগাত*, ১৯১৯। ২ *বি* বিপ্লবী চিন্তাধারা। 'বিপ্লববাদ কদাপি পছন্দ করি না।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

বিপ্লববাদী [স] *বি* আমূল পরিবর্তন চায় যে। 'প্রমত্ত যে বিপ্লববাদী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিপ্লবমুখী [স] *বিণ* বিপ্লবী। 'ইহাতে তাঁহাদের মানস জগৎ নব জীবনের সংস্পর্শে বিপ্লবমুখী হইয়া উঠিল।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

বিপ্লবাধিপ [স] *বি* বৈপ্লবিক। 'বিপ্লবাধিপ বলেন ...' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিপ্লবাচ্ছন্ন [স] *বিণ* বিদ্রোহপূর্ণ। 'সেই বিপ্লবাচ্ছন্ন আকাশতলে ... মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বিপ্লবাতঙ্ক [স] *বি* বিপ্লবের ভয়। '... বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল বিপ্লবাতঙ্ক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেননি।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

বিপ্লবাত্মক [স বিপ্লব-আত্মক] ১ *বিণ* বৈপ্লবিক। 'ইহাকে দস্তুরমত বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বলিয়াই মনে করেন।' *আজাদ*, ১৯৩৯। ২ *বিণ* আমূল। 'বলা যাইতে পারে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

বিপ্লবোত্তর [স বিপ্লব-উত্তর] *বিণ* বিপ্লব পরবর্তী। 'বিপ্লবোত্তর রুশ দেশে আর্থিক প্রাযুক্তিক রূপান্তর সাধিত।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিপ্লবী [স] *বিণ* বিদ্রোহী। ''ভায়োলেন্সের ভায়োলিন' নাকি আমি বিপ্লবী-মনতুষি!' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিপ্লবী-নেতা [স] *বি* বিদ্রোহীদের নেতা। 'রুশিয়ার বলশেভিকদের ও বিপ্লবী-নেতা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বিপ্লবী-মন [স] *বি* বিদ্রোহী মানস। 'অশ্রান্ত ক্ষুধিত পথ বিপ্লবী মনের।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

বিপ্লাবন [স] ১ *বি* ধ্বংস। 'পামরেরা ... ধর্মমূল সনাতন বেদশাস্ত্রের বিপ্লাবনে উদ্যত হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* বিপর্যয়; আন্দোলন। 'আমার দাবি নির্বাচন/ নইলে হবে বিপ্লাবন।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

বিপ্লাবিত [স] *বিণ* বিপর্যস্ত; প্লাবিত। 'রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লাবিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিপ্লাবিনী [স] *বি স্ত্রী* প্লাবন সৃষ্টিকারী। 'অয়ি পদ্মা! অয়ি বিপ্লাবিনী!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বিপ্লুত [স] *বিণ* বিপর্যস্ত। 'আলোড়িত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বিফ [ই] *বি* গরুর মাংস। 'ভেসে যাব যাব হচ্ছি কাউল ও বিফের বন্যায়।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

বিফল [স] ১ *বিণ* নিরর্থক। 'আমা দরসনে লোক নহেত বিফল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বিধবার সকলি বিফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ব্যর্থ। 'তাহা সকলই বিফল হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিফলকাম [স] ১ *বিণ* ব্যর্থ। 'বিফলকাম হইয়া তিনি পুনরায় কহিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৬। ২ *বিণ* অসফল। 'বহু সাধ্যসাধনায় বিফলকাম হয়ে ...' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিফলতা [স] *বি* ব্যর্থতা। 'হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিফলবিভ্রমা [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যর্থ ও বিভ্রান্ত। 'দৈববলে বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিফলমনোরথ [স] *বিণ* মনের বাসনা ব্যর্থ হয় এমন। 'কোন অতিথি রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'বিফল মনোরথ হয়ে ঘাট থেকে বাড়ি প্রত্যাবর্তন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

বিফলা [স] *বিণ স্ত্রী* নিষ্ফল। 'সে আশাও বিফলা হইল।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

বিফলানুরাগ [স] *বি* ব্যর্থ প্রেম। 'বিফলানুরাগের বৃশ্চিকদংশনস্বরূপ জ্বালা ভুলিতে পারিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

বিফলিত [স] *বিণ* ব্যর্থতায় পরিণত। 'কেঁপে ওঠে ক্ষণে বিফলিত বিকাশবেদনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

বিফলীকৃত [স] *বিণ* নিরর্থক। 'সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বিফলে কাটা *ক্রি* নিষ্ফল অতিবাহিত হওয়া। 'বিফলে কাটিল প্রাণ।'

রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বিবক্ষা [স] *বি* বলার ইচ্ছা। 'আরো অনেকের বিরুদ্ধে বিবক্ষা তাই পরাহত হল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিবৎসা [স] *বি* বাস করার ইচ্ছা। 'নির্ম্মিমিৎসা, জুগোপিষা, বিবৎসা ও আত্মাদর এ চারি বৃত্তি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিবদমান [স] *বিণ* বিবাদরত। 'তদ্বিষয়ে ঐ রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ঘোরতর বিবদমান হইবাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বিবমিষা [স] *বি* বমির ভাব। 'দুঃসহ বিবমিষায় সমস্ত গ্রাসটা সে ঢেলে ফেলল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৩।

বিবর [স] **১** *বি* গহ্বর। 'প্রবেশিল পাতাল বিবরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সাপের বাসা। 'কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে, প্রাণাধিক?' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৩** *বি* অন্তঃপুর। 'আমাদের শাস্ত্রের বিবর হইতে টানিয়া বাহির করিবার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিবরবাসী [স] *বিণ* গুহাবাসী। 'বিবরবাসী জীব যেন সভয়ে আত্মপ্রকাশ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

বিবর-বিলাসী [স] *বিণ* বিবরে বা নিভৃতে থাকতে পছন্দ করে এমন। 'বিবর-বিলাসী হিংসা/ তৃতীয় গুলির পরিচয়।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

বিবর-মাঝে *ক্রিবিণ* অন্তঃপুরে। 'অবলার ক্ষীণ বাহু কী প্রচণ্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে বাঁধিয়া বিবর-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিবরসন্ধানী [স] *বিণ* গর্তের সন্ধানকারী। 'তাকে বিবরসন্ধানী বলে ধারণা হয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বিবরণ [স] **১** *বি* বৃত্তান্ত। 'শেষলীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অন্য জত দেবগণ কহ তার বিবরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বর্ণনা। 'সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কহে বামা হাটের বিবরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* অনুবাদ। 'আবুল ফজল পারসীক ভাষাতে ইহার বিবরণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* ফর্দ। 'তাহার চালান ও বিবরণ ও এই সঙ্গে যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিবরণকাহিনী [স বিবরণ+কাহিনী] *বি* বর্ণনামূলক বৃত্তান্ত। 'আধুনিক যুগের সংক্ষিপ্ত বিবরণকাহিনী লেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।' *শিব*, ১৯৫০।

বিবরণপত্র [স] *বি* বিবরণী। 'লোকসংখ্যার বিবরণপত্র সমাপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

বিবরণপুস্তক [স] *বি* ভ্রমণকাহিনীর বই। 'বিদেশযাত্রী ও পর্যটকেরদের বিবরণপুস্তক পাঠ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বিবরণলিপি [স] *বি* কার্যবিবরণী। 'বিশেষ বিবরণ লিপি স্থাপিত হইত।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

বিবরণী [স] *বি* বিবরণলিপি। 'এই কর্তারা নিত্য-সভা, নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা প্রভৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত; তা ছাড়া আছে সাময়িকপত্র, অসাময়িক পত্র, চাঁদার খাতা, বার্ষিক বিবরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বিবরন [স বিবর্ণ] *বিণ* ফ্যাকাশে। 'কবি ভাবে মুখ করি বিবরন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিবরা [স বিবরণ>] *ক্রি* বিবৃত করা। **বিবরিআ** *ক্রি* বর্ণনা ক'রে। 'বিবরিআ কহি শুন তার পূর্বকথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বিবরিব** *ক্রি* বিবরণ দেবো। 'আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বিবরিয়া** **১** *ক্রি* বিবৃত ক'রে। 'বিবরিয়া কহ সেই কথা সবিশেষ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রি* বিবরণ দিয়ে। *ওর্সা*, ১৭৮২।

বিবরিত [স] *বিণ* বিবৃত। 'নবকুমারের নিকট বিবরিত করিয়া কহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

বিবর্জিত, বিবর্জ্জিত [স] **১** *বিণ* পরিহার করা হয়েছে এমন। 'বিবর্জিত তৈল গুয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হয়েছে এমন। 'বস্ত্র বিবর্জিত সাধু কাতর হৃদয়।' *কেতকা*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* বর্জিত। 'ইহাতে হইয়াছে তাম্বুল বিবর্জ্জিত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিবর্জিতা, বিবর্জ্জিতা [স] **১** [স] *বিণ* স্ত্রী হারিয়েছে এমন। 'যৌবনের প্রারম্ভে সকল সৌন্দর্য্য বিবর্জ্জিতা হইবেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* স্ত্রী পরিত্যাগ করা হয়েছে এমন। 'পথে-বিবর্জিতা বোষ্টমী মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে ...।' *প্রমথ*, ১৯২২।

বিবর্ণ [স] **১** *বিণ* মলিন। 'বিবর্ণ কর্ণের মুক দেখএ সমাজ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* ফ্যাকাসে। 'মৃত শরীর বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বিবর্ণতা [স] *বি* মলিনতা। 'কিঞ্চিৎ বর্ণের বিবর্ণতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বিবর্ণপাড় *বিণ* পাড়ের রং মলিন হয়েছে এমন। 'বিবর্ণপাড় শাড়ি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বিবর্ণপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় বর্ণহীন। 'বিবর্ণপ্রায় হাঁ-করা রাক্ষসের মুখের ছবি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বিবর্ত [স] *বি* আবর্তন। 'সংক্ষিপ্ত চেষ্টাই রটে অপৌরুষ বিবর্তের দুনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

বিবর্তমান [স] *বিণ* বিবর্তিত হচ্ছে এমন। 'এই খণ্ডতাও কি বিবর্তমান ও নির্মীয়মাণ শ্রেণী সংক্ষোভের অনিশ্চয়তার ...।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

বিবর্তন, বিবর্ত্তন [স] **১** *বি* প্রকাশ। 'তোমার সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্তন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* বিতরণ ক'রে। 'যাহাকে দেখন্ত তাকে দে'ন্ত বিবর্তিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* মায়া। 'সাধুসঙ্গ কর রে মন অনর্থ হবে বিবর্তন।' *লালন*, ১৮৯০। **৪** *বি* ক্রমবিকাশ। 'সৃষ্টির মধ্যে unity আছে, কেবলই বিবর্তন নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'অতিদৈব বিবর্তনে মনুষ্যই যেহেতু অতুল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিবর্তনবাদ [স] *বি* ক্রমবিকাশবাদ। 'কাহাকে বিবর্তনবাদ, কাহাকে পরিণামবাদ বুঝাইয়া দিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বিবর্তনশীল, বিবর্ত্তনশীল [স] **১** *বিণ* পরিবর্তনশীল। 'মন্বন্তরে মন্বন্তরে কাল বিবর্ত্তনশীল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **২** *বিণ* ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন ঘটে এমন। 'ইতিহাসকে মনে করতেন দ্বান্দ্বিক গতিসম্পন্ন ও বিবর্তনশীল।' *উমর*, ১৯৬৮।

বিবর্তনীয় [স] *বিণ* ক্রমপরিবর্তনশীল। জগৎ এগোচ্ছে বিবর্তনীয় অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বিবর্তনোন্মুখতা [স বিবর্তন-উন্মুখতা] *বি* বিবর্তনমুখিনতা; ক্রমপরিবর্তনশীলতা। 'তা বিশ্বজগতের স্থিতিশীলতার নয়, গতিশীলতা ও বিবর্তনোন্মুখতার।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

বিবর্তিত [স] *বিণ* পরিবর্তিত। 'environment-কে বশ করতে করতেই সে বিবর্তিত হলো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

বিবর্তবাদ, বিবর্ত্তবাদ [স] *বি* মায়াবাদ। 'বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিবর্তা [স বিবর্তন>] *ক্রি* বিতরণ করা। **বিবর্তি** *ক্রি* বিতরণ করে। 'আর যথ আছিলেক বিবর্তি সভানে।' *সুলতান*, ১৭০০। **বিবর্তিয়া** *ক্রি*

বিতরণ ক'রে। 'মদিনাত যাই আহ্মি দিমু বিবর্তিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিবর্ধন [স] *বি* বৃদ্ধি। **বিবর্ধনশালিনী** [স] *বিণ স্ত্রী* সম্যক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'তাঁদের সমন্বয়শালিনী প্রতিভার ও বিবর্ধনশালিনী নিষ্কর ভূমির সামঞ্জস্য ঘটালেন।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

বিবর্ধমান [স] *বিণ* বিকাশমান। 'সহযোগিতার ফলে প্রতিটি স্ত্রী-পুরুষের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিবর্ধমান।' *শিব*, ১৯৫০।

বিবশ [স] ১ *বিণ* অচেতন। 'প্রেমেতে বিবশ হঞা ভূমিতে পড়িলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* আত্মহারা। 'নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* বন্দী। 'ইঁদুর যেমন কলে পড়িয়া, বিবশ হইয়া, ছটফট করিতে থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৪ *বিণ* বিভোর। 'এসো জ্যোৎস্না-বিবশ-নিশীথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে তুমি চাও, কারে চাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ৫ *বিণ* নিশ্চেষ্ট। 'বিবশ দিন, বিরস কাজ, কে কোথা ছিনু দোহে, সহসা প্রেম আসিলে আজ কী মহা সমারোহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৬ *বিণ* অচেতন। 'তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

বিবশতা [স] *বি* বিভোর অবস্থা। 'নানা ভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিবশা[1] [স] ১ *বিণ স্ত্রী* নিশ্চেষ্ট। 'তখন সে বিবশা হইয়া ... বিবৃত্ত মুখে শয়ন করিয়া রহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ স্ত্রী* বিহ্বল। 'বীরবাহু শোকে বিবশা রাজমহিষী।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবশা যেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ৩ *ক্রিবিণ* অচেতন হয়ে। 'কেন ভূমিতলে পড়িল বিবশা?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

বিবশা[2] [স বিবশ>] *ক্রি* মুগ্ধ করা। 'ওই কুহকরাগিণী এখনি কেন গো, পথিকের প্রাণ বিবশে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিবসন [স] *বিণ* উলঙ্গ। 'বিবসন সব গোপি বস্ত্র নাহি অঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিবসনা [স] *বিণ স্ত্রী* নগ্ন। 'বিশাল ভবের মাঝে বিবসনাবেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিবসিনী [স বিবসনা>] *বি* নগ্ন নারী। 'বিবসিনী গাহএ নীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিবস্তর [স বিবস্ত্র] *বিণ* বিবস্ত্র। 'এমত সমএ বোলে হৈতে বিবস্তর।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিবস্ত্র [স] ১ *বি* উলঙ্গ অবস্থা। 'বিবস্ত্রে কৃড়া করে বস্ত্র এড়ি কুলে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'জাপানে স্ত্রী-পুরুষেরা একত্রে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার প্রথা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বিণ* উদ্দাম। 'পাহাড়ের ধার-ভাঙা নির্ঝরের বিবস্ত্র সঙ্গীত।' *সিকান্দার*, ১৯৬১। ৩ *বিণ* পাতাশূন্য। 'কাকের পাখার পর্দা টানানো/ থাকবে এখানে/ এই বিবস্ত্র ডালগুলো ঘিরে।' *সিকান্দার*, ১৯৬২।

বিবস্ত্রা [স] *বিণ স্ত্রী* বস্ত্রহীন। 'দৈত্যেরা শুধু বিবস্ত্রা ক'রে চায় তাহারে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিবা [স বিবাহ] *বি* বিবাহ। 'কোন বরে বিবা দিব মোর কন্যা গৌরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিবাগি, বিবাগী ১ *বিণ* সংসারত্যাগী। 'বিবাগী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গ্যাছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগি করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* উদাসীন। 'আমার মন-বিবাগী ঘোড়া বাগ ফিরাতে পারি নে দিবারাতে।' *লালন*, ১৮৯০; 'আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগী গৃহহারা সুখহীন –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিবাদ [স] ১ *বি* ভিন্নমত। 'তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বিরোধ। 'দুষ্ট সনে বিবাদের নাহি কোন ফল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* ঝগড়া। 'সিসু সনে আহ্মার বিবাদে কার্জ্জ নাই।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* সংশয়। 'তিনজন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ি যুবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমারদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেউন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৫ *বি* তর্ক। 'শত্রুর ক্রোধ ধৈর্য্যের দ্বারা শান্ত কর, এবং বাক্যের বিবাদ কার্য্যের দ্বারা খণ্ডন কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

বিবাদ-ক্ষিপ্ত [স] *বিণ* কলহে উন্মত্ত। 'বিবাদ-ক্ষিপ্ত বিরাট জনশক্তি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিবাদচ্ছলে [স] *ক্রিবিণ* ঝগড়ার অজুহাতে; বিবাদের ছলনায়। 'জমীদারেরা কদিমী প্রজাদিগকেও নিরিকের বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের ... উচ্ছেদ করিতে পারেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বিবাদজনক [স] *বিণ* বিরোধপূর্ণ। 'উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিবাদ জোড়া *ক্রি* ঝগড়া বাধানো। 'দরিয়াবিবির খাতিরে সে তার মা'র সঙ্গে বিবাদ জুড়িতেও প্রস্তুত।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বিবাদ-বচসা [স] *বি* তর্কাতর্কি। 'অস্ত্রশস্ত্র বিবাদ-বচসা ত্যাগ করিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বিবাদ-বহ্নি [স] *বি* বিরোধের আগুন। 'বিবাদ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন।' *ইসলাম*, ১৯০৪।

বিবাদবিষয় [স] *বি* অমীমাংসিত ব্যাপার; বিরোধপূর্ণ বিষয়। 'অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম্ম নিয়মাচরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিবাদবিসংবাদ [স] *বি* ঝগড়াঝাঁটি। 'তিনি ... বিবাদবিসংবাদে কোনক্রমে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

বিবাদ-বিসম্বাদ [স] ১ *বি* ঝগড়াঝাঁটি। 'আর যাহাতে কোন প্রকারে বিবাদ বিসম্বাদ না হয়, দেখিবেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* মতানৈক্য। 'গীতায় ঈশ্বরবাদ এর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ... বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করেছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১২।

বিবাদবিহীন [স] *বিণ* কলহহীন। 'শান্ত-স্নিগ্ধ, বিবাদবিহীন জীবন সেখানে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিবাদভঞ্জন [স] *বি* কলহ-নিরসন। 'অল্প ব্যয়ে বিবাদভঞ্জন করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বিবাদ মিটানো *ক্রি* ঝগড়া মীমাংসা করা। 'বিবাদ মিটাইতে গিয়া সন্ধ্যাকালে আহত হইয়া কেরানির পতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিবাদশূন্য [স] *বিণ* কলহশূন্য। 'শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

বিবাদস্থল [স] *বি* ঝগড়া-বিবাদের স্থান। 'এইটিই ছিল সে যুগের বিবাদস্থল।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বিবাদাস্পদ [স বিবাদ-আস্পদ] *বিণ* বিতর্কিত। 'ঐ বিবাদাস্পদ ভক্ষ্য লইতে ভরসা করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বিবাদী[1] [স] ১ *বি* প্রতিপক্ষ। 'বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* অভিযুক্ত ব্যক্তি। 'মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলে

বাদী বিবাদী অন্য কোন কর্ম্ম করিতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বিণ* অভিযুক্ত। 'বিদ্যাবতী হইতেই নানা প্রকারে বিবাদী হন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩। ৪ *বিণ* কলহ করে এমন। 'আয়রিশ্ ... সৎ, চতুর কিন্তু আশু বিবাদী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বিবাদী[2] [স বিবাদী] *বি* সঙ্গীতে রাগ বা রাগিণীর বর্জ্জনীয় সুর। 'বিবাদী সংবাদী ও অনুবাদী সুরের মধ্যে এবারকার পালায় এইটিই ছিল স্থায়ী সুর।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'বাদী স্বরকে শ্রদ্ধা না করে এবং বিবাদী স্বরকে প্রকট করে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বিবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ঘরছাড়া। 'শ্মশানবিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিবাহ [স] ১ *বি* বিয়ে। 'কাহ্নু ডোম্বি বিবাহে চলিআ।' *চর্যা ১৯*, ১২০০। ২ *বি* প্রেম। 'নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবনডোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিবাহকর্ম, বিবাহকর্ম্ম [স] *বি* বিবাহ অনুষ্ঠান। 'বিবাহকর্ম্মে মঙ্গলার্থ শঙ্খধ্বনি করিতে হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বিবাহকারী [স] *বি* বিবাহ করে যে। 'বিবাহকারী একাধিক স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং সর্বাধিক চাহিদা মেটাইতে সমর্থ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বিবাহ খর্চা [স বিবাহ+আ খরজ] *বি* জমিদারের ছেলে মেয়ের বিয়ে বাবদ প্রদত্ত কর। 'জমিদারের ছেলে মেয়ের বিবাহ উপস্থিত ... বিবাহের খর্চা দিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

বিবাহজোগ্য [স বিবাহযোগ্য] *বিণ* বিয়ের উপযুক্ত; পরিণয়যোগ্য। 'বিবাহজোগ্য কন্যা মোর আছএ নিলএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিবাহপ্রস্তাব [স] *বি* বিয়ের প্রস্তাব। 'একান্ত বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহ-প্রস্তাবের প্রতি অকারণ বিতৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিবাহবণিক [স] *বি* বিয়েকে বাণিজ্য হিসেবে বিবেচনা করে যে। 'নিজপিতা বিবাহবণিকের সহিত অধর্ম্মরুচির পুনঃপ্রবেশ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিবাহবাঁশি [স বিবাহ+স বংশী] *বি* বিবাহ উপলক্ষে বাজানো বাঁশি। 'সর্বত্র বিবাহবাঁশি উঠিতেছে বাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিবাহ-বাণিজ্য [স] *বি* বিবাহ নিয়ে ব্যবসা। 'বিবাহ-বাণিজ্য দ্বারা যে কুলীন হওয়া, ইহাতে কি শাস্ত্র, কি যুক্তি, কি মানসিক স্বভাব, কেহই সম্মতি প্রদান করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

বিবাহবার্ষিকী [স বিবাহবার্ষিক] *বি* বিবাহের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। 'কাল ওদের বিবাহবার্ষিকী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

বিবাহবাসর [স] *বি* বিবাহের অনুষ্ঠান। 'বিবাহবাসরে গড়াগড়ি যায় মাতালমিছিল।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

বিবাহ বিচ্ছেদ [স] *বি* স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সমাপ্তি; তালাক। 'আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ অনিবার্য।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

বিবাহবিদ্বেষী [স] *বিণ* বিয়ের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী। 'তোর মতো বিবাহবিদ্বেষী লোকের আবার পরের বিয়ের এত ভাবনা কেন?' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিবাহবেশ [স] *বি* বিয়ের সাজ। 'তার বর যদি নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিবাহ-ব্যবচ্ছেদ [স] *বি* বিবাহবিচ্ছেদ। 'নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিবাহ-ব্যবচ্ছেদ ঘটাইতে হইলে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বিবাহ ব্যবসা [স] *বি* বিয়েকে বাণিজ্য হিসেবে বিবেচনা। 'আমার বিবাহ ব্যবসা, আর কি ব্যবসা?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিবাহভঙ্গ [স] *বি* বিবাহ বিচ্ছেদ। 'বিবাহভঙ্গ ও পুনর্বিবাহের কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

বিবাহ ভাঙা *ক্রি* হতে যাচ্ছে এমন বিয়ে পণ্ড করা। 'কন্যাকর্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিবাহমন্দির [স] *বি* বিবাহ-বাসর। 'আরবার এলে তুমি ফিরে/ নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহমন্দিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিবাহযোগ্য [স] *বিণ* বিবাহের উপযুক্ত। 'আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে আমার অনেক সম্বন্ধ আসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিবাহযোগ্যতা [স] *বি* বিবাহের উপযুক্ততা। 'সেই পরীক্ষা বিবাহযোগ্যতা প্রসঙ্গে নিরর্থক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিবাহযোগ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* বিয়ের উপযুক্ত। 'কালক্রমে, মধুমালতী বিবাহযোগ্যা হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিবাহরূপ [স] *বিণ* বিবাহ স্বরূপ। 'যেদিন বলিবেন "আমি এই কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি" সেই দিনই সে এই বিবাহরূপ তাহার মহৎ কর্তব্য স্বীকার করিয়া লইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিবাহসন্ধ্যা [স] *বি* বিবাহদিনের সন্ধ্যা। 'বিবাহসন্ধ্যায় আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া জুড়িতে চড়িয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বিবাহসভা [স] *বি* বিয়ের আসর। 'বিবাহসভা সম্পূর্ণরূপেই আনন্দময়ী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিবাহসম্বন্ধ [স] *বি* বিয়ের কথাবার্তা। 'যদি ... বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া গিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগারাগি না করিত ...।' বিবাহসম্বন্ধ পাকাপাকি স্থির হয়ে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিবাহহ্যা [স বিবাহিত] *বিণ* বিবাহিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিবাহা [স বিবাহ>] *ক্রি* বিয়ে করা। **বিবাহিআ** *ক্রি* বিয়ে ক'রে। 'ডোম্বি বিবাহিআ অহারিউ জাম।' *চর্যা ১৯*, ১২০০।

বিবাহাদি [স] *বিণ* বিবাহ ইত্যাদির। 'যাহারা বিবাহাদিসময়ে রাস্তায় সর্ব্বাগ্রে তক্তারামায় আরোহণ করিয়া নৃত্য করে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিবাহান্তে [স] *ক্রিবিণ* বিবাহের পরে। 'মহিলাগণ বিবাহান্তে পিত্রালয়ে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া তৎপরে শ্বশুর সদনে গমন করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিবাহার্থ [স] *বিণ* বিবাহ করতে ইচ্ছুক। 'তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ হইলেও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বিবাহার্থী [স] *বিণ* বিবাহ করতে ইচ্ছুক। 'বিবাহার্থী ব্রাহ্মণকুমারেরাও ... তথায় উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিবাহার্থে [স] *ক্রিবিণ* বিয়ের জন্যে। 'বিবাহার্থে উপস্থিত হইয়া রামরাম চক্রবর্ত্তী যথার্থরূপে বিবাহ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিবাহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিবাহ হয়েছে এমন। 'প্রতিবাসীর এক বিবাহিতা কন্যা দেখাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিবাহেচ্ছু [স] *বিণ* বিবাহ করতে চায় এমন। 'প্রথমা পত্নী গত হওয়াতে দ্বিতীয়বার বিবাহেচ্ছু।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বিবাহোৎসব [স বিবাহ-উৎসব] *বি* বিয়ের অনুষ্ঠান। 'তাহাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহোৎসবে, পূজা-পার্ব্বণে চিরদিনই যোগ দিয়াছে।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

বিবাহোত্তর [স বিবাহ-উত্তর] *বিণ* বিয়ে পরবর্তী। 'বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিবাহোন্মুখ [স বিবাহ-উন্মুখ] *বিণ* বিবাহ-দিনের জন্য উৎসাহভরে প্রতীক্ষারত। 'বিবাহের পূর্বে বিবাহোন্মুখ বধূর মতো।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

বিবাহোপযোগ্যা [স বিবাহ-উপযোগ্যা] *বিণ স্ত্রী* বিবাহের উপযুক্ত। 'তাকে বিবাহোপযোগ্যা মনে করি।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বিবি [ফা বীবী] **১** *বি* পত্নী। 'ছোট বিবি লর পারে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* মুসলমান মহিলার সাধারণ পদবি। 'আশক আছিল এক উপরে বিবির।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* ইউরোপীয় নারী। 'ইহারা ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অঙ্কবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিদ্যার পরীক্ষা তাবৎ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও ইংরাজ ও বিবির সম্মুখে অতি সুন্দররূপে দিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৪** *বি* নারীমূর্তি চিহ্নিত তাসবিশেষ; কুইন। 'মর, ও যে আমার পিট, তুই বিবি দিলি কেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৫** *বি* শৌখিন নারী। 'তুমিই বাপু, ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিবিক্রান্ত [ফা বীবী+স ক্রান্ত] *বিণ* পত্নীর সাহচর্যে ক্লান্ত। 'বিবিক্রান্ত কত আমীর রঈস বুসায়নার পয়জারে হাঁফ ছাড়তে আসে।' *শওকত*, ১৯৬২।

বিবিজাদা [ফা] *বি* বেগমের পুত্র। 'বিবিজাদার মুখ নাহি কর নিরীক্ষণ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বিবিজান [ফা] *বি* পত্নীর প্রতি প্রিয় সম্ভাষণ। 'বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিবিয়ানা [ফা বীবী>] *বিণ* বিলাসী। 'একটি বালিকা কিছু বিবিয়ানা গোছে চলিত।' *প্যারী*, ১৮৬০।

বিবিয়ানা চাল *বি* ইংরেজ নারী বা মেমের মতো বিলাসী সাজের আড়ম্বর। 'স্বামীর শ্রীচরণমাত্র ভরসা মনে করিয়া, বিবিয়ানা চাল খাট করিয়া আনিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বিবিয়ানাবেশ *বি* বিবিসুলভ বেশ। 'স্বামী অভিপ্রায় বুঝিয়া বিবিয়ানাবেশও প্রস্তুত করিয়া দিলেন।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

বিবিলোক [ফা বীবী+স লোক] *বি* ইংরেজ নারী; মেম। 'সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বিবিসাহেব [ফা বীবী+আ সাহিব] *বি* ইংরেজ নারী; মেম। 'ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ উদ্যত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বিবী [ফা বীবী] **১** *বি* ইউরোপীয় নারী। 'এক সাহেব আর এক বিবী ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* স্ত্রী। 'ছোট লোকের ঘরে যার একটু সুন্দরী বিবী তার এক পুষ্যিতেই একশ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **৩** *বি* নারীমূর্তি চিহ্নিত তাসবিশেষ। 'প্রত্যেক হাতেই যে বিবী বড়?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বিবিক্ত [স] *বিণ* নিভৃত; জনহীন। 'এবম্বিধ মনোহারী বিবিক্ত স্থানে কমলাদী ... বাস করিত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

বিবিক্তি [স] **১** *বি* নিঃসঙ্গতা। 'বিবিক্তিতে তাই মুমূর্ষার প্রতিকার নাই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বি* পৃথক্করণ। 'বিয়োগান্ত ত্রিভুবন বিবিক্তির বোমারু বিলাসে; জঙ্গমের সহবাসে বৈকল্যের দুঃস্থ সন্নিপাত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১। **৩** *বিণ* পৃথক। 'জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

বিবিক্ষু [স] *বিণ* প্রবেশে ইচ্ছুক। 'দলনী পতঙ্গ, বহির্মুখ বিবিক্ষু।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিবিধ [স] **১** *বিণ* নানা প্রকার। 'কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* নানা প্রজাতির। 'সার্দ্দপাল বিবিধ বানরা।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিবিধপ্রকার [স] *বিণ* নানা ধরনের। 'কাগজ কলম ও বিবিধপ্রকার পুস্তক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

বিবিধবিধ [স] *বিণ* নানা প্রকার। 'করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিবিধসূত্র [স] *বি* বিভিন্ন উৎস। 'বিবিধসূত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিবিধাকার [স] *বি* বিভিন্ন প্রকার। 'সযত্নে বিবিধাকারে/ একটি একটি করি গনি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিবিধাবিত্ত [স] *বি* নানাবিধ সম্পদ। 'ক্রমাগত বিবিধাবিত্ত বিশিষ্ট বিদ্যাযুত শ্রীযুত বাবু ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিবিহ [স বিবিধ] *বিণ* বিবিধ। 'বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ।' *চর্যা ৯*, ১২০০।

বিবী *দ্র* **বিবি**

বিবুধ [স] *বি* দেবতা। 'বলবান অসুর বিবুধে করে বাধা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিবুধের রাজা *বি* দেবতাদের রাজা। 'বিধোপচারে পূজে বিবুধের রাজা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিবুধি [বিবুদ্ধি] *বি* দুর্বুদ্ধি; কুবুদ্ধি। 'ছাড়হ বিবুধি কাহাঞিঁ সুণ মোর বোল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিবৃত [স] *বিণ* বর্ণিত। 'বণিক্ ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও বিবৃত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিবৃতজঘনা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রায় উলঙ্গ। 'বিবৃতজঘনা এই কন্যাদের কাছে সে-প্রেম যাবে না পাওয়া।' *নীরেন*, ১৯৫৫।

বিবৃতি [স] *বি* বক্তব্য। 'ভাবের ভাষা, সৌন্দর্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা নহে, যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সব বিষয়ের এবং সর্বসাধারণের ভাষা তাঁহার আবশ্যক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিবৃতিপত্র [স] *বি* বক্তব্য প্রকাশ করে এমন পত্র। 'বিবৃতিপত্রে এঁরা যা বলেছেন ...।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বিবৃতিমূলক [স] *বিণ* বর্ণনাত্মক। 'এ ধরনের সৃষ্টি সাধারণত হয় গীতাত্মক বা বিবৃতিমূলক।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বিবৃত্তি [স] *বি* চক্রাকারে ঘূর্ণন। 'প্রত্যাগত প্রত্ন বিপর্যাসে পরিপূর্ণ বিবৃত্তির অন্তিম মণ্ডল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিবেক [স] **১** *বি* বিচার। 'বোলি পঠওলহিঁ জত অতিরেক। উচিতহু ন রহল তহিক বিবেক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* বাসনা। 'হৃদয়ে জন্মিল তার মদন বিবেক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিবেচনার শক্তি বা বোধ। 'হিতাহিত বিষয়িকা যে বুদ্ধি তাহার নাম বিবেক।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। **৪** *বি* বিবেচনা। 'থাক আত্মদাহ, থাক বিচার-বিবেক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বিবেকওয়ালা [স বিবেক+হি ওয়ালা] *বি* বিবেকবান। 'আরে আমার বিবেকওয়ালা।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

বিবেকপীড়া [স] *বি* বিবেকের দংশন। 'হঠাৎ কোনো বিবেকপীড়ায় রুক্ষ হয়ে যেয়ো না।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

বিবেকযাতনা [স বিবেকযন্ত্রণা] *বি* বিবেকের যন্ত্রণা। 'এই এক নতুন বিবেকযাতনা দিনরাত তাকে কষে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

বিবেকশক্তি [স] *বি* বিবেকের প্রেরণায় পাওয়া শক্তি। 'নিজ বিবেকশক্তির দ্বারা পৃথিবীর উপকার করিতে পারেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বিবেকশূন্য [স] *বিণ* জ্ঞানশূন্য। 'রামচন্দ্রও হিতাহিত-বিবেকশূন্য হইয়া সেই গানে ও নৃত্যে যোগ দিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বিবেকশূন্যতা [স] *বি* ন্যায়-অন্যায়ের বোধ না-থাকা; বিবেকহীনতা। 'তিনি ... ধর্ম্মজ্ঞানহীনতা ও বিবেকশূন্যতার পরিচয় দিয়াছেন।' *মোসলেম*, ১৯২৫।

বিবেকসম্পন্ন [স] *বিণ* বিবেকবান। 'কেমন করে বন্য হিংস্র জন্তুর কোলে বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ জন্ম নিল ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

বিবেকসম্মত [স] *বিণ* যৌক্তিক। 'এই রকম নষ্ট হতে দেওয়া কি বিবেকসম্মত?' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিবেকিতা [স] *বি* সচেতনতা। 'ফরাসি-জার্মান-ডাচ বিবেকিতা থেকেই রেনেসাঁসের উদ্ভব।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিবেকিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন। 'বনবাসী হলো যেয়ে হয়ে বিবেকিনী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বিবেকী [স] ১ *বিণ* বিবেকবোধসম্পন্ন। 'কোন বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭। ২ *বিণ* সুবিবেচনা-প্রসূত। 'ক্ষমা, অহিংসা, মনীষা, বিবেকী দ্বিধা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

বিবেকীজন [স] *বি* বিবেকবান ব্যক্তি। 'তিনি ... যুক্তি-ও-মুক্তি বিরোধী প্রতিন্যাস ও ভাবাদর্শের প্রবল ঐতিহ্যের প্রতি বিবেকীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিবেচক [স] *বিণ* বিবেকবান। 'সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিবেচন [স] *বি* বিবেচনা। 'সহজবস্তু করি বিবেচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিবেচনা [স] ১ *বি* চিন্তা। 'বিবেচনা কর কি তরুতলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'তৎক্ষণাৎ বৈকশিয়ালী বিবেচনা করিতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* গণ্য করা। *মিলার*, ১৭৯৭। ৩ *বি* সিদ্ধান্ত। 'বিবেচনা এই হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* বিচার-বিশ্লেষণ। 'স্ত্রীপুত্রাদিবিষয়ে দোষ বিবেচনা করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৫ *বি* ব্যবস্থা। 'তাঁহার তুষ্টির বিবেচনা কারণ।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৬ *বি* বুদ্ধি দ্বারা বিচার। 'প্রয়োজন রক্ষা করিয়া বিবেচনা না করিলে ভ্রম-রহিত হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিবেচনা করা *ক্রি* চিন্তা করা; ভেবে দেখা। 'রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া মনে বিবেচনা করিলেন বুঝি এ স্ত্রী ভ্রষ্টা হবে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'পূর্ব্বে একবার বিবেচনা করা উচিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বিবেচনাধীন [স বিবেচনা-অধীন] ১ *বিণ* বিবেচনার অধীন। 'জাতিসংঘের দরবারে বিবেচনাধীন।' *আজাদ*, ১৯৫৭। ২ *বিণ* পরীক্ষাধীন। 'এবং কয়েকটি পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

বিবেচনাপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* বিচারসহকারে। 'অত্যন্ত বিবেচনাপূর্বক অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া অতি সতর্কভাবে কাজ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিবেচনাশক্তি [স] *বি* বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা। 'মতের চেয়ে বিবেচনাশক্তি বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিবেচনাশীলতা [স] *বি* বিবেচনাবোধ। 'অপরের প্রতি বিবেচনাশীলতা ইংরেজের এমনি মজ্জাগত ...।' *হাই*, ১৯৫৮।

বিবেচনাশূন্য [স] *বিণ* ন্যায়-অন্যায় বোধহীন। 'প্রবল লোকেরা স্বার্থপর ও বিবেচনাশূন্য।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

বিবেচনাসংগত [স] *বিণ* বিবেচনাপ্রসূত। 'আপন-মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিবেচনাসিদ্ধ [স] *বিণ* বিবেচনার যোগ্য; গ্রহণযোগ্য। 'ঐ অঞ্চলে বিবেচনাসিদ্ধ এমত এক পাঠশালা স্থাপনের ... আবশ্যক আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বিবেচনীয় [স] *বিণ* বিবেচনা করা হয়েছে এমন। 'তৎসভাতে বিবেচনীয় প্রথম প্রকরণ এই।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

বিবেচিত [স] *বিণ* বিবেচনা করা হয়েছে এমন। 'পুনঃপুন বিবেচিত হইলে তাহা সুদৃঢ় হয় এবং ভাষাতে ছাপাইলে ইতর লোকেরাও জানিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বিবেচ্য [স] *বিণ* বিবেচনার যোগ্য। 'আমরা দুই এক বিবেচ্য কথা প্রকাশ করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিবেশবিশিষ্ট [স] *বিণ* বিবসন; নগ্ন। 'বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্ত্তির বাঁধানো এন্‌গ্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিব্রত [স] ১ *বিণ* ব্যতিব্যস্ত। 'কবি লোকেরা সকলে বিব্রত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* দিশাহারা। 'দস্যু ভয়তে প্রজালোক বিব্রত।' *রামরাম*, ১৮০২। ৩ *বিণ* সঙ্কুচিত। 'কাঁপিছে গোলাপ হয়ে এসে, মরমের শরমে বিব্রত!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৪ *বিণ* অপ্রস্তুত। 'আঘাত করিয়া, সন্দেহ করিয়া বিব্রত করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিব্রতচারী [স] *বিণ* ব্রত আচরণ অমান্যকারী। 'ব্রতচারী-বিব্রতচারী ইত্যাদি সকলেরই যখন সমিতি আছে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

বিব্রতা [স] *বিণ স্ত্রী* দিশেহারা। 'অভাবনীয় ভাবনায় বিব্রতা কাদম্বিনী।' *মানিক*, ১৯৩৮।

বিভক্ত [স] ১ *বিণ* ভাগ করা হয়েছে এমন। 'বিভক্ত কদাচ হইবা না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* খণ্ডিত। 'তিনশত অংশেতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

বিভক্তা [স বিভক্ত>] *ক্রি* ভাগ করা। 'মাএ বোলে বিভক্তিয়া খাও পঞ্চজনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিভক্তি [স] *বি* বিশেষ্যের কারক এবং ক্রিয়ার কালবোধক অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি। 'বাঙ্গলায় সকল বিভক্তি ও সকল বচনেই সেইরূপ লিখিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

বিভক্তিচ্যুত [স] *বিণ* বিভক্তিহীন। 'সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দোমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিভক্তিবিপর্যয় [স] *বি* বিভক্তির বিশৃঙ্খল ব্যবহার। 'নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তিবিপর্যয় ইত্যাদি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

বিভক্তিলোপ [স] *বি* বিভক্তি লুপ্ত হওয়া। 'আধুনিক বাংলায় কর্মকারকে বিভক্তিলোপের দৃষ্টান্ত আছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

বিভক্তি-শূন্য [স] *বিণ* বিভক্তিহীন। 'যবদ্বীপের ভাষায় বিভক্তি-শূন্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া কবি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিভঙ্গ [স] *বি* ভঙ্গি। 'পহিলহি আদর নয়ন বিভঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিভব [স] ১ *বি* মহত্ত্ব। 'কর্ম্মের বিভব বলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ক্ষমতা। 'তথাপিহ বিভব দেখিতে কিছু চাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* ধন-সম্পত্তি। 'যে ব্যক্তির পাঁচ সহস্র টাকার বিভব থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৪ *বি* প্রতিপত্তি। 'বিষয় বিভবের প্রাধান্য জন্য রায় এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

বিভবশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ঐশ্বর্যশালী। 'বিভবশালিনী ধনী চম্পকবরণী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বিভবলুব্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* ধনলোভী। 'সে নয় বিভবলুব্ধা সামান্য কামিনী।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

বিভবাধিকারী [স] *বিণ* সম্পত্তির অধিকারী। 'বাবুকে বিভবাধিকারী করিয়া এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বিভরসা [হি ভরোসা>] *বি* আস্থাহীনতা; নৈরাশ্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বিভল [স বিহ্বল] ১ *বিণ* মুগ্ধ। 'মুদিত নয়ান, পরান বিভল, স্তব্ধ হইয়া শুনিবি কেবল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* আত্মহারা। 'সুখে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

বিভা[১] [স বিবাহ] *বি* বিয়ে। 'জেমতে কইল বিভা শ্রীমধুসোদনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিভাও [স বিবাহ] *বি* বিবাহ। 'যাহারা বিভাও করে তাহারা বিভাওর আগে কী করিবে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিভারাতি [স বিবাহরাত্রি] *বি* বিয়ের রাত। 'বিভারাতি অমঙ্গল ছাড় লোচনের জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিভান্ত [স বিবাহ>] *বি* বিবাহ সংক্রান্ত আচার। 'রোমানাপন্থি বিভান্তর মধ্যে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিভাহ [স বিবাহ] *বি* বিবাহ। 'এই শুদ্ধ-গণন অবধান হয়্যা মৌন এই যাত্রা বিভাহ-কারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিভ্যা [স বিবাহ] *বি* বিয়ে। 'বিভ্যা কর‍্যা নয় দিন নাহী লয় থরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিভা[২] [স] *বিণ* প্রভা। 'নাতিনের বেটীর বিভা মোর মনহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিভাত [স] *বিণ* আলোকিত; উদ্ভাসিত। 'মধু সমীরণ, বিভাত রবি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

বিভাবরী [স] *বি* রাত। 'ক্রমে সেবে দিবা বিভাবরী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিভাবসু [স] *বি* সূর্য। 'যাঁর সেবা করি তিমিরারি বিভাবসু।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিভারাশি [স] *বি* কিরণরাশি। 'আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু তব বিভারাশি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বিভারিক্ত [স] *বিণ* আলোহীন। 'শুধু বিভারিক্ত ধূ-ধূ পথপ্রান্তে আছি পড়ে, পরিত্যক্ত একা।' *শামসুর*, ১৯৭২।

বিভাগ [স] ১ *বি* খণ্ড। 'কল্প, মন্বন্তর যুগাদিরূপ কালবিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* শ্রেণী। 'তাহার বিভাগ মত মধ্যম কনিষ্ঠও পান।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* বণ্টন। 'কিয়দংশ কন্যাকে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০। ৪ *বি* সরকারের অধীনস্থ সংস্থা। 'ভূমি বিভাগ করিলে সে অসুবিধা দূরীকৃত হইতে পারে বটে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৫ *বি* ভাগ। 'তাহার এইরূপ কর্তব্য বিভাগ ছিল – ১ম প্রজাসাধারণের কৃষিকার্য ও জলের সুবিধা; ২য় ডাকাখানার বন্দোবস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বি* অঞ্চল। 'বাংলার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বিভাগ-অনুসারে চার রকমের গ্রাম্য উপভাষা চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিভাগজ্ঞান [স] *বি* পার্থক্য করার জ্ঞান। 'স্বরগ্রামের শ্রুতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিভাগজ্ঞান নিয়ে রসভোগ তো বর্ধিত হয় না।' *অবন*, ১৯২৫।

বিভাগবণ্টন [স] *বি* ভাগবাঁটোয়ারা। 'চাকুরীর বিভাগবণ্টন নিয়ে কাড়াকাড়ি-ছেঁড়াছিঁড়ি হয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

বিভাগব্যবস্থা [স] *বি* শ্রেণীভেদ। 'কোনো বিভাগব্যবস্থার প্রয়োজনই ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিভাগীয় [স] ১ *বিণ* বিভাগ সংশ্লিষ্ট। 'যুদ্ধবিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণ সংগ্রামপরিচালনকার্য্যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* প্রশাসনিক বিভাগ-সংক্রান্ত। 'বিভাগীয় কমিশনারের উহাতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'পরে বিভাগীয় শাসনের কথা বলা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬। ৩ *বিণ* বিভাগের। 'যখন আমার বয়স তেরো তখন এজুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শৃঙ্খল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বিভাগোত্তর [স বিভাগ-উত্তর] *বিণ* বিভাগ-পরবর্তী। 'বিভাগোত্তরকালে পাকিস্তানে হিন্দুস্তানে দ্বিজাতিত্ত্ব অর্থহীন।' *আজাদ*, ১৯৫৮।

বিভাজ্য [স] *বিণ* ভাগযোগ্য। 'এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বিভাব [স] *বি* উদ্দীপনা। 'ভাবের বিভাব হয় একরতি ওমনি সে রূপ যায় সরে।' *লালন*, ১৮৯০।

বিভাবিত [স] *বিণ* অনুভূত। 'একই দৃশ্য নানা ভাবনায় বিভাবিত হয়ে উঠছে।' *অবন*, ১৯২৫।

বিভাষ [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'বিভাষরাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিভাষকহু *বি* রাগবিশেষ। 'বিভাষকহূরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিভাষা [স] *বি* আঞ্চলিক ভাষা। 'একদল কলিকাতার বিভাষাকে সামান্য একটু মাজিয়া ঘষিয়া চালাইতে চান।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বিভাস[১] [স বিভাষ] *বি* ভৈরব বা পূরবী ঠাটের পাঁচ স্বরবিশিষ্ট রাগবিশেষ। 'বিভাস রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিভাসরাগিণী [স] *বি* রাগিণীর নাম। 'ভোরের আকাশ ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিবে বিভাসরাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বিভাস[২] [স] *বি* আলোক। 'এবে প্রভার বিভাসে চমকি ঢাকিলা আঁখি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিভাসিত [স] ১ *বিণ* আলোকিত। 'জ্বালা-উজ্জ্বল, ভাল বিভাসিত।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* প্রকাশিত। 'একটী পতঙ্গের ক্ষুদ্র পালকে তাঁহার অনন্ত শিল্পকার্য্য বিভাসিত হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিভিন্ন [স] *বিণ* আলাদা। 'চারি অংশের রচনা পরস্পর বিভিন্ন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বিভিন্নতা [স] ১ *বি* পার্থক্য নির্দেশ করে যা। 'দেবনাগরের মধ্যে দুই ব লিখনের বিভিন্নতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বি* বৈচিত্র্য। 'বর্ণবিভিন্নতা কেবল ভিন্ন ভিন্ন বৃত্ত্যবলম্বীদিগের পরিচয় চিহ্নস্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিভিন্নপন্থী [স বিভিন্ন+পন্থী] *বিণ* বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনকারী। 'এই

সকল বিভিন্নপন্থী লেখকের আবির্ভাব এক ইংলণ্ড ব্যতীত ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

বিভিন্নমতাবলম্বী [স] *বিণ* নানা মত অবলম্বনকারী। 'সমুদায় লোক বিভিন্নমতাবলম্বীদিগের সমগ্র উপদেশের ক্ষীরগ্রাহী হইয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বিভিন্নমুখিন [স] *বিণ* আলাদা রকমের। 'হিন্দু ও মুসলমানী জাতীয় সাহিত্য সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখিন।' *এসলাম*, ১৯১৬।

বিভিন্নমুখী [স] *বিণ* ভিন্নধারার। 'দুই বিভিন্নমুখী ধর্ম ও সমাজ।' *হাই*, ১৯৫৪।

বিভীষণ [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাবণের ছোটো ভাই। 'শুনি আনন্দিত বিভীষণ কুতূহলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অত্যন্ত কঠিন। 'ভয়ানক বিভীষণ সব প্রদ্দৈত্য।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **৩** *বি* অতি ভয়ঙ্কর শত্রু। 'রুশ বাহিনী বন্যাবেগে কবলিত করে ... বিভীষণদের উচ্ছেদে ওঠে জেগে স্বাধীন প্যারিস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

বিভীষিকা [স] **১** *বি* ভয়ঙ্কর দৃশ্য। 'এ কি বিভীষিকা! উঃ! দাঁড়াতে পাচ্চি না!' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বি* ভীতি। 'নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনেক বিভীষিকা প্রচার করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* ভয় প্রদর্শন। 'আমার এই বিভীষিকায় কেউ ডরাবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বি* ভীতিকর অবস্থা। 'পূর্বে এরূপ ছিন্ন হওয়া একটা বিভীষিকা বলিয়া গণ্য হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিভীষিকাপূর্ণ [স] *বিণ* ভীতিকর। 'অসভ্য অবস্থায় দুর্দান্ত হৃদয় দমনে রাখিবার জন্যই কুম্ভীপাক প্রভৃতি বিভীষিকাপূর্ণ নরক স্বভাবতই কল্পিত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

বিভীষিকাময় [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'চতুর্দ্দিক ভারী বিভীষিকাময় মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিভীষিকাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* আতঙ্কজনক। 'দিবাবসান হইয়া বিভীষিকাময়ী রজনী আগতা হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিভীষিকা-রজনী [স] *বি* বিশেষ আতঙ্কের রাত। 'বিকারের বিভীষিকা-রজনীর পরে করধৃতশুকতারা শুভ্র উষা-সম কে তুমি উদিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিভু [স] **১** *বিণ* ব্যাপক। 'রাধা-প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রভু। 'হে বিভু করুণাময় বিনয় আমার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'বিভুর চরণে তব মতি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বিভুগান [স] *বি* প্রভুর গুণকীর্তন। 'অহরহ কর বিভুগান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিভুত্ব [স] *বি* প্রভুত্ব। 'স্ত্রীপুত্র ও বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী স্থির পূর্ব্বক বিভুত্ব মানিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বিভো [স বিভু, সম্বোধনে বিভো] *বি* প্রভু। 'হে বিভো জগদ্‌যোনি, অযোনি আপনি, জগদন্ত নিরন্তক।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিভুঁই *বি* পরদেশ; ভিন্নদেশ। 'বিদেশ বিভুঁয়ে একা একা থাকি।' *জসীম*, ১৯২৭।

বিভুল [স বিহ্বল] *বিণ* বিভোল। 'আকাশেই দৃষ্টি মেলে হয়ে থাকে নিমেষ বিভুল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

বিভূষণ [স বিভূষণ] *বিণ* অলঙ্কারহীন। 'কণ্ঠমালা বিভূষণ হৈল রণস্থলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিভূতি [স] **১** *বি* ঈশ্বরের মহিমা। 'সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার আবেশ বিভূতি লেখি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ছাই। 'অঙ্গের বিভূতি হইল সুগন্ধি চন্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিভূতি-বরন [স বিভূতি-বর্ণ] *বিণ* ছাইরঙা। 'তোমাদের বিভূতি-বরন অঙ্গ ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিভূতিভূষণ [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'বিভূতিভূষণ বিনে অন্য নাহি জানে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিভূতিসংযুক্ত [স] *বিণ* ভস্মযুক্ত। 'পাশুপত নামক বিভূতিসংযুক্ত শৈবসম্প্রদায়ী লোক দেখিতে পান।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিভূষণ [স] *বি* আভরণ; অলংকার। 'দিল বস্ত্র বিভূষণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিভূষণা [স] *বিণ স্ত্রী* পরিহিতা। 'দ্বীপিচর্ম পরিধান শুষ্ক মাংসে বিভূষণা বিস্তারবদনা ভয়ঙ্করা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিভূষিত [স] **১** *বিণ* সজ্জিত। 'নানা চিত্রে পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বিশেষরূপে শোভিত। 'রত্ন অলঙ্কার বিভূষিত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিভূষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিশেষরূপে শোভিত। 'কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বিভূষা [স বিভূষণ>] *ক্রি* অলঙ্কৃত করা। 'বিভূষিআ ভূষণ চন্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিভেদ [স] **১** *বি* বিভাগ। 'বল্লাল সেন প্রত্যেক বংশের প্রধান পুরুষের গুণ ও কীর্ত্যনানুসারে তত্তদ্বংশ গত নানা বিভেদ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* বিদ্ধ। 'শরীর বিভেদ করে বর্শাফলার মতো।' *জীবন*, ১৯৪০।

বিভেদতত্ত্ব [স] *বি* ভেদজ্ঞান। 'এ পর্যন্ত আমরা ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের বিভেদতত্ত্বই শুধু আলোচনা করেছি।' *শিব*, ১৯৫০।

বিভেদবুদ্ধি [স] *বি* বৈষম্যের কূটচিন্তা। 'ইংরেজ শাসকরা নানাভাবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদবুদ্ধিকে উস্কে দিতে থাকে।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিভেদা [স বিভেদ>] *ক্রি* ভেদ করা। 'ফসল যত উঠেছে ফলি বক্ষ বিভেদিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিভেষিত [স বিভাসিত] *বিণ* বিভাসিত। 'আঙ্গিনা সমাজে চন্দন চৌক পুরে কুসুম চন্দন বিভেষিত কলেবরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিভো *দ্র* **বিভু**

বিভোর [স] *বিণ* আত্মহারা। 'জনম জনম হরগৌরি অরাধলোঁ সিব ভেল সকতি বিভোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিভোর হওয়া *ক্রি* অভিভূত হওয়া। 'মাঝে বসে তুই বিভোর হইয়া আকুল পরানে নয়ান মুদিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বিভোরা [স বিভোর] **১** *বিণ স্ত্রী* আত্মহারা। 'দেখ কোন প্রেমে সেই ব্রজহরি/ বিভোরা কিশোর-কিশোরী।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ স্ত্রী* আচ্ছন্ন। 'যামিনী বিভোরা নিদ্রা-ঘন-ঘোরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিভোল [স বিহ্বল] **১** *বিণ* বিহ্বল। 'মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভোল।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* বিভোর। 'ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে লয়ে বিহার বিভোলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৩** *বিণ* মোহগ্রস্ত করে এমন। 'এল বিভোল হাওয়া মোর প্রাণের পরে!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বিভোলা *বিণ স্ত্রী* বিভোর। 'অভিসারে বিভোলা আপনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিভ্যা *দ্র* **বিভা**

বিভ্রম [স] ১ *বি* যৌনভাবোদ্দীপক আচরণ। 'বিলাস বিভ্রম ইঙ্গিতাদিতে চতুরা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* বিভ্রান্তি। 'পাণ্ডুবর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখে আরও কেমন বিভ্রম জন্মিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বিভ্রমণ [স] *বি* উড়ন। 'আমার প্রচণ্ড আকুলতা – জিজ্ঞীবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

বিভ্রাট [স] ১ *বি* ঝামেলা। 'আপনকার ওখানে কোন বিভ্রাট হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বি* ক্ষয়ক্ষতি। 'কচ্ছ দেশে ভূমিকম্প দ্বারা সকল দেশ হইতে অধিক বিভ্রাট হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ *বি* সংকট। 'বিভ্রাট ঘটিবেক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বিভ্রান্ত [স] *বিণ* ভুল পথে পরিচালিত। 'মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বিভ্রান্তমস্তিষ্ক [স] *বি* অপ্রকৃতিস্থ বুদ্ধি। 'অভিযোগটি বিভ্রান্তমস্তিষ্কের প্রলাপ বলে মনে হবে না কি?' *ওয়ালী*, ১৯৬৪

বিভ্রান্তি [স] ১ *বি* ভ্রম; ভুল। 'তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপন যাপন করিবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ২ *বি* হতবুদ্ধিতা। 'ইতিমধ্যে বিভ্রান্তির ছাপ দেখা দিয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিভ্রান্তিকর [স] *বিণ* বিভ্রান্তি ঘটায় এমন। 'মুসলমান সংস্কৃতির আলোচনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং বিভ্রান্তিকর।' *উমর*, ১৯৬৮।

বিভ্রান্তিমূলক [স] *বিণ* বিভ্রমযুক্ত। 'এ ধারণা যে বিভ্রান্তিমূলক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।' *উমর*, ১৯৬৬।

বিম [ই] *বি* লোহা বা কাঠ নির্মিত কড়ি; কড়িকাঠ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কাঠের বিমে একটা ডে-লাইট ঝুলছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

বিমজ্জিম, বিমরজীম [ফা বি+আ মজমুন] *ক্রিবিণ* অনুসারে; অনুযায়ী। 'সনন্দ বিমজ্জিম বসতবাষ করিয়া ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ফরমাইসের কিস্তিবন্দি বিমরজীম নাগাএদ যুন মাহা ২৯৪৪ থান কাপড় তলব।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

বিমণ্ডিত [স] *বিণ* বিভূষিত। 'নিজ দলে বিমণ্ডিত অস্ত্র আভরণে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

বিমতি [স] ১ *বি* কুমতি। 'বিমতি ছাড়হ চন্দ্রাবলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দুর্গতি। 'কপালে বিমতি হলে দূর্বা বনে বাঘ মারে।' *লালন*, ১৮৯০।

বিমতী [স বিমতি] ১ *বি* অসম্মতি। 'ছাড়হ বিমতী রাধা দেহ আলিঙ্গন।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'খণ্ডুক রাধার বিমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অসৎ অভিপ্রায়। 'বিমতী তেজিআঁ কাহ্নাঞিঁ গেল নিজ ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিমথা [স] *ক্রি* মন্থন করা। 'যৌবনের স্মৃতি বিমথিয়া।' *জীবন*, ১৯২৭।

বিমন [পা] ১ *বিণ* অন্যমনস্ক। 'তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০। ২ *বিণ* বিষণ্ণ। 'তভোঁ কেহ্নে রাধিকা বিমন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিমনস্ক [স] *বিণ* অন্যমনস্ক। 'আপনাতে নাহি বুঝিয়া বিমনস্ক হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বিমনা [স] ১ *বিণ* বিষণ্ণ। 'বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ-ঘর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অন্যমনা; অন্যমনস্ক। 'মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।' *শরৎ*, ১৯৩১।

বিমরখ [স বিমর্ষ] *বিণ* বিমর্ষ। 'অমরখে বিমরখ ন করিঅ দূর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিমরিষ *বি* বিবেচনা। 'হাসিয়া ব্রাহ্মণ সবে করে বিমরিষ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিমরিবা *ক্রি* বিচার করা। **বিমরিষে** *ক্রি* বিচার করে। 'নাতিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিমর্দন, বিমর্দ্দন [স] ১ *বি* বিনাশ। 'তাহারদের প্রতিপালন অনুগত তোষণ বৈরি বিমর্দ্দন করনেতে সর্ব্বত্রে তাহার সুখ্যাতি।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* টেপা; মর্দন। 'বেশ্যাকুচ বিমর্দ্দন, যতনেতে আলিঙ্গন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিমর্দিত [স] *বিণ* মথিত। 'করতলে বিমর্দিত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

বিমর্ষ [স] ১ *বি* বিষণ্ণতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'অস্মাদাদির হর্ষ বিপ্রকর্ষ হইয়া বিমর্ষ সন্নিকর্ষ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* সংস্কৃত নাটকের অঙ্গবিশেষ। 'মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি প্রভৃতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বিমর্শ [স বিমর্ষ] *বিণ* বিষণ্ণ। 'বিমর্শ হইয়া হুজুর এত্তলা কারণ ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিমর্শন [স বিমর্ষণ] *বি* পরামর্শ। 'বিমর্শন করে তিন পুত্রের সহিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিমর্ষণা [স বিমর্ষণ] *বি* বিবেচনা। 'আপনার মনে মনে বিমর্ষণা করে।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিমর্ষতা [স] *বি* বিষণ্ণতা। 'তাহার বিমর্ষতা জ্ঞাপন করিল।' *জগদীশ*, ১৯১৯।

বিমর্ষা, বিমর্সা [স বিমর্ষণ] *ক্রি* বিষণ্ণ হওয়া; চিন্তা করা। **বিমর্ষি** *ক্রি* বিষণ্ণ হয়ে। 'বিমর্ষি চাহিলুঁ পাছে মুঞি অল্পবুদ্ধি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বিমর্ষিবা** *ক্রি* বিবেচনা করবে। 'তুহ্মি সব সৈন্য মিলি বিমর্ষিবা তবে।' *সুলতান*, ১৭০০। **বিমর্ষিয়া** *ক্রি* বিমর্ষ হয়ে। 'আপনার মনে মনে চাহি বিমর্ষিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **বিমর্ষিলা** *ক্রি* বিমর্ষ হলো। 'নিশিতে দোহানের মনে মনে বিমর্ষিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **বিমর্সিয়া** *ক্রি* বিষণ্ণ হয়ে। 'বিমর্সিয়া মনে মনে কহিলেন্ত পুনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিমল [স] ১ *বিণ* নিষ্পাপ। 'কনককমলরুচি বিমল বদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* স্বচ্ছ। 'বিমল মুকুতা সোভে নাসাএ নাকচোনা।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* পবিত্র জ্যোতি। 'ঘুচাইল বিমল হইতে আপনার।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বিণ* অকলঙ্কিত। 'বোঁটা সরু মোটা মুখ বিমল বরণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৫ *বিণ* নির্মল। 'বিমল আনন্দে জাগো রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বিমলতর [স] *বিণ* অতিশয় নিষ্পাপ। 'বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

বিমলতা [স] *বি* পবিত্রতা। 'ক্লিফটনের ক্ষুদ্র উদ্যানে রয়েছে নৈসর্গিক বিমলতার ছাপ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বিমলবিভা [স] *বি* স্বচ্ছ আলোক। 'পড়ুক বিমলবিভা পূর্ণ রূপরাশি স্বর্গমুখী কমলনয়ানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিমলা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্মলা। 'শ্যামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা আইলা রাইয়ের পাশে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিমলানন্দ [স] *বি* নির্মল সুখ। 'বন্ধুপঞ্চে একত্রিত হয়ে বিমলানন্দ অনুভব কল্যেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

বিমলালোক [স] *বি* পবিত্র আলো। 'মহাকোরানের বিমলালোকে

আজ ভূমণ্ডল আলোকময়।' *সুধাকর*, ১৮৯৩।

বিমলিন [স] *বিণ* ম্লান। 'রাজার মুখচন্দ্র বিমলিন হইল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বিমলোল্লাস [স] *বি* নির্মল আনন্দ। 'মেনু সম্বন্ধে তাঁদের সুগভীর জ্ঞান দেখাবার মোকা পেয়ে তাঁরা বিমলোল্লাস অনুভব করেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বিমহিত [স বিমোহিত] *বিণ* বিমোহিত। 'কামে বিমহিত হৈয়া ভিম অনুসারী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিমা [ফা বিমাহ্] *বি* চাঁদার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা। 'বিমার যে ধারা বিলায়েতে জারি আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

বিমাওয়ালা [ফা বিমাহ্+ওয়ালা] *বি* বিমা বা ইনশিউরেন্স দেয় যে। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

বিমাতা [স] *বি* সৎমা। 'জিজ্ঞাসা করহ পুত্র বিমাতার ঠাঞি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিমাতা-শাসিত *বিণ* বিমাতার শাসনে চলে এমন। 'বিমাতা-শাসিত গৃহের উপেক্ষিত উমেশ কাশীতে তাহার মাতামহীর কাছে পালাইয়া যাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

বিমাতাসুলভ [স] *বিণ* সৎ মায়ের ন্যায়; হিংসাত্মক। 'ছাত্রদের প্রতি কর্তৃপক্ষ বরাবরই বিমাতাসুলভ আচরণ করিয়া আসিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

বিমাতৃ [স] *বি* বিমাতা। **বিমাতৃভাষা** [স] *বি* মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা। 'ঐ বিমাতৃভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিই তাহার পরিচয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিমান [স] ১ *বি* আকাশপথে চালিত রথ। 'চড়িয়া বিমানে আইলা ভুবন সদনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আকাশ। 'স্বর্ণময়ে মাখা ভারতবিমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ৩ *বি* উড়োজাহাজ। 'একালের বিমান যারা বানিয়েছে তারা আর-এক জাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিমান-আক্রমণ [স] *বি* বিমান থেকে ভূমিতে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর উপর হামলা। 'যদি কলিকাতার উপর কোনদিন বিমান-আক্রমণ শুরু হয় ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

বিমানঘাঁটি *বি* বিমানবন্দর। 'রুশ পাইলটরা নির্ভয়ে ... বিমানঘাঁটিতে যাওয়া-আসা করছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বিমানপথ [স] *বি* বিমান চলাচলের পথ। 'বিমানপথে ঢাকা-করাচী সফর।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

বিমানপোত [স] *বি* উড়োজাহাজ। 'নূতন নূতন সেনাদল ও বিমানপোত প্রেরণ করিয়া ... বিদ্রোহ দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।' *সওগাত*, ১৯৩৬।

বিমানবন্দর [স বিমান+ফা বন্দর] *বি* বিমানঘাঁটি। 'এখানকার বিমানবন্দরে রাডারের ব্যবস্থা আছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বিমানবহর *বি* কতোগুলো বিমানের সমষ্টি। 'স্বাধীন বাংলাদেশের আকাশে ভারতীয় বিমানবহর আজ স্বাধীনভাবে উড়ছে।' *আনন্দবাজার*, ১৯৭১।

বিমানবালা [স] *বি* বিমানের যাত্রীদের সকল সুবিধা-অসুবিধা লক্ষ্য রাখে যে; এয়ার হস্টেস। 'পিআই এর বিমানবালাদের জন্যে একটি হোস্টেল উদ্বোধন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৮।

বিমানবাহিনী *বি* বিমানে যুদ্ধ করে যে বাহিনী। 'পাক বিমানবাহিনীর আক্রমণে ...।' *আনন্দবাজার*, ১৯৭১।

বিমানবিধ্বংসী [স] *বিণ* মাটি থেকে বিমান ধ্বংস করতে পারে এমন। 'ডেকের উপর আকাশের দিকে তাক করে বিমানবিধ্বংসী কামান।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বিমানবিহারী [স] *বিণ* আকাশে বিচরণশীল। 'কোটি কোটি বিমানবিহারী নক্ষত্রাদি থাকিতে পারে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

বিমানহানা [স] *বি* উড়োজাহাজের মাধ্যমে আক্রমণ। 'কার্যকারণে ধার্য বিমানহানা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

বিমান-হামলা [স বিমান+আ হামলা] *বি* বিমান থেকে ভূমিতে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ।

বিমারি [ফা বীমার] *বি* রোগ। 'জয়নালসম মোরা সবাই/ শুইয়া বিমারি খিমার মাঝ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বিমিশাল [স বি+স মিশ্রণ>] *বিণ* বিমিশ্রিত। 'বলাহক ঝলকে বিজুরি বিমিশাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিমিশ্র [স] *বিণ* মিশ্রিত। 'পুনর্বার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র গণিতবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিমিশ্রণ [স] *বিণ* সম্পৃক্তকরণ। 'সে সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিমিশ্রিত [স] *বিণ* বিশেষভাবে যুক্ত। 'সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সংকটে, ও নৈরাশ্য পরিতাপে বিমিশ্রিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিমুক [স বিমুখ] *বিণ* বিমুখ; অপ্রসন্ন। 'রাজ বংস হইলে বিমুক রাজা সমে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিমুকা [স বিমুক্ত] *বিণ* বিমুক্ত। 'চৌকোড়্হি বিমুকা জইসো তইসো হোই।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

বিমুক্ত [স] ১ *বিণ* মুক্ত। 'শ্রীকবিরঞ্জন বাণী বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* খুলে দেওয়া হয়েছে এমন। 'ক্ষুদ্র জলযান জলমগ্ন হইবে বলিয়া নাবিকেরা তাহার বন্ধনরজ্জু বিমুক্ত করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* বিযুক্ত; বিচ্ছিন্ন। 'এই মাটি এই জল এই আকাশকেই আমাদের অভ্যাস থেকে বিমুক্ত করে দেখাতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বিমুক্তি [স] *বি* মুক্তি। 'সুদামার সখা হইলে বিদুরে বিমুক্তি দিলে পাণ্ডবের হইলে সারথি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিমুখ [স] ১ *বিণ* বিপরীতমুখী। 'বিমুখ বদনে হাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* নিবৃত্ত। 'এড়িলেন হাথের চক্র বিমুখ হইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* অপ্রসন্ন। 'ইবে ফুল্লরারে হৈল বিমুখ বিধাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* পশ্চাদ্ভাগ। 'হেট 'পর সমুখ-বিমুখ ডান-বাম/ সর্ব রূপ একরূপ ছিল শূন্য ঠাম।' *সুলতান*, ১৭০০। ৫ *ক্রিবিণ* অন্য দিকে। 'পাইলে নাহিক খায় বাঘেরা বিমুখ যায় ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৬ *বিণ* অনাগ্রহী। 'তিনি অধ্যয়ন বিষয়ে কিছুমাত্র বিমুখ হন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৭ *ক্রিবিণ* মুখ ফিরিয়ে। 'তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৮ *বিণ* অপ্রসন্ন। 'একটি বিমুখ স্ত্রীলোকের পদপ্রান্তে অকর্মণ্য জীবনকে প্রতিদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবার যে মূঢ়তা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিমুখতা [স] ১ *বি* অপ্রসন্নতা। 'জগতে যত প্রকার দুর্বিপাক আছে যুবতীচিত্তের বিমুখতা তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* আগ্রহহীনতা। 'আজকের দিনেও কুমুর মনে এই বিমুখতা, এটা ওর কাছে নিষ্ঠুর অবিচার বলে ঠেকল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বি* প্রতিকূলতা। 'বিবাহের প্রতি বিমুখতা তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য।' *রবীন্দ্র*,

১৯৩৪।

বিমুখভাব [স] *বি* নারাজ ভাব; অপ্রসন্নতার ভাব। 'হিমাংশুও লেশমাত্র বিমুখভাব প্রকাশ করিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বিমুখা¹ [স বিমুখ] *ক্রি* পরাজিত করা। 'যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে বিমুখিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিমুখা² [স] *বিণ স্ত্রী* প্রতিকূল। 'প্রকৃতিদেবী ত একেবারে বিমুখা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বিমুখি [স বিমুখী] *বিণ স্ত্রী* অপ্রসন্ন। 'বিমুখি কেশরী আজি, হে রাজা, সমরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বিমুখী [স] *বিণ* অপ্রসন্ন। 'এতক কহিয়া বেউলা হইয়া বিমুখী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বিমুক্কা [স বিমুক্ত] *বিণ* বিমুক্ত। 'মোহ বিমুক্কা জই মাণা।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

বিমুগ্ধ [স] ১ *বিণ* বিশেষভাবে মুগ্ধ। 'স্থানিক জলবায়ুর স্বাস্থ্যপ্রদত্তে ভারতবাসী জনসাধারণের চিত্ত বিমুগ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে বিমুগ্ধনয়ন মৃগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিমুগ্ধতা [স] *বি* অতিশয় মুগ্ধতা। 'কৃত্রিমতার ভিতর এমন বিমুগ্ধতা থাকে কি?' *জীবন*, ১৯৩১।

বিমুগ্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* নিবিষ্ট। 'সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বিমূঢ় [স] *বিণ* হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'তদীয় বাদানুবাদ শ্রবণে কর্তব্যাবধারণে বিমূঢ় ও যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিমূঢ়তা [স] *বি* বিহ্বল অবস্থা; বিহ্বলতা। 'কুড়েমিতে বিমূঢ়তায় অবসাদে কাটিয়ে দিলাম।' *জীবন*, ১৯৩৩।

বিমূঢ়মতি [স] *বিণ* মোহাচ্ছন্ন। 'সম্পদে বিমূঢ়মতি না জানে মহত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিমূর্ততা [স] *বি* অস্পষ্টতা। 'আমি সমস্ত বিমূর্ততাকে ভেদ করে দেখলাম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বিমোচন [স] ১ *বি* উন্মোচন। 'মাংস খাওয়াইয়া যৃত কর বিমোচন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* মুক্তি প্রদান। 'মুক্রি সে করিনু প্রহ্লাদের বিমোচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* দূরীভূতকরণ; মোচন। 'তত্ত্বজ্ঞানে কৈলা শচীর দুঃখ বিমোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দুঃখ বিমোচনের উপায় গ্রহণে বিরত আছেন।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

বিমোচিত [স] *বিণ* উন্মুক্ত; খোলা। 'যাঁহার ভক্তের জন্য সর্ব্বদা স্বর্গের দ্বার বিমোচিত রহিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিমোচনা [স বিমোচন>] *ক্রি* দূর হওয়া। **বিমোচনে** *ক্রি* দূর হয়। 'যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিমোচিলোঁ** *ক্রি* দূর হলো। 'মন নিবারিলোঁ পাপ বিমোচিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিমোজীম *ক্রিবিণ* বিষয় অনুসারে। 'বিমোজীম হুকুম সাহেবান বোর্ড ত্রেড।' *ক্যালগে*, ১৮০১।

বিমোহ [স] *বি* মোহাচ্ছন্নতা। 'যেখানে ছিল বিমোহ, সেখানে নিয়ে এল ঐকাগ্র।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বিমোহন [স] ১ *বি* মুগ্ধকরণ। 'যে দম্ভ করে, আগে তারে করি বিমোহন।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* অত্যন্ত মনোহর। 'নীলাকাশের নীরদমালাকে বিবিধ বিচিত্র মনঃপ্রাণ-বিমোহনরূপে সাজাইয়া দেয়।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বিমোহিত [স] ১ *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'কামে বিমোহিত হৈল পাণ্ডু মোহাসএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'বিমোহিত বৈলক্ষ হইল বাঘরায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* মুগ্ধ। 'বিমোহিত হত যাতে শ্রবণবিবর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪।

বিমোহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* মুগ্ধ। 'আমি উপরিস্থ হয়ে তাঁর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে এবারে বিমোহিতা হলেম।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

বিম্ব¹ [স] *বিণ* তেলাকুচা ফল। 'বিম্ব ওষ্ঠ পদ্ম দন্ত সঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিম্বঅধরা [স বিম্ব-অধরা] *বিণ* পাকা তেলাকুচা ফলের মতো লাল ঠোঁটবিশিষ্ট। 'পুলোম-দুহিতা-মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিম্বজিৎ [স] *বিণ* বিম্বফলকে জয় করে এমন। 'শুক চঞ্চু নাসিকা অধর বিম্বজিৎ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিম্বফল [স] *বি* তেলাকুচা ফল। 'বিম্বফলতুল তোর আধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিম্বময় [স] *বিণ* পাকা তেলাকুচা ফলের মতো রাঙা। 'যথা রতির অধর বিম্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্যসুধা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিম্বাধর [স বিম্ব-অধর] *বি* পাকা তেলাকুচা ফলের মতো রক্তবর্ণ ঠোঁট। 'বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বিম্বাধরা [স বিম্ব-অধরা] *বিণ স্ত্রী* পাকা তেলাকুচা ফলের মতো ওষ্ঠধারী। 'বিম্বাধরা, পীনপয়োধারা, বিপুলনিতম্বা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

বিম্বোষ্ঠ [স বিম্ব-ওষ্ঠ] *বি* পাকা তেলাকুচার মতো লাল ঠোঁট। 'বিম্বোষ্ঠ হইল তার শ্বেত জবা প্রায়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বিম্ব² [স] ১ *বি* জলবুদ্বুদ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'জগৎসাগরে বিম্ব যত আছে, কেহই কাহারো নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* প্রতিবিম্ব। 'নখবিম্বে চন্দ্রের প্রকাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিম্বক [স] ১ *বি* বিম্ব; বুদ্বুদ। 'জলের বিম্বক হেন কিছু স্থির নহে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* তেলাকুচা ফল। 'অধর বিম্বক ফল কোকিলের ভাষা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বিম্বিত [স] *বিণ* প্রতিফলিত। 'নিজেকে বিম্বিত দেখি যেন সেই মুহূর্তমুকুরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

বিম্বু [স বিম্ব] *বি* বুদ্বুদ। 'জলের বিম্বু উঠিয়া পুনর্ব্বার ঐ জলে লীন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'না ছিল নূরের বিম্বু না ছিল নৈরাকার সিন্ধু।' *লালন*, ১৮৯০।

বিম্বুপাত [স বিম্বপাত] *বি* বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিষ্ঠা বা সৃষ্টি। 'জীব জন্তু নহি ছিল ন ছিল বিম্বুপাত।' *রামাই*, ১৭১০।

বিম্বুবর [স বিম্বুবর] *বিণ* তেলাকুচা ফলের মতো। 'পক্ব বিম্বুবর জিনিঞা অধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিম্বোষ্ঠ [স] *বি* পাকা তেলাকুচা ফলের মতো লাল ঠোঁট। 'এখানকার বিম্বোষ্ঠ-নিঃসৃত অজস্র মধুধারা, যা অযাচিতভাবে মদিরার মতো শিরায় শিরায় প্রবেশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

বিম্বৌষ্ঠ [স] *বি* পাকা তেলাকুচা ফলের মতো টুকটুকে লাল ঠোঁট। 'কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বৌষ্ঠ, সরসীরুহলোচন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিযনি [স ব্যজন] *বি* যা দিয়ে বাতাস করা হয়; পাখা। 'সুবন্ন বিযনি হাতে

বাউ করে সখিগনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিযুক্ত [স] *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'অদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু যদি মাতৃক্রোড় হইতে বিযুক্ত হইয়া অরণ্য মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

বিযোগ [স] *বি* (জ্যোতিষ) বিপর্যয়; প্রতিকূল যোগ। 'সবে বোলে বিযোগ জন্মিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিয়ঙ্গ [স বি+স অঙ্গ>] *বি* বিকল অঙ্গ। 'বপু কৈল বিয়ঙ্গ বান্ধিয়া বিজীগিষা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিয়ড়ী [স ব্রীহি] *বি* খোসা-তোলা ডাল। 'বিয়ড়ী কদমা তিলা খাজার প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিয়নি [স ব্যজনী] *বি* বাতাস করার পাখা। 'সেবক জোগায় পান বিয়নি বিচয়ে আন বৈসে বীর দুলিচা উপর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিয়ন্ত [স] *বিণ* সদ্য প্রসবকারিণী। 'শাশুড়ী মাগী যেন বিয়ন্ত বাগিনীর মত গজরাতে লাগলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

বিয়র [ই] *বি* একপ্রকার হালকা মদ। 'বিয়র, সেরি তোমাদের ষষ্ঠী মনসার মধ্যে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিয়লি [স ব্রীহি] *বি* বিউলি; খোসা ছাড়ানো ডাল। 'ঘর দুই চারি দেখে মুদ্গের বিয়লি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিয়া, বিয়ে [স বিবাহ] *বি* বিবাহ। 'ধনপতি কৈল তোমা বিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ধনে মানে কুলে শীলে/ বর দেখি বিয়ে দিলে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিয়া-থাওয়া *বি* বিবাহাদি অনুষ্ঠান। 'তুমি খাইয়া-দাইয়া বিয়া-থাওয়া করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিয়াত্ত *বিণ* বিবাহিত। 'স্ত্রী বিয়াত্ত।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিয়ে-অলা *বিণ* বিবাহিত। 'কলকাতায় আজকাল বিয়ে-অলা মেয়েরা সিঁদুর পরে না।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বিয়ে-টিয়ে *বি* বিবাহাদি অনুষ্ঠান। 'বুকে মস্ত এক দাগা পেয়ে বিয়ে-টিয়ে করেনি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিয়ে-থা *বি* বিবাহাদি অনুষ্ঠান। 'একটা বিয়ে-থা করুন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বিয়ে-থাওয়া *বি* বিবাহাদি অনুষ্ঠান। 'তোরা আর বিয়ে-থাওয়া করিস নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিয়েবাড়ি *বি* যে বাড়িতে বিয়ের আয়োজন হয়। 'বিয়েবাড়ির কতকগুলো স্থূল তামাসা।' *জীবন*, ১৯৩১।

বিয়ে-সাদী [বিয়ে+ফা শাদী] *বি* বিবাহাদি অনুষ্ঠান। 'ত্রিপুরার সঙ্গে সিলেটের বিয়ে-সাদী, লেনদেন বহুকালের।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বিয়াই [স বৈবাহিক] *বি* পুত্র বা কন্যার শ্বশুর। 'দুই বিয়াইতে লাঠি পেটাপেটি আরম্ভ হইল।' *জসীম*, ১৯৬৪।

বিয়াকুবি [ফা বে+আ অকুফ] *বি* বিচক্ষণতার অভাব। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

বিয়াকুল [স ব্যাকুল] *বিণ* ব্যাকুল; অধীর। 'ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি বিয়াকুল হইল মদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিয়ান[1] [স বী>] *বি* প্রসব। 'ঐ বিবির স্বামী একুশ বিয়ানের পরে আবার তাঁহাকে বিয়া করে নাই।' *প্যারী*, ১৮৬০।

বিয়ানিস [স বী>] *বি* সদ্যপ্রসূতা স্ত্রী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিয়ানো *ক্রি* প্রসব করা। 'বিয়োবার দেরি নাই।' *জীবন*, ১৯৩৬।

বিয়ান[2] [স বিভাত] *বি* বিহান; সকাল। 'রাত ভইরা ঘুমাইয়া বিয়ানে কয়, যা তুই ঘুমা গা কপিলা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বিয়াবান [ফা] ১ *বি* মরুভূমি। 'জনহীন এ বিয়াবানে মিছে পস্তানো আর।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* শূন্য ময়দান। 'এমন সময় মরু বিয়াবান কাঁপায়ে প্রবল বজ্রস্বর।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

বিয়ার [ই] *বি* এক প্রকার হালকা মদ। 'যাঁহারা বিয়ার কি শেরি কি পোর্ট কি ক্লারেট অথবা অন্যবিধ নরম গোচের মদ্যের নামও সহ্য করেন না।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

বিয়ারওয়ালা [ই বিয়ার+ওয়ালা] *বি* মদ বিক্রেতা। 'বিয়ারওয়ালা বরঞ্চ ইনকামটেক্স অফিসারকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বিয়ারখানা [ই বিয়ার+ফা খানাহ্] *বি* মদের দোকান; পানশালা। 'আমি বিয়ারখানায় ঢুকে দুধ চেয়ে বসেছি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বিয়ারিং পোস্টে – অন্যের খরচে। 'গোসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোস্টে আয়েস ও আহার বিহার চলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বিয়ালা [প ভায়োলা] *বি* বেহালা; তারের সঙ্গে ছড় ঘষে বাজাতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্র। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

বিয়ে দ্র **বিয়া**

বিয়েন [স বৈবাহিক] *বি* ভগ্নিপতি বা ভ্রাতৃবধূর বোন। 'বিয়েনের কথা না বল্যে আর খানিক থাকতো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বিয়োএ [স বিয়োগে] *ক্রিবিণ* বিয়োগে। 'কাহ্নবিয়োএ মো হোহি বিসন্না।' *চর্যা* ৪২, ১২০০।

বিয়োগ [স] ১ *বি* বিচ্ছেদ। 'সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বিষণ্ণতা। 'কন মতে মনের বিয়োগ না খণ্ডিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* মৃত্যু। 'ঔষধ প্রয়োগে সদ্য ব্যাধিমুক্ত কালেতে বিয়োগ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বিয়োগ-দুঃখ *বি* বিরহশোক। 'যখন আমার অশ্রুজল তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ সূচনা করিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বিয়োগ-বিধুর [স] *বিণ* বিরহকাতর। 'বিয়োগ-বিধুর সন্ধ্যায় কী একটা আবছায়া-আবেশ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিয়োগবেদনা [স] *বি* মৃত্যুর বেদনা। 'রাজেন্দ্রলালের বিয়োগবেদনা দেশের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিয়োগ-ব্যথা [স] *বি* বিচ্ছেদের বেদনা। 'বিয়োগ-ব্যথায় ... মন হয় ভারী!' *নজরুল*, ১৯২২।

বিয়োগভাব [স] *বি* অপ্রসন্ন ভাব। 'বর দিয়া এসেছি বিয়োগভাবে পূর্ণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিয়োগযন্ত্রণা [স] *বি* মৃত্যুশোক। 'বিয়োগযন্ত্রণা এত অসহ্য এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী কেন?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বিয়োগশোককাতর [স] *বিণ* মৃত্যুশোকে কাতর। 'কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিয়োগান্ত [স] ১ *বিণ* অন্তে বিয়োগের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এমন। 'আমাদের আলংকারিকেরা বিয়োগান্ত নাটকের বিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* শোকাবহ। 'বিয়োগান্ত করুণ রসোদ্দীপক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বিণ* বিরহী। 'বিয়োগান্ত ক্রৌঞ্চ আর আমাদের উপমান নয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বিয়োগান্তক [স] *বিণ* করুণ পরিণতিতে সমাপ্ত হয় এমন। 'নাটকটি

হবে বিয়োগান্তক।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

বিয়োগান্ত নাটক [স] *বি* যে নাটকের শেষে বিয়োগ দৃশ্য আছে; ট্রাজেডি। 'একটি বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিয়োগিনী [স] *বি* বিরহী। 'বিয়োগিনী চরিত্র শুনিয়া বিয়োগিনী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিয়োগী [স] *বি* বিরহিণী। 'বিয়োগীর যমসম সংযোগীর প্রান।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

বিয়োনো [স বী>] *ক্রি* প্রসব করা। 'বউটা বিয়োয় বছর বছর।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

বির [স বীর] *বি* বলবান; শক্তিমান। 'ডাক দিয়া বলে বির আসি কোথাকারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিরইয়ানি [ফা বিরয়ানী] *বি* মাংস সহযোগে তৈরি একপ্রকার পোলাও। 'মোরগ পোলাও, বিরইয়ানি, কোরমা-কবাব, কোফত-কালিয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৮।

বিরএ [স বিরহে] *ক্রিবিণ* বিরহে। 'হএ নহে দেখ এই বিরএ জর্যর।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিরক্ত [স] ১ *বিণ* উদাসীন। 'লোকে বড় অপেক্ষিত বিরক্ত সুশান্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অসন্তুষ্ট; নাখোশ। 'না মা, এ বিষয়ে বিরক্ত হইও না।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'নীলকরদিগের মধ্যে তাবতেই সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৬০। ৪ *বিণ* উত্যক্ত। 'আমাকে কেউ বিরক্ত করবার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিরক্তি [স] ১ *বি* বিরাগ। 'সর্বদা এক বর্ণের বস্ত্র দেখিলে সেরূপ হয় না, বরং বিরক্তি জন্মে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* অসন্তোষ। 'কিছুদিনেই, রাখালি কর্মে তাঁহার বিরক্তি জন্মিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

বিরক্তিকর [স] *বিণ* বিরক্তিপূর্ণ; বিরক্তির উদ্রেক করে এমন। 'ঠাকুর কাছে যতটা বিরক্তিকর বোধ হইত অমলের কাছে ততটা বোধ হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিরক্তিজনক [স] *বিণ* বিরক্তিকর। 'যে-সকল কথা আর-কাহারও নিকট হইতে অত্যন্ত বিরক্তিজনক লাগিতে পারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বিরক্তিপূর্ণ [স] *বিণ* অসন্তোষপূর্ণ; বিরক্তিকর। 'মিঃ গান্ধীর দিকে বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূকুটি করিয়া তিনি বলিলেন।' *মনসুর*, ১৯৪০; 'হাসুবৌ বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বিরক্তিভাজন [স] *বিণ* বিরাগের পাত্র; বিরক্তি উৎপাদন করে এমন। 'আমি যদি ওদের বিরক্তিভাজন হই।' *জীবন*, ১৯৩১।

বিরক্তিভাব [স] *বিণ* অসন্তোষ। 'প্রজাদিগের এই বিরক্তিভাব অল্পদিন হইল গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

বিরক্তি-ভ্রূকুটি [স] *বি* বিরক্তি প্রকাশক ভ্রূ সংকোচন। 'বিরক্তি-ভ্রূকুটি-রাশি, হেরিলে ঘৃণার হাসি।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১।

বিরক্তিস্বর [স] *বি* কর্কশ কথা। 'ললিতার বিরক্তিস্বর বিনয়ের পক্ষে সুপরিচিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিরক্ষণ [স বিলক্ষণ] *বি* বিশেষভাবে রক্ষা করা। 'শিষ্য সবেরে এই মতে কর বিরক্ষণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বিরঙ্গ [স] *বি* নানা রঙ। 'ভদ্রের লীলা কত না রঙ্গে বিরঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বিরচা [স] *ক্রি* রচনা করা। **বিরচি** *ক্রি* রচনা ক'রে। 'বিরচি কহিল সব যোগের লক্ষণ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বিরচিতে** *ক্রি* রচনা করতে। 'আমি এই ইচ্ছি চিতে ভাষা-ছন্দ বিরচিতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বিরচিব** *ক্রি* রচনা করবো। 'তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে বসেছি বিজনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮। **বিরচিল** *ক্রি* রচনা করলো। 'বিরচিল রূপরাম বিপ্রের বন্দনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বিরচিলা** *ক্রি* রচনা করেছে। 'বিরচিলা অনেক পুরাণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিরচিত [স] ১ *বিণ* স্থাপিত। 'স্থানে স্থানে পুষ্পবন দেখে বিরচিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* নির্মিত। 'চারি পাড়ের উপরে স্ফটিক বিরচিত চারি বেদি।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বিণ* লিখিত। 'কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহারই বিরচিত বলিয়া লিখিত আছে। *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিরজা [স] ১ *বি* কল্পিত নদীবিশেষ। 'বিরজা উপরে যাইবে সেই।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* ধূপ। 'বিরজা ধুয়া দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিরঞ্জন [স] *বিণ* মলিন। 'হানিছে জীবনাকাশে বিরঞ্জন আঁধার সমতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

বিরটন [স] *বি* প্রচার। 'কাকে করে কা কা বিরটন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিরঢাক [স বীর+স ঢক্কা] *বি* যুদ্ধে ব্যবহৃত বড় ঢাক। 'পাইক দেই উড়্যা পাক ঘন বাজে বিরঢাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিরত[১] [স বীরত্ব] *বি* বীরত্ব। 'বুঝিল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার বিরত মিছা না করহ দাপে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিরত[২] [সং বি-রাত্রি>] *বি* বিরাত। 'অতয়েব রাতি বিরতে জে যুরতে কাপোড় আসিয়া পহুঁছে ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯১।

বিরত[৩] [স] ১ *বিণ* ক্ষান্ত। 'তিনি আপনার অতিপ্রিয় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ২ *বিণ* নিবৃত্ত। 'তিনি ... দুঃখ বিমোচনের উপায় গ্রহণে বিরত আছেন।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯।

বিরতা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষান্ত। 'তিনি ... এই অভিলষিতসমাধানের উপায়চিন্তনে বিরতা হয়েন নাই ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিরতি[১] [স বৃহতী] *বি* বৃহতী গাছ ও ফুল। 'বিষলাঙ্গলিয়া তোলে জটা বিরতি ঘুচাইআ কাঁটা ভুমিচাম্পা তুলিল সগুদলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিরতি[২] [স] ১ *বি* বিশ্রাম। 'বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে যেমন যোগিনী পারা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* ঘাটতি; কমতি। 'এই পত্র প্রকাশে কোন জনের আহ্লাদের বিরতি হইবেক না।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বি* অবসর। 'অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বি* ছেদ; ক্ষান্ত দেওন। 'পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বিরতিসূচক [স] *বিণ* বিরতি প্রকাশ করে এমন। 'সভার কার্য্যের বিরতিসূচক নির্দ্দেশ ঘোষিত হতেই ...।' *বেগম*, ১৯৫০।

বিরতিহীন [স] *ক্রিবিণ* অবিরামভাবে। 'এ কাজ হবে বিরতিহীন।' *বেগম*, ১৯৭০।

বিরথি [স বিরথী] *বিণ* রথহারা। 'পালাএ সকল রাজা হইয়া বিরথি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিরথী [স] *বিণ* রথহীন। 'সৈন্য যথ রসুলের বিরথী আছিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিরদ [স বিরোধ] *বি* বিবাদ। 'মিছা বিরদ কীছু কার্য্য নাঞি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

বিরদাপ [স বীরদর্প] *বি* বীরের অহংকার। 'বিরদাপ করি রুক্মি জুড়িলেক সর।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিরধড়া [স বীরধড়া] *বি* বীরের পোশাক। 'এত বলি দামোদর পরি

বিরখড়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিরমানন্দ [পা বিরমণ+আনন্দ] *বি* অলৌকিক আনন্দ। 'বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।' *চর্যা ২৭*, ১২০০।

বিরয়ানি [ফা বিরআনী] *বি* মাংস সহযোগে তৈরি একপ্রকার পোলাও। 'নিজে গণ্ডারগ্রাসে খাবে বিরয়ানি, বুরহানী কাবাব-মুসল্লম!' *মুজতবা* ১৯৬৬।

বিরল [স] ১ *বিণ* অদৃশ্য। 'বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস। লখএ কোকিল গাএ সহাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রিবিণ* নির্জন স্থান। 'বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৩ *বিণ* কদাচিৎ দেখা যায় এমন। 'সকল গুণবোদ্ধা পুরুষ অত্যন্ত বিরল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৪ *বিণ* সংক্ষিপ্ত। 'তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন সম্মান বহে না আর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিরলকেশ [স] *বিণ* মাথায় চুল কম এমন। 'গেরুয়াবসন ও তিলকধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলকেশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিরলতা [স] ১ *বি* দুর্লভতা; স্বল্পতা। 'আমেরিকার প্রকৃত সাহিত্যের বিরলতায় এইরূপ অনুমান করাও যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* নির্জনতা। 'দুঃখের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিরলপল্লব [স] *বিণ* প্রায় পাতাহীন। 'বিরল পল্লব গাছটির ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বিরলপ্রজ [স] *বিণ* প্রজাবিরল। 'এই বিরলপ্রজ দেশে ১৩০টা হাসপাতাল খোলা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বিরলরস [স] *বি* রসের ঘাটতি। 'চৈত্রে সে বিরলরসে নিবিড়তা পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বিরলীভূত [স] *বিণ* প্রায় অদৃশ্য; দূরবর্তী। 'উত্তপ্ত হইলে পরস্পর বিরলীভূত হইয়া ... পড়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিরলে *ক্রিবিণ* একান্তে; একলা। 'জগৎসেটের সহিত বিরলে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

বিরস [স] ১ *বিণ* মলিন; ম্লান। 'সখি সব চারুদিগে বিরস বদন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অই অশ্রুপূর্ণ বিরস বদন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বি* স্বাদহীনতা। 'হেন কালে মেনকার বাড়িল বিরস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* ক্ষুণ্ন। 'ইহাতে বাবু কিঞ্চিৎ বিরস হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বিণ* শুষ্ক। 'বিরস বিকল প্রাণ, করো প্রেমসলিল দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৫ *বিণ* আন্তরিকতাশূন্য। 'হাসল একটু বিরস হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

বিরসতা [স] *বি* কর্কশ ভাব। 'বেশি বিরসতায় বললে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বিরসনয়না [স] *বিণ স্ত্রী* অপ্রসন্নদৃষ্টি। 'মেয়েটি প্রবীণ ... বিরূপা, বিরসনয়না।' *জীবন*, ১৯৩২।

বিরসবদন [স] *বিণ* মলিনমুখ। 'শুন্যা পাটরানি হইল বিরসবদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বিরসবদন শিব হাতে ফুলের সাজি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বিরসমুখ [স] *বি* শুষ্ক মুখ। 'তেমনই বিরসমুখে সে শালতি বাইতে লাগলো।' *হাসান*, ১৯৭৪।

বিরহ [স] ১ *বি* বিচ্ছেদ। 'বিরহে পোড়েক সব গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* কবিগানের অংশ হিসেবে পরিবেশিত এক ধরনের গান। 'আমি বাইয়ানা গাহনা জানি, পীরির গীত জানি, সখীসম্বাদ বিরহ খেড় জানি, একটা শোনবা?' *ভবানী*, ১৮২৮; 'রাম বসুর বিরহ গাইতে লাগিল।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ *ক্রিবিণ* ব্যতীত। 'বিশেষ তথ্যানুসন্ধান বিরহে শুদ্ধ সন্দেহ পাশে আবদ্ধ হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৪ *বি* শূন্যতা। 'বর্ষার সময় আমার বন্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিরহ-অথির [স বিরহ-অস্থির] *বিণ* বিরহে অস্থির। 'অশ্রু-ঘন মায়া আঁখি, বিরহ-অথির।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিরহ-আগুন [স বিরহ-অগ্নি] *বি* বিচ্ছেদরূপ আগুন। 'উভয়ের প্রেম বিরহ-আগুনে পরিশুদ্ধ।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

বিরহ-আনল [স বিরহ+স অনল] *বি* বিচ্ছেদরূপ আগুন। 'বিরহ-আনল তাপে দহিল শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিরহক *বিণ* বিরহের। 'পুনহি দরসন জীব জুড়াএব টুটব বিরহক ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিরহ-করাত [স বিরহ+স করপত্র] *বি* বিরহরূপ করাত। 'বিরহ-করাতে যেন কৈল দুই খান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিরহকাতর [স] *বিণ* বিচ্ছেদের বেদনায় কাতর। 'বিরহকাতর শর্বরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বিরহকাল [স] *বি* বিচ্ছেদের সময়। 'দুরূহ বিরহকাল যেন দেখি সমুখে!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিরহক্লিষ্ট [স] *বিণ* প্রিয়জনের বিচ্ছেদে কাতর। 'রামের সেই বিরহক্লিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলবৎ আকার দেখিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিরহক্লিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর। 'বিরহক্লিষ্টা পতিপ্রাণা সীতার দুঃখের কিছুমাত্র লাঘব হয়নি।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

বিরহ-গীত *বি* বিচ্ছেদের গান। 'সে কি বিরহ-গীত গাহে, যার বাঁশরী-ধ্বনি শুনিয়ে আমি ত্যজিলাম গেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

বিরহগীতি [স] *বি* বিরহের গান। 'এখন দু-এক পাতার মধ্যেই বিরহগীতির সমাপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিরহ জর [স বিরহজ্বর] *বি* বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। 'বিরহ জরেঁ/ তেহেঁ জরিলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিরহ-জ্বালা [স] *বি* বিচ্ছেদজনিত কষ্ট। 'হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, এ নিশি পোহায় হায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'বিরহ-জ্বালায় মরিলাম।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিরহ-তপ্ত [স] *বিণ* বিরহদগ্ধ। 'বিরহ-তপ্ত অপাণ্ডুর ক্লান্ত ভালে তাঁর ঈষতার্দ্র মল্লিকাধর স্পর্শ করে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বিরহতাপ [স] *বি* বিরহের বেদনা। 'বিরহতাপ হড়িয়ে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিরহ-তাপিত [স] *বিণ* বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর। 'কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান বিরহ-তাপিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিরহতাপিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিরহ যন্ত্রণায় কাতর। 'কাদম্বরী মান- ও বিরহতাপিতা হয়ে হিমগৃহে অবস্থান করছেন।' *তারা*, ১৯৪০।

বিরহদহন [স] *বি* বিচ্ছেদযন্ত্রণা। 'বিরহদহনে দাহ, হইল আমার দেহ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বিরহদাহ [স] *বি* বিচ্ছেদের জ্বালা। 'তোমার বিরহদাহে, সদা দেহবন দহে ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বিরহদুখ [স বিরহদুঃখ] *বি* বিচ্ছেদের কষ্ট। 'তবেঁ কি বিরহদুখ তোক দিএ আক্ষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিরহপোড়নী [স বিরহ+পোড়নী] *বি* বিরহের জ্বালা। 'এবেঁ তোর বিরহপোড়নী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিরহ-বাণ [স] *বি* বিরহরূপ বাণ। 'সতত বিরহ-বাণ/ সন্ধানে বিদরে প্রাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিরহবাহিনী [স] *বি* বিরহরূপ নদী। 'বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখীরে, মাঝেতে বহে বিরহবাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বিরহবিকলহৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* বিচ্ছেদকাতর হৃদয়বিশিষ্ট। 'বিরহবিকলহৃদয়া পতিপ্রাণা প্রণয়িনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বিরহবিকার [স] *বি* বিচ্ছেদকাতরতা। 'সুপ্ত পারাবত, শুধু বিরহবিকারে রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিরহ-বিচ্ছেদ *বি* বিচ্ছেদবশত বিরহের বেদনা। 'সমস্ত মানুষেই ভালোবাসে এবং বিরহ-বিচ্ছেদ-মৃত্যুর দ্বারা পীড়িত ও ভীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিরহবিধুর [স] *বিণ* বিচ্ছেদকাতর। 'বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'বিরহবিধুর নয়নসলিলে, মিলনমধুর লাজে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিরহবিধুরা [স] *বিণ স্ত্রী* বিচ্ছেদকাতর। 'চাহে কান্তে সীমন্তিনী, বিরহবিধুরা, ভ্রান্তি-দূতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিরহবিনোদ [স] *বিণ* বিরহব্যথা অপনোদনকর। 'বিরহবিনোদ বাঁশী নিল হে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিরহ-বীণ [স] *বি* বিরহরূপ বীণা। 'তব নাম গেয়ে বাজাব বিরহ-বীণ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বিরহবেদন [স] *বি* বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। 'আজি কোন্ উপবনে বিরহবেদনে আমারি কারণে কেঁদে যায়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিরহবেদনা [স] *বি* বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। 'রাত্রিকালে বাঢ়ে প্রভুর বিরহবেদনা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিরহব্যথা [স] *বি* বিচ্ছেদের কষ্ট। 'কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহব্যথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিরহব্রতচারিণী [স] *বি স্ত্রী* বিরহের ব্রত পালন করছে যে নারী। 'একবেণীধরা, বিরহব্রতচারিণী, শুদ্ধশীলা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিরহভাব [স] *বি* বিচ্ছেদের অনুভূতি। 'বিষম বিরহভাব হরিছে চেতন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিরহভার [স] *বি* বিরহের বোঝা; বিরহের যন্ত্রণা। 'কাহ্নের বিরহভার জিয়ন্তে মরিলোঁ ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিরহমিলন [স] *বি* বিচ্ছেদ ও মিলন। 'পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'বৃন্দাবন নামক বিরহমিলনের একটা মানসরাজ্য দেখতে পাচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিরহরাত [স বিরহরাত্রি] *বি* বিরহের রাত। 'চখার পাশে আসে/ বিরহরাতের চখি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বিরহ-রাহু [স] *বি* বিরহরূপ রাহু। 'বাড়ায়ে বাহু বিরহ-রাহু চাহিছে পেতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিরহরোদন [স] *বি* বিচ্ছেদের কান্না। 'কুহুকুহরিত বিরহরোদন/ থেকে থেকে পশে শ্রবণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিরহশয়ন [স] ১ *বি* বিরহরূপ শয্যা। 'আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া/ রব বিরহশয়নে জাগিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* একাকী শয্যা। 'বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহ-শয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিরহশিখি [স বিরহশিখা] *বিণ* বিরহজ্বালা; বিরহরূপ শিখা। 'আধিক বিরহশিখি হৃদএ জলএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিরহ-সংশয় *বি* প্রেম সম্পর্কে সন্দেহ ও বিচ্ছেদ। 'এইরূপ বিষাদ-বিরহ-সংশয়ের পর কবি হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী দেবীর সহিত আনন্দমিলনের চিত্র ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিরহসঞ্জাত [স] *বিণ* বিরহ থেকে সৃষ্ট। 'শকুন্তলা পীড়া বিরহসঞ্জাত, একথা বললে শালীনতা ক্ষুণ্ন হত না।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

বিরহসন্তাপ [স] *বি* বিচ্ছেদের বেদনা। 'পালাউ আহ্মার বিরহসন্তাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিরহসন্ধ্যা [স] *বি* বিরহভারাক্রান্ত সন্ধ্যা। 'আশার বিরহসন্ধ্যা কাটিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিরহ-সর্প [স] *বি* বিরহরূপ সাপ। 'প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিরহসাগর [স] *বি* দুঃখরূপ সাগর। 'বিরহসাগরে দুঃখ ভুঞ্জি অবিশ্রাম।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিরহস্মৃতি [স] *বি* বিচ্ছেদের স্মৃতি। 'বিরহস্মৃতির অভিমানে ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিরহহুতাশ [স] *বি* বিরহজনিত হতাশা। 'কে জানে কোথা সে বিরহহুতাশে ফিরে অভিসারসাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বিরহাতুর [স বিরহ-আতুর] *বিণ* বিরহকাতর। 'সান্ত্বন কর ধরিত্রীর বিরহাতুর কাঁদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

বিরহাতুরা [স বিরহ-আতুরা] *বি* বিরহকাতর নারী। 'তুহিন তুষার-শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

বিরহানল [স বিরহ-অনল] *বি* বিরহরূপ আগুন। 'প্রবল বিরহানলে ধৈর্য্য হৈল টলমলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিরহান্তক [স বিরহ-অন্তক] *বিণ* বিরহের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এমন; বিয়োগান্তক। 'বিরহান্তক নাটক কেন মিলনান্তক নাটকের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিরহি[1] [স বিরহী] *বিণ স্ত্রী* বিচ্ছেদ-কাতর। 'বিরহিজনার মজায় কুল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বিরহি[2] [স বিরহী] *বিণ* বিরহী; বিরহকাতর। 'বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরিদেবন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিরহিজন [স বিরহী-জন] *বি* বিরহী ব্যক্তি; বিরহকাতর ব্যক্তি। 'বিরহিজন সন্তাপনে কাহারও সংকোচ নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিরহিজনা [স] *বি স্ত্রী* বিরহকাতর নারী। 'বিরহিজনার মজায় কুল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বিরহিণী [স] *বিণ স্ত্রী* বিরহী; বিরহকাতর। 'গোপীর বালেন্দু হরী আহ্মে বিরহিণী নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিরহিত [স] ১ *বিণ* বিরহকাতর। 'কহিবারে লাগিলেন্ত বিরহিত চিত।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* বিহীন। 'স্ত্রী পুত্র স্বজন প্রভৃতি বিরহিত ... পরিশ্রম করা অত্যন্ত কষ্টকর।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিরহিনী [স বিরহিণী] *বিণ স্ত্রী* বিচ্ছেদপীড়িত। 'বিধবা যে বিরহিনী বাঁচে কি সে প্রাণে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বিরহী [স] *বি* বিরহকাতর ব্যক্তি। 'ওষ্ঠাগত বিরহীর প্রাণ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'বহে নীর বিরহীর নয়ন যুগলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিরা *বি* পান গণনার একক-বিশেষ; দুই গণ্ডা পানের গোছা। 'দুই বিরা পান দিল চারিখান গুয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বিরাগ [স] **১** *বি* বিরক্তি। 'দুতার বচনে আতি বিরাগেঁ তোহ্মাকে মো মাইলোঁ বাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ঔদাসীন্য। 'পাপেতে বিরাগ ধর্ম্মেতে অনুরাগ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৩** *বি* নিন্দা। 'লোক তোমার বিরাগ করিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৪** *বি* বিদ্বেষ। 'তাহাদের বিরাগ ও অনুরাগ উভয়ই বিপরীত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বিরাগভাজন [স] *বিণ* অসন্তোষের কারণ; বিরাগের পাত্র। 'আশা করি বিজ্ঞ জমিদারগণের আমরা বিরাগভাজন হইব না।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

বিরাগিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সংসারত্যাগী। 'অভিমানে প্রাণেশ্বরী আমার বিরাগিণী হলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

বিরাগিনি [স বিরাগিণী] *বিণ স্ত্রী* উদাসী। 'কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়। আস নিরাস দগধ তনু মোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিরাগী [স] **১** *বিণ* আসক্তিহীন। 'বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক।' *হুতোম*, ১৮৬৮। **২** *বিণ* উদাসীন। 'আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন থেকে বিরাগী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিরাজ [স] *বি* অবস্থান। 'তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বিরাজমান [স] **১** *বিণ* প্রচলিত। 'ঐ দুই বিদ্যা এতদ্দেশের মধ্যে যত কালপর্য্যন্ত বিরাজমান থাকিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* বিদ্যমান। 'ইহার নিকটস্থ এক মনোরম স্নানাগার সমুদ্রতীরে বিরাজমান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

বিরাজা [স বিরাজ>] *ক্রি* অবস্থান করা। 'বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে চপলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'পশ্চিম দুয়ারে বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **বিরাজ** *ক্রি* বর্তমান থাকা। 'মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **বিরাজিছে** *ক্রি* বিরাজ করে। 'এইখানে বিরাজিছে সেই চির হাসি, আঁধারিতে পারিবে না তাহা মেঘরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **বিরাজে** *ক্রি* অবস্থান করে। 'অমৃতময় দেবতা সতত বিরাজে এই মন্দিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বিরাজিত [স] **১** *বিণ* নিহিত। 'প্রেমে রস বিরাজিত শত পরস্তাব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* শোভিত। 'রক্ত চন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* অবস্থিত। 'এস্থলে বিরাজিত বিচক্ষণ পণ্ডিত মহাশয়গণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বিরাট [স] **১** *বিণ* খুব বড়ো। 'এই বিরাট ব্যাপারের আয়োজন হইতে আরম্ভ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'আশাটা এর নয়কো বিরাট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ* উদার। 'নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট, আদি অন্ত স্নেহরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* প্রবল। 'সৌভাগ্যক্রমে এরূপ বিরাট নাস্তিকতা মহামারীর মতো সমস্তবৃহৎ জাতিকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৪** *বি* বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। 'বিরাটের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বরাটের জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩। **৫** *বিণ* বিশাল। 'হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বিরাটকায় [স] *বিণ* বিশাল আকারের। 'সেই বিরাটকায় মৎস্যরাজেরা তখন ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বিরাটতম [স] *বিণ* অতিশয় মহৎ। 'তাঁরা যেন মহত্তর রবীন্দ্রনাথ, বিরাটতম বঙ্কিম পান।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বিরাটতা [স] *বি* বিশালতা। 'কোনো বিরাটতার নিকট মাথা নোয়াবার কোনো প্রয়োজন নেই।' *জীবন*, ১৯৩২।

বিরাটত্ব [স] *বি* বিশালত্ব। 'রূপের আতিশয্য দিয়ে ভাবের বিরাটত্ব দেখানো।' *অবন*, ১৯২৫।

বিরাটপুরুষ [স] *বি* পরম পুরুষ। 'তাকেই এখন বলেছি বিরাটপুরুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিরাটরূপে [স] *ক্রিবিণ* বিপুলভাবে। 'অনেক সময় আত্মগোপন নিজেকে বিরাটরূপে বিকাশেরই প্রাথমিক উপায় মাত্র।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বিরাটায়তন [স] *বিণ* বড়ো আকারবিশিষ্ট। 'আমীর হামজার বিরাটায়তন কাব্যকাহিনী পেয়েছি।' *আনিস*, ১৯৬৪।

বিরাদর [ফা] *বি* জ্ঞাতভাই। 'দশ বিশ বিরাদরে বসিআ বিচার করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিরান [ফা বীরান] **১** *বিণ* অনাবাদি; জনবিরল। 'বিরান মুলুক ইরানও সহসা জাগিয়াছে দেখি।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'যোজন যোজন পথ ধূলি-রুক্ষ, প্রান্তর বিরান।' *ফররুখ*, ১৯৬৩। **২** *বিণ* বিলুপ্ত। 'বহু হিন্দু পরিবার একেবারে বিরান হয়ে গেছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বিরাণ [ফা বীরান] *বিণ* জনশূন্য। 'বিরাণ হইয়া গেল গো ইরান নিভে গিয়ে বিলকুল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

বিরানা [ফা বীরান] *বিণ স্ত্রী* জনশূন্য। 'বিরানা হয়েছিল এই মুল্লুকটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বিরানই *বিণ* ৯২ সংখ্যক। 'বিরানই কোটি সাজে পর্ব্বতিয়া ঘোড়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিরাম [স] **১** *বি* নিবৃত্তি। 'দূর কৈল লহনার ক্রোধের বিরাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বিশ্রাম। 'তিলেক বিরাম আজ্ঞি করি তব পিঠে।' *রামাই*, ১৭১০; 'তাহাদের এক মুহূর্ত বিরাম নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* বিরতি। 'বহিছে তুফান নাহিক বিরাম/ থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৪** *বি* শেষ। 'উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বিরাম-আলয় [স] *বি* বিশ্রামাগার। 'রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে, বিরাম-আলয়।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বিরাম-কুঞ্জ [স] *বি* বিশ্রামাগার। 'অনন্ত নরক আমাদের বিরাম-কুঞ্জ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিরামদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিশ্রামদানকারী। 'দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী নিদ্রা, সুকোমল কোলে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বিরামবিহীন [স] *বিণ* বিশ্রামহীন। 'আমি অশান্ত বিরামবিহীন চঞ্চল অনিবার –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিরামভরা *বিণ* বিরতিপূর্ণ। 'অবশ বিরামভরা এ পদচারণা তার পুঞ্জ হবে ভাষার আলোকে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

বিরামভূমি [স] *বি* শেষ ঠিকানা। 'তাঁর জন্ম, কর্ম ও বিরামভূমি বাংলাদেশ।' *সনৎ*, ১৯৭০।

বিরামহারা [স বিরাম+হারা] *বিণ* বিরামহীন। 'তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

বিরামহীন [স] *বিণ* অবিরাম। 'বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রাহারা প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিরামালয় [স] *বি* বিশ্রামাগার। 'আসে বিরামালয়ে সেবিতে চরণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বিরাশি, বিরাশী *বিণ* ৮২ সংখ্যক। 'চতুষ্পাঠীস্থ ভিন্ন বিদেশীয় ছাত্র ৮২ বিরাশী জন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিরাশি দশআনা – অত্যন্ত ভারী ও প্রচণ্ড শক্তিবিশিষ্ট। 'তোমার বিরাশি দশআনা ওজনের কিলগুলো ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিরাশি সিক্কা কষা *ক্রি* খুব জোরে থাপ্পড় মারা। 'একদিন এক অভদ্দর খদ্দের এই বাঁ গালে এক বিরাশি সিক্কা কষিয়ে ছিল।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

বিরিখ [স বৃক্ষ] *বি* বৃক্ষ। 'বিরিখের পাতা বারেক ঝরিলে জোড়া কি কখনো লাগে সে আর?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

বিরিঞ্চি [স] *বি* হিন্দুদেবতা ব্রহ্মা। 'বিরিঞ্চি শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণ-জয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিরিয়ানি, বিরিয়ানী [ফা বিরআনী] *বি* মাংস সহযোগে তৈরি একপ্রকার পোলাও। 'ছ-সাত রকমের পোলাও, বিরিয়ানি, কুর্মা, কালিয়া, পসিন্দা, কলিজা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮; 'সবিতা বেদারের মায়ের কাছ থেকে শিখলো বিরিয়ানী থেকে ফালুদা, বুরহানী থেকে আজওয়ান রুটি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

বিরিষবাহন [স বৃষবাহন] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'বিরিষবাহন সঙ্গে লইয়া পার্বতী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিরুঅ [স বদরিকা] *বি* বরই; কুল। 'চেরু বিরুঅ ফেরুস।' *বড়ু*, ১৫০০।

বিরুআ [স বিরূপাক্ষ] *বিণ* বিরূপাক্ষ। 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।' *চর্যা ১৮*, ১২০০।

বিরু করা *ক্রি* বহু শিক্ষা করা। 'বিরু করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিরুদ্ধ [স] **১** *বি* বিপদ। 'উপস্থিত মন্দের দূর করণ অধিক বিরুদ্ধ আনিবেক কিনা।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* পরিপন্থী; বিরোধী। 'প্রকাশিত আইন পার্লিমেন্টের ব্যবস্থার বিরুদ্ধ।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বিণ* বিপরীত। 'বিরুদ্ধ রূপ দিয়ে যে উপমা ও সাদৃশ্য তা থেকে উৎপত্তি হল বৈরূপ্যকল্পার নানা আদর্শ।' *অবন*, ১৯২৯। **৪** *বিণ* প্রতিকূল। 'বিরুদ্ধ ভাগ্যের দুয়ারে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিরুদ্ধকর্ম [স] *বি* শত্রুতা। 'তিনি কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিরুদ্ধচারিতা [স] *বি* বিরোধী আচরণ। 'জাতি-ধর্মের বিরুদ্ধচারিতা আজ উহাদিগকে ...।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৪।

বিরুদ্ধচারী [স] *বিণ* বিরুদ্ধাচরণকারী। 'দেশীয়দের বিরুদ্ধচারী ইংরাজ-ক্রিমিনালের প্রতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিরুদ্ধতা [স] **১** *বি* দ্বিধা। 'মন হইতে তাহার বিরুদ্ধতা ঘুচিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* বিরোধিতা। 'শত্রুতা ও বিরুদ্ধতার প্রচণ্ড শক্তি জমাট হয়ে রয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

বিরুদ্ধদল [স] *বি* প্রতিপক্ষ। 'অ্যাজিটেশনওয়ালাকে আপনাদের বিরুদ্ধদল বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিরুদ্ধপক্ষ [স] *বি* বিরোধীদল। 'বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বিরুদ্ধপন্থী [স বিরুদ্ধ+হি পন্থী] *বিণ* বিরোধী। 'শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধপন্থী হয়ে দাঁড়ান।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

বিরুদ্ধবাদ [স] *বি* বিরোধিতা। 'দলবিশেষের হাত হইতে সর্বদাই বিরুদ্ধবাদ ও অপবাদ সহ্য করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিরুদ্ধবাদিনী [স] *বি স্ত্রী* বিরোধিতাকারী। 'বিরুদ্ধবাদিনীরা বলত, পুরুষেরা যে বিশেষ করে আমাদের সমাদর করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বিরুদ্ধবাদী [স] *বিণ* বিরোধিতাকারী। 'বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধবাদী বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনকারী।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

বিরুদ্ধ-ব্যাখ্যা [স] *বি* বিপরীত ব্যাখ্যা। 'ঐ নিয়মের ... বিরুদ্ধ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

বিরুদ্ধভাব [স] *বি* বিরূপ মনোভাব। 'অবজ্ঞাপূর্ণ বিরুদ্ধ-ভাব তাহার মনে জন্মিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিরুদ্ধভাবাপন্ন [স] *বিণ* অনুকূল নয় এমন। 'সাধারণ মানুষ অসহযোগী এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বিরুদ্ধমত [স] *বি* বিরোধী মত। 'বিরুদ্ধমত খণ্ডনের জন্য ... বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিরুদ্ধ-মনোভাব [স] *বি* শত্রু মনোবৃত্তি। 'তিনি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব না নিয়ে অতি প্রসন্নচিত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বিরুদ্ধযুক্তি [স] *বি* বিপরীত যুক্তি। 'বিনয় বিরুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'যেন স্বামী বিরুদ্ধযুক্তি দেখায়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বিরুদ্ধ সংসার [স] *বি* প্রতিকূল জগৎ। 'তাহার বিরুদ্ধ হৃদয় এবং বিরুদ্ধ সংসার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিরুদ্ধ হৃদয় [স] *বি* প্রতিবাদী মন। 'তাহার বিরুদ্ধ হৃদয় এবং বিরুদ্ধ সংসার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিরুদ্ধাচরণ [স] *বি* বিরোধিতা। 'প্রধান প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ... কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বিরুদ্ধাচার [স] *বি* বিরোধিতা; বিরোধী কাজ। 'হিন্দুধর্ম বিরুদ্ধাচারকরণদ্বারা যাঁহারা ধর্ম্মলোপ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিরুদ্ধাচারি [স বিরুদ্ধাচারী] *বি* বিরোধী; বিরোধিতাকারী। 'রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারিরা এতদ্দেশে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিরুদ্ধাচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* বিরোধিতাকারী। 'মন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিরুদ্ধাচারী [স] **১** *বিণ* প্রতিকূল আচরণকারী। 'শাস্ত্রসিদ্ধ জবনেরদের বিরুদ্ধাচারী হইয়া ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'হিন্দু জাতি রাজ বিরুদ্ধাচারী নহেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। **২** *বিণ* বিরোধী। 'তুমি কি জন্য আমার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বিরুদ্ধে *ক্রিবিণ* বিপক্ষে। 'কোম্পানির বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিরুনা *বি* গাছবিশেষ। 'উকন্যা বিরুনা ববাই লআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিরূপ [স] **১** *বি* খারাপ কথা। 'কাহ্নাঞি বুইল মোরে অনেক বিরূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বিপরীত অবস্থা। 'বিরূপ দেখিয়া হাসি পাইল আমারে।' *মালাধর*, ১৫৫০। **৩** *বিণ* দেখতে খারাপ হয়ে গেছে এমন। 'অট্টালিকার বিরূপ ও বিনষ্টকরণের অপরাধে পতিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৪** *বিণ* কুরূপ। 'যাহার নিকটে অভিমত পণ প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ ... হইলেও তাহার করে ঐ স্নেহময় কন্যারত্নকে বিসর্জ্জন করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৫** *বিণ* কর্কশ। 'কি কারণে ঐরূপ বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **৬** *বিণ* মন্দ। 'যা কিছু বিরূপ হোক তা ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বিরূপতা [স] *বি* বিমুখতা। 'সংকীর্ণতা ও বিরূপতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* রূপ হারিয়েছে এমন। 'মেয়েটি প্রবীণ ... বিরূপা, বিরসনয়না।' *জীবন*, ১৯৩২।

বিরূপাক্ষ [স] *বি* কুৎসিত চোখ যার। 'বিরূপাক্ষ যে মোরা ধাতার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিরেক [স বিরেচক] *বি* জোলাপ; যা খেলে মল নিঃসৃত হয়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিরেচক [স] *বিণ* কোষ্ঠ পরিষ্কারক। 'গো রসই ধারক, বিরেচক এবং শেষ তৃষ্ণা নিবারক।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

বিরোধ [স] **১** *বি* বিবাদ। 'বিরোধ না কর কাহ্নাঞিঁ জাইর্তে দেহ ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সংযম। 'মনের বিরোধ কর বিবিধ যতনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* অবরোধ। 'কে পারে তোমার পথবিরোধ করিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* যুদ্ধ। 'সীতারে আনিতে রাম করিল বিরোধ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বি* দ্বন্দ্ব। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'সূক্ষ্ম শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **৬** *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'নানা দিকেই সে সুখের বিরোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিরোধঝঞ্ঝনা [স বিরোধ+ধ্বন্যা ঝঞ্ঝনা] *বি* বিদ্রূপ বা বিরক্তিকর ঝন ঝন শব্দ। 'কে আমার কানে কঠিন বচনে বাজায় বিরোধঝঞ্ঝনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিরোধদৃষ্টি [স] *বি* অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি। 'পরের প্রতি বিরোধদৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিরোধপরায়ণ [স] *বিণ* যুদ্ধপ্রিয়। 'এখন বিরোধপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিরোধ-বিপক্ষতা [স] *বি* বিরোধিতা। 'মনে কোনো দলাদলি বা বিরোধ-বিপক্ষতা ছিল না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বিরোধভঞ্জন [স] *বি* বিরোধ মিটিয়ে দেওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'আকবর সকল ধর্মের বিরোধভঞ্জন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিরোধভাব [স] *বি* শত্রুতা। 'বিরোধভাবের একান্ত চর্চাই 'প্যাট্রিয়টী'র সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিরোধমূলক [স] *বিণ* বিরোধিতাপূর্ণ। 'য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিরোধহীন [স] *বিণ* নির্বিরোধ। 'চারি দিকের জগতের মধ্যে তাহার একটি বিরোধহীন সুষমা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিরোধা[১] [স বিরোধ>] *বি* বিরোধিতা। 'মথুরাক জাইর্তে কেহো না কৈল বিরোধা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিরোধা[২] [স বিরোধ>] *ক্রি* বিরোধিতা করা। **বিরোধসি** *ক্রি* অবরোধ করছিস। 'গোঠ রাখোআল পন্থ বিরোধসি কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিরোধিয়া** *ক্রি* রোধ ক'রে। 'গতিপথ বিরোধিয়া রহে ঝঞ্ঝাবাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বিরোধিল** **১** *ক্রি* বিরোধিতা করলো; বাধা দিলো। 'আসির্আঁ বিরোধিল মথুরা গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* রুদ্ধ করলো। 'সর্গ পথ বিরোধিল রামচন্দ্র বিরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বিরোধে** *ক্রি* অবরোধ করে। 'যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআঁ পথে বিরোধে কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিরোধানল [স] *বি* বিরোধের আগুন। 'বিরোধানলে তৃতীয় আহুতি দান করা হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিরোধালংকার [স] *বি* অলংকারশাস্ত্রের প্রকারবিশেষ। 'বিরোধালংকারস্বরূপে সবুজ পত্রের গাত্রে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিরোধী [স] **১** *বিণ* প্রতিকূল। 'ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকের সুখ-বিরোধী।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* বিপক্ষ। 'বেদীতে ব্রাহ্মণ উঠিয়াছে শুনিয়াই বিরোধী দল সজ্জিত হইয়া বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বিরোধীদল [স] *বি* বিপক্ষদল। 'দুইজন করিয়া বিরোধীদলের প্রতিনিধিকে দফতরহীন মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

বিরোধীদলীয় [স] *বিণ* বিপক্ষ দলীয়। 'জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলীয় সদস্য।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

বির্ক্ষছাল [স বৃক্ষছাল] *বি* গাছের ছাল। 'বির্ক্ষছাল পরিধান সিরে জটা ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বির্চ্ছেদ, বির্ছেদ [স বিচ্ছেদ] *বি* বিরহ। 'নিমেসে বির্চ্ছেদ কত যুগ হেন মানে।' *মালাধর*, ১৫০০; রামের বির্ছেদে হৈল রাজার মরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

বির্জ্জ [স বীর্য] **১** *বি* শুক্র। 'হিরন্যকসিপু বির্জ্জে জনম লভিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* তেজস্বিতা। 'অতি উগ্র তেজ বির্জ্জ বিষম সাহস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বির্তি [স বৃত্তি] *বি* বৃত্তি। 'হইআ পাসার বশ পেলে বির্তি বিদু দশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বির্ত্ত [স বিত্ত] *বি* সম্পত্তি। 'সেই বির্ত্তে ধন তার বাড়িল বিসাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বির্ত্তান্ত [স বৃত্তান্ত] *বি* বৃত্তান্ত। 'সকল বির্ত্তান্ত কথা কহে তপোধনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিল[১] [স] *বি* জলাভূমি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'জুয়ারিয়া বিল ও চর সমস্ত জল ভরা।' *কেরি*, ১৮০২।

বিলখাল [স বিল+খাল] *বি* বিল এবং খাল। 'বিলখাল নদীনালা কতরকম জলপথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিলঘুঁটিয়া [স বিল+স গোবিষ্ঠা] *বি* বিলে বা মাঠে পাওয়া গরুর শুকনা গোবর। 'শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

বিল[২] [ই] **১** *বি* বিক্রেতার দেওয়া বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ ও দামের হিসাবসংক্রান্ত লিপি। *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বি* কোনো বিশেষ বিষয় জ্ঞাপন করার জন্য ব্যবহৃত লিখিত বা মুদ্রিত কাগজখণ্ড। 'পুনশ্চ এই সকল পোষ্ট বিল পূর্ব্বদেশীয় সমুদ্রের নিকটস্থ সকল স্থানে ... গ্রাহ্য হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭; 'কন্ট্রাক্ট বিলে রোগ সারতে পারেন?' *হুতোম*, ১৮৬১। **৪** *বি* পাওনা টাকার হিসাবপত্র। 'সেখানে হয়তো এই বিলের ব্যবস্থা না হোক, এর সুরাহার একটা হদিস মিলতে পারে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

বিলবহি [ই বিল+আ বহী] *বি* ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতির হিসাবযুক্ত খাতা। 'বিলবহির পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিলসরকার [ই বিল+ফা সরকার] *বি* আদায় ও ব্যয়ের হিসাবরক্ষক কর্মচারী। 'পাওনাদার, বিলসরকার, উটনোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বিলসীল [ই বিল+সীল] *বি* রশিদ ও সীল। 'সরিপের বিলসীল আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

বিলং [স বিলম্ব] *বি* দেরি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিলকি-ছিলকি *বিণ* এলোমেলো। 'খ্যাট মেরে বদহজম হলে ও-সব বিলকি-ছিলকি স্বপ্ন দেখা যায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বিলকুল [আ] ১ *বিণ* সমস্ত। 'কাঁচি দিয়ে তার চুল/ কেটে দেব বিলকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *ক্রিবিণ* একদম; সম্পূর্ণ। 'ইংরেজি পোশাক পরিয়ে তার চেহারা বিলকুল বদলে দিই।' *প্রমথ*, ১৯১২।

বিলক্ষণ [স] ১ *ক্রিবিণ* ভালোমতো; বেশ। 'বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০। ২ *বিণ* অসাধারণ। 'অতি বিলক্ষণ পুরী বিচিত্র নির্ম্মাণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* যথেষ্ট। 'বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৪ *ক্রিবিণ* অবশ্যই। 'প্রদীপ জ্বালিলে বিলক্ষণ আলোক হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৫ *ক্রিবিণ* অভ্রান্তভাবে। 'ইহার নির্ম্মাণরীতি বিলক্ষণ কৌশল ও চাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছে।'. *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বিলক্ষণরূপে [স] *ক্রিবিণ* ভালোরকম ক'রে। 'বিলক্ষণরূপে উপদেশ করেন শুন বাবু টাকা থাকিলেই হয় না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিলক্ষণা [স] *বিণ স্ত্রী* খুব ভালো রকম। 'বিলক্ষণা দান কারণ দ্বিজদম্পতি পশ্চিম দেশহইতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বিলখন [স বিলক্ষণ] *ক্রিবিণ* যথাযথ। 'এ বরো বিলখন কহিলা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

বিলগ্ন [স] *বিণ* বিশেষভাবে লগ্ন; সংলগ্ন। 'এসো চিত্রী ... রেখাবর্ণবিলগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

বিলগ্না [স] *বি* কুলগ্ন। 'গোচর বিলগ্না আদি যে যায় গণায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিলডিং [ই] *বি* অট্টালিকা; ইমারত। 'চলো, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিলডিংটা দেখবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিলপনীয় [স] *বিণ* বিলাপ করার মতো। 'অতি বিলপনীয় ব্যাপার ঘটিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

বিলপন [স] *বি* বিলাপ। 'করি এত বিলপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিলম [স বিলম্ব] *বি* দেরি। 'একটুখানি তবুও বিলম করিবারে হবে ভাই!' *জসীম*, ১৯৫১।

বিলম্ব [স] ১ *বিণ* দেরির। 'বড়াইর বিলম্ব কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ধীরগতি। 'মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* দেরি। 'আক্রমণের কথা শুনিয়া আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বিলম্বন [স] *বি* দেরি। 'বিলম্বন দণ্ড কত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিলম্ববিকাশ [স] *বি* দেরিতে বিকাশ। 'আমাদের বিলম্ববিকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিলম্ববিহীন [স] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'তনয়া বিবাহ দিব বিলম্ববিহীন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিলম্বসাধ্য [স] *বিণ* সময়সাধ্য। 'নৌকাযোগে গমনাগমন ক্লেশ ও বিলম্বসাধ্য।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

বিলম্বহেতু [স] *ক্রিবিণ* দেরি হওয়ার কারণে। 'স্বামীর বিলম্বহেতু মনে মনে চটিতেছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বিলম্বিত [স] ১ *বিণ* লম্বমান। 'ভ্রমর করম্বিত/ জানু বিলম্বিত/ কেলি কদম্বক মাল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ঝুলানো হয়েছে এমন। 'ভুজঙ্গমালা, গলে বিলম্বিত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭; 'মার্জ্জিত পইতার গোচ্ছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া ... উপস্থিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* যার লয় ধীরগতিসম্পন্ন। 'ধ্রুপদ গান চলছে, চৌতালের বিলম্বিত লয়ে তার ধীর মন্দ গতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বিণ* ধীর গতিযুক্ত। 'তিনি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত উপায়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিলম্বে *ক্রিবিণ* দেরিতে। 'বিলম্বে যেমতি তুই হারালি বিশ্বাস।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বিলম্বে কার্য সিদ্ধি, বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধ – ধৈর্যে সুফল লাভ হয়। 'কথায় বলে বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বিলয় [স] *বি* বিনাশ। 'জগৎ বিলয় পর্য্যন্ত তোমার এই অক্ষয় কীর্ত্তি সকলের অন্তরে দেদীপ্যমান থাকিবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিলয়দিন [স] *বি* শেষ সময়। 'বিলয়দিনে নিজে নাই জানি আর কেহ যদি জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বিলস[১] [স বিরস] *বি* বিরস কথা; রুক্ষ কথা। 'বিলস বুইল রাধা আন্মার ভাগে।' *বড়ু*, ১৫০০।

বিলস[২] *দ্র* **বিলসা**

বিলসা [স বিলাস>] *ক্রি* বিলাস করা। **বিলসঅ** *ক্রি* বিলাস করে। 'কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।' *চর্যা* ৯, ১২০০। **বিলসই** *ক্রি* বিলাসে। 'সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। **বিলসএ** *ক্রি* বিলাস করে। 'সুপুরুখ বিলসএ বরনারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিলসন্তি** *ক্রি* বিলাস করে। 'মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০। **বিলসিবোঁ** *ক্রি* বিলাস করবো। 'বিলসিবোঁ গোপীসমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিলসিল** *ক্রি* বিলাস করলো। 'বিলসিল গোপীগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিলসে** *ক্রি* বিলাস করে। 'অন্যান্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিলা [হি বিলানা] *ক্রি* বিতরণ করা। 'আগে বিলাইলা না ভুলিও পুনর্বার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিলাই [স বিড়াল] *বি* বিড়াল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিলাওল *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'বাগশ্রী – ইমনকানড়া এবং বিলাওলের যোগে উৎপন্ন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বিলাট *বি* বুনন। 'নিরষ কাপড় জে তাতি বিলাট করিবেক।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

বিলাড়ি [স বিড়াল] *বি* বিড়াল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিলাত, বিলেত [আ বিলায়ত>] ১ *বি* রাজস্ব। 'রাজ-বিলাত সাধি খায় নাহি রাজভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বিনিয়োগ। *মেয়র্স*, ১৭৬৭। ৩ *বি* ইউরোপ। *ওগাঁ*, ১৭৮২। ৪ *বি* ইংল্যান্ড। 'বিলাতে যাহার নাম ফেলাক্স বাঙ্গলায় তিসী।' *তাঁতি*, ১৭৯২। *দ্র* **বেলাত**

বিলাত পাওনা *বি* বিনিয়োগ করা মূলধন পাওনা। 'বিলাত পাওনা আছে এবং দেনা আছে।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

বিলাতপ্রত্যাগত [বিলাত+স প্রত্যাগত] *বিণ* ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছে এমন। 'বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে বিলাতপ্রত্যাগত লোকদের সঙ্গে কোন সামাজিক সম্পর্ক রাখা উচিত কি না ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

বিলাতফেরত [আ বিলায়ত>+হি ফিরতা] *বিণ* ইংল্যান্ড থেকে ফেরত এসেছে এমন। 'যে বিলাতফেরত বাঙালি দস্তুর জানেন, তাঁহার স্বদেশীয়ের বেশবিভ্রমে তিনিই সবচেয়ে লজ্জাবোধ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিলাত ফেরতা [আ বিলায়ত>+হি ফিরতা] *বিণ* ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছে এমন। 'তুমিই কি একমাত্র বিলাত ফেরতা?' *রোকেয়া*, ১৯২২।

বিলাতফের্তা [আ বিলায়ত+হি ফিরতা] *বিণ* ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছে এমন। 'কোট-হ্যাট-পরা বাঙালি বিলাতফের্তা যুবা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিলাতি, বিলাতী [আ বিলায়ত>] ১ *বিণ* ইংল্যান্ড বা ইউরোপে উৎপন্ন। 'গুলাব সেউতী দেশী বিলাতী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'বিলাতি বহুত চিজ্ বেস কিম্মতের।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* বিলাতে তৈরি হয়েছে যা। 'তাঁহারা বিলাতী ছাড়া কিছুই ব্যবহার করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* বিলাতে প্রচলিত। 'বিলাতী সভ্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৪ *বিণ* বিলাতে উদ্ভাবিত। 'এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিলাতি বোল *বি* ইংরেজি কথা। 'এরা গাউন পড়ে, টাউন হলে, বিলাতি বোল কবেই কবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিলাতি মাটি *বি* সিমেন্ট। 'বিলাতি মাটির দ্বারা সে জায়গা মেরামত করা আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিলাতি মুনিস্য *বি* বিলেতের লোক; ইংরেজ। *ডানকান*, ১৭৮৫।

বিলাতী অক্ষর *বি* ইংরেজি বর্ণ। 'গোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শেখেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বিলাতী কুল *বি* উন্নত জাতের কুল বা বরই। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বিলাতী বিপ্রপাদোদক *বি* (ব্যঙ্গার্থে) বিলাতি মদ। 'বিলাতী বিপ্রপাদোদক নানা প্রকার আর আফিম সবজী ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বিলাতীয় [আ বিলায়ত>+স ঈয়] ১ *বিণ* ইংল্যান্ডের। 'উচ্চারণেতেও বিলাতীয় ছাত্রেরদের প্রায় তুল্য।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। ২ *বিণ* বিলাতে প্রচলিত আছে এমন। 'তোমার বিলাতীয় বেশ-ভূষাদি ভৌতিক বিষয় মাত্রের অনুকরণ করিতে যতই সমর্থ হও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বিলাতীয় শক *বি* খ্রিস্টীয় বছর। 'বিলাতীয় শকে আসি করিল আশ্রম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিলেতফেরত [আ বিলায়ত>+হি ফিরতা] ১ *বিণ* ইংল্যান্ড ঘুরে এসেছে এমন। 'বিলেতফেরত পাড়ায় প্রতি গৃহ একটি সৌরজগৎ।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বিণ* ইংল্যান্ড থেকে পাস করে আসা; ব্রিটেনে শিক্ষাগ্রহণকারী। 'বিলেতফেরত বড় ডাক্তার।' *জীবন*, ১৯৩৩।

বিলেতফেরতা [আ বিলায়ত>+হি ফিরতা] *বি* ইংল্যান্ড থেকে ঘুরে এসেছে যে। 'এমন-কি, বিলেতফেরতারা ক্রমে ক্রমে ধুতি পড়তে শুরু করলে।' *অবন*, ১৯৪১।

বিলেতবাসী [আ বিলায়ত>+স বাসী] *বি* বিলেতের অধিবাসী। 'বিলেতবাসীর কাছে তাঁর অত্যন্ত পায়াভারী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বিলেতী দুধ *বি* গুঁড়া দুধ। 'বিলেতী দুধের শূন্য টিন।' *শামসুর*, ১৯৭০।

বিলানো [হি বিলানা] ১ *ক্রি* দান করা। 'বিলাহ যৌবন রাধা ল মোর বোল শুণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* বিতরণ করা। 'একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বিলাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *ক্রি* উজাড় করে দেওয়া। 'বিলালো তারে আপন মন।' *লালন*, ১৮৯০। **বিলাইছে** *ক্রি* বিতরণ করছে। 'নানা ধন বিলাইছে রাজা কর্ণসেন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বিলাইবে** *ক্রি* বিতরণ করবে। 'শহীদান রাহেতে যে দানা বিলাইবে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **বিলাএ** *ক্রি* বিলিয়ে দেয়। 'মুহম্মদ মোর ধন যদি সে বিলাএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **বিলাচ্ছে** *ক্রি* বিতরণ করছে। 'ঐ পিরিতে সবাই মেতে বিলাচ্ছে প্রেম হাতে হাতে।' *লালন*, ১৮৯০। **বিলাব** *ক্রি* বিতরণ করবো। 'একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বিলালো** *ক্রি* উজাড় করে দিলো। 'বিলালো তারে আপন মন।' *লালন*, ১৮৯০। **বিলাহ** *ক্রি* দান করো। 'বিলাহ যৌবন রাধা ল মোর বোল শুণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিলাপ [স] ১ *বি* আক্ষেপ। 'কাহ্নের বিলাপ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* কান্না। 'বিলাপ করেন দোঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* আলোচনা। 'তাহারদিগের সহিত মিষ্টালাপ ও প্রলাপ আদি নানা আলাপ বিলাপ করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বিলাপতান [স] *বি* ক্রন্দনধ্বনি। 'যতগুলি পাখি ছিল গেয়ে বুঝি চলে গেল, সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপতান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিলাপধ্বনি [স] *বি* খেদোক্তি; উচ্চকণ্ঠে ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। 'অসহ্য যন্ত্রণার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

বিলাপ-বাণী [স] *বি* কান্নার ধ্বনি। 'ভগ্নি। সকাতর তোমার বিলাপ-বাণী।' *সিকান্দার*, ১৯৬১।

বিলাপশীল [স] *বিণ* বিলাপরত। 'আমরা যে সব শববাহক; বিলাপশীল ইতিহাসের মনে।' *জীবন*, ১৯৪০।

বিলাপসংগীত [স] *বি* শোক-সংগীত। 'জগতের প্রাণ হতে উঠিল রে বিলাপসংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বিলাপিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিলাপরত। 'বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিলাপী [স] *বি* ক্রন্দনকারী। 'লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহার যথা বিলাপীর আঁখি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিলাপীয় [স] *বিণ* কাতরোক্তিপূর্ণ। 'হানাথ২ করিয়া বহুবিধ বিলাপীয় ক্রন্দন করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিলাপোক্তি [স] *বি* বিলাপধ্বনি। 'কোকিলের ডাকে জর্জরিত হৃদয়, তারই বিলাপোক্তি কণ্ঠে বাজিতে থাকে শুধু।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বিলাপা [স বিলাপ>] *ক্রি* বিলাপ করা। 'হেনমতে বিলপিলা সকল যুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিলাপয়ে** *ক্রি* বিলাপ করলো। 'বহুবিধ বানি বিলাপয়ে কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিলাপিয়া** *ক্রি* বিলাপ ক'রে। 'সবে মুণ্ডে হাত দিয়া উচ্চস্বরে বিলাপিয়া ...।' *সুলতান*, ১৭০০। **বিলাপিলা** *ক্রি* বিলাপ করলো। 'বিলাপিলা বলী দশরথ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিলায়ত [আ] *বি* বিলাত; ইংল্যান্ড। 'জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক বিলায়তে গমন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। *দ্র* **বিলাত, বেলাত**

বিলায়তি [আ বিলায়ত>] *বিণ* বিদেশ থেকে আমদানিকৃত। 'শ্রীরামপুরের কাগজ ও বিলায়তি মসীতে উত্তম দেবনাগর অক্ষরেতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিলায়েত [আ বিলায়ত>] *বি* ইংল্যান্ড এবং ইউরোপ। 'বিমার যে ধারা বিলায়েতে জারি আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

বিলায়েতী *বিণ* ব্রিটিশ। 'তাছাড়া বন্দুকধারী বিলায়েতী, আফগান এবং পাঠান সৈন্যেরা সুসজ্জিত ছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বিলাস [স] ১ *বি* উল্লাস। 'খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* লীলা। 'একে একে ঋতুগণে/ বিলাস কৈল আপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* বিহার। 'এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* সুখভোগ। 'পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৫ *বি* আরাম। 'খাও পর কর্‌য়া বিলাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বিণ* শৌখিন। 'তাহাকে সাধারণঃ বিলাস বাণিজ্য

বলিলেও অযৌক্তিক বর্ণনা হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৭** *বি* শোভা। 'কমল-দলের তলে, রবি ছবি জলে জ্বলে, বিদূরিত হতেছে বিলাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৮** *বি* শৌখিনতা। 'সেই অত্যুক্তি অপরাধের নহে, তাহা আমাদের একটা বিলাসমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৯** *বি* সুখ। 'চলেছে যে এমন হেসে কিসের বিলাস সেইখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিলাসভূষণ [স] *বি* আড়ম্বরপূর্ণ অলঙ্কার। 'বিলাসভূষণে তাজ নহে টলমল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বিলাস-আলয় [স] *বি* প্রমোদালয়। 'এই বিলাস-আলয়ের কেলিকুঞ্জে যমরাজ তাঁর ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিলাসকলা [স] *বি* বাবুগিরি। '... যাহারা অক্ষমকে অনুগ্রহ করিয়া চিত্তবিনোদন ও অবকাশযাপন করিতে চায় এ তাহাদের সেই বিলাসকলা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিলাসখাঁনী টোড়ি *বি* বিলাস খাঁ উদ্ভাবিত রাগিণীবিশেষ। 'বিলাস খাঁ চালালেন বিলাসখাঁনী টোড়ি।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বিলাসদ্রব্য [স] *বি* শৌখিন দ্রব্য। 'অকেজ কতকগুলা বিলাস-দ্রব্য কিনিয়া পয়সা ধ্বংস কর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

বিলাসপরায়ণ [স] *বিণ* বিলাসী। 'বিলাসপরায়ণ রোমবাসীরা আগ্রহ সহকারে উহা ক্রয় করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বিলাসবস্তু [স] *বি* শৌখিন দ্রব্য। 'একমাত্র আস্বাদের বিলাসবস্তুতে পরিণত হয়েছে।' *তারা*, ১৯৪৩।

বিলাসবাসনা [স] *বি* বিলাসপরায়ণতা। 'বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ...।' *নবনূর*, ১৯০৬।

বিলাসবেশ [স] *বি* শৌখিন সাজ। 'আজ কোন রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাসবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিলাসবৈভবপূর্ণ [স] *বিণ* সুখমহিমান্বিত। 'ভারতচন্দ্রের জীবন কতটা বিলাসবৈভবপূর্ণ ছিল।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

বিলাস-ব্যসন [স] *বি* আমোদ-প্রমোদ। 'কৃষকের রুধিরসম্বর্ধে ... মুহুরির অন্ন-সংস্থান এবং বিলাস-ব্যসনের ব্যবস্থা হইতেছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

বিলাসভবন [স] *বি* প্রমোদভবন। 'রাজার বিলাসভবনে দেখা দিল সে।' *অবন*, ১৯২৫।

বিলাস-মোহমুক্ত *বিণ* বিলাসিতার মোহ থেকে মুক্ত। 'একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাস-মোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

বিলাসলালন [স] *বি* শৌখিন জীবনযাপন। 'বিলাসলালনও তোমার মুখে চেয়ে সমস্ত জীবনের জন্য বন্ধ করে ছিল।' *জীবন*, ১৯৩১।

বিলাসশালা [স] *বি* প্রমোদালয়। 'নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিলাসি [স, সম্বো] *বি* অধিষ্ঠিত জন। 'ক্ষম দোষ, ত্যজ রোষ, হৃদয়-বিলাসি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বিলাসিতা [স] *বি* শৌখিনতা। 'এক দিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিলাসিনি [স বিলাসিনী] *বি স্ত্রী* বিহারিণী। 'হাস বিলাসিনি দসন দেখিঅ জনি তলিত জোতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিলাসিনী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* বিহারিণী। 'বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ স্ত্রী* আনন্দদানকারী। 'নানাজাতি প্রমোদিনী বিবিধ বিলাসিনী বারাঙ্গনা আনয়নপূর্ব্বক আপন খুসি করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিলাসিপনা *বি* বিলাসপূর্ণ চালচলন। 'উগ্র বিলাসিপনায় অবসন্ন হয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

বিলাসী [স] **১** *বিণ* রসিক। 'তন্মধ্যে একজন ভোজন-বিলাসী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* উপভোগকারী। 'উর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৩** *বিণ* আরামপ্রিয়। 'অনেক বিলাসী স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহারা দাসদাসীদের হাতে সংসার ও সন্তানের ভার দিয়া ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বিলাসীসম্প্রদায় [স] *বি* যারা ভোগবিলাস পছন্দ করে। 'সেকালের এই বিলাসীসম্প্রদায় আমরা যাকে বলি ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

বিলাসা [স বিলাস>] *ক্রি* বিলাস করা। 'হেনমতে বিলাসই সব ব্রজনারী।' *মালাধর*, ১৫০০; 'নিখিল নিশ্বাস আজি এ বক্ষে বাঁশরির সুরে বিলাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। **বিলাসই** *ক্রি* আমোদ প্রমোদ করে। 'হেনমতে বিলাসই সব ব্রজনারী।' *মালাধর*, ১৫০০। **বিলাসএ** *ক্রি* বিলাসিতা করে। 'বিলাসএ যত নারী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বিলাসিয়া** *ক্রি* লীলা ক'রে। 'বিলাসিয়া শত সংখ্যা রমণীর সনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিলি [হি বিলানা] **১** *বি* বণ্টন। 'যদিত আমি থাকিয়া এ রাজ্যের একটা বিলি বন্দোবস্ত না করিয়া দেই।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* বন্দোবস্ত। 'রাজ্যিতেই ব্যাপারীদের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বিলি-বণ্টন [বিলি+স বণ্টন] *বি* বিতরণ। 'চর এলাকাতে দু দিন ধরে সেগুলো বিলি-বণ্টন করেন।' *বেগম*, ১৯৭০।

বিলিবন্ধ [বিলি+স বন্ধ] *বি* ব্যবস্থা; বন্দোবস্ত। 'আর২ দ্রব্যের বিলিবন্ধ করিয়াছ।' *কেরি*, ১৮০২।

বিলি বন্দান *বি* বিহিত। 'যদিত আমি থাকিয়া এ রাজ্যের একটা বিলি বন্দান না করিয়া দিই ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিলি ব্যবস্থা [বিলি+স ব্যবস্থা] **১** *বি* বিহিত। 'কর্ত্তা মহাশয়, এর একটা বিলি ব্যবস্থা করুন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* বন্দোবস্ত। 'কাজের কোন বিলিব্যবস্থাও করিতে পারি না।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বিলিতি [আ বিলায়ত] **১** *বিণ* ইংল্যান্ডের অধিবাসী। 'বিলিতি স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* ব্রিটিশ। 'বিলিতি সমাজে নতুন মিশে প্রথমে বাঙালিদের কী রকম লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* বিদেশের পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায় এমন। 'আমাদের সেই আড়ম্বরের সহায় হয়েছে চৌরঙ্গির বিলিতি দোকানগুলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। দ্র **বিলাত, বিলায়েত, বেলাত**

বিলিতি জল *বি* মদ। 'উহারা বিলিতি জল খাক।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিলিতি বেগুন *বি* টমেটো। 'তার গাল ... বিলিতি বেগুনের মতো টকটক করে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিলিতি-মেজাজী *বিণ* ইংরেজদের মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'দেশের ব্যারিস্টারেরা যতই ইংরেজ-সোহাগ-প্রিয় বিলিতি-মেজাজী হোক-না কেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিলিতিয়ানা *বি* বিলাতিসুলভ বৈশিষ্ট্য। 'স্ত্রীর বিলিতিয়ানায় তাঁকেও মাঝে মাঝে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হত।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

বিলিতী *বিণ* বিদেশি। 'বিলিতী পীরের খাসা ইলেকটিরি রয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বিলি দেওয়া *ক্রি* চুলে হাত বুলিয়ে দেওয়া। 'আমার মাথাটা একটু বিলি

দে'তো বাপু।' মাহেনও, ১৯৪৯।

বিলিয়ার্ড [ই] *বি* উপযুক্ত টেবিলে বল সাজিয়ে লাঠির সাহায্যে বল ধাক্কা দিয়ে খেলতে হয় এমন খেলাবিশেষ। 'ক্লবে গিয়া পেগ খাইয়া বিলিয়ার্ড খেলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিলিয়ার্ডস *বি* উপযুক্ত টেবিলে বল সাজিয়ে লাঠির সাহায্যে বল ধাক্কা দিয়ে খেলতে হয় এমন খেলাবিশেষ। 'বিলিয়ার্ডস খেলে আড্ডা দিয়ে সিনেমা দেখে রোজ বাড়ি ফিরবেন রাতদুপুরে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বিলীন [স] ১ *বিণ* মিলিয়ে গেছে এমন। 'সপ্তর্ষিমণ্ডল বায়ুকোণে বিলীনপ্রায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'ভারত হবে বিলীন।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

বিলীনতা [স] *বি* অদৃশ্যতা। 'তার অভিসার দিগন্তের পারে সকল দৃশ্যের বিলীনতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বিলীনপ্রায় [স] *বিণ* অদৃশ্যপ্রায়। 'সপ্তর্ষিমণ্ডল বায়ুকোণে বিলীনপ্রায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিলীনা [স] *বিণ স্ত্রী* বিলীন হয়ে যাচ্ছে এমন। 'আপনার হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিলীয়মান [স] *বিণ* ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে এমন। 'অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিলুণ্ঠিত [স] *বিণ* লুটিয়ে আছে এমন। 'উরহি বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর মম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

বিলুপ্ত [স] *বিণ* লোপ পেয়েছে এমন। 'কখন২ অকারণ দুর্দশাতেও কোন২ বংশ্য যে বিলুপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বিলুপ্তপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় বিলোপপ্রাপ্ত। 'যে অধুনাতন পণ্ডিত পূর্বনির্দিষ্ট বিলুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহার নাম নিকলাস কোপর্নিকস।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিলুলা [স বিলোল] *ক্রি* এলিয়ে পড়া। 'অরুণ নয়ন লোরে তীতল কলেবর বিলুলিত দীঘল কেসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিলেত *দ্র* **বিলাত**

বিলেপন [স] *বি* লেপন করা। 'সুগন্ধি চন্দন বিলেপন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিলেপিত [স] *বিণ* লেপন করা হয়েছে এমন। 'মৃগমদ চন্দনে জে অঙ্গ বিলেপিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিলৈক্ষন [স বিলক্ষণ] *বিণ* চমৎকার। 'অতি বিলৈক্ষন পুরি বিচিত্র নির্ম্মান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিলোকন [স] *বি* অবলোকন; দেখা। 'আট দিকে করে বিলোকন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিলোকা *ক্রি* দেখা। 'সে বর অঙ্গ রঙ্গে বিলোকি অনঙ্গ মানে চুপ।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

বিলোচন [স] *বি* চোখ। 'যাহাঁ যাহাঁ তরল বিলোচন পড়ই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

বিলোটন [স লুট>] *বি* নষ্ট। 'পদ্মে২ বহুল হইল বিলোটন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিলোড়িত [স] *বিণ* আলোড়িত। 'বিদ্রোহানল ... পাবনা জিলাকে বিলোড়িত করিতেছে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

বিলোপ [স] ১ *বিণ* লুপ্ত। 'বিদ্যা বুদ্ধি ধৈর্য্য স্থৈর্য্য বিলোপ সকল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬। ২ *বি* লোপ। 'স্যাকসনরা ব্রিটেনের আদিম অধিবাসীদের বিলোপ করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বিলোম [স] ১ *বিণ* প্রতিকূল। 'অনুলোম উর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* হিন্দু উচ্চবর্ণের নারীর সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহ। 'উদ্বাহ বিষয়ে এদেশীয় স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুগত অনুলোম ও বিলোমের বিষয় বিবেচনা করা প্রচলিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিলোরি [আ বিলোয়ার] ১ *বি* বেলোয়ারি বাতি; বাতির ঝাড়। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* ঝাড়বাতি নির্মাতা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বিলোরি ঝাড় *বি* কাঁচের ঝাড়বাতি। 'বিলোরি ঝাড় ১ জোড়া আমার নামে খরচ লিখিয়া লইলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

বিলোল [স] *বিণ* চঞ্চল। 'যাহাঁ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

বিলোলিত [স] *বিণ* এলোমেলো। 'উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

বিলৌর *বি* স্ফটিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিল্ব [স] *বি* বেল গাছ। 'বিল্ববন-ভদ্রবন-ভাণ্ডীর-কানন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিল্বদল [স] *বি* বেলগাছের পাতা। 'ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বিল্বপত্র [স] *বি* বেলপাতা। 'পতি মোর কুলে বন্দ্য ... বিল্বপত্রে জার অধিষ্ঠান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিল্বপাত [স বিল্বপত্র] *বি* বেলগাছের পাতা। 'বাপরাজা বিল্বপাতে সেবিল সহস্র হাতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিল্বফল [স] *বি* বেলগাছের ফল। 'বিল্বফল, পাকিলেই সুরস।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

বিল্ববৃক্ষ [স] *বি* বেল গাছ। 'ইহারদিগের স্ত্রীলোকের বিবাহ প্রথম বিল্ববৃক্ষের সহিত হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

বিল্ল [স বিল্ব] *বি* বেল। 'কুচ কঠিনতা হেরি বিনু বিল্ল কষ্ট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিল্লি [হি বিল্লী] *বি* বিড়াল। 'বিল্লি-বাচ্চা দিল্লি যেতে নাসিক এসেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিশ [স বিংশ] ১ *বিণ* ২০ সংখ্যক। 'বাগদি নিবসে পুরে/ নানা অস্ত্র লৈয়া করে/ দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ধান পরিমাপের এককবিশেষ (২০ আড়িতে এক বিশ, যা প্রায় ৪০ মন; অন্য মতে ২০ পইকায় এক শলি এবং ২০ শলিতে এক বিশ, যা প্রায় ৮০ মন)। 'শ্রাবণ মাসে দুই বিশ ধান লইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বিশঞি *বিণ* বিশে; মাসের বিশতম তারিখ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

বিশমাল্লা *বি* বিশজন মাঝিবিশিষ্ট নৌকা। 'একটা বিশমাল্লা হলেও চলে, কিন্তু আমি বজরার কথা বলেছিলাম।' *জীবন*, ১৯৩২।

বিশসালা [বিশ+ফা সাল>] *বিণ* বিশ বছর মেয়াদি। 'কোম্পানির বিশসালা বন্দোবস্ত হওয়া অবধি তুলার বাণিজ্য ত্রিগুণ বাড়িয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বিশা *বিণ* কুড়ি সংখ্যক। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বিশা দরে *ক্রিবিণ* কুড়ি হিসাবে। 'কিনিঞা নবাত ফেনি বিশা দরে কিনে চিনি পান কিনে সহস্রের দরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিশাশয় *বিণ* একশত কুড়ি। 'আতব তণ্ডুল চিনি বিশাশয় ভার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিশে *বিণ* বিশতম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বিশঙ্কট [স বিসংকট] *বি* বিষম সঙ্কট। 'লজ্বিআ তোমার ঘটে স্বামী গেল বিশঙ্কটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিশঙ্কিত [স] *বিণ* বিশেষভাবে শঙ্কিত। 'বিরহ-বিশঙ্কিত করুণ কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

বিশদ[১] [স] *বিণ* শুভ্র। 'নিন্দিকুন্দ বিন্দুচাঁদ বিশদ দেহের ছাঁদ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিশদ পক্ষ [স] *বিণ* শুক্লপক্ষ। 'অষ্টমী সুপ্রকাশ বিশদ পক্ষ শুভ ক্ষণে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বিশদবসনা [স] *বিণ* শুভ্রবসন পরিহিতা। 'স্থলে শোভে বিশদবসনা ধুতুরা চির যোগিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিশদ[২] [স] *বিণ* বিস্তারিত। 'বিশদ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিশদভাবে [স] *ক্রিবিণ* বিস্তারিতভাবে। 'এরূপ বিশদভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বিশপ [ই] *বি* খ্রিস্টীয় চার্চের উর্ধ্বতন যাজক। 'রিফরম প্রটেস্টান্ট বিশপের দল। বড়দিন পেয়ে মুখে হাস্য খলে খল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিশয় [স বিষয়] *বি* বিষয়। *বোগল*, ১৭৭০।

বিশয়াষয় [স বিষয়>] *বি* ধনসম্পত্তি। 'আপন ভর্ত্তাকে বিশয়াষয়ের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

বিশল্যকরণী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রোগ নিরাময়ের অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে এমন ভেষজ উদ্ভিদবিশেষ। 'তুমি আনো বিরহের বিশল্যকরণী।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

বিশা দ্র **বিশ**

বিশাখা [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'কৃত্তিকা হইতে বিশাখা চতুর্দশ নক্ষত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বিশান [স বিষাণ] *বি* বিষাণ; শিঙ্গা। 'বাজে দামা জগঝম্প ভেউরি বিশান।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বিশারদ [স] **১** *বিণ* অভিজ্ঞ। 'শিব শুক নারদ ব্যাস বিশারদ।' *জ্ঞান*, ১৬০০। **২** *বিণ* পারদর্শী। 'অস্ত্রশস্ত্র বিশারদ মহিমা অপার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিশাল [স] **১** *বিণ* প্রশস্ত। 'দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* বিখ্যাত। 'পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* গভীর। 'যমুনাজল বিশাল এ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রিবিণ* বহুলরূপে। 'প্রেমভক্তিবৃষ্টি আজি করিব বিশাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'এতেক শুনিয়া সোনাই হরিষ বিশাল।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৫** *বিণ* বৃহদাকার। 'বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমাদের।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিশালকায় [স] *বিণ* অতিকায়। 'বিশালকায় ছায়াপথটা তেরছা হইয়া ঘুরিয়া যায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বিশালতর [স] *বিণ* ব্যাপকতর। 'গ্রেট ওঅর-এর থেকেও বিশালতর যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

বিশালতা [স] **১** *বি* প্রকাণ্ডতা। 'তাহার বিশালতার বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* মহত্ত্ব। 'বোঝা যায় চরিত্রের বিশালতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বিশালত্ব [স] *বি* বিশালতা। 'এত বিশালত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিশালনয়না [স] *বিণ স্ত্রী* আয়ত চোখের অধিকারী। 'শোভিলা উজ্জ্বলতরে প্রভা আভাময়ী, বিশালনয়না দেবী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিশালাক্ষি [স বিশালাক্ষী, সম্বো] *বি স্ত্রী* দীর্ঘনয়না। 'কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিশালাক্ষী [স] **১** *বিণ* পরমাসুন্দরী। 'আইলা চারু চিত্রলেখা সখী, বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী – মাধব-রমণী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'বহুদিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব।' *জীবন*, ১৯৩২।

বিশালোরস্ক [স] *বিণ* বিশাল বক্ষবিশিষ্ট। 'জগৎসিংহের সদৃশ দীর্ঘায়ত বিশালোরস্ক নহেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বি-শাশুড়ি *বি* স্বামীর সৎ মা। 'বি-শাশুড়ি বলিয়া কোনও অযত্ন বৌমা কখনও পায় নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

-বিশিষ্ট [স] *বিণ* যুক্ত; সংবলিত। 'আসনাদিবিশিষ্ট এক২ বাঙ্গালা ও পাকশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

বিশিষ্ট [স] **১** *বিণ* বিশেষ। 'এই বিশিষ্ট আয়ের অটলতা ও বৃদ্ধি হইবার নিমিত্তে ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। **২** *বিণ* অতিশয় জাঁকজমকপূর্ণ। 'পূজা বিশিষ্ট রূপে করিয়া ...।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বিণ* বিশেষ সম্মানীয়। 'আমরা নগরস্থ বিশিষ্ট লোক ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৪** *বিণ* বিখ্যাত। 'বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জাতীয় লোক ... প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৫** *বিণ* মর্যাদাসম্পন্ন; অভিজাত। 'ইহারা তিনশ্রেণীতে নিবিষ্ট; শ্রমিক পুত্তিকা, সৈনিক পুত্তিকা, বিশিষ্ট পুত্তিকা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিশিষ্টতা [স] **১** *বি* স্বতন্ত্রতা। 'মুখের সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া বরঞ্চ একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* অসাধারণতা। 'তাহার এক বিশিষ্টতা দেখা যায়।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

বিশিষ্টরূপ [স] *বি* বিশেষ অবস্থা। 'পুরাতন সত্যও এমন একটা বিশিষ্টরূপ নিতে পারে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

বিশিষ্টরূপে [স] **১** *ক্রিবিণ* বিস্তৃত আকারে। 'যৎকালে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছিল, তখন মনের নিয়ম ও ভৌতিক জগতের নিয়ম বিশিষ্টরূপে আলোচিত হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *ক্রিবিণ* বিশেষভাবে। 'শিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপকেরা বিশিষ্টরূপে অনুধাবন করেন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *ক্রিবিণ* ঘনিষ্ঠভাবে। 'ইংরাজেরা যদি হিন্দু, মুসলমানদিগের সহিত বিশিষ্টরূপে মিলিত হয়েন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

বিশিষ্টলোক [স] *বি* উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। 'অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বিশিষ্টশিষ্ট [স] *বিণ* খুবই ভদ্র। 'বিশিষ্টশিষ্ট সমূহমান্য গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়েরদের প্রতি পত্রিকাদ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিশিষ্টসাধারণ [স] *বি* অভিজাত শ্রেণী। 'য়ুরোপে যাহারা একদিন বিশিষ্ট সাধারণ বলিয়া গণ্য হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিশিষ্টোপকার [স বিশিষ্ট-উপকার] *বি* খুব সুবিধা; বিশেষ উপকার। 'ক্রমশঃ বাঙ্গলা সম্বাদপত্রের বাহুল্য হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিশিষ্টোপকার।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিশীর্ণ [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত কৃশ। 'বিশীর্ণকঙ্কাল চিরভিক্ষাসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* অনেকাংশে শুকিয়ে গেছে এমন। 'কোথা বহিয়াছে বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* অতিশয় জীর্ণ। 'বিশীর্ণ বটের নীচে শুয়ে রব।' *জীবন*, ১৯৩২।

বিশীর্ণা [স] *বিণ স্ত্রী* অতি শীর্ণ। 'সেথা যদি বিশীর্ণা সে মরিত শুকায়ে অগ্নিতে দিতাম তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিশুদ্ধ [স] **১** *বিণ* পবিত্র। 'ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বিণ* খাঁটি। 'আমি ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ তপস্বী দেখিতেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* অমিশ্র। 'পুনর্বার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র গণিতবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* নির্মল। 'তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিতে বহির্গত হইলেন।' *মন্মথরক্ষ*, ১৮৬৯। ৫ *বিণ* দোষহীন; নির্ভেজাল। 'ধাতু যখন স্বভাবতঃ নির্দোষ হয়, তখন উহাকে বিশুদ্ধ বলা যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৬ *বিণ* উদার। 'বিশুদ্ধ চিত্ত, মহানুভব পুরুষেরা ... তাহার অপনয়ন করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৭ *বিণ* নিরপেক্ষ। 'তাঁরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানত্বের ঘোরতর সংক্রামক রোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৮ *বিণ* সুশৃঙ্খল। 'একে তুমি চেয়েছিলে; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ।' *জীবন*, ১৯৪২।

বিশুদ্ধচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নিষ্কলঙ্ক। 'বিশুদ্ধচারিণী পাটরাণীর অনাদর করিয়াছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

বিশুদ্ধতম [স] *বিণ* অতিশয় খাঁটি। 'এইখানে পড়িয়া বিশুদ্ধতম বনবায়ু সেবন করিব।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

বিশুদ্ধবুদ্ধি [স] *বিণ* শুভবুদ্ধিসম্পন্ন। 'ভবিষ্যৎকালীন বিশুদ্ধবুদ্ধি বিদ্বানলোকের শিক্ষাদানের উপযোগী হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিশুদ্ধভাবে [স] *ক্রিবিণ* অবিকৃতরূপে। 'এখানে আমরা বিশুদ্ধভাবে পাব বলে আশা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিশুর্দ্ধি [স বিশুদ্ধি] *বি* বিশেষভাবে শুদ্ধি। 'বিসঅ বিশুর্দ্ধি মই বুঝ্ঝিঅ আনন্দে।' *চর্যা* ৩০, ১২০০।

বিশুভ্র [স] *বিণ* সাদা। 'জীবনের খরস্রোত, নিষ্প্রাণ বিশুভ্র বালুচরে।' *করকুশ*, ১৯৪৩।

বিশুষ্ক [স] *বিণ* খুব শুকনা; ম্লান। 'বীরেন্দ্রসিংহের মুখ বিশুষ্ক হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বিশুষ্কতা [স] ১ *বি* ম্লানিমা। 'জাফরান আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে।' *জীবন*, ১৯৪৮। ২ *বি* রসহীনতা। 'প্রাণধারা সঞ্জীবনের জন্য বিশুষ্কতাই মাঝে মাঝে বেছে নিতে হয়।' *শওকত*, ১৯৬২।

বিশুষ্কপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় শুকিয়ে গেছে এমন। 'ছোট-ছোট বিশুষ্কপ্রায় নদী।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

বিশৃঙ্খল [স] ১ *বিণ* সুনির্দিষ্ট নিয়মবদ্ধ নয় এমন। 'বর্ত্তমান অস্থায়ী বিশৃঙ্খল বন্দোবস্ত ... প্রজাসমূহের সর্ব্বনাশের আকর হইয়াছে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯। ২ *বি* শৃঙ্খলাহীন। 'বিদ্যুৎশিখার মতো বিশৃঙ্খল অসংযত উদ্দেশ্যহীন।' *অবন*, ১৯২৫।

বিশৃঙ্খলতা [স] *বি* শৃঙ্খলার অভাব। 'এই জন্য তাহার মধ্যে বড়ো বিশৃঙ্খলতা, বড়ো বাড়াবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিশৃঙ্খলা [স] ১ *বি* শৃঙ্খলার অভাব। 'কর্ত্তার দোষেই যে সংসারে বিশৃঙ্খলা হইয়া থাকে ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ২ *বি* অনিয়ম। 'যে গৃহে লক্ষ্মী আছে, সে গৃহে বিশৃঙ্খলা কুশ্রীতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিশৃঙ্খলাপূর্ণ [স] *বিণ* শৃঙ্খলাহীন। 'মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

বিশে দ্র **বিশ**

বিশেখ [স বিশেষ] *বিণ* বিশেষ। 'কি করব ঊষধ বিশেখে।' *মুরারি*, ১৫৭০।

বিশেষ [স] ১ *বি* পার্থক্য। 'জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০। ২ *বিণ* নির্বিশেষ। 'দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অতি। 'স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ পুলক বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* প্রকার। 'সিংহলের ভোগ জত বিশেষ কহিব কত উপভোগ কর্য্যাছ মসানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* বৈশিষ্ট্য; বিশেষত্ব। 'সাহেব লোকেরা উত্তমরূপে এই আইনের বিশেষ বুঝাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৬ *অব্য* তা ছাড়া। 'বিশেষ সই আমার বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ৭ *বি* ভেদ। 'পরগণা ও মৌজা বিশেষে বিভিন্ন প্রকৃতির।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ৮ *বিণ* বিশিষ্ট। 'বিশেষ পাঁচালিওয়ালা দাশরথি রায়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। ৯ *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ; সাধারণ নয় এমন। 'বিশেষ কথা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিশেষজ্ঞ [স] *বিণ* সুপণ্ডিত। 'তাঁহারা তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিশেষজ্ঞতা [স] *বি* কোনো বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান। 'তাঁর স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার খ্যাতি পাঠিকাদের কাছে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হল না।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

বিশেষত [স] *ক্রিবিণ* বিশেষ ক'রে। 'অন্নে পূর্ণ হৈল বিশ্ব বিশেষত কাশী।' *ভারত*, ১৭৬০।

বিশেষতঃ [স] ১ *ক্রিবিণ* প্রধানত। 'বলাৎকারে আনে ধরি বিশেষতঃ যুবতীর গণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *অব্য* বিশেষ ক'রে। 'লোকেরদের বিশিষ্টোপকার বিশেষতঃ নানা সম্বাদপত্রে নানাদেশীয় অনেক বিষয়ঘটিত সম্বাদ অনায়াসে জানিতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিশেষতো [স বিশেষত] *ক্রিবিণ* বিশেষ ক'রে। 'দেশীয় ছাত্র বিশেষতো বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছাত্র অধিক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বিশেষত্ব [স] *বি* বৈশিষ্ট্য। 'নিজ নিজ মতের বিশেষত্ব রক্ষা করিবার ... ব্যবস্থা দিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ঘুচিয়ে ফেলে ওদের প্রদত্ত কৃত্রিম সম্মান পরিধান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিশেষত্বহীন [স] *বিণ* বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই এমন; সাধারণ। 'তা অপর্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন ও প্রতিভাহীন।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'কলকাতায় বিশেষত্বহীন কোনো জায়গা যদি থাকে ...।' *জীবন*, ১৯৩৩।

বিশেষ বিশেষ [স] *বিণ* অনুপুঙ্খ। 'তাবৎ বৃত্তান্ত বিশেষ২ করিয়া লিখিতে প্রয়োজনাভাব এ প্রযুক্ত স্থূল বিবরণ লিখিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বিশেষভাবে [স] *ক্রিবিণ* বিশেষরূপে। 'বিশেষভাবে শক্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিশেষমূর্তি [স] *বি* বিশেষ আকার। 'নিজেদের মনের চিন্তার একটা বিশেষ মূর্তি দেখিতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিশেষরূপে [স] ১ *ক্রিবিণ* ব্যাপকভাবে। 'এই প্রত্যাশা যে ইংগ্লণ্ডীয় বিদ্যা তদধ্যক্ষগণ মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি হয়।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ২ *ক্রিবিণ* বিশেষভাবে। 'গ্রন্থ-বিবরণ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলে ইহা দেখিতে পাইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিশেষানভিজ্ঞ [স] *বিণ* মূর্খ। 'ইহাতে বিশেষানভিজ্ঞ অজ্ঞ লোক কহিতেছে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

বিশেষার্ঘ্যস্থাপন [স] *বি* (হিন্দু আচার) ব্রতানুষ্ঠানের অংশবিশেষ। 'প্রথমে সামান্যকাণ্ড – যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন ... বিশেষার্ঘ্যস্থাপন।' *অবন*, ১৯১৯।

বিশেষার্থ [স] *বি* সুনির্দিষ্ট অর্থ। 'শব্দটিতে যে বিশেষার্থ ছাড়াও একটি সামান্যার্থ আরোপিত হয়েছে এটি আজ অনস্বীকার্য।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিশেষিয়া ১ *ক্রিবিণ* বিশেষভাবে। 'বিশেষিয়া বন্দি মাতাপিতার চরণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *ক্রি* বিস্তারিত ক'রে। 'কি জ্ঞান বিশেষিয়া কহ।' *কেরী*, ১৮০১।

বিশেষে ১ *ক্রিবিণ* বিশেষভাবে। 'বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* বিশেষ ক'রে। 'রাজার জামাতা তুমি বিশেষে আমার স্বামী কে বলিতে পারে কুবচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'সুবাসিত মোর বাস হইব বিশেষে।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিশেষণ *বি* (ব্যা) যে পদ বিশেষ্যের বা সর্বনামের গুণ, ভাব, অবস্থাদি নির্দেশ করে। 'বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।' *ভারত*, ১৭৬০।

বিশেষিত *বিণ* বিশেষ গুণ উল্লেখের দ্বারা ভূষিত। 'আশীর্ব্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বিশেষ্য [স] *বি* ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু, দ্রব্য, জাতি, ক্রিয়া, গুণ বা ভাবের সংজ্ঞাবাচক শব্দ। 'বিশেষ্য শব্দ চন্দ্র হইতে চাঁদ, বন্ধ হইতে বাঁধ, কিন্তু বিশেষণ শব্দ মন্দ হইল মাদা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বিশেস [স বিশেষ] *বিণ* সুনির্দিষ্ট। 'কোন বংসে জন্ম সখি কহনা বিশেসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিশেসো [স বিশেষ] *বি* প্রভেদ। 'জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো।' *চর্যা* ২২, ১২০০।

বিশোচন [স] *বি* অনুশোচনা। 'নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন, নাহি দুঃখ সুখ তাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিশোধিত [স] *বিণ* বিশুদ্ধ করা হয়েছে এমন। 'যা নির্ব্যক্তিত্বে বিশোধিত হয়ে ফেনার কণার মত তাকে টানে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বিশোভিত [স] *বিণ* বিশেষরূপে ভূষিত। 'দিগদিগন্ত আলোকিত, পুলকিত ও বিশোভিত করিতেছিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বিশোয় *বি* বিষয়। 'লিখন পঠনের বিশোয় লিখিবা।' *ওঁসা*, ১৭৭৯।

বিশোয়াসা [স বিশ্বাস] *বি* ভরসা। 'তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময় অতএ তোহরি বিশোয়াসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিশোষ্যমানা [স] *বিণ* ভীতসন্ত্রস্ত। 'সেই বিশোষ্যমানা কুমারী লাভার্থ দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ ... লক্ষ্য বিঁধিতে যত্ন করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিশ্চল [স] *বিণ* স্থির। 'চলাচল সব জগ তুহ্মি সে বিশ্চল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিশ্ব [স] **১** *বি* জগৎ। 'নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সকল মানুষ। 'ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রায় বিশ্ব জার যশ গায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়/ দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* সংসার। 'বিশ্বের কাজের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বিশ্বউদ্ভাসিনী [স] *বিণ* পৃথিবী আলোকিত করার মতো। 'বিশ্বউদ্ভাসিনী প্রতিভা, কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বিশ্বকণ্ঠ [স] *বি* তাবৎ মানুষের কণ্ঠ। 'বিশ্বকণ্ঠে বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে – বন্দে মাতরম্।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিশ্বকবি [স] **১** *বি* বিশ্বের সৌন্দর্যস্রষ্টা; ঈশ্বর। 'পরিপূর্ণ সংগীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে, সেই কথাটি আজ সন্ধ্যাকাশে বিশ্বকবি নিজে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বি* বিশ্ববিখ্যাত কবি। (শেক্সপীয়ার) 'যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে, ইংলণ্ডে দিকপ্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; (রবীন্দ্রনাথ) 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' *আনন্দবাজার*, ১৯৩৫।

বিশ্বকমল [স] *বি* বিশ্বরূপ পদ্ম। 'তারি 'পরে বিশ্বকমল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্বকরুণা *বি* যাবতীয় অনুকম্পা। 'বিশ্বকরুণা, মুক্তি পদ্ম-বেদনা লাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

বিশ্বকর্তা [স] *বি* জগতের প্রভু। 'বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে, সকল জন্তুই সমান।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বিশ্বকর্তৃত্ব [স] *বি* বিশ্বময় প্রভুত্ব। 'যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বিশ্বকর্ম, বিশ্বকর্ম্ম [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। 'কোণ বিশ্বকর্ম্মে নির্ম্মিল দুই তন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিশ্বকর্মা, বিশ্বকর্ম্মা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবশিল্পী। 'কালিকার পূর্ণ দৃষ্টি, পুরী বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'শ্রুতিমাত্রে বিশ্বকর্মা আইল ততক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিশ্বকাজ [স বিশ্বকার্য] *বি* জগতের কাজ। 'শক্তিরূপ হেরো তাঁর ... বিশ্বকাজে, চিত্তমাঝে দিনে রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

বিশ্বকার্য, বিশ্বকার্য্য [স] *বি* জাগতিক কাজ। 'বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিশ্বপতির স্বরূপ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিশ্বকেন্দ্রস্থল [স] *বি* পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি। 'আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিশ্বকোষ [স] *বি* সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থবিশেষ; এনসাইক্লোপীডিয়া। 'এই বিশ্বকোষে যাবতীয় শিক্ষা সন্নিবেশিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'দু লক্ষ ছত্রের বিশ্বকোষ সংক্ষিপ্ত বললে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

বিশ্বকোষকার [স] *বি* বিশ্বকোষ প্রণেতা। 'ভলতেয়ার ও বিশ্বকোষকারগণের নিবন্ধমালা।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বিশ্বকৌশলী [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'অনন্ত বিশ্বকৌশলীর বিচিত্র কৌশলের অণুমাত্র বুঝিবার ক্ষমতাও নাই, সাধ্যও নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিশ্বখেলা *বি* বিশ্বের কর্মযজ্ঞ। 'ডাকে আমায় বিশ্বখেলায় খেলা ঘরের জোগান দিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বিশ্বখেলোয়াড় *বি* বিধাতা। 'বিশ্বখেলোয়াড়ের খেয়াল নামল খেলাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বগত [স] *বিণ* বিশ্বজনীন। 'সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বগান [স] *বি* বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে এমন গান। 'বিশ্বগানের ধারা বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্বগুরু [স] *বি* জগতের পিতা। 'বিশ্বগুরু-মশায় থাকেন কঠিন হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

বিশ্বগোচর [স] *বিণ* পৃথিবীব্যাপী প্রকাশমান। 'থাকা, কেবল থাকা, তুমি বিশ্বগোচর থেকো।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

বিশ্ব-গোলা *বি* বৃহদাকার গোলক। 'বিশ্ব-গোলা নিয়ে খেলো

লুফালুফি খেলা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিশ্বগ্রন্থ [স] *বি* বিশ্বরূপ পুস্তক। 'বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত অক্ষর এক মুহূর্তে একাকার হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিশ্বগ্রাসী [স] *বিণ* বিশ্বকে গ্রাস করে এমন। 'তাঁর ওই বিশ্বগ্রাসী ভালোবাসা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিশ্বচরাচর [স] *বি* সমগ্র দৃশ্যমান জগৎ। 'মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্বচরাচর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

বিশ্বচিত্র [স] *বি* জগৎরূপ চিত্র। 'তাহা এই বিশ্বচিত্রে আমি আঁকিয়া রাখিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিশ্বছন্দ [স] *বি* বিশ্বের স্বাভাবিক গতি। 'ভকত-হৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিশ্বছবি [স] *বি* বিশ্বরূপ ছবি। 'আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্বজগৎ [স] *বি* বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। 'এই বিশ্বজগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'আঁধার নিখিল বিশ্বজগৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বিশ্বজন [স] **১** *বি* মানবজাতি। 'এহেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে।' *মাইকেল*, ১৮৭২। **২** *বি* বিশ্ববাসী। 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে স্থলজলে নভতলে বনে উপবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিশ্বজনগণ [স] *বি* বিশ্বের মানুষ। 'সেখানে বসাবে তোমা বিশ্বজনগণ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিশ্বজনজননী [স] *বি স্ত্রী* বিশ্বজননী; মানব জাতির স্রষ্টা। 'করো কৃপা অনাথে হে বিশ্বজনজননী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিশ্বজননী [স] *বি* জগতের মাতা। 'তুমি বিশ্বজননী কেবলি ভক্তিময়ী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিশ্বজনমনোমোহন [স] *বিণ* বিশ্ববাসীর কাছে চিত্তাকর্ষক। 'আমাদের সাহিত্য হবে বিশ্বজনমনোমোহন।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বিশ্বজনীন [স] *বিণ* বিশ্বের সব মানুষের উপযোগী; বৈশ্বিক। 'গ্রন্থটিকে বিশ্বজনীনভাবে না লইয়া আমরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিশ্বজনীনতা [স] *বি* সার্বজনিকতা। 'যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌচেছে বিশ্বমানসলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বজয় [স] *বি* বিশ্বকে জয়। 'বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বিশ্বজয়ী [স] *বিণ* বিশ্বজয়কারী। 'তথাপি সে বিশ্বজয়ী এ বড় বিচিত্র।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিশ্বজাতিসংঘ [স] *বি* সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। 'বিশ্বজাতিসংঘের মধ্যে জয় করে নিলে সম্মানের অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিশ্বজাতীয়তা [স] আন্তর্জাতিক চরিত্র। 'যে জাতি জাতীয়তা লাভ করে নাই সে বিশ্বজাতীয়তাকে হারাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিশ্বজিগীষু [স] *বিণ* বিশ্বজয় করতে ইচ্ছুক। 'বিশ্বজিগীষু কুস্তিগীরদের আজ যেমন বঞ্চিত করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিশ্বজিৎ [স] *বিণ* বিশ্বকে জয় করেছে এমন। 'শুক চঞ্চু নাসিকা অধর বিশ্বজিৎ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিশ্বজীবন [স] *বি* মহাজীবন। 'বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র-জীবনের এই আত্মনিবেদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিশ্বজোড়া *বিণ* বিশ্ববিস্তৃত। 'এই বিশ্বজোড়া রূপের মূর্ত দিকটার খবরই নিয়ে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

বিশ্ব-ডুবান *বিণ* বিশ্বকে ডুবিয়ে ফেলে এমন। 'বিশ্ব-ডুবান আসলো তুফান।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বিশ্বতট [স] *বি* জগৎ-সংসার। 'চলে যায় সবে পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিশ্বতত্ত্ব [স] *বি* বৈশ্বিক জ্ঞান। 'বিশ্বকে নিঃস্ব করেই দার্শনিকেরা বিশ্বতত্ত্ব লাভ করেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিশ্বতনু [স] *বি* বিশ্বের দেহ। 'বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

বিশ্বতন্ত্র [স] *বি* আন্তর্জাতিকতা। 'য়ুরোপীয় সভ্যতাই এইরূপ বিশ্বতন্ত্রেরই প্রতিবিম্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিশ্বতন্ত্রী [স] *বি* জগৎরূপ বীণার তার। 'অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া বিশ্বতন্ত্রী হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিশ্বতান [স] *বি* বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন সুর। 'লাগল বিশ্বতানের মাঝে একটি করুণ সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্ব-তোরণ [স] *বি* বিশ্বের প্রবেশদ্বার। 'আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিশ্বত্রাস [স] *বিণ* বিশ্ববাসীর ভয়স্বরূপ। 'বিশ্বত্রাস মহাবাহু কামাল পাশা।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিশ্বদাহকর [স] *বিণ* বিশ্বকে তাপে দাহ করে এমন। 'সূর্য্য ত দেখিতে পাই বিশ্বদাহকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বিশ্বদৃশ্য [স] *বি* জগতের দৃশ্যমান বস্তু। 'বিশ্বদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিশ্ব-দেউল [স বিশ্ব-দেবকুল] *বি* বিশ্বমন্দির। 'তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বিশ্বদেব [স] *বি* বিশ্বের দেবতা। 'হে বিশ্বদেব, তোমারি আরতি হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিশ্বদেবতা [স] *বি* জগতের প্রভু। 'আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিশ্বদেহ [স] *বি* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহের সম্মিলনে সৃষ্ট বৃহৎ দেহ; সামগ্রিক দেহ। 'এমন-কিছুকে আশ্রয় করে যাকে বলব তাদের বিশ্বদেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বদৈহিক [স] *বিণ* সামষ্টিক দেহের। 'অর্থাৎ যেটা তাদের স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্ব-দোলন [স] *বিণ* বিশ্বকে দোলায় এমন। 'তোমার হাসির আভাস লেগে বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

বিশ্বদ্বার [স] *বি* বিশ্বের প্রবেশদ্বার। 'যে শিশু উর্দ্ধস্বরে বিশ্বদ্বারে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিশ্বধাতা [স] *বি* ঈশ্বর। 'বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বিশ্বধ্যেয়া [স] *বি* জগতের আরাধ্যা। 'কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব আজ্ঞা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিশ্বনন্দিত [স] *বিণ* বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। 'এ সাহিত্য আজ বিশ্বনন্দিত ও গণবন্দিত।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বিশ্বনাগরিক [স] *বি* বিশ্বদৃষ্টি আছে এমন ব্যক্তি। 'তারা বিশ্বনাগরিক।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বিশ্ব-নাচ *বি* বিশ্বময় নাচ। 'তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায় বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

বিশ্বনাথ [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'বিশ্বনাথ নাম ধর ভুবনে বিদিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিশ্বনাশ [স] *বি* পৃথিবী ধ্বংস। 'বিশ্বনাশে প্রেমিকের কিবা ডর?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বিশ্বনাশী [স] *বিণ* জগৎ ধ্বংস করতে পারে এমন। 'টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জটি/ বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিশ্বনিখিল [স] *বি* সমগ্র জগৎ। 'তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিশ্বনিন্দুক [স] *বিণ* সবাইকে নিন্দা করে এমন। 'তাহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'তারা বিশ্বনিন্দুক।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিশ্বনিয়ন্তা [স] *বি* বিশ্বনিয়ন্ত্রণকারী; বিধাতা। 'বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছাক্রমে যাহা সুন্দর ও আন্দনবিধায়ক হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিশ্বনিয়ম [স] *বি* জাগতিক বিধান। 'তাহার চতুর্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'বিশ্বনিয়মের প্রতিও প্রভুত্বমদোদ্ধত ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিশ্বনিয়ামক [স] *বিণ* বিশ্বের পরিচালক। 'সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ামক খোদা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

বিশ্বনীতি [স] *বি* জগতের নিয়ম। 'সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিশ্বনৃত্যলীলা [স] *বি* বিশ্বের স্পন্দিত আবর্তন। 'তবুও চিত্ত অহেতু আনন্দেতে/ বিশ্বনৃত্যলীলায় উঠেছে মেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিশ্বনেশনত্ব *বি* বিশ্বনাগরিকতা; সারা বিশ্বের নাগরিক এমন ভাব। 'নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশনত্বের দিকে, বিশ্বনেশনত্বের দিকে যাইতে না দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিশ্বপতি [স] *বি* জগদীশ্বর। 'হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিশ্বপত্র [স] *বি* বিশ্বরূপ পাতা। 'অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল/ বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিশ্বপরান [স বিশ্বপ্রাণ] *বি* বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা প্রাণ। 'এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্বপরানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

বিশ্বপাতা [স] *বি* বিশ্বপিতা; জগতের পালক। 'বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিশ্বপাত্র [স] *বি* বিশ্বরূপ পাত্র। 'এই শ্রদ্ধাটুকু আমার শূন্য বিশ্বপাত্রের শেষ সুধাবিন্দু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বিশ্বপাথার *বি* মহাসাগর। 'শুনিয়াছি নিম্নে তব, হে বিশ্বপাথার, নাহি অন্ত মহামূল্য মণিমুকুতার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিশ্বপালক [স] *বিণ* বিশ্বের সবকিছুর পালনকর্তা। 'বিশ্বপালক হল বালক রাখাল।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বিশ্বপালিকা [স] *বিণ স্ত্রী* বিশ্বকে পালনকারী। 'আপনা ভুলিয়া বিশ্বপালিকা নিত্য-কালের নারী ...।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বিশ্বপিতা [স] *বি* বিশ্বের জনক; জগৎপালক। 'বিশ্বপিতা যেমন পশ্বাদিকে কেবল ঐ সকল অপ্রধান প্রবৃত্তি দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বিশ্বপিতামহ [স] *বি* পরমপ্রভু। 'রচিত হয় বিশ্বপিতামহের অভিনন্দনমন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিশ্বপুর [স] *বি* বিশ্বজগৎ; পৃথিবী। 'মহারবে সিংহদ্বার খুলে বিশ্বপুরে – অশ্রুজল মুছে ফেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিশ্বপূজ্য [স] *বিণ* বিশ্বে সম্মানিত। 'মধ্যাহ্নমার্তণ্ডের প্রখর সভায় বিশ্বপূজ্য মুসলমানের অতুল প্রতাপ।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বিশ্বপ্রকৃতি [স] *বি* জগৎ সংসার। 'বিশ্বপ্রকৃতির সেই বীণাধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিশ্বপ্রদর্শনী [স] *বি* বিশ্বরূপ মেলা। 'বিশ্বপ্রদর্শনী মাঝে উজ্জ্বল তোমার সৃষ্টিগুলি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিশ্বপ্রসিদ্ধ [স] *বিণ* বিশ্ববিখ্যাত। 'তিনি আবহমান কালের কৃষ্টি-বিজড়িত বিশ্বপ্রসিদ্ধ ... শব্দকে তুরস্ক হইতে দূর করিয়া।' *এসলাম*, ১৯৩২।

বিশ্বপ্রাণ [স] *বি* বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা প্রাণ। 'বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা আমার বাঁশি এনে দেয় আমার কানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

বিশ্বপ্রেম [স] *বি* জগতের সবকিছুর প্রতি ভালোবাসা। 'ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'ঘোর বিষয়ী লোকেরও ... বিশ্বপ্রেম জন্মায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিশ্বপ্রেমিক [স] *বি* বিশ্বের সবার প্রতি ভালোবাসা আছে যার। 'ইউরোপের বিশ্বপ্রেমিকেরা যা-ই বলুন না।' *সবুজ*, ১৯২০।

বিশ্বপ্লাবিনী [স] *বিণ* জগৎ প্লাবিত করে এমন। 'ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনী অমৃত-উৎস-ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিশ্ববঙ্গ [স] *বিণ* সর্ববঙ্গীয়। 'বিশ্ববঙ্গপ্রতিনিধিসভা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিশ্ববন্ধু [স] *বি* বিশ্বের বন্ধু। 'হে রাজা বিশ্ববন্ধু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিশ্ববরেণ্য [স] *বিণ* পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত। 'আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবিসম্রাটও ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বিশ্ববাউল *বি* বিশ্ববিধাতারূপ বাউল। 'বিশ্ববাউলের একতারার ঝংকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিশ্ববাংলা *বি* বিশ্বব্যাপ্ত বাংলা। 'বিশ্ববাংলা উঠছে গড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বিশ্ববাজনা [স বিশ্ববাদ্য] *বি* জগৎময় বাদ্যধ্বনি। 'বাজুক বিশ্ববাজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিশ্ববাণী [স] **১** *বি* সর্বজনীনতা। 'বিশ্ববাণীর বারতা এনেছি বঙ্গের সভাতলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* সর্বজনীন বক্তব্য। 'বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বিশ্ববাসী [স] *বিণ* জগতে বসবাসকারী। 'জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যজি বিশ্ববাসী জন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

বিশ্ববিখ্যাত [স] **১** *বিণ* সারা বিশ্বে খ্যাত। 'এই বিশ্ববিখ্যাত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহাশয় ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫; 'ভারতীয় স্ত্রীরা সতীত্বের জন্য বিশ্ববিখ্যাত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বিশ্ববিচারক [স] *বি* জগতের বিধানকর্তা। 'সে জন্যই বোধহয় বিশ্ববিচারক এই ব্যবস্থা নিয়েছেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

বিশ্ববিজয়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিশ্বজয়ী। 'বিশ্ববিজয়িনী নারী নাম সার্থক হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিশ্ববিজয়ী [স] *বিণ* বিশ্বকে জয়কারী। 'জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিজয়ী

আরব, ইরানী, তুর্কী।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

বিশ্ব-বিজেতা [স] *বিণ* বিশ্বজয়ী। 'এর সঙ্গে কি তুলনা করবে/ প্রাসাদ বিশ্ব-বিজেতা?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিশ্ববিদ্যাগৃহ [স] *বি* সর্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। 'বিশ্ববিদ্যাগৃহে করে সবে কানাকানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিশ্ববিদ্যালয় [স] *বি* বহুবিধ বিদ্যা শেখার উচ্চতম প্রতিষ্ঠান। 'ব্রিটেনের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া প্রধান প্রধান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিদেশে ... যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আদর হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিশ্ববিদ্রোহী [স] *বি* মহা বিদ্রোহী। 'বিশ্ব-বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বিশ্ববিধাতা [স] *বি* বিশ্বের বিধানকর্তা। 'বিশ্ববিধাতার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ, আশ্চর্য্য কৌশল, এবং শুভকর অভিপ্রায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিশ্ব-বিধাতৃ [স] *বি* বিশ্ববিধাতা। 'উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর!' *নজরুল*, ১৯২২।

বিশ্ববিধাত্রী [স] *বি স্ত্রী* বিশ্বনিয়ন্তা। 'বিশ্ববিধাত্রী আলোকদাত্রী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বিশ্ববিধান [স] *বি* জগতের নিয়ম। 'বিশ্ববিধান কর্ত্তার অপার করুণার অশেষ নিদর্শন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান দেখিতে পায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বিশ্ববিধানকর্তা, বিশ্ববিধানকর্ত্তা [স] *বি* জগৎ সৃষ্টি করেছে যে। 'করুণানিধান বিশ্ববিধানকর্ত্তা আমাদিগকে যে-সমস্ত মানসিকশক্তি প্রদান করিয়াছেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিশ্ববিধি [স] *বি* জগতের বিধান। 'বিশ্ববিধি ও বিধাতাকে বেশ একটু বিদ্রূপ করে নিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিশ্ব-বিধ্বংসী [স] *বিণ* বিশ্ব ধ্বংসকারী। 'একি বিশ্ব-বিধ্বংসী নৃশংস খেলা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিশ্ববিনোদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিশ্বকে আনন্দ দেয় এমন। 'হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিশ্ববিমোহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সকলকে মুগ্ধ করে এমন। 'বিশ্ববিমোহিনী সৌন্দর্যের গুণকীর্তন।' *নজরুল*, ১৯১৯।

বিশ্ববিশ্রুত [স] *বিণ* জগৎ-বিখ্যাত। 'যাঁরা সৌন্দর্যের জন্য বিশ্ববিশ্রুত।' *নজরুল*, ১৯১৯।

বিশ্ববীক্ষা [স] *বি* বৈশ্বিক দৃষ্টি। 'সাম্প্রতিক বিশ্ববীক্ষা ব্যতিরেকে প্রত্নতত্ত্বেরও মর্ম-গ্রহণ অসাধ্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিশ্ববীণা [স] *বি* বিশ্বতুল্য বীণা। 'বিশ্ববীণা হতে উঠি গানের মতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিশ্ব-বেনে [স বিশ্ববণিক] *বি* আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী। 'বিশ্ব-বেনের দোকানে হয়তো সেটা বিকোয় মোটা দামে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিশ্বব্যাপকতা [স] *বি* বিশ্বজনীনতা। 'পুরুষের কাছে মেয়ের সৌন্দর্যের একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিশ্বব্যাপিনী [স] *বিণ* সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছে এমন। 'লুপ্ত করিছে সূর্যচন্দ্রে বিশ্বব্যাপিনী দাহনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিশ্বব্যাপী [স] *ক্রিবিণ* জগৎজুড়ে বিস্তৃত। 'বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে/ মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'আজ সহসা দক্ষিণবায়ুচঞ্চল বিশ্বব্যাপী দুরন্ত যৌবনতরঙ্গরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড [স] *বি* সমগ্র বিশ্ব। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বিশ্বভাব [স] *বি* বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার ভাব। 'একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বভাষা [স] *বি* সব দেশে চলে এমন ভাষা। 'বিশ্বভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রসার এবং ইংরেজি রীতিনীতির প্রভাব হওয়ার ফলে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বিশ্বভুবন [স] *বি* সমগ্র বিশ্ব। 'অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্বভুবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিশ্বভুবনতল [স] *বি* পৃথিবী। 'যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে/ পরাণ আমার বধূর বেশে চলে/ চিরস্বয়ম্বরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

বিশ্বভুবনময় [স] *ক্রিবিণ* জগৎজুড়ে। 'একলা তুমি সমস্ত তার বিশ্বভুবনময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্বভূপ [স] *বি* বিশ্বের প্রধান। 'নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ তোমামাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিশ্বভূবৃত্তান্ত [স] *বি* পৃথিবীর ভূগোল বৃত্তান্ত। 'তখনকার দিনে ভারতবর্ষ বিশ্বভূবৃত্তান্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিশ্বভূমণ্ডল [স] *বি* বিশ্বজগৎ। 'বিশ্বভূমণ্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিশ্বভূমি [স] *বি* পৃথিবী। 'আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিশ্বভূমিকা [স] *বি* বৈশ্বিক পটভূমি। 'মন এইসব ঘটনা জানছে, এই জানার পিছনে মনের একটা বিশ্বভূমিকা কোথায়?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিশ্বভূমীন [স] *বিণ* বিশ্বজনীন। 'নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই সাধুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্ব-ভূলোক [স] *বি* সমগ্র পৃথিবী। 'অসীম পুলকে বিশ্ব-ভূলোকে/ অঙ্কে তুলিয়া হাসিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিশ্বভোলা *বিণ* জগৎ ভুলিয়ে দেয় এমন। 'স্তব্ধ কালের রুদ্ধগতির অবকাশে, বিশ্বভোলা মহোল্লাসে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

বিশ্বভৌতিক [স] *বিণ* সামগ্রিক। 'বিশ্বভৌতিক শক্তিকে আয়ত্ত করে পরিমিত দেহের কর্মশক্তিকে পরিপূর্ণ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বভৌমিকতা [স] *বি* বিশ্বের ওপর অধিকার আছে এমন প্রসারতা। 'জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করে বিশ্বভৌমিকতাকে বরণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব [স] *বি* জগৎময় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। 'বিশ্বভ্রাতৃত্বের কারখানা তৈরী হতে লাগলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বিশ্বমন [স] *বি* সমষ্টিগত মন। 'ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত কিন্তু ব্যক্তিমনের যোগফল বিশ্বমন নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বময় [স] *বিণ* জগৎময়। 'অনন্ত তোমার গৃহ, বিশ্বময় ধাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিশ্বময়ী [স] *বি স্ত্রী* ঈশ্বর। 'তোমাতে বিশ্বময়ীর ... আঁচল পাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিশ্বমর্ম [স] *বি* সর্বজনীন মন। 'বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বিশ্বমা [স বিশ্বমাতা] *বি* বিশ্বরূপ মা। 'তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল

পাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিশ্ব-মাগা *বিণ* বিশ্বকে প্রার্থনা-করা। 'অনন্ত অগস্ত্য-তৃষ্ণাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বিশ্বমাঝে *ক্রিবিণ* পৃথিবীর মধ্যে। 'বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্বমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

বিশ্বমাঠ [স বিশ্ব+মাঠ] *বি* বিশ্বের প্রান্তর। 'বিশ্বমাঠে ছেড়ে দেওয়া চিরমুক্তের দাগ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিশ্বমাতা [স] *বি* জগৎজননী। 'আপনি নিয়েছে যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি শোভা পায়?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিশ্বমানব [স] **১** *বি* মানবসমাজ। 'প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* চিরকালের মানুষ। 'বিপ্রলব্ধ বিশ্বমানব বিষাদে অঙ্গুলি তুলি, দেখায় অলখ নিষাদে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিশ্বমানবচিত্ত [স] *বি* দেশ-কাল অতিক্রমী মানবহৃদয়। 'মানবের রুদ্ধ মনে বিশ্বমানবচিত্তের উদ্‌বোধন হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বমানবতা [স] *বি* পৃথিবীর সকল মানুষ এক, এই মনোভাব। 'বিশ্বমানবতার সত্তা অনুভব করিতেছি।' *এসলাম*, ১৯১৮; 'বিশ্বমানবতার/ দিক-দিগন্তে একি ক্ষমাহীন অকুণ্ঠ ব্যভিচার?' *সিকান্দার*, ১৯৪০।

বিশ্বমানবতাবোধ [স] *বি* বিশ্বের সব মানুষ অভিন্ন এই বোধ। 'গোরার পর থেকে ক্রমেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বিশ্বমানবতাবোধ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।' *শিব*, ১৯৫০।

বিশ্বমানবত্ববোধ [স] *বি* বিশ্বের সব মানুষ অভিন্ন এই বোধ। 'এই বিশ্বমানবত্ববোধ জাগ্রত না হলে ব্যক্তির স্বকীয়তা বিকাশ পায় না।' *শিব*, ১৯৫০।

বিশ্বমানবমন [স] *বি* বিশ্ববাসীর মনোলোক। 'নিজের মনের জানাকে বিশ্বমানবমন যাচাই করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বমানবীয় [স] *বিণ* বিশ্বমানবিক। 'নানা মানুষের অর্জিত এইসব সার্থক সমন্বয় ব্যক্তিমাত্রেরই বিশ্বমানবীয় উত্তরাধিকার।' *শিব*, ১৯৫০।

বিশ্বমানসলোক [স] *বি* বৈশ্বিক মনোলোক। 'বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁচেছে বিশ্বমানসলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বমুখী [স] *বিণ* বিশ্বজনীন। 'চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিশ্বমূর্তি [স] *বি* বিশ্বরূপ। 'সেই বিশ্বমূর্তি তব আমারি অন্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিশ্বমৈত্রী [স] *বি* বিশ্ব-ঐক্য। 'জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমৈত্রী নিয়ে তখন রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের তর্ক আলোচনা হচ্ছিল।' *মুক্তবা*, ১৯৫৯।

বিশ্বযন্ত্র [স] *বি* বিশ্বরূপ যন্ত্র। 'এই বিশ্বযন্ত্রের কৌশল দেখিয়া কৌশলকর্তাকে নিয়তই ধন্যবাদ করিতে থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বিশ্ব-যুদ্ধ [স] *বি* পৃথিবীর প্রায় সব জাতি জড়িয়ে পড়ে এমন যুদ্ধ। 'বিশ্ব-যুদ্ধে গণতন্ত্রের জয়।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

বিশ্বরচনা [স] *বি* সৃষ্টিজগৎ। 'মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসংকুল বলিয়া বোধ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিশ্বরচয়িতা [স] *বি* বিধাতা। 'তুমি বিশ্বরচয়িতার অনন্ত রচনা দেখিতে চাহিয়াছ – আইস।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

বিশ্বরমা [স] *বি স্ত্রী* বিশ্বসুন্দরী। 'হে বারীন্দ্র-সুতে, বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিশ্বরহস্য [স] *বি* বিশ্বের যাবতীয় গূঢ় মর্ম। 'বিশ্বরহস্য তাহাদিগকে দশ দিকে ভুলাইয়া লইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিশ্বরাজ [স] *বি* বিশ্বের অধিকর্তা; ঈশ্বর। 'মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বিশ্বরাজা [স] *বি* ঈশ্বর। 'বিশ্বরাজারে যারা ভালোবাসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্বরাজ্য [স] *বি* বিশ্বজগৎ। 'জগদীশ্বর এই বিশ্বরাজ্য পালনার্থে যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ [স] *বি* জাতিসঙ্ঘ। 'এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী, ভারত সচিব, এমনকি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হইয়াও ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

বিশ্বরুচি [স] *বি* সমষ্টিগত পছন্দ। 'তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচির সঙ্গে বিশ্বরুচির মিল নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বরূপ [স] **১** *বি* বিশ্বব্যাপী মূর্তি। 'মৃত্তিকা ভক্ষনে বিশ্বরূপ দেখাইল হরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বিশ্বের বহুরূপতা। 'তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **৩** *বি* সামগ্রিক রূপ। 'আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিশ্বরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) বিশ্বময় যার রূপ এমন। 'মহাভীমা ভয়ঙ্করী বিশ্বরূপা খড়্গেশ্বরী দুর্গতিনাশিনী হরজায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিশ্বরূপী [স] *বি* ঈশ্বরী। 'আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা, আমার বিশ্বরূপী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিশ্বলক্ষ্মী [স] *বি* সর্বজনীন দেবী। 'আমার গৃহলক্ষ্মী হবে নিখিল শিল্পীর বিশ্বলক্ষ্মী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বিশ্বলিপিকার [স] *বি* বিশ্বের স্রষ্টা। 'ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটো পাতার কোণে বিশ্বলিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বিশ্বলোক [স] *বি* নিখিল জগৎ। 'অনন্ত বিশ্বলোকের জ্যোতির্ময় শব্দহীন বার্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিশ্বশরণ [স] *বি* পৃথিবীর আশ্রয়দাতা। 'আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগৎ মন্দিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বিশ্বশান্তি [স] **১** *বি* পৃথিবীব্যাপী শান্তি। 'যদি নিয়ম শাশ্বত এবং যথাযথ না হত, তা হলে মুহূর্তের মধ্যে এই বিপুল বিশ্বশান্তি ধ্বংস হয়ে একটি অর্থহীন পরিণামহীন প্রলয়ের প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *বি* আন্তর্জাতিক শান্তি। 'বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আশিটি দেশের মহিলা প্রতিনিধি ...।' *বেগম*, ১৯৬৩।

বিশ্বশান্তিকামী [স] *বিণ* বিশ্বের শান্তি কামনাকারী। 'সঙ্গীতামোদী, বিশ্বশান্তিকামী বাঙালী হিসেবে বর্ণনা করা সম্ভব।' *উমর*, ১৯৬৭।

বিশ্বশালা [স] *বি* জগৎ-সংসার। 'বিশ্বশালার ভাঙাগড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্বশিল্প [স] *বি* তাবৎ শিল্পকর্ম। 'মানুষের অহংকার-পটেই বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

বিশ্বশিল্পী [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'সকাল-কোটা সূর্যমুখী ফুল তাকেও এই হিসেব দিয়ে রচেছেন বিশ্বশিল্পী।' *অবন*, ১৯২৫।

বিশ্বসংগীত [স] *বি* বিশ্বজোড়া সংগীত তথা লীলা। 'সমস্তই উঠিয়া ও পড়িয়া বিশ্বসংগীতের ছন্দ রচনা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিশ্বসংসার [স] *বি* পৃথিবী। 'যখন কোন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সহযোগ হয়, তখন ইচ্ছা হয় বিশ্বসংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হউক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিশ্বসংস্থিতি [স] *বি* বিশ্বব্যবস্থা। 'বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিশ্বসত্তা [স] *বি* বিশ্বজগৎ। 'বিশ্বসত্তার সর্ব্বত্রই খোদা খোদ হাজির রহিয়াছেন।' *ফজলুল*, ১৯১৩।

বিশ্ব-সভা [স] *বি* বিশ্বের দরবার। 'ওই বিশ্ব-সভায় উঠল সবাই রে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিশ্বসভ্যতা [স] *বি* বিশ্বে গড়ে ওঠা সভ্যতা। 'ধর্মরাষ্ট্রের গৌরবের যুগও বিশ্বসভ্যতার এক স্মরণীয় যুগ।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

বিশ্ব-সমর [স] *বি* বিশ্বযুদ্ধ। 'বিগত বিয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে আমরা দেখেছি দুটি বিশ্ব-সমর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বিশ্বসমাজ [স] *বি* সমগ্র জগৎ। 'এ বিশ্বসমাজে তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বিশ্বসম্পদ [স] *বি* বিশ্বের সম্পদ। 'যে কালের যা সবচেয়ে বড়ো বিশ্বসম্পদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিশ্বসম্রাট [স] *বি* বিশ্ববিধাতা। 'মহা সিংহাসনে সে কাঁপিছে বিশ্ব-সম্রাট।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিশ্বসাগর [স] *বি* বিশ্বরূপ সাগর। 'বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্ব-সাথে *ক্রিবিণ* বিশ্বের সঙ্গে একত্রে। 'পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব-সাথে, সেই আমি আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব লাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্বসাধারণ [স] *বি* বিশ্বের সাধারণ মানুষ। 'বিশ্বসাধারণের মহাসভায় উত্তীর্ণ হতে বাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিশ্বসার [স] *বিণ* বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী। 'দীনবন্ধু কৃপাবন্ধু বিভু বিশ্বসার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিশ্ব-সুদ্ধ *ক্রিবিণ* বিশ্ব-জোড়া। 'তোমার মতে ত বিশ্ব-সুদ্ধ লোককে চিত্রকর বলা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বিশ্বসাহিত্য [স] **১** *বি* তুলনামূলক সাহিত্য। 'ইংরাজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* সকল দেশ ও কালের উপযোগী যে সাহিত্য; বিশ্বজনীন সাহিত্য। 'এইরূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিশ্ব-সুষমা [স] *বি* বিশ্বের সৌন্দর্য। 'ফুলে ফুলে ধরা যেন ভরা ফুলদানি – বিশ্ব-সুষমা-সভাতে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিশ্বসৃষ্টি [স] *বি* জীবজগৎ। 'বিশ্বসৃষ্টি হইতেছে একটা বিরাট ফাঁসিকাষ্ঠ।' *সবুজ*, ১৯২০।

বিশ্বস্রষ্টা [স] *বি* পৃথিবী সৃজনকারী। 'বিশ্বস্রষ্টা, তুমি মোরে গড়েছো অক্ষম করি।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

বিশ্বহিতকাম [স] *বিণ* বিশ্বের কল্যাণ কামনা করে এমন। 'উঁহাদের ন্যায় উদারপ্রকৃতি ও বিশ্বহিতকাম ব্যক্তির আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বিশ্বহিতমূল [স] *বিণ* সমস্ত কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ। 'ঐরূপ সংযোগ ও অসীমশক্তি বিশ্বহিতমূল যে মহাপুরুষের আজ্ঞায় সংঘটিত হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিশ্বহিতৈষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য কাজ করেন এমন। 'ইংল্যান্ডে তো তোমাদের এত বিশ্বহিতৈষিণী মেয়ে আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিশ্বহিতৈষী [স] *বিণ* বিশ্বের কল্যাণকামী। 'তোমাকে লাগিয়ে দিতেন বিশ্বহিতৈষীর পদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বিশ্ব-হৃদয় [স] *বি* সব মানুষের মন। 'বিশ্ব-হৃদয়-পূর্ণ-করা বিপুল নীরবতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিশ্বহৃদয়পারাবার [স] *বি* বিশ্বহৃদয়রূপ সাগর। 'বিশ্বহৃদয়পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

বিশ্বাতীত [স বিশ্ব-অতীত] *বিণ* বিশ্বের অতীত। 'কে আমাকে অতিনিবিষ্ট স্থিরকর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিশ্বাত্মা [স বিশ্ব-আত্মা] *বি* সমষ্টি-আত্মা। 'তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বাত্মীয়তাবোধ [স] *বি* বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ। 'বিশ্বাত্মীয়তাবোধের যে একান্ত আরতি দেখা যায় বাংলা সাহিত্যে।' *হাই*, ১৯৫৪।

বিশ্বাধার [স] *বি* ঈশ্বর। 'হে দয়াময়, বিশ্বাধার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বিশ্বাধিপ [স] *বি* জগতের মালিক। 'বিশ্বাধিপের বিশ্বরাজ্যের অনন্ত মাহাত্ম্য চিন্তনে নিযুক্ত হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বিশ্বাধিপতি [স] *বি* জগতের মালিক। 'নভোমণ্ডলস্থ মেঘাবলী যেন বিশ্বাধিপতির ... ছাদ স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বিশ্বাভিমুখী [স] *বিণ* উদার। 'সেইখানে সে বিশ্বাভিমুখী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিশ্বারাধ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* সমগ্র বিশ্বে আরাধ্যযোগ্য। 'না জানি কি ক'রে আরাধি হে বিশ্বারাধ্যা তোমায়।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

বিশ্বেশ্বর [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'কাশীপুরে বন্দিব ঠাকুর বিশ্বেশ্বরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিশ্বোপান্ত [স] *বি* জগৎপ্রান্ত। 'যথায় বসেন বিশ্বোপান্তে মহামতি বিশ্বকর্মা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিশ্বম্ভর [স] **১** *বি* বিশ্বকে যিনি ধারণ করেন। 'প্রভু বিশ্বম্ভরকায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অনন্ত; অবিনশ্বর। 'ক্ষীণপ্রাণ পার্থিবার বিশ্বম্ভর প্রণয়ের সাথে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

বিস্কম্ভর [স বিশ্বম্ভর] *বি* বিশ্ব ধারণকর্তা। 'বিস্কম্ভর মুর্ত্তি হৈলা দেব গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিশ্বসনীয় [স] *বিণ* বিশ্বাসযোগ্য। 'সজ্জন সমাজে অপরীক্ষিত বিদ্যা, অনগ্নি-পরিশোধিত সুবর্ণের ন্যায়, বিশ্বসনীয় হয় না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিশ্বসিত [স] *বিণ* বিশ্বাস হয়েছে এমন। 'মদনসেনার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া, বিশ্বসিত মনে, গৃহে গমন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিশ্বস্ত [স] *বিণ* বিশ্বাসযোগ্য; যুক্তিপূর্ণ। 'বিশ্বস্ত হেতু (বিশ্বস্ত কারণ)।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

বিশ্বস্তচিত্ত [স] *বিণ* বিশ্বাসভাজন। 'বিশ্বস্তচিত্ত সীল এবং পেঙ্গুয়িন পক্ষী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিশ্বস্তপাত্র [স] *বিণ* বিশ্বাসভাজন। 'ইহাতে সকলের প্রিয় ও বিশ্বস্তপাত্র হয়েন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

বিশ্বস্তসূত্রে [স] *ক্রিবিণ* বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা উৎস থেকে। 'সেখানকার বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বিশ্বস্তহৃদয় [স] *বিণ* বিশ্বাসী মনের অধিকারী। 'বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিশ্বাষ [স] *বি* বংশনাম-বিশেষ। *মেয়র্স*, ১৭৬৬।

বিশ্বাস [স] ১ *বি* আস্থা। 'কেহ সুখ পায় কারো না জন্মে বিশ্বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* খাজনার হিসাব রাখে যে। 'কোন দিক হৈতে কোন বিশ্বাস নস্কর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। 'প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বি* ধারণা। 'বহু স্মৃতি জনপ্রবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা এখনো তাহাতে মানবজীবনের রক্ত ধরিয়া যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিশ্বাস-ক্ষেত্র [স] *বি* আস্থার জায়গা। 'বহুদিনের বিশ্বাস-ক্ষেত্রে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিশ্বাসঘাতক [স] ১ *বি* প্রতারক। 'তুমি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম করিয়াছিলা তেকারণ তোমার বড় পাপ হইয়াছে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ২ *বিণ* বিশ্বাস ভঙ্গকারী। 'পুনর্ব্বার বলিলেন মিত্রহিংসক কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বিশ্বাসঘাতকতা [স] *বি* বিশ্বস্ত হয়েও অবিশ্বাসের কাজ করা; নিমকহারামি। 'বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার উপর নির্ভর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিশ্বাসঘাতকী [স] *বিণ* বিশ্বাস ভঙ্গকারী। 'বিশ্বাসঘাতকী কারু নরকেতে যাব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বিশ্বাসঘাতিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিশ্বাস ভঙ্গকারী। 'ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চলছে। বিশ্বাসঘাতিনী!' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বিশ্বাসঘাতী [স] ১ *বিণ* প্রতারক। 'কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী দুর্ম্মদ বেটা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিণ* বিশ্বাস ভঙ্গকারী। 'বিশ্বাসঘাতী অমলের উপর তাহার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিশ্বাসচক্র [স] *বি* পারস্পরিক বিশ্বাস। 'বিশ্বাসচক্র, বৃত্তি, শ্রমবিভাগ ... ব্যক্তিকে সামূহিক বিন্যাসের অঙ্গীভূত করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিশ্বাসনিষ্ঠ [স] *বিণ* আস্থাশীল। 'সেই বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা তাহাকে ক্ষণকালের জন্য পতিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিশ্বাসপরায়ণ [স] *বিণ* বিশ্বাসী; অসন্দিহান। 'আমাদের বিশ্বাসপরায়ণ চিত্তে ঈষৎ সংশয়ের সঞ্চার হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এখন বিরোধপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিশ্বাসপাত্র [স] *বিণ* আস্থাভাজন। 'এই দুই ভ্রাতা দাউদের নিতান্ত বিশ্বাস পাত্র।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিশ্বাসপ্রবণ [স] *বিণ* সহজেই বিশ্বাস করে এমন। 'তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ভোলানাথ স্বামীটিকে ... বার বার সতর্ক করে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বিশ্বাসবতী [স] *বিণ স্ত্রী* বিশ্বাস স্থাপনকারী। 'মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাসবতী একটি ম্লান দুঃখের করবী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

বিশ্বাসভঙ্গ [স] *বি* নির্ভরযোগ্যতা হারানো। 'প্রকাশ্যে গ্রামের বিশ্বাসভঙ্গ করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিশ্বাসভাজন [স] ১ *বিণ* বিশ্বাসী। 'আপনকার ন্যায় প্রকৃত বিশ্বাসভাজন কোথায় পাইব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* নির্ভরযোগ্য। 'সচ্চরিত্রা ও ধর্মপরায়ণা বলিয়া ... বিশ্বাসভাজন ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিশ্বাসভূমি [স] *বি* আস্থার জায়গা। 'তাহা ধর্ম ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য লোকের বিশ্বাসভূমি হইতে অন্তর্হিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিশ্বাসভ্রংশন [স] *বি* বিশ্বাসের স্খলন। 'তাঁহার বিশ্বাস ভ্রংশন হইতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বিশ্বাসভ্রষ্ট [স] *বিণ* বিশ্বাস চলে গেছে এমন। 'তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা হারাইনি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বিশ্বাসযোগ্য [স] *বিণ* নির্ভর করা যায় এমন। 'বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা অবগত হইলায়।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪; 'তাহার কদাপি ইহা বিশ্বাসযোগ্য হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বিশ্বাসরক্ষা [স] *বি* আস্থা রক্ষণ; বিশ্বাস অটুট রাখা। 'বিশ্বাসরক্ষার কথা তুমি আর মুখে এনো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিশ্বাস রাজ্য [স] *বি* বিশ্বাসরূপ রাজ্য। 'বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বাস রাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

বিশ্বাসস্থাপন [স] *বি* আস্থা রাখা। 'জ্যোতিষে বিশ্বাসস্থাপন, ভবিষ্যদ্বাণীতে আস্থাজ্ঞাপন, শীতলা প্রভৃতির পূজা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

বিশ্বাসহন্তা [স] *বিণ* বিশ্বাসভঙ্গকারী। 'আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

বিশ্বাসহন্ত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* বিশ্বাসভঙ্গকারী। 'আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বিশ্বাসহানি [স] *বি* অবিশ্বাস। 'বিশ্বাসহানি এক কথা – আর এ আর এক কথা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বিশ্বাসানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* বিশ্বাস অনুসারে। 'প্রচলিত বিশ্বাসানুযায়ী ধিনি সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

বিশ্বাসানুসারে [স] *ক্রিবিণ* বিশ্বাস অনুযায়ী। 'উপাসকদিগের বিশ্বাসানুসারে ঐ সমস্ত দেব দেবী মনুষ্যের মত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিশ্বাসান্তর [স] *বি* বিশ্বাসের পরিবর্তন। 'তাঁহার বিশ্বাসান্তর হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বিশ্বাসি [স বিশ্বাসী] *বিণ* বিশ্বাস রাখা যায় এমন। 'খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী কএক জন বিশ্বাসি ব্যক্তি লইয়া আরম্ভ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বিশ্বাসিত [স] *বিণ* বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে এমন। 'ঐশী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বাসিত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিশ্বাসী [স] *বিণ* বিশ্বাসভাজন। 'সুইজর্লণ্ডীর লোক সাহসী, বিশ্বাসী এবং দেশহিতৈষী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বিশ্বাস্য [স] ১ *বিণ* নির্ভরযোগ্য। 'আমরা উচ্চতর বিশ্বাস্য পদ পাইতে পারি।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বিণ* বিশ্বাস করার উপযুক্ত; বিশ্বাসযোগ্য। 'এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস্য বটে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'ইহাও বিশ্বাস্য যে, বঙ্গের নিরীহ প্রজাদিগের উত্তেজনা ভাব সহজে সংঘটিত হয় না।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

বিশ্বাসা *ক্রি* বিশ্বাস করা। 'বিশ্বাস বিগ্রহ কথা সার্ব্বভৌম রাজা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিশ্বেস [স বিশ্বাস] *বি* বিশ্বাস। 'না, মা, তোর কথায় আর বিশ্বেস নেই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিশ্রব্ধ [স] ১ *বি* ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'বিশ্রব্ধ নবোঢ়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* নিঃশঙ্ক। 'আমরা এইরূপে বিশ্রব্ধভাবে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* প্রশান্ত। 'এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* ঘনিষ্ঠ। 'আত্মীয়ের ন্যায় বিশ্রব্ধভাবে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৫ *বিণ* শান্ত। 'পিতা ও কন্যার এই বিশ্রব্ধ আলোচনার দৃশ্যটি দেখিয়া ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিশ্রম্ভালাপ [স] ১ *বি* প্রেমালাপ। 'এই পবিত্র স্নিগ্ধ বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত করিবার কিছুই ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি* গোপন আলাপ। 'বিশ্রম্ভালাপের অবকাশ দিবার জন্যে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিশ্রান্ত [স] *বিণ* খুব ক্লান্ত। 'অস্তাচল-চূড়াবলম্বী জলধরপটলশয়নে বিশ্রান্ত মস্তক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বিশ্রান্তি [স] *বি* বিশ্রাম। 'পথের দুপাশে কত অতিথিশালার বিশ্রান্তি ... ।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বিশ্রাম [স] ১ *বি* বিরাম। 'কীর্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বিরতি। 'শস্তদহে একদিন কৈল বিশ্রাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* ক্লান্ত। 'গুণ দিতে না পারিল হইল বিশ্রাম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* আরাম। 'তিনি অদূরে বটবৃক্ষমূলে বিশ্রাম করছেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৫ *বি* পরিপূর্ণতা। 'তবেই তাহার সৃজনচেষ্টা বিশ্রাম লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৬ *বি* শ্রান্তি দূরীকরণ। 'বিশ্রামের উপকরণ উপাধান শয্যা কিছুই নাই।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বিশ্রামক্ষেত্র [স] *বি* বিশ্রামের স্থান। 'পথশ্রমক্লান্ত পথিকবৃন্দের চক্ষে অতি সুখপ্রদ বিশ্রামক্ষেত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিশ্রামগৃহ [স] *বি* বিশ্রামাগার। '... পণ্ডিত বিশ্রামগৃহে জলযোগ করিয়া ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বিশ্রামঘর [স বিশ্রাম+ঘর] ১ *বি* যাত্রী ছাউনি। 'বিশ্রামঘরে গাদাগাদি হয়ে আছে লোক।' *ইসহাক*, ১৯৫৫। ২ *বি* আরামকক্ষ। 'প্রধান শিক্ষকের কামরার পাশে শিক্ষকদের বিশ্রামঘর।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিশ্রাম থাকা *ক্রি* জিরানো। 'আজি সকালে ভোজন করিয়া থাকিব বিশ্রাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিশ্রামদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিশ্রামের সুযোগ দেয় এমন। 'বিশ্রামদায়িনী নিশার দ্বিযাম অতীত।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিশ্রামবিহীন [স] *বিণ* বিশ্রাম নেই এমন। 'পলাও, পলাও নারী, চির দিনরাত/ করো পলায়ন গৃহহীন, প্রেমহীন, বিশ্রামবিহীন, অনাবৃত পৃথ্বীমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বিশ্রামশয্যা [স] *বি* বিশ্রাম নেওয়ার বিছানা। 'যাত্রীসমেত গঙ্গাগর্ভের পঙ্কিল বিশ্রামশয্যায় চতুর্বর্গ লাভ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিশ্রামশালা [স] *বি* বিশ্রামের জন্য তৈরি ঘর। 'গোরু দুটি আপন মনে আস্তে আস্তে বিশ্রামশালার দিকে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'ইচ্ছে করে এই-সব বিশ্রামশালায় দিনকতক করে থেকে সত্যি-সত্যি বিশ্রাম করে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিশ্রামস্থল [স] *বি* পান্থশালা। 'এগুলো নাগরিকদের পূর্বপুরুষের বিশ্রামস্থল নির্দেশ করছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বিশ্রামস্থান [স] *বি* বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। 'সর্ব্বসুদ্ধ বিশ্রামস্থান বত্রিশটা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

বিশ্রামহীন [স] *বিণ* অবিরাম। 'বিশ্রামহীন গতিই তাহার প্রধান লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিশ্রামহৃষ্ট [স] *বিণ* বিশ্রাম নিয়ে তৃপ্ত। 'সমস্ত দিনমান বিশ্রামহৃষ্ট অসংখ্য বাদুর।' *মনীশ*, ১৯৬৩।

বিশ্রামাগার [স] *বি* বিশ্রামের ঘর। 'প্রসূতি ভাতা, ছুটি, প্রসূতি সদন, শিশুদের বিশ্রামাগার প্রভৃতি শ্রমিক মহিলাদের বিশেষ দাবীর উপর ... ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বিশ্রামান্তে [স] *ক্রিবিণ* বিশ্রামের শেষে। 'বিশ্রামান্তে উভয়পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

বিশ্রামী [স] *বিণ* বিশ্রাম করছে এমন। 'বিশ্রামী বলদের পিঠে করে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিশ্রী [স] ১ *বিণ* কদাকার। 'মৃত শরীর বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* জঘন্য। 'সকলি বিশ্রী কাণ্ড।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বি* অস্বস্তি। 'আমার বড্ড বিশ্রী লাগছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বিশ্রুত [স] ১ *বিণ* বিশেষভাবে শোনা যায় এমন। 'কীটপতঙ্গের চিকিমিকি শব্দ বিশ্রুত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ২ *বিণ* বিখ্যাত। 'সরস্বতী নদী ব্রহ্মকন্যাকা নামে বিশ্রুত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বিশ্লিষ্ট [স] *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি সকল আরো বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বিশ্লিষ্ট করা *ক্রি* পৃথক করা। 'তার স্ত্রীর একগুচ্ছ চুল খোঁপা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিশ্লিষ্টতা [স] *বি* বিচ্ছিন্নতা। 'এই বিশ্লিষ্টতা মানবধর্মের বিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিশ্লেষ [স] ১ *বিণ* বিস্তারিত। 'অকপটে পরিচয় দেহত বিশ্লেষ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* বিশ্লেষণ। 'অর্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য এই সংগীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিশ্লেষণ [স] *বি* সংশ্লেষণ; প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ-প্রক্রিয়া। 'সবুজ পাতা সূর্যকিরণকে বিশ্লেষণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিশ্লেষণকার্য [স] *বি* বিশদ আলোচনা। 'কৌতুকভরে স্বপ্নটির বিশ্লেষণকার্য নিয়ে অগ্রসর হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিশ্লেষণবিমুখতা [স] *বি* পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বনিরূপণের প্রতি আগ্রহহীনতা। 'সংস্কারগুলি আমাদের মনে রাজ্যবিস্তার করে আমাদের বিশ্লেষণবিমুখতার জন্য।' *উমর*, ১৯৬৬।

বিষ[১] [স] ১ *বি* যে পদার্থ প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করলে শরীর অসুস্থ হয় বা প্রাণীর মৃত্যু ঘটে; গরল। 'জলে মাছ কূলে গাছ মৈল তার বিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দোষ; পাপ। 'নামবলে বিষ যাবে না করিল বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* দর্প; তেজ। 'মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে আমার বিষ ঝেড়ে দিয়ে যাস।' *নজরুল*, ১৯২৪। দ্র **বিস**

বিষ-অশনি [স] *বি* বিষরূপ বজ্র। 'দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি বায়ুগতি পশে অঙ্গে – দুর্বার অনল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিষকন্যা [স] *বি* যে নারীর সাহচর্য বিনাশের কারণ। 'শাস্ত্রে যাহাকে বলে বিষকন্যা এ মেয়েটি তাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বিষকরঞ্জ [স বিষ+আ কর্‌ম+ফা চহ্‌] *বি* কাঁটা-করমচা। 'জয়ন্তী বিষকরঞ্জ।' *বড়ু*, ১৫০০।

বিষকাটালি *বি* তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ। 'কোলাব্যাঙ আর বিষকাটালির গাছ রেখে ... মেঘখেলা খেলল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

বিষকুম্ভ [স] *বিণ* হিংসাপূর্ণ হৃদয়বিশিষ্ট। 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ সহৃদয়ের ছায়াও আর চক্ষে পড়ে না।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

বিষকেতন [স] *বি* বিষরূপ পতাকা। 'মহাকাল-করে জ্বালাময় বিষকেতন উঠিনু দুলি।' *নজরুল*, ১৯৩৭।

বিষক্রিয়া [স] *বি* বিষের প্রভাব বা কার্যকারিতা। 'সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তরে যে বিষক্রিয়া আরম্ভ হইবে।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

বিষঘ্ন [স] *বিণ* বিষনাশক। 'ইহার শৃঙ্গ বিষঘ্ন বলিয়া আদর করে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

বিষচক্র [স] *বি* বিষরূপ অস্ত্র; বিষাক্ত অস্ত্র। 'হিংসার বিষচক্রে রূপবতী যৌবনের সর্বনাশ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বিষচিকিৎসা [স] *বি* বিষ দিয়ে চিকিৎসা। 'আমরা এর যে সব বিষচিকিৎসার ব্যবস্থা দিচ্ছি তা দেখলেই বোঝা যায়।' *সবুজ*, ১৯২০।

বিষ-ছোবল *বি* বিষাক্ত দংশন। 'সেখানেও তারা হেনেছে ও-বুকে বিষাক্ত ছুরি, বিষ-ছোবল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

বিষ-জর্জর [স] *বি* বিষে জর্জরিত ব্যক্তি। 'আলোকের শিশু এল গো জড়ায়ে আঁধার-উত্তরীয়/ জানাতে যেন বিষ-জর্জর, এবার অমৃত পিয়ো।' *নজরুল*, ১৯৪১।

বিষ-জর্জরিত [স] *বিণ* বেদনাহত। 'আমি হয়ে গেছি বিষ-জর্জরিত নির্জীব!' *নজরুল*, ১৯৩৬।

বিষজল [স] *বি* বিষমিশ্রিত জল। 'জ্ঞান অন্ধ বিষজল খাওয়াল আমারে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিষজ্বালা [স] *বি* তীব্র যন্ত্রণা। 'বাহ্যে বিষজ্বালা ভিতরে অমৃতময় কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিষঝাড়ানো *বিণ* শরীর থেকে বিষ বের করতে পারে এমন। 'বিষ-ঝাড়ানো রোজা ডেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হলো।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

বিষ-টিস *বি* বিষ ও অন্যান্য বিষাক্ত দ্রব্য। 'একদিন বিষ-টিস খাইয়ে দিয়ো।' *মানিক*, ১৯৪০।

বিষতিক্ত [স] **১** *বিণ* বিষে জর্জরিত। 'নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* বিষের মতো তিতা। 'রেখে গেছে প্রেমহীন মুহূর্তের বিষতিক্ত স্বাদ।' *সিকান্দার*, ১৯৪৪।

বিষতুল্য [স] *বিণ* বিষের মতো। 'ক্ষণে বিষতুল্য কর সুতাপিত মহী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বিষথলি *বি* বিষের আধার। 'আমার বিষথলি কখনো শূন্য হয় না।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

বিষদ [স] *বিণ* বিষদায়ক; বিষ আছে এমন। 'এই সমস্ত মহাজন নামক বিষদ বৈদ্যের হস্তে পতিত হইলে নিষ্কৃতির পথ এককালে রুদ্ধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিষদগ্ধ [স] *বিণ* বিষাক্ত। 'কোমল তরল প্রেমপূরিত-বক্ষে শাণিত বিষদগ্ধ ছুরিকা।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বিষদন্ত [স] *বি* বিষদাঁত। 'কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বিষদন্তহীন [স] *বিণ* বিষদাঁত নেই এমন। 'বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিষদাঁত [স বিষদন্ত] *বি* সাপের যে দন্তমূলে বিষের থলি থাকে। 'একেবারে বিষদাঁতে সেরে ফেলে তারে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিষদাঁত ভাঙা *ক্রি* মূল শক্তি নষ্ট করা। 'ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিষদাঁত ভাঙা – অনিষ্ট করার শক্তি নষ্ট করা। *সুবল*, ১৯০৬।

বিষদিগ্ধ [স] *বিণ* বিষমিশ্রিত। 'তাহা আমার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

বিষদৃষ্টি [স] *বি* হিংসা দৃষ্টি; কুদৃষ্টি। 'স্বভাবতঃ, আপন প্রিয়ের প্রিয় পাত্রের উপর অতিশয় বিষদৃষ্টি হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিষদৃষ্টিপাত [স] *বি* কুনজর প্রদান। 'মিশনারির মতো সেখানে বিষদৃষ্টিপাত করতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিষধর [স] *বি* সাপ। 'মনুষ্যের বেশে আসে গন্ধর্ব-কিন্নর/ সপ্ত পাতালের যত দৈত্য বিষধর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লক্ষিআ আল্লার আজ্ঞা হইছে বিষধর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিষধরবৎ [স] *ক্রিবিণ* সাপের মতো। 'বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

বিষ-ধূম-বাণ [স] *বি* বিষাক্ত ধোঁয়ার তির। 'আমি বিষ-ধূম-বাণ হানি একা ঘিরে ভগবান।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিষ-নজর [স বিষ+আ নজর] *বি* কুনজর। 'কি বিষ-নজরেই দেখেছে।' *শরৎ*, ১৯১৩।

বিষ নয়ন [স] *বি* অতিশয় বিদ্বেষ বা শত্রুতাপূর্ণ চোখ। 'সাধারণ লোকে নব্যসম্প্রদায়িক যুবকদিগকে ঘোর পাপিষ্ঠ বোধ করিয়া বিষ নয়নে দৃষ্টি করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিষনি [স বিষণ] *বি* বিষপাত্র। 'সখির হাতের বিষনি নিলেন কাড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিষ-নিশ্বাস [স] **১** *বি* তীব্র ক্রোধের নিশ্বাস। 'মম বিষ-নিশ্বাসে মারীভয় হানে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* কার্বন ডায়ক্সাইড-মিশ্রিত নিশ্বাস। 'জন্তুরা যে বিষনিশ্বাস পরিত্যাগ করে গাছপালা সে নিশ্বাস গ্রহণ ক'রে প্রাণ প্রশ্বসিত করে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৩** *বি* বিষাক্ত বাতাস। 'একটা চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসল ... এই বনের বিষনিশ্বাস থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিষ নেই কুলোপানা চক্র – অক্ষম ব্যক্তির আস্ফালনই সার। *সুবল*, ১৯০৬।

বিষনৈবেদ্য [স] *বি* দেবতাকে নিবেদন-করা বিষরূপ ভোগ। 'দেশের পূজা হবে দেশের বিষনৈবেদ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বিষ-পাথর [স বিষ+পাথর] *বি* লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সাপের বিষ-শোষক পাথরবিশেষ। 'বিষ-পাথরটা কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে পারে?' *শরৎ*, ১৯১৭।

বিষপান [স] *বি* বিষ গলাধঃকরণ। 'রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিষপায়ী [স] *বিণ* বিষ পানকারী। 'যে ভীত নয় সে মরেও বাঁচে – যেমন বেঁচে আছেন বিষপায়ী সক্রেটিস।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

বিষপিঁপড়ে *বি* বিষাক্ত পিঁপড়াবিশেষ। 'বিষপিঁপড়ের কামড়ের মতো হরেনের কথায় জ্বলতে থাকেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

বিষপূর্ণ [স] *বিণ* খারাপ প্রকৃতির। 'বিষপূর্ণ মনুষ্য যাহাকে স্পর্শ করে তাহাই বিষাক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

বিষ-প্রয়োগ [স] *বি* বিষের ব্যবহার। 'বিষ-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

বিষফল [স] ১ *বি* বিষরূপ ফল। 'অধর্মের মধুমাখা বিষফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি* বিষাক্ত ফল। 'বুনোফল বিষফল খেয়ে ওর ভির্মি লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিষফোঁড়া [স বিষস্ফোটক] *বি* যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়াবিশেষ। 'যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিষ-বটিকা [স] *বি* বিষের বড়ি। 'বিষ-বটিকার প্রতিষেধ করিতে হইবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

বিষবড়ি [স বিষবটিকা] *বি* বিষাক্ত বটিকা। 'বদন উপরে দিল গরল বিষবড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিষবৎ [স] *বিণ* বিষময়। 'স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বিষবৎ সম্পর্ক।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

বিষবহ্নি [স] *বি* বিষরূপ আগুন। 'ধর্মধ্বজী মায়াবীদিগকে গ্রাস করবার জন্য বিষবহ্নি উদ্‌গার করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিষবাণ [স] *বি* বিষযুক্ত তির। 'কুয়িলী কুহলে/ লাগে বিষবাণঘাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিষবাণী [স] *বি* বিষরূপ বাণী; কটুকথা। 'সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে মধুমাখা বিষবাণী দুর্বল পরানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিষবাষ্প [স] *বি* বিষাক্ত নিশ্বাস বাতাস। 'তখন আশ্রমের আকাশ নির্মল ছিল ... বিষবাষ্প ব্যাপ্ত হয়নি মানবসমাজের দীর্ঘদিগন্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'সে বিষবাষ্প সমস্ত সমাজটার শ্বাসরোধ করেছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

বিষ-বিকার [স] *বি* বিষক্রিয়ার মতো ক্ষতিকর বিকৃতি। 'বাড়িছে বিষয়-পিপাসা বিষম বিষ-বিকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিষবীজ [স] *বি* বিষরূপ বীজ। 'হৃদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিষবৃক্ষ [স] ১ *বি* যে বৃক্ষের ফল বিষময়। 'ফলিয়েছে বিষবৃক্ষ হয়ে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* যে কাজের ফল বিষময়। 'বিষবৃক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

বিষবৈদ্য [স] *বি* ওঝা। 'তখন কেশবশর্মা ... চারি পাঁচ জন বিষবৈদ্য আনাইয়া, অশেষ প্রকারে চিকিৎসা করাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিষব্যথা [স] *বি* অধিক যন্ত্রণা। 'তুমি কি জেনেছ সে বিষব্যথায় কি করিয়া কাঁদে হরিণীর অন্তর।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বিষমএ [স বিষময়] *বিণ* বিষাক্ত। 'সকল নদীতে আমি করিব বিষমএ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বিষমগ্ন [স] *বিণ* বিষে নিমজ্জিত। 'বিষমগ্ন রাত্রিবেলা কালের হিংস্রতা/ কণ্ঠরোধ করে অবিশ্বাসে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিষময় [স] ১ *বিণ* বিষপূর্ণ। 'যদি কুত্রাপি দুই একটি বৃক্ষ প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাতেও বিস্বাদু ও বিষময় ফলেরই উৎপত্তি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* হিংসাত্মক। 'পরিণাম অবশ্যই বিষময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ* যন্ত্রণাদায়ক। 'কত বিষময় ফল ফলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৪ *বিণ* কষ্টদায়ক। 'সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৯২। ৫ *বিণ* অনভিপ্রেত। 'বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বিষময়তা [স] *বি* বিরূপ প্রতিক্রিয়া। 'তাহার বিষময়তার প্রতি কর্তৃপক্ষের শৈথিল্য থাকাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিষ-ময়লা *বি* বিষরূপ ময়লা। 'ওদের বিষ-ময়লা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না?' *নজরুল*, ১৯৩০।

বিষময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষতিকর। 'ঐ বিষময়ী রীতির প্রতিফল ... পাপাসক্তিতে পর্যাপ্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বিষমাখা ১ *বিণ* যন্ত্রণাদায়ক। 'বিষমাখা বাক্যবাণে কান হ'ল কালা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* বিষ মাখানো হয়েছে এমন। 'দুনিয়ার বিষ-মাখা শত তীক্ষ্ণ তির।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিষ-মাখানো *বিণ* বিষযুক্ত। 'বক্ষে বিঁধে বিষ-মাখানো শর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বিষমুক্ত [স] *বিণ* বিষহীন। 'কি উপায়ে সভ্যসমাজের দেহ এই বিষমুক্ত করা যেতে পারে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিষমুখ [স] *বিণ* মুখে বিষ রয়েছে এমন। 'ওগো আমার বিষমুখ অগ্নি-নাগ-নাগিনিপুঞ্জ!' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিষ-রসানো *বিণ* বিষাক্ত। 'অগ্নি-ফণি! বিষ-রসানো জিহ্বা দিয়ে দিস চুমা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিষলতা [স] *বি* বিষাক্ত লতা জাতীয় উদ্ভিদ। 'মারাত্মক বিষলতার বন।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

বিষলিপ্ত [স] *বিণ* বিষাক্ত। 'বিষাদের বিষলিপ্ত কবিতাকন্যারে ধার দিই জনে জনে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

বিষশর [স] *বি* বিষমাখা বাণ। 'ইমামের উপর হানিল বিষশর।' *রাহরাম*, ১৬৫০।

বিষশ্বাস [স] *বি* বিষরূপ নিশ্বাস। 'দগ্ধে বন বিষশ্বাসে।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

বিষস্তন [স] *বি* বিষরূপ মাতৃদুগ্ধ। 'পুতনার বেশে কেহ দেই বিষস্তন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিষহরি [স বিষহরী] ১ *বিণ* বিষপূর্ণ। 'কালকুট বিষহরি জাণল কটাক্ষ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী মনসা। 'জয় জয় দিয়া বন্দো জয় বিষহরি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিষহরী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী মনসা। 'মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী করি জাগরণ তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিষ-হারানো *বিণ* নির্বিষ। 'বিষ-হারানো ঢোঁড়া।' *মনোজ*, ১৯৬১।

বিষহীন [স] *বিণ* নির্বিষ। 'জ্যোতিহীন বিষহীন ধূমকেতু আজ হায় বেঁচে আছি।' *নজরুল*, ১৯৩৭।

বিষাইল [স বিষ>] *বিণ* বিষাক্ত। 'বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিষাকর [স] ১ *বি* বিষের ভাণ্ডার। 'লোকে কহে সুধাকর আমি বুঝিলাম বিষাকর।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* বিষধর; বিষাক্ত। 'ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিষাক্ত [স] ১ *বিণ* বিষযুক্ত। 'বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়া লোক সংহার করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* আপাত মধুর কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক। 'বিষাক্ত নিশ্বাসে তব বিষাক্ত চুম্বনে কি রোগ পশিল তার সুকোমল মনে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৩ *বিণ* বিষ-মেশানো। 'এক সুতীব্র বিদ্রূপ-বিষাক্ত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৪ *বিণ* কুফলদায়ক। 'করি পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৫ *বিণ* অত্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ। 'শুনি মম বিষাক্ত রিরিরিরি-নাদ।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিষাক্ত নিশ্বাস *বি* অশান্তির আস্ফালন। 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিষাক্রান্ত [স] *বিণ* বিষ দ্বারা আক্রান্ত। 'স্থূলবুদ্ধি বিষাক্রান্ত বিকৃতচেতনদের মধ্যে মিলেমিশে বেশ থাকত।' *তারা*, ১৯৪৩।

বিষাগার [স] *বি* সাপ। 'বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বিষাগ্নি [স] *বি* বিষরূপ আগুন। 'সদা দগ্ধাইতে, উগারি বিষাগ্নি জীবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিষানল [স] *বি* বিষরূপ আগুন। 'বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিষানো ১ *ক্রি* অত্যন্ত যন্ত্রণাপূর্ণ হওয়া। 'অমনি সে হায় বিষিয়ে উঠে!' *নজরুল*, ১৯২৫। **২** *ক্রি* অন্ধকার হওয়া। 'কিবা আসে-যায় আশ্বিনে যদি আকাশ বিষায় কালো মেঘে।' *ধীরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

বিষামৃত [স] *বি* একই সঙ্গে বিষ ও অমৃত। 'সেই প্রেমা যার মনে/ তার বিক্রম সেই জানে/ বিষামৃতে একত্র মিলন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিষার্চি [স বিষ-অর্চি] *বিণ* বিষাক্ত। 'জাগাবে বিষার্চি বায়ু দংশিয়া সঘনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

বিষিয়ে উঠা ১ *ক্রি* বীতশ্রদ্ধ হওয়া। 'ঘৃণার মনটা বিষিয়ে উঠল।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *ক্রি* যন্ত্রণাময় হওয়া। 'ছুরি মেরেছে, সেই ক্ষতস্থান উঠল বিষিয়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

বিষে *বিণ* বিষাক্ত। 'এক মোসোলমান বিষে তরোয়াল দিয়া তাহারি এক চোট মারিলো।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিষের বাঁশি *বি* জ্বালাময়ী সুর নিঃসারক বাঁশি। 'বিষের বাঁশি বাজিয়ে ডাকে নাগ-মাতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর – তর্জনগর্জনই সার। 'বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

বিষোদ্গার [স] *বি* নিন্দা। 'তাঁহার ভূতপূর্ব প্রজাগণের প্রতি বিষোদ্গার করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিষ[2] [স বিংশ, পা বীস] *বিণ* বিশ (২০) সংখ্যক। 'সাত মোন বিষ সের দর।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

বিষঅ [স বিষয়] *বি* বিষয়। 'পঞ্চ বিষঅরে নায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখী।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

বিষএ [স বিষয়>] *ক্রিবিণ* অধিকারে। 'কংসের বিষএ আক্ষে হইএ মাহাদাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিষঙ্গ [স] *বি* অনুষঙ্গহীনতা। 'সেখানে যা দুর্লভ তা এক বিশেষ প্রকৃতির অনুভব – অনতিক্রম্য শূন্যতার, আদ্যোপলীয় আপজাত্যের, ট্রাজিক বিষঙ্গের।' *শিব*, ১৯৫০।

বিষণ্ণ [স] **১** *বিণ* দুঃখিত। 'বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ-বাসা আইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* মলিন। 'বিষণ্ণ বদন কেন মুখে নাই রা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিষণ্ণ-অন্তর [স] *বি* বিষাদপ্রাপ্ত হৃদয়। 'অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ-অন্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিষণ্ণচিত্ত [স] *বিণ* ভারাক্রান্ত মন এমন। 'মেয়েরা নিরুৎসাহী, বিষণ্ণচিত্ত ও অসুস্থ থাকে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বিষণ্ণতা [স] *বি* বিমর্ষতা। 'মানুষগুলি মনের বিষণ্ণতা, দেহের অবসন্নতা সম্ভ্রমপূর্ণ গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশের ...।' *তারা*, ১৯৪৩।

বিষণ্ণবদনা [স] *বিণ স্ত্রী* মলিন মুখবিশিষ্ট। 'একাকিনী – বিরহিণী – বিষণ্ণবদনা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিষণ্ণমনা [স] *বিণ* বিষণ্ণতাপূর্ণ মন এমন। 'তাহার সহচর ... নিরতিশয় বিষণ্ণমনা হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিষণ্ণমূর্তি, বিষণ্ণমূর্ত্তি [স] *বি* মলিন মূর্তি। 'কালিমাভ চক্ষুবিশিষ্ট ... বিষণ্ণমূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বিষণ্ণ স্বপ্ন [স] *বি* দুঃস্বপ্ন। 'আমার বিষণ্ণ স্বপ্নে থেকে থেকে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বিষম [স] **১** *বিণ* ভীষণ; ভয়াবহ। 'তা সব মাইল কাহ্নু বিষম সমরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'রাগ ধানশী ॥ বিষম।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* দুঃসহ। 'না দেখিআ নীলাম্বর/ শোকে হিআ জরজর/ বিধি দিল বিষম যন্ত্রণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* সাংঘাতিক। 'বিষম জে সভ অস্ত্র নানামতে জানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বিণ* সমাধান করা দুরূহ এমন। 'ঠেকিলাম বিষম বড় দায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৬** *বিণ* অত্যন্ত। 'বুরুজ বিষম উচ্চ, পাহাড় তাহার তুচ্ছ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৭** *বিণ* জটিল। 'কিবা কহে বিজ্বি বিজ্বি/ কত বুঝি নাও বুঝি/ বিষম মগজ সদা টেরা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৮** *বি* বেজোড়। '১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি অঙ্ককে বিষম অঙ্ক বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৯** *বিণ* খুব। 'সকলেরই বিষম হাসি পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **১০** *বিণ* ঘন। 'কুলগাছের তলায় বিষম ঝোপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **১১** *বিণ* সামঞ্জস্যহীন। 'কথার মধ্যে সেই উদ্যত ভঙ্গিটি দেওয়া বিষম ব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **১২** *বিণ* হাস্যকর। 'মুখগুলো সব হাঁড়ি, ছোটো ছেলের সঙ্গে তাদের বিষম আড়াআড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **১৩** *বিণ* প্রবল। 'তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **১৪** *বিণ* প্রচণ্ড। 'চারিদিকে মানবের বিষম অহংকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিষমকাল [স] *বি* দুঃসহ সময়। 'যৌবনকে আমাদের দেশে অতি বিষমকাল বলে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

বিষম খাওয়া *ক্রি* খাওয়ার সময়ে আকস্মিক শ্বাসরোধ হওয়া। 'আর যাহা খাও বাপু বিষমটি খেও না।' *সুকুমার*, ১৯২০।

বিষমঢাকি *বি* বিশাল ঢাক বাজায় যে। 'আঙুলের ঘা মেরে বাজিয়ে দেয় ওই কালো মেঘের "বিষমঢাকি"র বাজনা।' *তারা*, ১৯৪৬।

বিষমতা [স] **১** *বি* অধিক মাত্রা। 'বিদ্যোৎসাহি মনুষ্য মাত্রেই বিষমতার ব্যগ্র হইয়া থাকেন ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫। **২** *বি* সমতাহীনতা। 'বণ্টনের বিষমতা বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বিষমবিষ [স] *বি* মারাত্মক বিষয়। '... এই বিষমবিষ তুল্য ভ্রমজাল হইতে আমাদিগের মনকে সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় প্রদান করিতে হইবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিষমসন্ধি [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী সুই। বিষমসন্ধি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিষমো [স বিষম] *বিণ* গুরুতর। 'ছাড়ু ছাড়ু মাআ মোহা বিষমো দুন্দোলী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

বিষমোদ্যম [স বিষম-উদ্যম] *বি* প্রাণপণ চেষ্টা। 'রাজপুত্রের প্রাণনাশে পুনঃ পুনঃ বিষমোদ্যম করিতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বিষয় [স] **১** *বি* বিষয়-কর্ম। 'চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রাপ্তি। 'বিষয় লাগি তোমায়

ভজে সেই মূর্খজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* সংসার। 'তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* প্রস্তাব। 'হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *বি* পৈতৃক সম্পদ। 'ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৬** *বি* তথ্য। 'এ বিষয় আমরা সমস্তই জ্ঞাত।' *রামরাম*, ১৮০১। **৭** *বি* খাত। 'কিং বিষয়ে কত টাকা ব্যয় ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৮** *বি* সম্পদ। 'পিতা চাকরি করিয়া এত বিষয় করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৯** *বি* সামর্থ্য। 'আপন বিষয়ানুসারে পুত্রকে উত্তম পোষাক দিলাম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **১০** *বি* প্রসঙ্গ। 'স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **১১** *বি* শাস্ত্র। 'ভূগোল বৃত্তান্ত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। **১২** *বি* কারণ। 'আমারদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮। **১৩** *বি* সম্পত্তি। 'ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে – বিষয় তোমারই রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **১৪** *বি* উদ্দিষ্ট বা আলোচিত বস্তু। 'সাহিত্যে বিষয়টা শ্রেষ্ঠ, না, ভঙ্গিটা শ্রেষ্ঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিষয় আশয় [স] *বি* ধনসম্পত্তি। 'বিষয় আশয় দেখিব – আমার অবকাশ কই ভাই?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বিষয়ক [স] *বিণ* সম্বন্ধীয়। 'অন্নদামঙ্গল ভাষা গ্রন্থের অন্তঃপাতি বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বিষয়কর্ম, বিষয়কর্ম্ম [স] **১** *বি* জীবিকা। 'বিষয় কর্ম্মের কথা বাবু কিছুই কহেন না।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* ধনসম্পত্তি উপার্জন ইত্যাদি বৈষয়িক কাজ। 'লেখাপড়া পরিত্যাগ হইল বিষয়কর্ম্ম করিবার বয়েস হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'বিষয় কর্ম করিলে তৎপরতা জন্মে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বি* কর্মকাণ্ড। 'শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়কর্ম্মের ... বিস্তার হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিষয়কল্পনা [স] *বি* কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা। 'পূজার বিষয়কল্পনায় অনেক সময়ে তার এমন চিত্ত প্রকাশ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিষয়কাজ [স বিষয়কার্য] *বি* বৈষয়িক বা ধন-সম্পদ সংক্রান্ত কাজ। 'বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাঁহার গোছালো ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিষয়কার্য, বিষয়কার্য্য [স] **১** *বি* জীবিকা। 'অনেকে বিষয় কার্যের জন্য কলিকাতায় আগমন ... করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **২** *বি* বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ। 'বিষয়কার্যের অনুরোধে, যুবর্টো সর্বদা যে সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **৩** *বি* সাংসারিক কাজ। 'যখন একবার বিষয়কার্যের মধ্যে ভালো করে মনোনিবেশ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিষয়গত [স] *বিণ* বিষয়ভিত্তিক। 'সমাধানের বিষয়গত আলোচনার দরকার নেই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বিষয়জ্ঞ [স] *বিণ* বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত। 'রাজা বসন্তরায়কে ডাকাইয়া বিষয়জ্ঞ করিয়া দশানি ছয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিষয়তরঙ্গ [স] *বি* সংসাররূপ তরঙ্গ (সাংসারিক ঝামেলা)। 'সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়তরঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিষয়-নিমগ্ন [স] *বিণ* ধনসম্পত্তির মোহে আবিষ্ট। 'বিষয়-নিমগ্ন দেখি সব পায় দুখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিষয়-পিপাসা [স] *বি* ধনসম্পদের লোভ। 'বাড়িছে বিষয়-পিপাসা বিষম বিষ-বিকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিষয়প্রাণ [স] *বিণ* ধনসম্পত্তির প্রতি আসক্ত। 'মানুষ বিষয়প্রাণ হলে তার মনের শক্তি ও আত্মার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিষয়বস্তু [স] **১** *বি* মূলভাব। 'উভয় সমাজ ও সম্প্রদায়ের বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য সমাবেশ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫। **২** *বি* বর্ণনীয় বিষয়। 'বিষয়বস্তুর কাঠামোতে আপাতদৃষ্টিতে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিষয়বাসনা [স] **১** *বি* ভোগ-বাসানা। 'বারবনিতার সহিত বিষয়বাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* ধনসম্পদ, সুখশান্তি ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা। 'তুমি যদি বলো এখনি করিব বিষয়-বাসনা বিসর্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বিষয়বিভাগ [স] *বি* সম্পত্তিভাগ। 'উত্তর কালে বিষয়বিভাগ উপলক্ষে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিষয় বিভোগ [স] *বি* ধনসম্পত্তি ও ভোগবাসনা। 'তোমার বিষয় বিভোগ সমস্তই আমার জ্ঞাতসার আছে।' *কেরি*, ১৮০২।

বিষয়বিমুখ [স] *বিণ* সংসারের প্রতি উদাসীন। 'বিষয়বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্যপ্রধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিষয়বিরক্ত [স] *বিণ* ধনসম্পত্তির প্রতি অনাসক্ত। 'রাজপুত চিরজীব, বিষয়বিরক্ত হইয়া, ঐ কুটীরে তপস্যা করিতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিষয়বিষ *বি* বিষয়রূপ বিষাক্ত প্রলোভন। 'বিষয়বিষয় বিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বিষয়বুদ্ধি [স] *বি* সাংসারিক জ্ঞান। 'প্রফুল্লের বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সদ্বিবেচনার গুণে, সংসারের বিষয়কর্মও তাহার আসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বিষয়বুদ্ধিওয়ালা [স বিষয়বুদ্ধি+ওয়ালা] *বি* সাংসারিক জ্ঞান রয়েছে এমন ব্যক্তি। 'আমরা বিজ্ঞানীরা ... প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুঁজি, বিষয়বুদ্ধিওয়ালারাও খোঁজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিষয়বুদ্ধিহীন [স] *বিণ* বৈষয়িক জ্ঞান নেই এমন। 'নিজেকে বিষয়বুদ্ধিহীন বলে প্রমাণ করতে রাজি নই।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

বিষয়বৈচিত্র্য [স] *বি* বিষয়বস্তুর বিচিত্রতা। 'বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্যান্য সম্পৎশালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিষয়বোঝা [স বিষয়+বোঝা] *বি* বিষয়-সম্পত্তির ভার। 'বিষয়বোঝা টানে আমায় নীচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিষয়ব্যাপার [স] *বি* অর্থসম্পদ। 'বিষয়ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক ঈর্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বিষয়ভেদ [স] *বি* বিষয়ের পার্থক্য। 'আমারও সেই কেবল একই পাগলামি, কেবল বিষয়ভেদ এবং প্রকারভেদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিষয়ভোগ [স] *বি* ধন-সম্পত্তি ভোগ। 'কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়ভোগ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিষয়ভোগী [স] *বিণ* সম্পত্তি ভোগ করে এমন। 'স্ত্রীপুত্র ও বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী স্থির পূর্ব্বক বিভুত্ব মানিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বিষয়রস [স] *বি* সাংসারিক সুখ। 'রাজা বিষয়রসে আসক্ত হইয়া, রাজ্যচিন্তায় জলাঞ্জলি দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিষয়-লালস [স] *বিণ* সাংসারিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী। 'মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিষয়লিপ্ত [স] *বিণ* বৈষয়িক কাজে নিয়োজিত। 'তাহাদিগের বিষয়লিপ্ত আমলারা।' *ফরস্টার*, ১৭৯৯।

বিষয়লোভ [স] *বি* ধনসম্পত্তির লিপ্সা। 'বিষয়লোভ, মনুষ্যের অতি বিষম শত্রু।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিষয়শিক্ষা [স] *বি* উপার্জনমুখী শিক্ষা। 'আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়শিক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বিষয়-শ্রম [স] *বি* ধনসম্পদ অর্জনে ব্যয়িত পরিশ্রম। 'ধিক জনম মম, বিফল বিষয়-শ্রম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিষয়সম্পত্তি [স] *বি* বিষয়-আশয়; ধনসম্পত্তি। 'বিষয়সম্পত্তি স্বপ্নের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিষয়সুখ [স] *বি* ইন্দ্রিয় সুখ। 'বিষয়সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিষয়সুখানুভব [স] *বি* পার্থিব সুখ উপভোগ। 'এতাবৎকাল বিষয়সুখানুভব করিয়া সম্প্রতি ... প্রস্থান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিষয়াধিকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। 'হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বিষয়ান্তর [স] *বি* অন্য বিষয়। 'এ সময়ে বিষয়ান্তর স্মরণ করিয়া ইহা বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

বিষয়াবিষ্ট [স] *বিণ* বিষয়াসক্ত। 'তেমনি বিষয়াবিষ্ট।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বিষয়াভিজ্ঞতা [স] *বি* বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা। 'বিচিত্র বিষয়াভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়।' *হাই*, ১৯৫৪।

বিষয়াভিলাষ [স] *বি* ধনসম্পত্তি ভোগের বাসনা। 'এক যুবকলেবরে প্রবেশপূর্বক বিষয়াভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিষয়াভিলাষী [স] *বিণ* ধনসম্পত্তি লাভে অভিলাষী। 'বিষয়াভিলাষী হইয়া এক মহামহেন্দ্র রাজার নগরে অবতীর্ণ হইলেন।' *কেরি*, ১৮১২।

বিষয়াসক্ত [স] *বিণ* ধনসম্পত্তির প্রতি অনুরক্ত। 'বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি ভ্রংশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিষয়াসক্তি [স] *বি* ধনসম্পত্তির প্রতি আকর্ষণ। 'তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি ভোলাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিষয়ি [স বিষয়ী] ১ *বিণ* সংসারী। 'ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ধনবান। 'অনেক বিষয়ি লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিষয়িক [স] *বিণ* ব্যবহারিক। 'বিষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা করিও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বিষয়িকা [স] *বিণ স্ত্রী* বিষয় সংক্রান্ত। 'হিতাহিত বিষয়িকা যে বুদ্ধি তাহার নাম বিবেক।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

বিষয়িণী [স] *বিণ স্ত্রী* বিষয়গুণসম্পন্ন। 'এরূপ অশেষ প্রকার অসামান্য-বিষয়িণী অলোকসামান্য বুদ্ধি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বিষয়িলোক [স বিষয়ী+স লোক] *বি* সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। 'যেহেতুক বিষয়িলোক প্রায় অনেকেই বেদ পুরাণ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের তাবৎ অর্থ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিষয়ী [স] ১ *বি* সংসারী লোক। 'মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ীর প্রায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ধনী ব্যক্তি। 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* সাধারণ। 'যদ্যপিও বিষয়ী অর্থাৎ তত্ত্বাবধানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপকার আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ৪ *বিণ* বৈষয়িক। 'যারা কঠিন নীরস বিষয়ী লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বি* মহাজন। 'বিষয়ী আপনার খাতার হিসাব মিলাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিষয়ী লোক [স] *বি* ধনী ব্যক্তি। 'যাঁহারা বিষয়ী লোক ... বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বিষয়ীকৃত [স] *বিণ* ভাবা হয়েছে এমন। 'মানুষ ভাবতে ভালোবাসে, কোনো-এক কালে তার শ্রেষ্ঠতার আদর্শ পূর্বেই বিষয়ীকৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিষয়ীভূত [স] *বিণ* বিষয়ের অন্তর্গত। 'দুইটি নায়ক এবং দুই নায়িকা, দুইটি স্বতন্ত্র উপাখ্যানের বিষয়ীভূত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিষয়ৈষা [স] *বি* পরের কল্যাণ করার ইচ্ছা। 'প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈষার সময়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিষাণ [স] ১ *বি* শিং। 'ভল্লুক সাঁভায় গাড়ে ভয়ে কম্পমান/ তাড়িয়া মহিষ ধরি উপাড়ে বিষাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শিঙা। 'দামামা বিষাণ বাজে ফুকরে কাহ্ন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিষাণধ্বনি [স] *বি* ভেঁপু। 'স্টীমারের বিষাণধ্বনিও মান্য করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিষাদ [স] ১ *বি* দুঃখ। 'কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বিষণ্ণতা। 'বিষাদে হইয়া মগ্ন নিত্যানন্দরায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিষাদকরুণ [স] *বিণ* দুঃখ-কাতর। 'বিষাদকরুণ শিল্পছন্দে/ অগোচর কবি করেছে রচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিষাদ-কাহিনী *বি* বিষাদের বৃত্তান্ত। 'বিষাদ-কাহিনী তার সাধ যায় শুনিবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিষাদ-কুয়াসা *বি* বিষাদরূপ কুয়াশা। 'এক বিষাদ-কুয়াসা বিশ্বময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিষাদকোমল [স] *বিণ* বিষাদে কোমল। 'বিষাদকোমল হাসি ভাসিত অধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'সুখস্মৃতিময় বিষাদকোমল প্রশান্ত শরৎকালের মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়ে রয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিষাদ-ক্ষীণ [স] *বিণ* দুঃখে কাতর। 'বিষাদ-ক্ষীণ এ অন্তরে মোর থাকে যেন তোমার নজর।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বিষাদক্ষেত্র [স] *বি* দুঃখের ক্ষেত্র। 'তোমার শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া আনন্দভূমি বিষাদক্ষেত্রে পরিণত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিষাদখিন্ন [স] *বিণ* বিষাদক্রান্ত। 'তবে কেমন যেন বিষাদখিন্ন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিষাদগম্ভীর [স] *বিণ* বিষাদে গম্ভীর। 'তার বিষাদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমরা শুনি হৃদয় দগ্ধ-হয়ে-যাওয়া সেই সুপরিপক্বতার সুর ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

বিষাদগ্রস্ত [স] *বিণ* বিষাদপূর্ণ; দুঃখ-কাতর। 'আরও একটু বিষাদগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরত।' *মানিক*, ১৯৩৫।

বিষাদঘন [স] *বিণ* দুঃখের ছায়া আছে এমন; বিষাদপূর্ণ। 'কবিতাগুলি সাঁঝের মায়ার মতোই ... বিষাদঘন।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

বিষাদ-ছায়া *বি* বিষাদের ছায়া; ম্লানতা। 'বৃহৎ বিষাদ-ছায়া বিরহ গভীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিষাদপূর্ণ [স] *বিণ* মলিন। 'পাতাবাহারের ভিজে গন্ধভরা সারি, বিষাদপূর্ণ দেওয়াল।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

বিষাদপ্রতিমা [স] *বি* দুঃখের ছায়া। 'সহসা অনপেক্ষিত ভাবে

উৎসবের মধ্যে বিষাদপ্রতিমা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

বিষাদ প্রাণ [স] *বি* বেদনাপূর্ণ মন। 'শুনছে কথা বিষাদ প্রাণে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বিষাদবন্ত [স] *বিণ* দুঃখী। 'কৃপাবন্ত জলদ বিষাদবন্ত হয়ে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিষাদ-বরষা [স বিষাদ-বর্ষা] *বি* বিষাদরূপ বরষা। 'বিষাদ-বরষা নামে যবে মোর শ্রাবণ-গগন ভরি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিষাদবাষ্প [স] *বি* বিষাদরূপ বাষ্প। 'মন হইতে সমস্ত বিষাদবাষ্প উপস্থিতমত তাড়াইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিষাদ-বিলীন *বিণ* বিষাদে বিলীন হয়ে গেছে এমন। 'ম্লান ছায়া-সম বিষাদ-বিলীন নববধূ সীতা আভরণহীন উঠিলা বিদায়-রথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিষাদ-বিষ *বি* বিষাদের জ্বালা। 'বিষাদ-বিষে জ্বলে শেষে রসের প্রসাদ মাগবে কি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

বিষাদ-মগনা [স বিষাদমগ্ন] *বি স্ত্রী* বিরহে আচ্ছন্ন যে। 'মরি, উন্মাদিনী, বিষাদ-মগনা ...।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বিষাদমন্ত্র [স] *বি* দুঃখের মন্ত্র। 'কে আমার উপরে একটি উদার বিষাদমন্ত্র পাঠ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিষাদময় [স] *বিণ* বিষণ্ন। 'আমি বিষাদময় দৃষ্টি কচ্চি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বিষাদমলিন [স] *বিণ* বিষাদে ম্লান। 'তার বিষাদমলিন কথাগুলি যদি ফের ভুলে যাই।' *নীরেন*, ১৯৫১।

বিষাদমাখা *বিণ* স্ফূর্তিশূন্য। 'মুখে বিষাদমাখা হাসি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিষাদলোক [স] *বি* দুঃখময় স্থান। 'স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক, এ নরকপুরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিষাদশান্ত [স] *বিণ* দুঃখভারাক্রান্ত; দুঃখে নীরব হয়ে গেছে এমন। 'কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি/ বিষাদশান্ত শোভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিষাদশ্বাস [স] *বি* দুঃখপ্রকাশক দীর্ঘশ্বাস। 'রোদন, রোদন, কেবলি রোদন, কেবলি বিষাদশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বিষাদসাগর [স] *বি* বিষাদরূপ সাগর। 'প্রভুর এবম্ভূত অসম্ভাবিত ভাবি অমঙ্গল শ্রবণে বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিষাদ-সিন্ধু [স] *বি* বিষাদরূপ সমুদ্র। 'একেবারে বিষাদ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া ... আত্মবিনাশে প্রস্তুত হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিষাদ-স্বপন *বি* বিষাদের স্বপ্ন। 'বিষাদ-স্বপন দেখি হাসির কোলেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বিষাদ-স্মৃতি [স] *বি* দুখের স্মৃতি। 'ভোলো ভোলো বিষাদ-স্মৃতি!' *নজরুল*, ১৯৫৯।

বিষাদাচ্ছন্ন [স] *বিণ* বিষণ্নতাপূর্ণ। 'যুবক শিক্ষক উঠে বসে, মুখ বিষাদাচ্ছন্ন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিষাদাত্মক [স] *বিণ* বিষাদময়। 'বিষাদাত্মক ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া কাব্য রচনা করার রীতি।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

বিষাদিত [স] *বিণ* দুঃখভারাক্রান্ত। 'শিবের বচন শুনি ... হৈল বালা বিষাদিত মতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিষাদিতা [স] *বিণ* দুঃখিতা। 'বাপের চরিত্র দেখি হৈল বিষাদিতা।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিষাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিষাদগ্রস্ত। 'কুমুদিনী বিষাদিনী লুকাইল দুখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিষারদ [স বিশারদ] *বি* পারদর্শী। 'সর্ব্ব বিদ্যেতেই বিষারদ।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিষুব রেখা [স] *বি* দুই মেরু থেকে সমান দূরবর্তী ও ভূগোলক ঘিরে আছে এমন কল্পিত রেখা। 'বিষুব রেখা উভয় কেন্দ্র হইতে ৯০ অংশ।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বিষ্কম্ভক [স] *বি* সংস্কৃত নাটকে কোনো অঙ্কের শুরুতে যে অংশে অতীত ও আগামী ঘটনা বর্ণিত হয়। 'দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক যেমন মধুর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিষ্টর [স] *বি* (যোগশাস্ত্র) আসনবিশেষ। 'বিষ্টরস্বরূপ হইয়া উপবেশনের নিমিত্ত আহ্বান করিত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

বিষ্টি [স বৃষ্টি] **১** *বি* বর্ষণ। 'সাথে বিষ্টি করি ডুবাবে কলিঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বর্ষাকাল। 'বিষ্টি টুটাইআ আইল কার্তিক মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিষ্ঠা [স] *বি* মল। 'জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিষ্ঠাবৎ [স] *বিণ* বিষ্ঠার মতো। 'পরদারেতে মাতৃবৎ ও পরের দ্রব্যে বিষ্ঠাবৎ দেখে।' *রামরাম*, ১৮০২।

বিষ্ঠাহ্রদ [স] *বি* বিষ্ঠার হ্রদ। 'যে ব্যক্তি নিতান্ত ধনলুব্ধতা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্যাবিক্রয়রূপ দুঃসহ পাতক স্বীকার করে তাহাকে বিষ্ঠাহ্রদ নরকে গমন করিতে হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিষ্ণু [স] **১** *বি* হিন্দুপুরাণ মতে জগতের পালনকর্তা নারায়ণ নামক দেবতা। 'করিআ পুটহাত আরাধি গণনাথ দিনেশ বিষ্ণু মহেশ্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নরহরি বিষ্ণু।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বিষ্ণুক্রিয়া [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বিষ্ণু-উপাসনা। 'বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিষ্ণুপুর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বৈকুণ্ঠ; স্বর্গ। 'সে দেব সনে/ নেহা বাঢ়াইলেঁ/ হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিষ্ণুপ্রীত [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বিষ্ণুর প্রতি প্রেম। 'পুত্রের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিষ্ণুলোক [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গ। 'বোধ করি বা হিন্দুর বিষ্ণুলোকেই গেলেন।' *শরৎ*, ১৯১৬।

বিষ্ণুপুরী [স বিষ্ণুপুরীয়] *বিণ* বিষ্ণুপুরের। 'বিষ্ণুপুরী চাল ঠিক মুসলমানি চাল নয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বিষ্ণুভোগ [স] *বি* একপ্রকার ধান। 'বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্ধে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বিষ্যুদবার [স বৃহস্পতি>+ফা বার] *বি* বৃহস্পতিবার। 'সোমবারে বিষ্যুদবারে বাবা আর দাদা ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

বিষ্যুতবার, বিষ্যুৎবার [স বৃহস্পতি>+ফা বার] *বি* বৃহস্পতিবার। 'বিষ্যুতবার কলকাতা ফিরে আসব।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'প্রত্যেক বিষ্যুৎবার।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

বিস [স বিষ] *বি* বিষ। 'অমিআ আচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসি রে।' *চর্যা* ২৯, ১২০০। দ্র **বিষ**

বিসজল [স বিষজল] *বি* বিষ মিশ্রিত জল। 'বিসজল খাইয়া সিসু ছাড়িল পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসসম [স বিষসম] *বিণ* বিষের মতো। 'অব সব বিসসম লাগএ মোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিসস্তন [স বিষস্তন] *বি* বিষ মিশ্রিত স্তন। 'বিসস্তনে মারুক গিয়া সিসু করি কোলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসঅ [স বিষয়] *বি* বিষয়। 'বিসঅ বিশুদ্ধি মই বুঝিঅ আনন্দে।' *চর্যা* ৩০, ১২০০। *দ্র* **বিষয়**

বিসএ [স বিষয়>] *ক্রিবিণ* ব্যাপারে; বিষয়ে। 'আমা বিসএ তোমার হেন দ্রঢ় মতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসংবাদ [স] *বি* বিরোধ। 'শিষ্যাধিকার বিষয়ে মধ্যে মধ্যে মহাশয়দিগের পরস্পর ঘোরতর বিসংবাদ উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিসংবাদিতা [স] *বি* বিরোধিতা। 'তৎকালপ্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সহিত সম্পূর্ণ বিসংবাদিতা প্রযুক্ত ... বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিসংবাদী [স] ১ *বিণ* বিরোধী। 'যে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতেন তাহা, চিরসেবিত মতের বিসংবাদী বলিয়া, অবজ্ঞারূপ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* বিপরীত। 'বিসংবাদী উপাদান শিল্পের শুদ্ধিতে যেমন নিষ্ফল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিসকুট [প বিস্কোট, ই বিস্কিট] *বি* ময়দা দিয়ে তৈরি শুকনা খাদ্যবিশেষ। 'জাঁতা আফিম চালুনি বিসকুট ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

বিসকিট [ই বিস্কিট] *বি* ময়দা দিয়ে তৈরি শুকনা খাদ্যবিশেষ। 'কথাটাতো বিস্কুট নয়, বিসকিট।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বিসঙ্কট [স] *বি* বিষম সংকট। 'বিসঙ্কটে কৈলে বসুদেবের উদ্ধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিসঙ্কুল [স] *বিণ* জটিল। 'ঐ কালে জনসমাজ ধর্ম ও দণ্ডনীতি বিষয়ক বিষম বিসংবাদ দ্বারা সাতিশয় বিসঙ্কুল ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিসজ্জন [স বিসর্জন] *বি* বিসর্জন। 'প্রতিমে বিসজ্জন – স্নানযাত্রা ও রতে বাহার দিন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বিসদৃশ [স] ১ *বিণ* অস্বাভাবিক। 'এমত বিসদৃশ কার্য্য।' *দর্পণ*, ১৮৪০। ২ *বি* অমিল। 'এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* প্রতিকূল। 'সে ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বিণ* বেমানান। 'বিসদৃশ কেন?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বিসদৃশতা [স] *বি* অসামঞ্জস্য। 'এইখানেই বিসদৃশতার শেষ হয় নাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বিসনি *বিণ* প্রেমিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিসন্ন [স বিষণ্ণ] *বিণ* মলিন। 'বেগম বিসন্ন বদনা খিদ্যমানা অতি কাতরা হইয়া একদ্রষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।' *রামরাম*, ১৮০১। *দ্র* **বিষণ্ণ**

বিসন্না [স বিষণ্ণ] *বিণ* বিষণ্ণ। 'কাহ্নবিয়োএ মো হোহি বিসন্না।' *চর্যা* ৪২, ১২০০।

বিসবাস [স বিশ্বাস] *বি* বিশ্বাস। 'নিঠুর সখী বিসবাস ন দেই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিসম [স বিষম] *বিণ* ভীষণ; সাংঘাতিক। 'দেখিয়া বিসম তবে সব নৃপগন।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **বিষম**

বিসময় [স বিস্ময়] *বি* বিস্ময়। 'পেঅসি সমাদ সুনিএ হরি বিসময়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিসমা [স বিসম] *বিণ* বিপরীত। 'বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

বিসমিল্লা [আ বিসমিল্লাহ্] *বি* (ইসলামি রীতি) আল্লাহর নামে শুরু। 'অপবিত্র ধন দিতে বিসমিল্লা যে পড়ে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিসমিল্লাতে গলদ – গোড়ায় গলদ। 'জাতি গঠনের সকল আয়োজনে বিসমিল্লাতেই গলদ রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

বিসমেল্লায়ই গলৎ – শুরুতেই ভুল। 'আমাদের বিসমেল্লায়ই গলৎ।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

বিসমিল্লায় গলদ – শুরুতেই ভুল। *সুবল*, ১৯০৬।

বিসমিল্লাহ [আ বিসমিল্লাহ্] *বি* (ইসলামি রীতি) আল্লাহর নাম স্মরণ ক'রে কাজ শুরু। 'হাসানও বিসমিল্লাহ বলিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিসমোল্লায় গলদ – প্রবচনবিশেষ। '"বিস্‌মোল্লায় গলদ" কথাটা এমন জায়গায় বসিতে পারে যেখানে অলংকারের দোষ না হইয়া গুণ হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিসম্বাদ [স বিসংবাদ] ১ *বি* শত্রুতা। 'শিখি সর্পে বিসম্বাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বিরোধ। 'বাবুর সহিত কাহার বিবাদ বা বিসম্বাদাদি হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'ঘোরতর বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বিসম্বাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিরোধ জন্মায় এমন। 'হে মীনকেতন! – তোমার এমন বিসম্বাদিনী প্রবৃত্তি কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিসম্বাদী [স] *বি* শত্রুতা। 'বিবর্তন আবর্তন সমর্তন আদি/ জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিসম্বাদী সুর [স] *বি* বিশেষ কোনো রাগিনীতে যে স্বর ব্যবহৃত হয় না, সেই স্বর সেই রাগিণীর বিসম্বাদী স্বর। 'বিসম্বাদী সুরগুলিকে যথারীতি অপমান করা হইয়াছে কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বিসয় [স বিষয়] ১ *বি* প্রসঙ্গ। 'তেঞি সে জানিল আমি সংসার বিসয়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* চুক্তি। 'জান হালবেল সাহেবের সহিত আমার কোনো বিসয় নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ৩ *বি* দায়। 'টাকা দিবার বিসয় নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

বিসর[১] *দ্র* **বিসরা**

বিসর[২] *বিণ* ভোলানো। 'অসুর বিসর মোহিনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিসরণ *বি* বিস্মরণ; বিস্মৃতি। 'শোনো পৃথিবী, এই রাত্রির শীত, সফল বিসরণ।' *জীবন*, ১৯৪০।

বিসরা [স বিস্মরণ] *ক্রি* ভোলা। **বিসর** *ক্রি* ভোলে। 'সপনহু হরি তোহি ন বিসর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিসরলহ** *ক্রি* বিস্মৃত হলো। 'বোলি বিসরলহ দঅ বিসবাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিসরি** *ক্রি* বিস্মরণ করি। 'বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও আও লো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **বিসরিল** *ক্রি* ভুলে গেলো; বিস্মৃত হলো। 'কাহ্ন বিসরিল ভোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিসরী** *ক্রি* ভুলে গিয়ে। 'বিসরী রাধার বোল চাপিল দশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিসরাম [বিশ্রাম] *বি* বিশ্রাম। 'নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিসর্গ [স] ১ *বি* বাংলাভাষার বর্ণবিশেষ; 'ঃ' বর্ণ। ২ *বিণ* সামান্যতম। 'তাহার বিন্দুবিসর্গ পর্য্যন্ত লিখিতে আলস্য ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *বি* সংস্কৃত শব্দের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। 'এক শ্রেণীর কাছে বাঙ্গলা

ভাষা বলতে বোঝায় অনুস্বর বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৯।

বিসর্জন, বিসর্জ্জন [স] ১ *বি* ত্যাগ। 'পূজা নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লাঘব করিআ তারে দিল বিসর্জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* (প্রতিমার ক্ষেত্রে) জলে নিক্ষেপ। 'প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পৌত্তুর ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বিসর্জন-বাজনা [স বিসর্জনবাদ্য] *বি* (হিন্দুসমাজ) বিসর্জনের বাদ্য। 'বাজিল বিসর্জন-বাজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বিসর্জ্জিত [স] *বিণ* ত্যাগ করা হয়েছে এমন। 'তুমি আজ সত্যি পরাজিত, বিস্মৃত, বিসর্জ্জিত।' *মুনীর*, ১৯৬১।

বিসর্জক, বিসর্জ্জক [স] *বিণ* পরিত্যাগকারী। 'নিজ আত্মাই আমার বিসর্জ্জক।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বিসর্জা, বিসর্জ্জা [স বিসর্জন>] *ক্রি* ত্যাগ করা। **বিসর্জি** *ক্রি* বিসর্জন করি। 'বিসর্জি ধর্মেরে হায় অধর্মের জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **বিসর্জ্জিনু** *ক্রি* পরিত্যাগ করছি। 'আজ হতে বিসর্জ্জিনু এ ছার ধনুক বাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **বিসর্জ্জিয়** *ক্রি* বিসর্জন করো। 'জে ভূমিতে বসে তাহা বিসর্জ্জিয় জলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বিসর্জ্জিয়া** *ক্রি* বিসর্জন ক'রে। 'পুত্র জলে বিসর্জ্জিয়া আইল যুবরাজ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বিসর্জ্জিল** *ক্রি* বিসর্জন করলো। 'রজনীত নিয়া পুত্র বিসর্জ্জিল জলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিসর্পিণী [স] *বি স্ত্রী* গতিশীলা। 'একটু এগোও, বিসর্পিণী, একটু এগোও।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

বিসর্পিত [স] *বিণ* বিস্তৃত। 'তাহার সম্মুখে অতিদূর বিসর্পিত দুর্গম শৈলপথের মতো প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'অনন্ত যে জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন ওপারে বিসর্পিত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বিসর্পিল [স] *বিণ* আঁকাবাঁকা। 'আজিকার মানুষের জয়; প্রসন্ন জীবন মাঝে বিসর্পিল, বিভীষিকাময়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিসসোলা *বি* ফুলবিশেষ। 'বিসসোলা ভারদ্বাজি তুলিআ পুরিল সাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিসা [পা বীসতি] ১ *বিণ* (মাসের তারিখ) বিশতম। 'বিসা মাহ মার্চ সন ১৭৮৪।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'বিসা তারিখ অবধি মোকুপ হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। ২ *বি* ১৬০ তোলা। 'সর্ব্বলোকে জানি পাচ সেরে বিসা।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

বিসাসয় *বিণ* ১২০ সংখ্যক। 'বিসাসয় গালি দিলেক সুনে সর্ব্বজনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসাদ [স বিষাদ] *বি* দুঃখ। 'সান্তনুর মনে হৈল যথ হরিষ বিসাদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিসাদিত [স বিষাদিত] *বিণ* বিষাদযুক্ত। 'অষ্টাঙ্গে পৃনিপাত কৈল বিসাদিত হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসায় *বি* বিষয়। 'পেরেসান করে জে বিসায়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বিসার [স বিশাল] *বিণ* বিশাল। 'পৃথিবী সমূহ পত্র সারদা করিয়া জোত্র সুরতরু লেখনী বিসার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিসারী *বিণ* বিস্তৃত। 'ধূসর ভবিষ্যৎ যোজন-বিসারী প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বিসাল [স বিশাল] *বিণ* অতিশয় উচ্চ। 'ত্রাসে উঠি রোল সডে করিল বিসাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসালা [স বিশালা] *বিণ স্ত্রী* প্রকাণ্ড; বড়ো। 'কম্বুকণ্ঠি মাঝা খিন নিতুম্ব বিসালা।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসাল্যকরুনি [স বিশল্যকরণী] *বি* ঔষধি লতাবিশেষ। 'বিসাল্যকরুনি হইলে সেনা পায় প্রাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিসিষ্ট [স বিশিষ্ট] *বিণ* বিশেষ প্রকারের। 'দেহত বিসিষ্ট অর্দ্ধ সুন নারিগণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসুখ [স] *বি* অসুস্থতা; সুখের অভাব। 'অসুখ নেই, বিসুখ নেই।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বিসুদ্ধ [স বিশুদ্ধ] *বিণ* খাঁটি। 'সোলদল বিসুদ্ধ নাম বিদ্যুত দাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসূচিকা [স] *বি* কলেরা। 'হাঁপায় হাঁপানি – মহাপীড়া! বিসূচিকা গতজ্যোতিঃ আঁখি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিসেখি [স বিশেষ] *ক্রিবিণ* বিশেষ ক'রে। 'আন কি কহবি বিসেখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিসেষঃ [স বিশেষ] *বিণ* বিশেষ। 'বিসেষঃ তহসিল ভাগলপুরের পত্র লিখিছেন।' *মেয়র্স*, ১৭৭৪; 'ছাওয়ালের প্রানগতিক মঙ্গল হয় বিসেষঃ।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

বিসেস [স বিশেষ] *বিণ* বিশেষ। 'হাম সিখায়ব চরিত বিসেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিসেসত [স বিশেষতঃ] *ক্রিবিণ* অধিকন্তু; বিশেষ ক'রে। 'বিসেসত সিসুপাল তোমার কারনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসোআশ [স বিশ্বাস] *বি* বিশ্বাস। 'তুয়া আশ্বাস বচন বিসোআশে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিস্কিট [ই] *বি* ময়দায় তৈরি শুকনা খাদ্যবিশেষ। 'বীপ-টী ও এরারুট বিস্কিট খাইতে চাও না তবে খাইবে কি?' *রোকেয়া*, ১৯২২।

বিস্কুট [প বিস্কোট, ই বিস্কিট] *বি* ময়দায় তৈরি শুকনা খাদ্যবিশেষ। 'বিস্কুট ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

বিস্টি [স বৃষ্টি] *বি* বর্ষা; বারিধারা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বিস্তর [স] ১ *বিণ* অনেক; প্রচুর। 'খাণ্ডব বনেতে আছে বিস্তর পসুগন।' *মালাধর*, ১৫০০; '... ক্ষেতি পরে ইমারত করিল বিস্তর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রিবিণ* বিস্তৃতভাবে। 'সে সব আনন্দ বেদে বর্ণিব বিস্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* বিপুলসংখ্যক। 'বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।' *ভারত*, ১৭৬০। ৪ *বিণ* অধিক। 'বিস্তর দূর যাইতে হয় না।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৫ *বি* তারতম্য। 'কলিকাতাতে তণ্ডুলের মূল্য বৎসরের মধ্যে বিস্তর বিশেষ হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বিস্তররক্ষণ [স] *ক্রিবিণ* বেশিক্ষণ। 'রৌশনাইর গন্ধ যেমন আকাশে বিস্তররক্ষণ থাকে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বিস্তর বিস্তর ১ *ক্রিবিণ* বহু প্রকারে। 'রাজারা আপনকার অন্যেষণ বিস্তর২ করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *ক্রিবিণ* বিপুল পরিমাণে। 'বিস্তর২ অর্থ বিত্ত দিয়া হরিষ মনে বিদায় করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিস্তার [স] ১ *বিণ* বিস্তৃত। 'সমুদ্র দুর্গম দেখি অনেক বিস্তার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* প্রচার। 'ইচ্ছা ভরি করিব বিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* প্রকাশ। 'এই অন্তলীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* বিশদ। 'সে বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বি* প্রসারণ। 'ব্যাঘ্র হস্ত বিস্তার করিয়া

বলিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০২। ৬ *বি* গ্রন্থ। 'বস্তুর লম্বা দিকের পরিমাণকে দৈর্ঘ্য, দুই পার্শ্বের পরিমাণকে বিস্তার, দুই পৃষ্ঠের পরিমাণকে বেধ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৭ *বি* বৃদ্ধি। 'আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বিস্তার করা *ক্রি* বিছিয়ে দেওয়া। 'বৃক্ষের তলে জাল বিস্তার করিয়া তণ্ডুল কণা ছড়াইয়া দূরে বসিল।' *রামরাম*, ১৮০২।

বিস্তারপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* প্রসারিত ক'রে। 'শুষ্ক চঞ্চু বিস্তারপূর্বক নিদাঘমধ্যাহ্নের আকাশে তাকাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিস্তারবদনা [স] *বিণ স্ত্রী* মুখ হা করে আছে এমন। 'দ্বীপিচর্ম পরিধান শুষ্ক মাংস বিভূষণা বিস্তারবদনা ভয়ঙ্করা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিস্তারশীল [স] *বিণ* বিকাশমান। 'তা ... বাংলা সাহিত্যকে ... বিস্তারশীল, উর্ধ্বগ বৈশ্বিকতায় প্রস্থাপিত করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিস্তারা [স বিস্তার>] *ক্রি* বিস্তৃত করা। **বিস্তারি** *ক্রি* বিস্তৃত ক'রে। 'বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বিস্তারিতে** *ক্রি* ব্যাখ্যা করতে। 'শেষলীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বিস্তারিতেছে** *ক্রি* বিস্তার লাভ করছে। 'ঐ সকল ফুলের গৌরব বিস্তারিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **বিস্তারিয়া** *ক্রি* বিস্তৃত ক'রে। 'কত যে দুর্গতি তাহা পরে বিস্তারিয়া লিখিব।'*কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **বিস্তারিল** *ক্রি* বর্ণনা করলো। 'দণ্ড দুই বিস্তারিল সরের পাতক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বিস্তারিলা** *ক্রি* বর্ণনা করলো। 'আকাশসম্ভবা প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিস্তারিত [স] ১ *বিণ* প্রসারিত। 'অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত।' *বিচিত্রী*, ১৬০০। ২ *বিণ* বিশদ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। ৩ *ক্রিবিণ* বিশদভাবে বর্ণনা। 'তাহাতে তত্ত্বাবধারণ বিস্তারিত করিয়াছেন।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *ক্রিবিণ* বিশদভাবে। 'অহ্মাদিগের দুঃখ বিস্তারিত কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বিণ* প্রচারিত। 'হিন্দুদিগের জ্যোতিষ আদি তাবৎ শাস্ত্র ইউরোপে বিস্তারিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৬ *বিণ* দীর্ঘতর। 'শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ বাহির হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বিস্তারিয়া ১ *ক্রিবিণ* বিস্তারিতভাবে। 'বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* প্রসারিত ক'রে। 'দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া বসন্তের আনন্দের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিস্তারী [স] *বিণ* বিস্তৃত হয়ে আছে এমন। 'দিগন্তবিস্তারী শস্যক্ষেত্রের দিকে চোখ রাখিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বিস্তারে *ক্রিবিণ* বিস্তারিতভাবে। 'বিদিত পুরাণ কত কহিব বিস্তারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিস্তারা[1] *বি* বিছানা। 'বিস্তারা বাঁধবার হোল্ডল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বিস্তারা[2] *দ্র* **বিস্তার**

বিস্তীর্ণ [স] ১ *বিণ* বিশাল। 'সে গুহা অতি বিস্তীর্ণ এক দেশের প্রায়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* ছড়িয়ে পড়েছে এমন। 'ধন আর সারমৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তি।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৩ *বিণ* প্রশস্ত। 'যদি সে কপাল তেমনই নিটোল করিয়া আঁকিতে পারিতাম, নিটোল অথচ বিস্তীর্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ৪ *বিণ* পরিব্যাপ্ত; প্রসারিত। 'যাহার জীবনের কার্যক্ষেত্র দূরদেশ ও দূরকালে বিস্তীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিস্তীর্ণতা [স] *বি* বিস্তার; ব্যাপ্তি। 'প্রকৃতির এই অগাধ অনন্ত বিস্তীর্ণতাকে গ্রহণ করতে পারছি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিস্তৃত [স] *বিণ* প্রশস্ত। 'অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী তদুপরি বিস্তৃত সমস্থলী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

বিস্তৃততর [স] *বিণ* আরও ব্যাপক। 'তাহার অর্থ বিস্তৃততর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিস্তৃতা [স] ১ *বিণ* বিস্তারিত। 'এসকল রাজাদের কথা মহাভারতে অতি বিস্তৃতা আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ স্ত্রী* প্রশস্ত। 'পৃথিবী বা পৃথ্বীর প্রকৃত অর্থ বিস্তৃতা।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বিস্ফারতা [স] *বি* স্ফূর্তি। 'অতিসন্নিকট অস্তিত্ব তাহাকে এমন আনন্দ দিতে লাগিল – এমন একটা বিস্ফারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিস্ফারমাণ [স] *বিণ* ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ছে এমন। 'প্রশাসনের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত অপচার বিস্ফারমাণ।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিস্ফারিত [স] ১ *বিণ* প্রসারিত। 'তাহার শক্তি দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে নির্বাক ... হইয়া থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত করে।' *নজরুল*, ১৯১৯। ২ *বিণ* উদার। 'গভীর আনন্দ-ভরে, বিস্ফারিত হবে মন, হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব যাবে সব ছিঁড়িয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪। ৩ *বিণ* স্ফূর্তি-ভরা। 'যমুনা কাঁদিতে চাহে বুঝি, কেন রে কাঁদে না কণ্ঠ তুলে – বিস্ফারিত হৃদয় বহিয়া চলে যায় আপনার মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিস্ফারিতনেত্রে [স] *বি* প্রসারিত চোখ। 'তাহার শক্তি দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে নির্বাক ... হইয়া থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিস্ফারা [স বিস্ফার>] *ক্রি* ছড়িয়ে দেওয়া। 'পুচ্ছ পুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্বভরে নাচিবে ভবনশিখী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিস্ফুরিত [স] *বিণ* দীপ্ত। 'অভাবনীয় লাবণ্য বিস্ফুরিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিস্ফুলিঙ্গ [স] *বি* স্ফুলিঙ্গ; আগুনের ফুলকি। 'রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বিস্ফোটক [স] ১ *বিণ* ক্রমপ্রসারমাণ। 'বিস্ফোটক বস্তুবিশ্ব যায় যদি বিপ্রকর্ষে ফেটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* বিষফোড়া। 'আমি যেন গোদা চরণ তুমি তাহে বিস্ফোটক।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বিস্ফোরক [স] ১ *বিণ* বিস্ফোরণ ঘটায় এমন। 'যেন কোনো, বিস্ফোরক তরঙ্গের ধ্বনি।' *জীবন*, ১৯৩০। ২ *বিণ* বিস্ফোরিত হয় এমন। '৫০০ পাউণ্ড ওজনের বিস্ফোরক বোমা আনাও বোধহয় ...।' *আজাদ*, ১৯৪১। ৩ *বিণ* উত্তেজক। 'কিছু কিছু শব্দকে করেছে বেআইনী গুরা ভয়ানক বিস্ফোরক ভেবে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

বিস্ফোরণ [স] ১ *বি* ফেটে যাওয়া। 'নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকে ছাড়া-পাওয়া গ্যাসপুঞ্জ হতেই গ্রহের উৎপত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ২ *বি* দ্রুত বৃদ্ধি। 'জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এখানে যতটা ভয়াবহ।' *বেগম*, ১৯৬৮।

বিস্ফোরণহীন [স] *ক্রিবিণ* বিস্ফোরিত না হয়ে। 'কালের গহ্বরে খেলা করে চিরকাল বিস্ফোরণহীন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিস্ফোরণা [স বিস্ফোরণ>] *ক্রি* বিচ্ছুরিত হওয়া; ঠিকরে পড়া। 'অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বিস্মর *দ্র* **বিস্মর**

বিস্ময় *দ্র* **বিস্ময়**

বিস্বাদ [স] ১ *বিণ* জড়। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* খেতে ভালো লাগে না এমন। 'যাহা খাইতে ভাল লাগে, তাহাকে সুস্বাদ বলে; যাহা মন্দ

লাগে, তাহাকে বিস্বাদ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বি* বিতৃষ্ণা। 'বিস্বাদ না জন্মে যেন বিশ্বচরাচরে ক্ষুদ্রখণ্ড হারাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বিণ* বিস্বাদু। 'পৃথিবী সংসার সমস্ত বিস্বাদ হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০। ৪ *বিণ* স্বাদহীন। 'যাহা হাতের কাছে আছে, তাহা আমাদের কাছে বিস্বাদ হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

বিস্বাদু [স] *বিণ* কটুস্বাদযুক্ত। 'যদি কুত্রাপি দুই একটি বৃক্ষ প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাতেও বিস্বাদু ও বিষময় ফলেরই উৎপত্তি হয়!' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিস্বাস [স বিশ্বাস] *বি* আস্থা; ভরসা। 'হেন জেনে না হইল তোমার বিস্বাস।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **বিশ্বাস**

বিস্বিতি [স বিস্মৃতি] *বিণ* বিস্মৃত। 'রাজকিয় কর্ম্মে বিস্বিতি হইয়া কোন সমাচার লিখহ নাঞী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। *দ্র* **বিস্মৃতি**

বিস্বোত [স বিস্মৃত] *বিণ* বিস্মৃত। 'রাজকিয় কর্ম্মে বিস্বোত হইয়া কোন সমাচার লিখহ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বিস্মক [স বিম্ব] *বিণ* বুদ্বুদ। 'জলের বিস্মক হেন কিহ স্থির নহে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিস্ময় [স] ১ *বি* অবাক হওয়ার ভাব। 'প্রতাপরুদ্রের হৈল পরমবিস্ময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* আশ্চর্য। 'মায়াদাসী প্রেম মাগে ইথে কি বিস্ময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* বিস্মিত। 'কাশী-মিশ্র দুই মহাশয়, রাজারে প্রসাদ দেখি হৈল বিস্ময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* সংশয়। 'আপদকালে যে বিস্ময় করে সে কাপুরুষের লক্ষণ।' *রামরাম*, ১৮০২।

বিস্বয় [স বিস্ময়] *বি* সংশয়। 'বিস্বয় না করি গোপি স্থির কর মন।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিস্ময়-উন্মনা *বিণ* বিস্ময়ে উদাস। 'একদিন সেই বিস্ময়-উন্মনা নিমেষটিকে, অকারণে অসময়ে, মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিস্ময়কর [স] *বিণ* আশ্চর্যজনক। 'এই বিস্ময়কর কার্য্যটি ইংলণ্ডরাজধানী লণ্ডননগরের পাদদেশপ্রবাহিতা টেম্‌স নদীর তলভূমি-মধ্যস্থিত সুড়ঙ্গপথ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিস্ময়-গান *বি* বিস্ময়ের গান। 'হৃদয় বিস্ময়-গান উঠিবেক গাহিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪।

বিস্ময়গ্রস্ত [স] *বিণ* বিস্মিত। 'রাজাও শুনিয়া, ত্রস্ত ও বিস্ময়গ্রস্ত হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিস্ময়চকিত [স] *বিণ* আশ্চর্যান্বিত। 'তার বিস্ময়চকিত চাউনি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিস্ময়জনক [স] *বিণ* আশ্চর্যজনক। 'তদীয় ঈদৃশ বিস্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিস্ময়দৃষ্টি [স] *বি* বিস্মিত দৃষ্টি। 'প্রথম বিস্ময়দৃষ্টি মেলে ধরে বিষাক্ত বিশ্বাসে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিস্ময়নীয় [স] *বিণ* আশ্চর্যজনক। 'তাঁহারা যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অতিবিস্ময়নীয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বিস্ময়পূর্ণ [স] *বিণ* আশ্চর্য। 'সবই সেই শুভদৃষ্টির সময়টির মতোই উজ্জ্বল বিস্ময়পূর্ণ হয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিস্ময়বিমুগ্ধ [স] *বিণ* বিস্ময়ে অভিভূত। 'তাহারা বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া শোনে।' *তারা*, ১৯৪০।

বিস্ময়বিস্ফারিত [স] *বিণ* বিস্ময়ে প্রসারিত। 'বিস্ময়বিস্ফারিত বদনে শ্রীধর কিছুক্ষণ জলধরবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বিস্ময়মগ্ন [স] *বিণ* বিস্ময়ে বিভোর। 'এই বিস্ময়মগ্ন বালিকাটি ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিস্ময় মানা *ক্রি* বিস্মিত হওয়া। 'বিস্ময় মানিল সবে শুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিস্ময়মিশ্রিত [স] *বিণ* বিস্ময়ের ভাব মেশানো। 'মনে বিস্ময়-মিশ্রিত একটা ভীষণ ভাবের উদ্রেক হয় মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিস্ময়মুগ্ধ [স] *বিণ* বিস্ময়ে মোহিত। 'আমার এ বিস্ময়মুগ্ধ ভাব।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিস্ময়-রস [স] *বি* বিস্ময়ের ভাব। 'যতই তোমার ভাব, ভাবি অন্তরে, ততই বিস্ময়-রসে হই নিমগন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

বিস্ময়লাগা *বিণ* বিস্ময় সৃষ্টি করে এমন। 'তবু জানি এত বিস্ময়-লাগা সভ্যতা আছে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

বিস্ময়সাগর [স] *বি* বিস্ময়রূপ সাগর। 'এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিস্ময়স্তিমিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিস্ময়ে হতবাক। 'সীতা কখন বিস্ময়স্তিমিতা ; কখন আনন্দোত্থিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিস্ময়াকুল [স বিস্ময়-আকুল] *বিণ* বিস্ময়ে বিহ্বল। 'পাখা দোলায় ময়ূর বিস্ময়াকুল হিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বিস্ময়ান্বিত [স বিস্ময়-অন্বিত] *বিণ* আশ্চর্যান্বিত। 'তাঁহারা ... বিস্ময়ান্বিত চিত্তে, নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিস্ময়াপন্ন [স বিস্ময়-আপন্ন] *বিণ* অবাক; বিস্মিত। 'জামাতা এ সকল শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বিস্ময়াবহ [স বিস্ময়-আবহ] *বিণ* আশ্চর্য রকম। 'বিস্ময়াবহ উৎকর্ষ ও কার্য্য-সৌকর্য্যকরী উন্নতি মানববুদ্ধিবলে সংশোধিত হইয়াছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিস্ময়াবিষ্ট [স বিস্ময়-আবিষ্ট] *বিণ* বিস্ময়ে বিহ্বল। 'রাজা, তদীয় কণ্ঠস্বর শ্রবণে, সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিস্ময়াভিভূত [স বিস্ময়-অভিভূত] *বিণ* বিস্ময়ে বিহ্বল। 'মাতা বিস্ময়াভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিস্ময়াহতা [স বিস্ময়-আহতা] *বিণ স্ত্রী* বিস্ময়ে অভিভূত। 'যত ডাকিনী-যোগিনী বিস্ময়াহতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিস্ময়ে ভ্রমা *ক্রি* হতবিহ্বল হ'য়ে ঘোরা। 'মহাকালমাঝে আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিস্ময়োচ্ছ্বাস [স বিস্ময়-উচ্ছ্বাস] *বি* বিস্ময়ানন্দ। 'তাহার সঙ্গিনীর প্রতি বিস্ময়োচ্ছ্বাস আপনি নির্বাক হইয়া আসে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

বিস্মরণ [স] ১ *বি* বিস্মৃতি। 'ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য/ কহ অন্য কথা ধন্য/ যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কাকে নাহি বিস্মরণ দিয়াছে আহার।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ভুলে-যাওয়া। 'হয় বিস্মরণ করতে আরম্ভ করুন নয় দর্শন দিন – সময়টা মূল্যবান জিনিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিস্মরণশক্তি [স] *বি* ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা। 'আমার অসামান্য

বিস্মরণশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিস্মরণী [স] *বিণ* স্মৃতিলোপ করে এমন। 'অদ্ভুত দীর্ঘশ্বাস/ বিস্মরণী সুরাপানে নিত্য নিমজ্জিত।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বিস্মরণীয় [স] *বিণ* বিস্মরণযোগ্য। *সেবধি*, ১৮৩৯।

বিস্মরা [স বিস্মরণ>] *ক্রি* ভুলে যাওয়া। **বিস্মরিবা** *ক্রি* বিস্মৃত হবে। 'বিস্মরিবা সব দুঃখ জন্মিবে আনন্দ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বিস্মরিল** *ক্রি* ভুলে গেলো। 'বিস্মরিল পদ্মেত পাইল যত দুঃখ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিস্মিত [স] **১** *বিণ* অবাক। 'অস্মহস্তি দেখিয়া ব্রাহ্মন বিস্মিত।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* আশ্চর্যান্বিত। 'এখনো যে উদয়াদিত্য তাহাদিগকে ভোলেন নাই তাহা দেখিয়া প্রজারা অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৩** *বিণ* মুগ্ধ। 'এক করিয়া তুলিবার মধ্যে যে বৃহৎ শক্তি আছে, আমি তাহাই অনুভব করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিস্মিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আশ্চর্যান্বিত। 'অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিস্মীত [স বিস্মিত] *বিণ* বিস্মিত; অবাক। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বিস্মিতি *বি* বিস্ময়। 'যাহা হেরি যুবজনগণের বিস্মিতি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিস্মৃত [স] *বিণ* ভুলে গেছে এমন। 'উপকার বিস্মৃত কখন হয় না ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বিস্মৃতপাঠ [স] *বিণ* পড়া ভুলে গেছে এমন। 'বিস্মৃতপাঠ ছাত্রের মতো থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিস্মৃতপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় ভুলে গেছে এমন। 'রামমোহন রায় সাধারণের অনধিম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদ-পুরাণ-তন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গেওরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'যদিও এখন তাহা বিস্মৃতপ্রায়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

বিস্মৃতশিক্ষা [স] *বিণ* শিক্ষা ভুলে গেছে এমন। 'বিস্মৃতশিক্ষা সেই হতভাগিনী ভবিষ্যৎ গিরিবালাকে কল্পনা করিয়া তাহার নিজের প্রতি করুণারস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিস্মৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিস্মৃত। 'আপন গর্ভধারিণীকে বিস্মৃতা হইয়া ঐ বয়স্থাকেই মাতৃসম্বোধন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বিস্মৃতি [স] *বি* ভোলা; ভুলে যাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বিসর্জ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বিস্মৃতি-আঁধার *বি* বিস্মৃতিরূপ অন্ধকার। 'দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বিস্মৃতি-আলয় *বি* বিস্মৃতির বাস যে আলয়ে। 'সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে, চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিস্মৃতিকীট [স] *বি* বিস্মৃতিরূপ কীট। 'সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র, বিস্মৃতিকীট কাটে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

বিস্মৃতিকুয়াশা [স বিস্মৃতি+কুয়াশা] *বি* বিস্মৃতিরূপ কুয়াশা। 'ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি বহু যুগ ধরি বিস্মৃতিকুয়াশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিস্মৃতিক্রমে **১** *ক্রিবিণ* বিস্মৃতিবশত; ভুলে যাওয়ার কারণে। 'লেখা পড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণ পরিচয়টি হয় নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* স্মৃতিলোপবশত। 'বিস্মৃতিক্রমে গবর্ণমেন্টকে জানান যায় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

বিস্মৃতি-জল *বি* বিস্মৃতিরূপ জল। 'ডুবায়ে বিস্মৃতি-জলে মুছে সবে ফেলিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪।

বিস্মৃতিদায়িনী [স] *বি* ভুলিয়ে দেয় যে। 'প্রিয়জনসঙ্গসুখ কাকে দিতে চাইছ, বিস্মৃতিদায়িনী।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বিস্মৃতিপরায়ণ [স] *বিণ* বিস্মৃত থাকে এমন। 'অধুনা দেবদেবী যে বড়ই বিস্মৃতিপরায়ণ, সুষুপ্তিমগ্ন অথর্ব।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বিস্মৃতিপ্রদোষ [স] *বি* বিস্মৃতির অন্ধকার। 'তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতিপ্রদোষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বিস্মৃতিশয্যা [স] *বি* বিস্মৃতিরূপ শয্যা। 'এক বিস্মৃতিশয্যায় নৈষ্কর্ম্য লাভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিস্মৃতিশীলতা [স] *বি* স্মৃতিলুপ্ততা। 'অসম্ভব বিস্মৃতিশীলতার দোষ স্বীকার করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিস্রংসন [স] *বি* স্খলন। 'রাষ্ট্রিক-আর্থিক বিস্রংসনের পরিবেশেও মনস্বিতা চর্চা ও প্রকাশ অন্তত কিছুকালের জন্য সম্ভবপর।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিস্রস্ত [স] **১** *বিণ* চ্যুত। 'বিস্রস্ত বা পৃথগভূত হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* অবিন্যস্ত। 'তাহার বিস্রস্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখ।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* স্খলিত। 'তিনপাড় দেওয়া নীল বসন দুরন্ত বাতাস বিস্রস্ত করিয়া দিতে চায়।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

বিস্রাম [স বিশ্রাম] *বি* নিবৃত্তি। 'তোমার বিস্রামে কার না রহে জিবন।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিহগ [স] *বি* পাখি। 'গরুড় বিহগপতি তার পুত্র সম্পাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিহগকণ্ঠ [স] *বি* পাখির কণ্ঠ। 'বিহগকণ্ঠে জাগে অকারণ পুলক আশায় যার।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বিহগকলকূজন [স] *বি* পাখির কলতান। 'ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিহগকাকলি [স] *বি* পাখির কলতান। 'কৃচিৎ চকিত বিহগকাকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিহগনীড় [স] *বি* পাখির বাসা। 'সুপ্তিমগন বিহগনীড় কুসুম কাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিহগপক্ষ [স] *বিণ* পাখির পালকের মতো। 'বিহগপক্ষ সুকোমল শুভ্র শয্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিহগপাখা *বি* পাখির ডানা। 'আনন্দের ওই বিহগপাখার শব্দ শুনি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বিহগবিহগী [স] *বি* পক্ষীকুল; পাখপাখালি। 'ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহগবিহগী কি যে গায়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিহগ-শাবক [স] *বি* পাখির ছানা। 'মাতৃহারা বিহগ-শাবক।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বিহগশিশু [স] *বি* পাখির ছানা। 'বিহগশিশু কেন সহসা উড়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বিহঙ্গ [স] *বি* পাখি। 'বিহঙ্গ বাটুলে বধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিহঙ্গ-কলগীতিকা *বি* পাখির গীতিরব। 'বিরহী বিহঙ্গ-কলগীতিকায়, সে নাম মদির হবে যে বকুলঘ্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বিহঙ্গ-কুলায় *বি* পাখির নীড়। 'কত নীরব বিহঙ্গ-কুলায়ে মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে জাগে, কে জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিহঙ্গম [স] *বি* পাখি। 'বিহঙ্গম পশু কিবা দেখিতে ধায় লঘুগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিহঙ্গমা [স] *বি স্ত্রী* পাখি। 'বিহঙ্গমা বন্দী নহে মর্কটের জালে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিহঙ্গমী *বি স্ত্রী* পাখি। 'এই নীড়লুব্ধা বিহঙ্গমী।' *মানিক*, ১৯৩৫।

বিহঙ্গরাজ [স] *বি* গরুড়পাখি। 'অহে বিহঙ্গরাজ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিহঙ্গ-হৃদয় [স] *বি* বিহঙ্গরূপ হৃদয়। 'প্রাণ-যমুনার তীরে মৃত্যুর উৎসব সাজ, বিহঙ্গ-হৃদয় ছিন্নপাখা।' *নীরেন*, ১৯৪৮।

বিহঙ্গিণী [স বিহঙ্গিনী] *বি স্ত্রী* পাখি। 'হিন্দু রমণী পিঞ্জরের বিহঙ্গিণী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

বিহঙ্গিনী [স] *বি স্ত্রী* পাখি। 'সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিহঙ্গী [স] *বি* পাখি। 'বিহঙ্গী নীড়ান্বেষণে উচ্চ কাতরোক্তি করিতে করিতে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

বিহড় [স বিঘট] *বি* বন্ধুর স্থল। 'উচ্চ নীচ নদী বন বিহড় দুর্গম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিহড়া [স বিঘট>] *ক্রি* বিচ্ছিন্ন করা। **বিহড়াইল** *ক্রি* বিচ্ছিন্ন করলো। 'শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিহড়ায়ি** *ক্রি* বিযুক্ত করে; হাতছাড়া করে। 'পাইল নিধি কে না বিহড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিহড়িল** *ক্রি* বিচ্ছিন্ন করলো। 'বিহড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিহণ [স বিধান] *বি* বিধান। 'মার্গ থাকী সজল বিহণ।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

বিহণি [স বিহীন] *ক্রিবিণ* বিনে। 'জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল ণঅণি।' *চর্যা ২৩*, ১২০০।

বিহতাবিধ্বস্ত [স] *বিণ* সম্পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত। 'তাঁহার কটাক্ষে পিশাচসেনা বিহতাবিধ্বস্ত হইয়া গেল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বিহনে [স বিহীন] ১ *ক্রিবিণ* ব্যতীত; ভিন্ন। 'চুন বিহনে যেহ্নে তাম্বুল তিতা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* অনুপস্থিতিতে। 'এক স্বামীবিহনে তারা চির কাঙালিনী।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

বিহরা [স বিহার>] *ক্রি* বিহার করা। **বিহরএ** *ক্রি* বিহার করে। 'দেহ-নঅরী বিহরএ একারেঁ।' *চর্যা ১১*, ১২০০। **বিহরি** *ক্রি* বিহার ক'রে। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বিহরেণ** *ক্রি* বিচরণ করে। 'বিদ্যারসে বিহরেণ লয়ে শিষ্যগণ।' *কৃপা*, ১৫৮০।

বিহল [স বিহ্বল] *বিণ* বিহ্বল। 'মৌলি অধরি বিহল নায়রি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিহসা [স হস্>] *ক্রি* হাসা। **বিহসলি** *ক্রি* হাসলো। 'অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিহসি** *ক্রি* হেসে। 'গেলি কামিনি গজহু গামিনি বিহসি পলটি নেহারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিহসিত *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল। 'তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত প্রেম-বিকশিত অন্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

বিহা [স বিবাহ] *বি* বিবাহ। 'বিহা না কর আপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিহান[১] [স বিহীন] *বি* অনুপস্থিতি। 'নিজ পতি বিহানে আবথা মোর দেখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিহান[২] [স বিভাত] *বি* প্রভাত। 'দুই প্রহর বেলা হৈল আইলে বিহানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিহাণ [স বিভাত] *বি* প্রভাত। 'বিহাণ আইলাহোঁ হৈল সাঁঝ উপসন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিহাণী *বি* ভোরবেলা। 'কালি যাইব আক্ষে বড়ায়ি বিহাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিহান বিকাল *ক্রিবিণ* সকাল সন্ধ্যা। 'বিহান বিকাল বীর শুনেন পুরাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিহান বেলা *বি* সকাল বেলা। 'ওগো সে কোন বিহান বেলায় এই পথে কার পায়ের তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বিহানিয়া *বিণ* সকালের। 'বিহানিয়া তারা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিহার[১] [স] ১ *বি* আচরণ। 'গুরুবঅণ বিহারেঁ রে।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০। ২ *বি* লীলা। 'নব বৃন্দাবন রাজ বিহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* খেলা। 'করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* বিচরণ। 'নানা রূপে অন্তগনে করএ বিহার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *বি* অবস্থান। 'ঠকচাচাকে রাত্রিতে বেনিগারদে বিহার করিতে হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বিহারকেন্দ্র [স] *বি* বিচরণক্ষেত্র। 'শ্রমসহিষ্ণু পরিব্রাজকের বিহারকেন্দ্র।' *ফজলল*, ১৯১৩।

বিহারক্ষেত্র [স] *বি* বিচরণের জায়গা। 'আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিহারবিদ্যা [স] *বি* রতিশাস্ত্র। 'নববিবি চতুষষ্টি প্রকার বিহারবিদ্যায় বিলক্ষণ বিচক্ষণ হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বিহারা [স বিহার>] *ক্রি* ঘিরে থাকা। 'পুচ্ছ দিয়া ব্যাঘ্রসবে বিহারএ ছলে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বিহারে** *ক্রি* বিহার করে। 'তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস আমার প্রাণে বিহারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **বিহারো** *ক্রি* বিচরণ করো। 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিহারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* বিহারকারী। 'শূন্যপথে বিহারিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'মায়াবন-বিহারিণী হরিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

বিহারী [স] ১ *বিণ* প্রবৃত্ত। 'লোকে সমুদায় নিরঙ্কুশ হইয়া যথেষ্টাচারী [যথেচ্ছাচারী] বিহারী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বিণ* বিচরণকারী। 'নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ৩ *বিণ* অধিবাসী। 'মদিনার শাহাশাহ কোহ-ই-তূর-বিহারী/ মোহাম্মদ মোস্তফা নবুয়তধারী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বিহার[২] [স] *বি* বৌদ্ধ মঠ। 'ধর্মশালা, বিহার, চৈত্য সংস্থাপিত ... হইয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বিহারী[২] *দ্র* বিহার

বিহারী[৩] *বিণ* ভারতের বিহার প্রদেশের। 'বিহারী ছাত্রদের এহেন হীন মনোবৃত্তিকে ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

বিহি [স বিধি] *বি* বিধি। 'ভন বিদ্যাপতি বিহিক ঘটন কে ন অদবুদ জানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিহিত [স] ১ *বিণ* বিধিমতো। 'আমল স্থাপন কৈল্য শাস্ত্রের বিহিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* প্রতিকার। 'ইহার বিহিত মহাসয় দেখিতে আজ্ঞা হইবেক।' *ওর্সী*, ১৭৮২। ৩ *বি* উচিত কাজ। 'তাহারদিগের বিহিত হয় যে ...।' *ভানকান*, ১৭৮৫। ৪ *বিণ* যথোচিত। 'দরখাস্ত দিষ্টী করিয়া বিহিত হুকুম করিবেন।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ৫ *বিণ* ঠিক। 'তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতে বিহিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৬ *বিণ* প্রয়োজনীয়। 'পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্তব্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বিহিতশাস্ত্রী [স] *বি* বিচারক পণ্ডিত। *ওর্সী*, ১৭৮৫।

বিহিতা [স বিহিত] *বি* বিধান। 'দান কর এ সম্বন্ধ উচিত বিহিতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিহিদানা [ফা বিহীদানা] *বি* এক ধরনের ফলের বীজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বিহিন [স বিহীন] *বিণ* বিহীন; রহিত। 'জনি সুমেরু উপর মিলি উগল চাঁদ বিহিন সব তারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'শূন্যাকার চতুর্ধার বিহিন বসতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিহিস্ত, বিহীস্ত [ফা বিহিশ্‌ত] *বি* বেহেস্ত; স্বর্গ। 'লিখিলা বিহিস্ত হুরাএন মনোহর।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'বিহীস্ত উদ্যান রাশি লিখিল যতেক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিহী *বি* এক ধরনের ফল। 'আঙ্গুর, বেদানা, বিহী – বিশেষতঃ যে সকল ফল তখন ভাগলপুরে পাওয়া যাইত না।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

বিহীন [স] *বিণ* বর্জিত। 'বসনবিহীন ঘোষ ছিঁড়া কাঁথা গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বিহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যতীত। 'জননী বিহীনা আমি নাহিক সহায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বিহুন [স বিহীন] *বিণ* বিহীন। 'ঘোরিঅ অবণা গমণ বিহুন।' *চর্যা ৩৬*, ১২০০।

বিহুন্নে [স বিহীন] *ক্রিবিণ* বিনা। 'চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

বিহুসা [স হস্>] *ক্রি* হাসা। **বিহুসি** *ক্রিবিণ* হেসে। 'বিহুসি আইলি তুঅ পাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিহুসিয়া** *ক্রিবিণ* হেসে। 'অবসউ দিন এক দেত বিহুসিয়া।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিহ্বল [স] ১ *বিণ* আত্মহারা। 'সুস্বরে পঢ়য়ে শ্লোক বিহ্বল অন্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আত্মমগ্ন অবস্থা। 'বিহ্বলে পড়িলা কিছু বাহ্য নাহি জানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অচেতন। 'শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৪ *বিণ* বিভোর। 'যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল, সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৫ *বিণ* বিমূঢ়। 'সে কেমন বিভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে উঠে।' *তারা*, ১৯৪৩।

বিহ্বলতা [স] ১ *বি* আত্মহারা ভাব। 'ভাববশে প্রভুরা দেখিয়া বিহ্বলতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* হতবুদ্ধিতা। 'গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বি* আচ্ছন্নতা। 'পরন্তু যেন অবসন্ন রাত্রিবিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৪ *বি* অভিভূতি। 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান, সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

বিহ্বলা [স] ১ *বি স্ত্রী* বিবশ। 'পতিবিহীনাদের আত্ম অন্তরঙ্গেরা ওই বিহ্বলাদের দাহকালীন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ স্ত্রী* ব্যাকুল। 'দখিন পবনে বিহ্বলা ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৩ *বি স্ত্রী* অভিভূত; আত্মহারা। 'হঠাৎ বিহ্বলার মত কাঁদিয়া ফেলিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বীক্ষণ [স] *বি* বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ। 'ব্যাঘ্রকে বীক্ষণ করত ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

বীক্ষণপ্রয়াস [স] *বি* পর্যবেক্ষণের চেষ্টা। 'এই অবচেতন সমগ্রতার বীক্ষণপ্রয়াস থেকেই তাঁর বিভিন্ন প্রতীকের জন্ম।' *শিব*, ১৯৭৩।

বীক্ষণযন্ত্র [স] *বি* সূক্ষ্মভাবে দেখার যন্ত্রবিশেষ। 'চেম্বারে বসে বীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে একজন যুবক রোগীর চোখ পরীক্ষা করছিল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

বীক্ষণশক্তি [স] *বি* বিশেষভাবে দেখার ক্ষমতা। 'ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বীক্ষণাগার [স] *বি* পরীক্ষাগার। 'বীক্ষণাগার নির্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

বীখ [স বিষ] *বি* বিষ। 'অনিল অনল বম মলয়জ বীখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বীচকে [স বীজ>] *বিণ* বীজের জন্য সংরক্ষিত। 'বীচকে বেগুন কিছু ক্ষেতে না রাখিব কিছু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বীচি[1] [স বীজ] *বি* বীজ। 'ইহার বীচি ঢের পাইব কিন্তু লাউ সসা ছীম ...।' *কেরি*, ১৮০২।

বীচেকলা *বি* বিচিপূর্ণ কলা। 'দুটো পাকা বড় বীচেকলার একটা হইতে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বীচি[2] [স] *বি* ঢেউ। 'বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বীচিচক্র [স] *বি* চক্রাকার ঢেউ। '... সমকেন্দ্রি বীচিচক্র খেলিতে থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বীচি-বিক্ষোভিত [স] *বিণ* ঢেউ আলোড়িত। 'ঝঞ্ঝা-মথিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছ্বাস।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বীচিভঙ্গ [স] *বি* তরঙ্গ সৃষ্টি। 'কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বীচিমালা [স] *বি* তরঙ্গমালা। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় প্রতিফলিত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বীচিহার [স] *বি* তরঙ্গমালা। 'কারণ জলধি পরি বীচিহার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বীজ[1] [স] ১ *বি* দেবতা-নির্দেশক বর্ণাত্মক মন্ত্র। 'তুহু বীজ ইহ কর দান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* মন্ত্র। 'বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ কহিব তোমারে সাধন বীজ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'জগৎ ডুবিল জীবের হৈল বীজনাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* মূল। 'নিজ বীজ মন্ত্র লেখে দিলেন নকল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বীজমন্ত্র [স] ১ *বি* মূলমন্ত্র। 'বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* ইষ্টদেবতার নামরূপ মূল মন্ত্র; ইষ্টমন্ত্র। 'শৈবরাও অন্যান্য উপাসকের ন্যায় বিশেষ বিশেষ বীজমন্ত্রে উপদিষ্ট হন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বীজ[2] [স] ১ *বি* নতুন ফসল উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত শস্য। 'সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া আগেতে ফলিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বহু কালের পতিতা ভূমি চষিয়া বিদ্যারূপ বীজ নিক্ষেপ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বি* মর্মার্থ। 'বিদ্যার বীজ রোপণ করিতে আয়ুঃশেষপর্যন্ত তিনি ক্রটি করেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বি* অঙ্কুর। 'সকলে দৃষ্টি বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া মানস-ক্ষেত্রে তুষ্টির বীজ বপন করুন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫। ৪ *বি* জীবাণু। 'রোগের বীজ আহরণ করে তারা অরুণ্য চোখে গিয়ে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বি* উপাদান। 'আছে কী কী বীজ কবিত্বকলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বি* বীর্য। 'তার বীর্যবান সন্তানের বীজ সযত্নে ধারণ করে ...।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

বীজকুল [স] *বি* নতুন ফসল উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত শস্যাদি। 'পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

বীজকোষ [স] *বি* ফুলের যেখানে বীজ থাকে। 'বীজকোষে যে বীজ থাকে, প্রথমে তাহার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বীজগ্রহণ [স] *বি* বীজধারণ। 'রসে আপ্লুত সেই ভিজে মাটি তখন বীজগ্রহণে এবং গর্ভধারণে প্রস্তুত হয়।' *হাসান*, ১৯৬৪।

বীজঘাতী [স] *বিণ* জীবাণুনাশক। 'কার্বলিক আসিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বীজজাত [স] *বিণ* বীজ থেকে উৎপন্ন। 'আমদানী করা বীজজাত পঞ্চমবর্ষীয় কার্পাস।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

বীজতলা *বি* বীজ থেকে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্র। 'ভাগচাষীরা বীজতলা করেছিল।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

বীজ তাল [স] *বি* কচি তালের শাঁস। 'নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বীজদায়িক [স] *বিণ* বীজ হয় এমন। 'বীজদায়িক তৃণ।' *কেরী*, ১৮০১।

বীজধান [স বীজধান্য] *বি* সংরক্ষিত যে ধান থেকে চারা গজায়; ধানের বীজ। 'বীজধান সংগ্রহই তাহাদের প্রাণান্তকর সমস্যা।' *আজাদ*, ১৯৫৭; 'বাজার হইতে বীজধান কিনিয়া আন।' *জসীম*, ১৯৬০।

বীজধান্য [স] *বি* ধানের বীজ। '... কিন্তু গোপনে বীজধান্যের মহাজন ও কিস্তি প্রদানকারিগণ দুঃখিদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়া থাকে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

বীজপুরুষ [স] *বি* আদি বা মূল পুরুষ। 'নন্দবংশীয় চতুর্দ্দশ পুরুষের বীজপুরুষ নন্দনামে মগধদেশে রাজা ছিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বীজবপন [স] *বি* বীজ বোনা। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'গাছের বীজবপন ... চানকা তৈয়ারি প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বীজাঙ্কুর [স] *বি* বংশবিস্তারের সূত্রপাত যা থেকে। 'কর্ণাটকুলের প্রতিষ্ঠার বীজাঙ্কুর স্বরূপ তুমি কি বাঁচিবা।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

বীজের ঢাকনা *বি* বীজের উপরের আবরণ। 'আস্তে আস্তে বীজের ঢাকনাটি খসিয়া পড়ে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

বীজ[2] [স] *বি* গণিতশাস্ত্রের একটি শাখা। 'তাহার নামে পাটী ও বীজ লীলাবতী এই দুই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে।' *গৌর*, ১৮২২।

বীজগণিত [স] *বি* গণিতশাস্ত্রের একটি শাখা; অ্যালজেব্রা। 'বীজগণিত নাগর অক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বীজগণিতবিদ্যা [স] *বি* বীজগণিতবিষয়ক জ্ঞান। 'ভারতবর্ষে বীজগণিতবিদ্যার প্রচার ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বীজগণিতশাস্ত্র [স] *বি* বীজগণিতবিদ্যা। 'বীজগণিতশাস্ত্রের উন্নতি সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষেই হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বীজন [স] *বি* বাতাস। 'সুগন্ধ মলয়মারুত বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

বীজন করা [স] *বি* পাখার বাতাস দেওয়া। 'বায়ু মৃদু মৃদু বীজন করে পথক্লেশ দূর কত্তে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মলয় বীজন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বীজনক্রিয়া [স] *বি* বাতাস দেওয়ার কাজ। 'সুগন্ধ মলয়মারুত বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

বীজপুর *বি* লেবুজাতীয় ফলবিশেষ। 'টাবা কমলা বীজপুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'করুণা কমলা টাবা নারেঙ্গ বীজপুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বীজক পোর *বি* বীজপুর নামক লেবু; টাবা লেবু। 'সে পুন তঞে গেল বীজক পোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বীজাণু [স] *বি* জীবাণু। 'অসত্য রোগের বীজাণু প্রভৃতিতে ভরা।' *নজরুল*, ১৯২২।

বীজাণুমাতাল [স বীজাণু+মাতাল] *বিণ* জীবাণুতে পূর্ণ। 'বীজাণুমাতাল বিশাল বাতাস বলে।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

বীজাণুস্পর্শ [স] *বিণ* জীবাণুর সংক্রমণ। 'রোগের বীজাণুস্পর্শে গ্রাম ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

বীজিত [স] *বিণ* বাতাস দেওয়া হয়েছে এমন। 'আমার মন ... ভিন্ন মনোরথ দ্বারা বীজিত হইতেছিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

বীজ্যমান [স] *বিণ* বাতাস করছে এমন। 'সম্পন্ন ব্যক্তিরা মনোরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে পয়ঃফেণনিভ পর্য্যঙ্কোপরি পরিচারিকা করকলিত তালবৃন্তে বীজ্যমান হওত ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বীট[1] [ই] *বি* মুলাজাতীয় সবজিবিশেষ। 'মাঝখানে বীট আর শালগমের গাছ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বীট[2] [ই] *বি* পাহারার কাজে করে যে। 'বীটের পুলিশ তার ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরছে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

বীটা [গ্রীক] *বি* গ্রীকবর্ণ বীটার নামাঙ্কিত তেজস্ক্রিয় রশ্মিবিশেষ। 'রেডিয়মের আরো একটি ছিটিয়ে-ফেলা তেজের কণা আছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে বীটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বীটারশ্মি [গ্রীক] *বি* গ্রীকবর্ণ বীটার নামাঙ্কিত তেজস্ক্রিয় রশ্মিবিশেষ। 'বীটারশ্মি কেবল ইলেকট্রনের ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বীড়া *বি* পানের খিলি। 'আচমন দিঞা দিল বীড়ার সঞ্চয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। দ্র **বিড়া**

বীণ [স বীণা] *বি* বীণা; তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'রবাব দোতারা বীণ কপিনাস রুদ্রবীণ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'দেব কারে বুকের কাছে বাজল যে বীণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। দ্র **বীন**[2]

বীণা [স] *বি* বীণা। 'বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

বীণা-তার [স] *বি* বীণার তার। 'তোমার বীণা-তারে বাজিছে তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বীণাদণ্ড [স] *বি* বীণার যে দণ্ডে তারগুলো যুক্ত থাকে। 'বীণাদণ্ডের উপরে ঝকঝকে গুটিকতক তারের টান।' *অবন*, ১৯২৫।

বীণাধ্বনি [স] *বি* বীণার সুর। 'যথা শুনি চিত্রবিনোদিনী বীণাধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'বিশ্বপ্রকৃতির সেই বীণাধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বীণাপাণি [স] *বি* হিন্দুদেবী সরস্বতী; বিদ্যাদেবী। 'উর তবে, উর পদ্মালয়া বীণাপাণি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বীণাবাদিনী [স] *বি স্ত্রী* বীণা বাজায় যে। 'রাঙা দীপক আগুন সুরে বীণাবাদিনী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বীণাবাদ্য [স] *বি* বীণার ধ্বনি। 'হলো রাত্রিনাথ, বীণাবাদ্য জিনি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বীণা-বিনিন্দিত [স] *বিণ* বীণার ধ্বনি থেকেও মধুর। 'আহা, বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

বীণাযন্ত্র [স] *বি* তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'যৈছে কহয় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বীত [স] *বিণ* বিগত। **বীতকাম** [স] *বিণ* নিঃস্পৃহ। 'একটা বীতকাম নিশ্বাস ছেড়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বীতনিদ্র [স] *বিণ* বিনিদ্র। 'বীতনিদ্র হতভাগ্যগণ তামাক টানছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বীতবর্ষণ [স] *বিণ* বর্ষণহীন। 'ভর করে আছে বীতবর্ষণ মেঘে।'

সুধীন্দ্র, ১৯৩৩; 'বীতবর্ষণ হয়ে পাড়াগাঁর নালায়, পুকুরে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বীতরাগ [স] *বিণ* অনাসক্ত। 'সাংসারিক বিষয়ে নিরতিশয় বীতরাগ হইয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বীতশোক [স] *বিণ* শোকমুক্ত। 'আমি, কিয়ৎ অংশে, বীতশোক ও আশ্বাসিত হইয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বীতশ্রদ্ধ [স] ১ *বিণ* শ্রদ্ধা চলে গেছে এমন। 'অনেক সময়ে আমাদের এই অশিক্ষিত ও বর্বর ভাব দেখিয়াই ইংরাজেরা আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'অলঙ্কারে বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'সংসারে এমনই বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বিণ* আস্থাহীন। 'মনটা কেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বীতশ্রদ্ধা [স] *বিণ* শ্রদ্ধা হারিয়েছে এমন। 'অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধা হল দেখে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বীতস্কন্ধ [স] *বিণ* স্কন্ধহীন। 'স্ফীতকণ্ঠ, বীতস্কন্ধ – সংগীতের শরীরী সপ্তম।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

বীতস্পৃহা [স] *বি* অনাগ্রহ। 'একটা বীতস্পৃহার ভাব এনে বুঝিয়ে দিতে চাইল সে পানে ভাগ বসাবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

বীতহার [স] *বিণ* অপরাজিত। 'তুমি, আমি একাকার; বীতহার সাষ্টাঙ্গ সংগম; বিশ্রম্ভের ব্যাকরণ নিরব্যয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বীতাগ্নি [স] *বিণ* আলোহীন। 'নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে ... বীতাগ্নি দেউটি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বীতংস [স] *বি* পশুপাখি ধরার ফাঁদ। 'কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বীতংসে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। *দ্র* **বিতংস**

বীতহোত্র [স বীতিহোত্র] *বি* আগুন। 'বাড়িময় দিলেক মেটিয়্যা বীতহোত্র।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বীতিহোত্র [স] *বি* আগুন। 'বীতিহোত্র-মূর্তি বীর বেড়ে শত শত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বীথিকা [স] *বি* গাছের সারি। 'একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তা হলে তারই নিভৃতছায়ায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বীথিকুঞ্জ [স] *বি* লতাপাতায় আচ্ছাদিত বৃক্ষশোভিত বন। 'অবশেষে থরে থরে কথার কাকলি তুলে বীথিকুঞ্জ সাজাবে প্রণয়ী।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

বীদায় [আ বিদাআ] *বি* বিদায়। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'যে পড়ুয়া বিশ্বাষ আমাদের বাটীতে ছিল সে বীদায় হইয়া বাটী গিয়াছে।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

বীন[১] [স বৈবাহিক>] *বি* বেয়ান; পুত্র বা কন্যার শাশুড়ি। 'এখন স্ত্রী মোর হেতা নেই তা বীনকে ডাকি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বীন[২] [স বীণা] *বি* বীণা; তারযন্ত্রবিশেষ। 'কুন্তলে কুসুমরাজি, অঙ্কে লয়ে বীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বীনকার [স বীণাকার] *বি* বীণা বাজায় যে। 'তোমার বীণায় সব তার বাজে ওহে বীনকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বীপ-টী [ই] *বি* এক ধরনের চা। 'বীপ-টী ও এরারুট বিস্কিট খাইতে চাও না তবে খাইবে কি?' *রোকেয়া*, ১৯২২।

বীপদ [স বিপদ] *বি* বিপদ। 'কাহুক বীপদ কাহুক সম্পদ ... সংসার লো।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বীবর [ই] *বি* এক ধরনের প্রাণী। 'বীবর নামে এক প্রকার পশু আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বীভৎস [স] ১ *বিণ* অতি কদর্য। 'বীভৎস অঙ্গ স্পর্শিতে না কর ঘৃণা লেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এরকম একটা বীভৎস পদার্থ বহন করতে ঘৃণা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীভৎস হাস্য রৌদ্র বীর ভয়।' *ভারত*, ১৭৬০; 'শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বিণ* অত্যন্ত ঘৃণ্য। 'যাহাদিগের অতি কুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* মারাত্মক। 'শক্তিত নিরুপায় করিয়া রাখা যে কিরূপ বীভৎস অন্যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বীভৎসকণ্ঠ [স] *বি* বিকৃত কণ্ঠ। 'অব্যক্ত বীভৎসকণ্ঠে ঠিক যেন মৃত্যুকালীন চিৎকার করে উঠল।' *হাসান*, ১৯৬২।

বীভৎসকল্পনাজনিত [স] *বিণ* বিকৃত কল্পনাজাত। বীভৎসকল্পনা-জনিত ঘৃণা কিম্বা নিষ্ঠুরকল্পনাজনিত পীড়া আমাদের বিমুখ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বীভৎসতা [স] ১ *বি* কদর্যতা। 'যে নৃশংস বীভৎসতা দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* নিষ্ঠুরতা। 'গুরুমশায়দের যেখানে বীভৎসতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বীমা [ফা বিমা] *বি* ক্ষতিপূরণের জন্যে করা চুক্তিবিশেষ; ইনসিওরেন্স।

বীমাঘর [ফা বিমা+ঘর] *বি* বিমা হয় যে-কম্পেনিতে। 'বীমাঘর নামে এক বীমাঘর মোকরর করিয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। *দ্র* **বিমা**

বীমারী [ফা] *বি* পীড়া; রোগ। 'দিনে দিনে বাড়িবেক বীমারী সে আলবৎ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। *দ্র* **বিমারি**

বীর[১] [স] ১ *বি* বলবান ও সাহসী যে। 'গুণীএ যবেঁ সে আইহন বীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণা হাস্য ... নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বীরকন্যা [স] *বি* বীর নারী। 'বীরকন্যা বীরজায়া বীরপ্রসবিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বীরকীর্তি, বীরকীর্ত্তি [স] *বি* বীরত্বের প্রমাণ দেয় এমন কাজ। 'মহীপালদেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্ত্তির উল্লেখ নাই।' *সবুজ*, ১৯১৭।

বীরকুঞ্জর [স] *বিণ* বীরশ্রেষ্ঠ। 'পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বীরকেশরী [স] *বি* সিংহের মতো বীর। 'সে বীরকেশরী, সে বীরকুল-গৌরব।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বীরগাথা [স] *বি* বীরপুরুষদের কীর্তিসংবলিত গান বা কাব্য। 'পিতৃপুরুষের বীরগাথা ও সাহিত্য দর্শনের অতীত স্বপ্নদর্শন করিয়া বুক ফুলাইয়া যতটুকু সময় অপব্যয় করিতেছি।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

বীরগৌরব [স] *বি* বীরের মর্যাদা। 'রাজপুতগণকে বীরগৌরবে এক করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বীরচূড়ামণি [স] *বিণ* বীরশ্রেষ্ঠ। 'পাণ্ডব বীরচূড়ামণি অর্জুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বীরজননী [স] *বি* সাহসী মা। 'যেন বীরজননীর ছেলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বীরজাতি [স] *বি* সাহসী জনগোষ্ঠী। 'যাহারা এক কালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বীরজায়া [স] *বি* বীরপত্নী। 'বীরকন্যা বীরজায়া বীরপ্রসবিনী।'

দীনবন্ধু, ১৮৭৩; 'উঠ বীর-জায়া, বাঁধো কুন্তল।' *নজরুল*, ১৯২২।

বীরতনু [স] *বি* শক্তিশালী দেহ। 'বাঁধিতে পারে না বীরতনু হেন সুকোমল নাগপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বীরতা [স] *বি* বীরত্ব। 'কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বীরত্ব [স] *বি* সাহস। 'বিশেষ বীরত্ব অসি বিজুলি তরংগ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বীরত্বকাহিনী [স বীরত্ব+কাহিনী] *বি* বীরগাথা। 'যাঁহার বীরত্বকাহিনী স্মরণ করিয়া ... জাতীয় গৌরব প্রকাশ করিতেন।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

বীরত্ব চিন [স বীরত্বচিহ্ন] *বি* বীরত্বের প্রতীক। 'স্পেনের বুকে রাখিয়াছি আঁকি নিজ বীরত্ব চিন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বীরত্বপূর্ণ [স] *বিণ* সাহসিকতাপূর্ণ। 'অভিমন্যুর ন্যায় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে অনেক কন্টকই তিনি উৎপাটন করেছিলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

বীরত্ব-বিস্ফারিত [স] *বিণ* বীরত্ব প্রকাশ পায় এমন। 'তোমার বীরত্ব-বিস্ফারিত নয়ন উজ্জ্বলতাহীন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বীরত্বময় [স] *বিণ* বীরত্বপূর্ণ। 'খুব যে উঁচুদরের বীরত্বময় মহত্ত্বপূর্ণ তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বীরদর্প [স] *বি* বীরের অহঙ্কার। 'অসীম জলধি, বীরদর্প ভরে, সাজিল যখন উর্ম্মি আস্ফালিয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বীরদর্পিণী [স] *বিণ স্ত্রী* তেজস্বীগর্বিত। 'আত্মাহুতি দিয়েছিল সেই বীরদর্পিণী বঙ্গললনা।' *পাশা*, ১৯৭১।

বীরদর্পী [স] *বিণ* বীরের মতো দাম্ভিক। 'বীরদর্পী সেনা নিমেষেই হয়ে যায় লুটেরা, তস্কর।' *শামসুর*, ১৯৭২।

বীরদাপ [স বীরদর্প] *বি* বীরদর্প; আস্ফালন-বাক্য। 'আওর রহিল তোক যত বীরদাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বীরদুহিতা [স] *বি* বীরকন্যা। 'বীরদুহিতা কি কখনও স্বামীবিরহে কি বিয়োগে আত্মবিসর্জন করে?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বীরধটী [স] *বি* যোদ্ধার পোশাক। 'গায়ে মাখে রাঁগা ধুলা পরে বীরধটী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বীর-ধড়ি [স বীর+স ধটী] *বি* যোদ্ধার পরিধেয় বস্ত্র। 'পরিধান বীর-ধড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বীরধর্ম, বীরধর্ম্ম [স] *বি* বীরের আদর্শ। 'বীরধর্মবহির্ভূত অনীতিমার্গ অবলম্বন করে ধনঞ্জয় যুদ্ধে নিহত করেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৪; 'বীরধর্ম্ম, বীরনীতি, বীরশাস্ত্রে কি বলে?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বীরনারী [স] *বি* সাহসী স্ত্রীলোক। 'হেন বীরনারী আছে কি গৌড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বীরপণ [স] *বিণ* বীরত্ব। 'কাহাক দেখাহ তোহ্মে এত বীরপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বীরপণা [স বীরপণ>] *বি* বীরত্ব। 'তোমার বীরপণা দেখিতে আজ ক্লান্ত পথশ্রান্ত-ভাবেই অস্ত্র ধরিয়াছি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বীরপরাক্রম [স] *বি* শক্তির দাপট। 'কোথা ছিল লোকলাজ, কোথা ছিল বীরপরাক্রম!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বীর পাক *বি* বীর্য। 'উল্লুকের বীর পাক খসিআ পড়িল।' *রামাই*, ১৭১০।

বীরপুঙ্গ [স বীরপুঙ্গব] *বি* বীরপুঙ্গব; বীরপুরুষ। 'চণ্ড আদি তালজঙ্ঘ হইল জত বীরপুঙ্গ একা রাজা জয়ী কৈল রণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বীরপুরুষ [স] ১ *বি* বলবীর্যসম্পন্ন পুরুষ। 'রোমদেশে সিন্‌সিনেটাস নামে এক অসাধারণ বীরপুরুষ বাস করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'এক কচ্ছহীন বীরপুরুষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* যোদ্ধা পুরুষ। 'দৌবারিক, নাগরিক, পার্শ্বচর, বীর পুরুষ।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

বীরপুরুষি [স বীরপুরুষীয়] *বিণ* বীরপুরুষের মতো। 'সেটা নিয়ে গর্ব ছিল বীরপুরুষি খেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

বীরপূজারী [স বীরপূজাকারী] *বি* বীরের পূজা করে যে। 'কনখল বীরপূজারী।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

বীরপ্রসবিনী [স] *বি স্ত্রী* বীর-সন্তান প্রসবকারী। 'বীরকন্যা বীরজায়া বীরপ্রসবিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বীরপ্রসূ [স] *বিণ* বীর জন্ম দেয় এমন। 'বীর-প্রসূ দেশ হয়ো বরেণ্য মরিয়া মরণ মর্দমির!' *নজরুল*, ১৯২২।

বীরপ্রসূন [স] *বিণ* বীরকুলের পুষ্পস্বরূপ। 'ধন্য বলে মানি হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বীরপ্রাণ [স] *বি* যোদ্ধার প্রাণ। 'কোটি বীরপ্রাণ ক্ষণে নির্বাণ।' *নজরুল*, ১৯২২।

বীরবর [স] *বি* বীরশ্রেষ্ঠ। 'ঢেকুরেতে জন্মিল ইছাই বীরবর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বীরবাণী [স] *বি* সাহসী উক্তি। 'ঐ শোনো তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী।' *নজরুল*, ১৯২২।

বীর-বালা [স] *বি* যোদ্ধার হাতের ভূষণ। 'বীর-বালা দুই ভুজে বীর কালকেতু জুঝে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বীরবাহু [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাবণের অন্যতম পুত্র। 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু ...।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* বীরের বাহু। 'সে বাহু বীরবাহু বলিয়া গণনীয় নহে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বীরবিক্রম [স] *বি* বীরের শক্তি। 'বীরবিক্রমে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বীরবৌলি, বীরবৌলী [স বীর>] *বি* বীরপুরুষের কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'ঘোড়া জোড়া বীরবৌলী বিচিত্র পটুকা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'বীরবৌলি দোলে, চলে কুতূহলে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বীরব্রত [স] *বি* বীরত্ব। 'নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্ত্বের গৌরবের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে নাচতে লেগেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বীরভাবাপন্ন [স] *বিণ* বীরের গুণসম্পন্ন। 'স্ত্রীকে পশুভাব হইতে মোচন করা সে কেবল বীরভাবাপন্ন বাবুদিগের কর্ম্ম।' *প্রভাকর*, ১৮৩১; 'তাহলে সন্তানাদিও বলিষ্ঠ ও বীরভাবাপন্ন হবে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বীরভোগ্য [স] *বিণ* বীরের ভোগের উপযুক্ত। 'বীরভোগ্য দ্বীপকুঞ্জে কুরুবক পারিজাত বনে ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

বীরভোগ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* বীরের ভোগের উপযুক্তা। 'কেউ যদি না করে তবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কী হবে পতি?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা, বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা – যার ক্ষমতা বেশি, সে-ই বেশি ভোগ করে। *সুবল*, ১৯০৬।

বীরযোনি [স] *বি* বীর সন্তানের জন্মদাত্রী। 'বীর আর কে আছে এ

পুরে বীরযোনি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বীররস [স] *বি* ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব অনুযায়ী বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যবৈশিষ্ট্য। 'গাইব, মা, বীররসে ভাসি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বীররসাত্মক [স] *বিণ* ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব অনুযায়ী বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যবৈশিষ্ট্য রয়েছে এমন। 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলে একটা বীররসাত্মক কবিতা লিখেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বীরর্ষভ [স] *বি* বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে। 'বাজীরাজি সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে বীরর্ষভ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বীরলভ্য [স] *বিণ* বীরের লাভের উপযুক্ত। 'পুরুষকে বীরলভ্য প্রেমের সুপ্রশস্ত পরিসর না দিয়ে আরো বিরাট হতে দেয়নি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

বীরশূন্য [স] *বিণ* শক্তিহীন। 'আজ মুসলমান জগৎ বীরশূন্য হইল।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

বীরশ্রেষ্ঠ [স] *বি* বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে। 'অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বীর-সেবক [স] *বি* বীরের মতো সেবক। 'যে-কয়েকজন ত্যাগী বীর-সেবক ...।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৮।

বীর-হৃদয় [স] *বি* বীরের মতো সাহসী অন্তর। 'সে-যে ঐ বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে বহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'আমার বীরহৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বীরা [স বীর] *বি স্ত্রী* বীর। 'জো এথু বুঝএ সো এথু বীরা।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

বীরাগ্রণী [স] *বিণ* বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'দিগ্বিজয়ী বীরাগ্রণী আলেকজাণ্ডার ... পুরুরাজ্যের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আপনি সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ এবং সমরকুশল বীরাগ্রণী সেনানী।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বীরাঙ্গনা [স] **১** *বি* বীর নারী। 'রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'বীর – বীরাঙ্গনার বিবরণ।' *বাসনা*, ১৯০৯। **২** *বিণ* নারী মুক্তিযোদ্ধা। 'মুজিব বাহিনীর বীরাঙ্গনা বোন রেহানা আখতার চৌধুরী অসম সাহসিকতার সাথে ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

বীরাসন [স বীর-আসন] *বি* বীরের আসন; উপবেশনের ভঙ্গিবিশেষ। 'কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বীরেন্দ্র [স বীর-ইন্দ্র] *বিণ* মহাবীর। 'বৃথা মোর সঙ্গে এথ বীরেন্দ্র সমাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বীরেশ [স] *বি* বীর। 'সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত আশে।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

বীরোচিত [স] *বিণ* বীরসুলভ। 'শকতি তাঁহার তরবারে আর বীরোচিত অন্তরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

বীর[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রাধাকিশোর বীর।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বীরকালি *বি* যুদ্ধকালে ব্যবহৃত বাদ্যবিশেষ। 'ঘন বাজে বীরকালি শিঙ্গা কাড়া ঢোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বীরঢাক [স বীর+স ঢক্ক] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'জয়ঢাক বীরঢাক ব্যালিষ বাজনা/ প্রলয়সমএ জেন পড়িছে ঝঞ্ঝনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বীরনাদ [স] *বি* প্রচণ্ড শব্দ। 'অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

বীরবলী *বিণ* বীরবল বা প্রমথ চৌধুরীর বাক্‌রীতি বা রচনারীতি। 'এ সভাস্থলে বীরবলী ঢঙ চলবে না।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'সাধুবাদীরা বীরবলী ভাষাকেও হুতোমী ভাষার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে দেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

বীরভূমী *বিণ* বীরভূমের আঞ্চলিক। 'চণ্ডীদাস তাঁর সানুনাসিক বীরভূমী সুরে মুখে বলতেন।' *প্রমথ*, ১৯১২।

বীরহোড় *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'বীর বীরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বীরাচারী [স] *বি* ধর্মীয় সম্প্রদায়বিশেষ। 'পশ্বাচারী ও বীরাচারী নামে দুই সম্প্রদায় আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বীর্য, বীর্য্য [স] **১** *বি* শক্তি। 'সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শুক্রাণু। 'জন্মের ভাজন মাতা জার বীর্য সেই পিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বীর্য্য ঢালি দিল রাজা পক্ষি বিদ্যমান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* তেজস্বিতা। 'অতি উগ্র তেজ বীর্য্য বিষম সাহস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* বীরত্ব; পরাক্রম। 'শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'এখন বীর্যের আসনে বিজ্ঞানের অভিষেক হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বীর্যপাত [স] *বি* বীর্যস্খলন। 'বীর সকলের যদি হইল বীর্যপাত।' *সুলতান*, ১৭০০।

বীর্যবতী, বীর্য্যবতী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* বীরত্বসম্পন্ন। 'ঐ পরম সুন্দরী রমণীও বিলক্ষণ বীর্য্যবতী ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ স্ত্রী* তেজস্বী। 'শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বীর্যবত্তা, বীর্য্যবত্তা [স] *বি* বীরত্ব। 'ভারতবর্ষীয়দিগের বীর্য্যবত্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভূমে আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'সেই পৌরুষ সেই বীর্যবত্তা মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৭৫।

বীর্যবন্ত, বীর্য্যবন্ত [স] **১** *বিণ* বলবান। 'চাহে তারা নর অটল-পৌরুষ বীর্যবন্ত শক্তিধর।' *নজরুল*, ১৯২৫। **২** *বিণ* সমৃদ্ধ। 'চাই আমাদের বীর্য্যবন্ত সাহিত্য।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বীর্যবাণ [স বীর্যবান] *বিণ* শক্তিমান। 'মহা বলবন্ত বীর অতি বীর্যবাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বীর্যবান [স] *বিণ* শক্তিমত্তা আছে এমন। 'পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বীর্যশালী [স] *বিণ* পৌরুষদীপ্ত। 'মুসলমানের বীর্যশালী বাহুর নববিজয় মহিমার আনন্দসংবাদ।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বীর্যহারা [স বীর্য+হারা] *বি* শক্তিহীন যে। 'তুমিই শুধু বীর্যহারার দলে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

বীর্যাঙ্কুর [স] *বি* বীর্যের অঙ্কুর; বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ শিশুবীর। 'বীর্যাঙ্কুর অভিমন্যু হতজীব রণে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বীর্যাভিমান [স] *বি* শক্তির অহঙ্কার। 'আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যাভিমান নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বীর্যোত্তব, বীর্য্যোত্তব [স] *বিণ* বীরত্বব্যঞ্জক। 'অসাধারণ মানসিক বীর্য্যোত্তব রচনা সকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বীশেষ [স বিশেষ] *বি* বিশেষ। 'অত্রানন্দ বীশেষ বহুকাল হইল বাবাজীর পত্রাদি কোন সমাচার পাইনাঞী।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। দ্র **বিশেষ**

বীষ [স বিষ] *বি* বিষ। 'হাথে তুলী মোঁ খাইলোঁ বীষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **বিষ**

বু [হি বুবু] *বি* বড়ো বোন; আপা। 'তুই খাবি, আমি খাব, বু খাবে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বুজী [হি বুবুজী] *বি* (সম্মানিত) বড়ো বোন। 'এইখানে তোর বু-জীর কবর, পরীর মতন মেয়ে।' *জসীম*, ১৯২৭; 'বুজীরে আর এই পথে যদি আস কভু যেন দেখা হয় একবার।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বুইলা [স বদ্>] *ক্রি* বলা। **বুইল** *ক্রি* বললো। 'রাধাক বুইল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুইলে** *ক্রি* বললে। 'যে বচন বুইলে চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুইলেক** *ক্রি* বললো। 'আর দুরাখর বুইলেক বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুইলোঁ** *ক্রি* বললাম। 'বুইলোঁ পরিহাস বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বুঁচকি-বোঁচকা *বি* কাপড়চোপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদির ছোটো-বড়ো গাঁটরি। 'স্লিপারের ওপর বুঁচকি-বোঁচকা সুদ্ধ আমাদের ছুঁড়ে ফেলে।' *জীবন*, ১৯৩১।

বুঁদ [স মুদ] *বিণ* বিভোর। 'যে আশমানে মনটাকে বুঁদ করে দিয়েছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'জোর বুঁদ হয়ে আমি চলেছি ধাইয়া ভাইয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

বুঁদি *বি* গাছবিশেষ। 'বুঁদি গাছের জালে একটা গিরগিটি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বুঁদেলা *বি* ক্ষত্রিয়ের বংশ। 'বহে রক্তধারা বুঁদেলা শরীরে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

বুক[১] [স বুক্ক] ১ *বি* বক্ষ। 'পাঞ্জর বেধিঅাঁ বুকত লাগিল ঘুনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্তন। 'শুন চন্দ্রাবলী তোর বুকে দিল হাথ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* হৃদয়। 'আইর বিদরে নিরবধি শোকে বুক।' *কৃত্তী*, ১৫৮০। ৪ *বি* অভ্যন্তর। 'নিশীথের বুকের মাঝে এই অমল উঠল ফুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩; 'উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে।' *জীবন*, ১৯৪২।

বুক-কাটা *বিণ* সামনে বুকের দিকের অংশ খোলা। 'লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বুকচাপড়ানি *বি* শোক প্রকাশ করে বারবার বুকে চাপড় মারা। 'অভাগী মাতার মর্ম-বিদারী কান্নানি আর বুকচাপড়ানি।' *নজরুল*, ১৯২২।

বুক-চাপড়ানো ১ *বি* শোক প্রকাশ করে বারবার বুকে চাপড় মারা। 'আমার শলা শোন, খানিক তোর সতীনের বুক চাপড়ান দেখ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *ক্রি* বুকে চাপড়-মারা। 'আজ শুধু বুক চাপড়াইতেছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

বুক চিতানো *ক্রি* সাহসের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে অগ্রসর হওয়া। 'দাঁড় উঁচু করিয়া রাখিয়া বুক চিতাইয়া বলিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বুক-চেরা ১ *বিণ* প্রাণপ্রিয়। 'দুখযামিনীর বুক-চেরা ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'বুক-চেরা ধন।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত। 'তিতাসের বুকচেরা পানি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

বুক-চেরা-ধন *বি* পরম আদরের পাত্র। 'আয় রে আয় রে মোর বুক-চেরা-ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বুকজল [বুক+স জল] *বি* বুক পর্যন্ত ডুবে যায় এতোটা জল। 'হাঁটুজল বুকজল গলাজল শান্তিজল হয়ে ওঠে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

বুকজামা [বুক+ফা জামাহ্] *বি* খাটো কোট; ওয়েস্ট-কোট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বুক-জোড়া *বিণ* বুক জুড়ে আছে এমন। 'বুক-জোড়া হাহাকার তোমার।' *নজরুল*, ১৯২২।

বুক-টানা *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'কংকরে ফলাব মোরা বুক-টানা সোনা-সোনা ধান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বুক ঠুকা *ক্রি* সাহস করা। 'রাসুই কিনা বুক ঠুকিয়া কথা বলিতেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বুক ঠুকে বলা *ক্রি* নিশ্চিত করে বলা। 'তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এ-কথাই বা বুক ঠুকে বলতে পারে কে?' *মুক্ততবা*, ১৯৫৮।

বুক-ডলা *বিণ* বক্ষমথিত। 'কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বুকডোবা *বিণ* বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে এমন। 'বুকডোবা শান্ত জলে ডুবোও হৃদয়।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

বুক দমা *ক্রি* নিরুৎসাহ হওয়া। 'নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বুক দুরদুর করা *ক্রি* ভয় বা উত্তেজনায় বুকের ভিতর অস্বস্তির ভাব হওয়া। 'বুক দুরদুর করে উঠেছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

বুক ধড়ফড় করা *ক্রি* ভয়ে হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হওয়া। 'আমার রাত্রে বুক ধড়ফড় করে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বুকপকেট [বুক+ই পকেট] *বি* বুক সংলগ্ন জামার পকেট। 'দেখাইয়া আমাকে বুকপকেটে ফেলিয়া দিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬; 'চিঠিখানা রেখে দিল দেবেন বুকপকেটে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বুকপাটা *বি* বুকের বিস্তৃতি। 'ভীমের বুকপাটার মতো প্রকাণ্ড।' *অবন*, ১৯০৯।

বুকফাটা ১ *ক্রি* দুঃখে হৃদয় ফেটে যাওয়া। 'রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বিণ* বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ার মতো। 'বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বিণ* প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছে এমন। 'সৃষ্টিছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বুক-ফাটে-তাও-মুখ-ফোটে-না *বিণ* কষ্টে বুক ফাটলেও মুখে বলতে পারে না এমন। 'তাদের প্রাণের বুক-ফাটে-তাও-মুখ-ফোটে-না বাণীর বীণা মোর পাশে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না – মনের গোপন কথা প্রকাশ করার ইচ্ছা সত্ত্বেও মুখে না বলা। *সুবল*, ১৯০৬; 'মেয়েরা মুখ থাকতে বোবা, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না!' *নজরুল*, ১৯২৭।

বুক ফুলানো, বুক-ফোলানো ১ *বিণ* অহঙ্কারপূর্ণ। 'ইশা খাঁ রাজধরের বুক-ফুলানো ভঙ্গি ... দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রি* অহংকার করা। 'পিতৃপুরুষের বীরগাথা ও সাহিত্য দর্শনের অতীত স্বপ্নদর্শন করিয়া বুক ফুলাইয়া যতটুকু সময় অপব্যয় করিতেছি।' *প্রচারক*, ১৯০৩; 'প্রদীপ্ত কণ্ঠে বুক ফুলিয়ে বল।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বি* অহংকার। 'অমূল্যর বুক-ফোলানো দেখে একটুও আশ্বাস পেলুম না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বুক ফেটে যাওয়া ১ *ক্রি* কাতর হওয়া। 'ওমা পিপাসায় বুক ফেটে গেল!' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *ক্রি* প্রচণ্ড কষ্ট পাওয়া। 'তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বুক বাঁধা *ক্রি* সাহসী হওয়া। 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি বারে বারে হেলিস নে ভাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বুক-ভরা ১ *বিণ* সমস্ত মন জুড়ে আছে এমন। 'বুকভরা অভিমান আলোড়িয়া মর্মস্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'কি সুন্দর বুক-ভরা বাণী!' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *ক্রি* আনন্দে মন পূর্ণ হওয়া। 'এমনটি নাই কারও! শুনে বুক ভরে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বুক ভরে ওঠা *ক্রি* স্বস্তি পাওয়া; তৃপ্তি পাওয়া। 'বুকটা আমার ভরে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৩৯।

বুকভাঙা, বুকভাঙ্গা ১ *বিণ* বুক ভেঙে দেয় এমন। 'বুকভাঙা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া, ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ* বুকের কাছে ভাঁজ করা। 'পরণে পেন্টলুন, গায়ে বুকভাঙ্গা কোট।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বুক ভেঙে যাওয়া *ক্রি* দারুণ কষ্ট হওয়া। 'আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বুক মিলানা *ক্রি* প্রথম দেখায় পরস্পরের বুক মিলিয়ে আলিঙ্গনের মাধ্যমে অভ্যর্থনা করা। 'হাত মিলানা, বুক মিলানা শেষ হলে ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বুকে করে রাখা *ক্রি* সযত্নে আগলে রাখা। 'তিনি আমাকে যেন বুকে করে রেখেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বুকে ঠুকি দেওয়া *ক্রি* বক্ষে করাঘাত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বুকে ঢেঁকী পড়া *ক্রি* বুক ঢিপ ঢিপ করা। 'জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেঁকী পড়তে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বুকে বাজা *ক্রি* হৃদয়ে অনুভূত হওয়া। 'বুকে বাজে আশাহীনা ক্ষীণ-মর্মর বীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

বুকে বুকে ১ *ক্রিবিণ* সামনা সামনি। 'বুকে বুকে জুদ্ধ করি হইলা কৌতুকি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* আলিঙ্গন ক'রে। 'বেঁধে আছে বুকে বুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বুকের ওজন *বি* মনের জোর। 'ভাবনা চিন্তায় তোমার বুকের ওজনই কমে গেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বুকের কপাট *বি* মনের দরজা। 'তাই মা আমার বুকের কপাট খুলতে নারল তার করাঘাত।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বুকের পাটা *বি* সাহস। 'এদের কেমন বুকের পাটা।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়, এতদূর বুকের পাটা!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বুকের ফুলা *বি* উদরস্ফীতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বুকের বাদল *বি* আবেগ। 'বুকের বাদল উথলি উঠিছে কোন কাজরীর গানে।' *জীবন*, ১৯২৭।

বুকে লাগা *ক্রি* কষ্ট পাওয়া। 'আপনি চলে যাবেন বলে আমার বুকে বড় লাগছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

বুকে সুচ ফুটা *ক্রি* মনে তীব্র কষ্ট পাওয়া। 'হঠাৎ যেন বুকের ভেতর সুচ ফুটলো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বুক[২] [ই] *বি* বই। 'তিন বুক জিওমেট্রি ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

বুক কিপার [ই] *বি* হিসাবরক্ষক। 'আজ গবর্মেন্টের অফিস বন্দ সুতরাং আমরা ক্লার্ক, ক্যারাণি, বুককিপার ও হেড রাইটরদিগকে দেখতে পেলাম না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বুককিপিং [ই] *বি* হিসাব-রক্ষণ। 'সেগুলোর মধ্যে বুককিপিং, টাইপ রাইটিং, শর্টহ্যান্ড, যন্ত্রশিক্ষা।' *বেগম*, ১৯৫৯।

বুককেস [ই] *বি* বই রাখার তাকওয়ালা আলমারি। 'একটা ছোট বুককেসও আছে এককোণে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

বুক-পোস্ট [ই] *বি* ডাকযোগে বই পাঠানোর ব্যবস্থা। 'একদিন দেখি বুক-পোস্টের ছদ্মবেশে লেখাটা আমার কাছেই আবার ফিরে এসেছে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

বুক-শেলফ [ই] *বি* বইয়ের তাক। 'বুক শেলফের বুকে গিয়ে আছাড় খায়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বুকস্টল [ই] *বি* বইয়ের দোকান। 'বুকস্টলের সমস্ত রদ্দি বই।' *জীবন*, ১৯৩২; 'বুকস্টলে দণ্ডায়মান।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বুকিশ [ই] *বিণ* বই পড়তে মাত্রাধিক ভালোবাসে এমন। 'লোকটা বুকিশ, গ্রন্থকীট।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বুকড়ি [হি বগড়] *বি* আছাঁটা মোটা চাল। 'বুকড়ি চালের ভাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বুকনি, বুকনী [হি বুকনী] **১** *বি* টুকরা বক্তব্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার প্রয়োগ। 'তোমার ইংরেজি বুকনীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'ইংরাজী ও সংস্কৃতের বুকনি শিখিতে হইয়াছে।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

বুকিং আপিস [ই] *বি* কোনো পরিবহণে যাওয়ার টিকিট অগ্রিম সংরক্ষণ করে যে অফিস। 'বিশ্ববিদ্যালয় কি বুকিং আপিস যে তুমি বাতায়নস্থ হইলেই তোমাকে সস্তায় বিদেশ যাইবার ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বুকিং ক্লার্ক [ই] *বি* রেলস্টেশন, থিয়েটার বা অনুরূপ স্থানে যে ব্যক্তি টিকেট বিক্রয় করে বা আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। 'সেকসন লেখা কেরাণির মত কলুর ঘাণির বলদ বদলি হলে, পাগড়ি বাঁধা দলের প্রথম উসুল ~ সিপ্‌সরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বুগড়ী *বি* অলংকারবিশেষ। 'কানে বুগড়ী বা ঝুলানদা, গলায় কণ্ঠচিঞ্চি পরতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বুগবুগি [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* বুগবুগ শব্দ ক'রে। 'কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগবুগি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বুগলি *বি* পকেট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বুচকি [তু বোকচহ>] *বি* ছোটো থলে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বুচার [ই] *বি* কসাই। 'ডিস্পেনসরীর কমিসন, মদের দোকানের কমিসন, বুচারের দোকানের কমিসন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

বুজদিল [ফা] **১** *বিণ* ভীরু। 'বুজদিল ওই দুশমন সব।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* কাপুরুষ। 'ভীরু বুজদিল পারে না সইতে তোমার যুদ্ধ আমন্ত্রণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

বুজন [পা বুজ্‌ঝ>] *বি* বোঝা; উপলব্ধি করা। 'তোক্কার মনের কথা বুজন না জায়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বুজবুজ [ধ্বন্যা] *বি* ভুড়ভুড়ি; বুদ্বুদ। 'শ্যাম্পেন খুললেই সোডার মতো বুজবুজ করে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বুজম ফ্রেন্ড, বুজুম ফ্রেন্ড [ই] *বি* অন্তরঙ্গ বন্ধু। 'মতিলাল বিশ্বেস ও হারাধন দাস, গুরুদাসের বুজুম ফ্রেন্ড ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'সে আমার বুজম ফ্রেন্ড।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

বুজরুক, বুজর্গ, বুজুর্গ [ফা বুজুর্গ>] *বি* অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। 'পারসীক ভাষায় আউলিয়া শব্দের অর্থ বুজুর্গ অর্থাৎ যাহার দৈবশক্তি আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'বুজর্গ ও নবীর নাম নিয়া এক একবার দাড়ি

নেড়ে তসবি পড়িতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'কেউ ধার্মিকের সম্পর্ক রাখেন সুতরাং আপন আস্তানায় টাকার দরগা করে কাছা খুলে ফয়তা দিচ্ছেন, লোকে জানুক মোল্লাজী বড় বুজরুক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বুজরগি, বুজুরগী [ফা বুজুর্গ>] *বি* মাহাত্ম্য। 'দুনিয়ার বিচে যার বুজরগি তারিফ।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'পীর ছাহেবের বুজুরগী ও কেয়ামত বয়ান করিয়া ফাঁদে ফেলে।' *এসলাম*, ১৯২০।

বুজরুকি, বুজরুগি [ফা বুজুর্গ>] **১** *বি* প্রাজ্ঞতা। 'অনেক লক্ষৌএ পাতি ও ইরানী চাঁপদাড়ি বাবুর বুজরুকি ও কেরামতের অনিয়ত এনসাফ করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* অলৌকিক শক্তির ভান। 'বিবিধপ্রকার বুজরুকি হতে আরম্ভ হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* ছলনা; ভান। 'কতকগুলি শিক্ষিত পুতুলনাচওয়ালার বুজরুগিমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বি* ভড়ং। 'আমার কাছে ও-সব বুজরুকি চলবে না।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **৫** *বি* প্রতারণা। 'এটা বুজরুকি নয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

বুজুরকি [ফা বুজুর্গ>] *বিণ* বাহাদুরি। 'এখানেই পণ্ডিতের বুজুরকি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বুজুরগান [ফা বুজুর্গ>] *বি* প্রজ্ঞা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বুজুরুক [ফা বুজুর্গ>] *বি* অলৌকিক শক্তির ভানকারী। 'ঐ বুজুরুক কহিল যে ... বৈকালে আসিও।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বুজুরুকী [ফা বুজুর্গ>] *বি* অলৌকিক শক্তির ভান। 'আপনার বুজুরুকী প্রকাশ করিতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বুজুর্গি [ফা বুজুর্গ] **১** *বি* মহত্ত্ব। *মালোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* মাহাত্ম্য। 'এতে আমার কোন বুজুর্গি নাই।' *মনসুর*, ১৯৫০।

বুজা[1] *ক্রি* বন্ধ হওয়া; বন্ধ করা। **বুজি** *ক্রি* বন্ধ ক'রে। 'দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা বুজি আঁখি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বুজে** *ক্রি* বন্ধ করে। 'মুখ খানে নাহি বুজে এই সে কারণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বুজান [স মুদ্রয়>] *বি* ভরাট করা। 'ইহা প্রত্যহ বুজান যাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বুজে আসা *ক্রি* ঘুমে বন্ধ হয়ে আসা। 'চোখ যদি বুজে আসতে চায় জোর করে টেনে রাখতে চেষ্টা করব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বুজে যাওয়া *ক্রি* রুদ্ধ হওয়া; বন্ধ হওয়া। 'গলা বুজে যায় নারায়ণের।' *মানিক*, ১৯৪৭।

বুজা[2] [পা বুজ্ঝ>] *ক্রি* বোঝা। **বুজি** *ক্রি* বুঝি। 'আজু কেনে তোমার মন না বুজি গোসাই।' *বিজয়*, ১৬৫০। **বুজিঅ** *ক্রি* বুজে। 'ঘাট ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ।' *চর্যা* ১৫, ১২০০। **বুজিয়া** *ক্রি* বুঝে। 'একাকি বুজিয়া রাজা করিল এহী সম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বুজীয়া** *ক্রি* বুঝিয়া; বুঝে। *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **বুজে** *ক্রি* বোঝে। 'কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বুজীয়া পাওয়া *ক্রি* সজ্ঞানে গ্রহণ করা; বুঝে পাওয়া। 'আমার দাওয়া আমি বুজীয়া পাইয়া রাজী।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

বুজুর্গ দ্র **বুজরুক**

বুজ্ঝা [পা বুজ্ঝ>] *ক্রি* বোঝা। **বুজ্ঝিলে** *ক্রি* বুঝলে। 'ঘারেঁ পারেঁ কা বুজ্ঝিলে ম রে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

বুঝ [পা বুজ্ঝ] **১** *বি* সান্ত্বনা; প্রবোধ। 'আমাকে বুঝ দেয়া খুব সহজ।' *জীবন*, ১৯৩৩। **২** *বি* বোধ; বিচার। 'তাহলে, সত্যের নেই সেই বুঝ, সেই দাঁড়সাঁতার।' *শক্তি*, ১৯৭০।

বুঝসমঝ, বুজ সমজ, বুঝ সমুজ [হি] *বি* বিচার-বিবেচনা। 'ফেরেস্তার মাফিক বুজ সমজ।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'উভয় পক্ষের মশালের আলো দেখিয়া ... বুঝ সমুজ হইয়া গেল।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'বলাধিকারী ঐ নৌকাঘাটেই বুঝসমঝ শুরু করে দিলেন।' *মনোজ*, ১৯৬১।

বুঝন [পা বুজ্ঝ>] *বি* বোঝা। 'কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বুঝনিয়া [পা বুজ্ঝ>] *বি* সমঝদার ব্যক্তি। *মালোএল*, ১৭৪৩।

বুঝা [পা বুজ্ঝা] **১** *ক্রি* উপলব্ধি করা। 'অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। **২** *বি* উপলব্ধি করা। 'পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাদুরি যত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *ক্রি* মানা; দায়িত্ব মানা। 'নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয়।' *জীবন*, ১৯৪২। **বুঝ** *ক্রি* বোঝো। 'অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। **বুঝই** *ক্রি* বোঝে। 'জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। **বুঝএ** *ক্রি* বোঝে। 'জো এথু বুঝএ সো এথু বীরা।' *চর্যা* ২০, ১২০০। **বুঝন্ত** *ক্রি* বুঝে। 'আর সেই বলাবল সমাই বুঝন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বুঝল** *ক্রি* বুঝলাম। 'হরিন ইন্দু অরবিন্দ করিনি হেম পিক বুঝল অনুমানী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বুঝলাঙ** *ক্রি* বুঝলাম। 'পুত্র-আশা বুঝলাঙ পুতলি নির্মাণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বুঝবি** *ক্রি* বুঝবে। 'আইস সহাবেঁ জই জগ বুঝবি তুট বাষণা তোরা।' *চর্যা* ৪১, ১২০০। **বুঝসি** *ক্রি* বোঝো। 'ছাওআল কাহাঞিঁ বোল না বুঝসি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুঝহ** *ক্রি* বোঝো। 'থিরমতী বুঝহ আপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুঝাই** *ক্রি* বুঝিয়ে। 'আপনে বুঝাই কেন না করিলা সান্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বুঝাইআ** *ক্রি* বুঝিয়ে। 'বুঝাইআ কহিল সব দুর্জনের প্রতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বুঝাইতে** *ক্রি* ব্যাখ্যা করতে। 'ধর্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বুঝাইব** *ক্রি* বোঝাবো। 'তোরে বুঝাইব তেঞি আইলাঙ এইখানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বুঝাইবা** *ক্রি* বোঝাবে। 'কেমতে জগতে তুমি ধর্ম বুঝাইবা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বুঝাইবেক** *ক্রি* বুঝাবো। 'কেমতে বুঝাইবেক আহ্মি সতেক বর্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বুঝাইয়া** *ক্রি* বুঝিয়ে। 'ধর্ম বুঝাইয়া লোকে নিস্তার না করি।' *মালাধর*, ১৫০০। **বুঝাইল** *ক্রি* বোঝালো। 'বিস্য দ্রোনে বিদুরে বুঝাইল সাবধানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বুঝাইলে** *ক্রি* বোঝালে। 'হেনক বচন মোরে বুঝাইলে ইবে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বুঝাউবি** *ক্রি* বোঝাবি। 'অনুনয় মোরি বুঝাউবি রোএ। বচনক কৌসলে কী নহি হোএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বুঝাএ** *ক্রি* বোঝায়। 'বিনয় মধুর ভাষে বুঝাএ বহুল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বুঝাওঁ** *ক্রি* বুঝিয়ে বলি। 'সুণ মায় যশোদাত তোহ্মারে বুঝাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুঝাওঁ** *ক্রি* বুঝিয়ে। 'প্রবোধবচন কত বুঝাওঁ তাহারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুঝাব** *ক্রি* বোঝাবো; ব্যাখ্যা করবো। 'আমি কি বুঝাব আমি আপনি পণ্ডিত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বুঝায়** *ক্রি* উপলব্ধি করায়। 'যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বুঝায়া** *ক্রি* বুঝিয়ে। *বোগল*, ১৭৮০। **বুঝাহ** *ক্রি* বোঝাও। 'আপণে বুঝাহ বড়ায়ি নান্দের নন্দনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুঝি** *ক্রি* বোধ করি। 'সদগুরু বোহেঁ বুঝিরে কাসু কহিনি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **বুঝিঅ** *ক্রি* বুঝি। 'ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেং।' *চর্যা* ২৭, ১২০০। **বুঝিআঁ** *ক্রি* বুঝে। 'গোকুল রাখিল আহ্মে বুঝিআঁ ধরম।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুঝিএ** **১** *ক্রি* বুঝি। 'ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বুঝেছি। 'এতেকে বুঝিএ তোহ্মার বড় আহিদরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* বুঝে। 'না বুঝিএ কেহ বলে ভিন্ন দেহ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বুঝিতে** *ক্রি* উপলব্ধি করতে। 'বুঝিতে মরম তান অধিক দুষ্কর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বুঝিতেঁ** *ক্রি* বুঝতে। 'বুঝিতেঁ নারোঁ তার মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুঝিনু** *ক্রি* বুঝেছি। 'বুঝিনু কেবল সার আর

যত মায়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **বুঝিবাঙ** *ক্রি* (আমি) বুঝবো। 'ক্যলি বুঝিবাঙ তুমি আসিহ সত্বর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বুঝিবারে** *ক্রি* বুঝতে। 'বুঝিবারে নারিল তোহ্মারে জগন্নাথ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুঝিবি** *ক্রি* বুঝতে পারবি। 'বুঝিবি বুঝিবি যবে হবি পুত্রবান।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **বুঝিয়া ১** *ক্রি* অনুভব ক'রে; বিচার ক'রে। 'বুঝিয়া সত্বরে থাক না করিহ আন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* বুঝে। 'না বুঝিয়া নিন্দা করে নিন্দুক যে কেহ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **বুঝিল ১** *ক্রি* বোধ হলো। 'এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০। **২** *ক্রি* বুঝলাম। 'এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুঝিলাঙ** *ক্রি* বুঝলাম। 'বুঝিলাঙ দৈত্যের কার্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বুঝিলাম** *ক্রি* বুঝলাম। 'চক্ষে দেখি বুঝিলাম নৃপযোগ্য নহে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **বুঝিলুঁ** *ক্রি* বুঝলাম। 'তবে সে বুঝিলুঁ সোয়াস আছে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **বুঝিলেক** *ক্রি* বুঝলো। 'বুঝিলেক যে এখনি আমাকে গিলিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **বুঝী** *ক্রি* বুঝে। 'এহা বুঝী তেজহ কাহাঞিঁ আহ্মার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুঝে** *ক্রি* বোঝে। 'ধূর্ত্ত কাহ্নাই না বুঝে সে মতিমোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুঝো** *ক্রি* বোঝো। 'তাহাতে মগণ আদ্যে বুঝ কবি কুল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বুঝৌ** *ক্রি* বুঝি। 'না বুঝৌ রঙ্গ ধামালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুঝ্যা** *ক্রি* বুঝে। 'কার্য বুঝ্যা লহনারে ভর্চ্ছে সদাগর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বুঝলুঁ** *ক্রি* বুঝলাম। 'এতদিন তনু মোর সাধে সাধায়লুঁ বুঝলুঁ অপন নিদান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বুঝ্‌ঝিঅ** *ক্রি* বুঝি। 'বিসঅ বিশুর্দ্ধি মই বুঝ্‌ঝিঅ আনন্দে।' *চর্যা ৩০*, ১২০০।

বুঝাপড়া [পা বুজ্ঝ>] **১** *বি* বোঝাপড়া; আলোচনার দ্বারা মীমাংসা। 'পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাদুরি যত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* সমঝোতা। 'বাংলার মুসলমানের সঙ্গে তার অনেক বুঝাপড়া আছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বুঝাসুঝা *ক্রি* অনুধাবন করা। 'আমরা বাপু ও-সব বুঝিসুঝি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বুঝিয়ে সুঝিয়ে *ক্রিবিণ* ব্যাখ্যা করে ব'লে। 'তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিরস্ত করিয়ো।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বুঝে-সমঝে *ক্রিবিণ* বিচার-বিবেচনা ক'রে। 'বুঝে-সমঝে চলিস।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বুঝেসুঝে, বুঝে শুঝে *ক্রিবিণ* বিচার বিবেচনা ক'রে। 'কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও।' *ভারত*, ১৭৬০; 'তুমি মনোরথ, বুঝেসুঝে ব্রত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বুঝি, বুঝী [পা বুজ্ঝ>] *ক্রিবিণ* সম্ভবত; বোধ হয়। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'বুঝী।' *বোগল*, ১৭৭০; 'হেন লয় মতি, বুঝি এ যুবতি/ শশধরভাতি চুরি করিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বুঝিবা *ক্রিবিণ* হয়তো-বা। 'বুঝিবা স্তিমিত গ্লাসকীড চল্লিশ বছর থেকে ঝেড়ে ফেলবে বাপের বয়স।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বুট[১] [ই] *বি* পায়ের গোড়ালির উপর পর্যন্ত ঢেকে যায় এমন এক ধরনের মজবুত জুতা। 'বেহারা বুট খোল।' *কেরি*, ১৮০২; 'ট্রাউজার পরে বুট পায়ে দেয়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বুটজুতা, বুটজুতো [ই বুট+হি জূতা] *বি* পায়ের গোড়ালির উপর পর্যন্ত ঢেকে যায় এমন এক ধরনের মজবুত জুতা। 'আঁট বুটজুতো পরতে বিলম্ব হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'আমরা ... বুটজুতা ধারণ করি।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

বুটদার [ই বুট+ফা দার] *বিণ* বুটযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বুট-পালিশ [ই] *বি* বুট জুতার কালি। 'আমার রঙ দেখিয়ে দোকানদারকে বলেছিলেন, ঐ রঙের বুট-পালিশ দিতে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বুটযুতা [ই বুট+হি জূতা] *বি* এক ধরনের মজবুত জুতা। 'সঙ্গে দরবান ছাতা, পদদ্বয়ে বুটযুতা।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

বুট[২] *বি* ছোলা। 'তাছাড়া পিঁয়াজু, বেগুনি, বুট, জিলিপি, ইসুবগুলের সরবত এসব তো ছিলই।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

বুটা[১] [ফা] *বি* নকশাবিশেষ। 'শাটীন বস্ত্রেতে সোনা রূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বুটাদার, বুটারদার [ফা] *বি* ফুলের ছোটো নকশাসহ কাপড়। 'বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'বুটারদার।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

বুটা[২] *ক্রি* বাঁধা। **বুটি** *ক্রি* বেঁধে। 'সর্বজনে মাংস রুটি পৃষ্ঠেত লইল বুটি।' *সুলতান*, ১৭০০।

বুটি[১] *দ্র* **বুটা[২]**

বুটি[২] [ফা বুটা] *বি* কাপড়ে সুচে-তোলা ফুল। 'যেন কারচোপের বুটি দেওয়া নীল পর্দা।' *অবন*, ১৯২৭।

বুটিদার [ফা বুটাদার] **১** *বি* ফুল-তোলা শাড়ি; বুটিযুক্ত শাড়ি। 'ঢাকাই শাড়ি যদি আপনার পছন্দ না হয় এই দেখুন বুটিদার।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* ফুল-তোলা; বুটিযুক্ত। 'বাদশাহ আওরংজেব নাকি বুটিদার জামদানীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বুড়[১] [স ব্রুড়] *বি* ডোবা। **বুড় দেওয়া** *ক্রি* ডুবানো। 'বুড় দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বুড়[২] [স বোড্রী] *বি* বিশ কড়ি বা পাঁচ কড়া পরিমাণ। 'প্রথমে কড়াকে গণ্ডাকে বুড়কে চৌকে নামতা পর্য্যন্ত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বুড়[৩] [স বৃদ্ধ>] *বিণ* বুড়ো। 'চার পুরুষের বুড় মূল সন্ন্যাসী কাণে বিল্বপত্র গোজা, হাতে এক মুটো বিল্বপত্র নিয়ে, ধুক্তে ধুক্তে বৈঠকখানায় উপস্থিত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বুড়খোকাপনা *বি* জেঠামি। 'যেটা চিরন্তন সেটা বুড়খোকাপনা।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বুড়বুড়ি [ধ্বন্যা] *বি* বুদ্বুদ। 'ছোটো ছোটো হাসির বুড়বুড়ি উঠছিলো স্বাতীর গলায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

বুড়া[১] [স বর্তন] *ক্রি* বেড়ানো। **বুড়ই** *ক্রি* বেড়ায়। 'জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

বুড়া[২] [স ব্রুড়] **১** *ক্রি* ডোবা। 'ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা।' *চর্যা ১৬*, ১২০০। **২** *ক্রি* ডুবিয়ে। 'কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে বুড়া।' *ভারত*, ১৭৬০। **বুড়ন্তে** *ক্রি* ডুবতে ডুবতে। 'ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা।' *চর্যা ১৬*, ১২০০। **বুড়িব** *ক্রি* ডুববে। 'অল্প লহু বহু অস্ত্র রক্তে না বুড়িব।' *সুলতান*, ১৭০০। **বুড়ে** *ক্রি* ডোবে। 'ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে বিষ্টি জলে ডিঙ্গা বুড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বুড়া[৩] [স বৃদ্ধ] **১** *বিণ* প্রবীণ। 'অয়ে বুড়া বামন তোমারে ভয় নাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* বৃদ্ধ ব্যক্তি। 'মেয়েটির ভাবগতিক দেখিয়া বুড়ার মনেও সন্দেহ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বুড়া আঙুল, বুড়া আঙ্গুল *বি* বৃদ্ধাঙ্গুলি। 'বুড়া আঙ্গুল।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বুড়া আঙুল দিয়া নিজের কপালটা ঘষিতে থাকে।' *মানিক*,

১৯৪০।

বুড়া কাল [বুড়া+স কাল] *বি* বৃদ্ধ বয়স। 'বুড়া কালে অপযশ হাসে সর্ব্বজন।' *বিজয়,* ১৬৫০।

বুড়াবয়স [বুড়া+স বয়স] *বি* বৃদ্ধকাল। 'আমি কি এই বুড়াবয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

বুড়াল [স বৃদ্ধ>] *বিণ* বুড়ো আঙুল যতোটা চওড়া ততোটা পরিমাণ; প্রায় এক ইঞ্চি সমপরিমাণ। *ওর্সা,* ১৭৮৫।

বুড়ি[1], **বুড়ী** [স বৃদ্ধা>] **১** *বি স্ত্রী* বৃদ্ধা রমণী। 'গণ্ডগোল দেখি বুড়ি আখি মেলি চাএ।' *মালাধর,* ১৫০০; 'আজি সে পুতনা বুড়ী বধিব নিশ্চয়।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **২** *বি* লোকক্রীড়াবিশেষের চরিত্র। 'চোরচোর খেলায় ছুটতে না পারলে বুড়ি ছুঁয়ে ফেলাই ভাল।' *শরৎ,* ১৯১৭; 'প্রতিদিন অভ্যাসবশত ছুঁয়েছি লাভের বুড়ি।' *শামসুর,* ১৯৬৩। **৩** *বিণ* পুরানো। 'নতুনতর কৌশলে বুড়ি ধরণীর রস আরও কিছুটা নিঙড়ানো যায় কী না।' *শরীফ,* ১৯৬৮।

বুড়িধেড়ি *বি* অতি বৃদ্ধ লোক। 'ওসব বুড়িধেড়িদের আমার ভালো লাগে না।' *জীবন,* ১৯৩২।

বুড়িয়ে যাওয়া *ক্রি* অতিশয় বয়স্ক হওয়া। 'দুদিনে দশ বছর বুড়িয়ে গিয়েছেন।' *মুজতবা,* ১৯৪৯।

বুড়ি[2] [স বোড্রী] *বি* পাঁচ গণ্ডা। 'অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরির কড়ি/ মাংসের পিছিলা কড়ি ধারি দেড় বুড়ি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

বুড়িকসা *বি* বুড়ির নামতা। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

বুড়িগঙ্গা, বুড়ীগঙ্গা *বি* ঢাকা নগরীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীবিশেষ। 'বুড়ীগঙ্গা নদীর অপর তটে।' *প্রচারক,* ১৮৯৯।

বুড়ো [স বৃদ্ধ] **১** *বি* বৃদ্ধ ব্যক্তি। 'ও রে বুড়ো আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।' *ভারত,* ১৭৬০। **২** *বিণ* বেশ পুরানো। 'তারা বুড়ো বুড়ো উট যত তাদের বয়স কে জানে কত।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩। *দ্র* **বুড়া**

বুড়ো আঙুল *বি* বৃদ্ধাঙ্গুলি। 'শুধব কিসে বুড়ো আঙুল বলে লবডঙ্কা।' *অবন,* ১৯২৭।

বুড়োটে **১** *বিণ* বুড়ার মতো। 'বিন্দুর মুখের গোপন-করা বুড়োটে ভাব।' *মানিক,* ১৯৩৬। **২** *বিণ* ভাবগম্ভীর। 'ভগবানের বুড়োটে খেয়ালের ঠিক উপরেই খোকার ছেলেখেলা।' *মানিক,* ১৯৩৭।

বুড়ো থুত্থুড়ো *বিণ* অত্যন্ত বৃদ্ধ। 'মেজবাবুর শ্বশুর এখন বুড়ো থুত্থুড়ো।' *বিমল,* ১৯৫৩।

বুড়োপানা *বিণ* বৃদ্ধ। 'ওই যে পানের ডিবে হাতে বুড়োপানা মেয়েমানুষকে দেখলেন।' *বিমল,* ১৯৫৩।

বুড়োবয়স [স বৃদ্ধ-বয়স] *বি* বৃদ্ধকাল। 'তুমি বুড়োবয়সে আক্কেল খুইয়ে বসেছ!' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

বুড়ো মতন *বিণ* বৃদ্ধপ্রায়। 'নীচে একটি বুড়ো মতন ... ভদ্রলোক।' *জীবন,* ১৯৩৩।

বুড়ো মানুষ *বি* বৃদ্ধলোক। 'আমরা হলুম বুড়ো মানুষ।' *উমেশ,* ১৮৫৭।

বুড়োমানুষি [স বৃদ্ধ>+স মানুষ>] *বি* বয়স্ক লোকের মতো আচরণ। 'আমি ছেলেমানুষি করি; না তুমি বুড়োমানুষি কর।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

বুড়োমি **১** *বি* জেঠামি। 'ছেলেবেলাও আমরা বুড়োমিতে পরিপূর্ণ।' *প্রমথ,* ১৯০২। **২** *বি* বৃদ্ধের আচরণ। 'বসে-থাকাটাই বুড়োমি।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ – বৃদ্ধ বয়সে যুবকের মতো আচরণ। *মাইকেল,* ১৯৬০।

বুড়োসুড়ো *বিণ* অতিশয় বৃদ্ধ। 'আর ভাই, বুড়োসুড়ো হয়ে পড়েছি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪।

বুড়োঠাকরুণ *বি* ব্রতবিশেষ। 'কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ব্রত ... শীতলা, বুড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মুলাই।' *অবন,* ১৯১৯।

বুঢ়্যা [স বৃদ্ধ] *বিণ* বৃদ্ধ; প্রবীণ। 'যুবা-যুবতীর সে দেশে ভিড়, সেথা যেতে নারে বুঢ়্যা পীর।' *নজরুল,* ১৯২৮।

বুঢ়টি *বি* বুড়ি। 'আজ নাচ বুঢ়টি নাচায় বাবা উঠতে বসতে শুতে।' *নজরুল,* ১৯২৪।

বুঢ়া [স বৃদ্ধ] *বিণ* বুড়া; বৃদ্ধ। 'বুঢ়া মানুষক দয়া না করহ তোহ্মে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

বুঢ়ি, বুঢ়ী *বি* বৃদ্ধা রমণী। 'বুঢ়ি দিল রাধিকার আনুমতী লআঁ।' *বড়ু,* ১৪৫০; 'গরজালী বুঢ়ী আছে তোহ্মার পাশে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

বুঢ়ীঅ মাই *বি* বুড়ি মা। 'চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।' *বড়ু,* ১৪৫০।

বুণ্ডি *বি* গাছবিশেষ। 'বুণ্ডি মামুড়ি কাটিল বাবলা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

বুত, বুৎ, বূত [ফা] *বি* মূর্তি। 'আবু জেহেলের ঘরে ছিল এক বুত।' *সুলতান,* ১৭০০; 'বুতপরস্তি।' *রোকেয়া,* ১৯০৪; 'মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মক্কার কাবা ছিল বুৎখানা।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

বুত-পূজারী [ফা বুত+পূজারী] *বি* মূর্তির উপাসক। 'মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত-পূজারী।' *ওয়ালী,* ১৯৪৮।

বুৎখানা [ফা] *বি* মূর্তি রাখার ঘর। 'মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মক্কার কাবা ছিল বুৎখানা।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

বুৎপরস্ত [ফা] *বিণ* মূর্তি উপাসক; পৌত্তলিক। 'সব জিনিস তুমি যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করবে, নচেৎ তুমিও বুৎপরস্ত।' *শওকত,* ১৯৬২।

বুৎপরস্তি, বুৎ-পরস্তী, বুতপরস্তি [ফা] *বি* পৌত্তলিকতা। 'মুসলমান সমাজে 'বুতপরস্তি'-ও যে প্রবেশ করিয়াছে।' *রোকেয়া,* ১৯০৪; 'অর্থাৎ গোরেই আল্লার অংশ বিরাজ করছে তখনই হয় বুৎ-পরস্তী।' *মুজতবা,* ১৯৬০; 'এর নাম বুৎপরস্তি – প্রতিমাপূজা।' *শওকত,* ১৯৬২।

বুদবুদ [ধ্বন্যা] **১** *বি* পানির ভুড়ভুড়ি। 'এখনও গ্লাসের নিম্নভাগ হইতে বুদবুদ উঠিতেছে।' *মশাররফ,* ১৮৯০। **২** *বি* অস্থায়ী বস্তু। 'ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওয়ালা পাথরের বুদ্‌বুদ্‌ বানিয়ে চলত তা হলে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮। *দ্র* **বুদ্বুদ**

বুদবুদ কাটা *ক্রি* আলোড়ন তোলা। 'অনেক কথা আমার মনের দিঘিতে বুদবুদ কাটচে।' *নজরুল,* ১৯২৭।

বুদবুদভাষা [বুদবুদ+স ভাষা] *বি* অস্পষ্ট ভাষা। 'মৃদুল মধুর বুদবুদভাষা।' *নজরুল,* ১৯২৭।

বুদ্ধ[1] [স] *বি* বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক। 'বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন।' *বড়ু,* ১৪৫০।

বুদ্ধত্ব [স] *বি* বুদ্ধের অবয়ব। 'নানা লক্ষণাক্রান্ত নাক মুখ চোখের টানটোন দিয়ে পাথরের মূর্তিতে বুদ্ধত্বটুকু পরিষ্কার ধরে ফেলা চলল।' *অবন,* ১৯২৫।

বুদ্ধনাটক [স] *বি* বুদ্ধকে নিয়ে লেখা নাটক। 'বুদ্ধনাটক বিসমা

হোই।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

বুদ্ধস্তূপ [স] *বি* বৌদ্ধ সমাধিস্তম্ভ। 'একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধস্তূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বুদ্ধ² [স] *বি* বৃদ্ধ। 'বুদ্ধ হএ তরুণ বহুল অন্দ জীএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বুদ্ধি [স] **১** *বি* পরামর্শ। 'আপনেয়ি কিছু বোল বুদ্ধি পরকার।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *বি* বিবেচনাশক্তি। 'স্ত্রির সমান বুদ্ধি নহিল আমারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* সমাধান। 'মোএ শিশুমতি বড়াই কর কোন বুদ্ধি।' বড়ু, ১৫৭০। **৪** *বি* বোধ। 'তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *বি* জ্ঞান। 'যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৬** *বি* মতি। 'সেবক হইলে এইমত বুদ্ধি হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৭** *বি* লেখাপড়া। 'বুদ্ধির কিতাব যত পাইয়া আছিলা।' *আলাওল*, ১৬৮০; বুদ্ধি আমার যেমনি হোক, কান দুটো নয় সূক্ষ্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বুদ্ধি-অভিমানী [স] *বিণ* পাণ্ডিত্যের অহংকারী। 'হেসো না, হেসো না তুমি বুদ্ধি-অভিমানী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বুদ্ধি আঁটা *ক্রি* ফন্দি বের করা। 'কাকে যেন জব্দ করবে সেই বুদ্ধি আঁটছে ওরা।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

বুদ্ধিকর [স] *বিণ* বুদ্ধি বাড়ায় এমন। 'কলকর বুদ্ধিকর সর্ব্বগুণধর ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বুদ্ধিকৌশল [স] *বি* চতুরতা। 'আমি উহার অসম্ভব বুদ্ধিকৌশলে চমৎকৃত হইয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বুদ্ধিগম্য [স] *বিণ* বোধগম্য। 'ইহাই বা তাহার কি প্রকার বুদ্ধিগম্য হইতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

বুদ্ধিগোচর [স] *বিণ* বোধগম্য। 'শাস্ত্রঘটিত বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় তরজমা করা গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বুদ্ধিগৌরব [স] *বি* জ্ঞানের গরিমা। 'অসাধারণ বুদ্ধিগৌরব, রাজনীতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও উপচিকীর্ষা প্রকাশপূর্ব্বক ... যতদূর সম্ভব কৃতকার্য্য হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বুদ্ধিচর্চা [স] *বি* বিচারশক্তির অনুশীলন। 'উদরচর্চা অপেক্ষা বুদ্ধিচর্চা অধিকতর পরিমাণে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বুদ্ধিচেষ্টা [স] *বি* বুদ্ধিকৌশল। 'লোকসকলের বুদ্ধিচেষ্টার মধ্যেও আপন শাসন বিস্তার করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বুদ্ধিজন [স] *বি* বুদ্ধিমান ব্যক্তি। 'বুদ্ধিজন না ভোলক শত্রুর আশ্বাসে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বুদ্ধিজীবি [স বুদ্ধিজীবী] *বিণ* জ্ঞান বা বুদ্ধিকৌশলে কাজ সম্পাদন করে এমন। 'মহাশয়ের তুল্য বুদ্ধিজীবি ও কৃতি মনুষ্য পাওয়া দুর্লভ।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বুদ্ধিজীবী [স] **১** *বিণ* বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে এমন। 'বুদ্ধিজীবী যত জীব, যাহারদিগের আপন সত্তা মাত্রেরও বোধ আছে, তৎসমুদায়ই মানসিক নিয়মের অধীন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* জ্ঞানী। 'সংস্কারমুক্তি যদিচ বুদ্ধিজীবীর ইষ্টমন্ত্র।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বুদ্ধিজ্যোতি [স] *বি* বুদ্ধিরূপ জ্যোতি। 'প্রাচীন হিন্দুদিগের বুদ্ধিজ্যোতি ... বিকশিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বুদ্ধিদাতা [স] *বিণ* পরামর্শ প্রদানকারী। '... ছিলেন অসাধারণ গুণী, বুদ্ধিদাতা ও প্রিয়মিত্র।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বুদ্ধিদায়িনী [স] *বি স্ত্রী* বুদ্ধি প্রদানকারী। 'এঁদের বুদ্ধিদায়িনীটি কে সেটা বুঝতেও বিলম্ব হল না।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বুদ্ধিনাশ [স] *বি* বুদ্ধিলোপ। 'মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বুদ্ধিপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* বুদ্ধি সহকারে। 'যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্বক প্রশ্ন করতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বুদ্ধিপ্রবেশ [স] *বি* বুদ্ধিগম্যতা। 'বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল [স] *বিণ* বুদ্ধিদীপ্ত। 'বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বুদ্ধিবল [স] *বি* বিচারশক্তি। 'তুমি জল তুমি স্থল অপরঞ্চ বুদ্ধিবল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বুদ্ধিবলে [স] *ক্রিবিণ* বুদ্ধির জোরে। 'পিতামহ বুদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের ভোগ্য ভূসম্পত্তিসকল ক্রয় করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বুদ্ধিবহির্ভূত [স] *বিণ* সুবিবেচনা বলে গণ্য করা যায় না এমন। 'সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও সাধারণ বুদ্ধিবহির্ভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫১।

বুদ্ধিবাদী [স] *বি* যুক্তিবাদী। 'বুদ্ধিবাদীরা ... বিপ্লববাদী হতে পারে না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বুদ্ধিবিকার [স] *বি* বুদ্ধির বিকৃতি। 'এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল!' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

বুদ্ধিবিচার [স] *বি* বিবেক ও বিবেচনা। 'ভুলাও তাকে বাঁশির ডাকে বুদ্ধিবিচার-হরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

বুদ্ধিবিদ্যা [স] *বি* জ্ঞান ও শিক্ষা। 'বুদ্ধিবিদ্যা সঙ্গে হয় অধিক শোভমান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বুদ্ধিবিপর্যয় [স] *বি* বুদ্ধির বিনাশ। 'অনেকেরই চিত্তবৈকল্য ও বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বুদ্ধিবিবেক [স] *বি* সাধারণ বিচারবোধ। 'আমার নিঃশর্ত আনুগত্য আমার বুদ্ধিবিবেকের কাছে, মনুষ্য প্রজাতির কাছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

বুদ্ধিবিবেচনা [স] **১** *বি* বিচার-বিশ্লেষণ। 'পার্লিমেন্ট ... বুদ্ধিবিবেচনা পূর্ব্বক এমত হুকুম করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বি* বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। 'আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন নাই।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

বুদ্ধিবিমুখ [স] *বিণ* বুদ্ধি দ্বারা চালিত নয় এমন। 'আমাদের কংগ্রেসী আন্দোলন ছিল বুদ্ধিবিমুখ।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বুদ্ধিবৃত্তি [স] **১** *বি* বুদ্ধি বিষয়ক বৃত্তি। 'যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা পদার্থবোধ হয়, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* মানসিক শক্তি। 'বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দাসী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* বুদ্ধিশক্তি; বিচার-বিবেচনা। 'তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কলঙ্ক আরোপ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বুদ্ধিবৈপরীত্য [স] *বি* বিচারশক্তির বিপর্যয়। 'বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বুদ্ধিভ্রংশ [স] *বি* বুদ্ধির লোপ। 'তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ও চৈতন্যধ্বংস

হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বুদ্ধিভ্রষ্ট [স] *বি* বুদ্ধিনাশ। 'বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বুদ্ধিভ্রম [স] **১** *বি* বোঝার ভুল। 'এ বড় বুদ্ধিভ্রম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বি* বুদ্ধিনাশ। 'ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বুদ্ধিমতি [স বুদ্ধিমতী] *বিণ স্ত্রী* বুদ্ধিসম্পন্ন। 'হে বুদ্ধিমতি লীলাবতী ...।' *গৌর*, ১৮২২।

বুদ্ধিমতী [স বুদ্ধিমতি] *বিণ স্ত্রী* বিচার-বুদ্ধিসম্পন্না। 'দিনে দিনে বুদ্ধিমতী সর্বমঙ্গলা ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বুদ্ধিমতে *ক্রিবিণ* পরামর্শ অনুসারে। 'মেয়েদের বুদ্ধিমতেই ওদের চলা উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বুদ্ধিমত্তা [স] *বি* বিজ্ঞতা। 'তাঁহার এরূপ শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বুদ্ধিমন্ত [স] *বিণ* বুদ্ধিমান। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বুদ্ধিমান [স] **১** *বি* বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। 'বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* চালাক। 'তাহার ঘরণী সোনাই বড় বুদ্ধিমান।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* জ্ঞানী ব্যক্তি। 'আমরা যে পূজা করিয়া থাকি তাহা বুদ্ধিমানেরা এক ভাবে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বুদ্ধিমার্জিত [স] *বিণ* বুদ্ধিসম্পন্ন; বুদ্ধিদীপ্ত। 'বুদ্ধিমার্জিত একটি পরিপূর্ণ মেয়ের মুখ ... আমি প্রথম দেখতে পেলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বুদ্ধিমূলক [স] *বিণ* বুদ্ধি দ্বারা করা যায় এমন। 'বুদ্ধিমূলক বিশ্বের ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বুদ্ধিযোগী [স] *বিণ* জ্ঞানচর্চামূলক। 'জানি বন্ধু, বুদ্ধিযোগী উপাসনা তব।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

বুদ্ধির ঢেঁকি *বিণ* নির্বোধ। 'হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বুদ্ধির পেটুকতা *বি* সব বিষয়ে বুদ্ধি। 'ওকে বলা যায় বুদ্ধির পেটুকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বুদ্ধিশালি [স বুদ্ধিশালী] *বিণ* বুদ্ধিমান। 'বুদ্ধিশালি পুরুষেরা আপন২ সুপথ চিন্তা অবশ্য করিবেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

বুদ্ধিশালিতা [স] *বি* বুদ্ধিমত্তা। 'ইহাদের বুদ্ধিশালিতা, দয়ালুতা, কৃতজ্ঞতা, কৌতুকপ্রিয়তা প্রভৃতি বিস্ময়াবহ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বুদ্ধিশালী [স] *বিণ* বুদ্ধিমান। 'খুড়, এত বড় পণ্ডিত ও এত বড় বুদ্ধিশালী হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

বুদ্ধি শুদ্ধি [স বুদ্ধি, অনুকার শুদ্ধি] *বি* বিচার-বিবেচনা। 'বুদ্ধি শুদ্ধি ভুলে মজিয়া যায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বুদ্ধিসংগত, বুদ্ধিসঙ্গত [স] *বিণ* বুদ্ধির পরিচয় বহন করে এমন; বুদ্ধিদীপ্ত। 'কোন দিক বাগে হাল চালাতে হবে ... বুদ্ধিসংগত তার একটা জবাব না দিই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'চেলাসমেত তার নামও উহ্য রাখা তারা বুদ্ধিসঙ্গত মনে করে থাকবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

বুদ্ধিসঙ্গত [স] *বিণ* বুদ্ধির পরিচয় বহন করে এমন। 'চেলাসমেত তার নামও উহ্য রাখা তারা বুদ্ধিসঙ্গত মনে করে থাকবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

বুদ্ধিসম্পন্ন [স] *বিণ* বুদ্ধিমান। 'আমি সকলের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বুদ্ধিসম্মত [স] *বিণ* যৌক্তিক। 'চলা বুদ্ধিসম্মত নয়।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

বুদ্ধিসর্বস্ব [স] *বিণ* বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো অবলম্বন নেই এমন। 'এই ধরনের বুদ্ধিসর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য মানুষের দিকে তাকিয়ে গ্যেটে যে নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তি করেছেন ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বুদ্ধিসাধ্য [স] **১** *বিণ* বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সাধিত হয় এমন। 'আদাম সাহেব ... ছোট আদালতের বুদ্ধিসাধ্য কমিস্যনরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বিণ* বুদ্ধির আয়ত্তে আছে এমন। 'বুদ্ধিসাধ্য জিনিস মিলাইয়া দিতে পার তো দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বুদ্ধিসাধ্যানুসারে [স] *ক্রিবিণ* বুদ্ধির সাধ্য অনুসারে। 'বুদ্ধিসাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বুদ্ধি সুদ্ধি [স বুদ্ধি>] *বি* বিচার-বিবেচনা। 'তুমি যদি এমন উতলা হও, তবে আমারও বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পাবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বুদ্ধিস্থ [স] *বিণ* বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত। 'যাহা বুদ্ধিস্থ হইয়াছে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বুদ্ধিস্থান [স] *বি* কুষ্ঠির বুদ্ধি-নির্দেশক জায়গা। 'কুষ্ঠিতে আমার বুদ্ধিস্থানে আর কোনো গ্রহ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বুদ্ধিহত [স] **১** *বিণ* লুপ্তবুদ্ধি। 'বৃদ্ধ বুদ্ধিহত, দুর্বল দ্বিধায় পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* হতবুদ্ধি; স্তম্ভিত। 'হারিয়ে পুঁজি গরীব চাষা বুদ্ধিহত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

বুদ্ধিহতা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্বোধ। 'শুনিলে বুঝিবে মোহোরে বুদ্ধিহতা।' *সুলতান*, ১৭০০।

বুদ্ধিহারা [স বুদ্ধি+হারা] *বিণ* হতবুদ্ধি। 'বুদ্ধিহারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই।' *ভারত*, ১৭৬০।

বুদ্ধিহীন [স] *বিণ* যুক্তি দিয়ে বিচার করে না এমন। 'হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বুদ্ধিহীনতা [স] *বি* নির্বুদ্ধিতা। 'গুরুর কাছে বুদ্ধিহীনতার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বুদ্ধিহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্বোধ। 'বুদ্ধিহীনা আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বুদ্ধীবল [স বুদ্ধিবল] *বি* বুদ্ধিবল; বোধশক্তি। 'কবির কী বুদ্ধীবল সকলি ত্যাগ হইয়াছে।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

বুদ্ধ্যনুযায়ি [স বুদ্ধ্যনুযায়ী] *ক্রিবিণ* বুদ্ধি অনুযায়ী। 'আমার বুদ্ধ্যনুযায়ি লিখি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বুদ্ধু *বিণ* বোকা। 'বাঙালীকেও বুদ্ধু বানানো গেল।' *পাশা*, ১৯৭১।

বুদ্ধ্যুপজীবী [স] *বি* বুদ্ধিজীবী। 'বুদ্ধ্যুপজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বুদ্বুদ, বুদ্‌বুদ [স] *বি* জলের ভুড়ভুড়ি; জলবিম্ব। 'সর্ব্বদা জলীয় বাষ্প ও অল্প অল্প বুদ্‌বুদ উঠিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'জলে যেরূপ বুদ্বুদ উঠিয়া তখনই বিলীন হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। দ্র বুদবুদ

বুধ[১] [স] **১** *বিণ* জ্ঞানী। 'জো এথু বুঝই সো এথু বুধ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০। **২** *বি* বোধ। 'এহা যে কহো এহাতো বুধে তলায়না।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

বুধঃ [স] *বিণ* বিজ্ঞজন। 'তবে মন্ত্রী সারণ সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বুধগণ [স] *বি* পণ্ডিতগণ। 'সভা করি বসিল লইয়া বুধগণ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বুধজন [স] *বি* জ্ঞানীলোক। 'সেকালেত বুধজন মৃত্যু অতি ভাল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বুধি [স বুধী] *বি* যুক্তি; বুদ্ধি। 'যে বুধি করিলেঁ রহে আহ্মার জীবন।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তাহাতে টেটনী রাধা কি করিবি বুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বুধী [স] **১** *বি* বুদ্ধিমান। 'জো সো বুধী সৌ ধনি বুধী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০। **২** *বি* বুদ্ধি। 'পাপের খণ্ডনবুধী আহ্মে তালে জাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বুধ[২] [স] **১** *বি* হিন্দু পুরাণে চন্দ্রের পুত্র। 'হেন বুঝি এক বুধ চন্দ্রের তনয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* সপ্তাহের অন্যতম দিন। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বি* সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ। 'বুধ, শুক্র ... মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বুধবাসরীয় [স] *বিণ* বুধবারের। 'আমারদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বুধ্ধ [স বুদ্ধি] *বি* বুদ্ধি। 'সেই সকল তরজমা বুধারনে করিবেন আপন বুধ্ধের সামর্থ্যসই।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

বুন [স ভগিনী] *বি* বোন। 'হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রাঙ্কে।' *কেরি*, ১৮০২।

বুনট [স বপন] **১** *বি* বোনা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মতুন নকসা বুনট করছে।' *জসীম*, ১৯৬১। **২** *বি* নকশা। 'শাড়ির উপর বুনট করা থাকিত।' *জসীম*, ১৯৬০।

বুনটকার্য [বুনট+স কার্য] *বি* নকশা বয়নের কাজ। 'কাঠামোটির উপর এই ধরনের বুনটকার্য হয়েছে।' *জসীম*, ১৯৬১।

বুনোট *বি* বয়ন। 'সুবাস ফুলের বুনোট করা বনের লিপিখানি।' *জসীম*, ১৯৫১।

বুনদিনি [স বন্দিনী] *বি* আটক; বন্দী। 'দুই দিবস একজন বুনদিনি রাখিয়াছি।' *ভেরলি*, ১৭৮০।

বুনা[১] [স বয়ন] *বি* বয়ন। 'ততক্ষণ অন্য কাপড় বুনা স্থগিত থাকিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বুনন *বি* বস্ত্রবয়ন। **বুননযন্ত্র** [বুনন+স যন্ত্র] *বি* যে যন্ত্র দিয়ে বোনা হয়। 'কর্ষণযন্ত্র, বুননযন্ত্র, কুলালচক্র, এইসব প্রস্তুত হল।' *অবন*, ১৯২৫।

বুনান **১** *বি* পাকানো। 'রসি বুনানও হইতেছে তার সাথে।' *জসীম*, ১৯৩১। **২** *বি* বয়ন। 'তারা সেই মিহিন শাড়ি বুনান ভুলিয়া গেল।' *জসীম*, ১৯৬০।

বুনানি, বুনানী [স বয়ন>] *বিণ* সুবিন্যস্তভাবে সাজানো। 'ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সাথে কথা কহি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বুনানো *ক্রি* বয়ন করা। 'কাপড়ের রকম বুনিবার সময় তজবিজ করিয়া দেখিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বুনুনি *বি* বয়নকাজ। 'ভুলের বুনুনি থেকে আপনাকে মানবহৃদয়/ উজ্জ্বল সময়-ঘড়ি – নাবিক – অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।' *জীবন*, ১৯৪৮; 'ওর দিকের বুনুনিটা শেষ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বুনা[২] [স বপন>] *বি* বপন করা। **বুনানি, বুনানী** *বিণ* বোনা হয়েছে এমন। 'আমাদের বুনানী ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীল বুনানী করিবে।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'বুনানি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বুনি[১] [স ভগিনী] *বি* বোন। **বুনিপো** [স ভগিনীপুত্র] *বি* বোনের ছেলে। 'পাছে বলে বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।' *ভারত*, ১৭৬০।

বুনি[২] *বি* স্তন। 'জামার বোতাম খুলে বুনির একটি বোঁটা বার করে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

বুনিয়াদ [ফা] *বি* ভিত্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তাহার থামের বুনিয়াদ প্রস্তুত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বুনিয়াদি, বুনিয়াদী [ফা বুনিয়াদ>] **১** *বি* প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। 'বেচারামবাবু কেনারামবাবুর পুত্র – বুনিয়াদী বড়ো মানুষ।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* সবাই চেনে এমন। 'কলিকাতার কোন বুনিয়াদি মাতালের বাটীতে তাঁহার চাকর প্রস্তাব করিতেছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **৩** *বিণ* বংশগত। 'উট দোম্বা গাধা ছাগল চরাইয়াই যাহাদের বুনিয়াদী ব্যবসা ও কার্য্য।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **৪** *বিণ* প্রাথমিক। 'ইনি একটী বুনিয়াদী স্কুল ... পরিচালনা করছেন।' *বেগম*, ১৯৪৯। **৫** *বিণ* মৌল। 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

বুনেদী [ফা বুনিয়াদ>] *বিণ* খানদানি। 'তিনি রান্নার পর গঙ্গাস্নান করে বুনেদী হেঁশেলে পুঁই-চচ্চড়ি চড়াবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বুনো [স বন্য] **১** *বিণ* বন্য। 'একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে গুঁতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* বনে উৎপন্ন। 'ঘাসের মধ্যে ডেজি প্রভৃতি বুনোফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বুনো-আদা *বি* চাষ ছাড়া বনে জন্মে যে আদা। 'পাতার আড়ালে বুনো-আদার রঙিন ফুল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বুনোপাখি *বি* বন-জঙ্গলে বাস করে এমন পাখি। 'বুনোপাখির মতো হুশ করে উড়ে পালায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বুনোফুল *বি* বনে ফোটে এমন ফুল। 'ঘাসের মধ্যে ডেজি প্রভৃতি বুনোফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বুনো ভঁইস *বি* বন্যমহিষ। 'ও হল আড়ন, বুনো ভঁইস হুজুর।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বুনোমুর্গী [বুনো+ফা মুর্গ] *বি* বনমুরগি। 'ঘুঘু, লালশিরে, স্নাইপ, বুনোমুর্গী, বালিহাঁস।' *জীবন*, ১৯৩২।

বুনোরকম [বুনো+আ রকম] *বিণ* বন্য ধরনের; অবাধ্য। 'খুব বেশি পোষ-মানা নয়, কিছু বুনোরকম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বুনোসিম *বি* বনে জন্মানো শিম বিশেষ। 'মানকচু, বুনোসিম ডালায়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

বুনোহস্তি [বুনো+স হস্তী] *বি* বন্যহাতি; বনের পশুবিশেষ। 'আমরা হলাম গিয়ে সেকালের চুনাপাথর, বুনোহস্তিও বলতে পারো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

বুনোহাঁস *বি* বনে বাস করে এমন হাঁসবিশেষ। 'শালিক-গাঙচিল-বুনোহাঁস।' *জীবন*, ১৯২৭।

বুন্দাবালা *বি* কানের অলংকারবিশেষ। 'বুন্দাবালা শ্রবণেতে, চন্দ্রবালা তন্মধ্যেতে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বুন্দে [হি বুন্দা] *বি* চিনিরসে ভাজা দানাদার মিষ্টান্নবিশেষ। '*মেঠাই* যত বরফী বুন্দে খৈচুর সেউ জিলাপী মতিচুর লুচি কচুরি ছানাবড়া নিমকী ঘেওর সিঙ্গারা গজা খাজা খাস্তা বাদাম কিসমিস পেস্তা মোহনভোগ

অদ্ভুত।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বুন্দেলখণ্ডী *বিণ* বুন্দেলখণ্ডের। 'তাঁর কাব্যে বুন্দেলখণ্ডী ও ব্রজবুলি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বুন্দেলা *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'ব্রাহ্মণ, রাজপুত, আহীর, বুন্দেলা, বানিয়া ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বুবানো *ক্রি* অস্ফুটস্বরে কথা বলা। 'এমন করে তরাসে বুবিয়ে উঠলে কেনে গো?' *তারা*, ১৯৪৬।

বুবু [হি] *বি* (বাঙালি মুসলমান সমাজে কথ্যভাষায়) বড়ো বোন। 'বুবুজান যেরকম করে বলছিলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বুভুক্ষা [স] *বি* ক্ষুধা। 'কিন্তু, ভয়ক্ষোভ অপেক্ষা, বুভুক্ষা ও পিপাসার যন্ত্রণা ... প্রবল হইয়া উঠিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'পরমেশ্বর যখন বুভুক্ষা দিয়াছেন, তখন অন্ন পান দ্বারা দেহ রক্ষা করা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বুভুক্ষা-জ্বালা [স] *বি* ক্ষুধার যন্ত্রণা। 'অনাহারী মা'র বুভুক্ষা-জ্বালা দেবে এর ইন্ধন।' *জসীম*, ১৯৫১।

বুভুক্ষিত [স] ১ *বিণ* ক্ষুধার্ত। 'বুভুক্ষিত সয়চান দেখিল ঘুঘু পাখি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* আকাঙ্ক্ষিত। 'আমার বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বুভুক্ষু [স] ১ *বিণ* ভোজনেচ্ছু। 'কোন২ জমীদারের নিয়ত চতুর্দিগস্থ বুভুক্ষু ভৃত্যবর্গ অবিরত অপব্যয় করিতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিণ* ক্ষুধার্ত। 'হে বুভুক্ষু কুক্কুর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বুম্বুকে [বুদ্বুদ] *ক্রিবিণ* বুদ্বুদ হয়ে। 'বুম্বুকে উথলে জল ঝাঁট মার পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বুম্বুদ [বুদ্বুদ] *বি* জলবিম্ব। 'একমাস বুম্বুদ সেই কল্লোল হইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

বুয়া [হি বুআ (ফুফু)] *বি* বড়ো বোনকে সম্বোধন করতে ব্যবহৃত শব্দবিশেষ। 'তুমি যে আমার বুয়া।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বুয়িলা [স বদ্>] *ক্রি* বলা। **বুয়িল** *ক্রি* বললো। 'সক্কেই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুয়িলেঁ** *ক্রি* বললো। 'রাধা বুয়িলেঁ বারেঁ বার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুয়িলোঁ** *ক্রি* বললাম। 'বোল না ধরিল রাধা বুয়িলোঁ সেই রোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বুর[1] [হি বুরা] *বি* আঁস্তাকুড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বুর[2] *বি* ডুব। 'মেঘার বাপ বুর দেয় আরো কয়েকবার।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

বুরানো *ক্রি* ডুবানো; জলপূর্ণ করা। 'সেই কলসী বুরিয়ে নিয়ে ডুব দিলেই পৃথিবীতে ... ফিরে আসতে হয় না।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

বুরকা [আ বুরকা] *বি* বোরকা। 'আমি বুরকা পরে যাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বুরখা [আ বুরকা] *বি* আবরণ। 'মনকে নীরব আড়ালের বুরখা দিয়ে ঢেকে চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বুর্খা *বি* বোরকা। 'শাশুড়ি মুখঢাকা বুর্খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বুররাখ [আ বুররাক] *বি* ইসলাম ধর্মমতে স্বর্গীয় ঘোড়া। 'ছাদ থেকে মনোরমা বুররাখ যাচ্ছে উড়ে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

বুরহানপন্থী *বিণ* মাদারিয়া বুরহান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। 'মজনু ছিলেন বুরহানপন্থী ফকীর।' *আনিস*, ১৯৬৪।

বুরহানী *বি* টক দইয়ের সঙ্গে বিট লবণ, গোলমরিচ, জিরা, পুদিনা পাতা ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরি হজমসহায়ক পানীয়বিশেষ। 'সবিতা বেদারের মায়ের কাছ থেকে শিখলো বিরয়ানী থেকে ফালুদা, বুরহানী থেকে আজওয়ান রুটি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

বুরা [হি] *বিণ* মন্দ। 'যদি সে খাইতা সুরা অধিক হইত বুরা।' *সুলতান*, ১৭০০।

বুরা করনিয়া *বিণ* দুষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বুরাই [হি বুরা] ১ *বিণ* মন্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* নিন্দা। 'তারা ওদের কোনো বুরাই করিবে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বুরাঈ [হি বুরা] *বিণ* মন্দ; খারাপ। 'বুরাঈর সাথে পেয়েছি ভালাই অফুরাণ জিন্দিগী।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

বুরুজ [আ বুরজ] ১ *বি* কেল্লা। 'খণ্ডে খণ্ডে চৌখণ্ড বুরুজ বহুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ছোটো দুর্গ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বুরুশ [ই ব্রাশ] ১ *বি* চুল ইত্যাদি আঁচড়ানোর উপকরণবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* ব্রাশ; মার্জনী। 'পুরুষগুলোর ঝুঁটি ধরে বুরুশ করায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

বুরুশ করা *ক্রি* পালিশ করা। 'জুতার কালি চাহিয়া নিজে বুরুশ করিয়া লইল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বুরুস [ই] *বি* পরিষ্কার বা মসৃণ করা। 'চাপকান রিপু কস্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায়!' *হুতোম*, ১৮৬১।

বুরুল [স বৃদ্ধাঙ্গুলি] *বি* পরিমাপের একক; প্রায় এক ইঞ্চি। 'প্রত্যেক ধাপ সাড়ে সাত বুরুল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

বুরোক্রাসি [ই] *বি* আমলাতন্ত্র; আমলাদের পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। 'এই বুরোক্রাসি বা আমলাতন্ত্র-শাসিত দেশেও তাহারা ... বিদ্রোহ-ধ্বজা তুলিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

বুরোক্রেসি [ই] *বি* আমলাতন্ত্র। 'অটোক্রেসি, বুরোক্রেসি, কম্যুনিজম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বুর্খা *দ্র* বুরকা

বুর্জোয়া [ফ] *বিণ* পুঁজিতন্ত্রের সমর্থনকারী মধ্যবিত্ত। 'দ্বিতীয় নীতির মূলে শুধু বুর্জোয়া ভদ্র-সম্প্রদায়ের হাত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বুর্জুয়া [ফ] *বি* পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট ধনিক শ্রেণী। 'পাঠানের ভিতর বুর্জুয়া প্রলেতারিয়ায় যে তফাৎ, সেটুকু সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বুলক [ফ] *বি* নাকের অলঙ্কার। 'নাকেতে বুলক।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বুলগেরিয়ান [ই] *বি* বুলগেরিয়ার অধিবাসী। 'বুলগেরিয়ান, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ানরা আসত জর্মনদের সঙ্গে নিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বুল-টেরিয়র [ই] *বি* বুলডগ ও টেরিয়ারের সংকরজাত কুকুরবিশেষ। 'দুটি গ্রে-হাউণ্ড, দুটি ফক্স আর একটি বুল-টেরিয়র।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

বুলডগ [ই] *বি* কুকুরের প্রজাতিবিশেষ। 'ইংরেজ-বাড়ির বুলডগের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বুলডোজার [ই] *বি* রাস্তার মাটি, ইট, পাথর ইত্যাদি সমান করার যন্ত্র। 'অষ্ট প্রহর চলছে চোয়াল যেমন বুলডোজার।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

বুলন্দ [ফা] ১ *বিণ* উচ্চ। 'ওই সামনের বুলন্দ-দরওয়াজা পার হতে হয়।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* লম্বা; দীর্ঘ। 'রীশ-ই বুলন্দ, শেরওয়ানি, চোগা।' *নজরুল*, ১৯২৮। ৩ *বি* শ্রেষ্ঠ। 'কুশাদা সেকম তার বুলন্দ কালাম।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

বুলন্দ-নসিব [ফা বুলন্দ+ফা নসিব] *বি* সৌভাগ্য। 'দুজনার হবে বুলন্দ-নসিব।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বুলবুল [ফা বুলবুল] *বি* সুকণ্ঠ পাখিবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বুলবুল লড়াই *বি* একটা বুলবুলি পাখির সঙ্গে অন্য একটির লড়াই। 'রবিবার বুলবুল লড়াই হইয়াছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

বুলবুলা [ফা বুলবুল] *বি* বুলবুলি পাখি। 'প্রেম জানে না প্রেমের হাটের বুলবুলা।' *লালন*, ১৮৯০।

বুলবুলাখ্য [ফা বুলবুল+স আখ্যা>] *বিণ* বুলবুল নামে আখ্যায়িত। 'বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

বুলবুলি [ফা বুলবুল] *বি* মিষ্টি শিস দেয় এমন পাখিবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বুলবুলিয়া *বি* বুলবুল; মিষ্টি সুরের পাখিবিশেষ। 'চৈতী রাতের গাইত গজল বুলবুলিয়ার বর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বুলবুলিস্তান [ফা] *বি* কলরবময় স্থান। 'পড়িয়া বিরান আজি/ সে বুলবুলিস্তান।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বুলবুলের লড়াই *বি* বুলবুলি পাখির প্রতিযোগিতামূলক লড়াই। 'জুয়ো খেলে, বুলবুলের লড়াই দিয়ে খুব বুক ঠুকেই টাকা ওড়াবার পথ খোলাসা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বুলা[১] *ক্রি* বলা। **বুল** *ক্রি* বলো। 'সঙ্গে কেহ্নে লআঁ বুল নাতিনিখানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলথেউ** *ক্রি* বলে। 'বাম দাহিণ দো বাটা ছাড়ী সান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।' *চর্যা ১৫*, ১২০০। **বুলন** *ক্রি* ব'লে। 'হাথে ধরি তোলে তারে কাণ্ডার বুলন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বুলি** *ক্রি* ব'লে। 'হেন বুলি তোকে রাধা না দিলেক আশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলিআঁ** *ক্রি* ব'লে। 'এ বোল বুলিআঁ কাহ্নাঞি মণের উল্লাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলিআঁ** *ক্রি* ব'লে। 'এতেক বুলিআঁ তার না পাইলোঁ পাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলিএ** *ক্রি* বলা হয়; ব'লে। 'আপণাক রাখি/ যে কাজ করে/ তাক বুলিএ সিআনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলিতুম** *ক্রি* বলতাম। 'ইসা নহে বুলিতুম খোদার পুত্র করি।' *সুলতান*, ১৭০০। **বুলিতেঁ** *ক্রি* বলতে। 'আন বুলিতেঁ আন পাতসি কথা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলিব** *ক্রি* বলবো। 'উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আক্কে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলিবা** *ক্রি* বলবে। 'না বুলিবা এসব বচন পুনর্বার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বুলিবেন্ত** *ক্রি* বলবে। 'লোক সবে বুলিবেন্ত বৃদ্ধ হৈল অতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **বুলিবোঁ** *ক্রি* বলবো। 'এবেঁ তাক কি বুলিবোঁ বোল চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলিয়া** *ক্রি* ব'লে। 'এ বুলিয়া মজনুকে আনিতে চলিলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বুলিল** *ক্রি* বললো। 'লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলিলা** *ক্রি* বললো। 'বুলিলা কিসকে নারী বরিতে বোলে মোরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **বুলিলি** *ক্রি* বলেছো। 'ভাল বোল বুলিলি তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলিলু** *ক্রি* বললাম। 'তাহার মত বুলিলু মুঞিঃ শ্রীকৃষ্ণ চরিত।' *মালাধর*, ১৫০০। **বুলিলুঁ** *ক্রি* বলেছিলাম। 'যে আশায় বরিতে বুলিলুঁ।' *সুলতান*, ১৭০০। **বুলিলে** *ক্রি* বললো। 'কংসেকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলিলেন্ত** *ক্রি* বললেন। 'নিশ্বাস এড়িআ তবে বুলিলেন্ত বাণী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বুলিলোঁ** *ক্রি* বললাম। 'আনেক প্রকারেঁ তাক বুলিলোঁ বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলিহ** *ক্রি* বলিও; বোলো। 'যোড়হাত করী তাক বুলিহ বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলী** *ক্রি* ব'লে; সম্বোধন ক'রে। 'মজুরিআ বুলী ডাক দিল ঘনে ঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলু** *ক্রি* বলো। 'মোরে বচনেক বুলু রাধিকা আপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলে ১** *ক্রি* বলে। 'বাপ নান্দ ঘোষ চাহিআঁ বুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* জিজ্ঞাসা ক'রে। 'রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে।' *বড়ু*, ১৫০০; 'কথো হাথে কথো পাএ বুলে ঘরে ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বুলোঁ** *ক্রি* বলো। 'ভিক্ষা করি বুলোঁ দেখি কে কাহারে মারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বুলা[২] *ক্রি* ভ্রমণ করো। 'গরু রাখি বুল তোক্ষে মাঝ বৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলসি** *ক্রি* ভ্রমণ করছিস। 'একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলহ** *ক্রি* ভ্রমণ করছো। 'তোক্ষে ত বুলহ পুতা রাধার কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলি** *ক্রি* ঘুরে বেড়াই। 'হরিদ্রা কুসুম লয়্যা ঘরে ঘরে বুলি চায়্যা করিতে অঙ্গের মলা দূর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বুলুন** *ক্রি* ঘুরে বেড়ায়। 'আপন ইচ্ছায় বুলুন যাঁহা উঁহার মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বুলে ১** *ক্রি* আসে। 'কন্দল দেখিআ ব্যাঘ্র বুলে ধাইআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* বিচরণ করে। 'নানা ফুলে বুলে ভ্রমরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলেন** *ক্রি* বিচরণ করেন। 'দেবালয় চাহি চাহি বুলেন সকল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বুলা[৩], **বুলানো** [প্রা বুল্ল>] *ক্রি* আলতোভাবে স্পর্শ করা বা করানো। **বুলাই** *ক্রি* বুলিয়ে। 'বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বুলাইয়া** *ক্রি* বুলিয়ে। 'গাএ হাত বুলাইয়া হংসির প্রসংসি।' *মালাধর*, ১৫০০। **বুলাল্য** *ক্রি* লঘুভাবে ছুঁয়ে দিলো। 'পদ্মহাত বুলাল্য পক্ষের সব গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বুলা[৪] *ক্রি* ডোবা। **বুলি** *ক্রি* ডেবে। 'স্থল বুলি জলে পড়ে জল বুলি স্থল পড়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বুলানি *বি* যে হাত বোলায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বুলি[১] *দ্র* **বুলা[১]**, **বুলা[২]**, **বুলা[৪]**

বুলি[২] [হি] **১** *বি* কথা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **২** *বি* ভাষা। 'আবার শিখবি যদি নাগরি বুলি/ বাংলা নেওগা পাশ করে।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বি* দাবি। 'পূর্ণ স্বাধীনতার বুলি এই এজিটেটরদের ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয়।' *আজাদ*, ১৯৪০।

বুলি আওড়ানো *ক্রি* মুখস্থ কথা বলা। 'মনুষ্যত্বের উচ্চ অধিকার লইয়া মুখস্থ বুলি আওড়ান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বুলিদার [হি বুলি+ফা দার] *বিণ* বাকচতুর; কথায় পটু। 'জগ। চোপ্ শূয়ার/ শিব। বাঃ, বাঃ, বুলিদার!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বুলি ধরা *ক্রি* মুখস্থ কথা বলা। 'আমাদের ইংরাজ কর্তৃপক্ষেরা সেই বুলি ধরিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বুলি ফোটা *ক্রি* কথা বলতে শুরু করা। 'বাবা বলে তাদের মুখের বুলি ফোটায় তাতে মা বাবাদেরও যেমন আশ্চর্য হবার কিছু নেই।' *হাই*, ১৯৫৪।

বুলিবাদী *বিণ* ফাঁকা কথায় বিশ্বাসী। 'ক্রিয়েটিভ বুলিবাদীদের পক্ষে তা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বুলি[৩] [ই] *বি* যে ব্যক্তি দুর্বলকে ভয় দেখায়। 'যে-জাত নিরাপদ দেখে দুর্বলের কাছে 'তেরিয়া' তোমরা যাকে বলো 'বুলি'।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বুলু [ই] *বিণ* নীল। 'বুলু রঙ্গের একটি হাপ চায়না কোট।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বুলে *দ্র* **বুলা[১]**, **বুলা[২]**

বুলেট [ই] *বি* রাইফেলের গুলি। 'মউজার বন্দুক ও দমদম বুলেটের সাহায্যে বড়ো হইতে হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বুলেটিন [ই] *বি* কোনো সংবাদ বা ঘটনা সম্পর্কে সাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি। 'যে বুলেটিন থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি তারই দুটি অংশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বুসা [ফা বূসাহ্] *বি* চুম্বন। 'সত্যই মহাবীর তুই, বুসা দিই তোকে, আয়!' *নজরুল*, ১৯২৮।

বুস্তান [ফা] *বি* ফুলের বাগান। 'হে ধ্যানী, তোমার মন বুস্তান।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

বুহিত [স বহিত্র] *বি* নৌকা। 'নর রক্ত পূজা দিলে চলিত বুহিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বুহিতাল [স বহিত্র+হি ওয়ালা] *বি* নৌকার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে এমন পেশা। 'এ সাত পুরুষ মোর গেল বুহিতালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বুহিত্র [স বহিত্র] *বি* নৌযান। 'বুহিত্র বান্ধিআ কিছু বলে সদাগর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বৃংহণ [স] *বি* হাতির ডাক। 'বৃংহণের গগনবিদারী প্রচণ্ড নাদ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বৃঝলুঁ দ্র **বুঝা**

বৃংহিত [স] **১** *বি* হাতির গর্জন। 'রণোন্মত্ত কুঞ্জর নিকরের বৃংহিত শব্দ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* হাতির মতো। 'বৃংহিত গণেশ হেথা মিটাবে না জনতার তৃষা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

বৃংহিত-ধ্বনি [স] *বি* হাতির গর্জন। 'শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত-ধ্বনি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

বৃংহিতধ্বনিত [স] *বিণ* হাতির মতো গর্জনকারী। 'কল-কারখানার ধূমোদ্‌গারী বৃংহিতধ্বনিত ঊর্ধ্বমুখ ইষ্টকস্তম্ভ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বৃংহিতনাদ [স] *বি* হাতির চিৎকার। 'আকাশে আকাশে বৃংহিতনাদ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বৃংহিতনিনাদ [স] *বি* হাতির ডাক। 'মদমত্ত করিরাজের বৃংহিতনিনাদ শ্রুতিগোচর হচ্ছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

বৃক [স] **১** *বি* শৃগাল। 'এই প্রকাণ্ড বনমধ্যে ভয়াল ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপি, গণ্ডার, মহিষ, বৃক, তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ... নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বি* নেকড়ে বাঘ। 'দিগ্বিদিকে বৃক-তাড়িত শৃগালের ন্যায় ছুটিয়া পলাইল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বৃকোদর [স] *বি* মহাভারতের চরিত্র ভীম। 'আনন্দিত বৃকোদর যুদ্ধ করে ঘোরতর।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

বৃক্ষ [স] *বি* গাছ। 'সুখান জতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৃক্ষছাল [স বৃক্ষশল্ক] *বি* গাছের ছাল। 'অদ্যাপিও বৃক্ষছাল পরিধান করে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

বৃক্ষডাল [স বৃক্ষ+ডাল] *বি* গাছের ডাল। 'বৃক্ষডালে হাটে বাটে রাখএ টাঙ্গিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বৃক্ষতল [স] *বি* গাছের নীচের স্থান। 'বৃক্ষতলে সবে করিলা বিশ্রাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বৃক্ষ পূজা [স] *বি* বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞান করে আরাধনা। 'শেরেক, বেদাত, পীর পূজা, গোর পূজা ও বৃক্ষ পূজা।' *দর্শন*, ১৯২০।

বৃক্ষবল্লী [স] *বি* গাছের লতা। 'প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বৃক্ষমূল [স] *বি* গাছের শিকড়। 'বৃক্ষমূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বৃক্ষরাজি [স] *বি* গাছপালা। 'নানাবিধ উত্তমোত্তম বৃক্ষরাজি রোপিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বৃক্ষরোপণ [স] *বি* বৃক্ষাদির চারা মাটিতে পোঁতা। 'বৃক্ষরোপণ উৎসব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বৃক্ষলতা [স] *বি* গাছপালা। 'নানা পুষ্প বৃক্ষলতা আছএ তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৃক্ষশোভা [স] *বিণ* বৃক্ষকুলের শোভাস্বরূপ। 'তোমার পরশে সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বৃক্ষস্বরূপ [স] *বিণ* অনড়। 'কৌলীন্য মর্য্যাদা ও বাল্য বিবাহ বৃক্ষ স্বরূপ হইয়াছে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বৃক্ষাত *বি* বৃক্ষসমূহ; গাছপালা। 'জলকর বনকর ও বাগাত ও সকুনস্থান ও বৃক্ষাত।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বৃক্ষায়ুর্বেদী [স] *বি* উদ্ভিদবিজ্ঞানী। 'সে কথা বলতে পারে শুধু বৃক্ষায়ুর্বেদীরা।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

বৃক্ষারোহণ [স] *বি* গাছে ওঠা। 'বৃক্ষারোহণ ... শিক্ষা করিতে লাগিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

বৃক্ষে বৃক্ষে *ক্রিবিণ* গাছে গাছে। 'এইরূপ একাদিক্রমে বৃক্ষে বৃক্ষে গমন করিতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বৃজ [স ব্রজ] *বি* বৈষ্ণবসাহিত্যে উল্লিখিত কৃষ্ণের লীলাভূমি; ব্রজ। 'বৃজকন্যা সব ব্রত করিতে চলএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দেবের অধিক কৃষ্ণ সুন বৃজপতি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'রসোমোহদধি মাঝে বৃজাঙ্গনা ভাসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৃত [স ব্রত] *বি* সংযম; ধর্মানুষ্ঠান। 'বৃত উপবাসে কালি কৈল আরাধন।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৃটিশ [ই] *বিণ* ব্রিটেনে গঠিত। 'বিলাতীয় বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। দ্র **ব্রিটেন**

বৃত [স] *বিণ* সসম্মানে নিযুক্ত। 'রাজপুতসেনা-মধ্যে যোদ্ধৃত্বে বৃত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বৃতান্ত [স বৃত্তান্ত] *বি* বৃত্তান্ত। 'সতেক বৃতান্ত সভ মায়েত কহিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বৃতি [স] *বি* বেষ্টনী। 'দশ বার হস্ত উচ্চ এক বৃতি আছে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

বৃত্ত [স] **১** *বি* গোলাকার ক্ষেত্র (জ্যামিতি)। 'যে গোলাকার ক্ষেত্র এক মাত্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, এবং যাহার মধ্যস্থিত এক বিশেষ বিন্দু হইতে উক্ত সীমা পর্য্যন্ত যত সরলা রেখা পাত করা যায়, সমুদয়ই পরস্পর সমান হয়, তাহাকে বৃত্ত কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **২** *বি* ছন্দের নাম। 'বৃত্ত, তার্ক্ষ্য, সৌত্র, চক্র, পদ্ম ... শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বৃত্ততত্ত্বজ্ঞ [স] *বিণ* আচার সম্পর্কে জ্ঞান আছে যার। 'তৎকালে ... বৃত্ততত্ত্বজ্ঞ এবং বার্ত্তা শাস্ত্রদর্শী বণিক সভায় উপস্থিত থাকিতেন।'

বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বৃত্তবন্ধ [স] *বিণ* বৃত্তের মধ্যে বন্দী। 'বৃত্তবন্ধ এ জীবনে। বস্তুগাথা দেউলে, কঠিন।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

বৃত্তাকার [স] *বিণ* গোলাকার। 'জলস্রোত অর্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বৃত্তান্ত [স] ১ *বি* ঘটনা। 'ভক্ত সব না জানেন এসব বৃত্তান্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বিষয়। 'সে সব বৃত্তান্ত আগে করিব বিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* বার্তা; সংবাদ। 'সবাকে কহিল পুরী গোপাল-বৃত্তান্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ক্রোধ সম্বরিয়া শিব জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৪ *বি* তাৎপর্য। 'সে ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৫ *বি* বিবরণ। 'বৈঠকের আনুপূর্ব্বী তাবৎ বৃত্তান্ত বিশেষ২ করিয়া লিখিতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৬ *বি* বিষয়। 'যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রস্তাব করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বৃত্তি [স] ১ *বি* কাজ। 'আঘরি নিবসে পুরে/ আপনার বৃত্তি করে/ অনুচিত না করে কখন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কাহিনী। 'নিজ বৃত্তি অনুসারে আইলাঙ তোমার পুরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* নিয়মিত অর্থ-সাহায্য। '৬/৮/১০ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দেওয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'মাসিক বৃত্তি দিলেই তাঁর জীবনের এ সায়ংকাল সুখে অতিবাহিত হবে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৪ *বি* স্বাভাবিকতা। 'মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বৃত্তিচ্ছেদন [স] *বি* জীবিকা হরণ। 'বৃত্তিচ্ছেদন করিয়া সপরিবারে ইহাকে আপন দেশ হইতে দূর করিয়া দেও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বৃত্তিজীবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পেশায় নিয়োজিত। 'কদর্য্য বৃত্তিজীবিনী কুটনী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বৃত্তিজীবী [স] *বিণ* চাকরিজীবী। 'বৃত্তিজীবী মহিলাদের সমস্যা।' *বেগম*, ১৯৬৬।

বৃত্তিধারী [স] *বিণ* বৃত্তি পায় এমন। 'একজন বৃত্তিধারী ছাত্র প্রেস অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রসাদ পাঠ করিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বৃত্তিনিরূপণ [স] *বি* পেশা বাছাই। 'প্রাণপ্রদায়ী ব্যাপারে – যেমন বিয়ে, বৃত্তিনিরূপণ, বন্ধুনির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে যদি তরুণরা বৃদ্ধের উপদেশ মেনে চলে তো ভুল করবে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বৃত্তিবঞ্চিত [স] *বিণ* নির্ধারিত অর্থসাহায্য পায় না এমন। 'বৃত্তিবঞ্চিত দত্তকপুত্র ধুন্দুপন্থ নানা বিলেতে আপিল করার জন্য ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বৃত্তিবদ্ধ [স] *বিণ* সীমাবদ্ধ। 'কোন জন্মান্ধের কাছে শিখেছিস, ওরে অন্ধ কবি, ব্রহ্মাণ্ডনেমীর কেন্দ্র বৃত্তিবদ্ধ, বিকল মানুষ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

বৃত্তিব্যূহ [স] *বি* প্রবৃত্তিসমূহ। 'মানসিক বৃত্তিব্যূহকে সামঞ্জস্য রূপে পরিচালিত করিতেছে।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

বৃত্তি-ভূমি [স] *বি* সরকারি সম্পদ। 'বলে রাজা কোটালিয়া খাও বৃত্তি-ভূমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বৃত্তিভেদ [স] *বি* পেশা অনুযায়ী বিভাজন। 'সমাজে বর্ণভেদ এবং বৃত্তিভেদ স্থাপন করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বৃত্তিভোগি [স বৃত্তিভোগী] *বিণ* নিয়মিত অর্থসাহায্য পায় এমন। 'বৃত্তিভোগি কএকজন উত্তম পণ্ডিত পাওয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বৃত্তিভোগী [স] *বিণ* বেতনভুক্ত। 'বৃত্তিভোগী অধ্যাপক মহাশয়েরা দর্শন শাস্ত্রাদির বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থতা মানেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বৃত্তিমূলক [স] *বিণ* পেশাভিত্তিক। 'শুধু সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা হবে না, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও হবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বৃত্ত্যবলম্বী [স] *বি* পেশা অবলম্বনকারী। 'বর্ণবিভিন্নতা কেবল ভিন্ন ভিন্ন বৃত্ত্যবলম্বীদিগের পরিচয় চিহ্নস্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বৃত্যান্ত [স বৃত্তান্ত] *বি* বৃত্তান্ত। 'করজোড়ে ষকল বৃত্যান্ত কথা কহে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বৃত্র [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শক্তিশালী অসুর। 'বৃত্রের জিঘাংসা আজ পর্জন্যের সর্বশক্তি কাড়ে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বৃত্রাসুর [স] *বি* হিন্দু পুরাণোক্ত শক্তিশালী অসুর। 'তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বৃথা [স] ১ *বিণ* ব্যর্থ। 'তাহাতে টালিতে মোর বল হৈল বৃথা।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* নিষ্ফল। 'বৃথা জন্ম হইল মহিতলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* অনর্থক। 'এমন বাপের ভরসা বৃথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বৃথাকর [স] *ক্রিবিণ* অকারণ। 'বৃথাকর পূর্ব্বেই মরেছি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বৃথাকর্ম [স] *বি* নিষ্ফল কাজ। 'অন্তহীন বৃথাকর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বৃথাখরচ [স বৃথা+আ খরজ] *বি* অপব্যয়। 'কর্ত্তারা বৃথাখরচ করাইবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

বৃদ্ধ [স] ১ *বি* বুড়ো মানুষ; বয়স্ক মানুষ। 'আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* বয়স্ক। 'আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বৃদ্ধ বোয়ালে খায়ে ভক্ষ্য জ্ঞান হেতু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* প্রাচীন; বহু বছরের। 'প্রকাণ্ড বৃদ্ধ নিমগাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'কোন জীর্ণ ঘরে কোন বৃদ্ধ নগরীর নগণ্য পল্লীতে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

বৃদ্ধজনোচিত [স] *বিণ* বৃদ্ধের পক্ষে শোভনীয়। 'উপদেশটি মামুলী বৃদ্ধজনোচিত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

বৃদ্ধতা [স] *বি* বার্ধক্য; বৃদ্ধাবস্থা। 'সমস্ত বৃদ্ধতা নিয়ে ভোগবতী পুষ্ট অভিজ্ঞানে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

বৃদ্ধত্ব [স] ১ *বি* অভিজ্ঞতা; প্রবীণতা। 'বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* বার্ধক্য। 'বৃদ্ধত্ব আর সংস্কারকে তাড়ানো তত সহজ নয় দেখছি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বৃদ্ধনারী [স] *বি* বৃদ্ধা। 'বৃদ্ধনারী যুবকের মনে নাহি ভাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বৃদ্ধ পতি [স] *বি* বুড়ো স্বামী; বর। 'নবীনা সভ্যতা যেন এক বৃদ্ধ পতিকে বিবাহ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বৃদ্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* বয়স্ক; বয়োজ্যেষ্ঠ। 'একজন বৃদ্ধা স্ত্রী ঐ বাটীতে ছিল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

বৃদ্ধাঙ্গুল [স] *বি* বুড়া আঙুল; অঙ্গুষ্ঠ। 'আদমের বৃদ্ধাঙ্গুল যুগলেত আসি/ উদএ হইল নূর যেন পূর্ণ শশী।' *সুলতান*, ১৭০০।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ [স] *বি* বুড়া আঙুল। 'মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণজনিত বায়ব তাপের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো *ক্রি* অবজ্ঞা করা। 'আমরা শিক্ষিতসম্প্রদায়ই

ভারতমাতাকে পরিষ্কার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাচ্ছি।' *প্রমথ*, ১৯১২।

বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ [স] *বিণ* অতিশয় বৃদ্ধ। 'নিজেদের বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ পিতামহ বলে ভাবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বৃদ্ধাত্রী [স] *বি* বয়স্ক নারী। 'তৎকালে তৎপ্রদেশে বৃদ্ধাত্রী দেখিলেই ডাকিনী কহিত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

বৃদ্ধি [স] **১** *বি* আধিক্য। 'চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* বিস্তার। 'শহরের বৃদ্ধি হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বি* মাঙ্গলিক আচারবিশেষ; বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। 'শংখ বস্ত্র ও বৃদ্ধির সামগ্রী প্রভৃতি তাবৎ গুপ্তরূপে আয়োজন করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৪** *বি* প্রসার। 'ব্রিটিশ রাজ্যকালীন সর্ব্বসাধারণ উপকারার্থে বিদ্যা বৃদ্ধি নিমিত্ত যেরূপ আয়োজন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৫** *বি* বিকাশ। 'যাহাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে, উহারা সজীব পদার্থ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বৃদ্ধিকারক [স] *বিণ* বৃদ্ধি করে এমন। 'জীবনী শক্তি বৃদ্ধিকারক ...।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

বৃদ্ধিকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* বৃদ্ধি করে এমন। 'আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধিকারিণী হইয়াও আপনার সুখ স্বীকার করেন না।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত [স] *বিণ* বর্ধিত। 'অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'ভদ্রসমাজে যদি তামাকের প্রচলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

বৃদ্ধিলাভ [স] *বি* বিকাশলাভ। 'কিভাবে সমাজ প্রতিদিন বৃদ্ধিলাভ করিত, পরিবর্তনপ্রাপ্ত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বৃদ্ধিশক্তি [স] *বি* বেড়ে ওঠার ক্ষমতা। 'তাহাতেই তাহার বৃদ্ধিশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বৃদ্ধিশীল [স] *বিণ* ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন। 'এই কয়েকটি কর্মের দ্বারা বুদ্ধি পরিষ্কার এবং সদ্ভাব বৃদ্ধিশীল হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ [স] *বি* মৃত পূর্বপুরুষদের প্রতি অন্নাদি উৎসর্গের হিন্দু সমাজে প্রচলিত অনুষ্ঠান। 'বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করে সদাগর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বৃদ্ধোত্তমা [স] *বি স্ত্রী* অতি বৃদ্ধ। 'নৃপতি গৃহেত ছিল এক বৃদ্ধোত্তমা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বৃন্ত [স] *বি* বোঁটা। 'বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বৃন্তচ্যুত [স] *বিণ* বোঁটা থেকে খসে পড়েছে এমন। 'শরতের শিশিরাশ্রুপ্লুত শেফালির মতো বৃন্তচ্যুত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বৃন্তডোর *বি* বোঁটার বন্ধন। 'পাছে ভাঙে বৃন্তডোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বৃন্তশয়ন [স] *বিণ* বৃন্তরূপ শয্যা। 'লুটাইয়া পড়ে বৃন্তশয়নে স্বপন-নদীর পার।' *জসীম*, ১৯৫১।

বৃন্তহীন [স] *বিণ* বোঁটাহীন। 'বৃন্তহীন পুষ্প-সম আপনাতে আপনি বিকশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বৃন্দ [স] **১** *বি* গণ; সমূহ। 'সভে সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে ভক্তবৃন্দ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'মাংসব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শত কোটি সংখ্যা। 'ইহা ভিন্ন অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব প্রভৃতি আরও কতকগুলি সংখ্যা আছে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বৃন্দাবন [স] *বি* যমুনা তীরবর্তী স্থানবিশেষ, যা রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের লীলাক্ষেত্র। 'রাধা করিআঁ যুগতী বৃন্দাবন দেখিবারে হৈলা একমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বৃন্দাবনবাসী [স] *বিণ* বৃন্দাবনে বসবাসকারী। 'বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বৃন্দাবনী [স] *বিণ* বৃন্দাবনবিষয়ক। 'দিয়া বৃন্দাবনী থাবা, সর্বাঙ্গে ছাবিল ছাবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বৃন্দাবনী সারং *বি* সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। 'বৃন্দাবনী সারং – কাফি ঠাটের খাড়ব রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বৃন্দাবিপিন [স] *বি* বৃন্দাবন। 'এই ইষ্টকপ্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বৃর্জ্জ [স বীর্য] *বি* শুক্র। 'আমার উদরে বৃর্জ্জ এড়িল শ্রীপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৃর্থ [স ব্যর্থ] *বিণ* বিফল। 'বান বৃর্থ করি সুল আইসে কৃষ্ণের ঠাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৃর্দ্ধ [স বৃদ্ধ] *বিণ* বুড়া। 'বৃর্দ্ধকালে উপজিল নন্দের তনএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৃশ্চিক [স] **১** *বি* বিছা। 'বৃশ্চিকের দন্তাঘাতে হয়ে জরজর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* রাশিচক্রের একটি রাশি। 'ওদিকে বৃশ্চিক রাশিতে অ্যান্টারেস নামক নক্ষত্র আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বৃশ্চিক যন্ত্রণা [স] *বি* অসহ্য বেদনা। 'বৃশ্চিক যন্ত্রণা ... আগেকার আঘাতটায় খোঁচা মারতে লাগল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বৃষ [স] **১** *বি* ষাঁড়। 'অন্তরীক্ষে যায়ে বৃষ বায়ুগতি ধায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* রাশিচক্রের একটি রাশি। 'মেষ বৃষ দুই জান বৈসে মূলাধারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

বৃষ-উৎসর্গ [স] *বি* বৃষ উৎসর্গ করা হয় হিন্দু সমাজে প্রচলিত এমন শ্রাদ্ধবিশেষ। 'দশপিণ্ডিতে বৃষ-উৎসর্গ করবো।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

বৃষকাষ্ঠ [স] *বি* হিন্দুদের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত বৃষচিহ্নিত কাষ্ঠখণ্ড। 'বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বৃষধ্বজ [স] *বি* শিব বা মহাদেব। 'যদি আসি বৃষধ্বজ না করে উদ্ধার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বৃষপ্রায় [স] *বিণ* ষাঁড়ের মতো। 'বৃষ প্রায় হইয়া চলয়ে কুতূহলী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বৃষভানুসুতা [স] *বি* গোপরাজের মেয়ে; রাধা। 'কাঁপি কাঁপি উঠে ঐ বৃষভানুসুতা।' *দ্বিজ*, ১৬০০।

বৃষরাশি [স] *বি* রাশিচক্রের একটি রাশি। 'বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বৃষশৃঙ্গ [স] *বি* ষাঁড়ের শিং। 'বৃষশৃঙ্গে বসলে মশা হয় কি অনুভব?' *নজরুল*, ১৯২২।

বৃষোৎসর্গ [স] *বি* হিন্দুদের একপ্রকার শ্রাদ্ধ, যাতে ষাঁড় উৎসর্গ করা হয়। 'ও পাড়ায় একটা বৃষোৎসর্গ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বৃস [স বৃষ] *বি* ষাঁড়; বলদ। 'এই সাত বৃস জেই বান্ধে একবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৃষভ [স] *বি* ষাঁড়; বলদ। 'এই গোঠ দেখ যাহে বধিলে বৃষভ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বৃষভবাহন [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'বৃষভবাহনে বন্দো ভোলা মহেশ্বর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বৃষলত্ব [স] *বি* শূদ্রত্ব। 'আচারভ্রংশ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বৃষ্টা *ক্রি* বর্ষণ করা। 'প্রেমামৃত-বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্বজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বৃষ্টি [স] **১** *বি* বর্ষণ। 'উচিতেঁ আমৃতেঁ বৃষ্টি ভৈল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বৃষ্টিপাত। 'মরে দস্যুগণ মহা ঝড় বৃষ্টি শীতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* বিতরণ। 'জলের ন্যায় অর্থ বৃষ্টি করিয়া থাকে।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

বৃষ্টি করা *ক্রি* বর্ষণ করা। 'তাঁর প্রতি বৃষ্টি করা হয় প্রশংসার শরজাল।' *হাই*, ১৯৪৭।

বৃষ্টি-ঘেরা *বিণ* বৃষ্টিমুখর। 'বৃষ্টি-ঘেরা চারি ধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বৃষ্টিছিন্ন [স] *বিণ* বর্ষায় জীর্ণ। 'যেখানে পড়োপড়ো বৃষ্টিছিন্ন মায়ের ঘরটা কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বৃষ্টিঝরা *বিণ* বৃষ্টি ঝরছে এমন। 'মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

বৃষ্টি-ধরা *বিণ* বৃষ্টি থেমে এসেছে এমন। 'কিংবা শ্রাবণের বৃষ্টি-ধরা ছিন্নমেঘ রাতে ...।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

বৃষ্টিধার [স বৃষ্টিধারা] *বি* বর্ষণধারা। 'অতি মৃদু হাসি তার, বরষার বৃষ্টিধার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বৃষ্টিধারা [স] *বি* প্রবল বর্ষণ। 'অবিরল বৃষ্টিধারা দিকবধূদের অবগুণ্ঠন রচনা করে দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বৃষ্টি-ধোওয়া *বিণ* বৃষ্টি হওয়ার ফলে পরিষ্কার; বৃষ্টিস্নাত। 'বসনখানি বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আসমানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বৃষ্টিধোয়া *বিণ* বৃষ্টি হওয়ার ফলে পরিষ্কার; বৃষ্টিস্নাত। 'বৃষ্টিধোয়া আকাশের মত স্বচ্ছ নীলাভ রঙের মলমল কাপড়ের পাগড়ী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'বৃষ্টিধোয়া আসমানে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

বৃষ্টিধৌত [স] *বিণ* বৃষ্টিভেজা। 'সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের ঢেউ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বৃষ্টিনিরপেক্ষ [স] *বিণ* বৃষ্টির মুখাপেক্ষী নয় এমন। 'কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বৃষ্টি-নেশা-ভরা *বিণ* বৃষ্টিপাতের নেশায় বিভোর। 'বৃষ্টি-নেশা-ভরা সন্ধ্যাবেলা কোন বলরামের আমি চেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বৃষ্টিপাত [স] *বি* মেঘ থেকে জলবর্ষণ। 'চেরাপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজাদা তার বৃষ্টিপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বৃষ্টিপানিসিঞ্চিত *বিণ* বৃষ্টির পানিতে ভিজা। 'বৃষ্টিপানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মতো একরাশ দাড়ি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বৃষ্টিবাণ [স] *বি* বৃষ্টিনামক বাণ। 'অগ্নিবাণ বৃষ্টিবাণ শিখাইলা বহুত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বৃষ্টিবাদলা *বি* ঝড়বৃষ্টি। 'রাত্রে খুব বৃষ্টিবাদলা হয়ে গেছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

বৃষ্টিবারি [স] *বি* বৃষ্টির পানি। 'বৃষ্টিবারি নেচে বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বৃষ্টিবারিধারা [স] *বি* বর্ষার জলপতন। 'বাষ্প হয়, মেঘ হয়, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিবারিধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বৃষ্টিবিহীন [স] *বিণ* বৃষ্টি না হওয়ার ফলে রুক্ষ। 'আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

বৃষ্টি-বুনোট *বিণ* বর্ষণমুখর। 'বৃষ্টি-বুনোট এইসব রাতে আমার ঘুম আসে না।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

বৃষ্টিভেজা *বিণ* বৃষ্টিতে ভিজে গেছে এমন; বর্ষাস্নাত। 'চার প্রহর রাতের বৃষ্টিভেজা ভারী হাওয়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'বৃষ্টিভেজা হিমেল সকাল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

বৃষ্টিমগ্ন [স] *বিণ* বর্ষার জলে ডুবে আছে এমন। 'এঁকে দিলে মাঠ বন বৃষ্টিমগ্ন নদী – তার দূরাভাস তীর।' *সুনীল*, ১৯৬১।

বৃষ্টিমুখর [স] *বিণ* বৃষ্টির শব্দে মুখরিত। 'এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গাঁয়ে/ এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বৃষ্টিমোছা *বিণ* বর্ষার জলে ধোয়া। 'গাছের সতেজ পাতায়, রৌদ্রলাগা, বৃষ্টিমোছা দেয়ালে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

বৃষ্টিরিক্ত [স] *বিণ* বৃষ্টি নেই এমন; বৃষ্টিশূন্য। 'বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুভ্র লঘু স্বচ্ছ মেঘে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বৃষ্টিরেণু [স] *বি* বৃষ্টিবিন্দু। 'আমি ডুবে যাই নিবিড় নিমগ্ন বৃষ্টিরেণুর মতো।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

বৃষ্টিশিলা [স] *বি* বৃষ্টির সঙ্গে শিলাপাত; শিলাবৃষ্টি। 'বৃষ্টিশিলা সঙ্গে লয়ে পবনরাজের ঘূর্ণি দোলায়।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বৃষ্টিহারা [স বৃষ্টি+হারা] *বিণ* বৃষ্টিহীন। 'দিগন্তে ওই বৃষ্টিহারা মেঘের দলে জুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

বৃহৎ [স] **১** *বিণ* বড়ো। 'বৃহৎ২ নৌকায় সামিগ্রি বোঝাইয়া যশহরে চালান করিলেক।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* বিস্তৃত। 'যেখানে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বৃহৎকর্মী, বৃহৎকর্ম্মী [স] *বিণ* বিশেষ কর্মঠ। 'স্কটলণ্ডীয় লোক পরিমিত ব্যয়ী, বৃহৎকর্ম্মী, নীতিজ্ঞ।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বৃহৎকায় [স] *বিণ* বড়ো আকারের। 'গণ্ডারও হস্তীর ন্যায় একটি বৃহৎকায় নিরামিষাশী প্রাণী।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'পুস্তক অপেক্ষা অনেক বৃহৎকায় হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

বৃহত্তর [স বৃহৎ-তর] *বিণ* অপেক্ষাকৃত বড়ো। 'জলসমুদ্র হইতে ইহা বৃহত্তর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বৃহত্ত্ব [স বৃহৎ-ত্ব] *বি* বড়োর ভাব। 'তাহার অত্যন্ত বৃহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তাহাকে অসমাপ্তভাবেই দেখাইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বৃহদ্ভাবে [স] *ক্রিবিণ* বড়ো আকারে; বিস্তীর্ণ পরিসরে। 'মধ্যাহ্ন যেমন বৃহদ্ভাবে নিস্তব্ধভাবে বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বৃহন্মঙ্গল [স] *বি* বৃহত্তর কল্যাণ। 'ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহন্মঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বৃহন্মানুষ [স] *বি* বিশ্বমানব। 'মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহন্মানুষ হয়ে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বৃহৎ হওয়া *ক্রি* প্রসারিত হওয়া। 'আমাদের ভেতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বৃহদরাজোন্নতি [স বৃহৎ-রাজ-উন্নতি] *বি* রাজার মতো অনেক উন্নতি। 'বাবাজীউর বৃহদরাজোন্নতি শ্রীশ্রী ˇ করিতেছেন।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

বৃহদাংশ [স বৃহৎ-অংশ] *বি* সিংহভাগ। 'জাতীয় বাজেটের বৃহদাংশই দেশরক্ষার খাতে বরাদ্দ হইয়া থাকে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

বৃহদাকার [স বৃহৎ-আকার] *বিণ* বড়ো আকারের। 'দশ-বারো খণ্ডে বাঁধানো বৃহদাকার গিবনের রোম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বৃহদায়তন [স বৃহৎ-আয়তন] *বি* বিশাল আকার। 'পূর্ববর্ণিত মোগল ও পাঠান স্থাপত্য কার্যের মত বৃহদায়তন, আড়ম্বর ও ব্যয়বাহুল্যের পরিচয় দেয় না বটে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বৃহদ্ভার [স বৃহৎ-ভার] *বি* বড়ো দায়িত্ব। 'তাঁহারদিগের এই বৃহদ্ভার গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করাই হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বৃহদ্ব্যাপার [স বৃহৎ-ব্যাপার] *বি* বড়ো ব্যাপার। 'একি বৃহদ্ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছ।' *ভবানী*, ১৮২৩।

বৃহন্নাট্যশালা [স বৃহৎ-নাট্যশালা] *বি* বড়ো রঙ্গমঞ্চ। 'এক বৃহন্নাট্যশালা প্রস্তুত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বৃহন্মণ্ডল [স বৃহৎ-মণ্ডল] *বি* বিষুবরেখা। 'বৃহন্মণ্ডল পৃথিবীকে দুই সমভাগে বিভাগ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বৃহন্মুণ্ড [স বৃহৎ-মুণ্ড] *বি* স্থূল বুদ্ধি যার; মাথামোটা লোক। 'হে বৃহন্মুণ্ড।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বৃহস্পতি [স] ১ *বি* গ্রহের নাম; অনুকূল গ্রহ। 'বৃহস্পতি চলি আইল রসুলের পাশ।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* সপ্তাহের একটি দিন। 'রবি শনি পূজ পূজ বুধবার বৃহস্পতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বিণ* প্রজ্ঞাবান। 'তাহাকে রূপে রতিপতি ও বিদ্যায় বৃহস্পতি দেখিয়া, মনে মনে বাসনা করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বৃহসপতি [স বৃহস্পতি] *বি* সপ্তাহের অন্যতম দিন। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বৃহস্পতি অনুকূল [স] *বিণ* ভাগ্য সুপ্রসন্ন। 'এইবার বৃহস্পতি অনুকূল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বৃহস্পতিকক্ষ [স] *বি* বৃহস্পতি গ্রহের পরিভ্রমণ পথ। '... ক্রমে বৃহস্পতিকক্ষ, ক্রমে সমস্তগ্রহকক্ষ অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

বৃহস্পতি বার [স বৃহস্পতি+ফা বার] *বি* সপ্তাহের একটি দিন। 'বৃহস্পতিবার রথযাত্রা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বে [স বিবাহ] *বি* বিয়ে। 'তার বে হয়নি বলে কতো কথাই বলচে, বলুক।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বে ফুরুলে ছাদলায় নাথী – নিজের স্বার্থ উদ্ধার হলে স্বার্থোদ্ধার সহায়ককে অবহেলা। 'যেন বে ফুরুলে ছাদলায় নাথী হয় না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বেঅকুব [ফা] *বিণ* বোকা; নির্বোধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেঅকুবি [স বেঅকুব>] *বি* নির্বোধের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেঅন [স বেদন] *বি* বেদনা। 'চেঅণ ণ বেঅন ভর নিদ গেলা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

বেঅনেট [ই] *বি* বন্দুকের সঙ্গিন। 'বেঅনেট উঁচিয়ে চকচকে চোখদুটোয় তাকিয়ে আছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বেআইন [ফা] ১ *বি* আইন নয় যা। 'ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* আইন বহির্ভূত। 'সব তখন বে-আইন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বেআইনি, বেআইনী [ফা] ১ *বিণ* অবৈধ; আইনবিরুদ্ধ। 'রাজা কেবল বেআইনী কর্ম্ম করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০; 'এই ভাঙাচোরার বে-আইনি শান্তিভঙ্গ থেকে উষ্মা বেড়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বি* অন্যায় কাজ। 'দেখ জমাদার, বে-আইনী করো না!' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৩ *বিণ* সাধারণ নিয়ম মেনে চলে না এমন। 'কে না জানে যে সাহিত্যের মতো বে-আইনি জিনিস আর নেই?' *প্রমথ*, ১৯৩১। ৪ *বিণ* নিষিদ্ধ। 'কিছু কিছু শব্দকে করেছে বেআইনী ওরা ভয়ানক বিস্ফোরক ভেবে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

বেআকুফ [ফা বে+আ ওয়াকুফ] *বি* বেআক্কেল ব্যক্তি। 'বেআকুফদের তারিফের লোভে তিনি তাঁর বক্তব্য বা বাচনভঙ্গি বদলাতে প্রস্তুত নন।' *শিব*, ১৯৭৩।

বেআকুল [স ব্যাকুল] *বিণ* ব্যাকুল। 'তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেআকুলমতী [স ব্যাকুলমতী] *বিণ* অস্থিরচিত্ত। 'কৃষ্ণ ভৈলা বেআকুলমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বে-আক্কেলে [ফা বে+আ আকল] *বিণ* কাণ্ডজ্ঞানহীন। 'এ রকম বে-আক্কেলে কথা কেউ শুনেছে কখনো?' *শিবরাম*, ১৯৪০।

বেআক্কুলে [ফা বে+আ আকল>] *বিণ* কাণ্ডজ্ঞানহীন। 'বেআক্কুলে কথায় চটে গিয়েছিল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বেআজ [স ব্যাজ] *বি* ছল। 'এর্ভো সুন্দর কাহ্নাঞিঁ না কর বেআজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেআড়া [ফা বে+স দণ্ড>] *বিণ* অভ্যাস ও ব্যবহার খারাপ এমন। 'বেআড়া কুৎসিত লোক দেখিতে না পারে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বেআদব [ফা] ১ *বিণ* শিষ্টাচারহীন। 'বড়ো মানুষের খানসামারা মধ্যে মধ্যে বেআদব হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* অভদ্র ব্যক্তি। 'চড় মারিয়া সেই বে-আদবকে চিরকালের জন্য দুরস্ত করিয়া দিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

বেআদবি, বে-আদবী [ফা] *বি* অভদ্রতা; অশিষ্টাচার। 'আপনার কাছে কি বেআদবি করিতে পারি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্জাতি এবং বে-আদবি অসহ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বে-আদবী মাফ হউক।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

বেআদবিপূর্ণ [ফা বেআদবি+স পূর্ণ] *বিণ* অভদ্রতাপূর্ণ। 'ওয়াজেদ বেআদবিপূর্ণ কথা বলিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

বেআধি [স ব্যাধি] *বি* ব্যাধি। 'তাহি বেআধি ভেষজ পাঁচবান।' - *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বেআন [ফা বে+আইন] *ক্রিবিণ* বেআইনিভাবে; বিধিবহির্ভূতভাবে। 'তোমাকে বেআন আন করিতেছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বেআন্দাজ [ফা] *বিণ* অনুমানহীন; আন্দাজহীন। 'এমত ধারার বেআন্দাজ বাকী কদাচ হইতে পাইত না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বেআন্দাজি, বেআন্দাজী [ফা] ১ *বিণ* অনুমানের বাইরে; আন্দাজহীন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* বিবেচনাপ্রসূত নয় এমন। 'তাঁহার আস্থা ... কতকটা বেআন্দাজী ধরনের হইয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বেআপা [স ব্যাপন>] *ক্রি* ব্যাপ্ত করা। **বেআপিবেঁ** *ক্রি* ব্যাপ্ত করবে। 'আঘোর পাপেঁ তোঅ্ গায় বেআপিবেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বেআপিল** *ক্রি* ব্যাপ্ত করলো। 'তা বিণি সকল আন্তর দহে যেন বেআপিল বীষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেআপি [স ব্যাপী] *বিণ* ব্যাপ্ত। 'প্রকটে গুপতে আছে সবাক বেআপি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বেআপিত [স ব্যাপ্ত] *বিণ* লিপ্ত। 'পাপ বেআপিত সে ধরম করে খএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেআব্রু, বেআবরু [ফা] ১ *বিণ* বেপর্দা। 'আমাদের মতো বিদেশী লোকের পক্ষে তার বেআব্রু বেআদবিটা বোঝা একটু শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* আবরণহীন। 'তবে তাহা ভদ্রতার পক্ষে অত্যন্ত বেআবরু হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বিণ* অশালীন। 'একদিনের জন্যও একটু বেআব্রু ব্যবহার করেনি সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বেআম [স ব্যায়াম] *বি* ব্যায়াম। 'মদন মল্ল বেআম কারণে গঢ়ল হাটক খল্ল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বেআরাম [ফা] ১ *বি* অসুস্থতা। 'শ্রীরামসুন্দর চৌধুরীর তারাজির বেআরাম হইআছিলেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৮। ২ *বিণ* অসুস্থ। 'সমুদ্রের তীরে বেআরাম লোকেরদের নিমিত্ত ঘর।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

বেআল্লিশ *বিণ* বেয়াল্লিশ। 'বেআল্লিশ বাজনা বাজে জগঢাক বাজে।' *রামাই*, ১৭১০।

বেআস্তিক [ফা বে+স আস্তিক] *বিণ* নাস্তিক। *ওর্সাঁ*, ১৭৮৫।

বে-ইংরাজি [ফা বে+প ইংলেজ>] *বিণ* ইংরেজসুলভ নয় এমন। 'একদা পূর্ববঙ্গে যেরূপ বে-ইংরাজি দাপাদাপি শুরু করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বেইগুনা [ফা বে+ফা গুনাহ্] *বিণ* নিরপরাধ। *ওর্সাঁ*, ১৭৮৫।

বেইজ্জত, বেইজ্জৎ [ফা] ১ *বিণ* অপমানিত। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ভাই, বড়মানুষ লোকটা বেইজ্জত হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বি* অসম্মান। 'দাড়িতে পাক ধরলে মরসিয়া-জারী গানে বার্ধক্যকে বেইজ্জৎ করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বেইজ্জতি, বেইজ্জতী [ফা] ১ *বি* অপমান। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ইহাপেক্ষা চরম বেইজ্জতী আর হইতে পারে না।' *জামায়াত*, ১৯৪০। ২ *বি* মানহানি। 'আপ্যায়নের ত্রুটি দেখিয়ে বেইজ্জতির অজুহাতে চক্ষু দুটো উষ্ণ কটাহের মতো গরম করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেইজ্জতি-বিস্মৃত [ফা বেইজ্জতি+স বিস্মৃত] *বিণ* অসম্মানের গ্লানি ভুলে গেছে এমন। 'যেন নিজের সমস্ত বেইজ্জতি-বিস্মৃত আরেক আগু রমণী তিনি।' *শওকত*, ১৯৭২।

বে-ইজ্জত [ফা] *বিণ* অপমানিত। 'আমায় বে-ইজ্জত কোরবেন না, আমি কোমর খোলাই টাকা দিচ্ছি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বেইনসাফ [ফা বে+আ ইনসাফ] ১ *বি* অবিচার। *ওর্সাঁ*, ১৭৮৫; 'বে-ইনসাফ আমি করতে পারি না।' *মনসুর*, ১৯৪৩। ২ *বি* অধর্ম। *ওর্সাঁ*, ১৭৮৫।

বেইমান [ফা বে+আ ইমান] *বিণ* বিশ্বাসঘাতক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'প্যাকালেদের বাড়ি মউলুদের ও তৎসঙ্গে বেইমান মাসারাদের ...।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বেইমানি, বেইমানী [ফা বে+আ ইমান>] *বি* বিশ্বাসঘাতকতা। 'মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুয়ানী।' *ভারত*, ১৭৬০। 'বেইমানি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বে-ঈমান, বেঈমান [ফা বে+আ ঈমান] ১ *বি* বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি। 'পড়ছ কেতাব, নিচ্ছ খেতাব, নিমক-হারাম বে-ঈমান।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* বিশ্বাসঘাতক। 'বেঈমান দাগাবাজদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা করা যায় কিনা।' *রোকেয়া*, ১৯৩০। ৩ *বিণ* ধর্ম-বিশ্বাসহীন। 'তাহারা নিশ্চয় বে-ঈমান ও ধর্মদ্রোহী।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

বেঈমানী [ফা বে+আ ইমান>] *বি* বিশ্বাসঘাতকতা। 'দাম নিতে হবে কাসেমের বেঈমানীর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বেইসলামি [ফা বে+আ ইসলাম>] *বিণ* ইসলামবহির্ভূত। 'মুসলমান লিখিয়েদের বেইসলামি রূপপ্রতীক ব্যবহারের অনৌচিত্য সম্বন্ধে লেখা একটি প্রবন্ধ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বে-ঈমান, বেঈমান *দ্র* **বেইমান**

বেউচ *বি* বৈঁচি গাছ। 'বেউচ সাঅড়া কাটিল আতত্তি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেউড় *বিণ* কাঁটাযুক্ত। 'চৌদিগে বেউড় বাঁশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেউল [ই বিউগল] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজায়ন্ত বেউল কন্নাল।' *সুলতান*, ১৭০০।

বেউশা, বেউশ্যা [স বেশ্যা] *বি স্ত্রী* যৌনকর্মী। 'রম্ভা আদি বেউশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আইলে নৃপতির কাজে/ রহিলে পঞ্জর ব্যাজে/ বেউশা জনের পাইআ সঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেউস্যা [স বেশ্যা] *বি স্ত্রী* যৌনকর্মী। 'একমন করি বেউস্যা সুত্তিল মহাসুখে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেএঁ [স বেদেন] – বেদে। 'সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

বেএক্তিয়ার [ফা বে+আ এখতিয়ার] ১ *বিণ* উপায়হীন। 'দাউদ বেএক্তিয়ার।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* বেসামাল। 'সাহেবিয়ানার প্রচণ্ড নেশায় বঙ্গসন্তানকে যে কতদূর বেএক্তিয়ার করে ফেলতে পারে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

বেএখতেয়ার [ফা বে+আ এখতিয়ার] *বিণ* নিয়ন্ত্রণহারা। 'বেএখতেয়ার হইয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বেএতবারি [ফা বে+আ ইতিবার] *বি* অবিশ্বাস। *ওর্সাঁ*, ১৭৮৫।

বে-এনসাফ [ফা] *বি* অবিচার। 'আমার তামাম লোক বে-এনসাফ নাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।'

বে-এন্তেহা [ফা বে+আ ইন্তিহা] *বিণ* অপরিমেয়; সীমাহীন। 'আমরা ইচ্ছা করলেই বে-এন্তেহা ফসল আবাদ করতে পারতাম।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বেএলেম [ফা বে+আ ইলম] *বিণ* অশিক্ষিত। 'আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বেওআরিস [ফা বে+আ ওয়ারিস] *বিণ* উত্তরাধিকার নেই এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেওআরিসী [ফা বে+আ ওয়ারিস>] *বি* অভিভাবকহীনতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেওজন [ফা বে+আ ওজন] *বি* ওজনহীনতা। 'হিসাবে বেখরচা ও বেওজন তফাত জরর।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

বেওজর [ফা বে+আ ওজর] ১ *ক্রিবিণ* বিনা ওজুহাতে। *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'সেই মাফীক বেওজর কাপড় কুটীতে খাতা করিয়া দিব।' *ওর্সাঁ*, ১৭৭৯। ২ *বি* অজুহাত নেই এমন অবস্থা। 'বেওজরে মালগুজারি করিতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

বেওড়া [স ব্যাঘাত] *বি* ঝামেলা। 'হস্তী না পায় দিশে, তথা ঢেউটি এসে বেওরা করে।' *লালন*, ১৮৯০।

বেওফা [ফা বে+আ ওফা] *বিণ* অবুঝ। 'এতেক ভাবিয়া যত বেওফা সরদারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেওকুফ [ফা বে+আ ওয়াকুফ] *বিণ* বোকা। 'বেচারা বেওকুফ হইয়া খাতাপত্র রাখিয়া চলিয়া গেল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

বেওয়া [ফা] *বি* বিধবা নারী। 'শুনিয়া তামাম বেওয়া কহে তার তরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেওয়ারিশ [ফা বে+আ ওয়ারিস] *বিণ* মালিকহীন। 'মন পদার্থটি একটি বেওয়ারিশ স্লেট নয়।' *প্রমথ*, ১৯১২।

বেওয়ারিস [ফা বে+আ ওয়ারিছ] ১ *বিণ* উত্তরাধিকারী নেই এমন। 'যশহর নামে এক স্থান বেওয়ারিস জমিদারি।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* দুর্গম। 'বেওয়ারিস স্থান কঠিন তটে গতায়তের পথ নাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

বেওরা [ফা] ১ *বি* বিবরণ। 'এ কাপড়ের বেওরা মেং এঙ্গ সাহেবের হিসাবের কাগজের পিঠে লেখা আছে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বিণ* বিস্তারিত। 'বেওরা সমাচার জ্ঞাতো হইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'বেওরা করে ইহার কহিবে সব বার্তা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বেওরাওয়ারি *বি* জোরাজুরি। 'রাইতদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

-বেঁ – সাধারণ ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াবিভক্তিবিশেষ। 'জই তুম্হে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহ সি পঞ্চজণা।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

বেঁউতি, বেঁউতিজাল *বি* মোটা সুতায় বোনা চূড়াকৃতি একপ্রকার জাল। 'পেসাদার চোটাখোর বেণেও ব্যাভারবেণে বড় মানুষের ছলনারূপে নদীতে বেঁউতিজাল পাতা থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'দেখলো বেঁউতি বেয়ে, চিংড়ি ফিংড়ি/ পড়ে যদি জালের ফাঁকে গলিয়ে।' *অমৃত*, ১৯০০।

বেঁকা [স বক্র] *বিণ* বাঁকা। 'শিবের দ্বারে ডালিম গাচ তিন ঠাঁই বেঁকা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বেঁকা-তেড়া *বি* আঁকাবাঁকা অবস্থা। 'সোজা করবে বেঁকা-তেড়া জোর-জবর খাটবে না তাতে।' *লালন*, ১৮৯০।

বেঁকিয়ে-চুরিয়ে *ক্রিবিণ* ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। 'বেঁকিয়ে-চুরিয়ে বললেই তা শুধু অগ্রাম্য নয়, রসাবহ হয়।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

বেঁকে *ক্রিবিণ* বাঁক নিয়ে; পেঁচিয়ে। 'বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বেঁকেচুরে *ক্রিবিণ* এঁকেবেঁকে। 'চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকেচুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে কলরব করে পাথরগুলোকে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড় দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বেঁকি *বি* গুচ্ছ। 'গোঁজা তাতে পিয়ালফুলের বেঁকি।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

বেঁচে *বি* একপ্রকার গাছ। 'এই স্থানে বেঁচে নামে একপ্রকার সুদীর্ঘ চিরশীতলচ্ছায়া বৃক্ষ জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বেঁজা *বি* লক্ষ্য। 'ফোঁটা দিয়া বিন্ধে বেঁজা ছুড়িতে শিখএ নেজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেঁজী [স বৈদ্য] *বি* বেজি; নেউল। 'নেজ মাড়িয়ে ধরিলে বেঁজী যেমন ক্যাচ ক্যাচ করে ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বেঁট [স বৃন্ত] *বি* ফলের বোঁটা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেঁটে [স বণ্ঠ] *বিণ* খাটো। 'প্যালানাথ একহারা বেঁটে-খেঁটে মানুষ'। *হুতোম*, ১৮৬১; 'বেঁটে মোটা মানুষটি আধবুড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

বেঁটেখাটো [বেঁটে+খাটো] *বিণ* কম উচ্চতাবিশিষ্ট। 'জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল-বিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত, বেঁটেখাটো রকমের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বেঁটে-খেঁটে *বিণ* খাটো। 'প্যালানাথ একহারা বেঁটে-খেঁটে মানুষ'। *হুতোম*, ১৮৬১।

বেঁড়ে *বিণ* লেজকাটা। 'আমার চাচার একটা বেঁড়ে কুকুর ছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বেঁড়ে-ওস্তাদি *বি* বেমানান বাহাদুরি। 'বাবা, এ শর্মার কাছে বেঁড়ে-ওস্তাদি, এ ছেলে হচ্ছে অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বেঁধা [স বাধ্>] ১ *ক্রি* বিদ্ধ হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* বিদ্ধ। 'পৃষ্ঠে তোদের বর্শা বেঁধা।' *নজরুল*, ১৯২২।

বেঁধানো [স বাধ্>] *বিণ* বিদ্ধ হয়েছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বুঝলে বেঁধানো কাঁটায় হাত পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বেঁরাল [স বিড়াল] *বি* বিড়াল। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বেকছুর দ্র বেকসুর

বেকত [স ব্যক্ত] ১ *বিণ* ব্যক্ত। 'এবেঁ তোর মন তাক বেকত করিতেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* প্রকাশিত। 'বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বিরহের দশ অবস্থা বুঝহ বেকত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* দৃশ্যমান। 'সমুখেত আর টাটি হইল বেকত।' *সুলতান*, ১৭০০।

বেকতি [স ব্যক্ত] *বিণ* ব্যক্ত। 'বেকতি করিয়া।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

বেকবুল [ফা বে+আ কবুল] ১ *বি* অস্বীকার। 'মহিনদা যখন এত করিয়া বেকবুল যাইতেছেন তখন বড়ো সন্দেহের কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* অসম্মত। 'দাদা বেকবুল গেলে তো চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেকসুর, বেকছুর [ফা বে+আ কসুর] ১ *বি* অপরাধহীনতা। 'বেকছুর।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* নির্দোষ। 'বেকসুর খালাস পাইয়া ম্যানেজার সাহেব ... হুইস্ট খেলিতে গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বেকসুর খালাস, বেকছুর খালাছ [ফা বে+আ কসুর+আ খালাস] *বি* বিচারে নির্দোষ বলে মুক্তিলাভ। 'বেকসুর খালাস পাইয়া ম্যানেজার সাহেব ... হুইস্ট খেলিতে গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে আসামীদিগকে বেকছুর খালাছ দিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৪।

বেকসুরি [ফা বে+আ কসুর>] *বি* অপরাধহীনতা। 'তাঁর বেকসুরি সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের কতটুকু একিন হইল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বেকা [স বক্র] *বিণ* বাঁকা। 'বেকাঠেঙ্গা ছাগলের ছড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বেকায়দা [ফা বে+আ কায়দা] *বি* অসুবিধাজনক ভঙ্গি। 'বেকায়দায় ছোট্ট হাতখানি রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বেকার [ফা] ১ *বিণ* কর্মহীন। 'অজিজ্ঞাস্য বেকার লোকেত উপহাস।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সাহেব আমি বেকার আছি।' *কেরী*, ১৮০১। ২ *ক্রিবিণ* অকারণে। 'অ্যাকটা নকদা মুটে ঝাঁকা কাঁদে করে বেকার চলে যাচ্ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* কোনো কাজে লাগে না এমন। 'বাংলা বর্ণমালায় কতকগুলো বর্ণ আছে যারা বেকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বেকারত্ব [ফা বেকার+স ত্ব] *বি* কর্মহীন অবস্থা। 'নীলাম্বরের বেকারত্বের কথা ফের মনে পড়ে গেল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

বেকার-বান্ধব [ফা বেকার+স বান্ধব] *বিণ* বেকারদের জন্য

উপকারী। 'নিম্ন-পরিষদ কর্তৃক সংশোধিত আকারে বঙ্গীয় গ্রাম্য বেকার-বান্ধব বিল কাউন্সিলে গৃহীত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

বেকার-ভাতা [ফা বেকার+ভাতা] *বি* বেকারত্বের সময়ে সরকারের দেওয়া ভাতাবিশেষ। 'বেকার-ভাতা, শ্রমিক-নিয়োগ এবং বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

বেকার সমস্যা [ফা বেকার+স সমস্যা] *বি* কর্মহীন লোক বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যা। 'সমাজে বেকার সমস্যার যে বিষময় ফল।' *মোসলেম*, ১৯২৭।

বেকারি, বেকারী [ফা বেকার>] *বি* কর্মহীনতা। 'বেকারি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'শ্রমিকদের অসহ্য হয়ে উঠেছে বেকারীর জ্বালা।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

বে-কারার, বেকারার [ফা বে+আ করার] ১ *বিণ* অধীর। 'দিল সবার বে-কারার।' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বিণ* অস্থির। 'দেশের জোয়ান-বুড়া হৈল বেকারার।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

বেকারি [ই] *বি* পাউরুটি, বিস্কিট ইত্যাদি তৈরির কারখানা। 'আমি তোদের মতন বেকার না, বেকারিতে কাজ করি।' *সুনীল*, ১৯৭০।

বেকীবেড়া *বি* বাঁকানো বেষ্টনী। 'শেখ বাড়িতে যেয়ে ঘটক বেকীবেড়ার কাছে।' *জসীম*, ১৯২৯।

বেকুফ [ফা বে+আ অকুফ] *বিণ* বোকা। 'মর বেকুফ ও হারামখোর বেটারগো কি আর দিন আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বেকুব [ফা বে+আ অকুফ] *বিণ* নির্বোধ। 'তবে রে বেকুব, তার পাঁঠা সে যদি লেজের দিকে কাটে, তোর কি রে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

বেকুবি, বেকুবী [ফা বে+আ অকুফ] *বি* বোকামি। 'মানুষের এরকম হওয়া উচিত নয়, বেকুবি।' *জীবন*, ১৯৩১; 'তবে নতুন প্যান্ট কিনবার মত বেকুবী করা কেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বেকুবিপনা [ফা বে+আ অকুফ>] *বি* বোকামি। 'কি রকম বেকুবিপনা বলো তো।' *জীবন*, ১৯৩৩।

বেক্তার্থ [স ব্যক্তার্থ] *বি* অর্থ প্রকাশ। 'বেক্তার্থ করিআ রামা কহ সত্যভাষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেক্তি [স ব্যক্তি] *বি* ব্যক্তি। *এডমন*, ১৭৯৩।

বেখবর [ফা বে+আ খবর] *বি* বেহুঁশ যে। 'ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বেখরচা [ফা বে+আ খরজ] ১ *বি* খরচহীনতা। 'হিসাবে বেখরচা ও বেওজন তফাত জরর।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ২ *বিণ* বিনা খরচ। 'নীতি-কবিতা-মালায় বেখরচায় ছাপা হয়ে গেল।' *অবন*, ১৯২৫।

বেখাপ [ফা বে+ফা খাম] *বিণ* বেমানান। 'এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র বেখাপ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বেখাপ্পা [ফা বে+খাপ্পা] ১ *বিণ* বেমানান। 'এ ঋতু শুধু বেখাপ্পা নয়, অতি বেয়াড়া।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বিণ* বিকলাঙ্গ। 'বেখাপ্পা শিশুদের সমস্যা এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

বেখাপ্পাগোছের *বিণ* খাপ খায় না এমন ধরনের। 'সুরেন লোকটি পারিপার্শ্বিকের তুলনায় একটু বেখাপ্পাগোছের শিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বেখুদি, বেখুদী [ফা বে+ফা খুদ>] ১ *বি* আত্মবিস্মৃতি। 'চালাও শিরাজি, যেন নাহি জাগি আর এ বেখুদী হতে।' *নজরুল*, ১৯৪২। ২ *বি* স্বকীয়তাহীন অবস্থা। 'খুদির পরেই ব্যক্তির বেখুদি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বেখেয়াল, বে-খেয়াল [ফা বে+আ খেয়াল] ১ *বিণ* বেহুঁশ। 'জাগে নাকো শুধু হিন্দের/ দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়াল।' *নজরুল*, ১৯৩২। ২ *বিণ* অন্যমনস্কতা। 'বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বেখেয়ালে [ফা বে+আ খেয়াল>] *ক্রিবিণ* আনমনে। 'বেখেয়ালে একটু বেশী চাপ দিতেই কর্কস্ক্রুটা পর্যন্ত ভেঙে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বেগ [স ব্যঙ্গ] *বি* ব্যাঙ। 'বেগ সংসার বড়হিল জাঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

বেগ [স] ১ *বি* স্রোত। 'ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।' *চর্যা* ৫, ১২০০। ২ *বি* গতি। 'খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু চঞ্চরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'তাহার বেগকে প্রতিরোধ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* তেজ; শক্তি। 'যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বি* চাপ। 'ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

বেগ-প্রাবল্য [স] *বি* গতির তীব্রতা। 'বেগ-প্রাবল্যে কোথায় সে ভেসে চলেছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

বেগবতী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* বেগপূর্ণ। 'মায়ায় সৃজিলা নদী বেগবতী অতি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'যে যে নদী সমধিক বেগবতী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* প্রাঞ্জল। 'বিষাদ-সিন্ধুর ভাষা অত্যন্ত বেগবতী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বেগবন্ত [স] *বিণ* বেগবান। 'দস সহস্র হয় দিল অতি বেগবন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বেগবহুল [স] *বিণ* গতিশীল। 'মানুষের জীবনালেখ্য সাহিত্য জীবনের এই বেগবহুল দিককে রহস্যাবৃত করে।' *হাই*, ১৯৪৭।

বেগবাত [স] *বি* দ্রুত বওয়া বায়ুপ্রবাহ। 'বেগবাতে কাঁপে তরুগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেগবান [স] ১ *বিণ* বেগবিশিষ্ট; দ্রুতগতি। 'বেগবান বাষ্পীয় পোত কেন না প্রস্তুত হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'বর্তমান যুগের বেগবান চিত্তের সংস্রব ঘটল বাংলাদেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ *বিণ* চঞ্চল। 'চঞ্চল সময়, মহাবেগবান মানব-হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* জোরালো। 'এই বাণী ... বেগবান হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বেগময় [স] *বিণ* দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'তারপর একটা বেগময় আওয়াজ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বেগময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* গতিসম্পন্ন। 'এখনও তাঁর ... তীব্র বেগময়ী বক্তৃতারাজির জ্বালা ও বেগের স্মৃতি স্পষ্ট।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বেগমান [স বেগবান] *বিণ* দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'জাতি বা ব্যক্তিকে বেগমান ও কর্মপ্রবণ করিয়া তুলিতে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বেগলুপ্ত [স] *বিণ* গতিহীন। 'সতত-সঞ্চরমান বল খেলা-হারা, বেগলুপ্ত সে আমার-ও।' *শক্তি*, ১৯৬১।

বেগশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* স্রোতযুক্ত। 'সেই দুর্জয় ভাগীরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জয় বেগশালিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বেগশালী [স] *বিণ* গতিময়। 'প্রেমের আকর্ষণ কি ভয়ঙ্কর বেগশালী!' *সিরাজী*, ১৯১৮।

বেগগ [স] *বিণ* বেগবান। 'তুরা এক বেগগ তুরাগ আরোহণে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বেগড়ানো *ক্রি* বিগড়ানো। 'কোনোক্রমেই চাবুক বেগড়ায় না।' *প্যারী*,

১৮৫৮।

বেগতি [ফা বে+স গতি] *বিণ* দুর্গতি। 'না পেলে হুকুম রদ বেগতি বিস্তর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বেগতিক [ফা বে+স গতিক] **১** *বিণ* বেপরোয়া।। 'সর্ব্ব সৈন্য লইয়া দাউদের থানা বথানার রক্ষিত হইয়া বেগতিক লুটফশাদ করিতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* উপায়হীন; খারাপ। 'কিন্তু যেই দেখিলে অবস্থা বড় বে-গতিক।' *নজরুল*, ১৯২২। **৩** *বিণ* গুরুতর। 'অবস্থা বেগতিক দেখে গুটি গুটি সরে পড়বার চেষ্টায় ছিল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বেগত্যা [ফা বে+স গতি] *বিণ* বেগতি। 'প্রভুর বেগত্যা দেখি পবনকুমার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বেগনি [স বাতিঙ্গন>] *বিণ* বেগুনি রংবিশিষ্ট। 'খানিক বেগনি কাপড় টুকরা টুকরা করিয়া কাটিলেন।' *মধু*, ১৮৫৭; 'ফুটে উঠল ভারে ভারে ফিকে-বেগনি ফুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বেগনি-পারের রশ্মি – অতিবেগুনি রশ্মি; আল্ট্রা-ভায়োলেট রে। 'সূর্যকিরণের বেগনি-পারের রশ্মি পরমাণু-ভাঙচুরের কাজে সব চেয়ে প্রধান উদ্যোগী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বেগম [তু] **১** *বি* রানী। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'মোকাম সরধানার শ্রীশ্রীমতী বেগম সমরুর জন্মতিথি ১০ মে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* মুসলিম নারীর পদবি-বিশেষ। 'বালিকা বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট – ফাতেমা বেগম সাহেবা।' *রোকেয়া*, ১৯২৯।

বেগয়রত [ফা বে+আ গায়রত] *বিণ* লজ্জাহীন। 'বেহায়া বেগয়রতের (লজ্জাহীনার) মত মামাতো ভাইয়ের নিকট সহসা পত্র লিখিলে।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

বেগরজী [ফা বে+আ গরজ] *বিণ* নিঃস্বার্থ। 'এই হামদরদী, বেগরজী ও মহব্বত ছাড়া মোহাজেরীনদের আশ্রয়ের ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বেগানা [ফা] **১** *বি* অনাত্মীয়। 'তা সে এগানাই হোক, আর বেগানাই হোক।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। **২** *বিণ* অচেনা। 'বেগানা-গাঁয়ের কৃষাণ ছেলের সনে।' *জসীম*, ১৯৩১।

বেগান মানুষ [ফা বেগানা+স মানুষ] *বি* পরপুরুষ। 'ওমা! ও কে বেগান মানুষ বসে বাঁশের ঝাড়ে।' *জসীম*, ১৯২৯।

বেগাফিল [ফা] *বিণ* সাবধান; সতর্ক। 'বেগাফিল না হয় তবে তাহারদিগকে আনওয়ান মত কাইক সাজাই করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বেগার [আ বিগার] **১** *বি* বিনা পারিশ্রমিকে কাজ। 'বেগার খাটিতে জান।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* অকারণ। 'বুদ্ধির বেগার খাটুনি শুরু হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

বেগর [আ বিগার] *অব্য* বিনা; ব্যতীত। 'বেগর কন্দলে তোমার নাত্রি হয় খেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেগার-খাটা *বিণ* পারিশ্রমিকহীন। 'বেগার-খাটা কাজ তারই ঘাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

বেগার খাটুনি *বি* মজুরিহীন শ্রম। 'বেগার খাটুনি।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪; 'বুদ্ধির বেগার খাটুনি শুরু হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বেগার দেওয়া *বিণ* মজুরি ছাড়া শ্রম। 'বেগার দেওয়া ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই গতজন্মে কাউকে বেগার খাটিয়েছে।' *উমর*, ১৯৬৮।

বেগুন [স বাতিঙ্গন] *বি* এক ধরনের সবজি। 'মূলক বেগুন শাক যাতে তাতে লহ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বেগুন ক্ষেত – আয়ের উপায় (নিন্দার্থে)। 'ইহারা বড়ো হইয়া উঠিলে আমার বেগুন ক্ষেত হইবে!' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বেগুন গাছে আঁকশি – কোনো ব্যক্তির চরম সংকীর্ণতা বা ক্ষুদ্রতা প্রচার করা। *সুবল*, ১৯০৬।

বেগুনপোড়া *বি* পোড়ানো বেগুনের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'গুণীরা খায় বেগুনপোড়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বেগুনভাজা *বি* বেগুনের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'ডাল আর বেগুনভাজা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বেগুনি *বি* বেসন তেলে মেখে ভাজা বেগুনের ফালি। 'সে ... বেগুনি ফুলুরি ভাজে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বেগুনে *বিণ* বেগুনি রঙের। 'গোলাপী, বেগুনে, জরদা, সবুজ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বেগুনা [ফা বে-গুনাহ্] *বিণ* নিষ্পাপ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পানি খেতে গিয়ে তীর খেয়ে মরে বেগুনা হোসেন শিশু।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বেগোনা [ফা বে-গুনাহ্] *বিণ* নিষ্পাপ। 'আমার বেগোনা ফেরেশতা বাপের লাগি তোমরা দোওয়া কৈরো।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

বেগোছ [ফা বে+স গুচ্ছ] **১** *বি* অস্বাভাবিকতা। 'আবার বেগোছ দেখিয়া ... বৈষ্ণবী লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বি* বেকায়দা; মুশকিল। 'কুঠীর লাঠীয়ালগণ বেগোছ দেখিয়া পীঠটান দিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

বেগোর [আ বেগর] *অব্য* ব্যতীত। 'শ্যামচাঁদ বেগোর তোম দোরস্ত হোগা নেই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বে-ঘুম [ফা বে+ঘুম] *বিণ* নির্ঘুম। 'আমার বে-ঘুম শয়নে।' *জসীম*, ১৯২৭।

বেঘোর [ফা বে+স ঘোর] **১** *বি* অসহায় অবস্থা। 'বাচ্চাটাকে বেঘোরে ফেলে রেখে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২** *বি* চেতনাশূন্য অবস্থা। 'বেঘোরে পেলে মেরেও ফেলে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বেঘোরা *বিণ* চেতনাশূন্য। 'হেন সে বেঘোরা স্থান আছএ শরীরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

বেঘোরে *ক্রিবিণ* অসহায়ভাবে। 'লোকটা আজ বেঘোরে মারা পড়িত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বেঙ [স ব্যঙ্গ] *বি* ব্যাঙ; উভচর প্রাণীবিশেষ। 'সকল বেঙেরা, যাহাদিগের জাতি অস্থির, ... রাজার প্রার্থনা করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বেঙের ছাতা *বি* ছত্রাক। 'বর্ষাকালে পুস্তকে যে ছাতা পড়ে ... উহাদিগকে বেঙের ছাতা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বেঙাচি *বি* ব্যাঙের বাচ্চা। 'তাহাদের এক একটি লেজ ও গোল গোল মাথা, উহাকে বেঙাচি বলে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

বেঙচ *বি* বৈঁচি গাছ। 'কেঙচের ফল খাইআ করি উপবাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেঙা [স ব্যঙ্গ] *বিণ* নিম্নমানের; সম্পূর্ণ খাঁটি নয় এমন। 'দোপাটির বাহার দেখে বিজলী হ'ল বেঙা-পিতল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বেঙ্গু [স বেষ্ট>] *বি* মাপের এককবিশেষ। 'আড়ে দশ বেঙ্গু দিঘে প্রমাণ বিশাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেঙ্ক [ই ব্যাংক] *বি* ব্যাংক; যেখানে টাকাপয়সা জমা রাখা যায় এবং উত্তোলন করা যায়। 'যাহার বাসনা হয় বাঙ্গাল বেঙ্ক মেজর মেটকাফ সাহেবের বাটীতে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'বাঙ্গাল বেঙ্কেতে বসয়া

থাকিলাম।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

বেঙ্কা [স বঙ্ক] *বি* বাঁকা। 'এক পুত্র দিল প্রভু কর পদ বেঙ্কা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বেঙ্গ [স ব্যঙ্গ] *বি* ব্যাঙ। **বেঙ্গতড়কা** *বিণ* ব্যাঙের মতো লাফ দেয় এমন। 'সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গতড়কা বাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেঙ্গা *বি* ব্যাঙ। 'সাপের মুখে নাচায় বেঙ্গা এ বড় আজব রঙ্গা।' *লালন*, ১৮৯০।

বেঙ্গমা, ব্যাঙ্গমা [স বিহঙ্গম>] *বি* রূপকথার কল্পিত পাখি, যে মানুষের মতো কথা বলতে পারে। **বেঙ্গমী** *বি স্ত্রী* বেঙ্গমা। 'একটি গাছে থাকে শুধু ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমী?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'এই দুটি পাখি বেঙ্গমা-বেঙ্গমী।' *অবন*, ১৯২৫।

বেঙ্গানো [স ব্যঙ্গ>] *ক্রি* ভেঙানো। 'বেঙ্গাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেঙ্কুরা [স বঙ্ক>] *বি* বাঁকা পা-ওয়ালা মানুষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেচইন, বেচাইন [ফা বে+হি চইন] *বিণ* অস্থির। 'তারা বেচইন হয়ে যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮; 'শুনে অবধি পেরেসান আর বেচাইন মনটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বেচায়েন, বেচান [ফা বে+হি চইন] *বিণ* অস্থির। 'কি করব ভেবে বেচায়েন হয়ে পড়িছি।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'আর ওকে বেচায়েন করিস না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

বেচা[1] ১ *ক্রি* বিক্রি করা। 'হিরা নিদয়ার কাছে মাশের পশার বেচে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* সমর্পণ করা। 'বেচ্যাছি আপন তনু অভয়ার পায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বেচএ** *ক্রি* বিক্রি করে। 'যথা তথা বেচএ উচিত মূল্য লৈয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বেচাঙ** *ক্রি* বিক্রি করি। 'হাটে যদি বেচাঙ বীরের ঘোড়া হাথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বেচাতে** *ক্রিবিণ* বেচার ফলে। *ওর্সা*, ১৭৮২। **বেচি** *ক্রি* বিক্রি করি। 'সতিনে সুতা বেচি হাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বেচিয়া** *ক্রি* বিক্রি করে। 'বসন বেচিয়া পান্য অমূল্য রতন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **বেচিল** *ক্রি* সমর্পণ করলো। 'বেচিল তোমার পায় নীলম্বর নিজ কায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বেচে** *ক্রি* বিক্রি ক'রে। 'পুরক কুম্ভে পুরে রেচে বেচে প্রকারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **বেচে কেনে** *ক্রি* কেনাবেচা করে। 'মূর্তিমন্ত ব্যাধি যত/ বেচে কেনে শত শত/ মসুর মটর ছালা ছালা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **বেচ্যাছি** *ক্রি* সমর্পণ করেছি। 'বেচ্যাছি আপন তনু অভয়ার পায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেচা[2] *বি* বিক্রি। 'বেচিয়া তঙ্কা ছাওয়াল লইবেক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

বেচা-কিনা *বি* বেচাকেনা। 'তৎকালে গোলাম হিসাবে মানুষ বেচা-কিনার রেওয়াজ ছিল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

বেচাকেনা *বি* ক্রয়বিক্রয়। 'যেই দেশে যেই দ্রব্য বেচাকেনা যাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

বেচার *বি* নারীদেহের পোশাকবিশেষ; পাছড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেচারা [ফা বে-চারাহ] ১ *বিণ* নিরীহ। *ভবানী*, ১৮২৩; 'বেহারা বেচারা তাহাতে বাক্য কহিতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ২ *বি* নিরুপায় লোক। 'বেচারা রাস্তায় ভিরমি গেল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বেচারি, বেচারী [ফা বে-চারাহ>] ১ *বি* উপায়হীন ব্যক্তি। 'খুব শীত ... আজ বুঝি বেচারির আর যাওয়া হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* নিরীহ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বেচারী লীলা।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* অসহায়। 'বেচারি নকুলবাবু তুলতে পারলেন না।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বেচাল[1] [ফা বে+ফা চাল] ১ *বিণ* চরিত্রহীন; মন্দস্বভাববিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* অনাচার। 'যেটা ছিল এক-কালের চাল সেটা হয় অন্যকালের বেচাল।' *অবন*, ১৯২৫। ৩ *বিণ* বেয়াড়া; বেমানান। 'সে-সব বিচিত্র বেচাল কথা বকে গেছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বেচাল[2] [ফা বে+ফা চাল] *বি* চালের ভুল। 'ওগো বেচাল ঘটিলে টিকি বিনা আর কে ধরে তখন ম্যাওটা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

বেছাপ্পর [ফা বে+হি ছপ্পর] *বিণ* বাড়ি-ছাড়া। 'এমন বসৃগারও বেছাপ্পর কস্তি চাস।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বেছারি *বি* নারীদেহের পোশাকবিশেষ; পাছড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেছ্যা *দ্র* **বাছা**[2]

বেজ [স বৈদ্য] ১ *বি* চিকিৎসক। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'অক্রুরচন্দ্র বেজ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বেজঘর *বি* বৈদ্যবাড়ি। 'পাগল হয়িলা যবেঁ যাহ বেজঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেজন্মা [ফা বে+স জন্ম>] *বিণ* জারজ; বজ্জাত। 'এ কোন বেজন্মার দেশে এলাম রে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

বেজবান [ফা বে-জবান] *বিণ* নির্বাক। 'বেজবান অশিক্ষিত নিঃসহায় দুর্ব্বল কৃষক।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

বে-জলুস [ফা বে+আ জুলুস] *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'পিদিমের আলো কেমন যেন ম্লান আর বে-জলুস মনে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বেজা *বি* বিঁধার লক্ষ্য। 'কেহ কেহ বিন্ধিআ বেজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেজাত [ফা বে+স জাত] ১ *বি* খারাপ লোক। 'বেজাতের কাজ বেদান্তর।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* অন্য জাত। 'তুমি নিজে তো বেজাতে বিয়ে করেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বেজায় [ফা] ১ *বিণ* বেশি। 'বারোইয়ারিতে বেজায় খরচ কত্তে রাজি হলেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* খুব। 'ছেলেরা বেজায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* অনেকটা। 'হালকা হয়ে গেলাম বেজায়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বেজায়গা [ফা বে-জায়গা] *বি* অপাত্র; অযোগ্য ব্যক্তি। 'শিব বেজায়গায় একবার বর দিয়ে যে কি বিপদে পড়েছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বেজার [ফা] ১ *বিণ* অসন্তুষ্ট। 'বেজার হইয়া গেল শুনিয়া গোলাম।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* বিরক্ত। 'যা পাগলা, এখন বেজার করিস নি।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

বেজারতে [ফা বেজার>] *ক্রিবিণ* অনিচ্ছায়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেজারি [ফা বেজার>] *বি* বিরক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেজি, বেজী [স বৈদ্য>] *বি* তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট বড়ো কাঠবিড়ালির মতো চতুষ্পদ মাংসাশী জন্তু; নকুল। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'লম্ফানন্দে লাফ দিয়ে মা চলতে বেজির ছা।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'বেজীর পায়ের শব্দ পাতার উপরে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বেজুত [ফা বে+জুত] *বি* অনভিপ্রেত অবস্থা; অসুবিধা। 'বড় বেজুত করেছে লেজুড় ডলিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বেজে ওঠা *দ্র* **বাজা**

বেজেস্তান *বি* বস্ত্রবাজার। 'সন্ধ্যা হইলে বেজেস্তান অর্থাৎ সহরের যে বাজারে বস্ত্রাদি বিক্রয় হয়।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

বেজোড়া [স বিজোড়] *বিণ* বিজোড়। 'বেজোড়া রাত্রিতে লও কদর উদ্দেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বেঝঞ্ঝাট [ফা বে+স ঝঞ্ঝাট] *বিণ* ঝঞ্ঝাটহীন। 'বেঝঞ্ঝাটে আয়েশী জীবন।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

বেঞ্চ [ই] *বি* একাধিক লোকের বসার জন্য কাঠ ইত্যাদি নির্মিত লম্বা উঁচু আসনবিশেষ। 'পড়া বলতে না পারায় জল খাবার ছুটির সময় বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কনফাইন হয়ে রয়েচি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বেঞ্চি, বেঞ্চী [ই] *বি* বসার আসনবিশেষ। 'তাদের জন্যে দুপাশে হদ্দ দশখানি বেঞ্চি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ভিতরের বেঞ্চী উপরে গদি পাতা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বেঞ্জন [স ব্যঞ্জন] *বি* রান্না করা তরকারি। 'বিবিধ প্রকারে অন্ন বেঞ্জন লইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেঞ্জা *বি* চাঁদমারি; নিশানার লক্ষ্যস্থল। 'কেহ বিন্ধে পুতিআ বেঞ্জা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেট [ই] *বি* বাজি। 'সে-বেটের সমাধান হল।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বেটন [ই] *বি* ঢাকনা; পুরু কাষ্ঠফলক। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বেটুন *বি* পুলিশের ব্যবহৃত লাঠিবিশেষ। 'বেটুনের আগা দিয়ে একজন কনেষ্টবলকে খোঁচা দেয়।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বেটনা [স বেষ্টন] *বি* পাগড়ি। 'আটনা বেটনা নিঞা বসিল সকল মিঞা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেটপকা *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'পাকা ঘরে জন্মে বেটপকা ঘরে পড়েছি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বেটা [হি] ১ *বি* (অবজ্ঞাসূচক) পুত্র। 'কারে পুত্র বলিস বেটা করসিয়া রণ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* লোক। 'সে বেটা জেতে নেড়ে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* দস্যু। 'বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

বেটাখাগি *বি* গালিবিশেষ (পুত্রকে খেয়ে ফেলেছে এমন)। 'হুঁহ! না ভাতারপুতখাগি। তিন বেটাখাগি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বেটাচ্ছেলে *বি* অবজ্ঞাসূচক গালি। 'বেটাচ্ছেলে মরলে তোর হাড় জুড়োবে।' *মানিক*, ১৯৩৯।

বেটাছেলা ১ *বি* পুরুষ মানুষ। 'প্রজারা কেমন বেটাছেলা এখন বুঝিতে পারিবেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ২ *বি* পুত্রসন্তান। 'খোকা রে তুই বেটাছেলে, বেটাছেলের দল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

বেটাবেটি *বি* স্ত্রী-পুরুষ। 'কি সুন্দর মাংসপিণ্ড বেটাবেটি খায় আমি খাইতে পাই না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

বেটারদের *বি* লোকেদের। 'ঐ বেটারদের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট মাসে যে ৩০০ টাকা ঘর ভাড়া দিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বেটি, বেটী [হি] ১ *বি* কন্যা। 'নাতিনের বেটীর বিভা মোর মনহারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* (তুচ্ছার্থে) মেয়ে; নারী। 'খেঁদি তো বেটিকে খুন করতে বাকি রেখেছিল।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

বেটার হাফ [ই] *বি* স্ত্রী। 'বোতলবাসিনীর সেবকেরা বরঞ্চ জীবনের বেটার হাফকে বিসর্জন দিতে রাজি আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বেটিং [ই] *বি* বাজি ধরা। 'ওদিকে তখন বেটিং লেগে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বেটুয়া [ও বটুয়া] *বি* কাপড়ের তৈরি এক প্রকার থলে। 'ছোট ছোট বেটুয়া, চুল বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি।' *প্যারী*, ১৮৬০।

বেটুআ [ও বটুয়া] *বি* কাপড়ের তৈরি এক প্রকার থলে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেটে[1] [স বৃন্ত>] *বি* মোটা দড়ি বা কাছি। 'যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে বেটে চালান।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বেটে[2] *বিণ* খাটো। 'বেটে দাউদের লম্বা দাড়ি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

বেটো [স বীত] *বিণ* কুঁড়ে। 'ঘোড়া দুটা বেটো ঘোড়ার বাবা।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বেঠন [স বেষ্টন] *বি* পাগড়ি। 'ডরে পেলাইল তবে বেঠন মাথার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বেঠিক [ফা বে+মু ঠিক] ১ *বিণ* অস্থির। 'গোয়ালার মাথা বেঠিক হইয়া উঠিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বিণ* কাঁপছে এমন; ঠিক জায়গায় পড়ে না এমন। 'মস্তক অপেক্ষাকৃত ভারী, পদদ্বয় বেঠিক।' *মশাররফ*, ১৮৮৭। ৩ *বি* অস্বাভাবিক অবস্থা। 'ঠিক আছি, বেঠিক পাবে না ... মাতাল হইনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৪ *বিণ* অসত্য; ঠিক নয় এমন। 'আমার মনের কথার কোন অংশ ... ঠিক বেঠিক, মিল গরমিল বোধ হয়।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

বেঠিকপনা *বিণ* ভ্রমপূর্ণ। 'বয়স হলেও আনাড়ি বেঠিকপনা ভাব।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বেঠিকানা [ফা বে+ঠিকানা] *ক্রিবিণ* বেহিসাবিভাবে। 'বেঠিকানা শুনে বাত বড় পেরেশান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেড [ই] ১ *বি* থাকার জায়গা। 'বেড পাওয়া তো খুব কষ্ট।' *জীবন*, ১৯৩৩। ২ *বি* হাসপাতালের শয্যা। 'ওধারের বেডে আসিল বালক মটরের ধাক্কায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

বেডরুম [ই] *বি* শোবার ঘর। 'বেডরুমে কেউ নেই।' *জীবন*, ১৯৩২।

বেড সুইচ [ই] *বি* বিছানা সংলগ্ন বৈদ্যুতিক সুইচ। 'অরুণার ঘরে বাড়তি একটা নীল রঙের বেড সুইচ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বেডিং [ই] *বি* বিছানাপত্র। 'আমার ব্যাগ বেডিং সুটকেস ইত্যাদি সব রেখে একটা টুথপেস্ট কেনবার জন্য বেরিয়েছি।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

বেড় ১ *বি* বেষ্টনী। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* পরিধি। 'ব্রহ্মাণ্ডের বেড়।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'উহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত এবং বেড় ৮ হাত হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৩ *বি* চক্র। 'শনিগ্রহ দেখিতে অতি আশ্চর্য্য; তাহার চতুর্দ্দিকে তিনটি বেড় আছে, তাহাদিগকে অঙ্গুরীয়ক কহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বেড়া[1] [স ভীরু] *বি* মেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেড়া[2] ১ *বি* বেষ্টনী। 'মালতীর মালা তাহে বেড়া সারি সারি।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'দুধারে ব্ল্যাকবেরী ও ঘন লতা-গুল্মের বেড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* লেপন করা। 'তিলকেতে নাকবেড়া গামচা কাঁধে চুরুট কানে।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ *বিণ* চারদিকে ব্যাপ্ত। 'বাবুরামের পরিবার বেড়া আগুনে পড়িয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বি* সীমানা। 'যেখানে তোর বেড়া সেথায় আনন্দে তুই থামিস এসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৫ *বি* বাধা। 'তারা কথার বেড়া গাঁথে কেবল দলের পরে দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

বেড়াজাল [বেড়া+স জাল] ১ *বি* মাছ ধরার জালবিশেষ। 'নদীতে বেড়াজাল ফেলিবার আয়োজন-উপলক্ষে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'কাছে থাকার বেড়া-জাল গেল ছিঁড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৩ *বি* বেষ্টনী। 'নারী সমাজের প্রবর্তিত আইনের বেড়াজালে আটকে থাকবে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

বেড়া-ডিঙোনো *বিণ* সীমানা অতিক্রমী। 'পূর্ব-ইতিহাসের বেড়া-ডিঙোনো লক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বেড়া দেওয়া *বি* ঘেরা। 'তাই আসিয়াছি তব বেড়া দেওয়া ফুলবনে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বেড়াবাড়ি *বি* চারদিক ঘিরে বেড়া। 'নগরিআ মেল্যা তোরা মার বেড়াবাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেড়াবিহীন [বেড়া+স বিহীন] *বিণ* বাধাহীন। 'দাও-না ছেড়ে ওকে ... বেড়াবিহীন বিরাট ধূলি-'পর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বেড়া-ভাঙা *বি* বাধা অতিক্রম। 'বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বেড়ে আগুন *বি* চারদিকে ব্যাপ্ত আগুন। 'সে বেড়ে আগুনে তার স্ত্রী ও পাঁচ ছেলে-মেয়ে একই সঙ্গে মারা যায়।' *হাই*, ১৯৫৮।

বেড়া[৩] *ক্রি* বেষ্টন করা। **বেড়াই** *ক্রি* আবৃত ক'রে। 'হালিমাএ কোলে লই বসনে বেড়াই।' *সুলতান*, ১৭০০। **বেড়াইআ** *ক্রি* বেড়িয়ে; ঘুরে। 'বনে বনে বেড়াইআ পাইআছি বড় দুঃখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বেড়াচ্চিস** *ক্রি* ভ্রমণ করছিস। 'রসবতীর সঙ্গে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **বেড়ি ১** *ক্রি* বেষ্টন ক'রে। 'ইঙ্গলা পিঙ্গলা আছে দুই তাহা বেড়ি।' *মালাধর*, ১৫৫০। **২** *ক্রি* ঘিরে। 'আনন্দে গায়েন সবে বেড়ি চারিভিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বেড়িয়া ১** *ক্রি* ঘিরে। 'বেড়িয়া কামড় খাএ কৃষ্ণের মর্ম্মস্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* জুড়ে। 'সর্ব্ব অঙ্গ বেড়িয়া হউক কুষ্ঠ রোগ পিড়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *ক্রি* বেষ্টন ক'রে। 'অতি কোপে বেড়িয়া দংশিল নাগ গন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বেড়িল** *ক্রি* বেষ্টন করলো। 'বেড়িল হাক পড়অ চৌদীস।' *চর্যা* ৬, ১২০০; 'সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **বেড়িলেক** *ক্রি* বেষ্টিত করলো। 'নন্দ ঘোসে বেড়িলেক খাইবার মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেড়া[৪] *ক্রি* বেড়ানো। **বেড়াই** *ক্রি* ঘুরে-ফিরে; বিচরণ ক'রে। 'বেড়াই সকল ঠাঁই সকল দেখিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **বেড়াএ** *ক্রি* বেড়ায়। 'বিরহে বেআকুল কাহাঞি বেড়াএ বিছোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বেড়াওন** *ক্রি* বেড়ানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **বেড়াঙ** *ক্রি* বেড়াই। 'তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বেড়ান** *ক্রি* ভ্রমণ করেন। 'দুই কুমার নবাব জাদার সহিত লেখা পড়া করেন একত্তরেতে খেলান ও বেড়ান।' *রামরাম*, ১৮০১। **বেড়ানো** *ক্রি* ভ্রমণ করা। 'বেড়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **বেড়ায় ১** *ক্রি* চলে। 'তাহার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়া বেড়ায়।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* বিচরণ করে। 'বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **বেড়ায়িতেঁ** *ক্রি* বেড়াতে; ভ্রমণ করতে। 'বেড়ায়িতেঁ মোতে বধ নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বেড়িয়ে বেড়ানো** *ক্রি* ঘুরে বেড়ানো। 'আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বেড়াওন *বি* বেড়ানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বেড়ান *বি* বেড়ানো। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বেড়ানো *ক্রি* ভ্রমণ করা। 'অনেক দিন মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া/ ঘরে পাইয়াছি এবে রাখিব বান্ধিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বেড়াল [স বিড়াল] *বি* বিড়াল। 'খাঁচার পাখির দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বেড়ালছানা [স বিড়াল+স শাবক] *বি* বিড়ালের বাচ্চা। 'খেলো হুঁকো আর এই বেড়ালছানাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেড়াল-পায়ে *ক্রিবিণ* বিড়ালের মতো সতর্কগতিতে। 'নিঃশব্দে বেড়াল-পায়ে ঘরের ধার দিয়ে চলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বেড়ালি, বেড়ালী [স বিড়ালী] *বি স্ত্রী* বিড়াল। 'কেঁদে মিয়াঁও মিয়াঁও বলে বিবি বেড়ালি।' *নজরুল*, ১৯৩৩; 'কালী নড়লো না একটুও, বরং বুনো বেড়ালীর মতো ফুঁসে উঠল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা – বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি নেওয়া। 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?' *নজরুল*, ১৯২৪।

বেড়ি, বেড়ী ১ *বি* বেষ্টন। 'বন বেড়ি কর এক সরের পঞ্জরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* লৌহবেষ্টনী। 'নতুবা গোউড়ে থুব পায়ে দিয়া বেড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'হাতে হাত কড়ি আর পায়ে বেড়ী দিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* শৃঙ্খল। 'কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৪** *বি* বাঁধন। 'আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ি?' *নজরুল*, ১৯২৬। **৫** *বি* ধান রাখার গোলাবিশেষ। 'এই বলিয়া বড়াই বুড়ী বসল বেড়ি দোর।' *জসীম*, ১৯২৯। **৬** *বি* পেটের প্যাঁচ। 'হে বেড়ী না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বেড়ীপেটা *বি* বেড়ি দিয়ে আঘাত। 'আমার নাম করবি বেড়ীপেটা হবি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

বেড়ুনি *বিণ* বেড়াতে পছন্দ করে এমন। 'তোর দিদিটা বেড়ুনি হয়েছে খুব।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

বেঁড়ুবাঁশ *বি* বেড়া-দেওয়া বাঁশ। 'চৌদিকে বেষ্টিত বেঁড়ুবাঁশ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৫০।

বেড়ে [স বৃদ্ধি>] *বিণ* সুন্দর। 'পোরে ড্রেস হন ফ্রেস দেখা যায় বেড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বেঢপ [ফা বে+হি ঢপ] *বিণ* বেমানান। 'বৈরূপ্য দেবার দরকার হলে বেঢপ উপমা কাজে লাগে।' *অবন*, ১৯২৫।

বেঢ়া[১] *ক্রি* বেষ্টন করা। **বেঢ়ল** *ক্রি* বেষ্টন করলো। 'জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল ততহি বয়ন সুছন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বেঢ়ি** *ক্রি* বেষ্টন করে; ঘিরে রেখে। 'শচী দেবী বেঢ়ি সব বসিলা মহান্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বেঢ়িয়া** *ক্রি* ঘিরে; বেষ্টিত হয়ে। 'বসিয়াছে অদ্বৈত বেঢ়িয়া ভক্তগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বেঢ়িল** *বিণ* বেষ্টন করলো। 'গাত্র বেঢ়িল তোর দীঘল বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বেঢ়িলের** *ক্রি* বেষ্টিত করলো। 'গুরু পাপে বেঢ়িলের আলপ কালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেঢ়া[২] *বি* বন্ধন। 'কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেঢ়ে *ক্রিবিণ* চক্রে। 'রাধা পড়িলী কাহ্নের বেঢ়ে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেণি [স শ্রেণি] *বিণ* দুই। 'ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইণ।' *চর্যা* ১, ১২০০।

বেণী [স] **১** জলের ঘূর্ণি। 'মঝ বেণী তরঙ্গ ম মুনিআ।' *চর্যা* ১৩, ১২০০। **২** *বি* পাক দিয়ে বিন্যস্ত চুল; বিনুনি। 'আলাএগ্রা দিয়াছে বেণী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

বেণীবন্ধ [স] *বি* বিন্যস্ত কেশপাশ। 'এনেছি মল্লিকা মঞ্জরী তুমি লবে নিজে বেণীবন্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বেণীবন্ধন [স] *বি* বেণীর মতো বন্ধন। 'জলের ধারায় ধারায় বেণীবন্ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বেণীগারদ [ই বেইল+ই গার্ড] *বি* হাজত, যে গারদ থেকে আসামি জামিনে খালাস পায়। 'সকল আসামীকে বেণীগারদে থাকিতে হইবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বেণু [স] **১** *বি* বাঁশি। 'আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণ-বেণু-গান।' *কৃষ্ণদাস*,

১৫৮০; 'করাঙ্গুলে ধরি বেণু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বাঁশ। 'বেণুনির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্ম বিনির্ম্মিত পাত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বেণুকা [স] *বি* বাঁশির সুর। 'হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল গোপন বেণুকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বেণুকুঞ্জ [স] *বি* বাঁশবাগান। 'আমাদের মর্মায়মাণ বেণুকুঞ্জে ... দেবায়তন উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বেণুগান [স] বাঁশির সুর। 'কাঁহা সেই বেণুগান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বেণুচ্ছায়া [স] *বি* বাঁশ বনের ছায়া। 'বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে উঠিছে স্পন্দিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বেণুনাদ [স] *বি* বাঁশির শব্দ। 'সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা গেল কুঞ্জঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বেণুনির্মিত, বেণুনির্ম্মিত [স] *বিণ* বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এমন। 'বেণুনির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্ম বিনির্ম্মিত পাত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বেণুবন [স] *বি* বাঁশঝাড়; বাঁশবন। 'বাতাস বহে বিকালবেলা বেণুবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বেণুবীণা [স] *বি* বাঁশি ও বীণা। 'চোখে তার বাজে বেণুবীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বেণুমুগ্ধ [স] *বিণ* বাঁশির সুরে মোহিত। 'লুটাত আমার পায়ে বেণুমুগ্ধ কালীয়ের মতো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বেণুরব [স] *বি* বাঁশির শব্দ। 'নাচে ধেনু বেণুরবে ময়ূর-ময়ূরী সবে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বেণুলতা [স] *বি* কঞ্চি জাতীয় লাঠি। 'বেণুলতা গ্রহণ করিয়া একবার সভাকুট্টিমে আঘাত করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেণুশাখা [স] *বি* বাঁশ গাছের শাখা। 'বেণুশাখার আড়াল দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বেণূ [স বেণু] *বি* বেণু; বাঁশি। 'বাজায় মোহন বেণূ ত্রিভঙ্গ মোহন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বেনু [স বেণু] *বি* বাঁশি। 'সুনিঞা কৃষ্ণের বেনু অদ্ভুত চরিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেণে [স বণিক>] **১** *বি* ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ। 'বেণে মাগীর অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* বংশনাম-বিশেষ। 'রাসু নসিং, রাম বসু, ভবানী বেণে ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বেণো [স বাণ>] *বি* চড়ক উৎসবে যারা জিবে ও হাতে বাণ ফোঁড়ে। 'বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুড়ে চলেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বেণ্টি [পা বণ্ট, স বৃন্ত] *বি* বাঁট। 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ।' *চর্যা ৩৩*, ১২০০।

বেণ্ডুআ *বি* বিঁড়ে; হাড়ি-কলসি ইত্যাদি স্থাপনের জন্য খড় দিয়ে তৈরি গোলাকার আসনবিশেষ। 'তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেণ্ডুআ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেণ্যানী [স বণিক>] *বি স্ত্রী* বাণিয়া। 'বেণ্যানী মনেতে খুসি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

বেত [স বেতস] **১** *বি* বেত গাছ। 'ধরিআ বেতের নড়ি গায় নাচে গড়াগড়ি জায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বেত্রাঘাত। 'পোনরো বেতের অধিক মারিবেন না।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

বেতকাঁটা *বি* কাঁটাযুক্ত বেত গাছ। 'চাঁদাকাঁটা বেতকাঁটার ঠাসবুনোন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বেত-ছেঁড়া *বিণ* ছাউনির বেত ছিঁড়ে গেছে এমন। 'একখানা বেত-ছেঁড়া চৌকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বেতঝাড় *বি* বেতের বাগান বা ঝোপ। 'বেতঝাড় যে কাঁটায় ভরা।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

বেতডাঁটা *বি* বেতের লতা। 'বেতডাঁটার ছায়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বেত দেওয়া *ক্রি* বেত্রাঘাত করা। 'গুরু মহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বেতনড়ি [বেত+মু নাড়ি>] *বি* বেতের লাঠি। 'দক্ষিণ করে নিল মাতা শিঙ্গা বেতনড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেতফল *বি* বেত লতার ফল। 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ।' *জীবন*, ১৯৪২।

বেতবন *বি* বেত গাছের ঝোপ। 'গভীর জঙ্গলের দুর্ভেদ্য বেতবন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বেতের কাজ *বি* বেত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঝুড়ি, আসবাব ইত্যাদি সামগ্রী তৈরির কাজ। 'তুলা, বেত ও বাঁশের কাজ, চিত্রাঙ্কন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বেতকলিফ [ফা বে+আ তাকলীফ] *ক্রিবিণ* বিনা প্রয়াসে। 'বজ্র কর্তৃক মণি সছিদ্র হওয়ার পর আমি সুতো সুরুৎ করে বেতকলিফ উৎরে যাব।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

বেতণ্ডা [স বিতণ্ডা] *বি* বিবাদ। 'বেতণ্ডা তেজিত্যা পণ্ডা কিনিল অমৃত মণ্ডা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেতণ্টা [স বিতণ্ডা] *বি* বিবাদ। 'পশ্চাৎ কাল বেতণ্টা হওনের আটক হবেক না অতএব এখন নিষ্পত্তি করিলে ভাল।' *রামরাম*, ১৮০১।

বেতন [স] **১** *বি* বখশিশ। 'নামিল আসিয়া বসিল হাসিয়া কহয়ে বেতন দাও।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* মজুরি। 'আর জন্য দুই দেহ দিব যে বেতন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* উপার্জন। 'দরজি কাপড় শিঞে বেতন করিআ জিএে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* শিক্ষা অর্জনের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দেয় অর্থ; ফি। 'অতিক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **৫** *বি* কাজের বিনিময়ে দেওয়া অর্থ। 'তাহার প্রায় অর্দ্ধেক পাদরি সাহেবের নিজের বেতন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

বেতনগ্রাহক [স] *বিণ* বেতন গ্রহণকারী। 'বেতনগ্রাহক শিক্ষক অনুসন্ধান করিয়া স্বীয় বালকেরদিগের অর্পণ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

বেতনগ্রাহী [স] *বিণ* বৃত্তিভোগী। 'ব্রাহ্মণ ছাত্র পঞ্চাশ জন বেতনগ্রাহী নিযুক্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

বেতনভুক [স] **১** *বিণ* বৃত্তিপ্রাপ্ত। 'বেতনভুক ছাত্র।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **২** *বিণ* বেতনভোগী; বেতন দিয়ে নিযুক্ত। 'তত্তদ্দেশীয় এক২ জন বেতনভুক পণ্ডিত স্বীয়২ ভাষায় তর্জমা করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বেতনভুক্ত [স] *বিণ* বেতন নিয়ে কাজ করে এমন। 'বেতনভুক্ত কবির দল হইতে অধিক পরিশ্রম করিয়া নৃত্য গীতাদি করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

বেতনভোগী [স] *বিণ* বেতন নিয়ে কাজ করেন এমন। 'তন্মধ্যে ৮৬ জন বেতনভোগী।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

বেতনাধিক্য [স] *বি* বেতন বৃদ্ধি। 'আটশত তঙ্কা বেতনাধিক্য হইত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

বেতনোপভুক [স] *বি* বেতনভোগী কর্মচারী। 'চটকার পটকার

মঠকার বেতনোপভুক হইয়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বেতমিজ, বেতমীজ [আ] *বিণ* অভদ্র। 'বেতমিজ আওর বদ্‌জাৎ লেড়কা কভি দেখা নেই।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'বলে, বে-তমিজ! কে পাঠাল তোরে।' *নজরুল*, ১৯৩৯; 'বেতমীজ ভাইপো বলে কি।' *পাশা*, ১৯৭১।

বেতমিজি, বেতমিজী [আ] ১ *বিণ* অশিষ্ট। 'বেহায়া বেতমিজি ভাবে মেয়েদের দ্বারা ...।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৪। ২ *বিণ* অভদ্র। 'এইরূপ বেতমিজী আচরণ।' *জামায়াত*, ১৯৪১।

বেতামিজী [আ] *বি* বেয়াদবি; অশিষ্টতা। 'আর বেতামিজীটা দেখুন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বেতর [ফা বে+হি তরহ্‌] *বিণ* অপ্রকৃতিস্থ। 'আজকাল সহরের বাবুরা কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতর গোছের আমোদ করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বেতরফদারি [ফা বে+আ তরফ+ফা দারি] *বি* সম্পত্তির কোনো অংশের মালিকানা না থাকা। *এডমন*, ১৭৯০।

বেতরিবৎ [ফা বে+আ তরীবত] *বিণ* বেয়াদব; শিষ্টাচারের অভাব আছে এমন। 'ছেলটি বেতরিবৎ নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

বেতরেক [স ব্যতিরেক] *অব্য* ছাড়া। 'সাহেব লোকের অনুমতি বেতেরেকে কেহ সরাব তৈয়ার করিতে ও বিক্রী করিতে পারিবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

বেতরো [ফা বে+হি তরহ্‌] *বিণ* অস্বাভাবিক। 'গাওনার বেতরো আওয়াজে চমকে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়ুলো!' *হুতোম*, ১৮৬১।

বেতস [স] *বি* বেত গাছ। 'বাকস বেতস পানিসিউলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেতসপত্র [স] *বি* বেত গাছের পাতা। 'বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বেতসবন [স] *বি* বেতবন। 'বেতসবনে ছায়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বেতসলতা [স] *বি* বেত গাছ। 'মার বেতসলতার মতো বিছানো আকাঙ্ক্ষাগুলো প্রতি মুহূর্তে ওকে কেন্দ্র করেই বাঙ্ময় হতে চায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৩।

বেতসী [স] *বি* বেত গাছ। 'নদীস্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বেতাক *বি* বেত গাছ। 'পাটি পাতা আর বেতাক বনে ঘেরা বাড়ির চারপাশ।' *জহির*, ১৯৬৪।

বে-তাজ [ফা বে+আ তাজ] *বিণ* মুকুটহীন। 'শরমে নোয়ায়ে শির বে-তাজ!' *নজরুল*, ১৯২৮।

বেতাব [ফা] *বিণ* ব্যাকুল। 'বেতাব হইল কাসেম পানির খাতিরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেতার [ফা বে+স তার] *বিণ* নীরস। 'বেতার বন্দিব জয়জয়সর্বমঙ্গলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বেতার [ফা বে+স তার] ১ *বিণ* তার নেই এমন। 'বেতার সেতার দুটো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ *বি* রেডিও; বিনা তারে বার্তা পাঠানোর কৌশল। 'বেতারযোগে যে বক্তৃতা দিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪১। ৩ *বিণ* বেতারে সম্প্রচারিত। 'তাঁর বেতার বক্তৃতায় মাননীয় হকছাহেব ...।' *আজাদ*, ১৯৪১। ৪ *বি* বেতারকেন্দ্র। 'বেতারে চাকরি পেয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বেতারওয়ালা *বি* বেতারকেন্দ্রের কর্মী। 'বেতারওয়ালা ... একটা খোপ ভাড়া নিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বেতারকেন্দ্র [বেতার+স কেন্দ্র] *বি* যেখান থেকে বেতার-অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়; রেডিও স্টেশন। 'কাবুল বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্য।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বেতারবাই *বি* রেডিও শোনার ঝোঁক বা নেশা। 'আমার বেতারবাই আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বেতারবাণী [বেতার+স বাণী] *বি* বেতারবার্তা। 'বেতারবাণী হ'ল, না খেয়ে মরতে পারাটা ...।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বেতার-বার্তা [বেতার+স বার্তা] *বি* বিনা তারে পাঠানো বার্তা; বেতারযন্ত্রে পাঠানো বার্তা।' সেই বেতার-বার্তার কান খোলেনি তখনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'সেটা ... বেতার-বার্তার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বেতারিত [স] *বিণ* সম্প্রচারিত। 'তিনি সেটি সর্বসাধারণের উপকারার্থে জর্মন রেডিও থেকে বেতারিত করেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

বেতাল [ফা বে+স তাল] ১ *বি* ভূত। 'অগ্নি নামে বেতাল সে দেশে আশ্রয় করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* অনুপযুক্ত। 'বেতাল হইয়া তাল শাঁসে যায় মারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* সামঞ্জস্যহীন অবস্থা। 'বেতালে উৎসব মাটি হয়।' *অবন*, ১৯২৫। ৪ *বিণ* মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যহীন। 'আসে সে বেতাল, তুমি যার বাগ্‌দত্তা, দক্ষিণ হাসি হাসতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বেতালা [ফা বে+স তাল] ১ *বিণ* বিরূপ। 'রণমদ মাতলা কাল বেতালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* সংগীতে তালের সমতাহীন। 'নাচত ভূত বাজাওত ভৈরব গাওত তাল বেতালা।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বিণ* অসঙ্গতি। 'এর চরিত্রে ও মনে বেতালা বলে কোনো জিনিস নেই।' *প্রমথ*, ১৯২৭। ৪ *বিণ* অসুস্থ। 'একদিনের ছুটোছুটিতেই তিন দিন বেতালা হয়ে পড়ে থাকি।' *জীবন*, ১৯৩১।

বেতিক্রম [স ব্যতিক্রম] *বি* ব্যত্যয়। 'তাহার বেতিক্রম করেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

বেতুন *বি* বেত গাছের ফল। 'বেতুন পাকাচ্ছে আককি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বেতো[1] [স ব্যক্ত] *বিণ* ব্যক্ত। 'ভেদে যেতো কহিয়াছে, তাহার সকোল কথা তোমাতে বেতো হইতেছে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

বেতো[2] [স বাত>] *বিণ* বাত-ব্যাধিগ্রস্ত। 'আদবুড়ো বেতোরা মর্নিং ওয়াকে বেরুচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বেত্তমিজ [ফা বে+আ তমীজ] *বিণ* শিষ্টাচারবর্জিত। 'চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বেত্র [স] *বি* বেত। 'শিঙ্গা বেত্র বংশী ছাঁদদড়ি গুঞ্জামালা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বেত্র-আস্ফালন [স] *বি* বেত দিয়ে প্রহার। 'কালাচাঁদের বেত্র-আস্ফালন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেত্রদণ্ড [স] *বি* বেত্রাঘাতের শাস্তি। 'জেল ও বেত্রদণ্ড, দলন, দমন ও আইনের আত্মবিস্মৃতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেত্রধারী [স] *বিণ* বেত গাছের দণ্ড ধারণকারী। 'বিচারাগারে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট বেত্রধারী ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বেত্রবন [স] *বি* বেত বন। 'ভরা নদীর জল ছলছল করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেত্র বেণু [স] *বি* বেতের ছড়ি। 'অঙ্গে গোধূলি-রেণু কটি তটে বেত্র বেণু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেত্রাগ্র [স] *বি* বেতের অগ্রভাগ। 'বেত্রাগ্র দ্বারা তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দেশ করিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বেত্রাঘাত [স] *বি* বেত দ্বারা প্রহার। 'বাবুদিগের শরীরে স্বল্প বেত্রাঘাতাদি করেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বেত্রাসন [স] *বি* বেতের তৈরি আসন। 'একটি ক্যাম্প-টেবিলের শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বেত্রাহত [স] *বিণ* বেত দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। 'বেত্রাহত কৃষক-মজুরের মুখামুখি দাঁড়ায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বেত্রবতী [স] *বি* প্রাচীন মালব দেশের নদীবিশেষ। 'উপলব্যথিতগতি; বেত্রবতীকূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বেথা[1] [স ব্যথা] *বি* ব্যথা। 'সুণিআঁ খণ্ডিল সব বেথা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেথাঁ [স ব্যথা] *বি* ব্যথা। 'বিরহ জরেঁ/ তেহেঁ জরিলা/ পাঠাইল তোহ্মা বেথাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেথিত [স ব্যথিত] *বি* ব্যথিত। 'তুমি মোর প্রাণ শুক প্রাণের বেথিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বে-থা[2] [স বিবাহ>] *বি* বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠান। 'যা হয় করে একটা বে-থা দাও না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বেথান [স বিস্থান] *বিণ* বিচ্যুত। 'কোথাও মুণ্ড কোথাও শুণ্ড হইল বেথান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেথুল *বি* ফলবিশেষ। 'এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে।' *জসীম*, ১৯২৭।

বেদ [স] *বি* হিন্দুদের প্রাচীনতম শাস্ত্র। 'পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেদকর্তা, বেদকর্ত্তা [স] *বি* বেদ-প্রণেতা। 'সম্প্রদায়বিচ্ছেদে বেদকর্ত্তা অস্মর্য্যমান।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বেদগর্ভ [স] *বি* ব্রাহ্মণ। 'সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভ বংশোদ্ভব বীরব্রত গাঙ্গলী ও সুধীর কুন্দ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বেদগুহ্য [স] *বিণ* বেদের নিগূঢ়। 'বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বেদজ্ঞ [স] *বিণ* বেদ বিষয়ে পণ্ডিত। 'রাজসভাতে প্রত্যহ শত২ বেদজ্ঞ বেদান্তী মীমাংসক তার্কিক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বেদজ্ঞান [স] *বি* বেদবিষয়ক জ্ঞান। 'কোন কালে বেদজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বেদধ্বনি [স] *বি* বেদমন্ত্র উচ্চারণ। 'সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

বেদপথি [স বেদপথ>] *বিণ* শাস্ত্রানুগত। 'বেদপথি হয় খণ্ড সভার পণ্ডিত ভণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেদপন্থী [স বেদ+হি পন্থী] *বিণ* বেদের অনুসারী। 'তিনি ছিলেন বেদপন্থী।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বেদপাঠক [স] *বি* বেদ পাঠ করে যে। 'চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দূলও হয় বেদ-পাঠক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বেদপুরাণ [স] *বি* বেদ ও পুরাণ। 'বেদপুরাণে যে নাম শুনি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বেদবাক্য [স] **১** *বি* সম্পূর্ণ সত্য কথা। 'তিনি বুঝতেন না যে অভ্রান্ত বেদবাক্য শুনতে চাচ্ছি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* বেদশাস্ত্র বা গ্রন্থের বাক্য। 'অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেয় বাক্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বেদবাক্যি [স বেদবাক্য] *বি* বেদের বাক্য; অবিসংবাদিত সত্য। 'ধূমকেতু কোনোদিনই কারুর বাণীকে বেদবাক্যি বলে মেনে নেবে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেদবাণী [স] *বি* বেদে বর্ণিত ধর্মকথা। 'বেদবাণী সমান জানিলুঁ তত্ত্বসার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বেদবিজ্ঞ [স] *বিণ* বেদ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আছে এমন। 'রাজা কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদবিজ্ঞ পঞ্চ বিপ্রকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বেদবিৎ [স] *বিণ* বেদ বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'বেদবিৎ, বেদভক্ত, দার্শনিকমণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বেদবিদ [স] *বিণ* বেদ বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'গুর্জর দেশের বেদবিদ ব্রাহ্মণ ...।' *অবন*, ১৯০৯।

বেদবিদ্যা [স] *বি* বেদমন্ত্র। 'তত্রাচ বেদবিদ্যাবলে তিনিই আমার কন্যারত্নের অনুরূপ পাত্র।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

বেদবিরুদ্ধ [স] *বিণ* বেদের মতের বিরোধী। 'বিধবাবিবাহ যদ্যপি বেদ বিরুদ্ধ হয়, তবে কি রূপে শাস্ত্রসম্মত কহিবে?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বেদবিহিত [স] *বিণ* বেদ-অনুমোদিত। 'সুরাপান বেদবিহিত এবং আয়ুর্বেদনিষিদ্ধ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

বেদবেদান্ত [স] *বি* হিন্দুশাস্ত্র বেদ ও বেদান্ত। 'তিনি নিজ অনুপম মহিমামাঝে নিলীন – সন্ধান তার কে করে, নিষ্ফল বেদ-বেদান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বেদভক্ত [স] *বিণ* বেদশাস্ত্র ভক্তি করে এমন। 'বেদবিৎ, বেদভক্ত, দার্শনিকমণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বেদ-ভাষ্যকার [স] *বিণ* বেদের ব্যাখ্যাকারী। 'বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামী এ মতের সারতত্ত্ব প্রচার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বেদমন্ত্র [স] *বি* বেদের শ্লোক। 'তাঁহারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

বেদশাস্ত্র [স] *বি* হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। 'বেদশাস্ত্র পুরাণ সভার কাব্য জানি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বেদস্তুতি [স] *বি* বেদের প্রশংসা। 'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন/ বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বেদাগম [স] *বি* বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্র। 'বেদাগমে আছে গাঁথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বেদাঙ্গ [স] *বি* বেদের ছয়টি অঙ্গ – শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। 'বেদ, ব্যাকরণাদি, বেদাঙ্গ ... উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বেদাচার [স] *বি* বেদের আচার। 'কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ বেদাচার বহিষ্কৃত।' *ভারত*, ১৭৬০।

বেদাধিকারী [স] *বিণ* বেদ পড়ার অধিকারী। 'স্ত্রীলোক বেদাধিকারী নয় বলে পুণ্যাহবাচনাদি কর্ম উপাধ্যায়-প্রতিনিধি দ্বারা হয়ে থাকে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বেদান্ত [স] *বি* উপনিষদ। 'না করে বেদান্তপাঠ করে সঙ্কীর্ত্তন।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বেদান্তবাগীশ [স] *বি* বেদান্তবিশেষজ্ঞ। 'আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বেদান্তশাস্ত্র [স] *বি* বেদব্যাসের রচিত দর্শনশাস্ত্র। 'যাঁদের বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্গে স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে।' *প্রমথ*, ১৯১২।

বেদান্তী [স] *বি* উপনিষদ বিষয়ে পণ্ডিত। 'রাজসভাতে প্রত্যহ শতং বেদজ্ঞ বেদান্তী মীমাংসক তার্কিক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বেদাবধি [স] *ক্রিবিণ* বেদ থেকে। 'অতি প্রাচীন বেদাবধি নব্যনব্য কাব্য পর্য্যন্ত সকল গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বেদাভ্যাস [স] *বি* বেদের প্রতিনিয়ত আবৃত্তি। 'বাঙালি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান বলে বেদাভ্যাস করেন না।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

বেদাশ্রয়া [স] *বিণ* বেদকে আশ্রয় করে রয়েছে এমন। 'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ে ত নাস্তিক/ বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বেদোক্ত [স] *বিণ* বেদে উল্লিখিত। 'বেদোক্ত মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বেদআত *দ্র* বেদাত

বেদখল [ফা বে+আ দখল] *বিণ* অধিকারচ্যুত। 'তাহ্যতে আমারদিগের বেদখল করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'ইংরেজেরা প্রায় সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বেদড় [ফা বে+স দণ্ড>] *বিণ* দুষ্ট। 'ছ্যাচড়া ছেলে বেদড় ভারি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বেদড়া *বিণ স্ত্রী* দুষ্টস্বভাব। 'বেদড়া মাগী উনি কিছুই জানেন না' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

বেদন [স] **১** *বি* বেদনা। 'পরক বেদন পর বাঁটি ন লেই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* আকুলতা। 'একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

বেদনগুঞ্জন [স] *বি* করুণধ্বনি। 'স্তব্ধ হোক বেদনগুঞ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বেদন-বাঁশি [স বেদন+স বংশী] *বি* বেদনার বাঁশি। 'বেদন-বাঁশি উঠল বেজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বেদনভরা [স বেদন+ভরা] *বিণ* কষ্টপূর্ণ। 'রইল শুধু বেদনভরা আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বেদনশীলতা [স] *বি* স্বভাবগত বেদনাবোধ। 'আল্লা উপভোগ করেন মানুষের ভেতরের বেদনশীলতা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বেদনা [স] *বি* যন্ত্রণা। 'বিরহ বেদনা জ্বত হৃদয়ে আছিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেদনা-আহত [স] *বিণ* বেদনার্ত। 'বেদনা-আহত কবির চিত্তে বাণী দাও।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বেদনাকর [স] *বিণ* কষ্ট দেয় এমন। 'একটি বিরাট সত্তার পক্ষে বেদনাকর আঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বেদনাকরুণ [স] *বিণ* ব্যথায় কাতর। 'পরাজিত ভাগ্যহত রাজপুত্রের বেদনাকরুণ মধ্যাহ্নটা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বেদনাকাতর [স] *বিণ* বেদনায় পীড়িত। 'দুঃখভীরু বেদানকাতর আমরা দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার আবরণ রচনা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বেদনা ক্ষুণ্ণ [স] *বিণ* বেদনার্ত। 'তোমরা বেদনা ক্ষুণ্ণ বিষাদিনী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বেদনাগান [স] *বি* বেদনার গান। 'মাঝে সমুদ্র অতল বেদনাগান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বেদনাঘন [স] *বিণ* দুঃখভারাক্রান্ত। 'এক বেদনাঘন স্মরণীয় দিন।' *বেগম*, ১৯৬৬।

বেদনা-ঘা *বি* ব্যথাপূর্ণ ক্ষত। 'পৃষ্ঠে তার নিষ্করুণ বেত্রাঘাত ও দুর্বিনীত পদাঘাতের দুর্বিষহ বেদনা-ঘা।' *নজরুল*, ১৯২২।

বেদনাচ্ছন্ন [স] *বিণ* ব্যথাপূর্ণ। 'নীলার মুখ বেদনাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।' *তারা*, ১৯৪৩।

বেদনাজনক [স] *বিণ* যন্ত্রণাদায়ক। 'হাত পা কাটা প্রভৃতি বেদনাজনক ব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বেদনা-ঝঞ্ঝা [স] *বি* বেদনার ঝড়। 'তোর বুকভরা বেদনা-ঝঞ্ঝা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেদনাতুর [স] *বিণ* দুঃখকাতর। 'তাহার গুহাশায়ী বেদনাতুর হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বেদনাতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* বেদনায় কাতর। 'কুসুমে ঢেকেছ তোমার বক্ষ বেদনাতুরা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বেদনাদগ্ধ [স] *বিণ* যন্ত্রণায় পোড়া। 'কত সে ক্লান্ত বেদনাদগ্ধ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বেদনাদায়ক [স] *বিণ* যন্ত্রণাদায়ক। 'এই নিশ্চেষ্ট উদাসীন ভাব কি ভয়ানক বেদনাদায়ক!' *কোহিনূর*, ১৯১১।

বেদনাদূত [স] *বি* দুঃখের বার্তাবাহক। 'বিধাতার প্রেরিত বেদনাদূতকে প্রশ্ন করিয়া আদেশ জানিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বেদনাদূতী [স] *বি স্ত্রী* বেদনার বার্তাবাহক। 'বেদনাদূতী গাহিছে, "ওরে প্রাণ তোমার লাগি জাগেন ভগবান"।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বেদনানন্দ [স] *বি* বেদনার মধ্যে আনন্দের অনুভূতি। 'ক্লিষ্ট কণ্ঠে বেদনানন্দ বাজিছে আকাশ বাতাসময়।' *নজরুল*, ১৯২২।

বেদনাপুঞ্জিত [স] *বিণ* বেদনাপূর্ণ। 'এমনই বেদনাপুঞ্জিত অন্ধকারের বিষাদের প্রয়োজন আছে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

বেদনাপূর্ণ [স] *বিণ* বেদনার্ত। 'বেদনাপূর্ণ বিদারণরেখা টানিয়া দিয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বেদনাপ্লুত [স] *বিণ* বেদনাসিক্ত। 'বেদনাপ্লুত তাঁর মুখে একটা নির্বিকার তৃপ্তির আবছায়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

বেদনাবরণী [স] *বিণ* বেদনা বরণকারী। 'শুধু চাই দৃপ্তপ্রাণ – বেদনাবরণী।' *আহসান*, ১৯৪৪।

বেদনা বাজা *ক্রি* কষ্ট অনুভূত হওয়া। 'কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বেদনাবিদ্ধ [স] *বিণ* বেদনায় আহত। 'পরম সত্য বেদনাবিদ্ধ তার বুকে ওঠে দূর যাত্রীর স্বর।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

বেদনা-বিদ্যুৎ [স] **১** *বি* বেদনারূপ বিদ্যুৎ। 'ঘরের আকাশ প্রতিক্ষণে হানছে যেন বেদনা-বিদ্যুতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **২** *বিণ* তীব্র বেদনা। 'তোরি সুরে বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে ঝলিয়া উঠিবে নিত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বেদনা-বিমোচন [স] *বিণ* দুঃখ মোচনকারী। 'বেদনা-বিমোচন যুগ-সেনানায়ক। জাগো জ্যোতির্ময়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বেদনা-বিহারী [স] *বিণ* বেদনা বিহারকারী। 'বেদনা-বিহারী এসো নারায়ণ!' *নজরুল*, ১৯৩১।

বেদনাবিহীন [স] *বিণ* বেদনা নেই এমন। 'বেদনাবিহীন ওই হাসি মুখ, সমান দেখিতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে আবেশবশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বেদনাবোধ [স] *বি* যন্ত্রণাবোধ। কোনো কিছুতে কাহারও বাস্তবিক বেদনাবোধ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'যাহার বেদনাবোধ নাই তাহার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বেদনা-ভরা *বিণ* দুঃখভারাক্রান্ত। 'সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনা-ভরা প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বেদনাভার [স] *বি* বেদনার ভার। 'শান্ত পবনে নীরবে রাখিল আনি/ আপন বেদনাভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বেদনাভারী [স] *বিণ* দুঃখে ভার হয়ে আছে এমন। 'বেদনাভারী যাত্রা আর সইলো না।' *মাহে নও*, ১৯৪৯।

বেদনা মন্দির [স] *বি* দুঃখের অনুভব। 'গোপন বেদনা মন্দিরের সন্ধান বলিবে না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বেদনামাধুরী *বিণ* বেদনার মাধুর্য। 'পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বেদনামাধুর্য [স] *বি* বেদনাময় সৌন্দর্য। 'বেদনামাধুর্যে গড়া তোমার শরীর।' *সুনীল*, ১৯৬১।

বেদনামিশ্রিত [স] *বিণ* বেদনাযুক্ত; ব্যথাভরা। 'পরাধীনতার সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাক্যহীন বেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বেদনামুগ্ধ [স] *বিণ* কষ্টে আচ্ছন্ন। 'পৃথিবীর বেদনামুগ্ধ ছায়া পদে পদে অসাড় হয়ে আসে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বেদনাম্লান [স] *বিণ* দুঃখকাতর। 'তার বেদনাম্লান চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বেদনার্ত [স] *বিণ* সকরুণ। 'পিতা এইবার গলিয়া গিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে বলিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বেদনা-শেল [স] *বি* বেদনারূপ শেল। 'সব হতভাগ্যেরই স্মৃতিস্তম্ভ বেদনা-শেলের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

বেদনাস্তম্ভিত [স] *বিণ* বেদনায় অচল; বেদনায় বিস্মিত। 'একটি বেদনাস্তম্ভিত মুহ্যমান হৃদয় অত্যন্ত বিসদৃশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বেদনাস্ফুরিত [স] *বিণ* যন্ত্রণা প্রকাশ পাচ্ছে এমন। 'তার বেদনাস্ফুরিত ওষ্ঠপুটে আমার পিপাসী ওষ্ঠ ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বেদনী [স বেদন>] *বি* ব্যথিত। 'পরম বেদনী রূপে করিল রোদন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বেদনীয় [স] *বিণ* জ্ঞেয়; অনুভব করার। 'যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বেদম [ফা] ১ *বিণ* রুদ্ধশ্বাস। 'ঘোড়া ছুটে ছুটে বেদম হল।' *অবন*, ১৮৯৬। ২ *বিণ* প্রাণবায়ু বের করে এমন মারাত্মক। 'মার খাইল সবাই বেদম।' *জসীম*, ১৯৩৩; 'ডাল সম্বার দিবার সময় হাঁচিতে হাঁচিতে বেদম হইয়া আসে।' *মানিক*, ১৯৪০।

বেদম করন *ক্রি* শ্বাস রুদ্ধ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বেদয়াতি [আ বিদআত>] *বিণ* বেদাতকারী; ধর্মের বিপরীত রীতি প্রচলনকারী। 'হানাফি মজহাবাবলম্বিগণকে মোশরেক, বেদয়াতি ও দোজখী বলিয়া ...।' *শরিয়ত*, ১৯২৫।

বে-দরকারি [ফা বে-দরকারি] *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'দরকারি বে-দরকারি নানা জিনিসের মতো।' *অবন*, ১৯২৫; 'বে-দরকারী লেজ কোথাও নেই।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

বেদরদ [ফা] ১ *বিণ* দয়াহীন। 'বড় বেদরদ শাহা কি বলি তোমারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'বেদরদ দিল কাঁপে থর-থর যেন জুর-জ্বর-শোক।' *নজরুল*, ১৯২৪। ৩ *বিণ* মমতাহীন। 'এমন বে-দরদ হোটো দাদি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেদরদী [ফা] ১ *বি* সহানুভূতিহীন ব্যক্তি। 'বেদরদীর কাছে চোখের জল ফেলা ...।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* দরদহীন। 'কোনো বেদরদীর রাঙা চরণে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বেদরা *বি* বদমায়েশ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বে-দলী *বিণ* দলচ্যুত। 'তার মামে আজ হাবলুও বে-দলী হয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

বেদস্তুর [ফা] ১ *বি* অনিয়ম। 'যে-কাজ করতে যান, মনে হয় পাছে বেদস্তুর হয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* রীতিবিরুদ্ধ। 'ঘোষালের এই বেদস্তুর ব্যবহারে আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলুম।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

বে-দাগ [ফা] *বিণ* দাগহীন; কলঙ্কহীন। 'তোমার বে-দাগ বুকে না-জানি কত দাগই কেটে দেবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

বেদাত [আ বিদআত] *বি* ধর্মবহির্ভূত কাজ। 'উহা একটি বেদাত।' *মোহাম্মদী*, ১৯২০।

বেদআৎ [আ বিদআত] *বি* ধর্মবহির্ভূত রীতির প্রচলন। 'হিংসা বেদআৎ গোমরাহী যত অসত্য অনাচার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বেদআত [আ বিদআত] *বি* ধর্মবহির্ভূত রীতি। 'তন্মধ্যে শেরেক ও বেদআত সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ।' *হেদায়াত*, ১৯৩৬।

বেদাৎ [আ বিদআত] *বি* ধর্মবহির্ভূত রীতি। 'বেদাৎ বা মানুষের সৃষ্ট রীতিনীতির সংস্কার।' *নজরুল*, ১৯২২।

বেদাতি [আ বিদআত>] *বিণ* শাস্ত্র সমর্থিত নয় এমন। 'বেদাতি কোনো কিছু খোদাতালার অপ্রিয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বেদাদ [আ বিদআত] *বি* ধর্মবহির্ভূত রীতি। 'তোমার কাহিনী তার করিল বেদাদ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেদানা [ফা] *বি* ডালিমজাতীয় ফলবিশেষ। 'পানিফল কেসুর, আম জাম আঙ্গুর; দধি দুগ্ধ ক্ষীর মাখন বেদানা ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বেদি, বেদী [স] ১ *বি* হিন্দুদের পূজার মঞ্চ। 'শাক পারসাদি পিষ্টক অবধি বেদীর উপরে ধরি।' *শেখর*, ১৬০০। ২ *বি* বিবাহমঞ্চ। 'ধাররাজ ... অলঙ্কার বস্ত্রাদিতে শোভিত কন্যাকে সভামধ্যে বেদিতে আনাইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

বেদিকা [স] ১ *বি* বেদী। 'সুবর্ন্ন বেদিকার মেকলা আরোপণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* মঞ্চ। 'স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমুচ্চ সুন্দর বেদিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বেদীতল [স] *বি* মঞ্চের সম্মুখবর্তী স্থান; বেদিমূল। 'মন্দিরের বেদীতলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বেদীমূল [স] *বি* বেদীর কেন্দ্র। 'বাসনার বেদীমূলে অপব্যয়ী কুসুমের মাস।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বেদিয়া [আ বাদিয়া] *বি* বেদে; সাপুড়ে জাতিবিশেষ। 'প্রাণিক্রীড়াপ্রদর্শক বেদিয়া প্রভৃতি জাতিরা ইহাদিগকে পোষে ও ইহাদের নানারূপ ক্রীড়াপ্রদর্শন করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। *দ্র* বেদে

বেদিআ [আ বাদিয়া] *বি* বেদে সম্প্রদায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেদিণী [আ বাদিয়া] *বি* বেদে সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোক। 'বেদিণী, যুগিণী, চাড়ালণী, কলুণী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বেদিনী *বি স্ত্রী* বেদেনী; বেদে সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোক। 'বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয় আয় আয় আয়।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বে-দিল [ফা] *বিণ* হৃদয়হীন; নির্মম। 'তুমি জল্লাদের চেয়েও নিষ্ঠুর, বে-দিল।' *নজরুল*, ১৯২২; 'তোরা কী সুখ পাস বে-দিলের মতন বেদনা-ঘায়ে ভোঁতা ছুরি রগড়ে?' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেদীন [ফা বে+আ দীন] **১** *বিণ* ধর্মহীন। 'কাফর বাঙ্গালি হিন্দু বেদীন বামন।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তি। 'গোমরাহ বেদীনদের নসিহত।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বেদীনী [আ দীন>] *বিণ* অধার্মিক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ওই বেদীনী লোভে পড়ে দীনদারী ভুলে যাও।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

বেদুইন, বেদুঈন [আ] *বি* আরবের যাযাবর জাতিবিশেষ। 'বেদুইন আরব গণের ন্যায় ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস।' *নজরুল*, ১৯২২।

বেদুইন-বালা [আ বেদুঈন+স বালা] *বি* আরবের মরুচারী যাযাবর-কন্যা। 'তোমার আশায় বেদুইন-বালা আজিও রেখেছে রোজা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বেদুইনী *বিণ* যাযাবরের বাজানো। 'বেদুইনী সুরে বাঁশি বাজে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

বেদুয়িনি *বিণ* যাযাবরের মতো। 'এইবার আমার নির্জন বেদুয়িনি ছাদে শুরু হল আর-এক পালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বেদুরস্ত [ফা] *বিণ* অযথার্থ। 'এমনি বেকায়দায় বেদুরস্তভাবে যে তাঁহার শরীরে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বেদে [আ বাদিয়া] **১** *বি* সাপুড়ে জাতিবিশেষ। 'কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'চিন্তামণি বেদে।' *সেবধি*, ১৮৪০। *দ্র* **বেদিয়া**

বেদেনি, বেদেনী **১** *বি* মরুচারী যাযাবর নারী। 'মরুভূমির বেদে ও বেদেনির দল।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* সাপুড়ে নারী। 'বেদেনীর বাজিকরী শক্তির মতো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

বেদেনা [স বেদনা] *বি* বেদনা। 'যাহার কপালে জোরা হার তাহার জোরাতে জল ভর করিয়া মুণ্ডে, বেদেনা করে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

বে-দেরেগ [ফা] **১** *বিণ* নির্মম। 'তোমার হাতের যে-দেরেগ তেগ অবহেলে দিত আনি।' *নজরুল*, ১৯২৮। **২** *ক্রিবিণ* নির্দয়ভাবে। 'জননী এমন বেদেরেগ হাত চালাইতে পারে, তার জানা ছিল না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বেদেল [ফা] *বি* নিষ্ঠুর। 'বেদেল পড়িয়া কেন নজরে তাকাও।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেদ্য [স] *বিণ* জ্ঞেয়। 'আচার্য্যের মনের কথা নহে প্রভুর বেদ্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বেধ [স] *বি* পুরুত্ব। 'বস্তুর লম্বা দিকের পরিমাণকে দৈর্ঘ্য, দুই পার্শ্বের পরিমাণকে বিস্তার, দুই পৃষ্ঠের পরিমাণকে বেধ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বেধক [স] *বি* উপর ও নীচের মাড়ির সামনের চারটি করে আটটি দাঁতের দু পাশের একটি করে উপরে ও নীচের পাটির মোট চারটি দাঁত। 'নিম্নস্থ দশনপঙ্ক্তিতে পূর্ববৎ দুইটি বেধক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বেধড়ক [ফা বে+ধড়>] **১** *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* বিলাসী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বিণ* অপরিমেয়। 'ছেলে দুটিকে বেধড়ক মার দিয়েছিল।' *পাশা*, ১৯৭১।

বেধা [স বিধ>] *ক্রি* বিদ্ধ করা। **বেধিআঁ** *ক্রি* ভেদ করে। 'পাঞ্জর বেধিআঁ বুকত লাগিল ঘুনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বেধিল** *ক্রি* বিদ্ধ করলো। 'রাধার কারণে কাহ্নাঞিঁ আল বেধিল মদন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বেধে** *ক্রি* বেঁধে। 'মাথার জটায় বেধে ফটিকের মালা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বেন [বেহাইন>] *বি* ছেলে বা মেয়ের শাশুড়ি। 'বেন ঠাকরুণ কি বলেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

বেনকুয়েট [ই banquete] *বি* (কারো সম্মানে) ভোজনের আয়োজন। 'আবদুর রহমান বেনকুয়েট সাজিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বেনন [স বপন] *বিণ* বোনা। 'বেনন পাটের থোপ মুকুতার মাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেনন জাদ *বি* বেণীর শেষপ্রান্তে লাগানোর ফিতা। 'বেনিয়ে বান্ধল বেনন জাদ।' *আলাওল*, ১৬০০।

বেনা[১] [স বিনা] *অব্য* বিনা; ছাড়া। 'লালন কয় আলেক বেনা/ কর তার দিশে।' *লালন*, ১৮৯০।

বেনা[২] [স বীরণ>] *বি* এক প্রকার সুগন্ধ তৃণ বা ঘাস। 'একগাছ বেনা কৃষ্ণ হাতেত ছিল্লি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেনাঘাস *বি* এক প্রকার তৃণ। 'সমগ্র চরটা বেনাঘাস আর কাশের ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন।' *তারা*, ১৯৪০।

বেনাবন [স বীরণ>+স বন] *বি* এক ধরনের তৃণের ঝোপ। **বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো** – অপাত্রে বা অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে মূল্যবান বস্তু দেওয়া। 'কেন বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বেনামূল *বি* বেনা নামক সুগন্ধি তৃণের শিকড়। 'জিনি কর্পূর বেনামূল চন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বেনাকারি [ই বেনিয়ান>] *বি* দালালি। 'নানা প্রকার গলতি কর্ম্মের বেনাকারি ও তদ্বিরে ব্যস্ত থাকিয়া আড্ডায় আসিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

বেনানী [স বেণী] *বি* বেণী। 'সে শির বেনানী জালে নবগুঞ্জামণি মালে উপরে চঞ্চল চাঁদ জোড়া।' *দ্বিজঞ্জী*, ১৬০০।

বেনানো *ক্রি* তৈরি করা। 'শালার বামুণ কদ্দূরে ঘর বেনিয়েচে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বেনাফুল *বি* একপ্রকার ধান। 'বাজাল মরীচশালী ভুরা বেনাফুল।' *ভারত*, ১৭৬০।

বেনাম [ফা] **১** *বি* অন্যের নাম; নিজের নাম গোপন করে অন্য নাম ব্যবহার করা। *মেয়ার*, ১৭৮৭; 'কখনো স্বনামে কখনো বেনামে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* নামহীন। 'থাকে বটে স্বনাম বেনাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বেনামদার [ফা] *বি* বিকল্প। 'ইংরেজ কর্মচারীদের বেনামদার বৈ আর কেউ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'এ যুগে কাব্য হচ্ছে শাস্ত্রের বেনামদার।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

বেনামাজী [ফা] *বিণ* নামাজ পড়ে না এমন। 'ইনস্পেক্টর সাহেবকে বেনামাজী বলিয়া তাম্বিহ করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বেনমাজী [ফা] *বিণ* নামাজ পড়ে না এমন। 'বে-নমাজী ও বে-রোজা লোক।' *এসলাম*, ১৯১৯।

বেনামি, বেনামী [ফা] *বিণ* নাম গোপন করা হয়েছে এমন। 'তালুক ও বাগান তাঁহারদিগের নিকট বেনামী করিয়াছিলাম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫। 'বেনামি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেনামি চিঠি *বি* পরিচয় গোপন করা চিঠি। 'রাজার কাছে লাগিয়ে বেনামি চিঠি দিয়ে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

বেনামী পথ *বি* অজানা পথ। 'বেনামী পথের নিশানা নেছে সে চিনে।' *জীবন*, ১৯২৭।

বেনারসী ১ *বিণ* ভারতের উত্তরপ্রদেশের বারাণসী বা কাশীতে তৈরি। 'একখানি লাল বেনারসী শাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* বারাণসীতে বা কাশীতে জন্মেছে এমন। 'বেনারসী পান খেলেন।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বেনি [স বীণি] *বি* জোড়া বাঁশি। 'বাজায় সানি রণজয় বেনি সংহলে উঠিল কম্প।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেনি ফৈরাদ [আ ফরয়াদ>] *বি* পাল্টা নালিশ। 'বেনি ফৈরাদ বিবি আনা বাত্তীষার ফৈরাদের দরুন জবাব দিতেছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

বেনিবিভঙ্গ [স বেণী>] *বি* বিনানো বেণী। 'নহি জটা ইহ বেনিবিভঙ্গ। মালতি মাল সিরে নহ গঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বেনিমক [ফা] *বিণ* বৈচিত্র্যহীন। 'সে জীবন যে বেনিমক।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেনিয়ম [ফা বে+স নিয়ম] *বি* নিয়মের ব্যতিক্রম। 'একদিনও বেনিয়ম হয় না যেন।' *জীবন*, ১৯৩২।

বেনিয়া [স বণিক] *বিণ* ব্যবসায়িক। 'কংগ্রেসী বেনিয়া স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদ আজ যেখানে মিতালি পাতাইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

বেনিয়ান[১] [ই] *বি* বানিয়া। 'নিমকমহলের বেনিয়ান হয়ে খোদ কর্তা ... এখানে বাড়ি করেন।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বেনিয়ান[২] [ই] *বি* গেঞ্জির মতো খাটো জামাবিশেষ। 'গায়ে চকচকে বেনিয়ান।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বেনিশানা [ফা] *বিণ* লক্ষ্যহীন। 'বেনিশানায় যদি ডাক/ চিনবি কীরূপ কে আল্লা।' *লালন*, ১৮৯০।

বেনুন [স ব্যঞ্জন] *বি* তরকারি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেনে[১] [স বণিক] *বি* বণিক; বানিয়া। 'বেনে আসিয়া কহিল সমাচার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বেনেগিরি [স বণিক+ফা গিরি] *বিণ* দোকানদারি। 'খাচ্ছি-দাচ্ছি সংসারের বেনেগিরি করছি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বেনেযুগ [স বণিকযুগ] *বি* বাণিজ্য নির্ভর যুগ। 'এ বেনেযুগে মানসবাণিজ্যে পিছিয়ে পড়লে কিংবা তাল ঠুকে চলতে না জানলে ...।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

বেনে[২] [স যেন] *অব্য* যেন। 'সদাগর লাজেতে পড়ুক বেনে বাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেনেতি [স বণিক] *বিণ* বেনের। 'কলিকাতার বেনেতি দোকানে ব্যাঙ্ক নোট ভাঙ্গাইতে হইলেও দুই চারি পয়সা বাঁটা লাগিয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪।

বেনেতি দোকান *বি* বানিয়া বা বেনের দোকান। 'বেনেতি দোকানে, ওষুধের দোকানে ...।' *জসীম*, ১৯৬০।

বেনেবউ *বি* পাখিবিশেষ। 'কোকিল, পাপিয়া, বেনেবউ।' *তারা*, ১৯২৯।

বেণেবউ *বি* পাখি বিশেষ। 'পানিতর বেণেবউ গড়ে মৎস্যরঙ্ক।' *ভারত*, ১৭৬০।

বেনে-বৌ *বি* হলুদ ও কালো রঙের সুকণ্ঠ পাখিবিশেষ। 'মাঝে মাঝে তুচ্ছ বেনে-বৌ পাখির চেয়েও বেশি বেনেতি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বেনো [স বন্যা>] *বিণ* বান বা বন্যার। 'ধেনো গাঙ্গে বেনো জলে ডুব।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বেনোজল *বি* বন্যার জল। 'শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে বেনোজলে নেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বেন্দাবনী [স বৃন্দাবন>] *বিণ* বৃন্দাবনে তৈরি। 'পিসো, সেই বেন্দাবনী জুতো গুলো?' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

বেন্নন [স ব্যঞ্জন] *বি* ব্যঞ্জন; তরকারি। 'বেন্নন খাইবেন রুপার বাটিতে।' *অবন*, ১৯১৯।

বেপথু [স] *বি* শিহরণ। 'ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বেপথুব্যাকুলা [স] *বিণ স্ত্রী* কম্পিত ও অস্থির। 'বেপথুব্যাকুলা সেই বধূকে ...।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

বেপথুমতী [স] *বিণ স্ত্রী* কম্পমান। 'ব্যথিতদেহা, বিপন্না, বেপথুমতী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বেপথুমান [স] *বিণ* কম্পমান; আন্দোলিত। 'তাঁর নাকের ডগাও তেমনি বিস্ফারিত ও বেপথুমান হত।' *প্রমথ*, ১৯২২।

বেপমান [স] *বিণ* কাঁপছে এমন। 'শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বেপমানা [স] *বিণ স্ত্রী* কম্পমান। 'শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠনবতী, বেপমানা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বেপরোয়া [ফা] *বিণ* নির্ভীক; কোনো কিছু গ্রাহ্য করে না এমন। 'বেপরোয়া তুই সত্য বল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বেপরুআ [ফা] *বিণ* নির্ভীক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেপরওয়া [ফা] *বিণ* কোনো কিছু গ্রাহ্য করে না এমন; নির্ভীক। 'তাহাদের বেপরওয়া মনোভাব পররাষ্ট্রনীতিকে নিছক ঋণ সংগ্রহের নীতি করিয়া তোলে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

বেপর্দা[১], **বে-পরদা** [ফা] ১ *বি* বিবৃত পরদা। 'বে-পরদা বা কড়িমাধ্যমের কাজ নয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* ভুল পর্দা। 'একটি বেপর্দায় হাত পড়লে সুর যেমন আগাগোড়া বেসুরো হয়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯১৬। ৩ *বি* রাগ-রাগিণীতে অননুমোদিত পর্দা ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ভুল স্বর। 'রবিবাবু ঐ সব বেপর্দা ব্যবহার করেছেন বলবার কী অধিকার আছে আপনাদের।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বেপর্দা[২] [ফা] *বিণ* পর্দাহীন। 'চাকরদের সম্মুখে অর্দ্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাদেরকে বেপর্দা বলি।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

বেপর্দামি [ফা বেপর্দা>] *বি* পর্দাবিহীন চলাফেরা। 'শহরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের বেপর্দামির নিন্দা করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বেপহারা [স বেপ+হারা] *বিণ* হতভম্ব। 'অদ্ভুত দেখিয়া কীর্তি সভে বেপহারা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বেপাড়া [ফা বে+পাড়া] *বিণ* অন্য মহল্লার। 'তবু লোকজন, ঘরবাড়ি,

পাড়া কি বেপাড়া, অলিগলি, গাছপালা স্পষ্ট আর দেখি না কিছুই।' *শামসুর*, ১৯৭০।

বেপাত্তা [ফা বে+পাত্তা] *বিণ* পাত্তা নেই এমন। 'বেপাত্তা হয়ে যায় একাধিক পুজোবাড়ির আঙিনায়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

বেপার [স ব্যাপার] *বি* ব্যবসা। 'কেহ করে মাংসের বেপার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেপারি, বেপারী [স ব্যাপার>] ১ *বি* বণিক। 'উজির হইল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের বান্দা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ব্যবসায়ী। 'বেপারীদের মাল এ-বাজারে ও-বাজারে।' *জসীম*, ১৯৬৪।

বেপারিয়ান [স ব্যাপার+ফা আন] *বি* ব্যবসায়ীরা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

বেপারিলোক *বি* ব্যবসায়ীগণ। *চেরী*, ১৭৮৮।

বে-পাল [ফা বে+পাল] *বিণ* পালহীন। 'তখনও এ গাল ছিল সাহারার মরু/ বে-পাল মাস্তুল কিংবা বিপল্লব তরু।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বেপালট [ফা বে+প্রা পল্লট] *বি* বিপদ। 'তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়েচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বেপাল্লা [ফা বে+হি পল্লা] *বিণ* আয়ত্তের বাইরে এমন। 'সাহসও হইল না। কারণ বেপাল্লা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

বেপির [ফা] *বিণ* দুরাচার। 'দেখ শাহা এজিদ যে কমজাত বেপির।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বে-পীহাত *বিণ* অত্যন্ত। 'আমি ঘোড়া বে পীহাত জন্তো তনদামি করিছিলাম।' *বোগল*, ১৭৭০।

বেপুহারা [স বেপ+হারা>] *বিণ* হতভম্ব। 'বাক্য নাই বদনে যেমন বেপুহারা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বেপ্যাচ [ফা] *বি* বিপাক। 'তাঁরাও সেই বেপ্যাচে পড়ে প্রাণটা হারান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বেফাঁস, বেফাস [ফা বে+ফা ফাশ] ১ *বিণ* অসংযত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যে ব্যক্তি সর্বদা নিশ্চিন্ত, অম্লানবদনে বেফাঁস কথা বলিয়া বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'এই বেফাস কথাটা বলিয়া ফেলিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫। ২ *বি* প্রকাশ। 'কায়দা করে সংবাদটা বেফাঁস করলাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বেফায়দা [ফা বে+আ ফায়দা] *বিণ* বৃথা। 'বেফায়দা কালে-অকালে কড়াকড়ি করে মানুষকে দুঃখ দেবার জন্যে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

বে-বখত [ফা বে+আ বখত] *বিণ* হতভাগা। 'তাতে তারা রাজি হয়নি, বে-বখত বলে।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

বেবথা [ব্যবস্থা] *বি* ব্যবস্থা; বিধান। 'না শুণিলি পুরাণ কথা/ না জাণসি ধরম বেবথা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেবন্দোবস্ত [ফা বে+ফা বন্দোবস্ত] *বিণ* বিশৃঙ্খল। 'সমস্তই বেবন্দোবস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বেবসা [স ব্যবসা] *বি* বাণিজ্য। 'বেবসা পঠন দান তিন কর্ম্ম বৈস্য।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেবসাদার [স ব্যবসা+ফা দার] *বি* ব্যবসায়ী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেবস্তর [ফা বে+স বস্ত্র] *বিণ* বিবস্ত্র। 'বয়েসী পিতার লাশ থেকে ক্ষিপ্র ছিনিয়ে কাপড়/ লজ্জা ঢাকে বেবস্তর উদ্‌ভ্রান্ত সন্তান কাতর।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

বেবস্থা [স ব্যবস্থা] *বি* বিধান। 'প্রথমে বলিএ জপ নিয়ম বেবস্থা।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেবহা *বিণ* অতি প্রশস্ত। 'এবার দু পাশে বেবহা মাঠ।' *শওকত*, ১৯৫৩।

বেবহার [স ব্যবহার] *বি* আচরণ। 'ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বেবাক [ফা বে +আ বাক] ১ *বিণ* সমস্ত। 'ঢেকুরের বেবাক কাড়িয়া লব কড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'কিস্মতের টাকা বেবাক আদায়ের পরে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬। ২ *বিণ* প্রচুর। 'বেবাক টাকা ও খরচা দিয়া বাবুকে খালাস করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বেবাগ [ফা বে+বাগ] *বিণ* বশ না মানা। 'বেবাগ ঘোড়া হঠাৎ মুখের উপর চাবুক খেয়ে ...।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বেবাজ [ফা বে+স ব্যাজ] *বিণ* শুল্কমুক্ত। 'বেরুনিএগ্র জন আমি বান্দে নদী পানি/ জত জন আসিব বেবাজ হাট শুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেবিলন [ই] *বি* ইরাকের প্রাচীন সভ্যতাবিশেষ। 'বেবিলন ছাই হয়ে আছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বেবুঝ [ফা বে+বুঝ] *বিণ* অবুঝ। 'যে লেখে বেদনা বেবুঝ বাঁশীতে কেমন দেখাব তায়?' *জসীম*, ১৯২৯।

বেবুন [ই] *বি* লম্বা মুখওয়ালা বানরবিশেষ। 'সে বাবুদের বলে বেবুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বেবুশ্যা [স বেশ্যা] *বি* বারবনিতা। 'বেবুশ্যার মতো ন্যাংটা আর অমন ছিনালী ঢং।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বেবুশ্যে [স বেশ্যা] *বি* বারবনিতা। 'ডাইনী না বেবুশ্যে গো?' *কায়সার*, ১৯৬২।

বে-বোরকা [ফা] *বিণ* বেপর্দা; বোরকা পরেনি এমন। 'চোখে সুরমা লাগিয়ে বে-বোরকায় কাবুল শহরে এটা রোঁদ মেরে এস।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বেভরন *বি* অপব্যবহার করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বেভর্মা [স বিভ্রম>] *ক্রি* বিভ্রান্ত হওয়া। 'বেভর্মিয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেভার [ব্যবহার] ১ *বি* আচরণ। 'সকল বেভার তোর দেখি বিপরীতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ব্যবহার। 'পিতা মোর পুণ্যবান/ দিবেন অনেক দান/ কন্যাগণ করিবেন বেভার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* কুটুম্বিতায় ব্যবহৃত উপহার। 'বিভার কারণ কিবা আন্যাছ বেভার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* উপহার। 'সমুদ্র নৃপতি তারে দিয়াছে বেভার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বেভুল [ফা বে+ভুল] *বিণ* বিহ্বল। 'সে জেগেছে একা – তুমি ঘুমায়েছ বেভুল আপন সুখে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বেভোগ [স বৈভব] *বি* বৈভব। 'সকল বেভোগ তেজে তোমার চরণ পুজে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বেমক্কা [ফা বে+আ মওকা] ১ *বিণ* অশোভন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *ক্রিবিণ* উদ্দেশ্যহীনভাবে। 'শেষটায় বেমক্কা ঘোরাঘুরির জন্য মুরুব্বির মত ঈষৎ তম্বীও করল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ৩ *বিণ* অসংযত। 'হঠাৎ বেমক্কা এ জিনিসের মুখোমুখি হয়ে পড়লে যে কী দারুণ নাভিশ্বাস ওঠে।' *মুজতবা*, ১৯৫২। ৪ *বিণ* অসংগত। 'তার বর্ণনা এদের সামনে এই বেমক্কায় পেশ করলে এরা আমাকে খুন করবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বেমজলিসি [ফা বে+আ মজলিস>] *বিণ* অনানুষ্ঠানিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেমজা [ফা বে-মজহ্] *বিণ* স্বাদহীন। 'চাটাও যেন কেমন বেমজা লাগিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

বেমত [ফা বে+স মত] *বি* অমত। 'চাচি নির্বিকার মুখে জবাব দেয়, মোর আর বেমত কি?' *হাসান*, ১৯৬৪।

বেমনা [ফা বে+স মন] *বিণ* অনিচ্ছা। 'নিবারিতে নারে লোকে বড়ই বেমনা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেমান [ফা বে+আ ইমান>] *বিণ* বিশ্বাসঘাতক; নিমকহারাম। 'বেমান কাফের তোর বেসোর কমজাত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বেমানান [ফা বে+স মান্>] *বিণ* মানানসই নয় এমন। 'বৃদ্ধসমাজে তাহাকে কখনোই বেমানান দেখাইত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বেমারি, বেমারী [ফা বীমার>] **১** *বি* রোগ। 'আচানক খি বেমারী আসর খরছিল তানিরে?' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'নাতির খাঁসির বেমারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* রোগী। 'কথা কইছেন রুগ্ন বেমারির মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বেমালুম [ফা] **১** *ক্রিবিণ* অজ্ঞাতে। 'দোষগুলি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যান।' *হুতোম*, ১৮৬৮। **২** *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'আমাদের এই প্রকৃতি ঠাকরুণ সেই সঙ্কেতটি জানেন বলে এঁর কোটি মন্বন্তরের বয়সটাকে এমন বেমালুম কাঁচাতে পারেন।' *অন্নদা*, ১৯২৮। **৩** *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণভাবে। 'বেমালুম তার কথা ভুলে বসে আছেন।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

বেমালুমি [ফা বে+আ মালুম] *বি* অন্যের অজ্ঞাতে কিছু করা। 'কোন দফা বেমামুলি করি এমন সাবুদ হয়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বে-মেরামত [ফা বে+আ মরাম্মত] **১** *বি* মেরামত করা হয়নি এমন অবস্থা। 'বে-মেরামতে গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বিণ* জরা-জীর্ণ। 'বাঁধ সব বেমেরামত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বেমেরামতি [ফা বে+আ মরাম্মত>] *বিণ* সংস্কারবিহীন। 'ঘরখানা অনেকদিন বেমেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বেমো-টেমো [স ব্যামোহ>] *বি* অসুখ-বিসুখ। 'অধিক রাত্রি জাগিলে পাছে বেমো-টেমো হয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বেমোলায়েম [ফা বে+আ মুলায়িম] *বিণ* কর্কশ। 'আমাদের আওয়াজটা একটু বেমোলায়েম হয়ে অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙিয়ে পড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেয়নেট [ই] *বি* বন্দুকের সঙ্গিন। 'বেয়নেট-পোরা হতভাগাদের বুকের রক্ত।' *নজরুল*, ১৯২২।

বেয়নেটধারী [ই বেয়নেট+স ধারী] *বিণ* বেয়নেট বহনকারী। 'চারশো বেয়নেটধারী পদাতিক।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বেয়নেট যুদ্ধ [ই বেয়নেট+স যুদ্ধ] *বি* বন্দুকের ধারালো অগ্রভাগ দিয়ে যুদ্ধ। 'পুনা থেকে বেয়নেট যুদ্ধ পাশ করে এসেছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেয়রা [ই] *বি* বেহারা; বাহক। 'যত জাত-কুটুম্ব বেয়রা হয়ে, খাটে ক'রে ঘাটে লবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বেয়াই [স বৈবাহিক] *বি* কন্যা অথবা পুত্রের শ্বশুর। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'এখন বেয়াইকে একজিকুটার করে গেছেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

বেয়াইন *বি স্ত্রী* পুত্রের বা কন্যার শাশুড়ি। 'মতলব এই যে বেয়াইন বুঝুক।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বেয়াইনি [ফা বে+ফা আইন>] *ক্রিবিণ* আইন না মেনে। 'এক জন ইনিস্পেক্টার বেয়াইনি এক জন ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করে পীড়ন করেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বেয়াকুফি [ফা বে+আ ওয়াকুফ] *বি* নির্বুদ্ধিতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বেয়াকুবি [আ ওয়াকুফ>] **১** *বিণ* অবিচক্ষণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* বোকামি; নির্বুদ্ধিতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বেয়াকুল [স ব্যাকুল] *বিণ* ব্যাকুল। 'কোপে বেয়াকুল হইয়া পাছে নাহি চাও।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বেয়াজ [স ব্যাজ] **১** *বি* ছল। 'বেয়াজ দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* বিলম্ব। 'কতক্ষণ বেয়াজে বেটা জল পিয়ে সুখে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* বৃদ্ধি। *ভবানী*, ১৮২৩।

বেয়াড়া [ফা বে+স দণ্ড>] **১** *বিণ* অভ্যাস ও ব্যবহার খারাপ এমন। 'বেয়াড়া রকমের দরোয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 'খুড় মহাশয়ের বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় অতি বেয়াড়া।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **৩** *বিণ* মন্দ। 'বেয়াড়া বুদ্ধির চোটে, দিয়েছে শেকল কেটে।' *অমৃত*, ১৯০০। **৪** *বিণ* প্রকট। 'দেখিবার বস্তু ও তৃষ্ণাটা স্বভাবতঃই এতই বেয়াড়া।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বেয়াড়াপনা *বি* আদিখ্যেতা। 'ওসব বেয়াড়াপনা আমাদের ফ্যামিলিতে নেই মশাই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

বেয়াড়ামি *বি* মন্দকাজ। 'বেয়াড়ামি করলে পায়ের কাঁটা দিয়ে অল্প গুঁতো দেবে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বেয়াতি [স ব্যক্তি] *বি* ব্যক্তি। 'কুজন বেয়াতি মলাধারী তাহার মলাতে সে কুজন জর্মে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

বেয়াদব [ফা বে+আ আদব] *বিণ* অশিষ্ট। 'দুটি বন্ধুতেই এত বেশি বেয়াদব আর চেবেল্লা হয়ে পড়েছিল ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেয়াদপি *বি* অভদ্রতা। 'এ যেন ধৃষ্টতা, বেয়াদপি!' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

বেয়াদবি, বেয়াদবী [ফা বে+আ আদব>] **১** *বি* অভদ্রতা; অশিষ্টতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ধর্ম্মাবতার বেয়াদবি মাফ হয় ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* ভুলত্রুটি। 'পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ কর্ব্বেন।' *হুতোম*, ১৮৬২।

বেয়াধ [স ব্যাধ] *বি* ব্যাধ; শিকারি। 'মুক্তি দিতেই বেয়াধের মত বাঁধি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বেয়াধি [স ব্যাধি] *বি* ব্যাধি। 'অকথন বেয়াধি এ কহন না যায়।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

বেয়ান [স বৈবাহিক>] *বি* কন্যা অথবা পুত্রের শাশুড়ি। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বেয়াপা [স ব্যাপ্ত] *ক্রি* ব্যাপ্ত হওয়া। 'নৃপ বলে আজি মন বেয়াপিল দুঃখে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বেয়ারা [ই বেয়ারার] **১** *বি* অবাঙালি। 'পেয়ারা পেয়ারা হ'ল বেয়ারার দেশে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* পালকিবাহক। 'তবে একটু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৩** *বি* ভৃত্য, চাকর। 'বেয়ারা – ঐ খেমটাওয়ালীদের ডেকে দে তো।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বেয়ারাম [ফা বে+ফা আরাম] *বি* ব্যারাম; রোগ। 'শেষ কালে কি একটা বেয়ারাম হয়ে বসবে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

বেয়ারিং [ই] **১** *বিণ* অকারণ। 'কেবল বেয়ারিং ইয়ারকি দিতে আসেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **২** *বিণ* ডাকমাশুল ছাড়াই পাঠানো হয়েছে এমন। 'বেয়ারিং পত্রটা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'মনে হল আমি যেন বেয়ারিং লেফাফা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বেয়ারিং পোস্ট [ই] *বি* প্রাপক কর্তৃক ডাকমাশুল পরিশোধিত হবে

এমন ব্যবস্থা। 'বেয়ারিং পোস্টে দরখাস্ত ডাকে দেওয়া হলো।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

বেয়ারিঙ্ক [ই] *ক্রি* বহন করা। 'এ তো বেয়ারায় বেয়ারিঙ্ক নয়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বেয়ালা [প viola] *বি* বেহালা; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মিশী দাঁতে ঘষা মাথা, গোট কোমরে হাতে বেয়ালা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বেয়াল্লিশ *বিণ* ৪২ সংখ্যক। 'বর্ষমধ্যে বেয়াল্লিশ দিন পাঠ দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বেয়াল্লীশকর্মা, বেয়াল্লীশকর্ম্মা *বিণ* অনেক কাজে পারদর্শী (ব্যঙ্গাত্মক)। 'গুরুজীর দু একটী ছাত্র প্রকৃত বেয়াল্লীশকর্ম্মা হয়ে বেরিয়েচেন!' *হুতোম*, ১৮৬১।

বেয়ুস্যাগমন [স বেশ্যাগমন] *বি* বেশ্যাসংসর্গ। 'বেয়ুস্যাগমন কিবা পশুবধ পাপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেরক্ত [স বিরক্ত] *বিণ* বিরক্ত। 'ইহাতে আমার পর বেরক্ত হইয়াছে।' *বোগল*, ১৭৭০।

বেরঙ [ফা বে+ফা রং] *বি* বিচিত্র রং। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেরঙা ১ *বিণ* বর্ণহীন। 'বেরঙা কাক বকও নয়।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বিণ* ফ্যাকাশে বর্ণবিশিষ্ট। 'রোগা, বেরঙা, শুকনো।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বেরথা [স বৃথা] *বি* বৃথা। 'সাএ সাএ উপলি বেরথা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বেরদি [প] *বি* সবুজ রং। 'মদিরা মৃগনাভি বেরদি শুষ্কফল।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বেরনো [পা বাহির>] ১ *ক্রি* বের হওয়া। 'বেরাল্য দারুণ শেল শ্বাস আইল মুখে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *ক্রি* প্রকাশ পাওয়া। 'চোকা-চোকি হ'লে আবার ভাব না বেরিয়ে পড়ে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *ক্রি* ছাপা হওয়া। 'আমার এমন অনেক লেখা বেরোয় যা তুচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **বেরয়া** *ক্রি* বের হ; বেরিয়ে যাও। 'বলাই মিঞায় ডাকে বেরয়া রে কানাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বের হওয়া ১ *ক্রি* সফলভাবে শিক্ষা সম্পন্ন করা। 'বহুসংখ্যক আরবী ভাষাবিদ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বাহির হন।' *প্রচারক*, ১৮৯১। ২ *ক্রি* ছাপা বা প্রকাশিত হওয়া। 'কয়েকটি কবিতা বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি মাসিক-পত্রে বেরিয়েছিল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

বেরিয়ে পড়া *ক্রি* যাত্রা করা। 'থ্রী চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক – হিপ্ হিপ্ হুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বেরমোদৈত্য [স ব্রহ্মদৈত্য] *বি* দৈত্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বেরসিক [ফা বে+স রসিক] *বিণ* অরসিক; রসবোধহীন। 'বেরসিক হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেরহম [ফা বে+আ রহম] *বিণ* নির্দয়। 'মিথ্যুক, মিথ্যুক বেরহম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বেরা ভাসান [পা বাহির>] *বি* পরববিশেষ। 'নবাব সাহেব বেরা ভাসানের সমারোহ মামুল মত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বেরাজী [ই] *বি* ভ্রান্তি। 'কেহ বলে আচ্ছা বেরাজী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বেরাদর [ফা বিরাদর] ১ *বি* একই ধর্মে বিশ্বাসী ভাই। 'তবেত হইবে ফতে গুন বেরাদরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* ভাইবন্ধু। 'ইংরেজ আর ফরাসী বেরাদর পশ্চিম জার্মানিতে কি বলশি প্যাটার্ন বুনছে ... ?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বেরাদরি *বি* বন্ধুত্ব। 'আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বেরাল [স বিড়াল] *বি* বিড়াল। 'বেরালের রোঁয়ার তুলি হত না তোমার ছবিও হত না।' *অবন*, ১৯২৫।

বেরালখাগী *বিণ* স্ত্রী গালিবিশেষ। 'পেত্নী – উনুনমুখী – বেরালখাগী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বেরাস্তা [ফা] *বি* বিপথ। 'ঘাসের ভেতর রাস্তায়-বেরাস্তায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বেরি [স বেলা] *ক্রিবিণ* বেলায়। 'মরমক বেরি হেরি কোই ন পুছত করম সঙ্গ চলি জায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বেরি এক [ফা বার+স এক] *ক্রিবিণ* বারেক; একবার। 'বেরি এক কাহ্নাঞিঁ মোক ঘর জাইতেঁ দে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেরিবেরি[1] [ফা বার>] *ক্রিবিণ* বারবার। 'বেরি বেরি বোলি পঠাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বেরিবেরি[2] [ই] *বি* শোথজাতীয় রোগবিশেষ। 'লোকে বললে বেরিবেরি রোগ।' *শরৎ*, ১৯১৬।

বেরিষ্টার [ই] *বি* ব্যারিস্টার। 'আর বেরিষ্টারেরা।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

বেরুনিএা [ফা বেরুন] *বি* দিনমজুর। 'বেরুনিএা বেশে তথা করিল প্রবেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেরুনো [পা বাহির>] *ক্রি* বাইরে যাওয়া; বের হওয়া। 'আদালত বন্ধই হোক, আর যাই হোক, বেরুনো ভাল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বেরেওয়া [ফা বে-রেওয়া] *বিণ* উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। 'ইনি তারি বেরেওয়া হাকিম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

বে-রোজা [ফা বে-রোজা] *বিণ* রোজা রাখে না এমন। 'বে-নমাজী ও বে-রোজা লোক।' *এসলাম*, ১৯১৯।

বের্তো [স ব্রত] *বি* ব্রত। 'ওকি খাচ্চ মা? তোমার বের্তো নাকি।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বের্থ [স ব্যর্থ] *বিণ* ব্যর্থ। 'বের্থ নহে তার বাণ একবাণে লয় প্রাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেল[1] [স বেলা] *বি* বেলা। 'রাধে দুপহর বেলে কদমের তলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বেলে** *ক্রিবিণ* বেলায়। 'আজ্ঞার বেলে বোলহ হেন কেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বেলেঁ** *ক্রিবিণ* সময়ে। 'আসিবার বেলেঁ দিবোঁ রতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেল[2] [ই বেইল] *বি* পাট ইত্যাদির পরিমিত আয়তন; গাঁট। 'পঁচিশ বেল মোকাম শিলনের ভালো দালচিনি নিলামে বিক্রী হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

বেল[3] [স বিল্ব] *বি* ফলগাছবিশেষ। 'অসসথ বেল পলাস মোউলর পাত।' *রামাই*, ১৭১০।

বেল পাকলে কাকের কি – যা উপভোগ করা অসম্ভব তার প্রতি লোভ করা নিরর্থক। 'তিনি ভালো জানেন বেল পাকলে কাকের কি?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বেলবন [বেল+স বন] *বি* বেল গাছের বাগান। 'বেলবন ও শেওড়াজঙ্গল থেকে বিদায় নিয়ে ...।' *তারা*, ১৯৪৬।

বেল[4] [স বল্লী>] *বি* বেলিফুল। 'আছে কি জগতে বেল মতিয়ার তুলনা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বেলকুঁড়ি *বি* বেলিফুলের কুঁড়ি। 'বেলকুঁড়িছাওয়া পথ ধোঁয়াভরা

ভাত।' *জীবন*, ১৯৩২।

বেলফুল *বি* বেলিফুল। 'পথপাশে দুই ধারে বেলফুল তারে তারে ফুটে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বেল[২] [ই] *বি* ঘন্টা। 'থিয়েটারের পয়লা বেল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

বেল[৩] [ই] *বি* জামিন। 'বেলে খালাস আসামীই বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বেলআরি [ফা বিল্লৌরী] *বিণ* স্বচ্ছ কাচের তৈরি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেলওয়ার *বি* সতেরো শতকের রাগিণীবিশেষ। 'সুহি বেলওয়ার পঞ্চম রামকেলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বেলক [ফা] **১** *বি* খড়্গ জাতীয় অস্ত্র। 'তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল সেল সাঙ্গি ভুসণ্ডি ডাবুষ খরসান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অস্ত্রধারী পাইক। 'কেহত বেলক কাছে কামান কৃপাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেলকি *বি* বেলক বাণধারী যোদ্ধা। 'পুরিআ বেলকি ধাইল ধানকী বাছিআ মারিতে কাঁড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেলকনি [ই ব্যাল্‌কনি] *বি* বারান্দা। 'অথর্ব্ব বাত-পঙ্গু বৃদ্ধেরা বেলকনিতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বেলকুল [আ বিলকুল] *বিণ* সব। 'টাকা তোমার হাতে থাকিলে বেলকুল খরচ হইয়া যাইবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বেলচা [ফা] *বি* লম্বা হাতলযুক্ত এক প্রকার কোদাল; স্পেড। 'আমরা তাঁদের মাথায় বেলচার আঘাত হানিব।' *মনসুর*, ১৯৪০।

বেলজিয়ান [ই] *বি* বেলজিয়ামের নাগরিক। 'পর্টুগিজ ও বেলজিয়ানের আড্ডা।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

বেলদার [ফা] *বিণ* খননকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেলন *বি* রুটি লুচি ইত্যাদি বেলার জন্য ব্যবহৃত কাঠের তৈরি গোল দণ্ড। 'রুটি বেলার বেলন।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

বেলনতক্তা *বি* রুটি লুচি ইত্যাদি বেলার পিঁড়িবিশেষ। 'ছিল কিছু হাঁড়ি খুন্তি তেঁতুলের আচার আর সেই বেলনতক্তাটা।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

বেল বটম [ই] *বি* হাঁটুর নীচের অংশ চওড়া ও ঢিলা এমন নিম্নাঙ্গের পোশাকবিশেষ। 'বেল বটম পাজামা?' *শামসুল*, ১৯৭৩।

বেলা[১] [স] **১** *বি* সময়। 'ভর দুই প্রহর বেলায় মুঞি হৈলুঁ রাণ্ডি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* দিবাভাগ। 'সাঁজ হৈল বেলা গেল প্রতি ঘরে বাতি।' *সুলতান*, ১৭৫০। **৩** *বি* চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে সমুদ্র ও নদীর জল ফুলে ওঠা। 'চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে। ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় বেলা ও এতদ্দেশীয় চলিত ভাষায় জোয়ার বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৪** *অব্য* সম্বন্ধে। 'অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **৫** *বি* দেরি। 'তুমি রোজই বেলা করবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৬** *বিণ* দিন। 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্‌।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বেলা-অবেলা *ক্রিবিণ* অনুকূল ও প্রতিকূল সময়। 'পানের ভেলায় বেলা-অবেলায় প্রাণের আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বেলা করা *ক্রি* দেরি করা। 'আমি যদি বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বেলা কাটা *ক্রি* সময় অতিবাহিত হওয়া। 'তারপর কেমন করে বেলা কেটে গেলো।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

বেলাকার *বিণ* বেলার। 'তখন দিনের বেলাকার প্রখর আলোকে খুবই সজাগ সচঞ্চল ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বেলা গড়ানো *ক্রি* সন্ধ্যা হওয়া। 'তখন বেলা গড়াইয়া পড়িয়াছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বেলান্ত *ক্রিবিণ* বেলা শেষে। 'বেলান্ত যে দেখিতাম ধোঁয়া আর ছাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

বেলাবেলি **১** *ক্রিবিণ* দিনের আলো থাকতে থাকতে। 'বেলাবেলি আয়োজন করহ ইহার।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *ক্রিবিণ* সারা দিন। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

বেলা বাড়া *ক্রি* মধ্যাহ্নের দিকে দিবাভাগ অগ্রসর হওয়া। 'বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি পুরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বেলায় *ক্রিবিণ* দেরি ক'রে। 'তাহার সহিত আমার কৃচিৎ দেখা হয়, কারণ আমি বেলায় উঠিয়া থাকি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বেলার গণনা *বি* সময়ের গণনা। 'চতুর্বিংশতি ভাগ বেলার গণনা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বেলাশেষ *বি* সূর্যাস্তের আগে। 'পউষের বেলাশেষ পরি জাফরানি বেশ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বেলা[২] [স] *বি* সমুদ্রের তীর। 'মধ্যে মধ্যে সাগর যেমন বায়ু প্রতিঘাতে বেলাকে আঘাতে করে ...' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

বেলাতট [স] *বি* সমুদ্র তীর। 'বেলাতটের নীলাভ কৃষ্ণাম্বুর মত তার চোখের তারায় গভীর নৈস্তব্ধ্য।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

বেলাপ্লাবিনী [স] *বিণ* তীর প্লাবিত করে এমন। 'বেলাপ্লাবিনী আজ সুন্দরসলিলা।' *যতীশ*, ১৯৬৩।

বেলাভূমি [স] *বি* সমুদ্রের তীর। 'আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বেলা[৩] [স বেল্লন>] *ক্রি* বেলন দিয়ে রুটি চ্যাপটা করার কাজ। 'নবেন্দু ... চাপিয়া চেপটা করিয়া বেলিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বেলা[৪] *বি* বেলি ফুল। 'টগর যূথী বেলা মালতী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বেলাওল *বি* পূর্বাহ্নের রাগিণীবিশেষ। 'কাফিঠাট এখন বেলাওল ঠাটে এসে দাঁড়িয়েছে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বেলাবলি, বেলাবলী *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'বেলাবলীরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দীপকা গান্ধারী বেলাবলির গমন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বেলাজ [ফা বে+লাজ] *বিণ* লজ্জাহীন। 'বেলাজ দিনে/ বিন কাপড়ে/ কেমন করে যায় সজনী।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

বেলাত [আ বিলায়ত] **১** *বিণ* ইরাক। 'বেলাত মেশের শাম পাইয়া আমারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ইউরোপ। 'পদ্মা বলেছেন যে লেসলী সাহেব পুল বেঁদে বেলাত মুখো হন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। দ্র **বিলাত**

বেলাল্লাপনা [ফা বে+আ লিল্লাহ্+পনা] *বি* উচ্ছৃঙ্খলতা। 'আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে বেল্লাল্লাপনা দেখছে।' *মুজতবা*, ১৯৬০। দ্র **বেলেল্লা**

বেলি[১] [স বেলা] *বি* সময়। 'উ বেলি না জাইহ মথুরার হাটে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেলি[২], **বেলী** [স বল্লী] *বি* ফুলবিশেষ। 'লাবা বিথরল বেলিক ফুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'গাহিব উর্ধ্বে, ফুটিবে নিম্নে আবেশে চম্পা বেলি!' *নজরুল*, ১৯২৯; 'ছিন্নভিন্ন হৃদয়ের চামেলি ও বেলী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

বেলিক [স ব্যলীক] *বিণ* পাজি; বদমাশ। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বেলিফ [ই বেইলিফ] *বি* হুকুম বহাল করার কর্মচারী। 'আদালতের বেলিফ সীল করে দিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বেলুচ, বেলুচি, বেলুচী ১ *বি* বেলুচিস্তানের অধিবাসী। 'সিন্ধী-বেলুচী-বাঙালী-পাঠান/ হুর পাঞ্জাবী জাগে মর্দান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা। 'এদের নিজ নিজ মাতৃভাষাও রয়েছে – যেমন : সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পস্তু ও বেলুচ।' *বেগম*, ১৯৫২; 'বেলুচিভাষী, পাঞ্জাবীভাষী প্রভৃতি ... জনতাকে সমাবেশ করা যাচ্ছে না।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বেলুন[১] [ই] *বি* বায়ুপূর্ণ পাতলা থলি, যা আকাশে ওড়ানো যায়। 'বেলুন কতদূর উঠিয়া কতক্ষণ বিলম্বে পতিত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বেলুনযন্ত্র [ই বেলুন+স যন্ত্র] *বি* আকাশপথে গমনাগমন করা যায় এমন বাহন। 'ব্যোমযান অর্থাৎ বেলুনযন্ত্রে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বেলুনযাত্রী [ই বেলুন+স যাত্রী] *বি* আকাশযানে আরোহী। 'বিপক্ষীয় বেলুনযাত্রীদিগকে আক্রমণ-করণ উদ্দেশ্যে বারংবার ব্যোমযান ব্যবহৃত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বেলুনযুদ্ধ [ই বেলুন+স যুদ্ধ] *বি* আকাশপথের যুদ্ধ। 'এমন কি, বেলুনযুদ্ধও হইয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বেলুন[২] [স বেল্লন] *বি* বেলন; বেলনা। 'আপনাদের বেলুনটা কোথায় ঠাকুরপো?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বেলে[১] [স বেলা>] *বি* বেলে মাছ। 'দুনো দরে বেচে, চুনো বেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'বেলে মাছের মতো কালো ধরণীর বুকে কিলবিল করছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

বেলে গুড়গুড়ি *বি* বেলে মাছের মতো দেখতে এক ধরনের ছোটো মাছ। 'উঠিয়াছে নেটোবেলে বেলে গুড়গুড়ি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বেলে[২] [স বালুকা>] *বিণ* বালুকাপূর্ণ। **বেলে-কাগজ** *বি* কাঠ মসৃণ করার কাজে ব্যবহৃত বালি-লাগানো খসখসে কাগজ। 'যেন বেলে-কাগজের ঘর্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বেলে জ্যোছনা [বেলে+স জ্যোৎস্না] *বি* হালকা জ্যোৎস্না। 'বেলে জ্যোছনা ছড়িয়েছে আকাশে।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

বেলে পাতর *বি* বেলে পাথরে তৈরি থালাবিশেষ। 'শৈল বেলে পাতরে ভাত খায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

বেলেল্লা [ফা বে+আ লিল্লাহ্] ১ *বিণ* উচ্ছৃঙ্খল। 'বেলেল্লা ছোঁড়াদের আয়েসে আশ মেটে না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* ধর্ম ও নীতিহীন। 'ঘোর বেলেল্লা দু-একটা নাস্তিকের কথা অবিশ্যি আলাদা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। দ্র **বেলাল্লা**

বেলেল্লাগিরি [বেলেল্লা-গিরি] *বি* উচ্ছৃঙ্খল আচরণ। 'বেলেল্লাগিরি বদ্‌মাইশী ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

বেলেল্লাপনা [বেলেল্লা+পনা] ১ *বি* উচ্ছৃঙ্খল আচরণ; লাম্পট্য। 'কোন পুরুষের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করতে দেখেছিস।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩। ২ *বি* নির্লজ্জতা। 'আমি বুঝি জানি না – আর্টের নামে কি সব বেলেল্লাপনাই হয়।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

বেলেস্তারা [ই ব্লিস্টার] *বি* ফোস্কা ওঠার জন্য ব্যবহৃত একপ্রকার প্রলেপ। 'বেদনার উপরে যেমন বেলেস্তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বেলেস্ত্রা *বি* ফোসকা উঠার জন্য ব্যবহৃত একপ্রকার প্রলেপ। 'পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বেলো [ই bellows] *বি* বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করার যন্ত্রবিশেষ। 'বেলো-ফাটা রদ্দি একটা হারমোনিয়াম কুড়িয়ে পেয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

বেলোয়ার[১] [হি বিলাবল] *বি* পূর্বাহ্নের রাগিণীবিশেষ। 'বেলোয়ার রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেলোওার [হি বিলাবল] *বি* পূর্বাহ্নের রাগিণীবিশেষ। 'বেলোওার রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেলোয়ার[২] [ফা] *বি* উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচ। 'তবু 'বেলোয়ারের চুড়ি' থাকে ত!' *রোকেয়া*, ১৯২১।

বেলোয়ারি, বেলোয়ারী [আ বিলোয়ার>] ১ *বি* স্ফটিক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মাগগি বেলোয়ারির চুড়ি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ২ *বিণ* উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচে প্রস্তুত। 'একরকম বেলোয়ারী কাচ।' *বিভূতি*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* কৃত্রিম। 'চেনা যেত তার বেলোয়ারি বাবরিতে।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

বেলোয়ারি ঝাড় *বি* কাচের তৈরি উজ্জ্বল আলোকাধার। 'এক-সার বেলোয়ারি ঝাড়ওয়ালা মুসলমানদের দোকানের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেলোর [আ বিলোয়ার] *বি* কাচ। 'সে কুণ্ডল গণ্ডার শৃঙ্গের ও প্রস্তরের ও বেলোরের ও মৃত্তিকার ও স্বর্ণের হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বেলোরি [আ বিলোয়ার>] *বি* বেলোয়ারিতে ব্যবহৃত স্ফটিক কাচ; ক্রিস্টাল। 'বেলোরি পাথর।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বেল্ট [ই] *বি* কোমরবন্ধ। 'বেল্ট, ব্যাণ্ডোলিয়র, বুট, পট্টি দস্তুরমতো সাফসুতরো করে রাখতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেল্লিক [স ব্যলীক] ১ *বিণ* নির্লজ্জ; বেহায়া। 'বেল্লিক পুরাণে মাৎলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* লম্পট। 'সাড়ে সতের গণ্ডা বেল্লিক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

বেল্লিকপনা *বি* লম্পটতা। 'তুই বাইরে যত বড়োই বেহায়া বেল্লিকপনা কর।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেশ[১] [স] ১ *বি* সজ্জা। 'বামন শরীর মাকড় বেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ছদ্মবেশ। 'দেয়াশিনী বেশ সাজি বিনোদবর।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'চণ্ডীর চরণ সেবি ব্রাহ্মণীর বেশে দেবী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* পোশাক। 'তাঁহাদের পায়েতে মোজা এবং জামা ইত্যাদি বেশ এবং পোষান ছিল।' *রামমোহন*, ১৮১৫। ৪ *বি* সাজগোজ। 'পূজার সময় কাপড় পরাইয়া বেশ করাইয়া দেয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বেশকারী [স] *বিণ* সাজসজ্জা করায় যারা। 'বেশকারী বেটারা চিরকাল এক রকম বেশ করিয়া দেয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বেশধারণ [স] *বি* সাজ গ্রহণ। 'পরাত্মনিষ্ঠা এই সার বেশধারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বেশধারী [স] ১ *বিণ* পোশাক পরিহিত। 'তাঁহারা রীতিপূর্ব্বক স্ব২ বেশধারী হইয়া ... আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ২ *বিণ* বেশ ধারণ করেছে এমন। 'সৈলকের বেশধারী কৈলাসচন্দ্র দত্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বেশপরিবর্তন [স] ১ *বি* পোশাক বদলানো। 'তার স্নান পান বেশপরিবর্তনের আশ্চর্য সুবন্দোবস্ত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* পোশাক-আশাকের রীতি পরিবর্তন। 'নামপরিবর্তন বা বেশপরিবর্তন ... বিনা বিরোধে গ্রহণ করি বলেই আমার প্রাণটা নবীন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেশবাস [স] *বি* পোশাক। 'সলিলতলে সোপান-'পরে উদাস বেশবাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বেশবিন্যাস [স] *বি* সাজসজ্জা। 'দেবোৎসব উপলক্ষে বেশবিন্যাস, নিমন্ত্রণ, নৃত্যগীতাদি বর্ণনাতীত উৎসাহ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বেশবিন্যাসঘটিত [স] *বিণ* সাজপোশাকনির্ভর। 'ইহাদের সৌন্দর্য্য কেবল বেশবিন্যাসঘটিত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বেশভূষণ [স] *বি* পোশাক-পরিচ্ছদ। 'এ বেশভূষণ লহো সখী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বেশভূষা [স] **১** *বি* সাজসজ্জা। 'এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রী বেশভূষাদি করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **২** *বি* পোশাক-পরিচ্ছদ। 'উহাকে ইচ্ছামত বেশ-ভূষাও পরাইতে পারে, কিন্তু চেতনা দিতে পারে না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বেশভূষাহীন [স] *বিণ* সাজসজ্জা নেই এমন। 'গাছপালা ফুল পাতা হারাইয়া যেন বেশভূষাহীন হইয়া কাঁদিতে থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বেশ হওয়া *ক্রি* রূপধারণ করা। 'দুই ভ্রাতা বৈরাগি বেশ হইয়া কিছুকাল বরিন্দ্র ভূমিতে যাত্রা করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

বেশান্তর [স] *বি* ভিন্ন পোশাক। 'এই বেশান্তরের আড্ডা ছিল তার সেই কুটিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বেশ[২] [ফা] *বিণ* ভালো। 'তোমরা বেশ করে পড়ো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

বেশ লাগা *ক্রি* ভালো লাগা। 'সেটা দেখতে বেশ লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বেশকম [ফা] **১** *বি* পার্থক্য। 'বেশকম অতি অল্পই।' *মনসুর*, ১৯৫০। **২** *বি* জালিয়াতি। 'কুলোকের সল্লায় আমি নিজ হাতে এ সব কাগজপত্র বেশ-কম করছি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বেশক [ফা] *ক্রিবিণ* নিশ্চয়। 'মরে বেহেশতে যাইব বেশক।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

বেশর [স বেশধর] *বি* নাকের অলংকারবিশেষ। 'নাসার বেশর পরশ করিয়া।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

বেশরম [ফা] *বিণ* লজ্জাহীন। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'স্কুল কলেজে পড়িয়ে তাদের অকর্মণ্য এবং বেশরম করে তুলে লাভ কি!' *বেগম*, ১৯৪৭।

বেশরা [ফা বে+আ শরা] *বিণ* শরিয়ত বহির্ভূত। 'বেশরা কাজ।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

বেশরাহ [ফা বে+আ শরা] *বিণ* শরিয়তের বিধান মানে না এমন। 'মুসলমান বাউলেরা বেশরাহ ফকীর।' *হাই*, ১৯৫৪।

বেশরিয়তি [ফা বে+আ শরিয়ত] *বিণ* ইসলামি বিধান-বহির্ভূত। 'এ কেমন বেশরিয়তি কারবার।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বেশি, বেশী [ফা বেশী] **১** *ক্রিবিণ* অত্যন্ত। 'যে বার বৃষ্টি কম হয় সে বার শীত বেশী হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* অতিরিক্ত। 'অপরাধের মধ্যে তিনি মাংসের সঙ্গে একটু বেশি আলু নিয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বেশিক্ষণ [ফা বেশী+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* দীর্ঘ সময় ধরে। 'সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বেশিদিন [ফা বেশী+স দিন] *ক্রিবিণ* দীর্ঘদিন। 'বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি এই প্রশান্ত মধুর ভাবাবেশ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

বেশিদিনের *বিণ* বেশি বয়সী। 'আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বেশি বলন *বি* বেশি দাম চাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বেশিমাত্রা [ফা বেশী+স মাত্রা] *ক্রিবিণ* অধিক পরিমাণ। 'সে বড়োই বেশিমাত্রায় নূতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বেশিরকম [ফা বেশী+আ রকম] *বিণ* স্বাভাবিকের থেকে বেশি। 'তিনি কিছু বেশিরকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাঁহার জুড়ি ধার লইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বেশিসংখ্যক [ফা বেশী+স সংখ্যক] *বিণ* অধিক সংখ্যক। 'অনেক বেশিসংখ্যক গানে অবশ্য আনন্দধারা বয়ে চলেছে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

বেশুমার [ফা বে-শুমার] **১** *বিণ* অপরিমেয়। 'হোরেরা বলিল মোরে মাস্তা বেশুমার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* অসীম। 'আল্লার কি বেশুমার কুদরত!' *মনসুর*, ১৯৫০।

বেশুমারত্ব [ফা বে-শুমার+স ত্ব] *বি* অজস্রতা। 'উহা শ্রবণ করিবার সওয়াবের বেশুমারত্ব।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বেশোআর [স বেসবার] *বি* ঝাল বাটনা। 'আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বেশ্যা [স] *বি স্ত্রী* বারবনিতা; যৌনকর্মী। 'বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বেশ্যাকুচ [স] *বি* বেশ্যার স্তন। 'বেশ্যাকুচ বিমর্দ্দন, যত্তনেতে আলিঙ্গন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বেশ্যাগমন [স] *বি* পতিতালয়ে গমন অর্থাৎ বেশ্যাসংসর্গ। 'যবনী বেশ্যা গমন করিব ইহাতে পাপ হইবেক ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বেশ্যাগামী [স] *বিণ* বেশ্যার সঙ্গে মিলিত হয় এমন। 'সে প্রেমিক হোক, কি বেশ্যাগামী হোক, কি সাংসারিক হোক – আমি একটিমাত্র চরিত্র চেয়েছিলাম।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

বেশ্যাগৃহ [স] *বি* পতিতালয়। 'বেশ্যাগৃহের অশুদ্ধ উল্লাসধ্বনি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বেশ্যাচরণ [স] *বি* বেশ্যাবৃত্তি। 'পরে সে বেশ্যাচরণ করিলেও নিন্দনীয় হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

বেশ্যাদিগমন [স] *বি* পতিতালয় ইত্যাদি স্থানে গমন। 'চিত্তহারিণী কেশবিলাসিনী ক্ষীণকটি কঠোরকুচা বেশ্যাদিগমনে পাপবোধ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বেশ্যাবাজি, বেশ্যাবাজী [স বেশ্যা+ফা বাজী] *বি* বেশ্যা নিয়ে মগ্ন থাকা। 'করে গিয়া বেশ্যাবাজি, যদি বল কৰ্ম্ম পাজি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'বেশ্যাবাজীটি আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বেশ্যাবাড়ি, বেশ্যাবাড়ী [স বেশ্যা+স বাটী] *বি* পতিতালয়। 'সঙ্গদোষে ভাই, বেশ্যাবাড়ী খাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বেশ্যাবাস [স] *বি* পতিতালয়; বেশ্যার আবাস। 'যে সকল বাবু সর্ব্বদা বেশ্যাবাসে বাস করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বেশ্যাবৃত্তি [স] *বি* যৌনকর্মীদের পেশা। 'না হয় বাজারে গিয়া সম্পূর্ণ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

বেশ্যাভবন [স] *বি* যৌনকর্মীদের আবাসস্থল। 'সৰ্ব্বদা গীত গানে বেশ্যাভবনে অগম্যা গমনে অপেয় পানে মূর্তিমন্ত এক অধর্ম্ম।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বেশ্যামন্দির [স] *বি* যৌনকর্মীদের আবাসস্থল। 'এই রীতানুসারে কখন নিদ্রাগারে কখন বেশ্যামন্দিরে বাবু মজা করিয়া বেড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বেশ্যামহল [স বেশ্যা+আ মহাল] *বি* বেশ্যাদের সমাজ। 'যত আর বেশ্যামহলে খ্যাতাপন্না মান্যা ধন্যা অগ্রগণ্যা ছিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বেশ্যামুখ [স] *বি* বেশ্যার অধর। 'কেহ বেশ্যামুখ চুম্বনে কেহ আলিঙ্গনে কেহ স্তনমর্দ্দনে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বেশ্যার আলয় *বি* যৌনকর্মীদের আবাসস্থল । 'বেশ্যার আলয়ে বসি এইরূপ দিবানিশি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বেশ্যালয় [স] *বি* যৌনকর্মীদের আবাসস্থল। 'বেশ্যালয়ে তাহার গমনাগমন আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বেশ্যাসক্ত [স] *বিণ* বেশ্যায় আসক্ত। 'এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বেশ্যাসক্তি [স] *বি* পতিতাদের প্রতি আসক্তি। 'বাবুদের মদ্যাশক্তি এবং বেশ্যাসক্তি অনেক অপনীত হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বেশ্যাসদন [স] *বি* যৌনকর্মীদের আবাসস্থল। 'ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেশ্যাসদন গমন করিয়া বাস করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বেশ্যা সন্নিধান [স] *বি* যৌনকর্মীর সাহচর্য। 'প্রফুল্লবদনে বেশ্যা সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

বেশ্যাসেবন [স] *বি* বেশ্যাগমন। 'যাঁহারা যবনীগমনে ও বেশ্যাসেবনে সর্ব্বদা রত ...।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

বেশ্যাসক্তি [স] *বি* বেশ্যায় আসক্তি। 'বাবুদের মদ্যাশক্তি এবং বেশ্যাসক্তি ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বেষ্টন [স] ১ *বি* আবর্তন। 'সপ্তবার অর্জ্জুনে করিল বেষ্টন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* ঘিরে ধরা। 'যত যুবতি একত্রিতা হইয়া কন্যাকে বেষ্টন করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৩ *বি* জড়ানো। 'আমাকে শুধু বাহুর দ্বারা বেষ্টন ক'রে ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বেষ্টন করা *ক্রি* আবৃত করা। 'সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বেষ্টনকারী [স] *বিণ* ঘিরে রেখেছে এমন। 'গ্রহবেষ্টনকারী আকাশের শূন্যতা পার হয়ে আসতে তেজের বেশি ক্ষয় হবার কথা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বেষ্টনবস্ত্র [স] *বি* মোড়ক। 'ঐ গ্রন্থের বেষ্টনবস্ত্র ডোর পাটার ব্যয় ... ১।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বেষ্টনী [স] ১ *বি* বন্ধন। 'কলানৈপুণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়াইয়া নিত্যকালের অনিমেষ দৃষ্টিপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* বেড়া। 'অন্তর্গূঢ় প্রত্যাদেশে বেষ্টনীর বৈরিতা পাসরি ছুটিনু পলাক্ষে তব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বি* বলয়। 'শনিগ্রহের বেষ্টনীর বর্ণচ্ছটা-পরীক্ষায় দেখা গেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বেষ্টা [স বেষ্টন>] *ক্রি* বেষ্টন করা। 'যে স্থানে চাক আছে তাহার চারিদিকে বেষ্টিয়া উড়িত।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বেষ্টি *বিণ* বেষ্টিত। 'চতুর্দিকে শিলা বেষ্টি মধ্যে চারি পুরী।' *সুলতান*, ১৭০০।

বেষ্টিত [স] *বিণ* ঘিরে রাখা হয়েছে এমন। 'তারাগন বেষ্টিত জেন সসোধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেষ্টা দ্র **বেষ্টন**

বেস[১] [স বেশ] *বি* সজ্জা। 'কস্তুরি চন্দনে কেহো বনাঞিঞা বেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেস[২] [ফা বেশ>] *বিণ* বেশ; ভালো। 'রুটিওয়ালা বেস রুটি দেয় ...।' *কেরি*, ১৮০২।

বেসংসারী [ফা বে+স সংসারী] *বিণ* সংসারবিরাগী। 'জীবনটা কস্তুরীমৃগ নয়, বেসংসারীও নয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বেসড় [স বেশধর] *বি* বেশর; কানের অলঙ্কার। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বেসন [স পেষণ] *বি* হলুদ ও কুমকুমের মিশ্রণবিশেষ। 'হরিদ্রা কুমকুম আনি তাহে মিসাইআ পানি কুলবধূজনের বেসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেসনী [ব্র] *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'বারি বিলাসিনি বেসনী কাহু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বেসবুর [ফা বে+আ সবর] ১ *বি* অধৈর্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* ধৈর্যহারা। 'এক দিনের তরেও বেসবুর হয়নি।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

বেসবুরি, বেসবুরী *বি* অসহিষ্ণুতা; অধীরতা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বেসর [স বেশধর] *বি* নথ। 'সুচারু বেসর রাজে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বেসরকারি, বেসরকারী [ফা বে+ফা সরকার] ১ *বি* সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন। 'বেসরকারী সদস্যেরা যে-সকল তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'দায়িত্ববিহীন বেসরকারি ইংরাজ-সমাজের উদ্‌বেলিত অসহিষ্ণুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* অনানুষ্ঠানিক; পোশাকি নয় এমন। 'আমারও ঐ রকমের একটা বেসরকারি নাম চাই তো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বিণ* আইনত নয় কিন্তু কার্যত। 'বার্লিনের মেয়ে মহলে তিনি ছিলেন বেসরকারী পাদ্রী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বে-সরা [ফা বে+আ সরা] *বিণ* নিয়ম মানে না এমন। 'বে-সরা নেয়ে যারা/ তুফানে যাবে মারা/ একই ধাক্কায়।' *লালন*, ১৮৯০।

বেসরিম [ফা] *বিণ* গুপ্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেসাত [আ বসাত] ১ *বি* পুঁজি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* ব্যবসা। 'হাসি-খুসীর বেসাত ওরা করছে সারাখন।' *জসীম*, ১৯৩১।

বেসাদ [আ বেসাত] *বি* মালপত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেসাতি, বেসাতী [আ বিসাতি] ১ *বি* বেচা-কেনার জিনিস। 'আতিবিতি লইলাম বেসাতি ফুরায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* ব্যবসা। 'বণিকেরা বেসাতির কূল কিনারা করিতে পরিল না।' *রোকেয়া*, ১৯২২। ৩ *বি* পুঁজি। 'আমাদের আসল বেসাতী লেখ্য ভাষা ব্যতীত আর কিছুই নহে।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

বেসানো [স বস্>] *ক্রি* কেনাবেচা করা। 'দুইকূলে বেসাইয়া হাটে ...।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেসামরিক [ফা বে+স সামরিক] *বিণ* যুদ্ধ-সংক্রান্ত নয় এমন। 'বাংলার বেসামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ ছোহরাওয়ার্দ্দী ও বর্তমান মন্ত্রিসভাকে ...।' *আজাদ*, ১৯৪৩।

বে-সামাল [ফা বে+সামাল] ১ *বিণ* অস্থির। 'বিছুটির জ্বালায় বে-সামাল হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* অপ্রস্তুত। 'রাখালকে দেখে সে এমনই বেসামাল হয়ে পড়েছিল।' *জীবন*, ১৯৩২। ৩ *বিণ* একটু প্রতিকূল। 'সাহিত্যের মামলায় কেসটা যখন বড়ো বেশি বেসামাল হয়ে পড়ে তখনই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৪ *বিণ* অপ্রকৃতিস্থ। 'একটু বেসামাল হয়ে গেছিস।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বেসার [স বেসবার] *বি* বাটা মসলা। 'মানের বেসারি দিআ তায় কুমুড়ার বড়ি/ ভাজিয়া কাঠাল বিচি দিবে দুই কুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেসারি *বি* বাটা মসলা। 'খন্দ্যের বেসারি দিআ জাল দিআ দড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেসাল *বি* আসবাব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেসালি [প] *বি* দুধ রাখার ভাঁড়। 'যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

বেসাহা [আ বেসাত>] *ক্রি* বিক্রি করা। 'জতনে কত ন কেন বেসাহএ গুঞ্জা দে দহু কীন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'জৌবন নগরি বেসাহব রূপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বেসি, বেসী [ফা বেশী] *বিণ* অধিক। 'এখন দারইজার্দার শ্রীজাদবরাম রায় আমার জমায় ত্রিষ টাকা বেসী করিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। 'বেসী।' *এডমন*, ১৭৯৩; 'মেহনত করিলে কিছু বেসি।' *কেরি*, ১৮০২।

বেসিজিল [ফা বে+আ সিজিল] *বিণ* এলোমেলো। 'কামরার সকল জিনিস হয়ত বেসিজিল হয়ে গেলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বেসিন [ই] *বি* ধাতু বা চিনামাটির তৈরি গোলাকার খোলা পাত্রবিশেষ। 'বেসিনের ওপর নতুন ১টা তাক দেওয়া হয়েছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

বেসুর [ফা বে+স সুর] *বিণ* শ্রুতিকটু। 'আচারের শিষ্টতায় কেবলই বেসুর লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেসুর-ঘেঁষা *বিণ* ভুল সুর মিশ্রিত। 'তার বেসুর-ঘেঁষা মোটা ভাঙা গলায় ভৈরবীতে গান ধরলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বেসুরা *ক্রিবিণ* সুরহীনভাবে; ভুল সুরে। 'মন যদি তোর বেসুরা বাজে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বেসুরে *বিণ* সুরহীন। 'অত্যন্ত বেসুরে একটা মেঠো-রাগিণীর আরম্ভ-অংশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বেসুরো ১ *বিণ* কর্কশ। 'বেসুরো বকাবকিতে কোন্ ফল দর্শে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* বিকৃত সুরের। 'নিয়মিত বেসুরো গান শোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বেসোর [স বেশধর] *বি* নাকের অলংকার। 'লোচন চঞ্চল বেসোরে ভূষিত নাসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

বেস্ট সেলার [ই] *বি* সর্বাধিক বিক্রিত বই। 'খুব বেস্ট সেলার আশা করি?' *জীবন*, ১৯৩৩।

বেস্তর [স বিস্তর] *বিণ* বিস্তর। 'সে তাই বেস্তর কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বেস্তা [প] *বি* শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের পোশাকবিশেষ; জ্যাকেট। *মেয়র্স*, ১৭৬২।

বেস্তি [প] *বি* কোমর পর্যন্ত ঝুলের কোট; ওয়েস্ট কোট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বেস্তা বোতাম [প] *বি* জ্যাকেটের বোতাম। 'বেস্তা বোতাম ১০ দষ খান।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

বেস্তি[১] [ফা বিহিশ্‌তি] ১ *বি* ভিস্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* কোমর পর্যন্ত ঝুলের কোট; ওয়েস্টকোট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বেস্তি[২] *দ্র* **বেস্তা**

বেস্পতিবার [স বৃহস্পতিবার] *বি* বৃহস্পতিবার। 'বেস্পতিবারের বারবেলা এ কাব্য হয়েছে লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বেহতর [ফা বিহতর] ১ *বি* ভালো; মঙ্গল। 'মানিবে দোহাকে তবে বেহতর হইবে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* কুশল। 'বেহতর জানিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৩ *বিণ* কঠোর। 'এয়সা বদজাত আদমিকো সাজা মিলনা বহুত বেহতর।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বেহদ্দ [ফা বে+আ হদ্দ] ১ *বি* চূড়ান্ত রূপ। 'হা বঙ্গদেশ! ... তুমি বহুরূপীর বেহদ্দ।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* অঢেল। 'মুদিত কুঁদে বাঁধা বাজু বেহদ্দ বাহার।' *অমৃত*, ১৯০০।

বেহন্দ [ফা বন্দ>] *বি* মহল। 'সদর মফসলক্রমে তিন চারি বেহন্দে এমারত সমস্ত।' *রামরাম*, ১৮০১।

বেহা [স বিবাহ] *বি* বিবাহ। 'আখেরে বিবির তরেক করিলেক বেহা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেহাই [স বৈবাহিক] *বি* বেয়াই; পুত্র বা কন্যার শ্বশুর। 'দুই বেহাই কোলাকুলি সভে গেলা ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেহাইন [স বৈবাহিক>] *বি স্ত্রী* পুত্র বা কন্যার শাশুড়ি। 'কুইনের বেহাইন বিধবা হইল কল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বেহাইবাড়ী [স বৈবাহিক+স বাটী] *বি* ছেলে বা মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। 'কেহ বেহাইবাড়ী, বোনাইবাড়ী, সপরিবারে ঘটি-বাটি ... সমেত দাখিল হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বেহান [স বৈবাহিক>] *বি স্ত্রী* ছেলে বা মেয়ের শাশুড়ি। 'সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বেহাগ [হি বিহাগ] *বি* রাতের তৃতীয় প্রহরে গাওয়া হয় এমন রাগবিশেষ। 'সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ, বা কানেড়া বজায় আছে কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বেহাত [ফা বে+স হস্ত] ১ *বিণ* বেদখল; নিয়ন্ত্রণহীন। 'থাকতে রতন আপন ঘরে/ একি বেহাত আজ আমারে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* হাতছাড়া। 'দামি জিনিসগুলো বেহাত হয়ে যেত।' *নজরুল*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* আয়ত্তের বাইরে এমন। 'ছিলি যে একদম বেহাত!' *নজরুল*, ১৯৩১।

বেহান[১] [স বিভাত] *বি* সকাল। 'প্রথমে বেহানে তবে ললিত গাহিব।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বেহান রাইত *বি* ভোর রাত। 'বেহান রাইতে কিস্তুক রওয়ানা দিতে হবে।' *জহির*, ১৯৬৪।

বেহান[২] *দ্র* **বেহাই**

বেহায়া [ফা] *বিণ* লজ্জাহীন। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বটে রে বিটলেরা – বেহায়ার বালাই দূর ... ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বেহায়াগিরি [ফা] *বি* বেহায়ার আচরণ। 'এতবড়ো বেহায়াগিরি তাসরমণী হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বেহায়াপনা [ফা বেহায়া+পনা] *বি* নির্লজ্জ আচরণ। 'আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বেহায়ামি, বেহায়ামী [ফা বেহায়া>] *বি* নির্লজ্জতা। 'ষ্টীমার ঘাটে ইহাদের বেহায়ামী দর্শন করিলে বাস্তবিকই ...।' *সওগাত*, ১৯৩০; 'তার নাম মুখে লৈয়া আর বেহায়ামি কৈর না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

বেহার[১] [স বিহার] *বি* লীলা। 'গোপি লইয়া বৃন্দাবনে করিল বেহার।' *মালাধর*, ১৫০০।

বেহার[২] [স ব্যবহার] *বি* ব্যবহার। 'এইমত করিয়া প্রত্তহ বেহার করে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

বেহারা ১ *বি* পালকি বাহক। 'সমুখে বেহারা আস্যা যোগায় পালকি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* চাপরাশি; ফরমাশ খাটে এমন সাধারণ ভৃত্য। 'ঘোড়া, গাড়ি, সহিস, বেহারা, খানসামা, ইত্যাদির ধূম পড়িয়া

যায় ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। ৪ *বি* পাখা-টানার চাকর। 'যখন দেখি আমার ঐ বেহারা ধৈর্যসহকারে মূকভাবে পাখা টানিয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বেহারী *বি* বিহারি; বিহার প্রদেশের অধিবাসী। 'বাঙ্গালী বেহারী একবংশীয় হইলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বেহাল [ফা] *বিণ* দুরবস্থাসম্পন্ন। 'বড়ই বেহাল তারে দেখিলেন নবী।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেহালা [প viola] *বি* তারযুক্ত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'ঝুমুরের গীত গায়, বেহালা বাজায়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

বেহালাওয়ালা [বেহালা+হি ওয়ালা] *বি* বেহালাবাদক। 'বেহালা-ওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বেহালাদার [বেহালা+ফা দার] *বি* বেহালাবাদক। 'ভাল বেহালাদার।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বেহি *বি* বেল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেহিসাব [ফা বে+আ হিসাব] *বি* হিসাব করা হয় না এমন অবস্থা। 'বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বেহিসাবী [ফা বে+আ হিসাব>] ১ *বিণ* অমিতব্যয়ী। 'জগতের মধ্যে এই বেহিসাবী বাজে খরচের দিকটা সৌন্দর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'বেহিসাবী খরচা করে দেনায় ডুবে মরবেন শেষ পর্যন্ত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* উদাসীন। 'সেই মস্ত বেহিসাবী পাগলের বিপুল উদার অট্টহাস্য জলে স্থলে আকাশে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* সংযমহীন। 'বেহিসাবী নিষ্ঠুর যাযাবর কুমুদ।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বেহিসেবি, বেহিসেবী [ফা বে+আ হিসাব>] ১ *বিণ* অসতর্ক। 'একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* প্রচুর। 'মাইনে যদিচ নামমাত্র, উপরি-পাওনা বেহিসেবী।' *প্রমথ*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* হিসাব করে চলে না এমন। 'গৃহিণী বেহিসেবী হইলে গৃহে সুখ শান্তির অভাব ঘটে।' *বেগম*, ১৯৫৭। ৪ *বিণ* হিসাব নেই এমন। 'একটুও বে-হিসেবি অঙ্গুলি চালনা নেই।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

বেহীসাবী [ফা বে+আ হিসাব>] *বিণ* হিসাব নেই এমন; অমিতব্যয়ী। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

বেহুঁশ [ফা বে+ফা হোশ] *বিণ* বেপরোয়া; মরিয়া। 'তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বেহুঁস [ফা বেহুশ] *বিণ* অচেতন। 'তাড়ি টানিয়া বেহুঁস হইয়া পড়িল।' *মানিক*, ১৯৩৭।

বেহুশ [ফা] *বিণ* অচেতন। 'বেহুশ পড়িয়া আছে বিছানা উপর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেহুশী [ফা বেহুশ>] *বি* অচৈতন্য। 'আমি যেন শরাবীর বেহুশীতে মশগুল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বেহুস [ফা বেহুশ] *বি* অচেতন। 'এজিদা বেহুস আছে ঘরের ভিতর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেহোঁশ [ফা বেহুশ] *বিণ* বাহ্যজ্ঞানশূন্য। 'বেহোঁশ হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বেহোশ [ফা বেহুশ] *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'বেহোশ হয়ে চলেছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

বেহুদ [ফা] *বিণ* অনর্থক। 'আপনাকে বেহুদ পণ্ডিত বলিয়া, প্রতিপন্ন করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

বেহুদা [ফা] ১ *বিণ* অপ্রয়োজনীয়; অকারণ। 'তুমি বেহুদা সাজাই জদি করহ তবে তাতি তোমার নামে মোক্তারের নিকট নালিস করিতে পারিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বিণ* ভণ্ড। 'বেহুদা পণ্ডিত।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

বেহুদা খরচ [ফা বেহুদা+আ খরজ] *বি* অপ্রয়োজনীয় ব্যয়; অমিতব্যয়িতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বেহুদ্দা [ফা] *বিণ* অনুচিত। 'একেবারে তাঁর হুদ্দার বাইরে বেহুদ্দাই ঠিক।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বেহুনরি [ফা বে+হুনরি>] *বিণ* অদক্ষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বেহুন্দি জাল *বি* মাছ ধরার জালবিশেষ। 'বেহুন্দি জাল, মই জাল, ঝাঁকি জাল নিয়ে হিটেহাটে ঘোরে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

বেহেজ *বি* বেগার। 'আমায় পুরো দুটি ঘণ্টা গাধার চেয়েও বেহেজ খাটিয়েচে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেহেড [ফা বে+ই হেড] *বিণ* কাণ্ডজ্ঞানহীন। 'দাদাকে অমন বেহেড কখন দেখেছ কি?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বেহেবুদ *বি* সাধ্য। 'আমার এমত বেহেবুদ কি।' *কেরি*, ১৮০২।

বেহেশত [ফা বিহিশ্‌ত] *বি* স্বর্গ। 'বেহেশত হইতে বুঝি দিবে খেদারিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বেহেশত-লোক [বেহেশত+স লোক] *বি* স্বর্গ। 'পেয়েছে তাহারা বেহেশ্‌ত-লোক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বেহেশতি, বেহেশতী [ফা] ১ *বিণ* স্বর্গীয়। 'কোথা বেহেশ্‌তি বীণ বাজিতেছে যেন!' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বিণ* বেহেস্তের অনুকূল। 'সেই মজহাব বেহেশতী কি দোজখী, ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫। ৩ *বি* স্বর্গে বসবাসকারী। 'বহু বেহেশতী দোজখে ... ঢুকে পড়েছে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

বেহেস্ত [ফা] *বি* স্বর্গ। 'পঞ্চশত অব্দ আগে যাইব বেহেস্তে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বেহেস্তখানা [ফা] *বি* স্বর্গ। 'মলে পাব বেহেস্তখানা তা শুনে তো মন মানে না।' *লালন*, ১৮৯০।

বেহেস্তি [ফা] *বিণ* স্বর্গীয়। 'বেহেস্তি লেবাছ পরে গায়।' *জসীম*, ১৯৩১।

বৈ [স ব্যতীত] ১ *অব্য* ছাড়া। 'এবৎসর বৈ তোমাকে আমি পাঠাইব বৃন্দাবনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রান্ধে।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বিণ* বিগত। 'বৈ যদি হইল তার অষ্টম যামিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বৈকি *ক্রিবিণ* অবশ্য। 'যাব বৈকি, কাল সব শুনতে পাবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বৈআ *দ্র* বওয়া

বৈইন [স ভগিনী] *বি* বোন। 'জলকন্যা নহে বাপু মোর বৈইন ঝি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বৈঁচি *বি* টক-মিষ্টি স্বাদের গোলাকৃতির ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। 'বৈঁচি মালায় ছি ছি খোয়ালি কুল লো।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বৈঁচিকাঠ *বি* বঁইচি নামক ফলগাছের কাঠ। 'বৈঁচিকাঠের লাঠিটা বিশু পালিতের হাতে দিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বৈঁচিগাছ *বি* টক-মিষ্টি স্বাদের ক্ষুদ্র গোলাকার এক প্রকার বুনোফলের গাছ। 'দাঁড়কাক বসেছে বৈঁচিগাছের ডালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বৈঁতি [স বহিত্র>] *বি* মাছ ধরার বড়ো জাল। 'আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মাঝিরা বৈঁতির জাল ফেলিয়া ইলিশ মাছ ধরে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বৈকল্পিক [স] *বিণ* বিকল্প হিসেবে বিবেচিত। 'স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সর্ব্বত্রই উর্দ্দু বা পারসী বৈকল্পিক বিষয়।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বৈকল্য [স] **১** *বি* বিকার। 'একটা দুর্ঘটনাবিষয়ক অনুশোচনেতে মনের এমত বৈকল্য হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *বি* বিকলতা। 'বৈকল্য এমনই ধ্রুব, এতই কি দুঃসাধ্য মরণ?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বৈকাল [স বৈকালিক] *বি* বিকাল। 'রাজাকে ভেটিবে আমি আজিকা বৈকালে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বৈকালিক [স] *বিণ* বিকালবেলার। 'তাঁহাকে ... বৈকালিক পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বৈকালিকী [স] *বিণ* বিকালের। 'তোমার বৈকালিকী সাজের ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

বৈকালী [স বৈকালীয়] *বিণ* বিকেলের। 'তোলেনি আজ বৈকালী ফুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বৈকুণ্ঠ [স] *বি* স্বর্গ। 'পরশি গঙ্গার জলে বিমানে বৈকুণ্ঠ চলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বৈকুণ্ঠপুরি [স বৈকুণ্ঠপুরী] *বি* স্বর্গলোক। 'আমার প্রসাদে যাবে বৈকুণ্ঠপুরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৈকুণ্ঠপুরী [স] *বি* স্বর্গলোক। 'ভার অবতারে হরি তেজিয়া বৈকুণ্ঠপুরী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

বৈকুণ্ঠভুবন [স] *বি* স্বর্গপুরী। 'অন্তকালে জাবে নর বৈকুণ্ঠভুবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৈকুণ্ঠলোক [স] *বি* স্বর্গ। 'যার দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠলোকে যায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বৈকুণ্ঠাদ্য [স] *বি* স্বর্গ এবং অনুরূপ স্থান। 'বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বৈকুল্য [স বৈকল্য] *বি* ব্যাকুল ভাব। 'তাহার বৈকুল্য তার পুত্রে গোচরিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৈক্ষ [স বক্ষঃ] *বি* বুক। 'কেহ কৈক্ষে কেহ বৈক্ষে কেহ ধরে গলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৈগুণ্য [স] *বি* প্রতিকূলতা। 'অতএব, আন্তরিক যত্ন থাকিলে ... সকলই লব্ধ হইতে পারে; অবস্থার বৈগুণ্য কদাচ প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

বৈচক্ষণ্য [স] *বি* বিচক্ষণতা। 'তাঁহারদের বৈচক্ষণ্য ও দূরদৃষ্টির এক উদাহরণ স্মরণ হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বৈচিত্র্য [স] *বি* বিচিত্রতা। 'এই সকল জ্যোতিস্তরঙ্গ-বৈচিত্র্যই জগতের বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বৈচিত্র্যবোধ [স] *বি* বহুমুখী অনুভব। 'আদর্শের গোঁড়ামীর জন্য সে বৈচিত্র্যবোধ তথা জীবনবোধ হারিয়ে বসে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

বৈচিত্র্যগর্ভা [স] *বিণ* বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'শূন্য আকাশ তোমাদের কাছে এত প্রিয় যে, বৈচিত্র্যগর্ভা পৃথিবীর দিকে তাকালে না।' *শওকত*, ১৯৬২।

বৈচিত্র্যপূর্ণ [স] *বিণ* বৈচিত্র্যময়। 'এত বৈচিত্র্যপূর্ণ চিঠি ইতিপূর্বে আর কখনও পাইনি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৩।

বৈচিত্র্যবহুল [স] *বিণ* বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'দাম্পত্যজীবনের বৈচিত্র্যবহুল মাধুরী।' *জীবন*, ১৯৩২।

বৈচিত্র্যবিশিষ্ট [স] *বিণ* বিচিত্রতা আছে এমন। 'মানবজাতি কত দেশে কত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট।' *প্রমথ*, ১৯২০।

বৈচিত্র্যবিহীন [স] *বিণ* বৈচিত্র্যহীন; বৈচিত্র্য নেই এমন। 'বৈচিত্র্যবিহীন অসীম সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বৈচিত্র্যময় [স] *বিণ* চমৎকারিত্বপূর্ণ। 'পাখীর গানের মত এ গান লঘু, তরঙ্গময়, বৈচিত্র্যময় নহে, ইহাতে স্তব্ধ করিয়া দেয়, উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'চাঁদের লাবণীতে যে বৈচিত্র্যময় রূপশিখার বিকাশ হইয়া থাকে।' *হাই*, ১৯৫৪।

বৈচিত্র্যশালী [স] *বিণ* বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'মৃৎপিণ্ডকে নানাপ্রকার বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

বৈচিত্র্যহীন [স] *বিণ* একই ধরনের; ভিন্নতাহীন। 'সর্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বৈচিত্র্যহীনতা [স] *বি* একঘেয়েমি। 'এই বৈচিত্র্যহীনতা অনেক সময়ে মনকে পীড়া দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বৈচিত্র্যান্বিত [স] *বিণ* বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'সে চায় প্রাচুর্যান্বিত বৈচিত্র্যান্বিত সাহসান্বিত জীবন।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

বৈজয়ন্ত [স] *বি* ইন্দ্রের রাজধানী। 'বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে রুষিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

বৈজয়ন্ত-ধাম [স] *বি* ইন্দ্রপুরী। 'কোথা সে বৈজয়ন্ত-ধাম।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বৈজয়ন্তী [স] *বি* জয়-পতাকা। 'আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী।' *নজরুল*, ১৯২২।

বৈজাত্য [স] *বিণ* বিজাতীয়। 'বৈজাত্য বিবাহের প্রথা না থাকায় আমারদের যে পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বলিবার নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বৈজান্তিয় *বিণ* বাইজান্টাইনের। 'বৈজান্তিয় এবং রোমক গীতিকবিতায় ...।' *শিব*, ১৯৫০।

বৈজ্ঞানিক [স] **১** *বিণ* বিজ্ঞান সম্পর্কীয়। 'মানবিক বুদ্ধিবলে ক্রমাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় তত্ত্বসমূহই ইহার প্রধানতম নিদান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* বিজ্ঞানবিদ। 'ভূতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বহুকাল হইতে ইহার প্রকৃত কারণ নিরূপণে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* বিজ্ঞানসম্মত। 'যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি [স] *বি* বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান। 'বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিতে প্রাণী ও অপ্রাণীর ভেদ একান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বৈটকখানা [হি বৈঠক+ফা খানাহ্] *বি* বাড়ির বাইরের বসার ঘর। 'নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈটকখানা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

বৈঠক [হি] **১** *বি* সভা। 'আমির ও রাজা ও কবিগণ ও পণ্ডিত ইত্যাদি সমস্ত ওমরা লোকের বৈঠক হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* হুকা রাখার পাত্র। 'ঘর বাটী ঝাঁটি দেওয়া এবং হুঁকা বৈঠক মাজা।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* আসর। 'মদের বৈঠকে মাতাল জগৎ-সংসারকে ভুলিয়া গিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বি* বিচরণের জায়গা। 'যাদের ন্যায্যত বৈঠক হল বন্ধ হেরেম।' *হোসেন*, ১৯৪০।

বৈঠক করা *ক্রি* আলাপ-আলোচনা করা। 'ইঁহারা মধ্যে মধ্যে বৈঠক

করিয়া ... আপন ধর্ম্মোন্নতির পরিচয় প্রদান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বৈঠকখানা [হি বৈঠক+ফা খানাহ্] *বি* বসার অথবা মিলিত হওয়ার ঘর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বৈঠকখানাঘর *বি* বসার ঘর। 'বাইরের বৈঠকখানাঘর ঝাড়পোঁছ করবার উপলক্ষে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বৈঠকখানাবাড়ি *বি* বাইরের ঘর। 'সম্মুখের বৈঠকখানাবাড়িতে আলো জ্বলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বৈঠকঘর *বি* বাইরের ঘর। 'তাঁর বৈঠকঘরে কাঁঠালকাঠের বেঞ্চিতে এসে ঝুঁকে বসত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

বৈঠকি, বৈঠকী [হি বৈঠক>] ১ *বিণ* বৈঠকের উপযুক্ত। 'বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'এ গল্প বৈঠকী গল্প নয়।' *প্রমথ*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* আনুষ্ঠানিক। 'একটিমাত্র বিরহিণীর বৈঠকি কান্না নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'বৈঠকী গাইয়েকে নগর সংকীর্ত্তনে যোগ দেওয়ানোর সামিল।' *প্রমথ*, ১৯২০। ৩ *বি* আলোচনা। 'দু'দণ্ড বৈঠকি হয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

বৈঠকি গান, বৈঠকী গান *বি* লঘু রাগভিত্তিক মজলিশি গান। 'বাড়ীতে বৈঠকি গানের তালেই মান রহিয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২; 'অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

বৈঠকী সংগীত *বি* মজলিশের উপযোগী লঘু রাগসঙ্গীত। 'ভারতের বৈঠকী সংগীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

বৈঠা[১] [হি বইঠ] *ক্রি* বসা। বৈঠবি *ক্রি* বসবে। 'পহেলহি বৈঠবি সয়নক সীম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। বৈঠয় *ক্রি* বসে। 'যতেক রমণী ধনী বৈঠয়ে জগত মাঝে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

বৈঠা[২] [স বহিত্র] *বি* নৌকা চালাবার দাঁড়। 'বাপের আদেসে কৈন্যা হাতে বৈঠা লৈয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বৈঠা মোড়ানো *ক্রি* নৌকা বাওয়া বন্ধ করা। 'আজ্ঞা পেয়ে মাঝীগণ বৈঠা মোড়াইল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বৈতরণী [স] ১ *বি* নরকের নদী। 'রাজকর নাই দেই বৈতরণী ধেনু নেই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* উড়িষ্যার একটি নদী। 'গঙ্গাতীর হইতে উড়িষ্যায় বৈতরণী তীর পর্য্যন্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বৈতরিণী [স বৈতরণী] *বি* নরকের নদী। 'মা বন্দম বৈতরিণী বাপ জন্মদাতা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বৈতালি *বি* বৈতালিকের সংগীত। 'নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বৈতালিক [স] ১ *বি* স্তুতিপাঠক। 'এক দিবস এক বৈতালিক রাজা বিক্রমাদিত্যর দ্বারে উপস্থিত ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* বন্দনাকারী। 'বদ্ধ দ্বারে বসন্তের বৈতালিক যবে উচ্চারিবে আবাহনী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

বৈদ [স বৈদ্য] *বি* চিকিৎসক; মীমাংসক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বৈদগ্ধ [স] *বি* পাণ্ডিত্য। 'আমাদের ক্রিয়া কৌশল পরিপাটি বৈদগ্ধ সকল যে এক কালে ফাক হবে তাহার কি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

বৈদগ্ধবতী [স] *বিণ স্ত্রী* রসবতী। 'এ পৃথিবী কেমন বৈদগ্ধবতী।' *জীবন*, ১৯৩২।

বৈদগ্ধ্য [স] *বি* বিদগ্ধতা। 'বৈদগ্ধ্যের পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বৈদগ্ধ্যচর্চা [স] *বি* বিদ্যাচর্চা। 'মাতৃভাষাতেই আমাদের বৈদগ্ধ্যচর্চা করতে হবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বৈদর্ভী [স] *বি* বিদর্ভদেশীয় রাজকন্যা। 'নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বৈদান্তিক [স] ১ *বি* বেদান্ত দর্শনে পণ্ডিত ব্যক্তি। 'বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই এই মত। 'বৈদান্তিক ভাবসাধনার ও বৈষ্ণবীয় অনুভূতির চূড়ান্ত প্রকাশ রবীন্দ্রনাথেই।' *হাই*, ১৯৫৪।

বৈদিক[১] [স] ১ *বিণ* বেদসম্মত। 'এই সময়ে নাস্তিকমতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বিণ* ব্রাহ্মণের শ্রেণিবিশেষ। 'বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী।' *গৌর*, ১৮২২।

বৈদিকতা [স] *বি* বেদের বিধান। 'বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বৈদিক ধর্ম, বৈদিক ধর্ম্ম [স] *বি* বেদসম্মত ধর্ম। 'বৈদিক ধর্ম্ম হইতে পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্তে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

বৈদিকী [স] *বিণ* বেদসম্মত। 'বৈদিকী ক্রিয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বৈদিক[২] [স] *বিণ* দিকহারা। 'কী বৈদিকে ঘিরলো হৃদয় হ'ল না সুরাগের উদয়।' *লালন*, ১৮৯০।

বৈদিসী, বৈদেসি [স বৈদেশিক] *বিণ* বিদেশি। 'আমিত বৈদেসি দিজ দুঃখ পাই মনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দিসী সাধু হইল বধূ না আইল বৈদিসী সাধু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বৈদূর্য [স] *বি* নীল রঙের মণিবিশেষ। 'অবিশ্বাসে উদ্ভিদে বৈদূর্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

বৈদূর্যমণি [স] *বি* নীলকান্ত মণি। 'বৈদূর্যমণির মতো জ্বলতে থাকে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বৈদূর্য, বৈদূর্য্য [স] *বি* নীলকান্ত মণি। 'কোথায় বৈদূর্য্য-ভাতি, কোথা হীরকের পাঁতি।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

বৈদেশিক [স] ১ *বিণ* বিদেশি। 'এ ব্যক্তিকে বৈদেশিক দেখিতেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* ভিন্ন দেশ থেকে আয় হয়েছে এমন। 'প্রথম দিকে তার অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

বৈদেশিকভব [স] *বিণ* বিদেশি শব্দের পরিবর্তন দ্বারা উৎপন্ন। 'এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে আমরা বৈদেশিকভব শব্দ বলিব।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বৈদেশিকরূপ [স] *বিণ* বিদেশি ভাষা থেকে জাত। 'এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে আমরা বৈদেশিকরূপ শব্দ বলিব।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বৈদেশী [স বৈদেশিক] *বিণ* বিদেশি। 'বৈদেশী সাধু আমি আস্যাছি সিংহল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বৈদেহ [স] *বি* প্রাচীন ভারতের রাজ্যবিশেষ; মিথিলার প্রাচীন নাম। 'তদনুসারে মিথিলার অন্য নাম বৈদেহ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বৈদেহী, বৈদেহি [স, সম্বোধনে পদান্তে ই-কার] *বি* বিদেহ-রাজ জনকের কন্যা সীতা। 'আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা – বৈদেহীর সখী দোঁহে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেবি, লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহার যথা বিলাপীর আঁখি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বৈদ্ধ [স বৌদ্ধ] *বি* বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী। 'একবিংসে বৈদ্ধ রূপে জগত মোহন।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৈদ্য [স] ১ *বি* বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্তিরসময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* কবিরাজ। 'নিঃসরিল গর্ব্ব তবে বৈদ্যে চিকিৎসিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বৈদ্য ছাত্র [স] *বি* চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী। 'বৈদ্য ছাত্রেরা বিজ্ঞ ডাক্তারেরদিগের সহিত ঐক্য হইয়া চিকিৎসা করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বৈদ্যক [স] *বিণ* চিকিৎসাবিষয়ক। 'ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বৈদ্যকগ্রন্থ [স] *বি* চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। 'তাঁহারা যেসকল বৈদ্যকগ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বৈদ্যক বিজ্ঞ [স] *বিণ* চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'এক বৈদান্তিক ও এক বৈদ্যক বিজ্ঞ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বৈদ্য-গ্রন্থ [স] *বি* আয়ুর্বেদ। 'আমাদিগের বৈদ্য-গ্রন্থে লিখিত আছে ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বৈদ্যচিকিৎসক [স] *বি* কবিরাজ। 'বৈদ্যচিকিৎসকের দ্বারাও কোনও উপকার হইবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বৈদ্য-শাস্ত্র [স] *বি* আয়ুর্বেদ। 'বৈদ্য-শাস্ত্রে এত গুণ কেন লেখে তবে?' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বৈদ্যুত [স] *বিণ* বিদ্যুতের। 'তাহা সচেষ্ট, জাগ্রত, বৈদ্যুত শক্তিতে পরিপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বৈদ্যুতকণা [স] *বি* পারমাণবিক কণা। 'এই আলোর সঙ্গে আছে বিদ্যুতকণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বৈদ্যুতচঞ্চল [স] *বিণ* বিদ্যুতের চমকের মতো চঞ্চল। 'বিনয়ের মন বৈদ্যুতচঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বৈদ্যুতজনন স্টেশন [স বৈদ্যুতজনন+ই স্টেশন] *বি* বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। 'আশকাবাদ শহরে একটা বৈদ্যুতজনন স্টেশন বসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বৈদ্যুতবর্ষণী [স] *বি* যেখান থেকে বিদ্যুৎ বিতরিত হয়। 'বিশ্বের সূক্ষ্মতম পদার্থের অলক্ষ্যতম মর্ম বিদীর্ণ করবার জন্য বিরাট বৈদ্যুতবর্ষণীর কারখানা বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বৈদ্যুতলোক [স] *বি* পারমাণবিক জগৎ। 'এই তো দেখা গেল বিশ্বব্যাপী অরূপ বৈদ্যুতলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বৈদ্যুতস্তর [স] *বি* পারমাণবিক স্তর। 'উপরকার বায়ুমণ্ডল ভাঙা পরমাণুর বৈদ্যুতস্তরের কথা পূর্বে বলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বৈদ্যুতসন্ধানী [স] *বি* পরমাণু-বিজ্ঞানী। 'বৈদ্যুতসন্ধানীরা যখন আপন কাজে নিযুক্ত আছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বৈদ্যুতাদিকী [স] *বিণ* বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়। 'বৈদ্যুতাদিকী শক্তি পৃথিবীস্থ গতিমাত্রেরই কারণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বৈদ্যুতী [স] *বি* কটাক্ষ। 'অপাঙ্গে একটু বৈদ্যুতি প্রেরণ করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বৈদ্যুতীকরণ [স] *বি* বিদ্যুৎ-বিতরণ। 'গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ...।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

বৈদ্যুতিক [স] ১ *বিণ* বিদ্যুৎবিষয়ক। 'কি সৌর, কি নাক্ষত্র, কি বৈদ্যুতিক, কি আনলিক যে কোন আলোকের সাহায্যে ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* বিদ্যুৎ-চালিত। 'চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলো সূর্য্যের ন্যায় ঝকিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৩ *বিণ* বজ্রমুখর। 'আগন্তুক শ্রাবণের বৈদ্যুতিক উল্লাসের মতো, তীব্র প্রবর্তনা তব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *বিণ* আকস্মিক ও তীব্র। 'বৈদ্যুতিক ব্যথা দেখাল নিঃসঙ্গ শয্যা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। ৫ *বিণ* বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল। 'নিরিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া চতুর্দিকে চক্রব্যূহ বাঁধে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বৈদ্যুতিক আলো [স] *বি* বিদ্যুৎ-চালিত আলো। 'বৈদ্যুতিক আলো দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা গ্যাসের আলো অপেক্ষা অধিক তেজাল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বৈদ্যুতিক স্পন্দন [স] *বিণ* বিদ্যুতের। 'উত্তাপ ও আলোক আকাশের বৈদ্যুতিক স্পন্দন মাত্র।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

বৈদ্যুতিকী [স] *বিণ* বিদ্যুৎ আছে এমন। 'অহো! টিকি কিনা বৈদ্যুতিকী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বৈধ [স] *বিণ* ন্যায্য; যথার্থ। 'তুই বেটা ভারী বৈধ!' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বৈধতা [স] *বি* ন্যায্যতা। 'মনঃকল্পিত ব্যবস্থা কদাচ তাহার বৈধতা সম্পাদন করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বৈধব্য [স] *বি* বিধবা অবস্থা। 'ঈশ্বর বুঝি আমার বৈধব্য দসা করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

বৈধব্যক্লিষ্ট [স] *বিণ* বিধবার যন্ত্রণায় জর্জরিত। 'ওর বৈধব্যক্লিষ্ট শীর্ণ চেহারায় যেন এক নতুন রঙের ছোপ লেগেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৩।

বৈধব্যতা [স] *বি* বিধবার অবস্থা। 'পতির বিয়োগানন্তর বৈধব্যতা হয় না যদি ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

বৈধব্যদশা [স] *বি* বিধবা সদৃশ। 'লেখাপড়ায় চিত্তনিবিষ্ট করিলে বৈধব্যদশা হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

বৈধব্যদুঃখ [স] *বি* বিধবা অবস্থার দুঃখ। 'বৈধব্যদুঃখ মুহূর্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বৈধব্যব্রত [স] *বি* বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীর পুনরায় বিয়ের আগের শরিয়ত নির্দিষ্ট সময়। 'জয়নাবের বৈধব্যব্রত সাঙ্গ হইল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বৈধব্যযন্ত্রণা [স] *বি* বিধবা জীবনের কষ্ট। 'বৈধব্যযন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত করিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ে লোকান্তরে যাত্রা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বৈধব্যরীতি [স] *বি* বিধবার পালনীয় নিয়ম। 'বৈধব্যরীতিতে চুল ছাঁটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বৈধব্যাচরণ [স] *বিণ* বিধবাসুলভ আচরণ। 'সধবা থাকিয়া ও বৈধব্যাচরণ ও বেশ্যা হইতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

বৈধি [স বৈধ] *বি* বৈধ। 'বৈধিযোগ এই তত্ত্বে হয় ত নিশ্চয়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

বৈধব্যস্ত [স] *বি* বিধ্বস্ততা। 'পিছে-ফেলে-আসা দিনগুলোর ওপর বৈধ্বস্ত্য আনা।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

বৈনাশিক [স] *বিণ* বিনাশকারী। 'বৈনাশিক বুদ্ধি হানে করাঘাত ভঙ্গুর কবাটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

বৈনাশিকতা [স] *বি* ধ্বংসসাধন। 'এই বৈনাশিকতাকে জড়ত্ব নাশের মহৎ প্রয়াস বলে মেনে নিতে কোন আপত্তি থাকে না।' *সনৎ*, ১৯৭০।

বৈপরীত্য [স] ১ *বি* বিপরীত ভাব। 'তৎচিকিৎসালয়ের নিয়মের বৈপরীত্যপ্রযুক্ত প্রায় উপকার হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* বিরোধিতা। 'তৎসম্মত ব্যবস্থার বৈপরীত্য করা অনুচিত।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* বিপর্যয়। 'বালকদিগের শিক্ষা সময়ে পাঠের বৈপরীত্য

হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

বৈপরিত্ব, বৈপরীত্ব [স বৈপরীত্য] *বি* বিপরীত ভাব। 'তাহার বৈপরিত্বে ক্ষুদ্র লোকের রাজ্যাভিলাষ অতিশয় হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'আপন অদৃষ্টের হঠাৎ বৈপরীত্ব হইতে অসাবধান হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বৈপ্লবিক [স] *বিণ* দ্রুত ও আমূল। 'কৃষি ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন দরকার।' *আজাদ*, ১৯৪৯; 'পাকিস্তানের সমাজ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়।' *বেগম*, ১৯৬২।

বৈফল্য [স] *বি* বিফলতা। 'সকল স্থলেই একপ্রকারে বৈফল্য দেখা যাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বৈবর্ণ্য [স] **১** *বি* বিবর্ণতা। 'স্বেদ কম্প রোমাঞ্চ অশ্রু গদগদ বৈবর্ণ্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বিষাদময়। 'বৈবর্ণ্য আনন্দ মূর্চ্ছা আদি যে বিকার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বৈবর্ণ্যাশ্রু [স] *বি* বিষাদরূপ অশ্রু। 'বৈবর্ণ্যাশ্রু স্বরভেদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বৈবর্তন, বৈবর্ত্তন [স] *বি* বিবর্তন। 'ভাষার সৃষ্টিস্থিতি আছে, লয় নাই। কিন্তু বৈবর্ত্তন আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বৈবহার [স ব্যবহার] *বি* ব্যবহার শাস্ত্র। 'বৈবহার ধর্মে শুন কহে আন কথা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বৈবাহিক [স] **১** *বি* পুত্র বা কন্যার শ্বশুর; বেহাই। 'বৈবাহিক চরণে পড়ি ব্যেবহার কৈল বাড়ি সাতনলা জাল আঠা ফান্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* বিবাহ সম্পর্কীয়। 'অনেক২ বৈবাহিক বরযাত্রিকেরদের মধ্যে বিবিধ রহস্য ও অবস্থা শ্রুত দৃষ্ট হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বৈবাহিকা [স] *বি স্ত্রী* বেহান; বেয়াইন। 'মাননীয়া বৈবাহিকার মাথায় লাঠি।' *মানিক*, ১৯৩৭।

বৈভব [স] **১** *বি* সম্পদ। 'এতেক বৈভব মোরে দিলা নারায়নে।' *মুরলীধর*, ১৫০০। **২** *বি* মহিমা। 'শুক্লাম্বর প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বৈভবশালী [স] *বিণ* সমৃদ্ধ। 'রেনেসাঁসের সূত্রে সমাজ প্রাণবন্ত ও বৈভবশালী হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

বৈভাষিক [স] *বিণ* বিকল্পরূপে বিবেচ্য। 'নরকের প্রতি কীট বৈভাষিক স্বর্গের মধুপ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

বৈভিন্ন [স] *বি* ভিন্নতা। 'নর-নারীর মানসিক ক্ষমতার কেবল এইমাত্র বৈভিন্ন।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

বৈমনস্য [স] *বি* মনান্তর। 'ছিল বাণবিদ্ধ বিহঙ্গের বৈমনস্য।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

বৈমাত্র [স] **১** *বিণ* বিমাতা সম্পর্কিত। 'বৈমাত্র ভাই।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **২** *বিণ* বিমাতার গর্ভজাত। 'এথেন্স নগরে বৈমাত্র ভ্রাতা ও ভগিনীর পাণিগ্রহণ করা বিধি-বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বৈমাত্রেয় [স] **১** *বি* বিমাতার সন্তান। 'রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার বৈমাত্রেয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বিণ* বিমাতার সম্পর্কীয়। 'আবদুল মালেকদিগের বৈমাত্রেয় মাতুল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

বৈমানিক [স] *বি* বিমানচালক। 'বৈমানিকেরা যাকে বলে ফ্লাইং ব্লাইন্ড।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

বৈমুখ [স] *বিণ* প্রতিকূল। 'একে কলঙ্কিনি হলুঁ তাহে তুমি বৈমুখ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৈমুখভাব [স] *বি* বিমুখ আচরণ; বিমুখতা। 'আমাদের বৈমুখভাব অসম্ভব নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বৈমুখী [স] *ক্রিবিণ* মুখ ফিরিয়ে। 'বহুবিধ আদরে পহুক কাতর দাখি বৈমুখী বইসব বামে।' *দ্বিজী*, ১৬০০।

বৈয়ম [প] *বি* কাচ, চীনামাটি ইত্যাদির তৈরি পাত্রবিশেষ। 'কাঁচের ঢাকনাদার বৈয়ম ... নামিয়ে আনল মল্লিকা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

বৈয়র্থ্য [স] *বি* ব্যর্থতা; বৈফল্য। 'তাঁহাদের সাবধানতা গুণ থাকিবার সম্যক বৈয়র্থ্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বৈয়া *দ্র* বওয়া

বৈয়াকরণ [স] *বিণ* ব্যাকরণে পণ্ডিত; ব্যাকরণবিদ। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'গজপতি ঠাকুর কেবল বৈয়াকরণ আর স্মার্ত নহেন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বৈয়াকরণি [স বৈয়াকরণিক] *বিণ* ব্যাকরণবিদ। 'তথাপি তাহারদিগের স্বতন্ত্র মূল অত্রস্থিত বৈয়াকরণি পণ্ডিতদিগেরও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বৈয়াকরণিক [স] *বি* ব্যাকরণবিদ। 'এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা কথা প্রসঙ্গে ব্যক্তি-বিশেষকে বৈয়াকরণিক বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

বৈয়ারি [স বধূরূপ] *বি* বউ। 'অনুমানে বুঝি কন্যা মড়ার বৈয়ারি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বৈর [স] *বি* শত্রুতা। 'তাহাদের বৈরভার দূর হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বৈরতা [স] *বি* শত্রুতা। 'এথেক বৈরতা ভাবি পাপিষ্ঠ দুর্মতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

বৈর নির্যাতন, বৈরনির্য্যাতন [স] **১** *বি* শত্রু দমন। 'তাহারা পশ্বাদি শিকার বা কোনরূপ বৈরনির্য্যাতনে ধাবিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা। 'কামানের গোলা না লাগাইলে বৈর নির্যাতন হয় না।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮; 'যথাকথঞ্চিৎ বৈরনির্য্যাতন হেতু।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বৈরভাব [স] *বি* শত্রুতা। 'স্নায়বিক ও মানসিক ব্যাপারের মধ্যে কোন বৈরভাব দেখি না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বৈরসাধন [স] *বি* শত্রুতা। 'তাঁহাদের উপর বিলক্ষণরূপ বৈরসাধন করিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বৈরক্ত [স] *বি* বিরক্ত; সংকট। 'মোকদ্দমাকরণের অশেষ বৈরক্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বৈরক্তি [স বৈরক্ত>] *বি* বিরক্ত হওয়ার ভাব। 'ভারতবর্ষীয় লোকদিগের যথেষ্ট বৈরক্তি ও ক্লেশ উপস্থিত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বৈরক্ত্য [স] *বি* বিরক্ত। 'পুনঃপুনঃ করণে কেবল পৌনরুক্ত ও লোকের বৈরক্ত্য হয়।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

বৈরস্য [স] *বিণ* বিস্বাদ ভাব। 'মুখের বৈরস্য হরে বহুগুণধর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বৈরাগ [স] **১** *বিণ* সংসারে অনাসক্ত; বৈরাগী। 'পাণ্ডুএ বোলেন মুই হইলুম বৈরাগ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* ধ্বজা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* বৈরাগ্য; বিরাগ। 'শীতের বৈরাগ নিয়ে ভেবেছি একদা।' *আহসান*, ১৯৫৯।

বৈরাগি[১] *দ্র* বৈরাগী

বৈরাগি[২] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'বাগদী ব্যাধ ব্যেদে বেশ্যা বৈরাগি

কারদের বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

[স] ১ *বি* সন্ন্যাসী। 'বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস।' *দাস*, ১৫৮০; 'গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।' *দাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বৈষ্ণব। 'বৈরাগী হইঞা করে জিহ্বার *লাস*।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অনুরাগী। 'প্রণয়ের বৈরাগী, প্রণয় নিমিত্ত তিনি অন্নাহারী, প্রণয় নিমিত্ত কৌপিনধারী।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। ৪ *বি* বৈরাগ্য সাধনা করে যে। 'কেউ মোহন্ত কেউ বৈরাগী।' *লালন*, ১৮৯০।

বৈরাগি [স বৈরাগী] *বিণ* সংসার-বিরাগী। 'ছালেহা বৈরাগি কুল মুল ত্যাগী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বৈরাগি বেশ [স বৈরাগী-বেশ] *বি* বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর মতো সাজসজ্জা। 'দুই ভ্রাতা বৈরাগি বেশ হইয়া কিছুকাল বরিন্দ্র ভূমিতে যাত্রা করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

বৈরাগিণী [স] ১ *বি স্ত্রী* সন্ন্যাসী। 'হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি স্ত্রী* উদাসীনতা। 'সাহানার রাগিণীতে বৈরাগিণী ওঠে যেন জেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বৈরাগীপুর [স] *বি* উদাসীনতার জগৎ। 'আমাদের বৈঠক বৈরাগীপুরে রাগরাগিণীর বহুদূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বৈরিগি [স বৈরাগী] *বি* বৈরাগী। 'এক বৈরিগি পয়সার জন্যে হরদম গাইছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

বৈরাগ্য [স] *বি* সংসারের প্রতি অনাসক্ত অবস্থা। 'মাতার বৈরাগ্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বৈরাগ্য ধর্ম, বৈরাগ্য ধর্ম্ম [স] *বি* সন্ন্যাসধর্ম। 'বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বৈরাগ্যবিলাসী [স] *বি* সংসারে অনাসক্তি আছে এমন জীবনযাপনে অভ্যস্ত ব্যক্তি। 'বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বৈরাগ্যবৃদ্ধ [স] *বিণ* সংসারে অনাসক্ত প্রবীণ। 'এক দিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে, আর-এক দিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীনভাবে শুয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বৈরাগ্যব্রতী [স] *বিণ* বৈরাগ্যব্রত পালনকারী। 'সেও কি বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বৈরাগ্যযুক্ত [স] *বি* সন্ন্যাসী। 'পরম বৈরাগ্যযুক্ত যাহাকে যাহা বলেন তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বৈরাগ্যরাগ [স] *বি* মন উদাস করা সুর। 'সারঙের বৈরাগ্যরাগের শান্তস্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বৈরাগ্যসাধন [স] *বি* সংসারবিমুখতা। 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বৈরাগ্যাশ্রয় [স] *বি* বৈরাগ্যে মনোনিবেশ। 'পরিবার স্নেহ বিসর্জন করিয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বৈরাগ্যাশ্রয় করা *বি* বৈরাগী হওয়া। 'পরিবার স্নেহ বিসর্জন করিয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বৈরাতি [স বরযাত্রী] *বি* বরযাত্রী। 'এই যে বৈরাতিগণ তার মাঝে কোন জন কহ সখী ভিখারী আমার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বৈরী [স] ১ *বি* শত্রু। 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।' *চর্যা* ৬, ১২০০। ২ *বি* হত্যাকারী। 'যেই আনি দিতে পারে মোর পুত্র বৈরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বৈরি [স বৈরী] *বিণ* বৈরী; শত্রু। 'শ্রীফল সদৃশ কুচ সেহ মোর বৈরি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

বৈরিণি [স বৈরিণী] *বিণ স্ত্রী* বিরোধী। 'ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈরিণি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

বৈরিতা [স] ১ *বি* বিদ্বেষ। 'পরিবারের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না হইয়া বরং অসাধারণ বৈরিতা এবং ভয়ানক জ্ঞাতিবিরোধ জন্মে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* শত্রুতা। 'আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বৈরিদল [স] *বি* শত্রুর দল। 'বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বৈরিপক্ষ [স] *বি* শত্রুপক্ষ। 'বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

বৈরিভাব [স] *বিণ* শত্রুভাবাপন্ন। 'কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বৈরিশাসন [স] *বি* বিরুদ্ধ শাসন। 'বৈরিশাসনের আশু কোন উপায় করাও আবশ্যক হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বৈরিশূন্য [স] *বিণ* শত্রুহীন। 'বৈরিশূন্য দেব রঘুনাথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বৈরীকুল [স] *বি* বিরুদ্ধ পক্ষ। 'কাতর নয়ান হই জত বৈরীকুল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বৈরীভাব [স] *বি* বিদ্বেষের ভাব। 'খাদ্যখাদকের বৈরীভাব নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

বৈরীভাবাপন্ন [স] *বিণ* শত্রুভাবাপন্ন। 'ক্ষুধার্ত চোখ বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বৈরূপ্য [স] *বি* বিরূপতা। 'বৈরূপ্য দেবার দরকার হলে বেঢপ উপমা কাজে লাগে।' *অবন*, ১৯২৫।

বৈলক্ষণ [স] *বি* বিপরীত অবস্থা। 'পুনর্ব্বার বিদসার সময় তাহারি বৈলক্ষণ হইল দক্ষিণ বাহিনী পশ্চিম বাহিনী হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

বৈলক্ষণ্য [স] ১ *বি* বিভিন্নতা। 'হিজরি সনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌরমানের গণনার বৈলক্ষণ্যে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* পার্থক্য। 'ইংরাজী বেশের কোন বৈলক্ষণ্য নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৩ *বি* ভাবান্তর। 'তৎপ্রযুক্ত অনুবাদের অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৪ *বি* পরিবর্তন। 'পরে তাহারদিগের আচারের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকিবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৫ *বি* বিশেষত্ব। 'বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত, পদ প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত কেহ প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বৈলজ্জ [স] *বিণ* লজ্জাযুক্ত। 'বিমোহিত বৈলজ্জ হইল বাঘরায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বৈশদ্য [স] *বি* স্পষ্টতা। 'সেটি কেউ যুক্ত ও অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য বৈশদ্যে ব্যাখ্যা করেছেন বলে জানা নেই।' *শিব*, ১৯৫৬।

বৈশাখ [স] *বি* বাংলা বছরের প্রথম মাস। 'এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে/ রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বৈশাখী [স বৈশাখীয়] ১ *বিণ* বৈশাখ মাস-সংক্রান্ত। 'বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং উলাগ্রামে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* বৈশাখী ঝড়। 'হানিয়াছে দারুণ বৈশাখী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বৈশাখী জ্বালা *বি* বৈশাখের উত্তাপ। 'হেথা বৈশাখী জ্বালা আছে শুধু, নাই বৈশাখী ঝড় হেথায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বৈশাখী পূর্ণিমা *বি* বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা। 'বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং উলাগ্রামে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বৈলাতী [আ বিলায়ত>] *বিণ* বিলাতি; বিলেতে উৎপন্ন। 'পাণ্ডুবর্ণী বৈলাতী শর্করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বৈশালী [স] *বি* প্রাচীন ভারতের মহানগরীবিশেষ। 'গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া সুরম্য বৈশালী নগরে আগমন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বৈশিক [স] *বিণ* বেশ্যাসক্ত। 'পতি উপপতি আর বৈশিক নাগর।' *ভারত*, ১৭৬০।

বৈশিষ্ট্য [স] ১ *বি* বিশেষত্ব। 'ব্রাহ্মণ রাজার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* বিশিষ্টতা। 'বহু বর্ষ পরের হিন্দু ধর্মে অনেক অনার্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বৈশিষ্ট্য-পৃথক [স] *বিণ* বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আলাদা। 'শুধু এই অবয়বে অন্যান্য প্রতিবেশীদের কাছে সে বৈশিষ্ট্য-পৃথক।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ [স] *বিণ* বিশিষ্টতাপূর্ণ। 'সংস্কৃতে জ্ঞান না থাকলে কখনই চমৎকার প্রকাশক্ষম বাক্‌রীতিগত বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ বাংলা রচনাশৈলী আয়ত্তে আসতে পারে না।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

বৈশিষ্ট্যহারা [স বৈশিষ্ট্য+হারা] *বিণ* বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত। 'আলীয়া মাদ্রাসা আজ বৈশিষ্ট্যহারা হইয়া আধুনিকতার জয়গান করিতেছে।' *জামায়াত*, ১৯৩৪।

বৈশেষিক [স] *বি* কণাদ রচিত দর্শনশাস্ত্র। 'বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ স্মৃতি সাহিত্য নাটক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বৈশেষিকতা [স] *বি* বিশেষ অধিকারপূর্বক পাওয়া। 'সম্পত্তির বৈশেষিকতা, এবং উত্তরাধিকারিতাও ইহাদের অনুমত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বৈশ্বানর [স] ১ *বি* অগ্নিদেবতা। 'শঙ্খ দিল জলেশ্বর শক্তি দিল বৈশ্বানর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আগুন। 'যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ ... ঘোর দাবানলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বৈশ্য [স] *বি* বণিক বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। 'যদি বৈশ্য হয়/ চাষী কেন নয়/ নাহি কোন ব্যবসায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

বৈশ্যত্ব [স] *বি* বণিকবৃত্তি। 'ওর হাত থেকে রক্ষার উপায় ঐ বৈশ্যত্বকে ধার করে তার উপর শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ ও রাষ্ট্র পড়া।' *সবুজ*, ১৯২০।

বৈশ্যদল [স] *বি* অভিজাত সম্প্রদায়; ধনিকশ্রেণি। 'যে বৈশ্যদল নিজেদের দ্বিজত্ব প্রমাণ করতে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বৈশ্যপ্রভু [স] *বি* ব্যবসায়ী প্রভু। 'এই যে বৈশ্যপ্রভুর ব্যবস্থা, যার বর্ণ ধর্ম্ম কথনের প্রথম কথা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, এই তিন বর্ণের এক ধর্ম্ম।' *সবুজ*, ১৯২০।

বৈশ্য-প্রভুত্ব [স] *বি* বণিকের কর্তৃত্ব। 'ইউরোপের সমাজব্যবস্থায় যে করে বৈশ্য-প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

বৈশ্যবর্ণ [স] *বি* হিন্দুদের চার বর্ণের মধ্যে একটি। 'ভাগ্যচক্রের সব গ্রহনক্ষত্রই বৈশ্যবর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বৈশ্যবৃত্তি [স] *বি* ব্যবসা-বাণিজ্যের পেশা। 'লেখকেরা যে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করবেন না।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

বৈশ্যব্রত [স] *বি* বৈশ্যদের ব্রত গ্রহণের আচার। 'যাঁহারা ক্ষাত্রব্রত বৈশ্যব্রত গ্রহণ করিবার অধিকারী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বৈশ্যমহিমা [স] *বি* ব্যবসার মাহাত্ম্য। 'যে-জাতি বৈশ্যমহিমা যতটা আয়ত্ত করেছে তাকে ততটা উন্নত বলে স্বীকার ও প্রচার করেন।' *সবুজ*, ১৯২০।

বৈশ্যরাজ [স] *বি* বণিকরাজ। 'ব্রিটনের রাজা বৈশ্যরাজই আমাদের রাজা।' *সবুজ*, ১৯২০।

বৈশ্যরাজক [স] *বিণ* ব্যবসায়ীর শাসন। 'সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বৈষম্য [স] ১ *বি* অসমতা। 'প্রাণীজগতের এইরূপ সৃষ্টিবৈষম্য ও চিত্তহারিত্ব ব্যাপার যেমন লোভনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* পার্থক্য। 'স্ত্রী পুরুষে স্বাভাবিক কিছু বৈষম্য আছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। ৩ *বি* অসমতা। 'সম্প্রতি য়ুরোপে সেই প্রভেদের যুগ পড়িয়াছে তাই বিচ্ছেদ, বৈষম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বৈষম্যজাল [স] *বি* বৈষম্যরূপ জাল। 'সকল দেশই বৈষম্যজালে আচ্ছন্ন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বৈষম্যনীতি [স] *বি* বৈষম্যমূলক আদর্শ। 'ইংরাজদের ঘোর বৈষম্যনীতি তীব্র ক্ষোভ জাগ্রত করেছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বৈষম্যময় [স] *বিণ* প্রভেদময়। 'এই সংসার বৈষম্যময়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

বৈষম্যমূলক [স] *বিণ* অসমতাপূর্ণ। 'যে সমস্ত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বর্তমানে রহিয়াছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বৈষয়িক [স] ১ *বি* আর্থিক। 'বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি যে না হইয়াছে, এরূপ নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* বিষয় সংক্রান্ত। 'কোন বৈষয়িক বা উৎসব-ঘটিত ব্যাপারে সাতিশয় নিবিষ্ট থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* পার্থিব। 'বৈষয়িক রাজ্য সর্বত্রই পিছনে পিছনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বৈষয়িকতা [স] *বি* ধনসম্পত্তি সংক্রান্ত জ্ঞান। 'বৈষয়িকতা বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বৈষ্টবতন্ত্র [স বৈষ্ণব তন্ত্র] *বি* হিন্দু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাসনা বিধিসংক্রান্ত শাস্ত্র। 'মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্টবতন্ত্রের গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বৈষ্ণব [স] *বিণ* বিষ্ণুভক্ত। 'বৈষ্ণব জন জেন সেবিয়া হরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বৈষ্ণবধর্ম [স] *বি* বিষ্ণুভক্ত হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়। 'সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বৈষ্ণব ভাব [স] *বি* নেশার আবেশ। 'বাবুর বৈষ্ণব ভাব গেলে শান্ত ভাব উদিত হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

বৈষ্ণবসাহিত্য [স] *বি* বৈষ্ণবতত্ত্বনির্ভর সাহিত্য। 'বাঙলার বৈষ্ণবসাহিত্যেও যে এমনি মিলন সাধনের প্রয়াসজাত ভাব রাজ্যের সৃষ্টি।' *হাই*, ১৯৫৪।

বৈষ্ণববাঞ্ছা [স] *বি* বৈষ্ণবীয় আদর্শ। 'বৈষ্ণববাঞ্ছাবলে করি এতেক সাহস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বৈষ্ণবাপরাধ [স] *বি* বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচরণীয় রীতিনীতি লঙ্ঘন। 'বৈষ্ণবাপরাধ পূর্বে আছিল তাহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বৈষ্ণবী [স] ১ *বি স্ত্রী* বিষ্ণুভক্ত। 'রণে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজান বৈষ্ণবী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি স্ত্রী* নারায়ণী। 'শক্তি হল্যা তিন ... ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শিবা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বৈষ্ণবীয় [স] *বিণ* বিষ্ণুভক্তি সম্পর্কিত। 'মাদল খুব উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণবীয় বাদ্যযন্ত্র হইলেও নাসাগ্রে তাহা সুখকর নহে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট [স] *বি* বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাবার। 'বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বৈসা [স বিশ্>] *ক্রি* বসা। **বৈস** *ক্রি* বসো। 'আইসহ প্রাণের সই বৈস গো বহিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বৈসএ** *ক্রি* বসে। 'মক্কা দেশে সাধুগণ যথেক বৈসএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **বৈসন্ত** *ক্রি* বসেন। 'বহু বহু মোসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বৈসয় ১** *ক্রি* বসে। 'অকর মরমে বৈসয় বরনারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* বসবাস করে। 'চণ্ডাল ধীবর প্রায় সমুদ্রে বৈসয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বৈসহ** *ক্রি* বসো। 'বৈসহ রাজার রাজ্যে খায় খেম নান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বৈসাইয়া** *ক্রি* বসিয়ে। 'বিচিত্র আসনে বৈসাইয়া বেউলারে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **বৈসাইল** *ক্রি* বসালো। 'মান্য করি আবদুল্লাক বৈসাইল নিকট।' *সুলতান*, ১৭০০। **বৈসাএ** *ক্রি* বসাইয়া; বসিয়ে। 'কোলেত বৈসাএ নিয়া হাতে ধরি টানি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বৈসাওল** *ক্রি* বসালো। 'বৈসাওল কনয়া কটোরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বৈসে ১** *ক্রি* বসে; অবস্থান করে। 'হেনমতে নারায়ন দ্বারিকায় বৈসে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* বাস করে। 'হেন সব কন্যা কেন সুরপুরে বৈসে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৩ *ক্রি* আরোহণ করে। 'তবে জন্মেজয় রাজা বৈসে সিংহাসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বৈসেন** *ক্রি* বসেন। 'আত্মতন্ত্রে যেনমতে বৈসেন পাতাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **বৈস্যা** *ক্রি* উপবেশন করা। 'বরাসনে বৈস্যা যার মহামদা আশ পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বৈসাখ [স বৈশাখ] *বি* বৈশাখ; বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাস। 'বৈসাখ মাস মেস রাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

বৈসাদৃশ্য [স] ১ *বি* পার্থক্য। 'বর্ণগত কোন বৈসাদৃশ্য নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বি* অমিল। 'উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বৈহাসিক [স] ১ *বি* পরিহাসপ্রিয় সহচর। 'বৈহাসিক অবিশ্বাসী ঢালে যদি বিষাক্ত বিদ্রূপ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* ভাঁড়; স্থূল রসিকতা করে এমন লোক। 'সেই সব ভাস্বর আগুন কাজ করে যায় যদি মানুষ ও মনীষী ও বৈহাসিক নিয়ে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

বো [স বধূ>] *বি* স্ত্রী; বউ। 'জেলে বো'র মন মিহিসুরী পানে উজানীর বাঁকে ধায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

বোআল [স বোদাল] *বি* বৃহদাকার মাছবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

-বোঁ — ভবিষ্যৎ কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তিবিশেষ। 'মো যবে জাগিবোঁ রাধা তেজিব পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বোঁ বোঁ [ধ্বন্যা] *বি* প্রবল গতির শব্দ। 'মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বোঁও *বি* দ্রুত ঘূর্ণনে সৃষ্ট ধ্বনি। 'গদা ঘোরে বোঁও বনবন।' *নজরুল*, ১৯২২।

বোঁচকা [তু বুকচা] *বি* কাপড় দিয়ে বাঁধা পোটলা। 'বোঁচকা খুলিয়া একটি শুভ্র বস্ত্র পরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বোঁচকা-পুঁটলি *বি* কাপড় দিয়ে বাঁধা ছোটো বড়ো পোটলা। 'তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুঁটলি বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

বোঁচকা-বুঁচকি *বি* ছোটো বড়ো বোঁচকা। 'যাদের হাতে কাঁধে বোঁচকা-বুঁচকি ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

বোচকা *বি* বোঁচকা; কাপড় দিয়ে বাঁধা পোটলা। 'বোচকা বেঁধেছো ঢের।' *জীবন*, ১৯৪৪।

বোচকা-বুচকি *বি* কাপড় দিয়ে বাঁধা ছোটো বড়ো পোটলা। 'নাপিত তার বোচকা-বুচকি রাখিয়া ...।' *জসীম*, ১৯৬০।

বোঁচা ১ *বিণ* প্রতারক। 'কেহ ছোঁচা কেহ বোঁচা কেহ বা সরল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ভোঁতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কালাচর্ম্মের পাদুকা ফিতেবান্ধা গোড়তোলা মাথানেড়া বোঁচা সকল পায়ে দেন।' *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বিণ* চ্যাপটা। 'তাইতে তো তোর নাকটি বোঁচা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বোঁচা-চ্যাবকা *বিণ* বেঢপ। 'বোঁচা-চ্যাবকা কালো মানুষও নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বোঁচানাক *বিণ* নাক বোঁচা এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বোঁচা-নাকা *বিণ* চ্যাপটা নাকবিশিষ্ট। 'বোঁচা-নাকা খাঁদা যে হয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বোঁট [স বৃন্ত] *বি* ফলের বৃন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বোঁটকা ১ *বিণ* পাঁঠার গায়ের গন্ধের মতো উৎকট গন্ধযুক্ত। 'নইলে প্রেমময় বোঁটকা গন্ধ কিসের?' *নজরুল*, ১৯২৩। ২ *বি* বিশ্রী গন্ধ। 'কোঁতকা যাবে, রইবে শুধু বোঁটকা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বোঁটকা গন্ধ *বি* উৎকট গন্ধ। 'আবু বলে, দাদা মারিনি তো জাত, মেরেছি বোঁটকা গন্ধ।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

বোঁটকাগন্ধী *বিণ* উৎকট গন্ধবিশিষ্ট। 'বোঁটকাগন্ধী ভোজপুরি কয়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বোঁটা [স বৃন্ত] ১ *বি* ফুল বা ফলের বৃন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রান্ত। 'কাপ কুলুপ করি কলিজার বোঁটা ধরি।' *সুলতান*, ১৭৫০।

বোঁদে [স বিন্দু>] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'এই সন্দেশ, দরবেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, পান্তুয়া, বোঁদে, খাজা, গজা মিহিদানা, মতিচুর, দই, রাবড়ি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বোকনো [স বক্র>] *বি* বিশেষ আকারের ধাতুপাত্র। 'এই আমার ভাঙা বোকনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বোকা [স বুক্ক] ১ *বিণ* নির্বোধ। 'রাজ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মদ্দা ছাগল; পাঁঠা। 'লিখিল তেত্রিস ছা বোকা তার কুড়িটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বোকা ছাগ *বিণ* বড়ো ও বয়স্ক ছাগল। 'রাজ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বোকাচন্দর *বিণ* অত্যন্ত বোকা। 'মনিব আমার বোকাচন্দর আহ্লাদে যান গলে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

বোকাচন্দ্র *বিণ* বোকার সেরা। 'আমার মতো বোকাচন্দ্র বোধ হয় আর দুনিয়ায় দুটি নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বোকাটিয়া *বিণ* বোকার মতো। 'হেস না অমন বোকাটিয়া হাসি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

বোকাদণ্ড *বি* বোকামির খেসারত। 'লাভ করা দূরে থাকুক, কিছু

বোকাদণ্ডও দিতে হয়।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

বোকাবৎ *বিণ* বোকার মতো। 'বোকাবৎ দন্তপাটি করিয়া বাহির।' *সুকুমার*, ১৯২০।

বোকা-বোকা *বিণ* নির্বোধের মতো। 'সরল বোকা-বোকা চাউনি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

বোকামি, বোকামী *বি* নির্বুদ্ধিতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'অবস্থটাকে মৃত্যু দিয়ে অপরিবর্তনীয় করে দেওয়া বোকামি?' *মানিক*, ১৯৩৫; 'মাঠ ছাড়িয়া দেওয়া যে বোকামী।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

বোকারাম *বিণ* বোকার শ্রেষ্ঠ। 'এ পোড়া দেশের বোকারাম আমরা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বোকাহাবা *বিণ* অতিশয় নির্বোধ। 'পুলিশী কর্তারা অপ্রস্তুত আর বোকাহাবা।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বোকেন্দ্র *বিণ* বোকার সেরা। 'বোকেন্দ্র-পণ্ডিত ছাগ সেও দাড়ি রাখে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

বোকার *বি* তরবারির কোষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বোকে [ফ bouquet] *বি* ফুলের তোড়া। 'কি একটা বোকের গন্ধ পাচ্ছিলাম আমার বিছানায় আমার মশারিতে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বোকো [ফ] *বি* সুগন্ধিবিশেষ। 'বাবুর ফিটন প্রস্তুত, পোশাক পরা, রুমালে বোকো মেকে বেরুচ্ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বোক্কস খোক্কস *বি* রূপকথার রাক্ষসের মতো কল্পিত প্রাণী। 'ভৈরব রাক্ষস বোক্কস খোক্কস ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

বোখার [আ বুখার] *বি* জ্বর। 'রাত্রে আমার বোখার হল বলছি হুজুর ঠিক বাৎ।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

বোগ *বি* মাটি ফুঁড়ে বের হওয়া চারাগাছ। 'চারিদিকে কলার ছোট বোগ পুঁতিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

বোগদাদ [আ] *বি* বাগদাদ নগরী। 'বোগদাদে তাই যারে, আলাদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বোগদাদবাসিনী [আ বোগদাদ+স বাসিনী] *বিণ স্ত্রী* বাগদাদে বসবাসকারী। 'বোগদাদবাসিনী এক ইহুদী রমণী।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

বোগদাদি, বোগদাদী *বিণ* বাগদাদের। 'শুনিয়া আওয়াজ যত বোগদাদী সকল।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'নব বোগদাদি আলিফ লায়লা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বোগল [ফা বগল] *বি* বাহুমূল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বোগেনভেলিয়া [ই] *বি* সৌন্দর্যবর্ধক লতা যাতে ফুলও ফোটে। 'বোগেনভেলিয়া লতা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বোঙা *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'যে বোঙা জাত, হয়ত তোমার কথা বুঝবেই না।' *তারা*, ১৯৪০।

বোচকা *দ্র* বোঁচকা

বোচা *বিণ* থ্যাবড়া। 'বোচা নাক।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বোছা [ফা বোসা] *বি* চুম্বন। 'দিল বোছা কান্দিতে কান্দিতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বোজরগ [ফা বুজুর্গ>] *বি* সাধু ব্যক্তি। 'ইহা সবে বোজরগ জানিবে জমানার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বোজা[1] [স বুধ্>] *ক্রি* বোঝা। 'সর্ব্ব লোকে গীত গাহে না বোজে মাহাত্ম্য।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বোজা[2] [স মুদ্র>] *ক্রি* নিমীলিত করা বা হওয়া। 'অনেকের চক্ষু বুজে এসেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বোজা[3] *বিণ* বন্ধ। 'চোখ-কান ... বোজা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বোজানো *ক্রি* ভরাট হয়ে গেছে এমন। 'জল ও আবর্জনায় বোজানো।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বোজের বাজি [স ভুজ্>] *বি* ভোজবাজি। 'যাহা দেখিলো, যেমত বোজের বাজি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

বোঝা[1] ১ *বি* ভার; মোট। 'বোঝা বান্দি সর্ব্ব সিস্যে মস্তকে করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বেদনার ভার; মানসিক চাপ। 'বুকের থেকে নেমে গেল বোঝা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বোঝাই ১ *বিণ* পরিপূর্ণ। 'পাটনায় মাল বোঝাই করিলাম।' *বোগল*, ১৭৮০। ২ *বি* মালপত্র। 'জাহাজ সেখানে থাকিবে ও জাহাজের বোঝাই একটা নূতন খাল দিয়া কলিকাতায় আসিবে।' *দর্পণ*, ১৮১৮; 'ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি গেল চলে কতই তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৩ *বি* আরোপ। 'অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব ... বোঝাই করলে বিপ্রদাসের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বোঝাই-করা *বিণ* পরিপূর্ণ। 'এইরকম সব উত্তরে মানুষের পুরাণ বোঝাই-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বোঝাই-খালাস [বোঝাই+আ খালাস] *বিণ* বোঝা নামিয়ে এসেছে এমন; ভারমুক্ত। 'বোঝাই-খালাস গোরুর গাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বোঝাই-তরী [বোঝাই+স তরী] *বি* মালভর্তি নৌকা। 'দেখতে দেখতে সাধের তরী হয়ে ওঠে বোঝাই-তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

বোঝাই-ভরা *বিণ* মালামাল ভর্তি। 'বোঝাই-ভরা গাধাবোটটাকে স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বোঝাধারি *বিণ* বোঝা ধারণ করতে সক্ষম এমন। 'দশ হাজার নয়শত নয় মোন বোঝাধারি এক জাহাজ প্রস্তুত।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বোঝানো [স বাহ্য>] *ক্রি* মালামাল পরিপূর্ণ করা। 'বৃহৎ২ নৌকায় সামিগ্রি বোঝাইয়া যশহরে চালান করিলেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

বোঝাভরা [স বাহ্য>] *বিণ* বোঝাপূর্ণ। 'আনে বোঝাভরা কাঠ কেটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বোঝার উপর শাকের আঁটি – বাড়তি চাপ। 'বোঝার উপর শাক আঁটিটার মত ছুঁড়িকে আনিয়া কিছু২ লেলাই শিখিতে সাদ করে।' *গৌর*, ১৮২২।

বোঝারু [স বাহ্য>] *বিণ* ভারবাহী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বোঝা[2] [স বুধ্>] ১ *ক্রি* বুঝতে পারা। 'রাজা শুনিয়া বুঝিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *ক্রি* জানা। 'হ্যাণ্ডনোট, বেনামদার সবই নয়ান খানিক খানিক বোঝে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। **বোঝাচ্ছিলুম** *ক্রি* বোঝাচ্ছিলাম। 'আমি যে কী ভাবে জগৎসংসারকে দেখে থাকি ... এই কথাটা আমি তাঁকে বোঝাচ্ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বোঝানো[1] *দ্র* বোঝা[1]

বোঝানো[2] [স বুধ্>] ১ *ক্রি* উপলব্ধি করানো। 'কাপিখানার পাঠিয়ে বোঝানো যাবে যে, ইভনিং পার্টি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *ক্রি* অর্থ প্রকাশ করা। 'এখানে তরী বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বোঝাপড়া [স বুধ্>] ১ *বি* মীমাংসা। 'কোনোপ্রকার বোঝাপড়া,

আহারাদির বন্দোবস্ত করা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* সমন্বয়। 'এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* প্রতিযোগিতা। 'শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বোঝাবুঝি [স বুধ্>] ১ *বি* বোঝাপড়া। 'একটু হাসি একটু শরম – দুজনের এই বোঝাবুঝি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* উপলব্ধি। 'অসচ্ছল সংসারেই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় বেশী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বোট [ই] ১ *বি* নৌকা। 'এক উপযুক্ত মুনসী তিনি বোট আপিসের মাঝি ছিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* লাইফবোট; জাহাজ ডুবে গেলে যাত্রীদের জীবনরক্ষার জন্যে ব্যবহৃত ছোটো নৌকাবিশেষ। 'জাহাজের ছাদে যে বোট থাকে, তাহা সমুদ্রে সত্বর ভাসাইলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮; 'রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট গোরা, গন, বোট ও এসপেসিয়েল কমিসনর চল্লো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বোট বাঁধা *বি* তীরে নৌকা রাখা। 'পাবনা শহরের একটি খেয়া ঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বোট-যাত্রা [ই বোট+স যাত্রা] *বি* নৌকার করে ভ্রমণ; নৌভ্রমণ। 'আমি একবার এখানকার একটি বোট-যাত্রা ও পিকনিক পার্টিতে ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বোটরেস [ই] *বি* নৌকাবাইচ। 'সাহেবের হুড়াহুড়ি জাহ্নবীর জলে। করিতেছে "বোটরেস" সেলর সকলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বোটকা *বিণ* উৎকট গন্ধবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তোমার বোটকা প্রশ্বাস নেই বলে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বোটা [স বৃন্ত] *বি* বোঁটা; বৃন্ত। 'বোটা কাটি রঙ্গন সহিত বৃতি তার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বোটানিকাল [ই] *বিণ* উদ্যানবিদ্যা বিষয়ক। 'বোটানিকাল গার্ডেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বোটানিকাল গার্ডেন [ই] *বি* উদ্ভিদ উদ্যান। 'উদ্ভিদকাননে (বোটানিকাল গার্ডেনে) বেড়াইতে বেড়াইতে ...।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

বোটানিস্ট [ই] *বি* উদ্ভিদতত্ত্ববিদ। 'কত বোটানিস্টও তো রয়েছেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

বোটে [স বহিত্র] *বি* বৈঠা। 'সকলেই এক এক খানা বোটে হাতে করিয়া বসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বোঠে *বি* বৈঠা। 'সব ডিঙিওয়ালা বোঠের চওড়া মাথা মাটিতে পুঁতেছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

বোটা *বি* বুটি; কাপড়ে সুচ দিয়ে তোলা ফুল। 'জরির বোটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বোটাদার *বিণ* বুটিযুক্ত। 'টকটকে লাল রঙ – ছোটো ছোটো বোটাদার।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

বোঠান [স বধূ+ঠাকুরানি] *বি* বউঠান; বউদি; ভাবী। 'অমল সেগুলি তাহার বোঠানকে দেখাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বোডিং [ই] *বি* অর্থের বিনিময়ে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে এমন আবাস। 'বোডিং ইউনিবর্সিটির বোর্ডর।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বোড়া, বোড়ো [স বোদ্র] *বি* বিষহীন সাপবিশেষ। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং কং বোড়ো খাই।' *চর্যা ৪১*, ১২০০; 'বাহির হইতে পথ নাই নাগে করিছে জড়া লিখিতে গণিতে নারি যত আছে বোড়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বোড়া-খার [বোড়া+স খার] *বিণ* ভোঁতা। 'মনের সন্তাপে খুর আনে বোড়া-খার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বোড়াসাপ [বোড়া+সাপ] *বি* ফণাহীন বিষধর সাপবিশেষ। 'সেটা কানে গিয়ে পৌঁছয় বোড়াসাপের।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বোড়ী [স বোড্রী] *বি* বুড়ি; পাঁচ গণ্ডা। 'কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

বোড়ে [স বটিকা] *বি* দাবার ঘুঁটি। 'রাজাগুলোকে একবার বোড়ের মতো চেলে দিয়ে আসি গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বোত [ফা] *বি* মূর্তি। 'পারস্যের এক বোতের নাম ছিল খোদা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

বোতখানা [ফা] *বি* প্রতিমাগার; যেখানে বহু মূর্তি আছে। 'হিন্দী বোতখানা কুঁড়ে নিখিল বিশ্বের কূলে কূলে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

বোতল [প বোতেল্যা] ১ *বি* বড়ো শিশি; কাচ অথবা প্লাস্টিকের তৈরি সরু মুখওয়ালা পাত্র। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'এক বোতল সুরা পাইয়া বড় আনন্দিত।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ২ *বি* এক সের পরিমাণ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বোতলচুর [বোতল+স চূর্ণ>] *বি* কাচের বোতলের চূর্ণ। 'খর মাঞ্জায় বোতলচুর কতটা মেশালে সুতো অকাট্য হয়।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

বোতলবাসি [বোতল+স বাসী] *বি* মদ। 'ধন্যরে বোতলবাসি ধন্য লাল জল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বোতলবাসিনী [বোতল+স বাসিনী] *বি স্ত্রী* মদ। 'বোতলবাসিনীর সেবকেরা বরঞ্চ জীবনের বেটার হাফকে বিসর্জন দিতে রাজি আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বোতলিক [বোতল+স ইক] *বিণ* মাতাল। 'তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন কিন্তু তোমরা বোতলিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বোতাম [প বোতান] *বি* পোশাক ব্যাগ ইত্যাদির খোলা অংশ আটকানোর গুটিকাবিশেষ; বোতাম। *মেয়র্স*, ১৭৬২।

বোতাম-আঁটা *বিণ* বোতাম লাগানো আছে এমন। 'বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বোদা[1] [আ বয়দা] *বি* ডিম। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

বোদা[2] [স বিস্বাদ>] *বিণ* স্বাদহীন। 'তার তার বোদা লাগে মুখ হয় জোঁদা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বোদাম [প বোতান] *বি* বোতাম। 'পেতলের বড় বড় বোদাম দেওয়া সবুজ রঙের একটী ফতুই।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'চকচকে পিতলের বোদাম বসান কোট।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বোদালি [স বোদাল] *বি* বোয়াল মাছ। 'বিশাল বোদালি তারে করিবেক গ্রাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বোদ্ধা [স] *বিণ* বুঝতে সমর্থ এমন। 'আপনার তুল্য বিবেচক ও বোদ্ধা এখানে দেখতে পাই না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

বোদ্ধি [স বুদ্ধি] *বি* কৌশল; যুক্তি। 'কি করিব এবে বড়াই বোদ্ধি বোল মোকে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বোধ [স] ১ *বি* উপলব্ধি। 'পানি গহন বিধি বোধ বিআহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* ধারণা। 'পর্দ্দভের সংস্কৃত ভাষাতে রাজার আশ্চর্য্য বোধ হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* অনুভব। 'যে প্রকার ক্লেশ তাহা সকলেই বোধ করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৪ *বি* জ্ঞান। 'সকল সময়েই নূতন বোধ হয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

বোধ করা *বি* অনুমান করা। 'হিসাব দেখিলে সকলেই বোধ করিতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বোধকরি *ক্রিবিণ* সম্ভবত। 'খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে সহপথিক বলা হয়নি বোধকরি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

বোধগম্য [স] *বিণ* অর্থ বোঝা যায় এমন। 'তরজমা ... বোধগম্য হইত না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

বোধগম্যতা [স] *বি* উপলব্ধি করার ক্ষমতা। 'গণতন্ত্র ও জনগণের বোধগম্যতা বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

বোধগম্য হওয়া *ক্রি* মনে হওয়া। 'সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বোধজনক [স] *বিণ* সহজে বুঝতে পারে এমন। 'তাহারদিগের বোধজনক ভাষা কহিতেই হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বোধবুদ্ধি [স] *বি* সাধারণ জ্ঞান। 'সহজ বোধবুদ্ধির সাহায্যে যদি ব্যাপারটা নিয়ে কেউ একটু ভাবেন ...।' *শিব*, ১৯৬০।

বোধশক্তি [স] *বি* অনুভব করার ক্ষমতা। 'অন্তরের একটি স্বাভাবিক সচেতন বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বোধশক্তিহীন [স] *বিণ* উপলব্ধি করার ক্ষমতা নেই এমন। 'অনেক বোধশক্তিহীন পাঠক আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বোধশূন্য [স] *বিণ* বোধ নেই এমন; চেতনাশূন্য। 'বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরন্তর দৃশ্য চলে গ্রাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বোধসুলভ [স] *বিণ* বোধগম্য। 'সত্য ধর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদিগের বোধসুলভ করিয়া দিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বোধসৌকর্য, বোধসৌকর্য্য [স] ১ *বি* বুদ্ধিমত্তা। 'পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্য ও চিত্তরঞ্জনার্থে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* চিন্তার উৎকর্ষ। 'বোধ-সৌকর্যের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

বোধ হওয়া ১ *ক্রি* মনে হওয়া। 'যাহা ভালো বোধ হয় সেই গ্রাহ্য।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ২ *ক্রি* উপলব্ধি হওয়া। 'তখন বোধ হইয়াছিল যে অনেক বাঙ্গালি সদরঃসুদর হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বোধহীন [স] *বিণ* অনুভূতিহীন। 'হলুদ শরীর থেমে যায় বোধহীন, তাপী।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

বোধহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্বোধ। 'প্রাচীনা দিগকে বোধহীনা বলিয়া জ্ঞান করেন।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

বোধাগম [স] *বিণ* বোধাতীত। 'বিধির বিধান বোধাগম!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বোধাতীত [স] ১ *বিণ* ইন্দ্রিয় বহির্ভূত। 'বোধাতীত মহিমাময়ের প্রত্যেক কার্য্যকেই মঙ্গলাবহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* বোঝা যায় না এমন। 'ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা কখন উচিত নহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বোধাধিকার [স] *বি* উপলব্ধি করার অধিকার। 'বাহাদুরদিগকে সম্যক্ প্রকারে কোন বিষয়ের বোধাধিকারহইতে পরাঙ্মুখ করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

বোধার্থে [স] *ক্রিবিণ* বোঝানোর উদ্দেশ্যে। 'অগ্নিশব্দ বোধার্থে অগ্নিবোধক শব্দ সকল এবং ক শব্দার্থে ব্রহ্মা ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

বোধিত [স] *বিণ* বোধপ্রাপ্ত। 'বিধি বোধিত মহাশোভা এবং সমারোহপূর্ব্বক পূজা করত।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বোধোদয় [স] *বি* জ্ঞানের উদ্রেক। 'আমারদিগের বোধোদয় হইলে তাঁহার করুণাগুণে এই দুঃখরূপ কণ্টকি বৃক্ষ হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বোধ্য [স] *বিণ* বোধগম্য। 'তাহা যে স্ত্রীর বাধ্য হইবেক ইহা বোধ্য হয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বোধন [স] ১ *বি* জাগরণ। 'তোমার বোধন কইল অকালে বিধাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পূজার আগে দেবীর জাগরণের অনুষ্ঠান। 'আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বোধনা *বি* চৈতন্য। 'মানুষের নিরন্ত ক্ষুব্ধ প্রাণ-বাঁধা বোধনায়।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

বোধাহ [স বুধ্>] *ক্রি* বোঝাও; প্রবোধিত করো। 'ভালমতেঁ বোধাহ অবুধ বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বোধিদ্রুম [স] *বি* যে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় গৌতম বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন। 'বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বোধিসত্ত্ব [স] *বিণ* পরম জ্ঞানী। 'বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ আঁখি মেলিয়া চাহিলেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

বোন [স ভগিনী] *বি* ভগিনী। **বোনঝি** *বি* বোনের কন্যা। 'উরসা সাপিনী আইল পদ্মার বোনঝি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বোনপো *বি* বোনের ছেলে। 'বোনপোটি কলকাতায় বসে জানলে কি করে?' *শরৎ*, ১৯১৬।

বোনাই *বি* ছোটো বোনের স্বামী। 'বোনাই যদি মনিব হয় তবে কর্ম্ম করিতে বড় সুখ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বোনাইবাড়ী *বি* বোনের স্বামীর বাড়ি। 'কেহ বেহাইবাড়ী, বোনাইবাড়ী, সপরিবারে ঘটি-বাটি ... সমেত দাখিল হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বৌন *বি* বোন। 'কেন বৌন এত কাহিল হয়েচিস কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বোনা[১] [স বয়ন>] ১ *ক্রি* বয়ন করা। 'ভুনি খুনি ধুতি বোনে গড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* জামাকাপড় প্রস্তুত করা। 'একটু বোনা ও সেলাই করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বোনা[২] [স বপন>] *ক্রি* বীজ বপন করা। 'কাননে কলাই বোনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বোনা[৩] [স বয়ন>] ১ *বিণ* বুনানো। 'সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* রচনা। 'বনের পথে কী মায়াজাল হয় যে বোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

বোনাস [ই] *বি* নিয়মিত বেতনের অতিরিক্ত এককালীন অর্থ। 'মাসে আটটার বেশি পালা হলে পালাপিছু পাঁচ টাকা করে বোনাস।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বোন্দা [হি বুন্দা] ১ *বি* অলঙ্কারবিশেষ; টিকলি। 'যথা, দমদম, চৌদানি, বোন্দা, দোলড়া, ছলনা, মুক্তার লচ্ছা দেওয়া কর্ণফুল ... ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* বাণ্ডিল। 'যদি তাই না হবে তবে বোন্দা বোন্দা কড়কড়ে নোট গেল কি করে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

বোব [ধ্বন্যা] *বিণ* বাকশক্তিহীন। 'গুরু বোব সে সীস কাল।' *চর্যা ৪০*, ১২০০।

বোবা [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* নির্বাক। 'যাহারা জন্মকালাবধি বোবা ও বধির তাহারদিগকে বিদ্যাভ্যাসকরণার্থে ইগ্লণ্ডদেশে ও ফ্রান্সদেশে

মহোদ্যোগ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* নিঃশব্দ; নীরব। 'বোবা মেঘের বজ্রগানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৩ *বিণ* স্থির। 'গিরিশিখরের পাগলা-ঝোরা পোষ মেনেছে গিরিতলের বোবা জলরাশিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বোবা জল [বোবা+স জল] *বি* স্রোতহীন জল। 'বিলের জলকে পল্লীগ্রামের লোকেরা বলে বোবা জল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বোবাত্ব [বোবা+স ত্ব] *বি* কথা বলার অক্ষমতা। 'তারপর সরলার কানাত্ব কালাত্ব ও বোবাত্ব ঘোচে।' *মানিক*, ১৯৪০।

বোবামি *বি* বোবার আচরণ। 'বোবামির স্বাক্ষর মস্ত মাটির ধরণী।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

বোবায় পাওয়া *ক্রি* চেষ্টা করেও কথা বলতে না পারা। 'হঠাৎ যেন তাকে বোবায় পেয়েছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

বোবার শত্রু নেই – পরের বিষয়ে কথা না বলে চুপ করে থাকলে কারো ক্রোধের কারণ হতে হয় না। *সুবল*, ১৯০৬।

বোবার স্বপ্ন – প্রায়োগ সম্ভব নয় এমন পরিকল্পনা। 'এ শিক্ষাটা ঠিক যেন বোবার স্বপ্ন।' *পত্রিকা*, ১৯১৯।

বোবাশব্দ [বোবা+স শব্দ] *বি* অস্ফুট শব্দ। 'তার মুহূর্তগুলি সীসের মতো বোবাশব্দে ফুটপাতে খসে পড়ে।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

বোমা[1] [প bomba] *বি* বিস্ফোরক দিয়ে তৈরি গোলকবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তখনো উপর থেকে বোমা পড়ছে, ভিড়ের লোক ঠেলাঠেলি করছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'বোমা ফাটার আওয়াজ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

বোমাওয়ালা [বোমা+হি ওয়ালা] *বি* বোমাবাজ। 'সরকারের দুর্ব্বল নীতিই বোমাওয়ালাদের উৎসাহ বর্দ্ধনের একটা বিশেষ কারণ।' *এসলাম*, ১৯৩০।

বোমা-ধ্বস্ত [বোমা+স ধ্বস্ত] *বিণ* বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে এমন। 'যখন আমার বুক বোমা-ধ্বস্ত শহরের মতো হুবহু হওয়ার কথা।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

বোমাবর্ষণ [বোমা+স বর্ষণ] *বি* বোমা নিক্ষেপ; বোমার বৃষ্টি। 'তাহার প্রতিজ্ঞাদুর্গের উপর যেন বোমাবর্ষণ হইতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

বোমারু ১ *বিণ* বোমা নিক্ষেপক। 'বোমারু বারীনদা এসে একদিন আমাদের আড্ডা দেখে বলেছিলেন ...।' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বি* বোমা নিক্ষেপ করে যে বিমান। 'জার্মান বোমারু-গুলী এক টন ওজনের ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

বোমারু বিমান *বি* বোমা ফেলা হয় যে বিমান থেকে। 'পাক বোমারু বিমানগুলো বেসামরিক জনতার উপর নামাপ বোমা বর্ষণ করছে।' *বিপ্লবী বাংলাদেশ*, ১৯৭১।

বোমীয় [বোমা+স ঈয়] *বিণ* বোমা সম্পর্কিত। 'প্রেমের ছেদ হয়ে তার নিউক্লিয়ার বোমীয় ক্ষমতা বেড়েই গেল।' *জীবন*, ১৯৪০।

বোমা[2] *বি* আগা সুচালো ও নালার মতো টানা গর্তওয়ালা যন্ত্রবিশেষ, যা দিয়ে বস্তা ছিদ্র করে মালের নমুনা বের করা হয়। 'খচখচ করে বস্তায় বোমা মেরে চাল-কলাইয়ের নমুনা বের করে দেখে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

বোমি [স বমি] *বি* উদ্‌গিরণ। 'উচ্চ শ্রেণীর ধনী লোকদের দুর্নীতির কথা বলিতে গেলে বোমি আইসে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

বোম্বা [প bomba] *বি* বোমা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বোম্বাই *বিণ* বোম্বে তথা মুম্বাইয়ে তৈরি। 'একখানি বোম্বাই শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

বোম্বাইবাসী *বিণ* বোম্বে তথা মুম্বাইয়ে বাস করে এমন। 'এই জাহাজে প্রায় ষাটিজন বোম্বাইবাসী ... আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বোম্বাইয়া *বিণ* বোম্বে তথা মুম্বাইয়ের। 'সে মেছুয়া বাজারে রাজুবাড়ের বাটিতে ছিল সে বোম্বাইয়া লোক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

বোম্বেয়ে *বিণ* বোম্বে তথা মুম্বাই সম্পর্কিত। 'তাঁর বোম্বেয়ে চেলাদের এই অহিংস কাজ সম্পর্কে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

বোম্বাচাক [মারাঠি মুম্বাই>] *বিণ* অদ্ভুত রকমের। 'আচাতো বোম্বাচাক প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বোম্বেটে [প bombardeiro>] ১ *বি* জলদস্যু। 'তৎসমুদ্রে অনেকে বোম্বেটে ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বি* বেপরোয়া ব্যক্তি। 'বোম্বেটেদের টুঁটি যেন পায় জিঘাংসু হাত।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

বোমাবেটিআ *বি* জলদস্যু। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বোম্বেটীয়া *বি* জলদস্যুদের একটি দল। 'পূর্ব্বে ছিল বোম্বেটীয়া নামক ডাকাইত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

বোম্বেটেগিরি *বি* জলদস্যুতা। 'চীনেরা নৌকো ভাসায় বোম্বেটেগিরি করবার জন্য।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

বোয়ম [প] *বি* কাচ, চীনামাটি ইত্যাদির তৈরি পাত্রবিশেষ। 'মোরব্বার দুটি বোয়ম পাশাপাশি রাখা।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

বোয়েম [প] *বি* কাচ, চীনামাটি ইত্যাদির তৈরি পাত্রবিশেষ। 'চারিদিকে হুঁকো গড়গড়া ফরসি আর তামাকের বোয়েম।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বোয়া *বি* ঝুলন্ত শিকড়। 'ব্যাঘ্র বটবিটপির ঐ বোয়ার মধ্যপদ দিয়া অতিবেগে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

বোয়ান *বি* কাঁটাগুল্মবিশেষ। 'চারিধারে তার তেশিরে কাঁটা, মাঝে চিড়চিড়ে, আকন্দ, বোয়ান এবং আরো কত কী কাঁটাগুল্ম ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বোয়াল [স বোদাল] *বি* আঁশহীন এক প্রকার বড়ো মাছ। 'বৃদ্ধ বোয়ালে খায়ে ভক্ষ্য জ্ঞান হেতু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বোয়ালচোখ *বি* বড়ো আকারের চোখ। 'পণ্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়ালচোখ সব কিছুর জন্যই আমরা তখন তৈরি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বোয়ে যাওয়া দ্র বওয়া

বোরকা [আ বুরকা] *বি* মুসলিম নারীদের আপাদমস্তক আবৃত করার পোশাকবিশেষ। 'বিচিত্র বোরকা মুখে ঢাকিয়া কামিনী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বোরখা [আ বুরকা] *বি* পর্দা। 'আজ বধূদের মুখের বোরখা খসিয়া পড়িয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

বোর্কা *বি* [আ বুরকা] *বি* বোরকা। 'জর্দ্দাপরী। জমাট জরির বোর্কা গায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বোরজ[1] [আ বুরুজ] *বি* বরজ; ছাউনি দেওয়া পান চাষের ক্ষেত। 'বারুই নিবসে পুরে বোরজ নির্মাণ করে মহাবীরে নিত্য দেই পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বোরজ[2] *বি* বাতিল। 'ইজারা বোরজ করিব আর খুব সাজাই দিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

বোরড [ই বোর্ড] *বি* পরিষদ। 'তাহা বোরডের হুকুম মতে সরকারের কিফাইত কারণ বিক্রয় হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

বোররাক [আ বুরাক] *বি* ইসলামি মতে পাখাবিশিষ্ট স্বর্গীয় ঘোড়া। 'আসিবে এবার আমার পরম বন্ধুর বোররাক।' *নজরুল*, ১৯৪৫; 'এমনি সে কোন নীরব নিশীথে এল বোররাক বহিয়া জ্যোতি।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

বোরাক [আ বুরাক] *বি* ইসলামি মতে পাখাওয়ালা স্বর্গীয় ঘোড়া। 'বিজুলির গতি শীঘ্র বোরাকে চড়িয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বোর্‌রাক [আ বুরাক] *বি* ইসলামি মতে পাখাওয়ালা স্বর্গীয় ঘোড়া। 'বোর্‌রাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার।' *নজরুল*, ১৯২২।

বোরলা *বি* বোলতা। 'ডীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

বোরহান [আ বুরহান] *বি* প্রমাণ। 'ও যে বিশ্বের চির সাচ্চারই বোরহান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বোরা [হি] *বি* চটের থলে। 'বোরার কটক লইয়া সাজিলা সত্বর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বোরো [স বোরব] *বি* প্রধানত বৈশাখে উৎপন্ন ধানবিশেষ। 'আসু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বোর্ড [ই বোর্ড] **১** *বি* ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে গঠিত পরিষদ। 'বোর্ড ত্রেদের সেক্রটরী সাহেব।' *ক্যালগে*, ১৭৯৮। **২** *বি* নীতিনির্ধারক পরিষদ। 'বিদ্যাধ্যাপনের বোর্ড।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *বি* কাষ্ঠফলক; পাটা। 'ঐ কথাটি বোর্ডে লিখিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **৪** *বি* খেলার ছক আঁকা কোট। 'লুডোর বোর্ড ও গুটিগুলো গুছিয়ে কুলুঙ্গির ভেতর রেখে দিল।' *জীবন*, ১৯৩২। **৫** *বি* ক্যারাম বা ঐ ধরনের খেলার জন্য নকশা করা কাঠের কাঠামো। 'বোর্ডে নতুন করে পাউডার ছিটিয়ে গুটি সাজাচ্ছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

বোর্ডরিবিনু [ই] *বি* রাজস্ব বোর্ড। 'বোর্ডরিবিনুতে কিম্বা কলিকাতার কালেক্তরি দপ্তরে দরখাস্ত করিলে নিয়মানুসারে নূতন পাট্টা পাইতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বোর্ডার [ই] **১** *বিণ* আবাসিক। 'কলকাতায় বোর্ডার মেয়েদের নিয়ে আছেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। **২** *বি* বোর্ডিংয়ে বাস করে যে। 'হয়ত বোর্ডারটি ঘুমুচ্ছে এখনো।' *জীবন*, ১৯৩২।

বোর্ডিং [ই] *বি* ছাত্রাবাস। 'বঙ্গদেশে আজকাল বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস স্থাপন।' *প্রচারক*, ১৯০১।

বোর্ডিং ইস্কুল [ই] *বি* আবাসিক বিদ্যালয়। 'বোর্ডিং ইস্কুল আকার ধারণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বোর্ডিং হাউস [ই] *বি* অর্থের বিনিময়ে থাকা এবং খাওয়া যায় এমন আবাস। 'সাধারণ ছাত্রী (ডে-স্কলার) ব্যতীত কেবল বোর্ডিং হাউসেই শতাবধি বালিকা বাস করে।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

বোর্ডিঙ [ই] **১** *বি* ছাত্রাবাস। 'বোর্ডিঙে দেব বেনারসের স্কুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* আবাসিক হোটেল। 'বোর্ডিঙে গিয়ে উঠি।' *জীবন*, ১৯৩৩।

বোল[১] [হি] **১** *বি* কথা। 'সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ধ্বনি। 'হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* আদেশ বাক্য। 'জে বোল বলাহ তুমি সে বোল বলিব আমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *ক্রি* গান গাওয়া। 'উপবনে নানাভাষে বোলে নানা পক্ষী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৫** *বি* নিক্বণ। 'ভাসিল নুপূরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল ঘোর রোলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৬** *বি* বুলি। 'লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বোল-কাটাকাটি *বি* সংগীতের সওয়াল-জওয়াব। 'দুই বাদকে মুখে মুখে বোল-কাটাকাটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বোলচাল *বি* কথাবার্তা। 'দুই কটকে যদি হইল বোলচাল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বোলে চালে *ক্রিবিণ* বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তায়। 'বোলে চালে এড়ায়িতেঁ না পারিবি রাধা ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বোলন *বি* কথা। 'দোলন বোলন নাহি নীরস নয়ন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বোল-বলা *বিণ* গানের বাণী ফুটিয়ে তোলে এমন। 'হারিয়ে গেছে বোল-বলা সেই বাঁশী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বোলবলাও *বি* নামডাক। 'যখন যার নতুন বোলবলাও হয়, তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বোলবোলা **১** *বি* নামডাক; প্রভাব। 'বোলবোলা খুব বাড়ল নবাবজাদার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* বাকপটুতা। 'অবোলা কে কয়? তোমাদের ভারি বোলবোলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

বোলমাত্র *বিণ* কেবল কথায় সীমাবদ্ধ। 'সে টোল বোলমাত্র।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বোল[২] [স মুকুল] *বি* মুকুল। 'আঁবের বোল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বোলওয়াট *বি* (সংগীতে) এক আবর্তে বোলের বিস্তার। 'হলধর তবলা বাঁয়া ঠুকে নিয়ে বোলওয়াট ও ফ্যাল ওয়াটের সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ কল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বোলটু [ই বোল্ট] *বি* প্যাঁচ-কাটা লোহার শলাকাবিশেষ। 'বোলটু আছে?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বোলতা [স বরটা] *বি* বিষাক্ত পতঙ্গবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'এক ঝাঁক বোলতা মৌচাকের দাওয়া করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বোলা[১] **১** *ক্রি* বলা। 'সঁঅসংবেঅণ বোলথি সান্তি।' *চর্যা* ২৬, ১২০০। **২** *ক্রি* বাজানো। 'কে না বাঁশী বোলাএ।' *বড়ু*, ১৪০০। **৩** *ক্রি* জানানো। 'নিদয়হৃদয়কাহ্নু না গেলা বোলাইআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* চরানো। 'আপন ইচ্ছায় ছাগল লয়্যা বোলে বনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *ক্রি* ডাক দেওয়া। 'আজরাইল বলে সেই বোলাও উহার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **বোল** *ক্রি* বলো। 'না ভাবিয়া বোল যদি হইব সরল।' *বিজয়*, ১৬৫০। **বোলই** *ক্রি* বলে। 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।' *চর্যা* ১৮, ১২০০। **বোলএ** *ক্রি* ব'লে। 'মোরে কেহে বোলএ ধামালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বোলতি** *ক্রি* বলবে। 'বিনু অবসরে কী সখী বোলতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বোলথি** *ক্রি* বলে। 'সঁঅসংবেঅণ বোলথি সান্তি।' *চর্যা* ২৬, ১২০০। **বোলনী** *ক্রি* বলা। 'মুনিকুল মন ভুলে সুন্দর বোলনী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বোলন্ত** *ক্রি* বলেন। 'রসুলে বোলন্ত আশা আছে তান মনে।' *সুলতান*, ১৭০০। **বোলন্তি** *ক্রি* বলেন; বলছেন। 'পরদারে পাপ নাহি বোলন্তি কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বোলব** *ক্রি* বলবে। 'কএ অপরাধ বোলব কত বোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বোলবা** *ক্রি* বলা। 'ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাঅ।' *চর্যা* ৪০, ১২০০। **বোলম** *ক্রি* বললাম। 'সেই কোপে বোলম বেউলারে কর দূর।' *বিজয়*, ১৬৫০। **বোলয়** *ক্রি* বলে। 'অবিরত হিত বাক্য বোলয় পণ্ডিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বোলয়ে** *ক্রি* বলে। 'হাসিয়া বোলয়ে বির আচ্ছি ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বোলসি** **১** *ক্রি* বলছো; বলছিস। 'আদি আন্ত এখো বোল

না বোলসি ভাল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* বলছি। 'পুনি মত বলছি ধরম দোহাই।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বোলসী** *ক্রি* বলছো। 'তাম্বুল দিআঁ মোরে কি বোলসী।' বড়ু, ১৪৫০। **বোলহ** *ক্রি* বলো। 'বোলহ সুন্দর কাহ্নু রাধার উদ্দেশে।' বড়ু, ১৪৫০। **বোলাই** *ক্রিবিণ* ডাক দিয়ে। 'বোলাই আনিলা তার কন্যাক তুরিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বোলাইআঁ** *ক্রি* বলে-কয়ে। 'নিদয়হৃদয়কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **বোলাইব** *ক্রি* বলবো। 'কাহারে বোলাইব গা তোল তোল ...।' *বিজয়*, ১৬৫০। **বোলাইল ১** *ক্রি* ডাকলো। 'ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* ডেকে পাঠালো। 'দোহানেক বোলাইল আনিলেক গোচর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বোলাইলে** *ক্রি* ডাক দিলে। 'বোলাইলে না বোলে বোল।' *সুলতান*, ১৭০০। **বোলাইলোঁ** *ক্রি* ডাকলাম। 'একেঁ একেঁ সখিজন/ সব্বাক বোলাইলোঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **বোলাএ ১** *ক্রি* বলায়। 'সেহি এহা পথে মাহাদাণী বোলাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* বাজাচ্ছে; বাজায়। 'কে না বাঁশী বোলাএ।' বড়ু, ১৪৫০। **বোলাইয়া** *ক্রি* ডেকে। 'যার যেই বেরাদরে বোলাইয়া দিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **বোলাব** *ক্রি* বাজাচ্ছে। 'ধিরে ধিরে মুরলি বোলাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বোলায়িল** *ক্রি* ডাকলো। 'আপণা বোলায়িল সতী আহ্মাক মারিআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **বোলি** *ক্রি* বলি। 'ভয়ে তোরে না বলি অনুচিত।' *বিজয়*, ১৬৫০। **বোলিঅ** *ক্রি* বলো। 'তাবে বোলিঅ জে উচিত ন জান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বোলিআ ১** *ক্রি* শেষ ক'রে। 'ভব উলোলেঁ ষিঅ বি বোলিআ।' *চর্যা ৩৮*, ১২০০। ২ *ক্রি* ব'লে। 'ই বোলিআ শর টানি ফেলাএ সত্বর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বোলিলা** *ক্রি* উচ্চারণ করলো। 'নিশব্দে রহিলা কিছু না বোলিলা বাণী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বোলী** *ক্রি* বলা হয়। 'জেতই বোলী তেতবি টাল।' *চর্যা ৪০*, ১২০০। **বোলে ১** *ক্রি* বলে। 'উঠিআঁ সব বোলে আনচান।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* চরায়। 'আপন ইচ্ছায় ছাগল লয়্যা বোলে বনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **বোলেন** *ক্রি* বলেন। 'রাজাএ বোলেন পুন ধর্ম্ম মনে গনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বোলেন্ত** *ক্রি* বললেন। 'জন্মেজয় বোলেন্ত সুন চন্দ্রবদনী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বোলো ১** *ক্রি* বলো। 'কেমনে ক্ষেমিব বোলো দারুণ রোদনা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* বলবে। 'কারুকে উঁচু কথা বোলো না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **বোলোঁ** *ক্রি* বলি; বলছি। 'চরণে পড়িআঁ কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ তোহ্মারে।' বড়ু, ১৪৫০।

বোলা[২] *বি* কথা। 'বোলা এক বোলোঁ তোকে যবেঁ ধর মনে।' বড়ু, ১৪৫০।

বোলাবুলি ১ *বি* উত্তর-প্রত্যুত্তর; কথা-কাটাকাটি। 'বোলাবুলি রাধিকা পাইল নিজ ঘর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* আলাপ। 'দুইজনে করে বোলাবুলি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বোলি *বি* ধ্বনি। 'আধো আধো মিঠেমিঠে বোলিতে গুন-গুন গান গেয়ে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

বোলেঁ চালেঁ *ক্রিবিণ* কথার মাধ্যমে ভুলিয়ে। 'বোলেঁ চালেঁ তোর থান আণিতেঁ না পারী।' বড়ু, ১৪৫০।

বোলে চালে *ক্রিবিণ* কথাবার্তায়। 'জোড়া গাথা নাহি কিছু ভাঙে বোলে চালে।' *বিজয়* ১৫০০।

বোলান [হি বোলন] *বি* কথার উত্তর। 'ঘর গেলে না দিলে বোলান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বোলানো[১] *ক্রি* ডাকা। 'আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল/ প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বোলানো[২] [প্রা বোল্ল] **১** *ক্রি* আলতোভাবে ছুঁয়ে যাওয়া। 'হাতটি বুলিয়ে দেয় গায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* চালনা করা। 'ভারতবর্ষ স্টীমরোলার বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম সমতল করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বোলার [ই] *বি* ক্রিকেট খেলায় বল করে যে। 'ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

বোল্ট [ই] **১** *বি* বল্টু; প্যাঁচ-কাটা লোহার পেরেকের মতো শলাকা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯। ২ *বি* বন্দুকের গুলি রাখার জায়গা। 'খট করে বোল্ট বন্ধ করার শব্দ হল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বোল্তা *বি* বোলতা। 'এক হাত বোল্তা বার হাত শিং/ উড়ে যায় বোল্তা ধা তিং তিং।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বোশেখ [স বৈশাখ] *বি* বাংলা মাসের নাম; বৈশাখ। 'বোশেখ-জষ্টি মাসকে ওরা/ দুপুর বেলা কয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

বোশেখী *বিণ* বৈশাখ মাসের। 'বিশ্বাস নেই বোশেখী দিনের ওপর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

বোষ্টম [স বৈষ্ণব] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; বৈষ্ণব। 'আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বোষ্টমী *বি* বৈষ্ণবী। 'সকল দিকধর্ম আমার বোষ্টমী।' *লালন*, ১৮৯০।

বো-সান [ই] *বি* জাহাজ চালনার কাজে নিযুক্ত নিম্নপদস্থ কর্মচারী। 'একটা মালবাহী স্টিমারের বো-সান পর্যন্ত সে হইয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বোসিমুদ্র বসা

বোস্তাঁ [ফা বুস্তান] *বি* কুঞ্জ। 'যদিই পাই তায় তোমার বোস্তাঁর খোশবুদা খাক ধুল থোড়া!' *নজরুল*, ১৯৩৯।

বোস্তান [ফা বুস্তান] *বি* ফুলবাগান। 'দেখ মশগুল আজি শিস্তান বোস্তান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বোহ [স বোধ] *বি* বোধ। 'এবেঁ মই বুঝিল সদ্গুরুবোহেঁ।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

বোহা *বি* অশ্বচালনার চাল বিশেষ। 'বোহা আর সপ্ত চালি চালাইল সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বোহারি, বোহারী *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'বোহারী করঞ্জক বণে।' বড়ু, ১৪৫০; 'অর্জ্জুন খর্জ্জুর খিরি গয়া আস্বত বোহারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বোহি, বোহী [স বোধি] *বি* বোধি; পরম জ্ঞান। 'নিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০; 'মাঝ নিরোহেঁ অণুঅর বোহী।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

বোহিমীয় [ই বোহীমিয়ান>] *বিণ* প্রচলিত রীতিনীতি না-মানা ব্যক্তিরা বাস করে এমন। 'য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বোহেমিয়ান, বোহেমীয়ান [ই] *বি* প্রচলিত রীতিনীতি মানে না এমন। 'বোহেমিয়ান ক্লাবে ৮/১০ জন ভদ্রলোক ...।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'যেন বোহেমীয়ান সে একজন, ক্ষিপ্ত, ধারে না কারুর ধার।' *শামসুর*, ১৯৭০।

বোহেমিয়ানি [ই বোহেমিয়ান>] *বি* উদ্দেশ্যহীনভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো। 'বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বৌ [স বধূ] **১** *বি* বউ; পত্নী। 'ঝাঁপ দেই জলের উপরে বেনে বৌ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* রক্ষণশীল বাঙালি ঘরের বধূ। 'আমি সেই ঘোমটা দিয়া বৌ হইয়া নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৩ *বি* পুত্রবধূ।

ওসঁা, ১৭৮৫; 'তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বৌ কথা কও *বি* গানের পাখিবিশেষ। 'বৌ কথা কয়, কয়ো বিনয়, ভাঙচে বয়ের মান।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বৌকাঁটকি, বৌকাটকী *বিণ* পুত্রবধূকে নির্যাতন করে ও খোঁটা দেয় এমন। 'কেহ বলে, আমার শাশুড়ী মাগী বড়ো বৌকাঁটকি।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'বৌ-কাটকী শাশুড়ী ও নির্যাতিতা বধূ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

বৌছত্র *বি* কনের বাড়িতে আঁকা আলপনাবিশেষ। 'কন্যার বাড়িতেও এই-রকম একটি বৌছত্র দেবার নিয়ম।' *অবন*, ১৯১৯।

বৌচুঁড়ী *বি* বউ-বেটি (গালি)। 'বৌচুঁড়ি আমাকে দু-পা দিয়া থেতলায় ... ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বৌঠাকুরাণি *বি* বড় ভাইয়ের বউ। 'দোহাই বৌঠাকুরাণি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বৌপাখি *বি* গানের পাখিবিশেষ; বৌ-কথা-কও পাখি। 'গাছের উপরে ডাকছিল বৌপাখি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বৌ-ভাত *বি* বরপক্ষ-আয়োজিত বিবাহ-পরবর্তী অনুষ্ঠানবিশেষ। 'বৌ-ভাতের কাজে লাগবে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বৌমা *বি* ছেলের বউকে আদরসূচক সম্বোধন। 'ও বৌমার হবিষ্যির সামগ্রী; কাল থেকে গুছোন ছিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

বৌয়ারি, বৌহারী *বি* পুত্রবধূ। 'বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার বৌয়ারি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

বৌ বৌ বৌ [ধ্বন্যা] *বি* সড়কি ঘোরানোর শব্দ। 'আগে আগে ছুটল রূপা বৌ বৌ বৌ সড়কি ঘোরে।' *জসীম*, ১৯২৯।

বৌচর [ই] *বি* ভাউচার; অর্থপ্রদান, হিসাবের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয়ে লেখ্যপ্রমাণ বা রসিদ। 'সেই সকল হিসাব বিলে বৌচারের কার্য্য করে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বৌঠা [হি বৈঠনা] *বি* বসার আসবাব; বেঞ্চি। 'বৌঠা ২।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

বৌদ্ধ [স বুদ্ধ] **১** *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধ অবতার। 'নরসিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দনন্দন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্ম। 'কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম্ম ... ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম [স] *বি* বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্ম। 'তাঁহার ... বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থাদি সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী [স] *বিণ* বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। 'তাঁহার প্রধান অমাত্য অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যত লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বৌদ্ধনীতি [স] *বি* বৌদ্ধ দর্শন। 'কিন্তু বেদ যে শূদ্ররীতি কিংবা বৌদ্ধনীতির মূল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

বৌদ্ধপ্রতিমা [স] *বি* বৌদ্ধমূর্তি। 'তাঁহার সর্ব্বস্বধন বৌদ্ধপ্রতিমা ... সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বৌদ্ধ ভিক্ষু [স] *বি* বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। 'কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বৌদ্ধভিক্ষুণী [স] *বি স্ত্রী* বৌদ্ধসন্ন্যাসী। 'রাজ্যশ্রী বৌদ্ধভিক্ষুণীর ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য ... ।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

বৌদ্ধমতাবলম্বী [স] *বিণ* বুদ্ধদেবের মতের অনুসারী। 'শ্রাবস্তি নগরবাসী কতকগুলি বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকের সমভিব্যাহারে সমুদ্রে যাইতেছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বৌদ্ধশাস্ত্র [স] *বি* বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ও প্রচারিত মতবাদ বিষয়ক শাস্ত্র। 'প্রথম সভার অধিবেশন হইয়া সূত্র নামক বৌদ্ধশাস্ত্র সঙ্কলিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বৌদ্ধাচার্য [স] *বি* বৌদ্ধধর্মীয় পণ্ডিত। 'বরং বৌদ্ধাচার্যেরা যখন বেদের কোনো উৎসন্ন শাখা থেকে ... ।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

বৌনি [স বর্ধনী] *বি* দিনের প্রথম বিক্রয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বৌল [স মুকুল] *বি* খড়মে ব্যবহৃত মুকুলাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড, যা পায়ের দুই আঙুলে চেপে ধরে চলতে হয়। 'খড়ম চন্দনকাষ্ঠের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বৌল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বৌলি [স মুকুল] *বি* মুকুল আকৃতির কানের অলংকার। 'সুবর্ণের কড়ি-বৌলি রজতমুদ্রা পাশুলি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ব্যক্ত [স] **১** *বিণ* প্রকাশিত। 'সম্ভোগলক্ষন প্রভাবতির ব্যক্ত হৈল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* স্পষ্টীকৃত; উল্লিখিত। 'রাজবাটীর এক প্রতিবিম্ব প্রকাশিত আছে কিন্তু কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহা খোদিত ... ব্যক্ত নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **৩** *বি* প্রকাশ। 'তাহা নিরশ্রুনেত্রে ব্যক্ত করা যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ব্যক্তকার [স] *বি* প্রকাশক; ব্যক্তকারক। 'স্থূল সুন্য ব্যক্তকার বিচার না করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ব্যক্তব্য [স] *বিণ* প্রকাশ করা যাবে এমন। 'ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ব্যক্তমূর্তি [স] *বি* প্রকাশিত অবয়ব। 'অব্যক্ত ইতিহাসের ব্যক্তমূর্তি আমাদের কাছে ধরা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ব্যক্তি [স] **১** *বি* লোক। 'ঐ ব্যক্তি স্বীকৃত হইলে পর সে চলিল।' *কেরি*, ১৮১২। **২** *বি* প্রকাশ। 'অব্যক্ত থেকে ব্যক্তি, অসমাপ্ত থেকে সমাপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ব্যক্তিকতা [স] *বি* ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্য। 'সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ব্যক্তিকতাহীন [স] *বিণ* নৈর্ব্যক্তিক। 'সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক [স] *বিণ* ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রণীত। 'মানবতন্ত্র একই সঙ্গে বিশ্বমানবিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক।' *শিব*, ১৯৫৬।

ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা [স] *বি* ব্যক্তিসর্বস্বতা। 'ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে ঐক্যের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইতে না দেওয়ার জন্যই ... ।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ব্যক্তিগত [স] **১** *বিণ* একান্ত নিজস্ব। 'ব্যক্তিগত সুখদুঃখের প্রকাশ যতক্ষণ না সর্বজনীন ও সর্বকালের সৌন্দর্য লাভ ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'আমাদের যেগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত মর্মগত সুখ দুঃখ বাসনা ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 'শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **৩** *বিণ* একক। '২৫ পয়েন্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন।' *বেগম*, ১৯৬৩।

ব্যক্তিগতভাবে [স] **১** *ক্রিবিণ* ব্যক্তি হিসেবে। 'ব্যক্তিগতভাবে আজ আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **২** *ক্রিবিণ* একান্তভাবে। 'সে ব্যক্তিগতভাবে কোনোপ্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ব্যক্তিচরিত্র [স] *বি* ব্যক্তিমানুষের বৈশিষ্ট্য। 'রবীন্দ্রনাথ আভাসের

বেশি আর এগোননি – মূল ভাবটিকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তিচরিত্রের জটিলতাকে সরল করে এনেছেন।' *শিব*, ১৯৫০।

ব্যক্তিচারিত্র [স] *বি* ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। 'স্রষ্টার ব্যক্তিচারিত্রের সঞ্চরণ ঘটিয়ে বিষয়ের নবনির্মাণই যদি শিল্প হয় ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

ব্যক্তিতন্ত্র [স] *বি* সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তির গুরুত্ব বেশি – এই মতবাদ। 'খাঁটি ব্যক্তিতন্ত্র কিংবা খাঁটি সমষ্টিতন্ত্রের দোষ একই।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ব্যক্তিতন্ত্রবাদী [স] *বিণ* সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তির গুরুত্ব বেশি – এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'আপনার মতন ব্যক্তিতন্ত্রবাদী কি পরের কথা ভাবতে পারে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ব্যক্তিতা [স] *বি* নিজস্বতা। 'ব্যক্তিতার অবরোধ মুহূর্তেকে চূর্ণ হয়ে গেছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ব্যক্তিতান্ত্রিক [স] *বিণ* ব্যক্তিগত। 'কালচার সমাজতান্ত্রিক নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিক।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ব্যক্তিতান্ত্রিকতা [স] *বি* যে নীতিতে সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। 'অচিরেই এই ব্যক্তিতান্ত্রিকতার মোড় ফেরে সামাজিকতার দিকে।' *ওদুদ*, ১৯৪১।

ব্যক্তিত্ব [স] *বি* ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। 'যতই সে বড় হইতে লাগিল, অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল, ততই তাহার ব্যক্তিত্ব জন্মিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার বেশ ফরহুত পাইতেছেন।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৭।

ব্যক্তিত্ববর্জিত [স] *বিণ* ব্যক্তির যোগ নেই এমন। 'ব্যক্তিত্ববর্জিত সমাচারমাত্র বিজ্ঞানে স্থান পাইতে পারে, সাহিত্যে নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ব্যক্তিত্ববিকাশ [স] *বি* ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন। 'দু-তিন জনের নাম উল্লেখ করি উনিশ শতকী ব্যক্তিত্ববিকাশের ... প্রতিনিধি হিসেবে যাঁদের গণ্য করা চলে।' *শিব*, ১৯৫৬।

ব্যক্তিত্ববোধ [স] *বি* ব্যক্তিবিশেষের স্বাতন্ত্র্যবোধ। 'ব্যক্তিত্ববোধে বিরোধভাব বিয়োগ; পুরুষবোধে সংযোগ।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ব্যক্তিত্বহারা [স ব্যক্তিত্ব+হারা] *বিণ* ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে তখন বিরাট বিশ্বভুবনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ব্যক্তিনিরপেক্ষ [স] *বিণ* ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয় এমন। 'সত্য সর্বাংশেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ব্যক্তিনির্ভর [স] *বিণ* ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 'আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ ব্যক্তিনির্ভর শ্লেষবিদ্রূপ ও কৌতুকহাস্যের প্রাচুর্য।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ব্যক্তিবিকাশ [স] *বি* ব্যক্তিগত বিকাশ। 'সফিস্টদের প্রাতিস্বিক বহুবাচনিকতার বিরুদ্ধে প্লেটোর রূপনির্যাসতত্ত্ব, স্কোলাস্টিক ব্রহ্মব্যাখ্যানের বিরুদ্ধে রেনেসাঁসের ব্যক্তিবিকাশ সাধনা ...।' *শিব*, ১৯৫০।

ব্যক্তিবিলোপী [স] *বিণ* ব্যক্তিসত্তার বিলোপ ঘটায় এমন। 'এই সব ব্যক্তিবিলোপী মতবাদের মধ্যে যেটি সব চাইতে মারাত্মক ...।' *শিব*, ১৯৬০।

ব্যক্তিবিশেষ [স] *বি* বিশেষ কোনো ব্যক্তি। 'তিনি ব্যক্তিবিশেষে প্রার্থনা মত দান করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ব্যক্তিভেদ [স] *বি* ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির তারতম্য। 'ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদে দ্বিগুণ বিগুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ব্যক্তিমন [স] *বি* ব্যক্তি মানুষের মন। 'ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত কিন্তু ব্যক্তিমনের যোগফল বিশ্বমন নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ব্যক্তিমানস [স] *বি* ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা। 'তাঁদের ব্যক্তিমানস গঠনে পরিবার ও পরিবেশ নিশ্চয় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ব্যক্তি শাসন [স] *বি* একনায়কত্ব। 'জনসাধারণের শাসন ও ব্যক্তি শাসনের মাঝে সংঘাত।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ব্যক্তিসত্তা [স] **১** *বি* ব্যক্তির অস্তিত্ব। 'যখন আমরা আপন ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে প্রবলরূপে সচেতন হই, সাংসারিক তথ্যগুলোকে তখন গণ্যই করি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'এই অর্থসমৃদ্ধ রূপ কি মানুষের সৃজনক্ষম ব্যক্তিসত্তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?' *শিব*, ১৯৫০। **২** *বি* ব্যক্তিত্ব। 'তার ব্যক্তিসত্তা জাগ্রত হল।' *বেগম*, ১৯৬৮।

ব্যক্তিসীমা [স] *বি* ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা। 'মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ব্যক্তিসুখ [স] *বি* ব্যক্তিক আনন্দ। 'ক্ষুধার্ত চোখ বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ব্যক্তিস্বত্ব [স] *বি* ব্যক্তি মানুষের অধিকার। 'যে ব্যক্তিস্বত্ব সভ্যতার সম্মত আশ্রয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

ব্যক্তিস্বরূপ [স] *বি* ব্যক্তি-রূপ। 'সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত করে এক বিরাট দেহ এক বৃহৎ ব্যক্তিস্বরূপ ধারণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ব্যক্তিস্বরূপভেদ [স] *বি* ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা। 'রবীন্দ্রনাথের মতো বহুশিল্পদক্ষ ব্যক্তির ব্যক্তিস্বরূপভেদের যথাযোগ্য আলোচনা হয়নি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য [স] **১** *বি* ব্যক্তির নিজস্ব মত ও প্রাধান্য। 'ভিন্ন২ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কাহারো উপকার করিতে পারিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* ব্যক্তির স্বাধীনতা। 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের সাধনার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পরতন্ত্রতা এত বেশি বি অন্যত্র দেখা গিয়াছে? *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন উৎকট স্বার্থপরতায় পৌঁছিয়ে ...।' *আজাদ*, ১৯৩১। **৩** *বি* ব্যক্তির নিজস্বতা। 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য লড়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনা [স] *বি* ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। 'নর্ডিক আত্মা ও খৃস্টধর্মের মিলন থেকেই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনার উদ্ভব।' *শিব*, ১৯৫৬।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনির্ভর [স] *বিণ* ব্যক্তিগত মতের উপর নির্ভরশীল। 'বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনির্ভর, বাস্তববাদী, যুক্তিশীল ও উদ্যোগী ক্রিয়াকলাপ ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ [স] *বি* সবার ব্যক্তিত্বে স্বতন্ত্র দিক আছে এমন বিশ্বাস। 'আধুনিকতার কয়েকটি মূল লক্ষণ সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি এক – যেমন ইহমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ... ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্ভব ও বিকাশ ...।' *শিব*, ১৯৫০।

ব্যক্তিস্বাধীনতা [স] *বি* ব্যক্তি হিসেবে জীবন যাপন ও চিন্তার অধিকার। 'মুসলমান সমাজ ... নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বীকার করেনি।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ব্যক্তী [স ব্যক্তি] *বি* মানুষ; লোক। *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

ব্যগ্র [স] **১** *বিণ* ব্যাকুল। 'মাতার বৈরাগ্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **২** *বিণ* উৎকণ্ঠিত। 'পাত্র-মিত্র লৈয়া রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* প্রবল আগ্রহী। 'বিদ্যাশিক্ষার্থ এমত ব্যগ্র ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ব্যগ্রকণ্ঠ [স] *বি* ব্যাকুল স্বর। 'ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধ শাবকেরা মা মনে করিয়া তারে করে ডাকাডাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ব্যগ্রচিত্ত [স] *বিণ* ব্যাকুল হৃদয়। 'একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে তার পানে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ব্যগ্রতা [স] **১** *বি* আকুলতা। 'নেতা বলে বেউলা তুমি না কর ব্যগ্রতা।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বিণ* ক্ষিপ্রগতি। 'ব্যগ্রতাএ লড় দিয়া জাএ অর্জুন ধরিবারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* আগ্রহ। 'নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে তাহাতেই বা তাহার ক্ষতি কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'সামান্য ইচ্ছাকেও গোপন ও দমন করিতে গিয়া মহেন্দ্রর ব্যগ্রতা আরো যেন বাড়িয়া উঠিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ব্যগ্রদৃষ্টি [স] *বি* উৎসুক দৃষ্টি। 'ব্যগ্রদৃষ্টিতে ঘরের এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ব্যগ্রস্বর [স] *বি* ব্যাকুল কণ্ঠ। 'ডাক তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক ব্যগ্রস্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ব্যগ্রা [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যতিব্যস্ত। 'পরব্যবসিনী রমণী যেমন গৃহকর্মে ব্যগ্রা থাকিয়াও ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

ব্যঙ্গ [স] *বি* উপহাস। 'বুড়া বলে ব্যঙ্গ কর বুকে নাহি ডর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ব্যঙ্গকাব্য [স] *বি* ব্যঙ্গাত্মক কাব্য। 'তাহার কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে, কতক বা কৌতুকনাট্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ব্যঙ্গকৌতুক [স] *বি* ব্যঙ্গ ও কৌতুক। 'ব্যঙ্গকৌতুক (শিরোনাম)।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'সমালোচকের মতে যে ব্যঙ্গকৌতুক লেখক আপনাকে লক্ষ করেও বর্ষণ করেন ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ব্যঙ্গচিত্র [স] *বি* উপহাস করার উদ্দেশ্যে আঁকা ছবি। 'একবার এক ব্যঙ্গচিত্রে দেখিয়াছিলাম।' *নজরুল*, ১৯২২।

ব্যঙ্গজনক [স] *বিণ* বিদ্রূপপূর্ণ। 'হালাল বস্তুর প্রতি ব্যঙ্গজনক উক্তিতে ঘৃণা ও উপহাস বাক্য প্রয়োগ ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ [স] *বিণ* তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করে এমন। 'চৌধুরী মাঝে মাঝে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ হাস্য করিয়া বলিতেন ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ব্যঙ্গ দৃষ্টি [স] *বি* উপহাসপূর্ণ চাহনি। 'ব্যঙ্গ দৃষ্টি আড়ালেই ঝলসায়।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

ব্যঙ্গপ্রিয় [স] *বিণ* কৌতুকপ্রিয়। 'ব্যঙ্গপ্রিয় কোনো তৃতীয় পক্ষ সেখানে বাহির হইতে দুয়ো দেয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ব্যঙ্গবাক্য [স] *বি* উপহাসবাক্য। 'এই ব্যঙ্গবাক্য বুঝিয়া উত্তর করিলেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ব্যঙ্গবাণ [স] *বি* ব্যঙ্গ রূপ বাণ। 'তাকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করবেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ব্যঙ্গবিদ্রূপ [স ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ] **১** *বি* উপহাস। 'অনেকে অনেক প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া কহিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* হাসি-ঠাট্টা। 'বিদ্যাসাগর বাকচাতুর্য (উইট), রঙ্গব্যঙ্গবিদ্রূপের যে মান নির্ধারিত করে দেন ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ব্যঙ্গভরে *ক্রিবিণ* বিদ্রূপের সঙ্গে। 'কানাই ব্যঙ্গভরে হাসে।' *তারা*, ১৯৪৩।

ব্যঙ্গমূলক [স] *বিণ* উপহাসমূলক। 'বাদ-প্রতিবাদ ও ব্যঙ্গমূলক রচনার পিছনেও কাজ করেছে এই সংস্কারক মন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

ব্যঙ্গরঞ্জিত [স] *বিণ* ঠাট্টা মিশ্রিত। 'সেই যে ভাষা – পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ব্যঙ্গরচনা [স] *বি* বিদ্রূপাত্মক লেখা। 'কয়েকটি ব্যঙ্গরচনায় সে ভাষা যে আরও ঋজুতা লাভ করেছে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

ব্যঙ্গরসিক [স] *বি* হাস্য-রসিকতাকারী ব্যক্তি। 'ব্যঙ্গরসিকের যত অংশ-অবতার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ব্যঙ্গসুচতুর [স] *বিণ* উপহাস করতে পটু। 'ব্যঙ্গসুচতুর বটেকৃষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ব্যঙ্গস্বর [স] *বি* বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠ। 'ব্যঙ্গস্বরে জবাব দিল দরিয়াবিবি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ব্যঙ্গাত্মক [স] *বিণ* বিদ্রূপপূর্ণ। 'দু-পাঁচটি ব্যঙ্গাত্মক উপদেশ নিশ্চয় পাইবে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

ব্যঙ্গার্থ [স] *বি* ব্যঙ্গাত্মক অর্থ। 'ব্যঙ্গার্থের অনুশীলন যদি কবিকর্মকে গুহ্যসাধনায় পর্যবেসিত করে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

ব্যঙ্গীকরণ [স] *বি* বিদ্রূপ করা। 'অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ব্যঙ্গোক্তি [স] *বি* ব্যঙ্গাত্মক উক্তি। 'শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ব্যঙের সর্দি – অসম্ভব ব্যাপার। 'ব্যঙের সর্দি – দেওয়ানজী মশাই খাপা হবেন না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ব্যজন [স] *বি* পাখা দিয়ে বাতাস। 'সখা ভাই ব্যজন শয়ন আবাহন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'চামর ব্যজন যত সহচরী করে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ব্যজনরত [স] *বিণ* পাখা দিয়ে বাতাস করছে এমন। 'সে-ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্যজনরত হইল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ব্যজনী [স] *বি* পাখা। 'ব্যজনী ব্যজিয়া পৃষ্ঠে বুলাইল হাত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ব্যজনা [স ব্যজন>] *ক্রি* বাতাস করা। **ব্যজিয়া** *ক্রি* বাতাস করে। 'ব্যজনী ব্যজিয়া পৃষ্ঠে বুলাইল হাত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ব্যঞ্জক [স] *বিণ* প্রকাশক; দ্যোতক। 'কোনও নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা, সেই অবস্থার ব্যঞ্জক এক আলেখ্য প্রস্তুত করাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ব্যঞ্জন[১] [স] *বি* রান্না করা তরকারি। 'আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ব্যঞ্জন-ডোঙা *বি* কলা গাছের খোলা দিয়ে তৈরি তরকারি রাখবার ঠোঙা। 'চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙা আর মুদ্গসূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ব্যঞ্জন[২] [স] *বি* কণ্ঠনালি থেকে ওষ্ঠ পর্যন্ত কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বা চাপা খেয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়; ক থেকে হ পর্যন্ত বর্ণসমূহ। 'তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ব্যঞ্জনধ্বনি [স] *বি* স্বরধ্বনির সাহায্য নিয়ে যে ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। 'ছত্রিশটি ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ স্থান।' *হাই*, ১৯৫৩।

ব্যঞ্জনা [স] *বি* শব্দের গূঢ়ার্থ; তাৎপর্য। 'পরম ব্যঞ্জনা আমরা ধরতেও পারিনি তারা তাকেই মূর্ত করবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ব্যঞ্জনাগর্ভ [স] *বিণ* ব্যঞ্জনাময়। 'এই প্রয়াসের সূত্রেই তাঁর ছন্দ এবং

ভাষা ব্যঞ্জনাগর্ভ।' *শিব*, ১৯৭৩।

ব্যঞ্জনাবহ [স] *বিণ* গূঢ়ার্থপূর্ণ। 'তাই অর্থগর্ভ ও ব্যঞ্জনাবহ নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ব্যঞ্জনাবৈচিত্র্য [স] *বি* বিচিত্র ব্যঞ্জনা; গূঢ়ার্থের বহুমুখিতা। 'উভয় পরিবর্তনের সূত্রই অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাবৈচিত্র্যের মধ্যে অনুসৃত।' *শিব*, ১৯৫০।

ব্যঞ্জনাময় [স] *বিণ* গূঢ়ার্থময়। 'মহাপ্রতিভাবান লেখক শূন্যতাবোধকেও হয়তো কল্পনার সামর্থ্যে ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে পারেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

ব্যঞ্জনাশক্তি [স] *বি* শব্দের গূঢ়ার্থ প্রকাশের ক্ষমতা। 'যে শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

ব্যঞ্জনাসামর্থ্য [স] *বি* ব্যঞ্জনা তথা শব্দের গূঢ়ার্থ প্রকাশের ক্ষমতা। 'সাহিত্যের মধ্যে কবিতা হল ব্যঞ্জনাসামর্থ্যে সবচাইতে সমৃদ্ধ।' *শিব*, ১৯৭৩।

ব্যঞ্জনাহীন [স] *বিণ* ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে না এমন। 'ক্যান্টোস-এর অনেক অংশে ব্যঞ্জনাহীন পাণ্ডিত্য এবং অকারণ উল্লেখ-উদ্ধৃতি ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

ব্যতিক্রম [স] **১** *বি* নিয়মের অন্যথা। 'ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ব্যত্যয়। 'পূর্ব্ব রীতির অপেক্ষা অনেক ব্যতিক্রম করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

ব্যতিক্রমদশা [স] *বি* নিয়ম বহির্ভূত অবস্থা। 'সত্ত্ব রজ এবং তম এই তিনেরই ব্যতিক্রমদশা ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ব্যতিক্রান্ত [স] *বিণ* বিচলিত। 'তাঁহার সাহস সঙ্কুচিত বা ব্যতিক্রান্ত হইল না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ব্যতিপাত [স] *বি* অশুভ যোগ। 'অষ্টমী নহিল ভাল তিথি ব্যতিপাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যতিব্যস্ত [স] **১** *বিণ* ব্যস্ত। 'তখন কেশবশর্মা, সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, চারি পাঁচ জন বিষবৈদ্য আনাইয়া, অশেষ প্রকারে চিকিৎসা করাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* উত্ত্যক্ত; অস্থির। 'সেই সময় তাহাদের ... উভয়কেই বিধ্বস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'কৃষক ... দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, উহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে আরম্ভ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৩** *বিণ* আকুল। 'রোহিণীর কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ব্যতিব্যস্তা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত ব্যাকুল। 'ব্যতিব্যস্তা হয়ে বানু কহিতে লাগিল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ব্যতিরিক্ত [স] *অব্য* ব্যতীত; ছাড়া। 'কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ব্যতিরেক [স] *অব্য* ব্যতীত। 'তাহার রেজামন্দি ব্যতিরেক তাহার নাম কদাচ জাহের হইবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

ব্যতিরেকে [স] *ক্রিবিণ* ব্যতীত। 'অদৃশ্য স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে সমন পাঠাইতে পারিবেণ।' *ডানকান*, ১৭৮৪; 'পুরুষোত্তমক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রায় এমন সমারোহ ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ব্যতিহার্য [স] *বিণ* বিনিময়যোগ্য। 'অজ্ঞাত পুরুর সঙ্গে ব্যতিহার্য নয় দুর্বিপাক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

ব্যতীত [স] **১** *বিণ* বিগত; অতিক্রান্ত। 'প্রায় এক বর্ষ ব্যতীত হইলে পর যে উত্তর তুমি প্রস্থাপন করিয়াছ ...।' *রামমোহন*, ১৮১৯। **২** *অব্য* ছাড়া। 'কন্যা আপনি কন্যাযাত্র বাদ্যকর ব্যতীত তাবৎ স্ত্রীলোক লইয়া।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

ব্যত্যয় [স] **১** *বি* অন্য রকম; অন্যথা। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'ইহাতে যে ব্যত্যয় থাকে তাহা সারিয়া দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* ব্যবধান। 'সমুদ্র হইতে মোহনায় আসিবার স্থানের দশ ক্রোশের ব্যত্যয় হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ব্যথা[১] [স] **১** *বি* যন্ত্রণা। 'কাটিতে না পারোঁ মাথা পাঞ বড় ব্যথা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* কষ্ট। 'রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

ব্যথাকাতর [স] *বিণ* বেদনায় কাতর। 'তুমি নিজেকে মনে কর ব্যথাকাতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ব্যথা-কীট [স] *বি* ব্যথারূপ কীট। 'বুকে তব ব্যথা-কীট পশিল সেদিন!' *নজরুল*, ১৯২৬।

ব্যথাক্লিষ্ট [স] *বিণ* বেদনায় কাতর; বেদনার্ত। '(ব্যথাক্লিষ্ট কণ্ঠে) আমি কোন সীমান্ত রক্ষা করব।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ব্যথাক্ষুব্ধ [স] *বিণ* বেদনা-ব্যাকুল। 'ব্যথাক্ষুব্ধ গানে/ ঝরাব শ্রাবণ বরিষণ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ব্যথা-গীত [স] *বি* বিরহের গান। 'ব্যথা-গীত গেয়েছিনু সেই আধ-রাতে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ব্যথা-জাগানিয়া *বিণ* ব্যথা জাগায় এমন। 'এল তব মায়া-বঁধু ব্যথা-জাগানিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ব্যথাতিক্ত [স] *বিণ* দুঃখে জর্জরিত। 'নীড় বাঁধে ব্যথাতিক্ত কারো রিক্ত প্রাণে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৯।

ব্যথাতুর [স] *বি* বেদনায় কাতর ব্যক্তি। 'ব্যথাতুরের কান্না পাছে শান্তি ভাঙে এসে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ব্যথাতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যথিত। 'ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো।' *জসীম*, ১৯২৭।

ব্যথাদীর্ণ [স] *বিণ* বেদনায় বিধ্বস্ত। 'সে দিনের কাহিনী প্রাচীন ধ্যান করে লুব্ধ মনে আজো এই ব্যথাদীর্ণ দিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

ব্যথা-দেওয়া *বিণ* কষ্ট দেয় এমন। 'ব্যথা-দেওয়া রানি মোর, এলে নাকো কথা-কওয়া হয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ব্যথা-পুলক [স] *বি* ব্যথার কম্পন। 'কত ব্যথা-পুলক শিউরে উঠত।' *নজরুল*, ১৯২২।

ব্যথা বাজা *ক্রি* বেদনা অনুভব হওয়া। 'একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ব্যথা-বারিধি [স] *বি* ব্যথার সমুদ্র। 'কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা-বারিধির।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ব্যথাবিদীর্ণ [স] *বিণ* বেদনাযুক্ত। 'একটা অভূতপূর্ব ব্যথাবিদীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ব্যথাবিদ্ধ [স] *বিণ* বেদনাহত। 'জীবনের প্রতি পদক্ষেপ তাই বুঝি/ ব্যথাবিদ্ধ বিষণ্ণ বিদায়ে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ব্যথা-ভরা *বিণ* ব্যথায় পরিপূর্ণ; ব্যথিত। 'এ যে ব্যথা-ভরা মন, মনে রাখিয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ব্যথামলিন [স] *বিণ* বেদনায় ম্লান। 'ঘুমহারা চোখে হে সাধক! তব শর্বরী কাটে ব্যথামলিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

ব্যথা-ম্লান [স] *বিণ* বেদনায় মলিন। 'হাসি তার ব্যথা-ম্লান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ব্যথাভার [স] *বি* বেদনার ভার। 'টলতে আমি দেব না যে/ আপন ব্যথাভারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ব্যথা-লেখা [স] *বি* ব্যথার লেখা। 'বুকে ক্ষত হয়ে জাগে আজও সেই ব্যথা-লেখা কি?' *নজরুল*, ১৯২৫।

ব্যথার ব্যথী *বি* সমব্যথী। 'ব্যথার ব্যথী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'এ মন ব্যথার ব্যথী তো মেলে না।' *লালন*, ১৮৯০।

ব্যথা-শ্বাস [স] *বিণ* শোক বা দুঃখ প্রকাশ পায় এমন। 'নিখিল বন্দির ব্যথা-শ্বাস।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ব্যথা-সাধক [স] *বি* ব্যথার যোগী। 'অথবা হয়তো আজ হে ব্যথা সাধক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ব্যথাহত [স] *বিণ* ব্যথিত। 'জানি নাই ব্যথাহত আমার ব্যথায়।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ব্যথাহতা [স] *বিণ স্ত্রী* বেদনাক্রান্ত। 'জানলে না সে ব্যথাহতা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ব্যথাহারী [স] *বিণ* বেদনা হরণকারী। 'হায়, বুকে লয়ে ব্যথা আসিলে ব্যথাহারী।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ব্যথাহীন [স] *বিণ* ব্যথা নেই এমন। 'কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সাগরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ব্যথিত [স] ১ *বি* সমব্যথী। 'নাহিক ব্যথিত জন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* ব্যথা পেয়েছে এমন। 'নীচে পড়াতে বড় ব্যথিত হইয়াছিল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৩ *বিণ* শোকাহত। 'তাহার অকালমৃত্যুতে একান্ত ব্যথিত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ব্যথিতচিত্ত [স] *বি* কষ্ট পাওয়া হৃদয়। 'সুচরিতা ব্যথিতচিত্তে বেশি করিয়াই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ব্যথিতদেহা [স] *বিণ স্ত্রী* শরীরে ব্যথা আছে এমন। 'ব্যথিতদেহা, বিপন্না, বেপথুমতী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ব্যথিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যথা পেয়েছে এমন; দুঃখিত। 'কমলিনী ব্যথিতা না হেরে দিনমণি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ব্যথিত্ব [স] *বি* বেদনাময়তা। 'সেরূপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ব্যথী [স] *বি* ব্যথা পেয়েছে যে। 'ব্যথার ব্যথী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ব্যথা[২] [স ব্যথা>] ১ *ক্রি* ব্যথা পাওয়া। 'ব্যথিল কোমল কণ্ঠ।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *ক্রি* কষ্ট দেওয়া। 'নিষ্ঠুর বাণে সে প্রাণ ব্যথিতে/ কিছুই নাহিক যশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ব্যথানো *ক্রি* ব্যথা দেওয়া। 'ব্যথিয়ো না কারে, ব্যথিতের তরে পাষাণ প্রাণ কাঁদাও রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ব্যথিয়ে ওঠা *ক্রি* বেদনায় আক্রান্ত হওয়া। 'ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ব্যপদেশ [স] ১ *বি* ইঙ্গিত। 'ব্যপদেশে মহাপ্রভু সভারে শিখায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* উপলক্ষে। 'কার্য্য ব্যপদেশে কলিকাতা শহরে বাস করেন।' *এসলাম*, ১৯১৭।

ব্যপা [স ব্যাপন] *ক্রি* ব্যাপ্ত হওয়া। 'ওগো পথিক, আজকে আমার সকল পরান ব্যেপে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ব্যবচ্ছিন্ন [স] *বিণ* ব্যবচ্ছেদকৃত। 'যারা ব্যবচ্ছিন্ন দেহে আজও বাঁচে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ব্যবচ্ছেদ [স] *বি* অস্ত্রের সাহায্যে দেহ কেটে পরীক্ষা। *দর্পণ*, ১৮২২।

ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা [স] *বি* শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে পরীক্ষা করা সংক্রান্ত শাস্ত্র। 'আপনি করিতেছিলেন বিদ্যাহারাবলি অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ব্যবচ্ছেদভ্রষ্ট [স] *বিণ* ব্যবচ্ছেদের ফলে খণ্ডিত। 'এ সবের ম্লান আধিপত্য বুঝি আর/ জীবনের ওপর কালের ব্যবচ্ছেদভ্রষ্ট নয়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ব্যবচ্ছেদাগার [স] *বি* মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে পরীক্ষা করা হয় যে ঘরে। 'আমাদের সাহিত্যকেও খণ্ডিত (repressed) রিরংসার ব্যবচ্ছেদাগার ক'রে তুলছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ব্যবধান [স] ১ *বি* দূরত্ব। 'থানা সে স্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বি* ভেদাভেদ। 'যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ব্যবধানরেখা [স] *বি* বিভাজনরেখা। 'দেশের সাহিত্যসমাজ ও দেশের শিক্ষিতসমাজের মাঝখানকার ব্যবধানরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্যবধি [স] *বি* ব্যবধান। 'যার নিমন্ত্রণলিপি কণ্ঠাশ্লেষে এনেছে ব্যবধি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

ব্যবসা [স ব্যবসায়] ১ *বি* বাণিজ্য। 'অন্য ব্যবসা করি সমুদ্র কুলে ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* কাজ। 'সদাএ করিতে পাপ ব্যবসাএ আত্মার।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* আলোচ্য বিষয়। 'পাণিনী ব্যবসা যার তার চিত্তে ব্রীড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৪ *বি* পেশা। 'ব্যবসা যে তার মানুষশিকার নাহি জানে কোনো নর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ব্যবসাজীবী [স ব্যবসায়জীবী] *বিণ* জমিজমার খাজনা আদায়কে যারা ব্যবসা মনে করেন। 'ব্যবসাজীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ব্যবসা-ট্যাবসা *বি* ব্যবসা বা এ ধরনের কাজ। 'কোনো ব্যবসা-ট্যাবসার সুবিধের জন্য?' *জীবন*, ১৯৩২।

ব্যবসাদার [ব্যবসা+ফা দার] *বি* ব্যবসা করে যে। 'পাঁচ জন ব্যবসাদার মিলিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ব্যবসাদারি, ব্যবসাদারী [ব্যবসা+ফা দারি] *বি* ব্যবসার কাজ। 'বাঙালির ব্যবসাদারি।' *নজরুল*, ১৯২২।

ব্যবসাপ্রধান [স ব্যবসায়প্রধান] *বিণ* বাণিজ্যিক। 'আসামের বড় বড় ব্যবসাপ্রধান চা ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

ব্যবসা ফাঁদা *ক্রি* ব্যবসা জমিয়ে তোলা। 'একজন মাড়োয়ারী খুব বড় ব্যবসা ফাঁদিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ব্যবসা-ফ্যাবসা *বি* ব্যবসা বা এ ধরনের কাজ। 'ব্যবসা-ফ্যাবসা কিছুকাল হল স্থগিত রয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

ব্যবসাবুদ্ধি [ব্যবসা+স বুদ্ধি] *বি* স্বার্থবুদ্ধি। 'বাবা, তুমি এই ব্যবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানি করবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২০; 'সে জন্য যে তীব্র লোভ ও একাগ্র স্বার্থপরতা দরকার তার নাম ব্যবসাবুদ্ধি।' *সবুজ*, ১৯২০।

ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন [ব্যবসা+স বুদ্ধিসম্পন্ন] *বিণ* স্বার্থ-সচেতন। 'ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন, চালাক, চতুর হইয়া উঠে।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮।

ব্যবসামন্ত্র *বি* ব্যবসায়ের কৌশল। 'যে ব্যবসামন্ত্র এতদিন তাঁকে অন্ন-বস্ত্র ভোগ-বিলাস দিচ্ছিল ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ব্যবসায় [স] ১ *বি* ব্যবহার। 'এ বিপ্রপুত্রের সেই মত ব্যবসায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বাণিজ্য। 'যদি বৈশ্য হয় চাষী কেন নয় নাহি কোন

ব্যবসায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* পাঠদান; পড়ানো। 'তাহা পণ্ডিতেরা ব্যবসায় করিয়া থাকেন।' *গৌর*, ১৮২২। ৪ *বি* পেশাগত কাজ। 'ভট্টাচার্য্য বিলক্ষণরূপে যাহাতে ব্যবসায় করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৫ *বি* পেশা। 'ইঁহার পুরুষানুক্রমে অধ্যাপন ব্যবসায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৬ *বি* কাজ। 'তিতুমীরের অনুচর দিগকে অত্যাচার করিতে নিষেধ করিলেন এবং নিজ নিজ ব্যবসায়ে মন দিতে বলিলেন।' *হিতৈষি*, ১৮৯৫।

ব্যবসায়বুদ্ধি [স] *বি* স্বার্থসচেতনতা। 'তাদের ব্যবসায়বুদ্ধিও বহুবিদিত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ব্যবসায়ভেদ [স] *বি* ব্যবসার বিভিন্নতা। 'ব্যবসায়ভেদে লোকে ভিন্ন জাতিত্ব প্রাপ্ত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ব্যবসায়ভেদে [স ব্যবসায়ভেদ>] *ক্রিবিণ* পেশাগত ভিন্নতা অনুসারে। 'ব্যবসায়ভেদে লোকে ভিন্ন জাতিত্ব প্রাপ্ত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ব্যবসায়মূলক [স] *বিণ* বাণিজ্যিক। 'কার্য্যকরী ব্যবসায়মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা।' *হেদায়াত*, ১৯৩৬।

ব্যবসায়াভিজ্ঞ [স] *বিণ* ব্যবসায় অভিজ্ঞ। 'একজন বাঙালি ব্যবসায়াভিজ্ঞ লোক।' *নজরুল*, ১৯২২।

ব্যবসায়ি [স ব্যবসায়ী] ১ *বি* বণিক; ব্যবসায়ী। 'ইহা হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকেরদের অনেক উপকার।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ২ *বি* চর্চাকারী। 'প্রাচীন গণিত ব্যবসায়িগণ অনুমান করিতেন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ব্যবসায়িক [স] ১ *বিণ* লাভজনক। 'ধর্ম যাঁহার মধ্যে ব্যবসায়িক মূর্তি ধরিয়া উগ্ররূপে দেখা দেয় নাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* ব্যবসা-সংক্রান্ত। 'স্বামীর ব্যবসায়িক জীবনের কক্ষপথ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ব্যবসায়ী [স] ১ *বি* পেশাদার। 'ইহাতে যাহারা সঙ্গীতবিদ্যায় ব্যবসায়ী এবং ওস্তাদরূপে বিখ্যাত।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* চিকিৎসক। 'তত্ত্বান্বেষণ দ্বারা মস্তকতত্ত্ববিবেক (phrenology) ব্যবসায়ীদিগের মতে মস্তকের ভাগ বিশেষের পরিমাণ দ্বারা এ বিষয় সম্পাদনের চেষ্টা করা যাইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বি* বণিক। 'বহু ব্যবসায়ী স্থলপথ ও সমুদ্রপথগামী বণিকদিগের বৃত্তান্ত ও সামুদ্রিক রত্নের উল্লেখ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* প্রচারক। 'ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগেরও স্বীয় ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ব্যবসিক [স ব্যবসায়িক] *বিণ* ব্যবসায়ী। 'সেইত রসিক হয় ব্যবসিক দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

ব্যবস্থা [স] ১ *বি* বিধান। 'সুন সুন প্রভাবতি কী তোর ব্যবস্থা।' *মালাধর*, ১৫০০; 'শাস্ত্রে যে কোন বিষয়ের যে ব্যবস্থা আছে।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* জোগাড়। 'ব্যবস্থা করিআ রান্ধ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* নির্দেশনা। 'তোহ্মার ব্যবস্থাএ কার্য করি আহ্মি।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* প্রথা। 'নবখণ্ডের মধ্যে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা যাহাতে আছে সে কুমারিকাখণ্ড এই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৫ *বি* আইন। 'এই সকল নিয়ম রাজকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া একেবারে দেশমধ্যে ব্যবস্থার ন্যায় দৃঢ় হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৬ *বি* রীতি। 'ধর্ম্মোপাসনা করা এবং বাড়ীতে বাইবেল পড়া ও ধর্ম্মসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহা এ দেশের একটি প্রধান ব্যবস্থা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৭ *বি* ওষুধ-পথ্য। 'খসখস করে লিখে দিচ্ছেন ব্যবস্থা।' *শামসুল*, ১৯৬২। ৮ *বি* পদক্ষেপ। 'সে অনুসারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ দূরের কথা ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ব্যবস্থাকারক [স] *বি* বিধান প্রণেতা। 'নচেৎ মনু ত ন্যায় বিচক্ষণ ব্যবস্থাকারক।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

ব্যবস্থাকৌশল [স] *বি* পরিচালনা কৌশল। 'দেহের মধ্যে যন্ত্রের ব্যবস্থাকৌশল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ব্যবস্থাগত [স] *বিণ* পদ্ধতিগত। 'নানাবিধ শাসনতান্ত্রিক, আইনগত এবং ব্যবস্থাগত পরিবর্ত্তনের ফলে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ব্যবস্থাগ্রন্থ [স] *বি* ধর্মগ্রন্থ। 'মুসলমানেরদের ব্যবস্থাগ্রন্থেতে ও কাব্য শাস্ত্রেতে অদ্বিতীয় ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ব্যবস্থাতন্ত্র [স] *বি* সামাজিক নিয়ম-নীতি। 'আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্যবস্থানুগত [স] *বিণ* ব্যবস্থাধীন। 'উদ্বাহ বিষয়ে এদেশীয় স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুগত অনুলোম ও বিলোমের বিষয় বিবেচনা করা প্রচলিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ব্যবস্থানুসারে [স] *ক্রিবিণ* ব্যবস্থা অনুযায়ী। 'ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে তিন জাতির মধ্যে কোন জাতির ব্যবস্থানুসারে তাঁহার দানপত্র সিদ্ধ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ব্যবস্থাপক [স] ১ *বি* ব্যবস্থা করে যে; নির্বাহী কর্মকর্তা। 'ব্যবস্থাপক সাহেব ইহার ইস্তহারনামা বাঙ্গলা ও পারসির অক্ষর লিখিয়া ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* কর্মকর্তাগণ। *ডানকান*, ১৭৮৫। ৩ *বি* আইনপ্রণেতা, আইনপ্রণয়নকারী। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'যে ব্যবস্থাপকেরা ... রাজনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রজাদিগের দুঃসহ দুঃখরাশি দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিত থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বি* বিচারক। 'ব্যবস্থাপকেরা বিচারস্থলে ... নিগূঢ় অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

ব্যবস্থাপক সভা [স] *বি* আইন সভা। 'ব্যবস্থাপক সভায় রেন্টবিল আন্দোলনকালে জমীদার পক্ষ।' *সাধারণী*, ১৮৮৩; 'অতি দরকারী খসড়া ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

ব্যবস্থাপক সমাজ [স] *বি* আইন প্রণয়নকারী সভা। 'ব্যবস্থাপক সমাজে নাকি বিধবা বিবাহের আইন হইতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ব্যবস্থাপত্র [স] ১ *বি* বিধানপত্র। 'এক ব্যবস্থাপত্র তাহাতে ২৮ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষর হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* প্রতিবিধান। 'উক্ত ব্যবস্থাপত্রের স্বপক্ষগণ জয়ী হইয়াছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

ব্যবস্থাপনা [স] *বি* ব্যবস্থা করা। 'ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনায় ছিলেন সংস্থার সহসভানেত্রী।' *বেগম*, ১৯৭৫।

ব্যবস্থাপিত [স] ১ *বিণ* ব্যবস্থা করা হয়েছে এমন। 'বেলাববোধনার্থ একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* প্রচলিত। 'রাজশক্তি দ্বারা ... নিয়ম সকল ব্যবস্থাপিত হইতে পারে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

ব্যবস্থা-পুস্তক [স] *বি* আইনগ্রন্থ। 'ব্যবস্থা-পুস্তক প্রণয়ন ... ইত্যাদি শুভকর্ম্মে যাঁহারা লিপ্ত থাকিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ব্যবস্থা-প্রণালী [স] *বি* শাসনপদ্ধতি। 'উহাকে এক উৎকৃষ্ট রাজ্যের ব্যবস্থা-প্রণালী বলিলেও বলা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ব্যবস্থাবদ্ধ [স] *বি* যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। 'আমরা ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া সমস্ত রক্ষা করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্যবস্থাবিপর্যয় [স] *বি* আয়োজনে বিশৃঙ্খলা। 'এই সকল অভাবনীয় ব্যবস্থাবিপর্যয়ে মহেন্দ্রের কৌতুকের সীমা রহিল না।' *রবীন্দ্র*,

১৯০২।

ব্যবস্থাবুদ্ধি [স] *বি* হিতাহিত জ্ঞান। 'প্রবল ক্রোধের মুখেও মধুসূদনের মনে ব্যবস্থাবুদ্ধি থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ব্যবস্থা-ভার [স] ১ *বি* দায়িত্বভার। 'নিজের বিদ্যাদানের ব্যবস্থা-ভার নিজেরা গ্রহণ করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব। 'অতিদীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ব্যবস্থাভিজ্ঞ [স] *বিণ* আইনজ্ঞ। 'কমিস্যনরী কর্ম্মে যদি ব্যবস্থাভিজ্ঞ অতিনিপুণ কোন উকীল নিযুক্ত হইতেন তবে আরো উত্তম হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

ব্যবস্থাসম্মত [স] *বিণ* বিধানমতো। 'মহারাজ রাজবল্লভ সংগৃহীত ব্যবস্থাসম্মত ও মনু যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি প্রমাণান্বিত পণ্ডিতগণস্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্রানুসারে যথার্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ব্যবস্থিত [স] ১ *বিণ* পৃথককৃত। 'যিনি পৃথিবীকে ব্যবস্থিত করিয়াছেন ...।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বিণ* প্রচলিত। 'কতকগুলীন ইংরাজ লোকের কুপরামর্শে এতন্নূতন ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হইতেছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

ব্যবহর্তা, ব্যবহর্ত্তা [স] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

ব্যবহার [স] ১ *বি* আচরণ। 'নহে রাজা হেন ব্যবহার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* জগতের বিষয়। 'যে করিলা মুরারি শা হয় ব্যবহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* পুরস্কার। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বি* বিধান। 'একে এক ত্রয় অক্ষর অব্যয় এই বেদ ব্যবহার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৫ *বি* রীতি; রেওয়াজ। 'বাদসাহ লোকের ব্যবহার ছিল তক্তে বৈসনের পূর্ব্বে বেগমের সহিত একত্তর অভিশেক।' *রামরাম*, ১৮০১। ৬ *বি* পরিস্থিতি। 'প্রজাবর্গেরা কি রূপ ব্যবহারে আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৭ *বি* খাওয়া। 'বিন্ধ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে অনেকেই মৎস্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।' *গৌর*, ১৮২২। ৮ *বি* লেনদেন। 'যাহারা এক কথায় টাকা না দেয় এমত লোকের সহিত ব্যবহার ও আলাপ করি না।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৯ *বি* জীবনযাপন। 'বাবু আপন পরিচারক দ্বারা ... স্বীয় জাতীয় রীত্যনুসারেতে ব্যবহার করিতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ১০ *বি* প্রচলন। 'তাহার পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাধু ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ১১ *বি* প্রকাশ। 'তৎসম্পাদক কি নিমিত্ত এ অশুদ্ধ কবিতা ব্যবহার করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ১২ *বি* কাজে লাগানো। 'গঙ্গাজল ও নিকটবর্ত্তী অপকৃষ্ট পুষ্করিণীর জলই ব্যবহার করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ১৩ *বি* সেবন। 'ইনি কি (Alcohol) এলকোহল ব্যবহার করে থাকেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ১৪ *বি* অনুসরণ। 'ধর্ম্মগ্রন্থকে যাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থরূপে ব্যবহার করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্যবহার কর্ম, ব্যবহার কর্ম্ম [স] *বি* সাংসারিক কাজ। 'স্ত্রীলোকের পূর্ব্বাপর সিদ্ধ ব্যবহার কর্ম্ম যে আছে তাহা তাহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ব্যবহারগত [স] *বিণ* প্রথা-সংক্রান্ত। 'পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলের ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ব্যবহারজীবী [স] *বি* আইনজীবী। 'ব্যবহারজীবীকে কলকারখানার ডিরেক্টার করা হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

ব্যবহারতঃ [স] *ক্রিবিণ* ব্যবহারে। 'ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মতঃ ব্যবহারতঃ ... প্রভিন্নতা প্রত্যক্ষ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ব্যবহারনীতি [স] *বি* ব্যবহারিক রীতি। 'ব্যবহারনীতি-দ্বারা এই একত্র জমা হওয়ার একটা কল্যাণরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ব্যবহার-বিরল [স] *বিণ* সচরাচর ব্যবহৃত হয় না এমন। 'কেবল ব্যবহার-বিরল আভিধানিক শব্দসমষ্টি জুড়িয়া দিলেই যদি কাব্য হইত।' *নবনূর*, ১৯০৪।

ব্যবহারমুখী [স] *বিণ* ব্যবহার করা যায় এমন। 'ভাষার ব্যবহারমুখী শক্তিকে প্রচণ্ড গতি দান করেছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

ব্যবহারযোগ্য [স] *বিণ* ব্যবহারের উপযোগী। 'উহা এক যন্ত্রোপরি সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ব্যবহারশাস্ত্র [স] *বি* আইনগ্রন্থ। 'জোন্স অবকাশকালে ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ব্যবহারহীন [স] *বিণ* ব্যবহারের অনুপযুক্ত। 'শতাব্দীর ঝুরিনামা গাছের নিবিড়ে ওই/ ব্যবহারহীন জল থেকে।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

ব্যবহারাজীব [স] *বি* উকিল। 'জোন্স বিচারালয়ে ব্যবহারাজীবের কার্যে নিযুক্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ব্যবহারার্থী [স] *বিণ* বিচারার্থী। 'ব্যবহারার্থীরাও অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ হন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ব্যবহারিক [স] ১ *বিণ* ব্যবহার সম্বন্ধীয়। 'ব্যবহারিক বাঙ্গলা কথা ... অবগত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* প্রাত্যহিক। 'আমাদের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে মর‍্যালিটি অত্যাবশ্যক।' *প্রমথ*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* পারিবারিক। 'বাইরের ব্যবহারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে ... ইসলামে কি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ব্যবহারিক বিদ্যা [স] ১ *বি* আইনশাস্ত্র। 'ব্যবহারিক বিদ্যা সুন্দর জানিতেন।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *বি* সংসারে কাজে লাগে এমন জ্ঞান; বিষয়কর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান। 'সকল স্ত্রী লোকেরই ব্যবহারিক বিদ্যা হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

ব্যবহারী [স] ১ *বিণ* সংসারী। 'ব্যবহারী জনে সে সকলে হাস্য করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ব্যবহারকারী। 'বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বিণ* গৃহের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত। 'একটা ব্যবহারী শাড়ি তুলে নিয়ে ছবি বদল ...।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

ব্যবহারোপযোগী [স] ১ *বিণ* ব্যবহারের উপযুক্ত। 'চলিত এবং কতিপয় ব্যবহারোপযোগী প্রচলিত যাবনিক শব্দের রূঢ়ি যৌগিক বিশেষে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ২ *বিণ* ব্যবহারের উপযোগী। '... এই বিস্তৃত জগতে সকল দ্রব্য আমারদিগের ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

ব্যবহার্য, ব্যবহার্য্য [স] *বিণ* ব্যবহারের উপযুক্ত। 'কেবল আপনারদের ব্যবহার্য্য দুই এক জলপাত্র অবশিষ্ট রাখে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'বাড়ির সর্বদাব্যবহার্য নূতন পঞ্জিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ব্যবহার্যতা [স] ১ *বি* সামাজিক সম্পর্ক; মেলামেশা। 'হিন্দুরদিগের সহিত তাহারদিগের ব্যবহার্যতা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* ব্যবহার। 'ইংলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্য্যতা হেতু যে ধনাঢ্যতা ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

ব্যবহার্যা, ব্যবহার্য্যা [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যবহারের যোগ্য। 'রাজকার্য্যে ব্যবহার্য্যা ছিলেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

ব্যবহিত [স] *বিণ* দূরত্বে অবস্থানকৃত। 'পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ব্যবহৃত [স] ১ *বিণ* আচরিত; পালিত। 'পিতৃপিতামহাদির আচরিত ও

ব্যবহৃত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* ব্যবহার করা হয়েছে এমন। 'ব্যবহৃত হয়ে গেছে তারা।' *জীবন*, ১৯৩২।

ব্যভার [স ব্যবহার] *বি* ব্যবহার। 'অন্ন না উদরে পুরি খুঞ্জার বসন পরি এ তোমার ব্যভার কেমন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যভিচার [স] **১** *বি* স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গ। 'ব্যভিচার, কৃতঘ্নতা, স্থাপ্যহরণ ইত্যাদি পাপ কর্ম্ম ...। *সেবধি*, ১৮৩৯। **২** *বি* অন্যথাচরণ। 'বৈষম্যই জগতের নিয়ম; সাম্য তাহার ব্যভিচার মাত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* অন্যায় আচরণ। 'মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ব্যভিচারদোষ [স] *বি* অবৈধ যৌন সম্পর্ক। 'ব্যভিচারদোষে অবশ্যই লিপ্ত হইয়া থাকে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ব্যভিচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যভিচারী। 'একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিণী সংসর্গ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ব্যভিচারী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* ব্যভিচার করে এমন। 'ব্যভিচারী নারি না হবে কাণ্ডারী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার রসের অন্তর্ভুক্ত নানা ধরনের চারিত্রিক অভিব্যক্তি। 'কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ব্যভ্রম [স] *বি* অপমান। 'ঝা বলচে তাই কচ্চি তবু তো ব্যভ্রম কত্তি ছাড়ে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ব্যমহদায়ক [স ব্যামোহদায়ক] *বিণ* কষ্টকর; অসুবিধাজনক। *ক্যালগে*, ১৭৯১।

ব্যয় [স] **১** *বি* দান। 'যত দ্রব্য করে ব্যয় পুনঃ তৈছে হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* খরচ। 'বহু ব্যয় করি কড়ি করিলাঙ খাট পাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ত্যাগ। 'যদি আমার প্রাণ ব্যয় করিলে তাহারদের রক্ষা হয়।' *রামরাম*, ১৮০২। **৪** *বি* ধ্বংস। 'লীগের কর্ম্মপদ্ধতি ও কর্ম্মতালিকা ব্যয় করিবার জন্য ... অপপ্রচার।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

ব্যয় করা *ক্রি* খরচ করা। 'ব্যয় করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ব্যয়কাতর [স] *বিণ* ব্যয়কুণ্ঠ। 'ব্যয়কাতর কৃপণের ধনের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্যয়কুণ্ঠ [স] *বিণ* খরচ করতে অনাগ্রহী; কঞ্জুষ। 'ইহারা মহাব্যয়কুণ্ঠ মানুষ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ব্যয়জনক [স] *বিণ* অধিক খরচ করায় এমন। 'এ সমস্ত বিবেচনা করিয়া কোন ব্যয়জনক কর্ম্মে উপায় হীন প্রজারদিগকে দর্শাইলে ভাল হয়।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

ব্যয়প্রযুক্ত [স] *বিণ* ব্যয়জনিত কারণ। 'অনবধানতাতে এবং অনিশ্চিত অপরিমিত ব্যয়প্রযুক্ত দশ জমীদারী অবশ্য নিলাম হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ব্যয়বাহুল্য [স] *বি* বেশি খরচ। 'পুল ব্যয়বাহুল্যবিনা অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ব্যয়ভার [স] *বি* খরচ। 'কারখানার ব্যয়ভার এত বাড়িয়া উঠিবে যে, কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ব্যয়লাঘব [স] *বি* খরচ কমা। 'তাহাতে ব্যয়লাঘবের সুবিধা ছিল বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ব্যয়শীল [স] *বিণ* খরচ করতে উদার। 'কুমার বাহাদুর অতি সুজন এবং উদার চরিত্র ব্যয়শীল পরোপকারক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ব্যয়শীলতা [স] *বি* ব্যয়বহুলতা। 'কাল্পনিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও অতিব্যয়শীলতাদি নানা প্রকার অকর্ত্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ব্যয়সংকোচ, ব্যয়সঙ্কোচ [স] *বি* খরচ কমানো। 'রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সংকোচ করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০; 'ব্যয়সঙ্কোচের দ্বারাও অধিক অর্থ পাওয়া যাইতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

ব্যয়সংক্ষেপ [স] *বি* ব্যয়হ্রাস। 'বৃন্দাবন যাওয়াতে এক তো ব্যয়সংক্ষেপ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ব্যয়সাধ্য [স] **১** *বি* ব্যয়বহুল। 'এই কর্ম্ম সম্পূর্ণ করা ব্যয়সাধ্য।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'সংপ্রতি বিবেচনা করিলে সকল বিষয়ই অধিক ব্যয়সাধ্য জানিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* আয়াসসাধ্য। 'এখন প্রজাশাসন কিছু ব্যয়সাধ্য হইয়াছে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

ব্যয়া [স ব্যয়>] *ক্রি* ক্ষয় বা নিঃশেষ করা। 'যশোলাভ লোভে আয়ু, কত যে ব্যয়িলি হায়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ব্যয়াতিশয্যপ্রবণ [স] *বিণ* অতিরিক্ত ব্যয়ে অভ্যস্ত। 'এখানকার সমাজজীবনে প্রাগৌপনিবেশিক কালের ... ব্যয়াতিশয্যপ্রবণ ... প্রতিন্যাস ও আচরণ প্রবল থেকে গেছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

ব্যয়াধিক্য [স] *বি* অধিক খরচ। 'ব্যয়াধিক্য ভয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে না পারিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ব্যয়ানুকূল্য [স] *বিণ* খরচ মেটানোর জন্য দিতে হয় এমন। 'উক্ত গ্রন্থের ব্যয়ানুকূল্য মূল্য নিরূপণে অসমর্থ।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ব্যয়াভাব [স] *বি* কম খরচ। 'জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব ইতি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ব্যয়ার্থে [স] *ক্রিবিণ* ব্যয় করার জন্য। 'ছবি প্রস্তুত করণের ব্যয়ার্থে ... কিঞ্চিৎ চাঁদা দেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ব্যয়াশক্ত [স] *বিণ* অর্থ জোগাতে ব্যর্থ। 'যে বালকগণ পাঠবিষয়ে ব্যয়াশক্ত হইবেন ... বিনা বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

ব্যয়িত [স] **১** *বিণ* খরচ করা হয়েছে এমন। 'ব্যয়িত তাপ সূর্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'পূর্বে যে অর্থ সাধারণের কার্যে ব্যয়িত হইত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **২** *বিণ* গত। 'যাহাদিগের সমস্ত জীবন তাহাদিগকে অনুধাবন করিতে ব্যয়িত হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

ব্যয়ী [স] *বিণ* ব্যয় করে এমন। 'স্কটলণ্ডীয় লোক পরিমিত ব্যয়ী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ব্যায়ার্থে [স] *ক্রিবিণ* ব্যয়ের জন্য। 'ইহার ব্যায়ার্থে পনের সরুপ একসও এক তঙ্কা ...।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

ব্যরিষ্টার [ই] *বি* ব্যারিস্টার; আইনজীবী। 'নট, সূত্রধর, মোসাহেব, চারিজন, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যরিষ্টার, ডাক্তার সাহেব ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। *দ্র* **ব্যারিষ্টার**

ব্যর্থ [স] *বিণ* বৃথা। 'ব্যর্থ তার সন্ন্যাস বেদান্তপাঠে রতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ব্যর্থকরণ [স] *ক্রি* ব্যর্থ করা। 'ছলের দ্বারা ব্যর্থকরণ কেবল নিরপরাধ নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ব্যর্থকাম [স] **১** *বিণ* অসফল। 'তব পদ সেবি ব্যর্থকাম কভু নাহি হবে ভক্তজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **২** *বিণ* নিষ্ফল। 'ব্যর্থকাম ভগ্নহৃদয়।' *ফজলল*, ১৯১৩।

ব্যর্থতা [স] *বি* বিফলতা। 'ঘর্ঘরিয়া চলেছি আজ কিসের ব্যর্থতায়।'

রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ব্যর্থবীর্য [স] *বিণ* বীরত্ব নিষ্ফল হয়ে গেছে এমন। 'ব্যর্থবীর্য শয়তানের আবির্ভাব হোক।' *নীরেন*, ১৯৪৯।

ব্যর্থমনোরথ [স] *বিণ* নিষ্ফল। 'ব্যর্থমনোরথ হইয়া এতৎসাধনসঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ব্যর্থযৌবনা [স] *বিণ স্ত্রী* যৌবন ব্যর্থ হয়ে গেছে এমন। 'ব্যর্থযৌবনা, দরিদ্রা ধ্রুবা হয়তো আজও ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ব্যর্থশোক [স] *বি* বৃথা শোক। 'গাঁথিয়া সীমন্তে পরি ব্যর্থশোক-'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ব্যলীক [স] **১** *বিণ* লম্পট; অশিষ্ট। 'ব্যলীক বেটারদের তামাসা দেখুন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **২** *বি* পীড়ন। 'শীঘ্র পৌছুলে উভয়ের এই ভয়ানক ব্যলীকের হাত হতে পরিত্রাণ হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্যষ্টি [স] **১** *বি* পৃথক পৃথক বা নিজ নিজ ভাব। 'ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য নিজেকে লইয়া কেবলই ভাঙাগড়া চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* একক ব্যক্তি। 'সমষ্টির অভিসন্ধি নিঃসহায় ব্যষ্টিরে সংহারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

ব্যষ্টিগত [স] *বিণ* ব্যক্তিগত। 'মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ব্যষ্টিচরিত্র [স] *বি* ব্যক্তি চরিত্র। 'জাতির মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে ব্যষ্টিচরিত্রের উৎকর্ষের উপর।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ব্যষ্টিবর্জিত [স] *বিণ* ব্যষ্টিক নয় এমন। 'সেই ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না।' *শিব*, ১৯৫০।

ব্যস [ধ্বন্যা] *অব্য* যথেষ্ট হয়েছে আর দরকার নেই এইভাব। 'ব্যস্ আর চাই কী?' *জীবন*, ১৯৩২।

ব্যসন [স] **১** *বি* রক্ষণাবেক্ষণ। 'মেনওয়ারী জাহাজ ... তইয়ার ও তাহার ব্যয় ব্যসনের সুসারের ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭। **২** *বি* দোষ। 'তাহার ব্যসন অষ্টাদশ প্রকার।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৩** *বি* কাম ও ক্রোধ থেকে উৎপন্ন দোষ। 'তাহার মধ্যে কামপ্রযুক্ত দশ প্রকার ব্যসন হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৪** *বি* কষ্ট। 'বহুবিধ বিত্ত ব্যয় ও ব্যসনপূর্ব্বক ... বালিকারদের বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৫** *বি* নেশা। 'সত্যকথা বলা মেয়ের একটা ব্যসন বললেই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ব্যসনাসক্ত [স] *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র, কোষ ... আক্রমণ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ব্যস্যা [স বেশ্যা] *বি* যৌনকর্মী। 'ব্যস্যা সত্ত পাঠাইব প্রধান সোন্দরী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ব্যস্ত [স] **১** *বিণ* অস্থির। 'বড় ব্যস্ত হয়ে শাহা করেন জিজ্ঞাস।' *গরীব*, ১৭৫০। **২** *বি* ব্যাকুল। 'সে শোভা পূর্ণ করিবার নিমিত্তে দিবারাত্রি ব্যস্ত হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৩** *বিণ* নিয়োজিত। 'তিনি কেবল শরীরের সেবা ও ইন্দ্রিয়ের পরিচর্যাতেই ব্যস্ত থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বিণ* উৎকণ্ঠিত। 'আমার চিঠির কোনো রকম গোলমাল হলে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৫** *বিণ* আগ্রাসী। 'ব্যস্ত আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশার ফাঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ব্যস্ততা [স] **১** *বি* উদ্বেগ; দুশ্চিন্তা। 'সমস্ত পরিবারকে ব্যস্ততাতে ও ভয়েতে ফেলিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* অস্থিরতা। 'তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া নিকটস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলে কহেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৩** *বি* তাড়াহুড়া। 'সকলের চেয়ে চোখে পড়ে লোকের ব্যস্ততা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ব্যস্তবাগীশ [স] *বিণ* অত্যন্ত ব্যস্ত। 'ব্যস্তবাগীশ লোক পরস্পরকে জাগ্রত এবং প্রাতঃকৃত্যে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ব্যস্ত ভাব [স] *বি* ব্যস্ততা; উত্তেজনা। 'পাতিহাঁসের ওরই মধ্যে একটু ব্যস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ব্যস্তসমস্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত ব্যস্ত। 'অন্য২ গাইয়া ব্যস্তসমস্ত।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ব্যস্তসমস্তভাবে *ক্রিবিণ* ব্যতিব্যস্ততার সঙ্গে। 'শোভা তাড়াতাড়ি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং ব্যস্তসমস্তভাবে মাথার হাওয়া করিতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ব্যস্তসমস্ত হওয়া *ক্রি* অত্যন্ত ব্যস্ত হওয়া। 'ব্যস্তসমস্ত হইয়া একেবারে সমস্ত হৃদয়টা তাহার পায়ের তলায় ফেলিয়া দিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ব্যস্তা [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যস্ত। 'ধাত্রীকে দেখিয়ে ব্যস্তা ত্রস্তা রূপবানু।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ব্যস্তিত [স] *বিণ* ব্যস্ত। 'ইহাতেই সকলে ব্যস্তিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

ব্যা [স বিবাহ] *বি* বিয়ে। 'তার মেয়েগোর ব্যা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ব্যাই [স বৈবাহিক] *বি* বেহাই; কন্যা বা পুত্রের শ্বশুর। 'ব্যাই তোমায় বলবো কি ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ব্যাওরা *বিণ* উদাসীন। 'জোয়ান পোলার শাদি না দিলে সে তাই ব্যাওরা অইয়্যা যাইব।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ব্যাংচা *বি* ব্যাঙের বাচ্চা। 'হাতির পিছে নেংচে চলে/ ব্যাংচা এবং খলসে রে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ব্যাংছা *বি* ব্যাঙের বাচ্চা। 'গোদা ঠ্যাং ন্যাংচে চলে ব্যাংছা যেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ব্যাঁকা *বিণ* বাঁকা। 'পাঁচের মতন থুতনো ব্যাঁকা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ব্যাক [ই] *বি* ফুটবল খেলায় রক্ষণভাগে নিযুক্ত খেলোয়াড়। 'জগা ব্যাকে খেললে অন্য দলের ফরোয়ার্ডদের দুর্বিপাক।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ব্যাকওয়ার্ড [ই] *বিণ* অনুন্নত। 'বড্ড ব্যাকওয়ার্ড জায়গা।' *শামসুল*, ১৯৬২।

ব্যাকগ্রাউন্ড [ই] **১** *বি* আবহসংগীত। 'সেকেলে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডের মত।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* পটভূমি। 'তারই সোনালি পূর্ণতার উপরে ওদের প্রকাশের ব্যাকগ্রাউন্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৩** *বি* পিছনের দৃশ্য; পশ্চাৎপট। 'অনেকটা ব্যাকগ্রাউণ্ডের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।' *অবন*, ১৯৪১।

ব্যাক-ডেইট [ই] *বি* পেছনের-তারিখ-দেওয়া। 'ব্যাক-ডেইটেরই মিথ্যা একখানা সার্টিফিকেট চাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ব্যাকব্রাশ [ই] *বি* মাথার চুল পেছন দিক করে আঁচড়ানো। 'কেশ প্রসাধনে যেমন না ব্যাকব্রাশ শুরু করেছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ব্যাকখানা [স ব্যাখ্যান] *বি* অতিরঞ্জিত বর্ণনা। 'আর ব্যাকখানা কর না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ব্যাকগ্যামন [ই] *বি* খেলাবিশেষ। 'দাবা, ব্যাকগ্যামন কিংবা ড্রাফট খেলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ব্যাকটিরিয়া [ই] *বি* এককোষী অণুজীববিশেষ। 'আপনি এল ব্যাকটিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ব্যাকরণ [স] **১** *বি* ভাষার গঠন-পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করে যে শাস্ত্র।

'ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বেদ, ব্যাকরণাদি, বেদাঙ্গ ... উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও গঠনপদ্ধতি। 'জীবনের ব্যাকরণ জিনে নেবে যেন তারা।' *জীবন*, ১৯৩০।

ব্যাকরণকর্তা, ব্যাকরণকর্ত্তা [স] *বিণ* ব্যাকরণবিদ। 'তিনি দ্রাবিড় ভাষার ব্যাকরণ কর্ত্তা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ব্যাকরণকার [স] *বিণ* ব্যাকরণবিদ। 'ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের ঔপমিত ব্যাকরণকার।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ব্যাকরণ জ্ঞান [স] *বি* ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও প্রয়োগ বিষয়ক জ্ঞান। 'কাহারো বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান মাত্র ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ব্যাকরণনবীশ [স ব্যাকরণ+ফা নবীস] *বি* ব্যাকরণবিদ। 'অনেক অনেক ব্যাকরণনবীশ ও স্মৃতিওয়ালা ভট্টাচার্য্য আসিয়াছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ব্যাকরণভীরু [স] *বিণ* ব্যাকরণ পাঠে ভয় পায় এমন। 'শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু।' *রবীন্দ্রনাথ*, ১৯০৯।

ব্যাকরণসম্মত [স] *বিণ* ব্যাকরণের নিয়ম মানে এমন। 'ব্যাকরণসম্মত অর্থাৎ কায়দাদুরস্ত কি না?' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ব্যাকর্ণ [স] *বিণ* বিক্ষিপ্ত। 'পড়িল ব্যাকর্ণ-টীকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যাকুল [স] **১** *বিণ* আকুল। 'বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উদ্বিগ্ন। 'পঞ্চরোগ-পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* কাতর। 'কুষ্ঠব্যাধিতে মুঞি হইয়াছি ব্যাকুল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বিণ* অস্থির। 'হইয়া ব্যাকুল মন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বিণ* উৎকণ্ঠিত। 'অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ব্যাকুলকাতর [স] *বিণ* মর্মাহত। 'ব্যাকুলকাতর দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

ব্যাকুল-গতি [স] *বিণ* চঞ্চল। 'ব্যাকুল-গতি ঝরনাটার ধারে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ব্যাকুলচিত্ত [স] *বি* অস্থির মন। 'এক্ষণে আপনকার ব্যাকুলচিত্তকে সুস্থ করিয়া আমাকে অনুকূল হও।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ব্যাকুলতা [স] **১** *বি* অস্থিরতা; উৎকণ্ঠা। 'অতি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* ঔৎসুক্য। 'দিশাহারা অনির্দিষ্টকে যেন দিক দেখাবার ব্যাকুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ব্যাকুল নয়ন [স] *বি* নয়ন অস্থির। 'ব্যাকুল নয়ন মোর, অস্তমান রবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ব্যাকুল-হিয়া [স ব্যাকুলহৃদয়] *বিণ* ব্যাকুলহৃদয়। 'তোর কাছে বালা এই শেষবার ফেলিল সলিল ব্যাকুল হিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ব্যাকুলহৃদয় [স] *ক্রিবিণ* ব্যাকুল হৃদয়ে। 'তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি ব্যাকুলহৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ব্যাকুলা [স] *বি স্ত্রী* উদ্গ্রীব। 'বিধবা যে গুলা, বিষম ব্যাকুলা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'তদনন্তর মন্ত্রী বালককে লইয়া অন্তঃপুরে ব্যাকুলা রাজমহিষীর নিকটে সমর্পণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ব্যাকুলি [স ব্যাকুল>] *ক্রিবিণ* কাতর হয়ে। 'ভূম্য লাটাইয়া উসা কান্দিয়া ব্যাকুলি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ব্যাকুলিত [স] *বিণ* আকুল। 'যাহারা অন্নচিন্তায় সতত ব্যাকুলিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

ব্যাকোস [স] *বিণ* বিমুক্তকোষ; বিকশিত। 'ব্যাকোস বকুল কলি বসন্তের বায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ব্যাখ্যা [স] **১** *বি* বর্ণনা। 'মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাহারাও সুন্দর মত ব্যাখ্যা করিল।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'বেগুণের গুণ নাহি ব্যাখ্যা হয় মুখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* প্রশংসা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ব্যাখ্যা করা *ক্রি* বিস্তারিতভাবে বলা। 'অতিস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে এই উক্তি করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ব্যাখ্যাকর্তা [স] *বিণ* ব্যাখ্যাকারী। 'ফিজিক্সের ব্যাখ্যাকর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ব্যাখ্যাকারী [স] *বিণ* নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশদ বর্ণনাকারী। 'তিনি মনগড়া হাদিস ব্যাখ্যাকারী।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ব্যাখ্যাগত [স] *বিণ* বিশ্লেষণগত। 'কী কী তার ব্যাখ্যাগত সমস্যা – এসব নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিচার অবশ্যই জরুরি।' *শিব*, ১৯৫৬।

ব্যাখ্যাত [স] **১** *বিণ* বিস্তারিতভাবে কথিত। 'তাহাতে এই নূতন প্রণালী বিশিষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বি* বিশদ বর্ণনা। 'দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গর্ব্বিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ব্যাখ্যাতা [স] *বি* বর্ণনাকারী ব্যক্তি। 'তাৎপর্যের ব্যাখ্যাতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ব্যাখ্যাতীত [স] *বিণ* বর্ণনার অতীত। 'ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ব্যাখ্যান [স] *বি* ব্যাখ্যা। 'ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা অট্ট অট্ট হাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ব্যাখ্যান করা *ক্রি* প্রশংসা করা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সুধামুখীর কাছে হাত ঘুরিয়ে নফরকেষ্ট ভাইয়ের ব্যাখ্যান করে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ব্যাখ্যানা [স ব্যাখ্যা>] *বি* বিশদ বিবরণ। 'বোকা মেয়েটার শোনো ব্যাখ্যানা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ব্যাখ্যিত [স] *বিণ* বর্ণনা করা হয়েছে এমন। 'বলে সপ্ত পাত্তির মত, সপ্তরূপ ব্যাখ্যিত।' *লালন*, ১৮৯০।

ব্যাগ [ই] *বি* থলে। 'দাঁড়িপাল্লা, চ্যাটা, কুলো ও চালুনীরে গণি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আস পাশ থেকে উঁকী ঝুকী মাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্যাগড়া *বি* ঝামেলা। 'শেষ সময় আচ্ছা এক ব্যাগড়া বাধিয়ে দিল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ব্যাগাটেলি [ই baggatelle] *বি* কাঠের বোর্ডে ছোটো ছোটো ধাতব বলের একটি খেলা, বোর্ডের বিভিন্ন জায়গায় যেসব ছোটো গর্ত থাকে, বলগুলোকে সেসব গর্তে ফেলার চেষ্টা করতে হয়। 'দুজনে একটু ব্যাগাটেলি খেলি।' *মানিক*, ১৯৪০।

ব্যাগার [ফা বেগার] *বি* মজুরিবিহীন কাজ। 'ব্যাগার ঠেলা ঢেঁকি গেলা/ টাকশালে সই না তো।' *লালন*, ১৮৯০।

ব্যাঘাত [স] **১** *বি* অসুবিধা। 'এই প্রকার ভয়ে ও উৎপাতের সহিত ব্যাঘাত জন্মে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* বাধা। 'ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতিব্যাঘাত।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৩** *বি* ক্ষতি। 'ধনের ব্যাঘাত পরেই ধর্ম্মহানির সূত্রপাত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ব্যাঘাতক [স] *বিণ* ব্যাঘাত ঘটায় এমন। 'এইরূপ তত্ত্ব লওনের বরং

ব্যাঘাতকও হইতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ব্যাঘাত করা *ক্রি* বাধা সৃষ্টি করা। 'রত্নলাভের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত স্বীয় স্বভাব দ্বারা অনেক যত্ন পাইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ব্যাঘাত জন্মানো *ক্রি* অসুবিধা হওয়া। 'যথেষ্ট বেড়াবার পক্ষে একটু ব্যাঘাত জন্মায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ব্যাঘাতপীড়া [স] *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'পাঠাভ্যাসের ব্যাঘাতপীড়া ... লেশমাত্র ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ব্যাঘাতপ্রাপ্ত [স] *বিণ* বাধাপ্রাপ্ত। 'সমাজের ... ধর্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্যাঘ্র [স] *বি* বাঘ। 'পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ব্যাঘ্রচর্ম [স] *বি* বাঘের চামড়া। 'দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হস্তে নরকপাল, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ব্যাঘ্রভীতি [স] *বি* বাঘের ভয়। 'চিতপুরের যে ব্যাঘ্র ভীতি তাহা অদ্যাপি লোকেরা কহে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ব্যাঘ্রযুগ [স] *বি* বর্বরতার যুগ। 'ব্যাঘ্রযুগে শুধু মৃত হরিণীর মাংস ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

ব্যাঘ্রাজিন [স] *বি* বাঘের চামড়া। 'ব্যাঘ্রাজিন আসন পাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ব্যাঘ্রিনী [স] *বি* বাঘিনী। 'ব্যাঘ্রিনীর মতো অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিংসা লোভ যত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ব্যাগ্রপাইপ [ই ব্যাগপাইপ] *বি* একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'তা ছাড়া ওই ব্যাগ্রপাইপ নামক বাদ্যভাণ্ডটা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ব্যাঙ [স ব্যঙ্গ] *বি* ব্যাং। **ব্যাঙ-ডাকানি** *বিণ* ব্যাঙ ডাকার উপযোগী। 'কি ব্যাঙ-ডাকানি জল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ব্যাঙাচি, ব্যাঙ্গাচি [স ব্যঙ্গ>] *বি* ব্যাঙের বাচ্চা। 'অনেক সংকল্প ব্যাঙাচির লেজের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'এনতার ব্যাঙ্গাচি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ব্যাঙাচির লেজ *বি* যা সহজে খসে পড়ে। 'অনেক সংকল্প ব্যাঙাচির লেজের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ব্যাঙাচ্চি *বি* ব্যাঙের বাচ্চা। 'ব্যাঙ বললেন, ব্যাঙাচ্চি।' *অন্নদা*, ১৯৫১।

ব্যাঙের আবার সর্দি – যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তার সে বিষয়ে কোনো কষ্ট হয় না। *সুবল*, ১৯০৬।

ব্যাঙের ছাতা *বি* ছত্রাক; ছাতার মতো দেখতে ছোটো আকারের অপুষ্পক উদ্ভিদবিশেষ। 'আমি ভাবি ব্যাঙের ছাতা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ব্যাঙ্ক [ই] *বি* অর্থ ও অলংকারাদি গচ্ছিত রাখার প্রতিষ্ঠানবিশেষ। 'কেহ কহে পতি মোর ব্যাঙ্কের পোদ্দার।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'ব্যাঙ্ক নোটের নিমিত্তে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ব্যাঙ্কওয়ালা [ই ব্যাংক+হি ওয়ালা] *বি* ব্যাংক ব্যবসায়ী। 'ব্যাঙ্কওয়ালা ব্যাঙ্কিং ছেড়ে ... সেবা ও সৎকারে লেগে গেলেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ব্যাঙ্কনোট [ই] *বি* কাগজের টাকা। 'ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কনোট বাজারে বিস্তার ও চলিত হইলে টাকার সচ্ছলতা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ব্যাঙ্কার [ই] *বি* কোনো ব্যাংকের মালিক। 'কলকাতার প্রখ্যাত ব্যাঙ্কার দুহিতা মমতা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ব্যাঙ্কিং [ই] **১** *বি* ব্যাংক ব্যবসা। 'ভারতীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির রিপোর্ট।' *সওগাত*, ১৯৪৫। **২** *বিণ* ব্যাংক সংক্রান্ত। 'ঢাকার মুসলিম গার্লস হাই স্কুলে ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাঙ্কিং শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৩।

ব্যাঙ্কিং ব্যবসা [ই ব্যাংকিং+স ব্যবসায়] *বি* ব্যাংকবিষয়ক ব্যবসা। 'ব্যাঙ্কিং ব্যবসা হারাম।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

ব্যাঙ্গমা [স বিহঙ্গম] *বি* রূপকথার পাখিবিশেষ, যে মানুষের মতো কথা বলতে পারে। 'একটি গাছে থাকে শুধু ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমী?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ব্যাঙ্গমী *বি স্ত্রী* রূপকথার একপ্রকার পাখি, যে মানুষের মতো কথা বলতে পারে। 'ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীও পথ জানে না তার।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

ব্যাঙ্গাচি *দ্র* ব্যাঙ

ব্যাচ [ই] *বি* দল। 'ফাস্ট ব্যাচেই খাওয়া সেরে ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ব্যাচা [স বিক্রয়] *ক্রি* বিক্রি করা। 'ঐ বই হুতোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

ব্যাজ[1] [স] **১** *বি* দেরি। 'সুনিএগ্রা চিন্তিত কৃষ্ণ ব্যাজ না কইল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ব্যাজ জানি লঘুগতি আইসে নীলাম্বর সুতের বিলম্ব দেখি ভাবে পুরন্দর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ছলনা। 'আইলে নৃপতির কাজে রহিলে পঞ্জর-ব্যাজে বেউশা জনের পাইয়া সঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* সুদ। 'ছয় মাহা বাদে ব্যাজ সমেত টাকা দিব।' *রেয়ার্স*, ১৭৫৬।

ব্যাজে *ক্রিবিণ* পরে। 'তাহার খানিক ব্যাজে তাহারদিগের জথা সর্বস্ব ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

ব্যাজনিন্দা [স] *বি* একজনের নিন্দা দ্বারা অপরের নিন্দা জ্ঞাপন। 'এই ব্যাজনিন্দা হচ্ছে ভারতচন্দ্রের আত্মকথা।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

ব্যাজস্তুতি [স] *বিণ* ভণ্ড-প্রশংসা। 'মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ব্যাজ[2] [ই] *বি* প্রতীকী চিহ্ন। 'কালো ব্যাজ ধারণ করে নগ্নপদে মিছিল নিয়ে ...।' *বেগম*, ১৯৫৫; 'কারো-বা বাহুতে চওড়া সবুজ ব্যাজ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ব্যাজ ব্যাজ [ধ্বন্যা] *বি* অনর্গল বৃথা কথা। 'তুমি রাত দিন ব্যাজ ব্যাজ কর্বে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ব্যাজার [ফা বেজার] *বিণ* অখুশি। 'তুমি ব্যাজার হয়ে দেওড় মারবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ব্যাজাল *বি* পেঁচাল; বাচালতা। 'ব্যাজাল পারিস না।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ব্যাঞ্জো [ই] *বি* গীটারের মতো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'দু'চারটে আনাড়ি বাজিয়ে ব্যাঞ্জোর উপর উৎপাত করে যৎসামান্য কামিয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ব্যাট [ই] **১** *বি* বল পেটানোর উপযোগী কাঠের উপকরণবিশেষ। 'সেখানে লোকেরা ব্যাট ও গোলা এবং লনটেনিস খেলিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বি* টেনিস খেলায় বল চালনার বিশেষ র‍্যাকেট। 'ডান হাতে টেনিস ব্যাট।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ব্যাট ও গোলা *বি* ক্রিকেট খেলা। 'সেখানে লোকেরা ব্যাট ও গোলা এবং লনটেনিস খেলিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ব্যাট পিটানো *ক্রি* ক্রিকেট খেলায় ব্যাট দিয়ে মারা। 'ব্যাট পিটিয়েই বা কি আমোদ?' *জীবন*, ১৯৩২।

ব্যাটবল [ই] *বি* ক্রিকেট বা বেইসবলের অনুকরণে পরিকল্পিত দেশীয় খেলাবিশেষ। 'তোমরা একবার পড়লে ব্যাটবল গুলিডাণ্ডা সবসুদ্ধ ঘাড়মোড় ভেঙে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ব্যাটসম্যান [ই] *বি* ক্রিকেট খেলায় যে ব্যাট করে। 'তিনি যত ভাল ব্যাটসম্যানই হোন না কেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ব্যাটা [স বটু>] ১ *বি* অবজ্ঞাসূচক গালি; লোক। 'কেবল ঐ ব্যাটারা বালাই।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* পুত্র। 'বিষম দুরন্ত ওটা মোজোবোর ব্যাটা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ব্যাটাচ্ছেলে *বি* অবজ্ঞাসূচক গালিবিশেষ। 'ব্যাটাচ্ছেলের আবার দুর্বলতা দেখো দেখি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ব্যাটাছেলে *বি* পুরুষমানুষ। 'তুই ব্যাটাছেলে ... তোর আবার লজ্জা কি।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ব্যাটারি, ব্যাটারী [ই] *বি* বিদ্যুৎ ধারণকারী উপকরণ। 'তড়িদুৎপাদক যন্ত্র ইংরাজী ভাষায় ইলেকট্রিক ব্যাটারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'প্রাচীন ভারতে গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ছিল কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ব্যাটালিয়ন, ব্যাটেলিয়ন [ই] *বি* সৈন্যবাহিনীর বড়ো ইউনিট। 'বেলুচি রেজিমেন্টের প্রথম 'ব্যাটালিয়ন' যাত্রা করলে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ব্যাডমিন্টন [ই] *বি* র‍্যাকেট ও শাটল কর্ক দিয়ে চারজনের খেলা। 'ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'ব্যাডমিন্টন খেলায় ওস্তাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ব্যাডমিনটন [ই] *বি* খেলাবিশেষ। 'ব্যাডমিনটন কোর্ট কেটে হৈ চৈ।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

ব্যাডমিনটন কোর্ট [ই] *বি* ব্যাডমিনটন খেলার দাগ কাটা ঘর। 'ব্যাডমিনটন কোর্ট কেটে হৈ চৈ।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

ব্যাড় ব্যাড় [ধ্বন্যা] *বি* অনুচ্চ স্বর। 'একজনের সঙ্গে ব্যাড় ব্যাড় করে ব'কলেম।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

ব্যাণ্ডেজ [ই] *বি* ক্ষতস্থান বাঁধার জন্য কাপড়ের পটিবিশেষ। 'ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে প্রস্তুত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ব্যাণ্ডো [ই ব্যান্ড] *বি* নানা রকমের বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান। 'চাউস ইমারতে নাচের ব্যাণ্ডো বাজছে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ব্যাণ্ডোলিয়র [ই] *বি* বন্দুকের গুলি রাখার জন্য কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে যা পরা হয়। 'বেল্ট, ব্যাণ্ডোলিয়র, বুট, পট্টি দস্তুর মতো সাফসুতরো করে রাখতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ব্যাথা [স ব্যথা] *বি* ব্যথা; আঘাত। 'ব্যাথা না লাগয়ে গায়।' *মুরারি*, ১৫৭০। দ্র **ব্যথা**

ব্যাদড়া *বিণ* বেয়াড়া। 'তা হলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ব্যাদান [স] *বিণ* প্রসারিত। 'নিরাশ অগস্ত্য মুখ করিয়া ব্যাদান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ব্যাদিত [স] *বিণ* বিকৃত। 'কুচিৎ নেবে জ্বলে তারার সংকেত ব্যাদিত আঁধারের রন্ধ্রে।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

ব্যাদিতবদন [স] *বি* বিকৃত মুখ। 'সেটি এতই ব্যাদিতবদন যে তার আলজিহ্বা পর্যন্ত দেখা যায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ব্যাদর ব্যাদর [ধ্বন্যা] *বি* অতিরিক্ত কথা বলার ভাব। 'বলচি বাড়ি বা তেবু ব্যাদর ব্যাদর করবে।' *হাসান*, ১৯৬৪।

ব্যাধ [স] ১ *বি* শিকারি। 'তবহুঁ ব্যাধক গীত সুনইত সাধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* শিকারি পেশাধারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'ব্যাধ আমি অতি নিচ জাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যাধবৃত্তি [স] *বি* শিকারের পেশা। '... উক্ত মহাজন শ্রেণীর মধ্যে অধিক মহাশয়, ব্যাধবৃত্তি স্বীকার করত কৃষক রূপ মৃগ বধার্থে ...।' *প্রত্যক্ষ*, ১৮৫১।

ব্যাধব্যবসায়ী [স] *বি* শিকারকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে যে। 'কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে শরবিদ্ধ করিবে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ব্যাধশরস্পৃষ্ট [স] *বিণ* ব্যাধের তীরবিদ্ধ করেছে এমন। 'ব্যাধশরস্পৃষ্ট ব্যাঘ্রের ন্যায় দ্বিগুণ প্রচণ্ড হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

ব্যাধি [স] *বি* রোগ। 'কি ব্যাধি জন্মিল হিয়ার মাঝে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যাধিগ্রস্ত [স] *বিণ* রোগাক্রান্ত। 'নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ব্যাধিত [স] *বি* রোগাক্রান্ত ব্যক্তি। 'ব্যাধিতের সাথী রুধিল তা শুনি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

ব্যাধিবিরোধী [স] *বিণ* রোগ নির্মূল সংক্রান্ত। 'দুই কোটি টাকার বাজেট নিয়ে স্বাস্থ্যসংঘ অগ্রসর হয়েছে ব্যাধিবিরোধী অভিযানে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ব্যাধিমুক্ত [স] *বিণ* রোগমুক্ত। 'ঔষধ প্রয়োগে সদ্য ব্যাধিমুক্ত কালেতে বিয়োগ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ব্যাধিলক্ষণ [স] *বি* অসুস্থতা। 'সভ্যতার ব্যাধিলক্ষণ কিছু কিছু চোখে পড়বে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্যাধিশীর্ণ [স] *বিণ* অসুখে শরীর একদম শুকিয়ে গেছে এমন। 'যাহার নিকটে অভিমত পণ প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ, ব্যাধিশীর্ণ, বিবর্ণ, বিরূপ, নির্গুণ হইলেও ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ব্যান[1] [স] *বি* মানবদেহের কল্পিত পঞ্চবায়ুর একটি বায়ু। 'প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ব্যান[2] [স বৈবাহিক>] *বি* বেয়ান; কন্যা বা পুত্রের শাশুড়ি। 'তোমার ব্যানের দৌরাত্ম্যে আমি আরো ভেকো হইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ব্যানট [ই] *বি* বেয়নেট। 'বুকের মড়মড়, কড়কড়, হৈ হাক, ব্যানটের অকারণ আস্ফালন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ব্যানন্দ [ই] *বি* বিশেষ আনন্দ। 'ব্যানন্দে ধরিল বীর বুড়া মল্লবেশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ব্যানুন [স ব্যঞ্জন] *বি* ব্যঞ্জন; তরকারি। 'আমারে দেখাও ক্যান? রাঁধগা ব্যানুন।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ব্যান্ড [ই] ১ *বি* বাদকদল ও তাদের বাজনার অনুষ্ঠান। 'থিয়েটারে একজন নূতন অ্যাক্টর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যান্ড হবে ইত্যাদি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* বন্ধনী। 'রোমশ কবজিতে বাঁধা সোনালী ব্যান্ডের ঘড়ি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

ব্যান্ডওয়ালা [ই ব্যান্ড+হি ওয়ালা] *বি* বাদকদলের লোক। 'অতঃপর সে ব্যান্ডওয়ালাদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ব্যান্ডেজ [ই] *বি* ক্ষতস্থানের বাঁধন। 'পুরাতন বস্ত্রের ব্যান্ডেজ প্রস্তুত করিয়া দিতেছিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

ব্যান্ডেজ করা [ই ব্যান্ডেজ+করা] *ক্রি* শরীরে আঘাতস্থলে পট্টি বাঁধা। 'ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করে ছেড়ে দেবার পর দুজনে বেরিয়ে আসে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

বান্যা [স বণিক] *বি* ব্যবসায়ী; দোকানদার। 'লবণিএর দিল লোন/ ঘৃত দধি গোপগণ/ বান্যা দেই ভাঙ্গের পুটুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যাপক [স] *বিণ* দীর্ঘ। 'ইহাতে ব্যাপক কাল গত হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

ব্যাপকতর [স] *বিণ* সুবিশাল; বিশালতর। 'তার এই দক্ষতা ... ব্যাপকতর সেবায় ব্যয়িত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

ব্যাপকতা [স] *বি* বিস্তার; ব্যাপ্তি। 'লোক মধ্যে তোজ্জ্যান্নতার দলাদলিপ্রকরণে অতি ব্যাপকতার সহিত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ব্যাপকভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* বিস্তৃতভাবে। 'সকলের চেয়ে নিস্তব্ধভাবে অথচ ব্যাপকভাবে কবির তপোবন এই কাব্যের মধ্যে কাজ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *ক্রিবিণ* অধিক সংখ্যায়। 'মুসলমানরা ব্যাপকভাবে কংগ্রেসী গুণ্ডার হাতে মার খাইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ব্যাপটাইজ [ই] *বি* খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নেওয়া। 'ব্যাপটাইজ আজই তো হবেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ব্যাপটাইজড [ই] *বিণ* জীবন-রণাঙ্গণের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরিশুদ্ধ। 'মানুষ কি হয়? শুধু "ব্যাপটাইজড?"' *নজরুল*, ১৯২২।

ব্যাপটিজম [ই] *বি* খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার অনুষ্ঠান; জলদীক্ষা। 'ব্যাপটিজম না হলে তো ক্রিস্চান মতে বিবাহ হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ব্যাপার [স] ১ *বি* বিষয়। *মেয়ার*, ১৭৮৭; 'যে ব্যক্তিকে দোষকা বুঝি, উচিত যে তাহার সহিত সমস্ত ব্যাপার তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* আচরণ। 'ইহা নিশ্চয় করিয়া রাজদ্বারে গিয়া স্বাধিকার ব্যাপার করিতে লাগিলেন।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। ৩ *বি* আয়োজন। 'বিদ্যা বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *বি* কাজ। 'ঐ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালাবধি দৃষ্টকর্ত্তা এবং বিশেষগুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহাগুরুতর ব্যাপারে খাটান যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৫ *বি* ঘটনা। 'মেষপালক, আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত, এই ব্যাপার দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে, তথায় উপস্থিত হইল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৬ *বি* বাণিজ্য। 'ব্যাপার করা যেমন তেমন আসলে খা'দ মিশালি।' *লালন*, ১৮৯০।

ব্যাপারখানা *বি* বিষয়টি। 'সিংগি বাবু অবাক ব্যাপারখানা কি?' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্যাপারি, ব্যাপারী [স ব্যাপার>] ১ *বি* বণিক; সওদাগর। 'পরবাসী ব্যাপারী এ পথে যাত্যে মানা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ১ *বি* ব্যবসায়ী। 'হেটো ব্যাপারিরে বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্যাপা [স ব্যাপন>] *ক্রি* ব্যাপ্ত হওয়া। **ব্যাপিউ** *বিণ* ব্যাপ্ত। 'বতিস তান্তি ধনি সএল ব্যাপিউ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। **ব্যাপিয়া** *ক্রি* ধ'রে। 'অনেক দিন ব্যাপিয়া মহাসএরদিগের কোন সমাচার পাই নাঞী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **ব্যাপিল** *ক্রি* বিস্তার লাভ করলো। 'শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ব্যাপিলেক** *ক্রি* ছড়ালো; ব্যাপ্ত হলো। 'সত্যেক তপলোক ব্যাপিলেক ঝুটা।' *মালাধর*, ১৫০০। **ব্যাপিয়া** ১ *ক্রিবিণ* জুড়ে। 'বায়ু ... ভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তর ব্যাপিয়া থাকেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *ক্রিবিণ* ধরে। 'তিন ঘন্টাব্যাপিয়া এতদ্রূপ পরীক্ষা লওনের পর ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *ক্রি* ছড়িয়ে। 'অগ্নি কতদূর পর্যান্ত ব্যাপিয়া পড়িবে।' *মধ্যাহ্ন*, ১৮৭৩। **ব্যাপে** *ক্রি* ব্যাপৃত করে। 'তৈলকণা জলের এক প্রদেশ স্পর্শ করা মাত্রে অনেক জলকে ব্যাপে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ব্যাপিকা [স] *বিণ* চঞ্চলা। 'স্ত্রীলোকগুলো কি ব্যাপিকা দেখেচো!' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্যাপিত [স ব্যাপন] *বিণ* বিস্তৃত। 'সে পুষ্পের জোত সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

ব্যাপৃত [স] *বিণ* নিয়োজিত; রত। 'সতত বিষয় ব্যাপৃত লোকেরদের ক্ষণেক আলস্য ত্যাগেরও এই এক উত্তম পথ।' *দর্পণ*, ১৮২৮; 'অন্ধ গণনাতে ব্যাপৃত দেখিয়া ক্ষোভ ও বিরক্ত প্রকাশ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ব্যাপৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিয়োজিত; রত। 'মায়মুনাও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ব্যাপ্ত [স] ১ *বিণ* পরিপূর্ণ। 'ক্রমে২ ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বিণ* ছেয়ে গেছে এমন। 'তাহা অবিলম্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

ব্যাপ্ত-যৌবনা [স] *বিণ* পূর্ণযৌবনা। 'প্রশস্ত ব্যাপ্ত-যৌবনা মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ব্যাপ্তি [স] ১ *বিণ* ব্যাপক; বিস্তৃত। 'নর জাতির ন্যায় ব্যাপ্তি জ্ঞানবিশিষ্টা।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২। ২ *বি* প্রসারতা। 'গ্রীসেও জ্ঞানবুদ্ধির বিপুল ব্যাপ্তি-সত্ত্বেও তাহার সাহিত্যে ও শিল্পে এক আশ্চর্য প্রবণতা দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি ...।' *জীবন*, ১৯৪২।

ব্যাপ্তিহারা [স ব্যাপ্তি+হারা] *বিণ* অসীম। 'ব্যাপ্তিহারা শূন্যসিন্ধু শুধু যেন এক বিন্দু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ব্যাপ্তিহীন [স] *বিণ* সংকীর্ণ। 'এই ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ ব্যাপ্তিহীন পাণ্ডিত্য কিছু অত্যুগ্র হইয়া উঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ব্যাপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রসারিত। 'ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্ব দেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্ব্বরা করে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ব্যাপ্য [স] *বিণ* অধীনস্থ। 'এ দেশী হাকীম দিগের ব্যাপ্য ও বাধ্য হইয়াছে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

ব্যাপ্যমান [স] *বিণ* বিস্তৃত হচ্ছে এমন। 'উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান সাহিত্যের ঐক্যস্রোতকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্যাবসা [স ব্যবসায়] ১ *বি* বাণিজ্য। 'দুঃখের বিষয়, বহু দিন ঐ ব্যাবসা চল্লো না।' *হুতোম*, ১৮৬৮। ২ *বি* পেশা; স্বভাব। 'ব্যাবসা যাদের ছলনা করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ব্যাবসাজীবী [স ব্যবসায়জীবী] *বিণ* ক্রয়-বিক্রয় পেশার সঙ্গে যুক্ত। 'ব্যাবসাজীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ব্যাবসাদার [স ব্যবসায়+ফা দার] *বিণ* পেশাদার। 'তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যাবসাদার নাচওয়ালির দর্শন মেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ব্যাবসাদারি [স ব্যবসায়+ফা দারী] ১ *বি* ব্যবসার কাজ। 'হৃদয় যে ব্যাবসাদারির কৃপণতায় ভোলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* ব্যবসা-বাণিজ্য। 'হাদিস কোরান ফেকা লয়ে যারা করিছে ব্যাবসাদারি।' *নজরুল*, ১৯২৮। ৩ *বি* ক্রয়-বিক্রয়। 'ব্যাবসাদারিতে বাইরে থেকে কৃত্রিম মাসুল চাপিয়ে দর-বাড়ানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ব্যাবহার [স ব্যবহার] ১ *বি* কাজের নিয়ম। 'ব্যাবহার জাহা লিখিয়া দীতেছী জায় মাফিক দীয়া জে বাকী থাকীবেক ...।' *মেয়র্স*, ১৭৭০। ২ *বি* আচার; কাজে লাগানো। *মেয়র্স*, ১৭৭০।

ব্যাবহারিক [স] *বিণ* প্রায়োগিক। 'যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যাবহারিক দোষ

থাকিত ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ব্যাবিলনীয় [ই ব্যাবিলন+স ঈয়] *বিণ* প্রাচীন ব্যাবিলন (বর্তমান ইরাকের অংশ) সংক্রান্ত। 'প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলনীয় সর্বপ্রকারের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসন্ধান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ব্যাবৃত্তি [স] *বি* নিবৃত্তি; অবসান। 'বহুকালাবধি চলিত কোন আচার ব্যবহারের ব্যাবৃত্তি করিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ব্যাভার [স ব্যবহার] *বি* ব্যবহার। 'এমত ব্যাভার না বুঝি তাহার।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ব্যাভারবেণে [স ব্যবহার+স বণিক] *বি* ব্যবসাদার বেনে। 'অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভারবেণে সহুরে বাবুরা, দালাল চাকর রেখে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্যাভ্রম [স] *বি* বিভ্রম; ভুল। 'ওকে নিয়ে যদি টানাটানি করা যায় তবেই বড়োই ব্যাভ্রম হবার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ব্যাম[1] [স] *বি* হাত। **ব্যামান্তর** [স] *ক্রিবিণ* হাত পরিমিত দূরত্বে। 'সেই স্থানে মুরচাবন্দি দশ২ ব্যামান্তরে এক২ তোব রাখিবার স্থল।' *রামরাম*, ১৮০১।

ব্যাম[2] [স ব্যামোহ] *বি* রোগ; ব্যাধি। 'ছেলে পিলের ব্যাম, আর কেউ ঘরে নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ব্যামল [স] *বি* ভ্রান্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ব্যামশালা [স ব্যায়ামশালা] *বি* ব্যায়ামাগার। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

ব্যামহ [স ব্যামোহ] *বি* অসুবিধা। 'আমার এখানে বড়ই ব্যামহ হইতেছে।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

ব্যামহদায়ক [স ব্যামোহদায়ক] *বিণ* অসুবিধাজনক। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

ব্যামো [স ব্যামোহ] *বি* রোগ। 'তোর কি ব্যামো হয়েছে মা।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ব্যামোশ্যামো, ব্যামোস্যামো *বি* রোগ-বালাই; অসুখ-বিসুখ। 'ব্যামো-শ্যামো তো কিছুই নাই।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'আমার কোনো ব্যামোস্যামো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ব্যামোহ [স] **১** *বি* কষ্ট। 'যেই পারা করে ... সে জন ব্যামোহ পায়।' *ভারত*, ১৭৬০; 'ব্যামোহ বিস্তর পেএ ফিরে এলাম ঘর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* অসুবিধা। 'জিলাসকল বিস্তির্ণ জন্যে লোকের ব্যামোহ হইত।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **৩** *বি* ঝামেলা। 'রফা ও উষুলে অনেক ব্যামোহ হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **৪** *বি* রোগ; ব্যাধি। 'কোন ব্যামোহ তাহাদিগে না হয় এজন্য ...।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'তাঁহার কোন ব্যামোহ হইয়া থাকিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

ব্যামোহিয়া *বিণ* উদ্বেগযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ব্যামোহের দিন *বি* পরিশ্রমের দিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ব্যায়াজ [স ব্যাজ] *বি* মুনাফা। 'হাটে নিঞা বেচে লোন কিনে ডোম হাড়ি/ ব্যায়াজের তরে ছুএ্যা করে কাড়াকাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যায়াম [স] *বি* শরীরচর্চা। 'হস্তী, অশ্ব, রথারোহণেতে সুদৃঢ় হও, নিত্য ব্যায়াম কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ব্যায়ামকৌশলী [স] *বিণ* ব্যায়ামে পারদর্শী। 'তারা ছিলেন একই সঙ্গে কবি ... ব্যায়ামকৌশলী, যোদ্ধা এবং খাদ্য, সুরা ও সম্ভোগশাস্ত্রে সুরসিক।' *শিব*, ১৯৫৬।

ব্যায়ামচর্চা [স] *বি* শরীরচর্চা। 'আপনি ব্যায়ামচর্চা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার সম্ভাবনা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ব্যায়ামনৈপুণ্য [স] *বি* বিশেষরূপে অঙ্গ সঞ্চালন কৌশল। 'এই জিমন্যাস্টিকের ছেলেদের আশ্চর্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ব্যায়ামপ্রিয় [স] *বিণ* ব্যায়াম করতে ভালোবাসে এমন। 'ইহারা সুস্থ, সবল ও ব্যায়ামপ্রিয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ব্যায়ামবীর [স] *বি* কুস্তিগির; পালোয়ান। 'ব্যায়ামবীর, বাক্যবীর, সংসারের ধন্য ভালোমানুষ।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

ব্যায়ামাগার [স] *বি* ব্যায়ামচর্চার কক্ষ। 'নিজের পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, ব্যবহার্য দ্রব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্যায়ামাভ্যাস [স] *বি* শরীরচর্চা। 'ব্যায়ামাভ্যাসে যদি স্থূলত্ব না কমে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ব্যায়ামী [স] *বি* শরীর চর্চাকারী। 'ন্যূনতম আবরণের ব্যায়ামী।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

ব্যারাক [ই] **১** *বি* বহুজনের একত্রে থাকার আবাস। 'গ্রামের সকল ছেলেরা মিলিয়া, একটি বৃহৎ ব্যারাকে বাস করে।' *প্রমথ*, ১৯২০। **২** *বি* সেনানিবাস। 'আমাদের বাসা হল দেউড়ির ডান পাশের ভোজপুরি ব্যারাকে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

ব্যারানো [ফা বাহির] *ক্রি* বের হওয়া। 'কেশমূলে পড়ে টান ব্যারায় আমার প্রাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যারাম [ফা বে+ফা আরাম] *বি* অসুখ। 'কোন ব্যারাম হয় নাই তো?' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'এসব ব্যারাম ডাক্তারে যেন মন্ত্রের চোটে আরাম করে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ব্যায়রাম [ফা বে+ফা আরাম] *বি* অসুখ। 'বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যায়রাম কল্লে হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্যারিকেড [ই] *বি* অবরোধক। 'হাজারো লাঠির ব্যারিকেড সৃষ্টি করিয়া জনসভার অনুষ্ঠান করা সম্ভব নহে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

ব্যারিষ্টার, ব্যারিস্টার [ই] *বি* উচ্চ আদালতে ওকালতি করার সনদপ্রাপ্ত আইনজীবী; ইংল্যান্ড থেকে আইন পাস করা উকিল। 'আপনি সুট ফাইল করুন, বড় বড় ব্যারিষ্টারের সঙ্গে আলাপ হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'উকিল-ব্যারিস্টারদের মধ্যে যতগুলি মহারথী ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ব্যারিস্টারি [ই ব্যারিস্টার>] *বি* ব্যারিস্টারের কাজ। 'অনাথবন্ধুর অসামান্য ব্যারিস্টারি কীর্তিতে তাহাদের মনে গর্বের সীমা রহিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ব্যারেল [ই] *বি* বন্দুকের নল। 'ডবল ব্যারেল পুরনো বিদেশী বন্দুকটির প্রতি ওর আকর্ষণ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

ব্যারোমিটার [ই] *বি* বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র। 'লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার আনানো হয়েছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

ব্যালকনি [ই] *বি* ঝুলন্ত বারান্দা; উপর তলার ঝুলন্ত বারান্দা। 'ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ছোটো ব্যালকনিতে।' *মানিক*, ১৯৪৭।

ব্যালট [ই] *বি* ভোট দেওয়ার জন্যে ব্যবহৃত ছাপানো কাগজ; ভোটপত্র। 'একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম ভোটের ব্যালটে।' *জীবন*, ১৯৪২।

ব্যালট পেপার [ই] *বি* নির্বাচনে ভোট দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট কাগজ; ভোটপত্র। 'জীবনের নির্বাচন কেন্দ্রে আমি ব্যালট পেপার।'

শামসুর, ১৯৬৬।

ব্যালা[1] [স বেলা] *বি* বিলম্ব। 'ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো দেখেন যে ব্যালা হয়ে গিয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্যালা[2] *বি* বেহালা। 'আপনি পিয়ানো ব্যালা, চেল্লো, কত্তাল বাজান।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ব্যালান্স, ব্যালেন্স [ই] *বি* ভারসাম্য। 'ইউরোপীয় সভ্যতার ব্যালান্স ভঙ্গ হয়।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

ব্যালান্স রাখা *ক্রি* ভারসাম্য রাখা। 'সাইকেলে ব্যালান্স রাখতে হয়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ব্যালেন্স-জ্ঞান [ই ব্যালেন্স+স জ্ঞান] *বি* ভারসাম্য বোধ। 'সামঞ্জস্য নাই, ব্যালেন্স-জ্ঞান নাই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ব্যালিশ, ব্যালিস *বিণ* বিয়াল্লিশ-সংখ্যক। 'লঘুগুরু সকলে ৪২ ব্যালিশ কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

ব্যালিস বাজনা *বি* বিয়াল্লিশ ধরনের বাদ্যযন্ত্র সমম্বয়ে ঐকতান বাদন। 'প্রতিদিন নাটগীত সন্ধ্যাকালে ব্যালিস বাজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যালে [ই] *বি* নৃত্যাভিনয়। 'নটনটী কর্তৃক "ব্যালে" নাচ, সঙ, নিগ্রোর গান, জাদু, প্রহসন, অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ব্যালে-নর্তকী [ব্যালে+স নর্তকী] *বি* ব্যালে নাচে যে শিল্পী। 'ব্যালে-নর্তকীর মত দু হাতে দু পিঠ প্রায় ছুঁইয়ে ফেলে বললে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ব্যালেরিনা, ব্যালেরিণা [ই] *বি* ব্যালে-নর্তকী। 'কী দেবে জবাব তবে অসংখ্য তারার ব্যালেরিনা।' *শামসুর*, ১৯৬৩; 'আকাশের ব্যালেরীণারা বাংলার ঘাসের স্টেজে নরম নদীর কার্পেটে নামে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

ব্যালোল [স] *বিণ* ব্যাকুল। 'মধু ক্ষরে গণ্ডস্থলে/ ব্যালোল মধুপকুলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ব্যাল্লিশ *বিণ* বিয়াল্লিশ; ৪২। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

ব্যাস [স] **১** *বি* বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করে দুই দিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত সরলরেখা। 'যে কেন্দ্রগতা সরলা রেখার উভয় প্রান্ত পরিধিতে লগ্ন হয় তাহার নাম ব্যাস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* বিস্তার। 'ইহার ব্যাস ন্যূনাধিক ৯৫০ নয়শত পঞ্চাশ ক্রোশ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ব্যাস করা *ক্রি* বিস্তার করা। 'ব্যাস করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ব্যাসকূট [স] **১** *বি* দুর্বোধ্য লেখা। 'ওরে লেখ ব্যাসকূট দাঁতে বিস্কুট।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বি* দুর্বোধ্যতা। 'ব্যয় হবে বৃথা বাক্য, লজ্জাকর আত্মনিবেদনে কাটিবে না ব্যাসকূট।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ব্যাসক্ত [স] *বিণ* অতিশয় আসক্ত। 'অন্নচিন্তায় একান্ত ব্যাসক্ত হইয়াও ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ব্যাসের আচার – সহজ সাধনা। 'ব্যাসের আচার করিবে যেই।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ব্যাসাত [আ বসাত] *বি* ব্যবসা। 'ভাল ব্যাসাত কল্লি ভবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ব্যাসাতি *বি* বেসাতি। 'নির্লজ্জ মিথ্যার ব্যাসাতির পর ...।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

ব্যাহত [স] *বিণ* বাধাপ্রাপ্ত। 'যখন পদে পদে নানা বাধা তাঁর গতিকে ব্যাহত করছিল, সেই সময় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ব্যাহতি [স] *বি* বাধাগ্রস্ততা। 'বেগের চেয়ে বিরতি বা ব্যাহতি বেশি সক্রিয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ব্যাহার [স বিহার] *বি* বিহার। 'কুবজির সহিত কৃষ্ণ করিল ব্যাহার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ব্যুৎপত্তি [স] **১** *বি* জ্ঞান। 'ইঙ্গরেজী বিদ্যায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩। **২** *বি* উৎস নির্ণয়। 'যদিও তন্ত্রেতে এ নামের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ব্যুৎপন্ন [স] **১** *বিণ* জ্ঞানসম্পন্ন। 'সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া স্বদেশে আইসেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন লোককে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন ...।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বিণ* অভিজ্ঞ। 'অসংগত চুরি-করা প্রেমে ব্যুৎপন্ন প্রেমিকের মতো চোরের জীবন গল্পময়।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ব্যুৎপন্না *বিণ স্ত্রী* জ্ঞানসম্পন্ন। 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ব্যুৎপন্না হইয়াছিলেন। *দর্পণ*, ১৮২২।

ব্যুরোক্রাটিক [ই] *বিণ* আমলাতান্ত্রিক। 'এই মনোভাবকেই না ব্যুরোক্রাটিক মনোভাব বলে?' *প্রমথ*, ১৯১৯।

ব্যুরোক্রাসি *বি* আমলাতন্ত্র। 'তোমাদের সৃষ্ট কৃষ্ট-ব্যুরোক্রেসি যদি ভারতবর্ষে আবার অন্ধকারের যুগ ফিরে আনে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ব্যূহ [স] **১** *বি* যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবিন্যাস। 'সৈন্য সব ব্যূহ কর করিবারে রণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* প্রতিরক্ষা বেষ্টনী। 'ধাবনেতে, গড়চক্র-ভেদেতে, ব্যূহরচনাতে ... নিপুণ হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বি* শরীর। 'ব্রীহি ব্যূহ পরিপক্ক হরিৎ আকার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ব্যূহ [স ব্যূহ] *বি* প্রতিরক্ষা বেষ্টনী। 'চতুর্দিকে পাষাণের ব্যূহ সুবলিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ব্যূহবদ্ধ [স] *বিণ* বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা। 'একটা প্রকাণ্ড ব্যূহবদ্ধ অহংকার ও স্বার্থপরতার চর্চা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ব্যূহভঙ্গ [স] *বি* প্রতিরক্ষা বেষ্টনী ধ্বংসকরণ। 'গড়চক্র-ভেদেতে, ব্যূহরচনাতে, ব্যূহভঙ্গেতে নিপুণ হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ব্যূহমুখ [স] *বি* প্রতিরক্ষা বেষ্টনীর প্রবেশপথ। 'কোথায় রোধিলে কোন্ ব্যূহমুখ তুমি, কহ তা আমারে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

ব্যেটা *বি* পুত্র। 'তুই যেমন বড় মানুষের ব্যেটা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ব্যেদে [আ বাদিয়া] *বিণ* সাপুড়ে জাতির। 'বাগদী ব্যাধ ব্যেদে বেশ্যা বৈরাগি বালিকারদের বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ব্যেপে **১** *ক্রিবিণ* জুড়ে। 'কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *ক্রিবিণ* ছড়িয়ে। 'আজিও যায় ব্যেপে কেঁপে কেঁপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ব্যোম [স] *বি* আকাশ। 'ব্যোম ছাড়ে মেঘঘটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যোমকেশ [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ব্যোমচর [স] *বি* আকাশচারী। 'ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে সভয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ব্যোমচারী [স] *বি* আকাশচারী। 'লুফে লুফে ব্যোমচারী মুখে মুখে তায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ব্যোমতরী [স] *বি* উড়োজাহাজ। 'ব্যোমতরী বাংলাদেশের উপর দিয়ে যতক্ষণ চলল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ব্যোমপথ [স] *বি* আকাশপথ। 'জায় বীর ব্যোমপথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যোমপারাবার [স] *বি* মহাকাশ। 'সীমাশূন্য ব্যোমপারাবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ব্যোমবিহারী [স] *বি* গগনবিহারী; আকাশে বিচরণ করে যে। 'ততোধিক বৎসর ধরে ব্যোমবিহারী, গৃহত্যাগী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ব্যোমযান [স] *বি* আকাশযান। 'ব্যোমযান অর্থাৎ বেলুনযন্ত্র আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ব্রংকাইটিস [ই] *বি* বায়ুনালির প্রদাহজনিত রোগ। 'মেনিনজাইটিস-ফেরিনজাইটিস, হুপিংকাফ, ব্রংকাইটিস এসব হলেও কিছু-কিছুটা বোঝা যেত।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ব্রকোদ [স বৃকোদর] *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট শরীরবিশিষ্ট। 'এক ব্রকোদ গোঁসাই বড় জব্দ হয়েছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্রক্ষ [স বৃক্ষ] *বি* বৃক্ষ। 'বাগ মজুকুরের ব্রক্ষে আদি বরজায় রাখিয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ব্রঙ্কাইটিস [ই] *বি* বায়ুনালির প্রদাহজনিত রোগ। 'ব্রঙ্কাইটিস রোগে তিনি ৬৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।' *সওগাত*, ১৯৩৮।

ব্রজ [স] *বি* বৃন্দাবন; শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি। 'কৃষ্ণ বিনে ব্রজ হয়্যাছিল অন্ধকার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ব্রজজন [স] *বি* ব্রজধামের অধিবাসী। 'উঠি ধায় ব্রজজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ব্রজধাম [স] *বি* বৃন্দাবন। 'যবে ব্রজধামে, দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ব্রজনারী [স] *বি* রাধা। 'সেই ব্রজনারীকে সকলে মিলিয়া সুসজ্জিত করিয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

ব্রজপুর [স] *বি* বৃন্দাবন। 'ব্রজপুরে চল সভে সুন নটগনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ব্রজবধূ [স] *বি* ব্রজের রমণী। 'পৃতিদিনে বৃন্দাবনে ব্রজবধূ সঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ব্রজবনিতা [স] *বি* গোপনারী। 'ব্রজবনিতা সব দেখি মোহ জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ব্রজবালক [স] *বি* শ্রীকৃষ্ণ। 'সেথা বিহরে চির-ব্রজবালক।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ব্রজবাসী [স] **১** *বিণ* ব্রজধামের অধিবাসী। 'ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে করে আলিঙ্গন-মান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মথুরা বৃন্দাবনের পাণ্ডা। 'সম্ভ্রম রক্ষার্থ বাসাতে কয়েক জন ব্রজবাসী রাখিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ব্রজবুলি [স] *বি* বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে ব্যবহৃত মৈথিলী ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন ভাষাবিশেষ। 'তাঁর কাব্যে বুন্দেলখণ্ডী ও ব্রজবুলি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ব্রজমণ্ডল [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ব্রজ ও তার পাশের এলাকাসমূহ। 'কোথা হইতে আইলা তুমি এ ব্রজমণ্ডল।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

ব্রজলীলা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মথুরার নিকটবর্তী ব্রজ নামক গ্রামে কৃষ্ণের লীলা। 'ব্রজলীলা পূর্ণ করি মথুরা গমন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ব্রজশিশু [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'বলরাম রূপ হয়ে/ ব্রজশিশু সঙ্গে লয়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ব্রজসুন্দরী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মথুরার নিকটস্থ ব্রজ নামক গ্রামের সুন্দরী রাধা। 'রাধে গো, ব্রজসুন্দরী, পার করো।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯।

ব্রজাঙ্গনা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাধা। 'ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে লয়ে বিহার বিভোলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ব্রজেন্দ্রনন্দন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শ্রীকৃষ্ণ। 'স্বয়ং ভগবান যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ব্রজেশ্বরী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাধা। 'দেখি ব্রজেশ্বরী-মুখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ব্রজেস্বর [স ব্রজেশ্বর] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ব্রজের ঈশ্বর; শ্রীকৃষ্ণ। 'চিন্তা না করিহ কীছু সুন ব্রজেস্বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

ব্রডজাম্প [ই] *বি* দীর্ঘলম্ফ। 'দৌড়, শটপুট, ৮০ মিটার লো হার্ডলস এবং ব্রডজাম্প।' *বেগম*, ১৯৬২।

ব্রণ [স] **১** *বি* ক্ষত। 'পুড়িলা সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* কৈশোরে বা যৌবনের শুরুতে মুখমণ্ডলে ওঠা ফোঁড়া বা ফুস্কুড়ি। 'কফ বাত ক্রিমি কুষ্ঠ ব্রণ করে নাশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ব্রত [স] **১** *বি* লোকাচার। 'বৃজকন্যা সব ব্রত করিতে চলএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সংযম। 'আপণা মজায়িব ব্রত লংঘিআঁ সতী।' *বড়ু*, ১৫০০। **৩** *বি* কর্তব্য। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, সূর্য্যব্রত ... পৃথিবীব্রত; এই সপ্ত ব্রত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৪** *বি* প্রতিজ্ঞা। 'পুরী প্রবেশে সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ব্রত-উদ্‌যাপন [স] *বি* আচারাদি পালন। 'এদের কোনো স্বতন্ত্র, নিজস্ব মূল্য আমাদের জীবনের ব্রত-উদ্‌যাপনে হয়তো মেনে নেওয়া হতো না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ব্রতকথা [স] *বি* দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনী। 'গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে পরিষৎ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্রতগ্রহণ [স] *বি* সংকল্প গ্রহণ। 'আজ আমরা ব্রতগ্রহণ করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্রতচারিণী [স] *বি স্ত্রী* ব্রত পালনকারী। 'গৈরিক বসনে হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদাসীনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ব্রতচারী [স] *বি* ব্রত পালনকারী। 'ব্রতচারী-বিব্রতচারী ইত্যাদি সকলেরই যখন সমিতি আছে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ব্রততিথি [স] *বি* ধর্মাচার পালন করার শুভসময়। 'এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি।' *ভারত*, ১৭৬০।

ব্রতদাস [স] *বি* ভক্ত। 'শুক্ল পক্ষ মোর তুমি ব্রতদাস।' *ভারত*, ১৭৬০।

ব্রতদাসী [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুসমাজ) দেবতাবিশেষের পূজাদি প্রকাশার্থ দেবানুগৃহীত নারী। 'খুল্লনা দুখিনী মোর হইল ব্রতদাসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্রতধর [স] *বিণ* তপস্বী। 'অকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ব্রতধারী [স] *বিণ* তপস্বী। 'বাইরে-বাইরে নানা ব্রতধারী ...।' *অবন*, ১৯২৫।

ব্রতধীর [স] *বিণ* ব্রতবশত ধীরস্থির। 'এ শরীর ব্রতধীর হয়ে নিয়োজে যেবা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ব্রতনিবদ্ধ [স] *বিণ* তপস্যায় নিবিষ্ট। 'ব্রতনিবদ্ধ অভিনিবিষ্টা মোহিত

পরম মণিকার মূর্তি।' *জীবন*, ১৯৩২।

ব্রতনিয়ম [স] *বি* পাপক্ষয় এবং পুণ্যলাভের জন্য অনুষ্ঠিত ধর্মকর্ম। 'আমি ব্রত নিয়ম করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ব্রতপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* ব্রতের প্রতি নিষ্ঠ। 'সমুদায় সুখ বিসর্জন দিয়া তাঁহার উদ্দেশে ব্রতপরায়ণা হওয়া।' *বামাবোধিনী*, ১৮৭০।

ব্রত-পার্বণ [স] *বি* ধর্মসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান। 'তাঁর নিজের পুজো-আর্চা ব্রত-পার্বণ আছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ব্রতপালন [স] *বিণ* দায়িত্ব পালন। 'পরোপকাররূপ ব্রতপালনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইও না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ব্রতবিধি [স] *বি* নিয়ম-রীতি। 'সটকাল তৃকাল চান্দ্রায়ন ব্রতবিধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ব্রতমতী [স ব্রতমতি] *বিণ স্ত্রী* ব্রতচারী। 'সদা কষ্ট ব্রতমতী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ব্রতমাস [স] *বি* ধর্মাচার পালন করার মাস। 'এই চৈত্র মাস হৈল মোর ব্রতমাস।' *ভারত*, ১৭৬০।

ব্রতযাপন [স] *বি* ধর্মকার্য পালন। 'ব্রতযাপনের মতো জীবনযাপন করলে দেখা যায় অল্প সুখও প্রচুর সুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ব্রতানুষ্ঠান [স] *বি* ব্রতের আচার। 'ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ব্রতালয় [স] *বি* ধর্মানুষ্ঠান বা তপস্যা করা হয় যেখানে। 'যথা ঝোলে খচিত মুকুলে ফুলে প্লবের মালা ব্রতালয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ব্রতি [স ব্রতী] *বিণ* যুক্ত। 'লবন ব্যাপারে ব্রতি কহিলেই তৎপ্রতি সেইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ব্রতী [স] **১** *বিণ* যুক্ত। 'ঐ ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার নিমিত্ত, তাহায় শিক্ষা করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* রত। 'অপূর্ব্ব প্রণয় ব্রতে যে হইল ব্রতী।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *বিণ* তপস্বী। 'কহ কোন রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী।' *মাইকেল*, ১৮৭২। **৪** *বি* ব্রতকারী। 'পূজা শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্রতীর উপবাস।' *অবন*, ১৯১৯।

ব্রতীবালক [স] *বি* গুরুসদয় দত্ত-প্রবর্তিত ব্রতচারী বালক। **ব্রতীবালিকা** [স] *বি* গুরুসদয় দত্ত-প্রবর্তিত ব্রতচারী বালিকা। 'শান্তিনিকেতনে যেমন ব্রতীবালক ব্রতীবালিকা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ব্রতোদ্যাপন [স ব্রত+উদ্‌যাপন] *বি* ব্রত পালন। 'ঐ ব্রতোদ্যাপন করিয়া সাংসারিক ব্রত করণ চেষ্টা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ব্রতোপবাস [স] *বি* ব্রতের নিয়মানুযায়ী উপবাস। 'এই গ্রন্থদৃষ্টে ব্রতোপবাস পূজা শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা অনায়াসে জানিতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ব্রততী [স] *বি* লতা। 'তরুকুলপতি ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ব্রমবধ [স ব্রহ্মবধ] *বি* ব্রাহ্মণকে হত্যা। 'গোবধ ব্রমবধের মাতৃ গমনের গোমেন্‌চো ভখোনের সুরাপান আর ইত্যাদি যতো?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ব্রমাণ্ডো, ব্রম্মাণ্ডো [স ব্রহ্মাণ্ড] *বি* ব্রহ্মাণ্ড; বিশ্বজগৎ। 'তাহার উদরে ব্রমাণ্ডো দেখিলো যশোদা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'যশোদা যে কৃষ্ণের পেটে ব্রম্মাণ্ডো দেখিলো সে কি?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ব্রহ্ম[১] [স] **১** *বি* হিন্দুমতে বিধাতা; ব্রহ্মা। 'পাইবে পরম ব্রহ্ম অতুল আনন্দ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* প্রভু (খ্রিস্টান)। 'বিলাতের ব্রহ্ম যদি মেরিমার যাদু। এ দেশের ব্রহ্ম তবে যশোদার যাদু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বি* আরাধনার বস্তু। 'এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ব্রহ্ম অস্ত্র [স] *বি* ব্রহ্মাস্ত্র; অতি শক্তিশালী অস্ত্র। 'ব্রহ্ম অস্ত্র রূপঅস্ত্র বান পসুপাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ব্রহ্ম-ঋষি [স] *বি* ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি। 'শত শত ব্রহ্ম-ঋষি বসেন চৌদিকে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ব্রহ্মকমল [স] *বি* অলৌকিক পদ্ম। 'সে এক আশ্চর্য কবি, পাথরের গায়ে সে-ই ব্রহ্মকমল ফোটায়।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

ব্রহ্মকৃপা [স] *বি* হিন্দুমতে পরমেশ্বরের কৃপা। 'ব্রহ্মকৃপায় অমর হইয়াছেন।' *ফজলল*, ১৯১৩।

ব্রহ্মকৃপাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* পরমেশ্বরের করুণাপ্রাপ্ত। 'ব্রহ্মকৃপাপ্রাপ্ত মহিমান্বিত কোন মহর্ষির ...।' *ফজলল*, ১৯১৩।

ব্রহ্মগেআন [স ব্রহ্মজ্ঞান] *বি* পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান। 'এবেঁ পাইঐঁা আহ্মে ব্রহ্মগেআন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ব্রহ্মঘ্ন [স] *বিণ* ব্রাহ্মণ ঘাতক। 'তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য্য [স] *বি* যৌনতা ও অন্যান্য ভোগবাসনা বর্জিত সংযত জীবনযাপন। 'ব্রহ্মচর্য্য করিতে চলে পাতালের দেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া নিয়মে সংযমে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ব্রহ্মচর্যব্রত, ব্রহ্মচর্য্যব্রত [স] *বি* যৌনতা ও অন্যান্য ভোগবাসনা বর্জিত সংযত জীবনযাপনের সাধনা। 'কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেছি।' *মুনীর*, ১৯৬১।

ব্রহ্মচারি [স ব্রহ্মচারী] *বি* (হিন্দুসমাজ) ব্রহ্মচর্য পালনকারী। 'দণ্ডী ব্রহ্মচারি বানপ্রস্থ ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ব্রহ্মচারিণী [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুসমাজ) ব্রহ্মচর্য পালনকারী। 'সেই কর্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্যমুখশ্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ব্রহ্মচারী [স] *বি* (হিন্দুসমাজ) (হিন্দুসমাজ) ব্রহ্মচর্য পালনকারী। 'এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ব্রহ্মজ্ঞ [স] *বিণ* ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। 'প্রাচীন ভারতের এক তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি একদিন এ জাতীয় ভয় দেখাতে কুণ্ঠিত হননি।' *শিব*, ১৯৫০।

ব্রহ্মজ্ঞান [স] *বি* পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান। 'ইহা শুনি মাতা-প্রতি কহে ব্রহ্মজ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ব্রহ্মজ্ঞানি [স ব্রহ্মজ্ঞানী] *বিণ* ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। 'আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানি করিয়া মানেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ব্রহ্মজ্ঞানী [স] *বিণ* ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। 'আত্মঘাতী না হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হই।' *শরৎ*, ১৯১৪।

ব্রহ্মণ [স] **১** *বি* ব্রহ্ম। 'ব্রহ্মণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্ম্মল কাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ব্রাহ্মণ। 'ব্রহ্মণের ঘরে কুম্ভি গেল লড় দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ব্রহ্মণ্য [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) নারায়ণ। 'যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ব্রাহ্মণসুলভ গুণ। 'খুড়র বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য, সকল বেরিয়ে পড়িবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ব্রহ্মতাল [স] *বি* (সংগীত) চতুর্মুখ তাল। 'রবিবাবুর ব্রহ্মতাল ও রুদ্রতাল জানেন না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ব্রহ্মতালু [স] *বি* মাথার চাঁদি। 'পূর্ণিমাতে ব্রহ্মতালুতে বৈসে কাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

ব্রহ্মতেজ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ব্রহ্মজ্ঞানজনিত শক্তি; ব্রহ্মাগ্নি। 'হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্তেই প্যারিশঙ্করকে ব্রহ্মতেজে ভস্ম করিয়া দিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ব্রহ্মত্তর [স ব্রহ্মত্র] *বি* ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। 'যে জমি ব্রহ্মত্তর দিয়াছেন সে কাহার মহল হইতে।' *কেরি*, ১৮০২।

ব্রহ্মত্ব [স] *বি* ব্রহ্মগুণ। 'তার শাণিত জীবনবোধের স্পর্শে এদের মেকি ব্রহ্মত্ব সহজেই খসে পড়ে।' *শিব*, ১৯৫০।

ব্রহ্মত্বাভিমানী [স] *বিণ* ব্রহ্মভাবযুক্ত। 'বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মত্বাভিমানী ব্রাহ্মণের বাটীতে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ব্রহ্মত্র [স] *বি* ব্রহ্মোত্তর; ব্রাহ্মণকে দান-করা করমুক্ত জমি। 'বহুকালের যে ব্রহ্মত্রটুকু পাওয়া গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ব্রহ্মদণ্ড [স] *বি* ব্রাহ্মণের অভিশাপ। 'জ্ঞান নাহি ব্রহ্মদণ্ড কি কারনে ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ব্রহ্মদৈত্য [স] *বি* হিন্দুমতে ব্রাহ্মণ-ভূত। 'পুরোহিত, একেকটা ব্রহ্মদৈত্য যেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ব্রহ্মনাম [স] *বি* ঈশ্বরের নাম। 'স্তব্ধ গগন পূর্ণ করো ব্রহ্মনামে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

ব্রহ্মপরায়ণ [স] *বিণ* ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত। 'অনেক ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তির সমাগম হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ব্রহ্মপুরবাসী [স] *বি* হিন্দুমতে স্বর্গের বাসিন্দা। 'সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ব্রহ্মপুরী [স] *বি* হিন্দুমতে স্বর্গ। 'সুরসেনানী শূরেন্দ্র, প্রবেশ করিলা ব্রহ্মপুরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ব্রহ্মপ্রাপ্তি [স] *বি* পরমেশ্বর লাভ। 'প্রেম ব্রহ্মপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সোপান।' *ফজলল*, ১৯১৩।

ব্রহ্মবধ [স] *বি* ব্রাহ্মণ হত্যা। 'শতেক ব্রহ্মবধ নহে যার তুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ব্রহ্মবাক্য [স] *বি* ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম। 'কন্যাগণও তাহাই ব্রহ্মবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ব্রহ্মবাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বেদান্ত দর্শনে পণ্ডিত। 'ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ব্রহ্মবিৎ [স] *বিণ* ব্রহ্মজ্ঞানী। 'ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ব্রহ্মবিদ্যা [স] *বি* ব্রহ্মবিষয়ক বিদ্যা। 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ব্রহ্মবিষয়ক [স] *বিণ* ব্রহ্ম সম্পর্কিত। 'প্রতিপাদ্য মোক্ষ হচ্ছে ব্রহ্মবিষয়ক লৌকিক ধর্মের ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ব্রহ্মব্যাখ্যান [স] *বি* ব্রহ্মজ্ঞানের বিশ্লেষণ। 'স্কোলাস্টিক ব্রহ্মব্যাখ্যানের বিরুদ্ধে রেনেসাঁসের ব্যক্তিবিকাশ সাধনা ...।' *শিব*, ১৯৫০।

ব্রহ্মময় [স] *বিণ* ব্রহ্মস্বরূপ। 'বেদে বলে ব্রহ্মময় বিশ্বের কারণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ব্রহ্মময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* ব্রহ্মস্বরূপা। 'ওরে তুই করিস কি কালের ভয়/ হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ব্রহ্মমূল [স] *বি* ব্রহ্মতালু। 'ও বিষে উঠিল ধেয়ে ব্রহ্মমূলে/ কেমনে সে বিষ নামাই।' *লালন*, ১৮৯০।

ব্রহ্মমূর্তি [স] *বি* ব্রহ্মরূপ মূর্তি। 'ক্রমে সমবেত জনগণ-মধ্যে ব্রহ্মমূর্তি আবির্ভূত হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ব্রহ্মরন্ধ্র [স] *বি* হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রহ্মতালুর কেন্দ্র বা কেন্দ্রবর্তী ছিদ্র। 'যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ব্রহ্মরাত্র [স ব্রহ্মরাত্রি] *বি* সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী দুই দণ্ড সময়। 'ব্রহ্মরাত্র করি প্রভু করিল বেহার।' *মালাধর*, ১৫০০।

ব্রহ্মরিসি [স ব্রহ্মঋষি] *বি* ঋষি ব্রাহ্মণ। 'পুত্র অভিলাসে রাজা হইছে ব্রহ্মরিসি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ব্রহ্মর্ষি [স] *বি* ঋষি ব্রাহ্মণ। 'মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি দেব দেবর্ষি দানব।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ব্রহ্মলাভ [স] *বি* হিন্দুমতে পরমেশ্বর লাভ। 'কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন।' *ফজলল*, ১৯১৩।

ব্রহ্মলোক [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ব্রহ্মার বাসস্থান। 'ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণোদকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ব্রহ্মশাপ [স] *বি* ব্রাহ্মণের অভিশাপ। 'ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ব্রহ্মসংগীত, ব্রহ্মসঙ্গীত [স] *বি* ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামূলক সংগীত। 'বাংলা কথা বসিয়ে ব্রহ্মসংগীত ও যাত্রাসংগীত গাওয়া হয়েছে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'বাউল, ভাটিয়ালি, দেহতত্ত্ব, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি নানা প্রকার গান আছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ব্রহ্মসত্য [স] **১** *বি* মহাসত্য। 'সত্য সত্য ব্রহ্মসত্য ইথে নাই আন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* ব্রহ্মত্ব। 'ব্রহ্মসত্যের অপরোক্ষানুভূতি তখনও তাঁর কাছে মূল্যবান ছিল।' *শিব*, ১৯৫০।

ব্রহ্মসভা [স] *বি* রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্মসম্প্রদায় ও তার অনুসারীদের সংঘ। 'তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইঁহার সর্ব্বদা গমনাগমন আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ব্রহ্মসমাজ [স] *বি* ব্রাহ্মগোষ্ঠী। 'কেবল ব্রহ্মসমাজের দোষ সর্ব্বদা দেখিয়ে থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ব্রহ্মসাপ [স ব্রহ্মশাপ] *বি* ব্রাহ্মণের অভিশাপ। 'সর্পে গেল মহারাজা পাইয়া ব্রহ্মসাপ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ব্রহ্মস্বাদ [স] *বি* ব্রহ্মের উপলব্ধিজনিত আনন্দ। 'সে-জন্য সৌন্দর্যস্বাদকে তথা রসকে ব্রহ্মস্বাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ব্রহ্মহত্যা [স] *বি* ব্রাহ্মণ-বধ। 'ব্রহ্মহত্যা দিবে কেন তার কথা বল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ব্রহ্মাগ্নি [স] *বি* বিধ্বংসী আগুন। 'সে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আমরা সনগর দগ্ধ হই।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

ব্রহ্মাণ্ড [স] *বি* বিশ্বজগৎ। 'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ব্রহ্মাণ্ডনাশক [স] *বিণ* বিশ্বজগৎ ধ্বংস করতে পারে এমন। 'এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক, শিখেছি ধরিতে এরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ব্রহ্মাণ্ডনেমী [স] *বি* সৃষ্টিচক্র; জগৎচক্র। 'ব্রহ্মাণ্ডনেমীর কেন্দ্র বৃত্তিবদ্ধ, বিকল মানুষ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

ব্রহ্মাণ্ডস্থ [স] *বিণ* বিশ্বজগতে অবস্থিত। 'মুগ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ, আকাশস্থ, ব্রহ্মাণ্ডস্থ, অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ব্রহ্মাস্ত্র [স] *বি* খুব শক্তিশালী অস্ত্র। 'হাস্যরস প্রাচীন কালের ব্রহ্মাস্ত্রের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ব্রহ্মোত্তর [স] *বি* ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি। 'দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও মহোত্রাণ ও আয়মা ও লাখরাজ।' *ওর্সা*, ১৭৮২; 'ব্রহ্মোত্তরাদি নিষ্কর ভূমির কর লইতে ... না পারিবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

ব্রহ্মোপাসক [স] *বি* পরমাত্মার উপাসনা করে যে। 'ব্রহ্মোপাসকের চিত্ত ব্যতীত কেহই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ব্রহ্ম[২] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বলরাম ব্রহ্ম।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ব্রহ্ম[৩] [স] *বি* বার্মা। 'ব্রহ্ম, চীন ও শ্যামদেশ, ককেশাস পর্ব্বতস্থ বনভূমি ... ইহাদের স্বাভাবিক আবাসস্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ব্রহ্মদেশ [স] *বি* বাংলাদেশের সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্বস্থ দেশবিশেষ; বার্মা; মিয়ানমার। 'চীন-জাপান ব্রহ্মদেশ-শ্যামদেশ ... অধিকাংশই জয় করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্রহ্মদেশীয় [স] *বিণ* মায়ানমারের। 'শ্যামদেশীয়, আনাম দেশীয় বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ব্রহ্মপুত্র [স] *বি* ভারতবর্ষের নদীবিশেষ। 'চণ্ডীর আদেশে/ পাইলে প্রবেসে/ জুড়্যা ধায় ব্রহ্মপুত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্রহ্মা [স] *বি* হিন্দুমতে সৃষ্টিকর্তা। 'সব্ধেই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ব্রহ্মাণী [স] *বি স্ত্রী* ব্রহ্মার পত্নী। 'অষ্ট নায়িকা সাজে ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী কপালিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ব্রহ্মার দণ্ড *বি* ব্রহ্মার হাতে ধরা দণ্ডবিশেষ। 'কৈলোঁ ব্রহ্মার দণ্ড যোঁআলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ব্রহ্মাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত [স] *বি* কুরুক্ষেত্রের কাছে এবং সরস্বতী নদীর পাশে অবস্থিত প্রাচীন দেশ। 'হিমাচল সন্নিহিত সরস্বতী তীরে ব্রহ্মাবর্ত্ত মধ্যে রোপিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ব্রহ্মোন [স ব্রাহ্মণ] *বি* ব্রাহ্মণ। 'এখানে ব্রহ্মোন ভোজনের সামি সমাধান ...।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

ব্রাউন [ই] *বিণ* বাদামি। 'ব্রাউনরঙের গাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ব্রাকেট [ই] ১ *বি* ঘরের দেয়াল সংলগ্ন তাক। 'ব্রাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে টিকটিক শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* বন্ধনীচিহ্ন। 'অর্থসুগমতার অনুরোধে অতিরিক্ত কথাগুলি ব্র্যাকেটের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্রাঞ্চ [ই] *বি* শাখা। 'বাস্তবিক, তাঁদের কলকাতা ব্রাঞ্চের কর্মচারী দীর্ঘছন্দে চিঠি লিখে শহরের যা হালচাল জানিয়েছে ...।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ব্রাজিয়া [ই] *বি* নারীর স্তন-আবরক বস্ত্র; কাঁচুলি। 'ব্লাউস ব্রাজিয়া অসংবৃত।' *সিকান্দার*, ১৯৬১।

ব্র্যাণ্ড [ই] *বি* প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের চিহ্নযুক্ত পণ্য। 'সিগারেট খান। আপনার তো এ ব্র্যাণ্ড চলে না বোধহয়।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

ব্রাণ্ডি, ব্রাণ্ডী, ব্রান্ডি [ই] *বি* ব্রান্ডি; অ্যালকোহল দিয়ে তৈরি মাদক পানীয়বিশেষ। 'অত্যন্ত অপূর্ব্ব শিষ্ট শান্ত মহাশয়রা অশৌচ সময়ে শুদ্ধাচারার্থে কেবল ব্রাণ্ডি মাত্র পান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডী।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'সেই যে ব্রাণ্ডি এসেছিল, তার কি কিছু বাকি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ব্রাণ্ডিজল [ব্রাণ্ডি+স জল] *বি* মাদকবিশেষ। 'ইংরাজি আহার – ব্রাণ্ডিজল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ব্রাণ্ডিপানি [ব্রাণ্ডি+হি পানি] *বি* ব্রাণ্ডি নামক মদ। 'পানি না বলে ব্রাণ্ডিপানি বললে আর কোনো গোলই হত না।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ব্রাত্য [স] *বিণ* শাস্ত্রসম্মত আচারের বদলে লৌকিক আচার পালনকারী। 'ওরা ব্রাত্য, ওরা মন্ত্রহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ব্রাত্য-দোষ [স] *বি* সীমানা লঙ্ঘনের অপরাধ। 'তাঁর ব্রাত্য-দোষ, তিনি তিন মাস লাহোরে কাটিয়েছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ব্রাত্যশ্রেণী [স] *বি* সামাজিক মর্যাদা নেই এমন জাত। 'এখানেও তাঁরা ব্রাত্যশ্রেণীতে ভুক্ত হয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ব্রামণ [স বামন] *বি* বামন; (হিন্দুপুরাণ) বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। 'আর কহি ব্রামণ অবোতার হইয়াছিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ব্রাম্মন [স ব্রাহ্মণ] *বি* ব্রাহ্মণ। 'এখানে ব্রাম্মন ভোজনের ...।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

ব্রাম্মোন [স ব্রাহ্মণ] *বি* ব্রাহ্মণ; হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুযায়ী চার বর্ণের প্রথমটি। *ওর্সা*, ১৭৮২।

ব্রাশ, ব্রাস [ই] ১ *বি* চুল পরিপাটি করার উপকরণবিশেষ। 'সোনাউল্লা সাহেবের কএক জোড়া কাপড় তৈলিয়া চিরুণী, ব্রাস, গ্লাস ...।' *মোশাররফ*, ১৮৯০। ২ *বি* দাড়িতে সাবান লাগানোর বুরুশ। 'শেভিংস্টিক ও ব্রাস অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ব্রাশ করা [ই ব্রাশ+করা] *বিণ* আঁচড়ানো। 'ব্রাশ-করা পরিপাটি চুলে হস্ত ন্যস্ত করলে স্বভাবতই যা হয়ে থাকে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ব্রাহুই *বি* পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা। 'পশ্চিম পাকিস্তানের দেশী ভাষা পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু, বলোচী এবং ব্রাহুই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ব্রাহ্ম [স] ১ *বি* রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কর্তৃক প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারী। 'ইহাতে ব্রাহ্মদিগের প্রাণে আঘাত লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ২ *বিণ* ব্রাহ্ম সম্বন্ধীয়। 'পৃথিবীতে কোন জিনিসটা ব্রাহ্ম এবং কোনটা অব্রাহ্ম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ব্রাহ্মঘর [স ব্রাহ্ম+ঘর] *বি* ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত পরিবার। 'হিন্দুসমাজে থেকে ব্রাহ্মঘরের মেয়ে বিয়ে করবেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ব্রাহ্মধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম [স] *বি* ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের ধর্ম। 'বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবলম্বন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ব্রাহ্মত্ব [স] *বি* ব্রাহ্মবোধ। 'ব্রাহ্মত্ব বলিয়া একটা উগ্র আত্মপ্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ব্রাহ্মপরিবার [স] *বি* ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরিবার। 'ব্রাহ্মপরিবার হইতে নির্বাসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ব্রাহ্মফল [স] *বি* পৌরাণিক ফলবিশেষ। 'শাখাগুলি ভাঙ্গী জেন খাইতো ব্রাহ্মফল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ব্রাহ্মবালিকা [স] *বি* ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বালিকা। 'এক প্রখ্যাত ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ব্রাহ্মমুহূর্ত, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত [স] ১ *বি* সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্ত। *সেবধি*,

১৮৩৯। ২ *বি* শুভক্ষণ। 'জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ব্রাহ্মসমাজ [স] ১ *বি* ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সংগঠন। 'কলকাতা মহানগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ২ *বি* ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের প্রার্থনা-ঘর। 'ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কালে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৩ *বি* ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। 'ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ও আমি ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ *বি* ব্রাহ্মসমাজের দপ্তর। 'ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ও আমি ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ব্রাহ্মসম্প্রদায় [স] *বি* ব্রাহ্মসমাজ। 'ব্রাহ্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ব্রাহ্মিকতা [স] *বি* ব্রাহ্মবাদ। 'হারানবাবুর একান্ত ব্রাহ্মিকতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ব্রাহ্মিকা [স] *বি* ব্রাহ্ম মহিলা। 'আমরা একটি পবিত্রা ব্রাহ্মিকা প্রাপ্ত হই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ব্রাহ্মণ [স] ১ *বি* হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুযায়ী চার বর্ণের প্রথমটি। 'গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিজাতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* হিন্দু শিক্ষাগুরু। *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ৩ *বি* বেদের উপসংহার ভাগ। 'বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত – ছন্দ মন্ত্র ব্রাহ্মণ এবং সূত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ব্রাহ্মণত্ব [স] ১ *বি* ব্রাহ্মণের ধর্ম। 'ইঙ্গরেজী ভাষায় ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী এক ব্যক্তি ... ' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বি* ব্রাহ্মণের মর্যাদা। 'বিশ্বামিত্র তপস্যা বলে ব্রাহ্মণত্ব লব্ধ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বি* উচ্চ মর্যাদা। 'সাহিত্যসমাজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার ইচ্ছে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক [স] *বিণ* ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রকাশক। 'এই মৈথিলী তরুণের মাথায় ছিল সুপুষ্ট শিখা, বুকে ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক দীপান্বিত শুভ্র উপবীত।' *শিব*, ১৯৫৬।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত [স] *বি* যিনি ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত। 'কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তালপাতার পুঁথিপত্র নিয়ে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ব্রাহ্মণবটু [স] *বি* ব্রাহ্মণবালক। 'হইআ ব্রাহ্মণবটু ছয় বেদ অংশে পটু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্রাহ্মণবালক [স] *বি* ঋষিপুত্র। 'এই ব্রাহ্মণবালককে তাহার ঘরের কথা ... জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ব্রাহ্মণ-বৃত্তি [স] *বি* ব্রাহ্মণের পেশা। 'অবশ্যই ব্রাহ্মণ-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ব্রাহ্মণ-বেশধারী [স] *বিণ* ব্রাহ্মণের ভান করে এমন। 'ব্রাহ্মণ-বেশধারী কপট সূত্রবাহীদিগের উপর অচলা ভক্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ব্রাহ্মণভোজন [স] *বি* ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণপূর্বক খাওয়ানো। 'গান বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের পুরস্কার আশ্চর্য্য রূপ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'দেশটি যেন ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্যে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ব্রাহ্মণহীন [স] *বিণ* ব্রাহ্মণ নেই এমন। 'দেশ ব্রাহ্মণহীন দেখিয়া কতিপয় কৈবর্ত্তকে যজ্ঞোপবীত প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ব্রাহ্মণাদর [স] *বি* ব্রতবিশেষ। 'তাঁরা এক ব্রত সৃষ্টি করলেন ব্রাহ্মণাদর।' *অবন*, ১৯১৯।

ব্রাহ্মণী [স] ১ *বি* ব্রাহ্মণের স্ত্রী। 'দেখএ ব্রাহ্মণ কান্দে ব্রাহ্মণী সহিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি স্ত্রী* পাচক ব্রাহ্মণ। 'রাজা বসন্তরায় সচেষ্ট মতে ব্রাহ্মণীরদিগকে পাঠাইয়া ... বাসা ও খাদ্য সামিগ্রি প্রচুর মতে দিয়া পরম সুখে রাখিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

ব্রাহ্মণেতর [স] *বি* বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি। 'গ্রামের ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর ভদ্রমানুষগুলি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম [স] *বি* ব্রাহ্মণ-নিয়ন্ত্রিত ধর্ম। 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সময় মনুসংহিতা ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ব্রাহ্মণ্যবাদ [স] *বি* ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ মনে করার মতবাদ। 'সদ্য আলোকপ্রাপ্ত বৃটিশের সহানুভূতিপুষ্ট ব্রাহ্মণ্যবাদ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'দাম্ভিক ব্রাহ্মণ্যবাদের সর্ব্বপ্রকার দম্ভ ও অহমিকার চির অবসান ঘটিবে না।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

ব্রাহ্মণ্যশ্রী [স] *বি* ব্রাহ্মণের চেহারা। 'একটা সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ব্রাহ্মন [স ব্রাহ্মণ] *বি* হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুযায়ী চার বর্ণের প্রথমটি। 'সমোচিত দক্ষিনা দিয়া ব্রাহ্মন তুসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ব্রাহ্মনি [স ব্রাহ্মণী] *বি* ব্রাহ্মণের স্ত্রী। 'পতিব্রতা ব্রাহ্মনি সংহতি করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

ব্রাহ্মী [স] *বি* ভারতের প্রাচীন লিপিবিশেষ। 'ব্রাহ্মী হরফে লেখা রাজা-রানীর নাম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ব্রিজ[1] [ই] *বি* সাঁকো। 'বালির ব্রিজ পার হয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে উঠলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্রিজ[2] [ই] *বি* তাস খেলার প্রকার বিশেষ। 'মসৃণ টেবিলে বসে খেলে যায় ব্রিজ।' *জীবন*, ১৯৩০; 'ব্রিজ-খেলাতেও উৎসাহ অক্ষুণ্ন থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ব্রিটন [ই] *বি* ব্রিটেন। 'প্রাচীন ব্রিটনবাসীদের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাঁধা থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ব্রিটনীয়া [ই] *বি* ব্রিটেনের কল্পিত অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম শ্বেত ব্রিটনীয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ব্রিটনীয়াবাসী [ই ব্রিটন+স বাসী] *বি* ব্রিটেনে বসবাসকারী লোক। 'ব্রিটনীয়াবাসী ভাবে কি কখন?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ব্রিটানিয়া [ই] *বি* ব্রিটেনের কল্পিত অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'যদি দৈবক্রমে কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ব্রিটিশ [ই] *বিণ* ব্রিটেনের শাসকদের। 'ব্রিটিশ রাজ্যকালীন সর্ব্বসাধারণ উপকারার্থে বিদ্যা বৃদ্ধি নিমিত্ত যেরূপ আয়োজন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

ব্রিটিশ চানেল [ই] *বি* ইংরেজদের তৈরি কৃত্রিম জলপথ। 'ব্রিটিস চানেল নামক অনতিবিস্তৃত সাগরের তটস্থিত সেন্টমেলো নগরে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ব্রিটিশ রাজ্য *বি* ব্রিটিশদের শাসনাধীন রাজ্য। 'এ ব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশসিংহ ইহার শাসনকর্ত্তা।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

ব্রিটিশাধিকৃত *বিণ* ব্রিটিশ কর্তৃক দখলকৃত। 'বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য ব্রিটিশাধিকৃত রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ব্রিটিশাধীন *বিণ* ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত। 'মোতে ও জালৌন পরগনা বরাবরই ব্রিটিশাধীনে ছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ব্রিটিশানুগত [ই ব্রিটিশ+স অনুগত] *বিণ* ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এমন। 'রাজ্যগুলি একান্ত ব্রিটিশানুগত এবং ঝাঁসির

বিপক্ষে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ব্রিটিস [ই] ১ *বিণ* ব্রিটিশ শাসনাধীন। 'ভারতবর্ষের ব্রিটিস সবজেকটের ভূমির দখল পাওনের যে প্রতিবন্ধক আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* ইংরেজ শাসিত। 'ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* ব্রিটেনের। 'ব্রিটিস সহবাসে, ব্রিটিস শিক্ষায় ও ব্যবহারেও অ্যামেরিকানদের মত হতে পারেননি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্রিটেন [ই] *বি* যুক্তরাজ্য (ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ড-এর সমাহার)। 'ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্রিটেনীয় [ই] *বিণ* ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত। 'ব্রিটেনীয় ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশকে বিধিবিচ্যুত – (Non regulation) বলা যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ব্রীটিশ [ই] *বিণ* ব্রিটেনের। 'আমি ব্রীটিশ গবর্ণরের পক্ষের লোক।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

ব্রিফকেস [ই] *বি* নথি বা কাগজপত্র বহনের থলে বা বাক্‌সো। 'তিনি ব্রিফকেস নেড়ে-চেড়ে বসলেন গার্হস্থ্য মোটরে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ব্রিলিয়ান্ট [ই] *বিণ* মেধাবী। 'ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ব্রিলিয়েন্ট [ই] *বিণ* মেধাবী। 'শেরে বাংলার ভাগনে হলে ব্রিলিয়েন্ট হতেই হবে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ব্রীজকা [ই britzschka] *বি* সাধারণত দুই ঘোড়ায় টানা চার চাকার ঢাকা গাড়ি। 'বাবুর ব্রীজকা প্রস্তুত হতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্রীড়া [স] *বি* লজ্জা। 'পাণিনি ব্যবসা যার তার চিত্তে ব্রীড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ব্রীড়াবনতা [স] *বিণ স্ত্রী* লজ্জায় অবনত। 'অনেক ব্রীড়াবনতা মেয়ে থাকে বটে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ব্রীড়াময়ী [স] *বিণ* লজ্জাময়ী। 'আয়েষাকে ব্রীড়াময়ী করে দিয়েছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ব্রীড়াযুক্ত [স] *বিণ* লজ্জাযুক্ত। 'উচ্চ হাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ব্রীড়ারুদ্ধ [স] *বিণ* লজ্জায় আড়ষ্ট। 'যুবতীর ব্রীড়ারুদ্ধ কণ্ঠস্বর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ব্রীফ [ই] *বি* মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণী। 'মকদ্দমা হলে তার ব্রীফ আমাকে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ব্রীফলেস [ই] *বিণ* মক্কেলহীন। 'একেবারে ব্রীফলেস নই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ব্রীহি [স] *বি* আউশ ধান। 'অমৃত, যব, ব্রীহি, তৃণাদিরূপ তাবদ্ভোগ্য বস্তু।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ব্রুশ [ই] *বি* চুল আঁচড়ানোর উপকরণবিশেষ। 'ছোটো একটি আয়না এবং চিরুনি ব্রুশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ব্রুহাম [ই] *বি* এক ধরনের ঘোড়ার গাড়ি। 'কত রকমের গাড়ী যাইতেছে – ব্রুহাম, বারুচ ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ব্রে [ই] *বি* তাস খেলাবিশেষ। 'দুপুরবেলা ব্রে খেলতে চাও – সেই কালো বিবিগছান কালান্তক খেলা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ব্রেক[১] [ই brake] *বি* গাড়ি থামানোর যন্ত্রাংশবিশেষ। 'ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ব্রেকভ্যান [ই] *বি* রেলগাড়ির যে কামরায় ব্রেক থাকে। 'পাল্কীগুলি ট্রেনের ব্রেকভ্যানে তুলিয়া দেওয়া হয়।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ব্রেক[২] [ই break] বিরতি। 'সামান্য কিছুক্ষণের জন্য চায়ের ব্রেক।' *হাই*, ১৯৫৮।

ব্রেকফাস্ট, ব্রেকফাষ্ট [ই] *বি* সকালের নাশতা। 'বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আমরা যখন বাইরে বেরোতে যাচ্ছি।' *হাই*, ১৯৫৮।

ব্রেখ [স বৃক্ষ] *বি* বৃক্ষ। 'বরুণের ব্রেখে বরুণা ফল বহি আর ফল না হও।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ব্রেড [ই] *বি* পাঁউরুটি। 'রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেডবাস্কেট খেল শেষে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ব্রেভো [ই] *অব্য* শাবাশ। 'ব্রেভো, ব্রেভো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ব্রেসলেট [ই] *বি* হাতের অলংকারবিশেষ। 'একটা দামী ব্রেসলেট পাঠিয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ব্রোচ [ই] *বি* কাপড় আঁটার পিনযুক্ত অলঙ্কারবিশেষ। 'ব্রোচের-বন্ধনহীন কাঁধের কাপড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ব্রোঞ্জ [ই] *বি* তামা ও টিনের মিশ্র ধাতু। 'কয়েকটি ব্রোঞ্জের মূর্তি।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

ব্র্যান্ডি [ই] *বি* মাদক পানীয়বিশেষ। 'বলুন, চা খাবেন, না ব্র্যান্ডি খাবেন।' *মানিক*, ১৯৩৫। দ্র ব্রান্ডি

ব্র্যাভো [ই] *অব্য* বাহবা; শাবাশ। 'ব্র্যাভো, সত্যি কথা বলতে কী সাহস তোমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ব্লক [ই] ১ *বি* ছাপার জন্য খোদাই করা কাঠ বা ধাতুর ফলক। 'পুস্তকের ব্লকটি পর্যন্ত পারসী ছাঁচে কাটিয়া অন্তরের তৃপ্তি অনুভব করেন।' *এসলাম*, ১৯১৬। ২ *বি* চারদিকে বেষ্টনীর আড়াল। 'একটা আলাদা ব্লক তৈরি করে নিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ব্লক-মেকার [ই] *বি* ফলক তৈরি করে যে। 'তারপরে ছাপাখানা, কাগজওয়ালা, দপ্তরী, ডিজাইনার, ব্লক-মেকার, এরাও সব এক একটা ঘাট বইকি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ব্লটিং [ই] *বি* চোষকাগজ। 'ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ব্লটিং কাগজ, ব্লটিঙকাগজ [ই ব্লটিং+আ কাগজ] *বি* চোষকাগজ। 'এবার ব্লটিং কাগজের কথা মনে পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'ডেস্কের ব্লটিঙকাগজটার উপর খানিকক্ষণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ব্লটিং পেপার [ই] *বি* মধ্যস্থতাকারী। 'পদ্মলোচন ঠাকরুণ-বিষয় ও সখীসম্বাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্লটিং পেপার।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ব্লটিং প্যাড [ই] *বি* চোষকাগজের প্যাড। 'যেন মোটা মোটা ব্লটিং প্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ব্লাউজ [ই] *বি* মেয়েদের উর্ধ্বাঙ্গে পরার ছোটো জামাবিশেষ। **ব্লাউজ পিস** *বি* ব্লাউজ বানানোর জন্যে শাড়ির সঙ্গে যুক্ত নির্দিষ্ট মাপের কাপড়। 'শাড়ি ও ব্লাউজ পিস।' *জীবন*, ১৯৩২।

ব্লাউজবিলাসিনী [ই ব্লাউজ+স বিলাসিনী] *বিণ স্ত্রী* নানা রকমের ব্লাউজ পরা যার কাছে বিলাসিতার বিষয়। 'ব্লাউজবিলাসিনী তাঁহার পতিটিও এ বিষয়ে ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ব্লাউস [ই] *বি* উর্ধ্বাঙ্গে পরিধানের জন্য মেয়েদের ছোটো জামাবিশেষ। 'স্বহস্তে ব্লাউস, পেটিকোট ইত্যাদি কাটিয়া সেলাই

করিত।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

ব্লাক, ব্ল্যাক [ই] *বিণ* কালো।

ব্লাক-মার্কেটিং [ই] *বি* কালোবাজারি। 'কাপড়ের ব্লাক মার্কেটিং বন্ধ করিবার ...।' *ইছলাম*, ১৯৪৫।

ব্লাকমেইল [ই] *বি* গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সুবিধা আদায় করা। 'সেই চোতা কাগজ তুই রেখে দিয়েছিস ব্লাকমেইল করবি বলে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ব্ল্যাক করা *ক্রি* কালোবাজারি করা। 'সিনেমার টিকেট ব্ল্যাক করে ... ওরা দিনাতিপাত করে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ব্ল্যাকবার্ড [ই] *বি* ইউরোপীয় গানের পাখি। 'ভ্যাভাও ঐ কুকু-টাকে/ ব্ল্যাকবার্ড স্প্যারো-টাকে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ব্ল্যাকবেরী [ই] *বি* এক রকমের কালো জাম ও তার গাছ। 'দুধারে ব্ল্যাকবেরী ও ঘন লতা-গুল্মের বেড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ব্ল্যাক মার্কেট [ই] *বি* কালো বাজার। 'ভদ্দরলোকের ভাষায় ব্ল্যাক মার্কেট।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার [ই] *বি* কালোবাজারি করে এমন ব্যক্তি। 'যৌনব্যভিচারী যেমন সমাজের চক্ষুশূল, উৎকোচগ্রহণকারী বা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার তেমনটি নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ব্ল্যাকমেলিং [ই] *বি* গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা বা চাপ সৃষ্টি করা। 'এটা কি তবে ব্ল্যাক-মেলিং হল না?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ব্লাড [ই] *বি* রক্ত। 'তাঁদের চটাভাব চটনমান যন্ত্রে ব্লাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ব্লাড-প্রেশার [ই] *বি* রক্তচাপ। 'ব্লাড-প্রেশার বেড়েছিল নাকি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ব্লাডপ্রেসার [ই] *বি* রক্তচাপ। 'পালসের বিট গুনলেন, ব্লাডপ্রেসার নিলেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ব্লাড ব্যাঙ্ক [ই] *বি* চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের জন্যে সংগৃহীত রক্তশালা। 'আপন রক্ত উৎসর্গ করতে এগিয়ে এসেছে ব্লাড ব্যাঙ্কের তীড়াক্রান্ত করিডোরে।' *বেগম*, ১৯৭১।

ব্লাডার [ই] *বি* রাবার ইত্যাদি দিয়ে তৈরি আধার যাতে বাতাস ভরা থাকে। 'ফুটবলের ব্লাডারের মতো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ব্লিচিং পাউডার [ই] *বি* দুর্গন্ধনাশক ও জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। 'সব জায়গায় বেশি করে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দাও।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ব্লিজার্ড [ই] *বি* প্রবল তুষারঝড়। 'শীতের সঙ্গে হামেশাই ঝড় ব্লিজার্ড জুড়ে দেওয়া যায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ব্লুপ্রিন্ট [ই] *বি* পরিকল্পনা। '... এদের সামনে ভবিষ্যতের কোন ব্লুপ্রিন্ট ছিল না।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

ব্লুস্টকিং [ই] *বি* পাণ্ডিত্যের অধিকারী বলে বিবেচিত বিদুষী স্ত্রীলোক। 'ইংল্যাণ্ডের পুরুষসমাজ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা রমণীদের ব্লুস্টকিং বলিয়া বিদ্রূপ করেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৬।

ব্লেড [ই] **১** *বি* দাড়ি কামাবার ধারালো পাতবিশেষ। 'ভূতপূর্ব দাড়ি-কামানো-ব্লেডেই চিরদিন পেনসিল চেঁছেছি।' *শিবরাম*, ১৯৫০। **২** *বি* বৈদ্যুতিক পাখার ফলা। 'পাখার ব্লেড, ছাদের সিলিং – সব লাল।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ব্ল্যাঙ্ক চেক [ই] *বি* টাকার পরিমাণ উল্লেখ নেই এমন চেক। 'এমন দিনও তো ছিল যখন তিনি ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে বলতেন ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

বাংলা একাডেমি

৩

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

- বাংলা ভাষার সব শব্দ একই সময়ে জন্ম নেয়নি অথবা একই সময়ে সেসব শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হয়নি। কোন শব্দ প্রথম কখন ব্যবহৃত হলো, এবং তারপর ধীরে ধীরে তার অর্থ কিভাবে বদলে গেলো, এ অভিধানে প্রধানত তা-ই দেখা যাবে। কেবল অর্থের বিবর্তন নয়, শব্দের বানান কিভাবে বদলে গেলো, সে ইতিহাসও জানা যাবে এই অভিধান থেকে।

- এই অভিধানে ভুক্তি অর্থাৎ মূলশব্দ আছে প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার। আর, এসব মূলশব্দের রূপান্তরগুলো হিসেব করলে মূলশব্দের সংখ্যা হবে প্রায় দেড় লাখ। এ ছাড়া, অর্থান্তর বোঝানোর জন্যে প্রয়োগবাক্য আছে এক লাখ ষাট হাজারের বেশি।

- আনুমানিক ১২০০ সাল থেকে শুরু করে মোটামুটি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত রচিত নানা ধরনের পুথি, দলিল-দস্তাবেজ, বই, পত্র-পত্রিকা, নথিপত্র ইত্যাদি থেকে এই অভিধানে শব্দ গৃহীত হয়েছে।

- শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই অভিধানে যেসব প্রয়োগবাক্য দেওয়া হয়েছে, তার অনেকগুলোর কা্লই আনুমানিক। তবে ১৭৪৩ সালের পর থেকে বেশির ভাগ প্রয়োগবাক্যের সময় সুনির্দিষ্ট।

- প্রতিটি মূলশব্দের অর্থ এবং অর্থান্তর নির্ণয় করা হয়েছে প্রয়োগবাক্য থেকে।

- প্রয়োগবাক্যগুলোর উৎস নির্দেশ করা হয়েছে কখনো গ্রন্থ, কখনো লেখক, কখনো পত্রিকা, এমনকি কখনো দপ্তরের নাম দিয়ে। এসব নামের শব্দসংক্ষেপ ছাপা হয়েছে বাঁকা হরফে।

- সাধারণভাবে ক্রিয়াপদের রূপান্তর এই অভিধানে নেই। তবে আঠারো শতকের আগেকার ক্রিয়াপদের রূপান্তরের কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছে।

- প্রতিটি মূলশব্দের পাশে সে শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে, তা বন্ধনী [ ] চিহ্নের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো শব্দের বেলায় তা আনুমানিক। আর, আদৌ জানা না-গেলে, সেসব শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়নি। যেসব শব্দের শেষে [স] লেখা আছে, সেসব শব্দ যে সবই সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ছিলো, তা নয়। বরং সেগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণ-সিদ্ধ বলে [স] লেখা হয়েছে।

- শব্দের অর্থ যদ্দুরসম্ভব সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে।

বাংলা একাডেমির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

- প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
- প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
- ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
- বাংলা উচ্চারণ অভিধান
- বাংলা বানান-অভিধান
- ছোটদের অভিধান
- সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
- আরবি-বাংলা অভিধান
- চরিতাভিধান (তৃতীয় সংস্করণ)
- বিজ্ঞান বিশ্বকোষ
- শাহনামা
- English-Bangla Dictionary
- Bengali-English Dictionary

বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

তৃতীয় খণ্ড (ভ–হ)

বাংলা একাডেমি

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

তৃতীয় খণ্ড (ভ–হ)

সম্পাদক

গোলাম মুরশিদ

সহযোগী সম্পাদক

স্বরোচিষ সরকার

বাংলা একাডেমি ঢাকা

বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান কর্মসূচি
জুলাই ২০১০ – ডিসেম্বর ২০১৩
সংশোধিত: জুলাই ২০১০ – জুন ২০১৪

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২১ / মে ২০১৪

বাএ ৫১৫৫

মুদ্রণসংখ্যা
৬০০০ কপি

প্রকাশক
শাহিদা খাতুন
পরিচালক
প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
এক হাজার টাকা মাত্র

BIBARTANMULAK BANGLA ABHIDHAN, TRITIYA KHANDA [A Diachronic Dictionary of Bangla Language, Third Volume]. Editor: Ghulam Murshid. Associate Editor: Swarochish Sarker. Publisher: Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Edition: May 2014. Price: Taka 1000.00 only, US $ 100.00

ISBN 984-07-5174-3

বাস্তবায়ক

শামসুজ্জামান খান

কর্মসূচি পরিচালক

শাহিদা খাতুন

সমন্বয়কারী

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম

সংকলক

আসিফ আজিজ	কল্পনা ভৌমিক
জামাল উদ্দিন জাহেদি	ফারহান ইশরাক
মতিন রায়হান	মাহফুজা হিলালী
মোঃ আমিরুল ইসলাম	মোঃ মাইনুল ইসলাম
রাজীব কুমার সাহা	শামস্ নূর

প্রকাশনা সহযোগী

মোহাম্মদ খোরশেদ আলম

শব্দসংক্ষেপ

অ	অসমিয়া
অক্ষয়	অক্ষয়কুমার দত্ত
অচিন্ত্য	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অতুল	অতুলপ্রসাদ সেন
অন্নদা	অন্নদাশঙ্কর রায়
অবন	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবোধবন্ধু	অবোধবন্ধু পত্রিকা
অমিয়	অমিয় চক্রবর্তী
অমৃত	অমৃতলাল বসু
অমৃতবাজার	অমৃতবাজার পত্রিকা
অযোধ্যা	অযোধ্যানাথ পাকড়াশি
অশ্বিনী	অশ্বিনীকুমার দত্ত
আ	আরবি
আইয়ুব	আবু সয়ীদ আইয়ুব
আকরম	মোহাম্মদ আকরম খাঁ
আখবার	মহাম্মদি আখবার পত্রিকা
আজাদ	আজাদ পত্রিকা
আনটুনি	হেন্‌সম্যান আনটুনি
আনিস	আনিসুজ্জামান
আনোয়ার	আলী আনোয়ার
আন্তোনিয়ো	দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো
আলাউদ্দিন	আলাউদ্দিন আল আজাদ
আলাওল	সৈয়দ আলাওল
আহমদী	আহমদী পত্রিকা
ই	ইংরেজি
ইংলিশম্যান	ইংলিশম্যান পত্রিকা
ইছলাম	নেদায়ে-ইছলাম পত্রিকা
ইব্রাহীম	ইব্রাহীম খাঁ
ইমদাদুল	কাজী ইমদাদুল হক
ইমান	নূর-অল-ইমান পত্রিকা
ইমাম	ইমাম পত্রিকা
ইলিয়াস	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
ইসলামিয়া	আখবারে ইসলামিয়া পত্রিকা
ইসলাহ	আল-ইসলাহ পত্রিকা
ইসহাক	আবু ইসহাক
ঈশান	ঈশানচন্দ্র ঘোষ
উপ	উপসর্গ
উমর	বদরুদ্দীন উমর
উমেশ	উমেশচন্দ্র মিত্র
একব	একবচন
একাডেমি	বাংলা একাডেমির নথি
এডমন	নীল এডমনস্টোন
এডুকেশন	এডুকেশন গেজেট
এনামুল	মুহম্মদ এনামুল হক
এসলাম	শরিয়তে-এসলাম পত্রিকা
ও	ওড়িয়া
ওদুদ	কাজী আবদুল ওদুদ
ওবায়দুল্লাহ	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
ওয়াজেদ	এস ওয়াজেদ আলি
ওয়ালী	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
ওরাঁও	ওরাঁও
ওল	ওলন্দাজ
ওসাঁ	অগুস্তাঁ ওসাঁ
কবীন্দ্র	কবীন্দ্র পরমেশ্বর
কমলাকান্ত	গোবিন্দ অধিকারী
কায়সার	শহীদুল্লা কায়সার
কালান্তর	কালান্তর পত্রিকা
কালীপ্র	কালীপ্রসন্ন সিংহ
কাশীরাম	কাশীরাম দাস
কৃত্তিবাস	কৃত্তিবাস ওঝা
কৃষ্ণকমল	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
কৃষ্ণচন্দ্র	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
কৃষ্ণদাস	কৃষ্ণদাস কবিরাজ
কৃষ্ণভাবিনী	কৃষ্ণভাবিনী দাস
কৃষ্ণরাম	কৃষ্ণরাম দাস
কেতকা	কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ
কেরি	উইলিয়ম কেরি
কৈলাস	কৈলাসবাসিনী দেবী
কোহিনুর	কোহিনুর পত্রিকা
কৌমুদী	সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা
ক্যালগে	ক্যালকাটা গেজেট
ক্রি	ক্রিয়া
ক্রিবিণ	ক্রিয়াবিশেষণ
ক্ষীরোদপ্রসাদ	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
গণবাণী	গণবাণী পত্রিকা

গরীব	ফকির গরীবুল্লাহ	দক্ষিণা	দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
গিরিশ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	দর্পণ	সমাচার দর্পণ পত্রিকা
গুপ্ত	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	দর্শন	ইসলাম দর্শন পত্রিকা
গুলিস্তাঁ	গুলিস্তাঁ পত্রিকা	দাশরথি	দাশরথি রায়
গোপাল	গোপাল হালদার	দিক্‌প্রকাশ	দিক্‌প্রকাশ পত্রিকা
গোবিন্দ	গোবিন্দদাস	দীচণ্ডী	দীন চণ্ডীদাস
গোরেসিও	গাসপেল গোরেসিও	দীনবন্ধু	দীনবন্ধু মিত্র
গোলক	গোলকচরণ শর্মা	দীপিকা	দীপিকা পত্রিকা
গৌর	গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার	দ্বিচণ্ডী	দ্বিজ চণ্ডীদাস
গ্রামবার্ত্তা	গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা পত্রিকা	দ্বিজেন্দ্র	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গ্রী	গ্রীক	ধূমকেতু	ধূমকেতু পত্রিকা
ঘনরাম	ঘনরাম চক্রবর্তী	ধূর্জটি	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
চণ্ডী	চণ্ডীদাস	ধ্বন্যা	ধ্বন্যাত্মক
চণ্ডীচরণ	চণ্ডীচরণ মুনশী	নওরোজ	নওরোজ পত্রিকা
চন্দ্রিকা	সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকা	নজরুল	কাজী নজরুল ইসলাম
চর্যা	চর্যাপদ	নজিবর	মোহাম্মদ নজিবর রহমান
চাষী	চাষী পত্রিকা	নবনূর	নবনূর পত্রিকা
চিঠিপত্রে	চিঠিপত্রে সমাজচিত্র	নবযুগ	নবযুগ পত্রিকা
চী	চীনা	নরেন্দ্র	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
চেরী	জর্জ্জ ফ্রেডারিক চেরী	নীরেন	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ছায়াবীথি	ছায়াবীথি পত্রিকা	প	পর্তুগিজ
ছোলতান	ছোলতান পত্রিকা	পরশু	রাজশেখর বসু
জ	জর্মন	পা	পালি
জগদীশ	জগদীশচন্দ্র বসু	পাশা	আনোয়ার পাশা
জয়তী	জয়তী পত্রিকা	পূর্ণচন্দ্র	সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকা
জয়বাংলা	জয়বাংলা পত্রিকা	পূর্ণিমা	পূর্ণিমা পত্রিকা
জয়ানন্দ	জয়ানন্দ	প্যারী	প্যারীচাঁদ মিত্র
জসীম	জসীমউদ্‌দীন	প্রচারক	প্রচারক পত্রিকা
জহির	জহির রায়হান	প্রভাকর	সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা
জা	জাপানি	প্রভাত	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
জামায়াত	ছুন্নত অল-জামায়াত পত্রিকা	প্রমথ	প্রমথ চৌধুরী
জিল্লুর	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	প্রা	প্রাকৃত
জীবন	জীবনানন্দ দাশ	প্রেমেন্দ্র	প্রেমেন্দ্র মিত্র
জ্ঞান	জ্ঞানদাস	ফ	ফরাসি
জ্ঞানান্বেষণ	জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা	ফজলল	শেখ ফজলল করিম
জ্ঞানারুণোদয়	জ্ঞানারুণোদয় পত্রিকা	ফয়জুন্নেছা	ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী
জ্যোতিরিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	ফয়জুল্লাহ	মীর ফয়জুল্লাহ
ডানকান	জোনাথান ডানকান	ফররুখ	ফররুখ আহমদ
ঢাকাপ্রকাশ	ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকা	ফরস্টার	হেনরি পিটস ফরস্টার
তবলীগ	তবলীগ পত্রিকা	ফা	ফারসি
তমোলুক	তমোলুক পত্রিকা	ফোর্ট	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ
তা	তামিল	বঙ্কিম	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তাঁতি	তাঁতিদের চিঠিপত্র	বঙ্গদর্শন	বঙ্গদর্শন পত্রিকা
তারকচন্দ্র	তারকচন্দ্র সরকার	বঙ্গদূত	বঙ্গদূত পত্রিকা
তারা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	বঙ্গনূর	বঙ্গনূর পত্রিকা
তারিণী	তারিণীচরণ মিত্র	বঙ্গীয়	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
তু	তুরকি		

বড়ু	বড়ু চণ্ডীদাস
বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
বন্দে	বন্দে আলী মিয়া
বল্লভ	কবি বল্লভ
বাংলার মুখ	বাংলার মুখ পত্রিকা
বান্ধব	বান্ধব পত্রিকা
বামাবোধিনী	বামাবোধিনী পত্রিকা
বাসনা	বাসনা পত্রিকা
বাহরাম	দৌলত উজির বাহরাম খান
বি	বিশেষ্য
বিজয়	বিজয় গুপ্ত
বিণ	বিশেষণ
বিদ্যা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বিদ্যাপতি	বিদ্যাপতি
বিনোদিনী	বিনোদিনী পত্রিকা
বিপ্লবী বাংলাদেশ	বিপ্লবী বাংলাদেশ পত্রিকা
বিভূতি	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিমল	বিমল মিত্র
বিষ্ণু	বিষ্ণু দে
বীরেন্দ্র	বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বুদ্ধ	বুদ্ধদেব বসু
বুলবুল	বুলবুল পত্রিকা
বৃন্দা	বৃন্দাবন দাস
বেগম	বেগম পত্রিকা
বেনজীর	বেনজীর আহমদ
বোগল	জর্জ বোগল
ব্র	ব্রজবুলি
ভবানন্দ	ভবানন্দ
ভবানী	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
ভারত সংস্কারক	ভারত সংস্কারক পত্রিকা
ভেরলি	জঁ ভেরলি
মণীশ	মণীশ ঘটক
মদনমোহন	মদনমোহন তর্কালঙ্কার
মধু	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়
মধ্যস্থ	মধ্যস্থ পত্রিকা
মনসুর	আবুল মনসুর আহমদ
মনোজ	মনোজ বসু
মশাররফ	মীর মশাররফ হোসেন
মহাশ্বেতা	মহাশ্বেতা দেবী
মা	মারাঠি
মাইকেল	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মানিক	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মানিকরাম	মানিকরাম গাঙ্গুলি
মানোএল	মানোএল দা আসসুম্পসাঁও
মান্নান	সৈয়দ আবদুল মান্নান
মালাধর	মালাধর বসু
মাহমুদ	আল মাহমুদ
মাহেনও	মাহেনও পত্রিকা
মিত্রপ্রকাশ	মিত্রপ্রকাশ পত্রিকা
মিলার	জন মিলার
মিহির	মিহির পত্রিকা
মু	মুণ্ডারি, অস্ট্রিক
মুকুন্দ	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
মুক্তিযুদ্ধ	মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকা
মুখলেস	মুখলেসুর রহমান
মুজতবা	সৈয়দ মুজতবা আলী
মুজিব	শেখ মুজিবুর রহমান
মুনীর	মুনীর চৌধুরী
মুরশিদ	গোলাম মুরশিদ
মুরারী	মুরারী গুপ্ত
মুসলমান	মুসলমান পত্রিকা
মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
মেয়র	জর্জ মেয়র
মেয়র্স	মেয়র্স কোর্ট
মোজাম্মেল	মোজাম্মেল হোসেন
মোতাহার	কাজী মোতাহার হোসেন
মোতাহের	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
মোয়াজ্জিন	মোয়াজ্জিন পত্রিকা
মোসলেম	মোসলেম ভারত পত্রিকা
মোস্তফা	গোলাম মোস্তফা
মোহাম্মদী	মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা
মোহিত	মোহিতলাল মজুমদার
যোগীন্দ্র	যোগীন্দ্রনাথ সরকার
রওশন	রওশন হেদায়েৎ পত্রিকা
রঙ্গ	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রমেন্দ্র	রমেন্দ্রনাথ ঘোষ
রশীদ	রশীদ করীম
রসরাজ	সম্বাদ রসরাজ পত্রিকা
রাজ	রাজনারায়ণ বসু
রাজীব	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
রামনারায়ণ	রামনারায়ণ তর্করত্ন
রামপ্রসাদ	রামপ্রসাদ সেন
রামমোহন	রামমোহন রায়
রামরাম	রামরাম বসু
রামাই	রামাই পণ্ডিত
রূপরাম	রূপরাম চক্রবর্তী
রোকেয়া	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
লালন	লালন শাহ্
শওকত	শওকত ওসমান
শক্তি	শক্তি চট্টোপাধ্যায়
শঙ্খ	শঙ্খ ঘোষ
শরৎ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরিয়ত	শরিয়ত পত্রিকা
শরীফ	আহমদ শরীফ
শহীদুল্লাহ	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
শামসুদ্দীন	শামসুদ্দীন আবুল কালাম
শামসুর	শামসুর রাহমান
শামসুল	সৈয়দ শামসুল হক
শাহাদাত	শাহাদাত হোসেন
শিখা	শিখা পত্রিকা
শিব	শিবনারায়ণ রায়
শিবরাম	শিবরাম চক্রবর্তী
শেখর	রায় শেখর/কবি শেখর
শৌভে	জন লুই শৌভে
শ্যামল	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
স	সংস্কৃত
সওগাত	সওগাত পত্রিকা
সংগ্রহ	বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা
সংবিধান	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
সখা	সখা পত্রিকা
সত্যার্ণব	সত্যার্ণব পত্রিকা
সত্যেন্দ্র	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সৎসঙ্গ	সৎসঙ্গ পত্রিকা
সনৎ	সনৎকুমার সাহা
সবুজ	সবুজপত্র পত্রিকা
সম্বো	সম্বোধন
সাঁ	সাঁওতালি, অস্ট্রিক
সাদত	সাদত আলী আখন্দ
সাধনা	সাধনা পত্রিকা
সাধারণী	সাধারণী পত্রিকা
সাপ্তাহিক বাংলা	সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
সাম্যবাদী	সাম্যবাদী পত্রিকা
সাহিত্যিক	সাহিত্যিক পত্রিকা
সিকান্‌দার	সিকান্‌দার আবু জাফর
সিরাজী	ইসমাইল হোসেন সিরাজী
সুকান্ত	সুকান্ত ভট্টাচার্য
সুকুমার	সুকুমার রায়
সুধাকর	মিহির ও সুধাকর পত্রিকা
সুধাবর্ষণ	সমাচার সুধাবর্ষণ পত্রিকা
সুধীন্দ্র	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
সুনীল	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সুনীলমুখো	সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
সুবল	সুবলচন্দ্র মিত্র
সুভাষ	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সুলতান	সৈয়দ সুলতান
সুলভ	সুলভ সমাচার পত্রিকা
সেবধি	শিশুসেবধি পত্রিকা
সোমপ্রকাশ	সোমপ্রকাশ পত্রিকা
স্ত্রী	স্ত্রীলিঙ্গ
স্ত্রীশিক্ষা	স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক পত্রিকা
স্বরো	স্বরোদয় পত্রিকা
হরপ্রসাদ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
হরপ্রসাদ রায়	হরপ্রসাদ রায়
হাই	মুহম্মদ আবদুল হাই
হাকিম	আবদুল হাকিম
হানাফী	হানাফী পত্রিকা
হাফিজুর	হাসান হাফিজুর রহমান
হাফেজ	হাফেজ পত্রিকা
হাবীব	আহসান হাবীব
হামজা	সৈয়দ হামজা
হালিসহর	হালিসহর পত্রিকা
হাসান	হাসান আজিজুল হক
হি	হিন্দি
হিতৈষী	হিতৈষী পত্রিকা
হিস্পা	হিস্পানি
হুতোম	কালীপ্রসন্ন সিংহ
হুমায়ুন	হুমায়ুন আহমেদ
হেদায়াত	হেদায়াত পত্রিকা
হেম	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হেয়াত	হেয়াত মামুদ
হোসেন	আবুল হোসেন
হ্যালহেড	ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড

ভ

ভঅ *দ্র* **ভয়**

ভওয়া [স ভূ>] *ক্রি* হওয়া। **ভর্আঁ** *ক্রি* হয়ে। 'কি না ভর্আঁ গেল মোর মথুরাক জাইতেঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **ভইঅ** *ক্রি* হলো। 'মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **ভইআ** *ক্রি* হলো। 'বাতাবর্তে সো দিঢ় ভইআ অপৈ পাথর জইষ।' *চর্যা* ৪১, ১২০০। **ভইল** *ক্রি* হলো। 'ভইল নহলী যৌবনে।' বড়ু, ১৪৫০। **ভইলা** *ক্রি* হলো। 'তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০। **ভইলী** *ক্রি* হলো। 'অজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০। **ভইলেঁ** *ক্রি* হলে। 'রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। **ভইলেসি** *ক্রি* হলো। 'জাণ জৌবণ মোর ভইলেসি পূরা।' *চর্যা* ২০, ১২০০। **ভইলোঁ** *ক্রি* হলাম। 'মতি হারাইলোঁ/ বুলিতেঁ না জাণো ভইলোঁ তোর সরণে।' বড়ু, ১৪৫০। **ভঙ্গীলা** *ক্রি* হলো। 'হের সে শবরো গিরেবণ ভঙ্গীলা ফিটিলি ষবরালী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০। **ভয়িএঁা** *ক্রি* হয়ে। 'মোরে কি না ভয়িএঁা গেল বড়ায়ি নাএ।' বড়ু, ১৪৫০। **ভয়িলা** *ক্রি* হলো। 'আজি হৈতেঁ বড়ায়ি দেব বনমালী তোহ্মার ভয়িলা দাসে।' বড়ু, ১৪৫০। **ভয়িলোঁ** *ক্রি* হলো। 'কথাঁহো না পায়িলোঁ তাক ভয়িলোঁ স বিকলী।' বড়ু, ১৪৫০। **ভহ** *ক্রি* হয়ে। 'জুবতী ভহ জনমএ জনি কোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভেলো** *ক্রি* হলো। 'তনুবন জ্বলে গেলো, দিন দিন ক্ষীণ ভেলো ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

ভএ *দ্র* **ভয়**

ভঁউহ [স ভ্রূ] *বি* ভ্রু। 'ভঁউহ ধনুষি গুণ কাজর রেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভঁড়ার [স ভাণ্ডাগার] *বি* ভাণ্ডার। 'বিদ্যাপতি কহ কী কহব আর। সুন করলি বিহি মদন ভঁড়ার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভঁয়সা ঘি *বি* মহিষের দুধ থেকে তৈরি ঘি। 'একসের আন্দাজ ভঁয়সা ঘি।' *অন্নদা*, ১৯৭৪।

ভকত [স ভক্ত] *বি* ভক্ত। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। *দ্র* **ভক্ত**

ভকতবাচ্ছল [স ভক্তবৎসল] *বিণ* ভক্তবৎসল। 'ভকতবাচ্ছল তুমি ভুবনের গুরু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভকতবৎসল [স ভক্তবৎসল] *বিণ* ভক্তের প্রতি স্নেহশীল। 'মহা দয়াময় প্রভু ভকতবৎসল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভকত-সমাজ [স ভক্তসমাজ] *বি* ভক্তগণ। 'ভকত-সমাজে নিজ নামরসে খেলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভকতা [স ভক্ত] *বি* ভক্ত। 'সঙ্গে লবে সজ্ঞান ভকতা বার ব্যক্তি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভকতি, ভকতী [স ভক্তি] *বি* শ্রদ্ধা। 'আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভকতীদাসি [স ভক্তিদাসী] *বি* অনুরক্ত আশ্রিতা। 'ভকতীদাসিক তেজহ কেহে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভকভক [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত দুর্গন্ধ বের হওয়ার ভাব। 'প্যাঁজের গন্ধ ভকভক করে বেরোয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভকিত্যা [স ভক্ত] *বি স্ত্রী* সেবাদাসী বা ব্রতী। 'উচ্চৈঃস্বরে হরি বোলে আমিনি ভকিত্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভকীল [আ ওয়াকীল] *বি* উকিল। 'তাঁর ভকীলকে আমার প্রভুর কাছে পাঠিয়ে নারী ও শিশুদের রাজপ্রাসাদে চলে আসতে বললেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভক্ত [স] *বি* অনুসারী। 'উদ্দেসে তোমার গুন ভক্ত সব গাএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যাহারা জড়ের উপাসনা করে তাহারাই আমাদের ভক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভক্তগৃহ [স] *বি* ভক্তের ঘর। 'ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তগোষ্ঠী [স] *বি* ভক্তের দল। 'ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভক্তচিত [স ভক্তচিত্ত] *বি* ভক্তের হৃদয়। 'লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভক্তজন [স] *বি* অনুগত ব্যক্তি। 'ভক্তি মুক্তি দেহ ভক্তজনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভক্ততত্ত্ব [স] *বি* ভক্তের স্বরূপ। 'চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধ্য করি জানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তদত্ত [স] *বি* ভক্তের অর্ঘ্য। 'দশমে করিল ভক্তদত্ত আস্বাদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তদাসীসম [স] *বিণ* ভক্তদাসীর মতো। 'ভক্তদাসীসম তুমি কর আরাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভক্তদ্বেষী [স] *বিণ* ভক্তকে হিংসা করে এমন। 'আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তদ্রোহী [স] *বিণ* ভক্তের অনিষ্টকারী। 'মুঞি সে বধিনু মোর ভক্তদ্রোহী কংসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভক্তবৎসল [স] *বিণ* ভক্তের প্রতি স্নেহপরায়ণ। 'ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তবৎসলতা [স] *বি* ভক্তের প্রতি ভালোবাসা। 'সেই ভাবটি ভক্তবৎসলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভক্তবৎসলা [স] *বিণ স্ত্রী* ভক্তের প্রতি স্নেহপরায়ণ। 'হে ভগবতি তুমি ভক্তবৎসলা।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

ভক্তবন্ধু [স] *বি* ভক্তি করে এমন বন্ধু। 'ইনি আমার পিতার ভক্তবন্ধু ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভক্তবাৎসল্য [স] *বি* ভক্তের প্রতি স্নেহবৎসলতা। 'ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইল গৌরভগবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভক্তবিটল [স ভক্ত+স বিট>] *বিণ* ভণ্ড ভক্ত। *সেবধি*, ১৮৩৯। **ভক্তভাব** [স] *বি* ভক্তের সাথে প্রণয়। 'আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তরূপী [স] *বিণ* ভক্তের রূপধারী। 'ভক্তরূপী ভক্তবৎসল ভগবান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভক্তশ্রম [স] *বি* বৌদ্ধ ভিক্ষু। 'চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তশ্রেষ্ঠ [স] *বি* উত্তম ভক্ত। 'শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ/

অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তা [স] *বি স্ত্রী* ভক্তি বা অনুরাগ আছে যার। 'ষোল শত ভক্তা হৈল আদ্যের গাজনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভক্তাগ্রগণ্য [স] *বিণ* প্রধান ভক্ত। 'আমার চিন্তানুরক্ত ভক্তাগ্রগণ্য অমূল্যচরণের হৃদয়ের রেশমাত্র বিকার জন্মিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ভক্তাধীন [স] *বিণ* ভক্তের বশীভূত। 'ভক্ত-গর্ভে অঙ্গ ধারণ, ভক্তাধীন নারায়ণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ভক্তি [স] *বি* শ্রদ্ধা; অনুরাগ। 'ভক্তি পাএ লোক জাহার ভাবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভক্তিকল্পতরু [স] *বি* ভক্তিরূপ কল্পতরু। 'ভক্তিকল্পতরু হইল সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তিকুসুমকলি [স] *বি* ভক্তির ফুলকলি। 'অনুরাগের থালায় দেব ভক্তিকুসুমকলি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভক্তিগন্ধ [স] ভক্তির ভাব। 'ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তিজাল [স] *বি* শ্রদ্ধার বন্ধন। 'সরল ভক্তিজাল ছিন্ন করিয়া পরদিন বৈকালে আবদুল্লাহ একবালপুরে পৌঁছিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

ভক্তিটক্তি *বি* শ্রদ্ধাভক্তি। 'একটু ভক্তিটক্তি দেখাই।' *অবন*, ১৯৪১।

ভক্তিডোর *বি* ভক্তির বাঁধন। '(তাই) শক্তিসাধক রাখে তোরে/ ভক্তিডোরে বেঁধে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভক্তিতত্ত্ব [স] *বি* ভক্তিবিষয়ক শাস্ত্র। 'ভক্তিতত্ত্বে যে গভীরতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভক্তিধর্ম [স] *বি* ভক্তিতত্ত্ব। 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারের হাতে ভক্তিধর্ম নবতর ব্যাখ্যা লাভ করে।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভক্তিধারা [স] *বি* ভক্তির প্রবাহ। 'শক্তিময়ী শুকিয়ে গেল ভক্তিধারা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভক্তিনম্র [স] *বিণ* শ্রদ্ধায় অবনত। 'যোগ্যতার নিকট ভক্তিনম্র হইতে উপদেশ দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভক্তিনিষ্ঠা [স] *বি* দৃঢ় অনুরাগ। 'ধর্মের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠা, সাধুতা-দয়াশীলতা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভক্তিপাত্র [স] *বি* ভক্তির যোগ্য যে। 'ভক্তিপাত্রকেও উচ্চ হইতে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভক্তিপাবন [স] *বি* ভক্তিরূপ আগুন। 'করি নিবেদন আজি ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভক্তিপিপাসু [স] *বিণ* আরাধ্যকে ভক্তি করতে আগ্রহী। 'ভক্তিপিপাসু নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভক্তিপ্রবণ [স] *বিণ* ভক্তির প্রবৃত্তি আছে এমন। 'আমরা ভক্তিপ্রবণ জাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভক্তিপ্লুত [স] *বিণ* শ্রদ্ধায় নম্র। 'চতুর গোবেচারা, অভিনিবিষ্ট, ভক্তিপ্লুত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ …।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভক্তিবর্ণালি [স] *বি* ভক্তিরাগ। 'ভক্তিবর্ণালির সব-ক'টি বর্ণ … পাওয়া যাবে রবীন্দ্র-কাব্যে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভক্তিবল [স] *বি* ভক্তির শক্তি। 'ভক্তিবল সবে মোর আছয়ে উপায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভক্তিবাদ [স] *বি* দার্শনিক মতবাদবিশেষ। 'দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভক্তিবান [স] ১ *বিণ* প্রীতিযুক্ত। 'শুয়ার বচনে ব্যাধ হইআ ভক্তিবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ভক্তিযুক্ত। 'ভক্ত ছিল অজামীল ভক্তিবান বটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভক্তিবারি [স] *বি* ভক্তিরূপ জল। 'ভক্তিবারি তায় সেচ না।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভক্তিবৃক্ষ [স] *বি* ভক্তিরূপ বৃক্ষ। 'এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তিবৃত্তি [স] *বি* ভক্তি প্রবণতা। 'তাহার ভক্তিবৃত্তি যদি চরিতার্থতা চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভক্তিভরে *ক্রিবিণ* শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে। 'সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভক্তিভাজন [স] *বিণ* ভক্তির পাত্র; ভক্তি করা যায় এমন। 'আমরা যে পরমারাধ্য ভক্তিভাজন জনক-জননী হইতে জীবন প্রাপ্ত হই …।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভক্তিভালবাসা *বি* শ্রদ্ধা ও প্রীতি। 'এই কি আপনের ভক্তিভালবাসা?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ভক্তিমণ্ডিত [স] *বিণ* শ্রদ্ধাপূর্ণ। 'ভক্তিমণ্ডিত তাঁহার মুখের সুগভীর স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভক্তিমতি, ভক্তিমতী [স] *বিণ স্ত্রী* ভক্তি আছে এমন। 'উভয়ের প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ও স্নেহশালিনী ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'ভক্তিমতি বিহঙ্গিনী স্বনাথ সহিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ভক্তিমন্ত [স] *বিণ* ভক্তি আছে এমন। 'আর্য্যগণ উপরি কথিত নিয়ম ক্রমেই রাজার প্রতি ভক্তিমন্ত আছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভক্তিময়ী [স] *বিণ* পূজনীয়। 'তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভক্তিমান [স] *বিণ* ভক্তির উদ্রেক হয়েছে এমন; ভক্তিভাজন। 'রাজা … গো-ব্রাহ্মণে সাতিশয় ভক্তিমান ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'পরমেশ্বর-পরায়ণ ভক্তিমান ব্যক্তি সকল স্থানেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভক্তিমার্গ [স] *বি* সাধনার পন্থাবিশেষ। 'যিনি ভক্তিমার্গের পথিক তিনি গীতাকে …।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ভক্তিমিশ্রিত [স] *বিণ* ভক্তিপূর্ণ। 'মনের মধ্যে ভক্তিমিশ্রিত গর্ব অনুভব করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভক্তিমূলক [স] *বিণ* ভক্তিবাদী। 'তিনি কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ভক্তিযোগ [স] *বি* ভক্তির দ্বারা আরাধনা। 'ভক্তিযোগে থাকে তবে সকল কুশল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভক্তিযোগী [স] *বি* ভক্তির দ্বারা আরাধনা করে এমন। 'অপর দিকে এ দেশের ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ভক্তিয়া [স ভক্তি>] *বি* জীবিকার্থ ভক্ত সাজে যারা। 'ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্তক অনেক।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভক্তিরব [স] *বি* শ্রদ্ধা-ভক্তি। 'সুলতানুল আজমের প্রতি সকলেরই ভক্তিরব উছলিয়া উঠিল।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

ভক্তিরস [স] *বি* ভক্তিরূপ রস। 'দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্তিরসাত্মক [স] *বিণ* ভক্তিরস-ভিত্তিক। 'সব ভক্তিরসাত্মক গান।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ভক্তিরসাপ্লুত [স] *বিণ* ভক্তিরসে সিক্ত। 'ভক্তিরসাপ্লুত কীর্তনগানের সাথে সাথে ... নৃত্য শুরু করে দিয়েচে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভক্তিরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* ভক্তিস্বরূপা। 'ভক্তিরূপা মাতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভক্তিশতদল [স] *বি* ভক্তিরূপ পদ্ম। 'এক হাতে মোর পূজার থালা ভক্তিশতদল।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভক্তিশেল [স] *বি* ভক্তিরূপ শেল। 'শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভক্তিশ্রদ্ধা [স] *বি* ভক্তি ও শ্রদ্ধা। 'অবনত মস্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিশ্রদ্ধা সম্বলিত প্রণিপাত সহকারে পয়সা কড়ি অর্পণ পূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভক্তিসঙ্গীত [স] *বি* আরাধনামূলক গান। 'বাংলায় ভক্তিসঙ্গীতের মধ্যে মায়ের নামের সঙ্গীত অর্থাৎ শ্যামাসঙ্গীতই বোধ হয় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভক্তিহীন [স] *বিণ* ভক্তিশূন্য। 'ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভক্তিহীনতা [স] *বি* অশ্রদ্ধা। 'মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভক্ষ [স] **১** *বি* খাদ্য। 'এক সন্ধ্যা ভক্ষ যদি থাকে তার ঘরে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* ভোজন। 'ভক্ষ শেষে সুগন্ধি ছিটিএ বস্ত্রের।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভক্ষক [স] *বি* খাদক। 'ভক্ষক হইতে পুনি না হও উচিত।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভক্ষদ্রব্য [স] *বি* ভোজনসামগ্রী। 'ভক্ষদ্রব্য খাইয়া কৃষ্ণ রজনি বঞ্চিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভক্ষণ [স] **১** *বি* খাদ্যগ্রহণ। 'লোক যত করে ভক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আকাশ পৃথিবী মধ্যে আছে যথ জন/ এক ফল তার যদি সকলে ভক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* খাদ্য। 'বরাটা চুচুড়া মুথা আমার ভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* দখল। 'অনেক গোরা বাড়ুই মিস্ত্রী হইয়া ঐ ব্যবসায় ভক্ষণ করাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভক্ষণীয় [স] **১** *বিণ* খাওয়া যায় এমন। 'ভালুক বৎসেরা ক্ষুধিত হইয়া সেই দামন আর আস্তিন হইতে ভক্ষণীয় বস্তু লইয়া ভোজন করিত।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *বি* খাদ্যবস্তু; খাবার। 'তাঁহার ভৃত্যেরা অহরহর্ভক্ষণীয় [অহরহ+ভক্ষণীয়] প্রস্তুত করে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বিণ* খাওয়ার উপযোগী। 'তিনি যে সকল ভক্ষণীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া যান।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ভক্ষণেচ্ছু [স] *বিণ* খেতে আগ্রহী। 'ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য অংসল বৃষ-মাংস-ভক্ষণেচ্ছু হইয়াছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভক্ষন [স ভক্ষণ] *বি* ভোজন। 'না করিব আমি এই বালক ভক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভখন [স ভক্ষণ] *বি* ভক্ষণ। 'কপ্পুর তাম্বুল ধর্ম্ম করিলা ভখন।' *রামাই*, ১৭১০।

ভখোন [স ভক্ষণ] *বি* ভক্ষণ। 'তবে কেন তোমার শাস্ত্রে পাপের শাস্তি লিখে? গোবধ ... গোমেন্চো ভখোনের ... ইত্যাদি যতো?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ভক্ষা [স ভক্ষণ>] *ক্রি* ভক্ষণ করা। **ভক্ষি** *ক্রি* ভক্ষণ করি। 'এমত কুৎসিত মুর্ত্তি নহি আক্ষি ভক্ষি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভক্ষিআ** *ক্রি* ভক্ষণ ক'রে। 'হাছন শহীদ হৈব ভক্ষিআ গরল।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভক্ষিতেঁ** *ক্রি* ভোগ করতে। 'দেখিতেঁ সি পাইএ কাহাঞিঁ ভক্ষিতেঁ না পাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভক্ষিবারে** *ক্রি* ভক্ষণ করতে। 'অন্ন ভক্ষিবারে তার হৈল সংশএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভক্ষিমু** *ক্রি* ভক্ষণ করবো। 'গরল ভক্ষিমু কিবা পশিমু পাতাল।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভক্ষিয়া** *ক্রি* ভক্ষণ ক'রে। 'গরল ভক্ষিয়া মুঞি তেজিমু শরীর।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভক্ষিলা** *ক্রি* ভক্ষণ করলে। 'যাহারে রক্ষক দিনু তাহাই ভক্ষিলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভক্ষিত [স] *বিণ* খেয়ে ফেলেছে এমন। 'ভক্ষিত পতঙ্গাদি সজীব অবস্থাতেই উদরস্থ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

ভক্ষ্য [স] **১** *বিণ* আহার্য। 'কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ ইহারে লইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ভোজনযোগ্য। 'উত্তম ভক্ষ্য দ্রব্য আনিয়া, আহার করিতে দিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভক্ষ্যদ্রব্য [স] *বি* খাবার জিনিস। 'ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হইতে আনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভক্ষ্যবস্তু [স] *বি* খাবার জিনিস। 'অনেকে ... পৃথক পৃথক ভক্ষ্যবস্তু গ্রহণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভক্ষ্যাভাব [স] *বি* খাদ্যের অভাব। 'স্বর্ণকারেরদিগের প্রায় ভক্ষ্যাভাব হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভখা [স ভক্ষণ>; পা ভক্খ>] *ক্রি* ভক্ষণ করা। **ভখঅ** *বিণ* ভক্ষণ করে। 'অমিয় ভখঅ মুসা করঅ আহারা।' *চর্যা* ২১, ১২০০। **ভখএ** *ক্রি* খেয়ে ফেলে; ভোজন করে। 'যথা নাগ পায় তথা ভখএ আমারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভখিতেঁ** *ক্রি* খেতে। 'দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভখিমু** *ক্রি* ভক্ষণ করবো। 'নিশ্চয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৭০। **ভখিয়া** *ক্রি* ভক্ষণ ক'রে। 'গরল ভখিয়া পাগল কে হল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। **ভখিল** *ক্রি* ভোজন করলো; খেয়ে ফেললো। 'জেমন প্রকারে কৃষ্ণ দাবাগ্নি ভখিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভখে** *ক্রি* খায়। 'নানা তরুয়র/ যে ফল ফলে/ আপণে তাক না ভখে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভগণ [স] *বি* আকাশের বারো রাশিকে বা সূর্যকে গ্রহের পরিভ্রমণ। **ভগণকাল** [স] *বি* কোনো গ্রহের সূর্যকে একবার পরিক্রমণের সময়কাল। 'যত কালে কোন গ্রহ বা ধূমকেতু সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাহার নাম ভগণকাল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভগতি [স ভক্তি] *বি* ভক্তি। 'রাম ভগতি অছু লাভ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভগন [স ভগ্ন] *বি* ভঙ্গ। 'আমার তপিসসা ভগন কৈল কুন জন।' *রামাই*, ১৭১০।

ভগন্দর [স] *বি* মলদ্বার বা গুহ্যদ্বারের নালি ঘা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভগবৎ [স] *বি* ঈশ্বর। **ভগবৎ-সেবা** [স] *বি* ঈশ্বরের পূজা। 'যেমন ভগবৎ-সেবা, স্নানিকৃত, মহাপূজা ইত্যাদি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

ভগবৎপ্রেম [স] *বি* অপার্থিব প্রেম। 'আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধুলায় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ভগবতি, ভগবতী [স ভগবতী, সম্বো] **১** *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'আমি আইলাঙ ভগবতী তোমারে দিব বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি*

পরমেশ্বরী। 'যখন যে অনুমতি, কর তুমি ভগবতি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ভগবতী, প্রকৃতির স্তব এবং তোমাদের স্তবে বড়ো একটা প্রভেদ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভগবত্তা [স] পরমেশ্বরশক্তি। 'কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভগবদ্গীতা, ভগবদ্‌গীতা [স] *বি* হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ গীতা। 'পৌরাণিক ধর্ম্মের দর্শন ভগবদ্গীতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভগবদ্দত্ত [স] *বিণ* ঈশ্বর-প্রদত্ত। 'কথকতা করবার জন্য ভগবদ্দত্ত গলা থাকা চাই।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ভগবদ্বাক্য [স] *বি* ঐশী বাণী। 'ভগবদ্বাক্য কোথায় মা, এখন?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ভগবন [স] *বি* ভগবান; সৃষ্টিকর্তা। 'হে ভগবন! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ভগবান [স] **১** *বিণ* পূজনীয়। 'জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'স্বয়ং-ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হয়্যা অবনির রাজা করিল লোকের পূজা আপনি হইআ ভগবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* প্রভু। 'নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল ভগবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভগবান-প্রাপ্তি [স] *বি* ঈশ্বরপ্রাপ্তি। 'ভগবান-প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভগিনা [স ভাগিনেয়] *বি* ভাগ্নে। 'খরশান কাতি দিল ভগিনার গলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভগিনী [স] *বি* বোন। 'তাঁর ভগিনী দয়মন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'একে ২ ভগিনী চিনাইল সম্প্রতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভগিনি, ভগীনি [স ভগিনী] *বি* বোন। 'ভগিনি আনিয়া ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'জোগ্যবরে ভগীনি দিয়া করিব কার পূজা।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভগিনীকুল [স] *বিণ* বোনেরা। 'এসো নন্দিনী সুরবন্দিনী ভগিনীকুল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ভগিনীপতি [স] *বি* বোনের স্বামী। 'রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভগ্ন [স] **১** *বিণ* ভঙ্গ। 'তাহাতে এতদ্দেশের শান্তি কখন ভগ্ন হইবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* খণ্ডিত। 'সমুদ্রমধ্যে বহুদূর যাইয়া নৌকা ভগ্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* ভঙ্গুর। 'লালন বলে আমার ভগ্নদশা ভারি।' *লালন*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* বিপর্যস্ত। 'এমন শুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মতো হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভগ্নকণ্ঠ [স] *বিণ* বিকৃতস্বর। 'রাইচরণ ... ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভগ্ন করা *ক্রি* ভাঙ্গা। 'ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ভগ্নকরুণ [স] *বিণ* বিষণ্ণতায় ভরা। 'এ কী ভগ্নকরুণ অবনত দয়িত আমার।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

ভগ্নক্ষম [স] *বিণ* ভাঙতে পারে এমন ক্ষমতাবিশিষ্ট। 'কূর্ম্মপৃষ্ঠাস্থি ভগ্নক্ষম এমত অশ্বখুরের কোটি ২ আঘাতে পৃথিবী কুণ্ঠিতা করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

ভগ্নঘট [স] *বি* ভাঙ্গা পাত্র। 'শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মতো শূন্য বোধ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভগ্নচিত্ত [স] *বিণ* মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। 'নিতান্ত আশাভরসাবিহীন হইয়া ও ভগ্নচিত্ত হইয়াছিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

ভগ্নচিহ্ন [স] *বি* ভগ্নাবশেষ। 'প্রাচীন রাজপথ ও দুর্গাদির ভগ্নচিহ্ন অদ্যাপি প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভগ্নচূড়া [স] *বিণ* শীর্ষদেশ ভেঙে পড়েছে এমন। 'জীর্ণ বাড়ি ঘর – ভাঙা দালান, ভগ্নচূড়া দেউলের সারি।' *তারা*, ১৯৪০।

ভগ্নতরী [স] *বি* ভাঙা নৌকা। 'তলায় গেল ভগ্নতরী কূলে এলেম ভেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভগ্নদশনা [স] *বিণ* দাঁত ভেঙে গেছে এমন। 'পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংস গলিত যৌবনা ভগ্নদশনা ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভগ্নদশা [স] **১** *বি* দুরবস্থা। 'লালন বলে আমার ভগ্নদশা ভারি।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* সংকটজনক অবস্থা। 'সমাজের এই ভগ্নদশায় এ দেশের নারী সমাজের অবস্থাটা কিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ভগ্নদীর্ণ [স] *বিণ* ভাঙাচোরা। 'স্খলন খণ্ডতা ক্ষতি ভগ্নদীর্ণ জীর্ণতার 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভগ্নদূত [স] *বি* যে দূত যুদ্ধে ব্যর্থতা বা পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে আসে। 'কর জোড় করি, দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভগ্নদেহ [স] *বি* ভগ্নস্বাস্থ্য। 'বাঙ্গালি পল্লীর সর্ব্বস্থানে ভগ্নদেহ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভগ্ননিদ্র [স] *বিণ* নিদ্রা ভেঙে গেছে এমন। 'লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভগ্ননীড় [স] *বি* ভাঙা ঘর। 'অতীতের ভগ্ননীড় এইবার সুপুষ্ট সন্ধ্যায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভগ্নপক্ষ [স] *বিণ* ডানাভাঙা। 'উড়ে এসেছিনু ভগ্নপক্ষ চক্রবাক।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ভগ্ন পাইক [স ভগ্ন+ফা পাইক] *বি* দুঃসংবাদ বহনকারী পাইক। 'সন্ধের সময় সাহেবের ভগ্ন পাইক এসে খবর দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভগ্নপোত [স] *বি* নৌযান বিধ্বস্ত এমন। 'এই প্রতিকূল বাত্যায় ভগ্নপোত হইয়া অপার সমুদ্রে ভাসিবেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভগ্নপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় ভেঙে গেছে এমন। 'কাঠের ভগ্নপ্রায় গেটটি খুলে অনাথ বাগানে প্রবেশ করল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ভগ্নবীণা [স] *বি* ভাঙা বীণা। 'ভেসে আসে কার ভগ্নবীণার চূর্ণ বিলাপ-গান?' *নজরুল*, ১৯২২।

ভগ্ন ভাষা [স] *বি* অসম্পূর্ণ ভাষা। 'পৃথিবীর মানুষের ভগ্ন ভাষা হে কবি, তোমার আলো দিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

ভগ্নভিত্তি [স] *বি* দেয়াল বা প্রাচীরের ভাঙা নিম্ন ভাগ। 'রাজীব ... মন্দিরের ভগ্নভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভগ্নমনোরথে [স] *বি* হতাশাজনক অবস্থা। 'পঞ্চালাধিপতির দূতকে ভগ্নমনোরথে ফিরে যেতে হবে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ভগ্নমূল [স] *বিণ* ধ্বংসপ্রায়। 'রাজশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ভগ্নরণ [স] *বি* পরাজিত যুদ্ধ। 'ছুটল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী/ ভগ্নরণে ছিন্নকেতুর প্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভগ্নশেষ [স] *বি* ভেঙে যাওয়ার পরে অবশিষ্ট আছে এমন। 'কীর্তিস্তম্ভের ভগ্নশেষ ধূলিস্তূপের মধ্যে মিশিয়ে আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভগ্নশ্রী [স] *বিণ* সৌন্দর্য হারিয়েছে এমন। 'ভগ্নশ্রী ভূপতি যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভগ্নস্তূপ [স] *বি* স্তূপাকার ধ্বংসাবশেষ। 'বড় বড় অট্টালিকা গৃহাদির ভগ্নস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

ভগ্নস্বাস্থ্য [স] *বিণ* স্বাস্থ্যহীন। 'ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিণীর ক্লিন্ন অন্তকালে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভগ্ন হওয়া *ক্রি* ভেঙে যাওয়া। 'পড়িয়া তাঁহার পদ ভগ্ন হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* খণ্ডিত। 'শ্রীফল ভূপতির করতল হইতে ভূতলে পতিত ও ভগ্না হওয়াতে ...' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভগ্নাংশ [স] **১** *বি* অতি ক্ষুদ্র অংশ। 'পথিস্থ বালুকার এক এক কণা, অনন্তরত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* ভাঙা জিনিসের টুকরা। 'সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া ... জ্বাল দিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* কোনো সংখ্যা অথবা পরিমাণের অংশবিশেষ; গণিতের পদ্ধতিবিশেষ। 'পরিশ্রম করিচি মশাই ওকে ভগ্নাংশটা শেখাতে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভগ্নাংশবিকীর্ণ [স] *বিণ* ভাঙা অংশ পড়ে আছে এমন। 'যুগান্তরের ভগ্নাংশবিকীর্ণ দুর্গম পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভগ্নাবশেষ [স] *বি* কোনোকিছু ধ্বংসের পরে যা অবশিষ্ট থাকে। 'ভিনিস ও রোমের ভগ্নাবশেষ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

ভগ্নাশ [স] *বিণ* হতাশ। 'শ্রীভোজরাজ ভগ্নাশ হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ভগ্নোৎসাহ [স] **১** *বিণ* হতাশ। 'ক্ষোভ পাইলেন বটে, কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না ...' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* নিরুৎসাহ। 'ভগ্নোৎসাহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

ভগ্নোদ্যম [স] **১** *বিণ* ভগ্নোৎসাহ। 'ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বিণ* হতাশ। 'সেই সকল যুবক ... ভগ্নোদ্যম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ভগ্নি, ভগ্নী [স ভগিনী] *বি* বোন। 'চল ঘর জাহ ভগ্নি হরসিত মনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'না পারিলা রাখিতে আপনা ভগ্নীরে।' *সুলতান*, ১৭০০। *দ্র* **ভগিনী**

ভগ্নিপতি, ভগ্নীপতি [স ভগিনীপতি] *বি* বোনের স্বামী। 'ভগ্নিপতি মহাশয় মহোয়েষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯; 'ভগ্নীপতির কান মলব না তো ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'পম্নর ভগ্নিপতি লাটের টুর ক্লার্ক।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ভগ্নিপো [স ভগিনীপুত্র] *বি* বোনের ছেলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভগ্নীসুত [স ভগিনীসুত] *বি* বোনের ছেলে। 'ভগ্নীসুত কিবা সুত করিলে কোরবান।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভঙ্গ [স] **১** *বি* ভাঙা। 'দধি খায় ভাণ্ড ভঙ্গ কর দুগ্ধন্দনা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* গাত্রোত্থান করা। 'আরে নাচা নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* ভঙ্গিমা। 'দিব্য রঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গে নয়নে তরঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বি* অস্বীকার। 'তোর সনে কুমারী করিল সত্য ভঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৭০০। **৫** *বি* ক্ষান্ত। 'ভঙ্গ দিয়া পালাইতে নারি।' *গরীব*, ১৭৫০। **৬** *বি* বিভক্ত। 'আমাদের এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৭** *বিণ* শেষ। 'হেলাফেলার পালা তোমার এই বেলা হ'ক ভঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২০।

ভঙ্গ করা **১** *ক্রি* ভেঙে ফেলা। 'দধি খায় ভাণ্ড ভঙ্গ কর দুগ্ধন্দনা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* সমাপ্ত করা। 'সভা ভঙ্গ করি সকলেই গেল চলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভঙ্গজ [স] *বিণ* কৌলীন্য চলে গেছে এমন। 'এককালে ওরা ছিল ভঙ্গজ ব্রাহ্মণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভঙ্গ দেওয়া **১** *ক্রি* ক্ষান্ত দেওয়া। 'ভঙ্গ দিল পশুগণ সিংহ প্রবেশিল রণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* আপত্তি করা। 'ভঙ্গ দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *ক্রি* পালিয়ে যাওয়া। 'বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভঙ্গপ্রবণ [স] *বিণ* সহজে ভেঙে যায় এমন। 'কাচ ভঙ্গুর নহে, ঠুনকোও নহে, উহা ভঙ্গপ্রবণ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভঙ্গপ্রায়া [স] *বি স্ত্রী* শিগগিরই ভেঙে যাবে এমন। 'গোপীনাথ ঠাকুরের বাটী ভাগীরথীর কূলভঙ্গেতে ভঙ্গপ্রায়া হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভঙ্গবৎ [স] *বিণ* ভেঙেছে এমন। 'এক কালে দুই বাহু হএ ভঙ্গবৎ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভঙ্গি, ভঙ্গী [স] **১** *বি* চাতুরী। 'প্রভুকে কহেন এই ভঙ্গী যে তোমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সংকেত। 'ইঙ্গিত ভঙ্গিএ দুহুঁ সব কহই।' *শেখর*, ১৬০০। **৩** *বি* ধরন। 'বাঙ্গলা ইঙ্গরেজী লেটিন আরমাণি জর্মাণি ফ্রান্সিস ফিরিঙ্গি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **৪** *বি* ঢং। 'ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'এই জন্য প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গি, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৫** *বি* ভাব। 'বিস্ময়ের ভঙ্গী ধারণ করে আমার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভঙ্গিওয়ালা *বিণ* ভাবনির্দেশক। 'বাংলাভাষাটা ভঙ্গিওয়ালা ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভঙ্গি করা *ক্রি* অঙ্গভঙ্গি করা। 'ডেকে বলে, হেঁকে বলে, ভঙ্গি করে বেঁকে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ভঙ্গিসংগীত [স] *বি* দৈহিক ভঙ্গিমাযুক্ত সংগীত। 'কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গিসংগীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভঙ্গীসর্বস্ব [স] *বিণ* প্রকরণনির্ভর। 'কল্পনা ক্রমেই ভঙ্গীসর্বস্ব হয়ে উঠল।' *শিব*, ১৯৭৩।

ভঙ্গিম [স ভঙ্গিমা] *বি* ভঙ্গিমা। 'ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু/ কাজরে সাজল মদন ধনু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভঙ্গিমা [স] **১** *বি* ভঙ্গি। 'ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি রহয়ে মদন জিতি।' *দ্বিজশ্রী*, ১৫৭০। **২** *বি* মুদ্রা। 'জাগে ... নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভঙ্গিমে [স ভঙ্গিমা] *বি* ঢঙ। 'নিমাই নামটি কেমন বেশ সাদাসিধে, কোনো দেমাক নেই, ভঙ্গিমে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভঙ্গুর [স] **১** *বিণ* বাঁকা। 'যাহাঁ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সহজেই ভেঙে যায় এমন। 'বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, ... গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'কাচ ভঙ্গুর নহে, ঠুনকোও নহে, উহা ভঙ্গপ্রবণ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* ঠুনকো। 'এ ভঙ্গুর পাত্রখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'ভঙ্গুর অনেক চিন্তা গড়িয়াছে আমাদের মন।' *আহসান*, ১৯৪৪।

ভঙ্গুরতা [স] *বি* ভগ্নপ্রবণতা। 'ভঙ্গুরতাকে চাপ-প্রয়োগে দৃঢ়তা দান করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভজকট *বি* ঝামেলা। 'সেরেস্তাদার ভজকট দেখিয়া ভাবিতেছে পাছে টাকা উপরিয়া দিতে হয় ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভজন [স] ১ *বি* আরাধনা। 'জীবের স্বভাব ধর্ম ঈশ্বরভজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সম্ভোগ। 'ভক্তর ভজনে বৈ চাঙ্গা নাহি হইবে দরদ।' *গরীব*, ১৭৫০। ৩ *বি* তপস্যা। 'বাউলদের ন্যায় ন্যাড়া সম্প্রদায়েরও প্রকৃতি-সাধনই প্রধান ভজন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বি* গুণকীর্তন; গুনগান। 'যেখানে সেখানে দেখি তিসির ভজন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৫ *বি* প্রার্থনামূলক সংগীত। 'হাড়িরা ... ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা ... ভজন পাইতে পাইতে চলেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভজনগান [স] *বি* প্রার্থনামূলক গান। 'কেহ ভজনগান করিতেছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভজন-সংগীত [স] *বি* প্রার্থনামূলক হিন্দি সংগীত। 'ভজন-সংগীতের কথা যদি ছেড়ে দিই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ভজন-সাধন [স] *বি* আরাধনা। 'আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন খসে গেল ভজন সাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভজনা [স ভজন] ১ *বি* প্রার্থনা। 'এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গে যাইবার।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* উপাসনা। 'প্রত্যাগমন নিমিত্ত কোয়ানশিইন দেবের ভজনা করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'রাক্ষস আমাদের কেবলই বলছে, আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ভজনাগান [স] *বি* ভক্তিগীতি। 'তাহার কাছ হইতে ভজনাগান শুনিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভজনালয় [স] ১ *বি* গীর্জা। 'অনেক ভালো লোকের মুখে শুনিয়াছি, ভজনালয়ে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* প্রার্থনার স্থান। ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভজমান [স] *বিণ* উপাসনারত। 'নিত্য বিধি-লক্ষ্যে ভজমান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভজা [স ভজ্>] ১ *ক্রি* পূজা করা। 'কোন লাজেঁ ভজ এবেঁ দেব চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* সেবা করা। 'কেহ২ গোপনে উপপতি ভজিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **ভজ** *ক্রি* পূজা করো। 'কোন লাজেঁ ভজ এবেঁ দেব চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভজহ** *ক্রি* প্রার্থনা করো। 'মনে বুদ্ধি জুড়িয়া ভজহ শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভজি** *ক্রি* ভজনা করি। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **ভজিআঁ** *ক্রি* ভজন ক'রে; অনুনয়-বিনয় ক'রে। 'বারেঁ বারেঁ মোঞঁ বুইলোঁ ভজিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভজিবে** *ক্রি* ভজন করবে। 'জনক না জানে তবু যাচিয়া ভজিবে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ভজিয়া** *ক্রি* আরাধনা ক'রে। 'তোমাকে ভজিয়া মনে তেজিব পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভজিয়াছি** *ক্রি* আরাধনা করেছি। 'ভজিয়াছি যেই দিন সেই গুণমণি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **ভজিল** *ক্রি* ভজন করলো। 'পরিচয় পাইয়া কৈন্যা ভজিল আপনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভজিলুঁ** *ক্রি* ভজনা করলাম। 'কায়মনে ভজিলুঁ তোহ্মা-রাঙ্গা পাএ।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভজিলেঁ** *ক্রি* ভজনা করলে। 'আহ্মাতে ভজিলেঁ তোর কাখো নাহি ডর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভজিলোঁ** *ক্রি* ভজনা করলাম। 'দৈব দোষে কাহ্ন তোহ্মাত ভজিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভজে** *ক্রি* ভজন করে। 'সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ভজোঁ** *ক্রি* ভজন করো। 'যে প্রভু মারিল ভজোঁ তাহার চরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভজানো [স ভজ্>] *ক্রি* পরামর্শ দিয়ে স্বমতে আনা। 'যুক্তির দ্বারা ... অপরকে ভজাতে চান না।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'আনন্দময়ীকে খৃস্টানি ভজাইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভজোনা [স ভজনা] *বি* ভজনা। 'তোমোরা বরো উতম ভজোনা ভজো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ভজ্জিত [স ভর্জন>] *বিণ* ভাজা। 'কদলক চিপিটক ভজ্জিত তণ্ডুল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভঞ্জ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ধরণী ভঞ্জ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভঞ্জন [স] ১ *বি* দূর করা; সমাধান। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'অজ্ঞ লোকের সন্দেহ ভঞ্জন অবশ্যই করিবেন।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বি* নিরসন। 'আমার সন্দেহ ভঞ্জনকরণে বাধিত করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* ভাঙা। 'তাঁহারা অবিলম্বে সম্প্রীতি-সেতু ভঞ্জন করিয়া বিবাদ স্রোত প্রবল করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভঞ্জিত [স] *বিণ* খুচরা করা হয়েছে এমন। 'ভঞ্জিত করিলা টাকা সুবলবাজারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভঞ্জিত করা [স] *ক্রি* ভাঙানো; খুচরা করা। 'ভঞ্জিত করিলা টাকা সুবলবাজারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভটচাজ্জি [স ভট্টাচার্য] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'টুলো পুজুরি ভটচাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভটাভট [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* ভটভট শব্দ ক'রে। 'বাজবে পেটে তাল ভটাভট।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভট্ট [স] ১ *বি* স্তুতিপাঠক; ভাট। 'হাথ তুলি ভট্টগন পড়ে কায়বার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বেদ জানা পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। 'রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হে ভট্ট তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

ভট্টশালী *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'গোরাচাঁদ ভট্টশালী।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য্য [স] ১ *বি* পণ্ডিত। 'এক ভট্টাচার্য বলে কি পড় হাওয়াল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* হিন্দু ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'গৌরকিশোর ভট্টাচার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

ভড়[১] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ভুবনমোহন ভড়।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভড়[২] *বি* মালবাহী বড়ো নৌকাবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'হাঁড়ি-কলসী বোঝাই ভড় যশাইকাঠির ঘাটে বাঁধা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভড়ং [স ডম্বর] ১ *বি* বাইরের আড়ম্বর। 'তিনি একথা লইয়া অন্যের কাছে কখনই ভড়ং করেন না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* বুজরুকি। 'বাস্তবিক সে কেবল ভড়ং ও ভণ্ডামো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভড়ঙ্গ [স ডম্বর] *বি* বাইরের আড়ম্বর। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আত্মত্যাগের ভড়ঙ্গে মূঢ়লোক ভুলাইবার চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভড়কানো, ভড়কান [স ভ্রষ্ট>] ১ *ক্রি* ভয় পাওয়া। 'সমূহ শিকারী কুকুরের শব্দে ভড়কিল।' *তারিণী*, ১৮০৩; *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *ক্রি* ঘাবড়ে যাওয়া। 'দাবি শুনিয়া সে ভড়কাইয়া গেল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ভড়কে যাওয়া *ক্রি* ঘাবড়ে যাওয়া। 'মোরা তখন ভড়কে গেলাম।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ভড়ভড়, ভড়র ভড়র [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* অবিরাম ভড় বা ভড়র শব্দে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বাবুরামবাবু হুঁকা সম্মুখে পাইয়া ... ভড়র ভড়র টানছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভড়া *ক্রি* তৃপ্ত হওয়া। **ভড়ে** *ক্রি* তৃপ্ত হয়। 'রাজ্জরোগ হইলে জেন চক্ষু নহি ভড়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভড়ুঙ্গে [স ভঙ্গুর] *বিণ* যেনতেন। 'এক্ষণে সরকারী স্কুলে যেরূপ ভড়ুঙ্গে রকম শিক্ষা হইয়া থাকে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভড়ুয়া [স ভীরু] *বিণ* ভীরু। 'যত সব ভড়ুয়া বাঙ্গালে কচুকে মান গোঁসাই বলে।' *লালন*, ১৮৯০।

ভণা [স ভণ্>] *ক্রি* বর্ণনা করা। **ভণ** *ক্রি* বলো। 'ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাঅ।' *চর্যা ৪০*, ১২০০। **ভণই** *ক্রি* বর্ণনা করে। 'লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।' *চর্যা ১*, ১২০০। **ভণথি** *ক্রি* বলে। 'ভণথি কুক্কুরিপা এ ভব থিরা।' *চর্যা ২০*, ১২০০। **ভণন্তি** *ক্রি* বলে। 'ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল।' *চর্যা ৩*, ১২০০। **ভণি** *ক্রি* বলে। 'কাহেরে কিষভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।' *চর্যা ২৯*, ১২০০। **ভণিআ** *ক্রি* বলে। 'রাবুলেঁ দিল মোহ কখু ভণিআ।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০। **ভণিতে** *ক্রি* পাঠ করতে। 'ভণিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **ভণে** *ক্রি* বলে। 'দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৭০।

ভণিতা [স] **১** *বি* কবিতা বা গানের যে অংশে রচয়িতা নিজের নাম ও পরিচয় প্রদান করেন। 'দীনেন্দ্রবাবু যতগুলি ভণিতা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন প্রায় তাহার সবগুলিতেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* বৈশিষ্ট্য। 'পিকরবে যবে সাড়া দেয় পিকবনিতা/ ভাষায় সে যে চায় তারই ভণিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৩** *বি* অতিরিক্ত কথা। 'ভাগ্যিস আজ আমি বাজারে পেছলাম তাই না হলে তো আলোর ভণিতা শুরু হয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ভণিতাপর্ব [স] *বি* সূচনাপর্ব। 'এইরূপ ভনিতাপর্বের পর অতি দ্রুত পুরোহিত মনোহরের উষ্কখুষ্ক জটিল চুলভর্তি বৃহৎ মাথাটিকে ...।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভণিতাসহকারে [স] *ক্রিবিণ* আড়ম্বরপূর্ণভাবে। 'দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভণিতাসহকারে বর্ণনা করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভণ্ড [স] **১** *বি* কপট। 'ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* শেষ। 'যেই মতে পারহ মারিয়া কর ভণ্ড।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভণ্ডজ্ঞানী [স] *বিণ* জ্ঞানের ভান করে এমন। 'তুরকেরা মূর্খ এবং ভণ্ডজ্ঞানী, কিন্তু সৎ।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ভণ্ড ডাকা *ক্রি* ভান ক'রে অনুকরণ করা। 'প্রথমে ভণ্ড ডাকিলেক এবং বিস্তর অনুরাগ, ধন্য ধন্য ধ্বনি পাইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ভণ্ডতপস্বী [স] *বি* ছদ্মধার্মিক। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'অলস, পাপিষ্ঠ, প্রতিহিংস্রক এবং ভণ্ডতপস্বী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ভণ্ডাগার [স] *বি* প্রতারক, প্রবঞ্চকদের আখড়া। 'হাঁকিছে নকিব, হে মহারুদ্র, চূর্ণ করো এ ভণ্ডাগার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভণ্ডামি, ভণ্ডামী [স ভণ্ড>] *বি* ছল; কপটতা। 'বাচালতা, মিথ্যাবাদিতা, ভণ্ডামী ... প্রভৃতি দোষগুলি আমাদের পক্ষে অবশ্যই বর্জ্জনীয়।' *প্রচারক*, ১৯০৬; 'ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভণ্ডা [স ভণ্ড] *ক্রি* ভুল বোঝানো। **ভণ্ডসি** *ক্রি* ভুল বোঝাও। 'আক্কারে ভণ্ডসি তুক্ষি কপট করিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভণ্ডার [স ভাণ্ডাগার] *বি* ভাণ্ডার। 'চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

ভণ্ডুল [স] *বিণ* নষ্ট। 'তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভণ্ডুলতা [স] *বি* ব্যর্থতা। 'যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে আবর্জনাস্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভতারে [স ভর্তা] *বি* স্বামী। 'হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে।' *চর্যা ২০*, ১২০০।

ভদ্দর [স ভদ্র] *বিণ* শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। 'যাদের আমরা "ভদ্দর লোক" বলে থাকি তারা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'নাগরিক "ভদ্দর" শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। দ্র ভদ্র

ভদ্দরনুক [স ভদ্রলোক] *বি* ভদ্রলোক। 'একটি খাসা ভদ্দরনুক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভদ্দরনোকি *বি* ভদ্রলোকের ভাব। 'ভদ্দরনোকি করতে হলে তার ঠাঁই আলাদা।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ভদ্দরপানা *বিণ* ভদ্রলোক বলে মনে হয় এমন। 'ভদ্দরপানা যার সঙ্গে বিয়ে হল মতির।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ভদ্দরলোক **১** *বি* শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। 'ভদ্দরলোকের ভাষায় ব্ল্যাক মার্কেট।' *মনসুর*, ১৯৩৫। **২** *বি* ভদ্রলোক। 'এই ভদ্দরলোকের ছেলের কাজ?' *মানিক*, ১৯৩৬; 'তোমরা ভদ্দরলোক কিনা।' *মানিক*, ১৯৪০।

ভদ্র [স] **১** *বি* স্বস্তি। 'যে জনরব উত্থিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা জ্ঞাপন করিতে শ্রীযুত রামমোহন রায় ভদ্রবোধ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* উত্তম। 'আমরাও কহি যে এই বিবেচনা ভদ্র বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* সভ্য। '...যা হউক ভাই! তুমি বড় ভদ্র।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৪** *বিণ* রুচিসম্মত; আনুষ্ঠানিক। 'ভালোবাসে ভদ্রসভায় ভদ্র পোশাক পরতে অঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভদ্রকালী [স] *বি* হিন্দুদেবী কালির রূপবিশেষ। 'ভদ্রকালী ভূতমতী ভ্রমরী ভীষণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভদ্রকুল [স] *বি* সম্ভ্রান্ত বংশ। 'ভদ্রকুলে জন্ম লই ভদ্র নই নিজে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভদ্রকুলবধূ [স] *বি* উচ্চবংশের বধূ। 'মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভদ্রঘর [স ভদ্র+ঘর] *বি* সম্ভ্রান্ত পরিবার। 'অগ্রে ভদ্রঘর খোঁজা উচিত, তারপর ভালো মেয়ে খোঁজা কর্তব্য।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভদ্রতর [স ভদ্রেতর] *বি* জনসাধারণ। 'ভদ্রতর লোকেরা যাঁহাকে পক্ষপাতশূন্য অথচ সর্ব্বত্র মান্য গুণিগণাগ্রগণ্য বিবেচনা করেন ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ভদ্রতা [স] **১** *বি* ন্যায়পরায়ণতা। 'গবর্ণমেন্টের ভদ্রতার দ্বারাই প্রজাগণ বদ্ধ থাকেন ঐ ভদ্রতা যথার্থবিচার ও দয়াপ্রকাশমূলকই হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* ইতিবাচক প্রভাব। 'তাঁহারদিগকে নিযুক্তকরণ অনাবশ্যক এই এক যে মূল বিধান ইহা অবলম্বনপূর্ব্বক গবর্ণমেন্টের ক্রমে২ কার্য্য করিলে ভদ্রতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *বি* শিষ্টতা। 'অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ভদ্রলোকের ভদ্রতা-গুণের ব্যতিক্রম হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভদ্রতাজ্ঞান [স] *বি* শিষ্টাচারবোধ। 'বিনয়ের ভদ্রতাজ্ঞান আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভদ্রতাপালন [স] *বি* ভদ্রতা রক্ষা। 'সমাজপালনটা তা হলে কি কেবলমাত্র ভদ্রতাপালন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভদ্রতাবোধ [স] *বি* ভদ্রসমাজে করণীয় সম্পর্কে জ্ঞান। '... অনেক বেশী সভ্য মানুষের ভদ্রতাবোধ।' *সনৎ*, ১৯৭০।

ভদ্রতাহীন [স] *বিণ* শিষ্টাচারহীন। 'মহত্ত্বহীন, ভদ্রতাহীন জাতীয়তা একটা অভিজাত বংশের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভদ্রত্ব [স] **১** *বি* ভদ্রতা। 'ভদ্রলোকের ভদ্রত্ব কি প্রকারে থাকিতে পারে।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বিণ* পর্যাপ্ত। 'সাহেবের স্বাভাবিক গুণ ও আচার ব্যবহার বিষয়ে আমার যেমন ভদ্রত্ব জ্ঞান আছে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ভদ্রদর্শন [স] *বিণ* মার্জিত; সুদর্শন। 'আর বাইরে বেরোবার জন্যে ভদ্রদর্শন সাদা পাঞ্জাবি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

ভদ্রনাম [স] *বি* ভালো নাম। 'যা হোক ভদ্রনাম ধারণ করে অসহায়কে অপমান করতে যার সংকোচ বোধ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভদ্রনামধারী [স] *বিণ* বাহ্যত ভদ্র বলে পরিচিত। 'ভদ্রনামধারী ব্যক্তিবর্গের সর্বগ্রাসী মানসিকতার ফলে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

ভদ্রনীতি [স] *বি* শিষ্ট রীতিনীতি। 'ভদ্রনীতিকে উপেক্ষা করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'চিরদুর্ভিক্ষকে ভদ্র আকার দান করাই যে যথার্থ ভদ্রনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভদ্রপল্লী [স] *বি* অভিজাত পাড়া। 'ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'সেটি একটি বিশিষ্ট ভদ্রপল্লী।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

ভদ্রপাড়া *বি* অভিজাত এলাকা। 'কোথায় যাও প্রভু, ও দিকে তো নেই ভদ্রপাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভদ্র-প্রকৃতি [স] *বিণ* মার্জিত স্বভাববিশিষ্ট। 'যথার্থ ভদ্র-প্রকৃতি সুশীল ব্যক্তির পক্ষে কঠিন কর্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভদ্রবংশীয় [স] *বিণ* অভিজাতবংশীয়। 'যদি কোনোদিন সন্দিগ্ধ সংসারে ভদ্রবংশীয় বলে প্রমাণ দেবার প্রয়োজন ঘটে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪; 'ইহাদের ভদ্রবংশীয় মুসলমানেরা আতরাফ বলে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভদ্রবেশ [স] *বি* পরিচ্ছন্ন অবস্থা। 'মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভদ্রবেশী [স] *বিণ* ভদ্র বেশ ধারণকারী। 'ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভদ্রভাবে *ক্রিবিণ* শিষ্টভাবে। 'তখন ভারতবর্ষীয়দের বেশ ভদ্রভাবে কথা কয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভদ্রমত [স] *ক্রিবিণ* ভালোরকম। 'কলিকাতাস্থ ছাত্রেরদের ভদ্রমতেই তুলনা হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ভদ্রমহিলা [স] *বি* সভ্য ও অভিজাত নারী। 'আমার নির্জন গ্রহে আসিয়া সেই অতিশয় ভদ্রমহিলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভদ্রমহোদয় [স] **১** *বি* ভদ্রলোক। 'ভদ্র মহোদয়গণের ছেলেপেলে শিক্ষা লাভ করিয়া ...।' *ইসলামিয়া*, ১৮৯৫। **২** *বি* সুশীলসমাজের মানুষ। 'ইংরেজি কায়দা এ পাড়ার ভদ্রমহোদয়দের জন্যই তুলে রাখুন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ভদ্রয়ানা [স ভদ্র+ফা আনা] *বি* ভদ্রতা। 'ভদ্রয়ানা আড়ালে রেখেই হও একাট্টা শোকের শরিক।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ভদ্ররূপ [স] *ক্রিবিণ* ভালোরকম। 'এমত প্রস্তাব কদাচ হয় নাই ইহা আমি ভদ্ররূপ জানি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ভদ্রলোক [স] **১** *বি* সজ্জন ব্যক্তি। 'কোন কিন্তু ভদ্রলোক স্বপ্রয়োজনার্থে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। 'ভদ্র লোকের সহিত তাহারদিগের চলন নাই।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ। 'এজন্য ভদ্র লোক ঐ স্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **৪** *বি* মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক। 'নীচ জাতীয় লোকেরা ... ভদ্র লোকদের নিকট টাকা ধার করে।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫। **৫** *বি* শহুরে শিক্ষিত লোক। 'তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৬** *বি* আচারব্যবহারে সভ্য লোক। 'ভদ্রলোক একবার আমার দিকে ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ভদ্রলোকগোষ্ঠী [স] *বি* উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে উদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। 'উনিশ শতকে বাংলার শহরে মফস্বলে ... বাবু বা ভদ্রলোকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠালাভ করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভদ্রলোকের পাড়া *বি* ভদ্রলোকেরা বাস করে যে এলাকায়। 'বেশ ভাল ও ভদ্রলোকের পাড়াতে দোতালার উপর দুটা সাজান ঘর পাইবে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভদ্রসংযত [স] *বিণ* শিষ্ট এবং বিনীত। 'কী বিনয়নম্র ভদ্রসংযত ব্যবহার।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ভদ্রসভ্য *বিণ* ভদ্রস্বভাবসম্পন্ন। 'ভদ্রসভ্য মেয়েদের মধ্যে ঢের ভদ্র।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভদ্রসন্তান [স] **১** *বি* সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। 'ভদ্রসন্তান বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বি* শহরের ছেলে। 'অধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভদ্রসভা [স] *বি* সুধীসমাজ। 'ভালোবাসে ভদ্রসভায় ভদ্র পোশাক পরতে অঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভদ্রসমাজ [স] **১** *বি* সভ্য সমাজ। 'এক্ষণে তাহা ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিয়াছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। **২** *বি* শিক্ষিত সমাজ। 'তখনকার ভদ্রসমাজে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভদ্র-সম্প্রদায় [স] **১** *বি* শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। 'ভদ্র-সম্প্রদায় জনসাধারণের কাছ থেকে সমআন লন কিন্তু জনসাধারণকে আশ্রয় দেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'শাসন এবং শোষণের যন্ত্রস্বরূপে ভদ্র-সম্প্রদায় আত্মবিক্রয় করে শহরে উঠে এসেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৫। **২** *বি* শিক্ষিত শ্রেণী। 'আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক এ অবস্থা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভদ্রস্ত্রী [স] *বি* ভদ্রমহিলা। 'একজন ইটালীয় ভদ্রস্ত্রী সমস্ত বৎসরে যত স্থান চলিয়া বেড়ায় ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভদ্রস্থতা [স] **১** *বি* মঙ্গল। 'মনস্বী, আর এখানে থাকায় ভদ্রস্থতা নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* প্রচলিত মূল্যবোধ। 'স্ত্রীলোকেরা এইরূপ প্রবলা ও উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া উঠিলে সমাজের আর ভদ্রস্থতা নাই।' *প্রভাত*, ১৮৯৭। **৩** *বি* সৌজন্য; ভদ্র অবস্থা। 'বন্ধুত্বের আর ভদ্রস্থতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৪** *বি* আদব-কায়দা। 'আমি যেটুকু বিলিতি ভদ্রস্থতা শিখেছি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভদ্রস্থান [স] *বি* জনসমাবেশ-স্থল। 'তাহারদিগকে ভদ্র স্থানে প্রশ্ন করিলে তাহারা কোন অংশে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিত না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ভদ্রাভদ্র [স] **১** *বি* সাধু ও অসাধু। 'ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক

প্রাকৃতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ভালোমন্দ। 'ইহার বিষয়ে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করা।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৩ *বি* ভদ্র ও অভদ্র। 'ভদ্রাভদ্র, অধন, সধন সর্ব্বসাধারণ প্রজা।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর। 'পোষাক দেখিয়া ভদ্রাভদ্র ঠিক করা ভার।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভদ্রাভদ্রি [স ভদ্রাভদ্র>] *বি* অমঙ্গল বা মৃত্যু। 'আমি সঙ্কটাপন্ন অসুস্থ কি জানি কোন ভদ্রাভদ্রি হয়।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

ভদ্রে [স ভদ্রা, সম্বোধন] *বি* ভদ্রমহিলাকে সম্বোধনসূচক শব্দ। 'ভদ্রে! বোধ হয়, তুমি আমায় বঞ্চনা কচ্চো।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ভদ্রেতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাবান। 'এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভদ্রোচিত [স] *বিণ* ভদ্রজনের উপযুক্ত। 'ভদ্রলোকের হাতে এতপ্রকার ভদ্রোচিত অস্ত্র আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভদ্র[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামগোপাল ভদ্র।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভদ্রকলা [স] *বি* একটি ফুলের নাম। 'অপমার্গ বাঘনলা সাএী তোলে ভদ্রকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভদ্রনট [স] *বি* নর্তকবিশেষ। 'ভদ্রনট আনহ সত্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভদ্রবন [স] *বি* দেবদারু গাছ। 'বিল্ববন-ভদ্রবন-ভাণ্ডীর-কানন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভদ্রা [স] *বি* নদীর নামবিশেষ। 'ভদ্রা নদী এড়াইল দক্ষিণে টানে পানি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ভদ্রাসন [স] ১ *বি* সিংহাসন। 'বিক্রমাদিত্য ভদ্রাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* বসতবাড়ি। 'দুই ভায়ের নামে কওয়ালা লিখিয়া লইয়া পরিবারের সহিত পৈতৃক ভদ্রাসনে গেলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভদ্রাসন বাটি [স] *বি* বসতবাড়ি। 'ভদ্রাসন বাটি ও বাটির পশ্চীম বাগান।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

ভদ্রোচিত *দ্র* ভদ্র[1]

ভনভন [ধ্বন্যা] *বি* মাছি ওড়ার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মাছি ভন ভন করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভনভনা [ধ্বন্যা] *ক্রি* ভনভন করা। 'মশা মাছি ভনভনাস্তি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভনভনানি [ধ্বন্যা] *বি* মাছি ওড়ার শব্দ। 'মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ভনভনি [ধ্বন্যা] *বি* ভনভন শব্দ। 'কটু গন্ধ সদাই মাছির ভনভনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভনা [স ভন্>] *ক্রি* বলা। **ভনিলেন** *ক্রি* রচনা করলেন; প্রচার করলেন। 'ভনিলেন খান গুনরাজে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভনে** ১ *ক্রি* প্রচার করে। 'তার সন্মুক্ষয় জাউক জে সুনে জে ভনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* বলে। 'দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দূর কর দ্বন্দ্ব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভন্তি [স ভ্রান্তি] *বি* ভ্রান্তি। 'অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুছসি নাহা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

ভব [স] *বি* পৃথিবী। 'ভণথি কুক্কুরিপা এ ভব থিরা।' *চর্যা ২০*, ১২০০।

ভবকারাগার [স] ১ *বি* পৃথিবীরূপ বন্দীশালা। 'মোহ – কুসুমডোর, কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার, দৃঢ়তর।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* সংসাররূপ কারাগার। 'এই ভবকারাগারের মধ্যে ফিরে এসেও ... একটা স্ফূর্তি লেগে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভবকূপ [স] *বি* জগৎরূপ কুয়ো। 'তারিলেন যতেক পতিত ভবকূপে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভবকূল [স] *বি* সংসাররূপ তীর। 'ভবকূল হতে ছিঁড়িয়া শিকল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভবকোলাহল [স] *বি* সংসারের কোলাহল। 'ভবকোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

ভবক্লেষ [স ভবক্লেশ] *বি* জীবন-যন্ত্রণা। 'কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভবক্লেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভবগতাআত [স ভব+স গত-আগত] *বি* জন্মজন্মান্তর। 'হৈল বড় পরমাদ/ জীবনে নাহিক সাদ/ দূর কর ভবগতাআত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভবঘুরে ১ *বি* উদ্দেশ্যহীন বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায় যারা; ঘরহীন ভ্রাম্যমাণ মানুষ। 'ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* যাযাবর; ভ্রমণশীল। 'আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৩ *বিণ* বাউন্ডুলে। 'তৎসঙ্গে ভবঘুরে দলেরও ...।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪। ৪ *বি* পর্যটক; বাউন্ডুলে। 'আধুনিক কালের ভবঘুরে যারা এখানে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভবঘোর [স] *বি* জগতের মোহ। 'ভবঘোর ভবে কর পার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভবজলধি [স] *বি* সংসাররূপ সমুদ্র। 'পতিত দেখিয়া যদি, না তার ভবজলধি।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

ভবতরঙ্গ [স] *বি* সংসাররূপ তরঙ্গ। 'ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভবতরী [স] *বি* সংসাররূপ নৌকা। '... বিনিদ্র বাসরে ধূমপান চলে: তবে ভবতরী তাস।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভবতারন [স ভবতারণ] *বি* পৃথিবী থেকে উদ্ধারকর্তা। 'আদি অনাদি নাথ কহায়সি ভবতারন ভার তোহারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভবদারা [স] *বি* ভবানী। 'রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভবনই [স ভবনদী] *বি* পৃথিবী রূপ নদী। 'ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

ভবনদী [স] *বি* ভবরূপ নদী। 'দুকূল আকুল ভবনদী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভবনির্বাণ, ভব নির্ব্বাণ [স] *বি* নির্বাণ। 'ভব নির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।' *চর্যা ১৯*, ১২০০।

ভবপার [স] *বি* সংসার রূপ সমুদ্রের অপর তীর। 'ভবপারে যাবার লা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ভবপারাবার [স] *বি* ভবসমুদ্র। 'আনন্দে চলেছি ভবপারাবার-পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভববন্ধ [স] *বি* সংসার রূপ বন্ধন। 'যাঁহার স্মরণে ভববন্ধ হয় নাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভববন্ধন [স] *বি* সংসারের বাঁধন। 'এ ভববন্ধন, কর বিমোচন মা

বিনে তারিণী কার দিব ভার।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভববল [স] *বি* বস্তুজগতের আকর্ষণ। 'অবস করিআ ভববল জিতা।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

ভব-বিজয়িনী [স] *বি স্ত্রী* বিশ্ববিজয়ী। 'দিব সেনা ভব-বিজয়িনী।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ভব-ভবন [স] *বি* জগৎ-সংসার। 'কাতর যে মনঃ পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবন।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভবভয়হরা [স] *বিণ* সংসারের ভয় করে না এমন। 'কলি ঘোর ভবভয়হরা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভবভূমি [স] *বি* পৃথিবী। 'এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভবমণ্ডল [স] *বি* পৃথিবী। 'কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে অতুল ভবমণ্ডলে?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভবমত্তা [স] *বিণ* সংসারে মত্ত। 'মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

ভবমরুদেশ [স] *বি* পৃথিবীরূপ মরুভূমি। 'যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা, ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভবমায়াজাল [স] *বি* ইহলোকের স্নেহের বন্ধন। 'ভবমায়াজালে আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভব মোহা [স ভবমোহ] *বি* পৃথিবীর মায়া। 'অদঅভূঅ ভব মোহা রে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

ভবযন্ত্রণা [স] ১ *বি* জীবনধারণের দুঃখকষ্ট। 'মুহূর্ত মধ্যেই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বি* জাগতিক দুঃখ। 'তাহাতে ... ভবযন্ত্রণার উল্লেখ করিতে ছাড়ি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'অনেকেরেই ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়েছ তুমি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভবরঙ্গ [স] *বি* বাহিরের চাকচিক্য। 'ভবরঙ্গে থাকি মজে ভাব দাঁড়ায় না হৃদয় মাঝে।' *লালন*, ১৮৯০।

ভবরোগ [স] *বি* পৃথিবীর দুঃখকষ্ট। 'ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভব-ললাট [স] *বি* আকাশ। 'ত্রিদিবের শোভা, ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা আভাময়ী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভবলীলা সাঙ্গ করা *ক্রি* মারা যাওয়া। '৪৮ বৎসর বয়সে ভবলীলা সাঙ্গ করেন।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া *ক্রি* মারা যাওয়া। 'সেই সঙ্গে ভবলীলাও স্বল্প দিনেই সাঙ্গ হয়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ভবশরণ [স] *বি* জগতের আশ্রয়। 'ঐ ভবশরণ, প্রভু, অভয় পদ তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ভবসংসার [স] *বি* সংসার। 'ভবসংসার ভিতরে/ ভব ভবানী বিহরে/ ভূতময় দেহ/ নবদ্বার গেহ/ নরনারীকলেবর।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভবসমুদ্র [স] *বি* সংসাররূপ সমুদ্র। 'আমি তো তাই ভবসমুদ্রের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভবসাগর [স] *বি* সংসাররূপ সাগর। 'তনুতরি ভাসিল আমার ভব-সাগরে।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

ভবসিন্ধু [স] *বি* সংসাররূপ সমুদ্র। 'ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভবার্ণব [স] *বি* সংসারসমুদ্র। 'ভবার্ণব অন্ধকার দেখে নিরখিরে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ভবের হাট *বি* বাস্তব জগৎ। 'ভবের হাটে ওজন অনুসারেই বস্তুর মূল্য নির্ণয় হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ভবদীয় [স] *বিণ* আপনার। 'আমি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ভবন [স] *বি* ঘর। 'উথা দন্তবক্র গিয়া আপন ভবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভবনতল [স] *বি* ঘরের মধ্যে। 'তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভবনশিখী [স] *বি* পোষা ময়ূর। 'পুচ্ছ পুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্বভরে নাচিবে ভবনশিখী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভবা [স ভাবি>] *ক্রি* ভাবা। **ভবিয়া** *ক্রি* ভেবে। 'সত্তর হাজার অব্দ প্রভুক ভবিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভবানি, ভবানী [স ভবানী, সম্বো ভবানি] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'সুন দেবি ভবানি শ্রীষ্ঠী স্থিতি কারনি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভবিক *বিণ* উপযুক্ত। 'তেবে এত ইন্দ্রে কন ভবিক ভারতী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভবিত *বিণ* চিন্তিত। 'দাই বুনিয়া ভবিত হইলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

ভবিতব্য [স] *বি* অদৃষ্টের লিখন। 'তবে প্রাণ রহে তার ভবিতব্য কাজে।' *[illegible]*, ১৫৮০।

ভবিতব্যতা [স] ১ *বি* অদৃষ্ট। 'ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি* সম্ভাব্যতা। 'দিগন্তরালে কোন ভবিতব্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভবিষ্য [স] *বিণ* ভবিষ্যৎ। 'মহাজন ইতিহাষে কহিছে ভবিষ্য।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'নির্মম ভবিষ্য, জানি, অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে কীর্তির সঞ্চয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভবিষ্যচিত্রণ [স] *বি* ভবিষ্যতের চিত্র। 'বহু প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যচিত্রণ হয়েছে সেই ফেভারিট কেবিনে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভবিষ্যমুখী [স] *বিণ* ভবিষ্যতে উন্নত হবে এমন। 'শিক্ষাগত আদর্শ হচ্ছে আধুনিক যুগের এবং ভবিষ্যমুখী।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভবিষ্যস্রষ্টা [স] *বিণ* ভবিষ্যৎ-নির্মাতা। 'আদর্শের সাধনাতে আত্মনিয়োগ করাই হ'ল ভবিষ্যস্রষ্টা বাঙালীর জীবন-সাধনার প্রকৃষ্টতম পথ।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভবিষ্যৎ [স] *বি* আগামী সময়। 'ভবিষ্যৎ বহু বিড়ম্বন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভবিষ্যৎকালীন [স] *বিণ* ভবিষ্যৎকালের। 'ভবিষ্যৎকালীন বিশুদ্ধবুদ্ধি বিদ্বানলোকের শিক্ষাদানের উপযোগী হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভবিষ্যজ্জীবন [স] *বি* আগামীর জীবন। 'রঙিন ভবিষ্যজ্জীবন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার বাকী পথটুকু কাটিয়া যায়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভবিষ্যৎ-জ্ঞানী [স] *বিণ* ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানে এমন। 'পীর-পয়গম্বরকে ভবিষ্যৎ-জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করা।' *হেদায়াত*, ১৯৩৬।

ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা [স] *বিণ* ভবিষ্যৎ দেখতে পায় এমন। 'আমি অনেকটা ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা হয়ে পড়েছি।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ [স] *বি* আগামী প্রজন্ম। 'ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ এতন্নিবন্ধন ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

ভবিষ্যদ্বাদী [স] *বিণ* বর্তমানেই ভবিষ্যতের বীজ নিহিত আছে এই

মতবাদ; বর্তমানে পরিবর্তন এনে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে এই মতবাদ। 'আমাদের ভাববাদীদের, আমাদের আদর্শবাদীদের সত্যই এখন ভবিষ্যৎবাদী (Futurist) হ'তে হবে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভবিষ্যৎ-ভাবনা [স] *বি* ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। 'বহুবিধ পরামর্শ উপায়চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ-ভাবনায় বেশ একরকম ভোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভবিষ্যৎমুখিনতা [স] *বি* ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি। 'নবোদ্ভূত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে এদের ভবিষ্যৎমুখিনতা ও আশাবাদ ...।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

ভবিষ্যৎমুখী [স] *বিণ* ভবিষ্যতের অপেক্ষা করে এমন। 'তবে এ sentimentalism অতীতমুখী, ভবিষ্যৎমুখী নয়।' *প্রমথ*, ১৯২১।

ভবিষ্যৎহীন [স] *বিণ* পরিণামহীন। 'গোলকধাঁধায় ঘুরি অবিরাম ভবিষ্যৎহীন।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

ভবিষ্যদ্ [স] *বি* ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যদ্দৃষ্টি [স] *বি* দূরদৃষ্টি। 'আমার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি নেই।' *প্রমথ*, ১৯২১।

ভবিষ্যদ্বক্তা, ভবিষ্যদ্‌বক্তা [স] ১ *বি* ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলতে পারে যে ব্যক্তি। 'ভবিষ্যদ্বক্তা।' *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *বিণ* ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলে দিতে পারে এমন। 'ভবিষ্যদ্‌বক্তা কবি সতত এ ভবে, এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভবিষ্যদ্বাক্য [স] *বি* ভবিষ্যতে কী হবে তা আগেই বলা। 'ঐ কল ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ভবিষ্যদ্বাণী, ভবিষ্যদ্‌বাণী [স] *বি* ভবিষ্যতে কী ঘটবে আগেই তা বলা। 'হিন্দুশাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পাদন ও অলৌকিক ঐশ্বরিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ বিষয়ে যে সমস্ত বর্ণনা আছে, তাহা প্রামাণিক নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'ভবিষ্যদ্‌বাণী জীবনে আর-কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভবী[1] *বি* ভবিষ্যৎ। 'ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভবী[2] *বি* নাছোড়বান্দা। 'ভবী কখনো ভোলে?/ না।' *অন্নদা*, ১৯৭৩।

ভব্য [স] ১ *বিণ* সত্য। 'ভব্য চারিজনে ধরি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* শান্ত। 'ভাবি ভব্য ভাবনাতৎপর মহানুভব ব্যক্তি কৃত সাহায্যাবলম্বনে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ভব্যজন [স] *বি* মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'ভব্যজন নগরের শোভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভব্যতা [স] ১ *বি* ভদ্রতা। 'যৎকালীন লোকের সভ্যতা ও ভব্যতার বৃদ্ধি হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* শিষ্টাচার। 'ভব্যতার গণ্ডিমাঝে শান্তি নাহি মানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভব্যরতি [স] *বিণ* ভদ্রভাবযুক্ত। 'ভব্যরতি ভূপতি ভক্তির নাই লেখা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভব্যলোক [স] *বি* শান্ত প্রকৃতির লোক। 'ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভব্যা [স] *বি স্ত্রী* ভদ্র। 'ভূদেবভামিনী ভব্যা ভূপবাসে এসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভভম্ভম ভভম্ভম [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* অবিরাম ভভম্ভব শব্দ ক'রে। 'ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভম [স ভ্রম] *বি* ভুল। 'এমত ভম কথা আর না কহিও।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'সংগ্রামের শব্দ শূন্যা শেষ পাল্য ভম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। *দ্র* **ভ্রম**

ভমি [স ভ্রম] *বি* ভুল। 'হে সাজনি জনু লেহে ভমিকরি নামে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভমর [স ভ্রমর>] *বি* ভ্রমর। 'ভৌঁহ ভমর নাসাপুট সুন্দর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **ভ্রমর**

ভমা [স ভ্রমণ>] *ক্রি* ভ্রমণ করা। **ভমন্তি** *ক্রি* ভ্রমণ করে। 'জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।' *চর্যা* ২২, ১২০০। **ভমিআ** *ক্রি* ভ্রমণ ক'রে বা ঘুরে। 'একা উপদীপ সাত ভমিআ খুজিব তাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভয় [স] *বি* ভীতি। 'ভয় ঘিণ দূর নিবারিউ।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

ভঅ [স ভয়] *বি* ভয়। 'বাটঅ ভঅ খাণ্ট বি বলআ।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

ভএ [স ভয়] *বি* ভয়। 'এবেঁ পরিহর তোক্ষে ভএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভঞেঁ [স ভয়] *বি* ভয়। 'একশরী বনের ভিতরে ভঞেঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভয়-আঁটা *বিণ* ভয়ার্ত। 'ভয়-আঁটা চোখ অনেকের মুখে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ভয়ংকরতা [স] *বি* ভীতিজনকতা; ভীতিকর অবস্থা। 'সেই আদিম ভয়ংকরতার শক্তি লয়ে ওরা আছড়ে পড়ে তটের বুকে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ভয়কাতর [স] *বিণ* ভীত-বিহ্বল। 'উগ্র ভয়কাতর উপলব্ধিগুলির মধ্যে ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ভয়কাতুরে *বিণ* ভিতু। 'এত ভয়কাতুরে যদি তুই ... একা থাকিস কি করে শুনি?' *মানিক*, ১৯৩৯।

ভয়কুণ্ঠ [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'ভয়কুণ্ঠ উৎকণ্ঠিত সুখে – বলে, 'বৃন্তবন্ধহারা যাব উদ্ধামের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ভয় খাওয়া *ক্রি* ভীত হওয়া। 'জাহাঙ্গীর একেবারে ভয় খাইয়া গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভয়গ্রহণ [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'চারদিকে ভয়গ্রহণ পরিবেশ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভয়ঙ্কর, ভয়ংকর [স] *বিণ* ভীতিকর। 'তা সুনি মার ভয়ংকর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০; 'মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভয়ঙ্করা [স] *বিণ* ভীতিকর। 'ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরবী ভাবিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভয়ঙ্করি [স ভয়ঙ্করী] *বিণ স্ত্রী* ভয়ঙ্কর। 'গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভয়ঙ্করী, ভয়ংকরী [স] ১ *বি* ভীষণা। 'মহাভীমা ভয়ঙ্করী বিশ্বরূপা খড়্গেশ্বরী দুর্গতিনাশিনী হরজায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ংকরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ স্ত্রী* ভয়জনক। 'কত দূরে যমপুরী ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভয়চকিত [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'বন্দীগণ তদ্রূপ প্রতি পদক্ষেপে ভয়চকিত।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

ভয়চিত্ত [স] *বিণ* ভয় পায় এমন মনবিশিষ্ট। 'জাহাঙ্গীর অহেতুক ভয়চিত্ত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভয়জনক [স] *বিণ* ভীতিকর। 'কিম্বা ভয়জনক বাক্য কহেন তবে কর্তা মহাশয় রুষ্ট।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভয়জাত [স] *বিণ* ভীতিজনিত। 'ভয়জাত আকস্মিক দুর্বলতার কথাও গ্রহণযোগ্য।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভয়জয় [স] *বিণ* ভয়কে জয় করেছে এমন। 'আমরা যৌবনের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে ভয়জয় হবো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ভয়ডর *বি* ভয়-ভাবনা। 'জ্যাঠাইমার কাছে আসবার সময় ভয়ডর থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভয়তরাসে [স ভয়+স ত্রাস>] *বিণ* সহজেই ভয় পায় এমন। 'তুই এমন ভয়তরাসে কেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'মলিনা! অ খুকুনি! মা গো! কী ধুকপুকুনি হাড়-গুড়নি ভয়-তরাসে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভয়ত্রাতা [স] *বি* শঙ্কা দূরকারী। 'সঙ্কটে শঙ্কর বিনা কেবা ভয়ত্রাতা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভয়দ [স] *বিণ* ভীতিপ্রদ। 'জলদকান্তি ভয়দভাতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভয়-দানব [স] *বি* ভয়রূপ দানব। 'লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়-প্রাচীর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভয়-দেখানো *বিণ* ভীতিকর। 'এরকম ভয়-দেখানো চিঠি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভয়-পাওয়া *বিণ* ভীত। 'কেঁপে ওঠে গৃহস্থালি ভয়-পাওয়া পায়রার মতো।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ভয়-বাধা [স] *বি* ভয়-বিঘ্ন ইত্যাদি। 'ভয়-বাধা সব অভয় মূর্তি ধরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভয়বাসা [স ভয়+বাসা] *ক্রি* ভয় পাওয়া। 'ঘোররূপা রাক্ষসি দেখিয়াত ভয়বাসি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভয়বাসা বলতে বোঝাত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভয়বিনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ভয় দূরকারী। 'ভাঁড়ারগড়ে ভাঁড়ারচণ্ডী ভয়বিনাশিনী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভয়বিভলা [স ভয়বিহ্বলা] *বিণ স্ত্রী* ভয়ে বিহ্বল। 'ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়বিভলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

ভয়বিহ্বল [স] *বিণ* ভয়ে বিবশ। 'ভয়বিহ্বল মনের সমস্ত কপাট বন্ধ।' *নীরেন*, ১৯৪৮।

ভয়-ভক্তি [স] **১** *বি* সমীহ। 'তারাও এখন তোকে রীতিমতো ভয়-ভক্তি করে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* শ্রদ্ধা ও ভয়। 'গুরুমশাইকে ভক্তি করার মতো আমাকে ভয়-ভক্তি করে থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভয়ভঞ্জন [স] *বি* ভয় নিরসন। 'অগ্রে উঁহার ভয়ভঞ্জন করিয়া দেওয়া উচিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভয় ভয় ক'রে *ক্রিবিণ* ত্রস্তভাবে। 'তা আমায় সকল কথা ভয় ভয় করে বলো?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ভয় ভাঙা, ভয় ভাঙ্গা *ক্রি* ভীতি দূর করা। 'ভয় ভেঙ্গে যাবে এখন।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভয়ভাবনা [স] **১** *বি* ভয়-ভীতি। 'ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **২** *বি* দুশ্চিন্তা। 'প্রতিদিনের ভয়ভাবনা-কৃপণতায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ভয়ভার *বি* ভয়ের বোঝা। 'ত্যজো রে ভয়ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভয়ভীত [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'আমি ক্ষত্রকুলজাত; ভয়ভীত দুর্বলের ভয়হারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভয়ভীতি [স] *বি* আতঙ্ক; ত্রাস। 'সমস্ত বাজে বন্ধনের ভয়ভীতি।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভয়-ভীরুতা [স] *বি* ভীতি ও কাপুরুষতা। 'ভয়-ভীরুতা থাকতে দেশের প্রেম ফলাবে ঘণ্টা ফল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভয়ভীষণ [স] *বিণ* অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। 'ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভয়মনী [স ভয়মনা] *বিণ* ত্রস্তমনা। 'পবনে চলিল গাছের পাত তাত ভয়মনী ছলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভয়মুক্ত [স] *বিণ* ভয়হীন; আশঙ্কামুক্ত। 'বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনেক ভয়মুক্ত করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ভয়মৈত্র [স] *বি* ভীতি ও প্রীতি। 'তাঁহারা ভয়মৈত্র প্রদর্শন পূর্বক ...।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

ভয়মৈত্রতা [স] *বি* ভীতি ও প্রীতির ভাব। 'সারজন আপনি আড়ার নিকট যাইয়া ভয়মৈত্রতা প্রদর্শনপূর্বক পালকি আনিয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভয়যুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* ভীত। 'দারী গারী ইত্যাদি শব্দ শুনিয়া ভয়যুক্তা হইয়া ... কর্মকার্য্যের আশয় জানাইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভয় রাখন *বি* ভয় করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভয়লজ্জা [স] *বি* ভীতি ও লজ্জা। 'সংসারের সমস্ত দাবি সমস্ত ভয়লজ্জা এই বেগের কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভয়লেশহীন [স] *বিণ* নির্ভীক। 'ভয়লেশহীন ক্রুদ্ধমুখে মানুষগুলো তড়পাতে থাকে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ভয়সঞ্চার [স] *বি* ভয়ের উদ্রেক। 'এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয়সঞ্চার হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভয়সনে *ক্রিবিণ* ভয়ে ভয়ে। 'কাটাওনা কাল মিথ্যা ভয়সনে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভয়সূচক [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর; ভীষণ। 'তখন তাঁহার ভয়সূচক একটি শারীরিক ক্রিয়া হইত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ভয়হর [স] *বিণ* ভয় হরণকারী। 'কভু বিরাজ ভয়হর শান্তি সুধাকর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভয়হরা *বিণ স্ত্রী* ভয় হরণকারী। 'ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরবী তাবিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভয়হর্তা [স] *বিণ* ভয় হরণকারী। 'ভুবন পালনকর্তা ভবসিন্ধু ভয়হর্তা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভয়হারা *বিণ* নির্ভীক। 'কহিল আমার সভ্য-সুহৃদ ভয়হারা হাসি হেসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

ভয়হারী [স] *বি* ভীতি দূরকারী। 'আমি ক্ষত্রকুলজাত; ভয়ভীত দুর্বলের ভয়হারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভয়াকুল [স] *বিণ* ভয়ে অস্থির। 'ভয়াকুল দেখিয়া লাগিল কহিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভয়াতুর [স] **১** *বিণ* ভয়ে কাতর। 'নিয়ম-লঙ্ঘন-দোষে কোন প্রকার অমঙ্গল ভয়েও কোন পক্ষকে ভয়াতুর হইতে হয় না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বিণ* ভয়াবহ। 'ভয়াতুর মসৃণ অন্ধকার জমিয়া উঠিতেছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভয়াধিক্য [স] *বি* অত্যন্ত ভয়। 'ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভয়ানক [স] **১** *বিণ* ভয়াবহ; ভীতিপ্রদ। 'এই কলি সঙ্গ ভয়ানক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* কঠিন। 'কেহ এমন ভয়ানক কপাল পরীক্ষার ঝুঁকি লইলেক না।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৪** *বিণ* বিপজ্জনক। 'দ্বিতীয় চার্লস নামক রাজার রাজত্বকালে লণ্ডন নগরে ভয়ানক মারী উপস্থিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বিণ* সহিংস। 'হরিদ্বারে তীর্থস্নান উপলক্ষে শিখ, সন্ন্যাসী, বৈরাগী এই তিন সম্প্রদায়ে একটি ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৬** *বিণ* প্রচণ্ড। 'তাহাদের কর্ণ কুহরে গোমস্তা ও নায়েব শব্দ বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ভয়ানক বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৭** *বিণ* কঠোর। 'মন্দ আচরণ করিলে সেই পুরুষের ভয়ানক শাস্তি হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **৮** *বিণ* পীড়নমূলক। 'তাকে চুমো খেয়ে তার চুল ধরে টেনে তাকে মেরে তার প্রতি ভয়ানক সোহাগের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৯** *বিণ* নিরেট। 'মানুষ ভয়ানক পরাধীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **১০** *বি* রুদ্র। 'ভয়ানককে মেনে নিতে অসংজ্ঞাত প্রতিরোধ রয়ে গেল নাটকের শেষ পাতা পর্যন্ত।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভয়ান্বিত [স] *বিণ* ভীত। 'ধাররাজ ... ভাবী দৌহিত্রের পৃথিবীর একচ্ছত্রাকরণ শ্রবণে ভয়ান্বিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভয়াবহ [স] *বিণ* ভীতিকর। 'হিংস্র জন্তুপূর্ণ ভয়াবহ অরণ্য, নদ-নদী ও দুস্তর সাগর লঙ্ঘন করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভয়াবহতা [স] *বি* ভয়ঙ্করতা। 'দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা হল।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ভয়াভিভূত [স] *বিণ* সন্ত্রস্ত; ভয়ে ম্রিয়মাণ। 'তারা কি সুখ-সম্ভোগপরিত্যক্ত হয়ে ভয়াভিভূত হয় না?' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

ভয়ার্ণব [স] *বি* ভয়রূপ সাগর। 'ধাররাজ ... একবার শোকার্ণবে ও একবার ভয়ার্ণবে মুহুর্মুহু মজ্জমানমনা হইয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভয়ার্ত [স] *বিণ* ভয়ে কাতর। 'ভয়ার্ত ভূধর ভূমে, খেচর অম্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভয়াল [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'এই প্রকাণ্ড বনমধ্যে ভয়াল ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভয়ে-কাঁপা *বিণ* ভয়ে কাঁপছে এমন। 'ভয়ে-কাঁপা যাত্রা সে নেই বলদ-টানা রথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভয়ে ভয়ে *ক্রিবিণ* ভীত হয়ে। 'ভয়ে ভয়ে ঢেউগুলি/ নিয়ে যায় পদধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ভয়রোঁ *বি.* ভৈরবী। 'ভোরাও ওক্তে ভয়রোঁ রাগিণীতে অনেক বাড়ীতে বিজয়া গাওনা হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভয়সা *বিণ* ভইষ বা মহিষের দুধ থেকে তৈরি। 'মহিষের দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভয়সা ঘি বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'টাটকা ভয়সা ঘি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভর[1] [স ভৃ>] *ক্রিবিণ* ব্যাপী। 'অধরাতি ভর কমল বিকসউ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

ভর[2] [স ভার] **১** *বি* ভার; চাপ। 'আম্ব জাম্ব মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* পূর্ণ। 'ভর দুই প্রহর বেলায় মুঞি হৈলুঁ রাণ্ডি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* অবলম্বন; নির্ভর। 'বানরে ভর করি তরিল সাগর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* আবির্ভাব। 'আপনি আসরে কর ভর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভর করা **১** *ক্রি* নির্ভর করা। 'সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *ক্রি* অবস্থান। 'একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে ভর করেছিল সাতটি কথার অমরাবতী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। **৩** *ক্রি* আছর করা। 'ডাইনি ভর করেছে বলে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হত।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভরদুপুর **১** *বি* ঠিক দুপুর। 'ভর দুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই।' *জসীম*, ১৯২৭; 'তখন ভরদুপুর।' *নজরুল*, ১৯৩০। **২** *ক্রিবিণ* জনসম্মুখে। 'সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পীর ডাকা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভর দেওয়া **১** *ক্রি* আস্থা রাখা। 'ঈশ্বর সত্য এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **২** *ক্রি* ওজন রাখা। 'বুকে ভর দিয়ে বসেছিল সমস্ত আকাশের সঙ্গহীনতা। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৩** *ক্রি* নির্ভর করা। 'তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভরন্ত *বিণ* ভরপুর। 'ঘটি বাটি থালা ভাঙ্গে ভরন্ত কলসি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভর পান্তরে *ক্রিবিণ* মাঝ পথে। 'ভর পান্তরে তিরী বধ করে কাণ্ডুলী চিরিল টানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভরপুর *বিণ* পরিপূর্ণ। 'মুরারি আনন্দে ভরপুর।' *মুরারি*, ১৫৭০; 'মাঝখান দিয়ে একটা নিদ্রাহীন উন্মত্ত অধীরতা ভরপুর বেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভরপেট *বিণ* সারা বছর পেট ভরে খাওয়া যায় এমন। 'ভরপেট রেশনের দাবীতে ২৯ জানুয়ারি ... এক মিছিল।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভরভর *বিণ* ভরপুর। 'আউশের ক্ষেত জলে ভরভর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভরভরাট *বিণ* পরিপূর্ণ। 'আড্ডা জমজমাট ভরভরাট।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ভর যুবতী [ভর+স যুবতী] *বিণ* পূর্ণ যুবতী। 'গোআল জাতী তোঁ ভর যুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভরশূন্য [ভর+স শূন্য] *বিণ* হালকা। 'থর থর করে কাঁপে ভরশূন্য দুর্বল হাত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভরসন্ধে [স] *বি* পুরোপুরি সন্ধ্যা। 'তুমি যে এই ভরসন্ধের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেছ!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'ভরসন্ধেয় বা ভোরে মাথার চুল খুলে রাস্তায় বেরুলে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ভরসাঁঝ *বি* পুরোপুরি সন্ধ্যা। 'ভরসাঁঝে এ-রকম একা-একটা ছাদে বসে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভরকাল [স ভম্বর] *বিণ* জমকালো। 'আজ কাল পাতা কচান লতার মত একটু একটু ভরকাল হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভরছন [স ভর্ৎসন] *বি* ভর্ৎসনা। 'পয়োধি ভরছন লাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভরছা [স ভর্ৎসন>] *ক্রি* ভর্ৎসনা করা। **ভরছিআঁ** *ক্রি* ভর্ৎসনা ক'রে। 'হেন বোল তা সমাক কিছু ভরছিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভরছিলেঁ** *ক্রি* ভর্ৎসনা করলে। 'তাক ভরছিলেঁ বহু ঝি দহী বিকণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভরণ [স] **১** *বি* পূর্ণকরণ। 'ছত্রে গিয়া যথালাভ উদর-ভরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রতিপালন। 'তুক্ষি বিনে কে করিব দারিদ্র ভরণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* আহরণ; কোনো পাত্রে ভরা। 'মেয়েদের জল-

ভরণে যে ঢেউ জলে ভাঙে।' *জসীম*, ১৯৩১।

ভরণপোষণ [স] *বি* খাদ্যবস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে প্রতিপালন। 'ভরণ পোষণ উপযুক্ত ভূমি মহাত্রাণ দিয়া গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'সেই সকল কার্য্যদ্বারা দীনদিগের ভরণপোষণ হউক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

ভরন পোশন [স ভরণপোষণ] *বি* ভরণ-পোষণ; খাদ্যবস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে প্রতিপালন। 'আর পিতা মাতার শেবা ও ভরন পোশন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

ভরণী [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ভরত[1] [স] *বি* রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের ছোটো ভাই। 'যেই রূপ লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভরত[2] *বি* পাখিবিশেষ। 'তোমার উদয়ে ভরত পাখির মতো গেয়েছিনু স্তব।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভরত নাট্যম [স] *বি* দক্ষিণ ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যশৈলীবিশেষ। 'উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ ভারতের ভরত নাট্যম ও মালাবারের কথাকলি।' *মুক্তবা*, ১৯৫৯।

ভরতি ১ *বি* ভর্তি; লেখাপড়ার জন্য প্রবেশ। 'স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভরতি হন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। ২ *বি* পূরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভরন[1] [স বর্তক] *বি* তামা দস্তা এবং রাং মিশ্রিত নিকৃষ্ট কাঁসা; ব্রোঞ্জ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভরন[2] *বি* উপাচারবিশেষ। 'মা কালীর থানে ভরনে দাঁড় করাবে আজ ঠাকুরঝিকে।' *তারা*, ১৯৪২।

ভরপুর *দ্র* ভর[2]

ভরপেট *দ্র* ভর[2]

ভর ভর [ধ্বন্যা] *বি* কফ ঝাড়ার শব্দ। 'ভর ভর করে খানিকটা কফ ঝেড়ে নিলে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভরম[1] *বি* সম্ভ্রম। 'নাসা খগপতিচঞ্চু ভরম ভয়ে কুচগিরি সান্ধি নিবাসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'বললো সে ম্লান শব্দে সুন্দর উদর থেকে সরিয়ে ভরম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভরম[2] [স ভ্রম] ১ *বি* ভুল। 'পূরব জনমে বিহি লিখল ভরমে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* অসাবধান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভরমন [স ভ্রমণ] *বি* ভ্রমণ। 'দুই জনে ভরমন করি কিসের কারন।' *রামাই*, ১৭১০। *দ্র* **ভ্রমণ**

ভরন্তর [স] *বি* পারস্পরিক নির্ভরতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভরস [হি ভরোসা] *বি* সাহস; ভরসা। 'হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভরসন্ধ্যা *দ্র* ভর[2]

ভরসা, ভরশা, ভর্সা [হি ভরোসা] ১ *বি* নির্ভর। 'এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বিশ্বাস। 'এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ইহাতে ভর্সা হয় না।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* আশা। 'নির্বিষের ভরসাএ না খাএ গরল।' *বাহরাম*, ১৭০০। ৪ *বি* আশ্রয়। 'ডানি বামে পালি গায় ভরসা তোমার পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৫ *বি* আশাবাদ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'আমাদিগের আশা কত দীর্ঘ হইতেছে - আমাদিগের ভরসা কত বৃদ্ধি হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৬ *বি* অবলম্বন। 'খুড়ার নিকট মাস মাস যে টাকা পাইতেন তাহাই কেবল ভরসা ছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৭ *বি* সাহস। 'জুতো জোড়াটি খুলে খেতে বসতে ভরশা হয় না।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আমি ভরসা দিই।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ৮ *বি* নির্ভরতা। 'ভগিনীপতি শশধরের পরেই তোমার ভরসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৯ *বি* বিশ্বাস। 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভরসা করন *ক্রি* আস্থা রাখা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ভরসাজনক [ভরসা+স জনক] *বিণ* আশাব্যঞ্জক। 'কথাগুলো মোটেও ভরসাজনক নয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভরসাজনিকা *বিণ* আশ্বাসদায়ক। 'কিয়ৎ ভরসাজনিকা কথা সুব্যক্ত পূর্ব্বক কহিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

ভরসান্বিত [ভরসা+স অন্বিত] *বিণ* আশাবাদী। 'ইহারা উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভরসান্বিত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ভরসাপ্রদ [ভরসা+স প্রদ] *বিণ* ভরসা দেয় এমন। 'দু-একটা ভরসাপ্রদ বন্ধু আসে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভরসাশূন্য [ভরসা+স শূন্য] *বিণ* হতাশ। 'অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ-বীজাভাবে ভরসাশূন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভরসাস্থল [ভরসা+স স্থল] *বি* আশ্রয়স্থল। 'এরূপ নিয়মের ভরসাস্থল ধান্যভূমি।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩; *বি* আশ্রয়। 'আমাদের ভরসাস্থল কী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভরসা-হারা *বিণ* আশাহীন। 'ভরসা-হারা চাহনি বড় ঘা দিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'পথের কোণে ভরসাহারা পড়েছিলাম সারাটা দিন।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

ভরসাহীনা [ভরসা+স হীনা] *বিণ স্ত্রী* আস্থাহীন। 'সেই সনাতন ভরসাহীনা অশ্রুহীনা/ তুমিই আমার সব সময়ের সঙ্গিনী না?' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

ভরোসা [হি] *বি* আস্থা। 'এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ভরা[1] [স ভৃ>] ১ *বিণ* পূর্ণ। 'স্কাটই হরিহর বাক্ষ ভরা।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০; 'পার করে নিই ভরা তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ২ *বি* বোঝা; ভার। 'পাঞ্চ পাটের নাও গাতর ভরা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* প্রবল। 'এভরা বাদর মাহ ভাদর।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০। ৪ *বি* নৌবাণিজ্য থেকে প্রাপ্য পণ্য। 'সাধু নহব চঙ্গ বেটা মিছা তোর ভরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* পণ্যের ভার। 'চলিল সিংহল দেশে ভরা দিআ সাত তরিবরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বি* প্রাচুর্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৭ *ক্রিবিণ* জুড়ে। 'সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'করো ত্বরা কাজ আছে মাঠ ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৮ *ক্রিবিণ* জোর গলায়। 'পাগল যে তুই, কণ্ঠভরে জানিয়ে দে তুই সাহস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৯ *বি* নৌকাবিশেষ। 'আপনার ভরা ডুবিয়াছে সে যে অথই গভীর কূলহীন দরিয়াতে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ভরা কলসী *বি* পরিপূর্ণ কলসি। 'ভরা কলসীর মতো সন্ধেবেলায় ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভরাগাং *বি* পূর্ণ যৌবন। 'তানু বিবির মতো জোয়ারলাগা ভরাগাং না হলেও একেবারে টসকানো নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভরা-ডুবি ১ *বি* সর্বনাশ। 'বিপাকে উহারে আজি ভরা ডুবি করি।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'একেবারে ঠন করে উঠল পাথরটা, ভরাডুবি হল এক মুহূর্তেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* ধ্বংস। 'আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভরানদী [ভরা+স নদী] *বি* প্লাবিত নদী। 'ভরা-নদী ক্ষুরধারা

খরপরশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বর্ষার সময় ভরানদীর খেয়া ঘাটেই ...।' *তারা*, ১৯৪২।

ভরা-পালে *ক্রিবিণ* পালে বাতাস ধ'রে। 'ভরা-পালে চলে যায়,/ কোনো দিকে নাহি চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভরাবক্ষ [ভরা+স বক্ষ] *বি* ভরা বুক; পরিপূর্ণ সংসার। 'গাঁয়ের ভরাবক্ষে শুধু একটা খাঁ খাঁ মহাশূন্যতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভরাভরতি *বি* পূর্ণতা। 'সত্যেনকে না হলে যেন ভরাভরতি হত না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভরা মন [ভরা+স মন] *বি* প্রশান্ত মন। 'যবে বসে আছি ভরা মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভরাযৌবন [ভরা+স যৌবন] ১ *বি* সমৃদ্ধ কাল। 'এ দেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল তখন এমন-সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্বদা মিলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* প্রজননক্ষম যৌবন। 'ভরা যৌবন কথাটায় কেমন একটা অশ্লীলতার ছোঁয়া আছে।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

ভরা সাঁঝ *বি* পুরোপুরি সন্ধ্যা। 'যাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বেণুবন মাঝে, আলো যেথা রোজ জ্বালে জোনাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে সে দিন ভরা সাঁঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভরে ওঠা ১ *ক্রি* পূর্ণ হওয়া। 'পরান ভরি উঠে শোভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *ক্রি* পরিপূর্ণ হওয়া। 'তোমার সমস্ত জীবনের দ্বারা তোমার কথাগুলি ভরিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভরে দেওয়া *ক্রি* প্রবেশ করানো। 'দেহের মধ্যে রুহটি ভরিয়া দাও।' *মনসুর*, ১৯৫০।

ভরে যাওয়া *ক্রি* পূর্ণ হওয়া। 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভরে রাখা *ক্রি* পূর্ণ করে রাখা। 'তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভরা[২] [স ভৃ>] ১ *ক্রি* ভরে যাওয়া। 'সোণে ভরিলী করুণা নাবী।' *চর্যা ৮*, ১২০০। ২ *ক্রি* পূর্ণ করা। 'লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাআঁ ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* ব্যাপ্ত হওয়া। 'জারল বীথ ভরল সব অঙ্গে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৪ *ক্রি* পূর্ণ হওয়া। 'কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণডালি ছেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৫ *ক্রি* তৃপ্ত হওয়া। 'তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন – কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভরে, ভরে না তায় মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। ৬ *ক্রি* জুড়ে। 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **ভরই** *ক্রি* ভরে যায়। 'যাহাঁ দরশনে তনু পুলকহি ভরই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **ভরঈ** *ক্রি* ভরে যায়। 'খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ। খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভরএ** *ক্রি* পূর্ণ হয়। 'তিল পরিমাণ খাইলে উদর ভরএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভরল** ১ *ক্রি* ব্যাপ্ত হলো। 'জারল বীথ ভরল সব অঙ্গে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* পূর্ণ হলো। 'রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **ভরাআঁ** *ক্রি* পূর্ণ ক'রে। 'লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাআঁ ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।' বড়ু, ১৪৫০। **ভরায়িআঁ** *ক্রি* ভরে নিয়ে। 'সব সখীগণে/ পাণী ভরায়িআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **ভরায়িলি** *ক্রি* ভরেছিস; পূর্ণ করলি। 'সংসার ভরায়িলি তোঁ আন্ধার খাঁখারে।' বড়ু, ১৪৫০। **ভরি** ১ *ক্রিবিণ* পূর্ণ ক'রে। 'ফুলে তাম্বুলে ভরি লআঁ যাহা ডালী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* জুড়ে। 'উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *ক্রিবিণ* ব্যাপ্ত হয়ে। 'ত্রিভুবন ভরি তান কৃত্তির বাখান।' *বাহরাম*, ১৭০০। ৪ *ক্রি* পূর্ণ করি। 'গলাগলা পেট যদি ভরি মাংস খাইয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৫ *ক্রিবিণ* পূর্ণভাবে। 'যত গোপনে ভালোবাসি পরান ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **ভরিএ** *ক্রি* ভরে; জুড়ে। 'জগত ভরিএ যশ হবেক বিস্তর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ভরিব** ১ *ক্রি* ভরবো; পূর্ণ করবো। 'কি খাইয়া বনবাসে ভরিব উদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *ক্রি* রটিবে; পূর্ণ করবো। 'কলঙ্ক ভরিব মোর আরব সমাজ।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভরিবারে** *ক্রি* পূর্ণ করতে। 'জল ভরিবারে যায়।' *মুরারি*, ১৫৭০। **ভরিয়া** ১ *ক্রি* পূর্ণ ক'রে। 'দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল সকটে সকটে ভরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* জুড়ে। 'রহিবে তোহ্মার যশ ভুবন ভরিয়া।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভরিয়ে** *ক্রি* পূর্ণ ক'রে। 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **ভরিলী** *ক্রি* ভরলি। 'সোণে ভরিলী করুণা নাবী।' *চর্যা ৮*, ১২০০। **ভরিলুম** *ক্রি* ভরলাম; ভর্তি করলাম। 'ভরিলুম একাদস কুণ্ড ক্ষত্রির রুধিরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভরু** *ক্রি* ভরে যায়। 'জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু দেখিও নি ভেল পহু তোরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভরে** ১ *ক্রিবিণ* পূর্ণ হয়ে। 'খিতি ভরে একাকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রিবিণ* পূর্ণ করে। 'কত পুষ্প সাজি ভরে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *ক্রি* তৃপ্ত হয়। 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **ভর্‍্যা** *ক্রি* ভরে। 'বাটি ভর্‍্যা তৈল নিল খুরি ভর্‍্যা চুয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভরা[৩] [স ভৃ>] *বি* পানি রাখার পাত্রবিশেষ। 'সৈন্য সবে ঘটি ভরা সকল ভরিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভরাট [স ভরাবৃত্ত>] ১ *বিণ* পূর্ণ। 'মৃত্তিকাতে ভরাট হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বিণ* সমৃদ্ধ। 'নানা হাতে একটা কাব্য ভরাট হইয়া উঠিতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভরাভর [স ভরন্তর] *বি* মত। 'বিজয় যদি এখানে ভরাভর দেয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ভরার ১ *বি* ভাঁড়ার; ভাণ্ডার। 'সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মন্দের বেহার।' *সুলতান*, ১৭৫০। ২ *বিণ* নৌকায় বসবাসকারী। 'ঐ সব পুরুষ মানুষের ভরার মেয়ে বিয়ে করা উচিত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভরি[১] *দ্র* ভরা[২]

ভরি[২] [স ভৃ>] *বি* সোনা-রুপা ইত্যাদি মাপার একক; এক তোলা; দশ গ্রামের কাছাকাছি ওজন। 'গহনা একখান পঞ্চাষ ভরি।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

ভরিটাক *বিণ* কমবেশি এক ভরি পরিমাণ। 'কি করি। ভরিটাক আফিঙ্গ গলদেশের ... প্রেরণ করিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভরিপূর [স ভৃ>] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'মিত্তিকার ঘট পরিপূর সুধারসে।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভরিল [স ভৃ>] *বিণ* ভরা। 'ভরিল যমুনাত কেমনে হইব পার।' বড়ু, ১৪৫০।

ভরু[১] [স ভ্রূ] *বি* ভ্রূ। 'ভরুযুগ টান কামের কামান/ কটাক্ষে মরমে হানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভরুযুগ [স ভ্রূযুগ] *বি* ভ্রূজোড়া। 'ভরুযুগ টান কামের কামান/ কটাক্ষে মরমে হানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভরু[২] [স ভৃ>] *বি* গর্ভ। 'উরু ভেদি ভরু হৈল নাহিক চেতন।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভর্চ্চন, ভর্চ্ছন [স ভর্ৎসনা] *বি* তিরস্কার। 'এতেক কৃষ্ণের নিন্দা ভর্চ্চন সুনিএগ্রা।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভরতরূপে করে কেহো মাএর ভর্চ্ছন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভর্ছা, ভর্চ্ছা [স ভর্ৎসনা>] *ক্রি* ভর্ৎসনা করা। **ভর্চ্ছে** *ক্রি* ভর্ৎসনা করে।

'কার্য বুঝ্যা লহনারে ভর্চ্ছে সদাগর।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* **ভর্ছিয়া** *ক্রি* ভর্ৎসনা ক'রে। 'লহনা ভর্ছিয়া কিছু বলেন পার্বতী।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* **ভর্ছিল** *ক্রি* ভর্ৎসনা করলো। 'হিনজন ভর্ছিল কীবা।' *মালাধর,* ১৫০০।

ভর্জন, ভর্জ্জন [স] *বি* ভাজা। 'তাহাদিগকে ভর্জ্জন করিয়া ভক্ষণ করে।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

ভর্জিত, ভর্জ্জিত [স] *বিণ* ভাজা হয়েছে এমন। 'সূর্য্যাতপে ভর্জ্জিত হইয়া অচেতন হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২; 'ভর্জিত মৎস্যাহারের নিমন্ত্রণ।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৮।

ভর্তা[1], **ভর্ত্তা** [স] *বি* স্বামী। 'তোমা সাবাকার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

ভর্তাবধ, ভর্ত্তাবধ [স] *বি* স্বামীহত্যা। 'ভাবে বুঝি ভর্ত্তাবধে ভয় নাহি বাস।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০।

ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী *বি* ভাতারখাকি গালির সংস্কৃত রূপ। 'কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

ভর্তা[2] *বি* আলু, বেগুন ইত্যাদি সবজি সিদ্ধ করে গলিয়ে তৈরি খাবার। 'তুমি কিনা আমার শরীরটা ভর্তা বানাইয়া দিলে।' *ওয়ালী,* ১৯৬০।

ভর্তি, ভর্ত্তি ১ *বিণ* পরিপূর্ণ। 'সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ভর্ত্তি রাখিবার জন্যে অনেক সেনাপতি ... নিযুক্ত আছে।' *দর্পণ,* ১৮২৫। **২** *বি* শিক্ষার জন্য প্রবেশ। 'আমরাও স্কুলে ভর্ত্তি হলেম।' *হুতোম,* ১৮৬১।

ভর্তৃ, ভর্ত্তৃ [স] *বি* স্বামী। 'ভর্ত্তৃকুলকামিনীগণ।' *কৈলাসবাসিনী,* ১৮৬৩; 'আমি দাসীবেশে রাজভবন হইতে নিজ ভর্ত্তৃভবনে আসিলাম।' *বঙ্কিম,* ১৮৬৫।

ভর্তৃকুল, ভর্ত্তৃকুল [স] *বি* স্বামীর বংশ। **ভর্তৃকুলকামিনী, ভর্ত্তৃকুলকামিনী** [স] *বি* স্বামীর বংশের নারীগণ। 'ভর্ত্তৃকুলকামিনীগণ এবং শ্বশুর ভাসুর দেবর ও স্বামী প্রভৃতির সহিত যে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে।' *কৈলাসবাসিনী,* ১৮৬৩।

ভর্তৃপ্রসাদন [স] *বি* স্বামীপূজা। 'ভর্তৃপ্রসাদন ব্রতে যা দিয়ে গাঁথিতে মালা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৩।

ভর্তৃভবন [স] *বি* স্বামীর বাড়ি। 'আমি দাসীবেশে রাজভবন হইতে নিজ ভর্তৃভবনে আসিলাম।' *বঙ্কিম,* ১৮৬৫।

ভর্তৃহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামীহীন। 'জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

ভর্ৎসন [স] *বি* ভর্ৎসনা। 'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

ভর্ৎসনা [স] *বি* তিরস্কার। 'এই প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া দিলেক।' *ভবানী,* ১৮২৫।

ভর্ৎসনাবাক্য [স] **১** *বি* নিন্দাবাক্য। 'কবীর নিজ গ্রন্থে নাগাদির প্রতি ... ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।' *অক্ষয়,* ১৮৫০। **২** *বি* তিরস্কারসূচক কথা। 'বালকটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভর্ৎসনাবাক্য রসনা হইতে নির্গত হইতে চাহে না।' *বনফুল,* ১৯৩৬।

ভর্ৎসা [স ভর্ৎসন>] *ক্রি* ভর্ৎসনা করা। **ভর্ৎসিআ** *ক্রি* ভর্ৎসনা ক'রে। 'লহনা ভর্ৎসিআ কিছু বলে ধনপতি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **ভর্ৎসিনু** *ক্রি* তিরস্কার করলো। 'ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। **ভর্ৎসিলা** *ক্রি* ভর্ৎসনা করলো। 'দেখিয়া গোবিন্দ আস্তে-ব্যস্তে সেই স্ত্রীকে ভর্ৎসিলা।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

ভল *বিণ* ভালো। 'পঁউঅ নাল অইপন ভল ভেল।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

ভল মন্দ *বিণ* ভালো ও খারাপ। 'ভল মন্দ জানি করিঅ পরিণাম।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

ভলক্যানো [ই] *বি* আগ্নেয়গিরি। 'শিলঙ পাহাড়টাকে ভলক্যানো বানিয়ে তুলেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮।

ভলান্টিয়ার, ভলন্টিয়র [ই volunteer] *বি* স্বেচ্ছাসেবক। 'ক্রেপ ও নেটের চাদরেরা ভলন্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন।' *হুতোম,* ১৮৬১; 'আমরা কংগ্রেস কমিটির ভলান্টিয়ার।' *রোকেয়া,* ১৯২৪; 'এক দল ছেলে ভলান্টিয়ার হইয়া কাজ করিতেছে।' *মানিক,* ১৯৩৬।

ভলান্টিয়ারি, ভলানটিয়ারি [ই] *বি* স্বেচ্ছাসেবকের কাজ। 'সম্মিলনীতে ভলানটিয়ারি করিয়াছি।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪; 'তোমরা জানই তো যত রকমের ভলান্টিয়ারি করা।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

ভলি [স ভদ্র] *বিণ* ভালো। 'ভণই কাহ্নু আহ্মে ভলি দাহ দেহুঁ।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

ভলুম [ই] *বি* শক্তি; জোর। 'এ গলার ভলুম পেলে ইতালির শ্রেষ্ঠতম অপেরা-গাইয়ে জীবন ধন্য মনে করেন।' *মুজতবা,* ১৯৫৯।

ভল্ট, ভলট [ই] *বি* ব্যাংকের বিশেষ সুরক্ষিত স্থান। 'গয়না যদি পরতে ইচ্ছা হয়, বল ভল্ট থেকে সব নিয়ে আসি।' *নরেন্দ্র,* ১৯৫৫; 'ভাগলপুরে ব্যাঙ্কে ভলটের ব্যবস্থা ছিল না।' *মুজতবা,* ১৯৬৬।

ভল্টেজ [ই] *বি* বিদ্যুতের শক্তি। 'নিচু ভল্টেজে আলো জ্বলিতেছে।' *মুক্তিযুদ্ধ,* ১৯৭১।

ভল্যুম [ই] *বি* খণ্ড। 'শেলি ... সহস্র প্রয়াসে দুটি ভল্যুম জীবনচরিত গড়েছেন মাত্র।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

ভল্ল [স] *বি* যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। 'কত ঝল্ল, বীর মল্ল, হাতে ভল্ল, ভাঁজে।' *রঙ্গ,* ১৮৫৮।

ভল্লু [স ভল্ল] *বি* যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। 'মজ্জাএ প্রবেশি ভল্লু ভেদি শির টোপ।' *আলাওল,* ১৬৮০।

ভল্লুক [স] *বি* প্রাণীবিশেষ; ভালুক। 'পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

ভলুক [স ভল্লুক] *বি* ভল্লুক। 'সুনিএগ ভলুক বোল দয়া উপজিল।' *মালাধর,* ১৫০০।

ভলুকরাজ [স ভল্লুকরাজ] *বি* ভালুকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'উঠিল ভলুকরাজ সম্বিত পাইয়া।' *মালাধর,* ১৫০০।

ভশ্চা [স ভর্ৎসন>] *ক্রি* ভর্ৎসনা করা। **ভশ্চিতে** *ক্রি* ভর্ৎসনা করতে। 'গালি দিয়া ভশ্চিতে লাগিলা পুনি পুনি।' *সুলতান,* ১৭০০।

ভষল *বি* ভ্রমর। 'তাত সুললিত রএ নূপুর ভষল।' *বড়ু,* ১৪৫০।

ভস [স ভস্ম] *বিণ* ভস্মীভূত। 'মদিনার নাম যশ সকল হইল ভস।' *সুলতান,* ১৭০০।

ভসকা [স ভস্ম] *বিণ* পানসে। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

ভসভস [ধ্বন্যা] *বি* বালি বা মাটির ধসে পড়ার শব্দ। *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'বেলো করলে পেছন দিয়ে ভসভস আওয়াজ হয়।' *ওয়ালী,* ১৯৪৩।

ভসভসে *বিণ* জমাটবদ্ধ নয় এমন। 'মাথার ভসভসে ঘিলুতে তুরপুন সিঁধোলো?' *মুজতবা,* ১৯৪৯।

ভসম [স ভস্ম] *বি* ছাই। 'কোন মতে সেই অঙ্গে সহিবা ভসম।' *আলাওল,* ১৬৮০; 'দেখলে আমার নবির সুরত/ যোগীন হত ভসম মেখে।' *নজরুল,* ১৯৩২।

ভস্ত্রা [স] *বি* জাঁতা। 'সেই নাসা ভস্ত্রার সমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভস্ম [স] *বি* ছাই। 'প্রেমেতে না হও ভস্ম লহে মোর লাজ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভস্ম-আচ্ছাদিত [স] *বিণ* ছাই-ঢাকা। 'ভস্ম-আচ্ছাদিত কর হেম কলেবর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভস্ম-কণিকা [স] *বি* ছাইয়ের গুঁড়া। 'এ ভস্ম-কণিকা দিও করিতে ধারণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভস্ম করা *ক্রি* পুড়িয়ে ছাই করা। 'হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্তেই প্যারিশংকরকে ব্রহ্মতেজে ভস্ম করিয়া দিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভস্মগ্রাস [স] *বি* পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া। 'বন্ধুত্ববহ্নিকে ভস্মগ্রাস থেকে রক্ষা করা বিষম বিরক্তির কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভস্মটিকা [স] *বি* ছাইয়ের গাদা; ভস্মস্তূপ। 'এই গলিত আর্ত সৃষ্টির প্রলয়-ভস্মটিকা পরে নবীন বেশে এসে দেখা দাও!' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভস্মধারণ [স] *বি* ভস্মলেপন। 'স্নানান্তে স্বচ্ছ চন্দেরী পরে তিনি ভস্মধারণ করতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভস্মধূম [স] *বি* ছাই ও ধোঁয়া। 'বসুমতীর বুক ফেটে নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্রাব আর ভস্মধূম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভস্মবিভূতি [স] *বি* ছাই। 'সারা গায়ে ভস্মবিভূতি মাখা জটাজূটধারী এক ... সন্ন্যাসী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভস্মভার [স] *বি* ছাইয়ের আধিক্য। 'বাতাসে কত সহে দহনজ্বালা ভস্মভার ...?' *শক্তি*, ১৯৬১।

ভস্মভূষিত [স] *বিণ* ছাই-ঢাকা। 'উজ্জ্বল রজতগিরির ন্যায় কলেবর ... সর্বাঙ্গ ভস্মভূষিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভস্মময় [স] *বিণ* ভস্মীভূত। 'যেখানে ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে বহিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভস্মমলিন [স] *বিণ* ছাইয়ের মতো মলিন। 'তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন তাপসমূর্তি ধরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভস্মমসি [স] *বি* ছাইয়ের কালি। 'তবে ভস্মমসিপাতে স্বাক্ষরিত কর্ সর্বনাশ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভস্মমিসি [স ভস্ম+ফা মিসি] *বি* ছাইগুঁড়া। 'দশন মদন ভস্মমিসি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভস্মমুক্ত [স] *বিণ* ভস্ম থেকে মুক্ত। 'যদি তাহাকে ভস্মমুক্ত করিয়া বহিঃসংসারের কার্যরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভস্মরাশি [স] *বি* ছাইয়ের গাদা। 'পোড়াইয়া সকল করিল ভস্মরাশি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভস্মরেখা [স] *বি* পুড়ে যাওয়ার চিহ্ন। 'কোন চিতোরের চিতার ভস্মরেখা?' *নজরুল*, ১৯২২।

ভস্মলেপন [স] *বি* ভস্ম গায়ে মাখা। 'মদারি-সম্প্রদায়ী লোকে জটাধারণ, ভস্মলেপন, অগ্নিসেবন ও প্রচুর পরিমাণে সম্বিদা সেবন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভস্মলোচন [স] *বি* যা-কিছু দেখে সব ভস্ম হয়ে যায়, রামায়ণে উল্লিখিত এমন এক রাক্ষস-চরিত্র; সর্ববিনাশী চরিত্র। 'রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে ভস্মলোচন।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

ভস্মশেষ [স] *বিণ* পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এমন। 'হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভস্মসাৎ [স] *বিণ* আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে এমন; ভস্মীভূত 'তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ভস্মসার [স] *বি* ছাই। 'বিগত বৎসর করি ভস্মসার।' *রবীন্দ্র* ১৯০০।

ভস্মাকার [স] *বিণ* ভস্মীভূত। 'সিদ্ধ হৈব আনলেত না হৈ ভস্মাকার।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভস্মাচ্ছন্ন [স] *বিণ* ছাই-চাপা। 'অবশেষে প্রবল খোঁচা দিয়া আপ ভস্মাচ্ছন্ন অহংকারকে উদ্দীপ্ত করিয়া কহিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ভস্মাচ্ছাদিত [স] *বিণ* ছাইচাপা। 'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি।' *শরৎ* ১৯১৭।

ভস্মান্ত [স] *বিণ* ভস্মে পরিণত। 'দানবিক আত্মারে যে-অনির্বা রাবণের চিতা, ভস্মান্ত না করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভস্মাবশেষ [স] *বি* ছাই। 'নিরপরাধ কাসীকেরা স্তম্ভে বদ্ধ থাকিয়া ভস্মাবশেষ হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভস্মাবৃত [স] *বিণ* ছাই মাখা হয়েছে এমন। 'তিনি তথায় ভস্মাবৃ কলেবর পাশুপত ... অন্যান্য শৈবসম্প্রদায় দৃষ্টি করেন।' *অক্ষয়* ১৮৫০।

ভস্মাসন [স] *বি* ছাইয়ের আসন। 'নীরবে আসীন হেথা দে ভস্মাসনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভস্মীভূত [স] **১** *বিণ* সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে এমন। 'অগ্নিদাহেতে নগ ভস্মীভূত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* ছাইয়ে পরিণত 'বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন জননীদেবী কলিকাতায় লইয়া যাইবার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'অগ্নি জ্বালি চু করি জনপদ অটবী পর্বত/ নিক্ষেপিছ প্রজ্বালীন নয়নেতে ভস্মীভূ ধূলি।' *হোসেন*, ১৯৪০।

ভাঅ [স ভয়] *ক্রি* ভয় পায়। 'দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।' *চর্যা* ২ ১২০০।

ভাই [স ভ্রাতা] **১** *বি* ভ্রাতা। 'সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুঈ ভাই।' বড় ১৪৫০। **২** *বি* ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তিকে সম্বোধন। 'পড়িতে না পাই ভা ব্যর্থ যায় কাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* জনসাধারণ। 'কি তোমাদেরই ভাই অপরাধ কি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বি* বন্ধু ব বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি। 'আর ভাই প্রাণে কেবল বেঁচে আছি।' *উমেশ* ১৮৫৭। **ভায়ে** *সর্ব* ভাইতে। 'ভায়ে ভায়ে এক হয়ে যাক।' *দ্বিজেন্দ্র* ১৯১২। **ভায়ের** *সর্ব* ভাইয়ের। 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথা গেলে পাবে কেহ।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

ভাইখাকী [ভাই+খা>] *বি* গালিবিশেষ। 'তোর যে বড় পলা ভাইখাকী।' *কেরি*, ১৮০২।

ভাইজ [হি ভাওয়জ] *বি* ভাইয়ের স্ত্রী। 'কী প্রকারে ইতর লোকে কন্যাকে ভাইজ বলিবেন এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

ভাইজী, ভাইজি [ভাই+ঝি] *বি* ভাইয়ের মেয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাইজী [ভাই+জী] **১** *বি* সম্বোধনবিশেষ। 'অতএব ভাইজ তাহারদিগের দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র আমার নিক পাঠাইবেন।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* ভাইয়ের প্রতি সম্মানসূচ সম্বোধন। 'নূরু ভাইজির সাথে তোর বিয়ে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভাইঝি [ভাই+ঝি] *বি* ভাইয়ের মেয়ে। 'মোর ভাইঝির বাড়ী যা আজি হবে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভাইঝি-জামাই *বি* ভাইয়ের মেয়ের স্বামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ভাইঝি-জামাই, ভাগ্নিজামাই, নাতজামাই সেই ঘরে থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ভাইপুত [ভাই+পুত] *বি* ভাইয়ের ছেলে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাইপো [ভাই+পো] *বি* ভাইয়ের ছেলে। 'মৈল ছয় ভাইপো তারে বড় যায় মো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাইফোঁটা [ভাই+ফোঁটা] *বি* (হিন্দু আচার) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় বোন কর্তৃক ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দানের অনুষ্ঠান। 'কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাই-বেরাদর [ভাই+ফা বিরাদর] *বি* আত্মীয়-স্বজন; আপনজন। 'ভাই-বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভাই-বেরাদার [ভাই+ফা বিরাদর] *বি* আত্মীয়-স্বজন। 'আর সব ভাই-বেরাদাররা কোথায়?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভাইবোন [ভাই+বোন] *বি* মায়ের গর্ভে জাত পুত্র ও কন্যা। 'প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাই-ব্রাদারি [ভাই+ফা বিরাদর>] **১** *বি* ভাই-বেরাদর। 'সে আর তার ভাই-ব্রাদারিতে মিলে রাত্রিতে ঝাঁপান খেলা খেলবে।' *প্রমথ*, ১৯৩১। **২** *বি* ভ্রাতৃত্ব। 'আপনি যা বলছেন বেশ একটা ভ্রাতৃপ্রেম – ভগ্নীপ্রেম – ভাইব্রাদারি – কিন্তু ওদের তো ঢের খারাপ রোগ আছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভাই ভাই *বিণ* ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ। 'এ কাজেতে ভাই ভাই আমরা সকলে।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

ভাইয়া [হি] *বি* ভাই। 'ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে।' *মুরারি*, ১৫৭০।

ভাইলোক [ভাই+হি লোক] *বি* ভাইয়েরা। 'এমত যেন ভাইলোকেরা মনে করেন না।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

ভাইশ্বশুর [ভাই+শ্বশুর] *বি* ভাশুর। 'মোর ভাইশ্বশুরের সুত মারে কি কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভাইসব *বিণ* ভ্রাতৃসকল। 'সত্য কহি ভাইসব তোমা সবা স্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাইওলেট [ই] *বি* বেগুনি রং। 'আলোকরেখাগুলি একটু ভাইওলেটের দিকে এবং ব্যবধান বাড়িতে থাকিলে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভাইতে *ক্রি* খাতির করতে। 'ভাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাইভা [ই] *বিণ* মৌখিক। 'অধ্যাপক ছাত্রদের মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষা নেওয়ার পর ...।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

ভাইস [ই] *বিণ* (কোনো প্রতিষ্ঠানের পদ) সহকারী। 'ভাইস চানসেলার সাহেব।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ভাইস চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলার, ভাইস চান্সেলার [ই] *বি* উপাচার্য। 'কন্‌ভোকেশন-কালীন বক্তৃতায় ভাইস চান্সেলার সাহেব তাঁহার বিস্তর সুখ্যাতি করেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ভাইস প্রিন্সিপাল [ই] *বি* উপাধ্যক্ষ। 'ইনি বেথুন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল পদেও অধিষ্ঠিতা আছেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ভাইসরয় [ই] *বি* ব্রিটিশ ভারতের সর্বোচ্চ শাসক [আগেকার গভর্নর জেনারেল]। 'গবর্নর ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভাইসা *ক্রি* ভাসা। **ভাইসিতে ভাইসিতে** *ক্রিবিণ* ভাসতে ভাসতে। 'ভাইসিতে ভাইসিতে পরভু গেলা তার কাছে।' *রামাই*, ১৭১০।

ভাউচার [ই] *বি* টাকার হিসাব। 'রসিদ ভাউচার তৈরি করবার বহুৎ টাইম পেয়ে গেছেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ভাউজ [হি ভাওয়জ] *বি* বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'অসহায় বোবা চাউনিতে কি কইলো ভাউজ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

ভাউলে [স বহল] *বি* কাঠের তৈরি ছোটো নৌকাবিশেষ। 'যত দ্রব্য চলে নায় বাইচ ভাউলে যায় রায় বিনা বর দেয় কেবা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভাউক *বি* একটি পাখির নাম। 'গুড়ুর ভারই ভাউক লিখিল বক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাএ *ক্রিবিণ* ভাবে। 'নিন্ধন পুরুসে যেন কামিনি না ভাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভাও [ফা] **১** *বি* অবস্থা। 'বুঝিতে না পারি আজি শরীরের ভাও।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* ভাব। 'বুঝিয়া কার্য্যের ভাও জাগিয়া না কর রাও।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* রীতি। 'আমরা না জানি হেন মতে খেলা ভাও।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বি* পরিস্থিতি। 'ভাও বুঝি ধরে মাত্র দেশের কুকুরে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৫** *বি* মূল্য। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পয়সার ভাও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান থাকে না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **৬** *বি* বাজার দর। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'যে ভাও ধান বিকায় তাহাহইতে দুই কাঠা ফি টাকায় ধরতা দিব।' *কেরি*, ১৮০২।

ভাও করা *ক্রি* সাজা। 'আপনে ভাও করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাওতা *বি* ফাঁকি। 'বুঝেছি সব ভাওতা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩। *দ্র* **ভাঁওতা**

ভাওতাবাজি [ভাওতা+ফা বাজি] *বি* ফাঁকিবাজি। 'সম্ভব কি তবে ভাওতাবাজি?' *আজাদ*, ১৯৬৩।

ভাওয়া **১** *ক্রি* ভাবা। 'লূই ভণই ভাইব কীষ।' *চর্যা ২৯*, ১২০০। **২** *ক্রি* মনে হওয়া। 'কাহ্নু বিণি মোর এবেঁ এক খন এক কুল যুগ ভাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* ভালো লাগা। 'তাহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *ক্রি* শোভা পাওয়া। 'শচীর নামেতে ভায় বিবাহ করিয়া তায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'নব নব কিরণ-ভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৫** *ক্রি* প্রকাশ পাওয়া। 'করিয়ে খণ্ড দিক দিগন্ত ঘোর দন্ত ভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

ভাওরি [স ভ্রামরী>] *বি* ভ্রামরী; ঘুরপাক। 'ধরিয়া বুলাএ পাক চাক ভাওরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভাং [স ভঙ্গা] *বি* মাদকদ্রব্য বিশেষ। 'ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত/ কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভাং-খাওয়া *বিণ* সিদ্ধিখোর। 'চাই নাকো ওই ভাং-খাওয়া শিব।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভাংচি *বি* বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়ার জন্য দোষের কথা বানিয়ে বলা; ভাঙানি। 'বিয়ের আগে বুড়ো বর বলে ভাংচি পড়েছিল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ভাংতি [স ভ্রান্তি] *বি* ভ্রান্তি। 'আইএ অণুঅনা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো পতিহাই।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

ভাঁওতা **১** *বি* ফাঁকি। 'ভাঁওতা দেবার কোনো সাধ অজিতের ছিল না।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* ধোঁকা। 'নকল সাজগোজ নিয়ে এ ওর কাছে ভাঁওতা দিয়ে বেড়ায়।' *মনোজ*, ১৯৬১। **৩** *বি* ফন্দি। 'কী করে বলা

যায় তারই ভাঁওতা হয়তো আমার মনে ভাঁজছিলাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ভাঁওতামাত্র *বিণ* নিছক ধাপ্পা। 'সৈয়দের জীবিত থাকার কথাটা যে একটা ভাঁওতামাত্র।' *আনিস*, ১৯৬৪।

ভাঁওর *বি* ঘূর্ণি। 'নাভি কুণ্ড উদধি ভাঁওর জলাকার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাঁওরা *বি* বুনো ফুলবিশেষ। 'বুনো-ভাঁওরা, নটকান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভাঁগ *ক্রি* ভাগ করো। 'মাহাদানে কিকে ভাঁগ আহ্মার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাঁগা [স ভঙ্গ>] *ক্রি* ভেঙে যাওয়া। **ভাঁগই** *ক্রি* ভেঙে যায়। 'লাগল দুহুঁক ন ভাঁগই জোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভাঁগল** *ক্রি* ভাঙলো। 'সাধন বিনহি ভাঁগল মঝু মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভাঁগসি** *ক্রি* ছিঁড়েছিস। 'কাঞ্চুলী ভাঁগসি মোর ছিণ্ডসি হার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগি** ১ *ক্রি* ভেঙে। 'তাক ভাঁগি জাএ রাধা কাহার পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ভেঙে যায়। 'ভাঁগি জাইতি মনসিজে ধরি রাখলি ত্রিবলি লতা অরুঝাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভাঁগিআঁ** *ক্রি* ভেঙে; ছিঁড়ে। 'কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ তন বিগুতিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগিতে** *ক্রি* ভাঙতে; ছিঁড়তে। 'কাঞ্চলী ভাঁগিতে চাহে বলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগিবেক** *ক্রি* ভেঙে। 'দধি দুধ খাইবেক ভাঁগিবেক ভাণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগিবোঁ** *ক্রি* ভেঙে ফেলবো। 'ভাণ্ড ভাঁগিবোঁ রাধা খাইবোঁ দধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগিল** *ক্রি* ভাঙলো। 'ভাঁগিল বলয় তোর নাহিক বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগিলি** *ক্রি* ভেঙে ফেললি। 'দধি দুধ ঘৃত খাইলি ভাঁগিলি ভাণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগিলেক** *ক্রি* ভেঙে ফেললো। 'বাহু মোর মোড়িআঁ বলয় সব ভাঁগিলেক।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঁগু** *ক্রি* ভাঙলো। 'বাহুক বলআ ভাঁগু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভাঁগে** *ক্রি* ভঙ্গ করে। 'দেবাসুর নর ঈশর কাহ্নের না ভাঁগে আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাঁজ [স ভন্‌জ্‌>] ১ *বি* চিহ্ন। 'বাড়ীতে ছেলের ভাঁজ নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ২ *বি* পাট। 'যদি নিজেকে তিন চার ভাঁজ করে মুড়ে রাখবার কোনো উপায় থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বি* খাঁজ। 'সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* ভাব। 'বড় লোকেরা বলতো ওটা শীতেলের একটা আলগা ভাঁজ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভাঁজে ভাঁজে *ক্রিবিণ* পরতে পরতে। 'সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাঁজা[1] [স ভন্‌জ্‌>] ১ *ক্রি* অনুশীলন করা। 'বেচারামবাবু তুক্কর সুর দেদার রকমে ভাঁজিতে লাগিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* তাসের বিন্যাস নষ্ট করা। 'মলিন তাস সজোরে ভেঁজে খেলিতে হবে কষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভাঁজা[2] *ক্রি* ভাঁজ করা। **ভাঁজিয়া** *ক্রি* ভাঁজ ক'রে। 'আনিতেছে দাসী কাপড় ভাঁজিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

ভাঁটগাছ *বি* ঘেঁটুফুল গাছ। 'এইরকম ভাঁটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে ... এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভাঁটফুল *বি* ঘেঁটুফুল। 'ভাঁটফুলে তোর আগুন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ভাঁটশেওড়া, ভাঁটশ্যাওড়া *বি* গাছবিশেষ। 'সবুজ সমুদ্রের মত ভাঁটশেওড়া গাছের মাথাগুলো।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'নদীর ওপরের ভাঁটশ্যাওড়া।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভাঁটা[1] ১ *বি* চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে জোয়ারের সময়ে পানি বৃদ্ধির পর নদী বা সাগরের পানি পুনরায় কমে যাওয়া। 'যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাঁটা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* ঘাটতি; হ্রাস। 'আজ যখন সৌন্দর্যে ভাঁটা পড়ল।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ভাঁটানো *ক্রি* নিম্নগামী হওয়া। 'অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভাঁটা পড়া *ক্রি* কমে যাওয়া। 'ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াসায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ভাঁটার গাঙ *বি* ভাঁটি লেগেছে যে নদীতে। 'অকূলের পানে দিব তা ভাসায়ে ভাঁটার গাঙের ভেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাঁটার সমুদ্র *বি* ভাঁটা লেগেছে এমন সময়কার সমুদ্র। 'মনটা যেন ভাঁটার সমুদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাঁটিয়ে যাওয়া *ক্রি* প্রৌঢ় অবস্থায় উপনীত হওয়া। 'এ দিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভাঁটাচোখো *বিণ* ভাটা মাছের মতো চোখ বাইরে এমন। 'ভাঁটাচোখো বেঁটেখাটো লাইব্রেরীয়ান বললেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ভাঁটা[2] [স বীটা] *বি* বাটুল; ডাণ্ডাগুলির গুলি। 'যে ছেলে ভাঁটা মারে তার নাটা হেন চক্ষু।' *গৌর*, ১৮২২; 'সোনার ভাঁটার মত ভাইটা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভাঁটা[3] ১ *বি* কুণ্ড। 'তার চোখ জ্বলে যেন দুটো আগুনের ভাঁটা।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। ২ *বি* ইট চুন ইত্যাদি পোড়ানোর চুলা। 'চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভাঁটি[1] [স ভাণ্ডীর] *বি* ভাঁটফুল; ঘেঁটুফুল। 'ভাঁটি ঘাটাপারলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাঁটিগাছ *বি* ভাঁটফুল বা ঘেঁটুফুল ও তার গাছ। 'ভাঁটিগাছে হয়েছে জঙ্গল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভাঁটি[2] [স ভাণ্ড>] *বি* মদ চোলাই করার পাত্রবিশেষ। 'বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ভাঁটিখানা *বি* মদ চোলাই করা হয় যেখানে। 'ভাঁটিখানার সন্ধান পেতে পারিনে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভাঁটিশালা *বি* চোলাই মদের কারখানা। 'মাতালদের ওই ভাঁটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভাঁড়[1] [স ভণ্ড] ১ *বি* বিদূষক। 'ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* নাটকে রঙ্গ-রসাত্মক অভিনয় করে যে। 'ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৩ *বিণ* রঙ্গময়। 'ভাঁড়-নাচের দল আছে তার।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভাঁড়[2] [স ভাণ্ড] ১ *বি* মাটির ছোট ভাণ্ড। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'তোরা খাস ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* পাত্র। 'এক ভাঁড় হস্তে লইয়া টাটিতে যান।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ *বি* ভাণ্ডার। 'জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভাঁড়ে মা ভবানী – শূন্য ভাণ্ডার। 'জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভাঁড়া [স ভাণ্ড] *বি* সম্বল। 'নফরের হাথে খাঁড়া বহুড়িজনের ভাঁড়া পরিণামে দেই মহাদুঃখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাঁড়ানো, ভাড়ানো [স ভণ্ড>] ১ *ক্রি* প্রতারণা করা। 'ধর ধর কোথা কাজি ভাঁড়িয়া পলায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* ভোলানো। 'আজ না হয় কাল, কদ্দিন ভাঁড়াবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ভাঁড়াইয়া *ক্রি* ভাঁড়িয়ে; বদলে। *হ্যালহেড,* ১৭৭৩। **ভাঁড়ালে** *ক্রি* প্রতারণা করার ইচ্ছায় গোপন করলে। 'চিনেছ আমারে তুমি ভাঁড়ালে কি হবে।' *ভবানী,* ১৮২৫। **ভাঁড়িমু** *ক্রি* ভুলাবো। 'আজু কালু করি মন কতেক ভাঁড়িমু।' *মর্তুজা,* ১৭৫০। **ভাঁড়িয়া** *ক্রিবিণ* চোখফাঁকি দিয়ে। 'ধর ধর কোথা কাজি ভাঁড়িয়া পলায়।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

ভাঁড়াভাঁড়ি [স ভণ্ড>] *বি* প্রতারণা। 'ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে আমার লোক আসিয়া বাড়ী খুঁড়িয়া দেখিবে।' *বঙ্কিম,* ১৮৮২।

ভাঁড়াম [স ভণ্ড>] *বি* ভাঁড়ের আচরণ। 'নাচ ও গান ও বাদ্য ও ভাঁড়াম ইত্যাদি।' *দর্পণ,* ১৮২২।

ভাঁড়ামি, ভাঁড়ামী, ভাড়ামি [স ভণ্ড>] **১** *বি* ঠগবাজি। 'অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য।' *ভবানী,* ১৮২৫। **২** *বি* ভাঁড়ামি; **স্থূল** রসিকতা। 'চুরি জুয়াচুরি পরদারী ভাঁড়ামী ঠকামী বদনামী কোটনামীতে অদ্বিতীয়।' *ভবানী,* ১৮২৮; 'ভাঁড়ামি।' *বিদ্যা,* ১৮৯১।

ভাঁড়ামিপনা *বি* **স্থূল** রসিকতা। 'এ ভাঁড়ামিপনা অর্থহীন।' *ওয়ালী,* ১৯৬৪।

ভাঁড়ামো [স ভণ্ড>] *বি* **স্থূল** রসিকতা। 'ভাঁড়ামো করে বড় মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কল্লো।' *হুতোম,* ১৮৬২।

ভাঁড়ার [স ভাণ্ডাগার>] **১** *বি* চুঙ্গিখানা। *মানোএল,* ১৭৪৩। **২** *বি* ভাণ্ডার। 'তোমরা অন্ধকার ভাঁড়ারে ... নানা দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া ফেলিয়াছ।' *বিদ্যা,* ১৮৭৩।

ভাঁড়ার ঘর **১** *বি* খাদ্য ও দ্রব্যাদি সঞ্চয়ের জায়গা; ভাণ্ডার। *ওসাঁ,* ১৭৮৫; 'মহাপ্রভুর ভাঁড়ার ঘরের হিসাব লেখে।' *দর্পণ,* ১৮২৫। **২** *বি* গোলাঘর। 'যখনই ভাঁড়ারঘরে পদার্পণ করে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০১।

ভাঁড়ারি, ভাঁড়ারী [স ভাণ্ডাগার>] *বি* ভাণ্ডারের দায়িত্বে থাকে যে। 'কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী।' *ভারত,* ১৭৬০; *ওসাঁ,* ১৭৮৫; 'দারোয়ান সত্যনারায়ণ ছিল বেতের ভাঁড়ারি।' *বিমল,* ১৯৫৩।

ভাঁড়ারের দেশ *বি* (ব্যঙ্গার্থে) সমৃদ্ধ দেশ। 'পেঁচা আর ইঁদুরের দ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে।' *জীবন,* ১৯৩৬।

ভাঁড়ি [স ভাণ্ডি] *বি* নাপিতের ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি রাখার বাক্স। 'হস্তেতে ক্ষুরের ভাঁড়ি খেরুয়া কাপড় মোড়া আছে।' *ভবানী,* ১৮২৩।

ভাঁড়ুই [স ভরদ্বাজ] *বি* পাখিবিশেষ। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

ভাঁতি [স ভাতি] **১** *বি* দীপ্তি। 'তাহি নব পল্লব অরুনক ভাঁতি।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **২** *বি* শোভা। 'আয়ত অরুণ দুই লোচনের ভাঁতি।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

ভাঁনা [স ভগ্ন>] *ক্রি* ধান থেকে চাল আলাদা করা। **ভাঁনিঞা** *ক্রি* ভেনে। 'পরের ভাঁনিঞা ধান দু সন্তিনে রাখি প্রাণ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

ভাঁপওড়া *বিণ* বাষ্প উঠছে এমন। 'ভাঁপওড়া গরম ভাত।' *আলাউদ্দিন,* ১৯৫৮।

ভাঁ ভোঁ [ধ্বন্য] *বি* জনহীনতার ভাব। 'ভাঁ ভোঁ কেউ কোথাও নাই।' *দীনবন্ধু,* ১৮৭২।

ভাঁর [স ভাণ্ড] *বি* ভাঁড়; মাটির ছোটো পাত্র। 'অমুক আমার খেজুরগাছে ভাঁর বাঁধিয়া রস চুরি করিয়াছে।' *প্যারী,* ১৮৫৮। *দ্র* **ভাঁড়**[২]

ভাক্ত [স] *বিণ* কপট; ভণ্ড। 'সকলেই ঘোর শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভাক্ত।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

ভাক্তজ্ঞানী [স] *বিণ* জ্ঞানপাপী। 'তিনি ছিলেন একজন ভাক্তজ্ঞানী।' *প্রমথ,* ১৯২০।

ভাক্ততা [স] *বি* কপটতা। 'ভাক্ততার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।' *চন্দ্রিকা,* ১৮৩১।

ভাগ[১] [স ভগ্ন] *বিণ* ভাঙা। 'ভাগতরঙ্গ কি সোষই সারঅর।' *চর্যা ৪২,* ১২০০।

ভাগ[২] [স ভাগ্য] *বি* ভাগ্য; সৌভাগ্য। 'এ জন্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ।' *বড়ু,* ১৪৫০।

ভাগে *ক্রিবিণ* ভাগ্যবশে। 'মোর ভাগে দৈব কৈল তোহ্মা একসরী।' *বড়ু,* ১৪৫০।

ভাগ[৩] [স] **১** *বিণ* খণ্ডিত। 'ভাগ চন্দ্র বিধি কিবা করিল যোজন।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **২** *বিণ* অংশ। 'পাইল রাজ্যের ভাগ পাণ্ডব নন্দনে।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **৩** *বি* দণ্ড। 'আমি চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করিয়া পিতা দত্ত ভাগ উপভোগ করিব।' *অক্ষয়,* ১৮৪৮। **৪** *বি* (গণিত) বিভাজন। 'রক্তের শত ভাগের ১৭ ভাগ নাইট্রোজেন।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯। **৫** *বি* অঞ্চল; প্রদেশ। 'শক, জাট, হূণ প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়েরা ... সিন্ধুনদের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া থাকে।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯। **৬** *বি* সময়। 'বিষয়ী ব্যক্তিরা দিবসের অধিক ভাগ কেবল বিষয়কার্য্যেই ক্ষেপণ করেন।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯। **৭** *বি* বণ্টন। 'ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১। **৮** *বিণ* শ্রেণীভুক্ত। 'মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

ভাগচাষ *বি* জমির মালিককে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট ভাগ দেওয়ার শর্তে জমিচাষ। 'এখানের ভাগচাষ – শহরের হুণ্ডি – ঠিকাদার ...।' *জীবন,* ১৯৩০।

ভাগচাষী [স ভাগ+চাষী] *বি* বর্গাচাষী। 'কারিগরদের মধ্যে তো নয়ই, ভাগচাষী ও চাষীদের মধ্যেও নয়।' *অন্নদা,* ১৯৪০।

ভাগজোত [স ভাগ+আ জোত] *বি* বর্গাচাষ। 'জমি খাশ করিয়া পতিত ফেলিয়া রাখিয়াছেন ভাগজোতে দিবার জন্য।' *আজাদ,* ১৯৪৬।

ভাগজোতক [স ভাগ+আ জোত>] *বি* বর্গাচাষ। 'ভাগজোতকের বিষয় কৃষকের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।' *আজাদ,* ১৯৪৬।

ভাগদ্বয় [স] *বি* দুটি অংশ। 'নর নারী উভয়ে এক দেহের ভাগদ্বয়।' *জ্ঞানারুণোদয়,* ১৮৫২।

ভাগ-বখরা [স ভাগ+ফা বখরা] *বি* ভাগের অংশ। 'অধিকারের ভাগ-বখরা নিয়ে হট্টগোল জেগেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭।

ভাগবাটোয়ারা, ভাগবাঁটোয়ারা [স ভাগ+স বণ্টন>] *বি* বিভিন্ন অংশে ভাগ করে বণ্টন। 'তার মনগড়া ভাগবাটোয়ারা করি।' *প্রমথ,* ১৯১৭; 'হিসাব বুঝে তার ভাগবাঁটোয়ারা করতে হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৬।

ভাগে *অব্য* প্রতি। 'ধর্ম অবতার গরিবের ভাগে হক ইনসাপ করিবেন।' *ওসাঁ,* ১৭৮২।

ভাগের *বিণ* অংশীদারিত্বের। 'ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজখবর লইত না।' *শরৎ,* ১৯১৭।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না – ভাগাভাগির কাজ ঠিকমতো হয় না। 'প্রবাদ আছে যে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

ভাগগি [স ভাগ্য] *বি* ভাগ্য। 'আবার পোড়া ভাগগি, সকল মাগগি, উপবাসে উপবাস।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

ভাগগিস [স ভাগ্য] *ক্রিবিণ* ভাগ্য ভালো তাই। 'ভাগগিস যে টা হলো, তাই তোর সঙ্গে দেখাটাই হলো।' *উমেশ,* ১৮৫৭।

ভাগড়া [স ভগ্ন>] *বিণ* পলায়িত। *ভবানী*, ১৮২৩।

ভাগনি, ভাগনী [স ভাগিনেয়ী] *বি* বোনের মেয়ে। 'ভাইঝি ভাগনে ভাগনির দল।' *মানিক*, ১৯৪০; 'বেশ ভাগনী!' *জসীম*, ১৯৬০

ভাগনে [স ভাগিনেয়] *বি* বোনের ছেলে। 'তোমার ভাগনেকে শিখিয়ে রেখো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'একমাত্র ভাগনে সে পীতমের।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ভাগবত [স] **১** *বি* হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্র-বিশেষ। 'ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* বৈষ্ণব। 'শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাগবতকার [স] *বি* ভাগবত রচয়িতা। 'ভাগবতকার বলেছেন তা অমৃত।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ভাগবতসভা [স] *বি* হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থ ভাগবত পাঠ করা হয় যেখানে। 'ভাগবতসভা কম করিয়া সাজাইল না।' *জসীম*, ১৯৬০।

ভাগবতী [স] *বি* কীর্তন। 'সভার জিহ্বায় সেই ভাগবতী গায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাগলপুরে গাই – অতিশয় নাদুসনুদুস (গালিবিশেষ)। 'ওলো আগ-ধুমসি (রাগধুমসি)! ওলো ভাগলপুরে গাই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভাগা[1] **১** *ক্রি* চলে যাওয়া। 'পরে ভাগেল তোহোর বিণাণা।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০। **২** *ক্রি* পলায়ন করা। 'পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা মহাভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লাজভয় কি করব ভাগল দুই একসঙ্গে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *ক্রি* দূর হওয়া। 'জগতের উর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **ভাগল** *ক্রি* পলায়ন করলো। 'লাজভয় কি করব ভাগল দুই একসঙ্গে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ভাগিতে** *ক্রি* পলায়ন করতে। 'দিনার ভাগিতে ছিল পড়িলেক ধরা।' *গরীব*, ১৭৫০। **ভাগিল** *ক্রি* পালালো। 'কহিল ভাগিল সেথা রুম শাহাবার।' *গরীব*, ১৭৫০। **ভাগে** *ক্রি* চলে যায়। 'ভাগে নেওয়াতীর থানা ধমকে অমনি ভূত ভাগে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৬০। **ভাগেল** *ক্রি* চলে গেলো। 'পরে ভাগেল তোহোর বিণাণা।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

ভাগা[2] [স ভাগ>] *বি* পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করা। 'জেলের মেয়ে মাছের ভাগা দিয়া ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভাগাভাগি [স ভাগ>] *বি* একাধিকজনের মধ্যে বণ্টন। 'ভাগাভাগিতে আমি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভাগারা [স ভাগ>] *বিণ* ভাগীদার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাগাড় **১** *বি* পতিত জমি। 'উত্তর নদির ধার পশ্চীম দিগে ভাগাড়।' *ভেরলি*, ১৭৮৩। **২** *বি* মৃত গরু-মহিষাদি ফেলার নির্দিষ্ট স্থান। 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ ... রাস্তায়, পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভাগান [স ভগ্ন>] *ক্রি* তাড়িয়ে দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাগি[1] [স ভাগ্য>] *বি* ভাগ্য। 'তনু সুখ বসন হিরদয় লাগি। জে পুরুখ দেখব তেকর ভাগি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভাগি[2] [স ভাগ>] *বি* অংশীদার। 'পুর্ব্বেহ পাণ্ডব ভাগি অর্দ্ধ রাজ্জ তার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ভাগী; অংশীদার। 'আমি রাজকন্যা কখনও দুঃখের লেশ জানি নাই, এককালে এত দুঃখভাগিনী করিলে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভাগিন [স ভাগিনেয়ী] *বি* ভাগ্নি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাগিনজামাই *বি* ভাগ্নির স্বামী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাগিনবৌ *বি* ভাগ্নের স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাগিনা [স ভাগিনেয়] *বি* ভাগ্নে। 'মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাগিনে [স ভাগিনেয়>] *বি* বোনের ছেলে। 'ভাগিনে, জামাই ও পিস্তুত ভেয়েরা গোকুলের ষাঁড়ের মত চুল ফিরিয়ে বুক ফুলিয়ে ব্যাড়াচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভাগিনেয় [স] *বি* বোনের ছেলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'বাসাতে ভাইপো ভাগিনেয়কে রাখেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ভাগিনি [স ভাগিনেয়ী] *বি* বোনের মেয়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাগিনী *দ্র* ভাগি[2]

ভাগিনেয়ী [স] *বি* বোনের মেয়ে। 'স্পেন রাজ্যের রাজবংশীয় বহুতর ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভাগী [স] *বিণ* অংশীদার। 'বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাগীদার [স ভাগী+ফা দার] *বিণ* অংশীদার। 'তাদের সুখ দুঃখের ভাগীদার হয় নাই।' *বেগম*, ১৯৫১।

ভাগীরথী [স] *বি* গঙ্গা নদী। 'তরৈঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথীকূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাগ্নি [স ভাগিনেয়ী] *বি* বোনের মেয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভাগ্নিজামাই [স ভাগিনেয়ী>] *বি* বোনের মেয়ের স্বামী। 'ভাইঝি-জামাই, ভাগ্নিজামাই, নাতজামাই, জামায়ের জামাই, সব সেই ঘরে থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ভাগ্নিজামাতা *বি* ভাগ্নির স্বামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভাগ্নী [স ভাগিনেয়ী] *বি* বোনের মেয়ে। 'অসিতের বোনেরা, ভাগ্নী, ভাইঝিরা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ভাগ্নে [স ভাগিনেয়] *বি* বোনের ছেলে। 'আমার একটা বওয়াটে ভাগ্নে পশ্চিমে ছিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ভাগ্য [স] **১** *বি* অদৃষ্ট। 'কোন ভাগ্যে তোমার চরন আইল মোর ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সৌভাগ্য। 'তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* পরিণতি। 'তাহাতে আমার ভাগ্য জে হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৪** *বি* সমৃদ্ধি। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'তাহাতেই ইহারদের ভাগ্য উদয়ের আরম্ভ।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভাগ্যঅংশু [স] *বি* ভাগ্যরূপ সূর্য। 'এই ভাগ্যঅংশু উদয় হল নবরাত্র মজলিসের প্রতিপোষণে।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাগ্যক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সৌভাগ্যবশত। 'কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহাতে কাহারো হানি হইল না।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভাগ্যগুণ [স] **১** *বি* সৌভাগ্যের ফল। 'ভাগ্যগুণে স্বপনে কে না দেখে তাহায় লো।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বি* পুণ্যবশত সৌভাগ্য। 'আমার ভাগ্যগুণে তুমি আছ নন্দবনের ইন্দ্রাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভাগ্যগুণে [স] *ক্রিবিণ* সৌভাগ্যক্রমে। 'ভাগ্যগুণে স্বপনে কে না দেখে তাহায় লো।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

ভাগ্যতরী [স] *বি* সৌভাগ্যরূপ তরী। 'ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরী ভাসিবে অনেকদিন জননীর বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভাগ্যদেবতা [স] *বি* অদৃষ্টের নিয়ন্তা। 'ভাগ্যদেবতা তাহা জানিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ভাগ্যদেবী [স] *বি স্ত্রী* ভাগ্যের নিয়ন্তা। 'ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিটল আমার আশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভাগ্যদোষ [স] *বি* দুর্ভাগ্যের ফল। 'যে প্রেমাঙ্কুর ভাগ্যদোষে এদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ভাগ্যদোষে *ক্রিবিণ* দুর্ভাগ্যবশত। 'আমার ভাগ্যদোষে, রাজা, বিষয়সম্ভোগে আসক্ত হইয়া ... বহির্গত হইলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভাগ্যধর [স] *বিণ* ভাগ্যবান। 'তুহ্মি ভাগ্যধর আহ্মি নহি অভাজন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাগ্যনায়ক [স] *বিণ* ভাগ্যনিয়ন্তা। 'যে ইংরেজ আমাদের ভাগ্যনায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ভাগ্যনিয়ন্তা [স] *বিণ* ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী। 'তারা ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

ভাগ্যনির্দিষ্ট [স] *বিণ* ভাগ্য দ্বারা নির্ধারিত। 'শূন্য আকাশে একলা বসে ভাগ্যনির্দিষ্ট কাজ করে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভাগ্যনির্ভর [স] *বিণ* অদৃষ্টবাদী। 'এখানকার সমাজজীবনে প্রাগৌপনিবেশিক কালের ... ভাগ্যনির্ভর প্রতিন্যাস ... প্রবল থেকে গেছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভাগ্যপরীক্ষা [স] *বি* ভাগ্য ভালো কি মন্দ তার পরীক্ষা। 'সনাতন দত্তের বংশে কুষ্ঠি মিলাইয়া ভাগ্যপরীক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'তাঁকে দিয়ে একবার ভাগ্যপরীক্ষা করাতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাগ্যপরীক্কে [স ভাগ্যপরীক্ষা] *বি* ভাগ্য ভালো কি মন্দ তার পরীক্ষা। 'ক'টা টাকা হলে দু'জনেরই ভাগ্যপরীক্কে হয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভাগ্যফল [স] *বি* ভবিষ্যতের শুভাশুভ। 'আমাদের ভাগ্যফল নিয়ে আসছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভাগ্যফলক [স] *বি* অদৃষ্টের লিখন। 'ভাগ্যফলকে কাহার কিরূপ লিখিত আছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

ভাগ্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সৌভাগ্যবান। 'যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কহে এক সতী সেই ভাগ্যবতী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভাগ্যবন্ত [স] *বি* ভাগ্যবান ব্যক্তি। 'চতুর্দিগে মহা ভাগ্যবন্ত বর্গ সাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাগ্যবল [স] ১ *বি* ভাগ্যের জোর। 'তার তপস্যার ফল দেখ ইহার ভাগ্যবল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সৌভাগ্য। 'অনেক ভাগ্যবলে সকালে উঠে সূর্যের মুখ দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভাগ্যবশত [স] *ক্রিবিণ* ভাগ্যক্রমে। 'ভাগ্যবশত সেবার মুহাম্মদ মুস্তফাকে পড়াশুনা বন্ধ করতে হয়নি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

ভাগ্যবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* ভাগ্যের ফেরে। 'তাহারদিগের ভাগ্যবশতঃ ... সেই বাবু কুচরিত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

ভাগ্যবশে [স] *ক্রিবিণ* ভাগ্যক্রমে। 'ভাগ্যবশে কভু পায় অভাগ্যে কভু না পায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাগ্যবাদ [স] *বি* ভাগ্যে আছে যা, তাই হবে – এই মতবাদ। 'আজন্ম ভাগ্যবাদে বিশ্বাসী লক্ষ্মীবাই সেইদিন থেকে ভাগ্যের সঙ্গে বাজি ফেললেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভাগ্যবান [স] ১ *বিণ* সৌভাগ্যশালী। 'সেই হৈতে ভাগ্যবান রাজার নন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বীর কত ভাগ্যবান তথা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* সম্ভ্রান্ত। 'অনেক ভাগ্যবান ইংলণ্ডীয় ও হিন্দু ও মুসলমানেরা।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৩ *বিণ* ধনী। 'ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ভাগ্যবিড়ম্বিত [স] *বিণ* ভাগ্যের ফেরে দুঃখপ্রাপ্ত। 'পাশাপাশি বিতাড়িত ও ভাগ্যবিড়ম্বিত ভারতীয় মুছলমানদের অবস্থা দেখিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ভাগ্যবিধাতা [স] ১ *বি* ঈশ্বর। 'ভাগ্যবিধাতাই নিশ্চিতরূপে জানিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ভাগ্যবিপর্যয়, ভাগ্যবিপর্য্যয় [স] *বি* দুঃখময় পরিণতি। 'যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্যবিপর্যয় না ঘটিত।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ভাগ্যবিমান [স] *বি* ভাগ্যাকাশ। 'আজ এজিদের ভাগ্যবিমান হইতে কালমেঘ সরিয়া সৌভাগ্য-শশীর উদয় হইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

ভাগ্যবুদ্ধি [স] *বি* ভাগ্য এবং জ্ঞান। 'ভাগ্যবুদ্ধি সুমিশ্রিত কার্য চারুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাগ্যভেলা *বি* ভাগ্যরূপ ভেলা। 'পুতুল-ভাসান চলল বেগে ভাগ্যভেলাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভাগ্যমণি [স] *বি* শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান। 'যে পিতা জন্ম দিলা সেই ভাগ্যমণি।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভাগ্যমতী [স] *বি* ভাগ্যবতী। 'সুতীর্থে তপ কৈল ভাগ্যমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাগ্যমন্ত [স] *বিণ* ভাগ্যবান। 'ভাগ্যমন্ত জন পায় এমন নন্দন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভাগ্যমান [স ভাগ্যবান] *বি* ভাগ্যবান ব্যক্তি। 'ভাগ্যমান বৈসে এই স্থলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাগ্যরচনা [স] *বি* ভাগ্য নির্মাণ। 'নিজের ভাগ্যরচনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবার প্রত্যয় আজও তারা অর্জন করেনি।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভাগ্য-রবি [স] *বি* ভাগ্যরূপ সূর্য। 'ঘুরে আসল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাটল দুখের রাত্রি ঘোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভাগ্যরাত [স ভাগ্যরাত্রি] *বি* সৌভাগ্যের রাত। 'হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভাগ্যরেখা [স] *বি* অদৃষ্টের লিখন। 'ভূমিতে সেই চাষও না/ যা দিয়ে যায় ভাগ্যরেখা নাড়ানো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভাগ্যলক্ষ্মী [স] *বি* ভাগ্যরূপ লক্ষ্মী। 'গোরক্ষ-সৈন্যের ভাগ্যলক্ষ্মী এখন লুপ্তপ্রায়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫; 'ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ভাগ্যলিখন [স] *বি* অদৃষ্টের লিখন। 'কি জানি কেমন ভাগ্যলিখন আছে রে তোর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

ভাগ্যলিপি [স] *বি* অদৃষ্টের লিখন। 'তুমি সাত গ্রাম বেড় দিয়া ভাগ্যলিপি – অদৃষ্ট মন্দ, এই সকল খামখেয়ালী কথা তুলিয়া বসিলে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ভাগ্যলেখা [স] *বি* বিধির লিখন। 'করল আড়াল তোমার থেকে যেদিন আমার ভাগ্যলেখা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভাগ্যাংশঃ [স] *বি* সৌভাগ্যের বিষয়। 'ভাগ্যাংশঃ ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ভাগ্য-সরোবর [স] *বি* ভাগ্যরূপ সরোবর। 'কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভাগ্যসীমারেখা [স] *বি* অদৃষ্টের সীমানা; অদৃষ্টের উন্নতির সীমানা। 'তিনটে ছেলের ভাগ্যসীমারেখা গোমস্তগিরি পর্যন্তই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাগ্যহত [স] *বিণ* হতভাগ্য। 'এতবড়ো ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো নাই কোনোখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'পথের দুঃখ দিলেম তোমায় গো এমন ভাগ্যহত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

ভাগ্যহতা [স] *বিণ স্ত্রী* ভাগ্যহীন। 'ভাগ্যহতা বালিকার জন্য দাও মিলন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভাগ্যহীন [স] **১** *বি* দুর্ভাগ্য। 'মুঞি ভাগ্যহীন লাগি আসিছ হাঁটিয়া।' *বাহরাম*, ১৭০০। **২** *বিণ* হতভাগ্য। 'সে ভাগ্যহীন ব্যক্তি ধনাভাবে স্বভাবতই কাতর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভাগ্যহীনতা [স] *বি* ভাগ্য প্রসন্ন নয় এমন অবস্থা। 'সত্যের এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মতো ভাগ্যহীনতা মানুষের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভাগ্যহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* ভাগ্য ভালো নয় এমন। 'স্ত্রীসকল আপনারদিগকে স্বভাবতই ভাগ্যহীনা রূপে দৃষ্টি করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভাগ্যাকাশ [স] *বি* ভাগ্যরূপ আকাশ। 'মোছলেম বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশ চিরতরে অন্ধকার হইয়া যাইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৬; 'ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের অভ্যুদয় হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভাগ্যাধিকার [স] *বি* ভাগ্যের উপর অধিকার; ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ। 'চিরদৈন্যেও তাহাদের ভাগ্যাধিকার করে।' *দিকপ্রকাশ*, ১৮৬৯।

ভাগ্যান্বেষী [স] *বিণ* সৌভাগ্য বা ধন-সম্পদের অনুসন্ধানকারী। 'নিতান্ত মূর্খ, ভাগ্যান্বেষী, ভবঘুরে নয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ভাগ্যিমন্ত *বিণ* ভাগ্যবান। 'বড়োলোক তুমি ভাগ্যিমন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভাগ্যের লিখন *বি* ভাগ্যলিপি। 'অবশ্য ফলিবে যদি ভাগ্যের লিখন!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভাগ্যোদয় [স] *বি* সৌভাগ্যের উদয়। 'বড়গাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাগ্যোন্নয়ন [স] *বি* অবস্থার উন্নতি। 'সাংবাদিকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিবেন।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

ভাগ্যিশ, ভাগ্যিস [স ভাগ্য>] *ক্রিবিণ* সৌভাগ্যক্রমে। 'ভাগ্যিশ হারিশ ডাক্তার ছিল তাই রক্ষে হোলো!' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'আমার উপরে ওর নেকনজর আছে কী ভাগ্যিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভাঙ[1] [স ভ্রূ] *বি* ভ্রূ। 'ভাঙ ধনু ঠাম নয়নের বাণ।' *বিচারী*, ১৬০০।

ভাঙ[2] [স ভঙ্গা] *বি* সিদ্ধি গাছের পাতা দিয়ে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য বিশেষ। 'আজ রাত্রে মদটা ভাঙটা খাবো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ভাঙড় ভোলা *বিণ* সিদ্ধিপানে বিহ্বল। 'প্রাণ খোলা সে ভাঙড় ভোলা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ভাঙচুর [স ভঙ্গ-চূর্ণ>] *বি* ভাঙা এবং চূর্ণ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভাঙন[1] [স ভঙ্গান] *বি* এক ধরনের মাছ। 'ভেটকী ভাঙন বাটা পারিসার ঝাক।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভাঙন[2] **১** *বি* ধস। 'ভাঙন ধরিলে পাড়ে রাখে সাধ্য কার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'তার শূন্য মনের বাঁধের প্রথম ভাঙন।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩। **২** *বি* পতন। 'ধিক রে ভাঙনলাগা মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বি* ধ্বংস। 'তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ভাঙন-গড়ন *বি* উত্থান-পতন। 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাঙন-গড়নের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ভাঙন-ধরা **১** *বিণ* ভাঙন ধরেছে এমন। 'ভাঙন-ধরা আঁধার-করা পিছন-পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বিণ* বিশ্লিষ্ট হচ্ছে এমন। 'এই ভাঙন-ধরা পরমাণু থেকে নিঃসৃত আলফারশ্মিতে সে যে কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় …' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভাঙন-ব্রতী *বিণ* পরিবর্তন আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'রাঙা পথের ভাঙন-ব্রতী অগ্রপথিক দল!' *নজরুল*, ১৯২৯।

ভাঙন-ভরা *বিণ* ভাঙনপূর্ণ। 'ভাঙন-ভরা আগুনে তোর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভাঙনলাগা *বিণ* ভেঙে যাচ্ছে এমন। 'ধিক রে ভাঙনলাগা মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভাঙনোন্মুখ [ভাঙন+স উন্মুখ] *বিণ* ভাঙতে শুরু করেছে এমন। '… এই ভাঙনোন্মুখ পরিবর্তমান সমাজকে রক্ষা করার জন্যে সংস্কার প্রয়োজন …' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

ভাঙন্ত *বিণ* ভেঙে পড়ছে এমন। 'সর্বোপরি আদর্শভ্রষ্ট ভাঙন্ত মোগল দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভাঙা[1] [স ভঙ্গ>] **১** *বিণ* ক্ষিপ্ত। 'ভাঙামেজাজি রাঙানেত্র, রাঙাকলেবর অবতারেরা।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* ভেঙে গেছে এমন। 'পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* রুগ্ন। 'ভাঙা শরীর লইয়া …' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৪** *বি* মেলা শেষ হওয়া। 'ভাঙা মেলার লোকেরা কাল রাতে বলেছিল, গোটাকতক কাঠকুটা লতাপাতা পেলে বেঁচে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৫** *বিণ* খণ্ডিত। 'ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত।' *নজরুল*, ১৯২২। **৬** *বিণ* অস্ফুট। 'কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের খসে-পড়া ভাঙা ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **৭** *বিণ* অবসিত। 'প্রাণের পসরা ফেরি করে আর ফিরিব না ভাঙা হাটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৮** *বিণ* অপূর্ণ। 'চেয়ে আছে ভাঙা চাঁদ মলিন আননে।' *নজরুল*, ১৯৩৫। **৯** *ক্রি* খুলে বলা। 'কোন দাগ কিনবে সেটুকু আর ভাঙেনি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ভাঙাগড়া *বি* ভাঙা ও গড়া। 'যে-সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভাঙা গলা *বি* বিকৃত স্বর। 'তার বেসুর-ঘেঁষা মোটা ভাঙা গলায় ভৈরবীতে গান ধরলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভাঙা ঘর *বি* (বিনয় প্রকাশে) দরিদ্রের ঘর। 'আমাদের ভাঙা ঘরে সত্যিকারের চাঁদের আলো।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ভাঙাচুরা **১** *ক্রি* ভেঙে চূর্ণ হওয়া। 'পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙেচুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **২** *বিণ* ভাঙা ও চূর্ণ। 'সবি যেন ভাঙাচুরা পরস্পর রয়েছে অমিল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভাঙাচুরো *বিণ* অত্যন্ত জীর্ণ। 'সব ভূমিসাৎ হয়েছে, না হয় তো ভাঙাচুরো অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

ভাঙাচোরা [স ভঙ্গ>+স চূর্ণ>] ১ *বিণ* জরা-জীর্ণ। 'তারা সব ভাসিয়া বেড়ায় যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে ভাঙাচোরা জগতের প্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* বিনষ্ট। 'ভাঙাচোরা পথের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* স্থানে স্থানে ক্ষয়ে গেছে এমন। 'ভাঙাচোরা জমি ঢালু হয়ে জলের মধ্যে প্রবেশ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* অগোছালো; এলোমেলো। 'আমরা ভাঙাচোরা করিয়া কথা বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বিণ* দুঃস্থ; বিপন্ন। 'যেখানে যত ভাঙাচোরা মানুষ পায় কুড়াইয়া নিয়া ... দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিতেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৬ *বিণ* ক্ষয়িষ্ণু। 'ভাঙাচোরা চাঁদ এসেছে ফিরে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

ভাঙানি ১ *বি* কুমন্ত্রণা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটানোর কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* ভাংতি টাকা। 'টিফিন কেনার ভাঙানির ঝামেলা।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ভাঙানিয়া *বি* ভাঙায় যে। 'আমায় জাগিয়ে রাখো, ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

ভাঙা বুক *বি* ভগ্নহৃদয়। 'হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙা বুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ভাঙা-ভাঙটা *বিণ* ভেঙে পড়বে এমন। 'কুঠিরও তখন ভাঙা-ভাঙটা অবস্থা।' *তারা*, ১৯৪৬।

ভাঙা ভাঙা ১ *বিণ* মৃদু। 'চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুমঘোরে "যাবে তবে? যাবে?" সেই ভাঙা ভাঙা স্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* আধো আধো; অসম্পূর্ণ। 'মাঝিরা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি কয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভাঙামেজাজি [স ভঙ্গ>+আ মিজাজ] *বিণ* ক্ষিপ্ত মানসিকতাসম্পন্ন। 'ভাঙামেজাজি রাঙানেত্র, রাঙাকলেবর অবতারেরা।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

ভাঙার গান *বি* ভেঙে ফেলার আনন্দে গাওয়া গান। 'খেলা শেষ হলে সেগুলোকে পা দিয়ে ভেঙে দিতুম, আর সমস্বরে ভাঙার গান গাইতুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভাঙিয়া কওয়া *ক্রি* খুলে বলা। 'আজকে তাহার কপালের কি আছে, কে তাহা ভাঙিয়া কয়।' *জসীম*, ১৯২৯।

ভাঙিয়া চূর্ণিয়া *ক্রি* ভেঙেচুরে। 'বিস্মৃতির বাঁধগুলি ভাঙিয়া চূর্ণিয়া ফেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভাঙিয়ে খাওয়া *ক্রি* স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করা। 'ওর নির্বুদ্ধিতা যে ভাঙিয়ে খাওয়া উচিত নয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভাঙিয়ে দেওয়া *ক্রি* পরামর্শ দিয়ে বিতাড়িত করা। 'যে পাত্রই জোটে তাকে ভাঙিয়ে দেয় গ্রামের লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভাঙিয়ে নেওয়া *ক্রি* লোভ দেখিয়ে সরিয়ে নেওয়া। 'ছেলেটিকে তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমি বাঁচাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভেঙে খাওয়া *ক্রি* বিক্রি করে চলা। 'সম্পত্তি ভেঙে খেতে হচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভেঙে দেওয়া ১ *ক্রি* ছিন্ন করা। 'সেই ঐক্য ভেঙে দেয় তাই তাকে আঘাত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রি* নষ্ট করা। 'আমার সহজ অংশ যা প্রতিজ্ঞা করে আমার পাগল তা রক্ষা করে না, ভেঙে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *ক্রি* অপসারণ করা। 'বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভেঙে পড়া ১ *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'একটা উদার করুণা ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রি* হতাশ হওয়া। 'উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* ভেঙে পড়েছে এমন। 'তার খানিকটা বাসযোগ্য, খানিকটা ভেঙে-পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'ভেঙেপড়া সিঁড়ি ঘরের মধ্যে বেচারির চকচকে পালক।' *হাসান*, ১৯৬৬। ৪ *ক্রি* দুর্বল হওয়া; রুগ্ন হওয়া। 'শরীর ভেঙে পড়বে।' *মানিক*, ১৯৪০। ৫ *ক্রি* তীরে ঢেউয়ের আছড়ে পড়া। 'সৈকতে যে নীলজল ক্ষীণ হয়ে ভেঙে পড়ছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩। ৬ *ক্রি* ভিড় জমানো; সমবেত হওয়া। 'এই বাইছ খেলা দেখিবার জন্য চারিদিককার লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ভেঙে ফেলা *ক্রি* বিচূর্ণ করা। 'আলো বাহির করিবার জন্য তাহার চেহারা ভাঙিয়া ফেলিতে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'কারার ঐ লৌহ কবাট, ভেঙে ফেল কর রে লোপাট।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভেঙে ভেঙে *ক্রিবিণ* বারবার ভেঙে। 'সাধ যেতেছে কাঠবিড়ালি তুলে নিয়ে বুকে, ভেঙে ভেঙে টুকুটুকু খাবার দেবে মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'খেলাঘর ভেঙে বাঁধ খেলাঘর, খেল ভেঙে ভেঙে খেলেনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভেঙে যাওয়া ১ *ক্রি* প্রবল আঘাত পাওয়া। 'বুক শুধু ভেঙে গেল, দলে গেল গো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রি* শেষ হয়ে যাওয়া। 'যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন খেলারই মতন ভেঙে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *ক্রি* ছুটি হওয়া। 'অন্য সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *ক্রি* চূর্ণ হওয়া। 'পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৫ *ক্রি* আশাহত হওয়া। 'স্বপ্নটা যেই ভেঙে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৬ *ক্রি* চৈতন্য উদয় হওয়া। 'যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ভাঙা, **ভাঙানো** [স ভঙ্গ] ১ *ক্রি* দূর করা। 'ঘুমের ঘোর ভাঙায়ে দিব উষারে জাগায়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* অতিক্রম করা। 'একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *ক্রি* শেষ হয়ে যাওয়া। 'যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন খেলারই মতন ভেঙে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৪ *ক্রি* কুমন্ত্রণা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইতে চাও?' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৫ *ক্রি* ছুটি হওয়া। 'অন্য সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৬ *ক্রি* শেষ হওয়া। 'খেলা ভাঙিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৭ *ক্রি* ছিন্ন করা। 'কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৮ *ক্রি* সৃষ্টি হওয়া। 'মেয়েদের জল-ভরণে যে ঢেউ জলে ভাঙে।' *জসীম*, ১৯৩১। ৯ *ক্রি* বাঁকানো। 'ঠোঁট ভেঙে হাসছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮। ১০ *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'ভাঙলে পিঠে কালো চুলের ঢেউ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ১১ *ক্রি* ঘুচানো। 'ভাঙো না কেন ভাঙতে পারো যদি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ১২ *ক্রি* ভেঙে গুঁড়া করা। 'গম ভাঙানোর কল।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ভাঙু [স ভ্রূ] *বি* ভ্রূ। 'যাহাঁ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

ভাঙুর [স ভঙ্গা>] *বিণ* নেশা। 'মানস মোহিত হেরে রূপের ভাঙুর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভাঙ্গ [স ভঙ্গা] *বি* সিদ্ধি। 'অনুদিন কত না কিনিঞা দিব ভাঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **ভাঙ**

ভাঙ্গড়, ভাঙ্গড়া [স ভঙ্গা>] ১ *বিণ* সিদ্ধিখোর। 'ভাঙ্গড়া শিবাইরে লইয়া যাইব কথায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* সিদ্ধিখোর। 'গরল খাইল তবু না মরিল ভাঙ্গড়ের নাহি যম।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভাঙ্গন *বি* লোনা পানির সুস্বাদু মাছ। 'গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভাঙ্গর *বিণ* ভাঙ্গা পা-ওয়ালা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাঙ্গা[1] [ভগ্ন] ১ *বিণ* ভগ্ন; ভাঙা। 'তবেঁ সুখেঁ পার হৈবেঁ এহি ভাঙ্গা নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* মন্দ। 'মোর যে ভাঙ্গা কপাল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভাঙ্গাইয়া লওয়া *ক্রি* দলে টানা। 'মুছলমানভোট ভাঙ্গাইয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

ভাঙ্গা কপাল *বি* মন্দ ভাগ্য; পোড়া কপাল। 'যদি এ সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।' *গৌর*, ১৮২২।

ভাঙ্গাগড়া *বি* উত্থানপতন। 'নতুন পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় জীবনের ভাঙ্গাগড়ার মুখে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ভাঙ্গা চুরা[1] *ক্রি* ভাঙা ও চুরমার হওয়া। 'শরীরের ঘর্ষণে গাছ পালা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

ভাঙ্গাচুরা[2] *বিণ* জীর্ণ ও পুরাতন। 'ভাঙ্গাচুরা বাড়ী ... অন্ততঃ করাচীতে নেই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভাঙ্গাচোরা *বিণ* ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে এমন। 'ভাঙ্গাচোরা প্রাণের বাঁশী লুটায় ধরণী পর।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯০০।

ভাঙ্গা টাকা *বি* খুচরা পয়সা। 'এক টাকার নূন্য কিম্বা ভাঙ্গা টাকা রাখা যাইবে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ভাঙ্গা মাস *বি* এক মাসের কম সময়। 'ভাঙ্গা মাসের সুদ দেওয়া যাইবে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ভাঙ্গি দেওয়া *ক্রি* প্রকাশ করা। 'মোহোর মনের কথা ভাঙ্গি দেও তুক্ষি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভাঙ্গ্যা *বিণ* ভাঙা। 'ভাঙ্গ্যা কুড়া ঘরখান করে ঝলমল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেঙ্গে চুরে [স ভঙ্গ-চূর্ণ>] *ক্রিবিণ* খোলাখুলি; অকপটে। 'তারপর সব কথা কৈনু ভেঙ্গে চুরে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভাঙ্গা[2] [স ভঙ্গ>] ১ *ক্রি* ভাঙা। 'ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মিটে যাওয়া। 'তবে সন্তানের মধ্যে কলহ ভাঙ্গিব।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *ক্রি* ঘুচানো। 'উইলের বদল ভাঙ্গিবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৪ *ক্রি* ছোটো করা। 'শাহানা নামটা কি সুন্দর করে ভেঙ্গে শানু ডাকছেন বাবা।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২। **ভাঙ্গএ** *ক্রি* ভেঙে ফেলে। 'সেই সে সকল গঠে সকল ভাঙ্গএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভাঙ্গম** *ক্রি* ভাঙবো। 'চোপাড়ে চাপড়ে ভাঙ্গম গাল।' *বিজয়*, ১৬৫০। **ভাঙ্গলো** *ক্রি* ভেঙে গেলো। 'রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভুর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ভাঙ্গসি** *ক্রি* ভাঙছো। 'দূতার বোলে ভাঙ্গসি বৃন্দাবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গাওঁ** *ক্রি* ভঙ্গ করো। 'সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাঙ্গাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গায়্যা** *ক্রি* ভাঙিয়ে। 'দূর কর লোকশঙ্কা ভাণ্ডারে ভাঙ্গায়্যা তঙ্কা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভাঙ্গাসি** *ক্রি* ভাঙছো। 'মোর মাহাদান ভাঙ্গাসি কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গি** *ক্রি* ভেঙে। 'বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ভাঙ্গিআঁ** *ক্রি* ভেঙে। 'দান ভাঙ্গিআঁ মোর নিতেই পালাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গিব ১** *ক্রি* ভাঙবো। 'আচম্বিতে রথধ্বজ ভাঙ্গিব যখন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* মিটে যাবে। 'তবে সন্তানের মধ্যে কলহ ভাঙ্গিব।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভাঙ্গিবা** *ক্রি* ভেঙে ফেলবে। 'ওরে না চিনিল জ্যেঠা মৃলা খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ভাঙ্গিমু** *ক্রি* ভাঙবো। 'মাথা ভাঙ্গিমু মার‍্যা পাউড়ির বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভাঙ্গিয়া ১** *ক্রি* ভেঙে। 'ভাঙ্গিয়া কাজির ঘর কাজির দুয়ার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* বাজিয়ে। 'কীর্ত্তন করিলু মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ভাঙ্গিল ১** *ক্রি* শোভিত হলো। 'শেত চামর সম কেশে কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ভাঙলো। 'ভাঙ্গিল সকটখান সব্দ গেল দুর।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাঙ্গিলা** *ক্রি* ভেঙে গেলো। 'ভাঙ্গিলা সে ডাকে ঘাট ডুব দিল জলে।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভাঙ্গিলি** *ক্রি* ভঙ্গ করলি। 'তপস্যা ভাঙ্গিলি বেটা কিসের লাগিয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ভাঙ্গিলেক** *ক্রি* ভেঙে ফেললেন। 'ভাঙ্গিলেক মোর জঙ্ঘ পর্ব্বত পুজিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাঙ্গিহ** *ক্রি* ভেঙো। 'গাছ না ভাঙ্গিহ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গী ১** *ক্রি* ভেঙে। 'ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ফাঁকি দিয়ে। 'বারেঁ বারেঁ ভাঙ্গী রাধা গেলা মোর দাপে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গীল** *ক্রি* ভেঙে ফেললো। 'একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাঙ্গীলেক** *ক্রি* ভেঙে ফেললো। 'দুই মত্ত হস্তী জেন পর্ব্বত ভাঙ্গীলেক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভাঙ্গে** *ক্রি* ভাঙে। 'দধি খায়া ভাণ্ড ভাঙ্গে দেব নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভাঙ্গানো [স ভঙ্গ>] ১ *ক্রি* দলে আনা। 'এতেক কহিয়া দুই ভগ্নি ভাঙ্গাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* খুচরা করা; ভাংতি করা। 'আপনি ভাঙ্গায় তঙ্কা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাচা [স ভৃতি>] *বি* ধান ভেনে চাল করার কাজ। 'ভানিত আমার ভাচা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাজ[1] [হি ভাওয়জ] ১ *বি* ভাইয়ের স্ত্রী; ভাবি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'যেমন আমার মেজ ভাজ।' *প্যারী*, ১৮৬০। ২ *বি* ভাশুরের বউ; জা। 'চারুর ভাজ মন্দা দোতলা হইতে ডাকিয়া কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভাজ[2] [স ভন্জ্>] *বিণ* মিশ্রিত। *ভবানী*, ১৮২৩।

ভাজই [স ভজ্যতে] *ক্রি* ভেগে গেল। 'তা সুনি মার ভয়ংকর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

ভাজন [স] ১ *বি* মৃৎপাত্র। 'দুই হাথ জোড়া দীপে তৈলের ভাজনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রাপক। 'সত্যরাজ-আদি তাঁর কৃপার ভাজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* যোগ্যপাত্র। 'আহ্মি সভ না হৈল রাজ্যের ভাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* পাত্র। 'তুমি নহে শাস্তির ভাজন।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৫ *বি* ফলভোগী। 'অধিক দ্বারি নিযুক্ত না থাকিলে বিশেষ যাতনার ভাজন হইতে হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৬ *বি* লক্ষ্য। 'আমি তার ক্রোধের ভাজন হয়েছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৭ *বি* ভাই। 'গর্জি উঠে গদাই ভূঞা, মোহন ভূঞার ভাজন বেটা।' *জসীম*, ১৯২৯।

ভাজনি, ভাজনী [স ভাজনী] *বি* শ্রদ্ধেয় জন। 'সবার ভাজনি করি রাখিমু তোমারে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'প্রভু যারে করে কৃপা সভার ভাজনী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাজনেষু [স] *বি* প্রীতিসূচক সম্বোধন। 'সমন্ধি এবং সালা মহাশয় ভাজনেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

ভাজা[1] [স ভর্জন>] ১ *বিণ* ভাজা হয়েছে এমন। 'ভাজা ডিম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* ভাজা শুকনা খাবার। 'দেশীয় মদ অর্থাৎ ধেনো মদ এবং ভাজাও কিছু ক্রয় করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভাজা ডিম *বি* অমলেট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাজাভুজি *বি* ভাজা ও ভুনা খাদ্য। 'ছোকা কিম্বা ভাজাভুজির উপলক্ষ মাত্র ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না – অতি সরল ব্যক্তি। 'ইস! যেন ভাজা মাচটা উলটে খেতে জানেন না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ভাজা[2] [স ভর্জন>] *ক্রি* গরম তেল বা ঘি দিয়ে রান্না করা। **ভাজাইতে**

ক্রি ভাজাতে। *ওসাঁ, ১৭৮২*। **ভাজিল** *ক্রি* ভাজলো। 'ঘৃত দিআ ভাজিল উত্তম পলাকড়ি।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **ভাজিলোঁ** *ক্রি* ভাজলাম। 'ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ।' *বড়ু, ১৪৫০*। **ভাজ্যা** *ক্রি* ভেজে। 'ঘৃতে ভাজ্যা ফেলিবে খণ্ডেতে ফুলবড়ি।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

ভাজা[৩] *বিণ* অকালপক্ব। 'হাসুবৌ কহিল, চাচীর মেয়ে একখানা, বড় ভাজা।' *শওকত, ১৯৫৮*।

ভাজি [স ভর্জন>] *বি* ভাজা তরকারি। *বিদ্যা, ১৮৯১*; 'ডালভাত, মাছতরকারি, দুতিন রকমের ভাজি।' *ওয়ালী, ১৯৬৪*।

ভাঞ্জীঅ [স ভঞ্জ্] *ক্রি* ভেঙে। 'সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।' *চর্যা ১০, ১২০০*।

ভাট[১] [স ভট্ট] **১** *বি* স্তুতি বা বন্দনাকারী। 'নর্ত্তক বাদক ভাট নবদ্বীপ যার নাট।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*; 'ব্রাহ্মণে দিলেন দান ভাটেরে দিলেন গজ ঘোড়া।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **২** *বি* দস্তুরি। 'মাগ্যা লয় তার কিছু ভাট।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **৩** *বি* ঘটক। 'হীরামণি আগে হৈল ভাটের বচন।' *আলাওল, ১৬৮০*।

ভাট[২] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'ভাট ৭৬৩২।' *দর্পণ, ১৮১৯*।

ভাটক [স] *বি* ভাড়া। 'যে গৃহে তাঁহার বিপণি ছিল, তাহার ভাটকদানে অসমর্থ হওয়াতে।' *বিদ্যা, ১৮৬৩*।

ভাটশালিক *বি* এক জাতীয় শালিক। 'ভাটশালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায়।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১৬*।

ভাটা[১] [অ ভাটি] **১** *বিণ* পতনের দিকে গতি এমন। 'তাওকি এখন পারি বয়সেতে ভাটা।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*। **২** *বি* জোয়ারের পর পুনরায় জলের উচ্চতা হ্রাস পাওয়া; নদী ইত্যাদির স্ফীত জলরাশি হ্রাস পাওয়া। *ওসাঁ, ১৭৮২*।

ভাটা[২] *বি* ভাঁটা; বাটুল। 'সে লাড্ডু আকারে ভাটার মতো।' *প্রমথ, ১৯২৩*।

ভাটা[৩] *বি* এক প্রজাতির মাছের নাম। 'রুহিত লাফায়, চিতল কালায়, ভাটা মাছ সারি সারি।' *জসীম, ১৯৫১*।

ভাটা[৪] *বি* ইট, চুন ইত্যাদি পোড়ানোর চুলা। 'ভাটার মত চোখ দুইটা হইতে আগুনের গোলা ঠিকরাইয়া পড়িয়া ...।' *মনসুর, ১৯৫৫*।

ভাটি, ভাটী[১] **১** *বিণ* স্বল্প আঁচের। 'খিরী-রান্ধে জাল কারি ভাটি।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **২** *বি* নদী প্রভৃতির ক্ষয়িষ্ণু জলের স্রোতের নিম্নগতি। 'ভাটীর নদীগণ ধাইল একমন নাকে জেন দিআছে সূত্র।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। **৩** *বি* বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল। 'এখানে দক্ষিণরায় সব ভাটী অধিকার।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*; 'তোমার ভাসানে শোবে দেবদ্রোহী ভাটির কুমার।' *মাহমুদ, ১৯৬৬*।

ভাটিয়া *বিণ* ভাটি অঞ্চলে বাস করে এমন। 'আপনাকে ওরা বলবে ভাটির মানুষ –ভাটিয়া।' *শামসুল, ১৯৬২*।

ভাটী গাঁ *বি* নিম্নাঞ্চলের গ্রাম। 'তাহার পরাণ টানে সুদূর ভাটী গাঁয়।' *জসীম, ১৯২৭*।

ভাটীর সুর *বি* ভাটিয়ালি সুর। 'এগাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান।' *জসীম, ১৯২৯*।

ভাটি, ভাটী[২] [স ভাণ্ড>] *বি* মদ চোয়ানোর জায়গা। 'তাহার সন্নিকটের মদিরা আদি মাদক সামগ্রীর এক ২ ভাটী।' *ফরস্টার, ১৭৯৩*।

ভাটিখানা [ভাটি+ফা খানা] *বি* মদ প্রস্তুত করার ঘর বা স্থান। 'বাঁ হাতে ভাটিখানার পথ।' *শ্যামল, ১৯৬৭*।

ভাটিআরাখানা *বি* সরাইখানা। *বিদ্যা, ১৮৯১*।

ভাটিয়া[১] *বি* ভারতের রাজস্থান ও পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাড়োয়ারি ভাটিয়া পার্সী ইংরাজ ইত্যাদির প্রতিযোগিতা প্রবল না হলে বাঙালির মতো অবলা জাতি বাংলার বাণিজ্যে সর্বেসর্বা হবে।' *অন্নদা, ১৯৪০*।

ভাটিয়া[২] *দ্র* ভাটি

ভাটিয়ারা [স ভাণ্ড>] *বি* সরাইখানাওয়ালা। *মানোএল, ১৭৪৩*।

ভাটিয়ারি *বি* সুরবিশেষ। 'দক্ষিণ হাওয়ার নবযৌবনের ভাটিয়ারি।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৬*।

ভাটিয়াল, ভাটীয়াল[১]**, ভাটিয়ালি, ভাটিয়ালী** **১** *বি* মারোয়া ঠাট অথবা খাম্বাজ ঠাটের একটি রাগ। 'ভাটিয়ালি রাগ।' *মালাধর, ১৫০০*; 'রাগ ভাটিয়াল।' *আলাওল, ১৬৮০*। **২** *বি* দক্ষিণবঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুরবিশেষ। 'কৃষক-কণ্ঠে ভাটিয়ালি সুর।' *নজরুল, ১৯২৮*; 'তাহার পরিচয় ... ভাটিয়ালী রচনার ভিতর পাই।' *আজাদ, ১৯৪১*। **৩** *বিণ* দক্ষিণদেশীয়। 'আর কতদূরে ভাসাইয়া নিবে ভাটীয়াল নদী ধরি।' *জসীম, ১৯৩৩*।

ভাঠিআলী, ভাঠিয়ালী *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'ভাঠিয়ালীরাগঃ।' *বড়ু, ১৪৫০*; 'ভাঠিআলীরাগঃ।' *বড়ু, ১৪৫০*।

ভাটিয়াল, ভাটীয়াল[২] *বিণ* জোয়ারের বিপরীতমুখী। 'ভাটীয়াল সোঁতে পাল তুলে দিয়ে।' *জসীম, ১৯৩৩*।

ভাট্যারি [ভাটিয়ারি] *বি* ভাটিয়ালি গান। 'গাবর ভাট্যারি গায়।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

ভাড় [ভাণ্ড] *বি* মাটির পাত্রবিশেষ। 'দরগাতলা দুগ্ধে ভাসে, সিন্নী আসে ভাড়ে।' *জসীম, ১৯২৯*।

ভাড়সি *ক্রি* ছলনা করা। 'বর্ণ্ণ চুরি করি তুহ্মি ভাড়সি বর্ব্বর।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*।

ভাড়া [স ভাটক] **১** *বি* নির্দিষ্ট সময় ধরে কোনো জিনিস ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ। 'আমার বাটীর ভাড়া নাই।' *মেয়র্স, ১৭৫৭*; 'পাল্কি ও বজরাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অর্দ্ধেক।' *চন্দ্রিকা, ১৮৩২*। **২** *বি* অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে কোনো জিনিস ব্যবহার করার চুক্তি। 'পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী ... ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন।' *দর্পণ, ১৮২১*।

ভাড়াওয়ালা *বিণ* ভাড়া দিয়ে থাকতে হয় এমন। 'তিরিশ টাকা ভাড়াওয়ালা দুটো স্যাঁতস্যাঁতে কামরার বাড়ীতে সে থাকে।' *মাহেনও, ১৯৪৯*।

ভাড়া খাটা *বি* মজুরি নিয়ে অন্যের কাজ করা। 'ওটা ঠিকা ভাড়া খাটার গোছ হবে।' *উমেশ, ১৮৫৭*।

ভাড়াটিয়া [স ভাটক>] **১** *বিণ* ভাড়া দেওয়া হয় এমন। '... সাহেবেরা বাঙ্গালিদিগের ভাড়াটিয়া ভবনে বাস করে নবাবি করেন।' *প্রভাকর, ১৮৫১*। **২** *বিণ* ভাড়ায় খাটে এমন; ভাড়াটে। 'সৈনিক, বেশ্যা, কলাবিৎ, ভাড়াটিয়া গুণ্ডা, কারিগর।' *নীরেন, ১৯৬১*।

ভাড়াটে [স ভাটক>] **১** *বিণ* ভাড়া করা বা দেওয়া যায় এমন। 'ভাড়াটে ঘোড়া।' *ওসাঁ, ১৭৮৫*। **২** *বি* ভাড়া ঘরে বাসকারী লোক। 'অনেক ভাড়াটে থাকলে তারা চাকরানী রাখে।' *রবীন্দ্র, ১৮৮১*।

ভাড়াটে ভাঁড় *বি* ভাড়া করা বিদূষক। 'সাথে সে ভাড়াটে ভাঁড় ... নিয়ে যেতেও ভোলে না।' *নজরুল, ১৯২৭*।

ভাড়াট্যা [ভাড়াটিয়া] *বি* ভাড়াটে। *ভবানী, ১৮২৩*।

ভাড়াদায়ক [স ভাটক+স দায়ক] *বিণ* ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত। 'নৌকাদির ভাড়াদায়ক ও ঘাটমাঝি প্রভৃতির কর্ম্মও কাড়িয়া লইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভাড়া দেওন *বি* মাশুল পরিশোধ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাড়া দেওয়া *ক্রি* অর্থের বিনিময়ে কোনো কিছু ব্যবহার করতে দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাড়াবাড়ি *বি* নির্ধারিত হারে টাকা প্রদান করে থাকার বাড়ি। 'তাঁরাও বাস করেন একালের ভাড়াবাড়িতে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ভাড়ার গাড়ি *বি* নির্ধারিত হারে টাকা পরিশোধ করতে হয় এমন গাড়ি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাড়ার টাকা *বি* গাড়িভাড়া। 'ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা ... ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভাণ [স] **১** *বি* বাণী। 'বেদবিধি রসভার অপরূপ ভাণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* ভণ্ডামি। 'সম্পূর্ণ ধার্মিকের ভাণ করিয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **৩** *বিণ* তুল্য। 'ধর্ম্ম-যাজকতার ভাণ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৪** *বি* ছলনা। 'মূঢ়ের মত ইহা দেখিয়াও না দেখিবার ভাণ করা বৃথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভঙ্গি নিয়ে নির্বিকার অবিচলতার ভাণ করে থাকেন, কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাণ্টি [স ভাণ্ডীর] *বি* ভাঁটি ফুল; ঘণ্টাকর্ণ। 'রবি লোধ ছাতীঅন ভাণ্টি দুধিআকন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাণ্ড [স] **১** *বি* পাত্র। 'ভাণ্ড মাথে ঘোল পন কড়াহো নাহি টুটে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'খাজা মণ্ডা মনোহরা দিলেন ভাণ্ড ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* বাদ্যযন্ত্রাদি। 'নৃত্যগীত বাদ্য ভাণ্ড আনন্দ বিসেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভাণ্ডা [স ভণ্ড>] *ক্রি* বঞ্চনা করা। **ভাণ্ডহ** *ক্রি* বঞ্চনা করছো। 'বচন আক্ষারে দিআঁ ভাণ্ডহ কেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডআঁ** *ক্রি* ভাঁড়িয়ে। 'মিছেঁ ছাঁচে কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ডআঁ যাই ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডাইয়া** *ক্রি* ভাঁড়িয়ে; ফাঁকি দিয়ে। 'বহু ধন পায়্যাছ রাধে দানী ভাণ্ডাইয়া।' *বড়ু*, ১৫৭০। **ভাণ্ডাব** *ক্রি* ঠকাবো। 'সাধু জিজ্ঞাসিলে তোরে কি বলে ভাণ্ডাব তারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভাণ্ডায়িলি** *ক্রি* প্রতারিত করলি। 'তোর বোলে ভাণ্ডায়িলি নহে চন্দ্রাবলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডি** *ক্রি* প্রবঞ্চনা ক'রে। 'স্নান করিতে গেলা প্রভু দৈবে মোরে ভাণ্ডি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাণ্ডিতে** *ক্রি* বোকা বানাতে। 'আক্ষারারে ভাণ্ডিতে কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভাণ্ডিতেঁ** *ক্রি* ঠকাতে। 'মিছা কাজে মোকে ভাণ্ডিতেঁ চাহ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডিবারে** *ক্রি* ভাঁড়াতে। 'তিরীকলা পাতী ভাণ্ডিবারেঁ চাহ কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডিবি** *ক্রি* ভাঁড়াবি; ঠকাবি। 'যবেঁ বা না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আক্ষারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডিয়া** *ক্রি* প্রতারণা ক'রে। 'সেইখানে ভ্রমে প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ভাণ্ডিল** *ক্রি* ছলনা করলো। 'যসোদার কণ্যা আনি ভাণ্ডিল রাজারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাণ্ডিলে** *ক্রি* ছলনা করলে। 'স্ত্রীগা হইয়া আসি ভাণ্ডিলে কেসরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাণ্ডী** *ক্রি* প্রতারিত ক'রে। 'আক্ষা ভাণ্ডী লআঁ যাহ আমূল ভাণ্ডার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাণ্ডেন** *ক্রি* প্রতারণা করেন; ঠকান। 'আমা সবা ভাণ্ডেন কহিয়া মিথ্যাবাণী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাণ্ডাকি *বি* ঢেড়শ। 'ভাণ্ডাকি সহিত ভেজে কটু কটিল্বক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভাণ্ডার [স ভাণ্ডাগার] **১** *বি* ধনাগার। 'প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আধার। 'তাঁর আগে যদ্যপি লীলার ভাণ্ডার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শ্রীমুরারী গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* তূণ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বি* গুদাম; যেখানে মালামাল জমা করে রাখা হয়। 'ভাণ্ডারের নিয়োজিত লোককে কহ ...।' *রাজীব*, ১৮০৫। **৫** *বি* খাবার রাখার স্থান। 'ভাণ্ডারের চাবী আপনি রাখিতেন।' *প্যারী*, ১৮৬০। **৬** *বি* অধিকারী। 'ইংরেজি বিদ্যার ভাণ্ডার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৭** *বি* সংগ্রহশালা। 'হস্তলিখিত পুঁথির একটা ভাণ্ডার।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভাণ্ডারখানা [ভাণ্ডার+ফা খানাহ্] *বি* ঘরের জিনিসপত্র রাখা হয় যেখানে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাণ্ডার-গৃহ [ভাণ্ডার+স গৃহ] *বি* ভাঁড়ার ঘর। 'রাজপ্রাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ, শিল্পশালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভাণ্ডারঘর [ভাণ্ডার+ঘর] *বি* ধনাগার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ভাণ্ডারঘরের প্রাচীর খুলবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভাণ্ডাররক্ষক [ভাণ্ডার+স রক্ষক] *বি* ভাণ্ডারের রক্ষাকর্তা। 'মদের ভাণ্ডাররক্ষক বা বাটলারের বেতন ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভাণ্ডারা [ভাণ্ডার>] *বি* ভাঁড়ার। 'সিদা দেওনের ভাণ্ডারা ও কাঙগালি লোককে মাস২ খয়রাত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভাণ্ডারি, ভাণ্ডারী [ভাণ্ডার>] **১** *বি* ধনরক্ষক। 'ভাণ্ডারি হইলা জজ্ঞে রাজা দুর্য্যোধন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ভৃত্য। 'তদনুসারে ভাণ্ডারী, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতিগোচরে আসিয়া নিবেদন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৩** *বি* জ্ঞানী লোক। 'এসো ... কাব্য-পুরন্দর ভূ-বিবরণ ভাণ্ডারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'গানের ভাণ্ডারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভাণ্ডারকর [ভাণ্ডার>] *বি* বংশনাম-বিশেষ। 'তাহা ভাণ্ডারকর-মহাশয়ের সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভাণ্ডারী[1] *দ্র* ভাণ্ডার

ভাণ্ডারী[2] *বি* ফুলবিশেষ। 'ভাণ্ডারী ফুলের একেবারে জঙ্গল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভাণ্ডির *বি* বটগাছ। 'ভাণ্ডির নিকটে গিয়া রহে নারায়নে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভাত[1] [স ভক্ত] *বি* অন্ন; খাদ্য। 'হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

ভাত-কাঙালের দেশ *বি* যে দেশের মানুষ ভাতের জন্যে কাঙাল; অন্নাভাবে কাতর দেশ। 'হায় রে বাংলা, ভাত-কাঙালের দেশ।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ভাতকাপড় *বি* অন্নবস্ত্র। 'সে তো তাকে ভাতকাপড় দিয়া পুষিতেছে না।' *মানিক*, ১৯৪০।

ভাত খাওয়ানি *বি* মুখেভাতের অনুষ্ঠান। 'ছেলের ভাত খাওয়ানি, মেয়ের বিবাহ।' *জসীম*, ১৯৬৪।

ভাত-খেকো *বিণ* ভাত খেতে ভালোবাসে এমন। 'আমি ভাত-খেকো নেটিব।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ভাতঘুম *বি* আহারের পর যে ঘুমের ভাব। 'কাইরো শহর রাত বারোটার ভাতঘুমে অচেতন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ভাত-চাপা *বিণ* ভাতের নীচে থাকে এমন। 'সমস্ত যেন ভাত-চাপা পড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাতানি [স ভক্ত>] *বি* ভাত রান্নার পানি। 'নারিকেল জল দিয়া দিলেক ভাতানি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ভাতুড়িআ [স ভক্ত>] *বি* শুধু ভাতের বিনিময়ে কাজ করে যে;

অন্নদাস। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাতুড়ে [স ভক্ত>] *বি* শুধু ভাতের বিনিময়ে কাজ করে যে; অন্নদাস। 'তুমি ভাতুড়ে বই তো নয় – ছোট মুখে বড় কথা কেন?' *প্যারী*, ১৮৫৯।

ভাতে ভাত *বি* ভাত ও তার সাথে সিদ্ধ করা সবজি। 'ফ্রেস-ফিস ভরা ডিস মধ্যে ভাতে ভাত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ভাতে ভাত খাইয়া দিন চলে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভাতে মরা *ক্রি* জীবিকার উপায় বন্ধ হওয়ায় বিপন্ন অবস্থায় পড়া। 'মুছলমান আজ ভাতে মরার পথে বসিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ভাত[২] [স] *ক্রি* আবির্ভূত। 'পহেলার বাত করি হইল যেয়ছা ভাত।' *গরীব*, ১৭৫০।

ভাতশালিক [স ভক্ত>] *বি* এক রকমের শালিক; ভাটশালিক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাতসোলা *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'মাথা উঁচু করে রয়েছে দীর্ঘধারালো ছন ও ভাতসোলা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ভাতা[১] [স ভাতি>] **১** *ক্রি* আলোকিত হওয়া। 'নবীন আলোকে ভাতিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *ক্রি* আলো ছড়ানো। 'যাঁর তরে ভাতিছে তপন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৩** *ক্রি* স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়া। 'ভাতিল দৈনিক দৈন্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভাতা[২] [স ভৃতি] *বি* মাসোহারা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাতানি *দ্র* ভাত[২]

ভাতার [স ভর্তৃ>] *বি* স্বামী। 'খাট ভাতার ঢেঙ্গা মাগু দেখ্যা লোক গঞ্জে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাতারকামড়া *বিণ* স্বামীকে আঁকড়ে ধরে রাখে এমন। 'তুই যে ভাতারকামড়া তুই আবার অন্য লোককে দিবি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ভাতারখাইকা *বি* গালিবিশেষ (ভাতারের মৃত্যুর জন্যে দায়ী)। 'ওরে ভাতারখাইকা আরুণি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভাতারখাকী *বি* গালিবিশেষ। *কেরি*, ১৮০২।

ভাতারখাগি *বি* গালিবিশেষ; যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। 'তোরে বারণ কচ্চি – ভাতারখাগি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভাতার-নড় *বিণ* যে স্ত্রী এক স্বামী রেখে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। 'তবু আমি তাদের মত ভাতার-নড় নই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভাতারপুতখাগি *বি* গালিবিশেষ। 'হ্যাঁ লা ভাতারপুতখাগি! তিন বেটাখাগি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভাতার ভুলানি *বি* স্বামীকে ভুলিয়ে রাখে যে স্ত্রী। 'ভাতার ভুলানি, এত মান ভাল নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ভাতি[১] [স] **১** *বি* দীপ্তি; উজ্জ্বলতা। 'দেখ গোরাচাঁদের কত ভাতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* আলো। 'তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

ভাতি ভাতি *বিণ* উজ্জ্বলতর। 'ভাতি ভাতি বহুরূপী আইসে সাজি সাজি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাতি[২] *ক্রিবিণ* প্রকারে। 'নানা ভাতি স্মরে লোকে সেকান্দরী নাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাতিজা [স ভ্রাতৃজ] *বি* ভাইয়ের ছেলে। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যতগুলি বেটা ভাই ভাতিজা তাহার।' *গরীব*, ১৭৫০।

ভাতিজি, ভাতিজী *বি* ভাইয়ের মেয়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমার ভাতিজীর দুধের লোভে নাকি মাস্টারি ছাইড়া দেওয়া হৈছে?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ভাতি ভাতি *দ্র* ভাতি[১]

ভাতৃভক্তি [স ভ্রাতৃভক্তি] *বি* ভাইয়ের প্রতি ভক্তি। 'তারিণীচরণ ভাতৃভক্তির যেরূপ নমুনা দেখাইতে লাগিলেন তাহাই বাঘার পক্ষে যথেষ্ট।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভাতে মরা *দ্র* ভাত[১]

ভাদড় *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'নবকৃষ্ণ ভাদড়।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভাদর [স ভাদ্র] *বি* বাংলা বছরের পঞ্চম মাস। 'বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাদালী [স ভদ্রগন্ধা] *বি* গন্ধভাদাল গাছ। 'আটিসর কাটসর কাটিল নাটা/ ভাদালী ভাষনা চোরপালীটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাদুই [স ভদ্র>] *বিণ* ভদ্রমাসী। '... তবে ভাদুই ধান্য ও নীল পাট বুনি।' *কেরি*, ১৮০২।

ভাদুড়ি *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'ব্রজমোহন ভাদুড়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভাদুপুজা *বি* হিন্দুদের পূজাবিশেষ। 'তবুও চড়কপূজা, ভাদুপুজা ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

ভাদুরিআ [স ভদ্র>] *বিণ* ভদ্র মাসে উৎপন্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাদুরে [স ভদ্র>] *বিণ* ভদ্র মাসের। 'তুলছে মুলো ভাদুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভাদুলি *বি* হিন্দুদের ব্রতবিশেষ। 'আমাদের দেশের একটি ব্রত ভাদুলি।' *অবন*, ১৯১৯।

ভাদোয়া [স ভদ্র>] *বি* বর্ষাকে আহবান জানিয়ে যে গান গাওয়া হয়। 'জল চেয়ে কিষানি বৌ-মেয়েরা ডালা মাথায় ভাদোয়া গেয়ে বৃথাই ফিরত।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভাদ্দর, ভাদ্দোর [স ভাদ্র] *বি* বঙ্গাব্দের মাসবিশেষ; ভাদ্র। 'সাবন গেলে ভাদ্দর মাস সিংহ রাসি।' *রামাই*, ১৭১০; 'এটা হলো ভাদ্দোর মাস।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ভাদ্র [স] *বি* বাংলা বছরের মাসবিশেষ। 'হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাদ্রপদ [স] *বি* ভাদ্রমাস। 'ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাদ্রবধু [স ভ্রাতৃবধূ] *বি* ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভাদ্দর বউ [স ভ্রাতৃবধূ] *বি* ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। 'ভাদ্দর বউকে ভাসুর সেবা করতে এলে ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভাদ্রবৌ [স ভ্রাতৃবধূ] *বি* ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। 'ভাসুর পীড়িত হয়ে অতএব ভাদ্রবৌকে দেখে বকে।' *জীবন*, ১৯৩০।

ভান[১] [স] *বি* জ্ঞান। 'না কর মনে আন ভানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভান[২] *বি* ছল। 'এইরূপ ভান করিয়া, কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিল এবং হায় কি হইল বলিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ভানভণিতা [ভান+স ভণিতা] *বি* কথার ছলাকলা। 'এরকম অবস্থায়

মানুষ ভানভণিতাও করতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ভানা[১] [স ভগ্ন>] *বি* ধান থেকে চাল তৈরির কাজ। 'ধান ভানা যাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ভানাকুটা [স ভগ্ন>] *বি* ধান থেকে চাল তৈরির কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভানানি [স ভগ্ন>] *বি* ধান থেকে চাল তৈরির কাজ করে যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যেমন আসে ধান-ভানানি হাসুনির মা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভানা[২] *ক্রি* ধান ছাঁটাই করা। 'পরের ভানা ভানতে ভানতে নিজের ঘরে নাই খুরাকি।' *লালন*, ১৮৯০।

ভানু [স] *বি* সূর্য। 'উদিত হইল ভানু জেন প্রাতকালে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

ভানুমণ্ডল [স] *বি* সূর্য। 'উড়িআ গগনতলে পড়ে ভানুমণ্ডলে তার পাখা পোড়ে রবিকরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভানূদয় [স] *বি* সূর্যোদয়। 'দুর্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে; ভানূদয় হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

ভান্তি, ভান্তী [স ভ্রান্তি] *বি* ভ্রান্তি। 'সহজ পিথক জোই ভান্তি মাহো বাস।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০; 'তুই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

ভান্তো [স ভ্রান্ত] *বিণ* ভ্রান্ত। 'এ বণ ছাড়ী হোহু ভান্তো।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

ভাপ [স বাষ্প>] *বি* উত্তাপ। 'একটা গরম ভাপ গায়ের উপরে এসে লাগতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভাপঅলা *বিণ* ভাপযুক্ত। 'গরম ভাপঅলা রোদের দিকে চেয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

ভাপসা [স বাষ্প>] **১** *বিণ* গুমট; বাতাস চলাচল নেই এমন। 'অন্ধকার একতলার ভাপসা ঘর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* বাতাস চলাচল বন্ধ হলে যেমন ভাব হয় তেমন। 'ভাপসা গন্ধ, আবছা কুয়াশা।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'ঘেমো ভাপসা চাদরটা।' *জীবন*, ১৯৪০।

ভাপসা গন্ধ *বি* বাতাস চলাচল করতে না পারায় সৃষ্ট দুর্গন্ধ। 'মনে রবে সেই ভাপসা গন্ধ অন্ধ গলির মাঝে।' *জসীম*, ১৯৫১।

ভাপা [স বাষ্প>] **১** *বিণ* উত্তাপে সিদ্ধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* জমাটবদ্ধ; ভাপিয়ে জমাটবদ্ধ-করা। 'ভাপা দই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাপানো [স বাষ্প>] *ক্রি* উত্তাপে সিদ্ধ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাপ্পি *বি* বার্মায় তৈরি খাবারবিশেষ। 'মালাই কারি আর বর্মাই ভাপ্পি যতই খান না কেন।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ভাব [স] **১** *বি* অস্তিত্ব। 'ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।' *চর্যা* ২৯, ১২০০। **২** *বি* মাধুর্য। 'ভাবের উপরে ভাবের বসতি তাহার উপর লাভ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৭০। **৩** *বি* প্রকাশ। 'গুপ্তদেহে হৈল মহা বৈনতেয়-ভাব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* ভক্তি। 'এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *বি* প্রেম। 'লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৬** *বি* প্রেমাবেগ। 'ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৭** *বি* ধ্যান। 'ভুবন ভুলিল রূপে ভাবে ব্রহ্মতনু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৮** *বি* অর্থ। 'ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের যেরূপ নিগূঢ় ভাব ও তাহার রচনা যেরূপ অস্পষ্ট ও অবিশদ, তাহা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৯** *বি* ধারণা। 'কুশ্রাব্য শব্দ দ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণেরও ভগ্ন ভাব প্রকাশ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **১০** *বি* সম্পর্ক। 'স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বয়স্য-ভাব থাকা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **১১** *বি* পরিচয়। 'তিনি এই সুখময় স্বদেশের সুরম্য ভাব অবগত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **১২** *বি* ভক্তি। 'ভাব দিয়ে খোল ভাবের তালা দেখবি সেই অটলের খেলা।' *লালন*, ১৮৯০। **১৩** *বি* নিকট। 'মানুষের সহিত পশুর একটি ভাবের সম্পর্ক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **১৪** *বি* রূপ। 'প্রকৃতির হাসাহাসিময় ভাব দেখিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **১৫** *বি* বন্ধুত্ব। 'কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি!' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভাব-আবিষ্ট [স] *বিণ* ভাবে বিহ্বল। 'এসব জিনিস ভাব-আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া হয় না।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভাব-উচ্ছ্বাস [স] *বি* ভাবের জোয়ার। 'শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস/ কলাপের মতো করেছে বিকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভাবকর্ম [স] *বি* চিন্তা ও কাজ। 'ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ভাবকূপ [স] *বি* অন্তর। 'উথলয় ভাবুক জনের ভাবকূপ।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

ভাবখানা *বি* আচরণ। 'ভাবখানা এমন চোয়াড়ের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভাবগঙ্গোত্তরী [স ভাবগঙ্গোত্রী] *বি* ভাবরূপ গঙ্গা। 'ভারতের ভাবগঙ্গোত্তরী।' *জীবন*, ১৯২৭।

ভাবগত [স] *বিণ* ধারণাগত। 'তাহা স্বামী-নামক ভাবগত অস্তিত্বের প্রতি ভক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ভাবগতি [স] *বি* মতিগতি। 'কাম্বেল সাহেবের ভাবগতি ...।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

ভাবগতিক [স] **১** *বি* চাল-চলন। 'রাজার ভাবগতিক দেখে সকলেই হাহাকার কচ্চে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। **২** *বি* প্রবণতা। 'মনের ভাবগতিক বড় ভয়ানক!' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৩** *বি* প্রতিক্রিয়া। 'যখনই জগা মালীকে দেখি তাহার মুখে যেন কী-যেন কী দেখিতে পাই এবং সেও আমার ভাবগতিক দেখিয়া অবাক হইয়া আমারও মুখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৪** *বি* পরিস্থিতি। 'ভাবগতিক দেখে এল্লা নিজের চারিদিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

ভাবগর্ভ [স] *বিণ* গভীর অর্থপূর্ণ। 'বঙ্কিমবাবু মহাভারত হইতে কৃষ্ণের যে উক্তি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা সুগভীর ভাবগর্ভ উপদেশ পূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভাবগুহা [স] *বি* ভাবরূপ গুহা। 'ভাবগুহায় প্রবেশ করিয়া এই জ্ঞানলাভ করিল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ভাবগোচর [স] *বিণ* ভাব দিয়ে নাগাল পাওয়া যায় এমন। 'কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবগ্রহ [স] *বি* তাৎপর্য গ্রহণ। 'তাঁহারা শুনিতেছেন, বুঝিতেছেন, ভাবগ্রহ করিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভাবগ্রাহিতা [স] *বি* ভাবালুতা। 'মনের ছেলেমানুষি ও ভাবগ্রাহিতা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভাব-গ্রাহী [স] **১** *বিণ* মর্মজ্ঞ; অন্তরের গূঢ় ভাব গ্রহণ করে এমন। 'ভাব-গ্রাহী অনুরতজনেরা ভারতচন্দ্রের প্রণীত রসভেদের কবিতা পাঠে ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫। **২** *বিণ* ভাবের অনুরাগী। 'তোমরা মনীষী ভাবগ্রাহী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ভাবচিন্তা [স] *বি* ভাবকল্পনা। 'তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা

আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'আবার ভাববিবর্তনে অর্থাৎ নতুন ভাবচিন্তার অনুপ্রবেশের সাথে সাথে বাকভঙ্গিও বদলায়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ভাবচ্ছবি [স] *বি* ভাবের ছবি। 'অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃশ্যমান করিতে পারিলে তবেই রসের সতি রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাবচ্ছায়া [স] *বি* মানসিকতার ছাপ। 'আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবজ [স] *বিণ* ভাব থেকে জাত। 'কবি নিজের রচনার রূপজ ভাবজ নৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

ভাবজগৎ [স] *বি* ভাবনার বা চিন্তার জগৎ; কল্পলোক। 'তাই যদি না দেখাত তা হলে নিত্যসৌন্দর্যের জগৎ, ভাবজগৎ, আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর হত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'পাইয়াছিলেন ঐ ভাবজগতের একটা বিশেষ উপলব্ধি।' *সবুজ*, ১৯২০।

ভাব দেখানো *ক্রি* বড়াই করা। 'ভাব দেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভাব-দৈন্য [স] *বি* ভাবের অভাব। 'নব্য সাহিত্যে ভাব-দৈন্য যে বিলক্ষণ রয়েছে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

ভাবদ্বৈধ [স] *বি* ভাবের সংশয়; একাধিক ভাব। 'ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভাবদ্যোতক [স] *বিণ* ভাবপ্রকাশক। 'অদ্বৈত ভাবদ্যোতক অনুপম সৃষ্টি এই পদটি।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাব-ধন [স] *বি* ভাবরূপ ধন। 'ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভাবধারা [স] **১** *বি* ভাবরূপ স্রোত। 'এই উভয় ভাবধারা যেন মিলিত গঙ্গাযমুনার মতো আর-কোনোদিন বিচ্ছিন্ন না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* ঐতিহ্যের পরম্পরা। 'হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।' *নজরুল*, ১৯২৭। **৩** *বি* ভাবদর্শন। 'দেশের আন্তর্ভৌম প্রাণধারা ভাবধারা অকস্মাৎ একটা কোনো ফাটল দিয়ে একটি কোনো উৎসের মুখেই বেরিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বি* মতামত ও রীতি। 'ইসলামবিরোধী ভাবধারা প্রতিরোধকল্পে দেশব্যাপী অভিযান।' *বেগম*, ১৯৪৮। **৫** *বি* প্রথা, আচরণ ইত্যাদি। 'পল্লীর যে কোন ভাবধারাকেই কুসংস্কার বলে ধরে নেওয়া ...।' *বেগম*, ১৯৪৯। **৬** *বি* মূলভাব। 'কাব্যগুলোকেও বিষয়বস্তু বা ভাবধারার দিক দিয়ে নির্বিচারে ইসলামী বলা চলে না।' *আনিস*, ১৯৬৪।

ভাবধারাসম্পন্ন [স] *বিণ* ঐতিহ্য অনুসারী। 'জাতীয় ভাবধারাসম্পন্ন কবি ও সাহিত্যিকদের স্বভাবতঃই মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিবে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ভাবধৃত [স] *বিণ* ভাবাশ্রিত। '... ইন্দ্রিয়জাত আবেগকে ভাবধৃত আবেগে রূপান্তরিত করে।' *শিব*, ১৯৭৩।

ভাবনৈতিক [স] *বিণ* আদর্শবাদী। 'ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদের দিকে তখনো চোখ পড়েনি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভাব-পট [স] *বি* ভাবরূপ পট। 'ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভাব-পাগলা [স ভাব-পাগল] *বিণ* ভাবে মাতোয়ারা। 'আমাদের এই ভাব-পাগলা দেশে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভাবপুষ্প [স] *বি* ভাবের ফুল। 'ভাবপুষ্প-দ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিজের ভাবপুষ্পগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবপূর্ণ [স] *বিণ* ভাবগর্ভ। 'তাঁহার কথা অস্পষ্ট কিন্তু মহান ভাবপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ভাবপূর্ণ ব্যাকুলতা-সম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ভাবপ্রকাশ [স] *বি* ভাবনার প্রকাশ। 'আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে – কথা ও সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'ভাবপ্রকাশই কী আর বিষয়কর্মই কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবপ্রতিমা [স] *বি* কল্পমূর্তি। 'তাঁর চোখের সামনে চিরদুঃখিনী, অবমানিতা বঙ্গনারীরই যেন ভাব-প্রতিমা।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

ভাবপ্রধান [স] **১** *বিণ* ভাবনাই প্রধান এমন। 'এমন ভাবপ্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া পাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **২** *বিণ* কল্পনাবিলাসী। 'তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবপ্রবণ [স] *বিণ* ভাবযুক্ত; আবেগযুক্ত। 'অস্বাভাবিক ভাবপ্রবণ ও কলুষিত হইয়া পড়ে।' *এসলাম*, ১৯২০; 'তুর্কিরা ... ইরানির মতো ভাবপ্রবণ নয়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভাবপ্রবণতা [স] *বি* ভাবাবেগ। 'এই ধরণের সাধারণ ভাবপ্রবণতা চন্দ্রকান্তমণির মতো চাঁদ উঠতেই ভিজে ওঠে।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবপ্রবণা [স] *বি* আবেগপ্রবণ নারী। 'ভাব-প্রবণা : স্বামী তাকে মোটেই ভালোবাসে না – এই ধরনের অভিযোগ ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভাববর্জিত [স] *বিণ* ভাবশূন্য। 'বিদেশী এবং বিজাতীয় ভাববর্জিত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ভাববর্ণালি [স] *বি* ভাবের বিচ্ছুরণ। 'এই গানটিও রবীন্দ্রনাথের দুঃখকে ভাববর্ণালির সেই প্রান্তরেখায় নিয়ে যায়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভাববস্তু [স] *বি* ভাবরূপ বস্তু। 'নিজের ভাববস্তুকে এমন দিব্যরত্ন মনে করবেন না।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ভাববাচক [স] *বিণ* অর্থসূচক। 'কতকগুলি জাতিবাচক সম্বন্ধবাচক এবং ভাববাচক শব্দ সংগ্রহ করি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ভাববাদ [স] *বি* আদর্শবাদ। 'তখনও পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যসাধনা ভাববাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।' *শিব*, ১৯৫০।

ভাববাদপুষ্ট [স] *বিণ* আদর্শবাদ-প্রধান। 'না পারার একটি প্রধান কারণ হল তাঁর ভাববাদপুষ্ট রুচি।' *শিব*, ১৯৫০।

ভাববাদিতা [স] *বি* ভাববাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। 'ভাববাদিতার ফলে দ্বন্দ্ববাদকে তিনি ... যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হননি।' *উমর*, ১৯৬৮।

ভাববাদী [স] *বি* ভাবই জগতের মূল চালিকা শক্তি – এই দার্শনিক মতের অনুসারী। 'আমাদের ভাববাদীদের, আমাদের আদর্শবাদিদের সত্যই এখন ভবিষ্যৎবাদী (Futurist) হতে হবে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভাববাহী [স] *বিণ* ভাবপূর্ণ। 'প্রয়োজনে উদ্দিষ্ট ভাববাহী শব্দ অপর ভাষা থেকে ধার নিতে হয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ভাববিনিময় [স] *বি* ভাবের আদান-প্রদান। 'আমাদেরো ততদূর ভাববিনিময়।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ভাববিপ্লব [স] *বি* ভাবগত সংস্কার। 'ভারতবর্ষে ইসলাম অথবা

ইংরেজ কোনও শক্তিই ... ভাববিপ্লবের সহায়ক হয়নি।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভাববিবর্তন [স] *বি* কল্পনার রূপান্তর। 'আবার ভাববিবর্তনে অর্থাৎ নতুন ভাবচিন্তার অনুপ্রবেশের সাথে সাথে বাকভঙ্গিও বদলায়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ভাববিলাস [স] *বি* আবেগসর্বস্বতা। 'যদি তিনি ... ভাববিলাসের (sentimentalism) দিকে অতিমাত্রায় ঝুকিয়া না পড়েন।' *ওদুদ*, ১৯২০; 'দেখিছ কঠোর বর্তমান/ নয় তোমার ভাব-বিলাস।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ভাববিলাসী [স] *বিণ* কল্পনাপ্রিয়। 'আমরা ভাববিলাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভাববিশেষ [স] *বি* বিশেষ কোনো চিন্তা। 'ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাববৃত্ত [স] *বি* চিন্তাক্ষেত্র। 'তিনি কখনই প্রায় এক ভাববৃত্তে অবস্থান করেননি।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

ভাববৈচিত্র্য [স] *বি* ভাবের বিচিত্রতা। 'বিশেষ-শ্রেণীর ভাববৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাবব্যক্তি [স] *বি* ভাবপ্রকাশ। 'তাহার অনায়াসবোধগম্যতা এবং ভাবব্যক্তি গুণ থাকিলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভাবব্যঞ্জক [স] *বিণ* ভাবপ্রকাশক। 'আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভাবব্যঞ্জনা [স] *বি* ভাবের ব্যঞ্জনা। 'এক-একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভাবভক্তি [স] *বি* অভিপ্রায়। 'তাঁহারা আমারদিগের ভাবভক্তি, সুখ-দুঃখ, ইষ্টানিষ্ট সমুদায় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভাবভঙ্গি, ভাবভঙ্গী [স] **১** *বি* চালচলন ও মনোভাব। 'প্রভূতমাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী।' *বিদ্যা*, ১৮৯২। **২** *বি* চতুরতা। 'বেশ একটা ভাবভঙ্গি করিয়া কেমন একটি খেলা খেলিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* অভিব্যক্তি। 'তার ভাবভঙ্গি চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাবভঙ্গিগত [স] *বিণ* অভিব্যক্তিগত। 'মানুষটি বসে আছে যেন সিংহ কী গরুড় পক্ষী – এ হল ভাবভঙ্গিগত সাদৃশ্যের কোঠায়।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবভঙ্গিমা [স] *বি* পদ্ধতি। 'দুইজনে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন দুই ভাবভঙ্গিমায়।' *সবুজ*, ১৯২০।

ভাবমন্থর [স] *বিণ* আবেগাপ্লুত। 'সাধারণ মানুষও সেখানে ভাবমন্থর হয়ে ওঠে।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাবময় [স] *বিণ* ভাবপূর্ণ। 'অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার এমন একটা সংগীতময় ভাবময় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* ভাব দ্বারা আচ্ছন্ন। 'কবিতাগুলি বড়ই সুমিষ্ট, বড়ই ভাবময়ী।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

ভাবমূর্তি, ভাবমূর্ত্তি [স] *বি* অন্তরের রূপ। 'রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর/ সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবমোহিত [স] *বিণ* ভাবে আবিষ্ট। 'সব পাখি, গাচ্ছে গীত ভাবমোহিত।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভাবযজ্ঞ [স] *বি* ভাবরূপ যজ্ঞ। 'যেন কোন্ ভাবযজ্ঞ বহু আয়োজ চলিতেছে অন্তরের সুদূর সদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ভাবয়িত্রী [স] *বিণ* ভাবস্পৃহা জাগায় এমন। 'সুগন্ধ আসে, জাগি তোলে আমাদের ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী শক্তিগুলিকে।' *আইয়ু* ১৯৭৩।

ভাবরচনা [স] *বি* ভাবের সৃষ্টি। 'মানুষ আপনার কর্মরচনায় এ ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবরস [স] **১** *বি*, আবেগ। 'গভীর ভাবরসে দেখিতে দেখি পরিপ্লুত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* ভাবরূপ রস 'সকলকে ভাবরসে সরস করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবরাজত্ব [স] *বি* ভাবের রাজ্য। 'ভাবরাজত্বে যখন পৌছে গে রূপ।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবরাজ্য [স] *বি* ভাবের রাজ্য। 'সেই ভাবরাজ্যে আমি সমস্ত মনুষ আমি রবি-নামক ব্যক্তিবিশেষ নই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভাবরাশি [স] *বি* ভাবসমূহ। 'ছন্দের ফাঁকে বাঁধিয়া ফেলেছি ভাবরা চঞ্চল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

ভাবলাবণ্য [স] *বি* কল্পনার সৌন্দর্য। "ভাবলাবণ্য যোজনং" চেহারার সঙ্গে ভাব ও লাবণ্য যোগ করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১ 'রূপ-ভেদ প্রমাণ ভাবলাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ কারিগরি নৈপু সবই প্রয়োগ হল ওখানে।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবলীলা [স] *বি* ইহজাগতিক কর্মকাণ্ড। 'সমগ্রজাতির শুধু ভাবলী নয়, সেই সঙ্গে ভবলীলাও স্বল্প দিনেই সাঙ্গ হয়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ভাবলেশহীনতা [স] *বি* অন্যমনস্কতা। 'শান্ত ঠাণ্ডা ভাবলেশহীনত উৎপলা বললে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভাবলোক [স] *বি* মনোলোক। 'চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙ্গা পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল।' *রবী* ১৮৯২।

ভাবশরীরী [স] *বিণ* ভাবমূর্তিসম্পন্ন। 'একটি অমূর্ত ভাবশরী শেক্সপীয়রকে পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবশাসিত [স] *বিণ* ভাবতাড়িত। 'ভাবুক ও সন্ন্যাসীপ্রাবি বাংলাদেশের নরম কোমল ভাবশাসিত জীবনের যথার্থ রূপ।' *হা* ১৯৫৪।

ভাব-শিকারী [স ভাব+ফা শিকারি] *বি* ভাবজগতের পথিক। 'পশ্চ পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া শেষ পর্যন্ত ভাব-শিকারীর চিরাভ্যস্ত কাজ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবশিল্পী [স] *বি* ভাবাবেগের স্রষ্টা। 'গান্ধীর মতো ভাবশিল্পী জাতির মনের স্তন্যে পুষ্ট ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ভাবশিষ্যত্ব [স] *বি* ভাব দিয়ে প্রভাবিত হওয়া। 'গোবিন্দদাস প্র কবি তাঁহার ভাবশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাব-সংযম [স] *বি* ভাবের নিয়ন্ত্রণ। 'ভাব-সংযম ইত্যাদি যে বি সংযম আছে, সে সমুদয়ই আয়ত্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভাবসন্ধি [স] *বি* ভাবের মিলন। 'ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাব-সাবল্য *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবসমুদ্র [স] *বি* ভাবরূপ সমুদ্র। 'লালন কয় মন পাবি ত ভাবসমুদ্রে থাই।' *লালন*, ১৮৯০।

ভাবসম্পদ [স] *বি* ভাবের উৎকর্ষ। 'বাঙ্গালা ভাষার শব্দসম্পদ

ভাবসম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য ...।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

ভাবসম্মিলন [স] *বি* ভক্তি সংযোগ। 'প্রেমঅভিসার, মিলনবিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাবসাগর [স] *বি* ভাবরূপ সাগর। 'খেলকা ছিল মায়ের উদরে নেংটা এলাম ভাবসাগরে।' *লালন*, ১৮৯০।

ভাবসাজুয্য [স] *বি* মানসিক ঐক্য। 'উভয় অংশে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ভাবসাজুয্য ঘটিবে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

ভাবসাদৃশ্য [স] *বি* ভাবের একরূপতা। 'তিনেরই মধ্যে ব্যাঙ চমৎকার ভাবসাদৃশ্য পেয়ে বসেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবসাধনা [স] **১** *বি* ভাবের আরাধনা। 'কর্মে শক্তি আনিবার জন্য ভাব-সাধনা কর।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* পরম তত্ত্বের সাধনা। 'তিনি লালনের ভাবসাধনার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাবসাব ১ *বি* ভাবভঙ্গি। 'ভাবসাব দেখে আমার সব সময় মনে হয়েছে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* ঘনিষ্ঠতা। 'মেয়েদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ভাবসিন্ধু [স] *বি* ভাবের সাগর। 'জন্মিছে প্রেমের মুক্তা ভাব সিন্ধু যথা।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভাবসূত্র [স] *বি* ভাবরূপ সূত্র; কল্পনা। 'কতরূপ ভাবসূত্র মানবের মনে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভাবসৃষ্টি [স] *বি* মানসিক সৃজনশীলতা। 'নিজের ভাবসৃষ্টিদ্বারা নিজের এই-যে বিস্তার রচনা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবসৈন্য [স] *বি* ভাবরূপ সৈন্য। 'প্রভুর শরীরে যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবসৌন্দর্য [স] *বি* কল্পনার সৌন্দর্য। 'ভাবসৌন্দর্যও গভীরভাবে বদ্ধমূল হইয়া আপনাকে বিকশিত করিবার অবসর পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবস্রোত [স] *বি* আবেগের ধারা। 'উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবহারানিয়া [স ভাব+স হারী] *বিণ* ভাবুক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাবহিল্লোল [স] *বি* ভাবতরঙ্গ; ভাবের উচ্ছ্বাস। 'মানবপ্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবাকাশ [স] *বি* ভাবরূপ আকাশ। 'একটা মহানির্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবাকুল [স] *বিণ* আবেগপ্রবণ। 'কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'কবি ভাবাকুল হয়ে রয়েছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভাবাকুললোচনা [স] *বিণ স্ত্রী* ভাবাচ্ছন্ন চোখবিশিষ্ট। 'কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবাগ্নি [স ভাব-অগ্নি] *বি* ভাবরূপ অগ্নি। 'ভাবাগ্নি স্ফুলিঙ্গ শিখা উঠিয়া প্রবল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাবাচিন্তা [ভাবা+স চিন্তা] *বি* চিন্তা-ভাবনা। 'আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা ভাবাচিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভাবাড়ম্বর [স] *বি* আবেগের ঘনঘটা। 'আধুনিক কোনো লেখকের ভাবাড়ম্বরে পূর্ণ গদ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভাবাত্মক [স] *বিণ* ভাবময়। 'অন্তঃকরণের কোনো ভাবাত্মক যোগ আমরা দেখিতে পাই না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবাদর্শ [স] *বি* মতবাদ। 'ইসলামী ভাবাদর্শ সম্বলিত মুসলিম ইতিহাসের ছোটোখাটো ঘটনাকে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাবানুগত [স] *বিণ* ভাবানুসারী। 'যত্রতত্র সুপ্রচুর গমক ও মীড়ের স্থলে ভাবানুগত বাক্যভঙ্গী ও সুরভঙ্গী দ্বারা গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভাবানুবাদ [স] *বি* ভাবগত অনুবাদ। 'কয়েকটা আয়াতের ভাবানুবাদ দেওয়া হল।' *বেগম*, ১৯৫২।

ভাবানুরূপ [স] *বিণ* ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবানুশীলন [স] *বি* ভাবের অনুশীলন। 'সেই সব রচনাকে নিছক ভাবানুশীলনের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া যায় না।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভাবান্তর [স ভাব-অন্তর] *বি* মানসিক অবস্থার পরিবর্তন। 'প্রভুর হৈল ভাবান্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ব্রহ্মাতে কহিল গীয়া এহী ভাবান্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভাবান্তরি [স ভাবান্তর>] *বি* মনের অবস্থার পরিবর্তন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাবান্দোলন [স] **১** *বি* চিন্তার আলোড়ন। 'সহসা যে ভাবান্দোলনে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* ভাববাদী আন্দোলন। 'প্রায় অর্ধশতাব্দিকাল ধরে সে দেশে যে নবীন ভাবান্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

ভাবান্বিত [স] *বিণ* চিন্তিত। 'তাঁরা ভাবান্বিত হবেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ভাবাপন্ন [স] *বিণ* ভাবযুক্ত। 'বালক সকল নানা বিদ্যার অভ্যাস ও আলোচনা দ্বারা মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ভাবাপ্লুত [স] *বিণ* ভাবোন্মত্ত। 'ভাবাপ্লুত হয়ে সজ্ঞানে প্রার্থনা করেও সে মনে কোনো শান্তি পাচ্ছে না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভাবাবলম্বন [স] *বি* মূল বিষয়বস্তু অনুসরণ। 'অনুবাদ বা ভাবাবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

ভাবাবিষ্ট [স] *বিণ* ভাবে আবিষ্ট। 'সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

ভাবাবেগ [স] *বি* ভাবোচ্ছ্বাস। 'ভাবাবেগে প্রভু তাঁহা করিল পয়ান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবাবেশ [স ভাব-আবেশ] *বি* ভাবের বিহ্বলতা। 'নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাবাভাব [স ভাব-অভাব] *বি* ভাব ও অভাব। 'ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ।' *চর্যা ৯*, ১২০০।

ভাবাভাবি *বি* চিন্তা-ভাবনা। 'এ সব ভাবাভাবির পূর্বেই আরেকখানা সরেস গোল হয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ভাবামৃত [স] *বি* ভাবের অমৃত। 'আপন ভাবামৃতের অবারিত সদাব্রতে আকর্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবার্থ [স] **১** *বি* নিগূঢ় অর্থ। 'তাহার ভাবার্থই বুঝা যায় না।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* মূল অর্থ। 'নিজেকে আসীন করাই উপাসনা শব্দের উৎপত্তিমূলক ভাবার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৩** *বি* অভিপ্রায়। 'আমার ভাবার্থ শুনে পতিতের চোখ ওর হাঁ-কে ছাড়িয়ে গেল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ভাবাশ্রয়ী [স] *বিণ* কল্পনাপ্রবণ। 'এই আদর্শবাদী, ভাবাশ্রয়ী ... আলোচনার বিপদ এইখানেই।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

ভাবে-ভরা *বিণ* আকুলতাপূর্ণ; আবেগময়। 'যাহা মুখে আসে অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভাবে-ভোলা *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'এই ভাবে-ভোলা তাপস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভাবের ঘোর *বি* ভাববিহ্বলতা। 'প্রেমিকের দু-নয়নে লাগিবে ভাবের ঘোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভাবের চিহ্ন *বি* ধারণার প্রতীক। 'কথা ভাবের চিহ্ন (signs of ideas), আর ধরন অনুভাবের চিহ্ন (signs of feeling)।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভাবের জ্যোতি *বি* ভাবনার আলোকশিখা। 'আমার কাছে সে একটি অপরূপ ভাবের জ্যোতিতে দীপ্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবের দৃষ্টি *বি* উপলব্ধি। 'তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

ভাবের সম্পর্ক *বি* মানসিক সম্বন্ধ। 'মানুষ আপনার হীনতাদুঃখ দূর করিবার জন্য একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া লয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবোচ্ছ্বাস [স] *বি* ভাবের প্রবল আবেগ। 'আমরা যদি এই মূর্তিটির সমালোচনার চেষ্টা করি তবে কিয়ৎপরিমাণে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ হইবে মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'হৃদয় যখন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য ভাবোচ্ছ্বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভাবোত্তপ্ত [স] বিণ ভাবে উচ্ছ্বসিত। 'অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভাবোদগম, ভাবোদ্গম [স] *বি* ভাবের উদয়। 'নানা ভাবোদগম দেহে অদ্ভুত নর্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বলিতে হৈল অতি ভাবোদ্গম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবোদয় [স] *বি* ভাবের উদ্ভব। 'যদ্যপি কাহার মমতা বহু জনে হয়/ প্রীতি-স্বভাবে কাহাকে কোন ভাবোদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবোদ্রেক [স] বি ভাবের উদয়। 'আমার মনে অনির্বচনীয় ভাবোদ্রেক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবোন্মত্ত [স] বিণ ভাববিহ্বল। 'কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভাবোন্মাদ [স] বি ভাববিহ্বলতা। 'ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভাবক [স] ১ *বি* ধ্যান। 'জজ্ঞ রক্ষা হুসি রক্ষা কৃষ্ণের ভাবক।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ভক্ত। 'ভাবক সবে সঙ্গে লৈয়া কর সঙ্কীর্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অতএব পদাতিক সকল ভাবক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* উপাসক। 'প্রেমকবি আলাওল প্রভুর ভাবক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাবকজন [স] *বি* প্রেমিক জন। 'ভাবকজনের সব নিয়ম প্রধান।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভাবন[1] [ভাবনা] *বি* চিন্তা। 'দাপ নির্আ করোঁ ভাবন চুর।' বড়ু, ১৪৫০।

ভাবন[2] [ভবন] *বি* বাড়ি। 'আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভাবনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাবনা [স] ১ *বি* চিন্তা। 'উদ্দেসে ভাবনা করি মনে করে ক্ষেম।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ধ্যান। 'খুল্লনা চণ্ডীর পদ করিআ ভাবনা সম্মুখ-দুয়ারে বহি দিলেন খুল্লনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* উদ্বেগ। 'সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বি* দুশ্চিন্তা। 'না, না গো না, কোরো না ভাবনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৫ *বি* চেতনা। 'ভাবনার সুগভরি তলে ভাবনার অতীত যে-ভাষা করিয়াছে বাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভাবনা করা *ক্রি* চিন্তা করা। 'এতাদৃশ দাস্য-ভাব ভাবনা করিলে কোন সদয় ব্যক্তির হৃদয় ব্যাকুল না হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ভাবনা-চিন্তা [স] ১ *বি* বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ ও বিবেচনা। 'আমাদের নতুন ভাব কার্যে পরিণত করতে হলে ভাবনা-চিন্তা চাই।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বি* বিচার-বিশ্লেষণ। 'প্রতিটি পাতাই অনেক ভাবনাচিন্তা করে পড়ে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভাবনাচ্ছন্ন [স] *বিণ* চিন্তাগ্রস্ত। 'তাঁর মুখ ভাবনাচ্ছন্ন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভাবনানল [স] *বি* দুর্ভাবনা। 'করুণাময় আমার এই ভাবনানল উত্তর জলে নিবারণ করিতে হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ভাবনা-ফাঁদ [স ভাবনা+ফা ফন্দ] *বি* চিন্তার ফাঁদ। 'মিথ্যা দিয়ে জাল বুনি ভাবনা-ফাঁদের।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভাবনাভাবাতুর [স] *বিণ* চিন্তামগ্ন। 'আমি ফের বিষণ্ণ, গম্ভীর, ভাবনাভাবাতুর হয়ে উঠি।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

ভাবনামগ্নতা [স] *বি* চিন্তামগ্নতা। 'সে-সবের আসা-যাওয়ার মত একটা ঠাণ্ডা নিঃশব্দ ভাবনামগ্নতা ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভাবনামুক্ত [স] *বিণ* চিন্তাহীন। 'অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা, শুন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ভাবনামূলক [স] *বিণ* চিন্তামূলক। 'উচ্চ স্তরে উঠে পেলেম আর্টের মধ্যে ভাবনামূলক সাদৃশ্য।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবনার প্রাঙ্গণ *বি* কল্পনার জগৎ। 'ভাবনার প্রাঙ্গণে খনে খনে আলিপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাবনারাজ্য [স] *বি* কল্পনার জগৎ। 'ভাবনারাজ্যে এই চেষ্টার আর বিরাম নাই।' *রবীন্দ্রনাথ*, ১৯০৭।

ভাবনালোকিত [স] *বিণ* ভাবনার আলোয় আলোকিত। 'ভাবনালোকিত সব মানুষের ক্রম।' *জীবন*, ১৯৪০।

ভাবনাহীন [স] *বিণ* দুশ্চিন্তামুক্ত। 'চিত্ত ভাবনাহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভাবনি [স ভাবন>] *বি* অতিরিক্ত সাজসজ্জায় অনুরাগী নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাবনিয়া [স ভাবন>] *বি* কল্পনাশীল ব্যক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাবরা [স বাষ্প] *বি* তপ্ত জলীয় বাষ্প। 'বাবা নীলের গুদাম ভাবরার ঘর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভাবা, ভাবানো [স ভাব্>] ১ *ক্রি* চিন্তা করা। 'সব ধীর নহে মনে ভাব গোআলী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* দুশ্চিন্তা করা। 'ওগো তোমরা মিছে ভাব/ আমি যাবই যাবই যাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **ভাব** *ক্রি* চিন্তা করো। 'সব ধীর নহে মনে ভাব গোআলী।' বড়ু, ১৪৫০। **ভাবএ** *ক্রি* চিন্তা করে। 'সংসার অসার জানি মনেত ভাবএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভাবচি** *ক্রি* ভাবছি। 'আমি ভাবচি দেখতে পেলেই তাড়াবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **ভাবছিলুম** *ক্রি* ভাবছিলাম। 'চিঠিটা পড়ে আমি ভাবছিলুম যে, এটা সত্যি বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **ভাবত** *ক্রি* চিন্তা করে। 'উজির দৌলত ভাবত সতত পুরিতে মনের চাহা।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভাবতুম *ক্রি* ভাবতাম। 'তখন ভাবতুম এখানে যদি মদন থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **ভাবয়** *ক্রি* চিন্তা করে। 'এক চিত্তে যেই জনে যাহাকে ভাবয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভাবলেম** *ক্রি* চিন্তা করলাম। 'তার পর ভাবলেম, তাই বা কেমন করে হবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **ভাবহ** *ক্রি* পাও। 'কেহ্নে দুখ ভাবহ মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাবাইত** *ক্রি* চিন্তা করতে। 'আন ভাবাইত বিহি আন ফল দেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভাবি** *ক্রি* চিন্তা করি। 'বৃক্ষমূলে বসিএ বিজোগ ভাবি একা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ভাবিঅ** *ক্রি* মনে করবে। 'মোহোরে তোহ্মার মনে না ভাবিঅ ভিন।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভাবিআ** *ক্রি* ভেবে। 'এমন বিচার বীর মনেত ভাবিআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভাবিআঁ** *ক্রি* ভেবে। 'আপণে ভাবিআঁ দেখ থীর করী মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাবিবে** *ক্রি* চিন্তা করবে। 'মনে না ভাবিবে বাবু।' *ভবানী*, ১৮২৫। **ভাবিয়া** *ক্রি* ভেবে। 'ভাবিয়া কহেন মহাশয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ভাবিলে** *ক্রি* ভাবলে। 'হেরম্ব ভাবিলে মনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ভাবিহ** *ক্রি* ভেবো। 'তোহ্মে দুখ না ভাবিহ মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাবী** *ক্রি* ভেবে। 'বুঝ ভাবী আপণ আন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভাবোঁ** *ক্রি* ভাবো; স্মরণ করো। 'যথা থাকোঁ সদাএ ভাবোঁ সেই ঈশ্বর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভাব্য ১** *ক্রি* ভাববো। 'প্রচার যেমন কাব্য শুনয়ে তেমন ভাব্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* ভেবো। 'ভাব্য নাই ভয় তেজ ভবনে যায় ঝট।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভাবি ভাবি *ক্রিবিণ* নিরন্তর চিন্তা ক'রে। 'অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভেবেচিন্তে *ক্রিবিণ* বিচার-বিবেচনা ক'রে। 'আমি তো অনেক ভেবেচিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভেবে দেখা *ক্রি* বিবেচনা ক'রে দেখা। 'ভেবে দেখা ফলিয়ে বলা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কমিয়ে-বাড়িয়ে বলার অবসর নেই।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাবানুবাদ *দ্র* ভাব

ভাবান্তর *দ্র* ভাব

ভাবার্থ *দ্র* ভাব

ভাবালু [স] **১** *বিণ* ভাবপ্রবণ। 'ভাবালু সংগীতে পুন পরান্তের দুর্জ্জেয় বিজয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭। **২** *বিণ* কল্পনাবিলাসী। 'আমরা সবাই ... ভাবালু আত্মকরুণায় আছি মগ্ন।' *বুদ্ধ*, ১৯৪২।

ভাবালুতা [স] *বি* ভাবপ্রবণতা। 'বাঙালিস্বভাবের ভাবালুতা সকলেই স্বীকার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'পশ্চিমবঙ্গের শৌখিনদের মতো ভাবালুতায় আর্দ্রচিত্ত নই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাবি[1] [স ভাবী] *বিণ* ভবিষ্যতে হবে এমন। 'কুমারীর এই বাক্য শুনিয়া ভাবি বর ইঙ্গিতজ্ঞ পণ্ডিতের যথাপ্রদর্শিত অভিনয় দ্বারা উত্তর করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। *দ্র* **ভাবী**[1]

ভাবি[2] [স ভাব>] *বি* ভাবুক। 'ভাবের ভাবি থাকলে সদাই গুপ্ত-ব্যক্ত নীলা সব জানা যাবে।' *লালন*, ১৮৯০।

ভাবি[3] *দ্র* **ভাবী**[2]

ভাবিক [স] *বি* প্রেমিক। 'নানাভাব থাকে যার সে নহে ভাবিক।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ভাবিত [স] **১** *বিণ* চিন্তিত। 'কোনহ সম্বাদ নাপাইয়া ভাবিত আছি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বিণ* উদ্বিগ্ন। 'আমি একটু ভাবিত হইয়া বলিলাম ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮। **৩** *বি* চিন্তালব্ধ বিষয়। 'মুখ খুললে শুধু ভাবিতের প্রকাশ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ভাবিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* চিন্তাগ্রস্তভাবে। 'কয়েক মুহূর্ত ভাবিতভাবে নীরব থাকেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভাবিত হওন *বি* চিন্তাযুক্ত হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* চিন্তিত। 'ও কন্যা তোমাকে কেন ভাবিতা দেখিতেছি।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ভাবিনি, ভাবিনী[1] [স ভামিনী] *বি* প্রেমিকা। 'রাইকো পেখি উপেখি জগ ভাবিনী ভাবি রহই হৃদিমাঝ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'তবে কথোকালে দৈবকী ভাবিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভাবিনীবর *বি* প্রেমিকা। 'পরম ভাবিনীবর বিরহ-তাপিনী।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভাবিনী[2] [স ভাবী] *বিণ স্ত্রী* ভাবী; ভবিষ্যতের। 'আমার ভাবিনী বধূর পাণিগ্রহণে সাতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

ভাবী[1] [স] *বিণ* ভবিষ্যৎ। 'রাজাদের মধ্যে দুই গত, এক বর্ত্তমান, তিন ভাবী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভাবীকাল [স] *বি* আগামী দিন। 'ভাবীকালের দিগন্ত উঠল নবজীবনের প্রভাত-আভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভাবীকালগান [স] *বি* আগামীকালের সংগীত; ভবিষ্যতের গান। 'নয়ন মুদিয়া ভাবীকালগানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভাবীকালবাসী [স] *বি* ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। 'ভাবীকালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভাবীকেলে [স ভাবীকাল>] *বিণ* ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন। 'দিলেম ফেলে ভাবীকেলে কীর্তিকলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভাবীফল [স] *বি* ভবিষ্যৎ পরিণাম। 'ইহার ভাবীফল সর্ব্বাংশে শুভই হইবে।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

ভাবীলোক [স] *বি* ভবিষ্যৎ জীবন। 'মন তখন ছিল অদৃষ্টনিরূপিত তার ভাবীলোকের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাবী[2] [হি] *বি* বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। **ভাবী-সাব** [হি ভাবী+আ সাহিব] *বি* (সম্মানার্থে) বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী; ভাবী সাহেব। 'এ কথা লইয়া ভাবী-সাব মোরে তামাশা করিত শত।' *জসীম*, ১৯২৭।

ভাবিজি [হি ভাবী-জী] *বি* (সম্মানার্থে) ভাইয়ের বউ। 'ভাবিজির কাছ হতে দু-চারটে বই আর মাসিকপত্র সঙ্গে এনেচি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভাবুক [স] **১** *বি* সাধক। 'ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* চিন্তাশীল। 'কাউকে কাউকে ভাবুক বললেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* ভাবপ্রবণ; চিন্তাশীল। 'আমার প্রকৃতি ... সৌন্দর্য চায়, ভাবুক মানুষের সঙ্গ চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বি* দার্শনিক। 'প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভাবুকতা [স] *বি* ভাবের আচ্ছন্নতা। 'সেই ভাবুকতা দেশের সমস্ত লোকের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাবুকতাপূর্ণ [স] *বিণ* ভাববিহ্বল। 'তাহার মুখমণ্ডল বেশ ভাবুকতাপূর্ণ।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ভাবুকতা-প্রকৃতিস্থ *বিণ* ভাবের দিক দিয়ে প্রকৃতস্থ; বাস্তববাদী। 'এ হল সেন্টিমেন্ট, ভাবুকতা-প্রকৃতস্থ কাজের লোকের মতো কথা ইহাকে বলা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ভাবুকসভা [স] *বি* ভাবুকদের মিলনক্ষেত্র। 'পূর্বে কেবল ভাবুকসভার

জন্য পদ্য ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাবুটি [স ভাব>] *বি* কপটতা। 'ভাবুটি করিয়া কিছু কয় কুমন্ত্রণা করে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভাবুনি *বি* ভাবনা। 'হাজা ও শুকার ভাবুনি যাদের।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

ভাবুনে [স ভাব>] *বি* চিন্তাশীল ব্যক্তি। 'তোর মতো এমন ভাবুনে দেখিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভাবুয়া [স ভাব>] ১ *বিণ* কাল্পনিক। 'ভাবুয়া বস্তু।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* বেশ্যাসক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাবুয়া পুত্র *বি* জারজ পুত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাবুয়া হওয়া *ক্রি* প্রেমে পড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাবের ঘোর *দ্র* ভাব

ভাবৈক *বিণ* ভাবুক। 'হিন্দু ভক্তিদর্শনের ভাবৈকরসের সন্ধান দিয়েছেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভাবোদয় *দ্র* ভাব

ভাবোন্মত্ত *দ্র* ভাব

ভাব্য [স] *বিণ* ভবিতব্য। 'ভাব্য ভাবনাতে কভু খণ্ডান না যাবে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ভাভরিআলী *বি* ছেনালি। 'কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।' *চর্যা ১৮*, ১২০০।

ভাম[1] [স ভ্রান্ত] *বিণ* ভ্রান্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাম[2] [স] *বি* ক্রোধ। 'মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে, পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভাম[3] *বি* খাটাশজাতীয় জন্তু। 'ভাম, শৃগাল, বনবিড়াল প্রভৃতি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভামবিড়াল *বি* এক ধরনের বনবিড়াল। 'এখন সেটা ... ভামবিড়ালের আস্তানা!' *সুনীল*, ১৯৭০।

ভামিনী [স] ১ *বি* নারী। 'সামান্য বংশস্থ ভামিনীগণাপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩। ২ *বি* প্রেমিকা। 'আনমনা আমারি মতন/ আমার ভামিনী।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

ভায়[1] [স ভাব] ১ *বি* রীতি; ভাব। 'না জাণো শিশুমতী সুরতির ভায়।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ভালোবাসা। 'তথাপিহ ভায় নাই তাতারের সনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভায়-ভারিক্কি *বিণ* গম্ভীর। 'তারপর তার-ভারিক্কি মুখের তোয়াজটা অপ্রশস্ত হাসির আকারে মেলে ধরে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ভায়[2] *দ্র* ভাওয়া

ভায়রা-ভাই [স ভ্রাতৃ>] ১ *বি* স্ত্রীর বোনের স্বামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'স্বীয় ভায়রাভাইয়ের সহিত বিবাদ করিয়াছেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৪। ২ *বিণ* সমগুণসম্পন্ন। 'এই গুর্খা আর তাদের ভায়রা-ভাই 'গাড়োয়াল'।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভায়া [স ভ্রাতা] *বি* ভাই; ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 'পশ্চাত জানিব ভায়া চতুর কেমন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভায়াজী *বি* ভাইসদৃশ ব্যক্তি। 'মযুমদার ভায়াজীর রাজলক্ষ্মী ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভায়াদ [স ভ্রাতৃ>] *বি* জ্ঞাতি-ভাই, যারা অভিন্ন সম্পদের উত্তরাধিকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভায়াদগিরি *বি* জ্ঞাতিত্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভায়াদি *বি* জ্ঞাতিত্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভায়ি [স ভ্রাতৃ] *বি* ভাই। 'মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভায়োলিন [ই] *বি* বেহালা। 'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন নাকি আমি বিপ্লবী-মনতুষি!' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভায়োলেট, ভায়লেট [ই] ১ *বি* বেগুনি রং। 'শুভ্র বস্ত্রের উপর ধরিলে, লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল, ও ভায়লেট এই সাতটি বর্ণ পরে পরে দেখিতে পাওয়া যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* বেগুনি রঙের ফুলবিশেষ। 'লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োলেট আমাদের নিকট নামমাত্র।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ভায়োলেন্স [ই] *বি* সহিংসতা। 'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন নাকি আমি বিপ্লবী-মনতুষি!' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভায্যা [স ভ্রাতৃ] *বি* ভাই। 'ধর্মকেতু ভায্যা সনে কইনু লেনা দেনা তাহা হইতে ভাইপো হইআছ অধিক সেয়ানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভার [স] ১ *বি* বাঁক; ভারযষ্টি। 'ভার সম কর দধি যেহ্ন নাহি টলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুচাঁছে চাঁচিল ভার দুঈ মুঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বোঝা। 'ভার বহোঁ সুখেঁ যবেঁ দেহ রতি আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* দায়িত্ব। 'নিভায় সকল অগ্নি তোমারে ভার দিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৪ *বিণ* ভারী; বেশি ওজনবিশিষ্ট। 'বালা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* অসন্তুষ্টি প্রকাশ। 'আমাপ্রতি মহাশয় মনের মর্ধে ভার করিয়াছেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৬ *বিণ* দুঃসাধ্য। 'ইহার পর গৌনে জে কাপড় আসিবেক তাহা বিক্রী হওয়া ভার হবেক।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯১। ৭ *বি* ওজন। 'তাহার ভার ব্যামহদায়ক হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৮ *বিণ* কঠিন। 'প্রেক্ষক জনের জনতা কুতূহল স্থানে সমাবেশ হওয়া ভার হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৯ *বি* আবেগ। 'হৃদয়ের ভার বহিতে পার না, আছ মাথা নত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ১০ *বিণ* সংকটজনক। 'এখন আমার প্রাণে বাঁচা ভার করি কি উপায়।' *লালন*, ১৮৯০। ১১ *বি* আবর্জনা। 'আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলি হয়েছে বোঝা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ১২ *বি* দায়। 'তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভারঅবনত [স] *বিণ* ভারে অবনত। 'সেই দিন ভারঅবনত।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

ভারকেন্দ্র [স] *বি* বস্তুর ভারের মধ্যবিন্দু। '... সেই অতি সূক্ষ্ম বিন্দুমাত্র স্থানকে ভারকেন্দ্র কহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬; 'ভারকেন্দ্র বলে কোনো জিনিস বেশির ভাগ হাঁড়ি-কলসীতে নেই।' *মুক্তজবা*, ১৯৫২।

ভারক্লান্ত [স] *বিণ* ভার বহনে পরিশ্রান্ত। 'ভারক্লান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভারগ্রস্ত [স] ১ *বিণ* দায়বদ্ধ। 'কন্যা ভগিনী ইত্যাদি বিবাহের ভারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগ্যে কেন যাতায়াত করান।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বিণ* ভারাক্রান্ত। 'বোঝাধারা ভারগ্রস্ত ও ক্লান্ত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ভারচালন [স] *বি* বোঝা চালানো। 'ভার একটা ভারবহনের এবং ভারচালনের শক্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভারত্ব [স] *বি* ওজনের অবস্থা। 'ভারত্ব, কাল, গতি প্রভৃতির কল্পনা ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভার পড়া *ক্রি* দায়িত্ব আরোপিত হওয়া। 'আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভারপ্রাপ্ত [স] *বিণ* সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'সম্মেলনের ভারপ্রাপ্ত

সভানেত্রী বেগম আখতার।' *বেগম*, ১৯৬২।

ভার বওয়া, *ক্রি* দায়িত্ব পালন করা। 'রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভারবৎ [স] *বিণ* ভারী। 'পোতস্থ ভারবৎ বস্তু সকল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভারবস্তু [স] *বি* ওজন। 'তাঁহার শরীরের আকার, স্থূলতা, ভারবস্তু যেরূপ, তিনি তৎপরিমাণে ঐ সকল বিষয় প্রাপ্ত হয়েন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভারবহ [স] *বিণ* মালামাল বহনকারী। 'একটি আবশ্যক ভারবহ আসবাবের স্বরূপ দেখিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভারবহন [স] *বি* বোঝা বয়ে নেওয়া। 'তার একটা ভারবহনের এবং ভারচালনের শক্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভারবান [স] *বিণ* ভার আছে এমন। 'অতি সারবান ভারবান নিশ্চল ধুলোমাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভারবাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* ভার বহনকারী। 'সর্বজনের ভারবাহিনী করুণমন্থর গোরুর গাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ভারবাহী [স] *বিণ* মালামাল বহন করে এমন; ভার বহনকারী। 'পতাকাবাহী, ভারবাহী, প্রহরী আর জনকয়েকমাত্র সৈন্য উপস্থিত ছিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

ভার-ভার ১ *বিণ* গম্ভীর। 'হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* রাশি রাশি। 'ভারভার ক্ষীর দই দিয়ে মোটা পেট ঠাণ্ডা রাখে।' *অবন*, ১৮৯৬।

ভারমুক্ত [স] **১** *বিণ* দায়মুক্ত। 'বিমাতার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া ভারমুক্ত মাতা শান্তি লাভ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* নিরুদ্বিগ্ন। 'স্মৃতিভাবে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'নিজেকে হঠাৎ ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল।' *মানিক*, ১৯৩৫। **৩** *বিণ* ভারহীন। 'সে এখন ভারমুক্ত, আশ্বিনের সাদা মেঘের মতো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ভারমোচন [স] *বি* দুঃখ থেকে মুক্তিদান। 'পরমেশ্বর নরলোকের ভারমোচন এবং ... মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভার লওয়া *ক্রি* দায়িত্ব গ্রহণ করা। 'আমি তাহার ভার লইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভারলাঘব [স] *বি* বোঝা হ্রাস। 'আমাদের ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র সমাজ সেই রকম ভারলাঘবের উপায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভারসহিষ্ণুতা [স] *বি* ভার সহ্য করার ক্ষমতা। 'ধরণী সদৃশ ভারসহিষ্ণুতা প্রাপ্ত হইবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভারসামঞ্জস্য [স] *বি* ভারসাম্যবিধান। 'নিজের ভারসামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভারসাম্য [স] *বি* সামঞ্জস্য। 'শরীর পাৎলা বলিয়া কথার ভারসাম্য রক্ষার জন্য তার পায়ে চাঞ্চল্য।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভারসাম্যকামী [স] *বি* ভারসাম্য প্রত্যাশা করে এমন। 'ট্রাজিক নায়কের রূপান্তর ঘটেছে ... ভারসাম্যকামী অথচ গতিশীল ... এবং হিসেবি নায়কে।' *শিব*, ১৯৬০।

ভারসাম্য দৌড় *বি* মুখে কিংবা মাথায় কোনোকিছু রেখে যে দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। 'ভারসাম্য দৌড়।' *বেগম*, ১৯৭০।

ভারসাম্যহীন [স] *বিণ* অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 'নিতান্ত শ্রীবর্জিত, অবিন্যস্ত ও ভারসাম্যহীন বাঙলা গদ্য ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথম ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

ভারস্বরূপ [স] **১** *বিণ* ভারগ্রস্ত। 'শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **২** *বিণ* বোঝার মতো। 'মদ্রাসার ছাত্রেরা সমাজের পক্ষে ভারস্বরূপ।' *সওগাত*, ১৯২৯।

ভার হওয়া *ক্রি* বিষণ্ণ হওয়া। 'শুনিয়া মামার মন ভার হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'মনটা কেমন ভার হয়ে আসে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

ভারহীন [স] **১** *বিণ* ভারমুক্ত; দায়মুক্ত। 'একঘেয়ে ভারহীন অনুভূতিহীন প্রেমহীন।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* হালকা; নির্ভার। 'বর্তমানটা এমনি ভারহীন।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভারাকর্ষণ [স] **১** *বি* ভরকেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ; মাধ্যাকর্ষণ। 'এই সমস্ত দ্বৈতের মধ্যে ভারাকর্ষণের এক নিয়মের কোথাও বিচ্ছেদ দেখি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* দায়িত্ব নেওয়ার ঝোঁক। 'বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভারাকীর্ণ [স] *বিণ* ভারপূর্ণ। 'খণ্ড খণ্ড দণ্ডে পলে ভারাকীর্ণ চিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভারাক্রান্ত [স] **১** *বিণ* ভারী। 'অধিক মৃত্তিকা পাত্রের বোঝাতে ভারাক্রান্ত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* পূর্ণ। 'সহস্র২ গ্রন্থেতে ঐ ভাণ্ডার ভারাক্রান্ত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **৩** *বিণ* সংযুক্ত। 'অক্ষম পুত্র আপনাকে স্ত্রীভারাক্রান্ত দেখিয়া নতশির হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৪** *বিণ* ভারবিশিষ্ট। 'নেত্রদ্বয় ক্রমে ক্রমে ভারাক্রান্ত ও নিমীলিত হইয়া অল্পে অল্পে নিদ্রাকর্ষণ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৫** *বিণ* দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'যে ব্যক্তির পারগতা আছে তাঁহাকে তদ্বিষয়ের ভারাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **৬** *বিণ* পরিপূর্ণ। 'সুগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **৭** *বিণ* দুঃখে কাতর। 'মনটা আমার হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৩৯।

ভারাতুর [স] **১** *বি* ভারাক্রান্ত জন। 'জরা-ভারাতুরে নবীন করো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বিণ* ভারাক্রান্ত। 'তাঁহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভারাবর্তন [স] *বি* মাধ্যাকর্ষণ। 'যাকে গ্রাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না ব'লে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভারার্পণ [স] *বি* ভার বা দায়িত্ব দান। 'মাজিস্ট্রেটসাহবেদিগের উপর ভারার্পণ করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ভারে ভার *ক্রিবিণ* রাশি রাশি। 'চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভারে ভারে ১ *ক্রিবিণ* থোকায় থোকায়। 'পথপাশে দুই ধারে বেলফুল ভারে ভারে ফুটে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রিবিণ* রাশি রাশি। 'মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব, নেব ভারে ভারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ভেরে ওঠা [স ভার>] *ক্রি* ভারী হয়ে ওঠা। 'মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভেরে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ভেরে যাওয়া *ক্রি* ক্লান্ত হওয়া। 'হাত ভেরে গেলে চিত হ'য়ে থাকলেই হ'ল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভারই [স ভরদ্বাজ] *বি* পাখিবিশেষ। 'গুড়গুড় ভারই ঘটা টুনটুনি তালচটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভারকুন্দা *বি* ব্যাঙের ছাতা; মাশরুম। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ভারত[১] [স] **১** *বি* মহাভারত। 'দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ-ভারতে।' *বৃন্দা*,

১৫৮০। ২ *বি* ভারতবর্ষ। 'জগৎ-ধনাগার ভারত এক্ষণে ধনশূন্য ও অপর্য্যাপ্ত ঋণগ্রস্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভারত-ইতিহাস [স] *বি* ভারতবর্ষের ইতিহাস। 'ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভারত-ঈশ্বর [স] *বি* ভারতের অধিপতি; ভারত-সম্রাট। 'এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভারতচিত্র [স] *বি* ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থা। 'সে সময়ের ভারতচিত্র মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারত-জাগানো *বিণ* ভারতকে উদ্বোধিত করে এমন। 'এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যে যে-সকল ভারত-জাগানো গানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভারতজাত [স] *বিণ* ভারতে উৎপন্ন। 'সমগ্র সভ্যজগৎ ভারতজাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারতজীবী [স] *বিণ* ভারত-কেন্দ্রিক। 'ভারতজীবী কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভারততনয় [স] *বি* ভারতবাসী। 'ভারততনয় কুণ্ঠিত সতত দীনি আমাসবে স্বাধীন জীবন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভারতদ্বেষ্টা [স] *বিণ* ভারত-বিদ্বেষী। 'এঁরা কি ভারতদ্বেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভারতদ্রোহী [স] *বিণ* ভারতবিরোধী। 'ইংরাজ যদি ক্রমশই ভারতদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভারত-পরিক্রমা [স] *বি* ভারতভ্রমণ। 'কৃচ্ছ্রসাধন করে ভারত-পরিক্রমা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হক তা সুগভীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভারতবন্ধু [স] *বি* ভারতের বন্ধু। 'সবিশেষ অনুসন্ধানপূর্বক ঐ মহানুভব ভারতবন্ধুর সবিস্তার জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে যত্নবান রহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৭০।

ভারতবর্ষ [স] *বি* অবিভক্ত ভারত – বর্তমান ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটান সম্মিলিত অঞ্চল। 'হিমাদ্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে ভারতবর্ষের এই নিশ্চয় প্রামাণ্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভারতবর্ষস্থ [স] *বিণ* ভারতবর্ষে বসবাস করে এমন। 'তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকের চিত্ত হইতে অন্তর্ধান হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারতবর্ষি [স ভারতবর্ষীয়] *বিণ* ভারতবর্ষের। 'ভারতবর্ষি জাত বলতে এ দুটোর কোনটা বলা শক্ত।' *অবন*, ১৯২৫।

ভারতবর্ষীয় [স] ১ *বিণ* ভারতবর্ষে বসবাস করে এমন। 'ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের যেমত অনুরোধ রাখে।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *বিণ* ভারতবর্ষের। 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় যে তর্জমা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভারতবর্ষীয়া [স] *বি স্ত্রী* ভারতবর্ষের অধিবাসী। 'কোনো কোনো ভারতবর্ষীয়া যখন স্মার্ট দেখাবার লোভে চিবুকের সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ভারত-বাণিজ্য [স] *বি* ভারতে আমদানি ও রপ্তানি। 'প্রতিপক্ষশূন্য হইয়া ভারত-বাণিজ্য স্বহস্তে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভারতবাসী [স] *বি* ভারতের অধিবাসী। 'ইহা ভারতবাসীর অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভারত-বিধাতা [স] *বি* ভারতের প্রভু; ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা। 'সাধে ভারত-বিধাতা কি চোখ বেঁধে ঐ মুখ লুকান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভারতভাগ্য-বিধাতা [স] *বি* ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা। 'জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্যবিধাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ভারত-ভুবন [স] *বি* ভারতরূপ জগৎ। 'ওরে শশী কী দেখিস আর এ ভারত-ভুবনে।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

ভারতভূম [স] *বি* সমগ্র ভারতবর্ষ। 'সিংহলিআ দুয়াচার/ ভারতভূমের পার/ চারি মাস দ্রঢ় কর হিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভারতভূমি [স] *বি* সমগ্র ভারতবর্ষ। 'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভারত-মন্ত্রিসভা [স] *বি* ভারতবর্ষের মন্ত্রীসভা। 'ভারত-মন্ত্রিসভায় ল্যাঙ্কাশিয়ারকে ছাড়িয়া দিয়াই একটা আইন পাস করিয়া দিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভারতমহাসাগর [স] *বি* ভারতবর্ষের দক্ষিণে অবস্থিত মহাসাগর। 'ভারতমহাসাগর মধ্যবর্ত্তী ... দ্বীপই ইহাদের আবাসভূমি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'ভারতমহাসাগরের মত কেবল চারিদিকে নীল জল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভারতমহিলা [স] *বি* ভারতবর্ষের স্ত্রীলোক। 'ভারতমহিলারা স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা, বিনয়, দয়ামায়া, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি কোমল গুণে অলঙ্কৃতা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভারতমাতঃ [স] *বি* মাতারূপ ভারত। 'ভারতমাতঃ! তোমার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ হইলে অন্তঃকরণ ... পুলকিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারতমাতা [স] *বি* মাতৃরূপী ভারতবর্ষ। 'ভারতমাতা কাঁদিলেন, কিন্তু সন্তানেরা বুঝিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারতলক্ষ্মী [স] *বি* ভারতের কল্পিত সৌভাগ্যের দেবী। 'ভারতলক্ষ্মী পূর্ব্বধাম ত্যাগ করিয়া এক্ষণে পশ্চিমপ্রান্তে অধিষ্ঠান করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারত-সন্তান [স] *বি* ভারতের অধিবাসী; স্বদেশবাসী। 'এমন ভারত-সন্তান আমার জানা আছে যে নীলনেত্রের কাছেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভারতসমুদ্র [স] *বি* ভারত মহাসাগর। **ভারতসমুদ্রবর্ত্তী, ভারতসমুদ্রবর্ত্তী** [স] *বিণ* ভারত মহাসাগর অঞ্চলের। 'অদ্যাপি ভারতসমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ নিবাসী হিন্দু বণিকেরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারত-সাগর [স] *বি* ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র। 'সেই আমি, ডুবি পূর্বে ভারত-সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভারতসাম্রাজ্য [স] *বি* ভারতবর্ষ নামক বিশাল ভূখণ্ড। 'আমরাই ভারতসাম্রাজ্যের শিখরচূড়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভারতসিন্ধু [স] *বি* ভারত মহাসাগর। 'ভারতসিন্ধু গর্জ্জি উঠিল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভারতাভিমুখ [স] *বিণ* ভারতের উদ্দেশ্যে গমনোদ্যত। 'একটি আরবাভিমুখ, অপরটি ভারতাভিমুখ।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ভারতী [স ভারতীয়] *বিণ* ভারতীয়। 'কোথাকার মহিলা সে ... ভারতী নর্তকি?' *জীবন*, ১৯৪০।

ভারতীয় [স] *বিণ* ভারতবর্ষীয়। 'ভারতীয় রাজ্যসংস্থান ফিউডাল নিয়মেই সংস্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭৪।

ভারতীয়ত্ব [স] *বি* ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। 'যখন তত্ত্বজ্ঞানী এসে বলেন, সাত্ত্বিকতা হল ভারতীয়ত্ব, রাজসিকতা হল য়ুরোপীয়ত্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'এর মধ্যে ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে ... আছে মার্কিনত্ব, চৈনিকত্ব, ইহুদীত্ব।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ভারতেশ্বরী [স] *বি স্ত্রী* ভারতের অধিপতি। 'এই উপদেশটি ভারতেশ্বরী ও তাঁহার ... প্রতিনিধিগণের হৃদয়ে জাগরূক করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভারতৈশ্বর্য, ভারতৈশ্বর্য্য [স] *বি* ভারতের সম্পদ। 'বাণিজ্যই ভারতৈশ্বর্য্যের একটি প্রধান মূলীভূত কারণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভারথ [স ভারত] *বি* মহাভারত। 'বিশাই কাঁচলি লেখে ভারথপুরাণ দেখে লেখে নানা পুরাণের সার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভারত[2] [স ভরদ্বাজ] *বি* ভারুই পাখি। **ভারতপাখী** *বি* ভারুই পাখি। 'ভারত বাহিরে যাইবার সময় ছানারদিগকে পূর্ব্বমত কহিয়া গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'এক ভারতপাখী এক ক্ষেতে বাসা করিয়াছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ভারতদ্রোহী *দ্র* ভারত[1]

ভারতমহাসাগর *দ্র* ভারত[1]

ভারতলক্ষ্মী *দ্র* ভারত[1]

ভারতি[1] [স ভারতী] *বি* কথা; কাহিনি। 'এমন সুনিঞা রাজা চণ্ডীর ভারতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভারতি[2] [স ভারতী, সম্বো ভারতি] *বি* সরস্বতী। 'যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভারতী[1] [স] ১ *বি* বাণী। 'এমন সময় হইল আকাশে ভারতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ২ *বি* কাহিনি। 'পরম হরিষে কহে মধুর ভারতী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী সরস্বতী। 'কমলা ভারতী বন্দো বিজয়া নগরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভারতী-পদ [স] *বি* সরস্বতী দেবীর স্থান। 'ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভারথি [স ভারতী] *বি* কথা। 'এমন শুনিঞা মাতা পদ্মার ভারথি কপটে হইলা দেবী খুল্লনা যুবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভারতী[2] *বি* পাখিবিশেষ। 'মণিকণ্ঠী, চন্দনা, ভারতী, দোয়েল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভারতী[3] *দ্র* ভারত[1]

ভারতেশ্বরী *দ্র* ভারত[1]

ভারত্ব *দ্র* ভার

ভারদ্বাজি [স ভারদ্বাজী] *বি* বুনো কার্পাস গাছ। 'পেটারিআ পুরল্যা ভারদ্বাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভারবাহী *দ্র* ভার

ভারমুথ [ই] *বি* কড়া মদবিশেষ। 'আমার জন্য পেগ নয় ভারমুথ।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ভারসা [হি ভরোসা] *বি* ভরসা। *ওগঁ*, ১৭৮২।

ভারা [স ভার>] ১ *বি* কাজ করার জন্যে বাঁশের তৈরি উঁচু মঞ্চ। *ওগঁ*, ১৭৮২; 'ভারার বাঁশ দেওয়ালের গায়ে অমনি লাগান আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* কলা গাছের ভেলা। 'বেয়ে যাও ত্বরায়, তোমার সুধারায় যেন ভারা না ডোবে।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* স্তূপ। 'একে যাই ধেপো বিলি তাতে বই *ঠেলা* জ্বালি ওঠে শামুকের ভারা।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* বোঝা। 'রাশি রাশি ভারা ভারা/ ধান কাটা হল সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভারা ভারা *বিণ* বোঝা বোঝা। 'রাশি রাশি ভারা ভারা/ ধান কাটা হল সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভারাক্রান্ত *দ্র* ভার

ভারানি [স ভৃঞ্জ>] *বি* ধান থেকে চাল তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভারার্পণ *দ্র* ভার

ভারি [স ভারী] ১ *বি* মোট বহনকারী। 'নিয়োজিল ধনপতি ভারি দশ জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মাচের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* বেশি। 'তবু শিবের মাইনে ভারি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বিণ* বিশাল। 'ঐ ভারি বিদ্যালয় স্থাপন সাধারণোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে হইতে পারে না। *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৪ *বিণ* অত্যন্ত। 'আজ সহরের গাজোন তলায় ভারি ধুম।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৫ *বিণ* ভারসম্পন্ন। 'দশ আউন্স ওজনে ভারি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৬ *বিণ* বেশি মূল্যমানের। 'ভারি নোট ভাঙ্গাতে হেঙ্গাম।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ৭ *বিণ* ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। 'ভারি মনে হচ্ছে নিজেকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ভারিকণ্ঠ [স] *বি* গম্ভীর কণ্ঠ। 'কে যেন চাপা ভারিকণ্ঠে কথা বলছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

ভারি কথা [স ভারী-কথা] *বি* গুরুত্বপূর্ণ কথা। 'ইটালিক বর্ণ লিখনের দ্বারা ... বিশেষ ভারি কথা প্রকাশ করিবার অধিক সুগম আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ভারিত্ব [স] ১ *বি* ব্যক্তিত্ব। 'ভারী মনে হচ্ছে নিজেকে এবং ভারিত্ব দামের।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫। ২ *বি* গুরুত্ব। 'সারেঙও অনুভব করে কর্তৃত্বের ভারিত্ব।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫। ৩ *বি* প্রভাব। 'তারই ভারিত্বে হয়তো চিন্তাক্লিষ্ট মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভারি ব্যাপার [স ভারী-ব্যাপার] *বি* বিশাল বস্তু। 'শুনিলাম, মনুমেন্ট বড় ভারি ব্যাপার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভারিক্কি, ভারিক্কী [স ভারিক] ১ *বিণ* বেশি বয়স্ক। 'একটু ভারিক্কি হলে তোর ভাতারকে তুই ভালবাসবি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ২ *বিণ* গম্ভীর। 'বুলু ভারিক্কি গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৪২। ৩ *বিণ* স্থূলাকার। 'লেডীজ সীটগুলি ছেড়ে ভারিক্কী ভারিক্কী সব পুরুষেরা উঠে দাঁড়ায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮। ৪ *বিণ* গাম্ভীর্যপূর্ণ। 'যেমন ভারিক্কি তেমনি আবার সেকেলে!' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ভারিক্কিপনা *বি* গাম্ভীর্যের ভাব। 'চাদর-জড়ানো বুড়োটে ভারিক্কিপনা থেকে ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভারিক্কীচাল *বি* গুরুগম্ভীর কায়দা। 'কথাগুলি স্ত্রীকে বেশ ভারিক্কীচালে শুনাইয়া দিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভারিক্কে *বিণ* মোটাসোটা। 'টুকরো হতে হতে সেই ভারিক্কে ইঁদুর।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ভারিভুরি [স ভারী>] ১ *বি* চালাকি। 'আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* জুয়াচুরি। 'ভূপতিকে বলিস করিয়া ভারি ভুরি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভারী [স] ১ *বিণ* ভারবাহী। 'হেন ভারী দেখি লাগে ডর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* ওজনদার। 'বায়ু বাষ্পাদি অপেক্ষা ভারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। ৩ *বি* মোট বহনকারী। 'ভারী, দোকানদার, উড়েবেহারা, রেও ও

গুলিখোরেরা।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ভারীরা ভার নামাইয়া ঘাম মুছিতে লাগিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮। ৪ *বিণ* বড়ো অঙ্কের। 'পাঁচ জায়গা থেকে ভারী ভারী চাঁদা আদায় হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বি* ভারী মনে হওয়া। 'দাঁড়িয়ে যদি থাকতে পারি, চলতে ফিরতে বেজায় ভারী।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। ৬ *ক্রিবিণ* খুব বেশি পরিমাণে। 'আজহার ভারী তামাক খায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভারী ভারী [স] *বিণ* বেশ ভারযুক্ত। 'কিরূপে মনুষ্যাদি ভারী ভারী সামগ্রী সংবলিত উর্দ্ধপথে উত্থিত হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভারুই *বি* ভরত পাখি। 'ভারুই পাখির মতো ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

ভারুয়া [স ভাণ্ড] *বি* ভাঁড়। 'ভারুয়া নাটুক লোক খেলুক আসিয়া।' *গরীব*, ১৭৫০।

ভারুয়া লোহা *বি* ভার হিসেবে ব্যবহারের জন্য লোহা। 'ভারুয়া লোহা গুলা ভার পাইলে হালে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ভার্গ [স ভাগ্য] *বি* ভাগ্য। 'গরিব ইজার্দ্দারের ভার্গে বিহিত।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভার্যা, ভার্য্যা [স] *বি* স্ত্রী; পত্নী। 'অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা জগৎপূজিতা আর্য্যা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিজ ভার্যা তেজে নৃপমণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাল[1] [স ভদ্র>; হি ভলা] ১ *বিণ* ভালো। 'মরে ভাল জীএ ভাল জাণাইলোঁ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণভাবে। 'অদ্বৈতচরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* বেশ। 'শুনিয়া পাগল হইল ভাল তোমার দাস।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *বি* সুস্থ। 'কহিবা তুমি বাটীর সকললকে ভাল করহ বিদাই পশ্চাত দিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৫ *বিণ* উন্নত মানের। 'ইউরোপীয় সৈন্যেরা যে মদিরা পান করে, তাহা রাম অপেক্ষা ভাল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৬ *বিণ* সুপ্রসন্ন। 'ইহার মধ্যে কাহার ভাগ্য ভাল, তাহা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্যে জানে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৭ *বি* উন্নত মানের জিনিস। 'ভাল অনুকরণ না করিলে লোকের বা দেশের উন্নতি হয় না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভালই *বি* ভালো হওয়ার গুণ; গুণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভাল কথা *বি* স্নেহপূর্ণ কথা। 'আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভালকর্ম, ভালকর্ম্ম *বি* উত্তম কাজ। 'ভালকর্ম্ম দেখি তারে করেন প্রশংসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভালত্ব *বি* ভালো বৈশিষ্ট্য। 'চিঠির ভালত্ব বিচার করা কঠিন হয়ে পড়বে।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

ভালবাক্য [ভালো+স বাক্য] *বি* ভালো কথা। 'ভালবাক্য কহিয়াছ রাধার তনয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভালভাবে *ক্রিবিণ* প্রকৃষ্ট উপায়ে। 'সন্তান সবচেয়ে ভালভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভাল ভাল *বিণ* অতি উত্তম। 'সেহো ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভালমণে *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'খণ্ডায়িবোঁ আজি ভালমণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভালমতে, ভালমতেঁ ১ *ক্রিবিণ* ভালো ক'রে। 'তবেঁ ভালমতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বসুদেব যজ্ঞ কথা কহিব ভালমতে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* ইচ্ছামতো। 'মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণভাবে। 'প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভালমনস্য [ভালো+স মনুষ্য] *বি* ভালো মানুষ; মান্যগণ্য মানুষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভালমনে *ক্রিবিণ* ভালোমতো। 'ভালমনে পৃথক না দেখে নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভালমন্দ [ভালো+স মন্দ] ১ *বি* সুখ-দুঃখ। 'ঘরে গেলেঁ ভাল মন্দ কিছু না কহিব।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* শুভাশুভ। 'ভালমন্দ জ্ঞান নাহি পাইলে সংহারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভালমানুষ [ভালো+স মানুষ] ১ *বি* সৎ ও নিরীহ লোক। 'এমত লোকের কাছে ভালমানুষে যাইবেক না তাহা কথিত আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বি* ভদ্রলোক। 'ভালমানুষের কুলের কুলবালা।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ *বিণ* অপদার্থ। 'হরি নিতান্ত ভাল মানুষ। অর্থ – হরি নিতান্ত অপদার্থ!' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৪ *বি* ভীরু-স্বভাবের লোক। 'এ দেশীয় ভাষায়, ভাল মানুষ শব্দের অর্থ ভীরু-স্বভাবের লোক – অকর্ম্মা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভালয় ভালয় *ক্রিবিণ* নিরাপদে। 'আশীর্ব্বাদ করিবেন জেন ভালয় ভালয় দেশে আশীয়া পৌছি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভালরূপ [ভালো+স রূপ] *ক্রিবিণ* উত্তমরূপে। 'পাঠশালা স্থাপনের তাৎপর্য্য এই যে ... ভালরূপ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় তরবিয়তকরণের জন্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ভাললাগা *ক্রি* পছন্দ হওয়া। 'ভাললাগার কারণ, ভাল লাগা, প্রাণের টান, যাহার হৃদয় যেখানে মজে।' *সবুজ*, ১৯২১।

ভালে *ক্রিবিণ* ভালোভাবে; উত্তমরূপে। 'তোহ্মে ভালে জাণো আহ্মে আইহনের রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভাল[2] [স] ১ *বি* কপাল। 'অলকা তিলক কিবা ভালের উপারে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বি* অদৃষ্ট; ভাগ্য। 'অহঙ্কার করি লোকে ভালে মূর্খ হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণ স্মিতি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ভালখাগি *বি স্ত্রী* গালিবিশেষ। 'দূর আবাগি ভালখাগি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ভালগার, ভালগর [ই] ১ *বিণ* অমার্জিত। 'যাকে তুমি সর্বদাই বল, ভালগার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* কুরুচিপূর্ণ। 'পজিটিভলি ভালগর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* ইতর। 'যতো সব ভালগার লোকজন!' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ভালবাসা[1] [ভালো+স বাস্>] *বি* প্রেম। 'যদি সেই জন এই অলঙ্কারেতে লোভ করিয়া তোমাতে যে প্রীতি আর ভালবাসা আছে তাহা ত্যাগ করে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ভালবাসাবাসি [ভালো+স বাস্>] *বি* ভালোবাসার আদান-প্রদান। 'সমাজ-উচ্ছেদকারী, শাসন-বিরহিত আড়ম্বরময় ভালোবাসাবাসি কি আমাদের এই নিরীহ দেশ-প্রসূত ভাব?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'এই পথে গৃহে কত আনাগোনা, কত ভালোবাসাবাসি, সংসারসুখ কাছে কাছে তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তোরে শিখাই আদরে ভালবাসাবাসি খেলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

ভালবাসা[2] [ভালো+স বাস্>] *ক্রি* পছন্দ করা। **ভালবাসি, ভালবাসী** *ক্রি* পছন্দ করি। 'শিশুকাল হইতে আমি কাপড় কাচিতে ভালবাসি।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'ভালবাসী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভালা[1] [স ভল্লাতক] *বি* ভেলা গাছ। 'সরল ভালা ভিলোল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভালা[2] [স ভদ্র>; হি ভল্লা] *বিণ* ভালো। 'সুগন্ধ তাম্বুল ভালা চম্পক চৌহর মালা।' *দৌলত*, ১৬৩৮।

ভালাই *বি* কল্যাণ। 'সর্বাংশে তোহ্মার ভালাই চিন্তি আহ্মি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভালাবুরা [হি ভলাবুরা] *বি* ভালোমন্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এয়ছাই রাসুল রহে ভালাবুরা নাহি কহে।' *গরীব*, ১৭৫০।

ভালায় *বি* ভালো। 'তাতে কি হবে ভালায় মস্তকের জল শুষ্ক হলে।' *লালন*, ১৮৯০।

ভালা[3] [স ভল্ল] *বি* বর্শা। 'ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুঠিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভালাদার [ভালা+ফা দার] *বি* বল্লমধারী। 'দুইজন ভালাদার রুপার ভালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকত।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভালি, ভালী ১ *বিণ* ভালো। 'সেহি সে নাগরী ভালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'জগতের ভালী রাধাক এখনে মৈলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *অব্য* বেশ। 'বৃষভবাহনে শিব বলে ভালি ভালি।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০।

ভালু *বি* ভালুক। 'শের হতে পারে – নয় তো ভালু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভালুই *বিণ* ভালোই। 'সে ভালুই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভালুক [স ভল্লুক] *বি* লোমশ হিংস্র পশুবিশেষ। 'বাঘ ভালুক তাএ বসে বিথর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভালুকনাচ নাচানো *ক্রি* অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কাজ করতে বাধ্য করানো। 'একদিন ওদের ভালুকনাচ নাচাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভালুকী [স ভল্লুক>] *বিণ* ভালুকের মতো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভালুকা বাঁশ [স ভল্লুক>] *বি* একজাতীয় বাঁশ। 'মুগর তরলা ভালুকা বাঁশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভালেন্টাইন [ই] *বি* বিশেষ দিনের প্রেমপত্র। 'সামান্য এই ক'টি লাইন/ আমার প্রীতির ভালেন্টাইন।' *অন্নদা*, ১৯৬৩।

ভালো ১ *অব্য* আচ্ছা। 'ভালো এহা তো উচ্ছেদ করিলা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *ক্রিবিণ* উত্তম ক'রে। 'একটু পিয়ানো বাজানো, তালো করে নাচা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বিণ* বেশ। 'ভালো বিপদেই পড়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। *দ্র* **ভাল**[2]

ভালো ওজোর *বি* ভালো অজুহাত। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভালো গন্ধ *বি* সুবাস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভালোবুরা [ভালো+হি বুরা] *বি* ভালোমন্দ। 'ইহার ভালোবুরা জানি নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

ভালোমন্দ ১ *বি* ভালো এবং মন্দ। 'জমী ১ এক বিঘা উনিষ কাঠা মায় আমলা মুদ্ধা ভালো-মন্দ ...।' *মেয়র্স*, ১৭৭২। ২ *বি* শুভাশুভ। 'ভালোমন্দ, অভ্যাসপ্রথা দেশাচার লোকাচার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* সুখ-দুঃখ। 'ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভালোমন্দময় *বিণ* ভালো ও মন্দে পরিপূর্ণ। 'দীর্ঘপথ ভালোমন্দময় বিকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভালো মানুষ ১ *বি* বিশ্বাসযোগ্য মানুষ; নির্ভরযোগ্য মানুষ। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* ভদ্রলোক। 'ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান হইয়া ভালো মানুষ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ *বি* সরলমতি লোক। 'নিতান্ত বেচারা ভালোমানুষ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বি* নির্বিবাদে সবকিছু সহ্য করে এমন মানুষ। 'ভালোমানুষের মতো মাথা হেঁট করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভালোমানুষি, ভালোমানুষী *বিণ* নিরীহ মানুষের মতো; সরলতাপূর্ণ। 'তার মুখে আমাদের বাঙালি মেয়েদের ভালোমানুষি নম্রভাব মাখানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'সেই মিষ্টি কথা, সেই ভালোমানুষি হালচাল।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

ভালোয় *বি* কল্যাণে। 'আমার ভালোয় কাজ নেই। পৃথিবীতে ভালো দু-চারজন যদি থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভালোয় ভালোয় *ক্রিবিণ* নিরাপদে। 'তারা ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'ভালোয় ভালোয় ওকে নিয়ে ফিরে এসো।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

ভালোয় মন্দে *ক্রিবিণ* ভালো ও মন্দে মিশিয়ে। 'ভালোয় মন্দে আলোয় আঁধারে গিয়েছে মিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভালোরকম [ভালো+আ রকম] *ক্রিবিণ* উত্তমরূপে। 'মাথা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালোরকম বনে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভালোরূপ [ভালো+স রূপ] *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'উভয়ের মধ্যে ভালোরূপ প্রণয় হইতেছে না' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভালো সময় *বি* অনুকূল সময়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভালোবাসা[1] ১ *ক্রি* প্রেম করা। 'ভালোবাসতে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *ক্রি* নম্রতা প্রকাশ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *ক্রি* প্রসন্ন হওয়া। 'অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর ভালোবাসি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৪ *ক্রি* বাৎসল্যপ্রবণ হওয়া; স্নেহশীল হওয়া। 'সে যখনই ভালোবাসিতে আরম্ভ করে তখনই তাহার কর্তব্য আরম্ভ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভালোবাসা[2] ১ *বি* প্রণয়। 'ভালোবাসা কারে কয়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* প্রেম। 'কেন চায়, কেন কাঁদে সবে, কেন কেঁদে পায় না ভালোবাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বি* ভালো-লাগা। 'তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর *বিণ* ভালোবাসার জন্য ক্ষুধার্ত। 'ফিরে ফিরে চায় মোর ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর মন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ভালোবাসাবাসি *বি* প্রেম-বিনিময়। 'এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা-বাসি চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'কত জন্মের ভালোবাসাবাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভালোবাসা-ভাগ্য *বি* ভালোবাসা জোটে যে ভাগ্যে। 'ভালোবাসা-ভাগ্য নিয়া যারা ফেরে এ দুনিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

ভাল্যা *বিণ* ভালো। 'ভাল্যার কারণ।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাল্লুক [স ভল্লুক] *বি* ভালুক। 'সিংহ ভাল্লুক আর মহিষ সুকর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভাল্লুক-জ্বর *বি* ক্ষণস্থায়ী কম্পজ্বর। 'ভালবাসাও কি ভাল্লুক-জ্বর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ভাল্লুকঝোড় *বি* ঘন ঝোপ। 'বড় বড় ভাল্লুকঝোড়ে ভর্তি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভাশুর, ভাসুর [স ভ্রাতৃশ্বশুর] *বি* স্বামীর বড়ো ভাই। 'সশুর সাশুড়ি মৈল দেওর ভাসুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভাশুরপত্নী [ভাশুর+স পত্নী] *বি* স্বামীর বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী; জা। 'ভাশুর পত্নী ও দেবর পত্নীগণের পরস্পর ব্যবহার।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভাশুরপো, ভাসুরপো, ভাসুরপো *বি* ভাশুরের ছেলে। 'ভাষুরপো।'

ওর্সা, ১৭৮২; 'আমার ভাসুরপো চাপকান পরে অফিসে গেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'ভাশুরপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলেটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভাসুর [স ভ্রাতৃশ্বশুর] *বি* স্বামীর বড়ো ভাই; ভাশুর। 'ভর্ত্তৃকুলকামিনীগণ এবং শ্বশুর ভাসুর দেবর ও স্বামী প্রভৃতির সহিত যে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভাষ[১] [স ভাস] **১** *বি* ধারা; শৃঙ্খলা। 'এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বুঝিল তোমার কাজে নাহি কিছু ভাষ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* আভাস। 'মুখে ভাষ মন্দ হাস সুন্দরের মাসি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* চিহ্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাষ[২] [স ভাষ্>] **১** *বি* আস্থা; শ্রদ্ধা। 'সত্যে ভাষা নাহিঁ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বচন; উক্তি। 'জব পিয় ধরি বলে লেঅব পাস/ নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'দেবগণে নিবেদিল গদগদ ভাষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ভাষা। 'সে দেশে সে ভাষে কৈলুঁ রসুল প্রকাশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভাষমাণা *বিণ* ব্যবহারের উপযোগী। 'লিখন পঠনের দ্বারা ঐ ভাষা অত্যন্ত ভাষমাণা ও সংস্কারবতী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ভাষণ [স] **১** *বি* ভাষা। 'ভীষণ ভাষণে কিছু বলেন বচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* কথন। 'শৈশব কালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* কথা। 'বসন্ত রায়ের কানে কানে সীতারামের ভাষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **৪** *বি* বক্তৃতা। 'ভাষণঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভাষণকার [স] *বি* ভাষ্যকার। 'প্রবন্ধলেখক ও ভাষণকার রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-বেদনা ঠিক একই ছাঁচে ঢালাই করা নয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভাষা[১] [স ভাস্>] *ক্রি* পানির উপরে ভর করে থাকা। **ভাষিয়া** *ক্রি* ভেসে। 'চলিলা আচার্যগৃহে গঙ্গায়ে ভাষিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ভাষে** *ক্রি* ভাসে। 'নাত্ত ডুবায়িআঁ রাধা কোলে করি ভাষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **ভাসা**

ভাষা[২] [স] **১** *বি* ভাষ্য; বিশ্লেষণ। 'ইঁহা শ্লোক দুই চারি তার ব্যাখ্যা-ভাষা করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বক্তব্য। 'জদি মিথ্যা হয় ভাষা কাটিহ আমার নাসা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* বাংলা ভাষা। 'চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *বি* ভাবপ্রকাশের বাহন। 'কিল চাপড় মারে এই তার ভাষা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৫** *বি* নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ভাবপ্রকাশক ধ্বনিসমষ্টি। 'তুমি কোন২ ভাষা জানহ।' *কেরি*, ১৮০২। **৬** *বি* দেশীয় ভাষা। 'পুনঃপুন বিবেচিত হইলে তাহা সুদৃঢ় হয় এবং ভাষাতে ছাপাইলে ইতর লোকেরাও জানিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৭** *বি* অনুধাবন। 'রামায়ণ ও ভারতের মধ্যে যে সারাংশ আছে তাহা ভাষা করিয়া ভাষাতে প্রকাশ করিতে কদাচ পারেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৮** *বি* প্রকাশের ধরন। 'সব কথারই ভাষা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৯** *বি* কিরণ। 'তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **১০** *বি* সংকেত। 'শুনি চরণধ্বনির ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

ভাষা অধ্যয়ন [স] *বি* ভাষা শিক্ষা; ভাষা চর্চা। 'পরজাতীয় লোকেরা ... আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষা অভ্যাস [স] *বি* ভাষা অনুশীলন। 'তাবৎ জ্ঞানবিশিষ্ট ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস কর।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ভাষা আন্দোলন [স] *বি* বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ১৯৫২ সালে ঢাকায় সংঘটিত সরকার-বিরোধী আন্দোলন। 'ভাষা আন্দোলন ... আপাতঃ স্তব্ধ হয়ে গেলেও প্রদেশের জনসাধারণ তাকে ভোলেনি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ভাষাকর্তা, ভাষাকর্ত্তা [স] *বি* লেখক। 'গ্রাহকের অভাবে ভাষাকর্ত্তা ছাপাইতে পারেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ভাষাক্ষর [স] *বি* ভাষার লেখা। 'বাদি প্রতিবাদির স্বজাতীয় ভাষাক্ষরে বিষয়াদির অনবধানের কোন প্রকারেই সম্ভাবনা নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ভাষাগত [স] *বিণ* ভাষা সংক্রান্ত। 'ভাষাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভিন্নভাষীদিগের একজাতিত্ব স্থির হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভাষাগ্রন্থ [স] *বি* দেশীয় ভাষায় রচিত বই। 'ইহারদের দুই ধর্ম্মগ্রন্থ আছে এক গোরক্ষবোধ নামে ভাষাগ্রন্থ অন্য গোরক্ষশতক নামে সংস্কৃত গ্রন্থ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভাষা ছুটানো *ক্রি* বক্তৃতা করা। ''ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা' ছুটাও ভাষা অগ্নিকণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভাষাজল [স] *বি* ভাষারূপ জল। 'রাঘববোয়াল কাব্য এখনি ভাষাজলে দিবে ঘাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ভাষাজ্ঞ [স] *বি* ভাষা বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি। 'দোষশূন্য ও বিশিষ্ট এবং ভাষাজ্ঞমাত্রেই জুরি হইবার যোগ্য।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

ভাষাজ্ঞতা [স] *বি* ভাষা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা। 'ইংরাজী ভাষাজ্ঞতা জানাইবার জন্য তাঁহারা ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ভাষাজ্ঞান [স] **১** *বি* ভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা। 'মাতৃভাষার সাহায্যেই আমরা যথার্থ ভাষাজ্ঞান লাভ করি।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বি* ভাষা বিষয়ক দক্ষতা। 'ভাষাজ্ঞানও থাকা চাই দ্রষ্টার।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাষাতত্ত্ব [স] *বি* ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞান। 'তাহা ছাড়া ভাষাতত্ত্ব হইতে তিনি একটা বিরোধী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভাষাতত্ত্বজ্ঞ [স] *বি* ভাষাতাত্ত্বিক। 'এই প্রশ্নে ভাষাতত্ত্বজ্ঞ কোন আপত্তি করিতে পারেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভাষাতত্ত্ববিৎ [স] *বিণ* ভাষাবিজ্ঞানী। 'ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ মাক্ষমূলার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভাষাতাত্ত্বিক [স] **১** *বি* ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত। 'বাংলা ভাষাকে যে হরিজন পঙ্‌ক্তিতে বসানো চলে না তার প্রমাণ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক কুলজির থেকেই আহরণ করা যথেষ্ট হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **২** *বি* ভাষাবিজ্ঞানী। 'আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকাশোন্মুখ বইখানিতে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা করে কাজ আরম্ভ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভাষাতীত [স] *বিণ* ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না এমন; অবর্ণনীয়। 'নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ভাষাদরদী [স ভাষা+ফা দরদী] *বিণ* ভাষার প্রতি অনুরাগপরায়ণ। 'বাঙলা ভাষাদরদী এ মহানুভব বাদশাহ।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাষাদৃষ্টি [স] *বি* ভাষা বোঝার অভিজ্ঞতা। 'ধ্বনিসংকেতের আত্মীয়তা ধরা পড়ে তাঁদের কাছে, ভাষাদৃষ্টির অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভাষাদ্বীপ [স] *বি* ভাষার জগৎ। 'আপনার অংশ দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাষাদ্বীপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভাষাধৃত [স] *বিণ* ভাষায় ধারণকৃত। 'বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কৃতির সঙ্গে ... ইংরেজি ভাষাধৃত উদ্দীপকসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনস্বীকার্য।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভাষানভিজ্ঞ [স] *বিণ* ভাষায় অনভিজ্ঞ। 'যদ্যপিও বিষয়ী অর্থাৎ তদ্ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপকার আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

ভাষানুবাদ [স] *বি* ভাষায় অনুবাদ। 'বঙ্গভাষানুবাদের নীচেও অঙ্কসহিত স্বামিকৃত টীকা দিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

ভাষানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* ভাষা অনুসারে। 'তাহাদিগের ভাষার অনেক অংশ যদিও উৎকল ভাষানুযায়ী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষানুশীলন [স] *বি* ভাষার চর্চা। 'ভারতবর্ষীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলনের বিষয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষান্তর [স] *বি* অনুবাদ। 'বঙ্গভাষাও এইরূপে ভাষান্তর সংসৃষ্ট থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভাষান্তরকরণ [স] *বি* অনুবাদ করা। 'জ্যোতিষ, ভাষান্তরকরণ ও রচনাকরণ ইত্যাদি বিষয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ভাষান্তরিত [স] *বিণ* অনূদিত। 'বৈদ্যকগ্রন্থ বাঙ্গালাতে ভাষান্তরিত করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ভাষান্তরীকৃত [স] *বিণ* অনুবাদ করা হয়েছে এমন। 'ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরীকৃত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ভাষান্তরে *ক্রিবিণ* অন্য কথায়। 'এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভাষাপরিপূর্ণ [স] *বিণ* বাকপটু। 'ভাষাপরিপূর্ণ বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্য লোকালয়েই অত্যন্ত উপাদেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাষাপ্রণালী *বি* ভাষারীতি; ভাষার ধরন। 'তাহাদিগের ভাষাপ্রণালী ত্রৈলিঙ্গ ভাষার ন্যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষাপ্রণেতা [স] *বিণ* ভাষা প্রণয়নকারী। 'তাঁহাকে অন্ততঃ ভাষাপ্রণেতা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিতে হইবেক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভাষাপ্রয়োগ [স] *বি* ভাষা ব্যবহার। 'তিনি ... ভাষাপ্রয়োগে নিপুণতা অর্জনের মধ্যেই সাহিত্যিক চরিতার্থতা সন্ধান করবেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

ভাষাপ্রীতি [স] *বি* ভাষার প্রতি ভালোবাসা। 'ইহা আমাদিগের ভাষাপ্রীতির নিদর্শন নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভাষাপ্রেমিক [স] *বিণ* ভাষার প্রতি অনুরাগ আছে এমন। 'আত্মভাষাপ্রেমিক পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে আমাদিগকেও গণ্য করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষা ফোটা *ক্রি* বাক্য স্ফুরণ হওয়া। 'তাহাও প্রকাশ করিবার ভাষা ফোটে না।' *পত্রিকা*, ১৯১৯।

ভাষাবৎ [স] *ক্রিবিণ* ভাষার মতো। 'তত্তদ্ভাষায় স্বীয় ভাষাবৎ তাঁহার উত্তম নৈপুণ্য হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

ভাষাবাধাহীন [স] *বিণ* ভাষার বাধা নেই এমন। 'বলো তব জীবনের অসমাপ্ত কথা ভাষাবাধাহীন বাক্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভাষাবিজ্ঞান [স] *বি* ভাষাতত্ত্ব। 'আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকাশোন্মুখ বইখানিকে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা করে কাজ আরম্ভ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'উপমহাদেশেই এ বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ [স] *বি* ভাষাতত্ত্ববিদ। 'ভবিষ্যৎ ভাষাবিজ্ঞানবিৎ লিখিবেন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভাষাবিজ্ঞানী [স] *বি* ভাষাতত্ত্ববিদ। 'ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কাঠামোর বিচার করে ভাষার জাত নির্ণয় করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভাষাবিৎ [স] *বি* ভাষাজ্ঞানী। 'কোন কোন ভাষাবিৎ বলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভাষাবিদ [স] *বি* ভাষাজ্ঞানী। 'বহুসংখ্যক আরবী ভাষাবিদ।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

ভাষা বিদ্রোহ [স] *বি* ভাষা আন্দোলন; ভাষার দাবিতে বিদ্রোহ। 'ভাষা বিদ্রোহে যোগ দিতে মেয়ে চলে গেল রেল স্টেশনে।' *মণীশ*, ১৯৬১।

ভাষাবিবরণ [স] *বি* ভাষার ব্যাখ্যা। 'যথাসাধ্য তাহার ভাষাবিবরণ করিয়া তাহার সংমুখে রাখে।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

ভাষাবিশ্লেষণ [স] *বি* ভাষার ব্যবচ্ছেদ। 'সংস্কৃত ভাষাবিশ্লেষণের সূত্রাদিতে ভরা।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাষাবিহীন [স] *বিণ* কথাহীন। 'ভাষাবিহীন অজানিতের গানে/ সকাল-সাঁঝে পরান মম টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভাষাবিহীনা [স] *বি স্ত্রী* ভাষাহীন যে। 'নীপবন হতে সৌরভে আনে ভাষাবিহীনার ভাষ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভাষাভরা *বিণ* বক্তব্যপূর্ণ। 'মেয়ে শুধু দুটি ভাষাভরা আঁখি ফিরাল মায়ের পানে।' *জসীম*, ১৯২৯।

ভাষাভাষী [স] *বিণ* ভাষা ব্যবহারকারী। 'বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমান।' *বুলবুল*, ১৯৩৩।

ভাষাভিজ্ঞ [স] *বিণ* ভাষার জ্ঞান আছে এমন। 'আমাদিগের স্বদেশস্থ কোন কোন ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ যুবাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষাভেদ [স] *বি* ভাষার ভিন্নতা। 'শত দেশভেদ এবং সহস্র ভাষাভেদ সত্ত্বেও।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ভাষাভোলা *বিণ* ভাষাকে ভুলিয়ে দেয় এমন। 'যে সুরে ভরিলে ভাষাভোলা গীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

ভাষাভ্যাস [স] *বি* ভাষা অনুশীলন। 'তৎকালে যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাস করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভাষাভ্যাসার্থ [স] *ক্রিবিণ* ভাষা অনুশীলনের জন্যে। 'বঙ্গ ভাষাভ্যাসার্থ যে নূতন পাঠশালা স্থাপিত হওনের কল্প হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

ভাষামার্গ [স] *বি* ভাষার ব্যবহার। 'ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

ভাষামূলক [স] *বিণ* ভাষাভিত্তিক। 'আমাদের চলিত ভাষামূলক আধুনিক সাহিত্যে ভাষার আদর্শ এখনো পাকা হয়নি বলে লেখকদের রুচি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'কৃষ্টিগত ঐক্য; ভাষামূলক ঐক্য; স্বার্থসম্বন্ধীয় ঐক্য; এবং আদর্শমূলক ঐক্য।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভাষার ইট *বি* ভাষার প্রধান উপাদান। 'ধ্বনি নিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভাষা রচনা [স] *বি* বাক্য রচনা। 'যাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষারচিত [স] *বিণ* ভাষা দ্বারা নির্মিত। 'সাহিত্যকে মানুষের চারিদিকে ভাষারচিত প্রকাশমণ্ডলীরূপে একবার দেখো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাষার জাত *বি* ভাষার স্বরূপ; ভাষাগোষ্ঠী। 'ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কাঠামোর বিচার করে ভাষার জাত নির্ণয় করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভাষার পুথি *বি* অভিধান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাষারহস্য [স] *বি* ভাষার গূঢ় তাৎপর্য। 'ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভাষার্থ [স] *বি* বাক্যের অর্থ। 'ভাষার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ভাষাশিক্ষা *বি* ভাষার অনুশীলন। 'অনেকে ভাষাশিক্ষাকেই প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা বোধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষাশিল্পী [স] *বি* সাহিত্যিক। 'রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড়ো ভাষাশিল্পী সমগ্র বাংলা ভাষাতে তো নয়ই ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভাষাশূন্য [স] *বিণ* নির্বাক। 'এলোমেলো থামগুলি সব/ ভাষাশূন্য চেয়ে ছিল উদাসীন অব্যক্ত, নীরব।' *হোসেন*, ১৯৪০।

ভাষা-সাঙ্কর্য [স] *বি* ভাষার মিশ্রণ। 'বাঙালীর রক্ত-সাঙ্কর্যের ন্যায় ভাষা-সাঙ্কর্যও একটি বৈশিষ্ট্য।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

ভাষাসূত্রে [স] *ক্রিবিণ* ভাষার সম্পর্ক ধ'রে। 'তা ফরাসি মনীষীদের কাছে ধরা পড়ে এবং তাও এক হিসেবে ভাষাসূত্রে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ভাষাসৃষ্টি [স] *বি* ভাষা গড়ে তোলা। 'ভাষার অন্তরে একটি প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে, সে সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধ শক্তি, ভাষাসৃষ্টি-কার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে চলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ভাষাসৌধ [স] *বি* ভাষারূপ সৌধ। 'অপূর্ব্ব ভাষাসৌধ নির্ম্মিত হইবে।' *বাসনা*, ১৯০৯।

ভাষাসৌষ্ঠব [স] *বি* ভাষার সৌন্দর্য। 'আর ভাষাসৌষ্ঠব ও রুচিসৌষ্ঠবের দিক দিয়েও অনেক উন্নতি হ'য়েছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভাষাহরা [স] *বিণ* ভাষা অর্থাৎ কথা কেড়ে নিয়েছে এমন; বাক্য হরণকারী। 'প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভাষাহারা *বিণ* ভাষা হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'কেবল ভাষাহারা অশ্রুধারায় পরান কেঁদে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'ভাষাহারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করেছে আকুতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভাষাহীন [স] ১ *বিণ* নির্বাক। 'আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* ভাষা নেই এমন। 'ভাষাহীন মনোহীন প্রকাণ্ড পরিপুষ্ট সুন্দর শিশুটি আমার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভাষাহীন কাকলি [স] *বি* নির্বাক অভিব্যক্তি। 'মন-উদাসীন ওই আশাহীন/ ওই ভাষাহীন কাকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভাষোৎপন্ন [স] *বিণ* ভাষা থেকে উৎপন্ন। 'জর্ম্মাণ ভাষোৎপন্ন শব্দ ব্যবহার।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ভাষা[২] *ক্রি* বলা। **ভাষে** *ক্রি* বলে। 'দ্বিজ শ্রীমানিক ভাষে অভয় চরণ-আশে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভাষিত [স] ১ *বিণ* লিখিত। 'উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিণ* রচিত। 'পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে ভাষিত করিয়া প্রকাশ করণেচ্ছু হইয়াছি ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ৩ *বিণ* অনুবাদিত; তরজমাকৃত। 'আবুল মালের ভাষিত গ্রন্থ কলিলাদমনঃ নামে খ্যাত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভাষ্য [স] ১ *বি* বক্তব্য; টীকা। 'সূত্রের যে অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমাদের জ্ঞান আপ্তবাণীর ভাষ্যে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯। ২ *বি* ব্যাখ্যা; শাস্ত্রের সহজ আলোচনা। 'ব্রাহ্মধর্ম্মের বাঙ্গলা ভাষ্য প্রস্তুত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভাষ্যকার [স] *বি* ব্যাখ্যাকারী। 'এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভাষ্যমেঘ [স] *বি* ভাষ্যরূপ মেঘ। 'স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাষ্যাদি [স] *বিণ* ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থাদি। 'তাঁহার আজ্ঞানুসারে মত প্রকাশ জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থসমূহ রচনা করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভাষ্যানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* ব্যাখ্যা অনুসারে। 'শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুযায়ী বেদান্তচর্চা ও বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান সাধনই তাঁহাদের মুখ্য ধর্ম্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভাস[১] [স] ১ *বি* দীপ্তি। 'সিন্দূর তিলক তরনি সম ভাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* আভাস; চিহ্ন। 'বৈরাগী হইয়া এত খায় বৈরাগ্যে নাহি ভাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভাস[২] [ই] *বি* ফুলদানি। 'আপনারা যে রকম মিঙ বংশের ভাস নিয়ে মাতামাতি করেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভাসন [স] *বি* ভাসা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ভাসন্ত [স] *বিণ* ভাসছে এমন। 'মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ভাসমান [স] ১ *বিণ* দীপ্তিমান। 'তাহা ইঙ্গরেজী ও পারস্য ভাষায় ভাসমান হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিণ* ভেসে থাকে এমন। 'স্রোতোবেগচালিত ভাসমান শুভ্রতুষারখণ্ডসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভাসর পত্র *বি* আইনের তদন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভাসা[১] [স ভাস>] ১ *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। 'বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস। লখএ কোকিল গাএ সহাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* জলের উপর ভর করে থাকা। 'স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়েছি।' *মুরারি*, ১৫৭০; 'পইরন কাপড় তার ভাসাইয়া নিল সোতে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *ক্রি* উৎফুল্ল হওয়া। 'শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *ক্রি* ওড়া। 'হৃদয় মোর মেঘের মতো/ আকাশ-মাঝে ভাসিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৫ *ক্রি* দূর হওয়া। 'অসার ধর্ম্ম আরবদেশ হইতে একেবারে ভাসিয়া যাইবে।' *মন্দাররফ*, ১৯০৮। ৬ *ক্রি* মিলিয়ে যাওয়া। 'যে সুর উষার বাণী বয়ে আকাশে যায় ভেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। ৭ *ক্রি* প্লাবিত হওয়া। 'মাঠ ভেসে যায় জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **ভাসত** *ক্রি* ভেসে থাকে। 'তরঙ্গে ভাসত গোপি ইসিদা লিলাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাসলি** *ক্রি* ভেসে গেলো। 'তনুক পসেসে পসাহনি ভাসলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভাসাইনু** *ক্রি* ভাসালাম। 'কুলশীল সব ভাসাইনু জলে।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **ভাসায়্যা** *ক্রি* ভাসিয়ে। 'কে ভরে জলসে ভাসায়্যা কলসে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ভাসাল** *ক্রি* ভাসিয়ে দিলো। 'ভাসাল ঘোষণা-পোতে, এই কথা।' *মাইকেল*, ১৮৬৫। **ভাসি** *ক্রি* ভাসে। 'রসের সাগরে জেন সব গোপি ভাসি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাসিআ** *ক্রি* ভেসে। 'বসিআ তরুর

তলে ভাসিআ লোচন জলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভাসিএ** *ক্রি* ভাসিয়ে। 'ভকতবৎসল যান ভুবনে ভাসিএ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ভাসিও** *ক্রি* ভাসিয়ে দিও। 'পুরান পিরীতিখানি না ভাসিও দূর।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভাসিয়া** *ক্রি* ভেসে। 'ভাসিয়া বেড়ায় লোক গোকুলে জত বৈসে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাসে** *ক্রি* ভেসে থাকে। 'রসোমোহদধি মাঝে বৃজাঙ্গনা ভাসে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভাস্যা** *ক্রি* ভেসে। 'ভাস্যা গেল ডাঁটি-পাতা কোথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভেসে** *ক্রি* ভাসমান হয়ে। 'উঠিস না রে ভেসে পেয়ে যন্ত্রণা।' *লালন*, ১৮৯০। **ভেস্যা** *ক্রি* ভেসে। 'তদন্তিকে ভগবান গেলা ভেস্যা ভেস্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভাসা[২] **১** *বিণ* কোটরাগত নয় এমন। 'বর্ণ বেশ শ্যাম, বেশ ভাসা চোখ।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* ভাসমান। 'ভোলা মনের স্রোতে ভাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ভাসা পত্র *বি* লিখিত দলিল। 'এই করারে ভাসা পত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ভাসা ভাসা **১** *বিণ* অগভীর। 'মাসিক পত্রিকা পড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই-চারটি করে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* অস্পষ্ট। 'সব ভাসাভাসা।' *ফজলল*, ১৯১৩; 'ভাসাভাসা কয়েকটি ছবি আমার মনে উদয় হয়।' *জসীম*, ১৯৬৪।

ভেসে আসা **১** *ক্রি* ভাসমান হয়ে আসা। 'আকাশ হইতে ভাসিয়া আইল রে!।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই এমন। 'পূর্ব বাংলার ভেসে-আসা লোক, এদের পাড়া-প্রতিবেশী কম।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

ভেসে ওঠা *ক্রি* মনে পড়া। 'সে তো ভেসে ওঠা ম্লান আমার মায়ের মুখ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভেসে যাওয়া **১** *ক্রি* প্লাবিত হওয়া। 'বৃষ্টির জলে আপনারা ভাসিয়া যায়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *ক্রি* ভাসমান হওয়া। 'প্রাণের বাসনা আকুল হইয়া কোথায় যাইবে ভাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বিণ* উচ্ছন্নে যায় এমন। 'প্রাত্যহিকতার স্রোতে ভেসেযাওয়া জীবনের পথ নয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভাসান **১** *বি* জলে বিসর্জন। 'প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পৌত্তুর ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোল।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* ভাসমান অবস্থা। 'এ একরকম আনন্দের ভাসান।' *অবন*, ১৯২৫। **৩** *বি* লোকগীতিকাবিশেষ। 'মনসার ভাসান শুনিতে গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভাসান-খেলা *বি* ভাসিয়ে দেওয়ার খেলা। 'মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান-খেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ভাসান-জাহাজ [ভাসান+আ জাহাজ] *বি* জলের উপর ভেসে চলে যে জাহাজ। 'যুদ্ধের জন্য ভাসান-জাহাজ, ডুব-জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, এ-সমস্ত তৈরি করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভাসান যাত্রা [ভাসান+স যাত্রা] *বি* লোকগীতিকা বিষয়ক যাত্রাপালা। 'বাজারে আজ ভাসান যাত্রা হইতেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ভাসানের গান *বি* ভাসান যাত্রার পালা। 'ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভাসানো *ক্রি* ছড়িয়ে দেওয়া। 'তুমি স্বপ্ন ভাসাও দূর আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভাসেরভিটা *বি* বসতবাড়ি; বসতবাড়ির ভিত্তি। *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ভাস্কর [স] **১** *বি* সূর্য। 'ভাস্কর দায়ক কি স্থির আকলএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* কাঠ, ধাতু, পাথর প্রভৃতি দিয়ে মূর্তিনির্মাণ করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'শোভান্বিত চক চিনার ভাস্করেরা তাহার চুনকামকারক।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভাস্করশিল্প [স] *বি* ভাস্কর্য শিল্প। 'তাজমহল ভাস্করশিল্পের মুকুটমণিস্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভাস্কর-শিল্পী [স] *বি* ভাস্কর্য নির্মাণ করে যে। 'পাথর কাটাবার স্বতন্ত্র ক্রিয়া ধরে একদল হল ভাস্কর-শিল্পী।' *অবন*, ১৯২৫।

ভাস্করশ্রেষ্ঠ [স] *বি* শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য-নির্মাতা। 'বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাস্করশ্রেষ্ঠের বাটালীর অপেক্ষায় আছে।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

ভাস্কর্য, ভাস্কর্য্য [স] **১** *বি* মূর্তি। **ভাস্কর্যশিল্প, ভাস্কর্য্যশিল্প** [স] *বি* ভাস্কর্য বিষয়ক শিল্প। 'ভারতের আগ্রানগরস্থ, ভাস্কর্য্যশিল্পের মুকুটমণিস্বরূপ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* মূর্তিবিষয়ক বিদ্যা। 'চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভাস্কর্যকলা [স] *বি* ভাস্কর্য শিল্প। 'চিত্রকলা সংগীতকলা ভাস্কর্যকলা মাথা তুলতে পারলে না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ভাস্কর্য-নৈপুণ্য [স] *বি* ভাস্কর্য নির্মাণকৌশল। 'উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত লোকদের ভাস্কর্য-নৈপুণ্য ইহাকে চিরস্থায়িত্ব দান করেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভাস্কর্যপটু [স] *বিণ* ভাস্কর্য তৈরিতে দক্ষ। 'সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভাস্বতী [স] *বিণ স্ত্রী* উজ্জ্বল। 'গোবিন্দদাসের কবিতায় এ ভাস্বতী কিরণমালা বিকীর্ণ করিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভাস্বর[১] [স ভ্রাতৃশ্বশুর] *বি* স্বামীর বড়ো ভাই। 'কিছু না বলিল দেবি ভাস্বর দেখিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভাস্বর[২] [স] *বিণ* উজ্জ্বল। 'কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে অসিবর।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভাহে [স ভাব্>] *ক্রি* ভাবে। 'ক্ষণেক বঙ্কিমে চাহে মনে আন নাহি ভাহে সমদৃষ্টে ক্ষেপে নিরীক্ষণ।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভিক, ভীক [স ভিক্ষা] *বি* ভিক্ষা। 'আইনু ভিক্ষের আশে নাঞি দিলি ভিক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ভীক।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। *দ্র* **ভিখ**

ভিকারী *বি* প্রার্থী। 'নাগর সকল হয়ে মদন ভিকারী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ভিকিরি [স ভিক্ষা>] *বি* ভিক্ষুক। 'অগ্‌গরদানি ভিকিরির মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভিক্টোরিয়া-ক্রস [ই] *বি* ইংরেজ শাসনামলে যুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতার সৈন্যদের প্রদত্ত সর্বোচ্চ পদক। 'কাপুরুষতার জন্য কেবল প্রকাশ্যে ভিক্টোরিয়া-ক্রস দেওয়া হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভিক্টোরিয়া রিজিয়া [ই] *বি* বড়ো আয়তনের জলজ ফুলবিশেষ। 'বড় বড় ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ফুটিয়া আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভিক্টোরীয় [ই] **১** *বিণ* রানী ভিক্টোরিয়ার যুগ সম্পর্কিত। 'তাহাতে ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ বিষয়বস্তু বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বিণ* রানী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন। 'ভিক্টোরীয় যুগ নাম দিয়ে এখনকার যুবকেরা হাসাহাসি করে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভিক্ষা [স] **১** *বি* দাতার অনুগ্রহ বা দান। 'ভিক্ষা মাগহ ঘরে ঘরে।' *বড়ু*,

১৪৫০। ২ *বি* ভিক্ষা প্রার্থনার কাজ। 'তার ডরে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ৩ *বি* বর। 'চণ্ডিকা বলেন ভিক্ষা দেহ সিন্ধুপতি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ৪ *বি* প্রার্থনা। *ওসাঁ,* ১৭৮২। ৫ *বি* জমিদার কর্তৃক প্রজার কাছ থেকে নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত বা অন্যায়ভাবে গৃহীত অর্থ। 'তিনি (জমিদার) মাঙ্গন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্ব্বক অপহরণ করেন।' *অক্ষয়,* ১৮৫০। ৬ *বি* জমিদারের পিতা-মাতার মৃত্যুতে প্রজাদের প্রদেয় কর। 'জমিদারের পিতা মাতা মরিয়াছেন, ভিক্ষা দিয়া তাঁহার মান বাঁচাইতে হইবে।' *সুলভ,* ১৮৭৩। ৭ *বি* চাঁদা আদায়। 'চাঁদার খাতা লইয়া না-খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টো টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিতাম।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

ভিক্ষাচর্য [স] *বি* ভিক্ষুকের পেশা। 'বিবসন নির্ভূষণ ভিক্ষাচর্যের গৌরব ভারতবর্ষেরই।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

ভিক্ষাজীবিতা [স] *বি* ভিক্ষাবৃত্তি দিয়ে জীবিকা। 'ভিক্ষাজীবিতায় সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

ভিক্ষাজীবি [স ভিক্ষাজীবী] *বি* ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে। 'ভিক্ষাজীবি হব সর্বলোক।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

ভিক্ষাজীবী [স] *বিণ* অন্যের দানে জীবিকানির্বাহকারী। 'আমি একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ।' *মাইকেল,* ১৮৫৯।

ভিক্ষাঝুলি [স ভিক্ষা+মু ঝোলা] *বি* ভিক্ষদ্রব্য রাখার থলে। 'করি করজোড় ভরি ভিক্ষাঝুলি!' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

ভিক্ষাটন [স ভিক্ষা>] *বি* ভিক্ষাবৃত্তি। 'ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিয়ে করি ভিক্ষাটন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

ভিক্ষাধর্ম [স] *বি* ভিক্ষা করার কাজ। 'ভিক্ষাধর্মও যথানিয়মে পালিত হয় না।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

ভিক্ষানির্বাহণ, ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ [স] *বি* ভিক্ষা গ্রহণ। 'তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

ভিক্ষান্ন [স] *বি* ভিক্ষালব্ধ অন্ন। 'আসিয়াছি এক-মুঠা ভিক্ষান্নের তরে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪।

ভিক্ষাপাত্র [স] *বি* ভিক্ষার পাত্র। 'দাঁড়িয়ে হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়া?' *নজরুল,* ১৯২২।

ভিক্ষাপুত্র [স] *বি* উপনয়নকালে কোনো নারীকে মা ডেকে ভিক্ষাগ্রহণকারী ব্রাহ্মণকুমার। 'ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিত অর্থসঙ্গতি করিয়া ...।' *ভবানী,* ১৮২৫; 'সরস্বতীর বরপুত্র বা ভিক্ষাপুত্র বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা বড়োই প্রবল।' *হরপ্রসাদ,* ১৮৮১।

ভিক্ষাপূর্ণ [স] *বিণ* প্রার্থনাপূর্ণ। 'ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ!' *নজরুল,* ১৯২৫।

ভিক্ষাবৃত্তি [স] *বি* ভিক্ষুকের পেশা। 'মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।' *আলাওল,* ১৬৮০; 'ভিক্ষাবৃত্তি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

ভিক্ষাবৈরাগ্য [স] *বি* ভিক্ষার প্রতি উদাসীনতা। 'এই ভিক্ষাবৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরসা রাখি না।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

ভিক্ষাভরা *বিণ* অনুগ্রহপূর্ণ। 'বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০।

ভিক্ষাভাণ্ড [স] *বি* ভিক্ষদ্রব্য রাখার পাত্র। 'গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

ভিক্ষা মাগা *ক্রি* ভিক্ষা চাওয়া। 'ভিক্ষা মাগে পঞ্চভাই নগরে নগরে।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

ভিক্ষামুঠি [স ভিক্ষামুষ্টি] *বি* ভিক্ষার মুষ্টি। 'মাগিছ ভিক্ষামুঠিরে।' *নজরুল,* ১৯৩০।

ভিক্ষামুষ্টি [স] *বি* প্রতিগৃহ বা জনের কাছ থেকে এক মুঠা পরিমাণ দ্রব্য ভিক্ষা; এক মুঠি ভিক্ষা। 'আমাদের মনের অর্ঘ – ভিক্ষার অঞ্জলি, জগতের অর্ঘ – ভিক্ষামুষ্টি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৮।

ভিক্ষার ঝুলি *বি* ভিক্ষা রাখার থলে। 'ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া তোমার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিত।' *অক্ষয়,* ১৮৪৮।

ভিক্ষারূপে *ক্রিবিণ* ভিক্ষা হিসেবে। 'যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭।

ভিক্ষার্থ [স] *ক্রিবিণ* ভিক্ষার জন্য। 'বাম হস্তে ঝুলী ও খর্পর ও দক্ষিণ হস্তে চিমটা লইয়া ... ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করে।' *অক্ষয়,* ১৮৫০।

ভিক্ষার্থী [স] *বি* ভিক্ষা প্রত্যাশী ব্যক্তি। 'যখন কোন ধনহীন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইবে।' *দর্পণ,* ১৮৩৩।

ভিক্ষালব্ধ [স] *বিণ* ভিক্ষা করে পাওয়া গেছে এমন। 'উঞ্ছবৃত্ত দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯০।

ভিক্ষে [স ভিক্ষা] *বি* ভিক্ষা; দান। 'প্রাণ ধরে দিতে পারবি ভিক্ষে?' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আঁকাড়া – ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্যের মান বিচার অনর্থক। 'ভিক্ষের চাল কাঁড়াই হোক আর আকাঁড়া – তাই ঝোলায় ভর।' *নজরুল,* ১৯৩১।

ভিক্ষেশিক্ষে [স ভিক্ষাশিক্ষা] *বি* ভিক্ষা বা অন্য কোনো প্রার্থনা। 'ও ভিক্ষেশিক্ষের কথা আমি হুজুরে কিছু বলিতে পারিব না।' *বঙ্কিম,* ১৮৮৪।

ভিক্ষোপজীবি [স ভিক্ষোপজীবী, সমাসে -জীবি] *বিণ* ভিখারি। 'ইহারা ভিক্ষোপজীবিসম্প্রদায়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯।

ভিক্ষোপজীবিকা [স ভিক্ষা-উপজীবিকা] *বি* ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করা। *দর্পণ,* ১৮৩০।

ভিক্ষোপজীবী [স] *বিণ* ভিক্ষুক। 'গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন।' *দর্পণ,* ১৮২০।

ভিক্ষু [স] ১ *বি* ভিক্ষুক। 'আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৩। ২ *বি* বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। 'মহাভিক্ষু লও সবার অহংকার ভিক্ষা।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৭; 'কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৩।

ভিক্ষুওয়ালা [স ভিক্ষু+হি ওয়ালা] *বিণ* ভিক্ষাজীবী। 'অশিক্ষিত ও ভিক্ষুওয়ালা জাতিতে পরিণত।' *আজাদ,* ১৯৪৫।

ভিক্ষুকন্যা [স] *বি* বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মেয়ে। 'ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

ভিক্ষুণী [স] *বিণ স্ত্রী* সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। 'ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

ভিক্ষু ধর্ম [স] *বি* ধর্মের কাঙাল। 'আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু ধর্ম।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

ভিক্ষুশালা [স] *বি* আশ্রয়। 'ধনীর ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

ভিক্ষুক [স] ১ *বি* ভিখারি। 'তবে যত নট ভাট ভিক্ষুক সবারে।' *বৃন্দা,*

১৫৮০। ২ *বিণ* প্রার্থনাকারী। 'ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ। 'ধর্ম্মবেত্ত ও ভিক্ষুকদিগকে বিস্তর সমাদর করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভিক্ষুকজাতি [স] *বি* পরনির্ভরশীল জাতি। 'বর্ত্তমান ভিক্ষুকজাতির ভবিষ্যতে যে কি দশা ঘটিবে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৭০।

ভিক্ষুকতা [স] *বি* ভিক্ষাবৃত্তি। 'ভিক্ষুকতা যতদূর পর্যন্ত উদ্ধত স্পর্ধার আকার ধারণ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভিক্ষুকবচন [স] *বি* ভিক্ষুকের কথা। 'প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুকবচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভিক্ষুকবিদায় [স] *বি* ভিক্ষাদান। 'বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুকবিদায় করিবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভিক্ষুকবেশী [স] *বিণ* ভিক্ষুকের বেশধারী। 'অশিক্ষিত অনাহারক্লিষ্ট ভিক্ষুকবেশী মুসলমান।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৪।

ভিক্ষু ধর্ম দ্র ভিক্ষু

ভিক্ষুশালা দ্র ভিক্ষু

ভিখ, ভীখ [স ভিক্ষা] *বি* ভিক্ষা। 'হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সাস বচন হম ভীখ লই গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভিখ মাগা *ক্রি* ভিক্ষা চাওয়া। 'আমি কহিলাম, শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভিখ-মাঙ্গা *বিণ* ভিক্ষা মাগে এমন। 'মুসলমান আজ ভিখ-মাঙ্গা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভিখারি, ভিখারী [স ভিক্ষাকারী>] ১ *বি* ভিক্ষুক। 'পরধন দেখিলে কি পাএ ভিখারী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পতি মোর জনম-ভিখারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ভিখারির মতো দুর্বল। 'সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী বধিল সম্মুখ রণে?' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* লোলুপ। 'সে রাজ্যধনের ভিখারী নহে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৪ *বিণ* সর্বস্বহীন। 'এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভিখারিনী, ভিখারিণী [স ভিক্ষাকারিণী>] *বি স্ত্রী* ভিক্ষুক। 'রাজরাণী, ভিখারিণী, ধনীর সহধর্ম্মিণী ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনী জীর্ণ বস্ত্র পাতি ঘুমায়ে পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভিখারী-দশা [স ভিক্ষাকারিণী-দশা] *বি* ভিক্ষুকের মতো পরনির্ভরশীল অবস্থা। 'এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভিখিরি, ভিখিরী [স ভিক্ষাকারী] *বি* ভিক্ষুক। 'কাঙাল ভিখিরি কলু মালী চাষি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'উদ্‌ভ্রান্ত ভিখিরী হয়ে ঘোরে মনীষার মন্বন্তরে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ভিখিরিনী, ভিখিরিণী [স ভিক্ষাকারিণী] *বি স্ত্রী* ভিক্ষা করে যে। 'তবু এ ভিখিরিনী তিনজন খোঁড়া, খুড়ো, বেয়াইয়ের টানে –।' *জীবন*, ১৯৪৮; 'রাতের আঁধারে ফুটপাতে আসে/ ভিখিরিণী তার নি-ছাদ ঘরে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ভিজার *বিণ* উর্বর। 'হানি বরষা সহসা "মিকাইল" করে উষর আরবে ভিজার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভিঙ্গুর [স ভৃঙ্গরোল] *বি* ভিমরুল। 'ভিঙ্গুরের কামড়ে জর্জ্জর সর্ব্বজন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ভিজা[১] *ক্রি* ভিজে যাওয়া। 'কাঞ্চুলী ভিজিআঁ গেল ঘামে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভিজয়** *ক্রি* ভিজে। 'না ভিজয় জলেত অগ্নিত না পোড়য়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভিজিআঁ** *ক্রি* ভিজে। 'কাঞ্চুলী ভিজিআঁ গেল ঘামে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভিজিল** *ক্রি* সিক্ত হলো। 'ইন্দ্রের আখির জলে বয়ান ভিজিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভিজা[২], **ভিজে** *বিণ* শুকনা নয় এমন; সিক্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সে সমুদয় ভিজা তৃণ বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া, লইয়া চলিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ভিজামাটি *বি* সিক্তমাটি। 'ভিজামাটির গন্ধে মানুষ হইয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভিজায়ে রাখা *ক্রি* সিক্ত ক'রে রাখা। 'তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।' *জসীম*, ১৯২১।

ভিজে-বেড়াল *বিণ* দেখতে নিরীহ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দুষ্ট। 'এই রকম ভিজে-বেড়াল গোছ লোকগুলোকে আদতে চিনিতে পারা যায় না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভিজে হাওয়া *বি* জলে ভেজা বাতাস। 'বাদলার ভিজে হাওয়া দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভিজানো *ক্রি* সিক্ত করা। 'পাষাণ-বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ভিজিট [ই] ১ *বি* পরিদর্শন। 'দিসি বিলিতি যমেরা অবস্থা ও রেস্ত মত পাড়ি পাল্কি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাওয়া। 'ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রত্যর্পণ করতে যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* চিকিৎসককে প্রদেয় দর্শনী। 'ডাক্তার অসম্ভব ভিজিট বাড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'বাড়ি ফিরে মামাকে বল, মোটা রকম ভিজিট পাঠিয়ে দিতে আমায়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ভিজিটওয়ালা [ই ভিজিট+হি ওয়ালা] *বিণ* দর্শনী দিতে হয় এমন। 'ষোল টাকা ভিজিটওয়ালা ডাক্তারের দামী ঔষধ সমস্তটা ফেলিয়া দিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভিজিট প্রত্যর্পণ করা *ক্রি* কেউ বেড়াতে এলে তার বাড়িতেও বেড়াতে যাওয়া। 'ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রত্যর্পণ করতে যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভিজিটিং আওয়ার্স, ভিজিটিং আওয়ারস [ই] *বি* সাক্ষাতের সময়। 'কখন ভিজিটিং আওয়ারস?' *শিবরাম*, ১৯৭০; 'এখন ভিজিটিং আওয়ার্স নয়।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ভিজিটিং কার্ড [ই] *বি* নিজের পরিচয়-সংবলিত ছোটো কার্ড। 'গোকুলের পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বেরুল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভিজিটিং স্লিপ [ই] *বি* কার্যালয়ের তথ্য সংবলিত ছোটো কার্ড। 'একবার তাকিয়ে দেখলাম, অফিসেরই ছোট্ট ভিজিটিং স্লিপ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ভিজিটর, ভিজিটার [ই] *বি* অতিথি; দর্শনার্থী। 'এখানকার মতো ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রত্যর্পণ করতে যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'মেয়েরা পিয়ানো বাজায় ... ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভিটরে *বিণ* দুষ্ট। 'দেখি এক ভিটরে শেয়াল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভিটা, ভিটে [স ভিত্তি] ১ *বি* ঘরের ভিত। 'কোদালে কাটিয়া ফালায় ঘর ভিটার মাটী।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'কস্তুরী অম্বর ভিটা অতি দিব্যস্থান।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* পৈতৃক বাস্তুভূমি। 'হাপন ভিটায় আসিয়া বসতি করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'বাপধন বাছা মোর ছেড় নারে ভিটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* বসত ঘর। 'যখন ভিটেয় হও বসতি/ দিয়েছিলে খোশ-কবলিতি।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* হৃদয়। 'মার চোখে শিশির-ভোর/ স্নেহের রোদে ভিটে ভরেছে।' *ওবায়দুল্লাহ*,

১৯৭৪।

ভিটাছাড়া *বিণ* বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদকৃত। 'আপন নামে খারিজ করিয়া লইয়া উহাকে ভিটাছাড়া করেন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

ভিটাবাড়ি, ভিটেবাড়ি ১ *বি* স্থায়ী বসতবাড়ি। 'বাপদাদার ভিটাবাড়ি।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* বসবাসের বাড়ি ও বাড়ি-সংলগ্ন জায়গা। 'ঐখানেই রাজাবাহাদুরের পূর্বপুরুষের ভিটেবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'মহাজন দেনায় দিয়েছে ক্রোক ভিটেবাড়িখানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভিটামাটি, ভিটেমাটি *বি* বাস্তুভিটা। 'আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচজাতির ভিটামাটি উচ্ছিন্ন করিয়া দিই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'সুদের সুদটি শুষে নিরে বেচে ভিটেমাটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'দরিদ্র আরবদের জমিজমা ভিটামাটি উচ্চ মূল্যে নিলামে বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে।' *চাষী*, ১৯৩৬।

ভিটায় ঘুঘু চরানো, ভিটেয় ঘুঘু চরানো ১ *ক্রি* উচ্ছেদ বা সর্বনাশ করা। 'অনেক লোকের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়াছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *ক্রি* সর্বস্বান্ত করা। 'তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভিটিভুটি *বি* বসতভিটা ও এর চারপাশের ভূমি। 'গাছপাছড়া ভিটিভুটি সমান করে ফেলি।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

ভিটামিন, ভিটেমিন [ই] *বি* খাদ্যের জীবনীশক্তিবর্ধক উপাদান; খাদ্যপ্রাণ। 'বিড়ির পাতায় ভিটামিন পাওয়া গেছে না কি?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'বাঙালির খাদ্যে ভিটেমিনের প্রভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভিড়, ভীড় [হি ভীড়] **১** *বি* বহুলোকের একত্র সমাবেশ। 'ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* বহু ব্যাপারের এক সাথে সমাবেশ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কর্মের ভিড়ের সীমা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৩** *বি* অনেক মানুষের উপস্থিতি। 'পথিকের ভিড় দেখে বুঝতে পারলুম পুরী খুব কাছে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভিড়ন *বি* দল; সজ্ঞ। 'জাহার ভিড়নে রয় সোল শয় তাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভিড়যুক্ত [ভিড়+স যুক্ত] *বিণ* ঘনবিন্যস্ত। 'বস্তি এলাকা ও ভিড়যুক্ত আবাসগৃহ ...।' *আজাদ*, ১৯৬২।

ভিড়ের লোক *বি* আর দশজনের মতো সাধারণ মানুষ। 'আমাকে তুমি মনে কোরো না ভিড়ের লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভীড় করে দাঁড়ানো *ক্রিবিণ* এক সঙ্গে দাঁড়ানো। 'শীলু আর তার মা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলেন।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

ভিড়া [স বেষ্টন] **১** *ক্রি* ঘেঁষা। 'সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।' *চর্যা* ১, ১২০০। **২** *ক্রি* জলযানের তীরসংলগ্ন হওয়া। 'বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **ভিড়ি ১** *ক্রি* ঘেঁষে। 'সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।' *চর্যা* ১, ১২০০। **২** *ক্রি* বেষ্টন ক'রে। 'বুঝিল কাহ্নের মন ভিড়ি চাহে আলিঙ্গন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভিড়িআঁ** *ক্রি* বেষ্টন ক'রে। 'লঙ্গ মালতীএঁ খোপা ভরাআঁ ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভিড়ে** *ক্রি* কাছে আসে; ঘেঁষে। 'প্রমত্ত কুঞ্জর জেন ভিড়ে দন্তে দন্তে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভিড়ানো *ক্রি* মেলানো। 'এক-আধজনের সঙ্গে নিজেকে ভিড়িয়ে ফেলবার জন্য।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ভিণ্ডি *বি* অস্ত্রবিশেষ। 'মারিল মুকুটি ভিণ্ডি আপনা শকতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভিত¹, ভিৎ [স ভিত্তি] **১** *বি* দিক। 'তোহ্মে এক ভিতে হৈবোঁ আহ্মা লআঁ দোষ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ফাঁক। 'বাঁশী নির্লৈ কোণ ভিতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* ভিত্তি। 'সেই জলে উর্দ্ধে শোধি ভিত প্রক্ষালিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *ক্রিবিণ* পরিবর্তে। 'এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ভিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বি* তীর। 'উঠিতে নারিনু ভিতে।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০। **৬** *বি* ধার। 'এক ভিতে বসিল মারাটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৭** *বি* স্থান। 'সিংহলের গণে গুলি নিল নিজ ভিতে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৮** *বি* দেহ। 'দেখিতে তোমার ভিতে দহে মোর প্রাণ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৯** *বি* পাশ। 'সতেক দুরে গাড়ে ঘরের চারি ভিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **১০** *বি* উঁচু জায়গা। 'এক ভিতেতে পসারির দোকান।' *রামরাম*, ১৮০১। **১১** *বি* ভিত্তি; দেয়ালের যে অংশ মাটির নীচে থাকে। 'পোড়ো বাড়ির ভাঙা ভিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **১২** *বি* সূচনা; শুরু। 'আমাদের স্বজাতিকে তার ভিৎ থেকেই গড়ে তুলতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯২০। **১৩** *বি* বসতবাড়ি। 'পাঁচকুড় গ্রামে ছিল তার ভিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভিতপত্তন *বি* সূচনা। 'আমাদের দেশে স্বরাজের ভিতপত্তন করতে হলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ভিত-ভুঁইছাড়া *বিণ* ভিটেমাটিহীন। 'গঞ্জে আলীর লাহান ভিত-ভুঁইছাড়া মানুষের পক্ষে রাজি না হইয়া উপায়ই বা কী ছিলো?' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

ভিত² [স ভীত] *বিণ* ভীত। 'ঔষধ করিল জত তত রূপে হৈনু ভিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভিতর, ভীতর ১ *বি* অভ্যন্তর। 'স্নতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'আমি তো ছ-মাসের ভিতর একটি রুগীর মুখ দেখলেম না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ভিতরকার ১ *বিণ* অভ্যন্তরীণ; ভিতরের। 'সমাজের ভিতরকার কাজ করাকে কত তুচ্ছ জ্ঞান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* হৃদয়গত। 'এ হচ্ছে ভিতরকার জিনিস।' *অবন*, ১৯৪১।

ভিতর ঘর *বি* অন্তঃপুর। 'দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভিতর জাওন *বি* প্রবেশ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভিতরতলা *বি* অন্তস্তল। 'মনের ভিতরতলায় যে মন আছে সেখানে দুরাকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিব না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভিতর-বাড়ি, ভিতর বাড়ী *বি* অন্দরমহল। 'আমাদের দেশের মত এখানে বাহির বাড়ী ও ভিতর বাড়ী নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'ভিতর-বাড়ি থেকে যাচ্ছে শোনা ধমক-ধামক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভিতরে ভিতরে *ক্রিবিণ* গোপনে গোপনে। 'অথচ ভিতরে ভিতরে হৃদয় গলিয়া ক্রমে ক্রমে আর-একরূপ হইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভিতরের কথা *বি* গোপন বিষয়। 'দেশবরেণ্য নেতার ভিতরের কথা ফাঁক করে দেবার হুমকী দিয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভিতরের দিক *বি* মনোলোক। 'জীবনের ... ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ভিতু [স ভীত>] *বিণ* ভয় পেয়েছে এমন। 'মহাশএর আশীর্ব্বাদপত্র পাইয়া এ খরিদানফর বড়ই ভিতু হইল।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভিত্তি [স] **১** *বি* দেয়াল। 'উর্দ্ধ অধঃ ভিত্তি গৃহ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* নিম্নতম কাঠামো। 'গঙ্গাতীরে রাস্তার ধারে জলের ভিতর ভিত্তি।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **৩** *বি* মূল। 'একতাই জাতীয় শক্তির ভিত্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৪** *বি* গ্রহণযোগ্যতা। 'আইন বিধিবদ্ধ হইলে ইংরাজদিগের

স্বাধীনতা সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৫** *বি* উৎস-উপকরণ। 'মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভিত্তিগাত্র [স] *বি* দেয়ালের নিম্নাংশের গা। 'সেই ছবির নীচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের দুইধারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভিত্তিচিত্র [স] *বি* মূল নকশা বা পরিকল্পনা। 'এসব হচ্ছে ... ভিতরের কথা, ভিত্তিচিত্রের কথা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভিত্তিপত্তন [স] *বি* বুনিয়াদ। 'যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভিত্তিপ্রস্তর [স] *বি* ভিত্তি স্থাপনের স্মারক পাথরের ফলক। 'একটি মোহাজের কলোনীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে ...।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ভিত্তিশূন্য [স] *বিণ* প্রমাণহীন। 'তাঁহাদের এ বিশ্বাসটি ভিত্তিশূন্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ভিত্তিশূন্য গল্পকে হাদিস বলিয়া ...।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

ভিত্তিস্থাপন [স] **১** *বি* দৃঢ় অবস্থান তৈরি; ভিত প্রতিষ্ঠা। 'সংসারের মাঝখানে ভিত্তিস্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* ভবন ইত্যাদি নির্মাণের আনুষ্ঠানিক সূচনা উপলক্ষে প্রথম ইট স্থাপন। 'বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন-অনুষ্ঠান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভিত্তিহীন [স] **১** *বিণ* অমূলক। 'আমাদের শিক্ষাপ্রণালী মনকে অত্যাবশ্যক বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে এ কথা ভিত্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এ আশা ভিত্তিহীন নয়।' *প্রমথ*, ১৯২০। **২** *বিণ* অবাস্তব। 'ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'ভিত্তিহীন যে বাসা আমার সেখানেই পলাতকরা আসা-যাওয়া করে বার-বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ভিন, ভীন [স ভিন্ন] *বিণ* পৃথক; ভিন্ন। 'ভিন কি দিবোঁর এ বাট বহী বড়ু, ১৪৫০; 'ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কানা গরুর ভিন বাথান।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'তখন সে দূরে ভিন গাঁয়ের দিকে কন্নিক আর সূতা হাতে চলিয়া যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভিন-গাঁ *বি* অন্য গ্রাম। 'ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভিনদেশ *বি* অন্য দেশ। 'অজানা ভিন দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভিনদেশী *বি* ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ; বিদেশি। 'ভিন-দেশী বড় আসা যাওয়া করে।' *জসীম*, ১৯৩১।

ভিননারী *বি* অন্য অঞ্চলের নারী। 'বিগানা দেশের বাদিয়ার লাগি এতটুকু দয়া কর তুমি ভিননারী।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ভিনগ্রি [স ভিন্ন] *বিণ* স্বতন্ত্র। 'সাধুর অক্ষর ভিনগ্রি ছন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভিন ভিন [ধ্বন্যা] *বি* মৌমাছির শব্দ। 'কী মৌমাছি রে বাবা। ভিন ভিন করছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ভিনাস [ই] *বি* (পাশ্চাত্য পুরাণ) সৌন্দর্যের দেবী। 'কারণ ভিনাস, তুমি একদিন ছিলে তার কাছে!' *জীবন*, ১৯৩০।

ভিনিগার [ই] *বি* সিরকা। 'হৈল ভিনিগার বোতলে শ্যাম্পেন ঈর্ষ্যাবশে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ভিনু [স ভিন্ন] *বিণ* পৃথক; আলাদা। 'আপনা হইতে কাহ ভিনু না ভাবিহ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভিন্দিপাল [স] *বি* প্রাচীন ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ। 'তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল সেল সাঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভিন্ন [স] **১** *অব্য* ছাড়া। 'অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* আলাদা। 'কপটে জিজ্ঞাসে বাপে পুত্র ভিন্ন নয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* বিদীর্ণ। 'আমি খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!' *নজরুল*, ১৯২২।

ভিন্নতর [স] *বিণ* আলাদা। 'তোমার ভূমিকা সর্বদা ছিল ভিন্নতর।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ভিন্নতল [স] *বি* আলাদা মর্যাদাস্তর। 'প্রতিভাবান শিল্পী এবং সাধারণ শিল্পরসিক ভিন্নতলের বাসিন্দা।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভিন্নতা [স] *বি* পার্থক্য। 'তাঁহাদের শারীরিক প্রকৃতিও ভিন্নতা প্রাপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'এই দুইপ্রস্থ ব্রতের গঠনের ভিন্নতা বেশ স্পষ্ট।' *অবন*, ১৯১৯।

ভিন্নদর্শী [স] *বিণ* অন্যভাবে দেখে এমন। 'সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী ভিন্নদর্শী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভিন্নদেশ [স] *বি* অন্যদেশ; বিদেশ। 'অতঃপর ভিন্নদেশে গমন করাই স্থির হইল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ভিন্নদেশী [স ভিন্নদেশীয়] *বিণ* বিদেশি। 'আর্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভিন্নদেশীয় [স] *বি* বিদেশি। 'চিহ্নভিন্ন পাঠে ভিন্নদেশীয়দিগের যে প্রকার ব্যাঘাত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ভিন্নধর্মী, ভিন্নধর্ম্মী [স] *বিণ* ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। 'আর্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভিন্নপর [স] *বিণ* অনাত্মীয়। 'ভিন্নপর নহ তুমি খুড়তা বহিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভিন্নপ্রকৃতি [স] *বিণ* আলাদা। 'তোমরা আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভিন্ন প্রান্তবাসী [স] *বি* ভিন্ন দেশের অধিবাসী। 'পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভিন্নভাষী [স] *বিণ* আলাদা ভাষায় কথা বলে এমন। 'আর্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভিন্নমুখী [স] *বিণ* অন্য অভিমুখী। 'সুপ্রিয়ার চিত্তকে ভিন্নমুখী করার চেষ্টায় ...।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ভিন্নরাজ [স] *ক্রিবিণ* অন্য রাজ্যে। 'যার স্বামী গৃহবন্দী আছে ভিন্নরাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভিন্নস্থানবাসী [স] *বিণ* অন্য স্থানে বসবাস করে এমন। 'স্বল্পবেতনভোগী, ভিন্নস্থানবাসী রেকর্ডকারী কর্ম্মচারিগণ সামান্য সামান্য লোভের বশীভূত হইয়া।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

ভিন্নিত *বিণ* পৃথক-করা। 'ক্যাবিন সারি সারি নম্বরে চিহ্নিত, একই রকম খোপ সেগুলোর দেয়ালে ভিন্নিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ভিন্ন [স ভিন্ন] *বিণ* পৃথক। 'তোমাএ আমাএ ভিন্ন নাহি এক কলেবর।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভিন্ন্য [স ভিন্ন] *বিণ* ভিন্ন। 'যাহার প্রজারে আসি লংঘে ভিন্ন্য জন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভিমরুল, ভীমরুল [স ভৃঙ্গরোল] *বি* বোলতা অপেক্ষা বড়ো পীতবর্ণের এক ধরনের বিষধর পতঙ্গ। 'ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি।' *ভারত*, ১৭৬০; 'ভিমরুলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভিয়ান, ভিয়েন ১ *বি* পাক; রন্ধন। 'তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাইব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মিষ্টান্নাদি পাক। 'ময়রা যেমন করছে ভিয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'ময়রাদের বলে দিচ্ছি রসগোল্লার ভিয়েন বসিয়ে দিতে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ভিয়েনঘর *বি* মিষ্টান্নাদি রান্নার ঘর। 'বাগানে ভিয়েনঘরের জন্যে চালা বাঁধবার জায়গা ঠিক করতে গিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভিয়োলা [প] *বি* বেহালা। 'ভিয়োলার শব্দস্রোত কেঁপে গেল স্থির মৌন ঘরে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

ভিরকুটি, ভিরকুটী [স ভ্রূকুটি] **১** *বি* ভ্রূকুটি। 'আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এতো ভিরকুটি কল্লে কেন?' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বি* ভড়ং। 'কবিরাজ দেখিয়েছিল, ভিরকুটী কত!' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ভিরমি, ভির্মি [স ভ্রমি] *বি* মূর্ছা। 'বেচারা রাস্তায় ভিরমি গেল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'বরযাত্রের দাপাদাপিতে কন্যাকর্তার ভির্মি লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯: 'দুই জনেরই ভিরমি লাগবার মতো হল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভিরমি খাওয়া *ক্রি* জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। 'ছেলেরা ওদের জুজুবুড়ি বলে ভিরমি খায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভির্মি যাওয়া *ক্রি* মূর্ছা যাওয়া। 'শুধু এই ভরসা রাখিস/ মরিসনি, ভির্মি গেছিস।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভির্মি লাগা *ক্রি* মূর্ছা যাওয়া। 'বরযাত্রের দাপাদাপিতে কন্যাকর্তার ভির্মি লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভিলোল [স] *বি* লোধ্রবৃক্ষ। 'সরল তালা ভিলোল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভিষক [স] *বি* বৈদ্য; চিকিৎসক। 'সব দেশে সব শাস্ত্রে ভিষক নিপুণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভিষগ্ [স] *বি* চিকিৎসক। 'কেহ কেহ ভিষগ্ বেশে আগমন পূর্ব্বক ঔষধ প্রদান করে, কিন্তু সে অতি ভয়ঙ্কর ঔষধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভিস্তি, ভিস্তী [ফা বিহিশ্‌তি] **১** *বি* চামড়ার থলেতে করে পানি সরবরাহকারী। 'সাহেব লোকের ভিস্তী মসালচী বেহারা ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* পানিবহনের জন্য চামড়ানির্মিত থলি। 'ভিস্তীর বন্দোবস্ত করা হউক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভিস্তিওয়ালা [ফা বিহিশ্‌তি+হি ওয়ালা] *বি* চামড়ার থলেতে করে পানি সরবরাহকারী। 'ভিস্তিওয়ালার রাজত্ব ভাই।' *নজরুল*, ১৯৪১; 'এ যে একেবারে ভিস্তিওয়ালার বাদশাহি পাওয়ার ব্যাপার!' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ভীত[1] [ভিত্তি] *বি* দিক। 'চারী ভীত চাহী রাধা বুইল বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভীত[2] [স] **১** *বিণ* শঙ্কিত। 'গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'আমরা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে ভীত হই না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **২** *বিণ* কাপুরুষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বাঙ্গালিরা শিষ্ট, বুদ্ধিমান, অধীনতা বুদ্ধিবিশিষ্ট, অলস, ভীত, ঐক্যহীন।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

ভীতচকিত [স] *বিণ* ভীতবিহ্বল। 'আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত সমাজকে ভীতচকিত ও দলিতমথিত করিয়া ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ভীতচিত্ত [স] *বি* সভয়চিত্ত; ভয়যুক্ত চিত্ত। 'আমরা অতিশয় ভীতচিত্তে অগ্রসর হইলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

ভীতত্রস্ত [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'মেয়েটি ভীতত্রস্ত হইয়া কাঁদো কাঁদো মুখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভীতবিহ্বল [স] *বিণ* ভয়ে মুহ্যমান। 'ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সতীনের পানে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভীতসন্ত্রস্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত শঙ্কিত। 'সকলকে ভীতসন্ত্রস্ত বিহ্বল ও উত্তেজিত করিয়া রাখিয়া ইন্দু চোখ মেলে তাকাইল।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ভীতস্বর [স] *বি* শঙ্কিতকণ্ঠ। 'তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী বধূ অব্যক্ত ভীত স্বরে চমকিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভীতা [স] *বিণ স্ত্রী* ভয় পেয়েছে এমন; ভয়ার্ত। 'ভয়ে ভীতা বিনোদিনী চলে সখী সঙ্গে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'স্ত্রী লোক ব্যাঘ্রের এই সকল উদ্যোগ দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভীতার্ত [স] *বিণ* ভয়ে কাতর; ভীত। 'আমার বধূকে ভীতার্ত করে না।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ভীতি [স] *বি* ভয়। 'যাহার মহা গ্যান পরমেশর পরাচএ ভেদ থাকে; সেই সে পারিবে ভীতি মুতির নিরোপণ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ভীতিকম্পন [স] *বি* ভয়জনিত শিহরণ। 'থামাও আল্লার আরশের ভীতিকম্পন।' *ধূমকেতু*, ১৯২২; 'ওই রূপের ফাঁদে ধরা পড়বার ভীতি-কম্পন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভীতিকর [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'জীবিতাবস্থায় সে প্রিয়তম ছিল, মরিয়া সে ভীতিকর হইয়া উঠিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভীতিগ্রস্ত [স] *বিণ* ভীতবিহ্বল। 'যে সমস্ত নর-নারী ভীতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আসিয়াছে।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'সে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভীতিচিহ্ন [স] *বি* ভয়ের চিহ্ন। 'ভীতিচিহ্নগুলি মুছে যাচ্ছে একে একে সুমসৃণ।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

ভীতিজনক [স] *বিণ* ভীতিকর। 'আমাদের উপস্থিতি মত্ত মাতঙ্গের মতোই ভীতিজনক।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

ভীতিজরা [স] *বি* ভয়জনিত দুর্বলতা। 'কাফের তারেই বলি, যারে ঢেকে আছে শত ভীতিজরা।' *নজরুল*, ১৯৪২।

ভীতিপূর্ণ [স] *বিণ* ভয়ানক। 'কন্টক-আগার ভীতিপূর্ণ চিরদিন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভীতিপ্রদ [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'ভীতিপ্রদ অতল সিন্ধু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভীতিবিধায়ক [স] *বিণ* ভয় সংঘটনকারী। 'পথিকের ভীতিবিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভীতিবিহ্বল [স] *বিণ* ভয়ে কম্পমান। 'সমুদ্রের গর্জন শুনি ভীতিবিহ্বল চিত্তে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

ভীতিবিহ্বলা [স] *বিণ স্ত্রী* ভয়ে কাতর। 'আমরা ভীতিবিহ্বলা হই।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

ভীতিব্যঞ্জক [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'সুমার্জিত হাসি এবং কখনো ভীতিব্যঞ্জক চাহনি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভীতিশব্দ [স] *বি* ভয় জাগায় এমন শব্দ। 'ভীতিশব্দ ... এসে আরও ঢের পটভূমিকার দিকে।' *জীবন*, ১৯৪০।

ভীতু [স ভীত] *বিণ* ভীরু; ভয়ার্ত। 'ইহাতে ক্ষীণ ও ভীতু বেঙ্গেরদিগকে বড় দুঃখ।' *তারিণী*, ১৮০৩। দ্র **ভিতু**

ভীতো [স ভীত] *বিণ* শঙ্কিত। 'সমস্ত বনের পশু আমার নামে ভীতো।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভীম [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'রজনী ভীম আন্ধিয়ারি।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভীম আনন্দ [স] *বি* অতিশয় আনন্দ। 'এসেছে প্রভাত এসেছে ... যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে ভীম আনন্দে ভেসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ভীম উৎসাহ [স] *বি* প্রবল উৎসাহ। 'গোঁড়ামি যখন সত্যেরে চাহে যত্নে রাখিতে ধরি, মুঠির চাপনে ভীম উৎসাহে সত্য সে যায় মরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভীমকান্ত [স] *বিণ* একই সঙ্গে ভয় ও আকর্ষণের আবহ সৃষ্টিকারী। 'তিনি ধীরে-ধীরে পর্যায়ক্রমে তাঁর সমস্ত ভীমকান্ত রূপটা সুদর্শনার চোখে উন্মুক্ত করবেন।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভীমকায় [স] *বিণ* বিশাল শরীরের অধিকারী। 'ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বাঙ্গ ডলতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভীম কারা [স] *বি* ভয়ঙ্কর কারাগার। 'দে রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভীমখণ্ডা [স] *বিণ* ভীষণ খাঁড়া। 'ভীমখণ্ডা হাতে, ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

ভীম গরজন [স ভীমগর্জন] *বি* প্রচণ্ড গর্জন। 'উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভীম চাবুক [স ভীম+ফা চাবুক] *বি* ভয়ানক শাস্তি। 'তাহাদের তরে প্রিয়ার বুক আমাদের তরে ভীম চাবুক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভীমতেজ [স] *বি* ভীষণ তেজ। 'সমস্ত রক্ত উষ্ণ হয়ে ভীমতেজে নেচে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভীমদর্শন [স] *বিণ* দেখতে ভয়ানক। 'পর্বত ও অরণ্য ... ভীমদর্শন ও গম্ভীর হয়ে উঠল।' *বিভূতি*, ১৯৩৭; 'ভীমদর্শন পুরোহিত মহোদয় বিশাল খাঁড়াটি হাতে তুলে নেয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভীমনাদ [স] *বি* প্রচণ্ড গর্জন। 'প্রভঞ্জনসম ভীমপরাক্রম হনু, গর্জি ভীমনাদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভীম-নিনাদিনী [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর শব্দকারী। 'ভীম-নিনাদিনী কলুষ-হরা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ভীম-প্রহরণ [স] *বি* ভীষণ অস্ত্র। 'ভীম-প্রহরণ-ধারী – মত্ত বীরমদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভীমবল [স] *বি* ভয়ঙ্কর শক্তি। 'প্রভাঞ্জন ভীম-বল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪; 'বাজায়ে অরণ্যবীণা ভীমবল শত বাহু নাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ভীমমল্ল [স] *বি* শক্তিশালী যোদ্ধা। 'ভীমরথ ভীমমল্ল আর সেনাপতি শব্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভীমা [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি ভীমা স্রোতস্বতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

ভীমাকার [স] *বিণ* বিশাল। 'ভীমাকার পর্ব্বতগুহা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভীমাঘাত [স] *বি* প্রচণ্ড আঘাত। 'সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে বালিবন্ধ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভীমকালি *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'কাশীনাথ ভীমকালি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভীমপলশ্রী [স] *বি* (সঙ্গীত) অপরাহ্ণে গেয় একটি রাগিণী। 'ভীমপলশ্রী কাহারবা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ভীমপলাশি, ভীমপলাশী [স ভীমপলশ্রী] *বি* (সঙ্গীত) একটি রাগিণী। 'রাগিণী ভীমপলাশী।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'ছায়ানটের পরে ভীমপলাশি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভীমরতি, ভীমরতী [স ভীমরথী] *বি* বার্ধক্যজনিত বুদ্ধি-ভ্রংশতা। 'ড্যাকরার ভীমরতি হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'বুড়ো হ'লে ভীমরতী হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ভীরু [স] ১ *বিণ* সহজে ভয় পায় এমন। 'আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐক্যশূন্য ভীরুস্বভাব ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* বিশ্বাস রাখতে পারছে না এমন। 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না, হায় ভীরু প্রেম হায় রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* ভরসা হয় না এমন। 'মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে, যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৪ *বিণ* কম্পমান। 'হাতে ভীরু দীপ, পথে উন্মাদ হাওয়া।' *নীরেন*, ১৯৫৫।

ভীরুজন [স] *বি* কাপুরুষ। 'ভীরুজন মরে দুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভীরুতা [স] ১ *বি* ভয়। 'রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা ... কপটতা, ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা, অশ্লীলতা ... দমন করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বি* কাপুরুষতা। 'বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'ভীরুতার জন্ম-ইতিহাস ক্রমে ক্রমে তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে যায়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

ভীরুত্ব [স] *বি* ভীরুতা। 'জড়তা বা ভীরুত্ব-বশত যে কাজ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভীরুর দীন বাস *বি* ভীরুর বেশ। 'বল কোথা যাস ছি ছি পরিয়া ভীরুর দীন বাস?' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভীরুস্বভাব [স] ১ *বি* ভীরুতা। 'বাঙ্গালিদের অনৈক্য ও ভীরুস্বভাব কাহার না বিদিত আছে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* ভিতু। 'কল্পনা-জীবটি হরিণীর মতো ভীরুস্বভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভীল *বি* ভারতের আদিম জাতিবিশেষ। 'কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি বন ও পর্ব্বতনিবাসী লোক প্রথম সম্প্রদায়-ভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভীষকর [স ভীষাকর] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'হইল ভীষকর নদ নদী একাকার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভীষণ [স] ১ *বিণ* বিশাল। 'শঙ্খের কুণ্ডল কানে ভীষণ আকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* প্রবল। 'কেহ কেহ ভীষণ জঠরানল শান্ত করিবার নিমিত্ত যে কোনপ্রকার দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'ইহার ভীষণমূর্ত্তি দর্শনমাত্র ভয়ে বিহ্বল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ ক্ষণে ক্ষণে আজিও তা মানে মোর মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৪ *বিণ* প্রচণ্ড। 'ইহারা সেই প্রাণীকে ... সবেগে উত্থাপিত করিয়া ভীষণবলে পৃথিবীপৃষ্ঠে পাতিত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৫ *বিণ* ভয়ানক। 'তখন স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৬ *বিণ* রূঢ়। 'ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভীষণতর [স] *বিণ* আরও ভয়ঙ্কর। 'পারস্যের অবস্থা ত দিন দিন ...

ভীষণতর হইয়া চলিয়াছে।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

ভীষণতা [স] ১ *বি* প্রচণ্ডতা। 'ইচ্ছাময়ী শক্তিকে ভীষণতার মধ্যে সর্বান্তঃকরণে অনুভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* ভয়ঙ্করতা। 'এরা প্রকৃতির দুর্যোগের ভীষণতাও উপভোগ করে।' *হাই*, ১৯৫৮।

ভীষণত্ব [স] ১ *বি* ভয়ংকরতা। 'শিবের এই ভীষণত্ব কালক্রমে চণ্ডীর মধ্যে বিভক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* ভয়াবহতা। 'প্রকৃতির ভীষণত্ব, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, সে তো বর্ণনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভীষণদন্ত [স] *বিণ* বিকট দাঁতবিশিষ্ট। 'ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বসুন্ধরার কোমল হৃদয় বিদারণ করে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ভীষণদর্শন [স] ১ *বি* ভয়ঙ্কর দৃশ্য। 'যে ভীষণদর্শন দর্শন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ২ *বিণ* বৃহদাকার। 'নানাপ্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভীষণবল [স] *বি* প্রচণ্ড শক্তি। 'সেই প্রাণীকে ... সবেগে উত্থাপিত করিয়া ভীষণবলে পৃথিবীপৃষ্ঠে পাতিত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভীষণমূর্ত্তি, ভীষণমূর্তি [স] *বি* ভয়ানক আকৃতি। 'ইহার ভীষণমূর্তি দর্শনমাত্র ভয়ে বিহ্বল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভীষণরবা [স] *বিণ* ভয়ানক শব্দবিশিষ্ট। 'মসানে ভীষণরবা ঘোর্ঘো ঘোর্ঘো ডাকে শিবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভীষণা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* ভয়ানক। 'ভীষণা শান্তি রক্তনয়নে বসিয়া শোণিত-পঙ্কশয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ স্ত্রী* অতিশয় তীব্র। 'নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *বিণ* নিষ্ঠুর। 'অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভীষণাকার [স] *বি* ভয়ানক বা বড়ো আকৃতিবিশিষ্ট। 'সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর কাছে গেলে বোধ হয় এখনই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভীষণাকৃতি [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর আকারসম্পন্ন। 'ভীষণাকৃতি কোন সরীসৃপের রক্ত চক্ষুর বর্ণ ধারণ করিয়াছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভীষণান্ধকার [স] *বি* ভীষণ অন্ধকার। 'স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভীষণী [স] *বিণ স্ত্রী* ভয়ঙ্করী। 'অদ্রকালী ভূতমতী ভ্রমরী ভীষণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভীষণোজ্জ্বল [স] *বিণ* ভয়ানক দীপ্তিমান। 'সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভীষ্মতা [স] *বি* ভীষণতা। 'তাহার ভীষ্মতাই জাগাইয়া তুলিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভুওয়া *বিণ* অন্তঃসারশূন্য। 'বাহিরে শেক্সপীয়র, মিল্টন ... ভিতরে সব ভুওয়া।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ভুঁ *বি* ভূমি। 'সে-নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ভুঁই[১]**, ভুই** [স ভূমি] ১ *বি* ভূমি; মাটি। 'চন্দ্রমণি সূর্যমণি গঠ ভুই বাট।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'ভুঁই ফুঁড়ে পুঁইগাছ হইয়াছে ঝাড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* জমি। 'শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভুঁই-খেলা *বি* বাস্তব জগতের খেলা। 'আমার ভিতর লুকিয়ে আছে দুই রকমের খেলা, একটি সে ঐ আকাশে-ওড়া, আরেকটি এই ভুঁই-খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ভুঁইচাল [স ভূমি+চাল] *বি* ভূমিকম্প। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভুঁইফোঁড়, ভুইফোঁড় [স ভূমি+স স্ফোটন] ১ *বি* কেঁচো। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* অজ্ঞাত-পরিচয় আবির্ভূত ব্যক্তি। 'তা না তো কি আমি ভুঁইফোড়।' *গিরিশ*, ১৮৯৬। ৩ *বিণ* আভিজাত্যহীন। 'ভুঁইফোঁড় শহরে ... স্বদেশী ভাব রক্ষা করাটা সহজ নয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ৪ *বিণ* হঠাৎ হয়েছে এমন। 'ভুইফোঁড় অভিজাতরা যে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬২; 'এসব ভুঁইফোড় ধনী আভিজাত্য-লোভে ...।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ভুঁইফোঁড়া [স ভূমি+স স্ফোটন] *বিণ* ভিত্তিহীন। 'ভুঁইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভুঁইমালি, ভুঁইমালী ১ *বি* মাটি খননকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মালী। 'ভুঁইচাঁপার মালা-পড়া ভুঁইমালীর মেয়ের মতো।' *নজরুল*, ১৯২৮। ৩ *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'ছিলে ভুঁইমালিদের তুমি ঝিয়ারি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভুঁই[২] *বি* ভুঁইচাঁপা; ফুলবিশেষ। 'বকুলশাখা ব্যাকুল হতো, টলমলাতো ভুঁই।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ভুঁইকুমড়ো *বি* এক রকমের কুমড়া। 'ভুঁইকুমড়োর ডাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভুঁইচম্পা *বি* ভুঁইচাঁপা; ফুলবিশেষ। 'ভুঁইমালিদের ঘরে ভুঁইচম্পার কলি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভুঁইচাঁপা [স ভূমি-চম্পা] *বি* এক প্রকার সুগন্ধি ফুল। 'নির্মল ভুঁইচাঁপা ফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; '(তুমি) আসছ পথে ভুঁইচাঁপাতে/ ভুবন সাজায়ে!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ভুঁজ [স ভুঞ্জ] *ক্রি* ভোগ করো। 'আপনে না ভুঁজ পরাক না কর দানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুঁটকো *বিণ* গোলগাল। 'পেট যেন ঠিক ভুঁটকো কাছিম।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভুঁড়ি [স ভুরি] *বি* বড়োপেট। 'দাড়ি ভুঁড়ি সার কোম জ্ঞান নাহি মাত্র।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভুঁড়িঅয়লা *বিণ* স্থূল পেটযুক্ত। 'ধানের ভাগ লিবি লিকি বে ভুঁড়িঅয়লা মাহাজোন?' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভুঁড়িঅলা *বিণ* স্থূল পেটযুক্ত। 'মিষ্টির দোকানের ভুঁড়িঅলা ময়রা।' *হাসান*, ১৯৭৩।

ভুঁড়িওয়ালা *বিণ* ভুঁড়িযুক্ত; পেটমোটা। 'অধিকারী কালো রং-এর ভুঁড়িওয়ালা লোক।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভুঁড়ি দাস *বি* যে খায় বেশি। 'ভুঁড়ি দাস আর নুড়ি দাস যত মুড়ি খায় আর চলে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ভুঁড়ে *বি* ভুঁড়িওয়ালা। 'বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুঁড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভুঁড়েল *বিণ* ভুঁড়িওয়ালা। 'ভুঁড়েল ময়রাগুলি কি দোষ বাবু এই বলে হাসিটি মুখে সেঁটে রেখে দেয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভুঁড়ো *বিণ* ভুঁড়িওয়ালা। 'ও ভাই মোদের পুণ্যে শূন্যে ওড়ে ওই ভুঁড়োদের উড়োকল!' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভুঁয়েস [স ভূমিশয়] *বি* মাটির গুহায় বাস করে এমন জীবজন্তু। 'ভুঁয়েসের

গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয়।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভুক [স বুভুক্ষা] ১ *বি* ক্ষুধা। 'খাইব আমার বড় লাগিয়াছে ভুক।' *গরীব*, ১৭৫০। ২ *বিণ* অভুক্ত। 'সব দুনিয়ার খোরাক জোগাও নিজেই থেকে ভুক।' *জসীম*, ১৯২৭। দ্র **ভুখ**

ভুকা[1] [স বুভুক্ষা>] *ক্রি* খাওয়া। **ভুকিব** *ক্রি* খাবো। 'কুচি কুচি করিয়া ভুকিব এক সাথে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভুকা[2] [স বুভুক্ষা>] *বিণ* ক্ষুধার্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১। দ্র **ভুখা**

ভুক্ত[1] [স] ১ *বিণ* অন্তর্গত। 'সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন পরে কৌলেলভুক্ত হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ২ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'আপনাদিগের বাস্তুভূমিতে পরিণত ও রাজ্যমধ্যে ভুক্ত করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* ভোগী। 'অল্পবেতনভুক্ত এদেশীয় কর্মচারীদিগকে সততই অসুস্থ দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

ভুক্ত[2] [স] *বিণ* খাওয়া হয়েছে এমন। 'পূর্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

ভুক্তদ্রব্য [স] *বি* খাওয়া হয়েছে এমন খাবার। 'জীবদেহ কেমন করিয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

ভুক্ত ভোগ [স] *বি* আগের কোনো বিষয়ের জন্য কষ্ট পাওয়া। 'হিন্দুলোকেরা এখন ভুক্ত ভোগের দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ভুক্তভোগী [স] ১ *বিণ* পূর্বে কোনো বিষয় ভোগ করেছে এমন। '… ঐ বাটীতে থাকিয়া ঐ হাজরার দেনা পাওনা দিয়া লইয়া ঐ স্থাবরাদি ধনে ভুক্তভোগী ছিলেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৯। ২ *বি* পূর্বে কোনো বিষয় ভোগ করেছে এবং সেজন্য কষ্ট পেয়েছে যে। 'আমি কহিলাম – যে ভুক্তভোগী সেই জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম।' *মুজতবা*, ১৯৫৯। ৩ *বিণ* ভোগকারী। 'মার্কিন চালে সমানে শোণিত, টাকা; ধনিক যুগের প্রধান ভুক্তভোগী ইংলণ্ডেই সমাজতন্ত্র পাকা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

ভুক্তাবশিষ্ট [স] *বি* উচ্ছিষ্ট। 'ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিয়া তত্রাগত হইল।' *কেরি*, ১৮১২।

ভুক্তা *ক্রি* খাওয়া। **ভুক্তে** *ক্রি* খায়। 'ফাঁকী দিয়া চাকি ভুক্তে পায় করে ফিরা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভুক্তি [স] *বি* ভোগ। 'ভুক্তি শব্দে কহে ভোগ অনন্ত প্রকারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভুখ [স বুভুক্ষা] *বি* ক্ষুধা। 'খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০।

ভুখল *বিণ* ক্ষুধার্ত। 'তহিক লাগি ফুল্ল অরবিন্দ। ভুখল ভমরা পিব মকরন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভুখা *বিণ* ক্ষুধার্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সভায় কোনো ভুখা ভিখারি যেতে পারল না।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ভুখা-ফাঁকা *বিণ* অভুক্ত; ক্ষুধার্ত। 'ভুখা-ফাঁকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ভুখা মিছিল *বি* ক্ষুধার্ত জনগণের খাদ্যাভাব পূরণের দাবিতে মিছিল। 'তারা ভুখা মিছিল বাহির করিবে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ভুখারিনি *বিণ স্ত্রী* ক্ষুধাতুর। 'সেই ভুখারিনির কাঁদন লক্ষ করে ঝড়ের বেগে ছুটল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভুখারী, ভুখারি ১ *বি* ক্ষুধাতুর ব্যক্তি। 'সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ *বিণ* ক্ষুধার্ত। 'ভুখারী দীনতা নির্ভরহন্তা গমনচোর – জ্বেলে দিবে সহমরণের চিতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

ভুখিল *বিণ* ক্ষুধার্ত। 'আধিক পীড়এ যবে ভুখিল তবলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভুখিল বাঘের হাথে জেমন হরিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুগজুগুনি *বি* ক্রোধের আগুন। 'তার চোখে সত্য সত্যই ভুগজুগুনি জ্বলে উঠেছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভুগস্তি *বি* দুর্ভোগ। 'আমাদের ভুগস্তি অনেকটা গরীব চাষীর ম্যালেরিয়ায় ভোগার মত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভুগা *ক্রি* ভোগা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **ভুগেছিনু** *ক্রি* ভুগেছিলাম। 'তার জন্মের পরে বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভুগান *ক্রি* ভোগানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভুগ্ন [স] *বিণ* ভগ্নস্বাস্থ্য। 'কোন, ব্যক্তি রুগ্ন; ভুগ্ন, অন্ধ, বধির হইয়াও ধনগৌরবে কোন সুরূপা কামিনীর কর গ্রহণ পূর্বক ….' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ভুঞ্জানো [স ভুঞ্জ>] *ক্রি* খাওয়ানো। 'তার বোলে দুবল্য ভুঞ্জায় বন্ধুগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুজ [স] *বি* বাহু। 'ঘন কৃষ্ণ আঁখিতারা, সুগোল মৃণাল ভুজ নাই তাই বোধ করি ইহার কবি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে অপরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

ভুজদণ্ড [স] *বি* পুরুষের শক্ত সুদৃঢ় বাহু। 'আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুজপাশ [স] *বি* বাহুবন্ধন। 'ভুজপাশ উদাস গা ভাঙ্গে হাই তোলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভুজ-পাশ-বদ্ধ *বিণ* বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ। 'ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভুজবন্ধ [স] *বি* বাহুর বন্ধন। 'বাঁধ মোরে ছন্দে গো/ বাঁধ ভুজবন্ধে গো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

ভুজবন্ধন [স] *বি* আলিঙ্গন। 'তাঁহার ভুজবন্ধনের অপনয়ন করিতে পারিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভুজবল [স] *বি* বাহুর বল। 'ভুজবলে পর্বত উপাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুজবলএ [স ভুজবলয়] *বি* বাহুর অলঙ্কার। 'সিসের সিন্দূর ভুজবলএ উজলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুজবল্লী [স] *বি* বাহুরূপ লতা। 'সুকোমল ভুজবল্লী গোলালো গঠন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ভুজমালিকা [স] *বি* বাহুর বন্ধন। 'কণ্ঠে মম জড়ায়ে আছে তোমার ভুজমালিকা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভুজমৃণাল [স] *বি* পদ্মের ডাঁটার মতো বাহু। 'নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভুজযুগ [স] *বি* হাত দুটি; দু-হাত। 'ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুজলতা [স] *বি* লতার মতো বাহু। 'তার ভুজলতা দিয়ে বড়ো কষ্টে সে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভুজস্তম্ভ [স] *বি* বাহুর নিশ্চলতা। 'ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভুজস্থ [স] *বিণ* বাহুতে আছে এমন। 'ভুজস্থ মাংস পেশি সকল যদি সেই প্রকার স্বভাবযুক্ত না হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভুজাস্ত্র [স] *বি* হাত কাটারি। 'ভুজাস্ত্রে যেমন কাটে ভেটের ছাগল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভুজকুয়ারা [স ভূমি-কুষ্মাণ্ড] *বি* ভুঁইকুমড়া। 'চেংড়ার সুমার বুদ্ধি তোমার ভুজ কুয়ারা জানালে।' *লালন*, ১৮৯০।

ভুজগ [স] *বি* সাপ। 'বলে আর জন ভুজগ ভূষণ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভুজগগুরু [স] *বি* সাপুড়ে। 'কর কঙ্কণ পণ/ ফণি মুখ বন্ধন/ শিখই ভুজগগুরু পাশে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

ভুজঙ্গ [স] *বি* সাপ (এখানে প্রেমিক)। 'সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

ভুজঙ্গনা [স ভুজঙ্গম] *বি* সাপ। 'শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে দেখতে যেমন ভুজঙ্গনা।' *লালন*, ১৮৯০।

ভুজঙ্গম [স] *বি* সাপ। 'আক্ষার যৌবন কাল ভুজঙ্গম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুজঙ্গমালা [স] *বি* সাপের মালা। 'ভুজঙ্গমালা, গলে বিলম্বিত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভুজঙ্গিনী [স] *বি স্ত্রী* সাপ। 'এই সমস্যা শেত ভুজঙ্গিনী জাত চলিহেঁ।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভুজঙ্গী [স] *বি* সাপ। 'ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ভুজঙ্গকেসর [স ভুজঙ্গকেশর] *বি* ফুলবিশেষ। 'ভুজঙ্গকেসর রাখিল জবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুজঙ্গপ্রয়াত [স] *বি* ছন্দবিশেষ। 'ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে/ ভারত, ১৭৬০।

ভুজঙ্গয়া *বি* ছন্দের নাম। *আলাওল*, ১৬৮০।

ভুজন [স ভোজন] *বি* আহার। 'ভুজন সমএ রাজা গোরস না পাইব।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **ভোজন**

ভুজা [স ভুজ্>] *ক্রি* ভোগ করা। **ভুজথু** *ক্রি* ভোগ করুক। 'সে সুখে ভুজথু রাজে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভুজিবি** *ক্রি* ভোগ করবে। 'ভুজিবি তোঁ লিখিত ফল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুজালি *বি* ছোটো বাঁকা ছুরিবিশেষ। 'ভুজালি নিয়ে একান্ত মনোযোগের ভান করে মাটি খোঁচাতে লাগলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভুজ্য [স] *বি* (হিন্দু আচার) পরলোকগত ব্যক্তির উদ্দেশে নিবেদিত অন্নাদি। 'শ্রাদ্ধে খোলা, ডোঙ্গা বা ভুজ্যের প্রয়োজন নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভুঞে [স ভূমি>] *বি* ভূমি; মাটি। 'গণ্ডাচারি লাথি চড় পড়া গেল ভুঞে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভুঞা [স ভূমি>] *বি* আদি বাসিন্দা। 'শুনি কথা অদ্ভুত ধায় ভুঞা রাজার দূত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুঞ্জন [স] *বি* উপভোগ। 'শুধু নীরবে ভুঞ্জন এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভুঞ্জা [স ভুঞ্জ্>] *ক্রি* ভোগ করা। **ভুঞ্জ** *ক্রি* ভোগ করো। 'নহে তোর পতি যোগ/ আক্ষা সমে ভুঞ্জ ভোগ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভুঞ্জই** *ক্রি* ভোগ করে। 'দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দিজানী।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০। **ভুঞ্জএ** *ক্রি* ভোগ করে। 'সৃজিলেক নৃপতি ভুঞ্জএ সুখে রাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভুঞ্জহ** *ক্রি* ভোগ করো। 'আন জন সঙ্গে তুমি ভুঞ্জহ শৃঙ্গার।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভুঞ্জায়ি** *ক্রি* খাওয়াদাওয়া করিয়ে। 'ভুঞ্জায়ি মৎস্যের ঝোলে শয়ন করাই কোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভুঞ্জি ১** *ক্রি* ভোগ করি। 'পতি সনে ভুঞ্জি রতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* ভোজন করি। 'হরিদ্রারঞ্জিত কান্তি উদর পুরিয়া ভুঞ্জি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভুঞ্জিআ** *ক্রি* ভোজন ক'রে। 'ভুঞ্জিআ কাপড়ে মুছে হাথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভুঞ্জিতে** *ক্রি* ভোগ করতে। 'নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ভুঞ্জিবেক** *ক্রি* ভোগ করবে। 'রাজ্জ পুনি ভুঞ্জিবেক পাণ্ডব নন্দন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভুঞ্জিমু** *ক্রি* উপভোগ করবো। 'কিরূপে ভুঞ্জিমু মুই পরদার রতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভুঞ্জিল** *ক্রি* উপভোগ করলো। 'রতি ভুঞ্জিল মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভুঞ্জিলেন্ত** *ক্রি* উপভোগ করলো। 'আমিনার সনে রতি ভুঞ্জিলেন্ত মহামতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভুঞ্জু** *ক্রি* উপভোগ করুক। 'কৃষ্ণ ভুঞ্জু কথোকাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভুঞ্জে** *ক্রি* উপভোগ করে। 'হরিএঁ ভুঞ্জে কমল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভুঞ্জোঁ** *ক্রি* ভোগ করি। 'ফল ভুঞ্জোঁ মোএঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুঞ্জানো [স ভুঞ্জ্>] *ক্রি* খাওয়ানো। 'শালি-অন্ন মধু খণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুট *বিণ* লোপাট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভুটিয়া[১] **১** *বিণ* ভুটানের। 'এ হিন্দুর দেশ নহে – ভুটিয়া লেপচাগণ ম্লেচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বি* ভুটানের অধিবাসী। 'নেপালি, না ভুটিয়া, না দোহাতী?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ভুটিয়া[২] *বি* ঘোড়ার জাতবিশেষ। 'পগেয়া ভুটিয়া তাজি আরবি ইত্যাদি।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ভুট্টা [স বৃত্তক] *বি* মকাই; এক প্রকার খাদ্যশস্য। 'ছাতু খায় চানা খায় ভুট্টা খায় যারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভুট্টাখোর [ভুট্টা+ফা খোর] *বিণ* অধিক ভুট্টা খায় এমন। 'ভুট্টা খুঁটে নিসনে ওরে ভুট্টাখোর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

ভুড়ভুড় [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত বুদ্বুদ ওঠার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভুড়ভুড়ানি [ধ্বন্যা] **১** *বি* ক্রমাগত বুদ্বুদ ওঠার ভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* বুদ্বুদ; জলবিম্ব। 'বানের জলের মতো দুটো চারটে দিন ভুড়ভুড়ানি কেটে কোন দিকে ভেসে চলে গেল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ভুড়ভুড়ি [ধ্বন্যা] *বি* বুদ্বুদ। 'ছ্যাড়ে গিয়া দূরে গিয়া ছাড়ে ভুড়ভুড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভুরভুরি [ধ্বন্যা] *বি* জলের বুদ্বুদ। 'শব্দহীন ভুরভুরির গতি হয়ে যায় আনন্দের ফুল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভুড়ুক ভুড়ুক [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত হুঁকা টানার আওয়াজ। 'খানিক ভুড়ুক ভুড়ুক করে হুঁকো টানতে লাগলো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ভুণ্ড *বি* পেট। 'মুণ্ডাইল ভাঁড়ুর মুণ্ডে অভক্ষ ভরিআ ভুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুতভবিষ্যত [স ভূতভবিষ্যৎ] *বি* পূর্বাপর। 'ভুতভবিষ্যত তুমি জান বর্তমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুতা *বিণ* ভোঁতা। 'ওদের থুতা মুখ একেবারে ভুতা করিয়া দিব।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ভুতুড়ি *বি* কাঁঠালের ভিতরের বর্জ্য অংশ। 'কতগুলি কেবল ভুতুড়িসার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভুতুড়ে [স ভূত>] **১** *বিণ* (লোকবিশ্বাস) ভূতের মতো। 'অরণ্যের যত প্রেতাত্মাগুলো হঠাৎ জেগে উঠে ভুতুড়ে নাচন নাচতে আরম্ভ করে

দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* ভূতের মতো আতঙ্ক সৃষ্টিকারী। 'ভুতুড়ে জেলখানার দারোগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ভুন *বি* এক প্রকার বস্ত্র। 'এত শুনি রাজা সবে ভুনে চুম দিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভুনা [স ভর্জন>] ১ *বিণ* ভাজা হয়েছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *ক্রি* ভাজা। 'কলিজা কাবাব সম ভুনে মরু-রোদ্দুর।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভুনানো *ক্রি* ভাজি করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভুনো [স ভর্জন>] *বি* ভাজি। 'এ কি ভুনোর দোকান?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ভুনি, ভুনী ১ *বি* হিন্দু বিধবাদের পরিধেয় পাড়হীন মোটা শাড়ি। 'চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী ভুনী পোতা পট্ট পাড়ি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সূক্ষ্ম রেশমি কাপড়বিশেষ। 'শত শত এক জায় গুজরাটে তন্তুবায় ভুনি খুনি ধুতি বোনে গড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুনিখিচুড়ি *বি* যে খিচুড়ি শুকনো, প্রায় ভাজার মতো। 'বাদল দিনে ভুনিখিচুড়ি ও কোর্মার সারবত্তা ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভুবন [স] ১ *বি* স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। 'এ তীন ভুবনে রাধা তোক্ষা কৈলোঁ সার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* আবাস। 'নিবর্ত্তিয়া গেল রাজা আপনা ভুবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* বিশ্ববাসী। 'ওই যে সৌন্দর্য লাগি পাগল ভুবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বি* সর্বস্ব। 'আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভুঅণ [স ভুবন] *বি* ভুবন। 'তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।' *চর্যা ১৮*, ১২০০।

ভুবণ [স ভুবন] *বি* জগৎ। 'কৃষ্ণপরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভুবন ঈশ্বরী [স] *বি* ভুবনেশ্বরী। 'ভকতিবৎসলা তুমি ভুবন ঈশ্বরী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভুবনকম্প [স ভুবনকম্প] *বি* ভূমিকম্প। 'যার অংশ নাড়িতে ভুবনকম্প হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভুবনজোড়া *বিণ* ভুবনজুড়ে বিস্তৃত। 'তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ভুবনতরণী [স] *বি* জগৎরূপ তরণী। 'বিপুল ভুবনতরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভুবন তিন *বি* (বৈষ্ণব) ব্রজ, গোলক ও দ্বারকা অথবা ভাব, কান্তি ও বিলাস। 'চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।' *চণ্ডী*, ১৫৭০।

ভুবননাট [স] *বি* জগতের নাট্যশালা। 'তোমার ভুবননাটে নেচে বেড়াই ভুলে শরম ভরম লাজ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভুবনপ্রথিতযশাঃ [স] *বিণ* পৃথিবী বিখ্যাত। 'ভুবনপ্রথিতযশাঃ বিক্রমাদিত্যের ... কবিকুলশিরোমণি কালিদাস।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভুবনপ্লাবন [স] *বিণ* ভুবন প্লাবিত করে এমন। 'রাত থেকে ভুবনপ্লাবন বর্ষা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভুবনবন্দন [স] *বিণ* জগৎপূজ্য। 'নান্দের নন্দন ভুবন বন্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুবনবিখ্যাত [স] *বি* জগৎখ্যাত। 'ভুবনবিখ্যাত নাম সুধন্য নদীয়া গ্রাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুবনবিজই [স ভুবনবিজয়ী] *বিণ* বিশ্বজয়ী। 'ভুবনবিজই নাম লাউসেন বালা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভুবনবিজয়ী [স] *বিণ* বিশ্বজয়ী। 'সুন্দ উপসুন্দ – এবে ভুবন-বিজয়ী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভুবনবিদিত [স] *বিণ* জগৎময় পরিচিত। 'ভুবনবিদিত অতি গুণের নিধান।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভুবনভরা ১ *বিণ* জগৎময়। 'আলো আমার আলো, ওগো আলো, ভুবনভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ২ *বিণ* জগৎ আলোকিত করে এমন। 'মা তোর ভুবন-ভরা রূপ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভুবন-ভাসানো *বিণ* ভুবন ভাসায় এমন। 'স্মৃতির ভিতরে ভুবন-ভাসানো একটা নদী ছিল।' *নীরেন*, ১৯৬৪।

ভুবন-ভুলানা *বিণ স্ত্রী* জগৎ ভুলানো। 'ভুবন-ভুলানা রূপ।' *নজরুল*, ১৯১৯।

ভুবন-ভুলানী *বি* ভুবনকে ভুলিয়ে রাখে যে। 'ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে ভুবন-ভুলানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ভুবন-ভুলানো *বিণ* সর্বজন মুগ্ধকর। 'ভুবন-ভুলানো হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভুবন-ভোলা ১ *বিণ* সমস্ত মানুষকে মুগ্ধ করে এমন। 'ভুবন-ভোলা নয়ন দুটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* সবকিছু ভুলিয়ে দেয় এমন। 'একি ভুবনভোলা/ রসাবেশের দোলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ভুবনময় [স] *ক্রিবিণ* পৃথিবী জুড়ে। 'চুম্বনেরি চমক লাগে আকুল ভুবনময়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

ভুবন মহিনি [স ভুবনমোহিনী] *বিণ স্ত্রী* ভুবনমোহিনী। 'ভুবন মহিনি রূপ যেহেন পদ্মিনী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভুবনমাঝার *বি* পৃথিবীর অভ্যন্তর; জগতের ভিতর। 'ভুবনমাঝারে হোক উদয়/ নূতন জেরুজিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'ওগো প্রিয়, তবু থাক কিছুকাল ভুবনমাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভুবন-মাঝে ১ *ক্রিবিণ* জগদ্ব্যাপী। 'ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে ভুবন-ভুলানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ২ *ক্রিবিণ* আয়ত্তের মধ্যে। 'তার আপন সুরের ভুবন-মাঝে তারে থাকতে দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

ভুবনমোহন [স] ১ *বিণ* সর্বজনমুগ্ধকর। 'শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে।' *মুরারি*, ১৫৭০; 'ভুবনমোহন লোত্তা ষোল চান্দ মুখশোভা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* ভুবন-ভোলানো। 'পুব সাগরের পার হতে কোন পথিক তুমি উঠলে হেসে/ তিমির ভেদি ভুবন-মোহন আলোর বেশে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভুবন-মোহিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সর্বজনমুগ্ধকর। 'অনুপমারূপে বামা – ভুবন-মোহিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ স্ত্রী* ভুবন মোহিত করে এমন। 'অলকা তিলকা রম্ভা ভুবন-মোহিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

ভুবনরঞ্জন [স] *বিণ* পৃথিবীখ্যাত। 'মদনগঞ্জন রূপ ভুবনরঞ্জন দিনে দিনে অনাবেশ সাধুর নন্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুবনলক্ষ্মী [স] *বি* জগতের লক্ষ্মী। 'শতদলদলে ভুবনলক্ষ্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভুবনলোভন [স] *বিণ* ভুবনকে প্রলুব্ধ করে এমন। 'গরবী গোলাপ আমি ভুবনলোভন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

ভুবনেশ্বর [স] *বি* ভুবনের ঈশ্বর। 'বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ভুবনেশ্বরী [স] *বি স্ত্রী* পৃথিবীর প্রধান। 'মঙ্গল কামনা করি, মঙ্গলা ভুবনেশ্বরী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ভুবনোজ্জ্বল [স] *বিণ* জগৎ আলোকিত। 'মনোমোহন দেবতার ভুবনোজ্জ্বল অশ্বারূঢ় মূর্তি।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ভুবর্লোক [স] **১** *বি* হিন্দুপুরাণে বর্ণিত সপ্তস্বর্গের অন্যতম। 'ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ... ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। **২** *বি* আকাশ। 'শক্তিরূপ হেরো তাঁর, আনন্দিত, অতন্দ্রিত, ভূর্লোকে ভুবর্লোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

ভুবীশ্বর [স] *বি* পৃথিবীপতি। 'এতেক ভারতী শুনে ভুবীশ্বর ভাষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভুম [স ভূমি] *বি* ভূমি। 'ভুম যেমত সকোল পাপী মুনিষ্যের।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ভুমি [স ভূমি] *বি* মাটি। 'ভুমিত বসিয়া রাজা এড়ন্তি নিশ্বাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'বিস্য দ্রোনাচার্জ্জ হৈল সোকে ভুমিগত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'দ্রোন্ন অস্ত্র সান্ধিল আবরিল ভুমিতল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **ভূমি**

ভুয়া [প্রা বৃহ] **১** *বিণ* অন্তঃসারশূন্য; মেকি। 'মনে হয়, ও জিনিসটা কেবল ভুয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'এই নিতান্ত ভুয়া দরবারের আড়ম্বর দেখিয়া ভীত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* মিথ্যা ভিত্তি। 'সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভুয়া দেওয়া *ক্রি* ধোঁকা দেওয়া। 'অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভুয়ো [প্রা বৃহ] **১** *বিণ* অন্তঃসারশূন্য। 'তেমনি আমার সকল কর্ম ভুয়ো।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* অবাস্তব। 'এ সমস্তই ভুয়ো, বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো সেই ওই কবিকঙ্কণ চণ্ডী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৩** *বিণ* অকর্মণ্য। 'ওই ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তাও।' *নজরুল*, ১৯২২। **৪** *বিণ* মিথ্যা। 'অজানা জিনিসের ভয় জানলে দেখা যায় ভুয়ো।' *প্রমথ*, ১৯২৭। **৫** *বিণ* মেকি। 'ওর প্রতিভাও ভুয়ো।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ভুয়োবাজী [ভুয়ো+ফা বাজী] *বি* ভাঁওতাবাজি; ফাঁকিবাজি। 'এসব ভুয়োবাজী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভুয়ো[1] *দ্র* **ভুয়া**

ভুয়ো[2] *বিণ* অধিক। 'কখনও নদীর ভুয়ো জলে নিরন্ন বছর নামে।' *জীবন*, ১৯৩০।

ভুর [স ভ্রম] **১** *বি* ভুল। 'আগে শুনি বড় ভুর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* ছল। 'নকিব ফুকারে সদা হাজারির ভুর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভুরকুণ্ডা *বি* ভুরুণ্ডি ফুল; পিটুলি। 'শ্রীমন্তের অঙ্গে একে একে ভঙ্গে জেন আসাড়িআ ভুরকুণ্ডা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুর ভুর [ধ্বন্যা] *বি* গন্ধে পূর্ণ বা আমোদিত হওয়ার ভাব। 'ভুর ভুর করে পদ্মগন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'সুগন্ধ বনের ছায়ায় ভুরভুর করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভুরভুরে [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* ভরপুর। 'ভুরভুরে ফুল যেথায় বারমাস।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'একটা ভুরভুরে গন্ধ আসছে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

ভুরা [ফা বুরহ] *বি* ভেলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভুরি ভুরি [স ভূরি ভূরি] *বিণ* প্রচুর। 'শ্রোতৃবর্গ সন্তুষ্ট চিত্তে ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ভুরু, ভুরু [স ভ্রূ] *বি* ভ্রূ। 'ভুরু কামধনু রূপ মদনমোহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কি ভুরুভঙ্গিমা দিঠী সুরঙ্গিমা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। *দ্র* **ভ্রু, ভ্রূ**

ভুরুকুটি, ভুরকুট্টি [স ভ্রূকুটি] *বি* ভ্রূকুটি; বিরক্তি প্রকাশের জন্য ভ্রূকুঞ্চন। 'কেহ হাসে কেহ করে ভুরুকুটি, কেহ রহে নতশিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'জল দাও ভগোমানড় অমন ভুরকুট্টি করতে নেগো না।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভুরু-গাঁথা *বিণ* একদেশদর্শী। 'যা জানলে ভুরু-গাঁথা বিচারক সবচেয়ে ক্লিন্ন মানুষের প্রতিনিধি – তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেবেন।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

ভুরুধনু [স ভ্রূধনু] *বি* ভ্রূরূপ ধনু। 'চপল নয়ন ছলে ভুরুধনু লয়ে। ছাড়িল কটাক্ষ বাণ দয়াশূন্য হয়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভুরুপাখি *বি* ভ্রূরূপ পাখি। 'তাহারই লোভে যেন উড়িছে ভুরুপাখি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ভুরুভঙ্গ [স ভ্রূভঙ্গ] *বি* ক্রোধ, বিরক্তি প্রভৃতি প্রকাশক ভ্রূ কুঞ্চিতকরণ। 'ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভুরুভঙ্গিমা [স ভ্রূভঙ্গিমা] *বি* ভ্রূ সংকোচন বা প্রসারণ। 'কি ভুরুভঙ্গিমা দিঠী সুরঙ্গিমা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভুরুযুগ [স ভ্রূযুগ] *বি* ভুরু যুগল। 'কামের কামান যিনি ভুরুযুগ টান।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভুরুহী [স ভ্রূ>] *বি* ভ্রূ। 'কাল ভুরুহী শোভে বদনকমলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভুরেণ্ডি *বি* ফুলবিশেষ। 'পড়াসি পুন্যাজ্ঞি কাটিল ভুরেণ্ডি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুল *দ্র* **ভুলা**[1]

ভুল[2], **ভুল** **১** *বি* বিস্মৃতি। 'ও লেকেন ভুল গিয়া সব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* ভ্রান্তি; ভ্রম। 'শ্রীরাম প্রসাদে বলে, কেন মন এত ভুল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বিণ* অশুদ্ধ; ঠিক নয়। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভুলগ্রস্ত [ভুল+স গ্রস্ত] *বিণ* ভুল করে ফেলেছে এমন। 'এসো হিসাবপত্তরত্রস্ত তহবিলমিলভুলগ্রস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

ভুলচুক *বি* ভুলভ্রান্তি। 'সাধারণ মানুষের ভুলচুক-ত্রুটি পরিমাণে বেশি হইয়াই থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভুল তান [ভুল+স তান] *বি* ভুল সুর। 'বরকন্দাজ বাঁশিতে লাগায় ভুল তান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ভুলত্ব [ভুল+স ত্ব] *বি* ত্রুটিপূর্ণতা। 'তাহাতে ভুলের ভুলত্ব যায় না।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ভুলত্রুটি [ভুল+স ত্রুটি] *বি* নানা প্রকার ভুল। 'অনেক ভুলত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভুলন *বি* ভুলে যাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভুলনি *বি* প্রবঞ্চক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভুল বোঝা *ক্রি* মিথ্যা ধারণা পোষণ করা। 'ভুল বুঝে কত দিন কেটে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

ভুল-বোঝাবুঝি *বি* পারস্পরিক ভুল ধারণা। 'এই কারণে কিছু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে, সেটা পরিষ্কার করা ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভুলভরা *বিণ* ভ্রান্তিপূর্ণ। 'স্বপনের ভুল মোরা/ ভুলভরা ভূলোকে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

ভুল ভাঙা *ক্রি* ভুল বুঝতে পারা। 'ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

ভুলভাষী [ভুল+স ভাষী] *বিণ* ভুল কথা বলে এমন। 'অবিশ্বাসীরাই শয়তানী চেলা ভ্রান্ত দ্রষ্টা ভুলভাষী।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ভুল-ভ্রান্তি [ভুল+স ভ্রান্তি] **১** *বি* ভুল-ত্রুটি। 'ভুল-ভ্রান্তি অসম্পূর্ণতা সমস্তর ভিতর দিয়ে নবযুগবিধাতার ডাক শুনে চলতে থাকব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'মানুষ মাত্রেরই নানান ভুল-ভ্রান্তি আছে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* নানা প্রকার ভুল। 'জীবনের শুরুতেই মানুষের ভুলভ্রান্তি অপচার – ব্যভিচারের কথা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভুলেও *ক্রিবিণ* ভুল করে হলেও। 'আমি কি ভুলেও কোনোদিন এসে দাঁড়ায়েছি তব দ্বারে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভুলে-ভরা *বিণ* ত্রুটিতে পরিপূর্ণ; ত্রুটিপূর্ণ। 'এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভুলে-যাওয়া[1] *বিণ* ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে-যাওয়া কত রাশি রাশি লাভক্ষতি কান্না হাসি – এক তীর গড়ি তোলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভুলে যাওয়া[2] *ক্রি* মনে না থাকা। 'ভুলে যাবি ওরে আপনারে তুই ভুলে যাবি তোর গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ভুলা[1] **১** *ক্রি* ভোলা। 'কেন ধনি ভুল তুমি তোমা লাগ্যা দানী আমি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* মোহিত হওয়া। 'আনন্দোমত্ত কাক এই অনুনয় কথাতে ভুলিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **ভুল** *ক্রি* ভুলে যাও। 'কেন ধনি ভুল তুমি তোমা লাগ্যা দানী আমি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **ভুলাইতুম** *ক্রি* ভুলিয়ে রাখতাম। 'দাউদ নহে নারী দেখাই ভুলাইতুম।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভুলাইতে** *ক্রি* ভুলিয়ে রাখতে। 'মানবীর মন ভুলাইতে কথক্ষণ।' *বাহরাম*, ১৭০০। **ভুলাব** *ক্রি* বিস্মৃত করাবো। 'ইউছফে ভুলাব মোরা ধূলাখেলা দিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ভুলি** *ক্রি* বিস্মৃত হই। 'নিকাশী কাশ বাধবে গলে জেনে শুনে কেন ভুলি।' *লালন*, ১৮৯০। **ভুলিল** *ক্রি* ভুললো। 'ভুবন ভুলিল রূপে ভাবে ব্রহ্মতনু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ভুল্লে** *ক্রি* ভুলে গেলে। 'ভুল্লে ক্ষতি নাই, রিফর্মেশনে নামও বদলায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ভুলানো *ক্রি* ভুলিয়ে দেওয়া। 'আমি তা'কে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ভুলা[2] *বিণ* ভুলো। 'না বুঝে মন হলি ভুলা মানুষ বিবাদী।' *লালন*, ১৮৯০।

ভুলানী *বি* ভোলায় যে। 'ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে ভুবন-ভুলানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ভুলিয়ে-ভালিয়ে *ক্রিবিণ* মিথ্যা আশ্বাসাদি দিয়ে। 'সন্ধ্যের আগে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি ডেকে আনিস।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভুলিয়ে রাখা *ক্রি* অন্য দিকে মন আকৃষ্ট করে শান্ত করা। 'নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন আর আমাদের নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভুলুআ *বিণ* সব কিছু ভুলে যায় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভুলুনি *বি* ভোলায় যে। 'চুপ কর, ও পাগলি, ও ভুলুনি, ছেলে ধরতে এসেছ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভুলুয়া [স ভ্রম>] *বি* যাত্রার সঙ। 'যাত্রার ভুলুয়া এবং মটরু এই সকল শ্রেণীর রসিকদিগের আদর্শ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভুলুয়া-গিরি *বি* সঙের কাজ। 'যে সকল লেখক এরূপ ভুলুয়া-গিরিতে প্রবৃত্ত ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভুলোক [স] *বি* পৃথিবী। 'ভুলোক আদি সপ্তলোক করিলা সৃজন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। দ্র **ভূলোক**

ভুশ [ধ্বন্যা] *বি* পানি, কাদা প্রভৃতি ভেদ করে ওঠা বা পড়ার শব্দ। 'নিমকের বস্তার মত ভুশ করে পড়ে এক-একটা সাঁতারু ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভুশুরপো [ভাশুর>] *বি* ভাশুরপো; স্বামীর বড়ো ভাইয়ের ছেলে। 'জাতি কুলের দায়ে ভুশুরপোকে দায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ভুষা [স ভূষণ>] *বি* আভরণ। 'প্রতি জনে ভুষা দিল বস্ত্র অলঙ্কার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভুষুণ্ডি, ভুসণ্ডি *বি* পাথর ছোড়ার জন্য চামড়ার তৈরি যন্ত্রবিশেষ। 'পরিঘ ভুষুণ্ডি ধরিআ চণ্ডী বাড়িআ ভাঙ্গিল দন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গায়ে আরোপিল রাঙ্গি ভুসণ্ডি ডাবুস টাঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভুষ্টিনাশ [স গোষ্ঠীনাশ] *বি* ধ্বংস; সর্বনাশ। 'করিলেন ভুষ্টিনাশ কালীঘাটে রয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভুস [ধ্বন্যা] *বি* পাখি উড়ে যাওয়ার শব্দ। 'ভুস করে সবুজ বনের সমুদ্রের ভেতর ঢুকে পড়ল।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভুসা [স ভস্ম>] **১** *বি* কাজল। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* বাতির শিখায় তৈরি কালি। 'হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভুসো *বি* প্রদীপের শিখায় তৈরি কালি বা কাজল। 'চৌকিতে লাগিয়ে রেখেছিল ভুসো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভুসো কালি *বি* ভুসা থেকে তৈরি কালি। 'মুখে ভুসোর কালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভুষোকালি *বি* ভুসা থেকে তৈরি কালি। 'অদূর তুলসীমঞ্চ, ভুষোকালি লেগেছে দেয়ালে।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

ভুষো জিনিষ *বি* পোড়ানো জিনিস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভুসি *বি* ধান, ডাল ইত্যাদির খোসা; খুদ-কুড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব, ঘুসি খেলে বাঁচব না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভুষি *বি* গোখাদ্য। 'গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুনপানি মেশানো ভুষি গোলায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভুষিমাল *বি* কলাই প্রভৃতি শস্য। 'ভুষিমালের আড়ত, মশলাপাতির আড়ত।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ভুসুণ্ডি [স ভূষণ>] *বিণ* দীর্ঘজীবী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভূ [স] **১** *বি* মাটি। 'তুলিআ আছাড়ে ভূঞে শোণিত নিকলে মুঞে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* পৃথিবী। 'ঘোড়ার ব্যবহার ভূমণ্ডলে প্রচরদ্রূপ হইবার পূর্বে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* ভূমি। 'দেশের ভূসংস্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভূকন্দর [স] *বি* ভূমিস্থ পর্বত-গহ্বর। 'পাতা পাথর মৃত্যু কাজের ভূকন্দরের থেকে আমি শুনি।' *জীবন*, ১৯৪০।

ভূকম্পন [স] *বি* ভূমিকম্প। 'অনেক ভূয়োদর্শনাভিজ্ঞ জ্ঞানী মনীষী ভূমিকম্পনকে ... অকল্যাণময় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূখণ্ড [স] **১** *বি* দেশ; রাষ্ট্র। 'ধনরত্নপূর্ণ ভূখণ্ড করায়ত্ত করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* জগৎ। 'বাহিরের ভূখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তঃকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই নিয়ত-জাগ্রত চেষ্টা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **৩** *বি* অঞ্চল। 'এডেনের চতুর্দিকে বিস্তৃত ভূখণ্ড ইংরাজের আশ্রয় স্বীকার করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভূগঠন [স] *বি* ভূভাগ সৃষ্টি। 'এই পৃথিবীর ভূগঠনের সময়ের মধ্যে নক্ষত্রবিশ্ব আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ ফেঁপে গিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভূগর্ভ [স] *বি* মাটির তলার অংশ। 'তৎসংক্রান্ত ভূগর্ভ-বিনির্গত গভীর গর্জন শ্রবণ করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ভূগর্ভ হইতে ধাতুখনন ও তদ্দ্বারা গৃহসামগ্রী নির্ম্মাণ, বিনা, শ্রম সম্পন্ন হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ভূগর্ভস্থ [স] *বিণ* মাটির অভ্যন্তরে অবস্থিত। 'ভূগর্ভস্থ হ্রদ ও অন্ধ মৎস্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূগর্ভস্থিত [স] *বিণ* মাটির তলায় আছে এমন। 'তাহারা ঐ জলপথে অর্থাৎ ভূগর্ভস্থিত নদী বিশেষে একখানি সামান্য নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক দীপ জ্বালাইয়া গেল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূগোল [স] *বি* পৃথিবী ও তার উপরিস্থ বিভিন্ন দেশের বিবরণ। 'ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ভূগোলক [স] *বি* পৃথিবী। 'এই বাষ্পীয় আবরণে ভূগোলক আবৃত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভূগোলখণ্ড [স] *বি* ভৌগোলিক সীমা। 'সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভূগোলচিত্র [স] *বি* মানচিত্র। 'একদা কোনও মুদ্রাযন্ত্রালয়ের গবাক্ষের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে, তন্মধ্যে এক ভূগোলচিত্র দেখিতে পাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ভূগোল-ছাড়া *বিণ* সীমানা অতিক্রমী। 'সকল-উদ্দেশ-হারা/ সকল-ভূগোল-ছাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

ভূগোলবিজ্ঞান [স] *বি* ভূগোলশাস্ত্র। 'রেনেসাঁসের যুগে নতুন করে ভূগোলবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভূগোলবিদ্যা [স] *বি* পৃথিবী ও তার উপরিস্থ বিভিন্ন দেশ সংক্রান্ত বিদ্যা। 'বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোল বিদ্যা ... ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রস্তুত প্রত্যক্ষমূলক ভূগোলবিদ্যা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ভূগোলবৃত্তান্ত [স] *বি* ভূ-বিজ্ঞান; দেশসমূহের অবস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান। 'ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের মনঃকল্পিত ভূগোলবৃত্তান্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ভূগোলস্মৃতি [স] *বি* ভৌগোলিক ইতিহাস। 'ভারতের ভূগোলস্মৃতি সম্বন্ধে একটা কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভূগোলীয় [স] *বিণ* ভূগোল সম্বন্ধীয়। 'খগোল ও ভূগোলীয় এক প্রতিবিম্ব দান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ভূচর [স] **১** *বি* স্থলচর প্রাণী; মাটিতে চরে যে প্রাণী। 'খেচর ভূচর গণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* মাটিতে চরে বেড়ায় এমন। 'যাবতীয় ভূচর ও খেচর জন্তু ঐ বায়ু-সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূচালা [স ভূ-চলন] *বি* ভূমিকম্প। 'ভূচালার মত চালা কোটা সব লড়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভূচিত্র [স] *বি* মানচিত্র। 'তিনি ... তদ্দ্বারা কেবল পুস্তক ও ভূচিত্র ক্রয় করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ভূ-চুম্বন [স] *বি* মাটিতে গড়াগড়ি। 'মস্তক যুবকের অসি-প্রহারে ভূ-চুম্বন করিতেছিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ভূচ্ছায়া [স] *বি* গ্রহণের সময়ে চাঁদে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে। 'ভূচ্ছায়া প্রবেশ দ্বারা চন্দ্র গ্রহণের ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভূতত্ত্ব [স] *বি* পৃথিবীর উৎপত্তি, পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞানশাস্ত্র। 'প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি স্বদেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ভূতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূতত্ত্ববিৎ, ভূতত্ত্ববিদ [স] **১** *বিণ* ভূবিদ্যাবিশারদ। 'ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **২** *বি* ভূবিদ্যাবিশারদ। 'ভূতত্ত্ববিদেরা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভূতত্ত্ববিদ্যা [স] *বি* ভূবিদ্যা। 'আমরা ইতিপূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি শুনিয়াও সচকিত হই নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ভূতত্ত্ববেত্তা [স] *বি* ভূ-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মতে আদৌ অবনীমণ্ডল অত্যুষ্ণ দ্রবীভূত পদার্থময় ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভূতত্ত্বানুসন্ধিৎসু [স] *বিণ* পৃথিবী বিষয়ক তত্ত্বের অনুসন্ধানে আগ্রহী। 'ভূতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূতল [স] **১** *বি* ভূমিতল। 'না পাইলে কান্দিয়া ভূতলে গড়ি যায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'পয়দল কলবল ভূতল টলমল।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* পাতাল। 'সৃষ্টির প্রথম যুগে যেসব ভূমিকম্পের মহিষ তার শিঙের আক্ষেপে ভূতল থেকে তপ্তপঙ্ক উৎক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

ভূতলজঠর [স] *বি* ভূগর্ভ। 'ভূতলজঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভূতলবর্তী, ভূতলবর্ত্তী [স] *বিণ* ভূমিতে আছে এমন। 'ভূতলবর্ত্তী নিশ্চল বা সচল পদার্থ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূতলশয়ন [স] *বিণ* মাটিতে শুয়ে আছে এমন। 'দীন নারী এক ভূতলশয়ন না ছিল তাহার অশন ভূষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভূতলশায়ী [স] **১** *বিণ* ধরাশায়ী। 'সকলেই একত্রে সহগমন করিয়া ভূতলশায়ী হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বিণ* পরাজিত। 'জয়দ্রথ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভূতলশায়ী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভূতলস্থ [স] *বিণ* পৃথিবীর উপরিভাগের। 'ভূতলস্থ কোন স্থানের সহসা ভূগর্ভে নিমজ্জন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূতলস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* ভূতলস্থ। 'সেই বৃক্ষতলে চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম, আর মূর্ছিতা, ভূতলস্থা শ্রী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ভূধর [স] *বি* পর্বত। 'রজত ভূধর শোভা ভক্তজন মনোলোভা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'থর থর করি কাঁপিছে ভূধর, শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভূধরেশ্বর [স] *বি* হিমালয়। 'যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি ধবল, ভূধরেশ্বর!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভূনত [স] *বিণ* অবনত। 'এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

ভূ-পতন [স] *বি* ভূমিতে পতিত হওয়া। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর ভূ-পতন-রহস্য নির্ণীত হয়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভূপতিত [স] **১** *বিণ* মাটির উপরে পড়েছে এমন। 'ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ* অস্পৃশ্য। 'রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

ভূপতিতা [স] *বিণ স্ত্রী* মাটিতে পতিত। 'ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

ভূপর্যটক [স] *বিণ* পৃথিবী পরিভ্রমণকারী। 'প্রসিদ্ধ জার্মান ভূপর্যটক।' *বিভূতি,* ১৯৩৭।

ভূপাতিত [স] *বিণ* মাটির উপর পড়ে আছে এমন। 'আর-একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

ভূপৃষ্ঠ [স] *বি* পৃথিবীর উপরিতল। 'সমুদ্রতরঙ্গবৎ তরঙ্গায়িতভাবে ভূপৃষ্ঠের কিয়ৎ লক্ষিত হয়।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

ভূপ্রদক্ষিণ [স] *বি* পৃথিবী পরিক্রম। 'আমার চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।' *অন্নদা,* ১৯২৯।

ভূ-বিবরণ [স] *বি* ভূগোল শাস্ত্র। 'এসো ... কাব্য-পুরন্দর ভূ-বিবরণ ভাণ্ডারী।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৪।

ভূবিস্তৃত [স] *বিণ* ভূমি পর্যন্ত প্রসারিত। 'সুখের মতো ভূবিস্তৃত, উরুদ্বয়ে শোকের মতো।' *সুনীল,* ১৯৬৬।

ভূবৃত্তান্ত [স] *বি* পৃথিবী সংক্রান্ত তথ্যাদি। 'দুনিয়ার ভূবৃত্তান্তে কোনো-একটা জায়গায় আছে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

ভূভাগ [স] **১** *বি* পৃথিবীর স্থলভাগের নির্দিষ্ট অংশবিশেষ। 'পর্বতের ব্যবধানও এক ভূভাগকে অপর ভূভাগ থেকে পৃথক করে রাখে।' *প্রমথ,* ১৯২৫। **২** *বি* পৃথিবী। 'ভূভাগের লোকের মনে অনেক দিন থেকে দিব্যি বসে গিয়েছে।' *প্রমথ,* ১৯২৭।

ভূভার [স] *বি* পৃথিবীর ভার। 'ভূভার খণ্ডনে কৈলে আপুনি প্রকাশ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

ভূভারখণ্ডন [স] *বি* পৃথিবীর ভারস্বরূপ পাপ নাশ করা। 'নানামত করিলেন ভূভারখণ্ডন।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

ভূভারত [স] **১** *বি* সমগ্র ভারত। 'যবে ভূভারতে বিসর্জিবে ভূভারত।' *মাইকেল,* ১৮৬৬। **২** *বি* সমগ্র জগৎ। 'এমন মানুষ ভূভারতে নাই।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

ভূমণ্ডল [স] *বি* পৃথিবী। 'ঘোড়ার ব্যবহার ভূমণ্ডলে প্রচরদ্রূপ হইবার পূর্বে ...।' *তারিণী,* ১৮০৩।

ভূমূর্তি [স] *বি* ভূমিরূপ দেশ। 'আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

ভূলুণ্ঠিত [স] **১** *বিণ* মাটিতে লুটানো। 'নিজের ভূলুণ্ঠিত পোশাকের প্রান্ত।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫। **২** *বিণ* ধরাশায়ী। 'সমাজধর্মের দুরহংকারে উচ্চশির ভূলুণ্ঠিত হবে।' *নজরুল,* ১৯২৭।

ভূলুণ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন। 'ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা, হে বৎসে আমার।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

ভূলোক [স] *বি* পৃথিবী। 'জীবলোকেদের ভূলোকাদি সত্যলোকপর্য্যন্ত – পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১০।

ভূলোকস্বর্গ [স] *বি* পৃথিবীর স্বর্গ। 'ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর।' *হরপ্রসাদ,* ১৮৮৬।

ভূসংস্থান [স] **১** *বি* ভূমি ব্যবস্থা। 'দেশের ভূসংস্থান।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫। **২** *বি* স্থাননির্দেশ। 'ভূ-প্রকৃতি অনেক অঞ্চলের সীমারেখা নানা সূত্রে নির্ধারণ করে দেয় ... আবহমণ্ডল, ভূমিবৃত্তি, ভূসংস্থান ইত্যাদি সূত্রে।' *শিব,* ১৯৫৬।

ভূসম্পত্তিবান [স] *বি* জমির মালিক। 'ভূসম্পত্তিবান দুষ্ট ভদ্রলোক ... ইহাদের প্রবর্ত্তক।' *মধ্যস্থ,* ১৮৭৩।

ভূসম্পন্ন [স] *বিণ* ভূসম্পত্তির মালিক। 'ভূসম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি।' *প্রমথ,* ১৯২৮।

ভূস্তর [স] *বি* মাটির স্তর। 'ভূস্তরপর্যায়ে ভূমিকম্প অগ্নি-উচ্ছ্বাস।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

ভূস্বত্ব [স] *বি* জমিজমা। 'নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই।' *বিভূতি,* ১৯৩৮।

ভূস্বর্গ [স] *বি* পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট স্থান। 'ইহা সাহিত্যক্ষেত্রে ভূস্বর্গ বলিয়া খ্যাতি বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন।' *অক্ষয়,* ১৮৫৪।

ভূস্বামী *বি* জমিদার; জমির মালিক। 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

ভুঁ [স ভূ] *বি* ভুঁই; চাষের জমি। 'ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬০।

ভুঁই[1], **ভুই** [স ভূমি] *বি* জমি। 'নিম্পি ভুঁই রূপিয়াছি।' *কেরি,* ১৮০২; 'ছয় হলেতে তোমার সকল ভুইর চাস উঠে।' *কেরি,* ১৮০২।

ভুঁই[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীনিবাস ভুঁই।' *সেবধি,* ১৮৪০।

ভুঁয়া *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি,* ১৮৪০।

ভুঁইচাঁপা *বি* এক প্রকার সুগন্ধি ফুল। 'কে পূজিল তোমা ভুঁই-চাঁপা ফুল দিয়া।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১২; 'প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্মল, যেমন নির্মল ভুঁইচাঁপা ফুল।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৫; 'ভুঁইচাঁপারি সই স্যাঙাতি জাফরানে নীল ফুল ফোটে।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯২৪।

ভুঁইয়া [স ভৌমিক] *বি* জমিদারপ; সামন্তরাজ। 'আমি কেন সামন্তের বাহুল্য না করিয়া এ একাদশ ভুঁইয়ারদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি।' *রামরাম,* ১৮০১।

ভুঁড়ো [স ভূরি>] *বিণ* বিশাল ভুঁড়িওয়ালা। 'ভুঁড়ো পেট কুঁকড়ে গেল।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

ভুঁতুড়ি *বি* কাঁঠালের ভিতরের অখাদ্য অংশ, যা কোষের সঙ্গে জড়িত থাকে। 'কোথাও একটা কাঁটালের ভুঁতুড়ির উপর মাচি ভ্যান ভ্যান কচ্চে।' *হুতোম,* ১৮৬১।

ভুখন [স ভূষণ] *বি* ভূষণ। 'গগন মড়ল দুহুক ভুখন একসর উগ চন্দা।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

ভুখারী *বি* ক্ষুধার্ত ব্যক্তি। 'ভুখারীর দানা কেড়ে বড় যারা।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

ভুগর্ভস্থ দ্র ভূ

ভুগোল দ্র ভূ

ভুচর দ্র ভূ

ভুজ [স ভুজ] *বি* বাহু। 'কণ্ঠে সূর্য্য বিষ্ণু ভুজে।' *মালাধর,* ১৫০০। দ্র ভুজ

ভুজঙ্গ [স ভুজঙ্গ] *বি* ভুজঙ্গ; সাপ। 'বসন ছিড়িয়া মারে ভুজঙ্গ অসীম।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। দ্র ভুজঙ্গ

ভুজঙ্গম [স ভুজঙ্গম] *বি* সাপ। 'যুবতীধরম ধৈর্যভুজঙ্গম দমন করিবার তরে।' *দ্বিজশ্রী,* ১৫৭০।

ভুজালি *বি* এক প্রকার ছোটো তরবারি। 'ভুজালি নিয়ে একান্ত মনোযোগের ভান করে মাটি খোঁচাতে লাগলুম।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

ভুমিকম্প, ভুমিকম্প [স ভূমিকম্প] *বি* ভূ-পৃষ্ঠের আন্দোলন।

'ভূগ্রিকম্প হএ তবে দ্বারিকা নগর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ক্ষেনে ক্ষেনে ভূগ্রিকম্ফ কুক্কুর ক্রন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **ভূমিকম্প**

ভুঞ্জানো [স ভুঞ্জ>] *ক্রি* খাওয়ানো। **ভুঞ্জাইয়া** *ক্রি* খাবার খাইয়ে। 'ভুঞ্জাইয়া শ্রম তার ঘুচাল্য সকল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভুঞ্জাইল** *ক্রি* খাওয়ালো। 'মিষ্ট অর্ন্নপান দিয়া ভুঞ্জাইল তারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভুঞ্জাএ** *ক্রি* ভোগ করায়। 'অন্য জন হৈলে তারে নরক ভুঞ্জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভুঞ্জি** *ক্রি* ভোগ করি। 'বিরহসাগরে দুঃখ ভুঞ্জি অবিস্রাম।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভুঞ্জিবে** *ক্রি* খাবে। 'ভুঞ্জিবেত কোন ভোগ কহ সত্য করি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভুঞ্জিয়া** *ক্রি* ভোগ ক'রে। 'সেই পাপ ভুঞ্জিয়া এবে তোমারে দেখিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভুঞ্জিল** *ক্রি* ভোগ করলো। 'পর্ব্বত রূপধরি কৃষ্ণ সকল ভুঞ্জিল।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **ভুঞ্জা**

ভূত[১] [স] **১** *বি* প্রেত। 'কিবা কার বিভা কিবা ভূতের কীর্তন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* অতীতের বিষয়। 'ভূত ভবিষ্যত যথ সকল জানিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* যম। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **৪** *বি* ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মূল উপাদান। 'আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি, এই পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীর আটা আনা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৫** *বি* অবস্থা। 'তার চেয়ে ভালো আজি তব রসায়নে আদি ভূতে ফিরে যাওয়া।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভূত কাল [স] *বি* অতীতকাল। 'কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভূতগত [স] **১** *বিণ* নিরর্থক। 'আপিসের এই ভূতগত খাটুনি।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২** *বিণ* পুরনো। 'বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভূতগ্রস্ত [স] *বিণ* ভূত দ্বারা আক্রান্ত। 'এই কন্যা ভূতগ্রস্ত।' *প্রভাত*, ১৮৯৫; 'আমি ভূতগ্রস্ত লিখে যাই আজো।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

ভূতচালা [স ভূতচালক] *বি* (লোকবিশ্বাস) ভূতের চালক বা ওঝা। 'ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আসবার প্রোগ্রাম স্থির হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভূত ছাড়া করা *ক্রি* অসৎ প্রভাব থেকে মুক্ত করা। 'মা দেখতে পেলে এখুনি গাল দিয়ে ভূত ছাড়া করবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ভূত ছাড়ানো *ক্রি* অসৎ প্রভাব থেকে মুক্ত করা। 'ছোটোদের মারিয়া গাল দিয়া ভূত ছাড়াইয়া দেওয়া।' *মানিক*, ১৯৪০।

ভূত ঝাড়ানো *ক্রি* বল প্রয়োগে কাউকে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া। 'আজকে শালার ভূত ঝাড়াব।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ভূত টুত *বি* ভূত প্রেত। 'এই ভূত টুত যেমন তেমনি নাকি?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ভূত তাড়া করা *ক্রি* কোনো অশুভ শক্তির প্রভাব বিস্তার করা। 'তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভূতত্ব নিবন্ধন – ভূতের কারণে। 'ভূতত্ব নিবন্ধন ঘাড় ভাঙ্গবার ভয় পর্য্যন্ত দ্যাখাতে ক্রটি করেন নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভূতনাথ [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'ভূতনাথ সঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভূতনো *বিণ* ভূতের মতো। **ভূতনো ন্যাকা** *বিণ* ভূতের মতো নাকবিশিষ্ট। 'রগচিলে, হুঁ ভূতনো ন্যাকা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভূতপূর্ব, ভূতপূর্ব্ব [স] *বিণ* প্রাক্তন। 'ভূতপূর্ব ডেপুটিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ভূতপূর্ব্ব নবনূর সম্পাদক।' *সওগাত*, ১৯১৯।

ভূতপেরেত [স ভূতপ্রেত] *বি* কল্পিত অশরীরী সত্তা। 'দেবদেবী ও ভূতপেরেতের নামে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

ভূতপ্রেত [স] *বি* কল্পিত অশরীরী সত্তা। 'যদি ভূতপ্রেত হৈত কদাচিত না যাইত।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভূতভবিষ্য [স] *বি* অতীত ও ভবিষ্যৎ। 'সেথা হতে তার ভূতভবিষ্য সব দেখে যেন ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ভূত ভবিষ্যৎ [স] *বি* অতীত ও ভবিষ্যৎ। 'ভূত ভবিষ্যৎ জানহ বিভ্রান্ত।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'ভূত ভবিষ্যৎ সব মুনির বিদ্যমান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভূতভাবন [স] *বি* প্রাণীদের পালনকর্তা। 'সেই ত্রিলোকীনাথ, বৈকুণ্ঠস্বামী, ভূতভাবন ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভূতভূত *বিণ* ভূতুড়ে। 'ভূতভূত প্রান্তরের রক্তহিম কুকুরের ডাক।' *সিকান্দার*, ১৯৬৩।

ভূতযোনি [স] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত মানুষের আত্মা। 'অশিক্ষিত সামান্য লোকদিগের এইরূপ কুসংস্কার আছে যে, আলেয়া একপ্রকার ভূতযোনি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূতশুদ্ধি [স] *বি* পূজার আরম্ভে পূজারী কর্তৃক দ্রব্যাদির অপবিত্রতা দূরীকরণ ক্রিয়া। 'ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস শরীর শোধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূতসাধনী [স] *বি* ভূত ঝাড়ানো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভূতা [স] *বি* প্রেতিনী। 'ওঝা রোঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৭০।

ভূতাস্ত [স] *বি* ভৌতিক উপদ্রব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভূতান্তর মন্ত্র [স] *বি* (লোকবিশ্বাস) ভূতের প্রভাবমুক্ত করার মন্ত্র। 'ভূতান্তর মন্ত্র পড়ি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ভূতাবিষ্ট [স] *বিণ* ভূত দ্বারা আবিষ্ট। 'অবসন্ন গমনে ভূতাবিষ্ট গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভূতুড়ে [স ভূত>] *বিণ* ভৌতিক। 'এই ভূতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভূতে-খাওয়া *বিণ* অপশক্তি-কবলিত। 'ওরে জীবন-হারা, ভূতে-খাওয়া/ ভূতের হাতে মুক্তি পাওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভূতে-পাওয়া **১** *বিণ* কল্পিত প্রেতাত্মা দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। 'যেমনি সমুখে চাওয়া অমনি সে ভূতে-পাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* উদ্ভট খেয়াল মাথায় এসেছে যার। 'নেচে বেড়াচ্ছে ভূতে-পাওয়ার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভূতের বেগার খাটা *ক্রি* অনর্থক পরিশ্রম করা। 'আবার ভূতের বেগার মর খেটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভূতের বোঝা **১** *বি* অর্থহীন বোঝা। 'কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১; 'একেই বলে ভূতের বোঝা বওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বি* পণ্ডশ্রম। 'কর্তব্য না ভূতের বোঝা।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

ভূতো *বিণ* ভূতের মতো। 'তোর মতো ভূতো মারহাট্টা ছেলেদেরই এসব কোস্তাকুস্তি সাজে!' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভূতোমি *বি* ভূতুরে আচরণ। 'সেদিন কোথায় থাকবে এর এই ভূতোমি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভূত[২] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামরত্ন ভূত।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভূতচতুর্দশী, ভূত চতুর্দ্দশী [স] *বি* (হিন্দুদের) ব্রতবিশেষ; কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথি। 'অনেক ব্রাহ্মর বাড়িতে ভূত চতুর্দ্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায়!' *হুতোম*, ১৮৬১; 'অক্ষয়তৃতীয়া, অঘোরচতুর্দশী, ভূতচতুর্দশী, নৃসিংহচতুর্দশী ... ব্রত তিথিমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য।' *অবন*, ১৯১৯।

ভূতত্ত্ব দ্র ভূ

ভূতত্ত্ববিদ দ্র ভূ

ভূতলস্থ দ্র ভূ

ভূতি *বি* কাঁঠালের মাঝখানের দণ্ডাকৃতির অখাদ্য অংশ, যাতে কোষ জড়ানো থাকে। 'কাঁঠালের ভূতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভূতিভোগী *বিণ* বেতনভুক্ত। 'ভূতিভোগী যত ছিল, ডেকে সবে আজ্ঞা দিল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

ভূপ [স] *বি* নরপতি; রাজা। 'প্রথমে সুক্তা ঝোল ঘণ্ট সাক সূপ/ মীন মাংস ভোজনে আপনা বাসে ভূপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূপতি [স] *বি* রাজা। 'প্রভাতে ভূপতি দিল মন্দিরা চামর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভূপাল [স] *বি* রাজা। 'অবিচারে যদি বধ করয়ে ভূপাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভূপালি, ভূপালী *বি* (সঙ্গীত) একটি রাগিণীর নাম। 'কেহ কোড়া ভূপালী চাহিব রাত্রি শেষে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালি মূলতানি সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভূপালী গিন্ধ *বি* সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৭০০।

ভূম [স ভূমি] ১ *বি* মাটি। 'মূরছি পড়িয়া ধরি কান্দে ভূম খানে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৭০। ২ *বি* জমি। 'তালুক ভূম বিক্রয় খরখতি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভূমবিক্রয় *বি* জমি বিক্রয়। 'শ্রীরামদুলাল দত্ত কষ্য তালুক ভূমবিক্রয়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভূমণ্ডল [স] *বি* পৃথিবী। 'ঈদৃশ অঘটন-ঘটনা ভূমণ্ডলে অতীব বিরল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভূমধ্যসাগর [স] *বি* ইউরোপের দক্ষিণে এবং আফ্রিকার উত্তরে অবস্থিত সাগরবিশেষ। 'ভূমধ্যসাগর কূলস্থ সীরিয়া ও পালেসটাইনের কতিপয় স্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'স্টীমারে চড়ে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইটালিতে পৌঁছতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভূমধ্যস্থ সমুদ্র [স] *বি* ভূমধ্যসাগর। 'ভূমধ্যস্থ (Mediterranean) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভূমধ্যস্থ সাগর [স] *বি* ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী ভূমধ্য সাগর। 'উঠিয়া দেখি আমরা ভূমধ্যস্থ সাগরের উপর ভাসিতেছি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভূমা [স] ১ *বিণ* বিপুল। 'এই ভূমা-ঐক্যের অন্তরতর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্র মানবের সহিত মিলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* বিপুলতা। 'প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* সর্বব্যাপী অস্তিত্ব; পরমপুরুষ। 'ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভূমানন্দ [স] *বি* পূর্ণ আনন্দ। 'এক-প্লেট গোলাপফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভূমাপতি [স] *বি* জগতের পালনকর্তা। 'নরপতি ভূমাপতি হে দেব দেব বন্দ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভূমাপ্রীতি [স] *বি* মানবিক জগতের প্রতি অনুরাগ। 'ভূমাপ্রীতি তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য কেবল খণ্ডজ্ঞানে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করে তোলা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ভূমাস্পদ [স] *বি* পরম আশ্রয়। 'বন্দন করে বিশ্ব শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভূমি [স] ১ *বি* ভূ-পৃষ্ঠ; মাটি। 'খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভূমি-উপর বসি নিজ-নখে ভূমি লিখে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* জায়গা; অঞ্চল। 'তিলমাত্র অনাচার হেন ভূমি নাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* চাষ। 'সম্পদ বিপদ তুমি দারু দুর্বা করহ ভূমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* স্থলভাগ। 'যে মহাসাগর বা সাগরের অংশ ভূমির মধ্যে অধিক দূরে প্রবেশ করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৫ *বি* জমি। 'অনেক সাহেব ... শস্যশালী ধান্যের ভূমি লইয়া নিজ যোতে ধান্য উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভূমিক [স] *বি* ভূসম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি। 'অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সন্ত্রান্ত ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিরূপে বাস।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ভূমিকম্প [স] ১ *বি* ভূপৃষ্ঠের কম্পন। 'প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কেশরী বীরেতে রণ চমকিত দেবগুণ ভূমিকম্প দুহাঁর গর্জনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আন্দোলন। 'উহার চলৎশক্তিহীন মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভূমিকর [স] *বি* জমি বাবদ দেওয়া হয় এমন কর। 'ভূমিকর, ষ্টাম্পের কর, আদালতের খরচা, লবণের কর, আফিমের কর, বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা যে বিপুলার্থ উপার্জ্জন হইয়া থাকে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫০।

ভূমিকর্ষক [স] *বি* চাষী। 'সেবক, বাহক, খাদ্য, ভূমিকর্ষক প্রভৃতি রূপেই সৃষ্ট হয়েছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভূমিকর্ষণ [স] ১ *বি* জমিচাষ। 'তাহাদিগকে ভূমিকর্ষণ, জলসেচন ও তৃণাদি ... আয়াস পাইতে হয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭২। ২ *বি* অনুশীলন। 'কৃষিক্ষেত্রে যেমন, কৃষ্টিক্ষেত্রেও তেমনি কঠিন নিয়মিত ভূমিকর্ষণ অত্যাবশ্যক।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভূমিগত [স] *বিণ* ভূমিলগ্ন। 'ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য হৈল শোকে ভূমিগত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভূমিগর্ভ [স] *বি* ভূ-অভ্যন্তর। 'ভূমিগর্ভের রাতে/ ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভূমিজীবী [স] *বিণ* কৃষির উপর নির্ভরশীল; কৃষিজীবী। 'বাণিজ্যজীবী দেশের সহিত কোনো ভূমিজীবী দেশ সমকক্ষতা রাখিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভূমিতল [স] *বি* পৃথিবীর পৃষ্ঠ। 'চুলে ধরি মঞ্চে হৈতে ভূমিতলে পাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দ্রোণ অস্ত্র সাঙ্কিল আবরিল ভূমিতল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভূমিতলে পাড়া *ক্রি* মাটিতে ফেলা। 'চুলে ধরি মঞ্চে হৈতে ভূমিতলে

পাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভূমিদান [স] *বি* জমি দান। 'জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমিদান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূমিদাস [স] *বি* অন্যের জমিতে বাধ্য হয়ে যে শ্রমিক বেগার খাটে। 'অধমস্থানীয় ছিলেন ভূমিদাসেরা।' *উমর*, ১৯৬৮।

ভূমিধস [স] *বি* স্থলভাগের ভাঙন। 'ঢাকগুলি নদীতে ভূমিধসের বিকট আওয়াজ করে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি [স] *বিণ* মাটির দিকে চেয়ে আছে এমন। 'বৃদ্ধ আশ্রমমৃগ চিত্রক ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নব-দূর্বাদল-ভোজনে ব্যাপৃত ছিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভূমিনির্ভর [স] *বিণ* কৃষিনির্ভর। 'মধ্যযুগীয় জীবন ব্যবস্থা ছিলো ভূমিনির্ভর।' *উমর*, ১৯৬৮।

ভূমিপত্তন [স] *বি* ভিত্তিস্থাপন। 'গদ্যসাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভূমিপিণ্ড [স] *বি* ভূমণ্ডল। 'সপ্ত গ্রহের সপ্ত কক্ষাতে ও নক্ষত্র-মণ্ডল কক্ষাতে উপরিভাগে আবৃত পাঞ্চভৌতিক এই ভূমিপিণ্ড।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভূমিবন্ধক [স] *বি* ভূমির মালিকানা সাময়িকভাবে অন্যকে দিয়ে টাকা ধার করা। 'ভূমিবন্ধকের নিয়ম এই স্বর্ণদ্রব্যের মাসে টাকায় এক পয়সা।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

ভূমি-বন্ধকী [স] *বিণ* জমি বন্ধক রাখে এমন। 'ভূমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

ভূমি বিদ্যা [স] *বি* ভূমি বিষয়ক বিদ্যা। 'ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদবিদ্যা ও ভূমি বিদ্যার অনেক সুগম পথ প্রকাশ হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ভূমিবৃত্তি [স] *বি* ভূমিব্যবস্থা। 'ভূ-প্রকৃতি অনেক অঞ্চলের সীমারেখা নানা সূত্রে নির্ধারণ করে দেয় ... ভূমিবৃত্তি, ভূসংস্থান ইত্যাদি সূত্রে।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভূমিব্যবস্থা [স] *বি* কৃষিজমির ব্যবহার, বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। 'ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং কৃষিতে ...।' *আজাদ*, ১৯৪৫; 'ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে বহুদিন আলোচনা ও চিন্তার ফলে আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

ভূমিময় [স] *ক্রিবিণ* সমগ্র ভূমি জুড়ে। 'ভূমিময় ... শাখাপল্লব পুষ্প ফল বিস্তার করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ভূমিমাতা [স] *বি* ভূমিরূপ মাতা। 'ভূমিমাতার নিমন্ত্রণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভূমিমালী [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'গোপাল ভূমিমালী।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ভূমিয়াবৎ *বি* জমির স্বত্বাধিকার নিয়ে লড়াই। 'রাজপুত সর্দাররা ভূমিয়াবৎ জাহির করলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভূমিরক্ষী [স] *বি* ভূমির পাহারাদার বাহিনী। 'ভূমিরক্ষীদের সহযোগিতায় সশস্ত্র পুলিশ ... ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

ভূমিরাজস্ব [স] *বি* জমি ভোগের জন্য প্রদেয় কর। 'কয়রা জেলায় ভূমিরাজস্ব মওকুফ করা সম্বন্ধে সরকার বিবেচনা করিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

ভূমিলক্ষ্মী [স] *বি* ভূমিরূপ লক্ষ্মী। 'আজকালকার দিনে ভূমিলক্ষ্মীর যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ভূমিলগ্ন [স] *বিণ* ভূমির সঙ্গে মিলেছে এমন। 'অলক্ষিতে ভূমিলগ্ন আকাশ কুসুম ঝরে যায় অস্পষ্ট হাসিতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভূমিলাভ [স] *বি* মাটির স্পর্শ। 'তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমিলাভ করিবার সুযোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভূমিলুণ্ঠ্যমান [স] *বিণ* মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন। 'ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদরে অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভূমিশয্যা [স] **১** *বি* মাটিতে পতন। 'খট্টা ভাঙ্গিলেই, ভূমিশয্যা।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *বি* মাটিতে শয়ন। 'মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* মাটির বিছানা। 'নিজের ঘরে গিয়া শীতল ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভূমিশায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* মাটিতে পড়ে আছে এমন। 'হে ভূমিশায়িনী শিউলি!' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

ভূমিশায়ী [স] *বিণ* ভূপতিত। 'বিছানায় পড়িয়া আছেন ভূমিশায়ী জীর্ণ জয়স্তম্ভের মত।' *তারা*, ১৯৪০; 'প্রচণ্ড ঝড়ে অর্ধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে।' *তারা*, ১৯৪২।

ভূমিশূন্য [স] **১** *বিণ* রাজ্যহারা। 'আর তুমি সেই ভূমিশূন্য রাজার ভগ্নদূত।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **২** *বিণ* ভূমিহীন। 'বাংলার কৃষক ভূমিশূন্য হয়ে পড়বে।' *প্রমথ*, ১৯১৯। **৩** *বিণ* মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন। 'বায়ুভুক আমাদের ভূমিশূন্য বাড়িতে কায়ক্লেশেই থাকতে হত।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

ভূমিসংস্কার [স] *বি* ভূমির বিন্যাস সাধন। 'কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূমিসংস্কার প্রভৃতির উদ্দেশ্য।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

ভূমিসাৎ [স] *বিণ* মাটিতে পতিত। 'শত বরষের শাল যেমন সবলে এক দিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ভূমিস্বত্ব [স] *বি* ভূমির অধিকার। 'কর্মসংকল্পের ভিতর ভূমিস্বত্বের বিষয়ে কথা নাই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভূমিহীন [স] *বিণ* নিজস্ব জমি নেই এমন। 'গৃহহীন ভূমিহীন লক্ষ লোক সমাজের অভিশাপ।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'ভূমিহীন ও গৃহহীন অবস্থায়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভূমিকা [স] **১** *বি* মুখবন্ধ। 'তাহাতে দশ পৃষ্ঠা পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন।' *রামমোহন*, ১৮২৩। **২** *বি* গুরুত্ব। 'প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ ছি-ছির ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৩** *বি* অবস্থান। 'তার রাত্রের স্বপ্নের 'পরে আপন ভূমিকা রচনা করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বি* দূরবর্তী ধ্বনি। 'পাতায় পাতায় বেজে ওঠে ধারাপতনের ভূমিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৫** *বি* দায়িত্ব। 'নারীসমাজ ... কার্যকরী ভূমিকা অবলম্বন করিতে পারেন।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভূমিচম্পক [স] *বি* ভুঁইচাঁপা; ফুলগাছবিশেষ। 'আস্রই আসাঢ়িআ ভূমিচম্পক চম্পক।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভূমিচাঁপা [স ভূমিচম্পক] *বি* ভুঁইচাঁপা; ফুলবিশেষ। 'ভূমিচাঁপা আশোক গাঁথিল করবীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভূমিচাম্পা *বি* ভুঁইচাঁপা ফুল। 'ভূমিচাম্পা তুলিল সপ্তদলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূমিজ [স] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভূমিধস দ্র ভূমি

ভূমিশয্যা দ্র ভূমি

ভূমিষ্ট [স ভূমিষ্ঠ] *বিণ* প্রসব হয়েছে এমন। 'ভূমিষ্ট হইল পুত্র দেখিল ব্রাহ্মন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভূমিষ্ঠ [স] ১ *বিণ* প্রসূত। 'তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ভূমিষ্ঠ হইল গোরা উত্তম দিবসে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* মাটিতে উপুড় হয়ে শায়িত। 'গলায় কাপড় দিএ ভূমিষ্ঠ হইএ প্রণাম করিল সদাপর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভূমিষ্ঠকাল [স] *বি* জন্মের সময়। 'ভূমিষ্ঠকাল থেকে যত ধুলো মেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভূমিসটি [স ভূমিষ্ঠ] *বিণ* ভূমিষ্ঠ। 'ভূমিসটি হইআ তিনি তপিস্স্যাত্র গেল।' *রামাই*, ১৭১০।

ভূমিসাৎ দ্র ভূমি

ভূম্য [স ভূমি] *বি* মাটি। 'ভূম্যে লোটাইয়া জসোদা কান্দেন তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভূম্যধিকারী, ভূম্যধিকারি [স ভূম্যধিকারী] ১ *বি* জমির মালিক। 'জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীর ভূমির উপর উপরের প্রস্তাবিত সকল আইনের মতে ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫। ২ *বি* জমিদার। 'অন্য ব্যক্তিরদিগকে ভূম্যধিকারী করাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'তথাকার ভূম্যধিকারিরা যে প্রকার এতদ্দেশীয় জমীদারসকল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

ভূম্যর্থে [স] *ক্রিবিণ* মাটির জন্য। 'ভূম্যর্থে কি প্রকার সার ভাল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

ভূম্যে পাড়া *ক্রি* আছাড় মারা। 'মঞ্চ হইতে ভূম্যে পাড়ি কংস রাজায় মারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভূয্য [স ভোজ্য] *বি* ভোজনযোগ্য খাবার। 'ইহারদের ভক্ষ্য ভূয্য আয়োজন।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভূয়সী [স] *বিণ স্ত্রী* অনেক; প্রচুর। 'তাহাতে তিনি, এই নূতন মতের ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ভূয়সী প্রশংসা [স] *বি* অনেক প্রশংসা। 'তাঁহার সমকালবর্ত্তী পণ্ডিতেরা এই বিষয় অবগত হইয়া, বিস্ময়াপন্ন-হৃদয়ে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভূয়িষ্ঠ [স] *বিণ* প্রভূত; বহুল। 'বিদ্যানুশীলনের সহিত বিষয়কার্যের ভূয়িষ্ঠ সম্বন্ধ প্রায় ঘটিয়া উঠে না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ভূয়োদর্শন [স] *বি* প্রচুর দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। 'অনেক ভূয়োদর্শনাভিজ্ঞ জ্ঞানী মনীষী ভূমিকম্পনকে ... অকল্যাণময় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূয়োবাজি [স ভূয়ঃ] *বি* ফাঁকিবাজি। 'সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক – খালি ভূয়োবাজি।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

ভূয়োভূয়, ভূয়োভূয়ঃ [স] *ক্রিবিণ* বারবার। 'ইহা কি ভূয়োভূয় শ্রবণ করা যায় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অল্পবয়সে ও বৃদ্ধকালে বিবাহ করা উচিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভূর [স ভ্রম] *বি* অহংকার। 'ভাঙ্গা গেল যত ভূর চাতুরী হইল চূর ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভূরি [স] *বিণ* অনেক; প্রচুর। 'এই ব্যাপার ভূরি স্থানে পুলিসের সংক্রান্ত আমলা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'বণিক, ভূরি পরিমাণে বারুদ লইয়া ... ব্যবসায় করিতে গেলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভূরি কথা *বি* অনেক কথা। 'ভুলাইতে ভূরি কথা ভাষে ভাব করে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভূরিগুণে *বিণ* অনেক বেশি। 'তাঁহার অপেক্ষা ভূরিগুণে বিদ্যান্ শ্রীযুক্ত কোলব্রুক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভূরিতা [স] *বি* প্রাচুর্য। 'যে সংসার তার অহং – এর ক্ষেত্র সে দিকে তার অহংকার ভূরিতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভূরিপরিমাণ [স] *বিণ* প্রচুর পরিমাণ। 'সাধারণ মানুষের মধ্যে ভূরিপরিমাণ মূঢ়তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভূরিপরিমিত [স] *বিণ* বহুল; অত্যধিক। 'ভূরিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো বলে জানা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভূরিব্যয় [স] *বি* অনেক খরচ। 'জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভূরি ভূরি [স] *বিণ* অসংখ্য; প্রচুর। 'তন্মধ্যে ভূরি ভূরি বাক্য পরস্পর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ দেখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; '... এজন্য সর্ব্বদাই ভূরি ভূরি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ভূরিভোজ [স] *বি* প্রচুর আহার। 'যা যথেষ্ট সেটাই ভূরিভোজের সমান-দরের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'শ্রাবণভাদ্রের ভূরিভোজের অবসানে তাদের ভাবখানা অতি মন্থর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভূরিভোজনান্তে [স] *ক্রিবিণ* অত্যধিক আহারের শেষে। 'ভূরিভোজনান্তে একটি কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া সেই কোণটি আশ্রয় করিয়াছি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভূরিভোজী [স] *বি* প্রচুর আহার করে যে। 'ভূমিগর্ভের রাতে – / ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভূরিলোক [স] *বি* অনেক লোক। 'ভূরিলোক আইলে কি হইবে তাহা কি এই দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ভূরুহ [স] *বি* বৃক্ষ। 'অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভূর্জ^১**, ভূর্জ্জ** [স ভোজ্য] *বি* খাওয়া যায় এমন বস্তু। 'নানা দ্রব্য ভক্ষ ভূর্জ্জ দিল মোহাসয়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভূর্জ^২ [স] *বি* ভূর্জ গাছ। 'চিন্তা উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভূর্জপত্র [স] *বি* ভূর্জ গাছের পাতা। 'উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'ভূর্জপত্রের পত্রাঞ্জলি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ভূর্জপাতা [স ভূর্জপত্র] *বি* ভূর্জ গাছের পাতা। 'ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভূর্লোক [স] *বি* পৃথিবী। 'আনন্দিত, অতন্দ্রিত, ভূর্লোকে ভুবর্লোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

ভূলা [স ভ্রম] *ক্রি* ভুলে যাওয়া। **ভূলহ** *ক্রি* ভুলো। 'বাল ভিণ একু বাঙ্ক ণ ভূলহ রাজপথ কণ্ঢারা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

ভূশণ্ডি *বি* (হিন্দুপুরাণ) ত্রিযুগদর্শী কাক। **ভূশণ্ডির মাঠ** *বি* অন্তহীন প্রান্তর। 'নাতি সব সুপ্তনখার নাকি কথার ভূশণ্ডি মাঠ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভূশণ্ডী কাক *বি* (হিন্দুপুরাণ) ত্রিযুগদর্শী কাক। 'যা-দেখে শিউরে ওঠে দূরে ভূশণ্ডীর কাক।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ভূষণ [স] ১ *বি* শোভা। 'তোক্ষে সে মোহোর রতন ভূষণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অলংকার। 'কনকের প্রায় দ্যুতি কনকভূষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩

বি সাজ-সজ্জা। 'ধবল আসন ধবল ভূষণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভূষণভার [স] *বি* অলঙ্কারের ভার। 'ভরাব না ভূষণভারে, সাজাব না ফুলের হারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভূষণশূন্য [স] *বিণ* অলংকারহীন। 'সকল ভূষণশূন্য কৈলে দুই হাথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূষণোপাধি [স] *বি* গৌরবময় উপাধি। 'ঐ শ্লোক শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাপারগতার প্রমাণ ভূষণোপাধি স্বরূপ।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ভূসন [স ভূষণ] *বি* সাজ-সজ্জা। 'নানা অভরন দিয়া করিল ভূসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভূষণা [স ভস্ম] *বিণ* পাংশু বর্ণের। 'ভূষণা বস্ত্র।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভূষা [স ভূষণ] **১** *বি* সাজ-সজ্জা। 'অলঙ্কার বস্ত্র ভূষা পড়ে চারিভিতে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'শ্বেত ভূষা শোভে কলেবর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* অলঙ্কার। 'কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া ...' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভূষি [স ভস্ম] *বি* ভুসি; শস্যের খোসা, যা গবাদি পশুর খাদ্য। *রামরাম*, ১৮০১। দ্র **ভুসি**

ভূষিত [স] **১** *বিণ* অলঙ্কৃত। 'কিনে দোলা রত্নে ভূষিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সজ্জিত। 'মণি রত্ন ভূষিত বিচিত্র কলেবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভুষিত [স ভূষিত] *বিণ* সজ্জিত। 'মণি রত্ন ভুষিত বিচিত্র কলেবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভূষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সজ্জিত। 'খোজেস্তা বিস্তর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ভূষিতে *ক্রিবিণ স্ত্রী* অলঙ্কৃত করতে। 'মনিমুক্তাযুতা, গলে হারলতা, উচ্চকুচ ভূষিতে হাসিছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভূসণ্ডি *বি* নিক্ষেপক অস্ত্রবিশেষ। 'তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল সেল সাঙ্গি ভূসণ্ডি ডাবুষ খরসান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূস্বর্গ দ্র **ভূ**

ভূস্বামী দ্র **ভূ**

ভৃকুটি [স ভ্রুকুটি] *বি* বিরক্তি বা রাগ প্রকাশের জন্য ভ্রূ সংকোচন। 'স্মরহর নিঠুর ভৃকুটি ভীম মুখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটি**

ভৃগদেশ *বি* পর্বতের উপরিভাগ। 'পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগদেশ পর্যন্ত উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

ভৃগুপদ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ভৃগুমুনির পদাঘাতের চিহ্ন। 'ছাই ভৃগুপদ, যাও হে দেখে কি কৌস্তুভ এ হিয়ার রাজে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ভৃগুসাধন [স] *বি* ভৃগুমুনির পদাঘাত। 'সার্থক হল আজিকে ভৃগু-সাধন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভৃগুপাত [স] *বি* পর্বত থেকে পতন। 'গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভৃগুবর [স] *বি* শুক্রগ্রহ। 'চাপ লগ্নে শনৈশ্চর তুলালগ্নে ভৃগুবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভৃঙ্গ [স] *বি* ভ্রমর। 'লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভৃঙ্গপ্রায় [স] *বিণ* ভ্রমরের মতো। 'এই মত গৌরহরি/ মন গন্ধে কৈল চুরি/ ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভৃঙ্গ-রব [স] *বি* ভ্রমরের গুঞ্জন। 'নাহি গন্ধ মকরন্দ নাহি ভৃঙ্গ-রব।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভৃঙ্গার [স] *বি* জলের পাত্রবিশেষ। 'ভৃঙ্গারের জল/ মুখে দিআঁ বড়ায়ি রাধার কইল চেতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভৃতি [স] *বি* নিটোলতা। 'উত্তম মিহি কাপড় পরিধান করিবা তাহাতে যে গায়ের লোমাদি এবং নিতম্বের প্রতি ভৃতি দেখা যায়।' *ভবানী* ১৮২৮।

ভৃত্য [স] **১** *বি* সেবক। 'ইহাতে সে প্রভু ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।' *বৃন্দা* ১৫৮০। **২** *বি* কর্মচারী। 'প্রধান২ ভৃত্যেরা সদা সাবধানে আছে *রাজীব*, ১৮০৫। **৩** *বি* চাকর। 'বাবুর ভৃত্য ঐ বৈদ্যনাথ জ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ভৃত্যত্ব [স] *বি* দাসত্ব। 'বাঙ্গালিরা লক্ষ টাকা প্রদানপূর্ব্বক সাহে বিশেষের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে পারেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

ভৃত্যবর্গ [স] *বি* কাজের লোকজন। 'কোন২ জমীদারের নিয় চতুর্দ্দিগস্থ বুভুক্ষু ভৃত্যবর্গ।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ভৃত্যশালা [স] *বি* গারদখানা। 'জড়কেই ক্রীতদাস করিয় ভৃত্যশালায় পুষিয়া রাখিলে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভৃত্যাশ্রিত [স] *বিণ* দাস ও পোষ্য। 'প্রভুর সঙ্গে যত মহা ভৃত্যাশ্রিত জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভৃমা [স ভ্রমি>] *ক্রি* ঘোরা। **ভৃমিতে ভৃমিতে** *ক্রিবিণ* ঘুরতে ঘুরতে 'ভৃমিতে ভৃমিতে গেলা দ্বারিকা নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভৃশবার [স ভৃশ>] *বি* অতিবৃষ্টি। 'ভৃশবার একাকার নদ নদী খাত *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভেউ [স ভেদ] *বি* ভেদ। 'জিম জলে পানিআ টলিআ ভেউ ন জাঅ।' *চর্* ৪৩, ১২০০।

ভেউ ভেউ [ধ্বন্যা] **১** *বি* অর্থহীন শব্দ। 'তার্কিক শৃগাল সম ভেউ ভে করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* আকুল ক্রন্দনধ্বনি। 'ভেউ ভে করে কাঁদচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ভেউর[1] [ধ্বন্যা] *বি* ফেউ। 'আমি তোরে দিল ভার ভেউর হবে রায়বার *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেউর[2] [ধ্বন্যা] *বি* এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'ভেউর কর্ণাল সাজে *আলাওল*, ১৬৮০।

ভেঁওরি [ধ্বন্যা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজে দামা জগঝম্প ভেঁও বিশান।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভেউর[3] *বি* দ্বার। 'ভেউর ফিরাইছ দেখি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভেংড়ো *বি* বিকৃত মুখভঙ্গি। 'ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে।' *নজরুল* ১৯৩১।

ভেঁগ্যা [স ভঙ্গ] *ক্রি* ভেঙে। 'সভা ভেঁগ্যা শান্তমনে তবে সমাদরে *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভেঁটা [স বৃন্ত] *বি* শিশুদের খেলায় ব্যবহৃত কাঠের গোলাকৃতি খণ্ড। 'খে টিকা কোট ভেঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেঁপু [ধ্বন্যা] *বি* বাঁশি। 'আজ সব ভেঁপু বাজায়ে গড়ের মাঠ দিয়ে হ ক'রে যাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

ভেক[1] [স] *বি* ব্যাঙ। 'নাচএ নারদ ভেকের গতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভেককণ্ঠ [স] *বি* ব্যাঙের গান। 'বায়সকণ্ঠ বাসতকণ্ঠ ভেককণ্ঠ প্রভৃ বলিয়া ... বিরূপ মনোভাব অনেক সময় প্রকাশ করি।' *আজাদ*

১৯৫৫।

ভেক-কোলাহল [স] *বি* অন্তঃসারশূন্য তর্কবিতর্ক। 'তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভেক[২] [স বেশ] ১ *বি* পোশাক। 'ত্যাজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেখ।' *রামাই*, ১৭১০। ২ *বি* বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর বেশ। 'পরে ইলামবাজার মোকামে থাকীআ ভেক লইআ বৈষ্ণব হইআছী।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪২; 'আমরা দেশসুদ্ধ সকলেই বৈরাগ্যের "ভেক" ধারণ করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভেকধারী [ভেক+স ধারী] *বি* ছদ্মবেশী। 'পায়ে গোদ, অতি চমৎকার ভেকধারী ভেকের ন্যায় স্বরবান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভেকাশ্রয় [ভেক+স আশ্রয়] *বি* সন্ন্যাসব্রত। 'যদ্যপি তুমি ভেকাশ্রয় করহ তবে ইহকালে বৈষ্ণব লইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন হইবে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভেকভেকানি [ধ্বন্যা] *বি* বকবক করা। 'কেবল ভেকভেকানি সার হয়েছে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভেকসিনেশন [ই] *বি* রোগ-প্রতিরোধক টিকা বিশেষ। 'ইউরোপ খণ্ডে ভেকসিনেশন আরম্ভ দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভেকাপানা [স ভেক>] *বি* হতভম্ব ভাব। 'একটু ভেকাপানা দেখিয়া আমি বলিলাম ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ভেকার *বি* ভোগান্তি। 'দৈবে ভেকার আছে বক্তে এক টিমা।' *গরীব*, ১৭৫০।

ভেকুআ [স ভেক>] *বি* হতবুদ্ধি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভেকুট [স বেকট] *বি* ভেটকি; মাছবিশেষ। 'চীতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভেকুয়া [স ভেক>] *বি* ব্যাঙ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভেকো [স ভেক>] *বিণ* হতভম্ব। 'ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হইনু ভেকো।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভেগা [ই] *বি* একটি নক্ষত্রের নাম। 'বর্তমানে যেখানে ভেগা নক্ষত্র আছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভেঙচানি *বি* উপহাস, বিরক্তি ইত্যাদি ভাবসূচক বিকৃত মুখভঙ্গি। 'এক কথায় sentimentality হচ্ছে emotion-এর ভেঙচানি।' *প্রমথ*, ১৯২১।

ভেঙচানো [স ব্যঙ্গ>] *ক্রি* মুখ বিকৃত করে বিদ্রূপ করা। 'পেট ভরিয়া খাও না আমাকে মুখ ভেঙচাও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

ভেঙানি [স ব্যঙ্গ>] *বি* বিকৃত মুখভঙ্গি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভেঙানো, ভেঙ্গানো [স ব্যঙ্গ>] ১ *ক্রি* ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা। 'কোকিলেরে ভেঙ্গায় বায়সে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রি* ভেংচি কাটা। 'মোনায়েমকে সে ভেঙাল।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ভেজ [হি ভাওয়জ] *বি* ভ্রাতৃবধূ; ভাইয়ের স্ত্রী। 'ভেজেরা গঞ্জনা দেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ভেজা[১] *ক্রি* দেওয়া। **ভেজাই** ১ *ক্রি* দেই। 'আনল ভেজাই ঘরে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৫৭০। ২ *ক্রি* বাধাই। 'দুইজন মধ্যে নিত্য কোন্দল ভেজাই।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভেজাইলাম** *ক্রি* লাগালাম। 'জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাইলাম আগুনি।' *জ্ঞান*, ১৬০০। **ভেজায়** *ক্রি* লাগায়; শুরু করে। 'দড়বড় আসিয়া ভেজায় গণ্ডগোল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ভেজায়্যা** *ক্রি* বন্ধ করে। 'দুয়ারে ভেজায়্যা অগ্নি প্রবেশিল ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেজা[২] [হি ভেজনা>] *ক্রি* পাঠানো। 'ভেজিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **ভেজ** *ক্রি* পাঠাও। 'আপন পিয়ারে নবি পার ভেজ মুদাম।' *গরীব*, ১৭৬৫। **ভেজানো** *ক্রি* পাঠানো। 'ভেজিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **ভেজিল** ১ *ক্রি* শরণাপন্ন হলো। 'খোদায় ভেজিল দুনু করিতে খেদমত।' *গরীব*, ১৭৫০। ২ *ক্রি* পাঠিয়ে দিলো। 'এলাহী ভেজিল মোরে শুন নবী হয়ে একদিল।' *গরীব*, ১৭৫০। **ভেজিলেন** *ক্রি* প্রবর্তন করলেন। 'আইন ভেজিলেন রাসুলউল্লা।' *লালন*, ১৮৯০। **ভেজে** *ক্রি* পাঠায়। 'লঙ্কা পাঠাইতে দুতে ভেজে বানররাজ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভেজা[৩] *ক্রি* জল ইত্যাদিতে সিক্ত হওয়া। 'ডালে বসে ভেজে একটি পাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'পূরবৈয়া ভেজা ভেজা হাওয়া।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভেজাবিড়াল *বি* দেখতে ভালো মনে হলেও হিংস্র প্রকৃতির লোক। 'যেন কিচ্ছুটি জানে না, ভেজাবিড়াল নম্বর ওয়ান।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ভেজানো [হি ভেজনা>] ১ *ক্রি* নিবিষ্ট করা। 'মতিলালের মতো ছেলের মন কৌশলের দ্বারা পড়াশুনায় ভেজাইতে পারেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* খিল না দিয়ে বন্ধ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ও তো বন্ধ নেই, কেবল ভেজানো আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভেজাল ১ *বিণ* খাঁটি নয় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণ। 'রসদের মধ্যে রাশি রাশি ভেজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বি* অবিশুদ্ধতা। 'ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮। ৪ *বি* বিশুদ্ধ ও খাঁটি নয় এমন খাদ্যদ্রব্য। 'শহরের ভেজালে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভ্যাজাল *বি* ঝামেলা। 'জাল নোটের ভেজাল নয়তো?' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ভেজিটেরিয়ান, ভেজিটেরিয়ন [ই] ১ *বিণ* নিরামিষাশী। 'আমি ষোল আনা ভেজিটেরিয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* নিরামিষভোজী ব্যক্তি। 'ভেজিটেরিয়ানদের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ-আলু, কিংবা চীজ-মটর কারি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভেট[১] [হি ভেটনা] *বি* উপঢৌকন; উপহার। 'সেই মৎস ধরিয়া রাজাকে ভেট দিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভেটি *বি* ভেট; উপঢৌকন। 'জমিদারের পুত্র ও কন্যার বিবাহ জন্য ভেটি দিতে হয়।' *সাধারণী*, ১৮৭৪।

ভেট[২] *দ্র* **ভেটা**[১]

ভেটকি [স বেকট] *বি* এক প্রকার মাছ। 'ভেটকি কমলা আদি মিছিরি বাদাম/ ভাল দেখে কিনে লয় দিয়ে ভাল দাম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভেটকি-লোচন *বি* ভেটকি মাছের মতো চোখ যার। 'তোমার তাতে কি ভেটকি-লোচন?' *মুজতবা*, ১৯৬০।

ভেটা[১] *ক্রি* মিলিত হওয়া। **ভেট** *ক্রি* মিলিত হলো। 'বালা সৈসব তারুন ভেট।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভেটল** *ক্রি* সাক্ষাৎ পেলাম। 'ঘাটহি ভেটল করত সিনান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ভেটিতে** *ক্রি* সাক্ষাৎ করতে। 'ভেটিতে চলিল কান্ত রূপউপায়ন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ভেটিব** ১ *ক্রি* দেখবো। 'কোন লাজে ভেটিব রাবন মহারাজ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* মিলিত হবো। 'বিপিনে ভেটিব যেয়া শ্যাম জলধরে।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০। **ভেটিবারে** *ক্রি* সাক্ষাৎ করতে। 'বুঝি পারা জাবে বাসঘরে ভেটিবারে কান্ত সদাগরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভেটিল** *ক্রি* দেখলো; মিললো। 'ঘাটত ভেটিল নান্দের পো।' *বড়ু*,

১৪৫০। **ভেটিলাম** *ক্রি* সাক্ষাৎ করলাম। 'গুরু ভেটিলাম গুরু না জানাইল মোরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভেটা[১] [স বৃত্ত] *বি* শিশুদের খেলায় ব্যবহৃত কাঠের গোলাকৃতি খণ্ড। 'কোন পিশাচের বেটা অণ্ডকোষে খেলে ভেটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেটিয়ারনি ১ *বি স্ত্রী* ভাড়াবাড়ির মালিকানি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* সরাইয়ের কর্ত্রী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভেটিয়ারা [হি] ১ *বি* ভাড়াবাড়ির মালিক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* সরাইয়ের মালিক; বাড়ির মালিক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভেটীয়ার খানা [হি ভাটিয়ারা+ফা খানা] ১ *বি* হট্টগোলের জায়গা। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* সরাইখানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভেটেরাখানা [হি ভাটিয়ারা+ফা খানা>] *বি* সরাইখানা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভেটেল [অ ভাটী>] ১ *বিণ* ভাটার মুখে যায় এমন। 'ভেটেল পান্সী হইলে অল্প ভাড়ায় হইত।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* ভাটি অঞ্চলের। 'ভেটেল ধানের চালির তাত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভেটো[১] [হি ভেটনা] *বিণ* ভেট দিয়ে চাকরি জোগাড় করে এমন। 'ব্যাঙ্কের ভেটো কেরানীরে ছুটি পেয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভেটো[২] *বিণ* ভুটানি। 'অ্যাক প্রিয়শিষ্য অ্যাকটা ভেটো ঘোড়ার নাথিতে অসময়ে প্রাণত্যাগ করে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভেটো[৩] [ই ভিটো] *বি* অমতসূচক ভোট। 'ভোট, ভেটো, নির্বাচনী, ইলেকটোরেট ... নিত্য শুনে থাকি।' *হাই*, ১৯৫৮।

ভেঠা *বি* পাখিবিশেষ। 'পায়রা কপোত শিখি লিখে গাঙ্গচিল কুলিঙ্গ সালিকা ভেঠা টেঠারি কোকিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেড়া[১] [স ভীরু>] ১ *বি* মেষ। 'রাজভেট নির্ল্যাধু সফরিআ ভেড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আজ্ঞাবহ। 'ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভেড়া বানানো *ক্রি* সম্পূর্ণ বশে রাখা। 'একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভেড়ার বাচ্চা *বি* ভেড়ার ছানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভেড়ী *বি স্ত্রী* মাদি ভেড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ভেড়ীওয়ালী [ভেড়া+হি ওয়ালী] *বি* ভেড়া রাখে যে। 'আমাকে কি হিন্দুস্থানী ভেড়ীওয়ালী পাইলে?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ভ্যাড়া *বি* মেষ। 'মটনের কথা মনে পড়তেই তার পূর্বপুরুষ ভ্যাড়ার কথাটা মনে পড়ে গেল তক্ষুনি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ভ্যাড়াকান্ত *বিণ* নির্বোধ। 'ভ্যাড়াকান্ত, ভ্রান্তকান্ত বন্য বরাহবৎ বন বিচরণে ক্ষান্ত হলেন না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ভেড়া[২] [হি ভিড়না] *ক্রি* অন্তর্ভুক্ত হওয়া; মেশা। 'শিব আর্যসমাজে ভিড়িয়া যে ভীষণতা যে শক্তির চাঞ্চল্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **ভেড়্যা** *ক্রি* ভাঁড়িয়ে; ঠকিয়ে। 'ভারিভুরি করিয়া নগর ভেড়্যা খাসু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভেড়ি[১] [স বেষ্টন] *ক্রি* বেষ্টন ক'রে। 'দিবোঁ কুচ ভেড়ি কোলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভেড়ি[২] *বি* জলরোধের জন্য মাটির তৈরি বাঁধ বিশেষ। 'হাজার বিঘের লোনা ভেড়ি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ভেড়ুয়া [স ভীরু>] *বি* বাইজি দলের বাদ্যকর। 'লক্ষ্ণৌ ফ্যাসানে (বাইরের ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রায়জামা, কোমরে দোপাটা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমত পোসাক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভেড়ে *বিণ* বোকা। **ভেড়ের ভেড়ে** *বিণ* অতিশয় অপদার্থ। 'কোথা হতে কাল এলি তুই ভেড়ের ভেড়ে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ভেড়ো ১ *বিণ* ভক্ত; বশীভূত। 'সমভাবে সকলেই কলাইয়ের ভেড়ো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* বোকা। 'লালন ভেড়ো তাই না বুঝে হয় দোটানা।' *লালন*, ১৮৯০।

ভেণ্ডারি [ই ভেন্ডার>] *বি* বিক্রেতার কাজ। 'আরবিতে অনার্স নিয়ে যে রশিদ গাঁজার ভেণ্ডারি করেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ভেতর [স অভ্যন্তর] *ক্রিবিণ* অভ্যন্তরে; মধ্যে। 'ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল আছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। দ্র **ভিতর**

ভেতরকার *বিণ* অভ্যন্তরস্থ। 'আমাদের ভেতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভেতর-গোঁজা *বিণ* অন্তর্মুখী। 'মনের পোড়ানি কখনো কখনো মানুষকে ভেতর-গোঁজা ভাব থেকে বেরিয়ে আসতে সহযোগিতা করে।' *শওকত*, ১৯৭২।

ভেতরবাড়ি *বি* অন্দরমহল। 'এদিকে ভেতরবাড়ি থেকে প্রসাদ আনানো হয়েছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ভেতরমহল [ভেতর+আ মহল] *বি* অন্তঃপুর। 'বাড়ির ভেতরমহলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভ্যাতর *বি* অভ্যন্তর। 'আমাকে কবরের ভ্যাতরে নিয়ে যাবে অরা!' *হাসান*, ১৯৬২।

ভেতো [স ভক্ত>] *বিণ* ভাত খেতে ভালোবাসে এমন। 'ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা ভেতো বাঙ্গালী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভেদ[১] [স] ১ *বি* পার্থক্য। 'চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বিদারণ। 'শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ৩ *বিণ* পৃথক। 'মতি অনুরূপ ভেদ দরশন পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* বিরোধ। 'সর্ব্বথাএ আপনে না কর জুদ্ধ ভেদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *বি* গোপন রহস্য। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যে কিছু তেদের বাত কহিতে লাগিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৬ *বি* রূপ। 'কে জানে তোমার ভেদ ব্রহ্ম সনাতন বেদ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৭ *বি* শত্রু বশীকরণ উপায় বিশেষ; রাজনীতির প্রাচীন চার নীতির একটি। 'ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৮ *বি* বিদীর্ণ করা। 'সপ্ততালা ভেদ করিলে হাওয়ার ঘরে যাওয়া যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

ভেদকথা [স] *বি* গোপন রহস্য। 'চক্রব্যূহ ভেদকথা কহত আক্ষাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভেদ করা *ক্রি* ছিন্ন করা। 'সংসারের কোলাহল ভেদ করি অবিরল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ভেদচিহ্ন [স] ১ *বি* জড় ও জন্তুর ভিন্নতাসূচক চিহ্ন। 'জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়, মাঝে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত যার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ *বি* পৃথক করা যায় যে চিহ্ন দিয়ে। 'কর্তৃকারকে একবচন বহুবচনের ভেদচিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বি* জাতিভেদের চিহ্ন। 'তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে নানা জাতি বাস করিতেছে বহু রক্তপাতেও তাহাদের ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে চাহিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ভেদচিহ্নহীন [স] *বিণ* প্রভেদ নেই এমন। 'আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভেদজ্ঞান [স] **১** *বি* তারতম্য বিচার। 'নর-নারী ভেদজ্ঞান রহিবে না আর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বি* পার্থক্যবোধ। 'সে ভেদজ্ঞানও এঁদের নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ভেদদৃষ্টি [স] *বি* পার্থক্যবোধ। 'বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার যে ভেদদৃষ্টি তাহাই সেদিন সে ভুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভেদনীতি [স] *বি* বৈষম্য সৃষ্টির নীতি। 'দণ্ডনীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি কত শত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভেদ-বিচ্ছেদ [স] *বি* বিভেদ। 'কোথাও ভেদ-বিচ্ছেদ রইল না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ভেদ-বিষাদ [স] *বি* বৈষম্যের দুঃখ। 'ভেদ-বিষাদের মীমাংসা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভেদবিহীন [স] *বিণ* বিভাজন নেই এমন। 'সমাজটাকে একটা ভেদবিহীন বৃহৎ দেহের মতো ব্যবহার করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভেদবুদ্ধি [স] *বি* বিরোধমূলক মনোভাব। 'ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করো সকলকে ব্রহ্মময় দেখ ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

ভেদ-বৈষম্য [স] *বি* বিরোধ ও বৈষম্য। 'মোহাজের ও স্থানীয়দের মধ্যে ভেদ-বৈষম্যের সীমারেখা পুরাপুরি দূর হইতে কিছুটা সময় লাগিবে।' *আজাদ*, ১৯৫৪।

ভেদরক্ষা [স] *ক্রি* পার্থক্য বজায় রাখা। 'ভেদরক্ষায় হারানবাবুর অপেক্ষা কোনো অংশে কম উৎসাহী নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভেদরেখা [স] *বি* বৈষম্য। 'সতী ও অসতীর মধ্যে ব্যক্তিগত উনিশ বিশ আছে, শ্রেণীগত ভেদরেখা নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ভেদসীমা [স] *বি* সীমানা। 'এই তার অন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভেদাভেদ [স] **১** *বি* বৈষম্য ও সাম্য। 'তাঁহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* পার্থক্য। 'কিষাণ মজদুর যদি একজোট হয় তবে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ থাকবে না।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ভেদাভেদবাদ [স] *বি* অসমদর্শন তত্ত্ব। 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

ভেদ[2] [স] *বি* উদরাময়। **ভেদকর** [স] *বি* উদরাময় করে যাতে। 'ভেদকর কফকর হিম কিছু বটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ভেদ বমি [স] *বি* উদরাময় ও বমি; কলেরা। 'তাহারদের ভেদ বমি তৎক্ষণাৎ বন্দ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭; 'আমার ভেদবমি আরম্ভ হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভেদন [স] *বি* ভেদকরণ। 'তবে হএ অক্ষয় তার কপাট ভেদন।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভেদা[1] [স অদ্র] *বি* মাছবিশেষ; রয়না মাছ। 'গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভেদা[2] [স ভেদ>] *ক্রি* ভেদ করা। 'সন্তাল পর্ব্বত ভেদিল রঘুবিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভেদি** *ক্রি* ভেদ ক'রে। 'উরু ভেদি উঠিলেক এক সাল তরু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভেদিতে** *ক্রি* ভেদ করতে। 'ভেদিতে এহারে আক্ষি কহিমু কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভেদিব** *ক্রি* ভেদ করবো। 'দেখিবা অর্জ্জুনে চক্র ভেদিব অখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভেদিয়া** *ক্রি* ছেদন ক'রে। 'তাহে নীল সাড়ী ভেদিয়া উঠিল রূপ অনুপম ছায়া।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **ভেদিল** *ক্রি* ভেদ করলো। 'সণ্ডতাল পর্ব্বত ভেদিল রঘুবিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভেদিলে** *ক্রি* ভেদ করলে। 'এক গাছি ভেদিলে হএ শরীর শীতল।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভেদাভেদ দ্র **ভেদ**[1]

ভেনভেন [ধ্বন্যা] *বি* মশা-মাছির বিরক্তিকর গুঞ্জন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভেনভেনানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* মশা-মাছির বিরক্তিকর গুঞ্জন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভেনভেনানি [ধ্বন্যা] *বি* মশা-মাছির বিরক্তিকর গুঞ্জন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভেপু [হি ভোম্পু] *বি* ভেরী। *মানোএল*, ১৭৪৩। দ্র **ভেঁপু**

ভেব্‌কো [স বাষ্প>] *বিণ* ভ্যাপসা; গুমট। 'ধু'লে কি ও ভেব্‌কো গন্ধ যাবে?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভেবউ [স ভেদ] *বি* রহস্য। 'জো তরু ছেব ভেবউ ন জাইণ।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

ভেবড়ে *ক্রিবি* হতবাক হয়ে। 'যার নাকে লেগেছিল সে গিয়েছে ভেবড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভেবড়ে যাওয়া *ক্রি* হতভম্ব হওয়া। 'ব্যাপার দেখে এতটা ভেবড়ে গিয়েছিলুম যে তাঁর অভ্যর্থনা ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ভেবাচেকা [স বিভ্রান্ত>] *বিণ* হতবুদ্ধি। 'প্রেম তরঙ্গে মগ্ন করিবা যাহাতে বাবু হাবুডুবু খাইয়া ভেবাচেকা হইয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভেবাচেকা খাওয়া *ক্রি* হতবাক হওয়া। 'আজাজিল ভেবাচেকা খাইয়া গেল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

ভেভাচাকা [স বিভ্রান্ত>] *বি* হতভম্ব অবস্থা। 'ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হইনু ভেকো।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভে ভে [ধ্বন্যা] *বি* ভেড়ার ডাক। 'ভেড়া হইয়া ভে ভে করে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

ভেমো [স ভাম>] *বিণ* বোকা। 'তুই গুওডা বড় ভেমো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভেয়ে [স ভ্রাতা>] *বি* ভাই। 'অনেক হোমরা চোমরা বাবু ভেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ভেরাণ্ডা [স এরণ্ড] *বি* এরণ্ড ফল; ভেন্না। 'ভেরাণ্ডার গাছ কাটি পেলায়েন জলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভেরেণ্ডা [স এরণ্ড] *বি* ভেন্না। 'নূতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্ডা ধুতুরা প্রভৃতি গোটাকতক কদর্য ফুল বাকি আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভেরি, ভেরী [স] *বি* ঢাক; পটহ। 'বরঙ্গ ভেরি দোসরি মোহরি ঘন বাজে বিরকালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাড়া পোড়া তুরী ভেরী বাজে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভেরীনির্ঘোষ [স] *বি* ঢাকের প্রচণ্ড আওয়াজ। 'রাজা কাশীশ্বর ভেরীনির্ঘোষ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

ভেরীধ্বাঁ *বি* প্রাণীবিশেষ। 'এক ভেরীধ্বাঁ কোন শূন্য মধ্যে দৈবাৎ ধরা পড়িল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ভেরু [স ভেরি] *বি* ভেরী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভেরুয়া [স ভেল>] *বি* ভেলা। 'শীঘ্র গতি বাহিয়া ভেরুয়া বান্ধি কূলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভেল[1] *দ্র* **ভেলা**[1]

ভেল[2] *বি* ভান; ছল। 'নাপিত ব্রাহ্মণের ভেল ধরিয়া ...।' *জসীম*, ১৯৬০।

ভেলকি, ভেলকী, ভেল্কি [স ভ্রমকৃতি] **১** *বি* ধাঁধা। 'কোটালে ভাঁড়ুর বোলে লাগিল ভেলকী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ভোজবাজি; জাদু। 'তার হাড়ে ভেল্কি হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বি* ফাঁকি। 'কোন সময় কোন ভেলকি মেরে চুরি করে কোন ঘড়ি।' *লালন*, ১৮৯০; 'যায় আসে পাখি কোন পথে চোখে দিয়ে রে ভেল্কি।' *লালন*, ১৮৯০।

ভেলকি খেলা *ক্রি* জাদু দেখানো। 'পুলিসেও যেন ভেলকি খেলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ভেলকিবাজি, ভেলকিবাজী [ভেলকি+ফা বাজি] *বি* ম্যাজিক; জাদুটোনা। 'কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক কার্য্য ও ভেলকিবাজী।' *প্রচারক*, ১৮৯১; 'এক নীলের ভিন্ন ভিন্ন আভাস দিয়ে অপূর্ব এক ভেলকিবাজি দেখাচ্ছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভেল্কিবাজ [ভেলকি+ফা বাজ] *বি* জাদুকর। 'ও কারা কৌতুকে ঠোঁট চেপে সায়াহ্নের সংবৃত আবেগে দ্যাখে ভেল্কিবাজের চাতুরি।' *নীরেন*, ১৯৫৭।

ভেলভেট [ই] *বি* খুব কোমল সুতায় বোনা মোটা কাপড়বিশেষ। 'তেপয়ের ওপর ভেলভেটের গদিতে পাখিটাকে রেখে ...।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ভেল ভেল *ক্রিবিণ* বিস্ময় বা বিমূঢ় দৃষ্টিতে; ফ্যাল ফ্যাল ক'রে। 'শ্রীমন্তের অঙ্গে একে একে ভঙ্গে বীরগণ চাহে ভেল ভেল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভেলসা [স মেল>] *বি* তামাকের শ্রেণীবিশেষ। 'আদি হুকা পানদান গুল টীকা তামাকু ভেলসা অম্বুরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভেলা[1] [স ভূ>] *ক্রি* হওয়া। 'জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল ণঅণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **ভেল** *ক্রি* হলো। 'আদিত্ত উদয় ভেল আখি মেলি চাঅ।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভেলি** *ক্রি* হলো। 'জব গোধূলি সময় বেলি/ ধনি মন্দির বাহির ভেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভেলা[2] [স ভেলক] **১** *বি* কলাগাছ, কাঠ ইত্যাদি একত্রে বেঁধে প্রস্তুত জলযান বিশেষ। 'দুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি তোহ্মেসি আহ্মার ভেলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বাহন। 'তোমারি সোনা বোঝাই হল, আমি তো তার ভেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভেলাভাসান *বি* পর্ববিশেষ। 'বাঙ্গলার নবাব ভেলাভাসান পরবের সময় ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ভেলা[3] *বিণ* ভালো। 'ও নহি ভেলাহে চিহ্নী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভেলিক *বি* ইন্দ্রজাল; ভেলকি। 'তিনি তন্ত্রমন্ত্র ... জাদু, ভেলিক ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভালো জানেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ভেলিকি *বি* ভোজবাজি। 'ভেলিকি ভোজের বিদ্যা লাগিল দরবারে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভেলি গুড়, ভেলীগুড় *বি* মিছরির মতো পিণ্ডাকার গুড়। 'ভেলি গুড় দিয়ে তৈরি এক হাতা যা চা পাই।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'সেই সময় ছাতু কাঁচালঙ্কা আর ভেলীগুড় পেটের ভেতর পোরে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

ভেল্কিবাজ *দ্র* **ভেলকি**

ভেশ, ভেষ, ভেস [স বেশ] *বি* পোশাক। 'জার জে মন্দিরে গেল নানা ভেষ ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'তপস্যির ভেস ধরি করিল গমন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'তোহ্মা সনে আরবের ভেশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভেশত [ফা বিহিশ্‌ত] *বি* (ইসলাম) বেহেশত; স্বর্গ। 'দোজখে ভেশতে ফুলে ও আগুনে ঢলাঢলি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ভেষ[1] *দ্র* ভেশ

ভেষ[2] *বি* লিঙ্গ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভেষজ [স] *বি* উদ্ভিজ্জ ওষুধ। 'কিছু উপাচার মান নহি আন। তাহি বেআধি ভেষজ পঁচবান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'রোগীদিগকে ঐ ভেষজদানদ্বারা আরোগ্য করিয়া দিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

ভেষজনিদান [স] *বি* ভেষজ চিকিৎসা। 'ব্যর্থ করে বৈদ্যের বিধান, ভেষজনিদান চলে যবে গেল অষ্টসন্তানের মাতা যমপুরে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

ভেস *দ্র* **ভেশ**

ভেসাল *বি* এক প্রকার জাল। 'ভেসাল মেলে জেলের ছেলে ঢুলছে যেন হায়।' *জসীম*, ১৯৩১।

ভেস্ট [ই] *বি* গেঞ্জি। 'ভেস্ট বোনা শেষ হয়ে এসেছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভেস্ত [ফা বিহিশ্‌ত] *বি* (ইসলাম) স্বর্গ। 'আমার দাদীর তরেতে যেনগো ভেস্ত নাজেল হয়।' *জসীম*, ১৯২৭।

ভেস্তখানা [ফা বিহিশ্‌ত-খানা] *বি* (ইসলাম) স্বর্গ। 'কেউ বলে পড়লে কালাম পায় সে আরাম ভেস্তখানা।' *লালন*, ১৮৯০।

ভেস্তি [ফা বিহিশ্‌তি] *বি* জলবাহক। 'সাহেব আবশ্যকি চাকর এই কয় জন ... মসালচি বাবুরচি আবদর ভেস্তি মেহতর ...।' *কেরি*, ১৮০২।

ভেস্তে যাওয়া *ক্রি* পণ্ড হওয়া। 'আমরা এত দিন জটা রাখলেম – ভেস্তে গেলেম?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভেঁরো [স ভৈরব>] *বি* (সংগীত) প্রভাতী রাগবিশেষ; ভৈরব। 'ভেঁরো আলাপ করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ভৈঁস [স মহিষ] *বি* ভইষ; মহিষ। 'উল্লুক ভল্লুক মেড়া সেয়াগোস ভৈঁস গড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ভৈগেল *ক্রি* চলে গেল। 'মহাদাণী ভৈগেল গোকুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভৈন [স ভগিনী] *বি* বোন। *মানোএল*, ১৭৪৩। *দ্র* **বোন**

ভৈরব [স] **১** *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'আরে ভৈরবপতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'জয় ভৈরব জয় শঙ্কর!' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* রাগের নাম; ভেঁরো। 'ভৈরব রাগ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বিণ* উচ্চকণ্ঠের। 'তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের সংগীত ভৈরব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বিণ* প্রচণ্ড। 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৫** *বি* ভয়ংকর। 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৬** *বি* শিবের রুদ্রমূর্তি। 'তুই ভৈরব-ভয় ধূমকেতু।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভৈরব নদ [স] *বি* বাংলাদেশের নদীবিশেষ। 'তৃতীয়তঃ শহর ঘাটির প্রদেশে ... ভৈরব নদের উপর আশী হাত এক সেতু।' *দর্পণ* ১৮২৫।

ভৈরবপন্থী [স ভৈরব+হি পন্থী] **১** *বি* শিবের অনুসারী। 'রক্ত-মশাল করে ভৈরবপন্থীর কণ্ঠ শোনা গেল।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* শিবের

উপাসক। 'কে আছ ভৈরব-পন্থী নর-নারী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভৈরবভেরী [স] *বি* ভয়ানক ঢাকের শব্দ। 'ভৈরবভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি!' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভৈরব সঙ্গীত [স] *বি* রুদ্রসংগীত। 'ভৈরব সঙ্গীত, ভূধর বিকম্পিত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভৈরবারব [স] *বি* ভৈরব গর্জন। 'শুনি সে ভৈরবারব দিগ্বারণ যত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভৈরবী [স] **১** *বি* রাগিণীবিশেষ। 'রাগ ভৈরবী।' *চর্যা* ১২, ১২০০; 'ভৈরবীরাগঃ ৷৷ একতালী ৷৷ রূপকথা ৷৷' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* প্রচণ্ড। 'ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরবী ভাবিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* শৈব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী। 'এ প্রকার অভিষিক্তা ভৈরবী, এবং রসোন্মত্তা বৈষ্ণবী অতি অল্প।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

ভৈরবি [স ভৈরবী] *বি* রাগিণীবিশেষ। 'ভৈরবি রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভৈরবী-আলাপ [স] *বি* ভৈরবী রাগিণীর সুর। 'এই ছবি ভৈরবী-আলাপে দোলে মোর কম্পিত বক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভৈরবীগান [স] *বি* ভৈরবী রাগিণীর সুরে গান। 'মুক্ত নীলাম্বরে অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে যে ভৈরবীগান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভৈরবীচক্র [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) তান্ত্রিক সাধকদের একত্র হয়ে মদ, মাংস, মৈথুন ইত্যাদি ভোগ করার আচার। 'ভৈরবীচক্রে জাতিবিচার নাই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভৈরোঁ [স ভৈরবী] *বি* প্রভাতে গেয় রাগ; ভৈরব। 'পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈঁরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'তালে তালে একটা ভৈরোঁ কী টোড়ি রাগিণী ভাঁজি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ভৈলা *ক্রি* হলো। 'এবেঁ তোহ্মে আসি ভৈলা এ ভর যুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।
ভৈল *ক্রি* হলো। 'কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শক্কত ভৈল লাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভৈষ [স মহিষ] *বি* বড়ো মহিষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভৈসা [স মহিষ] *বিণ* মহিষের দুধ থেকে উৎপন্ন। 'ভৈসা ঘৃত ১ মোন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভো [স] *অব্য* হে। 'আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী।' *চর্যা* ২, ১২০০।

ভোঁ[1] *বিণ* বিহ্বল। 'জ্ঞানশূন্য হইয়া ভোঁ অথবা টুপভুজঙ্গরূপে থাকিলে কি ফল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

ভোঁ কথা *বি* বিভ্রান্ত হওয়ার মতো কথা। 'ও কথা শুনলেম না, আমি কালও দেখেছি, ওসব ভোঁ কথা!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ভোঁ[2] [ধ্বন্যা] *বি* যান্ত্রিক বাঁশির শব্দ। 'জাহাজ ছাড়িবার ভোঁ বাজিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'কানের মধ্যে ভোঁ করে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভোঁ দৌড় *বি* দ্রুতবেগে পালানো। 'বটু তুই জোর দে ভোঁ দৌড়।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'দোর খুলে লেজ তুলে ভোঁ-দৌড় না দেয় তো বলব সাবাস।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ভোঁক [স বুভুক্ষা] *বি* ক্ষুধা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। দ্র **ভুখ**

ভোঁখ [স বুভুক্ষা] *বি* ক্ষুধা। 'ভোঁখে ভাত দিবোঁ তোরে পিআসত পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভোঁওরা-বাত [স ভ্রমর>] *বি* শরীর কাঁপা বাতরোগ। 'ভোঁওরা-বাতে শির জাহার অস্থির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভোঁতা [স ব্যাহত] **১** *বিণ* ধার নেই এমন। 'ভোঁতা আল লইয়া কলম করিতাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বিণ* স্থূল; সূক্ষ্ম নয় এমন। 'বুদ্ধি বেজায় তার ভোঁতা।' *নজরুল*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* নির্বোধ। 'বনবিহারীকে তার মনে হয় একটু ভোঁতা, একটু নিস্তেজ।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৪** *বিণ* অসাড়। 'ইচ্ছে নেই, সব ভোঁতা হয়ে গেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ভোথা *বিণ* ভোঁতা। 'আমার থোথা মুখ ভোথা করিয়া দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ভোঁদড় [স উদ্র] *বি* জলচর প্রাণীবিশেষ; উদ্বিড়াল। 'ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে ...।' *অবন*, ১৮৯৬; 'ভোঁদড় চরাই ভেড়ার বদল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

ভোঁদর *বি* উদ্‌বিড়াল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভোঁদা **১** *বি* নির্বোধ নির্দেশক নাম। 'গাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* বোকা। 'ভোঁদা খোকার নামটি ভুঁদো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভোঁভোঁ [ধ্বন্যা] **১** *বি* নির্জনতা প্রকাশক শব্দ। 'জিনিস না, পত্তর না – সব ভোঁভোঁ করছে।' *তারা*, ১৯৪০। **২** *বিণ* শূন্য। 'টিন তখন ভোঁভোঁ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভোঁয়া [স ভ্রূ] *বি* ভ্রূ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভোঁস ভোঁস [ধ্বন্যা] *বি* ঘুমের সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের উচ্চ শব্দ। 'সবাই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভোকা *বি* চতুরতা। 'ফেয়ো ফেপী ফ্যাকসা যারা ভাকা ভোকায় ভোলে তারা।' *লালন*, ১৮৯০।

ভোক্তব্য [স] *বি* ভক্ষণীয় যা। 'ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যেদিনে লিখন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভোক্তা [স] **১** *বি* ভোগকারী। 'দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* ভক্ত। 'সাংসুর ভোক্তা আমনি।' *রামাই*, ১৭১০। **৩** *বি* ভক্ষক। 'ভোক্তা শ্রেষ্ঠ না ভোজ্য শ্রেষ্ঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভোখ [স বুভুক্ষা] **১** *বি* ক্ষুধা। 'ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পালাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* গ্রাস। 'রাহুর ভোখের বেলা জেন নব শশিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **ভুখ**

ভোক-শোষ [স বুভুক্ষা>] *বি* ক্ষুধা-তৃষ্ণা। 'তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক-শোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভোগ [স] **১** *বি* ইন্দ্রিয়সেবা। 'ভোগ পরিহরি আপণে আপণা বঞ্চে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* রতিক্রীড়া। 'নহে তোর পতি যোগ আহ্মা সমে ভুঞ্জ ভোগ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* সাধনা। 'তুমি জোগ তুমি ভোগ পরম গিয়ান।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *বি* ক্ষুধা। 'সেই স্থানে ভোগে লাগে আছয়ে নিয়ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *বি* ভোগ্য বস্তু। 'রথযাত্রা হবেক জানিয়া, সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সিংহলের ভোগ জত করাইব সুবিদিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *বি* ভোজন। 'দুঁহে প্রবেশিয়া ঘরে মীনমাংস ভোগ করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৭** *বি* সুখ-দুঃখ। 'সিংহলের ভোগ জত বিশেষ কহিব কত উপভোগ কর্যাছ মসানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৮** *বি* নৈবেদ্য। 'অন্ন আদি নানাবিধ দিয়াছে ভোগত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

৯ *বি* দুর্ভোগ। 'ভোগ না ভুগিলে পুন না জাএ এড়ান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **১০** *বি* উপভোগ। 'পরম ষুকে বসতি করিয়া ভোগ করহ।' *মেয়ের্স*, ১৭৬৪; 'আমার মুনাফা দিয়া আমল আবাদ করিয়া পরম ষুখে ভোগ করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **১১** *বি* শাসন। 'সহস্রনীক ৮৮/২ মাস রাজ্যভোগ করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **১২** *বি* পরিণাম সহ্যকরণ। 'তোমাকেও তাহা অবশ্য ভোগ করিতে হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **১৩** *বি* শাস্তি। 'দেখ এ পাপের ভোগ বটে কি না।' *ভবানী*, ১৮২৫। **১৪** *বি* গ্রহণ। 'পেন্স্যনের হুকুম দেন ... হুকুমানুসারে দশ বৎসর স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক ভোগ করিয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **১৫** *বি* সহ্য। 'চিরজীবন যৎপরোনাস্তি ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **১৬** *বি* অতিক্রম। 'সূর্য্য ক্রমে ক্রমে আর একবার দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **১৭** *বি* ব্যবহার। 'তাহার উৎপন্ন বস্তু তাহাদের ভোগে।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

ভোগচিহ্ন [স] *বি* যৌনসঙ্গম করা হয়েছে বোঝা যায়, এমন শারীরিক চিহ্নাদি। 'কৃষ্ণ নিজের ভোগচিহ্নসকল শরীরে ধারণ করিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

ভোগতৃষ্ণা [স] *বি* ক্ষুধা ও পিপাসা। 'লোকের ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভোগদখল [স ভোগ+আ দখল] *বি* দখলসূত্রে উপভোগ। 'নিষ্করে অস্থূমি ভোগ দখল করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'পিতৃব্যের সহিত ভোগদখল করিয়া আপন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ভোগদখলী [স ভোগ+আ দখল>] *বিণ* দখলিসূত্রে ভোগ করা হয় এমন। 'যদি কেহ কাহারো ভোগদখলী কোনো সবিরোধ ভূমি ...' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

ভোগবাঞ্ছা [স] *বি* ভোগের বাসনা। 'ভোগবাঞ্ছাবশেই তারা বিয়ে করে।' *শরীফ*, ১৯৭০।

ভোগবান [স] *বিণ* ভোগপরায়ণ। 'পশ্চিমাঞ্চলের ঐশ্বর্য্যশালী ও ভোগবান্ গৃহস্থেরা প্রায়ই রাধাকৃষ্ণের উপাসক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভোগবিতরণ [স] *বি* বিলি-বণ্টন। 'মার্বলগুলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভোগবিলাস [স] *বি* বস্তুগত সুখ ও ধন-সম্পদ ভোগ। 'ভোগবিলাস ও প্রয়োজনোপযোগী নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভোগবিলাসিতা [স] *বি* বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ডুবে থাকা। 'ভোগবিলাসিতা ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভোগবিলাসী [স] **১** *বিণ* ভোগে আসক্ত। 'ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত ভোগবিলাসী ব্যক্তিরা তদনুরূপ সুখাস্বাদনে সমর্থ নহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* সুখ ও ঐশ্বর্যভোগী। 'তাহা ঐ ভোগবিলাসী রাজার পুত্র ও পশুসকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভোগবৃত্ত [স] *বিণ* ভোগের পরিসরভুক্ত। 'বাবু বা ভদ্রলোকের মতো এঁরা ইতিহাসের ভোগবৃত্ত উপাদান নন।' *শিব*, ১৯৫৬।

ভোগমণ্ডপ [স] *বি* দেবতার ভোগ রান্না করার ঘর। 'ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভোগ মারা যাওয়া *ক্রি* নৈবেদ্য নষ্ট হওয়া। 'যদি ভোগ মারা যায় তবে পূজারী পাণ্ডাকে উঠাইয়া আনে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ভোগরাক্ষস [স] *বি* শোষক। 'যারা এই দূরস্থিত ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগ বেড়েই চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভোগ লাগা *ক্রি* ভোগের ইচ্ছা জাগা। 'মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে সম্বরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভোগলালসা [স] *বি* সম্ভোগের ইচ্ছা। 'নিজের ভোগলালসা তৃপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভোগলিপ্সু [স] *বিণ* ভোগের জন্য লোলুপ; কাম-লোলুপ। 'তৃষ্ণার্ত ভোগলিপ্সু পুরুষ, যৌবনের দেবতা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভোগলোলুপতা [স] *বি* ভোগের লোভ। 'পরিবারের স্বাভাবিক ভোগলোলুপতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ভোগশক্তি [স] *বি* ভোগ করার ক্ষমতা। 'শরীরে ভোগশক্তির বিকাশকে সচেতনভাবে অনুভব করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভোগসমর্থ [স] *বিণ* ভোগ করার ক্ষমতা আছে এমন। 'ভোগসমর্থ সবলেন্দ্রিয় যুবক সম্প্রদায়কে সুখ সম্ভোগার্থে স্থান দান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভোগসাধনা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) ভোগের সাধনা। 'তন্ত্রের ভোগসাধনার কবিও যথেষ্ট আছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

ভোগসামগ্রী [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দেবতাকে ভোগ দেওয়ার খাদ্যদ্রব্য। 'ভোগ-সামগ্রী আইলা সন্দেশাদি কতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভোগসামর্থ্য [স] *বি* ভোগ করার ক্ষমতা। 'তিনি যদি ... অনুশীলনহীন ভোগসামর্থ্যের স্তরে নেমে এসে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

ভোগসুখ [স] *বি* উপভোগজনিত সুখ। 'ঘেরি তোরে ভোগসুখ ঢালি নব নব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ভোগস্পৃহা [স] *বি* ভোগ করার ইচ্ছা। 'কেবল যে তাহাদের ভোগস্পৃহা বাড়িয়াছে তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভোগস্বত্ব [স] *বি* ভোগের অধিকার। 'কেবল ভোগস্বত্ব এবং জীবনস্বত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভোগাতিশয় [স] *বি* ভোগের আতিশয্য। 'ইতর বৃত্তির অনুচিত ভোগাতিশয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভোগাভাব [স] *বি* ভোগের অভাব। 'কেচিন্মতে ভোগাভাব এ ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্যবর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ভোগাভিলাষ [স] *বি* ভোগের বাসনা। 'ভোগাভিলাষ পূর্ব অপেক্ষা প্রদীপ্ত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভোগাভিলাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ভোগ-বাসনায় ব্যাকুল। 'ভোগাভিলাষিণী পত্নী পরম শোভাকর বেশভূষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্থেই সতত ব্যাকুল থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভোগাভিলাষী [স] *বিণ* ভোগ করতে ইচ্ছুক। 'তিনি বিলাসী ও ভোগাভিলাষী ছিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভোগাভোগ [স] *বি* চূড়ান্ত পরিণতি। 'আখের মরিয়া বৈকুণ্ঠে ভোগাভোগ পাইল।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পাপ পুণ্যো অনুসারে ভোগাভোগ দিবেন অনন্তো সংক্যা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

ভোগা-ভোগা *বিণ* নাদুস-নুদুস। 'সুন্দর ভোগা-ভোগা শরীরও চাই – আবার রান্নাবাড়িও চাই।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভোগাসক্ত [স] *বিণ* ভোগের নেশাগ্রস্ত। 'ভোগাসক্ত ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তি আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া শান্তিসমুদায় প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভোগাসক্তি [স] *বি* ভোগ-বিলাসের প্রতি আসক্তি। 'ভোগাসক্তির অধীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভোগে আসা *ক্রি* উপভোগ হওয়া। 'সকল মানুষের যেটুকু ভালো সেটুকু ওঁর ভোগে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভোগেচ্ছা [স] *বি* ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা। 'ভোগেচ্ছা পরিপূর্তিই আমাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ভোগেচ্ছু [স] *বিণ* ভোগ করতে ইচ্ছুক। 'আজকাল মানুষ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত – ভোগী ও ভোগেচ্ছু।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

ভোগের দালান *বি* হিন্দুদের দেবতার উদ্দেশে ভোগ দেওয়ার ঘর। 'সুমুখে নাটমন্দির, আর তিন পাশে প্রশস্ত ভোগের দালান।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

ভোগবতী [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) পাতালে প্রবাহিত গঙ্গা নদী। 'পাতাল ভেদিআ তোলে ভোগবতীর জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ভোগবতী ধারার আশ্লেষে।' *জীবন*, ১৯২৭।

ভোগা[1] [স ভোগ>] *বি* ধোঁকা। 'কবিরাজের মতো ভোগা দিয়া কতকগুলি টাকা লইয়া যাইব।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ভোগা[2] [স ভোগ>] *ক্রি* কষ্ট পাওয়া। 'তার জন্মের পরে বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভোগানো [স ভোগ>] *ক্রি* দুরবস্থার মধ্যে ফেলানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভোগান্তি *বি* কষ্টকর অবস্থা। 'এমন ভোগান্তি জানলে কোন শালা –।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ভোগায়তন [স] *বি* সুখদুঃখাদি ভোগের আধার। 'ভগবানের যে ভোগায়তন দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার আবশ্যকতা ছিল না।' *প্রমথ*, ১৯১২।

ভোগী [স] ১ *বি* উপভোগকারী। 'পরম জ্ঞানের নিধি প্রেমরস ভোগী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* ভোগ-বিলাসে মগ্ন। 'বোধমল্ল রাজা বড় ভোগী ছিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* খাদক। 'সেটা যে একটা বাস্তব জন্তু ব্রিটিশ ভোগী তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভোগোল *বি* বোকা। 'গুয়োডা নন্দর বংশ ভোগোলের শেষ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভোগ্য [স] *বিণ* ভোগের উপযুক্ত; খাদ্য হিসেবে গ্রহণের উপযুক্ত। 'অমৃত, যব, ব্রীহি, তৃণাদিরূপ তাবদ্ভোগ্য বস্তু।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভোগ্যদ্রব্য [স] *বি* ভোগের উপযোগী দ্রব্য। 'ভোগ্যদ্রব্যসমূহের অকিঞ্চিৎকরতা ... আলোচিত প্রত্যালোচিত করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভোগ্যপণ্য [স] *বি* ভোগের উপযুক্ত দ্রব্য। '...উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের উপযোগী বিরাট বাজার।' *সনৎ*, ১৯৭০।

ভোগ্যপদার্থ [স] *বি* ভোগ করার পদার্থ। 'মানুষেরা ভোগ্য পদার্থকে প্রাণপণে স্পর্শ করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভোগ্যবস্তু [স] *বি* ভোগ করার বস্তু। 'বঙ্গদর্শন হইতে আমরা বিষবৃক্ষ ... কমলাকান্তের দপ্তর এবং বিবিধ ভোগ্যবস্তু পাইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ভোগ্যসামগ্রী [স] *বি* ভোগের বস্তু। 'শুধু নিজের ভোজ্য নয় সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ভোগ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* ভোগের উপযুক্ত। 'এই যে সুন্দরীগণ তোমার প্রলোভনের জন্য আসিয়াছিল, উহারা আমার ভোগ্যা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

ভোজ [স] ১ *বি* ভোজন। 'ভোজ করিল সাধু খিরখণ্ড ঝোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আহারের অনুষ্ঠান। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বি* উপভোগ। 'জীবনের বিচিত্র ভোজে যাদের নিমন্ত্রণ নেই, তাদের যে এ দশা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি!' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ভোজদার [স ভোজ+ফা দার] *বি* (ইসলাম) রোজা রাখেনি এমন ব্যক্তি। 'সকালে উঠেই আমরা ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে প্রশ্ন করতাম: রোজদার না ভোজদার?' *রশীদ*, ১৯৬৩।

ভোজপত্র [স] *বি* খাবারের থালা। 'ফুলদানী ভোজপত্র টেবিল প্রভৃতি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

ভোজভাণ্ড [স] *বি* খাবারের পাত্র। 'এই দিকে এস তবে লয়ে ভোজভাণ্ড।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ভোজসভা [স] *বি* খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান। 'এক ভোজসভায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণর ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ভোজের বাজী *বি* জাদুর খেলা। 'সকলের ভোজের বাজী ইহা নাহি জানে।' *গরীব*, ১৭৫০।

ভোজবাজি, ভোজ বাজী [স ভোজ+ফা বাজি] ১ *বি* জাদুর খেলা। 'দেখলাম এ সংসার ভোজবাজি প্রকার।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* প্রতারণা। 'শহরের ভোজবাজিতে এক মিনিটের মধ্যেই সেই টাকাটা কোথায় উড়িয়া গেল।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ভোজন [স] ১ *বি* আহার। 'জাম্বুবতির ঘরে ভোজন করিল শ্রীপতি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* রাতের খাবার। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বিণ* আত্মসাৎ; গিলে ফেলা হয়েছে এমন। 'বিশ্বসংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভোজন করা *ক্রি* খাওয়া-দাওয়া করা। 'মদ্য মাংস প্রভৃতি নানাদ্রব্য ভোজন করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভোজন করানো *ক্রি* খাওয়ানো। 'ঋষির তপোবনে অতিথি হইলে তাঁহারা যোগবলে মদ্যমাংসের সৃষ্টি করিয়া রাজা ও রাজানুচরবর্গকে ভোজন করাইতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভোজন-কামরা [স ভোজন+প কামরা] *বি* খাওয়ার ঘর। 'পশ্চিমাদেশের একটা পরিচয় পেলেম ভোজন-কামরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভোজনপটু [স] *বিণ* অধিক ভোজনে সমর্থ। 'ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভোজনপটুতা [স] *বি* অতিভোজন। 'অরুণির ভোজনপটুতা, ক্রীড়াপ্রবণতা, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ-অনিচ্ছা, পাঠে অমনোযোগ প্রভৃতি অসদ্‌গুণাবলীই ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভোজনপাত্র [স] *বি* খাবার পাত্র। 'তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভোজনপ্রিয় [স] *বিণ* খেতে পছন্দ করে এমন। 'মানুষ যে ভোজনপ্রিয় তাহা সত্য বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভোজনবিলাস [স] *বি* রসনা বিলাস। 'ভোজনবিলাসের ফলে দেহের পেশীকে মেদে পরিণত করে।' *তারা*, ১৯৪৩।

ভোজন-বিলাসী [স] *বিণ* খাওয়ার ব্যাপারে শৌখিন; পেটুক। 'তন্মধ্যে একজন ভোজন-বিলাসী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'এইরকম সব ভোজনবিলাসী শয়নবিলাসী নানা রকমের লোক ছিল।' *অবন*, ১৯৪১।

ভোজনমন্দির [স] *বি* খাবার ঘর। 'ভোজনমন্দিরে সাধু তুল্যা দিল গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভোজন-মার্গ [স] *বি* খাওয়া-দাওয়ার বিষয়। 'ভোজন-মার্গে যাঁরা মন্ত্রসিদ্ধ তাঁরাই শুধু এ-বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভোজনযজ্ঞ [স] *বি* খাওয়ার আয়োজন। 'মেরে টেনে নিয়ে গিয়ে ভোজনযজ্ঞে লাগিয়ে দেয়।' *তারা*, ১৯৪৬।

ভোজনরত [স] *বিণ* খাচ্ছে এমন। 'ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভোজনরস [স] *বি* খাদ্যগ্রহণের রস। 'ভোজনরস যদিচ পৃথিবীতে ছোটো ছেলে হইতে বুড়া পর্যন্ত সকলেরই কাছে সুপরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভোজনরসিক [স] *বি* খাদ্যরসিক ব্যক্তি। 'ভোজনরসিক মাত্রেই জানেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভোজনরাজ [স] *বিণ* ভোজন বিষয়ে সেরা। 'ভোজনরাজ ফরাসীও এর নামে অজ্ঞান।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভোজনলীলা [স] *বি* ভোজনবিলাস। 'যে পরিবেশ আর যে আসবাব সমন্বয়ে আর অনিবার্যভাবে ভোজনলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ...।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

ভোজনশালা [স] **১** *বি* খাওয়ার ঘর। 'ভোজনশালা প্রকাণ্ড ঘর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* খাবারের দোকান; রেস্টুরেন্ট। 'লন্ডনে স্থানে স্থানে উদ্ভিজ্জ ভোজনের ভোজনশালা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভোজনাগার [স] *বি* খাওয়ার ঘর। 'শয়নাগার, ভোজনাগার, অন্দর, সদর।' *মধু*, ১৮৫৭।

ভোজনানন্দ [স] *বিণ* ভোজনে আনন্দ পায় এমন। 'সবাই তো আর তোমার মত ভোজনানন্দ স্বামী নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ভোজনান্ত [স] *বি* খাওয়ার শেষ। 'ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভোজনাবশেষ [স] *বিণ* এঁটো। 'নরগণের ভোজনাবশেষ পাত্রাবশিষ্ট বৎসামান্য।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

ভোজনার্থ [স] *ক্রিবিণ* খাওয়ার জন্যে। 'কর্তা মহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহমধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

ভোজনালয় [স] *বি* খাবার ঘর। 'ভোজনালয় ... অতি পরিপাটীরূপে রচিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

ভোজনীয় [স] *বিণ* খাওয়ার উপযুক্ত। 'কিছু ভোজনীয় দ্রব্য দিয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভোজপাত [স ভূর্জপত্র] *বি* ভোজপাতা। 'তেজপাত ভোজপাত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভোজপুরি **১** *বিণ* ভোজপুর থেকে আগত। 'ভোজপুরি দারোয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* ভোজপুরের অধিবাসী। 'একদিকে বিরাটদেহ ভোজপুরি, অন্যদিকে বিপুলকায় বড়বাজারের ষাঁড়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ভোজালি, ভোজালী *বি* এক প্রকার ছোটো তরবারি। 'আমি ভোজালি হাতে করিয়া যাইব।' *প্রভাত*, ১৮৯৭; 'মনে হয় যেন ভোজালী হাতে কোনো মারাঠা ডাকাত সড়াৎ করে শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।' *মুনীর*, ১৯৬১।

ভোজ্য [স] **১** *বিণ* খাওয়ার যোগ্য। 'কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* আহার্য বস্তু। 'ব্রাহ্মণেরা নিষ্কর্মে বসিয়া২ দান ভোজ্যাদি খান।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *বি* হিন্দুসমাজে মৃত পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য প্রদেয় অন্নাদি, যা ভোজন করা হয়। 'ঝুড়ি ভ'রে জমা হল ভোজ্য অগুন্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভোজ্যদ্রব্য [স] *বি* খাদ্যবস্তু। 'প্রচুর ভোজ্যদ্রব্যের ব্যবহার হচ্ছিল।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

ভোজ্যবস্তু [স] *বি* খাদ্যবস্তু। 'এরূপ সত্বরে ভোজ্য বস্তু গ্রাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'গুরুদেব ভোজ্যবস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভোজ্যসামগ্রী [স] *বি* খাদ্যদ্রব্য। 'কিঞ্চিৎ ভোজ্যসামগ্রী আমাকে দান করুন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভোজ্যাদি [স] *বি* হিন্দুসমাজে পিতৃপুরুষের তৃপ্তি কামনা করে দেয় অন্নাদি। 'নিষ্কর্মে বসিয়া২ দান ভোজ্যাদি খান।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ভোজ্যান্নতা [স] *বি* ভোজন ও অন্যান্য পানাহার। 'এইক্ষণে পরস্পর ভোজ্যান্নতা এবং বিবাহাদি ক্রিয়ার চলন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভোট[1] [স ভূতস্থান] **১** *বি* পাহাড়ী দেশের কম্বল। 'চামর্যা পামরি ভোট সকল্লাথ গজঘোট একখানি নাহিক ভাণ্ডারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ভোট, লেপ্‌ছা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

ভোটকম্বল [ভোট+স কম্বল] *বি* ভুটানি কম্বল। 'যত্ন করি তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভোটদেশ [ভোট+স দেশ] *বি* ভুটান দেশ। 'তাহাদিগেরই বংশ অদ্যাপি ভোটদেশের নিকট দৃষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ভোট[2] [ই] *বি* কোনো বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মতামত প্রকাশ। 'এক সময় লোকে মনে করিয়া ছিল আপামর সাধারণকে ভোট দিতে দিলেই পৃথিবীর অধিকাংশ অমঙ্গল দূর হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভোটদাতা [ই ভোট+স দাতা] *বি* ভোট দেয় যে। 'হিন্দু মুসলমান সভ্যপদ প্রার্থী হিন্দু মুসলমান ভোটদাতাদের নিকট যেতে বাধ্য হবেন।' *শিখা*, ১৯৩১।

ভোটদান [ই ভোট+স দান] *বি* ভোটাধিকার প্রয়োগ। 'ভোটদানের অধিকারকে ইহার মধ্যে আমরা সর্বোচ্চ স্থান দিয়া থাকি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ভোটদানকারী [ই ভোট+স দানকারী] *বিণ* ভোট দেয় এমন। 'উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের ...।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

ভোটপ্রথা [ই ভোট+স প্রথা] *বি* ভোট দেওয়ার রীতি। 'ভোটপ্রথা, ধাত্রীবিদ্যা, নার্সিং প্রভৃতি কার্যকরী ট্রেনিং।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ভোট-ভিক্ষুক [ই ভোট+স ভিক্ষুক] *বি* ভোটপ্রার্থী। 'শক্তি ভিক্ষা করিবে যাহারা ভোট-ভিক্ষুক তারা।' *নজরুল*, ১৯৪২।

ভোটযুদ্ধ [ই ভোট+স যুদ্ধ] *বি* নির্বাচন। 'ভোটযুদ্ধে জিতবার কৌশল হিসাবে পুরুষেরাও তা মেনে নিচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ভোটাধিকার [ই ভোট+স অধিকার] *বি* ভোটদানের অধিকার। 'তুর্কী রমণীদের ভোটাধিকার।' *এসলাম* ১৯৩৪।

ভোটাধিকারী [ই ভোট+স অধিকারী] *বি* ভোটের অধিকারী। 'কোম্পানির স্টক যাঁদের আছে, তাঁরাই হচ্ছেন ভোটাধিকারী।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভোটাধিক্য [ই ভোট+স আধিক্য] *বি* ভোটের আধিক্য। 'তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত ...।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

ভোটাভুটি *বি* নির্বাচন। 'ভোটাভুটিতে একথা আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪২।

ভোটার [ই] *বি* ভোটদাতা। 'কংগ্রেসের মত ভাড়াটে ভোটারের সাহায্যে রিজলিউসন পাস করে ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

ভোটার তালিকা [ই ভোটার+স তালিকা] *বি* ভোট প্রদানে যোগ্যদের তালিকা। 'ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

ভোড়াং [ধ্বন্যা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; তূরী। 'চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি বাইটেক্ ঢাক্ মায় রোষোনচৌকী ... শানাই ভোড়াং ও ভেঁপু।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভোম [স ভ্রম] *বিণ* মাতোয়ারা। 'রোদে ঘুরে ঘুরে গাঁজা খেয়ে ভোম হয়ে আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভোমর[1] [স ভ্রমর] *বি* ভ্রমর; মৌমাছি। 'বিরহ ভোমরে ভেদি মরম তাহার।' *বাহরাম*, ১৭০০।

ভোমর চোর *বি* ভোমররূপ চোর। 'তুমি যেন হও কুমড়ার ফুল আমি ত ভোমর চোর।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ভোমরা [স ভ্রমর] *বি* মৌমাছি; ভ্রমর। 'বেলা উদয়নে মুখ দরশনে ভোমরা দংশনে মৈলুঁ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভোমরাপেড়ে *বিণ* ভ্রমরের মতো কালো পাড়বিশিষ্ট। 'ভোমরাপেড়ে, কোকিলপেড়ে, দাঁতে মেশী পেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভোমর[2] [স ভ্রমরক>] *বি* ছুতারের কাঠ ছিদ্র করার যন্ত্রবিশেষ। 'শেল, শক্তি, জাটি, তোমর, ভোমর, নারাচ, কৌন্ত – শোভে দন্তরূপে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ভোমরা লতা *বি* ভোমরা লতা ও তার ফুলবিশেষ। 'ভোমরা লতার নৈশপুষ্পের মৃদু সুবাস।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ভোমা [স ভগ্ন] *বিণ* বোকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভোম্বল [স ভগ্ন>] *বিণ* বোকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভোর[1] [স বিহ্বল] *বিণ* বিহ্বল। 'খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'দেখি সর্ব লোক আনন্দে হইল ভোর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভোরণি [স বিহ্বল>] *বিণ* বিহ্বল। 'ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি মত্ত মধুকর ভোরণি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

ভোর[2] [হি] ১ *বি* প্রত্যূষ। *ভবানী*, ১৮২৩; 'ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বি* অবসান। 'এক নিমিষেই রাত্রি হলো ভোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ভোরবেলা *বি* সকালবেলা। 'উৎসবের হাসি-কোলাহল শুনিতে পেয়েছে ভোরবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

ভোর-সমীর *বি* ভোরের বাতাস। 'ওই অথির ভোর-সমীর।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভোরের ফুল *বি* প্রভাতের ফুল। 'দেহ ভরি যেন এনেছে ভোরের ফুল।' *জসীম*, ১৯২৯।

ভোরঙ্গ *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ভোঁর্ভো ভোরঙ্গ বাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভোরা [স ভৃ>] *বিণ* বিহ্বল। 'ভয়েতে হইল ভোরা।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০।

ভোরাই [হি ভোর>] *বিণ* প্রভাতী। 'নহবৎখানায় ভোরাই সুর বাজছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ভোরাও ওক্ত [হি ভোর+আ ওয়াক্ত] *বি* ভোরবেলা। 'ভোরাও ওক্তে ভয়রোঁ রাগিণীতে অনেক বাড়ীতে বিজয়া গাওনা হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভোর্ক্ষ [স ভক্ষ্য] *বিণ* ভক্ষণীয়। 'ভোর্ক্ষ ভোর্য্য পান জার জত অভিলাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভোল [স বিহ্বল] ১ *বি* আবেশ। 'নিন্দ ভোলেঁ যশোদাএঁ তাক না জানিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মোহ। 'নান্দের নন্দন ভোলে পড়িলা বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* মোহিত। 'আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* ভুল। 'রাজভোগে পড়িয়াছ ভোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* বিভোর। 'কামেতে হইল ভোল।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৬ *বি* দিক। 'গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভোলচেঙ্গা *বি* মাছবিশেষ। 'গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভোলা[1] ১ *ক্রি* ভুলে যাওয়া। 'অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। ২ *ক্রি* মুগ্ধ হওয়া। 'প্রাচ্য হৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **ভোল** *ক্রি* ভুলে। 'অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। **ভোলক** *ক্রি* ভোলে। 'বুদ্ধিজন না ভোলক শক্রর আশ্বাসে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভোলাই** *ক্রি* ভুলিয়ে। 'ভোলাই রাখিছে পাপী ইব্লিস দুর্মতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভোলাইমু** *ক্রি* ভুলিয়ে রাখবো। 'আছউক ভোলাইমু উন্মত তাহান।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভোলালি** *ক্রি* বশীভূত করলি। 'তুই রাজা ভোলালি, ছেলের কি কর্ব্বি?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **ভোলী** *ক্রি* ভুলে। 'এত বড় নিন্দে ভোলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভোলা[2] [স বিহ্বল] ১ *বিণ* বিচলিত। 'মুনিমন হএ ভোলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আত্মবিস্মৃত; বিভোর। 'হংসিরে ধরিতে চাহে হইয়া চিত্ত ভোলা।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'সে রূপ হেরিয়ে সদা যে অজ্ঞান লালন বলে সে তো প্রেমের ভোলা।' *লালন*, ১৮৯০; 'ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভোলানাথ [ভোলা+স নাথ] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ভোলামন [ভোলা+স মন] *বিণ* সহজে বিস্মৃত হয় এমন। 'এ ভবে কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলামন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

ভোলা[3] *বি* লোনা পানির মাছবিশেষ। 'গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভৌঁ [স ভ্রূ] *বি* ভ্রূ। 'ভৌঁঞি কাল সাপ যুগল তাহাতে শোভএ নিচল হই।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভৌঁহ ভমর নাসাপুট সুন্দর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ভৌগোলিক [স] ১ *বিণ* ভূগোল সম্বন্ধীয়। 'ভৌগোলিকতত্ত্ব রসে আপনি সুরসিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* ভূগোল বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি। 'আরব ভৌগোলিকেরা ক ব্যবহার করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভৌগোলিকতা [স] *বি* ভূগোলের সীমারেখা। 'গোয়েটের মতো রবীন্দ্রনাথও আমাদের শিক্ষিত সমাজকে ভৌগোলিকতার সংকীর্ণ সংস্কার থেকে মুক্ত করে বৈশ্বিকতার বোধে উদ্বুদ্ধ করলেন।' *শিব*, ১৯৫০।

ভৌত [স] *বিণ* পদার্থে গঠিত। 'আমাদের ভৌত দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভৌতিক [স] **১** *বিণ* শারীরিক। 'যে জন কাম পীড়িত থাকে, তাহারে জনেকে ভৌতিকে বিচার করে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* জড়পদার্থ-বিষয়ক। 'যে নিয়মে তৎসমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম ভৌতিক নিয়ম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* ভুতুড়ে; রহস্যময়। 'ভৌতিক ব্যাপারের এইরূপে পর্যবসান হওয়াতে ... হাস্য করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **৪** *বিণ* জাগতিক। 'ভৌতিক সম্বন্ধ যত করি পরিহার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ভৌতিক তাপ [স] *বি* শারীরিক উত্তাপ। 'জীবদেহের ভৌতিক তাপের আত্যন্তিক প্রলয়দশা ঘটতে দেয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভৌম [স] **১** *বি* পৃথিবী। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **২** *বি* জমি। 'ভৌম মাফিক তপশীল জয়েল কিম্বা তাহার মধ্যে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **৩** *বিণ* ভূমি সংক্রান্ত। *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ভৌমিক [স] **১** *বি* নাগরিক। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* জমির স্বত্বাধিকারী। 'কোন প্রকারের ভৌমিক ও ইজারাদার ও তালুকদার ও আহদেদার।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **৩** *বিণ* ভূমি সম্পর্কিত। 'দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভ্যা, ভ্যাঁ [ধ্বন্য] *বি* ভেড়ার ডাক। 'ভেড়ার ভ্যাঁ ডাক শুনেছিলুম তোফা।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'তবু ভ্যা ভ্যা ভ্যাবানিতে অতিষ্ঠ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভ্যাঁ ভ্যাঁ, ভ্যা ভ্যা [ধ্বন্য] **১** *বি* ছাগলের ডাক। 'রামছাগলের ভারী গলায় ভ্যাভ্যা রবের ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **২** *বি* কান্নার শব্দ। 'সাহেবও কাঁদে তাও এমন ডুকরে ডুকরে ... ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ভ্যাবানি *বি* চিৎকার। 'তবু ভ্যা ভ্যা ভ্যাবানিতে অতিষ্ঠ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভ্যাবানো *ক্রি* উচ্চস্বরে কান্না করা। 'আমাদের শালা মিঞা কেউ ছোঁবে না – বউও দূরে বসে ভ্যাবাবে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভ্যাবিয়ে ওঠা *ক্রি* ভ্যা করে কাঁদা। 'ছিঁচকাঁদুনে ভ্যাবিয়ে ওঠেন একটু ছুঁতেই না ছুঁতে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভ্যাংচানি **১** *বি* ভেংচি। 'খোনা কথার ভ্যাংচানি।' *শরৎ*, ১৯১২। **২** *বি* উপহাসসূচক কণ্ঠধ্বনি। 'বেড়ার ওপাশ থেকে একটি বালিকাকণ্ঠের ভ্যাংচানি শোনা গেল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

ভ্যাংচানো *ক্রি* উপহাস প্রকাশে মুখ বিকৃত করা। 'বাঁদরা-মুখোর ভ্যাংচিয়ে মুখ।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'তাদেরকে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভ্যাকা ভ্যাকা *বিণ* বোকা বোকা। 'ভ্যাকা ভ্যাকা মুখে তাকিয়ে থাকল।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ভ্যাকুয়ম পম্প [ই] *বি* বায়ুশোষক যন্ত্র। 'ঐ দেখ্ হাই ভ্যাকুয়ম পম্প্।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভ্যাকেশন [ই] *বি* অবকাশ। 'সামার-ভ্যাকেশনের ছুটি হয়ে গেল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ভ্যাগাবন্ড [ই] *বি* ভবঘুরে। 'কোথায় থাকে – ভ্যাগাবন্ড এক নম্বর।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভ্যাঙানো *ক্রি* মুখ বাঁকিয়ে উপহাস করা। 'কে মুখ ভ্যাঙাইল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভ্যাচর ভ্যাচর [ধ্বন্য] *বি* বকবকানি। 'পাঠকরা আমার ভ্যাচর ভ্যাচর কিঞ্চিৎ বরদাস্ত করে নেবেন বইকি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভ্যাজর ভ্যাজর [ধ্বন্য] **১** *বি* বিরক্তিকর কথাবার্তা। 'আমার ভ্যাজর ভ্যাজর কান পেতে শুনলো।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* বিরক্তিকর লেখা। 'ভ্যাজর ভ্যাজর করে পাতার পর পাতা ভর্তি না করে আমরা সামান্যতম বক্তব্য নিবেদন করতে পারি।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ভ্যানর ভ্যানর [ধ্বন্য] *বি* বিরক্তিকর কথাবার্তা। 'ভ্যানর ভ্যানর করে পরচে পাড়তে লাগল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ভ্যানিটি ব্যাগ [ই] *বি* মেয়েদের প্রসাধনী ব্যাগ; মেয়েদের হাতব্যাগ। 'বালা, ব্রেসলেট, অঙ্গুরি, জুতো, ভ্যানিটি ব্যাগ।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভ্যাপসা [স বাষ্প] *বিণ* বায়ু চলাচলের অভাবে সৃষ্ট। 'রোদের সময় ভ্যাপসা গাঢ় গুমোটে ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ভেবসে ওঠা *ক্রি* গুমোট হওয়া। 'বাংলার আবহাওয়া বড্ড বেশি ভেবসে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ভ্যাবা *বিণ* বোকা। **ভ্যাবাকান্ত** *বিণ* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যাবাকান্ত আর নেই।' *নজরুল*, ১৯২২।

ভ্যাবাগঙ্গারাম **১** *বি* নির্বোধ ব্যক্তি। 'চাইনে হতে ভ্যাবাগঙ্গারাম।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বিণ* নির্বোধ। 'তুমি একেবারেই ভ্যাবাগঙ্গারাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

ভ্যাবাচেকা খাওয়া *ক্রি* হতভম্ব হওয়া। 'পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভ্যাবাচ্যাকা, ভ্যাবাচাকা **১** *বিণ* হতবুদ্ধি। 'ভ্যাবচ্যাকা খোকামণির চমকে গেল পিলে।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* হতবুদ্ধি বা বিহ্বল অবস্থা। 'তাঁকে দেখে আমি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম।' *প্রমথ*, ১৯২৯। *দ্র* **ভেবাচেকা**

ভ্যাবাচ্যাকা লাগা *ক্রি* কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা হওয়া। 'হোঁচট খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভ্যাবানি, ভ্যাবানো *দ্র* **ভ্যা**

ভ্যারাইটি [ই] *বি* বৈচিত্র্য। 'কি রকমের ভ্যারাইটি কে জানে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ভ্যালভ্যাল *ক্রিবিণ* উদাস-অসহায়ভাবে। 'সকলে ভ্যালভ্যাল তাকায়-মাত্র।' *শওকত*, ১৯৭২।

ভ্যালসা [স ভেল>] *বি* তামাকের প্রকারবিশেষ। 'মিঠে, কড়া, ভ্যালসা, অম্বুরি ও ইরানী তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ভ্যালা [স ভদ্র] **১** *বিণ* দারুন। 'বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *অব্য* সাবাস। 'ভ্যালা মোর দাদা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* (ব্যঙ্গ) ভালো। 'ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

ভ্যালুজ [ই] *বি* মূল্যবোধ। 'রাসেলেরও ঐ মত। ভ্যালুজ নিয়ে নাকি তর্ক হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ভ্রঙ্গ [স ভৃঙ্গ] *বি* ভ্রমর। 'সব ভ্রঙ্গ জাএ মাত্র এক ভ্রঙ্গ রহে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভ্রম [স] **১** *বি* ভুল। 'সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'বৃন্দাবন ভ্রমে যাহাঁ করিল প্রবেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* পানির পাক। 'যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* ভ্রষ্ট। 'তবে কি সে সব লোক ভ্রম হই অতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভ্রমক্রমে [স] *ক্রিবিণ* ভুলবশত। 'কখন নিজ ভবনে ভ্রমক্রমে উপস্থিত হইলে ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ভ্রমজ্ঞান [স] *বি* ভুল ধারণা। 'তাহা ভ্রমজ্ঞান।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভ্রমত্রুটি [স] *বি* ভুলত্রুটি। 'ভ্রমত্রুটি বহুবার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।' *দর্শন*, ১৯২১।

ভ্রম-নিবারণ [স] *বি* ভুল সংশোধন। 'লোকের ভ্রম-নিবারণ, চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি সম্পাদন করিতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভ্রমপূর্ণ [স] *বিণ* ভুলে ভরা। 'সে সকল আধুনিক তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণের ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভ্রমপ্রমাদহীন [স] *বিণ* ভুলত্রুটিমুক্ত। 'একান্ত ভ্রমপ্রমাদহীন সম্পূর্ণ ট্যাকসই বেড়া-দেওয়া।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ভ্রমবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* ভুল ক'রে। 'এই গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ যদি কোন দোষ প্রকাশ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

ভ্রমবিশ্বাস [স] *বি* ভুল ধারণা। 'অলস বলিয়া ভাবিতাম, কিন্তু এখানে আদ্যোপান্ত সব দেখিয়া আমার সে ভ্রমবিশ্বাস একেবারে দূর হইয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ভ্রম ভাঙা *ক্রি* ভুল ভাঙা। 'তার চোখের দিকে তাকালেই নিমেষে ভ্রম ভাঙে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

ভ্রম-ভ্রান্তি [স] *বি* ভুল-বিচ্যুতি; ভুলচুক। 'কোনো অধীরতা, বিশৃঙ্খলতা, ভ্রম-ভ্রান্তি নাই।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভ্রমময় [স] *বিণ* ভ্রান্তিপূর্ণ। 'শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ উন্মাদ ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভ্রমমূলক [স] *বিণ* ভ্রান্তিপূর্ণ। 'কত দিনে আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া এই ভ্রমমূলক কার্য্য সমূহকে নষ্ট করিবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভ্রমশিক্ষা [স] *বি* ভুল শিক্ষা। 'স্বদেশীয় লোকদিগকে ... অদ্যাবধিও ভ্রমশিক্ষা প্রদান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভ্রমশূন্য [স] *বিণ* নির্ভুল। 'কেহই ভ্রমশূন্য প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ভ্রমসংকুল, ভ্রমসঙ্কুল [স] *বিণ* ভ্রান্তিপূর্ণ; বিভ্রান্তিকর। 'এরূপ ধারণা একান্ত ভ্রমসঙ্কুল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'এই ভ্রমসংকুল সাধের মানবজন্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভ্রমসংশোধন [স] *বি* ভুল বা ভ্রান্তি দূরীকরণ। 'এই নব অপরাধিনীর ভ্রমসংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভ্রমাত্মক [স] *বিণ* ভুলে ভরা। 'ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানি করিয়া মানেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভ্রমান্ধ [স] *বিণ* ভুলে অন্ধ। 'ভ্রমান্ধ যে সে কেবল আতুর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভ্রমান্ধকার [স] *বি* ভুলের জন্য দৃষ্টির আচ্ছন্নতা। 'কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

ভ্রমেঅ *ক্রিবিণ* ভুল করেও। 'ভ্রমেঅ না বোলে আর কৃষ্ণ বিতিরেকে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ভ্রমোপশম [স] *বি* ভুল সংশোধন। 'তৎপাঠে তাবতের ভ্রমোপশম হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ভ্রমণ [স] **১** *বি* বেড়ানো। 'আর করি তীর্থেতে ভ্রমণ।' *চণ্ডী*, ১৫৭০। **২** *বি* পায়চারি। 'হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনভ্রমণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* অবস্থান। 'রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* অতিক্রমণ। 'ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় কালচক্রের ভ্রমণ বশতঃ বর্ত্তমান শ্বেতবারাহ-কল্প যাইতেছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভ্রমণ করা *ক্রি* ঘোরাঘুরি করা। 'কতস্থানে ভ্রমণ করিলাম তাহা কি কহিব কেহ দিতে চাহে না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভ্রমণকারী [স] *বি* পর্যটক। 'কোনো ইংরাজ ভ্রমণকারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভ্রমণকাহিনী [স] *বি* ভ্রমণবৃত্তান্ত। 'আগুনের দিকে পিঠ ক'রে ব'সে বিচিত্রার জন্যে ভ্রমণকাহিনী লিখতুম না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ভ্রমণ-প্রশস্তি [স] *বি* ভ্রমণস্তুতি। 'তাঁর ভ্রমণ-প্রশস্তি হিন্দু গৃহিণীর ভিন্ন হেঁশেলে মুর্গী রান্না করার মতো।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

ভ্রমণ-বাণী [স] *বি* পর্যটন-কাহিনি। 'সারা দিনের ভ্রমণ-বাণী লিখল সোনার লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভ্রমণবিলাসী [স] *বি* ভ্রমণ উপভোগকারী। 'অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি ভ্রমণবিলাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভ্রমণবৃত্তান্ত [স] *বি* ভ্রমণ-কাহিনি। 'এই মহোদয়া স্ত্রী নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিয়া ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভ্রমণেচ্ছু [স] *বি* ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি। 'হাজার হাজার ভ্রমণেচ্ছু আপিসে নাম রেজিস্ট্রি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভ্রমর [স] **১** *বি* ভিমরুল। 'ভ্রমর সঙ্গম পাইলেঁ শোভএ যেহ্ন বিকসিত মালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মৌমাছি। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ভ্রমর-কুন্তলা [স] *বিণ* ভ্রমরের মতো কালো ও মসৃণ চুলের অধিকারী। 'ভ্রমর-কুন্তলা কিশোরী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

ভ্রমরগুঞ্জ [স] *বি* ভ্রমরের গুঞ্জন। 'কোথা সে গভীর ভ্রমরগুঞ্জ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভ্রমরি [স ভ্রমরী] *বি স্ত্রী* ভ্রমর। 'ভ্রমরা ভ্রমরি ঝঙ্কার দিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভ্রমরী [স] *বি স্ত্রী* ভ্রমর। 'ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভ্রমরষট্‌পদী [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী সুই। ভ্রমরষট্‌পদী।' *বড়ু*, ১৫৭০।

ভ্রমরা *বি* নদীবিশেষ। 'আরোপী হেমঘটে ভ্রমরা নদ তটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভ্রমশূন্য *দ্র* ভ্রম

ভ্রমসংকুল *দ্র* ভ্রম

ভ্রমা[১] [স ভ্রমণ>] *ক্রি* ভ্রমণ করা; ঘোরা। 'চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত আকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **ভ্রমএ** *ক্রি* ভ্রমণ করে। 'সেই সঙ্গ লইয়া ভ্রমএ বসুমতী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভ্রমন্ত** *ক্রি* ভ্রমণ করলেন। 'মৎস্য দেস আদি করি ষকল ভ্রমন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভ্রময়ে** *ক্রি* ঘুরে বেড়ায়। 'ভ্রময়ে করবী বেড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভ্রমসী** *ক্রি* ভ্রমণ করছিস। 'পুত্র তোর ঘরে ভ্রমসী নগরে যৌবন করিআ ডালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **ভ্রমহ** *ক্রি* ভ্রমণ করো। 'কি হেতু তুমি ভ্রমহ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **ভ্রমাই** *ক্রি* ঘোরাই। 'ভ্রমাই আকাশ পথে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **ভ্রমাইল** *ক্রি* ভ্রমণ করলো। 'চক্রবাক হইয়া দুই ভ্রমাইল রথ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভ্রমায়** *ক্রি* ভ্রমণ করে। 'সুখের সময় মাত্র সেই সে ভ্রমায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **ভ্রমি ১** *ক্রি* ভ্রমণ ক'রে।

'নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ভ্রমণ করি। 'অর্জ্জুন সহিত রথে ভ্রমি বনে বন।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভ্রমিছ** *ক্রি* ভ্রমণ করছো। 'হেন পাদপদ্ম প্রভূ ভ্রমিছ কাননে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভ্রমিঞা** *ক্রি* ভ্রমণ ক'রে। 'সকল অরন্য ভ্রমিঞা না পাইল জল।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভ্রমিতে** *ক্রি* ভ্রমণ করতে। 'ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজী দ্বারে গেলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নগর ভ্রমিতে গেলা অতি শীঘ্রগতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভ্রমিতেছ** *ক্রি* ভ্রমণ করছো। 'যে তোমার সব নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন, ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **ভ্রমিতেছি** *ক্রি* ভ্রমণ করছি। 'দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি, মন নাহি মোর কিছুতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **ভ্রমিতেছিনু** *ক্রি* ভ্রমণ করছিলাম। 'ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে তোমারি সন্ধানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **ভ্রমিতেছে** *ক্রি* ঘুরছে। 'ভ্রমিতেছে ফুল হতে ফুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **ভ্রমিব** *ক্রি* ভ্রমণ করবো। 'এই রসে আনন্দে ভ্রমিব নানা দেশ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **ভ্রমিবারে** *ক্রি* ভ্রমণ করতে। 'ভ্রমিবারে লাগিলেন্ত সকল ভুবন।' *সুলতান*, ১৭০০। **ভ্রমিবোঁ** *ক্রি* ভ্রমণ করবো। 'ভ্রমিবোঁ সকল দেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভ্রমিয়া** *ক্রি* ভ্রমণ ক'রে। 'তিন দিগে ভ্রমিয়া দক্ষিনে না জাইবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **ভ্রমিল** *ক্রি* ভ্রমণ করলো। 'ঘরে ঘরে মধুপুরি ভ্রমিল যেমতে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভ্রমিলে** *ক্রি* ভ্রমণ করলে। 'শূন্যে করি ভর ভ্রমিলে ভুবন লক্ষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ভ্রমিহ** *ক্রি* ভ্রমণ কোরো। 'কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা পুরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ভ্রমে** *ক্রি* ঘুরে বেড়ায়। 'তিরে উঠি ক্ষেনে রহি ভ্রমে ধিরে ধিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **ভ্রমেন** *বি* ভ্রমণ করেন। 'ভ্রমেন উজানি ভাটি চৌদিকে কোঁচের বাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভ্রমা[2] [স ভ্রম>] *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া; ভুল করা। **ভ্রমাইঞা** *ক্রি* ফাঁকি দিয়ে। 'চোর ভ্রমাইঞা পুনঃ আইলেন ঘরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভ্রমাত্মক *দ্র* ভ্রম

ভ্রমান্ধকার *দ্র* ভ্রম

ভ্রমি [স] *বি* ভিরমি। 'রাজসভার শোভা দেখে ভ্রমি গিয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ভ্রমিভ্রান্ত [স] *বিণ* ভ্রমান্ধ; ভুলে আচ্ছন্ন। 'দেখিতেছি ভ্রমিভ্রান্ত চোখে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

ভ্রষ্ট [স] ১ *বিণ* বিপথগামী। 'নিজ কুল এড়িয়া ভ্রষ্ট কেনে হৈলা।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* নষ্ট। 'শ্রীফল উত্তম ব্যবহারে থাকে আর ফল ভ্রষ্ট অর্থাৎ নষ্ট হইলে পতি থাকিলেও বিধবা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৩ *বিণ* বিচ্যুত। 'সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বিণ* বঞ্চিত। 'এই অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভ্রষ্টচরিত্র [স] *বিণ* দুশ্চরিত্র। 'সে ভ্রষ্টচরিত্র। আর মেয়ে লোকটা নষ্টা।' *হাসান*, ১৯৬০।

ভ্রষ্টচারিতা [স] *বি* বিভ্রান্তিকর আচরণ। 'ইহাদের ভ্রষ্টচারিতা ও ভণ্ডামী অতীব ভয়াবহ।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

ভ্রষ্টতা [স] *বি* পাপাচার। 'কিছু-না-কিছু ভ্রষ্টতা আসিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভ্রষ্টনীড় [স] *বি* বসবাসের অযোগ্য নীড়। 'জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভ্রষ্টপাল [স] *বিণ* দলছুট। 'অতিক্রান্ত সন্ধিলগ্ন, ভ্রষ্টপাল কামধেনু যেন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

ভ্রষ্টলক্ষ্য [স] *বিণ* লক্ষ্যচ্যুত। 'তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদ বিদীর্ণ করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভ্রষ্ট হওয়া *ক্রি* নষ্ট হওয়া। 'এখানে কোনো জিনিস সহজে ভ্রষ্ট হ যেতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভ্রষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* ব্যভিচারী। 'রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া মনে বিবেচ করিলেন বুঝি এ স্ত্রী ভ্রষ্টা হবে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

ভ্রষ্টাচার [স] *বি* অধার্মিকতা। 'জানিস কাহারে বলে পতি! নষ্টমতি ভ্রষ্টাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভ্রাত, ভ্রাতঃ [স] *বি* ভাই। 'হে ভ্রাত এক্ষণে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'ভ্রাতঃ জগতে কাহার বিচার কে কবে আদর করিয়াছে?' *মশাররফ*, ১৮৮৯

ভ্রাতষপুত্র [স ভ্রাতুষ্পুত্র] *বি* ভ্রাতুষ্পুত্র; ভাইয়ের ছেলে। 'রামহ ঘোষজা ভ্রাতষপুত্র।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

ভ্রাতষ্পুত্র, ভ্রাতষ্পুত্ত্র [স ভ্রাতুষ্পুত্র] *বি* ভাইয়ের ছেলে। 'কহিলে তোমার ভ্রাতষ্পুত্ত্র ইহা মারিয়াছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

ভ্রাতসপুত্র [স ভ্রাতুষ্পুত্র] *বি* ভাইয়ের পুত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ভ্রাতা [স] *বি* ভাই। 'সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা।' *বৃন্দা* ১৫৮০।

ভ্রাতাগণ [স] *বি* (সম্বোধনে) ভাইসব। 'হে ভারতবাসী ভ্রাতাগণ *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভ্রাতি [স ভ্রাতা] *বি* ভাই। 'ভোগ করি ভ্রাতি বধু জন্মাইব সন্ততি *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভ্রাতুষ্কন্যা [স] *বি* ভাইয়ের মেয়ে। 'স্পেন রাজ্যের রাজবংশীয় বহুত ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভ্রাতুষ্পুত্র [স] *বি* ভাইপো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রামনারায়ণ রায়ে ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভ্রাতুষ্পুত্রী [স] *বি স্ত্রী* ভাইয়ের মেয়ে। 'পিতৃহীনা এক ভ্রাতুষ্পুত্রী *মশাররফ*, ১৮৯০।

ভ্রাতৃ [স] *বি* ভাই। 'তুম্হি মোর ভ্রাতৃসুত প্রচার কুমতি।' *সুলতান* ১৭০০।

ভ্রাতৃকন্যা [স] *বি* ভাইয়ের মেয়ে। 'অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভ্রাতৃজায়া [স] *বি* ভাইয়ের স্ত্রী। 'তার বিধবা ভ্রাতৃজায়াদের বোব বইবার ...।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভ্রাতৃতুল্য [স] *বিণ* ভাইয়ের মতো। 'তাহাদিগকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞা করা উচিত।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ভ্রাতৃত্ব [স] *বি* ভাইসুলভ সম্পর্ক। 'কোন ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি – এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি।' *মাইকেল* ১৮৬১।

ভ্রাতৃত্ববন্ধন [স] *বি* ভাইসুলভ সম্পর্ক। 'প্রাচীন আর্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে একটি মহৎ মর্যাদা অনুভব করিতে পারিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১ 'সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ভ্রাতৃত্ববাদী [স] *বিণ* ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। 'ভ্রাতৃত্ববাদী মুসলমান *সাম্যবাদী*, ১৯২৩।

ভ্রাতৃত্ববোধ [স] *বি* পরস্পরকে ভাইয়ের মতো বিবেচনা করা

'তাতে একান্তভাবেই আমাদের স্বদেশপ্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের দৈন্য ফুটে উঠছে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

ভ্রাতৃধনাপহরণ [স] *বি* ভাইয়ের ধনসম্পত্তি অপহরণ। 'ভ্রাতৃধনা-পহরণ পর্য্যন্তও ঘটনা হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ভ্রাতৃপুত্র [স] *বি* ভাইয়ের ছেলে। 'পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্র ইহারা লেখাপড়া শিখিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ভ্রাতৃপ্রেম [স] *বি* ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের প্রীতি। 'গৃহ মাঝারে, জননীস্নেহে ভ্রাতৃপ্রেমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভ্রাতৃবর্গ [স] *বি* ভাই বলে গণ্য এমন ব্যক্তি। 'অবশিষ্ট সময়ে অপর ভ্রাতৃবর্গের গৃহ প্রস্তুতকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ভ্রাতৃবিক্রম [স] *বি* ভাইয়ের প্রতাপ। 'ভ্রাতৃবিক্রমে আমজাদ গৌরবান্বিত ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ভ্রাতৃবিদ্রোহ [স] *বি* ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের বিরোধ। 'নিজেদের মধ্যেই সন্দেহ বিশ্বাসঘাতকতা ভ্রাতৃবিদ্রোহের বীজ বপন করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভ্রাতৃবিরোধ [স] *বি* ভাইদের মধ্যে ঝগড়া। 'উত্তর কালে বিষয়বিভাগ উপলক্ষে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভ্রাতৃভক্তি [স] *বি* ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা। 'তোমার ভ্রাতৃভক্তির ঠ্যালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ভ্রাতৃভাব [স] *বি* ভ্রাতৃত্ববোধ; ভাইয়ের মতো সৌহার্দ্য। 'আমরা পরস্পর সকলকে ভ্রাতৃভাবে প্রণয় করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪; 'ভ্রাতৃভাবের পক্ষে ..।' *এসলাম*, ১৯১৮।

ভ্রাতৃভার্যা [স] *বি* ভাইয়ের স্ত্রী। 'তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভ্রাতৃভেদ [স] *বি* ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ। 'ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভ্রাতৃশোক [স] *বি* ভাইয়ের বিয়োগজনিত শোক। 'পুত্রেরাও মাতৃশোকে ও ভ্রাতৃশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভ্রাতৃসত্য [স] *বি* ভাইয়ের প্রতিশ্রুতি। 'তিনি ভ্রাতৃসত্য রক্ষা করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভ্রাতৃ-সমান [স] *বিণ* ভ্রাতৃতুল্য। 'যাবতীয় মনুষ্য আমাদের ভ্রাতৃ-সমান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভ্রাতৃসম্বন্ধ [স] *বি* ভাইসুলভ সম্পর্ক। 'মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ভ্রাতৃসুত [স] *বি* ভাইয়ের ছেলে। 'তুহ্মি মোর ভ্রাতৃসুত প্রচার কুমতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভ্রাতৃস্বরূপ [স] *বি* ভাইয়ের সমতুল্য। 'ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা ভ্রাতৃস্বরূপ স্বজাতীয় লোকের উচ্ছেদ সাধন কর্ম্মে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ভ্রাতৃস্নেহ [স] *বি* ভাইয়ের আদর। 'জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য দর্শনে, নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া ... প্রতিগমন করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভ্রাতৃহত্যা [স] *বি* ভাইকে হত্যা। 'ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভ্রাতৃহনন [স] *বি* ভাইকে হত্যা। 'যে-স্মৃতি ভ্রাতৃহননে প্ররোচিত করে বারবার প্রেতায়িত মন্ত্রণায়।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ভ্রাত্রালয় [স] *বি* ভাইয়ের বাড়ি। 'সে ভ্রাত্রালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নদী পারে গিয়া বসতি করিল।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভ্রান্ত[1] [স] *বিণ* ভাবাবিষ্ট। 'নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভ্রান্ত[2] [স] ১ *বিণ* ত্রুটিপূর্ণ। 'ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* ভ্রমযুক্ত। 'আপনি নিতান্ত ভ্রান্ত।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ভ্রান্তচিত্ত [স] *বিণ* বিভ্রান্ত। 'কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

ভ্রান্ত দ্রষ্টা [স] *বিণ* ভুল দেখে এমন। 'অবিশ্বাসীরাই শয়তানী চেলা ভ্রান্ত দ্রষ্টা ভুলভাষী।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ভ্রান্তবিশ্বাস [স] *বি* ভুল ধারণা। 'কুসংস্কার এবং ভ্রান্তবিশ্বাস এখনো লক্ষিত হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ভ্রান্তি [স] *বি* বিভ্রান্তি; ভুল। 'ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভ্রান্তিক্রমে [স] *ক্রিবিণ* ভুলবশত। 'ফরিয়াদি যদি ভ্রান্তিক্রমে আপন ফরিয়াদের প্রবল ও বিশ্বস্ত কথা ...।' *জ্ঞানকান*, ১৭৮৪।

ভ্রান্তিপাশ [স] *বি* ভুলের বন্ধন। 'মানববর্গ সহস্র সহস্র বৎসর অবধি যে দুর্বিগাহ ভ্রান্তিপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভ্রান্তিপ্রমাদ [স] *বি* ভুল ও অনবধানতা। 'অনেকে বায়বল শাস্ত্রের ভ্রান্তিপ্রমাদ অঙ্গীকার করিয়া বিশুদ্ধ ধর্মের তত্ত্বান্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভ্রান্তিবর্জিত, ভ্রান্তিবর্জ্জিত [স] *বিণ* নির্ভুল; ত্রুটিমুক্ত। 'কোন শাস্ত্র ও কোন ধর্ম অধুনাতন প্রধান পণ্ডিতদিগের বিশুদ্ধ ও ভ্রান্তিবর্জ্জিত বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভ্রান্তিবিলাস [স] ১ *বি* অসঙ্গতি নিয়ে কৌতুক। *বিদ্যা*, ১৮৬৯; 'ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪। ২ *বি* ত্রুটিবিচ্যুতি। 'জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে – / ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে?' *জীবন*, ১৯৪৮।

ভ্রান্তিবিহীন [স] *বিণ* নির্ভুল। 'দুর্গম পথে যাত্রী সওয়ার ভ্রান্তিবিহীন/ ফুরিয়ে এসেছে তন্দ্রানিঝুম ঘুমন্ত দিন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভ্রান্তিমৎ [স] *বিণ* ভ্রমাত্মক। 'পুনরাবৃত্তি এবং ভ্রান্তিমৎ দোষে দুষ্ট।' *অবন*, ১৯২৫।

ভ্রান্তিমদ [স] *বি* মিথ্যা বিহ্বলতা। 'ভ্রান্তিমদে মাতি, অচলা চপলা তারে ভাবি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভ্রান্তিমূলক [স] *বিণ* বিভ্রান্তিভিত্তিক। 'সকলই ভ্রান্তিমূলক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভ্রান্তিমোচন [স] *বি* ভুল সংশোধন। 'ভ্রান্তিমোচনের কাহিনী নিয়ে নাটকের প্লট তৈরি হয়েছে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভ্রান্তিশূন্য [স] *বিণ* ভুল করে না এমন। 'অসামান্য ধী-শক্তিসম্পন্ন তর্কদর্শী পণ্ডিতদিগকেও ভ্রান্তিশূন্য আপ্তভাষী বলিয়া বিশ্বাস করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভ্রান্তিসংকুল, ভ্রান্তিসঙ্কুল [স] *বিণ* ভুলে ভরা; বিভ্রান্তিকর। 'জ্যোতির্বিদ্যা ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'মানবজীবন

এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসংকুল বলিয়া বোধ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভ্রাম্যমাণ [স] *বিণ* চলমান; ভ্রমণশীল। 'উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভ্রু, ভ্রূ [স] *বি* চোখের উপরে এবং কপালের নীচের ঘন লোমসমূহ। 'ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।' বড়ু, ১৪৫০; 'ভ্রুকুটি করিয়া বোলে প্রভুর চরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভ্রু/ভ্রূ কুঁচকানো *বি* ভ্রুকুঞ্চন। 'ভ্রূ কুঁচকিয়ে কী দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভ্রুকুঞ্চন, ভ্রূকুঞ্চন [স] *বি* বিরক্তি প্রকাশে ভ্রু কুঁচকানো। 'চলিয়াছে চার্ব্বাক কিশোর, ভ্রূকুঞ্চিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটি [স] **১** *বি* ভ্রু বাঁকানো। 'ভ্রুকুটি করিয়া বোলে প্রভুর চরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ভ্রূকুটি করেন চেয়ে তা সবার পানে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* বিরক্তি প্রকাশ। 'দড় ভ্রূকুটি করে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বি* অবজ্ঞা। 'ইংরাজ কি সেই চিরজাগ্রত প্রজাপালকের বিশ্বনিয়মের প্রতিও প্রভুত্বমদোদ্ধত ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৪** *বি* ক্রোধযুক্ত ভ্রুকুঞ্চন। 'নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

ভ্রুকুটিকুটিল, ভ্রূকুটিকুটিল [স] **১** *বিণ* তাচ্ছিল্যতাপূর্ণ। 'তোমাদের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল/ নয়ন আলোকহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* রুষ্ট অভিব্যক্তিযুক্ত। 'পিতামহ প্রজাপতি যে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে পায়ের খড়ম খুলিতে লাগিলেন ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ভ্রুকুটিচ্ছায়া, ভ্রূকুটিচ্ছায়া [স] *বি* বিরক্তিসূচক দৃষ্টিক্ষেপ। 'লোকালয়ের উপর রুদ্রের ভ্রূকুটিচ্ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভ্রুকুটিভঙ্গি, ভ্রূকুটিভঙ্গী [স] *বি* ভ্রু কুঁচকে অসন্তোষের ভাব। 'ইন্দু। (জনান্তিকে ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া) সুনন্দা! তোর কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই?' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গি করি অবহেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভ্রুকুটিমিশ্রিত [স] *বিণ* রাগযুক্ত। 'দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ভ্রুকুটি/ভ্রূকুটি-শাসন [স] *বি* ভ্রুভঙ্গিতে শাসন করা। 'মিথ্যাচারীর ভ্রূকুটি-শাসন নিষেধ রক্ত-আঁখি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

ভ্রুক্ষেপ, ভ্রূক্ষেপ [স] **১** *বি* খেয়াল। 'এঁদের প্রসাদে রাস্তায় লোকের চলা ভার, লাটকেও ভ্রূক্ষেপ নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'প্রকৃতির তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই।' *সাধারণী*, ১৮৭৫। **২** *বি* গ্রাহ্য। 'সে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ঠিক বরকন্যার সম্মুখে বসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *বি* দৃষ্টিপাত; দৃষ্টি নিক্ষেপ। 'শত্রুর তীর বুকে এসে বেঁধে ভ্রূক্ষেপ অসাবধানী।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

ভ্রুচাপ, ভ্রূচাপ [স] *বি* ভ্রুরূপ ধনুক। 'কোনও নায়িকা ভ্রূচাপ দ্বারা কটাক্ষবাণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভ্রুধনুনর্তন, ভ্রূধনু-নর্তন [স] *বি* ভ্রু নাচানো। 'তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ভ্রুবল্লি, ভ্রূবল্লী [স] *বি* ভ্রুলতা। 'কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ভ্রু বাঁকানো *ক্রি* ভ্রু কুঁচকানো। 'আমাদের উপর ভ্রু বাঁকাইবেন।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

ভ্রুবিকার, ভ্রূবিকার [স] *বি* ভ্রু কুঁচকানো। 'জনপদবধূদিগের প্রীতিস্নিগ্ধলোচন ভ্রূবিকার শিখে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভ্রুবিলাস, ভ্রূবিলাস [স] *বি* নাগরিকাসুলভ ভ্রুভঙ্গি। 'ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ভ্রুভঙ্গ, ভ্রূভঙ্গ [স] *বি* ভ্রু কুঁচকানো। 'যবন-তাড়নে যার নহিল ভ্রূভঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চৌদিকে দল্যা বুলে না করে ভ্রূভঙ্গ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভ্রুভঙ্গি, ভ্রূভঙ্গী [স] *বি* ভ্রুকুটি। 'দর্পিতা লবঙ্গলতা ভ্রূভঙ্গী করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'অঙ্গুলি-হেলন, ভ্রূভঙ্গি, কটাক্ষপাত, প্রণতি, আরতি ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ভ্রুভঙ্গিত, ভ্রূভঙ্গিত [স] *বিণ* ক্রোধে কুঞ্চিত ভ্রুবিশিষ্ট। 'ভ্রূভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভ্রুভঙ্গিমা, ভ্রূভঙ্গিমা [স] *বি* ভ্রুক্ষেপ। 'রক্ত রবি ভ্রূভঙ্গিমায় হরে যাহার ইন্দ্রজাল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

ভ্রূযুগপত্তন [স] *বি* কান পর্যন্ত বিস্তৃত ভ্রু। 'শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগপত্তন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ভ্রুলতা, ভ্রূলতা [স] *বি* লতার মতো বাঁকা ও সুন্দর ভ্রু। 'শিবনেত্রে উমার ভ্রূলতা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

ভ্রূহি [স ভ্রু>] *বি* ভ্রু। **ভ্রূহিযুগল** [স ভ্রূযুগল] *বি* ভ্রুদ্বয়। 'কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল।' বড়ু, ১৪৫০।

ভ্রূণ [স] *বি* মাতৃগর্ভে অজাত শিশু। 'যদি প্রাণত্যাগ করি তাহলে এককালে আত্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যা এই দুই মহাপাপ হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ভ্রূণঘাতী [স] *বিণ* ভ্রূণ হত্যাকারী। 'ভ্রূণঘাতী না হইতে হয় এ বিবেচনা করিয়া কয় ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভ্রূণবিদ্যা [স] *বি* গর্ভস্থ সন্তানবিষয়ক বিদ্যা। 'ভ্রূণবিদ্যা বা এম্ব্রিওলজি ইভলিউশন থিওরীর একটা বড় পোষক প্রমাণ।' *সবুজ*, ১৯২১।

ভ্রূণমুক্ত [স] *বিণ* জন্মপ্রাপ্ত। 'ভ্রূণমুক্ত হয়ে তারা বাহিরে তাকায়ে দেখে রঙিন সকাল।' *আহসান*, ১৯৪৪।

ভ্রূণরূপে [স] *ক্রিবিণ* ভ্রূণাকারে। '... জ্যোতির্কণা ও জড়কণার মধ্যে নিহিত ছিল সম্ভাবনারূপে, ভ্রূণরূপে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

ভ্রূণহত্যা [স] *বি* গর্ভপাত। 'যদি প্রাণত্যাগ করি তাহলে এককালে আত্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যা এই দুই মহাপাপ হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ম

-ম[1] – বর্তমানকালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তিবিশেষ। 'জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস।' *চর্যা ২৯, ১২০০।*

-ম[2] – ষষ্ঠী বিভক্তি = -র/ -এর। 'মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

ম[1] [স মা] *ক্রিবিণ* না। 'নিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী।' *চর্যা ৫, ১২০০।*

ম[2] [পা ম (পা মং=আমাকে)] *সর্ব* আমি। 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।' *চর্যা ১০, ১২০০।*

মঅগল [স মদকল] *বি* মদগল; গলিত মদ। 'তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ।' *চর্যা ৯, ১২০০।*

মঅন *দ্র* **মদন**

মই[1] [স ময়া] *সর্ব* আমি। 'ভূসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেং।' *চর্যা ২৭, ১২০০।*

মইআই *সর্ব* আমার। 'সাধিতে আপন মান আগে চলে মইআই কোঙর।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

মই[2] [স মদী] **১** *বি* বাঁশ বা কাঠের তৈরি সিঁড়ি। 'মই চড়িয়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া ...।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৮।* **২** *বি* চষা জমিতে মাটি সমান করার যন্ত্র। 'মই দিয়ে কষে ঘষতেছিলেন।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৯।*

মইমারণ হইমারণ – যখন তখন মৃত্যুর মতো কিছু ঘটতে পারে এমন অবস্থা। 'এরকম মইমারণ হইমারণ ব্যাপার।' *জীবন, ১৯৪৮।*

মইয়া [স মাতৃকা] *বি* মেয়ে। 'চল রে মইয়া পুত্র উদ্দিশ করিতে।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

মইষ *দ্র* **মহিষ**

মইসুদ *বি* সাহসের কাজ। *মানোএল, ১৭৪৩।*

মউ [স মধু] *বি* মধু। 'কল্পনা বচন বলে মুখে মাখা মউ।' *রূপরাম, ১৭৫০।*

মউচাক [স মধুচক্র] *বি* মৌমাছি যেখানে মধু সঞ্চয় করে। 'বোলতা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৯।*

মউ চুষকি *বি* মধু পান করে এমন পাখিবিশেষ। 'মউল ফুলের বারতা এসেছে মউ চুষকির মুখে!' *সত্যেন্দ্র, ১৯১১।*

মউটুসি *বি* ফুলবিশেষ। 'মউটুসি মউ-মদের মিঠায়।' *নজরুল, ১৯৩০;* 'মউটুসির মউ ফেলে তোমরা রয় তাকিয়ে।' *নজরুল, ১৯৩৫।*

মউ-বিলাসী [স মধুবিলাসী] *বিণ* মধুলোভী। 'আমাদেরই মতো মউ-বিলাসী গো কত প্রজাপতি কত বঁধু।' *নজরুল, ১৯২৮।*

মউমক্ষী *বি* মৌমাছি। 'কবি এবং মউমক্ষী।' *নজরুল, ১৯২৭।*

মউ-মদ *বি* মধু। 'মউ টুসি মউ-মদের মিঠায়।' *নজরুল, ১৯৩০।*

মউমাছি *বি* মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ। 'মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা।' *রবীন্দ্র, ১৯৩১।*

মউ-লোভী *বিণ* মধুলোভী। 'মউ-লোভী যত মৌলবি আর মোল-লারা কন হাত নেড়ে।' *নজরুল, ১৯২৬।*

মউল্যা *বি* মধু সংগ্রহকারী। *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।*

মউআ [স মধুক] *বি* মহুয়া। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

মউজ [আ] **১** *বি* নেশাগ্রস্ত অবস্থা। 'মউজে বা নাই মানে ভালমতে সে যে জানে।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।* **২** *বিণ* আনন্দপূর্ণ। 'তোমরা তখন কাটাও মউজ রাতি।' *বেনজীর, ১৯৪৫।*

মউড় [স মুকুট] *বি* বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার মুকুট। 'মালী বৈসে গুজরাটে ... মালা মউড় গড়ে ফুলঘর।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

মউত, মওত [আ মওত] *বি* মৃত্যু। 'ইমামের মউত হবে আলবত জানিবে।' *গরীব, ১৭৬৫;* 'মওতের দারু পিইলে ভাঙে না হাজার বছরি ঘুম?' *নজরুল, ১৯২৮।*

মওতা *বি* মৃত। 'মওতার কবর করিব জেআরত।' *আলাওল, ১৬৮০।*

মওতের দেশ *বি* মৃত্যুর দেশ; মৃত্যুপুরী। 'মওতের দেশে খুলবে আবার জিন্দিগানীর সিংহ-দ্বার।' *ফররুখ, ১৯৪৬।*

মউর[1] [স ময়ূর] *বি* ময়ূর। 'মেঘের সব্দ সুনি মউর নৃত্য করে।' *মালাধর, ১৫০০।* *দ্র* **ময়ূর**

মউরপুচ্ছ [স ময়ূরপুচ্ছ] *বি* ময়ূরপুচ্ছ। 'গীরিদা হেলান গা মউরপুচ্ছের বা।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।*

মউরবাহন [স ময়ূরবাহন] *বি* হিন্দুদেবতা কার্তিকের বাহন। 'মউরবাহনে পূজিল ষড়ানন পুজিল লক্ষ্মী সরস্বতী।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

মউরি [স ময়ূরী] *বি* ময়ূরী। 'সারি সুক নাদ পুরে মউরি পেখম ধরে।' *মালাধর, ১৫০০।*

মউর[2] *বি* সংগীতের রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম, ১৬৫০।*

মউরলা, মউরলা মাছ *বি* এক জাতীয় ছোটো মাছ; মৌরলা মাছ। 'মউরলা মাছ যেন খেলে বেড়ায়।' *নজরুল, ১৯৩৫;* 'কালো বউ-এর চোখ যেন, দেখ/ মউরলা মাছ ভাসে।' *নজরুল, ১৯৩৫।*

মউরি [স মধুরিকা] *বি* মসলারূপে ব্যবহৃত একপ্রকার শস্য। 'মউরির মৃদু গন্ধে ভরে রবে – কিশোরীর স্তন।' *জীবন, ১৯৩২।*

মউল[1] [স মুকুল] *বি* মুকুল। 'আমাদের আমলকী মউল ও শালের ডাল হইতে খস খস করিয়া কেবলই পাতা খসিয়া পড়িতেছিল।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

মউল[2] *বি* মহুয়া। 'মউল ফুলের বারতা এসেছে।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১১।*

মউলবি [আ মওলবী] *বি* ইসলাম ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত, এখানে যে নিজ স্বার্থে ধর্মকে কাজে লাগায়। 'কাঠমোল্লার মউলবির যুজদানে ইসলাম কয়েদ।' *নজরুল, ১৯২৯;* 'মোল্লা-মউলবিরা তা কখনও হতে দেবে না।' *নজরুল, ১৯৩১।* *দ্র* **মৌলবি**

মওলবী [আ] *বি* সম্মানার্থক মুসলমান পদবিবিশেষ। 'মওলবী এ কে ফজলুল হক ছাহেবের নাম কাটিয়া দিয়াছেন।' *আজাদ, ১৯৩৬।*

মউলুদ, মওলুদ [আ মওলুদ] *বি* (ইসলাম) মিলাদ। 'প্যাঁকালেদের বাড়ি মউলুদের ও তৎসঙ্গে বেইমান নাসারাদের ...।' *নজরুল, ১৯৩০;* 'মীলাদ-মওলুদ, ওয়াজ নসীহত ... পুরোদস্তুর বজায়।' *মাহেনও, ১৯৪৯।*

মউরা [স ময়ূর] *বি* ময়ূর। 'পেখম ধরিয়া নাচে মউরা মউরী।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* *দ্র* **ময়ূর**

মউরী [স ময়ূরী] *বি স্ত্রী* ময়ূর। 'পেখম ধরিয়া নাচে মউরা মউরী।'

মুকুন্দ, ১৬০০।

মএ, ময়, মায় [আ মঅ'] *অব্য* সঙ্গে; একত্রে। 'কাপড় পাঠাইতে সঙ্গতি হইছিল না অদ্য কাপড় মএ জাবার ফর্দ্দ সম্মলিত পাঠাই।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মওকা [আ] *বি* সুযোগ। '... তর্ক-বিতর্ক করিবার আর মওকা রাখেন নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মওকুফ, মওকুপ [আ মৌকুফ] *বিণ* মকুব; বন্ধ। 'বাঙ্গালার আষরফি জরর টাকসালে মওকুপ হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'বকর-ঈদে হাঙ্গামা হুজ্জতের হুমকীতেও গো-কোরবাণী মওকুফ হয়ে যায়নি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। *দ্র* **মকুব**

মওকুব [আ মৌকুফ] *বি* মাফ। 'যতদিন না শাস্তি মওকুব করে দেন ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মওছুম [আ মৌসিম] *বি* মৌসুম; সময়। 'আমন ধানের মওছুম না আসা পর্য্যন্ত সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত চাউল যথেষ্ট কিনা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৫। *দ্র* **মৌসুম**

মওজুদ, মওজুত [আ] **১** *বিণ* উপস্থিত। 'শুনিয়া জাফর আসি মওজুদ হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* সঞ্চিত। 'গুদামে মওজুদ থাকিতেও মাল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয় কিনা।' *আজাদ*, ১৯৪২; 'ঘরের মওজুত পাট যাতে সরকার ... উচিৎ মূল্যে খরিদ করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মওজুদকারী [আ মওজুদ+স কারী] *বি* মজুদ করে রাখে যে। 'পুঁজিবাদী মজুদকারীদের দ্বারা সরকারী আদেশ কিভাবে রক্ষিত ও কার্য্যে পরিণত হইয়াছে ...।' *জামায়াত*, ১৯৪৩।

মওজুদদার [আ মওজুদ+ফা দার] *বি* আড়তদার। 'মওজুদদার বদমায়েশ লোগ।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মওয়া [স মরণ>] *ক্রি* মারা যাওয়া। **মঅলেঁ** *ক্রি* মরলে। 'জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো।' *চর্যা* ২২, ১২০০। **মইল** *ক্রি* মরলো। 'রক্ত উঠি মইল হাসে সকল ছাওয়ালে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মইলা** *ক্রি* মরলো। 'পার্ব্বতীর কারণে দুই জন মইলা।' *বড়ু*, ১৫৭০। **মইলুম** *ক্রি* মরলাম। 'ক্ষেপে ক্ষেপে বোলে মইলুম মইলুম প্রাণ হইল শেষ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **মইলেঁ** *ক্রি* মরলে। 'জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০। **মএল** *ক্রি* মরে গেলো। 'জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল ণঅণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **ময়িলা** *ক্রি* মরলা। 'তিলোত্তমা হেতু দুই ময়িলা এক ঠাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ময়িলোঁ** *ক্রি* মরলো। 'ভাগে পরাণে না ময়িলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাওয়া *ক্রি* মারা। **মাইল** *ক্রি* মারলো। 'এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাইলাঙ** *ক্রি* মারলাম। 'লঙ্কা পোড়াইয়া মাইলাঙ জত রাক্ষসগন।' *মালাধর*, ১৫০০। **মাইলেঁ** *ক্রি* মারলে। 'আক্ষা মাইলেঁ তোর পাপে নাহিঁক মুকতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাইলোঁ** *ক্রি* মেরেছিলাম; মারলাম। 'পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাইলেন্ত** *ক্রি* মারলো। 'ডুবাআঁ মাইলেন্ত কাহ্নাঞিঁ জলের ভিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মায়িল** *ক্রি* মারলো। 'কৌয়ল কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে বিষজালেঁ মায়িল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মওয়াজী [মু'আজ্জিল>] *বিণ* মোট। 'মওয়াজী ৩৩০০ তেত্রিষ হাজার মোন চাউল বাবুদী।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

মওয়াফেক [আ মুআফিক] *ক্রিবিণ* মাফিক; অনুসারে। '২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

মওলবী *দ্র* **মউলবি**

মওলা [ফা] *বি* প্রভু। 'মওলা বলে ডাক রসনা/ গেল দিন ছাড় বিষয় বাসনা।' *লালন*, ১৮৯০।

মওলানা [আ] *বি* (ইসলাম) সৃষ্টিকর্তা; ধর্মগুরু। 'তিনি তাঁর আল্লাহকে তাঁর মওলানাকে স্মরণ করছেন।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

মলনা [আ মওলানা] *বি* (ইসলাম) মৌলানা। 'যতেক মলনা কাজী সব তোর আন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মওসুফ [আ মাওসূফ] *বিণ* পূর্বোক্ত। 'মওসুফ বিলাত যাওন কালে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

মওসুমী [আ মৌসিম>] *বিণ* বিশেষ ঋতুতে উৎপন্ন হয় এমন। 'মওসুমী ফুলের বাগান।' *মনসুর*, ১৯৫৫। *দ্র* **মৌসুমি**

মং [আ মাকাম শব্দের শব্দসংক্ষেপ] *বি* মোকাম। 'আমি তোমার নিকট হইতে মং কৃষ্ণনগর আসিয়া পৌছিয়াছি।' *ভেরলি*, ১৮০০।

মকতব [আ] *বি* মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'তাহার সহিত এক মকতবে পড়েন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মকতবখানা [আ মকতব+ফা খানাহ্] *বি* (ইসলাম) ছেলে-মেয়েদের জন্য স্থাপিত মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'গ্রামে২ চৌবাড়ী ও পাঠসালা ও মকতবখানা।' *রামরাম*, ১৮০১।

মকদুর [আ] *বি* দুঃসাহস। 'বেটার এত বড় মকদুর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মকদূর [আ] *বি* ক্ষমতা; শক্তি। 'আর আপন আপন মকদূর মত তাহাদের খবর লহ।' *আখবার*, ১৮৭৭।

মকদ্দমা [আ মুকদ্দামাহ্] *বি* মামলা। 'নালিষ করিয়া তোমাকে আনিয়াছিল তাহার মকদ্দমা রফা হইল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মকর্দমা [আ মুকদ্দামাহ্] *বি* মামলা। 'সময় নেই, জরুরি মকর্দমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মকর্দ্দমা [আ মুকদ্দামাহ্] *বি* মামলা। 'ইহাদিগের মকর্দ্দমা রফা করিয়া দেও।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'আকিরের মকর্দ্দমা দুই এক রোজের মর্দ্ধে হইবেক।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৯।

মকোর্দ্দমা [আ মুকদ্দামাহ্] *বি* মামলা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মকবুল [আ] *বিণ* প্রিয়। 'তান পদ সেবিলে সে হৈবা মকবুল।' *সুলতান*, ১৭০০।

মকমকি [ধ্বন্যা] *বি* ব্যাঙের ডাকের শব্দ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'ভেকের মকমকি তাকে মনোমতো করে দিতে হলে যে সদৃশকরণের কৌশল।' *অবন*, ১৯২৫।

মকমল, মখমল [ফা মখমল] **১** *বি* কোমল ও মিহি কাপড়। 'যোগাইল চরণে উত্তম মখমল।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বণিকেরা ঢাকার মকমলের নিমিত্ত যে দাদনি দিতেন সে পঁচিশ লক্ষেরো উর্দ্ধ।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'চমৎকার কাজ করা মকমলের টুপি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা।' *সুকুমার*, ১৯১৮। **২** *বিণ* উজ্জ্বল। 'কেটেছে রঙিন মখমল দিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মকমল ডিক্রি [ফা মখমল+ই ডিক্রি] *বি* মখমল কাপড়ে লেখা আদালতের আদেশ। 'সাক্ষাৎ যমদূতের ফরমান, মকমল ডিক্রি, কিস্তি বরখেলাপের কথাই ওঠে না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মকমলে [ফা মখমল] *বি* কোমল ও মিহি কাপড়। '... তন্দ্বারা শাটিন ও মকমলে প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য মনোহর দ্রব্য প্রস্তুত করেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

মকর [স] **১** *বি* কুমিরের মতো জলজন্তু; ঘড়িয়াল। 'মকরে মানুষ কাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'অগাধ জলের মকর যেমন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২**

বি মকরাকৃতি কুণ্ডল। 'কুন্তীনন্দন মূলে মকর উজোর।' *শেখর*, ১৬০০। ৩ *বি* (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের একটি রাশি। 'ধনু আর মকর বিশুদ্ধ চক্রেত বৈসএ।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* হিন্দুমতে প্রেমের দেবতা মদন; মকরকেতু। 'মকরের কেতন ওড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মকরকুণ্ডল [স] *বি* কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'মকর কুণ্ডল কর্ন্নে হৃদে বনমালা।' *মালাধর*, ১৫০০।

মকরকেতন [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে কামদেব। 'মকরকেতন-কেলি-চারু-নিকেতন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মকরকেতু [স] *বি* হিন্দুমতে প্রেমের দেবতা – কন্দর্প। 'কুমার সম্ভোগ হেতু বাড়িল মকরকেতু।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বিষম মকরকেতু তাহে বলবান।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মকরক্রান্তি [স] *বি* বিষুবরেখার সাড়ে ২৩ ডিগ্রি দক্ষিণের অক্ষাংশ রেখা; উত্তর গোলার্ধের শীতকালে সর্বদক্ষিণে সূর্যের অবস্থান। 'আকাশের উত্তলে হেলান দেয় উত্তরের দিকে মুখ করে মকরক্রান্তির সূর্য।' বুদ্ধ, ১৯৫৫।

মকরধ্বজ [স] *বি* কামদেব। 'মকরধ্বজ মজাইলে কামরসে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মকরবাহনা [স, সম্বে -নে] *বি স্ত্রী* মকর বা ঘড়িয়াল যার বাহন। 'মকরবাহনে বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মকরবাহিনী [স] *বি* হিন্দুপুরাণে বর্ণিত গঙ্গা দেবী। 'কোথায় কী বাধা লুকিয়ে ছিল মকরবাহিনী নিজেও তা জানত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মকরমণ্ডল [স] *বি* বিষুব রেখা থেকে সাড়ে ২৩ ডিগ্রি দক্ষিণে অবস্থিত মণ্ডল। 'বিষুব রেখা হইতে সাড়ে ২৩ অংশে দক্ষিণে যে ক্ষুদ্র মণ্ডল ভূগোল বেষ্টন করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যাপ্ত আছে তাহার নাম মকর মণ্ডল।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মকরমুখা [স মকরমুখ>] *বিণ* জলজন্তু ঘড়িয়ালের মুখের মতো। 'মকরমুখা মোটা একখানা বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মকর রাসি [স মকর রাশি] *বি* (জ্যোতিষ) বারোটি রাশির অন্যতম। 'পৌস গেলে মাঘ মাস মকর রাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

মকরস্নান [স] *বি* মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গায় স্নান। 'দশদিন ত্রিবেণীতে মকরস্নান কৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মকরালয় [স] *বি* কুমিরের আবাসস্থল। 'দেখিলেন দূরে সাগর – মকরালয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মকরধ্বজ[১] *দ্র* **মকর**

মকরধ্বজ[২] [স] *বি* কবিরাজি ঔষধবিশেষ। 'মকরধ্বজ খাবার সময় হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মকরন্দ [স] *বি* মধু। 'ভুখল ভমরা পিব মকরন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মকরর [আ] *বিণ* নিযুক্ত। 'তাঁতিলোকের আসানের কারণ আহকাম মকরর।' *মেয়ার*, ১৭৮৭; 'দস্তুরমতে ঠীকা ওগয়রহ মকরর করিয়া লইতে পারিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'হেষ্টিংস সাহেবের নিকট মুন্সীগিরি কর্ম্মে মকরর হয়েন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

মকররি [আ মকরর] *বি* নিয়োগ। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মকররা *বি* কথাবার্তা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মকরা [আ] *বি* বন্দোবস্ত। 'হিরণ্যদাস মুলুক নিল মকরা করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মকরুহ, মকরূহ [আ] *বিণ* (ইসলাম) অপছন্দনীয় বা পরিহার্য। 'অশ্ব মাংসে মকরূহ ভক্ষ্য অনুচিত।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'মাঝামাঝি একটা নাম আছে (মকরুহ)।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মকশো, মকশ [আ মশ্‌ক] ১ *বি* অনুকরণ। 'ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মকশো-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* অনুশীলন। 'ওই বিদ্যা চর্চা করিবার মকশো করিতেছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'সকলেই হাত সাফাইর কাজ মকশ করিয়া আসিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মক্স [আ মশ্‌ক] *বি* অনুশীলন। **মক্স করা** *ক্রি* অনুশীলন করা। 'মক্স করলে সব জিনিসই রপ্ত হয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মকাই [হি] *বি* ভুট্টা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মকাইয়ের ছাতু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মক্কা *বি* ভুট্টা। 'মক্কাক্ষেতের ভিতর দিয়ে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মকান [আ মাকান] *বি* বাড়ি। 'মুনশিজী নয়া মকানে উঠে গেলেন।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

মকার [স ম-কার] *বি* মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন – এই পঞ্চ মকার। 'তদানীন্তন আরবে বিলাসিতার ও অন্যান্য মকারাদি কুক্রিয়ার অন্ত ছিল না।' *রোকেয়া*, ১৯২২। *দ্র* **ভৈরবীচক্র**

মকুঁ [পা ম] *সর্ব* আমার। 'এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ পঠা।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

মকুব [আ মওকুফ] *বিণ* বাতিল। 'দেয়েশি পরার আইন মকুব হয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মকুফ [আ মওকুফ] *বি* মুক্তি। 'মকুফের নাকারা বাজিল এখাতিরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মকুট [স মুকুট] *বি* মুকুট; মাথার ভূষণ। 'হিরামন মানিক মকুট সোভে সিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মকেদি [আ কয়ীদ?] *বি* কয়েদ; চাপ প্রয়োগ। 'বাকি উষুল করিবার জন্যে তুমি খুব মকেদী করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মক্কর [আ] *বি* লীলা। 'আল্লার মক্কর যত বুঝতে পারিব কত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মক্কা[১] [আ] *বি* মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র তীর্থস্থান। 'তক্ত রব্বুল-আলমীন মক্কার গঠনা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মক্কাদেশ [আ মক্কা+স দেশ] *বি* মক্কা। 'মক্কাদেশে চর সব আসিয়া মিলিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

মক্কা-মদিনা [আ] *বি* মুসলমানদের পবিত্র তীর্থভূমি (আরবের দুটি প্রধান শহর)। 'ইয়োরোপের উত্তম ভোজনের মক্কা-মদীনা যে রকম প্যারিস, এশিয়া আফ্রিকায় সেই রকম তুর্কী।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মক্কী *বিণ* মক্কা সংক্রান্ত। 'সৈয়দে মক্কী মদনী/ আমার নবি মোহাম্মদ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মক্কা[২] *দ্র* **মকাই**

মক্কেল [আ মুআক্কিল] *বি* প্রার্থী; উকিলের সাহায্য গ্রহণকারী। 'আমার ওখানে তো তোমার কোনো মক্কেল নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'মক্কেল যদি তার দেয় ফি'র দুটি পয়সা কম দেয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মক্কেলশূন্য [আ মুআক্কিল+স শূন্য] *বিণ* মক্কেল নেই এমন। 'তিনি কর্মশূন্য উমেদার ও মক্কেলশূন্য আইনজীবী নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মক্তব [আ মকতব] *বি* ইসলামি মতে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়। 'নৈশ ও দিবা-মক্তব ও দোকানের সৃষ্টি করুন।' *এসলাম*, ১৯২০; 'অধিক সংখ্যক ছাত্র খারেজী মক্তব মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে।' *সওগাত*, ১৯২৯।

মখ্‌তব [আ মকতব] *বি* মক্তব। 'মখ্‌তব হইতে এইমাত্র সে ছুটি পাইয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মক্তার [আ মুখতার] *বি* প্রতিনিধি; মোক্তার। 'এ কাযে আর২ চাকরেরা মক্তার।' *কেরি*, ১৮০২।

মক্তারকার [আ মুখতার+ফা কার] *বি* কর্তৃপক্ষ; প্রতিনিধি। *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

মক্ষিকা [স] **১** *বি* মাছি। 'মক্ষিকা রূপধর প্রবেশে নীলাম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মৌমাছি। 'পুষ্পে জন্মাইলা মধু গোপত আকার। সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল্যা তাহার প্রচার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মক্ষিকাবৃত্তি [স] *বি* চাটুকারিতা। 'গালাগালি, মক্ষিকাবৃত্তি, প্রোপাগাণ্ডা প্রভৃতি প্রতিপক্ষের উপর ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

মক্ষী [স] *বি* মৌমাছি। 'মক্ষী নাহি পড়ে মোর মধুর উপর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মক্ষীরানী [স মক্ষী+রানী] *বি* রানী মৌমাছি। 'মক্ষীরানী, তোমার মৌচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জনগান করে নেওয়া যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মখ [স] *বি* যজ্ঞ। 'মোর মখভঙ্গকালে আকুল করিলে জলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মখদ্দম [আ মখাদিম] *বি* শিক্ষক। 'মখদ্দম পড়ায়ে পড়ানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মখলুকাত [আ] *বি* সমগ্র সৃষ্টিজগৎ। 'তার বুক ভরা মখলুকাতের অনন্ত কল্যাণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মগ[1] [ই মাগ] *বি* পানীয় রাখার পাত্র; বড়ো পেয়ালা। *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'এটি টিনের মগ।' *মানিক*, ১৯৩৭; 'চায়ের মগটি হাতে করিয়া ...।' *তারা*, ১৯৪২।

মগ[2] [বর্মি মঙ>] *বি* আরাকানের একটি জনগোষ্ঠী। 'নিয় মগ ফিরিঙ্গী, বিষম ধিঙ্গী ভিতর বাহির যায় না জানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মগের মুলুক, মগের মুল্লুক *বি* যে স্থানে যথেচ্ছাচার হয়। 'মগের মুলুক আর কি ! – ইংরেজদের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'উঃ মগের মুলুক আর কি?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মগজ [ফা] **১** *বি* মাথার খুলি। 'খান দাউড়া বলে আগে মোর মুখে কিবা লাগে হাতির মগজে জলপান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* মস্তিষ্ক। 'কিবা কহে বিজি বিজি কত বুঝি নাও বুঝি বিষম মগজ সদা টেরা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বি* বিচার-বুদ্ধি। 'মগজ বিকিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্ত পণ্ডিত সমাজ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মগজওয়ালা [ফা মগজ+হি ওয়ালা] *বিণ* প্রতিভাবান। 'বলতেই হয় তারা বুদ্ধিমান, মগজওয়ালা দামী মানুষ।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

মগজমহল [ফা মগজ+আ মহল] *বি* মাথার ভিতর। 'মগজমহলে মাকোষা ঢুকিলে বেরুবেই টিকি-ঝুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

মগডাল *বি* সবচেয়ে উঁচু ডাল। 'মেঘপুঞ্জ গাছপালার মগডালে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

মগদ [স মুগ্ধ] *বিণ* বোকা। 'পৃথিবীতে মোর সম নাহিক মগদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মগধ [স] **১** *বিণ* প্রাচীন ভারতের মগধ দেশ ও সেই দেশের তৈরি। 'সুন্দর মগধ পাগ মস্তকে বেষ্টিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* প্রাচীন ভারতের রাজ্যবিশেষ – আধুনিক ভারতের দক্ষিণ বিহার অঞ্চল নিয়ে এটি গঠিত ছিল। 'পূর্ব্ব-দক্ষিণে মগধ ও কামরূপ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিবার আখ্যান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মগধি [স মগধ>] *বিণ* মগধ দেশের। 'মগধি শোয়ার যারা, বিষম কাটোয়া তারা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মগধ লাড়ু *বি* মুগ ডালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি লাড়ুবিশেষ। 'মুগের মগধ লাড়ু মেঠাইয়ের রাজা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মগন [স মগ্ন] *বিণ* বিভোর; মগ্ন। 'আনন্দ মগন মুখে হরি হরি বোলে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **মগ্ন**

মগন-মনা *বিণ* উদাসী। 'আকাশপানে মগন-মনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মগনা [স মগ্ন>] *বিণ স্ত্রী* মগ্ন। 'কুসুমশয়নে আধেক মগনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মগর[1] [স মকর] *বি* পায়ের অলঙ্কারবিশেষ। 'পএর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মগর[2] [স মকর] *বি* ঘড়িয়াল। 'আপণা মগর ভোজ দির্ত্তা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নদি মদ্ধে গঙ্গা আমি মৎসতে মগর।' *মালাধর*, ১৫০০।

মগরা [স মকর>] **১** *বি* বৃহৎ জলাশয়। 'নদী খালে বৃষ্টি জলে উথলে মগরা কূল জুড়্যা বহে জল একাকার ধারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গঙ্গার মোহনা। 'এক বৎসর বই পার হইবে মগরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* গোলা। 'টিন আর বেড়ার ঘর মগরার পর মগরা ধানে ভরে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মগরিব [আ] *বি* সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে মুসলমানগণ যে প্রার্থনা করেন। 'নামাজ মগরিব এশা কৈলা একস্তর।' *সুলতান*, ১৭০০।

মগরেব [আ] *বি* সন্ধ্যা। 'মগরেবের আজ নামাজ পড়িব।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'মগরেবের নামাজের পর।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মগরেবী [আ] *বিণ* সন্ধ্যার নামাজের সময় উদিত হয় এমন। 'তোমারে দেখিয়া হাঁকি সালাত/ ওগো মগরেবী ঈদের চাঁদ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মগল [ফা মুগল] *বি* মোগল। 'ষোল ধার বৈসে হিন্দু মগল পাঠান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মগাই [বর্মি মঙ>] *বিণ* মগ সম্প্রদায় সম্পর্কিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মগ্ন [স] **১** *বিণ* বিভোর। 'কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'প্রীতিরসে মগ্ন হৈয়া প্রভু নৈরাকার নূর মুহম্মদক লাগিলা দর্শিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* নিমজ্জিত। 'যৌবন-জলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত মধু গজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* আটক। 'সুপ্রিমকোর্টের মধ্যে আসিয়া মগ্ন হইল ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মগ্নচৈতন্য [স] *বি* অবচেতনা। 'তাঁদের মগ্নচৈতন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেননি।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

মগ্নতরী [স] *বি* নিমজ্জিত নৌযান। 'অকূল পাথারে তাই মগ্নতরী আমার যৌবন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

মগ্নতা [স] *বি* মগ্ন অবস্থা। 'সন্ধ্যার কণায় ফিরে-আসা/ মগ্নতার স্তরে।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

মগ্নবাণ [স] *বি* ভিতরে গেঁথে আছে এমন তীর। 'যবনরাজ মল্লদেবের শরীরে অতিশয় মগ্নবাণ সকল উদ্ধার করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

মগ্নভাবে [স] *ক্রিবিণ* নিমজ্জিত আছে এমন ভাবে। 'সুখে মগ্নভাবে জীবন কাটাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মগ্ন হওয়া *ক্রি* মোহিত হওয়া। 'বাবু আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* নিমজ্জিত। 'রায়ের গৃহিণী ... বিপদ সাগরে মগ্না খিদ্যমানা রোদনপরা শোকাকুলা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

মগ্নাধীন [স] *বিণ* নিমজ্জিত। 'আপন কোন সন্তানকে ... নদীতে মগ্ন করে কিম্বা করায় ও সেই মগ্নাধীন ... সন্তানাদি প্রাণে মরে।' *ফরস্টার*, ১৮০১।

মগ্নোৎসব [স] *বি* মগ্ন হওয়ার মতো উৎসব। 'জনপুরী যবে খল-কোলাহলে মগ্নোৎসব রাজসভাতলে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মঘ [বর্মি মঙ>] *বি* সাবেক ব্রহ্মদেশ বা আরাকানের বাসিন্দা। 'মঘ দেশীয়েরদিগকে বসতি করাইয়াছে যেহেতুক মঘেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২০। *দ্র* **মগ**

মঘবান [স] *বি* ইন্দ্র; দেবতাদের রাজা। 'মনে জানি মঘবান মহেশের লীলা/ মহীতলে মাঘ শেষে মেঘরস দিলা।' *শিবায়ন*, ১৭৫০; 'মঘবান! এবার দয়া করো, বৃষ্টি দাও বৃষ্টি দাও!' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

মঘা [স] *বি* (জ্যোতিষ) অশুভ নক্ষত্রবিশেষ; অশুভ সময়। 'অশ্লেষা মঘা পূর্বফাল্গুনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মঙ্গল[1] [স] *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'রাগিণী মঙ্গল ॥ কুন্দশেখর ॥' *বড়ু*, ১৪৫০।

মঙ্গল গুঞ্জরি *বি* কাফি ঠাটের রাগিণীবিশেষ। 'মঙ্গল গুঞ্জরি রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মঙ্গল[2] [স] **১** *বি* কল্যাণ; শুভ। 'মঙ্গল করিব সব দেবের সমাজ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মাহাত্ম্য বিষয়ক গান। 'প্রভু বোলে গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মঙ্গল আচরণ [স] *বি* শুভানুষ্ঠান। 'দূর্বা ধান্য প্রদীপ মঙ্গল আচরণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মঙ্গল-আলয় [স] *বি* কল্যাণের স্থান। 'মঙ্গল-আলয় সেই বিভু সনাতন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মঙ্গল-উপচার [স] *বি* মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত পূজার সামগ্রী। 'গেল নারীদল মাথায় কক্ষে মঙ্গল-উপচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মঙ্গলকর [স] *বিণ* হিতকর। 'সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মঙ্গলকর্ম [স] *বি* শুভকাজ। 'লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মঙ্গলকলস [স] *বি* মঙ্গলকামনায় স্থাপিত ভাব, আমের পাতা প্রভৃতিতে শোভিত জলপূর্ণ কলসি। 'তবে মিছে সহকার-শাখা, তবে মিছে মঙ্গল-কলস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'একটি মঙ্গলকলসের আম্রপল্লব কাল বোধহয় ছাগলেই অর্ধেক খাইয়া ফেলিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

মঙ্গলকাব্য [স] *বি* হিন্দু-দেবদেবীর মহিমাজ্ঞাপক গীতিকাব্য; মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ধারাবিশেষ। 'চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বিষয়টা বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মঙ্গলকামী [স] *বিণ* শুভার্থী; হিতাকাঙ্ক্ষী। 'যাঁহারা সমাজের মঙ্গলকামী।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৯।

মঙ্গলকুলো *বি* বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মঙ্গলের প্রতীকসূচক সাজানো কুলা। 'মঙ্গলকুলোয় ধান্য ধরে আছে সারা গ্রামবাসী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মঙ্গলগীত [স] *বি* হিন্দু-দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনমূলক পালাগান। 'গায়নে মঙ্গলগীত হায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মঙ্গলঘট [স] *বি* হিন্দুদের কল্যাণসূচক পূর্ণঘট। 'স্তুতি করি করপুটে উরহ মঙ্গলঘটে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মঙ্গলচণ্ডী [স] *বি* হিন্দু-দেবীবিশেষ; ভগবতী। 'মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী করি জাগরণ তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'একটা সৎ কর্মে বাগড়া দিয়ে ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী হওয়া ভদ্রলোকের কর্তব্য নয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মঙ্গলচিন্তা [স] *বি* শুভচিন্তা। 'তাঁহাদিগের মঙ্গলচিন্তা ... আমাদিগের প্রধান কর্ম।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

মঙ্গলজনক [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'দেশের মঙ্গলজনক বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

মঙ্গলঝারি *বি* মাঙ্গলিক জলসেচনের পাত্র। 'আশিস-বারির মঙ্গলঝারি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মঙ্গলডোর *বি* কল্যাণের বন্ধন। 'মঙ্গলডোরে বাঁধি এক করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মঙ্গলতর [স] *বিণ* অধিক মঙ্গলময়। 'জীবনটাকে মঙ্গলতর, মধুরতর সুন্দরতর করতে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

মঙ্গলদায়ক [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মঙ্গলদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* কল্যাণকারী। 'প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গলদায়িনী মঙ্গলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মঙ্গলদিনকর [স] *বি* মঙ্গলের বার্তা নিয়ে-আসা সূর্য। 'একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মঙ্গলদীপ [স] *বি* কল্যাণ-প্রদীপ। 'যে-আলোক লভি দেউলে দেউলে মঙ্গল-দীপ জ্বলে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মঙ্গলধ্বনি [স] *বি* আনন্দধ্বনি। 'আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি/ উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দিক ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শঙ্খ বাজে জোড়া সানি চৌদিগে মঙ্গলধ্বনি জলখেলা করে রামাগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মঙ্গলনিষ্ঠা [স] *বি* কল্যাণপরায়ণতা। 'ত্যাগপরতা সংযম মঙ্গলনিষ্ঠা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের উচ্চতর গুণে ভূষিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মঙ্গলপথ [স] *বি* কল্যাণের পথ। 'জাগো জাগো মঙ্গলপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মঙ্গলপূর্ণ [স] *বিণ* মঙ্গলময়। 'জীবনকে মঙ্গলপূর্ণ স্নেহের দ্বারা গড়িতে গড়িতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মঙ্গলপ্রদ [স] *বিণ* হিতকর। 'সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মঙ্গলপ্রসূ [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'এই মঙ্গলপ্রসূ মানসিকতার সৃষ্টি ক'রে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মঙ্গলপ্রসূত [স] *বিণ* মঙ্গলদায়ক। 'জেনারেল রায়ের এই উপদেশ যথার্থ মঙ্গলপ্রসূত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মঙ্গলবন্ধন [স] *বি* কল্যাণকর সম্পর্কের বাঁধন। 'দেখিব তোমারে ...

শত সহস্র মঙ্গলবন্ধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মঙ্গল বাজনা [স মঙ্গল+স বাদন>] *বি* শুভসূচক বাজনা। 'মঙ্গল বাজনা বাজে প্রতি ঘরে ঘরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মঙ্গলবাদ্য [স] *বি* মঙ্গলের কামনাসূচক বাদ্য। 'বুলিল মঙ্গলবাদ্য বাজাও বিশেষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মঙ্গলবার্তা [স] *বি* শুভ সংবাদ। 'দূতমুখে মিত্রের মঙ্গলবার্তা প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মঙ্গলবিধান [স] *বি* কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। 'এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মঙ্গলবিসেশ [স মঙ্গলবিশেষ] *বিণ* বিশেষ মঙ্গলজনক। 'এ ছাওয়ালের প্রাণগতিক মঙ্গলবিসেশ।' *ওস্গাঁ*, ১৭৭৯।

মঙ্গলমন্ত্র [স] *বি* কল্যাণবাণী। 'সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গলমন্ত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মঙ্গলময় [স] *বিণ* কল্যাণময়। 'ঈশ্বর মঙ্গলময় রহে মা স্মরণে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মঙ্গলমুখ [স] *বি* কল্যাণকর মুখ। 'মাতার মঙ্গলমুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মঙ্গলমুরতি [স কল্যাণমূর্তি] *বি* কল্যাণরূপ প্রতিমা। 'মঙ্গলমুরতি সেই চিরপরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মঙ্গল লোক [স] *বি* মঙ্গলময় ভুবন। 'জাগো মঙ্গল লোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মঙ্গলশঙ্খ [স] *বি* কল্যাণসূচক শঙ্খ। 'কৈলা আশীর্বাদ, লইয়া মঙ্গলশঙ্খ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মঙ্গলসংবাদ [স] *বি* শুভ সংবাদ। 'আমার কুশলসংবাদ দিয়া, ত্বরায় তাঁহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসংবাদ লইয়া আইস।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মঙ্গলসাধন [স] *বি* উপকার করা। 'শৈলবালা কী করে মঙ্গল-সাধন করেছেন সে রহস্য আমাদের অগোচর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'পরস্পরের মঙ্গলসাধনের জন্য, পরস্পরকে সাহায্যদানের জন্য ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মঙ্গলসাধনা [স] *বি* কল্যাণচেষ্টা। 'এ আদর্শ মানুষের সর্ব্ববিধ মঙ্গলসাধনাকে ব্যাপক এবং বৃহত্তর মঙ্গলের সাধনায় নিয়োজিত ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মঙ্গলসাধিকা [স] *বিণ স্ত্রী* মঙ্গল সাধন কারী। 'মঙ্গলসাধিকারূপে পবিত্র ইসলাম ও খেলাফতের সেবা।' *সওগাত*, ১৮২৬।

মঙ্গল-সিন্দুর [স] *বি* সিঁথিতে ধারণকৃত মঙ্গলসূচক সিঁদুর। 'তুমি ... সীমন্তে মঙ্গল-সিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মঙ্গলসুধা [স] *বি* অমৃত। 'মঙ্গলসুধার মতো অজস্রধারায় নামবে বৃষ্টি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

মঙ্গলসূচক [স] *বিণ* মঙ্গল-নির্দেশক। 'লক্ষ্মীটেরা সে মঙ্গলসূচক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মঙ্গলসূত্র [স] *বি* এক ধরনের স্মারক সুতা। 'মঙ্গলসূত্র বান্ধে করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মঙ্গলা [স] **১** *বি* শুভময়ী। 'শ্যামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা আইলা রাইয়ের পাশে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'মঙ্গলার না পেয়ে মঙ্গল সমাচার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা [স] *বি* কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা। 'নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে একটা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ... কাজ করে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি [স মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী] *বিণ* শুভাকাঙ্ক্ষী। 'পাঠশালার নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী [স] *বি স্ত্রী* মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে এমন। 'এই সর্বমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীর মুখের দিকে চাহিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৩।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* শুভ কামনা করে এমন। 'যেরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহা পশ্চাতে লিখনের দ্বারা সকলে অবগত হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মঙ্গলাচরণ [স মঙ্গল-আচরণ] **১** *বি* কোনো কাজের শুরুতে পালিত মঙ্গল অনুষ্ঠান। 'গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শুভ অনুষ্ঠান। 'অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াগোপন দিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মঙ্গলাচার [স] *বি* শুভানুষ্ঠান। 'মঙ্গলাচার অনুষ্ঠিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মঙ্গলাদী [স মঙ্গলাদি] *বি* শুভাশুভ খবর। 'মঙ্গলাদী লিখিবে।' *ওস্গাঁ*, ১৭৭৯।

মঙ্গলাবহ [স] *বিণ* মঙ্গল বয়ে আনে এমন। 'বোধাতীত মহিমাময়ের প্রত্যেক কার্য্যকেই মঙ্গলাবহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মঙ্গলামঙ্গল [স] *বি* কল্যাণ ও অকল্যাণ। 'গ্রন্থসকল সংশোধন করিয়া মুদ্রাঙ্কিতকরণেতে দেশীয় মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

মঙ্গলার্থ [স] *ক্রিবিণ* মঙ্গলের জন্য। 'বিবাহকর্ম্মে মঙ্গলার্থ শঙ্খধ্বনি করিতে হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মঙ্গলালয় [স] *বিণ* মঙ্গলাধার। 'স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় মেস্ত মাট সাহেব।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭; 'ইয়াদীকির্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীলালবেহারী দাস।' *ওস্গাঁ*, ১৭৮২।

মঙ্গলালোক [স] *বি* কল্যাণকর আলো। 'আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্য সুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মঙ্গলেচ্ছা [স] *বি* মঙ্গল করার ইচ্ছা। 'একান্ত মঙ্গলেচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মঙ্গলেচ্ছুক [স] *বিণ* কল্যাণকামী। 'ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গলেচ্ছুক ব্যক্তিরা এমত নিষ্ঠুর কর্ম্মে কেহ২ স্বপক্ষ হইয়া বলেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

মঙ্গলের চিহ্ন *বি* শুভ লক্ষণ। 'এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মঙ্গলোন্নতিবিধায়ক [স] *বিণ* মঙ্গল এবং উন্নতির বিধানকারী। 'মঙ্গলোন্নতিবিধায়ক মহাশয়কে এই কৃত হর্ষান্বিত ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মঙ্গল[২] [স] **১** *বি* সপ্তাহের অন্যতম দিন। 'শনি মঙ্গলবার জাগাবে নিশাবাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* গ্রহের নাম। 'মঙ্গল আসিয়া তবে চরণ বন্দিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

মঙ্গলকক্ষ [স] *বি* মঙ্গল গ্রহের পরিভ্রমণ পথ। '... ক্রমে মঙ্গলকক্ষ, ক্রমে বৃহস্পতিকক্ষ, ক্রমে সমস্তগ্রহকক্ষ অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মঙ্গলবার [স] *বি* সপ্তাহের অন্যতম দিন। 'শনি মঙ্গলবার জাগাবে নিশাবাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মঙ্গলবাসরীয় [স] *বিণ* মঙ্গলবারের। 'আমরা গত ১৩ ফাল্গুন মঙ্গলবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছিলাম... ।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

মঙ্গলনাথ [স] *বি* গোরক্ষনাথ যোগীর মতবিশেষ। 'আইপন্থ ও লহরিপা ও কনিপা ও রূপটনাথ ও মঙ্গলনাথ ও হুগুনাথ ইত্যাদি দ্বাদশ মত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মঙ্গল-পড়া *বি* মঙ্গলধ্বনি। 'বাজে মঙ্গল-পড়া দ্বিজ বান্ধে গ্রন্থচূড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মঙ্গোল *বি* মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীদের ভাষা। 'পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন ... তারপর জগাইতুর্কী, মঙ্গোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মঙ্গোলিয়ান *বি* চীনের উত্তরে অবস্থিত মঙ্গোলিয়া নামক দেশের অধিবাসী। 'আমাদের অধিকাংশ লোকের চেহারায় মঙ্গোলিয়ানের রঙের বেশ-একটু আমেজ আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মঙ্গোলীয় [মঙ্গোল+স ঈয়] *বিণ* মঙ্গোলদের অনুরূপ। 'তার মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মচকানো *ক্রি* আঘাত পেয়ে স্থানচ্যুত হওয়া বা বেঁকে যাওয়া। 'হাতটা সত্য সত্যই মচকাইয়া গিয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মচকাফুল *বি* এক প্রকার লাল ফুল। 'নদীর জল মচকাফুলের মতো লাল।' *জীবন*, ১৯৪২।

মচমচ [ধ্বন্যা] *বি* হাঁটার সময়ে জুতার ক্রমাগত শব্দ। 'অধরবাবু মচমচ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'মচ মচ-শব্দে দুর্বল কণ্ঠের আর্তস্বর নিমগ্ন করিয়া দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মচমচানি *বি* মচমচ শব্দ। 'ডালপাতার মচমচানি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মচরমচর [ধ্বন্যা] *বি* জুতা পায়ে হাঁটার শব্দ। 'গার্ডদের মচরমচর শব্দ।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মচ্ছ [স মৎস্য] *বি* মাছ। 'মঞ্চে বস্যা মচ্ছ ধরে কে রে বেটা কে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মচ্ছড় [হি মচ্ছর] *বি* মশা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মচ্ছব [স মহোৎসব] *বি* বড়ো উৎসব। 'এত মচ্ছব কিসের?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মচ্ছরাঙ্গা [স মৎস্যরঙ্গ] *বি* মাছরাঙা; মৎস্যভুক এক জাতীয় সুদর্শন পাখি। 'মচ্ছরাঙ্গা সদা উড়ে মুখে যার মাছ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। দ্র **মাছরাঙা**

মছলন্দ [আ মসনদ] *বি* আসনের উন্নত মানের আস্তরণ। 'মকমলনির্ম্মিত চমৎকৃত মছলন্দ।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

মছলন্দী [আ মসনদ>] *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'মছলন্দী মসনদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মছলম *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। '২ দফা আফিম মছলম সিন্দুকে বিক্রী হইবেক।' *ক্যালসো*, ১৮০১।

মছলমান দ্র **মুসলমান**

মছলা [আ মসলিহ্] *বি* (ইসলাম) জীবনযাপনের নিয়মকানুন। 'পুঁথিসাহিত্যে একদিকে যেমন মছলাদির বিস্তৃত বিবরণ ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।' *এসলাম*, ১৯২০।

মছলি [হি] *বি* মাছ। 'এমন সরেস মছলি, রাজা, জালে না পড়ে ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মছল্লা [আ মুসল্লা] *বি* মুসলমানদের উপাসনার কাজে ব্যবহৃত আস্তরণবিশেষ; জায়নামাজ। 'আমি বড় চাষা গগনে আমার বাসা শূন্য পরে মছল্লাত বসি।' *সুলতান*, ১৭৫০।

মছিবত, মছিবৎ [আ মুসীবত] *বি* বিপদ। 'কয় তাইলে মছিবৎ হইব।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮; 'ব্যবসায় আমার বেলায় নিয়ে এল কেবল মছিবত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মছ্য [স মৎস্য] *বি* মাছ। 'এ বিচার পশু পখি ও মছ্যের।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মজকুর [আ মাজকুর] ১ *বিণ* পূর্বোক্ত। 'বটীয়ামারি মৌজে মজকুর আমার ইজারা ... ।' *বোগল*, ১৭৭০; 'আড়ঙ্গ মজকুরে ইমসন ফরমাইষ বমলগে ৪৭৯৫ থান দাম।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'বাবু ধিনিকৃষ্ট মিত্রজা মজকুর শম্যক্ প্রতীয়মাণ হইয়া জানিয়াছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মজ্‌কুর [আ মাজকুর] *বিণ* পূর্বোক্ত। 'সেখমজ্‌কুরের জাবত খেদমত করিব।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মজগুল [আ মশগুল] *বিণ* বিহ্বল। 'সুরার ঝাঁঝের মতন ক'রে দেয় মজগুল।' *জীবন*, ১৯২৭।

মজনা *বিণ* নিমজ্জিত। 'নিঃসুর-রসাতল-তলায় মজনা আমরা কজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মজনু [আ মজনুন] *বিণ* পাগল। 'মজনু বোলএ তারে আরব সকল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মজবুত [আ] ১ *বিণ* শক্তিশালী। 'ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* দৃঢ়। 'ঠুকিয়া লোহার সোটা মজবুত করিয়া ... ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* শক্ত; টেকসই। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৪ *বিণ* সুগঠিত। 'যেমন শরীরের সকল অঙ্গকে মজবুত করিলে শরীরটি নিরেট হয় ... ।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৫ *বিণ* টেকসই। 'তাকে খুব মজবুত কাপড়ের বড়ো বড়ো পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মজপুত [আ মজবুত] *বিণ* শক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মজবুতিতে [আ মজবুত>] *ক্রিবিণ* দৃঢ়তার সাথে। 'থানাজাতে সৈন্য মুরচাবন্দি করিয়া মজবুতিতে আপন মুলুকে কর্ত্তৃত্ব করিব।' *রামরাম*, ১৮০১।

মজবুদ [আ মজবুত] *বিণ* পটু। 'কেবল বড়াই করে বাড়ীর ভেতরে মেয়েদের সামনে অপরের নিন্দা কর্ত্তে মজবুদ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মজবুল [আ] *বি* (ইসলাম) প্রেরিত প্রিয় বান্দা। 'আল্লার মজবুল ছিল নবী মোহাম্মদ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মজমুন [আ] *বি* তাৎপর্য; মূল বিষয়। 'যে আজ্ঞা হইয়াছে ... তাহার মজমুন পারশী ও বাঙ্গলা শব্দে তরজমা।' *ডানকান*, ১৭৮৪; *ক্যালগে*, ১৭৯২।

মজলিন [আ মওসিল] *বি* মসলিন; রেশম। 'কেহ২ বিলাতী বক মজলিন ও মলমল এবং পেয়াজি, ধনি, আবি বসন্তি, ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মজলিস, মজলিশ, মজলিষ, [আ মজলিস] ১ *বি* সভা। 'মজলিসে তুমি আর বসিছ কি কারণ।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* আড্ডা। 'মজলিশ করিয়া আছেন ইয়ারের সাথে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* আসর। 'বর যাইয়া মজলিসে বসিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'গল্পের মজলিস জোটে দৈবাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৪ *বি* সমিতি। '... এই মজলিসের অন্যতম উদ্দেশ্য।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মজলিশ-মুজরো *বি* সভায় নাচগান। 'তুমি মজলিশ-মুজরো করে ... সব ফুঁকে দিতে পারতে না?' *জীবন*, ১৯৩২।

মজলিশি, মজলিশী [আ মজলিস>] ১ *বিণ* মজলিসে কথাবার্তা বা গান বাজনার সাহায্যে আনন্দ দিতে পারে এমন। 'মেজাজ ছিল মজলিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* আড্ডা দিতে পছন্দ করে এমন। 'মজলিশি বা জুয়াড়ি মানুষ নয়।' *জীবন*, ১৯৩২। ৩ *বিণ* মজলিসের। 'কতক পাকা খামখেয়ালি তারাই হল মজলিশি সভ্য।' *অবন*, ১৯৪১।

মজলিসখানা [আ মজলিস+ফা খানাহ্] *বি* বৈঠকখানা। 'আমি নাচের ঘর, মজলিসখানা ... আন্দাজ করলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মজলিসি [আ মজলিস>] *বিণ* মজলিসের উপযুক্ত। 'সুরটা ঠিক হয়তো মজলিসি বৈঠকি নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মজলুম [আ] *বি* অত্যাচারিত যে; উৎপীড়িত জন। 'মজলুমের ফরিয়াদে আকাশের সারা গায়ে আজ জ্বালা।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'জাগে পরাধীন জাগে মজলুম বদ-নসিব।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মজহর [আ] *বি* তদন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মজহাব, মযহাব [আ] *বি* (ইসলাম) শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিভক্ত চার সম্প্রদায়; জীবনাচরণের পদ্ধতি। 'সুন্নত জমায়েতের একতা বিশিষ্ট মজহাব চতুষ্টয়।' *প্রচারক*, ১৮৯৯; 'এখানে মজহাবের সওয়াল তোলা ছাড়া উপায় নাই।' *মনসুর*, ১৯৩৫;।

মজহাবী [আ মজহাব>] *বিণ* মজহাব সংক্রান্ত; সম্প্রদায়ভিত্তিক। 'মজহাবী সভা-সমিতি করিয়া ইসলামের শক্তিকে শতধা বিভক্ত ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মজা[১] [স মজ্জ>] ১ *ক্রি* মগ্ন হওয়া। 'ভাবে মজিলা দেবরাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* নিমজ্জিত করা। 'তিরীবধপাপেঁ আপণা মজায়িলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* মুগ্ধ হওয়া। 'দিঠী দিঠী চিত্ত মজিআঁ গেল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* জুড়ানো। 'অন্যে অন্যে দেখাদেখি মজিল দোহান আঁখি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৫ *ক্রি* ধ্বংস করা। 'মক্কা তাইফা দেশ ফেলিত মজাই।' *সুলতান*, ১৭০০। ৬ *ক্রি* মত্ত হওয়া। 'মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৭ *ক্রি* অনুরক্ত হওয়া। 'যাহারে হেরিবি তাহারে হেরিয়া মজিয়া রহিবে প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **মজাই** *ক্রি* ধ্বংস ক'রে। 'মক্কা তাইফা দেশ ফেলিত মজাই।' *সুলতান*, ১৭০০। **মজাইআ** *ক্রি* ডুবিয়ে। 'জলে মজাইআ সভ অর্দ্ধ মড়া করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মজাইআঁ** *ক্রি* মগ্ন করে। 'পুণ্য থুইআঁ এক ভিতে পাপে মজাইআঁ চিত্তে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মজাইতে** *ক্রি* নষ্ট করতে। 'এবেটা হারামজাদা লোকের জাতি মজাইতে আসিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **মজাইল** *ক্রি* আসক্ত হলো। 'নানা পাকে তোকে তার মন মজাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **মজাইলা** *ক্রি* আসক্ত করলে। 'ধনে জনে মজাইলা গআলের মাইআ।' *মালাধর*, ১৫০০। **মজাইলুঁ** *ক্রি* ডুবালাম। 'মজাইলুঁরে জাতি রসিয়া নাগরের হাতে।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **মজায়িব** *ক্রি* পাপে মগ্ন করবো। 'আপণা মজায়িব ব্রত লংঘিআঁ সতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মজায়িলেঁ** *ক্রি* নিমজ্জিত করলে। 'তিরীবধপাপেঁ আপণা মজায়িলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মজালে** *ক্রি* নষ্ট করলে। 'আনন্দ আর মন মিলে কুল মজালে এই দুজনে।' *লালন*, ১৮৯০। **মজি** *ক্রি* আসক্ত হয়ে। 'দেখি মোর মজি গেল মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মজিআ** *ক্রি* আসক্ত হয়ে। 'মজিআ ডুবিলে মাত্র পাএ ভাগ্যবলে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মজিআঁ** *ক্রি* মুগ্ধ হয়ে। 'দিঠী দিঠী চিত্ত মজিআঁ গেল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মজিব** *ক্রি* নিমজ্জিত হবে। 'কৃষ্ণেঁ ভার বহিলেঁ মজিব ত্রিভুবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মজিবে** *ক্রি* আসক্ত হবে। 'রমণীমণির মন তোমায় মজিবে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মজিয়া** ১ *ক্রি* ডুবে। 'সকলে রহিছি আহ্মি পাপেত মজিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০; 'পাপী যেমন পাপেতে মজিয়া যায় মন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রি* মুগ্ধ হয়ে। 'মজিয়া বিদ্যার র[...] লিখ্যা পড়্যা নানা দেশে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **মজিয়াছি** *ক্রি* মজে গিয়েছি। 'মজিয়াছি সেই দিন ধরিয়াছি ফণী।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **মজিল** ১ *ক্রি* মজে গেলো; মুগ্ধ হলো। 'তোহ্মাতে মজিল চি[...] ধরিতেঁ না পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* নষ্ট হলো। 'ত্রাসে ব[...] লোকসব গোকুল মজিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অকালে প্রলয় সৃ[...] মজিল সকল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *ক্রি* মশগুল হলো। 'তোমা[...] ঝি হইতে মোর মজিল গারূয়াল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রি* জুড়ালো। 'অন্যে অন্যে দেখাদেখি মজিল দোহান আঁখি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। [...] *ক্রি* অনুরক্ত বা আসক্ত হলো। 'তোহ্মাতে মজিল মন আন নাহি মন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মজিলা** ১ *ক্রি* মগ্ন হলো। 'ভাবে মজিল[া] দেবরাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ধ্বংস হলো। 'তেঁহ্নু সে মজিল[া] মায়াসীতার কারণে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **মজিলাঙ** *ক্রি* ধ্বংস হলাম। 'সবংশে মজিলাঙ মাতা তোমার আশ্বাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মজিলাম** *ক্রি* মত্ত হলাম। 'হায়! কেন মজিলাম কপট বিনয়ে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **মজিলি** *ক্রি* আসক্ত হলি। 'মজিলি পাষাণ-প্রা[...] যোগীর প্রণয়ে!' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **মজুক** *ক্রি* মগ্ন হোক। 'অভয়া[...] চরণে মজুক নিজ চিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মজে** ১ *ক্রি* আসক্ত হয়। 'তবেঁ কেহ্নে পরদারে মজে তোর মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মু[গ্ধ] হয়। 'তোর রূপে মোর মন মজে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৩ *ক্রি* অনুরক্ত ব[া] আসক্ত হয়। 'পুত্র অভিলাসে রাজা জাহ্নবীতে মজে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *ক্রি* বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 'না জানে ইহার হাতে মজে [...] জাহান।' *গরীব*, ১৭৬৫। **মজো** *ক্রি* মশগুল হও। 'আগে সন্ধি বোঝ[...] প্রেমে মজো।' *লালন*, ১৮৯০।

মজানো [স মজ্জ>] ১ *ক্রি* ডুবানো। 'জলে মজাইআ সভ অর্দ্ধ মড়া করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *ক্রি* কলঙ্কযুক্ত করা। 'হারামজাদা লোকে[র] জাতি মজাইতে আসিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *ক্রি* ডুবানো; ভয়াব[হ] বিপদে ফেলে সর্বনাশ করা। 'তুই অবাগী কোন দিন মজাবি দেকচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'নিজেও মরতে, আর আমাকেও মজিয়ে যেতে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

মজা[২] [স মজ্জ>] *বিণ* বিনষ্ট। **মজা যাওয়া** *ক্রি* বিনষ্ট হওয়া। 'নতুব[া] ইহার পাপে সপরিবারে সমস্ত মজা যাবে।' *রামরাম*, ১৮০১।

মজা[৩] [ফা মজহ্] ১ *বি* আনন্দ। 'হদ্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহা[র] স্থানে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* মজাদার; সুস্বাদু। 'ত্রিভুবনে তো[র] কাছে কিছু নাই মজা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* তামাশা। 'এক জনে[র] পিঠ ফুড়ে ঘোরান হচ্চে, হাজার লোক মজা দেকচেন!' *হুতোম*, ১৮৬১। ৪ *বি* রসিকতা। 'তামাসা ঠাট্টা ইয়ারকি রং মজা ইত্যাদি বিবিধ নামে, রসিকতা বঙ্গদেশে একাধিপত্য করিতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৫ *বি* কৌতুককর আনন্দ। 'রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদে[র] মুখ দেখতে মজা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *বি* লাঞ্ছনা। '[...] বাসনে সগড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মজাক [ফা] ১ *বি* শ্লেষ। *ভবানী*, ১৮২৩। ২ *বি* রসিকতা। 'খানকি[র] পুতেরা কি মজাক করতাছে রাইত একটার সময়?' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

মজাগি [ফা মজাক] *বি* কৌতুক; তামাশা; রঙ্গ। 'বসিয়া মজাগি ক[রি] কখন না খাটি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মজাড়িআ [ফা মজহ্>] *বি* তামাশাপ্রিয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মজাদার [ফা] ১ *বিণ* আনন্দপ্রিয়। 'বলিবে অমুক মজাদার লোক।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* আনন্দদায়ক। 'আপনাদের গল্পের চেয়ে[...] মজাদার।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মজাদারী [ফা মজাদার>] *বিণ* বিনোদনমূলক। 'দুই মজাদারী গী[...]

শিক্ষা করাইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মজা ভঙ্গ *বিণ* আনন্দ বিনষ্ট। 'ততদিবস টাকার নিমিত্ত মজা ভঙ্গ হইবে না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মজামারা *ক্রি* আনন্দ-আমোদ ভোগ করা। 'দেখা-শোনা মজামারা হয়ে গেল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মজার কথা *বি* আনন্দদায়ক কথা। 'মজার কথা যদি শুনতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মজার বাজার *বি* আনন্দের নগর। 'বাবুজী এই সংসার মজার বাজার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মজার মানুষ *বি* হাসি-আনন্দ দেয়, অদ্ভুত আচরণ করে এমন মানুষ। 'এই আমাদের মজার মানুষ দাদাঠাকুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মজা লাগা *ক্রি* ভালো লাগা। 'ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে যে, ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মজা লোটা *ক্রি* ফুর্তিবাজি করা। 'বাবু সন্তুষ্ট হইয়া মজা লুটিয়া বেড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মজাসে *ক্রিবিণ* মজা ক'রে। 'নিজেরা 'মজাসে' আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে থাকিয়া ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

মজা হওয়া *ক্রি* তামাশা হওয়া। 'আজ একটা মজা হয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মজা[৪] *বিণ* বুজে গেছে এমন। 'মজা খালের একটি ধারে কতকগুলি চিলের পালক কুড়াইয়া ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মজাদিঘি *বি* বুজে যাওয়া পুকুর। 'তালগাছ বসানো সেই পাড়ির পরে মজাদিঘি।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মজাপুকুর *বি* জলহীন ও কাদাময় পুকুর। 'আমাদের জীবনটি স্রোত না মজাপুকুরের শেওলা-ধরা জল?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

মজাক *দ্র* **মজা**[৩]

মজাকিয়া [ফা মজা>] *ক্রিবিণ* সানন্দে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মজামি *বি* মোম। 'চতুর্দিকে মজামির দেউটি জ্বালিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

মজাহিমত [আ মুজাহিমত] *বি* প্রতিবন্ধক। 'নোকসান ও মজাহিমত উঠাইবার জন্যে সরকারের মরজিমত ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মজিদ, মজীদ *দ্র* **মসজিদ**

মজুত, মজুদ [আ মওজুদ] ১ *বিণ* সঞ্চিত। 'আসামিগার নামনবিসি ও মজুত তহবিল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বিণ* স্বীকৃত। 'জরিপানা যে করিতে চাহেন তাহা দিতে মজুত আছি।' *দর্পণ*, ১৮২২। *দ্র* **মওজুদ**

মজুতদার, মজুদদার [আ মওজুদ+ফা দার] *বি* খাদ্যশস্য মজুতকারী। 'ভেড়োরাম ভাণ্ডারওয়ালা চালের বড় মজুদদার।' *মনসুর*, ১৯৪৫; 'শোন রে মালিক, শোন রে মজুতদার।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মজুতদারি *বি* মজুতদারের কাজ। 'নোংরামি মজুতদারি চোরাকারবার এ সমস্তের কী ...।' *মানিক*, ১৯৪৭।

মজুমদার [আ মজমুআহ্+ফা দার] ১ *বি* ভূস্বামী। 'হিরণ্য গোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। 'তারাচাঁদ মজুমদার।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মজুর [ফা মজদুর] *বি* শ্রমিক। 'মজুরের কথা বার্ত্তা।' *কেরি*, ১৮০২।

মজুরদার [ফা মজদুর-দার] *বিণ* শ্রমজীবী। 'শিল্পবিদ্যার উন্নতি করিলে মজুরদার লোকের কি দুরবস্থা হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

মজুরনী *বি* নারী শ্রমিকের কাজ। 'সেখানে বাবুদের ইমারতে মজুরনী খাটবে।' *তারা*, ১৯৪৬।

মজুরবস্তি *বি* শ্রমিকপল্লী। 'পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ঝুকে থাকা মজুরবস্তি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

মজুরা *বি* পেশাগত কাজ। 'মাহুত মজুরা করে গজপৃষ্ঠে চড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মজুরানী *বি স্ত্রী* মজুর। 'ছাপ্‌রা মুঙ্গেরের কুলি আর মজুরানীরা খাটছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

মজুরি, মজুরী [ফা মজদুরী] ১ *বি* পারিশ্রমিক। 'মজুরি সহিআঁ তোক আণিলোঁ মো ভারী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভার বহিলেঁ নেহ মজুরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মজুরের কাজ। 'যাহারা মজুরী করিয়া দিনপাত করে।' *প্যারী*, ১৮৬০।

মজুরিআ, মজুরিয়া [ফা মজদুর] *বি* মজুর; শ্রমিকজন। 'এক মজুরিআ আন বহু দধিভার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মজুরিয়া হয়্যা কেন এত বড় রঙ্গ।' *বড়ু*, ১৫৭০।

মজুরিগিরি, মজুরীগিরি [ফা মজদুরী-গিরি] ১ *বি* শ্রমিকের কাজ। 'অধিকাংশ লোকের জীবিকার উপায় হচ্ছে ... অফিসে হাতে বা কলমে মজুরীগিরি করা।' *সবুজ*, ১৯২০। ২ *বি* দিনমজুরের কাজ। 'কিন্তু দরকার পড়লে জমিতে মজুরিগিরি করে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

মজুয়াদার *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মজোরি [স মঞ্জরী] *বি* মঞ্জরী। 'শ্রীফল ফলিনী কনক মজোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মজ্জন [স] *বি* স্নান। 'তবে একবার প্রভু করয়ে মজ্জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মজ্জবি [আ মজ্জুব] *বিণ* প্রেমে দিশেহারা। 'সালেকের রাহাপনা, মজ্জবি হয় আশেক দেওয়ানা।' *লালন*, ১৮৯০।

মজ্জমান [স] *বিণ* ডুবন্ত। 'কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মজ্জমানমনা [স] *বিণ* দুঃখভারাক্রান্ত। 'ধাররাজ ... একবার শোকার্ণবে ও একবার ভয়ার্ণবে মুহুর্মুহু মজ্জমানমনা হইয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মজ্জমানা [স] *বিণ স্ত্রী* ডুবে যাচ্ছে এমন; ডুবন্ত। 'স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মজ্জা[১] [স মজ্জন>] *ক্রি* ডোবা। **মজ্জি** *ক্রি* ডুবে। 'সরোবর মজ্জি সমীরন বিথরও।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মজ্জিত** *ক্রি* ডুবতো। 'তবেত তাহান ডিঙ্গা জলেত মজ্জিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **মজ্জিবেক** *ক্রি* নিমজ্জিত হবে। 'মজ্জিবেক সেই দোষে নরক কুণ্ডলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

মজ্জা[২] [স] ১ *বি* হাড়ের ভিতর চর্বিজাতীয় পদার্থ। 'মজ্জা, অস্থি তিন মাসেত সঞ্চরএ।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* অন্তর। 'চির-বিচ্ছেদ-জর্জর মজ্জা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'কে জানবে হাওয়ার থেকে ওর মজ্জায় কেমন করে কী বেদনা আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মজ্জাগত [স] ১ *বিণ* সহজাত। 'সেই মজ্জাগত প্রীতিবশতই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যপরিষৎ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বিণ* অস্থি-মজ্জার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। 'সর্বদা মাতিয়ে রাখে স্ফূর্তি মজ্জাগত।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মজ্জাদোষ [স] *বি* সংশোধন সম্ভব নয় এমন দোষ। 'রাজার

মজ্জাদোষে, কি মন্ত্রণার অভাবে রাজ্যশাসনে অকৃতকার্য্য হইলেও আশা থাকে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মজ্জামণ্ডিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অপ্রতিভ; সংকোচগ্রস্ত। 'মজ্জামণ্ডিতা রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মজ্জাহীন [স] *বিণ* সারশূন্য। 'শোকের আতসগড়া তুমি কী সুন্দর মজ্জাহীন।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

মজ্জিত[1] *দ্র* **মজ্জা**[1]

মজ্জিত[2] [স] *বিণ* ডুবে আছে এমন। 'ভারত লজ্জিত *হে/* হীনতা-পঙ্কে মজ্জিত হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মজ্যা *বি* শ্রম; যত্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মজ্যা করা *ক্রি* কোনো কাজ যত্নসহকারে সম্পন্ন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মঝ [স মধ্য, পা মজ্ঝ] *বিণ* মধ্য। 'মঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

মঝু *সর্ব* আমার। 'মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব মদন মূরছা পায়।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

মঞে *সর্ব* আমি। 'অরে কৈসে জীউব মঞেরে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মঞ্চ [স] **১** *বি* উঁচু স্থান। 'মঞ্চ হইতে ভূম্যে পাড়ি কংস রাজায় মারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বেদী। 'অতি উচ্চ করি মঞ্চ বান্ধিতে সত্বর।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* বই রাখার তাক। 'মেহগনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মঞ্চস্থ [স] *বিণ* মঞ্চে অভিনীত। 'একাংকিকা মঞ্চস্থ করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৭।

মঞ্চায়ন [স] *বি* মঞ্চে অভিনয় বা উপস্থাপন। 'একটি নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম মহিলা সমিতি এই অর্থ সংগ্রহ করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৮।

মঞ্চ্যো [স মর্ত্য] *বি* মর্ত্য। 'পরমেশর সর্গো, মঞ্চ্যো, পাতাল সৃষ্টি করিয়াছেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মঞ্জন [স] *বি* মাজন; যা দিয়ে দাঁত মাজা হয়। 'মঞ্জনে মর্জ্জিত দন্ত দামিনী খসিছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মঞ্জর [স মঞ্জরী] *বি* মুকুট। 'নাগরাজ দিয়া বান্ধে মাথার মঞ্জর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মঞ্জরা [স মঞ্জর>] *ক্রি* মুকুলিত হওয়া। **মঞ্জরে** *ক্রি* মুকুলিত হয়। 'মঞ্জরে সুখান কাঠে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মঞ্জরিত [স] *বিণ* মুকুলিত। 'দক্ষিণের বাতায়নতলে মঞ্জরিত-ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মঞ্জরী [স] *বি* শিষ। 'নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মঞ্জি *বি* মঞ্জরী। 'নির্ভয়ে ঘাসের মঞ্জি এগিয়ে এসেছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মঞ্জির, মঞ্জীর [স মঞ্জীর] *বি* নূপুর। 'তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।' *বড়ু*, ১৫০০; 'তরুণারুণ থল কমলদলারুণ মঞ্জির রঞ্জিত চরণা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মঞ্জিরবেষ্টিত [স] *বিণ* নূপুর পরিহিত। 'অনুভব করলাম কোন কৌতুকময়ীর মঞ্জিরবেষ্টিত চরণে তা অধিকৃত।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

মঞ্জিল [ফা মনজিল] **১** *বি* লক্ষ্য। 'শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত এ চারি মঞ্জিলেত করএ এবাদত।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* বিশ্রামের স্থান বা ঘর। 'গঙ্গা হইয়া শালিখাতে প্রথম মঞ্জিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'প্রাণে-প্রাণে, মঞ্জিলে-মঞ্জিলে – দিলে ডাক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মঞ্জেল [ফা মনজিল] *বি* প্রাসাদ। 'মঞ্জেল মঞ্জেল যায় দেলে ভাবাগোণা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মঞ্জিষ্ঠা [স] *বি* রক্তবর্ণ লতা বা ফুলবিশেষ। 'লাহা, নীল কিরিঞ্চী মঞ্জিষ্ঠা কুসুম কুঙ্কুম হরিদ্রা প্রভৃতি পুষ্পের কস।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মঞ্জু [স] **১** *বিণ* সুদর্শন। 'মরকত মঞ্জুমুকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলিসুতা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* মনোহর। 'বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে সমদেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

মঞ্জুকেশি [স মঞ্জুকেশী, সম্বো মঞ্জুকেশি] *বি স্ত্রী* সুন্দর চুল যার। 'মঞ্জুকেশি! স্বর্ণশয্যা ত্যজি জাগি আমি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মঞ্জুধ্বনি [স] *বি* মধুর ধ্বনি। 'শ্রবে মঞ্জুধ্বনি, নাসিকা দেখিয়া ... তিলপুষ্প গেল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মঞ্জুনাশিনী [স] *বিণ* সুন্দরীকুলের গর্ব হরণকারী। 'তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মঞ্জুবনশ্রী [স] *বি* মনোহর বনশ্রেণী। 'সহসা নন্দনের মঞ্জুবনশ্রী দেখতে পেলাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মঞ্জুভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর কথা বলে এমন। 'শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী/ বীণাগঞ্জিতমঞ্জুভাষিণী/ কমলকুঞ্জাসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মঞ্জুলীলা [স] *বি* মধুর ভাবভঙ্গি। 'চাহিয়া মুখপানে মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে চ'লে গেল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মঞ্জুর[1] [স মঞ্জরী] *বি* মুকুল। 'বসন্ত সময় হৈল প্রচুর মঞ্জুর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মঞ্জুর[2] [আ মনজুর] **১** *বি* (ইসলাম) গ্রহণ। 'রাছুল উপরে দাদ করিতে মঞ্জুর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* স্বীকার। *ভবানী*, ১৮২৩। **৩** *বিণ* অনুমোদিত; গৃহীত। 'সভায় তাহা আনিলেন ও তাহা মঞ্জুর হইল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

মঞ্জুরি, মঞ্জুরী [আ মনজুর>] *বি* অনুমতি; অনুমোদন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পরিকল্পনাটির মূর্তমান করার মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী তাঁরই শ্রীহস্তে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মঞ্জুরীকৃত [আ মনজুর>+স কৃত] **১** *বিণ* অনুমোদন করা হয়েছে এমন। 'বন্যার্ত জনগণের সাহায্যের জন্যে মঞ্জুরীকৃত তিন হাজার টাকা।' *বেগম*, ১৯৭০। **২** *বিণ* বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এমন। 'রাস্তার জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ রাস্তা উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৭১।

মঞ্জুরী[1] [স মঞ্জরী] *বি* নতুন পাতা। 'মঞ্জুরী মঞ্জুর ভ্রমর গুঞ্জর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মঞ্জুরী[2] *দ্র* **মঞ্জুর**[2]

মঞ্জুল [স] **১** *বিণ* সুন্দর। 'মঞ্জুল বঞ্জুলবনে মত্ত অলিকুল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* কুঞ্জবন। 'কেন না নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে।' *মাইকেল*, ১৮৬২। **৩** *বিণ* মনোজ্ঞ। 'মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে কত মঞ্জুল রাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মঞ্জুলা [স] *বিণ স্ত্রী* মনোহর। 'স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মঞ্জুষা [স] **১** *বি* ঝাঁপি; পেটরা। 'ভাণ্ডারে মণি রেখেছি মঞ্জুষায়।'

সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। **২** *বি* স্থান। 'তার মনের গোপন মঞ্জুষার কুঞ্জিকাটি।' *নজরুল*, ১৯২২।

মঞ্জেল *দ্র* **মঞ্জিল**

মট [স মঠ] *বি* মঠ। 'নানা চিত্র ইট কাটে দেউল হুদুরা মটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মটকা[1] [স মটক] **১** *বি* ঘুমের ভান। 'আমাদেরও ঝোপ বুঝে কোপ, মটকা মেরে বসে থাকি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* ঘরের চালের উচ্চতম স্থানের জোড়া। 'মটকা থেকে/ চাষার ছেলে/ দেখছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'গাছের আগা, ঘরের মটকা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মটকা মারা *ক্রি* ঘুমের ভান করা। 'আমাদেরও ঝোপ বুঝে কোপ, মটকা মেরে বসে থাকি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মটকা[2] [স মৃত্তিকা>] *বি* বড়ো কলসির মতো মাটির তৈরি পাত্র। 'কাহারো মটকার উপর লাফায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'পেয়াদা ঘি আনে তিন মটকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মটকি *বি* বড়ো কলসির মতো মাটির তৈরি পাত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মটকিতে ঘি এনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মটকা[3] [হি মোটকা] *বি* রেশমের মোটা কাপড়বিশেষ। 'একখানি তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম খোলা চাপকান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মটকানো *ক্রি* মট করে শব্দ হয় এমনভাবে মোচড়ানো। 'আঙুল মটকাতে মটকাতে খবরের কাগজটা ধরল।' *জীবন*, ১৯৩২।

মটকু *বিণ* মোটাসোটা। 'একটা মটকু বানর দিব্যি মাচায় বসে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মটন [ই mutton] *বি* ভেড়ার মাংস। 'বিলেত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে রাই দিয়ে খেতে দেখলে বলতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মটন কারি [ই] *বি* ঝাল দিয়ে রান্না-করা ভেড়ার মাংসের তরকারি। 'ডিশের পরে ডিশ, শুধু মটন কারি ফিশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'চিকেন কারি, মটন কারি ইত্যাদি ত রয়েছেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মটনকিমা [ই মটন+ফা কিমা] *বি* ভেড়ার মাংস কুচিকুচি করে তৈরি খাদ্য উপকরণবিশেষ। 'আলুর চপের মটনকিমা সরষে সংযোগে খেতে খেতে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মটন চপ, মটন চাপ [ই] *বি* ছাগল বা ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি খাবারবিশেষ। 'তাঁহারা দুর্গার্চন বাটীতে বিফষ্টেক ও মটন চপ ... মদিরা আনয়ন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মটন-চপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ করে হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মতো চকচকে করে রেখে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মট মট [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত মট শব্দ। 'একখানা হাড় মট মট করে ভেঙ্গে গিয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মটমটী [ধ্বন্যা] *বি* মটমট শব্দ। 'দধি খায় ফেনি তার করে মটমটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মটর [হি] *বি* কলাইজাতীয় শস্য। 'মূর্তিমন্ত ব্যাধি যত বেচে কেনে শত শত মসুর মটর ছালা ছালা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মটর-কড়াই *বি* মটর ও কড়াইয়ের ডাল। 'কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য না ক'রে পড়ি গেল শ্লোক বিকট হাঁ ক'রে, মটর-কড়াই মিশায়ে কাঁকরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মটর-ভাজা *বি* মটর-ডাল ভাজা। 'মাঝের থেকে মটর-ভাজা খাওয়ায় পড়ল বাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মটরশাক [হি মটর+স শাক] *বি* মটরশুঁটির শাক। 'মটরশাকের স্নিগ্ধ সুগন্ধে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মটরশুঁটি, মটরসুঁটি *বি* কড়াই শুঁটি; ডালবিশেষ। 'কত হোমানটি মটরসুঁটির কথা বলছিলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'ঘাসের ফুলে মটরশুঁটি খেতে ...।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মটরযান [ই+স] *বি* মোটরচালিত যানবাহন। 'মটরযানের উপর ধার্য্য করে কর্পোরেশনের অংশ বৃদ্ধি।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মটরমালা *বি* গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'সোনার মটরমালা পরে এসেছেন গলায়।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মটরাদার *বি* একপ্রকার শাড়ি। 'চেলী ও মটরাদার শাড়ী।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মটরূ *বি* যাত্রার ভাঁড় শ্রেণীর চরিত্রবিশেষ। 'যাত্রার ভুলুয়া এবং মটরূ এই সকল শ্রেণীর রসিকদিগের আদর্শ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মটুক [স মুকুট] *বি* মুকুট। 'তাহারা ফুলের মটুক মাথায় করিয়া মালা জপিতেন।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মঠ [স] **১** *বি* (হিন্দুধর্ম) আশ্রম। 'একদিন প্রভু পুরী গোসাঞির মঠে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* মন্দির। 'যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলি করি হঠ।' *ভারত*, ১৭৬০।

মঠকার [স] *বি* মঠ নির্মাণকারী শ্রমিক। 'চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক্ত হইয়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মঠপতি [স] *বি* মঠের প্রধান। 'গুজুরাট এক পাশে গ্রহবিপ্রগণ বৈসে বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মঠাধ্যক্ষ [স] *বি* মঠের অধ্যক্ষ। 'মঠাধ্যক্ষ হইবার উপযুক্তবোধ ... হইলে বরাবর রাখিয়া দেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মডারেট [ই] *বি* মধ্যপন্থী দল বা ব্যক্তি। 'অতি বড় মডারেটরাও আজ তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন।' *দর্শন*, ১৯২০।

মডার্ন [ই] *বিণ* আধুনিক। 'প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে ... শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডার্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'বিংশ শতাব্দীর কবিও বুঝি মডার্ন হতে পারেন না।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'মিথ্যে বকছি, মডার্ন কালটাই খেলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মডার্নী [ই মডার্ন>] *বি* সাম্প্রতিক কালের চালচলনে অভ্যস্ত মেয়ে; আধুনিকা। 'তখনও এদেশে 'পেট-কাটা' 'নখরাঙানো' মডার্নীদের আবির্ভাব হয়নি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মডেল, মডল [ই model] **১** *বিণ* আদর্শ। 'উতরপাড়া মডেল জমিদারের নর্ম্যাল ইস্কুল।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* মডেল; প্রতিরূপ। 'শ্রী গাডগিল মূর্তিটির মডল দেখে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **৩** *বি* পণ্য বিপণনের জন্য ক্রেতা আকর্ষণ বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি। '১৩ জন মডেল এই ফ্যাশান শো-তে অংশগ্রহণ করেন।' *বেগম*, ১৯৬৮।

মডেল স্কুল [ই] *বি* আদর্শ স্কুল। 'মডেল স্কুলের হেডমাষ্টারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কি?' *নজরুল*, ১৯৩৬।

মড়ক [স মরক] **১** *বি* মহামারী; ব্যাপক হারে মৃত্যু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মড়কের দুর্দ্ধর্ষ প্রকোপে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* মৃত্যুর প্রতীক। 'মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই রচিলি নিজের কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মড়কচণ্ডি [স মরক-চণ্ডী] *বি* মহামারী। 'এবার মড়কচণ্ডি হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মরক [স] *বি* মহামারী। 'দুঃসহ প্রাণঘাতক বাষ্প নির্যাত হইয়া চতুর্দ্দিকে মরক বিস্তার করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মড়মড় [ধ্বন্যা] ১ *বি* গাছপালা ইত্যাদি ভাঙার শব্দ। 'কেণ্ডদের ডালপালা করে মড়মড়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বাগানে মড় মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বি* শক্ত জিনিস ভাঙার শব্দবিশেষ। 'মড়মড় করিয়া খুড়র ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

মড়মড়ানি [ধ্বন্যা] *বি* মড়মড় করে ভাঙার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মড়মড়ি [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* মড়মড় শব্দ ক'রে। 'টানিল উদুখল সুনি মড়মড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মড়মড়ে [ধ্বন্যা] *বিণ* কড়কড়ে। 'হীরেদাদার মড়মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মড়ল [স মণ্ডল] *বি* মণ্ডল। 'গগন মড়ল দুহুক তুখন একসর উগ চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মড়া [স মৃত] ১ *বি* মৃতদেহ। 'উপবাসী আছি খাইআ আঠাসি কোটি মড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* মৃত। 'ধন্ধ হৈয়া মোহন রহিল মড়া প্রায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* মৃতের মতো অক্ষম। 'কইনে কিছু মড়ার লাথি খেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মড়া আগলা *বি* মৃতদেহ পাহারা দেওয়া। 'তাকে মড়া আগলা করে আগলাব।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মড়াকাটা *বিণ* লাশকাটা হয় এমন। 'মড়াকাটা ঘর পার হয়ে এসে ...।' *সিকান্দার*, ১৯৬৩।

মড়াকাঠ *বি* শবদেহ পোড়ানোর কাজে ব্যবহৃত কাঠের চেলা। 'এই অবেলায় মড়াকাঠ কাঁধের উপর।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মড়াকান্না *বি* মৃত ব্যক্তির জন্য চিৎকার ক'রে কান্না। 'কান্না ব্যাপারটারও নানা পদ্ধতি আছে, যথা রোলকান্না, মড়াকান্না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

মড়া টড়া *বি* মৃতদেহ। 'অবশ্যই মড়া টড়া আসচে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মড়াফেলা *বিণ* মৃতদেহ বহন করা হয় এমন। 'একটি মড়াফেলা খাটিয়ার উপর ... শুয়ে কিম্বা বসে ডাবা হুঁকোয় কষে দম মারছেন।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

মড়ামুখ *বি* মৃত মানুষের মুখ। 'মড়ামুখ দেখে আমাদের গৃহত্যাগ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা – দুর্বলের উপর প্রচণ্ড আঘাত। 'রসবতি, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিসনে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মড়িপোড়ানী [স মৃত>] *বি স্ত্রী* যে শব পোড়ায়। 'মড়িপোড়ানীর জামাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মড়াঞ্চে *বিণ* নিষ্ফল। 'মড়াঞ্চে প্রেম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

মড়াত [ধ্বন্যা] *বি* গাছের ডাল ভাঙার শব্দ। 'মড়াত করে পড়েছি সড়াত করে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মড়ানো *ক্রি* মোড়ানো। **মড়ায়িবোঁ** *ক্রি* মোড়াবো। 'আল সুবণ্নে মড়ায়িবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মণ[1] [স মন] *বি* মন। 'মণ পবণ বেণি করণ্ড কসালা।' *চর্যা* ১৯, ১২০০; 'এ বোল বুলিআঁ কাহ্নাঞিঁ মণের উল্লাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মণগোএর [মনগোচর] *বি* মনগোচর। 'জো মণগোএর আলাজালা।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

মণতরু [মন+তরু] *বি* মনরূপ বৃক্ষ। 'মণতরু পাঞ্চইন্দি তসু সাহা' *চর্যা* ৪৫, ১২০০।

মণরঅণা [মনোরত্ন] *বি* মনরত্ন। 'তিম মণরঅণা রে সমরসে গঅ সমাঅ।' *চর্যা* ৪৩, ১২০০।

মণ[2] [আ মন] *বি* ৪০ সের ওজন (প্রায় ৩৮ কিলোগ্রাম)। 'আশী ম লোহার গুর্জ হাতে করি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মণকরা *ক্রিবিণ* মণপ্রতি। 'পাটের উপর মণকরা এক আনা কমিশ পায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মণত *ক্রিবিণ* এক মন ওজনের মধ্যে। 'সিক্কা সিক্কা কাটিল মণ বাট্টা কমি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মণপ্রতি *বিণ* প্রতি মনে। 'পাটের মণপ্রতি দাম হ্রাস পায়।' *আজাদ* ১৯৪০।

মণি [স] ১ *বি* মূল্যবান রত্ন। 'নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।' *বড়ু* ১৪৫০। ২ *বি* মধ্যভাগ। 'রুটির মণি।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* মস্তিষ্ক; সার। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বি* মণির মতো গুরুত্বপূর্ণ 'রাজকুলমণি নৈকষেয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মণিকর্ণপুর [স] *বি* মণিখচিত কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'মার্জন করিত পরে মণিকর্ণপুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মণিকা [স] *বি* মূল্যবান রত্ন। 'কোন মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন' *নজরুল*, ১৯২৮।

মণিকাঞ্চন [স] *বি* সোনা ও মাণিক্য। 'আপনার মনিকাঞ্চন গ্রহ করুন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মণিকাঞ্চনযোগ [স] *বি* শুভ যোগাযোগ। 'তোমাতে মণিকাঞ্চনযোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মণিকাঞ্চনীযোগ [স] *বি* ষোলো আনা মিল; অপূর্ব মিল। 'মণিকাঞ্চ যোগ উপস্থিত হইয়াছে।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

মণিকার [স] *বি* জহুরি; মণি সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। 'এ মণিকারকে ডাকাইয়া ঐ সমস্ত রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দি কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মণিকিরণ [স] *বি* মূল্যবান রত্নের রশ্মি। 'মণিকিরণ উজলে আঙ্গ ভুজযুগলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মণিকুণ্ডল [স] *বি* মণিময় কানের অলঙ্কার। 'লোল কপোল ললি মণিকুণ্ডল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মণিকুণ্ডলা [স] *বিণ স্ত্রী* মণিময় কর্ণাভরণযুক্তা। 'তুই মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণিকুণ্ডলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মণিকুন্তলা [স] *বিণ স্ত্রী* মণি মাথায় এমন। 'ফণিনী মণিকুন্তল বিষাকর ফণী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মণিকোঠা *বি* মণি দ্বারা তৈরি ঘর। 'ভচি হয়্যা কর ফোঁটা প্রদক্ষি মণিকোঠা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মণিদাম [স] *বি* মণিহার। 'শোভে অনুপাম কণ্ঠে মণিদাম তা মরকত তায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মণিদীপ [স] *বি* মণিময় প্রদীপ; মূল্যবান পাথরে তৈরি বাতি 'অরণ্যের শামাদানে প্রতীক্ষার মণিদীপ জ্বেলে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মণিদীপ্ত [স] *বিণ* রত্নের আভায় উজ্জ্বল। 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষে দেশে/ জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মণিনীপ [স] *বি* মণিময় কদমফুল। 'ফুটাও আঁধার-কদম-ঘুমশাখে মোর স্বপন মণিনীপ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মণিনূপুর [স] *বি* মণি দিয়ে তৈরি পায়ের অলঙ্কার। 'যাহাঁ মণিনূপুর তরলিত কলই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মণিভূষণ [স] *বি* মণি দিয়ে তৈরি অলঙ্কার। 'বিশ্বজগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মণি-মঞ্জীর [স] *বি* মণির তৈরি নূপুর। 'মণি-মঞ্জীর বাজে অরুণিত চরণে সখী।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মণিমঞ্জুষা [স] *বি* মণির মালা। 'মণিমঞ্জুষা হীরে-মাণিকের দুল।' *জীবন*, ১৯২৭।

মণিমন্ত [স] *বিণ* মণি আছে এমন। 'অর্জ্জুন দেখিয়া তবে মণিমন্ত নাগে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মণিময় [স] *বিণ* রত্নখচিত। 'শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মণিময় হার গলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'হে দানবপতি ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা স্বহস্তে গড়িলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মণিমাণিক্য [স] *বি* মূল্যবান রত্নরাজি। 'মণি মাণিক্য হিরা দেখী বিস্ময় অতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মণিমালা [স] *বি* মণি দিয়ে তৈরি হার। 'দেখাইনে মুখ মণিমালার লাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

মণিমুক্তা [স] *বি* নানা প্রকার মূল্যবান পাথর ও রত্ন। 'মণি মুক্তা লাগিয়াছে বিচিত্র নির্ম্মান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মণিমুক্তাযুতা [স] *বিণ* মূল্যবান রত্নখচিত। 'মণিমুক্তাযুতা, গলে হারলতা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মণিযোনি [স] *বি* মণির উৎপত্তিস্থল। 'মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মণিরুর *বি* মণিহার। 'মুকুতা পড়িল যদি মণিরুর ঠাঁই।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মণিসম্ভার [স] *বি* রত্নরাজি। 'অঞ্জলি দেহ রাজা! মণিসম্ভার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মণিহর্ম, মণিহর্ম্ম [স] *বি* মণিমুক্তা খচিত অট্টালিকা। 'মণিহর্ম্মে অসীম সম্পদে নিমগনা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মণিহর্ম্য [স] *বি* মণিময় প্রাসাদ। 'মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মণিহার [স] ১ *বি* মণিযুক্ত গলার হার। 'শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সম্মান। 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৩ *বি* আলো। 'প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মণিহারা *বিণ* মাথার মণি হারিয়েছে এমন। 'মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।' *মাইকেল*, ১৮৭২; 'মণিহারা ফণিনীর ন্যায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মণিহারা ফণিনী *বি স্ত্রী* অতিপ্রিয় ব্যক্তিকে হারানোর ফলে অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি। 'মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো স্বজনি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মণিহারা ফণী *বি* মাথার মণি হারানোর ফলে অস্থিরচিত্ত সাপ। 'দুলিছে বাসুকি মণিহারা ফণী।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'মণিহারা ফণী যাকে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মণী [স মণি] *বি* মূল্যবান রত্ন। 'খিঞ্চিল মাণিকে হিরা মণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মণিকণ্ঠ [স] *বি* পাখিবিশেষ। 'বাসনার মণিকণ্ঠ পাখিডাকা চরে ...।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মণিকণ্ঠী [স] *বি* পাখিবিশেষ। 'মণিকণ্ঠী, চন্দনা, ভারতী, দোয়েল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মণিকুল *বি* নাভিমূল (মণিপুর)। 'মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সগাঅ।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

মণিপুর [স] *বি* (তন্ত্র) ষট্‌চক্রের অন্যতম চক্র, যার স্থান বক্ষে। 'তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মণিপুরী [স] *বি* মণিপুরের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরী, কৌপয়ী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মণিবন্ধ [স] ১ *বি* মণিবন্ধ; হাতের কবজি। 'মণিবন্ধ হইতে পায়ের গুলখা পর্য্যন্ত।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বি* ঘড়ির বেল্ট। 'সোনার মণিবন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মণিয়া [স মন>] *বি* মুনিয়া পাখি। 'চড়ুই মণিয়া পাবদুয়া টুনটুনি।' *ভারত*, ১৭৬০।

মণ্টব [স মণ্ডপ] *বি* মণ্ডপ; ছাদযুক্ত বড়ো চত্বর। 'বসিবার বল মণ্টব ঘরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মণ্ড [স] ১ *বি* কাই, ক্বাথ। 'অতিথিকে সজীব করিবার জন্যে এক পাত্রে তপ্ত মণ্ড প্রস্তুত করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* নরম দলা। 'মাংসের মণ্ডের মতো লোভ এসে ছিটকে পড়তো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মণ্ড ভাওয়া *ক্রি* জাঁতায় ভাঙা। 'মণ্ড ভাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মণ্ডন [স] ১ *বি* ভূষণ; অলঙ্কার। 'মাথার মণ্ডন মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সাজসজ্জা। 'সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মণ্ডনশিল্প [স] *বি* সাজসজ্জা। 'ব্রতে এই-সবই রয়েছে – কবিতা চিত্র উপাখ্যান গদ্য পদ্য এবং মণ্ডনশিল্প।' *অবন*, ১৯১৯।

মণ্ডপ [স] ১ *বি* ঘর। 'মাণিকের ঘটা কিরণের ছটা এমতি মণ্ডপ ঘর।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* হিন্দুদের পূজার ঘর। 'মধুকর ডিঙ্গা আন মণ্ডপ ভিতর।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বি* ছাদযুক্ত বড়ো প্রাঙ্গণ। 'একটা দোতলা মণ্ডপ (pavillion) আছে ক্লাবের জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মণ্ডল[1] [স] ১ *বি* পুঞ্জ। 'নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসিমণ্ডল।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। ২ *বি* গোলক। 'স্রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* দল। 'লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* ভুবন। 'এ মহী মণ্ডল মধ্যে আরব দুর্লভ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৫ *বি* মহল। 'খেলএ বসন্ত ক্রীড়া যুবতী মণ্ডলে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৬ *বিণ* গোলাকার। 'মণ্ডল কাঁটাল ভায়া পেয়েছেন বড় পায়া হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মণ্ডলাকার [স] *বিণ* গোলাকার। 'অখণ্ড মণ্ডলাকারে খণ্ডিতে ইচ্ছিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

মণ্ডল[2] [স] ১ *বি* মুখ্য প্রজা। 'আর জত পশুগণ সভে হব প্রজাজন মণ্ডল হইবে কালসার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গ্রাম-প্রধান; মোড়ল। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'গ্রামের মণ্ডল বলিতে পারেন।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মণ্ডলত্ব [স] *বি* মাতব্বরি। 'হরিশ মণ্ডলের গ্রামের মণ্ডলত্ব দাবিকে সে স্বীকার করিতে চায় না।' *তারা*, ১৯৪২।

মণ্ডলাধ্যক্ষ [স] *বি* মণ্ডলদের প্রধান। 'মণ্ডলাধ্যক্ষ এবং জনপদাধ্যক্ষ

এবং গ্রামাধ্যক্ষ ইত্যাদি ইহারদের শীল প্রজাগণকে দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চয় করে।' *রামরাম*, ১৮০২।

মণ্ডলেশ্বর [স] *বি* সুবিশাল রাজ্যের অধিকারী। 'দুই বংশের রাজাদের মধ্যে একতর সম্রাট হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মণ্ডলী [স] ১ *বি* বৃত্ত। 'পরস্পর করে ধরি হইলা মণ্ডলী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বৃত্তাকারে দলবদ্ধ। 'মণ্ডলী হইয়া করে লোক-নিবারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* সমূহ। 'ব্রহ্মাণী প্রভৃতি জ্ঞান মাত্রিকা মণ্ডলী সভারে জুঝিতে আজ্ঞা দিল ভদ্রকালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* চক্রাকার। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *বিণ* সাময়িক। 'বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এক মণ্ডলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা গত রবিবার দিবসে হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। ৬ *বি* জায়গা; অবস্থান। 'সে তাহার নিজের মণ্ডলীতে স্বাধীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মণ্ডলি [স মণ্ডলী] *বিণ* গোল। 'কৃষ্ণ বেড়ি দাণ্ডাইল মণ্ডলি করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

মণ্ডলী-রচন [স] *ক্রিবিণ* গোলাকার হয়ে। 'বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-রচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মণ্ডা[1] [স মণ্ড>] *বি* ছানার তৈরি সন্দেশজাতীয় মিষ্টিবিশেষ। 'বেতণ্ডা তেজিত্র্যা পণ্ডা কিনিল অমৃত মণ্ডা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মণ্ডামিঠাই *বি* ছানার তৈরি গুটি আকৃতির মিঠাইবিশেষ। 'মদ্যমাংস মণ্ডামিঠাই মতিচুর খাজা সরভাজা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মণ্ডা[2] [স মণ্ড>] *ক্রি* সজ্জিত করা। 'মণ্ডিয়া আপন সৈন্য ভঙ্গ দিয়া যায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মণ্ডিত [স] ১ *বিণ* ভূষিত। 'কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আবৃত। 'রেণুএ মণ্ডিত উজ্জ্বল কারণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* উজ্জ্বল। 'একটি শান্ত লাবণ্যে মুখখানি মণ্ডিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মণ্ডুক, মণ্ডূক [স] *বি* ব্যাঙ। 'জনমিআ মণ্ডুক জলে লাফালাফি জাএ।' *রামাই*, ১৭১০; 'বিজুলী জলের ছাট ... মণ্ডুকের কৌতুক দুঃসহ হে।' *ভারত*, ১৭৬০।

মৎ[1] [হি মত] *ক্রিবিণ* না। 'শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৎ[2] [স] *সর্ব* আমার। 'কি প্রকারে চাঁপা মৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মত[1] [স] *বি* মন্ত্র। 'কেও বোল মতেঁ কান তর জোলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মত[2] [স মন্ত>] *বিণ* রকমের। 'প্রকির্ত্তি আস্রিয়া তেন মত মোর মায়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'এ বিপ্রপুত্রের সেই মত ব্যবসায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। দ্র মতো

মতে [স মন্ত>] ১ *ক্রিবিণ* ভাবে। 'এই মতে নিতি জাহ মথুরার হাটে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'গোমান মতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *ক্রিবিণ* প্রকারে। 'মায়ের নামেতে নাম হয় কোন মতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *ক্রিবিণ* রূপে। 'তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মত[3] [স] ১ *বি* উপায়। 'নানা মতে কৈল তার গর্ব্ব খণ্ডন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ধারণা; অভিমত। 'দুই মতে যুদ্ধে আছে পদ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* রীতি। 'বিবি ফাতেমার বিহা হইল যে মতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *বি* সিদ্ধান্ত। 'বিশৃঙ্খল সাক্ষ্যের মধ্যে থেকে একটা সুসংগত ইতিহাস এবং মত রচনা করে তোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বি* সম্মতি। 'বাবার মত করতে পারব নিশ্চিত ছিল মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মত ঐক্য [স মত-ঐক্য] *বি* মতের মিল। 'ভদ্র মান্য হিন্দুদিগের মত ঐক্য কারণ প্রেরণ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মত করা *ক্রি* সম্মতি দেওয়া। 'বাবা কি এতে মত করবেন মা।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মতগুরু [স মত-গুরু] *বি* আদর্শ। 'তাঁদের যে মতগুরু মাত্র ১৮টি হাদিসের উপর তাঁর সমস্ত বিধি বিধান ...।' *সওগাত*, ১৯২৮।

মতদ্বৈত [স] *বি* মতের অমিল; দ্বিমত। 'এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈত থাকা উচিত নহে।' *এসলাম*, ১৯১৮।

মতদ্বৈধ [স] *বি* মতানৈক্য। 'ইহারাও যে আমাদের নিকটে রাজবৎ সমাদরণীয়, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'এই আইন বাতিল ও রক্ষার প্রশ্নে নানা জটিলতা ও মতদ্বৈধের উদ্ভব হয়।' *বেগম*, ১৯৬৫।

মতধারিক [স] *বিণ* মতাবলম্বী। 'মতধারিক ভাবে কাজ করে-করে চলল পুরুষানুক্রমে।' *অবন*, ১৯২৫।

মতপাশ [স] *বি* অভিমতরূপ ফাঁদ। 'দুটি-চারটি সুসংলগ্ন মতপাশ দিয়ে বদ্ধ করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মত প্রদান করা *ক্রি* মতামত দেওয়া। 'মত প্রদান করিতে অনুমতি করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মতবাদ [স] ১ *বি* দার্শনিক তত্ত্ব। 'আর্যসাহিত্যের ধর্মপ্রাণতা সম্বন্ধে যিনি যেমন মতবাদ প্রচার করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* মতামত। 'জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

মতবাদগত [স] *বিণ* মতাদর্শিক। 'খ্রিস্টানরা এমন এক অদম্য এবং অসহিষ্ণু মতবাদগত নিশ্চয়তা অর্জন করেছিল ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

মতবাদী [স] ১ *বিণ* মতবাদের অনুসারী; সম্প্রদায়ভুক্ত। 'তাঁর সহধর্মিণী হলেন মেথডিষ্ট (Methodist) মতবাদী।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। ২ *বি* নির্দিষ্ট মতবাদে অন্ধবিশ্বাসী। 'সত্যিকার সংস্কৃতিকামীরা কখনো মতবাদী হতে চায় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মতবিচ্যুতি [স] *বি* মতের পরিবর্তন। 'এ প্রশ্নটার উত্তরে তাদের মতবিচ্যুতি দেখা গেল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মতবিরুদ্ধ [স] *বিণ* প্রচলিত মতের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে এমন। 'তার মুখে কালির মতো লেগে আছে এই মতবিরুদ্ধ যাকিছু তা।' *অবন*, ১৯২৫।

মতবিরোধ [স] *বি* মতপার্থক্য। 'কোন মতবিরোধ আছে এমন কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মতবৈচিত্র্য [স] *বি* নানা মতের সমাহার। 'মতবৈচিত্র্য ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মতবৈষম্য [স] *বি* মতভেদ। 'যদিচ ব্যক্তিগত মতবৈষম্যের অপ্রতুলতা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মতভেদ [স] *বি* মতের অমিল। 'এই জন্য এই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভূরি ভূরি পাঠভেদ ও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মতভ্রষ্ট [স] *বিণ* মত থেকে বিচ্যুত। 'অনেকাংশে মতভ্রষ্ট হইয়াছে।'

অক্ষয়, ১৮৫০।

মতস্থ [স] *বিণ* মতে স্থিত। 'তাঁহার মতস্থ হইলেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

মতস্বাতন্ত্র্য [স] ১ *বি* মতপার্থক্য। 'গর্বমেন্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মতস্বাতন্ত্র্যকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ২ *বি* মতপোষণে নিজস্বতা। 'রিফর্মেশন-যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন-যুগে য়ুরোপে যে মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মতাধিক্য [স] *বি* বেশির ভাগের সমর্থন। 'সভ্যদিগের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় পরে মেজরাটী অর্থাৎ মতাধিক্যবিনা নিযুক্ত হইতে পারেন না।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

মতানুবর্তী [স] *বি* মতের অনুসরণকারী। 'হাঁচেন তাহার মতানুবর্তী হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মতানুযায়ি [স মতানুযায়ী] *ক্রিবিণ* মতামত অনুসারে। 'উপনিষদ হইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মতানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* মতামত অনুসারে। 'তাহার দুই পুত্র হাসেন হোসেনের মতানুযায়ী ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মতানুসারে [স] ১ *ক্রিবিণ* মতবাদ অনুযায়ী। 'সেটি বাউল মতানুসারে দূষ্য ও নিন্দনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *ক্রিবিণ* ধারণার ভিত্তিতে। 'মহাশয়ের মতানুসারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্ত্তব্য।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

মতানৈক্য [স] *বি* মতের অমিল। 'ভীষণ মতানৈক্য দলাদলি।' *মোসলেম*, ১৯২৭; 'আমার মতানৈক্য আছে।' *জসীম*, ১৯৬১।

মতানৈক্যহীনতা [স] *বি* মতান্তর না থাকার ভাব। 'সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধতা ও দেশীয় ভারতের সাথে তার মতানৈক্যহীনতা।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মতান্তর [স] ১ *বি* ভিন্ন মত পোষণ। 'যেং রূপ মতান্তর করিবে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহাও তিনি জ্ঞাপন করিতে ক্ষম বটেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* মতপার্থক্য। 'এ বিষয়ে মতান্তর নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মতান্তরে *ক্রিবিণ* ভিন্নমতে। 'মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মতাবলম্বি [স মতাবলম্বী] *বি* মতের অনুসরণকারী। 'মুসলমান মতাবলম্বিরা দুই দলেতে বিভক্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মতাবলম্বী [স] *বিণ* মতের অনুসরণকারী। 'তুমিও যদি আমার মতাবলম্বী হও।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মতামত [স] ১ *বি* সম্মতি ও অসম্মতি; অভিমত। 'সভার তদ্বিষয় উত্থাপন করিলে সভ্যদিগের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ২ *বি* মতবাদ; তত্ত্ব। 'এ যুগে ক্রমাগতই নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান মতামত স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মতওয়াল্লি, মতওল্লি [আ মুতাওয়াল্লী] *বি* ধর্মীয় অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক। 'দুই অংশ দুই মতওল্লিকে দেওয়া হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'ওয়াক্ফ সম্পত্তির মতওয়াল্লিরা টাকা ভেঙ্গে আত্মসাৎ করেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

মতোওয়াল্লী [আ মুতাওয়াল্লী] *বি* নাবালেগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক; অভিভাবক। 'সর্ত্ত ও পরবর্ত্তী মতোওয়াল্লীরা পালন করেন না।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩৩।

মতন [স মত্ত>] *বিণ* অনুরূপ; মতো। 'মন হ'ল না মনের মতন।' *লালন*, ১৮৯০।

মতলব [আ] ১ *বি* অভিসন্ধি। 'মালুম করিলে সব এজিদের মতলব।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* অভিপ্রায়; উদ্দেশ্য। *ভবানী*, ১৮২৩; 'ওদের মতলব বুঝেছি।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ৩ *বি* ফন্দি। 'আমি চিরকালটা জুয়াচুরি ও ফেরেবি মতলবে কেন ফিরলাম।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মতলববাজ [আ মতলব+ফা বাজ] ১ *বিণ* ফন্দিবাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* উদ্দেশ্য হাসিলকারী। 'একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জগৎ এবং একটি মতলববাজ ভগবান মানতে হয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* অভিসন্ধিপ্রবণ। 'একদল মতলববাজ লোক দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করিয়া হিন্দু জনসাধারণকে বুঝাইয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মতলববাজি [আ মতলব+ফা বাজি] *বি* ফন্দিবাজি। 'তাঁহাকেও ভুট্টোবাদের মতলববাজি ধরিয়া ফিরিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

মতলবমত [আ মতলব+স মত] *বিণ* পছন্দসই। 'আমার খবরের কাগজে আমার মতলবমত প্রবন্ধ জোগান।' *সবুজ*, ১৯২০।

মতলবি, মতলবী [আ মতলব>] *বিণ স্ত্রী* স্বার্থপর; ফন্দিবাজ। 'এতবড়ো মতলবী লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মৎলব [আ মতলব] *বি* ইচ্ছা। 'আমার মৎলব এই, খুড় ... ভাইপোর সঙ্গে রফা করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

মৎলববাজ [আ মতলব+ফা বাজ] *বিণ* ফন্দিবাজ। 'মৎলববাজ কংগ্রেসীগণের দুরভিসন্ধিরূপে অশনিপাতে তাহা সমূলে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে।' *এসলাম*, ১৯৩০।

মতাইন [আ মুতাআইন] *বিণ* মোতায়েন; নিযুক্ত। 'লোক সংগ্রহ জন্য লোক মতাইন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মতাবক [আ মুতাবিক] *ক্রিবিণ* মোতাবেক; অনুসারে। 'ওগয়রহ মতাবকে তপসিল জয়েল জদি ইঙ্গরেজি সন ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

মতারকার [আ মদদ+ফা গার>] *বি* কর্তৃপক্ষ। 'জেমত ঐ কাজের মতারকারেরা দাড়া করিয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

মতালক [আ মুতা'আলিক] *বি* সংলগ্নতা। 'খালিসা সরিফা মতালকে চাকলে হুগলি মৌজে।' *ওস্টা*, ১৭৮২।

মতালকান [আ মুতা'আলিক] *ক্রিবিণ* বিষয়ে; সম্পর্কে। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মতালকে *বিণ* লাগোয়া। 'তারিখ ১৮ আগস্ত মায় আমলা কিতা জমী মতালকে।' *ক্যালগে*, ১৭৯২।

মতালাক *বিণ* সংলগ্ন। 'হাডবার কুঠীর মতালাক মহিষনগরের মোকৰ্দ্দমা কলিকাতায় কোন আফিস বড় সাহেব করিয়াছিলাম।' *ভেরলি*, ১৭৯৭।

মতি[১] [স মন্ত্রী] *বি* মন্ত্রী। 'মতিএঁ ঠাকুরক পরিণিবিত্তা।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

মতি[২] [স] ১ *বি* মন। 'মতি হারাইলোঁ বুলিতেঁ না জাণো।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বুদ্ধি। 'অব নিত মতি জদি হরলহি মোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* অনুরাগ। 'আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শ্রীকৃষ্ণ চরণে রাখ চিরকাল মতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৪ *বি* ইচ্ছা। 'মতি অনুরূপ ভেদ দরশন পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৫ *বি* আগ্রহ। 'হেন গৌরচন্দ্র যশে যার নহে মতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৬ *বি* মনোভাব। 'বুঝিল তোমার মতি কেবল কপট ভক্তি তুহুঁ লোভি ধনের কিঙ্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৭ *বিণ* অনুগত। 'যে জন আমারে না হইবেক মতি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মতিখাআঁ [স মতি>] *ক্রিবিণ* ছন্নমতি হয়ে। 'মতি খাআঁ মোরে তোওঁ করসি ধামালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মতিগতি [স] *বি* মনোভাব। 'মতিগতি মনসার ঘা মারিয়া পদের সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মতিচ্ছন্ন [স] *বিণ* দুর্মতি। 'মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মতিচ্ছন্নতা [স] *বি* দুর্মতি; মতিবিভ্রম। 'মরার আগে মতিচ্ছন্নতার দরুন ...' *মানিক*, ১৯৩৭।

মতিবল [স] *বি* মনোবল। 'তুস্কি প্রসন্ন হৈলে তাঙ্গে মতিবল।' *সুলতান*, ১৭০০।

মতিবিকার [স] *বি* মনের অস্বাভাবিক পরিবর্তন। 'স্বাক্ষরকারী একাদশ সদস্যের এই মতবিকার সম্ভব হইতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মতিবিভ্রম [স] *বি* বুদ্ধিনাশ। 'মুনিদিগেরও মতিবিভ্রম ঘটিয়া থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মতিবুদ্ধি [স] **১** *বি* বুদ্ধি-পরামর্শ। 'এ মতিবুদ্ধি কে দিল তাকে?' *শরৎ*, ১৯১৪। **২** *বিণ* দুর্মতি। 'কখনো এ-সব মতি-বুদ্ধি করিস নে।' *শরৎ*, ১৯২৬।

মতিভোলেঁ [স মতি>] *ক্রিবিণ* চিত্তের বিহ্বলতাবশত। 'মতিভোলেঁ রাধিকার দশনবসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মতিভ্রংশতা [স] *বি* বুদ্ধিনাশ। 'ছেলের মতিভ্রংশতার জন্য শ্যামলাল যে কতকটা দায়ী।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

মতিভ্রম [স] **১** *বি* বুদ্ধিনাশ। 'বিদ্বান, সমাজ শুনিয়া হাসিলেন, শুনিয়া স্থির করিলেন, গ্যালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* স্মৃতি লোপ পাওয়া। 'যদি কভু হয় মতিভ্রম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৩** *বি* কাণ্ডজ্ঞান লোপ। 'এবার দাদা স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মতিভ্রান্ত [স] *বিণ* বুদ্ধিতে বিভ্রম দেখা দিয়েছে এমন। 'গ্যালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মতিমান [স] *বিণ* বুদ্ধিমান। 'অবুঝ ন বুঝএ বুঝএ মতিমান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় মতিমান ব্যক্তি ... শাস্ত্র প্রকাশ করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মতিমোষেঁ [স মতি>] *ক্রিবিণ* বুদ্ধির দোষে। 'উপেখিল মতিমোষেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মতিমোহে [স মতি+স মোহ>] *ক্রিবিণ* মনোভ্রান্তি হেতু। 'অবুধ গোআলি না বুঝ মতিমোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মতিরস্তু – মতি হোক। 'কৃষ্ণে মতিরস্তু বলি গোসাঞি কহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মতিস্থির [স] *বি* সংকল্পের দৃঢ়তা। 'মতিস্থির নয় আমার এই সদাভয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মতিস্থৈর্য [স] *বি* স্থিরতা। 'মতিস্থৈর্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মতিহীন [স] **১** *বিণ* আস্থাহীন। 'পরক বচনে কুএ ধস দেঅ তৈসন কে মতিহীন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'অধিবাসীরাও ধর্মে মতিহীন।' *শওকত*, ১৯৪৬। **২** *বিণ* স্মৃতিহীন। 'মহারাজ, ক্ষমা কর; আমি মতিহীন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মতিহীনী [স] *বিণ* মতিহীনা। 'দোসরে সহজ মতিহীনী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মতি[৩] [স মৌক্তিক] *বি* মুক্তা। *ওসা*, ১৭৮৫; 'মতির মালা পরিয়া আসিতেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মতিয়া [স মৌক্তিক] *বি* মুক্তা। 'আছে কি জগতে বেল মতিয়ার তুলনা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মতিহার [স মৌক্তিক+স হার] *বি* মতি-মুক্তাখচিত হার। 'বাহুযুগে বলয়াদি দিল অলঙ্কার/ কুচ রাজচক্রবর্ত্তী তারে মতিহার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মতিচুর, মতিচুর [স মৌক্তিক-চূর্ণ] *বি* মতির মতো মিহি দানাযুক্ত মিঠাইবিশেষ। 'অপূর্ব্ব ঘৃতপক্ক মিঠাই মতিচুর জিলাপী পোলাও পানতুয়া প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই গড়ালেন।' *অবন*, ১৮৯৬; 'মতিচুর।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

মতিফ [ই মোটিফ] *বি* নকশা। 'বর্ডারে আবার সেই লতা আর পাখির মতিফ।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মতিলাল *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'রামপ্রসাদ মতিলাল।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মতী [স মতি] **১** *বি* জ্ঞান; বুদ্ধি। 'বিকৃত বদন উমত মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মতি; ইচ্ছা। 'তবেঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **মতি**[২]

মতীএঁ গহন *বি* গভীর বুদ্ধি। 'আনুপাম বল বীর মতীএঁ গহন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মতীএঁ ধীর *বিণ* স্থিরবুদ্ধি। 'আছিদর নহোঁ রাধা এ মতীএঁ ধীর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মতুয়া [স মত্ত] *বি* হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) প্রবর্তিত ধর্মমত। 'ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান।' *তারকচন্দ্র সরকার*, ১৯১৭।

মতো *বিণ* অনুরূপ। 'তাঁহার মনোহর গাল, বসরাই গোলাপের মতো টুকটুকে হউক আর ...' *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'তাঁহারা তোমাদের মতোই টলমল করিয়া দুলিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। দ্র **মত**[২]

মৎকুণ [স] *বি* ছারপোকা। 'শেষনাগ শিথিলকুণ্ডলী, মৎকুণের উপজীব্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

মত্ত [স] **১** *বিণ* চলচঞ্চল। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে মত্ত রাজহংসে জিনী চলএ বিলম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* উন্মত্ত। 'বরিসা পরবেস পিয়া গেল দূরদেস রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*; ১৪৬০। **৩** *বিণ* ক্ষিপ্ত। 'শত শত মত্ত হাথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* মশগুল। 'আমি সে অজ্ঞানে মত্ত না জানি তোমার তত্ত্ব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৫** *বিণ* উত্তেজনাপূর্ণ। 'কী আছে ভাবার আর ... তীব্র, তেতো, মত্ত স্মৃতি ছাড়া?' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

মত্তকরী [স] *বি* ক্ষিপ্ত হাতি। 'যেহেন গর্জ্জিতে আছে মত্তকরী গণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মত্তকরীসম [স] *বিণ* উন্মত্ত হাতিতুল্য। 'পদ্মবনে মত্তকরীসম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মত্তগজ [স] *বি* পাগল হাতি। 'মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়ান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মত্তজ্ঞান [স] **১** *বিণ* মাতাল। 'সারস সারসী নাচে দোঁহে মত্তজ্ঞান।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* মাতালতা। 'যাঁহারা এই জঘন্য তাড়ি পান করেন, তাঁহাদের মত্তজ্ঞানই বা কত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মত্ততা [স] **১** *বি* আসক্তি। 'ধন মদে মত্ততা।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫। **২** *বি* দাপাদাপি। 'শালতরুশ্রেণীতে বসন্তবাতাসের মত্ততা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মত্ততাকামী [স] *বিণ* উন্মত্ততার নেশা জাগায় এমন। 'তেঁতুলে বাগদীদের দলটির মত্ততাকামী রক্তে এমন একটি জ্বালা ধরিয়ে দেয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মত্ততাগ্নি [স] *বি* নেশার আগুন। 'উন্মত্তের মত্ততাগ্নিতে আর ইন্ধন দিয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মত্ততাময় [স] *বিণ* উন্মাদনাপূর্ণ। 'নিঃশব্দ দিনের সেই ভীরু অন্তঃশীল মত্ততাময় পদক্ষেপ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মত্ত-বোল [স মত্ত+প্রা বোল্ল] *বি* মত্ততা সৃষ্টিকারী শব্দ। 'বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী মত্ত-বোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মত্তমদির [স] *বিণ* উন্মত্ত; দ্রুতগতিতে প্রবাহিত। 'ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে শতেক যুগের গীতিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মত্তসিংহ [স] *বি* ক্রোধে উন্মত্ত সিংহ। 'রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মত্তো [স মত্ত] *বিণ* মত্ত; মাতাল। 'মত্তো হইয়া তুহ্মি আহ্মারে না চিনস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মত্তোজনোচিত [স] *বিণ* উন্মত্তজনের মতো। 'এই মত্তোজনোচিত কার্যের পশ্চাতে একটা ইতিহাস আছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মত্ত্ব [স মত্ত] *বিণ* আত্মহারা। 'মত্ত্ব হৈয়া বস্ত্র নাহি পরি দুই জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মত্তমান [বর্মি মার্তাবান] *বি* এক জাতের কলা। 'তার দশ দধি কলা চাঁপা মত্তমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৎসর [স] **১** *বি* পরশ্রীকাতর ব্যক্তি। 'লোকে কেন খায় কেন সুখে কালযাপন করে ইহাই মৎসরের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয়।' *রামমোহন*, ১৮২৩। **২** *বি* ঈর্ষা। 'বিগত সে-দিন, সে-মৎসর অহংকার চিহ্নহীন অক্ষম ধিক্কারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'অন্তরে থামে না বৃষ্টিধারা : আর্দ্র, ধূসর, বিদেহ নগর, মৎসর প্রেত-পারা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৎসরতা [স] *বি* পরশ্রীকাতরতা। 'মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

মৎস্য [স] **১** *বি* মাছ। 'মৎস্য খাও মাংস খাও কেমন সন্ন্যাসী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* হিন্দু অবতারবিশেষ। 'মৎস্য কূর্ম নরসিংহ বরাহ বামন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মৎস [স মৎস্য] *বি* মাছ। 'সেই মৎস মৎসজিবি বন্দি সে করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৎসজিবি [স মৎস্যজীবী] *বি* মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে যে; জেলে। 'সেই মৎস মৎসজিবি বন্দি সে করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৎস্যাদি [স মৎস্যাদি] *বি* মাছ ও অন্যান্য। 'তাহার উপর গমন করিয়া মৎস্যাদি জলজন্তুসকল ধরিয়া আনে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মৎসিনী [স মৎস্যিনী] *বি* স্ত্রী মাছ। 'কে মৎসিনী দীপ্ত হয়ে ওঠো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মৎস্যকাব্য [স] *বি* মাছ বিষয়ক কবিতা। 'এ যে রীতিমত এক মৎস্যকাব্য।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

মৎস্য কুমারী [স] *বি* (কাল্পনিক) যার দেহের উপরের অংশ মানুষের মতো নীচের অংশ মাছের মতো। 'কত মৎস্য কুমারীরা নিত্য তোমা যাচে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মৎস্যধারক [স] *বি* মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী। 'বর্ষা গত হইলে মৎস্যধারকেরা স্থানে২ বাঁশ পোতে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মৎস্যনারী [স] *বি* রূপকথার নারী, যার শরীরের উপরের অংশ মানুষের মতো আর নীচের অংশ মাছের মতো। 'দেখতে পাই মৎস্যনারীর উপাখ্যান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মৎস্যপুচ্ছ [স] *বি* মাছের লেজ। 'মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মৎস্যপুরাণ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মৎস্য-অবতারের কাহিনি সংবলিত পুরাণ। 'কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত, বায়ু পুরাণ, এবং মৎস্য পুরাণে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মৎস্য বিক্রেতা [স] *বি* মাছ বিক্রয়কারী। 'মৎস্য বিক্রেতা, আয়কর কর্ম্মচারী, গবর্ণমেন্ট ট্রেজারি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

মৎস্যব্যবসায়ী [স] *বিণ* মাছের ব্যবসাদার। 'তাহারা মৎস্যব্যবসায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মৎস্যশিশু [স] *বি* মাছের পোনা। 'মৎস্যশিশুকে, চড়ুই পাখীকে।' *আহসান*, ১৯৫৯।

মৎস্যাকার [স] *বিণ* মাছের মতো আকারবিশিষ্ট। 'মৎস্যাকার বেলুন কল্পনা করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মৎস্যাশী [স] *বিণ* মাছ খায় এমন। 'মৎস্যাশী বাঙালিকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মৎস্যদেশ [স] *বি* প্রাচীন ভারতের একটি রাজ্য। 'মৎস্য দেশ আদি করি ষকল ভ্রমন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'মৎস্যদেশ বর্ত্তমান জয়পুর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মৎস্যরঙ্ক [স] *বি* মাছরাঙা পাখি। 'হেরি যেথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে পড়ে মৎস্যরঙ্ক।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মৎস্যরাঙ্গা [স মৎস্যরঙ্গ] *বি* মাছরাঙা। 'উড়িয়া পড়িয়া মৎস্য ধরে মৎস্যরাঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মথন [স] **১** *বি* মন্থন। 'অমৃত মথনে যেন বিষ উপজিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'আঁধার মথন করি যবে লও তুলি গ্রহতারাগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **২** *বি* পীড়ন। 'বালকদিগকে কেবল মথন পড়াইতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মথা [স মথন>] *ক্রি* মন্থন করা। **মথএ** *ক্রি* মন্থন করে। 'আপনি মথএ দধি করি উচ্যস্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মথিবারে** *ক্রি* মন্থন করতে। 'বন্ধনে থাকহ জাই দধি মথিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মথিয়া** *ক্রি* মন্থন ক'রে। 'সমুদ্র মথিয়া অমৃতে তুষ্ট কৈল সুরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মথিল** *ক্রি* মন্থন করলো। 'দেবাসুরে মহোদধি মথিল তোহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মথিলেন** *ক্রি* মন্থন করলেন। 'মথিলেন শুকে খাইলেন পরীক্ষিৎ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মথান [স মন্থন] *বি* মন্থন। 'পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মথিত [স মন্থিত] **১** *বিণ* মন্থিত। 'রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* আন্দোলিত। 'মথিত সাগর।' *বঙ্কিম*,

১৮৭৯।

মথুর *বি* ওষধি গাছ। 'ধুথুর মথুর সিন্দুবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মথুরা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) উত্তর ভারতের একটি নগরী। 'মথুরা নগর যাইতেঁ দিলান্ত মেলানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মথুরা মণ্ডল [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মথুরা অঞ্চল। 'যাও সহচরি মথুরা মণ্ডলে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

মথুরাজীব *বি* সঙ্গীতবিশেষ। 'মথুরাজীব, চৌপদী, রসকদমী; এই তিন রকম গান শিকিচি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মথ্যমান [স] *বিণ* মথিত হচ্ছে এমন। 'এই মথ্যমান সংসারসমুদ্রের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মদ [স] **১** *বি* গর্ব; অহংকার। 'বিসয় মদে মত্ত হৈয়া তোমা পাসরিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'হিংসামদ দেহে তার না থাকয়ে আর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* মত্ততা। 'বড় রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদমাৎসর্য্য দম্ভ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৩** *বি* মাদক দ্রব্যবিশেষ; শ্বেতসার অথবা শর্করা জাতীয় বস্তু পচিয়ে চোলাই করে তৈরি তরল পদার্থ। 'মদ আন মদ আন বলি প্রভু ডাকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* হালকা সুরা; ওয়াইন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৫** *বি* তাড়ি। 'তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মদওয়ালা [স মদ+হি ওয়ালা] *বি* মদ বিক্রেতা। 'মদওয়ালা যে বাইশ গ্লাসের দাম নিল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মদকল [স] **১** *বিণ* মত্ততার জন্য মধুর শব্দ উচ্চারণকারী। 'মদকল কোকিল কলরব সংকুল রঞ্জিত বাদন তানে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* মত্ত। 'মদকল করী যথা পশে নলবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মদকলউন্মত্ততা [স] *বি* মত্ততাজাত ধ্বনির নেশা। 'নিজের প্রেম ঐশ্বর্যহীন জীবনের কাছে, এই মদকল, মদকলউন্মত্ততাও।' *জীবন*, ১৯৩২।

মদকলমত্ত [স] *বিণ* মত্ততাজাত ধ্বনিতে উন্মত্ত। 'এই হাতি কেমন খানিকটা মদকলমত্ত।' *জীবন*, ১৯৩২।

মদ খাওনিয়া *বিণ* মাতাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মদগর্ব, মদগর্ব্ব [স] *বি* দাম্ভিকতা। 'ধনবলে বাহুবলে মদগর্ব্ব অতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'দুরাপের মদগর্ব খর্ব করো পরশে নিষ্ক্রিয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মদগর্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অহংকারে উন্মাদ। 'মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মদঘর [স মদ+ঘর] *বি* শুঁড়িশালা; যেখানে মদ বিক্রি ও পান করা হয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মদ টানা *ক্রি* মদ পান করা। 'হাতেম বখশের গুষ্টিশুদ্ধ শহরে মদ টানে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মদপায়ী [স] *বিণ* মদ্যপ। 'মদপায়ী হয়, মৌচাকে এত মধু থাকিতেও।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মদবিহ্বল [স] **১** *বিণ* আনন্দের মত্ততায় আবিষ্ট। 'সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল মদবিহ্বল শোভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বিণ* উন্মত্ত। 'তরুরাজি সদা পুষ্পফুল্ল – মদবিহ্বল অলি।' *জীবন*, ১৯৩০।

মদমত্ত [স] **১** *বিণ* উল্লসিত। 'নবজলমদ-মত্ত ডাকএ দাদুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* মাতাল। 'একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মদমত্ততা [স] *বি* দর্প। 'ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা ... নিরাপদ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মদমন্থর [স] *বিণ* ধীর। 'মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়ান।' *কৃষ্ণদাস* ১৫৮০।

মদমাতা [স মদমত্ত] *বিণ* আচ্ছন্ন। 'পিউ পিয়াসী ধেয়ানে মদমাতা।' *সুলতান*, ১৭৫০।

মদমারা [স মদ>] *বি* মদ খাওয়া; মদ্যপান। 'এইবার বাগানে মদমারা বার করছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মদস্রাবী [স] *বিণ* (হাতি) গণ্ডদেশ থেকে এক ধরনের রস নিঃসরণকারী। 'মদস্রাবী, ঈর্ষাপর, সর্বনাশা কুঞ্জরে।' *সুধীন্দ্র* ১৯৩২।

মদান্ধ [স] *বিণ* অহঙ্কারে অন্ধ। 'মদান্ধ স্বার্থান্ধ মানুষ চিরমানবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মদাপ্লুতা [স] *বি স্ত্রী* অতিরিক্ত মদ খেয়েছে যে। 'মদাপ্লুতা, হারাবে সম্বিত।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

মদালস [স] **১** *বি* আবেশ-বিহ্বল ভাব। 'আমাদের মঞ্জীর মদালসে গুঞ্জে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বিণ* আবেশে বিহ্বল। 'মরাল মদালসে নাচে আনন্দে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মদালসা [স] *বিণ স্ত্রী* আবেশে বিহ্বলকারী। 'আজি এই মদালস ফাগুন-নিশীথে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মদোদ্ধত [স] *বিণ* অহংকারে মত্ত। 'মদোদ্ধত ধনীর ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মদোন্মত্ত [স] *বিণ* মদের নেশায় মাতাল। 'নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদোন্মত্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মদোন্মত্ততা [স] *বি* মদ্যপানের ফলে অস্বাভাবিক আচরণ মাতলামো। 'চারিদিকে এই সমস্ত কদর্য মদোন্মত্ততা।' *শরৎ*, ১৯১৭

মদক [স মোদক] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; ময়রা। 'মদক ১৭৬০৪ জন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মদকালয় [স মোদকালয়] *বি* মিষ্টির দোকান। 'আমি মদকালয়ে বিনা মূল্যে মিষ্টি ভক্ষণ করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মদত, মদৎ, মদদ [আ মদদ] **১** *বি* সহায়তা। 'তোহ্মার মদতে মোর দীন প্রবল হৈল।' *সুলতান*, ১৭০০; 'মদদ ইহার পরে কেবল আপনে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আপন আপন সরহদ্দের বাহিরে হুকুম জারি করিতে গেলে তথাকার আদালতের মদৎ আবশ্যক হইত।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* সমর্থন। 'তোমার মদদ আছে আপনি ইলাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মদন[১] [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামদেব। 'মদনে বেধিল আন্তর।' *বড়ু* ১৪৫০। **২** *বি* কামনা। 'পরসি বিকল ভৈল দুসহ মদন্যে।' *বড়ু* ১৪৫০। **৩** *বি* সম্ভোগ-লালসা। 'সে জন যখন মাতি মদনে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'ঘাড়ে আর নাহি লয় মদনের ঝুঁকি।' *গুপ্ত* ১৮৫৮।

মঅন [স মদন] *বি* মদন। 'লুবুধ মানস চালক মঅন।' *বিদ্যাপতি* ১৪৬০।

মদনগঞ্জন [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) মদনের রূপকে গঞ্জনা দেয় এমন 'মদনগঞ্জন রূপ ভুবনরঞ্জন দিনে দিনে অনাবেশ সাধুর নন্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মদনজ্বালা [স] *বি* কামযাতনা। 'নিবারিয়ে মদনজ্বালা ওহিমুণ্ডে কর গা খেলা।' *লালন*, ১৮৯০।

মদনতরাসে [স মদন+স ত্রাস>] *ক্রিবিণ* কামের জ্বালায়। 'দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মদনদহন [স] *বি* প্রেম-যন্ত্রণা। 'যার লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মদনপীড়া [স] *বি* কামযন্ত্রণা। 'তার সেই পীড়াকে মদনপীড়া বলে সাব্যস্ত করছেন রাজা দুষ্মন্ত।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

মদনবাণ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামবাণ; কামবাসনা। 'পাছেত মদনবাণে হাণিআঁ তাক পরাণে রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মদনবিকার [স] *বি* কামপীড়ায় দেহ ও মনের পরিবর্তন। 'আতিশয় বাঢ়ে মোর মনদবিকার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মদন বেগ [স] *বি* কামাবেগ। 'দ্বিগুণ মদন বেগে করে নিধুবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মদনমঙ্গল [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামদেব মদনের মাহাত্ম্যকীর্তন। 'দেখিআ জলের ক্রীড়া কুলবধূজন বুড়া মদনমঙ্গল গীত গায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মদন-মদ [স] *বি* কামজনিত মত্ততা। 'মাতিল মদন-মদে পুরুষ কামিনী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মদনমোহন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদনকে মোহিতকারী অর্থাৎ কৃষ্ণ। 'হাসিল সেদিন মোর মুখে ভগবান মদনমোহন-রূপে!' *নজরুল*, ১৯২৫।

মদনরস [স] *বি* প্রেমানন্দ। 'সখীর সহিত তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া, অননুভূতপূর্ব, চিরাকাঙ্ক্ষিত মদনরসের আস্বাদন দ্বারা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মদন রাজা [স] *বি* কাম রিপু। 'মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি সুধাংশু।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'আমার হল কামলোভী মন হলাম মদন রাজার গাঁঠরি টানা। *লালন*, ১৮৯০।

মদনশর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামবাণ। 'দুর্ব্বার মদনশর সহিতেঁ না পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মদনশরজ [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) মদনের শরজাত। 'চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্যকবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মদন-শাসন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিব ঠাকুর। 'নম নম মদন-শাসন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মদন সদন [স] *বি* যৌনাঙ্গ। 'বসন কসন ছলে বসন খসন তাহাতেই দৃশ্য হবে মদন সদন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মদনা [স মদন] ১ *বি* মদন। 'কত ন বেদন মোহি দেসি মদনা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'লালন তেমনি মদনা কানা ঘুমের ঘোরে দেয় বাহার।' *লালন*, ১৮৯০।

মদন[২] *বি* ফুলবিশেষ। 'আগুলা কুড়চি কিআ মদন বাকস জয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মদনা[১] *দ্র* মদন[১]

মদনা[২] *বি* শালিক পাখি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নানা রঙ্গে পক্ষী নানা ময়না মদনা কাকাতুয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মদনী [আ মদিনা>] *বিণ* (ইসলাম) মদিনা সংক্রান্ত। 'সৈয়দে মক্কী মদনী/ আমার নবি মোহাম্মদ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মদন্তী *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'মদন্তী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মদা *বি* পুরুষ। 'মেদী না মদা বলতে পারলে বলি হ্যাঁ।' *হাসান*, ১৯৬০।

মদার *বি* ভার; কর্ম; আদেশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মদারী *বিণ* মাদার ফকিরের অনুসারী। 'মদারী সম্প্রদায়ী লোকে জটাধারণ, ভস্মলেপন, অগ্নিসেবন ও প্রচুর পরিমাণে সম্বিদা সেবন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মদিনা [আ] *বি* মুসলমানদের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। 'মদিনাতে যেইক্ষণে আছিল ইমাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মদিনাবাসী [আ মদিনা+স বাসী] *বি* মদিনার অধিবাসী। 'নিরপরাধে গোপনে গুপ্তহন্তা দ্বারা ডাকাতের মত মদিনাবাসীদিগকে হত্যা করিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মদির [স] *বিণ* মোহাবিষ্ট; মোহময়। 'আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্ত সমীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মদির আঁখি *বি* নেশাগ্রস্ত চোখ। 'মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মদিরতা [স] ১ *বি* আকর্ষণীয়তা। 'তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীয় সৌরভ বেরিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* মোহ। 'মদিরতাময় তোমরা কোথার নারী?' *আহসান*, ১৯৫০।

মদিরতাপূর্ণ [স] *বিণ* আকর্ষণীয়। 'তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীয় সৌরভ বেরিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মদিরেক্ষণ [স] *বিণ* মত্ত অবস্থায় চোখের ঢুলু ঢুলু ভাবযুক্ত। 'নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

মদিরা [স] *বি* মদ। 'যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মদিরাপাত্র [স] *বি* মদ খাওয়ার পেয়ালা। 'মদিরাপাত্র শুষ্ক যখন উৎসবহীন রাতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মদিরাপান [স] *বি* সুরাপান; মদ্যপান। 'মুসলমান-শাস্ত্রে শরাব বা মদিরাপান হারাম।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মদিরাভরা *বিণ* নেশাপূর্ণ। 'দুটি টানা চোখের মদিরাভরা শিথিল চাউনির আবেশের ক্ষুধায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মদিরামত্ত [স] *বিণ* মাদকাসক্ত। 'বিদ্যা শিখিলে মদিরামত্ত লম্পট ও পাপাসক্ত হয়, ইহা বলিতেও লজ্জা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মদিরালয় [স] *বি* মদের দোকান। 'তৎসংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা মদিরালয় সংস্থাপনে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

মদিরিকা [স] *বি* মদ। 'অনেকানেক ব্যক্তি মদিরিকা পানে আসক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মদীনা [আ] *বি* আরবের শহর। 'বয়তল-মকদ্দশ আর লিখিল মদীনা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মদীয় [স] *বিণ* আমার। 'সংপ্রতি মদীয় অবস্থা অবগত করাই তাহাতেই অনেক সপ্রমাণ হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

মদুবানা *বি* বাদ্যযন্ত্র। 'ঢোল দগর সানাই মদুবানা তার আসোয়ারি হয় সাদিয়ানা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মদ্দ [ফা মরদ] ১ *বি* মর্দ; ব্যাটাছেলে। 'স্থলে উঠে দেখি চেয়ে, কত মদ্দ কত মেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* পারঙ্গম; দক্ষ। 'ডানপিটেরা ঝুলঝাপপুর গুলি-ডাভায় মদ্দ খুব।' *নজরুল*, ১৯২৬। দ্র **মর্দ**

মদ্দা [ফা মরদ>] *বিণ* পুরুষজাতীয়। 'এই মদ্দা টেঁটি ছুঁড়ি বেটা ছেলের মত লেখা পড়া শিখে ...।' *গৌর*, ১৮২২।

মদ্দা-মেয়ে *বি* পুরুষ স্বভাবের নারী। 'মদ্দা-মেয়ে পুরুষের বাবা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মদ্দি [স মধ্য] *ক্রিবিণ* মধ্যে; ভিতরে। 'পাছ দুয়র দিয়ে বাড়ীত মদ্দিও আসে, বেটার চালচলন বড় খারাপ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মদ্ধ [স মধ্য] *বি* ভিতর; মাঝখান। *মেয়র্স*, ১৭৭০। দ্র **মধ্য**

মদ্ধে [স মধ্যে] *ক্রিবিণ* ভিতরে। 'বিষ্ণুসভা মদ্ধে বস্যাছেন দেব শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মদ্য [স] ১ *বি* মদ। 'মদ্যগন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* উচ্ছ্বাস। 'চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

মদ্যগন্ধ [স] *বি* মদের গন্ধ। 'মদ্যগন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মদ্যপ [স] *বি* মদখোর। 'স্ত্রৈণ মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মদ্যপান [স] *বি* মদ পান। 'মদ্যপান সর্ব্বথা নিষেধ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মদ্যপানাভিভূত [স] *বিণ* মাতাল। 'কোন ব্যক্তি মদ্যপানাভিভূত ধূল্যবলুণ্ঠিত থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মদ্যপায়ী, মদ্যপায়ি [স মদ্যপায়ী] ১ *বি* মদ খায় যে। 'এক জন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বিণ* মাতাল।'মদ্যপায়ী ব্যক্তিরা সেরূপ কখনই পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মদ্যভাণ্ড [স] *বি* মদের পাত্র। 'মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘরে গেলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মদ্যমাংস [স] *বি* মদ ও মাংস। 'মদ্যমাংস মণ্ডামিঠাই মতিচুর খাজা সরভাজা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মদ্যানুরাগী [স] *বিণ* মদ্যপানে আসক্ত। 'রাজপথের দ্বিতীয় যামের মদ্যানুরাগী সখা কন্দর্প সঙ্গীতস্তনিত গণিকাবল্লভ সকলেই ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মদ্যালয় [স] *বি* পানশালা। 'ইয়োরোপে গুণীজ্ঞানী থেকে চোরচোট্টা সবাই মদ্যালয়ে বসে বিশ্রম্ভালাপ করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মদ্যাসক্তি [স] *বি* মদের প্রতি অনুরাগ। 'বাবুদের মদ্যাসক্তি এবং বেশ্যাসক্তি ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মদ্যদেস [স মধ্যদেশ] *বিণ* মাঝখানে। 'কর্ত্তবাটে এড়ে অস্ত্র অঙ্গুলি মদ্যদেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মধু [স] ১ *বি* ফুলের মিষ্ট রস। 'কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ তাত মধুকর মধু পীএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মাধুর্য। 'মধু ক্ষরে গণ্ডস্থলে ব্যালোল মধুপকুলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বিণ* মধুর। 'মৃদু মৃদু মধু উঠে গীতসুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৪ *বি* অমৃত। 'জীবনপদ্মে সংগোপনে রবে নামের মধু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৫ *বিণ* আনন্দময়। 'তোমার সখা-সখীর মধু-চিন্তায় বাধা পাবে?' *নজরুল*, ১৯২৭।

মধু-উৎসব [স] *বি* বসন্ত উৎসব। 'মধু-উৎসবে উঠিত মেতে।' *জীবন*, ১৯২৭।

মধু ঋতু [স] *বি* বসন্তকাল। 'অবহু মধু ঋতু সকল শুভ হেতু দখিনে উয়ল দ্বিজরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুকণ্ঠ [স] *বিণ* মিষ্টভাষী। 'আনি মধুকণ্ঠ উদ্বর্তন ঝাট মর্দন করয়ে অঙ্গে।' *শেখর*, ১৬০০।

মধু-কথা [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ কথা। 'এমনই সে কত মধু-কথা/ ভরিত আমার বদ্ধ বিজন ঘরের নীরবতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মধুকর [স] *বি* ভোমরা, মৌমাছি প্রভৃতি মধুপায়ী পতঙ্গ। 'তাত মধুকর মধু পীএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মধুকরডম্বর [স] *বি* মৌমাছির ঝাঁক। 'কুটিল কটাখ লাট পড়ি গেল। মধুকরডম্বর অম্বরে ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুকরী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* মধুর। 'তুমিও আইস দেবি, তুমি মধুকরী কল্পনা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* মৌমাছি। 'এ তোমার দুখ দেখি সখী মধুকরী/ উড়ি পড়ে তব গলে যবে লো সে কাঁপে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মধুকরীশ্বরী [স] *বি* মৌমাছিদের রানী। 'মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মধু-কল্পনা [স] *বি* মধুর ভাবনা। 'এই মধু-কল্পনার স্নিগ্ধকারুণ্য আমার বুকে কেমন...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মধুকাল [স] *বি* বসন্ত ঋতু। 'মদন-স্যন্দন যেমনি অপরাজিতা কাননে চলে মধুকালে মন্দগতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'মধুময় মধুকাল সর্ব্বত্র জগতে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মধুকুলকুলি, মধুকুলকুলি পাখি *বি* পাখিবিশেষ। 'পল্লবদলের মধ্যে অসংখ্য মধুকুলকুলির বাসা।' *তারা*, ১৯২৯; 'মধুকুলকুলি পাখিগুলি নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে।' *তারা*, ১৯৪২।

মধুকোষ [স] *বি* মৌচাক। 'উড়ো ভ্রমরটা ... মধুকোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মধুক্রম [স] *বি* মৌচাক। 'মধুমক্ষিকার মধুক্রম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মধুক্ষরা [স] *বিণ* মিষ্ট স্বরযুক্ত। 'তরুণ কণ্ঠটি ছিল তাহার ...বাঁশির মত সুডৌল, মধুক্ষরা।' *তারা*, ১৯২৯।

মধুগন্ধ [স] *বি* সুগন্ধ; মিষ্টি গন্ধ। 'মধুগন্ধে লুব্ধ হয়ে তায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মধুগন্ধী [স] *বিণ* মিষ্টি গন্ধযুক্ত। 'ওই সব মধুগন্ধী গাছের গোড়ায় বাসা বাঁধিয়াছে কত বিষধর –!' *তারা*, ১৯৪০।

মধুগীতি [স] *বি* মধুর সংগীত। 'কী মধুগীতি তুলিলে নদী-কল্লোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মধুঘন [স] *বিণ* মধুময়। 'মধুঘন রাত, স্বপ্ন চোয়ানে শান্ত মুগ্ধ রাত।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মধুচক্র [স] *বি* মৌচাক। 'মধুমক্ষিকাদির মধ্যে কতকগুলি ... মধুচক্র নির্ম্মাণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মধুচাক [স মধুচক্র] *বি* মৌচাক। 'সঞ্চিত সে থাকে ভ্রমরের এক মধুচাকে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মধুচিন্তা [স] *বি* প্রণয়চিন্তা। 'তোমার সখাসখীর মধুচিন্তায় বাধা পাবে?' *নজরুল*, ১৯২৭।

মধুচ্ছন্দ [স] ১ *বি* সুললিত ছন্দ। 'নবীন উৎসাহ ভরা মধুচ্ছন্দ।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* মধুরধ্বনি। 'অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মধুচ্ছন্দা [স] *বিণ স্ত্রী* সুমধুর ছন্দ তোলে এমন। 'মিলালে আনি অনাদি বাণী নবীন মধুচ্ছন্দা!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মধু জামিনি [স মধুযামিনী] *বি* মধুময় রাত; বসন্তকালের রাত। 'তীতি হোইতি মধু জামিনি রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধু জীব [স] *বি* মৌমাছি। 'পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুজীবী [স] ১ *বি* ভ্রমর; মৌমাছি। 'ও মধুজীবী তোঁহী মধুরাসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে মধুজীবী।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* মধুসংগ্রহ করে জীবনধারণ করে যে। 'মধুজীবীর প্রবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মধুদূত [স] *বিণ* বসন্তের বার্তা বহনকারী। 'কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল দিতে নিজ মধু-রব।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মধুদ্রুম [স] *বি* মধু দেয় এমন গাছ; মহুয়াগাছ। 'মৌল – মধুদ্রুম, শোভাঞ্জন জটাধর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মধুধার [স] *বি* মধুধারা। 'হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

মধু নির্বাস, মধু নির্য্যাস [স] *বি* মিষ্টি রস। 'তৃণ সকল হইতে মধু নির্য্যাস করিবার নৈপুণ্য।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মধুনিশি [স] *বি* বসন্তকালের রাত্রি। 'সেদিনও তো মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মধুপ [স] *বি* ভ্রমর। 'মধু ক্ষরে গণ্ডস্থলে ব্যালোল মধুপকুলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মধুপর্ক [স মধুপর্ক] *বি* (হিন্দু আচার) মধু, ঘি, দই ও নারকেল জলের মিশ্রণে তৈরি মধুপর্ক, যা পূজার উপচার। 'কাঁসারির দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটী চুমকী ঘটী।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মধুপগুঞ্জ [স] *বি* মৌমাছির মৃদুধ্বনি। 'মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

মধু-পবন [স] *বি* বসন্ত বাতাস। 'সহসা তাহা শুনিব মধু-পবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মধুপর্ক [স] *বি* (হিন্দু আচার) মধু, ঘি, দই, চিনি ও নারকেল জলের মিশ্রণে তৈরি পূজার উপচার। 'মধুপর্ক আদি দিল নানা আয়োজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মধুপাত্র [স] *বি* মধু রাখার পাত্র। 'মধুপাত্রে হতপ্রাণ পিপীলির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মধুপান [স] ১ *বি* চুম্বন। 'সব কলা সংপুনী তোঁ দেহ মধুপান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্বার্থসিদ্ধি। 'মধুপান সদা করেন, কৌতুকে কাল হরেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মধুপানমত্ত [স] *বিণ* মধুপানে মত্ত আছে এমন। 'দ্বিরেফ শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরই মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মধুপানরত [স] *বিণ* মধু পান করছে এমন। 'পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমরগণ আহ্লাদে মধুপানরত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

মধু-পিয়াসী [স মধু+পিয়াসী] *বিণ* মধুর জন্যে তৃষ্ণার্ত। 'কুসুমকান্তি দেখি নাই, মধু-পিয়াসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মধুপ্রিয় [স] *বি* মধুরূপ প্রিয়। 'অঞ্জন রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন অলি মধুপ্রিয় পানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মধুফুল [স] *বি* বোঁটার কাছে মধু থাকে এমন ফুলবিশেষ। 'পুকুর পাড় থেকে মধুফুল তুলে খেলো।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

মধুবর্ষণ [স] *বি* মধুরূপ বর্ষণ; পুলক সঞ্চার করা। 'ভোরের আলো তাহার চক্ষে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মধুবায় [স] *বি* নির্মল বাতাস; মধুর বাতাস। 'সুখছায়ে মধুবায়ে এসো এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মধুবিলাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বসন্তকালের প্রিয়। 'এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি/ তবু তুমি মধুবিলাসিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মধুভাণ্ড [স] *বি* মধুর পাত্র। 'মধুভাণ্ড লইয়া ... ঠাকুরপো মধু পাঠাইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মধুভাণ্ডার [স মধুভাণ্ডাগার] *বি* রসের ভাণ্ডার। 'সেখানেও সম্প্রতি ক্ষীণ মধুভাণ্ডার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মধুভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মধুর কথা বলে এমন। 'মধুভাষিণী, সুচারুহাসিনী, সে মায়া-হরিণী।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মধুভুক [স] *বি* মৌমাছি। 'দিনরাত্তির মধুভুক সেজে পদ্য বানায়, ওহো, কী রাবিশ!' *শামসুর*, ১৯৫৯।

মধুমক্ষিকা [স] *বি* মৌমাছি। 'এক প্রবীণ প্রাচীন মধুমক্ষিকা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মধুমক্ষী [স] *বি* মৌমাছি। 'শূন্যে ছড়ায়ে ঊর্ণাজাল, মধুমক্ষীরে উপহাসে ঘিরে জাগ্রত মহাকাল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মধুমখিকা [স মধুমক্ষিকা] *বি* মৌমাছি। 'সৈন সাজল মধুমখিকা কুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুমতি [স মধুমতী] *বিণ* মধু নিঃসরণকারী। '... এহো রস জানএ মধুমতি দেবি সুকন্তা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুমতী-পুরী [স] *বি* মৌচাক। 'শিলীমুখবৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী-পুরী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মধুমত্ত [স] *বিণ* মধু খেয়ে মত্ত। 'মধুমত্ত মধুকর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মধুমদমোদিত [স] *বিণ* মধুরূপ মদে বিমোহিত। 'মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে রে সব প্রাণ উচ্ছ্বসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মধুমদিরা [স] *বি* সুস্বাদু মদ। 'যে যৌবনখানি/ একদিন পথে যেতে বল্লভেরে দিয়েছিল আনি/ মধুমদিরার রসে বেদনার নেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মধুময় [স] ১ *বিণ* মাধুর্যপূর্ণ। 'মধুময় মধুকাল সর্বত্র জগতে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* আনন্দময়। 'এ দ্যুলোক মধুময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* মিষ্টভাষাপূর্ণ। 'তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মধুময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সুমধুর। 'যেন তারা মধুময়ী দুরাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মধুমাখা [স মধু+মাখা] ১ *বিণ* মিষ্টি। 'মধুমাখা কথা কয়ে মোরে কিনে নিলে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* মধুময়। 'তনুঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বিণ* আপাতদৃষ্টিতে মধুর। 'অধর্মের মধুমাখা বিষফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মধুমাছি [স মধু+মাছি] *বি* মৌমাছি। 'তাদের বনের অনেক

মধুমাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মধুমাধুরী [স] *বি* মাধুর্যময় সৌন্দর্য। 'বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী, আহা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মধুমান [স] *বিণ* মনোহর। 'মধুমান সূর্য সোম ঢালিয়াছে জ্যোতি।' *জীবন*, ১৯৩০।

মধুমিলন [স] *বি* আনন্দপূর্ণ মিলন। 'কী মধুমিলন হইল!' *নজরুল*, ১৯৩১।

মধুমুখ [স] *বি* লাবণ্যময় মুখ। 'ওই-সব মধুমুখ অমৃত-সদন না জানি রে আর কারা করিবে চুম্বন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মধুযামিনী [স] **১** *বি* বসন্তের রাত। 'দুজনে দেখা হলো মধুযামিনী রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'ফিরে ফিরে গেল কেঁদে মধুযামিনী।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* আনন্দময় সময়। 'আমাদের ধনকুবেরেরা ... মধুযামিনী যাপন করবেন চন্দ্রপৃষ্ঠেই।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মধুরজনী [স] *বি* আনন্দের রাত। 'মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া মোহের মদির জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মধু-রব [স] *বি* মিষ্ট কণ্ঠস্বর। 'কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল দিতে নিজ মধু-রব।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'পাখি গাইছে মধুরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মধুরস [স] *বিণ* সুমধুর। 'অনন্ত অপূর্ব কথা মধুরস বাণী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মধুরাজ [স] *বি* বসন্তকাল। 'মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা/ কহে মধু সহ, ব্রজের বালা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মধুরাত [স মধুরাত্রি] *বি* বসন্তের রাত। 'বিরহ মধুর হলো আজি মধুরাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'মধুরাত নাই হতে – ইস্‌, মাধবীর কুঞ্জে হাজির।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মধুরাম্ল [স] *বিণ* অম্লমধুর; টকমিষ্টি। 'মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মধুরিতু [স মধুঋতু] *বিণ* মধুঋতু। 'কুসুমিত কানন বসন্ত মধুরিতু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মধুলুব্ধ [স] *বিণ* মধুলোভী। 'ধর্ম্ম পদরজে মধুলুব্ধ বারমতি।' *রামাই*, ১৭১০।

মধুলোভ [স] *বিণ* মধুর প্রতি আকর্ষণ। 'মধুলোভে মধুকর করে নানা খেলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

মধুলোভী [স] *বিণ* মধুর প্রতি আকর্ষণ আছে এমন। 'মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মধুসখা [স] *বি* বসন্তকালের সখা; কোকিল। 'গাইছে জাগিয়া তরুশাখে মধুসখা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মধুসমীরণ [স] *বি* বসন্তের বাতাস। 'ওগো তাই ফুলবনে মধুসমীরণে ফুটে ফুল কত শোভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মধুস্বপ্ন [স] *বি* মধুর স্বপ্ন; কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। 'যে আমার মধুস্বপ্ন একান্ত হৃদয়ে।' *সিকান্দার*, ১৯৫৬।

মধুস্বর [স] *বি* সুমধুর স্বর। 'পিক যথা গায় মধুস্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'পরস্পরে, মধুস্বরে, মনের কথা কয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মধুস্বরা [স] *বিণ স্ত্রী* মিষ্ট কণ্ঠ এমন। 'মধুস্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মধু-স্মৃতি [স] *বি* সুখস্মৃতি। 'আঁকড়ে ধরে থাকা মধু-স্মৃতিটুকু বিসর্জন দিতে পারিনি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মধুহাস [স মধুহাস্য] *বি* মধুময় হাসি। 'তিমির উজ্জ্বল হৈল মুখ মধুহাসে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মধুহীন [স] *বিণ* মধুশূন্য। 'মধুহীন কর না গো তব মনঃকোকনদে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মধুক [স] *বি* অশোক ফুল। 'আধর বন্ধুলী গণ্ড মধুক সমানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মধুকর[১] *দ্র* মধু

মধুকর[২] [স] *বি* প্রাচীন বাংলার নৌকাবিশেষ। 'মধুকর ডিঙা থেকে না জানি।' *জীবন*, ১৯৩২।

মধুকূপী **১** *বি* পোকাবিশেষ। 'মধুকূপী আর পরশুপী আর কানসোনা, নীলমাছি!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বি* ঘাসবিশেষ। 'নীল হয়ে বিছায়েছে পৃথিবীর মধুকূপী ঘাস।' *জীবন*, ১৯৩০; 'বাদামী পাতার ঘ্রাণ – মধুকূপী ঘাস।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মধুটগর *বি* ফুলবিশেষ। 'অশোক কিংশুক মধুটগর।' *ভারত*, ১৭৬০।

মধুবন [স] *বি* বৃন্দাবনে অবস্থিত বনবিশেষ। 'শ্রীমধুবন-গোবর্ধন-সঙ্কেতবট।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মধুবীজ [স] *বি* ডালিম ফল। 'মধুবীজ সুফল রোচন কুচফল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মধুমঞ্জরী [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'নাম দিয়ে আমি নিলাম আপন করে/ মধুমঞ্জরীলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মধুমতী [স] *বিণ স্ত্রী* মধুসমৃদ্ধ। 'নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মধুমরিচ [স মধু+মরিচ] *বি* মশলাবিশেষ। 'হইল মধুমরিচ রোসনকোশা তাহে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মধুমল্লিকা [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মধুমল্লিকা।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

মধুমাত *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'মধুমাত – কাফি ঠাটের ওড়ব জাতীয় রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মধুমালতী [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'অলি কি মধুমালতীর আঘ্রাণে পলায়ন করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মধুমাস [স] *বি* চৈত্রমাস। 'মধুমাস অপায় মাধব পরবেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মধুয়া ঘাগড়া *বি* এক ধরনের বড়ো ঘাস। 'মধুয়া ঘাগড়ার তলে এসে বসে থাকে বেলে মাছ।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

মধুর [স] **১** *বিণ* প্রীতিকর। 'ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি মধুর বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* মিষ্ট। 'মধুর মধুর হাসে জিনি সর্বকলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ/ চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* আরামদায়ক। 'চারদিকে মধুর রোদ্দুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বিণ* বিমুগ্ধ। 'আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৫** *বিণ* আনন্দময়। 'এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **৬** *বিণ* মৃদুমন্দ। 'সুন্দর সকাল বেলায় মধুর বাতাসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৭** *ক্রিবিণ* মনোহর স্বরে। 'হৃদয় মাঝে মধুর বাজে কী উৎসবের শাঁখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৮** *বি* সুন্দর। 'রুদ্র বসি তাই শোনে, মধুরের

ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মধুরকণ্ঠ [স] *বিণ* মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী। 'কখন কখন মধুরকণ্ঠ অপ্সরীগণের তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মধুর গত [স মধুর+গৎ] *বি* মিষ্টি সুর। 'বেণু-বীণার মধুর গত।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

মধুরতম [স] *বিণ* অতিশয় মধুর। 'তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থ সকলের উদয় হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম জীবন্ত সম্বন্ধসকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মধুরতর [স] *বিণ* আরও মিষ্ট। 'প্রকৃত সংগীত মধুর, অপ্রকৃত সংগীত মধুরতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মধুরতা [স] *বি* মাধুর্য। 'আমি আপন মধুরতা আপনি জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মধুরনাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুমধুর শব্দ করে এমন। 'মধুরনাদিনী নির্ঝরিণীর সুরে সুর মিলাইয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিতেছে।' *সংসঙ্গ*, ১৮৯৮।

মধুরভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সুমধুর কথা বলে এমন। 'স্থূল নিতম্বিনী মধুরভাষিণী গজেন্দ্রগামিনী ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মধুরভাষী [স] *বিণ স্ত্রী* মিষ্টভাষী। 'যিনি শান্ত, সদয়, ক্ষমাবান, ধৈর্য্যবান, মধুরভাষী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মধুরস্ফীত [স] *বিণ* মধুময়; মধুতে উপচে পড়ে এমন। 'সাদি মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মধুর-স্বভাবা [স] *বিণ স্ত্রী* শান্ত স্বভাববিশিষ্ট। 'মেয়েরা প্রায় সবাই রূপবতী ... মধুর-স্বভাবা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মধুরস্বরা [স] *বিণ স্ত্রী* মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী। 'আহা। মধুরস্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নীরব হলো।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মধুরহাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর হাসে এমন। 'সুখঘুমঘোরে মধুরহাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মধুরা [স] *বিণ স্ত্রী* মনোহর। 'আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মধুরি[১], মধুরি ফুল *বি* মহুয়া ফুল। 'অধর মধুরি ফুল পিয়া মধুকর তুল বিনু মধু কত খন জীবে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুরি[২] [স মধু>] *বিণ* মধুর। 'মধুরি মদন শর রঙ্গ।' *আলাওল*, ১৭৫০।

মধুরিম [স মধুরিমা] *বিণ* মধুর। 'নাগর মধুরিম ভাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মধুরিমা [স] ১ *বি* সৌন্দর্য। 'কেহ হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ কি?' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বি* মাধুর্য। 'নিত্য জাগে সরস সংগীত মধুরিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মধুরিমাময় [স] *বিণ* মাধুর্যপূর্ণ। 'সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরিমাময় দেহ উঠিতেছে, নামিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মধুরেণ সমাপয়েৎ [স] – মিষ্টি তথা উত্তম কিছু দিয়ে শেষ করা। 'রসিক। মধুরেণ সমাপয়েৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মধুথ [স] *বি* মোম। 'মধুমক্ষিকাদির মধ্যে কতকগুলি মধুথ আহরণ করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মধে *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'আমাপুতি মহাশয় মনের মধে ভার করিয়াছেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মধ্য [স] *বিণ* মাঝখানে। 'দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মধ্য-এশিয়া [স মধ্য+ই এশিয়া] *বি* এশিয়ার মধ্যভাগ। 'মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মধ্যগগন [স] *বি* মধ্যাকাশ। 'অবশেষে সূর্য যখন মধ্যগগনে অধিরোহণ করিবে, যখন অন্তঃকরণ অমৃতসরোবরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মধ্যগত [স] ১ *বিণ* অন্তর্গত। 'ইহার মধ্যগত কোন২ কথার তাৎপর্য গ্রহ হইল না।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বিণ* মধ্যবর্তী। 'তাহারা ... পরিবারবর্গের মধ্যগত ও প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

মধ্যগ্রন্থি [স] *বি* মূল বৈশিষ্ট্য। 'দ্রৌপদী চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত্ত্ব ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মধ্যজল [স] *বি* নদীর মধ্যবর্তী স্থান। 'মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

মধ্যদিন [স] ১ *বি* মধ্যাহ্ন। 'প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি গেছে মধ্যদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'মধ্যদিনে মৌমাছিরা বেড়াক মৃদু গুঞ্জরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* মোক্ষম সময়। 'অধরের অধীর চুম্বনে সান্নিধ্যের মধ্যদিনে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মধ্যদিনের ভোজন *বি* দুপুরের খাবার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মধ্যদেশ, মদ্যদেস [স] ১ *বি* কোমর। 'সিংহ জিনি মধ্যদেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মধ্যস্থান। 'কর্ত্তবাটে এড়ে অস্ত্র অঙ্গুলি মদ্য দেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মধ্যপথ [স] ১ *বি* মাঝ পথ; পথের মাঝখান। 'সেনা লইয়া নিশ্চল হইয়া মধ্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮; 'মধ্যপথে নরনারী অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* মাঝামাঝি পন্থা। 'তিনি নূতন ও পুরাতনের মধ্যে একটি মধ্যপথ আবিষ্কার করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মধ্যপন্থা [স] *বি* মাঝামাঝি উপায়। 'পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্যপন্থা বাহির করিয়া লহে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মধ্যপন্থী [স মধ্য+হি পন্থী] *বিণ* উদার মতাবলম্বী। 'ইহাদিগকে মধ্যপন্থী বলা যাইতে পারে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মধ্যপর্ব [স] *বি* মধ্যযুগ। 'মধ্যপর্বে মোসলেম শাসন অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন আনে না।' *সনৎ*, ১৯৭০।

মধ্য প্রদেশ [স] *বি* কেন্দ্রস্থল। 'মধ্য প্রদেশ বেড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মধ্যপ্রাচ্য [স] *বি* এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশসমূহ। 'মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানের ...।' *উমর*, ১৯৬৮।

মধ্যবয়সী [স] *বিণ* বয়সের মধ্যপর্বে পৌঁছে গেছে এমন। 'বাড়িওয়ালির মধ্যবয়সী মেয়েকে সে ভালোবেসেছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মধ্যবর্ত্তি, মধ্যবর্ত্তি [স মধ্যবর্তী] ১ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত; আওতাধীন। 'ঐ জিলার মধ্যবর্ত্তি শত্রজিৎ গ্রামে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'দীন দরিদ্র কি মধ্যবর্ত্তি লোকেরদিগের উপর অত্যন্ত বল প্রকাশপূর্ব্বক ইংরাজেরা দৌরাত্ম্য করিবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

মধ্যবর্তিতা, মধ্যবর্ত্তিতা [স] *বি* মধ্যস্থতা। 'গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীর মধ্যবর্ত্তিতায় সকল শেষ হইবে।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩; 'এদের মধ্যবর্তিতার দেশের লোকে তাঁকে কিছু কিছু বুঝতে পারবে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মধ্যবর্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। 'পৃথিবী সূর্য্য এবং চন্দ্রের মধ্যবর্তিনী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মধ্যবর্তী, মধ্যবর্ত্তী [স] ১ *ক্রিবিণ* মাঝামাঝি স্থানে। 'যদি মধ্যবর্ত্তী ক্রেয়া করিবার উপায় থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'জমিদার ও মধ্যবর্ত্তী লোকের ত কষ্টের সীমা নাই।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ* অভ্যন্তরস্থ। 'তৃণস্তূপের মধ্যবর্ত্তী একটি সামান্য মৃত্তিকাময় কুটীরে।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

মধ্যবিৎ [স] *বিণ* মাঝামাঝি স্থানে স্থিত। 'মধ্যবিৎ ভাবে কিছুকাল স্থায়ী হন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মধ্যবিত্ত [স] *বিণ* ধনীও নয়, গরিবও নয় এমন। 'মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'উত্তর-পশ্চিম বিভাগে প্রায় মধ্যবিত্ত লোকেরাই বাস করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'আমার বোধ হয় বড়োমানুষের ঘরে বাল্যবিবাহ যতটা আছে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক [স] *বিণ* অর্থনৈতিকভাবে মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছে এমন জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন। 'অন্যান্য দেশের মতো তাই ভারতেও জাতীয় আন্দোলন মোটামুটি মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক।' *উমর*, ১৯৬৬।

মধ্যবিত্ততা [স] *বি* মধ্যবিত্ত অবস্থা। 'আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পাননি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মধ্যবিত্তশ্রেণী [স] *বি* ধনী ও দরিদ্রের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা জনগোষ্ঠী। 'ইউরোপের মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষই আত্মবিত্তর জানেন।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'মধ্যবিত্তশ্রেণী ও জাতীয়তাবাদের উত্থানের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার উত্থান।' *উমর*, ১৯৬৬।

মধ্য-বিদ্যালয় [স] *বি* মাধ্যমিক বিদ্যালয়। 'শিক্ষকদের যথাসম্ভব নতুন প্রণালীর মধ্য-বিদ্যালয়ে স্থান করবেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মধ্যবিধ [স] *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'সামান্য ও মধ্যবিধ গৃহস্থগণ এক বধূ দ্বারা প্রায় সকল কর্ম্মই নিষ্পন্ন করেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মধ্যভাগ [স] *বি* মাঝখানের অংশ। 'নয় ভাগের মধ্যভাগে যে যে দেশ সকল তাহাদের নাম ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মধ্যমণি [স] ১ *বিণ* মাঝখানকার। 'সবুজ হচ্ছে এই বর্ণমালার মধ্যমণি।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বি* হারের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ রত্ন। 'দুলিছ মধ্যমণি সুরমার কণ্ঠহারে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মধ্যমণিস্বরূপ [স] *বিণ* প্রধান ব্যক্তির মতো। 'বস্তুত তিনি উক্ত গ্রামের মধ্যমণিস্বরূপ ছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মধ্যমধ্যশ্রেণী [স] *বি* মধ্যম মানের মধ্যবিত্ত। 'মাল্যবান কি নিম্নমধ্যশ্রেণীর – না, মধ্যমধ্যশ্রেণীর?' *জীবন*, ১৯৪৮।

মধ্যযাম [স] *বি* মধ্যরাত। 'মধ্যযামে সাহিত্যের কত না কবিতা।' *আহসান*, ১৯৫৯।

মধ্যযামিনী [স] *বি স্ত্রী* মাঝরাত। 'মধ্যযামিনীর স্পন্দে শব্দহীন হলো, তখনও সে।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

মধ্যযুগ [স] ১ *বি* ইউরোপের রেনেসাঁসের (চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতাব্দীতে সূচনা) আগের যুগ। 'মধ্যযুগের য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীতে এইরূপ কূটতর্কের চুষি চিবানোর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'কামালপাশা বললেন, মধ্যযুগের অচলায়তন থেকে তুরস্ককে মুক্তি নিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'মধ্যযুগের অবসান স্থির করে দিতে গিয়ে ইয়োরোপ গ্রীস হতেছে উজ্জ্বল খৃষ্টান।' *জীবন*, ১৯৪২। ৩ *বি* ইংরেজ আমলের পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দী। 'ভারতীয় মধ্যযুগের কবিস্মৃতিভাণ্ডার সুহৃদ্ ক্ষিতিমোহনের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মধ্যযুগী [স মধ্যযুগীয়] ১ *বিণ* অত্যন্ত পুরাতন। 'মধ্যযুগী অশ্বত্থের নীচে হেঁটে যেতে।' *শামসুর*, ১৯৫৯। ২ *বিণ* মধ্যযুগের ধ্যান-ধারণা লালনকারী। 'মধ্যযুগী এক যুবক গোস্বামী দেহেই পেতে চায় পথের নির্দেশ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ৩ *বিণ* মধ্যযুগের। 'হাড্ডিসার ক্লান্ত এক ফতুর কৃষক, মধ্যযুগী বিবর্ণ পটের মতো ধূ-ধূ।' *শামসুর*, ১৯৭০।

মধ্যযুগীয় [স] ১ *বিণ* মধ্যযুগের। 'তিনি তুরস্ককে মধ্যযুগীয় আবহাওয়া মুক্ত করেছেন।' *সওগাত*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* মধ্যযুগের মতো অনগ্রসর। 'সমাজ প্রায় মধ্যযুগীয় স্তরেই পড়িয়া আছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মধ্যরুশিয়া [স মধ্য+ই রুশিয়া] *বি* রাশিয়ার মধ্যভাগ। 'তুর্কমেনি যুবকদের মধ্যরুশিয়ার বড়ো বড়ো কারখানায় শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মধ্য স্তর [স] *বি* মাধ্যমিক স্তর। 'মধ্য স্তরে সাধারণ ছাত্রসংখ্যা...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

মধ্যস্থ [স] ১ *বিণ* অভ্যন্তরস্থ। 'মধ্যস্থ মুদ্দাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* শালিস; দুপক্ষের মাঝখানে থাকে যে। *ডানকান*, ১৭৮৫; *ওর্স্যা*, ১৭৮২; 'ন্যায়দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের কোটি করিয়া বাবুকে মধ্যস্থ মানেন।' *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বিণ* মধ্যস্থতাকারী। 'কিন্তু উভয় পক্ষীয় মধ্যস্থ সাহেবেরা অসম্মত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৪ *বিণ* মাঝখানকার। 'দুটি চরণ পাশাপাশি না মিলে মধ্যস্থ একটি কিংবা দুটি চরণ ডিঙিয়ে মেলে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মধ্যস্থতা [স] ১ *বি* মীমাংসাকারী। 'বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থতা মানেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সহযোগিতা। 'দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বি* মাধ্যম। 'মাতৃভাষার মধ্যস্থতায় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত।' *ইসলাহ*, ১৯৩২। ৪ *বি* মীমাংসা। 'ডাক্তারকে মধ্যে মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হয়।' *তারা*, ১৯৫৩।

মধ্যস্থল [স] *বি* মধ্যভাগ। 'কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মধ্যস্থা [স] ১ *বি স্ত্রী* মীমাংসাকারী। 'লীলাবতী উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থা ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বিণ* মধ্যবর্তী। 'তাহার মধ্যস্থা ঐ উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী ছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

মধ্যস্থিত [স] *বিণ* মধ্যবর্ত্তী। 'পৃথিবী স্থির ও অন্তরীক্ষবিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধ্যস্থিত ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

মধ্যস্বত্বভোগী [স] *বিণ* দুটি শ্রেণীর মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে সুবিধা ভোগকারী। 'কৃষককুল ও রাজশক্তির মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী কোন জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি।' *সনৎ*, ১৯৭০।

মধ্যা [স] *বিণ* মধ্যস্থ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মধ্যাকাশ [স] *বি* মাথার উপরের আকাশ। 'মধ্যাকাশে শোভিল তপন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মধ্যাবস্থ [স] *বি* মধ্যবিত্ত। 'কলকেতার কি বড় মানুষ কি মধ্যাবস্থ এক একজন এক একটি রত্ন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মধ্যাবস্থাপন্ন [স] *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'মধ্যাবস্থাপন্ন-গৃহের বধূ অথবা কন্যা হন তাহা হইলে প্রাতে উঠিলেন।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

মধ্যে ১ *ক্রিবিণ* ভিতরে। 'মধ্যে কিঞ্জক জ্যোতি তপ্ত হেমমএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* অন্যদের বা অনেকের সঙ্গে। 'প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মধ্যে মধ্যে ১ *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ পর পর। 'মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* কখনো কখনো। 'কর্ত্তব্য কাজ এই মধ্যে২ তাঁত নজর করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'পানের বাটা থাকেন, মধ্যে মধ্যে বামহস্তে দুই একটা মসলা বদনে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মধ্যেস্থিত [স মধ্যস্থিত] *বিণ* মাঝখানে অবস্থিত। 'মধ্যেস্থিত সুষমণা সদা প্রবল বহে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মধ্যম[1] [স] **১** *বিণ* মাঝারি ধরনের। 'মধ্যম ভাগবত বলি এই রূপ হয়।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ভালোও নয় মন্দও নয় এই রকমের যে। 'উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হৈল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* দ্বিতীয়; মেজো। 'মধ্যমের নাম গুণানন্দ।' *রামরাম*, ১৮০১; 'মধ্যম রামকৃষ্ণ কনিষ্ঠ রামজীবন।' *রাজীব*, ১৮০৫। **৪** *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'এই মহানগরে ... ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মধ্যমপুত্র [স] *বি* মেজো ছেলে। 'গিন্নির মধ্যমপুত্র শনির দশায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মধ্যমবাবু [স মধ্যম+ফা বাবু] *বি* মেজো বাবু। 'তৎপরে মধ্যমবাবু ঐ প্রকার শ্রীরাদাকলদ অর্থাৎ শ্রীরাধাবল্লভ নাম হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মধ্যম লোক [স] *বি* মধ্যবিত্ত। 'ঐ গ্রন্থ সকলের গ্রাহ্য বিশেষতঃ মধ্যম লোক এবং দোকানদার লোকের মধ্যে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মধ্যম শ্রেণী [স] *বি* মধ্যবিত্ত। 'মধ্যম শ্রেণীর লোকেরাও।' *এসলাম*, ১৮১৯।

মধ্যমা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* মেজো। 'মধ্যমা কন্যার মৃতবিভাহ।' *ওর্সা*, ১৭৮২। **২** *বি* হাতের তর্জনী ও অনামিকার মাঝখানের আঙুল। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণজনিত বায়ব তাপের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মধ্যম[2] [স] *বি* সংগীতে স্বরসপ্তকের চতুর্থ স্বর – মা। 'যদি স্থলবিশেষে মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মধ্যমান [স] *বি* গানের তালবিশেষ। 'মধ্যমান রূপক প্রভৃতি তাল যত।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'এ প্রবাহিণীর সুর ললিত, তাল মধ্যমান।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'ভীমপলশ্রী মধ্যমান।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মধ্যসাগর [স] *বি* ভূমধ্যসাগর। 'মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে।' *জীবন*, ১৯৪২।

মধ্যা[1] দ্র মধ্য

মধ্যা[2] [স] *বি* বৈষ্ণবশাস্ত্রে নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা তাহার ভেদ তিন।' *ভারত*, ১৭৬০।

মধ্যাকর্ষণ [স] *বি* যে বলের দ্বারা কোনো বস্তু অন্য বস্তুকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে। 'যেমন জ্যোতিষ্ক সকল মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মধ্যাহ্ন [স] **১** *বি* দুপুরবেলা। 'মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কৈল শ্রীমুখদরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মধ্যাহ্ন দিনকৃতি করিআ ধনপতি শুনে সাধু আগম পুরাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দুপুরের আহার। 'মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* তুঙ্গ স্থান। 'জীবনের যথার্থ সমাধা যৌবনমধ্যাহ্নে আজি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

মধ্যাহ্ন-আকাশ [স] *বি* দুপুরের আকাশ। 'পশ্চাতে মধ্যাহ্ন-আকাশের দিগন্তরেখা পর্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মধ্যাহ্নকাল [স] *বি* দুপুরবেলা। 'বামন, ভ্রমণ করিতে করিতে, মধ্যাহ্নকালে, এক ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মধ্যাহ্নগগন [স] *বি* তুঙ্গ অবস্থা। 'ফরাসী দাড়ি তার গৌরবের মধ্যাহ্নগগনেও সর্দারজীর দাড়িকে যখন হার মানাতে পারেনি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মধ্যাহ্নতন্দ্রা [স] *বি* দুপুরের ঘুম। 'নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্নতন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মধ্যাহ্নভোজ [স] *বি* দুপুরের আহার। 'মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষপতি গৃহস্বামী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মধ্যাহ্নভোজন [স] *বি* দুপুরের খাবার। 'যত্ন করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মধ্যাহ্নমার্তণ্ড [স] *বি* দুপুরের সূর্য। 'এই এহেন রবি আজ মধ্যাহ্নমার্তণ্ডের মতো অগ্নিচক্র হয়ে উঠেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মধ্যাহ্নলগ্ন [স] *বি* তুঙ্গ দশা। 'উনিশ শতকের নবজাগরণের মধ্যাহ্নলগ্নে শাস্ত্রাচার ও দেশাচারের শ্বাসরুদ্ধকারী অশুভ প্রভাবে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মধ্যাহ্নস্বপ্ন [স] *বি* দিবাস্বপ্ন। 'মধ্যাহ্নস্বপ্ন বলিয়াই স্থির জানিও।' *কোহিনূর*, ১৯২৪।

মধ্যাহ্নিক [স] *বিণ* দুপুরের। 'বিশ্রাম করিয়া কৈল মধ্যাহ্নিক স্নানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মধ্যাহ্নিক রেখা [স] *বি* এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত দ্রাঘিমাংশ। 'যে সকল দ্রাঘিমা পরিমাপক রেখা এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে, তাহারদিগের নাম মধ্যাহ্নিক রেখা।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মন[1] [স মনঃ] **১** *বি* মেজাজ। 'মনত হরিষ কর ঈষত হাসিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* হৃদয়। 'নিরন্তর গুন কহি হরুক তার মন।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* চিন্তা। 'ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* ইচ্ছা। 'শেষলীলা শুনিতে সবার হৈল মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *বি* মনের কথা। 'মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিলা তারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৬** *বি* মতের মিল। 'না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৭** *বি* মনোযোগ। 'মন দিয়া শুন তাই নগরকীর্ত্তন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৮** *বি* প্রসন্নতা। 'হোরির বকসিস দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী রাখী পূর্ণিমার প্রণামি দিয়েও মন পাওয়া ভার।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৯** *বি* অভিমত। 'কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মনটা কি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

মন-আগুন *বি* মনের যন্ত্রণা। 'আমিই পুড়ি মন-আগুনে।' *তারা*, ১৯৪২।

মন উঠা *ক্রি* ইচ্ছা হওয়া। 'স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মন উড়া *ক্রি* মন উদাস হওয়া। 'মন উড়েছে উড়ুক না রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মন-উপবন [স] *বি* মনরূপ বাগান। 'মম মন-উপবনে ঝরে বারিধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মন ওঠা *ক্রি* মন তুষ্ট হওয়া। 'বাছা-বাছা ভাষ্যকার তার দিয়েছেন যে-ব্যাখ্যা তাতেও কখনো ওঠেনি মন।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মনকথা *বি* মনের কথা। 'তোমার বিপ্রিয় বোল সুনি মনকথা।' *মালাধর*, ১৫০০।

মন করা *ক্রি* স্থির করা। 'পতিসহ যাব স্বর্গপানে করিয়াছি মন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মনকলা খাওয়া *ক্রি* কল্পনায় বাঞ্ছিত বস্তু উপভোগ করা। 'সবে এই মনকলা খায়েন প্রচুর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মন-কষাকষি *বি* মনোমালিন্য। 'একটা মন-কষাকষি চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'কথাকাটাকাটি এবং মনকষাকষি।' *শরৎ*, ১৯১৬।

মন কষাকষি করা *ক্রি* মনোমালিন্য করা। 'আমার সঙ্গে মন কষাকষি করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মনকসা *ক্রি* মন পরীক্ষা করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মন কাড়া *ক্রি* মন ভুলানো; মুগ্ধ করা। 'আমাদের মন কাড়িয়া লইলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মনকুঠো *বি* মনের কুঠুরি। 'মন-আগুন কে দেখে মনকুঠো যেঁসে।' *লালন*, ১৮৯০।

মন কেমন করা *ক্রি* ব্যাকুল হওয়া। 'আমার মন কেমন করে – কে জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মন কেমন কেমন করা *ক্রি* ব্যাকুল হওয়া। 'আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মন খাটানো *ক্রি* চিন্তাশক্তি কাজে লাগিয়ে। 'আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে-জ্ঞান উপার্জন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মন খোলসা করা *ক্রি* মনের কথা অকপটে খুলে বলা। 'তা যাও, মনটা খোলসা করে এসো গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মন খোলা ১ *ক্রি* মনের কথা অকপটে বলা। 'কি রূপে আছি, তা তাই যদি মন খুলে ... দেখাতেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বিণ* উদার। 'মনখোলা ও অমায়িক ধরনের লোক।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মনগঙ্গা *বি* মনরূপ গঙ্গা। 'দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মন-গড়া ১ *বিণ* বানানো। 'এটি আপনারই মনগড়া কথা।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* মনের মতো; পছন্দের। 'মন-গড়া নাম চাই যে দিতে তারে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মন গলা *ক্রি* হৃদয় বিগলিত হওয়া। 'আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মন-গুমরানি *বি* মনে চাপা বেদনার কাতরানি। 'আমার এ মন-গুমরানি শেষে যখন অসহ্য হয়ে দাঁড়াল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মনগোপনে *ক্রিবিণ* একান্ত গোপনে। 'ডাকছি তারে মনগোপনে মনের কামনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মন-গোলাপ *বি* মনরূপ গোলাপ। 'মন-গোলাপের পাপড়ি কাঁপে কেন গো।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মন-ঘুড়ি *বি* মনরূপ ঘুড়ি। 'সুতোর গুঁতো শ্রান্ত-শিথিল টানতে ও মন-ঘুড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মন ঘুলিয়ে যাওয়া *ক্রি* চিন্তায় তালগোল পাকানো। 'ও সব ভাবনা ভাবতে গেলে মানুষের দার্শনিক মন ঘুলিয়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মনচক্ষু [স মনশ্চক্ষু] *বি* অন্তর্দৃষ্টি। 'দেখি, মনচক্ষু দিয়ে লোকে কিনা দেখতে পায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মন-চলাচল *বি* মনের ভাব আদান-প্রদান। 'মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মনচিত্র [স] *বি* মনরূপ চিত্র। 'মানচিত্রের সঙ্গে মনচিত্রের কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মন চুরি *বি* হৃদয়হরণ। 'আমি হয়তো একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মনচোর [স] *বি* মন চুরি করে যে। 'কোথা হতে মনচোর পশিল আমার বক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনচোরা ১ *বি* প্রণয়পাত্র। 'মনচোরার অনুসন্ধানে বৃন্দাবনে এলেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'মন-চোরা সে কোন জনা?' *নজরুল*, ১৯৩৯। **২** *বি* অচিন মানুষ। 'পাছবাড়ি আটেলা কর মনচোরা রে চিনে ধর।' *লালন*, ১৮৯০।

মন ছটফট করা *ক্রি* মন চঞ্চল হওয়া। 'কাল রাত হইতে তাহার মন ছটফট করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনছলা [স মন+স ছলনা>] *বিণ* মন মজায় এমন। 'আপনি এই কপট ভোলা ত্রিজগতের মনছলা।' *লালন*, ১৮৯০।

মন-জানাজানি *বি* মানসিক ঘনিষ্ঠতা। 'ক্লাসিক এবং রোমান্টিকদের মধ্যে মন-জানাজানির অবকাশ কুচিৎ।' *শিব*, ১৯৫০।

মনজিৎ [স] *বিণ* মনজয়ী। 'রণজিৎ অনেকেই হতে পারে, কিন্তু মনজিৎ কজন হয়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মন জোগানো *ক্রি* তোশামোদ করা। 'পরের মন জুগিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিতে হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মন টানা *ক্রি* মনে আকর্ষণ বোধ করা। 'আমার নিতান্ত মন টানিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

মন টানাটানি *বি* মন-কষাকষি। 'চন্দর কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে মন টানাটানি লইয়া আর এদিক মাড়ায় না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মন টিকা *ক্রি* মন স্থির থাকা। 'আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকিতে মন টিকিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'তোমার বুঝি এদেশে মন টিকছে না?' *নজরুল*, ১৯৩১।

মনটুসি *বি* অল্পেই মন তুষ্ট হয় যার। 'আদর করে মা তারে তাই নাম দিয়েছেন মনটুসি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মন ঠাণ্ডা করা *ক্রি* হৃদয় শান্ত করা। 'ভেবে আমি মন ঠাণ্ডা করেছি।' *মানিক*, ১৯৪০।

মনতরী [স] *বি* মনরূপ নৌকা। 'মনতরী পাবে কূল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মনতুষি *বিণ* মন তুষ্টকারী। 'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন নাকি আমি বিপ্লবী-মনতুষি!' *নজরুল*, ১৯২৬।

মনতুষ্ট [স] *বিণ* মনের সন্তুষ্টি হয়েছে এমন। 'দুষ্টমতি এজিদের মনতুষ্ট হৈল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মনতুষ্টি [স] *বি* মনের তৃপ্তি। 'লেখকের মনতুষ্টি হতে পারে না।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মনতোষ [স মন-তোষণ] *বি* চিত্তের সন্তুষ্টি। 'মনতোষ ভৈল কাহ্নাঞিঁ ছাড়ে ঘন শাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনতোষিণী [স মন-তোষিণী] *বিণ স্ত্রী* মন তৃপ্ত করে এমন। 'এজিদ আজ মনের মত মনতোষিণী সুরা পান করিয়া বসিয়া আছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মন-দরিয়া [স মন+ফা দরিয়া] *বি* মনরূপ সমুদ্র। 'মাঝি ... মন-দরিয়ায় কূল-কিনারা পেলে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মন দিয়া *ক্রিবিণ* মনোযোগ সহকারে। 'মন দিয়া সুন সভে স্যামদাসের বানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মন দেওয়া ১ *ক্রি* প্রেম নিবেদন করা। 'মন দিতে এসেছি যারে ভালোবেসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *ক্রি* মনোযোগী হওয়া। 'অবস্থা এমনি হয়েছে কিছুতেই একজামিনের পড়ায় মন দিতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মন দেওয়া-নেওয়া *বি* মন বা ভালোবাসার আদানপ্রদান। 'মন দে'য়া নে'য়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মনধন্ধ [স মন-দ্বন্দ্ব>] *বি* মনের কষ্ট। 'তবে সে বুঝিতে তুমি মোর মন ধন্ধ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মনধান্ধা [স মন-দ্বন্দ্ব>] *বি* সংশয়। 'দূর হৈব মন ধান্ধা জন্মিব শুদ্ধ জ্ঞান।' *সুলতান*, ১৭০০।

মন-নদী [স] *বি* মনরূপ নদী। 'মন-নদী ছুটছে ওই।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মন না উঠা *ক্রি* সন্তুষ্ট না হওয়া। 'এত ঘুস পেয়ে যদি বা তাহার মন না উঠিতে চায়।' *জসীম*, ১৯৩১।

মন না থাকা *ক্রি* আগ্রহ হারানো। 'ইহাতে আর আমার মন নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

মন-না-মতি – মানব মনের নিশ্চয়তা বিষয়ে সন্দেহ। 'বেরিয়ে গেল কথায় কথায় – কথায় বলে মন-না-মতি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মন না লাগা *ক্রি* ভালো না লাগা। 'আমার লাগল না মন লাগল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মন-নিকষ [স মন-নিকষ] *বি* মনের কষ্টি। 'যেমনি ফোটে মন-নিকষে পিয়ার ফাগুন-স্মৃতির দাগ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মন পড়া *ক্রি* লোভ থাকা। 'সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মন পড়ে থাকা *ক্রি* অন্তরের টান থাকা। 'ঐ দিকে যে মন পড়ে রয় মন লাগে না কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

মনপবন [স] *বি* মনরূপ বায়ু। 'মনপবনে দুলাইছে দিবসরজনী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মন পাওয়া *ক্রি* হৃদয় জয় করা। 'কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মন পাখি *বি* মনরূপ পাখি। 'উদাস মোর মন পাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মন পাতা *ক্রি* আশা করে অপেক্ষা করা। 'আমি মন পেতে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মনপুরী [স] *বি* মনরূপ পুরী। 'সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মনপ্রাণহৃদয় [স] *বি* অন্তর। 'মানুষ তার সমস্ত মনপ্রাণহৃদয় লইয়া মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মনপ্রিয় [স] *বিণ* মনের মতো। 'বাদ সাধন কেমনি মনপ্রিয় হউক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মনফান্দ [স মন+ফা ফন্দ] *বি* মনের ফাঁদ। 'রূপ কামিনী জনের মনফান্দ।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

মন ফেরা *ক্রি* সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসা। 'মন ফিরি যায় তার না পারে মারিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মন ফেরানো *ক্রি* নিবৃত্ত হওয়া। 'তুমি এমত কার্য্য করিও না ইহা হইতে মন ফিরাও।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

মন-বধূ [স] *বি* মনরূপ বধূ। 'যত মন-বধূ ধায় বনে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মনবন্দী [স] *বিণ* মনের ভিতরে জমা। 'কস্তুরীসুবাসে অলকের ফাঁসে মনবন্দী হয় কাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মন-বন্ধ [স] *বিণ* মন-বন্দী। 'যদি প্রেম ফান্দে তুক্ষি হৈতা মন-বন্ধ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মন বসন [স] *বি* মনরূপ বসন। 'মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্বকথাই সাবান।' *সুকুমার*, ১৯২০।

মন বসা ১ *ক্রি* মন টেকা; ভালো লাগা। 'এই ঘরে যে এমন করে বিনয়ের মন বসেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *ক্রি* মনোযোগী হওয়া। 'মন বসতে সাহায্য হবে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মন বাঁধা *ক্রি* মনস্থির করা; একাগ্রচিত্ত হওয়া। 'হঠাৎ মনকে বেঁধে তোলা কঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মনবিনিময় [স মন-বিনিময়] *বি* মন দেওয়া-নেওয়া। 'মনবিনিময় এবং নতুন জননীতিকের কথা।' *জীবন*, ১৯৪০।

মনবুদ্ধি [স] *বি* মনের ভাবনা। 'মনবুদ্ধি এককরি ভজ নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মনবেড়ী *বি* মনের বাঁধন। 'ধরতে পারলে মনবেড়ী দিতাম তাহার পায়।' *লালন*, ১৮৯০।

মনব্যেথা [স মন-ব্যথা] *বি* মনোবেদনা। 'মনের ঘুচুক মনব্যেথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মন-ভাঙা *বিণ* হৃদয় ভাঙা। 'মন-ভাঙা দুখ মোর কণ্ঠেতে পুরে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

মন ভাঙাভাঙি *বি* মানসিক দ্বন্দ্ব। 'তখন আমাদের এ মন ভাঙাভাঙিও হয়নি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মন-ভার [স মন-ভার] *বি* বিরক্তি; অপ্রসন্নতা। 'কোনোখানে মন-ভার, মুখ-ভার দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মন ভার করা *ক্রি* মন খারাপ করা। 'তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মন-ভিখারী *বি* মনের কাঙাল। 'মন-ভিখারী মীন-শিকারী মুখের পানে চায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মন ভিজে যাওয়া *ক্রি* সদয় হওয়া। 'ভিজে গেল মন, তবু দ্বিধাভরে তারে শুধালো ব্রাহ্মণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মনভীষ্ট [স মন-অভীষ্ট] *বি* মনোবাসনা। 'এই নিবেদন মোর মনভীষ্ট সিদ্ধ কর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মন-ভোমরা *বি* মনরূপ ভ্রমর। 'মন-ভোমরা বেড়ায় গাহি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মনভোলানো *বিণ* মন হরণ করে এমন। 'কত মন-ভোলানো ভঙ্গিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'ইতরের মনভোলানো অতিপ্রাচুর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মনমজান *বিণ* মনোমুগ্ধকর। 'আর কোন ভাষায় কল্পনাসুন্দরী তাহার মনমজান ভাবের ছবি আঁকে?' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মনমতো *বিণ* পছন্দমতো। 'চাটুকু মনমতো না হলে কেমন যেন তৃপ্তি হয় না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মন-মধুপ [স] *বি* মনরূপ ভ্রমর। 'তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

মনময় [স মন-ময়] *ক্রিবিণ* মনের মতো। 'মনময় করিল বালক বৎসগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মন-ময়ূর [স] *বি* মনরূপ ময়ূর। 'প্রলাপ বকে গো কলাপ মেলিয়া মন-ময়ূর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মনমরা [স মন+মরা] *বিণ* বিমর্ষ। 'মনমরা তাহাকেই বুঝায়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মনমাতানো *বিণ* মনকে মত্ত করে এমন। 'চীনসমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মনমাতানো কালবৈশাখী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মন-মৃগ [স মন-মৃগ] *বি* মনরূপ মৃগ। 'তোমার কর্ণিকা ফান্দে মোর মন-মৃগ বান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মনমোহিনী [স মনোমোহিনী; স মন-মোহিনী] *বি* মন মুগ্ধ করে যে রমণী। 'মন-মোহিনীর মনহরা দেখিনি কোথা সে গোরা।' *লালন*, ১৮৯০।

মন-মৌমাছি *বি* মনরূপ মৌমাছি। 'আমার এ মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মনযোগান গোছ *বিণ* মনের সন্তুষ্টি প্রকাশক; মনের মতো। 'মনযোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মনরক্ষা [স মন-রক্ষা] **১** *বি* কোনোরূপে মনঃক্ষুণ্ন না হয় সে-চেষ্টা করা। 'চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বার বার বলিব না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **২** *বি* আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা; খুশি করা। 'ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তার যত সময় ব্যয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মনরম্য [স মন-রম্য] *বি* মনোরঞ্জন। 'সদ্বক্তৃতায় সকলের মনরম্য করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মনরসনা [স মন-রসনা] *বি* মনরূপ জিভ। 'কোনো কিছুরই স্বাদ পায় না মনরসনা।' *অবন*, ১৯২৫।

মন রহা *ক্রি* মন স্থির থাকা। 'রহে না আবাসে মন হায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মন রাখা **১** *বিণ* মন রক্ষা করে এমন। 'তোমার মনরাখা কাজ করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *ক্রি* পছন্দমতো কাজ করা। 'যারা নিজের মন রেখে চলে, ফ্যাশন তাদেরই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মনরায় [স মন+ফা রায়] *বি* মনের রাজা। 'একদিন ভাবিলে না অবোধ মনরায়।' *লালন*, ১৮৯০।

মন লাগা *ক্রি* মনোযোগ দিতে পারা। 'ওই দিকে যে মন পড়ে রয়, মন লাগে না কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩; 'কিছুতে কেন যে মন লাগে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মনলোভা [স মন+স লোভ>] *বিণ* মনকে লুব্ধ করে এমন। 'কি কহিব সোভা রতি মনলোভা মদন মুহিত লাজে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মন-সওয়ারি [স মন+ফা সওয়ারি] *বি* মনরূপ সওয়ারি। 'মন-সওয়ারি হয়ে এক লহমায় যেখানে খুশি চলে যায়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

মন সরা *ক্রি* ইচ্ছা হওয়া। 'সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মনসাপেক্ষ [স] *বিণ* মনের উপর নির্ভরশীল। 'ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মনসারী [স] *বি* মনরূপ শালিক। 'মনসারীর মুখে বাক ফুটালে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মনসুখ [স মন-সুখ] *বি* মনের আনন্দ বা ইচ্ছা। 'মনসুখ ভৈলেঁ বোল ধরিবোঁ তোহ্মার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনস্থ [স মন-স্থ] *বিণ* মনে স্থিত; সংকল্পিত। 'অত্রাপি একবার দৃঢ় মনস্থ করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মনস্থির [স মন-স্থির] **১** *বি* সিদ্ধান্ত। 'মা যখন মনস্থির করেছেন ওঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* প্রতিজ্ঞা। 'নিষ্ঠুর কীর্তির কথা প্রকাশ করবে বলে সে মনস্থির করেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মনস্ফুলিঙ্গ [স মন-স্ফুলিঙ্গ] *বি* মনের আগুন। 'ঐ একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ-নিবৃত্তি করিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মন হওয়া *ক্রি* মনোযোগ হওয়া। 'আজকাল খুব মন হয়েছে লেখাপড়ায়।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

মন হরণ করা *ক্রি* মন ভোলানো; চিত্ত মুগ্ধ করা। 'শুক্লপঞ্চমীতে, বাপীতটে, যে রাজকুমারের মন হরণ করিয়া আনিয়াছিলে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মনহরা [স মন+স হরণ>] *বিণ* মন হরণকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মনহরিষ [স মন+স হর্ষ>] *বি* মনের আনন্দ। 'হাসছলেঁ কৈল মনহরিষ বিকাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনহারি [স মনোহারী] *বিণ* মন হরণ করে নেয় এমন। 'নাতিনের বেটীর বিভা মোর মনহারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মন হালকা হওয়া *ক্রি* দুশ্চিন্তা দূর হওয়া। 'মনটা তাঁর যথেষ্ট হালকা হইয়া গেল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মনহি *ক্রিবিণ* মনে। 'কণতি পরভৃত, মনহি কৃতহুত উয়ল নিরমল ছন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মনহিত [স মন-হিত] *বিণ* মনে সুখ আনে এমন। 'মদনা এতেক শুনে মনহিত ভাবে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মনহৃদি [স মন-হৃদয়>] *বি* হৃদয়-মন। 'সুনি ধনি মনহৃদি ঝুর। তবহি মনহি মনপুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মনা [স মন>] **১** *বি* মন। 'ভাল জল-ছেঁচা কল পেয়েছ মনা।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* অনুসারী; মনোভাবাপন্ন। 'কর্ম্মতৎপর লীগমনা জনসাধারণ।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

মনাকাশ [স] *বি* মনের আকাশ। 'তুলাসম মেঘখণ্ডের মতো মনাকাশে দেখা দিয়ে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

মনাগুন [স মন+আগুন] *বি* মানসিক যন্ত্রণা। 'মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'মনাগুন রূপে পরিণত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মনাগ্নি [স] *বি* মনকে দগ্ধ করছে এমন আগুন। 'এ মনাগ্নি নিবাইব ঢালি লহু-স্রোতে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মনাঞি [স মন>] *বিণ* মনোজ্ঞ। 'জনুরবাজন জেমন বাজে মনাঞি কন্নিকা কঙ্কণ গাজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মনানন্দ [স] *বি* মনের আনন্দ। 'মনানন্দে চলিলা দুজনে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মনানল [স] *বি* মনের আগুন। 'এ মনানলে ছাই করে পুড়াইব সব শাস্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মনানিধি *বি* অমূল্য সম্পদ। 'আঁচল ভরিয়া যদি মনানিধি পাঙ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মনাভিষ্ট [স] *বি* মনের কামনা। 'মনাভিষ্ট সিদ্ধি বিনু সব অন্ধকার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মনে আঁটা *ক্রি* মন স্থির করা। 'তিনি অনেকদিন থেকে মনে এঁটে রেখেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মনে আনা *ক্রি* মনে পড়ানো। 'মাধবীর মঞ্জরী মনে আনে বারে বারে বরণের মালা গাঁথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

মনে করন *বি* মনে করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মনে করা ১ *ক্রি* ধারণা করা। 'সূত্রধর চমৎকৃত হইয়া মনে করিল যে স্বর্ণকার এইমত ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *ক্রি* স্মরণ করা। 'যদি সহজে না মনে পড়ে, তবে এই চিহ্ন দেখে মনে করো।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *ক্রি* দোষ ধরা। 'পরের বাড়ী, কে কি মনে করবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৪** *ক্রি* ইচ্ছা করা। 'মনে করি ত মণিপুর ছারখার করে চলে যেতে পারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মনে-টানা *ক্রি* মনে লাগা। 'মনে-ধরা এবং মনে-টানার দিক থেকে সুন্দর অসুন্দরের ভেদ করি কেমন করে।' *অবন*, ১৯২৫।

মনে থাকা *ক্রি* স্মরণে থাকা। 'তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মনে ধরা *ক্রি* পছন্দসই হওয়া। 'বিয়ের দুদিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মনে পড়া *ক্রি* স্মরণে আসা। 'আমার মনে পড়ে হিসার বাকী কিছু টাকা দেনা হবেক। *মেয়ার্স*, ১৭৫৭।

মনে-প্রাণে *ক্রিবিণ* সর্বান্তঃকরণে। 'এ কী সুধারস আনে আজি মম মনে-প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মনে মনে *ক্রিবিণ* আপন মনে। 'রাধিকা গুণিআঁ মনে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনের মতো *বিণ* পছন্দসই। 'আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই মনের মতো করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মনের মানুষ ১ *বি* প্রেমাস্পদ; প্রিয়জন। 'মনের মানুষ যদি না পাইলা খোঁজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* বাউল ও সহজিয়াদের আরাধ্যজন। 'আছে যার মনের মানুষ মনে সেকি জপে মালা।' *লালন*, ১৮৯০; ' তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মনে রাখা *ক্রি* স্মরণে রাখা। 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'কেন মনে রাখ তারে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মনে লাগা *ক্রি* পছন্দ হওয়া। 'যা একবার আমার মনে লেগেছে তা চিরকালই আমার মনে লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মন[২] [আ] *বি* ওজনের একক; ৪০ সের (এক সের এক কিলোগ্রামের চেয়ে একটু কম)। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মন[৩] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নীলকণ্ঠ মন।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মনঃ [স] *বি* মন। **মনস্কথা** [স] *বি* অন্তরের কথা। 'সব মনঃকথা গোসাঞি করি নির্ব্বাহণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মরমে পরম ব্যেথা তবে ঘুচে মনঃকথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মনঃকল্পিত [স] *বিণ* কাল্পনিক; কল্পনাপ্রসূত। 'মনঃকল্পিত ব্যবস্থা কদাচ তাহার বৈধতা সম্পাদন করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মনস্কষ্ট [স] *বি* মনের দুঃখ। 'শত্রুর মনঃকষ্ট দিতে আজ আর কাহারও বাধা মানিব না।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

মনঃকোকনদ [স] *বি* মনরূপ রক্তপদ্ম। 'মধুহীন কর না গো তব মনঃকোকনদে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মনঃক্লেশ [স] *বি* মনের কষ্ট। 'গরল পান করাইয়াও ইহারা বিন্দুমাত্র মনঃক্লেশ পায় না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মনঃক্ষুণ্ণ [স] *বিণ* দুঃখিত। 'অস্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মনঃক্ষোভ [স] *বি* মনের জ্বালা। 'অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মনঃপীড়া [স] *বি* মনের বেদনা। 'মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

মনঃপূত [স] *বিণ* পছন্দমতো। 'পণ্ডিতদিগের সর্বতোভাবে মনঃপূত হইবার সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আখনজীর মনঃপূত হইত না।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মনঃপূতা [স] *বিণ স্ত্রী* পছন্দসই। 'বউদির মনোনীতারা আমার মনঃপূতা হয়নি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মনঃপ্রকাশ [স] *বি* মনোবাঞ্ছা পূরণ। 'গ্রাম ও পরগনায়২ গতায়াত করিয়া দেখান যে স্থানে তাহাদের মনঃপ্রকাশ হয়।' *রামরাম*, ১৮০১।

মনঃপ্রকৃতি [স] *বি* মনের স্বভাব। 'এদের মনঃপ্রকৃতি দুইরকম ছাঁদের ভেদবুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মনঃপ্রশস্ত [স] *বিণ* মনঃপূত। 'এক্ষণে দশ মুদ্রার বস্ত্রেও মনঃপ্রশস্ত হয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মনঃপ্রীতি [স] *বি* মনের সন্তোষ। 'উভয়ের মনঃপ্রীতি করিতে সে পারে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মনঃশরীর [স] *বি* মানসিক গঠন। 'সমস্ত জাতির মনঃশরীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মনঃসংন্যাসপ্রাপ্ত [স] *বিণ* কল্পিত। 'কিছু প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবীদের মনঃসংন্যাসপ্রাপ্ত আকস্মিক ফলাফল নয়।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

মনঃসংযম [স] *বি* ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ। 'মনঃসংযম কিরূপে হইতে পারে?' *প্যারী*, ১৮৬০।

মনঃসংযোগ [স] *বি* মনোনিবেশ। 'আদ্যরত্নে মনঃসংযোগ হওয়া দুর্ঘট।' *কেরি*, ১৮১২।

মনঃসঞ্চার [স] *ক্রি* মনোনিবেশ করা। 'পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা তৃণগুল্মের মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনঃসন্তুষ্ট [স] *বিণ* খুশি। 'এতদ্দ্বয়েও মনঃসন্তুষ্ট হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মনঃস্থ [স] *বিণ* মনঃস্থিত। 'এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মনঃস্থির [স] *বি* সংকল্প। 'পূজাদি বিষয়ে মনঃস্থির কদাপি হয় না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

মনঃস্ফুলিঙ্গ [স] *বি* মনের আগুন। 'ঐ একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ-নিবৃত্তি করিবার জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনক্কা [আ মুনক্কী] **১** *বি* কিশমিশ; কৃষ্ণকায়া দাসী। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* শুকনা আঙুরবিশেষ। 'একটা কাঁচা মনক্কার থোকা।' *নজরুল*, ১৯২২।

মনজির [স মঞ্জীর] *বি* নূপুর। 'রহি রহি মনজির ভান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মনজিল [আ] *বি* বাড়ি। 'মনজিলে মনজিলে যায় রাহা গুজারিয়া।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মনজুর [আ] *বি* অনুমোদন। 'আমার নিকট মনজুর আমানতে খেয়ানত করহ নিসা করীবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'যাহা২ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনজুর হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

মনজুর করা *ক্রি* অনুমোদন করা। 'অফিসের বড়-কর্তা ... ছুটি মনজুর করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মনন [স] **১** *বি* ধ্যান। 'তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* মনস্থির। 'বহু ভায়া নিকট জাইবেন এমত মনন করিয়াছেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৫; 'তিনি যে কোন বিষয়ে মনন করিতেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বি* ইচ্ছা। 'যদ্যপি আমারদিগের খবরের কাগজ করিবার মনন থাকিত তবে অবশ্যই একটা সাপ্তাহিক কিম্বা ...।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

মননজাত [স] *বিণ* চিন্তাশীলতা থেকে সৃষ্ট। 'ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মনন-মন্দির [স] *বি* বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার অনুশীলন হয় যেখানে। 'মনন-মন্দির/ যাকে বলে প্রাথমিক স্কুল, লতা-ওঠা।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মননশক্তি [স] *বি* মানসিক শক্তি। 'ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মননশীল [স] *বিণ* মনস্বী; ভাবুক। 'যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মননশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* চিন্তাশক্তিসম্পন্ন। 'আধুনিক মননশীলা ও প্রগতিশীলা মুসলিম নারী।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মনন-সাহিত্য [স] *বি* যে-সাহিত্যে মননশীলতা-প্রধান। 'মনন-সাহিত্যের একটা হিসাব-নিকাশ এই জুবিলী ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

মননিত [স মনোনীত] *বিণ* মনোনীত। *এডমন*, ১৭৯০।

মনপলি, মনাপলী [ই] *বি* একচেটিয়া অধিকার। 'মনাপলী অর্থাৎ লবণ ব্যবসায়ের একাধিপত্য সংজ্ঞা সকলেরি অপ্রিয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'স্বর্গ ও বেহেশ্‌তের মনপলি প্রতিষ্ঠা করেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মনফুক *ক্রিবিণ* অনুযায়ী। 'তফসিল মনফুক এই সকল ... জায়গায়২ মোকরর হইয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মন রওানি *বি* বাতিবিশেষ। 'মন রওানি রৌশনী হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মনশ্চক্ষু [স] *বি* মানস-চোখ; অন্তর্দৃষ্টি। 'আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে ধরিয়া দিলে আমাদের আনন্দ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মনশ্চাঞ্চল্য [স] *বি* মানসিক অস্থিরতা। 'ততটুকু মনশ্চাঞ্চল্য তাহার জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনসবদার, মনছবদার [আ মনসব+ফা দার] *বি* জায়গিরপ্রাপ্ত সেনাপতির উপাধিবিশেষ। 'ফরমানী মহারাজ মনসবদার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'বাঙ্গালার এক মনছবদার যাইয়া যশহর ...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'পাঁচহাজারী মনসবদারের মধ্যে স্থান।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মনসা [স] *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী সাপের দেবীবিশেষ। 'চম্পক নগরে ঘর চাঁদ সদাগর মনসা সহিত বাদ করে নিরন্তর।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মনসাকে ধুনার গন্ধ – বদমেজাজিকে উসকানি দেওয়া। 'একে মনসার ফোঁস ফুসুনি ধুনার গন্ধ তায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মনসাপেড়ে *বিণ* সাপ-অঙ্কিত পাড় আছে এমন। 'বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মনসার কাল *বি* (হিন্দুপুরাণ) মনসা দেবীর অভিশাপ। 'অঘোর ঘুমের মধ্যে ছুঁয়ে গেছে মনসার কাল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মনসাসিজ *বি* গাছবিশেষ। 'ভদ্রাসনবাটীর মনসাসিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মনসিজ [স] *বি* হিন্দুমতে প্রেমের দেবতা; কামদেব। 'করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনসিজবাণ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামদেব মদনের বাণ। 'আকুল করিল চিত্ত মনসিজবাণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মনসিজশর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামদেব মদনের বাণ। 'করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনসুন [আ মাওসুম] **১** *বি* মৌসুমি বায়ু। 'যে বায়ুকে আমরা মনসুন নামে আখ্যাত করি।' *প্রমথ*, ১৯২৫। **২** *বি* বৃষ্টি। 'বকুনির মনসুন নেমেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মনসুবা *বি* দৃষ্টি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মনসোব [আ মনসব] *বি* মুন্সেফ; নিম্নতম ম্যাজিস্ট্রেট। 'আমিন ও মনসোব রাখিয়া সামান্য মোকদ্দমা সকল সম্পন্ন করান।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মনস্ [স] *বি* মন।

মনস্ক [স] *বিণ* মনোযোগী। 'ক্রমে অধিক মনস্ক হইতে লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

মনস্কাম [স] *বি* মনের বাসনা। 'বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মনস্কামনা [স] *বি* মনের ইচ্ছা। 'সুবচনী পূজা করি মনস্কামনা সিদ্ধি করিলে।' *কেরি*, ১৮০২।

মনস্কার [স] *বি* মনোনিবেশ। 'হরিদাসের মহিমা কহে করি মনস্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মনস্তত্ত্ব [স] **১** *বি* মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। 'আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদিগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকার মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সম্ভব থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* মনোবিজ্ঞান। 'মনস্তত্ত্বকেও যে তিনি কোনো-একদিন ইহাদের এক কোঠায় আনিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মনস্তত্ত্ববিদ [স] *বি* মানবমনের ক্রিয়া ও গতিপ্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদিগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকার মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মনস্তত্ত্ববিদ্যা [স] *বি* মনোবিজ্ঞান। 'উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন কী মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এক কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

মনস্তাত্ত্বিক [স] *বি* মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ। 'এ জন্য অপরাধতত্ত্ববিদ, মনস্তাত্ত্বিক, আইনজ্ঞ, ডাক্তার ...' *আজাদ*, ১৯৫৫।

মনস্তাপ [স] *বি* মানসিক কষ্ট। 'মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মনস্তুষ্টি [স] *বি* মনের তৃপ্তি। 'স্থল বিশেষে কুকর্ম্মির মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কুকর্ম্মও করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মনস্থ [স মনঃস্থ] ১ *বিণ* মনঃপূত। 'আমার মনস্থ দালাল রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বিণ* সংকল্পিত। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বি* ইচ্ছা। 'তাহার এ কার্য্যের সরবরাহ দেওয়ার মনস্থ থাকে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মনস্বী [স] ১ *বি* বিজ্ঞজন। 'যে মনস্বী হিতাহিত জ্ঞানের অনুদেশক্রমে যুক্তির লণ্ঠন হাতে লইয়া ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বিণ* মহাত্মা। 'মনস্বী সার উইলিয়ম হাণ্টার সাহেব লিখিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মনস্বিতা [স] ১ *বি* স্থিরচিত্ততা। 'তিনিই মনস্বিতালাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন।' *প্রমথ*, ১৯১৩। ২ *বি* মননধর্মিতা। 'যদি তাঁর মনস্বিতা সম্বন্ধে কারো মনে সন্দেহ জাগে' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মনস্বিতাসম্পন্ন [স] *বিণ* উদার মানসিকতা সম্পন্ন। 'অসাধারণ মনস্বিতাসম্পন্ন এই মানুষটিকে খাটো করে দেখাবার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা ...' *শিব*, ১৯৫৬।

মনস্বিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মানসিক। 'আমার এ শাদা শাটিনের শেমিজ পেতেছে সেই মনস্বিনী শৃঙ্খলাকে টের ...' *জীবন*, ১৯৩০।

মনস্বীজন [স] *বি* চিন্তাশীল ব্যক্তি। 'এইসব বাধার অপসারণে আত্মনিয়োগ মনস্বীজনের অবশ্যকর্তব্য।' *শিব*, ১৯৫৬।

মনস্য [স মনুষ্য] ১ *বি* মানুষ। 'কোন মনস্য এক কিম্বা দুই থাকী না থাকে?' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'এ দেসস্ত মনস্য স্ত্রি ও পুরুষ ও ছোকরা এবং জোয়ান।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। ২ *বি* কর্মচারী। *বোগল*, ১৭৭০; 'সঙ্গে একজোন মনস্য লইলেন না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। দ্র মনুষ্য

মনহুশ [আ মনহুস] *বি* হতভাগা। 'না শিখে আদব এলি বেহেশতে/ কোন বন হতে রে মনহুশ?' *নজরুল*, ১৯৩৯।

মনহুসী [আ মনহুস>] *বিণ* অমঙ্গলজনক। 'খয়রাতী বা ধারের জামাজোড়ায় বিয়ে করাটা মনহুসী – অপয়া।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মনাজাত [আ মুনাজাত] *বি* প্রার্থনা। 'দরগায় মনাজাত করিতেছি।' *ডেরলি*, ১৭৯৭।

মনান্তর [স] ১ *বি* মনোমালিন্য। 'তাঁহাদের সহিত কথান্তর উপস্থিত হইয়া ... মনান্তর ঘটিয়া উঠিল।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* মতপার্থক্য। 'লেখকের সঙ্গে মনান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মনান্তরি [স মনান্তর>] *বি* মনোমালিন্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মনাফা [আ মুনাফি] *বি* মুনাফা; লাভ। 'তখন মুসলমান "মনাফা" লাভ এমন কি "ফাও" সহ আসল আদায় করিয়া লয়।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মনাসিব [আ মুনাসিব] *বি* ইচ্ছা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মনাসেব [আ মুনাসিব] *বি* ইচ্ছা। 'মনাসেব নহে এয়ছা করিতে খোদাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মনাস্টারি [ই] *বি* ধর্মাশ্রম। 'বিভিন্ন মনাস্টারিতে কিছু কিছু জ্ঞানের চর্চা শুরু হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

মনি[1] [স মণি] *বি* মূল্যবান রত্ন; মণি। 'মনি পায়্যা আসে সত্রাজিত নৃপবর।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **মণি**

মনিহার [স মণিহার] *বি* মণিহার; মণিময় মালা। 'নহ ফনিরাজ উরে মনিহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মনি[2] [ই] *বি* টাকা। **মনিব্যাগ** [ই] *বি* টাকা রাখার থলে। 'আমিই আবার কুড়িয়ে পেলাম মনিব্যাগটা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মনি অর্ডার [ই] *বি* ডাকযোগে টাকা পাঠানো। 'দু'পাঁচ টাকা বুড়ীর নামে মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মনিটর, মনিটার [ই] ১ *বি* ক্যাপ্টেন। 'ক্লাসের মনিটর দাঁড়িয়ে বলল।' *শামসুল*, ১৯৫৭। ২ *বি* পর্যবেক্ষক; তত্ত্বাবধায়ক। 'হোস্টেলের মনিটরের মুখে খবরটা এল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মনিব [আ মুনিব] ১ *বি* মালিক। 'মনিবে মারিতে চলে বিবির লাগিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'অনেকের মনিবের কাছে কাজের গাফিলতী অপরাধে মায়িনে কাটা।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* কর্ত্রী। 'তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে। মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* চাকরি-ক্ষেত্রে উপরওয়ালা। 'প্রহরীর কাজ আমার নয়, আমাকে আমার মনিব প্রহরে প্রহরে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মনিবহারা [আ মুনিব+হারা] *বিণ* মালিক হারিয়েছে এমন; আশ্রয়হীন। 'কুকুর মনিবহারা যেমন করুণ চোখে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মনিবানা [আ মুনিব>] *বি* মালিকের মতো আচরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মনিবি [আ মুনিব>] *বি* মালিকের মতো আচরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মনিমেন্ট [ই] *বি* কীর্ত্তিস্তম্ভ। 'আড়ডাটি উঠিয়ে দেছেন কেবল তার মনিমেন্টের মত রুইনমাত্র পড়ে আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মনিয়া *বি* মুনিয়া পাখি। 'মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মনিলা *বিণ* ম্যানিলার। 'মনিলা ও মেলাই এ সকল জাতিয় কথক লোক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মনিষ্য [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'মনিষ্যের প্রাণ নাহি ধরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মনিষ্যি [স মনুষ্য] *বি* মানব। 'মনিষ্যি জন্মের সাধ যার কিছুই হলো না তার।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মনিষ্যো [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'সেই মনিষ্যো জর্মিবে অধোম, অগ্যানে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মনিস্য [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'মর্ত্ত্য লোকে চল তুক্ষি মনিস্য রূপ ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মনিহারি, মনিহারী [স মণিকার>] ১ *বি* কাগজ-কলম, খেলনা, প্রসাধনী প্রভৃতি সামগ্রী। 'আমার এ মনিহারীর দোকান সাজাইল কে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* খেলনা, প্রসাধনী প্রভৃতি সামগ্রীতে সাজানো হয়েছে এমন। 'মনিহারি দোকানটি বন্ধ করা হয়।' *মানিক*, ১৯৩৬;

'মনিহারি দোকানের আরও অনেক বিক্রেয় পদার্থের সমাবেশে তাকগুলি ঠাসা।' *মানিক*, ১৯৪০।

মণিহারী *বি* খেলনা, শৌখিনদ্রব্য প্রভৃতির ব্যবসায়ী। 'কখন তামুলী তাঁতী মণিহারী।' *ভারত*, ১৭৬০।

মনীষা [স] *বি* বুদ্ধিমত্তা। 'আমাদের মনের মনীষা প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

মনীষাসম্পন্ন [স] *বিণ* মননশীলতা আছে এমন। 'ইহার সম্পাদক মনীষাসম্পন্ন কালীপ্রসন্ন ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

মনীষী [স] *বি* অসাধারণ প্রতিভা ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। 'মনীষীগণ রিপুবৎ অনিষ্টকারী ষটপ্রবৃত্তিকে ষড়রিপু নামে আখ্যাত করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ফরাসি মনীষী গিজো য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মনীষীসমাজ [স] *বি* মননশীল ব্যক্তিদের সমাজ। 'সাহিত্যিক বা মনীষীসমাজ যে উপরোক্ত প্রবণতা অথবা মতবাদকে স্বাগত করবেন না, এটাই প্রত্যাশিত।' *শিব*, ১৯৫০।

মনীসত্ত [স মনুষ্যত্ব] *বি* যেসব গুণ থাকলে সত্যিকার মানুষ হয়। 'লিখনপড়ন সিখীবা জেমন তোমার মনীসত্ত হয়।' *ওগাঁ*, ১৭৮২। *দ্র* **মনুষ্যত্ব**

মনু [স] *বি* হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী আদি পুরুষ। 'পুরুষ হইল স্বয়ম্ভুব নামে মনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মনুজ [স] *বি* মানুষ; মন থেকে জাত যে। 'সুখর খড়গ মনুজ মুণ্ড।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মনুরাএ [স মনু+ফা রায়] *বি* মানুষ। 'পাপ পুণ্য সকল ভোগএ মনুরাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মনুমেন্ট, মনুমেন্ট্ [ই] **১** *বি* কীর্তিস্তম্ভ। 'ঠিক কলিকাতার মনুমেন্টের সিঁড়ির মত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **২** *বি* স্মারক মিনার; স্মৃতিসৌধ। 'মনে মনে মনুমেন্টকে বিবাহ করিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেন্ট।' *জীবন*, ১৯৩২।

মনুয়া *বি* পাখিবিশেষ। 'মনুয়া পাখি বসে বসে দোলা খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মনুরথ [স মনোরথ] *বি* বাসনা। 'মনুরথ পুরাইব করি সর্বথাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মনুষ্য [স] *বি* মানুষ। 'কেহ বলে যে সে হউ মনুষ্য নহেন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মনুষ্যকন্যা [স] *বি* মানবকন্যা। 'এই মনুষ্যকন্যার সন্ধান করিয়া, যদি তাহাকে আমার কাছে আনিতে পার।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

মনুষ্যকল্পিত [স] *বিণ* মানুষ কল্পনা করেছে এমন। 'নগর, গ্রাম, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির স্বভাবসিদ্ধ ও মনুষ্যকল্পিত চতুঃসীমা অবগত হওয়া উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মনুষ্যকৃত [স] *বিণ* মানুষের তৈরি। 'মনুষ্যকৃত কোন বস্তুর সহিত উপমাযোগ্য হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

মনুষ্যক্ষমতা [স] *বি* মানুষের ক্ষমতা। 'আন্তরিক বিদ্বেষ লইয়া কর্তব্যপালন করা মনুষ্যক্ষমতার অতীত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মনুষ্যচরিত্র [স] *বি* মানব প্রকৃতি। 'মনুষ্যচরিত্র বড়ো সিধা জিনিস নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনুষ্যচিত্ত [স] *বি* মানুষের মন। 'যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়াছিল – সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী সন্দেহ নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মনুষ্যজন্ম [স] *বি* মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ। 'তখনই তাঁহার মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মনুষ্যজাতি [স] *বি* মানবজাতি। 'মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কিসে হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মনুষ্যত্ব [স] *বি* মানবতা; মানুষের মধ্যে আছে এমন সম্ভাব্য গুণের সমষ্টি। 'যে ব্যক্তি মনুষ্যত্বের ভাবনা রাখে না, সে জ্ঞানোপদেশ কুচিৎ মানে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মনুষ্যত্বজ্ঞান [স] *বি* মানবতাবোধ। 'মনুষ্যত্বজ্ঞানকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারি না।' *নজরুল*, ১৯২২।

মনুষ্যত্বপ্রীতি [স] *বি* মানবধর্মের প্রতি অনুরাগ। 'তাদের কাছে সাধারণতঃ বড় হয়ে ওঠে আল্লার হুকুম আর অহমিকাস্ফীতি, সত্যকার মনুষ্যত্বপ্রীতি নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মনুষ্যত্ববিরোধী [স] *বিণ* মানবতাবিরোধী। 'জ্ঞান ও মনুষ্যত্ববিরোধী এবং দেশের অহিতকর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মনুষ্যত্ববিশিষ্ট [স] *বিণ* মানুষের থাকা উচিত এমন সদ্‌গুণসম্পন্ন। 'যদি কাহাকেও তাঁহাদের মহৎ বলিয়া, কিংবা উচ্চ মনুষ্যত্ববিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মনুষ্যত্ববোধ [স] *বি* মানবতাবোধ। 'যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা ... পরিচালিত হয়েছে ঐ সুউচ্চ মনুষ্যত্ববোধ-প্রসূত সার্বিক কল্যাণকামনা দ্বারা।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মনুষ্যত্বহীন [স] *বিণ* মানুষের গুণবর্জিত। 'মনুষ্যত্বহীন এই সব মানুষেরই মাঝে ...।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মনুষ্যত্বহীনতা [স] *বিণ* মানবীয় বৈশিষ্ট্যহীনতা। 'তিনি ক্ষণে ক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনুষ্যত্বহীনতায় ব্যথিত হয়ে ব্যর্থকৌতুকে ফেটে পড়েছেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মনুষ্যধর্ম [স] *বি* মানবপ্রকৃতি। 'যতদিন না মানবজাতি অথবা মনুষ্যধর্ম এ জগৎ থেকে লোপ পাচ্ছে ...।' *শিব*, ১৯৫০; 'বিপ্লবে বিপ্লবে বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

মনুষ্যধারণ [স] *বি* জনসংস্থান। 'তিলধারণের স্থান হয়তো আছে, মনুষ্যধারণের সত্যই স্থানাভাব।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মনুষ্যপ্রকৃতি [স] *বি* স্বভাব। 'অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মনুষ্যবসতি [স] *বি* মানুষের বাস। 'মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুশি হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মনুষ্যবাহ্যযান [স] *বি* পালকি; মানুষবাহী যান। 'সখীগণ ... মনুষ্যবাহ্যযানে আরোহণ করাইয়া, তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে গৃহে লইয়া গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মনুষ্যভাষা [স] *বি* মানুষের ব্যবহৃত ভাষা। 'মনুষ্যভাষাতে তেমন কথা নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মনুষ্যমন [স] *বি* মানুষের মন। 'সাহিত্য মনুষ্যমনেরই সন্তান।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মনুষ্যমর্যাদা [স] *বি* মানুষ হিসেবে সম্মান। 'মনুষ্যমর্যাদাগর্বে প্রত্যেকটি মানুষ গর্বিত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মনুষ্যরক্ত [স] *বি* মানুষের শরীরের রক্ত। 'পৃথিবী আর মনুষ্যরক্তে দূষিত হয় না।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

মনুষ্যরূপী [স] *বিণ* মানুষের রূপধারী। 'বাহির হইতে দেখিতে তাহাকে মনুষ্যরূপী ঝুনা নারিকেল বলিয়া মনে হয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মনুষ্যলোক [স] *বি* পৃথিবী। 'এইরূপে তুমি কিছুদিন মনুষ্যলোকে থাকিবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'যারা বিধাতার সৃষ্ট মনুষ্যলোক লইয়া কারবার করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মনুষ্যশক্তি [স] *বি* মানুষের শক্তি। 'এই অবধূতের মনুষ্যশক্তি নহে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মনুষ্যসঙ্ঘ [স] *বি* মানব সম্প্রদায়। 'একটা বিশেষ ছাঁদের মনুষ্যসঙ্ঘ তৈরি হয়ে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মনুষ্যসন্দর্শনরহিত [স] *বিণ* মানুষের দেখা পাওয়া যায় না এমন। 'নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুষ্যসন্দর্শনরহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট, ক্ষুধাপীড়িত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মনুষ্যসমাজ [স] *বি* মানব সমাজ। 'মনুষ্যসমাজের বন্ধন এইরূপ।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

মনুষ্যহত্যা [স] *বি* মানুষকে হত্যা। 'কোন বিপ্র মনুষ্যহত্যা করিলেও শাস্ত্রানুসারে প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইতে পারেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মনুষ্যালয় [স] *বি* মানুষ বাস করে যে এলাকায়। 'বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মনুষ্যোচিত [স] *বিণ* মানবোচিত। 'মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মনুষ্যোন্নতি [স] *বি* মানবজাতির উন্নতি। 'এইরূপে সকলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আত্মোন্নতি সমাজোন্নতি মনুষ্যোন্নতি সাধনার্থ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মনুসসি [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মনুস্য [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'কৃসি বানিজ্জের হেতু রাখিল মনুস্য।' *মালাধর*, ১৫০০।

মনুহর [স মনোহর] *বিণ* অত্যন্ত সুন্দর। 'কেহ বোলে চুড়া টালনি মনুহর।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **মনোহর**

মনুহারি [স মনোহারী] *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'নাসায় মাণিক্য মনুহারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মনো [স মনঃ>মনো] *বি* মন। 'শাপিব তোমার মুঞি পাঞা মনোদুঃখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যোগিজন-মনো হরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মনোআশা [স মনো+স আশা] *বি* মনোবাসনা। 'বৃথা মনোআশা এত ভালোবাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মনোকষ্ট [স মনঃকষ্ট] *বি* মানসিক যন্ত্রণা। 'উক্ত ঘটনা তাঁদের অতি মনোকষ্টের কারণ হয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মনোক্ষুণ্ন [স মনঃক্ষুণ্ন] *বি* মনে কষ্ট পাওয়া। 'এ প্রকার নানাবিধ চিন্তায় মনোক্ষুণ্ন হইবেন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মনোগত [স] **১** *বিণ* অন্তরের। 'আপনকার মনোগত সকল বৃত্তান্ত জানিলাম।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বিণ* মনের অধিকারগত। 'আমারদের মনোগত বিষয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৩** *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'ইহা কি প্রকারে মনুষ্যের মনোগত হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *বি* মনোভাব। লোকের নিকট সুখ্যাতিবাদ শ্রবণপূর্ব্বক আত্মসন্তোষ লাভই আমাদিগের মনোগত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'তথায় আপন মনোগত ব্যক্ত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

মনোগৃহ [স] *বি* মনরূপ গৃহ। 'তোমার মনোগৃহের কোনো দাও গো চাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মনোচোর [স] *বি* মন চুরি করে যে। 'ভালো না বাসিতে চাস/ হায় মনোচোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'জানি, জানো, হে মনোচোর।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'পথহারা সেই পথিক বেশে এল মনোচোর।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

মনোচোরা [স] *বি* মন চুরি করে যে। 'ঘুরে ফিরে মনোচোরা লুটিয়ে পড়ে পায়।' *অমৃত*, ১৯০০।

মনোজ [স] **১** *বি* কাম। 'ঘর দেখ্যা মনে মনে মাতিল মনোজ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* হিন্দুমতে কামদেবতা। 'হৃদয় সরোজ পূজিতে মনোজ।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বিণ* মনে জন্মায় এমন। 'মনুষ্য মাত্রেই মনোজ, বাক্যজ ও কর্মজ পাপ করিয়া থাকে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মনোজগৎ [স] *বি* ভাবজগৎ। 'আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য উদয়োন্মুখ তার সহস্র ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মনোজব [স] *বি* মনের মতো শীঘ্রগতি। 'কেহ মনোজবে, কেহ বায়ু-অশ্বে, কেহ যোগবলে বিশ্বামিত্র সমীপে উপস্থিত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মনোজীবন [স] *বি* মানসিক অবস্থা। 'মানবের মনোজীবনের এই শ্রান্তিও মনুষ্যজাতির একটা বড় সঙ্কট।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মনোজোগ [স মনোযোগ] *বি* মনোনিবেশ। 'মনোজোগ।' *ক্যালগে*, ১৭৯২।

মনোজ্ঞ [স] **১** *বি* মনের কথা বুঝতে পারে যে। 'বুঝ মর্ম্ম হে মনোজ্ঞ, বিভূতিভূষণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'প্রকাশ তার স্নিগ্ধতম ও মনোজ্ঞ।' *হাই*, ১৯৪৬; 'এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৭।

মনোজ্ঞা [স] *বিণ* *স্ত্রী* সুন্দর। 'ভাবিলি মনোজ্ঞা বলে যে অচেনা অবগুণ্ঠিতারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মনোজ্বালা [স] *বি* মনোবেদনা; মনের যন্ত্রণা। 'প্রাণপণ গোপন, করয়ে মনোজ্বালা।' *মদনমোহন*, ১৮৩৬।

মনোতরী [স] *বি* মনরূপ নৌকা। 'ছিল ঠেকে মনোতরীখান, – চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মনোতোষিণী [স] *বিণ* *স্ত্রী* মনকে তুষ্ট করে এমন। 'তার কবিতা হয়তো জনতোষিণী নয়, কিন্তু মনোতোষিণী।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মনোদর্পণ [স] *বি* মনরূপ দর্পণ। 'সে সময়ের ভারত-চিত্র মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মনোদুঃখ [স] **১** *বি* মনের ব্যথা। 'শাপিব তোমায় মুঞি পাঞা মনোদুঃখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মনোদুঃখে নিবেদএ বচন করুণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* শোক। *সেবধি*, ১৮৩৯।

মনোদুঃখী [স] *বিণ* মনে কষ্ট আছে এমন। 'যে বনে রহিছে মজনু মনোদুঃখী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মনোদ্যান [স] *বি* মনরূপ উদ্যান। 'মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মনোধর্ম [স] *বি* মানসিকতা। 'সমগ্র অভিজাত মনোধর্মের বিরাট

সমন্বয়ে চেতনার ...।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মনোনয়ন [স] ১ *বি* স্বাভাবিক নির্বাচন। 'লেখক মহাশয় natural selection-কে বাংলা নৈসর্গিক মনোনয়ন বলিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বি* বাছাই। 'মনোনয়ন কথাটার মধ্যে ইচ্ছা-অভিরুচির ভাব আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বি* অনুমোদন। 'কমিটিতে মনোনয়ন করবার ভার আমার উপরই থাকবে তো?' *মনসুর*, ১৯৩৫। ৪ *বিণ* নির্ধারিত। 'পাঠ্যপুস্তকের মনোনয়ন কমিটির উপরও হইয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৩। ৫ *বি* নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুমোদন। 'যে আটজন সদস্যের মনোনয়ন ... অবশিষ্ট আছে।' *বেগম*, ১৯৫৫।

মনোনয়নপত্র [স] *বি* নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমোদনপত্র। 'অন্য কোন প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করেননি।' *বেগম*, ১৯৬৩।

মনোনিবেশ [স] *বি* মনসংযোগ। 'ক্ষণমাত্রও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মনোনীত [স] ১ *বিণ* নির্ধারিত। 'মনোনীত পূজা করে ভক্তিযুক্ত হইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *ক্রিবিণ* চাহিদামতো। 'রঘু রামরায় অনাহূত যে সকল লোক আসিয়াছিল তাহারদিগকে মনোনীত ধন দিয়া বিদায় করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৩ *বিণ* নির্বাচিত। 'নূতন ত্রষ্টি মনোনীত করণার্থে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৪ *বিণ* মনোনয়নপ্রাপ্ত। 'পাঠশালার শিক্ষকতা পদে মনোনীত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মনোনীতা [স] *বিণ স্ত্রী* মনোনীত করা হয়েছে এমন। 'মনোনীতা নার্সদের নামের তালিকা দেওয়া গেল।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মনোনেত্র [স] *বি* মনের চোখ। 'হেরি মনোনেত্রে প্রতিমূর্তি তাঁর।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মনোপুর্ন্ন [স মনঃপূর্ণ] *বি* মনের আশা পূরণ। 'কুজির মনোপুর্ন্ন কৈল গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মনোপ্রয়োগ [স মনঃপ্রয়োগ] *বি* মনোযোগ। 'অধীর কোনো বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোপ্রয়োগ করাটা বুদ্ধিবৃত্তির বাজে খরচ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

মনোবন *বি* মনরূপ বন। 'মনোবনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো উহারি পরশ-রস মাগে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

মনোবল [স] *বি* সাহস। 'শুভযাত্রা করি রাধা কর মনোবল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনোবশ [স] *বি* মন জয়। 'সুশিক্ষা দ্বারা ছাত্রদিগের মনোবশ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

মনোবাঞ্ছা [স] *বি* মনের বাসনা। 'মনোবাঞ্ছা তোমার পুরিবে অচিরাত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মনোবাদ [স] *বি* মনোমালিন্য। 'কেবল মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথ্যা নালিশ উপস্থিত হয়েছে!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মনোবাসনা [স] *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'প্রাণের প্রথম প্রেতি তার মনোবাসনার ছবি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মনোবিকলন [স] *বি* মনস্তত্ত্ব। 'মনোবিকলন শাস্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ করে ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'মনোবিকলনের আঁকাবাঁকা পথেই ...।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মনোবিকার [স] *বি* মানসিক বৈকল্য। 'এ এক উৎকট মনোবিকার জন্য উন্মাদ বিশেষ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মনোবিচ্ছেদ [স] *বি* ঝগড়া; মনোমালিন্য। 'দুই সখীর মধ্যে একটু মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনোবিজ্ঞান [স] *বি* মনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা। 'মনোবিজ্ঞান বিশারদ লাক সাহেব যে প্রকার প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রমে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মনোবিজ্ঞানী [স] *বি* মনোবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'এ কথা মনোবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মনোবিদ্যা [স] *বি* মনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা। 'মনোবিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি, এই দুই বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে ... কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মনোবিবর্তন [স] *বি* মানসিক বিকাশের ধারা। 'মানুষের এ মনোবিবর্তনের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মনোবিমোহন [স] *বিণ* মনোমুগ্ধকর। 'মরি কি মূরতি মনোবিমোহন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

মনোবিষয়ক [স] *বিণ* মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত। 'মনোবিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মনোবিহীন [স] *বিণ* মন নেই এমন। 'এই মনোবিহীন অগাধ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোবিহীনতা [স] *বি* বিবেচনাহীনতা। 'মনোবিহীনতাকেই আমরা উদারতা বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোবীজ [স] *বি* মনের বীজ; স্বপ্ন। 'পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়ায়েছি মনোবীজ।' *জীবন*, ১৯৩০; 'লাখো লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে মনোবীজ দাও।' *জীবন*, ১৯৪৪।

মনোবীণ [স] *বি* মনরূপ বীণা। 'সুর দিয়ে রঙ-করা মনো-বীণে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মনোবীণা [স] *বি* মনরূপ বীণা। 'কবিরা নিজেদের পরের মনোবীণার বাদক হিসেবে দেখতে শিখবেন।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মনোবুদ্ধি [স] *বি* মানসিক বুদ্ধি। 'হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মনোবৃক্ষ [স] *বি* মনরূপ বৃক্ষ। 'মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া রসলোলুপ পাতাগুলির সম্বেদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মনোবৃত্তি [স] ১ *বি* মনের ভাব। 'আমার শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'আমাদের হৃদয়ে বিস্ফারক মনোবৃত্তি সকল যেমন হীনপ্রভ, সংকোচক মনোবৃত্তি সকল তেমনি স্ফূর্তিবান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে ... অঙ্কিত হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* মানসিকতা। 'এরা কতকগুলি জঘন্য মনোবৃত্তির দাস।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মনোবৃত্তিসম্পন্ন [স] *বিণ* মনোভাব বিশিষ্ট। 'সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সাহিত্যের প্রভাব।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মনোবেগ [স] *বি* মনের মতো দ্রুত গতি। 'কাঁহা গেলা প্রভু চমকিত হঞা/ মনোবেগে গেলা প্রভু দেখিতে নারিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মনোবেদনা [স] *বি* মনের কষ্ট। 'আমার এ মনোবেদনা দূর হইবেক না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মনোব্যথা [স] *বি* মনের কষ্ট। 'মন চাহে মনোব্যথা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মনোব্রহ্মাণ্ড [স] *বি* মনোজগৎ। 'মনোব্রহ্মাণ্ড করতলস্থ করিবার ইচ্ছা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মনোভঙ্গ [স] *বি* মনে আঘাত দেওয়া। 'তোজ্জরার মনোভঙ্গ করি থাকি যবে।' *সুলতান*, ১৭০০।

মনোভঙ্গি, মনোভঙ্গী [স] *বি* মনোভাব। 'তাঁদের মনোভঙ্গী যে ভাবধারায় গড়িয়া উঠিয়াছে ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫; 'বক্তা বা লেখকের মনোভঙ্গির অনুগ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মনোভঙ্গে *ক্রিবিণ* মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায়। 'এ দারুণ মনোভঙ্গে যে প্রাণ থাকে, এমন আমি বুঝি না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মনোভব [স] *বি* মানস জগৎ। 'ভব মধ্যে অভব ভাবেত মনোভব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মনোভাণ্ডার [স মনোভাণ্ডাগার] *বি* মনরূপ ধনাগার। 'তাহারদিগের মনোভাণ্ডারে জ্ঞানরত্ন স্থান প্রাপ্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মনোভাব [স] *বি* মনের গতি। 'তত্র মনোভাব আবির্ভাব অনুক্ষণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মনোভাবসম্পন্ন [স] *বিণ* মানসিকতাপূর্ণ। 'সরকার অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবসম্পন্ন।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

মনোভাবাপন্ন [স] *বিণ* মানসিকতাসম্পন্ন। 'দুদু মিয়া অধিকতর রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন।' *আনিস*, ১৯৬৪; 'বর্তমান সরকার অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবাপন্ন বলিয়া দাবী করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

মনোভার [স] *বি* মনের বেদনা। 'নামাতে পারি যদি মনোভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মনোভিনিবেশ [স] *বি* মনোযোগ। 'শাস্তির প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মনোভিলষিত [স] *বিণ* মন থেকে প্রার্থিত। 'আরও মনোভিলষিত স্বামির নিকটে লিখিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মনোভিলাষ [স] *বি* মনের বাসনা। 'আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

মনোভীষ্ট [স] *বিণ* মনে চায় এমন। 'মনোভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতে ব্যাকুল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মনোভূম [স] *বি* মানস জগৎ। 'নতুন ভাবচিন্তার বীজ উপ্ত হয় যখন বক্তার মনোভূমে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মনোভূমি [স] *বি* মনোজগৎ। 'কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মনোভেদ [স] *বি* বিষাদ। 'নবযুবতীর মনোভেদ জন্মাইয়া সংসারের প্রতি কি প্রকারে বিচ্ছেদ জন্মান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মনোভ্রম [স] *বি* মনের ভুল। 'এসেছি হে মনোভ্রমে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মনোমত [স] *ক্রিবিণ* মনের মতো। 'মনোমত ধন দিব আর কিনে নেও।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মনোমতো *ক্রিবিণ* ইচ্ছেমতো। 'যে পারে সে ভেসে চলে মনোমতো।' *শ্রবন*, ১৯২৫।

মনোময় [স] ১ *বিণ* মনপ্রধান। 'সাহিত্যের মনোময় প্রাণময় ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *ক্রিবিণ* মন জুড়ে। 'যদি তার দেহময় ব্যাধি মনোময় পাপ ... থাকে।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ৩ *বিণ* মন তৃপ্ত করে এমন। 'মনোময় চাউনি দিয়ে মন ভুলাবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মনোময় কোষ [স] *বি* (হিন্দুশাস্ত্র) আত্মার তৃতীয় আবরণ। 'যথা, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মনোময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* মনঃস্বরূপা। 'তুমি সেই সাঁচে নির্মিতা হোয়ে মনোময়ী হয়ে নাচ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মনোমাঝ *বি* মনের ভিতর। 'আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মনোমালিন্য [স] ১ *বি* মনের কষ্ট। 'উভয়ের মনোমালিন্য দূর হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* বিবাদ। 'পরস্পরের মনোমালিন্য ও রাজবিদ্রোহ দেশমধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'যাহাতে মনোমালিন্যের তিরোধান হয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭৮।

মনোমাহাত্ম্য [স] *বি* মনের মহিমা। 'হৃদয় মাহাত্ম্যে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ হই, মনোমাহাত্ম্যে তো তোমরা বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোমিল [স] *বি* মনের মিল। 'যদিও প্রকাশ্য যুদ্ধবিগ্রহ হইবে না, তথাপি মনোমিল না হইবার সম্ভাবনা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মনোমিলন [স] *বি* মনের মিলন। 'উভয়ের মনোমিলন হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'মিত্রের সহিত মিত্রের মনোমিলনের নাম মিত্রতা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মনোমীন [স] *বি* মনরূপ মাছ। 'বাবুগণের মনোমীন ধরিবার নিমিত্তে হাত হইতে টোপ ফেলিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মনোমুগ্ধকর [স] *বিণ* মনকে মুগ্ধ করে এমন। 'গগনস্পর্শী চূড়াসম্বলিত মনোমুগ্ধকর অট্টালিকাশ্রেণী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মনোমৃগ [স] *বি* মনরূপ মৃগ। 'মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মনোমোহন [স] *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'নানাদিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মনোমোহিনী [স] ১ *বিণ* মনকে মুগ্ধ করে এমন। 'এই প্রদেশের অদূরস্থ ... কুঞ্জবনও প্রাণমনোমোহিনী শোভার চিরনিকেতন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি স্ত্রী* হৃদয়-মোহিতকারী ব্যক্তি। 'আমার মনোমোহিনী এসেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোযন্ত্র [স] *বি* হৃদয়। 'মনোযন্ত্রের সমস্ত তারগুলা ঝংকৃত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মনোযোগ [স] ১ *বি* মনোনিবেশ; নিবিষ্ট মন। *ক্যালেণ্ডে*, ১৭৯২; 'চৌকিরদিগে কাহারু মনোযোগ রহিল না।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* গুরুত্ব প্রদান। 'তাঁহারা ভূমি উৎকৃষ্টা করণ বিষয়েও মনোযোগ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মনোযোগ করা *ক্রি* জানা। 'নির্ণীত দিবসে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া আহ্বানের কারণ মনোযোগ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মনোযোগপূর্বক, মনোযোগপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* মনোযোগ সহকারে। 'বিচক্ষণ বাস্তবিক বাবু মশায়েরা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মনোযোগসহকারে [স] *ক্রিবিণ* মনোযোগের সঙ্গে। 'অত্যন্ত মনোযোগসহকারে "ট্রু লাভ স্টোরি" নামক ইংরেজী পত্রিকা হইতে সচিত্র একটি প্রণয়-কাহিনী পাঠ করিতেছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মনোযোগহন্ত্রী [স] *বি* মনোযোগ ধ্বংসকারী। 'মনোযোগহন্ত্রীর বেড়ি আর খড়্গির ঝংকার পড়ে মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মনোযোগাধিক্য [স] *বি* অতিরিক্ত মনোযোগ। 'তাহার মূল্যাধিক্যে যদি মনোযোগাধিক্য করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মনোযোগিতা [স] *বি* একান্ত আগ্রহ। 'বাহাদুরের মনোযোগিতায় এতদ্দেশীয় বাঙ্গলা ভাষা সাধারণের সুশিক্ষা হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মনোযোগী [স] ১ *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'ঐ ভাষা অভ্যাসার্থ বিলক্ষণ মনোযোগী হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* আগ্রহী। 'গভর্নমেন্ট যদবধি না মনোযোগী হইবেন, তদবধি আমাদিগের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মনোরক্ষা [স] *বি* মনের সন্তুষ্টি। 'অগ্রে তাঁহারদিগের মনোরক্ষা করিয়া নব বিবির বাটীতে উপস্থিত হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মনোরঙ্গ [স] *বি* মনের আনন্দ। 'শচীর দুলাল মনোরঙ্গে ...।' *মুরারি*, ১৫৭০।

মনোরঞ্জক [স] *বিণ* মনোরঞ্জন করে এমন। 'বহুজন মনোরঞ্জক ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মনোরঞ্জন [স] ১ *বি* মনের আনন্দ। 'বৈর সাধন কেমনি মনোরঞ্জন হউক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* মনের আনন্দদানকারী ঈশ্বর। 'পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো, এসো মনোরঞ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মনোরঞ্জনার্থ [স] *ক্রিবিণ* মনের আনন্দের উদ্দেশ্যে। 'তবে লোকের মনোরঞ্জনার্থ কিছু সমাচার থাকে মাত্র।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

মনোরঞ্জনী [স] *বিণ* মনোহর। 'নিম্বতলার ঘাটে সকল মনোরঞ্জনীসোপান শ্রেণী শিল্পিতমকর্তৃক ইষ্টকাদিদ্বারা অপূর্ব্ব ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

মনোরঞ্জনী বিদ্যা [স] *বি* মনে আনন্দ দান করে এমন জ্ঞান। 'অনেকপ্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনোরঞ্জনীয় [স] *বিণ* মনোরঞ্জন করা হয় এমন। 'রাজকুমারের মনোরঞ্জনীয় হইলেই মহারাজ ও রাজমহিষী এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ সকলেরই মন আনন্দিত হইবে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মনোরত্ন [স] *বি* মনরূপ রত্ন। 'আমার অমূল্য মনোরত্ন চুরি করে পালাচ্যে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মনোরথ [স] *বি* মনের বাসনা। 'চিরকাল ছিল যত মনোরথবন্ধে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মনোরথগতি [স] *ক্রিবিণ* মনের যথেচ্ছ গতিতে। 'চলিলেন মনোরথগতি দুই জন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মনোরম [স] ১ *বিণ* রমণীয়। 'মনোহর মনোরম কনক প্রাচীর।' *বাহ্‌রাম*, ১৬৫০। ২ *বি* পছন্দ। 'যাহাকে বাদসাহর মনোরম হইত তাহারি সহিত অভিশেক হইলে তিনি হইতেন খাশ বেগম।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বিণ* চমৎকার। '৬৮৪ সংখ্যক দর্পণে অতিমনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মনোরমণ [স] *বি* মন ভালো করা। 'আপন রমণীর মনোরমণার্থে বহুবিধ হাঁকডাক এবং দম্ভ প্রকাশ করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মনোরমা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* রমণীয়। 'ত্রিলোক্য সোন্দরী কৈন্যা রূপে মনোরমা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ স্ত্রী* চিত্তাকর্ষক। 'মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। ৩ *বি* পত্নী। 'তাহার মনোরমা নৌকা হইতে নামিয়া ... গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৪ *বি স্ত্রী* মনকে আনন্দ দান করে যে। 'প্রিয়া মনোরমা! ধরিতে গিয়াছি – তুমি মিলায়েছ দূর দিগ্বলয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

মনোরম্য [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'অনেকানেক বিচক্ষণ পাঠকগণের বিলক্ষণ মনোরম্য হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মনোরস [স] *বি* আবেগানুভূতি। 'মনস্তাত্ত্বিক না হলে এ মনোরসের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মনোরসনা [স] *বি* মনের বাসনা। 'মনোরসনার সাহায্যে আপনার মধ্যে সুন্দরের জন্য যে প্রকাণ্ড পিপাসা।' *অবন*, ১৯২৫।

মনোরাজ্য [স] *বি* মনের জগৎ। 'মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মনোরিত [স মনোরথ] *বি* ইচ্ছা; অভিলাষ। 'হেন রিতে সভাকার মনোরিত সাধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মনোরুদ্ধ [স] *বিণ* অপ্রকাশিত; মনের মধ্যে রুদ্ধ। 'মনোরুদ্ধ ভাব ক্রমশ বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনোরূপ [স] *বিণ* মনের সঙ্গে তুলনীয়। 'আমাদের মনোরূপ রত্নখনিতে যে সকল জ্ঞানরত্ন ও সুখরত্ন নিহিত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মনোর্পণ [স] *বি* মনোনিবেশ। 'ঈশ্বরে মনোর্পণ করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

মনোলোক [স] *বি* মনোজগৎ। 'গোপনে থেকো না মনোলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনোলোভা [স] *বিণ* মন কেড়ে নেয় এমন। 'করয়ে উজ্জ্বল মহেশের মনোলোভা।' *ভারত*, ১৭৬০; 'কোটি গন্ধ কুসুম ফোটে বনে মনোলোভা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মনোসংযোগ [স মনঃসংযোগ] *বি* মনোনিবেশ। 'কথার ভেতর বেশ গভীরভাবে মনোসংযোগ করতে পারে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মনোসাধ [স মনঃসাধ] *বি* মনের সাধ। 'এক বার রাধে রাধে ডাক বাঁশি, মনোসাধে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মনোস্থির [স মনস্থির] *বি* মনের স্থিরতা। 'মনোস্থির রবে কি তোমার?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মনোহংস [স] *বি* মনরূপ হংস। 'মনোহংস চরাহ তাহাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মনোহর [স] ১ *বিণ* সুন্দর। 'কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'কটীদেশে তরোয়ার বড় মনোহরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* মন ভোলায় এমন। 'মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে পারে তাহাকেই বলি মনোহর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোহরণ [স] ১ *বি* মনোমুগ্ধ অবস্থা। 'কোন শ্রোতা ব্যক্তির মনোহরণ না হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বিণ* মোহিত। 'নৃপ-দুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য আমার মনোহরণ করিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ৩ *বি* মনকে জয় করা। 'প্রকৃতিও মনোহরণের জন্য আপনার নিগূঢ় সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* আকর্ষণ। 'জলে স্থলে ফুলে ফলে কেমন ক'রে মনোহরণ ছড়ালে মন মোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৫ *বি* মন হরণ করেছে যে। 'বুঝি আমার মনোহরণ আসে গোপনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

মনোহরণ করা *ক্রি* আকৃষ্ট করা। 'এই পার্থক্যটুকু তার মনোহরণ করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মনোহরণকার্য [স] *বি* চিত্তবিনোদনমূলক কাজ; সৃষ্টিশীল কাজ। 'নিরুৎসাহ মনোহরণকার্যের একটি প্রধান অন্তরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোহরণশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* মনোমুগ্ধকর। 'আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্ব সাধারণ মনোহরণশীলা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মনোহররূপে [স] *ক্রিবিণ* সুন্দরভাবে। 'তবে সেটা বেশ স্বাভাবিক এবং মনোহররূপে সম্পন্ন হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোহরশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* মনকে হরণ করতে পারে এমন। 'ওঁহার কথকতা সর্ব্বসাধারণ মনোহরশীলা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মনোহরা [স] *বিণ স্ত্রী* মন কেড়ে নেয় এমন। 'বঁদে মোহনভোগ মনোহরা অনুত্তম।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মনোহারি [স] *বিণ* শৌখিন। 'ফলের, খাবারের, মনোহারি জিনিসের।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

মনোহারিকা [স] *বিণ স্ত্রী* চিত্তাকর্ষক। 'আনো বীণা মনোহারিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনোহারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মনকে হরণ করে এমন। 'অতিশয় মনোহারিণী হয়।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

মনোহারিতা [স] **১** *বি* মন হরণের গুণ। 'উহার মনোহারিতা অধিকতর বর্দ্ধিত করিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তাঁহার মনোহারিতা মানুষকে কত কাব্য কত চিত্র-রচনায় লাগাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* সৌন্দর্য। 'পুরাতন মুখশ্রী আমার কাছে একটি নবীন মনোহারিতা আনয়ন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মনোহারিত্ব [স] *বি* সৌন্দর্য। 'শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মনোহারী [স] *বিণ* অত্যন্ত সুন্দর; রমণীয়। 'মনোহারী সামগ্রী এসিয়া খণ্ডের নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মনোহিত [স] *বি* মনের কল্যাণ। 'সরূপে বলহ মোরে করো মনোহিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

মনোহীন [স] *বিণ* ভাবনার ক্ষমতা হয়নি এমন। 'ভাষাহীন মনোহীন প্রকাণ্ড পরিপুষ্ট সুন্দর শিশুটি আমার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মনোগ্রাম [ই] *বি* প্রতীকী নকশা। 'আমি তাঁহার 'মনোগ্রাম' হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর সব চিনি।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'এবার যে মনোগ্রাম দেওয়া হইয়াছে।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

মনোগ্রামধারী [ই মনোগ্রাম+স ধারী] *বিণ* মনোগ্রামযুক্ত। 'এই মনোগ্রামধারী পতাকার অভিবাদন।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

মনোটনি [ই] *বি* একঘেয়েমি। 'মাস্টারীর মনোটনির তুলনায় সব কাজই বোধ হয় ভালো।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মনোপলি [ই] *বি* একচ্ছত্র অধিকার। 'মনোপলি।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

মনোয়ার *বি* পালতোলা যুদ্ধজাহাজ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মনোহরা [স] *বি* চিনির আবরণযুক্ত এক প্রকার মিষ্টদ্রব্য। 'মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'খাজা মণ্ডা মনোহরা দিলেন ভাণ্ড ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মনোহারী [স মণিকার>] *বিণ* কাগজ-কলম; খেলনা, প্রসাধনী, শৌখিন জিনিসপত্র বিক্রি হয় এমন। 'হাবিব ছুটলো গোকুলের মনোহারী দোকানে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মন্টেশ্বর *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'গোপীনাথ মন্টেশ্বর।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মন্তর [স মন্ত্র] *বি* মন্ত্র। 'আস্কারে আন্তরে কোণ মন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র মন্ত্র

মন্তর-তন্তর [স মন্ত্রতন্ত্র] *বি* মন্ত্র-তন্ত্র; নানারকম ঝাড়ফুঁক। 'ওর সব মন্তর-তন্তর ঠিক যে মানি তাও নয়, আবার না মনবার মতো বুকের পাটাও নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০; 'এরা ভাবলে যে আমি কোনো মন্তর-তন্তর শিখেছি।' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

মন্তর নেওয়া *ক্রি* দীক্ষা গ্রহণ করা। 'এবার আমরা বাড়ীসুদ্ধ মন্তর নেবো ভাবচি।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মন্তেক [আ মনতিক] *বি* তর্কশাস্ত্র। 'বিচার কার্যের জন্য ফেকাহ ও মন্তেক বিশেষ দরকারী।' *সওগাত*, ১৯২৮।

মন্ত্র [স] **১** *বি* ত্রাণকারী পবিত্র শব্দ। 'দুজবর কোকিল মন্ত্র পঢ়াব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হেন ভক্তি না মানিমো এই মন্ত্র সার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* যুক্তি। 'আর নাহি কোন মন্ত্র।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* মন্ত্রণা। 'কি না মন্ত্র দিল তোমায় হইয়ে নিষ্ঠুর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৪** *বি* বেদের অংশবিশেষ। 'বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত – ছন্দ-মন্ত্র-ব্রাহ্মণ এবং সূত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৫** *বি* মূলনীতি। 'শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মন্ত্র-ঋষি [স] *বি* সত্যদ্রষ্টা। 'জানিয়ে দে তুই মন্ত্র-ঋষি, তাও রে তাদের ভুল!' *নজরুল*, ১৯২৯।

মন্ত্রকুহক [স] *বি* মন্ত্রের মায়া। 'কী মন্ত্রকুহকে কুমার আবার এল বালক হইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মন্ত্রগম্ভীর [স] *বিণ* মন্ত্রের মতো গুরুগম্ভীর। 'তার মন্ত্রগম্ভীর ধ্বনি স্পন্দিত হতে থাকে জীবচেতনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মন্ত্রগুণ [স] *বি* মন্ত্রের প্রভাব। 'ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মন্ত্রগুপ্তি [স] *বি* যুক্তি-পরামর্শের গোপনীয়তা। 'শিখরীর মন্ত্রগুপ্তি পঙ্গু করে মৃগতৃষ্ণিকাকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'অনেক মন্ত্রগুপ্তি রয়েছে যার।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মন্ত্রগুরু [স] *বি* মন্ত্রের দীক্ষাদাতা। 'মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মন্ত্রগৃহ [স] *বি* গোপন পরামর্শের স্থান। 'দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মন্ত্রগ্রহণ [স] *বি* দীক্ষা গ্রহণ। 'কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশকে আনাইয়া মন্ত্রগ্রহণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মন্ত্রতন্ত্র [স] *বি* নানা ধরনের মন্ত্র। 'কিরূপে মন্ত্রতন্ত্রার্থ পাঠজ্ঞা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মন্ত্রদাতা [স] **১** *বি* পরামর্শদাতা। 'তুমই তো শয়তান ... পাপের মন্ত্রদাতা।' *অন্নদা*, ১৯২৮। **২** *বি* গুরু। 'বর্তমানকালের অযৌক্তিকতাবাদের মন্ত্রদাতা তিনি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মন্ত্রদানি [স মন্ত্রদান>] *বি* (বাউল) দীক্ষা। 'কর্নে দেয় তার মন্ত্রদানি।' *লালন*, ১৮৯০।

মন্ত্রপড়া [স মন্ত্রপাঠ>] **১** *বিণ* মন্ত্র পাঠকারী। 'মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বেদমন্ত্র বলে জানত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বিণ* মন্ত্র পড়ে গ্রহণ করা হয়েছে এমন। 'ওরা ছিলেন মন্ত্রপড়া স্ত্রী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

মন্ত্রপাশ [স] *বি* মন্ত্ররূপ বন্ধন। 'কোন দরবেশ তোর কানে কানে খুলিল মন্ত্রপাশ।' *জসীম*, ১৯৩১।

মন্ত্রপূত [স] *বিণ* মন্ত্রের দ্বারা পবিত্রীকৃত। 'সাধকদিগের তাহা মন্ত্রপূত করিয়া ধ্যান ও স্তুতিপূর্ব্বক পুলকিতচিত্তে পান করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'স্বয়ং স্বহস্তে উপবীত লইয়া মন্ত্রপূত করত বিশ্বামিত্রের গলে দিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মন্ত্রবল [স] *বি* মন্ত্রের শক্তি। 'ফকির বলিয়াছেন, আমি মন্ত্রবলে গুলি গোলা জল করিয়া দিব।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

মন্ত্রবাণী [স] *বি* মূল মন্ত্র। 'গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মন্ত্রভবন [স] *বি* রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘরবিশেষ। 'অপরাহ্নে মন্ত্রভবনে পদার্পণ করলে, এ বিষয়ের কর্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করা যাবে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মন্ত্র-মার *বি* মন্ত্রের মাধ্যমে যে আঘাত করা হয়। 'আমি যেন সাপুড়িয়া মারি মন্ত্র-মার –।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মন্ত্রমুখো *বিণ* গুরুগম্ভীর। 'চাঁদ উঠলে তো নিশীথিনীর মুখ অমন মন্ত্রমুখো হয়ে থাকে না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মন্ত্রমুগ্ধ [স] *বিণ* মন্ত্র দিয়ে বশীভূত। 'তাঁকে দেখে মহারাজ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধপ্রায়।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

মন্ত্রমূর্তি [স] *বি* মন্ত্র উচ্চারণের উদ্দেশ্যে তৈরি দেবতার কল্পিত প্রতিমা। 'কোথাও কোথাও এইসব দেবতার মন্ত্রমূর্তি গড়ে তোলারও লক্ষণ দেখি।' *অবন*, ১৯২৫।

মন্ত্রমোহিত [স] *বি* মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে যে। 'মন্ত্রমোহিতের মত বালকটি দরিয়াবিবির বাহুবেষ্টনে থাকিয়া হাঁটিতে লাগিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মন্ত্রলিপি [স] *বি* প্রকাশচিহ্ন। 'ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মন্ত্রলিপি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মন্ত্রশক্তি [স] **১** *বি* বুদ্ধিবল; মন্ত্রণা-শক্তি। 'জর্মানির যন্ত্রশক্তির নিকট ফ্রান্সের মন্ত্রশক্তি যদি পরাভূত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৬। **২** *বি* ঐন্দ্রজালিক শক্তি। 'তাঁরা মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করতেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মন্ত্র-শিখা [স] *বি* মন্ত্রের অগ্নিশিখা। 'আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ঐ মন্ত্র-শিখার পরশ পাইয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

মন্ত্রশিষ্য [স] *বি* মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষিত শিষ্য। 'সন্ন্যাসীদের মধ্যে দীক্ষাগুরু ও মন্ত্রশিষ্য ... বিদ্যমান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মন্ত্রসম্মোহিত [স] *বিণ* মন্ত্রমুগ্ধ। 'জাদুকরের মন্ত্রসম্মোহিত পরীর দল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মন্ত্রসাধন [স] *বি* মন্ত্রের সাহায্যে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা। 'আপনকার আদেশানুরূপ মন্ত্রসাধন করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মন্ত্রসিদ্ধ [স] *বিণ* মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত। 'ভাবলে লোকটা মন্ত্রসিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মন্ত্রহত [স] *বিণ* মন্ত্রের মাধ্যমে বশীভূত। 'মন্ত্রহত সাপিনির মতো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মন্ত্রাত্মক [স] *বিণ* মন্ত্রনির্ভর। 'মন্ত্রাত্মক যাগাদি নানাবিধ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মন্ত্রী [স] *বিণ* মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ। 'গুরু তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী।' *লালন*, ১৮৯০।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন – করো অথবা মরো। *উমেশ*, ১৮৫৭; 'গগনতলে দাঁড়াইয়া বলিতে চাই মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মন্ত্রোচ্চারণ [স] *বি* মন্ত্র আবৃত্তি। 'পুরোহিত ছেলেটাকে মন্ত্রোচ্চারণ দিয়ে বোঝাতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মন্ত্রৌষধি [স] *বি* মন্ত্রপূত অলৌকিক ঔষধ। 'রোগ সারাবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রৌষধির প্রয়োগ।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'এই দুটো নামের মন্ত্রৌষধিই তো ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষার রক্ষা কবচ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মন্ত্রণা [স] *বি* গোপন পরামর্শ। 'মন্ত্রণা শুনিয়াছিল আবু জেহেলের।' *সুলতান*, ১৭০০।

মন্ত্রণাগৃহ [স] *বি* মন্ত্রণা করার জায়গা। 'তার মন্ত্রণাগৃহে ইহাদের আসন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মন্ত্রণাঘর [স মন্ত্রণা+ঘর] *বি* যে ঘরে সবাই মিলে মন্ত্রণা করে। 'ইহার ভিতরে রাজমন্ত্রীদের মন্ত্রণাঘর।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মন্ত্রণাদাতা [স] *বিণ* পরামর্শদাতা। 'গৃহাভ্যন্তরে মন্ত্রণাদাতা মারওয়ানসহ এজিদ জাগরিত।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মন্ত্রণা পরিষদ [স] *বি* মন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত পরিষদ। 'মন্ত্রণা পরিষদ, আপার হাউস, লোয়ার হাউস, স্পীকার, প্রেসিডেন্ট।' *হাই*, ১৯৫৮।

মন্ত্রণাবল [স] *বি* বুদ্ধিবল। 'বণিকেরা মন্ত্রণাবলে ধনরত্নপূর্ণ ভূখণ্ড করায়ত্ত করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মন্ত্রণালয় [স] *বি* রাষ্ট্র শাসনের বিভাগবিশেষ। 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।' *আজাদ*, ১৯৫১।

মন্ত্রণাসভা [স] *বি* মন্ত্রীসভা। 'ঐ দেখো, মন্ত্রণাসভা থেকে অর্থসচিব এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'যখন-তখন মন্ত্রণাসভায় যোগদানের ডাক পড়বে না।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

মন্ত্রনা [স মন্ত্রণা] *বি* গোপন পরামর্শ। 'মন্ত্রনা করিল তবে সকল অসুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মন্ত্রী[১] *দ্র* মন্ত্রণা

মন্ত্রী[২] [স] **১** *বি* রাজার বা সরকারের পরামর্শদাতা। 'আর আর মন্ত্রী লোকেরদিগকে সাতে করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'এক মাস মন্ত্রী থাকিয়া নিজের তোড়জোড় সব ঠিক করিয়া লইয়া নূতন নির্ব্বাচনের জন্য সদস্যপদে এস্তেফা দেন।' *আজাদ*, ১৯৩৭। **২** *বি* দাবার ঘুঁটি। 'তার পর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বোসো।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মন্ত্রিকুমার [স] *বি* মন্ত্রীর ছেলে। 'রাজকুমার সুকুমার ও মন্ত্রিকুমার সুমন্তের মিত্রতা তাহারই প্রমাণ দিয়াছিল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মন্ত্রিচক্র [স] *বি* মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ। 'কেবল মন্ত্রিচক্রের ওলটপালটে চলবে না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

মন্ত্রিত্ব [স] **১** *বি* মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। 'ধন্য আপনার প্রধানমন্ত্রিত্ব!' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বি* মন্ত্রীর পদ। 'কাম্বেল সাহেব আত্মানুরূপ ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মন্ত্রিপদ [স] *বি* মন্ত্রিত্বের পদ। 'একটী পৃথক মন্ত্রিপদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মন্ত্রিপাত্র [স] *বি* পরামর্শদাতাবর্গ। 'হেন সব গুণী কংস হৈল সচকীত সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তিল হীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মন্ত্রিপুত্র [স] *বি* মন্ত্রীর ছেলে। 'গুজরাট নগরের রাজপুত্রের সহিত সেই রাজ্যের মন্ত্রিপুত্রের অভেদ্য প্রণয় ছিল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মন্ত্রিবর [স] *বি* প্রধান অমাত্য। 'দক্ষিণে পণ্ডিতঘটা বামে মন্ত্রিবর।'

রূপরাম, ১৭৫০।

মন্ত্রিমণ্ডল [স] *বি* মন্ত্রীসভা। 'কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল নূতন ব্যবস্থা পরিষদগুলির উদ্বোধন করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

মন্ত্রিমিশন [স মন্ত্রী+ই মিশন] *বি* মন্ত্রী সমন্বয়ে গঠিত কমিটিবিশেষ। 'মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা যারা সত্যিকারভাবে মানিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মন্ত্রীগিরি [স মন্ত্রী+ফা গিরি] *বি* মন্ত্রিত্ব; মন্ত্রীর দায়িত্ব। 'কিন্তু ছাড়তেন না তিনি মন্ত্রীগিরি।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মন্ত্রী-টন্ত্রী *বি* মন্ত্রী বা এ ধরনের ক্ষমতাবান ব্যক্তি। 'মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে গেলে নাকি অনেক রকম সুখ-সুবিধা আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মন্ত্রীসভা, মন্ত্রিসভা [স] *বি* মন্ত্রী পরিষদ। 'মন্ত্রীর সাহায্যে মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' *ছোলতান*, ১৯২৩; 'শ্বেতাঙ্গ-চরণাশ্রয়ী মন্ত্রিসভার পক্ষে কিরূপে সম্ভব।' *সওগাত*, ১৯৪৩।

মন্থ [স মন্থন] *বি* ঘোটানোর কাজ। 'ওরে ঐ-যে দধি-মন্থ-ধ্বনি উঠল ঘরে ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মন্থন [স] **১** *বি* মথিতকরণ। 'জসোদা হইয়া কেহো করে দর মন্থন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* আলোড়ন। 'জর্মনিতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মন্থনকর্তা, মন্থনকর্ত্তা [স] *বি* মন্থনকারী। 'মথিত সাগরের একজন মন্থনকর্ত্তা ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মন্থন-বিষ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সমুদ্রমন্থনের বিষ। 'আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।' *নজরুল*, ১৯২২।

মন্থনযষ্টি [স] *বি* যে দণ্ডের সাহায্যে মন্থনকার্য সম্পাদিত হয়। 'স্থাপিল মন্থনযষ্টি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মন্থিত [স] *বিণ* মথিত। 'আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মন্থর [স] **১** *বিণ* ধীর। 'চরণ থলকমল মন্থর গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* কোমল। 'তব অন্তর কত মন্থর আগে সে তো ...।' *অতুল*, ১৯৩৪।

মন্থরগতি [স] **১** *বি* ধীরগতি। 'নৌকা অগ্রসর হয় মন্থরগতিতে।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *ক্রিবিণ* ধীরে। 'অলস শয্যার পাশে জীবন মন্থরগতি চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মন্থরতা [স] **১** *বি* ধীরগামিতা। 'আষাঢ় মাসে মেঘের মতন মন্থরতায় ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বি* স্থিরতা। 'চঞ্চলা দেহে এখন মন্থরতা।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

মন্থরে *ক্রিবিণ* ধীর গতিতে। 'সখীগণ সঙ্গ তেজি গমন মন্থরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মন্থা [স মন্থন>] *ক্রি* আলোড়িত করা। 'পাঞ্চ পাটের নাত্র মন্থায়িল বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মন্দ [স] **১** *বিণ* মৃদু। 'কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* বিমুখ। 'এহা বুঝী না কর রাধা তোঁ মন মন্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* খারাপ। 'ঘরে গেলেঁ ভাল মন্দ কিছু না কহিব।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মন্দ নহে বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৪** *ক্রিবিণ* মৃদু গতিতে। 'ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে মন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৫** *বিণ* অসৎ। *ওর্সা*, ১৭৮২। **৬** *বিণ* দূষিত। 'মন্দ বায়ুতে এ রোগ জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৭** *বিণ* ক্ষীণ। 'সূর্যের তেজ মন্দ হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মন্দগতি [স] *বিণ* ধীরগতিসম্পন্ন। 'খেনে খেনে মন্দগতি চলন ঠমক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মন্দগমন [স] *বি* ধীরগতি। 'গাছের ছায়ায় খচিত নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে আমরা দুই পথিক নিঃশব্দে মন্দগমনে চলতে লাগলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মন্দতম [স] *বিণ* সবচেয়ে খারাপ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মন্দতর [স] **১** *বিণ* অপেক্ষাকৃত খারাপ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **২** *বিণ* অতি ক্ষীণ। 'কণ্ঠস্বর তাহার মন্দ হইতে মন্দতর।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মন্দ নক্ষত্র [স মন্দ-নক্ষত্র] *বি* কুগ্রহ; খারাপ সময়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মন্দপদ [স] *বি* ধীর পা। 'মৃদু মন্দপদে; করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর তা সবারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মন্দফল [স] *বি* খারাপ পরিণতি। 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসে বরং মন্দফল জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মন্দবাক্য [স] *বি* মন্দ বা খারাপ কথা। 'খাত্যে শুত্যে মন্দবাক্য বলে নিরন্তর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মন্দবায়ু [স] *বি* মৃদু হাওয়া। 'মন্দবায়ে অন্ধকারে দুলবে তোমার পথের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

মন্দভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* খারাপ ভাগ্যের অধিকারী। 'এই কন্যা অতিশয় মন্দভাগিনী।' *প্রভাত*, ১৮৯৫; 'তুমিহ লহ এই মন্দভাগিনী পল্লী বঁধুয়ার, জীবনের শেষ ফুল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মন্দভাগ্য [স] *বি* দুর্ভাগ্য। 'আমাদের মন্দভাগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মন্দভালো *বি* মন্দ ও ভালো। 'শত্রুমিত্র মন্দভালোর যায়নি আজও ভেদ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মন্দভাষ [স] *বি* খারাপ খবর। 'নাহি জিজ্ঞাসিতে বার্তা কহে মন্দভাষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মন্দমতি [স] **১** *বিণ* নির্বোধ। 'কি কহিব দ্যুতি, আমি মন্দমতি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* ভাগ্যহীন। 'কোথা আমি মন্দমতি অকিঞ্চন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মন্দমধুর [স] **১** *বিণ* মৃদু ও মনোহর। 'নিরুপামা পরকাশে মন্দ মধুর হাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* মৃদুমন্দ। 'মন্দমধুর সুখে শোভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মন্দ মন্দ [স] *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'মন্দ মন্দ বলি রাজা সান্তাইল ঘরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে কুসুম পড়এ বনে অঞ্চলেতে ধরেন খুল্লনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মন্দস্রোতা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণ স্রোত বয় এমন। 'নীচে মন্দস্রোতা ভাগীরথী।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'মন্দস্রোতা মন্দাকিনী।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মন্দ হওয়া *ক্রি* মন্থর হওয়া। 'কুত্রাপি স্রোত মন্দ হইলে, তাহা ক্রমে ক্রমে নিম্নে পতিত হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মন্দাগ্নি [স মন্দ-অগ্নি] *বি* ক্ষুধা না পাওয়া; অগ্নিমান্দ্য। 'ছেলের মন্দাগ্নি হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মন্দাগ্নিগ্রস্ত [স] *বিণ* জানার আগ্রহ কমে গেছে এমন। 'আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মন্দাদর [স] *বিণ* অনাদর। 'বেস্যা পাইয়া দ্রৌপদিক করিব মন্দাদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মন্দাভিপ্রায় [স] *বি* খারাপ উদ্দেশ্য। 'এই কথার কোন মন্দাভিপ্রায় ছিল না।' *দর্পণ,* ১৮৩৪।

মন্দামন্দ [স] *বিণ* ভালোমন্দ। 'মন্দামন্দ বোলএ সবে কোয়।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

মন্দের ভালো *বিণ* মন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মন্দ। 'অতএব উপস্থিতমত যেটা মন্দের ভালো ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

মন্দর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সমুদ্রমন্থনের কাজে ব্যবহৃত পর্বতবিশেষ। 'বিপ্লবের মন্দর দিয়ে মথন ক'রেও নারীর নারীত্বকে নড়ানো যায় না।' *অন্নদা,* ১৯২৯।

মন্দা[১] [স মন্দ>] ১ *বিণ* মন্দ; খারাপ। 'ন মোয়েঁ কবহু তুঅ অনুগতি চুকলিহু বচন ন বোলল মন্দা।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। ২ *বি* পণ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় হ্রাস। 'বেলা হলে আবার সূতা বিকাবে না। একেতো মন্দা।' *কেরি,* ১৮০২।

মন্দা[২] *বি* (সঙ্গীত) একটি শ্রুতি। 'মন্দা।' *নজরুল,* ১৯৩৫।

মন্দাকিনী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের নদীবিশেষ। 'তবে মন্দাকিনী জল আনি দেবগণে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

মন্দাক্রান্তা [স] *বি* সতেরো মাত্রার ধীরগতি সংস্কৃত ছন্দবিশেষ; মেঘদূতের ছন্দ। 'জীবনতরী বহে যেত মন্দাক্রান্তা তালে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

মন্দার[১] [স] ১ *বি* মাদার গাছ। 'কাঞ্চন বন্ধুলী মন্দারে।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গীয় বৃক্ষবিশেষ বা তার ফুল। 'উর্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা।' *মাইকেল,* ১৮৬০।

মন্দারদাম [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গীয় মন্দার ফুলের মালা। 'মন্দারদাম – তারাময় মালা!' *মাইকেল,* ১৮৬০।

মন্দার-মালা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গীয় মন্দার ফুলের মালা। 'দেবতারা দিল মন্দার-মালা।' *নজরুল,* ১৯২৫।

মন্দারমাল্য [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গীয় মন্দার ফুলের মালা। 'আমাকে ... অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত করিলেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

মন্দারসার [স] *বি* মন্দার গাছের নির্যাস। 'স্তিমিত অঙ্গে মন্দারসার বপন করে।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩২।

মন্দার[২] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মন্দার রাগ।' *মালাধর,* ১৫০০।

মন্দির [স] ১ *বি* বাড়ি; গৃহ। 'অকামিক মন্দির ভেলি বহার।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০; 'আছএত মনিরত্ন আমার মন্দিরে।' *মালাধর,* ১৫০০। ২ *বি* হিন্দুদের উপাসনালয়। 'তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জনা।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'পুর মধ্যে দেই নর শিবের মন্দির।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ৩ *বি* (জ্যোতিষ শাস্ত্র) রাশি। 'গড়িলা তেমতি দ্বাদশ মন্দির বিধি।' *মাইকেল,* ১৮৬৬।

মন্দিরগেহ [স মন্দিরগৃহ] *বি* মন্দিররূপ ঘর। 'আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর অন্তরে মন্দিরগেহ।' *নজরুল,* ১৯৩১।

মন্দিরচূড়া [স] *বি* মন্দিরের শীর্ষদেশ। 'অট্টালিকার ছাদ, নৌকার গুণবৃক্ষ, রথশৃঙ্গ, মন্দিরচূড়া ও বৃক্ষশাখা হইতে পতিত হয়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯।

মন্দিরা *বি* কাঁসা বা পিতলের তৈরি করতাল জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

মন্দিরে *বি* মন্দিরা। 'মের্দোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলেন।' *হুতোম,* ১৮৬১।

মন্দীভূত [স] ১ *বিণ* মৃদু হয়ে আসছে এমন। 'সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম,* ১৮৬৬। ২ *বিণ* ধীরগতি। 'আন্দোলনের বেগ একেবারে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে।' *প্রচারক,* ১৯০৬।

মন্দুরা [স] ১ *বি* ঘোড়া রক্ষণাবেক্ষণ। 'জেঙ্কিন্স ... কখনও মন্দুরার কর্ম করিতেন।' *বিদ্যা,* ১৮৪৯। ২ *বি* আস্তাবল। 'মন্দুরা ত্যজিয়া বাজীরাজি, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে মুখস্।' *মাইকেল,* ১৮৬১।

মন্দরা [স মন্দুরা] *বি* অশ্বশালা। 'নেয় গিয়্যা মন্দরায় মনমত ঘোড়া।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

মন্দোদরী [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাবণের স্ত্রী। 'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার? সুধিবে যবে রাণী মন্দোদরী ...।' *মাইকেল,* ১৮৬১। ২ *বি* সুন্দরী; প্রিয়া। 'তোমার মন্দোদরী আমার ভাগে পড়েছে।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬৬।

মন্দ্র [স] *বি* গম্ভীর ধ্বনি। 'ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত; হাসিল ক্ষণপ্রভা।' *মাইকেল,* ১৮৬১।

মন্দ্রগম্ভীর [স] *বিণ* গুরুগম্ভীর। 'আমার চেতনা এক অজ্ঞাতপূর্ব মন্দ্রগম্ভীর অনুভূতিতে প্লাবিত হয়ে গেল।' *শিব,* ১৯৫৬।

মন্দ্রভাষী [স] ১ *বিণ* উচ্চ কলধ্বনিযুক্ত; উচ্চ নিনাদী। 'চিরস্রোতা তটিনীর/ মন্দ্রভাষী জলধির/ শুনি গান নিত্য মনোরম।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯০৮। ২ *বিণ* গুরুগম্ভীর ভাষায় কথা বলে এমন। 'মোর তরে মন্দ্রভাষী তুমি এনেছ সমাচার।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১০।

মন্দ্ররব [স] *বি* গম্ভীর ধ্বনি। 'ক্ষুব্ধ বনের মন্দ্ররবে গেল হারায়ে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭।

মন্দ্রসুর [স] *বি* গুরুগম্ভীর সুর। 'মন্দ্রসুরের মন্ত্র শুনাই।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৫।

মন্দ্রস্বর [স] *বি* গুরুগম্ভীর কণ্ঠ। 'মন্দ্রস্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া সে কথা কহিত।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২।

মন্দ্রা [স মন্দ্র>] ১ *ক্রি* গর্জন করা। 'যে মেঘবৃন্দ মন্দ্রিলে অম্বরে ...।' *মাইকেল,* ১৮৬০। ২ *ক্রি* ধ্বনিত হওয়া। 'ভৈরবের মহাসংগীতের মতো সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত ভবনে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

মন্দ্রি ওঠা *ক্রি* বেজে ওঠা। 'অন্ধকারের বিপুল গানে মন্দ্রি ওঠে সারা আকাশ কী আহ্বানে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৬।

মন্দ্রিত [স] *বিণ* গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত। 'তাহার সঙ্গে এক সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৮; 'মন্দ্রিত হোক বন্দীশালার দ্বারে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৩।

মন্নত করা [স মনস্থ>] *ক্রি* মনে করা। 'তাহাকে ইহা মন্নত করিলেক, যে কোন জীব কাহারও এত খাট নহে।' *তারিণী,* ১৮০৩।

মন্বন্তর [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) যুগাবসান। 'যবে হৈল মন্বন্তর দেবতার লাগে ডর বলবান হইল অসুর।' *রূপরাম,* ১৭৫০। ২ *বি* (হিন্দুপুরাণ) ১৪ জন মনুর মধ্যে একেকজন মনুর অধিকার-কাল। 'কল্প, মন্বন্তর যুগাদিরূপ কালবিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১০। ৩ *বি* ব্যাপক দুর্ভিক্ষ। 'ছিয়াত্তুরে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) মন্বন্তর।' *জনশ্রুতি,* অষ্টাদশ শতক; 'মন্বন্তর-অন্তে কে দিল ধরণিরে ধন-ধান্য ঢের?' *নজরুল,* ১৯২৮।

মন্বন্তরাদি [স] *বি* নানা প্রকার দৈব-দুর্বিপাক। 'অস্বাধ্যায় দিনে পাঠ নাই এতদ্ভিন্ন মন্বন্তরাদি ও পর্ব্বাহেতেও পাঠ বাদ হইয়া থাকে।' *দর্পণ,* ১৮২৪।

মন্মথ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদন। 'মনোরথ, যদি রথ, সে মন্মথ, না দিত।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

মনমথ [স মন্মথ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদন। 'মনমথ বসে রাধা তেজিল লাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মন্মথ-উন্মাদ [স] *বিণ* কামে উন্মত্ত। 'মন্মথ-উন্মাদ আঁখি রাগরক্ত ঘোর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মন্মথ-মোহিনী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদনপত্নী; রতিদেবী। 'মন্মথ-মোহিনী বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারেতিছিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মন্যুমেন্ট [ই] *বি* কীর্তিস্তম্ভ। 'অভ্রভেদী মন্যুমেন্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মফস্বল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* শহর বহির্ভূত স্থান। 'মফস্বলস্থ যে সকল পাঠশালার অভাব ছিল তাহা এই পুস্তক দ্বারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মপশ্বল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* রাজধানী বা সদর থেকে দূরবর্তী স্থান। 'মপশ্বল কুটীর আমলা লোক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মপসল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* রাজধানী বা সদর থেকে দূরবর্তী স্থান। *মেয়র্স*, ১৭৭৪; *ডানকান*, ১৭৮৪।

মপস্বল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* রাজধানীর বাইরের স্থান। 'নিবেদনমিতি সন ১১৮০ সাল সদর সন ১১৮১ মপস্বল তেরিখ ১৩ কার্ত্তিক।' *মেয়র্স*, ১৭৭৪; 'মপস্বল গোমস্তা লোক নিলাম বেসি করিতে উদ্দত হইয়াছীল।' *ভেরলি*, ১৭৯১।

মপোস্বাল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* মফস্বল; শহরের বাইরের স্থান। 'মপোস্বাল হতে শামলা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য্য জানয়ার এসেচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মফঃসল [আ মুফাস্‌সাল] **১** *বি* জমিদারের সদর কাছারির অন্তর্গত মৌজা। 'মফঃসল সরবরা কেমন না জানে।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* রাজধানী বা সদর থেকে দূরবর্তী স্থান। 'মফঃসলে বিচিকিৎসা অর্থাৎ হিন্দুর দেবতা বিষহরী পূজা করিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মফঃসলবাসি [আ মুফাস্‌সাল+স বাসী] *বিণ* গ্রামে বাস করেন এমন। 'মফঃসলবাসি জনগণ মূর্খ ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

মফঃস্বল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* শহরের বাইরের স্থান। 'মফঃস্বল মহলে বসিয়া পাটরাণী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মফঃস্বলবাসী [আ মুফাস্‌সাল+স বাসী] *বিণ* শহরের বাইরের অধিবাসী। 'মফঃস্বলবাসী মুসলমান ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

মফসল [আ মুফাস্‌সাল] *বি* শহর বহির্ভূত স্থান; গ্রাম। 'মফসল হইতে উহার তাকিদ প্রযুক্ত অধিক আমদানি হয়।' *রামরাম*, ১৮০১।

মফস্বলি [আ মুফাস্‌সাল>] *বিণ* শহরের বাইরের। 'অন্যান্য মফস্বলী চাকরি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মফস্‌সল [আ মুফাস্‌সাল] *বিণ* গোপন। 'মফস্‌সল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মফেল [আ মহফিল] *বি* মাহফিল; ইসলামি সমাবেশ। 'মুন্সীসাহেবের মফেলে আজ নতুন জামা সবার গায়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

মবলক, মবলগ [আ মব্‌লগ] **১** *বিণ* নগদ। 'মবলকে আড়কাট ১৫১৩ ৮৹ পোনর সও তেরো বারো আনা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'মবলগ ২০ কুড়ি তঙ্কা সিক্কা।' *বোগল*, ১৭৭০। **২** *বিণ* সর্বমোট। 'তাহার দাম মবলগে সীক্কা ২৮০০ আটাইষ সত।' *ভেরলি*, ১৭৯৪।

মম *বিণ* আমার। 'ফাল্গুনে ফুটিল নাথ মম উপবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মমছি *বি* ঘোড়ার প্রজাতি। 'পঞ্চমাল আনচাল মমছি চৌধর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মমজমা [ফা মোম-জামাহ্] *বি* মোমের প্রলেপ দেওয়া কাপড়বিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মমতা [স] **১** *বি* মমত্ববোধ। 'যদ্যপি কাহার মমতা বহু জনে হয়/ প্রীতি-স্বভাবে কাহাকে কোন ভাবোদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। **২** *বি* দয়া। 'মমতা না করো মোরে যদি মহামায়া ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মমতা-জননী [স] *বি* মমতাময়ী মা। 'মমতা-জননী/ দাহে মোর পড়িল মুরছি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মমতাপন্ন [স] *বিণ* মায়াময়। 'বাঘিনী মাতৃস্নেহে মমতাপন্ন হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

মমতাপরবশ [স] *বিণ* দয়ার বশীভূত। 'নিতান্ত মমতাপরবশ হয়ে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মমতাপূর্ণ [স] *বিণ* হৃদয়স্পর্শী। 'অনুভূতিকে কণ্ঠস্বরের দরদে ও শব্দের মমতাপূর্ণ উচ্চারণে ফুটিয়ে তুলতে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মমতাবন্ধন [স] *বি* মায়ার বাঁধন। 'স্বজাতীয়ত্বের মমতাবন্ধন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মমতাবশত [স] *ক্রিবিণ* মায়ার বশে। 'জঠর সন্তানের প্রতি মমতাবশতই বোধহয় দরিয়াবিবি সন্তর্পণে পা ফেলিতেছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মমতাবিমুখতা [স] *বি* মায়াহীনতা। 'স্ত্রীর মমতাবিমুখতার ঢের ওপরে চলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মমতাভরা *বিণ* স্নেহময়। 'আন্তরিক মমতাভরা কথাগুলি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

মমতামধুর [স] *বিণ* মায়াপূর্ণ। 'একটা সহানুভূতিশীল মমতামধুর স্নিগ্ধ জীবন চলত।' *জীবন*, ১৯৩২।

মমতাময় [স] *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'ললনা তখন ধীরে চাহিয়া কবির মুখে কহিল মমতাময় করুণ কথায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'ওর ক্ষমতামর মমতাময় প্রত্যুত্তর আসবে জানে।' *জীবন*, ১৯৩১।

মমতামুগ্ধ [স] *বিণ* মায়াময় আচরণে বিমোহিত। 'এক অনাত্মীয় নারীর মমতামুগ্ধ বিদ্যাসাগর বাল্যেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেন।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মমতাসিক্ত [স] *বিণ* দরদপূর্ণ; দরদি। 'মমতাসিক্ত চেনা স্বর শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মমতাহীন [স] *বিণ* মমতা নেই এমন; নির্দয়। 'নিষ্ঠুর মমতাহীন জড়প্রকৃতির এই রকমই ত নিয়ম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'তা যেমন বিরামহীন তেমনি মমতাহীন।' *সবুজ*, ১৯১৭।

মমত্ব [স] **১** *বি* মমতা; মায়া। 'মমত্ব ত্যাজিলা সেন মাসির বচনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* টান। 'নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মমত্ববোধ [স] *বি* মমতা; টান। 'রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহার প্রত্যক্ষ করি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে দীর্ঘকালের মমত্ববোধ ওর হৃদয়কে অধিকার করে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মমলেট [ই] *বি* বিশেষ ধরনের ডিম ভাজা; অমলেট। 'পছন্দমাফিক মমলেট কটলেট খাচ্ছো।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'সকালবেলাকার মমলেটের আশাটা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করাই ভাল।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। *দ্র* **মামলেট, অমলেট**

মমি [ই] *বি* পচনরোধক ভেষজে রক্ষিত প্রাচীন মিশরের রাজাদের মৃতদেহ। 'যে-সমস্ত "মমি" মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ময়ুকুর [আ মজকুরা] *বিণ* উক্ত। 'জখন সরকার ময়ুকুর তলব করিবেন তখন সুদ সমেত টাকা বেওজরে দেয়া জাইবেক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

ময়ুদ [আ মৌজুদ] *বিণ* জমা। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কাপড় ১৪৮ থান ময়ুদ আছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ময়ুমুন [আ মাজমুন] *বি* বিষয়। 'জে সকল দরখাস্ত সদরের লেখা ময়ুমুনে একরার লেখা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

ময়ুরা [ফা মজদুর>] *বি* পারিশ্রমিক। 'টাকা শেষ কিস্তিতে ময়ুরা পাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

-ময় *প্রত্যয়* -ব্যাপী; -পরিপূর্ণ। 'কহিব শমস্ত ময় অশুরের জত ভয়।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কৃপাময় কল্পতরু কল্যাণদায়ক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ময়ঙ্ক [স মৃগাঙ্ক] *বি* চাঁদ। 'কেমতে বুলিমু ভাল তুলনা ময়ঙ্ক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ময়দা [ফা] *বি* গমের খুব মিহি গুঁড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দশ মোন ময়দা ধরিয়াছি চিনি চারি মোন।' *কেরি*, ১৮০২।

ময়দাওয়ালা [ফা ময়দা+হি ওয়ালা] *বি* জাঁতায় পিষে ময়দা প্রস্তুত করে যে। 'ময়দাওয়ালা কত ছিল এক্ষণে ময়দার কল হওয়া অবধি কত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ময়দা করা *ক্রি* জাঁতা পেষা। 'ময়দা করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ময়দার ফুল *বি* উৎকৃষ্ট ময়দা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ময়দান [আ] **১** *বি* মুক্ত প্রান্তর। 'ময়দানে রহিয়া আছে মুমীন।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* মাঠ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এরোড্রামে গিয়া দেখি, একেবারে মুক্ত ময়দান।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

ময়দান ফেরা *ক্রি* বাহ্য ত্যাগ করা। 'ময়দান ফিরিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ময়দানব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাক্ষসবিশেষ। 'আসছে ভারত-তীর্থ লাগি শ্বেত-দ্বীপের ময়দানব।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ময়না [স মদনিকা] *বি* পাখিবিশেষ। 'শালিক লইল শুয়া পোষানিয়া পাখী ময়না দোয়েল বাজ ভাল ভাল দেখি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ময়না-কাঁটা *বি* কাঁটাযুক্ত গাছবিশেষ। 'ময়না-কাঁটা ঝাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ময়নাগুড়ি *বি* শিশুদের একপ্রকার খেলা। 'খেলায় ময়নাগুড়ি ফিরে বনিকের বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ময়না-তদন্ত [আ মুয়ায়িনা+স তদন্ত] **১** *বি* মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য শব-ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে পরীক্ষা। 'করোনার ... মৃত্যু সম্বন্ধে ময়না তদন্তে ব্যাপৃত আছেন।' *আনন্দবাজার*, ১৯৩৩। **২** *বি* নিবিড় অনুসন্ধান। 'তিনি তার বিষয়ে ময়না-তদন্ত করতে চেয়েছিলেন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ময়মত [স মদমত্ত] *বিণ* মদমত্ত। 'এ নব যৌবন বড়ায়ি ময়মত করী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ময়মত্ত-তূণ [স মদমত্ত-তূণ] *বি* বলশালী বাণ রাখার পাত্র। 'ময়মত্ত-তূণ অপাঙ্গবাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ময়মুরুব্বি, ময়মুরব্বি [আ মুরব্বী>] *বি* বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি; গুরুজন। 'সাজুর মা কয় তোমরা আছ ময়মুরব্বি ভাই।' *জসীম*, ১৯২৯; 'পিরমুর্শি, ময়মুরুব্বি, আল্লাহ রসুলেও অগো ইমান আছে।' *হাসান*, ১৯৬৪।

ময়রা [স মোদক] *বি* মিষ্টি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা। 'ময়রা মুড়কি দেই সুত্রধরে দেই খই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ময়রাণী *বি স্ত্রী* মিষ্টি প্রস্তুতকারী। 'মুড়ি ভাজে ময়রাণী দেখে আবছায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ময়লা [স মল>] **১** *বি* বিষ্ঠা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* নোংরা; মলিন। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'ময়লা ঢিলা কাপড় পরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* কুটিলতা। 'কাহারও মনে কিছু ময়লা নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **৪** *বিণ* খারাপ। 'ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ময়লা করন *বি* অপরিষ্কার করা; নোংরা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ময়লা কাপড় *বি* অপরিষ্কার কাপড়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ময়লা গাড়ি *বি* ময়লা আবর্জনা স্থানান্তরে ব্যবহৃত গাড়ি। 'টক্কর খেয়ে উলটে পড়ে ময়লা গাড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ময়া *বি* একপ্রকার ছোটো মাছ। 'শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

ময়াল[১] [আ মহাল] *বি* ভূ-ভাগ; রাজ্য। 'বামভাগে দেখে সাধু লঙ্কার ময়াল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ময়াল[২] [স মহাকাল] *বি* বড়ো আকারের সাপবিশেষ; অজগর। 'কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল।' *ভারত*, ১৭৬০।

ময়ুখ [স] *বি* কিরণ; রশ্মি। 'ময়ূরের বর্হ সম ময়ূখের মালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ময়ূর[১] [স] *বি* বিচিত্র রঙের নৃত্যপরায়ণ পাখিবিশেষ। 'নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ তাত ময়ুরের পুছ দিল সুবেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ময়ূর আসন [স] *বি* ময়ূর সিংহাসন। 'ঝরে গেছে মোগলের আফিমের ফুল/ মণিময় ময়ূরআসন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ময়ূরকণ্ঠী [স] *বিণ* ময়ূরের কণ্ঠের মতো বিচিত্র বর্ণের। 'ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি/ দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ময়ূরকণ্ঠী রঙ *বি* ময়ূরের কণ্ঠের মতো বিচিত্র রঙ। 'ময়ূরকণ্ঠী রঙের সুটে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ময়ূরত্ব [স] *বি* ময়ূরের রূপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। 'ময়ূরকে দেখা যায় গর্ব করতে আপন ময়ূরত্ব নিয়েই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ময়ূরপংখি, ময়ূরপংক্ষী [স ময়ূর+স পক্ষী] **১** *বি* ময়ূরের আকৃতিবিশিষ্ট নৌকা। 'বরের সমভিব্যাহারে কৃত্রিম পর্ব্বত ও ময়ূরপংক্ষী ... নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'ময়ূরপংখিও বইতে হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* ময়ূরের আকৃতিবিশিষ্ট পালকি। 'ময়ূরপংখিতে একটি চন্দনচর্চিত অজাতশ্মশ্রু নববর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ময়ূরপঙ্খি, ময়ূরপঙ্খী [স ময়ূর+স পক্ষী] *বি* ময়ূরপঙ্খী নামাঙ্কিত যান। 'রেলওয়ে ইষ্টিম ফেরী ময়ূরপঙ্খীর ছাড়বার সঙ্কেত ঘণ্টা

বাজচে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'সারে সারে ময়ূরপঙ্খি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ময়ূরপঙ্খী ভোর *বি* ময়ূর-ডাকা ভোর। 'যখন ময়ূরপঙ্খী ভোরের সিন্ধুর মেঘে হয়েছে অবাক।' *জীবন*, ১৯৩২।

ময়ূরপুচ্ছ [স] *বি* ময়ূরের পুচ্ছ বা পাখনা। 'দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ময়ূর-বীণা [স] *বি* ময়ূরের আকৃতিবিশিষ্ট বীণা। 'মদালস ময়ূর-বীণা কার বাজে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ময়ূরশয্যা [স] *বি* ময়ূরচিহ্নিত শয্যা। 'দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যার কথা ভুলে।' *জীবন*, ১৯৪২।

ময়ূরী [স] *বি স্ত্রী* নীল-সবুজ মেশানো বিচিত্র রঙের নৃত্যপরায়ণ পাখিবিশেষ। 'অম্বরপথে গম্ভীরে যেমতি গরজে জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ময়ূর[2] [স] *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

ময়ূরাক্ষী [স] *বি* নদীবিশেষ। 'ছল-ছল ময়ূরাক্ষীর নির্মল ধারা ... বয়ে যাচ্ছিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মর [স] **১** *বি* মরণশীল প্রাণী – মানুষ। 'শোন রে মর, শোন অমর।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* মরণশীল। 'আমি মর, কিন্তু আমার বিধাতা অমর।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মর-কবি [স] *বি* মরণশীল কবি। 'আমি মর-কবি – গাহি সেই বেদে-বেদুইনদের গান।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মরজগৎ [স] *বি* নশ্বর পৃথিবী। 'তাঁর মতো স্বামীসুখাভিলাষিণী ... মরজগতে নিতান্তই দুর্লভ রে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মরজাগতিক [স] *বিণ* মরণশীল জগতের জন্য মানানসই। 'তার গুণ্ডটি মরজাগতিক আগ্রহে বৃংহিত সহকারে পুনঃপুনঃ শূন্যে আন্দোলিত ...।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মরজীবন [স] *বি* মরণশীল জীবন। 'মরজীবনের শেষ স্বাদ তারা উপলব্ধি করে যাচ্ছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মরধাম [স] *বি* মর্ত্য; পৃথিবী। 'ঝিল্লীর ডাকে মরধামে নামে উর্বশী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

মর-ভবন [স] *বি* অনিত্য সংসার। 'কি শকতি তোর এ মর-ভবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মরলোক [স] *বি* মৃত্যু-পরবর্তী জগৎ। 'মনে ভাবছি মরলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের আচার্য হয়ে জন্মাতে পারি তা হলে অন্তত কোনো এক চৌমাথায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মরম্মত [আ মরম্মত] *বি* মেরামত। *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

মরকত [স] *বি* সবুজ বর্ণের মূল্যবান মণি; পান্না। 'হিরা নিলা মরকতে নির্মাইল চূড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মরকতদ্যুতি [স] *বি* মরকত পাথরের দীপ্তি। 'তার মরকতদ্যুতি কখনো উজ্জ্বল কখনো কোমল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মরকতপাট [স] *বি* মণি দিয়ে তৈরি ফলক। 'মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মরকতময় [স] *বিণ* মরকত মণিতে খচিত। 'তাহে মরকতময় পাতা, ফুল রত্নমালা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মরখুটে *বিণ* মরকুটে; মরণাপন্ন; রোগা। 'হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া বুঝি!' *জীবন*, ১৯৪৪।

মরচে, মরচা [ফা মুরচহ্] **১** *বি* ক্ষত বা মলিনতার দাগ। 'মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনোপ্রকার মরচে না পড়লেই হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* জং। 'মরচে-পড়া গরাদে ওই, ভাঙা জানলাখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'লাঙল জোয়াল ধূলায় লুটায় মরচা ধরে ফালে।' *জসীম*, ১৯২৯।

মরচে-ধরা *বিণ* জং ধরেছে এমন। 'মরচে-ধরা চরকায় কোনোরূপ তৈল প্রদান করবার চেষ্টা করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মরচে-পড়া *বিণ* বিবর্ণ। 'জল! জল! মরচে-পড়া চুল উড়ছে।' *নীরেন*, ১৯৪৪।

মরজি, মরজী [আ মর্জি] **১** *বি* ইচ্ছা। 'ভালা নহে বিবি জীউ মরজি এলাহির।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আগে খোদার মরজী।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। **২** *বি* সম্মতি। *ওগুঁ*, ১৭৮২। **৩** *বিণ* মনস্থ। 'মরজী।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মরজিমত *ক্রিবিণ* সম্মতি অথবা ইচ্ছা অনুসারে। 'সরকারের মরজিমত ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মরজীয় *বি* মুসলিম যুক্তিবাদী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মরজীয়, মোতাজেলা, রাফেজী, খারেজী প্রভৃতি।' *বঙ্গনূর*, ১৯২২।

মরণ [স] *বি* মৃত্যু। 'জাম মরণ ভব কইসণ হোই।' *চর্যা* ২২, ১২০০।

মরণ-আঘাত [স] *বি* প্রাণঘাতী আঘাত। 'জীবনকে তোর ভরে নিতে/ মরণ-আঘাত খেতেই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মরণকাঠি *বি* রূপকথায় বর্ণিত যে কাঠির স্পর্শে মৃত্যু হয়। 'তোমার ফসল, তোমার মাটি/ তাদের জীয়ন ও মরণকাঠি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মরণ-কামড় *বি* সর্বশেষ ও কঠিনতম আঘাত। 'যে নিষ্ঠুরতা মরে যাচ্ছিল আজ তা মরণ-কামড় দিতে চায়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মরণকাল [স] *বি* মৃত্যুকাল। 'সামীর মরণকাল জাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মরণকূপ [স] *বি* মৃত্যুকূপ। 'সবার সামনে বলবে ডেকে, এসো/ মরণকূপে ঝাঁপাও?' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

মরণ-ক্ষণ [স] *বি* মৃত্যুর সময়। 'তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে তোমারি নাম বঁধু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

মরণখেলা [স মরণ+খেলা] *বি* যে খেলায় মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। 'পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'নেচে ফিরি রুধিরাক্ত মরণখেলায়।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মরণ-গাথা [স] *বি* মৃত্যুর কাহিনী। 'তাদের হৃদয়-ব্যথা তাদের মরণ-গাথা কে গাইছে একত্র করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মরণগামিনী [স] *বি স্ত্রী* মৃত্যুর দিকে গমনরত যে; মৃত্যুপথযাত্রী। 'মলিন হেসে চড়ল ভেলায় মরণগামিনী।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মরণঘুম [স মরণ+ঘুম] *বি* মৃত্যুরূপ ঘুম। 'একেবারে মরণঘুম এলেও তো বাঁচি!' *নজরুল*, ১৯২৭।

মরণ-চাঁদ [স মরণ+চাঁদ] *বি* ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ। 'পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো/ দিগন্ত-ফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

মরণজয়ী [স] *বিণ* মরণকে জয় করেছে এমন। 'তোমাদের মরণজয়ী পণ আর একবার শক্তিপীঠ বাংলাকে পবিত্র করুক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মরণ-টান *বি* মৃত্যুর আকর্ষণ। 'মরণ-টানে টেনে আমায় করিয়ে দেবে পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মরণ-দশা [স] *বি* মৃত্যু হওয়ার মতো অবস্থা। 'এলোকেশীর মরণ-

দশা ধরেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মরণদেশ [স] *বি* যমালয়; মৃত্যুপুরী। 'আকাশ পাতাল পেরিয়ে সে ধায় মরণদেশের পার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মরণ-দোল *বি* মৃত্যুর দোলা। 'দূর সিন্ধুর লাগি তোর বুকে জাগুক মরণ-দোল।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মরণদোলা *বি* মৃত্যুরূপ দোলন। 'মরণদোলায় ধরি রশিগাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মরণধর্ম [স] *বি* মরণশীলতা। 'আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মরণধর্মশীল, মরণধর্ম্মশীল [স] *বিণ* মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এমন। 'সৃজনকর্ত্তা মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যের সৃজনকালে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মরণধারা [স] *বি* মৃত্যুস্রোত। 'যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মরণ নাচ [স মরণ+নাচ] *বি* প্রলয়-নৃত্য। 'জানি না কি মরণ নাচে/ নাচে গো ওই চরণ-মূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মরণপণ [স] *বি* মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার। 'চলো চলো, বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দুজনে মিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'সাধারণ মানুষ-কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা মরণপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছেন।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

মরণ-পথ [স] *বি* মৃত্যুর পথ। 'থাকবে সবাই থাকবে না এই মরণ-পথের যাত্রীই!' *নজরুল*, ১৯২৩।

মরণপয়োধি [স] *বি* মৃত্যুর সাগর। 'এই সে সমুদ্র দাস্যের যার নাম মরণপয়োধি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মরণপ্রিয় [স] *বি* মৃত্যুকে ভালোবাসে এমন ব্যক্তি। 'মরণপ্রিয় – যেতেই হবে অনুভবে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

মরণ-বঁধু [স মরণ-বন্ধু] *বি* মরণরূপ বন্ধু বা প্রণয়ী। 'মানুষটা রক্ত-সূত্র দিয়ে দিনের পর দিন মরণ-বঁধুর ডান হাতে রাখী বেঁধেই চলেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মরণ-বাঁচন *বি* জীবন-মরণ। 'ডাক দিল শোন মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'পাটের উপর চাষির অনিশ্চিত মরণ-বাঁচন।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মরণ-বাঁশি [স মরণ+বাঁশি] *বি* যে বাঁশি মৃত্যুর কারণ। 'রাখাল ছেলে খেলবে না আর মরণ-বাঁশির খেলা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মরণবিষ [স] *বি* মৃত্যুরূপ বিষ। 'অভাগিনী আপনী পরিল মরণবিষের তাজ।' *জসীম*, ১৯২৭।

মরণবীণ [স] *বি* মৃত্যুরূপ বীণা। 'কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণবীণ।' *জসীম*, ১৯২৭।

মরণ বীণা [স] *বি* মৃত্যুরূপ বীণা। 'মরণ বীণায় কী সুর বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মরণবৃত্তান্ত [স] *বি* মৃত্যুর ঘটনা। 'তোমার পূর্ব্বরমণীর মরণবৃত্তান্ত এক বার স্মরণপথে আনয়ন কর দেখি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মরণবেলা [স] *বি* মৃত্যুকাল। 'কী মহা খেলায় মরণবেলায়/ তরঙ্গ তার টুটিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মরণব্যথা [স] *বি* মৃত্যুকালের ব্যথা। 'কি জানি আশিষ করে গেল তোরে মরণব্যথার ছলে।' *জসীম*, ১৯২৭।

মরণব্যবসায় [স] *বি* নির্বিচারে প্রাণনাশ। 'রাজাকে মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মরণব্রত [স] *বি* মৃত্যুই পরিণতি এমন সাধনা। 'পলে পলে আপনার মরণব্রত উদ্‌যাপন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মরণভয় [স] *বি* মৃত্যু ভয়। 'পশে না এদেশে মরণভয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'মরণ-ভয়কে ভয় কি তখন জড়িয়ে কণ্ঠ থাকবে হাত!' *নজরুল*, ১৯২৩।

মরণভীতি [স] *বি* মৃত্যুর ভয়। 'চোখে মরণভীতির মতো গাঢ় ছায়া।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মরণভীতু, মরণভিতু [স মরণ+ভীত>] **১** *বি* মৃত্যুকে ভয় করে যে। 'মরার মতন মরতে, ওরে মরণভিতু! ক-জন পায়।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বিণ* মৃত্যুকে ভয় পায় এমন। 'আরাম-বিলাসী মরণভীতু মানুষের বুকে ত্রাস সঞ্চার কর।' *ওয়ালী*, ১৯৪৬।

মরণভীরু [স] *বি* মৃত্যুকে ভয় পায় যে। 'মরণভীরু, এ কথা বুঝিবি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মরণমগ্ন [স] *বিণ* মৃত্যু ধ্যানে বিভোর। 'এই মোহসুপ্ত মরণমগ্ন জাতির বুকের উপরে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মরণময় [স] *বিণ* মৃত্যুপূর্ণ। 'জীবন মরণময়।' *জীবন*, ১৯২৭।

মরণ-মায়া [স] *বি* মরণরূপ মায়া। 'কালের বিরাট অট্টহাসির ছায়া/ ঢেকে দিল ঢেকে তোমারও মরণ-মায়া।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭; 'মরণ-মায়ায় কতকাল রবে ঘিরে?' *মণীশ*, ১৯৩৯।

মরণযাত্রা [স] *বি* মৃত্যুর দিকে যাওয়া। 'তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মরণ-রাহু [স] *বি* মরণরূপ রাহু। 'বাড়ায়ে বাহু মরণ-রাহু চাহিছে পেতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মরণ-রূপী [স] *বিণ* মৃত্যুতুল্য। 'সে-যে ঐ বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে বহিল মরণ-রূপী জীবনস্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মরণ-লীলা [স] *বি* মৃত্যু-খেলা। 'যেখানে নীল মরণ-লীলা উঠছে দুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মরণলোভী [স] *বি* মৃত্যুকে আহ্বান করে যে। 'ছাড়বে নাকো আর হায় রে মরণলোভী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মরণলোলুপ [স] *বিণ* হত্যা করতে উন্মুখ। 'মরণলোলুপ কারবাইন গচ্ছিত সবার কাঁধে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মরণশঙ্কিল [স] *বিণ* মরণ-ভয়ে পূর্ণ। 'যাঁরা যাত্রা করেছেন মরণশঙ্কিল পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মরণশীর্ণ [স] *বিণ* মৃতের মতো শুকিয়ে-যাওয়া। 'বেচারীদিগের মরণশীর্ণ ক্ষীণদেহে নিত্যনতুন বন্ধন সৃষ্টি করিয়া ...।' *বেগম*, ১৯৫৩।

মরণশীল [স] *বি* মৃত্যুর অধীন যে। 'মৃত্যুহীনকেই তিনি কামনা করেছিলেন, মরণশীলকে নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মরণশোক [স] *বি* মৃত্যুর বিলাপ। 'মুছে দাও মানবের আঁখি, ঘুচাও মরণশোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মরণশৌচ [স মরণ-অশৌচ] *বি* হিন্দুসমাজে প্রচলিত মৃত্যুকালীন অশৌচ সংস্কার। 'মনরে ওরে জনম মরণশৌচ সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মরণ-সংকুল [স] *বিণ* মরণের ভয় আছে এমন। 'মরণ-সংকুল মাঠে

স্বপ্ন দেখে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মরণসংগীত [স] *বি* মৃত্যুর গান। 'গাও দেব মরণসংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মরণ-সত্র [স] *বি* মৃত্যুব্রত। 'গাঁথিবে কি মালা মরণ-সত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মরণসম্ভবা [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'হবিষ্যান্নপুষ্ট দেহ তবিষ্যের ভারে হলো মরণসম্ভবা।' *সুনীল*, ১৯৬১।

মরণসাগর [স] *বি* মরণরূপ সাগর। 'রজনীর অন্ধকারে/ মরণসাগরপারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'মরণ-সাগরপানে ভাসে মোর জীবন-ভেলা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মরণসায়ক [স] *বি* মৃত্যুর শর। 'দিলি মা হয়ে তুই শিশুর বুকে/ নিঠুর মরণসায়ক বিঁধি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মরণ-সাহারা [স মরণ+সাহারা] *বি* মৃত্যুরূপ সাহারা মরুভূমি। 'মরণ-সাহারা আসি নিতে চায় তারে গ্রাসি।' *জীবন*, ১৯২৭।

মরণসুধা [স] *বি* মৃত্যুরূপ সুধা। 'আমি এই চলেছি মরণসুধা নিতে পরান পুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মরণ-সুতো [স মরণসূত্র] *বি* মৃত্যুরূপ সুতা। 'মরণ-সুতোয় গাঁথল কে মোর বরণমালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মরণস্নান [স] *বি* মৃত্যুরূপ স্নান। 'ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি ঘুচেছে মরণস্নানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মরণ-হরণ [স] *বিণ* মৃত্যুনাশী। 'ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মরণ হানা *বিণ* মৃত্যু আনে এমন। 'মরণ হানা অশনির আলোতে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মরণহীন [স] *বিণ* মরণশীল নয় এমন। 'অমর হইতে চাই যদি, জেনো প্রেম সে মরণহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মরণাঘাত [স] *বি* মৃত্যুর আঘাত। 'এবার প্রলয় মরণাঘাত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মরণাধিক [স] *বিণ* মৃত্যুর চেয়ে বেশি। 'মরণাধিক কষ্ট সয়ে তার মূল্য দেয়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মরণাধিপতি [স] *বিণ* মৃত্যু সংঘটনের অধিপতি। 'মরণাধিপতি যমরাজ, ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি ঐ অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মরণান্তিক [স] *বিণ* মারাত্মক; নিদারুণ; মরণের চেয়েও বেশি। 'মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মরণাপন্ন [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'সে মরণাপন্ন ব্যক্তি কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মরণাবর্ত [স] *বি* মরণের চক্র। 'মরণাবর্তে যারা ডুবে মরছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মরণাভিভূত [স] *বিণ* মৃত্যুচিন্তায় বিহ্বল। 'মরণাভিভূত দার্শনিক বুদ্ধি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মরণাহত [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'মরণাহত মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের সৌন্দর্য যেন এ পৃথিবীর নয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মরণোত্তর [স] *ক্রিবিণ* মৃত্যুর পরে। 'তাঁহার মরণোত্তর জিলার কালেক্টর ... রেজিষ্টরী করাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মরণোৎপত্তিশীল [স] *বিণ* জন্মমৃত্যুময়। 'তাঁহার প্রকৃতি মরণোৎপত্তিশীল ভূলোকেরই উপযুক্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মরণোন্মুখ [স] **১** *বিণ* শীঘ্রই মারা যাবে এমন। 'এ হচ্ছে মরণোন্মুখ চলার উন্মত্ত প্রলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বিণ* ধ্বংসের সম্মুখীন। 'মরণোন্মুখ জাতির মুখে নবজীবনের গান ধ্বনিয়া তুলিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

মরণোন্মুখী [স] *বি* মৃত্যু পথযাত্রী। 'মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মরন [স মরণ] *বি* মরণ; মৃত্যু। 'মোর হাথে তোর আবসি মরনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মরত [স মর্ত] *বি* পৃথিবী। **মরতপুরী** *বি* পৃথিবী। 'দেবরূপ পরিহরি জাইব মরতপুরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মরতবা [আ মরতবাহ্] *বি* মর্যাদা। 'খাককে আতশের উপর মরতবা দিতে পারি না।' *মনসুর*, ১৯৫০।

মরদ [ফা] **১** *বি* বীরপুরুষ। 'এমন মরদ কেহ নাহি দুনিয়ায়।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* পুরুষ মানুষ। 'তোর মত পাড়া২ মরদের কাছে আমি যাই না।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বি* শক্তিশালী ব্যক্তি। 'মরদের কামই দরবার করা।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* লোক। 'মরদ মানুষদের আপনারা ঐ রকম ভাবেন।' *শওকত*, ১৯৫৮। **৫** *বি* স্বামী। 'সুকন্ঠি করুণা করো, এ অধমই তোমার মরদ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মরদানা [ফা] **১** *বি* জওয়ান। 'জোরে জোরওয়ার হইল বড়ই মরদানা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* পুরুষ। 'হে মরদানা! হাম্ মরদানা হায়?' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

মরদানিস্তান [ফা] *বি* পুরুষদের বসবাসের এলাকা। 'আমার দেশকে মরদানিস্তান ও জানানিস্তান এই দুই ভাগে ভাগ কৈরা ...।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মরদামী [ফা] *বি* বীরত্ব। 'মরদামী দেখিয়া তার আলী খুশি হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মরধ [ফা মরদ] *বি* পুরুষ। 'আউরথ মরধ এক সাথ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মরদা [আ মর্দন>] *ক্রি* মথিত করা। **মরদিআঁ** *ক্রি* মথিত করে। 'গাঢ় রমিল কাহ্নে মরদিআঁ তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মরদিল** *ক্রি* মথিত করলো। 'ঘন তন জঘন মরদিল করে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মরদানা[১] *দ্র* **মরদ**

মরদানা[২] *বি* হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'রুলি মরদানা মুড়কিমাদুলি বাজু তাবিজ বাজুবন্ধ ...।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

মরদানি *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'ধানি মুড়কি মরদানি পৈঁছে আছে হাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মরন্ত *বিণ* মরছে এমন। 'কেনে মরন্ত পোলাও।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মরম [স মর্ম] **১** *বি* হৃদয়। 'আঙ্গে বড়ায়ি তোর মরমের হীত।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মরমে যাহা গোপন আছে গোলাপে তাহা বলিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **২** *বি* তাৎপর্য। 'বুঝিতে মরম তান অধিক দুষ্কর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মরম-কথা [স মর্মকথা] *বি* মনের কথা। 'ওই যে শুকনো ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে উহার মরম-কথা বুঝিতে নারিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মরমজীনা [স মর্ম+স জিন্>] *বি* সহমর্মী। 'না পাই মরমজীনা

কহিতে মরম।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মরমতল [স মর্মতল] *বি* মর্মস্থান। 'বিরহবিলাপগানে ছাইবে মরমতল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মরমবারতা [স মর্মবার্তা] *বি* হৃদয়ের কথা। 'পরশে বহিয়া আনে মরমবারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মরম-বীণা [স মর্মবীণা] *বি* হৃদয়বীণা। 'পুরাণো মোর মরম-বীণায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

মরমবেদনা [স মর্মবেদনা] *বি* মানসিক যন্ত্রণা। 'স্বপ্নসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা/ চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মরম-ব্যথা [স মর্মব্যথা] *বি* মনের বেদনা। 'মরম-ব্যথায় দিবে প্রাণ বিসর্জ্জন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মরমস্থল [স মর্মস্থল] *বি* হৃদয়ের কোমলতম স্থান। 'বসিয়া মরমস্থলে কহিছ চোখের জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মরমের হীত *বি* অত্যন্ত প্রিয়জন। 'আক্ষে বড়ায়ি তোর মরমের হীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মরমর[১] [ধ্বন্যা] *বি* শুকনা পাতার শব্দ। 'বায়ুর হিল্লোল ধরিবে পল্লব মরমর মৃদু তান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মরমরানি [ধ্বন্যা মরমর>] *বি* মর্মর-ধ্বনি। 'বনের প্রাণে মরমরানির ঢেউ উঠালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মরমর[২] [স মর>] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'শোনা গেল সে মর-মর।' *শরৎ*, ১৯১৮; 'শীর্ণ স্রোত মরমর নদীর হৃদয়।' *হোসেন*, ১৯৪০।

মরমী [স মর্মী] **১** *বি* দরদি ব্যক্তি; সহানুভূতিসম্পন্ন যে। 'মরমী কেউ নাই রে ধরায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বিণ* উদাস। 'দক্ষিণের বাতাস মরমী বয়ে যায়।' *হোসেন*, ১৯৪০। **৩** *বিণ* অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে বিশ্বাসী। 'বাউলেরা হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে মরমী।' *হাই*, ১৯৫৪।

মরশুম [আ মওসিম] **১** *বি* ঋতু; কাল। 'ফুলের মরশুমে ভাই শরাব খাঁটি।' *নজরুল*, ১৯৩০। **২** *বি* প্রচলন। 'গোলাকার হাত-ঘড়ির মরশুম এখন।' *শিবরাম*, ১৯৭০। *দ্র* **মৌসুম**

মরশুমি [আ মওসিম>] *বিণ* বিশেষ ঋতুর। 'মরশুমি ফুলের বাহার।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

মরসুম [আ মওসিম] *বি* প্রবণতা। 'সেইজন্যেই পাঠক সমাজে বিশেষ বিশেষ কালে এক-একটা বিশেষ মরসুম দেখা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মরসুমি [আ মওসিম>] *বিণ* বিশেষ মৌসুমে কাজ করে এমন। 'মাদাগাস্কারের মরসুমি মজুর।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মরষা, মরসা [স মর্ষ>] *ক্রি* ক্ষমা করা। **মরষিআঁ** *ক্রি* ক্ষমা ক'রে। 'সব মরষিআঁ তাক জিআ বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মরষিল, মরসিল** *ক্রি* ক্ষমা করলাম। 'সব মরষিল রাধা জিঅ একবার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মরসিব** *ক্রি* ক্ষমা করবে। 'তার বোল না ধরিলেঁ মরসিব কেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মরিষহ** *ক্রি* ক্ষমা করছো। 'কিকে মরিষহ দাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মরসিয়া [আ] *বি* শোকসংগীত। 'দাড়িতে পাক ধরলে মরসিয়া-জারী গানে বার্ধক্যকে বেইজ্জৎ করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মরহুম [আ] *বিণ* মৃত। 'মওলানা রহমতুল্লা মরহুম।' *সুধাকর*, ১৮৯৩; 'আমার শ্বশুর সাহেব মরহুম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মরা[১] **১** *বিণ* মৃত। 'মরা গাছে কিসের গৌরব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* জটিল। 'মরা গিরা।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৪** *বি* অসুস্থতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৫** *বিণ* স্রোতহীন। 'মরা গাঙে বান এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৬** *বিণ* শুকনা। 'মরা কাঠের আগুন ফুঁকিয়া/ কি সুখেতে বল হাসে তব অন্তর।' *জসীম*, ১৯৩৩। **৭** *বিণ* শুকিয়ে যাওয়া; মজে যাওয়া। 'মরা নদ-নদীর সংস্কার কার্য্যও একটা প্ল্যান করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৩৭। **৮** *বিণ* অচল। 'একটি ঘষা মরা-সোনার আংটি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মরাকান্না *বি* বাড়িতে কেউ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজন যেরূপ উচ্চরোলে কাঁদে সে রকম কান্না। 'যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মরা গাঙ *বি* মজা নদী। 'মরা গাঙে ডাকবে বান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মরা গিরা *বি* জটিল গ্রন্থি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মরা মরা *বিণ* দুর্বল; পীড়িত। 'আরও মরা মরা দেখাইতে লাগিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

মরামাস *বি* খুশকি; মরা চামড়া। 'পরিত্যক্ত মিঠে আলু, মরামাস, ইঁদুরের শবের ভিতরে।' *জীবন*, ১৯৩০।

মরা-সোনা *বি* অচল সোনা। 'একটি ঘষা মরা-সোনার আংটি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মরা-হাজা *বিণ* শীর্ণ; রোগা-পটকা। 'একটা মরা-হাজা ছেলে ছিল তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মরি-বাঁচি করে খাটা – প্রাণপণ পরিশ্রম করা। 'মরি-বাঁচি করে না খাটলে নৌকো একেবারে অচল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মরি-বাঁচি পণ – প্রাণপণ শপথ। 'মরি-বাঁচি পণ করিয়া টানিতে লাগিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মরে বাঁচা *ক্রি* মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া। 'যারা মরিয়া বাঁচিয়াছে, তাদের একটা হিল্লা হইয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মরো মরো *বিণ* মুমূর্ষু। 'মাতৃভাষা না খেতে পেরে মরো মরো হয়েছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মরা[২] **১** *ক্রি* মারা যাওয়া; মৃত্যু হওয়া। 'সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই।' *চর্যা* ১, ১২০০; 'মরিলে শহীদ হয় জিনিলে সুকীর্ত্তি হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রি* মিশে যাওয়া। 'অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *ক্রি* ঘুরপাক খাওয়া। 'ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে, দখিন বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৪** *ক্রি* ফুরিয়ে যাওয়া। 'জীবনে এমন ভালবাসা যেন এত তাড়াতাড়ি মরে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২। **৫** *ক্রি* তেজ কমে যাওয়া। 'রোদ মরে যাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'রৌদ্র মরিয়া গিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮। **৬** *ক্রি* কাতর হওয়া। 'ছেলেমানুষ বৌটা তেমনি হয়েছে, ভয়েই মরে।' *শওকত*, ১৯৫৮। **মরএ** *ক্রি* মরে। 'কী পাকে মরএ কৃষ্ণ চিন্তিল নৃপবরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মরতুম** *ক্রি* মরতাম। 'আমি মরতুম পেটের জ্বালায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **মরি** *ক্রি* দেহত্যাগ ক'রে। 'মরি জিল নন্দঘোস সুনি ব্রজবাসি।' *মালাধর*, ১৫০০। **মরিআই** *ক্রি* মারা প'ড়ে। 'সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই।' *চর্যা* ১, ১২০০। **মরিআঁ** *ক্রি* ম'রে। 'শুনিলেঁ কংস মরিআঁ জাইবি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মরিতাহোঁ** *ক্রি* মরতাম। 'ভাগে পুণী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মরিনু *ক্রি* মরলাম। 'চোরবাদ হবে মোর না মরিনু কেন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **মরিবারে** *ক্রি* মরতে। 'মরিবারে চাহে তনুরত্ন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মরিবে** *ক্রি* মারা যাবে। 'যবেঁ না মরিবে রাধা রস গিরকারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মরিবেক** *ক্রি* মরবে। 'অগ্নি খাইয়া মরিবেক তোহ্মা না দেখিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মরিবোঁ** *ক্রি* মরবো। 'ধরিবি বলে মরিবোঁ হেলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মরিমু** *ক্রি* মরে যাবো। 'তোহ্মার বিরহে মুঞি মরিমু নিশ্চএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মরিয়া** *ক্রি* মরে। 'সকল মরিয়া আছে মালঞ্চ তাহার কাছে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মরিল** *ক্রি* মরলো। 'অনাহারে পিতামাতা তাহার মরিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **মরী** *ক্রি* মরি। 'এক বার ছাড়ী দুই বার নাহিঁ মরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মরুক** *ক্রি* বাদ থাকুক। 'মরুক মরুক জল ভরা।' *মুরারি*, ১৫৭০। **মরে ১** *ক্রি* মারা যায়। 'মরে ভাল জীএ ভাল জাগাইলোঁ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বিনাশ হয়। 'বল তার ধনবংশ তবে কেনে মরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মরোঁ** *ক্রি* মরি; মরে যাচ্ছি। 'মরোঁ হের রাধার বিরহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মর্‍্যা** *ক্রি* ম'রে। 'মর্‍্যা জাকু সারিগুয়া তোমার বালাই লইআ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মর্‍্যাছিল** *ক্রি* মরেছিলো। 'দংশিল কপালে যদি মর্‍্যাছিলে ভাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **মর্‍্যাছে** *ক্রি* মরেছে। 'পুত্রহেতু সুন্দরী মর্‍্যাছে এই দুখে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **মর্ব্বো** *ক্রি* আত্মহত্যা করা। 'যদি বড় পেড়াপেড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব্বো!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মরাই[১] [স মরার] *বি* ধানের গোলা। 'ধনে মানে কুলে শীলে সাত মরাই টাকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মরা *বি* ধানের গোলা। 'মরায়ের পাশে চড়ুই শালিক নাচে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মরাই[২] [স বড্র>] *বি* বড়াই; ঐশ্বর্য; অহঙ্কার। 'প্রাণধন তুমি মোর প্রেমের মরাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মরাঠি [স মহারাষ্ট্র] *বিণ* মারাঠি। 'মরাঠি মেয়ের মতো মালকোঁচা দিয়ে শাড়ি পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মরাডা *ক্রি* মোচড়ানো। **মরাডিইউ** *ক্রি* মোচড়ানো হলো। 'পহিলেঁ তোড়িয়া বড়িআ মরাডিইউ।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

মরাল[১] [স] *বি* রাজহাঁস। 'গমনে যেমন গজ মরালের ঈশ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'মরালের স্বরে নতুন স্পন্দন পায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

মরালগতি [স] *বি* রাজহাঁসের মতো মনোহর ও মন্থর গতি। 'মরালগতি ও গজেন্দ্রগমন দেখবার জন্য মাঝে মাঝে চিড়িয়াখানায় যেতে আরম্ভ করলাম।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মরাল-গমন [স] *বি* ধীরে চলন। 'মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে চ'লে গেল মরাল-গমনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মরালগমনা [স] *বিণ স্ত্রী* রাজহংসীর মত মন্থর গতিযুক্ত। 'মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মরালগামিনী [স] *বি স্ত্রী* রাজহংসীর মতো মন্থর গতিযুক্ত যে। 'মরালগামিনী কিবা ঐরাবত যায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মরালতরী [স] *বি* মরালরূপ তরী। 'ঢেউয়ের দোলায় মরালতরী নাচবে না আনমনে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মরালবাহন [স] *বি* মরাল যার বাহন। 'চতুর্মুখ ব্রহ্মা বন্দো মরালবাহন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মরাল-যূথ [স] *বি* রাজহাঁসের পাল। 'ক্রীড়ারত মরাল-যূথের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

মরালী [স] *বি* রাজহংসী। 'বিপুল কুসুম বেড়ে মরালী মণ্ডলী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মরাল[২] [ই] **১** *বি* নীতি-উপদেশ। 'হতে পারে কোন মরাল আছে। নীতিকথা মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* নীতিগত। 'ডাকাতিতে আমার মরাল অবজেকশন নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মরি *অব্য* বিস্ময়সূচক শব্দ। 'রঙ্গে সঙ্গে আনি কাকলী লহরী, মরি।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'মরি হায়, হায় রে ও মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়নজলে ভাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।' *অতুল*, ১৯১২।

মরি মরি ১ *অব্য* এক প্রকার বিস্ময়সূচক ধ্বনি। 'আহা মরি মরি, নখশোভা হেরি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'বাতাস বহে মরি মরি আর বেঁধে রেখো না তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'অমনি মরি মরি রাহু-লাগার বেদন লাগে পূর্ণিমা চাঁদার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মরি হায় *অব্য* বিস্ময় বা আনন্দসূচক ধ্বনিবিশেষ। 'মরি হায় কী নীলে কলিকালে/ বেদবিধি চমৎকারা।' *লালন*, ১৮৯০; 'মরি হায়, হায় রে ও মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়নজলে ভাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মরিচ [স] **১** *বি* গোলমরিচ। 'দিবে তায় মরিচের ঝাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* লঙ্কামরিচ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মরিচপেড়ে *বিণ* লঙ্কামরিচের মতো লাল পাড়বিশিষ্ট। 'বিবিধ প্রকার পাড়িদার অর্থাৎ তাবিজপেড়ে, মরিচপেড়ে, কস্তাপেড়ে ... পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মরিচ-পোড়া *বি* পোড়ানো মরিচ (ভাতের সঙ্গে খাবার জন্যে)। 'কয়েকটা মরিচ-পোড়া আনিয়া তাহার সামনে ধরিল।' *জসীম*, ১৯৬৪।

মরিচালাড়ু *বি* মরিচের গুঁড়া মিশানো লাড়ু। 'ডালিমা মরিচালাড়ু নবাত অমৃতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মরীচি *বি* গোলমরিচ। 'মরীচি পিপলী পান আছএ তথাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মরিচা [ফা মুরচহ্] *বি* আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে লোহায় লাল রঙের যে আচ্ছাদন পড়ে; অব্যবহারজনিত জং (আয়রন অক্সাইড)। 'তলোয়ারে মরিচা মুখেতেই রাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মরীচাগ্রস্ত [ফা মুরচহ্+স গ্রস্ত] *বিণ* অকেজো। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল অসম্পূর্ণ ও মরীচাগ্রস্ত হইয়াছে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

মরিজ্জাদা [স মর্যাদা] *বি* সম্মান। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মরিয়া, মরীয়া [স মৃ>] **১** *বিণ* মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। 'সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোন, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফুড়ে এক বারে মরিয়া হয়ে নাস্তে নাস্তে কালীঘাট থেকে আসতে লেগেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* বেপরোয়া। 'আশা মরিয়া হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'মরীয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মরিআ [স মৃ>] *বিণ* মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মরীচশালী *বি* একপ্রকার ধান। 'বাজাল মরীচশালী ভুরা বেনাফুল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মরীচি [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) ব্রহ্মার মানসপুত্র। 'বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মরীচিকা। 'মরুর মরীচি বিস্তারে শুধু মায়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বি* রশ্মি। 'বাতাসে কত সহে দহনভার ভস্মভার মরীচিভার মালা?' *শক্তি*, ১৯৬১।

মরীচি-মায়া [স] *বি* মরীচিকার মায়া। 'মরীচি-মায়া মরুতে ছড়ালে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মরীচিকা [স] ১ *বি* মরুভূমিতে সূর্যের আলোককে জলের মতো মনে হওয়া। 'যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা!' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* মায়া। 'দিবস রজনী মরীচিকা সুরা কেবলি করিস পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বি* রহস্য। 'আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা বিকারের মরীচিকা-জালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মরীচিকাবৎ [স] *বিণ* মরীচিকার মতো। 'গোল হয়ে ঘুরে যাওয়া মরীচিকাবৎ চোখে চোখে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মরীচিকারাজ্য [স] *বি* মোহময় জগৎ। 'সুদূরবিস্তৃত মায়াময়ী মরীচিকারাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মরীচিকালুব্ধ [স] *বিণ* মিথ্যা মায়ার পিছনে ছুটে বেড়ায় এমন। 'ওরে মরীচিকালুব্ধ দুর্ভাগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মরীচিকালোক [স] *বি* ধরা যায় না এমন মায়ার জগৎ। 'রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মরু [স] *বি* মরুভূমি। 'চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মরুকঠিন [স] *বিণ* মরুভূমির ভীষণ উত্তপ্ত। 'মরুকঠিন হাওয়া কী ব্যথা হানে জানে না কেউ।' *নীরেন*, ১৯৪৮।

মরু-কানন [স] *বি* মরুদ্যান। 'মাগিত সন্ধি খেজুর শাখার হাত উঠাইয়া মরু-কানন।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মরুক্ষেত্র [স] *বি* মরুভূমি। 'ক্যালডিয়ার মরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেষপাল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মরুচক্ষু [স] *বি* দুঃখ দেখে জল আসে না এমন চোখ। 'দরিদ্রদিগের কঙ্কালাবশিষ্ট মূর্তি দেখিলে ... মরুচক্ষেও জলোচ্ছ্বাস হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মরুচাকচিক্য [স] *বি* মরীচিকা। 'যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুচাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মরুচারিণী [স] *বি স্ত্রী* মরুভূমিতে বিচরণকারী। 'এ সেই রহস্যময়ী মরুচারিণী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মরুচারী [স] *বি* মরুভূমিতে বিচরণকারী। 'স্ত্রী হবে জানিয়া কেন পথে পথে মরুচারী ফেরে কাঁদি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মরুচাষী [মরু+চাষী] *বি* মরু অঞ্চলের কৃষক। 'কাফেলার পথে যত মরুচাষীরা স্মরণ করিত তব হাসি মুখখানি।' *জসীম*, ১৯৫১।

মরুচ্ছায়া [স] *বি* মরুদ্যান। 'ধূলিদাপটের মরুচ্ছায়ায় ঘনায় নীল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মরুজগৎ [স] *বি* মরুময় পৃথিবী। 'এই মরুজগৎ তোমার কাছে তো আবার নন্দনকানন হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মরুজীবন [স] *বি* কঠিন জীবন। 'সামনে প্রসারিত নিরবকাশ কর্তব্যকঠোর মরুজীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মরুঝঞ্ঝা [স] *বি* মরুভূমির ঘূর্ণিঝড়। 'সে মরুঝঞ্ঝার মতো পর্বতে প্রান্তরে নৃত্য করে ফেরে।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'খরস্রোতা স্রোতস্বতী কিংবা মরুঝঞ্ঝা-প্রায়।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

মরুণ্ডে *বিণ* মৃতবৎ। 'একটা মরুণ্ডে শ্যাওড়াগাছের মত বাতাসের ঝাপটায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মরুতট [স] *বি* মরুময় বা বিস্তীর্ণ বালুকাময় স্থান। 'এই মৃত মরুতটে যদি তুমি দাঁড়াও সন্ধানী।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মরুতৃষা [স] *বি* মরুভূমিতে যেমন প্রবল তৃষ্ণা পায়, তেমন তৃষ্ণা। 'পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে, নারী জোগায়েছে মধু।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মরুদৈত্য [স] *বি* মরুভূমির দৈত্য। 'মরুদৈত্য কোন মায়াবলে তোমারে করেছে বন্দী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মরুদ্বীপ [স] *বি* মরুভূমিময় দ্বীপ। 'মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মরু-নটী [স] *বি* মরুভূমির নর্তকী। 'মরু-নটী তার সোনার ঘুঙুর ছুঁড়িয়া ফেলেছে কাঁদি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মরুনির্জনতা [স] *বি* মরুভূমির মতো নির্জনতা। 'চারি দিকে সুকঠিন তৃণতরুহীন/ মরুনির্জনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মরু-নির্ঝর [স] *বি* মরুভূমির ঝরনা। 'আমি মরু-নির্ঝর ঝর ঝর।' *নজরুল*, ১৯২২।

মরুনীরস [স] *বিণ* মরুভূমির মতো শুষ্ক। 'মরুনীরস কালো মর্তের অভিশাপের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মরুপথ [স] ১ *বি* দুর্গম পথ। 'এই সুদীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে কখন সেখানকার জীবন-উৎসবের মধ্যে ফিরে যেতে পারব, এই কথাই কেবল ভাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* মরুভূমির শুষ্ক পথ 'যে-নদী মরুপথে হারাল ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মরুপথযাত্রী [স] *বি* মরুভূমির দুর্গম পথে যায় যে। 'তৃষ্ণার্ত মরুপথযাত্রী যেমন ঝলমল বালির উপরে আশপাশের টিবিগুলির ছায় দেখতে পেয়ে ভাবে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মরুপোত [স] *বি* মরুভূমির যান। 'আজকে এখানে মৃত মরুভূমি অচল এ মরুপোত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মরুপ্রদেশ [স] *বি* মরু অঞ্চল। 'এমন-সকল মরুপ্রদেশ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মরুপ্রান্তর [স] *বি* মরুময় প্রান্তর বা খোলা জায়গা। 'মরুপ্রান্তরের মধ্যে বুনো গাছ থেকে বুনো ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মরু-বকৌলি [স মরু+ফা বকৌলি] *বি* মরুভূমির সৌন্দর্য। 'দু-তীরে ললাট হানি ছুটিয়া চলিছে মরু-বকৌলি নীল দরিয়ার পানি!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মরু-বাগ [স মরু+ফা বাগ] *বি* মরুদ্যান। 'হে ত্যাগী সাধক মরু-ভাস্কর আরবের মরু-বাগে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মরুবালু [স মরুবালুকা] *বি* মরুভূমির বালি। 'মরুবালুর সমুদ্রে নিঃশব্দে গেল মিলিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মরুবালুকা [স] *বি* মরুভূমির বালি। 'মরুবালুকার স্ফুলিঙ্গ ওঠে নির্ঘোষে মিলায় দূরে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মরুবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* মরুতে বাস করে যে। 'কোন্ গৃহহীন মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মরুবাসী [স] *বিণ* মরুভূমিতে বাস করে এমন। 'সংসার মরুবাসী পিয়াসার তরে/ আনিল যে কওসর সাহারা নিঙাড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মরু-বেদুইন [স মরু+আ বেদুঈন] *বি* মরুভূমির যাযাবর জাতি 'এমনি চলিতে পথে মরু-বেদুইন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মরুভূ [স] *বি* মরুভূমি। 'অগ্নি-গিরি এসে যেন মরুভূর কাছে হায়

জল-ধারা যাচে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মরুভূম [স] *বি* মরুভূমি। '*কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে মরুভূমে?*' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মরুভূমি [স] *বি* গাছপালাহীন বিস্তীর্ণ বালুকাময় স্থান। 'মুরশিদাবাদ পূর্ব্বে অতিমনোহর স্থান ছিল পরে ক্রমে২ ভগ্ন হওয়াতে মরুভূমিতুল্য হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

মরুভূমিবাসী [স] *বি* মরু অঞ্চলে বসবাসকারী। 'মরভূমিবাসী তারা, দশ লক্ষ মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মরুময় [স] **১** *বিণ* গাছপালাশূন্য ও বালুকাময়। 'অসংখ্য প্রাণীসমেত সমস্ত বন একদিনে মরুময় হইয়া উঠিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বিণ* মরুভূমির মতো রুক্ষ। 'হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়, সব মরুময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মরুময়তা [স] *বি* জল, উদ্ভিদ, জীবশূন্য বালুকাময় অবস্থা। 'ভারতবর্ষের অপরিসীম মরুময়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মরুমরীচি [স] *বি* মরুভূমির মরীচিকা। 'মরুমরীচি গইরী দাপতিবিম্বু জইসা।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

মরুমাটি *বি* মরুভূমির বালি। 'শুষ্ক উৎস খুঁজে মরুমাটি খোঁড়াটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মরুযাত্রী [স] *বি* মরুভূমিতে চলাচলকারী লোক। 'মরুযাত্রীদের উটের সারি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মরুশয়ান [স] *বি* নির্জন মরুভূমির মতো শয্যা। 'আমি চিরদিন থাকি এ মরুশয়ানে সঙ্গীহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মরুশ্মশান [স] *বি* মরুভূমিতুল্য শ্মশান। 'মরুশ্মশান সঞ্চর শঙ্কর শঙ্কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মরু-সঞ্চর [স] *বিণ* মরুচারী। 'মোরা মরু-সঞ্চর বেদুইন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মরুসমুদ্র [স] *বি* মরুরূপ সমুদ্র। 'যে চোখে আমরা পর্বতকানন নদনদী মরুসমুদ্রকে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মরু-সাগর [স] *বি* মরুরূপ সাগর। 'মিলিয়াছে মরা মরু-সাগরে রে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মরুসাহারা *বি* সাহারা নামক মরুভূমি। 'সকল দুয়ার খুলে দে রে তোর, ভাসা এ মরু-সাহারা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মরুসেনা [স] *বি* মরুচারী সৈন্য। 'চলেছে আমার অজেয় মরুসেনা নিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মরুস্থল [স] *বি* মরুভূমি। 'সাগরের তরঙ্গে সঞ্চিত সিকতোচ্চয়দ্বারা মরুস্থল হইয়া আছে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

মরুস্থলী [স] *বি* মরুময় স্থান। 'অগাধ জলধি রূপান্তরিত হইয়া মরুস্থলী রূপ ধারণ করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মরূদ্যান [স] *বি* মরুভূমিতে জল ও বৃক্ষাদি পূর্ণ স্থান। 'সুরধুনী বইয়ে প্রীতির মরূদ্যান রচনা করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মরুজ [স] *বি* মুরজ; একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'রবাব মরুজ ডম্ফ করএ বাজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মরুত, মরুৎ [স] *বি* বাতাস। 'পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মরুৎকর্ম, মরুৎকর্ম্ম [স] *বি* অধোবায়ু ত্যাগ। 'কাশিয়া এক মরুৎকর্ম্ম করিয়া চাষার চক্ষু ধূলিতে সম্পূর্ণ করিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মরুব্বি [আ মুরব্বী] *বি* বয়স্ক লোক। 'ছেলে-পিলের দলে কী আর আমাদের মতো সেকেলে মরুব্বিদের বসে থাকা মানায়?' *নজরুল*, ১৯২৭।

মরুয়া, মরুআ [স মরুবক] *বি* গন্ধতুলসী গাছ। 'দমা মরুআ ভাঙ্গিলে দুলালের ডাল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দামিনী মরুয়া ফুলে ফুটে জাতি জুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মরে [পা ম] *সর্ব* আমাকে। 'ঘাঁরে পাঁরে কা বুল্লিলে মরে।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

মরেপিটে [স মৃ>] *ক্রিবিণ* কমপক্ষে। 'কালীঘাটে কোন বাবুকে লইয়া যাইতে হইলে মরেপিটে এক ঘন্টার মধ্যে যাওয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মরেসা *বি* পোশাকবিশেষ। 'জরির টুপি, মরেসা … চায়না কোটে বানরকুল ঝলমল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মর্য্যালিটী [ই] *বি* মূল্যবোধ। 'ইংরেজ যাহাকে মর্য্যারলিটী বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম্ম বলি, যথা অমুক কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'ওসব মর্যালিটি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মর্কট [স] **১** *বি* ছোটো আকৃতির বানর। 'কোথাহ মর্কট সিসু লাফ দেই রঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মাকড়সা। 'মর্কটের সূত্র জেন মত্ত গজ বান্ধে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মর্কটচূড়ামণি [স] *বি* সেরা বাঁদর। 'ইনি একটি হস্তীমূর্খ না মর্কটচূড়ামণি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মর্কট-বৈরাগ্য [স] *বি* লোক দেখানো বৈরাগ্য। 'মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মর্কটি [স মর্কটী] *বি* মাকড়সা। 'জেন ধরে মর্কটি মক্ষিকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মর্কটী [স] *বি* ছোটো আকারের বানর। 'আমাদের বাংলা তাবাটি চিত্রিতা মর্কটী হয়ে যাবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মর্গ [ই morgue] *বি* মৃতদেহ রাখা হয় যে ঘরে; শবাগার। 'মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো।' *জীবন*, ১৯৪৪; 'ডাক্তারি পরীক্ষার জন্যে মর্গে …।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

মর্চে, মর্চ্চে [ফা মুরচহ্] **১** *বি* মরিচা; জং। 'তার হাতুড়ির ঘায়ে পড়ছে ঝরে মর্চ্চে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'ভাঙা তম্বুরা রয়েছে মর্চে ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২** *বি* জীর্ণতা। 'ব্যর্থ আত্মতুষ্টির ওপর বসায় মর্চের দাগ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। *দ্র* **মরিচা**

মর্চে-পড়া *বিণ* জংধরা। 'মর্চে-পড়া তালা।' *শামসুর*, ১৯৭০।

মর্জি [আ মরজী] **১** *বি* ইচ্ছা। 'খোদাতালার মর্জি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'এখন তোমার মর্জি হলেই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* খেয়াল। 'হঠাৎ কি যে মর্জ্জি হ'ল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। *দ্র* **মরজি**

মর্জি-মাফিক *ক্রিবিণ* ইচ্ছামতো। 'মর্জি-মাফিক মা সবার চিকিৎসা করতেন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মর্জিত, মর্জ্জিত [স] *বিণ* মার্জন করা হয়েছে এমন। 'মঞ্জনে মর্জ্জিত দন্ত দামিনী খসিছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মর্টগেজ, মর্গেজ [ই] *বি* বন্ধক। 'আমি কম সুদে মর্টগেজ করিয়ে দেব।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মর্টার [ই] *বি* যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ; গোলা বর্ষণ করা হয় যা দিয়ে। 'মর্টারও ছিল কিছু কিছু।' *পাশা*, ১৯৭১।

মর্ত, মর্ত্ত, মর্ত্য, মর্ত্ত্য [স] *বি* ইহলোক। 'স্বর্গে রাখু মর্ত্তে রাখু তলে পাঁছ শুধি।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এক লক্ষ সংহিতা মর্ত্ত্যে প্রতিষ্ঠিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন চারি দিকে মর্তের প্রবাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মর্তকায়া [স] *বি* পার্থিব দেহ। 'যখন রব না আমি মর্তকায়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মর্তজন্মশিখা [স] *বি* জীবনপ্রদীপ। 'পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ মর্তজন্মশিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মর্তদেহ [স] *বি* মানব শরীর। 'সঙ্গিনী হয়ে এসেছে তার মর্তদেহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মর্তধাম [স] *বি* পৃথিবী। 'নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্তধামে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মর্তপ্রতিমা [স] *বি* পার্থিব মূর্তি। 'অমরাবতীর মর্তপ্রতিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মর্তবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পৃথিবীতে বাস করে এমন। 'মর্তবাসিনী দেবী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মর্তভূমি, মর্ত্তভূমি [স] *বি* পৃথিবী। 'কর মর্ত্তভূমি জগতে উজ্জালা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'উন্নত সতীর স্তন স্বরগপ্রভায় মানবের মর্তভূমি করেছে উজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মর্তমানুষ [স] *বি* পৃথিবীর মানুষ। 'আমরা মাধ্যাকর্ষণ কৈশিকাকর্ষণ এবং বহুবিধ আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা পীড়িত মর্তমানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মর্তলোক, মর্ত্তলোক, মর্ত্যলোক, মর্ত্ত্যলোক [স] *বি* মনুষ্যলোক; ইহলোক; পৃথিবী। 'দেবলোকে মর্ত্তলোকে করে জয় জয়।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তুই স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে গর্দ্দভরূপে থাক্।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'এ বিষয় সাধারণ রাজা মর্ত্ত্যলোকে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'মর্ত্যে দানব মানব-পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোড়া।' *নজরুল*, ১৯২২; 'মর্তলোকের বহু যুগের বহু দুঃখের আর্তকোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মর্তের প্রবাস *বি* ফেলে আসা পৃথিবী। 'খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন চারি দিকে মর্তের প্রবাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মর্ত্যচর [স] *বি* মানুষ; পৃথিবীর বাসিন্দা। 'তোমার উরসস্বর্গে বিরাজিবে বহু মর্ত্যচর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

মর্ত্যজীবন, মর্ত্ত্যজীবন [স] *বি* পার্থিব জীবন। 'ফুরিয়ে গেছে মর্ত্ত্যজীবন, নাইক তাহার প্রতীকার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'ভগবানের লীলাখেলাকে মর্ত্যজীবনের সঙ্গে মিলাইয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

মর্ত্যজীবী [স] *বি* মানুষ। 'ধূর্ত মর্ত্যজীবীদের করুণা কুড়াই অহর্নিশ।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মর্ত্যতল [স] *বি* পৃথিবীপৃষ্ঠ। 'রহিল আঁকড়ি মর্ত্যতল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মর্ত্যপ্রবাস [স] *বি* ইহকালীন জীবনযাত্রা। 'কল্পবিহারী মন মর্ত্যপ্রবাস শুরু করল বটে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মর্ত্যভুবন, মর্ত্ত্যভুবন [স] *বি* মর্ত্যলোক। 'মর্ত্ত্যভুবনে এস স্বাধীনতা!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মর্ত্যমানুষ [স] *বি* পৃথিবীর মানুষ। 'দেখিনি অপার দ্বৈপসাগরে মর্ত্যমানুষ একা বাস করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মর্ত্যরজ [স] *বি* পৃথিবীর ধুলা। 'এক উর্বশী ... পড়েছিল খসি অধরার মূক বার্তা মর্ত্যরজে করিতে সঞ্চার।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মর্ত্যলীলা, মর্ত্ত্যলীলা [স] *বি* মানবজীবনের কার্যকলাপ। 'যে দিন ইমাম হাসান মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মর্ত্যলোক, মর্ত্ত্যলোক [স] *বি* মনুষ্যলোক; ইহলোক। 'মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে ওই নারীমূর্তি ধরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'আমার যেন মনে পড়ছে স্বর্গে আমি ছিলুম পঞ্চস্বর, শিবের অভিশাপে এসেছি মর্ত্যলোকে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মর্ত, মর্ত্ত [স মত্ত] *বিণ* মত্ত। 'মর্ত্তমহিষ বাহিনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মর্তবা [আ মরতবাহ] *বি* মাহাত্ম্য। 'দোহার মর্তবা কহি শুন কুতূহলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মর্তমান, মর্ত্তমান [বর্মি মার্তাবান>] *বি* এক জাতীয় বিচিশূন্য কলা। 'ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্তমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গাছপাকা মর্ত্তমান বর্ত্তমান চোকে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মর্তুকাম [স] *বি* মরতে ইচ্ছুক। 'আত্মবঞ্চক ও মর্তুকাম এদের নায়ক-নায়িকারা অস্তিত্বের মধ্যে শুধু জরা আর মৃত্যুকেই সত্য বলে জানে।' *শিব*, ১৯৬০।

মর্দ, মর্দ্দ [ফা মরদ] ১ *বিণ* বীর। 'যথেক আরবে মিলি লই শাহা মর্দ আলি/ গন্ত ফিরাই আনিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* পুরুষ। 'আজার জ্বলনে মর্দ্দ যায় গড়া গড়ি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মর্দআদমী [ফা মরদ+আ আদমি] *বি* সাহসী পুরুষ। 'তামাশগির মর্দআদমী ওমরা এবং দেশ বিদেশীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মর্দমি, মর্দমী [ফা] *বি* পুরুষত্ব। 'বীর-প্রসূ দেশ হরো বরেণ্য মরিয়া মরণ মর্দমির!' *নজরুল*, ১৯২২; 'মানুষের এরকম মাদিয়ানা চাল দেখে মর্দমী আজকাল বাস্তবিকই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মর্দানা, মর্দ্দানা [ফা] ১ *বিণ* সাহসী। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* পুরুষোচিত। 'বালককালাবধি মর্দানা কসরৎ না করিলে সাহস হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* পুরুষসুলভ। 'পুরুষের মেয়েলি গলা আর স্ত্রীলোকের মর্দ্দানা আওয়াজ।' *প্রমথ*, ১৯১৭। ৪ *বি* পুরুষ মানুষ। 'দুটি লাইন হলো মর্দ্দানা ও জানানাদের জন্য।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মর্দানি [ফা] ১ *বি* পুরুষোচিত ভাব। 'সয় না মেয়ের মর্দানি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* পৌরুষদৃপ্ত নারী। 'মর্দানিই পর্দা নেই।' *নজরুল*, ১৯২২।

মর্দামি [ফা] *বি* বাহাদুরি। 'নিজের মর্দামির কথা ঘোষিল শহরে।' *মনসুর*, ১৯৪৩; 'সিপাহীদের এই মর্দামিও আমাদের গ্রহণ করা উচিত!' *সওগাত*, ১৯৪৫।

মর্দন, মর্দ্দন [স] ১ *বি* মালিশ। 'মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'খেউর করাই অঙ্গ মর্দন করিলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* দলন; টেপা। 'যুবতী স্ত্রীর আপন স্তন মর্দ্দন আপনি করিলে কিছু সুখ নাহি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮০২। ৩ *বি* চিবানো। 'মেষগণ স্বেচ্ছানুসারে নবীন নবীন তৃণ দন্ত দ্বারা মর্দ্দন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

মর্দি [স মর্দন>] *বিণ* দমনকারী। 'নিস্তার অধীনে, মহিষমর্দিনি, মর্দি দুর্মদ রাক্ষসে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মর্দিনি [স মর্দন>] *বি সম্বো স্ত্রী* দমনকারী। 'মহিষমর্দিনি, মর্দি দুর্মদ রাক্ষসে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মর্দিত [স] *বিণ* দলিত। 'শরীর রীতিমত মার্জিত ও মর্দিত হইলে, অশ্বগণ বিলক্ষণ বলবান হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মর্দুদ [আ] *বি* দুর্বৃত্ত। 'অযোগ্য বচন কহে মর্দুদ বিরাগ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মর্দ্ধে [স মধ্যে] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'আকিরের মকর্দ্দমা দুই এক রোজের মর্দ্ধে হইবেক।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৯।

মর্ধ [স মধ্য] *বি* মধ্য। *ওর্সা*, ১৭৮২।

মর্নিং ওয়াক [ই] *বি* সকালে হাঁটা। 'আদ্দবুড়ো বেতোরা মর্নিং ওয়াকে বেরুচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মর্নিংগৌন [ই] *বি* প্রভাতে পরিধেয় বিশেষ পোশাক। 'সাহেব, তখন চটিজুতা ও মর্নিংগৌন পরিয়া লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মর্নিংসুট [ই] *বি* সকালবেলা পরার পোশাকবিশেষ। 'গাঁয়ের লোককে শহরে ডেকে এনে মর্নিংসুট পরাবার বিড়ম্বনা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মর্ম, মর্ম্ম [স] ১ *বি* তাৎপর্য। 'যুদ্ধের জানিআ মর্ম অভেদ্য কিনিল বর্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হৃদয়; মন। 'কর্ণের জন্মের কথা সুন দিয়া মর্ম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* তথ্য। 'জয়মুনি কহেন রাজা সুন কহি মর্ম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* সারাংশে। 'অনেক লিখনপঠন হইয়াছে তাহার মর্ম এই যে ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৫ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'কেরি সাহেব যেরূপ ভাষার মর্ম জানিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৬ *বি* সমাদর। 'তিনিই স্বদেশের মর্ম জ্ঞাত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *বি* নিগূঢ় অর্থ। 'সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পারেন না।' *হুতোম*, ১৮৬৮। ৮ *বি* গভীরতা। 'বনের মর্মর বনের মর্মের মাঝে মিলাইল ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৯ *বি* কেন্দ্র। 'মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে।' *জীবন*, ১৯৪২।

মর্ম-অর্থ [স] *বি* মর্মার্থ; গূঢ় অর্থ। 'মর্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মর্মকথা [স] ১ *বি* মূল বক্তব্য। 'ইহাই নবহিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* নিগূঢ় অর্থ। 'জীবনের মর্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মর্মকন্দর [স] *বি* মনের অভ্যন্তর। 'মর্মকন্দরের আকাশ-বাতাস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মর্মকুহর [স] *বি* অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠ। 'বিশ্বের মর্মকুহর হতে উত্থিত ওঙ্কারধ্বনিরই সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মর্মকেন্দ্র [স] *বি* অন্তঃস্থল। 'আমরা সমস্ত মানবসমাজের সেই মর্মকেন্দ্রে বিরাজ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মর্মকোষ [স] *বি* অন্তস্তল। 'আমার মনটিকে তার নিভৃত মর্মকোষের মধ্যে আকর্ষণ করে নিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মর্মগত, মর্ম্মগত [স] ১ *বিণ* হৃদয়গত। 'আমাদের যেগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত মর্মগত সুখ দুঃখ বাসনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* চেতনাগত। 'মর্ম্মগত, আত্মগত ... মনোমালিন্য।' *কোহিনুর*, ১৮৯৮। ৩ *বিণ* অন্তর্নিহিত। 'এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মর্মগাথা, মর্ম্মগাথা [স] *বি* নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ কাহিনী। 'কত মর্ম্মগাথা বাংলায় প্রচার করিল।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মর্মগ্রন্থি, মর্ম্মগ্রন্থি [স] ১ *বি* হৃদয়। 'তাহাদের মর্ম্মগ্রন্থিতে দারুণ প্রহার করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* হৃদয়ের বাঁধন। 'আমাকে দেখাও মর্মগ্রন্থি/ নিজের দুহাতে খুলে।' *সিকানদার*, ১৯৪৬।

মর্ম্মগ্রহ [স] *বি* মূলভাব উপলব্ধি। 'বয়স্য! মর্ম্মগ্রহ না করিয়া, অকারণে এত ব্যাকুল হও কেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মর্মগ্রহণ, মর্ম্মগ্রহণ [স] *বি* গুরুত্ব বুঝতে পারা। 'রোমীয় সম্রাটরাও শেষোক্ত স্থানটির মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মর্মগ্রাহী, মর্ম্মগ্রাহী [স] *বিণ* মর্মগ্রহণকারী। 'সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রাহী ... নানা ভাষা ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মর্মঘাত [স] *বি* নিদারুণ আঘাত। 'তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্মঘাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মর্মঘাতী, মর্ম্মঘাতী [স] *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'কি মর্ম্মঘাতী দৃশ্য!' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'মর্মঘাতী দুঃখ আমাদের।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯;।

মর্মচ্ছেদ [স] *বি* হৃদয় ছেদন। 'তীক্ষ্ণ কথায় মর্মচ্ছেদ করবার অভ্যাস অবলার পক্ষে অনেক সময়েই কাজে লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মর্মচ্ছেদী, মর্ম্মচ্ছেদী [স] *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'সীতাবিসর্জনরূপ মর্ম্মচ্ছেদী কার্য্য করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'একটি মর্মচ্ছেদী দৃশ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মর্মজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ [স] *বিণ* নিগূঢ় অর্থ নির্ণয়ে সমর্থ। 'গ্রন্থের প্রথম কাণ্ড তদ্রূপ মর্ম্মজ্ঞ হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'তাদের সঙ্গে আলাপ করাতে দারুণ উৎসাহ, বিশেষত সে যদি মর্মজ্ঞ হয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মর্মজ্বালা [স] *বি* মনের যন্ত্রণা। 'কিছু নাই পোড়া ধরণীমাঝারে/ বোঝাতে মর্মজ্বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মর্মতন্ত্র [স] *বি* হৃদয়ের তার। 'নয়নকোণের চাহনি-ছুরিতে মর্মতন্ত্র টুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মর্মতল [স] *বি* গভীরতম স্থান। 'অহর্নিশি হেলার হাসি তীব্র অপমান, মর্মতল বিদ্ধ করি বজ্রসম বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'নীরবের মর্মতলে গোপনে উঠুক ফলে হৃদয়ের নূতন বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

মর্মদাহ, মর্ম্মদাহ [স] *বি* মনের জ্বালা। 'অপরে লইলে উভয়ের মর্ম্মদাহ উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মর্মদুঃখ, মর্ম্মদুঃখ [স] *বি* মনের কষ্ট। 'তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্মদুঃখ পাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মর্মন্তুদ [স] ১ *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'সৈনিকদের কান্না যে কত মর্মন্তুদ, তা বোঝাবার ভাষা নেই।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* অত্যন্ত কষ্টকর। 'আমার এই ব্যথাটাই সবচেয়ে মর্মন্তুদ।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বিণ* মর্মস্পর্শী। 'এমনই মর্মন্তুদ!' *নজরুল*, ১৯৩৬।

মর্মপথ [স] *বি* হৃদয়। 'তোমার সুধারসের ধারা মর্মপথে এসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মর্মপাথর [স] *বি* হৃদয় রূপ পাথর। 'এমনি টুটিয়া মর্মপাথর ছুটিবে আবার অশ্রুনিঝর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মর্মপীড়া [স] *বি* হৃদয়বেদনা। 'আপন মর্মপীড়ার পরিচয় দিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মর্মপীড়িত, মর্ম্মপীড়িত [স] *বিণ* বেদনার্ত। 'রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্ম্মপীড়িত হইতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মর্মবস্তু [স] *বি* সারবস্তু। 'সকলে যদি ব্রহ্মচর্যের মর্মবস্তুটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয় ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মর্মবিদারক [স] *বিণ* মর্মকে বিদারণ করে এমন। 'সমস্তই আজ মর্মবিদারক ব্যর্থ বিড়ম্বনায় পরিণত ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

মর্মবিদারী [স] *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'অভাগী মাতার মর্মবিদারী কান্নাকাটি।' *নজরুল*, ১৯২২।

মর্মবিহারী [স] *বিণ* হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে এমন। 'মর্মবিহারী সুরের আবেগে পূর্ণ রেখা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

মর্মবীণ [স মর্মবীণা] *বি* মনের বীণা। 'শ্বসিয়া শ্বসিয়া উঠিছে গো আজি, কাঁপিছে মর্মবীণ!' *নজরুল*, ১৯২২।

মর্মবেদন [স] *বি* হৃদয়ের ব্যথা। 'মর্মবেদন আপন আবেগে/ স্বর হয়ে কেন ফোটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মর্মবেদনা, মর্ম্মবেদনা [স] *বি* অন্তরের দুঃখ। 'আমাদের মর্ম্মবেদনা আপনি যদি না জানিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মর্মব্যথা [স] *বি* মানসিক কষ্ট বা যন্ত্রণা। 'সুখ নাই, সুখ নাই, শুধু মর্মব্যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মর্মব্যাকুলতা [স] *বি* হৃদয়ের আকুলতা। 'অরণ্যমর্মরসম মর্মব্যাকুলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মর্মভেদ, মর্ম্মভেদ [স] **১** *বি* মানসিক যন্ত্রণা। 'নতুবা বিষম খেদ, সদা হবে মর্ম্মভেদ।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* রহস্য উন্মোচন। 'এ রাজ্যচক্র, ইহার মর্ম্মভেদ করা বড়ই কঠিন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মর্মভেদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয়বিদারক। 'খনে খনে যত মর্মভেদিনী/ বেদনা পেয়েছে মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মর্মভেদী, মর্ম্মভেদী [স] **১** *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'স্ত্রীবিসর্জ্জনমাত্রই ক্লেশকর – মর্ম্মভেদী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'মিসেস তাঁর দিকে নিরুপায় মর্মভেদী কটাক্ষপাত করলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* নিদারুণ। 'মর্মভেদী যন্ত্রণা বিষম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মর্মমাঝার [স মর্ম+স মধ্য>] *বি* মনের মধ্যস্থল। 'কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে মর্মমাঝারে শল্য বরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মর্মমূল [স] *বি* মর্মস্থল। 'বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে কলুষের বেদনার শূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মর্মযন্ত্রণা [স] *বি* মানসিক কষ্ট। 'তাহার মর্মযন্ত্রণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মর্মযাতনা [স] *বি* মানসিক কষ্ট। 'জ্বালাময় মর্মযাতনা তাদের তিলে-তিলে ধ্বংস করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

মর্মস্থল [স] *বি* কেন্দ্র। 'সমাজতন্ত্রের মর্মস্থলে তাঁহাদের জীবনশক্তি তাঁহাদের চিৎশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মর্মস্থান, মর্ম্মস্থান [স] **১** *বি* হৃদয়ের কোমলতম এবং নিগূঢ়তম স্থান। 'বেড়িয়া কামড় খাএ কৃষ্ণের মর্ম্মস্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অভ্যন্তরভাগ। 'মর্মস্থানটুকু অতিক্ষুদ্র এবং নিভৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মর্মস্নায়ু [স] *বি* হৃদয়ের নিগূঢ়তম স্থান। 'হাহাকার বিঁধছে মাল্যবানের মর্মস্নায়ুতে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মর্মস্পর্শী [স] **১** *বিণ* মনকে নাড়া দেয় এমন। 'চিরবিদায়ের দিনে ওই গানটা বড্ড মর্মস্পর্শী।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'উহা সত্যই খুব মর্মস্পর্শী।' *সওগাত*, ১৯৩৯। **২** *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'আরও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মর্মস্বরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাণস্বরূপ। 'অয়ি তুমি অন্তরের ধন, জীবনের মর্মস্বরূপিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মর্ম-হর্ম্য [স] *বি* হৃদয়রূপ প্রাসাদ। 'সিংহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম-হর্ম্যমূলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মর্মাঘাত, মর্ম্মাঘাত [স] *বি* অন্তরে আঘাত। 'প্রজারা মর্মাঘাত অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়াছে।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩; 'হিন্দু ভ্রাতাগণের মর্ম্মাঘাতের কথা স্মরণ করিয়া গোবধ যেন বন্ধ করিলাম।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মর্মানুসারে, মর্ম্মানুসারে [স মর্মানুসারে] *ক্রিবিণ* মর্ম অনুযায়ী। *ফরস্টার*, ১৭৯৬।

মর্মানুবাদ, মর্ম্মানুবাদ [স] *বি* মূল-ভাবানুবাদ। 'কয়েক পংক্তির মর্ম্মানুবাদ করিতেছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মর্মান্ত [স] *বিণ* চরম; তীব্র। 'রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মর্মান্তক [স] *বিণ* হৃদয় বিদারক। 'মর্মান্তক সেই দিনগুলির কথা অনেকের মুখেই শুনেছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মর্মান্তিক, মর্ম্মান্তিক [স] **১** *বি* মারাত্মক অবস্থা। 'পতনের শব্দে কিন্তু মর্ম্মান্তিক হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* মর্মকে স্পর্শ করে এমন; নিদারুণ। 'কি দারুণ মর্ম্মান্তিক ক্ষোভেই তিনি সন্তপ্ত!' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'এমন দুঃখের সময়ে, আমায় মর্মান্তিক যাতনা দিলে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৩** *বি* মনোদুঃখ। 'যাতে বিদ্যাসাগরের মর্মান্তিক হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

মর্মান্তিকতা [স] *বি* বিষাদময়তা। 'সে গানের মর্মান্তিকতায় গৃহলক্ষ্মীরা ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মর্মাবগত, মর্ম্মাবগত [স] *বিণ* তাৎপর্য বা মর্ম জেনেছে এমন। 'বিজ্ঞ মহাশয়েরাও তাহার মর্ম্মাবগত ছিলেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মর্মার্থ, মর্ম্মার্থ [স] **১** *বি* প্রকৃত তত্ত্ব। 'ঐ সকল শ্লোকের মর্ম্মার্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* অন্তর্নিহিত ভাব। 'তাহার মর্মার্থ এই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মর্মাহত, মর্ম্মাহত [স] **১** *বিণ* মনে দারুণ আঘাত দেয় এমন। 'কাযেই তাঁহাদের মনে হিন্দু মোসলমানের মর্ম্মাহত কোন বিষয় ধারণা নাও হইতে পারে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* অন্তরে আঘাতপ্রাপ্ত। 'আমি সেই ঘটনায় ভয়ানক মর্মাহত হয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মর্মে-মরা [স মর্ম>] *বিণ* মর্মাহত। 'বিরহিণী মর্মে-মরা মেঘমন্দ্র স্বরে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মর্মোক্তি, মর্ম্মোক্তি [স] *বি* মনের কথা। 'তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মর্মোদ্‌ঘাটন, মর্ম্মোদ্‌ঘাটন [স] *বি* স্বরূপ আবিষ্কার। 'ভগবানের বিচিত্র লীলারহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে ... অসমর্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মর্মোদ্‌ঘাটিত [স] *বিণ* রহস্যভেদী। 'মর্মোদ্‌ঘাটিত হাসি।' *জীবন*, ১৯৩১।

মর্মোদ্ভেদ [স] *বি* তাৎপর্য নিরুপণ; রহস্যভেদ। 'তিনিই তোমার সমস্ত সঙ্কেতের মর্মোদ্ভেদ করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মর্মর[1], **মর্ম্মর** [ফা] ১ *বি* মারবেল পাথর। 'মর্মর।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'চূণের সঙ্গে অম্লজান ... মর্ম্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* বেলেপাথরের তৈরি। 'মিউনিসিপ্যালিটির বড় রাস্তার কোণে লর্ড ইয়াকুবের মর্মর মূর্তি।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মর্মরখচিত [ফা মর্মর+স খচিত] *বিণ* পাথর দ্বারা খোদাইকৃত। 'গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মর্মরপ্রস্তর [ফা মর্মর+স প্রস্তর] *বি* মার্বেল পাথর। 'মর্মরপ্রস্তর সকল কে হর্ম্যতল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মর্মরপ্রাচীর [ফা মর্মর+স প্রাচীর] *বি* মার্বেল পাথরের তৈরি পাঁচিল। 'সে পুরীর মর্মরপ্রাচীর মণিময় তোরণ রজতসৌধ ও কনকচূড়ায় ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মর্মরফল [ফা মর্মর+স ফল] *বি* মার্বেল পাথরে তৈরি ফল; অবাস্তব জিনিস। 'কবিতা, মর্মরফল, শূন্যতার নীলিমার দ্যুতি।' *শক্তি*, ১৯৬১।

মর্মরময়ী [ধ্বন্যা মর্মর+স ময়ী] *বিণ স্ত্রী* মর্মরে নির্মিত। 'যে আশা মর্মে হল মর্মরময়ী।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

মর্মরমূর্তি [ফা মর্মর+স মূর্তি] *বি* পাথরের প্রতিমা। 'এই স্তব্ধ গম্ভীর মর্মরমূর্তির সামনে ব'সে প্রশান্ত মাধুর্যে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৩।

মর্মর[2] [ধ্বন্যা] *বি* পাতা ঝরা বা শুকনা পাতা নড়ার শব্দ। 'গোটাকতক শুষ্ক পত্রের মধ্যে সে শব্দ মর্মর করিয়া উঠে মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মর্মরতান [ধ্বন্যা মর্মর+স তান] *বি* পাতা ঝরার শব্দরূপ গান। 'উঠিছে ঝিল্লির গান, তরুর মর্মর তান, নদীকলস্বর – প্রহরের আনাগোনা যেমন রাত্রে যায় শোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মর্মরধ্বনি [ধ্বন্যা মর্মর+স ধ্বনি] *বি* শুকনা পাতার ধ্বনি। 'মর্মরধ্বনিতে দুখানি সুকোমল করতল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মর্মরনিশ্বাস [ধ্বন্যা মর্মর+স নিশ্বাস] *বি* শুকনা পাতার শব্দরূপ নিশ্বাস। 'সারাদিন অশান্ত বাতাস ফেলিতেছে মর্মরনিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মর্মর-মুখরিত *বিণ* পাতার শব্দে ধ্বনিত। 'থরথর-কম্পিত, মর্মর-মুখরিত, নব-পল্লব-পুলকিত ... সুখছায়ে মধুবায়ে এস এস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মর্মরস্বর [ধ্বন্যা মর্মর+স স্বর] *বি* পাতার মর্মরধ্বনি। 'বনে বনে গাছে মর্মরস্বরে নবীন পাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মর্মরিত, মর্ম্মরিত [স] ১ *বিণ* মর্মর করছে এমন। 'দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্মরিত করিয়া বহিয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* গুঞ্জরিত। 'মেঘে বাতাসে মর্ম্মরিত আনন্দসূর্য।' *জীবন*, ১৯৩২।

মর্মায়মাণ [ধ্বন্যা মর্মর+স মান] *বিণ* গাছের পাতার শব্দ হচ্ছে এমন। 'আমাদের মর্মায়মাণ বেণুকুঞ্জে ... দেবায়তন উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মর্মরা [ধ্বন্যা] *ক্রি* শুকনা পাতার শব্দ হওয়া। 'বহিছে মলয়ানিল, মর্মরিছে পাতা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **মর্মরি** *ক্রিবিণ* মরমর শব্দে। 'তমাল বন মর্মরি পবন চলে হাঁকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

মর্মী, মর্ম্মী [স] *বিণ* গূঢ় রহস্য উপলব্ধিকারী। 'অতিশয় ধর্মতৎপর ও ধর্মকর্ম্মের মর্ম্মী।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

মর্যাদক, মর্য্যাদক [স] *বিণ* সম্মানিত। 'বিবেচক মর্য্যাদক লোক দলপতি হইয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মর্যাদা, মর্য্যাদা [স] ১ *বি* সম্মান। 'তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদারক্ষণ/ মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* গৌরব; গরিমা। 'মর্য্যাদা না জানি বাপে ব্রাহ্মণ নিন্দিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* কদর। 'এক শত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্যাদাও ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৪ *বি* সমীহ। 'সাধারণ লোকেরা ইঁহাদের ভক্তি ও মর্য্যাদা করিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মজ্জেদা [স মর্যাদা] *বি* মর্যাদা। 'ভগ্নি দিয়ে ভালরূপে রেখেচ মজ্জেদা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মজ্জাদা [স মর্যাদা] *বি* গৌরব। 'কন্যার বাপের কুল মজ্জাদা বড়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মর্যাদানুসারে, মর্য্যাদানুসারে [স] *ক্রিবিণ* সম্মান অনুসারে। 'ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে ... উপবিষ্ট ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মর্যাদাপন্ন [স] *বিণ* মর্যাদাসম্পন্ন। 'পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগে মর্যাদাপন্ন এবং বাচালতায় সমৃদ্ধিশালী।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

মর্যাদাবন্ত, মর্য্যাদাবন্ত [স] *বিণ* সম্মানিত। 'সকল মর্য্যাদাবন্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালিকে উপযুক্ত সম্ভাষা ও সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মর্যাদাবোধ, মর্য্যাদাবোধ [স] *বি* সম্মানের অনুভূতি। 'মানুষের ইজ্জত-হুরমতের প্রতি মর্য্যাদাবোধ।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মর্যাদাবোধশূন্য [স] *বিণ* সম্মানবোধ নেই এমন। 'সে মর্যাদাবোধশূন্য পরান্নভোজীর মতই বিনা অধিকারে এটা করিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মর্যাদাভেদ [স] *বি* গুরুত্বের তারতম্য। 'কথাটার মধ্যেই কৃৎপিপাসার স্বীকৃতি আছে, তবে মর্যাদাভেদ আছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মর্যাদাভ্রষ্ট [স] *বিণ* মর্যাদাচ্যুত। 'সাহিত্যের রীতিনীতিও মর্যাদাভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

মর্যাদাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* মর্যাদাসম্পন্ন। 'ভদ্র পরিবারের মর্যাদাময়ী বধূর আসন পেয়ে ওর জীবন সার্থক হয়ে উঠুক।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

মর্যাদারক্ষণ, মর্য্যাদারক্ষণ [স] *বি* সম্মান অটুট রাখা। 'তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদারক্ষণ/ মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মর্যাদারক্ষা [স] *বি* সম্মান রাখা। 'টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্যাদারক্ষার কথা বিস্মৃত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মর্যাদা-লঙ্ঘন, মর্য্যাদা-লঙ্ঘন [স] *বি* অসম্মান। 'মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মর্যাদাহানি [স] *বি* অসম্মান। 'মর্যাদাহানিতে বাড়িতে আসিয়া পরিতাপ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মর্যাদাহানিকর [স] *বিণ* অসম্মানজনক। 'স্ত্রীর চাকরি করা সে মর্যাদাহানিকরও মনে করে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মর্শীদ [আ মুরশিদ] *বি* মুর্শিদ; ধর্মগুরু। 'মর্শীদ-মুরুব্বীর মারাত্মক অভিসম্পাত লাগবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মর্সিয়া, মর্শিয়া [আ মর্সিয়া] *বি* শোকসঙ্গীত। 'ত্যাগ চাই, মর্সিয়া – ক্রন্দন চাহি না।' *নজরুল*, ১৯২২; 'প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি শব্দহীন মর্শিয়ায় মর্শিয়ায় কেমন শীতল।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মর্সিয়া-খান *বি* মর্সিয়া অর্থাৎ শোকগীতির গায়ক। 'মর্সিয়া-খান। গাস নে অকালে মর্সিয়া শোকগীতি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মর্সুম [আ মারসুম] *বি* মৌসুম। 'উদাসীন উদ্বায়ী মর্সুমে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মল[১] [স বলয়] *বি* পায়ের অলঙ্কার; নূপুর। 'রজতের মল বঙ্ক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মল, ঘুঙুর, পরিছম, পা-জেব ইত্যাদি ঝুমুর ঝুমুর শব্দে বাজাইতে বাজাইতে পাত্রী চলিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

মলবাঁকি [স বলয়>] *বি* পায়ের অলঙ্কার। 'মলবাঁকি পদযুগে করে ঝলমলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মল[২] [স] *বি* বিষ্ঠা। 'জলের সহিত মল সকল পড়িব।' *সুলতান*, ১৭০০।

মলজ [স] *বিণ* মল থেকে উৎপন্ন। 'যে সকল জীব পূর্ব্বে স্বেদজ অথবা মলজ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মলত্যাগ [স] *বি* বিষ্ঠাত্যাগ। 'ঐ গ্রামে, লোকে মলত্যাগ করিত।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মলদ্বার [স] *বি* পায়ু। 'মাংসপেশী, মুখ ও মলদ্বার, চক্ষু ও দন্তাবলী..।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

মলময় [স] *বিণ* নোংরা। 'যত পারি দূরে রাখি অনুশোচনার মলময় কীটের স্বৈরিতা!' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মলমূত্র [স] *বি* পায়খানা ও প্রস্রাব। 'হামি হাঁচি মলমূত্র এক কালে বএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মলাধার [স] *বি* পেটে মল থাকে অন্ত্রের যে অংশে। 'মলাধারে, হার গাঁথা এক প্রকার কৃমি, কোন্ মাংসে জন্মিয়া থাকে?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মলাধারী [স মল>] *বিণ* ময়লাযুক্ত। 'কুজন বেয়াতি মলাধারী তাহার মলাতে সে কুজন জর্মে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মলামাটি *বি* মলযুক্ত মাটি। 'ঢের আছে মলামাটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

মলাহীন [স মল>] *বিণ* পবিত্র। 'সতেজ-স্বভাব সতী মলাহীন মন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মলঙ্গি, মলঙ্গী [ফা] *বি* লবণ প্রস্তুতকারী। 'মলঙ্গী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'মলঙ্গি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মলঙ্গীয়ান [ফা] *বি* লবণ প্রস্তুতকারীগণ। 'বেপারিয়ান ও মলঙ্গীয়ান।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মলন [প্রা মল>] *বি* মাড়াই; মর্দন। **মলন মলা** *ক্রি* মাড়াই করা। 'অর্ধেক রাত উঠানেতে হয় ধানের মলন মলা।' *জসীম*, ১৯২৯।

মলন দেওয়া *ক্রি* ধান মাড়াই করা। 'বাহিরবাড়ির উঠানে মলন দেওয়া হইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মলম *বি* লেপে প্রয়োগ করার ওষুধ। 'একটা মলম দিলে হয় না?' *জীবন*, ১৯৩৩; 'মলম দিবার বেলাতেই সেটা সত্য নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মলমপট্টি [আ মহরম্+স পট্ট>] *বি* আহত স্থানে দেওয়া মলমযুক্ত কাপড়ের টুকরা। 'প্রয়োজন হলে মলমপট্টি বদলে দিতেন নিজ-হাতে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মলমল [ফা] **১** *বি* কোমল ও মিহি কাপড়বিশেষ; মখমল। 'খেনে কিরমিজি খেনে পৈরে মলমল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* এক ধরনের মিহি কাপড়; মসলিন। *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'পরিল মলমল ঠেটি গলে দিল হার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মলমলখাস [ফা] *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'চারখানা, জামদানী এবং মলমলখাস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মলমলি [ফা] *বিণ* মিহি সুতার তৈরি। 'কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর।' *অবন*, ১৮৯৬।

মলমাস [স] *বি* অধিমাস; যে সৌর মাসে দুবার অমাবস্যা হয়। 'মলমাসে এই; বর্ষগতিতে এই রূপ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মলম্বা [আ মলম্মা] *বি* সোনার পাত্র দিয়ে মোড়া গিলটি। 'মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মলয় [স] *বি* দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু। 'মলয় শিয়ল বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মলয়-অচল [স] *বি* দক্ষিণ ভারতের মলয় পর্বত। 'কি ভাব উদয় হইল অন্তরে, দেখিয়া মলয়-অচল রেখা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মলয়-অনিল [স] *বি* দক্ষিণা বাতাস। 'চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মলয়গিরি [স] *বি* দক্ষিণ ভারতের মলয় পর্বত। 'সেওল মলয়গিরি ছাহে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মলয়জ [স] *বি* চন্দন। 'অনিল অনল বম মলয়জ বীখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

মলয়জ-চন্দন [স] *বি* চন্দনবিশেষ। 'মলয়জ-চন্দন লেপ তবে সে গুড়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মলয়জপঙ্ক [স] *বি* চন্দনের ক্বাথ। 'অঙ্গে ভসম নহ মলয়জপঙ্ক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০

মলয়জশীতলা [স] *বিণ স্ত্রী* মলয় বায়ুর স্পর্শে স্নিগ্ধ। 'এই সুকোমলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলাদেশের রূপ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মলয়পবন [স] *বি* দক্ষিণের বাতাস। 'মলয় পবন ধীরেঁ বহে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মলয়পবন সহ ভেল অনুরাগ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মলয়বায় [স মলয়বায়ু] *বি* দখিনা বাতাস। 'দেখ মন্দ মন্দ তায়, বহিছে মলয়বায়।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

মলয়-বীজন [স] *বি* দখিনা বাতাস। 'মলয়-বীজন, ভ্রমর-গুঞ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মলয়মারুত [স] *বি* দখিনা বাতাস। 'মধুমাসে মলয়মারুত মন্দ মন্দ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মলয়-শীতলা [স] *বিণ* দখিনা বাতাসে শীতল। 'মলয়-শীতলা সুজলা এ দেশে – আশিস করিও খালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মলয়শ্বাস [স] *বি* দখিনা বাতাস। 'ফাগুনে নব মলয়শ্বাসে/ শ্রাবণে নব নীপের বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মলয়-সমীর [স] *বি* দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বাতাস। 'মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মলয় হাওয়া [স মলয়+আ হাওয়া] *বি* দখিনা বাতাস; সুখের বাতাস। 'মোটরে চড়ে দাড়িতে মলয় হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মলয়-হিল্লোল [স] *বি* মলয় পর্বত থেকে আগত বাতাসের তরঙ্গ। 'নাচে সে কনকদাম মলয়-হিল্লোলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মলয়া [স] **১** *বিণ* দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে আসা। 'দক্ষিণ মলয়া বাঅ বহে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মলয়া সমীর ধীর বহএ সঘন।' *বাহরাম*,

১৬৫০। ২ *বি* দক্ষিণ দিকের বাতাস। 'মলয়া মিনতি করে/ তবু কুসুম শুকায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মলয়াচল [স] *বি* দক্ষিণ ভারতের মলয় পর্বত। 'মলয়াচল আত্মসমীপস্থ বৃক্ষেরদিগকে স্বসদৃশ সুবাসিত করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মলয়ানিল [স] *বি* দখিনা বাতাস। 'মলয়ানিল হিমসিখরে সিধারল পিয়া নিজ দেস ন আওই রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মলয়াল *বিণ* দক্ষিণ ভারতের মলয়ালমের। 'মলয়াল ভাষা সংস্কৃত হইতে সম্যক ভিন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মলয়ালী *বি* মালাবার দেশের। 'তারপর এখানে বাদামী মলয়ালী সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মলা[১] [স মল>] ১ *বি* পাপ বা হিংসা দ্বেষাদি; মানসিক মলিনতা। 'আপনি না মরে পুন মলা করে ক্ষয়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ময়লা। 'জে জে অঙ্গের অলঙ্কার/ নির্মাণ করিল সার/ নাগ্রি মলা শির নিরমিতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তৈল মাখাইয়া তোলে শরীরের মলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* দোষ। 'নির্মল কোন দিন মলা উদ্ভব না হএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মলা[২] [স মৃ>] *ক্রি* মারা যাওয়া। **মলি** *ক্রি* মরলি; মারা গেলি। 'হইয়া কেন নাহি মলি জিয়া কোন সুখ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মলে** *ক্রি* মরলে। 'মলে মাটী দিবে।' *মেয়র্স*, ১৭৬২। **মলেই** *ক্রি* মরলেই। 'বাঁচিবার সাধ নাই মলেই খালাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **মলেন** *ক্রি* মরলেন। 'যখন মলেন, তখনও বজ্জাতি ছাড়লেন না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **মলেম** *ক্রি* মরলাম। 'মলেম ভূতের বেগার খেটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'নেপথ্যে – উচ্চস্বরে – ছোট বিবি মলেম।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **মল্য** *ক্রি* মরলো; মারা গেলো। 'জায়া পুত্র মল্য সব দেখে শূন্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মলা[৩], **মলানো** [স মর্দন>] ১ *ক্রি* খোসা ছাড়ানো। 'মলিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মলানো।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* মাড়াই-করা। 'মন আমার কুসর মলা আঠ হল রে।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* দলন করা; ডলা। 'পশ্চাৎ হইতে ল্যাজমলা খাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'যখন চাষার হাতে লাঞ্ছনা খেতে হয় তখন মলাটা আমার উপর দিয়েই যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মলানো *বি* মাড়াই করা। 'ধান মলানোর মাঠ।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

মলাট [স মলপট্ট] *বি* বইয়ের উপরের আবরণ। 'রঙকরা পাড়ওয়ালা মলাটের ঘোমটা দিয়া মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢলঢল করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'একখানা ছোট্ট বই ছিল লালরঙের মলাট।' *অবন*, ১৯৪১।

মলাটওয়ালা *বিণ* মলাটবিশিষ্ট। 'কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মলাটওলা *বিণ* মলাটবিশিষ্ট। 'গাদা গাদা হলদে আর সাদা মলাটওলা এস্তার ফরাসি বই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মলি [স মল>] *বি* দেহের ময়লা। 'জয়া বিজয়া মেলি গৌরীর তুলিল মলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মলিদা [ফা মলীদহ্] *বি* পাতলা ও নরম পশমি কাপড়ের তৈরি চাদর। 'বড় পীরের মলিদা, মুস্কিল আসানের রোজা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মলিন [স] ১ *বিণ* ম্লান। 'কান্দিআঁ মলিন কৈল মুখে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* ময়লাযুক্ত। 'বসন মলিন হৈল নয়ানের জলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* ফর্সা নয় এমন। 'তারি মাঝে মলিন মেয়েটি/ কে যেন রে এঁকে রেখেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বিণ* নোংরা; ময়লাযুক্ত। 'মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায় ধরণীমাঝে চরণ-ফেলা মাত্র?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৫ *বিণ* সাধারণ। 'তুমি মলিন বাসে থাক যখন, সবার চেয়ে মানায়!' *নজরুল*, ১৯২৩। ৬ *বিণ* অস্পষ্ট। 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৭ *বিণ* পুরানো ও বিবর্ণ। 'বই ছেঁড়া মলিন খাতায়।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মলিনতম [স] ১ *বিণ* অতি দরিদ্র। 'জীর্ণতম কুটীরের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* অতিশয় ম্লান। 'গভীরতম ক্ষতের চিহ্ন মলিনতম হয়ে এলো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

মলিনতা [স] ১ *বি* অপরিচ্ছন্নতা। 'একটা সত্যিকার ছেলের মলিনতা কুশ্রীতা কাঁদুনিতা দেখে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* বিষণ্নতা। 'আপনার কার্যকুশল সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত হইতে তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মলিনত্ব [স] *বি* অনুজ্জ্বলতা। 'তাহার মলিনত্ব দূর হইয়া থাকে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মলিনবদনা [স] *বিণ স্ত্রী* বিষণ্ন মুখবিশিষ্ট। 'সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মলিনবয়ান [স মলিন+স বদন] *বি* ম্লানমুখ। 'আহা, কে গো তুমি মলিনবয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মলিনবসনা [স] ১ *বিণ* জীর্ণবসনা। 'যেহেতু অতি প্রাচীনা ... গলিতদশনা মলিনবসনা হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ স্ত্রী* মলিন কাপড় পরিহিত। 'মলিনবসনা, বিকটদশনা, তীব্ররসনা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মলিনবস্ত্র [স] *বি* মলিন পোশাক। *সেবধি*, ১৮৩৯।

মলিনমুখ [স] *বি* বিষণ্ন মুখ। *সেবধি*, ১৮৩৯।

মলিনমুখী [স] *বিণ* ম্লানমুখী। 'মলিনমুখী শরদের শশী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'জাএদা মলিনমুখী হইয়া উঠিয়া গেলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মলিনমূর্তি [স] *বি* বিষণ্নরূপ। 'মায়ের মলিনমূর্তি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মলিনা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* ম্লান। 'মলিনা মসির প্রায় যত চাঁদমুখী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *ক্রি* ম্লান হওয়া। 'মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন দিবাভাগে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মলিনিমা [স] *বি* মলিনতা। 'নাহি তাহে শোকদাহ, নাহি মলিনিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মলিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মলিন; ম্লান। 'নলিনী মলিনী হয়ে লুকাইল মুখ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মলুদ [আ মওলুদ] *বি* মিলাদ। 'মুন্সীসাহেব মলুদ পড়ে পুল-ছেরাতের পুলের সেতু।' *জসীম*, ১৯৩১; 'মফেল জুড়ে মলুদ পড়ে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মল্লার [স মল্লার] *বি* কাফি ঠাটের রাগবিশেষ। 'মল্লার রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মল্লিকা [স মল্লিকা] *বি* সাদা রঙের ফুলবিশেষ। 'সেহ সুতি রহিল গিয়া মল্লিকা উপরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মল্ল[১] [স] *বি* কুস্তিগির। 'মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুআন।' *বৃন্দা*,

১৫৮০।

মল্ল জুদ্ধ, মল্লজুদ্ধ [স মল্লযুদ্ধ] *বি* কুস্তি। 'মল্লজুদ্ধ করে দুহেঁ অতি ঘোরতর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দুই বিরে মল্ল জুদ্ধ করিল অনেক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মল্ল-বীর [স] ১ *বি* কুস্তিগির। 'মল্লভূমির মল্ল-বীর আয়রে।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* মল্লযোদ্ধা। 'তিন নম্বরের মল্লবীর বঙ্কিম।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মল্লভূম [স মল্লভূমি] *বি* মল্লযুদ্ধ করার জায়গা। 'মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভ্য স্থির হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মল্লভূমি [স] *বি* যেখানে কুস্তিখেলা হয়। 'মল্লভূমির মল্ল-বীর আয়রে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মল্লযুদ্ধ [স] *বি* কুস্তি। 'রাজা বলে মল্লযুদ্ধ শিখাবারে চাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মল্লশাল [স মল্লশালা] *বি* কুস্তিগিরদের থাকার ঘর। 'মল্লশালে মল্ল জাগি ফুলায় পুন ছাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মল্লশালা [স] *বি* যেখানে কুস্তিখেলা হয়। 'মল্লশালাতে ব্যায়াম করিয়া রাজাভরণে ভূষিত ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মল্ল² [স বলয়>] *বি* মল; পায়ের অলঙ্কার। 'চরণ কমলে মল্ল তাড়ল সুন্দর যাবক রেখা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মল্লতোর [স বলয়>] *বি* তোড়ামল; পায়ের অলঙ্কারবিশেষ। 'কনক মল্লতোর আর পাসলী নিকর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মল্লার [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মল্লাররাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সেতারে আলাপ করেছে শুরু সুরট-মল্লার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মল্লারী [স] *বি* রাগবিশেষ। 'রাগ মল্লারী।' *চর্যা ৩০*, ১২০০।

মল্লি [স মল্লিকা] *বি* মল্লিকা ফুল। 'বিকচ মল্লিমাল্যে তোমারে স্মরিয়া রেখেছি ভরিয়া ডালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মল্লিক, মল্লীক [আ মলিক] ১ *বি* উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। 'সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* বংশনাম-বিশেষ। 'রামরত্ন মল্লিক।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মল্লিকা [স] *বি* সাদা রঙের ফুলবিশেষ। 'চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মল্লিকাধর [স] *বি* মল্লিকা ফুলের মতো ঠোঁট। 'বিরহ-তপ্ত অপাঙ্গুর ক্লান্ত ভালে তাঁর ঈষতার্দ্র মল্লিকাধর স্পর্শ করে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মল্লিকামাল্য [স] *বি* মল্লিকা ফুলের মালা। 'মল্লিকামাল্য পরাইবে পরান-বল্লভে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মল্লিকাসন্নিভ [স] *বিণ* মল্লিকা ফুলের মতো। 'ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্ল-মল্লিকাসন্নিভ সিদ্ধান্ন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মল্লুক [আ মুলক] *বি* রাজ্য। 'ডাহিনে রহিল পুরী আম্মুয়া মল্লুক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মশক¹ [স] *বি* মশা। 'এতেক সাজনি কিচ্ছার মানুষের রণে গরুড় সাজএ কিবা মশকের সণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মশকদংশন [স] *বি* মশার কামড়। 'কোটি কোটি মশকদংশন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মশক² [ফা মশ্ক্] ১ *বি* জল বহনের এক প্রকার চামড়ার থলি। 'চর্মের মশকে জল ভরিয়া রাখিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* ভিস্তিওয়ালা। 'একজন মুসলমান মশক আছে তায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মশকরা, মসকরা [আ মসখরাহ] ১ *বি* তামাশা। 'কেহ বা দুই একটি খোশ গল্প ও হাসি মসকরার কথা কহিতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'ফানার ফিকির না জানিলে/ ভস্মমাখা হয় মশকরা।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* পরিহাস। 'কেউ মাতাল বলে জেলেকে ঠাট্টা মসকরা কচ্চে লাগ্‌লো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মশকরা করন *বি* ঠাট্টা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মসকরামো [আ মসখরাহ>] *বি* ভাঁড়ামি। 'মসকরামো দ্যাখাবার জন্য এক জন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬২।

মশগুল, মসগুল [আ] ১ *বিণ* মগ্ন। 'কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ লইয়া ধ্রুপদ, ধরু, খেয়াল চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'দেখ মশগুল আজি শিস্তান বোস্তান।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* আনন্দময়। 'মরা মাচানের দেশ করে তোলো মশগুল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মশমশে [ধ্বন্যা] *বিণ* মশমশ ধ্বনি করে এমন। 'মশমশে জুতোর আওয়াজ শুনে অর্জুন মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো।' *সুনীল*, ১৯৭০।

মশলা, মশল্লা [আ মসালিহ] *বি* মসলা; ব্যঞ্জনাদি মুখরোচক করার উপকরণ। 'বিবিধ মশলা রসেতে মিশায় রসিক বলি যে তারে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'মশল্লা আনিনু আগুনে চড়ানু বিছুরিনু আপন ভার।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। দ্র **মসলা**

মশলাওয়ালা [আ মসালিহ+হি ওয়ালা] *বিণ* মসলাযুক্ত। 'মশলাওয়ালা পানগুলোর প্রতি, নিজের প্রতি।' *জীবন*, ১৯৩২।

মশলাদরাজ [আ মসালিহ+ফা দরাজ] *বিণ* উর্বর। 'মশলাদরাজ এই মাটিটার ...।' *জীবন*, ১৯২৭।

মশলাদার [আ মসালিহ+ফা দার] *বিণ* মসলা প্রস্তুতকারী। 'যুগ যুগ ধরি অপরূপ সুরা গড়িছে মশলাদার।' *জীবন*, ১৯২৭।

মশলাপাতি [আ মসালিহ+পাতি] *বি* বিভিন্ন ধরনের মসলা। 'চিনি, মশলাপাতি এক একবার এক একরকম বোঝাই নিয়া ... যাতায়াত করে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মশহুর, মশুর [আ মশহুর] *বিণ* বিখ্যাত; নামজাদা। 'এমন একটা ব্যক্তি যে সারা দুনিয়ার মশহুর একজন লোক হবেন।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'মশহুর নাচনেওয়ালী জানকী বাঈ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মশা [স মশক] *বি* দংশন করে রক্তশোষণ করে এমন এক ধরনের ক্ষুদ্র পতঙ্গ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মশাতে চাসাকে শিক্ষা দিল বিলক্ষণ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মশা মারতে কামান দাগা – ছোটো কাজে বিশাল আয়োজন। 'মশা মারিতে কামান দাগা হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মসা [স মশক] *বি* মশা। 'সসা জেন মসাগুলা জলৌকা কুঞ্জরগুণ্ডাকার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মশান [স শ্মশান] ১ *বি* শ্মশান। 'লৈআ জায় দক্ষিণ মশানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* যুদ্ধের প্রান্তর। 'দক্ষিণ মশানে গিআ দিল দরশন মসান বেড়িআ ধায় রাজ-সেনাগণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার স্থান। 'ব্যাটাকে মশানে নিয়ে কেটে ফেল্।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মসান [স শ্মশান] *বি* মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার স্থান। 'মসানে কোটাল দিআ বধিব জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মশাফির [আ মুসাফির] *বি* পথিক; সফরকারী। 'মশাফিরসকল নিরুদ্বেগে গমনাগমন ও প্রজালোকসকল সুখে কালযাপন করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। *দ্র* **মুসাফির**

মশাফিরখানা [আ মুসাফির+ফা খানাহ্] *বি* পান্থশালা। 'এক মশাফিরখানা তৈয়ার করিয়া দিবাতে ... নানাপ্রকার খাদ্য সমগ্রী দিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মশায় [স মহাশয়] *বি* মশাই। 'বড় মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কত্তো।' *হুতোম*, ১৮৬২।

মশারি, মশারী [স মশকারি] *বি* মশার কামড় থেকে পরিত্রাণের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত বস্ত্রাবরণী বিশেষ। 'মশারি টানাইয়ারে ফুক দিয়া বিষ ঝাড়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'চন্দ্রাণী মশারী ফেলি আপনার হাতে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মসারি, মসারী [স মশকারি] *বি* মশার কামড় থেকে পরিত্রাণের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত বস্ত্রাবরণী বিশেষ। 'পাটের মসারি বেড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খাটায়্যা মসারী জালি শয়ন করিল শশিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মশাল, মসাল [আ মশ্‌আল] *বি* ছোটো লাঠি বা দণ্ডের মাথায় তেল-মাখানো ন্যাকড়া চট প্রভৃতি জড়িয়ে জ্বালানো আগুনবিশেষ। 'কটকের আগে যায়ে জালিয়া মশাল।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'রতন মসাল জ্বলিছে উজাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'কখন কখন সহসা অন্তর্হিত হইয়া মশালের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মশালচি, মশালচী, মসালচি, মসালচী [আ মশ্‌আল+তু চি] *বি* মশালবাহক ব্যক্তি। 'সাহেব আবশ্যকি চাকর এই কয় জন ... মসালচি বাবুরচি আবদর ভেস্তি মেহতর ...।' *কেরি*, ১৮০২; 'যে কালীন ডাকবেহারা মায় বাহাঙ্গী ও মশালচিদীগর বশান যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'মসালচী বেহারা ইত্যাদি আর পোলীসের আনীত লোকের চিকিৎসা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'পাল্কীর সঙ্গে দুইজন মশালচী।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

মশালবর্দার [আ মশ্‌আল+ফা বরদার] *বি* মশালবাহী ব্যক্তি। 'তোমরা অনাগত যুগের মশালবর্দার।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

মশালবাহী ১ *বিণ* মশাল বহন করে এমন। 'মশালবাহী বিশাল পুরুষ! কোথায় তুমি আজ?' *নজরুল*, ১৯২৯। ২ *বিণ* নেতৃত্ব দানকারী। 'তমদ্দুনের মশালবাহী সুধী সমাজকে আজ অবহিত হইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

মষানি [স মহিষাণী] *বি* মাদি মহিষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মষি [স মহিষ] *বি* মহিষ। 'মষি গোরু দিব সভে শূকর বদলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মষিলোট *বি* একপ্রকার ধান ও তার চাল। 'মাকু মেটে মষিলোট শিবজটা পরে।' *ভারত*, ১৭৬০।

মষুরা *বি* বিবরণ। 'তোমার হিসাবে মষুরা দেয়া গেল।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭।

মষে [ফ মসিঁউ] *বি* ইংরেজি মিস্টার শব্দের অনুরূপ। 'শ্রীযুত মষে বেরালা সাহেব বরাবরেষু।' *ভেরলি*, ১৭৯৪।

মসজিদ, মসজীদ [আ] *বি* মুসলমানদের প্রার্থনা গৃহ। 'মসজিদে গিয়া প্রবেশিলা।' *সুলতান*, ১৭০০; 'চীৎকার শুনিয়া মসজীদের নিকট আসিয়াছি।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

মজিদ, মজীদ [আ মসজিদ] *বি* মসজিদ। 'মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর।' *জসীম*, ১৯২৭; 'মজিদ ঘরে মুসলমানেরা মিলিয়াছে আসি।' *জসীম*, ১৯৩৩; 'এক হৃদয়ের সমান নহে লক্ষ মজিদ আর কাবা।' *নজরুল*, ১৯৪২।

মসজিদওয়ালা *বিণ* মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। 'মসজিদওয়ালা আড়ৎদারের মত ভাবো, জাল-জোচ্চোরি শেখো, কপাল খুলবে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মসিদ [আ মসজিদ] *বি* মসজিদ। 'পশ্চিমে যবনালয় তুলিলেন সএ সএ দলিজ মসিদ নানা ছাঁন্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মসজিয়া [আ মর্সিয়া] *বি* শোকগীতি। 'সুর করে সংস্কৃত মসজিয়া পড়তে দেখতে পাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মসতান [ফা মস্তান] *বি* ঐশীপ্রেমে পাগল। 'মসতান ব্যস্ থাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মসনদ [আ] *বি* সিংহাসন; আসনের আস্তরণ; আসন। 'মছলন্দী মসনদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন।' *দর্পণ*, ১৮২১; '"জরির মসনদ" তাকিয়া বা দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কুসুম-কোমল "শাহানা বিছানা" নাই।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

মসনে-পড়া *বিণ* তামাটে ভাববিশিষ্ট। 'সে কালোতে কোনো জৌলুস নেই – কেমন ছাতা-ধরা, মসনে-পড়া ছাবড়া ছাবড়া।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মসমস [ধ্বন্যা] *বি* জুতা পায়ে হাঁটার সময়ে সৃষ্ট শব্দবিশেষ। 'যখন হাঁটে ইঙ্গরেজদের মত মস২ করিয়া দ্রুত চলে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

মসমসা *ক্রি* মচমচ শব্দ করে হাঁটা। 'চাপরাসির দল বিলিতি জুতো মসমসিয়ে বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মসলত [আ মুসলিহাত] *বি* পরামর্শ। 'এনার মসলতে কাম করলে যোদের দফা রফা হইত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মসলা [আ মসালিহ্] ১ *বি* রান্না সুস্বাদু অথবা সুগন্ধি করার উপকরণ। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'এ যে চাটনীর মসলা –।' *রোকেয়া*, ১৯২২। ২ *বি* উপকরণ। 'কী কী মসলার সংযোগে বাঙালি বলে একটা পদার্থ ক্রমে ইঙ্গবঙ্গ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* ইট জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহৃত বালু, সিমেন্ট ইত্যাদির মিশ্রণ। 'শুধু ইটের পর ইট ... ভেতরে কোন মসলা নেই।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

মসলাদার [আ মসালিহ+ফা দার] *বিণ* বেশি মসলা ব্যবহার করা হয়েছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মসালা [আ মসালিহ্] ১ *বি* রান্নার স্বাদবৃদ্ধির জন্যে ব্যবহৃত দ্রব্য। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'রসুন তৈল ও কৃষ্ণ বর্ণদ ধূম ও উষ্ণ মসালা ... আমারদিগের শরীরের হিতকারক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ২ *বি* উপকরণ। 'চন্দন কাষ্ঠ ও ধুনা ও আর২ সুগন্ধি মসালাতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মসলামাসায়েল [আ] *বি* ইসলামধর্মীয় আদেশ বিধি-বিধান। 'মসলামাসায়েল শিক্ষা দেওয়া উচিত।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

মসলিন [ফা] *বি* এক প্রকার সূক্ষ্ম কাপড়। 'খেনে মসলিন খেনে ঝিলমিল তাস।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মসল্লা *বি* সিংহাসন। 'শুন্য পরে মসল্লাত বসি।' *সুলতান*, ১৭৫০।

মসহরা [স মুশাহারা] *বি* মাসিক পারিশ্রমিক; বেতন। 'অনেক লোক মসহরা পাইত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মসাহেরা [আ মুশাআরা] *বি* মাসিক বেতন। 'মসাহেরার তঙ্কা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

মসহাত *বি* জরিপ। 'মসহাত করিল রাজা দিআ খাটপড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মসার *বি* পান্না। 'ভাণ্ডারে নাহিক নীলা মসার নিকষশিলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মসাহেব [আ মুসাহিব] *বি* সঙ্গী। 'মীর সাহেবও সেতার, তবলা এবং প্রিয় মসাহেব বসীরুদ্দীনকে লইয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মসি, মসী [স] ১ *বি* লেখার কালি। 'মৃগমদ মসি নখ কাপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হাথে লইল পত্র মসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* কালো। 'দীঘি পুষ্করিণী কূপ মসী হয় যদি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মসিজীবী, মসীজীবী [স] *বি* লিখে জীবিকা উপার্জন করে যে। 'জমীদারের আমলা মসীজীবী গ্রামের প্রজা কৃষিজীবী অন্নাধারণে অপারগ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'কোনো ভদ্রসন্তান মসিজীবী হলেও যে কথা নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'ছুটি পাওয়া মসিজীবী দল বেঁধে করে কোলাহল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মসিপত্র, মসীপত্র [স] *বি* লেখার পাতা। 'মসিপত্রে লিখন করিল সভাজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মসীপত্রে সদাগর করিল লিখনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মসিযুদ্ধ, মসীযুদ্ধ [স] *বি* লেখালেখির মাধ্যমে বাদ-প্রতিবাদ। 'মসিযুদ্ধই সমীচীন।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'মসীযুদ্ধে বাঙালির পর্বতপ্রমাণ ঐতিহ্যসম্পদ আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মসিলিপ্ত, মসীলিপ্ত [স] ১ *বিণ* লিপিবদ্ধ। 'পূর্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* কালিতে পরিপূর্ণ। 'অতিনিকট হতে কোনো মসীলিপ্ত লেখনীর সূচ্যগ্রভাগ যে তাদের প্রতি তীক্ষ লক্ষ স্থাপন করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* কলমে লিখিত। 'অসিমুক্ত মসিলিপ্ত হস্তে সদর্পে তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'এখন গ্রীবায় ছিন্ন ইতিহাস, ওষ্ঠে, চোখে মসীলিপ্ত পুঁথির বয়স।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

মসীকৃষ্ণ [স] *বিণ* ঘোর কালো রঙের। 'অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মসীচিহ্নিত [স] *বিণ* কালিতে লিখিত। 'তোমার এই শুভ্র শিশুপত্রগুলি সেই চিরদিনের মসীচিহ্নিত সমাপ্তির কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মসীধূমকেতন [স] *বিণ* কালো ধোঁয়ার পুচ্ছ উড়ছে এমন। 'বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানাঘরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মসীপাতন [স] *বি* কালি ফেলে দেওয়া। 'অপরাধী হয়েছিলাম মসীপাতন-পাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মসীপাত্র [স] *বি* লেখার কালি রাখার পাত্র; দোয়াত। 'পাশে লয়ে মসীপাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মসীপুঞ্জ [স] *বিণ* কালো। 'আকাশের ঈশানকোণে মসীপুঞ্জ মেঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মসীবর্ণ [স] *বিণ* কৃষ্ণাঙ্গ। 'মসীবর্ণ অনার্য্যেরা একত্র বাস করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মসীবিচিত্র [স] *বিণ* কালিতে অঙ্কিত। 'তাহার ছিন্নপ্রায় চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মসীবিন্দু [স] *বি* কালির দাগ। 'শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মসীময় [স] *বিণ* কৃষ্ণবর্ণ। 'মসীময় অন্ধকার।' *নজরুল*, ১৯২২।

মসীময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'ধরণী মসীময়ী – আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মসীমাখা *বিণ* কালি মাখা। 'পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসীমাখা/ গ্রামখানি মেঘে ঢাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মসীযোদ্ধা [স] *বি* লেখক বা সমালোচক। 'তিনিও মসীযোদ্ধা হিসেবে নাম কিনে যেতে পারতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মসীলিপ্তিমাঝে [স] *ক্রিবিণ* ঘোর অন্ধকারে। 'রজনীর মসীলিপ্তিমাঝে/ লুপ্তরেখা সংসারের ছবি –।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মসীশ্বর [স] *বি* পরীক্ষক। 'পরীক্ষাতে মার্কা যে তাই কাটেন মসীশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মসিনা, মসীনা [স মসৃণ] *বি* তেলবীজবিশেষ; তিসি। 'প্রধান শস্য ছোলা, তিল, সর্ষপ, মসীনা, রেসম, নীল প্রভৃতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'মসিনার ক্ষুদ্রবীজে যে দিয়েছে রস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মসিয় [ফ মসিঁউ] *বি* মিস্টার; ফরাসি ঠাকুরে। 'সুভোখিত দুই-একজন 'মসিয়' আলো-হস্তে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মসুর [স মসূর] *বি* ডালবিশেষ। 'মূর্তিমন্ত ব্যাধি যত বেচে কেনে শত শত মসুর মটর ছালা ছালা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মসূর [স] *বি* এক প্রকার কলাই বা ডাল। 'ছোলা, মটর, অরহর, মুগ, মসূর, মাষ প্রভৃতি কলায় হইতে ডাইল হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

মসৃণ [স] ১ *বিণ* তেলতেলে। 'ঐ ছালের উপর মসৃণ চিক্কণ শল্ক অর্থাৎ আঁইস আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* কোমল। 'পুষি বেড়ালের মসৃণ শরীরে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মসৃণতা [স] *বি* কোমলতা। 'অশ্লীল দিক রুচিকর ভাষাছন্দে মানুষেরই কাছে প্রতিভাত হলো সুন্দর মসৃণতায়।' *হাই*, ১৯৪৭।

মস্করা [আ মসখরাহ] ১ *বি* ঠাট্টা; তামাশা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* ভাঁড়। *ভবানী*, ১৮২৩। *দ্র* মশকরা

মস্করা করন *বি* রসিকতা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মস্করি *বি* ঠাট্টা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মস্ত [ফা] ১ *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'আফিসে হামেশা মস্ত, হুসিয়ার দরবস্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* উচ্চ। 'যেন মস্ত পদের মানুষ হয়ে, হ্যালিডের পদ নাহি টলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* নামকরা। 'একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির নাম ঠাওরাইতে পার।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৪ *বিণ* বড়ো। 'সে কেবল মস্ত চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৫ *বিণ* বিরাট। 'জীবনটাকে একটা মস্ত ছি ছি ছি ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৬ *বিণ* বড্ড। 'মস্ত পাগল পিনাকপাণি।' *নজরুল*, ১৯২২। ৭ *বিণ* মহৎ। 'উনি কত মস্ত মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মস্তপানা *বিণ* বিশাল আকৃতির। 'খেয়ো না মস্তপানা ওই সে পাকাটাও।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মস্তবড়ো, মস্তবড় ১ *বিণ* উদার। 'সেই মস্তবড়ো সম্বন্ধটা যে কতবড়ো সত্য জিনিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* বিশাল। 'মস্তবড় এস্টেট ওদের।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মস্তহাল [ফা মস্ত+আ হাল] *বি* মহাপ্রতাপ। 'মস্তহালে চলে সবে তলওয়ার মারিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মস্তক [স] ১ *বি* মাথা; শির। 'কালির মস্তকে নিত্য করি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* চূড়া। 'মাটিয়া পোস্তার মস্তক পর্যন্ত ...।' *রামরাম*,

১৮০১।

মস্তকচ্ছেদন [স] *বি* শিরশ্ছেদ। 'তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া মুণ্ড বাঁশের উপরি ভাগে টাঙ্গাইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'সেই কাফররাজের মস্তকচ্ছেদন করিয়া যবনেশ্বরের নিকট আনিয়া দিলেন।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

মস্তক-ভূষণ [স] *বি* মাথার অলঙ্কার। 'ধূলি করি মস্তক-ভূষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মস্তকমুণ্ডন [স] *বি* মাথা মুড়ানো। 'জয়শ্রীর মস্তকমুণ্ডন ও তাহাতে তক্রসেচন ... করাইয়া, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মস্তকহীন [স] *বি* নির্বোধ। 'উহারাও মস্তকহীনের ন্যায় আচরণ করে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মস্তকাঘ্রাণ [স] *বি* মাথার চুলের গন্ধ নেওয়া। 'আমার কাঁধে রেখে মস্তকাঘ্রাণ করল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মস্তকাবরণ [স] *বি* শির-বসন। 'সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের পরিহিত পাখার আকৃতির মস্তকাবরণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মস্তকের জল *বি* মগজ। 'তাতে কি হবে তালায় মস্তকের জল শুষ্ক হলে।' *লালন*, ১৮৯০।

মস্তানা [ফা] *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'মাটির সোরাহি মস্তানা হলো আঙ্গুরি খুনে তিতি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মস্তানি, মস্তানী [ফা মস্তান>] ১ *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'কুটিনী গন্তানী বড় বে মস্তানী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* গুণ্ডাগিরি। 'চক্ষু ঠেরে দেখায় মস্তানী।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* মাতব্বরি। 'ইব্রাহিমের এই মস্তানি করা নিয়ে খিজির মিস্ত্রী ঠাট্টা করতো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

মস্তি [ফা] *বি* আন্তরিকতা। 'কেউ বা জমায় দোস্তি নিবিড় মস্তিতে ভ্রাতৃঘাতকের সাথে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মস্তিষ্ক [স] *বি* মগজ। 'আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মস্তিষ্কজাত [স] *বিণ* চিন্তাপ্রসূত। 'ওই জাতীয় বিচিত্র কল্পনা মানুষেরই মস্তিষ্কজাত।' *শিব*, ১৯৫৬।

মস্তিষ্কপ্রসূত [স] *বিণ* মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত। 'জয়দেবের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো চিন্তা ইহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই।' *প্রমথ*, ১৮৯০; 'লোকদিগের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কোন স্বার্থসিদ্ধির মতলব ইহার পিছনে যে প্রেরণা যোগাইতেছে ...।' *এসলাম*, ১৯৩৭।

মস্তিষ্ক-বিকার [স] *বি* মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক কল্পনা। 'স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্ক-বিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মস্তিষ্ক-বিকৃতি [স] *বি* অপ্রকৃতস্থতা। 'মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটলে এমন সুর করে চ্যাঁচাতে পারে।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'মস্তিষ্কবিকৃতি এবং দৃষ্টি রুগ্‌ণ হওয়ার পর ...।' *তারা*, ১৯৪০।

মস্তিষ্কবিভ্রান্তি [স] *বি* মনোবিকার। 'হঠাৎ তার মস্তিষ্কবিভ্রান্তি ঘটে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মস্য [স মহিষ] *বি* মহিষ। 'পশুর হাজরা মস্য খাইবে প্রজার শস্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মস্যা [স মহিষ>] *বিণ* মহিষের দুগ্ধজাত। 'নিধানি করিআ খই তথি দিআ মস্যা দই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মস্যাধার [স] *বি* কালির দোয়াত। 'লুকাইলা লেখনি ভাঙ্গিলা মস্যাধারে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহকুপ [আ মওকুফ] ১ *বি* মার্জনা। 'লোকের হাত হইতে এক কলম মহকুপ করিলেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* পরিত্যক্ত। 'সে রাস্তা এইক্ষণে মহকুপ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহকুফ [আ মওকুফ] *বি* মার্জনা। 'তাহার কএক খানের মহকুফ হইয়াছিল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মহকুম [আ] *বি* বিচার। 'না পচন্দকাজের মহকুম হামেস গির জন্যে লিখিতেছি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মহকুমা [আ] *বি* জেলার প্রশাসনিক অংশ। 'এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্য্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মহঘ, মহঘি [স মহার্ঘ] *বিণ* মহার্ঘ। 'মানিনি মান মহঘ ধন তোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মহজ্জন [স] *বি* মহৎ ব্যক্তি। 'মহা চিন্তাশীল মহজ্জনের মস্তিষ্কও এ চিন্তায় ঘুরিয়া যায়।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মহজ্জীবন [স] *বি* মহিমান্বিত জীবন। 'তাঁহাদের মহজ্জীবনের পুণ্যপ্রভা।' *ফজলল*, ১৯১৩।

মহড়া [আ মুহারিরাহ] ১ *বি* কড়ি ঘষে মসৃণ ও উজ্জ্বল করণ। 'মহড়ায় মারি করে হীরার বদল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* অভিনয়াদির অনুশীলন; রিহার্সাল। 'কবির সুর মহড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মওড়া [আ মুহাওরাহ] *বি* অভিনয়াদির অনুশীলন; মহড়া। 'ও রূপনদীর তীর ঘাটে যে বসেছে মওড়া এঁটে।' *লালন*, ১৮৯০।

মহৎ [স] ১ *বিণ* অধ্যাত্ম জ্ঞানসম্পন্ন। 'মহাভক্ত মহৎ ভাবক মহাযোগী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* সৎ। 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* উদার। 'তিনি জ্ঞান ও ধর্ম দ্বারা যর্থার্থ মহৎ হইতে পারেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৪ *বিণ* বড়ো রকমের। 'অপব্যয়িতা এবং মদ্যপান ইংরাজদের আর দুইটী মহৎ দোষ।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তবে সেটা শোনা একটা মহৎ লোকশান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মহৎকর্তব্য [স] *বি* গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। 'বিবাহরূপ তাহার মহৎকর্তব্য স্বীকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মহচ্চরিত্র [স] *বি* উদার চরিত্র। 'এই মহচ্চরিত্রে আনন্দবোধ করাতে আমরা নিজেকেই আবিষ্কার করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মহচ্চরিত্রা [স] *বিণ* স্ত্রী উত্তম চরিত্রের অধিকারী। 'সেই নিরপরাধিনী মহচ্চরিত্রা মহিলা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মহজ্জন [স মহৎ+স জন] *বি* মহাজন। 'যত মানবের গুরু মহজ্জনের/ চরণচিহ্ন ধরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মহৎবাণী [স] *বি* মূল্যবান কথা। 'এখন আমরা ইসলামের মহৎবাণীগুলি নিয়ে বড়াই করি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মহৎমনা [স] *বি* উদার হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তি। 'ভাণ্ডার ভরা সব সম্পদ বিলালে ব্যথিত মহৎমনা।' *কররুখ*, ১৯৪৬।

মহৎ মহৎ [স] *বিণ* বড়ো বড়ো। 'উত্তরোত্তর মহৎ মহৎ জন্তুর উৎপত্তির প্রমাণ বিষয়ে ... কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহৎসংকল্প [স] *বি* মহান প্রতিজ্ঞা। 'তাঁহার মহৎসংকল্পের অনুবর্তী হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মহত [স মহৎ] *বিণ* প্রবল। 'যদি মহত ভয় উপস্থিত হয়।' *রামরাম*, ১৮০২।

মহতী [স] ১ *বিণ* বিরাট। 'পৌত্রোৎসবে মহতী ঘটা করিয়া ...।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বিণ* বিষম। 'অতএব মহতী বিপৎ উপস্থিত।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৩ *বিণ* উদার। 'খ্রীষ্টের উচ্চারিত মহতী বাণী...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মহত্তম [স] ১ *বিণ* অতিশয় মহৎ। 'মহা মহত্তম অতি কৃপাল দয়াল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। 'জাগাতে চাও মহত্তম সত্য সংবাদে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মহত্তর [স] *বিণ* অধিকতর উন্নত। 'কেহ কেহ মহত্তর ধর্ম্ম, ... প্রতাপে জম্বুদ্বীপ মাত্রের অধিকার করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মহত্ত্ব [স মহত্ত্ব] *বি* মহৎ গুণ। 'তোমার মহত্ত্ব সুনিঞা।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহত্ত্ব [স] ১ *বি* গুণ। 'নাম প্রেমদান আদি বর্ণের মহত্ত্ব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মহৎ গুণ। 'আপনি করিলে দূর আপন মহত্ত্ব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহন্ত [স মহত্ত্ব] *বিণ* বড়ো। 'আমার এক নিজ বসতবাটী মৌজে ডিহি কলিকাতা গ্রামের মধ্যে মহন্ত।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

মহত্ত্বগুণ [স] *বি* উদারতা। 'আপনারা মহত্ত্বগুণে আমার এই প্রগলভ বাক্য প্রয়োগের প্রতি বিরক্ত না হইয়া ...।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মহত্ত্বতা [স] *বি* মহৎ বৈশিষ্ট্য; মহৎ গুণ। 'ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা মহত্ত্বতা ক্রমে অন্য কোন দুর্ব্বাক্য দ্বারা অপবাদি না করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

মহত্ত্বপূর্ণ [স] *বিণ* মহৎ গুণসম্পন্ন। 'খুব যে উঁচুদরের বীরত্বময় মহত্ত্বপূর্ণ তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মহত্ত্ববিদ্বেষী [স] *বিণ* মহৎগুণের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। 'তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মহত্ত্ববোধ [স] *বি* মহৎ উপলব্ধি। 'এই গভীর মহত্ত্ববোধ যদি দেশের লোক অনুভব করিবার উৎসাহ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মহত্ত্বশিখা [স] *বি* মহত্ত্বের অগ্নি। 'ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের মহত্ত্বশিখার মধ্যে আত্মঘাতী হইয়া ঝাঁপ দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহত্ত্বশূন্য [স] *বিণ* উদারতাবিহীন। 'ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মহত্ত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মহত্ত্বহীন [স] ১ *বিণ* মহৎ গুণবর্জিত। 'মহত্ত্বহীন, ভদ্রতাহীন জাতীয়তা একটা অভিজাত বংশের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। ২ *বিণ* মাহাত্ম্যহীন। 'আল্লা বেদনাহীন তথা মহত্ত্বহীন জীবন পছন্দ করেন না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মহদন্তঃকরণ [স] *বিণ* বড়ো মনের। 'এই সকল মহদন্তঃকরণ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদের স্মৃতিক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিবেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মহদয়েসু [স মহোদয়েষু] *বি* মহাশয়; সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্বোধন-বিশেষ। 'মজুমদার দেওয়ানজী মহাসয় মহদয়েসু।' *ওর্মা*, ১৭৮২।

মহদাদি [স] *বি* মহৎ বিষয়সমূহ। 'তাহাতে মহদাদির কোন উল্লেখ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মহদাশয় [স] *বিণ* উন্নতমনা; মহাশয়। 'মহদাশয় হইলেও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মহদুপকার [স] *বি* মহা উপকার। 'এইরূপে ইংলণ্ডের মহদুপকার হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মহদ্‌গুণ [স] *বি* উৎকৃষ্ট গুণ। 'বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদ্‌গুণ আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মহদ্দোষ [স] *বি* মস্ত দোষ। 'বক্তৃতার মহদ্দোষ এই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মহদ্ধর্ম, মহদ্ধর্ম্ম [স] *বি* মহৎ ধর্ম। 'প্রজারঞ্জন তাহাদিগের একটি মহদ্ধর্ম্ম।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মহদ্বংশ [স] *বি* মহৎ বংশ। 'যে মহদ্বংশে শত রাজসিংহ জন্মগ্রহণ করেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহনীয় *বিণ* মহৎ। 'অদূর ভবিষ্যতে সেই মহনীয় আদর্শ, সেই পরিপূর্ণ পরিকল্পনা ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মহন্ত [স] ১ *বি* সাধু। 'প্রথমে সিদ্দিক পীর মহন্ত গেআন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মহন্ত ৫০৪।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহফিল [আ মাহফিল] *বি* আসর। 'লোকের মজলিসে মহফিলে যদি ওই একই তীব্র-মধুর সম্বন্ধটা বারবার শতেকবার জানিয়ে দেওয়া হয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মহফেল [আ মাহফিল] *বি* আসর। 'মহফেলের প্রায় সকলেই মনের আনন্দে ... ভাসিয়া বেড়াইতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মহবুব [আ মাহবুব] *বি* প্রিয়তম। 'আমার মহবুবে নেকা কৈল কি কারণ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মহব্বত, মহব্বৎ [আ মুহব্বত] *বি* প্রেম; ভালোবাসা। 'মহব্বতের বয়েত বাৎলে নিতে দে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫; 'আপনার তাতে মহব্বৎ নাও থাকতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মহব্বতি [আ মুহব্বত>] *বি* আন্তরিক সম্পর্ক। 'এতদিনের মহব্বতিতে লাথি মারলো কাসেম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মহমেল *বি* ধারালো অস্ত্রবিশেষ। 'কাটিল কতেক লোক মহমেল দিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মহম্মদিয়ান [আ মহম্মদ>] *বিণ* ইসলামি। 'অপিচ হিন্দু ও মহম্মদিয়ান এবং ইংরেজী ব্যবস্থা পুস্তকে এমত লিখিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মহম্মদী *বিণ* ইসলামি। 'এক মহম্মদী মাদরাসা অর্থাৎ পাঠশালার মূলপ্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মহম্মদী পাঠশালা *বি* মাদ্রাসা; ইসলামি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। 'কোম্পানি বাহাদুর কর্ত্তৃক মহম্মদী পাঠশালা স্থাপিতা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মহম্মদীয় *বি* ইসলাম ধর্মের অনুসারী। 'কএক জন মহম্মদীয়েরদিগকে দেখিয়া তাহারদের গাত্রও ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

মহর [ফা মুহর] *বি* মোহর; সীল। *ডানকান*, ১৭৮৫; 'দরখাস্ত খামের মধ্যে মহর করিয়া ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মহরৎ [আ মহারত] *বি* নতুন সূচনা; আরম্ভ। 'আজ খাতা মহরৎ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহরম [আ মুহররম] ১ *বি* প্রধানত শিয়া মুসলমানদের পালনীয় শোকপর্ববিশেষ। 'তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *বি* হিজরি সনের প্রথম মাস। 'মহরম মাস আসিল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মহররম [আ] *বি* হিজরি সনের প্রথম মাস। 'দোস্তের কাছ থেকে মহররমের দশটা দিন চাহিয়া লইয়াছেন যে তাউই সাব।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

মহররমী *বিণ* শোকবিহ্বল। 'ঘুরে ঘুরে মহররমী প্রহর ছড়িয়ে দিতো মধ্যরাতে।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

মহরানা [ফা মোহর>] *বি* বিবাহের সময় স্ত্রীকে দেয় যৌতুক। 'মহরানা প্রবর্তন করে বিয়ের প্রচলন করেছেন।' *বেগম*, ১৯৫২।

মহরি [স মধুরিকা] *বি* মৌরি; মসলাবিশেষ। 'নরম কিনে তালশাঁস হিঙ্গ জিরা রসবাস চঞি মেথি জোহানি মহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহরিয়া *বি* পাখিবিশেষ। 'কাদখোঁচা মহরিয়া সালিক ডাহুক তামচূড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহরুম [আ] *বিণ* বঞ্চিত। 'তাকেই আমরা রেখেছি ... সকল আনন্দ, খুশির হিস্‌সায় মহরুম করে।' *নজরুল*, ১৯৪২।

মহর্ষি [স] *বি* বড়ো ঋষি। 'রাজঋসি মহর্ষি জত মুনিগন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহর্ষিকুল [স] *বি* ঋষিশ্রেষ্ঠকুল। 'এই জন্যেই পূর্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসার ধর্ম পরিত্যাগ কর্যে, বনবাসী হতেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহর্ষিভার্যা [স] *বি* মহর্ষির স্ত্রী। 'শিখা দ্বারা তিনি মহর্ষিভার্যাগণকে স্পর্শ করিতেছেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মহল[১] [আ মহলা] *বি* সৈন্যদের কুচকাওয়াজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মহল[২] [আ] **১** *বি* বাসস্থান; প্রাসাদ। *ভেরলি*, ১৭৮৩। **২** *বি* জমি। 'এ সকল মহল পত্তন নহিলে রাজস্বের হানি।' *রামরাম*, ১৮০২। **৩** *বি* গৃহ। 'মতিলাল দলবল সহিত মহলে আসিয়া অবস্থিতি করিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* জমিদারির অংশ। 'জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ ... মহলে মাঙ্গন চড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মহলকারণী [আ মহল+কার>] *বি স্ত্রী* গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে যে। 'মহলকারণীরা মার্জনা করে ধুয়ে দিয়েছে দরবার গৃহের অঙ্গন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মহলগিরি [আ মহল+ফা গিরি] *বি* তালুকদারি। 'সম্রাটের প্রতিনিধির সাহায্যার্থে মহলগিরি, পিয়ারা আর ডিঙ্গির বাহিনী সাজিয়ে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মহলদারী [আ মহাল+ফা দারি] *বি* মহলে প্রহরার কাজ। 'মহলদারী ... ও আর২ সব রকম তাবেদারী ও ফরমাবরদারী কিয়াথা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মহল[৩] [আ] *বি* শ্রেণী; সমাজ। 'কবিকুলগুরু বলে খ্যাত আছে পণ্ডিত মহলে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'সিসি-লিসি-মহলে কৌতুকে কৌতূহলে জড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মহলা[১] [আ মুহাওরাহ] **১** *বি* মহড়া; সেনাদলের অনুশীলন। 'পদ্মার নিকটে করে আপন মহলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* প্রস্তুতি। 'তার জন্যে নানান রকম মহলা দিতে হয় মনে মনে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মহলা[২] [আ মহল] *বিণ* মহল বা চত্বরবিশিষ্ট। 'সাত মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়োরানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মহলাল *বি* গাছবিশেষ। 'সেতু চোপ অর্থাৎ মহলাল নামে বৃক্ষের ছালেতে নির্মিত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মহলুল [আ মহল] *বি* রাজস্ব এলাকা। 'সাবেক মহলুল।' *ক্যালগে*, ১৭৯২।

মহল্লা [আ মহল্লাহ্] *বি* পাড়া; এলাকা। 'উভয়স্থানে মহল্লা অর্থাৎ পারা ৩৯০।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মহল্লোক [স] **১** *বি* মহৎ মানুষ। 'আপনি অতি মহল্লোক।' *মধু*, ১৮৫৭। **২** *বি* উন্নত হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তি। 'এই মহৎকার্য্য মহল্লোকের কৃপাবর্ত্মে না দণ্ডায়মান হইলে কোন ক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

মহশীল [আ মাহ্‌সুল] *বি* মাশুল; কর। 'আদেশিল নরনাথে শতেক সোয়ার সাথে কোটালের মহশীল জানি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহসুল [আ মাহ্‌সুল] *বি* নিয়োগ। 'খাজনার জন্যে পেয়াদা মহসুল দিতে হইবেক ...।' *কেরি*, ১৮০২।

মহসুল [আ মাহ্‌সুল] *বি* রাজস্ব; শুল্ক। *চেরী*, ১৭৮৮।

মহসিল [আ মাহ্‌সুল] *বি* কর; মাশুল। 'মহসিল ও তলপচিঠী।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

মহসিনীপনা *বি* হাজী মুহম্মদ মুহসীনের মতো বদান্যতা দেখানোর আচরণ। 'সেও এই মহসিনীপনা ভাল চোখে দেখিতেছিল না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মহা[১] [স মোহ>] *ক্রি* মোহিত করা। **মহিয়া** *ক্রি* মোহিত ক'রে। 'অসুর মহিয়া তথা রহে নটগনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মহিল** *ক্রি* মুগ্ধ করলো। 'ত্রয়োদসে স্ত্রীরূপে মহিল অসুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহা[২] [স] **১** *বিণ* প্রচণ্ড। 'ব্রাহ্মণ লংঘিতে আইসেন মহা কোপে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বড়ো। 'মহা মহা যোগী যত।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'যোগক্রিয়াতে মহা যোগী মহা তপী মহা যশী।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* বিপুল। 'তিন সুবার কর্ত্তা হইয়া মহা ঐশ্বর্য্যমন্ত হইয়াছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

মহাঅগ্নিকুণ্ড [স] *বি* ভয়ানক আগুন জ্বালাবার স্থান। 'মহাঅগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মহা-অন্তরাল *বি* দুর্ভেদ্য আড়াল। 'করিল ভেদন, নাস্তিক্যের মহা-অন্তরাল, পরশিল মোর ভাল, চুপে চুপে অর্ধস্ফুট স্বপ্নরূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাঅন্ধ [স] *বিণ* পুরোপুরি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহাঅন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহা-অন্ধকার [স] *বি* সুগভীর ও বিস্তীর্ণ অন্ধকার। 'ওহে মহা-অন্ধকার, ওহে মহাজ্যোতি, অপ্রকাশ, চির-স্বপ্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মহা-অপরাধী [স] *বি* অতিশয় অপরাধ করেছে এমন। 'যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে, মহা-অপরাধী হবে তুমি তার কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মহা-অবসান [স] *বি* শেষ পরিণাম। 'দৈন্যের তুমি মহা-অবসান, সব সাধনার তুমি শেষ পরিণাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মহা-অভিসার [স] *বি* পরম পুরুষের উদ্দেশে অভিসার। 'তারই লাগি বিশ্বভোলা মহা-অভিসার হয়েছে দুর্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মহা-আমি *বি* পরমাত্মা। 'আমার আমি সেই একমাত্র মহা-আমিতেই সার্থক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মহাআরাম [স মহা+ফা আরাম] *বি* অতিশয় সুখ। 'তোমরা তো মহাআরামে আছো ভাই।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মহা-আহ্বান [স] *বি* উদাত্ত আহ্বান। 'কোনো একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মহাউৎসাহ [স] *বি* গভীর উৎসাহ। 'মহা উৎসাহে কবিতা শুনাইতে লইয়া গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'খুড়ো পাড়ার একদল ছেলের সহিত মহাউৎসাহে গুলি খেলিতেছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মহাউদ্বোধন [স] *বি* ঘটা করে শুরু করা। 'মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহা-উদ্বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাঋষি [স] *বিণ* মহর্ষি; মহাত্মা। 'পরদিন মহাঋষি এবরাহিম পুনঃরায় শত উঁট বলি দিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মহাঋসি [মহাঋষি] *বি* সেরা ঋষি। 'আর জত মহাঋসি সিস্যগন সঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহা-এক [স] *বি* এক ঈশ্বর। 'যে-পরম এক তুমি, সেই মহা-এক তুমি, আমার মধ্যে আমার হও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মহাকড়া [স মহা+স কলায়>] *বি* গাছবিশেষ। 'মহাকড়া কাল্যাকড়া উলু বেনা বন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাকবি [স] **১** *বি* শ্রেষ্ঠ কবি। 'তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মহাকাব্য রচয়িতা। 'হোমর ও বর্জ্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহাকবিতা [স] *বি* শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'সেই আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে, রচেছিল মহাকবিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মহাকর্ষ [স] *বি* জড়বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণ; মাধ্যাকর্ষণ। 'যাকে গ্রাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না ব'লে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মহাকলরব [স] *বি* খুব কোলাহল। 'মহাকলরবে গালি দেই যবে "পাজি হতভাগা গাধা।"' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মহাকল্যাণ [স] *বি* অতিশয় মঙ্গল। 'নৈতিক ও মানসিক চেতনার সঞ্চার ক'রে মহাকল্যাণ সাধন করছেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মহাকল্লোল [স] **১** *বি* উচ্চ ধ্বনি। 'হর্ষ-বাণীর মহাকল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* প্রচণ্ড ধ্বনিময় ঢেউ। 'আমি বারিধির মহাকল্লোল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাকাএ [স মহাকায়] *বিণ* মহাকায়। 'দেখিলত কেঁকল্যাস অতি মহাকাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাকাব্য [স] *বি* পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত বৃহৎ আকারের কাব্য। 'ভারতবর্ষীয় মহাকাব্যকেও হোমরের অনুকরণ বা অনুবাদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মহাকাম [স] *বি* তীব্র কাম। 'গন্ধ আর ঘামের পরিণামে ঢালুন তারা ক্লান্ত মহাকাম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মহাকায় [স] **১** *বিণ* অতি বড় দেহবিশিষ্ট। 'মহাকায় সর্প উঠিয়া চলিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* দীর্ঘ পরিসরবিশিষ্ট। 'যে কাব্য মহাকায় তাই হচ্ছে মহাকাব্য।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মহাকায়া [স] *বিণ স্ত্রী* বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট। 'মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মহাকাল [স] **১** *বি* অনন্তকাল। 'পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** (হিন্দুপুরাণ) *বি* রুদ্রমূর্তি শিব। 'আমি উত্তাল, আমি তুঙ্গ ভয়াল মহাকাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাকালী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মহাকালের যাত্রী; দুর্গাদেবী। 'মহাকালের কোলে এসে/ গৌরী হল মহাকালী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মহাকাশ [স] *বি* অসীম আকাশ। 'অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মাহাকালমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাকাশচারী [স] *বি* নভোচারী। 'মহাশূন্যে বানিয়ে ঘাঁটি/ বাইরে করে হাঁটাহাঁটি/ মাটি বিনাই মহাকাশচারী।' *অন্নদা*, ১৯৭৩।

মহাকীর্তন, মহাকীর্ত্তন [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) হরিনাম সংকীর্তন। 'ঘরে ঘরে মহাকীর্ত্তন করিতে লাগিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাকীর্তি, মহাকীর্ত্তি [স] *বি* মহৎকাজ। 'এই মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মহাকুতূহল [স] *বি* অতিশয় আনন্দ। 'নাচিলা চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাকুল [স] *বি* অভিজাত বংশ। 'মহাকুল বান্যার প্রধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাকুলশীল [স] *বিণ* অভিজাত বংশীয়। 'মহাকুলশীল অতি এক মহামতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাকুলোৎপন্ন [স] *বিণ* অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণকারী। 'আপনি মহারাজ এবং মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত পাশক্রীড়াতে অত্যন্তাবিষ্টচিত্ত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মহাকৃপা [স] *বি* অতিশয় অনুগ্রহ। 'পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মাতৃপ্রতিম ভারতেশ্বরী মহারাণীর মহাকৃপায়।' *প্রচারক*, ১৯০০।

মহাকৃপাপাত্র [স] *বি* অতিশয় দয়াপ্রাপ্ত ভক্ত। 'মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাকৃষ্ণ [স] *বিণ* অত্যন্ত কালো। 'মুক্ত করে দাও গাঢ় মহাকৃষ্ণ কান্তির ছলনা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মহাকোরান [স মহা+আ কুরআন] (ইসলামধর্ম) *বি* ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্মগ্রন্থ। 'মহাকোরানের বিমলালোকে আজ ভূমণ্ডল আলোকময়।' *সুধাকর*, ১৮৯৩।

মহাকোষ [স] *বি* বৃহৎ অভিধান। 'সংস্কৃত প্রভৃতি নানা শব্দ সংগ্রহ ও ইঙ্গরেজীতে তদর্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক এক মহাকোষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মহাক্রুদ্ধ [স] *বিণ* ভীষণ রাগান্বিত। 'এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হইল পএগাম্বর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাক্রোদ [স মহাক্রোধ] *বি* ভীষণ রাগ। 'জরাসিন্ধ মহাক্রোদে রুসিল তখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাক্রোধ [স] **১** *বি* ভীষণ রাগ। 'মহাক্রোধবন্ত হইয়া লইয়া কৃপাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। 'অগ্নিবাণ এড়িলেন মহাক্রোধ পীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহাক্রোধবন্ত [স] *বিণ* ভীষণ রাগান্বিত। 'মহাক্রোধবন্ত হইয়া লইয়া কৃপাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাক্রোশে [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত ক্রোধে। 'নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মহা ক্লেশ [স] *বি* অপার দুঃখ। 'কর্জের সুদ সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন ... এবং তাহাতে অহিতাচার ও মহা ক্লেশ উভয়ই জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মহাক্ষণ [স] *বি* শুভযোগ। 'হয়তো আসবে মিলনের মহাক্ষণ।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মহাক্ষেত্র [স] *বি* মহাশূন্য। 'আকাশের মহাক্ষেত্রে/ শৈশব-উচ্ছ্বাস বেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মহাক্ষেম [স] *বি* অশেষ কল্যাণ। 'মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাখর [স] *বিণ* অত্যন্ত ধারালো। 'তৃণে মহাখর শর।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহা-খরচা [স মহা+আ খরজ] *বি* প্রচুর ব্যয়। 'মানবজাতি বর্তমানের এই অনিষ্টকারী কয়লার মহা-খরচা ছাড়িয়া দেয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাখিতি [স মহাক্ষিতি] *বি* মহাবিশ্ব। 'এ বুবনে করি মহাখিতি, স্বর্গো, মধ্যো, পাতাল তাহান রাখিয়াছেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মহাখেদ [স] *বি* অতিশয় দুঃখ। 'আমরা মহাখেদে ও মনস্তাপে তাপিত ও ভাবিত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মহা-খেলাঘর *বি* মহাবিশ্ব। 'একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেই মহা-খেলাঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মহাখ্যাত [স] *বিণ* অত্যন্ত বিখ্যাত। 'তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য পৌরাণিকস্বরূপে মহাখ্যাত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মহাখ্যাতি [স] *বি* খুব ভালো পরিচিতি। 'ভারতবর্ষে তাঁহার মহাখ্যাতি।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মহাগগনতল [স] *বি* মহাকাশের নীচ। 'মহাগগনতলের সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাগজ [স] *বি* বিরাট হাতি। 'মহাগজ ও মহাব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাগহ্বর [স] *বি* প্রকাণ্ড গর্ত। 'সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মহা-গান [স] ১ *বি* মহাসংগীত। 'ওঠে ঐ কোন মহা-গান।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বি* মহৎ সংগীত। 'ভেবেছি সহজে বিশ্বের মহাগান।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

মহাগিরি [স] *বি* বিশাল পর্বত। 'মহাগিরি সিন্ধু আছএ মন্দারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাগীত [স] *বি* আখ্যানকাব্যবিশেষ; মহাকাব্য। 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'গাইলা যে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মহাগুরু [স] *বি* শ্রেষ্ঠ গুরু। 'ব্যাস আদি বন্দিব বৈষ্ণব মহাগুরু।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহাগুরুতর [স] *বিণ* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'ঐ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালাবধি দৃষ্টকর্ম্মতা এবং বিশেষগুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহাগুরুতর ব্যাপারে খাটান যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মহাগুরুত্বপূর্ণ [স] *বিণ* অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'ইতিহাসে একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মহাগোধূলি [স] *বি* সর্বব্যাপ্ত গোধূলি। 'রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়-গ্রাসী নিঃশব্দ মহাগোধূলিরাশির মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মহাগোলমাল [স মহা+হি গোলমাল] *বি* চরম বিশৃঙ্খলা। 'ইহাতে মহাগোলমাল হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহাগোলযোগ [স] *বি* তুমুল গণ্ডগোল। 'একটা মহাগোলযোগ বাধিয়া গেল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মহাগৌরব [স] *বি* অত্যন্ত সমাদর। 'বসাইলা কাছে মহাগৌরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মহাগ্রন্থ [স] *বি* অসামান্য গ্রন্থ। 'লীলাবতী ... রচিত মহাগ্রন্থের মধ্যে যত প্রশ্ন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মহাগ্রহ [স] *বি* বড়ো আকারের গ্রহ। 'অষ্টশশিসমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মহাঘটা [স মহা+ঘটা] *বি* আড়ম্বর। 'মহাঘটা হইতে পারে না।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মহাঘাত [স] *বি* প্রবল আঘাত। 'মহাঘাতে মড়মড়ি রসাল ভূতলে পড়ি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মহাঘোরতর [স] *বিণ* অতি ভয়ানক। 'পরম জ্যোতিসপুরি মহাঘোরতর।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাঙ্গন [স] *বি* বিশাল অঙ্গন। 'ওই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মহাচীন [স] *বি* বৃহত্তর চীন। 'মহাচীন শব্দতেই প্রকাশ পাইতেছে যে অগ্রে দেশবিশেষ চীন নামে জ্ঞাত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'মহাচীনের অসামান্য কাব্যসম্পদের সঙ্গে ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাজন[1] [স] ১ *বিণ* মহাত্মা। 'দান দিতে নিজোজিল কর্ন্ন মহাজন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বিশিষ্ট ব্যক্তি। 'ভোগিবা অনেক দুঃখ দুই মহাজন।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বি* জমিদার। 'কি জানি কোন্ উগ্রমূর্ত্তি মহাজনের সহিত সাক্ষাৎকার হয় এই আশঙ্কায় সদাই অস্থির।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বি* (বাউল) সাঁইজি। 'মহাজনের ধন এনে ছড়ালি তুই উলুবনে।' *লালন*, ১৮৯০। ৫ *বি* অনুসরণীয় ব্যক্তি। 'অপুও মহাজনদের পথ ধরিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাজন[2] [স] ১ *বি* সুদ নিয়ে ঋণ দেয় যে। 'অপুত্রক ব্যক্তির মহাজন ধনাদী কারির স্থানে আপন পাওনা লইতে পানে।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪; 'রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারের হাতে, যারা এদের জুতো-পেটা করত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ২ *বি* বড়ো ব্যবসায়ী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মহাজনেরা কেহ কেহ বলতেছে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* বেপারি। 'তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশিকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মহাজনতন্ত্র [স] *বি* পুঁজিবাদ। 'চতুর্থ বর্ণ বৈশ্যের শুশ্রূষা, এরি নাম ক্যাপিটালিজম বা মহাজনতন্ত্র।' *সবুজ*, ১৯২০।

মহাজনতা [স] *বি* অনেক মানুষ। 'আগত বিদেশি ব্যক্তিকে দিদৃক্ষু মহাজনতা উপস্থিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মহাজনসভা [স] *বি* বিশাল সমাবেশ; বড়োলোকদের সমিতি। 'স্থানীয় ন্যাশনাল সভাকে মহাজনসভা ... নাম দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মহাজনি, মহাজনী [স মহাজন>] ১ *বি* ব্যবসা। 'সাহেব খতের মহাজনি করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। ২ *বিণ* মহাজনের কাজ করে

এমন। *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৩ *বিণ* ব্যবসা সংক্রান্ত। 'চাসকর্ম্মের আধিক্যে মহাজনী দ্রব্যাদি অনেক জন্মে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৪ *বি* মহাজনগিরি। 'যে অর্থশাস্ত্র অনবগত, সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরামর্শ দিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৫ *বিণ* ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত। 'ও পারে সার-বাঁধা মহাজনি নৌকায় আলো জ্বলে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৬ *বি* টাকা লেনদেনের ব্যবসা; তেজারতি। 'অর্থাৎ দালালি ও মহাজনি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মহাজনীয় [স] *বিণ* সুদ নিয়ে ঋণ দেওয়া হয় এমন। 'আমি মহাজনীয় ব্যবসা করি।' *রাজীব*, ১৮০৫।

মহা-জয় [স] *বি* বিশাল জয়। 'এসো সংগ্রাম, এসো মহা-জয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মহাজলধি [স] *বি* মহাসাগর। 'জ্বলে – জ্বলে জ্বালা মহাজলধির।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মহাজাগতিক রশ্মি [স] *বি* মহাজগতের বস্তুপুঞ্জ থেকে বিচ্ছুরিত দৃশ্য-অদৃশ্য নানা ধরনের রশ্মি। 'তার বিকিরণকে নাম দেওয়া হল মহাজাগতিক রশ্মি; কসমিক রশ্মি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মহাজাগরণ [স] *বি* বিশাল জাগরণ। 'মহাজাগরণের দিন।' *নজরুল*, ১৯২২; 'বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাজাতক [স] *বি* মহাপুরুষ। 'এই পৃথিবীর মৃত মহাজাতকের মুখচ্ছবির মতো।' *জীবন*, ১৯৪০।

মহাজাতি [স] ১ *বি* সম্মিলিত জাতিসত্তা। 'মহাজাতি ও উপজাতি নাম দেওয়া যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'আমরা ভারতবাসী আমরা একই মহাজাতির অন্তর্গত।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। ২ *বি* বড়ো জাতি। 'কোনো মহাজাতি কী করে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাজাল [স] *বি* সীমাহীন আকর্ষণজাল। 'এক বাঁকা-টানের মহাজালে বহুকোটি নক্ষত্র বেঁধে নিয়ে এই জগৎটা লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মহাজীবন [স] *বি* মৃত্যুহীন জীবন। 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬; 'হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়/ এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মহাজুদ্ধ [স মহাযুদ্ধ] *বি* মহাযুদ্ধ। 'জরাসিন্ধ মহাজুদ্ধ করিল নিপুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাজুয়া [স মহাদ্যুত] *বি* প্রচণ্ড উদ্দীপনাময় জুয়া খেলা। 'এইপর্য্যন্ত যে মহাজুয়া চলিতেছিল তাহাতেই ঐ উৎসব অপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

মহাজ্ঞান [স] *বি* পরম জ্ঞান। 'মহাজ্ঞান হরিলাম ছুয়ে পুত্র বধিল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মহাজ্ঞানমণি [স] *বি* পরম জ্ঞানরূপ মূল্যবান রত্ন। 'আমিত্বের জন্য যে মহাজ্ঞানমণি তিনি রেখে গেলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মহাজ্ঞানী [স] *বিণ* পরম জ্ঞানবান। 'তারে ধ্যান করে যেই সেই মহাজ্ঞানী বুলি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মহাজ্যোতি [স] ১ *বি* সূর্য। 'দিবসের কর্ত্তৃত্বকারী মহাজ্যোতি।' *কেরি*, ১৮০১। ২ *বি* অনন্ত আলোর উৎস – ঈশ্বর। 'হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাজ্যোতিষ্ক [স] *বি* সূর্য। 'সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ঐ মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মহাঝড় [স মহা+ঝড়] *বি* প্রচণ্ড ঝড়। 'দুয়ারে উঠল মহাঝড় *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মহাট্টালিকা [স] *বি* বিশাল দালান। 'সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষণা মহাট্টালিকা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মহাঠাট [স মহা+ঠাট] *বি* অসংখ্য সৈন্যের সমাগম। 'সৈন্যের সহিতে সৈন্য হৈল মহাঠাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাতঙ্ক [স] *বি* মহাত্রাস। 'মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল মন্দগতি *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহাতত্ত্ব [স] *বি* মহাজ্ঞান। 'এই মহাতত্ত্বের স্বপ্নময়ী কাহিনী আলোচনায়।' *ফজলল*, ১৯১৩।

মহাতপ [স] *বি* অনেক সাধনা। 'পূর্বজন্মে মহাতপ কৈলু।' *আলাওল* ১৬৮০।

মহাতপশালী [স] *বিণ* খুব কঠোর তপস্বী। 'মহাতপশালী কৈল আরাধে সঙ্কর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাতপস্বী [স] *বি* শ্রেষ্ঠ তাপস; কঠোর তপস্যা করে যে। 'অসী আকাশে মহাতপস্বী/ মহাকাল আছে জাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহাতমো [স মহাতম] *বিণ* চরম অজ্ঞানতা। 'তাহার কল্মষ নাশ সে মহাতমো।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাতরী [স] *বি* বিশাল নৌকা। 'কোন মহাতরী হঠাৎ ডুবল ধূস সমুদ্র তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মহাতরু [স] *বি* বড়ো গাছ। 'সহজ মহাতরু ফরিঅ এ তৈলোএ *চর্যা ৪৩*, ১২০০।

মহাতান [স] *বি* উচ্চ সুরেলা ধ্বনি। 'বিশ্বে আর শব্দ নাই/ কেবা সিন্ধুর মহাতান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মহাতীর্থ [স] *বি* পুণ্যময় স্থান; প্রধান তীর্থ। 'মহাতীর্থ মহীতে দেখিল সকল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহাতুফান [স মহা+আ তুফান] *বি* প্রবল ঝড়। 'পুস্তীজো মহাতুফান, তবু দোলায়নি তো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহাতুষ্ট [স] *বিণ* অত্যন্ত সন্তুষ্ট। 'মহাজন আপনলিপ্তিতে এই স অবগত হইয়া মহাতুষ্ট হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মহাতেজ [স] *বিণ* অতিশয় দীপ্তিশালী। 'মহাতেজ ধরি বেশ অলক্ষ লক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মহাতেজবন্ত [স] *বিণ* মহা পরাক্রমশালী। 'মহা তেজবন্ত বির অতি দুষ্করিষ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাতেজস্বী [স] *বিণ* অত্যন্ত শক্তিশালী। 'এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী একবার ইহার পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

মহাতেজা [স] *বিণ* অত্যন্ত পরাক্রমশালী। 'অক্ষীণ গোত্রের রাজ পিতা মোর মহাতেজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাতেজোময় [স] *বিণ* অতিশয় তেজপূর্ণ। 'মহাতেজোময় ব কোটি সূর্যাভাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাত্ত্ব [স] *বি* মহানুভবতা। 'পূর্ব্ব চারিবর্গ দম্ভার্থকে বুঝায় উত্ত চারিবর্গ মহাত্ত্বকে বুঝায়।' *রামরাম*, ১৮০২।

মহাত্মা [স] ১ *বিণ* মহৎ। 'সুমেরু-পর্ব্বত যদি চলে তথাপি মহাত্ম জনের বাক্য চলিত হয় না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* মহৎ জন 'স্বাধীনবৃত্তি মহাত্মারা বিন্ধ্য সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ...।' *অক্ষয়*

১৮৪৭। ৩ *বি* অখণ্ড আত্মা। 'একই অবিচ্ছিন্ন মহাত্মার অংশে বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাত্রাণ [স] *বি* কায়স্থকে প্রদত্ত রাজস্বমুক্ত জমি। 'মহাত্রাণ দিয়া গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মহাত্রাস [স] *বি* ভীষণ ভয়। 'মহাত্রাস পাই ধাএ এজিদ নৃপতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাত্রাসযুক্ত [স] *বিণ* অত্যধিক ভীতিগ্রস্ত। 'মহাত্রাসযুক্ত হইয়া কাতর জীবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাদক্ষ [স] *বি* (ব্যঙ্গার্থে) খুব দক্ষ লোক। 'সেই সব মহাদক্ষ ধাএগ্রা পলাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহা দন্ধ [স] *বি* অশুভ দিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মহাদম্ভ [স] *বি* অতি অহংকার। 'রাজসেনা বেগে ধায় করি মহাদম্ভ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাদস্যু [স] *বি* দুর্ধর্ষ ডাকাত। 'মহাদস্যু সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের সময়ে তিনি এসে কিছুকাল বাস করেন পাঞ্জাবে।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাদাণী [স মহাদান>] *বি* প্রধান শুল্ক সংগ্রাহক। 'রতি পতিআশে ভৈল পথে মহাদাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাদাতা [স] *বি* বড়ো দাতা। 'কর্ণে শুনি কর্ণ মহাদাতা লোকে কহে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মহাদান [স] *বি* শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। 'রক্তের প্রতি কণা চায় মহাদান।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মহাদায় [স] *বি* অনেক বড়ো দায়িত্ব। 'এ দেশে কন্যাদায় মহাদায়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মহা-দীক্ষা [স] *বি* মহৎ শিক্ষা। 'দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে তাঁহায়।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মহাদীপ্তি [স] *বিণ* অতিশয় দীপ্তিশালী। 'ফিরএ আকাশ পরে মহাদীপ্তি কর।' *সুলতান*, ১৭০০।

মহাদুঃখ [স] *বি* অত্যন্ত কষ্ট। 'চতুর্দিগে বিশ্বরূপ পায় মহাদুঃখ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাদুঃখিত [স] *বিণ* অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ। 'প্রকাশক দেখিতে না পাইয়া মহাদুঃখিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মহাদুখ [স মহাদুঃখ] *বি* অতিশয় মর্মপীড়া। 'অব শৃঙ্গার রোগ বিউগ মহাদুখ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাদুর্গ [স] *বি* অতি বড়ো গড়। 'মহাদুর্গ পুরি হৈল দ্বারাবতি নাম।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাদুশ্চিন্তাগ্রস্ত [স] *বিণ* অতিশয় দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন। 'মহাদুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাদূরত্ব [স] *বি* অসীম দূরত্ব। 'যে মহাদূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মহাদেই [মহাদেবী] *বি* পাটরানি; রাজার প্রধান মহিষী। 'দেখিয়াত মহাদেই তারে বলিল সত্বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাদেব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিব। 'কষ্ট মনে মহাদেব বলিল পশ্চাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাদেশ [স] ১ *বি* বিশাল স্থলভাগ। 'একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর রচিছে বিশাল মহাদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* এক অভিন্ন ভূমিখণ্ড। 'এক কালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বি* বহু দেশের সমষ্টিতে গঠিত এক বিশাল ভৌগোলিক বিভাগ। 'য়ুরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া – তিন মহাদেশ এই বহন পোষণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ভারতবর্ষ একটি ছোটো দেশ নহে, একটি মহাদেশবিশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বি* জগৎ। আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাদেশবাসী [স] *বিণ* মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বাসকারী। 'দ্বীপবাসী ইংরাজের সহিত মহাদেশবাসী য়ুরোপীয়ের স্বল্পই প্রভেদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মহাদোষ [স] *বি* বড়ো দোষ। 'মতির চরিত্র মহাদোষ কলুষিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

মহাদ্বন্দ্ব [স] *বি* ভয়ানক যুদ্ধ; অতিশয় বিবাদ। 'দুইজনে মহাদ্বন্দ্ব প্রমাদ পাঁচালি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহাদ্বীপ [স] *বি* দ্বীপের চেয়ে বড়ো ভূভাগ। 'অতি বৃহৎ ভূমিখণ্ডকে মহাদ্বীপ কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মহাদ্যুতিমান [স] *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বলতাবিশিষ্ট। 'মহাদ্যুতিমান সূর্য প্রহার করে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মহাদ্রি [স] *বি* বিশালকায় পর্বত। 'জানে না কিছুই কোন্ মহাদ্রিতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মহাধন [স] *বি* অমূল্য সম্পদ। 'পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এই তত্ত্ব ভাণ্ডারে বচন মহাধন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাধনবান [স] *বিণ* অনেক ধনসম্পত্তি আছে এমন। 'নগেন্দ্রনাথ মহাধনবান ব্যক্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মহাধনী [স] *বিণ* অনেক ধনসম্পত্তি আছে এমন। 'ফলতঃ নিতান্ত দরিদ্র অথবা মহাধনী না হইলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মহাধনুর্ধর [স] *বি* পরাক্রমশালী যোদ্ধা। 'অগ্রে মহাধনুর্ধর অনুজ লক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাধন্য [স] *বিণ* অত্যন্ত কৃতার্থ। 'পুরী সহ সর্ব্বলোকে হৈল মহাধন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাধর্ম [স] *বি* শ্রেষ্ঠ ধর্ম। 'আত্মরক্ষা মহাধর্ম কর সুখ ভোগ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাধার্মিক [স] *বিণ* অতিশয় ধর্মপরায়ণ। 'আমি একজন মহাধার্মিক।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মহাধুম [স মহা+ধন্যা ধুম] *বি* মহা সমারোহ। 'পাজা গুলি চরসের ধূম একেবারে একত্র হওয়াতে মহাধুম হইল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মহাধুমধাম *বি* মহাসমারোহ। 'মহাধুমধামে বড়োনীতে বীরসিংহ দেবের রাজতিলক হল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মহাধ্বংস [স] *বি* মহাপ্রলয়। 'আমাদের পৃথিবীতে ... মহাধ্বংস অতি আসন্ন।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাধ্বান্ত [স] *বি* ঘোর অন্ধকার। 'নন্দন আনন্দে তুমি গ্রাসিলে মহাধ্বান্ত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মহাধ্যান [স] *বি* গভীর চিন্তা। 'যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগিবর।'

গিরিশ, ১৮৮৭।

মহাধ্যানী [স] *বিণ* গভীর ধ্যানমগ্ন। 'মহামৌনী মহাধ্যানী ইসরাফিলের ধ্যান ভেঙে গেল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মহানগর [স] *বি* অতি বৃহৎ নগর। 'কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মহানগরস্থ [স] *বিণ* অতি বৃহৎ নগরে অবস্থিত। 'তাহা দিল্লী মহানগরস্থ ইঙ্গরেজী কালেজে প্রদত্ত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মহানগরী [স] *বি স্ত্রী* অতি বড়ো নগরী। 'মহানগরী কলিকাতা এই পাপের আকর স্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মহানদ [স] *বি* বিশাল নদ। 'মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মহানদী [স] *বি* বিশলাকায় নদী। 'ধাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহানন্দ [স] *বি* সীমাহীন আনন্দ। 'হরি বলি সর্বলোক মহানন্দে ভাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহানবমী [স] *বি* শারদীয় শুক্লা নবমী তিথি, হিন্দুমতে যেদিন দুর্গাপূজার শেষ দিন। 'যথা মহানবমীর দিনে, শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহানভ [স] *বি* মহাকাশ। 'আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ অঙ্গন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মহানরক [স] *বি* (খৃস্টানধর্ম) নরকবিশেষ। 'মহানরকে কে যায়।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মহানস [স] **১** *বি* রন্ধনশালা। 'শুনে তায় মদনা মহিষী মহানসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* চুল্লি। 'চন্দ্রভানুর মৃতদেহ সন্নিহিত জ্বলন্ত মহানসের উপরিস্থিত তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মহানাগ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বৃহৎ সাপ। 'নিত্যানন্দ শিরে দেখে মহানাগ-ফণা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহানাটক [স] *বি* বৃহৎ পরিসরে লেখা বীরোচিত নাটক। 'আগে আসে চুটকি তার পর আসে মহাকাব্য এবং মহানাটক।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মহানাদ [স] *বি* প্রচণ্ড শব্দ। 'মহানাদে রোদন করয়ে সৈন্যগন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মহানিদ্রা [স] *বি* অনন্ত ঘুম; মৃত্যু। 'কী গভীর মহানিদ্রা সে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মহানিধন [স] *বি* হত্যা। 'নারীরা জানিত, এমনি ছেলেরা সাজিবে যুদ্ধ সাজে/ নারী-নির্যাতনকারীদের মহানিধনের কাজে।' *জসীম*, ১৯৫১।

মহানিধি [স] *বি* মহাসম্পদ। 'পুত্র হেন মহানিধি বিধি বিড়ম্বিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহানিম [স] *বি* এক প্রজাতির নিম গাছ। 'বাগানের পশ্চিমধারে প্রাচীন মহানিম গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মহানির্জন [স] *বি* গভীর নির্জন স্থান। 'একটা মহানির্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহানিশা [স] *বি* গভীর রাত। 'এক রাত্রিতে মহানিশা সময়ে সকল গৃহস্থ এবং রাজপুরস্থ লোকেরা নিদ্রিত হইলে ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

মহানিশি [স মহানিশা] *বি* গভীর রাত। 'যাই ছায়াময় ভিড়ে মহানিশি আরতির ধোঁয়া।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

মহানিষ্ট [স] *বি* বড়ো রকমের ক্ষতি। 'জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদে মহানিষ্ট সম্ভাবনা।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

মহানিসি [মহানিশা] *বি* গভীর রাত। 'ঘোরতর মহানিসি অন্ধকার হৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহানীরবতা [স] *বি* চির নিস্তব্ধতা। 'ধীরে ধীরে ভেসে গেল কোন মহানীরবতা স্রোতে।' *জসীম*, ১৯৫১।

মহানুগ্রহ [স] *বি* উদার অনুগ্রহ। 'চিরকাল তাই তারে এত মহানুগ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহানুভব [স] **১** *বি* উদারচিত্তের অধিকারী যে। 'মহানুভবের এইমত স্বভাব হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উদারচিত্ত। 'মহানুভব মহাশয়েরা কতই মহৎকর্ম্ম করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মহানুভবতা [স] *বি* উদারতা। 'মহানুভবতা, প্রীতি ঔদার্য বিবেক সবি নিয়েছে বিদায়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

মহানুভাবেষু [স] *বিণ* (সম্বোধনে) উদারচিত্ত। 'গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাসয় মহানুভাবেষু।' *মেয়র্স*, ১৭৭১।

মহানৃপ [স] *বি* মহারাজ। 'মহানৃপ দারা হস্তে নৈলা তক্ত তাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মহানেহ [মহাস্নেহ] *বি* পরম স্নেহ। 'মিত্র পরিবারে মহানেহে থাকিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

মহানৈবেদ্য [স] *বি* দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ ভোগ। 'মন্দিরের জন্য নন্দাদীপ, পূজা, মহানৈবেদ্য, চৌঘড়া (নহবৎ) ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মহান্ধকার [স] *বি* ভীষণ অন্ধকার। 'মহান্ধকারময় পর্ব্বত গুহা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মহাপঙ্ক [স] *বি* গভীর কাদা। 'স্নান করিতে নামিলে মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০২।

মহাপণ্ডিত [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত জ্ঞানী। 'তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত জীব গোস্বামী নাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* পণ্ডিতজন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* সর্বশাস্ত্র বিশারদ। 'তদনুযায়ী মহাপণ্ডিতকৃত নান সংগ্রহ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহাপতন [স] *বি* বড়ো ধরনের পতন। 'উচ্চস্থানে ওঠবার চেষ্টাটাই মহাপতনের কারণ হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মহাপথিক [স] *বি* মহান পর্যটক। 'প্রাগাধুনিক ইতিহাসের এক একজন মহাপথিক ছিলেন হুয়েনৎসাঙ, আলবেরুনি, মার্কোপোলো, ইবনবতুতা।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাপদ [স] *বি* উত্তম পদ; সম্মানজনক পদ। 'উৎকোচ প্রদানেতে ঐ মহাপদপ্রাপ্ত হন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মহাপরাক্রান্ত [স] *বিণ* অতিশয় শক্তিমান। 'তাঁহারা সেই ... মহাপরাক্রান্ত, বিশ্বধন্য, আরব তুর্কী ও পাঠানদিগের বংশধর।' *এসলাম*, ১৯১৭।

মহাপরিকল্পনা [স] *বি* সুবিশাল উদ্যোগ। 'সংখ্যালঘুকে নির্মূল করার মহাপরিকল্পনা অতি চমৎকারভাবে কার্যকরী করা হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

মহাপরিচালক [স] *বি স্ত্রী* কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী। 'বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক।' *বেগম*, ১৯৭২।

মহাপা [স] *বি* আসনবিশেষ। 'উৎকৃষ্ট ঘোটকদ্বয়যুক্ত গাড়ী ও উত্তম মহাপা প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণগণকে আরোহন করাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মহাপাগ [স মহা+হি পাগ] *বি* লম্বা পাগড়ি। 'মহাপাগ শিরে শোভে ধটী পরিধান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাপাতক [স] *বি* মহাপাপ। 'মোর মহাপাতক পড়ু তোর মুণ্ডে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাপাতকী [স] *বিণ স্ত্রী* মহাপাপী। 'সুরাপান করিয়া ... তাঁহারা মহাপাতকী হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মহাপাতাল [স] *বি* ভূগর্ভের অত্যন্ত গভীর তলদেশ। 'গূঢ় পাতাল, মহাপাতাল, নমো নমো নমো।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

মহাপাত্র [স] ১ *বি* প্রধানমন্ত্রী বা অমাত্য। 'কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মহাজন; সুদখোর। 'তাঁহারাও মহাপাত্র, তাহাদিগের শরীরে দয়া ধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

মহাপাদুক [স] *বিণ* বড়ো জুতা পরিহিত। 'রঞ্জিতকুণ্ডল এবং মহাপাদুক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মহাপাপ [স] *বি* ঘোর পাপ। 'আর কীবা মহাপাপ অর্জ্জন করিলে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তাকে চায়্যা মহাপাপ দেখিলে ইহায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহাপাপিনী [স] *বি স্ত্রী* অতি জঘন্য পাপী। 'নরকেও জাএদার ন্যায় মহাপাপিনীর স্থান নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মহাপাপিষ্ঠ [স] *বিণ* ঘোরতর পাপে আচ্ছন্ন। 'হয়ত মহাপাপিষ্ঠ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মহাপাপী [স] *বিণ* গুরুতর পাপকারী। 'জগাই মাধাই তারা মহাপাপী ছিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহাপারাবার [স] *বি* মহাসমুদ্র। 'দেয় যথা মহাপারাবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মহাপীড়া [স] ১ *বি* কঠিন রোগ। 'ইহার বাপ-জেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া/ সুখ করি মানে বিষম বিষয়-মহাপীড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বিয়োগী জনার চিত্তে জন্মে মহাপীড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* বড়ো দুর্যোগ। 'মন্বন্তর এক মহাপীড়া বলিয়া বিখ্যাত থাকিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মহাপুণ্য [স] *বি* বড়ো রকমের পুণ্য। 'আইবড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মহাপুরাণ [স] *বি* বিশিষ্ট পুরাণ। 'সংপ্রতি শ্রীমদ্ভাগবতনামক মহাপুরাণ চন্দ্রিকাসম্পাদকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মহাপুরুষ [স] ১ *বি* অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। 'অগ্নিবেতাল হইতে যখন রক্ষা পাইয়াছেন অতএব কোনহ মহাপুরুষ হইবেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* মহৎ গুণসম্পন্ন পুরুষ। 'মহাপুরুষ প্রণীত নানাগ্রন্থ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৩ *বি* পরমপুরুষ; পরমাত্মা। 'মানুষ বলে, জানি, আমরা পারি না – মহাপুরুষ বলেন, জানি, তোমরা পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মহাপুরুষত্ব [স] *বি* অলৌকিকত্ব। 'তার মহাপুরুষত্ব ভুর ভেঙে গ্যাছে!' *হুতোম*, ১৮৬১।

মহাপুস্তকালয় [স] *বি* বড়ো গ্রন্থাগার। 'এক মহাপুস্তকালয় হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহাপূজা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজা। 'কি নিমিত্ত অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহাপেট্রিয়ট [স মহা+ই পেট্রিয়ট] *বি* মহান দেশপ্রেমিক। 'আমি একজন মহাধার্মিক উপরন্তু মহাপেট্রিয়ট।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মহা-পৌরুষ [স] *বিণ* মহাশক্তিধর। 'মহা-পৌরুষ সমস্ত মানুষ।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মহাপ্রতিভাধর [স] *বিণ* অসাধারণ সৃষ্টিক্ষমতাসম্পন্ন। 'ইতালির সেই ... পতনের কালেও মহাপ্রতিভাধর মিকেলাঞ্জেলো নিত্যনতুন সৃজনকর্মে ব্যাপৃত ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাপ্রতিভাবান [স] *বিণ* অত্যন্ত প্রতিভাধর। 'মহাপ্রতিভাবান লেখক শূন্যতাবোধকেও হয়তো কল্পনার সামর্থ্যে ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে পারেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

মহাপ্রদীপ [স] *বি* প্রদীপবিশেষ। 'বড় দেউলের ধ্বজ রাখে ও মহাপ্রদীপ উঠায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মহাপ্রয়াণ [স] ১ *বি* মৃত্যু। 'একটি বিরাট গানে, বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ, সফল আশার বিষাদ মহান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তার জন্য অপেক্ষা করলে ফল ... পিতৃলোকে মহাপ্রয়াণই হবে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বি* ধ্বংস। 'এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহাভারতের মহাপ্রয়াণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মহাপ্রয়াস [স] *বি* ব্যাপক কর্মোদ্যোগ। 'চেয়েছিলি করিতে নির্মাণ সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা; আসুরিক সে মহাপ্রয়াস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মহাপ্রলয় [স] ১ *বি* পৃথিবীধ্বংস। 'লোকেরা সে সময়কে মহাপ্রলয় কাল জ্ঞান করেছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* তুমুল ঝগড়া। 'কয়েক মুহূর্ত মহাপ্রলয় বন্ধ রহিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মহাপ্রসাদ [স] *বি* গুরুজনকে নিবেদিত উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য। 'এই মহাপ্রসাদ অন্ন করে আস্বাদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বিধিমত মহাপ্রসাদ আনিল কিনিঞা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাপ্রস্থান [স] *বি* মৃত্যু। 'মহাভারতের সমস্ত কর্ম যেন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মহাপ্রাণ [স] ১ *বি* হৃৎপিণ্ড। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* উদারহৃদয় ব্যক্তি। 'মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) বড়ো পরিসরের। 'বৃত্রসংহার মহাপ্রাণ হলেও মহাকাব্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ৪ *বিণ* অধিক প্রাণ বা বায়ুর সাথে উচ্চারিত ধ্বনি (যেমন খ ঘ ছ ঝ ফ ভ)। 'ভারতবর্ষের বাইরে মহাপ্রাণ বর্ণ নেই বললেও চলে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মহাপ্রাণতা [স] *বি* মহানুভবতা। 'প্রকারান্তরে তাঁদের মহাপ্রাণতা অস্বীকার করা হয়।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা-প্রণোদিত হয়ে।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাপ্রাণী [স] ১ *বিণ* শ্রেষ্ঠপ্রাণী। 'এ কোন ধর্ম্ম আত্মসুখার্থ মহাপ্রাণী মনুষ্য বলি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* ঈশ্বর। 'আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতিগোপন নির্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহাপ্রান্তর [স] *বি* বিস্তীর্ণ মাঠ। 'সীমাহীন কত শস্য-হরিৎ মহাপ্রান্তর পাড়ি।' *জসীম*, ১৯৫১।

মহাপ্রামাণিক [স] *বি* মহাপণ্ডিত। 'মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ে ব্যবস্থা দিতেছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মহাপ্রেম [স] *বি* অনন্ত প্রেম। 'মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাপ্লাবন [স] ১ *বি* খুব বিশৃঙ্খলা। 'তাঁহার মতো মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ২ *বি* প্রলয়ংকরী বন্যা। 'আমাদের পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাপ্লাবন ... অতি আসন্ন।' *নজরুল*, ১৯২২; 'কত ডুবে গেল কালের মহাপ্লাবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মহাপ্লাবী [স] *বিণ* প্রবল প্লাবনকারী। 'সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মহাফলা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রচুর গুণসম্পন্ন। 'মহাফলা তুম্বী এই যদি হয় কচি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মহাফিজখানা [আ মুহাফিজ+ফা খানাহ্] *বি* দলিলপত্র সংরক্ষণ করে রাখার স্থান। 'দিল্লীর মহাফিজখানাতে আমার দোস্ত ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মহাফেজখানা [আ মুহাফিজ+ফা খানাহ্] *বি* দলিলপত্র সংরক্ষণ করে রাখার ঘর; আর্কাইভস। 'মহাফেজখানা যেন মেছোহাটা সদৃশ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

মহাবংশ [স] ১ *বি* মর্যাদাসম্পন্ন বংশ। 'মহাবংশ অবতংস ধীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* সিংহলের ধারাবাহিক ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিবৃত্তমূলক পালিগ্রন্থ। 'মহাবংশে লিখিত আছে, ইনি তিন বৎসর কাল যাবৎ হিন্দুধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাস অনুসারে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মহাবন [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) বৃন্দাবনে অবস্থিত চুরাশিটি বনের একটি। 'মহাবন-কাম্যবন আর তালবন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বিশাল ও ঘন জঙ্গল। 'চতুর্দিকে মহাবনে বেষ্টিত মহাপুষ্পোদ্যান।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহাবন্যা [স] *বি* প্রবল বন্যা। 'ঐ বহু যন্ত্রণারূপ মহাবন্যা হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মহাবল [স] *বিণ* মহাবলবন্ত; অধিক শক্তিসম্পন্ন। 'অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাবলপরাক্রম [স] *বিণ* প্রবল প্রতাপশালী। 'মহাবলপরাক্রম ওলাউঠারোগ স্ববাহুবলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মহাবলপরাক্রান্ত [স] *বিণ* অতিশয় বলশালী। 'যাঁহারা মহাবলপরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মহাবলবন্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত বলশালী। 'পিতামহ সন্ত মোর মহাবলবন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাবলবান [স] *বিণ* অতীব শক্তিমান। 'পৃথিবী পূজিত শাহা মহাবলবান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাবলী [স] *বি* প্রবল শক্তিশালী। 'প্রেমে মত্ত মহাবলী চলে দশ দিগ দলি।' *মুরারি*, ১৫৭০।

মহাবাও [স মহাবায়ু] *বি* প্রবল বাতাস। 'হরের আজ্ঞায় পবন মহাবাও করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাবাক্য [স] ১ *বি* মহাপুরুষের জ্ঞানগর্ভ বাণী বা বাক্য। 'প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* আপ্তবাক্য; অসাধারণ বাক্য। 'ইংরেজিতে একটা মহাবাক্য আছে।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

মহাবাক্যাড়ম্বর [স] *বি* কথার অস্বাভাবিক ঘটা। 'এ চেষ্টা বাংলায় ইতিপূর্বে একবার মহাবাক্যাড়ম্বরের সঙ্গে হয়ে গেছে।' *প্রমথ*, ১৯২২।

মহাবাণী [স] *বি* অলৌকিক আহ্বান। 'সংগীততানে শূন্যে উথলে অপূর্ব মহাবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'কেন আমায় আনলি মাগো মহাবাণীর সিন্ধুকূলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মহাবাদ্য [স] *বি* তীব্র বাদ্যধ্বনি। 'সাঁওতালগণের এই জাতীয় মহাবাদ্য তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

মহাবাবু [স মহা+ফা বাবু] *বিণ* অতি সম্মানিত। 'ইনি অতি বড় সুখী মহাবাবু হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহাবায় [স মহাবায়ু] *বি* প্রবল বাতাস। 'ঝড় – ঝড় – উড়ে চলি ঝড় মহাবায় – পক্ষিরাজে চড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মহাবায়ু [স] *বি* খুব বড়ো ঝড়; সাইক্লোনবিশেষ। 'ত্রয়োদশ রাত্রি গতে এই মহাবায়ু নিবৃত্ত হইলে পর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মহাবারাড়ি *বি* (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'মহাবারাড়ি রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাবাসর [স] *বি* মহা মিলনমেলা। 'আজিকার এই ধূলিময় মহাবাসরে/ তোমারে জানাই প্রণতি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মহাবাহিনী [স] *বি* বিশাল বাহিনী। 'সেই মহাবাহিনীর মতো হতে হবে?' *জীবন*, ১৯৪০।

মহাবাহু [স] *বিণ* মহাবলশালী। 'মহাবাহু মহাপুরুষ অগ্রজের মৃত্যু।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাবিক্রম [স] *বি* প্রবল শক্তি। 'মহাবীর অলীদও আজ মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মহাবিক্ষোভ [স] *বি* প্রচণ্ড আন্দোলন। 'আওয়াজটা যখন পাশ দিয়ে শব্দতরঙ্গে মহাবিক্ষোভ সৃষ্টি করে চলে যায় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মহাবিচারক [স] *বিণ* যার উপরে আর কোনো বিচারক নেই এমন। 'মহাবিচারক খোদাতাআলা।' *ইসলাম*, ১৯০৭।

মহাবিচিত্র [স] *বিণ* অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'এই মহাবিচিত্র উপমহাদেশের রূপবস্তায় আমি ... মুগ্ধ।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাবিজ্ঞ [স] *বিণ* অত্যন্ত জ্ঞানবান। 'অল্পদিনে মহাবিজ্ঞ হইল তনয়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মহাবিত্ত [স] *বি* বিপুল সম্পদ। 'অপহরি মহাবিত্ত আনিয়াছি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মহাবিদ্যা [স] ১ *বি* ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান; পরাবিদ্যা। 'এত বলি মহাবিদ্যা দিল মোর কানে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* (হিন্দুধর্ম) তান্ত্রিক আচারবিশেষ। 'কুলাচারপরায়ণ দণ্ডী ও পরমহংসেরা যেরূপ চক্র করিয়া সুরাপানাদি করেন, তাহার নাম মহাবিদ্যা।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বি* (ব্যঙ্গ) চুরিবিদ্যা। 'হয়তো মহাবিদ্যার অপবাদটা অনেকখানি লঘু হত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

মহাবিদ্যাগার [স] *বি* বিশ্ববিদ্যালয়। 'মহাবিদ্যাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহাবিদ্যালয় [স] *বি* কলেজ। 'বিদ্যা শিক্ষার কারণ এক

মহাবিদ্যালয় করিতে স্থির করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহাবিদ্রোহিণী [স] *বিণ স্ত্রী* চরম বিরোধিতাকারী। 'অধীর ছন্দে ওগো মহাবিদ্রোহিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহাবিদ্রোহী [স] *বিণ* চরম বিরোধিতাকারী। 'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত।' *নজরুল*, ১৯২২; 'হে মহাপুরুষ, মহাবিদ্রোহী, হে ঋষি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মহা বিপদ [স] *বি* গুরুতর সমস্যা। 'সেগুলি নিয়ে মহা বিপদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মহাবিপ্লব [স] *বি* ব্যাপক বিদ্রোহ; ফরাসি বিপ্লব। 'ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয় ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মহাবিবাদ [স] *বি* প্রচণ্ড ঝগড়া। 'ধেনু লইয়া মহাবিবাদ বাধিয়া উঠিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মহাবিভ্রাট [স] *বি* মহা সঙ্কট। 'রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বন করিয়া ... জীবন চরিত অবগত হইবার চেষ্টা করিলে মহাবিভ্রাট উপস্থিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মহাবির [স মহাবীর] *বি* অত্যন্ত শক্তিশালী যোদ্ধা। 'এক২ মহাবির বিক্রমে অপার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহাবিরক্ত [স] *বিণ* অতিশয় অসন্তুষ্ট। 'এই কান্না দেখিয়া মহাবিরক্ত।' *শরৎ*, ১৯১৬।

মহাবিরক্তি [স] *বি* প্রচণ্ড বিরক্ত হওয়ার ভাব। 'আমি মহাবিরক্তির সঙ্গে বললুম, থ্যাঙ্ক ইউ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মহাবিশ্ব [স] *বি* সৌরজগৎ এবং আরো সীমাহীন মহাকাশের অংশ। 'আইস, মহাবিশ্ব দেখিবে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫; 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র সূর্য-গ্রহ-তারা ছাড়ি ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাবিষুব [স] *বি* দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য সমমাপের হওয়ার সময়; চৈত্রসংক্রান্তি। 'মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এক স্বামীসোহাগিনী সধবা স্ত্রীকে যত্নপূর্বক নিজগৃহে ডাকিয়া ...।' *অবন*, ১৯১৯।

মহাবিস্তীর্ণ [স] *বিণ* অতি প্রশস্ত। 'এই মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশভাষা হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহাবিস্ময়কর [স] *বিণ* অত্যন্ত বিস্ময়কর। 'এমনি একটা মহাবিস্ময়কর বিপ্লবই সংঘটিত হয়েছিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

মহাবীর [স] *বিণ* অত্যন্ত বিক্রমশালী। 'নারদের মুখে শুনী কংস মহাবীর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাবীর্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রবল পরাক্রমশালী। 'মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা, বিপরীত তুমি ললিতে কঠোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মহাবুভুক্ষা [স] *বি* প্রচণ্ড ক্ষুধা। 'মহাবুভুক্ষা নিয়ে সে মরেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

মহাবৃষ্টী [মহাবৃষ্টি] *বি* অতিবৃষ্টি। 'হেন বেলায় মহাবৃষ্টী হইল আসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাবেগ [স] *বি* অতি দ্রুত গতি। 'উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান মহাবেগে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহাবেরা [আ মহবরা] *বি* অনুশীলন। 'বদখত কোনো জিনিস তাদের মহাবেরা করতে হবে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মহাবৈপ্লবিক [স] *বিণ* প্রচণ্ড বিপ্লবসৃষ্টিকারী। 'এও এক মহাবৈপ্লবিক সুদূরপ্রসারী স্বর্ণ-স্বাক্ষর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মহাবৈয়াকরণ [স] *বি* ব্যাকরণশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান আছে যার; বড়ো ব্যাকরণবিদ। 'এক মহাবৈয়াকরণ ও দুই স্মার্ত্ত।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মহাব্যয়কুণ্ঠ [স] *বিণ* অতিশয় কৃপণ; ব্যয় করার ব্যাপারে অত্যন্ত কুণ্ঠিত। 'ইহারা মহাব্যয়কুণ্ঠ মানুষ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহাব্যস্ত [স] *বিণ* খুব ব্যতিব্যস্ত। 'রাজা মানসিংহের সঙ্গে নবলক্ষ সৈন্য খাদ্য সামগ্রীর কারণ মহাব্যস্ত।' *রাজীব*, ১৮০৫।

মহাব্যস্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* খুব ব্যস্ততাসহকারে। 'চড়ুই পাখি ... কিচ্‌মিচ্ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহাব্যাঘ্র [স] *বি* বড়ো বাঘ। 'মহাগজ ও মহাব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাব্যাধি [স] *বি* কুষ্ঠ ও অন্যান্য দুরারোগ্য রোগ। 'অনন্যগতিক অনাথ নির্ধন মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকের আহার প্রদান।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

মহাব্যাপার [স] *বি* মহৎ কাজ। 'ভারতবর্ষের উত্তরকালীন মহাব্যাপার বিষয়ক আন্দোলন হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মহাব্যোম [স] *বি* মহাকাশ। 'মহাব্যোম জুড়ে উড়িয়া বেড়ায় আশ্রয়হারা পাখি।' *নজরুল*, ১৯৪২।

মহাব্রত [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দ্বাদশ বর্ষসাধ্য ব্রতবিশেষ। 'যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি ধবল, ভূধরেশ্বর!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহাব্রহ্মাণ্ড [স] *বি* মহাবিশ্ব। 'ধারণাতীত মহাব্রহ্মাণ্ডের অগ্রগণ্য সমাবেশ।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

মহাভক্ত [স] ১ *বিণ* ভক্তশ্রেষ্ঠ। 'মহাভক্ত মহৎ ভাবক মহাযোগী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* অতিশয় অনুরক্ত। 'দারোগা সয়েব ঠাকুরদার মহাভক্ত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মহাভয় [স] *বি* প্রচণ্ড ভীতি। 'ভূত-প্রেত জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাভয়ঙ্কর [স] *বিণ* অত্যন্ত ভয়ানক। 'দিবানিশি যার চারিপাশে ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহাভর [স] *বি* অতিরিক্ত বোঝা। 'এড়িলেন জসোদা পাইয়া মহাভরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাভাগ [স] *বিণ* অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। 'তঁতেক্ষনে হাসিল অর্জ্জুন মহাভাগ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'অবগাহি পূত স্রোতে দেহ মহাভাগ, তুমি শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা তর্পণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহাভাণ্ডার [স মহা+স ভাণ্ডাগার] *বি* অন্তহীন ভাণ্ডার। 'তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মহাভাবিত [স] *বিণ* খুব উদ্বিগ্ন। 'ভট্টাচার্য মহাভাবিত হইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহাভাবুক [স] *বিণ* বড়ো চিন্তক। 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুই কালের দুই মহাভাবুক।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

মহাভারত [স] ১ *বি* বেদব্যাস রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য; সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা ভাবানুবাদ। 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান/ কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।' *কাশীরাম*, ১৬৫০; 'মহাভারতের কথা নিবেদন করি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* ভারতবর্ষ। 'এপারে

দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহা ভারতের মহাপ্রয়াণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মহাভারতকার [স] *বি* মহাভারতের লেখক। 'মহাভারতকারের কল্পনায় স্থান পাইতে পারে তাহা পূর্ববর্তী অতগুলো পর্বের মধ্যে কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মহাভারতীয় [স] *বিণ* মহাভারত সংক্রান্ত। 'তাহাতে কেবল মহাভারতীয় ... শ্লোক স্মরণ হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মহাভারি [স মহাভারী] *বিণ* প্রচণ্ড ভারযুক্ত। 'মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে উঠাইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাভাষা [স] *বি, বিণ* মহান ভাষা। 'অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দ রত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সাধকের ভক্তির পিপাসা রচিল আপন মহাভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাভাষ্যকার [স] *বি* উপাধিবিশেষ; মহাভাষ্যরচয়িতা। 'অধিকাংশ বার্ত্তিকই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কৃত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মহাভিক্ষু [স] **১** *বি* বুদ্ধদেব। 'মহাভিক্ষু লও সবার অহংকার ভিক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **২** *বি* মহাবোধি। 'সেই, মাতৃনামের মহাভিক্ষু তোর মায়াতে নাহি ভুলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মহাভিড় *বি* বহুলোকের সমাগম। 'মহাভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাভিনিষ্ক্রমণ [স] *বি* চিরবিদায়। 'আবদুলের মহাভিনিষ্ক্রমণের পরে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাভিমানী [স] *বিণ* দাম্ভিক। 'বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধারা বিদ্যা নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহাভীমা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) অতি ভয়ঙ্কর। 'মহাভীমা ভয়ঙ্করী বিশ্বরূপা খড়্গেশ্বরী দুর্গতিনাশিনী হরজায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহাভীষণ [স] *বি* অতি ভয়ঙ্কর। 'সভয়ে শুধাই আজি, হে মহাভীষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মহাভূপ [স] *বি* মহারাজা। 'হইয়া বামনরূপ ছলি বলি মহাভূপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহাভৈরবী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবী চণ্ডীর রূপবিশেষ। 'শ্মশানে মহাভৈরবী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ... বিচরণ করেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মহাভোজ [স] *বি* বড়ো ধরনের ভোজন-অনুষ্ঠান। 'রামমোহন রায়ের নিমিত্ত সম্ভ্রমসূচক এক মহাভোজ প্রস্তুত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মহাভ্রম [স] *বি* বড়ো রকমের ভুল। 'পৃথিবীতে অপরাধ স্বীকার করা মহাভ্রম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহাভ্রান্তি [স] *বি* বড়ো রকমের ভুল। 'প্রজার মনের ভাব জানিবার উপায় বন্ধ করা রাজনৈতিক মহাভ্রান্তি।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

মহাভ্রামণিক [স] *বি* দীর্ঘপথ ভ্রমণকারী। 'কোনও বাধাই এই মহাভ্রামণিকদের দমাতে পারেনি।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহামঞ্চ [স] **১** *বি* পুণ্যস্থান। 'পরম পরিশুদ্ধ সত্য ধর্মরূপ মহামঞ্চে সমারোহণের সোপান স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* বিশাল মঞ্চ। 'হৃদয়ের মহামঞ্চ ভেঙে ফেলে গ্রীষ্মের আঘাত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মহামণি [স] *বি* অমূল্য সম্পদ। 'ছায়াহীন এক মহামণি বলবো কি করে তার করণি।' *লালন*, ১৮৯০।

মহামণ্ডল [স] *বি* মাতব্বর। 'আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহামতি [স] *বিণ* মহৎ মতি যার; উদারহৃদয়। 'কিছু স্থির হইয় অদ্বৈত মহামতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহামত্ত [স] *বিণ* অতিশয় উন্মত্ত। 'পুনঃ পুনঃ পীয়াইয়া হয় মহামত্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাজার বচনে গজ আনে মহামত্ত।' *মুকুন্দ* ১৬০০।

মহামনি [মহামুনি] *বি* শ্রেষ্ঠ মুনি। 'চিত হৈয়া পড়ে জরাসন্ধ মহামনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহামনীষী [স] *বিণ* মহাপণ্ডিত। 'মহামনীষী এমেরি সাহেব .. উপনিবেশ দিবেন ওয়াদা করিয়াছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৪০।

মহামন্ত্র [স] **১** *বি* (হিন্দুধর্ম) গুরুমন্ত্র। 'কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রে এইত স্বভাব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মহা রহস্য। 'সেই ঘর্মে মহামন্ত্র যথেক জন্মিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* উদার মন্ত্র। 'সেই মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম্ম ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'মৈত্রীর মহামন্ত্রটি নিজের মধ্যেই পাওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহামন্দ্র [স] *বি* কল্পিত ধ্বনিসমষ্টি। 'যেথা বিশ্বের মহামন্দ্র অর্পি সেথা মোর বীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মহামন্বন্তর [স] *বি* ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। '১৩৫০ সালের মহামন্বন্তরের সময়ে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'মহামন্বন্তরের হাস্য/ এখানেও শেষে হল প্রকাশ্য?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মহামরণ [স] *বি* মৃত্যু। 'সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ।' *রবীন্দ্র* ১৯২৬।

মহামরু [স] *বি* বহুবিস্তৃত মরুভূমি। 'জন্ম তোমার আরবের মহামরুতে।' *সাধনা*, ১৯২১।

মহামরুভূমি [স] *বি* বহুবিস্তৃত মরুভূমি; দুর্গম পথ। 'সে যে মহামরুভূমি, কী জানি কী যে পাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মহামল্ল [স মহা+মল্ল] *বি* মহাপালোয়ান। 'সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহামহা [স] **১** *বিণ* বড়ো বড়ো। 'মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মহা মহা বীরের পার্শ্বে তাঁহাদের নাম লিখা উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বিণ* (হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী) অত্যন্ত পবিত্র। 'গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা স্নানে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৩** *বিণ* নামকরা। 'নগর বিশেষে যেরূপ মহ মহা বিদ্যাগার বর্ত্তমান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহামহিম [স] **১** *বিণ* অসামান্য মহিমা আছে যার। 'মহামহিম শ্রীযুত মেং ডাগলিষ সাহেব ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬। **২** *বিণ* প্রতাপশালী। 'অনেক মহামহিম লোক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

মহামহিমবর [স] *বি* অতিশয় সম্মানিত। 'মহামহিমবর শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মহামহিমময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত সম্মানিত। 'মহামহিমময়ী স্ত্রীর সমীপে কিছু ভীত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

মহামহিমমহীমাসাগর [স মহামহিম-মহিমা-সাগর] *বিণ* অতিশয় মহিমার সাগরের মতো। 'মহামহিমমহীমাসাগর শ্রীযুত রামনি দত্তজা।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মহামহিমা [স] *বি* অতিশয় মহান কীর্ত্তি। 'সে মহামহিমা নয়ন ভরিয় চাহিয়া দেখিল কবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মহামহিমান্বিত [স] *বিণ* অতিশয় গৌরবান্বিত। 'কৌন্সলের মেম্বর মহামহিমান্বিত শ্রীযুক্ত হারিংটন সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মহামহিমার্ণব [স] *বিণ* সমুদ্রের মতো অসামান্য মহিমা ও অসীম গৌরবযুক্ত। 'শুনা গেল মহামহিমার্ণব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সংস্কৃত পাঠশালা।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহামহিমাসাগর [স] *বিণ* মহামহিমারূপ সাগর। 'মহামহিমাসাগর রাজাধিরাজ মহারাজ শ্রীযুক্ত ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মহামহীম [স মহামহিম] *বিণ* খুব সম্মানিত। 'তথ্যপর মহামহীম মাতুল মহাসয়েরা ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

মহামহীরুহ [স] *বি* বিশাল বৃক্ষ। 'উভয়েরই দুরারোহিণী আশালতা মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মহামহোন্নতি [স] *বি* অতিশয় উন্নতি। 'মহাসএর মহামহোন্নতি শ্রীশ্রী ৺দ্বারায় নিয়তো বাঞ্চা করি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মহামহোপাধ্যায় [স] **১** *বিণ* পণ্ডিত। 'এই যে রাজপুত্র ... সর্ব্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। 'প্রধান উপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগকে আনাইয়া কহিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মহামাই, মহামাএ, মহামায় [স মহামায়া] *বি* হিন্দু দেবী দুর্গা। 'শৃগালির রূপে দেবি আগে মহামাএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'এ মহামাই দেখহ সবাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সকলি করেন মহামায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহামাতা [স] *বি* (হিন্দুদেবী) দুর্গা। 'মহামাতা ওই সিংহবাহিনী জানায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহামাদক [স] *বিণ* অতিশয় মাতাল করে এমন। 'মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহামানব [স] **১** *বি* সমষ্টি-মানুষ। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'মানুষের দায় মহামানবের দায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বি* মহাপুরুষ। 'আসিল কি ফিরে এতদিনে/ সেই মসিহ মহামানব?' *নজরুল*, ১৯৪১।

মহামানবতা [স] *বি* বিশ্বমানবতা। 'আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহামানবিক [স] *বিণ* অতিমানবীয়। 'তবুও মনকে ঘিরে মহামানবিক আলোড়ন।' *জীবন*, ১৯৪০।

মহামানী [স] *বিণ* অতি অভিমানী। 'অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ রাবণ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহামানুষ [স] **১** *বি* শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'কামাল আতাতুর্ক এমনই একজন মহামানুষ।' *বুলবুল*, ১৯৩৭। **২** *বি* চিরন্তন মানবসত্তা। 'সেই সত্তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে মহামানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহামান্য [স] *বিণ* অতিশয় মাননীয়। 'মহামান্য ইংগ্লণ্ডীয় কোন মহাজনের দ্বারা কোন দেশীয় মহাজনের ক্ষতি হইত না।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

মহামায়া [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) দেবীবিশেষ; দুর্গাদেবী। 'মহামায়া বন্দনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহামার [স] **১** *বি* মহা দৌরাত্ম্য। 'একা কালকেতু পশুবধ হেতু নিত্য পাড়ে মহামার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* দুর্যোগ। 'কহিতে না পারি যাহা হইল মহামার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মহামারণ [স] *বি* মারাত্মক হত্যাযজ্ঞ। 'মহামারণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মহামারি [স মহামারী] *বি* মড়ক; সংক্রামক ব্যাধিতে ব্যাপক মৃত্যু। 'আপনি আপনি হইল মহামারির আরম্ভ।' *রামরাম*, ১৮০১।

মহামারী [স] **১** *বি* সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ায় ব্যাপক মৃত্যু; মড়ক। 'যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের দেশের কোনো বৃহৎ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে, হে মহামারী, তুমি আমাদের বান্ধব – হে দুর্ভিক্ষ তুমি আমাদের সহায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'এত মহামারীর পরও যদি কেউ বলেন,'আমরা এই মরে মরেই বাঁচছি।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বি* প্রাচুর্য। 'জনসাধারণের মধ্যে ভোগের আদর্শকে বাড়াইয়া তুলিয়া চতুর্দিকে বিলাসের মহামারী সৃষ্টি করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৩** *বি* ছড়াছড়ি। 'তখনো আমাদের সঙ্গীতরাজ্যে বক্স হারমোনিয়ামের মহামারী কলুষিত করেনি হাওয়াকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মহামিলন [স] *বি* মহৎ মিলন। 'এই যুগ-বাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহামুদ [মহামুদ্রা] *বি* মহামুদ্রা। 'তা মহামুদেরি তুটি গেলি কংখা।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

মহামুনি [স] *বি* শ্রেষ্ঠ মুনি। 'পণ্ডিত পুরান লিখে মহামুনিগণ দেখে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মহামূর্তি [স] *বি* বিরাট শরীর। 'মহেশজ মহামূর্তি মূষিকবাহন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মহামূল্য [স] *বিণ* অত্যন্ত মূল্যবান। 'সকল মহামূল্য বস্তু আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মহামূল্যবান [স] *বিণ* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'মহামূল্যবান সরকারী সব ফাইল এ-দফতর থেকে ও দফতর করতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মহামৃত্যু [স] *বি* মহান মৃত্যু। 'এমনি প্রার্থিত মহামৃত্যু যেন ... প্রত্যেকেরই হয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহামেঘবরণা [স মহামেঘবর্ণা] *বিণ* মেঘের মতো কালো বর্ণবিশিষ্ট। 'মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

মহামেলা [স] *বি* বিশাল মিলনভূমি। 'যুগযুগান্তরের মহামেলায় লক্ষকোটি লোকের ভিড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মহামোক্ষধাম [স] *বি* মহা মুক্তির স্থান। 'মুমুক্ষু কুলের ধ্যেয় – মহামোক্ষধাম।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহামোদ [স] *বি* মহা আনন্দ। 'একটা মহামোদের ব্যাপার আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

মহামৌন [স] *বিণ* অত্যন্ত নীরব। 'হেথা মন্ত্র স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা, হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'মহামৌন পারাবারে প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহামৌনী [স] *বি* গভীর নিমগ্ন যে। 'এই মহামৌনীর আঁখির প্রসাদে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মহাম্বুধি [স] *বি* মহাসাগর। 'মহাম্বুধি যেইমত ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে বাঁধিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মহাযাত্রা [স] **১** *বি* মিছিল। 'এই মহাযাত্রা আলিপুরের জেহলখানা অবধি।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *বি* দীর্ঘ সময়-যাপন। 'অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* মৃত্যু। 'পরেছে আজ

মহাযাত্রার সাজ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

মহাযান [স] *বি* নাগার্জুন প্রচলিত বৌদ্ধদর্শন। 'মহাযানের ভাষা সংস্কৃত।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

মহাযুগ [স] *বি* অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন যুগ। 'আমরা কী এবং কোন জিনিসটা আমাদের – চারিদিকের বিপুল বিশ্লিষ্টতার ভিতর হইতে এইটেকেই উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাযুদ্ধ [স] ১ *বি* তুমুল সংগ্রাম। 'এ দেশে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন, কত মহাযুদ্ধ ঘটেছে, কত মহাবাক্য এইখান থেকে বলা হয়েছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বি* বিশ্বযুদ্ধ; বহু দেশ জড়িয়ে পড়ে যে যুদ্ধে। 'বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড়ো যুদ্ধ চলে আসছে, গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'য়ুরোপে যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে, সেটা ধনিকের যুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'ইউরোপের মহাযুদ্ধ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

মহাযোগ [স] ১ *বি* যোগসাধনা। 'যে দুর্লভ লোক লভিবারে যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* (বাউল) সাধিকার ঋতুমতী হওয়ার সময়। 'মাস অন্তে মহাযোগ হয় নীরস হইতে রস ভেসে যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

মহাযোগিনী [স] *বি স্ত্রী* শ্রেষ্ঠ যোগী। 'নিজ করোপর রাখিয়া কপোল, মহাযোগিনীর পারা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মহাযোগী [স] *বি* শ্রেষ্ঠ যোগী। 'আছে হরী আছে হর আছে মহাযোগী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাযোগীশ্বর [স] *বি* মহাযোগী যে ঈশ্বর। 'নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মহারঙ্গ [স] *বি* মহা আনন্দ। 'এই মত চিন্তিয়া অদ্বৈত মহারঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহারণ [স] *বি* ভয়ানক যুদ্ধ। 'তাবে তাবে হৈল মহারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহারণ্য [স] *বি* বিরাট বনভূমি। 'দুর্গম মহারণ্য ... পার্ব্বতীয় লোকের বাসভূমি বলিয়া উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহারত্ন [স] *বিণ* রত্নের মতো অতি মূল্যবান। 'আচারব্যবহার প্রকাশক অবিনশ্বর কীর্ত্তিপতাকা মহারত্ন বেদ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহারথি [স মহারথী] *বিণ* বীর যোদ্ধা। 'মহারথি মহানুভব মহাশয়েরা কতই মহৎকর্ম্ম করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মহারথী [স] *বি* বীর যোদ্ধা। 'দণ্ডধর মহারথী – তপন-তনয় –।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহারন [মহারণ] *বি* ভয়ানক যুদ্ধ। 'ঠাঠ্রি ঠাঠ্রি মহারন করিল হয়জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহারব [স] *বি* প্রচণ্ড শব্দ। 'মহারবে সিংহদ্বার খুলে বিশ্বপুরে – অশ্রুজল মুছে ফেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মহারস [স] *বি* সহজ আনন্দ। 'মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅণ সএল উএখী।' *চর্যা* ১৬, ১২০০; 'অস্থি চর্ম মর্মজল তাতে মহারসের কল।' *লালন*, ১৮৯০।

মহারহস্য [স] *বি* অতি নিগূঢ় তত্ত্ব। 'তার দ্বারাই সম্ভব মহারহস্যকে ভেদ করা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মহারাগ [স] *বি* প্রচণ্ড ক্রোধ। 'মহারাগে ধাতু জ্বলে অগ্নিসম তেজ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহারাগতো [স মহারাগতঃ] *বিণ* অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। 'মহারাগতো হইয়া কহিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহারাজ [স] *বি* প্রধান রাজা। 'বিক্রমাদিত্য ধাররাজের বাক্য শুনিয়া ... নিবেদন করিলেন, হে মহারাজ!' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মহারাজকুমার [স] *বি* মহারাজার পুত্র। 'ত্রিপুরার মহারাজকুমারকে ১৩০৮ সালের একটি চিঠিতে লিখেছেন ...।' *শিব*, ১৯৫০।

মহারাজা [স] ১ *বি* রাজার রাজা। 'তুমি মহারাজা মহারাজার কুমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বড়ো জমিদারের উপাধিবিশেষ। 'কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজা গোপীমোহন বাবু ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বি* বিশ্বপিতা; প্রভু। 'ওগো মহারাজা বড়ো ভয়ে ভয়ে দিন শেষে এল তোমারি আলয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মহারাজাধিরাজ [স] ১ *বি* অনেক দেশ ও বহু রাজার পরিচালক। 'মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরদেবের শকেরও নিবৃত্তি হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* সম্রাটের উপাধিবিশেষ। 'দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মহারাজ্ঞী, মহারাজ্ঞি [স মহারাজ্ঞী] ১ *বি* রাজার প্রধান স্ত্রী; রাজমহিষী। '... রাজমহিষীর নিকটে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, হে মহারাজ্ঞি ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* মহারানী। 'মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মহারাজ্য [স] *বি* বিশাল সাম্রাজ্য। 'এই অতিশয় মহারাজ্য ভারতবর্ষ।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মহারাণী [স মহারাজ্ঞী] *বি* মহারানী। 'ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো।' *ভারত*, ১৭৬০।

মহারাণীর খানা *বি* সরকারি নর্দমা। 'শেষে পচে গেলে মহারাণীর খানায় ফেলে দেওয়া হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মহারানী, মহারানি [স মহারাজ্ঞী] *বি* মহারাজার স্ত্রী। 'তা দেখী মহারানি হাসিল কটাক্ষে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'সোনার পালঙ্কে মহারানী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মহারাষ্ট্র [স] *বি* বৃহৎ দেশ। 'ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড মহারাষ্ট্ররূপেই দেখতে এবং ভাবতে হবে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মহারুদ্র [স] ১ *বি* প্রলয় মূর্তি। 'মহারুদ্র রূপে সৃষ্টি করিবে সংহার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* প্রচণ্ড। 'কভু মোহ-বিনাশ মহারুদ্রজ্বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহারুষ্ট [স] *বিণ* অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। 'সাধুসকল তুষ্ট না হইয়া মহারুষ্টপূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মহারূপবতী [স] *বিণ* অত্যন্ত রূপসী। 'প্রভা আভাময়ী, – মহারূপবতী সতী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহার্ঘ, মহার্ঘ্য [স] *বিণ* অত্যন্ত দামি। 'মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।' *ভারত*, ১৭৬০; 'এক্ষণে দুগ্ধ মহার্ঘ্য হওয়াতে সেরূপ পায় না।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মহার্ঘতা, মহার্ঘ্যতা [স] *বি* দুর্মূল্যতা। 'স্বাস্থ্যনাশক শিক্ষাপদ্ধতি এবং মহার্ঘতা প্রযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'কিন্তু তার মহার্ঘ্যতা ব্যবহারে লাগল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মহার্ণব [স] *বি* মহাসাগর। 'রবির পথ অরুণ-যান কিরণ-পথ ডুবায় মেঘ মহার্ণব।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মহার্হ [স] *বিণ* অত্যন্ত মূল্যবান। 'লোকের সর্বদা যাতায়াত দ্বারা তাঁহার মহার্হ সময়ের অপক্ষয় হইত ... ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

মহালগন [স মহালগ্ন] *বি* অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ। 'দেখা হয়েছিল ... মহালগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মহালয়া [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজার ঠিক আগের অমাবস্যার তিথি। 'ওরে আলয়ে আজ মহালয়া, মা এসেছে ঘর।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মহাশক্তি [স] ১ *বি* একটি ভীষণ অস্ত্র। 'স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে মহাশক্তি।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* যে শক্তিতে মহাজগৎ চলছে। 'মহাশক্তি অনন্ত চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ৩ *বি* প্রবল শক্তি। 'আমাকে যে মহাশক্তি আহ্বান করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মহাশক্তিশালী [স] *বি* অত্যন্ত প্রতাপশালী ব্যক্তি। 'তোড়ের মুখে পড়িলে মহাশক্তিশালীও কাবু হইয়া যায়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মহাশঙ্কা [স] *বি* আতঙ্ক। 'পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং বিকিরণের মহাশঙ্কা প্রাজাতিক ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলেছিল।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাশঙ্খ [স] ১ *বি* মড়ার মাথার খুলি। 'শঙ্খ বাদ্য যেথা খাটে তথা মহাশঙ্খ ফাটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ। 'আমি চক্র ও মহাশঙ্খ।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাশত্রু [স] *বি* পরম শত্রু। 'রাজা একেশ্বর, সমকক্ষ তার মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'বাপ-মা সেদিন বেগানা হইবে মহাশত্রুর চেয়ে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মহাশব্দ [স] *বি* বিকট আওয়াজ। 'হেন কালে আচম্বিতে মহাশব্দ করি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মহাশহর [স মহা+ফা শহর] *বি* মহানগর; বড়ো নগর। 'সমুদ্র তীরস্থ পুরীবন্দর নামে মহাশহর।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহাশান্তি [স] ১ *বি* প্রশান্তি। 'বিষাদের মহাশান্তি, ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে সান্ত্বনা পরশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* অনন্ত শান্তি। 'মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মহাশাস্তি [স] *বি* মহাদণ্ড; কঠোর সাজা। 'অপরাধের মহাশাস্তি হইতে তোমার রক্ষা নাই।' *নজরুল*, ১৯২২; 'মহাশাস্তির ভীষণতা আজো কি তোমার চক্ষে ... পড়ে নাই?' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাশিক্ষা [স] *বি* মহৎ শিক্ষা। 'তরুণের বুকে এই মহাশিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাশিল্পী [স] ১ *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'পৃথিবীতে এমন অনেকে আছে এবং গেছে যাদের নাম জানিনে, মহাশিল্পীর শিল্পে চিরকালের জন্যে তারা কিছু রঙ লাগিয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'এতই সহজে মহাশিল্পীর আপনার এত ক্ষতি কেমন করিয়া সয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বি* বড়ো মাপের শিল্পী। 'লেওনার্দোকে যদি ইতালীয় রেনেসাঁসের মহাশিল্পী বলা হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথকে ... ।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাশিশু [স] ১ *বি* চিরকালের সম্ভাবনাময় প্রতীকী শিশু। 'জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ *বি* সকল শিশু। 'সেই যেখানে মহাশিশুর আদিম খেলাঘর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহাশিষ্ট [স] *বিণ* অতিশয় বিনীত। 'ধার্মিক ও মহাশিষ্ট এবং বিজ্ঞতাপন্ন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

মহাশূন্য [স] *বি* মহাকাশ। 'দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য-'পরি/ চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মহাশূন্যতা [স] ১ *বি* মহৎ উদ্যোগের অভাব। 'ভারতবর্ষে মুসলমান-প্রবেশের অনতিপূর্বে খৃস্টশতাব্দীর আরম্ভকালে ভারত-ইতিহাসে একটা রোমাঞ্চকর মহাশূন্যতা দেখা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি* অসীম জনহীনতা; ভয়ংকর নির্জনতা। 'গাঁয়ের ভরাবক্ষে শুধু একটা খাঁ খাঁ মহাশূন্যতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মহাসূন্য [স মহাশূন্য] *বি* মহাশূন্য। 'মহাসূন্য মধ্যে পরভুর জনমিল পবন।' *রামাই*, ১৭১০।

মহাশোক [স] *বি* গভীর দুঃখ। 'মহাশোকে চক্রবাকী অবাক হইয়া, আইলো তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহাশোল [স মহা+শোল] *বি* একপ্রকার সুস্বাদু মাছ। 'মনে হয় ঘাই মারে মহাশোল।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

মহাশ্চর্য [স] *বিণ* অতি আশ্চর্যজনক। 'সৃষ্টিরও সেইরূপ প্রথম পদক্ষেপটাই মহাশ্চর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মহাশ্বর [স মহা+আ হাশর] *বি* শেষ বিচারের দিন। 'ফের দেখা হবে রোজ মহাশ্বর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মহাশ্বাস [স] *বি* দীর্ঘশ্বাস। 'এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাশ্বেত [স] *বিণ* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'তিথিতে আর তিথির বাইরে তার মহাশ্বেত ঘোষণালিপির শমন পৌঁছয়।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মহাশ্মশান [স] ১ *বি* বিশাল মৃত্যুপুরী। 'মহাশ্মশান কাব্য।' *কায়কোবাদ*, ১৯০৪; 'নবনবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান, আমরা দানিব নতুন প্রাণ বাহুতে নবীন বল।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বি* লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত বিশাল শ্মশান। 'আজ রাত্রে মহাশ্মশানে যাওয়া।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'চারিধারের মহাশ্মশানের উপর ধূসর ছায়া ফেলিয়া ... ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাষ্টমী [স] *বি* হিন্দুদের দুর্গোৎসবের অষ্টমী তিথি। 'সে মহাষ্টমী কখন আসবে দিদি!' *নজরুল*, ১৯৩১।

মহাসংক্রমণ [স] *বি* মহাগমন। 'আজ মহাসংক্রমণের দিন।' *জগদীশ*, ১৮৯৪।

মহাসংক্রামক [স] *বিণ* অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এমন। 'এই মহাসংক্রামক ব্যাধি হইতে মুসলমানদিগকে রক্ষা করুন।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

মহাসংগীত [স] *বি* উচ্চমানের সংগীত। 'বিশৃঙ্খল স্বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহাসংগীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহাসক্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত শক্তিশালী। 'মহাসক্ত বক বির বিদিত সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাসঙ্গম [স] *বি* মহামিলন। 'পশ্চিমে পুবে আজি একাকার/ মহাসঙ্গমে শত স্রোতোধার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মহাসতী [স] *বিণ স্ত্রী* পরম সাধ্বী। 'অদ্বৈত-গৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাসত্য [স] *বি* চিরসত্য। 'ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনে ব্যবহারের পথ হইতে তফাত করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'মহাত্মা গান্ধীজী ধরিয়াছেন এই মহাসত্যকে।' *নজরুল*,

১৯২২; 'এ মহাসত্য দুনিয়ার মুসলমানের মনে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বিরাজ করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মহাসন [স] **১** *বি* উচ্চ আসন। 'যিনি শান্তং তাঁহারই আনন্দমূর্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'গগনে মহাসনে বিরাজ করে বিশ্বরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **২** *বি* উদার আসন। 'তোমার মহাসন আলোতে-ঢাকা সে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মহাসন্তুষ্ট [স] *বিণ* অত্যন্ত পরিতৃপ্ত। 'এক খণ্ড জ্বালানি কাঠ পাইলেই মহাসন্তুষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মহাসন্ধিক্ষণ [স] *বি* খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকাল। 'মুছলমানের জীবন আজ মহাসন্ধিক্ষণে উপস্থিত।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

মহাসন্য [মহাসৈন্য] *বি* অতিশয় বিক্রমশালী সৈন্য। 'অবোধিয়া জরাসন্ধ মহাসন্য লইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাসভা [স] **১** *বি* আইনসভা; পার্লামেন্ট। 'ইংগ্লণ্ডীয় মহাসভা বুঝিলেন যে ইহাতে পৃথিবীর লোকের অতিশয় উপকার।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* বিশাল সমাবেশ। 'অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনার্থে এক মহা সভা করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মহাসভাপন্থী [স] *বিণ* হিন্দু মহাসভা নামক রাজনৈতিক দলের অনুসারী। 'মহাসভাপন্থী মুখার্জী সাহেবদের।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

মহাসমগ্র [স] *বি* মহাবিশ্ব। 'মৃত্যু যদি শূন্য হত, যদি হত মহাসমগ্রের রূঢ় প্রতিবাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাসমর [স] *বি* মহাযুদ্ধ। 'বিগত ইউরোপীয় মহাসমরকালে ... যুধ্যমান শক্তিপুঞ্জের মহোপকার সংসাধন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মহাসমস্যা [স] *বি* বৃহৎ সংকট। 'দু'টো মহাসমস্যার মীমাংসা দু'টো দিনেই করতুম।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মহাসমাদৃত [স] *বিণ* অতিশয় আদৃত। 'এতন্নগরমধ্যে ঐ কাগজ মহাসমাদৃত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মহাসমারোহ [স] **১** *বি* আড়ম্বর; ব্যাপক আয়োজন। 'তখন তিনি ... মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* ঘনঘটা। 'সেই বর্ষার দিনে প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া ... তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা-বাদ্য লইয়া মহাসমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মহাসমিতি [স] *বি* বড়ো সমবায়। 'একটি জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা প্রধানতম উপায়।' *হাফেজ*, ১৮৯৭।

মহাসমুদ্র [স] *বি* মহাসাগর। 'সচরাচর শীতপ্রধান উত্তর মহাসমুদ্রে বাস করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মহাসমৃদ্ধ [স] *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। 'মহাসমৃদ্ধ শ্রাদ্ধ বিবাহাদিতে অনেক বিতরণ করিলে কিরূপ যশ হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মহাসম্ভ্রম [স] *বি* অত্যন্ত শ্রদ্ধা। 'মহারাষ্ট্রের মেয়েদের দেখে মোটের ওপর মহাসম্ভ্রম জাগে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মহাসম্মেলন [স] *বি* বৃহত্তর সমাবেশ। 'মস্কোতে মহিলা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৩।

মহাসর্প [স] *বি* অত্যন্ত বড়ো সাপ। 'আচম্বিতে মহাসর্প সেই বৃন্দাবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাসাগর [স] *বি* সাগরের চেয়ে বড়ো জলভাগ; সমুদ্র। 'অতি বৃহৎ জলখণ্ডকে মহাসাগর কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মহাসাগরস্রোত [স] *বি* মহাসমুদ্রের স্রোত। 'আজকে মহা-সাগরস্রোতে/ চলেছি দূর পারের পথে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মহাসাত্ত্বিক [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ সাধু। 'মহাসাত্ত্বিক পরম ধার্মিক তুমি কে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মহাসাধ [স] *বি* প্রবল ইচ্ছা। 'সুপুরুষ হইতে মহাসাধ।' *দর্পণ* ১৮২১।

মহাসাধক [স] *বি* মহান তপস্বী। 'অন্তরের সম্বন্ধ যেখানে নিবিড় বিশুদ্ধ, সেখানেই এমন কথা বলতে পারা যায়, সেখানেই মহাসাধক বলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মহাসাম্রাজ্য [স] *বি* বৃহৎ রাজ্য। 'অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ...।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

মহাসাহসিক [স] *বিণ* অত্যন্ত সাহসী। 'এই সকল মহাসাহসিক হিন্দু বণিকেরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মহাসাহসী [স] *বিণ* অত্যন্ত নির্ভীক। 'সে সহস্র মত্তহস্তীর তুল্য বলবান্ ও ... মহাসাহসী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মহাসিধী [স মহাসিদ্ধি] *বি* অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবশায়িত্ব – এই আট ধরনের সিদ্ধি। 'কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাসিন্ধু [স] *বি* মহাসাগর। 'যে দুর্গম মহাসিন্ধু গর্ভে অবনীর অর্দ্ধভাগ নিমগ্ন রহিয়াছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১; 'ঐ মহা-সিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাসুখ [স] *বি* খুব আরাম। 'বৃক্ষাদির ছায়াতে লোকেরদিগের যানবাহনাদি দ্বারা এবং পদব্রজে গমনাগমনের মহাসুখ জন্মিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহাসুন্দর [স] *বি* অত্যন্ত সুন্দর। 'মহাসুন্দর একটি নিমেষ ফুটেছে কাননশেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মহাসুর [স] *বি* মহৎ বীরপুরুষ। 'রাজার আদেসে তৃনাবর্ত্ত মহাসুরে। *মালাধর*, ১৫০০।

মহাসুহ [মহাসুখ] *বি* পরম সুখ। 'অলক্ষ লখ চিত্তা মহাসুহেঁ।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০; 'বাটত মিলিন মহাসুহ সুঙ্গা।' *চর্যা* ৮ ১২০০।

মহাসুহলীণ [মহাসুখলীন] *বি* মহাসুখলীন। 'অপইঠান মহাসুহ লীণে দুলখ পরম নিবাণেঁ।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০।

মহাসৃষ্টি [স] **১** *বি* মহান সৃষ্টি। 'তিনি বললেন, কেবল সকলে মিলে সুতো কাটো ... এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক।' *রবীন্দ্র* ১৯২১। **২** *বি* মহাবিশ্ব। 'সভ্যতার অন্ধকারে। মহাসৃষ্টি, তুমি উদাসীন।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মহাসৌভাগ্য [স] *বি* শুভ ভাগ্য। 'আমাদের মহাসৌভাগ্য এই যে। *প্রমথ*, ১৯০৫।

মহাস্তব্ধ [স] *বিণ* অতিমাত্রায় হতভম্ব। 'দাণ্ডাইআ নিরীক্ষএ হৈঞ মহাস্তব্ধ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাস্ত্র [স] **১** *বি* মোক্ষম অস্ত্র। 'উপনিষদে যে মহাস্ত্র ধনুর কথা আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া ... উপাসনার দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* ভয়ানক অস্ত্র। 'খোন্তা হল তার পক্ষে মহাস্ত্র।' *অবন*, ১৯২৫।

মহাস্থির [স] *বিণ* অতিশয় দৃঢ়। 'ততবান কাটে সাম্মু রনে মহাস্থির।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাহব [স] *বি* মহাযুদ্ধ। 'সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব মহাহবে আমি তব।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহাহর্ষ [স] *বি* অতি আনন্দ। 'সভ্যগণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া বাবুকে ধন্যবাদ।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহাহর্ষযুক্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত আনন্দিত। 'সভ্যগণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া বাবুকে ধন্যবাদ করত ঐ গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহাহিত [স] *বি* পরম কল্যাণ। 'এইমত বঙ্গের লোকের কৈল মহাহিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহাহৃষ্ট [স] *বিণ* অত্যন্ত আনন্দিত। 'নানা ব্যাপারেতে আমরা মহাহৃষ্ট আছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

মহাহৃষ্টমতি [স] *বিণ* মহা আনন্দিত। 'ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহৈশ্বর্যময় [স] *বিণ* অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী। 'চিত্রকলার মহৈশ্বর্যময় যুগে রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা ও আর্থিক অবক্ষয়ের উদাহরণ আমরা দেখেছি।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহোচ্চ [স] **১** *বিণ* অতি উচ্চ। 'মহোচ্চ এক রাস্তা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **২** *বিণ* অতি উন্নত। 'আমরা সকলেই এক মহোচ্চ লক্ষ্য সাধন জন্য একত্র হইয়াছি।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

মহোচ্ছব [স মহোৎসব] *বি* মহোৎসব। 'মঙ্গল বাজনা বাজে মহা মহোচ্ছব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মহোজ্জ্বল [স] *বিণ* অতি আলোকিত। 'মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মহোৎকর্ষ [স] *বি* চরম উন্নতি। 'এই মহোৎকর্ষ আনেন লেওনার্দো, মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল, তিশিয়ান প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহোত্তম [স] *বিণ* সর্বশ্রেষ্ঠ। 'শ্রীগদাধরপণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহোৎপাত [স] *বি* মহা উপদ্রব। 'মহোৎপাত করিয়া বহু লোককে কাতর করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মহোৎসব [স] **১** *বি* হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান। 'কাত্যায়ণী মহোৎসব।' *মালাধর*, ১৫০০; 'নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব কৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব। 'ধাররাজ ... রাজপথে নানাপ্রকার রচনা করাইয়া নৃত্যগীতবাদ্যাদি মহোৎসবে দিবাভাগে .... উপস্থিত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৩** *বি* মহাসম্মিলন। 'জাগবে জ্যোতির মহোৎসবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মহোৎসবা [স] *বিণ* মহোৎসব-মুখর। 'সফল করো হে প্রভু আজি সভা, এ রজনী হোক মহোৎসবা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মহোৎসাহী [স] *বিণ* মহা উৎসাহী। 'মহোৎসাহী সুদক্ষ শিল্পকারেরা ... কর্ম্ম সাধনে ব্যস্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মহোদধি [স] *বি* মহাসাগর। 'দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোক্ষারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহোদয় [স] *বি* মহাশয়। 'শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ... মহোদয়দ্বারা প্রস্তাবিত পাঠশালার নিয়মচয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মহোদ্বেগ [স] *বি* খুব দুশ্চিন্তা। 'তাবৎ দপ্তরখানাতে মহোদ্বেগ জন্মিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মহোদ্যম [স] *বি* বিশাল প্রয়াস। 'সাজানো-গোজানোর মহোদ্যমে দুই-দুইজন বেহারা হাঁপিয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহোদ্যোগ [স] **১** *বি* গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। 'যাহারা জন্মকালাবধি বোবা ও বধির তাহারদিগকে বিদ্যাভ্যাসকরণার্থে ইংগ্লণ্ডদেশে ও ফ্রান্সদেশে মহোদ্যোগ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* মহৎ প্রয়াস। 'বিচক্ষণ মহাশয়ের মহোদ্যোগেতে এতদ্দেশীয় লোকের যে উপকার হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মহোদ্যোগী [স] *বিণ* অত্যন্ত যত্নশীল। 'খ্রীষ্টান ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে মহোদ্যোগী হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

মহোন্নতি [স] *বি* খুব উন্নতি। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'এই দেশের মহোন্নতির ঐ উপায় হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

মহোপকার [স] **১** *বি* অতিশয় উপকার। 'রোগগ্রস্ত লোকেরদের মহোপকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **২** *বি* বড়ো রকমের সহায়তা। 'ঐ জাহাজের দ্বারা বর্ম্মার যুদ্ধে মহোপকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মহোপকারক [স] *বিণ* অত্যন্ত উপকারী। 'এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের মহোপকারক হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

মহোপকারী [স] *বি* মহা উপকারকারী। 'তুমি আমারদের মহোপকারী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মহোপকার্য [স] *বি* মহা উপকার। 'ঐ যন্ত্রের দ্বারা যে অস্মদাদির মহোপকার্য হইতেছে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

মহোরগ [স] *বি* বৃহৎ সাপ; অজগর। 'পালাইলা পাশী দেখি পাশে ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন!' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'বীর-বীর্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা মহোরগ!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহোল্লাস [স] *বি* অতিশয় আনন্দ। 'আমার ভাবি সুভাদৃষ্ট দৃষ্টি করিয়া মহোল্লাসে নব পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মহৌষধ [স] *বি* অব্যর্থ ঔষধ। 'সে স্থলে রোগ প্রতিকারের সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুই মহৌষধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মহৌষধাগার [স] *বি* মহৌষধ রাখার স্থান। 'এ নগরে নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজঙ্গ মহৌষধাগারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহৌষধি [স] *বি* উত্তম ভেষজগুণসম্পন্ন উদ্ভিদ। 'মৃতসঞ্জীবনী আদি আন দিব্য মহৌষধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাঁ [স মহা>] *বিণ* বড়ো। **মহাঁঘোর** [স মহা>+স ঘোর] *বিণ* ভীষণ খারাপ। 'মহাঁঘোর কলিকাল নিচ হব মহীপাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাঁজন [স মহা>+স জন] *বি* পণ্ডিত ব্যক্তি। 'জত দেখ মহাঁজন সভাকার প্রয়োজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাঁজসা [স মহা>+স জ্যোতিষী>] *বি* বড়ো জ্যোতিষী। 'কয্যা প্রিয়ে সত্যভাষা ঘর জায় মহাঁজসা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাঁজসি [স মহাজ্যোতিষী] *বি* বড়োমাপের জ্যোতিষী। 'হাটমাঝে পরবেশি আসি হরি মহাঁজসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাঁমায়া [স মহামায়া] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'বিশ্বকর্মে মহাঁমায়া কৈল স্মঙরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহাঁসয় [স মহাশয়] *বি* মহাশয়। 'উচিত কহিল আমি শুন মহাঁসয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহান [স] **১** *বিণ* খুব বড়ো। 'জার্ম্মান দেশীয় মহান বিদ্বান শ্রীযুক্ত লাসেন সাহেব স্থাপিত করিয়াছেন যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বিণ*

বিরাট। 'মহান্ ললাটে তার অযুত তড়িতস্ফূর্তি।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৩।

মহানচেতা [স] *বিণ* মহৎ চেতনাসম্পন্ন। 'মহানচেতা নেতার দলে তোল রে তরুণ তোদের নায়।' *নজরুল,* ১৯২৪।

মহান্ত [স] ১ *বি* (হিন্দুধর্ম) সাধু। 'ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বি* কৃষ্ণভক্ত। 'জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

মহারাষ্ট্র[1] *দ্র* মহা

মহারাষ্ট্র[2] [স] *বিণ* ভারতের প্রদেশবিশেষ। **মহারাষ্ট্রপেড়ে** [স মহারাষ্ট্র>] *বিণ* মহারাষ্ট্রে প্রচলিত পাড়বিশিষ্ট। 'হাতিপেড়ে, মহারাষ্ট্রপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী,* ১৮২৮।

মহারাষ্ট্রা [স মহারাষ্ট্র>] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রাকৃতা, উদীচী, মহারাষ্ট্রা ... এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ,* ১৮৩০।

মহারাষ্ট্রী [স মহারাষ্ট্র>] *বি* মারাঠি। 'শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করহে চিন্তন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

মহারাষ্ট্রীয় [স মহারাষ্ট্র>] *বিণ* ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগরিক। 'মহারাষ্ট্রীয় অতিউমরাও লোকেও।' *দর্পণ,* ১৮৩১।

মহাল[1] [আ] ১ *বি* জমিদারি। 'কার্য্যের সর্ব্বাধিক্য ইঁহারদিগকেই করিয়া মহালের বন্দোবস্ত প্রযুক্ত ...।' *রামরাম,* ১৮০১। ২ *বি* জমিদারির অংশ। 'সকল মহালগুলি এক একবার দেখিয়া আসি।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৮।

মহালাত [আ মহল>] *বি* মহলসমূহ। *ডানকান,* ১৭৮৬।

মহাল[2] [আ] *বি* মহল্লা; পাড়া। 'তন্দ্রা ফেরে মহালে মহালে, ঘরে ঘরে ভেজানো দুয়ার।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১২।

মহাশয় [স] ১ *বিণ* উদারহৃদয়। 'কাকু করি বোলে যে মুকুন্দ মহাশয়।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। ২ *বি* উদারমনা ব্যক্তি। 'মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম্ম আমারদিগকে উপদেশ ...।' *রামমোহন,* ১৮২৩। ৩ *বি* সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী সত্তা। 'মন যা বলে শুনতে হবে – মনের নাম যে মহাশয়।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১২।

মশয় [স মহাশয়] *বি* শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। 'কাজ অইলে মশয়রে কিছু পান খাতি দিয়ে যাইব।' *গিরিশ,* ১৮৮৬।

মহাশএ, মহাসএ [স মহাশয়] *বি* মহাশয়। 'ভএ চমকীত বসুদেব মহাসএ।' *মালাধর,* ১৫০০; 'অস্ত্রে শস্ত্রে সুপারগ্য হইল মহাশএ।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

মহাশয়েষু [স] *বি* শ্রদ্ধাজ্ঞাপক সম্বোধনবিশেষ। 'শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।' *দর্পণ,* ১৮২২।

মহাসয় [স মহাশয়] *বি* মহাশয়। 'অনেক দীবস হইল মহাসয়ের সেবাটীর কোন সমাচার পাই নাই।' *ওর্সা,* ১৭৭৯।

মহাসয়ষু [স মহাশয়েষু] *ক্রিবিণ* শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে সম্বোধন। 'শ্রীযুত কালিকাপ্রসাদ দাষ মহাসয়ষু।' *হ্যালহেড,* ১৭৭২।

মহাসয়সদাসএষু [স মহাশয়সদাশয়েষু] *বি* শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে সম্বোধন। 'পরম পোষ্টাবর শ্রীযুত রাজীবলোচন ... এবং সালা মহাসয়সদাসএষু।' *ওর্সা,* ১৭৭৯।

মহাসিবা *বি* হিসাব বুঝিয়ে বা চুকিয়ে দেওয়া; খরচের হিসাব। *ওর্সা,* ১৭৮২।

মহি [স মহী] *বি* পৃথিবী। 'রূপা থোই মহিকে ঠাবী।' *চর্যা ৮,* ১২০০।

মহিতল [স] *বি* ভূতল; পৃথিবী। 'সকল দেবতা জন্ম কৈল মহিতলে।' *মালাধর,* ১৫০০।

মহিতা [স মোহিতা] *বিণ স্ত্রী* সম্মানিত; পূজিত। 'বিভা কৈল পশুপতি সুরলোকে হইলাঙ মহিতা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

মহিনি [স মোহিনী] *বিণ স্ত্রী* মোহিত করে এমন। 'ত্রিলোক্য মহিনি কৈন্যা পরিমল বাসে।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

মহিম[1] [আ] *বি* যুদ্ধ। 'তোমার ইয়ার আইল মহিম করিয়া।' *গরীব,* ১৭৬৫।

মহিম[2] [স] *বি স্ত্রী* মহিমা। ; 'প্রভুর মহিম ছলকে পারে বুঝিতে।' *ফয়জুন্নেসা,* ১৮৭৬।

মহিমময় [স] ১ *বিণ* আভিজাত্যপূর্ণ। 'সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫। ২ *বিণ* সম্মানিত। 'মহিমময় সম্রাট।' *নজরুল,* ১৯৩১। ৩ *বিণ* মহিমাপূর্ণ। 'ইহার চেয়ে উজ্জ্বলতর এবং মহিমময় নক্ষত্র থাকিতে পারে না।' *মোতাহার,* ১৯৩৭।

মহিমময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* গৌরববিশিষ্ট। 'মহিমময়ী রানীর মতোই চলে গেল।' *নজরুল,* ১৯২২।

মহিমরশ্মি [স] *বি* মহিমাযুক্ত কিরণ। 'জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

মহিমা [স] ১ *বি* মর্যাদা। 'মহিমা ছাড়ি পলাএল লাজ।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। ২ *বি* মাহাত্ম্য; গৌরব। 'অনেক মহিমা তোমার ঘুসিব সংসারে।' *মালাধর,* ১৫০০।

মহিমা-কথন [স] *বি* মাহাত্ম্যের বর্ণনা। 'হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমা-কথন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

মহিমাকীর্তন, মহিমাকীর্ত্তন [স] *বি* গুণকীর্তন। 'উচ্চৈস্বরে শ্রদ্ধাসহকারে যাঁহার গুণবর্ণন ও মহিমাকীর্ত্তন করে।' *অক্ষয়,* ১৮৫৫।

মহিমাগম্ভীর [স] *বিণ* আভিজাত্যপূর্ণ; মহিমান্বিত। 'আমার আদেশই করেছেন – রাণীর মতো মহিমাগম্ভীর কণ্ঠে।' *নজরুল,* ১৯৩৮।

মহিমাগান [স] *বি* প্রশংসাকীর্তন। 'দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর?' *বঙ্কিম,* ১৮৭৪।

মহিমাগুণ [স] ১ *বি* মাহাত্ম্য। 'বিশেষ মহিমাগুণ কি বলিতে পারি।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০। ২ *বি* মহত্ত্ব। 'খাঁ পিতার এই মহিমা-গুণ কিছুই পায় নাই।' *শওকত,* ১৯৫৮।

মহিমাচ্ছটা [স] *বি* মহত্ত্বের কিরণ। 'আপন মহিমাচ্ছটায় কাশ্মীরের দিকে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

মহিমাজ্যোতি [স] *বি* মহত্ত্বের আলো। 'তোমার মহিমাজ্যোতি তব মূর্তি হতে আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৬।

মহিমাধর [স] *বিণ* মাহাত্ম্যযুক্ত; মহৎ। 'অসীম মহিমাধর তুমি কে না তোমা পূজে চরাচরে।' *মাইকেল,* ১৮৬১।

মহিমান্বিত [স] *বিণ* গৌরবান্বিত। 'মহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫; 'শিল্পসৃষ্টিমহিমায় সে-সকল দেশ মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

মহিমান্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* মহিমাযুক্ত। 'স্ত্রীদের মন্ত্র নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই, কেবল স্বামীকে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহারা স্বর্গে মহিমান্বিতা হন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৭; 'এত মহিমান্বিতা মাতৃশ্রী-মণ্ডিতা যে ধর্মের নারী।' *নজরুল,* ১৯২৭।

মহিমাভিষিক্ত [স] *বিণ* মহিমান্বিত। 'যুগকে স্বীকার করেও যুগাতীত মহিমাভিষিক্ত হন কবি।' *হাই*, ১৯৪৯।

মহিমাময় [স] *বিণ* মহিমান্বিত। 'তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মহিমাময়ী [স] *বিণ* মাহাত্ম্যপূর্ণ। 'কমলার চরণকিরণে যথা পরিয়াছে হার, সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট। হে মহিমাময়ী, মোরে করেছ সম্রাট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহিমার্ণব [স] *বিণ* সাগরতুল্য মহত্ত্ব আছে এমন। 'মহামহিম মহিমার্ণব অমনি অবহেলে গুড়াগুড়ি হইতে ধূমাকর্ষণপূর্বক অকাতরে বলিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত কংসারি চৌধুরী – শিরোনামাসম্বলিত বহু আবেদন নিত্য তাহার দরবারে পৌঁছিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মহিম্নস্তব [স] *বি* হিন্দু দেববন্দনামূলক শ্লোকবিশেষ। 'ভুলেছি মহিম্নস্তব, শিখেছি গাহিতে নারীর মহিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মহিরুহ [স মহীরুহ] *বি* বড়ো গাছ। 'ভকতবৎসল তুমি ভবমহিরুহ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মহিলা [স] **১** *বি* পত্নী। 'পঞ্চরত্ন দিল হাতে রাজার মহিলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* নারী। 'অর্থ প্রত্যাশায় নির্দোষ মহিলাদিগের উচ্ছেদ সাধন নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে নষ্ট করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মহিলা-পূজা [স] *বি* দেবপূজা। 'আমাদের ক্ষাত্রধর্মে মহিলা-পূজা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মহিলা-প্রণীত [স] *বিণ* মহিলা-রচিত। 'মহিলা-প্রণীত গ্রন্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মহিলামহল [স মহিলা+আ মহল] *বি* নারীসমাজ। 'এ সম্বন্ধে মহিলামহল থেকে রীতিমত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মহিলাশালা [স] *বি* নারীদের থাকার ঘর। 'মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র মহিলাশালা আছে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মহিলাসমাজ [স] *বি* নারী সম্প্রদায়। 'দেশের মহিলাসমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্যই ...।' *বেগম*, ১৯৬২।

মহিষ, মহীষ [স] *বি* গো-জাতীয় পশুবিশেষ। 'সিংহ ভালুক আর মহিষ সুকর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'মহীষ খাদ্য, তাহার কাছে ছুরি হাতে করিয়া যায় কে?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মইষ, মইস, মঈষ [স মহিষ] *বি* মহিষ। 'ছাগ মেষ মইষ বলি দিলেক ইছাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বনে মঈষ ভল্লুক শার্দূল গণ্ডাচয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'মইস।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

মহিষচরি *বি* মহিষ চরানো। 'মহিষচরির খাজনা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মহিষ-চামা *বিণ* মহিষের চামড়ার মতো। 'হল শরীর আমার ফেটে মহিষ-চামা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মহিষমর্দিনী, মহিষমর্দ্দিনী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'সিংহপৃষ্ঠে দুর্গা বন্দো মহিষমর্দিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'জয়নগরশ্যামপুর গ্রামে এক বারএয়ারি মহিমর্দ্দিনী পূজা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহিষা [স মহিষ>] **১** *বিণ* মহিষের চামড়া দ্বারা নির্মিত। 'কিনিল মহিষা ঢাল তাড়িপত্র তরোয়াল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* মহিষদুগ্ধজাত। 'কিনিল মহিষা দই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহিষাসুর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মহিষরূপী অসুরবিশেষ। 'মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ দারুণ দম্ভ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহিষি [স মহিষ>] *বিণ* মহিষের মতো। **মহিষি-চলন** *বি* মহিষের মতো চলন। 'একেবারে ছাড়িয়াছি মহিষি-চলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মহিস [স মহিষ] *বি* গো-জাতীয় পশু। 'গণ্ডা মহিস পোড়ে পোড়এ কটাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহিসা [স মহিষ>] *বিণ* মহিষের চামড়া দ্বারা নির্মিত। 'উড়িয়া মহিসা ঢালে সিংহের হানিল ভালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহীষিআ [স মহিষ>] *বিণ* মহিষের চামড়া দ্বারা নির্মিত। 'সেতাই নেতাই ... পড়ে মহীষিআ ঢালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহিষি[১] *দ্র* **মহিষ**

মহিষি[২] [স মহিষী, সম্বো ই-কার] *বি* মহিষী; সম্রাজ্ঞী। 'মহিষি, মার্জ্জনা কর ধরি হে চরণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। *দ্র* **মহিষী**

মহিষী [স] *বি* রাজার স্ত্রী; রানী। 'পাণ্ডব মহিষী নারী মার পাতিব্রতা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'কর্ণাট রাজার মহিষী এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিয়াছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

মহিষীগরব [স মহিষী+স গর্ব] *বি* রানীর অহংকার। 'ছাই এ কপাল! ছাই মহিষীগৌরব!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মহিষী-বিবাহ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দ্বারকায় কৃষ্ণের পত্নীগ্রহণ। 'মহিষী-বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহী[১] [স] *বি* পৃথিবী। 'বরাহ রূপে দান্তের আগে তোলী ধরিলোঁ মহী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'উর্ব্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মহীতল [স] *বি* মাটি। 'মূর্চ্ছিতা পড়িল মহীতলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহীদেব [স] *বি* ভূস্বামী। 'মহীদেব সকল বন্দিনু একমনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহীধর [স] *বি* পর্বত। 'যবে দেবকুলপতি রুষি মহীধর।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'মহীধর পরে শোভে কমলার তরু।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মহীপ [স] *বি* রাজা। **মহীপললনা** [স] *বি* রাজকন্যা। 'মহীপললনা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মহীপতি [স] *বি* রাজা। 'সত্যপ্রকাশের বর্ণনানুরূপ ভূরুহ মহীপতির নয়নগোচর হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মহীপর [স] *বি* ভূতল। 'কিছু কাল মূর্চ্ছিত ছিলেন মহীপর।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

মহীপাল [স] *বি* রাজা। 'শুনহ কলিঙ্গ মহীপাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহীমণ্ডল [স] *বি* পৃথিবী। 'মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ্ন বিজুলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহীমাঝ [স মহী+স মধ্য>] *ক্রিবিণ* পৃথিবীর মাঝে। 'জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ/ উয়ল চারু ধরাধররাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মহীরুহ [স] **১** *বি* বৃহৎ বৃক্ষ। 'ঐ অদ্ভুত মহীরুহ প্রবাহগর্ভে বিলীন হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'উপাদি অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে ঝড়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* মহাজ্ঞানী। 'জন্ম নেন শত মহীরুহ, জ্ঞানের প্রকোষ্ঠে দেখো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মহীরুহব্যূহ [স] *বি* সারি সারি বৃক্ষ। 'মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে

নিশীথে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহীলতা [স] *বি* কেঁচো। 'মহীলতা মহী যেন ঐমনি লোটায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'মহীলতা প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদেহে একটি লম্বমান প্রত্যঙ্গ আছে।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

মহী[২] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'তীনি ভুবন মহী অইসন দোসর নহী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মহীয়সী [স] *বিণ স্ত্রী* সুমহান। 'অপরিসীম বিশ্বকার্য্যে যাঁহার অচিন্ত্যজ্ঞান, মহীয়সী শক্তি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মহীয়ান [স] **১** *বিণ* সুমহান। 'কবিতাগুলিও মহীয়ান চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬; 'বাহিরকে মহীয়ান করিয়া তুলি না কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* খুব সম্মানিত। 'মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মহুকুত [স মধু>] *বি* মিষ্ট রসে ভরা ফলবিশেষ। 'খিরী খাজুর বনকেন্দু মহুকুত আর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহকুমা [আ মহকমাহ্] *বি* জেলার প্রশাসনিক অঞ্চল। 'টাঙ্গাইল মহকুমার হিন্দু ভ্রাতাগণ!' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মহুয়া [স মধুক] *বি* এক প্রকার গাছ। 'মহুয়া বৃক্ষের ফুল ও ফল ইহারা অতি উপাদেয় বোধে আহার করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মহুআ [স মধুক] *বি* মহুয়া। 'জামির তুরঞ্জ দ্রাক্ষা মহুআ বাদাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মহুয়াবীজ *বি* মহুয়া ফুলের বীজ যা থেকে তেল হয়। 'মহুয়াবীজ ভাঙিয়া তৈল ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মহুয়া-মাতাল *বিণ* মহুয়া ফুলের মধু অথবা সেই মধু দিয়ে তৈরি মদ খেয়ে মত্ত। 'মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহুরি[১], **মহুরী** *বি* সুগন্ধি মসলাবিশেষ; মৌরি। 'সাঁতলিল মহুরির বাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মহুরী মরিচ লবঙ্গ প্রভৃতি মশলা।' *ভারত*, ১৭৬০।

মহুরি[২] [আ মুহাররির] *বি* কেরানি। **মহুরিগিরি** [আ মুহাররির+ফা গিরি] *বি* কেরানির কাজ। 'মুনসীগিরি ও মহুরিগিরি কিম্বা কেরাণিগিরি ইহা কিছুই করিতে হইবেক না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মহুল [স মধুক] *বি* মহুয়া গাছ। 'বহুল মহুল সেআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহেন্দ্র [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবরাজ ইন্দ্র। 'জয় বেদধর্ম বিপ্র-ন্যাসির মহেন্দ্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহেন্দ্রক্ষণ [স] *বি* শুভ সময়। 'যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষবেলায় প্রথম শুনালো মোরে নিশান্তের বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মহেশ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মহাদেব। 'মল্লিকার্জ্জুনতীর্থে যাই মহেশ দেখিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহেশজ [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) শিবের ঔরসজাত। 'মহেশজ মহামূর্তি মূষিকবাহন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মহেশ্বর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিব। 'প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'একবার অপরাধ ক্ষেম মহেশ্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহেস্বর [স মহেশ্বর] *বি* (হিন্দুদেবতা) শিব। 'ব্রহ্মা মহেস্বর বন্দো স্থিতি সংহার।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহেষ্বাস [স] *বিণ* মহাধনুর্দ্ধর। 'পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মহোত্রাণ [স] *বি* কায়স্থদের রাজস্বমুক্ত জমি। 'দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও মহোত্রাণ ও আয়মা ও লাখরাজ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মহোপাধ্যায় [স] *বি* বিশেষ জ্ঞানী। 'তিনি আরব দেশে মহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মহোল [আ মহল] *বি* শহরের অংশ বা রাস্তা বা পাড়া। 'মোকাম কলিকাতায় হাট ঘাট সয়ের মহোল ইজারা করিয়াছীলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মহ্লার [স মল্লারী] *বি* মল্লার; (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মহ্লার হইতে মিঞা মহ্লার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মা[১] [স] *ক্রিবিণ* না। 'সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।' *চর্যা* ৫, ১২০০।

মা[২] [স মাতা] **১** *বি* গর্ভধারিণী; জননী। 'ফেটলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।' *চর্যা* ২০, ১২০০; 'বড়ায়ি বুইল হেন আইহনের মাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মাঞ নিষধিল পুতা কাহে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দেশমাতা। 'মা আমাদের গুণগ্রাহী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* মাতৃস্থানীয়া নারী মনে ক'রে সম্বোধন। 'কুইন মা, মা, মাগো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৪** *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবী। 'মার কাছে কী করেছি দোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৫** *বি* কন্যাস্থানীয়া নারীকে সম্বোধনবিশেষ। 'মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাকাঙালি *বিণ* মায়ের জন্য আকুল। 'হয়তো এই মাকাঙালি "মেয়ে"।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মা-কালী *বি* (হিন্দুপুরাণ) রুদ্রমূর্তিধারিণী দেবী। 'তোর দিদিমা মা-কালী হয়ে গিয়েছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মাখেকো *বিণ* মায়ের মৃত্যুর কারণ হয় এমন। 'গণ্ডযোগে জন্ম হলে সে হয় মাখেকো ছেলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মা-গিরি *বি* মায়ের স্বভাব। 'মজা লাগছে আয়েষার মা-গিরি দেখে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

মাগোঁসাই *বি* গুরুপত্নী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মা ঠাকরুণ, মাঠাকরুন *বি স্ত্রী* গুরুজনস্থানীয় হিন্দু মহিলা (বিশেষ করে সম্বোধনে)। 'সে বড় কৌতুকের বে মা ঠাকরুণ।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'মাঠাকরুন খবর নিতে পাঠিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাঠাকুরানি *বি* মা; মাতা; মায়ের মতো নারী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মাঠাকুরুণ *বি* মাতা। 'মাঠাকুরুণ পরণাম করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মা-নেওটা *বিণ* মায়ের অনুরক্ত। 'আজিজ আমার জনম-পাগলা মা-নেওটা ছেলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মা ভাষা *বি* মায়ের ভাষা; মাতৃভাষা। 'বাঙ্গলা ভাষাতো আমারদের মা ভাষা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

মা-মরা, মা-মড়া *বিণ* মা মরে গেছে এমন। 'বাপ-মা-মরা অলক্ষণা কন্যার সহিত আমার এক ছেলের বিবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'অমন মা থাকতে তুই গো, থাকবো কি মা-মড়া।' *অশ্বিনী*, ১৯২০; 'মা-মরা কচি বাচ্চাটাকে বেঘোরে ফেলে রেখে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মায়ে-খেদানো *বিণ* মা তাড়িয়ে দিয়েছে এমন। 'বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো গরীব বালক।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মায়ে পোয়ে *ক্রিবিণ* মাতা-পুত্রে। 'মায়ে পোয়ে পূজার প্রকাশ কর মোর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মায়ের পেটের ভাই *বি* সহোদর ভাই। 'বুঝলি না হায় নাড়ি-ছেঁড়া

মায়ের পেটের ভায়ের টান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মা-হারা *বিণ* মা নেই এমন। 'মা-হারা শাবক, জানে না সে আপন মায়েরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'ওর মা-হারা সব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মাঅ[1] *দ্র* **মাআ**

মাঅ[2] [স মাতা] *বি* মা। 'তার মাঅ ননন্দ আন্ধার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাআ [স মায়া] *বি* মায়া। 'পুন অন্ত্র আৎসাদিল আকাস মাআএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাত্র [স মায়া] *বি* মায়া। 'মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী।' *চর্যা* ১১, ১২০০; 'তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

মাআজাল [স মায়াজাল] *বি* মায়াজাল। 'বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

মাআধর *বি* মায়ার আধার। 'কি লাগিআ আন্ধারে ডাকিলা মাআধর।' *রামাই*, ১৭১০।

মাআমোহা [স মায়ামোহ] *বি* মায়া ও মোহ। 'মাআমোহা সমুদা রে অন্ত ন বুঝসি থাহা।' *চর্যা* ১৫, ১২০০।

মাআহরিণী [স মায়াহরিণী] *বি* মায়াহরিণী। 'মাআজাল পসরিউ রে বাধেলি মাআহরিণী।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

মাআরফতি [আ মারিফত] *বিণ* (ইসলাম ধর্ম) আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কিত। 'পুছিবে মাআরফতি খবর।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

মাই[1] [স মাতা] *বি* মা। 'চাহি নৈল বুঢ়ীঅ মাই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাই[2] [স মাতৃ>] ১ *বি* চুচুক; স্তনের বোঁটা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* স্তন। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* স্তনের দুধ; স্তন্য। 'শিশুকে তার মা মাই দিচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মাই[3] [ই মে] *বি* খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার পঞ্চম মাস। 'মাহ মাই ১৭৫৬ স্যালে গোপাল হালদার আমাকে কহিলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

মাই[4] [স মন্থন>] *বি* মথিতকরণ। 'কুলীরা যষ্ঠি হস্তে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া তালে তালে নীল পচা জল মাই করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মাইআ [স মাতৃকা] *বি* মেয়ে। 'ধনে জনে মজাইলা গআলের মাইআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাইকা [ই] *বি* বৈদ্যুতিক কাজে লাগে এমন ধাতব পদার্থবিশেষ; অভ্র। 'কাকার তোর অত বড় মাইকার কারবার।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাইকেলী, মাইকেলি [ই মাইকেল>] ১ *বিণ* মাইকেল মধুসূদন দত্ত উদ্ভাবিত। 'এঁরা মাইকেলি ছন্দ আওড়ান।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বিণ* মাইকেল মধুসূদন দত্তের পঙ্ক্তির মতো। 'তৃতীয় লাইন মাইকেলী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মাইকেলী-যুগ *বি* কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সময়। 'এই মাইকেলী-যুগে মুসলমান কাব্যরচয়িতাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।' *সওগাত*, ১৯২৬।

মাইক্রোফোন [ই] *বি* মাইক; ধ্বনি বাড়ায় এমন যন্ত্রবিশেষ। 'উষালোকে মাইক্রোফোনের মতো রবে।' *জীবন*, ১৯৩০।

মাইক্রোস্কোপ, মাইক্রসকোপ [ই] *বি* অণুর মতো খুব ক্ষুদ্র জিনিস দেখার যন্ত্র; অণুবীক্ষণ যন্ত্র। 'অত্যদ্ভুত মাইক্রসকোপ।' *দর্পণ*, ১৮৩৭; 'দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ দুইয়েরই প্রয়োজন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মাইজভাণ্ডারী *বি* চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারকেন্দ্রিক মুসলমান সূফী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাইজভাণ্ডারী, সুরেশ্বরী, হালিম চান ... দলগুলি।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

মাইঠ [স মৃত্তিকা] *বি* বড়ো কলসি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাইতি *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পোনলো মাইতির মেয়ে।' *অমৃত*, ১৯০০; 'অফিসের মাইতি-দে-গড়াগড়ি-গুঁইবাবুদের মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মাইন [ই] *বি* জাহাজবিধ্বংসী বোমা। 'আমি ভীম ভাসমান মাইন।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাইনর [ই] ১ *বিণ* গৌণ। 'সঙ্গীতপ্রণালীর মেজর ও মাইনর দুইটি মাত্র শাখা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* নিম্ন-মাধ্যমিক। 'মাইনর এবং এনট্রেন্স স্কুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মাইনরিটি [ই] *বি* সংখ্যালঘু। 'তাহা মাইনরিটির কাছে আপত্তিকর।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

মাইনা [ফা মহীনা] *বি* বেতন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'চাকরীয়াদের যতটা মাইনা বাড়িয়াছে তাহা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তুলনায় অতি সামান্য।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাইনাপত্র [ফা মহীনা+স পত্র] *বি* বেতনাদি। 'মাইনাপত্র যোগাইবার সাহস আছে তার।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাইনে *বি* বেতন। 'তবু শিবের মাইনে ভরি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মাইনে-করা *বিণ* বেতনে নিযুক্ত। 'মাইনে-করা যে দিনু স্যাকরা গলির পাশের ঘরে বসে ... ফরমাশ খাটত সে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মাইনে-খাওয়া *বিণ* বেতনভোগী। 'মোল্লা সাহেবের মাইনে-খাওয়া যে দুটো লোক ট্রাক্টা বোঝাই করছিল ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাইনে-পত্র *বি* বেতনাদি। 'ঠিকমত মাইনে-পত্র পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মাইন্দার [ফা মাহীনাদার] *বি* মাসিক বেতনভুক শ্রমিক। 'তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মাইয্য [স মধ্য] *বিণ* মধ্যমা। 'মাইয্য আঙ্গুল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাইয়া [স মাতৃকা] *বি* স্ত্রীলোক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাইয়াপোলা *বি* স্ত্রীলোক। 'আমরা মাইয়াপোলা কি করতা পারি?' *শওকত*, ১৯৭২।

মাইয়ালোক *বি* স্ত্রীলোক। 'ধন দৌলত, মাইয়ালোক, যা চাও সব পাবি।' *হাসান*, ১৯৬৪।

মাইরপিট *বি* মারা ও পিটানো। 'গিরিধর রায়ের সরকারকে মাইরপিট করাতে ...।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

মাইরি [প মেরী] *অব্য* (খ্রিস্টান) মা মেরীর নামে শপথ করতে ব্যবহৃত শব্দ। 'দিদি আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করিনি – মাইরি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মাইল [ই] *বি* দূরত্বের পরিমাপবিশেষ; ১৭৬০ গজ পরিমাণ দূরত্ব। 'পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মাইলটাক [ই মাইল+টাক] *বি* মাইলখানেক দূরত্ব। 'আর মাইলটাক আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

মাইল পোস্ট [ই] *বি* সড়কে মাইলের দূরত্ব চিহ্নিত ফলক; মাইল-ফলক। 'মাইল পোস্ট না ফেরার পথের ওপর।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মাইল স্টোন [ই] *বি* মাইল-ফলক। 'উহার নাম মাইল স্টোন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাইলের পর মাইল *ক্রিবিণ* সুদীর্ঘ পথ জুড়ে। 'দেবদারু পামের নিবিড় মাথা – মাইলের পর মাইল।' *জীবন*, ১৯৪২।

মাইশর, মাইসর [স মৃগশিরা] *বি* অগ্রহায়ণ মাস। 'মাঁস মধ্যে মাইশর আপনে ভগবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০

মাইস [স মহিষ] *বি* মহিষ। 'ছাগল মাইস মেষ অনেক পরিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মাউ [স মাতৃ>] *বি* মা। 'রামকৃষ্ণ গেলা বাপ মাউ দেখিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাউই-মা *বি* ভাই বা বোনের শাশুড়ি। 'তোমার মাউই-মা যখন বেঁচেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৭।

মাউগ *বি* স্ত্রী; মাগী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাউন্টেন [ই] *বি* পাহাড়-পর্বত। 'আমি মাউন্টেন লঙ্ঘন করতে পারি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

মাউত [স মহামাত্র] *বি* মাহুত। 'মাউতের হাতে লোহার ডাঙশ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মাউর *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'মাউর রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাউলানী *বি* মাতুলানি; মামী। 'তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাউসী [স মাতৃস্বসা] *বি* মাসি। 'মামী মাউসী তার ঠায়ি নাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাএ [আ মা'অ] *বিণ* মায়; সমস্ত; পুরো। 'চতুর্দ্দিমা বসুন্দ মাএ আমলা সমেত তোমার স্থানে ...।' *মেয়ের্স*, ১৭৫৭।

মাও [স মাতৃ>] *বি* মা। 'আমারত মাও দেবি আমারে বুলিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাওরি *বি* নিউজিল্যান্ডের আদি অধিবাসী। 'মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মাওলা [ফা] *বি* প্রভু। 'সাঁই, এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

মাওয়া *দ্র* **মওয়া**

মাংনা *ক্রিবিণ* বিনা পয়সায়। 'বাবা ডাক মাংনা হয় না।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মাংশপেশীবহুল [স] *বিণ* সুগঠিত মাংসপেশীপূর্ণ। 'তার মাংশপেশীবহুল, সুঠাম, বলিষ্ঠ দেহ বাঙালী বৈদেশিকের বিস্ময় উৎপাদন ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মাংষ [স মাংস] *বি* মাংস। 'তাহার মাংষ খাইলেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মাংস [স] *বি* প্রাণীদেহের হাড় ও চামড়ার মধ্যবর্তী কোমল বস্তু। 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।' *চর্যা* ৬, ১২০০।

মাংসওয়ালা [স মাংস+হি ওয়ালা] *বি* মাংসবিক্রেতা। 'রুটিওয়ালা, মাংসওয়ালা কয়লাওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নিজস্ব "চি-চিং ফাক" আছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মাংসপিণ্ড [স] *বি* মাংসের দলা। 'সিঞ্চিয়া সিতল জল মাংসপিণ্ড কৈল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাংসপুত্তলী [স] *বি* মাংসের তৈরি পুতুল। 'আমি প্রাণহীনা মন্ত্রিগঠিতা মাংসপুত্তলী।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মাংসপেশি, মাংসপেশী [স] *বি* হাড়ের উপরকার দেহের সঞ্চালনকারী কোমল বস্তু। 'অস্থি, মাংসপেশি, মস্তিষ্ক, নাড়ি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'তাহারদের এক মাংসপেশী জানুর উপর দিয়া পদতল পর্য্যন্ত গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মাংসপেশীহীন [স] *বিণ* দুর্বল। 'সে বর্ত্তমানের ক্ষীণকায়, মাংসপেশীহীন, রোগ-বিশীর্ণ, অনশন-ক্লিষ্ট ... বাঙালী নারী নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মাংসপ্রীতি [স] *বি* মাংসের প্রতি আসক্তি। 'এ শিকারের নেশা ... এ নিশ্চয় মাংসপ্রীতি নয়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

মাংসবিরল [স] *বিণ* কঙ্কালসার। 'মাংসবিরল দেহের ভঙ্গিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মাংসব্রণ [স] *বি* ফোড়া। 'মাংসব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাংসভুক [স] *বিণ* মাংসভোজী। 'দ্রাক্ষারস ও মাংসভুক শরীরে ঐ সকল উষ্ণদ্রব্যের অভাব হইলে হানি নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মাংসভোজী [স] *বিণ* মাংস ভোজনকারী। 'মাংসভোজী ও উদ্ভিদভোজী জন্তুদিগের মধ্যে বিস্তর বিভিন্নতা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মাংসল [স] **১** *বিণ* মাংসবহুল। 'এই অঙ্গুলিসকল মাংসল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* স্থূল; চওড়া। 'মাংসল পথ।' *জীবন*, ১৯৩২।

মাংসাভিলাসী [স] *বিণ* মাংস খাওয়ার বাসনা পোষণ করে এমন। 'আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাসী ব্যাঘ্রকুলতিলক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মাংসাশী [স] *বিণ* মাংসখাদক; মাংসাহারী। 'তৃণাহারী হরিণ সমস্ত মাংসাশী পশু অপেক্ষায় দ্রুতগামী।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মাংসাহারী [স] *বিণ* মাংসখাদক। 'মাংস তোর মাংসাহারী জীবে দিব এবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মাঁগা [স মার্গণ>] *ক্রি* চাওয়া; যাচনা করা। **মাঁগ** *ক্রি* চাও। 'বিরহী জুবতি মাঁগ দরসন দান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মাঁগব** *ক্রি* চাইবো। 'হীরা মনি মানিক একো নহি মাঁগব ফেরি মাঁগব পহু তোরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মাঁগী** *ক্রি* চাই। 'কর যোড় করি রতি ভিক্ষ্যা তোক মাঁগী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাঁগে** *ক্রি* যাচনা করে। 'ভাগিনা সুরতি মাঁগে দানের ছলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাঁটা [স গ্রন্থি] *বিণ* আঁটা। 'আমার অধর হীরাকষ দ্বারা মাঁটা থাকিবে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

মাঁফা *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'মাঁফিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাঁস[১] [স মাংস] *বি* মাংস। 'হণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

মাঁস[২] [স মাস] *বি* মাস। 'মাঁস মধ্যে মাইসর আপনে ভগবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাকড়[১] [স মর্কট] **১** *বি* বানর। 'বামন শরীর মাকড় বেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মাকড়সা। 'মাকড়ের সুত।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাকড়জীবী [স মর্কটজীবী] *বি* যারা পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে। 'মাকড়জীবী ঐ যে ফেরে গড় করি তায় অনেক তফাৎ থেকে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

মাকড় মরে গেলে ধোকড় হয় – পক্ষপাতমূলক আচরণ। *অবন*,

১৯২৭।

মাকড় মারলে ধোকড় হয় – পক্ষপাতমূলক আচরণ। 'এই মাকড় মারলে ধোকড় হয় নীতি।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাকড়সা [স মর্কট] *বি* সূক্ষ্ম জাল-রচনাকারী অষ্টপদী কীটবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'মৌমাছী ও মাকড়সার মধ্যে অতিবাদ বিবাদ হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মাকড়সাজাল [স মর্কটজাল] *বিণ* মাকড়সার জালের মতো বুননবিশিষ্ট। 'কেউ-বা আনল মাকড়সাজাল শাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মাকড়সার জাল *বি* মাকড়সার বোনানো জাল। 'রেলপথ আঁকা মানচিত্র দেখিলে বোধ হয় লণ্ডন যেন মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মাকড়া [স মর্কট] *বি* মাকড়সা। 'মাকড়ার আশে বন্দী সে জন।' *লালন*, ১৮৯০।

মাকড়ের সুতা *বি* মাকড়সার জাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাকসা *বি* মাকড়সা। 'মাকসার জালে মাতঙ্গ বাধিলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মাকোষা *বি* মাকড়সা। 'মগজ মহলে মাকোষা ঢুকিলে বেরুবেই টিকি-শূল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

মাকড়[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'হলধর মাকড়।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মাকড়ি, মাকড়ী [স মকর] *বি* কানের অলংকার। 'রজত মাকড়ি কর্ণে ঘন ঘন দোলে।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকড়ী ও হাতের বালা খুলিয়া ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মাকন্দ [স] *বি* চন্দন। 'আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব হরিতাল বদলে হিরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাকান [আ মুকাম] *বি* বাড়ি। 'বড় রাস্তা হতে ২/৩ শত হাত গলির ভিতর দু-মনজেলা মাকান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাকাল[1] [স মহাকাল] *বি* বাইরে থেকে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু অখাদ্য ফলবিশেষ। 'মাকাল ফলটি রাঙাচোঙা/ তাই দেখে মন হলি ঘোঙা।' *লালন*, ১৮৯০।

মাকাললতা *বি* মাকাল গাছের লতা। 'শুকনো মাকাললতা।' *জীবন*, ১৯৩১।

মাকাল[2] [স মহাকাল>] *বি* (হিন্দুধর্ম) লোকদেবতাবিশেষ। 'মাকালপূজা করিয়া বেড়াইতে হয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মাকু [ফা] ১ *বি* একপ্রকার ধান ও তার চাল। 'মাকু মেটে মধিলোট শিবজটা পরে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* তাঁত বোনার কাজে ব্যবহৃত এক প্রকার যন্ত্র, যা দিয়ে সুতো আড়াআড়িভাবে বোনানো হয়। 'এই হাতে দিলুম মাকু, ভ্যা কর তো বাপু।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মাকুবাজি করা *ক্রি* বৈঠা বাওয়া। 'সারাদিন এপার-ওপার মাকুবাজি করে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

মাকু মারা *ক্রি* তাঁত বোনার কাজ করা। 'এই একটানা আগুনের ভিতর পেশাওয়ার কাবুলে মাকু মারা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'রামদয়াল তাঁতে বসিয়া খটাখট মাকু মারিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মাকুন্দ [স মৎকুণ] *বি* যে বয়স্ক পুরুষের গোঁফ-দাড়ি ওঠেনি। 'মাকুন্দ হত যদি কুন্দ-বালা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মাকুন্দা *বিণ* শ্মশ্রুহীন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাকুন্দিআ *বিণ* শ্মশ্রুহীন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাকুল [আ] ১ *বিণ* দক্ষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* বুদ্ধিমান। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বিণ* ন্যায়সঙ্গত। 'বড়ই মাকুল দেখ মোহাম্মদী দীন।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *বিণ* উপযুক্ত। 'এক জন মাকুল লোক মুনসি চাকর রাখিতে হবেক।' *কেরি*, ১৮০২। ৫ *বিণ* সুন্দর। 'চান্দেরে জিনিয়া তার ছুরত মাকুল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মাক্ষণ [স ম্রক্ষণ] *বি* মাখন। 'মাক্ষণ ও লবনি ঘির ও সর ছানা দোকানেহ প্রস্তুত।' *রামরাম*, ১৮০১। দ্র **মাখন**

মাক্ষি [স মক্ষিকা] *বি* মাছি। 'মাক্ষি অঙ্গের পরে পড়িতে নাহি পারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

মাখন [স ম্রক্ষণ] *বি* দুধ থেকে প্রস্তুত স্নেহ পদার্থবিশেষ; ননি। 'খানসামা আজিকার মাখন বড় মন্দ।' *কেরি*, ১৮০২।

মাখনচোর *বি* কৃষ্ণ। 'ধরো ধরো শ্রীদাম, আমি তোর করে/ সঁপে দিলাম মাখনচোরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মাখন-রোদ *বি* মাখনের মতো কোমল রোদ। 'সকালের টাটকা মাখন-রোদে জেগে ওঠা।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মাখনি *বি* মাখন; ননি। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মাখনি সর *বি* মাখনের সর। 'পায়স মাখনি সর পাশে ধরে আনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাখা[1] [স ম্রক্ষ>] ১ *বিণ* মেখে রাখা। 'গায় মাখা রাঙ্গা ধুলা বিক্রমের কত কব কথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* লিপ্ত। 'স্মৃতি-আশা-মাখা মৃদু সুখে দুখে/ পুলকিয়া উঠে কায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মাখাজোখা *বিণ* মিশ্রিত; মেলানো-মেশানো। 'বিষামৃত আছে রে মাখাজোখা।' *লালন*, ১৮৯০।

মাখামাখি ১ *বি* একাত্মতা। 'ভক্তিতে প্রেমেতে পরস্পর মাখামাখি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* অবিরাম মাথার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বি* ঘনিষ্ঠতা। 'তাদের সঙ্গে মাখামাখি সখীত্ব করে আবার চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মাখা[2], **মাখানো**[1] [স ম্রক্ষ>] ১ *ক্রি* মেখে রাখা। 'কাঠ কঠিন মোদক উপরে মাখিয়া গুড়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* প্রয়োগ করা। 'সাঁচানি খাসীর মাংসে বিষ মাখিয়াছ।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *ক্রি* লেপন করা। 'বদনে বিভূতি মেখে পরে বাঘছালা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৪ *ক্রি* আবেশ সৃষ্টি করা। 'চোখের উপরে কে যেন স্বপ্ন মাখিয়ে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *ক্রি* ভাতের সঙ্গে তরকারি মিশানো। 'আনু ফুঁ দিয়ে দিয়ে মাখাতে লাগল।' *শামসুল*, ১৯৫৭। **মাখলে** *ক্রি* মাখালে। 'ভাত তো মাখলে একন মুখে তোল।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **মাখিতে** *ক্রি* মাখতে। *ওর্সা*, ১৭৮২। **মাখিয়া** *ক্রি* মেখে। 'কাঠ কঠিন মোদক উপরে মাখিয়া গুড়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মাখিয়াছ** *ক্রি* প্রয়োগ করেছো। 'সাঁচানি খাসীর মাংসে বিষ মাখিয়াছ।' *সুলতান*, ১৭০০। **মেখে** *ক্রি* লেপন করে। 'বদনে বিভূতি মেখে পরে বাঘছালা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মাখাচুকা *ক্রি* মাখিয়ে ফেলা। 'হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মাখানো[2] [স ম্রক্ষ>] *বিণ* লেপন করা হয়েছে এমন। 'হৃদয় ছিল গো কবিতা মাখানো, প্রকৃতি আছিল কবিতাময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'দেহে এলোথেলো বাস, নয়নে মমতা, অধরে মাখানো কোমল সরস হাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'গল্পে-গুজবে কালিদাসের চরিত্র কলঙ্কে মাখানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাগ[১] [স মার্গ] ১ *বি* মাস্তুল। 'চালিউঅ ষষহর মাগে অবধূই।' *চর্যা ২৭,* ১২০০। ২ *বি* পথ। 'বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই বাহ তু ছন্দা।' *চর্যা ১৪,* ১২০০।

মাগ[২] *দ্র* মাগা[২]

মাগ[৩] [মাগী] *বি* পত্নী। 'আমাদের দোকান পাট বন্ধ হইল, মাগ ছেলেও শুকিয়ে মরল।' *প্যারী,* ১৮৫৮।

মাগখেগো *বিণ* স্ত্রী হত্যাকারী। 'কামিনী মাগখেগো ভাতারের হাত হতে রক্ষা পায়।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬৩।

মাগগি [স মহার্ঘ] ১ *বি* চড়া দামের। 'মাগ্‌গির বাজার।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮। ২ *বিণ* (ঠাট্টা) অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে দাম বাড়িয়ে দেওয়া। 'পদ্মমুখি, মিসি মাগগি কর্যে তুল্যে যে।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬০।

মাগগি দর *বি* খুব বেশি মূল্য। 'মাগগি দরে বিকোবার জন্যে মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিশ করতে থাকে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

মাগগী ভাতা *বি* জিনিসের দাম বাড়ার কারণে কর্মচারীদের বেতন ছাড়াও প্রদত্ত বাড়তি অর্থ। 'তাহাদিগকে পূর্বহারে মাগগী ভাতা দিতে হবে।' *বেগম,* ১৯৪৮।

মাগজিন [ই ম্যাগাজিন] *বি* সাময়িকপত্র। 'কালিডস্‌কোপ মাগজিন নং ১/৫ পর্যন্ত।' *দর্পণ,* ১৮৩০।

মাগতিয়া [স মার্গণ>] *বি* ভিখারি। 'মক্কার মাগতিয়ার রণে এথেক কান্দন।' *সুলতান,* ১৭০০।

মাগধ [স] *বিণ* মগধদেশীয়। 'আর্য্যক্ষেত্রে সূত, মগধ, বন্দর...।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২।

মাগধী [স মাগধীয়] *বি* প্রাচীন পূর্বভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রাকৃতা উদীচী মহারাষ্ট্রী মাগধী... এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ,* ১৮৩০।

মাগধী প্রাকৃত *বি* পূর্ব ভারতের মগধ অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষা। 'বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল পালিতে এবং জৈনধর্ম মাগধী প্রাকৃতে।' *প্রমথ,* ১৯১৭।

মাগন [স মার্গণ>] *বি* ভিক্ষা। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

মাগনা *বিণ* বিনা দামে। *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'মাগনা তো নয়।' *বিভূতি,* ১৯২৯।

মাগফেরাত, মাগফেরাৎ [আ মাগফিরাত] *বি* (ইসলামমতে) মৃতব্যক্তির আত্মার শান্তি ও পাপমোচনের জন্যে প্রার্থনা। 'মাগফেরাৎ কামনা করি তাঁর মহান আত্মার।' *মাহেনও,* ১৯৪৯; 'মোনাজাত করি মরহুমের মাগফেরাত।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

মাগরিব [আ] *বি* (ইসলামমতে) সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে যে নামাজ পড়া হয়। 'আসরেত আসসুরা ও বেজা মাগরিবে।' *আলাওল,* ১৬৮০।

মাগা[১] [স মার্গ>] *বি* মাস্তুল। 'বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা।' *চর্যা ৮,* ১২০০।

মাগা[২] [স মার্গণ>] ১ *ক্রি* চাওয়া। 'শুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনা সেবা মাগি নিল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'ভেক স্থানে কুম্ভীরে না মাগে অব্যাহতি।' *আলাওল,* ১৬৮০। ২ *ক্রি* প্রার্থনা করা। 'পঞ্চগুণে পঞ্চবার মাগ স্বামী বর।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **মাগ** *ক্রি* প্রার্থনা করো। 'পঞ্চগুণে পঞ্চবার মাগ স্বামী বর।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **মাগঅ** *ক্রি* ভিক্ষা করে। 'কানেট চোরে নিল কাগই মাগঅ।' *চর্যা ২,* ১২০০। **মাগএ** ১ *ক্রি* কামনা করে। 'মাগএ সুরতি দান সান দেই মাথে।' *বড়ু,* ১৫৭০। ২ *ক্রি* প্রার্থনা করে। 'রত্নদান করএ মাগএ পুত্র দান।' *বাহরাম,* ১৬৫০। **মাগওঁ** *ক্রি* প্রার্থনা করি। 'সুরপতি পাএ লোচন মাগওঁ।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **মাগম** *ক্রি* প্রার্থনা করবো। 'পদযুগ কমলে মাগম পরিহার।' *বাহরাম,* ১৬৫০। **মাগহ** *ক্রি* চেয়ে নাও। 'প্রভু বোলে আচার্য মাগহ নিজ কার্য।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **মাগাএ** *ক্রি* প্রার্থনা করে। 'রাজাএ মাগাএ ভিক্ষা রাজ্যপাট হরি।' *বাহরাম,* ১৬৫০। **মাগি** ১ *ক্রি* প্রার্থনা করি। 'এক বস্তু মাগি দেহ প্রসন্ন হইয়া।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *ক্রি* ভিক্ষা ক'রে। 'এমন সময় হর ভিক্ষা মাগি আইলা ঘর।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ৩ *ক্রি* চেয়ে। 'তুষ্ট হইয়া বোলে হর মাগি লয় বর।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **মাগিএ** *ক্রি* প্রার্থনা করে। 'তে কারণে প্রভুপদে মাগিএ খণ্ডাইতে।' *বাহরাম,* ১৬৫০। **মাগিনু** *ক্রি* প্রার্থনা করলাম। 'শুনহে কোটাল ভাই মাগিনু তোমার ঠাঁই।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০। **মাগিব** *ক্রি* প্রার্থনা করবো। 'গোবিন্দ মাগিব মনি হেনঞি না জানি।' *মালাধর,* ১৫০০। **মাগিম** *ক্রি* ভিক্ষা করবো। 'খণ্ডাও বিষম সাপ মাগিম প্রশাদ।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **মাগিয়া** *ক্রি* চেয়ে। 'আমার নাম করিয়া অর্দ্ধ আনহ মাগিয়া।' *মালাধর,* ১৫০০। **মাগিল** *ক্রি* চাইলো। 'মাগিল রাজারে মুনি উদ্ধব পাঠাইয়া।' *মালাধর,* ১৫০০। **মাগিলা** *ক্রি* প্রার্থনা করলো। 'দেখিবারে সেই নূর প্রভুতি মাগিলা।' *সুলতান,* ১৭০০। **মাগিলে** *ক্রি* চাইলে। 'না মাগিলে মুক্তি পদ আমার মায়াএ।' *মালাধর,* ১৫০০। **মাগিলেন্ত** *ক্রি* প্রার্থনা করলো। 'দিলে মুখে মাগিলেন্ত আল্লার গোচর।' *সুলতান,* ১৭০০। **মাগীতে** *ক্রি* মাগতে। *ওসাঁ,* ১৭৮২। **মাগে** ১ *ক্রি* চায়। 'মানুস হইয়া পারিজাত মাগে গদাধর।' *মালাধর,* ১৫০০। ২ *ক্রি* যাচনা করে। 'ভিক্ষা মাগে পঞ্চভাই নগরে নগরে।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। **মাগেন** *ক্রি* প্রার্থনা করেন; ইচ্ছা করেন। 'রদ্রিগিউস সাহেব হুকুম মাগেন সহরের সাহেব লোককে ও দরবস্ত বসত্যা দিগকে প্রচার করিত।' *ক্যালগে,* ১৭৮৭। **মাগ্যা** *ক্রি* প্রার্থনা ক'রে। 'তোরে দিতে বর মাগ্যা ধনপতি বন্দি নাগ্যা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **মাগ্যা নিল** *ক্রি* চেয়ে নিলো। 'হইআ রাজার সবিনয় মাগ্যা নিল পরাজয়।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

মাগাজিন [ই ম্যাগাজিন] *বি* সাময়িক পত্রিকা। '... চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল মাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন ...।' *বঙ্কিম,* ১৮৮৭।

মাগি, মাগী [পা মাতুগামা] ১ *বি* (তুচ্ছার্থে) স্ত্রীলোক। 'মুনিস্যা মাথায় তৈল মাগীটির পায়।' *মানিকরাম,* ১৭৮১; 'অভাগা মাগীগুলা কতই কয়; এত কি প্রাণে সয়।' *ভবানী,* ১৮২৮; 'মাগীদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮। ২ *বি* লাস্যময়ী নারী। 'একা মাগী লাগায়েছে হাট।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮। ৩ *বি* বেশ্যা। 'বোধ করি ও ঐ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে।' *মাইকেল,* ১৮৬০। ৪ *বি* (আদরে) মেয়ে। 'আমি আদর করিয়া, তোমায় মাগী বলিয়া আহ্বান ও সম্ভাষণ করিতাম।' *বিদ্যা,* ১৮৬৪। ৫ *বি* (তুচ্ছার্থে গালিবিশেষ) নারী। 'এই মাগি, তু কে লা?' *মণীশ,* ১৯৫৭।

মাগীখোর [মাগী+ফা খোর] *বিণ* কামুক। 'শালা ঢ্যামনা, মাগীখোর তুর যে নিদেন কাল হেঁকেছে।' *হাসান,* ১৯৬৭।

মাগীপট্টি [মাগী+স পট্ট>] *বি* বেশ্যাপাড়া। 'রাস্তাটা পার হইলেই তো তোমার বাদামতলীর মাগীপট্টি।' *ইলিয়াস,* ১৯৭২।

মাগী বৈষ্ণবী [মাগী+স বৈষ্ণবী] *বি* স্ত্রী বৈষ্ণব। 'এক মাগী বৈষ্ণবী আপনার কাছে আসতে চায়।' *দীনবন্ধু,* ১৮৭৩।

মাগু [পা মাতুগাম] *বি* স্ত্রী। 'কান্দি গুরি দুটী মাগু দেশেতে রহিল।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

মাগু কিল *বি* স্ত্রীলোকের মুষ্টি প্রহার। 'মাগু কিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোক্ষা বাটে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

মাগু ছেল্যা *বি* পত্নী-পুত্র। 'মাগু ছেল্যা বিকাবেক চৈতন্যের হাটে।'

মানিকরাম, ১৭৮১।

মাগুরাঁড়িয়া *বি* (গালি) বেশ্যা মাগী। 'বেটা মাগুরাঁড়িয়া গুষ্টিখেগো আমাকে যাহা খুশি তাহাই বলে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মাগুর [স মদ্গুর] *বি* জিওল মাছবিশেষ। 'মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।' *ভারত*, ১৭৬০।

মাঘ [স] *বি* বাংলা দশম মাসবিশেষ। 'চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাঘমণ্ডল [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাঘ সংক্রান্তি পর্যন্ত চলা। 'এইবার মাঘমণ্ডল ব্রতটি কেমন তা দেখি।' *অবন*, ১৯১৯।

মাঘমণ্ডল ব্রত [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাঘ সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে এমন ব্রতবিশেষ। 'এইবার মাঘমণ্ডল ব্রতটি কেমন তা দেখি।' *অবন*, ১৯১৯।

মাঘমাস্যা [স মাঘমাস>] *বিণ* মাঘ মাসের। 'মাঘমাস্যা যেন মূলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাঘ সংক্রান্তি [স] *বি* মাঘ মাসের শেষ দিন। 'এক মাঘ সংক্রান্তিতে উত্তম আসন।' *সুলতান*, ১৭০০।

মাঘীপূর্ণিমা *বি* মাঘ মাসের পূর্ণিমা। 'সেদিন মাঘীপূর্ণিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাগুন [স মার্গণ] *বি* ভিক্ষা মাগা। 'বাড়ি বাড়ি চলল তারা মাগুন হাঁকি হাঁকি।' *জসীম*, ১৯২৯।

মাগুনা *ক্রিবিণ* বিনামূল্যে। 'মাগুনা দিবি অত বড় কুমড়াটা।' *জসীম*, ১৯৬৪।

মাঙা *ক্রি* প্রার্থনা করা। **মেঙে** *ক্রি* ভিক্ষা করে। 'কাঙাল হব মেঙে খাব রাজরাজ্যের আর কার্য নাই।' *লালন*, ১৮৯০।

মাঙ্গ [স মার্গণ>] *বি* মাঙ্গল। 'মাঙ্গত চড়ুহিলে চউদিস চাহঅ।' *চর্যা*, ১২০০।

মাঙ্গন [স মার্গণ>] *বি* ভিক্ষা। 'তিনি মাঙ্গন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্ব্বক অপহরণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'চাঁদা, ভিক্ষা বা মাঙ্গন – জমিদারের ঋণ পরিশোধার্থ টাকা সংগৃহীত হয়।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

মাঙ্গনিয়া *বিণ* ভিক্ষুক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাঙ্গলিক [স] **১** *বিণ* (প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী) সংসারের ভালো হয় এমন। 'বাটীতে টিকটিকির নাচ ... মাঙ্গলিক কর্ম্ম করাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। 'হিন্দু-মুসলমানের সব মাঙ্গলিকেই সুপারির প্রয়োজন হয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মাঙ্গল্য [স] **১** *বিণ* (প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী) মঙ্গলসূচক। 'তাহাতে আলিপনা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যের অবস্থান করে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **২** *বি* মঙ্গলাচারের দ্রব্য। 'মাঙ্গল্য রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাঙ্গল্যমন্ত্র [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) মঙ্গলসূচক স্তোত্র। 'মাঙ্গল্যমন্ত্রপাঠ চলছিল রাজবাড়িতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাঙ্গা[1] [স মার্গ>] *ক্রি* ভিক্ষা করা। **মাঙ্গসি** *ক্রি* ভিক্ষা করো। 'আবুধ ছাওয়াল কাহ্নাঞি মাঙ্গসি দান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাঙ্গহ** *ক্রি* প্রার্থনা করো; ভিক্ষা করো। 'ভিক্ষা মাঙ্গহ ঘরে ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাঙ্গাইয়া** *ক্রি* প্রার্থনা ক'রে। 'এক রোজ মাবিয়া এজিদে মাঙ্গাইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। **মাঙ্গিল** *ক্রি* চাইলো। 'বুঝিআঁ রাধাক বাঁশী মাঙ্গিল কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মাঙ্গে** *ক্রি* প্রার্থনা করে। 'কাহ্ন মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেঙ্গে** *ক্রি* চেয়ে। 'দেশে দেশে মেঙ্গে খাব ভিখ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাঙ্গা[2] [স মহার্ঘ] *বিণ* মহার্ঘ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাচ [স মৎস্য] *বি* মাছ। 'অদ্য বাজারে ভাল মাচ নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১। দ্র **মাছ**

মাচভাত *বি* মাছভাত। 'মাচভাত খেয়ে বালির পিণ্ডি দিলে উদ্ধার হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মাচা [স মঞ্চ] **১** *বি* বাঁশ-কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি উঁচু স্থান। 'ওরে ঐ কদ্দুর ভগাটা মাচার উপর তুলে দে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* বাঁশের তৈরি শব বহনের আধার। 'মাচাটা তাহারা কাঁধে তুলিয়া লইল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাচাঙ [স মঞ্চ] *বি* মাচা; মঞ্চ। 'মধ্যিখানে মাচাঙ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মাচান [স মঞ্চ] **১** *বি* মাচা। 'অজয়া নদীর কুলে বান্ধিয়া মাচান।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* লতা জাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য বাঁশ-কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি উঁচু মঞ্চবিশেষ; মাচা। 'মরা মাচানের দেশ করে তোলো মশগুল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মাচেরটক [ই ম্যাজিস্ট্রেট] *বি* ম্যাজিস্ট্রেট। 'তাতে না কি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ দিতে পারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মাছ [স মৎস্য] *বি* মৎস্য। 'জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাছওয়ালা, মাছওলা [মাছ+হি ওয়ালা] *বি* মাছবিক্রেতা; মাছ বিক্রি করে যে। 'তপসি-মাছওয়ালা আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বকুনি খেয়েছে যেই মাছওলা মিনসের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মাছতরকারি *বি* মাছ দিয়ে রান্না করা তরকারি; মাছ তরকারি ইত্যাদির ব্যঞ্জন। 'ডালভাত, মাছতরকারি, দুতিন রকমের ভাজি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মাছ ধরা *ক্রি* জলাশয় থেকে মাছ মারা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মাছধরা খেলা *বি* মাছ ধরার অনুকরণ করে খেলা। 'ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাছপাতরি *বিণ* পাতা দিয়ে মুড়ে রান্না করা মাছের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি মাছপাতরি হয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মাছভাত *বি* মাছভাতের মতো প্রাত্যহিক ব্যাপার। 'কুরুক্ষেত্র ওখানকার নিত্যঘটনা – একেবারে মাছভাত।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মাছমারা *বিণ* মাছ ধরা হয় যা দিয়ে। 'মাছমারা বঁড়শীর ছিপ দিয়ে ... বেদম মারত গঙ্গাচরণ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

মাছহীন *বিণ* মাছছাড়া। 'আমি মাছহীন ভাতের থালার সামনে বসেছি।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

মাছের তেলে মাছ ভাজা – কোনো কাজের লাভ থেকে সে কাজ চালানো; আয় থেকেই ব্যয় করা। 'তারা বললে, এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মাছরাঙা, মাছরাঙ্গা [স মৎস্যরঙ্গ] *বি* মাছখেকো এক জাতীয় সুদর্শন পাখি। 'চাতক তিতির ফিঙ্গা টৈষকানা মাছরাঙ্গা নাবক সারস

গাঙ্গচিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বাঁশের উপর মাছরাঙা পাখি ছবির মতো স্থির হয়ে বসে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মাছি[1], **মাছী** [স মক্ষিকা] *বি* পতঙ্গবিশেষ। 'তাহাতে পাকিলে গোদ ভেন ভেন করে মাছি।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'একবার এক পিপড়িয়া আর মাছী ...।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'রেতে মশা দিনে মাছি, এই তাড়য়ে কলকেতায় আছি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মাছিত্ব [মাছি+স ত্ব] *বি* মাছির ভাব; মাছির স্বভাব। 'লোপ পেয়ে যায় তার আছিত্ব, ভুলে যায় মাছিত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মাছিমশা [মাছি+স মশক>] *বি* মাছি ও মশা। 'ধুলোকাদা, মাছিমশা, এ-সকলের প্রাদুর্ভাব বড়ো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাছি মারা ১ *ক্রি* কোনো কাজ না করা। 'সকলেই তো দেখি, বসিয়া বসিয়া মাছি মারিতেছেন।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* অন্ধভাবে অনুকরণকারী। 'একদিন বোকার মতো করছিলুম মাছি-মারা নকল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মাছিমারা কেরানি, মাছি-মারা-কেরানী *বি* বুদ্ধি-বিচারহীন নকলনবিস। 'পূর্বকালের মাছিমারা কেরানিদিগের মতো ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মাছি মেরে হাত কাল করা – ছোটো ভুলে বড়ো কিছুর মাহাত্ম্য নষ্ট করা। 'হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মাছি[2] *বি* বন্দুকের নলের উপরে থাকা নিশানা-নির্দেশক চিহ্ন। 'বন্দুকের নলের মাছিটা।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

মাছুয়া [স মৎস্য>] *বি* মৎস্যজীবী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাছুআ *বি* মৎস্যজীবী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাছুআনি *বি স্ত্রী* মৎস্যজীবী নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাছৈ *বি* ঝুলানো বাতিদান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাছ্যাতা [স মেচক] *বি* মেছতা; মুখমণ্ডলে কালো রঙের ছোপ। 'মাছ্যাতা দেখিআ মুখে দর্পণে চাপড় বাছিআ পরএ মেঘডম্বুর কাপড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাজ [স মধ্য] *ক্রিবিণ* মাঝে; মধ্যে। 'সজল নয়নে রাজা গেল পুরি মাজ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাজ রাত্তির *বি* মধ্যরাত। 'মাজ রাত্তিরে মূল সন্ন্যাসী ঘটে করে জল আনলে সেই জলে লীলাবতীর ঘট স্থাপন হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মাজকুড়া *বি* বর্মবিশেষ। 'মাজকুড়া হিরায় জড়িত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাজন [স মঞ্জন] *বি* বারবার ঘষা; ঘষামাজা। 'বাবকের রসে করে অধর মাজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাজমের বরফী *বি* এক রকমের মাদকপূর্ণ চৌকো করে কাটা মিঠাই। 'চরসটা, মাজমের বরফীখানা, সিদ্ধিটে আসটাও চলতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মাজহাব [আ] *বি* (ইসলামমতে) বিশেষ মত ও পথ অবলম্বনকারী সম্প্রদায়। 'হানাফী, হাম্বালী, শাফেয়ী ও মালেকী এই চার মাজহাবের অভ্যুত্থান।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৫।

মাজহাবি, মাজহাবী [আ মাজহাব>] *বিণ* মজহাবসংক্রান্ত। 'মাজহাবী ব্যাপারে শরিয়ত-বিরোধী আইন পাশ হওয়ায় ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৬; 'এবাদতে এবং মাজহাবি কাজে সম্পূর্ণভাবে মনঃপ্রাণ ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মাজা[1] [স মঞ্জন>] **১** *ক্রি* ঘষা। 'মাজি ধয়ল জনু কনয় মুকুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *বি* সিক্ত করা। 'শিশিরে মুখানি মাজি সখী, লোহিত বসনে সাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **৪** *ক্রি* পরিমার্জন করা। 'পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে – প্রাণের ভাষাই এর খনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **মাজি** *ক্রি* মেজে; পরিষ্কার ক'রে। 'মাজি ধয়ল জনু কনয় মুকুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মাজিতে** *ক্রি* মাজতে। *মানোএল*, ১৭৪৩। **মাজিয়া** *ক্রি* ঘষে। 'মাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান।' *ভারত*, ১৭৬০। **মেজে** *ক্রি* ঘষে। 'মেজে কৈল কাঁচচাল।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মাজা-গলা *বি* রেওয়াজ-করা কণ্ঠ। 'মাজা-গলা চাঁচা সুর আহ্লাদে ভরপুর।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

মাজা ঘষা ১ *বিণ* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। 'মাজাঘষা কতকগুলি পিতল-কাঁসার বাসন।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* যত্ন-নেওয়া। 'বড়বৌয়ের বেশ মোটাসোটা মাজা-ঘষা দেহ।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৩** *বি* খুব ভালো করে ঘষামাজার কাজ। 'চাকরের উপরে মাজাঘষার ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **৪** *বিণ* মার্জিত। 'মুখের ভাবে মাজাঘষা ভদ্রতা, শান-দেওয়া ছুরির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মাজানো *বিণ* পরিমার্জন করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাজা-মাজা *বিণ* ঘষে উজ্জ্বল করা হয়েছে এমন। 'ওর স্বাস্থ্য ভাল, মাজা-মাজা গায়ের রং।' *সুনীল*, ১৯৭০।

মেজে ঘষে, মাজিয়া ঘষিয়া ১ *ক্রিবিণ* গুছিয়ে; পরিশীলিতভাবে। 'তিনি কখনো বিবেচনা করে, মেজে ঘষে কথা কন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'হ্রস্বদীর্ঘাদি প্রভেদজনিত বক্রতা ভাঙিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া এমন মসৃণ করিয়াছেন যে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০। **২** *ক্রিবিণ* পরিপাটি করে। 'তুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মাজা[2] [স মধ্য>] *বি* কোমর। 'লাঠী পিঠে পড়িতেছে, মাজা দমিয়া যাইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মাজাভাঙা *বিণ* দুর্বল। 'মাজাভাঙা রগচিলে তুমি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মাজাকসা *বিণ* নির্ভুল। 'চারিধানে তেরতি হয় আট রতিতে মাসা/ দষ মাসায় তোলা হয় অঙ্ক মাজাকসা।' *ওঝা*, ১৭৮৪।

মাজার[1] [স মধ্য>] *বি* অভ্যন্তর। 'আর কোন কর্ম্ম করে ক্ষত্রিয় মাজারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাজার[2] [আ] *বি* কবর; সমাধি। 'মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মাজার শরীফ [আ] *বি* পবিত্র সমাধিক্ষেত্র। 'তারপর দরগা শরীফ, মাজার শরীফ ... প্রভৃতির কথা।' *সওগাত*, ১৯৩০।

মাজি, মাজী [মু মাঝি] *বি* মাঝি; নৌকার চালক। 'শ্রীভাগবত মাজী।' *বোগল*, ১৭৭০; 'আমরা দুই জন মাজি লইয়া নৌকারোহণ করাই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মাজিস্ট্রেট, মাজিষ্টার, মাজিস্ত্রিট, মাজিস্ত্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট [ই ম্যাজিস্ট্রেট] **১** *বি* জেলাপ্রশাসক। 'কলিকাতাস্থ মাজিস্ত্রিট সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৭; 'সক্ষম মাজিস্ট্রেট সাহেবের আশঙ্কায় পুলিশের এতদ্দেশীয় আমলারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত আর সি হলকট।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'তথাপি মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচারক। 'ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার নালিশ শুনিয়া তাঁহাকে প্রাইভেট কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া খাতির করিয়া

কহিলেন ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'মাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রভৃতি প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মাজু [ফা] *বি* ফলবিশেষ। 'মাজুফল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মাজুম [আ মাজুন] *বি* নেশাদ্রব্যবিশেষ। 'আফিম সবজী পত্তি মাজুম আর গাজা গুলি চরসের ধূম।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মাজুর *বি* মাদুর। 'মাজুরটো কাচা হয় নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মাজুরি *বি* মাদুর। 'মাজুরি পাতিআ দিল বসিতে কিঙ্করী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাজুল [আ মা'আজুল] *বিণ* কর্মচ্যুত; বরখাস্ত। 'চৌগ্রামের মাজুল নাএব গৌরিকান্তের জিম্মে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৮।

মাজুষ, মাজুস [স মঞ্জুষা] *বি* ভেলা। 'মাজুষ গড়িতে যায়ে মালির তনয়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'কলার মাজুস করি সঙ্কুরে ভাসাইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মাজেজা [আ মুজিজাহ্] *বি* অলৌকিক ঘটনা। 'বিভূতি, মাজেজা যাহা পায় সব প্রভু আল্লার রাহে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মাজেরা [ফা মাজরা] **১** *বি* ঘটনা। '৫ জন বরকন্দাজ সহ মাজেরার স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **২** *বি* মহিমা। 'খোদারে দে প্রাণের পিয়, শোন এ ঈদের মাজেরা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মাজো [স মধ্য>] *বিণ* মাঝখানের। **মাজো আঙুল** *বি* মধ্যমা আঙুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাজ্যা [স মধ্য>] *বি* গৃহতল। 'মাজ্যা পিড়া খোপনা বান্ধে দিআ শিলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাঝ[১] [স মধ্য>] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'মাঝ নিরোহেঁ অণুত্তর বোহী।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০; 'এখনো কি হয়নি জ্বালা গোষ্ঠগৃহের মাঝ?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'এস তেজঃসূর্য উজ্জ্বল কীর্তি-অম্বর মাঝ হে, বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয় রাজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মাঝ-আকাশ *বি* মধ্য গগন। 'এক লাফে মাঝ-আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মাঝ-কিনারা [মাঝ+ফা কিনারাহ্] *বি* মাঝখানের সীমারেখা। 'দিবস-রাত্তির মাঝ-কিনারায় ধূসর আলোর অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মাঝখান [স মধ্যস্থান] *বি* মধ্যস্থল। 'দোসর বস্ত্র গায় দিবে চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মাঝখানকার *বিণ* সংযোগ রক্ষাকারী। 'সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মাঝ-গগন *বি* মধ্য আকাশ। 'সূর্য তখন মাঝ-গগনে, রৌদ্র খরতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মাঝ-দরিয়া [মাঝ+ফা দরিয়া] **১** *বি* চূড়ান্ত অবস্থা। 'সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বি* গভীর সমুদ্র; মধ্যসমুদ্র। 'তুই মাঝদরিয়ায় ভেসে চলিস/ ভাসিয়ে তরী তাই।' *নজরুল*, ১৯২৯; 'জাল ফেলেছি মাঝদরিয়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মাঝদীঘি *বি* দিঘির উপরিতলে মাঝখানের স্থান। 'ভেলাটাকে মাঝদীঘিতে টানাটানি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

মাঝ-নদী [মাঝ+স নদী] *বি* নদীর মাঝখান। 'মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মাঝ-বয়স *বি* মধ্য বয়স; প্রৌঢ়ত্ব। 'মানুষের মাঝ বয়স যখন পেরিয়ে গেছে তখনো যারা তার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মাঝবয়সী [মাঝ+স বয়সী] *বিণ* মধ্যবয়স্ক। 'দুটি মাঝবয়সী রমণী।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাঝবয়েসী [মাঝ+স বয়সী] *বিণ* মধ্যবয়স্ক। 'দামী স্যুটপরা এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

মাঝ মাঠে শুকানো – পরিণত হওয়ার আগেই নষ্ট হওয়া। 'এমন দু তরফা ভালোবাসাকে মাঝ মাঠে শুকোতে দেওয়া ... একরকম পাপ কি না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাঝরাত [স মধ্যরাত্রি] *বি* রাতের মধ্যভাগ। 'এসেছে চাঁদ মাঝরাতে।' *জীবন*, ১৯৪২।

মাঝরাত্তি [স মধ্যরাত্রি] *বি* মধ্যরাত। 'তখন মাঝরাত্তির।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মাঝরাত্রি [স মধ্যরাত্রি] *বি* মধ্যরাত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাঝ-সমুদ্র *বি* সমুদ্রের মধ্যখান। 'এক ডাঙা থেকে দিলেম পাড়ি, তরী ডুবল মাঝ সমুদ্রে, ভেসে উঠলাম আর-এক ডাঙায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মাঝামাঝি [স মধ্য>] **১** *ক্রিবিণ* মাঝখানে। 'দুই বন্দিদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখাসমুখি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* মধ্যবর্তী। 'এটাই মাঝামাঝি এবং সম্ভাব্য ব্যবস্থা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মাঝার *বিণ* মধ্যবর্তী। 'মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাঝিয়া [স মধ্য] *বিণ* মেজো। 'মাঝিয়া বিবি গরি পারে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মাঝে, মাঝেঁ *ক্রিবিণ* ভিতরে। 'বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দুধ মাঝেঁ লড় ণচ্ছন্তে দেখই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০।

মাঝে মাঝে **১** *ক্রিবিণ* কিছু সময় পর পর। 'খসি, মাঝেমাঝে পড়ে। যথা পড়ে তথা পচে, নাহি আর নড়ে।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫; 'মাঝে মাঝে হাসি টিটকারি ইত্যাদি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *ক্রিবিণ* ফাঁকে ফাঁকে। 'আলো-আঁধারের মাঝে মাঝে, ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *ক্রিবিণ* কখনো কখনো। 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'হয়তো আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মতো প্রকাশ পেয়ে থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *ক্রিবিণ* স্থানে স্থানে। 'মাঠের মাঝে মাঝে সবুজ ধানের ক্ষেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মাঝের থেকে *ক্রিবিণ* মাঝখান থেকে। 'মাঝের থেকে আমার খুব নাম রটে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাঝ[২] [স মধ্য>] *বি* মাজা। 'গুরু নিতম্ব ভরে চলএ ন পারএ মাঝ খীনিম নিমাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মাঝদেশ [স মধ্যদেশ] *বি* শরীরের মাঝখানের অংশ; কটিদেশ। 'মাঝদেশ দেখি সিংহমাঝার আকার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাঝহিঁ [স মধ্য>] *বি* কটি। 'কেসরি জিনিয়া মাঝহিঁ খীন দুলহ লোচন কোনা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মাঝা [স মধ্য] *বি* কটিদেশ; মাজা। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাঝারি, মাঝারী [স মধ্য>] **১** *বিণ* মধ্যম। '২০/২৫ টাকা মাসে দিলে

একজন মাঝারি গোছের লোক পাওয়া যায়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* বড়োও না ছোটোও না এমন। 'কেবলি বাক্স, ছোটো বড়ো মাঝারি, হাল্কা এবং ভারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* মধ্যবিত্ত। 'মাঝারি জীবনের এ উদ্দেশ্য।' *জীবন*, ১৯৪৮। ৪ *বি* মধ্যম মানের ব্যক্তি। 'হিন্দু-সমাজে নীতিধর্মী মাঝারির রাজত্ব স্থাপিত হল এবং অনীতিধর্মী মহতেরা অন্তর্ধান করলে।' *মোতাহের*, ১৯৫০। ৫ *বিণ* তারুণ্য ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি। 'মাঝারী ধরনের লোকটি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩। ৬ *বিণ* মধ্যমানের। 'আগে মাঝারী আয়ের লোকের পক্ষে ...।' *আজাদ*, ১৯৬২।

মাঝারীবয়সী *বি* তারুণ্য ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি বয়সের ব্যক্তি। 'সুতরাং যে মাঝারীবয়সীকে চায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

মাঝি[1] [মু] ১ *বি* নৌকা চালনা যার পেশা। 'চৌদুলি চুনারি মাঝি কোরঙ্গ দেখায় বাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* নৌকার চালক। *মেয়ার*, ১৭৮৯; 'যত ঘাটের দাঁড়ী মাঝি, কাষে নহে রাজি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* হাল ধরে যে। 'তারে হালের মাঝি করি চালাই তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মাঝিগিরি [মু মাঝি+ফা গিরি] *বি* মাঝির কাজ; নৌকা চালানো। 'মাঝিগিরির উমেদার হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

মাঝিত্ব [মু মাঝি+স ত্ব] *বি* মাঝির ভাব। 'মেজোবাবুর চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করিয়াও যার মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাঝির পথে *ক্রিবিণ* নৌকাপথে। *মেয়ার*, ১৭৮৯।

মাঝিহারা *বিণ* মাঝিহীন। 'সেই দিল-মাতানো স্মৃতিটি মাঝিহারা ডিঙির মতো আমার হিয়ার যমুনায় বারেবারে ভেসে উঠছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাঝি[2] [মু] ১ *বি* সাঁওতাল পল্লীর প্রধান ব্যক্তি বা মোড়ল। 'মাঝি আপন ভাষায় ব্যস্তভাবে আদেশ করিল।' *তারা*, ১৯৪০; 'হাঁড়িয়া খাইছিল সব বড় বড় মাঝিরা।' *তারা*, ১৯৪০। ২ *বি* সাঁওতাল সম্প্রদায়। 'গাঁয়ের লোক তো জানলে, ওখানে মাঝি বসেছে।' *তারা*, ১৯৪০।

মাঝিন *বি* সাঁওতাল নারী। 'বেনার ঝোপ থেকে মাঝিনদের দল বেরিয়েছে।' *তারা*, ১৯৪০।

মাঝ্য [স মধ্য] *বিণ* মেজো। 'কচকচি লাগালে মাঝ্য বিটি তাহা কি বলিব।' *কেরি*, ১৮০২।

মাঞা [স মায়া] *বি* মায়া; কুহক। 'মাঞা করি ধরিব তোমা ডোমনির রূপে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মাঞাজাল *বি* মায়াজাল। 'ইন্দ্র মাঞাজাল করি কংসেরে মারিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাঞ্জস [স মঞ্জুষা] *বি* কলা গাছের ভেলা। 'মহা এক মাঞ্জস লইলা নায়ে তুলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মাজা [স মার্জি>] ১ *ক্রি* আঁচড়ানো। 'দুবলা মাঞ্জএ কেশ লয়্যা প্রসাধনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সুতা শক্ত ও ধারালো করার জন্য মাড়, কাচচূর্ণ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি আঠা। 'তাসের সুতোর জন্য যে চাই শীতল মাজা।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

মাট [মাটি] ১ *বি* খোলা জায়গা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মাঠ; প্রান্তর। *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'রাখাল ছোক্রারা প্রত্যহ ঐ মাটে ... ঐখানে খেলায়।' *রামরাম*, ১৮০১; 'এই কথা হাটে, বাজারে, ঘাটে মাটে হইতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* কম। 'মাট হারে বিলি হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* মাটির তৈরি। 'দোতলা মাটকোঠা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মাটকড়াই *বি* চিনাবাদাম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাটকোঠা *বি* মাটির তৈরি ঘর। 'দোতলা মাটকোঠা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মাটনচাপ [ই] *বি* খাসির মাংসের চপ। 'মাটনচাপের হাড়গুলো হয়েছিল হাতির দাঁতের চুষিকাঠি।' *অবন*, ১৯৪১।

মাট মাট *বিণ* সুগঠিত। 'গড়নপিটন বেশ মাট মাট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মাটা [মাটি] *ক্রি* সম্পত্তি বিপন্ন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাটাম [ও] *বি* সমকোণ মাপার ত্রিকোণাকার হাতিয়ারবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাটি, মাটী [স মৃত্তিকা] ১ *বি* মৃত্তিকা। 'মাটি খাএ গোবিন্দাই জসোদা কেবলি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মাটী কাড়ি লঞা কহে মাটী কেনে খাও।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সমাধি। 'মাটী দিলে পরলোকে হইবেক ভাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* নোংরা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। ৪ *বিণ* ব্যর্থ। 'একেবারে হলেম মাটী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৫ *বি* চাষাবাদের জমি। 'এখানকার মাটী অতি উর্ব্বরা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৬ *বিণ* পণ্ড। 'ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৭ *বিণ* ধ্বংস। 'গোরের মাটি করবে মাটি এ মুখ কেমন করে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৮ *বি* অধোগতি। 'ইমারতের আকাশ হইতে ... আজ খড়োঘরের মাটিতে নামিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাটিআ [স মৃত্তিকা] *বিণ* মাটির তৈরি। 'সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাটি করা *ক্রি* ব্যর্থ করা। 'আমার সকালবেলাটা মাটি করে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাটি-কাটা ১ *বি* মাটি কেটে স্থানান্তর করার কাজ। 'উঠানে মাটি-কাটা আরম্ভ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* খননকৃত। 'সদ্য-মাটি-কাটা পুকুরের/ পাড়ি-ধারে বাসা বাঁধা মজুরের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মাটি কামড়ে পড়ে থাকা – নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকা। 'দেশের মাটি ভালোবাসি বলে ... মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

মাটিগত *বিণ* দেশভিত্তিক। 'আমাদের কল্পনা আশা আকাঙ্ক্ষা কতটা মাটিগত, অর্থাৎ আমরা মনে-প্রাণে কতটা জিয়োগ্রাফির অধীন।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

মাটি-গোলা *বিণ* মাটিমিশ্রিত। 'মাটি-গোলা ঘোলা জলে ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মাটিচাপা *বিণ* গোপন করা হয়েছে এমন। 'সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটিচাপা পড়িয়া থাকিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মাটি ছাড়া *বিণ* জমির উচ্চতা ছাড়িয়েছে এমন। 'শণের গাছ মাটি ছাড়া হইয়া উঠিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মাটি ছাড়া করা – বসত ভূমি থেকে উৎখাত করা। 'তাহারা পরাণকে মাটি ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মাটিছোঁয়ানো *বিণ* মাটি ছুঁয়েছে এমন। 'মাটিছোঁয়ানো একচালা ঘরের মধ্যে দিয়ে সুদৃশ্য জমকালো তোরণ ছিলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাটিতে পা না পড়া – অত্যন্ত গর্বিত হওয়া। 'আজ তোমার মাটিতে পা পড়ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মাটি তৈরী হওয়া *ক্রি* মাটি চাষের উপযোগী হওয়া। 'মাটি তৈরী না হলে ভাল বীজেও গাছ হয় শীর্ণ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মাটি দেওয়া, মাটী দেওয়া *ক্রি* কবর দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'জানাজা পড়িয়া যে রাছুলে দিল মাটি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাটি-পৃথিবী *বি* মাটির পৃথিবী; ইহজগৎ। 'মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি।' *জীবন*, ১৯৪২।

মাটিভাঙা *বিণ* অতিশয় শ্রমসাধ্য। 'প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাটি-মা *বি* মায়ের মতো যে মাটি। 'ভালোবাসি মাটি-মায়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মাটিমাখা *বিণ* গায়ে কাদা মাখা। 'রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন ভাইরা মোর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মাটির ঘর *বি* কবর। 'আমাদেরও অমনি মাটির ঘর তৈরি করে দেবে গাঁয়ের লোক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মাটির নীচের কলের গাড়ী *বি* পাতাল রেল। 'লণ্ডনে একটা আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়ে অর্থাৎ মাটির নীচের কলের গাড়ী আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মাটির প্রদীপ *বি* মাটির তৈরি প্রদীপ। 'কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মাটির মানুষ *বি* নিরীহ লোক। 'নিতান্তই চুপিচাপি মাটির মানুষ। *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাটির যোগাযোগ *বি* দেশের যোগাযোগ। 'যা কিছুর সাথে মাটির যোগাযোগ এবং সংস্পর্শ আছে।' *উমর*, ১৯৬৭।

মাটির হাকিম *বি* জমিদার। 'মাটির হাকিমের কুনজরে পলে কি আর বাঁচা যায়?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মাটি-রাজত্ব *বি* পৃথিবী। 'আমি মাটি-রাজত্বের দূত ... এসেছি মাটির দেনা আদায় করতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাটি লওয়া *ক্রি* সমাধিস্থ হওয়া। 'মাটি লৈল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাটিলেপা *বিণ* মাটি দিয়ে লেপন করা হয়েছে এমন। 'শয়নঘরের মাটিলেপা চাঁচের বেড়ার দেয়াল।' *মানিক*, ১৯৪০।

মাটি হওয়া, মাটী হওয়া ১ *ক্রি* নষ্ট হওয়া। 'ফল প্রসব না ক'রেই ঝ'রে প'ড়ে মাটি হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রি* মিশে যাওয়া। 'আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *ক্রি* ভেঙে পড়া। 'পরিশ্রম না করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটী হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২১। **৪** *ক্রি* নিরর্থক হওয়া। 'মাঝখান থেকে আমার বাঁচাটাই মাটি হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

মাটী-পিণ্ড *বি* মাটির দলা। 'মাটী-পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাটিয়া, মাটীয়া [স মৃত্তিকা] **১** *বি* জাতিবিশেষ। 'মাটীয়া নিবসে পরে জাল বুনে মাছ ধরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মাটির জলপাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* যকৃৎ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বিণ* মেটে; মাটিযুক্ত। *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মাট্রিকুলেশন [ই] *বিণ* মাধ্যমিক। 'এখানকার বিদ্যালয়টি মাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'মাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা থেকে ইতিহাস বরখাস্ত হওয়ার পূর্ব্বে ...।' *সবুজ*, ১৯২১।

মাঠ ১ *বি* খোলা জমি। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* গবাদি পশুর চরবার ভূমি। 'শ্রীবাঞ্ছারাম বাগ্দীর গরু মাঠে চরিতে গীয়াছিল।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৭৬; 'অবারিত মাঠ ভুবনললাট চুমে তব পদধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বি* উন্মুক্ত প্রান্তর। 'হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো ষোলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'এলেম যেন জোড়া দিঘির মাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মাঠকোঠা [মাঠ+স কোষ্ঠ>] *বি* মাটির বাড়ি। 'দোতলা মাঠকোঠা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মাঠক্ষেত [মাঠ+স ক্ষেত্র>] *বি* মাঠের জমি। 'স্রোতোহীনপ্রায় সে-খাল মাঠক্ষেত।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

মাঠঘাট *বি* মাঠ ও ঘাট। 'মরি আমি এই মাঠঘাটের ভিতর।' *জীবন*, ১৯৩২।

মাঠপ্রান্তর [মাঠ+স প্রান্তর] *বি* বিশাল খোলা মাঠ। 'হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় মাঠপ্রান্তর আর বিস্তৃত ধানক্ষেত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মাঠফাটা ডাক *বি* উচ্চকণ্ঠের ডাক। 'পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোল্লা মাঠফাটা ডাক ছাড়ি।' *জসীম*, ১৯২৯।

মাঠ-বাটা *বি* মাঠ ও পথ। 'কাঠফাটা রোদ মাঠ-বাটা বাট আগুন হয়ে ধায়।' *জসীম*, ১৯২৯।

মাঠময় [মাঠ+স ময়] *ক্রিবিণ* মাঠজুড়ে। 'এমনি করিয়া জনহীন মধ্যাহ্নে সমস্ত মাঠময় নাচিয়া বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মাঠাইল *বি* মাঠে কাজ করে যে। 'গাভুর-চাষা মাঠাইলরা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মাঠালী *বিণ* মেঠো। 'শেয়াল কিংবা মাঠালী ইঁদুর।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মাঠে মাঠে *ক্রিবিণ* এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে। 'মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মাঠে মারা যাওয়া ১ *ক্রি* সর্বনাশ হওয়া। 'স্বামীর গোত্রটা মাঠে মারা যাবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *ক্রি* হেলায় নষ্ট হওয়া। 'এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাঠের কাব্য *বি* ফসল তোলার উৎসব। 'আজিকে তাহার মাঠের কাব্য হইয়াছে বুঝি সারা।' *জসীম*, ১৯২৯।

মাঠের গান *বি* রাখালিয়া সুরের গান। 'এই মাঠে বাঁশের বাঁশীতে বাজে যে মাঠের গান।' *জসীম*, ১৯৩১।

মাঠা [স মৃষ্ট] *বি* ঘোল। 'পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাঠাম *বি* একজাতীয় গাছ। 'সে তখন বড়ো মাঠাম গাছটায় শিং চুলকোচ্ছিল।' *হাসান*, ১৯৬৯।

মাঠো *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'যদিও – মানি – একটু ঈষৎ মাঠো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মাডগার্ড [ই] *বি* পথের কাদা, মাটি ইত্যাদি ঠেকানোর জন্য গাড়ির চাকার উপরের উপবৃত্তাকার ঢাকনি। 'হ্যান্ডিম্যান সেইটে নিয়ে একটা মাডগার্ডের উপর বসল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মাড়[1] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শান্তিরাম মাড়।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মাড়[2] [স মণ্ড] *বি* ভাতের ফেন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাড়ভাত *বি* মাড়-মেশানো ভাত; ফেনাভাত। 'দু-বেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পায় না।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাড়ওয়ারী *বি* মাড়ওয়ার বা রাজপুতনার অধিবাসী। 'মাড়ওয়ারী ও সাহেব কোম্পানিরা সবাই একযোগে কাজ করবেন?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মাড়কশ [স মর্কট] *বি* মাকড়শা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাড়চা [স মণ্ডপ>] *বি* বিয়ের উপর নির্ধারিত খাজনা। 'মাড়চা – প্রজাদের বিবাহোপলক্ষে কর।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

মাড়ন [স মৃষ্ট>] *বিণ* মাড়াইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন। 'মাড়নের গরুর ঘাস খাওয়ার মত ...।' *গৌর*, ১৮২২।

মাড়া [স মৃষ্ট>] ১ *ক্রি* পা দিয়ে দলিত করা; মাড়ানো। 'এ কি ছাগলের পায় জব মাড়া।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *ক্রি* পেষণ করা। 'ঔষধ মাড়িয়া সেবন জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **মাড়িয়া** *ক্রি* মাড়াই করে। 'মাড়িয়া ধান্যের গাছ রেখে যায় খড়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মাড়ামাড়ি [স মৃষ্ট>] *ক্রি* পরস্পর মাড়ানো বা দলিত করা। 'কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০।

মাড়াই [স মৃষ্ট>] *বি* মাড়ানোর কাজ। 'প্রথম কর্ষণ, কারকিত, মাড়াই করিতে কাহার সাহায্য আবশ্যক?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মাড়ানো [স মৃষ্ট>] ১ *ক্রি* পা দিয়ে দলিত করা। 'সে আপন প্রভুর ওড়ানি মাড়াইয়া ... লাফাইতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *ক্রি* পদার্পণ করা। 'কখনও সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *ক্রি* আসা। 'চন্দ্র কোটাল বহুদিন এদিকে মাড়ায় নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাড়ি [স মাঢ়ি] *বি* দাঁতের মূল; মুখের যে হাড়ের সঙ্গে দাঁত লাগানো থাকে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হাঁসলে দাতের মাড়ি বেরিয়ে পড়ে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মাড়ুয়া[1] [হি মারওয়ার>] *বিণ* ভারতের মাড়ওয়ার বা রাজপুতনা অঞ্চলের অধিবাসীরা পরে এমন। 'জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাড়ুয়া[2], **মাড়ুয়্যা** [হি মুড়ুয়া] *বি* ছোটো ছোলার মতো কলাই। 'মাস মসুরি তণ্ডুল বরবটি যব গোম মাড়ুয়া ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গোধূম খুড়্যা মুগ মাষ মাড়ুয়্যা তিল যব আন্যাছি ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাড়ুলী *বি* মাড়ুয়া; জৈ-জাতীয় শস্যবিশেষ। 'প্রতি প্রভাতে একটি করিয়া মাড়ুলী দিয়া যায়।' *তারা*, ১৯৪২।

মাড়োয়ার *বিণ* মাড়ওয়ারের। 'নাচে মাড়োয়ার লালা নাচে তাকিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মাড়োয়ারি, মাড়োয়ারী ১ *বিণ* ভারতের যোধপুর (রাজস্থান প্রদেশের) অঞ্চলের ব্যবসায়ী। 'বড়বাজারের এক মাড়োয়ারি মহাজন ছিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬। ২ *বি* মাড়ওয়ার অঞ্চলের লোক। 'মাড়োয়ারিরা বলছে ... কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'মাড়োয়ারীদের ভিড়।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* মাড়োয়ারের। 'সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোক।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মাঢ় *বি* রাতের দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া হয় এমন রাগ। 'মাঢ় কাহারবা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মাঠ্যা [হি মাঠ্‌ঠা] *বি* মাঠা; ঘোল। 'মাঠ্যা, দই, চিনি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মাণবক [স] *বি* বালক। 'এই অজ্ঞাত মাণবকের নিকট হইতে এইপ্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাণা[1] [স মন] *বি* মন। 'মোহ বিমুক্কা জই মাণা।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

মাণা[2] [স মান্>] *ক্রি* মান্য করা। **মাণই** *ক্রি* মানে। 'সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০। **মাণিআঁ** *ক্রি* মেনে। 'সুরতি মাণিআঁ মোক বহায়িলেঁ তার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাণিক [স মাণিক্য] *বি* মানিক। 'মাণিক জিণিআঁ তোর দশনের পাঁতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাণিকরচিত [স মাণিক্য-রচিত] *বিণ* মানিকখচিত। 'মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাণিকজোড় ১ *বি* বকজাতীয় পাখি। 'খেঁকশিয়ালী ... প্রতিবাসী মাণিকজোড়ের সহিত পরিহাস করে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু। 'মিলমাফিক লোক পাইলে মাণিকজোড় হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মাণিকপাখী *বি* বড়ো আকৃতির পাখিবিশেষ। 'রাঙা হাঁস, মাণিকপাখী, ডাক প্রভৃতি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মাণিক্য [স] *বি* মূল্যবান রত্নবিশেষ। 'রজনী সময় হইলে মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে অপরূপ পুরীর অন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মাণ্ড [স মণ্ড] *বি* মাড়। 'মাণ্ড বস্ত্র স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মাণ্ডুয়া [স মণ্ড>] *বিণ* মাড়-দেওয়া। 'রাজাও মাণ্ডুয়া বস্ত্র দেন নিজ শিরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মাণ্ডুড়ি *বি* গাছবিশেষ। 'মাণ্ডুড়ি পাণ্ডুরি কাটে শতমূলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাত, মাৎ [আ] ১ *বিণ* পরাজিত; পর্যুদস্ত। 'ওরে অতঃপরে কোণার পাশে/ পীলের কিস্তি মাত হল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'তাতেই খুড় মাৎ হয়েছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* মাতোয়ারা; মুগ্ধ। 'মহুয়া-বন মাৎ করে ওই মৌমাছিদের পাল।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২; সবার স্টেজ মাৎ করে দিয়েছিল।' *অবন*, ১৯৪১। ৩ *বিণ* তোলপাড়। 'চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। *দ্র* **মাতা**[1]

মাতওয়ারা [হি মতওয়ার] *বিণ* বিভোর। 'ব্রাণ্ডি পানিতে মাতওয়ারা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মাতওয়াল [হি মতওয়ালা] *বিণ* মাতাল। 'সত্তুর হাজার হাতি আছে মাতওয়াল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাতওয়ালা [হি মতওয়ালা] *বি* মাতাল। 'মাতওয়ালার হাতে যেন তলওয়ার থাকে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাতঃ, মাত [স] *বি* মাতৃ-শব্দের সম্বোধনের রূপ। 'তখন পুত্র কহিল, মাতঃ!' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'মাতঃ বঙ্গভূমি!' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'এই লহ মাত, এ চিরজীবন সঁপিনু তোমারি তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'হেরিনু শারদ প্রভাতে! হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ, ঝলিছে অমল শোভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মাতঙ্গ [স] *বি* হাতি। 'মাতঙ্গ পড়িল ভূম্যে মাহুত লোটাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাতঙ্গিনী [স মাতঙ্গী] *বি স্ত্রী* হাতি। 'মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত যেমতি মাতঙ্গ যুঝয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মাতঙ্গি[1] [স মাতঙ্গী] *বি* ডোমনি। 'তহি চুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

মাতঙ্গি[1] [স মাতঙ্গী, সম্বো] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'অপাঙ্গে করুণা করো, ওগো মাতঃ মাতঙ্গি!' *আনটুনি*, ১৮০০।

মাতঙ্গী [স] *বি* (হিন্দুমতে) দশ মহাবিদ্যার মধ্যে নবম মহাবিদ্যা; দেবী দুর্গা। 'অন্নদা ভুবনা বলা মাতঙ্গী কমলা দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরবরা গো।' *ভারত*, ১৭৬০।

মাতঙ্গী পূজা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজা। 'বৈদ্যবাটীর বারএয়ারি মাতঙ্গী পূজা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মাতন[1] [স মত্ত>] **১** *বি* উৎসাহের সঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া। 'মহরমে দুই প্রহরে মাতনের পর দিন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* আনন্দঘনতা। 'মনের মাতন এখনো যে থামতে চাইছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বি* মত্ততা। 'নতুন সাধন, গানের মাতন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মাতন[2] [আ মাতম] *বি* শোকবশত বিলাপ। 'মাতন নেই নবিতুনের।' *কায়সার*, ১৯৬২। দ্র **মাতম**

মাতবর, মাতব্বর [আ মুতা'বার] **১** *বি* সর্দার। 'বাদশাই হুকুম দেলে জানো মাতব্বর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* বিশ্বাসযোগ্য। 'এইমত মাতবর জামিন না দিলে ... আসামীকে কয়েদ থাকিতে হবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৪; 'মাতবর কেতাব।' *ফরস্টার*, ১৮০১। **৩** *বিণ* ধনী। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **৪** *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'অনেক মাতবর কারণের দৃষ্টে সকলের ভালাই ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **৫** *বি* নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি। 'এমত দুইজন মাতবর কার্জ্জ লাইক লোককে ডিহিদার মকরর করিয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **৬** *বিণ* কার্যকর। 'অনুমান হয় মাতব্বর মাতব্বর ঔষধ পড়িলে আরাম হইলেও হইতে পারে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মাতবরি, মাতব্বরি [আ মুতা'বার>] *বি* কর্তৃত্ব। 'এই কএকজন ফলানা সেখানকার নিকটাবর্ত্তি ও মাতবরিও আছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'মাতব্বরি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাতম [আ] *বি* শোকাহত বিলাপ। 'করেন মাতম জারি বুকে মারে ঘা।' *গরীব*, ১৭৬৫। দ্র **মাতন**[2]

মাতমজারি [আ মাতম+ফা জারি] *বি* শোক। 'অনেক মাতমজারি করহ আখেরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাতমি-লেবাস [আ মাতম+আ লিবাস>] *বি* শোকের পোশাক। 'মাতমি-লেবাস ফেলে আজ পরো মাল্লার নীল সাজ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মাতরিশ্বা [স] *বি* বাতাস। 'বায়ু উত্তর দিলেন যে আমার নাম বায়ু হয় আমার নাম মাতরিশ্বা হয়।' *রামমোহন*, ১৮১৬; 'হে মাতরিশ্বা, মহাশূন্যের সুখে তুড়ি দিয়ে যাই তোমারও প্রবল মুখে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

মাতল [স মত্ত>] *বিণ* মাতাল। 'প্রেম-রস পান করি হইল মাতল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মাতলা [স মত্ত>] *বিণ* উন্মত্ত; খেপা। 'মনস্বরূপ মাতলা হস্তিকে জ্ঞান রূপ ডাঙ্গশ দিয়া নিবারণ করিয়া ...।' *গৌর*, ১৮২২।

মাতলামি, মাতলামী [স মত্ত>] **১** *বি* মাদক দ্রব্য সেবনের দরুন মত্ত অবস্থা। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **২** *বি* মাতালের আচরণ। 'ক্যান্টনমেন্ট কোর্ট, রেলওয়ে এষ্টেসন ও অকসনে মদ খেয়ে মাতলামী করে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বি* উচ্ছলতা। 'বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বি* জ্বালাতন। 'খাওয়া নিয়ে বড্ডই মাতলামি করছিল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

মাতলামো [স মত্ত>] *বি* মাতালের মতো আচরণ। 'মনে কচ্ছো, মাতলামো কচ্ছি?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মাতা[1] [স মত্ত>] **১** *ক্রি* মত্ত হওয়া। 'মধু মাতল কিএ উড়ই না পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* পুষ্ট হওয়া। 'সাপ দুধে মাতে পাপী কলি-পথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* নিয়োজিত হওয়া। 'মহা ঘোর যুদ্ধে মুসল্মান মাতে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **৪** *ক্রি* বিহ্বল হওয়া। 'আপনাতে আপনি আছে মেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **মাত্** *ক্রি* মত্ত হ। 'ওরে আয় রে তবে, মাত্ রে সবে আনন্দে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **মাতল** **১** *ক্রি* মত্ত হয়েছে। 'মধু মাতল কিএ উড়ই না পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* মত্ত হলো। 'মধু পিয়া মাতল ভ্রমএ অলিকুল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মাতলা** *ক্রি* মত্ত হলো। 'রণমদ মাতলা কাল বেতালা খাইতে ধায় মেলিআ দাঁড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মাতায়** *ক্রি* মাতিয়ে তোলে; উৎসাহিত করে। 'বাতাস বেয়ে সুবাস তারি দূরের থেকে মাতায় মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **মাতি** *ক্রি* মত্ত হয়। 'সে জন যখন মাতি মদনে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **মাতিব** *ক্রি* মত্ত হবো। 'শুনিতে পাতালবার্তা না মাতিব তবে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মাতিয়া** *ক্রি* বিভোর হয়ে। 'ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **মাতিয়ে** *ক্রি* মেতে। 'তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হল অবসান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **মাতিল** *ক্রি* মত্ত হলো। 'মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **মাতেলা** *ক্রি* মাতলো। 'কঙ্গুরিনা পাকেলা রে শবরা শবরি মাতেলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

মাতানো **১** *ক্রি* মোহিত করা। 'জিনিয়া তমাল-দ্যুতি ইন্দ্রনীলসম কান্তি/ সে কান্তিতে জগৎ মাতায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* মুগ্ধ বা বিভোর করে এমন। 'জগৎ-মাতানো সংগীততানে/ কে দিবে এদের নাচায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *ক্রি* বিভোর করা। 'হাওয়া তারে মাতায়েছে চূত-রেণু-মাখা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বিণ* মাতিয়ে তোলে এমন। 'তারপর প্রাণ-মাতানো হাসি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাতিয়ে তোলা **১** *ক্রি* মোহিত করা। 'হৃদয় মাতাইয়া তুলিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *ক্রি* মাতানো। 'দমকা হাওয়ায় তাকে মাতিয়ে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মাতিয়ে দেওয়া *ক্রি* মত্ত করে দেওয়া। 'হাঁক দিয়ে তাঁর ভারী গলায় মাতিয়ে দিতেন পাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মেতে থাকা *ক্রি* মগ্ন থাকা। 'মেতে আছে ও যেন কী গানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মাতা[2] [স] *বি* মা। 'কহি আমি সুন মাতা একমন করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাতাপিতা [স] *বি* মা-বাবা। 'দেখিয়া ত মাতাপিতার আনন্দিত মর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাতামহ [স] *বি* মায়ের পিতা। 'কহ মাতামহ তার কুল বটে কী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাতামহী [স] *বি* মায়ের মা। 'উহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মাতামোহ [স মাতামহ] *বি* মাতামহ; মায়ের পিতা। *ওর্সা*, ১৭৮২।

মাতার মাতা *বিণ* মায়ের চেয়ে বড়ো। 'তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মাতা[3] [স মস্তক] *বি* মাথা। 'অবনত করি মাতা কমণ্ডলু দিল ধাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাতামুণ্ডু *বি* অর্থ। 'চীৎকার করিতেছে তাহার মাতামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারি না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মাতা[4] [স মত্ত>] **১** *বিণ* মত্ত। 'মন মাতা হাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* চুরি-ডাকাতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাতামাতি [স মত্ত>] **১** *বি* বাড়াবাড়ি। 'বাবু হয়ে রাতারাতি, মাতামাতি করে কতরূপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* দুরন্তপনা। 'দুষ্ট ছেলেগুলি খানিক ক্ষণ মাতামাতি করিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* দাপাদাপি। 'ছেলেরা কাদা মেখে জল ছুঁড়ে মাতামাতি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাতাবক [আ মুতাবিক] *বি* মোতাবেক। 'ইঙ্গরেজি মাতাবকে ১০ চৈত্র সন ১১৯০ বাঙ্গলা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। *দ্র* **মোতাবেক**

মাতাল [স মত্ত>] **১** *বিণ* মদ্যপ। 'জেনাকার হারামজাদ এজিদা মাতাল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* নেশাগ্রস্ত। 'দেখতে পাচ্চ না যে লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে?' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'দেবেন্দ্র মাতাল, মদের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। **৩** *বিণ* বিভোর। 'ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মাতালমিছিল [মাতাল+আ মিছল] *বি* উত্তেজনাপূর্ণ মিছিল। 'বিবাহবাসরে গড়াগড়ি যায় মাতালমিছিল।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

মাতালিয়া [স মত্ত>] *বি* মাতাল ব্যক্তি। 'অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বোলে মাতালিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মাতালো [স মত্ত>] *বিণ* সেরা। 'পাচু বাবু প্রতিমে ও মাতালো মাতালো সংএদের ভক্তি ভরে প্রণাম কল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মাতুনি [স মত্ত>] *বি* উন্মত্ততা। 'এরকম ভাঙনের উৎসাহে ... পড়লে মানুষ তার মাতুনির আর অন্ত পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মাতুয়ারা [স মত্ত>] *বিণ* মাতোয়ারা; বিহ্বল। 'প্রেমিক-প্রাণ প্রেমে মাতুয়ারা।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

মাতুয়াল, মাতুয়ালা [হি মতওয়ালা] *বিণ* মাতাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাতুল [স মাতৃকুল] *বি* মামা। 'গ্রাম সম্বন্ধেতে আমি তোমার মাতুল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাতুলকুল [মাতুল+স কুল] *বি* মামার বংশ। 'তদীয় মাতুলকুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাতুলগৃহ *বি* মামাবাড়ি। 'তাহারা মাতুলগৃহে অতি কষ্টে ... প্রতিপালিত হইয়া থাকেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মাতুলনন্দন [মাতুল+স নন্দন] *বি* মামার ছেলে; মামাতো ভাই। 'মাতুলনন্দন যারা, ধনের কুবের তারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মাতুল সেলামী [মাতুল+আ সালাম>] *বি* কন্যাপক্ষকে বরপক্ষের প্রদেয় পণবাচক অর্থবিশেষ। 'টাকা পয়সা খয়েরতলী, সিন্নানী, দেয়াগিরী, মাতুল সেলামী গ্রহণ।' *রওশন*, ১৯২৫।

মাতুলানী [স মাতুল>] *বি স্ত্রী* মামী। 'মাতুল ও মাতুলানী প্রভৃতির প্রতি ভক্তি-সহকৃত সদয় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মাতুলালয় [মাতুল+স আলয়] *বি* মামার বাড়ি। 'ভগবতীদেবী, শৈশবকালে, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাতুলালয়বাসিনী [মাতুল+স আলয়বাসিনী] *বিণ স্ত্রী* মামার বাড়িতে বাস করে এমন। 'মাহবুবা বিবি বর্ত্তমানে মাতুলালয়বাসিনী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাতুলী [স মাতুল>] *বি স্ত্রী* মামী। 'কারে কব দুঃখ কথা পিসি মাসি বহিনী মাতুলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাতৃ [স] *বি* মাতা। 'বালকরূপে পিতৃ মাতৃ দু'হা সন্তাসিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাতৃ-অংশ *বি* মাতৃত্বের অংশ। 'ঈশ্বর আপনারই পিতৃ-অংশ এবং মাতৃ-অংশকে স্ত্রীপুরুষরূপে পৃথিবীতে ভাগ করিয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মাতৃ-অঙ্ক [স] *বি* মায়ের কোল। 'সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম/ লহ আপনার স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'যাঁহারা মাতৃঅঙ্ক হইতে বাঙ্গালা কথা শুনিয়া আসিয়াছেন।' *এসলাম*, ১৯১৯।

মাতৃ-অঙ্ক-কামী [স] *বিণ* মায়ের কোলে যেতে চায় এমন। 'মাতৃ অঙ্ক-কামী শিশুর মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মাতৃ-অহংকার [স] *বি* মাকে নিয়ে অহংকার। 'মাতৃ-অহংকার যা চূর্ণ হয় সন্তানের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাতৃ-আজ্ঞা [স] *বি* মায়ের আদেশ। 'মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মাতৃ-আলয় [স] *বি* মায়ের বাড়ি। 'তাহাকে মাতৃ-আলয়ে পাঠাই ভাবিয়াছিল যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

মাতৃ-আশীর্ভাষণ [স] *বি* মায়ের আশীর্বাদ। 'এস বজ্রমহাসনে মাতৃ আশীর্ভাষণে, সকল সাধক এস হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মাতৃঋণ [স] *বি* মায়ের ঋণ। 'তোর মাতৃঋণ শোধ হবে, এই কথা রাখ।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মাতৃকক্ষ [স] *বি* মায়ের গর্ভ। 'জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাতৃকাগতি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ষোড়শ মাতৃকা। 'রাখিলত স্ত্রীপা রাখিলি মাতৃকাগতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাতৃকুল [স] *বি* মায়ের বংশ। 'পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মাতৃকৃত্য [স] *বি* মায়ের শ্রাদ্ধ। 'মাতৃকৃত্য উপলক্ষে বহুতর ধন ব্য ও বাক্যব্যয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মাতৃকোল [স মাতৃক্রোড়] *বি* মায়ের কোল। 'এই ক্ষীণপ্রাণ জীব যেন ধীরে ধীরে চলিয়াছে আর এক মাতৃকোলের দিকে।' *সবুজ* ১৯২১।

মাতৃ-কোষ [স] *বি* মাতার ধনাগার। 'ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনে রাজি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মাতৃক্রোড় [স] *বি* মায়ের কোল। 'আমি মাতৃক্রোড়ে শয়ন করি রহিয়াছি।' *রামরাম*, ১৮০১।

মাতৃগর্ব [স] *বি* মায়ের গৌরব। 'শিল্পকাজ দেখাইয়া ... মাতৃগ প্রকাশ করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মাতৃগর্ভ [স] *বি* মায়ের গর্ভ। 'যীশুখ্রীষ্ট মাতৃগর্ভে জন্মিয়াও ঈশ্বর *প্রচারক*, ১৮৯৯।

মাতৃগোষ্ঠী [স] *বি* মাতৃতন্ত্র। 'আদিম জগতে ছিল মাতৃগোষ্ঠী প্রতাপ।' *বেগম*, ১৯৬৬।

মাতৃচিতানল [স] *বি* মায়ের মৃতদেহ পোড়ানোর আগুন। 'সহিতে পারি, দিবস যামিনী ভারত বৈধব্য – মাতৃচিতানল।' *বঙ্গদর্শ* ১৮৭৪।

মাতৃজাতি [স] *বি* নারীজাতি। 'কে নেবে মন্দারের মালা মাতৃজাতি আশীর্বাদ?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মাতৃতা-তৃষ্ণা [স] *বি* মাতৃত্বের প্রবল ইচ্ছা। 'এ কি মাতৃতা-তৃষ্ণা তাহার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

মাতৃত্ব [স] **১** *বি* (হিন্দুধর্ম) কালীর মাতৃরূপ। 'গুরুদেব আজ কেন তাঁহার মাতৃত্ব অপহরণ করিলেন, কেন তাঁহাকে হৃদয়হীন শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বি* মাতার বৈশিষ্ট্য। 'মাতৃভূমির মাতৃত্ব প্রধানত আছে তার জলে ... জল মায়ের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৩** *বি* সন্তান ধারণের প্রক্রিয়া। 'মাতৃত্ব লাভের অভিনবত্ব আসিল কমিয়া।' *মানিক*, ১৯৪০। **৪** *বি* মা হওয়া। 'প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মাতৃত্ব।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মাতৃত্বলোক [স] *বি* মাতৃত্বের পর্যায়। 'নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধনী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাতৃদত্ত [স] *বিণ* মায়ের দেওয়া। 'তাহার মাতৃদত্ত উপদেশ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মাতৃদিব্য [স] *বি* মায়ের নামে শপথ। 'মনে মনে মাতৃদিব্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাতৃদুগ্ধ [স] *বি* মায়ের স্তনের দুধ। 'শিশুর রসনা মাতৃদুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষায় অনুশীলন করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মাতৃদুগ্ধসম [স] *বিণ* মায়ের দুধের মতো। 'নারিকেল, যার স্তনচয় মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মাতৃদৃষ্টি [স] *বি* মাতৃরূপে দর্শন। 'শাস্ত্রকারেরা পরস্ত্রীকে মাতৃদৃষ্টি করিতে কহিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মাতৃদেবী [স] *বি* মাতৃরূপ দেবী। 'তিনি, মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া ... প্রস্থান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাতৃধন [স] *বি* মায়ের সম্পত্তি। 'মাতৃধন সন্তানের প্রাপ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মাতৃনাম [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কালীমাতার নাম। 'মাতৃনামের হোমের শিখা/ আমার বুকে কে জ্বালাল।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মাতৃনেত্রহীন [স] *বিণ* মায়ের দৃষ্টিবর্জিত। 'কেন তবে আমারে ... কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মাতৃপাণি [স] *বি* মায়ের হাত। 'স্নিগ্ধ মাতৃপাণি চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মাতৃপিতৃ [স] *বি* মাতাপিতা। 'তুমি হও মাতৃ পিতৃ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মাতৃপ্রতিম [স] *বিণ* মাতৃতুল্য। 'মাতৃপ্রতিম ভারতেশ্বরী মহারাণীরি মহাকৃপায়।' *প্রচারক*, ১৯০০।

মাতৃপ্রধান [স] *বিণ* মাতৃতান্ত্রিক। 'এরা মাতৃপ্রধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

মাতৃবক্ষ [স] *বি* মায়ের বুক। 'পিতৃক্রোড়ে কোন্ মাতৃবক্ষে আকর্ষণ করিয়া লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মাতৃবৎ [স] *বিণ* মায়ের মতো। 'পরদারেতে মাতৃবৎ ও পরের দ্রব্যে বিষ্ঠাবৎ দেখে।' *রামরাম*, ১৮০২।

মাতৃবৎসল [স] *বিণ* মায়ের ভক্ত। 'বড় পুত্রটি অতিশয় মাতৃবৎসল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মাতৃবদ [স মাতৃবধ] *বি* মাতৃহত্যা। 'মোর মাতৃবদ কৈল তোর দুষ্ট সরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাতৃবন্ধু [স] *বি* মায়ের বন্ধু। 'মাতামহীর ভাগিনেয়, মাতার পিতৃস্বসার পুত্র, মাতার মাতুল-পুত্র এই তিনজনকে মাতৃবন্ধু বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মাতৃবিচ্ছেদ-ক্ষত [স] *বি* মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকার কষ্ট। 'আমার মাতৃবিচ্ছেদ-ক্ষতটা নতুন করে জেগে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাতৃবিয়োগ [স] *বি* মায়ের মৃত্যু। 'অপুর মাতৃবিয়োগের পর ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মাতৃবেশ [স] *বি* মায়ের মতো স্নেহপরবশ। 'মাতৃবেশে কেহ কোলে করিল কৌতুকে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাতৃব্যূহ [স] *বি* মায়ের নিয়ন্ত্রণ। 'মাতৃব্যূহ ভেদ করে নিয়ে যাও মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মাতৃভক্ত [স] *বিণ* মায়ের ভক্ত। 'তুমি যথার্থ মাতৃভক্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মাতৃভক্তি [স] *বি* মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা। 'মাতৃভক্তি প্রলাপন/ ভিস্তো মুখ ঘর্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাতৃভবন [স] *বি* মায়ের বাড়ি। 'এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাতৃভাব [স] *বি* মাতৃস্নেহ। 'মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মাতৃভাষা [স] *বি* স্বদেশের ভাষা; মায়ের মুখ থেকে শেখা ভাষা। 'স্বাধীনতাশূন্যতা আমাদিগের মাতৃভাষা বঙ্গভাষার উন্নতির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'কিন্তু অগ্রে মাতৃভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিক্ষা কোনও মতে উচিত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'মাতৃভাষা লহরিয়া সপ্তধারায় উথলি ধায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মাতৃভাষাদ্বেষী [স] *বিণ* মাতৃভাষা ঘৃণা করে এমন। 'মাতৃভাষাদ্বেষী বাঙালির ছেলেকে আমরা দোষ দিতে চাহি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাতৃভাষানুশীলন [স] *বি* নিজ ভাষার চর্চা। 'ক্ষণকালও মাতৃভাষানুশীলনে ও চর্চায় ক্ষেপণ করিবেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মাতৃভাষাবিদ্বেষী [স] *বিণ* মায়ের ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন। 'মাতৃভাষাবিদ্বেষী বাঙালির ছেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাতৃভীতি [স] *বি* মায়ের প্রতি ভয়। 'মেয়ের মাতৃভীতির বহর দেখে মনে-মনে বুঝি খুশি হয়।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মাতৃভূমি [স] *বি* জন্মভূমি। 'স্বকীয় মাতৃভূমির প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া, ... অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি, দেবশিশু মানবের ওই মাতৃভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'ছেড়ে দিবে তুমি আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মাতৃমঙ্গল [স] *বি* প্রসূতি মায়ের সেবা-সংক্রান্ত বিদ্যা; প্রসূতিসেবা। 'ধাত্রীবিদ্যা, শিশু পালন, মাতৃমঙ্গল প্রভৃতি শিক্ষা।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'মাতৃমঙ্গল ও শিশুপালন সম্বন্ধেই বিশেষভাবে পাঠ দেওয়া উচিত।' *বেগম*, ১৯৫০।

মাতৃমন [স] *বি* মায়ের মন। 'জীবপ্রাণের দাবি স্পন্দমান ... মাতৃমনের স্নেহরসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মাতৃমন্ত্র [স] *বি* স্বদেশী আন্দোলনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'জাহাঙ্গীরকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া লইয়া একটু চড়া রকমেরই প্রতিবাদ করিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মাতৃমন্ত্রী [স] *বিণ* দেশমাতাকে মন্ত্রণা দেয় যারা; নেতৃবৃন্দ। 'তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রিরা সাবধান!' *নজরুল*, ১৯২৬।

মাতৃমন্দির [স] *বি* দেবীর মন্দির। 'মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মাতৃমুক্তিপণ [স] *বি* মায়ের মুক্তির লক্ষ্যে সংকল্প। 'কাণ্ডারি! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মাতৃমুখনিঃসৃত [স] *বিণ* মায়ের মুখে উচ্চারিত। 'মরাইয়ের পিছনে বসিয়া মাতৃমুখনিঃসৃত এই মিথ্যা ভাষণটি কালো পরিতৃপ্তির সহিত উপভোগ করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাতৃরক্ত [স] *বি* মায়ের রক্ত। 'মাতৃরক্তের দ্বারা পরিপোষিত হইয়া কালে ভূমিষ্ঠ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

মাতৃরস [স] *বি* মাতৃস্তন্য। 'স্নিগ্ধ মাতৃরস।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মাতৃরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* মায়ের মতো। 'মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিণী, শুভ্রকান্তি, পয়স্বিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'নব উবোধন করেছিলে জীর্ণ বিল্বমূলে মাতৃরূপা শকতির।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মাতৃরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মায়ের মতো। 'শ্যামলা শস্যশালিনী কোমলা মাতৃরূপিণী হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মাতৃলালিত [স] *বিণ* মায়ের স্নেহে লালিত। 'আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মাতৃলোক [স] *বি* মা। 'পিতৃলোক মাতৃলোক মিলে জন্ম তো দিলেন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মাতৃশোক [স] *বি* মায়ের বিয়োগজনিত শোক। 'পুত্রেরাও মাতৃশোকে ও ভ্রাতৃশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মাতৃশ্রাদ্ধ [স] *বি* মায়ের শ্রাদ্ধ। 'শ্যামবাবু তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সবান্ধব নিমন্ত্রণ করেছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাতৃষ্বসা [স] **১** *বি* মায়ের বোন; খালা; মাসি। 'আমার মাতৃস্বসা-গৃহ নির্জন স্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* নিকট-প্রজাতি। 'শার্দূলের লুব্ধ মাতৃস্বসার মতো আর নড়তেই চান না, তিনি তো স-তিথি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাতৃসদন [স] *বি* প্রসূতি মায়ের চিকিৎসাকেন্দ্র। 'মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্রের ৩৬ জন শিক্ষার্থিনী।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'ঢাকায় উল্লেখযোগ্য কোন মাতৃসদন নেই।' *বেগম*, ১৯৫১।

মাতৃসম [স] *বিণ* মায়ের সমান। 'মাতৃসম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মাতৃসমা [স] *বিণ* মায়ের সমতুল্য। 'মাতৃসমা বড় মামীমা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মাতৃস্তনাভিমুখী [স] *বিণ* মায়ের স্তনের দিকে মুখ করে আছে এমন। 'আর একজন মাতৃস্তনাভিমুখী বাছুরটাকে প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া আছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাতৃস্তন্য [স] *বি* মায়ের স্তননিঃসৃত দুধ। 'শিশুর রসনা মাতৃস্তন্য পানের সহিত যে ভাষায় অনুশীলন করে, বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বকালেই ... কণ্ঠাগত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মাতৃস্তন্যহীন [স] *বিণ* মায়ের দুধবিহীন। 'রাজপথে কচি-কচি এই সব শিশুর কঙ্কালমাতৃস্তন্যহীন ...।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

মাতৃস্থানীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* মাতৃতুল্য। 'তাহার একমাত্র মাতৃস্থানীয়া অন্নপূর্ণার কাছে আসিতেছে বলিয়া ... ভয় সংশয় দূর হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাতৃস্নেহ [স] *বি* মায়ের স্নেহ। 'বাঘিনী মাতৃস্নেহে মমতাপন্ন হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৮; 'তুই চিরকাল যে দুলালি মোর/ মাতৃস্নেহে বন্দিনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মাতৃস্নেহাপেক্ষী [স] *বিণ* মায়ের স্নেহপ্রত্যাশী। 'একান্ত মাতৃস্নেহাপেক্ষী বয়স্ক সন্তানটিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাতৃস্বরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মাতৃতুল্য। 'মাতৃস্বরূপিণী মহারাণী ভারতেশ্বরীর আধিপত্যকালে ...।' *প্রচারক*, ১৯০০।

মাতৃস্বর্গ [স] *বি* মাতৃত্বের সুখ। 'করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাতৃহত্যা [স] *বি* মাকে হত্যা। 'কৃষকদের কাছে জর্ম্মাণদের কর্ত্তৃক ফ্রান্স অধিকার মাতৃহত্যারই তুল্য।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মাতৃহন্তা [স] *বিণ* মায়ের হত্যাকারী। 'শুনতে পেয়েও শুনলিনে তা মাতৃহন্তা কুসন্তান।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'হে দেশদ্রোহী মাতৃহন্তা বিভীষণের দল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাতৃহারা [স] *বিণ* মা-হারা। 'মাতৃহারা মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মাতৃহীন [স] *বিণ* মা-হারা। 'ভারতমণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মাতৃহীনা [স] *বিণ* মা নেই এমন। 'শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাতৃহৃদয় [স] *বি* মায়ের (স্নেহপূর্ণ) মন। 'যখন ... মাতৃস্থানীয়া বলিয়া উল্লেখ করিল, তখন রাজলক্ষ্মীর মাতৃহৃদয় অকস্মাৎ স্পর্শ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠল ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মাতৃহৃদয়শালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মায়ের মতো স্নেহদায়িনী। 'বিহারী মাতৃহৃদয়শালিনী রাজলক্ষ্মীর স্নেহ কাড়িয়া লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাতৃক *বিণ* মায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত। 'তাহাদের সন্তানেরাও পৈতৃক ও মাতৃক দোষের অধিকারী হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মাতেল *বিণ* মাতাল। 'মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

মাতোয়ার, মাতোয়াল, মাতোয়ালা [হি মতওয়ালা] **১** *বিণ* মাতাল। 'কি ছার কুঞ্জর মাতোয়ার।' *মুরারি*, ১৫৭০; 'কামমদে মাতোয়ালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মাতাল ব্যক্তি। 'একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মাতোয়ারা [হি মতওয়ালা] **১** *বিণ* বিভ্রান্ত। 'বাহকেরা সকল মাতোয়ারা হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **২** *বিণ* আত্মহারা। 'সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'তোমার প্রেমে মাতোয়ারা তাই তো কাছে ছুটে আসি।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১। **৩** *বিণ* উন্মত্ত। 'রণরঙ্গে মাতোয়ারা বীর সকল একথা অনেকেই শুনেন নাই।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* মাতাল। 'মধু-মদ-গন্ধে মাতোয়ারা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

মাত্তর [স মাত্র] *বিণ* শুধু। 'মাত্তর আড়াইটি কাঠি আছে।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'নামটা সত্য – সত্য শুধু তারিখটা মাত্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'মাত্তর কাল রাত্তিরে এই যোগ-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি ভায়া।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মাত্তা [আ] *বি* সম্পদ। 'মাত্তার ধনী।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'হোরেরা বলিল মোরে মাত্তা বেতমার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাত্র [স] ১ *অব্য* কেবল। 'সার মাত্র নারায়ন প্রভু করতার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* সঙ্গে সঙ্গে। 'আমি জিজ্ঞাসীবা মাত্রে ইহারা দুই জনে কহিলেন ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মাত্রা[1] [স] *বি* বর্ণের মাথার দিককার সরল রেখাংশ। 'ইংরাজির ফোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মাত্রাব্যতিরিক্ত [স] *বিণ* মাত্রাবিহীন। 'বাঙ্গালা ও পারস্য ও মাত্রাব্যতিরিক্ত নাগর অক্ষরে মুদ্রিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মাত্রাযুক্ত [স] *বিণ* মাত্রা আছে এমন। 'ত্রিশূলি পয়সার ন্যায়ই মাত্রাযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মাত্রারহিত [স] *বিণ* মাত্রাবিহীন। 'তাহা মাত্রারহিত বাঙ্গালা ও পারস্য ও নাগর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মাত্রাশূন্য [স] *বিণ* মাত্রাহীন। 'তাহা মাত্রাশূন্য নাগর ও পারস্যাক্ষরে মুদ্রিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মাত্রাহীন [স] *বিণ* মাত্রা নেই এমন। 'যাহাতে মাত্রাহীন দেবনাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মাত্রা[2] [স] ১ *বি* পরিমাণ। 'গেলাস দেবেন্দ্রের পূর্ণ মাত্রা হইল – দুই একবার ঢুলিয়া – দেবেন্দ্র শুইয়া পড়িলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'ভয়ে আফিঙ্গের মাত্রা কমাইয়া দিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৩। ২ *বি* সীমা 'ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাত্রাতিরিক্ত [স] *বিণ* পরিমাণের অধিক। 'তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মাত্রাতিরিক্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* অধিক পরিমাণে। 'অজ্ঞদের ঔৎসুক্য মাত্রাতিরিক্তভাবে শাণিত করে তোলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

মাত্রাধিক্য [স] *বি* স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। 'অনেক স্থলে বিলাসিতার মাত্রাধিক্য দেখা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদয়ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।' *জগদীশ*, ১৯১৬; 'তা সে আঙ্গিকের মাত্রাধিক্যেই হোক অথবা অন্য যে-কোন বস্তুই হোক।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মাত্রারিক্ত [স] *বিণ* মাত্রাজ্ঞানহীন। 'পদক্ষেপে মাত্রারিক্ত, বহুভুক্তিতার/ মুদ্রা লোল উচ্ছ্বাসের বেগে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

মাত্রারেখা [স] *বি* পরিমাণ। 'হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে বেতনের মাত্রারেখা ওঠানামা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাত্রা[3] [স] *বি* তাল ও ছন্দের একক। 'মাত্রা সুরের কারণ। দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান থাকে, তাহা হইলেই সুর জন্মে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'ছন্দের মাত্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মাত্রাবৃত্ত [স] *বি* যে ছন্দে শব্দের আদি যুক্তাক্ষর ছাড়া পরবর্তী যুক্তাক্ষরগুলি দু মাত্রা হয়। 'এই শ্রেণীর যতিবহুল ছন্দই মাত্রাবৃত্ত অথবা ধ্বনিপ্রধান-নামে পরিচিত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মাত্রালয় [স] *বি* মাতার বাড়ি। 'হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

মাত্রিকা [স মাতৃকা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মাতৃকা; চণ্ডীর সহচরী দেবীবৃন্দ। 'ব্রহ্মাণী প্রভৃতি জান মাত্রিকা মণ্ডলী/ সভারে জুঝিতে আজ্ঞা দিল ভদ্রকালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাৎলামি [স মত্ত>] *বি* মাতালের আচরণ। 'বেষ্টিক পুরাণে মাৎলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মাৎসর্য, মাৎসর্য্য [স] ১ *বি* পরশ্রীকাতরতা। 'বড় রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদমাৎসর্য্য দম্ভ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* হিংসা। 'ঐ বধক মাৎসর্য্যদোষে দুষ্টচিত্ত হইয়া চিন্তা করিল ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মাৎস্যন্যায় [স] *বি* হত্যা ও অরাজকতা। 'কেবল আদিম জাড্য প্রাথমিক মাৎস্যন্যায়ে মিলে সমষ্টির অতিসন্ধি নিঃসেহায় ব্যষ্টিরে সংহারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মাথট [স মস্তক] *বি* মাথাপিছু নির্ধারিত কর বা চাঁদা। 'গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট করিয়া লয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মাথলা [মাথা] *বি* রোদবৃষ্টিনিবারক টুপির মতো উপকরণ; টোকা। 'চালডাল আনবার জন্য মাথলা মাথায় সে দোকানের দিকে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩; 'মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো।' *শামসুর*, ১৯৭০।

মাথা [স মস্তক] ১ *বি* মস্তক। 'ভাও মাথে ষোল পন কড়াহো নাহি টুটে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বস্তুর এক প্রান্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'এক মাথা হইতে আর-এক মাথায় ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া চালান করিয়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বি* উপর। 'উনি ঐ আলমারির মাথায় তুলে রাখবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বি* অহংকার। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৫ *বি* প্রধান ব্যক্তি। 'তুমি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৬ *বি* শিখর; শীর্ষদেশ। 'দেবদারু গাছের নিবিড় মাথা।' *জীবন*, ১৯৪২। ৭ *বি* মস্তিষ্ক; মেধা। 'আমার পড়াশুনোয় মাথা আছে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

মাথা উঁচু রাখা *ক্রি* মর্যাদা বজায় রাখা। 'সে ঘরের মাথা উঁচু রাখতে তুমি সব দিক দিয়ে বাধ্য।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাথা ও মুণ্ডু *বি* আবোলতাবোল। 'কী যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মাথাওয়ালা *বিণ* বুদ্ধিমান। 'আইনের বড়ো বড়ো মাথাওয়ালা লোক মামলাকে জটিলতরো করিয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

মাথা কাটা যাওয়া *ক্রি* সম্মান নষ্ট হওয়া। 'আমার মাথা কাটা গেছে, আমার কুওয় ডুবতে মন হচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মাথা কুটা *ক্রি* আহাজারি করা। 'তখন মাথা কুটে চাচী মরে।' *মিত্রপ্রকাশ*, ১৮৭১।

মাথা কুটাকুটি করা *ক্রি* ক্রমাগত চিন্তা করা। 'জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মাথা কুটে মরা *ক্রি* তীব্র দুঃখে বার বার মাথা ঠুকে অবসন্ন হওয়া। 'মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মাথা কোটা ১ *ক্রি* অসহায়াবস্থা বা দুঃখ-কষ্টে মাটি বা দেয়ালে মাথা ঠোকা। 'ভাগ্যে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *ক্রি* কোনো কিছুর উপর আছড়ে পড়া। 'তটের পায়ে মাথা কুটে তরঙ্গদল ফেনিয়ে উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাথা-কোটাকুটি *বি* তীব্র আকাঙ্ক্ষা। 'খাল বলে, মোর লাগি মাথা-কোটাকুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মাথা খাওয়া ১ *ক্রি* বিরক্ত করা। 'তোমাকে না পাএগ্য লোক মোর মাথা খায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* সর্বনাশ করা। 'খাও ভ্রমরীর মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* নিঃশেষিত করা। 'যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৪ *ক্রি* দিব্যি দেওয়া। 'দাঁড়াও, মাথা

খাও, যেয়ো না সখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে, মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *ক্রি* নষ্ট করা; বিগড়ে দেওয়া। 'এমনি করে ওর মাথা খেতে বসেছ বুঝি?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাথা খাটানো *ক্রি* বুদ্ধি চালনা করা। 'সব সময়ই যদি এ রকম মাথা খাটাতে হয়?' *জীবন*, ১৯৩২।

মাথা খারাপ হওয়া ১ *ক্রি* পাগল হওয়া। 'আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'তোমার সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৩। **২** *ক্রি* দুশ্চিন্তার কারণে অস্থির হওয়া। 'নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মাথা খুঁড়ে মরা *ক্রি* ক্ষোভে-দুঃখে মাটিতে মাথা ঠুকে হয়রান হওয়া। 'তা নিয়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মাথা খোঁড়া *ক্রি* অসহ্য দুঃখে মাথা ঠোকা। 'সেই কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি *বি* মাথা ঠোকার কাজ। 'সেই দিন হতে মোর মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করা *ক্রি* অনুনয় বিনয় করা। 'বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথাখোলা *বিণ* বুদ্ধিমান। 'মাথাখোলা বাঙ্গালিরা এক আকৃতিরই হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মাথা গরম *বি* রাগী স্বভাব; বদমেজাজ। 'এ-লোকটার মাথা গরম।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাথা গরম হওয়া *ক্রি* মেজাজ খারাপ হওয়া। 'ভাবিতে ভাবিতে ধবলগিরির মাথা গরম হইয়া উঠিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

মাথা গলানো *ক্রি* বুদ্ধি খাটানো; চিন্তা করা। 'যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথা গুঁজে চলা *ক্রি* মাথা নিচু ক'রে চলা। 'মুখে কথা নেই, মাথা গুঁজে চলছে ত চলছেই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাথা-গুনতি *বি* সংখ্যা দিয়ে বিচার। 'হাটের পাবলিককে মাথা-গুনতির জোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাথা গোঁজা, মাথা গোজা ১ *ক্রি* মনোযোগ দেওয়া। 'বই খাতা ট্রাঙ্কের থেকে বের করে তার উপরে মাথা গুঁজে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *ক্রি* আশ্রয় নেওয়া। 'তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৩** *ক্রি* মুখ লুকানো। 'বালিশে মাথা গুজে ঘুমের জন্যে প্রাণপণে আমার সমস্ত ভাবনা গুলিয়ে ফেলতে চাইলাম।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

মাথাঘষা *বি* চুলে মাখার সুগন্ধি তেল। 'তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথাঘসা ১ *ক্রি* মাথা ধোওয়া। 'কাঁচাগোল্লা দিয়া মাথা ঘসাইয়া দিলেক।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* মাথায় ব্যবহার্য। 'মাথায় মাথাঘসা সোন্ধা দিয়া আতর গোলাব লাগাইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মাথা ঘামানো ১ *ক্রি* চিন্তাভাবনা করা। 'জাতি গঠনের নিমিত্তে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করে না।' *সওগাত*, ১৯২৭। **২** *ক্রি* বৃথা বুদ্ধি চালনা। 'ওসব লইয়া মাথা ঘামাবার অবসর আছে কোথা কার কতটুকু।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মাথা ঘোরা ১ *ক্রি* দিশাহারা হওয়া। 'প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল, দয়াল সিংহের মাথা ঘুরিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বিণ* মাথা ঝিম ঝিম করে এমন। 'উঁচুতে চড়িয়ো না, আমার মাথা ঘোরা ব্যামো আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাথাচাড়া দেওয়া ১ *ক্রি* প্রবল হওয়া। 'এই যে বিদ্রোহের চিহ্ন দিকে দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'কন্যাদায় ক্রমান্বয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।' *বেগম*, ১৯৪৮। **২** *ক্রি* সক্রিয় হওয়া। 'ষড়যন্ত্রীরা নূতন করিয়া মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪৯। **৩** *ক্রি* বাধা সত্ত্বেও উন্নতি করা। 'তুমি তো সেই থেকে মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছ।' *জীবন*, ১৯৩২।

মাথা চাপড়ানো *ক্রি* হতাশ হয়ে মাথায় আঘাত করা। '(মাথা চাপড়াইয়া) clear head নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'ভট্টাচার্য মাথা চাপড়াইয়া উকিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মাথা চুলকানো *ক্রি* উত্তর দিতে দ্বিধা করে মাথার আঙুল চালানো। '(মাথা চুলকাইয়া) পরিষ্কার হবে কিনা বলতে পারিনে, তবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'মাথা চুলকাইয়া হাসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাথাঝাড়া দিয়ে উঠা *ক্রি* জেগে ওঠা। 'মরা আশা চক্ষের পলকে মাথাঝাড়া দিয়া উঠিল।' *শরৎ*, ১৯১৬; 'তাঁহারাও কি অসত্যের জঞ্জাল হইতে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবেন না?' *নজরুল*, ১৯২২।

মাথা ঝাড়া দেওয়া *ক্রি* জাগ্রত হওয়া। 'বিনয় সজোরে মাথা ঝাড়া দিয়া কহিল, আমি খাব না, তোরা খা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মাথা-ঠাণ্ডা *বিণ* স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। 'ঝগড়ুর ওই গুণটা আছে, ওর মাথা ঠাণ্ডা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'সভাপতি দিগিন্দ্র সোম মাথা-ঠাণ্ডা লোক।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাথা ঠাণ্ডা করা *ক্রি* উত্তেজনা দূর করে শান্ত হওয়া। 'এখন স্নান করতে যাও, মাথা ঠাণ্ডা করে এসোগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা করে নিতে পারবে?' *জীবন*, ১৯৩২।

মাথা ঠাণ্ডা রাখা *ক্রি* উত্তেজিত না হওয়া। 'বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারী দরকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া ধৈর্যের সহিত জনসাধারণের কাজ করা উচিত।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মাথা ঠিক গিয়ে পড়া *ক্রি* মন নিবিষ্ট হওয়া। 'আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মাথা ঠেকানো *ক্রি* গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা। 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মাথা-ঠোকাঠুকি চলা *বি* ধাক্কাধাক্কি হওয়া। 'উচ্ছৃঙ্খল ভাঙা পরমাণুর মধ্যে মাথা-ঠোকাঠুকি চলতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মাথা তোলা ১ *ক্রি* গর্ব করা। 'মাতা পিতা আর মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারেন না।' *সুলভ*, ১৮৭১। **২** *ক্রি* উন্নতি করা। 'এ দেশে যার ক্ষমতা আছে সেই মাথা তুলতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *ক্রি* সুস্থ হয়ে বিছানা থেকে ওঠা। 'সেই যে বিছানায় পড়লেম, ছ-দিন আর এক মুহূর্তের জন্যও মাথা তুলিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *ক্রি* জেগে ওঠা। 'শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৫** *ক্রি* নিজেকে প্রকাশ করা। 'ঠাকুরঝি সেখানেও মাথা তুলিতে পারিবে না।' *তারা*, ১৯৪২।

মাথা তোলা দেওয়া *ক্রি* উদ্ধত হওয়া। 'এক দল লোক মাথা তোলা দিয়াছেন।' *কোহিনূর*, ১৮৯৮।

মাথা দপ দপ করা *ক্রি* মাথা ব্যথা হওয়া। 'কোনো কথা পাড়তে গেলেই তোমার ভাইসাহেবের ভয়ানক মাথা দপ দপ করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাথা দেওয়া *ক্রি* লুকানো। 'যাহারা প্রাণভয়ে পালাইয়া পাহাড়ে জঙ্গলে মাথা দিয়াছিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মাথা দোলানো *ক্রি* মাথা দুলিয়ে অভিনন্দন জানানো। 'হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে নামেতে কী হবে, আর কিছু নয়, হাসিতে তোমার পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মাথাধরা ১ *বি* দুশ্চিন্তার বিষয়। 'দেশজোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রি* মাথায় যন্ত্রণা বোধ করা। 'মহেন্দ্র অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, ভারি মাথা ধরিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বি* মাথার যন্ত্রণা। 'মাথা-ধরার বেদনার মতো দব দব করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মাথা নত করা ১ *ক্রি* সম্মান দেখিয়ে মাথা নোয়ানো। 'বড়ো বড়ো রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *ক্রি* অহংকার দূর করা। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধুলার তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

মাথা নাড়া ১ *ক্রি* আপত্তি জানানো। 'প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সরোদনে কহিল, না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রি* মাথা ঝুঁকিয়ে তাল দেওয়া। 'সম্মানী পরিবারের কেউ গান শোনবার সময় সমে মাথা নাড়ায় ভুল করেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **৩** *বি* মাথাচাড়া। 'থেকে-থেকে মাথানাড়া দিয়ে উঠছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

মাথা নিচু করা *ক্রি* পরাজয় স্বীকার করা। 'মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নিচু করেননি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাথানেড়া *বিণ* মাথায় চুল নেই এমন। 'বিনয়ের কালো মাথানেড়া রোগা বছর তিনেকের ছেলেটি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

মাথা নোয়ানো *ক্রি* সম্মান ক্ষুণ্ন করা। 'তিনি সদর্পে মাথা তুলিয়া বলিলেন ... কোনো মানুষের কাছে মাথা নোয়াই নাই কখনো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মাথাপাকা *বিণ* বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। 'আমি তো মাথাপাকা মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মাথাপাগল *বিণ* পাগলাটে; উন্মাদ প্রকৃতির। 'মাথাপাগল মেয়ে আমার।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাথাপাগলা *বিণ* উন্মাদ হয়ে গেছে এমন। 'কত জোরে ছুটেছে এই খামখেয়ালি মাথাপাগলা রাক্ষসটা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মাথা পাড়া *ক্রি* মস্তকচ্যুত করা। 'কেমন করিয়া বীর ক্রমোয়েল পাড়িল রাজার মাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাথা-পিছু *ক্রিবিণ* জনপ্রতি। 'আপাতত মাথা-পিছু পাঁচ রুবল করে শিক্ষার খরচ পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'ভাড়া মাথাপিছু তিন আনা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাথা পেছু *ক্রিবিণ* মাথাপিছু; জনপ্রতি। 'পূর্ব বাংলার জনগণ মাথা পেছু পেলো ৯০ টাকা।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

মাথা-ফাটাফাটি *বি* তুমুল ঝগড়া। 'বঙ্কিমের চেয়ে তুমি বড়ো, তাই নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাথা ফেলা *ক্রি* মস্তকচ্যুত করা। 'কেহ মাথা ফেলে ধর্মের তরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাথা বকানো *ক্রি* অযথা চিন্তা করা। 'যাঁরা পূর্ব-পশ্চিমের ভেদাভেদ নিয়ে মাথা বকান।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মাথা বাঁধা *ক্রি* চুল বাঁধা। 'আমি মাথা বাঁধা ছেড়ে দেব।' *শরৎ*, ১৯১৩।

মাথা বিকানো *ক্রি* সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করা। 'অধিকাংশ শিক্ষিতলোক যে গবর্মেন্টের চাকরিতে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মাথা বিগড়ানো *ক্রি* কুপথগামী করা। 'মেজোবউ ওর মাথা বিগড়োতে বসেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাথাব্যথা ১ *বি* মাথার যন্ত্রণা। 'মাথা ব্যথা করে মোর গায়ে না বাসি ভাল।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* দুশ্চিন্তা। 'আধমরা হয়ে যাচ্ছে তার জন্যে কারও কানাকড়ির মাথাব্যথা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* দায়-দায়িত্ব। 'আমার বাবার নয় – তোর মা'র মাথাব্যথা।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মাথা ভাঙাভাঙি করা *ক্রি* সাধ্য-সাধনা করা। 'কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা ভাঙাভাঙি করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথা মাথা *বিণ* প্রধান প্রধান। 'মাথা মাথা লোকদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

মাথা মুড়া *ক্রি* মাথা নেড়ে করে দেওয়া। 'আজ্ঞা দিল কান কাট আর মাথা মুড়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা *ক্রি* চরম অপমান করা। 'কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'সেটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মাথামুণ্ড *বি* বোধগম্য বিষয়। 'পদ্ধতি অনুসারে চলিলে মাথামুণ্ড কিছুই বর্ণনা করা যায় না।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

মাথামুণ্ডু ১ *বিণ* আজে-বাজে; যা তা। 'ঘুরিতেছে মাথা মুণ্ডু মাথামুণ্ডু লিখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* সারবত্তাহীন। 'পাঁড়েজি পড়েন সুর করে গীতার মাথামুণ্ডু ব্যাখ্যা।' *অবন*, ১৯২৫। **৩** *বি* বিষয়বস্তু। 'তাঁদের কথার মাথা-মুণ্ডু সেদিন কিছুই বুঝতে পারিনি।' *হাই*, ১৯৫৮।

মাথামোটা *বিণ* স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সরকার বাহাদুর বেছে-বেছে কয়টি মাথামোটা লোক যোগাড় করলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মাথা রাখা ১ *ক্রি* মস্তকচ্যুত হওয়া। 'রণভূমে কেহ মাথা রেখে মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *ক্রি* আশ্রয় নেওয়া। 'মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়া *ক্রি* চরম বিপদে পড়া। 'আমার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মাথায় করা ১ *ক্রি* স্বীকার করা। 'কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *ক্রি* অতিশয় সম্মান করা। 'আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথায় কাঁঠাল ভাঙা – অন্যকে ব্যবহার করে সুবিধা নেওয়া। 'বসে বসে মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে পারবে।' *পাশা*, ১৯৭১।

মাথায় কাপড় উঠানো/দেওয়া *ক্রি* ঘোমটা দেওয়া। 'মাথায় কাপড় উঠাইয়া দাঁড়াইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনোরূপ সংকোচ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথায় ঘোল ঢালা *ক্রি* অপদস্থ করা। 'তার গালে চূণ কালি দিয়ে,

মাথায় ঘোল ঢেলে গঙ্গা পার করে দেই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মাথায় চড়া ১ *ক্রি* চেপে বসা। 'ধন বোঝা হয়ে মাথায় চড়েনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *ক্রি* মনে আসা। 'মাথায় চড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মাথায় চাপা *ক্রি* অধিকার করা; আচ্ছন্ন করা। 'এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাথায় জোগানো *ক্রি* মাথায় আসা। 'দুর্বুদ্ধি যার মাথায় জোগাতে পারে সে বুদ্ধির ফলটা কী হবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মাথায় তোলা ১ *ক্রি* সম্মান দেখিয়ে গ্রহণ করা। 'তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রি* স্বীকার করে নেওয়া। 'হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মাথায় মাথায় *ক্রিবিণ* কানায় কানায়। 'তীর এবং জল মাথায় মাথায় সমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাথায় রক্ত চড়া *ক্রি* অতিশয় রাগান্বিত হওয়া। 'ঝাঁ করে মাথায় রক্ত গেল চড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাথায় লওয়া *ক্রি* সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা। 'তোমার ইচ্ছা মাথায় লব মানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাথায় হাঁটা *ক্রি* চিন্তা বা কল্পনায় বিচরণ করা। 'আবু নওয়াস সব সময় মাথায় হাঁটে।' *শওকত*, ১৯৬২।

মাথায় হাত দেওয়া *ক্রি* দিব্যি করা। 'এ আমি কারুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাথায় হাত বুলানো *ক্রি* সান্ত্বনা দেওয়া। 'আশার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'বললেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাথার উপরে *ক্রিবিণ* পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। 'মাথার উপরে রয়েছেন কালী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মাথার কাঁটা *বি* চুলের কাঁটা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মাথার কাপড় *বি* ঘোমটা। 'মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মাথার কিরে, মাথার কীরে *বি* মাথার দিব্যি। 'বলি পায়ে ধরে মাথার কীরে, আর সয় না খোয়ার।' *অমৃত*, ১৯০০; 'আর মানুষ গেলে ফিরে না কি দিলে মাথার কিরে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলা *ক্রি* কঠোর পরিশ্রম করা। 'দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস – কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'তোমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে।' *প্রচারক*, ১৯০২; 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ধন দেশের নামে।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাথার দিব্যি ১ *বি* কঠিন পণ। 'কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রেখেছে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *বি* দোহাই। 'মাথার দিব্যি দিলে ভাই?' *শরৎ*, ১৯১৭।

মাথা হালকা হওয়া *ক্রি* চিন্তামুক্ত হওয়া। 'ভূপতির ভারী মাথা হালকা হইয়া গেল।' *মানিক*, ১৯৪০।

মাথা হেঁট করা ১ *ক্রি* লজ্জায় মাথা নত করা। 'মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *ক্রি* সম্মান বিসর্জন করা। 'একদিন যখন সে মাথা হেঁট করিয়া আওড়াইয়াছে যে, পৃথিবীতে আর সকলেরই দেশ আছে, কেবল আমাদেরই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

মাথানি |মন্থনী| *বি* মন্থনদণ্ড। 'ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাথামউড়ি [স মস্তক+স মুকুট>] *বিণ* সদ্যবিবাহিতা মুকুট-পরা। 'কালি আইল বেটী মাথামউড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাথাল [স মস্তক>] *বি* মাথায় পরার জন্য রোদবৃষ্টিনিবারক টুপিবিশেষ; টোকা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'স্বামীর মাথার মাথাল খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।' *জসীম*, ১৯২৭।

মাথালো [স মস্তক>] *বিণ* সেরা। 'আকাশের তারার মত মাথালো মাথালো বড় মানুষ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মাথি [স মস্তক>] *বি* নারকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছের মাথার কচি অংশ। 'গুয়া নারিকেলের তবে কাটিলেন মাথি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মাথুর[1] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বৈদ্যনাথ মাথুর।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মাথুর[2] [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণের মথুরা সংক্রান্ত লীলা। 'মাথুরের পালা বেঁধে কত বার।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* বিরহ। 'তবু তুলনার ধন্ধ জাগায় মাথুরই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মাথুরী জমা *বি* নাপিত কর। 'মাথুরী জমা – নাপিত ব্যবসায়ীর উপর।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

মাদক [স] *বিণ* মত্ততা সৃষ্টি হয় এমন। 'সদাই মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাদকতন্দ্রা [স] *বি* ঢুলুনি। 'প্রকৃতির উপর ছড়িয়া যায় মাদকতন্দ্রার আবেশ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাদকতা [স] **১** *বিণ* নেশা জন্মায় এমন। 'মাদকতা শক্তি নাই পেট ভরে খেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* নেশা। 'রক্তের মধ্যে একটা সংগীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মাদকতাপূর্ণ [স] *বিণ* নেশাপূর্ণ। 'আপনার দেহসংযুক্ত ফুলের গন্ধ অত্যন্ত মাদকতাপূর্ণ।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

মাদকতাময় [স] *বিণ* নেশাপূর্ণ। 'মাদকতাময় সোনালি গন্ধে মগ্ন হয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মাদকদ্রব্য [স] *বি* নেশা সৃষ্টি করে এমন বস্তু। 'সদাই মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মাদকদ্রব্যের ব্যবহার কমিতেছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

মাদকবেষ্টন [স] *বি* নেশা-ভরা বাঁধন। 'তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মাদকরস [স] *বি* মাদকতাপূর্ণ রস। 'অমর সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মাদন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদন দেবের বাণবিশেষ। 'মদন মাদন শোষণ যথা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মাদমোয়াজেল [ফ] *বি* মিস; কমবয়সী মেয়েদের সম্বোধন করার শব্দ 'মাদমোয়াজেল, উপরের হাওয়াটা কি ঠান্ডা?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মাদল, মাদলা [স মর্দল] *বি* মৃদঙ্গের মতো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।' *চর্যা* ১৯, ১২০০; 'ঘরদল পরদল বাজায় মাদল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাদলধারী *বি* মাদলওয়ালা। 'একটু ইতস্তত করিয়া মাদলধারী বসিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাদলিয়া *বি* মাদল বাজায় যে। 'মাদলিয়ার তালে তালে অঙ্গ ওঠে দুলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মাদোল *বি* মাদল; ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র। 'ঢাক কাঁড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মাদা [ফা মরদ] **১** *বিণ* পুরুষ। 'মাদা হরিণ থাকে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **২** *বিণ* দুর্বল। 'শরীরটে ছিল মাদা।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

মাদাম [ই] *বি* ভদ্র মহিলা। 'মাদাম পোম্পাদুর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মাদার[১] [স মন্দার] *বি* কাঁটাবিশিষ্ট গাছ। 'মাদারে মালতী লতা উঠিবে আদরে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মাদারকাঁটা *বি* মাদার গাছের কাঁটা। 'উড়তে উড়তে মাদারকাঁটায় গিয়ে ঠেকেছি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মাদার[২] [আ মদার] *বি* মুসলমান সুফী সাধক শাহ মাদারের নামে প্রচলিত গানের দল। 'পালতে মাদার সেরেস্তাদার/ কুটছে নতুন চিঁড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মাদারি [মাদার] *বি* শাহ মাদার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় সংক্রান্ত। **মাদারির খেল** *বি* ভেলকিবাজি। 'মুখ্যুসুখ্যুদের জন্য আরো যে অনেক মাদারির খেল জমা ছিল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মাদারীয়াপন্থী [মাদার] *বি* শাহ মাদারের অনুসারী। 'ফকীরদের মধ্যে মাদারীয়াপন্থীদের সংখ্যাই ছিল অধিক।' *আনিস*, ১৯৬৪।

মাদারি[১] [আ মদার] *বি* ভারবহনকারী; বেহারা। 'আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে সুতরাং মাদারির মৃত্যু।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মাদারি[২] *দ্র* মাদার[২]

মাদি, মাদী [ফা মাদাহ্] *বিণ* স্ত্রী বা স্ত্রী-জাতীয়। 'মাদি বাচ্চা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫; 'ও কালোবাস জাতীয় মাদী বানর।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

মাদিপনামো *বি* মেয়েলিপনা। 'এইবার মেয়েলি ঢং মাদিপনামো ছেড়ে ব্যাটাছেলে হও।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মাদি বাচ্ছা *বি* মেয়ে বাচ্চা। 'একটা বড় সুবুদ্ধী সিংহির মাদি বাচ্ছা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

মাদিয়ানা *বিণ* মেয়েলি ঢঙের। 'মানুষের এরকম মাদিয়ানা চাল দেখে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাদুর *বি* তৃণের তৈরি একপ্রকার পাটি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মাদুর পাতিয়া তাঁহাকে, শয়ন করাইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মাদুরি *বি* তৃণের তৈরি একপ্রকার পাটি। 'মাদুরির উপর গিয়া সুড় সুড় করিয়া শুইয়া পড়িলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মাদুলি, মাদুলী [স মর্দল>] *বি* কণ্ঠভূষণবিশেষ। 'চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদুলি।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'সিন্দুর মিশি মল মাদুলী কিছুই নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মাদৃশ [স] *বিণ* আমার মতো। 'সংসারাশ্রম মাদৃশ ব্যক্তির কেবল অবিশ্রাম দুঃখেরি স্থান।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মা দেসি [স মর্দয়সি] *ক্রি* মাত করো। 'ফীটউ দুআ মা দেসি রে ঠাকুর।' *চর্যা* ১২, ১২০০।

মাদ্দা **১** *বি* মামলা। 'বড়বাবু একবার ডাকাতি মাদ্দা হইতে বাঁচাইয়াছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* বিষয়। 'হিন্দুয়ানী মাদ্দায় ইহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ।' *দর্শন*, ১৯২২।

মাদ্রাজি, মাদ্রাজী *বি* মাদ্রাজের অধিবাসী। 'মাদ্রাজি ৫৫।' *দর্পণ*, ১৮৩৭; 'ইহুদি, পার্শি, মোগল, চীনেম্যান, মাদ্রাজী, সব জাত এক সঙ্গে গান বাজনা আহারাদি করবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মাদ্রাসা, মাদ্রাছা [আ মাদ্‌রাসাহ্] *বি* ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। 'কতকগুলি মাদ্রাছার যে এক নূতন সংস্কার।' *এসলাম*, ১৯১৯।

মদরসা [আ] *বি* মাদ্রাসা। 'কোম্পানির মদরসার নিকটে কোম্পানির এক গ্রিজা ঘর হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মাদ্রাসাপন্থী [আ মাদ্‌রাসাহ্+হি পন্থী] *বিণ* আরবি-ফারসিবহুল। 'মাদ্রাসাপন্থী বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে ...।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৪।

মাধব[১] [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মালব মাধব কামোদ আইসে চলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মাধব[২] [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ; বিষ্ণু। 'মাধব তুঁহুঁয়া অভিসারক লাগি দুতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে ...।' *গোবিন্দ*, ১৬০০; 'পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল।' *তারা*, ১৯৪০।

মাধবী[১] [স] *বি স্ত্রী* এক জাতীয় চিরসবুজ লতা ও তার ফুল। 'মালতী মাধবী লতা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাধবি [স মাধবী] *বি স্ত্রী* চিরহরিৎ লতাবিশেষ; মাধবী। 'কড়িলু মাধবি লতা।' *আলাধর*, ১৫০০।

মাধবিকা [স] *বি স্ত্রী* চিরহরিৎ লতাবিশেষ; মাধবী। 'মাধবিকা – যার পরিমল-মধু-আশে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মাধবীকুঞ্জ [স] *বি* মাধবীলতার কুঞ্জ। 'মাধবীকুঞ্জ বারবার করি বনলক্ষ্মীর ডালা দেয় ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মাধবীবাসর [স] *বি* মাধবী লতায় আচ্ছাদিত বাসর। 'আজি মাধবীবাসর জাগরণ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মাধবীমঞ্জরী [স] *বি* মাধবী লতার মুকুল। 'যে-বালকটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মাধবীলতা [স] *বি* চিরহরিৎ লতাবিশেষ। 'তাই রে মাধবীলতা মাথা তুলেছিল হোথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মাধবী[২] [স] *বিণ* বসন্তকালীন। 'তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মাধাই [স মাধব] *বি* কৃষ্ণ। 'শুন শুন নিঠুর মাধাই।' *মুরারি*, ১৫৭০।

মাধানিয়া [স মধ্যাহ্ন] *বি* মধ্যাহ্নের আহার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাধুকরী [স] *বি* মধুকরের মতো দ্বারে দ্বারে গিয়ে অল্প অল্প ভিক্ষা। 'সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাধুর্য্য [স মাধুর্য] *বি* রসিকতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাধুরী [স] **১** *বি* মাধুর্য। 'এরূপ মাধুরী যাহার মনে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* মাধুর্যমণ্ডিত। 'আছে সে নিখিলের মাধুরী রুচিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

মাধুরীচ্ছবি [স] *বি* মাধুর্যপূর্ণ চিত্র। 'পার্ব্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাধুরীময় [স] **১** *বিণ* মাধুর্যপূর্ণ। 'প্রেমের পিরীতি মাধুরীময়।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যাই-যাই করেও না যেতে পারার মাধুরীময় সলজ্জ কুণ্ঠা।'

নজরুল, ১৯২২। ২ *বিণ* সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'তাই বোধ হয় এ মসজিদটি এতো মাধুরীময়।' *হাই*, ১৯৫৮।

মাধুরীময়ী [স] *বি স্ত্রী* রূপবতী। 'কোথায় সেই মাধুরীময়ীকে পাবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মাধুরীরহস্যমায়া [স] *বি* সৌন্দর্যের রহস্যময় বিভ্রম। 'মাধুরীরহস্য-মায়ায় চেনা তোমারে না চিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মাধুরীসরোবর [স] *বি* অমৃতের সরোবর। 'ওই মাধুরীসরোবরের নাই যে কোথাও তল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

মাধুর্য, মাধুর্য্য [স] ১ *বি* মধুরতা। 'শুনহ বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর/ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* মনোহর। 'নির্লজ্জ সুসজ্জ মাধুর্য্য বেশ ধারণ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৩ *বি* সৌন্দর্য। 'চিনলে তবে লণ্ডনের মাধুর্য বোঝা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মাধুর্যবিকাশ [স] *বি* মাধুর্যের প্রকাশ। 'বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী ... আপনার মাধুর্যবিকাশের চেষ্টা করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মাধুর্যমণ্ডিত [স] *বিণ* মাধুর্যপূর্ণ। 'নিজের সমস্ত অহংকার, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্যমণ্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জন দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মাধুর্যময়, মাধুর্য্যময় [স] ১ *বিণ* মাধুর্যপূর্ণ; সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'সেই যে ভালবাসা, সমুদ্রতুল্য ... মাধুর্য্যময়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* মনোহারী। 'তার চরিত্র তত ঐশ্বর্যময়, তত মাধুর্যময়।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ৩ *বিণ* দৃষ্টিশোভন। 'না-কামানো দাড়ি-গোঁফের সহযোগে যে চিত্রটি করিয়াছে তাহা মাধুর্যময় নহে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মাধুর্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* লাবণ্যময়। 'তাহার বিশাল নেত্রের মাধুর্যময়ী উজ্জ্বল দৃষ্টিতে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

মাধুর্য-মাঝারে *ক্রিবিণ* মাধুর্যের মধ্যে। 'শুধু মাধুর্য-মাঝারে চাহিনা নিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মাধুর্যরস, মাধুর্য্যরস [স] *বি* সৌন্দর্যরস। 'প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদ-করণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাধুর্যসুধা [স] ১ *বি* সৌন্দর্যরূপ সুধা। 'তাই তোমার মাধুর্যসুধা/ ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বি* আনন্দ। 'প্রবাসের দিনগুলি মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী, মাধুর্যসুধায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মাধুর্যসুষমা [স] *বি* মধুময় সৌন্দর্য। 'কোমলতা আর মাধুর্যসুষমা দিয়ে গড়া নারী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাধুর্যহীন [স] *বিণ* মধুরতা নেই এমন। 'বিগতযৌবনা মেয়েটির মাধুর্যহীন অনাকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের চিৎকারে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মাধুর্যামৃত, মাধুর্য্যামৃত [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ সুধা। 'এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাধ্যমচর্চা [স] *বি* শিল্পের মাধ্যম সম্পর্কে অনুশীলন। 'সাহিত্যিকের আত্মপ্রস্তুতির জন্য তাই মাধ্যমচর্চা একান্ত প্রয়োজন।' *শিব*, ১৯৫০।

মাধ্যমিক [স] ১ *বি* বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ। 'যবন ... মাধ্যমিকদিগকে অবরোধ করিয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যম স্তর সংক্রান্ত। 'তাঁদের থেকে নির্বাচিত করতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষার ডিস্ট্রিক্ট ইনসপেক্টর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাধ্যস্থ [স] *বি* মধ্যস্থতা। 'তাঁহাদের মাধ্যস্থ স্বীকার করিয়া মীডিয়ার রাজাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মাধ্যাকর্ষণ [স] *বি* পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে বস্তুর আকর্ষণ। 'নিউটন মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক অপূর্ব্ব নিয়ম নিরূপণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'বাহ্য জগতে মাধ্যাকর্ষণে, অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব [স] *বি* পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে বস্তুর আকর্ষণ বিষয়ক তত্ত্ব। 'মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আমার কাছে একরূপ, অন্যের কাছে অন্যরূপ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাধ্যাকর্ষণিক [স] *বিণ* মাধ্যাকর্ষণকালীন। 'মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মাধ্যাহ্নিক [স] ১ *বি* দুপুরের খাবার। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* মধ্যাহ্নকালের। 'অয়নাংশ মতে আষাঢ়মাসান্ত দিনে মাধ্যাহ্নিক ছায়ার শূন্যত্বহেতুক ছায়া পাদতলে আসিয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া [স] *বি* দুপুরের আহার। 'মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মান[১] [স] ১ *বি* সম্মান। 'ঘর জাহা নিজ মানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সম্ভ্রম। 'রাধে তেজ ভয় মান রাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* সমাদর। 'যৌবনে নারীর মান উদকে নৌকার যান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* মর্যাদা। 'চণ্ডী দিল বরদান লহনা সাধিল মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* অঙ্গীকার। 'নৃপতি করিল মান নিজ কন্যা দিব দান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ *বি* স্বীকৃতি। 'এ বরন গান নাহি পেলে মান মরিব লাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মান-অপমান [স] *বি* সম্মান ও সম্মানহানি। 'আমার মান-অপমান সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।' *নজরুল*, ১৯২১।

মান-ইজ্জত, মানইজ্জৎ [স মান+আ ইজ্জত] *বি* সম্মান; সম্ভ্রম। 'আমাদের আর মান-ইজ্জত রইলো না।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'নেটিভরা এসে এদেশের মানইজ্জৎ নষ্ট করে ফেললো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মানখাতির [স মান+আ খাতির] *বি* মর্যাদা ও সমাদর। 'পাকা চাকরী মানখাতিরও যথেষ্ট।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মানচ্যুত [স] *বিণ* অপমানিত। 'মানী বাবাজী মানচ্যুত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মানত্রুটি [স] *বি* অসম্মান। 'তাহারদিগের কোন অংশে মানত্রুটি কিম্বা অপযশ হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মানদ [স] *বিণ* সম্মানদাতা। 'মিতভুক অপ্রমত্ত মানদ অমানী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মানদাতা [স] *বি* সম্মানদাতা। 'মানদাতা যদি দলপতির মান প্রদান না করেন তবে তাঁহার ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মাননা [স] *বি* সম্মান। 'বার্তা জিজ্ঞাসিআ তার করিল মাননা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নিজেরে নিরুক্ত রেখে সঙ্কোচ-বিহ্বল-চিত্ত আত্মার মাননা তুমি চাহ নাই কভু।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাননীয় [স] ১ *বিণ* সম্মানের যোগ্য। 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মাননীয় বৈশ্য এবং শূদ্র সকলকে নিয়ন্ত্রণ করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'কারণ, তাহা হইলেই, তিনি, সকলের নিকট, বিদ্বান বলিয়া গণনীয় ও মাননীয় হইবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'আমরা বাদসার জাত বাদসাই দারু, বাদসাই মতের গ্রন্থেই মাননীয়।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মাননীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* সম্মানের যোগ্য। 'মাননীয়া বিবি সালেমার হোজরা সমীপে গমন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মানপত্র [স] ১ *বি* মর্যাদাসূচক পত্র। 'আমিও আমার সোহাগকে দেব মর্যাদা, শিল্পে-সাজিয়ে-তোলা মানপত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ২ *বি* শ্রদ্ধাজ্ঞাপক অভিনন্দন-পত্র। 'নেলী সেনগুপ্তার উদ্দেশে মানপত্র পঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মানপূর্বক, মানপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* সম্মানপূর্বক। 'মানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মানবিভ্রম [স] *বি* মান বজায় না-থাকা। 'অতটা শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও রাশিয়ায় সাহিত্যিক মানবিভ্রম ঘটল কেন মনে হয়?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

মানভিক্ষা চাওয়া *ক্রি* সম্মান প্রার্থনা করা। 'আমি বড়, তাই আমি মানভিক্ষা চাহিয়া লইলাম।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মানভ্রষ্ট [স] *বিণ* সম্মানহীন। 'অনাথ কৃষাণেরা অহরহ নিষ্পীড়িত, তর্জ্জিত, মানভ্রষ্ট ও শরীরে আহত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মানমদ [স] *বি* মর্যাদার অহংকার। 'মানমদে বিবি সব হইলেন ক্ষেপ্স।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মানমর্যাদা, মানমর্য্যাদা [স] *বি* মানসম্মান। 'ইহাতে লোকের মান-মর্য্যাদা ... রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬; 'মুসলমান সমাজের মানমর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইবে।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

মানমাত্তা [স মান+আ মাত্তা] *বি* ধনমান। 'ধনকড়ি মানমাত্তা ডুবে গেল জলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মান রক্ষা [স] *বি* সম্মান রক্ষা। 'স্বজাতির মানরক্ষার্থে অনায়াসে পক্ষপাত করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩; 'যাতে মান রক্ষা হয় তার চেষ্টা কর।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মানসম্ভ্রম [স] *বি* সুনাম ও সম্মান। 'বিষয়ার্থী ব্যক্তি তরুণ বয়স অবধিই ধনসঞ্চয় ও মানসম্ভ্রম উপার্জন নিমিত্ত একাগ্র-চিত্ত হইয়া সমস্ত কাল হরণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মানহানি [স] *বি* অসম্মান। 'বিদ্যাশিক্ষাতে তাহাদের কোন রূপে মানহানি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই।' *গৌর*, ১৮২২।

মানহানিকর [স] *বিণ* অসম্মানজনক। 'স্ত্রীমহলে অসম্ভব মানহানিকর কাণ্ড করিয়াছে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

মানহানিজনক [স] *বিণ* অসম্মানজনক। 'সকলই অসুবিধা এবং মানহানিজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মানহানির মামলা [স মানহানি + আ মুআমিলাহ্] *বি* মর্যাদাহানির অভিযোগে যে মামলা করা হয়। 'যদি মানহানির মামলায় পড়ে যাই।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

মানহীন [স] *বি* মান নেই এমন ব্যক্তি। 'মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মানাপমান [স] *বি* মান ও অপমান। 'আমি এই কন্যার লজ্জা সম্ভ্রম মানাপমান গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক রক্ষা করিব।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

মানাশঙ্কা [স] *বি* মর্যাদাহানির ভয়। 'কেহ মানাশঙ্কায় বিচারপতির নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৪৪।

মান[2] দ্র মানা[1]

মান[3] [স] ১ *বি* অভিমান। 'হৃদএ মান করি জুড়ি দুই হাত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণকর্তৃক রাধার মানভঞ্জন বিষয়ক পালা। 'তিনি ক্রমে ক্রমে মান, মাথুর, অক্রুর-সংবাদ ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পালা রচনা করেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মান-অভিমান [স] *বি* ভালোবাসার আঘাত ও দুঃখ। 'মান-অভিমান এমনি খেলা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মান করা *ক্রি* অভিমান করা। 'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন ...।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মানভঙ্গ [স] *বি* অভিমান ভাঙানো। 'মানভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মান ভঙ্গ করা *ক্রি* অভিমান ভাঙানো। 'আজ বুঝি মান ভঙ্গ করতে হলো, দেখি লঘু মান কি গুরু মান।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মানভঞ্জন [স] *বি* মান ভাঙানো। 'প্রতিকূল প্রণয়িনীর মানভঞ্জনের জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মানময়ি, মানময়ী [স মানময়ী] *বি স্ত্রী* অভিমানী নারী। 'বুঝি কএক দিন আসি নাই মানময়ীর অভিমান হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'মানময়ি ... এত মান ভাল নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মান[4] [স] *বি* মানকচু। 'পটোল বার্তাকু থোড় আলু শাক মান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মানকচু [স] *বি* মাটির নীচে জন্মে এমন এক প্রকার কন্দ। 'আলু, পলাণ্ডু, ওল, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

মানচাকি *বি* মানকচুর চাকতি। 'পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মান[5] [স] ১ *বি* পরিমাপের একক। 'পথের সম্বল দিল চালু দুই মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সংগীতে তালের বিরাম বা মাত্রা। 'নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক রাগ তাল মান লয়।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* শ্রেণী। 'তৃতীয় মান হইতে আরবী এবং পঞ্চম মান হইতে দ্বিতীয় ভাষা আরম্ভ হইবে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মানচিত্র [স] *বি* অঞ্চল, দেশ প্রভৃতির ভৌগোলিক নকশা। 'বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মানচিত্রকার [স] *বি* মানচিত্র তৈরি করে যারা। 'কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মানচিত্রকারেরা লোহিত-সমুদ্রকে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

মানচিত্রিত [স] *বিণ* অঙ্কিত; প্রদর্শিত। 'অস্তিত্বের যে সামান্য অংশ যুক্তি এবং সামাজিক ঔচিত্যবোধের ছকের মধ্যে মানচিত্রিত হয়েছে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

মানদণ্ড [স] *বি* বিচারের মাপকাঠি। 'মানদণ্ডের একটা পাল্লায় বিশ পঁচিশ মণ বাটখারা চাপানো দোষের নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানমন্দির [স] *বি* গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ কক্ষ। 'প্রিন্স্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের ডিরেক্টর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মানরজ্জু [স] *বি* পরিমাপ করার রশি। 'কেহ ১৯,৪০০ হাত দীর্ঘ মানরজ্জু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

মানওয়ারী *বি* যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এমন। 'ওঁর পেট অজুহাতের মানওয়ারী জাহাজ নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মানকাট [মালকাট] *বি* মল্লযুদ্ধের প্রণালীবিশেষ। 'মানকাট ধরিতে শিখিল সর্বশেষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মানগড়্যা *বি* গাছবিশেষ। 'মানগড়্যা বাকুচি কুচাইলতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মানত, মানৎ [আ মন্নত] *বি* মনোবাসনা সিদ্ধির জন্য কোথাও কোনো কিছু দেওয়ার অঙ্গীকার। 'মহাশয় আমি কারে মানত দিব।' *কেরি*, ১৮০২; 'চৌকি দিয়ে মানৎ মেনে কাটিয়ে দেব রাত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

মানন [স] *বি* (লোকবিশ্বাস) মানসিক; মানত। 'শিলবিষ্টি বাজ পড়ে সাধু জদি মরে ঝড়ে দুর হব আমার মানন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাননা *বি* মানত; মানসিক। 'মাননা করেছে পুত্রে বলি দিব বলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মানব [স] *বি* মানুষ। 'মানব হইআ জন্ম চল বসুমতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মানব-অভ্যুদয় [স] *বি* মহামানবের আবির্ভাব। 'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয় মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মানব-ইতিহাস [স] *বি* মানুষের ইতিহাস। 'আমার মনটা মানব-ইতিহাসের শতাব্দীচিহ্নিত বেড়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মানব-উন্নতি [স] *বি* মানুষের মেধা ও মননের উন্নতি। 'যদি মানব-উন্নতি কেবলমাত্র বাহ্য প্রকৃতি সাপেক্ষ হইত ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মানবকল্পনা [স] *বি* মানবকৃত কল্পনা। 'মানবকল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে ধাতার বৈভব।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মানবকল্যাণকর [স] *বিণ* মানুষের মঙ্গলসাধক। 'নানাবিধ মানবকল্যাণকর কাজ ও সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মানবকুল [স] *বি* মানবজাতি। 'আজ মানবকুলের কালি মেখে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মানবকেন্দ্রিক [স] *বিণ* মানবতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'সার্বিক বিরুদ্ধতা মানবকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার জগৎ থেকে বিদ্যাসাগরকে নিঃসন্দেহে টেনে নিয়ে যেত।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মানবগৃহ [স] *বি* মানুষের বাড়ি। 'ইহারা যখন মানবগৃহে প্রতিপালিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মানব-চরিত্র [স] *বি* মানুষের স্বভাব। 'ইহাতে যে মানব-চরিত্র কলুষিত হইয়া পাপের স্রোত প্রবাহিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'জীবনশিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগবগ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানবচরিত্রবিদ্যা [স] *বি* মনস্তত্ত্ব। 'বেঙ্কটস্বামী মানবচরিত্রবিদ্যার চর্চা করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানবচিত্ত [স] *বি* মানুষের মন। 'তিনি কি মানবচিত্তের অন্তরতর বিধাতা নন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মানবচিত্তবৃত্তি [স] *বি* মানুষের মনের ভাব। 'মানবচিত্তবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানবচিন্তা [স] *বি* মানুষকেন্দ্রিক চিন্তা। 'মানবচিন্তার এই আদর্শকেই বলে হিউম্যানিজম।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মানবচৈতন্য [স] *বি* মানুষের চেতনা। 'মানবচৈতন্যের রহস্য-কথনে নেমে হেগেল এক আর বহুর মধ্যে প্রভেদ করেননি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মানবজনম [স] *বি* মানুষরূপে জন্মগ্রহণ। 'আপনাকে মা বলে মানবজনম সফল কত্তে এসেচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মানবজন্ম [স] *বি* মানব জীবন। 'পাইয়া মানবজন্ম যে না শুনে গৌর-গুণ হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এই মানবজন্মে কতটুকুই বা পেতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মানবজন্মতরী [স] *বি* মানবজীবনরূপ তরী। 'ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মানব-জমিন [স মানব+ফা জমীন] *বি* মানবরূপ জমিন। 'এম মানব-জমিন রৈল পতিত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মানবজাতি [স] *বি* মনুষ্য জাতি। 'মানবজাতির প্রধান গুণ ে বিচারশক্তি, মদ্যপান দ্বারা তাহার হ্রাস ব্যতিরেকে কখনই বৃদ্ধি হ না।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মানব-জাতীয়তা [স] *বি* মানবতা ধর্ম। 'মানব-জাতীয়তার চেয়ে তাকে বড়ো বলে জেনেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মানবজীবন [স] *বি* মনুষ্যজীবন। 'মানবজীবনটা অত্যন্ত শীর্ণ শূ শ্রীহীন রূপে চক্ষে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানবতন্ত্র [স] **১** *বি* মানুষ ও তার ক্রিয়াকর্ম বিষয়ক তন্ত্র। 'ফরা সাহিত্যিকরাও সেই ভাবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানবতন্ত্র নির্ণ করেন।' *প্রমথ*, ১৯১৬। **২** *বি* মানুষের স্বরূপ। 'এই বাহিরে-বাহি ভিন্নতা এটা কী মানবতন্ত্রের কী মানবের শিল্পতন্ত্রের চরম কথা নয় *অবন*, ১৯২৫।

মানবতন্ত্রী [স] *বি* মানবতাবাদী ব্যক্তি। 'সাহিত্যিক শাস্ত্রপ্রণেতা নন তিনি মানবতন্ত্রী।' *শিব*, ১৯৫০।

মানবতন্ময়তা [স] *বি* মানবমুখী একাগ্রচিত্ততা। 'হিউম্যানিজ্ম হ মানবতন্ময়তা, মানবমুখিনতা।' *বিনয় ঘোষ*, ১৯৫৭।

মানবতা [স] **১** *বি* মনুষ্যত্ব। 'দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।' *নজরুল* ১৯২৪; 'সঙ্গ দিলে আজ ওড়ে না নিশান মানবতার।' *ফররুখ* ১৯৪৩। **২** *বি* মানুষ। 'নিপীড়িত মানবতার নিকট ইসলাম হইয়াছি বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ।' *হাই*, ১৯৫৪।

মানবতাবিরোধী [স] *বিণ* মানববিদ্বেষী। 'মানবতাবিরোধী এ আইনের উপযুক্ত পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাবে দাবি করা হয়।' *বেগম* ১৯৭২।

মানবতাব্রতী [স] *বিণ* মানবতার পূজারী। 'দুইজনই ছিলে জীবনবাদী মানবতাব্রতী মুক্তপুরুষ।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মানবত্ব [স] **১** *বি* মনুষ্য ধর্ম। 'এই অহিফেনসুখ কে চায় ইহাকে মানবত্ব এ নয় এ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* মানবিক বোধ 'সুচরিতার স্বাভাবিক মানবত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মানবত্ববোধ [স] *বি* নিজ এবং অন্যকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা বোধ। 'মানবত্ববোধ আজও প্রবল হয়ে ওঠেনি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মানবদরদী [স মানব+ফা দরদ>] *বিণ* মানুষের প্র সহানুভূতিশীল। 'বেগম রোকেয়া একাধারে মানবদরদী, সমাজদর্শ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন।' *বেগম*, ১৯৭০।

মানব-দেবতা *বি* মানুষরূপ দেবতা; দেবতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ 'তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অ মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মানবদেহ [স] *বি* মানুষের শরীর। 'জ্বররোগ কোথা হইতে আসি প্রায় সর্ব্ব মানবদেহে ভোগ করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মানবধর্ম, মানবধর্ম্ম [স] *বি* মানবপ্রকৃতি। 'তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং প ন্যায়বান হয়েন – রাগ দ্বেষ লোভ পক্ষপাতাদি মানবধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিবর্জ্জিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'মানুষকে কত ক্ষুদ্র ক তার মানবধর্মকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মানব-ধাম [স] *বি* পৃথিবী। 'ত্রিলোক উজ্জ্বল মানব-ধাম।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭২।

মানবনন্দিনী [স] *বি* নারী। 'চলেছে মানব, মানবনন্দিনী।' *বঙ্গদর্শন*

১৮৭২।

মানবপদবাচ্য [স] *বিণ* মানুষ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। 'সেই জ্ঞানন্তরসমারূঢ় মানবকে মানবপদবাচ্য বলিয়াই বোধ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মানবপীড়ন [স] *বি* মানুষের উপর অত্যাচার। 'মানবপীড়নের মহামারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মানবপ্রকৃতি [স] *বি* মানুষের শারীরিক ও মানসিক ধর্ম। 'মানবপ্রকৃতির সহিত জগতের সমুদায় নিয়মের ঐক্য আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মানবপ্রধান [স] *বিণ* মানবমুখী। 'উভয়ের চিন্তন প্রক্রিয়া ছিল মানবপ্রধান।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

মানবপ্রবাহ [স] *বি* মানুষের যাতায়াত। 'দিনান্তের মানবপ্রবাহ উদ্দামগতিতে বয়ে চলেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

মানবপ্রীতি [স] *বি* মানুষের প্রতি ভালোবাসা; মানবপ্রেম। 'তাঁর অপূর্ব সত্যপ্রীতি, মানবপ্রীতি, জীবপ্রীতি তাঁর অনুরাগীদের অনুধাবনের বিষয় হলো না।' *ওদুদ*, ১৯৪৯; 'এ ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রত্যয় ও মানবপ্রীতির সন্তান।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মানবপ্রেম [স] *বি* মানবের প্রতি প্রেম। 'মানবপ্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানবপ্রেমিক [স] *বি* মানুষের কল্যাণকামী ব্যক্তি। 'ধর্মযাজকেরা মানবপ্রেমিকের খোলস পরে ...।' *শওকত*, ১৯৪৬।

মানবপ্রেমী [স] *বিণ* মানুষের প্রতি প্রেম আছে এমন। 'রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বের ক্ষেত্রে মানবপ্রেমী হয়েও জীবনের ক্ষেত্রে বন্দী রইলেন আভিজাত্যের দুর্গে।' *শিব*, ১৯৫০।

মানব-ফসিল [স মানব+ই ফসিল] *বি* মানুষের জীবাশ্ম। 'হাড়ের মানুষ, মানব-ফসিল, ক্রমোন্নতির আলো।' *জীবন*, ১৯৪০।

মানব-বন্ধু [স] *বি* মানবজাতির মিত্র। 'দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু, মানব-বন্ধু তুমি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মানববর্গ [স] *বি* মানব সমাজ। 'ভূমণ্ডল ... মানববর্গের বাসোপযোগী হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মানববাদ [স] *বি* ঈশ্বর নয়, মানুষই প্রধান – এমন মতবাদ। 'তাঁর মানববাদেরও উৎস ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ জীবন-চেতনা।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মানব-বিজ্ঞান [স] *বি* মানব সম্পর্কিত বিজ্ঞান; নৃতত্ত্ব। 'ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আজ কাল অসম্ভব যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা ... মানব-বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মানববিদ্বেষী [স] *বিণ* মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এমন। 'মানববিদ্বেষী সেই রোগকে আরো গভীর করে দিলেন।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

মানববিমূঢ়তা [স] *বি* মানুষের অজ্ঞানতা। 'মানববিমূঢ়তাকে লাল দেশলাইতে জ্বেলে ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

মানববিরহিত [স] *বিণ* মানুষবর্জিত। 'মানববিরহিত প্রকৃতি যেন অর্থহীন অনাবশ্যক।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মানববিশ্ব [স] *বি* সমগ্র মানবসমাজ। 'মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মানববুদ্ধি [স] *বি* মানুষের বুদ্ধি। 'তাহা মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মানববৃত্তি [স] *বি* মানব প্রবৃত্তি। 'অন্যথাবৃত্তি হচ্ছে মানববৃত্তির গণ্ডির বাইরের বৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মানববেদনা [স] *বি* মানুষের কষ্ট দেখে মানুষের যে সহানুভূতিবোধ। 'বড় সাহিত্যের প্রেরণা মূলে এই মানববেদনা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মানবব্রহ্ম [স] *বি* মানুষই ব্রহ্ম। 'তার অর্থ এই যে, মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মানব-ব্রহ্মাণ্ড [স] *বি* মানবজগৎ। 'মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মানবভবন [স] *বি* মানবদেহ। 'আসুক বিমল উষা মানবভবনে, লাজহীনা পবিত্রতা – শুভ্র বিবসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মানবভাগ্য [স] *বি* মানুষের অদৃষ্ট। 'শুনতে পেলাম মানবভাগ্যের শাশ্বত সত্য কাহিনী।' *হাই*, ১৯৪৯।

মানবভাবে [স] *ক্রিবিণ* মানবিক বিবেচনা অনুসারে। 'সামান্য মানবভাবে স্ত্রীর নিকট সম্মান প্রত্যাশা করিতে পারে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানবভাষা [স] *বি* মানুষের ভাষা। 'হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি আমার মানবভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মানবভোজী [স] *বিণ* মানুষখেকো। 'তাহারা, বোধ হয়, এইরূপ মানবভোজী ছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মানব-মণ্ডল [স] *বি* মানব-সমাজ। 'উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মানব-মণ্ডলী *বি* মানব-সমাজ। 'মানব-মণ্ডলী ছেড়ে যাব যাব, বিরাগে কেবল, ঘৃণাতে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

মানব-মন [স] *বি* মানুষের মন। 'সৃষ্টিপ্রারম্ভে মানব-মন যে জ্ঞানন্তরে সন্নিবিষ্ট ছিল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মানবমহিমা [স] *বি* মানুষের গৌরব। '...স্বকীয় মানবমহিমার প্রদীপ বেশি লোকের হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মানব-মানস *বি* মানুষের মনন। 'মহান মানব-মানস সদা উঠে পড়ে তারি শাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মানবমিতা [স মানবমিত্র] *বি* মানুষের বন্ধু। 'খোদার হাবিব এসেছে আজিকে হইয়া মানব-মিতা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মানবমুক্তি [স] *বিণ* মানুষের মুক্তি আনতে পারে এমন। 'মানবমুক্তি পণ নিয়ে তুমি ওঠো দুর্গম শিলা শিখরে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মানবমুখিতা [স] *বি* মানবকে প্রাধান্য দান। 'পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রভাব, মানবমুখিতা, সমাজসচেতনতা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

মানবমুখিন [স] *বিণ* মানুষকেন্দ্রিক। 'যুক্তির আলোকে তাকে মানবমুখিন বা মানবকেন্দ্রিক (anthropo-centric) এবং সাধারণের বোধগম্য করে তোলেন।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

মানবমুখিনতা [স] *বি* মানুষকেন্দ্রিকতা। 'হিউম্যানিজম হলো মানবতন্ময়তা, মানবমুখিনতা।' *বিনয় ঘোষ*, ১৯৫৭।

মানবমুখী [স] *বিণ* সমস্ত কর্ম ও ভাবনার কেন্দ্রে আছে মানুষ এমন। 'যে মানবমুখী কর্মাদর্শের প্রেরণায় বিদ্যাসাগর শিক্ষা ও সমাজসংস্কারমূলক নানা জনহিতকর কাজে ...।' *সুনীলমুখো*,

১৯৭০।

মানবমূর্তি [স] *বি* মানুষের প্রতিকৃতি। 'হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মানবমৃগয়া [স] *বি* মানুষ-শিকার। 'ভালোবাসি আমি এই ব্যগ্র ঊর্ধ্বশ্বাস মানবমৃগয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মানবমৈত্রী [স] *বি* মানুষে মানুষে মিত্রতা। 'মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মানবরস [স] *বি* মানবিক রস। 'ভাষা যেন তাহার মধ্যে একটা মানবরস মিশাইয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানবলীলা [স] *বি* মানবজীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ। 'মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মানবলোক [স] *বি* মনুষ্যজগৎ। 'এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মানবশত্রু [স] *বি* মানবতার শত্রু। 'এই মানবশত্রুদিগের কঠোর হস্তে পতিত হইলে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; '(তোরা) মানবশত্রু, তোদেরই হায়/ ফুটল না সেই জ্ঞানের চোখ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মানব শাস্ত্র [স] *বি* মানুষের রচিত শাস্ত্র। 'মানব শাস্ত্রে এই সমস্ত দেশ যজ্ঞের উপযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মানবশিল্প [স] *বি* মানুষের তৈরি শিল্প। 'দেবশিল্প (নেচার) ও মানবশিল্প (আর্ট) দুই নয়, এক।' *অবন*, ১৯২৫।

মানব-শিল্পকলা [স] *বি* মানুষের শৈল্পিক সৃষ্টি। 'বেড়ে যাচ্ছে মানব-শিল্পকলার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য।' *অবন*, ১৯২৫।

মানবশিশু [স] *বি* মানব-সন্তান। 'ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে প্রলাপজল্পনা?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মানব-শোভা [স] *বি* মানুষের সৌন্দর্য। 'তাহাদের মুখের সহজ মানব-শোভা লোপ করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মানবসংসার [স] *বি* মানুষের জগৎ। 'মানবসংসারের মধ্যে প্রতিদিবসের রোগশোক ক্ষুধাশ্রান্তি কত বৃহৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানবসকল [স] *বি* মানবজাতি। 'আমি কর্মেই ব্যাপৃত আছি ... মানবসকলের দৃষ্টান্ত হইবার জন্য।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মানবসঙ্গবিরল [স] *বিণ* মানুষের সঙ্গবঞ্চিত। 'এমন রস তাহার মানবসঙ্গবিরল জীবনে আর কখনো পায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মানবসত্তা [স] *বি* মানুষের সত্তা। 'তীব্র মানবসত্তার নবজীবনের কান্না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানবসত্য [স] *বি* মানুষের সত্য। 'এটা মানবসত্যের অবসাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানবসভ্যতা [স] *বি* মানুষের রচিত সভ্যতা। '... মানবসভ্যতার সিংহাসনে রাজা করিয়া বসানো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানব-সমাজ *বি* মানবজাতি। 'মানবসমাজ যতই উৎকর্ষ লাভ করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ত্যেজিয়ে মানব-সমাজ, গগনের ছাদ ভেদ করি আজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

মানব-সম্প্রদায় [স] *বি* মনুষ্যসমাজ। 'আধুনিক সভ্যতাভিমানী মানব-সম্প্রদায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মানবসম্বন্ধ [স] **১** *বি* মানবিক সম্পর্ক। 'সেটা ছিল মানবসম্বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বি* মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক। 'বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মানবসর্বস্ব [স] *বিণ* একমাত্র মানুষই বিবেচ্য এমন। 'সেই সমাজের মানসপটে বিদ্যাসাগরের মতন এক মানব-সর্বস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মানবসাধারণ [স] *বি* জনসাধারণ। 'সোশ্যালিজম ধনীর কর্তৃত্বের স্থলে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।' *রবীন্দ্র* ১৮৯৪; 'সাহিত্য সমস্ত মানবসাধারণের জন্যেই ছিল না।' *রবীন্দ্র* ১৯২৯।

মানবসাহিত্য [স] *বি* মানুষের রচিত সাহিত্য। 'মানবসাহিত্যে কয়েক জায়গায় অতি আশ্চর্য বিকাশ লাভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানবসুলভ [স] *বিণ* মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এমন। 'আমাদের কৈফিয়ৎ আমাদের মানবসুলভ ভুলভ্রান্তি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

মানবস্বভাব [স] *বি* মানব-প্রকৃতি। 'তাহার মরণ-ধর্মশীল মানবস্বভাব অতিক্রম করিয়া অমরভাব প্রাপ্ত হইতেছে।' *অক্ষয়* ১৮৪৯; 'মানবস্বভাবের এই-সকল অন্তর্নিহিত নিগূঢ় নিয়ম।' *রবীন্দ্র* ১৮৯১।

মানবহিতকর [স] *বিণ* মানুষের কল্যাণ সাধন করে এমন। 'মানবহিতকর বিচিত্র কর্মযজ্ঞে গোটা জীবনটাকেই যেন আহুতি দিয়েছিলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মানবহিতবাদী [স] *বিণ* সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের উপকার সাধন করে – এমন মতবাদের অনুসারী। 'বিদ্যাসাগরের মতো মানবহিতবাদী নাস্তিক সংগ্রামী পুরুষ একজনও জন্মাননি।' *শরীফ* ১৯৭০।

মানবহিতৈষী [স] *বিণ* মানুষের মঙ্গল করতে ইচ্ছুক। 'মানবহিতৈষী ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মানব-হিয়া *বি* মানুষের হৃদয়। 'দুর্বল মানব-হিয়া বিদীর্ণ যেথায় মর্মভেদী যন্ত্রণা বিষম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মানবহৃদয় [স] *বি* মনুষ্যত্বপূর্ণ মন। 'এ কাহার মায়া। মানবহৃদয় নিয়ে এত অবহেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মানবহৃদয়নীড় [স] *বি* মানুষের মনরূপ বাসা। 'স্বর্গের দিকে নয়, মানবহৃদয়নীড়ের দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মানবাকৃতি [স] *বি* মানুষের অবয়ব। 'সাধারণ মানববুদ্ধিতে মানবাকৃতি দিয়া মর্ত্যজীবনের মাধুরী পান।' *হাই*, ১৯৫৪।

মানবাঙ্কুর [স] *বি* মানব-শিশু। 'সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানবাচার [স] *বি* মানুষের আচরণ। 'আদিম মানবাচার ও পশ্বাচারে কি কোন প্রভেদ ছিল না?' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মানবাত্মা [স] **১** *বি* মানবসত্তা। 'এইরূপ উন্নত হইলে মানবাত্মা নিত্য নির্মল সুখ, শান্তি, আনন্দের উপভোগে সমর্থ হয়।' *অক্ষয়* ১৮৫৪; 'একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে।' *রবীন্দ্র* ১৮৯৩। **২** *বি* মানুষের হৃদয়। 'সেই প্রেমে যেন মানবাত্মা অন্তর্নিহিত গভীর অমরতা হইতে এক অপূর্ব রাগিণীময় গান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'মানবাত্মা যে সময় ফরিয়াদ করছিল।' *মাহেলা* ১৯৪৯।

মানবাধিকার [স] *বি* মানুষের প্রাপ্য অধিকার। 'গণতন্ত্র

মানবাধিকার।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

মানবারণ্য [স] *বিণ* জনাকীর্ণ। 'ধূমঘাট পঞ্চক্রোশি মানবারণ্য হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

মানবিক [স] *বিণ* মনুষ্যসুলভ। 'মানবিক বুদ্ধিবলে ক্রমাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মানবিকতা [স] *বি* মানুষের গুণ বা ধর্ম; মনুষ্যত্ব। 'এই সব প্রশ্ন তবু নয় আর মানবিকতার।' *জীবন*, ১৯৩০।

মানবিনী [স] *বি* নারী। 'সারি সারি বসি – পরী, দেবী, মানবিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মানবী [স] *বি* নারী। 'মানবীর মন হরে তপসীর জ্ঞান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মানবীগর্ভজাত [স] *বিণ* মনুষ্য গর্ভে জাত। 'দুটি কন্যাই মানবীগর্ভজাত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানবীয় [স] *বিণ* মানুষের উপযুক্ত। 'মানুষ পাবে তার মানবীয় সর্ব প্রয়োজনের সম-অধিকার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মানবেতিহাস [স] *বি* মানুষের ইতিহাস। 'মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে আসে মলমাস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

মানবোচিত [স] *বিণ* মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। 'মানবোচিত সহানুভূতি।' *জীবন*, ১৯৩২।

মানবক [স] *বি* মানবশিশু। 'মানবকটিকে এক মুহূর্তের জন্যও স্নেহবাহুদ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মানস[১] [স] **১** *বি* মন। 'লুবুধ মানস চালক মদন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* অভিলষিত। 'মনের মানস কথা মন তাহে সাখি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* মনোবাসনা। 'লক্ষপতি বলে মোর সফল মানস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* আকাঙ্ক্ষা; কামনা। 'আত্মভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৫** *বিণ* মনোগত। 'ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'আপন-মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানসউদ্যান [স] *বি* মনরূপ বাগান। 'মানসউদ্যানের চির আকাশকুসুম।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মানস-ঐশ্বর্য [স] *বি* মানসিক শক্তি। 'যাঁর মানস-ঐশ্বর্যের কাছে হার মেনেছিল রাজ-সম্পদ।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মানসকন্যা [স] *বি* ভালোবাসার পাত্রী। 'জোরে তার মানসকন্যাকে পালকিতে করে দুলকি চালে নিজের বাড়ি নিয়ে যাবে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

মানসকমল [স] *বি* মনরূপ পদ্ম। 'কবির মানসকমল থেকে খসে-পড়া সুর-বোঝাই পাপড়িগুলি।' *অবন*, ১৯২৫।

মানস-কল্পনা [স] *বি* মনের কল্পনা। 'এই হল প্রথম শিল্পীর মানস-কল্পনা।' *অবন*, ১৯২৫।

মানসক্ষেত্র [স] *বি* মনরূপ ক্ষেত্র। 'সমুদয় বিদ্যারই বীজ আমাদের মানসক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ইংরেজের প্রভাব তখন বাঙালীর জীবনে এবং মানসক্ষেত্রে অপ্রতিহত।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মানসখাদ্য [স] *বি* মনের খোরাক। 'আমরা প্রতিমুহূর্তে য়ুরোপ থেকে মানসখাদ্য গ্রহণ করছি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মানসগঠন [স] *বি* মনোলোক। 'মানসগঠনে সামগ্রিকভাবে হিন্দু কলেজের প্রভাবও কম ছিলো না।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

মানস চক্ষে *ক্রিবিণ* কল্পনার চোখে। 'কেবল মানস চক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মানস-ছবি *বি* কল্পনার ছবি। 'আপন-মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানসজগৎ [স] *বি* মনোজগৎ। 'মানসজগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানস-জাত [স] *বিণ* চিত্ত-উদ্ভূত। 'বাহ্যবস্তুর মাপজোখের সঙ্গে আমাদের মানস-জাত বস্তুর মাপজোখ হুবহু মিলে যেতেই হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মানসজীবন [স] *বি* মনোজীবন। 'বিশ শতকের প্রথমভাগে বঙ্গদেশের মানসজীবনে যা ঘটেছিল ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

মানসডোঙা *বি* মনরূপ নৌকা। 'কাদার নোঙরভাঙা মানসডোঙার ধ'রে হাল ...।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মানসতনয়া [স] *বি* মানসকন্যা; মন বা কল্পনা থেকে জাত কন্যা। 'সে চায় তোমাকে, মাইকেল এঞ্জেলর মানসতনয়া।' *সবুজ*, ১৯২১।

মানস-ধারা [স] *বি* চিন্তা-প্রবাহ। 'কাজের ধারার পাশ দিয়ে আর-একটা উলটো মানস-ধারা খুলে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানস-নয়ন [স] *বি* মনের চোখ। 'দেখিবারে পায় মোর মানস-নয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মানস নেত্র [স] *বি* মনের চোখ। 'তিনি আপনার মানসনেত্রে এককালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যবলোকন করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'আজও দেখছি আমার মানস নেত্রে ...।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'মেলে দেখি মানসনেত্র।' *অন্নদা*, ১৯৭৩।

মানসপট [স] *বি* মনরূপ পট। 'মানসপটে পরিশ্রমপটু, সংসার-অভিজ্ঞ, সুঠাম-তনু দরিয়াবিবির কোন ছায়া ভাসিয়া উঠে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মানসপর্যটন, মানসপর্য্যটন [স] *বি* কল্পনায় ভ্রমণ। 'অতীতে মানসপর্য্যটন প্রয়োজনীয় ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মানসপুত্র [স] *বি* আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তি। 'ব্রহ্মার মানসপুত্র তুমি মহাশয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মানসপুর [স] *বি* মনোজগৎ। 'আমাদের মানসপুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানসপ্রকৃতি [স] *বি* মনের স্বভাব। 'নানা জাতীয় মতের মূলে আছে একটি বিশেষ মানসপ্রকৃতি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মানস-প্রজাপতি *বি* মনরূপ প্রজাপতি। 'ওই যে তোমার মানস-প্রজাপতি, ঘরছাড়া সব ভবনা যত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মানস-প্রতিমা [স] *বি* কাল্পনিক প্রতিমূর্তি। 'মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'সংবাদ পেলো তার মানসপ্রতিমা বদিউজ্জামালের।' *হাই*, ১৯৪৯।

মানসপ্রধান [স] *বিণ* কল্পনাপ্রধান। 'যে কয়েকখানি উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছ সকলগুলিই মানসপ্রধান, কার্যপ্রধান নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানসপ্রসূত [স] *বিণ* মনের মধ্যে কল্পিত। 'একটি মানসপ্রসূত দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মানসপ্রাণ [স] *বি* মননশক্তি। 'আমাদের মানসপ্রাণ যতই সজীব

হইয়া উঠিতেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানসপ্রিয়া [স] *বি* কাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমা। 'সয়ফুলের জীবনে মানসপ্রিয়ার অতর্কিত আবির্ভাবে ...।' *হাই*, ১৯৪৯; 'মানসপ্রিয়া বিয়াত্রিচের বেলা কাঁদাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মানস বচন [স] *বি* মনের কথা। 'নরবর মৃদুস্বরে/ জিজ্ঞাসিল মানস বচন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মানস-বন [স] *বি* মনরূপ বনভূমি। 'মানস-বনের পদ্মখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মানসবলাকা [স] *বি* কল্পনার বলাকা। 'পাখা ঝাড়ে শত-শত মানসবলাকা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

মানসবাণিজ্য [স] *বি* মননশীলতার ব্যবসা। 'এ বেনেযুগে মানসবাণিজ্যে পিছিয়ে পড়লে কিংবা তাল ঠুকে চলতে না জানলে ...।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মানসভাণ্ডার [স>] *বি* মানস জগৎ। 'মানসভাণ্ডার পূর্ণ করে দেওয়ার দিকে ঝোঁক নেই বলে অধুনা মানুষের অন্তর জীবনটা ফাঁকা ও ফাঁপা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মানস-ভুবন [স] *বি* চিন্তার জগৎ। 'প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'কোথা তব মানসভুবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মানসভূমি [স] *বি* মনোজগৎ। 'আমাদের মানসভূমি আমাদের নিকট নবাবিষ্কৃত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মানসমরাল [স] *বি* মনরূপ বলাকা। 'হেমন্তের হাহাকারে পলাতক মানসমরাল।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১; 'নীলিমায় দিই মেলে মানসমরাল।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মানসমাণিক [স মানসমাণিক্য] *বি* কল্পনারূপ মাণিক্য। 'সাতশো রাজার ধন মানসমাণিক।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মানসমুকুর [স] *বি* মনের আয়না। 'ভেসে ওঠে মানসমুকুরে/ উত্তরকালের আর্তনাদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মানসমুকুল [স] *বি* মনের কলি। 'যে মানসমুকুলের বিকাশ সাধনাসাপেক্ষ, দশের সামনে অগ্নিপরীক্ষার পর তার পরিণত সত্যকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মানসমুরতি [স মানসমূর্তি] *বি* কল্পনায় গঠিত মূর্তি। 'মানসমুরতি খানি আকুল আমায় বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মানস-রঙ্গিণী [স] *বি স্ত্রী* মনকে রাঙায় যে। 'হে আমার মানস-রঙ্গিণী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মানসরাজ্য [স] **১** *বি* কল্পনার জগৎ। 'বৃন্দাবন-নামক বিরহমিলনের একটা মানসরাজ্য দেখতে পাচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* মনোজগৎ। 'লিখতে গিয়ে আপনার নিগূঢ় মানসরাজ্যের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশলাভ হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মানসরূপ [স] *বি* ভাবমূর্তি; মানসিক রূপ। 'অস্পষ্টতার মধ্য হইতে আপনিই একটি মানসরূপ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানসলীনা [স] *বিণ* হৃদয়ে স্থিত। 'মানস-লীনা বাজে যে বীণা শিখিবে তারি মূর্চ্ছনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মানসলোক [স] *বি* মনোজগৎ। 'আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মানসশিষ্য [স] *বি* ভাবশিষ্য। 'তাঁহার মানস শিষ্যেরা তাহা চূর্ণীকৃত করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মানসসন্তান [স] *বি* মানসজগতের সঙ্গে মিল আছে সন্তানতুল্য এমন কেউ। 'শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে যেন বিদ্যাসাগরেরই মানসসন্তান।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মানস-সমৃদ্ধি [স] *বি* মানসিক ঐশ্বর্য। 'ভাষায়-সাহিত্যে তার মানস-সমৃদ্ধির যে পরিচয় দেদীপ্যমান।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মানসসম্পদ [স] *বি* মানসিক সমৃদ্ধি। 'রেনেসাঁসের মানসসম্পদ রচনায় বণিক ব্যবসায়ীদের ভূমিকা নিতান্তই অনুল্লেখ্য।' *শিব*, ১৯৫৬।

মানস-সাথী [স মানস+সাথী] *বি* অন্তরের বন্ধু। 'বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সাথী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মানসসায়র [স মানস-সাগর] *বি* মনরূপ সাগর। 'মানসসায়রে মরালেরই প্রায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মানস-সার্কাস [স মানব+ই সার্কাস] *বি* মানসিক দ্বন্দ্বের জগৎ। 'যাকে বলে রীজন, সে মানস-সার্কাসের ডিগবাজি-খেলোয়াড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মানসসিদ্ধি [স] *বি* ইচ্ছা পূরণ। 'এ অষ্ট রত্নের গুণ এই একেতে মানসসিদ্ধি হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

মানসসুন্দরী [স] *বি* কল্পনালোকের সুন্দরী। 'বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানসসুন্দরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মানসহর [স] *বিণ* মনোহরণকারী। 'স্বয়ম্ভু মানসহর নিরমর নীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মানসাকাশ [স] *বি* মনরূপ আকাশ। 'মানসাকাশে আজো হাসে প্রণয়ের শশী।' *আহসান*, ১৯৪৪।

মানসাঙ্ক [স] *বি* না লিখে মনে-মনে কষতে হয় এমন অঙ্ক। 'মানসাঙ্কে ও খুব চটপটে।' *মণীশ*, ১৯৬৩; 'মানসাঙ্ক ক'ষে হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছো?' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মানসাবাস [স] *বি* মনে আছে এমন স্থান। 'বিদগ্ধব্যক্তিদের মানসাবাসে বিবিধবিষয়বিষয়ক প্রবোধ প্রকাশ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মানসাম্বর [স] *বি* মনরূপ আকাশ। 'অন্ধকার নাশ করিতে তাহারদিগের মানসাম্বরে দেদীপ্যমান না থাকাতে ...।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

মানসী [স] *বিণ স্ত্রী* মনঃকল্পিত। 'জগতে আপন মানসী মূর্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মানসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য [স] *বিণ* মন দিয়ে গ্রহণযোগ্য। '... প্রথমাংশ মানসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য; দ্বিতীয়াংশ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

মানসোল্লাস [স] *বি* মনের আনন্দ। 'মানুষের মানসোল্লাস আজ গ্রহে গ্রহে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

মানস[২] *বি* হিমালয়ে অবস্থিত মানস-সরোবর। 'ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে নির্গন্ধে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মানসযাত্রী [স] *বিণ* মানস সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করেছে এমন। 'হংস যেমন মানসযাত্রী/ তেমনি সারা দিবসরাত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মানসসরস [স] *বি* মানস সরোবর। 'উষার অপূর্ব্ব শোভা মানসসরসে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মানসসরসবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মানস সরোবরে বাসকারী। 'বিমল মানসসরসবাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মানসসরসী [স] *বি* হিমালয় পর্বতে অবস্থিত হ্রদ। 'মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মানসসরসীতীর [স] *বি* মানস-সরোবরের তীর। 'সশরীরে কোন নর গেছে সেইখানে মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মানস-সরোবর, মান-সরোবর [স] *বি* হিমালয়ে অবস্থিত সরোবরবিশেষ। 'মানস-সরোবর একটি হ্রদ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মানসোৎক [স] *বিণ* মানস সরোবরগামী। 'মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানসিক [স] ১ *বিণ* মনের। 'কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* মানত। 'তন্তুবায় কৃতাঞ্জলিপুটে মানসিক করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'রোগপীড়া বিপদআপদের জন্য মানসিক করে।' *মনোজ*, ১৯৬১। ৩ *বিণ* বুদ্ধিবৃত্তিক। 'কায়িক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা জ্ঞান লাভ ও সুখ সম্ভোগ করিব ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* কাল্পনিক। 'আমার নবাবী মানসিক নবাবী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মানসিক অন্তরাল [স] *বি* মনের আড়াল। 'লীলায়িত কম্পমান মানসিক অন্তরাল আপনি বিরচিত হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানসিক অবরোধ [স] *বি* মানসিক প্রতিবন্ধক। 'এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মানসিকতা [স] ১ *বি* কাল্পনিকতা। 'সেখানে বাস্তবিকতার কোঠা পার হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি* মনোভাব। 'মানসিকতার দিক থেকে শিক্ষিত পরিবার অর্থশালীদের চেয়ে অনেক উন্নত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মানসিক দারিদ্র্য [স] *বি* মনের দৈন্য। 'মানসিক দারিদ্র্য ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মানসিক পরিবৃদ্ধি [স] *বি* মানসিক উন্নতি। 'খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মানসিক পরিমণ্ডল [স] *বি* মনোজগৎ। 'সমগ্র মানসিক পরিমণ্ডলকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।' *উমর*, ১৯৬৮।

মানসিক বিদ্যা [স] *বি* মনোবিজ্ঞান। 'সম্যকরূপে ইহার সমাধান জন্য শারীরিক বিদ্যা, মানসিক বিদ্যা ... ভূতত্ত্ব প্রভৃতি স্বদেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মানসিক ভ্রূণ [স] *বি* মানস গঠনের প্রথম পর্যায়। 'ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ অবস্থা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

মানসিক রাজ্য [স] *বি* মনোভূমি। 'উহার চলৎশক্তিহীন মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানসিক শক্তি [স] *বি* মনের জোর। 'মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোচ্ছ্বাস।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

মানসিক সংস্পর্শ *বি* মনের মধ্যে স্পর্শের অনুভূতি। 'তাহার কণ্ঠদেশে একটা যেন কোমল মানসিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মানা[1] [স মান্>] ১ *ক্রি* মেনে নেওয়া। 'সরস বচন করি মান শৃঙ্গার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* স্বীকার করা। 'তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করা। 'এ গানের বেদনাতে আঁখি তব ছলছল এই বহু মানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **মান** *ক্রি* মেনে নাও। 'সরস বচন করি মান শৃঙ্গার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মানএ** *ক্রি* মানে। 'কেও ন মানএ জয় অবসাদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মানন্ত** *ক্রি* স্বীকার করে। 'সুখ ভোগ বিলাস মানন্ত জনে জনে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মানবি** *ক্রি* মনে হবে। 'সুনইত মানবি সপন সরূপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মানসি** *ক্রি* মানছো। 'না মানসি কংস রাত্র পাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মানসী** *ক্রি* মানিস। 'মিছাএঁ দোষসি বুঢ়ী হৃদয়ত ভয় না মানসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মানহ** *ক্রি* মনে করবে। 'দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **মানাআঁ** *ক্রি* সম্মত করে। 'রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মানাইল** *ক্রি* রাজি করালো। 'স্তুতি করি বর মাগি দেবে মানাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **মানায়িবোঁ** *ক্রি* সম্মত করবো। 'আয়র মানায়িবোঁ করী আশেষ যুগতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মানায়িলোঁ** *ক্রি* সম্মত করলাম। 'এহা বুঝি কাহ্ন তোরে মানায়িলোঁ যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মানি** ১ *ক্রি* মনে করি। 'কি দেখিলে কি দেখিলে সপ্নহেন মানি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* মেনে নিয়ে। 'দুহুঁ সোহাঁ মিলন দুহুঁ মন মানি।' *শেখর*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* অনুভব করি। 'পিতাহীন শিশু জানি দয়াধর্ম মনে মানি বাপের খেতাব দিলা মোরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মানিআ** *ক্রি* মান্য ক'রে। 'রাজাকে মানিআ দিব শতেক খামার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মানিআঁ** *ক্রি* মনে করে। 'পাপ পুন্য রাধা দুই না মানিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মানিছি** *ক্রি* মেনে নিয়েছি। 'মানিছি আল্লার আজ্ঞা না করিব ভঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মানিএগা** *ক্রি* মেনে। 'বসন্ত মানিএগা বসি সব সিসুগনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মানিনেক** *ক্রি* মানি না। 'দেশী কৃষ্ণ মানিনেক ঋষিকৃষ্ণ জয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **মানিব** *ক্রি* মান্য করবে। 'সবে তারা না মানিব আমার চরিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মানিবে** *ক্রি* মান্য করবে। 'যথা প্রজাগণ মম মানিবে বচন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **মানিবেন্ত** *ক্রি* মান্য করবে। 'মানিবেন্ত নর সবে তাহার বচন।' *সুলতান*, ১৭০০। **মানিবোঁ** *ক্রি* স্বীকার করবো। 'কতোঁ না মানিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মানিমো** *ক্রি* মানবো। 'হেন ভক্তি না মানিমো এই মন্ত্র সার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মানিয়া** ১ *ক্রি* মেনে। 'জনম সফল মানিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রি* স্বীকার করে। 'রাজা ... লৌহময় গড় দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিয়া ... নিশ্চয় করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **মানিয়ে** *ক্রি* মেনে নিয়ে। 'এ সখি মানিয়ে হরি সএঁ মেলি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **মানিল** ১ *ক্রি* মানলো। 'লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মেনে নিলো। 'সদয় হৃদয় কৃষ্ণ বান্ধন মানিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রি* হলো। 'শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **মানিলুঁ** *ক্রি* মেনে নিলাম। 'ভুক্ষিত রসুল হেন মনেত মানিলুঁ।' *সুলতান*, ১৭০০। **মানিলেন** *ক্রি* রাজি হলেন। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **মানিলেন্ত** *ক্রি* মেনে নিলো। 'কাএ মনে মানিলেন্ত রসুল আল্লার।' *সুলতান*, ১৭০০। **মানু** *ক্রি* সম্মত হোক। 'বোল রাধারে মানু সুরতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মানে** ১ *ক্রি* মান্য করে; গ্রাহ্য করে। 'সম্বন্ধ না মানে কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মনে করে। 'কিছু কর্ম্মের দ্বারা কেহ আপনাকে উপক্রুত মানে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

মানিয়ে নেওয়া *ক্রি* খাপ খাওয়ানো। 'বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মানে না ১ *ক্রি* মান্য করে না; মেনে নেয় না। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *ক্রি* সান্ত্বনা পায় না। 'আমার মন মানে না দিনরজনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *ক্রি* গ্রাহ্য করে না। 'ও যে মানে না মানা, আঁখি ফিরাইলে বলে, না না না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মানা[2] [আ মন্নত>] *ক্রি* মানত করা; মানসিক করা। 'যমুনাক মান রাধা ফুল সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কালীঘাটে পূজা মানে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মানা[3] [আ মনহ্] *বি* নিষেধ। 'মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মানা করন *বি* নিষেধ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মানা করা *ক্রি* নিষেধ করা। 'দেখোঁ কোন কাজী আসি মোরে মানা করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মানাই *বি* ওষুধ বা সুগন্ধিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মানাকারী *বি* মানা করে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মানা-টানা *ক্রি* গ্রাহ্য করা। 'আমাকে মানে-টানে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মানান[1] [স মানন] *বি* মানত; মানসিক। 'কোলে বংশ হইলে মানান দিবে কি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মানান[2] *ক্রি* খাপ খাওয়া। **মানানসই** [স মান্>+আ সওয়া] *বিণ* ঠিকমতো; উপযুক্ত। 'কখনো দিশি কখনো বিলিতি হইলে কোনোটাই মানানসই হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মানানো ১ *ক্রি* দেখতে সুন্দর লাগা। 'যাহার যেটী মানাবে সে সেই পোষাকটী পরে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তোমারে এমন মানায়েছে আজ।' *জসীম*, ১৯৩৩। ২ *ক্রি* সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। 'বলাবলি করিতেন, আহা দুটিতে বেশ মানায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *ক্রি* শোভন হওয়া। 'তাদের মুখে মানায় নাকো চেঁচিয়ে কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। ৪ *ক্রি* সমন্বয় করা। 'মিলিয়ে কথা রঙে রঙে হয় মানাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মানা-মান্যতা [মানা+স মান্যতা] *বি* শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের মানসিকতা। 'আজকাল মেয়েটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, একটু মানা-মান্যতা নাই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মানি [স মানী] *বিণ* সম্মানিত। 'মানি ব্যক্তির মানই প্রাণ।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

মানিক [স মাণিক্য>] *বি* মূল্যবান পাথর; রত্ন। 'হিরামন মানিক মকুট সোভে সিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মানিক-অঙ্গুরি *বি* মানিকখচিত আংটি। 'পত্র নিদর্শন এই মানিক-অঙ্গুরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মানিক-গাঁথা *বিণ* মানিক-গ্রথিত। 'মানিক-গাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মানিকজোড় ১ *বি* একরকম দুইজন। 'মিল মাফিক লোক পাইলে মানিকজোড় হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'মানিক জোড়ের মতন দিন-রাত্তির এক জায়গায় থাকতিস কিনা।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বি* বকজাতীয় পাখি। 'তারি ধারে ঘন হয়ে জন্মেছে সব শর/ মানিক-জোড়ের ঘর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মানিনী, মানিনি [স মানিনী] ১ *বিণ* অভিমানিনী। 'মানিনি মন তোর গঢ়ল পসানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* অভিমানিনী। 'মানিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। ৩ *বি স্ত্রী* মর্যাদাবান ব্যক্তি। 'গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৪ *বিণ স্ত্রী* অহঙ্কারী। 'বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া মরণ-ঘোমটা টানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মানিনী-ভামিনী *বি* অভিমানিনী রমণী। 'মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মানেনী [স মানিনী] *বি* অভিমানী। 'মিছা কেন ধরিয়াছ মানেনীর বেশ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মানিব্যাগ [ই] *বি* পকেটে রাখা যায় এমন টাকার ছোটো থলি। 'মানিব্যাগটা পাটির উপর পড়িয়া গিয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৩৭।

মানী[1] [স] *বিণ* অভিমানী। 'মানী বড় ভৈল কাহ্নাঞিঁ শেষ রজনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মানী[2] [স] ১ *বি* সম্মানিত ব্যক্তি। 'মান যাবে নিয়া মানীর নিকট।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* সম্মানিত। 'আমি কি বলিব বাণী প্রাচীনা সভার মানী।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মানীজন [স] *বি* সম্মানিত ব্যক্তি। 'মানীজনকে সম্মান দেওয়া।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

মানীজ্ঞানী [স] *বিণ* মর্যাদাবান ও জ্ঞানশীল। 'সাধারণ লোকই তাহার নায়ক ... মানীজ্ঞানী সাধক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মানীসত্ত [স মনুষ্যত্ব] *বি* দয়া। 'জেমন তোমার মানীসত্ত হয় ইহা জদি তুমি ... ।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

মানুষ [স] ১ *বি* লোক। 'মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আমি ছোর ছ্যাঁচড় নই, মেয়ে মানুষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪। ২ *বি* মনের মানুষ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য।' *চণ্ডী*, ১৬৫০। ৩ *বি* আত্মা। 'মানুষ পলাইবে দেহ ছেড়ে পড়ে রবে শুধু ঘর।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* সহৃদয় ব্যক্তি। 'দার্জিলিঙে জনতা আছে, মানুষ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মানুষ করা *ক্রি* লালন-পালন করা। 'একজন নার্স আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মানুষখেকো *বিণ* মানুষ খায় এমন। 'মানুষখেকো বাঘ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মানুষজন্ম [স] *বি* মানবজীবন। 'মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি।' *জীবন*, ১৯৪২।

মানুষজাতি [স] *বি* মানবজাতি। 'যতদিন না মানুষজাতি অথবা মনুষ্যধর্ম এ জগৎ থেকে লোপ পাচ্ছে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

মানুষজানোয়ার [স মানুষ+ফা জানোয়ার] *বি* মানুষরূপ জন্তু। 'জীর্ণশীর্ণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষজানোয়ারদের ভিতর ...।' *জীবন*, ১৯৩১।

মানুষ-দেশ [স] *বি* মনুষ্য সমাজ। 'ও ভাই ডাঙার বাঘ ওই মানুষ-দেশে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মানুষপনা *বি* মানুষের আচরণ। 'মানুষপনা, এ-যে অনাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মানুষ-পশু [স] *বি* মানুষরূপী পশু। 'রসাতলে পশবে মানুষ-পশুর ভয়ে তারা?' *নজরুল*, ১৯২৯।

মানুষপুতুল [স মানুষ+পুতুল] *বি* মানুষরূপ পুতুল। 'যখন বড়ো হইল তখন মানুষপুতুল লইয়া এমনিভাবে পূজা করিতে লাগিল যে তাহার দেবত্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মানুষ-পূজা [স] *বি* নির্দিষ্ট মানুষকে করা পূজা। 'মানুষ-পূজা মেয়েদের মধ্যে খুব চলছে দেখে পূজারী ব্রাহ্মণদের লোভ হলো।' *অবন*, ১৯১৯।

মানুষ-পেষা *বিণ* মানুষকে পিষ্ট করে এমন। 'মানুষ-পেষা জাঁতাকল

কি কল হিসাবে কারও চেয়ে খাটো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মানুষ-পেষানো *বিণ* মানুষকে পিষ্ট-করা। 'দিব্যি পেতেছে খল কলওয়ালা মানুষ-পেষানো কল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মানুষপ্রমাণ [স] *বিণ* মানুষের সমান। 'মানুষপ্রমাণ লম্বা ঘাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মানুষ বড় মান/ তার ছেঁড়া দুইটা কান – নির্লজ্জ ব্যক্তি। 'মানুষ বড় মান তার ছেঁড়া দুইটা কান।' *গৌর*, ১৮২২।

মানুষবেশী *বিণ* মানুষরূপী। 'চিৎকার করে উঠল মানুষবেশী জানোয়ারটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মানুষ-মারা বিদ্যা *বি* মানুষ হত্যা করার বিদ্যা। 'এই মানুষ-মারা বিদ্যে ... কাঠখোট্টা লোকেরই মনের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

মানুষ-মুখো *বিণ* মানুষের মতো চেহারাবিশিষ্ট। 'মানুষ-মুখো হয়েছে রে সভ্যসাজে সাজি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মানুষ রতন [স মানুষ+স রত্ন] *বি* মনের মানুষ। 'এই মানুষে আছে রে মন/ যারে বলি মানুষ রতন।' *লালন*, ১৮৯০।

মানুষশরীর [স] *বিণ* মানবদেহধারী। 'ইনি রাত্রি হইলে গর্দ্দভশরীর ত্যাগ করিয়া মানুষশরীর হন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মানুষশিকার [স মানুষ+ফা শিকার] *বি* মানুষ হত্যা। 'ব্যবসা যে তাঁর মানুষশিকার নাহি জানে কোনো নর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মানুষ হওয়া ১ *ক্রি* মানবিক গুণে বিকশিত হওয়া। 'প্রথমে মানুষ হওয়া আবশ্যক, তাহার পরে কেরানী হওয়া বা জজ হওয়া বা আর কিছু হওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'আবার তোরা মানুষ হ'।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। **২** *ক্রি* প্রতিষ্ঠিত হওয়া। 'পুরুষেরাই মানুষ হয়ে দুনিয়ার কাজ করছে।' *বেগম*, ১৯৫২।

মানুষ হয়ে ওঠা *ক্রি* মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়া। 'অনেক দুঃখ করে সে মানুষ হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মানুষাকার [স] *বিণ* মানুষের মতো আকারবিশিষ্ট। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মানুষাদি [স] *বি* মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী। 'আমি স্ব বাহুবলেতে বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ গো মৃগ মহিষ মানুষাদি মারিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মানুষিক [স] **১** *বিণ* মানুষ সম্বন্ধীয়। 'কবি মানুষিক বলবুদ্ধি-সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* মানুষের মতো। 'মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি।' *জীবন*, ১৯৪২।

মানুষী [স] **১** *বি* নারী। 'দেবাসুর মানুষ মানুষী গীত গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* মানুষসুলভ। 'সেই শক্তিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৩** *বি* প্রণয়ী। 'তারে আমি পাই নাই; কোনো এক মানুষীর মনে/ কোনো এক মানুষের তরে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

মানুষ্য [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'হায়ওয়ান আলী অতি দুষ্ট স্বভাবের মানুষ্য বিশেষ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মানুষ্যতা [স মনুষ্যত্ব] *বি* ভালোমানুষি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মানুস [স মনুষ্য] *বি* মানব। 'মানুস সরির ধরি গর্ভবাস করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মানে [আ মানা] *বি* অর্থ। 'যে শব্দটা দেখলুম তার কোনো মানে ভেবে পাচ্ছি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মানেওয়ালা *বিণ* অর্থপূর্ণ। 'মানেওয়ালা কথায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মানে মানে ১ *ক্রিবিণ* মান থাকতে থাকতে। 'এই বেলা মানে মানে কুটি চল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *ক্রিবিণ* কোনো রকমে। 'মানে মানে সুয়েজ শহরে গিয়ে তো পৌঁছলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মানে-মোদ্দার *বি* অর্থ ও তাৎপর্য। 'যদি দেখে কথা তার/ কোনো মানে-মোদ্দার/ হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মানেসত্ত [স মনুষ্যত্ব] *বি* মঙ্গল। 'জাহাতেই আমার মানেসত্ত জয় তাহা করিতেছেন।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

মানোয়ারি *বিণ* নৌবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। 'মানোয়ারি গোরার দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মান্দ [স] *বিণ* ধীরগতিসম্পন্ন। 'বেহাগ মান্দ কাহারবা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মান্দা [স মন্দ] *বিণ* ধীরগতি। 'শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দা ত্রিবিধ পবন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মান্দার [স মন্দার] *বি* কাঁটাযুক্ত গাছবিশেষ। 'আর আনিব মান্দারের ফুল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মান্দারি [স মন্দার>] *বি* মাদার গাছ। 'চেঙ্গা বহু বাঁস কাটিল মান্দারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মান্দারিন *বিণ* চীনের প্রামাণ্য কথ্যভাষাভাষী। 'একে এক সময় ধর্ষিতা উন্মত্ত মান্দারিন মহীয়সী বলে মনে হয়।' *জীবন*, ১৯৩৩।

মান্দাস [স মঞ্জুষা] *বি* ভেলা। 'কলার মান্দাস গড়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মান্দ্য [স] *বি* ঘাটতি। 'ইহাতে কর্ম্মের সূক্ষ্ম না হইয়া বরং মান্দ্য হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মান্দ্রাজি *বিণ* মাদ্রাজের অধিবাসী। 'মান্দ্রাজি কেরানি গাছতলায় বসে বই পড়ে।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

মান্ধাতা [স] *বি* পৌরাণিক রাজাবিশেষ। 'অযোধ্যা নগরে আছে নৃপতি মান্ধাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মান্ধাতার আমল *বি* অতি প্রাচীনকাল। 'মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্যন্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মান্না *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। 'রাধাকৃসণ মান্না।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মান্নি [স মান্য] *বি* গালিবিশেষ। 'এ মান্নির ভাইরি আনেচে ক্যান?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মান্য [স] **১** *বি* শ্রদ্ধা। 'দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* সম্মানী। 'কর্পূর তাম্বুল মান্য দিলা জনে জনে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বিণ* মাননীয়। 'হিন্দুর নিকটে প্রাণনাথ নামে মান্য হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৪** *বিণ* সমাদৃত। 'বড় লোকের সন্তান বলিয়া অনেক স্থানে মান্য।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **৫** *বি* সম্মান। 'মান্যের সহিত বরণীয় হইয়া শত্রুসংহারে কৃতনিশ্চয় হইলেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মান্যগণ্য [স] *বিণ* সম্মানিত। 'মান্যগণ্য বয়স্ক তিনজন ভদ্রলোক।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মান্যজন [স] *বি* শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। 'মান্যজন দেখী কর্ণ নমস্কার করিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মান্যতা [স] *বি* পালন; মেনে চলা। 'এতদ্বিষয়ে আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক মান্যতা করি।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

মান্যবর [স] *বিণ* শ্রদ্ধাভাজন। 'মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

মান্যবান [স] *বিণ* শ্রদ্ধেয়। 'বিদ্বান ও মান্যবান।' *ইসলাম*, ১৯০৭।

মান্যবৃদ্ধি [স] *বি* মর্যাদা বৃদ্ধি। 'চাঁদ শ্রীহর্ষের মান্যবৃদ্ধি জন্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মান্যমান [স] *বিণ* সম্মানিত; সম্ভ্রান্ত। 'মান্যমান লোক দলপতি হয়েন এমত নহে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মান্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথভাবে। 'বহুকালাবধি সরকার সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত কার্য্যে মান্যরূপে নিযুক্তপ্রযুক্ত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

মান্যলোক [স] *বি* সম্মানিত ব্যক্তি; ভদ্রলোক। 'ইতরলোক অপেক্ষা মান্যলোকের কথা প্রায় সর্ব্বত্রই অধিক মান্য।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

মান্যা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সম্মানিত। 'সর্ব শাস্ত্র জ্ঞান তুমি সংসারের মান্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* সম্মানের পাত্রী। 'ঠকচাচী পাড়ার মেয়ে মহলে বড়ো মান্যা ছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মান্যামান্য [স] *বিণ* মান্য ও অমান্য। 'পরিধেয় বস্ত্রের উত্তমাধম বিবেচনা না করিয়া পুরুষের উৎকর্ষাপকর্ষে লোকে পুরুষ মান্যামান্য হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মাপ[১] [স] ১ *বি* পরিমাপ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* ওজন দেওয়ার উপকরণবিশেষ; পাল্লা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মাপকাঠি, মাপকাটি [স মাপ+স কাষ্ঠিকা>] ১ *বি* মানদণ্ড। 'ভরসা করি, মাপকাটি ছোট পড়িবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'সাহিত্যের মাপকাঠিটা বড়ো বেশি বেড়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* মাপার কাঠি। 'মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাপজুখ [স মাপ+মু জোকা] *বি* পরিমাপ ওজন ইত্যাদি নির্ণয়। 'গ্রীক ভাস্কর শাস্ত্র মিলিয়ে মেপেজুখে প্রত্যেকটি অঙ্গ নির্মাণ করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মাপজোখ *বি* পরিমাণ, ওজন ইত্যাদি নির্ণয়। 'বাহ্যবস্তুর মাপজোখের সঙ্গে ...' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মাপজোখ-করা *বিণ* নির্ধারিত। 'সুদও দিয়েছে মাপজোখ-করা হিসেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাপদণ্ড [স] *বি* মাপের কাঠি। 'যে স্থানে যে মাপদণ্ড প্রচলিত আছে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

মাপসই [স মাপ+আ সওয়া] *বিণ* মাপমতো; ছোটোও নয় বড়োও নয়। 'ইংরেজের বেশভূষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মাপের রসি *বি* জমি মাপার শিকল। 'জমিদারের মাপের রসি ঠিক নহে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

মাপের হাত *বি* এক হাতের পরিমাপ; এক গজের অর্ধেক। *ওর্সা*, ১৭৮২।

মাপ[২] [আ মু'আফ] *বি* ক্ষমা। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'তুমি আমায় মাপ কর, আমি নীচে যাইতে পারিব না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মাপ করন *বি* মাফ করা; ক্ষমা করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মাপ করা *ক্রি* ক্ষমা করা। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'তুমি আমায় মাপ কর।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মাপ মাগিতে *ক্রি* ক্ষমা ভিক্ষা করতে। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মাপ[৩] [ই map] *বি* মানচিত্র। 'সমুদয় পৃথিবী বা তাহার কোন খণ্ডের চিত্রকে মাপ কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মাপা [স মাপ>] ১ *ক্রি* পরিমাপ করা। 'মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* ওজন করা। 'আপনার টাকার ধান খামারে মাপিয়া দিয়া যাহা পাই তাহা লইয়া যাব।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *ক্রি* জরিপ করা। 'পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল এই জিলা মাপা গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **মাপ্যা** *ক্রি* মেপে। 'খন্যে হইতে হারে মাপ্যা দিল তাঁরে টাকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাপা জোকা [স মাপ+মু জোকা] *ক্রি* ভালোমন্দ বিচার করা। 'তিনি ... মেপে জুকে হাসেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মেপে চলা *ক্রি* খুব সাবধানে ধীরে চলাচল করা। 'চলিসনে পথ মেপে মেপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাপান [স মাপ>] *বি* পরিমাপ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাফ[১] [আ মু'আফ] *বি* ক্ষমা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাফ মাঙ্গা *ক্রি* ক্ষমা চাওয়া। 'মাফ মাঙ্গিতে।' *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মাফ[২] [স মাপ>] *বি* পরিমাপ। 'মাফার কর্ম্ম করিয়া দিবো।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

মাফলার [ই] *বি* ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে গলায় পেঁচিয়ে পড়া হয় এমন পুরু কাপড়ের ফালি; গলাবন্ধ। 'মোজার ওপরে স্পাট, টাই-কলারের ওপরে মাফলার।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'সিন্দুরসিক্ত মুখটা ... মাফলারে চেপে ভুজঙ্গবাবু একটা চুমো খাচ্ছেন।' *জীবন*, ১৯৩১।

মাফিক [আ মাওয়াফিক] ১ *ক্রিবিণ* অনুযায়ী। 'আমী হুকুম মাফিক দিয়াছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তাহা তোমাকে ইজারা দিলাম মাফিক পরগনা মালগুজারি করিয়া আমার মুনাফা দিয়া ... ভোগ করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'আইন মাফিক নিরিখ দে না তাতে কেন তোর ইতরপনা।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* পরিমিত। 'মাফিক বরওয়ার্দ্দ খোরাক পায় না।' *কেরি*, ১৮০২।

মাফিন [ই] *বি* শুকনা মিষ্টি খাবারবিশেষ। 'মাফিন নামক আমাদের দেশের সিদ্ধ পিঠার মত ...' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মাবুদ [আ] *বি* উপাস্য। 'আল্লাহ বিনে মাবুদ নাহি এই মোদের ঈমান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মা ভৈ, মাভৈঃ [স] ১ (অভয়সূচক বাক্যাংশ) ভয় কোরো না। 'মা ভৈ – মা ভৈ গভীর উচ্ছ্বাসে স্বজাতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাসে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'মাভৈ মাভৈ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* ভয় নেই এমন। 'তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মামড়ি *বি* ক্ষতের উপরে চামড়ার শুষ্ক আবরণ। 'শুকনো ঘায়ের মামড়ি তুলে ফেললে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মামদো *বি* (গালি) হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী মুসলমান ভূত, এখানে ইংরেজ ভূত। 'ওডা বড়লোকের ছাবাল, নীল মামদোর বাড়ী যাবে ক্যান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মামদোবাজি *বি* মিথ্যা ভয় দেখানো। 'সাহেব বললে সবুর করো মামদোবাজি আমার কাছে?' *সুকুমার*, ১৯২০।

মামদোভূত *বি* (অপকর্ষমূলক) হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী মুসলমান ভূত। 'আল্লারাখা না হয়ে যদি মামদোভূত হত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মামলা [আ মুয়ামিলাহ্] ১ *বি* মকদ্দমা। 'যেন রাজা আমলা, তুলে মামলা, গামলা ভাঙ্গে না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* বিষয়। 'হাতের কাছে মামলা থুয়ে কেন ঘুরে বেড়াও ভেয়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

মামলাবাজ [আ মুয়ামিলাহ্+ফা বাজ] *বিণ* মকদ্দমা করতে পছন্দ করে। 'বাঞ্চৎ বড়া মামলাবাজ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মামলা-মকদ্দমা, মামলা মোকদ্দমা *বি* প্রতিকারের জন্যে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ। 'যে পৃথিবী কেনাবেচা বাদানুবাদ মামলা-মকদ্দমা এবং আত্মগরিমার বিজ্ঞাপন প্রচার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'মনটি তাহার উধাও কোন মামলা মোকদ্দমার কথায়।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মামলিয়ত, মামলিয়াত *বি* মামলাসমূহ। 'মামলিয়াত।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'আপন ২ মামলিয়তের কাগচ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

মামলেট [ই অমলেট] *বি* ভাজা ডিম। 'রুটি, মাখন, মামলেট ... নিত্যিকার চেহারা নিয়ে উপস্থিত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মামা[১] [স মামক] ১ *বি* মায়ের ভাই। 'মোর মামা কংসাসুর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* (ব্যঙ্গার্থে) ইংরেজ। 'মামারা দেবে ওদের লেলিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মামাতুয়া *বিণ* মামা বা মামা-শ্বশুরের সন্তান এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মামাতো, মামাত *বিণ* মামার সঙ্গে সম্পর্কিত। 'উভয়ে মামাতো পিসতুতো ভাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মামাতো ভগ্নী *বি* মাতুলের কন্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মামাতো ভাই *বি* মাতুলের পুত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এখানকার সওদাগর আমার মামাতো ভাই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মামানি, মামানী *বি* মামী। 'আমার তিনটি মামানি তিন কেসেমের।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'মামানী গো, অ মামানী, দ্যাহ কি সোন্দর আণ্ডা।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

মামাবাড়ি *বি* মামার বাড়ি। 'সেই একবার সোজন কেবল গিয়াছিল মামাবাড়ি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মামাশ্বশুর [মামা+স শ্বশুর] *বি* শাশুড়ির ভাই। 'মামাশ্বশুর কত বলেচেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মামাসমুর [মামা+স শ্বশুর] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর মামা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মামি, মামী [স মামক>] *বি* মামার স্ত্রী। 'মদনবাণে চিত্ত বেআকুল কিবা ঘোসসি মামী মামী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মামি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মামিমা *বি* মামার স্ত্রী। 'মামিমা আসলে এ ঘর মোদেরও করবে আদর?' *নজরুল*, ১৯২৬।

মামিশাশুড়ি [মামা+স শ্বশ্রূ>] *বি* শাশুড়ির ভাইয়ের স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মামীঠাকুরানি *বি স্ত্রী* মামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মামী সাশুড়ী [মামা>+স শ্বশ্রূ>] *বি স্ত্রী* স্বামী বা স্ত্রীর মামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মামা[২] [ফা মামা] *বি* ঝি; চাকরানি। 'ছুতোর ধোবা মামা যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মামি[১] *দ্র* মামা[১]

মামি[২] [ই] *বি* পচনরোধক ঔষধে রক্ষিত শব; মমি। 'পিরামিড বানিয়ে ওদের মামি করে রেখে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। *দ্র* **মমি**

মামিলা [আ মুয়ামিলাহ্] *বি* মামলা। 'দরবারে জখোন জে মামিলাত রফা করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মামিলাত *বি* মামলাসমূহ। 'দরবারে জখোন জে মামিলাত রফা করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মামু [স মামক] *বি* মামা। 'বিলম্ব না কর মামু কর মোরে বধ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মামুজি, মামুজী [মামু+হি জী] *বি* 'মামা'র সম্মানসূচক সম্বোধন। 'মামুজী ও খালুজী ও ফুপুজী।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৬৪; 'মামুজি করবে বিয়ে।' *অমৃত*, ১৯০০; 'মামুজিরা আমায় খুব স্নেহ করেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মামুর [আ] *বিণ* লোকজনে পূর্ণ। 'মামুর হইল মোর বাবরুচিখানা।' *ভারত*, ১৭৬০।

মামুল [আ মা'আমুল] *বি* প্রচলিত রীতি; নিয়ম। 'মামুল মাফিক কসম করিয়া কৌসলে বসিলেন।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

মামুলি, মামুলী [আ মা'আমুলী] ১ *বিণ* অতি সাধারণ। 'এই সমস্ত বহু-ব্যবহৃত মামুলি বাক্যরাশি।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'এমনি নির্লজ্জের মতো এসে এই আঁধার-পথের মামুলি মিলনে আমার প্রিয়ার অবমাননা করি।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* তুচ্ছ; গুরুত্বহীন। 'মামুলী প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* সাধারণ। 'মহেশডাঙার মামুলী চাষী।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মায় [আ মাআ] ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে; সহ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আর এক পাকা বাড়ি মায়সরঞ্জাম ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* পুরো। 'জমির কাত জমা মায় একুন মুদ্দা সাতটী তঙ্কা ডেড় আনা মালগুজারি করিবে।' *ডেরলি*, ১৭৮৩। ৩ *বিণ* তাবৎ। 'সাবেক ঘর মায় জিনিষ ও নওয়াজিমা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। ৪ *ক্রিবিণ* এমনকি। 'যে কালীন ডাকবেহারা মায় বাহাঙ্গী ও মশালচিদীগর বখান যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৫ *ক্রিবিণ* পর্যন্ত। 'নীলের কুঠী মায় ১৬ যোড়া হৌজ ও জলের হৌজ।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

মায় আমলা [আ মাআ-আমলা] *বিণ* দখল-সহ। *মেয়র্স*, ১৭৭০।

মায়-মুরুব্বী [আ মাআ-মুরব্বী] *বি* অভিভাবকবৃন্দ। 'মায়-মুরুব্বী, ইয়ার-দোস্ত এবং আরও পাঁচজনের ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

মায়না [ফা মাহানহ্] *বি* মাসিক বেতন বা পারিশ্রমিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এখন প্রায় পাঁচ শ টাকা মায়না পাও।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মায়া[১] [স] ১ *বি* মোহ। 'গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ইন্দ্রজাল। 'তোক্ষে ত না জাণ রাধা আক্ষার মায়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* ছলনা। 'মিছা মায়া করি আমি ভাণ্ডিল তোমারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ *বি* ছদ্মবেশ। 'মায়াপাতি আংসাদিল দেব চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৫ *বি* স্নেহ; মমতা। 'অঙ্গুলি নির্লোম হইল গঙ্গাএ কৈল মায়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৬ *বি* ভালোবাসা। 'একেবারে না ছাড়ো মায়া।' *সুলতান*, ১৭৫০। ৭ *বি* রহস্য। 'দুর্বোধ বুঝিতে নারে দেবতার মায়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৮ *বি* টান; লোভ। বাবুরামবাবুর টাকাতে অতিশয় মায়া।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'এখন সে টাকার মায়া তাঁহাকে ছাড়িতে বলা অন্যায়।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

মায়া আঁখি *বি* মায়া-ভরা চোখ। 'অশ্রু-ঘন মায়া আঁখি, বিরহ-অথির।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মায়া-আবরণ [স] *বি* মোহের আবরণ। 'আমার মায়া-আবরণ পড়বে খসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মায়া করা *ক্রি* ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করা। 'জগৎ কি মায়া করে ছায়া হয়ে গিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মায়া কাটানো *ক্রি* মায়ার বাঁধন ছিন্ন করা। 'আল্লার নাম নিয়ে দুনিয়ার মায়া কাটাতে চাচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মায়াকাঠি *বি* জাদুর কাঠি। 'যাদুকর ও তাহার মায়াকাঠি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মায়াকান্না [স মায়াক্রন্দন] *বি* লোক দেখানো কান্না। 'রাখ তোর মায়া কান্না।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২।

মায়াকায়া [স] *বি* মায়াবী দেহ। 'প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে মনোহর মায়াকায়া ধরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মায়াকারা [স] *বি* মায়ারূপ কারাগার। 'মায়াকারায় বিভোর প্রায় সকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মায়াকুহেলিকা [স] *বি* মায়ারূপ কুয়াশা। 'যখন মিলায়ে যায় মায়াকুহেলিকা কেন কাঁদি সুখ নেই ব'লে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মায়া-কুহেলী [স] *বি* মায়াময় কুয়াশা। 'এসো এসো কুসুম-সুকুমার শীতের মায়া-কুহেলী অবহেলি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মায়াগন্ধ [স] *বি* মায়ারূপ গন্ধ। 'স্বরূপ ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মায়াঘোর [স] *বি* ঐন্দ্রজালিক মোহ। 'সহসা পড়িল চোখে এ কী মায়াঘোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মায়াচ্ছন্ন [স] *বিণ* মায়ায় আচ্ছন্ন। 'সংসারের তাবৎ বস্তুকে মায়াচ্ছন্ন জ্ঞান করিলে মুক্তিলাভেচ্ছাকেও ভ্রম বলিতে হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মায়াচ্ছায়া [স] *বি* মায়ার আচ্ছন্নতা। 'নব নব মায়াচ্ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মায়া ছাড়া *ক্রি* স্নেহের বন্ধন ত্যাগ করা। 'খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মায়াজগৎ [স] *বি* কল্পনার ভুবন। 'রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মায়াজাল [স] **১** *বি* মায়ার বাঁধন। 'মায়া জাল কাটিল বর্জিল ক্রোধ কাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* রহস্যের জাল। 'আমার তপস্যাভ্রংশের নিমিত্ত এই দুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তারিত করিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৩** *বি* মোহনীয় দৃশ্য। 'বনের পথে কী মায়াজাল হয় যে বোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মায়াঞ্জন [স] *বি* মায়ার কাজল। 'অর্থবিজ্ঞানের নিয়ম ধরেই তাতে মায়াঞ্জন লাগিয়ে তিনি তার দিক নির্ণয় করেছেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

মায়াতরু [স] *বি* মায়ারূপ বৃক্ষ। 'মায়াতরুর বাঁধন টুটে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মায়া-তান [স] *বি* আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ধ্বনি। 'মৃগীকে মায়া-তানে বনের বাহির করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মায়াতীত [স] *বিণ* মায়ার অতীত। 'তব সুন্দর ছায়া মায়া রচে, মায়াতীত হয়ে তাহাতে।' *নজরুল*, ১৯৪২।

মায়া-তুলি [স] *বি* সৌন্দর্যের তুলি। 'নব নব ঋতুর মায়া-তুলি সাজায় তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মায়াতৃষ্ণা [স] *বি* মায়ার তৃষ্ণা। 'সে পথ ভুলিয়া আসিলাম মায়াতৃষ্ণার মরুভূমি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মায়াদণ্ডস্পর্শ [স] *বি* জাদুর কাঠির ছোঁয়া। 'রবীন্দ্র প্রতিভার মায়াদণ্ডস্পর্শে তার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মায়াদয়া [স] *বি* সহমর্মিতা। 'কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল ... মায়াদয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'একটু মায়াদয়া রেখে গেয়ো।' *অবন*, ১৯৪১।

মায়াদ্বীপ [স] *বি* মায়ায় আচ্ছন্ন দ্বীপ। 'একলা কোথায় ঘুরে বেড়ায় মায়াদ্বীপে গিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মায়াধর [স] *বিণ* কপট। 'মায়াকরে মায়াধর মৃত দেহ হও।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মায়াধরি [স মায়াধারী] *বিণ স্ত্রী* কপট। 'কত মায়া জান আগ মায়াধরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মায়াধীশ [স] *বি* মায়ার অধীশ্বর। 'মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মায়ানিদ্রা [স] *বি* মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে নিদ্রা। 'রূপার কাঠির মায়ানিদ্রা যাবে টুটে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মায়ানিশ্বাস [স] *বি* মায়াভরা দীর্ঘশ্বাস। 'বসন্তবায়ু মায়ানিশ্বাসে/ বিরহ জ্বালাবে হিয়ে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মায়াপরী [স] *বি* কল্পিত অলৌকিক নারী। 'রাত্রিতে যেখানে মায়াপরীরা নামিত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মায়াপাশ [স] *বি* মোহের বন্ধন। 'নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মায়াপুরী [স] *বি* স্বপ্নরাজ্য। 'কোন মায়াপুরী পানে ধাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'সেই মায়াপুরীর মাঝখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মায়াফাঁদ [স মায়া+ফা ফন্দ] *বি* জাদুজাল। 'অসহায় ছিনু যবে তোর মায়াফাঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মায়াফাঁস [স মায়াপাশ] *বি* মায়ারূপ ফাঁসি। 'লালন কয় ভাবছ কেন পড়ে মায়াফাঁস।' *লালন*, ১৮৯০।

মায়াফান্দ [স মায়া+ফা ফন্দ] *বি* মায়াজাল। 'কেহ করে করুণা পড়িয়া মায়াফান্দে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মায়া-বঁধু [স মায়াবন্ধু] *বি* পরমপ্রিয় বন্ধু। 'এল তব মায়া-বঁধু ব্যথা-জাগানিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মায়াবন [স] *বি* মোহাচ্ছন্ন বনভূমি। 'শোভিল সুতরুণ স্থূল জল অঙ্গে; বিরচিল হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।' *রবীন্দ্র উদ্ধৃতি*, ১৮৮০।

মায়াবন-বিহারিণী [স] *বিণ* মায়াবনে বিহার করে এমন। 'মায়াবন-বিহারিণী হরিণী, গহন স্বপন সঞ্চারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মায়াবদ্ধ [স মায়াবদ্ধ] *বিণ* স্নেহমমতায় আসক্ত। 'কী করিব ঘরদ্বার সব মায়াবদ্ধ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মায়াবন্ধন [স] *বি* স্নেহের আকর্ষণ। 'সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মায়াবল [স] *বি* জাদুর শক্তি। 'অপরূপ মায়াবলে তব হাসি-গান বিশ্বমাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মায়াবহ্নি [স] *বি* মায়ারূপ আগুন। 'যে মায়াবহ্নি কল্পনা মোর রাঙাইছে কৌতুকে।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

মায়াবাজি [স মায়া+ফা বাজি] *বি* জাদু। 'সেইরূপ এক কায়/ মৃত্তিকায় শোভা পায়/ ঈশ্বরের কথা মায়াবাজি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মায়াবাদ [স] *বি* (হিন্দুদর্শন) জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য – এই মতবাদ। 'মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মায়াবাদী [স] *বিণ* মায়াবাদে বিশ্বাসী। 'মায়াবাদী কর্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মায়া-বায়ু [স] *বি* মায়ারূপ বাতাস। 'মদ – পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু/ ফাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ রোগীর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মায়াবিণী [স মায়াবিনী] *বিণ স্ত্রী* মায়াযুক্ত। 'মায়াবিণী এই নিশি আসলো ঘুম পড়ানি মাসি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মায়াবিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* কপটী; কুহকিনী। 'দৈত্যদেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'আশা পরম মায়াবিনী!' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। 'মায়াবিনী বালিকা … সুপক্ব কালোজাম নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ স্ত্রী* রহস্যময়ী। 'কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী জাগাও গভীর সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মায়াবিষ্ট [স] *বিণ* মায়াময়। 'মায়াবিষ্ট নিবিড় সেই স্তব্ধ ক্ষণে তার নাম করব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মায়াবী [স] ১ *বিণ* মায়াজাল বিস্তারকারী। 'এ যোগী অত্যন্ত মায়াবী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'মায়াবীকর্ত্তব্য ছিল মিছে ধান্দাকার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'ঋণ মায়াবী রাক্ষসের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিতায়ন।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮। ২ *বিণ* মোহযুক্ত। 'মৌন মায়াবী পুরে।' *জীবন*, ১৯২৭।

মায়াবীজ [স] *বি* মায়ারূপ বীজ। 'মনে মায়াবীজ বপন করেছে, সখী সে কি যাদুকর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

মায়াভরা *বিণ* মমতায় পরিপূর্ণ। 'আঁখিতারা সুন্দরের পরশমণির মায়া-ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মায়ামঞ্চ [স] *বি* জাদু প্রদর্শনের মঞ্চ। 'মায়ামঞ্চে কেউ বা সম্রাট হয়, কেউ মন্ত্রী।' *নীরেন*, ১৯৫৭।

মায়া-মণিকা [স] *বি* কাল্পনিক রত্ন। 'কোন মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন?' *নজরুল*, ১৯২৮।

মায়ামণ্ডিত [স] *বিণ* মায়াময়। 'এই মায়ামণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মায়ামদ [স] *বি* মায়ারূপ নেশা। 'মায়ামদ খেয়ে মনা দিবানিশি ঝোঁক ছোটে না।' *লালন*, ১৮৯০।

মায়ামন্ত্র [স] *বি* জাদুর মন্ত্র। 'চারি দিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি মায়ামন্ত্র-ঘের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মায়ামন্ত্রজাল [স] *বি* মোহাবেশরূপ বন্ধন। 'সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধরে রাখতে পারবে কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মায়ামন্ত্রবল [স] *বি* জাদুশক্তি। 'যেন মায়ামন্ত্রবলে প্রায় ডুবেছে অথই লাল জলে।' *নীরেন*, ১৯৫৭।

মায়া-মমতা [স] *বি* স্নেহ-ভালোবাসার টান। 'সংসার ত্যাগ করিয়া সমস্ত মায়ামমতা বিসর্জন দিয়া তবে কিয়ৎ পরিমাণে পরিপূর্ণতার আদর্শ লাভ করা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'স্বজনের মায়া-মমতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

মায়ামমতাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* মায়া-মমতা সম্পন্ন। 'মায়ামমতাময়ী বধূ হত যদি সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মায়ামমতাশূন্য [স] *বিণ* দয়ামায়াহীন। 'মানুষ মায়ামমতাশূন্য নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মায়ামমতাহীন [স] *বিণ* নির্দয়; নিষ্ঠুর। 'গুরুপদ মায়ামমতাহীন।' *মানিক*, ১৯৪০।

মায়াময় [স] ১ *বিণ* মোহ সৃষ্টিকারী। 'দরসনে সুখ দেই মায়াময় নারি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* মায়াচ্ছন্ন। 'মায়াময় হইল হ্রদ তথি বহে কালিহ্রদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* জাদু-আচ্ছন্ন। 'দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মায়াময়ী, মায়াময়ি [স] ১ *বি স্ত্রী* ছলনাময়ী। 'তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) মায়াময়। 'তুমি সমরকেতুর মায়াময়ী কন্যা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ স্ত্রী* ছলনাপূর্ণ। 'মায়াময়ী নিশা পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিবার জন্যই বোধ হয় শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ৪ *বিণ স্ত্রী* মোহাচ্ছন্ন। 'সুদূরবিস্তৃত মায়াময়ী মরীচিকারাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মায়া-মরীচিকা [স] ১ *বি* মায়ার ফাঁদ। 'নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* অস্তিত্বহীন বিভ্রান্তিকর আলো। 'একমুহূর্তে মায়ামরীচিকার মতো শূন্য হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মায়ামাখা *বিণ* মায়াময়। 'সবকিছুর ওপরই মায়ামাখা বিষাদযুক্ত বিবশ জ্যোৎস্না।' *জীবন*, ১৯৩২।

মায়ামুকুর [স] *বি* জাদুকরী আয়না। 'মাটি তো নয় – মায়ামুকুর – এক পিঠে তার লীলার খেল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মায়ামুক্ত [স] *বিণ* মায়ার বন্ধন কাটিয়ে উঠেছে এমন। 'লোকান্তরে যদি তার দিব্য আঁখি মায়ামুক্ত হয় অকস্মাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মায়ামুগ্ধ [স] *বিণ* মোহাবিষ্ট। 'একশো বৎসরের জন্য একেবারে অভিভূত ও মায়ামুগ্ধ করে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

মায়ামুণ্ড [স] *বি* (লোককাহিনী) রহস্যময় মাথাবিশিষ্ট দক্ষিণরায়। 'মায়ামুণ্ড এইরূপ দক্ষিণ দেশের ভূপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মায়ামুরতি [স মায়ামূর্তি] *বি* রহস্যময় মূর্তি। 'সে মায়ামুরতি কী কহিছে বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মায়ামূর্তি, মায়ামূর্ত্তি [স] *বিণ* ছলনাময়ী। 'মায়ামূর্ত্তি রাক্ষসীএ নানা মায়া জানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মায়ামূলক [স] *বিণ* রহস্যময়। 'অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়ামূলক …।' *অবন*, ১৯২৫।

মায়ামৃগ [স] *বি* জাদুবলে সৃষ্ট হরিণ; মায়াহরিণ। 'অদ্ভুত মায়ামৃগ দেখি মহাবীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সৌন্দর্যের মায়ামৃগকে আমাদের সম্মুখে দৌড় করাইতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মায়ামৃগী [স] *বি স্ত্রী* জাদুবলে সৃষ্ট হরিণ। 'মায়ামৃগী রূপে ততক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মায়ামোহ [স] *বি* মায়ার বন্ধন। 'চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়ামোহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মায়াযষ্টি [স] *বি* জাদুর কাঠি। 'মায়াবীর মায়াযষ্টিস্পর্শে মোহনিদ্রায়

বিভোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মায়ারঙ্গ [স] *বি* মোহযুক্ত আনন্দ। 'তবু আজীবন জীবনের সাথে, মৃত্যুর সাথে/ সকালের সাথে, রাত্রির সাথে/ যে-মায়ারঙ্গে মেতেছিলে তুমি।' *নীরেন*, ১৯৫০।

মায়ার জাল *বি* মমতার বন্ধন। 'মায়ার জাল কাটিয়া প্রেমের জাল পাতিয়া মৃগবৎ কামুক পুরুষকে ধরিতে উপক্রম করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মায়ার ঠুলি *বি* মায়ার আবরণ। 'পরিয়ে চোখে মায়ার ঠুলি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মায়ারথ [স] *বি* জাদুময় আকাশযান। 'স্বচ্ছ শুভ্র ছায়াপথে মায়ারথে ভ্রমি।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

মায়ারাজ্য [স] *বি* কল্পনার রাজ্য; মায়াপুরী। 'শরতের আলোতে এক অপরূপ মায়ারাজ্যের মতো দেখাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মায়ারূপী [স] *বিণ* মায়াবেশ ধারণকারী। 'মায়ারূপী সৎমা এসে/ ছয় রিপুতে দেখায় মা ভয়।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মায়ালোক [স] *বি* কল্পজগৎ। 'ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি আমার মনে আর্য্যাবর্তের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃষ্টি করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'কোন মায়ালোকে ছায়াপথ-পারে।' *জসীম*, ১৯৩১।

মায়ালোকবাসী [স] *বি* কল্পলোকের বাসিন্দা। 'লোকটি এক রহস্যময় মায়ালোকবাসী।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মায়াশক্তি [স] *বি* রহস্যময় শক্তি। 'কলকাতার আবিলতার মধ্যে সেই মায়াশক্তি কোথায় অন্তর্ধান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মায়াশঙ্খ [স] *বি* মায়াময় শঙ্খ। 'চাঁদ বাজাইল মায়াশঙ্খ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মায়া-সরসী [স] *বি* মায়ারূপ জলাশয়। 'যেন কোন মায়া-সরসী ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১।

মায়াসীতা [স] *বি* মায়াবিদ্যার মাধ্যমে প্রদর্শিত সীতার প্রতিমূর্তি। 'তেঁহ সে মজিলা মায়াসীতার কারণে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

মায়াসেবিকা [স] *বি* মায়ারূপ সেবিকা। 'অনেকগুলি ছায়াময়ী মায়াসেবিকা-পরিবৃত হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মায়াস্ত্রি [স মায়াস্ত্রী] *বি* মায়াবিনী নারী। 'মায়াস্ত্রি লোভে সেই অরন্যে বন্দি হৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মায়াস্পর্শ [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ স্পর্শ। 'একদা তোমার মায়াস্পর্শে আমার প্রাক্তন মন।' *শামসুর*, ১৯৫৯; 'মায়াস্পর্শে আবার এসেছি ফিরে পৃথিবীর রোদে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

মায়া-হরিণী [স] *বিণ স্ত্রী* রহস্যময় হরিণীর মতো। 'মধুভাষিণী, সুচারুহাসিনী, সে মায়া-হরিণী।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মায়াহীন [স] *বিণ* মমতাহীন। 'জবরদস্ত খিটমিটে দয়াহীন-মায়াহীন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মায়া[২] [স মধ্য] *বি* কোমর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মায়া[৩] [ই] *বি* মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতা। 'বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মায়িক [স] *বিণ* মোহযুক্ত। 'কাণ্ডার বাঙ্গাল ছিল মায়িক শয়নে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মায়িনে [ফা মাহ্যনহ্] *বি* মাসিক বেতন। 'অনেকের মনিবের কাছে কাজের গাফিলতী অপরাধে মায়িনে কাটা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মায়িল *দ্র* মওয়া

মায়ূরী [স] *বি* সংগীতের একটি রাগিণীর নাম। 'পূরবী বড়ারি পাছে সারাঙ্গ মায়ূরী দেশকারী, মালশী আইসে কল্যাণ সুন্দরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মায়ে [স মাতৃকা] *বি* মেয়ে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মায়ে মানুষ *বি* স্ত্রীলোক। 'এক মায়ে মানুষ জল আনিতে আসিয়াছীল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মায়েলী *বিণ* মাতৃধর্মী। 'সারা নিশি জাগি বিলাইছে তার মায়েলী বুকের স্নেহ।' *জসীম*, ১৯৫১।

মায়্যা [স মাতৃকা] *বি* মেয়ে। 'তো বড়ি নিঠুর মায়্যা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মার[১] [পা] *বি* অপদেবতা। 'তা সুনি মার ভয়ংকর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

মার[২] [স মারি>] *বি* মারা। 'মোএঁ আপোণুষ হৈবো তোহ্মে জাইবেঁ মার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মারকাট *বি* মারামারি কাটাকাটি; বিরোধ। 'তাই নিয়ে তারা মারকাট করতে ছোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মার-খানেওয়ালা *বি* শাস্তি যার প্রাপ্য। 'তাতে আসল মার-খানেওয়ালার সুবিধা হইতেছে বটে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মারগুতোন *বি* প্রহার। 'ধরে ফেললে মারগুতোন কি কম করে দিত পাবলিক?' *মনোজ*, ১৯৬১।

মারধর, মারধোর *বি* প্রহার। 'মারধোর করে হিন্দুধর্ম/ রক্ষা করিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'যাবার সময় আর মারধর করিস নে।' *শরৎ*, ১৯১৩।

মারনেওয়ালা *বি* যে মারে। 'মারনেওয়ালার খুবই অসুবিধা হইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মারপিট, মারপীট ১ *বি* প্রহার। 'প্রজালোককে মারপিট হেঙ্গাম করিতেছে।' *ক্যালেগে*, ১৭৮৫। ২ *বি* শারীরিক শাস্তি প্রদান। 'মারপীট করিলে মেজাজ খারাপ হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* মারামারি। 'স্যার বেঞ্চের উপর বসিয়া কয়েকটা মারপিটের মকদ্দমা ফয়সালা করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'উভয় দলের মধ্যে একটা সামান্য ভাবে মারপীট ও দাঙ্গা হইয়া গেল।' *এডুকেশন*, ১৮৮৫।

মারমার, মার্-মার্ ১ *বিণ* অব্যাহতভাবে 'মার' ধ্বনিযুক্ত। 'পিছনে মহা ধর্-ধর্ মার্-মার্ রব উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে 'মার মার।'' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* ধ্বংসের শব্দ। 'অসংখ্য ঢেউ মার মার করে ছুটে আসছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মারমার কাটকাট *বিণ* অত্যন্ত কোলাহলপূর্ণ। 'মারমার কাটকাট কাণ্ড।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মার মার না পগার পার – রুখে দাঁড়ানো অথবা পালানো। *নজরুল*, ১৯৩০।

মারমুখী *বিণ* আক্রমণাত্মক। 'হরি সরকার মারমুখী হয়ে বক্তৃতা করছেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

মারমুখো *বিণ* আক্রমণাত্মক। 'সাহিত্যকে মুক্ত করবার প্রস্তাব

করলেই সকলে মারমুখো হয়ে ওঠে।' *প্রমথ*, ১৯১২।

মারমূর্তি ১ *বি* ভয়ংকর মূর্তি। 'একবার যখন মারমূর্তি ধরিয়া ছোটে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯৮। **২** *বিণ* ধ্বংসাত্মক মূর্তিধারী। 'আমার উপর মারমূর্তি হয়ে উঠবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মারহাট্টা *বিণ* মারামারিতে দক্ষ। 'তোমার এই মারহাট্টা হাতের দুষ্টু আঙুলগুলোকে একেবারে ভেঙে নুলো করে দিতে হয়!' *নজরুল*, ১৯২২।

মারিপিট, মারিপীট [স মারি>] *বি* প্রহার। 'মারিপিট করিয়া বিদায় করিল।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'তাহারদিগের মারিপীট করিল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মারিপিট করা *ক্রি* প্রহার করা। 'ঐ সকল লোক অতি নির্দয়তা রূপে তাঁহাকে মারিপিট করিয়া লইয়া যাই।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

মেরেকুটে *ক্রিবিণ* মারধর করে। 'এ দিকে মেরেকুটে সর্ব্বনাশ।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মার[৩] *বি* মৃত্যু। 'যতদিন বাংলাভাষা থাকিবে, ততদিন উঁহাদের মার নাই।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

মারওয়ারি *বি* মাড়ওয়ারের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। 'ইহারাই ... আর্য্যাবর্ত্তে আগরওয়ালা বা মারওয়ারি বা কাঁইয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মারক [স] *বি* মড়ক। 'জন্মিল মারক তার দুর্গন্ধ প্রভাবে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

মারকথ [স মর্কট] *বি* মাকড়শা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মারকা [প marca] *বি* চিহ্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মারকামারা *বিণ* চিহ্নিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মারকিন [ই] *বিণ* আমেরিকা সম্পর্কিত; আমেরিকান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মারকুলি *বি* কবিরাজি ওষুধবিশেষ। 'সালসা তোপচিনি মারকুলি প্রভৃতি খাইয়া আরাম হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মারগেজ [ই মর্টগেজ] *বি* বন্ধক। 'আপনি মারগেজি কাগজগুলা দিউন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মারচ [ই] *বি* মার্চ মাস। '৩০ মারচের তোমার পত্র।' *তাঁতি*, ১৭৯২। দ্র **মার্চ**

মারণ [স] **১** *বি* প্রহার। 'খুল্লনা মরিল মারণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* হত্যা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মারণ খেলা *বি* মৃত্যুর খেলা। 'লোকটা কী মারণ খেলা খেলেছে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

মারণমন্ত্র [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) কারো মৃত্যুর জন্য তন্ত্রোক্ত অভিচার। 'গুহা-মুখে বসি ডাকিছে সাপুড়ে মারণমন্ত্র সুরে!' *নজরুল*, ১৯২৫।

মারণযজ্ঞ [স] *বি* হত্যাযজ্ঞ। 'এইসব মারণযজ্ঞের বলি যেমন অগণিত মানুষ, এদের হোতা যজ্ঞাংশভুক উপদেবতারা তেমনি মানুষ।' *শিব*, ১৯৫৬।

মারণাস্ত্র [স] *বি* ধ্বংসাত্মক অস্ত্র; সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করে যে অস্ত্র। 'এ্যাটম শক্তিকে মানুষ ভয়াবহ মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে লাগাইয়াছে।' *সওগাত*, ১৯৪৫; 'রাতের অন্ধকারে টিক্কা তার মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

মারপ্যাঁচ [স মারি>] *বি* কূটকৌশল। 'হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মারপ্যাঁচ বোঝে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'খাটবে না জারি জুরি আঁটবে না মারপ্যাঁচ।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

মারফত[১]**, মারফৎ** [আ মারিফত] *বি* (ইসলামমতে) সৃষ্টিকর্তাকে সম্যকভাবে জানার সাধন-পন্থাবিশেষ। 'শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত এ চারি মঞ্জিলেত করএ এবাদত।' *সুলতান*, ১৭০০।

মারফতি, মারফতী [আ মারিফত>] **১** *বি* মরমি সাধনা। 'মারফতি সেই প্রকারে/ চুরা মালের মহন্নতি।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কীয়। 'মুছলমানের লোকসাহিত্য ও মারফতী সাহিত্য অন্তর্দৃষ্টি ও গভীরতার দিক দিয়া কোনো অংশেই ন্যূন নহে।' *আজাদ*, ১৯৪২। **৩** *বি* মরমি গান। 'বাউল গান, ভাটিয়ালী, মারফতি, গাজীর গান, মুরশিদী গান, আর পল্লীগীতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মারফৎপন্থী [আ মারিফত+হি পন্থী] *বিণ* সুফি সাধনার অনুসারী। 'কবি মারফৎপন্থী ছিলেন।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

মারেফতি [আ মারিফত>] *বি* মরমি সাধনা। 'তাহারা ফকিরি মারেফতি দাবী করিয়া থাকে।' *হেদায়াত*, ১৯৩৬।

মারফত[২]**, মারফৎ** [আ মারিফত] **১** *ক্রিবিণ* মাধ্যমে। 'দালালের মারফত বাকী তিন সনের টাকা ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'আপনি ইচ্ছা করিলে ইহা ডাকঘরের মারফৎ পাঠাইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১। **২** *বি* মাধ্যম। 'মুই বুক ঠুকে বলছি যেতনা মামলা মোর মারফতে হচ্ছে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'প্রত্যেক বাড়ী হইতে চাকরাণীর মারফতে ফরিয়াদ আসিয়াছিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

মারবাড়ি *বি* মাড়োয়ারি। 'বাঙ্গালি কি মারবাড়ি কি অন্যদেশীয় যে ক্ষুদ্র তাহারি ক্ষুদ্রস্বভাব।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মারবেল [ই] **১** *বি* শ্বেত পাথর; মর্মর। 'সীসা রূপা সোনা সুরমা এবং মারবেল।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **২** *বি* পাথর, কাচ প্রভৃতি দিয়ে তৈরি খেলার গুটিকা। 'মারবেল আর পেন্সিল দুটো, কখানা টুকরা কাচ।' *জসীম*, ১৯৫১।

মারহাট্টা[১] দ্র **মার**[২]

মারহাট্টা[২] [স মহারাষ্ট্র] **১** *বি* ভারতের মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। 'মারহাট্টারা গাইতেন আভঙ্গ।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। **২** *বিণ* মহারাষ্ট্রের। 'মারহাট্টা ডিচের তীর।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মারহাট্টি *বিণ* ভারতের মহারাষ্ট্রে তৈরি। 'মারহাট্টি চটি কি মান্দ্রাজী চাপলি।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

মারহাবা [আ] *বি* ধন্য। 'ওয়ে মারহাবা ওয়ে এয় সরওয়ারে কায়েনাত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মারা [স মারয়>] **১** *ক্রি* হত্যা করা। 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **২** *ক্রি* প্রহার করা। 'বুকেতে মারিয়া দিবে জমিনে ডালিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'যেরূপ ক্ষুদ্রলোকের সন্তানদিগকে মারিয়া থাক।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *ক্রি* সেলাই করা। 'লাল সালু কুঞ্চিত করিয়া মারিয়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৪** *ক্রি* আঘাত দেওয়া। 'বাঁচাও তাহারে মারিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৫** *ক্রি* আত্মসাৎ করা। 'ব্যবসায় তো কাঁচাটাকা মেরে ভূত করছে।' *জীবন*, ১৯৩২। **৬** *ক্রি* লুট করা; ডাকাতি করা। 'আমাদের নৌকা মারবে, জোরে জোরে বেয়ে আসছে।' *মনোজ*, ১৯৬১। **৭** *ক্রি* ছাপযুক্ত হওয়া। 'পায়ের গোড়ালিও কালটি মেরে যাচ্ছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। **মার** *ক্রি* মারো। 'মার রে জোইআ মুসা পবণা।' *চর্যা* ২১, ১২০০। **মারউক** *ক্রি* প্রহার করুক। 'দূতসবে না মারউক পাপের কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **মারএ** *ক্রি* মারে। 'মারএ পিড়ার বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মারতি** *ক্রি* মারতে। 'মারতি রহত পোখ অবসেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মারন্ত** *ক্রি* প্রহার করলো। 'ফিরিস্তা সকল মিলি মারন্ত বহুত।' *সুলতান*, ১৭০০। **মারম** *ক্রি* মারবো। 'ধরিয়া মারম

কিল কুড়ি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **মারমি** *ক্রি* মারি। 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **মারয়** *ক্রি* মারে। 'গুরু সে মারয় আমা গুরু সে জীয়ায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মারসি ১** *ক্রি* মেরেছি। 'বলিলা আমার মৃগ পরাণে মারসি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রি* প্রহার করছো। 'মারসি মোহোর নারী তোর নাই লাজ।' *সুলতান*, ১৭০০। **মারহ** *ক্রি* মারো। 'না মারহ বিরহ আনলে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **মারি ১** *ক্রি* মেরে। 'কেহ্নে আহ্মা মারি যাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* মরে। 'কোন অপরাধে মোর পুত্রে মারি গেল।' *কেতকা*, ১৬৫০। **৩** *ক্রি* আঘাত করি। 'উচ্চৈঃস্বরে কান্দিএ কপালে মারি ঘা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **মারিআ** *ক্রি* মেরে। 'মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **মারিআঁ** *ক্রি* মেরে; আঘাত করে। 'দূতী মারিআঁ কমণ কাজ সাধীল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারিচ** *ক্রি* মেরেছো। 'ছয় পুত্র মোর মারিচ আপনি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **মারিএঁা** *ক্রি* মেরে। 'অসুর মারিএঁা/ ধরণী পাতিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারিতুম** *ক্রি* মারতাম। 'জেস্ট ভাই না হৈতা জবে আজী মারিতুম তবে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মারিতে** *ক্রি* হত্যা করতে। 'পুনরপি কৃষ্ণ মারিতে করহ সাজন।' *মালাধর*, ১৫০০। **মারিব** *ক্রি* হত্যা করবো। 'পাপ দুঠ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারিবাক** *ক্রি* মারবার। 'মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারিবার** *ক্রি* হত্যা করার। 'গোসাঞের আজ্ঞা হৈল তোমা মারিবার তরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মারিবারে** *ক্রি* মেরে ফেলতে। 'তোহ্মারি সে রূপেঁ মোরে মারিবারে পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারিবোঁ** *ক্রি* মারবো। 'মারিবোঁ পরাণে তোকে জালাআঁ গোআল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারিয়া** *ক্রি* মেরে। 'ধেনুক মারিয়া কৈল তাল ভক্ষণ।' *মালাধর*, ১৫০০। **মারিল** *ক্রি* মারলো। 'মারিল ভবমত্তা রে দহ দিহে দিধলি বলী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০। **মারিলু** *ক্রি* মারলাম। 'লঙ্কা পুড়িয়া জে মারিলু নিসাচর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মারিলে** *ক্রি* মারলে। 'মারিলে ধেনুক বনে তাল খাইলে দুইজনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মারিহ** *ক্রি* মেরো। 'জই তুম্হে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহ সি পঞ্চজণা।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। **মারিহে** *ক্রি* মারবে। 'যবেঁ তোরে মারিহে পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মারী** *ক্রি* মেরে। 'বাহুছাট মারী ভিমে ফালাইল দুরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মারীবাক** *ক্রি* মারতে। 'উর্দ্ধ বাহু করি জাএ ভিম মারীবাক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মারীলেক** *ক্রি* মারলেন। 'প্রসবিয়া মারীলেক গলা চাপি ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মারুক** *ক্রি* প্রহার করুক। 'প্রকারে মারুক গীয়া পাণ্ডব নন্দন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মারুক** *ক্রি* হত্যা করুক। 'বিসন্তনে মারুক গিয়া সিসু করি কোলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মারে ১** *ক্রি* হত্যা করে। 'হেনক হোছাল মারে লএ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* আঘাত করে। 'বন্দুকের হুড়া মারে কেহ ছোঁড়ে তীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মার্যা** *ক্রি* মেরে। 'মাথা ভাঙ্গিমু মার্যা পাউড়ির বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মার্যাছিল** *ক্রি* মেরেছিলো। 'কৃষ্ণচন্দ্র বক্ষে যেবা মার্যাছিল লাথি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **মার্তে, মার্ত্তে** *ক্রি* মারতে। 'আপনি রাজা; জানজাহানের মালিক; মাল্লেও মার্তে পারেন; রাখলেও রাখতে পারেন!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **মাল্যে** *ক্রি* মারলে। 'প্রাণ জেন ফাটি জাএ বুকে মাল্যে তীর।' *বড়ু*, ১৫৭০। **মাল্লে** *ক্রি* মারলে। 'টুস্কি মাল্লে রক্ত বেরোয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মারন্তা *বি* মারতে উদ্যত যে। 'মারন্তাক যে না মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মারা পড়া ১ *ক্রি* ডুবে যাওয়া। 'সে নৌকা পথে মারা পড়িয়াছে তিনখান বাচীয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **২** *ক্রি* প্রাণ হারানো। 'পরস্পর কাটাকাটি করিয়া উভয়ের হাতে উভয় মারা পড়িয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৩** *ক্রি* মৃত্যু ঘটা। 'হঠাৎ গাড়ী আসিয়া মারা পড়িবার সম্ভাবনা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মারামারি, মারামারী [স মারয়>] *বি* পরস্পর মারা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তিন জন মারামারি করিতে২ জলে পড়িল।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'রাত্রে লাঠালাঠী, মারামারী করা বুদ্ধির কার্য্য নহে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মারামারি করন *বি* একে অন্যকে মারা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মারা যাওয়া ১ *ক্রি* ডুবে যাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'অল্পক্ষণের মধ্যে দুই তিনখানা নৌকা মারা গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *ক্রি* প্রাণত্যাগ করা। 'আমাদের দেশে বড়ো বড়ো লোকেরা প্রায় অল্প বয়সেই মারা যান, ইঁহারা নিজের শরীরকে উপেক্ষা করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৩** *ক্রি* বন্ধ হওয়া। 'যাঁরা সমাজের রক্ষক তাঁদের খানাপিনা মারা যায়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

মারি ফেলন *বি* মেরে ফেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মারাঠা [স মহারাষ্ট্র>] *বি* ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের অধিবাসী। 'মারাঠারা যখন গুজরাত সুবা দখল করে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মারাঠি, মারাঠী [স মহারাষ্ট্রীয়>] **১** *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'পাহিড়া মারাঠি পাছে কর্ণাটের ঘর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* ভারতের মহারাষ্ট্রে বসবাসকারী। 'এক বিখ্যাত মারাঠী গণৎকার আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মারাত্মক [স] **১** *বিণ* ভয়ানক। 'শ্রীগরিলারা ... অতি দুর্দ্দান্ত-স্বভাব বা মারাত্মকপ্রকৃতির নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* গুরুতর। 'কথাটা তাদৃশ মারাত্মক নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **৩** *বিণ* প্রাণহানিকর। 'কিরূপ মারাত্মক হলাহলে পূর্ণ ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

মারাত্মকতা [স] *বি* সাংঘাতিকতা। 'মারাত্মকতার দিক দিয়া সেগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে তিনটি।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৭।

মারান [স মারি>] *বি* মারানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মারি[১] *দ্র* **মারী**

মারি[২] *বি* প্রহার। 'রাস্তায় মারি খাইয়া বস্ত্রাদি ত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৬।

মারিক *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ভোলানাথ মারিক।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মারিপোসা লিলি [ই] *বি* এক প্রকার ফুল। 'ঝাড়ে ঝাড়ে মারিপোসা লিলি।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

মারী [স] *বি* সংক্রামক রোগ বিস্তার; মড়ক। 'কেম্ব্রিজ নগরে ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

মারি [স মারী] *বি* সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব। 'আচানক মারি পড়নেতে অনেক২ মারা গেল।' *রামরাম*, ১৮০১।

মারিবিষ [স] *বি* যে বিষ মহামারী ডেকে আনে। 'চাই এত জ্বালাময় হলাহল, এমনই মারিভয়-হানা মারিবিষ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মারিভয় *বি* মহামারীর ভয়। 'চাই এত জ্বালাময় হলাহল, এমনই মারিভয়-হানা মারিবিষ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মারীগুটিকা [স] *বি* গুটিবসন্ত। 'নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মারীগ্রস্ত [স] *বিণ* সংক্রামক রোগে আক্রান্ত; মড়ক লেগেছে এমন। 'মারীগ্রস্ত পুনা যখন গোরা সৈন্যের আতঙ্কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মারী-ধ্বংস-স্তূপ [স] *বি* মহামারীতে ধ্বংস হয়ে গেছে এমন স্থান। 'গ্রীষ্মদগ্ধ তাপশুষ্ক মারী-ধ্বংস-স্তূপে নেচে নেচে গাই।' *নজরুল*,

১৯২৫।

মারীপীড়িত [স] *বিণ* মহামারী-আক্রান্ত। 'মারীপীড়িত দুর্ভাগাগণের অন্তিম অনুনয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মারীভয় [স] *বি* মড়কের আশঙ্কা। 'কেম্ব্রিজ নগরে ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

মারীমড়ক [স মারী-মরক] *বি* মারী ও মড়ক। 'যার বংশের বাতি/ নিভে গেছে মারীমড়কের হাওয়া লেগে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

মারীমত্ত [স] *বিণ* মড়কে উন্মত্ত। 'কার্তিকের রাত্তিরের পোকা, মারীমত্ত মাছি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৪।

মারী-মরু [স] *বি* মৃত্যুময় মরুভূমি। 'আমি চলি প্রলয়-পথিক – দিকে দিকে মারী-মরু রচি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মারুত [স মরুৎ] *বি* বাতাস। 'সঙ্গে নিল সহচর বসন্তমারুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মারুনি ভাল কি কাটুনি ভাল – যে কোনো শাস্তি দেওয়া হোক না কেন। 'এই কয় দিন মাফ করিতে হবে এখন মারুনি ভাল কি কাটুনি ভাল।' *কেরি*, ১৮০২।

মারুয়া [স মণ্ড] *বি* সুসজ্জিত বেদী। 'চারিদিকে মারুয়ার অন্তস্পট শোভাকার।' *সুলতান*, ১৭০০।

মারেকিন [ই আমেরিকান] *বিণ* মার্কিন। 'মারেকিন জাহাজ দুইখান।' *দর্পণ*, ১৮২০। দ্র **মার্কিন**

মারোয়াড়ি, মারোয়াড়ী *বি* ভারতের মাড়ওয়ার বা রাজপুতনার অধিবাসী। 'মারোয়াড়ী দুটি তো ... বকুনি শুরু করিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মারোয়ারিগিরি *বি* বণিকবৃত্তি। 'মারোয়ারিগিরি হচ্ছে ইউরোপীয় বৈশ্যত্বের কবন্ধ।' *সবুজ*, ১৯২০।

মার্ক [ই mark] **১** *বি* চিহ্ন। 'আপনি নিজে গিয়া ভাল২ চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* পরীক্ষায় কৃতকার্যতার জন্য প্রদেয় নম্বর। 'গুণগান করলেই পাস-মার্ক পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মার্ক করা *ক্রি* মনোযোগ সহকারে লক্ষ করা। 'আমি অনেকক্ষণ থেকে মার্ক করছি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

মার্ক পাওয়া *ক্রি* পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া; গণ্য হওয়া। 'বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মার্কারি [ই] *বি* বুধ গ্রহ। 'মার্কারি সূর্যের কাছ থেকে যতটুকু দূরে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মার্কস-পড়া [মার্কস+পড়া] *বিণ* কার্ল মার্কসের মতবাদ অধ্যয়ন করেছে এমন। 'আজকের দিনের মার্কসপড়া পাঠকেরা বলতে শিখেছি যে দারিদ্র্য দৈবকৃত ব্যাপার নয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মার্কসপন্থা [মার্কস+স পন্থা] *বি* মার্কস-নির্দেশিত পথ। 'তিনিও জেলে বসে মার্কসপন্থা, ইতিহাস, দর্শন ... ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর ভাবেন ও লেখেন।' *শিব*, ১৯৫৬।

মার্কসপন্থী [মার্কস+হি পন্থী] *বি* মার্কসবাদী। 'বিশের দশকে তিনি ছিলেন কায়মনোবাক্যে মার্কসপন্থী।' *শিব*, ১৯৫৬।

মার্কসীয় [মার্কস+স ঈয়] *বিণ* কার্ল মার্কসের তত্ত্ব সম্পর্কিত। 'রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মার্কা[1] [প মার্কা] *বি* চিহ্ন। 'মার্কা দিবার কালি দিয়া তাহাতে অক্ষর মুদ্রিত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মার্কামারা [প মার্কা+মারা] **১** *বিণ* চিহ্নযুক্ত। 'মার্কামারা শিশিতে ... অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* সবাই চেনে এমন। 'আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা ছেলে।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **৩** *বিণ* ছাপমারা। 'কোম্পানিবাহাদুরের মার্কামারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মার্কা[2] [ই মাক] *বি* পরীক্ষায় উত্তর লেখার মান নির্ধারণের জন্যে দেওয়া নম্বর। 'পরীক্ষার সময় বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'অঙ্কে দিদি এবার একশোর মধ্যে তেরো মার্কা পেয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মার্কা-মারা **১** *বিণ* উত্তীর্ণ। 'তখন বাহ্যিক ফললাভের চিন্তা ছিল না, পরীক্ষার মার্কা-মারা করে দেবার ব্যস্ততা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। **২** *বি* মূল্যায়ন। 'তাদের বিদ্যার কী মার্কা মারা হল এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **৩** *বিণ* ছাপ-দেওয়া। 'যথেষ্ট পরিমাণ টুলচৌকরি অসম্ভাব পূরণ করেছে দার্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাকবাক্স।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৪** *বিণ* বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'আজকাল কত ডুবে গেল কালের মহাপ্লাবনে মোটাদামের মার্কা-মারা পসরা নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মার্কাশূন্য [প মার্কা+স শূন্য] *বিণ* নম্বর পাওয়ার দরকার নেই এমন। 'আমি কোন মার্কাশূন্য পরীক্ষায় পাস করে চলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মার্কিন [ই আমেরিকান] **১** *বিণ* যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত। 'আমিরিকান রম (মার্কিন আনীস) মধ্যকে মদে জল দেবামাত্র সাদা দুদের মত হয়ে যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। 'তাহা ছাড়া খাঁটি মার্কিন, বিশ্রাম কাহাকে বলে জানে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'কোথাকার মহিলা সে ... মিস্ট্রিস মার্কিন?' *জীবন*, ১৯৪০।

মার্কিনত্ব [মার্কিন+স ত্ব] *বি* আমেরিকানদের বৈশিষ্ট্য। 'এর মধ্যে ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে ... আছে মার্কিনত্ব, চৈনিকত্ব, ইহুদীত্ব।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

মার্কিন দেশ [মার্কিন+স দেশ] *বি* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 'ইহার দৃষ্টান্ত ... কি চীন, কি মার্কিন দেশ কুত্রাপি কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মার্কিনায়ন [মার্কিন+স আয়ন] *বি* আমেরিকার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। 'বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক মার্কিনায়নের প্রবণতা গত এক দশকে প্রবলতর হয়েছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

মার্কিনী *বিণ* মার্কিন দেশীয়। 'দূষিত মার্কিনী প্রভাবের রাজত্ব।' *উমর*, ১৯৬৮।

মার্কেট [ই] *বি* বাজার। 'ডাল মার্কেট।' *জীবন*, ১৯৩১।

মার্কেটিং [ই] *বি* কেনা-কাটা। 'বাজারে মার্কেটিং করতে যায়।' *বেগম*, ১৯৫২।

মার্গ [স] **১** *বি* পন্থা। 'রাগানুগা-মার্গে তারে ভজে যেই জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* নিতম্ব। 'পাতা ছিড়িয়া সবে মার্গেত মুছিলে।' *বিজয়*, ১৬৫০; *মানোএল*, ১৭৪৩; 'অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অল্লে২ ব্যাঘ্রের মার্গেতে ধরিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* পথ। 'আকাশ মার্গে উত্থিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মার্গসংগীত [স] *বি* সুবদ্ধ সংগীত। 'অন্যধারে যবনের স্পর্শে মার্গসংগীত একেবারে জগন্নাথের ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'প্রায় সব মার্গসঙ্গীতে কথা এমন সোচ্চারভাবে অকিঞ্চিৎকর যে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মার্গান্তর [স] *বি* অন্য মার্গ। 'রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনা ... মার্গ থেকে মার্গান্তরে চলে গেছে একাধিকবার।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মার্গ[2] [ই মার্ক] *বিণ* চিহ্নিত। 'সে দিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে অ্যাসে দেঁড়ুয়ে থেকে জমিডেয় মার্গ মারালে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মার্গশীর্ষ [স] *বি* যে মাসের পূর্ণিমায় চাঁদের অবস্থান মৃগশিরা নক্ষত্রে; অগ্রহায়ণ মাস। 'মার্গশীর্ষ শুদ্ধ একাদশী তিথিতে রানির একটি পুত্র-সন্তান হল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মার্চ[1], **মার্চ্চ** [স] *বি* খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার তৃতীয় মাস। 'বিসা মাহ মার্চ সন ১৭৮৪।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'মাস্টা, ১৯ মার্চ্চ ইং ১৮৪২।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মার্চ[2] [ই] *বি* সৈন্যদের তালে তালে হাঁটা। 'ট্রেঞ্চের ভিতর একটা ব্যাটালিয়ান 'মার্চ' হচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'আধুনিক সৈন্যবাহিনীর মতো মার্চ করে যাচ্ছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মার্চেন্ট [ই] *বি* ব্যবসায়ী। 'বিরাট মার্চেন্ট! পৃথিবীর বড় বড় শহরে তার কারবার।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মার্জন, মার্জ্জন [স] ১ *বি* পরিষ্কারকরণ। 'স্নান করাইয়া অঙ্গ করেন মার্জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অপসারণ। 'উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদসংবাহন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* ক্ষমা। 'সম্পাদক মহাশয় তাহা মার্জন করিয়া আমারদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'তাঁহারদের দোষের কোন মার্জ্জন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মার্জনা, মার্জ্জনা [স] ১ *বি* পরিষ্কারকরণ। 'কেশের মার্জনা বেশ করিল আপনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* ক্ষমা। 'তাহারো দোষ মার্জ্জনা করিবেন।' *রামমোহন*, ১৮১৫। ৩ *বি* সংস্কার। 'যাঁহারা বুদ্ধির মার্জ্জনা দ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্মকে কাল্পনিক জানিয়াছেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

মার্জনাতীত, মার্জ্জনাতীত [স] *বিণ* ক্ষমার অযোগ্য। 'একটি গুরুতর, এবং মার্জ্জনাতীত রুচির দোষ ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মার্জনী, মার্জ্জনী [স] *বি* পরিষ্কার করার উপকরণবিশেষ; ঝাঁটা, ঝাড়ু ইত্যাদি। 'সবারে দিল এককে মার্জ্জনী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মার্জনীয়, মার্জ্জনীয় [স] *বিণ* ক্ষমা করা যায় এমন। 'অপরাধ মার্জনীয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; '... কাব্যে যতটুকু মার্জ্জনীয়।' *সওগাত*, ১৯১৯।

মার্জনী[1] *দ্র* **মার্জন**

মার্জনী[2] *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'মার্জনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মার্জা *ক্রি* মার্জনা করা; দূর করা। 'মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মার্জার, মার্জ্জার [স] *বি* বিড়াল। 'মূষকের রঙ্গেতে মার্জার রয় আড়ে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'তাঁহারদিগের প্রতি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র ও মার্জ্জার তপস্বীর দৃষ্টান্ত উচিত হয়।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

মার্জার তপস্বী, মার্জ্জার তপস্বি [স মার্জার তপস্বী] *বি* ভণ্ড তপস্বী। 'বৃদ্ধব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বির ন্যায় বিশ্বাসকারণ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মার্জারী [স] *বি স্ত্রী* বিড়াল। 'মার্জারী আসিয়া কোলে আচড়িল পয়োধরযুগে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মার্জিত, মার্জ্জিত [স] ১ *বিণ* পরিচ্ছন্ন। 'প্রত্যহ প্রাতে উবটান বৈকালে সাবান দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* পরিশীলিত। 'বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* পরিষ্কৃত। 'রীতিমত আহার পাইলে, এবং শরীর রীতিমত মার্জিত ও মর্দিত হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৪ বি বিদগ্ধ। 'সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে হৃদয়ের বৃত্তিসকল যে ক্রমশ মার্জি ও সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মার্জিতবুদ্ধি, মার্জ্জিতবুদ্ধি [স] *বি* পরিশীলিত বুদ্ধি। 'ধনী হই পক্ষপাতশূন্য ও মার্জিতবুদ্ধি হয় এমত নহে।' *দর্পণ*, ১৮২ 'মার্জ্জিতবুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত না হইলে বহুতর অমঙ্গল ঘটন সম্ভাবনা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মার্জিতমন [স মার্জিতমন] *বি* পরিশীলিত-মন। 'ইংরেজি সাহিত্য জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মার্জিতরুচি [স] ১ *বিণ* সুরুচিসম্পন্ন। 'মার্জিতরুচি নবীন পাঠ এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বিণ* সভ 'মার্জিতরুচি জনপদে ... ভেসে যাব একা একা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মার্জিত হওয়া *ক্রি* সেরে ওঠা। 'কবরেজের তেল মালিশ ক মার্জিত হলাম, ভালো হলাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মার্জিন [ই] ১ *বি* প্রান্তভাগ। 'লাইনগুলি সমান, দুই ধারে মার্জিন, উপ পাতার সংখ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* ফাঁকা জায়গা। 'কারও জ কোনো মার্জিন না রেখে সম্পূর্ণ নিজের রচনা বিস্তার করতে থাকে *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* পার্থক্য; সীমানা। 'সরকারী দলের বিঘোষিত সংখ্যাগুরুত্বের মার্জিন যদি কার্য্যক্ষেত্রে এই হয় ... *আজাদ*, ১৯৬৪।

মার্তণ্ড, মার্ত্তণ্ড [স] *বি* সূর্য। 'একত্রে মার্তণ্ড শশী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মার্তণ্ডকর, মার্ত্তণ্ড-কর [স] *বি* সূর্যের আলো। 'প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কর ত লাগে তারে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মার্থিয়ো [স মাৎসর্য] *বি* মাৎসর্য। 'লোভ মোহ মদো মার্থিয়ো আলিং এহার কিছুই নাহি?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মার্দানা [ফা] *বি* পুরুষ। 'দলে দলে জানানা-মার্দানা চলেছে।' *মাহেন* ১৯৪৯।

মার্ফিয়া [ই] *বি* মরফিন নামক ব্যথানাশক মাদকবিশেষ। 'তীব্র শির তন্দ্রিল মার্ফিয়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

মার্বল [ই] *বি* শ্বেতপাথর; মর্মর। 'টেনিস আছে, মার্বলের টেবিল আ ড্রয়িংরুমে গান-বাজনার আড্ডা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। *দ্র* **মার্বেল**

মার্বলগুলিকা [ই মার্বেল+স গুটিকা] *বি* খেলার জন্য তৈরি পাথ কাচ প্রভৃতির ছোটো গুটিকা। 'মার্বলগুলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণে দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মার্বল পাথর [ই মার্বেল+পাথর] *বি* পাথরবিশেষ। 'প্রকাণ্ড সরোব মার্বল পাথরের সিঁড়ি তলা পর্য্যন্ত মার্বল পাথরে বাঁধানো।' *হরপ্রসা* ১৮৮১।

মার্বার [ফা মর্মর] *বি* মর্মর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মার্বেল [ই] *বি* পাথর, কাচ প্রভৃতির তৈরি খেলার ছোটো গুটিকা। 'ি মার্বেল, ছিল যাকে বলে ব্যাটবল – ক্রিকেটের অত্যন্ত দূর কুটুম্ব *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'মুখে মার্বেলের গুলি রাখার প্রাকটিস ক তোতলামি সারিয়ে ফেললেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০। *দ্র* **মার্বল**

মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত *বিণ* সাধারণত বই বাঁধাইয়ের কাজে ব্যবহ মার্বেল পাথরের মতো চিত্রিত কাগজ। সেই কাগজ দিয়ে মোড়ানে 'মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মার্মালেড [ই] *বি* কমলালেবু ও তার খোসা মেশানো জ্যাম; মিষ্টি মণ্ড জাতীয় খাবার। 'যদি পনির, বিস্কিট, মার্মালেড ও দুধের মোরব্বা না খাও তবে উপবাসে মর।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মার্যন, মার্য্যন [স মার্জন] *বি* প্রক্ষালন; পরিষ্কারকরণ। 'দন্তধাবন কৈল জলেত মার্য্যন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মার্শাল ল [ই] *বি* সামরিক শাসন। 'মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন মার্শাল ল'র জামানায়ও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

মার্সাল লা [ই] *বি* সামরিক আইন। 'মার্সাল লা জারি হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মার্সিএল লা [ই মার্শাল ল] *বি* সামরিক আইন। 'তিনি কাহার উপর মার্সিএল লা চাপাইবেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৬।

মার্সিয়া [আ] *বি* মহররমের শোকগান। 'রুবাইয়াত, মাসনবী, কাসিদা এবং মার্সিয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মার্হাট্টা [স মহারাষ্ট্র] *বিণ* মারাঠি; ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে বসবাসকারী। 'মার্হাট্টা দস্যু ও শিখ দানবদিগের হস্তে ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

মাল[1] [স মাল্য] *বি* মালা। 'করঙ্গরুবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাল[2] [স মল্ল] *বি* মল্লযোদ্ধা; পালোয়ান। 'মালে মালে রণ করে দুহাঁ বিন্ধাবিন্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পণ্ডিতে পণ্ডিতে কক্ষা মালের মালম শিক্ষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মালকাছা *বি* দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পিছনে গোঁজা ধুতি লুঙ্গি প্রভৃতির কোঁচা। 'পরনের তহবন্দটা মালকাছা মারিয়া ... তাদের কাঁধে উঠেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মালকাছামারা *বিণ* মালকোঁচা ধারণ করেছে এমন। 'বিশ-ত্রিশ জন মালকাছামারা বলিষ্ঠ যুবক।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মালকোঁচা, মালকোচা *বি* দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পিছনে গোঁজা ধুতি লুঙ্গি প্রভৃতির কোঁচা। 'সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় মালকোঁচা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মালকোচ্চা *বি* দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পিছনে গোঁজা ধুতি লুঙ্গি প্রভৃতির কোঁচা। 'মালকোচ্চা মারা পালোয়ানদের বুকে একটুকরো জামার উপর ময়লা নীল কাপড় ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মালকোছা *বি* মালকোঁচা; দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পিছনে ধুতি লুঙ্গি প্রভৃতির কোঁচা। 'আসল হেঁকে গাঁয়ের মোড়ল মালকোছাতে কাপড় পরি।' *জসীম*, ১৯২৯।

মালশাট, মালসাট [স মল্ল+স শাট] **১** *বি* মালকোঁচা। 'মালসাট মারিয়াত দেব শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* আস্ফালন। 'হুহুঙ্কার মালসাটে কেশরীর রব ছুটে।' *মুরারি*, ১৫৭০। **৩** *বি* হুঙ্কার। 'পেলি অস্ত্র লোফে বীর মারে মালশাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাল[3] [স মল্ল] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাল বৈসে পুরের বাহিরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাল[4] [আ] **১** *বি* ধন-সম্পদ। 'মদিনার অর্ধ মাল দিবারে তাহারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* পণ্যদ্রব্য। 'মাল বিক্রি হইলে টাকা দিব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'ইহার মধ্যে ১৪৫৭ চৌদ্দ শত সাতান্ন টিকীট মাল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* রাজস্ব; খাজনা। 'কলিকাতার মাল, আদালত ও ফৌজদারী এই তিন কর্মনির্বাহের ভার একজন সাহেবের উপর ছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* কাঙ্ক্ষিত বস্তু। 'ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মালওলা [আ মাল+হি ওয়ালা] *বি* সম্পদশালী ব্যক্তি। 'নামজাদা মালওলা গায় মাখা রাঙ্গা ধুলা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মালকোরক [আ মাল+আ করক] *বি* মাল আটক। 'সে লোক দিগকে কয়েদ করিয়া কিম্বা মালকোরক রাখিয়া ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মালখাউদ [আ মাল+ফা খাউদ] *বি* যে দানপত্র করে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাল-খাজানা [আ মাল+আ খাজানাহ্] *বি* রাজস্ব। 'মাল-খাজানা চিরদিনের মতো নির্ধারিত ও স্থায়ী করে দেওয়া হবে কি না?' *প্রমথ*, ১৯১৯।

মালখানা [আ মাল+ফা খানাহ্] *বি* মূল্যবান ধনসম্পদ রাখার কক্ষ; ধনাগার। 'ডঙ্কা দিয়া দপ্তর ও মালখানা সমস্ত বন্ধ করিলেক।' *রামরাম*, ১৮০১; 'মালখানার দ্বারে দরোয়ানগিরি করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মালগাড়ি *বি* মাল বহনকারী রেলগাড়িবিশেষ। 'একখানা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মালগুজারি, মালগুজারী [আ মাল+ফা গুজার] *বি* খাজনা; রাজস্ব দেওয়া। 'মালগুজারি করিয়া জে বাকী ছিলা ...।' *মেয়র্স*, ১৭৬৭; 'তাহা তোমাকে ইজারা দিলাম মাফিক পরগনা মালগুজারি করিয়া আমার মুনাফা দিয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'আমার মালগুজারি নিজ জোতে সাড়ে তিন সও টাকা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আপনারদের মালগুজারী দিল্লিতে সদর তাহত সে স্থানে লোক পাঠাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মাল-গুদাম [আ মাল+প গুদাও] *বি* যে ঘরে নানাবিধ মালপত্র রাখা হয়; ভাঁড়ার। 'এরা যেন মৃত্যুর মাল-গুদাম।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'হোসেন রেলের মালগুদামে গেল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাল-চালান [আ মাল+ফা চালান] *বি* মালামাল রপ্তানি। 'মাল-চালানের পথও ছিল সংকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মালজামিন [আ মাল+ফা জামিন] *বি* সম্পত্তির বিনিময়ে জামিন। 'মালজামিন মাতবর দিতে হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মালজাহাজ [আ মাল+আ জাহাজ] *বি* মালবাহী জাহাজ। 'মালজাহাজ লাদাই করা যে অফিসারের কর্ম ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মালটাল [আ মাল>] *বি* টাকা-পয়সা। 'কিছু মালটাল আনতে পার কি না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মালদার [আ মাল+ফা দার] *বিণ* সম্পদশালী; ধনবান। 'কারুন নামজাদা মালদার।' *মনসুর*, ১৯৫০।

মালপত্তর [আ মাল+স পত্র>] *বি* জিনিসপত্র। 'মালপত্তর তুলিয়া সুভদ্রা আবদলের রিকশায় উঠিয়া বসে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মালপত্র [আ মাল+স পত্র] **১** *বি* জিনিসপত্র। 'মালপত্র রওনা করব বলে গোরুর গাড়ি ডাকতে বলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* পণ্যসামগ্রী। 'দোকানের মজুত মালপত্র।' *মানিক*, ১৯৪০।

মালপানি [আ মাল+হি পানি] *বি* টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ। 'মালপানি তো বহুত বানাইয়া রাখছে আগেই।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

মালবাহী [আ মাল+স বাহী] *বিণ* মাল বহন করে এমন। 'মালবাহী স্টিমারের বো-সান পর্যন্ত সে হইয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মালমশলা [আ মাল+আ মসালিহ্] **১** *বি* কোনো দ্রব্য তৈরির

প্রয়োজনীয় উপাদান। 'উভয়ের উপকরণ মালমশলা একই রকম হইতে পারে।' *সবুজ*, ১৯২০। ২ *বি* তথ্য ইত্যাদি উপকরণ। 'পাণ্ডুলিপির মাল-মশলা সংগ্রহ করে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৭।

মাল মশালা *বি* উপকরণ। 'তাঁহারা মাল মশালা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যেরা ঘর গাঁথে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মালমসলা ১ *বি* উপকরণ। 'শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণে ... কী পরিমাণে মালমসলা দিয়া থাকেন তাহাই দেখিব।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮। ২ *বি* বিষয়। 'অনেক বাজে মাল-মসলা আসিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মালমাত্তা [আ মাল+আ মাত্তা] ১ *বি* ধন-সম্পদ। 'পরিবার মারিব লুটিব মালমাত্তা।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বহু মাল-মাত্তা লইয়া মিসরে রওয়ানা হইলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০। ২ *বি* জিনিসপত্র। 'দরকারী মালমাত্তা সিলেট শহরে নেমে সংগ্রহ করেছেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

মাল[৪] [আ মাল] *বি* (অশ্লীল ইঙ্গিত অনুযায়ী) যৌন-আবেদনপূর্ণ নারী। 'যে নৌকো খানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরামিষ্যি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মাল[৫] [আ মাল] *বি* মদ। 'ল্যাকপ্যাক করছিস যে মাল খেয়ে নেমেছিস নাকি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মাল টানা *ক্রি* মদ খাওয়া। 'মাল টানবে একটু?' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

মাল-টাল *বি* মদ ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য। 'গান-বাজনা নিয়ে থাকে, আর একটু একটু মাল-টাল খায়।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মাল দেওন *বি* মাল দেওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মালপানি [আ মাল+হি পানি] *বি* মদ জাতীয় পানীয়। 'এই নাও মিষ্টি ও কিছু মালপানি আনাও।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মালকিন [আ মালিক>] *বি* শাসনকর্ত্রী। 'আমার পত্নীকে এই রাজ্যের রানি এবং মালকিন (শাসনকর্ত্রী) বলে সরকার অনুমোদন করেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মালকোশ, মালকোষ *বি* (সঙ্গীত) একটি রাগ। 'মালকোষ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ঝিঁঝিট-খাম্বাজে কেহ, কেহ মালকোশে/ হিন্দোলে হুংকারে কেহ ওস্তাদি আক্রোশে।' *নজরুল*, ১৯২৯; 'কানাড়া আড়ানা মালকোষ দরবারী তোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মালক্কা *বি* বড়ো আকারের কিশমিশ। 'মালক্কাই নিতে হল বেশী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মালখাম্বা [আ মাল+খাম্বা] *বি* মোটা থাম। 'তিনি নিজে নিয়মিত মেয়েদের নিয়ে মালখাম্বা, নারিকেলে সাদা দাগ দিয়ে ... ।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মালঞ্চ [স] *বি* ফুলবাগান। 'প্রবেশিলা নীলাম্বর মালঞ্চ ভিতরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মালতী [স] *বি* এক প্রকার ফুল। 'মালতীমল্লিকাকলিকাত নাহি গন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মালতি [স মালতী] *বি* এক প্রকার ফুল। 'তুলসি মালতি জাতি অমলকী কুন্দ জুতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মালতিমালা *বি* মালতী ফুলের মালা। 'বিপথে পরল জৈছে মালতিমালা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মালতীবালা [স] *বি* মালতীকলি; মালতী ফুল। 'বিজন বনে মালতীবালা আছিস কেন ফুটিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মালতীমালা [স] *বি* মালতী ফুলের মালা। 'ওলাল মালতীমালে করিল বিলাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মালতীমুকুল [স] *বি* চামেলি ফুলের কুঁড়ি। 'মালতীমুকুলে বায়ু করে যায় অনুনয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মালতীলতা [স] *বি* মালতী ফুলের গাছ। 'একটি পূর্ণপুষ্পিতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোজ্জ্বল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মালথসি [ই ম্যালথাস>] *বিণ* অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাসের তত্ত্ব সম্বন্ধীয়। 'এ রকম কঠিনহৃদয় মালথসি বুলি রাখিয়া দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মালদই [মালদহ>] *বিণ* মালদহের। 'মালদই নলাটী চিকণ সরবন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মালদহিয়া [মালদহ>] *বিণ* মালদহ অঞ্চলের তৈরি। 'পাটনাইয়া ঢাকাই মালদহিয়া পৃথক২ আড়ঙ্গের রেসমি বস্ত্র তরোবতরো।' *রামরাম*, ১৮০১।

মালপো, মালপোয়া *বি* ময়দা বা চালের গুঁড়ায় তৈরি ঘিয়ে বা তেলেভাজা লুচিজাতীয় মিষ্ট খাবারবিশেষ। 'যারা ময়দা পেয়ে মালপো বিলোয়।' *নজরুল*, ১৯৩২; 'দই, লাড্ডু, মালপোয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩৮

মালব [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মালবরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মালবশ্রী [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মালবশ্রীরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মালবিকা [স] *বি* প্রাচীন মালব (ভারতের রাজস্থান) দেশের নারী। 'বন্দী হতেম না জানি কোন মালবিকার জালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মালম [স মল্ল] *বি* মল্লবিদ্যা। 'পত্তিতে পত্তিতে কক্ষা মালের মালম শিক্ষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মালয় *বি* দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া সংলগ্ন সাগর। 'নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে।' *জীবন*, ১৯৪২।

মালয়ালী *বিণ* দক্ষিণ ভারতের মালয়ালম দেশ সংক্রান্ত। 'জ্যোৎস্নায় মালয়ালী-নারিকেল, ফুল সোনা সৌন্দর্য।' *জীবন*, ১৯৪০।

মালশা *বি* হাঁড়িজাতীয় মাটির পাত্রবিশেষ। 'মা এখানেই আমাদের জন্য মালশায় করে তাতে-ভাত ফুটিয়ে দিয়েছিলেন।' *সুনীল*, ১৯৭০। *দ্র* মালসা

মালশী, মালসি, মালসী [স মালবশ্রী] ১ *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'রাগ মালশী।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০; 'মালসি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মালব রাগের সার ছয় প্রিয়া বন্দো তার ধানসী মালসী দুইজনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* গানবিশেষ। 'নানা বাদ্য বাজে আর মঙ্গল মালসি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মালসী গবুড়া [মালবশ্রী গৌড়া] *বি* রাগবিশেষ। 'রাগ মালসী গবুড়া।' *চর্যা ৪০*, ১২০০।

মালসা [স মল্লক>] *বি* তুষের আগুন রাখার পাত্র। 'বিধবা বৌটি মালসায় আগুন আনিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মালসা-খ্যাংরা *বি* সানকি ও ঝাঁটা। 'তোর মালসা-খ্যাংরা নিয়ে বস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মালসাভোগ *বি* বৈষ্ণবদের মহোৎসবে মালসায়-করা এক প্রকার ভোগ। 'কোথা যাও মনোহর মালসাভোগ ফেলে?' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মালসাটা [স মল্লক>] *ক্রি* হুঙ্কার দেওয়া। 'সম্বল কিছুই নাই মুখে

মালসাটি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মালা[1] [স] ১ *বি* জপমালা। 'আগম পোথী ইষ্টামালা।' *চর্যা ৪০*, ১২০০; 'কেউ মালা কেউ তসবি গলে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* ফুলের মালা। 'খদিরকুসুমমালা আউলাইল চিকুরে।' বড়ু, ১৪৫০; 'মালতীর মালা তাহে বেড়া সারি সারি।' বড়ু, ১৫৭০।

মালাকর [স] ১ *বি* মালী। 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* ফুলের মালা তৈরি করে যে। 'ছুঁচ নিয়ে মালাকর দুবেলা ফোটায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মালাকার [স] *বি* ফুলবাগানের পরিচর্যাকারী। 'প্রভু বোলে ভাল মালা দেহ মালাকার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মালাকারধর্ম, মালাকার-ধর্ম্ম [স] *বি* মালীর কাজ। 'এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মালা-খসা *বিণ* মালা থেকে খসে-পড়া। 'উল্কা আমাদের মালা-খসা ফুল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মালাগাছ [স মালা+গাছ] *বি* সুতায় গাঁথা ফুলের একটি মালা। 'কুঁদফুলের মালাগাছটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মালাগাছি [স মালা+গাছ] *বি* সুতায় গাঁথা ফুলের একটি মালা। 'গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মালাচন্দন [স] *বি* শ্রদ্ধা অথবা পূজার জন্যে ব্যবহৃত ফুলের মালা ও চন্দন। 'মালাচন্দন দিলে অজায়গায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মালাছড়া *বি* ফুলের মালা। 'দেখুন, আমি মনের সাধে এই মালাছড়াটি গেঁথেছি।' *মন্মাররক*, ১৮৬৯।

মালা জপা *ক্রি* আরাধ্যকে বারে বারে স্মরণ করা। 'কেহ কহিবে আমি মালা জপি না।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মালাবদল [স মালা+আ বদল] ১ *বি* পরস্পরের গলার মালা বিনিময়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'অন্ধকারে মালা-বদল কে করো' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন। 'কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালা-বদল হয়ে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মালা[2] [স মল্ল] ১ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মোহনলাল মালা।' *সেবধি*, ১৮৪০। ২ *বি* মালো; হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'থেকে নদীনদে, ঝিলবিল হ্রদে, মাছ ধ'রে খায় মালা জেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মালা[3] [স মল্লক] *বি* নারিকেলের ভিতরের শক্ত খোল; আঁচা। 'নারিকেলের চারটি সামগ্রী – জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'এক মালা জল ছেঁচতে গেলে তিন মালা যোগায় তলায়।' *লালন*, ১৮৯০।

-মালা [স] বহুবচনসূচক প্রত্যয়। 'স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মালাই [ফা বালাই] *বি* দুধের সর। 'বেল ফুল! বরফ! মালাই! চীৎকার শুনা যাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মালাইকারি [ফা বালাই+তা কারি] *বি* দুধ ও চিনি সহযোগে রান্না করা চিংড়ি। 'মালাইকারি আর বর্মাই ভাপ্পি যতই খান না কেন ...।' *জীবন*, ১৯৩৩; 'মালাইকারি আমাকে লালায়িত করেছে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মালাই-চিংড়ি [ফা বালাই+চিংড়ি] *বি* দুধ ও চিনি সহযোগে রান্না করা চিংড়ি। 'বাঙালীর সর্ষে-ইলিশ, মালাই-চিংড়ি, ডাব-চিংড়ি, বাঙালী বিধবার নিরামিষ ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মালাইচাকি [স মালাচক্র] *বি* হাঁটুর গোলাকার অস্থি। 'মড়ার মালাই চাকি রঘু বোয়াল গিলে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মালাউন [আ] ১ *বিণ* অভিশপ্ত। 'সেই পিথি নামাকুল হবে মালাউন।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে মুসলমানদের-দেওয়া গালিবিশেষ। 'যে কাজ মালাউন শয়তানে করিতে ভয় করে।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

মালাকার[1] *দ্র* **মালা**[1]

মালাকার[2] [স] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মালাকার ২৫৫৬০ জন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মালাণ্ড *বি* ভারতের মালাবারের অধিবাসী। 'গোয়ানি বাঙালি মালাণ্ড যাই হোক না কেন।' *জীবন*, ১৯৩৩।

মালাবার *বিণ* দক্ষিণ ভারতের মালাবার প্রদেশে প্রচলিত। 'পাশ্চাত্য ও মালাবার স্ত্রীপরিচ্ছদের বিভিন্নতাও প্রায় তদনুরূপ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মালাম [স মল্ল>] *বি* মল্লযুদ্ধ। 'মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

মালি [স মালা>] ১ *বি* মালা। 'আওলা বকুল মালি মধুকর করে কেলি।' *মালাধর*, ৪৫০০। ২ *বি* বাগান পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'একদীন এক মালির মায়ে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'সরকার ও মালি দৌবারিক প্রভৃতির বেতন ন্যূন সংখ্যায় ৭০ টাকা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। *দ্র* **মালী**

মালিনি [স মালিনী] *বি স্ত্রী* বাগান পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'সেই মালিনি এক ঔসধ সওদাগরের গায়ে ফেলিয়া মারিলেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মালিনী [স] ১ *বি স্ত্রী* বাগান পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'মালিনী বিমলা নামে গিয়াছে বিদ্যার ধামে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* মালায় সজ্জিত। 'মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মালিক[1] [আ] ১ *বি* মনিব। 'যতনে আনিলা তবে মালিক গোচর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* অংশীদার। 'অভাগীর পতি বাজেজমার মালিক।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* স্বত্বাধিকারী। 'আমার ছাওয়াল আমার দৌলতের মালিক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৪ *বি* নিয়ন্ত্রণকারী। 'মহাশয় আমার অহিক পার্থিকের মালিক।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ৫ *বি* প্রভু। 'এ দেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৬ *বি* জমিদার। 'চর যে-গাঁয়ের লাগাড় হয়ে উঠবে, সেই গাঁয়ের মালিক পাবে।' *তারা*, ১৯৪০। ৭ *বিণ* অধিকারপ্রাপ্ত। 'ছয় আনার ট্যাক্স দেনেওয়ালারা এই প্রথম ভোট দিবার মালিক হয়েছে।' *মনসুর*, ১৯৪৪।

মালিকত্ব [আ মালিক+স ত্ব] *বি* মালিকানা। 'অবশেষে কোলিয়ারি মালিকত্বে পৌঁছেছিল গিয়ে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মালিক-মোখতার [আ মালিক+আ মুখতার] *বি* প্রতিনিধি। 'তাঁর দলইতো কেন্দ্রের মালিক-মোখতার।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

মালিকহীন [আ মালিক+স হীন] *বিণ* বেওয়ারিশ; দাবিদার নেই এমন। 'মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই।' *মানিক*, ১৯৪০।

মালিকান [আ মালিক>] *বি* মালিক। 'তাই ছেড়ে দেয় সার্ধ লোকালয় আদি মালিকানদের।' *শক্তি*, ১৯৭০।

মালিকানা [আ মালিক>] *বি* স্বত্বাধিকার। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বাড়ির

মালিকানা অনেক দিন গেছে।' *তারা*, ১৯৪৩।

মালিকিয়ত [আ মালিক>] *বি* মালিকানা। 'মালিকিয়তের সাবুদ তলব করেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মালিকীস্বত্ব [আ মালিক>+স স্বত্ব] *বি* মালিকের অধিকার। 'জমির উপর কোনোরূপ মালিকীস্বত্ব নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

মালিক[2] [আ] *বি* বংশনাম-বিশেষ। 'বৃন্দাবন চন্দ্র মালিক।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মালিকা [স] *বি* মালা। 'সবে তবে ছিলে লো বালিকা, যথা মুদিতা মালিকা।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

মালিকাগাছি *বি* ছোটো মালাটি। 'পূর্ণ মালিকাগাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মালিনী[1] *দ্র* **মালি**

মালিনী[2] *বি* একটি নদীর নাম। 'ছোটো নদী মালিনী।' *অবন*, ১৮৯৬।

মালিনী[3] [স] *বি* ছন্দবিশেষ। 'রিক্তা (মালিনী ছন্দের অনুকরণে)।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মালিন্য [স] ১ *বি* মলিনতা; আনন্দহীনতা। 'মনের মালিন্য দূর করিয়া উপকৃত করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* প্রীতির অভাব। 'মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মালিয়ানী [স মালিনী] *বি* মালিনী। 'মালিয়ানী বলে শুন পুরুষ রতন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মালিশ [ফা মালিশ] ১ *বি* ঘষা। 'নিজের কোমরে গরম সর্ষের তেল মালিশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান-হাত হরতাল করে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বি* মালিশ করার দ্রব্য; মলম। 'খানিকটা মালিশ নিয়ে মালিশ করে দিতে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মালিশ করা *ক্রি* চামড়ার উপরে ধীরে ধীরে ঘষা। 'খানিকটা মালিশ নিয়ে মালিশ করে দিতে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মালিস [ফা মালিশ] *বি* মর্দন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মালিসি [ফা মালিশ>] *বি* মর্দন করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মালী [স] ১ *বি* মালা। 'মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০। ২ *বি* বাগান পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'বিলাই চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মালীবউ *বি* মালিনী। 'মালীবউ যেন ছিঁড়িয়া লয় না, বারণ করিও তারে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মালুম [আ] ১ *বি* বিবেচনা। 'দেখিয়া তামাম লোকে মালুম করিয়া ...।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'তাহার আনগুান নসিয়ত মত লিখি ইহাতে মালুম করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* অনুমান; আন্দাজ। 'মালুম তাতি ক্ষিতাঁত দুই থানের জেয়াদা কাপড় দাখিল করিতে পারে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৩ *বি* ধারণা; উপলব্ধি। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'মোর মালুম হয় ওনা দেওয়ানা হয়েছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* অবগত; জ্ঞাত। 'গবনর জানেরেল কৌঘলেতে মালুম হইল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'তাহার দিগের বয়ানে মালুম হইয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মালুম হওয়া *ক্রি* বোধগম্য হওয়া। 'তাহার দিগের বয়ানে মালুম হইয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মালুম কাঠ, মালুম-কাট [আ মালুম+স কাষ্ঠ] *বি* নৌযানে দিশারির দাঁড়াবার স্থান; মাস্তুল। 'দিসারু বসিতে পাট উপরে মালুম-কাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; *মানোএল*, ১৭৪৩।

মালুয়া [স মল্ল] *বি* মল্ল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মালেক [আ মালিক] ১ *বি* প্রভু। 'এবার কে তোর মালেক চিনলে না তারে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* অধিকারী। 'মাটির মালেক যদি হয় ভূপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মালেকা [আ] *বিণ* অধিকারিণী। 'মালেকা সুরাইয়ার জন্য চক্ষু অশ্রুসজল।' *রোকেয়া*, ১৯২৯।

মালো [স মল্ল] *বি* মল্ল। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বাঙ্গালার মধ্যে মাল এবং মালো বলিয়া দুইটি জাতি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মালোয়ার *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

মালোয়ারি [ই ম্যালেরিয়া] *বি* (ব্যঙ্গ) ম্যালেরিয়া। 'পাইব গান দোল পূর্ণিমাতে/ মালোয়ারি জ্বর আসলে রাতে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মাল্য [স] *বি* মালা। 'রাঙ্গা মাল্য রাঙ্গা বস্ত্র পরিয়া মুরতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাল্যগাছি *বি* মালাটি। 'শুভ্র মাল্যগাছি গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মাল্যগ্রহণ [স] *বি* অর্ঘ্য হিসেবে মালা গ্রহণ। 'তারপরে স্টেশনে মাল্যগ্রহণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাল্যচন্দন [স] *বি* ফুলের মালা ও চন্দন। 'সবাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্যচন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সেদিনকার মাল্যচন্দন, নববস্ত্র ও হোম-ধূমের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাল্যবদল [স মাল্য+আ বদল] *বি* মাল্য বিনিময় করে সম্পর্ক স্থাপন। 'রত্নমালা আনবি যবে মাল্যবদল তখন হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মাল্যভূষিত [স] *বিণ* মালায় শোভিত। 'তাঁকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়।' *বেগম*, ১৯৭৩।

মাল্যমোদক [স] *বি* নৈবেদ্য। 'ধর্মশীল লোকেরাও দেবপূজার উদ্দেশে দক্ষিণাদান ও মাল্যমোদক প্রস্তুত করিতে সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মাল্যানী [স মালিনী] *বি* মালীর স্ত্রী। 'মাল্যানী জুড়িয়া কর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মাল্লা [আ মল্লাহ্] *বি* নৌযান চালকের সহযোগী। 'কোন জাহাজে মাল্লারা সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিমোত্তর ভাগে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মাশ [স মাংস] *বি* মাংস। 'হিরা নিদয়ার কাছে মাশের পশার বেচে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাশরুম [ই] *বি* এক ধরনের ছত্রাকজাতীয় সবজি। 'বাড়ী যদি বীরভূম/ খাবেন ছাতু মাশরুম।' *অন্নদা*, ১৯৫৪; 'ব্যাঙের ছাতা, ইংরেজিতে যাকে বলে মাশরুম।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মা শা আল্লা – (আশীর্বাদ প্রকাশে) আল্লাহ রক্ষা করুন। 'মা শা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিন্দেগী দরাজ করুন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মাশুক [আ] *বি* প্রেমিকা। 'মাশুকের যে হয় আশেকি/ খুলে যায় তার দিব্য আঁখি।' *লালন*, ১৮৯০; 'মাশুককে আদর করা হয় নাই, কেন?' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

মাশুল [আ মাহসূল] ১ *বি* শুল্ক। 'কলিকাতার এক আনা মাশুলের ডাকঘর।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* ডাক খরচ। 'পার্শেল পোস্টে পাঠাতে মাশুল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি*

বখশিশ। 'পেয়াদার মাশুল জোগাইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মাশুলঘর [আ মাহসুল+ঘর] *বি* শুল্ক আদায়ের স্থান। 'মাশুলঘরের নিকুচি।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

মাশুলবাবু [আ মাহসুল+বাবু] *বি* শুল্ক আদায়কারী। 'মাশুলবাবু ড্যাকরা।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

মাষ[১] [স মাস] *বি* মাস। 'কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাষ[২] [স মাষক] *বি* মাষকলাই; ডালবিশেষ। 'তায় ফলে মাষ সরিসা তিল কাবাস ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাষবড়া *বি* মাষকলাইয়ের বড়া। 'মুদগ বড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাষা *বি* সোনা ওজনের এককবিশেষ; এক তোলার আট বা দশ ভাগের এক ভাগ। 'এক মাষা সোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মাষ্টর [ই] **১** *বি* শিক্ষক। 'পাঠশালার অন্য পড়ুয়া এবং মাষ্টরের নিকট জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বি* তত্ত্বাবধারক। 'শীঘ্র রিপোর্ট করিতে কোর্টের মাষ্টরকে ভার হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মাষ্টার [ই] **১** *বি* গৃহশিক্ষক। 'অল্প-স্বল্প মাহিনাতে একজন মাষ্টার দিতে পারো?' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বি* শিক্ষক। 'স্কুল যমালয় হতেও ভয়ানক – পণ্ডিত ও মাষ্টার যেন বাগ বিবেচনা হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বি* বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের অধ্যক্ষ। 'প্রত্যেক কলেজের এক একটি অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহাকে সচরাচর মাষ্টার বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। দ্র **মাস্টার**

মাষ্টারগিরি [ই মাস্টার+ফা গিরি] *বি* শিক্ষকতা। 'পরে রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই স্কুল-মাষ্টারগিরি করিয়াছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মাষ্টার বাবু [ই মাস্টার+ফা বাবু] *বি* শিক্ষক। 'মাষ্টার বাবু ... এলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মাষ্টার মশাই [ই মাস্টার+স মহাশয়] *বি* শিক্ষক। 'মাষ্টার মশাই তামাক খাবার ঘরে জল খেতে গ্যাচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মাষ্টারমশাই হাইবেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাষ্টারি, মাষ্টারী *বি* শিক্ষকতা। 'সুতরাং মিনি মাইনের স্কুল মাষ্টারী কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'গ্রামের স্কুলে যে মাষ্টারিটি জুটিয়াছিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

মাষ্টারী-ভাব *বি* শিক্ষকের হাবভাব। 'যেন মাষ্টারী-ভাব ধরা না পড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

মাস[১] [স] *বি* বছরের বারো ভাগের এক ভাগ। 'ক্রমে দৈবকীর গর্ভ্ভ হৈল দশ মাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাসঅন্তে *ক্রিবিণ* মাসের শেষে। 'তাছাড়া মাসঅন্তে গোটা পঞ্চাশেক টাকাও তো আসবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মাসকাবার [স মাস+প acabar] *বি* মাসের শেষ। 'তোর মাসকাবারের টাকা ও এনাম দুই তঙ্কা পাবি।' *কেরি*, ১৮০২।

মাসকাবারি, মাসকাবারী [স মাস+প acabar>] **১** *বিণ* মাসের শেষে প্রদেয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* মাসিক বরাদ্দ। 'মনিবের মাসকাবারীর টাকাটাও লইয়া যাইবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাসখানেক *বি* প্রায় একমাস। 'ইংলণ্ড ছাড়িয়া মাসখানেক পরে জাভাদ্বীপের বন্দরে কয়লা তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'মাসখানেক পরে হঠাৎ বিভাবতী একদিন রাতে বলিল ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬; 'মাসখানেকের মধ্যে বাড়িময় এমন ঘোরতর পরিবর্তন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মাসচতুষ্টয় [স] *বি* চার মাস সময়। 'মাসচতুষ্টয়ে মাসপঞ্চকে বা লেখন দ্বারা ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মাসপঞ্চক [স] *বি* পাঁচ মাস। 'মাসচতুষ্টয়ে মাসপঞ্চকে বা লেখন দ্বারা ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মাসপয়লা [স মাস+পয়লা] **১** *বিণ* মাসের শুরুতে বের হয় এমন। 'মাসপয়লা কাগজে কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রথম হওয়া।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২। **২** *ক্রিবিণ* মাসের শুরুতে। 'তাঁর মাসপয়লা বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

মাসব্যবস্থা [স] *বি* মাসিক বেতন। 'মাসব্যবস্থায় কাজ দিলে সৎপথে চলবার উপায় করে দেওয়া হবে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

মাস মাস *ক্রিবিণ* প্রতি মাসে। 'খোরাকাদির জন্য মাস২ ছয় টাকা পান।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মাসে মাসে *ক্রিবিণ* প্রতি মাসে। 'কিস্তির দাওয়া চন্দ্রের ন্যায় অবিরত মাসে২ পরিবর্ত্তন ক্রমে আসিয়া পড়ে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মাসমাহিনা *বি* মাসিক বেতন। 'মাসমাহিনার খাতাটারে নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাসাধিক [স] *বিণ* এক মাসের কিছু বেশি। 'আমার বিলম্ব প্রায় মাসাধিক হইবেক।' *কেরি*, ১৮১২।

মাসান্তে [স] *ক্রিবিণ* মাসের শেষে। 'মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎবৃত্তি পাঠাইলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাসাবধি [স] *ক্রিবিণ* মাস পর্য্যন্ত। 'কএক মাসাবধি তৎপ্রদেশে কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মাসামাসি *ক্রিবিণ* পুরো মাস নাগাদ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মাসীয় [স] *বিণ* মাসের। 'শ্রাবণ মাসীয় চন্দ্রিকা।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মাসেক [স] *বি* প্রায় এক মাস। 'মাসেক আগে গেছে চলে দার্জিলিঙে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মাস[২] [স মাংস] *বি* মাংস। 'গৃধ শৃগাল স্বপ্নে গায়ের মাস খাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মাস এডুকেশন [ই] *বি* সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা; গণশিক্ষা। 'জমিদারেরা মাস এডুকেশনের জন্য 'কর' দিতে চাহেন না।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭০।

মার্স [স মধ্য] *ক্রিবিণ* মাঝে। 'মার্স থাকী সঅল বিহণ।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

মাসকাপড় *বি* নারীদের মাসিক। *মালোএল*, ১৭৪৩।

মাসচটক *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'রামজয় মাসচটক।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মাসতুত, মাসতত [স মাতৃষ্বসৃ>] *বিণ* মায়ের বোনের সঙ্গে সম্পর্কিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মাসতুত ভাই।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মাসতুতা *বিণ* মাসি বা মাসি শাশুড়ির সন্তান এমন। *ওর্সা*, ১৭৮২।

মাসতুতো ভাই [স মাতৃষ্বসৃ>] *বি* মায়ের বোনের ছেলে। 'তোমার মাসতুতো ভাইকে ... ভদ্র সমাজে গালাগালি দিলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মাসতুতো ভাই *বি* মাসির পুত্র। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

মাসতুতো সোনা *বি* মাসির কন্যা। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

মাসহারা [আ মুসাহিরাহ] *বি* মাসোয়ারা; হাতখরচা। 'বাবা নিশ্চয় আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মাসয়ারা *বি* প্রতি মাসে যে ভাতা বা বৃত্তি দেওয়া হয়। 'বেটি তিন-শ টাকা মাসয়ারা চায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মাসরা *বি* প্রতি মাসে যে ভাতা দেওয়া হয়। 'কোথাহ মাসরা কড়ি কেহ দেই ডালি বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাসহরা *বি* প্রতি মাসে দেওয়া ভাতা। 'স্ত্রীর মাসহরা খাইব না কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মাসোহারা *বি* প্রতি মাসে দেওয়া ভাতা। 'নীহার ধনী মেয়ের কাছ থেকে মাসোহারা নিত, তাতে ছেলেরা কেউ কেউ ঈর্ষা ক'রে ও কেউ কেউ ঘৃণা ক'রে নীহারকে বলত ঘরজামাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মাসা[১] [স মাষক] *বি* পরিমাণবিশেষ; মাষা। 'কেহ পাইল তোলা পল কেহ পাইল মাসা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মাসা[২] [স মাস] *বি* মাস। 'দিবস দিবস করি মাসা/ মাস মাস করি বরস গোঁয়ায়লুঁ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* মাস[১]

মাসাস [স মাতৃস্বসৃ>] *বি* মাসিশাশুড়ি। 'মর লো নির্লজ্জ আই তুই তো মাসাস।' *ভারত*, ১৭৬০।

মাসি, মাসী [স মাতৃস্বসৃ] *বি* মায়ের বোন। 'কারে কব দুঃখ কথা পিসি মাসি বহিনী মাতুলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আজি হইতে তুমি মোর মাসী।' *কেতকা*, ১৬৫০।

মাসিত্ব [মাসি+স ত্ব] *বি* মাসির স্নেহময় আচরণ। 'মাসিত্ব পরিহার করে বললেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মাসিমা [মাসি+স মাতা] *বি* মায়ের বোন। 'মাসিমা, তুমি ছাড়া আজ আমার আর কেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাসীসশুর [মাসি+স শ্বশুর] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর মেসো। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

মাসীসাশুড়ী [মাসি+স শ্বশ্রূ>] *বি স্ত্রী* স্বামী বা স্ত্রীর মাসি। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

মাসিক [স] ১ *বিণ* প্রতি মাসে দেওয়া হয় এমন। 'ইহারদের মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৬০ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* মাসিক বৃত্তি। 'ইহারা মাসিক পাইবেন না।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মাসিকপত্র [স] *বি* মাসে মাসে প্রকাশিত হয় এমন পত্রিকা। 'একটা মাসিক পত্রের নির্ভুল প্রবন্ধ-আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮

মাসিক পত্রিকা [স] *বি* প্রতি মাসে একবার প্রকাশিত পত্রিকা। 'বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মাসিক বেতন [স] *বি* প্রতি মাসে প্রদেয় বেতন। 'ইহারদের মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৬০ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মাসিয়া *বি* বসার আসন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাসুম [আ] *বি* নিষ্পাপ ব্যক্তি। 'বন্দিনু ইমাম বার চৈদ্দ মাসুমে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাসুর [আ মশহুর] *বিণ* প্রসিদ্ধ। 'মাসুর হলো তিন সহর।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মাসুল [আ মাহসূল] ১ *বি* জিনিস পাঠাতে যে খরচ আদায় করা হয়। 'এখন জিনিসের মাসুলে কোম্পানির অনেক টাকা আদায় হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* কর বা শুল্ক। 'বাণিজ্যদ্রব্যের মাসুল বিষয়ে নূতন আইন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'ভূমিকর, ষ্টাম্পের কর ... বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল ইত্যাদি ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫০। ৩ *বি* ডাকমাসুল। 'পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ভিন্ন প্রদেশে পুস্তক প্রেরণের মাসুল গ্রহণ করা যাইবে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫১। ৪ *বি* ঝামেলা। 'বোঝামাত্রেরই যে বহনের দায় ও মাসুল আছে সে কথা তখন বুঝিতাম না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মাসুলঘর [আ মাহসূল+ঘর] *বি* যে দপ্তরে মাসুল বা কর আদায় করা হয়। 'গবর্ণমেন্টের মাসুলঘর হইতে দুই তিনজন লোক আসিয়া .... সকলের বাক্স পেঁটরাদি দেখিতে লাগিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মাসুলরহিত [আ মাহসূল+স রহিত] *বিণ* করবর্জিত। 'তাহা মাসুলরহিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মাসোহারা *দ্র* মাসহারা

মাস্কারা [ই] *বি* চোখের পাপড়ির প্রসাধনীবিশেষ। 'কবরী, পাউডার, মাস্কারা, চোখের পালিস, রুজ, নখ-পালিস।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মাস্টার [ই] ১ *বি* শিক্ষক। 'এখানকার মাস্টাররা আমাকে পাকড়াও করতে এসেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* প্রশিক্ষক। 'জিমন্যাস্টিক আখড়ার মাস্টার।' *শরৎ*, ১৯১৭। *দ্র* মাষ্টার

মাস্টারনিগিরি, মাস্টারনীগিরি [ই মাস্টার>+ফা গিরি] *বি স্ত্রী* শিক্ষকতা; মাস্টারের কাজ। 'মাস্টারনিগিরি করতে যাবেন কেন।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪; 'শুনলুম মাস্টারনীগিরি করে বিধবা মা আর ছোট ভাইকে পোষে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মাস্টারনী [ই মাস্টার>] *বি স্ত্রী* শিক্ষক। 'যে মাস্টারনী এখানে বসে পড়াচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মাস্টারমশাই [ই মাস্টার+স মহাশয়] *বি* শিক্ষক। 'মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল সে বড়ো হইলে মাস্টারমশাই হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'ছেলেবেলায় মাস্টারমশাই গোরু সম্বন্ধে রচনা লিখতে হুকুম দিতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মাস্টারমশায় [ই মাস্টার+স মহাশয়] *বি* শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক। 'বই খুলিয়া মাস্টারমশায় চৌকিতে বসিয়া আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'মাস্টারমশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাস্টারি [ই মাস্টার>] ১ *বিণ* শিক্ষকসুলভ। 'আজ পর্যন্ত মাস্টারি মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'মনের মাস্টারি শুরু হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বি* শিক্ষকের আচরণ। 'গল্প করতে গিয়ে মাস্টারি কর না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মাষ্টর [ই মাস্টার] *বি* মাস্টার; শিক্ষক। 'ইস্কুল মাষ্টর আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মাস্টারপিস, মাস্টারপীস [ই] *বি* মহৎ রচনা বা ধ্রুপদী শিল্পকর্ম। 'ফরাসি সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস বলে গণ্য হত।' *প্রমথ*, ১৯১৬; 'গোটাকতক মাস্টারপিস প্রডিউস করো।' *অবন*, ১৯৪১; 'মাস্টারপীস নয় প্রস্তুতিই এখনকার কাজ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মাস্তুল [প mastro] ১ *বি* উচ্চ দণ্ডবিশেষ। 'মাস্তুলের নিশান অর্দ্ধ মাস্তুল পর্য্যন্ত সকল দিন টানান ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* নৌকা বা জাহাজের পাল টানানোর মূল খুঁটি। 'তাহা হইলে প্রথমে তাহার মাস্তুলের অগ্রভাগ দৃষ্টি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'উচ্চতটে অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীতপালের কিয়দংশ দেখা

যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মাস্তুল-ভাঙা *বিণ* মাস্তুল ভেঙেছে এমন। 'যেন মাস্তুল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাহ্ [ফা] *বি* মাস। **মাহে রমজান** [ফা মাহে+আ রমজান] *বি* রমজান মাস। 'তিরিশ রোজা রাখিবেক মাহে রমজান।' *সুলতান*, ১৭০০; 'মাহে রমজান এসেছে যখন, আসিবে শবে কদর।' *নজরুল*, ১৯৪২। *দ্র* **মাহা**[২]

মাহ্‌গির [ফা মাহীগীর] *বি* জেলে। 'মাহগির বুঝি দজলার বুকে ফেলে জ্যোৎস্নার জাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মাহঙ্গা [স মহার্ঘ] *বিণ* খুব দামি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাহাগ্য [স মহার্ঘ] *বিণ* দামি। *ওর্সা*, ১৭৮২।

মাহাঙ্গা [স মহার্ঘ] *বিণ* উচ্চমূল্যসম্পন্ন। 'বাজারটাও যা মাহাঙ্গা নিজেদেরই খরচ কুলান দায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাহন্ত [স মহন্ত] *বি* সন্ন্যাসী। 'মাহন্তের নিকট ব্যারামের ঔষধ আনিতে গিয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

মাহফিক [আ মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* অনুসারে। 'করার মাহফিক কাপড় আদায় করিয়া লইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মাহফিল [আ মহফিল] *বি* ধর্মীয় অনুষ্ঠান। 'সভা শেষে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মাহলী [স মল্লিকা] *বি* সাদা ফুলবিশেষ। 'আভর গাম্থিআঁ নৈল মাহলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহা[১] [স মহা] **১** *বিণ* বিশাল। 'মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* মহা। 'মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহা[২], **মাহো** [ফা মাহ্] *বি* মাস। 'দুই মাহা বাদে মুদ সহিত তাম্মা বিক্রি করিয়া দিব।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৬; 'হাল ফরমাইসের কিস্তিবন্দি বিমরজীম নাগাএদ যুন মাহা ২৯৪৪ থান কাপড় তলব।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মাহাকাল ফল [স মহাকাল+স ফল] *বি* মাকাল ফল। 'মাহাকাল ফল আক্কার তনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাকোল *বি* বরাহ। 'মাহাকোল রূপেঁ দন্তে মেদনী তুলিলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাজন [স মহাজন] **১** *বি* শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা জন; মহৎ ব্যক্তি। 'আগ পাছ করি কাজ কর মাহাজন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* জমিদার। 'কলিকাতার মাহাজন চারল ডগলিষ সাহেব।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭।

মাহাজোন *বি* মহাজন; সুদের বিনিময়ে অর্থাদি ধার দেয় যে। 'মাহমদের এস্থানে আস্তো বিক্রী হইয়া লইয়া মাহাজোনের কর্জ্জ আদায় করিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মাহাতি *বি* বাঙালি হিন্দুর বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মাহাতো *বি* বাঙালি হিন্দুর বংশনাম-বিশেষ। 'গনু মাহাতো, জাতি গাঙ্গোতা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মাহাত্ম্য [স] **১** *বি* মহত্ত্ব। 'সর্ব্ব লোকে গীত গাহে না বোঝে মাহাত্ম্য।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* মহিমা। 'আমার চালচলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাহাত্ম্যখর্ব [স] *বি* অসম্মান। 'গঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্যখর্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাহাত্ম্য-গুণ [স] *বি* মহিমা। 'অন্য কোন মাহাত্ম্য-গুণ নাই, যার জন্য শতজনের মধ্যে সে কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাহাত্ম্যপ্রচার [স] *বি* মহিমা প্রচার। 'আল্লাহর গরিমা ও ফকীরীর মাহাত্ম্যপ্রচার কবির উদ্দেশ্য।' *আনিস*, ১৯৬৪।

মাহাত্ম্যবোধ [স] *বি* মহিমা-জ্ঞান। 'আপন মানবিকতার মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌচেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মাহাদাণী [স মহাদানী] *বি* প্রধান শুল্ক সংগ্রাহক। 'মাহাদাণী হআঁ আম্মে রহি গিআঁ বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাদান [স মহাদান] *বি* বিশেষ বা বেশি পরিমাণের শুল্ক। 'খনে চাহে মোরে মাহাদানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহানিন্দ [স মহানিদ্রা] *বি* গভীর ঘুম। 'মাহানিন্দ যাসি কেহ্নে সুণ হে গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাফন [স মহাফণা] *বি* মহাফণা। 'কালীয়নাগের মাহাফনে দামোদর জুড়িল নাচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাফিক, মাহাফীক [আ মওয়াফিক] **১** *ক্রিবিণ* অনুসারে। 'ইহার হুকুম মাহাফিক কার্জ্য করিবা।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **২** *ক্রিবিণ* মাফিক; অনুযায়ী। 'ইহাতে তাতি লোক মাহাফীক কিস্তিবন্দি কাপড় আদায় না করে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মাহাবং করা *ক্রি* গালি দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাহাবীর [স মহাবীর] *বিণ* অতিশয় বিক্রমশালী। 'হনুমান মাহাবীর হৈলা সারথী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহামুনী [স মহামুনি] *বি* মহর্ষি। 'রাধার বচন শুণী মাহামুনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাম্মদি [আ মুহম্মদ>] *বিণ* ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত। 'মাহাম্মদি দিন পরে প্রকাশ সবার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মাহারঠা [স মহারাষ্ট্র>] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মাহারঠারাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহারন [স মহারণ] *বি* মহাযুদ্ধ। 'তোহ্মার পুত্রের সমে করে মাহারন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাহারোল [স মহারোল] *বি* মহারোল; উচ্চ শব্দ। 'মাহারোল ক্রন্দন উঠিল অন্তপুরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাহালাত [ফা] *বি* মহলসমূহ। 'মাহালাত মজকুর ... নিলামে বিক্রয় হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

মাহাসিধি [স মহাসিদ্ধি] *বি* মহামোক্ষ; মহামুক্তি। 'মৈলাক মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাহাসুন্ধী [স মহা+সুন্দি] *বি* পদ্ম ফুলবিশেষ। 'আকরোল জিঙ্গালরু ... মাহাসুন্ধী বাজবারণে।' *বড়ু*, ১৫০০।

মাহিত্ব [স মাহাত্ম্য] *বি* মাহাত্ম্য। 'কালের মাহিত্বে যদি দুগ্ধের উপকারিতা অস্বীকার করি ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মাহিনা [ফা মাহিয়ানা] **১** *বি* মাসিক বেতন। 'মাহিনা বিহনে নিত্য নটীর নফর।' *ঘনরাম*, ১৭১১। **২** *বি* মজুরি। 'মাহিনা যে হয় তার যেবা করো পুরস্কার এখন আমরা নাই চাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মাহিআনা [ফা মাহিয়ানা] *বি* মাসিক বেতন। 'তুমি ১০ টাকা হিসাবে মাহিআনা পাইবা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মাহিনা-করা *বিণ* বেতনভোগী। 'মাহিনা-করা কয়েকজন চাকর।' *মানিক*, ১৯৪০।

মাহিনাদার [ফা মাহিয়ানা+ফা দার] *বি* মাসিক বেতনভুক্ত কর্মচারী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মাহিনাদারান [ফা মাহিয়ানা+ফা দারান] *বি* যারা মাসিক বেতন পায়; চাকুরেরা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মাহিনাপত্র [ফা মাহিয়ানা+স পত্র] *বি* বেতনাদি। 'মাহিনাপত্র পেনশন ... শৈলবিহার প্রভৃতিতে অনেকটা শুষিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মাহিয়ানা [ফা] *বি* বেতন। 'মাহিয়ানা ও পার্ব্বনি সন২ জাহা পাই জোর কিছু পাই নাই।' *ডেরলি*, ১৭৯৭; 'তাহারাও কিছু২ মাহিয়ানা দিবে।' *গৌর*, ১৮২২।

মাহীনা১ *বি* বেতন। 'এক বৎসরের মাহীনা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'আর বেসি মুহরির নাং অন্তবর দোমাহা মাহীনা ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বি* মাস। 'মহীনা সাতেক হইল।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

মাহিনী [ফা মাহ্>] *বি* মাস। 'আমি গোজারিলে তুমি ছ মাহিনী পিছে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মাহিন্দারী [ফা মাহিনাদার>] *বিণ* মাসিক বেতন দেওয়া হয় এমন। 'মাহিন্দারী চাকুরিতে বাহাল হইল।' *তারা*, ১৯৪২।

মাহিষ্য *বি* হিন্দুদের একটি সম্প্রদায়। 'বাংলার প্রায় দেড় কোটি মাহিষ্য, বাগদি, নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতি অস্পৃশ্য ও দুর্ব্বল হিন্দুগণও ...।' *দর্পণ*, ১৯২৮।

মাহী-সওয়ার [ফা মাহী+আ সওয়ার] *বিণ* মাছের পিঠে আরোহণকারী। 'কে জানে কি এনেছিল সে মাহী-সওয়ার দরবেশ?' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মাহুত [স] *বি* হাতির চালক। 'মাতঙ্গ পড়িল ভুঁমে মাহুত লোটাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাহুর [হি] *বি* বিষধর সাপ। 'গাঁঠেতে মাহুর বিষ খাইলে সে মরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাহেন্দ্র [স] *বি* অন্যতম শুভযোগ। 'হেনই সমএ কেন মাহেন্দ্র হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাহেন্দ্রক্ষণ [স] *বি* শুভযোগ বিশেষ। 'আনন্দময় হয়ে যাওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'উষার মাহেন্দ্রক্ষণে, পৌত্তলিক প্রথম ফাল্গুনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

মাহেন্দ্র যোগ [স] *বি* শুভযোগ বিশেষ। 'শুভক্ষণে মাহেন্দ্র যোগে যশহরে উপস্থিত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'যুদ্ধের পরবর্তী কালই ত বিপ্লবের মাহেন্দ্রযোগ।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মাহেন্দ্রসময় [স] *বি* শুভযোগ বিশেষ; শুভ সময়। 'হৃদয় পরমানন্দ মাহেন্দ্রসময়ে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মাহেশ্বরী [স মহেশ্বরী] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'আইলা দেবী চন্দ্রচূড়া মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাহো [স মা>] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'সহজ পিথক জোই ভান্তি মাহো বাস।' *চর্যা ৩৭*, ১২০০।

মাল্লী [স মল্লিকা] *বি* মল্লিকা। 'ফুটিল গুলাল মাল্লী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মিঅলী [স মিত>?] *বি* মিত্রতা; মিতালি। 'কমল কুলিশ মাঝে ভইঅ মিঅলী।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০।

মিআ [ফা মিয়াঁ] *বি* মুসলমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মিআঁউ [ধ্বন্যা] *বি* বিড়ালের ডাক। 'মিআঁউ আওয়াজটুকু কেউ আর শোনে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মিআদ [আ মীআদ] *বি* নির্দিষ্ট সময়। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* **মিয়াদ, মেয়াদ**

মিআদি [আ মীআদ>] *বিণ* নির্দিষ্ট কালের। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মিইয়ে আসা [স ম্রিয়মান>] ১ *ক্রি* কমে আসা। 'পায়রাদের বকবকম মিইয়ে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ *ক্রি* অবসাদগ্রস্ত হওয়া। 'মিইয়ে আসে মন।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

মিইয়ে-পড়া, মিঁইয়ে-পড়া ১ *বিণ* ঝিমিয়ে পড়েছে এমন। 'মিঁইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* ম্লান। 'কৃষ্ণসপ্তমীর মিইয়ে-পড়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মিইয়ে যাওয়া *ক্রি* ম্রিয়মাণ হওয়া। 'কালে-কালে সত্যি মিইয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

মিউজ [ই] *বি* (গ্রীক কিংবদন্তী) সাহিত্য-শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী নয়জন দেবী; শিল্পীদের বিশেষ করে কবিদের সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করে যে-শক্তি। 'মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মিউজিক্যাল চেয়ার [ই] *বি* বাজনার সঙ্গে মিলিয়ে আসন গ্রহণের প্রতিযোগিতা। 'মিউজিক্যাল চেয়ার শুধু মেয়েদের জন্য নির্ধারিত ছিল।' *বেগম*, ১৯৬৫।

মিউজিয়ম [ই] *বি* জাদুঘর। 'ইণ্ডিয়েন মিউজিয়মের দক্ষিণ দিকের নিম্নতলস্থ গৃহে দেখিতে পাইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'মিউজিয়মে এবং ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক আলো দেখিতে পাওয়া যায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মিউসিয়াম [ই] *বি* জাদুঘর। 'জিহ্বাটি কেটে নিয়ে এসিয়াটিক মিউসিয়ামে রেখে দেব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মিউটিনি [ই] *বি* (১৮৫৭ সালের) সিপাহি-বিপ্লব। 'নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে দাদন, পাদন ও শামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মিউনিসিপাল, মিউনিসিপ্যাল [ই] ১ *বিণ* পৌরসভার। 'আড্ডাটি মিউনিসিপাল কমিসনরেরা উঠিয়ে দেছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* পৌর। 'কালই মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে পছন্দ করে কিনে এনেছি।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* নগরের রক্ষণাবেক্ষণ-সংক্রান্ত। 'জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মিউনিসিপালিটি [ই] *বি* পৌরসভা। 'অদ্ভুত অসুস্থ মিউনিসিপালিটির জন্মেছিল কয়েকটি ধূসর দেয়াল।' *জীবন*, ১৯৩০।

মিউনিসিপ্যালিটি, মিউনিসিপ্যালিটী [ই] ১ *বি* পৌর কর্তৃপক্ষ। 'গবর্ণমেন্ট বা মিউনিসিপ্যালিটি সে ভার গ্রহণ করিয়া জমিদারদিগকে দায়মুক্ত করিয়াছেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪। ২ *বি* পৌর কর্পোরেশন। 'উক্ত মিউনিসিপ্যালিটি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই দুর্লভ দান গ্রহণ করেছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'মিউনিসিপ্যালিটির বড় রাস্তার কোণে লর্ড ইয়াকুবের মর্মর মূর্তি।' *মনসুর*, ১৯৪৩; 'মিউনিসিপ্যালিটীর রেট অনুযায়ী ... গাড়ির ভাড়া ১২ বারো টাকা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিকড়ে [মেকুড়>] *বিণ* বিড়ালের মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'কোথাকার একটা মিকড়ে হারামজাদা ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মিকশ্চার, মিকচার [ই] ১ *বি* বিভিন্ন ভেষজের মিশ্রণ। 'ঔষধের মিকচার

(mixture) প্রস্তুত করিতেন।' *রোকেয়া,* ১৯২৪। **২** *বি* মিশ্রণ। 'যতদূর সম্ভব কণ্ঠকে কোমল করলাম এবং সেই দেবদুর্লভ হাসির সঙ্গে মিকশ্চার করে নিয়ে সামান্য একটু তাড়া দিলাম।' *শিবরাম,* ১৯৪০।

মিকাইল *বি* (ইসলাম) ফেরেশতার নাম (ইংরেজি রূপ মাইকেল)। 'হইলেন্ত মিকাইল উকিল নিশ্চএ।' *সুলতান,* ১৭০০; 'হানি বরষা সহসা 'মিকাইল' করে উষর আরবে ভিস্তার।' *নজরুল,* ১৯২৪।

মিকাডো [জা] *বি* জাপান সম্রাটের উপাধি। 'তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত ... সম্বন্ধবিশিষ্ট।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

মিকানিক্স [ই মেকানিক্স] *বি* বলবিদ্যা; বল ও গতিসংক্রান্ত বিদ্যা। 'পটারের মিকানিক্স।' *অক্ষয়,* ১৮৫০।

মিকির *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২।

মিচকি *বিণ* ধূর্ত। 'বড় মেয়েটা মিচকি শয়তান।' *ওয়ালী,* ১৯৪৮।

মিচকে *বিণ* বাইরে ভালো কিন্তু ভিতরে দুষ্ট। 'ছিঁচ কাঁদনে মিচকে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে।' *সুকুমার,* ১৯২০।

মিচকেমারা **১** *বি* বাইরে ভালো কিন্তু ভিতরে দুষ্ট এমন লোক। 'মিচকে-মারা কয় না কথা।' *নজরুল,* ১৯২৬। **২** *বিণ* বাইরে ভালো কিন্তু ভিতরে দুষ্ট এমন। 'একটা বুড়োটে ধরনের মিচকেমারা গম্ভীর হয়ে পড়তে হবে।' *নজরুল,* ১৯২৭।

মিচে [স মিথ্যা] *বিণ* মিথ্যা। 'গাঁযুলি মশাই ত মিচে কথা কবার লোক নন!' *হুতোম,* ১৮৬১।

মিছমার [আ মিছমার] *বিণ* চূর্ণবিচূর্ণ। 'আল্লাহর ঘরখানিকে মিছমার করিয়া দেয়।' *জামায়াত,* ১৯৩৫; 'আণবিক বোমার আঘাতেই মিছমার হলো মোনাফেকীর হিরোসিমু।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

মিছরি, মিছরী [আ মিসরি] *বি* স্ফটিকের মতো জমাট-বাঁধা চিনি। *ওগ্যু,* ১৭৮৫; 'চীনদেশে কর্পূর, কাগচ, চীনের বাসন, চা, রেশম, মিছরি ...।' *অক্ষয়,* ১৮৪১; 'ভিয়ানে সিদ্ধি ফলে, অমৃত মিছরি উলা।' *লালন,* ১৮৯০।

মিচরি [আ মিসরি] *বি* স্ফটিকের মতো দানা বাঁধা চিনি। 'বস মশার কাছে মিচরি নিতি অ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬০।

মিছরির ছুরি *বি* মিষ্টি করে বলা নির্মম কথা। 'মিষ্টি ধারালো মিছরির ছুরি মিশরি মেয়ের হাসি।' *নজরুল,* ১৯২৮।

মিছরির পানা *বি* মিছরির শরবত। 'এ যেন মিছরির পানা।' *তারা,* ১৯৪২।

মিছরির বাতাসা *বি* মিছরি দিয়ে তৈরি বাতাসা। 'উভয় ধর্মাবলম্বীদিগেরই প্রদত্ত বাতাসা, কদমা, রেউড়ি, মিছরির বাতাসা প্রভৃতি ... সামগ্রীতে সেই পীর সাহেবের বহুবিস্তৃত আস্তানা-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া যায়।' *অক্ষয়,* ১৮৫০।

মিছরীমাখা *বিণ* বাহ্যত মিষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে কষ্টদায়ক। 'তোর ও মিছরীমাখা কথা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না।' *মশাররফ,* ১৮৮৫।

মিছারি *বি* মিছরি; দানা বাঁধা চিনির খণ্ড। '১ শের মিছারি পাঠাইবেন।' *চিঠিপত্রে,* ১৮৩১।

মিছিরি *বি* স্ফটিকের মতো দানা বাঁধা চিনি। 'চিনি মধু মিছিরি সন্দেশ তৈল আর।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

মিছ্রি *বি* মিছরি। 'কোন স্থানে চিনি ও মিছ্রির কারখানা।' *রামরাম,* ১৮০১।

মিছা [স মিথ্যা] **১** *বিণ* মিথ্যা। 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিছা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০। **২** *ক্রিবিণ* বৃথা। 'মিছা নঠ করে কাহ্ন মোর ঘৃত ঘোল।' *বড়ু,* ১৪৫০; 'মিছাই আণিলেঁ বড়ায়ি তার ফুল পানে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

মিছাএ *বি* মিথ্যা কথা। 'আহ্মার আগুত রাধা না বোল মিছাএ।' *বড়ু,* ১৪৫০।

মিছা কথা *বি* অবান্তর কথা। 'ছেলে গুলা আজি একটা মিছা কথা লয়ে মহা গোল করতেছিল।' *উমেশ,* ১৮৫৭।

মিছাখোর *বি* মিথ্যাবাদী। 'কও মিছাখোর?' *মাহমুদ,* ১৯৬৬।

মিছা দেবতা *বি* মিথ্যা যে দেবতা। 'যদি পূজা করি মিছা দেবতার।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

মিছামিছি, মিছিমিছি [স মিথ্যা>] **১** *ক্রিবিণ* অকারণে। 'মিছামিছি বকাবকি না করিয়া লিখা পড়াই করিব।' *গৌর,* ১৮২২; 'আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে মিছিমিছি একটা রটনা কচ্ছে।' *মশাররফ,* ১৮৬৯। **২** *বিণ* নিষ্ফল। 'মিছামিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হরা।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

মিছে, মিছেঁ [স মিথ্যা] **১** *ক্রিবিণ* বৃথা। 'মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা।' *চর্যা* ২২, ১২০০। **২** *বিণ* মিথ্যা। 'এ প্রশ্ন কোটিবার করিয়াছি। কিন্তু সব মিছে।' *শরৎ,* ১৯১৭।

মিছেমিছি [স মিথ্যা>] **১** *বিণ* লোক-দেখানো। 'মিছেমিছি রাজি।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬৩। **২** *ক্রিবিণ* অকারণে। 'ওই মেয়েটি মিছেমিছি এমনি হাসে।' *জসীম,* ১৯২৭।

মিছে মিছে *ক্রিবিণ* অকারণে। 'ছুটব পিছে মিছে মিছে পাই বা নাহি পাই।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০।

মিছিল [আ মিছল] **১** *বি* শোভাযাত্রা। 'সকল রেসালা মিছিল অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক গমন করাতে ...।' *দর্পণ,* ১৮২৫। **২** *বি* নথিপত্র। 'রুজুর মিছিল গুজুর করিতে পারে না।' *প্রভাকর,* ১৮৫৮।

মিছিলকারী *বিণ* মিছিল করেছে এমন। 'মিছিলকারী মেয়েদের দাবী দাওয়া যদি অযৌক্তিক হয় ...।' *বেগম,* ১৯৪৮।

মিছোআক [আ] *বি* দাতন। 'মিছোআক অজুত করিব অবিরত।' *আলাওল,* ১৬৮০।

মিজাজ [আ] *বি* মনের অবস্থা। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

মিঝাএল *ক্রি* নিভলো। 'দুহুক আসা দীপ মিঝাএল।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

মিঞা [ফা মিয়াঁ>] **১** *বি* মুসলমান ব্যক্তি। 'বসিল অনেক মিঞা আপন টবর নিঞা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। **২** *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'পটলডাঙায় চক্ষু রাঙায়/ মুর্গিহাটার মিঞা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪১।

মিঞা মল্লার [ফা মিয়াঁ>] *বি* তানসেন-উদ্ভাবিত ও বৈশিষ্ট্য-আরোপিত মল্লার রাগিণীবিশেষ। 'মল্লার হইতে মিঞা মল্লার।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২।

মিটন [স মিত্র] *বি* খণ্ডন। 'যার হাতে যে মরিব না যাএ মিটন।' *সুলতান,* ১৭০০।

মিটমাট [স মিত্র>] **১** *বি* মিল। 'মনের মোকর্দ্দমার শালিসী নিষ্পত্তি হইয়া মিটমাট হইয়া গিয়াছে।' *মশাররফ,* ১৮৮৫। **২** *বি* মীমাংসা। 'হিন্দুর দেবতায় একটা মিটমাটের চেষ্টা।' *অবন,* ১৯১৯; 'পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় মিটমাট হয়ে গিয়েছিল।' *মণীশ,* ১৯৬৩।

মিটমিট [ধ্বন্যা] ১ *বি* আধবোজা চোখের চাহনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'নিদ্রাতুর চোখ মিটমিট করিতে করিতে গণেশ কুবেরের বাড়ি আসিল।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ *বি* ক্ষীণ আলোক বিচ্ছুরণের ভাব। 'একটি দীপ মিটমিট করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মিটমিট করে *ক্রিবিণ* মিটিমিটি। 'একটা কুপি জ্বলছে মিট মিট করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিটমিটিয়ে *ক্রিবিণ* মিটমিট ক'রে। 'পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়ে ছিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মিটমিটে [ধ্বন্যা মিটমিট>] ১ *বিণ* ক্ষীণ। 'মিটমিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'মিটমিটে তেলের প্রদীপ।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বিণ* নিরীহ ভালো মানুষের ভান করে এমন। 'রাস্কেল সে, পাজির অধম, শয়তান মিটমিটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মিটিমিটি [ধ্বন্যা] ১ *বি* আধবোজা চোখের চাহনি নির্দেশক শব্দ। 'কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রিবিণ* মিটমিট ক'রে। 'অন্ধকারে মিটিমিটি তারা-দীপ জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বি* ক্ষীণ আলোক বিচ্ছুরণের ভাবসূচক শব্দ। 'আকাশের তারা মিটি-মিটি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৪ *বিণ* মৃদু। 'শুনে মা কি হাসেন মিটি মিটি?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মিটা, মিটানো [স মিত্র>] ১ *ক্রি* রহিত করা। 'মানাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রি* মীমাংসা হওয়া। 'তাহারদের সকল ওজর মিটিয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৩ *ক্রি* মীমাংসা করানো। 'এক্ষণে তাঁহারা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩। ৪ *ক্রি* দূর করা। 'মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এর ক্ষুধা মিটাইব আমি এমন ক্ষমতা নাই স্বামী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৫ *ক্রি* প্রশমিত হওয়া। 'তারেই প্রকাশ করি, আপনি মরি, তবে আমার দুঃখ মেটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **মিটিবে** *ক্রি* থামবে। 'মানাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয়।' *ভারত*, ১৭৬০। **মিটিল** *ক্রি* ভাঙলো। 'তবু না মিটিল তুয়া মান।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **মিটুক** *ক্রি* মীমাংসা হোক। 'এখনো বামণে মান মিটুক জঞ্জাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মিটিয়ে দেওয়া *ক্রি* অবসান করা। 'মিটিয়ে দেব সকল খোঁজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

মিটে যাওয়া *ক্রি* মুছে যাওয়া। 'এই পাপে দেখ মিটে গেছে কত জাতির নাম-নিশান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'এক সপ্তাহে আসেকজানের নাম মিটিয়া গেল এই বাড়িতে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মিটার [ই] ১ *বি* পরিমাপক যন্ত্র। 'গ্যাসের মিটারটি মামার ভারী প্রিয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ *বি* গাড়ির গতিবেগনির্দেশক যন্ত্র। 'চোখজোড়া জ্বলে উঠলো মিটারের আভায়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

মিটার গেজ [ই] *বিণ* রেল লাইনের দুটি লাইন এক মিটার দূরত্বে থাকে এমন। 'তিস্তা থেকে মিটার গেজ লাইন বেরিয়ে গেছে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

মিটিং, মিটীং, মীটিং [ই] *বি* সভা। 'স্কুলসোসৈয়িটীর মিটিং অর্থাৎ সভা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'পবলিক মিটীং অর্থাৎ সকলে সভাস্থ হইলে আদেশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'বীডন কুঞ্জে মীটিং হলে আমি হতেম বক্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মিটিঙ, মীটিঙ [ই] *বি* সভা। 'টৌনহল-মীটিঙে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'সদরে বাজেটের মিটিঙে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মিটিমিটি *দ্র* **মিটমিট**

মিটেকড়া [স মিষ্ট>] *বিণ* মধুর অথচ ঝাঁজালো। 'মিটেকড়া তামাক ও আর আর জিনিষপত্র সংগ্রহ করে রাখলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মিঠ [স মিষ্ট] *বিণ* মিষ্টি; প্রীতিদায়ক। 'দেখা দেখি বড় মিঠ আর মিঠ হাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মিঠল *বিণ* মিষ্ট। 'দুর্জন প্রেম রহত কাল সাপ উপর মিঠল লাগে বড়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মিঠা [স মিষ্ট] ১ *বিণ* মিষ্ট। 'নায়ে তুল্যা সদাগর নিল মিঠা পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গুড়। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বিণ* আরামদায়ক। 'দখিন হতে বাতাসটুকু তেমনি লাগে মিঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিঠানি [স মিষ্ট] *বি* মিষ্টত্ব। 'টিটেন টিটানি, খেতের মিঠানি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মিঠা-মিঠা *বিণ* মধুর। 'দিনে-দিনে যে শরবতের মতো মিঠা-মিঠা হয়ে উঠেছিস।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মিঠি *বিণ* মিষ্ট স্বাদযুক্ত। 'ঠোঁটে ঠোঁটে আজ মিঠি শরবত ঢাল উপুড়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মিঠি মিঠি [স মিষ্ট>] *বিণ* কোমল-মধুর। 'কর্ন্নপাতি সুনে কার মিঠি মিঠি বাত।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিঠাই [স মিষ্ট>] ১ *বি* গুড়। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মিষ্ট খাবার; মিষ্টান্ন। 'নানা প্রকার মিঠাই পাক করা।' *গৌর*, ১৮২২।

মিঠাইওয়ালা *বি* মিষ্টি প্রস্তুতকারী। 'মিঠাইওয়ালাদের মিঠাই।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

মিঠে [স মিষ্ট>] ১ *বিণ* মিষ্টস্বাদযুক্ত; সুস্বাদু। 'হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* মধুর। 'ঈষৎ মিঠে এই আমাদের অনেক দিনের ওগো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* আরামদায়ক। 'মিঠে রোদের ভিতরে ... বসেছিল।' *জীবন*, ১৯৩২। ৪ *বিণ* হালকা ও আরামদায়ক। 'মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খাদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মিঠে আলু *বি* মিষ্টস্বাদযুক্ত এক প্রকার আলু। 'পরিত্যক্ত মিঠে আলু।' *জীবন*, ১৯৩০; 'মিঠে আলু দেখো সোজনের খেতে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মিঠেকড়া, মিঠে-করা ১ *বি* তামাকের শ্রেণীবিশেষ। 'ভেলসা, অম্বুরী, কড়া, মিঠেকড়া সাজিয়া আলবোলাগুড়গুড়ি হুকা ... যোগাইতে থাকিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* মধুর অথচ ঝাঁজালো। 'রং-বেরঙের গলায় মিঠেকড়া প্রতিবাদ ঝংকার দিয়ে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'কোয়াটার ডজনের মত মিঠে-করা রকমের ধমকানি খেত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিঠে জল *বি* স্বাদু জল। 'হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মিঠেন [স মিষ্ট>] *বিণ* মিঠে; মিষ্টস্বাদযুক্ত। 'উত্তরে মিঠেন জলে বসতির স্থান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মিঠেমিঠে ১ *ক্রিবিণ* মিষ্টি সুরে। 'হাত বুলাইয়া পিঠে/ কথা বলে মিঠে মিঠে/ শাবাশ শাবাশ বলে কেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* মধুর। 'আধো আধো মিঠেমিঠে বোলিতে গুন-গুন গান গেয়ে তাঁর হাতে কুঙ্কুমের সুহাগকমল আঁকবে না কাশী ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মিঠে রকম *ক্রিবিণ* আরামে। 'আফিমের নেশায় মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মিঠেল *বিণ* মিষ্টি। 'সারাদিনের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।' *জসীম*, ১৯২৭।

মিঠে-সুরি *বিণ* মিষ্টি সুরের। 'মিঠে-সুরি গান কাঁপিয়া রঙিন ঠোঁটের বাঁধন ছেড়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

মিডল [ই] *বিণ* মধ্যবর্তী। 'বিদ্যালয়ের মিডল পরীক্ষায় পাশ করা মাইয়া।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

মিডিকেল [ই] *বিণ* চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক লেখাপড়া হয় এমন। 'মিডিকেল কালেজের প্রধান ছাত্রেরা অতি পরিশ্রম দ্বারা যে সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

মিডিয়ম [ই] *বিণ* ক্রিকেট খেলায় মাঝারি গতিতে বল করে এমন। 'ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মিডিল [ই] *বি* উৎকর্ষের চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত ধাতব পদকবিশেষ। 'এক স্বর্ণের মিডিল রাজার জামার উপরিভাগে দোদুল্যমান।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মিড়, মীড় [স মিল] **১** *বি* (সংগীত) এক স্বর থেকে অন্য স্বরে গড়িয়ে যাওয়া। 'মীড় দিয়েছে কোন বীণাতে গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'তার মিহি তারে মিড় লাগাতে থাকো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* সুরের সূক্ষ্ম কাজ। 'মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মিড় টানা *ক্রি* (সংগীত) এক স্বর থেকে অন্য স্বরে গড়িয়ে যাওয়া। 'ভৈরবীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ের একটা টান পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মিত[1] [স মিত্র] *বি* মিতা; বন্ধু। 'সে কালা মো পরাণের মিত।' *দ্বিজ...* ১৬০০।

মিতবর [স মিত্র>] *বি* বিয়ের সময়ে বরের সহযাত্রী হয় এবং পাশে থাকে এমন বালক। 'বরের কোলে মিতবর ছিল না বলে মুরিদকেশী বড় দুঃখ করেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মিত[2] [স] **১** *বিণ* পরিমিত। 'যত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করে ও মিতব্যয়ী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* নির্ণীত। 'অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বারা মিত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মিতপায়ী [স] *বিণ* পরিমিত মাত্রায় মদ্যপান করে এমন। 'তাঁহারা অধিক দিন মিতপায়ী থাকিতে পারেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মিতবাক [স] *বিণ* স্বল্পভাষী। 'মিতবাক বাবা এক দোকানে ম্যানেজারির চাকরী নিলেন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'আবিদ আর কথা বাড়ালো না ... এরপরে আরো মিতবাক।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

মিতব্যয়িতা [স] *বি* আয় বুঝে ব্যয় করার স্বভাব। 'মিতব্যয়িতা সহকারে ব্যয় করাতে অনেক বিভব সঞ্চয় করিয়াছিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

মিতব্যয়ী [স] *বি* আয় অনুযায়ী ব্যয়কারী। 'যত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করে ও মিতব্যয়ী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মিতভাষণ [স] *বি* সংযত কথা; বিনয়ী বক্তব্য। *জীবন*, ১৯৪২।

মিতভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* কম কথা বলে এমন। 'বউদিও অত্যন্ত মিতভাষিণী হয়ে গেলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মিতভাষী [স] *বিণ* কম কথা বলে এমন। 'যারা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'তিনি সময় বুঝে মিতভাষী বা বহুভাষী হতেন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মিতভুক [স] *বিণ* পরিমিতভোজী। 'মিতভুক অপ্রমত্ত মানদ অমানী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মিতসংযত [স] *বিণ* যথেষ্ট বিনীত। 'আমরা সেই শুচিশুভ্র, সেই মিতসংযত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মিতাচারী [স] *বি* সংযমী ব্যক্তি। 'যার ভার মিতাচারী ভিন্ন অপরের দুর্বহ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

মিতাহার [স] *বি* পরিমিত আহার। 'মিতাহার ও পান।' *প্যারী*, ১৮৬০।

মিতা [স মিত্র] **১** *বি* বন্ধু। 'দুই মিতায় তাই হৈল দেখা।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বি* প্রেমিকা। 'কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি, জানো, ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মিতালি, মিতালী [স মিত্র>] **১** *বি* বন্ধুত্ব। 'মিতালি করিল রাম তারে কোল দিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যাঁদের সহিত মিতালী করা দরকার।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মিতিনী [স মিত্র>] *বি* সখী। 'ঠাকুরাণী ঠাকুরঝি নাতিনী মিতিনী।' *ভারত*, ১৭৬০।

মিতে [স মিত্র] *বি* বন্ধু; সখা। 'হাঁ মিতে, ও কি দাড়ি গোঁপ কামিয়েছ?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মিতাক্ষরা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা – শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। 'মনুর মতেও তাই, মিতাক্ষরা মতেও তাই।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

মিত্তিকা [স মৃত্তিকা] *বি* মাটি। 'মিত্তিকার ঘট মধ্যে শ্রীগোলার হাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মিত্তির [স মিত্র] *বি* বংশনামবিশেষ; মিত্র। 'নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার জো রহিল না।' *শরৎ*, ১৯১৮।

মিত্তু [স মৃত্যু] *বি* মৃত্যু। 'আউ মিত্তু নহি ছিল জমের তাড়ন।' *রামাই*, ১৭১০।

মিত্যুভাব [স মিত্রভাব] *বি* বন্ধুসুলভ আচরণ। 'মিত্যুভাব করিলে ঝাঁট মিত্র নয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিত্র[1] [স] **১** *বি* বন্ধু। 'ইষ্ট মিত্র কাহো নাহিঁ চিহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* প্রধান। 'তান চারি মিত্র গুণ পুস্তক মাঝার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মিত্রতা [স] *বি* বন্ধুত্ব। 'কুবের দেবতার সহিত মিত্রতা হইলে প্রচুর ধন মিলিতে পারে।' *কেরি*, ১৮১২।

মিত্রতাদ্যোতক [স] *বিণ* বন্ধুত্বসূচক। 'এই মিত্রতাদ্যোতক ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মিত্রতাপাশে *ক্রিবিণ* বন্ধুত্বের বাঁধনে। 'তোমার সহিত চিরদিনের জন্য মিত্রতাপাশে বদ্ধ থাকিব।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

মিত্রতা বশতঃ [স] *ক্রিবিণ* বন্ধুত্বের জন্য। 'এই মিত্রতা বশতঃ একের বিপদ উপস্থিত হইলে অন্যে সহায়তা করিত।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মিত্রদ্রোহ [স] *বি* বন্ধুর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক চিন্তা। 'বুদ্ধি দস্যুবৃত্তি, মিত্রদ্রোহ, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নরবধ সম্পাদনের উপায় চিন্তা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মিত্রপক্ষ [স] *বি* স্বপক্ষ। 'মিত্রপক্ষ বলিল, লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মিত্রবধূ [স] *বি* বন্ধুর স্ত্রী। 'উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মিত্রবর [স] *বিণ* বন্ধুশ্রেষ্ঠ। 'লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু, মিত্রবর বিভীষণ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মিত্রময় [স] *বিণ* বন্ধুপূর্ণ। 'তোমার মৃত্যু-শ্মশান আজিকে মিত্রময়!' *নজরুল*, ১৯২৫।

মিত্রসুলভ [স] *বিণ* বন্ধুর মতো। 'ভূপালের বেগমসাহেবা মিত্রসুলভ আদরযত্নে পথশ্রান্তি দূর করলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মিত্রহিতাশক [স] *বিণ* মিত্রের হিতসাধনকারী। 'অভয় শত্রুবিনাশক, মিত্রহিতাশক।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মিত্র[২] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বসু মিত্র কুলের প্রধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মিত্রজোড়া [স মিত্র+জোড়া] *বি* মিত্রাক্ষর ছন্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মিত্রাক্ষর [স] *বি* অন্ত্যমিল থাকে যে ছন্দে। 'গড়িল যে আগে মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মিথ্যা [স মিথ্যা] *বিণ* মিথ্যা; অসত্য। 'এহা যে না জানে সেই কহে ... এ কথা মিথা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মিথিলা, মিথিলাপুরী *বি* মিথি রাজার রাজ্য; বর্তমান ত্রিহুত। 'মিথিরই অন্য এক নাম জনক, এবং তিনিই মিথিলাপুরী প্রতিষ্ঠা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মিথুন [স] *বি* (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি। 'মিথুন রাশির অধিষ্ঠানের ভিতরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

মিথ্যা [স] ১ *বিণ* অনর্থক। 'মিথ্যা দুঃখ দিল তোমায় সুন মহাসএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* অমূলক; ভিত্তিহীন। 'যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অসত্য। 'এক যদি মিথ্যা হয় তবে কর প্রাণবধ দণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রিবিণ* অকারণে। 'অলসভাবে বসিয়া মিথ্যা সময় নষ্ট করে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মিথ্যাকথন [স] *বি* মিথ্যা কথা। 'মিথ্যাকথনে তাঁহার সহিত বিরোধের সম্ভাবনা।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

মিথ্যাকলঙ্ক [স] *বি* আরোপিত দুর্নাম। 'তোদের কী কী দেব জানিস – মিথ্যাকলঙ্ক, মনোভঙ্গ ও মৃত্যু।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মিথ্যাকার [স] *বি* অসত্য; অবাস্তবতা। 'কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত আছে জানি।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মিথ্যাচরণ [স] *বি* কপটতা। 'জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মিথ্যাচার [স] ১ *বি* মিথ্যা আচরণ। 'রাজকার্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মিথ্যাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* ভান; ছল। 'এমনতরো মিথ্যাচার মানুষকে দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ৩ *বি* মিথ্যা বলা। 'এই মিথ্যাচারে ওদের লাভ?' *পাশা*, ১৯৭১।

মিথ্যাচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* কপট। 'ভালোবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মিথ্যাচারী [স] *বি* মিথ্যা কথা বলে যে। 'মিথ্যাচারীর ভ্রূকুটি-শাসন নিষেধ রক্ত-আঁখি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মিথ্যা-জোঁক *বি* মিথ্যারূপ জোঁক। '(আর) প্রাণের ভিতর পাপ যদি রয়/ চুষবে রক্ত মিথ্যা-জোঁক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মিথ্যা দিব্যি *বি* মিথ্যা শপথ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মিথ্যাদ্বেষী [স] *বিণ* মিথ্যা বিদ্বেষী। 'আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্বেষী যথার্থালাপী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

মিথ্যা নিদ্রা [স] *বি* ঘুমের ভান। 'তুমি মিথ্যা নিদ্রা যাইয়া তাহাকে সকল কথা যথার্থ কহিও।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

মিথ্যাপবাদ [স] ১ *বি* মিথ্যা দোষারোপ। 'সেই এক্ষণে অনায়াসে, মুক্তকণ্ঠে, মিথ্যাপবাদ দিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* মিথ্যা কথা। 'মিথ্যাপবাদ প্রচার দ্বারা অপরাপর লোকদিগকে তাঁহার বিপক্ষ করিয়া তুলিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মিথ্যাপুরী [স] *বি* মিথ্যার জগৎ। 'হান তোর পরশু-ত্রিশূল! ধ্বংস কর এই মিথ্যাপুরী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মিথ্যাপ্রপঞ্চ [স] *বি* মিথ্যাচার। 'সংসারে মিথ্যাপ্রপঞ্চ প্রবল হইয়া উঠিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মিথ্যাবচন [স] *বি* অসত্য কথা। 'অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাঁড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মিথ্যাবাদ [স] *বি* অপবাদ। 'মিথ্যাবাদ হৈল মোর সুন বন্ধুজন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'এক পাপী আমারে দিল মিথ্যাবাদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মিথ্যাবাদিতা [স] *বি* মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস। 'বাচালতা, মিথ্যাবাদিতা, ভণ্ডামী ... প্রভৃতি দোষগুলি আমাদের পক্ষে অবশ্যই বর্জ্জনীয়।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

মিথ্যাবাদিত্ব [স] *বি* মিথ্যাবাদীর বদনাম। 'আমারে আরোপ করা মিথ্যাবাদিত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মিথ্যাবাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মিথ্যা কথা বলে এমন। 'নারীও অতিশয় চপলা, কুটিলা, মিথ্যাবাদিনী ও পুরুষঘাতিনী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মিথ্যাবাদী [স] *বিণ* মিথ্যা কথা বলে এমন। 'কেহ ধীর কেহ চাষা মিথ্যাবাদী সত্যভাষা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মিথ্যাবিবৃতি [স] *বি* অসত্য বক্তব্য। 'মিথ্যাবিবৃতি যখন ধরা পড়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মিথ্যাবোল [স মিথ্যা+বোল] *বি* অসত্য কথা। 'মিথ্যাবোল বলে সাধু রাজার সভায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মিথ্যাভাষণ [স] *বি* অসত্য কথন। 'মিথ্যাভাষণের পাপ তাহাতে হইবে না বটে।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'প্রেম নাকি মোর মিথ্যাভাষণ!' *নজরুল*, ১৯৩০।

মিথ্যাভাষী [স] *বি* মিথ্যাবাদী। 'ধিক মিথ্যাভাষী!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মিথ্যাভিমান [স] *বি* অলীক অভিমান। 'মিথ্যাভিমান প্রকাশেই আমার সমস্ত আয়ু গত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মিথ্যাভিযোগ [স] *বি* মিথ্যা অভিযোগ। 'মিথ্যাবাদ উত্থাপনে দণ্ড থাকা হেতু প্রায় কেহই মিথ্যাভিযোগ করিত না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মিথ্যা-ভূষা [স] *বি* নকল অলংকার। 'মিথ্যা-ভূষায় কী সাজ তুমি সাজো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মিথ্যাময় [স] *বিণ* মিথ্যাসর্বস্ব। 'জীবন অসৎ এবং মিথ্যাময় হতে বাধ্য।' *উমর*, ১৯৬৮।

মিথ্যাময়ী [স] *বি স্ত্রী* মিথ্যায় পরিপূর্ণ যে। 'আপনার জালে আপনি মরিল মিথ্যাময়ী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মিথ্যামিথ্যি [স মিথ্যা>] *ক্রিবিণ* অকারণে। 'কয় কি তারা মিথ্যামিথ্যি?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিথ্যারস [স] *বি* মিথ্যাচারভিত্তিক রস। 'মিথ্যারস ও আজগুবি রসের অভাব থাকাতে আমরা একে উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত করতে পারলাম না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মিথ্যার্ণব [স] *বি* চরম মিথ্যুক; মিথ্যার সাগর। 'চোর বাটপাড় মিথ্যার্ণব পরিহিংসক।' *রামরাম*, ১৮০২।

মিথ্যালোক [স] *বি* মিথ্যার আলোক। 'জ্বালো তবে ভালো করে জ্বালো মিথ্যালোক।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মিথ্যাশঙ্কা [স] *বি* মিথ্যা ভয়। 'মিথ্যাশঙ্কা-নাগপাশ ঘুচাও ঘুচাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মিথ্যাসূদন [স] *বিণ* মিথ্যা বিনাশকারী; অশুভকে দূরকারী। 'এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মিথ্যুক [স] *বিণ* মিথ্যাবাদী। 'বড়ো বড়ো লোককে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, সত্যগোপনকারী বলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'ভারতজীবী কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মিথ্যে [স মিথ্যা] *বিণ* মিথ্যা। **মিথ্যেবাদী** [স মিথ্যাবাদী] *বিণ* মিথ্যা কথা বলে এমন। 'সকলেই মিথ্যেবাদী ও জালবাজ।' *হুতোম*, ১৮৬১। 'আগাগোড়াই মিথ্যে কথা, মিথ্যেবাদীর কোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মিথ্যেমিথ্যি [স মিথ্যা>] *ক্রিবিণ* বিনা কারণে; অনর্থক। 'করবেই তারা দস্যুবৃত্তি, মাইনেটা দেওয়া মিথ্যেমিথ্যি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মিথ্যোক্তি [স] *বি* মিথ্যা কথা। 'বিলাতে বিজ্ঞাপনের অত্যুক্তি ও মিথ্যোক্তি নানা বর্ণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মিদি *বি* জাতিবিশেষ। 'আসুরীয়, মিদি প্রভৃতি কোন জাতিই ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মিদির মিদির *বি* মিটমিট। 'আশার একটি ক্ষীণ প্রদীপ মিদির মিদির করছে।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মিন [স মীন] *বি* মাছ। 'বল বিনে কর্ম্ম জেন জল বিনে মিন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিনজিরি *বি* চিরসবুজ গাছবিশেষ। 'মিনজিরি গাছ বাসের গায়ে ডানা ঝটপট করে গেল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মিনত *বি* মিনতি। 'অনেক মিনত স্তুতি।' *আহসান*, ১৯৪৪।

মিনতি, মিনতী [আ মিন্নত] **১** *বি* অনুরোধ। 'নানাবিধ কথা কহিআঁ বড়ায়ি রাধারে করহ মিনতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বিনীত প্রার্থনা। 'রসুলের পদ স্মরি ভক্তি মিনতি করি।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* প্রার্থনা। 'যার যে মিনতি আছে কে করে ওদুল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মিনতি করন *বি* দয়া ভিক্ষা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মিনতিপূর্ণ *বিণ* অনুনয়পূর্ণ। 'মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

মিনতি-বেদনা-আঁকা *বিণ* অনুনয়পূর্ণ বেদনায় অঙ্কিত। 'অধর করুণামাখা মিনতি-বেদনা-আঁকা নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়খনে হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিনতি-বোল *বি* প্রার্থনা-বাক্য। 'মিনতি-বোল বলতে গেলাম দৈত্যপতিরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

মিনতিভরা *বিণ* অনুনয়পূর্ণ। 'ভীত মিনতিভরা কণ্ঠে সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া চলিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মিনতিমাখা *বিণ* অনুনয়-ভরা। 'বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি "এসো এসো" সুরে করুণ মিনতি-মাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিনিতি *বি* মিনতি; প্রার্থনা। 'নঈমার সুরে আবেগ-ভরা মিনিতি ফুটিয়া উঠে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মিনমিনিয়ে *ক্রিবিণ* মিন মিন ক'রে; মৃদু স্বরে। 'দর্শকদের একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মিনমিনে **১** *বিণ* অস্পষ্টভাবে কথা বলে এমন। 'মিনমিনে ধরনের নয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২** *বিণ* ক্ষীণ স্বরবিশিষ্ট। 'বড় মিনমিনে ভূতনাথবাবু।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মিনসা [স মনুষ্য] **১** *বি* লোক। 'খোলাবেচা মিনসাও হইল বৈষ্ণব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* স্বামী। 'ওরে মিনসা দৌড়িয়া আয় ধানের গাদায় আগুন লাগিয়া সকল পুড়িয়া ছাই হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মিনষে [স মনুষ্য>] *বি* বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ। 'আমাদের হেথা আর একটা মিনষে আছে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মিনসে [স মনুষ্য] **১** *বি* বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ। 'আহাহা, মিনসের রকম দেখ না – যেন তুলসীবনের বাঘ।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* স্বামী। 'বোজা যায়, মিনসে সহজে ছাড়বে না।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

মিন্সে [স মনুষ্য] **১** *বি* স্বামী। 'তবু সে বেহায়া মিন্সে কহিতে লাগিল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* সাবালক পুরুষ। 'তাহারা বলিল, কে জানে এ মিন্সের কেমন আক্কেল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মিনা [ফা মীনা] *বি* ধাতুর উপর মসৃণ পদার্থের প্রলেপ। 'তাহাতে রকমে২ মিনার কারখানা।' *রামরাম*, ১৮০১।

মিনাকারি [ফা মীনা+স কারী] *বি* ধাতুর উজ্জ্বলতা আনে এমন মসৃণ পদার্থবিশেষ; এনামেল। 'সোনা আর মিনাকারি দিয়ে এমন অভ্রান্ত আকৃতি দিলে স্বর্ণকার সোনার প্রজাপতিকে।' *অবন*, ১৯২৫; 'তাতে সবজে আর শাদা মিনাকারি দিয়ে নকশা-করা।' *অবন*, ১৯২৭।

মিনে-করা **১** *বিণ* ধাতুর উজ্জ্বলতা সাধক প্রলেপযুক্ত। 'গেরুয়া রঙের মিনে-করা।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **২** *বিণ* কলাই-করা; খচিত। 'সেই সুর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মিনার [আ] **১** *বি* চূড়া; স্তম্ভাকৃতির উঁচু চূড়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দেশবন্ধুর মিনার দেখলে উৎসাহই পাই বরং।' *শিবরাম*, ১৯৭০। **২** *বি* গম্বুজ। 'মছজিদের মিনারগুলিকে আবার আল্লার নামে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

মিনারা [আ মিনার] *বি* গম্বুজ। 'উত্তরে মসজিদ যার মিনারা বিরচিত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মিনি [বিনে] *বিণ* খুবই কম। 'সুতরাং মিনি মাইনের স্কুল মাষ্টারী কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মিনিট [ই] *বি* সময়ের এককবিশেষ; ৬০ সেকেন্ড সময়। 'ঘণ্টায় ৬০টি করিয়া মিনিট ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'বাতাস না পেলে ৩ মিনিটের অধিক্ষণ বাঁচতে পারে না।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মিনিটে মিনিটে *ক্রিবিণ* প্রতি মুহূর্তে। 'মিনিটে মিনিটে বিড়ি খাওয়ার মতোই সে যেন বড়োলোক।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মিনিমুখো *বিণ* বিড়ালের মতো মুখবিশিষ্ট। 'ওই যে সেকান্দর মিনিমুখো ... শয়তানের আলি খুঁটা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

মিনিয়েচার [ই] *বি* অনুচিত্র। 'তা মিনিয়েচারে এ সমাজ সবই মেলে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মিনিস্টার [ই] *বি* মন্ত্রী। 'যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মিনিস্ট্রি [ই] *বি* মন্ত্রণালয়। 'হামার মিনিস্ট্রি ইজ য্যাট স্টেক।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মিম [আ] *বি* আরবি বর্ণমালার ২৪তম বর্ণ। 'বারে বারে টুটে কলম তোমার না লিখিতে শুধু মিম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মিমাংসে [স মীমাংসা] *বি* জৈমিনি-রচিত দর্শন শাস্ত্র। 'বেদান্ত মিমাংসে সংক্ষা বেদে বিচারিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিম্বর [আ মিন্‌বর] *বি* ইমামের বেদী। 'মিম্বর উপরে উঠি খোতবা পড়এ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মিয়া [ফা মিয়াঁ] *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাঁড়িপাল্লা ধরি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মিয়া-বিবি *বি* স্বামী ও স্ত্রী। 'মিয়া-বিবিরার মিলন না হৈলে খিলকাতের কাজ বন্ধ হৈয়া যাবে না?' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মিয়ারাজ [ফা মিয়াঁ] *বি* প্রভু। 'মিয়ারাজের কথা শুধাই কারে।' *লালন*, ১৮৯০।

মীএগ্রা [ফা মিয়াঁ] *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'আইল দফর মীএগ্রা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মিয়াঁও [ধ্বন্যা] *বি* বিড়ালের ডাক। 'কেঁদে মিয়াঁও মিয়াঁও বলে বিবি বেড়ালি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মিয়োঁ [ধ্বন্যা] *বি* বিড়ালের ডাক। 'ও কেবল করে মিয়োঁ মিয়োঁ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মিয়াদ [আ] ১ *বি* চুক্তির সময়সীমা। 'এক বৎসর মিয়াদে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। ২ *বি* কারাদণ্ড। 'তাহাদিগের ঐ স্থানে মিয়াদ খাটিতে নয়তো হরিং বাটীতে সুরকি কুটিতে হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মিয়াদী *বিণ* নির্দিষ্ট মেয়াদবিশিষ্ট। 'চলে গেলে ... মিয়াদী প্রদীপ জ্বেলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মিয়ান *বি* তরবারির কোষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মিয়োনো *বিণ* নেতানো; নরম। 'অশথ পাতা ... শুকনো মিয়োনো ছেঁড়া।' *জীবন*, ১৯৪২।

মিরগা [স মৃগ] *বি* মৃগেল; মাছবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মিরগেল *বি* মৃগেল মাছ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মিরগি [স মৃগী] *বি* মৃগীরোগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মিরতু [স মৃত্যু] *বি* মৃত্যু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মিরথিকা [স মৃত্তিকা] *বি* মৃত্তিকা; মাটি। 'অগ্নি, জল, বায়ু, মিরথিকা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মিরবহরী [ফা মিরবহর] *বি* নৌ-কর্মকর্তার কাজ। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

মিরাকল, মির‍্যাকল [ই] *বি* অভাবনীয় ব্যাপার; অত্যাশ্চর্য ঘটনা। 'এটাকে অবৈজ্ঞানিক ভাষায় মিরাকল বলা যেতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'ভেবেছিলুম একটা মির‍্যাকল ঘটবে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

মিরাশ, মিরাস [আ মিরাছ] ১ *বি* সম্পত্তির উত্তরাধিকার। 'দামিন্যায় চাষ চষি মিরাস পুরুষ ছয় সাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। 'আমার মিরাশে কেনে ভূতের প্রচার।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। 'পৈতৃক ভূসম্পত্তি ... কবালা, পত্তনী এবং মিরাস স্বত্বে দলীল লিখাইয়া লইতে লাগিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মিরাসদার [আ মিরাছ+ফা দার] *বিণ* উত্তরাধিকারী। 'মিরাসদার মধ্যবিত্ত চৌধুরী গোষ্ঠী ...।' *ইসলাম*, ১৯৪৫।

মিরি *বি* আসামের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দফলা কুকী ... ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মির্ত্যু, মির্ত্তু [স মৃত্যু] *বি* মরণ; প্রাণ না থাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। দ্র **মৃত্যু**

মির্তুকাল [স মৃত্যুকাল] *বি* মরণের সময়। 'মির্তুকালে জারে দেখি সেই রূপ হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মির্তিকা [স মৃত্তিকা] *বি* মাটি। 'মির্তিকার নেস নাগ্নি সব রত্নময়।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **মৃত্তিকা**

মির্ধা [ফা মিরদা] *বি* লাঠিয়াল। 'মির্ধা দিয়া পরে দুখ হইল আপনার সুখ অপরাধ বিনে হয় বৈরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মির্ধা [ফা মিরদা] *বি* মিরধা; দশজন সৈন্যের অধিনায়ক। *ডানকান*, ১৭৮৪।

মির্মির [স] ১ *বি* দৃষ্টি। 'ওষ্ঠে অনিশ্চিত হাসি, আঁখিকোণে সন্দিগ্ধ মির্মির।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১। ২ *বি* অপলক দৃষ্টি। 'সুচির ধ্রুবতারকার মির্মিরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

মিল[1] [স] *বি* মিশ্রণ। 'ঘৃত দধি দুধে সাজিআঁ মিলচুকা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মিল খাওয়া *ক্রি* সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। 'মিল খেয়েছে রাজযোটক।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মিল খাওয়ানো *ক্রি* সঙ্গতি করা। 'কিছুতেই মিল খাওয়াতে পারি না।' *সওগাত*, ১৯২৯।

মিলচুকা *বি* মিশ্রিত হয়েছে এমন অবস্থা। 'ঘৃত দধি দুধে সাজিআঁ মিলচুকা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মিলজুক *বি* মিল। 'আসুন মিলজুক করে ফেলি।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

মিলমিশ ১ *বি* শান্তিতে সহাবস্থান। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* একমত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বি* বনিবনা। 'দু'দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

মিল[2] [ই] ১ *বি* কঠিন দ্রব্য চূর্ণ করার যন্ত্র। 'ঐ বাটীতে একটি মিল ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বি* কারখানা। 'মিলের ধোঁওয়ায় ঢাকা শরতের নীল মণ্ডল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* কলকারখানা রয়েছে এমন। 'কলিকাতা, ২৪ পরগনা, হাওড়া ... ও অন্যান্য মিল এলাকার ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মিলওয়ালা [ই মিল+হি ওয়ালা] *বি* মিল-মালিক। 'মিলওয়ালা, এজেন্ট, আড়তদার, ফড়িয়া বা ব্যাপারী ইত্যাদির মুনাফার ঘাটতি না পড়িলেও ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

মিলঘর [ই মিল+ঘর] *বি* মিল বসানো থাকে যে ঘরে। 'সকলে, মিলঘরে প্রবেশ করিয়া, যন্ত্রের গতি স্থগিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মিল[3] [ই] *বি* আহার। 'আপনারা যে খানা খাবেন, তার দাম মিল প্রতি দশ টাকা।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মিলন [স] ১ *বি* সংযোগ। 'উত্তম অধমে নর বিভার মিলন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সাক্ষাৎ। 'সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* আয়ব্যয়ের সঙ্গতি। 'তুমি জদি তহবিল মিলন না করিতে পারহ ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৪ *বি* আলিঙ্গন। *ওসাঁ*,

১৭৮৫। **৫** *বি* যোগাযোগ। 'মাশুম খাঁ যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংহের চাকরের সহিত।' *রামরাম*, ১৮০১। **৬** *বি* শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন। 'প্রথম মিলনভীতি ভেঙেছে বধূর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মিলনআশা *বি* মিলনের আকাঙ্ক্ষা। 'প্রিয়, মিলনআশায় ছিনু সুখে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মিলনকরণ [স] *বি* মিলিয়ে দেখা। *ডানকান*, ১৭৮৪।

মিলন করা *ক্রি* যোগাযোগ করা। 'মাশুম খাঁ যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংহের চাকরের সহিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

মিলনকেন্দ্র [স] *বি* মিলন-স্থান। 'সংহত হয়ে কোথাও মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মিলনক্ষেত্র [স] *বি* মিলনস্থল। 'পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মিলনগীতিস্বর [স] *বি* মিলনসঙ্গীতের ধ্বনি। 'যুগান্তরের মিলনগীতিস্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মিলনগৃহ [স] *বি* মিলনের স্থান। 'নির্দোষ আমোদের মিলনগৃহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মিলনগ্রন্থি [স] *বি* মিলনের বন্ধন; গাঁটছড়া। 'তাদের মিলনগ্রন্থি হয়েছিল বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মিলন-ঘন [স] *বিণ* মিলনের আনন্দে পূর্ণ। 'মিলন-ঘন-মেঘলোকে আজি মিটিবে মরু-তৃষা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মিলনচেষ্টা [স] *বি* একত্র হওয়ার চেষ্টা। 'আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মিলন-ছোঁওয়া *বিণ* মিলনের সঙ্গে মিশে আছে এমন। 'মিলন-ছোঁওয়া বিচ্ছেদেরি অন্তবিহীন ফেরাফেরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মিলনতত্ত্ব [স] *বি* মিলনের স্বরূপ। 'দেশকালের মিলনতত্ত্ব তুমি ব্যাখ্যা করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মিলনতীর্থ [স] *বি* ঐক্য স্থাপিত হয় এমন পুণ্যস্থান। 'বাঙালির এই হৃদয়সঙ্গমস্থলই বাঙালির সর্বপ্রধান মিলনতীর্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ/ শান্তির বাঁধ বেঁধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মিলনদীপ [স] *বি* মিলনরূপ প্রদীপ। 'তোমার মিলনদীপ অকম্পিত যেথায় বিরাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মিলনধর্মী, মিলনধর্ম্মী *বিণ* মিলিত হতে চায় এমন স্বভাববিশিষ্ট। 'মিলনধর্ম্মী মানুষ মিলিবে, এ নহে স্বপ্নকথা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মিলননীতি [স] *বি* পরস্পর সাহচর্যের রীতি। 'স্ত্রীপুরুষের মিলননীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মিলনপন্থী [স মিলন+হি পন্থী] *বিণ* ঐক্যের পক্ষের। 'মিলনপন্থী হইয়াও আমি।' *এসলাম*, ১৯১৫।

মিলন-পালা [স মিলন+পালা] *বি* মিলনের পালা; মিলনরূপ গানের পালা। 'মিলন-পালা সাঙ্গ হলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মিলনপ্রয়াসী [স] *বি* মিলন চায় এমন ব্যক্তি। 'কাছে আয় মিলনপ্রয়াসী।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

মিলনবিরহ [স] *বি* মিলন ও বিচ্ছেদ। 'হাসি কান্না, মিলন বিরহ, বাসনা, লজ্জা, প্রেমের মোহ এই-সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'তারা মন্দ-মধুর দোলায়, শান্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে, বেঁধেছিল মন শিথিল ছন্দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'প্রেমঅভিসার, মিলনবিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি।' *হাই*, ১৯৫৪।

মিলনবিহীন [স] *বিণ* মিলিত হতে পারে না এমন। 'কেঁদে ফেরে হিয়া মিলনবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মিলন বেলা [স] *বি* মিলনের সময়। 'পাছে বিনা গানেই মিলন বেলা ক্ষয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

মিলনমন্দির [স] *বি* মিলনকেন্দ্র। 'এস জরদ্ধজরতী, এই মিলনমন্দিরে এক মন প্রাণ হয়ে মুক্তি সাধনা করি।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মিলনমালা [স] *বি* মিলনের সময়কার মালা। 'মিলনমালায় যুগল গলায় রইবে গাঁথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মিলনমূলক [স] *বিণ* সম্প্রীতিময়। 'আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদিগকে চর্চা করিতে দেয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মিলনযজ্ঞ [স] *বি* একত্র হওয়ার আয়োজন। 'অকস্মাৎ পূর্ব-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মিলন-রাখী [স মিলন+রাখী] *বি* প্রীতিবন্ধন। 'কে তুমি ওগো মিলন-রাখী বাঁধিলে হাতে?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মিলন-লতা [স] *বি* মেলবন্ধন। 'কবির প্রথম জীবনের কাহিনীর ভিতর দিয়া সেদিন যে মিলন-লতা রচিত হইল ...।' *জসীম*, ১৯৬১।

মিলনশক্তি [স] *বি* ঐক্যশক্তি। 'যে মিলনশক্তির উদ্ভব হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মিলনসংগীত [স] *বি* প্রীতিমূলক গান। 'জীবনে মিলনসংগীতের ধুয়োই হচ্ছে এইখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মিলনসাধন [স] *বি* মনোমালিন্যের পর সন্ধি স্থাপন। 'দম্পতির মিলনসাধন করাইয়া দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মিলন-সুখ [স] *বি* মিলনের আনন্দ। 'কেন হে মিলন-সুখে রহিব বঞ্চিত?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মিলন-সুখালস [স] *বিণ* মিলনের আনন্দে বিভোর। 'এসো মিলন-সুখালস নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মিলনস্থল [স] *বি* যেখানে মিলন হয়। 'পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্থানের মিলনস্থল।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

মিলনাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* মিলনে ইচ্ছুক। 'হিন্দু-মুসলমানে মিলনাকাঙ্ক্ষী বড়ো বড়ো রথীরাও এইটা ধরতে পারেননি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মিলনানন্দ [স] *বি* মিলনের আনন্দ। 'তাঁহার মিলনানন্দ দেখিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াক।' *হাই*, ১৯৫৪।

মিলনান্ত [স] *বিণ* উপসংহারে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটে এমন। 'কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত, নয় বিয়োগান্ত।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মিলনান্তক [স] *বিণ* মিলনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এমন। 'বিরহান্তক নাটক কেন মিলনান্তক নাটকের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মিলনাবেগ [স] *বি* মিলনের ব্যাকুলতা। 'আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মিলনায়তন [স] *বি* দর্শক-শ্রোতাদের বসা ও অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য নির্মিত বিশেষ ভবন বা ভবনের অংশ। 'কলেজ মিলনায়তনে জাতীয় সাক্ষরতা দিবস অনুষ্ঠানে ...।' *বেগম*, ১৯৬৭।

মিলনার্ত [স] *বিণ* মিলনের জন্য কাতর; মিলনে উৎসুক। 'মিলনার্ত বসন্তপ্রদোষে তোমার চরণতলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

মিলনিয়া [স মিলন] *বিণ* শান্তিকামী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মিলনোচ্ছ্বাস [স] *বি* মিলনের ভাবাবেগ। 'প্রাথমিক মিলনোচ্ছ্বাস কমিয়া আসিলে ...।' *মানিক*, ১৯৪০।

মিলনোন্মত্ত [স] *বিণ* মিলনের জন্য অতি ব্যাকুল। 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো।' *জীবন*, ১৯৪২।

মিলনোন্মুখ [স] *বিণ* মিলনের জন্য ব্যাকুল। 'কিয়ৎ পরিমাণে আত্মপর ভুলে, মিলনোন্মুখ প্রশান্ত মন নিয়ে সমবেত হয়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

মীলন [স মিলন] *বি* মিলন; একাত্ম হওন। 'তোর মোর শোভএ মীলনে।' বড়ু, ১৪৫০।

মিলা[1], **মিলানো** [স মিল্>] **১** *ক্রি* মিলিত হওয়া। 'লজ্জা পাআঁ কাহাঞিঁ তার এড়িআঁ মিল।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হারিয়ে যাওয়া। 'কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *ক্রি* বিলীন হওয়া। 'কখন উঠিলি আর কখন মিলালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *ক্রি* নিঃশেষ হওয়া। 'দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে, মিলায়ে আসে আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৫** *ক্রি* একীভূত করা। 'জীবনকেও তাহার সহিত মিলাইয়া আপনার অনুবর্তী করিতে চাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **মিল** *ক্রি* মিলিত হলো। 'লজ্জা পাআঁ কাহাঞিঁ তার এড়িআঁ মিল।' বড়ু, ১৪৫০। **মিলএ** *ক্রি* মিশ্রিত হয়। 'গোরস সহিতে যেন না মিলএ তেল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মিলয়** *ক্রি* মেলে। 'তুমি হেন পণ্ডিত মিলয় ভাগ্য বশে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মিলল** *ক্রি* প্রাপ্ত হলে। 'মিলল রতন ফিরে পুন বিঘটাওয়ে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মিললা** *ক্রি* মিলিত হলো। 'একে একে মিললা প্রভু হইলা ভক্তগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **মিলহ** *ক্রি* মিল করো। *ক্যাপগে*, ১৭৯৬। **মিলাঅল** *ক্রি* মিলালো; মিলিত করলো। 'জানি বিধি আনি নিধি মিলাঅল সঙ্গ।' বড়ু, ১৫৭০। **মিলাইল** *ক্রি* জোটালো। 'বিধি গুণনিধি মিলাইল তোমা হেন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **মিলাএ** *ক্রি* মিশ্রিত হয়। 'ক্ষীরভর ঘট হোয়ত বনট গোচন গন্ধ ন মিলাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মিলাও** *ক্রি* মিলিয়ে যাও; গলে যাও। 'রৌদ্রে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাওঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **মিলাওব** *ক্রি* মিলে যাও। 'নাগর অতি নব তুরিতে মিলাওব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মিলাওসি** *ক্রি* মিশ্রিত করো। 'বিষ মিলাওসি মধু খিলাওসি মোর জীউ বধ লাগি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মিলাতে** *ক্রি* মিল দিতে। 'না লইবে দোষ যদি মিলাতে না জানি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **মিলায়ব** *ক্রি* মিলিয়ে দেবো। 'বিদ্যাপতি ভন এই নিবেদন আনি মিলায়ব মোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মিলায়ে** *ক্রি* মিলিয়ে; বিলীন হয়ে। 'জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **মিলাসয়** *ক্রি* মিলে যায়। 'নদ নদী আসি পুনি সমুদ্রে মিলাসয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মিলি** **১** *ক্রি* মিলিয়ে। 'বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা।' *চর্যা ৮*, ১২০০। **২** *ক্রি* মিলে। 'নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন।' বড়ু, ১৪৫০। **মিলিআ** *ক্রি* মিলিত হয়ে। 'সুনে সুন মিলিআ জবেঁ।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০। **মিলিআঁ** *ক্রি* মিলিত হয়ে; একত্র হয়ে। 'সকল গোপীগণে মিলিআঁ বুইল গির্জা।' বড়ু, ১৪৫০। **মিলিন** *ক্রি* মিললো। 'বাটত মিলিন মহাসুহ সুঙ্গা।' *চর্যা ৮*, ১২০০। **মিলিব** *ক্রি* মিলবে; পাবে। 'অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণপ্রেমধন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মিলিল** **১** *ক্রি* পাওয়া গেলো। 'কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *ক্রি* উপস্থিত হলো। 'মিলিল কুদিন আসি বিধি হৈল বাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *ক্রি* মিলিত হলো। 'হেন কালে শৃঙ্গমুনি মিলিল তথাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মিলিলা** **১** *ক্রি* মিলিত হলে। 'আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* মিলিত হলো। 'একগুণ দুঃখ লই আসিয়া মিলিলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **মিলিলেক** *ক্রি* পৌঁছালো। 'তিন দিনে সামদেশে মিলিলেক গিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **মিলিহে** *ক্রি* মিলে; মিলিত হয়। 'যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।' বড়ু, ১৪৫০। **মিলী** *ক্রি* মিলিত হয়ে; একত্রে। 'ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ।' বড়ু, ১৪৫০। **মিলে** *ক্রি* একসঙ্গে। 'সাহেব মুনসি এইখানে মিলে আপনি হুকুম করিলে।' *কেরি*, ১৮০২।

মিলিয়া থাকা *ক্রি* মিলেমিশে থাকা। 'বৃষ্টির জলে আপনারা ভাসিয়া যায় অতএব মিলিয়া থাকা ভাল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মিলিয়ে নেওয়া *ক্রি* খাপ খাওয়ানো; আকার ধারণ করা। 'প্রত্যেক পাত্রেই অল্প কালের মধ্যেই সে আপনাকে মাপে মিলিয়ে নিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মিলিয়ে যাওয়া *ক্রি* অদৃশ্য হওয়া। 'চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মিলেজুলে *ক্রিবিণ* একত্র হয়ে। 'যা, তোরা সকলে মিলেজুলে জলসেতে যা দেখি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মিলে মিশে **১** *ক্রিবিণ* মানিয়ে; খাপ খাইয়ে। 'আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিশে নিতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *ক্রিবিণ* একত্র হয়ে। 'পাখির সঙ্গে মিলে-মিশে ছিল চুপে-চাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মিলা[2] [স মিল্>] *বি* মিলিত হওয়া। 'মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।' *চণ্ডী*, ১৬০০।

মিলাদ, মিলাদ শরীফ, মিলাদ মহফিল [আ] *বি* (ইসলাম) ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিশেষ। 'মুসলমান ভগিনীগণ "মিলাদ শরীফ" পাঠ ও শ্রবণ করিবেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'মিলাদ মহফিলে যে গান গাওয়া লইয়া ...।' *সওগাত*, ১৯২৮।

মিলিক [স মিল্>] *বিণ* সমপরিমাণ। 'তাহার মিলিক ভূমি দিবেক তোমারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মিলিটারি, মিলিটারী, মিলিটরি [ই] **১** *বি* সেনাবাহিনী। 'কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল কিম্বা মিলিটরি চাকর কেহ ঐ সভায় যান নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'মিলিটারি সিবিল বণিক আদি যত/ ছুটী পেয়ে ছুটাছুটি আস্ফালন কত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'ইউরোপীয় সিভিল ও মিলিটারী টীমগুলিই লীগ-বিজয়ের গৌরব লাভ করিয়া আসিতেছিল।' *সওগাত*, ১৯৩৬। **২** *বিণ* সামরিকবাহিনী সংক্রান্ত। 'ইনডিভিজুয়ালিজমের পরিণতি হল অ্যানার্কিতে এবং স্টেট মিলিটারি সোশ্যালিজমে গিয়ে দাঁড়ালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **৩** *বিণ* মিলিটারির মতো; উগ্র। 'ওনাদের মেজাজ আমাদের দ্যাশে এলে একটুখানি মিলিটারি হয়ে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মিলিটরি চাকর [ই মিলিটারি+ফা চাকর] *বি* সেনা-কর্মকর্তা। 'কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল কিম্বা মিলিটরি চাকর কেহ ঐ সভায় যান নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মিলিটারিজম [ই] *বি* সমরবাদ। 'মিলিটারিজম ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার অনুবাদ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মিলিটারি ট্রাক [ই] *বি* সেনাবাহিনীর গাড়ি। 'লক্ষ্যহীন যুদ্ধহীন মিলিটারি ট্রাক।' *জীবন*, ১৯৩২।

মিলিটারিত্ব [স মিলিটারি+স ত্ব] *বি* সামরিক কর্মকাণ্ড। 'মিলিটারিত্বের রক্তিমায় য়ুরোপের গণ্ডস্থল যে টকটকে হইয়া

উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মিলিটারি লাইন [ই] *বি* সামরিক ধারা। 'এ-মিলিটারি লাইনের ঐ-টুকুই সৌন্দর্য।' *নজরুল*, ১৯২২।

মিলিটারি স্টাইল [ই] *বি* মিলিটারি রীতি। 'মিলিটারি স্টাইলে এত জোরে – এতটা পথ হাঁটিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মিলিটারী লরি [ই] *বি* সেনাবাহিনীর মালবাহী গাড়ি। 'সারবন্দী চলেছে মিলিটারী লরী।' *তারা*, ১৯৪৩।

মিলিত [স] *বিণ* মিশ্রিত। 'জোগায় গুয়া পান মিলিত করে ঘনসার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মিলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* যুক্ত; মিশ্রিত। 'ইদানিং নানাদেশীয় কথা বাঙ্গলা ভাষাতে মিলিতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মিলিশিয়া, মিলিসিয়া [ই] *বি* স্থায়ী সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন রণদক্ষ নাগরিক দল। 'একদল মিলিসিয়া সৈন্য বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়।' *বান্ধব*, ১৮৮১; 'স্থানীয় মিলিশিয়া ও বর্ডার পুলিশের পরিবর্তে এক্ষণে নাকি রাজপুত ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

মিল্ক [ই] *বি* দুধ। 'হরলিকস মিল্ক তৈরি করে আনুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মিল্ক পাউডার [ই] *বি* গুঁড়া দুধ। 'মিল্ক পাউডার দিয়ে চা খেতে খেতে সকাল ... একেবারেই বিস্বাদ হয়ে আসে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

মিশ[1] [স মিশ্র] *বি* মিল। 'সেই জগৎ বিধাতার জগতের সঙ্গে মিশ খাইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মিশ খাওয়া *ক্রি* খাপ খাওয়া বা মেলা। 'মেয়েতে জলেতে বেশ মিশ খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মিশ[2] [আ মিসি] *বিণ* ঘোর; গাঢ়। 'শাড়ির চওড়া পাড়, শাদা শাড়ি, মিশকালো পাড়।' *বুদ্ধ*, ১৯৩৭।

মিশকালো *বিণ* ঘোর কালো; মিসির মতো কালো। 'মিশকালো রঙ চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মিশ মিশ *বিণ* ঘন কালো। 'বোল তার ফিস ফিস/ চুল তার মিশ মিশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মিশমিশে ১ *বিণ* ঘোর কালো রংবিশিষ্ট। 'গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা।' *সুকুমার*, ১৯১৮। **২** *বিণ* খুব গাঢ়; ঘোর। 'কালো মিশমিশে সরু দেহ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

মিশন [ই] **১** *বি* লক্ষ্য। 'ওর কি আর কোন মিশন আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* ব্রত। 'পুরাতন দেবতাকে আধুনিক করে তোলাই আমার মিশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **৩** *বি* ধর্মপ্রচার-সঙ্ঘ বা সমিতি। 'স্কুলে যাওয়ার চেয়ে মিশন, সেবাশ্রম প্রভৃতিতেই ঘুরে বেড়াত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মিশনরি, মিশনরী [ই] **১** *বি* খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। 'মিশনরি রাঙ্গা নাপ দংশে ভাই যারে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* খ্রিস্টধর্ম প্রচারে নিযুক্ত। 'কতিপয় মিশনরী রমণী গল্প ও হাস্য পরিহার করিতেছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মিশন হাউস [ই] *বি* খ্রিস্টানদের ধর্মপ্রচার কেন্দ্র। 'ইনি মিশন হাউসে আদর্শ রমণী।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মিশনারি, মিশনারী [ই] **১** *বিণ* খ্রিস্ট ধর্মপ্রচার সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত। 'মিশনারি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদিগকে সাধুবাদ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। 'মিশনারিরা যে অত্যল্পমাত্র বৃত্তি দিতেন ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮; 'সকল বিধি-ব্যবস্থা কার্য্যে করণার্থ ... উপযুক্ত মিশনারী প্রস্তুত করার আবশ্যক।' *সওগাত*, ১৯২৯।

মিশনারি-বিদ্যালয় [ই মিশনারি+স বিদ্যালয়] *বি* মিশনারিদের পরিচালিত বিদ্যালয়। 'মিশনারি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদিগকে সাধুবাদ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মিশমি *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই খামটি, সিংফো, মিশমি, চুলকাটা মিশমি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দফলা কুকী ... ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মিশর [আ] *বি* আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পুবে অবস্থিত দেশবিশেষ। 'বেবিলন এসিরিয়া মিশর দুর্ব্বল ছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। *দ্র* মিসর

মিশরী *বিণ* মিশরদেশীয়। 'মিশরী মুসলিমে ও বাঙালি মুসলিমে প্রচুর পার্থক্য।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মিশরীয় [আ মিসর+স ঈয়] *বিণ* মিশরদেশীয়। 'মিশরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মিশোরি *বিণ* মিশরের বংশজাত। 'এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মিশল *দ্র* মিশেল

মিশাওন *বি* মেশানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মিশানো, মিশান[1] [স মিশ্র>] **১** *ক্রি* মিশ্রিত করা। 'সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* মিলিত করা। 'সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **মিশায়** *ক্রি* মিশ্রণ করে। 'সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মিশায়ে** *ক্রি* মিশিয়ে; মিশ্রিত ক'রে। 'সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **মিশায়্যা** *ক্রি* মিশিয়ে। 'চালু গুড় মিশায়্যা তুলিয়া রাখে ভালে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মিশে যাওয়া *ক্রি* মিলিয়ে যাওয়া। 'বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মিশান[2] *বিণ* মিশ্রিত। 'তাহাতে আরবী পারসী শব্দ মিশান থাকে।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৮।

মিশামিশি [স মিশ্র>] **১** *বি* ধস্তাধস্তি। 'খেচাখেচি মিশামিশি করএ অবিশ্রাম।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* একটির সঙ্গে আরেকটির মিশে থাকা। 'পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি মিশামিশি, শ্যাম রূপের রাশি রাশি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৩** *বি* মেলামেশা। 'স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে এত মিশামিশি হয় যে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মিষামিষি [স মিশ্র>] *বি* মেশামেশি। 'দুই হস্তী মিষামিষি দন্তে দন্তে কষাকষি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মিসামিসী [স মিশ্র>] *বি* ঘনিষ্ঠতা। 'আজ বড়ই মিসামিসী ঘেঁসাঘেসী।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মিশাল [স মিশ্র>] *বিণ* মিশ্রিত। 'তিন চারি সালের লবণ মিশাল থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মিসাল [স মিশ্র] *বি* মিশ্রিত দ্রব্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মিশি, মিশী [আ মিসি] *বি* তামাকের গুঁড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি দাঁতের মাজন। 'মিশী দাঁতে ঘষা মাথা, গোট কোমরে হাতে বেয়ালা।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'শরীর ডিগডিকে, পইতে গোচ্ছা করে গলায়, দাঁতে

মিশি।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **মিসি**

মিশিকালো *বিণ* মিশির মতো কালো; ঘন কালো। 'মিশিকালো মোষেকালো নিকষ কালো চিকন কালো আলাদা আলাদা রং।' *অবন*, ১৯২৫।

মিষি [আ মিসি] *বি* মিসি; তামাকের গুঁড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি দাঁতের মাজন। 'দাঁত গেল মিষি কি ঘষিব দন্তমূলে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মিশুক [স মিশ্র>] *বিণ* মিশতে পটু; স্বভাবত মিশতে পছন্দ করে এমন। 'অম্বিকাচরণ তেমন মিশুক লোক নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মিশুকে *বিণ* মিশুক। 'তারা অনেক বেশি মিশুকে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মিশেল, মিশল [স মিশ্র>] *বি* মিশ্রণ। 'বাঙালির মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেছে, এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'মানুষের মধ্যে মিশেল চলছে, বনমানুষের মধ্যে মিশেল নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মিশোল ১ *বি* মিশেল; মিশ্রণ। 'ছোটো এবং কত বড়োর মিশোল আলাদা করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* মিশ্রিত। 'পাটল রঙের গাই গোরুটি আর মিশোল রঙের বাছুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মিশ্র[1] [স] ১ *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* চিকিৎসক; মীমাংসক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মিশ্র[2] [স] ১ *বিণ* একীভূত। 'মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি নিগড়।' *মাইকেল*, ১৮৬২। ২ *বিণ* সংকর। 'মিশ্রজাতীয় নেপালী ... সকলে আপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* মিশ্রণজাত। 'বাংলার মতো মিশ্রভাষা এক উর্দু বাদ দিলে ভারতবর্ষে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই।' *প্রমথ*, ১৯২২।

মিশ্রকেশী *বিণ* জটাধারী। 'মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি নিগড়।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মিশ্রজাতীয় [স] *বিণ* সংকর জাতীয়। 'মিশ্রজাতীয় নেপালী ... সকলে আপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মিশ্রভাষা *বি* বহু ভাষার মিশ্রণজাত ভাষা। 'বাংলার মতো মিশ্রভাষা এক উর্দু বাদ দিলে ভারতবর্ষে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই।' *প্রমথ*, ১৯২২।

মিশ্রার্দ্ধমাগধী [স মিশ্র-অর্ধ-মাগধী] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... মিশ্রার্দ্ধমাগধী শকা আভীরী শ্রবন্তী দ্রাবিড়ী ঔড্রীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহ্লিক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মিশ্রিত [স] ১ *বিণ* মিশানো। 'স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'স্রোতজলে যে সমস্ত কর্দমাদি মিশ্রিত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'এ সমুদয় ঘোল আনাতে মিশ্রিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মিশ্রিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* মিলিতভাবে। 'এই ত্রিমূর্ত্তি মিশ্রিতভাবে জাত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মিশ্রিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সংযুক্ত। 'গৌর নদী কাটাইয়া আপন গঞ্জের নিকটবর্ত্তি বক্রেশ্বরী নদীতে মিশ্রিতা করাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

মিশ্রিসাঁচ *বি* শুকনা মিষ্টি খাবারবিশেষ। 'মিশ্রিসাঁচ চিনির ফেনি ক্ষীর তক্তি সরে চিনির ফেনা এলাচদানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মিশ্রী [আ মিসর>] *বি* স্ফটিকের মতো দানাবাঁধা চিনি। 'চানাচুর চাটনি কি মিশ্রী।' *অন্নদা*, ১৯৪৩। *দ্র* **মিছরি**

মিষ্ট [স] ১ *বিণ* মিষ্টি স্বাদের। 'ভাল মিষ্টপ্রসাদ লইয়া প্রভুকে নিবেদন করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মিষ্টান্ন। 'মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* প্রীতিদায়ক। 'নামটি বড়ো মিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* কোমল। 'দ্রুতগামিনী দ্রুতহাসিনী দ্রুতভাষিণী মিষ্ট স্বভাবের ঠাকুরঝি।' *তারা*, ১৯৪২। *দ্র* **মিষ্টি**

মিষ্ট অন্ন [স] *বি* পায়েস। 'ঘৃতে পুরি খুরি/ মিষ্ট অন্ন বন্ধুজনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মিষ্টঅর্ন্ন [স মিষ্ট+স অন্ন] *বি* মিষ্টান্ন। 'মিষ্টঅর্ন্ন পানে তারে করাল্য ভোজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিষ্টক [স] *বিণ* মিষ্ট। 'অখণ্ডক পিষ্টক খেতে অতি মিষ্টক।' *অন্নদা*, ১৯৪৬।

মিষ্ট জল [স] *বি* পানীয় জল। 'সেখানে লবণাম্বু ব্যতিরেক মিষ্ট জল দুর্লভ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মিষ্টতম [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট। 'শুনিতেছি বাণী – মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

মিষ্টতা [স] *বি* মধুরতা। 'মিষ্টতা আধার হেতু আরো মনোহর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মিষ্টত্ব [স] *বি* মধুরতা। 'মধুর মিষ্টত্ব ও উৎকৃষ্টতা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মিষ্টপ্রয়োগ [স] *বি* নির্ভুল প্রয়োগ। 'সংস্কৃত শব্দের মিষ্টপ্রয়োগ না হলেও দুষ্টপ্রয়োগ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মিষ্টবচন [স] *বি* মিষ্টি কথা। 'তুষ্ট করেন মিষ্ট বচনেতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মিষ্টবাক্য [স] *বি* মধুর কথা। 'প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ/ চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অনুবর্তী গণের এই মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিষ্টভাষ [স] *বি* মধুর কথা; সুখকর কথা। 'টান যখন মরণ-ফাঁসি বল নাকো মিষ্টভাষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিষ্টভাষিণী [স] *বি স্ত্রী* মিষ্টি কথা বলে যে। 'শান্ত শিষ্ট মিষ্টভাষিণী।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

মিষ্টভাষিতা [স] *বি* সুন্দর কথা বলার গুণ। 'মহারাজের ... কি অমায়িকতা! কি মিষ্টভাষিতা!' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মিষ্টভাষী [স] *বি* মুখের ভাষা মিষ্টি যার। 'বিশেষতো মিষ্টভাষী ও উদ্দম দাতা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মিষ্টমুখ [স] ১ *বি* মিষ্টান্ন ভোজন। 'একটু মিষ্টমুখ করিয়া আপনাকে যাইতেই হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষা। 'বাড়িতে গিয়া মিষ্টমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মিষ্টমুখো *বিণ* মধুরভাষী। 'অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মিষ্টস্বাদ [স] *বি* মিষ্টির মতো লাগে এমন বোধ। 'লবণ বা চিনি মিশ্রিত করিলে, সমুদায় জল, লবণ বা মিষ্টস্বাদ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মিষ্টাই [স মিষ্ট>] *বি* মিঠাই। 'দধি দুগ্ধ মিষ্টাই জতেক প্রকার।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিষ্টান্ন [স মিষ্ট>] **১** *বিণ* মিষ্ট স্বাদযুক্ত। 'কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* পায়েস। 'মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া থাকেন।' *কেরী*, ১৮০১। **৩** *বি* মিষ্ট দ্রব্য। 'হালইকরেরা মিষ্টান্ন পর্কান্ন বেচিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

মিষ্টার্ন্ন [স মিষ্ট>] *বি* পায়েস; মিষ্টান্ন। 'মিষ্টার্ন্ন দধি লৈয়া জমুনার তিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মিষ্টালাপ [স] *বি* মধুর আলাপ। 'তাহারদিগের সহিত মিষ্টালাপ ও প্রলাপ আদি নানা আলাপ বিলাপ করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মিষ্টার [ই] *বি* নামের আগে সম্মানসূচক উপাধি। 'আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলেন মিষ্টার ভালৃডিস্!' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মিষ্টি [স মিষ্ট>] **১** *বিণ* মিষ্টত্ব আছে এমন। *ওর্সা*, ১৭৮২। **২** *বি* মিষ্টি খাদ্য। *ওর্সা*, ১৭৮২। **৩** *বিণ* অমায়িক; বিনম্রী। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **৪** *বিণ* সুমধুর। 'ছেলেটির কথাগুলি যে মিষ্টি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৫** *বিণ* আরামদায়ক। 'শীতকালের দুপুরবেলাকার বাতাসের মতো বেশ একটি মিষ্টি হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৬** *বিণ* আদরের যোগ্য। 'সে পাগলি, সে এমন মিষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৭** *বি* মাধুর্য। 'মনে ঠিক জেনো আসল মিষ্টি –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৮** *বিণ* প্রীতিদায়ক। 'কথার মধ্যে মিষ্টি অংশ অনেকখানিই হবেক ধ্বংস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৯** *বিণ* তৃপ্তিকর। 'গভীর তৃষ্ণার পর এই এক চুমুক জল, সে কত মিষ্টি।' *নজরুল*, ১৯২২। দ্র **মিষ্ট**

মিষ্টি আলু *বি* মিষ্টি স্বাদযুক্ত এক প্রকার আলু। 'বনের কাঁকরোল কি মিষ্টি আলু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মিষ্টিমধুর [স>] *বিণ* সুমধুর। 'মিষ্টিমধুর আশার কথার জন্য খাখা করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মিষ্টি মিষ্টি **১** *বিণ* আকর্ষণীয়। 'খুব মিষ্টি মিষ্টি করেই বলব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল ও কোমল। 'সেই যে বাবরী-চুলওয়ালা, মিষ্টি মিষ্টি মুখ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মিষ্টিমুখ [স মিষ্টমুখ] *বি* মিষ্টান্ন ভোজন। 'এখন কিছু মিষ্টিমুখ করবে চলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মিষ্টিমুখী [স মিষ্টমুখী] *বিণ* মধুর ভাষায় কথা বলে এমন। 'তোমাদের ঐ মিষ্টিমুখী সুন্দরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মিষ্টিরোদ *বি* উপভোগ্য রোদ। 'শীতের মিষ্টিরোদ ইকুলের নেড়ে প্রাঙ্গণেও।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মিষ্টি লাগা *ক্রি* ভালো লাগা। 'তার মোটা মোটা ফুলো হাতটা গায়ের উপর এমনি মিষ্টি লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মিষ্টিলোভী *বিণ* মিষ্টির জন্য লোলুপ। 'সেই রসের ফোঁটার সঙ্গে একদল মিষ্টিলোভী পিঁপড়া ...।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

মিষ্টিক [ই] *বি* অতীন্দ্রিয়তা; রহস্যময়তা। 'এইখানে মিষ্টিক আসে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মিস[১] [স মিশ্র>] *বি* মিল। 'রাজার পাইকে সাধুর পাইকে হইল মিস।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মিস[২] [ই] *বি* অবিবাহিতা মেয়ের আখ্যা। 'একটা ঈভনিং পার্টিতে মিস– আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মিসি বাবা [ই মিস+বাবা] *বি* অবিবাহিতা প্রভুকন্যা। 'গান গাহে মিসি বাবা শুনিয়া শুধায় হাবা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মিস[৩] [আ মিসি] *বিণ* ঘোর মিসির মতো। 'টাকপড়া, মিসকালো এবং বিপুল শরীর তাঁর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মিসকালো [আ মিসি+কালো] *বিণ* মিসির মতো কালো; গাঢ় কালো। 'টাকপড়া, মিসকালো এবং বিপুল শরীর তাঁর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মিস করা [ই মিস+করা] *ক্রি* আরোহণে ব্যর্থ হওয়া। 'লন্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেন মিস করেছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মিসকিন [আ] **১** *বি* নিঃস্ব ব্যক্তি। 'হজরতের নাম তসবি করে/ যাব রে মিসকিন বেশে।' *নজরুল*, ১৯৩২। **২** *বিণ* নিঃস্ব। 'আমরা গরিব, ভিক্ষুক, মিসকিন।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মিসকিনী [আ মিসকিন] *বি* দুঃখযাতনা; দুরবস্থা। 'মুফলেসী আর মিসকিনী কি মুসলিমের কিসমতী?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিসতিরি [প] *বি* মিস্ত্রি; কারিগর। 'একজন মিসতিরি অস্ত্র তৈরি করত।' *নজরুল*, ১৯২৭। দ্র **মিস্ত্রি**

মিসনরি, মিসনরী [ই] *বি* খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। 'মিসনরি প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'পালে পালে মিসনরীগণ দেশ দেশান্তর বহির্গত হইয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। দ্র **মিশন**

মিসিনরি [ই] *বি* খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। 'মিসিনরিদের পাঠশালায় ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

মিস্যনরি [ই] *বিণ* ভারতবর্ষে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারক। 'মিস্যনরি সাহেবেরদের রচিত গ্রন্থের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মিসফর্চুন [ই] *বি* দুর্ঘটনা। 'একটা মিসফর্চুন না হয়ে যায় আজ!' *নজরুল*, ১৯৩০।

মিসমার [আ মিসমার] *বি* ধ্বংস। 'মিসমার হল তোমার ইরাক শাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মিসমিসে [স মসী] *বিণ* গাঢ়। 'একটি মিসমিসে কালো গাউনের উপর একটি ডগডগে হলদে জ্যাকেট।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মিসর [আ] *বি* আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত দেশবিশেষ। 'মিসর দেশীয়েরা এমনি বা অসিরিসকে, ... অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। দ্র **মিশর**

মিসরতত্ত্বজ্ঞ [আ মিসর+স তত্ত্বজ্ঞ] *বি* মিশর দেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'মিসরতত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মিসরী [আ] **১** *বি* মিশর দেশের অধিবাসী। 'আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রুমী খোরাসানী উজবেকী সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* মিশরদেশীয়। 'স্মৃতির মিসরী বীজ মন্বন্তরে যথারীতি মজে ... ফোটাবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মিসরী শব [আ মিসর+স শব] *বি* মমি। 'সমাধিতে ছিল সংগোপন যে মিসরী শব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মিসরি [আ মিসর>] *বি* জমাট বাঁধা চিনি। *মানোএল*, ১৭৪৩। দ্র **মিছরি**

মিসল [আ মিছল] *বি* মিছিল। 'মিসল মাফিক ঐ রাজবাটীর দ্বার আর কোম্পানীর কুঠীর সম্মুখ রাস্তা দিয়া কালিকাপুর হইয়া ঐ দুই ক্রোশ ফিরিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মিসানো [স মিশ্র>] *ক্রি* মিশ্রিত করা। 'খণ্ডে মিসাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **মিশানো**

মিসি [আ] *বি* তামাকের গুঁড়া ইত্যাদির তৈরি দাঁতের মাজনবিশেষ। 'গোঁপ ছাটিয়া দাঁতে মিসি দিয়া ... বেড়াইতে লাগিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মিসিএছ [ই মেসার্স] *বি* মিস্টারের বহুবচন। 'মিসিএছ ফেরলি এন কো।'

ক্যালগে, ১৭৯১।

মিসিল[1] [আ মিছ্‌ল] *বি* সভা। '১১ আকটোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মিসিল[2], **মিসাইল** [ই] *বি* ক্ষেপণাস্ত্র। 'এয়ার-টু-এয়ার মিসিল পাওয়ারও প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

মিসেস [ই] *বি* বিবাহিত নারীর উপাধি বিশেষ। 'মিস অথবা মিসেস অমুককে নিশিভোজনে নিয়ে যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মিসিস [ই mistress, Mrs] *বি* বেগম; শ্রীমতী। 'মিসিস এনি বেশান্তের 'ইসলাম' শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করিলে বাস্তবিক মোহিত হইতে হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মিস্টার, মিসটার [ই Mister, Mr] *বি* ভদ্রলোকের পদবি; ভদ্রলোকের নামের আগে ব্যবহৃত সম্মানসূচক ইংরেজি শব্দ। 'মিস্টার নন্দীর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'গুডবাই মিসটারস এবং থাঙ্কস।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মিস্টিক [ই] ১ *বিণ* রহস্যময়। 'পাইতেছি সেই একই অধ্যাত্ম জগৎ, রহস্যালোক মিস্টিক আবহাওয়া।' *সবুজ*, ১৯২১; 'পুরুষ একদিন ছিল মিস্টিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বিণ* অতীন্দ্রিয়বাদী। 'তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা ঈশার শবোত্থান।' *জীবন*, ১৯৪৪।

মিস্টিরিয়স [ই] *বিণ* রহস্যজনক। 'কবিত্বশক্তি অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ মিস্টিরিয়স।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মিস্টিসিজম [ই] *বি* অতীন্দ্রিয়বাদ। 'এ সকল কথা মিস্টিসিজম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মিস্ত্রি[1] [পা] *বি* বংশনাম-বিশেষ। *মেয়র্স*, ১৭৬৮।

মিস্ত্রি[2], **মিস্ত্রী**, **মিস্তিরি** [প] ১ *বি* কারিগর। 'অনেক গোরা বাড়ুই মিস্ত্রী হইয়া ঐ ব্যবসায় তৎপর।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'রাজমিস্ত্রির বেশপরিগ্রহ ও কর্ণিক ধারণ পূর্বক ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* রাজমিস্ত্রি। 'মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি হলুদবাড়ি।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

মিস্ত্রিগিরি, মিস্ত্রীগিরি [প মিস্ত্রি+ফা গিরি] *বি* মিস্ত্রির কাজ। 'বার্ন কোম্পানির কারখানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'মনে আছে দাদার মিস্ত্রীগিরির কথা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মিহরাব [আ] *বি* মসজিদের কাবামুখী কুলুঙ্গি। 'পশ্চিম দেওয়ালে মিহরাব তোলা হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মিহি, মীহি [ফা মিহিন] ১ *বিণ* সূক্ষ্ম। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* পাতলা। 'মিহি সোমুরা তিন হাজার থান নয়ানযুক কাপড় সাত সওখান গুড়াচুন ছয় নৌকা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'উত্তম মিহি কাপড় পরিধান করিবা তাহাতে যেন গায়ের লোমাদি এবং নিতম্বের প্রতি তৃতি দেখা যায়।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'মীহি মলমল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* নরম; মসৃণ। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৪ *বিণ* সরু। 'মিহি কোমর বাঁধো কষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বিণ* কোমল; মৃদু। 'গলা বেশ-একটু মিহি হয়ে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মিহিদানা [মিহি+ফা দানহ্‌] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মিহিসুন্দর [মিহি+স সুন্দর] *বিণ* মৃদু স্বরযুক্ত। 'মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহিসুন্দর হাসির ঝঙ্কার।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মিহিসুর [মিহি+স সুর] *বি* কোমল সুর। 'মিহিসুরের মহাকবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মিহিসুরী [মিহি+স সুর>] *বিণ* কোমল সুরবিশিষ্ট। 'জেলে বো'র মন মিহিসুরী গানে উজানীর বাঁকে ধায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

মিহিন [ফা মিহিন] *বিণ* স্নিগ্ধ। 'ওরে দে এই মিহিন হাওয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

মিহির [ফা] *বি* সূর্য। 'মিহির প্রভাবে যেন নিশাকর প্রভা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মিহির-কিরণ [স] *বি* সূর্যের আলো। 'মিহির-কিরণে ওগো শুষিল শিশির।' *নজরুল*, ১৯২২।

মীটিস [ই] *বি* একটি গ্রহাণুর নাম। 'প্রধান নব গ্রহ ব্যতিরিক্ত ফোরা, বিক্টোরিয়া, বেষ্টা, আইরিস, মীটিস ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মীঠ [স মিষ্ট] *বিণ* মিষ্ট। 'হয় না বুঝিএ রস তীত কি মীঠ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মীথলজি [ই] *বি* পুরাণ। 'আদিম মীথলজি ছাড়া ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বপ্রকৃতিও আধুনিক কবিদের মনে সার্থক প্রতীকের বহু উপাদান যুগিয়েছে।' *শিব*, ১৯৭৩।

মীন [স] ১ *বি* মাছ; মৎস্য। 'বেদ উদ্ধারিতেঁ কৈলোঁ মীন অবতার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রাশিচক্রের একটি রাশি। 'কুম্ভ মীন আদ্য চক্র মধ্যে স্থিতি হএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মীনকন্যা [স] *বি* মৎস্যকন্যা। 'জলমাঝে মীনকন্যা করিলা গমন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মীনরাজ [স] *বি* মাছের রাজা। 'মীনরাজ রোহিত অহিতকর নয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মীন-শিকারী [স মীন+ফা শিকারী] *বি* বড়শি দিয়ে মাছ ধরে যে। 'মন-ভিখারী মীন-শিকারী মুখের পানে চায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মীনাবাজার [ফা] *বি* প্রদর্শনী বাজার। 'সহকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মীনাবাজারটি সাফল্য লাভ করে।' *বেগম*, ১৯৬৮; 'মীনাবাজারের কোলে গভীর হ্যাজাক।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

মীমাংসক [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) মীমাংসাদর্শন শাস্ত্রী। 'তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মীমাংসনীয় [স] *বিণ* মীমাংসা করা যায় এমন। 'সন্দেহ ঘটলে তোমার দিদির কাছে মীমাংসনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মীমাংসা [স] ১ *বি* দর্শন বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ব্যাকরণ দুই সংপ্রদায় ও ন্যায় এক। ও মীমাংসা এক।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সিদ্ধান্ত। 'রিপোর্ট এবং তৃতীয় সতীর বিষয়ে যে সকল মীমাংসা হইয়াছে তাহার চুম্বক ইঙ্গরেজী ভাষাতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র এক পুস্তক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* সমস্যা সমাধান। 'কোন স্ত্রীকে এক প্রহেলিকার প্রশ্ন করিলে তাহার মীমাংসা জন্য তিনি দিবানিশি উৎকণ্ঠিতা রহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মীর [ফা] *বিণ* প্রধান। 'বিচারাধ্যক্ষের মীর মুন্সী অর্থাৎ কর্মকর্তা হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মীরমুন্সী [ফা] *বি* প্রধান কেরানি। 'যদি সিরিশ্‌তাদার মীরমুন্সী পেস্কার নাজীর ইত্যাদির কর্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

মীরজাফর [ফা] *বি* বিশ্বাসঘাতক। 'নেপথ্যে মীরজাফর বঙ্কিম গোঁফের নিচে মুচকি হাসেন।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মিরজাফরী *বিণ* বিশ্বাসঘাতের মতো। 'অন্যান্য কর্মচারীরাও যেন মিরজাফরী ভাব নিলো।' *বাংলার মুখ*, ১৯৭১।

মীলা[1] [স মিল্>] *ক্রি* মিলিত হওয়া। **মীলব** *ক্রি* মিলবে। 'কত কত জনমক পুন ফলে মীলব সে হেন গুণবতী রাধা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মীলল** *ক্রি* মিলিত হলো। 'সহচরি সনে ধনি মীলল তাহি।' *শেখর*, ১৬০০।

মীলা[2] *ক্রি* উন্মীলিত করা। 'দেখ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মীলিত [স] *বিণ* বোজা। 'দিনের চোখ মীলিত।' *নীরেন*, ১৯৫৬।

মু [স মুখ] *বি* মুখ। 'কর্পূর তাম্বুল বিনা সুখাইল মু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মু-শশী [স মুখশশী] *বি* মুখরূপ শশী; চাঁদমুখ। 'ভরেছে বে-দাগ মু-শশী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মুআজ্জিন [আ] *বি* (ইসলাম) আজান দেয় যে। 'তোমার ডাকে জমালো জামাত মুআজ্জিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মুই *সর্ব* আমি। 'মুই কৃষ্ণ কোলে বসি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুঃখ [স মূর্খ] *বিণ* মূর্খ। 'নই নিতান্ত মুঃখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মুক [স মুখ] *বি* মুখ। 'কাপড়ে চাপিয়া মুক ঢাকে কলেবরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **মুখ**

মুক করা *ক্রি* গালাগাল করা। 'কর্ত্তা মুক করেছেন?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মুকের অমৃত *বি* থুতু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুকত [স মুক্ত] *বিণ* খোলা। 'মুকত মাথার চুল রাশি সব ব্যাকুল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুকতি, মুকতী [স মুক্তি] **১** *বি* পরিত্রাণ। 'যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হএ মুকতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* মুক্ত। 'কেমন উপাএ হৈব মজনু মুকতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মুকুতি [স মুক্তি] *বি* মুক্তি; পরিত্রাণ। 'মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুকল [স মুক্ত] *বিণ* মুক্ত। 'চিঅরাজ সহাবে মুকল।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

মুকলিত [স মুক্ত] *বিণ* মুক্ত। 'মুকলিত দ্বার অভ্যন্তরে অনুসারী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুকাই *বি* ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। 'হেন কালে আসিল তথা মুকাই ব্রাহ্মণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মুকানো [স মুক্ত] *ক্রি* মুক্ত করা। **মুকাইতে** *ক্রি* প্রকাশ করতে। 'মুকাইতে না পারে মুনাফেকে চরিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **মুকাইয়া** *ক্রি* মুক্ত ক'রে। 'সিকা মুকাইয়া ভাত খাই জমুনার তিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মুকাইল** *ক্রি* মুক্ত করলো; খুলে দিলো। 'দ্রৌপদি মুকাইল কেস পন কৈল বিসেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুকাম [আ মাকাম] *বি* সদর। 'যথায় আলিফ মুকাম বাড়ি সফিউল্লা তাহার সিঁড়ি।' *লালন*, ১৮৯০।

মুকি [স মুখী] *বি* কন্দবিশেষ। 'উভয় চরণ যেন মুকি ভরা ওল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মুকুজ্জেমশাই *বি* মুখোপাধ্যায় মহাশয়। 'টিপ্পনি কেটে হাসলেন মুকুজ্জেমশাই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মুকুট [স] **১** *বি* শিরোভূষণ। 'মুকুট ভাঁগিআঁ সব পেলাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সেরা অলংকার। 'তব ধৈর্য দৈববীর্য নম্রতা তোমার সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মুকুটচূড়া [স] *বি* শীর্ষচূড়া। 'আমার শ্যামের মুকুটচূড়া শিখী/ নেচে ফেরে বন-ভবনে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মুকুট-পরা *বিণ* মুকুট পরে আছে এমন। 'চাঁদের মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মুকুটমণি [স] **১** *বি* মুকুটের মণি। 'ভারতের আগ্রানগরস্থ, ভাস্করশিল্পের মুকুটমণিস্বরূপ, সম্রাট সাজাহানের অতুলকীর্ত্তি তাজমহল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* পরম মূল্যবান বস্তু। 'এই যে আমার ব্যথার খনি জোগাবে ওই মুকুট-মণি - মরণদুখে জাগাবে মোর জীবনবল্লভে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুকুটমণ্ডল [স] *বি* মুকুট-চূড়া। 'পদ্মনিধি মুকুটমণ্ডলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুকুট-মাথে *ক্রিবিণ* মুকুট মাথায় দেওয়া অবস্থায়। 'মুকুট-মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুকুটিত [স] *বিণ* মুকুটের মতো শোভমান। 'তাঁহার চরিতগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মুকুটি [স মুষ্টি] *বি* মুষ্টি। 'মারিল মুকুটি ভিণ্ডি আপনা শকতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুকুত [স মুক্ত] *বিণ* খোলা। 'গোপ্তবেশ মুকুত কেশ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মুকুতা [স মুক্তা] *বি* মুক্তা। 'গিএ তোর/ মুকুতার হার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুকুর [স] *বি* আয়না। 'মুকুর লই অব করই সিঙ্গার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মুকুল[1] [স] **১** *বি* অর্ধবিকশিত ফুলের কলি। 'আস্কার মুকুলে নাহি পাএ মধুভোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পুষ্পমঞ্জরি। 'চুত মুকুল কুল সঙ্কুলদলিকুল গুন গুন রঞ্জন গানে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মুকুলি [স মুকুল>] *বিণ* ফুলের মতো। 'সুখে ডগমগ মুকুলি মন!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মুকুলিকা [স] *বি* ছোটো কুঁড়ি। 'পীত তড়িত বর্ণে হেম-মুকুলিকা কর্ণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুকুলিত [স] **১** *বিণ* অর্ধ-প্রস্ফুটিত। 'মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* বিকশিত। 'কুচযুগল মুকুলিত না হইতে হইতেই বিবাহ দিবে, এই বিধি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মুকুল[2] [স মুক্ত] *বিণ* মুক্ত। 'পিঞ্জর হইতে পক্ষী হইল মুকুল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুকুলা [স মুকুল>] *ক্রি* মুকুল ধারণ করা। **মুকুলিল** *ক্রি* মুকুল ধারণ করলো। 'আম্বু জাম্বু মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুকোস [স মুখ-কোষ] *বি* মুখোশ। 'পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **মুখোশ**

মুক্ত [স] **১** *বিণ* নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত। 'সাঁপে মুক্ত কৈল দুই কুবেরু নন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* অবারিত। 'মুক্ত সব লীলা তত্ত্ব করি কৃষ্ণ ভজে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* চালু। 'সাহেবের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্র মুক্ত হওনোপকার চিরস্মরণার্থ যে অট্টালিকা নির্ম্মাণকরণের কল্প হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **৪** *বিণ* খোলা। 'পাঠশালা রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন ... মুক্ত থাকিয়া ... বিদ্যা শিক্ষা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৫** *বিণ* অব্যাহতিপ্রাপ্ত। 'শ্রীযুত আদাম সাহেব ষ্টেসিনরি কমিটির ক্লেশকর কর্ম্মহইতে মুক্ত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৬** *বিণ* অবাধ; উদার। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৭** *বিণ* স্বাধীন। 'তা হলে আমি মুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৮** *বিণ* দূরীভূত। 'মুক্ত করো ভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৯** *বিণ* বিযুক্ত। 'কমিউনিজমের দূষিত আবহাওয়া থেকে ... সমাজকে মুক্ত রাখতে

অনুরোধ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মুক্ত-ইচ্ছা [স] *বিণ* স্বাধীন। 'বিত্তশালীও মুক্ত-ইচ্ছা নয়।' বুদ্ধ, ১৯৫৫।

মুক্তকচ্ছ [স] **১** *বিণ* কাছাখোলা। 'মুক্তকচ্ছ হইয়া উর্ধ্বশ্বাসে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* হন্তদন্ত; অতি ব্যস্ত ও ব্যাকুল। 'মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলামখানার দিকে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মুক্তকণ্ঠ [স] *বি* উচ্চকণ্ঠ। 'আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'ঢুগুড সাহেবকে মুক্তকণ্ঠে শত শত ধন্যবাদ।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

মুক্তকৃপাণ [স] *বি* কোষমুক্ত তরবারি। 'মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মুক্তকেশ [স] *বিণ* চুল খোলা আছে এমন। 'চতুর্ভুজ মুক্তকেশ করেতে খর্পর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'মুক্তকেশে, ম্লান বেশে, সজল নয়নে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মুক্তকেশা [স] *বিণ স্ত্রী* চুল খোলা এমন। 'বিস্রস্ত আকুল দেহে মেঘপ্রায় তুমি মুক্তকেশা।' *আহসান*, ১৯৫৯।

মুক্তকেশী [স] *বিণ স্ত্রী* চুল খোলা আছে এমন। 'মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তরা।' *ভারত*, ১৭৬০; 'একটী মুক্তকেশী স্ত্রীকে বসাইয়া দিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মুক্তচিত্ত [স] *বিণ* উদারমনা। 'মুক্তচিত্ত দ্রোহী ও নাস্তিক মানববাদীর অনুপস্থিতি ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মুক্তজীবন [স] *বি* বন্ধনহীন জীবন। 'মানুষের মুক্তজীবনের প্রবাহ চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মুক্তজ্যোতি [স] *বি* উদার দৃষ্টি। 'তাহাদের নয়নে আজ মুক্তজ্যোতি বিস্ফারিত।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্ততা [স] *বি* স্বাধীনতা। 'শ্রমের দ্বারা যে মুক্ততা প্রাপ্তি হয় তাহা দাসত্বের অত্যন্ত উজ্জ্বলাবস্থা হইতে ভাল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মুক্তদৃষ্টি [স] *বি* বাধাহীনভাবে দেখার ক্ষমতা। 'একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মুক্তদ্বার [স] *বি* খোলা দরজা। 'এবে মুক্তদ্বার তোমার আমার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মুক্তধর্ম, মুক্তধর্ম্ম *বি* সামাজিক বন্ধন নেই এমন ধর্ম। 'অনাচারের সহায়ে মুক্তধর্ম্ম, ঘোর তমিস্রের সহায়ে দিব্যজ্যোতি, নরকের সহায়ে স্বর্গলাভ করাই তান্ত্রিক সাধনা।' *সবুজ*, ১৯২১।

মুক্তধারা [স] **১** *বিণ* অবাধ প্রবাহযুক্ত। 'মুক্তধারা ঝরনাকে বেঁধেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **২** *বি* গঙ্গা নদীর উৎস। 'মোরা মুক্ত-ধারার ঝরা-জল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মুক্তপক্ষ [স] **১** *বিণ* প্রসারিত পাখাবিশিষ্ট। 'মুক্তপক্ষ অগ্নি-জিব্রাইল!' *নজরুল*, ১৯২৪; 'মোরা মুক্ত-পক্ষ নভ-চর।' *নজরুল*, ১৯২৫। **২** *বি* মুক্ত পাখি। 'অতএব আমি মুক্তপক্ষ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুক্তপথ [স] *বি* বাধাহীন পথ। 'আমরা সাহিত্যকে সেই মুক্তপথ অবলম্বন করতে বলি।' *প্রমথ*, ১৯১২।

মুক্তপাট [স] *বিণ* দরজা খোলা আছে এমন। 'নগরীর মুক্তপাট গ্রন্থের দোকানে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

মুক্ত-পিঞ্জর [স] *বিণ* খাঁচা থেকে মুক্ত। 'বাহিরিনু মুক্ত-পিঞ্জর বুনো পাখি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্ত পুরুষ [স] **১** *বি* স্বাধীন পুরুষ। 'মুক্ত পুরুষ পুরাণপুরুষ সময় পুরুষ।' *জীবন*, ১৯৪০। **২** *বি* উদার মনের মানুষ। 'দুইজনই ছিলেন জীবনবাদী মানবতাব্রতী মুক্তপুরুষ।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মুক্তবন্ধ [স] *বিণ* বন্ধনমুক্ত। 'এস দুর্জয় শক্তি-সম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মুক্তবন্ধন [স] *বিণ* বন্ধন থেকে মুক্ত। 'মুক্তবন্ধন সপ্তসুর তব করুক বিশ্ববিহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মুক্ত-বিথার [স মুক্ত-বিস্তার] *বিণ* মুক্ত ও বিস্তৃত। 'জাগো বেদন নিয়ে, পল্লি-শিশুর মুক্ত-বিথার প্রাণ নিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্তবিলাস [স] *বি* উচ্ছ্বাস। 'নরককে নরক জানে বলিয়াই নরকের মধ্যে যাহার প্রাণের আনন্দ ও মুক্তবিলাস।' *সবুজ*, ১৯২০।

মুক্তবুদ্ধ [স] *বিণ* মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন। 'নজরুল-সাহিত্য মুক্তবুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি নহে।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

মুক্তবুদ্ধি [স] **১** *বি* উদার বুদ্ধি। 'ধর্মপালনের মূলে যে-একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীনতা তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। **২** *বিণ* উদার বুদ্ধিসম্পন্ন। 'মুসলিম এবং মুক্তবুদ্ধি হিন্দু সাহিত্যিক সমাজের কর্তব্য।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

মুক্তবেণী [স] **১** *বি* উন্মুক্ত স্রোত। 'মুক্তবেণী এ ত্রিধারা। যুক্ত-বেণী-পারে তারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* খোলা চুল। 'মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *বিণ* খোলা চুলওয়ালা। 'আজ মুক্ত-বেণী মেয়ে একাকী চলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তব্যাধি [স] *বিণ* রোগমুক্ত। 'বেঁচে আছি, মুক্তব্যাধি হবোই কোনদিন।' *সিকান্দার*, ১৯৬০।

মুক্তরূপ [স] *বি* কুণ্ঠাহীন ভাব। 'সুধাটুকু পিয়ো আপন মনে মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মুক্তরোধ [স] *বিণ* বাধাহীন। 'শক, হূণ, মোগল, পাঠান কত শত আসিয়াছে মুক্তরোধ বন্যা সম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মুক্তলজ্জা [স] *বিণ* লজ্জামুক্ত। 'ফিরিছেন মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুক্তস্রোত [স] *বিণ* বাধাহীন স্রোতযুক্ত। 'মুক্তস্রোত গিরিনির্ঝরের তলে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মুক্তহস্ত [স] **১** *বি* দরাজ হাত। 'যাহা পায় মুক্তহস্তে তৎক্ষণাৎ ব্যয় করিয়া বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ততা। 'মুক্তহস্তে লিখতে পারি নে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

মুক্তহস্ততা [স] *বি* দানশীলতা। 'দরিদ্রতা দূরকরণার্থ মুক্তহস্ততা প্রকাশকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মুক্তহস্তা [স] *বিণ স্ত্রী* অকৃপণ। 'দানে মুক্তহস্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মুক্তহৃদয় [স] *বিণ* উদারচিত্ত। 'আমাদের মুক্তহৃদয় পিতামহগণ ধ্যান করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* মুক্ত; উদ্ধার। 'এ সঙ্কট হইতে মুক্তা করিতে পারি।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুক্তাঞ্চল [স] *বি* শত্রুসৈন্যমুক্ত অঞ্চল। 'সিলেটের মুক্তাঞ্চলের কোন এক স্থানে ৪০ শয্যাবিশিষ্ট একটি দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে।' *সাপ্তাহিক বাংলা*, ১৯৭১।

মুক্তাত্মা [স] *বি* মুক্ত আত্মা। 'তাহা হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মুক্তাবগুণ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অবগুণ্ঠনমুক্ত। 'মুক্তাবগুণ্ঠিতা মেজোবুকে প্রথম চোখ মেলে চেয়ে দেখল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মুক্তা[1] [স] *বি* ঝিনুকের ভিতরে জন্মে এমন মণিবিশেষ। 'সুরঙ্গ অধর মুক্তা জিনিয়া দশন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুক্তাকণা [স] *বি* মুক্তার কণিকা; ক্ষুদ্র মুক্তা। 'এসো মুক্তাকণায় তুমি মুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মুক্তাপাঁতি [স মুক্তাপঙ্‌ক্তি] *বি* মুক্তার সারি। 'মুক্তাপাঁতি জিনিঞা দশন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুক্তাফল [স] *বি* মুক্তারূপ ফল। 'মাণিক কুড়ায়ে পেয়েছি গো আমি বিঁধেছি মুক্তাফল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

মুক্তামণি [স] *বিণ* মূল্যবান রত্নের মতো। 'তিল ফুল জিনি নাসা পীযূষ জিনিঞা ভাষা মুক্তামণি দশনের পাঁতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুক্তাময় [স] *বিণ* মুক্তা দিয়ে অলঙ্কৃত। 'মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মুক্তামানিক [স মুক্তা-মাণিক্য] *বি* মূল্যবান রত্নাদি। 'মোর ভিক্ষা ঝুলি হতে মায়ার/ মুক্তামানিক নে মা তুলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মুক্তামালা [স] *বি* মুক্তার মালা। 'পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বকপাঁতি/ নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুক্তামুষ্টি [স] *বি* মুক্তারাশি। 'সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মুক্তালচ্ছা [স মুক্তা>] *বি* মুক্তার অলংকারবিশেষ। 'মুক্তালচ্ছা গলদেশে সাজে শাতনরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুক্তাহার [স] *বি* মুক্তার মালা। 'মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুক্তা[2] *দ্র* মুক্ত

মুক্তাঝুরি [স মুক্তা+মু ঝোলা] ১ *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'মুক্তাঝুরি পাটখোপ পিঠেতে দুলিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'গলায় তোমার সাতনরি হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মুক্তার [আ মুখতার] *বি* মোক্তার; মকদ্দমাদি চালানোর জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি। 'আমি আপন সর্য্যথায় খোদ মুক্তারে হরেক চাকুরি করিয়া …।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

মুক্তাশালী [স] *বি* এক জাতের ধান। 'মুক্তাশালী সীথায় সিন্দুর শোভা পায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মুক্তি [স] ১ *বি* পরিত্রাণ। 'মুক্তি দায়ক করনি কৃষ্ণের চরিত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আটক অবস্থা থেকে ছাড়া পাওয়া। 'সাধিতে মুক্তির পন্থা নাহী কইল জীব হিংসা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* পরম শান্তি। 'আর্য্যেরা এত দিন অপবর্গ, মোক্ষ, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি জন্য গভীর কাননে সমাধি করিতেছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৪ *বি* মুক্তির পথ। 'প্রার্থনাকে একমাত্র মুক্তি বলিয়া স্বীকার করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৫ *বি* প্রস্ফুটন। 'তব সুর-সঞ্জীবনে ফুলকলি-দল মুক্তি লাগি, মেলিবে পল্লব।' *আহসান*, ১৯৪৪। ৬ *বি* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তি সৈনিকরা সে কথা টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ জেলের তালা খুলে …।' *কালান্তর*, ১৯৭১। ৭ *বি* প্রশান্তি। 'লেখার মধ্যেই তাঁর মুক্তি।' *শিব*, ১৯৭৩।

মুক্তি-আন্দোলন [স] *বি* মুক্তির জন্য যে আন্দোলন। 'তারা মুক্তি-আন্দোলনের স্বীকৃতি বা সহায়তা পাচ্ছে না।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মুক্তি-কল্লোল [স] *বি* মুক্তির কলধ্বনি। 'সারা বিশ্ব কান পাতিয়া সে মুক্তি-কল্লোল শুনিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্তি-কাঙাল [স মুক্তি+কাঙাল] *বিণ* মুক্তির জন্যে কাঙাল। 'তাঁহার অপূর্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্তিকামী [স] ১ *বিণ* স্বাধীনতা-প্রত্যাশী। 'এই মুক্তিকামী নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া …।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* পরিত্রাণ-প্রত্যাশী। 'মুক্তিকামী খলিফা সে, মৃত্যুকামী নহে সে ভ্রাতার।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মুক্তি-ছোঁয়া *বি* মুক্তির স্পর্শ। 'পথচলা পা-র মুক্তি-ছোঁয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তি-জাগরণ [স] *বি* মুক্তির জন্য জেগে ওঠা। 'চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মুক্তিতত্ত্ব [স] ১ *বি* মুক্তির মন্ত্র বা সূত্র। 'না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তিতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* আত্মার মুক্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব। 'মনে পড়ল পতিসরে দেহতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে এক যাত্রাপালা শুনেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মুক্তিতৃষ্ণা [স] *বি* মুক্তির আকুতি। 'সর্বত্রই ব্যক্তিসত্তার মুক্তিতৃষ্ণা প্রবল প্রাচুর্যে প্রকাশ পেয়েছে।' *শিব*, ১৯৫০।

মুক্তি-তোরণ [স] *বি* মুক্তির দুয়ার। 'ওই খোলে রে মুক্তি-তোরণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তিদাতক [স মুক্তিদায়ক] *বি* মুক্তিদাতা। 'সৃজক পালক নাশক মুক্তি দাতক।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মুক্তিদাতা [স] *বি* ত্রাণকর্তা। 'নতুন মুক্তিদাতার উদ্ভব ঘটেছে।' *আহসান*, ১৯৪৪; 'মুসলমানদিগকে যুগ-যুগান্তের ধর্মীয় ও সামাজিক অত্যাচার-অবিচার হইতে মুক্তিদাতা বলিয়া ভাবিতে লাগিল।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

মুক্তিদাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* লালনপালনকারী। 'তিনি আমার মুক্তিদাত্রী মাতা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মুক্তিদান [স] ১ *বি* বিসর্জন দেওয়া। 'ভগবানের ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে মুক্তিদানই মুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* মুক্তকরণ। 'এখানে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া মুক্তিদান করিলেই …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মুক্তিদায়ক [স] *বিণ* ত্রাণকর্তা। 'মুক্তিদায়ক প্রভু দেব শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুক্তিদিবস [স] *বি* স্বাধীনতা দিবস। 'মুক্তিদিবস পালনের নির্দেশ দিয়া মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্না …।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

মুক্তিদূত [স] *বিণ* মুক্তির বার্তাবাহী। 'হয়তো এখনি কোনো মুক্তিদূত দুরন্ত রাখাল/ মুক্তির অবাধ মাঠে নিয়ে যাবে জনতার পাল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মুক্তি দেওয়া *ক্রি* অব্যাহতি দেওয়া। 'অনেকেরই ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়েছ তুমি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তি-দোর [স মুক্তি-দ্বার] *বি* মুক্তির দুয়ার। 'তখন আনলে অন্ন পুণ্য-সুধা, খুললে স্বর্গ মুক্তি-দোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তি নেশা [স] *বি* মুক্তির নেশা। 'নারী সমাজচ্যুত হয়েছে মুক্তি নেশায় ছুটতে যেয়ে।' *বেগম*, ১৯৭৫।

মুক্তিপণ [স] *বি* মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞা বা সংকল্প। 'রক্ত বিনিময়ে তুমি মানুষের দিলে মুক্তিপণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মুক্তিপত্র [স] *বি* মুক্তির আদেশসূচক পত্র। 'স্বাক্ষর-করা মুক্তিপত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মুক্তিপথ [স] *বি* মুক্তির উপায়। 'স্বার্থের বৈরাগ্য আমার মুক্তিপথ নয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুক্তিপদ [স] *বি* পরম শান্তি। 'মুক্তিপদ পাবে সুন হৈয়া এক মতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুক্তিপদার্থ [স] *বি* পরম শান্তি। 'অরণ্যে গিয়া ... চরমে চরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মুক্তি-পাগল [স] **১** *বিণ* মুক্তির জন্যে পাগল এমন। 'ঐ শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* মুক্তির জন্যে অত্যুৎসাহী। 'মুক্তিপাগল মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তিপাগলামি [স মুক্তি+পাগলামি] *বি* মুক্তির উন্মাদনা। 'বেদুইনদের দুরন্ত মুক্তিপাগলামি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুক্তি-পুলক [স] *বি* মুক্তির আনন্দ। 'তার নতুন-পাওয়া মুক্তি-পুলক অবুঝ!' *নজরুল*, ১৯৩৯।

মুক্তিপ্রিয় [স] *বি* মুক্তিকামী। 'ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের কূজনে দুজনে তৃপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মুক্তি-প্রেম [স] *বি* মুক্তির জন্য আগ্রহ। 'আর্ত-মানব-হৃদি-প্রহ্লাদ, পাগল মুক্তি-প্রেমে!' *নজরুল*, ১৯২৫।

মুক্তিপ্রেরণা [স] *বি* স্বাধীনতার প্রতি অনুপ্রাণনা। 'মুক্তিপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তিফৌজ [স মুক্তি+ফা ফৌজ] *বি* মুক্তিবাহিনী। 'সে মুক্তিফৌজের গুপ্তচর।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১; 'মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছে নিশ্চয়ই।' *শওকত*, ১৯৭২; 'খোঁজে রাইফেল, গ্রেনেড, মেশিনগান, মুক্তিফৌজ, বিদ্রোহী তরুণ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মুক্তিবাণী [স] *বি* মুক্তির বার্তা। 'ঐক্য, মৈত্রী, একত্ববাদ সত্য মুক্তিবাণী/ ত্যাগের মন্ত্র হে মহামানব, ওম্মতে দিলে আনি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুক্তিবাদ [স] *বি* মুক্তিবিষয়ক তাত্ত্বিক বিতর্ক। 'বাইরে চলুক অযথা অধীর মুক্তিবাদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মুক্তিবারতা [স মুক্তিবার্তা] *বি* মুক্তির খবর। 'শুনেছিলে যে-মুক্তিবারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মুক্তিবাহিনী [স] *বি* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে সর্বস্তরের সামরিক ও বেসামরিক জনগণের সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা যোদ্ধাদল। 'বর্ষাকালে মুক্তিবাহিনীর হাতে পাক হানাদারদের মার খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।' *জয়বাংলা*, ৯ জুন ১৯৭১; 'এদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে।' *পাশা*, ১৯৭১।

মুক্তি-বিষাণ [স] *বি* মুক্তি ঘোষণাকারী বাদ্য। 'ঐ শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্তিভাব [স] *বি* অবারিত অবস্থা। 'মুক্তিভাব এড়ি কিবা পুত্রভাব করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুক্তিভাষণ [স] *বি* মুক্তির বাণী। 'শৃঙ্খলে তাঁর মুক্তিভাষণ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মুক্তিমণ্ডপ [স] *বি* আখড়া। 'মুক্তিমণ্ডপস্থ ব্রাহ্মণেরদিগের থালী খেচরী দেয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মুক্তিমন্ত্র [স] *বি* মুক্তির মন্ত্র। 'আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মুক্তি-মাগা *বিণ* মুক্তি-প্রার্থী। 'মুক্তি-মাগা ক্রন্দন-আভাস।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তি-মাল্য [স] *বি* মুক্তির মালা। 'পরাধীন ভারতের কণ্ঠে স্বাধীনতার মুক্তি-মাল্য অর্পণ করিবার জন্য ...।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৮।

মুক্তিযুদ্ধ [স] *বি* ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। 'বাংলাদেশের সশস্ত্র বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধের বয়স মাত্র তিন মাস এবং ...।' *কালান্তর*, ১৯৭১।

মুক্তিযোদ্ধা [স] **১** *বি* বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে যারা। 'পলির প্রান্তর-থেকেই জন্ম নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১। **২** *বিণ* বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে এমন। 'মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রদের বাবা এপারে মা ওপারে ...।' *কালান্তর*, ১৯৭১।

মুক্তিরণ [স] *বি* মুক্তির জন্যে যুদ্ধ। 'ছন্দ নাচিল ... মুক্তিরণের যোদ্ধবীরের ভ্রূভঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মুক্তিলাভ [স] **১** *বি* পরিত্রাণ পাওয়া। 'তাহাতেই মুক্তিলাভ যুক্তি নাই আর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* মুক্ত হওয়া। 'প্রথমে পারিবারিক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে শিখিলে ক্রমশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। **৩** *বি* বৃহত্তর পরিধিতে আত্মপ্রকাশ। 'ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৪** *বি* অদৃশ্য হওয়া। 'দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৫** *বিণ* প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত। 'কোন কোন চিত্র এখনও মুক্তিলাভ করেনি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মুক্তিলাভেচ্ছা [স] *বি* মুক্তিলাভের ইচ্ছা। 'সংসারের তাবৎ বস্তুকে মায়াচ্ছন্ন জ্ঞান করিলে মুক্তিলাভেচ্ছাকেও ভ্রম বলিতে হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মুক্তি-লিপ্সা [স] *বি* মুক্ত হওয়ার বাসনা। 'আর্ত-নিখিলের বন্ধন-কাতরতা আর মুক্তি-লিপ্সা মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্তি-শঙ্খ [স] *বি* মুক্তি ঘোষণাকারী শঙ্খ। 'শিকল-দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তিসংগ্রাম [স] *বি* স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম। 'মুক্তিসংগ্রামের জন্য শক্তির প্রয়োজন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুক্তিসংগ্রামী [স] **১** *বি* মুক্তিযোদ্ধা। 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের হাতে আজও বাঙালী কুইসলিংরা মরবে।' *কালান্তর*, ১৯৭১। **২** *বিণ* স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধকারী; মুক্তিযোদ্ধা। 'সেই মুক্তিসংগ্রামী বোনদের সংঘাতময় স্মৃতিকাহিনী তুলে ধরতে চাই।' *বেগম*, ১৯৭২।

মুক্তিসন্ধী [স] *বিণ* স্বাধীনতা-সন্ধানী। 'মুক্তিসন্ধী জীবনের অর্জিত সম্ভার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুক্তিসাগর [স] *বি* মুক্তিরূপ সাগর। 'ও মা তোর মুক্তিসাগর কূলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মুক্তিসাধন [স] *বি* পরিত্রাণ লাভ। 'পলায়ন-পূর্বক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধন না করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মুক্তিসাধনা [স] *বি* মোক্ষলাভের চেষ্টা। 'বিদ্যাসাগরকে নিঃসন্দেহে টেনে নিয়ে যেত ধর্মীয় মুক্তিসাধনার আত্মিক জগতে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

মুক্তি-সেনা [স] **১** *বি* মুক্তিকামী সৈনিক। 'তরুণ চাহে যুদ্ধ-তূম/ মুক্তি-সেনা চায় হুকুম!' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বি* মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তিসেনারা গ্রামবাঙলা থেকে হানাদার পাকবাহিনীকে ঝেঁটিয়ে দূর করতে পারবে।' *জয়বাংলা*, ৯ জুন ১৯৭১।

মুক্তি সেনানী *বি* মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তি সেনানীদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষের ফলে ...।' *কালান্তর*, ১৯৭১।

মুক্তিসেবক [স] *বিণ* দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে এমন। 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুক্তি সৈনিক *বি* মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তি সৈনিকরা সে কথা টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ জেলের তালা খুলে ...।' *কালান্তর*, ১৯৭১।

মুক্তিসৌধ [স] *বি* মুক্তিস্মারক স্তম্ভ। 'সারা বিশ্বের মুক্তিসৌধ গড়তে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মুক্তিস্নান [স] *বি* চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ-মুক্তি উপলক্ষে হিন্দুদের স্নান। 'ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বিভুর ধ্যান, ঘরে যেন মুক্তিস্নান পাই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মুক্তিস্পৃহা [স] **১** *বি* মোক্ষলাভের প্রতি আগ্রহ। 'মুক্তিস্পৃহাশূন্য নাই সাধন ভজন।' *তারকচন্দ্র সরকার*, ১৯১৭। **২** *বি* মুক্তচিন্তার প্রতি আগ্রহ। 'তাদের দর্শনে হয় যুক্তিবুদ্ধি নয় মুক্তিস্পৃহা অবহেলিত হয়।' *শিব*, ১৯৫০।

মুক্তিয়ার [আ মুখতার] *বি* মোক্তার; আইনজীবী। 'বিচার প্রার্থীরা আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মুক্তিয়ারকার [আ মুখতার+ফা কার] *বি* আদালতের কর্মকর্তাবিশেষ। *মেয়ার*, ১৭৮৯।

মুক্ক [স মুখ্য] *বিণ* মুখ্য। 'সেই কৈন্যা না করিয় মুক্ক পাটেশ্বরি ...।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুক্কি[১] *বি* কবুতরের জাতবিশেষ। 'লক্কা, সিরাজী, মুক্কি কত কী নামের আর চেহারার পায়রা।' *অবন*, ১৯২৭; 'মাল্যবান তার স্ত্রীর মুক্কি-ওড়ানোর মত হাততালি দিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মুক্ক্য [স মুখ্য] *বিণ* প্রধান। 'শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া সর্ব্বাধক্ষ্য মুক্ক্য পাত্র ... করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুক্ক্য পাত্র *বি* প্রধান ব্যক্তি। 'শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া সর্ব্বাধক্ষ্য মুক্ক্য পাত্র ... করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুখ [স] **১** *বি* মুখমণ্ডল। 'কোণ সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অভিমুখ। 'কান্দে করি অসুরা মথুরা মুখে লড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* মুখগহ্বর। 'শুন দ্বিজ বিব করি যে মুখে ভক্ষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* মোহনা। 'খালের মুখ কুড়ি হাত চৌড়া।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৫** *বি* আরম্ভ। 'মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি প্রভৃতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৬** *বি* গালমন্দ। 'সে দিন আমায় যত মুখ করেছিলে, এত বোধ হয়, – এ বয়সে কর নাই।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **৭** *বি* আত্মসম্মান। 'আমাদের বলিবার মুখ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। **৮** *বি* মাধ্যম। 'পাখির মুখে এই যে খবর পেনু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **৯** *বি* দেখা দেওয়া। 'নইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দায় হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **১০** *বি* গতিপথ। 'কিশতীর মুখ ঘোরাও এবার শুনব না আর মানা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মুখ-অভ্যন্তর [স] *বি* মুখগহ্বর। 'মুখ অভ্যন্তরে গেলে সে ধরিয়াত খাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুখ-আলো [স] *বি* মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের আভা। 'যদি না পড়িত মনে তব মুখ-আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মুখ উজ্জ্বল করা *ক্রি* গৌরবান্বিত করা; সম্মান বৃদ্ধি করা। 'বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

মুখকমল [স] *বি* কমল বা পদ্মের মতো সুন্দর মুখ। 'মুখকমল আতি শোভা করে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুখ করা **১** *ক্রি* হাবভাব করা। 'কর্তাব্যক্তির মতো মুখ ক'রে মনে করছি আমি একজন আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রি* মুখ ফেরানো। 'অন্য দিকে মুখ করে বললে, তুমি আমাকে নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মুখ কান লাল হওয়া *ক্রি* লজ্জায় রক্ত জমে মুখমণ্ডল রঙিন হওয়া; লজ্জিত বা বিব্রত হওয়া। 'গান যখন সাঙ্গ হল তখন আমার মুখ কান লাল হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মুখ কুঁচকানো *ক্রি* মুখ বিকৃত করা। 'নাক সিঁটকে মুখ কুঁচকে বলে উঠলেন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মুখ খাওয়া **১** *ক্রি* গালাগালি সহ্য করা। 'মাকে বলিগে, তা না হলে আমি কি শেষে মুখ খেয়ে মরবো?' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *ক্রি* তিরস্কৃত হওয়া। 'ফেল করে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

মুখ খিস্তি করা *ক্রি* অমার্জিত ভাষায় গালাগালি করা। 'একজন হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ... থামছে আর মুখ খিস্তি করছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মুখ খোলা *ক্রি* কথা বলা। 'সম্বন্ধ স্থাপন করতে গেলেই মানুষ মাত্রকেই মুখ খুলতে হয়।' *হাই*, ১৯৫৪।

মুখগহ্বর [স] *বি* মুখে খাদ্যাদির প্রবেশপথ। 'হাঁ-করা তার মুখগহ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মুখ গুঁজে *ক্রিবিণ* মুখ ঢেকে। 'লেপের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মুখ গুঁজে পড়ে থাকা *ক্রি* বিষণ্ণমুখে থাকা; সহ্য করা। 'সেই স্তূপীকৃত বেদনার ... মুখ গুঁজে পড়ে থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মুখচন্দ্র [স] *বি* চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'অতি অনির্বচনীয় দেখি মুখচন্দ্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে করলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মুখচন্দ্রমা [স] *বি* চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'স্থির নেত্রে মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মুখচন্দ্রিমা [স] *বি* চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'এজিদের নয়ন-চকোর জয়নাবের মুখচন্দ্রিমার পরিমল-সুধা পান করিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মুখ-চলতি *বিণ* মুখে মুখে প্রচলিত। 'ইস্কুলের ছাত্রদের মুখ-চলতি নাম রণেন পণ্ডিত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মুখ চলা *ক্রি* উপযুক্ত কথা বলা। 'হাত চলে, কিন্তু মুখ চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মুখ চাওয়া **১** *ক্রি* ভাব বুঝতে চেষ্টা করা। 'মগ-সৈন্যগণ আশ্চর্য

হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রি* মুখাপেক্ষী হওয়া। 'আপনার টাকায় কেন পরের মুখ চাওয়া?' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মুখ-চাওয়া-চাউয়ি *বি* পরস্পরের মুখের দিকে তাকানো। 'চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মুখ চাওয়া চাওয়ি *বি* পরস্পরের মুখের দিকে তাকানো। 'পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'কথা কওয়ার জন্য মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'ঘরের মধ্যে ভাইবোন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।' *মানিক*, ১৯৪০।

মুখচাঁদ [স মুখচন্দ্র] *বি* চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'তাকায় তাই বোবার মতো/ মায়ের মুখচাঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মুখচান্দ [স মুখচন্দ্র] *বি* চাঁদমুখ। 'দেখিআঁ তোহ্মার মুখচান্দে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুখ চুন করা *ক্রি* বিষণ্ন হওয়া। 'মুখ চুন করে আছিস কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মুখ চুন হওয়া *ক্রি* ভয়ে মুখ ম্লান হওয়া। 'দফাদারের নাম করবা-মাত্র তাদের মুখ চুন হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মুখচুম্বন [স] *বি* মুখে চুমু খাওয়া। 'গোপালকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন বাছা গোপাল!' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'বারংবার তাঁহার মুখচুম্বন করত স্বদেশে গমন করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

মুখচেনা *বি* পরিচয়। 'মানুষের কাছে নিজের মুখচেনা অব্দি হতে পারা যায় না।' *জীবন*, ১৯৩২।

মুখচোরা [স মুখ+স চোর>] ১ *বিণ* লাজুক। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'আমি তো আর মুখচোরা নই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বিণ* গোপন। 'সময়েই যত মুখচোরা রোগ আসিয়া জোটে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মুখচ্ছদ [স] *বি* মুখাবরণ। 'নাকি উদাসীনতা তীব্রতার মুখচ্ছদ মাত্র।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

মুখচ্ছবি [স] *বি* মুখের রূপ; মুখের ছবি। 'একটি গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মুখচ্ছায়া [স] *বি* মুখের অবয়ব। 'কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখছবি [স] *বি* মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য। 'প্রকাশো, জননী, নয়নসমুখে প্রসন্ন মুখছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মুখ ছুটানো *ক্রি* কথা শুরু করা। 'মুখ ছুটাইলে রথাখে আর না দেখি আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মুখছোপ *বি* ধমক। 'এক দলের লোক আমাদের মুখছোপ দিয়ে বলেন ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মুখঝামটা [স মুখ+ঝামটা] *বি* মুখবিকৃতিসহ গঞ্জনা। 'ঠকচাচাকে মধ্যে মধ্যে দুই একবার মুখঝামটা খাইতে হইত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মুখ ঝামটা দেওয়া *ক্রি* মুখবিকৃতি সহ তিরস্কার করা। 'যে মুখ ঝামটা দিলে তাতেই ঢের হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মুখ টিপে টিপে হাসা *ক্রি* মুখ না-খুলে হাসতে থাকা। 'বসে বসে দেখছিল আর মজা করে মুখ টিপে টিপে হাসছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখ টিপে হাসা *ক্রি* মুখ বুঁজে হাসা; লুকিয়ে হাসা। 'আমি তাদের এই চোরের মতো সন্ত্রস্তভাব দেখে মুখ টিপে হাসতাম।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'যাঁরা প্রতিনিধি তাঁরা মুখ টিপে হাসছেন, আমরাও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মুখটেপা *বি* রহস্যজনকভাবে হাসা। 'ঝিদের আনাগোনা চোখমারা মুখটেপার ভেতর চান করতে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মুখটেপা হাসি *বি* রহস্যময় মুচকি হাসি। 'দেখি সেই মুখটেপা হাসি তার মুখে লেগেই রয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মুখঠুলি *বি* মুখ ঢেকে রাখার খাঁচাবিশেষ। 'পুরাতন বলে সেটাকে বিস্মৃতির মুখঠুলি চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মুখ-ডোবানো *বিণ* মুখ ঢেকে যায় এমন। 'কী জানি, মুখ-ডোবানো রসালো ঘাসেই তাদের তৃপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মুখঢাকা ১ *বি* পলায়ন। 'বেচারা গতিক দেখে দিল মুখ ঢাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* গম্ভীর। 'গিরিরাজের মুখ ঢাকা কোন সুগম্ভীরের রূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* মুখ আবৃত। 'শাশুড়ি মুখঢাকা বুর্খায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মুখ তুলে তাকানো *ক্রি* মুখ দেখানো। 'স্বামীর কাছে মুখ তুলে তাকানোর সাহস তো সব সৈন্যরা কেড়ে নিয়েছে।' *শওকত*, ১৯৭২।

মুখ তোলা *ক্রি* ইতিবাচকভাবে তাকানো। 'মুখ তোলো হে দেখনহাসি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মুখ থুবড়ে পড়া *ক্রি* হুমড়ি খেয়ে পড়া। 'পথের ধুলোর উপর মুখ থুবড়ে পড়তে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মুখ থুবড়ে ফেলা *ক্রি* উপুড় করে ফেলা। 'সেটা ছাড়াতে গিয়ে বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ থুবড়ে ফেলবার চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখথোবড়ানো *বিণ* মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এমন। 'ঘরে হা-শূন্য মুখথোবড়ানো নিরাশা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মুখদর্শন [স] *বি* মুখ দেখা। 'মুখদর্শন তাঁহার অসহনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মুখ-দূষী [স মুখ+স দূষ্>] *বিণ* দুর্মুখ। 'যোগিনী ডাকিনী বন্দি মুখ-দূষী তথা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুখ দেওয়া *ক্রি* মুখ লাগানো। 'শিশু যেন মায়ের কোলে মুখ দেয় দুধে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুখ দেখাতে না পারা *ক্রি* লজ্জায় সংকুচিত হওয়া। 'ওদের সামনে মুখ দেখাতে পারব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মুখ-দেখানি *বি* কারও মুখ দেখে দেওয়া বখশিশ। 'ছেলের মুখ-দেখানি দিলেন কই?' *মনোজ*, ১৯৬১।

মুখদেশ [স] *বি* মুখমণ্ডল। 'কেশরী যেন শোভা করে নিয়া মুখদেশ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুখদোষ [স] *বি* কটুভাষা। 'তোর বাপ রাজ্যে খ্যাত নাম উজ্জাড়দত্ত মুখদোষে শ্রবণবর্জ্জিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুখনল [স] *বি* ধূমপানের পাইপ। 'মুখনল একমুখ হাসিয়া উত্তর করিল – বৃথা এতকাল তোমায় ধূমপান করাইয়াছি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

মুখনাড়া *বি* গঞ্জনা। 'মেয়ে নিয়ে রাত-দিন ঘরে-বাইরে মুখনাড়া হাতনাড়া সহ্য করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুখনিঃসৃত [স] *বিণ* মুখ থেকে নির্গত। 'কবির মুখনিঃসৃত এই শব্দাখ্য-জ্যোতি মনের নানাদেশে সঞ্চারিত।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মুখপাট্টা [স মুখপট্ট] *বি* মুখাবরণ। 'কমরবান্ধা, মুখপাট্টা বান্ধা ... অগণ্য লাঠীয়াল ... অগ্রসর হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মুখপাত [স মুখপাত্র] *বি* মুখপাত্র। 'কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের করবে, দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত!' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুখপানে [স মুখ+স প্রবণ>] *ক্রিবিণ* মুখের দিকে। 'তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মুখপার্শ্ব [স] *বি* মুখের দুই ধার। 'পূর্ণবয়স্ক পুরুষহস্তীর মুখপার্শ্ব হইতে ... দন্ত বহির্গত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মুখপুড়ি, মুখপুড়ী *বি স্ত্রী* কুৎসিত নির্দেশক গালিবিশেষ। 'কোনো মুখপুড়ি যদি কুলে কালি দিয়ে ভেসে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'চল তবে মুখপুড়ী, বেড়েছিস বড় বাড়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মুখপুণ্ডরীক [স] *বি* মুখপদ্ম। 'তাহাদিগের মুখপুণ্ডরীকের মনোহর প্রভা মলিন হইতে থাকে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মুখপোড়া [স মুখ+পোড়া] *বি* হনুমান। 'লোকে অবশ্যই মুখপোড়া কহিবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

মুখপ্রিয় [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট স্বাদযুক্ত। 'মারগুল একটুও মুখপ্রিয় নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মুখপ্রিয়া [স] *বিণ* মুখরোচক; সুস্বাদু। 'ভাতে খাও ভেজে খাও হবে মুখপ্রিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মুখপ্রেক্ষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নির্ভরশীল। 'মুখ প্রেক্ষিণী হইয়া থাকিবার ...।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

মুখ ফিরানো ১ *ক্রি* অসহযোগিতা করা। 'কর্তব্য কঠিন হয় তোমরা ফিরালে মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *ক্রি* অনাগ্রহে মুখ ঘুরিয়ে রাখা। 'শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন, অপরাধ হয়েছে আমার তাই আছে মুখ ফিরিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মুখ ফিরিয়ে থাকা *ক্রি* অনাগ্রহী হওয়া। 'যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মুখ ফুটে বলা *ক্রি* স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা। 'তবে পরান খুলে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা, একলা বলো রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মুখফোড়, মুখফোঁড় [স মুখ+স স্ফুট>] ১ *বিণ* দুর্মুখ। 'একজন মুখফোড় কয়েদী বলিয়া উঠিল ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* স্পষ্টভাষী। 'শ্রীনাথ আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে কিছু মুখফোঁড়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মুখবন্ধ করা *ক্রি* চুপচাপ থাকা। 'এই মুখবন্ধ করাটা কি যুক্তিসঙ্গত?' *নজরুল*, ১৯২২।

মুখবাঁধা *বিণ* মুখে বেঁধে রাখা হয়েছে এমন। 'একটি মুখবাঁধা স্ত্রীলোকের অবয়ব হঠাৎ দেখে ফেলল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

মুখবাদ্য [স] *বি* ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে উৎপন্ন সুরেলা ধ্বনি; শিসধ্বনি। 'স্তবন গদ্যপদ্যে সঘন মুখবাদ্যে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুখবাস [স] *বি* মুখ সুগন্ধিকারক মসলা। 'তুলসীমঞ্জরী সহ দিল মুখবাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুখবিকার [স] *বি* বিকৃত মুখভঙ্গি। 'মুখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ-প্রকাশের অন্য উপায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মুখবিকৃতি [স] *বি* বিকৃত মুখভঙ্গি। 'মুখবিকৃতি সহকারে পুনরায় বসিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মুখবিনির্গত [স] *বিণ* মুখনিঃসৃত। 'সূত্রধর মুখবিনির্গত একটী শ্লোকের কথায় কথায় মিল আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মুখবিবর *বি* মুখগহ্বর। 'মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটোখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মুখ বুজিয়া থাকা *ক্রি* নীরবতা পালন করা। 'মুখ বুজিয়া থাকিয়া যে কি সুখ পায়, তাহা বুঝিতে পারি না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মুখ-বুজে-থাকা *বিণ* নির্বাক। 'মুখ-বুজে-থাকা সহধর্মিণীর শাদা শাড়ির আঁচলে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মুখবেগ [স] *বি* তর্ক; বাচালতা। 'অনেক সময় দুটি কথায়, এমন-কি নীরবে অতি বড়ো প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মুখ ব্যাঁকানি *বি* ভেংচি। 'রাক্ষুসি বলে কুৎসা, ঘেন্না, মুখ ব্যাঁকানি, চোখ রাঙানি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুখব্যাদান [স] ১ *বি* মুখখোলা। 'তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখব্যাদান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মুখভঙ্গি। 'সামান্য মুখব্যাদান করে নিরস্ত হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মুখব্যাদান করা *ক্রি* মুখ হা করা। 'ভীমাকার পর্বতগুহা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মুখভঙ্গি [স] *বি* মুখের অভিব্যক্তি। 'মুখভঙ্গি দেখতে আমার বড়ো ভালো লাগে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মুখ-ভাতি *বি* মুখের দীপ্তি। 'তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মুখভাব [স] *বি* মুখের অভিব্যক্তি। 'লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, অজাতশত্রু ছিল তিনজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তাঁর মুখভাব লক্ষ করে সমাকুল আনোয়ারা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মুখ-ভার [স] ১ *বি* মুখের গম্ভীরতা। 'কোনোখানে মন-ভার মুখ-ভার দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* অভিমান। 'বলি এত মুখভার কিসের।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুখ ভার করা *ক্রি* মুখ গম্ভীর করা। 'যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মুখ ভেঙানো *ক্রি* মুখ বিকৃত করে ভেংচানো। 'তাঁহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া ... পলাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মুখ ভ্যাঙচানো *ক্রি* উপহাসসূচক মুখভঙ্গি করা। 'কি বিশ্রী ভাবেই না মুখ ভ্যাঙচানো হইল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুখমণ্ডল [স] *বি* কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখ। 'মরকত মঞ্জুমুকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলিসুতা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মুখমদ [স] *বি* চুম্বন। 'যদিও সে পায় না নারীর মুখমদের ছিটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মুখমদ্য [স] *বি* চুম্বন। 'মুখমদ্য তার তুল্য নয়।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

মুখমধু পান করা [স] *ক্রি* চুম্বন করা। 'তুমি তার মুখমধু করিলে হে

পান।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

মুখমিষ্টি *বিণ* মিষ্টভাষী। 'বিশ্বাস করো না এই-সব মুখমিষ্টি লোককে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মুখরক্ষা [স] *বি* সম্মান রক্ষাকরণ। 'আপাতত বঙ্গ সাহিত্যের মুখরক্ষা হয়।' *প্রমথ*, ১৯১২।

মুখরক্ষা করা *ক্রি* সম্মান রাখা। 'তুমি না হলে আমাদের মুখরক্ষা করত কে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মুখরক্ষা হওয়া *ক্রি* মর্যাদা বজায় থাকা। 'আপাতত বঙ্গ সাহিত্যের মুখরক্ষা হয়।' *প্রমথ*, ১৯১২।

মুখরজ্জু [স] *বি* লাগাম। 'অশ্বের মুখরজ্জু ধরিয়া, গমন করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মুখরশ্মি [স] *বি* লাগাম। 'অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মুখরুচি [স] *বি* মুখের সৌন্দর্য। 'মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ। ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মুখরোগ [স] *বি* অন্যের সম্বন্ধে আজেবাজে মন্তব্য করা বা কথা বলার অভ্যাস। 'জজের মুখরোগের চিকিৎসা করবার জন্যে সভা করা হবে!' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুখরোচক [স] **১** *বিণ* উপভোগ্য। 'তোমরা, যাঁদের বাক্য হয় না আমার পক্ষে মুখরোচক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ* সুস্বাদু। 'মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বিণ* মুখের রুচি বৃদ্ধি করে এমন। 'ছোটপাতে মুখরোচক আচার – চাটনিও কয়েক পদের।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মুখ-লাগা *বিণ* স্পর্শ-লাগা। 'আজ আনন্দের মুখ-লাগা চাঁদের আলোয় তারা দৃশ্যমান।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মুখ লাল হওয়া *ক্রি* লজ্জা পাওয়া। 'বিহারীর মুখ লাল হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মুখ লুকানো **১** *ক্রি* হাত দিয়ে মুখ ঢাকা। 'কেবল দুই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইয়া আপনার সমস্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *ক্রি* নিজেকে আড়াল করা। 'উপচানো চোখ নিয়ে আমি লজ্জায় মুখ লুকাতাম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মুখশশি [স মুখশশী] *বি* চাঁদের মতো মুখ। 'চাহ মোরে মুখশশি তুলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুখশশী [স] *বি* চাঁদের মতো মুখ। 'দেখিব মায়ের মুখশশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুখ শুকানো *ক্রি* ভয়ে মুখ ম্লান হওয়া। 'আহা! বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মুখশুদ্ধি [স] *বি* খাওয়ার পর চিবানোর জন্য স্বাদযুক্ত মসলা। 'ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুখশোভা [স] **১** *বি* চেহারা। 'কোটি চান্দ মুখশোভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মুখের সৌন্দর্য। 'বসিয়ে বিরলে, মুখশোভা জিত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুখশ্রী [স] **১** *বি* মুখের শোভা। 'লোকের মুখশ্রী ভ্রষ্ট হইয়া অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, বাত ও জ্বর রোগের স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* (ব্যঙ্গ) মুখ। 'তার মুখশ্রী যেন সর্বদা অপরাধ করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মুখসন্দর্শন [স] *বি* সাক্ষাৎ। 'অদ্যাপি আপন স্ত্রীর মুখসন্দর্শন করি নাই ইহাতে আমার কি পাপ হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুখ-সরোজ *বি* মুখরূপ পদ্ম। 'কোন খাতুনের মুখ-সরোজ তোর হিয়ার সরসীতে এমন চিরন্তনী হয়ে ফুটেচে?' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুখ সিটকানো *ক্রি* বিতৃষ্ণায় মুখ বিকৃত করা। 'এখন বুঝি কেবল মুখ সিটকে চিরেতা খাচ্ছিস?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখসুদ্ধি *বি* খাওয়ার পর চিবানোর জন্য স্বাদযুক্ত মসলা। 'খাবার দিলে, আর মুখসুদ্ধি দিলে না।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মুখসোভ [স মুখশোভা] *বি* মুখশোভা। 'সব রাখএ পহিলহি মুখসোভ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মুখ হাসানো *ক্রি* হাসির পাত্র করা। 'এতবড় বংশের মুখ হাসাতে পারবেন না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মুখাগ্র [স] *বি* মুখের অগ্রভাগ; জিভ। 'স্বভাবতই মুখাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়।' *প্রমথ*, ১৮৯০; 'মুখাগ্রে যার বাধে না কিছুই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মুখাচ্ছাদন [স] *বি* মুখাবরণী। 'অকারণে কেউ ন্যায়বানের মুখাচ্ছাদন পরে না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মুখাজ [স] *বি* পদ্মতুল্য সুন্দর মুখ। 'তার ভয়ে নারে ভিস্তে মুখাজ ঘষিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুখাদি [স] *বি* মুখমণ্ডল। 'মুখাদি চুম্বন করিয়া সকল দুঃখ দূর করিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

মুখান [স মুখ+খানা>] *বি* মুখখানি। 'দুই উষ্ট এক করি মুখান বুজিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুখানি [স মুখ+খানি>] *বি* মুখখানি। 'নিলমনি জিনি তাঁর মুখানি অনুপাম।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুখান্তরে *ক্রিবিণ* অন্য মুখে। 'তার বিভ্রান্ত দৃষ্টি ... জনতার মুখ হইতে মুখান্তরে মাথা কুটিয়া ফিরিতে থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মুখাবয়ব [স] *বি* চেহারা। 'রাণীর মুখাবয়ব এমনই।' *জীবন*, ১৯৩২।

মুখাবলোকন [স] *বি* মুখ দেখাদেখি; মুখ চাওয়াচাওয়ি। 'কেহ কেহ রাজার অনুরোধে কহিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মুখামৃত [স] *বি* থুতু। 'হএ কৃপাযুত দিএ মুখামৃত উলুকে করিলে ত্রাণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুখাম্বুজ [স] *বি* মুখরূপ পদ্ম। 'মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুখারবিন্দ [স] *বি* মুখরূপ পদ্ম। 'শিশু সন্তানদিগের অনতিবিকসিত মুখারবিন্দ বারবার অবলোকন ... করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মুখে আগুন *বি* ধ্বংস হওয়ার ইচ্ছা জানিয়ে তিরস্কার। 'অমন দেশাচারের মুখে আগুন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মুখে আসা *ক্রি* বলার ইচ্ছা হওয়া। 'লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মুখে কথা ফোটা *ক্রি* প্রগলভভাবে কথা বলা। 'এরই মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখে কালি চুন পড়া – কলঙ্ক হওয়া। 'তোমার মুখে কালি চুন

পড়িবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মুখে খই ফুটা *ক্রি* অনর্গলভাবে কথা বলা। 'মুখে ফুটছে খই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মুখে চাবি আঁটা – মুখ বন্ধ করে থাকা। 'হক ছাহেব মুখে চাবি আঁটিয়া কোনক্রমে দুইকূল রক্ষার অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় আছেন।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মুখে চুন কালি দেওয়া – কলঙ্ক আরোপ করা। 'আমাদের মুখে চুন কালি দিয়ে?' *শামসুল*, ১৯৫৬।

মুখে দেওয়া *ক্রি* খাওয়া। 'নয়টার সময় দুটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মুখে পোরা *ক্রি* মুখে ঢুকানো। 'মুঠি মুঠি ধুলা তুলিয়া লইয়া কেবলি পুরিস মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মুখে ফুলচন্দন পড়া ১ *ক্রি* সাফল্য কামনা করা। 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক চক্রবর্তীমশায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'তাঁর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক!' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *ক্রি* খ্যাতিমান হওয়া। 'ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মুখে ফেলা *ক্রি* খাওয়া। 'কেনী সামান্য কিছু মুখে ফেলিয়া টেবিল হইতে উঠিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মুখে বসানো *ক্রি* সংলাপ রূপে প্রকাশ করা। 'ভালো ভালো পাকা কথাগুলি যদি অনায়াস-ভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মুখে বাধা *ক্রি* মুখে আটকে যাওয়া। 'মিথ্যে আমার মুখে বাধত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখে ভাষা দেওয়া *ক্রি* সরব করা। 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মুখে ভাষা ফোটানো *ক্রি* উদ্বুদ্ধ করা। 'এদের মুখে ভাষা ফোটাতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মুখে মুখে ১ *ক্রিবিণ* প্রতি মুখে। 'মুখে মুখে পান করে কত সুধানিধি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *ক্রিবিণ* কথায় কথায়। 'মুখে মুখে ফাসফুস একি প্রেম ঈষ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *ক্রিবিণ* অলিখিতভাবে। 'মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *ক্রিবিণ* গভীর চিন্তা না করে। 'অদল-বদল যদি দরকার হত, গোকুল বলে দিত মুখে-মুখে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মুখে মুখে ফেরা *ক্রি* অত্যন্ত আগ্রহের বিষয় হওয়া। 'তোমাদের নাম যে এককালে সকলের মুখে মুখে ফিরিত।' *সবুজ*, ১৯২১।

মুখে-মুখের *বিণ* মুখে উচ্চারিত। 'ফুল-শেষে সেই মুখে-মুখের "ওগো"।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মুখে মেঘ নামা *ক্রি* মুখে অসন্তোষ প্রকাশ পাওয়া। 'মুখে মেঘ নামিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মুখে মৌ বর্ষেণ হৃদয়ে পিপুল ঘষেণ – মুখে মধু অন্তরে বিষ; অন্তরে এক বাইরে অন্যরকম। 'ঠাকুরাণী মুখে মৌ বর্ষেণ হৃদয়ে পিপুল ঘষেণ।' *গৌর*, ১৮২২।

মুখের আলাপী *বিণ* অল্প পরিচিত। 'মুখের আলাপী দু'চারজন বন্ধু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মুখের কথা *বি* বক্তব্য। 'বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মুখের জোর *বি* কথার শক্তি। 'শুধু মুখের জোরে গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মুখের ভাব *বি* চেহারায় প্রকাশিত মানসিক অবস্থা। 'মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মুখোজ্জ্বল করা [স মুখোজ্জ্বল+করা] ১ *ক্রি* সম্মানিত করা। 'কতকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *ক্রি* গৌরবমণ্ডিত করা। 'সম্পাদকতা করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

মুখোজ্জ্বলকারী [স] *বিণ* মুখ উজ্জ্বল করে এমন। 'তোমাদিগকে বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান হইতে হইবে।' *এসলাম*, ১৯১৯।

মুখোদ্গত [স] *বিণ* মুখ থেকে নির্গত। 'মুখোদ্গত বিষাক্ত ফেনের মত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মুখখি *বি* এক ধরনের কবুতর। 'গেরোবাজ লোটন লক্কা সিরাজু মুখখি ইত্যাদি হরেকরকম পায়রা।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

মুখখী [স মুখ্য] *বিণ* মুখ্য। 'হরিভদ্দর খুড়ো কায়স্থ মুখখী কুলীন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুখখু [স মূর্খ] *বি* অজ্ঞ। 'হলেমই বা মুখখু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মুখটি [স মুখপট্টি] *বি* কোন বস্তুর মুখের ঢাকনা বা ছিপি। 'মুখটির ঘাএ তার ভাঙ্গিলেন সির।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুখটী [স মুখ>] *বি* মুখোপাধ্যায় বংশ। 'মুখটী অনন্তরাম চট্ট বলরাম।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুখপত্র [স] ১ *বি* ভূমিকা। 'তাঁর গ্রন্থের মুখপত্রে রামমোহন রায় সম্বন্ধে নীরব থাকবার কারণ উল্লেখ করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বি* সম্পাদকীয় অংশ। 'সদ্যপ্রকাশিত মাসিকপত্র মোসলেম ভারত-এর মুখপত্রে সম্পাদক মহাশয় ... বলেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২০। ৩ *বি* দল বা জনগোষ্ঠীর আদর্শজ্ঞাপক প্রচারপত্রিকা। 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের মুখপত্র।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মুখপাত্র [স] *বি* প্রতিনিধি। 'যে হুজুগটির মুখপাত্র হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনো মনোভাব নেই।' *প্রমথ*, ১৯১২।

মুখবন্ধ[1] [স] *বি* ভূমিকা। 'দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সাধারণের বিদিতার্থে গো-জীবনের মুখবন্ধ স্বরূপ অবিকল প্রকাশ করা হইল।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মুখবন্ধ[2] [স] *বি* মুখবন্ধ করার মন্ত্র। 'করিআ কপট ধন্দ সাপে দিলে মুখবন্ধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুখ বন্ধ করা *দ্র* **মুখ**

মুখয্যা [স মুখ>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ; মুখোপাধ্যায়। 'মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুখর [স] ১ *বিণ* কোলাহলপূর্ণ; ধ্বনিবহুল। 'তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* বাচাল। 'এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'মুখর মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া হেসে হয় কুটি কুটি।' *জসীম*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* ধ্বনিত। 'মুখর হবে সকল আকাশ আনন্দময় গানের রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৪ *বিণ* সপ্রতিভ; উজ্জ্বল। 'তাঁর সেই মুখর চোখ মাংসের মধ্যে ডুবে গেল।' *প্রমথ*, ১৯২২। ৫ *বিণ* ধ্বনিময়। 'আজি অকারণ মুখর বাতাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মুখরতা [স] ১ *বি* ধ্বনিবহুলতা। 'এই চারি দিকের সচলতা সজীবতা মুখরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* বাচালতা। 'মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার উপকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* কোলাহল। 'আজকালের মুখরতায় তাদের অটুট বিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মুখরা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* বাচাল। 'এ অতি মুখরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বি স্ত্রী* কটুভাষী। 'হরলালের সম্মুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বিণ স্ত্রী* মুখরিত। 'কাকলী কূজনে হয়েছে মুখরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মুখরিত [স] ১ *বিণ* ধ্বনিত। 'মরকত মঞ্জুমুকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলিসুতা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* সরগরম। 'টিন্ড্যালের বিজ্ঞানতন্ত্র ... বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মুখলুকাত [আ] *বি* সৃষ্টিজগৎ। 'আল্লার মুখলুকাত ধ্বংস হৈয়া যাব না?' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মুখস [স মুখ-কোষ] *বি* ঘোড়ার লাগাম সংলগ্ন লোহার খণ্ড বিশেষ। 'মন্দুরা ত্যাজিয়া বাজীরাজি, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে মুখস।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মুখস্থ [স] *বিণ* কণ্ঠস্থ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ তাঁহার তাবৎ মুখস্থ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মুখস্থ করন *বি* মুখস্থ করা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

মুখস্থ পড়ন *বি* স্মৃতি থেকে পড়া। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

মুখস্থবাগীশ [স] ১ *বি* চিন্তাহীন বাকপটু। 'দেশের যত মুখস্থবাগীশ, ও-সকল সভার তাঁরাই হচ্ছেন যুগপৎ নায়ক ও গায়ক।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বিণ* মুখস্থবিদ্যায় দক্ষ। 'সে চীনদেশের পাস-করা মুখস্থবাগীশ ম্যাণ্ডারীনদের মতো স্থূলদেহ ও স্থূলবুদ্ধির লোক নয়।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

মুখস্থবিদ্যা [স] *বি* আত্মস্থ হয়নি এমন মুখস্থ করা বিদ্যা। 'সে পরিমাণ মুখস্থবিদ্যা যদি হাইকোর্টের সকল জজের থাকত।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

মুখা [স মুখ>] *ক্রিবিণ* দিকে। 'রবি শশী রয় সে মুখা/ মাস অন্তে হয় একদিন দেখা।' *লালন*, ১৮৯০।

মুখামুখি [স মুখ>] *ক্রিবিণ* সামনা সামনি। 'নদীর দুই কূলে খাট রাখি মুখামুখি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'দুই দলে মুখামুখি দাঁড়াইল রণে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুখাগ্নি [স] *বি* হিন্দু শাস্ত্রবিধি অনুসারে মৃতদেহের শিরঃস্থানে আগুনের স্পর্শ। 'দেখিব মুখাগ্নি কে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মুখাপেক্ষা [স] *বি* কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীলতা। 'যতই বয়স বাড়ছে অন্য লোকের মতামতের মুখাপেক্ষা ততই কমে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মুখাপেক্ষী [স] *বিণ* নির্ভরশীল। 'ভ্রাতা-ভগ্নিগণ তোমারই মুখাপেক্ষী হইয়া রহিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মুখী [স মুখ>] *ক্রিবিণ* মুখে; দিকে। 'রসুলে বুলিলা দেখি চাহিয়াছে মোর মুখী।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুখীবাগীচা [স মুখ>] *বি* আতশবাজিবিশেষ। 'আবরক ও মুখীবাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মুখুজ্যে [স মুখ>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ; মুখোপাধ্যায়। 'মুখুজ্যেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুখুটি [স মুখ>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বাপেরা কুলে মুখুটি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুখুয্যে [স মুখ>] *বি* হিন্দু বংশনামবিশেষ। 'গোপাল মুখুয্যে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মুখুর্জ্জে [স মুখ>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মুখুর্জ্জে কুলেতে জন্মে নাম চন্দ্রভান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুখোট *বি* মুখোশ। 'মন্দিরের গায়ে নানা মুখোট।' *অবন*, ১৯২৫।

মুখোড় [স মুখর] *বিণ* মুখর। 'মুখোড় গোছের কায়স্থ মোসাহেব ছিলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুখোপাধ্যায় [স] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়' *দর্পণ*, ১৮২২।

মুখোমুখি, মুখোমুখী [স মুখ>] ১ *বি* তর্ক-বিতর্ক। 'মায়ে-ঝিয়ে মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ। 'এই-সব মুখোমুখি এই-সব দেখাশোনা ক্ষণিকের মেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রিবিণ* সামনা-সামনি। 'সুপারি গাছ ক'টা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনতার জীবন গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মুখোশ [স মুখ-কোষ>] *বি* মুখের আবরণ; মুখ ঢাকার আবরণ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'মুখোশ ও মুখে পর/ পৃষ্ঠে চর্মাসন ধর।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'কতমত পরিয়া মুখোশ/ মাগিছ সবার পরিতোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মুখোশধারী [মুখোশ+স ধারী] *বিণ* কপট। 'সযত্ন মুখোশধারী ধনিকেরও বদ্ধ আস্ফালন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮; 'মুখোশধারী ইয়াহিয়া প্রথম দিকে অভিনয় ভালোই করেছিল।' *পাশা*, ১৯৭১।

মুখোশপরা *বিণ* সত্যিকার মুখ বা স্বরূপ ঢেকে রেখেছে এমন। 'মুখোশপরা এই বহুরূপী বনমানুষগুলোর সবাইকে মন্দিরে মসজিদে, বক্তৃতামঞ্চে ... বহুবার দেখেছি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মুখোশমালা [মুখোশ+স মালা] *বি* ছদ্মবেশধারী। 'ছলছলানো মুখোশমালা সেকথা তুই ভালোই জানিস।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

মুখোস *বি* মুখোশ; নকল মুখ। 'মুখোস দেখে যাচ্ছে ঠকে' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মুখোসপরা *বিণ* ছদ্মনাম ধারণকারী। 'সুশোভিত করার দায়িত্ব মুখোসপরা সাহিত্য সেবক ও সেবিকাগণের ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুখ্য [স] ১ *বিণ* সুন্দরী। 'আইয় মুখ্য শত শত আনিলা ডাকিয়া' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* প্রধান। 'আচার্য্যগোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মুখ্য গৃহিনী ঘরে হবে পুত্রবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* নেতৃস্থানীয়। 'স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুইজন' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* সরদার। 'আজ্ঞারা সবের মুখ্য আ... সুফিয়ান।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুখ্যত [স] *ক্রিবিণ* প্রধানত। 'মুখ্যত রাষ্ট্র গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'মুখ্যত ছবির গুণ হচ্ছে দৃশ্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মুখ্যবীজ [স] *বি* প্রধান কারণ। 'অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুখ্যভয় [স] *বি* প্রধান ভীতি। 'মানুষের মুখ্যভয় মৃত্যুভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মুখ্যমন্ত্রী [স] *বি* প্রধান মন্ত্রী। 'দৈত্যরাজকুমার মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিলেন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মুখ্যাভিপ্রায় [স] *বি* মূল উদ্দেশ্য। 'মুখ্যাভিপ্রায় এই যে অনেক টাকা একেবারে আইসে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

মুখ্যামাত্য [স] *বি* প্রধান অমাত্য। 'অখনে হইল মহাদেবী মুখ্যামাত্য।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুখ্যার্থ [স] *বি* প্রধান অর্থ। 'মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্রসকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুখ্যসুখ্যু [স মূর্খ>] *বি* অশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তি। 'বাকুলিয়ার মুখ্যসুখ্যুরা দেখল কোন লুপ্ত গহ্বর থেকে উঠে এসেছে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মুখ্যি [স মুখ্য>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কায়স্থ কুলীন মৌলিক সন্মৌলিক মুখ্যি বেড়ে প্রভৃতি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

মুখ্যু [স মূর্খ] *বিণ* মূর্খ। 'ছেলেটাকে তো মুখ্যু করলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মুগ [স মুদ্গ] *বি* এক প্রকার ডাল। 'গুড় তিল মুগ বরবটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুগ-সাঙলি [মুগ>] *বি* ব্যঞ্জনবিশেষ। 'কলা-বড়া মুগ-সাঙলি খিরোসা খিরের পুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুগসুপ [স মুদ্গসুপ] *বি* রান্না মুগের ডাল। 'মুগসুপে ইক্ষুরস কই ভাজে গণ্ডা দশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুগদি [স মুগ্ধ>] *বিণ স্ত্রী* বোকা। 'মুগদি মোর মায় বিশেষ কহিয় তায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুগধ [স মুগ্ধ] *বিণ* মূর্খ। 'কমণ মুগধে বাটে দানী কৈলে তোকে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুগধা [স মুগ্ধ>] *ক্রি* মুগ্ধ হওয়া। **মুগধল** *ক্রি* মুগ্ধ হলো। 'গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মুগধিনি [স মুগ্ধ>] *বিণ* মুগ্ধা। 'তুহু রস সাগর মুগধিনি নারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মুগধী, মুগধী [স মুগ্ধ>] *বিণ* বিমুগ্ধা; মোহিতা। 'তাহাতে মুগধী রাধা না পাতিল কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রাধা তোঞ্চ মুগধী আবালী গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুগর *বি* মূর্গা ঘাস। 'মুগর তরলা তালুকা বাঁশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুগরি *বি* মুসলমান পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'বলদে বহিয়া ধান বলাইল মুগরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুগা ১ *বি* রেশমের তৈরি কাপড়। 'চওড়া মুগার পাড়গুলো।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* একপ্রকার রেশম কীট। 'তারপর মুগার ছিলে-লাগানো ধনুকের সাহায্যে তুলো ধুনতে হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুগি, মুগী [স মুদ্গ>] *বি* ডালবিশেষ। 'মুগী ১ মোন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'মুগি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুগুধ-অন্তর [স মুগ্ধ-অন্তর] *বি* বিভোর মন। 'তোমারে হেরিয়া যেন মুগুধ-অন্তর মানুষে মানুষে বাসে ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মুগুর [স মুদ্গর] ১ *বি* লোহার তৈরি অস্ত্রবিশেষ। 'লোহার মুগুর গুণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কাঠের তৈরি হাতুড়িবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুগুরবাজি [মুগুর+ফা বাজি] *বি* মুগুরের সাহায্যে মারামারি। 'আবার মুগুরবাজি চলিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মুগ্ধ [স] ১ *বিণ* বিহ্বল। 'সর্ব্বদাই মুগ্ধ থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

মুগ্ধকারী [স] *বিণ* মুগ্ধ করে এমন। 'ভালোবাসা পেলে আমি পায়ের মুগ্ধকারী আবরণ খুলে ফেলে দৌড়-ঝাঁপ করবো কড়া রোদে।' *শক্তি*, ১৯৭০।

মুগ্ধচিত [স] *বি* সম্মোহিত মন। 'তুমি মুগ্ধচিতে মগ্ন আছো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুগ্ধছবি [স] *বি* বিমোহিত রূপ। 'কিশোর কবি মুগ্ধছবি বসিয়া তব সোপানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মুগ্ধনেত্র [স] *বি* বিহ্বল দৃষ্টি। 'রাজপুত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রের কটাক্ষপাত করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'মুগ্ধনেত্রে চন্দ্রবাবু চাহিয়া রহিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মুগ্ধপ্রায় [স] *বিণ* বিহ্বল; অভিভূত। 'তোমার লোকাতীত রূপলাবণ্য নিরীক্ষণেই মুগ্ধপ্রায় ছিলেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মুগ্ধভাব [স] *বি* বিভোর অবস্থা। 'তাদের দৃষ্টিতে কোনোপ্রকার মুগ্ধভাব থাকত এ কথাও বলা যায় না।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

মুগ্ধমতি [স] *বি* বিমুগ্ধ মন। 'মুগ্ধমতি – হেরে তনয়ায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৫।

মুগ্ধমুখ [স] *বি* বিমোহিত মুখমণ্ডল। 'স্মিতস্নিগ্ধমুগ্ধমুখে এ চিত্তের নিভৃত আলোতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুগ্ধমুখী [স] *বিণ স্ত্রী* মুখে বিমোহিত ভাব আছে এমন; বিমোহিত মুখবিশিষ্ট। 'তুমি আজি মুগ্ধমুখী আমারে ভুলালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মুগ্ধা [স মুগ্ধ>] ১ *বি স্ত্রী* বৈষ্ণবশাস্ত্রে নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা তাহার ভেদ তিন।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ স্ত্রী* বিহ্বল। 'সকল দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বিণ স্ত্রী* অচেতন। 'বিছানার মৃতপ্রায় মুগ্ধা অন্তঃসত্ত্বার মতন।' *জীবন*, ১৯৪০।

মুগ্ধবোধ [স] *বি* বোপদেব-রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'বেঙ্কটস্বামী মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মুঙ্গা *বি* প্রবাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুঙ্গেরী *বিণ* ভারতের বিহার রাজ্যের মুঙ্গের অঞ্চলে প্রস্তুত। 'পগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মুচকা [স মুখকুঞ্চন>] ১ *ক্রি* মুচকি হাসা। 'ফিরিয়া মুখ মুচকিয়া কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *ক্রি* বাঁকানো। 'মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **মুচকিয়া** *ক্রি* মুচকি হেসে। 'ফিরিয়া মুখ মুচকিয়া কহিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মুচকি [স মুখকুঞ্চন] *বিণ* ঠোঁট বন্ধ করে মৃদু। 'সমুখে মদন হাতে শরাসন মুচকি মুচকি হাসে।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুচকিয়া হাসা *ক্রি* মুখ টিপে হাসা। 'লচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে/ মারে আবির পিচকারি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মুচকে *বিণ* মৃদু; ঈষৎ। 'একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মুচকে হাসি *বি* মুচকি হাসি; স্মিতহাসি। 'সোনার রেখায় রেখায়

কৌতুকের মুচকে-হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মুচকুন্দ [স] *বি* এক ধরনের চাঁপা ফুল। 'কিংশুক ধাতকী ঝিণ্টী তোলে মুচকুন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মুচঙ্গ *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মধুর মৃদঙ্গ বাজে মুচঙ্গ রসাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুচড়া [স মুচুটী>] **১** *ক্রি* মোচড় দেওয়া। 'ঘাড় মুচড়িয়া শিশু পেলিল কুয়ায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *ক্রি* ঘোরানো। 'তম্বুরার কাণ মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়িধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *ক্রি* নিংড়ানো। 'মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **মুচড়এ** *ক্রি* মোচড়ায়। 'যেন পানে চেয়ে পুন মুচড়এ দাড়ি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **মুচড়িয়া** *ক্রি* মোচড় দিয়ে। 'ঘাড় মুচড়িয়া শিশু পেলিল কুয়ায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুচড়ে *ক্রিবিণ* বিকৃত ক'রে। 'একটা ঘটনা একটু মুচড়ে ইতস্তত একটু ছেঁটে-ছুঁটে দিলে শ্রোতাদের মনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

মুচড়ে ওঠা *ক্রি* মোচড় দিয়ে ওঠা। 'মাঝরাতে পায়ের ব্যথাটা হঠাৎ মুচড়ে ওঠে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

মুচড়ে দেওয়া *ক্রি* শান্তিভঙ্গ করা। 'চাকার ক্লিষ্টশব্দে মুচড়ে দিচ্ছিল বাতাসকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মুচড়ে মুচড়ে [স মুচুটী>] *ক্রিবিণ* সর্বশেষ চেষ্টা অবধি। 'মুচড়ে মুচড়ে নিংড়ে নিংড়ে কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে সুর বের করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মুচলেকা [তু মুচলিকা] *বি* শর্তযুক্ত অঙ্গীকারনামা। 'মুচলেকা ও ফেয়ালজামিনী গ্রহণ করেন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

মুচলকা [তু মুচলিকা] *বি* মুচলেকা; অঙ্গীকার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুচলখা [তু মুচলিকা] *বি* মুচলেকা; অঙ্গীকার। 'শ্রীজানকীরাম হালদার কষ্য মুচলখা পত্রমিদং।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'এক এক মুচলখা লিখিয়া লওয়া যাইবেক।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

মুচলখাপত্র [তু মুচলিকা+স পত্র] *বি* অঙ্গীকারপত্র। 'ওহার দাওয়ার নিষা করিব এতদর্থে মুচলখাপত্র লিখিয়া দিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মুচা *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'মুখের ঘাম মুচিয়া পুনর্ব্বার ঘড়ী দেখিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

মুচি[১], মুচী [আ মুজী] **১** *বি* চর্মকার। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'মুচী অর্থাৎ যারা গ্রাম্য পদ্ধতিতে হাটে-বাজারে জুতো তৈরি করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পরাণ মুচি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মুচিপাড়া *বি* চর্মকারদের পাড়া। 'বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে – মুচিপাড়ার লোকেরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মুচে [আ মুজী] *বি* চর্মকার। 'ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

মুচি[২] **১** *বি* ছোটো সরা; ঢাকনা। 'ছ্যাক্ ছ্যাক শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* ধাতু গলাবার জন্য ব্যবহৃত পাত্র। 'মুচির আগুনে প্রাণপণে ফুঁ পাড়ছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মুচুকি [স মুখকুঞ্চন] **১** *বিণ* মৃদু। 'হাসিবে মুচুকি হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রিবিণ* মৃদুভাবে। 'তুমি হাস বসে মুচুকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুচুকে [স মুখকুঞ্চন] *বিণ* মুচকি। 'উচিতেঁ গন্ধাঅ মনে তোঅ্রঁ মু হাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুচুকুন্দ [স] *বি* স্বর্ণচাঁপা ফুল। 'মুচুকুন্দফুলের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুচুকুন্দ-চাঁপা *বি* স্বর্ণচাঁপা। 'একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়া আনে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মুচুড়া [স মুচুটী] *ক্রি* মোচড়ানো। 'মুচুড়িয়া গোফ দুটা বাঁন্ধে নি ঘাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুচ্ছদ্দি, মুচ্ছদ্দী [আ মুতসদ্দী] *বি* কেরানি। *ভবানী*, ১৮২৩; 'সু কোর্টে সরিফ দপ্তরে মুচ্ছদ্দি পদে অভিষিক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'অ রেস্তহীন মুচ্ছদ্দী চার বার ইন্‌সালভেন্ট, এখন দালালী ধরেছে *হুতোম*, ১৮৬১।

মুচ্ছদ্দিগিরি [আ মুতসদ্দী+ফা গিরি] *বি* কেরানিগিরি। 'দেওয়ানি মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মুচ্ছুদ্দি, মুচ্ছুদ্দী *বি* কেরানি। 'তাঁহারা সাহেবের মুচ্ছুদ্দি হয়ে *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০; 'শেষে এক সদয় হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হই একটি ওজোন সরকারী কর্ম্ম দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুচ্ছুদ্দিগিরি *বি* প্রধান কেরানির কাজ। 'একটা বড়ো হৌ মুচ্ছুদ্দিগিরি পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মুচ্ছা [স মূর্ছা] *বিণ* মূর্ছাগত। 'কেহো মুচ্ছা হইআ পড়ে কদলী ঝড়ে কেহ বীরে নিবেদে অঞ্জলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুচ্ছো *বি* মূর্ছা। 'নিন্দে করলে যাব না মুচ্ছো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মুছলমান *দ্র* মুসলমান

মুছল্লি, মুছল্লী *দ্র* মুসল্লি

মুছা [আ মাছাহ্>] *ক্রি* পরিষ্কার করা; মোছা। **মুছিআঁ** *ক্রি* মুছে। ' মুছিআঁ কাহ্নু আপণ বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুছিবোঁ** *ক্রি* ফেলবো। 'সিন্দুর মুছিবোঁ মাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুছিলান্ত** মুছলো। 'দুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুছি** *ক্রি* মুছে ফেললে। 'গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুছে দেওয়া *ক্রি* নিশ্চিহ্ন করা। 'নাম তার যাক মুছে দিয়ে।' *রবী* ১৮৮৬।

মুছে ফেলা **১** *ক্রি* নিশ্চিহ্ন করা। 'মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টি হতে এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রি* করে দেওয়া। 'বস্ত্রাগমন আশা চিরকালের জন্য হৃদয় হইতে মু ফেল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মুছে যাওয়া **১** *ক্রি* নিশ্চিহ্ন হওয়া। 'তাদের কাছে বাইরের মুছে গেছে।' *মানিক*, ১৯৩৫। **২** *ক্রি* হারিয়ে যাওয়া। 'আনন্দের তার চোখের সামনে থেকে মুছে যায়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

মুছানো [আ মাছাহ্>] *ক্রি* মুছিয়ে দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুছাপ [আ মুশাফ] *বি* (ইসলাম) কোরানের বাণী। 'মুছাপের দোহাই সাতবার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মুছি [স মুষা] *বি* কাঁঠাল, কলা ইত্যাদির নবজাত ফল। 'খেসারির ডা রান্ধে কাঁঠালের মুছি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মুজরা, মুজরো [আ] *বি* (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) নাচ-গান ক 'মুজরো খাটতে হয় প্রায়ই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'ঘরে বসিয়া মু দেওয়ার পথে কোনও বাধা তাহাদের নাই।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

মুজা [ফা মুজাহ্] *বি* পায়ের পাতায় পরার পোশাক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; '

আগে থেকেই কেনীর পায়ে মুজা চড়াইয়াছিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মুজা খোলন *বি* মোজা খোলা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

মুজাদ্দিদ [আ] *বি* ধর্মসংস্কারক। 'একজন ... 'মুজাদ্দিদ' বা সংস্কারক।' *নজরুল*, ১৯২২।

মুজাহিদ [আ] *বিণ* জেহাদকারী। 'দেখ দলে-দলে মুজাহিদ-সেনা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মুজাহেদিন [আ] *বি* জেহাদকারী। 'যে সমস্ত মুজাহেদিন ইসলামের জন্য জেহাদ করিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মুজাহিম [আ] *বি* বাধা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মুজুরা [আ মুজরা] **১** *বি* সম্মান প্রদর্শন। 'মুজুরা জানাইয়া কহিল মহারাজার সহিত বিরলে কিছু নিবেদন আছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* প্রাপ্য টাকার ছাড়। 'শ্রাদ্ধে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা সাবুদ হইলে মুজুরা পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মুঝে [হি] *সর্ব* আমাকে। 'মুঝে নাহি ছোড়ে নন্দলাল কোন পাকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'অধম গরীব কহে মুঝে দিকে ক্ষমা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুঞ[১] [স মুখ] *বি* মুখ। 'তুলিআ আছাড়ে ভূঞে শোণিত নিকলে মুঞে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খুজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুঞের সরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুঞ[২] *সর্ব* আমি। 'পুত্র দারা সঙ্গে মুঞ হৈলুঁ পরবশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুঞি *সর্ব* আমি। 'আইলু মুঞি বড় আশে না করহ নৈরাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুঞ্জরা [স মঞ্জর>] *ক্রি* মুকুলিত হওয়া। 'মৃত তরু মুঞ্জরিল ময়না নগরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।' ১৮৮৬। **মুঞ্জরিল** *ক্রি* মুকুলিত হলো। 'মৃত তরু মুঞ্জরিল ময়না নগরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুঞ্জরিত *বিণ* প্রাণবন্ত; পুষ্পিত; মুকুলিত। 'কেন আমার শুষ্ক প্রাণকে মুঞ্জরিত করে তুলছ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুঞ্জরী [স মঞ্জরী] *বি* নবপল্লব। 'মনে অনুগত মুঞ্জরী সহিত ভাবিয়া দেখহ মনে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মুট[১] [স মুষ্টি] *বি* দৈর্ঘ্য মাপার একক; এক মুঠার সমান; কমবেশি পাঁচ ইঞ্চি। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মুট[২] *বি* প্যান্টের চেইন ও বোতাম ইত্যাদি দ্বারা যে অংশ কোমরের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা থাকে। 'পেন্টুলানের মুট চাপিয়া ধরিয়া।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মুটকি[১] [স মুষ্টি] **১** *বি* মুঠ; মুষ্টি। 'বসিয়া গঙ্গার জলে যুগ মুটকি হৃদে হানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ঘুষি। 'মুটকি খাইআ বাঘা পুনরুপি ধায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুটকি[২] *বি* স্থূলকায় নারী। 'একবার হুকুম শোন মুটকির।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মুটকী [মাটি] *বি* মাটির কলস। 'মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুটমুট [ধ্বন্যা] *বি* হালকা কিছু ভাঙার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুটা [স মুষ্টি] *বি* মুঠ; মুষ্টি। 'এক মুটা অন্ন মেনে দিও।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুটাম [স মুষ্টি] *বিণ* মুষ্টিবদ্ধ হাত পরিমাণ; কমবেশি ১৫ ইঞ্চি। 'বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মলসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মুটুম হাত *বি* মুষ্টিবদ্ধ হাত; কমবেশি ১৫ ইঞ্চি। 'বড় জোর মুটুম হাত পরিমাণ অগ্রসর হইয়া বসিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

মুটিয়া [তা মুটে] *বি* মুটে; কুলি। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'মুটিয়া, মজুর ... খেদমৎকারের জাতিতে পরিণত।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

মুটিয়ে যাওয়া *ক্রি* মোটা হওয়া। 'এতে শরীর আরো মুটিয়ে যাবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মুটে [তা মুটে] *বি* কুলি। 'নিজে হই সরকারী মুটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'চাকরকে বলেন বেহারা, আর মুটেকে বলেন কুলী।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

মুটেমজুর [তা মুটে>+ফা মজদুর] *বি* সাধারণ শ্রমজীবী। 'কতকগুলি মুটে মজুর পোদ বাগদীর ছেল্যেরা ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২; 'হে আমার মুটে-মজুর ভাইরা!' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুটের বোঝা *বি* সমষ্টিগত ভার। 'কাপড়চোপড় বাসস্থান আহার প্রভৃতি তার সমস্ত জিনিস শত শত মুটের বোঝা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মুটের সরদারি *বি* শ্রমিকদের দালালি। 'খাতাবাটিতে মুটের সরদারি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুঠ [স মুষ্টি] *বি* মুঠা। 'মুঠ নিঙ্গাড়িআ তাহে দিল আদার রস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুঠো *বি* হাতের মুষ্টি। 'এক পণ ছুট করেছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মুঠা *বি* মুষ্টি। 'এক মুঠা চাউল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মুঠা মুঠা *বিণ* রাশি রাশি। 'মুঠা মুঠা আশরাফী রাস্তার দুদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মুঠার মানিক *বি* নিজের অধিকারভুক্ত মূল্যবান বস্তু। 'মুঠার মানিক ঠেলে পায়ে এলেম তোমার কুটির ছায়ে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মুঠ্যে *ক্রিবিণ* মুঠায়। 'মুঠ্যে নিঙ্গড়িআ তথি দিল আদারস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুঠকা [স মুষ্টি] *বি* কিল। 'পাএপাএ জুদ্ধ করি মুঠকা মুঠকী।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুঠকামুঠকি, মুঠকা মুঠকী **১** *বি* কিল-ঘুষি। 'পাএপাএ জুদ্ধ করি মুঠকা মুঠকী।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ঘুষাঘুষি। 'মুঠকামুঠকি দুই দলে কাটাকাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুঠকী *বি* ঘুষি। 'কাহারে মুঠকী কারে চাপড়ে মারিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুঠি, মুঠী **১** *বি* মুষ্টি। 'মুঠি এক মাঝা বাএ হালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মুঠা দিয়ে ধরার স্থান। 'সুচাঁছে চাঁচিল তার দুঈ মুঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* মুষ্টাঘাত। 'ছেল্যানের শিরে দুই মারিলেক মুঠি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৪** *বি* সঞ্চয়। 'ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া আর কিছু নাহি জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **৫** *বি* মুষ্টি পরিমিত চাল, মুড়ি ইত্যাদি। 'টিন খুলে দু'মুঠ মুঠি বের করল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মুঠিতল [স মুষ্টিতল] *বি* হাতের মুঠা; অধীনস্থ। 'মুঠিতলে পিষবার আদেশ যে শাস্ত্রকার দিয়েছিলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুঠিবদ্ধ [স মুষ্টিবদ্ধ] *বিণ* তেজোদীপ্ত। 'জাগে প্রাণ, দ্বীপে-দ্বীপে মুঠিবদ্ধ আহ্বান পাঠায়।' *নীরেন*, ১৯৪৭।

মুঠিয়ান *বি* বাজপাখি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুঠো [স মুষ্টি] **১** *বি* হাতল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* মুষ্টিবদ্ধ হাত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মুঠোভর্তি *বিণ* মুষ্টিপূর্ণ। 'মুঠোভর্তি সিঁদুর মনোহরের কপালে লেপন করে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মুড [ই] **১** *বি* ভাব। 'চিঠিটাই এমন তাচ্ছিল্য ও তামাসার মুডে লেখা।' *জীবন*, ১৯৩১। **২** *বি* মানসিক অবস্থা। 'আজ বই কেনার মুড নেই তার।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

মুডাল্যা *বি* নৌযানের শীর্ষ। 'ডিঙ্গাশিরে বান্ধিল মুডাল্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুড়[১] [স মুণ্ড] *বি* মাথা। 'পরের বচনে চাকিনু বদনে খাইনু আপন মুড়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মুড় দেওয়া *ক্রি* ধার সেলাই করা। 'মুড় দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুড়[২] [স মূঢ়] *বিণ* মূঢ়। 'এহিত আপনে মুড় মাতুলেত কঁহে দঢ়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুড়মতি *বিণ* মূঢ়মতি; অবিবেচক। 'কি বুঝিয়া মুড়মতি আজ্ঞা কর দণ্ড।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুড়কি, মুড়কী [ধ্বন্যা] *বি* গুড় বা চিনির রসে ভেজানো মুড়ি বা খই। 'ময়রা মুড়কী দেই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'দু পয়সায় মুড়কি কিনে আনি।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মুড়কিমুখী *বিণ* মিষ্টভাষী। 'মুড়কিমুখী ময়রা দিদি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মুড়কি মাদুলি *বি* এক রকমের অলংকার। 'মুড়কি মাদুলি, ধানি মাদুলি, সোনালি, পৈচে, তাবিজ, বাজু, স্বর্ণ, পঞ্চনরি, পাঁসা, ঝুমকা, ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মুড়মুড় [ধ্বন্যা] *বি* মৃদু মড়মড় শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মুড়মুড় করে গুঁড়িয়ে গেল চালগুলো।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

মুড়মুড়ে *বিণ* মচমচে। 'মুড়মুড়ে দুটি টোস্টের ফাঁকে/ নিবিড় হলুদ সোনালি ডিম।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মুড়া[১] [স মুণ্ড] **১** *বি* আঁচল ছেঁড়া কাপড়; কাপড়ের টুকরা। 'ছয় মাস খুঞা বাস হয়্যা গেল গুড়া/ লহনা প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অগ্রভাগ। 'বাম পদ মুড়া নিয়া দিব গুহ্যদ্বারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* শেষ প্রান্ত। 'চকের মুড়া পর্য্যন্ত দোকাতারি আসাবরদার ... চালিয়াত সিপাহীরা সমস্ত ডাণ্ডাইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বি* মাছের মাথা। 'সদাই মাথা মুড়া খাওয়া আছেই।' *কেরি*, ১৮০২।

মুড়া[২] *ক্রি* বন্ধ করা। **মুড়িতে** *ক্রি* বন্ধ করতে। 'মুড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুড়া[৩] [স মুণ্ড>] *ক্রি* মুণ্ডন করা; কামানো। 'বসন না রাখিমু অঙ্গে মুড়াইমু কেশ।' *মর্ত্তুজা*, ১৭৫০। **মুড়াই** *ক্রি* মুণ্ডন করি। 'মন মুড়াই আজ সেথায়।' *লালন*, ১৮৯০। **মুড়াইমু** *ক্রি* মুণ্ডিত করবো। 'বসন না রাখিমু অঙ্গে মুড়াইমু কেশ।' *মর্ত্তুজা*, ১৭৫০। **মুড়াইয়া** *ক্রি* ন্যাড়া ক'রে। 'মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মুড়ায়** *ক্রি* মুণ্ডন করে। 'ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্যে মুড়ায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মুড়ালি** *ক্রি* মুণ্ডন করলি। 'কী দেখে মুড়ালি মাথা।' *লালন*, ১৮৯০। **মুড়ুলুম** *ক্রি* মুড়ালাম। 'আমি তাইতে ত জটা মুড়ুলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মুড়া[৪] *বিণ* ক্ষয়প্রাপ্ত। 'গোঁপ জোড়াটি খ্যাঙ্গরার মুড়া।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

মুড়াই *বি* একটি নদীর নাম। 'বাহিয়া মুড়াই নদী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুড়ান [স মুণ্ড>] **১** *ক্রি* ভাঁজ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *ক্রি* বন্ধ করা; মুণ্ডন করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুড়ানিয়া [স মুণ্ডন>] *বিণ* মুণ্ডিত; কামানো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুড়ানো *ক্রি* কামানো। 'সেটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মুড়ালী [স মুণ্ড>] *বি* স্থাপনার সৌধ। 'মুড়ালী রচিআ তথি আরোপিল কাট/ চারি হালা খড়ে বিশাই ছাইল চারি পাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুড়ি[১] [স মুণ্ড] **১** *বি* মাথা। 'দক্ষিণরায়ের বাঘে মুড়ি লয় কাড়্যা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* খাপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুড়িঘণ্ট *বি* মাছের মাথা ও ডাল দিয়ে রান্না করা খাবারবিশেষ। 'যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাফের মুড়িঘণ্ট খাইয়েছ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মুড়িটী নিয়ে পরে কোপ – স্বার্থ রক্ষা করে চলা। 'আগে মুড়িটী নিয়ে পরে কোপ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মুড়ি[২] [ধ্বন্যা] *বি* বিশেষভাবে ভাজা চাল। 'মুড়কি সন্দেশ মুড়ি তায় ওষধের গুঁড়ি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুড়িওয়ালা *বি* মুড়ি-বিক্রেতা। 'কৃষ্ণনগরে এক মুড়িওয়ালা ওঠে রোজ।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

মুড়ি-টুড়ি *বি* মুড়ি ইত্যাদি। 'মুড়িটুড়ি পাওয়া যায় না?' *শরৎ*, ১৯১৭।

মুড়িমুড়কি [ধ্বন্যা] **১** *বি* মুড়ির সঙ্গে মিশ্রিত মুড়কি; খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। 'শেষে মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত কত্তে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* হালকা খাদ্যদ্রব্য। 'তোমাদের মুড়ি-মুড়কির ভোগ তৈরি করে রেখো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মুড়ির টিন *বি* মুড়ি রাখার টিনের কৌটা। 'মাটির ভাঁড় আর একটা মুড়ির টিন।' *জহির*, ১৯৬৪।

মুড়ি[৩] [স মুণ্ড] *বি* চাদর কাঁথা বা লেপ দিয়ে মাথা-সহ গা ঢাকা। 'বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'লোকে দরজা জানালা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুড়ি দেওয়া **১** *ক্রি* আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করা। 'বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *ক্রি* জড়িয়ে নেওয়া। 'চাষারা মাথায় টোকা প'রে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মুড়িসুড়ি দেওয়া *ক্রি* কাঁথা বা লেপ দিয়ে গা জড়ানো। 'লোকে দরজা জানালা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুড়ি[৪] *বি* পাজামা ইত্যাদির ভাঁজ বা সেলাই করা প্রান্তভাগ। 'মুড়ির ভিতরে লাল সুতোর গোলাপী আভা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মুড়ি মারা *ক্রি* প্রান্ত সেলাই করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুড়ে রাখা *ক্রি* ভাঁজ দিয়ে রাখা। 'একটু পরে ছোট্ট হাই তুলে

পাঠ্যবই মুড়ে রাখলো।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

মুড়ো[1] [স মুণ্ড] ১ *বি* মাথা। 'এ পাড়ার কর্তা বুড়ো, নিত্তি মারেন পাঁটার মুড়ো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* শেষ সীমা। 'চুল পেকে হলো হুড়ো না পেলে পথের মুড়ো।' *লালন*, ১৮৯০।

মুড়োঘন্ট *বি* মাছের মাথা দিয়ে তৈরি তরকারিবিশেষ। 'মুড়োঘন্ট রাঁধবার ইচ্ছে তাঁর।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মুড়ো[2] ১ *বিণ* ভাঙা শলাকাযুক্ত; মুণ্ডিত। 'আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* নেড়া; পাতাহীন। 'মুড়োগাছও গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মুড়ো খেংরো *বি* অধিক ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত ঝাঁটা। 'চাকরদের কাছে তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে দু বার নিকেশ নেওয়া হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুড়ো খেঙ্গরা *বি* ভাঙা শলাকাযুক্ত তীক্ষ্ণধার ঝাঁটা। 'আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মুড়ো খ্যাংরা *বি* ক্ষয় হওয়া ঝাড়ু। 'মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে আমার বিষ ঝেড়ে দিয়ে যাস।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুড়োগাছ *বি* নেড়া গাছ; পাতাহীন গাছ। 'মুড়োগাছও গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মুড়ো ঝাঁটা *বি* অধিক ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত ঝাঁটা। 'এই মুড়ো ঝাঁটা মুখে মারবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মুড়ো ঝ্যাঁটা *বি* অধিক ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত ঝাঁটা। 'পাশের ঘরে মুড়ো ঝ্যাঁটাহস্তে দুটো ঝি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুড়্যাতি *বি* শাকবিশেষ। 'রান্ধিবে মুড়্যাতি সাক হাঁড়ী দুই তিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুড়্যালা [স মুণ্ড>] *বি* বরের টোপর বা মুকুট। 'দ্বিজ সুতা বান্ধে হাতে মুড়্যালা বাঁধিল মাথে আইয় দেই জয় চারিভিতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুণী [আ মন>] *বিণ* মন পরিমাণ ওজনের। 'একটা দশ মুণী তেলের কুপো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুণেআ *ক্রি* অনুভব করলাম। 'আলি কালি বেণি সারি মুণেআ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

মুণ্ড[1] [স] ১ *বি* মাথা। 'মোর মহাপাতক পড়ু তোর মুণ্ডে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দানববিশেষ। 'চণ্ড মুণ্ড আদি বীর রণে কেহ নহে স্থির।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুণ্ডচ্ছেদ [স] *বি* মাথা কেটে দেহ থেকে আলাদা। 'দলপতি কৃষ্ণদেব রায়ের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইত।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

মুণ্ডচ্ছেদন [স] *বি* মাথা কর্তন। 'শ্রীনাথের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া আইস।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

মুণ্ডচ্যুত [স] *বিণ* মাথাহীন। 'মুণ্ডচ্যুত বীরের মার মার ধ্বনি উচ্চারণ।' *আনিস*, ১৯৬৪।

মুণ্ডপাত [স] ১ *বি* সর্বনাশ। 'তোমার মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বি* শিরশ্ছেদ। 'বিধর্মীর মুণ্ডপাত করিতে সেই অস্ত্র কি নিষ্কোষিত হইয়া কাফেরের রক্তে রঞ্জিত হইবে না?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মুণ্ডমালা [স] *বি* কাটা মাথা বা মাথার খুলি দিয়ে তৈরি মালা। 'গলে মুণ্ডমালা শোভে বিকটদশনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুণ্ডমালি [স মুণ্ডমালী] *বি* (হিন্দুপুরাণ) নরমুণ্ডের মালা। 'শঙ্করী শূলিনী কালী গলে দোলে মুণ্ডমালি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুণ্ডমালিনী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কাটা মাথা দিয়ে তৈরি মালা ধারণ করে যে। 'বন্দি সর্মিষ্ঠীর গ্রামে নৃমুণ্ডমালিনী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুণ্ডমালী [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) নরমুণ্ডের মালা ধারণকারী। 'এই মুণ্ডমালী প্রেতেশ্বর ভীষণ দেবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মুণ্ডরাশি [স] *বি* কাটা মাথার স্তূপ। 'করে অসুর মুণ্ডরাশি/ অধরে না ধরে হাসি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মুণ্ডহীন [স] *বিণ* মাথাহীন। 'চিঠি লিখবো কোথায়, কোন মুণ্ডহীন নারীর কাছে? *সুনীল*, ১৯৬৬।

মুণ্ড[2] [হি মুণ্ডা] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোড়োয়া, ওঁরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতি বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মুণ্ডা *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'বাঙ্গালার প্রান্তবাসী কোল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সেই সাঁওতাল কোল ওরাওঁ মুণ্ডারাও, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপটি পর্যন্ত যাবে।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

মুণ্ডন [স] *বি* চুল কামিয়ে ফেলা। 'বিধিমতে কর তার মস্তক মুণ্ডন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুণ্ডা[1] [স মুণ্ডন>] *ক্রি* চুল ন্যাড়া করা। **মুণ্ডাইয়া** *ক্রি* ন্যাড়া ক'রে। 'সির দাড়ি মুণ্ডাইয়া রুক্কিরে এড়ি দিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **মুণ্ডাএ** *ক্রি* মুড়ায়। 'দাড়ি নখ কেশ তার মুণ্ডাএ নাপিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মুণ্ডাব** *ক্রি* মুড়িয়ে দেবো। 'নাহী সত্য পালিবে মুণ্ডাব তোর মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মুণ্ডায়িবোঁ** *ক্রি* মুণ্ডিত করবো। 'কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুণ্ডিআঁ** *ক্রি* মুণ্ডন ক'রে; চেঁছে ফেলে। 'মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুণ্ডিলেক** *ক্রি* মুণ্ডিত করলো; সর্বনাশ সাধন করলো। 'তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুণ্ডা[2] *দ্র* **মুণ্ড**[2]

মুণ্ডা[3] *বি* মুণ্ড; মাথা। 'তুই এক গুণ্ডা নেব তোর মুণ্ডা।' *অন্নদা*, ১৯৪৬।

মুণ্ডাস্থিমালা [স] *বি* মাথার খুলি দিয়ে তৈরি মালা। 'নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুণ্ডারী *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'মুণ্ডারীরা চুটিয়া নাগপুর অঞ্চলে বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মুণ্ডি [স] *বি* মণ্ডাজাতীয় মিষ্টান্নবিশেষ। 'জনায়ের রসকরা মুড়কি খাকড়ার অতি অনুপম মুণ্ডি।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'ময়রার দোকানের মুণ্ডি সন্দেশ।' *অবন*, ১৯২৫।

মুণ্ডিত [স] ১ *বিণ* মুণ্ডন করা হয়েছে এমন। 'ভবিষ্যৎ সুখ ভোগের নিমিত্তে মুণ্ডিত হন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* বৈরাগী। 'হরিদ্বারে মুণ্ডিতদের সহিত সন্ন্যাসীদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মুণ্ডিতমস্তক [স] *বি* নেড়া-মাথা। 'যে শিক্ষকের ঝুঁটি ধরিয়া মারা অভ্যাস সহসা ছাত্রের মুণ্ডিত মস্তক তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত শোকের কারণ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'গৈরিক বসন ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তকে ঝুলি-স্কন্ধে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মুণ্ডিতমুখ [স] *বি* দাড়ি (গোঁফ) কামানো হয়েছে এমন মুখ। 'একটি পৌঢ়বয়স্ক মুণ্ডিতমুখ শান্তমূর্তি ব্রাহ্মণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মুণ্ডু [স মুণ্ড] *বি* মাথা। 'করকুচণ্ড মনুজ মুণ্ডু।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মুণ্ডুপাত [স মুণ্ডপাত] *বি* সর্বনাশ। 'যখন তখন ফ্যাসীবাদী

শক্তিসমূহের মুণ্ডপাত করিতেছি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুত [স মূত্র] *বি* প্রস্রাব। 'ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ইতস্তত শ্বেতরোগ, শোথ হতে চুয়ায় অশ্লীল দেহের বিহ্বল মুত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

মুতফরক্কা, মুতফারাক্কা [আ মুতাফারিরকা] ১ *বিণ* অতি সামান্য। 'মুতফরক্কা।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আমাদের মুতফরাক্কা মজলিস।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০। ২ *বিণ* অগোছালো। 'আচ্ছাই এক মেরুদণ্ডহীন মুতফারাক্কা ছেলে!' *রশীদ*, ১৯৬৩।

মুতসুদ্দি, মুৎসুদ্দি [আ মুতসাদ্দি] *বি* সচিব; হিসাবরক্ষক; প্রধান কেরানি। 'মহারাজার সরকারের চাকর মুতসুদ্দি শ্রীবলরাম সরকার।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। দ্র **মুৎসুদ্দি**

মুৎছদ্দী [আ মুতসাদ্দি] *বি* কর্মচারী; হিসাবরক্ষক। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মুৎষুদ্দী [আ মুতসাদ্দি] *বি* মুৎসুদ্দি; প্রধান কেরানি। 'দরবারের মুৎষুদ্দী লোক গলতা করিয়া মোকাবিলায় অবধি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মুৎসুদ্দি, মুৎসুদ্দী [আ] *বি* কেরানি। 'রাজসংক্রান্ত দেওয়ান মুৎসুদ্দী উকীল ইত্যাদি ...।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'একজন সাহেবের মুৎসুদ্দি না হইলে আমার কর্ম কাজ জমকাবে না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মুতা [স মূত্র>] *ক্রি* প্রস্রাব করা। **মুতিয়া** *ক্রি* প্রস্রাব ক'রে। 'ধাইল লাঙ্গটা মুতিয়া ভরিল কুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুতানো [স মূত্র>] *ক্রি* প্রস্রাব করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুতি [স মুক্তা] *বি* মুক্তা; মোতি। 'মানিক বিদ্রুম মুতিপলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুতিআর [স মুক্তাহার] *বি* মুক্তার হার। 'নবমান মুতিআর অঙ্গদ কঙ্কণ হার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুতিজোত [স মুক্তাজ্যোতি] *বি* মুক্তার জ্যোতি। 'যেহেন মুতিজোত চমকে বিদ্যুত।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুতীম [স মুক্তা>] *বিণ* মুক্তার তৈরি। 'দানের আন্তরে কাহ্নাঞি নেহ মুতীম হার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুত্তিহার [স মুক্তাহার] *বি* মুক্তার হার। 'পরম মোখ লবএ মুত্তিহার।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

মুত্রপুরিস [স মূত্র+পুরীষ] *বি* প্রস্রাব ও বিষ্ঠা। 'মাংস পিণ্ড লোভে মুত্রপুরিস ভোজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুথা [স মুস্ত] *বি* ঘাসবিশেষ; গন্ধশিকড়বিশিষ্ট তৃণ। 'বরাটা চুচুড়া মুথা আমার ভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সত্য নয় শিশু, নয় রাজনীতি, নয় মুথা ঘাস।' *শক্তি*, ১৯৭০।

মুদগর [স মুদ্গর] *বি* লোহার তৈরি বৃহদাকার হাতুড়ি; মুগুর। 'লোহার মুদগর বারি মুণ্ডে মারিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুদগুর [স মুদ্গর] *বি* মুগুর। 'মুদগুরের ঘাএ তুমি জাবে জম ঠাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুদড়ী, মুদরী [স মুদ্রিকা] *বি* আংটি। 'রতন মুদড়ী পিন্ধ হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বাম অঙ্গুলিতে মুদরী সহিতে কনক কটোরি হাতে।' *দ্বিজগী*, ১৬০০।

মুদন *বি* বন্ধ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মুদা[1] [স মুদ্রিত>] *ক্রি* চোখের পাতা বন্ধ করা। 'মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুদ** *ক্রি* বন্ধ করো। 'মোর হস্তে ধরি আঁখি মুদ তুরমান।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মুদয়ে** *ক্রি* মুদ্রিত করে। 'মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মুদি** *ক্রি* মুদ্রিত ক'রে। 'আঁখি মুদি পড়ে কেহো হাত আছাড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। **মুদিয়া** *ক্রি* মুদ্রিত ক'রে। 'দেখ সখি আলো আঁখি মুদিয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'এত বলি ধর্ম জপে মুদিয়া নয়ান।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **মুদিল** *ক্রি* বুজলো। 'লজ্জাএ সোন্দরী কৈন্যা মুদিল নয়ন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুদা[2] *বিণ* বাকি। 'নতুবা মুদা থাকিলে সদর চুক্তির লেখা পড়াতে বহুত তজদি জানিবা।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মুদা[3] *বিণ* মুদিত। 'আধোমুদা আঁখি দুটি মৃদু আলসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

মুদাম *ক্রিবিণ* নিরন্তর। 'আপন পিয়ারে নবি পার ভেজ মুদাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুদারা *বি* (সঙ্গীত) তিনটি সপ্তকের মধ্যমটি। 'স্ত্রী ও পুরুষ গায়কেরা উদারা, মুদারা ও তারা সুরের কণ্ঠ অনুসারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'নিম্নসপ্তক থেকে উচ্চসপ্তক পর্যন্ত উদারা মুদারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মুদালয় [আ মুদ্দালেহ্] *বিণ* অভিযুক্ত; আসামি। 'মুদেই শ্রীসেক নিজাম মুদালয় শ্রীসেক হেদোতুল্লা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মুদি, মুদী [হি মোদী>] *বি* চাল, ডাল, তেল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পণ্য বিক্রি করে যে দোকানি। 'সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মুদীর দোকান হইতে লণ্টন জ্বালাইয়া লইয়া গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মুদিওয়ালা *বি* চাল, ডাল, তেল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পণ্য বিক্রি করে যে দোকানি। 'মুদিওয়ালার তাতে লাভ কতটুকু জানিনে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুদিখানা, মুদীখানা *বি* মুদির দোকান। 'কোন২ পটিতে কেবল মুদিখানা দোকান।' *রামরাম*, ১৮০১; 'মুদীখানার দোকান করিয়া কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মুদিঘর *বি* মুদি দোকান। 'সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুদি দোকান *বি* তেল, ডাল প্রভৃতি বিক্রয়ের বিপণি। 'থাকিবা মুদি দোকানে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুদির দোকান *বি* চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি বিক্রি হয় যে দোকানে। 'মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মুদিত [স মুদ্রিত] ১ *বিণ* বোজা অবস্থায় আছে এমন; বদ্ধ। 'প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যদিও তাহার চর্ম্ম চক্ষু সর্ব্বদাই প্রায় মুদিত থাকিত।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ২ *বিণ* নিদ্রিত। 'দিনমণি অস্তগতে নলিনী মুদিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মুদিতনয়ন [স মুদ্রিতনয়ন] *বিণ* চোখ বুজে আছে এমন। 'আর একটু দূরে মুদিতনয়ন একটি মার্জার।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মুদিতনেত্র [স মুদ্রিতনেত্র] *বি* বুজে আছে এমন চোখ। 'মুদিতনেত্রের সম্মুখে রুদ্ধশ্বাসে আমার ছাত্রের পূর্বজন্মের মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মুদিতা [স মুদ্রিতা] *বিণ স্ত্রী* লুকায়িত; চোখ বন্ধ করে আছে এমন। 'সবে তবে ছিলে লো বালিকা, যথা মুদিতা মালিকা।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

মুদিতমনা *বি* এক প্রকার ফুল। 'করঞ্জা যুগল গণা দাড়িম মুদিতমনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুদেই [আ মুদ্দাই] *বিণ* অভিযোগকারী; বাদী। 'মুদেই শ্রীসেক নিজ্জাম মুদ্দালয় শ্রীসেক হেদাতুল্লা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মুদো [স মুষ্টি] *বি* পুঁটলি। 'গিন্নি শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁদেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুদ্গ, মুদ্গ [স মুদ্গ] *বি* মুগডাল। 'চালু কলা মুদ্গ দধি একত্র করিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুদ্গবড়া, মুদ্গবড়া [স মুদ্গ+স বটক>] *বি* মুগ ডালের বড়া। 'মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুদ্গসূপ [স] *বি* মুগ ডাল। 'চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর মুদ্গসূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুদ্গাঙ্কুর [স] *বি* ভিজানো গোটা মুগ। 'সলবন মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুদ্গার, মুদ্গর [স] *বি* মুগুর। 'অজেয় অচ্ছেদ অস্ত্র সেইত মুদ্গার।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুদ্দই, মুদ্দাই [আ মুদ্দাই] **১** *বি* বাদী; অভিযোগকারী। 'মুদ্দাইর ফন্দি নহে মরণ খেচেছে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'মুদ্দই।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বি* শত্রু। 'পেট বড় মুদ্দই এবং পেটের জন্যই ইহারা এমন করিয়া আত্মহত্যা করে!' *নজরুল*, ১৯২২।

মুদ্দত, মুদ্দতি [আ মুদ্দত>] *বি* মেয়াদ। 'মুদ্দতি পুরা হয়ে নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

মুদ্দফরাশ, মুদ্দফরাস [ফা মুর্দাফরোশ] *বি* মৃতদেহ বহন বা পোড়ানোর কাজে নিয়োজিত লোক। 'রামা মুদ্দফরাস, কেষ্ট বাগদি ... সহরের প্রধান হয়ে উঠলো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'পথে পড়ে মরে থাকবো, মুদ্দফরাশে টেনে ফেলে দেবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মুদ্দাফরাস [ফা মুর্দাফরোশ] *বি* যে মৃতদেহ সৎকারের কাজ করে। 'ঘি কিনেছিল কোন মুদ্দাফরাসের দোকান থেকে?' *জীবন*, ১৯৩২।

মুদ্দারফরাস [ফা মুর্দাফরোশ] *বি* যে মৃতদেহ বহন করে বা পোড়ায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুদ্দোফরাস [ফা মুর্দাফরোশ] *বি* যে মৃতদেহ সৎকারের কাজ করে। 'নই তো আমি মুদ্দোফরাস। জীবন থেকে সোনার মেডেল।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

মুদ্দ্য [স মুদ্গ] *বি* এক প্রকার শস্যদানা। 'প্রধান শস্য যব, গোধূম, মুদ্দ্য, ইক্ষু, নীল প্রভৃতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মুদ্রণ [স] *বি* ছাপানো। **মুদ্রণ যন্ত্র** [স] *বি* ছাপানোর কাজ করা যায় এমন যন্ত্র। 'কোনিগ সাহেব ... আর এক বাষ্পীয় মুদ্রণ যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মুদ্রণকার্য, মুদ্রণকার্য্য [স] *বি* ছাপার কাজ। 'উল্লিখিতরূপ মুদ্রণকার্য্যে অনেক ব্যয় ও বিস্তর সময় আবশ্যক করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মুদ্রা[১] [স] **১** *বি* মোহর। 'যুক্তি করি শতমুদ্রা সোনা তোলা সাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অলঙ্কার বিশেষ। 'মহাপুরুষ তাহারদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মুদ্রা অর্থাৎ কুণ্ডল দিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* টাকা-পয়সা প্রভৃতি। 'জানিয়াও কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্রা প্রদান করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

মুদ্রাজল [স] *বি* জলরূপ মুদ্রা। 'বৃহৎ কর্ম্মকালে মুদ্রাজল নির্গত হইয়া নানাদিগদেশগামি হইতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মুদ্রাধার [স] *বি* মুদ্রা রাখার পাত্র। 'পিতার নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা একটি মুদ্রাধারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মুদ্রানদী [স] *বি* নদীরূপ মুদ্রা। 'নানাবিধা মুদ্রানদীর নিরন্তর গমনাগমন হইতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মুদ্রানীতি [স] *বি* মুদ্রার ব্যবহার, বিনিময় ইত্যাদি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা। 'আমাদের মুদ্রানীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, খনিজ সম্পদ সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪১; 'পররাষ্ট্র সম্বন্ধ, শুল্ক ও মুদ্রানীতি।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মুদ্রামান [স] *বি* অর্থের মূল্য। 'মুদ্রামানের উচ্চ হারের দরুণ মুনাফার অধিকাংশ ...।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

মুদ্রামূল্য [স] *বি* বাজার অনুসারে মুদ্রার দাম। 'প্রত্যেকে ঝাঁসির মুদ্রামূল্যে কুড়ি হাজার সিক্কা টাকা হিসাবে দামোদরকে দেবে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মুদ্রাশালা [স] *বি* কোষাগার। 'চকচকে ধাতুখণ্ড মুদ্রাশালা থেকে/ জ্যান্তের ভনৎকারে যখন বেরুতো।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

মুদ্রাস্ফীতি [স] *বি* মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাস। 'দেশে যে বিরাট মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

মুদ্রা[২] [স] *বি* অঙ্গভঙ্গি। 'অখনে কহিমু মহা মুদ্রার লক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুদ্রাদোষ [স] **১** *বি* কোনো অঙ্গভঙ্গি বার বার করার অথবা কথা বলার অভ্যাস। 'ওটা মুদ্রাদোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'মনের মুদ্রাদোষ কিছুতেই ছাড়াতে পার না।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* নেতিবাচক স্বভাব। 'মনের মুদ্রাদোষে নষ্ট হয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৪২।

মুদ্রা[৩] [স] *বি* মুদ্রণ। 'কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল।' *গৌর*, ১৮২২।

মুদ্রাকর [স] *বি* মুদ্রণকারী। 'তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মুদ্রাক্ষর [স] *বি* সিসা দিয়ে নির্মিত ছাপার অক্ষর। 'মুদ্রাক্ষরে বহু গ্রন্থ প্রকাশ হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুদ্রাগৃহ [স] *বি* ছাপাখানা। 'কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল।' *গৌর*, ১৮২২।

মুদ্রাঙ্কন [স] *বি* মুদ্রণ। 'ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা মুদ্রাঙ্কন সম্পাদক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

মুদ্রাঙ্কিত [স] **১** *বিণ* মুদ্রিত। 'এ সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ সবিক্রিপ্‌সিয়ান না।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বিণ* মুদ্রাঙ্কন করা হয়েছে এমন। 'কোন বিষয় মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন হইলে, তাহা কাষ্ঠফলকে খুদিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মুদ্রাঙ্কিতকরণ [স] *বি* ছাপানোর কাজ। 'দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতকরণের দুই কারণ দর্শান।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা [স] *ক্রিবিণ* ছাপানোর চেয়ে। 'সম্বাদ পত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় হরপ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মুদ্রাঙ্কিতোত্তর [স] *ক্রিবিণ* ছাপানোর পরে। 'বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতোত্তর জেলদবন্দি হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মুদ্রাবিদ্যা [স] *বি* মুদ্রণবিষয়ক বিদ্যা। 'এই দুই ব্যক্তি স্বতন্ত্র মুদ্রাবিদ্যার উদ্ভাবন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মুদ্রাযন্ত্র [স] *বি* মুদ্রণযন্ত্র; ছাপাখানা। 'এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র একবারে

মুক্ত করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুদ্রাযন্ত্রালয় [স] *বি* ছাপাখানা। 'অবিলম্বে কোন ইঙ্গরেজী মুদ্রাযন্ত্রালয়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুদ্রালয় [স] *বি* ছাপাখানা। 'সংস্কৃত ব্যাকরণ সংপ্রতি রোমনগরে প্রপাগাণ্ডা মুদ্রালয়ে প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মুদ্রিত১ [স] ১ *বিণ* ছাপা। 'কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *বিণ* প্রকাশিত। 'কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৩ *বিণ* ছাপযুক্ত। 'বাঙ্গালা ও পারস্য ও মাত্রাব্যতিরিক্ত নাগর অক্ষরে মুদ্রিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৪ *বিণ* গ্রথিত। 'তাহা তাহার মনে মুদ্রিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মুদ্রিতকরণ [স] *বি* ছাপানো। 'তুলাত কাগজেতে পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথম সৃষ্টি এই।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মুদ্রিত২ [স] ১ *বিণ* বন্ধ। 'যদ্যপি মুদ্রিত হয় পদ্ম।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* নিমীলিত। 'কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের দ্বারা কল্পনা করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মুদ্রিতনয়ন [স] *বিণ* চোখ বন্ধ এমন। 'মুদ্রিতনয়ন হয়ে আপন ইষ্টদেবকে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মুদ্রিতনেত্র [স] *বি* চোখ বোজা আছে এমন অবস্থা। 'শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মুদ্রিত৩ [স] *বিণ* ভঙ্গিবিশিষ্ট। 'মুদ্রিত আঙুলে তোলো যে ইঙ্গিত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মুনজির [স মঞ্জীর] *বি* নূপুর। 'কিঙ্কিণী মুখর নাদ কর মুনজির।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মুনফা [আ মুনাফি] *বি* লাভ। 'তাহাতে অনেক মুনফা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুনশি, মুনশী [আ] ১ *বি* লিপিকর; লেখক। 'আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর/ মুনশী বখশী বৈদ্য কানগোই কাজি।' *ভারত*, ১৭৬০; 'রাজা ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্ম্মের দ্বারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* কাজী। 'একজন মুনশি আনিয়া কলেমা পড়াইয়া দিবি।' *নজরুল*, ১৯৩১। *দ্র* **মুন্সী**

মুনশিগিরি [আ মুনশী+ফা গিরি] *বি* মুনশির কাজ। 'রাজা ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্ম্মের দ্বারা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মুনশিয়ানা [আ মুনশী+ফা আনা] *বি* দক্ষতা। 'মুনশিয়ানার সঙ্গে জটিল জীবনকে ঠিকমতো বুনিয়া চলিবার শিক্ষা।' *মানিক*, ১৯৪০; 'নিজের মুনশিয়ানা না দেখিয়েই?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মুনসি, মুনসী [আ] ১ *বি* লিপিকর; লেখক। 'মুনসি ও মহরির সকল কচহরিতে ব্যবস্থাপকগণের সাক্ষাৎ।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* পারসি ভাষার শিক্ষক। 'সাহেব আমি মুনসি আমি এ দেশীয় ভাষা শিক্ষা করাই।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* কেরানি। 'মুনসী অথবা কেরাণী গিরি করিব না।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'এক উপযুক্ত মুনসী তিনি বোট আপিসের মাঝি ছিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* গৃহশিক্ষক। 'আর কেরাণি ও মুনসি ইহাদিগের জবাব দেও।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুনসিআনা [আ মুনশী+ফা আনা] *বি* নৈপুণ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুনসিগিরি, মুনসীগিরি [আ মুনশী+ফা গিরি] ১ *বি* গৃহশিক্ষকের কাজ। 'মুনসীগিরি ও মহুরিগিরি কিম্বা কেরাণিগিরি।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* লিপিকরের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুনশীব, মুনসীব [আ মুনাসিব] ১ *বি* সম্মত। 'মুনশীব রাধা তায়/ তুমি মোহ পাও যায়/ ভারত কি কবে সেই ঠাটে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* কাজের কর্তা। 'জুড়িআ কোশেক বাট/ বসিল প্রেতের হাট/ মুনসীব সর্বমঙ্গলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুনসেফ, মুনশেফ [আ মুনসিফ] *বি* নিম্ন দেওয়ানি আদালতের বিচারক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ছোকরা মুনশেফ হরেন্দ্র আছে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'মুনসেফ, উকিল, প্রফেসারদের পরে আমারও পালা এল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

মুনসিফ [আ] *বি* নিম্ন দেওয়ানি আদালতের বিচারক। 'পেস্কার ও মৌলবি ও পণ্ডিত ও আমিন ও মুনসিফ ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

মুনসেফি, মুনসেফী [আ মুনসিফ] *বি* মুনসেফের পেশা। 'পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী।' *দর্পণ*, ১৮৪০; 'কিন্তু এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি মুনসেফি পদে অভিষিক্ত হইয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫০।

মুনাই [স মন>] *বি* মনের মানুষ। 'মন কি মুনাই হাতে পেলাম না।' *লালন*, ১৮৯০।

মুনাজাত [আ] *বি* আরাধ্যের নিকট প্রার্থনা। 'খোদার কাছে মুনাজাত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুনাফা [আ মুনাফি] ১ *বি* লাভ। 'আমার মুনাফা দিয়া আমল আবাদ করিয়া পরম সুখে ভোগ করহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'এখানেও বিক্রী হইয়া মুনাফা পাওয়া জায় তবেই বরাবর কাজ চলে।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯১। ২ *বি* আয়। 'অমুক তালুকের মুনাফা কত?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মুনাফাওয়ালা [মুনাফা+হি ওয়ালা] *বি* মুনাফাখোর; লভ্যাংশভোগী। 'বড়ো বড়ো মুনাফাওয়ালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মুনাফাখোর [মুনাফা+ফা খোর] *বি* লাভ করার নেশায় মত্ত। 'চোরাবাজারের মুনাফাখোরদের প্রশ্রয়দান।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

মুনাফাখোরি [মুনাফা+ফা খোরি] *বি* মুনাফাখোরের কাজ। 'মুনাফাখোরি, কালোবাজারি ও গুণ্ডামির বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।' *বেগম*, ১৯৭১।

মুনাফাভোগী [মুনাফা+স ভোগী] *বিণ* লভ্যাংশ ভোগকারী। 'অতিরিক্ত মুনাফাভোগী ব্যবসাদার ও মৌজুদকারীদের জন্য ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মুনাফা সুদ্ধা [মুনাফা+স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* লাভসমেত। 'মুনাফা সুদ্ধা টাকা বেবাক দিব।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

মুনাফিক, মুনাফেক [আ মুনাফিক] *বি* কপট; ভণ্ড। 'মুনাফিক হই পাপী জন্মিল ধরা ধাম।' *সুলতান*, ১৭০০; 'তবে এক মুনাফেক হাতে খর্গ করি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুনাফেকি [আ মুনাফিক>] *বি* প্রতারণা। 'ভণ্ডামি মুনাফেকিটা কিছু না?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মুনাম *বি* খাদ্যবিশেষ। 'নাড়ু মুড়ি মুড়িকি চিড়া মুনাম মিসালে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুনাল [স মৃণাল] *বি* মৃণাল। 'কর কমল/ বাহু মুনাল।' *বড়ু*, ১৫৭০।

মুনি, মুনী [স] ১ *বি* ঋষি; যোগী। 'তথা চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পরদারে পাপ নাহি মুনীর সমত।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ভবিষ্যদ্বক্তা। *ফরস্টার*, ১৭৯৯।

মুনিবর [স] *বি* ঋষি। 'সর্ব্বশেষ মুনিবরে কহিছে কর্ণগত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুনিবেশ [স] *বি* মুনির বেশ বা সজ্জা; মুনির রূপ। 'পাছেত মদনবাণে হাণিআঁ তাক পরাণে রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুনিমনমোহিনী [স] *বিণ* মুনির মন মোহিত করে এমন। 'মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুনিমনোহর [স] *বিণ* মুনির মন হরণ করে এমন। 'আমার কামিনীরও মুনিমনোহর রূপ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মুনিষট *বি* জ্ঞানী বা মুনির ভান। 'তিরীত উপর এবেঁ তোর মুনিষট।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুনিআ [স মন্‌>] *ক্রি* মনে করলাম। 'মক বেণী তরঙ্গম মুনিআ।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

মুনিব, মুনীব [আ] *বি* মনিব; কর্তা। 'তাহার মুনীবেরা সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা নয়।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'মুনিব ঝা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মুনিয়া *বি* পাখিবিশেষ। 'একটা মুনিয়ার বা মেঠো ইঁদুরের মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মুনিলোভা [স] *বিণ স্ত্রী* মুনির মনোলোভা। 'ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনিলোভা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুনিষ [স মানুষ] *বি* মানুষ। 'মুনিষে, যে অধম।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মুনিষ্য [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'তথাচ অনেক মুনিষ্যে কহিবেক।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুনিষ্যো [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'যে জন মুনিষ্যো সুলভ হৈবে তাহার উচিত উত্তম গিয়ান।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মুনিস্যা [স মনুষ্য] *বি* মানুষ। 'মুনিস্যা মাথায় তৈল মাগীটির পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুনিস, মুনীষ [স মনুষ্য] *বি* দিনমজুর। 'পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পাই ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'একজন মুনীষকে খড়ম দিয়া পিটাইয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মুন্দা [স মুদ্রিত>] *ক্রি* বন্ধ করা। **মুন্দি** *ক্রি* বন্ধ করে। 'করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি তিমির পয়ানক আশে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মুন্দুই [আ মুদ্দাই] *বি* বাদী। 'দাই মুন্দুই রাজি কি করবে কাজী।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

মুন্দরদেওর পূজা *বি* (হিন্দুধর্ম) পূজাবিশেষ। 'তাহারা মুন্দরদেওর পূজা করে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মুন্সী[১] [আ মুনশী] ১ *বি* কেরানি। 'দপ্তরের প্রধান মুন্সী ছিলেন তিনি ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* পণ্ডিত ব্যক্তি। 'বছির মিঞা – মুন্সী যদি খেতাব তাহার।' *জসীম*, ১৯৩১। দ্র **মুনশি**

মুন্সীআনা [আ মুনশী+ফা আনা] *বি* পাণ্ডিত্য। 'তাহাতে মুন্সীআনা ... কোন কথার প্রকাশ পায় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুন্সীগিরি, মুন্সীগিরী [আ মুনশী+ফা গিরি] ১ *বি* কেরানিগিরি। 'হেষ্টিংস সাহেবের নিকট মুন্সীগিরি কর্ম্মে মকরর হয়েন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ২ *বি* পাণ্ডিত্য। 'বকিংহেমে সাহেব আপন মুন্সীগিরী অনেক প্রচার করিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুন্সীয়ানা, মুন্সিয়ানা [আ মুনশী+ফা আনা] ১ *বি* পাণ্ডিত্য। 'আবার মুন্সিয়ানা করে একটা লম্বা চিঠি পাঠিয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯। ২ *বি* দক্ষতা। 'বিদ্যাসাগর যে অপূর্ব মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

মুন্সী[২] [আ মুনশী] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মুন্সেফ [আ মুনসিফ] *বি* নিম্ন আদালতের বিচারক। 'তিনি মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হয়ে ...।' *গৌর*, ১৮২২; 'মাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রভৃতি প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মুন্সেফী [আ মুনসিফ>] *বি* নিম্ন দেওয়ানি আদালত। 'কালেক্টরী মুন্সেফী সকলি আছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মুফত, মুফৎ [ফা মুফত] ১ *ক্রিবিণ* বিনামূল্যে। 'নিয়ে যাব আবার নিয়ে আসব একদম মুফৎ।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ *বিণ* বিনা পয়সায় পাওয়া যায় এমন; মাগনা। 'এই মুফত লাভের ব্যবসা হইতে ...।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

মুফতে *ক্রিবিণ* বিনামূল্যে; টাকা দিতে হবে না এমন শর্তে। 'পারি নী আর ওমন মুফতে পরামর্শ দিতে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মুফতি [আ] *বি* যিনি ফতোয়া (ধর্মীয় অনুশাসন) দেন। 'হে শহরের মুফতি!' *নজরুল*, ১৯৫৯।

মুবারকবাদ [আ মুবারক+ফা বাদ] *বি* অভিনন্দন। 'মুবারকবাদ জানাচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

মুভমেন্ট [ই] *বি* আন্দোলন। 'নূতন হিউম্যানিজমের রিলিজ্যাস মুভমেন্ট হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

মুমিন, মুমীন [আ] *বি* ইমানদার। 'মুমিন 'খালেক' পাশে 'খলকে' কাফির।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'জগতে জন্মিল সেই মুমীন উপাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুমুক্ষা *বি* মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছা। 'ধর্ম অনুসারে শিল্পরীতি বাক ও মুমুক্ষা।' *শক্তি*, ১৯৭০।

মুমুক্ষু [স] *বিণ* মুক্তিকামী। 'মুমুক্ষু জগতে অনেক সংসারী জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুমূর্ষা [স] *বি* মৃত্যুর ইচ্ছা। 'নিকৃণে মুমূর্ষার প্ররোচনা অসংবদ্ধ প্রাণের গহনে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

মুমূর্ষু [স] ১ *বিণ* মরণাপন্ন। 'মুমূর্ষু ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থান।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* হারিয়ে যাচ্ছে এমন। 'এ মুমূর্ষু রূপ মোর, শেষ রজনীতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মুমূর্ষুবৎ [স] *ক্রিবিণ* মুমূর্ষের মতো। 'হরকুমার গৃহে আসিয়া আহার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুবৎ পড়িয়া রহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মুয়ার্সি *বি* কোলবংশীয় নৃগোষ্ঠীবিশেষ। '(১) সাঁওতাল ... (৭) কুর বা কুর্কু বা মুয়ার্সি, (৮) খাড়িয়া, (৯) জুয়াং, এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণরের শাসন-অধীনে পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মুয়ানো [স মুখ] *ক্রি* মুখ-করা। 'দিন দেখে আর হাটপানে মুয়াতে ইচ্ছা

করে না।' *কেরি*, ১৮০২।

মুয়াজ্জিন [আ] *বি* নামাজের আজান দেন যিনি। 'মুয়াজ্জিনের হোঁশ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হৃদে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মুয়াজ্জিনগিরি [আ মুয়াজ্জিন+ফা গিরি] *বি* মুয়াজ্জিনের কাজ। 'আজকাল আবার মসজিদের মুয়াজ্জিনগিরি করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মুয়াড় [স মুণ্ড] *বি* মুখ। 'বিপাকে পড়েচে এসে বাঘের মুয়াড়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুরগ [ফা মুর্‌গ] *বি* গৃহপালিত পাখিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুরগমনোহর [ফা মুর্‌গ+স মনোহর] *বি* পাখিবিশেষ। 'মুরগমনোহর নামক পক্ষিবিশেষ।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মুরগা *বি* মোরগ। 'ঝোল রেঁধেছি মুরগার।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মুরগি, মুরগী [ফা মুর্‌গ] ১ *বি* গৃহপালিত পাখিবিশেষ। 'করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মাদি মুরগি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুরগী-মুসল্লম [ফা মুর্‌গ+আ মুসাল্লাম] *বি* মুরগির মাংসের মসলাযুক্ত মুখরোচক খাদ্যবিশেষ। 'ঢাকাই পরোটা, মুরগী-মুসল্লম, আলু-গোস্ত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মুরচা [ফা] *বি* দুর্গপ্রাচীর। 'চৌদিকে সহরপনা দ্বারে চৌকী কত জনা মুরচা বুরুজ শিলাময়।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুরচাবন্দি [ফা] *বিণ* পরিখায় ঘেরা। 'পাঁচ হাত দেয়াল উচ্চই হইয়া সেই স্থানে মুরচাবন্দি ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুরচা ভঙ্গ [ফা মুরচা+স ভঙ্গ] *বি* ব্যূহবেষ্টনী ভেদ। 'বাদশাহী সামন্ত উহার মুরচা ভঙ্গ করিয়া পার হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুরছা [স মূর্ছা>] *ক্রি* আছড়ে পড়া। 'হৃদয়ে আচ্ছন্ন সেই হৃদয়ের ভরে মুরছি পড়িতে চায় তোমার অধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মুরছিত [স মূর্ছিত] *বিণ* মূর্ছিত; মূর্ছাগত। 'অন্তরে প্রেমের ঘায় হৈয়া মুরছিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুরছিতা *বিণ স্ত্রী* মূর্ছাগত। 'ও বুঝি মিশর-বিজয়লক্ষ্মী মুরছিতা তাঞ্জামে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মুরজ [স] *বি* এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'দুলে শির মুখ সঙ্গে মুরজ ডম্বুরু।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুরজমন্দ্র [স] *বি* মৃদঙ্গ অথবা পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর শব্দ। 'উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাইকণ্ঠে মধুর তান।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

মুরত [স মূর্তি] *বি* মূর্তি। 'মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরত।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুরতি[১] [স মূর্তি] ১ *বি* আকৃতি; মূর্তি। 'সুবর্ন্নের পাক সব সুন্দর মুরতি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'রাঙ্গা মাল্য রাঙ্গা বস্ত্র পরিয়া মুরতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* প্রতিচ্ছবি। 'দুহার মুরতি দুহ রিদএত জাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুরতি[২] *বি* প্রান্ত। **মুরতি মারা** *ক্রি* প্রান্ত সেলাই করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুরতেদ [আ মুরতিদ] *বিণ* স্বধর্মত্যাগী। 'মুসলিম সমাজ আজ মুরতেদ হইয়া যাইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মুরদ[১] [আ মুরুয়াত] ১ *বি* ক্ষমতা। 'তোর দেওয়ানের মুরদ বড়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বি* মূর্তিমান পৌরুষ। 'ঘাড়ে-গর্দানে একটা একরাশ মুরদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মুরুদ [আ মুরুয়াত] *বি* ক্ষমতা। 'ছাত্রাবাসে স্বাধীনভাবে থাকবার মুরুদ নেই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

মুরোদ [আ মুরুয়াত] *বি* ক্ষমতা। 'আহা পুরুষের কি মুরোদ গো।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মুরদ[২] [স মূর্তি] ১ *বি* মূর্তি। 'তাহাতে কত রকম মুরদ আঁকা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বি* ঘড়ির ঘণ্টা বাজানোর সহায়ক দণ্ডবিশেষ। 'ঘড়ির মুরদ, বাহির হইয়া, ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া আবার কলে মিশিয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মুরফা *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢোল ডফ তাসা মুরফা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মুরব্বি [আ] ১ *বিণ* গুরুজন স্থানীয়। 'আমার মালিক মুরব্বি মহাশএ তাহা লিখিয়া কি জানাইব।' *বোগল*, ১৭৭০। ২ *বি* প্রধান ব্যক্তি; পৃষ্ঠপোষক। 'পশ্বাচারি মতের মুরব্বি প্রভাকরসম্পাদক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মুরব্বিআনা [আ মুরব্বী+ফা আনা] *বি* খবরদারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুরব্বিগিরি [আ মুরব্বী+ফা গিরি] *বি* খবরদারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুরুব্বি, মুরুব্বী [আ মুরব্বী] ১ *বি* পৃষ্ঠপোষক। 'ডাক্তার সাহেব ভবানীবাবুর পিতার মুরুব্বি ছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ২ *বি* অভিভাবক। 'এমন কেহ মুরুব্বীও ছিল না।' *প্যারী*, ১৮৬০। ৩ *বি* শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি; নেতা। 'খৃষ্টানদিগের তর্কবাগীশ মুরুব্বী ফান্ডার সাহেব।' *সুধাকর*, ১৮৯৩। ৪ *বি* রক্ষণশীল ব্যক্তি। 'যত মোল্লা মুরুব্বির দল একযোগে চটিয়া উঠিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৭। ৫ *বি* ক্ষমতাবান ঘনিষ্ঠ লোক। 'কোয়ার্টার কেরানীও পায় – যাদের সত্যকার মুরুব্বীর জোর আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মুরুব্বিগিরি *বি* যে মুরব্বি অর্থাৎ গুরুজনের কাজ করে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মুরুব্বিয়ানা *বি* গুরুগিরি। 'স্বদেশের আলোচনায় কিছু-না-কিছু মুরুব্বিয়ানা ফলাইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'কোনো ডিগ্রীধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মুরমুরে [ধ্বন্যা] *বিণ* মচমচে। 'মুরমুরে রুটি আর শিশির-ভেজা মাখনের গুলি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মুরলা *বি* নর্মদা নদী। 'আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'তমসা ও মুরলা নাম্নী দুটি নদী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মুরলী, মুরলি[১] [স মুরলী] *বি* বাঁশি। 'কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবাম্বুদ-গর্জ্জিত জিনি/ জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দারুণ মুরলী স্বর।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

মুরলিযন্ত্র [স] *বি* বাঁশের পিচকারি। 'কুলবধু কামতন্ত্র বেজক মুরলিযন্ত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুরলিসুতা *বি* বাঁশির সুর। 'মরকত মঞ্জুমুকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলিসুতা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মুরলীধর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ; বাঁশি বাজায় যে। 'হেরিতে মুরলীধর – রূপে যিনি শশধর।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মুরলীধারী, মুরলিধারী [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'মাধব মনোমোহন, মোহন, মুরলিধারী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩; 'যাই যমুনায় হেরিতে মুরলীধারী।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বিণ* বাঁশিওয়ালা। 'এসো

মুরলীধারী বৃন্দাবনচারী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মুরলীধ্বনি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বাঁশির সুর। 'কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবাম্বুদ-গর্জ্জিত জিনি/ জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুরলি[1] *বি* মাছবিশেষ। 'পুরী থেকে মুরলি মাছের লেজের শাসন এনে দিয়েছিলো।' *শক্তি*, ১৯৭০।

মুরশিদ, মুরশীদ, মুরসীদ [আ মুরশিদ] **১** *বি* আধ্যাত্মিক গুরু। 'মুরশীদ ভজিলুঁ একমনা।' *সুলতান*, ১৭৫০; 'পিরমুরসীদ প্রভৃতি না কহিয়া গুরু গোসাঞি ইত্যাদি উচ্চারণ করে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি* পথপ্রদর্শক। 'সাকি বলতে বোঝেন মুরশিদকে, গুরুকে।' *নজরুল*, ১৯২৭। *দ্র* **মুর্শিদ**

মুরশিদী গান *বি* মুরশিদের ভজনামূলক গান; সুফি মতাদর্শের লোকগীতি। 'বাউল গান, ভাটিয়ালী, মারফতি, গাজীর গান, মুরশিদী গান, আর পল্লীগীতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুরা *বি* কিনারা। 'গাদি করবেন না এক মুরায়।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

মুরাত [আ মুরুয়াত] *বি* শক্তি। 'ত্রিভুবন জিনে দেখি রূপের মুরাত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুরাদ [আ মুরুয়াত] *বি* সামর্থ্য। 'তুমি তারে সুখে রাখ পুরায়ে মুরাদ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুরারি, মুরারী[1] [স মুরারি] *বি* কৃষ্ণ (মুর নামের দৈত্যের অরি বা শত্রু, তাই মুরারি)। 'তোহ্মার জীবন তবেঁ নাহিক মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোঁহে দেব মুরারি মোহে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

মুরারী[2] [স মুরলী] *বি* বাঁশি। 'যার হাতে রস মুরারী, মুখে রসেশ্বরী।' *লালন*, ১৮৯০।

মুরি [স মুণ্ড] *বি* মাথা। 'ছোট্ট ছোট্ট নালি মৎস্যের ফালাইয়া মুরি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মুরিদ [আ] *বি* (ইসলাম) শিষ্য। 'মুরিদ হইব আমি কলেমা পড়িয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মুরিদান [আ] *বি* (ইসলাম) পিরের শিষ্য। 'বহুগ্রামে ইহাদের মুরিদান ছিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'ইহারা স্বীয় মুরিদানকে ... উদ্ভাসিত রাখার শিক্ষা দেয়।' *সওগাত*, ১৯৩০।

মুরিদী [আ] (ইসলাম) *বি* শিষ্যত্ব। 'পীর মুরিদীর নামে অসংখ্য ভণ্ড ও অনৈসলামিক ফেরকার সৃষ্টি।' *মোসলেম*, ১৯২৭।

মুরুক্ষু [স মূর্খ] *বি* অশিক্ষিত ব্যক্তি। 'তাছাড়া আমিও মুরুক্ষুর মেয়ে নই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুরুখ [স মূর্খ] *বিণ* মূর্খ; নির্বোধ। 'ইথে যেবা চিন্তা করে সে বড় মুরুখ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুরুছা [স মূর্ছা] *বি* অজ্ঞান। 'এহ্য বুলী মুরুছা গেলী মনমথবাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুরুতী [স মূর্ত্তি] *বি* মূর্তি। 'অশেষ মুরুতী ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুরুব্বা [আ মুরব্বা] *বি* চিনির রস দিয়ে রান্না করা ফল বা মূল। 'মুরুব্বা, মিষ্টান্ন, বাস্তব, উত্তম উত্তম প্রকারের নানা সামগ্রী সেখানে ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মুরুছএ [স মূর্ছা>] *ক্রি* মূর্ছা যায়। 'তোহি বিনু পুনু পুনু মুরুছএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মুরেঠা [হি] *বি* পাগড়ি। 'রঙিন মুরেঠা বেঁধে বাজীওয়ালা মুরগির আর ভেড়ার লড়াই লাগিয়ে দিল পথের ধারে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মুরোদ[1] [স মূর্তি] *বি* মূর্তি। 'কাঠের মুরোদ বনি হাটে গেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মুরোদ[2] *দ্র* **মুরদ**[1]

মুর্ত্তী [স মূর্তি] *বি* মূর্তি। 'দেখিতে দেবের সৃষ্টি মুর্ত্তী পড়িল দৃষ্টি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুর্খ [স মূর্খ] *কিণ* অভিজ্ঞতাহীন। 'তোমারেত সভার হইল মুর্খ জ্ঞান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুর্খু [স মূর্খ] *বিণ* মূর্খ; অজ্ঞ। 'মুর্খু যারা তাদেরই তো সমস্তখন ছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'পড়াশুনো হল মাটি। মুর্খু মেয়ের বোঝা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মুর্গাগুণ [স মূর্বা-গুণ] *বি* মুর্গা ঘাসের ছিলা। 'মুর্গাগুণ অঙ্গুলির তান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুর্গি [ফা মুর্‌গ্] *বি* মুরগি। 'আর দিকে মোল্লা ব'সে মুর্গি মাস নিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মুর্গিহাটা *বি* মুরগি বিক্রির বাজার। 'পটলডাঙায় চক্ষু রাঙায়/ মুর্গিহাটার মিঞা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মুর্ছাপন্ন, মুর্ছিত, মুর্ছাতুর *দ্র* **মূর্ছা**

মুর্তি *দ্র* **মূর্তি**

মুর্দফরাশ [ফা মুর্দাফরোশ] *বি* মৃতদেহ বহনকারী বা সৎকার-কারী। 'জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মুর্দফরাশি [ফা মুর্দাফরোশ>] *বি* মৃতদেহ বহন বা সৎকার করার পেশা। 'পাড়ার চামারগুলোর মুর্দফরাশির কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মুর্দা [ফা] *বি* মৃতদেহ। 'ওরা কাফন ও মুর্দার খাট নিয়ে এসেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

মুর্দাবাদ [ফা] *বি* নিপাত যাক। 'শত শত ব্যক্তি এক ইউনিট মুর্দাবাদ, সোহরাওয়ার্দী মুর্দাবাদ ধ্বনি তুলিতে থাকে।' *হাই*, ১৯৫৮।

মুর্দ্দত *বি* সময়। 'ইহার মুর্দ্দত দস রোজের মধ্যে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

মুর্দ্দাই [আ মুদ্দাই] *কিণ* বিবাদী। 'শ্রীকাসিনাথ রায়ের মুর্দ্দাই কৃষ্ণরাম দত্ত।' *ওসা*, ১৭৮১।

মুর্দ্দাফরাশ [ফা] *বি* ডোম। 'মেথর মুর্দ্দাফরাশেরও অর্থ থাকে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

মুর্দ্দরফরাস [ফা] *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'রামচন্দ্র মুর্দ্দরফরাস।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মুর্বা [স মূর্বা] *বি* লম্বা ঘাস বিশেষ। 'বনকরবীর মুর্বা অতসী সিউলি পারিজাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুর্শিদ [আ] *বি* আধ্যাত্মিক গুরু। 'মুর্শিদরূপী দূতীর হাতে যে পড়ে তাহার কি আর রক্ষা আছে!' *হাই*, ১৯৫৪। *দ্র* **মুরশিদ**

মুর্শিদা গান, মুর্শীদা গান *বি* সুফী সংগীত। 'মুর্শীদা গান।' *জসীম*, ১৯৩৩; 'মুর্শিদা গানে হেঁয়ালীপূর্ণ কথায় ভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষণীয়।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

মুর্শিদী *বি* সুফী সংগীত। 'এর মধ্যে একজন আবার মুর্শিদী ধরেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মুর্শিদাবাদী *বিণ* মুর্শিদাবাদে তৈরি। 'গায়ে ধুপছায়ারঙের মুর্শিদাবাদী বালাপোষ।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

মুল [স মূল্য>] *বি* দাম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুলকি [আ মুল্‌কী] *বিণ* মুলুকের। 'ইংরেজ কিম্বা মুলকি লোক আপন হকের দস্তাবেজ ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মুলতবি, মুলতবী [আ মুলতবী] *বিণ* স্থগিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ভবিষ্যতের কথা এখন মুলতবি থাক।' *প্রমথ*, ১৯২৭; '১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে পরিকল্পিত নিখিল-ভারত যুক্তরাষ্ট্র-পরিকল্পনা মুলতবী রাখার কথা ঘোষণা করেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মুলতুবি, মুলতুবী [আ মুলতবী] *বিণ* নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থগিত; ক্ষান্ত। 'কিছু দিনের জন্য, আড়াআড়ি মুলতুবি রাখিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'সমস্ত প্রশ্নটাই আমূল মুলতুবি করে যান।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'বন্ধুর ফাঁসিটাকে মুলতুবী করাতে পারলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

মুলতান *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'মুলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মুলতানি, মুলতানী *বি* (সংগীত) একটি রাগিণী। 'মুলতানী, দীপক রাগের সহধর্ম্মিণী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'মুলতানি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুলমন্ত্র [স মূলমন্ত্র] *বি* আদিমন্ত্র। 'নির্দ্ধেপ নির্গুন আমি কহিল মুলমন্ত্র।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুলা [স মূলক] *বি* সবজিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সমস্ত ফুলবাগান তাহার মুলার খেত হইল না কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মুলা-বিনিন্দিত [স মূলাবিনিন্দিত] *বিণ* মুলার মতো। 'মুলা-বিনিন্দিত বড়ো বড়ো দন্তের পূর্ণ বিকাশ আর খিঁচুনি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুলি *বি* মুলা; সবজিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুলো *বি* মুলা; মাটির নীচে জন্মে এমন এক ধরনের সবজি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; '... বেগুন, মুলো ইত্যাদি।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

মুলাকাত, মুলাকাৎ [আ] *বি* সাক্ষাৎ। 'ইতি আল্লার সনে মুলাকাত সমাপ্ত।' *সুলতান*, ১৭০০; 'সকালে এলে সাহেবের সঙ্গে মুলাকাৎ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মুলান [স মৃণাল] *বি* পদ্মের ডাঁটা। 'পদ্মের মুলান জিনে প্রবেষ্টির প্রভা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুলানো [স মূল্য>] *ক্রি* দর করা। **মুলাইয়া** *ক্রি* দর ক'রে। 'চুবড়ি মুলাইয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা কৃষাণ জেন হাটে দেই মুলার পশারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুলাম [আ মুলায়িম] *বিণ* মোলায়েম; কোমল। 'সুতা তেমন মুলাম হইত না।' *জসীম*, ১৯৬০।

মুলুক [আ মুল্‌ক] **১** *বি* রাজ্য। 'আপনে জিজ্ঞাসে তানে মুলুকের পতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* অঞ্চল। *ক্যালগে*, ১৭৯৫। **৩** *বি* বৃহত্তর এলাকা। 'দালালির পন্থা ধরিয়া তালুক মুলুক করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'মুলুক আসাম।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মুলুকজোড়া *বিণ* রাজ্যময়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুল্লুক, মল্লুক [আ মুল্‌ক] **১** *বি* বৃহৎ এলাকা। 'এইমতে সপ্তগ্রামে আমুয়া মল্লুকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* দেশ। 'বাঙ্গলা মুল্লুকে নাকি প্রায় পৌণে তিন কোটি মুসলমানের বাস।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

মুল্ল [স মূল্য] *বি* দাম। 'কানু বোলে ঘুল মুল্ল কহি জতুচিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুশকিল [আ] **১** *বি* বিপদ। 'কতদিন পরে এয়ছা হইবে মুশকিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* জটিলতা; ঝামেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* সমস্যা। 'গোঁয়ার্তুমি করতে গেলেই মুশকিল বাধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মুশকিল-আসান, মুস্কিল আসান [আ মুশকিল+ফা আসান] **১** *বি* বিপদ মোচন। 'মুস্কিল আসানের রোজা।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **২** *বিণ* বিপদ থেকে উদ্ধারকর্তা। 'আমি কি তোর মুশকিল-আসান নাকি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মুশতারি [আ] *বি* বৃহস্পতি। 'জেগে আছে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে মুশতারি তারার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মুশরিক [আ] *বিণ* অংশীদারি। 'এই পূজারিকে বলবে মুশরিক।' *ইমাম*, ১৯৪৬।

মুশরেকী [আ] *বিণ* আল্লাহর অংশী আছে এমন বিশ্বাসসম্পন্ন। 'পড়িয়া আছি দুখে/ মুশরেকী এই মল্লুকে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মুশলমান [ফা মুসলমান] *বি* ইসলাম ধর্মাবলম্বী। 'কি হিন্দু, কি মুশলমান, কাহাকেও তাঁহার আধিপত্যে ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। দ্র **মুসলমান**

মুশাইরা [ফা মুশায়রা] *বি* স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করার আসর। 'এক গাদা সঙ্গীত সম্মেলন, কবিসঙ্গম, মুশাইরা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মুশায়েরা *বি* স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করার আসর। 'হারাম তারা এ-মুশায়েরায়!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মুশাবিদা [আ মুসাবিদা] *বি* খসড়া। 'স্বহস্তে মুশাবিদা করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মুশাহেব [আ মুসাহিব] *বি* মোসাহেব; চাটুকার। 'মুশাহেব বসিয়া সকল বরাবর।' *ভারত*, ১৭৬০।

মুশাহেরা [আ মুশায়ারা] *বি* মাসিক অর্থ সাহায্য। 'এই সকল কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ এক সিরিশ্‌তা এতদ্ভিন্ন তাঁহার দানপত্র ক্রমে অনেক মুশাহেরা দেওয়া যাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুশে [ফ মসিউ] *বি* ইংরেজি মিস্টার শব্দের অনুরূপ নামের পূর্বে ব্যবহৃত উপাধি। 'মুশে ইস্তাদার সাহেব বরাবরেষু।' *তেরলি*, ১৭৮৯।

মুশোরি [স মশক>] *বি* মশারি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুশ্‌রেক [আ মুশরিক] *বিণ* বহু দেবতায় বিশ্বাসী। 'গোপতে মুশ্‌রেক সেই জানিঅ নিশ্চয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুষড়ানো [স মর্ষণ>] **১** *ক্রি* দমে যাওয়া। 'আমি নিতান্ত মুষড়ে বসে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *ক্রি* হতাশ হওয়া। 'আশা বিনোদিনীর আপত্তিতে ভারি মুষড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *ক্রি* বিষণ্ন হওয়া। 'অত্যন্ত মুষড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মুষড়ে-পড়া **১** *বিণ* বিষণ্ন; মনমরা। 'মুষড়ে-পড়া নিঝুম নিরানন্দ পড়ত ঝরে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *ক্রি* ভেঙে পড়া। 'যরিনা একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

মুষল [স] *বি* মুগুর। 'স্বর্ণ মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুষলচালনা *বি* হামানদিস্তা দিয়ে পেষা। 'তিনি অধিকতর শক্তি প্রয়োগ করত উদূখলে মুষলচালনা করিতে লাগিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মুষলধার [স মুষলধারা] *ক্রিবিণ* মুষলধারায়। 'বৃষ্টি যত কেন মুষলধার হউক না ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

মুষলধারা [স] *ক্রিবিণ* প্রবল ধারায়। 'বরিষে মুষল ধারা পাণী পাথর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মুষলধারায় *ক্রিবিণ* প্রবল ধারায়। 'তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মুষলধারে *বিণ* প্রবল ধারায় বর্ষিত হচ্ছে এমন। 'হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মুষলের ধার *বিণ* প্রবল ধারাবিশিষ্ট। 'কখনও মুষলের ধার, কখনও ইলসে গুড়ুনি ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

মুষল্যা [স মুষল>] *বি* মুগুর; মুদ্গর। 'মুষল্যার ঘায়ে কার মাথা গেল উড়্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মুষা [স মূষক] *বি* ইঁদুর। 'কলা মুষা উহ ণ বাণ।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

মুষ্ট [স মুষ্টি] ১ *বি* মুঠি পরিমাণ। 'মুষ্টে অন্য খাএ না করে তরাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* মুঠি। 'আরবের অভ্যাস হাঁটিতে দুই কর/ মুষ্ট বান্ধিয়া রাখে পৃষ্ঠের উপর।' *সুলতান*, ১৭০০।

মুষ্টামুষ্টি *বি* ঘুষাঘুষি। 'বাম দিক হইতে অত্যুচ্চ কটুকাটব্য, এবং মুষ্টামুষ্টি ও দণ্ডাদণ্ডির ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মুষ্টি [স] ১ *বি* ঘুষি। 'ধরিতে যে জায় মারে মুষ্টি তায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হাতের আঙুলের বন্ধন। 'তবু তো রে শিথিল হল না মুষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি, আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৩ *বি* কিল। 'পিঠের উপর মায়ের মুষ্টির শিলাবৃষ্টির কথা ভাবতেই শিউরে ওঠে কুলসুম।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

মুষ্টিকণা [স] *বি* মুঠাভর্তি কণিকা। 'ধূলি মুষ্টিকণা মোর লভিয়াছে সমগ্র আকাশ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মুষ্টিকান্ন [স] *বি* এক মুঠা পরিমাণ চাল ভিক্ষা। 'এইরূপ দ্বারে ভ্রমণপূর্ব্বক মুষ্টিকান্ন লইয়া কালযাপন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মুষ্টিগত [স] *বিণ* আয়ত্তাধীন। 'সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মুষ্টিপরিমাণ [স] *বিণ* সামান্য পরিমাণ। 'আকাশের একটি কোণেও মুষ্টিপরিমাণ মেঘ ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মুষ্টিবদ্ধ [স] *বিণ* মুঠাবাঁধা। 'ভীষণ ক্রোধের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মুষ্টিবন্ধন [স] *বি* ঘুষি; মুষ্ট্যাঘাত। 'মুষ্টিবন্ধন ও অস্ত্রসঞ্চালনপূর্ব্বক ঐ বিচারাগার আক্রমণ করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মুষ্টিভিক্ষা [স] *বি* এক মুঠা পরিমাণ ভিক্ষা। 'দূর হতে দেয় তাই মুষ্টিভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মুষ্টিমেয় [স] ১ *বিণ* সামান্য; একরত্তি। 'এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* অল্পসংখ্যক। 'মুষ্টিমেয় মোসলমান উর্দ্দুভাষা বলিয়া থাকেন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

মুষ্টিযোগ [স] ১ *বি* কিল; ঘুষি। 'ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বি* টোটকা ওষুধ। 'সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মুষ্ট্যাঘাত [স মুষ্টি-আঘাত] *বি* ঘুষি দ্বারা প্রহার। 'মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বধিনু মৈষাসুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মুষ্ট্যৈক [স মুষ্টি-এক] *বিণ* একমুঠি। 'দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে যে পাইলে মুষ্ট্যৈক অন্ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুষ্ঠি [স মুষ্টি] *বি* মুঠি। 'এত লিখি জাতিফুল মুষ্ঠি ভরি লৈয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মুসব্বর [আ] *বি* গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 'এলাচি গোলমরিচ মুসব্বর চিনি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মুসরি [স মশক+স অরি>] *বি* মশারি; মশার কামড় থেকে পরিত্রাণের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত বস্ত্রাবরণী বিশেষ। 'প্রথমে বিছায় খাট তুলি মুসরি সেজি ঝাঁপা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুসল [স মুষল] *বি* মুগুর। 'বলিতে পড়িল ভূম্যে লোহার মুসল।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **মুষল**

মুসলধারা [স মুষলধারা] *বি* প্রবল ধারা। 'মুসলধারাএ বৃষ্টি অনেক হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুসলের ধার *বি* প্রবল ধারা। 'মুসলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুসলমান [ফা] *বি* ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। 'বীরের পাইআ পান বৈসে যত মুসলমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মছলমান [ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান। 'পশ্চিমে রহমত মছলমানের বাটী।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

মুছলমান [ফা মুসলমান] *বি* মুসলিম। 'মুছলমান ফিরিঙ্গী ইংরাজ ফরাসীর নানা জাতির সহিত বিহার করিয়া মজা করিয়াছ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মুছলমানী [ফা মুসলমান] ১ *বিণ* মুসলমানসুলভ। 'সাহিত্যের এই মুছলমানী দৃষ্টিভঙ্গি ও রূপই হইতেছে নজরুল-প্রতিভার বিশিষ্ট দান।' *আজাদ*, ১৯৪২। ২ *বিণ* মুসলমান সংক্রান্ত। 'সাবেক বাংলায় যে মুছলমানী ধারা ছিল।' *আজাদ*, ১৯৬২।

মুছলিম জামাত [আ মুসলিম-জমাত] *বি* মুসলিম সমাজ। 'মুছলিম জামাতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ থাকবে না।' *জামায়াত*, ১৯৪১।

মুসলমানত্ব [ফা মুসলমান+স ত্ব] ১ *বি* মুসলমান-পরিচয়। 'হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য।' *গণবাণী*, ১৯২৬। ২ *বি* মুসলিম ধর্মবোধ। 'আওরঙ্গজেবের মুসলমানত্ব মুসলমানকেই আঘাত করল।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

মুসলমান বাঙালী *বি* ধর্মে মুসলমান তবে মূল পরিচয় বাঙালী। 'ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্ব প্রথম বাঙালী মুসলমান "মুসলমান বাঙালীতে" রূপান্তরিত হতে শুরু করলো।' *উমর*, ১৯৬৮।

মুসলমানবিদ্বেষী [ফা মুসলমান+স বিদ্বেষী] *বিণ* মুসলমানদের সম্পর্কে বিদ্বেষপরায়ণ। 'মুসলমানবিদ্বেষী শিক্ষকদের নিকট।' *এসলাম*, ১৯১৬।

মুসলমানি [ফা মুসলমান>] ১ *বি* মুসলমানত্ব। 'সব দীন হৈল ফানী সর্বসার মুসলমানি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* ইসলাম ধর্মীয়। 'প্রচারিতে চাহসি আচার মুসলমানি।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বিণ* মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত। 'মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মুসলমানিনী [ফা মুসলমান+স ইনী] *বি* মুসলিম নারী। 'একজন মুসলমানিনী সেজেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মুসলমানী ১ *বিণ* মুসলমানদের; মুসলমান-সম্পর্কিত। 'যাহাদের মুসলমানী ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ*

ইসলামি উপাদান মিশ্রিত। 'এক প্রকার মুসলমানী বাঙ্গালা।' *প্রচারক*, ১৯০১। ৩ *বি* মুসলিম নারী। 'তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৪ *বি* স্ত্রী (তুচ্ছার্থে) মুসলমান নারী। 'এই মুহূর্তে ঐ মুসলমানীকে দে অর্ধচন্দ্র।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ৫ *বি* মুসলমানের আচরণ। 'এই চেহারার সঙ্গে চলে খাঁটি পাকা মুসলমানী।' *জসীম*, ১৯৩১। ৬ *বি* মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস। 'হিন্দুয়ানিও থাকিবে মুসলমানীও থাকিবে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মুসলমানী শব্দ *বি* শুধু মুসলমানরা ব্যবহার করে এমন শব্দ। 'সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মুসলিম [আ] *বি* মুসলমান। 'সেই নিখিল মুসলিমের ক্রন্দন কাৎরানির দিন।' *ধূমকেতু*, ১৯২২।

মুসলিম বঙ্গ [আ মুসলিম+স বঙ্গ] *বি* মুসলমান অধ্যুষিত বাংলা অঞ্চল। 'সমস্ত মুসলিম বঙ্গ মৃত বা মৃতপ্রায়।' *সওগাত*, ১৯২৯।

মুসলিম বাংলা *বি* মুসলিম অধ্যুষিত বাংলা অঞ্চল। 'মুসলিম বাংলায় আজ নারী-জাগরণও বেশ খানিকটা মাথা জাগিয়ে উঠেছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মুসলেম [আ মুসলিম] *বিণ* মুসলমান সম্প্রদায়ের। 'জাগ হে জাগ হে তবে মুসলেম নন্দন।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

মুসলেমিন [আ] *বি* মুসলমানগণ। 'আসিছে কাবুলি মুসলেমিন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মুসল্মান [ফা] *বি* মুসলিম। 'মুসল্মান, বেগবান, হয় যান, চাপে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

মোচলমান [ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান। 'অনেক মোচলমান আছে তো সেখানে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মোছনমান [ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান। 'মাতাল কেউ বসবেন, তা স্থির কত্তে না পেরে মোছনমানদের গাজীমিয়ার বস্তার মত অ্যাকবার এ পাশ অ্যাকবার ওপাশ কত্তে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মোছলমান [ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান। 'হেন না দেখে বেটা যত মোছলমান।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মোছলেম [আ মুসলিম] *বিণ* মুসলমান ধর্মাবলম্বী। 'মোছলেম ললনাগণকে শিক্ষিত করিতে।' *এসলাম*, ১৯১৯।

মোছলেম জাহান [আ মুসলিম+ফা জাহান] *বি* মুসলমানরাই যেসব দেশে সংখ্যাগুরু। 'যুদ্ধ-সংকটের দরুণ মোছলেম-জাহানে যে বিপদের কালো মেঘ সঞ্চারিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মোছলেম বাঙ্গলা *বি* সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত বাংলা প্রদেশ। 'মোছলেম বাঙ্গলা আর কাগুজে প্রস্তাব চায় না।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মোছলেমীকরণ [আ মুসলিম+স ঈ-করণ] *বি* ইসলামীকরণ। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলদারীতে বাঙ্গলা ভাষার মোছলেমীকরণ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

মোছোলমান [ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান; ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। 'এরা না হিঁদু, না মোছোলমান, ধর্ম্মধনের ধার ধারে না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মোসলমান, মোসল্মান [ফা মুসলমান] ১ *বি* মুসলিম জাতি। 'বহ বহু মোসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'হিন্দু মোসল্মান উভয় সম্প্রদায় সমীপে –।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বি* ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। 'একজন (মোসলমান) বন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৬।

মোসলমানী [ফা মুসলমান>] *বি* মুসলমানিত্ব; মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস। 'গোমাংস না খাইলে মোসলমানী থাকিবে না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মোসলিম [আ মুসলিম] *বি* মুসলিম। 'ই-কারের বিকারে মোসলেম প্রথমতঃ মোসলিমে পরিণত হন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

মোসলেম [আ মুসলিম] ১ *বি* মুসলিম। 'মোসলেম হইল আসি অতি উল্লসিত।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* ইসলাম ধর্মাবলম্বী। 'সমুদয় মোসলেম সমাজের সম্মিলনের দিন।' *রোকেয়া*, ১৯০৫।

মোস্লেম *বি* মুসলমান। 'ভারতে মোস্লেমগণ হও সচেতন।' *প্রচারক*, ১৯০০।

মুসল্লম [আ মুসাল্লাম] *বি* মাংসের তৈরি মসলাযুক্ত মুখরোচক খাদ্যবিশেষ। 'নিজে গণ্ডারগ্রাসে খাবে বিরয়ানি, বুরহানী কাবাব-মুসল্লম!' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মুসল্লা [আ] *বি* জায়নামাজ। 'ওই পীর মুসল্লায় কর শরাব-রঙ্গিন।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

মুসল্লি, মুসল্লী [আ] ১ *বিণ* (ইসলাম) নিয়মিত উপাসনা করে এমন; নামাজি। 'ভার্য্যার হাতে প'ড়ে শুধরে গিয়ে চমৎকার পাকা মুসল্লী হয়েছেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। ২ *বি* (ইসলাম) নিয়মিত উপাসনাকারী। 'মুসল্লিদের মধ্যে কেউ কেউ আলোচনা করিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

মুছল্লি, মুছল্লী [আ] *বি* নামাজ পড়ে যে; ধর্মবিশ্বাসী। 'মুছল্লিরা যায় চলে যায়।' *জসীম*, ১৯৩১; 'খতিব ও সমস্ত মুছল্লী-মোল্লাদিগকে জমিয়তে ওলামার অন্তর্ভুক্ত।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

মুসহাত [আ মুহাসবা] *বি* গণনা। 'তোমা সনে কিবা দায় মুসহাতে জত হয় সদরে গনিঞা দিব কড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুসা [স মূষক] *বি* ইঁদুর। 'নিসিত্র অন্ধারী মুসা চটারা।' *চর্যা* ২১, ১২০০।

মুসামাটী *বি* ইঁদুরের মাটি। 'মুসামাটী গায় দেই আন্ধারিআ কোণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুসাফির [আ] *বি* ভ্রমণকারী; পথিক। 'পঞ্চ রাত তিন দিন রহ মুসাফির।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'এমন কোনো নেই মুসাফির ও-পথ বেয়ে চলবে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মুসাফিরখানা [আ মুসাফির+ফা খানা] *বি* পথিকদের বিশ্রামাগার। 'ডাকে সুদূর পথের বাঁশি/ ছাড় মুসাফিরখানা তোর।' *নজরুল*, ১৯৩৩; 'দুনিয়াটা মুসাফিরখানা বই ত নয়।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মুসাফিরি, মুসাফিরী ১ *বিণ* সফরকারীর মতো। 'মুসাফিরি হালে চলাফেরা।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বি* পথে ভ্রমণ। 'একটানা মুসাফিরির ধাক্কায় মন তখন এমনি বিকল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'যে মুসাফিরীতে (ভ্রমণে) তকলীফ হয় আল্লাতাল্লা সেইটের কথাই বলেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মুসাবিদা [আ] *বি* খসড়া। 'তাহার মুসাবিদা প্রথমতঃ এদেশে প্রকাশ হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

মুসাবিদে [আ মুসাবিদা] *বি* খসড়া। 'তখনি চাকরির দরখাস্তের মুসাবিদে করে ফেলল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মুসাহেব [আ মুসাহিব] *বি* সঙ্গী। 'তাঁহার মুসাহেবেরা ঐ দালানে প্রবিষ্ট হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মুসিছিত [স মূর্ছিত] *বিণ* মূর্ছাগত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুসিবত, মুসীবত [আ] *বি* বিপদ। 'এ চীজ যার ঘরে থাকে তার যত মুসীবত সব কেটে যায়।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'সকলের রুহের উপরও

বহুত মুসিবত পড়িবে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মুসুর [স মসূর] *বি* ডালবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মুসুরি [স মসূর] *বি* ডালবিশেষ। 'রান্ধিবে মুসুরি সুপ দিআ টাবাজল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুসেঁ, মুশে, মুষে [ফ মসিউ] *বি* ইংরেজি মিস্টার শব্দের অনুরূপ নামের পূর্বে ব্যবহৃত উপাধি। *ভেরলি*, ১৭৭৬; 'শ্রীযুত মুসেঁ মনিব সাহেব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; *ভেরলি*, ১৭৮৯।

মুস্কিল, মুস্কীল [আ মুশকিল] ১ *বি* সংকট। 'না জানি কি হইল মুস্কিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* অসুবিধাজনক। 'কিস্তিবন্দীর মেয়াদ মধ্যে সরবরাহ হওন মুস্কীল বুঝিয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ৩ *বিণ* কষ্টকর। 'রাঁড় ভাঁড় চাকর এয়ার ইহারদিগের ক্ষান্ত করা মুস্কিল হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* অসুবিধা। 'মুস্কিল হলো, আমাদের কিছু অংশ ওরা মধ্যিখান থেকে ভেঙ্গে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মুস্কিলআসান [আ মুশকিল+ফা আসান] *বি* বিপদ নিবারণকারী উপায়। 'এই একটা মুস্কিলআসান আসছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মুস্কিলাসান *বিণ* বিপদ থেকে মুক্তি দানকারী। 'চারি কোণে সাধু পীর চারিজন মুস্কিলাসান চেরাগ জ্বালি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মুস্তফি [আ] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মুহ [স মুখ] *বি* মুখ। 'তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

মুহরি[১] [আ মুরী>] *বি* এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'দণ্ডি মুহরি ভেরি নানা যন্ত্র বায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুহরি[২], **মুহরী** [আ মুহাররির] *বি* কেরানি। 'অভাগীর পতি হিসাবের মুহরী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'কাননগো দপ্তরে মুহরি ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুহরিগিরি [আ মুহাররির+ফা গিরি] *বি* কেরানির কাজ। 'ঐ দপ্তরে তিনিও মুহরিগিরি কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুহরির *বি* কেরানি। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

মুহরি[৩] [ফা] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মুহা [স মুহ্>] *ক্রি* মোহিত করা। **মুহিব** *ক্রি* মোহিত করবো। 'শিরে হাথ দিআ চণ্ডী করিল আশ্বাস/ উজানি মুহিব তোর সন্তলনের বাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুহাজিরিন [আ] *বি* উদ্বাস্তু; দেশত্যাগী। 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' *নজরুল*, ১৯২২।

মুহান [আ মাহানা] *বি* মোহানা। 'মুহান বাহিআ সাধু করি ত্বরাত্বরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মুহাফিজখানা [আ মুহাফিজ+ফা খানা] *বি* দলিলপত্র সংরক্ষিত রাখার সরকারি বিভাগ বা কক্ষ; আর্কাইভস। 'মুহাফিজখানার তাবৎ কাগজপত্র বাড়ি নিয়ে গিয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মুহিত [স মোহিত] *বিণ* মোহিত। 'শ্রীকৃষ্ণের মায়াএ মুহিত তৃভুবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মুহু, মুহুঃ [স] *ক্রিবিণ* ঘন ঘন। 'ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে রতনসম্ভবা বিভা।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'হৃদয়ে মুহু কোকিল কুহু ময়ূর কেকা রব করে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মুহু-মুহু ১ *ক্রিবিণ* বার বার; পুনঃপুন। 'মম প্রাণরঙ্গে মাতি নিখিলের শিখী-প্রাণ মুহু-মুহু মাতে।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'নিঃশ্বাস ফেলে মুহু মুহু হায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ২ *ক্রিবিণ* অবিরাম। 'কোয়েলিয়া কুহুকুহু/ গাহে গজল মুহুমুহু।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মুহুর্মুহু, মুহুরমুহু, মুহুর্ম্মুহু, মুহুর্মুহুঃ [স] *ক্রিবিণ* পুনঃপুন; ঘনঘন। 'গন্ধর্ব্বসেন ... এক অপূর্ব্বসুন্দরী অপ্সরাকে দেখিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইয়া মুহুর্ম্মুহু অবলোকন করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'মুহুর্মুহুঃ মৃত ব্যাঘ্রের মার্গ আঘ্রাণ করিয়া সংশয় ত্যাগ করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'গুপ্তচরী দাসীগণ লাম্পট্যের সংবাদ মুহুর্ম্মুহু বহন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৩৬; 'রৌদ্রের মুহুরমুহু নতুন খেলা চলছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মুহুরি, মুহুরী [আ মুহাররির] ১ *বি* কেরানি। 'সরকার ও মুহুরি প্রভৃতি।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* জমিদারের হিসাব রাখার লোক। 'এক পাশে মুহুরীরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* উকিল প্রভৃতির কাজের সহায়ক লেখক। 'মুহুরি রুবকারী লিখিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। *দ্র* **মুহরি**

মুহুরিগিরি *বি* কেরানির পেশা। 'পাটোয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মুহুরী[১] [আ মুরী>] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মৃদঙ্গ মুহুরী শঙ্খ দুন্দুভি কাহাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুহুরী[২] *দ্র* **মুহুরি**

মুহুরী[৩] [হি মোহরী] *বি* মুখে আঁটবার ধাতব দ্রব্য। 'চড়কতলায় তলওয়ারিশের টিনের মুহুরী দেওয়া বাঁশী ... বিক্রি কত্তে বসেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মুহূর্ত [স] ১ *বি* সময়ের পরিমাপবিশেষ। 'দুই ঘটিকাতে এক মুহূর্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বি* অতি অল্প সময়। 'যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *ক্রিবিণ* সর্বক্ষণ। 'প্রতি মুহূর্তের বোঝা পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মুহূর্তক, মুহূর্ত্তক [স মুহূর্তক] *বি* অতি অল্প সময়। 'মুহূর্ত্তকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মুহূর্তকামী, মুহূর্ত্তকামী [স] *বি* অদূরদর্শী; হাতের কাছে যা আছে তাই নিয়ে তৃপ্ত যারা। 'মুহূর্ত্তকামীরা বললে তাহলে বিদায়, এক্সপেরিমেন্টের ক্ষুধা আমার রক্তে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মুহূর্তকাল [স] *বি* কিছুকাল। 'সেই ভক্তজন মুহূর্তকাল আনন্দরসে পুলকিত।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'মুহূর্তকাল অনিমেষ চেয়ে রইলে যেন সবুজ জন্ডিস জন্মায়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মুহূর্তধারা [স] *বি* মুহূর্তের প্রবাহ। 'সে-মুহূর্তধারা ক্রমে আজ হল হারা সুদূরের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মুহূর্তবিম্ব [স] *বি* মুহূর্তের ছায়া। 'দেখি মুহূর্তবিম্বে চিরন্তনেরই ছবি।' *বিষ্ণু*, ১৯৩২।

মুহূর্তমধ্যে, মুহূর্ত্তমধ্যে [স] *ক্রিবিণ* অল্প সময়ের মধ্যে। 'মুহূর্ত্তমধ্যে ... ডাক ছাড়িতে থাকে।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩।

মুহূর্তমাত্র, মুহূর্ত্তমাত্র [স] ১ *বিণ* অতি অল্প সময়ের। 'যাহার মুহূর্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* এক মুহূর্ত কাল। 'কাজেই আর মুহূর্ত্তমাত্র নষ্ট হইতে না দিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

মুহূর্তমুকুর [স] *বি* মুহূর্তরূপ আয়না। 'নিজেকে বিম্বিত দেখি যেন সেই মুহূর্তমুকুরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

মুহূর্তিক *বিণ* মুহূর্তকাল স্থায়ী। 'পৃথিবীতে এই এক মুহূর্তিক সত্য মাত্র জীবিত।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মুহূর্ত্তেকে, মুহূর্ত্তেকে [স মুহূর্ত>] *ক্রিবিণ* এক মুহূর্তের মধ্যে। 'মুহূর্ত্তেকে ইহাকে নিপাত করিবে।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুহূর্তে মুহূর্তে *ক্রিবিণ* ক্ষণে ক্ষণে; প্রতি মুহূর্তে। 'সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মুহুশ্চিত [স মুহূর্তেক] *ক্রিবিণ* ক্ষণেক মাত্র। 'মুহুশ্চিত প্রেমবতী দেখএ স্বপন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মুহ্যমান [স] ১ *বিণ* অভিভূত। 'একটি বেদনাস্তম্ভিত মুহ্যমান হৃদয় অত্যন্ত বিসদৃশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিণ* ম্লান। 'বাণীর ক্ষীণতা মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মুহ্যমানতা [স] *বি* দুঃখ বা শোকে কাতরতা। 'বিরহিণীর মতো বাড়িটার এক অপূর্ব মুহ্যমানতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

মুহ্যমানা [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখ বা শোকে কাতর। 'একত্র থাকাও মুহ্যমানা মহাশ্বেতার পক্ষে অসম্ভব।' *মানিক*, ১৯৪০।

মূক [স] ১ *বি* কথা বলতে পারে না এমন ব্যক্তি। 'মূক কবিত্ব করে যে সবের স্মরণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বাকশক্তিহীন। 'ভয়ে মূক কাঁপে বুক ...।' *ভারত*, ১৭৬০; 'ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* নিজেদের কথা বলতে পারে না এমন। 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'কনফুশিয়সের মতো আমাদেরও প্রাণ মূক করে রাখে।' *জীবন*, ১৯৪২।

মূক অভিনেত্রী [স] *বি স্ত্রী* কোনো কথা না বলে অভিনয় করে যে। 'গানের বিষয়বস্তু অনুসরণ করিয়া মূক অভিনেত্রীরা মঞ্চের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।' *জসীম*, ১৯৬১।

মূকতা [স] *বি* মৌনতা; কোনো কথা না বলে থাকা। 'এ প্রকার মূকতা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'হৃদয় ফাটে, তবু না মূকতা কাটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

মূকত্ব [স] *বি* কথা বলার অক্ষমতা; বাকশক্তিহীনতা। 'সেই মূক তোমার বাণীর উপর কি চাপা দেবে চিরমূকত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মূকভাবে [স] *ক্রিবিণ* নীরবে। 'দেখি আমার ঐ বেহারা ধৈর্যসহকারে মূকভাবে পাখা টানিয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মূকাভিনয় [স] *বি* কথা না বলে শুধু অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে করা অভিনয়। 'কবিতার মূকাভিনয় করা হয়।' *বেগম*, ১৯৭০।

মূখ্খু [স মূর্খ] *বিণ* মূর্খ। 'একটি কাশ্মীরী মূখ্খু বড় মানুষ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মূচি [আ মুজী] *বি* মুচি; চর্মকার। 'বে অরুচির রুচি, যদি পাই রূপার কুচি, তবে মূচিকেও করি শুচি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মূছা [স মুঞ্চন] *ক্রি* পরিষ্কার করা। **মূছিবার** *ক্রি* মুছতে। 'লাগিলেন্ত নয়ানের জল মূছিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

মূটে [তা মুট্টৈ] *বি* মোট বহনকারী; কুলি। 'খাতাবাটীতে মূটের সরদারি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মূড় [স মূঢ়] *বিণ* নির্বোধ। 'মূড় সাপ জলের ভিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মূড়া [স মুণ্ড] *বি* চূড়া। 'মূড়ার উপর বুড়া টঙ্গিঘর।' *সুলতান*, ১৭৫০।

মূঢ় [স] ১ *বিণ* মূর্খ। 'সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০। ২ *বিণ* নির্বোধ। 'আরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কুপিল কুবুদ্ধি পাইল সদাগর মূঢ়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* অশিক্ষিত। 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মূঢ়ংমতি [স] *বি* নির্বুদ্ধিতা। 'পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূঢ়ংমতি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মূঢ়জন [স] *বি* মূর্খ ব্যক্তি। 'অবশ্য এ ভণ্ড যোগী, কোন মূঢ়জন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মূঢ়তা [স] ১ *বি* অজ্ঞানতা। 'মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* বোকামি। 'সেখানে তাহা আশা করিতে যাওয়া মূঢ়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূঢ়তাপ্রসূত [স] *বিণ* নির্বুদ্ধিতাজাত। 'চালু করার প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং মূঢ়তাপ্রসূত।' *উমর*, ১৯৬৮।

মূঢ়ভ্রমর [স] *বি* নির্বোধ মৌমাছি। 'পুষ্পিত লতাবিতান, শকুন্তলার অধরলোভী মূঢ়ভ্রমর, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম দৃষ্টিতেই প্রণয় সঞ্চার ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

মূঢ়মতি [স] ১ *বিণ* জ্ঞানহীন। 'কোপে কল্প-কলেবর ডাকিআ বলেন হর মূঢ়মতি শুন মালাধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* বোকা। 'যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যোষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মূঢ়সম [স] *বিণ* মোহগ্রস্তের ন্যায়। 'ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল মূঢ়সম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মূঢ়া [স মূঢ়] *বিণ* মূর্খ। 'ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ পইসঈ।' *চর্যা ৬*, ১২০০; 'কুলেঁ কুল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

মূঢ়াধমজন [স] *বি* মূর্খের চেয়ে অধম ব্যক্তি। 'মূঢ়াধমজনের তেঁহো করিলা নিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মূণ্ডি [স মণ্ড>] *বি* মণ্ডা; মিঠাইবিশেষ। 'জনায়ের রসকরা মুড়কি খাকড়ার অতি অনুপম মূণ্ডি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মূতিব *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'অন্ধ্র, পুলিন্দ, সবর, মূতিব ইত্যাদি আর্য্যজাতির নাম পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মূত্র [স] *বি* প্রস্রাব। 'রক্ত ... মূত্র ... লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধি ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মূত্রপুরীষ [স] *বি* প্রাণীর ত্যাগ-করা বর্জ্য; মলমূত্র। 'মূত্রপুরীষের মধ্যে শূকরের আনন্দ।' *সবুজ*, ১৯২১।

মূদা [স মুদ্রিত>] *ক্রি* মুদা; বুজে থাকা। 'বাবুজী চক্ষু মূদিয়া দেখ, কে কাহার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মুফতি [আ] *বি* মুফতি; মুসলিম আইন ব্যাখ্যাকারী। 'অনেক দিবস পর্য্যন্ত সদরদেওয়ানি আদালতের মুফতি ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মূর [স মুণ্ড] *বি* মস্তক। 'অপন মূর অপনে হম চাঁছল দোখ দিব গএ কাহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মূরছা [স মূর্ছা>] *ক্রি* মূর্ছা যাওয়া। **মূরছি** *ক্রি* মূর্ছা গিয়ে। 'মূরছি পড়িয়া ধরি কান্দে ভূম খানে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

মূরতি [স মূর্তি] ১ *বি* প্রতিমূর্তি। 'শৃঙ্গার রসের মূরতি হন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* আকার। 'মনোহর মনোরম মোহন মূরতি।' *বাহরাম*,

১৬৫০।

মুরতিধর [স মূর্তিধর] *বিণ* মূর্তিবিশিষ্ট। 'ভীষণ মুরতিধর – রুষি হুষ্কারিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মূর্খ [স] ১ *বিণ* অজ্ঞ; নির্বোধ। 'মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম নাহি জানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* নির্বোধ ব্যক্তি। 'পণ্ডিত বলিতে পারে দুই চারি দিসে/ মূর্খ বলিতে নারে বৎসর চল্লিশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* অশিক্ষিত। 'সমস্ত মূর্খ লোক বিদ্যান্ত হইলেক।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বিণ* সরল; অনাবিল। 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব।' *জীবন*, ১৯৪২।

মূর্খতা [স] *বি* অজ্ঞতা। 'এই আমাদিগের মূর্খতা যে রাজ্য রক্ষণের নিমিত্তে আমাদিগের ধনাংশ আটক করি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মূর্খতাবন্ধন [স] *বি* অজ্ঞতারূপ বন্ধন। 'ভারতবাসীরদিগের মূর্খতাবন্ধন আরও আঁটিয়া বাঁধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মূর্খপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় অশিক্ষিত; প্রায় অজ্ঞ। 'যে ছাত্র পারে তা গ্রহণ করে নতুবা মূর্খপ্রায় থেকে যায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মূর্খা *বিণ স্ত্রী* অশিক্ষিত। 'স্ত্রী যদ্যপি মূর্খা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মূর্খামি *বি* বোকামি। 'স্থির করলেন, এ মূর্খামি দু-বার করবেন না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মূর্খোচিত [স] *বিণ* অশিক্ষিতের মতো। 'মূর্খোচিত দাম্ভিকতা সর্বজ্ঞতা অনবস্থচিত্ততা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

মূর্ছনা [স] *বি* সুরের সুমধুর কম্পন। 'এত রাগিণী এত মূর্ছনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মূর্ছা, মূর্চ্ছা [স] ১ *বিণ* অজ্ঞান। 'ততক্ষণে প্রেমে মূর্ছা হইলা নিস্পন্দ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অচেতন হওয়া। 'তুমি মূর্চ্ছাছলে বৃন্দাবনে প্রেম ক্রীড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'স্বেদ, কম্প, মূর্চ্ছা, রোমাঞ্চ, শীৎকার প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের প্রধান লক্ষণগুলি সব মানুষের শরীরে দেখা দেয়!' *প্রমথ*, ১৯১৭।

মূর্ছাপন্ন, মূর্চ্ছাপন্ন [স মূর্ছাপন্ন] *বিণ* মূর্ছাগত; মূর্ছিতের মতো অচেতন। 'কিঞ্চিত পরে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

মুর্ছিত, মুর্চ্ছিত [স মূর্ছিত] *বিণ* অচেতন। 'মুর্চ্ছিত হইয়া রাজা ছাড়এ নিশ্বাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুর্ছিতা [স মূর্ছিতা] *বিণ স্ত্রী* অচেতন। 'মুর্ছিতা হৈয়া রামা হরিলা চেতন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মুর্ছো [স মূর্ছা] *বি* মূর্ছা। 'সাধে সেদিন মুর্ছো গিয়েছিল?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মূর্ছাগত, মূর্চ্ছাগত [স] ১ *বিণ* মূর্ছিত। 'রজনী মূর্ছাগত বিদ্যুৎ-ঘাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* ঝিমিয়ে পড়েছে এমন; মূর্ছিতের মতো নিস্পন্দ। 'বৈশাখের খরতাপে মূর্চ্ছাগত গ্রাম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মূর্ছাতুর [স] ১ *বিণ* মূর্ছিতের মতো। 'অস্তমান রবি, ম্লান মূর্ছাতুর আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* জ্ঞানহারা। 'ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মূর্ছাতুরা [স] *বি স্ত্রী* মোহগ্রস্ত। 'মূর্ছাতুরার মতো সে আমার হাতটা নিয়ে ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

মূর্ছান্বিত [স] *বিণ* মূর্ছিতের মতো নিঃসাড়। 'মূর্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মূর্ছাপগম [স] *বি* জ্ঞান ফিরে পাওয়া। 'মূর্ছাপগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূর্ছাপন্ন, মূর্চ্ছাপন্ন [স] ১ *বিণ* মূর্ছিতের মতো। 'হুহু করে হেসে হেসে হল মূর্ছাপন্ন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* অচেতন। 'জমীদার মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মূর্ছাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* অজ্ঞান। 'ইংরাজীতে ইগ্নোরেন্ট বলিলে মূর্ছাপ্রাপ্ত হন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মূর্ছাপ্রায়, মূর্চ্ছাপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় অচেতন। 'মূর্চ্ছাপ্রায় – কর শুশ্রূষা ইহার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মূর্ছারোগ, মূর্চ্ছারোগ [স] *বি* হঠাৎ মূর্ছিত হওয়ার রোগবিশেষ; মৃগীরোগ। 'মহিষী কয়েক দিন পীড়িতা – মূর্চ্ছারোগের লক্ষণ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মূর্ছাহত [স] *বিণ* বিহ্বল। 'মূর্ছাহত হৃদয়ের 'পরে চিরাগত প্রেয়সীর প্রায় আয়, নিদ্রা আয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মূর্ছিত, মূর্চ্ছিত [স] ১ *বিণ* সংজ্ঞাহীন। 'মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মূর্ছিত নরসিংহদেবকে দেখিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। ২ *ক্রিবিণ* অচেতনভাবে। 'শূন্য দেখি নিজ ধাম মূর্চ্ছিত পড়িল মহিতলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* আচ্ছন্ন। 'দুই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরূপ শূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মূর্চ্ছিত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বিণ* সাড়াহীন। 'মূর্ছিত স্টেশন থেকে ফুটপাথে চাইনে কারো এই যে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

মূর্ছিতপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় অচেতন। 'অশিক্ষিত ধাইয়ের উপর নির্ভর করে প্রসব বেদনায় মূর্ছিতপ্রায়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মূর্ছিতা, মূর্চ্ছিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অচেতন। 'ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিতা হইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্ছিতা হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মূর্ছানো *ক্রি* মূর্ছা যাওয়া। 'মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মূর্চ্ছিন্ন [স মূর্ছা>] *বিণ* মূর্ছিতের ন্যায় নিঃসাড়। 'এই খবরে দাউদ মূর্চ্ছিন্ন হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

মূর্ত [স] *বিণ* সাকার। 'ভাষায় মূর্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মূর্ত-বিজ্ঞান [স] *বি* প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান। 'কি মূর্ত-বিজ্ঞান, কি অমূর্ত-বিজ্ঞান ... আত্মসাৎ করতে পারেনি।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মূর্তমান [স] *বিণ* বাস্তবায়িত। 'পরিকল্পনাটির মূর্তমান করার মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী তাঁরই শ্রীহস্তে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মূর্তি, মূর্ত্তি [স] ১ *বি* অবয়ব। 'দেখিয়া প্রভুর মূর্তি চিন্তিত অন্তরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রতিমা। 'নিজ মূর্তি শিলা সব করি নিজ কোলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* অবস্থান। 'তাহার মূর্তির সন্ধান লইয়া তদুপলক্ষে মিয়া টিপুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৪ *বি* রূপ। 'বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মুর্তি, মুর্ত্তি [স মূর্তি] *বি* অবয়ব; আকৃতি। 'যুদ্ধ স্থানে গিয়া কৃষ্ণ অদ্ভুত মুর্ত্তি কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মূর্তিমন্ত, মূর্ত্তিমন্ত [স মূর্তিমন্ত] *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'মূর্ত্তিমন্ত দেখে ব্রহ্মা পারিসদগণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মূর্তিমান, মূর্ত্তিমান [স মূর্তিমান] ১ *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'মূর্ত্তিমান পর্ব্বত দেখিল সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* প্রধান। 'বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য।' *হুতোম*, ১৮৬২।

মূর্তিকর [স] *বি* প্রস্তরাদি থেকে মূর্তি তৈরি করে যে; ভাস্কর। 'গ্রীস দেশের কোন্ মূর্তিকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মূর্তিকার [স] *বি* মূর্তি গড়ে যে। 'মূর্তিকার দেখলে এরূপ উপমা দিলে তার গড়া মূর্তি পাথর চাপা পড়ে মারা যায়।' *অবন*, ১৯২৫।

মূর্তিত [স] *বিণ* মূর্তি রূপ ধারণ করেছে এমন। 'যারে নিয়ে এল সে-যে ব্যথায় মূর্তিত মোর প্রিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মূর্তিধর, মূর্ত্তিধর [স] *বিণ* শরীরধারক। 'শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মূর্তিধ্যান [স] *বি* আকৃতি কল্পনা। 'তাঁর আস্তানায় মানত, তাঁর মূর্তিধ্যান, জীবিত ও মৃত পীরের নিকটে ইচ্ছাপূরণের প্রার্থনা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

মূর্তিপূজা [স] ১ *বি* মূর্তিকে পূজা করা। 'এককালে ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি* কারো ছবি টানিয়ে তার কথা ভাবা। 'লাবণ্য জানতেই পারেনি ... অগোচরে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মূর্তিবৎ [স] *বিণ* প্রতিমারূপ। 'আমি জানিতাম, ইহারা এক একটা মূর্তিবৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মূর্তিভেদ [স] *বি* পৃথক মূর্তি। 'স্থানে স্থানে মূর্তিভেদে মহিমা বিস্তার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মূর্তিমতী, মূর্ত্তিমতী [স] ১ *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'তুমি সে কেবল মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* প্রধান। 'অদ্যকার সভার অসারতা স্বীকার করিবার দুইটি মূর্তিমতী বাধা বর্ত্তমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* দৃশ্যমান। 'সে যেন মূর্তিমতী পূর্ণিমা।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মূর্তিমন্ত, মূর্ত্তিমন্ত [স] ১ *বিণ* সমতুল্য; সাক্ষাৎ। 'দুই মহাবীর যেন মূর্তিমন্ত যম।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* যথাযথ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'এককালে মূর্ত্তিমন্ত ছয় ঋতু যথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বি* পারদর্শী। 'পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মূর্ত্তিমন্ত।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বিণ* চূড়ান্ত। 'বেশ্যাভবনে অগম্য গমনে অপের পানে মূর্ত্তিমন্ত এক অধর্ম্ম।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৫ *বিণ* দেহধারী। 'মূর্ত্তিমন্ত মরণ!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মূর্তিমান [স] ১ *বিণ* সাকার। 'মূর্ত্তিমান হৈলা দেবী ফাটিয়া পাষাণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* বর্তমান। 'বয়স নয় সাল তার শিশু মূর্তিমান।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* স্পষ্ট। 'যখনি তাহাদিগকে ভালোরূপে মূর্তিমান করিয়া প্রকাশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বিণ* দৃশ্যমান। 'মূর্তিমান করিয়া তুলিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূর্তিমান করা *ক্রি* প্রকাশ করা। 'তাবার দ্বারা বারম্বার স্থায়ীভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মূর্তিশিল্প [স] *বি* ভাস্কর শিল্প; প্রতিমার নির্মাণকলা। 'আমাদের এক শ্রেণীর মূর্তিশিল্প অনেকটা এই শক্ত করে বাঁধা পাথর।' *অবন*, ১৯২৫; 'মানুষের মূর্তি-শিল্প যেখানে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা পেয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

মূর্তিশিল্পী [স] *বি* মূর্তি রচনা করে যে। 'জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মূর্তিহীন [স] *বিণ* নিরাকার। 'হারানো সে চিহ্নহীন যুগগুলি, মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলনে তুলি, হানিছে তরঙ্গ তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মূর্ধন্য [স] *বিণ* দন্তমূলের পিছনে উত্তল অংশের মাথা বা মূর্ধা থেকে উৎপন্ন। *ডানকান*, ১৭৮৪।

মূর্ধা, মূর্দ্ধা [স] *বি* দন্তমূলের পিছনে উত্তল অংশের মাথা। 'হরিবংশে আছে ... জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মূর্দ্ধা হইতে অথর্ব্বের সৃজন হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মূল[১] [স] ১ *বিণ* আদি। 'মূল গণ্ডলি বাপ সংঘারা।' *চর্যা* ২০, ১২০০। ২ *বি* মূলধন; পুঁজি। 'পাইলেঁ মূল আকারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* গোড়া। 'কংসনদীর কূলে তমালতরুর মূলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* সর্বস্ব। 'বিনাশ করিলে মোর মূল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* উৎস। 'এই মতের মূল জলশরাব নামে বেদভাগে আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৬ *বি* সারাংশ। 'আমার যে আবশ্যক কথা তাহার মূল আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৭ *বি* ভিত্তি। 'আপনি কেটেছে আপনার মূল, না জানে সাঁতার, নাহি পায় কূল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মূলকাঠি *বি* মূল চাবিকাঠি। 'এবার ত ক্ষমতার মূলকাঠি হাতে পেয়েছে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

মূলগত [স] ১ *বিণ* মূলের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* মৌলিক। 'আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মূলগামী [স] *বিণ* মূলানুগ। 'জীবনযাত্রাসম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল এবং মূলগামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মূল-গায়েন *বি* প্রধান গায়ক। 'আসরের মূল-গায়েন করবেন, এ দুরাশা সেকালে আমার মনে স্থান পায়নি।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'মাঝে মাঝে মূলগায়েনের দোয়ারকি করার মতো ... টিপ্পনী কাটছিল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মূলঘেঁষা *বিণ* মূল রচনার সাথে মিলে যায় এমন। 'স্থানে স্থানে মূলঘেঁষা অনুবাদ যেমন আছে।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

মূলচ্ছেদন [স] *বি* সম্পূর্ণ বিনাশ। 'আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূলচ্ছেদনের কাজে লাগাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মূলজ্ঞান [স] *বি* মৌলিক ধারণা। 'বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতিরিক্ত হলেও ঐ মূলজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মূলতত্ত্ব [স] *বি* মৌলিক তত্ত্ব। 'ঘরে বসিয়া অনেক মূলতত্ত্ব পড়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মূলতম [স] *বিণ* সূক্ষ্মতম। 'বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মূলদ্বার [স] *বি* প্রধান প্রবেশপথ। 'মূলদ্বারে আকর্ষিয়া/ কেনে পিয়ে বুঝিতে না পারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মূলধারা [স] *বি* মূলপ্রবাহ। 'নারীর জীবনের মূলধারা চলেছে এক প্রশস্ত পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মূলনীতি [স] *বি* প্রধান আদর্শ। 'ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ন হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'মূল নীতিটাকেই নস্যাৎ করিতে চাহিতেছেন।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

মূলপত্তন [স] *বি* প্রধান ভিত। 'ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূলপত্তন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূলপ্রবাহ [স] *বি* প্রধান ধারা। 'নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশনতন্ত্রের দিকে ... যাইতে না দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মূলপ্রস্তর [স] *বি* ভিত্তিপ্রস্তর। 'এক মহম্মদী মাদরাসা অর্থাৎ পাঠশালার মূলপ্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মূলবদ্ধ [স] *বি* দৃঢ়মূল। 'এতদ্রূপ ব্যবহার দেশের মধ্যে ঈদৃশ মূলবদ্ধ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মূলবাঞ্ছা *বি* আসল বাসনা। 'মূলবাঞ্ছা ফণী কৃতি পিলএ সহিতে মৃতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মূলভাব [স] *বি* সারবস্তু। 'দ্বন্দ্ববিরোধ ও প্রয়াসই টেম্পেস্টের মূলভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মূলমন্ত্র [স] **১** *বি* মৌলিক আদর্শ। 'এই মিলনের মূলমন্ত্র আনন্দেরই মন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'ইসলামেরই মূলমন্ত্র আত্মসাৎ করিয়া সবার উপরে মানুষ সত্য।' *হাই*, ১৯৫৪। **২** *বি* মূলনীতি। 'আজহার এই মূলমন্ত্রটি সহজে বিস্মৃত হইত না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মূলশক্তি [স] *বি* প্রধানশক্তি। 'আমাদের জাতির মূলশক্তি উদ্বোধিত হয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

মূলশাখা [স] *বি* প্রধান শাখা। 'মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মূলতত্ত্ব [স] *ক্রিবিণ* ভিতসহ। 'পশ্চিমী সভ্যতার ঝড় নাকি আমাদের মূলতত্ত্ব উপরে টেনে তুলেছে।' *হাসান*, ১৯৬৩।

মূলসংস্থাপক [স] *বি* প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। 'বঙ্গভাষার মূলসংস্থাপক একপ্রকার তাঁহাকে বলা যায় যেহেতুক তিনি বঙ্গভাষার এক ব্যাকরণ সৃষ্টি করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মূলসুর [স] *বি* প্রধান সুর। 'সমগ্র বিশ্বের যেটি মূলসুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মূলসূত্র [স] **১** *বি* প্রধান বিধি। 'তদীয় ধর্মের মূলসূত্র এই, সকল মানুষই ঈশ্বর-সৃষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* প্রধান উৎস। 'জাতিগত জীবনের মূলসূত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূলস্পর্শী [স] *বিণ* মূলকে স্পর্শ করে এমন। 'তাহা মূলস্পর্শী না হইলেও চলে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

মূলহারা *বিণ* মূল গাছ থেকে ছিন্ন বা ঝরা। 'মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

মূলানুগামিতা [স] *বি* মূলের অনুসরণ। 'কোথায়ও মূলানুগামিতা আবার কোথায়ও স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

মূলাশ্রয় [স] *বি* প্রধান আশ্রয়। 'নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয় সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মূলাশ্রয়ী [স] *বিণ* মূলকে ভিত্তি করে রচিত। 'ভ্রান্তি বিলাসের কাহিনী মূলাশ্রয়ী।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

মূলোচ্ছেদ [স] *বি* সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। 'এই সকল ঘটনার মূলোচ্ছেদ করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'বিদ্যার মূলোচ্ছেদ করিতে পারি, কিন্তু সরস্বতীর কিছুই করিতে পারি না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মূলোচ্ছেদন [স] *বি* মূল উৎপাটন। 'এই প্রকারে রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদন করা হয়।' *এসলাম*, ১৯১৬।

মূলোৎপাটন [স] *বি* সমূলে বিনাশ। 'তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চন্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১; 'গোড়াতেই আমার মূলোৎপাটন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মূল[২] [স মূল্য] **১** *বি* মূল্য। 'আমার ব্যজনীখানি লক্ষ টাকা মূল।' *কেতকা*, ১৬৫০। **২** *বিণ* মূল্যবান। 'সৃজিলেক ছিপি মুতি রত্ন বহুমূল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মূল[৩] [স মূলক] *বি* কন্দজাতীয় সবজি। 'কত শস্য কত মূল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মূলক [স] *বি* মুলা। 'মূলক মূলক বটে অমূলক নয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মূলতান *বি* একটি রাগিণীর নাম। 'দূরে লাগে মূলতানে তান,/ পড়ে আসে বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

মূলতানী *বি* মূলতান দেশের অধিবাসী। 'লাহোরী মূলতানী হিন্দি কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মূলধন [স] *বি* পুঁজি। 'ইংলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্য্যতা হেতু যে ধনাঢ্যতা ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

মূলধনহীন [স] *বিণ* পুঁজিহীন। 'মূলধনহীন কোন ব্যবসা আরম্ভ করা যায় কিনা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মূলধনাধিকারী [স] *বিণ* পুঁজি বিনিয়োগকারী। 'শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী, এবং কর্ম্মনিপুণদিগের মধ্যে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মূলধনী *বিণ* পুঁজি আছে এমন। 'মালের রাশিকে দেশ বিদেশে কাটাতে হলে চাই বড় মূলধনী ব্যবসায়ী।' *সবুজ*, ১৯২০।

মূলা[১] [স মূলক] *বি* মুলা; মাটির নীচে জন্মে এমন এক রকমের সবজি। 'মৈমাস্যা যেন মূলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মূলা[২] [স মুণ্ড] *বি* মাথা। 'দুহাথে আঁচড়ে মাটি দশনের পরিপাটি মকরের মূলার সমান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মূলা[৩] [স] *বি* ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী নক্ষত্রবিশেষের নাম। 'ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা/ খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মূলা[৪] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রবিদাস মূলা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

মূলাই *বি* হিন্দু লৌকিক ব্রতবিশেষ। 'কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ব্রত – ... শীতলা, বুড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মূলাই।' *অবন*, ১৯১৯।

মূলাকাত [আ] *বি* সাক্ষাৎ। 'আমার সেই ভূতপূর্ব বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেই পুরোনো দারোয়ানের সাথে মূলাকাত।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মূলাধার [স] **১** *বি* আসল হোতা। 'তাঁহারাই কুরীতির মূলাধার।' *সুধাকর*, ১৮৩১। **২** *বি* উৎস। 'সূর্য্য যিনি সকলের মূলাধার।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৩** *বি* প্রধান আশ্রয়। 'তুমি এ সম্বন্ধের মূলাধার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **৪** *বি* শরীরস্থ কল্পিত কেন্দ্র। 'মূলাধারের মূল সেহি নূর নূরের ভেদ অকূল সমুদ্দুর।' *লালন*, ১৮৯০।

মূলীভূত [স] **১** *বিণ* ভিত্তিস্বরূপ। 'এক চিকিৎসালয় হইয়াছে তাহার মূলীভূত ইনি ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বিণ* প্রধান। 'পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৩** *বি* মূল কারণ। 'বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর-বিশেষই শ্রেণীভেদের মূলীভূত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মূলো [স মূলক] *বি* মুলা নামের সবজি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'মূলে তার মূল নাই নাম ধরে মূলো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মূল্য [স] **১** *বি* দাম। 'মূল্য দিআ পণ দশ জিয়ন্ত কিনিল ঝষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* মান। 'যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে সেকি ভুলে পেয়ে

কাঁচ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ *বিণ* দামি। 'বক্রি যে কিছু ধন গৌড়ে ছিল বেশ মূল্য প্রস্তর।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* বেতন। 'চাপরাসের মূল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৫ *বি* গ্রহণযোগ্যতা; গুরুত্ব। 'আমি যতই ভদ্রলোক এবং সম্ভ্রান্ত লোক হই-না কেন, ওদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মূল্যতালিকা [স] *বি* দামের তালিকা। 'মূল্যতালিকার সমান আদর প্রাপ্ত হয়।' *ফজলল*, ১৯১৩।

মূল্যদান [স] *বি* বিক্রয়মূল্য। 'এক বারে অত্যন্ত অধিক মূল্যদান প্রস্তাব করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মূল্যনিয়ন্ত্রণ [স] *বি* জিনিসপত্রের দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা। 'নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহের প্রকৃত মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহের প্রতিশ্রুতি।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মূল্য-নিরূপয়িতা [স] *বি* মূল্য নির্ধারণকারী। 'সেই ফলের পরিচয় এই নূতন মূল্য-নিরূপয়িতাদের অনুকূলে নয়।' *ওদুদ*, ১৯৪৯।

মূল্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* অন্যে মূল্য দেয় এমন। 'গায়ের রঙের জন্য সে একটু মূল্যবতী।' *মানিক*, ১৯৪০।

মূল্যবান [স] ১ *বিণ* দামি। 'কানস্তান্সিয়া নামক মদ্য অতি মূল্যবান।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ২ *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস ভাদুড়ির দয়া অনেক মূল্যবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মূল্যবৃদ্ধি *বি* মূল্যের বৃদ্ধি। '... ধান-চাউলের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি শুরু হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

মূল্যভেদ [স] ১ *বি* মর্যাদার পার্থক্য। 'মূল্যভেদ শুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি* তাৎপর্যের তারতম্য। 'প্রয়োগভেদে বুদ্ধির মূল্যভেদ হয়ে থাকে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মূল্য-মর্যাদা, মূল্য-মর্য্যাদা [স] *বি* মানসম্মান। 'তাহার মূল্য-মর্য্যাদা কিছুই থাকিবে না।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

মূল্যমান [স] *বি* মূল্যের ওঠা-নামা। 'নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও খাদ্যশস্যের মূল্যমানের গতি লক্ষ্য করা।' *আজাদ*, ১৯৬২।

মূল্য হাঁকা *ক্রি* দাম চাওয়া। 'অধিক মূল্য হাঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূল্যহারা *বিণ* মূল্য হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'এই মূল্যহারা মম শুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মূল্যহীন [স] ১ *বিণ* অকার্যকর। 'এরূপ মূল্যহীন শিক্ষাপদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে হইবে।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪। ২ *বিণ* অর্থমূল্যে কেনা যায় না এমন। 'ভরা থাক্ একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু – দুর্লভ, মূল্যহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মূল্যহীনতা [স] *বি* হেয়তা। 'ব্যর্থতা মূল্যহীনতা সম্বন্ধে আমার যেন অকস্মাৎ নতুন জ্ঞান হল।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

মূল্যহ্রাস [স] *বি* দাম কমানো। 'মূল্যহ্রাস সর্বত্র সর্বথা আবশ্যিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

মূল্যাধিক্য [স] *বি* অধিক মূল্য। 'তাহার মূল্যাধিক্যে যদি মনোযোগাধিক্য করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

মূল্যাবধারণ [স] *বি* মূল্যায়ন। 'একতার মূল্যাবধারণ করিয়া ... সভ্যজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মূল্যবোধ [স] ১ *বি* নীতিনিষ্ঠ মনোভাব। 'মানুষের জানমালের প্রতি মূল্যবোধ।' *আজাদ*, ১৯৪৬। ২ *বি* নৈতিকতাবোধ। 'মূল্যবোধ নামক বৃক্ষের প্রাচীন শিকড় যায় ছিঁড়ে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

মূল্যবোধসম্পন্ন [স] *বিণ* মূল্যবোধ আছে এমন। 'সূক্ষ্মকে বা[illegible] দেওয়া মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের মনঃপূত নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মূল্যবোধস্নিগ্ধ [স] *বিণ* উন্নত মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। 'যুক্তিবিচারদৃ[illegible] মূল্যবোধ ও মূল্যবোধস্নিগ্ধ যুক্তিবিচার – প্রতি সভ্যতায়ই এই দু[illegible] বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মূল্যবোধহীন [স] *বিণ* নৈতিকতাবর্জিত। 'মূল্যবোধহীন সমাজ[illegible] চেতনাবাদীদের রচনার চেয়ে যে তা বেশী মূল্যবান তাতে কোনে[illegible] সন্দেহই নেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মূল্যায়ন [স] *বি* গুরুত্ব প্রদান। 'মূল্যায়নে পাবো সুখ দেখবো নেড়েচে[illegible] ...।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মূষক [স] *বি* ইঁদুর। 'মূষক উড়িতে নারে একমনে স্তব করে।' *রূপরাম* ১৭৫০।

মূষল [স মুষল] *বি* গদা; প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ। 'কেহ বা দেখিল হল-মূষ[illegible] প্রত্যক্ষ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মূষিক [স] *বি* ইঁদুর। 'বুঝি মূষিকের গাতে রহিছে ছাপাই।' *সুলতান* ১৭০০।

মূষিকবাহন [স] *বি* ইঁদুর বাহন যার। 'মহেশজ মহামূ[illegible] মূষিকবাহন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মূষিকশাবক [স] *বি* ইঁদুর-ছানা। 'মৃত মূষিকশাবক প্রেরিত হয়েছে *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মূষিকা [স] *বি স্ত্রী* ইঁদুর। 'বর্জ্জি জেন ধরএ মূষিকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০

মুহ [স মুখ] *বি* মুখ। 'জইও জকর মূহ পেচ সন দৃসএ চাহএ আন *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মৃগ [স] ১ *বি* পশু। 'সুণে মৃগকুল বসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* হরিণ 'কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার/ নহ ফনিরাজ উরে মনিহার।' *বিদ্যাপতি* ১৪৬০।

মৃগচন্দন [স] *বি* হরিণের কস্তুরী। 'বুকের উপর মৃগচন্দন লেপিত[illegible] তার মনোমুগ্ধকর গন্ধে বুকের শোভা আপনি বাড়িয়া উঠে।' *হা*[illegible] ১৯৫৪।

মৃগচর্ম, মৃগচর্ম্ম [স] *বি* হরিণের চামড়া। 'সাহেব বাড়ী থেকে[illegible] মৃগচর্ম্মের জুতা ক'রে নাও না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'মৃগচর্মের উপ[illegible] বসিয়া পাঠ করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মৃগচর্মাম্বর, মৃগচর্ম্মাম্বর [স] *বি* হরিণের চামড়ার পোশাক। 'ব্রহ্মান[illegible] পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৃগতৃষ্ণা [স] *বি* মরীচিকা। 'মৃগতৃষ্ণা সমতৃষ্ণা প্রতি জনে জনে *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মৃগতৃষ্ণিকা [স] *বি* মরীচিকা। 'টাকা রোজগারের মৃগতৃষ্ণিকায় লু[illegible] জীবননদীর স্তব্ধ, সহজ সাবলীল ধারা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মৃগনয়না [স] *বি স্ত্রী* হরিণের মতো সুন্দর চোখ যার। 'অন্তরে[illegible] মৃগনয়না সতত মননে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মৃগনাভি, মৃগনাভী [স] *বি* কস্তুরী। 'মদিরা মৃগনাভি বের[illegible] শুক্তফল।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'মৃগনাভি জায়ফল অগুরা প্রভৃতি গন্ধ দ্র[illegible] এই স্থান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মৃগপতি [স] *বি* সিংহ। 'বুদ্ধিতে সমর্থ হও যেন মৃগপতি।' *আলাও*[illegible] ১৬৮০।

মৃগপিপাসা [স] *বি* হরিণের ন্যায় পিপাসা। 'এই মৃগপিপাসায় তবু[illegible]

মানুষই হতে চায়।' *জীবন*, ১৯৪০।

মৃগফাঁদ [স মৃগ+ফা ফন্দ] *বি* পশু ধরার ফাঁদ। 'তোমার বদনচাঁন্দ মোর মন-মৃগফাঁদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃগবর [স] *বি* হরিণশ্রেষ্ঠ। 'নিজশৃঙ্গে মৃগবর করিয়াছে ছায়া।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মৃগমদ [স] *বি* কস্তুরী। 'মৃগমদ পরে কেহো কপালে সিন্দুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৃগমদসার [স] *বি* কস্তুরীর নির্যাস। 'কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার। নহ ফনিরাজ উরে মনিহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মৃগয়া [স] *বি* শিকার। 'কদাচীত রথে চড়ি না জাইয় মৃগয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মৃগয়াবেশ [স] *বি* শিকারের পোশাক। 'মৃগয়াবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মৃগয়াবেশী [স] *বিণ* শিকারের পোশাকধারী। 'ঐ মৃগয়াবেশী যে কে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

মৃগয়ালব্ধ [স] *বিণ* শিকার থেকে প্রাপ্ত। 'মৃগয়ালব্ধ মাংস।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মৃগয়াসক্ত [স] *বিণ* শিকারে আসক্ত। 'মহারাজ একে ত মৃগয়াসক্ত।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মৃগয়াস্থান [স] *বি* যেখানে বন্য পশুপাখি শিকার করা হয়। 'এই বিপুলা পৃথিবী কামস্বরূপ কিরাতের মৃগয়াস্থান।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মৃগয়ী *বি স্ত্রী* হরিণ। 'মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

মৃগরাজ [স] *বি* সিংহ। 'তার অতি খিন মাঝ জেন দেখি মৃগরাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃগশিশু [স] *বি* হরিণের বাচ্চা। 'ব্যাঘ্রের মুখ হইতে মৃগশিশু ... যেমন সভয়চিত্তে পলায়ন করে।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

মৃগাক্ষ [স] *বিণ* হরিণনয়না। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মৃগাক্ষি, মৃগাক্ষী [স] **১** *বি* হরিণের মতো সুন্দর চোখ যার। 'অয়ি মৃগাক্ষি, তুমি একটি গান কর।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। **২** *বিণ* হরিণের মতো সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'পুলোম-দুহিতা-মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৩** *বি* হরিণের চোখের মতো সুন্দর চোখ। 'কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে হলি, ঝলে অশ্রুধারা।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মৃগাঞ্জন [স] *বি* হরিণের চোখ। 'নয়ানে ভুরুর টান জিনি ধনুর্গুণ বাণ মৃগাঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন।' *সুলতান*, ১৬৫০।

মৃগান্তক [স] *বিণ* পশুবধকারী। 'খগান্তক মৃগান্তক দুই ভাই যমান্তক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃগী [স] **১** *বি স্ত্রী* হরিণ। 'গোর শরীর মৃগী সম দুগ্নি আখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি স্ত্রী* পশু। 'অরণ্যে সামাইল মৃগী আনিবেক কেনে।' *সুলতান*, ১৬৫০।

মৃগশিরা [স] *বি* একটি নক্ষত্রের নাম। 'শুভযোগ মৃগশিরা মেরুশৃঙ্গে জেন হিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বলা যেত ওই বৃষ – ওই মৃগশিরা।' *জীবন*, ১৯৩০।

মৃগাঙ্ক [স] *বি* চাঁদ। 'মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মৃগাঙ্কমুখী [স] *বি* চন্দ্রমুখী। 'লিখনে এতেক লিখি কানড়া মৃগাঙ্কমুখী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মৃগী[1] *দ্র* মৃগ

মৃগী[2] [স] *বি* রোগবিশেষ। **মৃগীরোগ** [স] *বি* মূর্ছারোগ; যে রোগ হলে রোগী হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে অচেতন হয়ে পড়ে। 'তাঁহার অপস্মার রোগ অর্থাৎ মৃগী রোগ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'তার আবার মৃগীরোগ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মৃগেন্দ্র [স] *বি* পশুদের রাজা; সিংহ। 'মৃগেন্দ্র চলিল যেন গজেন্দ্র বধিতে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মৃগেল *বি* এক ধরনের মাছ। 'কাতলা মৃগেল আদি বড় মাছ যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মৃগাল *বি* মাছবিশেষ। 'চীতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মৃণাল [স] **১** *বি* পদ্মের নাল বা ডাঁটা। 'বাহু মৃণাল কমল করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* (তন্ত্র) ধারক। 'ষট চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৩** *বি* পদ্মফুল। 'শশীর উদয় মৃণাল না রয় মোর মনে রহিল শল্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃণালকাঁটা *বি* পদ্মফুলের কাঁটা। 'পাতা ঝরার দিকে চেয়ে অগণ্য দিন – কীটে মৃণালকাঁটায় অনিকেত।' *জীবন*, ১৯৪০।

মৃণালবলয় [স] *বি* পদ্ম-ডাঁটার তৈরি বালা। 'শকুন্তলার হাতে রাজার মৃণালবলয় পরিয়ে দেওয়া ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

মৃণালভুজ [স] *বি* পদ্মের ডাঁটার মতো সুন্দর বাহু। 'মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি চন্দ্রাননা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মৃৎ [স] *বি* মাটি। **মৃৎপাত্র** [স] *বি* মাটির তৈরি পাত্র। 'দ্বাদশ মৃৎ পাত্র ভরি অমৃত সমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৃৎকলস [স] *বি* মাটির তৈরি কলস। 'মৃৎকলসের উপর তদীয় শিরোভূষণ স্বরূপ পিত্তল-ঘটি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মৃৎ-কাফন [স মৃত্+আ কাফন] *বি* মাটিরূপ কাফন। 'জানি জানি ঐ রণাঙ্গন হবে যবে মোর মৃৎ-কাফন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মৃৎকুটির [স] *বি* মাটির তৈরি ঘর। 'নদীর নিকট একটি ক্ষুদ্র মৃৎকুটির।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

মৃৎকুণ্ডিকা [স] *বি* মাটির পাত্রবিশেষ। 'সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৃৎকুম্ভ [স] *বি* মাটির কলস। 'আমাদের গৌড়ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মৃৎপট [স] *বি* মাটির চিত্রপট। 'মদির চিত্র মৃৎপটে লিখে নিয়ে যাও।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

মৃৎপাত্রনির্মাতা [স] *বি* মাটির পাত্র প্রস্তুতকারক। 'তাম্র যুগের মৃৎপাত্রনির্মাতা অথবা অজন্তার গুহাশিল্পের শিল্পীবৃন্দ ... আজও আমাদের বিস্ময়।' *শিব*, ১৯৫৬।

মৃৎ-পাত্র-সুধা [স] *বি* মাটির পাত্রের মধু। 'না ফুরাতে ধরণীর মৃৎ-পাত্র-সুধা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মৃৎপিণ্ড [স] *বি* মাটির ঢেলা। 'মৃৎপিণ্ড বা ইষ্টক খণ্ড ক্ষেপণ করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে ত্রুটি করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মৃৎপুত্তল [স] *বি* মাটির পুতুল। 'সুতরাং, স্ত্রী তাঁহার নিকট মৃৎপুত্তল।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

মৃৎপ্রদীপ [স] *বি* মাটির প্রদীপ। 'আমাদের এই ভালোবাসা মৃৎপ্রদীপের আলো?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'মৃৎ-প্রদীপ জ্বালি আমি দেউলে তার।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মৃৎপ্রস্তর [স] *বি* মাটিরূপ পাথর। 'বাহিরে মৃৎপ্রস্তরাদি অসংখ্য দ্রব্য ... বিস্তৃত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মৃৎশয্যা [স] *বি* মাটির শয্যা। 'ভ্রমর একাকিনী মৃৎশয্যায় শয়ন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মৃৎশিল্প [স] *বি* মাটির তৈরি নকশাযুক্ত পণ্য। 'নিজস্ব সেলাই ও মৃৎশিল্পের স্টলও ছিল।' *বেগম*, ১৯৬০।

মৃৎ-সমাধি [স] *বি* মাটিতে পুঁতে রাখা। 'ইহাকেই মৃৎ-সমাধি ও জল-সমাধি বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মৃত [স] **১** *বিণ* প্রাণহীন। 'পৃস্নিরূপা দেবি তুমি মৃত প্রজাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* প্রয়াত। 'মৃত সর ডেবিড অক্তোরলিন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **৩** *বিণ* বিস্মৃত। 'জগতের মৃত গানগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বিণ* নির্জীব। 'উদ্দাম শৃঙ্গারযুদ্ধে গণিকারা অনুজ্জ্বল, মৃত।' *শক্তি*, ১৯৬১। **৫** *বিণ* অকেজো। 'মৃত দর্শন হাতড়ে মরেছি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

মৃতক [স] *বি* মৃতদেহ। 'মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৃতকল্প [স] *বিণ* মরে যাচ্ছে এমন। 'ভয়ে মৃতকল্প।' *শরৎ*, ১৯১৬।

মৃতকল্পা [স] *বিণ স্ত্রী* মরণাপন্ন। 'তাহার মৃতকল্পা জননীর পার্শ্বদেশে রাখিয়া দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মৃতকায় [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'মৃতকায় হএ গায় ঠেকিলেন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মৃতজন [স] *বি* মৃত যে জন। 'মৃতজনে দেহো প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মৃততেজা [স] *বিণ* দুর্বল। 'যখন পৃথিবী কাঁপে মৃততেজা মুঠোতে আমার।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মৃতদার [স] *বিণ* বিপত্নীক। 'ইতস্তত তারাগুলো চেয়ে থাকে মৃতদার সারসের মতন একাকী।' *জীবন*, ১৯৩০।

মৃতদেহ [স] *বি* নিষ্প্রাণ দেহ। 'মৃতদেহ ধরে ধর্ম পচা গন্ধ গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মৃতপিতৃক [স] *বিণ* পিতার মৃত্যু হয়েছে এমন। 'তাঁহাকে মৃতপিতৃক শিশুজনের যাবদীয় বিষয়, মান, জাতি সম্ভ্রম, আচার ব্যবহার, বিদ্যাশিক্ষা, প্রভৃতি তাবদ্বিষয়ের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মৃতপুত্রা [স] *বিণ স্ত্রী* পুত্র মারা গেছে এমন। 'জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মৃতপ্রজা [স] *বিণ স্ত্রী* সন্তান বাঁচে না এমন। 'যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করুক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মৃতপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'তার রচনা ধূসর অনুর্বরতার চোরবালিতে মৃতপ্রাণ হতে বাধ্য।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

মৃতপ্রায় [স] **১** *বিণ* মারা যাচ্ছে এমন। 'মরমেতে মৃতপ্রায় হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে এমন। 'মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যত্ন করিতে অভিলাষ করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মৃতবৎ [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'মৃতবৎ কায়া যেন লভিল জীবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মৃতবৎস [স] *বিণ* মৃত সন্তান প্রসব করে এমন। 'মৃতবৎস রোগ সন্তানগণের দুর্ব্বলতা ও অল্পায়ুর প্রধান কারণ।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

মৃতবৎসা [স] **১** *বি* যে নারীর সন্তান বাঁচে না। 'তাহাকে মৃতবৎসা বলিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বিণ স্ত্রী* নিষ্ফলা। 'কেননা এ মৃতবৎসা দেশে আগুনের ফুলকিগুলি শ্মশানের বাহবা বাড়ায়।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৭২।

মৃতবাদ্য [স] *বি* শোকের বাজনা। 'নেপথ্যে মৃতবাদ্য।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

মৃতভর্তৃকা [স] *বিণ* বিধবা। 'মৃতভর্তৃকা নারী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মৃতভার্য্যা [স] *বিণ* বিপত্নীক। 'মৃতভার্য্যা পুরুষ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মৃতভাষা [স] *বি* অপ্রচলিত ভাষা। 'সংস্কৃত মৃতভাষা।' *প্রমথ*, ১৯০২; 'মৃতভাষার প্রভাব ও প্রভুত্ব যে কতটা দুরপনেয়, তারই প্রমাণস্বরূপ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

মৃতশরীর [স] *বি* মৃতদেহ। 'গর্দ্দভশরীর মৃতশরীরের ন্যায় রাত্রিতে পড়িয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মৃতশোচি [স মৃতশোকী] *বি* মৃত্যুর শোক। 'মৃতশোচি সহিতে তোহ্মার প্রেম-তাপে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মৃতসঞ্জীবন [স] *বিণ* মৃতকে পুনরায় জীবনদান করে এমন। 'সুশীলা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জানেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মৃতসঞ্জীবনী [স] *বি* মৃতকে পুনরায় জীবনদান করে যা। 'মৃতসঞ্জীবনী আদি আন দিব্য মহৌষধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃতসঞ্জীবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* মৃত থেকে পুনর্জীবিত হয়েছে এমন। 'মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মৃতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* মৃত্যু হয়েছে এমন। 'সে মৃতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি স্ত্রী* মারা গিয়েছে যে। 'কোনো মৃতার প্রতি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৪।

মৃতারণ্য [স] *বি* ধ্বংস হয়ে গেছে যে বন। 'ঝড় উঠেছিল যাতে মৃতারণ্যে, নির্জিত কান্তারে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মৃতাশৌচ [স] *বি* মৃত্যুর পর যে অশৌচ পালন করা হয়। 'তাঁর শ্রাদ্ধ, মৃতাশৌচ, তর্পণ ইত্যাদিতে দামোদরের পূর্ণাধিকার আছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মৃতের খানা *বি* (ইসলাম) মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে ভোজন-অনুষ্ঠান। 'তা'মদারী কিংবা মৃতের খানা প্রভৃতি করিবার জন্য লোকে দেনা করে।' *এসলাম*, ১৯৩১।

মৃত্তিকা [স] *বি* মাটি। 'মৃত্তিকা পৃতিমা করি দেই পুষ্পপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৃত্তিকাজাত [স] *বিণ* মাটি থেকে উৎপন্ন। 'মৃত্তিকাজাত, তবু আসমানের সঙ্গী।' *শওকত*, ১৯৬২।

মৃত্তিকাতল [স] *বি* মাটির তলা। 'মৃত্তিকাতল দিয়া আবর্জ্জনাপ্রবাহ এই জলের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মৃত্তিকাতলবর্তী [স] *বিণ* মাটির নীচে অবস্থিত। 'মৃত্তিকাতলবর্তী বিবরের অভিমুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মৃত্তিকাবরণ [স] *বি* মাটির আবরণ। 'আমার দেহের মৃত্তিকাবরণ সিক্ত হইতেছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

মৃত্তিকাভক্ষণ [স] *বি* মাটি ভক্ষণ। 'চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকাভক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্তিকাময় [স] *বিণ* মাটির তৈরি। 'তথায় মৃত্তিকাময় প্রাকারে পরিবেষ্টিত এক বৃহৎ কুণ্ড আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মৃত্তিকালেপ [স] *বি* মাটি দিয়ে লেপা। 'নূতন মৃত্তিকালেপ ও নূতন ইষ্টকপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মৃত্তিকা-শঙ্কর [স] *বি* মাটির গড়া শিবলিঙ্গ। 'পূজা করি একচিত্তে বংশে বংশে মৃত্তিকা-শঙ্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্তিকাসংলগ্ন [স] *বিণ* মাটিঘেঁষা। 'এখানকার মৃত্তিকাসংলগ্ন জীবনগুলি তখন সংগ্রাম-শৌর্যে ভরপুর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মৃত্তিকাস্তূপ [স] *বি* মাটির ঢিবি। 'কত শত গ্রাম নগর প্রোথিত বা মৃত্তিকাস্তূপ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মৃত্তিকাস্থ [স] *বিণ* সমাধিস্থ। 'তাঁহাকে মৃত্তিকাস্থ করণের জন্য একখণ্ড নিষ্করভূমি ক্রীত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মৃত্যু [স] *বি* মরণ। 'কালকূট পান করি মৃত্যু কৈল জয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্যু-অধিপতি [স] *বি* মৃত্যুদূত। 'জিবরিল সঙ্গে ছিল মৃত্যু অধিপতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মৃত্যু-অমৃত [স] *বি* মৃত্যুরূপ অমৃত। 'তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব মৃত্যু-অমৃত করে দান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মৃত্যুকবলিত [স] *বিণ* মৃত্যু কর্তৃক অধিকৃত। 'সামনে মৃত্যুকবলিত দ্বার/ থাক অরণ্য, থাক না পাহাড়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যুকল্প [স] *বিণ* ভয়ে আধমরা; মৃতপ্রায়। 'বিড়ালের শব্দে সশঙ্কিত হইয়া মৃত্যুকল্প হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মৃত্যুকাঁপানো *বিণ* মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত করে এমন। 'আকাশের কোণে বিদ্যুৎ হেনে তুলে দিয়ে গেল/ মৃত্যুকাঁপানো ঝড়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যুকামী [স] *বিণ* মৃত্যু কামনা করে এমন। 'মুক্তিকামী খলিফা সে, মৃত্যুকামী নহে সে ভ্রাতার।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মৃত্যুকারা [স] *বি* মৃত্যুরূপ কারাগার। 'দুকূল প্লাবিয়া আয় আয় ছুটে ভাঙ এ মৃত্যুকারা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মৃত্যুকাল [স] *বি* মৃত্যুর সময়। 'যম নিয়মিত মৃত্যুকাল পাইয়া ... বিবেচনা কিছুই করেন না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মৃত্যু-কালো *বি* মৃত্যুরূপ কালো। 'সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু-কালো পাহাড়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যুকীর্ণ [স] *বিণ* মৃত্যুতে পরিপূর্ণ। 'কেন মৃত্যুকীর্ণ শবে ভরলো পঞ্চাশ সাল?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যু-কুম্ভ [স] *বি* মৃত্যুরূপ কলস। 'ভূভারতে শ্মশান-বিলাসে;/ বৎসরে বৎসরে/মৃত্যু-কুম্ভ পূর্ণ ক'রে।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

মৃত্যুক্লেশ [স] *বি* মৃত্যুর যন্ত্রণা। 'এ যে কেবল দন্ধে মারা যাপ্য করা মৃত্যুক্লেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মৃত্যুক্ষুধা [স] **১** *বি* মৃত্যুরূপ ক্ষুধা। 'নিঠুর তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'গ্রাসিতেছে মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া ধরণিরে তিলে তিলে।' *নজরুল*, ১৯২৮। **২** *বি* মৃত্যুর বাসনা। 'সবারে বিলিয়ে সুধা, সে নিল মৃত্যুক্ষুধা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মৃত্যুগন্ধী [স] *বিণ* মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয় এমন। 'কখনো-বা মৃত্যুগন্ধী কাব্যের স্পন্দন।' *জীবন*, ১৯৩৩।

মৃত্যুগরল [স] *বি* মৃত্যুরূপ বিষ। 'ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের মৃত্যুগরল পিয়া!' *নজরুল*, ১৯২৫।

মৃত্যু-গহন [স] *বি* মৃত্যুর গহ্বর। 'মৃত্যু-গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মৃত্যুগ্রস্ত [স] *বিণ* মৃত্যু হয়েছে এমন। 'বিফলতার দুঃখে ল্যাঙলি ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

মৃত্যুগ্রাস [স] *বি* মৃত্যুমুখ। 'এ.সভাটি না হলে অসংখ্য যুবক ... মৃত্যুগ্রাসে পতিত হতো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মৃত্যুঘুম *বি* মৃত্যুরূপ ঘুম। 'সে সত্য-সাধক বীর ঢলিয়া পড়িল মৃত্যুঘুমে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মৃত্যুচিন্তা [স] *বি* মরণের ভাবনা। 'তীব্র মৃত্যুচিন্তা ছাড়া আর কিছু মাথায় আসে না।' *হাসান*, ১৯৬২।

মৃত্যুচিহ্নিত [স] *বিণ* মৃত্যু নির্দেশক। 'এমন একটা ফাঁপা মৃত্যুচিহ্নিত শব্দ বেরিয়ে এল।' *হাসান*, ১৯৬২।

মৃত্যুচেতনা [স] *বি* মৃত্যুবিষয়ক উপলব্ধি। 'আধুনিক কবিতার মৃত্যুচেতনা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি না।' *হাসান*, ১৯৬৫।

মৃত্যুচ্ছবি [স] *বি* মৃত্যুদৃশ্য। 'রোগ-শয্যায় শৈরমীর দীন-মৃত্যুচ্ছবি দরিয়াবিবির মানসপটে ফুটিয়া উঠিত।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মৃত্যুজয়কারী [স] *বিণ* মৃত্যুকে জয় করেছে এমন; মৃত্যুঞ্জয়। 'সে মৃত্যুজয়কারী ভীষণ তপস্যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মৃত্যুজয়ী [স] *বিণ* মৃত্যুকে জয় করেছে এমন। 'সতী মহিমার গীতা, মৃত্যুজয়ী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মৃত্যুজিৎ [স] *বিণ* মৃত্যুকে জয় করে এমন। 'মৃত্যুজিৎ বাণী বরাভয়।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

মৃত্যুজিত [স] *বি* মৃত্যুকে জয় করেছে যে। 'মৃত্যুজিতের যন্ত্রণা নিবারিতে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

মৃত্যুঞ্জয় [স] **১** *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয় মোর যেতে আছে ঠাঁই।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* মৃত্যুকে জয় করেছে এমন; অমর। 'হইল সে তোমার প্রসাদে মৃত্যুঞ্জয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৩** *বি* মৃত্যুহীনতা। 'অমরত্ব মিথ্যে কথা, মৃত্যুঞ্জয় বিত্তের বড়াই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

মৃত্যু-ঠেকানো *বিণ* মৃত্যু রোধ করতে পারে এমন। 'কি করে খুলবে মৃত্যু-ঠেকানো দ্বার।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যুতাড়িত [স] *বিণ* মৃত্যু তাড়না করছে এমন। 'আজো বেঁচে আছি মৃত্যুতাড়িত আজো বেঁচে আছি ঠিক।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যুতিক্ত [স] *বিণ* মৃত্যুর মতো কষ্টদায়ক। 'মাটির ধুলার মত মাটির জীবন/ ফেরে শুধু মৃত্যুতিক্ত গ্লানি বয়ে বয়ে।' *সিকানদার*, ১৯৪৩; 'সাপের ফণার নীচে মৃত্যুতিক্ত এই শর্বরীতে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মৃত্যুতীর [স] *বি* যে তিরের আঘাতে মৃত্যু ঘটে। 'বদর-ওহোদ, মরুপ্রান্তরে ঘিরে যবে হানে মৃত্যুতীর।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মৃত্যুতুহিন [স] *বিণ* মৃত্যুরূপ শীতল। 'চন্দ্রলোকের মৃত্যুতুহিন মহিমা।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

মৃত্যুতোরণ [স] *বি* মৃত্যুর দরজা। 'মৃত্যুতোরণ তরণ চরণ চারিণী, চিরদিন অভিসারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৃত্যুদণ্ড [স] *বি* প্রাণদণ্ড; শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুর আদেশ। 'মৃত্যুদণ্ড হলে তো সব ল্যাঠা চুকেই গেল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা [স] *বি* মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। 'রহস্যময় প্রহরীযুগল তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা তামিল করার আগেই ...।' *শিব*, ১৯৫০।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ [স] *বি* প্রাণদণ্ডের হুকুম। 'তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছেন তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মৃত্যুদিন [স] *বি* মৃত্যু দিবস। 'পিতার মৃত্যুদিনের বার্ষিক উপাসনা উপলক্ষে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মৃত্যুদূত [স] *বি* মরণের দূত। 'হ্যাঁ, তারাই ছুটল মৃত্যুদূতের পিছন পিছন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

মৃত্যুদ্বার [স] *বি* মৃত্যুর দরজা। 'সে কি গো মৃত্যুদ্বার খুলে ... গিয়াছে অমৃতের কূলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মৃত্যুনদী [স] *বি* মৃত্যুরূপ নদী। 'মৃত্যুনদীর দুই পারে দুইজনের বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মৃত্যুনাট [স] *বি* মরণের নাটক। 'সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মৃত্যুনিকেতন [স] *বি* মৃত্যুরূপ গৃহ। 'এই সংসারই মৃত্যুনিকেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মৃত্যু-পণ [স] *বি* জীবন দেওয়ার শপথ। 'শহিদানের মৃত্যু-পণ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মৃত্যুপতি [স] *বি* মৃত্যুদূত। 'এথ শুনি পয়গাম্বরে মৃত্যু পতি স্থানে।' *সুলতান*, ১৭০০।

মৃত্যুপথযাত্রী [স] *বিণ* মৃত্যুমুখে পতিত। 'মৃত্যুপথযাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে গলায় পরিছে ফাঁসি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মৃত্যুপদ পাওয়া [স মৃত্যুপদ+পাওয়া] *ক্রি* মৃত্যুবরণ করা। 'জননী আমিনা সতী মৃত্যুপদ পাইল।' *সুলতান*, ১৭০০।

মৃত্যুপম [স] *বিণ* মৃত্যুতুল্য। 'মোদের বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুপম ব্যবধি দুস্তর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মৃত্যুপরম্পরা [স] *বি* মৃত্যুর ধারাবাহিকতা। 'যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিল ইতিহাসে।' *জীবন*, ১৯৪২।

মৃত্যুপল [স] *বি* মৃত্যুর ক্ষণ। 'গনিতেছে মৃত্যুপল এক দুই তিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মৃত্যুপাক [স] *বি* মৃত্যুচক্র। 'কোন ইবলিস আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যুপাকে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মৃত্যু-পাথার [স] *বি* মৃত্যুরূপ সমুদ্র। 'ছুটিছে মৃত্যু-পাথারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৃত্যুপার [স] **১** *বি* মৃত্যুর নিকট। 'ছুটেছিল সিয়া জিন্দিগী নিয়ে যে পশু মৃত্যুপারে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। **২** *বি* মৃত্যুপরবর্তী জীবন। 'পুরনো পৃথিবী জেগেছে আবার মৃত্যুপারে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মৃত্যুপীড়া [স] *বি* মৃত্যুরূপ পীড়া। 'অভাব-বেদনা-মৃত্যুপীড়া-অপমানের পঙ্কিল স্রোতে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মৃত্যুপুর [স] *বি* মৃত্যুর পুরী। 'ক্রীতদাস মানবের মৃত্যুপুর হতে ... আনিয়াছি স্বেদ এ শোণিত।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

মৃত্যুপ্রলয় [স] *বি* মৃত্যুর ধ্বংসযজ্ঞ। 'মৃত্যুপ্রলয় তাদের লাগি/ নয় যারা তোর অনুরাগী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মৃত্যুফুল [স] *বি* মৃত্যুরূপ ফুল। 'মৃত্যুফুলে বেদনার প্রাণদাহী ফুলে ফুলে হে আমার উদাসীন মালা।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মৃত্যু-ফেনা *বি* মৃত্যুর সময় মুখ থেকে বের হওয়া ফেনা। 'ক্লেদ ক্ষুব্ধ এ জনতার মুখে উঠিছে মৃত্যু-ফেনা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মৃত্যুবৎ [স] *বিণ* মৃতপ্রায়। 'শীতে জরা হইয়া প্রায় মৃত্যুবৎ হইয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মৃত্যুবন্দী [স] *বিণ* মৃত্যুর বেষ্টনে আবদ্ধ। 'নিয়ে গেল তোমা-কাছে মৃত্যুবন্দী প্রেতের আহ্বান –।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৃত্যুবহ [স] *বিণ* মৃত্যুর বার্তা বহনকারী। 'মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন বর্বর রাক্ষস হাঁকে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪২।

মৃত্যুবাঁশি *বি* মরণের বাঁশি। 'মৃত্যুবাঁশির বেলাশেষের তান।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মৃত্যুবাণ [স] *বি* মৃত্যু ঘটাবার মোক্ষম অস্ত্র। 'তাহাকে মৃত্যুবাণ মারিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মৃত্যুবাধা *বি* মৃত্যুরূপ প্রতিবন্ধকতা। 'আসুক দুখ পাষাণ বুক মৃত্যুবাধা: ঝড় বাদল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মৃত্যু-বারতা [স মৃত্যুবার্তা] *বি* মৃত্যুসংবাদ; মৃত্যুর খবর। 'অনাগত শিশু আসিছে তাহার মৃত্যু-বারতা নিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মৃত্যুবার্ষিকী [স] **১** *বি* মৃত্যুর বর্ষপূর্তি। 'পহেলা মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* মৃত্যুর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। '৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।' *বেগম*, ১৯৫২।

মৃত্যুবাহ [স] *বি* মৃত্যু বয়ে আনে এমন। 'মৃত্যুবাহ দুর্ভিক্ষ ও মড়কের ...।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

মৃত্যুবিজয়ী [স] *বি* মৃত্যুকে জয় করে যে। 'মৃত্যুবিজয়ীর জটা হতে/ অক্ষয় অমৃতস্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৃত্যুবোধ [স] *বি* মৃত্যুচেতনা। 'মৃত্যুবোধে আক্রান্ত লেখকের বাহ্যিক কোন লক্ষণ।' *হাসান*, ১৯৬৫।

মৃত্যুভয় [স] *বি* মরণের ভয়। 'মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মৃত্যুভয়হীন [স] *বিণ* নির্ভীক; মৃত্যুর ভয় নেই এমন। 'যাহারা এক কালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মৃত্যুভাটা *বি* মৃত্যুরূপ ভাটির স্রোত। 'জীবন-তরী মৃত্যুভাটায় কোথায় করো পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মৃত্যুমথিত [স] *বিণ* হত্যাকৃত। 'মৃত্যুমথিত কাহার রমণী এই।' *আহসান*, ১৯৫০।

মৃত্যুমনোরথ [স] *বি* মরণের শপথ। 'ভুলে যা তুই ভুলে যা তোর মৃত্যুমনোরথ।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মৃত্যুময় [স] *বিণ* মৃত্যুর শঙ্কাপূর্ণ। 'এদিকে জ্বালিয়ে মরে মৃত্যুময় দিন।' *আহসান*, ১৯৪৪।

মৃত্যু-মাধুরী [স] *বি* মৃত্যুর মাধুর্য। 'কি ভীষণ সুন্দর এই তরুণের মৃত্যু-মাধুরী।' *নজরুল*, ১৯২২।

মৃত্যুমুখিন [স] *বিণ* মরণাপন্ন। 'মৃত্যুমুখিন নিখিলকে মরতে রেখে যেত।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

মৃত্যুমুখী [স] *বিণ* মরণাপন্ন। 'কোলে মৃত্যুমুখী খোকা কাতরায়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মৃত্যুযন্ত্রণা [স] *বি* মরণ যাতনা। 'ভিক্ষাবৃত্তি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মৃত্যুযন্ত্রণাখিন্ন [স] *বিণ* মৃত্যুর যন্ত্রণাক্লিষ্ট। 'মৃত্যুযন্ত্রণাখিন্ন হতবাক সেই মুখের ওপর।' *হাসান*, ১৯৬৪।

মৃত্যু-রাখাল [স] *বি* মৃত্যুরূপ রাখাল। 'আমি মৃত্যু-রাখাল সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মৃত্যুরাজা [স] *বি* মৃত্যুরূপ রাজা। 'আমরা ধরি মৃত্যুরাজার যজ্ঞঘোড়ার রাশ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মৃত্যুরেখা [স] *বি* মৃত্যুর ছায়া। 'মৃত্যুরেখা কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মৃত্যুশঙ্কা [স] *বি* মরণের ভয়। 'আপনি মৃত্যুশঙ্কার কথা বলিয়াছিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

মৃত্যুশয্যা [স] *বি* যে বিছানায় মৃত্যু হয়। 'মৃত্যুশয্যা হইল ধুলা সহচরি চুলচুল্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্যু-শর [স] *বি* প্রাণঘাতী তির। 'সবার নীচে ধুলার 'পরে/ ফেল যারে মৃত্যু-শরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মৃত্যু-শায়ক [স] *বি* মৃত্যুবাণ। 'মৃত্যু-শায়ক লইয়া এসেছে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মৃত্যুশালা [স] *বি* মৃত্যুর স্থান। 'জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোনো পাশ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মৃত্যুশীতল [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'নিজেকে সে দেখিতে পাইল এই ঘরের মৃত্যুশীতল আবহাওয়ায়।' *মানিক*, ১৯৪০।

মৃত্যুশেল [স] *বি* মৃত্যুরূপ শেল। 'ভারতের অজ্ঞতা-অশিক্ষার মধ্যেই এতবড়ো মৃত্যুশেল নিহিত হয়ে এতদিন রক্তপাত করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মৃত্যুশোক [স] *বি* মৃত্যুর দুঃখ। 'সেই জন্যেই মৃত্যুযন্ত্রণা, মৃত্যুশোক –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৃত্যু-শ্মশান [স] *বি* মৃত্যুরূপ শ্মশান। 'তোমার মৃত্যু-শ্মশান আজিকে মিত্রময়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মৃত্যুসংখ্যা [স] *বি* মৃত মানুষের সংখ্যা। 'মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যা বেশি হওয়াই কল্যাণের লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মৃত্যুসংবাদ [স] *বি* মারা যাওয়ার খবর। 'চোরের মৃত্যুসংবাদ পাইবা মাত্র ... বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মৃত্যুসখা [স] *বি* মৃত্যুরূপ সখা। 'দুঃখী লোক অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুসখার আশ্রয় লইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মৃত্যুসম [স] *বিণ* মরণতুল্য। 'চক্ষু তব মৃত্যুসম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মৃত্যু-সমারোহ [স] *বি* মৃত্যুর আয়োজন। 'অমরত্ব-লোভী কোনো ফারাও-এর মৃত্যু-সমারোহ।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

মৃত্যুসম্ভব [স] *বি* মৃত্যু নিকটবর্তী যার; মুমূর্ষু ব্যক্তি। 'মৃত্যুসম্ভবদের সৎ ও অসৎ কার্যের স্ট্যাটিস্টিক্স সংগ্রহ করিবে।' *মনসুর*, ১৯৪০।

মৃত্যুসাঁঝ *বি* মৃত্যুরূপ সন্ধ্যা। 'চিত্ত-কুঁড়ি-হাসনাহেনা মৃত্যু-সাঁঝে ফুটল গো।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মৃত্যুসাগর [স] *বি* মৃত্যুরূপ সাগর। 'মৃত্যুসাগর মন্থন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মৃত্যুসাজ [স] *বি* মরণের বেশ। 'দৈত্য সেথা নৃত্য করে মৃত্যুসাজে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মৃত্যুসিন্ধু [স] *বি* মৃত্যুরূপ সাগর। 'মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর, শঙ্কর শঙ্কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মৃত্যুসিন্ধুপার [স] *বি* মৃত্যুরূপ সাগরের তীর। 'একি বাজে মৃত্যুসিন্ধুপারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মৃত্যু-সুগভীর [স] *বিণ* মরণসম গভীরতাপূর্ণ। 'সামুদ্রিক অতলতা হতে মৃত্যু-সুগভীর ডাক উঠে আসে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মৃত্যুসেনা [স] *বি* মৃত সৈন্য। 'জিয়ে মৃত্যুসেনা সব জলের পরসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্যুস্তব্ধ [স] *বিণ* মৃত্যুর মতো নিস্পন্দ। 'অথচ এখানে এই মৃত্যুস্তব্ধ রাত্রির ছায়ায়।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মৃত্যুস্রোত [স] *বি* মৃত্যুরূপ প্রবাহ। 'উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মৃত্যু-হতাশ [স] *বিণ* মৃত্যুরূপ হতাশ। 'ভীষণ চাহিয়া আছে মৃত্যু-হতাশ আঁখি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

মৃত্যুহরা [স] *বিণ* মৃত্যু হরণকারী। 'জন্ম-জরা-মৃত্যুহরা জয়ন্তি জননি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্যুহস্তি [স মৃত্যুহস্তী] *বি* মৃত হাতি। 'জিআ উঠে মৃত্যুহস্তি মুদগর লয়্যা করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃত্যুহিম [স] *বিণ* মৃত্যুর ন্যায় শীতল। 'তুষারকঠিন মৃত্যুহিম অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মৃত্যুহীন [স] ১ *বিণ* অবিনশ্বর। 'একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* অমর। 'সেই দিকে সে মৃত্যুহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৩ *বি* মৃত্যু অতিক্রমকারী সত্তা। 'মৃত্যুহীনকেই তিনি কামনা করেছিলেন, মরণশীলকে নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মৃত্যুহীনতা [স] *বি* মৃত্যু না থাকা। 'মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

মৃদঙ্গ [স] *বি* খোল; তালযন্ত্রবিশেষ। 'খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মৃদং *বি* খোল; এক প্রকার তালযন্ত্র। 'মরুর শিয়রে বাজে রে ওই/ জলধারার মেঘ-মৃদং।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মৃদঙ্গ *বি* মৃদঙ্গ; তাল দেওয়ার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজ রে মৃদঙ্গ বাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

মৃদঙ্গের বোল *বি* মৃদঙ্গে বিভিন্ন তাল বাজানোর বোল। 'কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মৃদু [স] ১ *বিণ* অল্প। 'নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অনুচ্চ। 'মৃদু মৃদু ভাষে সখাবহ বরতনু।' *মুরারি*, ১৫৭০। ৩ *বিণ* কিছু। 'বিদগ্ধ মৃদু সদগুণ শুশীল স্নিগ্ধ করুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* চুপিচুপি। 'কৌতুকে বসিয়া দুঁহে কহে মৃদু বাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* মিষ্ট। 'তাহা প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃদু বচনে করাই শ্রেয়ঃকল্প।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মৃদুকণ্ঠ [স] *বিণ* অনুচ্চ শব্দবিশিষ্ট। 'দেখি মৃদুকণ্ঠ তরঙ্গমালায় নৌকার লণ্ঠন থেকে আলো পড়ে।' *নীরেন*, ১৯৫৮।

মৃদুগতি [স] ১ *বিণ* ধীরগতিসম্পন্ন। 'তাহে অতি, সে যুবতি, মৃদুগতি চলনা।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ২ *ক্রিবিণ* ধীর গতিতে। 'মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী মুহুর্মুহু চাহি চারি দিকে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মৃদুগামিনী [স] *বিণ* স্ত্রী ধীরে চলে এমন। 'সেই মৃদুগামিনী রজনী।'

বঙ্কিম, ১৮৭৪।

মৃদুগামী [স] *বিণ* ধীরে চলে এমন। 'অনতিদ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ অতি মৃদুগামী বলিয়া তাঁহাদের ভ্রম জন্মে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মৃদুগুঞ্জিত [স] *বিণ* ঈষৎ ঝঙ্কৃত। 'মনের মধ্যে মৃদুগুঞ্জিত সেই কীর্তনের গানের সহিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৃদুতর [স] *বিণ* অতি ক্ষীণ। 'মৃদু হতে আরো মৃদুতর হল কোলাহল ঘুম ঢুলি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মৃদুতা [স] **১** *বি* শান্ত আচরণ। 'মৃদুতা অপেক্ষা প্রবল শাসন ভালোবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* কোমলতা। 'মৃদুতার এমন একটি সামঞ্জস্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মৃদু তাল [স] *বি* ধীর গতি। 'মৃদু তালে তালে নিশ্বাস লয়, শুনে মুখে মুখ ধরি।' *জসীম*, ১৯২৯।

মৃদুনাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মৃদু ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মৃদুনিনাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অস্পষ্ট মধুর শব্দকারী। 'মৃদুনিনাদিনী কুরঙ্গ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

মৃদুপদ [স] *বি* ধীর গতি। 'মৃদুপদে যেতেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মৃদুবায় [স মৃদু-বায়ু] *বি* হালকা বাতাস। 'শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে পরশে মৃদুবায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মৃদুভাব [স] *বি* কোমল আচরণ। 'গৃহের পুরুষেরাও শুনিয়া মৃদুভাব ত্যাগ করিয়া পরুষ ভাব দেখায়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মৃদু-ভাষ [স] *বি* কোমল স্বর। 'মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মৃদুভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নিম্নকণ্ঠ। 'তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন আর একজন – মৃদুহাসিনী, মৃদুভাষিণী মিস মিত্র।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মৃদুভাষিতা [স] *বি* অনুচ্চকিত ভাষাবৈশিষ্ট্য। 'রবীন্দ্রনাথের সুরের চাহিদা এবং তাগিদ এই মৃদুভাষিতা।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

মৃদুমধু [স] *বিণ* কোমল। 'কত প্রিয় নাম মৃদুমধু ভাষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মৃদুমধুর [স] *বিণ* কোমল ও মধুর। 'রাজনন্দন সুকুমার মৃদুমধুর সম্বোধনে প্রাণাধিক মিত্র মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন, সখে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মৃদুমন [স মৃদুমন্দ] *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'সভে মৃদুমন করিল ভোজন/ শ্রীকবিকঙ্কন ভনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃদুমন্দ [স] **১** *বিণ* স্নিগ্ধ। 'তোর মুখশশী মৃদুমন্দ হাসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অনুচ্চ। 'বলেন করুণাময়ী মৃদুমন্দ স্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* ধীরগতিসম্পন্ন। 'নানান লোক মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৪** *ক্রিবিণ* আবছা আবছা। 'তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ আমি তো পাই মৃদুমন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৫** *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'শুনাও শুধু মৃদুমন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মৃদুমন্দগমন [স] *বি* মন্থর গতি। 'দুই-এক গ্রাস ঘাস পাতা ছিঁড়ে নিয়ে অব্যাকুলচিত্তে মৃদুমন্দগমনে খানিকটা দূরে সরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৃদুমাদকতা [স] *বি* স্বল্প আসক্তি। 'দেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মৃদুমিষ্ট [স] *বিণ* লঘু ও ধীর। 'মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৃদু মৃদু **১** *বিণ* মৃদুমন্দ। 'মৃদু মৃদু বিজইত ঘুমল হাম। ভনই বিদ্যাপতি রস অনুপাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রিবিণ* আস্তে আস্তে। 'বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মতো মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *ক্রিবিণ* অনুজ্জ্বলভাবে। 'লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার মতো মৃদু-মৃদু জ্বলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

মৃদুশব্দ [স] *বি* অনুচ্চ শব্দ। 'মুসাফির জনতার মৃদুশব্দ নিম্নমুখ নীল পেয়ালায়।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মৃদুশীতল [স] *বিণ* হালকা ঠাণ্ডা। 'শরৎকালের মৃদুশীতল বাতাসের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মৃদুস্বভাব [স] *বিণ* কোমল স্বভাবের। 'ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে তেমনি মৃদুস্বভাব পাইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

মৃদুস্বর [স] **১** *বি* কোমল স্বর। 'কহে মৃদুস্বরে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* নিচু বা চাপা ধ্বনি। 'তুমি মৃদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্রধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মৃদুস্বরে **১** *ক্রিবিণ* নিচু গলায়। 'স্রোতস্বিনী মৃদুস্বরে কহিলেন – কী দোষ, শুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *ক্রিবিণ* চুপিসারে। 'তাহাকে মৃদুস্বরে কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মৃদুস্মিত [স] *বি* অল্প নীরব হাসি। 'কখনো বা মৃদুস্মিত কভু উচ্চহাসে হেসে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৃদুহাসিনী [স মৃদুহাসিনী, সম্বো -সিনি] *বিণ স্ত্রী* মৃদু হাসে এমন। 'হে মৃদুহাসিনি। ঘোর-নিনাদিনি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৬; 'তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন আর একজন – মৃদুহাসিনী, মৃদুভাষিণী মিস মিত্র।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মৃদুহাস্যযুতা [স] *বিণ* হালকা হাসিযুক্ত। 'দশন মুকুতা মৃদুহাস্যযুতা/ অমিয়াজড়িত ভাষা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মৃদুহাস্যমুখ [স] *বি* হালকা হাসিমাখা মুখ। 'মৃদুহাস্যমুখে, যদি যোগী দেখে, পরে কামজালে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মৃদুল [স] **১** *বিণ* কোমল। 'সুশোভিত ভুজযুগ মৃদুল মৃণাল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* মৃদু। 'সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বিণ* ধীর। 'মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'আজ ধীরে সে যায় যেন শীতের মৃদুল তটিনী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মৃদুলতা [স] *বি* স্নিগ্ধতা। 'মন্থর মৃদুলতা ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের জীবনের চারপাশে।' *হাই*, ১৯৪৬।

মৃদে *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'চেয়ে দেখ চলিতেছেন মৃদে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মৃদ্ভাজন [স] *বি* মাটির পাত্রবিশেষ। 'কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৃধা [ফা মিরদা] **১** *বি* মীরধা; দশজনের অধিক সৈনিকের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারী। *ডালকান*, ১৭৮৪। **২** *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

মৃন্ময় [স] **১** *বিণ* মাটির তৈরি। 'মৃন্ময় ও হিরণ্ময় পাত্রে বিশেষ নাই।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'এক মৃন্ময় পাত্র ও এক কাংস্য পাত্র নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বিণ* মাটিঘেঁষা। 'গাছের মতোই এই রৌদ্রজলে মৃন্ময়, তন্ময়।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মৃন্ময়ী [স] **১** *বি* পৃথিবী। 'ওগো মা মৃন্ময়ী, তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ স্ত্রী* মাটির তৈরি জিনিসের মতো ভঙ্গুর। 'সে যে অনামিকা অনিত্যা মৃন্ময়ী অল্পা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

মৃর্ত্তু, মৃর্ত্ত্‌ [স মৃত্যু] *বি* মরণ। 'আর জন হৈলে মৃর্ত্ত্‌ ততক্ষনে পাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৃর্ত্তুরূপ [স মৃত্যুরূপ] *ক্রিবিণ* মৃত্যুরূপে। 'মৃর্ত্তুরূপ উপজিব তোথা।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৃর্ত্তু [স মৃত্যু] *বি* মরণ। 'রোগ সোক জ্বরা মৃর্ত্তু না হৈল প্রজারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মে[1] [হি] *সর্ব* আমি। 'রচনা মে রোজন সাজনা রে বারিস ন তেজিঅ দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মে[2] [ই] *বি* খ্রিস্টীয় বছরের পঞ্চম মাস। 'সন হালের ১ মে তারিখ হইতে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মে'জ ব্লুসম [ই] *বি* মে মাসে [বসন্তকালে] ফুটে এমন ফুল ফোটার মরসুম। 'মে'জ ব্লুসম মে মাসের খাস ফুল।' *হাই*, ১৯৫৮।

মেই[1] [ফা মাদহ] *বি* মাদি বিড়াল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেই[2] [স মেধি] *বি* খামারে খালের মাঝে পোতা কাঠের স্তম্ভ। 'খামারে গিয়া খোলায় আমাড়া ধানের গাদির আড়ে মেইর নিকটে লুকাইয়া থাকিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মেইন [ই] *বি* বিদ্যুতের মূল লাইন থেকে ভবনের সঙ্গে সংযোগকারী লাইন। 'তোমার মেইনে কোন গোলমাল আছে নাকি?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

মেইনে [ফা মাহানহ্‌] *বি* মাইনে; পারিশ্রমিক। 'মুনিব ঝা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মেইন্দার [হি মহীনাদার] *বি* মাসিক বেতনভুক শ্রমিক। 'নিজি না চসতি পারিস মেইন্দার রাখ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মেওয়া [ফা] *বি* ফল। 'বেহেস্তের মেওয়া যে দুনিয়ায় বসে খায়।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'বেহেশ্‌তে না যাব মোরা, মেওয়া না খাইব।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

মেওয়াওয়ালা [ফা মেওয়া+হি ওয়ালা] *বি* ফলবিক্রেতা। 'কাবুলি মেওয়াওলারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেওয়া বাগান *বি* ফলের বাগান। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মেং[1] [ই মিস্টার] *বি* নামের পূর্বে ব্যবহৃত পদবি। 'মেং ডগলিষ সাহেব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

মেং[2] [ই মে] *বি* ইংরেজি মাসের নাম; মে। 'ইং ১৮৫০ সালের ১লা আপ্রিল অবধি ৫১ সালের ৩০ মেং পর্য্যন্ত ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

মেক *বি* পেরেক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেকআপ [ই] *বি* পূরণ। 'এখন থাইকা মনোযোগ দিয়া লোকসানটা মেকআপ কর।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মেকাপম্যান [ই] *বি* রূপসজ্জাকর; সাজিয়ে দেয় যে। 'মেকাপম্যান কামাল তার মুখে রং লাগাতে লাগাতে বলছিল।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

মেকজিন *দ্র* **মেগেজিন**

মেকদার [ফা] **১** *বি* পরিমাপ। 'মোন হইতে কম মেকদার করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *বিণ* পরিমিতি; মাত্রা। 'তারিফ করবার জিনিস তাঁর গল্প করা এবং সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে যাওয়ার মেকদার জ্ঞান।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **৩** *বি* বিচারবুদ্ধি। 'ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক মেকদারে যাচাই করতে পারেননি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মেকরাস *বি* কাঁচি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেকলা [স মেখলা] *বি* বেষ্টনী। 'সুবর্ন্ন বেদিকার মেকলা আরোপণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মেকলি *বি* মহিলাদের পোশাকবিশেষ। 'স্ত্রীলোকের পরিধেয় মেকলি।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মেকানিক [ই] *বি* কারিগর; মিস্ত্রি। 'মেকানিক ও ড্রাইভারসহ আমরা ছয়জন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মেকানিকস [ই] *বিণ* কারিগরি। 'গত বুধবার মেকানিকস ইনিষ্টিটিউসনের ষাণ্মাসিক সভা হইয়াছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

মেকামেকি [আ মক্‌র>] *বি* সত্যমিথ্যা। 'আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি।' *ভারত*, ১৭৬০।

মেকার [ই] *বি* নির্মাতা। 'তারপরে ছাপাখানা, কাগজওয়ালা, দপ্তরী, ডিজাইনার, ব্লক-মেকার, এরাও সব এক একটা ঘাট বইকি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মেকি, মেকী [আ মক্‌র] **১** *বিণ* নকল। 'ছটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* কৃত্রিমতা। 'আমার কাছে মেকি চলেনা ভার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। **৩** *বিণ* বানোয়াট। 'ইহা মেকি উক্তি, খাঁটি নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মেকুর *বি* বিড়াল। 'মেকুরের ছাও মক্কা যায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মেকর *বি* বিড়াল। 'বাঁসাড়েরা খুসি হয়ে তারে 'মেকর' খেতাব দ্যায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেকুড় *বি* বিড়াল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেখল [স মেখলা] *বি* মেখলা। 'মুখর মেখল করে নিবারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মেখলা [স] *বি* কোমরে পরার গয়না। 'কটি সুত্রে মেখলা ললিত কটি দেসে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মেখলা কিঙ্কিণী তায় নূপুর সুন্দর পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মেখলি [স মেখলা] *বি* কটিবন্ধন। 'মেখলি ধান্ধারি রুদ্রাক্ষের জপমালা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মেগ[1] [স মেঘ] *বি* মেঘ। 'এবোল বলিতে মেগ হইল আকাসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মেগ[2] [মাগী] *বি* স্ত্রী। 'তু শালাও কি আমার মতুন চিৎপটাং শুয়ে মেগের ভাত গিলচিস?' *হাসান*, ১৯৬৭।

মেগনা কার্টা [ই] *বি* (১২১৫ সালে ইংল্যান্ডে স্বাক্ষরিত প্রজাদের স্বাধীনতা সংক্রান্ত চুক্তি) মানবাধিকারের যুগান্তকারী দলিল। 'এই প্রজাস্বত্ব আইন বাঙ্গলার কৃষক-প্রজার স্বাধিকারের মেগনা কার্টা।' *এসলাম*, ১৯৩৮।

মেগে [স মাতৃগ্রাম>] *বিণ* মেয়েলি। 'তাহাদিগকে 'মেগে' বলিয়া উপহাস করেন।' *অমৃতবাজার*, ১৮৬৯।

মেগেজিন [ই] *বি* সাময়িক পত্রিকা। 'ইংলণ্ডে প্রচারিত নানাবিধ মেগেজিন এতন্নগরে দুষ্প্রাপ্য।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

মেকজিন [ই ম্যাগাজিন] *বি* সাময়িক পত্রিকা। 'ব্রাহ্মণীকেল

মেকজিন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মেঘ[1] [স] *বি* আকাশে ভাসমান জলীয় বাষ্পপুঞ্জ। 'কাল মেঘের ছায়া নাহি জাও।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মেঘ ওঠা *ক্রি* আকাশে মেঘ জমা। 'আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেঘকজ্জল [স] *বিণ* মেঘের কারণে অন্ধকার। 'স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মেঘ-কন্যা [স] *বি* মেঘরূপ কন্যা। 'যাহারা চপলা মেঘ-কন্যাকে করিয়াছে কিংকরী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মেঘ করা *ক্রি* আকাশে মেঘ জমা। 'সারাটা দিন মেঘ করে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মেঘকুঞ্জ [স] *বি* মেঘরাশি। 'কবিতার লেখে-লেখে সুন্দর-আশ্লেষ-ধন্য মেঘকুঞ্জ কথার প্রণয়ী।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মেঘ কেটে যাওয়া *ক্রি* বিষণ্ণতা দূর হওয়া। 'এসো, এসো, একবার অশ্রুজল ফেলি বন্ধুর হৃদয়ে। মেঘ কেটে যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মেঘখণ্ড [স] *বি* আংশিক মেঘ। 'মেঘখণ্ড থরে থরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মেঘখেলা *বি* বৃষ্টির কামনায় পালিত লোকাচার বিশেষ। 'কুলোয় কোলাব্যাঙ আর বিষকাটালির গাছ রেখে ... মেঘখেলা খেলল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

মেঘগরজনি [স মেঘগর্জন>] *বি* মেঘের গর্জন। 'এ ঘোর রজনী মেঘগরজনি কেমনে আওব পিয়া।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

মেঘ-গরুড় [স] *বি* মেঘরূপ গরুড়। 'কোন সাগরে ঝড় উঠেছে মেঘ-গরুড়ে আকাশ আড়াল করে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

মেঘগর্জন, মেঘগর্জ্জন [স] *বি* মেঘের ডাক। 'সর্ব্বদা অতিশয় বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জন হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'মেঘগর্জ্জন অনুভব হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

মেঘগুণ্ঠন [স] *বি* মেঘের আড়াল। 'নীলিম আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মেঘগুণ্ঠন ফেলে ...।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মেঘগ্রাম [স] *বি* মেঘের সমারোহ। 'পোড়ে মেঘের অরণ্য মেঘগ্রাম।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫১।

মেঘঘন [স] *বিণ* মেঘের মতো কালো। 'মেঘঘন আঁধারের উদ্দাম জোয়ারে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১; 'মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুরন্ত উচ্ছল।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

মেঘচয় [স] *বি* মেঘরাশি। 'চলিল হস্তীর ঠাট যেন মেঘচয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মেঘচেরা *বিণ* মেঘ ফুঁড়ে বের হয়েছে এমন। 'মেঘচেরা রোদে বাতাসে নড়ছে গাছের ডালটা।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মেঘ-চোয়ানো *বিণ* মেঘ ভেদ করে প্রকাশিত। 'এই মেঘ-চোয়ানো আলোর ভিতর একটি অপরূপ সৌন্দর্য ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মেঘছায়াচ্ছন্ন [স] *বি* মেঘের ছায়ায় ঢাকা। 'মেঘছায়াচ্ছন্ন বৃন্দাবনের জনশূন্য পথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মেঘজটাজূট [স] *বি* মেঘরূপ জটার গুচ্ছ। 'মেঘবরন তুঝ, মেঘজটাজূট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মেঘ-জননী [স] *বি* মেঘরূপ জননী। 'মেঘ-জননীর অশ্রুধারা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মেঘজাল [স] *বি* মেঘরাশি। 'বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মেঘডম্বর [স মেঘ>] *বি* শাড়ির প্রকারভেদ। 'শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর।' *ভারত*, ১৭৬০।

মেঘডম্বরী [স] *বি* মেঘের বরন। 'মেঘডম্বরী রঙের তাঁবু (ধারা) জলের ঝিলমিল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মেঘডমরু [স] *বি* মেঘরূপ ডমরুর বাদ্য। 'প্রথম শরতে অম্বরে যবে মেঘ-ডমরু বাজে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মেঘডম্বুর [স] *বিণ* মেঘের মতো রংবিশিষ্ট; নীলাম্বরী। 'মাছ্যাতা দেখিআ মুখে দর্পণে চাপড় বান্ধিআ পরএ মেঘডম্বুর কাপড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেঘ ডাকা *ক্রি* মেঘ গর্জন করা। 'আকাশে মেঘ ডাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেঘডুমুর শাড়ি *বি* মেঘবর্ণ বা নীলাম্বরী শাড়ি। 'মেঘ-ডম্বুর সাথে মেঘডুমুর শাড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মেঘ-ডুম্বুর শাড়ি *বি* মেঘবর্ণ বা নীলাম্বরী শাড়ি। 'আনছি কন্যা মেঘ-ডুম্বুর শাড়ি।' *জসীম*, ১৯২৭।

মেঘদল [স] *বি* মেঘপুঞ্জ। 'এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেঘধূম্রস্তূপ [স] *বি* ধোঁয়ার মতো স্তূপাকৃতি মেঘরাশি। 'শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বসিছে মেঘধূম্রস্তূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মেঘ-নাগ [স] *বি* মেঘরূপ সাপ। 'মেঘ-নাগেরা ক্ষিপ্ত হয়ে দলে দলে/ বজ্র-বাজার বিষম রোলে।' *জসীম*, ১৯৫১।

মেঘনাদ [স] *বি* মেঘের গর্জন। 'মেঘনাদ অন্ধকার দৃষ্টিহীন তায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মেঘনির্ঘোষ [স] *বি* মেঘের গর্জন। 'গম্ভীর মেঘনির্ঘোষে ও চপলাবিকাশে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

মেঘনির্মুক্ত [স] *বিণ* মেঘশূন্য। 'মেঘনির্মুক্ত রৌদ্রে নদীতীরের অর্ধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেঘনীল [স] *বিণ* মেঘের মতো গাঢ় নীল। 'পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মেঘনীলাম্বর [স] *বি* মেঘের মতো নীল বসন। 'শাখাপল্লবে ছায়াচ্ছন্ন কখনো উন্মুক্ত স্থানে মেঘনীলাম্বর।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

মেঘ-পরী *বি* মেঘরূপ পরী। 'চাঁদের ভেলায় মেঘ-পরী যায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মেঘপাখনা *বিণ* মেঘের মতো পাখনাবিশিষ্ট। 'চমৎকার উপমা দিয়ে বললে তারা – মেঘপাখনা অপ্সরা।' *অবন*, ১৯২৫।

মেঘপুঞ্জ [স] *বি* মেঘরাশি। 'মেঘপুঞ্জ – ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেঘপ্রায় [স] *বিণ* মেঘের মতো। 'বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মেঘ-ফণী [স] *বি* মেঘরূপ সাপ। 'মেঘ-ফণীদের মাথার মণি – বিজলী মণি।' *জসীম*, ১৯৫১।

মেঘবর [স] *বি* মেঘ। 'বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে চপলা।'

মাইকেল, ১৮৬০।

মেঘবরন [স মেঘবর্ণ] ১ *বিণ* মেঘের মতো রংবিশিষ্ট। 'মেঘবরন তুঝ, মেঘজটাজূট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ঘনকালো। 'কুঁচবরন কন্যা রে তার মেঘবরন কেশ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মেঘবর্ণ [স] *বিণ* মেঘের রংবিশিষ্ট। 'মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

মেঘবলাকা [স] *বি* মেঘরূপ বলাকা। 'কনকতপন রজত মেঘবলাকা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মেঘবারি [স] *বি* বৃষ্টির জল। 'আশিস-মেঘবারি সদা তার পড়ে ঝরি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মেঘবালা [স] *বি* মেঘ বালিকা। 'জল ছুঁড়ে মারে মেঘবালাদল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মেঘবিচ্যুত [স] *বিণ* মেঘ থেকে খসে পড়েছে এমন। 'মেঘবিচ্যুত আন্তরীক্ষ তড়িৎ যখন বজ্ররূপে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মেঘ-বিছানো *বিণ* মেঘে ঢাকা। 'মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মেঘ-বিনিন্দিত [স] *বিণ* মেঘের ধ্বনিকে হার মানায় এমন। 'মেঘ-বিনিন্দিত স্বরে –/ কে তুমি আমাদের ডাকিলে শ্রাবণ বাতাসে?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মেঘবিম্ব [স] *বি* মেঘের ছায়া। 'মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মেঘবৃষ্টি [স] *বি* মেঘ ও বৃষ্টি; বাদলা। 'মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে কাল থেকে নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর শরৎকালের ভাব দেখা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেঘভব [স] *বি* (মেঘ থেকে জাত) জল। 'মেঘভব করে রবে সুখোচিত চিতং।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মেঘভরা *বিণ* মেঘপূর্ণ। 'একদিনের মেঘভরা বৈকালে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মেঘ ভাঙা ১ *বিণ* মেঘ ফাঁক দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এমন। 'পহেলী উষার নরা মেঘ ভাঙা সিঁদুর গুঁড়ার রাশি।' *জসীম*, ১৯৩১। ২ *বিণ* মেঘহীন। 'মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় দুজনে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। 'মেঘ-ভাঙা রোদের মতো তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তি, তাঁর চিন্তার দ্যুতি ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মেঘভার [স] ১ *বি* মেঘের ঘনঘটা। 'রৌদ্রের ঝলকে ঝলকে যেন বেদনার মেঘভার কেটে গেছে!' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫। ২ *বি* মেঘের মতো গাম্ভীর্য। 'নিমেষে বেরিয়ে এসেছে কালো মেঘভার!' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মেঘভারনত [স] *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'মেঘভারনত শাওন রাতের আকাশ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

মেঘমণ্ডল [স] *বি* মেঘপুঞ্জ। 'সমুদায় পর্ব্বত-প্রমাণ রাশীকৃত হইয়া মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মেঘমন্দ্র [স] *বিণ* মেঘের গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত। 'মেঘমন্দ্র শ্লোক বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মেঘমন্দ্রিত [স] *বিণ* মেঘের গম্ভীর ধ্বনি-বিশিষ্ট। 'বর্ষণ-গীত হোলো মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মেঘময় [স] ১ *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'পর্ব্বতে সান্ধিল অভ্র হইল মেঘময়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'অমনি! চলিল রথ মেঘময় পথে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* বিষাদপূর্ণ। 'মেঘময় ঠোঁট নেমে আসে/ তোমার চোখের জলে আজও।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

মেঘমরীচিকা [স] *বি* মেঘরূপ মরীচিকা। 'ওই যে পুরবে হেরি অরুণকিরণে সাজে/ মেঘমরীচিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মেঘ-মাখানো *বিণ* মেঘলা। 'মেঘ-মাখানো আকাশ ভাল।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

মেঘমায়া [স] ১ *বি* মেঘাচ্ছন্নতা। 'গগন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'সংসার-মরু মাঝে তুমি মেঘমায়া।' *নজরুল*, ১৯৩২। ২ *বি* মেঘের ছায়া; বৃষ্টি। 'আনো পিপাসিত চোখে মেঘমায়া।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মেঘমাল [স মেঘমালা] *বি* মেঘের দল। 'শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মেঘমালা [স] ১ *বি* মেঘের দল। 'এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি চালাইলা দেবযান ভৈরব আরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* মেঘের মতো। 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা আমার সাধের সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মেঘমুক্ত [স] ১ *বিণ* মেঘহীন। 'ক্রমে ক্রমে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া আসিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* স্বচ্ছ। 'সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো পরিষ্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মেঘ-মৃদং *বি* মেঘগর্জনরূপ মৃদঙ্গ। 'মরুর শিয়রে বাজে রে ওই/ জলধারার মেঘ-মৃদং!' *নজরুল*, ১৯৪১।

মেঘমৃদঙ্গ [স] *বি* মেঘগর্জনরূপ মৃদঙ্গ। 'গুরুগুরু বাজে তাল মেঘমৃদঙ্গে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মেঘমেদুর [স] ১ *বিণ* মেঘস্নিগ্ধ। 'মেঘমেদুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎচমক।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'মেঘমেদুর বরষায় কোথা তুমি।' *নজরুল*, ১৯৩৪। ২ *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'তাঁর বজ্রমন্দ্রিত গাম্ভীর্য মেঘমেদুরে অম্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মেঘম্লান [স] *বিণ* মেঘে ঢাকার ফলে অস্পষ্ট। 'মেঘম্লান চন্দ্রালোকে ক'জন বামন শুদ্ধাচারী ...।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মেঘরং *বি* মেঘের মতো রংবিশিষ্ট। 'ধানিরং ঘাঘরি, মেঘরং ওড়না।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মেঘরঙা *বিণ* মেঘের মতো রংবিশিষ্ট। 'মেঘরঙা বীরটিকে পগারের ঢালু গায়ে দেখা গেল।' *হাসান*, ১৯৬৯।

মেঘরজনী [স] *বি* মেঘাচ্ছন্ন রাত। 'বেলাভূমি স্তব্ধ মেঘরজনীর দুর্দম শৃঙ্গারে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

মেঘরব [স] *বি* মেঘের শব্দ। 'ঘোর মেঘরব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মেঘরাজ *বি* মেঘের রাজা। 'ইন্দ্রচাপ রূপ ধরি/ মেঘরাজ ধ্বজোপরি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মেঘরাজি [স] *বি* মেঘের রাশি বা স্তূপ। 'দিগন্তের শ্যামপ্রান্তে শান্ত মেঘরাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

মেঘরাজ্য [স] ১ *বি* মেঘবৃষ্টি। 'আর তো নাই রে ছুটি, মেঘরাজ্য গেছে টুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বি* মেঘপুঞ্জ। 'সেখানে কোনো আইন কানুন নেই – মেঘরাজ্যের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মেঘলা [স মেঘ>] ১ *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'এতদিন মেঘলা দিনগুলো যেন কালো ভিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২

বিণ সজল। 'তার মেঘলা-দৃষ্টিখানি আমার মুখের উপর তুলে ধরেছে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বিণ* মেঘের মতো শ্যামলা। 'কারে দেখি মেঘলা আকাশ না ওই মেঘলা মেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৫। ৪ *বিণ* বিষণ্ণ। 'মেয়ের অপরিবর্তিত মেঘলা মুখ দেখে সোলায়মান আলীর মুখটাও করুণ হয়ে যায়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

মেঘলাটোপর *বিণ* মেঘেঢাকা। 'মেঘলাটোপর সন্ধ্যাকে ভালোবাসব প্রিয়ার মতো।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

মেঘলামতী *বি স্ত্রী* মেঘাচ্ছন্ন। 'সিন্ধুনদীতে ভেসে, এলে মেঘলামতীর দেশে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মেঘলামদির *বিণ* মত্ততা জাগায় এমন মেঘাচ্ছন্ন। 'ক্ষণিক আবেশ – মেঘলামদির দুপুরবেলায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

মেঘলা-মেঘলা *বিণ* অনেকটা মেঘাচ্ছন্ন। 'সারা দিনটাই ছিল মেঘলা-মেঘলা।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

মেঘলাসবুজ হাওয়া *বি* মেঘলা দিনে সবুজ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে বয়ে চলা বাতাস। 'চুমো খায় চোখে মেঘলাসবুজ হাওয়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

মেঘলীয়া *বিণ* মেঘের মতো গাঢ়। 'আসমানী নীল মেঘলীয়া নীল।' *জসীম*, ১৯৩১।

মেঘলেশ [স] *বিণ* মেঘের কণা। 'যেখানে মেঘলেশ নেই সেখানে বৃষ্টি এনেছেন তিনি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মেঘলোক [স] *বি* মেঘের রাজ্য। 'মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'পাখি উড়ে যায় যেন কোন মেঘ-লোক হতে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মেঘশাবক [স] *বি* মেঘরূপ শাবক। 'হেমন্তকালের আকাশ জুড়ে গাভীর মতো চরে বেড়ায় মেঘশাবকের দল।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

মেঘশূন্য [স] *বিণ* মেঘমুক্ত। 'গগনমণ্ডল মেঘশূন্য হইয়া পরিষ্কৃত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মেঘস্তনিত [স] *বি* মেঘের গর্জন। 'বিপুল হাস্যধ্বনি সজলগম্ভীর মেঘস্তনিতের মতো ভাঙিয়া পড়িল।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

মেঘস্তর [স] *বি* মেঘরাশি; মেঘপুঞ্জ। 'রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মেঘস্তূপ [স] *বি* মেঘপুঞ্জ। 'আকাশের গায়ে নানারঙের মেঘস্তূপ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মেঘস্নিগ্ধ [স] *বিণ* মেঘমেদুর; মেঘে আবৃত হওয়ার ফলে স্নিগ্ধ। 'আহা কি চিক্কণ কান্তি মেঘস্নিগ্ধ হলুদে-সবুজে!' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

মেঘস্বপন [স মেঘস্বপ্ন] *বি* মেঘরূপ স্বপ্ন। 'আপন-মনে মেঘস্বপন আপনি রচ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মেঘস্বর [স] *বি* মেঘের গুরুগুরু গর্জন। 'এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে/ তপনহীন ঘন তমসায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মেঘস্বরূপ [স] *বিণ* মেঘের অনুরূপ। 'তাহা বাষ্পময় মেঘস্বরূপ হইয়া ঊর্দ্ধদিকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মেঘা [স মেঘ] ১ *বি* মেঘ। 'গগন গরজ মেঘা সিখর ময়ূর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কাজলা মেঘা নামবে ঢলি ঢলি।' *জসীম*, ১৯২৭। ২ *বিণ* মেঘলা। 'মেঘা দিন।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেঘাকার [স] *বি* মেঘের আকার। 'হস্তী, মেঘাকার সবে, – যে সকল মেঘ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেঘাচ্ছন্ন [স] *বিণ* মেঘে ঢাকা। 'মেঘাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'শাস্ত্রে বলে মেঘাচ্ছন্ন দিন যে দুর্দ্দিন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মেঘাচ্ছাদিত [স] *বিণ* মেঘে ঢাকা। 'ভেবেছিল মেঘাচ্ছাদিত কালো আকাশ দেখবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মেঘাড়ম্বর [স] ১ *বি* মেঘের ঘনঘটা; মেঘের সমারোহ। 'এক দিবস অতিশয় মেঘাড়ম্বর হইয়া নিরন্তর জলের ধারা পড়িতেছে।' *গৌর*, ১৮২২। ২ *বি* ঘনঘটা। 'হৃদবিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মেঘাধিষ্ঠাত্রী [স] *বিণ* বৃষ্টি দেন এমন। 'মেঘাধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্না হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

মেঘান্ত [স] *বি* শরৎ। 'মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেঘান্ধ [স] *বিণ* মেঘে ঢাকা। 'মেঘান্ধ অম্বরে আজি তারি যেন মূর্তিমতি মায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মেঘান্ধকার [স] *বিণ* মেঘবশত অন্ধকার। 'একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেঘাবনত [স] *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন হয়ে নুয়ে পড়েছে এমন। 'সায়াহ্ন মেঘাবনত পশ্চিম গগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মেঘাবরণ [স] *বি* মেঘের আবরণ। 'এই কালে তনু মেঘাবরণদ্বারা শশী অপাবৃত হইলেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮; 'বাইরে তার সজল মেঘাবরণ।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

মেঘাবলী [স] *বি* মেঘমালা। 'নভোমণ্ডলস্থ মেঘাবলী ... পরম রমণীয় ছাদ স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মেঘাবৃত [স] *বিণ* মেঘে-ঢাকা। 'কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া ... উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন।।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন মেঘাবৃত আকাশে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেঘাভ্যন্তর [স] *বি* মেঘের ভিতর। 'সেই মহামহিমান্বিত পুরুষ মেঘাভ্যন্তর হইতে কহিতে লাগিলেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মেঘায়িত [স] *বিণ* মেঘে-ঢাকা। 'অচরিতার্থ সাধনা বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মেঘারণ্য [স] *বি* মেঘরূপ অরণ্য। 'কোথা শশী কোথা তারা/ মেঘারণ্যে পথহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মেঘারম্ভ [স] *বিণ* মেঘলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেঘাসন [স] *বি* মেঘের তৈরি আসন। 'মেঘাসনে বসি ওগো কোন সতী ওই?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেঘেডোবা *বিণ* মেঘে-ঢাকা। 'মেঘেডোবা আকাশের ব্যথা ওরা ছাড়া আর কে-ইবা বোঝে এমন করে?' *কায়সার*, ১৯৬২।

মেঘেঢাকা *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'মেঘেঢাকা এই ভরা দুপুরের কাছে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

মেঘে-মাখা *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'মাথার উপর চাঁদ মেঘে-মাখা।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

মেঘের পর্দা *বি* মেঘের আবরণ। 'চতুর্দিকের আকাশমণ্ডপে কালো মেঘের পর্দা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মেঘের পাড়া *বি* মেঘের দেশ। 'তবে আমি পালিয়ে যাব বাদলা মেঘের পাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

মেঘের বেলুন *বি* মেঘরূপ বেলুন। 'উড়ে চলে মেঘের বেলুন।'

নজরুল, ১৯২৮।

মেঘের ভেলা *বি* মেঘরূপ ভেলা। 'নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মেঘোৎপত্তি [স] *বি* মেঘের সৃষ্টি। 'ভারতবর্ষের উত্তর দিকে মেঘোৎপত্তির উপায় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

মেঘোৎসব [স] *বি* বর্ষার আগমন। 'প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মেঘ[২] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'মেঘ, তেতালা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

মেঘমঞ্জরী *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মেঘমঞ্জরী শুনেছেন?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

মেঘমল্লার [স মেঘ>] *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'মেঘমল্লার রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মেঘমল্লার [স মেঘ>] *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'তুমি মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মেঘনা *বি* বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত নদী। 'মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

মেঘহাসা *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

মেঙুদি *বি* বেড়া ও রঙের জন্যে ব্যবহৃত মেহেদি গাছ। 'করঞ্জি মেঙুদি কাটে আসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেচলা *বি* ময়ূরের পেখম। 'আসগাড়ু পাসগাড়ু সিয়রে মেচলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেচি [ফা মাদ্‌হ্] *বি* মাদি বিড়াল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেচেতা *বি* মুখমণ্ডলের কালো ছাপবিশেষ। 'সুন্দরীর মুখে মেচেতা পড়েছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

মেছ *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'মেছ গারো কোছ লেপ্‌চা প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মেছুনী, মেছুনি [স মৎস্য>] *বি স্ত্রী* মাছবিক্রেতা; জেলেনি। 'মেছুনীর কাছে গিয়া কিনি বাজে মাছ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'শাকওয়ালী, মেছুনী, ধোপা ও যমের মার দ্বারা তাহার চতুষ্পার্শ্ব সুসজ্জিত করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মেচুনি [স মৎস্য>] *বি স্ত্রী* মাছবিক্রেতা সম্প্রদায়ের নারী; জেলেনি। 'মাচের ভারিরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে ... মেচুনিরা ঝকড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেছনী, মেছনি [স মৎস্য>] *বি স্ত্রী* মাছবিক্রেতা নারী। 'মেছনীরা ডাকিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'মেছনি তার সাতগুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মেছুয়া [স মৎস্য>] *বি* জেলে। 'অনেক মেছুয়ার অন্ন যাইবেক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মেছুয়াবাজারী *বিণ* মেছুয়াবাজার থেকে প্রকাশিত। 'সত্যই মেছুয়াবাজারী এই কাগজখানির বেতমিজীর তুলনা হয় না।' *আজাদ*, ১৯৪৪।

মেছেল [আ মিছ্‌ল] *বি* মিল; সামঞ্জস্য। 'মেছেল নাহিক হয় জইফ ও জওয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মেছো [স মৎস্য>] *বি* যারা মাছ ধরে; জেলে। 'মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে ঘুরিয়াছি।' *জীবন*, ১৯৩৬।

মেছোনি *বি স্ত্রী* মাছবিক্রেতা; জেলে-বউ। 'মেছোনিকে পিন্নি বলেন, ঝুড়ির ঢাকা খুলো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মেছোপট্টি *বি* মাছবাজার। 'বাজারে ঢুকে মেছোপট্টির পাশে বসল।' *হাসান*, ১৯৬৬।

মেছোবাজার *বি* মাছেরবাজার। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'মেছোবাজারের ভাষায় গালির বোমা ও গুলি বর্ষণ করতে আরম্ভ করেছেন।' *সওগত*, ১৯২৮।

মেছো-হাট *বি* মাছের বাজার। 'দুইজনে মিলে ঘরটাকে যেন মেছো-হাট করে রাখত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মেছোহাটা *বি* মাছবাজার। 'মহাফেজখানা যেন মেছোহাটা সদৃশ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

মেছোয়াক [আ মিসওয়াক] *বি* দাঁতন। 'নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মেজ[১] [স মধ্য>] *বিণ* মধ্যম। 'বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

মেজগিন্নী *বি* মেজকর্তার স্ত্রী। 'মেজগিন্নীর কাছে এ এতটুকু অন্যায়ও নয় অপমানও নয়।' *তারা*, ১৯৪৩।

মেজদা *বি* দ্বিতীয় বড়ো ভাই। 'মেজদা, আমার ক্রমে চক্ষু খুলছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মেজদাদা *বি* দ্বিতীয় বড়ো ভাই। 'মেজদাদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু দুষ্টুমী কর্ব্বো না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মেজদিদি *বি* দ্বিতীয় বড়ো বোন। 'ও মেজদিদি! দেখিচি, দেখিচি, দেখিচি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

মেজবৌদি *বি* দ্বিতীয় বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'দীনেশের এই মুক্ত দ্বার আর মেজবৌদির এক মুক্ত দাক্ষিণ্য।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মেজলা *বিণ* মেজো; মধ্যম। 'আহা আসে নাই কত দিন হল মেজলা জামাই।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মেজ[২] [প] *বি* টেবিল। *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'সাহেব তবে বড় দালানে মেজ লাগাই।' *কেরি*, ১৮০২; 'তিনি কাপ্তানসাহেবের মেজের উপর ভোজন করেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মেজ[৩] [স মধ্য] *বি* মেঝে। 'দামা, মেজটা সাফ কর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মেজবান [ফা] *বি* ভোজ। 'সে মেজবানে গ্রামেরও অধিকাংশ লোক শরীক হইল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মেজবানখানা [ফা] *বি* অতিথির ভোজের ব্যবস্থা করা হয় যেখানে। 'মেজবানখানায় মেহমানের ভিড়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

মেজবানী [ফা] *বি* ভোজ। 'মেজবানী দাও বলে তারে ধরবে চীনেজোঁকে।' *জসীম*, ১৯২৯; 'মেজবানী দেয় ছেলে বুড়োয় করিয়ে কলরব।' *জসীম*, ১৯৩৩।

মেজমানি [ফা মেজবানি] *বি* ভোজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেজর [ই] *বি* সেনাবাহিনীর পদবিশেষ। *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'মেজর সক সাহেব ঐ খালের এক নক্সা করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মেজরাটী [ই] *বিণ* সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'সভ্যদিগের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন

হয় পরে মেজরাটী অর্থাৎ মতাধিক্যবিনা নিযুক্ত হইতে পারেন না।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

মেজরাপ, মেজরাফ [আ মিজরাব] *বি* সেতার বাজানোর সময় ডান হাতের তর্জনীর মাথায় পরিধেয় তারের বেষ্টনীবিশেষ। 'কেহ সেতারার মেজরাপ হাতে দেয় ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'আঙ্গুলে মেজরাফ পরিয়া সেতারের তারে হস্ত স্পর্শ করে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

মেজষ্টর [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেট। 'মেজষ্টর সাহেবেরদিগের গোচরার্থে সম্বাদপত্র পাঠাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মেজষ্টরি [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেজা[১] [স মধ্য] *বি* কোমর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেজা[২] [প মেজ] *বি* টেবিল। 'মেজা ২।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

মেজাজ [আ মিজাজ] **১** *বি* মানসিক অবস্থা। 'নতুবা মারপীট করিলে মেজাজ খারাপ হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* প্রকৃতি। 'বাবুর মেজাজ গরিব। সৌখীনের রাজা!' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বি* রাগ। 'কেবল মেজাজ। কেবল গরগরানি।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

মেজাজি, মেজাজী [আ মিজাজ>] **১** *বিণ* আবেগপ্রবণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* উগ্র প্রকৃতিযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গরম মেজাজি কেউ থাকলেই ...।' *মানিক*, ১৯৩৭; 'মেজাজী মেয়ে যমুনার পাতলা ঠোঁটদুটো চুলবুল করছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

মেজিয়া [স মধ্য>] *বি* মেঝে। 'তাহাদের ঘরের মেজিয়া খুঁড়িয়া দেখ অনেক বালিকার মাতা বাহির হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭১।

মেজিশিয়ান [ই] *বি* জাদুপ্রদর্শনকারী। 'মেজিশিয়ানরা দেখেছি মাথার উপরে হাত তুলে এক প্যাক তাস ছেড়ে দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মেজিষ্ট্রেট [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেট; ফৌজদারি আদালতের প্রধান বিচারক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেজিস্ত্রিড [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেট। 'শ্রীযুত মেজিস্ত্রিড সাহেব সেখানে অধিষ্ঠিত হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মেজেষ্টর [ই] *বি* ফৌজদারি আদালতের প্রধান বিচারক। 'নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে দাদান, গাদন ও শামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেজেষ্টরী [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেটের পদ। 'ছেলেপুলের আসেসরী ও ডেপুটী মেজেষ্টরীর জন্য স'দা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেজেষ্ট্রেট [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেট। 'মেজেষ্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রস্তাবিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মেজেস্ত্রিড [ই] *বিণ* ম্যাজিস্ট্রেট। 'মেজেস্ত্রিড সাহেবেরদের প্রতি আজ্ঞা ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মেজে [স মধ্য>] *বি* ঘরের ভেতরকার সমতল অংশ; মেঝে; ভূমিতল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* **মেঝে**

মেজো [স মধ্য>] *বিণ* মধ্যম; দ্বিতীয়। 'ধানের ভুঁয়ে নীল করেনি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটাই মেরেছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মেজো-কর্তা *বি* প্রধান কর্মকর্তার পরের কর্মকর্তা। 'কেউ বা বড়ো-কর্তা, কেউ বা মেজো-কর্তা, কেউ বা ছোটো-কর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মেজোবউ *বি* বাড়ির দ্বিতীয় ছেলের স্ত্রী। 'মেজোবউ কোথা, ডেকে দাও তারে/ কোথা ছোকা, কোথা ছুচি!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মেজোয়ানী [ফা মেজবানি] *বি* মেহমানদারি। 'মেজোয়ানী করিলেন্ত এবাজ সমান।' *সুলতান*, ১৭০০।

মেঝে [স মধ্য>] *বি* ঘরের তলদেশ; ফ্লোর; মেজে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'উলটে পড়ল মেঝেয়!' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মেঝেময় *ক্রিবিণ* সমস্ত মেঝে জুড়ে। 'কালির মেঝেময় ছড়াছড়িটা দেখবার মতো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মেট [ই] *বি* কয়েদি-সর্দার। 'কেহ মুহুরি কেহ মেট কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মেট মিস্তিরি [ই মেট+প মিস্ত্রি] *বি* মিস্ত্রির সহকারী। 'গুরুদাস গুই, সেরুড কোম্পানির বাড়ির মেট মিস্তিরি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেটা [স মিত্র>] **১** *ক্রি* বন্ধ করা। 'মেটিবারে সে আচার চাহসি এখন।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *ক্রি* পূর্ণ হওয়া; সফল হওয়া। 'মাটি, তোমায় নমি, আমার মিটুক সর্ব সাধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **মেটিবারে** *ক্রি* বন্ধ করতে। 'মেটিবারে সে আচার চাহসি এখন।' *সুলতান*, ১৭০০।

মেটাফিজিক্স [ই] *বি* অধিবিদ্যা; সত্তার প্রকৃতি ও জ্ঞানসংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র। 'ফিজিক্স কিংবা মেটাফিজিক্স-এর তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মেটামরফোসিস [ই] *বি* রূপান্তর। 'আবার মিনিটে মিনিটে না ফিজিকেল মেটামরফোসিসের প্রি নিতে হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

মেটি [স মৃত্তিকা>] **১** *বি* মাটি। 'মেটি বা দেওয়ালের খাপরেল ঘর।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *বি* কবর। 'এনার বাত মাফিক কাম করলে মোদের মেটির ভিতর জলদি যেতে হবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মেটিয়্যা *ক্রি* লাগিয়ে। 'বাড়িময় দিলেক মেটিয়্যা বীতহোত্র।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মেটিরিয়ালিজম [ই] *বি* বস্তুবাদ; জড়বাদ। 'ইউরোপে ঘোর মেটিরিয়ালিজমের যুগে ঐ উপমাটি জড়জগৎ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মেটুলি *বি* গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ ইত্যাদির কলিজা। 'ঝাল মেটুলির চাঁট আর এক নম্বর বাংলায় সন্ধ্যেটা বেশ গুলজার হয়।' *সুনীল*, ১৯৭০।

মেটে[১] [মাটি] **১** *বিণ* মাটির মতো। 'মেটে আর পচা গন্ধ দূর হবে তায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* মাটির তৈরি। 'মনপাত্র হলে মেটে, কী করবি কেঁদে কেটে।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* মাটিরঙা। 'আর-একজন তাহাকে মেটে বলিলেও বাঁচিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মেটে আলু *বি* অনেকটা মানকচুর মতো দেখতে এমন বড়ো আকৃতির আলুবিশেষ। 'চাল ও মেটে আলু আনিয়া দিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মেটেকলসি *বি* মাটির তৈরি কলস। 'এঁটোকাঁটা নিয়ে আমি তো মেটেকলসি ছুঁতে পারব না।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মেটে ঘর *বি* মাটির তৈরি ঘর। 'একতলা মেটে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেটেচিল [মেটে+স চিল] *বি* পাখিবিশেষ। 'শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মেটে রাস্তা *বি* মাটি দিয়ে তৈরি রাস্তা। 'সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মেটে[২] *বি* মেটুলি; কলিজা। 'টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই মেটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মেটো *বি* খাবারবিশেষ। 'তেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘণ্টো ও আটা নেবড়ান লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট হয়ে বসে আচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেট্যা তৈল [স মৃত্তিকা>+স তৈল] *বি* গাঢ় খনিজ তেলবিশেষ। 'মেট্যা তৈল ডামর সাপনকাষ্ঠ মধু মোম।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মেটিরিয়ল [ই] *বিণ* বস্তুগত। 'এই মেটিরিয়ল পৃথিবীতে কেবলমাত্র কামনার দ্বারা কারও দুঃখ দূর করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেট্রন [ই] *বি* ছাত্রীনিবাসের মহিলা তত্ত্বাবধায়ক। 'মেট্রনের সুনজরের শুভ্রতা বোধ করে।' *জীবন*, ১৯৩২।

মেট্রিয়ার্কি [ই] *বি* মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। 'তুমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বল সে রাজ্যের ও ঘোর আনাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেট্রেস [ই] *বি* জাজিম; তোশক। 'মেট্রেসের ওপর বর্ডার সেলাই করা ধবধবে চাদর।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

মেঠাই [স মিষ্ট>] *বি* মিঠাই; মিষ্টি দ্রব্য। 'মেঠাই যত বরফী বুন্দে খৈচুর সেউ জিলাপী মতিচুর লুচি কচুরি ছানাবড়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মেঠো [স বর্ত্ম>] **১** *বিণ* মাঠের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে এমন। 'তালবনের কাছে একটি মেঠো ঝর্নার মতো আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* মাঠের। 'মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থজন আসিছে গ্রামের হাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* মাঠ আছে এমন। 'মেঠো দেশের মিঠে হাওয়ায় গা মেলিতে চাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বিণ* মাঠের উপযুক্ত। 'সাময়িকপত্র, সাহিত্যিক ভাষণ এবং মেঠো বক্তৃতায়।' *উমর*, ১৯৬৮।

মেঠো গান *বি* মাঠের উপযোগী গান। 'এই পল্লিমাঠের পথের পাশে মেঠো গান।' *নজরুল*, ১৯২২।

মেঠো ফুল *বি* মাঠে ফুটে থাকে এমন ফুল। 'বিজন ভুঁয়ে মেঠো ফুলের পাশাপাশি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

মেঠো বাঁশী *বি* মাঠের মধ্যে বাজানো হয় এমন বাঁশি। 'চলে মেঠো বাঁশী দুটি ঠোঁট ছুঁয়ে কলমী ফুলের বুকে।' *জসীম*, ১৯২৯।

মেঠো-মেঠো *বিণ* মাঠের মতো। 'একরকম মেঠো-মেঠো ঘেসো-ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মেঠো-রাগিণী *বি* মেঠোসুর; গেঁয়োসুর। 'অত্যন্ত বেসুরে একটা মেঠো-রাগিণীর আরম্ভ-অংশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মেঠো সুর *বি* মাঠের উপযোগী সুর। 'একটি রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মেড-ইজি [ই] *বি* সহজপাঠ। 'পরীক্ষায় পাশের ব্যাপারে মেড-ইজির কাজ করবে ভেবে আমি একটু নরম হই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মেডাল [ই] *বি* বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ ধাতব পদকবিশেষ। 'তিনি সোনার মেডাল ... পুরস্কার পাইতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'সেলাই করে মেডাল পাইছে?' *রোকেয়া*, ১৯৩০। *দ্র* **মেডেল**

মেডালিস্ট [ই] *বি* পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'তিনি গণিতে ফর্স্টক্লাস মেডালিস্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেডিকেল [ই] *বিণ* চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত। 'গত বৃহস্পতিবারে নূতন মেডিকেল কালেজ খোলা গিয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬; 'এঁরা কলকেতা মেডিকেল কলেজের এজুকেটেড ভূত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেডিকল সায়ান্স [ই] *বি* চিকিৎসাবিজ্ঞান। 'প্রতীকার কর মেডিকল সায়ান্স হয়েছে কি জন্যে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মেডিকাল বোর্ড [ই] *বি* চিকিৎসাবিদ্যা পদ্ধতির নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ। 'এই পুস্তক মেডিকাল বোর্ডে অর্পিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কালেজ [ই] *বি* চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। 'গত বৃহস্পতিবারে নূতন মেডিকেল কালেজ খোলা গিয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬; 'এঁরা কলকেতা মেডিকেল কলেজের এজুকেটেড ভূত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেডিকেল টেস্ট [ই] *বি* ডাক্তারি পরীক্ষা। 'মেডিকেল টেস্টে ঠেকবে না।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মেডেন-হেয়ার [ই] **১** *বি* ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ। 'মেডেন-হেয়ার পাতার সঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* নকল চুল। 'ডেস্কে ছিল মেডেন-হেয়ার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেডেল [ই] *বি* পদক। 'ডিক্রী, মেডেল ও সারটফিকেটওয়ালা বড় বড় বাইয়েরা।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'কত গণ্ডা মেডেলই পেয়েছি প্রাইজ।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মেডেলওয়ালা *বিণ* মেডেল বা পদকপ্রাপ্ত। 'একজন সঙ্গীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মেড়া [স মেণ্ঢ্র] *বি* মেষ। 'কুকুর বদলে মেড়া লইয়া বড় খোস।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'মাগিদের স্বাধীন করে/ এখন যেন মেড়া লড়ে।' *অমৃত*, ১৯০০।

মেড়ী *বি* ভেড়ি। *ওগঁা*, ১৭৮৫।

মেড়ুয়া *বিণ* মাড়োয়ারি। 'মেড়ুয়া বা মুসলমান ছোকড়াকে ধমকায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

মেড়ুয়াবাদী *বি* মাড়োয়ারি বা হিন্দুস্তানি। 'যা বেটা মেড়ুয়াবাদী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মেড়ো [হি মাড়োয়ার>] *বি* মাড়োয়ারি। 'যত উড়ে মেড়ো খোট্টা বাঙ্গাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মেঢ়ে [স মণ্ড] *বি* মণ্ডপ; পীঠ। 'তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মেণ [স মান্>] *অব্য* কিন্তু। 'মোরে বাঁশীগুটি দিআঁ মেণ দাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মেণ্ডু [স মণ্ডূক] *বি* ব্যাঙ। 'এক সাপে কি করিবে বহুত মেণ্ডুকে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মেথডিষ্ট [ই] *বিণ* একটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় সম্পর্কিত। 'তাঁর সহধর্ম্মিণী হলেন মেথডিষ্ট (Methodist) মতবাদী।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মেথর [ফা মিহতর] *বি* ময়লা সাফ করে যে; ঝাড়ুদার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেথরগিরি *বি* ঝাড়ুদারের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেথরাণী *বি* মেথরানি; ঝাড়ুদারনি। 'মেথরাণী-গর্ব্ভজাত একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠকারণ নিযুক্ত করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মেথরাণীগর্ব্ভজাত [মেথরাণী+স গর্ব্ভজাত] *বিণ* মেথরানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'মেথরাণীগর্ব্ভজাত একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠকারণ নিযুক্ত করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মেথরানী, মেথরানি *বি স্ত্রী* ময়লা পরিষ্কারের কাজ করে যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মেথরানিটা বললে, 'বাবু, জাত জানো কি তোমার মায়ের?' *নজরুল*, ১৯৩৩; 'মেথরানীর নিতম্ব কখনো যৎসামান্য ভুলচুক ...।' *শামসুর*, ১৯৭০।

মেথি [স মেথী] *বি* মসলা হিসেবে ব্যবহৃত একপ্রকার গন্ধবীজ। 'নরম কিনে তালশাঁস হিঙ্গ জিরা রসবাস চক্রি মেথি জোহানি মহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেতিতেল [স মেথী>] *বি* মেথি থেকে উৎপাদিত তেল। 'মেতিতেল দিয়া মাতা আঁচড়িয়া বাঁদে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মেথেমেটিক্স [ই] *বি* অঙ্ক শাস্ত্র। 'ফিলাসফি মেথেমেটিক্স এও আলজেব্রী ... ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপে শিক্ষার্থে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

মেদ [স] *বি* চর্বি। 'দুই মাসেত আর মেদ জনমএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মেদবহুল [স] *বিণ* মেদময়। 'মিসেস বোস মেদবহুল চিবুকটা কুঞ্চিত করিয়া সন্দেহ করিলেন ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬; 'মেদবহুল দেহ, বধির, শুচিবাইগ্রস্ত।' *তারা*, ১৯৪৩।

মেদভার [স] *বি* মেদবাহুল্য। 'বন্ধ্যা আত্মতৃপ্তির মেদভারে সত্তার বিকাশ তখন স্তব্ধ।' *শিব*, ১৯৫০।

মেদমজ্জা [স] *বি* চর্বি ও অস্থিমজ্জা। 'যে ভালোবাসা মেদেমজ্জায় অস্থিমাংসে আত্মা পরাত্মায় জটিল নয়।' *জীবন*, ১৯৩১।

মেদশৈথিল্য [স] *বি* মেদবশত শরীরের শিথিলতা। 'কিন্তু স্থূল নয়, একবিন্দু মেদশৈথিল্য নাই।' *তারা*, ১৯৪২।

মেদস্ফীতি [স] *বি* চর্বিজনিত স্থূলতা। 'ন্যাশনালত্বের ব্যাধি অতিমেদস্ফীতির ন্যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মেদগন্ধধূম [স] *বি* (হিন্দুবিশ্বাস) যজ্ঞের আগুন। 'মেদগন্ধধূম করিয়া আঘ্রাণ মহিষীরা হইবেন শতপুত্রবতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মেদা [ফা মাদাহ্] *বিণ* তেজহীন; পৌরুষহীন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেদামারা *বিণ* পৌরুষশূন্য; নির্জীব। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মেদা মারা ছেলের চেয়ে সে হিসাবে ডানপিটে ছেলে বরং অনেক ভালো।' *নজরুল*, ১৯২২।

মেদারা [প ম্যাডিয়ারা] *বি* অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের ম্যাডিয়ারা দ্বীপে তৈরি মদ। *ক্যালগো*, ১৭৮৫।

মেদিনী, মেদিনি [স] *বি* পৃথিবী। 'ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি মেদিনি মদন সমানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মেদনি, মেদনী [স মেদিনী] *বি* পৃথিবী। 'মেদনি যোড়িলো হালে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মেদিপাতা *বি* মেহেদি পাতা। 'মেদিপাতা দিছি পদ্ম করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মেদী [ফা মাদহ্] *বি* মেয়ে। 'মেদী না মদা বলতে পারলে বলি হ্যাঁ!' *হাসান*, ১৯৬০।

মেদুর [স] ১ *বিণ* শ্যামল। 'শ্যামছোয়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* কোমল। 'আনত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বিণ* মধুর। 'মৌনের নির্ঝর মেদুর সুরাসার সিঞ্চে গগনের পাত্রে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

মেদেরা সরাপ *বি* মেডিয়ারা দ্বীপে উৎপন্ন কড়া মদবিশেষ। 'মেদেরা সরাপ বাতাবি বেক সরাপ বিলিগর মোমবাতি লবন ...।' *ক্যালগো*, ১৭৮৪।

মেধ [স] *বি* যজ্ঞ। 'মানব-মেধের যজ্ঞধূম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মেধা[১] [স] ১ *বি* ধীশক্তি। 'অত্যন্ত মেধা থাকাতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* জ্ঞান। 'যতদিন মেধা থাকিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

মেধাবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন। 'প্রফুল্ল মেধাবিনী' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

মেধাবী [স] ১ *বিণ* বুদ্ধিমান; ধীমান। 'মেধাবী বরুণ ... নৌকা আরোহণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* গভীর। 'নিশীথে ছায়া যেন মেধাবী প্রশান্তি এক রেখে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩০। ৩ *বি* গাঢ়। 'ওই পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা।' *জীবন*, ১৯৪২।

মেধাশক্তি [স] *বি* ধীশক্তি। 'অতুলন মেধাশক্তি যে অকালে ন হইয়াছে।' *সওগাত*, ১৯৩০।

মেধাসম্পন্ন [স] *বিণ* মেধাবী। 'উপযুক্ত যোগ্যতা ও মেধাসম্প মোহাজের ছাত্রকেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষায়তনে ভর্তি করা হইতেছে না *আজাদ*, ১৯৬৪।

মেধাসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* মেধাবী। 'প্রবেশিকা শ্রেণীর মেধাসম্প একজন ছাত্রীকে ...।' *বেগম*, ১৯৬০।

মেধা[২] [ফা মিরধা] *বি* গ্রামের প্রধান; মীরধা। 'নীলকণ্ঠ বারতান বারসিং ঢোলকান পাঁজা মেধা কারফরমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেধ্য [স] *বিণ* পবিত্র। 'রাজা হিন্দু জবনের অমেধ্য তাবৎকে মেধ্য জ্ঞা ভক্ষণ করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মেনওয়ারী *বি* যুদ্ধজাহাজ। 'বিপক্ষ দলের মেনওয়ারী অর্থাৎ যুদ্ধের জাহাজ বালেশ্বরের পথে ... ভ্রমিয়া বেড়ায়।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

মেনথল, মেন্থল [ই] *বি* কর্পূরের মতো পদার্থবিশেষ। 'এক শি মেন্থল।' *জীবন*, ১৯৩২; 'স্মেলিং সল্ট আর মেনথল রয়েছে *জীবন*, ১৯৪৮।

মেন পাওয়ার [ই] *বি* জনবল। 'মেন পাওয়ার কম বলে, কয়েকটা রাস্ত ফোলো অপ করতে পারবে না।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মেন-লাইন [ই] *বি* প্রধান রাস্তা। 'খানিক দূরে মেন লাইন।' *মানিক* ১৯৩৬।

মেনি, মেনী [ধ্বন্যা] *বি* মাদি বিড়াল। 'পুষি মেনিটিরে ফেলিয়া এস ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'মেনী বিড়ালের ছানাগুলো।' *বিভূতি*, ১৯২৯ 'হুলো আর মেনির এই অত্যদ্ভুত রক্তোচ্ছ্বাস।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মেনিমুখো *বিণ* লাজুক। 'এমন পয়লানম্বরী তলওয়ারবাজ হয়ে গে মেনিমুখো মেস্টার – মেলের একজন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মেনী বিড়াল *বি* মাদি বিড়াল। 'মেনী বিড়ালের ছানাগুলো।' *বিভূতি* ১৯২৯।

মেনু [ই মেনিয়ু] *বি* খাদ্য তালিকা। 'দেখি তোমাদের মেনু।' *শিবরাম* ১৯৭০।

মেনেজিং [ই ম্যানেজিং] *বিণ* পরিচালনকারী। 'পাঠশালার মেনেজি কমেটি।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মেন্দি [আ মুহন্নি] *বি* মেহেদি। 'মেন্দির দাগ ত গেল না।' *জসীম* ১৯৩৩।

মেপ [ই ম্যাপ] *বি* মানচিত্র। 'ঐ মেপের উপর এমত লিখিত আছে *দর্পণ*, ১৮২৫।

মেম [ই] ১ *বি* ইংরেজ নারী। 'মেম সঙ্গে নানা রঙ্গে গরিমা প্রকাশ।' গুপ্ত ১৮৫৮; 'মেম সাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই।' *বঙ্কিম* ১৮৭৫। ২ *বি* সম্ভ্রান্ত মহিলা। 'মেম সাহেবাকে তাহারা রাখি কোথায়?' *রোকেয়া*, ১৯২২। ৩ *বি* ইংরেজিভাষী নারী। 'এ আমেরিকান মেমসায়েবের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান

মুজতবা, ১৯৫২।

মেমলোক [ই মেম+স লোক] *বি* ইংরেজ নারী। *দর্পণ*, ১৮২৮।

মেমসায়েব [ই মেম+আ সাহিব] *বি* ইংরেজিভাষী নারী। 'এক আমেরিকান মেমসায়েবের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মেমসাহেব [ই মেম+আ সাহিব] **১** *বি* ইউরোপীয় প্রভুপত্নী। 'যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* ইউরোপীয় মহিলা। 'আত্মীয়রা দেখিলে "মেম সাহেব" বলিয়া ঠাট্টা করিবেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'ও চলেছে মেমসাহেব বিয়ে করতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেমসাহেবি, মেমসাহেবী [ই মেম+আ সাহিব>] *বিণ* ইউরোপীয় নারীসুলভ। 'গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'শ্বেতভুজার অপূর্ব কীর্তি, মেমসাহেবী সৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেমদো *বি* (হিন্দুবিশ্বাস) মুসলমান ভূত। 'নীলকুটির নীল মেমদো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মেমরি [ই] *বি* স্মৃতিশক্তি। 'তায়ার কি চমৎকার মেমরি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেমারি [ই] *বি* স্মৃতিশক্তি। 'ছাড়পোকার মতো এমন মস্তিষ্কের উপকারী মেমারি বাড়ানোর মহৌষধি আর নেই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মেমোরিয়াল [ই] *বিণ* কোনো ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত। 'যাদব মেমোরিয়াল হসপিটাল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মেমান [ধ্বন্যা] *বি* গো-মেষাদির আর্তনাদ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেমানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* গাধার মতো ডাক দেওয়া। 'মেমাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেম্বার, মেম্বর [ই] *বি* সদস্য। 'কৌন্সলের মেম্বর মহামহিমান্বিত শ্রীযুক্ত হারিংটন সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'ক্লাবের মেম্বার।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মেম্বরশিপ [ই] *বি* সদস্যপদ। 'লাইফ মেম্বরশিপ ছশো টাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেম্বারগিরি [ই মেম্বর+ফা গিরি] *বি* মেম্বারের কাজ। 'বছর পাঁচেক ধরে আইনসভার মেম্বারগিরি করছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

মেয়র [ই] *বি* নগরের পৌরসংস্থার প্রধান। 'শহরে মেয়রের চেয়ে কিছু বড়ো ওরা হয়তো বা।' *জীবন*, ১৯৩০।

মেয়া [ফা মেওয়াহ্] *বি* মেওয়া; বেদানা, ডালিম, আঙ্গুর, বাদাম প্রভৃতি ফল। 'সকলের সার মেয়া ফল প্রতি খাসা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মেয়াদ [আ মিয়াদ] **১** *বি* নির্দিষ্ট সময়। 'এই সদর লিখার মেয়াদের মধ্যে না দিলে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬; 'জিউয়ের দিনে অর্থাৎ খতের মেয়াদ পূর্ণ হইলে টাকা না পাও আমরা দিব।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* কারাভোগের সাজা বা দণ্ড। 'তা'র কি মেয়াদ টেয়াদ হয়েছে?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মেয়াদ উত্তীর্ণ [আ মিয়াদ+স উত্তীর্ণ] *বিণ* নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত। 'মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই তাহা ছাড়াইয়া লওয়া হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মেয়াদি, মেয়াদী [আ মিয়াদ] **১** *বিণ* নির্দিষ্ট সময়ের। 'মেয়াদী কাগজ ও কেতাবের ছাপা ও প্রকাশ হওন বিনা ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'সে বন্দোবস্ত মেয়াদি না মৌরসী করা হবে?' *প্রমথ*, ১৯১৯। **২** *বিণ* সময়বিশিষ্ট। 'এক বছর মেয়াদী কোর্সে শিক্ষা দেয়া হয়।' *বেগম*, ১৯৬৯।

মেয়াদী কাগজ [আ মিয়াদ>+আ কাগজ] *বি* নির্দিষ্ট সময়নির্দেশক দলিল। 'মেয়াদী কাগজ ও কেতাবের ছাপা ও প্রকাশ হওন বিনা লাইসেন্সে কাগজাদি ছাপাদি হওনের ন্যায় বোধ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মেয়ান [ফা মিয়ান] *বি* তলোয়ারের খাপ। 'মেয়ানে থাকিয়া খসাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেয়ে [স মাতৃকা] **১** *বি* নারী। 'কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেনে বড়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। **২** *বি* কিশোরী বা তার থেকে একটু বয়সী কন্যা। 'এত বড় ধাড়ী মেয়ে লোকের বাড়ী যাইতে ...।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* কন্যাশিশু। 'এমন হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৪** *বি* কন্যা। 'তাঁর মেয়ে আর বৌ লুকয়ে এসে, সমস্ত রাত কত আমোদ করলে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৫** *বি* বালিকা। 'অপূর্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃণ্ময়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৬** *বি* কনে; পাত্রী হিসেবে কন্যা দান। 'কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ছেলের কাছে মেয়ে দেবে তারা।' *জীবন*, ১৯৩২।

মেয়ে-ইস্কুল [মেয়ে+ই ইস্কুল] *বি* বালিকা বিদ্যালয়; শুধু মেয়েদের স্কুল। 'তেমন মেয়ে-স্কুল কোথায়?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মেয়ে ওয়ার্ড [মেয়ে+ই ওয়ার্ড] *বি* হাসপাতালের মহিলাবিভাগ। 'গোপিকে মেয়ে ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মেয়েছেলে **১** *বি* স্ত্রী। 'ভালমানুষের মেয়েছেলে রাত্রে এ বাড়ী ও বাড়ী কি পা?' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪। **২** *বি* স্ত্রীলোক। 'বাহকদিগের সঙ্গে বকাবকি আরম্ভ করিল। পাড়ার মেয়েছেলে দেখিবার জন্য ঝুঁকিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

মেয়েজন্ম [মেয়ে+স জন্ম] *বি* মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ। 'না ভাই মেয়েজন্ম নিয়ে আর নয়!' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মেয়েজ্যাটা *বি* ভর্ৎসনা করে অথবা কর্তৃত্ব ফলায় যে নারী। 'মেয়েজ্যাটা বড় বালাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মেয়ে ডাক্তার *বি* মহিলা চিকিৎসক। 'মেয়ে ডাক্তারের অভাব আমাদের দেশে খুবই বেশী।' *বেগম*, ১৯৫৯।

মেয়ে দেখা *বি* বিয়ের উদ্দেশ্যে মেয়েকে পাত্রপক্ষের লোকের দেখা। 'ইসলামে মেয়ে দেখবার বিধান আছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

মেয়েনাতি [মেয়ে+লাথি] *বি* স্ত্রীলোকের পদাঘাত। 'বিটী সাহেবের নোক, তা নইলি মেয়েনাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মেয়ে-ন্যাকড়া *বিণ* মেয়েদের পিছু ছাড়ে না এমন। 'অ্যাত মেয়ে-ন্যাকড়া হওয়া ভাল?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মেয়েপক্ষ [মেয়ে+স পক্ষ] *বি* কন্যার তরফ। 'বিস্ময়ের পাত্র দাদাসাহেবের মেয়েপক্ষের নাতি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মেয়ে পটানো *ক্রি* ভুলিয়ে-ভালিয়ে মেয়েদের বশে আনা। 'তুমি তো বরাবরই মেয়ে পটকে এসেছ।' *জীবন*, ১৯৩২।

মেয়েপনা *বি* মেয়েদের আচরণ। 'তখন হাসি পেত আজকে দিনের কচিমেয়েপনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেয়েপুরুষ *বি* নারী ও পুরুষ। 'অনেক মেয়েপুরুষ মন্দিরপ্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মেয়ে-বিদ্যালয় *বি* মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মেয়েমদ্দ [মেয়ে+ফা মর্‌দ] *বি* নারী-পুরুষ। 'পেল্লাই পার্টি, মেয়েমদ্দে গিসগিস করছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মেয়েমহল [মেয়ে>+আ মহল] ১ *বি* নারীসম্প্রদায়। 'যাহারা সার্থক হইতে পারে তাহাদের তুলনা তোমাদের মেয়েমহলে মিলিবে কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* অন্দরমহল। 'মেয়ে-মহলের দোতলার বারান্দায়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

মেয়েমানুষ [মেয়ে+স মানুষ] ১ *বি* নারী। 'পাড়াপেঁয়ে মেয়েমানুষ শুনিবামাত্রে আঁও মাঁও করিয়া উঠিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* স্বল্প জ্ঞানের মানুষ। 'তুমি মেয়েমানুষ, এ-সমস্ত কথা বোঝো না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* যৌনতা। 'তিনি ... মদ-মাংস মেয়েমানুষ-মোটর-মামলা এই পঞ্চ-মকারের সাধনার নিযুক্ত আছেন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মেয়েমানুষি [মেয়ে+স মানুষ>] *বি* নারীসুলভ আচরণ। 'মেয়েমানুষিতে হায় উহাদের জব্দ করিয়াছে।' *শক্তি*, ১৯৭০।

মেয়েমুখো [মেয়ে+স মুখ>] *বিণ* মেয়েদের প্রতি অতি উৎসাহী। 'তোর বাপ যেমন মেয়েমুখো তুই তেমনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মেয়েলি [মেয়ে>] ১ *বিণ* মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। 'মেয়েলি শ্লোক স্মরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* নারীসুলভ। 'তার মেয়েলি prying instinct প্রবেশ করবার জো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মেয়েলিগোছ *বি* নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। 'এঁর চেহারাটা যে একটু মেয়েলিগোছের।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

মেয়েলি ছড়া *বি* মেয়েদের মুখে মুখে রচিত ছড়া। 'এবারকার 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটাতে কতকটা বলেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মেয়েলি ঢং *বি* নারীসুলভ আচরণ। 'এইবার মেয়েলি ঢং মাদিপনামো ছেড়ে ব্যাটাছেলে হও।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মেয়েলিপনা *বি* নারীসুলভ আচরণ। 'কাল-ভোলা মেয়েলিপনা আর আদুটে অভিমান আমায় জোড়া হাতেই বেঁধেছে আজ।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

মেয়েলিবুদ্ধি *বি* (অবজ্ঞার্থে) নারীসুলভ বিচার-বিবেচনা। 'এখানেই মেয়েলিবুদ্ধির চোলাই হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেয়েলি ব্রত *বি* মেয়েদের পালনীয় লৌকিক অনুষ্ঠান বিশেষ। 'মেয়েলি ব্রতেরও দুটো ভাগ।' *অবন*, ১৯১৯।

মেয়েলি রূপকথা *বিণ* মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত রূপকথা। 'বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মেয়েলি শ্লোক *বি* মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ছড়া। 'মেয়েলি শ্লোক স্মরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মেয়ে স্কুল *বি* বালিকা বিদ্যালয়। 'শ্যামবাজারে ডাক্তারবাবুর জানা মেয়ে স্কুল আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

মেয়্যা ১ *বি* নারী। 'দুধের আঙুল মেয়্যা পাড়িল প্রমাদ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* বালিকা। 'ষষ্ঠীপূজা করিতে চলিল যত মেয়্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* কনে। *ওর্সা*, ১৭৮২।

মেয়্যা মানুষ *বি* মেয়ে মানুষ; স্ত্রীলোক। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

মেরজাই [ফা মিরজাই] *বি* ফতুয়াজাতীয় জামাবিশেষ। 'শান্তিপুরের ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদর ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মেরবানি [ফা মেহেরবানি] *বি* মেহেরবানি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেরাপ [আ মিহ্‌রাব] ১ *বি* মাদুর ইত্যাদি দিয়ে নির্মিত অস্থায়ী ছাদ। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ২ *বি* অস্থায়ী মণ্ডপবিশেষ। 'পশ্চিম দিকে তরুলতার মেরাপ ছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মেরামত, মেরামৎ [আ মরামত] ১ *বি* সারানো; নষ্ট কোনো জিনিস ঠিক করা। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'সেই ঘর মেরামত করিবার কারণ কন্ত্রাক্ত করিয়া দেওয়া জাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। ২ *বি* বন্দোবস্ত। 'উকিলেরা পূর্ব্বে সমাচার পাইয়া দিব্য এক অট্টালিকা মেরামত করিয়া রাখিয়াছিল।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* সংস্কারকাজ। '... মেরামৎ হইতেছে অতএব গাড়ির পথ বন্ধ।' *কেরি*, ১৮০২; 'ইহার বার্ষিক মেরামত আগামি ১৫ দিসেম্বর পর্য্যন্ত সাঙ্গ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মেরামতি [আ মরামত>] ১ *বিণ* মেরামতের; মেরামত সম্পর্কিত। 'মেরামতি জে খরচ হইবেক তাহা।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ২ *বিণ* মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয়। 'পাঠশালার নিমিত্ত ... সকলেই যৎকিঞ্চিৎ মেরামতি খরচ দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মেরি *সর্ব* আমার। 'হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

মেরিট [ই] *বি* গুণাগুণ; মেধা। 'মেরিটের ওপর বিশেষ কিছু নির্ভর করে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

মেরিপুত্র [ই মেরি+স পুত্র] *বি* মেরির পুত্র (যিশু খ্রিস্ট)। 'মেরিপুত্র যিশুখ্রীষ্টের জন্য মরণ ... বৃত্তান্তে বিশ্বাস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

মেরীগোল্ড [ই] *বি* গাঁদা ফুল। 'ম্যাগনোলিয়া! না মেরীগোল্ড। তা হবে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

মেরু [স] ১ *বি* পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ প্রান্ত। 'মেরু শিখর লই গঅণ পইসই।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০। ২ *বি* মানুষের কোমর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেরুচারিণী [স] *বি* মেরু এলাকায় বিচরণকারী। 'হে মেরুচারিণী, তোমার চোখের নীল ইস্পাতে আজ ঝলসি উঠুক ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

মেরুজ্যোতি [স] *বি* মেরু অঞ্চলে আকাশে দৃষ্ট আলোকবিশেষ; অরোরা (aurora)। 'রামায়ণ মহাকাব্যের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে এই মেরুজ্যোতি বিষয়ক উল্লেখ স্পষ্টই দৃষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মেরুদণ্ড [স] ১ *বি* শিরদাঁড়া। 'ষট চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* প্রধান অঙ্গ। 'শিশুরা জাতির মেরুদণ্ড।' *বেগম*, ১৯৫২।

মেরুদণ্ডস্বরূপ [স] *বিণ* প্রধান। 'টুকুই দলের মেরুদণ্ডস্বরূপ।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মেরুদণ্ডহীন [স] *বিণ* দৃঢ়তাশূন্য। 'এবার দিয়েছি জলাঞ্জলি মেরুদণ্ডহীন ক্লীব আশাকে তোমার।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

মেরুদাড়া [স মেরুদণ্ড] *বি* শিরদাঁড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেরুদুর্গম [স] *বিণ* মেরু অঞ্চলের মতো দুর্গম। 'এইবার করো মেরুদুর্গম পরিখা খনন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মেরুনিশীথ [স] *বি* মেরু অঞ্চলের রাত। 'তারপর হ'য়ে গেছ মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মেরুবর্জিত [স] *বিণ* মেরুর সঙ্গে যোগ নেই এমন। 'আফিঙের ঘোর মেরুবর্জিত শীতে/ বিষাক্ত আর শিথিল আবেষ্টনে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

মেরুবিপর্যয় [স] *বি* দুই মেরুতুল্য বৈপরীত্য। 'সুন্দর-কুৎসিত এবং সে নিত্যবিপরীত দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যয় বিকল্পস্বভাব ক্ষেত্রে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেরুমজ্জা [স] *বি* মেরুদণ্ড ও মেরুদণ্ডের ভিতরকার বস্তু। 'দারিদ্র্য তার মেরুমজ্জা ভাঙিয়া দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

মেরুশিখর [স] *বি* পাহাড়চূড়া। 'কি মেরুশিখর কিবা বিধুবর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মেরুশৃঙ্গ [স] *বি* পর্বতচূড়া। 'শুভযোগ মৃগশিরা মেরুশৃঙ্গে জেন হিরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেরুসমুদ্র *বি* উত্তর বা দক্ষিণ মহাসাগর। 'মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদানে।' *জীবন*, ১৯৪০।

মেরুন *বিণ* খয়েরি-লাল। 'মেরুন রঙের গাছের মর্মরে।' *জীবন*, ১৯৪০।

মেরোয়া *বিণ* বেপরোয়া। 'এমনি মেরোয়া হইয়া উঠেন যে বোধ হয় যেন ইংরাজের কেল্লা গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

মের্দোম [স মৃদঙ্গ] *বি* মৃদঙ্গ। 'মের্দোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেল[১] [স মেল] ১ *বি* সভা। 'কৌতুকে খেলায় কৃষ্ণ ছাওয়ালের মেলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* মিলন। 'কএস লায়লী মেল/ শুভ দরশন ভেল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মেলবন্ধ [স] *বি* কৌলীন্য। 'মেলবন্ধ থাকাতে অনেক কুলীনকন্যা জন্মাবচ্ছিন্ন অদত্তাই থাকিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মেলবন্ধন [স] ১ *বি* কৌলীন্য অর্জন। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* মিলন। 'গৌড়ীয় ভাষা নাম দিয়ে তাদের মেলবন্ধন করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মেল মজলিশ [স মেল+আ মজলিস] *বি* সভাসমাবেশ। 'একটু যে মেল মজলিশ আর বাজারে যেতে শুরু করেছিল ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মেল[২] [ই] *বি* মেল ট্রেন; সব স্টেশনে থামে না এমন গাড়ি। 'মেল ছেড়ে প্যাসেঞ্জার ধরবার একটু কারণ ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মেলগাড়ি [ই মেইল+গাড়ি] *বি* ডাক ও যাত্রীবহনকারী দ্রুতগামী রেলগাড়ি। 'মেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩ 'পারতপক্ষে মেল-গাড়িতে যান না, প্যাসেঞ্জারগাড়ি পেলে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মেলট্রেন [ই] *বি* ডাকবাহী রেল গাড়ি। 'অদ্য রাত্রে মেলট্রেনে গমন করিব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

মেল[৩] [স] *বি* ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বংশগত ঐক্য। 'প্রত্যেকে দেখিয়েছিল এতকাল গাঞী, গোত্র, মেল।' *নীরেন*, ১৯৬১।

মেলই [স মেল] *ক্রি* ছাড়ে। 'বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ণ মেলঈ।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

মেলন [স মিল্>] *বি* খুলে ফেলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেলা[১] [স মিল্>] ১ *ক্রি* মিলিত হওয়া। 'মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আলেঁ।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০। ২ *ক্রি* খোলা। 'কখনো ফুল দুটো আঁখিপুট মেলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *ক্রি* পাওয়া। 'কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *ক্রি* লীন হওয়া। 'দিবসের শেষ আলোক মিলালো নগরসৌধ-'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৫ *ক্রি* উদিত হওয়া; চোখ খোলা। 'সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৬ *ক্রি* দূর হওয়া। 'আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৭ *ক্রি* শুকোতে দেওয়া। 'কাপড়গুলি ... কেউ দেয় না মেলে ছাদে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৮ *ক্রি* সামঞ্জস্য বিধান করা। 'তোমার সুরে সুর মেলাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ৯ *ক্রি* বিকশিত হওয়া। 'পাতাগুলি মেলে বলেছে এই তো এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **মেল** *ক্রি* মিলিত হও। 'শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ মেল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলহ** *ক্রি* যোগ দাও। 'মেলহ আমায় নহে হবে পেরেশান।' *গরীব*, ১৭৬৫। **মেলাইবোঁ** *ক্রি* একত্র করবো; সমাবেশ করবো। 'সকল গোঠ মেলাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলাইল** *ক্রি* মিলিয়ে দিলো। 'বিধাতা আনিএগ্রা রত্ন মোরে মেলাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **মেলাইলো** *ক্রি* মিলিয়ে দিলাম। 'আণিএগ্রা মেলাইলো তোর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলি** ১ *ক্রি* ছেড়ে। 'কাহেরি ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।' *চর্যা* ৬, ১২০০। ২ *ক্রি* একত্র হয়ে। 'সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* ধরে। 'পথ মেলি জাএ রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* মেতেছি। 'জাবত জনম হম তুঅ পদ ন সেবিলুঁ জুবতী মতিময় মেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৫ *ক্রি* খুলে। 'মায়াপাতি মুখ মেলি কমললোচন।' *মালাধর*, ১৫০০। ৬ *বি* সঙ্গ। 'ইহা যেই শুনে সেহো পায় সেই মেলি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মেলিআ** *ক্রি* মিলে। 'প্রেত ভুত পিশাচ মেলিআ তার সঙ্গ অনুদিন কত না কিনিএগ্রা দিব তাঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মেলিআঁ** *ক্রি* মিলে। 'তোর মোর মেলিআঁ করিব তার ফল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলিতে** *ক্রি* খুলে ধরতে। 'মেলিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **মেলিব** *ক্রি* মিলিত হবে। 'নিকট মেলিব তোর প্রিয় বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলিবেক** *ক্রি* মিলবে; পাবে। 'তবেঁ মেলিবেক বাঁশী তোহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলিয়া** ১ *ক্রি* তাড়িয়ে। 'পাই নাহি দুইতে বৎস মেলিয়া পাঠায়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* মিলে। 'এতেকে তোমরা সবে আপনে মেলিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মেলিলা** *ক্রি* উপস্থিত হলো। 'মেলিলাত গিয়া দিজ দ্বারিকা নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মেলিলি** *ক্রি* মেললি। 'খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী।' *চর্যা* ৮, ১২০০। **মেলিলী** *ক্রি* মিলিত হলো, দেখা করলো। 'হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলিলুম** *ক্রি* পার হলাম। 'অকাষ্ঠ কাষ্ঠের নৌকা মুঞি পাপী মেলিলুম খেবা।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **মেলিলেক** *ক্রি* মিলালো। 'ঘোল দধি দুধ মোর মেলিলেক পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলী** *ক্রি* একত্র হয়ে। 'মেলী করিউ যুগতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মেলে** ১ *ক্রি* প্রদর্শিত হয়। 'মেলে ঘন ঘন জীহ্বের আগ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মিলেমিশে। 'রসে বসে আনি থাকিব মেলে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *ক্রি* পাওয়া যায়। 'ফকির লালন বলে, তা কি মুখের কথায় মেলে।' *লালন*, ১৮৯০। **মেলেং** *ক্রি* মিলে। 'তূসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেং।' *চর্যা* ২৭, ১২০০। **মেল্যা** *ক্রি* মিলে। সত্তে মেল্যা সদাগরের বস্ত্র কাড়্যা লেই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মেল্যাছে** *ক্রি* মিলেছে। 'কি জানি তপের ফলে হর মেল্যাছে বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মেলিয়া মারা *ক্রি* ছুড়ে মারা। 'মাথার টুপিটা চৌকির উপর মেলিয়া মারিয়া ইজিচেয়ারে লম্বা হইয়া পড়িলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

মেলে দেওয়া *ক্রি* অবাধে তুলে ধরা। 'চাবার আগে আপনি আমায় দেব মেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মেলে ধরা *ক্রি* খুলে ধরা; ছড়িয়ে দেওয়া। 'একটা শাড়ী আমাদের

সামনে মেলে ধরলো।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

মেলা[২] [স মিল্>] ১ *বি* (প্রেমের) খেলা; মিলন। 'সব জন জানিলেক তোর মোর মেলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* উৎসব। 'সুরতসুখ অমিয় মেলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* উপস্থিতি। 'চারিদিকে বান্ধবের মেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* উন্মুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *বি* কোনো উপলক্ষে আয়োজিত নানা দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও প্রদর্শনী বিশেষ। 'প্রতি বৎসর পৌষ মাসে তথায় জয়দেব স্মরণার্থ একটি মেলা হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৬ *বি* সমাবেশ; ভিড়। 'বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'পথের উপর নিরন্ন মানুষের মেলা।' *তারা*, ১৯৪৩। ৭ *বি* সন্নিবেশ। 'পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কমল, জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মেলামিশা *বি* সংসর্গ; সঙ্গ। 'ইসলাম নরনারীর অবাধ মেলামিশা নিষিদ্ধ করেছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

মেলামেলি *বি* মিলন। 'নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মেলামেশা ১ *বি* পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ। 'মেলামেশা বারো মাস নদীর শ্যামল তীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বি* পরস্পর ভাবের আদানপ্রদান। 'স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মেলাস্থল *বি* মেলাপ্রান্তর। 'অবশ্য মেলাস্থল বড়ো জমজমাট।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মেলা[৩] *বিণ* অনেক। 'চৌদিগে বান্ধব মেলা গলায় তুলসীমালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মেলা বক বক কচ্ছো কেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মেলাহি *বিণ* মেলা; অনেক। 'যক্ষ রাক্ষস দেখীত মেলাহি ভএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মেলা[৪] *বি* যাত্রা। 'লখা, চণ্ডী, ল মেলা করি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মেলা দেওয়া *ক্রি* যাত্রা করা। 'সেটা পাইচার মধ্যে নিয়ে আরম্ভের উদ্দেশ্যে মেলা দিয়ে ... ছাউনির দিকে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

মেলাই *বিণ* মালয়ের। 'মনিলা ও মেলাই এ সকল জাতিয় কথক লোক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মেলাণী, মেলানি, মেলানী [স মেলন>] ১ *বি* বিদায়। 'এবেঁ মেলাণী দেহ আক্ষারে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তখনে রাধাক দিল মেলানী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মেলানি দেহ রাজা জাই গোকুল নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ভেট। 'মেলানি পাইয়া সবে নিজ ঘরে গেলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মেলি [স মিল্>] *বি* মিলন। 'মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আনেঁ।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

মেলিনা [ই] *বি* বিদেশি ফুলবিশেষ। 'কোন ফুল বলো তো, রেবতী বললে, মেলিনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মেলেচ্ছো [স ম্লেচ্ছ] *বিণ* ম্লেচ্ছ। 'মেলেচ্ছো বেটি আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মেলেরিয়া [ই] *বি* ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত; অস্বাস্থ্যকর। 'ঐ সকল স্থান মেলেরিয়া অর্থাৎ দূষিত বাষ্পনিবন্ধন অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

মেলেরে *বি* ম্যালেরিয়া জ্বর। 'বীরভূমের একচেটে করে-নেওয়া মেলেরে জ্বর ... হু-হু করে আসে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মেশক [আ মিশক] *বি* মৃগনাভি; কস্তুরি। **মেশক-বু** [আ মিশক+ফা বু] *বি* মৃগনাভির ঘ্রাণ। 'পথে রেখে যায় মৃগীরা মেশক-বু!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মেশা [স মিশ্র>] ১ *ক্রি* এক হয়ে যাওয়া। 'ছায়া ছায়া গাছপালাগুলি/ মেশে মেশে মেঘের কোলেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* একত্রে ওঠাবসা করা; একত্রে চলাফেরা করা। 'তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মেশান *বিণ* মিশ্রণ। 'একটুখানি রঙ চড়ালে বা রসের মেশান দেওয়ার জন্য সেখানে পাঠকের সমর্থন পেতে অসুবিধা নেই।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

মেশানো *ক্রি* একই সমতল করা। 'মিশিয়ে দিয়ে উঁচু নিচু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মেশামেশি *বিণ* পারস্পরিক সম্প্রীতি। 'দুই দলে মেশামেশি।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'বড়ো যে মেশামেশি হাসিখুশি তা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মেশিন, মেসিন [ই] *বি* যন্ত্র। 'মস্তিষ্ক মনের কাজ করবার মেসিন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মেশিনগান, মেসিনগান [ই] *বি* যন্ত্রচালিত কামান বা বন্দুক। 'পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে রাইফেল আর মেশিনগানের গুলি।' *নজরুল*, ১৯২২; 'তখন কপ্‌নিপরা ফৌজ মেশিন-গান বের করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'মেসিনগানের গুলি আর সামনে পিছনে বোমা ফাটার শব্দ।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

মেশিনম্যান [ই] *বি* যন্ত্রচালক। 'দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার মেশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মেশিনিজম [ই] *বি* যন্ত্রকৌশল। 'সেই মোটর টায়ার ও মেশিনিজমের বিশেষজ্ঞতা কাজে খাটাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

মেশী [ফা মিশি] *বি* মিসি; তামাক ও সুগন্ধি মসলায় তৈরি দাঁতে লাগানোর মাজনবিশেষ। 'মেশী দাঁতে দিয়া দোক্তের করিয়া কাপড় পরিয়া পাছার বাহার দেখান।' *ভবানী*, ১৮২৮। দ্র **মিসি**

মেশো [স মাসি>] *বি* মায়ের বোনের স্বামী; খালু। 'মেশোমশায়কে তোমার মনে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। দ্র **মেসো**

মেষ [স] ১ *বি* ভেড়া। 'মহিষ ছাগ মেষ রোহিত রাজহংসে শতেক দিল বলিদান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের প্রথম রাশি। 'মেষ বৃষ দুই স্তান বৈসে মূলাধারে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* আত্মসম্মানহীন পশু (ভেড়া) অর্থে ব্যবহৃত গালিবিশেষ। 'মানুষ আমরা, নহি ত মেষ।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২; 'মেষ রে মেষ, তুই আছিস বেশ।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

মেষপাল [স] *বি* ভেড়ার দল। 'ক্যালডিয়ার মরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেষপাল পুরুষ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মেষপালক [স] *বি* ভেড়া পালন করে যে। 'মেষপালক তোমায় উপহার দিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মেষশাবক [স] *বি* ভেড়ার বাচ্চা। 'কিছু দূরে, নীচের দিকে, এক মেষশাবক জলপান করিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মেষশিশু [স] *বি* ভেড়ার বাচ্চা। 'মেষশিশুর কি তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মেষসম [স] *বিণ* ভেড়ার মতো। 'মেষসম পতি করি সাধ?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

মেষ স্বভাব [স] *বি* ভেড়ার মতো স্বভাব; নিস্তেজ ভাব। 'বাঙালির

মেষ স্বভাবের উপর ভয়ঙ্কর চটিয়া গেলাম।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মেষা ভেড়া *বি* ছিন্নমুষ্ক মেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেষুয়া [স মাতৃস্বসা>] *বি* মায়ের বোনের স্বামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মেষ্টর [ই] *বি* মিস্টার; সাধারণভাবে নামের আগে ব্যবহৃত সম্বোধনসূচক উপাধিবিশেষ। 'মেষ্টর ডিরোজিউ সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মেস[1] [স মেষ] *বি* (জ্যোতিষ) রাশিবিশেষ। 'বৈশাখ মাস মেস রাসি।' *রামাই*, ১৭১০। *দ্র* মেষ

মেস[2] [ই] *বি* বিভিন্ন ব্যক্তি চাঁদা দিয়ে যেখানে একত্র বাস ও আহার করে। 'হাবসী বাগান লেনের মেসটি ছোট কিন্তু বেশ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মেসবাড়ি [ই মেস+বাড়ি] *বি* বিভিন্ন ব্যক্তি চাঁদা দিয়ে যেখানে একসঙ্গে বাস ও আহার করে। 'একটি মেসবাড়ি – দি গ্রাণ্ড প্যারাডাইস লজ।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মেস বাহিনী [ই মেস+বাহিনী] *বি* মেসে থাকে যে সব লোক। 'মেস বাহিনী পাকড়াও করিয়া বসিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মেসক [ফা মশ্ক্] *বি* চামড়ার তৈরি থলে বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেসতা *বি* পাটের মতো একধরনের গুল্ম যার আঁশ থেকে দড়ি প্রস্তুত হয়। 'থাইল্যান্ড মেসতার উৎপাদক।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

মেসনরি [ই] *বি* খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। *দর্পণ*, ১৮২৮।

মেসো [স মাতৃস্বসৃ>] *বি* মাসির স্বামী; খালু। 'মেসো, পিসে, খুড়া, বাপ, জুজু ভূত ছুঁচো সাপ, স্থল, জল, আকাশ, অনল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মেসোপটেমিয়া, মেসোপোটেমিয়া [ই] *বি* ইরাকের দজলা ও ফোরাত নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতা। 'আরব সাগর পেরিয়ে মেসোপটেমিয়ার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'বংশ রয়েছে চাপা, মেসোপোটেমিয়ারই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মেসোপোটিয়ম [ই] *বি* ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী তীরের প্রাচীন সভ্যতা। 'মেসোপোটিয়মের সহিত ইউফ্রেটিস নদী তীরস্থ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মেস্ক [আ মিশক] *বি* মৃগনাভি; কস্তুরি। 'মেস্কের পিচকারী ভরি ছাড়ে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মেস্ত[1] *বি* সোজা লাইন টানার জন্যে ব্যবহৃত দণ্ডবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মেস্ত[2] [ই মিস্টার] *বি* পুরুষের নামের আগে ব্যবহৃত সম্মানসূচক সম্বোধন।' মেস্ত নেম ডগলিষ সাহেবের ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

মেস্তর [ই মিস্টার] *বি* মিস্টার। 'গবনর জানরেল মেস্তর হিষ্টিন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

মেস্ত্র [ই মিস্টার] *বি* মিস্টার। *বোগল*, ১৭৭০।

মেস্ত্র [স মৃত্যু] *বি*, *বিণ* উইল। 'মেস্ত্র কাগজ।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

মেস্ত্রি, মেস্ত্রী [প মিস্ত্রি] *বি* মিস্ত্রি। 'শ্রী সেকরমজানি মেস্ত্রি কস্য ঘরবাটী বন্দকপত্রমিদং।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

মেহ[1] [স মেঘ] *বি* মেঘ। 'করুণ মেহ নিরন্তর ফরিআ।' *চর্যা* ৩০, ১২০০; 'গগনে অব ঘন মেহ দারুণ।' *শেখর*, ১৬০০; 'ঘন ঘন গর্জিত মেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

মেহ[2] [স] *বি* বহুমূত্র। 'মেহ-পিত্ত-কফ হরে মধুর শীতল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মেহগনি [ই] *বি* মেহগনি গাছের কাঠ। 'মেহগনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মেহগ্নি [ই] *বি* দামি কাঠবিশেষ। 'টেবিলের চকচকে মেহগ্নিতে এক ফোঁটা পাউডারও পড়েনি।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

মেহাগনি [ই] *বি* মেহগনি গাছ। 'মেহাগনির ছায়ায় যেথা ফুলের মাছি জুটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

মেহতর [ফা মিহ্তর] *বি* মেথর। 'সাহেব আবশ্যকি চাকর এই কয় জন ... মসালচি বাবুরচি আবদর ভেস্তি মেহতর ...।' *কেরি*, ১৮০২।

মেহতের [ফা মিহ্তর] *বিণ* প্রবীণ। 'মেহতের জিবরিল বলে রাছুলের পাও তলে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মেহদি, মেহদী *বি* মেহেদি; একপ্রকার ছোটো গাছ যা দিয়ে বেড়া দেওয়া যায় এবং যার পাতা থেকে রঙ তৈরি করা যায়। 'মেহদি পাতার রস দিয়ে যেন ডানা দুটি লাল করে নিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২। *দ্র* মেহেদি

মেহনত, মেহনৎ [আ মিহ্নাত] *বি* পরিশ্রম। 'তোমাকে জেয়াদা মেহনত আপন হাতে দাদনির কারণ করিতে হবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'মেহনৎ ও বুদ্ধি খরচ করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

মেহনত-পেটা [আ মিহ্নাত>] *বিণ* পরিশ্রমের ফলে সুগঠিত। 'রশীদা বিবির মেহনত-পেটা শরীর।' *শওকত*, ১৯৭২।

মেহনতা [আ মিহ্নাত>] *বি* পারিশ্রমিক। 'উৎপাদনের মজুরী, মেহনতা বা মূল্যস্বরূপ উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক পাইবে।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

মেহনতানা [আ মিহ্নাত+ফা আনা] *বি* পারিশ্রমিক। 'তাহার মেহনতানা দুই চারি হাজার ধরিয়া দিলেই হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মেহনতি, মেহনতী [আ মিহ্নাত] ১ *বি* পরিশ্রম। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* পরিশ্রমী। 'যেন মেহনতী বুভুক্ষুর ভাগ্যে ভরপেট আহার জুটেছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মেহন্নত, মেহন্নৎ [আ মিহ্নাত] *বি* পরিশ্রম। 'আপন মেহন্নতের দাম কড়ায়২ আদায় করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'হাড়ভাঙা মেহন্নৎ হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মেহানত [আ মিহ্নাত] *বি* পরিশ্রম। 'মাজুর বাপ সারাদিন মেহানত করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মেহমান [ফা] *বি* অতিথি। 'মেহমান পেয়ে আফিয়ার আনন্দ হল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭; 'অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

মেহমানদারি, মেহমানদারী [ফা] *বি* আতিথেয়তা। 'মেহমানদারী বাবদে সে ত্রুটি ষোল আনা সংশোধন করিয়া লইতে চেষ্টা করিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'কি দিয়ে মেহমানদারি করবে, সে ঠাহর করতে পারল না।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪; 'তার আবার মেহমানদারি কি?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মেহমানি *বি* অতিথি আপ্যায়ন। 'সেখানে আজি মেহমানি যজ্ঞ হইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৭।

মেহরাব [আ মিহরাব] *বি* মসজিদে নামাজ পড়ার সময়ে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান। 'তাহার মিম্বর ও মেহরাব আজ নীরব নিস্তব্ধ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

মেহেদি, মেহেদী [আ মুহান্নী] *বি* এক প্রকার চির সবুজ ছোটো গাছের পাতা, যা থেকে রং পাওয়া যায়। 'দশ নখে শোভে যেন মেহেদীর রঙ্গ।' *সুলতান*, ১৭০০; 'মেহেদী কি অন্য কোনো প্রকারে ... শরীরে লেপন, যাহাতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'খানিকটা

জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ... বাগান বানাইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মেহেদি-ছোপানো *বিণ* মেহেদিরঞ্জিত। 'তার মেহেদি-ছোপানো হাতের চেয়েও লাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মেহেন্দী [আ মুহান্নী] *বি* মেহেদি। 'যাবত মেহেন্দী সম পিষণ না যাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মেহের [ফা] *বি* দয়া। 'মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মেহেরবাণী [ফা মিহ্‌রবান] *বি* অনুগ্রহ। 'মৌলবীর মেহেরবাণীতে কুটিওয়ালাদের চাকা মারার কসলত তামাম হবে!' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেহেরবান [ফা মিহ্‌রবান] ১ *বিণ* দয়ালু। 'মেহেরবান নাই বাপের সমান।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* দয়া। 'মেহেরবান করায়া ঘড়ী পঠাইবেন।' *বোগল*, ১৭৭০।

মেহেরবানগি, মেহেরবানগী [ফা মিহ্‌রবান>] *বি* দয়া। 'মেহেরবানগি করিয়া আমার হিসাবি বাকী ১৪২৫ তঙ্কা আড়কাট ব্যাজ মুদ্ধা দেওয়াইয়া দেও।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তুমি মেহেরবানগী করিয়া আমার সঙ্গে একবার ফল্লানা জায়গার ফল্লানী বিবির বাটীতে আইসহ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মেহেরবানি, মেহেরবানী [ফা মিহ্‌রবান>] *বি* দয়া। *ওর্সী*, ১৭৮৫; 'টাকা চাই না কি? ... মেহেরবানি আপকা।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'মেহেরবানী করিয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন।' *সওগাত*, ১৯২৮।

মেহেরবানি করন [ফা মিহ্‌রবান>] *বি* দয়া করা। *ওর্সী*, ১৭৮৫।

মেহু [স মেঘ] *বি* মেঘ। 'মেহু বিজুলীর বৃষ্টি বরিষার চিন্।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'আজ্ঞা দিলা বরিখিতে মেহু বরিষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মেহেরী [আ] *বি* নারী। 'ত্রিশ বরছের যেন হইল মেহেরী।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মেহেলী [স মহিলা] *বি* মহিলা। 'নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেলী।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

মৈ [স মদী] *বি* বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরি সিঁড়ি। 'মৈয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মৈতালি *বি* মিতালি। 'কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৈত্র[1] [স] *বি* সখা। 'তুমি ইষ্ট তুমি মৈত্র দেব নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৈত্রতা [স] *বি* বন্ধুত্ব। 'মৈত্রতা করিল রঘুপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৈত্রী [স] ১ *বি* বন্ধুতা। 'মৈত্রী লাভ হইলে আমারদিগের অনেকানেক স্থূল প্রবৃত্তিও সাতিশয় চরিতার্থ হইয়া পরম সুখ প্রদান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* সৌহার্দ্য। 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সংকোচ অনুভব করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মৈত্রীত্ব [স] *বি* বন্ধুত্ব। 'উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে হলে এদের মৈত্রীত্ব রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।' *বেগম*, ১৯৫১।

মৈত্রীধর্ম [স] *বি* বন্ধুতা বা সৌহার্দ্যের ধর্ম। 'দয়াধর্ম ত্যাগধর্ম মৈত্রীধর্মের মহতী বাণীর দ্বারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মৈত্রীবন্ধন [স] *বি* বন্ধুত্ব। 'প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের নোতুন মৈত্রীবন্ধন।' *উমর*, ১৯৬৮।

মৈত্রীভাবনা [স] *বি* বন্ধুসুলভ চিন্তা। 'বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মৈত্রীমন্ত্র [স] *বি* বন্ধুতার বাণী। 'বুদ্ধদেব সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীমন্ত্র নিজের সত্যসাধনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মৈত্রীমুখর [স] *বিণ* বন্ধুত্বপূর্ণ। 'মৈত্রীমুখর তোমরা যে মহাকাল।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

মৈত্র[2] [স] *বি* হিন্দু ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীযুত নবীনচন্দ্র মৈত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

মৈথিল [স মিথিলা>] *বিণ* মিথিলার অধিবাসী। 'তাহাতে মৈথিল রাজার বংশকীর্তনে মিথির পিতা নিমি হইতে তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'উড়িষ্যা দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে; মিথিলার নিবাসীদিগকে মৈথিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

মৈথিলি, মৈথিলী [স মিথিলা>] ১ *বি* মিথিলায় বসবাসকারী সম্প্রদায়। 'মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* মিথিলায় বাস করে এমন। 'জনৈক মৈথিলি ব্রাহ্মণ, ইহার অর্থকথা পালিভাষায় ... প্রস্তুত করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* মিথিলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'মৈথিলী ব্রাহ্মণ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মৈথুন [স] *বি* যৌনসঙ্গম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মৈদ্ধে [স মধ্য>] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'মনে ভাবে রথ মৈদ্ধে করি আরোহণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মৈধে [স মধ্য] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'কালিনাগের লেজ সভা মৈধে এড়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মৈধ্যে [স মধ্য] *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'এহার মধ্যে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মৈনাক [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পর্বতবিশেষ। 'শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা অতলজলধিতলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মৈর্য্যাদা, মৈর্জ্জাদা [স মর্যাদা] *বি* মর্যাদা। 'মৈর্জ্জাদা না জানি বাপে ব্রাহ্মণ নিন্দিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মৈল[1] *দ্র* মৈলা[2]

মৈল[2] [স মল>] *বিণ* মলযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মৈলা[1] [স মৃ>] *বিণ* মৃত। 'মৈলাক মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মৈলা[2] [স মৃ>] *ক্রি* মারা যাওয়া। **মৈল** *ক্রি* মরলো। 'মাএর সহিত পুড়িয়া মৈল পাণ্ডব পঞ্চজন।' *মালাধর*, ১৫০০। **মৈলা** *ক্রি* মরলো। 'পার্ব্বতীর কারণে দুই জন মৈলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মৈলিসি** *ক্রি* মরলি। 'কেমণে মৈলিসি গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মৈলুঁ** *ক্রি* মরলাম। 'মৈলুঁ লাজে মিছা কাজে দগদগি হইলুঁ।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **মৈলুম** *ক্রি* মরলাম। 'কেহ বলে মৈলুম মৈলুম কেহ বলে আহা।' *বিজয়*, ১৬৫০। **মৈলে** *ক্রি* মরে গেলে। 'মৈলে জীবনান্ত যার অন্তে রহে নাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মৈলেহ** *ক্রি* মরলেও। 'মৈলেহ এড়ান নাহি অবশ্য সংশএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **মৈলোঁ** *ক্রি* মরলো। 'তে কারণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মৈলা[3] [স মল>] *বিণ* মলযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মৈলান [স মল>] *ক্রি* মলিন হলো। 'কাঞ্চন শিরিষ কুসুম জনু তনুরুচি দিনকর কিরণে মৈলান।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মৈষ [স মহিষ] *বি* মহিষ। 'ছাগল মৈষ মেষ লইয়া চলিল।' *বিজয়*,

১৬৫০।

মৈষাসুর [স মহিষাসুর] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মহিষরূপধারী অসুরবিশেষ। 'রক্তবীজ মৈষাসুর সমরে করিল চুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

মো[1] [সময়া] ১ *সর্ব* আমি। 'সত্যে সত্যে করিবোঁ মো তোহ্মার বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* আমার। 'সে কালা মো পরাণের মিত।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০। **মোএ** *সর্ব* আমি। 'তোহোর অন্তরে মোএ ঘালিলি হাড়েরি মালী।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **মোঁই** *সর্ব* আমি। 'কহিলোঁ মোঁই সকল তোহ্মার ঠাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোঁঐ** ১ *সর্ব* আমি। 'প্রাণে মারিবোঁ কংসোসুর মোঁঐ হেলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* আমি। 'মোঁঐ আপোঙগু হৈবোঁ তোহ্মে জাইবেঁ মার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোক** *সর্ব* আমাকে। 'নিমাথি দেখিআঁ মোক বল করে কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোকে** *সর্ব* আমাকে। 'মোকে বোলে হেন বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোগদ** *সর্ব* আমাদের। 'তাহার কারনে লজ্জা দিলেক মোগদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মোঞঁ** *সর্ব* আমাকে। 'তাক মোঞঁ না করিবোঁ আনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোঞিঁ** *সর্ব* আমি। 'মোঞিঁ সে জাণো।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোতে** ১ *ক্রিবিণ* আমার মাঝে। 'মোতে বৈসে তোমার চিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* আমার প্রতি। 'পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *সর্ব* আমাকে। 'জন্মেজয় কহে মুনি কহ মোতে সার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মোতেঁ** *সর্ব* আমার। 'মোতেঁ লাগি বড়ায়ি তার না লৈলেক লাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোয়** *সর্ব* আমার। 'কভোঁ না লঙ্ঘিহ মোয় বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোয়ে** *সর্ব* আমাকে। 'কপট কহেসি, বিচেচু বয়েসি কাহে নিকরুণ মোয়ে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **মোর** ১ *সর্ব* আমার। 'পহিল বিআণ মোর বাসনপুড়া।' *চর্যা* ২০, ১২০০। ২ *সর্ব* আমাকে। 'কে দিআঁ পাঠাইলে মোর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোরা** *সর্ব* আমার। 'আবে মোরা মরম লাগল পাঁচবানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মোরি** *সর্ব* আমাকে। 'পাখি ... মোরি পাত্তিআচাদে।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। **মোরে** ১ *সর্ব* মোর; আমার। 'কাল হৈল মোরে নয়ানের নীরে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *সর্ব* আমারে। 'কিছু নাহি বুঝোঁ সত্য কহ দেখি মোরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মোহর** *সর্ব* মোর। 'দাস হইলেও সে মোহর প্রিয় রহে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মোহাতে** *সর্ব* আমাকে। 'সেই কথা মোহাতে কহত মহাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **মোহার** *সর্ব* আমার। 'যদি সে ভুঞ্জিলা রতি মোহার সহিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **মোহি** *সর্ব* আমাকে। 'হঠ ন করিঅ কহু কর মোহি পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মোহে** *সর্ব* আমাকে। 'হায় হায় মুহম্মদ ছাড়ি যাইবা মোহে।' *সুলতান*, ১৭০০। **মোহোঁ** *সর্ব* আমিও। 'মোহোঁ আইহনরাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোহোত** *সর্ব* আমাকে। 'তোহ্মার সুগন্ধি হৈব মোহোত বেষ্টিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **মোহোর** *সর্ব* আমার। 'মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।' *চর্যা* ২০, ১২০০; 'তোহ্মে জাণহ বড়ায়ি মোহোর বেভার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মো[2] [স মোহ] *বি* মোহ। 'মৈল ছয় ভাই-পো তারে বড় মায়া মো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোই [স মদী] *বি* মই। 'তবে খামাত্তে মোইখান আনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মোউর [স ময়ূর] *বি* ময়ূর। 'মোউর ছাইল ভাণ্ডার ঘর।' *রামাই*, ১৭১০।

মোউল [স মধুক] *বি* মহুয়া গাছ। 'অসসথ বেল পলাস মোউলর পাত।' *রামাই*, ১৭১০।

মোওয়া [স মোদক] *বি* মিষ্টি দেওয়া মুড়ি বা খইয়ের দলা। 'আপন হাতের খইয়ের মোওয়া দিল তাদের খেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মোওাফীক [আ মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* মাফিক। 'এক কাঠা এগার কড়া মোওাফীক তপসিল তোমাকে পুষ্করনী খনন করন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

মোং [ফা মুকান] *বি* মোকাম; স্থান; আবাসস্থল। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'মোং কলিকাতাতে ধর্ম্মতলা হইতে বহুবাজারে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

মোকট [স মৃত্তিকা>] *বি* কলস। 'নিছুড়িআঁ চাহোঁ পাণি লইছে মোকটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মোকদ্দমা [আ মুকদ্দামাহ] *বি* মামলা। 'তাতি তাতিতে মোকদ্দমা হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'জটিল মোকদ্দমা চলিতেছে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মোকদ্দমাকরণ [আ মুকদ্দামাহ+স করণ] *বি* মামলায় জড়ানো। 'মোকদ্দমাকরণের দ্বারা ... অত্যন্ত দুঃখী হইয়া বেড়াইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

মোকদ্দমাবাজী [আ মুকদ্দামাহ+ফা বাজি] *বি* পরস্পরকে মামলা দিয়ে হয়রান করা। 'মাথা-ফাটাফাটি ও মোকাদ্দমাবাজীও চলিতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

মোকর্দ্দমা, মোকৰ্দ্দমা [আ মুকদ্দামাহ] ১ *বি* মামলা। 'মহিষনগরের মোকর্দ্দমা কলিকাতায় কোন আফিস বড় সাহেব করিয়াছিলাম।' *ভেরলি*, ১৭৯৭। ২ *বি* বিবাদ। 'মনের মোকর্দ্দমার শালিসী নিষ্পত্তি হইয়া মিটমাট হইয়া গিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মোকরর [আ মকররার] ১ *বিণ* নিযুক্ত। 'সে আড়ঙ্গের দালালসকল কএক সন হইতে মোকরর আছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'দুই কমিস্যনর মোকরর হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে দখলীকৃত জমি। 'উকিলিতে মোকরর করিলাম।' *ওর্সা*, ১৭৮১। ৩ *বি* নিয়োগ। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মোকররি, মোকররী [আ মকররার>] ১ *বি* নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে দখলীকৃত জমি। 'লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব মোকররী বন্দোবস্ত করিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বিণ* নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে দখলীকৃত। 'তার জোত মৌরসী ও মোকররি।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

মোকরোর [আ মকররার>] *বিণ* নিযুক্ত। 'জীলার আদালতে জওয়াল সওয়াল কারণ উকিলিতে মোকরোর হইলাম।' *ওর্সা*, ১৭৮১।

মোকৰ্দ্দক *বি* মিছরি। 'মোক্তনাড়ু পাপর মোকর্দ্দক গঙ্গাজল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোকল [স মুক্ত] *বিণ* উন্মুক্ত। 'মোকল করল পহু শিশির কাটিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোকা[1] [স মুক্ত] *বিণ* মুখকাটা। 'মোকা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোকা[2] [আ মওকা] *বি* সুযোগ। 'তিনি যদি প্লেনে চাপবার মোকা পান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'ইংরেজ মোকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মোকা বেমোকায় [আ মওকা+ফা বে+মওকা] *ক্রিবিণ* সুযোগে-কুযোগে। 'এরা মোকা বেমোকায় বলতো।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

মোকামাফিক [আ মওকা-মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* সুযোগমতো। 'সেসব রসিকতা একদিন মোকামাফিক ছাড়িবার বাসনা আমার আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মোকাদিমা [আ মুকাদ্দম] *বি* গ্রামাধ্যক্ষ। 'মোল্লা মোকাদিমা কাজি আফিল এসাফ রাজি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মোকাদ্দমা [আ মুকদ্দামাহ] *বি* মূল বিষয়বস্তু। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মোকাবিলা, মোকাবেলা [আ মুকাবলা] ১ *বি* সাক্ষাৎ; উপস্থিতি। 'সদর আড়ঙ্গ দ্বারহাটায় তুমি আপন দস্তে ... গোমাস্তার মোকাবিলায় তাত্তিকে দাদনি করিবা।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩। ২ *বি* বিরুদ্ধাচারণ। 'তুমি মোকাবিলায় চোকাতে চাও।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭। ৩ *বি* সামনাসামনি বোঝাপড়া। 'পূর্বদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবণ্য নারাজ।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৮। ৪ *বি* নিষ্পত্তি। 'পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।' *বেগম,* ১৯৪৮; 'সাময়িক সমস্যাসমূহের মোকাবেলা করা।' *বেগম,* ১৯৪৮।

মোকাম [আ মাকাম] ১ *বি* বাসস্থান। 'পিরের মোকামে দেই সাঁজ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* ঠিকানা। 'বড়খাঁ গাজির নামে যেখানে মোকাম।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০। ৩ *বি* বন্দর। 'শুভে বাঙ্গালার কলিকাতা মোকামে পাঠাইয়া ছিলেন।' *বোগল,* ১৭৭০; 'কলিকাতা মোকাম হইতে আনাইয়া তাহার দোকান করাইয়াছেন।' *দর্পণ,* ১৮১৯।

মোকামি [আ মাকাম>] *বিণ* মোকামের। 'মোকামি গোমাস্তা ও দালালরা কি ধারায় কাজ করে ...।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩।

মোকুপ [আ মৌকুফ] *বি* ক্ষমা; ছাড়। 'বিসা তারিখ অবধি মোকুপ হইবেক।' *ক্যালগে,* ১৭৮৯। দ্র **মকুব**

মোকুফ [আ মৌকুফ] *বি* মাফ। *মানোএল,* ১৭৪৩।

মোক্তনাড়ু *বি* মোতিচুর; মিষ্টান্নবিশেষ। 'মোক্তনাড়ু পাপর মোকর্দক গঙ্গাজল।' *আলাওল,* ১৬৮০।

মোক্তার [আ মুখতার] ১ *বি* কর্মকর্তা; বিচারক। 'মোক্তার তজবিজ করিয়া দেখিবেক।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩। ২ *বি* উকিল। 'আদালতহইতে কখন কি আদেশ প্রকাশ হয় তাহা জ্ঞাত নিমিত্ত এক জন মোক্তার নিয়ত নিযুক্ত করিতে হয়।' *দর্পণ,* ১৮৩০।

মোক্তারকার [আ মুখতার+ফা কার] ১ *বি* বিচারক; কর্মকর্তা। 'মোক্তারকারকে খবর লিখিবা।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩। ২ *বি* কর্তৃপক্ষ। 'মাষ কাবার কাগজ ... কলিকাতায় মোক্তারকারের নিকট পাঠাইবা।' *হ্যালহেড,* ১৭৭৩।

মোক্তারনামা [আ মুখতার+ফা নামাহ্] *বি* মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য ক্ষমতাদানের দলিল। 'হেজর সাহেবকে কএক মোক্তারনামা দেন।' *দর্পণ,* ১৮৩৮।

মোক্তারি, মোক্তারী [আ মুখতার>] *বি* মোক্তারের কাজ। 'দোকান তুলে দিয়ে এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও।' *গিরিশ,* ১৮৮৯; 'মোক্তারি।' *বিদ্যা,* ১৮৯১; 'নিকটবর্তী শহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

মোক্তিয়ার [আ মুখতার] *বি* মোক্তার। 'সে মোকদ্দমারও মোক্তিয়ার ঐ তিন জন।' *দর্পণ,* ১৮২০।

মোক্ষ[1] [স মুখ্য] *বিণ* প্রধান; শ্রেষ্ঠ। 'ডাক দিয়া মোক্ষ মোক্ষ গোআলাকে আনি।' *মালাধর,* ১৫০০।

মোক্ষ[2] [স] ১ *বি* মুক্তি। 'সুদ্ধ মোক্ষদাতা তুমিত শ্রীহরি।' *মালাধর,* ১৫০০। ২ *বি* সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি। 'ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাহি চাই।' *গিরিশ,* ১৮৮৭।

মোক্ষতীর্থ [স] *বি* বড়ো হওয়ার পথ বা লক্ষ্য। 'ভদ্রলোকদের যে-কয়টা মোক্ষতীর্থ।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

মোক্ষদাতা [স] *বিণ* মুক্তিদাতা। 'সুদ্ধ মোক্ষদাতা তুমিত শ্রীহরি।' *মালাধর,* ১৫০০।

মোক্ষধাম [স] *বি* মুক্তির স্থান। 'অন্তে দিলে মোক্ষধাম তারক রামের নাম।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

মোক্ষপদ [স] *বি* মুক্ত অবস্থা। 'বিদ্যাশিক্ষাজন্য জ্ঞানোৎপত্তি এবং তদ্ধেতু লোকের মোক্ষপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে।' *কৌমুদী,* ১৮৩০।

মোক্ষপ্রতিপাদক [স] *বিণ* মুক্তিদাতা। 'এই স্থির করিয়া মোক্ষপ্রতিপাদক শুদ্ধধর্মের বীজরূপ আত্মজ্ঞানের আরোপণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১০।

মোক্ষবাঞ্ছা [স] *বি* মুক্তি লাভের ইচ্ছা। 'তার মধ্য মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

মোক্ষলাভ [স] *বি* মুক্তি অর্জন। 'উপমার লেসবুনুনি দিয়ে মানুষের মোক্ষলাভ হবে না।' *নজরুল,* ১৯৩১।

মোক্ষশাস্ত্র [স] *বি* মুক্তিবিষয়ক শাস্ত্র। 'যাকে আমরা মোক্ষশাস্ত্র বলি।' *প্রমথ,* ১৯২০।

মোক্ষস্থান [স] *বি* গন্তব্য। 'মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

মোক্ষাভিলাষী [স] *বিণ* নির্বাণ আকাঙ্ক্ষী। 'এই চারিপ্রকার সন্ন্যাসী মোক্ষাভিলাষী।' *অক্ষয়,* ১৮৫০।

মোক্ষম [স] *বিণ* সাংঘাতিক। 'সেই মোক্ষম প্ল্যান।' *শিবরাম,* ১৯৫০।

মোখ[1] [স মোক্ষ] *বি* মোক্ষ। 'পরম মোখ লবএ মুত্তিহার।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

মোখ[2] [স মুখ] *বি* মুখ। 'শেষব রহস্য কথা মোখেত বন্দিয়া।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

মোখতসর [আ মুখতসর] *বিণ* সংক্ষিপ্ত। 'আজিকে আলাপ মোখতসর।' *নজরুল,* ১৯২৮।

মোখতাসার [আ মুখতসর] *বিণ* সংক্ষিপ্ত। 'বাংলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখতাসার ভাবে উল্লেখ করেছিলাম।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

মোখফি [আ মুকাবা] *বিণ* নিম্নমানের। 'তুমি একজন মোখফি কবি।' *নজরুল,* ১৯২৭।

মোখাদিম [আ মুকদ্দম] *বি* দলনেতা। 'মোখাদিম মণ্ডল মজুত আশপাশে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

মোগর *সর্ব* আমাদের। 'এই গরুখোর বেটারগো দৌলতেই মোগর পৌচঘর এত ফেঁপে ওচ্‌তেচে।' *মাইকেল,* ১৮৬০।

মোগল [তু মোঘল] ১ *বি* মধ্য এশিয়ার নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'খোরসানী মোগল পাঠান।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* সম্রাট আকবরের বংশনাম; মুঘল। 'দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।' *ভারত,* ১৭৬০।

মোগলঘটা [তু মোঘল+স ঘটা] *বিণ* মোগলদের বেশধারী। 'তুরাপি মোগলঘটা চাঁপ দাড়ি মেতীকটা।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০।

মোগলরাজ [তু মোঘল+স রাজ] *বি* মোগল সম্রাট। 'কী মমতা হে মোগলরাজ!' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৬।

মোগলাই [তু মোঘল>] ১ *বিণ* মোগলদের মধ্যে প্রচলিত। 'মরেশা, মোগলাই, আমামা।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২। ২ *বিণ* মোগল আমলের। 'দেশী, বিদেশী তৈল চিত্র, জলরঙ ... মোগলাই, রাবীন্দ্রিক ...।' *বুলবুল,* ১৯৩৬।

মোগলাই খানা [তু মোঘল>+হি খানা] *বি* মোগলদের নামে প্রচলিত বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত খাদ্যাদি। 'আমার পাচকটিকে ডাকিয়া ...

রীতিমত মোগলাই খানা হুকুম করিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মোগলাই পরোটা [তু মোঘল+হি পরেঠা] *বি* মোগলদের রীতিতে তৈরি পরোটা। '... সঙ্গে ছন্দ রেখে মোগলাই পরোটা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

মোগলীয় [তু মোঘল+স ঈয়] *বিণ* মোগলদের মধ্যে প্রচলিত। 'মোগলীয় হুঁকোর নল হাতে চেয়ারে বসা আতরের খোশবু ছড়ানো ...।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

মোঙ্গল [স মঙ্গল] ১ *বি* মঙ্গল; শুভ। 'মোঙ্গল করিল কার্জ্জ লগ্ন স্থির করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য বা পালা গান। 'নানা বাদ্য মোঙ্গল সুনিতে সুললীত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোঙ্গলীয় [ই মঙ্গোল+স ঈয়] *বিণ* মঙ্গোলীয় জাতির মতো। 'তাহাদিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

মোচ ১ *বি* সরু আগা। 'চড়ক গাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* গোঁফ। 'স্কন্ধের চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মোচঙ্গ [স মুখচঙ্গ] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'অঙ্গুলে ঘুঙ্গুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।' *ভারত*, ১৭৬০।

মোচড় ১ *বি* সূক্ষ্ম পরিবর্তন। 'সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* পাক। 'ওর কানে একটু মোচড় দিলেই অমনি তোমার প্রাণে দ্বিগুণ বেজে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* তীব্র বেদনার অনুভূতি। 'মোচড় যেন দিত বুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মোচড় দেওয়া *ক্রি* তীব্র বেদনার অনুভূতি হওয়া। 'বক্ষে তাদের মোচড় দিত ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মোচড়া-মুচড়ি *বি* গড়াগড়ি। 'রাস্তায় শুয়ে পড়ে মোচড়া-মুচড়ি দিচ্ছে একটি আহত ছেলে।' *মানিক*, ১৯৪৭।

মোচড়া, মোচলা *ক্রি* বার বার পাকানো। **মোচড়িয়া** ১ *ক্রি* মোচড় দিয়ে। 'ভূমিতে পেলিল সব ঘাড় মোচড়িয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* পাকিয়ে। 'মোচড়িয়া লীলায় গরবে কাঁপে অঙ্গ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মোচড়ে** *ক্রি* পাকায়। 'সঘনে মোচড়ে দাড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **মোচলায়** *ক্রি* মোচড়ায়; পাকায়। 'নাক মোচলায় তার উপাড়িল দাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোচড়ানো *ক্রি* ঘুড়ানো। 'পুঁচকে, বছর ছয়েকের হবে, বসে হালের কান মোচড়াচ্ছে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

মোচন [স] ১ *বি* মুক্ত করা। 'আপনার কর পাপ সাগরে মোচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পরিত্রাণ। 'ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* সৃষ্টি। 'প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* মোছা। 'মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৫ *বি* দূরীকরণ। 'জননীর অশ্রুপাত কর রে মোচন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মোচন করা *বি* খোলা; উন্মোচন করা। 'উঠহ পূজারী দ্বার করহ মোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মোচলমান দ্র **মুসলমান**

মোচা[১] [স মোচক] *বি* কলার মঞ্জরী। 'প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চুপড়ি ভরিয়া দিল কদলির মোচা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোচাঘণ্ট *বি* মোচার তরকারি। 'মোচাঘণ্ট দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মোচাচেঁচকি *বি* তরকারিবিশেষ; কলার মোচার ব্যঞ্জনবিশেষ। 'আজ যা করেন মা মোচাচেঁচকি/ বাবুর কপালে নেই কালিয়ে।' *অমৃত*, ১৯০০

মোচার খোল *বি* কলার মঞ্জরীর লম্বাটে গোলাকৃতির আবরণ। 'চিঠিটি মোচার খোলের মতো আমার বুকের ওপর আছাড় খেতে লাগল।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

মোচার খোলা *বি* কলার মঞ্জরীর লম্বাটে গোলাকৃতির আবরণ। 'ক্ষুদ্র তরীখানি ... ছোট্ট মোচার খোলা যেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

মোচার ঘণ্ট *বি* কলার মোচার এক রকমের রান্না-করা তরকারি। 'মোচার ঘণ্ট বানাতে সে/ সবার চেয়ে কেজো বউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মোচা[২] *বি* গলদা চিংড়ি। 'গলদা চিঙড়ি মাছ নাম যার মোচা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মোচোং [ও মুচঙ্গ] *বি* এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'ঢোল, বেহালা, ফুলুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সং বাজলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মোচ্ছব [স মহোৎসব] *বি* মহোৎসব। 'তোমার আশ্রমে আজ মোচ্ছব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মোছন [স মোচন] *বি* মোছা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মোছলমান দ্র **মুসলমান**

মোছলা *বি* গালিবিশেষ। 'মোছলা, ম্লেচ্ছ, যবন, নেড়ে, মামা প্রভৃতি।' *এসলাম*, ১৯১৯।

মোছলেকা [তু মুচলকা] *বি* শর্ত মানার এবং না মানলে আইনগতভাবে দণ্ডভোগ করার লিখিত অঙ্গীকারপত্র। 'পুলিসেও দুই এক মোছলেকা হয়ে গিয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **মুচলেকা**

মোছলেম দ্র **মুসলিম**

মোছা [আ মাসাহ] ১ *ক্রি* মুছে ফেলা। 'কত কান্দ নেতে মোছ লোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'সেটিও সেই সর্ব-পাবক-আঁচল দিয়ে মোছা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *ক্রি* শুকানো। 'তাঁহার হাত মুছিবার গামছা তুলিয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *ক্রি* ভুলে যাওয়া। 'যন্ত্রের সমিল শব্দে তোমাকে মুছেছি, প্রিয়তমা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩। **মোছ** *ক্রি* মুছে ফেলো। 'কত কান্দ নেতে মোছ লোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোছল** *ক্রি* মুছলো। 'বদন মোছল পরচূর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মোছাহেব [আ মুসাহিব] *বি* মোসাহেব; তোশামুদে লোক। 'মোছাহেবদিগকে বাগানে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মোজরা [আ মুজরা] *বি* নৃত্যগীতের আসর। 'প্রেমের পাপীর এ-মোজরায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মোজহাব [ফা] *বি* ধর্মীয় পথ। 'নবীর মোজহাবে যেই হইছে হালাল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোজা [ফা] ১ বি গোড় তোলা জুতা। 'মোজা পানঞি জিন নিরমায়ে অনুদিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পায়ের পাতা ঢাকার আবরণ। 'মোজা কশা পরিলে জরদ অতি ভালা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোজার কাঁটা *বি* ঘোড়সওয়ারের জুতার কাঁটা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মোজাইক, মোজায়িক [ই] *বি* বিচিত্র রঙের পাথরের টুকরা জোড়া দিয়ে তৈরি ঘরের মেঝের সুদৃশ্য আস্তরণ। 'ব্রহ্মাণ্ডের গোল কারুকার্য আজ রুপালি, সোনালি মোজায়িক।' *জীবন*, ১৯৩০।

মোজাদ্দেদ [আ মুজাদ্দিদ] *বি* কুসংস্কারকে সরিয়ে ধর্মকে আধুনিক করে যে। 'আজও ইসলাম আছে বেঁচে তোমাদেরই বরে, মোজাদ্দেদ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মোজাহিম, মুজাহিম [আ] *বি* বাধাপ্রদানকারী। 'জদি কলিকাতা জাইতে উদ্যতো হয় তবে খুব মোজাহেম হইবা ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মোজাহেদ [আ মুজাহিদ] *বি* বীর সৈনিক। 'মোছলেম মোজাহেদের কাজ হইতেছে ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মোজেজা [আ মুজিজাহ্] *বি* অলৌকিক ঘটনা। 'মোজেজা কি বুঝেন আপনারা?' *পাশা*, ১৯৭১।

মোট[১] [হি] *বি* বোঝা। 'আয়েশার মন্দিরে শিলার দিব্য মোট।' *সুলতান*, ১৭০০।

মোটঘাট *বি* পৌটলা-পুঁটলি। 'মোটঘাট লইয়া ... রেল স্টেশনের দিকে চলিয়া যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'ভারী মোটঘাট নাড়াচাড়া।' *মানিক*, ১৯৩৭।

মোটবওয়া *বিণ* মোট বহন করে এমন। 'স্বার্থের মোটবওয়া গোলামবুদ্ধি, মুক্ত নিরঞ্জন প্রভুবুদ্ধি নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

মোটবন্দি [হি মোট+ফা বন্দি] *বিণ* পোটলাভর্তি। 'মোটবন্দি জিরে মরিচ সুপারি ... ইত্যাদি এ সকল দ্রব্যের মাসুল আমদানি কালে মহাজনেরা দিয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

মোটবহর *বি* অনেক দ্রব্যের একত্র সমাবেশ। 'গহনা কই, কাপড় কই, মোটবহর কই?' *মানিক*, ১৯৩৬।

মোটবাহী *বিণ* ভারবাহী। 'মোটবাহী ও যাত্রীবাহী অসংখ্য ছোটোবড়ো নৌকা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মোট[২] [স সমষ্টি>] ১ *বি* সমষ্টি। 'এখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* আসল। 'মোট কথা এইটুকু জানা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মোটকথা [মোট+স কথা] *বি* সার কথা। 'মোটকথা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মোটমাট ১ *বি* সারকথা। 'পুলিসে পাঠাতে চায় শুন মোটমাট।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *ক্রিবিণ* মোটামুটি; প্রায়। 'গোছগাছ মোটমাট খোপখাপ খোলাখালা জোগাড়-জাগাড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ৩ *ক্রিবিণ* সর্বসাকুল্যে। 'মোটমাট সব কিছুতে মিলে সারা বছরের খোরাক আর নুন কাপড়ের খরচটাই হবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোটসত্য [মোট+স সত্য] *বি* প্রকৃত সত্য। 'খণ্ডসত্যের উপর যদি এক মোটসত্যের প্রতিষ্ঠা না করা যায়, তা হলে বহু খণ্ড মিথ্যার উপর ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মোটে ১ *ক্রিবিণ* আদৌ; একটুও। 'ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'তোমরা বোধহয় বিশ্বাস এটা করছ নাকো মোটেই।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *ক্রিবিণ* সবেমাত্র। 'রাত মোটে দশটা।' *জীবন*, ১৯৩২।

মোটের উপর ১ *ক্রিবিণ* সব মিলে। 'এখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি পুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *ক্রিবিণ* সবমিলিয়ে। 'মোটের ওপর হয়ে উঠল না।' *জীবন*, ১৯৩৩।

মোটকা *বি* মোটা লোক। 'যত মোটকা মিলে বাগাও দেখি পটকা পিলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মোটর[১] [হি মটর] *বি* ডালবিশেষ। 'বাজা মোটর?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

মোটর[২] [ই] ১ *বি* মোটর গাড়ি; যন্ত্রচালিত গাড়ি। 'বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'মোটর গাড়ীতে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেরোবে।' *রোকেয়া*, ১৯২২। ২ *বি* এঞ্জিন; বিদ্যুৎ অথবা জ্বালানী-চালিত যন্ত্র যা দিয়ে অন্য কোনো বড়ো যন্ত্র চালনা করা হয়। 'তার এরোপ্লেনের মোটরে আছে হাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* মোটরচালিত। 'মোটর বাস ভর্তি করে চলেছে সব ছুটিসম্ভোগীর দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মোটরকার [ই] *বি* মোটর গাড়ি। 'আমাদের মোটরকার আছে।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'মোটরকার ধাক্কা মারিয়া অন্ধে যায়।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মোটরগাড়ি, মাটরগাড়ী [ই মোটর+গাড়ি] *বি* মোটর ইঞ্জিন চালিত গাড়ি। 'এই শক্তির বলে ট্রাম-গাড়ী, মোটর-গাড়ী প্রভৃতি স্থলযান ... পরিচালিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আর ভালো নয় মোটরগাড়ির ঘোর বেসুরো হাঁক দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'ওর মোটরগাড়ির সঙ্গে আর-কার গাড়ির ধাক্কা লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মোটরচাকা [ই মোটর+চাকা] *বি* মোটর গাড়ির চাকা। 'পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মোটরজ্ঞান [ই মোটর+স জ্ঞান] *বি* মোটরগাড়ি চলাচলের নিয়মকানুন। 'ছিল না তার মোটরজ্ঞান।' *অন্নদা*, ১৯৭১।

মোটরবাস [ই] *বি* যন্ত্রচালিত বাস। 'মোটরবাস ধরিয়া গয়ায় আসিব।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

মোটরবিহারী [ই মোটর+স বিহারী] *বিণ* মোটরগাড়িতে চলাফেরা করে এমন। 'মোটরবিহারী দিল্লীওয়ালা কি শিল্প কি সওদাগরী কোনও ইস্কুলেই কোনও দিন পড়েনি।' *সবুজ*, ১৯২০।

মোটরলঞ্চ [ই] *বি* যন্ত্রচালিত জলযান। 'মোটরলঞ্চে করিয়া জলে ভাসমান ভেলায় ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'মেয়েকে নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মোটর লরী [ই] *বি* মোটর ট্রাক। 'রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টীমার, এরোপ্লেন, মোটর লরী ...।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

মোটর-সাইকেল [ই] *বি* ইঞ্জিন-চালিত দুই চাকার গাড়িবিশেষ। 'বাইরে শোনা গেল মোটর-সাইকেলের আওয়াজ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোটরি *বি* অলঙ্কার বিশেষ। 'এই মোটরি বা গোলাপের আন্তরিক অর্থটি যখন দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মোটা ১ *বিণ* বড়ো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বৈজ্ঞানিক এর হয়তো একটা মোটা কৈফিয়ত দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বিণ* মাংসল। *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'পেট মোটা তারা ভারবাহী জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৩ *বিণ* ভোঁতা। 'বুদ্ধি মোটা, টিকি কাঁটা।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৪ *বিণ* অনাড়ম্বর। 'পূর্ব্বে মোটা চালচলন সাধারণ ছিল।' *রাজ*, ১৮৭৪। ৫ *বিণ* স্থূল। 'যেটা যে পরিমাণে মোটা সেটা সেই পরিমাণে সত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৬ *বি* স্থূলতা। 'যদি মোটা করিয়া বলি যে, এক এক লাইনে চোদ্দটা করিয়া অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে তবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৭ *বিণ* সর্বস্বীকৃত। 'সেগুলি এত জাজ্বল্যমান মোটা

সত্য কথা যে ...।' *সওগাত*, ১৯২৮। **৮** *বিণ* ভারী। 'মকরমুখো মোটা দুই বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৯** *বিণ* পরিমাণে বেশি। 'যাঁর মাথা যত মোটা হবে, তার বেতনও অনুপাতে তত মোটা হবে।' *মনসুর*, ১৯৩৫। **১০** *বিণ* উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। 'একটা মোটা চাকুরীর ব্যবস্থা ...।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

মোটাকথা *বি* অতিব্যবহৃত কথা। 'একটা হাতের কাছের মোটাকথা চোখ এড়িয়ে গেছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

মোটা-কারবার *বি* বড়ো ব্যবসা। 'হাটে বাজারে মোটা-কারবার করিতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

মোটাগোছের *বিণ* বড়ো ধরনের। 'তবু মোটাগোছের গোটা কয়েক প্রভেদ স্থূলদৃষ্টি এড়ায় না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মোটাগোটা *বিণ* মোটাসোটা; হৃষ্টপুষ্ট। 'দিব্বি মোটাগোটা চর্ব্বিদার জিনিস বানাইয়া, কোরমা, কালিয়া, কবাবে পেট পুরিয়া থাকি।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মোটাতাজা *বিণ* হৃষ্টপুষ্ট। 'মোটাতাজা লোক।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মোটা-বুদ্ধি [মোটা+স বুদ্ধি] *বিণ* স্থূল বা ভোঁতা বুদ্ধিসম্পন্ন। 'ছাত্রটি কিছু মোটাবুদ্ধি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মোটাবুদ্ধিসম্পন্ন *বিণ* ভোঁতাবুদ্ধিবিশিষ্ট। 'এই কথাটা ... মোটাবুদ্ধিসম্পন্ন লোকও বুঝিতে পারেন।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

মোটা মাহিনা *বি* বড়ো অঙ্কের বেতন। 'মোটা মাহিনা বা জোর কলমের কোনো ধার ধারিতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মোটামুটি, মোটামুটী **১** *ক্রিবিণ* স্থূল হিসেবে। 'এই হেতু মোটামুটি গুণ যাই গেয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'যে রকম ভাগে তাকে ভাগ করি মোটামুটী তাহার উপরেই ...।' *সবুজ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* কমবেশি। 'তা প্রায় আধাআধি, মোটামুটি গোঁজামিলন-দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *ক্রিবিণ* এক কথায়। মোটামুটি – আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মোটামুটিভাবে *ক্রিবিণ* সাধারণভাবে। 'লোকের মধ্যে মোটামুটিভাবে এমন একটা কুলগত ঐক্য আছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

মোটা মোটা *বিণ* স্থূল। 'বড় বড় কথার মোটা মোটা ভাবের কবিতা লেখা সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'বড়ো বড়ো গোলা আর মোটা মোটা পেট বেবাক ফাঁসিয়ে দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মোটারকম [হি মোটা+আ রকম] *বিণ* পরিমাণে বেশি। 'একটু মোটারকম পথখরচ দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মোটাসোটা [হি মোটা>] *বিণ* স্থূলকায়। 'দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মোটা হাত *বি* অদক্ষ হাত। 'গড়ন-পিটনটা কেমন যেন মোটা হাতের।' *তারা*, ১৯৪৬।

মোটা-হিসাব [হি মোটা+আ হিসাব] *বি* স্থূল চিন্তা। 'তাহারা মোটা-হিসাবের লোকদিগকে অবজ্ঞা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মোটানো *ক্রি* মোটা হয়ে ওঠা। 'উদরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পা ও মাথা মোটাইয়া কুলাইয়া উঠিতেছে না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মোটুকু [স মুকুট] *বি* মুকুট। 'সোনার মোটুকু দিল শোভন মাথায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মোড্ডিউ [স মর্দিত] *ক্রি* মর্দন করি। 'এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

মোড় [স মুণ্ড] *বি* বাঁক। 'রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার মোড়োলগিরী কচ্চি।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'গলির মোড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মোড়ওয়ালা *বিণ* বাঁকযুক্ত। 'অজস্র মোড়ওয়ালা প্যাঁচালো কোনো রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

মোড় নেওয়া *ক্রি* বাঁক ঘোরা। 'সে-গলিতেই মোড় নিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

মোড় পরিবর্তন *বি* পরিস্থিতির পরিবর্তন। 'ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনের পালা চলছে।' *পাশা*, ১৯৭১।

মোড় ফেরা *ক্রি* পরিবর্তন হওয়া। 'সৈন্যগণ ডান দিকে মোড় ফিরিল।' *নজরুল*, ১৯২২; 'আমাদের সাহিত্যের গতি মোড় ফিরতে বাধ্য।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোড়ক *বি* পুরিয়া; প্যাকেট। 'পঁচিশ মোহর ভাল মোড়ক করিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মোড়চা *বি* বিয়ে বাবদ শুল্ক। 'ডেলা সেলামী ও মোড়চা ৫০ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মোড়ল [স মণ্ডল] **১** *বি* গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। 'ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* নেতা। 'সে লোকটা নিকারিদের মোড়ল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

মোড়লগিরি, মোড়োলগিরী [স মোড়ল+ফা গিরি] *বি* অবাঞ্ছিত কর্তৃত্ব। 'রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার মোড়োলগিরী কচ্চি।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'তোমরাত পাড়ায় পাড়ার মোড়লগিরি করে বেড়াও।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোড়লনি *বিণ স্ত্রী* গোত্রের প্রধান। 'খেঁদি মোড়লনির নাম শুনিসনি?' *মণীশ*, ১৯৫৭।

মোড়লি, মোড়লী **১** *বি* মোড়লগিরি। 'গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি স্ত্রী* অনাবশ্যক বা অবাঞ্ছিত কর্তৃত্ব। 'স্কুল-কলেজের মোড়লী করা ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

মোড়া[১] [স মর্দিত>] *ক্রি* মোচড় দেওয়া; ফেরানো। **মোড়বি** *ক্রি* ফিরাবে। 'লহু লহু হসি হসি মুহু মুখ মোড়বি দসন দেখাওব হাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **মোড়াইআ** *ক্রি* মুড়িয়ে; ঢেকে। 'বিদ মোড়াইআ গো রাখিবে বামহাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **মোড়িঅ** *ক্রি* ভাঙা হলো। 'পাপ পুণ্য বেণি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **মোড়িআঁ** *ক্রি* মর্দিত ক'রে। 'বাহু মোর মোড়িআঁ বলয় সব ভাঁগিলেক।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোড়িএ** *ক্রি* মোচড় দেয়। 'গাত্র মোড়িএ কাহ্নাঞিঁ আলস্য কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মোড়া[২] [স মুণ্ডন>] **১** *বি* মোচড়। 'গাওখানি মোড়া দিয়া উঠে রাধে চান্দমুখ চাই।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **২** *বিণ* মোড়ানো। 'চারি কোনা ঢাকুনির কিনারা পিতল দিয়া মোড়া।' *ক্যালগে*, ১৮০০; 'হস্তেতে ক্ষুরের ভাঁড়ি খেরুয়া কাপড় মোড়া আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩। **৩** *বিণ* আবৃত। 'মেজের সর্বাঙ্গ কার্পেট দিয়ে মোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মোড়া ঘরি *বি* মোড়ামুড়ি। 'লড়িতে না পারে নাগে মোড়া ঘরি খায়।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মোড়ামুড়ি *বি* ঘুমন্ত অবস্থায় এদিক-সেদিক করা। *মালোএল*,

১৭৪৩।

মোড়ামোড়ি *বি* কচলানো। 'হাত মোড়ামোড়ি সার।' *সুলতান*, ১৭৫০।

মোড়া² [স মুণ্ডক>] *বি* বাঁশ, বেত ও দড়ি দিয়ে তৈরি টুলজাতীয় আসনবিশেষ। 'তাহাকে দরজার মোড়ার উপরে বসাইয়া ত্বরায় বিবির মাতাকে সমাচার দিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'একটি ছোট বেতের মোড়ার উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মোড়ান [স মর্দিত>] *বি* মোচড় দেওয়া; ফেরানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মোড়াসা [হি মোড়>] *বি* পাগড়িবিশেষ। 'চাপকান পাজামা, পাপোষ, পাগড়ী আমামা, লাড়ুদার, মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মোণ্ডা [স মণ্ড] *বি* ছানা দিয়ে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ; মণ্ডা। 'যথা, মোণ্ডা মুণ্ডি মনোহরা রসকরা ক্ষীরপুলি ক্ষীরপোরা বাদামতক্তী বাদাম দেওয়া।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মোত [স মত>] *ক্রিবিণ* অনুযায়ী; মতো। 'তজবিজমোত ৫ পাছ টাকা তোমার পর হইল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মোতাওয়াল্লি [আ] *বিণ* ধর্মীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। 'মোতাওয়াল্লি সওদাগর হাজি সাহেবকে যদি খোদা এক-দিনের জন্যও এ দেশের বাদশা বানাইয়া দিতেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মোতাওয়াল্লী [আ] *বি* দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক। 'অধিকাংশ আয় মোতাওয়াল্লী পরিবারের বিলাস-ব্যসনে ... অপব্যয়িত হইয়া যায়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

মোতাজেলা [আ মুতাজিলা] *বি* মুসলিম যুক্তিবাদী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মরজীয়, মোতাজেলা, রাফেজী, খারেজী প্রভৃতি।' *বঙ্গনূর*, ১৯২২।

মোতাবেক [আ] *ক্রিবিণ* অনুযায়ী। 'মোতাবেক ৩রা রবিউল আওয়াল ... সভার দিন স্থির হয়।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

মোতায়েন [আ মুতাআয়্যিন] **১** *বিণ* পাহারারত। 'দারোগা ... বরকন্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* নিযুক্ত। 'লাঠিয়াল মোতায়েন করে আসে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮; 'অন্তত তাদের জন্যে স্টেশনে মোতায়েন রাখা হবে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মোতাইন [আ মুতাআয়্যিন] *বিণ* মোতায়েন; নিযুক্ত। 'দুই থানার দারগা মোতাইন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

মোতালক [আ মুত'আলিক] **১** *বি* সংলগ্ন। 'জমিদারির মোতালক মৃজাপুর মোকাম।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **২** *বিণ* সম্বন্ধীয়। 'ফৌজদারী মোতালকের মাজীর।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

মোতি, মোতী [স মৌক্তিক] *বি* মুক্তা। 'শুক চঞ্চুজিৎ নাসিকা লালিত ঝলকে বেসর মোতি।' *আলাওল*, ১৬৮০; *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'মাইসোরের গহনা হিরাতে মোতিতে পার্ল্লাতে চুনিতে।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

মোতিমবন্ধ *বি* মুক্তাগুচ্ছ। 'মোতিমবন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মোতিমহল [মোতি+আ মহল] *বি* মুক্তাখোচিত মহল। 'মোতিমহলের বাঁদী।' *জীবন*, ১৯২৭।

মোতিহার, মোতীহার [মোতি+স হার] *বি* মুক্তার মালা। *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'মোতিহার সম হাথিয়ার দোলে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মোতিচুর [স মৌক্তিক-চূর্ণ] *বি* মুক্তার ন্যায় দানাবিশিষ্ট মিষ্টান্নবিশেষ। 'প্রত্যহ মোতিচুর পক্বান্ন এবং বিবিধ সুখাদ্য সেখানে দেওয়া হতো।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬। দ্র মতিচুর

মোতিয়া *বি* বেল ফুল জাতীয় ফুল। 'পাপিয়া সে গাঁথে মোতিয়ার কুঁড়ি সনে মোতি!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

মোতিয়াবেল *বি* বেল ফুলশ্রেণীর ফুল। 'সন্ধ্যায় মোতিয়াবেল, জুঁই ও চামেলির মালা হাতে, গন্ধদ্রব্য কিনে প্রসাধন করা রেওয়াজ।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মোত্তাকী [আ মুত্তাকী] *বি* ধার্মিক। 'জায়নামাজের মাদুরে তোমার মধু ঝরে মোত্তাকী।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মোথড়া [হি ভোঁথরা] *বি* জোয়ালের গুঁজিকাঠ। 'গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়া গিরি করিলোঁ গোবাণী মোথড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মোদক [স] **১** *বি* মোয়া। 'কাঠ কঠিন মোদক উপরে মাখিয়া গুড়। কলরাকলস বিখে পুরাইয়া উপরে দুধক পূর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ময়রা। 'মোদক প্রধান রামা করে চিনি কারখানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোদা *ক্রি* আমোদিত হওয়া। 'প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মোদাম [আ] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'আবু তালেবের সাথে ঝগড়া মোদাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মোদাররেছ [আ] *বি* শিক্ষার্থী। '... মদ্রাছার কোন মোদাররেছের মৃত্যু হয়।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

মোদিত [স] **১** *বিণ* আনন্দিত। 'কুলিশ কতশত পাত মোদিত মৌর নাচত মাতিয়া।' *শেখর*, ১৬০০। **২** *বিণ* সুরভিত। 'ফিরে এসো বন-মোদিত ফুলবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মদুক [স মুদ্>] *বিণ* তন্দ্রালু। 'জেগেছিল মুখ তুলি মদুক নয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মোদো [স মদ>] *বিণ* মদের মতো; নেশা-লাগা। 'আমার মোদো রক্ত গাঁজিয়ে উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মোদ্দা [আ মুদ্দাআ] *বি* তাৎপর্য। 'যদি দেখ কথা তার/ কোনো মানে-মোদ্দার/ হয়তো ধারে না ধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মোদ্দা কথা [আ মুদ্দাআ+স কথা] *বি* আসল কথা। 'যা হোক, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মোন, মোণ [আ মন] *বি* ৪০ সের ওজন। 'এক মোন চাউল আনিয়াছেন যতনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'এক খান দশ বার মোণ পাথর পড়ে ছিলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মোনজোগ [স মনোযোগ] *বি* অভিনিবেশ। 'তজবিজ তনাখত হামেসা মোনজোগ করিয়া করিব।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

মোনস্ত [স মনস্থ] *বিণ* মনস্থ; সংকল্পিত। 'মহাশয়ের ইহাই কত্যব্য ঘোষজা মযুকুরের একান্ত মোনস্ত আছে।' *ওগাঁ*, ১৭৭৯।

মোনা [স মথন] *বি* ঢেঁকিতে সংলগ্ন মুষল। 'আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি।' *ভারত*, ১৭৬০।

মোনাজাত [আ মুনাজাত] *বি* প্রার্থনা। 'মোনাজাত পড়ে শিশু সারিয়া নামাজ।' গরীব, ১৭৬৫; 'দরগায় মোনাজাত করিতেছি।' *ভেরলি*, ১৭৮০।

মোনাফেক [আ মুনাফিক] **১** *বিণ* ভণ্ড; কথা ও কাজে সঙ্গতি নেই এমন। 'মোনাফেক তুমি সেরা বে-দীন।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বি* ভণ্ডলোক।

'মোনাফেকের স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকট হইয়া উঠিল।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মোনাফেকি, মোনাফেকী [আ মুনাফিক>] *বি* প্রতারণা; মুখে এক কথা বলা আর কাজে অন্য রকম করা। 'এই ভণ্ডামি আর মোনাফেকিই তো সর্বনাশের মূল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মোনাসব [আ মুনাসিব] *বি* রীতি। *ভবানী*, ১৮২৩।

মোনাসিব [আ মুনাসিব] **১** *বি* ইচ্ছা। 'তাঁহারদিগের মোনাসিব দমন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বিণ* উপযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মোনাসেফ [আ মুনাসিব] *বি* পছন্দ। 'গিধ্বড়কি শালা, তোমরা মোনাসেফ না হোয় কাম ছোড় দেও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মোন্তাজর [আ মুন্তাজির] *বি* প্রতীক্ষা; প্রত্যাশা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মোন্সব [আ মুনসিব] *বি* মুন্সেফ; নিম্ন আদালতের বিচারক। 'আমাগোর মোন্সব বাবুর এক সুমুন্দি সাবডেপুটী হয়ে আইছেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

মোফত [ফা মুফ্ত] *ক্রিবিণ* বিনামূল্যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মোবাইল [ই] *বিণ* অস্থায়ী; ভ্রাম্যমাণ। 'মাঝে মাঝে মোবাইল চেক বসে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

মোবারক [আ মুবারক] *বি* শুভ। 'হেথা এস বোছা দেই মোবারক করে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মোবারকবাদ [আ মুবারক+ফা বাদ] **১** *বি* সাধুবাদ; অভিনন্দন। 'উচ্চশিক্ষার চরমে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মোবারকবাদ দিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'হুর পরি সব গায় নাচে আজ/ দেয় মোবারক বাদ আলম।' *নজরুল*, ১৯৩২। **২** *বি* কল্যাণ-প্রশস্তি। 'গায় মোবারকবাদ কোয়েলা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মোবারকবাদী [আ মুবারক+ফা বাদ>] *বি* শুভকর্মের সূচনালগ্নে গাওয়া গান। 'কেউ ধরছে খেয়াল, কেউ ভজন, কেউ মোবারকবাদী।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

মোম [ফা] **১** *বি* প্যারাফিন, চর্বি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি পদার্থবিশেষ, যা সামান্য উষ্ণতায় গলে যায়। 'মোম-তু অধিক সেহ হইল কোমল।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* মোমের বাতি। 'মাঝরাতে মোম যারা জ্বালে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

মোমজামা [ফা মোম-জামাহ্] *বি* মোমের প্রলেপ দেওয়া জলনিবারক বস্ত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'অভিসারিকাদের চামড়া মোমজামা হতে পারে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

মোমদানি [ফা মোম-দানি] *বি* মোম জ্বালানোর পাত্রবিশেষ। 'ঘরের এক কোণে মোমদানিতে একটা মোম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

মোমবাতি, মোমবাতী [ফা মোম+বাতি] *বি* মোমের তৈরি বাতি। 'মেদেরো সরাপ বাতাবি বেক সরাপ বিনিগর মোমবাতি লবন ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'মোমবাতি সংযোগ এমত পাঁচ শত বাগীচা গেলাসী ঝাড়।' *দর্পণ*, ১৮১৯; '১৬০টা মোমবাতী রাখা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

মোমবাতিকর [ফা মোম+বাতিকর] *বি* মোমবাতি তৈরি করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মোমের বাতি *বি* মোমবাতি। 'যেজন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি।' *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার*, ১৯০৭।

মোমের ভাণ্ডার *বি* মৌচাক। 'ক মোরে, কি সাদে মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস গোপনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

মোমছাল *বি* আর্সেনিক সালফাইড; রেড আর্সেনিক। 'বদ্ধ কারায় গন্ধক ধোঁয়া, অ্যাসিড, পটাস, মোমছাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মোমিন, মোমীন [আ মুমিন] *বি* প্রকৃত বিশ্বাসী; ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। 'শাফায়েত পাইবেন যতেক মোমীন।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'মোমিনগণে সেদিন তাহার পড়বে না ভুল।' *জসীম*, ১৯৩১।

মোমেন [আ মুমিন] **১** *বিণ* ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। 'তাহাতে মোমেন লোকে যাইয়া ছাপিল।' *গরীব*, ১৭৫০। **২** *বি* ইসলাম ধর্মমতে প্রকৃত বিশ্বাসী। 'মোমেন সবাই ভাই বেয়াদর কোরান কয়।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

মোয়া [স মোদক] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'কেহ দেই মোয়া জম্বু কর্কটিকা ফল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মোয়াক্কেল [আ মুওয়াক্কিল] *বি* মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে উকিলের সাহায্যগ্রহণকারী। 'উকিল অবতারে বদ্ধ মোয়াক্কেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মোয়াজন [স মহাজন] *বি* মহাজন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মোয়াজ্জিন [আ মুয়াজ্জিন] *বি* (ইসলামমতে) প্রার্থনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান ঘোষণাকারী। 'প্রভাতী আজান দিতেছে নবীন মোয়াজ্জিন।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'এখন সুবেহ্ সাদেক – মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

মোয়াফেল [আ মহফিল] *বি* নৃত্যগীতসভা। 'আমোদ প্রমোদ, মোয়াফেল – স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মোর [স ময়ূর] *বি* ময়ূর। 'রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মোরছল [স ময়ূরপুচ্ছ] *বি* ময়ূরের পালকের তৈরি পাখা। 'ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মোরছা [স ময়ূরপুচ্ছ] *বি* ময়ূরপুচ্ছ। 'ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মোরছাল [হি] *বি* ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন মাথায় ধারণকারী রাজা। 'কেহবা হইল নবী কেহবা মোরছাল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মোরগ [ফা মুর্গ] *বি* গৃহপালিত অথবা বন্য বড়ো পাখিবিশেষ; পুরুষ কুক্কুট। 'হালআল মোরগ জবাই করে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মোরগঝুঁটি *বি* মোরগের ঝুঁটির মতো ঘোর লাল রঙের ফুল; মোরগফুল। 'প্রাসাদ-চূড়ে মোরগঝুঁটি দুলছে পবনবেগে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

মোরগ পোলাও *বি* মোরগের মাংস সহযোগে তৈরি একপ্রকার পোলাও। 'মোরগ পোলাও, বিরইয়ানি, কোরমা-কবাব, কোফত-কালিয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৮।

মোরগফুল *বি* মোরগের ঝুঁটির মতো এক প্রকার লাল রঙের ফুল। 'মোরগফুলের মতো লাল আগুন।' *জীবন*, ১৯৪২।

মোরগবলী *বি* মোরগের ঝুঁটির মতো লাল রঙের ফুল। 'বাড়িতে ঢুকবার পথে এক ঝাড় মোরগবলী গাছ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

মোরগলড়াই *বি* মোরগের সঙ্গে মোরগের অসংযত লড়াই। 'ঝগড়া তো নয় মোরগলড়াই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মোরগা মুরগি *বি* মোরগ-মুরগি। 'বকরি ও ভেড়া ও মোরগা

মুরগী।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

মোরোগ *বি* মোরগ। 'বাবাজীরা চাটগা ও চন্দননগরের আমদানী পেরু ও মোরোগের মত থার্ড ক্লাস বন্ধ হয়ে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ কত্তে চল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মোরঙ্গি [স ময়ূরাঙ্গিক] *বি* ময়ূর-অঙ্গ। 'মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

মোরচা [ফা] *বি* সরঞ্জাম। 'মোরচা বান্ধিয়া লাকড়ি আন এই কালে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মোরতাদ [আ মুরতাদ] *বি* (ইসলাম) ধর্ম ত্যাগ করেছে যে। 'কাফের বা মোরতাদ হইবেন না।' *ইসলাম*, ১৯৩৩।

মোরদা [ফা মুর্দহ্] *বি* মৃতদেহ; মৃত মানুষ। 'রোজ হাসরের ময়দানেতে মোরদারা সব জীবন পাবে।' *জসীম*, ১৯৩১; 'গোরস্তানে মোরদা আনিয়া নামানো হইল।' *জসীম*, ১৯৬০।

মোর্দা [ফা মুর্দহ্] *বি* মৃতদেহ। 'মোর্দা দিয়া কোনো কাজই হয় নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

মোরব্বা [আ মুরব্বাহ্] *বি* চিনির রসে জারিত ফল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'নিদেন এই কয়খানা মোরব্বা আর এই হালুয়াটুকু খান।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'চচ্চরিতে মোরব্বাতে একাত্মবাদ অত্যাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মোরলা *বি* একজাতীয় ছোটো মাছ; মৌরলা। 'কখন গলা ভাত কখন মোরলা মাছের ঝোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মোরশেদ [আ মুরশিদ] *বি* (ইসলাম) পীর; পথপ্রদর্শক। 'কোরানে বলেছে খাঁটি ওলিয়েম মোরশেদ নামটি।' *লালন*, ১৮৯০।

মোরাকাবা [আ মুরাকাবাহ্] *বি* (ইসলাম) ধ্যান; গভীর চিন্তা। 'হেরার গুহায় মোরাকাবা-লীন/ খোঁজে সে সত্য প্রেম-রঙিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মোরাদাবাদি *বি* মুরাদাবাদে তৈরি। 'একটি মোরাদাবাদি খুঞ্চের উপর থালায় ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মোর্তজা [আ মুরতজা] *বি* মনোনীত ব্যক্তি; নির্বাচিত ব্যক্তি। 'এল কি আরব-আহবে আবার মূর্ত মর্দে-মোর্তজা?' *নজরুল*, ১৯২৮।

মোর্সম [আ মাওসুম] *বি* মৌসুম। 'পুজোর মোর্সমে বিয়ের কনের মত কেঁপে উঠচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মোলনা [আ মওলানা] *বি* ইসলাম ধর্মে বিশেষজ্ঞ। 'আইসে চড়িআ তাজি সৈয়দ মোলনা কাজী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোলা[১] [স মৃ>] *ক্রি* মরা। **মোলে** *ক্রি* মরলে। 'রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে ডাকবো সর্বনাশী বলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **মোলেম** *ক্রি* মরলাম। 'রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয় মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘোঁটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

মোলা[২] *বি* ঢেঁকির মুষল। 'ইস্পাতের খাড়ু পড়া মোলাটার দ্রুত উঠতি-পড়তির মুখে সাবধানে রাখে হাত খানি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

মোলাকাত, মোলাকাৎ [আ মুলাকাত] *বি* সাক্ষাৎ। 'বড়খান গাজী যারে দিল মোলাকাত।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'সাহেবের সাথে এই আমার পহেলা মোলাকাৎ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোলাকাতী [আ মুলাকাত>] *বি* সাক্ষাৎকারী। 'মোলাকাতীদের নিকট এই সব কথা বলিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

মোলাণ [স মৃণাল] *বি* পদ্মের ডাঁটা। 'সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

মোলায়েম [আ মুলায়িম] **১** *বিণ* কোমল; নরম। 'মোলায়েম কাপড় পরিয়া পালঙ্কে শয়ন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **২** *বিণ* মধুর। 'কারো কাছে সে এমন মোলায়েম আদর পায় নাই।' *মানিক*, ১৯৩৬। **৩** *ক্রিবিণ* স্নিগ্ধভাবে। 'মিষ্টি মোলায়েম হাসিয়া বলিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **৪** *বিণ* বিনীত। 'সদয় ও মোলায়েম ব্যবহার।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **৫** *বিণ* মৃদু। 'বক্রেশ্বর মোলায়েম হাসি হাসেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

মোলাম [আ মুলায়িম] *বিণ* নরম; পাকা। 'তেল মাখা মটর ভাজা মোলাম বেদানা।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

মোলাহিজা [আ মুলাহিজাহ্] *বি* মনোযোগের সঙ্গে দেখা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মোল্ড [ই mould] *ক্রি* ছাঁচ। 'তৈরি করার ইংরিজি মোল্ড।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

মোল্লা [আ মুল্লা] **১** *বি* (ইসলাম) ধর্ম-ব্যবসায়ী। 'মোল্লা পড়াইয়া নিকা/ দান পায় সিকা সিকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এখন আবার মোল্লাদের মৌচাকে ঢিল ছুড়িও না!' *রোকেয়া*, ১৯০৫। **২** *বি* খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি। 'ধরতে আসেন তুর্কি তাজি, মর্দ গাজি মোল্লা।' *নজরুল*, ১৯২২।

মোল্‌লা [আ মুল্লা] *বি* মুসলমান ধর্মব্যবসায়ী। 'মোল্‌লারা কন হাত নেড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মোল্লাকি [আ মুল্লা>] *বিণ* মোল্লার কাজ সংক্রান্ত। 'মোল্লাকি ব্যবসা।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

মোল্লাজি, মোল্লাজী [আ মুল্লা+হি জি] *বি* মোল্লা সাহেব। 'লোকে জানুক মোল্লাজী বড় বুজরুক।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'চলবে নাকো মেকি টাকার কারবার আর, মোল্লাজি!' *নজরুল*, ১৯৪২।

মোল্লাত্ব [আ মুল্লা+স ত্ব] *বি* মোল্লার রক্ষণশীলতা। 'দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব।' *গণবাণী*, ১৯২৬।

মোল্লা দোপেঁয়াজা *বিণ* অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। 'আমাদিগকে যে লোক "মোল্লা দোপেঁয়াজা" বলে ঠাট্টা করত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মোল্লার দৌড় মসজিদ তক – নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকা। 'আমরা বিলক্ষণ জানতুম তাঁর দৌড়, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ তক।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত – নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জ্ঞান ও শক্তি সীমাবদ্ধ থাকা। 'মোল্লার দৌড় ধরণে তোমার মসজিদ পর্যন্ত কি না!' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

মোশরেক [আ মুশরিক] *বিণ* ইসলাম ধর্মমতে আল্লাহর একত্ববাদে অবিশ্বাসী। 'হানাফি মজহাবাবলম্বিগণকে মোশরেক, বেদয়াতি ও দোজখী বলিয়া ...।' *শরিয়ত*, ১৯২৫।

মোশানমাস্টার [ই] *বি* যাত্রাদলের প্রশিক্ষক। 'যাত্রার দল খুলবে তার সখী চাই – কত মোশানমাস্টার চাই।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মোষ [স মহিষ] *বি* গোরুর মতো দেখতে গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ; মহিষ। *ওর্মী*, ১৭৮৫; 'যমের মোষের মতো কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মোষ-কালো *বিণ* মহিষের মতো কালো। 'মোষ-কালো চামড়ার মোষোকটা ঘাড় তুলে হাঁ করে জল খায়।' *অবন*, ১৯২৭।

মোষেকালো *বিণ* মহিষের মতো কালো। 'মিশিকালো মোষেকালো নিকষ কালো চিকন কালো আলাদা আলাদা রং।' *অবন*, ১৯২৫।

মোষক [ফা মশ্‌ক] *বি* চামড়ার জলপাত্র। 'জলের মোষক খুলি অতি তুরমান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোষোক [ফা মশ্‌ক] *বি* চামড়ার জলপাত্র। 'মোষ-কালো চামড়ার মোষোকটা ঘাড় তুলে হাঁ করে জল খায়।' *অবন*, ১৯২৭।

মোষণ *বি* লুণ্ঠন। 'পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ/ পরম যতনে রাখো রে প্রহরী।' *অযোধ্যা*, ১৮৭০।

মোসন [ই মোশন] *বি* প্রস্তাব। 'স্রষ্টার ওপর সেনসার মোসন আন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মোসলমান, মোসল্মান *দ্র* **মুসলমান**

মোসলিম *দ্র* **মুসলিম**

মোসলেম *দ্র* **মুসলিম**

মোসলেম-বঙ্গ *বি* মুসলমান অধ্যুষিত বঙ্গভূমি; বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল। 'মোসলেম-বঙ্গের নির্ব্বাচন-প্রার্থীরা ইতিমধ্যে নিজ নিজ কেন্দ্রে উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

মোসাফির [আ মুসাফির] *বি* পথিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মোসাফের [আ মুসাফির] *বি* ভ্রমণকারী। 'নানা জাতের নানা দেশের মোসাফেরদের তীর্থস্থল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মোসায়েব [আ মুসাহিব] *বি* চাটুকার; চামচা। 'ইনি কি তোমার মোসায়েব?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। *দ্র* **মোসাহেব**

মোসালচি [আ মশাল+তু চি] *বি* মশাল বহনকারী। 'মধ্যে মধ্যে চলিয়াছে মোসালচি সকল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

মোসাহেব [আ মুসাহিব] **১** *বি* তোশামোদকারী। 'ইহারা অমুক অমুক বাবুর মোসাহেব।' *ভবানী*, ১৮২৩। **২** *বি* সঙ্গী। 'মোসাহেব ও বেশ্যা লইয়া বাগানে যাইব।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মোসাহেবি, মোসাহেবী [আ মুসাহিব>] *বি* চাটুকারিতা। 'মোসাহেবী পেসা উঠে গেলেই বারোইয়ারি খেমটা ... লাঘব হবে সন্দেহ নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মোসাহেবি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বুড়ো বয়সে তো আর ঘর ঝাঁট দেওয়া কাপড় কুঁচানো কি মোসাহেবি করা পোষাবে না।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মোস্ক [ফা মুশ্‌ক] *বি* কস্তুরী। *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

মোহ [স] **১** *বি* মায়া। 'রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০। **২** *বি* ভালোবাসা। 'নাতিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* মিলিত। 'কার সঙ্গে মোহ হই রে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বিণ* অভিভূত। 'দেখিয়া বিচিত্র লঙ্কা মোহ ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বিণ* সংজ্ঞাহীন। 'মৃত নহে মোহ হৈয়া রহিছে পয়গাম্বর।' *সুলতান*, ১৭০০। **৬** *বি* ভ্রান্তি; মূঢ়তা। 'এ বঙ্গভূমিতে মোহ জয় করিতে বিদ্যারও সামর্থ্য নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৭** *বিণ* আকর্ষণ। 'এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মোহকর [স] *বিণ* মোহের সৃষ্টি করে এমন। 'কি মোহহর! কি মোহকর!' *রাজ*, ১৮৭৪।

মোহকরী [স] *বিণ* মোহ সৃষ্টি করে এমন। 'প্রথম মোহকরী আনন্দের আভাস মিশিলে যেমন শোনায়।' *মানিক*, ১৯৪০।

মোহ-কারা [স] *বি* মোহরূপ কারাগার। 'মৃত্যু-গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মোহকারাগার [স] *বি* মোহরূপ কারাগার। 'জেগেছিলে তুমি মোহকারাগার ভেঙে।' *জীবন*, ১৯৩০।

মোহকূপ [স] *বি* মোহরূপ কূপ। 'মোহকূপে পতিত হইয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মোহগর্ত [স] *বি* মায়ারূপ গর্ত (এখানে সংসারকে বোঝানো হয়েছে)। 'মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মোহগ্রস্ত [স] *বিণ* মায়াচ্ছন্ন। 'অসংখ্য উদাসীন মণ্ডলীর অন্ন জুটিয়েছে তারা যারা এদের মতে মোহগ্রস্ত সংসারাসক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'বুদ্ধি মোহগ্রস্ত, প্রজ্ঞা অপূর্ণ এবং অভিজ্ঞতা সংকীর্ণ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মোহঘোর [স] *বি* মোহজনিত ভ্রান্তি। 'একি স্বপ্ন? এ কি মোহঘোর?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মোহ ছোটা *ক্রি* মায়া কাটা। 'মোহ ছুটিবে রে নয়নেতে তোর, যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মোহজাল [স] *বি* মোহরূপ জাল। 'মোহজাল ততই দুচ্ছেদ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মোহডোর [স মোহ+স দোর>] *বি* মায়ার বাঁধন। 'ছিঁড়িতে পারি নে মোহডোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মোহতন্ত্র [স] *বি* মোহরূপ তন্ত্রী। 'তার শত মোহতন্ত্রে করিয়া আঘাত/ বিচিত্র সংগীত তব জাগাও হে নাথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মোহতরু [স] *বি* মোহরূপ গাছ। 'ফাড্ডিঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

মোহনিদ্রা [স] *বি* মোহরূপ নিদ্রা। 'এজিদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

মোহপরশ [স মোহস্পর্শ] *বি* মায়ার ছোঁয়া। 'দিগঙ্গনা কী জপ জাপে, হাওয়ায় লাগে মোহপরশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মোহপাপ [স] *বি* মোহহেতু পাপ। 'না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মোহ-পাশ [স] *বি* মোহের বন্ধন। 'অপরাধ কত করেছি নাথ, মোহ-পাশে প'ড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মোহবন্ধ [স] *বি* মোহের বন্ধন। 'মোহবন্ধ ছিন্ন করো কঠিন আঘাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মোহভণ্ডার [স মোহ+স ভাণ্ডাগার] *বি* মোহরূপ ভাণ্ডার। 'মোহভণ্ডার লই সঅলা অহারী।' *চর্যা ৩৬*, ১২০০।

মোহভরা *বিণ* মায়াপূর্ণ। 'মোহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছি শুধু।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মোহমন্ত্র [স] **১** *বি* মোহ জাগায় এমন মন্ত্রণা বা পরামর্শ। 'মায়মুনার মোহমন্ত্রে জাএদা যেন উন্মাদিনী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বি* মোহময় আকর্ষণ। 'বৈষ্ণবপদগুলির মোহমন্ত্রটি যে কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মোহময় [স] *বিণ* মায়া-ভরা। 'তোরি মোহময় গান/ শুনিতেছি অবিরত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মোহমলিন [স] *বিণ* মোহবশত ম্লান। 'মোহমলিন অতি দুর্দিন শঙ্কিত চিত-পান্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মোহমাদকতা [স] *বি* মুগ্ধতার নেশা। 'কোনো আকারে মোহমাদকতা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মোহমায়া [স] ১ *বি* মোহরূপ মায়া। 'একি মোহমায়া আজকের তারকায়?' *হোসেন*, ১৯৪০। ২ *বিণ* মোহাচ্ছন্নতা। 'যে স্বপ্ন বিভ্রান্ত মনে মোহমায়া আনে নিরন্তর।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

মোহমার্গ [স] *বি* ভ্রান্ত পথ। 'পারলৌকিক চরমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনি এক মোহমার্গ সাধনা করিতেছেন?' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

মোহমুক্ত [স] *বিণ* মায়া থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এমন। 'বাতাসটা এইবার মোহমুক্ত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মোহমুক্তি [স] *বি* অজ্ঞতা থেকে পরিত্রাণ। 'শিক্ষাই যে মোহমুক্তির ও অন্ধতা বিনাশের একমাত্র ঋজু উপায়।' *শরীফ*, ১৯৭০।

মোহমুদ্গর [স] *বি* মায়া বা অজ্ঞানতা দূর করতে উপযুক্ত মুগুর। 'এল নির্মম – মোহমুদ্গর ভাঙনের গদা লয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

মোহরস [স] *বি* মোহরূপ রস। 'তাহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মোহশূন্য [স] *বিণ* নিরাসক্ত; আসক্তিহীন। 'মোহশূন্য হইয়া বেদভাবকে আলোচনা করিলে তন্মধ্যে যুক্তিসাধ্য ...। *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মোহসুপ্ত [স] *বিণ* মোহাবিষ্ট। 'এই মোহসুপ্ত মরণমগ্ন জাতির বুকের উপরে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মোহহর [স] *বিণ* মোহনাশক। 'কি মোহহর! কি মোহকর!' *রাজ*, ১৮৭৪।

মোহ-হ্রদ [স] *বি* মোহরূপ হ্রদ: মোহের গহ্বর। 'তাঁহাদের মোহ-হ্রদ হইতে উত্থান করিবার আর সামর্থ্য নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মোহাগ্নি [স] *বি* মোহের আগুন। 'জঘন্য মোহাগ্নিতে আহুতি দান করিতেছে।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৪।

মোহাচ্ছন্ন [স] *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'মদিরা পানে ... আসক্ত হইয়া এককালে মোহাচ্ছন্ন এবং হতজ্ঞান হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মোহাতুর [স] *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'সভায় করতালি মোহাতুর লীগপন্থী।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

মোহান্ধ [স] *বিণ* মোহাচ্ছন্ন। 'যে মোহান্ধ দিবে জীববলি, কিম্বা তারি করিবে উদ্যোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মোহান্ধকার [স] *বি* মোহজনিত ভ্রান্তি। 'সহসা বোধসুধাকরের উদয় হওয়াতে, সন্ন্যাসীর মোহান্ধকার অপসারিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মোহাবিষ্ট [স] *বিণ* মায়া দ্বারা প্রভাবিত। 'চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় ... চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'অতিবিপুলতার কাছে নিজে মোহাবিষ্ট হইয়া পরাস্ত হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মোহাবেশ [স মোহ-আবেশ] *বিণ* মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন; মোহাবিষ্ট। 'সুগন্ধি তিমির কেশ রহিয়াছে মোহাবেশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

মোহাভিভূত [স] *বিণ* মোহাচ্ছন্ন। 'যে মোহাভিভূত সেই তো চিরপ্রবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মোহো [স মোহ] *বি* মোহ। 'তাক সুণী মোহো পাএ এ তীন ভুবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মোহকখু [স মোক্ষ, পা মোক্খ] *বি* মোক্ষ। 'রাবুলেঁ দিল মোহকখু ভণিআ।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

মোহড়া [হি মুহড়া] *বি* গানের তুকবিশেষ। 'গানের মোহড়াটি গাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মোহত্ব [স মহত্ত্ব] *বি* মহৎ গুণ। 'কৃষ্ণের মোহত্ব দেখি সকল গোওাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহৎসব [স মহোৎসব] *বি* জাঁকজমকপূর্ণ আনন্দ উৎসব। 'নানা বাদ্য নিত্যগিত মোহৎসব করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহন [স] ১ *বিণ* সুন্দর; মনোহর। 'কে না নিল মোহন বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পঞ্চ বাণের অন্যতম। 'স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* সম্মোহন। 'বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ মোহন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মোহনকারী *বিণ* মোহিত করে এমন। 'সুনীল শাড়ি মোহনকারী উছলিতে দেখি পাশ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

মোহনচূড়া [স] *বি* মনোমুগ্ধকর টোপরবিশেষ। 'পরণে ছিল পীতধড়া মাথায় ছিল মোহনচূড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

মোহন প্রবন্ধ [স] *বি* মনোমুগ্ধকর কৌশল। 'না লাগিল সুশীলার মোহন প্রবন্ধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোহন ফাঁদ [স মোহন+ফা ফন্দ] *বি* আকর্ষণীয় ফাঁদ। 'যৌবন মোহন ফাঁদ ঔষধ বালির বাঁধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোহনবসন [স] *বি* মুগ্ধকর পোশাক। 'আমার মোহনবসন, মোহনভূষণ, মোহণভাষিণী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

মোহন বাঁশি *বি* বাঁশির মনোমুগ্ধকর সুর। 'বজাও রে মোহন বাঁশী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'পথে কে বাজাল মোহন বাঁশি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মোহন বেণু [স] *বি* মনোহর সুর ছড়ায় এমন বাঁশি। 'হাতে দিয়ো মোহন বেণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মোহনবেশ [স] *বি* মনোহারী সাজ। 'ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় 'দার-উল-ফানুনকে' আমূল পরিবর্তিত করিয়া নূতন মোহনবেশে সাজানো হইয়াছে।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৩।

মোহনবেস [স মোহনবেশ] *বি* মুগ্ধকর সাজ। 'করিয়া মোহনবেস পরম সুন্দরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহনভাসিণী [স মোহনভাষিণী] *বি স্ত্রী* সুন্দর কথা বলে যে। 'আমার মোহনবসন, মোহনভূষণ, মোহণভাষিণী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

মোহনভূষণ [স] *বি* মুগ্ধকর অলঙ্কার। 'আমার মোহনবসন, মোহনভূষণ, মোহণভাষিণী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

মোহন-মন্ত্র [স] *বি* সম্মোহনী মন্ত্র। 'তা'রে মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মোহনমালা [স] *বি* সোনার হারবিশেষ। 'এ দেয় জ্বালা ও দেয় মোহনমালা।' *ভবন*, ১৯২৫।

মোহন মুরলী [স] *বি* চিত্তাকর্ষক বাঁশি। 'আর হুইপ সেই মোহন মুরলী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মোহনমূর্তি [স] *বি* সুন্দর অবয়ব। 'সেই মোহনমূর্তি অদ্যাপি আমার হৃদপদ্মে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

মোহনীয়তা [স] *বি* মুগ্ধতা। 'কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মোহনীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* মনোহর। 'রাইনল্যান্ডের শ্যামালিয়া মোহনীয়া ইন্দ্রজাল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মোহনভোগ [স] *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'বঁদে মোহনভোগ মনোহরা অনুত্তম।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মোহনা [হি মুহানা] *বি* নদীর যে অংশে অন্য নদীতে বা সমুদ্রে মিলিত হয়; নদীর মুখ। 'পদ্মার মোহনা।' *রামরাম*, ১৮০১।

মোহনিয়া [স মোহন>] *বিণ* মনোহর। 'ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফান্দে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

মোহনী *বিণ* মোহিনী। 'সই চাহনী মোহনী থোর।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

মোহন্ত [স] *বি* সন্ন্যাসী। 'পন্থশ্রমে পিয়ে আসি মোহন্ত সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোহমদ [স] *বি* অজ্ঞানতা থেকে জাত অহঙ্কার। 'মুগ্ধ জীব যার মোহমদে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মোহর [ফা] **১** *বি* স্বর্ণমুদ্রা। 'এত বলি পান দিল পঞ্চাশ মোহর।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'সাহেব মোহর ১ খান আমাকে দিতে সাহেবকে চিঠী লিখিয়াছেন।' *তেরলি*, ১৮০০। **২** *বি* চিহ্ন। 'পিঠের উপর ছিল আল্লার মোহর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* ছাপ; সিল। *বোগল*, ১৭৭০।

মোহর করন *বি* সিল দিয়ে ছাপ দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মোহরচান্দি [ফা মোহর+হি চান্দি] *বি* সোনারুপা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

মোহরাঙ্কিত [ফা মোহর+স অঙ্কিত] *বিণ* খোদাইকৃত। 'মোহরাঙ্কিত অক্ষর গুলো দেখছি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোহররম [আ মুহররম] *বি* হিজরি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস; এই মাসে পালনীয় শিয়া মুসলমানদের শোক-উৎসব। 'ফিরে এসেছে আজ সেই মোহররম।' *নজরুল*, ১৯২৭। *দ্র* **মুহররম**

মোহরমি [আ মুহররম>] *বিণ* মোহরমের। 'হাবু সে দেখায় জুজুৎসু প্যাঁচ, আবু মোহরমি ছন্দ।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মোহাররাম [আ মুহররম] *বি* হিজরী বছরের প্রথম মাস। 'আয়েশী-রাতের বাঁকা রেখা নয়/ উঠেছে মোহাররামের চাঁদ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

মোহরানা [ফা মোহর+ফা আনা] *বি* মুসলিম বিবাহে স্বামী-কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয় অর্থসম্পদ। 'দুহিতার ভবিষ্যৎ হিতকামনায় আমরা ক্রমে মোহরানার সংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি করিতেছি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মোহরি [ফা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বরঙ্গ তেরি সোসরি মোহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মোহরির [আ] *বি* কেরানি; মুনশি। 'এক সাহেবের বাটীর কারবারের তহবিলদার মোহরির করিয়া রাখাইয়া দিয়াছী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মোহোরির *বি* মুহুরি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

মোহশ্চিত [স মূর্ছিত] *বিণ* মূর্ছাগত। 'রহিলা শিকল ধরি মোহশ্চিত হৈয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোহা[১] [স মোহন>] *ক্রি* মুগ্ধ করা। **মোহি** *ক্রি* মুগ্ধ করি। 'নানা বিধি পরকারে কন্যার মন মোহি।' *মালাধর*, ১৫০০। **মোহিবার** *ক্রি* মুগ্ধ করার। 'বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোহিবে** *ক্রি* মোহগ্রস্ত করবে। 'সে তুমি যে আমারে মোহিবে কোন শক্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **মোহিয়া** *ক্রি* মুগ্ধ ক'রে। 'মোহিয়া অসুর মার মানুস সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মোহিল** **১** *ক্রি* মুগ্ধ হলো। 'তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* মুগ্ধ করলো। 'হেন মতে ব্রহ্মা মোহিল দামোদরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **মোহিলা** *ক্রি* মোহিত করলে। 'বিধাতারে মোহিলা মায়ায়।' *ভারত*, ১৭৬০। **মোহিলী** *ক্রি* মুগ্ধ করলে। 'সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি রাধা মোহিলী মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **মোহে** *ক্রি* মুগ্ধ হয়। 'সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোঁহে দেব মুরারি মোহে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

মোহা[২] [স মহা] *বিণ* মহা; প্রকাণ্ড। 'শ্রুতিকির্ত্তি নাম তার মোহাজুদ্ধপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাকায় [স মহাকায়] *বিণ* বিশালদেহী। 'মোহাকায় ভিমসেন ক্ষত্রি অবতার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাজোগি [স মহা+যোগী] *বি* শ্রেষ্ঠ যোগী। 'দত্তাত্রেয় মোহাজোগি সস্ট রূপ ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাদানবন্ত [স মহাদানবন্ত] *বিণ* অত্যন্ত দানশীল। 'দানে মোহাদানবন্ত অতুল মহিমা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাদুখ [স মহাদুঃখ] *বি* গভীর দুঃখ। 'হুসির সাঁপে দুইজন পাএ মোহাদুখ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাদেই [স মহাদেবী] *বি* পাটরানি। 'ক্রন্দন সম্বলি সত্যভামা মোহাদেই।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাদেব [স মহাদেব] *বি* মহাদেব। 'মোহাদেব বচন সুরস্তি দেব মাতা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাবন [স মহাবন] *বি* মহাবন; বিশাল অরণ্য। 'মোহাবন খাণ্ডব করিয়া ছারখার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাবল [স মহাবল] *বি* মহাবল। 'প্রদীপের শিখা যেন তপে মোহাবল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাভুমি [স মহাভূমি] *বি* মহাভূমি। 'হার নামে বোলয়ে তারথ মোহাভুমি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহামত্ত [স মহামত্ত] *বিণ* মহামত্ত; ভীষণ উন্মত্ত। 'মোহামত্ত গজ জেন উঠিল গর্জ্জিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহামুনি [স মহামুনি] *বি* বড়ো মাপের ঋষি। 'একদিন মোহামুনি বালখিল্য নাম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাযুদ্ধাপতি [স মহাযোদ্ধাপতি] *বি* শ্রেষ্ঠ বীর; শক্তিশালী রাজা। 'আমিসব মোহারাজা মোহাযুদ্ধপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহারাজ [স মহারাজা] *বি* শক্তিশালী রাজা। 'আমিসব মোহারাজা মোহাযুদ্ধপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহারাজা [স মহারাজা] *বি* মহারাজ। 'কুরুবংসে মোহারাজা বিদিত সংসার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহারোল [স মহারোল] *বি* খুব উচ্চ শব্দ। 'মাথে হাত দিয়া কান্দে করি মোহারোল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাসএ [স মহাশয়] *বিণ* মহাত্মা; উদারহৃদয়। 'উসার বোল সুনি অনিরুদ্ধ মোহাসএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাসয় [স মহাশয়] *বিণ* মহাত্মা। 'পদ্যুম্ন লড়িলা আর বলদেব মোহাসয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাসতি [স মহাসতী] *বিণ* মহাসতী। 'পুত্র সমে আইল তথা কুন্তি মোহাসতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহাসুখ [স মহাসুখ] *বি* অতিশয় আনন্দ। 'এত বলি জসোদা জায় মোহাসুখে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহাজের [আ মুহাজির] **১** *বি* উদ্বাস্তু। 'এই মজলুম মোহাজেরদের আর ফরিয়াদ করতে দেব না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* শরণার্থী। 'একটি মোহাজের কলোনীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে ...।' *বেগম*, ১৯৫৩।

মোহাজেরীন [আ মুহাজির>] *বি* শরণার্থী। 'সর্বতোভাবে রিক্ত পঁচাত্তর লক্ষ মোহাজেরীনের প্রবাহ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মোহানা [হি] *বি* মিলনস্থান। 'দুই মহাদ্বীপের বা উপদ্বীপের মধ্য হইয়া সাগর বা মহাসাগরের সহিত যে জলের যোগ হয় তাহাকে মোহানা কহা যায়।' *অক্ষয়* ১৮৪১; 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে/ তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহানার ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মোহানামুখ [মোহানা+স মুখ] *বি* নদীর যে অংশ সমুদ্রে পড়ে। 'ইরাবতীর মোহানামুখ কেন আপন-ভোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মোহান্ত [স] *বি* মন্দিরের পরিচালক। 'মোহান্তের মহৎ ... হওয়ার প্রয়োজন হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মোহাম্মদী ১ *বিণ* হজরত মুহম্মদ প্রবর্তিত। 'বড়ই মাকুল দেখ মোহাম্মদী দীন।' *গরীব*, ১৭৫০। ২ *বি* মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষ; আহলে হাদিস; লা-মজহাবি। 'বঙ্গদেশে হানিফী ও মোহাম্মদীর মধ্যে ... বিবাদ বিসম্বাদ ছিল।' *ছোলতান*, ১৮৯৩।

মোহাম্মাদান [আ] *বিণ* মোহাম্মদী। 'মোহাম্মাদান ইউনিয়ন সভার পক্ষ হইতে ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

মোহাসিবা [আ] *বি* হিসাব বুঝিয়ে বা চুকিয়ে দেওয়া; খরচের হিসাব। 'চালু ওজন এবং নওয়াজীমা কাগজপত্র হিসাব কিতাব মোহাসিবা দিয়া ফরসা হইয়াছি।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

মোহিত [স] *বিণ* মুগ্ধ। 'তোর রূপ যৌবনে মোহিত জগন্নাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুনিএগ্র বংসির নাদ জুবতি মোহিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আসক্ত। 'তিনি ডাকওয়ালার প্রেমে এ প্রকার মোহিতা হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মোহিনী [স] ১ *বিণ* মুগ্ধকারিণী; মোহকারিণী। 'তীনভুবনজনমোহিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মুগ্ধকরণ বা সম্মোহন বিদ্যা। 'কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান/ অবলার প্রাণ নিতে নাই তোমা হেন।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৩ *বি* মাহাত্ম্য। 'দিল্লির বাদশাহের নামের মোহিনী আছে, সম্ভ্রম আছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

মোহিনি [স মোহিনী] *বিণ* পরমা সুন্দরী। 'পুর্ন্নিমার চন্দ্র জিনি সুভদ্রা মোহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মোহিনী আট্যম *বি* নাচের প্রকারবিশেষ। 'উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ ভারতের ভরত নাট্যম ও মালাবারের কথাকলি ও মোহিনী আট্যম।' *মুক্তবা*, ১৯৫৯।

মোহিনীময় [স] *বিণ* সম্মোহনপূর্ণ। 'চাঁদ মোহিনীময়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

মোহিনীমূর্ত্তি, মোহিনীমূর্তি [স] *বিণ* মোহ জাগায় এমন অবয়ব। 'জয়নাবের মোহিনীমূর্ত্তি এজিদের চক্ষে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

মোহিনীশক্তি [স] *বি* মুগ্ধ করার ক্ষমতা। 'তাহাতে পাপের মোহিনীশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মোহোদধি [স মহোদধি] *বি* মহাসাগর। 'সরজালে মোহোদধি করিমু বন্ধন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মোহ্যমান [স মুহ্যমান] *বিণ* মোহগ্রস্ত। 'আমি মোহ্যমান, কম্প্রবক্ষ, বেপথুমান।' *মুক্তবা*, ১৯৬০।

মৌ [স মধু] *বি* মৌমাছি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মৌকা [আ মওকা] *বি* মওকা; সুযোগ। 'তাঁর দিন চলে গিয়েছে, মৌকা আর নেই।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

মৌকুপ [আ মওকুফ] *বি* স্থগিত। 'পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের সুরথাল করা মৌকুপ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

মৌক্তিক [স] *বি* মুক্তা। 'গজে গজে মৌক্তিক নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মৌখিক [স] ১ *বি* মুখের কথা। 'তিনি মৌখিকে জ্ঞাপন করিতে স্বীকৃত না হইয়া লিখিতে প্রস্তুত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বিণ* বাচনিক। 'সে উৎসাহ কেবল মৌখিক উৎসাহ মাত্র হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৩ *ক্রিবিণ* কথাপ্রসঙ্গে। 'যাঁহারা মৌখিক বলেন যে দেশ ভাষার অনুশীলন করা অতি আবশ্যক কর্ম্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বিণ* অলিখিত। 'মৌখিক একটি বন্দোবস্ত থাকে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

মৌখিকতা [স] *বি* মুখের কথা। 'ওর সঙ্গে কিছু মৌখিকতার খাদ মিশিয়ে দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মৌখিক পরীক্ষা [স] *বি* মুখে মুখে প্রশ্ন-উত্তরের পরীক্ষা। 'অধ্যাপক ছাত্রদের মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষা নেওয়ার পর ...।' *মুক্তবা*, ১৯৬৬।

মৌখিক সম্ভাব [স] *বি* উপরে উপরে ভালো সম্পর্ক। 'মৌখিক সম্ভাব রেখে ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট করতে লাগল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মৌচাক [স মধুচক্র] *বি* মৌমাছি মোমের তৈরি যে বাসায় মধু সঞ্চয় করে; মধুচক্র। 'এক ঝাঁক বোলতা মৌচাকের দাওয়া করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মৌচাকী *বিণ* উর্বরা। 'নির্ভয়ে বাঁচতে হবে মাটির মৌচাকী বুকের সোনার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মৌচুষকি *বি* মধু চুষে খায় এমন পাখিবিশেষ। 'মৌচুষকির সনে তারা বনে লুটে খায় কমলার মধু!' *জীবন*, ১৯৩০; 'মৌমাছি শামকল মৌচুষকি জোনাকির কথা মনেও পড়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মৌছুফ [আ মাওসুফ] *বিণ* পূর্বোক্ত। 'হুকুম হইয়াছে সাহেব মৌছুফ সুন্দরবন আবাদ কারণ ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

মৌজ[1] [আ মওজ] *বি* ঢেউ; তরঙ্গ। 'ফোরাতের মৌজ ফোঁপাইয়া ওঠে কেন গো আমার চোখে!' *নজরুল*, ১৯২৮।

মৌজ[2] [আ মওজ] *বি* উল্লাস। 'সবাই তখন এমনই মৌজে যে আমাদের ... সবাই অভিনন্দন জানাল।' *মুক্তবা*, ১৯৫২।

মৌজদার [আ মওজ] *বিণ* নেশাগ্রস্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মৌজা[1] [ম মধ্য] *বি* নিশানের দণ্ড। 'মন্দা মন্দা বাতাসে মৌজা হেলিছে তাহার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মৌজা[2] [আ মওজা] ১ *বি* পরগনার বিভাগ। 'ছাব্বিশ মৌজায় যে এক তালুক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বি* গ্রাম। 'বিনা বায়ে ধামাল উঠে মৌজা ভেসে যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

মৌজা[3] [আ মওজ] *বি* ঢেউ। 'বিনে হাওয়ার মৌজা খেলে ত্রিখণ্ড হয় তৃণ পলে।' *লালন*, ১৮৯০।

মৌজুদ [আ] *বিণ* জমা; সঞ্চিত। 'তাকিদ মৌজুদ হইল ময়দান উপর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মৌজুদকারী [আ মওজুদ+স কারী] *বি* অতিরিক্ত লাভের উদ্দেশ্যে মালামাল সঞ্চিত করে রাখে যে। 'অতিরিক্ত মুনাফাভোগী ব্যবসাদার

ও মৌজুদকারীদের জন্য ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

মৌজে [আ মৌজা] *বি* মৌজা; রাজস্বের জন্যে বিভক্ত ছোটো এলাকা। 'আমার এক নিজ বসতবাটী মৌজে ডিহি কলিকাতা গ্রামের মধ্যে মহস্ত।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'সাকীমে পরগনে চুনাখালি মৌজে গোয়ালটুনি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

মৌঞ্জীমেখলা [স] *বি* মুঞ্জ নামক তৃণ দিয়ে তৈরি মেখলা। 'মৌঞ্জীমেখলা-ঘায়া অঙ্গে বল্কল বাঁধিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মৌটুসকি *বি* এক প্রকার পাখি। 'আবার কোথায় মৌটুসকি টুসকি মারে ফুলে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

মৌটুসি *বি* মিষ্টভাষী নারী। 'ইহারাই টসটসে-রস মৌটুসি কি?' *নজরুল*, ১৯৪১।

মৌত [আ মওত] *বি* মৃত্যু। 'মোদের মৌতের বাকি কি?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মৌতা [আ মওত>] *বিণ* মৃত। 'তাহার পলাতকা মৌতা বাদে বাকী তোমার হিসাবে মযুরা দেয়া গেল।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'তাহার মৌতা ভাই মেং রিচার্ডসন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

মৌতাত, মৌতাৎ [আ মুতাত] **১** *বি* নির্দিষ্ট সময়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণ; নেশা। 'জৈত্রপুরের দোকানে বসে আমি মৌতাৎ কচ্ছিলাম ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **২** *বি* নির্দিষ্ট সময়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রবল নেশা। 'মৌতাতের টানাটানীর জ্বালায় বিব্রত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মৌতাতি [আ মুতাত>] *বিণ* নির্দিষ্ট সময়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে এমন। 'মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জমচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মৌদ্রিক [স] *বিণ* অর্থ দ্বারা সম্পাদিত। 'তাহাকে মৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মৌন [স] **১** *বিণ* নীরব। 'মৌন করিআঁ দুহেঁ থাকি এক পাশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* নীরবতা। 'সম্পাদকগণ একেবারেই মৌন অবলম্বন করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **৩** *বি* ভূমিকা অংশ। 'এক উপবাসী কবি নাটকীয় উনিশ শতকে অপণ্য গ্রন্থের মৌনে বলেছিল, সাক্ষী অন্তর্যামী – রাজন্যের কেলিকুঞ্জে শিল্পজাত উৎস নই আমি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

মৌনকর্মী [স] *বি* নীরব কর্মী; নীরবে কাজ করে যে। 'এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌনকর্মী ... কী করে জন্মাল!' *নজরুল*, ১৯২৬।

মৌনতা [স] *বি* নীরবতা। 'মৌনতাকে ধরিয়া বুঝিও কার্য মর্ম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মৌন থাকা *ক্রি* নীরব থাকা। 'মৌন থাকার কঠোর দণ্ড অন্যায় এ যে অতি।' *জসীম*, ১৯২৯।

মৌনপারাবার [স] *বি* শান্ত-সমুদ্র। 'মৌনপারাবারের তলে হারিয়ে-যাওয়া কথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মৌনপ্রেম [স] *বি* নীরব ভালোবাসা। 'পাঠাইছ তব চিত্তখানি/ মৌনপ্রেমে সজলকোমল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মৌনবতী [স] *বিণ স্ত্রী* নীরব। 'পোড়ারমুখে বাক্যি হরে গিয়েছে, মৌনবতী হয়েছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

মৌনবাণী [স] *বি* শব্দহীন কথা। 'লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌনবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৌনবিদ্রোহ [স] *বি* নীরব বিদ্রোহ। 'অস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌনবিদ্রোহ হয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মৌনবীণা [স] *বি* নীরব বীণা। 'তুমি ইন্দ্রসভার মৌনবীণা, নীরব নূপুর।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মৌনব্রত [স] *বিণ* মৌনরূপ ব্রত; নীরব থাকার সংকল্প। 'মৌনব্রত করি যদি রহিলা ভবানী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'যাঁহারা ... যথাবিধানে মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে মৌনী বা মৌনব্রতী বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মৌনব্রতা [স] *বিণ স্ত্রী* মৌন থাকার ব্রতধারী। 'কোথাও বা বসে আছ চির-একাকিনী, চিরমৌনব্রতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মৌনব্রতী [স] *বি* মৌনব্রত পালনকারী। 'যাঁহারা পরমার্থ সাধনোদ্দেশে ... যথাবিধানে মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে মৌনী বা মৌনব্রতী বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মৌনভাব [স] *বি* নীরবতা। 'কামিনীর মৌনভাব, লজ্জা, নম্রমুখ ... সকল পরিচয় দিয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

মৌন ভাষা [স] *বি* নীরব ভাষা। 'তাই তব চির-মৌন ভাষা।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'চকিত চাওয়া, মৌনভাষা যেন কেঁদে কেঁদে বলে গেল ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মৌন মিছিল [স মৌন+আ মিছ্‌ল] *বি* শব্দহীন মিছিল; নীরব শোভাযাত্রা। 'সম্প্রতি একটি মৌন মিছিল বের করেন।' *বেগম*, ১৯৬৯; 'ভোরবেলার কাগজে দেখব বলে মৌনমিছিলের ছবি।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৭১।

মৌনমূক [স] *বিণ* শব্দহীন; বোবা। 'হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মৌনা [স] *বিণ স্ত্রী* নীরব থাকে এমন। 'নীরব গোপন তুমি মৌনা তাপসিনী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মৌনাবলম্বন [স] *বি* নীরবতা পালন। 'সর্বাধিকারিপুত্র, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মৌনি [স মৌনী] *বিণ* নির্বাক। 'কোকিল বিকল/ মৌনি তিবি পায়ল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মৌনিতা [স] *বি* নীরবতা। 'মদনধনুর শেষ টংকার জীবনবীণায় দিল ঝংকার, মৌনিতা মুখরিল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

মৌনী [স] *বিণ* নিশ্চুপ; নির্বাক। 'পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৌমাছি, মৌমাছী [স মধুমক্ষিকা] *বি* মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ; মধুমক্ষিকা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মৌমাছী ও মাকড়সার মধ্যে অতিবাদ বিবাদ হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

মৌর [স ময়ূর] *বি* ময়ূর। 'মৌর মূষায় দ্বন্দ্ব সদাই কন্দল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৌরলা [স মুরলা] *বি* এক ধরনের ছোটো মাছ। 'টেঙরা মৌরলা পুঁটি বেলে আর চাঁদা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

মৌরশী [আ মওরুসী] *বিণ* উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগদখলকৃত। 'কায়েমী মৌরশী চিরপত্তনিদার হিন্দুকে ...।' *দর্শন*, ১৯২৪।

মৌরস [আ মওরুসী] *বিণ* উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'প্রজাগণের মৌরস স্বত্ব বিলোপ।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

মৌরস স্বত্ব [আ মওরুসী+স স্বত্ব] *বি* উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করার অধিকার। 'প্রজাগণের মৌরস স্বত্ব বিলোপ।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

মৌরসি পাট্টা, মৌরসী পাট্টা *বি* খাজনার বিনিময়ে পুরুষানুক্রমে

জমি ভোগ করার বন্দোবস্ত। 'সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা লওয়া কর্তব্য।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'জমিদারকে যদি মৌরসীপাট্টা দেওয়া হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

মৌরসি স্বত্ব *বি* উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার। 'সেটাতে ... ওর মৌরসি স্বত্ব জন্মেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মৌরসী *বিণ* উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'তার জোত মৌরসী ও মোকররি।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

মৌরুসী *বিণ* উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'তাহাতে মৌরুসী পাট্টাদারেরই স্বত্ব।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

মৌরা [স মুচুটী] *ক্রি* মোচড় দেওয়া। **মৌরবি** *ক্রি* মোচড় দেবে। 'পিয় পরিরম্ভনে মৌরবি অঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মৌরি, মৌরী[1] [স মধুরিকা] ১ *বি* জিরার মতো মশলাবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* ধান জাতীয় শস্য। 'খই আর মৌরির ধান।' *জীবন*, ১৯৩২।

মৌরী[2] *বিণ* মুচকি। 'আমার চীনা বন্ধুটি আদত-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

মৌর্খ্যাবস্থ [স] *বি* মূর্খতা। 'মূর্খদিগের মৌর্খ্যাবস্থ হইতে বিমুক্তকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

মৌর্যবংশ [স] *বি* চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভারতের রাজবংশ। 'মৌর্যবংশের পতন ও শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

মৌল[1] [স] *বি* মহুয়া ফুল। 'স্যামলতা ঘাটুফুল কাল্যাকড়া তোলে মৌল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৌল[2] [স মুকুল] *বি* আমের মঞ্জরী; ফুলের কলি। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

মৌল[3] [স] ১ *বিণ* ঘন। 'মৌন, বিজন, মৌল নিশার নিলাজ দ্বিপ্রহরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* অখণ্ড; নিখাদ। 'সম্মুখে নিখিল নাস্তি; পৃষ্ঠদেশে মৌল নীরবতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মৌলবি, মৌলবী [আ মওলবী] ১ *বি* আদালতে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞ কর্মচারী। 'পেস্কার ও মৌলবি ও পণ্ডিত ও আমিন ও মুনসিফ ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* শিক্ষিত মুসলমানদের সম্মানসূচক পদবি বিশেষ। 'মৌলবি আবদুল কাদের খাঁ।' *ক্যালগে*, ১৭৯২। ৩ *বি* ইসলাম ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত। 'সকল মৌলবীর মধ্যে প্রধান শ্রীযুত শাহ আযমল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৪ *বি* আরবি-ফারসি ও ইসলামি বিদ্যার শিক্ষক। 'ইংরাজী শিক্ষক ও পণ্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হইতে পারিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

মৌলবি-মৌলানা [আ মওলবী-মওলানা] *বিণ* ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'আমার বাপজি ... মৌলবি-মৌলানা লোক ছিলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মৌলভী *বি* ইসলামি ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। 'নেকাহ তালাকের সাক্ষী গোপাল মৌলভী সুলতান আহাম্মদ সাহেব।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

মৌলা [স মুকুল>] *ক্রি* মুকুলিত হওয়া। **মৌলিল** [স মুকুল>] *ক্রি* মুকুলিত হলো। 'পাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

মৌলানা [আ মওলানা] *বি* ইসলাম ধর্মে বিশেষজ্ঞ। 'আইলা মৌলানা বেশে হাতে দণ্ড বারি।' *সুলতান*, ১৭০০।

মৌলি [স] ১ *বি* মুকুট। 'মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* খোঁপা। 'মোতিমবন্ধ মৌলি মহ ইন্দু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* মাথা। 'মণিময় টোপর কিরণ করে মৌলি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মৌলিক [স] ১ *বিণ* সম্ভ্রান্ত বংশে জাত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* অকুলীন। 'মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বিণ* মূল। 'দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ *বিণ* প্রথম উদ্ভাবিত। 'যুগান্তকারী মৌলিক গবেষণাসমূহ তাঁহাদের মনে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯২৬। ৫ *বিণ* অত্যাবশ্যক; মৌল। 'প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে এরূপ বিধান থাকিবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১; 'জনগণের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধার।' *বেগম*, ১৯৬২।

মৌলিকতা [স] *বি* স্বকীয়তা। 'কাব্য রচনায় মৌলিকতার গৌরব দাবী করতে পারেন।' *সওগাত*, ১৯১৯।

মৌলিকত্ব [স] *বি* মৌলিকতা। 'নিজের মৌলিকত্ব কই?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

মৌলিকত্বনির্ভর [স] *বিণ* মৌলিকত্বের উপরে নির্ভর করে এমন। 'সমাজে ব্যক্তির নেতৃত্ব কি তবে মৌলিত্বনির্ভর?' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

মৌলিক পার্থক্য [স] *বি* মূলগত প্রভেদ। 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যদি মৌলিক পার্থক্য নাই থাকবে ...।' *উমর*, ১৯৬৮।

মৌলিকবর্গ [স] *বি* অকুলীন হিন্দু সম্প্রদায়সমূহ। 'এদেশীয় মৌলিকবর্গ পণ অর্থাৎ মূল্যদ্বারা কুলীনের পুত্র কন্যাকে ক্রয় করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

মৌলুদ [আ] *বি* (ইসলাম) ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিশেষ। 'দিবানিশি মৌলুদ শরিফ ... বিরাজমান।' *প্রচারক*, ১৯০৩; 'মৌলুদের মাহফিলে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

মৌলুবি [আ মওলবী] *বি* ইসলামি আইন-জানা কর্মচারীবিশেষ। 'দারোগা ও পেস্কার ও মৌলুবি।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

মৌশল [স] *বি* মুষল; মুগুর। 'স্পর্শ করে না তারে শত্রুর মৌশল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মৌসুম [আ মৌসিম] *বি* অনুকূল সময়। 'অসহযোগিতার মৌসুম না আসিলেও।' *নজরুল*, ১৯২২।

মৌষুম *বি* মৌসুম। 'বাকি দালালের জিম্মে আখেরি মৌষুমে হইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মৌসুমী *বিণ* বর্ষাকালীন। 'ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো।' *জীবন*, ১৯৪২।

মৌসুমী-হাওয়া *বি* মৌসুমি বায়ু। 'মৌসুমী-হাওয়া পাল ভরে ওঠে বাজি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

মৌহারী [ফা মুহরা] *বি* মধুঝরা বাঁশি। 'কোণ দিগে মোহারী বাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ম্যমি [ই] *বি* মমি; পচনরোধক ভেষজে রক্ষিত প্রাচীন মিশরের রাজাদের মৃতদেহ। 'ববিনে জড়ানো মিশরের ম্যমি কালো বিড়ালকে বলে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

ম্যাও [ধ্বন্যা] *বি* বিড়ালের আক্রমণ থেকে রক্ষা। 'কিন্তু ম্যাও ধরবে কে?' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ম্যাঁ ম্যাঁ [ধ্বন্যা] *বি* ছাগলের ডাক। 'ছাগল ম্যাঁ ম্যাঁ করিয়া ডাকিয়া

উঠিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ম্যাগ [স মেঘ] *বি* বৃষ্টি। 'হ্যাঁ ম্যাগ পড়িছে এখন কি জ্বালে যাবাড় সময়।' *কেরি*, ১৮০২।

ম্যাগনাকার্টা [ই] *বি* (১২১৫ সালে ইংল্যান্ডে স্বাক্ষরিত প্রজাদের অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি) মানবাধিকারের যুগান্তকারী দলিল। 'একুশ দফা আওয়ামী লীগের এই ম্যাগনাকার্টা।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ম্যাগনিফায়িং গ্লাস [ই] *বি* ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় দেখা যায় যে কাঁচের মধ্য দিয়ে। 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে পরীক্ষা করতে শুরু করল।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'সমালোচকেরা দেখেছেন ... চোখে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস লাগিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

ম্যাগনেট [ই] *বি* চুম্বক। 'মুগুতে ম্যাগনেট ফেলে, বাঁশ দিয়ে রিফ্লেক্‌ট্ করে ...।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ম্যাগনেটিক [ই] *বিণ* চুম্বকযুক্ত; চৌম্বক। 'ম্যাগনেটিক অ্যামপ্লিফায়ার যন্ত্রের দ্বারা এই প্রসারণ-সঙ্কোচনকে এক কোটিগুণ বাড়াইতে হইয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯২৫।

ম্যাগনেটিজম [ই] ১ *বি* সম্মোহনী শক্তি। 'অপূর্ব ম্যাগনেটিজম অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* চৌম্বকত্ব; আকর্ষণ। 'যৌবনের গোড়ার দিকে নারীপ্রভাবের ম্যাগনেটিজমে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ম্যাগনোলিয়া [ই] *বি* একপ্রকার বিদেশি ফুল। 'ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কারনেশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'ম্যাগনোলিয়ার উপরে মালাই বরফ।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ম্যাগাজিন[1] [ই] *বি* সাময়িক পত্রিকা; সাময়িকপত্র। 'নানাবিধ প্যাম্ফলেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ম্যাগাজিন[2] [ই] *বি* আগ্নেয়াস্ত্রে সংযুক্ত গুলি রাখার খাপ বিশেষ। 'বন্দুকের ম্যাগাজিনে সব সময় যেন কার্ট্রিজ ভরা থাকে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

ম্যাঘ [স মেঘ] *বি* মেঘ। 'ম্যাঘ আলচে খোদা, পানি হবে ইবার।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ম্যাঙ্গানিজ [ই] *বি* শক্ত ধূসর রঙের মৌলবিশেষ। 'এক জায়গায় ম্যাঙ্গানিজের লক্ষণ যেন ধরা পড়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ম্যাচ[1] [ই] *বি* প্রতিযোগিতামূলক খেলা। 'ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ম্যাচ[2] [ই] *বি* মানানসই। 'সবাই বলে দুজনের মধ্যে রঙের সঙ্গে আমাকেই বেশি ম্যাচ করেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

ম্যাচম্যাচ [ধ্বন্যা] *বি* অসুস্থতার ভাব। 'গাটা ম্যাচম্যাচ করছে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

ম্যাচিওর [ই] *বিণ* পূর্ণকালপ্রাপ্ত। 'টাকা ম্যাচিওর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ম্যাচিঙ [ই] *বি* সামাঞ্জস্য করা। 'শাড়ি ব্লাউজের কনট্রাস্ট ম্যাচিঙের দিন গেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

ম্যাজম্যাজ [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* অসুস্থতার ভাবযুক্ত। 'রোজ ভোরে উঠেই শরীর ম্যাজম্যাজ।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বিণ* জড়তাযুক্ত। 'মদ না পেলে বোধ করে তার গা হাত ম্যাজম্যাজ করছে।' *নজরুল*, ১৯৪১। ৩ *বি* আলস্য বা জড়তার ভাব। 'এ মজা না পেলে মন ম্যাজম্যাজ করে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

ম্যাজমেজে *বিণ* অলস। 'ভাতের আমানিতে ম্যাজমেজে ভাবে অলসতার নেশায় গা ঢেলে দিয়েছে।' *হাই*, ১৯৪৬।

ম্যাজিক [ই] ১ *বি* জাদুর খেলা। 'ম্যাজিকের তাঁবুতে ঢুকিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* জাদু। 'আমি ম্যাজিক শিখব।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ম্যাজিকঅলা [ই ম্যাজিক+হি ওয়ালা] *বি* জাদুকর। 'ম্যাজিকঅলার কাছে যেমন মনের মানুষ ...।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

ম্যাজিকওয়ালা *বি* জাদু দেখায় যে; জাদুকর। 'আমরা ম্যাজিকওয়ালা হরীশ হালদারকে পেয়ে বসেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ম্যাজিকওলা *বিণ* জাদুকরী। 'ম্যাজিকওলা খ্যাপা পদ্যের দোকানেতে তাই এত জোটে খদ্দের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ম্যাজিকবিদ্যা *বি* জাদুবিদ্যা। 'ম্যাজিকবিদ্যা সম্বন্ধে তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ম্যাজিক লণ্ঠন [ই ম্যাজিক+ই ল্যানটার্ন] *বি* বায়োস্কোপ। 'জীবনে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি দেখা মস্ত আকর্ষণের ব্যাপার।' *জসীম*, ১৯৬১।

ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রর [ই] *বি* নিম্ন আদালতের বিচারক। 'জজ ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরেরা আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা।' *পূর্ণিমা*, ১৮৫৬; 'সে জজ ম্যাজিস্টরের ম্যায়া।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

ম্যাজিস্ট্রেসি [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেটের পদ। 'ম্যাজিস্ট্রেসিকে শাসন ও বিচার এই দুইভাগে ভাগ করার ... সম্ভাবনা গড়িয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

ম্যাজিস্টর [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেট। 'বাপ! ম্যাজিস্টরের মেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ম্যাজিস্ট্রেট [ই] *বি* ফৌজদারি মামলার বিচারক। 'ম্যাজিস্ট্রেট অনেক সওয়াল করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ম্যাজেস্টরি [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়। 'সব হাঙ্গামা চুকে গেলে ম্যাজেস্টরিতে খবর দেওয়া উচিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ম্যাজেস্ট্রেটি [ই] *বি* ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ। 'সে ছাপরায় অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজেস্ট্রেটি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ম্যাজ্জত *বি* মাজন। 'চুল ফুলাইয়া মেশী মজন দন্ত ম্যাজ্জত করিয়া এই প্রকার অলঙ্কার পরিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ম্যাটমেটে *বি* ছাই রং। 'ম্যাটমেটে রং আকাশটার।' *হাসান*, ১৯৬৪।

ম্যাটার [ই] *বি* বিষয়। 'এবার সিভিল ম্যাটার, ইনসলভেন্সি নিলেই হাঙ্গাম চুকে যাবে এখন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ম্যাটিনি, ম্যাটিনী [ই] *বি* সিনেমার বৈকালিক প্রদর্শনী। 'থিয়েটার ম্যাটিনীর সময় হলো।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'ম্যাটিনির সময়ে আদ্ধেক দামে পেলে।' *জীবন*, ১৯৪৮; 'আজ হঠাৎ ম্যাটিনির খান-দুই পাশ পেয়ে কাকা আর কাকি সিনেমায় চলে গেছেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ম্যাটিনি শো, ম্যাটানি শো [ই] *বি* সিনেমার বৈকালিক প্রদর্শনী। 'আর দুটো দেখে লুকিয়ে, ম্যাটিনি শো'তে পাড়ার অন্য দু একটি মেয়ের সঙ্গে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮; 'ম্যাটানি শো-র দুখানা টিকিট কাটতে গেলাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ম্যাট্রন [ই] *বি* হাসপাতালের প্রধান সেবিকা। 'আমি ম্যাট্রনরে লইয়া আহি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ম্যাট্রিক[1] [ই] ১ *বি* মাধ্যমিক স্কুলের শেষ শ্রেণী। 'ম্যাট্রিক ও তার নীচের তিনটি ক্লাসে এই নিয়মে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'আই.এ. এবং ম্যাট্রিক ক্লাসের পুরস্কার বিতরণের উৎসব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ২ *বিণ*

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাস করেছে এমন। 'তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'নাইন্টিন থার্টিফোরের ম্যাট্রিক।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ম্যাট্রিকুলেট [ই] *বি* প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেছে যে। 'সে-সব ম্যাট্রিকুলেট আর কোথাও স্থান পাবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ম্যাট্রিকুলেশন [ই] *বি* মাধ্যমিক শ্রেণী; বর্তমান দশম শ্রেণী। 'এই উপাদেয় গ্রন্থখানা ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছেন।' *ছোলতান*, ১৯২৩; 'ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ম্যাট্রিক² [ই] *বি* অবস্থানের শর্তাদি। 'গানে গানে জাল বোনা হয় ম্যাট্রিকের এই বাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

ম্যাডাম [ই] *বি* ভদ্রমহিলাদের সম্বোধনসূচক শব্দ। 'ডিয়ার ম্যাডাম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ম্যাডিক্যাল সায়েন্স [ই] *বি* চিকিৎসাবিজ্ঞান। 'হুজুর ম্যাডিক্যাল সায়েন্স ভাল বুঝি না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

ম্যাড়মেড়ে [স মেদ্র>] *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'মাছের চোখের মতো ম্যাড়মেড়ে চোখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'পৃথিবীর সমস্ত রং রস ... ম্যাড়মেড়ে হয়ে যেত।' *জীবন*, ১৯৩১।

ম্যাড়া [স মেদ্র>] *বিণ* ভেড়ার মতো। 'তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালিই আছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ম্যাণ্ডারীন [প ম্যান্ডারিম] *বি* চীন সম্রাটের অধীনস্থ উচ্চপদস্থ কর্মচারীবিশেষ। 'সে চীনদেশের পাস-করা মুখস্থবাগীশ ম্যাণ্ডারীনদের মতো স্থূলদেহ ও স্থূলবুদ্ধির লোক নয়।' *প্রমথ*, ১৯৩৫।

ম্যাণ্ডোলীন [ই] *বি* গিটারের মতো ইতালীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'হাওয়ার অশ্রান্ত ম্যাণ্ডোলীন শুনে বেঞ্চটাকে মনে হবে সাধের গণ্ডোলা।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ম্যাতা *বি* শক্ত তলানি। 'বঁড়শিতে টোপের মতো গেঁথে দেয় কলা এবং পচুই মদের ম্যাতা।' *তারা*, ১৯৪৬।

ম্যাথাম্যাটিকস [ই] *বি* গণিত; অঙ্কশাস্ত্র। 'অমরবাবুর কাছে আমি ম্যাথাম্যাটিকস শিখছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ম্যাদ [আ মীয়াদ] *বি* কারাদণ্ড। 'তাতে না কি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ দিতে পারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ম্যাদা *বিণ* তেজোহীন; অকর্মা। 'ম্যাদা দল আর উদো দল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'তুমি তেজি আমি ম্যাদা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ম্যাদামারা *বিণ* পৌরুষশূন্য। 'অমন ম্যাদামারা হয়ে যাচ্ছিস ক্যানে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ম্যানহোল [ই] *বি* পয়ঃপ্রণালী, বয়লার, ট্যাংক ইত্যাদিতে মানুষ নামার উপযোগী মুখ বা প্রবেশদ্বার। 'একটু বাঁদিকে ঘেঁষে জল উপচে পড়া খোলা ম্যানহোল।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২; 'নেমে যাওয়া ভাঙা বর্ষার প্লাবনশেষে ম্যানহোল থেকে তোলা অন্ত্রময়।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

ম্যানার্স [ই] *বি* আদব-কায়দা। 'ম্যানার্স শেখেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ম্যানিফেস্টো [ই] *বি* লিখিত ঘোষণা; ইশতেহার। 'নির্ব্বাচনী ম্যানিফেস্টো পুনঃ পুনঃ প্রচার করিলেও ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ম্যানিয়া [ই] *বি* বাতিক; মানসিক উত্তেজনা। 'আমার রোগের চেয়ে ওর ম্যানিয়া বড়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

ম্যানিয়াক [ই] *বিণ* বিকারগ্রস্ত। 'বড্ড ম্যানিয়াক হয় মেয়েরা।' *হাসান*, ১৯৬৫।

ম্যানীকিন [ই] *বি* পোশাকের দোকানে পোশাক প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত মানুষের মডেল। 'ডাক পড়ে আপিসের পোশাক ডিজাইনারকে এবং পোশাক-বিক্রেতার দোকানের ম্যানীকিনদের।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ম্যানুফ্যাকচার [ই] *বি* উৎপাদন। 'নিজের রুচি পরের কাছে বন্ধক রাখা ও শতসংখ্যকের জন্যে লার্জ স্কেলে সৌন্দর্য ম্যানুফ্যাকচার করা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ম্যানুয়েল [ই] *বি* কোনো বিষয়ের বিবরণ সংবলিত পুস্তিকা। 'বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষার ম্যানুয়েলের ৭ নং বাধ্যতামূলক আইন শীর্ষক ধারায় লেখা আছে।' *বেগম*, ১৯৫৬।

ম্যানেজ [ই] *বি* অভীষ্ট পথে চালনা। 'তাদের ম্যানেজ করা আপনার মত শান্তশিষ্ট মেয়ের কাজ নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

ম্যানেজার [ই] **১** *বি* প্রধান কর্মচারী। 'কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের করবে, দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* ব্যবস্থাপক। 'নবীন ছিল বাড়ির ম্যানেজার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'রবারের কুঠির মেজো ম্যানেজার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ম্যানেজারবাবু [ই ম্যানেজার+ফা বাবু] *বি* ব্যবস্থাপক মহাশয়। 'ম্যানেজারবাবু চলে গেলে তিনি তাঁর প্রিয় বরকন্দাজ শঙ্কর সিংহকে ডেকে পাঠালেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

ম্যানেজারি, ম্যানেজারী [ই ম্যানেজার>] *বি* ব্যবস্থাপকের কাজ। 'তুমি ওঁর কারবারের ম্যানেজারি করতে এসেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজারী করি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ম্যান্ডেট [ই] *বি* ভোটার কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রদত্ত ক্ষমতা; সম্মতি। 'নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া জনসাধারণের ম্যান্ডেট আদায় করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

ম্যান্ডোলিন [ই] *বি* গীটার জাতীয় ইটালিয়ান বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'হার্প বেয়ালা ম্যান্ডোলিন নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গানবাজনা জুড়ে দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ম্যাপ [ই] *বি* মানচিত্র; নির্দিষ্ট এলাকার সীমানা চিহ্নিত ভূমি নকশা। 'ঐ এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'সরকারী দলিল ম্যাপ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

ম্যামথ [ই] *বি* বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বড়ো আকারের লোমশ হাতিবিশেষ। 'ম্যামথ ম্যাস্টডন প্রভৃতি বিপুলাকায় প্রাণীর প্রাদুর্ভাব ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ম্যামাল [ই] *বি* স্তন্যপায়ী প্রাণী। 'বহন করে ম্যামথ ম্যামাল কালক্রমে মানুষ বানাল।' *জীবন*, ১৯৪০।

ম্যা ম্যা [ধ্বন্য] *বি* কান্নার ধ্বনি। 'কোন দুঃখে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবেন ম্যা ম্যা মা মা করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

ম্যারাথন [ই] *বি* দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়। 'ম্যারাথন আর থর্মপলিতে কী যে হয়েছিল বলিতে বলিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ম্যারাপ *বি* মাদুর ইত্যাদি দিয়ে নির্মিত অস্থায়ী ছাদ। 'উত্তরে ম্যারাপ বেঁধে ধর্মসভা বসিয়াছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

ম্যারিগোল্ড [ই] *বি* গাঁদা ফুল। 'বাগানের নিমন্ত্রণে এসেছে ডালিয়া, ফুশিয়া, এসেছে ম্যারিগোল্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার [ই] *বি* বিবাহ নিবন্ধক। 'হঠাৎ কোন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ...।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

ম্যাল [ই মল] *বি* বিপণিকেন্দ্র; শপিংমল। 'আজকে না-হয় ম্যালেই চলো।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

ম্যালামারি *বিণ* অনেক। 'ম্যালামারি বকাস না।' *হাসান*, ১৯৬২।

ম্যালিগনান্ট [ই] *বিণ* মারাত্মক; দূষিত। 'তিন দিনের ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মারা যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

ম্যালেরিয়া [ই] *বি* অ্যানোফিলিস মশার কামড়ে সৃষ্ট জ্বরবিশেষ। 'ম্যালেরিয়া ... প্রকোপে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'ম্যালেরিয়া এসে যখন জীর্ণ অস্থিকঙ্কাল কাঁপিয়ে তোলে তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে রৌদ্রে পড়ে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট [ই ম্যালেরিয়া+স ক্লিষ্ট] *বিণ* ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত। 'তিন প্রাচীন ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট সদ্‌ব্রাহ্মণের জলযোগ।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ম্যালোয়ারী *বি* ম্যালেরিয়া। 'ভয় যা তা ঐ ম্যালোয়ারীর।' *শরৎ*, ১৯১৬।

ম্যাসকুলিন [ই] *বিণ* পুরুষজাতীয়। 'ম্যাসকুলিন, ফেমিনিন, আর আর আর।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ম্যাসেজ[1] [ই] *বি* বাণী। 'সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ম্যাসেজ কী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ম্যাসেজ[2] [ই মাসাঝ] *বি* মালিশ। 'মুখের সৌন্দর্য্য ম্যাসেজে যে রকম বাড়ে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

ম্যুজিয়ম [ই] *বি* জাদুঘর। 'যাবি বোন, ম্যুজিয়ম দেখতে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ম্যুটিনি [ই] *বি* বিদ্রোহ; সিপাহী বিদ্রোহ। 'ম্যুটিনির উট্রাম প্রভৃতি যোদ্ধাদের কাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ম্যুনিসিপ্যালিটি [ই] *বি* পৌরসভা। 'ম্যুনিসিপ্যালিটি শকট কলিকাতার আবর্জনা বহন করিয়া, অত্যন্ত মন্থর হইয়া চলিয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ম্যেজ [স মধ্য] *বিণ* মেজো। 'ম্যেজ বধু, ম্যেজ ভাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ম্যেজ্যে [স মধ্য] *বি* মেঝে। 'চাকোর দরজার খিল দিয়ে ঘরের ম্যেজ্যেয় শুয়ে থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ম্রক্ষণ [স] *বি* মিশ্রণ। 'তার ম্রক্ষণ করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ম্রজাই [ফা মিরজাই] **১** *বিণ* মিরজা বা সম্ভ্রান্ত লোক সংক্রান্ত। 'চৌগোঁফা ম্রজাই দাড়ি ঝুলিয়াছে ভাল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* ফতুয়া জাতীয় জামাবিশেষ। 'অঙ্গে সুশোভিত লিনুর ম্রজাই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ম্রণালদণ্ড [স মৃণাল+দণ্ড] *বি* পদ্মডাঁটা। 'ভূজিয়া ম্রণালদণ্ড করে নানা খেলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

ম্রিয়মাণ [স] **১** *বিণ* মরণাপন্ন। 'রূপবান পুরুষ আসিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়া ... দেখ আমার কি হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বিণ* নিষ্প্রভ; ম্লান। 'এক২ বিদ্যালয় ও টোল কোন২ স্থলে আছে তাহাও অতি ম্রিয়মাণ।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪। **৩** *বিণ* নির্জীব। 'কালে জীর্ণ হইয়া ম্রিয়মাণ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'হেমন্তের ম্রিয়মাণ গাছপালা পাতা ঘাস।' *জীবন*, ১৯৩২। **৪** *বিণ* হতাশ। 'বিলম্ব হইলেও ম্রিয়মাণ হওয়া উচিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৫** *বিণ* নিস্তেজ। 'তোমার বিরহে অহরহ ম্রিয়মাণ যে এই শরীর ইহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৬** *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি বৈশ্বানর। দূরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৭** *বিণ* ক্ষয়িষ্ণু। 'ম্রিয়মাণ শতাব্দীকে ফেলে ঢেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ম্রিয়মাণভাবে [স] *ক্রিবিণ* নিশ্চলভাবে। 'জড়বৎ নিস্পন্দ হইয়া ম্রিয়মাণভাবে অবস্থান করি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ম্রিয়মাণা [স] *বিণ স্ত্রী* বিষণ্ন। 'দিন দিন ম্রিয়মাণা দুঃখের কারণে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'চাঁদ যেথা দিগন্তে বিলীন ম্রিয়মাণা।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

ম্রো *বি* বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ম্রো মেয়েদের বিশেষ কাজ হচ্ছে ...।' *বেগম*, ১৯৭৩।

ম্লান [স] **১** *বিণ* মলিন। 'এ বিষয়ে আত্যন্তিক ম্লান আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বিণ* বিষণ্ন। 'দেশীয় লোকের এবম্প্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত ... নিরাশয় ম্লান ও অবসন্ন না হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* তেজ কমে এসেছে এমন। '... পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৪** *বিণ* নিষ্প্রভ। 'সেই গল্পের তেপান্তরের মাঠ এবং সাত সমুদ্র তেরো নদী ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ম্লানতা [স] **১** *বি* মলিনতা। 'নিজের চারপাশের ম্লানতা হইতে যেন ফুঁড়িয়া উঠিয়া আমাদিগকে হাঁক দিয়া ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* ব্যর্থতা। 'দিনের তাপের রৌদ্রজ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়, সেই ম্লানতা ক্ষমা করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ম্লানদীপ্তি [স] *বিণ* নিষ্প্রভ। 'সায়াহ্নের ম্লানদীপ্তি সে করুণচ্ছবি ধরিল কল্যাণরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ম্লানভাতি [স] *বি* মলিন প্রভা। 'নীরব আঁধার রাতি, তারকার ম্লানভাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ম্লানমধুর [স] *বিণ* দুঃখের এবং আনন্দের। 'হাসি-কান্নার ম্লানমধুর স্মৃতিতে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

ম্লানমুখ [স] **১** *বি* বিষণ্ন বদন। 'ফেলিয়া অশ্রুর নীরে, ম্লানমুখে করিয়াছে মান।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫; 'দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া ম্লানমুখ বিষাদে বিরস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* নতমুখ। 'দূতবর ম্লানমুখে অতি দুঃখিত ভাবে অবিকল নিবেদন করিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

ম্লানমুখী [স] *বিণ স্ত্রী* মুখ মলিন হয়েছে এমন। 'বিবি ... লজ্জায় ম্লানমুখী বিনয়ে বিদায় হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ম্লানস্পর্শ [স] *বি* মলিন পরশ। 'তার ভাবা হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লানস্পর্শ লেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ম্লানায়মান [স] *বিণ* ম্লান হয়ে যাচ্ছে এমন। 'ম্লানায়মান নিভৃত সন্ধ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ম্লানি [স] *বি* মলিনতা। 'কোনোখানে কিছু ম্লানি নাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ম্লানিমা [স] *বি* মলিনতা। 'ভোরবেলাকার আবছায়া আর সাঁঝের ম্লানিমায়।' *নজরুল*, ১৯২২; 'আমার দুচোখ পুরে বেদনার ম্লানিমা ঘনায়।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ম্লানিহীন [স] *বিণ* মলিন হয় না এমন। 'ম্লানিহীন অন্ধকারে জেগে ওঠে বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ম্লায়মান [স] *বিণ* ম্লান বা নিষ্প্রভ হচ্ছে এমন। 'যে পথিক অস্তসূর্যের ম্লায়মান আলোর পথ নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ম্লেচ্ছ [স] **১** *বি* অব্রাহ্মণ জাতিবিশেষ। 'ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হব অধর্ম্ম পালিব।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মুসলিম ব্যক্তি। 'ম্লেচ্ছ বলে আজি হইতে তুমি মোর পুত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* গালিবিশেষ। 'ম্লেচ্ছ ... আশীর্ব্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।' *অক্ষয়*,

১৮৪৬। ৪ *বিণ* অচ্ছুত। 'সেটা যে শুনেচি একেবারে ম্লেচ্ছ দেশ।' *শরৎ*, ১৯২৬।

ম্লেচ্ছত্ব [স] *বি* ম্লেচ্ছসুলভ আচরণ। 'দেশের ম্লেচ্ছত্বদোষ কিংবা আর্যত্বগুণ নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ম্লেচ্ছদেশ [স] *বি* ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ স্থান। 'ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি অপার। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ম্লেচ্ছ ভাষা [স] *বি* ম্লেচ্ছদের মুখের ভাষা। 'ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করিও না।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

ম্লেচ্ছভূমি [স] *বি* অহিন্দুদের আবাসভূমি। 'পূর্ব্বতন হিন্দুরা জাহাজারোহণ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছভূমি প্রভৃতি নানা দেশে বাণিজ্য ও যুদ্ধোপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

ম্লেচ্ছসংসর্গ [স] *বি* অহিন্দুর সঙ্গে মেলামেশা। 'ম্লেচ্ছসংসর্গ ও সমুদ্র পার হওয়া কিছুই নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ম্লেচ্ছাচারী [স] *বিণ স্ত্রী* ম্লেচ্ছের মতো আচরণকারী। 'যে ম্লেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

য

য [পা যস্তক] *বিণ* যতো। 'তিনি য বার পা ফেলচেন তবারি যেন আতঙ্কে সাপে কামড়ালে বোধ হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

যওয়াব [স জওয়াব] *বি* জবাব; উত্তর। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যওয়াব শ্রীযুত সলিসিটর জেনরল সর ... দ্বারা শুনানী হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

যঃ পলায়তি স জীবতি [স] – যে পালায় সে বেঁচে যায়। 'বাবা, যঃ পলায়তি স জীবতি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

যকি *বি* ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার চালক। 'ঘোড়াদের পদকোষ্ঠী, যকিদের জানে ডাক-নামে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

যকৃৎ [স] **১** *বি* হজমরস নিঃসারক মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রত্যঙ্গবিশেষ। 'যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রকে বিকল করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'তাঁহার যকৃৎ স্ফীত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **২** *বি* যে রোগ পিত্তাশয় বৃদ্ধি করে। 'শুধু লজ্জা নয়, শুনলুম তার যকৃৎও ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

যক্ষ [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) ধনের রক্ষণাবেক্ষণ যার কাজ। 'পশ্চিমে খুদিবে তাহা যক্ষ এক হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* যক। 'ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

যক্ষনারী [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) এক প্রকার দেবযোনি। 'যক্ষনারী বলে উঠেছে, মা গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

যক্ষপতি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ধনের দেবতা কুবের। 'নাম মকরাক্ষ বলে যক্ষপতি সম।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যক্ষবধূ [স] *বি* বিরহিণী। 'যক্ষবধূ গৃহকোণে ফুল নিয়ে দিন গনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যক্ষশিশু [স] *বি* যক্ষের সন্তান। 'যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর অট্টরোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যক্ষিণী [স] *বি* যক্ষনারী। 'দেবতা অসুর কিবা যক্ষিণী কিন্নর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যক্ষেন্দ্র [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে ধনের দেবতা কুবের। 'স্বর্ণসৌধে সুধধিরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

যক্ষেশ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ধনদেবতা কুবের। 'নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

যক্ষ্মা [স] *বি* যক্ষ্মারোগ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এই প্রযুক্ত যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকালে পরলোক গত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যক্ষ্মা ওয়ার্ড [স যক্ষ্মা+ই ওয়ার্ড] *বি* হাসপাতালে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার বিভাগ। '৫০ বেডের একটা যক্ষ্মা ওয়ার্ড তৈরির আয়োজন প্রায় শেষ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যক্ষ্মাকাস, যক্ষাকাস [স যক্ষ্মা-কাশ] *বি* ক্ষয়কাশ। 'অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ আর যক্ষাকাস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যক্ষ্মাক্রান্ত [স] *বিণ* যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। 'আমার বাবা ঋণগ্রস্ত ও যক্ষ্মাক্রান্ত হৈয়া পড়েছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যক্ষ্মা ক্লিনিক [স যক্ষ্মা+ই ক্লিনিক] *বি* যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসালয়। 'আমরা এগারোটি যক্ষ্মা ক্লিনিক তৈরি করেছি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যক্ষ্মাগ্রস্ত [স] *বিণ* যক্ষ্মায় আক্রান্ত। 'সে একটা যক্ষ্মাগ্রস্ত মেয়েকে বিয়ে করে তার গর্ভে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে উৎপাদন করেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

যক্ষ্মা-দেবী [স] *বি* যক্ষ্মা রোগ দেয় কল্পিত যে দেবী। 'সাক্ষী ক'রে যক্ষ্মা-দেবী সঁপো।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

যক্ষ্মাবসাদ [স] *বি* ক্ষয়রোগের কারণে সৃষ্ট অবসন্নতা। 'পার হয়ে এই যক্ষ্মাবসাদ শ্রান্ত ব্যাধিতে ঘেরা।' *করুণ*, ১৯৪৩।

যক্ষ্মাবিরোধী [স] *বিণ* যক্ষ্মা নিবারণকারী। 'যক্ষ্মাবিরোধী টিকাকে বলা হয় বি,সি,জি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যক্ষ্মারোগিণী [স] *বি স্ত্রী* যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত যে। 'আমাকে জোর করে বসিয়ে দিলেন সেই যক্ষ্মারোগিণী।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

যক্ষ্মারোগী [স] *বিণ* যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত। 'যক্ষ্মারোগী বাবার চিকিৎসার পয়সা জুটে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যখ [স যক্ষ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) যক্ষ। 'যখ কাকে বলে, জান?' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

যখ দেওয়া *ক্রি* (হিন্দুসংস্কার) জীবিত বালককে মাটির নীচে সঞ্চিত ধনরাশির সঙ্গে পুঁতে রাখা। 'তা মা, জ্যান্ত ছেলেকেও যখ দেওয়া যায় না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

যখের ধন *বি* অতিশয় কৃপণ লোকের ধন। 'আমি আর যখের ধন আগলাতে পারিনে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

যখন [স যৎক্ষণ] **১** *ক্রিবিণ* যে সময়ে। 'আচার্য চরণধূলি লইল যখনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* যেহেতু। 'ডাক্তার যখন কদমপুরে সবাই চেনে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

যখন-তখন *ক্রিবিণ* যেকোনো সময়ে। 'যখন-তখন উনপঞ্চাশ বায়ু-বেগে চতুর্দিকে উড়ু-উড়ু করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

যজন [স] *বি* যজ্ঞ। 'তাঁহারদের যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান।' *দর্পণ*, ১৮২১।

যজনযাজন [স] *বি* (হিন্দুসমাজে প্রচলিত) পুরোহিতের কাজ; পৌরোহিত্য। 'আমার বাবা করতেন যজনযাজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যজনা [স] *বি* পূজা। 'সুরদলনীর করি এ নিয়ে যজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

যজমান [স] **১** *বি* যজ্ঞকারক। 'এই পট্টডোর তুমি হও যজমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়ে পূজা করায়। 'যজমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

যজমানি, যজমানী [স যজমান>] **১** *বি* পৌরোহিত্য। 'সেকেণ্ড পণ্ডিত শ্রীবিলাস চক্রবর্তীর যজমানী আর গুরুগিরি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯। **২** *বি* কর্তৃত্ব। 'কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলে পাবে পুরুষানুক্রম যজমানি।' *শক্তি*, ১৯৭০।

যজা [স যজন>] *ক্রি* সাধনা করা। **যজে** *ক্রি* সাধনা করে। 'যে-জন পঞ্চতত্ত্ব যজে লীলারূপে মজে সেহি জানে রসিক রাগের ধারা।' *লালন*, ১৮৯০।

যজিয়া [স যজন>] *ক্রি* উপাসনা ক'রে। 'যোগেশ্বরে যজিয়া যোগীর বেশ ধরি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যজু [স যজুঃ] *বি* যজুর্বেদ; চতুর্বেদের অন্যতম। 'ঋগ যজু সাম অথর্ব্ব/ চারী বেদ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যজ্ঞ [স] **১** *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী দেবতার অনুগ্রহ লাভের অনুষ্ঠানবিশেষ। 'না দেখিয়া যজ্ঞে দেবী শিবের পূজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* যাবতীয় কর্তব্য। 'সেই যজ্ঞ-সমাধার ভার গুরুদক্ষিণার স্বরূপ চারুলতা গ্রহণ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

যজ্ঞকুণ্ড [স] *বি* যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ড। 'বাল্মীকি দৌড়িয়া যজ্ঞকুণ্ডাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন ...' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

যজ্ঞক্ষেত্র [স] *বি* পূজার স্থান। 'যজ্ঞক্ষেত্র থেকে লোকারণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যজ্ঞঘোড়া [স যজ্ঞঘোটক] *বি* যজ্ঞের ঘোড়া। 'আমরা ধরি মৃত্যুরাজার যজ্ঞঘোড়ার রাশ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যজ্ঞডুমুর *বি* এক জাতীয় ডুমুর। 'ভোর নাগাদ বট আর যজ্ঞডুমুর মাটিতে পড়ে ফেটে যাচ্ছিল।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

যজ্ঞধূম [স] *বি* যজ্ঞের বা হোমাগ্নির ধোঁয়া। 'নহে যজ্ঞধূম ও-ফলক সারি সারি সুবর্ণমণ্ডিত।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'মানব-মেধের যজ্ঞধূম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

যজ্ঞপত্নি [স যজ্ঞ+স পত্নী] *বি* যজমানপত্নী। 'যজ্ঞপত্নির স্থানে অন্ন মাগিয়া খাইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

যজ্ঞবেদী [স] *বি* যজ্ঞের মঞ্চ; যজ্ঞ পালনের বেদী। 'অপবিত্র যজ্ঞবেদীর উপরে নবাগত দেবতার ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর নিত্য বলিদান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যজ্ঞভঙ্গকারী [স] *বিণ* যজ্ঞ ভঙ্গ করে এমন। 'যজ্ঞভঙ্গকারী নিশাচরের মতন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

যজ্ঞভাগ [স] *বি* যজ্ঞের অংশ। 'দেয় গো বাঁটি নিখিল মাঝে আনন্দেরি যজ্ঞভাগ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

যজ্ঞভূম [স] *বি* যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'দুরাচর রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত করাতে বুঝি ...' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

যজ্ঞভূমি [স] *বি* যেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

যজ্ঞ-যাগ [স] *বি* যজ্ঞ এবং আনুষঙ্গিক কর্ম। 'এ-সব আনিতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ-যাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যজ্ঞশালা [স] **১** *বি* যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* কর্মস্থল। 'বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

যজ্ঞশীল [স] *বিণ* যজ্ঞপালনকারী। 'বিজ্ঞবর যজ্ঞশীল মহারাজ আদিশূরের আজ্ঞানুসারে এই গৌড়ভূমিতে বসতি করিয়াছিলেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যজ্ঞস্থল [স] *বি* যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'পুষ্পমধু যজ্ঞস্থলে আনীত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

যজ্ঞহুতাশন [স] *বি* যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অগ্নি। 'এই যজ্ঞহুতাশন কি নিবিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যজ্ঞাংশভুক [স] *বিণ* যজ্ঞের অংশ ভোগকারী। 'এইসব মারণযজ্ঞের বলি যেমন অগণিত মানুষ, এদের হোতা যজ্ঞাংশভুক উপদেবতারাও তেমনি মানুষ।' *শিব*, ১৯৫৬।

যজ্ঞাঙ্গ [স] *বিণ* যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ। 'বিবাহের পূর্ব্বে গুরুর নিকট পাঠ সমাপ্তির বিদায় গ্রহণ স্বরূপ যজ্ঞাঙ্গ স্নান বিধিকে সমাবর্ত্তন কহা যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

যজ্ঞাদি [স] *বি* যজ্ঞ ইত্যাদি। 'যজ্ঞাদি উৎসব-কার্য্যে সমাদরপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যজ্ঞানল [স] *বি* যজ্ঞের আগুন; হোমানল। 'ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যজ্ঞানুষ্ঠান [স] *বি* বেদবিহিত অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সন্তানোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে নরকগামী হইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যজ্ঞিবাড়ি *বি* যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়; যজ্ঞশালা। 'বাঙালি যজ্ঞিবাড়িকে চিৎকারে গ্রীকরা হার মানায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

যজ্ঞির বিড়াল *বি* সুবিধাবাদী। 'তাঁরা বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম। না আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল?' *হুতোম*, ১৮৬১।

যজ্ঞির যজমান *বি* যজ্ঞকর্তা। 'যজ্ঞির যজমানরা আমার আসল মতলব ধরতে না পেরে সভাস্থলে বসিয়ে দিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

যজ্ঞোপবীত [স] *বি* ব্রাহ্মণের পৈতা পরার অনুষ্ঠান। 'মনোযোগ না করিয়া যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত মাতামহ গৃহে বাস করিয়া ...' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

যটি *বিণ* যে কয়টি। 'যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা।' *ভারত*, ১৭৬০।

যৎ[1] [স] *বিণ* যে। 'শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'নরপতি যৎকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

যৎকালীন [স] *ক্রিবিণ* যে সময়ে। 'যৎকালীন হিন্দুদিগের দুরদৃষ্ট হইল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

যৎকালে [স] *ক্রিবিণ* যখন। 'শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'নরপতি যৎকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

যৎকিঞ্চিৎ [স] *বিণ* সামান্য। 'যৎকিঞ্চিৎ মুনাফা হইয়াছিল।' *কেরি*, ১৮০২।

যৎকুৎসিত [স] *বিণ* অতিশয় নোংরা। 'যৎকুৎসিত সম্পর্কবিরুদ্ধ গালাগালি দিলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

যৎপরোনাস্তি [স] *বিণ* যারপরনাই; অত্যন্ত। 'নগরমধ্যে সুনির্ম্মল স্বাস্থ্যকর জলাভাবে যৎপরোনাস্তি অকল্যাণ ঘটিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পেয়েছি যাতে মূল ভাব ও চিত্রকল্প ... অপরিবর্তিত থাকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

যৎসামান্য [স] *বিণ* খুব অল্প। 'ঐ সকল মলপূর্ণ দুর্জ্ঞেয় জলপ্রণালী কদাপি যৎসামান্য রূপেও পরিষ্কৃত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'যৎসামান্য সেই দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

যৎ[2] *বি* (সঙ্গীত) তালবিশেষ। 'সিন্ধুকাফি যৎ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

যত, যতো [পা যত্তো; স যতি] **১** *বিণ* যে-সংখ্যক। 'এবে হৈতেঁ দৈবকীর যত গৰ্ব্ভ হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* যাবতীয়। 'যত নানা ফুল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যত অমঙ্গল সকল যাউক দূরে।' *চণ্ডী*, ১৫৭০; 'যত প্রবোধ কৈল কিছু না শুনিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *ক্রিবিণ* যে পরিমাণ। 'আর আর যুগেতে অর্থব্যয় যতঃ করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *ক্রিবিণ* যে পরিমাণে। 'পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাদুরি যত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যতই *ক্রিবিণ* যতোটা। 'তোমার বিলাতীয় বেশ-ভূষাদি ভৌতিক বিষয় মাত্রের অনুকরণ করিতে যতই সমর্থ হও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

যতক্ষণ *ক্রিবিণ* যে সময় পর্যন্ত। 'যতক্ষণ রাগের প্রাদুর্ভাব থাকে জ্ঞানের কথা প্রায় অনবধান করে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ – যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ আশা আছে। 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

যতখন *ক্রিবিণ* যে সময় পর্যন্ত। 'যতখন ওটি নাহি পড়ে ঝরে, ততখনো যদি মনে রাখ মোরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'চলে যায় দিন যতখন আছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

যতটুকু *ক্রিবিণ* যে অংশটুকু। 'তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যতদূর *ক্রিবিণ* যে পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। 'যতদূর চেয়ে দেখি আমার পায়ের আর অন্ত দেখি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

যত দোষ এই নন্দ ঘোষ – যে যেই অপরাধই করুক না কেন, তার দায়ভার কেবল একজনের উপরই বর্তালে এমন বাক্য ব্যবহৃত হয়। 'যত দোষ এই নন্দ ঘোষের ঘাড়েই হুড়মুড় করে পড়ল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

যতবড়ো-না-মুখ-ততবড়ো-কথা – ছোটো মুখে বড়ো বড়ো কথা। 'যতোবড়ো-না-মুখ-ততোবড়-কথার দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

যতবড়ো মুখ তত বড়ো কথা – অনুচিত কথা। 'পাষণ্ড যত বড়ো মুখ তত বড়ো কথা, আমায় বল কিনা বুঝিয়ে চলো।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

যতবড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা – অত্যধিক স্পর্ধিত উক্তি। *সুবল*, ১৯০৬।

যত যত *বিণ* যেসকল। 'শহরের মধ্যে যেখানে যত২ পাঠশালা আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

যতয় *বিণ* যে-পরিমাণ। 'শঙ্খ সিন্দুর আদি যতয় কঙ্কন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যত সব *ক্রিবিণ* যতোখানি। 'যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসন্না – আগে যত হাসবে শেষে তত কাঁদতে হবে। 'যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসন্না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যতা [স যতি] *বিণ স্ত্রী* যত। 'গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

যতেক ১ *বিণ* যত। 'যতেক যতেক তার আছিল মনের সন্তাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* যাবতীয়। 'যতেক প্রবন্ধ সব জ্ঞাপহ আপণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* যে পরিমাণ। 'যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যতোদূর *বিণ* যে পরিমাণ। 'ইসলাম নারীকে যতোদূর অধিকার দিয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

যতন [স যত্ন] ১ *বি* যত্ন। 'সাজাইল অনেক যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আত গেলি সত্তর গমনে বড়ায়িক না করি যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অধ্যবসায়। 'এ কাজ সাধিব আক্ষে করিআঁ যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* প্রযত্ন। 'দান লৈতেঁ নাহি মল কিসকে যতন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* চেষ্টা। 'পারিল আলিঙ্গম কাহাঞি বিনি যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৫ *বি* আদর। 'তোমাকে কহিনু এত করিয়া যতন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

যতনভরে *ক্রিবিণ* যত্ন ক'রে। 'দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে গোপন ঘরে/ যতনভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যতনে ১ *ক্রিবিণ* উৎসাহের সঙ্গে। 'বিবাহ করিলা আসি বহুল যতনে।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রিবিণ* যত্নসহকারে। 'তুমি আজীবন যতনে লালিত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যতনেতে *ক্রিবিণ* আগ্রহের সঙ্গে। 'বেশ্যাকুচ বিমর্দন, যতনেতে আলিঙ্গন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যতি[১] [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'যতিঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যতি[২]**, যতী** [স] *বি* সন্ন্যাসী। 'কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মানুষকে যাঁরা গ্রীন হাউসে পুরে সতী বা যতি বানাতে চান ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

যতিধর্ম, যতিধর্ম্ম [স] *বি* শাস্ত্র অনুসারে সন্ন্যাসীর কাজ; সন্ন্যাসব্রত। 'পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শুধু যতিধর্মের নয়, সতীধর্মেরও এই লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যতি[৩] [স] *বিণ* যতো। **যতি খনে** *বিণ* যতক্ষণে। 'যতি খনে দ্বিজকুল মঙ্গল না পড়ই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

যতি[৪] [স] *বি* পাঠের সুবিধা এবং অর্থ পরিষ্কার করার জন্যে ব্যবহৃত বিরাম চিহ্ন। 'সন্ধি ও সঙ্গতি, ছন্দোবিধি, লিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং (৬) যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি।' *হাই*, ১৯৫৪।

যতিচ্ছেদ [স] *বি* বিরাম চিহ্ন। 'সন্ধি ও সঙ্গতি, ছন্দোবিধি, লিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং (৬) যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি।' *হাই*, ১৯৫৪।

যতিবিরল [স] *বিণ* যতি কম এমন। 'ফলে বাঙালী যতিবিরল ছন্দে হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্বরন্ত, হলন্ত ইত্যাদি...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যতিহীন [স] *বিণ* অবিরাম। 'মানিনা আত্মার আয়ু যতিহীন, স্বর্গ-নরকের।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

যতির্বা [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'ভৈরবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্বা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যত্তন [স যত্ন] *বি* আদর। 'পূর্ব্বে নিবেদিল তোরে করিয়া যত্তন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যত্ন [স] ১ *বি* চেষ্টা। 'নারী মনে পশি যায়/ যত্নে নাহি বাহিরায়/ সেয়াকুলের কাঁটা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পরিচর্যা। 'আজ্ঞা শব্দে ব্রহ্ম দেহ মন যত্ন ধৃতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* আন্তরিকতা। 'কোন কথা পার যদি যত্নে রাখিবারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* আদর আপ্যায়ন। 'গোপ-রাজ গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে মহা যত্নে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

যত্ন-অভ্যর্থনা [স] *বি* যত্নআত্তি; সমাদর। 'এত যত্ন-অভ্যর্থনা অনেক দিন করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যত্ন-আত্তি *বি* পরিচর্যা। 'ছেলেমেয়েদের যত্ন-আত্তি করবে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

যত্ন-আত্মীয়তা [স] *বি* আদর যত্ন। 'এমন ভাল ছেলে, এমন দয়ামায়া – কি জান, একটু যত্ন-আত্মীয়তা – পার্বতী হাসি চাপিয়া বলিত ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

যত্নকর্তা, যত্নকর্ত্তা [স] *বি* যত্ন নেয় যে। 'কার্য্য সিদ্ধি না হইলে যত্নকর্ত্তার দোষাভাব।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

যত্ন-চেষ্টা [স] *বি* আন্তরিক চেষ্টা। 'তবে যত্ন-চেষ্টার ফলে এর

উৎপাদন অবশ্য বাড়ান যায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যত্ননে *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে; সযত্নে। 'আর এক বর দিব পালিয় যত্ননে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যত্নপালিত [স] *বিণ* সযত্নে লালিত। 'যত্নপালিত খাসী-মুরগীর মায়া গৃহাগত মুরশিদের সেবায় উৎসর্গ করিয়া ...।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

যত্নপূর্বক, যত্নপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে। 'রায়ের গৃহিণীকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যত্নবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সচেষ্ট। 'জ্ঞানরত্ন দ্বারা তাহার চিত্তকে অলঙ্কৃত করিতে যত্নবতী হয়েন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'সাধ্যানুসারে পুরুষের সংসর্গপরিত্যাগ যত্নবতী থাকিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যত্নবন্ত [স] *বিণ* যত্নবান। 'জ্ঞান প্রচারের নিমিত্ত যত্নবন্ত হও।' *অক্ষয়* ১৮৪৩।

যত্নবান [স] **১** *বিণ* উদ্যোগী। 'মস্তকে ধরিআ আনে হইয়া যত্নবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সচেষ্ট। 'দশ পাঁচ ঘর প্রজা ঐ স্থানে বসাইতে পারহ তাহার চেষ্টা নিতান্ত যত্নবান হইয়া করিবা।' *রামরাম*, ১৮০২; 'দেশীয় লোকদিগকে উন্নত করিতে যত্নবান হও।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

যত্নবাহুল্য [স] *বি* যত্নের বাড়াবাড়ি। 'এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যত্নভরে *ক্রিবিণ* সযত্নে। 'তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যত্নশীল [স] *বিণ* মনোযোগী। 'গবর্ণমেন্ট যদি আন্তরিক যত্নশীল হন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৭।

যত্নসহকারে [স] *ক্রিবিণ* মনোযোগের সঙ্গে। 'সেই সমস্ত ধর্মশাস্ত্র যত্নসহকারে মন্থন করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যত্নাভ্যাস [স] *বি* চর্চা; অনুশীলন। 'পুরুষ জাতির যেরূপ যত্নাভ্যাসে বিদ্যা জন্মে স্ত্রীজাতিরও সেইরূপ।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

যত্নেক [স] *ক্রিবিণ* যত্নসহকারে। 'মায় সমে যত্নেক খাএ চারি সহোদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যত্নে-ধরা *বিণ* সযতনে মনে গেঁথে আছে এমন। 'বিশ্বের জিনিসের যত্নে-ধরা স্মৃতির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল সে।' *অবন*, ১৯২৫।

যত্র [স] *ক্রিবিণ* যেখানে। **যত্রতত্র** [স] *ক্রিবিণ* যেখানে সেখানে। 'প্রাণ লইয়া যত্রতত্র পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'যত্রতত্র কারণে-অকারণে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

যত্র আয় তত্র ব্যয় – যতো আয় ততো ব্যয়। 'আমাদের ছিল যত্র আয় তত্র ব্যয়ের পরিবার।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

যথ [পা যতো] **১** *ক্রিবিণ* যত। 'আর যথ দিআছেন্ত রত্ন অমূলিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* সকল। 'তেকারণে প্রণামিল যথ ফিরিস্তাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

যথকর্ম [পা যতো+স কর্ম] *বি* অনুরূপ কাজ। 'এহি রূপে যেই অঙ্গ যে সবে দেখিল পৃথিবীতে যথকর্ম করিতে শিখিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

যথা, যথাঁ [স যথা, যত্র] **১** *ক্রিবিণ* যেখানে। 'যথাঁ দূতা মোর জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দেব হরি আছে যথা।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* যেমন। 'কেহো শিষ্য কেহো পত্নী যার যথা রতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রিবিণ* যেরূপ। 'তপস্থানে ব্রহ্মা যথা করেন তপস্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যথাএ *ক্রিবিণ* যেখানে। 'যথাএ চলি যাও তুহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যথাকথঞ্চিৎ [স] *ক্রিবিণ* কষ্টেসৃষ্টে। 'তৎপরে যথাকথঞ্চিৎ স্বহস্তেই সামান্যরূপ কিঞ্চিৎ আহার প্রস্তুত করিয়া লইতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

যথাকর্তব্য [স] *বি* যা করা উচিত তা। 'তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করিয়া যথাকর্তব্য করেন নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

যথাকার [স] *বিণ* যেখানকার। 'যথাকার যে বার্তা কহেন আসি সব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যথাকাল [স] *বি* ঠিক সময়। 'যথাকালে সেই পত্র পাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

যথাকালে [স] *ক্রিবিণ* যখন পাওয়ার কথা তখন। 'যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হপ্তাখানেকের ছুটি লইয়া সোজা রওয়ানা হইয়া পড়িলাম।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

যথাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* ক্রমানুসারে। 'নামাভ্যাস হইলে যথাক্রমে অক্ষাক্ষর ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যথাজ্ঞান [স] *ক্রিবিণ* জ্ঞান অনুযায়ী। 'তাঁকে শাস্ত্র বিষয়ে যথাজ্ঞান সংবাদ দিতে পারবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যথাতথা [স] *ক্রিবিণ* যেখানে সেখানে। 'যথাতথা যাও আমি যাই সংহতি।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'কবির মন উড়তে পারবে যথাসুখে যথাতথা।' *অবন*, ১৯২৫।

যথানিয়ম [স] *ক্রিবিণ* নিয়মমাফিক; যথাবিধি। 'যথানিয়মে চিতা প্রস্তুত হইলে ... তাহারে লইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যথানির্দিষ্ট [স] *বিণ* যেমন স্থিরীকৃত। 'যথানির্দিষ্টমতে আপন আপন কাজ করিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যথাপরিমাণে [স] *ক্রিবিণ* যথোপযুক্তভাবে। 'চিন্তার মধ্যে আমরা যথাপরিমাণে আনিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যথাপরিমিত [স] *ক্রিবিণ* প্রয়োজনমতো। 'জিনিসপত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যথাপূর্ব [স] *ক্রিবিণ* আগের মতো। 'দুর্ভিক্ষ, বন্যার চক্রে যথাপূর্ব চলি।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

যথাবৎ [স] *ক্রিবিণ* নিয়ম অনুসারে। 'পূজার অন্যান্য অঙ্গ যথাবৎ সমাপ্ত করিয়া, রাজাকে বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যথাবিধানে [স] *ক্রিবিণ* পরম্পরা অনুসারে। 'প্রতিদিন যথাবিধানে, পূজা করিতে আরম্ভ করুন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যাঁহারা ... যথাবিধানে মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে মৌনী বা মৌনব্রতী বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যথাবিধি [স] *ক্রিবিণ* নিয়মমাফিক। 'রামায়ণ ভারথ পড়িল যথাবিধি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যথাবিহিত [স] *বিণ* উপযুক্ত। 'যথাবিহিত কারণ অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের সাধন করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'এই-সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যথাভিরুচি [স] *বিণ* যেমন রুচি। 'যথাভিরুচি রূপ দেখিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে খেলুড়ির মতো খেলা শেষে।' *অবন*, ১৯২৭।

যথামত [স] *ক্রিবিণ* যথোচিত। 'যার যথামত পার বরাদ্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যথাযথ [স] *বিণ* উপযুক্ত। '... তাহাতে যথাযথরূপে সংগঠিত।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

যথাযথভাবে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথ উপায়ে। 'সুরসম্পদ যথাযথ ভাবে বাড়ালে তাতে করে গানের রস নিবিড়তরই হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

যথাযথরূপে [স] *ক্রিবিণ* ঠিকভাবে। 'তাহাতে যথাযথরূপে সংগঠিত।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

যথা যথা [স] ১ *ক্রিবিণ* যথাযথ। 'আর কত আছে যে যে কৈল যথা যথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* যথার্থ। 'উহাদের ঘরে স্নেহ ও আদর পাইয়াছি যথা যথা।' *জসীম*, ১৯২৭।

যথাযোগ্য [স] ১ *বিণ* যথোপযুক্ত। 'সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* স্বাভাবিক। 'পূর্ব্বপ্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যথাযোগ্যতা [স] *বি* উপযুক্ততা। 'জন্তুর উত্তর পাওয়া যায় তার দৈহিক ব্যবস্থার যথাযোগ্যতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যথাযোগ্যভাবে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথ উপায়ে। 'সুরসম্পদ যথাযথ ভাবে বাড়ালে তাতে করে গানের রস নিবিড়তরই হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'শিশুকে যথাযোগ্যভাবে গড়ে তুলতে হলে চাই যে আবেষ্টন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

যথায় [স যথা>] *ক্রিবিণ* যেখানে। 'রসুলক যথায় ছাপাই থুইছে নারী।' *সুলতান*, ১৭০০।

যথারীতি [স] *ক্রিবিণ* নিয়মমতো। 'যথারীতি রাজা প্রভৃতিরদের মদ্যপানাদি হইলে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যথারুচি [স] *ক্রিবিণ* ইচ্ছামতো। 'যথারুচি অপচয় করিব সে-ধন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

যথালাভ [স] *বি* যৎসামান্য। 'ছত্রে গিয়া যথালাভ উদর-ভরণ/ মনঃকথা নাহি সুখে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ক্ষুদ্র সন্তোষ এবং নির্জীব শান্তিই আমাদের যথালাভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যথাশক্তি [স] *ক্রিবিণ* প্রাণপণে। 'যথাশক্তি তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

যথাশাস্ত্র [স] *ক্রিবিণ* শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী। 'যাবদীয় দৈব ব্যাপার যথা শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

যথাশীঘ্র [স] *ক্রিবিণ* যতদূর সম্ভব দ্রুত। 'যথাশীঘ্র সে ফিরিয়া আসিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

যথাশ্রুত [স] *ক্রিবিণ* যেভাবে শোনা হয়েছে তেমনভাবে। 'যথাশ্রুত কহিবেক ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

যথাসংখ্যক [স] *বিণ* উপযুক্ত সংখ্যাবিশিষ্ট। 'মহিলাদের যথাসংখ্যক আসন যাতে নির্ধারিত থাকে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

যথাসংগতি [স] *ক্রিবিণ* সামর্থ্য অনুসারে। 'তখন আত্মাদের সহিত যথাসংগতি কিছু যৌতুক দিতে ইচ্ছা করে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

যথাসময়ে [স] *ক্রিবিণ* ঠিক সময়ে। 'প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যথাসম্ভব [স] *ক্রিবিণ* যতটা সম্ভব। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ করেন।' *এডুকেশন গেজেট*, ১৮৭২।

যথাসর্বস্ব [স] *বি* সবকিছু; সমস্ত সম্পদ। 'পরদিন তাহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করাইয়া শ্রাদ্ধ করাইল।' *কেরি*, ১৮১২।

যথাসাধ্য [স] *ক্রিবিণ* সাধ্যমতো। 'তাঁহারা পত্রাবলোকনে যথাসাধ্য সভাপ্রতি জ্ঞাপন করেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

যথাসাধ্যক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সাধ্যানুযায়ী। 'মহাশয়ের ভরণপোষণ যথাসাধ্যক্রমে করিতে হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

যথাসাধ্যি *ক্রিবিণ* যতদূর সম্ভব। 'ইহার সকল কারণ বাহির করার যথাসাধ্যি চেষ্টা চালাইবার জন্য।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

যথাসুখ [স] *বি* প্রকৃত সুখ। 'বাস্তবজগৎ থেকে ছাড়া পেয়ে কবির মন উড়তে পারবে যথাসুখে যথাতথা।' *অবন*, ১৯২৫।

যথাস্থান [স] *বি* নির্দিষ্ট জায়গা। 'ঘড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

যথি তথি [স যত্র] *ক্রিবিণ* যেখানে-সেখানে। 'মোরে মুখ না দেখাবি তুঞি যাও যথি তথি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যথার্থ [স] ১ *বিণ* সঠিক। 'যার যার যথার্থ না জানিলাম ধাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *ক্রিবিণ* সবিস্তারে। 'তুমি মিথ্যা নিদ্রা যাইয়া তাঁহাকে সকল কথা যথার্থ কহিও।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৩ *বিণ* সত্য। 'যাহা যথার্থ তাহা কন্যার মুখ হইতে বাহির হইবেক।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৪ *বিণ* সত্যিকার। 'আমার যথার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

যথার্থত *বিণ* সত্যিকার। 'একটা ছবি আঁকিতে হইলে, যথার্থত যে-দ্রব্য যেরূপ, ঠিক সেরূপ আঁকা উচিত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

যথার্থতঃ [স] *বিণ* প্রকৃত। 'আমারদিগের ভাষার এত আলোচনা কদাচ থাকিত না যথার্থতঃ বিবেচনায় আমরা নিশ্চয় করিয়াছি যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

যথার্থ তত্ত্ব [স] *বি* প্রকৃত অবস্থা। 'এই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যথার্থ তত্ত্ব ... অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

যথার্থতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত নির্ভুল। 'সেই বিকাশসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করে যথার্থতর জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে।' *শিব*, ১৯৫০।

যথার্থতা [স] *বি* সঠিকতা। 'তাহার যথার্থতা বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'নিষেধাজ্ঞার যথার্থতা বিচার করার ক্ষমতা তার নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

যথার্থবাদিন [স] *বিণ স্ত্রী* সত্যবাদী। 'চন্দ্রিকায় প্রকাশিত যথার্থবাদিন ইতি স্বাক্ষরিত এক প্রেরিত পত্রে দেখিলাম।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

যথার্থবাদী [স] *বিণ* সত্যবাদী। 'যথার্থবাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইঁহাকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে আমোদ করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'চোরকে যথার্থবাদী ও শ্রীদত্তকে নিরপরাধ স্থির করিয়া ... উভয়কে বিদায় দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যথার্থবিচার [স] *বি* ন্যায়বিচার। 'গবর্ণমেন্টের ভদ্রতার দ্বারাই প্রজাগণ বদ্ধ থাকেন ঐ ভদ্রতা যথার্থবিচার ও দয়াপ্রকাশমূলকই হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

যথার্থভাবে [স] *ক্রিবিণ* সত্যিকারভাবে। 'আমরা ত্যাগের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

যথার্থরূপে [স] *ক্রিবিণ* সত্যিকার অর্থে। 'বিবাহার্থে উপস্থিত হইয়া

রামরাম চক্রবর্ত্তী যথার্থরূপে বিবাহ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

যথার্থস্বরূপ [স] *বি* আসল রূপ। 'তাঁরা বিদ্যাসাগরকে দেখতে পেতেন তাঁর যথার্থস্বরূপে।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

যথার্থাপলাপ [স] *বি* সত্যিকারের অপলাপ। 'যথার্থাপলাপ করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন পাণ্ডিত্য নয় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যথার্থালাপী [স] *বিণ* যথার্থ মিশুক। 'আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্বেষী যথার্থালাপী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

যথেক [স] *বিণ* যতসব। 'যথেক আকার ছিল নৈরাকার লীন।' *সুলতান*, ১৭০০।

যথেচ্ছ [স] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছানুসারে। 'আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, যথেচ্ছ বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া, আমার সর্বনাশ করিয়াছ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোজনের উপদেশ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

যথেচ্ছা [স] *ক্রিবিণ* ইচ্ছামতো। 'আপনারা যথেচ্ছা চলিয়া বেড়াইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

যথেচ্ছাচরণ [স] *বি* খুশিমতো ব্যবহার। 'স্বপ্নাবেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, যথেচ্ছাচরণ করিতে পারিতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

যথেচ্ছাচার [স] *বি* স্বেচ্ছাচার। 'পুরুষের ন্যায় ইচ্ছামত আহার বিহার পূর্ব্বক যথেচ্ছাচার করিতে পারে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যথেচ্ছাচারিতা [স] *বি* যেমন খুশি তেমন আচরণ। 'আর্টে অবশ্য যথেচ্ছাচারিতার কোনো অবসর নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

যথেচ্ছাচারী [স] *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'কার্যে যথেচ্ছাচারী হয়ে এরা যে নিজেদের ... পুরুষশার্দূল বলে প্রমাণ করে।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'ইসলাম-নির্দ্দেশিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইতেছে।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮।

যথেষ্ট [স যথেষ্ট] **১** *বিণ* বিবিধ। 'যথেষ্ট কমলে যেন ভ্রমর কৌতুকে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* অনেক; ঢের। 'আমার পরে ইহারদের মধ্যে আত্মকলহ যথেষ্ট হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

যথেষ্টাচারী [স] *বিণ* ইচ্ছামত চলে এমন; স্বেচ্ছাচারী। 'লোকে সমুদায় নিরঙ্কুশ হইয়া যথেষ্ট চারী বিহারী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

যথোক্ত [স] *বিণ* যেরূপ বলা হয়েছে এমন। 'যথোক্ত প্রকারে পূর্বনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

যথোক্তবাদী [স] *বিণ* যথাযথ কথা বলে এমন। 'যাহারা জনপদবাসী বিদ্বান অনুকূল প্রত্যুৎপন্নমতি ও যথোক্তবাদী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

যথোচিত [স] **১** *বিণ* যথাযোগ্য। যথোচিত ক্রিয়া করি করি গঙ্গাস্নান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* যথাযোগ্যভাবে। 'সম্বর্ত করহ হিত কর গিয়া যথোচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যথোচিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথরূপে। 'গবর্ণমেন্ট শিক্ষাবিস্তারের জন্য যথোচিতভাবে অর্থ ব্যয় করেন না।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

যথোপযুক্ত [স] *বিণ* যথাযথ। 'ধাররাজযথোপযুক্ত স্থানে সভা সংস্থাপন বিশেষ-রূপে রচনা করাইয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যথোপযুক্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* প্রয়োজন অনুসারে। 'আয়ের সীমা যথোপযুক্তভাবে বাড়াইতে পারে নাই।' *আজাদ*, ১৯৬২।

যথোপযুক্তরূপে *ক্রিবিণ* যেমন উপযুক্ত তেমনভাবে। 'আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এতদিনে যথোপযুক্ত রূপে আরম্ভ হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যদবধি [স] *ক্রিবিণ* যে সময় থেকে। 'যদবধি গেছ বাপু আমারে ছাড়িয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

যদর্থ [স] *ক্রিবিণ* যেজন্য। 'যে যদর্থ প্রাণত্যাগ করে তাহার সহিত প্রীতির আত্যন্তিকতা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যদর্থে *ক্রিবিণ* যে উদ্দেশ্যে। 'মহাশয়েরদিগের যদর্থে আহ্বান করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

যদি, যদী [স] **১** *অব্য* যেহেতু। 'এহা পথে যদি কাহ্নাঞি নৈল মাহাদাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *অব্য* সংশয়জ্ঞাপক শব্দবিশেষ। 'যদি গাঙ্গ উজান বহে।' *বড়ু*, ১৪৫০; *চৈত্রী*, ১৭৮৮। **৩** *অব্য* যখন। 'অন্তঃপুর হতে যদি নিকল রাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যদিও [স যদি>] *অব্য* যেহেতু। 'যদিও আমরা কখন সভাতে উপস্থিত হইতে সাবকাশবিশিষ্ট হই নাই।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

যদিচ [স] *অব্য* যদিও। 'যদিচ এতৎ কবিতা সকলের অনেকাংশ ভুবনাতংস্ ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যদিত [স যদি>] *অব্য* যদি। 'যদিত আমি থাকিয়া এ রাজ্যের একটি বিলি বন্দান না করিয়া দেই।' *রামরাম*, ১৮০১।

যদি বা *অব্য* যদিও। 'যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

যদিসাৎ [স যদিস্যাৎ] *অব্য* যদিও। 'তবে যদিসাৎ মরে লাউসেন ভাগিনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যদিস্যাৎ [স] *অব্য* যদিও। 'যদিস্যাৎ বেদপাঠানন্তর গান উপলক্ষে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

যদিন *ক্রিবিণ* যতদিন। 'আছে গোটাকতক বুড়ো যদিন তদিন কিছু রক্ষা পাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যদিপি [স যদ্যপি] *অব্য* যদিও। 'ধন লয়ে স্বেচ্ছায় যদিপি কেহ বেচে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যদৃচ্ছ [স] *বিণ* খেয়াল-খুশিমতো। 'চারিধারে যদৃচ্ছ-বিচরণশীল মেঘদল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

যদৃচ্ছা [স] *বিণ* ইচ্ছামতো। 'প্রথমে লোকে যদৃচ্ছা ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'যাকে-তাকে যদৃচ্ছা পক্ষবিস্তার করার স্বাধীনতা দিলে তাতে সুফলের পরিবর্তে অপফলটাই ফলবে বেশি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

যদৃচ্ছাকারী [স] *বিণ* যা ইচ্ছা তাই করে এমন। 'যদৃচ্ছাকারী উচ্ছৃঙ্খল যুবক সম্রাট ইলাগবেলসের সময়ে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

যদৃচ্ছাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'যদৃচ্ছাক্রমে যাহা কিছু পায় তাহাই ভক্ষণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'আমি, যদৃচ্ছাক্রমে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে ... তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি।' *বিদ্যা* ১৮৪৭।

যদৃচ্ছালব্ধ [স] *বিণ* অনায়াসলব্ধ। 'যে দেশের লোক শ্রমবিমুখ হইয়া কেবল যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল অথবা মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা উদরপূর্তি করে তাহারা অসভ্য।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

যদ্দ্বারা [স] *ক্রিবিণ* যা দ্বারা। 'যদ্দ্বারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার ... দোষ বিবেচনা করা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

যদ্যপি [স] **১** *অব্য* যদিও। 'যদ্যপি আপনে হয়েন প্রভু বলরাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* যতক্ষণ পর্যন্ত। 'যদ্যপি নয়ান ধার

স্থগিত রহিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *ক্রিবিণ* যেদিকে। 'হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

যদ্যপিও *অব্য* যদিও। 'যদ্যপিও নিরন্তর বাখানেন ফাকি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যদ্যপিস্যাৎ [সং] *অব্য* যদি। 'যদ্যপিস্যাৎ এমত২ রচনা গড়না হইত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

যদ্যপিহ *অব্য* যদিও। 'যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর/ নানা ভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যদ্রূপ [সং] *ক্রিবিণ* যেরকম। 'যদ্রূপ হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমারদের অপর কোন ঘৃণ্য বস্তু নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যন্তনা [স যন্ত্রণা] *বি* দুঃখকষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

যন্তন্না [স যন্ত্রণা] *বি* বেদনা; দুঃখ। 'আর কত যন্তন্না সইবো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যন্তর [স যন্ত্র] *বি* দেহের ভিতরের ক্রিয়াসাধক অঙ্গ। 'যন্তর পড়িয়ে অন্তর রয় যদি লক্ষ বৎসর।' *লালন*, ১৮৯০।

যন্তরিয়া [স যন্ত্র] *বি* যন্ত্র নির্মাণ করে ও চালায় যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

যন্ত্র [সং] **১** *বি* দেহের প্রত্যঙ্গ। 'নাসিকা নালিক যন্ত্র সমানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ফাঁদ। 'যন্ত্র আড়ি বাঘ মারি ছড়্যা লয় ছাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* বাদ্যযন্ত্র। 'নানা যন্ত্র বাদ্যলীলা আলাপে দরবে শিলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *বি* ইঞ্জিন। 'বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **৫** *বি* ছাপাখানা। 'চতুর্থোক্ত পত্র বারাণসী নিবাসি পাদরি মেথর সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া স্কুলবুক সোসাইটি যন্ত্রে প্রকাশ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৬** *বি* কল। 'পূর্ব্বে চরকা প্রভৃতি সামান্য যন্ত্র দ্বারা তুলা হইতে সূত্রাদি প্রস্তুত হওয়াতে তাহা অতিশয় দুর্ম্মূল্য ছিল ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

যন্ত্রকৌশল [সং] *বি* যান্ত্রিক কলাকৌশল। 'দুই-একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যন্ত্রগরুড়রথ [সং] *বি* বিমান; উড়োজাহাজ। 'সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে/ দিকে দিকে যন্ত্রগরুড়রথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

যন্ত্রচালনক্ষম [সং] *বিণ* যন্ত্র চালনায় সক্ষম। 'যন্ত্রচালনক্ষম শ্রমিক চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যন্ত্রচালিত [সং] **১** *বি* যন্ত্রের সাহায্যে চালিত যে। 'আজও সে যন্ত্রচালিতের মতো সকলের পশ্চাতে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* বৈচিত্র্যহীন কাজ করে যে। 'প্রতিদিন যন্ত্রচালিতের মতো টাইটা বাঁধি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

যন্ত্রচালিতবৎ [সং] *ক্রিবিণ* যন্ত্রচালিতের মতো। 'যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

যন্ত্রতত্ত্ববিৎ [সং] *বি* ইঞ্জিনিয়ার; প্রকৌশলী। 'যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যন্ত্রতন্ত্র [সং] *বি* যন্ত্রপাতি; গবেষণাগারের সরঞ্জাম। 'শিল্পকর যন্ত্রতন্ত্র মাথায় করিয়া পলাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'পরীক্ষাশালায় যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যন্ত্রদল [সং] *বি* অস্ত্রধারীর দল। 'শর, মুদ্গর, পরশু, স্থানে স্থানে ... পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যন্ত্রদানব [সং] *বি* যন্ত্ররূপ (বিশাল) দানব। 'যন্ত্রদানবটি দেখে উত্তেজনায় সম্বিৎ হারিয়ে কী করেছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

যন্ত্রদৈত্য [সং] *বি* যন্ত্ররূপ দৈত্য। 'যন্ত্রদৈত্যের সম্বন্ধে চটকদার বিবরণ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

যন্ত্রধ্বনি [সং] *বি* বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ। 'নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

যন্ত্রনির্মাণ [সং] *বি* যন্ত্র তৈরিকরণ। 'যন্ত্রনির্মাণের মালমসলা জোগাড় করার বিদ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যন্ত্রনির্মিত [সং] *বিণ* যন্ত্র দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এমন। '... নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভ্যস্ত-রুটিন-চালিত যন্ত্রনির্মিতবৎ দেখাতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

যন্ত্রপক্ষীরাজ [সং] *বি* উড়োজাহাজ। 'যন্ত্রপক্ষীরাজ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল খোলা মাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

যন্ত্রপাতি **১** *বি* বিজ্ঞানাগারের নানা সরঞ্জাম। 'বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, গণিত, পরীক্ষা এই গুলিই সেই কৌশল।' *সবুজ*, ১৯১৭। **২** *বি* কলকারখানার বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র। 'হাতুড়ি পিটিয়া কঠিন লৌহদণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছামত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে পারেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১। **৩** *বি* নানা ধরনের উপকরণ। 'নিচের তাকে চকচকে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

যন্ত্রবৎ [সং] *বিণ* যন্ত্রের মতো। 'যন্ত্রচালিত বড়ো বড়ো কারখানায় মানুষকে পীড়িত করে যন্ত্রবৎ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যন্ত্রবদ্ধ [সং] *বিণ* যন্ত্রে বাঁধা। 'নিয়মবদ্ধ জীবন যন্ত্রবদ্ধ জীবের ন্যায়।' *হাই*, ১৯৫৪।

যন্ত্রবল [সং] *বি* যন্ত্রশক্তি। 'ঐ লাঙল-অস্ত্রটা হল মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যন্ত্রবাদ্য [সং] *বি* যন্ত্রের বাজনা। 'যথা তথা যন্ত্রবাদ্য রাগ গীত নাট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যন্ত্রবিদ্যা [সং] *বি* যন্ত্র নির্মাণের বিদ্যা। 'সেখানে শিল্প অথবা যন্ত্রবিদ্যা শিখিতে যান।' *রাজ*, ১৮৭৪।

যন্ত্রবিন্যাস [সং] *বি* যন্ত্রসজ্জা। 'স্থির হয়ে থাকে দিকমান যন্ত্রের কাঁটায়, ইঞ্জিনের বিচিত্র যন্ত্রবিন্যাসে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

যন্ত্রযুগ [সং] *বি* যে যুগে মানুষের জীবনযাত্রায় যন্ত্র বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে; ১৮৮৯ সালে ইংল্যান্ডে সংঘটিত শিল্পবিপ্লবের পরে যে যুগের সূচনা। 'ইউরোপের নবযুগ অবশ্য এক হিসাবে যন্ত্রযুগ।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'এমন অবস্থায় যন্ত্রযুগ এল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যন্ত্ররব [সং] *বি* যন্ত্রের আওয়াজ। 'উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে উপরের দিকে সে গম্ভীর যন্ত্ররব।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

যন্ত্ররাজ [সং] *বি* যন্ত্র তৈরির শ্রেষ্ঠ কারিগর। 'যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে যেটা তৈরি করছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

যন্ত্র-শকট [সং] *বি* যান্ত্রিক যানবাহন। 'লোকালয় পার হয়ে এলো যন্ত্র-শকট।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

যন্ত্রশক্তি [সং] *বি* অস্ত্রের ক্ষমতা। 'জর্মানির যন্ত্রশক্তির নিকট ফ্রান্সের মন্ত্রশক্তি যদি পরাভূত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

যন্ত্রশাল [সং] *বি* যন্ত্রাগার; অত্যাচারের যন্ত্রঘর। 'পীড়নের যন্ত্রশালে চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝংকৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যন্ত্রশিক্ষা [সং] *বি* কারিগরি শিক্ষা। 'সেগুলোর মধ্যে বুককিপিং, টাইপ রাইটিং, শর্টহ্যান্ড, যন্ত্রশিক্ষা ...।' *বেগম*, ১৯৫৯।

যন্ত্রশিল্প [স] *বি* যন্ত্রের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া। 'যন্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসার।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

যন্ত্রশিল্পী [স] *বি* বাদ্যযন্ত্রবাদক। 'মেয়েদের মধ্যে যারা গায়িকা বা যন্ত্রশিল্পী।' *বেগম*, ১৯৪৯।

যন্ত্র-শ্যেন [স] *বি* বিমান; জঙ্গিবিমান। 'আকাশচারী যন্ত্র-শ্যেনকে দেখা গেল না।' *তারা*, ১৯৪৩।

যন্ত্রসংগীত, যন্ত্রসঙ্গীত [স] *বি* বাদ্যযন্ত্রে বাজানো সংগীত। 'গড়ের বাদ্যের বীভৎস ব্যঙ্গরূপে বাংলাদেশে কন্সর্ট নামক যে যন্ত্রসংগীতের উৎপত্তি হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'যন্ত্রসঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর আলাপ ও গৎ শ্রোতার মনে যে ভাবোদ্রেক করে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

যন্ত্র-সঙ্কুল [স] *বিণ* যান্ত্রিক। 'আধুনিক যন্ত্র-সঙ্কুল সভ্যতার দিনে ... কারো মুখাপেক্ষী আমাদেরকে হতে হবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যন্ত্রসভ্যতা [স] *বি* শিল্পসভ্যতা। 'যন্ত্রসভ্যতা জ্ঞান বৃদ্ধির হেতু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

যন্ত্রসাধ্য [স] *বিণ* যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'তাহার প্রায়শ্চিত্তও যন্ত্রসাধ্য বলিয়া মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যন্ত্রস্বনিত [স] *বিণ* যন্ত্রের ধ্বনিময়। 'যন্ত্রস্বনিত ধূম্রপুচ্ছ এই স্বতশ্চল-শকট।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯।

যন্ত্রাধিকারী [স] *বিণ* যন্ত্রবিশারদ। 'বাঁশকে বাঁশি করে তুলেছেন 'বাণী' যন্ত্র দিয়ে ঐ যন্ত্রাধিকারী বিখ্যাত ... পাঁচু-দা।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৪।

যন্ত্রায়িত [স] *বিণ* যন্ত্রে রূপান্তরিত। 'যন্ত্রায়িত দিনের চাকা ঘোরে শুধু।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যন্ত্রারূঢ় [স] *ক্রিবিণ* যন্ত্রের চালকরূপে। 'তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যন্ত্রালয় [স] ১ *বি* ছাপাখানা। 'শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে তাহার প্রথম কাণ্ড দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* কারখানা। 'কলিকাতানগরে তুরি২ ঐ যন্ত্রালয় হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

যন্ত্রিত [স যন্ত্র>] *বিণ* মুদ্রিত। 'উত্তম মসীদ্বারা চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইয়া চর্ম্মাদি সহ বদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

যন্ত্রিদল, যন্ত্রীদল [স] ১ *বি* অস্ত্রধারীর দল। 'শর, মুদ্গর, পরশু, স্থানে স্থানে ... পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* যন্ত্র দিয়ে কাজ করে এমন মানুষের দল। 'খুদতে খুদতে দুই যন্ত্রিদল ... সমুখাসমুখি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যন্ত্রী [স] ১ *বি* বাদ্যযন্ত্রবাদক। *ওঁসা*, ১৭৮৫; 'নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা বাদ্যোদ্যম করিবেক।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বিণ* যন্ত্রের নিয়ন্ত্রক। 'গুরু তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* যন্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি; যন্ত্রবিশারদ; প্রাকৌশলী। 'যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

যন্ত্রণা [স] ১ *বি* কষ্ট। 'বিধি দিল বিষম যন্ত্রণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ব্যথা। 'যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

যন্ত্রণাকর [স] *বিণ* কষ্টদায়ক। 'সে বৈকুণ্ঠ নরকের চেয়েও যন্ত্রণাকর।' *বিমল*, ১৯৫৩।

যন্ত্রণাকাতর [স] *বিণ* যন্ত্রণাক্লিষ্ট। 'একটা ভীষণ যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

যন্ত্রণাকুল [স] *বিণ* যন্ত্রণায় অস্থির। 'যন্ত্রণাকুল ইমাম ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

যন্ত্রণাজর্জর [স] *বিণ* যন্ত্রণায় কাতর। 'জিজ্ঞেস করুন, যন্ত্রণাজর্জর ঐ বাণীহীন বিমর্ষ কবিকে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

যন্ত্রণাজাল [স] *বি* যন্ত্রণারূপ জাল। 'তাহাকে নানা প্রকার যন্ত্রণাজালে জড়িত হইতে হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

যন্ত্রণাদায়ক [স] *বিণ* যন্ত্রণা দেয় এমন; পীড়াদায়ক। 'পরাধীনতা ... যন্ত্রণাদায়ক ও লাঘবজনক।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যন্ত্রণাবিদ্ধ [স] *বিণ* যন্ত্রণাকাতর। 'যন্ত্রণাবিদ্ধ হাত অস্থির, অস্থির ও অনুসন্ধিৎসু, কম্পমান ও অস্থির।' *হাসান*, ১৯৬০।

যন্ত্রণাভোগ [স] *বি* কষ্টভোগ। 'আর কতকাল যন্ত্রণাভোগ করিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যন্ত্রণাহত [স] *বিণ* যন্ত্রণাবিদ্ধ; যন্ত্রণাকাতর। 'যন্ত্রণাহত যৌবনের রমণীয় প্রতিচ্ছবি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০; 'হালিমের যন্ত্রণাহত বিদ্রোহী আত্মা আহত অবস্থায়ও শত্রুকে আঘাত করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যন্ত্রিত [স যন্ত্রণা>] *বিণ* যন্ত্রণাগ্রস্ত। 'মন্ত্রণা করেন তত্র যন্ত্রণাযন্ত্রিত।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

যন্ত্রিত১ *দ্র* যন্ত্র

যন্ত্রিত২ *দ্র* যন্ত্রণা

যপতপ [স] *বি* বারবার আবৃত্তি ও উপাসনা। 'শিয়ালি যপতপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

যপী [স জপ>] *বিণ* জপকারী। 'যোগক্রিয়াতে মহা যোগী মহা তপী মহা যপী।' *রামরাম*, ১৮০১।

য ফলা *বি* '্য'; য বর্ণের ফলা, যা অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। 'আমি 'ব' ফলা পড়ি।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'ইহার নাম য ফলা।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

যব১ [স] *বি* গম জাতীয় শস্যবিশেষ। 'মাস মসুরি তণ্ডুল বরবটি যব গোম মাড়ুয়া ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যব-ছোলা *বি* পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত যব ও ছোলা। 'দেখি প্রাণ, তখন কার দাঁড়ে গিয়ে যব-ছোলা খাও।' *নজরুল*, ১৯৩১।

যবোদর [স] *বি* এক যবের প্রস্থ প্রমাণ মাপ; ১/৮ ইঞ্চি। 'যবোদর শব্দে যবের মধ্য ভাগ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

যব২ *বি* ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত প্রধান দ্বীপ; জাভা। **যবদ্বীপ** *বি* জাভা উপদ্বীপ। 'যবদ্বীপের ভাষায় বিভক্তি-শূন্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া কবি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যবক্ষার১ [স] ১ *বি* ক্ষারজাতীয় রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। 'যবক্ষার অর্থাৎ সোরার বায়বীয় অবস্থাবিশিষ্ট আদি কারণ বিশেষ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* তীব্র। 'এই যবক্ষার শীতে বেচারিদের কী কষ্ট।' *জীবন*, ১৯৪৮।

যবক্ষারজান [স] *বি* নাইট্রোজেন। 'অম্লজানে যবক্ষারজানে নাইট্রিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'যবক্ষারজানের উৎপত্তি আরও বিস্ময়কর।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

যবন [স] ১ *বি* বিধর্মের অনুসারী। 'চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **২** *বি* মুসলমান। 'পশ্চিমে যবনালয় তুলিলেন সঞ সঞ দলিজ মসিদ নানা ছাঁন্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* গ্রীক জাতি; পশ্চিম দেশাগত অহিন্দু জাতি। 'ইউরোপীয় গ্রীকলোক যাহারা ... তাহাদিগকেই সংস্কৃত শাস্ত্রে যবন নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

যবনকরকবলিত [স] *বিণ* মুসলমানের হাতে বন্দী। 'যবনকরকবলিত হিন্দুর জীবনের কোন আশা নাই।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

যবনকরণক [স] *বি* মুসলমান বাদ্যকর। 'যবনকরণক বাদ্যোদ্যমে যে দোষানুভব করিয়াছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

যবনকরপক্ব [স] *বিণ* মুসলমানের হাতে রান্না হয়েছে এমন। 'জয়কালীর একটি যবনকরপক্ব, কুক্কুটমাংস-লোলুপ ভগিনীপতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

যবনপুরী [স] *বি* যবনদের বাসস্থান। 'এই বাবুয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ভাসাইয়া দিব।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

যবনবাহিনী [স] *বি* আক্রমণকারী দল। 'আজি যদি বসন্তের যবনবাহিনী লণ্ড ভণ্ড করে থাকে প্রস্তরিত সে পুরাকাহিনী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

যবনভীতি [স] *বি* মুসলমানদের প্রতি ভয়। 'এই সময়ে এ দেশে যবনভীতি পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত হইয়াছিল।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

যবনশাস্ত্র [স] *বি* ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত শাস্ত্র। 'যবন শাস্ত্রের অধ্যাপক।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

যবনাক্ষর [স] *বি* যবনদের অক্ষর; আরবি/ফারসি হরফ। 'যবন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও যবনাক্ষরের লেখক ও পুস্তকশোধকেরা ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

যবনাধম [স] *বিণ* মুসলমানের মধ্যে নিকৃষ্টতম। 'তোমার উপ-পতিদেবতাও যবানাধম যবন।' *মুনীর*, ১৯৬১।

যবনান্ন [স] *বি* মুসলমানের তৈরি খাবার। 'অখাদ্য ও যবনান্ন খাইয়া মানুষ হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যবনালয় [স] *বি* যবনদের বাসস্থান। 'পশ্চিমে যবনালয় তুলিলেন সঞ সঞ দলিজ মসিদ নানা ছাঁন্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যবনী [স] *বি* মুসলমান নারী। 'মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'যাঁহারা যবনীগমনে ও বেশ্যাসেবনে সর্ব্বদা রত ...।' *রামমোহন*, ১৮২৩।

যবনীবারাঙ্গনা [স] *বি স্ত্রী* মুসলমান যৌনকর্মী। 'যবনী বারাঙ্গনাদিগের বাই বলিয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যবনিকা [স] *বি* পর্দা। 'যবনিকা পতন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

যবনিকাপতন [স] *বিণ* সমাপ্ত। 'যবনিকা পতন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'এইমাত্র পঞ্চমাঙ্কের যবনিকাপতন হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যবনিকাপাত [স] *বি* নাটকের সমাপ্তি। 'তবু যবনিকাপাত দেবে গ্লান পরাজয় ঢেকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

যবান [ফা] *বি* ভাষা। 'আমাদের কওমী যবান – আরবী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যবিষ্ঠ [স] *বিণ* শক্তিশালী। 'কলি অত্যন্ত যবিষ্ঠ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

যবে, যবেঁ **১** *ক্রিবিণ* যখন। 'উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কালাবরণ হিরণ পিন্ধন যবে পড়ে মনে।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০। **২** *অব্য* যদি। 'বোলা এক বোলোঁ তোকে যবেঁ ধর মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যবেঁহ *ক্রিবিণ* যখন। 'বদনকমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যব্দ [আ জব্দ] *বিণ* নিরস্ত; নিবৃত্ত। 'জমিদারগণ যত শীঘ্র যব্দ হয়েন তত দেশের পক্ষে ভাল।' *অমৃতবাজার*, ১৮৬৯।

যম [স] **১** *বিণ* হত্যাকারী। 'অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মৃত্যুদূত। 'এখনি পাঠাব তুঝে যমের দুয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* ভূত; শয়তান। *ওর্স্টা*, ১৭৮৫। **৪** *বি* মৃত্যু। 'যম আসিয়া সকল অধিকার করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যম অবতার [স] *বি* মৃত্যুদূত। 'ষোল শত অশ্ববার যেন যম অবতার।' *সুলতান*, ১৭০০।

যমকাল [স] *বি* সাক্ষাৎ মৃত্যু। 'রণস্থলে দাঁড়াইল যমকাল জেন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যমকিঙ্কর [স] *বি* যমদূত। *সেবধি*, ১৮৩৯।

যমঘর [স যম+ঘর] *বি* যমের বাড়ি। 'মারিআঁ পাঠাওঁ যমঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যমচক্ররূপী [স] *বিণ* যমচক্রের মতো। 'যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যমচাপ [স] *বি* মেরে ফেলার মতো চাপ। 'শর মত আঙুল ওর গলায় বসিয়ে দিয়ে যমচাপ দেবে।' *হাসান*, ১৯৬২।

যমতা [স যম>] *বি* মৃত্যু। 'যদি কর মমতা হত হয় যমতা।' *ভারত*, ১৭৬০।

যমতাড়না [স] *বি* মৃত্যুযন্ত্রণা। 'অনন্ত দুখ যমতাড়না শঙ্কা অগ্নির মধ্যে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

যমদণ্ড [স] *বি* যমের অস্ত্র। 'যমের হাত থেকে যমদণ্ড কেড়ে নিয়ে আজ কেবল একটিমাত্র জলসা হবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

যমদণ্ডী [স] *বি* পাপের দণ্ডদাতা। 'অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যমদূত [স] *বি* মৃত্যুদূত। 'কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যমদূত মানুষ [স] *বি* হন্তা। 'অমনি যমদূত মানুষ ক্যাঁক করে তার গলা টিপে ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

যমদৌতিক [স] *বি* যমদূত। 'গলায় যমদৌতিকের দড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

যমদ্বার [স] *বি* যমের প্রবেশপথ। 'যমদ্বার হইল আজি কাহার মুখল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যমধার [স] *বি* দুই দিকে ধারালো তলোয়ার বিশেষ। 'কেহ যমধার নিয়া ধাইল তুরিতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যমপত্নী [স] *বি* যমের স্ত্রী। 'যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

যমপথ [স] *বি* মৃত্যুপথ। 'ঠেলাঠেলি পড়ে কেহ জায় যমপথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যমপুর [স] *বি* মৃত্যুপুরী। 'তাহারো পরাণ লআঁ নির্লো যমপুর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি বীরবাহু, চলি যবে গেলা

যমপুরে অকালে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যমপুরী [স] *বি* মৃত্যুপুরী। 'বিদেশকে তাঁহারা যমপুরীর মতো ভয় করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যমব্রত [স] *বি* রাজধর্মবিশেষ; যম যেমন মৃত্যুর নির্দেশ পেয়ে তা পালন করে, রাজাও তেমনি প্রিয়-অপ্রিয় বিবেচনা না করে অপরাধীকে যথাযথ শাস্তি দেবেন – এই হলো যমব্রত। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, ... যমব্রত, ... পৃথিবীব্রত; এই সপ্ত ব্রত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যমযন্ত্রণা [স] *বি* খুব কষ্ট। 'কাজেই বসে থাকার যমযন্ত্রণা ভোগ করার চাইতে ...।' *হাসান*, ১৯৬৩।

যমযাতনা [স] *বি* মৃত্যুযন্ত্রণা। 'পড়শি যদি আমার ছুঁতো যমযাতনা সকল যেত, দূরে।' *লালন*, ১৮৯০; 'সইত কভু যম-যাতনা?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

যমরাজ [স] *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর দেবতা যম। 'মরণাধিপতি যমরাজ, ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি ঐ অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে ...।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

যমলোক [স] *বি* মৃত্যুপুরী। 'খুঁজে যমলোক তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পাপী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

যমস্বরূপ [স] *বিণ* যমের মতো (ভীতিকর)। 'তাহারা শিক্ষা গুরুকে যমস্বরূপ দেখে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যমান্তক [স] *বিণ* অতিভীষণ। 'খগান্তক মৃগান্তক দুই ভাই যমান্তক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যমালয় [স] ১ *বি* মৃত্যুপুরী। 'দুই গোটা চাপড়ে পাঠাব যমালয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* ভয়ংকর স্থান। 'বিদ্যালয়কে যমালয় জ্ঞান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যমে মানুষে টানাটানি – মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। 'সে কী যমে মানুষে টানাটানি।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

যমের দুয়ার *বি* মৃত্যুপুরী। 'এখনি পাঠাব তুঝে যমের দুয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

যমের যন্ত্রণা *বি* ভীষণ যন্ত্রণা। 'কেবল যমের যন্ত্রণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যমক[১] [স] ১ *বিণ* একই গর্ভ থেকে একই সময়ে জাত; যমজ। *মানোএল*, ১৭৪৩; *ওগাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* একই শব্দের ভিন্ন অর্থে পুনরাবৃত্তি। '... যমক ও শ্লেষ ও বক্রোক্তি ও উপমা ও রূপক ও নিদর্শন প্রভৃতি অলঙ্কারের উদ্ধার করা অসাধ্য হইবেক না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

যমক[২] [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী পাহিড়া। যমক।' *বড়ু*, ১৫৭০।

যমজ [স] ১ *বিণ* জোড়া; যুগ্ম। 'ওঠ আধর যেহ্ন যমজ পৌআর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* একই গর্ভ থেকে একই সময়ে জাত। 'মিলিত ও একাঙ্গীভূত দুটি জমজ চতুষ্পদীর সমষ্টি।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

যমরা [স যমক>] *বি* সঙ্গী। 'অভাগী খোঁয়ারি লাগি না আইল যমরা।' *মর্তুজা*, ১৭৫০।

যমলজ্জা [স] *বি* অত্যন্ত লজ্জা। 'ঠকচাচা কথাই কন না, কাগজ উল্টে পাল্টে দেখিতেছেন – এদিকে যমলজ্জা উপস্থিত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

যমাধার [স] *বি* ছোরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

যমুনা [স] *বি* একটি নদীর নাম। 'কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যরম [স জন্ম] *বি* জন্ম। 'ছার তিরী যরম শিরীষ কুসুম মন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যর্দন *বি* জেরুজালেমের নিকটবর্তী জর্দান নদী। 'করি স্নান যর্দনের নীরে।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

যশ[১], **যশঃ** [স] *বি* সুখ্যাতি। 'বাড়িবে তোমার যশ ভুবন করাব বশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'যশঃ সুশিক্ষিতের মুখে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যশঃকীর্তি [স] *বি* সুখ্যাতিজনক কাজ। 'দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম, সুনাম, যশঃকীর্তি, পরদুঃখকাতরতা ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

যশঃসুধা [স] *বি* প্রশংসারূপ অমৃত। 'দ্বৈপায়ন চিরজীবী যশঃসুধা পানে, কহেন মধুর স্বরে ... মহাভারতের কথা!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

যশঃসূর্য [স] *বি* যশরূপ সূর্য। 'আমার যশঃসূর্য পশ্চাতে অস্তোন্মুখ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

যশঃস্পৃহা [স] *বি* খ্যাতির জন্যে আকাঙ্ক্ষা। 'ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ্য থাকাতে উভয়েরেই আত্মাভিমান রক্ষা পায়, ও যশঃস্পৃহাও পূর্ণ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

যশগরিমা [স] *বি* খ্যাতির গৌরব। 'তাঁর অমর কীর্তি আর যশগরিমা পিছনে রাখিয়া।' *আজাদ*, ১৯৬২।

যশসৌরভ [স] *বি* প্রসিদ্ধি। 'পালমিরার যশসৌরভ ও ধন সম্পত্তির অবধি ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

যশস্কর [স] *বিণ* কীর্তিজনক। 'যশস্কর কার্য্য দ্বারা লোকের মঙ্গলোন্নতি হওয়া সম্যক্ রূপে সম্ভাবিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

যশস্কারক [স] *বিণ* সুখ্যাতিসম্পন্ন। 'এই কর্ম্মনাশার বন্ধনকর্ম্ম অতিহিত ও যশস্কারক।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

যশস্বিতা [স] *বি* পাণ্ডিত্য। 'তাহাতে গ্রন্থ কর্ত্তারদের যথোচিত যশস্বিতা প্রকাশ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

যশস্বী [স] *বিণ* খ্যাতিমান। 'আজন্ম কাশীতে বাস সভেই যশস্বী।' *কৃষ্ণা*, ১৫৮০; 'বড়ই যশস্বী সাধু।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

যশোকীর্তন [স] *বি* গৌরব প্রচার। 'উভয়ে ধরাধামের যশোকীর্তন করিয়া পুষ্টকলেবরে বিচরণ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যশোগরিমা [স] *বি* খ্যাতির গৌরব। 'কবি ইকবালের যশোগরিমা কেবল ভারতেই যে সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নহে।' *ইসলাহ*, ১৯৩৮।

যশোগাথা [স] ১ *বি* সুখ্যাতি। 'লোক লোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ২ *বি* গৌরবগাথা। 'আজও ঐ নাম মানওয়ার খানের বলবিক্রমের যশোগাথা নীরবে ঘোষণা করছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যশোগান [স] *বি* কীর্তিগাথা। 'তোমার যশোগাম করিতেছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

যশোবর্ণন [স] *বি* খ্যাতি বর্ণনা। 'নানা প্রকার যশোবর্ণন করিয়া কহিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যশোবর্ণনা [স] *বি* সুখ্যাতি বা কীর্তি প্রচার। 'আমার এই ধর্ম্ম যে বীরেরদিগের যশোবর্ণনা করি।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

যশোবৃদ্ধি [স] *বি* খ্যাতিবৃদ্ধি। 'অপযশ হয় নাই বরং যশোবৃদ্ধি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

যশোবৈজয়ন্তী [স] *বি* খ্যাতির পতাকা। 'তাহার সুরেশ ব্রাজিল দেশে যশোবৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়াছেন।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

যশোভাজন [স] **১** *বিণ* খ্যাতিমান; বিখ্যাত। 'ভাস্কডিগামার ন্যায় অতুল যশোভাজন হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* মর্যাদার অধিকারী। 'সম্পাদকের এই অতি কর্ত্তব্য কার্য্যসাধন করিয়া যশোভাজন হইবেন।' *প্রভাকর*, ১৮৬০।

যশোভিলাষ [স যশ-অভিলাশ] *বি* যশের জন্য আকাঙ্ক্ষা। 'আমরা যশোভিলাষ-পরবশ হইয়া কাহারও হিতানুষ্ঠানে অনুরাগী হই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

যশোভোগী [স] *বিণ* যশ ভোগকারী। 'তত্তদ্বিষয় সম্পাদনদ্বারা অনায়াসে পুণ্য যশোভোগী হইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যশোরাশি [স] *বি* বহুখ্যাতি। 'যিনি অসামান্য দাক্ষিণ্য ও পরগুণগ্রহণনাদিরূপ বিবিধ গুণে জগতে যশোরাশি সমুপার্জ্জন করিয়াছেন ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যশোলাভ [স] *বি* খ্যাতি অর্জন। 'আত্মলাভ, দম্ভ, খাদ্যসুখ, যশোলাভ প্রভৃতিকে ইহার মূলকারণ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

যশোলিপ্সা [স] *বি* খ্যাতির প্রতি লোভ। 'রূপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

যশোলিপ্সু [স] *বিণ* খ্যাতি-লোভী। 'যশোলিপ্সু ব্যবস্থাপকেরা ... সেইটি বর্জ্জনীয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

যশোলোভ [স] *বি* খ্যাতির প্রতি লোভ। 'যে সকল যশস্কর বিষয় সাধনের ক্ষমতা নাই, যশোলোভবশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভগ্নাশ ও ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

যশোলোভী [স] *বিণ* যশের জন্য লোভ আছে এমন। 'যদি কাহারও হিত করিতে গেলে তাহার অনুরাগের ত্রুটি সম্ভাবনা হয়, তবে যশোলোভী ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

যশোহীন [স] *বিণ* অখ্যাত। 'মানসিংহ রায় তো একজন যশোহীন পুরুষ নন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যশ[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনামবিশেষ। 'বনমালি যশ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

যশস্কীণা [স] *বি* (তন্ত্র) দেহের দশটি নাড়ির মধ্যে একটি। 'গান্ধারী পুষ্যা হস্তী জিহ্বা যশস্কীণা অলম্বুষা কুণ্ডলিনী আর শঙ্খিনী এই দশ নাড়ী হোন্তে প্রধান দুই পুনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

যশম [ফা জওশন] *বি* বাহুতে পরার অলঙ্কারবিশেষ। 'মধুর বুড়ি দিদিমা পদক-যশম দিয়ে নাতির ছেলের মুখ দেখেছেন।' *মনোজ*, ১৯৬১।

যষ্টি [স] *বি* লাঠি। 'রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যষ্টিধারী [স] *বিণ* লাঠিয়াল। 'তিনি যষ্টিধারী লোক প্রেরণ করিয়া বল দ্বারা সেই কন্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'তাঁহারদিগের অধীনে যে সকল যষ্টিধারী লোক আছে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৯।

যষ্টিপাত [স] *বি* লাঠির আঘাত। 'পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

যষ্টিপ্রহার [স] *বি* লাঠির আঘাত। 'আমাকে এক অন্ধকূপে ফেলিয়া দিয়া ... যষ্টিপ্রহার করিতে করিতে, কহিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যষ্টিমধু [স] *বি* গাছবিশেষের মিষ্ট স্বাদযুক্ত শিকড়। 'ওরে আমার হামান ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টিরে।' *সুকুমার*, ১৯১৮; 'যষ্টিমধু, খেয়ে দ্যাখ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

যসি *বি* বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তান। 'বিধবা ব্রাহ্মণী ভ্রষ্টা হইলে তাহার গর্ভে যে সন্তান হয় তাহারা যসি নামে খ্যাত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

যস্মিন দেশে যদাচার [স] – এক-এক দেশের আচার-আচরণ এক-এক রকম। 'যস্মিন দেশে যদাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

যা[1], **যাঁ** [পা য] **১** *সর্ব* যাকে। 'যা লঞা সুখরতি ভুঁজয়ে মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *সর্ব* যাঁদের। 'যাঁ সবা লঞা করেন কীর্ত্তন প্রচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *সর্ব* যে কোনো কিছু। 'বিনয় যা খুশি করুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **যাক** *সর্ব* যাকে। 'যাক উপভোগে নিজ পতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাক তাক** *সর্ব* সকল অজানা ব্যক্তিকে। 'যাক তাক জিজ্ঞাসএ পুত্রের কথন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **যাকর** *সর্ব* যার। 'ভানু কি মান টুটায়ল যাকর ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **যাকে** *সর্ব* যারে; যে ব্যক্তিকে। 'যাকে তাকে ধরে প্রেমভাবে কৈলে কোলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **যাত ১** *ক্রিবিণ* যাতে; যে পথে। 'সে পথে না জায়িব যাত দাণী কাহাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *সর্ব* যার। 'যাত খিধা বসে/ নাগরি রাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাতে** *ক্রিবিণ* যে উপায়ে। 'যাতে অপমৃত্যু ঘটে তাই সদাই করে।' *লালন*, ১৮৯০। **যার** *সর্ব* যে ব্যক্তির। 'দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যারে ১** *সর্ব* যাকে। 'ওলি নবীগণে যারে সদাএ ধেয়াএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *সর্ব* যার উপরে। 'তোমার মমতা যারে বাগীশ জিনিতে পারে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **যাহাঁ** *ক্রিবিণ* যেখানে। 'যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **যাহান** *সর্ব* যার। 'যাহান যেমত রূপ দেখিল তেমন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **যাহার** *সর্ব* যার। 'পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপুরে [হএ] স্থিতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাহারা** *সর্ব* যারা। 'যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যাকে তাকে *সর্ব* যে কাউকে; অনির্দিষ্ট কাউকে। 'যাকে তাকে ধরে প্রেমভাবে কৈলে কোলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যা খুশি করা – নিজের ইচ্ছামতো কাজ করা। 'বিনয় যা খুশি করুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যা তা ১ *সর্ব* যা কিছু। 'তারি সনে ভাবনা যত ফেরে যা-তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **২** *বি* নানা রকমের খারাপ জিনিসপত্র। 'এখান-ওখান থেকে যা-তা কিনছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৩** *বিণ* যথেচ্ছ। 'মুখে যা-তা কথা আনিসনে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

যা-তা করা *ক্রি* বিবেচনাহীন আচরণ করা। 'ভয়ের চোটে যখন তখন যা-তা করিয়া বসিতেছেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর – কাউকে অন্যায়ভাবে উপকার করতে গিয়ে উপকারকারীর দ্বারাই নিন্দিত হওয়া। 'একি কালের ধর্ম্ম? যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যার পর নাই *বিণ* অত্যন্ত। 'তোমায় যার পর নাই অসুখী করিচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই – অপ্রয়োজনে অতি উৎসাহ দেখানো। *নজরুল*, ১৯৩০।

যার বে তার মনে নেই পাড়া পড়সীর ঘুম নেই – অপ্রয়োজনে অতি উৎসাহ দেখানো। 'যার বে তার মনে নেই পাড়া পড়সীর ঘুম নেই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত – নিজ প্রয়োজনের দিকে অধিক মনোযোগ। 'যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।' *দীনবন্ধু*,

১৮৬০।

যার লাগি চুরি সেই বলে চোর – কাউকে অন্যায়ভাবে উপকার করতে গিয়ে উপকারকারীর দ্বারাই নিন্দিত হওয়া। 'অদৃষ্টে শেষে এই ছিল মোর – যার লাগি চুরি সেই বলে চোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

যা-হয়-একটা *বিণ* কোনো একটা। 'যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যা² [স যাতৃ] *বি* স্ত্রী; স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী। 'আমার আর তিন যা আছে।' *কেরি*, ১৮০২।

যাতা [স] *বি* স্ত্রী। 'বধূগণ সকলেই শ্বশ্রূ অথবা জ্যেষ্ঠ যাতাকে ভয় করেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যাই যাই *বিণ* যে-কোনো মুহূর্তে যাবে এমন। 'যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

যাওন [স গম্>] ১ *বি* প্রস্থান। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* যাওয়া। 'যাওনের রাস্তা নাই রাস্তা বন্ধ হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

যাওয়া [স গম্>] ১ *ক্রি* গমন করা। 'যায়িতেঁ না দিব ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* শুনতে পাওয়া। 'যায় যেন মোর সকল গভীর আশা, প্রভু, তোমার কানে। *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৩ *ক্রি* মারা যাওয়া। 'আছে না গেছে তাও জানি না।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৪ *ক্রি* গত হওয়া। 'অবশিষ্ট পাঁচদিন যাইবে ... নিমিত্ত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

যা *ক্রি* যাও। 'রাধাএ বুলিল কাহ্ন ঝাট বাহি যা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাঅ** *ক্রি* যাও। 'যদি বা দক্ষিণে যাঅ এক পুরী পাইবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **যাই** ১ *ক্রি* যায়। 'ছুই ছোই যাই সো বাহ্মণ নাড়িআ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। ২ *ক্রি* গমন করি। 'আইস রাধা/ যাই বৃন্দাবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* গিয়ে। 'আন গিয়া যথেক ফিরিস্তা গণে যাই।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *ক্রি* আসি। 'যাই মা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **যাইউ** *ক্রি* যাই। 'চল রাধা পথ এড়ি যাইউ বনে বন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইছে** *ক্রি* যাচ্ছে। 'ঢালিয়া শতধা পীযূষ-পুণ্য তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি মা।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। **যাইতোঁ** *ক্রি* যেতাম। 'নাহি যাইতোঁ দধি দুধ বিকনির্তে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইব** *ক্রি* যাবো। 'কালি যাইব আহ্মে বড়ায়ি বিহাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইবা** *ক্রি* যাবে। 'তিন দিগে ভ্রমিয়া দক্ষিণে না যাইবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **যাইবাক** *ক্রি* যাবে। 'মথুরা যাইবাক রাধা কি তোর আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইবানি** *ক্রি* যাবে নাকি। 'যাইবানি রে মন সাঁচানি রে মন যাইবানি নিরঞ্জনপুর।' *সুলতান*, ১৭৫০। **যাইবার** *ক্রি* যেতে। 'রাখি দান চাহে না দেয় যাইবার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **যাইবি** *ক্রি* যাবে। 'আঁচলে ধরিলোঁ হের যাইবি কেনমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইবে** *ক্রি* যাবে। 'বালি যাইবে ল আহ্মা উপেখিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইবেঁ** *ক্রি* যাবে। 'কংশে শুনিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইবেক** *ক্রি* যাবে; দূর হবে। 'চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **যাইবোঁ** *ক্রি* যাবো। 'বলে রাধাক ধরিআঁ লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাইয়** *ক্রি* যেয়ো। 'কদাচিৎ রথে চড়ি না যাইয় মৃগয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **যাইয়া** *ক্রি* গিয়ে। 'যাইয়া যে ঘুচাই জঞ্জাল।' *গরীব*, ১৭৫০। **যাউ** *ক্রি* যাও। 'তার স্পর্শ নাহি যার যাউ সেই ছারখার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **যাউক** *ক্রি* যাক। 'ছারেঁ খারেঁ এবে যাউক যৌবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাএ** *ক্রি* যায়। 'ফনাছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছু যাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **যাও** *ক্রি* গমন করো। 'স্নানে যাও মাথা খাও শুকায়েছে মুখ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **যাওঁ** *ক্রি* যাও। 'যথাতথা যাওঁ গুণ গাওঁ নিরন্তর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **যাকু** *ক্রি* যাক। 'চল যাওয়া যাকু, যাওয়াটা ভাল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **যাগু** *ক্রি* যাক; যাউক। 'আশিস করিলা শক্র যাগু বলিপুর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **যাঙ** *ক্রি* যাই। 'যেন ইচ্ছা তেন কর মুঞিঃ যাঙ চলিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **যাচ্চিস** *ক্রি* যাচ্ছিস। 'তুই যে কর্ম্মে যাচ্চিস সেই কর্ম্মে যা।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **যাচ্চে** *ক্রি* যাচ্ছে। 'বাজনা শোনা যাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **যাচ্ছিলুম** *ক্রি* যাচ্ছিলাম। 'আমি বলতে যাচ্ছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **যাঞা** *ক্রি* গিয়ে। 'ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাঞা আইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **যাএঁা** *ক্রি* যাই। 'এড় ঘর যাএঁা মোঞে শকতি না কর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাত্যে** *ক্রি* যেতে। 'পথে যাত্যে সঙ্গে মো নাই কিছু ধন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **যান** *ক্রি* গমন করেন। 'সে কি জানেন প্রভু না যান কারো ঘরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **যান্ত** *ক্রি* যান। 'বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **যাব** *ক্রি* যাবো। 'তবে কাহ্ন লআঁ যাব ধরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাবগ** *ক্রি* যাবো। 'তোমারে আমি কারে দিয়া যাবগ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **যাবা** *ক্রি* যাবে। 'পুরী মধ্যে যাবা যদি পাইবা এক কন্যা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **যাবি** *ক্রি* যাবে। 'তোক্ষে বড়ায়ি বোলে চালে হআঁ যাবি পার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাবে** *ক্রি* মধ্যম পুরুষে যাওয়া ক্রিয়ার সাধারণ ভবিষ্যৎ রূপ। 'আমার প্রসাদে যাবে বৈকুণ্ঠপুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **যাবেক** *ক্রি* যাবে। 'নূতন গোয়ালা আনা যাবেক।' *কেরি*, ১৮০২। **যাম** *ক্রি* যাবো। 'কিবা আমা সঙ্গে লও হৈয়া যাম দাসী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **যায়** ১ *ক্রি* গমন করে। 'সাজন করিআ নায় নানা সফর যায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* যাওয়া হয় (নাম পুরুষ)। 'আপদ দূরেতে যায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *ক্রি* অতিবাহিত হয়। 'অল্প কএ বৎসর যায়।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *ক্রি* বিলীন হয়। 'এই সংসা আপনি হয়, কালক্রমে আপনি যায়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **যায়ন্ত** ১ *ক্রি* যাচ্ছেন। 'মাও প্রণমিয়া মুনি চলিয়া যায়ন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *ক্রি* যাই। 'যে দিকে যায়ন্ত জিজ্ঞাসে নরগণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **যায়ব** *ক্রি* যাবো। 'হাম নাহি যায়ব সো পিয়াঠাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **যায়িতেঁ** *ক্রি* যেতে। 'যায়িতেঁ না দিব ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যায়ে** *ক্রি* যায়। 'কেহ বলে ধর ধর এই চোরা যায়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **যায়েন** *ক্রি* যান। 'গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেমরসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **যাসি** *ক্রি* যাও; যাচ্ছ। 'কথা না যাসি বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাসী** *ক্রি* যাস। 'ঘৃত দুধ লআঁ তোএঁ যাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাহ** *ক্রি* যাও। 'আহ্মা ভাণ্ডী লআঁ যাহ আমূল ভাণ্ডার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাহা** *ক্রি* যাও; গমন করো। 'আপণাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। 'ফুলে তাম্বূলে ভরি লআঁ যাহা ডালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যেতে** *ক্রি* চ যেতে। 'আগুলিলা পথ না পারি যেতে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **যেতেছে** *ক্রি* যাচ্ছে। 'আকাশশেষে যেতেছে দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **যেতে যেতে** *ক্রি* একটানা যাওয়ার সময়ে। 'যেতে যেতে আমরা ... সুরঙ্গ দেখলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **যেত্যে** *ক্রি* যেতে। 'মায় পরিহরি বলে যেত্যে চান রাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **যেয়া** *ক্রি* গিয়ে। 'বিপিনে ভেটিব যেয়া শ্যাম জলধরে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **যেয়ে** *ক্রি* গিয়ে। 'শ্রীরাসমণ্ডলে যেয়ে দেন গড়াগড়ি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গই *ক্রি* গিয়ে। 'ণ জাণমি অপা কঁহি গই পইঠা।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। **গঞা** *ক্রি* যাওয়া। 'ফিরিয়া না চাএ কেহ গঞিলে যৌবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গঞি** ১ *ক্রি* গিয়ে। 'কতদিন কাল গঞি সে বিষ জড়িল *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রি* চ'লে। 'সুধর্মার শেষে তিন নৃপ গঞি গেল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **গঞিল** *ক্রি* অতিবাহিত হলো। 'এই মত বহুদিন গঞিল বিশেষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গঞিলে** *ক্রি* গেলে। 'ফিরিয়া না চাএ কেহ গঞিলে যৌবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গিআ** *ক্রি* গিয়ে। 'সপত পাতাল গিআ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গিআঁ** *ক্রি* গিয়ে। 'আপণে রহিলা রোহিণী গবর্ভ গিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গিআছিলা**

ক্রি গিয়েছিলাম। 'কালি গিআছিলাঙ তোমার বাপের ভবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **গিআছিলাম** *ক্রি* গমন করেছিলাম। 'গিআছিলাম ফাতেমার ঘরে এহিক্ষণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **গিএ** *ক্রি* গিয়ে। 'পাড়ে গিএ দেখিনু পীযূষ তুল্য জল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **গিছলুম** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'আমি তোমার ভিন্ন কি আর কারর কর্ম্মে গিছলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **গিঞা** *ক্রি* গিয়ে। 'তেকারণে আহ্মে গিঞা তাক না চাহিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গিয়া ১** *ক্রি* গমন ক'রে; গিয়ে। 'সুতিয়া রহিলা সভে জমুনা কুলে গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* যাওয়া। 'ওজ্ঝা রোঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **গিয়াছিনু** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'গিয়াছিনু কলিকাতা, যা দেখিনু গিয়া তথা।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬। **গিয়াছিল** *ক্রি* গিয়েছিলো। 'সুরপুরি গিয়াছিল ইন্দ্রের ভুবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **গিয়াছিলা** *ক্রি* গিয়েছিলে। 'আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **গিয়াছিলাঙ** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'রাত্রে গিয়াছিলাঙ দিবসে লাগে দিশা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **গিয়াছিলাম** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'সবে বোলে গিয়াছিলাম রসুলের স্থান।' *সুলতান*, ১৭০০। **গিয়াছো** *ক্রি* চলে গেছো। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **গিয়ে** *ক্রি* উপস্থিত হয়ে। 'তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো-না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **গীয়া** *ক্রি* গিয়ে। 'অবনী মণ্ডলে গীয়া নিজ নিজ অংশ হয়্যা।' *মালাধর*, ১৫০০। **গেছলাম** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'ব'লে গেছলাম কাচা গলায় উঠবে, আমিও প্যামেন্ট করবো।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **গেছলি** *ক্রি* গিয়েছিলে। 'রসবতি, তুই কাল সুলোচনার কাছে গেছলি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **গেছলেম** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'আমি কেন মত্তে মন্মথের কাছে গেছলেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **গেছিল** *ক্রি* গিয়েছিলো। 'ময়না গেছিল তথা শুন্যা এল্য ইহার বিশেষ এই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **গেছিলুম** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'একদিন আমি ভিক্ষা কর্ত্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **গেছে** *ক্রি* মরে গেছে। 'কি হে রেজিষ্ট্রার, নন্দী বুড়ো গেছে না আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **গেনু** *ক্রি* গেলাম। 'নিকা করিবারে গেনু যারে ভালবাসি।' *গরীব*, ১৭৫০। **গেনুঁ** *ক্রি* গেলাম। 'নিত্যানন্দে বোলে আমি গেনুঁ দশবার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **গেয়** *ক্রি* গিয়েছে। 'কবরীভয়ে শিখী গেয় গিরিকন্দরে মুখভয়ে চান্দ অকাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গেল ১** *ক্রি* যাওয়া ক্রিয়ার সাধারণ অতীত রূপ; গেলো। 'সুসুরা নিদ গেল বহূড়ী জাগঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০। **২** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'দেবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলা ১** *ক্রি* গেলো। 'চেঅণ ণ বেঅন ভর নিদ গেলা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। **২** *ক্রি* গিয়েছো। 'গেলা গেলা অরে শ্যাম না গেলা বোলাই।' *মর্ত্তুজা*, ১৭৫০। **৩** *ক্রি* দূর হলো। 'রাজার যে দ্বেষভাব হইয়াছিল তাহা সে বালকের মুখাবলোকনমাত্র গেল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **গেলাও** *ক্রি* গেলাম। 'বাছুর রাখিতে গেলাও জমুনার তিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **গেলাঙ** *ক্রি* গেলাম। 'কংস ভএ নাঞি গেলাঙ গোবিন্দের ঠাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **গেলান্ত** *ক্রি* গেলেন; গেলো। 'এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদূর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলান্তি** *ক্রি* গেলেন। 'ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলাম** *ক্রি* গমন করলাম। 'তথায়ে গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **গেলাহা** *ক্রি* গিয়েছো। 'গেলাহা মোক দুখ দিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলি** *ক্রি* গেলো। 'আগু গেলি সত্বর গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলির** *ক্রি* গেলো। 'গরু রাখি তোর কাহ্ন গেলির জরমে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলিহুঁ** *ক্রি* গিয়েছিলাম। 'বিকে গেলিহুঁ মাধুর মধুরিপু ভেটল সাধে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গেলী** *ক্রি* চলে গেলো। 'পাছে রাধিকা লআঁ বড়ায়ি গেলী ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলে** *ক্রি* প্রবেশ করলে। 'মুখ অভ্যন্তরে গেলে সে ধরিয়াত খাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **গেলেঁ** *ক্রি* গেলে। 'তথাঁ গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গেলেক ১** *ক্রি* হলো। 'তৌতেক্ষনে দুই পুত্র গেলেক জন্মাই।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *ক্রি* গেলো। 'আবু জেহেলের আগে গেলেক চলিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **গেলেম** *ক্রি* গেলাম। 'ভূড়াড়ি গেলেম তর্ক পড়িবার আশে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **গেলো** *ক্রি* যাওয়া ক্রিয়ার অতীত রূপ। 'কালি গেলো।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **গেলোঁ** *ক্রি* গেলাম। 'আনেক জনের কাজেঁ গেলোঁ নানা থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গোই** *ক্রি* গেলাম। 'নীল তিমিরে চলু গোই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **গ্যে** *ক্রি* গিয়ে। 'একখুনি গ্যে এই ছোরাটা কলজেতে তার বসাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

যাই যাই করা *ক্রি* চলে যাওয়ার কথা বলা; যাওয়ার ব্যাপারে ঔৎসুক্য দেখানো। 'যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'কেবলই অমন যাই-যাই করতে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

যাই যাই যাই *বি* চলে যাওয়ার ব্যস্ততা। 'ক্ষণেক এসে বোলো না গো "যাই যাই যাই"।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

যাওয়া-আসা *বি* যাতায়াত। 'শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা, শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'জান কি কেউ কোথা হতে যে/ করে সে যাওয়া-আসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

যাবার বেলা *ক্রিবিণ* বিদায়-বেলায়। 'যাবার বেলা দুটি কথা ব'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

যায় যায় *বিণ* শেষ বা বের হয়ে যাচ্ছে এমন। 'তোমার জন্যেতে হলো প্রাণ যায় যায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যেতে ভয় বাসা – যেতে ভয় করা। 'অতেব ভারত ভূমে যেতে বাসি ভয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যেতে যেতে *ক্রিবিণ* যাওয়ার সময়ে। 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

যাঁতা [স যন্ত্র] *বি* ডাল, গম ইত্যাদি গুঁড়া করার যন্ত্র। 'সিন্দুকের উপর যাঁতার ন্যায় দুই চক্ষু বিশিষ্ট একটা কুকুর বসিয়া আছে।' *মধু*, ১৮৫৭। দ্র **জাঁতা**

যাঁতাকল [স যন্ত্র+স কল] *বি* ধান থেকে চাল তৈরি করার যন্ত্র। 'তণ্ডুলনিষ্পাদক একপ্রকার যন্ত্র অর্থাৎ যাঁতাকল সকলে দর্শন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

যাঁহা *ক্রিবিণ* যেখানে। 'নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যাঁহার *সর্ব* যাঁর। **যাঁহারদিগের** *সর্ব* যাঁদের। 'যাঁহারদিগের বুদ্ধি ও চেষ্টা আছে তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

যাঁহারা *সর্ব* যাঁরা। 'যাঁহারা বিদ্যাবিতরণ নিমিত্তে কাজ করিয়াছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

যাকাত [আ] *বি* (ইসলামমতে) সঞ্চিত অর্থের নির্দিষ্ট অংশ দান করার বিধান। 'সপ্তম বাব: যাকাতের কথা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যাগ [স যজ্ঞ] *বি* (হিন্দু ধর্ম) যজ্ঞ। 'তপ জপ যজ্ঞ যাগে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যাগজজ্ঞ [স যাগযজ্ঞ] *বি* (হিন্দুধর্ম) দেবতার অনুগ্রহ লাভের বৈদিক অনুষ্ঠান। 'যাগজজ্ঞ পূজা ইত্যাদির সম্রাটের আরম্ভ।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাগযজ্ঞ [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দেবতার অনুগ্রহ লাভের বৈদিক অনুষ্ঠান।

'সমস্ত যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণা ... আঁট বেঁধে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

যাগাদি [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) যাগযজ্ঞ। 'যাগাদি কর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা শূদ্রাতুল্যা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

যাগা [স জাগৃ>] *ক্রি* সজাগ থাকা। **যাগিঞাঁ** *ক্রি* জাগরিত হয়ে। 'যাগিঞাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যাগাবলম্বন [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) ব্রত পালন। 'নিজ জনকের দুর্দশাকর্ণনানন্তর হতাশ হইয়া অনশন যাগালম্বন করে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

যাচক [স] *বিণ* যাচনাকারী; প্রার্থী। 'যাচক জনের কাহ্নু করহ তোষণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যাচকা [স] *বিণ স্ত্রী* যেচে আসে এমন। 'যাচকা যুবতী ছাড়া অর্ধম বিস্তর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যাচন [স] *বি* যাচাই করার কাজ। **যাচনদার** [স যাচন+ফা দার] *বি* যাচাই করে দেখে যে। 'যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যাচনা [স] *বি* ভিক্ষা। 'তারস্বরে তার যাচনার নামতা পড়ে যাচ্ছে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

যাচমান [স] *বিণ* প্রার্থনাকারী। 'পিতার নিকট যাচমান হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

যাচয়মান [স] *বিণ* অধিক আগ্রহী; উপযাচক। 'গোপগণেরা কোন দিগে দধি দুগ্ধ যাচয়মান হইয়া বেচিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাচা[1] [স যাচ্>] **১** *ক্রি* সাধা। 'উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাক যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* চাওয়া। 'প্রদানিলা তুমি তাঁরে যা কিছু যাচিল।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৩** *ক্রি* ভিক্ষা চাওয়া। 'তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচে যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **যাচায়** *ক্রি* যেচে দেয়। 'কুলবতী কুল নাশে আপনার যৌবন যাচায়।' *দ্বিজ*, ১৬০০। **যাচিঞা** *ক্রি* উপযাচক হয়ে। 'যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে।' *মুরারি*, ১৫৭০। **যাচিয়া** *ক্রি* উপযাচক হয়ে। 'জনক না জানে তবু যাচিয়া ভজিবে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **যাচিলাম** *ক্রি* সাধলাম। 'যাচিলাম পায় ধরি কাম-তৃপ্তি হেতু।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **যাচু** *ক্রি* যাচনা করুক। 'উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাক যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যাচে** *ক্রি* যাচঞা করে। 'তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচে যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **যেচে** *ক্রি* সাধাসাধি ক'রে। 'যেচে মান কেঁদে সোহাগ কেন নিতে যাই?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যাচিঙ্গা [স যাচঞা] *বি* প্রার্থনা। 'কাকের যে অন্যের পালক যাচিঙ্গা করিয়া লইয়াছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যাচিঞা [স যাচঞা] *বি* যাচনা; প্রার্থনা। 'এক কাঙ্গালিনী আসিয়া কিছু যাচিঞা করিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাচা[2] *ক্রি* পরীক্ষা করা; যাচাই করা। 'দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সেটা এখন যাচিয়ে দেখা দরকার।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

যাচাই বাছাই *বি* পরীক্ষা-নিরীক্ষা। 'যাচাই বাছাই করে প্ল্যান ঠিক করা চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যাচিত [স] *বিণ* প্রার্থিত; আকাঙ্ক্ষিত। 'এই যাচিত বেশে স্বজাতি ত্যাগ করিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যাচ্ছেতাই [যা+ইচ্ছা+তাই] *বিণ* শোচনীয়। 'কাছারির তাঁবুও ভিজে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যাচঞা [স] **১** *বি* চাওয়া। 'আমি যাচঞা মাত্র উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া সার্দ্ধ লক্ষ সুবর্ণ দিব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮০২। **২** *বি* প্রার্থনা। 'যে লোক যাচঞা করিতে উপস্থিত হয় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যাজক [স] *বি* পুরোহিত। 'যাজক জনের কাহ্নু করহ তোষণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যাজকতা [স] *বি* যাজকের কাজ। 'ওবর্লিন ... গ্রাম্য যাজকতাপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যাজকতাপদ [স] *বি* পুরোহিতের দায়িত্ব। 'ওবর্লিন ... গ্রাম্য যাজকতাপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যাজন [স] **১** *বি* পৌরোহিত্য। 'সহজ ভজন করহ যাজন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* যজ্ঞ সম্পাদন। 'করিয়া গ্রহণ না করে যাজন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৩** *বি* খিলাফত। 'নূর নবি চারকে দিলেন চার যাজন।' *লালন*, ১৮৯০।

যাজনা [স যাচঞা] *বি* প্রার্থনা। 'আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

যাজ্ঞিক [স] *বি* পুরোহিত। 'যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যাজ্ঞিকী [স] *বিণ* যজ্ঞাদি। 'শ্রৌতস্মার্ত্ত যাজ্ঞিকী ক্রিয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যাণানো *ক্রি* জানানো; জ্ঞাত করা। **যাণাইবোঁ** *ক্রি* জানাবো। 'যাণাইবোঁ কংস যেন করএ বিচার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যাতন [স যন্ত্রণা] *বি* যাতনা; যন্ত্রণা। 'দশন ঘাতন অধিক যাতন অধর কমল বাধুলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যাতনা [স যন্ত্রণা] *বি* দুঃখ। 'বাপ জ্যেঠা আন নহে পাইবে যাতনা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কত না যাতনা দিনু।' *দ্বিজ*, ১৬০০।

যাতনাভোগ [স যন্ত্রণাভোগ] *বি* যন্ত্রণাভোগ। 'আমায় কত যাতনাভোগ করিতে হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যাতায়াত [স] *বি* যাওয়া-আসা। 'ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত।' *ভারত*, ১৭৬০।

যাতায়াতী *বিণ* যাওয়া-আসা সংক্রান্ত। 'কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলুম যাতায়াতী খরচের জন্যে পাঁচটি টাকা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৬।

যাতি [স জাতি] *বি* চামেলি বা মালতী ফুল। 'যাতি আজি নষ্ট ভৈল আঅর সেয়তী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যাত্রিক [স] *বিণ* যত্নশীল। 'তাহার কারণানুসন্ধান করা ও তন্নিবারণে যাত্রিক হওয়া।' *মিহির*, ১৮৯৯।

যাত্রা[1] [স] **১** *বি* হিন্দু পর্ববিশেষ; রথযাত্রা। 'আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র-ওড়ন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* যাওয়া। 'যাত্রার সময় দেখিয়াছি তোর মুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* দফা; বার। 'এ যাত্রা এই ভাবেই গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

যাত্রাকারি [স যাত্রাকারী] *বি* গমনকারী। 'তদ্দ্বারা যাত্রাকারির কোন উপকার নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যাত্রাকাল [স] *বি* বিদায়বেলা। 'পরিত্যক্ত ভিটার জঞ্জালে পুরস্ত্রীর প্রসাধনী ফেলে গেছে কারা যাত্রাকালে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যাত্রাপথ [স] *বি* চলার পথ। 'আমাদের যাত্রাপথের দিক্‌পরিবর্তন

করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যাত্রাবসান [স] *বি* চলার শেষ। 'হয়ে আসে যবে যাত্রাবসান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

যাত্রারম্ভ [স] *বি* যাত্রা শুরু। 'পূর্বদিগন্তে যাত্রারম্ভ করিবার সময় অমনি পথের মধ্যে কৌতুকপ্রফুল্লপূর্ণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'স্বভাবতই কবি রবীন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ নারীপ্রেম থেকে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

যাত্রাসঙ্গী [স] *বি* সহযাত্রী। 'অনেক দেরীতে পেয়েছে যাত্রাসঙ্গী সেতারা চন্দ্রলেখা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

যাত্রাসিদ্ধি [স] *বি* সফল গমন। 'শালেপুরে যাত্রাসিদ্ধি বন্দিব সাদরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যাত্রা[2] [স] *বি* গীত ও অভিনয় মিশ্রিত লোকনাটক। 'কলিকাতাতে এক নূতন যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'তাঁবুর মধ্যে পৌরাণিক যাত্রার অভিনয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যাত্রাওয়ালা [স যাত্রা+হি ওয়ালা] ১ *বি* যাত্রাগানের দল। 'কালীয়দমন যাত্রাওয়ালা পাথুরে ঘাটা দিয়া খেয়া পার হইতেছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বি* যাত্রাপালা করা যাদের পেশা। 'তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

যাত্রা-কথকতা [স] *বি* লোকনাট্য ও কথকতা। 'যাত্রা-কথকতার যোগে সাংখ্যে যোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যাত্রাকমিক [স যাত্রা+ই কমিক] *বি* হাস্যরসাত্মক নাটক। 'যাত্রাকমিক দেখবি চল!' *নজরুল*, ১৯৩১।

যাত্রাকর [স] *বিণ* যাত্রা করে এমন। 'যাত্রাকর সাহেব সেই সকল ছবি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

যাত্রাগান [স] *বি* উন্মুক্ত মঞ্চে নাট্যগীতি। 'যাত্রাগানের খবর পাইলেই বাড়ি হইতে পালাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

যাত্রাঘর [স যাত্রা+ঘর] *বি* জলসাঘর। 'যাত্রাঘরের প্রায়-নিবন্ত হুঁকোটাতে টানও দিয়েছিল ভূতনাথ।' *বিমল*, ১৯৫৩।

যাত্রাদল [স] *বি* যাত্রাপালার সংগঠন। 'যাত্রা-দলের গন্ধ ওতে ভারি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

যাত্রানির্বাহক, যাত্রানির্ব্বাহক [স] *বি* যাত্রা পরিচালনা করে যে। 'সকের যাত্রানির্ব্বাহক ইহারা সকলেই আমার কাছে তালিম লইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যাত্রানুষ্ঠায়িক [স] *বি* যাত্রা উৎসবের আয়োজনকারী। 'যাত্রানুষ্ঠায়িককর্তৃক উচ্চারিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

যাত্রাবাঁশি *বি* যাত্রার সূচনায় বাঁশির শব্দ। 'সুদূর কুসুমগন্ধে তার যাত্রাবাঁশি বেজে ওঠে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

যাত্রার দল *বি* যাত্রাপালার দল। 'যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কৃপায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যাত্রাশাল [স] *বি* যাত্রার আসর। 'সে গঞ্জের যাত্রাশালে সারারাত্রি কাটাইয়া দিত।' *শওকত*, ১৯৫৮।

যাত্রাসংগীত [স] *বি* যাত্রা অভিনয়ের সময় গীত গান। 'বাংলা কথা বসিয়ে ব্রহ্মসংগীত ও যাত্রাসংগীত গাওয়া হতো।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

যাত্রী [স] ১ *বি* তীর্থযাত্রী। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* গমনকারী। 'বিদেশযাত্রী ও পর্য্যটকেরদের বিবরণপুস্তক পাঠ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

যাত্রি [স যাত্রী] *বি* যাতায়াতকারী লোক। 'একরাত্রি পথে থাকে বহু যাত্রি সাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যাত্রিক [স] ১ *বি* তীর্থযাত্রী। 'নানাদেশের যাত্রিক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* তীর্থ ভ্রমণকারী। 'জটজুতবতী জে যাত্রিক-শিরোমুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* শুভযাত্রা লক্ষণ। 'সৌভাগ্য যাত্রিক অতি বাণিজ্যকরণ তিথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* পথযাত্রায় সঙ্গে থাকে এমন। 'যাত্রিক দ্রব্য সকল সম্মুখে রাখিয়া গ্রামের মনুষ্যেরা মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল।' *রাজীব*, ১৮০৫।

যাত্রিণী [স] *বিণ স্ত্রী* গমনকারী। 'কোথায় যাবে যাত্রীদল, যাত্রিণীদল, চকমকের যাত্রিণীদল?' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

যাত্রিদল [স] *বি* অভিযাত্রীর দল। 'লহ জ্যোতি-দীক্ষা, যাত্রিদল সব সাজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

যাত্রিনী [স] *বি স্ত্রী* আরোহী। 'যাত্রিনী দুজনের একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছেন।' *সুনীল*, ১৯৭০।

যাত্রিলোক [স] *বি* যাত্রাকারী লোক। 'যাত্রিলোক নীলাচলবাসী যত জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যাত্রী-বোঝাই *বিণ* যাত্রীপূর্ণ। 'যাত্রী-বোঝাই দিনের নৌকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

যাত্রীশালা [স] *বি* স্টেশনে যাত্রীদের বিশ্রামের স্থান; বিশ্রামাগার। 'যাত্রীশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

যাত্রীসঙ্ঘ [স] *বি* ভ্রমণপিপাসুদের সঙ্ঘ। 'এই যাত্রীসঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যাথাতথ্য [স] *বি* প্রকৃত তত্ত্ব। 'সত্যের যাথাতথ্য ও পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যাথাযথ্য [স] *বি* যাথার্থ্য; ঠিক অবস্থা। 'সেটাকে প্রকাশ করবার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যাথার্থিক [স] *বিণ* আদর্শস্থানীয়; যথার্থ। 'আত্মস্বার্থরহিত ও যাথার্থিক ও রাজকর্ম্ম সম্পাদনে পরমধার্ম্মিক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

যাথার্থ্য [স] *বি* যথার্থতা; সত্যতা। 'উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষা হয় না।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

যাদঃপতি [স] *বি* জলের অধিপতি; সমুদ্র। 'যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যাদু[1] [ফা জাদু] ১ *বি* প্রিয় মানুষকে সম্বোধন করার শব্দবিশেষ। 'তবুত না আইসে যাদু দিনান্ত উপাসী।' *সুলতান*, ১৭৫০। ২ *বি* পুত্র। 'বিলাতের ব্রহ্ম যদি মেরিমার যাদু/ এ দেশের ব্রহ্ম তবে যশোদার যাদু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যাদু[2] [ফা জাদু] *বি* মন্ত্রশক্তিতে মোহিতকরণ। 'ওরাই তো তোরে যাদু করিয়াছে।' *জসীম*, ১৯৩১।

যাদুকর [ফা জাদুগর] ১ *বি* ঐন্দ্রজালিক। 'অধম ভালুকে শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বি* পারদর্শী ব্যক্তি। 'সত্যেন দত্ত অনুবাদের যাদুকর।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

যাদুকরী [ফা জাদুগরী] ১ *বি স্ত্রী* জাদুকর। 'কে একজন যাদুকরী তার কোমল হস্তে আমার দুই চক্ষে একটি অমৃতময় মোহ মাখিয়ে দিয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* রহস্যময়। 'স্বপ্নের জরির

পাড়ে সবি যাদুকরী ফাঁদ।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

যাদুঘর [ফা জাদু+ঘর] *বি* জাদুঘর। 'মিউজিয়ম শব্দ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে ... উহাকে যাদুঘর বলে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

যাদুদণ্ড [ফা জাদু+স দণ্ড] *বি* জাদুকরের জাদু দেখাতে ব্যবহৃত ছড়ি। 'বিদেশী। তোদের যাদুদণ্ডকে এবার নেবই কেড়ে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮; 'যে যাদুদণ্ডের স্পর্শে সত্য ও সৌন্দর্য এক হয়ে যায় তা তাঁর ছিল।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

যাদুর ফান *বি* যাদুর ফাঁদ। 'দুখানি আয়না ধরিয়া পেতেছে যাদুর ফান।' *জসীম*, ১৯২৭।

যাদৃগ [স যাদৃক] *বিণ* যেমন। 'বিদ্যা দান বিষয়ে ইহারা যাদৃগ যত্নবান তাদৃগ পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান রাজারদিগের অধিকারে ছিল না।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

যাদৃশ [স] *বিণ* যেরূপ। 'যাদৃশ তাহারদের সাধ্য।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

যাদৃশী [স] *বিণ স্ত্রী* যেরূপ। 'স্বদেশে যাদৃশী মর্য্যাদা পরদেশে তাদৃশী নয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যান [স] ১ *বি* বাহন। 'যৌবনে নারীর মান উদকে নৌকার যান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান। 'সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়, এই ছয় রাজগুণে ... অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বি* গাড়ি। 'যানে কিম্বা বহনে আরোহণ করিয়া ...' *ভবানী*, ১৮২৫।

যানপূর্ণ [স] *বিণ* যানবাহনে পরিপূর্ণ। 'নানা যানপূর্ণ সুবিস্তৃত রাজমার্গ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

যানবাহন [স] *বি* যাতায়াতে ব্যবহৃত বাহন। 'যানবাহনাদি দ্বারা এবং পদব্রজে গমনাগমনের মহাসুখ জন্মিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

যানস্রোত [স] *বি* স্রোতের মতো চলমান যানবাহন। 'রাস্তায় বেরোলে দেখি শুধু জন আর যানস্রোত চলছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

যানান্তর [স] *বি* ভিন্ন বাহন। 'যানান্তর ইহার দ্বারা সূচিত হইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

যানারূঢ় [স] *বিণ* গাড়িতে আসন নিয়েছে এমন। 'যে দিবস বাবুরা নিমন্ত্রণে যানারূঢ় হইয়া গমন করিবেন সঙ্গে যাইবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যানানো [স জ্ঞা>] *ক্রি* জানানো; জ্ঞাপন করা। **যানাইল** *ক্রি* জানালো। 'আনাইআঁ যানাইল সব গোআলিনী সহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যানি** *ক্রি* জেনে। 'এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যান্ত্রিক [স] ১ *বি* বাদ্যকর। 'যান্ত্রিক বিহনে ... বাজিতে পারে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* যন্ত্র সম্বন্ধীয়। 'তার পর যান্ত্রিক সম্পৎ-প্রতিষ্ঠার বেদীরূপে ... শহর তৈরি করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* যন্ত্রের মতো ছক-বাঁধা। 'যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা মানুষের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনা থাকত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

যান্ত্রিকতা [স] *বি* যন্ত্রের মতো আচরণ। 'কম্পোজিটর কি কখনো চমকে ওঠে নিখুঁত যান্ত্রিকতার কোনো ফাঁকে?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

যান্ত্রিকবাহিনী [স] *বি* যন্ত্রযানচালিত বাহিনী। 'এই দ্রুত ধাবমান যান্ত্রিকবাহিনীর মাঝখান দিয়ে ...' *তারা*, ১৯৪৩।

যান্ত্রিকীকরণ [স] *বি* যন্ত্রের প্রচলন। 'কৃষি ব্যবস্থাকে যান্ত্রিকীকরণের কথা কল্পনাও করিতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

যাপন [স] ১ *বি* অবস্থান। 'সেই দেশে কিছুকাল কর হে যাপন।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ২ *বি* অতিবাহন; সময় কাটানো। 'গৃ কতকগুলি উদাসীনের সহিত ... মহাসুখে কাল যাপন করিতেছিলাম *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

যাপনা [স যাপন>] *ক্রি* কাটানো। 'মিছে কাজে নিশি যাপনা *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'নিবায়ে দীপ জীবননিশি যাপনা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যাপ্য [স] *বি* যাপন। 'এ যে কেবল দন্ধে মারা যাপ্য করা মৃত্যুক্লেশ *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

যাবক[১] [স] *বি* আলতা। 'যাবকের রসে করে অধর মাজন।' *মুকুন্দ* ১৬০০।

যাবক[২] *বিণ* যাবৎ। 'জিনিল যাবক বিদ্যা দশন বসনে।' *কৃষ্ণরাম* ১৭২০।

যাবজ্জীবন [স] ১ *ক্রিবিণ* সারাজীবনের জন্য। 'উপকারে উত্তম লো যাবজ্জীবন বদ্ধ হইয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'উঁহাকে যাবজ্জীব বনবাসে পাঠানো, সেও বড়ো কঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* আমরণ। 'যাবজ্জীবন মেয়াদ ও ফাঁসি দুই-ই মিলিয়ে নেওয়া চলে *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যাবৎ [স] ১ *বিণ* যতটুকু। 'যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।' *বৃন্দ* ১৫৮০; 'যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। *ক্রিবিণ* যতক্ষণ। 'যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে না করি অন্যকাম *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কুন্তী বোলে যাবৎ থাকএ দিবাকর।' *কবীন্দ্র* ১৬৮৯। ৩ *বিণ* সমস্ত। 'যাবৎ অঙ্গের রক্ত হইল বাহির।' *বাহরাম* ১৬৫০।

যাবত [স যাবৎ] ১ *ক্রিবিণ* যতদিন। 'যাবত যৌবনে রাধা নাহি লা ঘুণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যাবত তোমার চাচা নাহি আসে দেশে।' *গরী* ১৭৬৫। ২ *ক্রিবিণ* যতক্ষণ ধরে। 'যাবত রসুল যান্ত সাধকের ঘরে *সুলতান*, ১৭০০।

যাবতীয় [স] *বিণ* সমস্ত। 'যাবতীয় পরিবর্তনের ...।' *রবীন্দ্র* ১৯০৭।

যাবতে *ক্রিবিণ* যতক্ষণ। 'যাবতে না করে যোগী আপনা বিনাশ *আলাওল*, ১৬৮০।

যাবৎকাল [স] *ক্রিবিণ* যতক্ষণ পর্যন্ত। 'যাবৎকাল দর্শন ক গরুড়ের পাছে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যাবৎ শ্বাস তাবৎ আস – সর্বাধিক প্রচেষ্টা। 'যাবৎ শ্বাস তাবৎ আ বাদসাহ এখানে আসিবেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাবদীয় [স] *বিণ* সমস্ত। 'সহরবাসী লোকের ধান্য চাল অবা যাবদীয় সামিগ্রি।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাবদ্দিগ্বিদিকস্থ [স] *বিণ* সব দিকের। 'যাবদ্দিগ্বিদিকস্থ রাজারদিগ জয় করিয়া সর্ব্বরাজমণ্ডলীমুকুটমণি মণ্ডিতচরণারবিন্দ হইয়া সাম্রাজ্য করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যাবদ্দেশীয় [স] *বিণ* বহু দেশ থেকে আসা। 'যাবদ্দেশী পণ্ডিতদিগকে বহুবিধ ধন দিয়া বিদায় করিয়া ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

যাবনিক [স] *বিণ* মুসলমানি। 'তাই তুমি যাবনিক ভাষার নিকটে ভিক্ষা চাচ্চো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

যাবনিকতা [স] *বি* যবনের আচরণ। 'হীনতম যাবনিকতা *সাম্যবাদী*, ১৯২৪।

যাবনিক ভাষা *বি* আরবি-ফারসি ভাষা। 'তুমি যাবনিক ভাষা নিকটে ভিক্ষা চাচ্চো?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

যাবন্ত[1] [স জীবন্ত] *বিণ* জীবন্ত। 'যাবন্ত ফকির কাটি খায়াইব বাঘে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যাবন্ত[2] [স যাবৎ] ১ *ক্রিবিণ* যে পরিমাণ। 'আমার দুসুখের কথা নিবেদি যাবন্ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* যাবতীয়। 'কর সম্পর্কীয় যাবন্ত ভূমির স্থির রাজস্ব।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

যাব যাব *বিণ* যাই যাই করছে এমন। 'মেঘ বলেছে যাব যাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

যাবল্লোক [স] *বি* সব লোক। 'যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য মানিয়া উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যাবা *বি* ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত প্রধান দ্বীপ। 'সুমাত্রা, যাবা (বা যব) প্রভৃতি দ্বীপ ইহাদের স্বাভাবিক আবাসস্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যাম [স] *বি* এক প্রহর। 'দিবস পূর্ব যাম বগীশ গায় সাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যামিনী [স] *বি* রাত। 'কৈসে গোঁওব যামিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যামিনীকর [স] *বি* চাঁদ। 'প্রতাপে তিমিরহর যশের যামিনীকর শুদ্ধমতি কাশীশ্বর রায় ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যামিনী-শান্তি [স] *বি* রাতের শান্তি। 'কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

যামুন [স যমুনা] *বি* যমুনা। 'কৈসনে জাওব যামুন তীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

যাম্বিল *বি* খেজুর পাতার তৈরি ছোটো থলে। 'রাস্তায় খাইবার জন্য যাম্বিলে কিছু শুটকি মাছ ভরিয়া লইলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

যাম্য [স] *বি* দক্ষিণ দিক। 'পূর্ব যাম্য পশ্চিম উত্তরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যাম্য বক্ত্র [স] *বি* দক্ষিণ মুখ। 'যাম্য বক্ত্রে বসিয়া মাথায় জল ঢালে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যাযাবর [স] *বিণ* ভবঘুরে; নির্দিষ্ট স্থানে বসতি স্থাপন করে না এমন। 'পূর্ব্বে আরবেরা অসভ্য, ভ্রষ্টভ্রষ্ট ও যাযাবর ছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যাযাবরবৃত্তি [স] *বি* যাযাবরের পেশা। 'দীর্ঘকাল যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করে ...।' *শরৎ*, ১৯৩১।

যায় [ফা জায়] *বি* ফর্দ; তালিকা। 'পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞের সামগ্রীর যায় করিয়া নিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

যায়গা [ফা জায়গাহ্] *বি* জমি। 'কিন্তু যায়গা বেচিয়াই হউক, আর জিনিস বেচিয়াই হউক ...।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

যারবা [স জারজ] *বিণ* অবৈধ। 'কেউ এল মা ওই কসবির যারবা সন্তানকে ভূমিষ্ট করতে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

যাষ্টীক [স] *বি* লাঠিয়াল। 'মৃত্যুবৎ করিয়া রাখিবার নিমিত্তে ভূরি ভূরি যাষ্টীক নিযুক্ত রাখেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যাহা [স যৎ] *সর্ব* যা কিছু। 'যাহা২ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনজুর হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাহা তাহা *সর্ব* এটা ওটা। 'রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা – এমন কেন সত্য হয় না আহা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

যাহাতে *ক্রিবিণ* যাতে ক'রে। 'ভূমিতে বার২ ফসল যাহাতে উৎপন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

যাহারা *সর্ব* যারা। 'দাউদের এই দুর্নীতি দেখিয়া পরিবার লোক যাহারা২ সাতে ছিল ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাহা হউক *ক্রিবিণ* যা হওয়ার হোক; যাই হোক না কেন। 'সে যাহা হউক কিন্তু তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় সাবধান থাকিও।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যাহাঁপনা [ফা জহানপনাহ্] *বি* সম্মানসূচক সম্বোধনবিশেষ। 'যাহাঁপনা গোলামের নাম প্রত্যাপাদিত্য।' *রামরাম*, ১৮০১।

যাহান্নম [আ] *বি* অধঃপাত। 'সেসব কল্পনা যাহান্নমে গিয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

যাহে *ক্রিবিণ* যেখানে। 'রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দ করিবে পান।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যিগার [ফা] *বি* হৃদয়। 'এ কোন যিগার-পত্তানি সুর।' *নজরুল*, ১৯২৭।

যিনাকার [আ জিনা+ফা কার] *বিণ* অবৈধ যৌন সঙ্গমকারী। 'আমি যিনাকার।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যিনি *সর্ব* যে ব্যক্তি। 'ঘনচয় অহর্নিশি যিনি তমোহিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'ক্ষমাগুণে সমা নন যিনি সর্ব্বসহা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যিশবীয় [প জেসু] *বিণ* খ্রিস্টীয়। 'তাহাদের বিবরণ ১৮০০ যিশবীয় সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যিশু মন্ত্র [প জেসু+স মন্ত্র] *বি* যিশুর বাণী। 'যীশু মন্ত্র গ্রহণপূর্বক খৃষ্টীয়ানদের দলপুষ্টি করিতেছিলেন।' *প্রচারক*, ১৯০১।

যুঁই [স যূথী] *বি* একপ্রকার ফুলের নাম। 'এক ছড়া যুঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

যুকত [স যুক্ত] *বিণ* যুক্ত; সংলগ্ন। 'স্বামীর আদেশ মাত্র করিব যুকত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যুকতি [স যুক্তি] *বি* যুক্তি; বিচার। 'আখির ঠানে দেখাইল সেই সে যুকতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

যুকুতি [স যুক্তি] *বি* যুক্তি। 'একত্তরে চৌদ্দ যম যুকুতি করিয়া ... আনে ডাক দিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

যুক্ত [স] ১ *বি* উপযুক্ত; যথোপযোগী। 'কেহ বলে যুক্ত নহে এমন করিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* স্থির। 'শান্তনুরে রাজ্য দিতে মনে যুক্তি করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* ব্যাপৃত। 'কেমতে আপদ যায় শুনিতে যুক্ত হও।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বিণ* বিশিষ্ট। 'এই পাঠশালা অষ্ট সম্প্রদায় যুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৫ *বিণ* সংযুক্ত। 'কোন জন্তুর জঙ্ঘা ভঙ্গ হইলে তদীয় অস্থি ক্রমে ক্রমে যুক্ত হইয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যুক্ত-অক্ষর [স] *বি* যুক্তবর্ণ; যুক্তবর্ণ পড়তে পারে এমন। 'অচিরেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যুক্তকর [স] *বি* জোড় করা হাত। 'অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

যুক্তফ্রন্ট [স যুক্ত+ই ফ্রন্ট] *বি* একাধিক দলের জোট। 'যুক্তফ্রন্ট দলের নেতা জনাব এইচ এস সোহরাওয়ার্দী ...।' *আজাদ*, ১৯৫৪।

যুক্ত-বেণী [স] *বি* নদীর মিলিত ধারা। 'মুক্তবেণী এ ত্রিধারা। যুক্ত-বেণী-পারে তারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যুক্তরাষ্ট্র [স] *বি* অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রজোট। 'যুক্তরাষ্ট্র যে এদেশে চলিতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৪১।

যুক্তরাষ্ট্রীয় [স] *বিণ* অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সংঘবদ্ধ বিভিন্ন রাষ্ট্রের জোটসংক্রান্ত; ফেডারেল। 'ভারতের নয় কোটি মুছলমান কোনরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সম্মত হইবে না।' *আজাদ*, ১৯৪১।

যুক্তস্বর [স] *বি* যৌগিক স্বরধ্বনি। 'যুক্তস্বরের প্রয়োগ ঘটিয়ে কবি ওয়াইন্ডিং রোডের ছবিটিকে ধ্বনির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তাক্ষর [স] *বি* একাধিক বর্ণ মিলিত হয়ে তৈরি হয়েছে এমন বর্ণ। 'তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জনপ্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

যুক্তাক্ষরবহুল [স] *বিণ* যুক্তাক্ষরের বাহুল্য আছে এমন। 'কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যুক্তিযুক্ত [স] *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'অনুকরণ করিলেই যে দোষ হয় তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

যুক্ত্যভুর [স যুক্তভ্রূ] *বি* যুক্তভ্রূ; জোড়া লাগানো ভুরু। 'যুক্ত্যভুর ধনুকের নেয়ার।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

যুক্তি [স] ১ *বি* পরামর্শ। 'যুক্তি করে দেব প্রজাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'জগদানন্দ পণ্ডিতে আসি যুক্তি পুছিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* কারণ। 'যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সব ভক্তগণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* উপায়। 'কেহ বলে ভাই সব এক যুক্তি আছে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* কুমন্ত্রণা। 'ফুল দিয়া বিদ্যারে আপনি যুক্তি দিলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৫ *বি* কূটবুদ্ধি। 'ভালা যুক্তি করেছ ইমাম বাহাদুর।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৬ *বি* বিচার। 'শাস্ত্র যুক্তি অনুভব বিরুদ্ধ কুবিচার করিতেছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৭ *বি* বক্তব্য। '৬৮৪ সংখ্যক দর্পণে অতিমনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৮ *বি* বক্তব্যের সপক্ষে কারণ। 'বক্তৃতা শুনে বা কোনোপ্রকার যুক্তি শুনে যে কারও মত স্থির হয়, তা তো বোধ হল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যুক্তি-অস্ত্র [স] *বি* যুক্তিরূপ অস্ত্র। 'ঈশ্বরের অস্তিত্ববিশ্বাসকে যুক্তি-অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

যুক্তিকৌশল [স] *বি* যুক্তি প্রদানের চাতুর্য। 'যুক্তিকৌশল দিয়ে এতদিন আমাদের সমাজের প্রচলিত ধর্মকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যুক্তি-খণ্ডন [স] *বি* যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে অসার প্রমাণ করা। 'আইনের কূটমর্ম-উদ্ভাবন, বিপক্ষ পক্ষের যুক্তি-খণ্ডন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

যুক্তিগম্য [স] *বিণ* যুক্তি দ্বারা বোঝা যায় এমন। 'যা যুক্তিগম্য তাকে প্রমাণ করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

যুক্তিজাল [স] *বি* যুক্তির বিস্তার। 'তত্ত্বদর্শনের পরিক্ষিপ্ত যুক্তিজাল বাঁধিবারে পারে না আমায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

যুক্তিতর্ক [স] *বি* যুক্তিভিত্তিক বিতর্ক। 'ঠিক যুক্তিতর্কের কাজ নয়, নিছক ক্ষিপ্তভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যুক্তিধারা [স] *বি* যুক্তিসমূহ। 'তাঁর যুক্তিধারা থেকে পদে পদে প্রমাণ হল ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

যুক্তিনির্ভর [স] *বিণ* যুক্তির উপর নির্ভরশীল। 'এ আহ্বান যে অত্যন্ত সময়োচিত এবং যুক্তিনির্ভর, তাতে কোন সন্দেহ নাই।' *বেগম*, ১৯৫৩।

যুক্তিপরামর্শ [স] *বি* আলাপ-আলোচনা। 'তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে যুক্তিপরামর্শ করে তিনি স্থির করলেন ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

যুক্তিপূর্ণ [স] *বিণ* অনেক যুক্তি আছে এমন। 'যুক্তিপূর্ণ একটি থিসিস লিখে ফেলেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

যুক্তিপ্রণালী [স] *বি* যুক্তির কৌশল। 'আমার যুক্তিপ্রণালী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

যুক্তিপ্রাণতা [স] *বি* যুক্তিশীল মানসিকতা। '... মানুষের শুভবুদ্ধি ও যুক্তিপ্রাণতায় এদের বিশ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

যুক্তিফল [স] *বি* যুক্তি নিষ্পন্ন ফল। 'উহা যুক্তিফল সম্ভূত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যুক্তিবল [স] *বি* যুক্তির শক্তি। 'তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

যুক্তিবাদী [স] *বিণ* যুক্তি মেনে চলে এমন। 'এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবোধ অত্যন্ত ফলাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যুক্তিবিচার [স] *বি* যুক্তি দিয়ে বিবেচনা। 'যুক্তিবিচারদৃঢ় মূল্যবোধ ও মূল্যবোধস্নিগ্ধ যুক্তিবিচার – প্রতি সভ্যতায়ই এই দুই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

যুক্তিবিচারদৃঢ় [স] *বিণ* যুক্তি দিয়ে দৃঢ়ভাবে বিচারকৃত। 'যুক্তিবিচারদৃঢ় মূল্যবোধ ও মূল্যবোধস্নিগ্ধ যুক্তিবিচার – প্রতি সভ্যতায়ই এই দুই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

যুক্তিবিরুদ্ধ [স] *বিণ* যুক্তির বিরুদ্ধে যায় এমন। 'ইহা স্বীকার করা কি যুক্তিবিরুদ্ধ?' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'দলবদ্ধ হইতে দেওয়া কেবল যুক্তিবিরুদ্ধ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

যুক্তিবিরোধী [স] *বিণ* যুক্তিসঙ্গত নয় এমন। 'সে ক্ষমতা অনতিক্রমণীয়ভাবে যুক্তিবিরোধী এবং সে কারণে তার নিয়ন্ত্রণ একবারেই অসম্ভব।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিবুদ্ধি [স] *বি* যুক্তিবাদী চিন্তা। 'তাদের দর্শনে হয় যুক্তিবুদ্ধি নয় মুক্তিস্পৃহা অবহেলিত হয়।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিবৃত্তি [স] *বি* যুক্তি খাটানোর ক্ষমতা; যুক্তিপ্রবণ মনোভাব। 'সাধারণ মানুষের মনেও তাদের সহজাত যুক্তিবৃত্তি নতুন অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাড়নায় সক্রিয় হয়ে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিভীরু [স] *বিণ* যুক্তির প্রতি দুর্বল। 'বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন নেতিপন্থী মার্ক আর যুক্তিভীরু যাকোবির সঙ্গে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিমন্ত্র [স] *বি* যুক্তিরূপ মন্ত্র। 'পুরুষ যুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

যুক্তিমার্গ [স] *বি* যুক্তির পথ। 'কোন ব্যক্তি, যুক্তিমার্গ অনুসারে, ত্রিভুবনসুন্দরীর পতি হইতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যে দিন হইতে আর্য্যজাতি যুক্তিমার্গ পরিভ্রষ্ট হইলেন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'যাঁহারা যুক্তিমার্গে বিচরণ করেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

যুক্তিযুক্ত [স] *বিণ* যুক্তিসঙ্গত। 'অস্মদাদির যুক্তিযুক্ত যাহা তাহা লিখি।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'মৈত্রতায় তন্মত স্থির রাখণে অনেক যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬; 'অতএব এস্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'বেতন প্রদান বন্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত হবে না।' *বেগম*, ১৯৪৮।

যুক্তিরাজ্য [স] *বি* যুক্তির জগৎ। 'হৃদয়েরও তো আপন নিজস্ব যুক্তিরাজ্য আছে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

যুক্তিরূপী [স] *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'অভিজ্ঞতার আবর্জনা হইতে যুক্তিরূপী প্রয়োজনীয় টুকরাগুলিকে শুধু বাছিয়া নেওয়ার এমন একটা প্রক্রিয়া চলিতে পারে।' *মানিক*, ১৯৪০।

যুক্তিলগ্ন *বিণ* যুক্তিযুক্ত। 'ইহা স্বীকার করিলেও সর্ব্বাংশে যুক্তিলগ্ন

হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

যুক্তিশক্তি [স] *বি* যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা। 'কুড়ুমশায়ের কী অসাধারণ যুক্তিশক্তি ও জ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যুক্তিশাস্ত্র [স] *বি* তর্কবিদ্যা। 'যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'যুক্তিশাস্ত্রে বলে, পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যুক্তিশীলতা [স] *বি* যুক্তিবাদিতা। 'এই যুক্তিশীলতার জোরেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন, মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিশীলতারূপে [স] *ক্রিবিণ* যুক্তিপ্রবণতা হিসেবে। 'মানুষের মধ্যে যা যুক্তিশীলতারূপে বিদ্যমান তা আসলে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলারই একটি দিক।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিসংবলিত [স] *বিণ* যুক্তিসমন্বিত। 'উপর্য্যুক্ত মনীষীগণের ... অকাট্যযুক্তিসংবলিত প্রমাণপ্রয়োগের উপরি প্রতিষ্ঠিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যুক্তিসঙ্গত [স] *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'প্রাণরক্ষার্থে ইহার কোন সদুপায় অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

যুক্তিসঙ্গতভাবে [স] *ক্রিবিণ* যৌক্তিক উপায়ে। 'কমিশন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬০।

যুক্তিসম্বন্ধ [স] *বি* যুক্তির ধারাবাহিকতা। 'গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্তমধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যুক্তিসম্মত [স] *বিণ* যুক্তি দিয়ে স্বীকৃত। 'নরমাংস, আমমাংস ও মৃত্তিকা ভোজন করা কি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ও যুক্তিসম্মত বলিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যুক্তিসহ [স] *বিণ* যৌক্তিক। 'এই কথাও যুক্তিসহ নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় যুক্তিসহ যে এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই ...।' *শিব*, ১৯৫০।

যুক্তিসিদ্ধ [স] **১** *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'এইমত গ্রন্থকরা যুক্তিসিদ্ধ বটে।' *ভবানী*, ১৮২৫; **২** *বি* ন্যায়সঙ্গত। 'ইহা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যুক্তিস্বীকারকারী [স] *বিণ* যুক্তি মেনে নেয় এমন। 'যুক্তিস্বীকারকারী বুদ্ধি মানুষের মনে যত সুনিশ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যুক্তিহীন [স] *বিণ* যুক্তি নেই এমন। 'তেমনি সঙ্গতিহীন যুক্তিহীন সামান্য সাধারণ।' *জীবন*, ১৯৩২।

যুক্তো [স যৌক্তিক] *বিণ* যৌক্তিক। 'সে সকোল কার্যো যুক্তো কি অযুক্তো তাহা কহো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

যুগতি, যুগতী [স যুক্তি] *বি* যুক্তি; শলা-পরামর্শ। 'যুগতি করিল লআঁ সব গোপীগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আয়র মানায়িবোঁ করী আশেষ যুগতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যুগ [স] **১** *বিণ* জোড়া। 'মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ১২ বছর সময়। 'চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* যুক্ত; যুগ্ম। 'কাকুতি মিনতি করি বলে যুগ পাণি জুড়ি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যুগকাল [স] *বি* যুগবৈশিষ্ট্যপূর্ণ সময়। 'তিনি কল্পনা করে নেন এমন যুগকাল যখন তাঁর লেখার যথার্থ্য ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

যুগচেতনা [স] *বি* যুগ সম্পর্কে সচেতনতা। 'তবু উপযুক্ত যুগচেতনার অভাব ও পরিবেশের ঠাণ্ডা বিরূপতাহেতু নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা ক্রমপরিশীলিত না হওয়ায় ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

যুগজীর্ণ [স] *বিণ* কালের প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত। 'তার অভিঘাতে যুগজীর্ণ সমাজ ক্ষয়ে যেতে শুরু করে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

যুগঝঞ্ঝা [স] *বি* যুগরূপ ঝড়। 'যুগঝঞ্ঝার ফুৎকারে কখন বা তা নিভে যায় তার ঠিক নাই।' *শরীফ*, ১৯৭০।

যুগদেবতা [স] *বি* যুগের উপযোগী দেবতা। 'দ্বার খোলার দুঃসাহসিকা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগদেবতা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যুগধর্ম, যুগধর্ম্ম [স] **১** *বি* কোনো নির্দিষ্ট যুগের বৈশিষ্ট্য। 'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন চারিভাবে ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাঁরা দুজনে একমনে এ কালের যুগধর্ম প্রচার করবেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **২** *বি* কালের প্রবণতা। 'এ যুগধর্ম্মের অনুসরণ করা ছাড়া উন্নতির এবং সার্থকতার অন্য কোন পথ নাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

যুগধর্মপ্রবর্তন, যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন [স] *বি* যুগোচিত ধর্মের প্রচলন। 'যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজে প্রেম দিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যুগন্ধর [স] *বিণ* অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর। 'জন্ম নিয়েছে যুগন্ধর মহামানব।' *হাই*, ১৯৪৬।

যুগপতি [স] *বি* ধর্মদেব। 'আনিলেন যোগেতে বসিয়া যুগপতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যুগপুরুষ [স] *বি* যুগের প্রতিনিধিত্ব করে এমন পুরুষ। 'বিদ্যাসাগরের মতো যুগপুরুষের আবির্ভাব।' *আনিস*, ১৯৬৪।

যুগপ্রবর্তক, যুগপ্রবর্ত্তক [স] *বিণ* নতুন যুগের প্রবর্তনকারী। 'দর্শনের ক্ষেত্রে বের্গসঁ যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ।' *প্রমথ*, ১৯১৬; 'তিনি একজন যুগপ্রবর্তক নেতা।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৩।

যুগপ্রভাব [স] *বি* কালের প্রভাব। 'যুগপ্রভাবের বশে বাহ্যতঃ তিনি নিজের দেশের বর্ণনা করেছেন।' *হাই*, ১৯৪৯।

যুগ-বাঞ্ছিত [স] *বিণ* যুগের কাম্য। 'এই যুগ-বাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক।' *নজরুল*, ১৯২২; 'যুগবাঞ্ছিত গৌরবের সার্থকতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

যুগবিপ্লবী [স] *বিণ* যুগের উপযোগী বিপ্লবী। 'দিশাহীন ঝড়ে, জানি, তুমি যুগবিপ্লবী মেঘ।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

যুগবিভাগ [স] *বি* কালানুক্রমিক বিভাজন। 'সাহিত্যরচয়িতার পক্ষে এ ধরনের যুগবিভাগ করা অত্যাবশ্যক।' *আনিস*, ১৯৬৪।

যুগ-বিহঙ্গ [স] *বি* কালের পাখি। 'আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

যুগমানব [স] *বি* কোনো যুগকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন ব্যক্তি। 'যুগমানবের আহ্বান এলো।' *হাই*, ১৯৪৬।

যুগ-যন্ত্রণা [স] *বি* সমকালের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। 'এক কথায়, একই যুগ-যন্ত্রণা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

যুগ-যুগ [স] *ক্রিবিণ* বহুযুগ ধরে। 'চিরদিন ধ'রে এমনি চলিছে, যুগ-যুগ গেছে চ'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যুগ-যুগান্ত [স] *ক্রিবিণ* এক যুগ থেকে অন্য যুগের শেষ পর্যন্ত।

'যুগ-যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩; 'যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যুগযুগান্তর [স] ১ *ক্রিবিণ* বহুযুগ ধ'রে। 'যুগ যুগান্তর নহি নিবএ আনল।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রিবিণ* যুগের পর যুগ। 'তদ্বিদ্যার আকর যুগযুগান্তরাবধি অপ্রকাশ রহিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'শত সুখ দুঃখ দ'লে কালচক্র যায় চলে রেখা পড়ে যুগ-যুগান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যুগযুগান্তরবাহিত [স] *বিণ* যুগের পর যুগ ধরে বয়ে-আসা। 'যুগযুগান্তরবাহিত স্মৃতিস্পন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

যুগশত [স] *বি* শত সংখ্যক যুগ। 'তরঙ্গরাজি ... পুনরায় যুগশত সম্মিলিত জলরাশিতে মিলিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

যুগসঞ্চিত [স] *বিণ* যুগব্যাপী জমা হয়েছে এমন। 'তাহাদের যুগসঞ্চিত অনাচার তাহাদেরই স্কন্ধে মৃত্যু বজ্ররূপে পতিত হইবার জন্য পুঞ্জীভূত হইতেছে।' *সওগাত*, ১৯২৮; 'আমাদের যাহা যুগসঞ্চিত অপরাধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যুগসন্ধি [স] *বি* এক যুগের শেষ ও অন্য যুগের শুরু। 'দেখে শুনে মনে হয় আমাদের সাহিত্যে একটা যুগান্ত বা যুগসন্ধিকাল এসে পড়েছে!' *প্রমথ*, ১৯১৭।

যুগসন্ধিকাল [স] *বি* এক যুগের শেষ ও অন্য যুগের সূচনাকাল। 'দেখে শুনে মনে হয় আমাদের সাহিত্যে একটা যুগান্ত বা যুগসন্ধিকাল এসে পড়েছে!' *প্রমথ*, ১৯১৭; 'হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা/ আজকে শক্তি দাও ...।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

যুগসন্ধিক্ষণ [স] *বি* এক যুগের শেষ ও অন্য যুগের সূচনাকাল। 'বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে তাঁহার উপর যে গুরু দায়িত্বভার চাপিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

যুগসন্ধ্যা [স] ১ *বি* জীবনসন্ধ্যা। 'যুগসন্ধ্যা কবে এলো তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *বি* যুগের অন্ত। 'তীব্র আবর্তের মুখে যেতে চায় এ যুগসন্ধ্যায়।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

যুগ-সারথি [স] *বি* যুগের সেনাপতি। 'এসো যুগ-সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যুগ-সেনানায়ক [স] *বি* সময়ের সেনাপতি। 'বেদনা-বিমোচন যুগ-সেনানায়ক! জাগো জ্যোতির্ময়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যুগ-সেনাপতি [স] *বি* যুগের সেনানায়ক। 'এস বীর! এস যুগ-সেনাপতি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

যুগস্পন্দন [স] *বি* যুগের আন্দোলন। 'তাঁরা যুগস্পন্দন ও যুগের মর্মবাণীর সঙ্গে অধঃপতিত ভারতীয় মুসলমানকে পরিচিত করতে চাইলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যুগস্রষ্টা [স] *বি* যুগের প্রবর্তক। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি একজন পথিকৃৎই ছিলেন না, একজন যুগস্রষ্টাও ছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৬৯।

যুগাতীত [স] *বিণ* কালের অতীত। 'যুগকে স্বীকার করেও যুগাতীত মহিমাভিষিক্ত হন কবি।' *হাই*, ১৯৪৯।

যুগান্ত [স] ১ *বি* যুগের শেষ। 'তারা সব ভাসিয়া বেড়ায় যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* ভিন্ন যুগ। 'স্বদেশে বিদেশে যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *ক্রিবিণ* অন্য যুগ পর্যন্ত। 'যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে।' *জীবন*, ১৯৩২।

যুগান্তকারী [স] *বিণ* নতুন যুগের সৃষ্টিকারী। 'যুগান্তকারী মৌলি গবেষণাসমূহ তাঁহাদের মনে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরি করিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯২৬; 'আজ পৃথিবীতে সে যুগান্তকারী দ্বন্দে সূচনা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যুগান্ত-ঝড় [স] *বি* প্রলয়ঙ্করী ঝড়। 'বাসি য়ুরোপী ঢঙে গোধূ লুটোনো ধুলো খেলা খেলে যুগান্ত-ঝড়ে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

যুগান্তর [স] ১ *বি* যুগের পরিবর্তন। 'যুগান্তরে পৃথিবীস্থ প্রায় যাবদী রাজার বংশাবলী ও চরিত্র পুরাণ ইতিহাস বর্ণনদ্বারা প্রকাশ আছে *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বি* নতুন যুগ। 'পৃথিবীতে জ্ঞান ও ধর্ম প্রচা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যুগান্তরসাধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* যুগান্তর সৃষ্টি করে এমন। 'এ যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশাকে ... চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত করব।' *রবী* ১৯৪০।

যুগান্তসঞ্চারী [স] *বিণ* যুগ থেকে যুগে সঞ্চারিত হয় এমন। 'বই নারী ঘ্রাণ কমনীয় যুগান্তসঞ্চারী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

যুগাবতার [স] ১ *বি* যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'যুগাবতারের কাঙ বেশে করুণ নয়নপাতে ...।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* যুগের মূর্তিম রূপ। 'তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার।' *নজরু* ১৯২৫।

যুগে যুগে *ক্রিবিণ* যুগের পর যুগ ধরে। 'তোমারেই ে ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার, জনমে জনমে, যুগে যু অনিবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যুগোপযোগী [স] *বিণ* যুগের উপযুক্ত। 'বর্তমান শ্রম-বিভাগের আ সংস্কার সাধন করে একে যুগোপযোগী করা দরকার।' *বেগ* ১৯৪৯।

যুগত [স যুক্ত] *বিণ* ন্যায়সঙ্গত। 'এ দেহ রাখিতে মোর নহেত যুগত *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যুগপৎ [স] *ক্রিবিণ* একই সঙ্গে। 'ভুবালকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগ কারুণ্য ও বিস্ময় রসের উদয় হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

যুগপল [স যুগপৎ] *বিণ* যুগপৎ। 'এক নাম কোন দেব যুগপ স্মরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যুগল[১] [স] ১ *বিণ* যুগ্ম। 'ভ্রুহি কাল শাপ যুগল তাহাত।' *বড়ু*, ১৪৫ 'আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুর *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* প্রেমিকযুগল। 'যুগল মুরতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮ 'যুগলরূপে এসেছি গো আবার মাটির ঘরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫। *বিণ* দুজনের। 'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি, যুগল প্রে স্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যুগলচলন [স] *বি* একসঙ্গে চলা; এক সঙ্গে সময়যাপন। 'আমা শুরু হল যুগলচলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

যুগলজীবন [স] *বি* বিবাহিত জীবন। 'তাদের যুগলজীবনে অশা ছায়া ঘনিয়ে আসে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

যুগলতত্ত্ব [স] *বি* রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব। 'রাধাকৃষ্ণের যুগলত মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

যুগলমূর্তি [স] *বি* জোড়ায় জোড়ায় নারীপুরুষ। 'এক-একটা ঘ এমন সত্তর আশি জন যুগলমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যুগলযাত্রা [স] *বি* জোড়বেঁধে চলা। 'এই দুই অংশ দুই নক্ষত্র ব

যুগলযাত্রায় চলা শুরু করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যুগলা [স] *বিণ* জোড়া। 'কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যুগল[২] *বি* একটি ফুলের নাম। 'করঞ্জা যুগল গণা দাড়িম মুদিতমনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যুগস্তনী [স যুগ্মস্তনী] *বি* স্তনযুগল। 'হস্তিনী আকার যুগস্তনী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যুগি, যুগী [স যোগী] **১** *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক।' *ভারত*, ১৭৬০; 'হাড়ি মুচি যুগী জোলা, কত বা সেখের পোলা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* হিন্দু তাঁতি। 'যুগীর বানানো মোটা শাড়িখানাও ধরে রাখতে পারে না ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

যুগিনী [স যোগিনী] **১** *বি* তপস্বিনী। 'যুগিনী হইয়া পাছু লাগি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষের স্ত্রীলোক। 'বেদিনী, যুগিনী, চাড়ালনী, কলুনী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

যুগ্যি [স যোগ্য] *বিণ* উপযুক্ত। 'তুমি কি ঠাট্টার যুগ্যি মানুষ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যুগ্ম [স] **১** *বিণ* জোড়া। 'মৃদু যুগ্ম করে, পলা হেম পরে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* যৌথ। 'প্রতিজ্ঞার বহুলতা, আশ্লেষের যুগ্ম প্রবর্তনা?' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* সহযোগী। 'আনোয়ারা যুগ্ম সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।' *বেগম*, ১৯৪৭।

যুগ্মতা [স] *বি* জোড়া। 'যুগ্মতায় জ্বলে চাওয়া-পাওয়ায়।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

যুগ্যি [স যোগ্য] *বিণ* উপযুক্ত। 'একাধিক বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ও তাঁদের জননী।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

যুজদান [ফা] *বি* গ্রন্থাদি জড়িয়ে রাখার কাপড়। 'কাঠমোল্লার মউলবির যুজদানে ইসলাম কয়েদ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

যুঝা [স যুদ্ধ>] **১** *ক্রি* যুদ্ধ করা। 'সাজিয়া আসিল যুঝিবার।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* বাধাবিঘ্নের মোকাবেলা করা। 'যুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **যুঝএ** *ক্রি* যুদ্ধ করে। 'অগ্রগণ্য সঙ্গে হিন্দু যুঝএ একান্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **যুঝার** *ক্রি* যুদ্ধ করার। 'ত্রিভুবনে নাহি তান সমান যুঝার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **যুঝিতে** *ক্রি* যুদ্ধ করতে। 'হেন বীর সনে রাজা কে যুঝিতে পারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **যুঝিবার** *ক্রি* যুদ্ধ করতে। 'সাজিয়া আসিল যুঝিবার।' *বিজয়*, ১৬৫০। **যুঝিল** *ক্রি* যুদ্ধ করলো। 'ত্রয়োদশ দিবস যুঝিল এহি মতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **যুঝে** *ক্রি* যুদ্ধ করে। 'তারকের গুণনাশে সুলোচনা যুঝে রোষে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যুঝাযুঝি *বি* পরস্পর লড়াই। 'মুক্তি আর বন্ধনের যুঝাযুঝির মাঝে পড়ে সে কাহিল হয়ে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২২।

যুঝুয়া [স যুদ্ধ>] *বিণ* যুদ্ধবাজ। 'সৈন্যের নাহিক অন্ত যুঝুয়া সকল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যুটানো [স যূথ] *ক্রি* জোগাড় করা। 'আমি পুরাণ হয়েছি, বুঝি নূতন যুটয়ে দিছিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যুড়া[১] [স যুগ্ম>] *ক্রি* যুক্ত হওয়া। **যুড়ি** *ক্রি* যুক্ত ক'রে। 'ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **যুড়িয়া** **১** *ক্রি* জুড়ে। 'আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *ক্রি* যুক্ত করে। 'দুইখানি ডিঙ্গী নৌকা যুড়িয়া।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। **যুড়িল** **১** *ক্রি* জুড়লো। 'আস্তে ব্যস্তে পদ্মাবতী যুড়িল ধ্যান।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* ব্যাপ্ত হলো। 'গগন জুড়িল গন্ধবাসে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **যুড়ী** *ক্রি* যুক্ত ক'রে। 'যুড়ী রসনে রসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যুড়ীবাক** *ক্রি* জোড়া দিতে। 'ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যুড়া[২], **যুড়ানো** **১** *ক্রি* ঠাণ্ডা হওয়া। 'শীতল বাতাস বয় যুড়ায় শরীর।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *ক্রি* স্বস্তি পাওয়া। 'শরীর যুড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যুত [স যুক্ত] **১** *বিণ* যুক্ত। 'দেউল অচম্বিত কাঞ্চন কলসি/ যুত হইল সভে সবিস্ময়মতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অনেক। 'বিবিধ বিধানে যুত রূপ নিয়োজিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* অধিকারী। 'হারিস নবীর খুড়া সর্বগুণ যুত।' *সুলতান*, ১৭০০।

যুতা *বিণ* যুক্তা। 'নাগমতী দুঃখ যুতা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যুতবেধ [স] *বি* জ্যোতিষশাস্ত্রমতে লগ্নের সপ্তম স্থানে প্রতিকূল গ্রহস্থিতি। 'কন্যা যুতবেধ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যুতি[১], **যুতী**[১] [স জ্যোতি] *বি* জ্যোতি। 'মুকুতাসদৃশ তোর দসনের যুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নয়নের যুতি হৈল নষ্ট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যুতি[২] [স যুক্ত] *বিণ* যৌথ। 'এক যুতি হিসাবি বহি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

যুতী[১] *দ্র* যুতি[১]

যুতী[২] [স যূথী] *বি* জুঁই ফুল। 'মালতী মল্লিকা যুতী চম্পকের মালা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যুৎসই *বিণ* উপযুক্ত; সবল। 'দুর্বল শরীরটা ঠিক যুৎসই হয়নি তখনও।' *বিমল*, ১৯৫৩।

যুথি, যুথী [স যূথী] *বি* জুঁই ফুল। 'শেবতী কনক যুথী সুথী কনক কেতকী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'জাতী যুথি আর মল্লিকা সুন্দর অলি পিয়ে মকরন্দ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যুথিকা [স যূথিকা] *বি* জুঁই ফুল। 'কনক যুথিকা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যুদ্ধ [স] *বি* সমর। 'যুদ্ধ স্থানে গিয়া কৃষ্ণ অদ্ভুত মূর্ত্তি কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

যুদ্ধ-অপরাধ [স] *বি* যুদ্ধের সময়ে সংঘটিত হত্যা-নির্যাতনসহ নানা ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধ। 'নরপশুদের হাজির করা হবে বাংলাদেশের গণআদালতে তাদের যুদ্ধ-অপরাধের জন্য শাস্তি গ্রহণ করতে।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

যুদ্ধ-আস্ফালন [স] *বি* যুদ্ধের তোড়জোড়। 'নাই কোনো যুদ্ধ-আস্ফালন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

যুদ্ধংদেহি, যুদ্ধংদেহী [স] **১** *বি* লড়াইয়ের আহ্বান। 'এক মুহূর্তেই 'যুদ্ধং দেহী' বলিয়া যে পক্ষ রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* যুদ্ধ করতে চায় এমন; যুদ্ধের উপক্রমকারী। 'যুদ্ধং দেহি বলিয়া সমরাহ্বান।' *মোসলেম*, ১৯২৭। **৩** *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'ডাক্তার সাহেবের এই যুদ্ধংদেহি সুরে হালিম খুবই নরম হইয়া বলে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যুদ্ধকলা [স] *বি* রণবিদ্যা। 'বিচিত্র পামরি গায় পারিজাতমালা/ বৈরিবিশেষে ধায় পাইক জানে যুদ্ধকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যুদ্ধকাণ্ড [স] *বি* যুদ্ধের ঘটনা। 'যুদ্ধকাণ্ড বড়ই কঠিন!' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত ছয় কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যুদ্ধকাব্য [স] *বি* যুদ্ধের কাহিনীনির্ভর কাব্য। 'যুদ্ধকাব্য হলেও সেকান্দারনামা রোমান্সের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত থাকেনি।' *হাই*, ১৯৫৪।

যুদ্ধকাল [স] *বি* যুদ্ধের সময়। 'যুদ্ধকালেও হস্তী লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেন।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

যুদ্ধকালীন [স] *বিণ* যুদ্ধ চলার সময়ে সংঘটিত। 'যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির কথা প্রসঙ্গে দুইটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যুদ্ধকুশল [স] *বিণ* রণদক্ষ। 'উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সেইসব দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধকুশল জাতিকে স্থাপিত করেছেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

যুদ্ধকুশলতা [স] *বি* রণদক্ষতা। 'রাষ্ট্রজীবনের আলোচনায় কেবল দুর্ভেদ্য সীমান্ত আর তার যুদ্ধকুশলতার কথা ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

যুদ্ধকৌশল [স] *বি* যুদ্ধের কৌশল। 'সৈন্যদিগের যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্রচালনা দেখিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

যুদ্ধক্রিয়া [স] *বি* যুদ্ধকর্ম। 'তাঁদের মনন একটা যুদ্ধক্রিয়া।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

যুদ্ধক্ষেত্র [স] *বি* যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে। 'যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যুদ্ধগামী [স] *বিণ* যুদ্ধবাজ। 'মুসোলিনী যুদ্ধগামী বর্বরের মতো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

যুদ্ধজয়ী [স] *বিণ* যুদ্ধে জয়ী হয়েছে এমন; রণজয়ী। 'যুদ্ধজয়ী শৈব সন্ন্যাসীরা ১৮০০০ বৈরাগীকে রণভূমিতে নিপাত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যুদ্ধজাহাজ [স যুদ্ধ+আ জাহাজ] *বি* যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত জাহাজ; রণতরী। 'যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের যেমন ... জাহাজ ডোবানোই বড় ব্যবসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'একটা যুদ্ধজাহাজ।' *অবন*, ১৯২৫।

যুদ্ধজীবী [স] *বিণ* যোদ্ধা; যুদ্ধ করে জীবনধারণ করে এমন। 'যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জনের কঠিন হৃদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যুদ্ধজ্ঞান [স] *বি* যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। 'তাঁহার যুদ্ধজ্ঞান কিছুই ছিল না।' *সংসঙ্গ*, ১৮৯৮।

যুদ্ধদীক্ষা [স] *বি* যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষা অর্জন। 'অর্জুনের যুদ্ধদীক্ষা তেমনি কৃষ্ণের কাছে থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যুদ্ধনিরত [স] *বিণ* যুদ্ধে ব্যাপৃত। 'বর্ত্তমান যুদ্ধনিরত, উন্মাদগ্রস্ত ইউরোপের কথা বলছি না।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

যুদ্ধনীতি [স] *বি* যুদ্ধের আইন-কানুন। 'ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

যুদ্ধনীতিজ্ঞ [স] *বিণ* যুদ্ধের নিয়মনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। 'যুদ্ধ নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহা সম্মত নহে।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

যুদ্ধপরামর্শদাতা [স] *বি* যুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা। 'তিনি জর্মনদের যুদ্ধপরামর্শদাতা ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

যুদ্ধপার্বণ [স] *বি* যুদ্ধরূপ উৎসব। 'সে যুগে যুদ্ধপার্বণ বারো মাসে তেরো বার হত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

যুদ্ধপ্রচেষ্টা [স] *বি* যুদ্ধের আয়োজন। 'যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

যুদ্ধপ্রবৃত্তি [স] *বি* যুদ্ধ করার স্পৃহা। 'তা যদি হয় ত যুদ্ধপ্রবৃত্তির মূল, মানুষের super nature-এ পাওয়া যাবে না।' *প্রমথ*, ১৯২১।

যুদ্ধপ্রীতি [স] *বি* যুদ্ধের প্রতি অনুরক্তি। 'যুদ্ধপ্রীতি ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের নয়।' *প্রমথ*, ১৯২১।

যুদ্ধফেরত [স যুদ্ধ+ফেরত] *বিণ* যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে এমন। 'হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল/ যুদ্ধফেরত এক কনভয় –।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

যুদ্ধবন্দিনী [স] *বি* যুদ্ধে অবরুদ্ধ নারী। 'যুদ্ধের পর মাল ভাগ হোত। যুদ্ধবন্দিনীরাও মাল।' *শওকত*, ১৯৭২।

যুদ্ধবাজ [স যুদ্ধ+ফা বাজ] **১** *বিণ* যুদ্ধ পছন্দ করে এমন। 'যুদ্ধবাজ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ... পাকভূমিতে আক্রমণ চালাইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩। **২** *বি* যুদ্ধ করা যার স্বভাবজাত ব্যাপার। 'ভারতীয় যুদ্ধবাজদের উপযুক্ত শিক্ষা।' *বেগম*, ১৯৬৫। **৩** *বিণ* যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত। 'যুদ্ধবাজ সাইরেনে উচ্চকিত কৈশোর আমার গলির বিধ্বস্ত ঘরে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

যুদ্ধবিগ্রহ [স] *বি* যুদ্ধ বিবাদ। 'যুদ্ধবিগ্রহাদি সম্পর্কীয় নানা আখ্যায়িকা হইতেই ইতিহাসের সূত্রপাত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

যুদ্ধবিদ্যা [স] *বি* যুদ্ধ সংক্রান্ত বিদ্যা। 'যুদ্ধবিদ্যার অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকাতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

যুদ্ধবিধ্বস্ত [স] *বিণ* যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত। 'মনোহরদী থানার যুদ্ধবিধ্বস্ত ও বন্যাদুর্গত অঞ্চল সফর করেন।' *বেগম*, ১৯৭২।

যুদ্ধবিভাগীয় [স] *বিণ* যুদ্ধনীতি নির্ধারক বিভাগের। 'যুদ্ধবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ সংগ্রামপরিচালনকার্য্যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যুদ্ধবিরতি [স] *বি* যুদ্ধের সাময়িক স্থগিত অবস্থা। 'যুদ্ধবিরতি ... সীমানার অপর পার হইতে যে খবরটুকু এখানে আসিতে পারিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

যুদ্ধবিরোধ [স] *বি* যুদ্ধ ও প্রতিকূলতা। 'অনেক যুদ্ধবিরোধের পরে হিন্দুসভ্যতা যাহাদিগকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যুদ্ধবিশারদ [স] *বিণ* যুদ্ধ বিষয়ে পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'যাঁহারা মহাবলপরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

যুদ্ধবীর [স] **১** *বিণ* রণনিপুণ। 'অর্জ্জুন যুদ্ধবীর।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। **২** *বি* বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে। 'রুদ্র-প্রতাপ হে যুদ্ধ-বীর, আজি প্রবুদ্ধ নব তলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

যুদ্ধব্যবসায়ি [স যুদ্ধব্যবসায়ী] *বি* যুদ্ধবাজ লোক। 'এতদ্বিষয়ে ইউরোপের যুদ্ধব্যবসায়িদিগের এক মহৎগুণ আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যুদ্ধ-ভূম [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'তরুণ চাহে যুদ্ধ-ভূম!/ মুক্তি-সেনা চায় হুকুম!' *নজরুল*, ১৯২৪।

যুদ্ধভূমি [স] *বি* রণক্ষেত্র। 'যুদ্ধভূমিতে মুসলিম নারী পুরুষের সহগমন করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

যুদ্ধযাত্রা [স] *বি* যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গমন। 'বহু সম্মানিত পরিবারের স্ত্রীলোকরা যুদ্ধযাত্রা করেননি?' *বেগম*, ১৯৪৯; 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

যুদ্ধযাত্রী [স] *বি* যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে যে। 'জীবিতেশ্বরী! আমি যুদ্ধযাত্রী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

যুদ্ধরঙ্গ [স] *বি* রণলীলা। 'নানা ভাবে-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যুদ্ধরত [স] *বিণ* যুদ্ধ করছে এমন। 'যুদ্ধরত তুরস্কের জন্য চাঁদা আদায়।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

যুদ্ধরীতি [স] *বি* কৌশল। 'বিবাহে তাঁদের যুদ্ধরীতি ভিন্ন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

যুদ্ধশিক্ষক [স] *বি* সমরবিদ্যার শিক্ষক। 'যুদ্ধ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা দর্শনার্থ তাঁহারদের সঙ্গে তথায় গমন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যুদ্ধশিবির [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপিত অস্থায়ী সেনানিবাস। 'তোমরা কি যুদ্ধশিবিরের রীতি জান না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

যুদ্ধশীল [স] *বিণ* যুদ্ধবাজ। 'যুদ্ধশীল সেনাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যুদ্ধসজ্জা [স] *বি* যুদ্ধের বেশধারণ। 'আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

যুদ্ধসজ্জা করা *ক্রি* যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। 'সংবাদ রুমদেশের ভূপতি পাইয়া আপনিও যুদ্ধ সজ্জা করিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

যুদ্ধ-সভা [স] *বি* যুদ্ধ সংক্রান্ত সভা। 'এই কর্তারা নিত্য-সভা, নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা প্রভৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যুদ্ধসাজ [স] *বি* আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি। 'গোরার আজিকার এই-যে সাজ ইহা যুদ্ধসাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যুদ্ধ-সাধ [স] *বি* যুদ্ধ করার বাসনা। 'তুমি সভ্যতা-গর্বীদের মিটাওনি শুধু যুদ্ধ-সাধ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

যুদ্ধস্থান [স] *বি* যুদ্ধের মাঠ। 'এক সিপাহী যুদ্ধস্থান হইতে প্রত্যাগমন কালীন রাজপথ দিয়া গৃহে যাইতেছিল।' *মধু*, ১৮৫৭।

যুদ্ধহীন [স] *বিণ* যুদ্ধশূন্য। 'লক্ষ্যহীন যুদ্ধহীন মিলিটারি ট্রাক।' *জীবন*, ১৯৩২।

যুদ্ধাধিকারান্তে [স] *ক্রিবিণ* যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকৃত করার পরে। 'যুদ্ধাধিকারান্তে, বিগ্রহলব্ধ বস্তুর বিভাগে বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ড লাভ করিয়া ...।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭৪।

যুদ্ধান্ত [স] *বি* যুদ্ধ শেষ। 'বৃত্তিগুলো কি সেই যুদ্ধান্তের সন্ধিশর্ত নয়?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

যুদ্ধায়োজন [স] *বি* যুদ্ধের প্রস্তুতি। 'মজিদের দল আর যুদ্ধায়োজনে বাধা দিবে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যুদ্ধারম্ভ [স] *বি* যুদ্ধের শুরু। 'বর্ষার যুদ্ধারম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

যুদ্ধার্থী [স] *বিণ* যুদ্ধ করতে চায় এমন। 'চিত্তোর রাজার দূত অথবা যুদ্ধার্থী মল্লদেব।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

যুদ্ধাস্ত্র [স] *বি* যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় যে অস্ত্র। 'যুদ্ধাস্ত্র ধনুর্ব্বাণ ও টাঙ্গী ইহাতে তাহারা অতিপারগ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

যুদ্ধোত্তর [স] *বিণ* যুদ্ধ-পরবর্তী। 'যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় দারিদ্র্যপীড়িত মুছলমান।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

যুদ্ধোৎসাহ [স] *বি* যুদ্ধ করার আগ্রহ। 'এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে অস্ত্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

যুদ্ধোদ্যতা [স] *বিণ স্ত্রী* যুদ্ধ করতে উদ্যত এমন। 'তখন তাহাদিগকে যুদ্ধোদ্যতা চামুণ্ডা বলিয়া বোধ হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

যুদ্ধোদ্যম [স] *বি* লড়াই করার উৎসাহ। 'কয়েকটি মাত্র গুলি চালাবার পরই তাঁর যুদ্ধোদ্যম ক্ষান্ত হয়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

যুধ্যমান [স] *বিণ* যুদ্ধরত। 'এই যন্ত্রদ্বয় যুধ্যমান শক্তিপুঞ্জের মহোপকার সংসাধন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আমার সেই সময়ের আন্তরিক কষ্ট যুধ্যমান মহাভূতদিগের প্রচণ্ডতাকে আঘাত করিয়াছিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

যুন [ই জুন] *বি* জুন মাস। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'হাল করমাইসের কিস্তিবন্দি বিমরজীম নাগাএদ যুন মাহা ২৯৪৪ থান কাপড় তলব।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

যুনেদ [ই জুলাই] *বি* জুলাই মাস। '১৬ই যুনেদ বাঙ্গালা সন ১১৭৬।' *ওর্মা*, ১৭৭০।

যুব [স] **১** *বিণ* যুবক বয়সী। 'আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* তরুণ। 'সুশিক্ষিত সাহসিক যুবগণ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

যুবজন [স] *বি* যুবক। 'আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যুবজানি [স] *বি* যুবতী স্ত্রীর স্বামী। 'পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব জানি।' *ভারত*, ১৭৬০।

যুবত্ব [স] *বিণ* যৌবনপ্রাপ্ত। 'দেখিতে দেখিতে হল্য যুবত্ব শরীর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যুবশক্তি [স] *বি* যুবসমাজরূপ শক্তি। 'সরলা দেবীও বহু পথে বহুরূপে দেশের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

যুবো [স যুব] *বি* যুবক। 'যত কালের যুবো, যেন সুবো, ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যুবক [স] **১** *বিণ* তরুণ; প্রাপ্তযৌবন। 'যুবক কাহ্নের বারেক রাখহ পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। 'প্রমোদপুরের যুবক-যুবতীদের নবীন হৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* কমবয়সী। 'মুনশী সাহেবের যুবক-পুত্র শফিউদ্দিন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

যুবকত্ব [স] *বি* তারুণ্য; যুবকের বৈশিষ্ট্য। 'অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জ্জলা যৌবনের জোরেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

যুবকবর [স] *বি* যুবকশ্রেষ্ঠ। 'মিলাইব সুন্দর যুবকবর সঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যুবকী [স] *বি* যৌবন। 'যুবকী বিহনে নারী যুবাজন রঙ্গ হেরি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যুবতা [স] *বি* যুবক। 'তথাচ যৌবনে মান্যা হইবে যুবতা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যুবতি, যুবতী [স] *বি স্ত্রী* যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে যে। 'সহজে রূপসী নব যুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হীরামণি দেখি উঠি বসিলা যুবতি।' *আলাওল*, ১৬৫০।

যুবতিযৌবন, যুবতীযৌবন [স] *বি* যুবতীর যৌবন। 'ফুলকুল – চক্ষু-বিনোদন, যুবতীযৌবন যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যুবতিসমাজ, যুবতীসমাজ [স] *বি* যুবতীর দল; যুবতীরা। 'হরষিত ভৈল সব যুবতীসমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যুবন [স] *বি* তরুণ প্রজন্ম। 'পৌত্র প্রপৌত্র ইত্যাদিকে যুবন বলা যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যুবরাজ [স] *বি* রাজার পুত্র। 'চলিলা হে যুবরাজ রাজার আরতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যুবরাজমহিষী [স] *বি* যুবরাজের স্ত্রী; যুবরাজ্ঞী। 'মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যুবরাণী [স যুব+স রাজ্ঞী] *বি* রাজকন্যা। 'যুবরাণীকে কলিকাতার নির্ম্মিত এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

যুবা [স] ১ *বি* যুবক। 'তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বালবৃদ্ধ যুবা কিবা এই রসে রাত্রদিবা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* তরুণ। 'তিনজন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ি যুবা।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

যুবা কাল [স] *বি* যৌবনাবস্থা। 'জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবা কালে হরিনাম লওয়াইল প্রভু নানা ছলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যুবাচ্ছত্র [স যুবাছাত্র] *বি* তরুণ ছাত্র। *দর্পণ*, ১৮৩০।

যুবাজন [স] *বি* যুবক। 'যুবকী বিহনে নারী যুবাজন রঙ্গ হেরি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যুবাদল [স] *বি* যুবকের দল। 'অগ্র-পথিক রে যুবাদল।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'মোরা যুবাদল, সকল আগল/ ভাঙিতে চলেছি ছুটি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

যুবাপুরুষ [স] *বি* যুবক। 'কতিপয় যুবা পুরুষ অম্লান বদনে করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'কুমারসেন উদ্ধত যুবাপুরুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

যুবাবয়স [স] *বি* যৌবনকাল। 'তখন তাঁহার যুবাবয়স ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

যুবা-বয়সী [স] *বিণ* তরুণ বয়সের। 'সহচরদের মধ্যে সকলেই ছিল শহরের যুবা-বয়সী ধনী সন্তান।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

যুযু [স জু] *বি* জুজু; ভয় দেখানোর জন্য কল্পিত অশরীরী সত্তা। 'আমাদের দেশের মেয়েরা কোলের বাচ্চাদের শাসন করতে আর কান্না থামাতে যুযুর ভয় দেখিয়ে থাকেন।' *হাই*, ১৯৫৮।

যুযুৎসু [জা জুজুৎসু] ১ *বি* জাপানি কুস্তিপদ্ধতি বিশেষ। 'স্ত্রীরা সব যুযুৎসু জানেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। ২ *বি* যুদ্ধবাজ ব্যক্তি। 'যুযুৎসুরে ক্ষমিতে শেখাও অপরের অপঘাত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

যুযুৎসুবিদ *বি* জাপানি কুস্তিবিদ্যা জুজুৎসু জানে যে। 'তাদের অনেকে আবার ডনগির কুস্তিগির ও যুযুৎসুবিদ।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

যুযুধান [স] *বিণ* যুদ্ধময়। 'যুযুধান রাত্রি আর দিনের বন্ধুর পথ পিছে ফেলে নিয়ে যাও ত্রিকালের শান্ত সমতলে।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৮।

যুয়ানো *ক্রি* যোগ্য হওয়া। 'তোমার ঐছে করিতে না যুয়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **যুয়ায়** *ক্রি* যোগ্য হয়। 'অবিরত রস নিদ্রা তাহার যুয়ায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যুলাই [ই] *বি* জুলাই মাস। 'ইতি সন ১১৯৯ ইং ১৭৯২ তাং ১ যুলাই ২০ আসাঢ়।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

যুলুম [আ] *বি* অত্যাচার। *ক্যালগে*, ১৭৮৯। *দ্র* **জুলুম**

যুহুদ [আ য়হুদী] *বি* ধর্মীয় সম্প্রদায়বিশেষ। 'যুহুদের হাতে মুঞি যুহুদ কাটাইলুঁ।' *সুলতান*, ১৭০০।

যূই [স যূথী] *বি* জুঁই ফুল। 'যূই, কন্যের সই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

যূথ [স] *বি* দল। 'জল নিতে যূথে যূথে যুবতীর মেলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যূথচারী [স] *বি* যে জন্তু বা পাখি দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। 'টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

যূথনাথ [স] ১ *বি* দলপতি; দলের সর্দার। 'কত যে যূথনাথ গদাঘাতে নাশিলা অলকানাথ।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* বন্য হাতিসমূহের দলপ্রধান। 'কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ – কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

যূথপতি [স] *বিণ* বন্য হাতিসমূহের দলপ্রধান। 'যূথপতি হস্তী কিংবা খাণ্ডার গণ্ডার।' *সিকান্দার*, ১৯৬৩।

যূথবদ্ধ [স] *বিণ* দলবদ্ধ। 'তাঁরা যূথবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

যূথভ্রষ্ট [স] *বিণ* দলছুট; দল থেকে বিচ্ছিন্ন। 'হঠাৎ উঠেছে এক-একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

যূথভ্রষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* দলছাড়া। 'পদ্মাবতী ... যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, বিষণ্ণবদনে রোদন করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যূথসত্তা [স] *বি* সমষ্টি সত্তা। 'ব্যক্তিসত্তা যেন যূথসত্তার মধ্যে বিলুপ্ত না হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

যূথহারা [স] *বিণ* দলছুট। 'কুলকামিনী যূথহারা কুরঙ্গিণীর ন্যায় অচিরাৎ ধরাশায়িনী হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

যূথী, যূথি [স] *বি* জুঁই ফুল। 'শ্বেত কনক যূথী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যূথি গন্ধরাজ ফুল, নাগকেশর বকুল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যূথিকা [স] *বি* জুঁই ফুল। 'আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

যূথীবন [স] *বি* জুঁই ফুলের বন। 'যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

যূপ [স] *বি* বলির পশুকে যে কাঠের খণ্ডে বাঁধা হয়; হাঁড়িকাঠ। 'এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যূপকাঠ [স যূপকাষ্ঠ] *বি* যে দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে পশু বলি দেওয়া হয়। 'সেই যূপকাঠে নিজেই বলির পশু।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

যূপকাষ্ঠ [স] *বি* যে দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে পশু বলি দেওয়া হয়। 'সামাজিক যূপকাষ্ঠে কন্যা-দুটিকে বলি।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'যথা প্রাণ দেয় বলির নারীরা যূপকাষ্ঠের ফাঁসে –।' *নজরুল*, ১৯২৯।

যূষ [স] ১ *বি* ঝোল; সুরুয়া। 'যূষের গুণেতে হয় মেহের সংহার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* রস। 'মৃত্তিকা নিজের যূষ টের পায়।' *জীবন*, ১৯৪০।

যূষ্য [স যূষ] *বি* যূষ; ঝোল। 'ছাগল গাড়র কভু নাহি খাই যূষ্য।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যে [পা] ১ *সর্ব* নির্দিষ্ট ব্যক্তি। 'যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* যা। 'যে কহিলুঁ কে কহিল তোহ্মার বিদিত।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *অব্য* যে (সংশয়-প্রকাশে)। 'অজ্ঞান কুমতি কি জানি যে স্তুতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৪ *বিণ* যেমন। 'যে রূপ গুণবান ছিলেন তাহা কহি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যেঅবধি *ক্রিবিণ* যতদিন থেকে। 'কোম্পানির আইনের দ্বারা সতীহওন যেঅবধি রহিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

যেই ১ *বি* যা। 'জাহার চিত্তে যেই ছিল তেমনি দেখিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *সর্ব* যে। 'নুরনবী কাণ্ডারী আছএ যেই নাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যেখন [পা যে+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* যখন। 'ইব্রাহিম পয়গাম্বর আছিল যেখন।' *সুলতান*, ১৭০০।

যেখনে *ক্রিবিণ* যে সময়ে। 'যেখনে শরীরে প্রাণ হইছে সঞ্চার।' *সুলতান*, ১৭০০।

যেখানে [পা যে+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* যে জায়গায়। 'যেখানে ২ দেখ আছয়ে বিশাল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যেখানে-খুশি *ক্রিবিণ* পছন্দমতো জায়গায়। 'যেখানে-খুশি অকস্মাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

যেখানে সেখানে *ক্রিবিণ* সবখানে; সর্বত্র। 'যেখানে সেখানে দেখি তিসির ভজন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'যেখানে-সেখানে, পথে-ঘাটে, ফুল মাড়িয়ে চলতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

যে জন *সর্ব* যে ব্যক্তি। 'এ লোক ও লোক যে জন খাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যেজনা *সর্ব* যাকে। 'বৃদ্ধের বাসনা হয় যেজনা দেখিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যেটা *সর্ব* যা। 'যেটা ভাল বলিয়া জানিলাম সেটা ভাল রকম হইয়া উঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'যার যেটা নিকটবর্তী, যার যেটা সহজসাধ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

যেটুকু *বিণ* অল্প যে পরিমাণ। 'আমার নিজের দুঃখের কথা ভাবিবার যেটুকু সময় পাইয়াছি, একজন আসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮; 'সকল মানুষের যেটুকু ভালো সেটুকু ওঁর ভোগে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'খাও একা পাও যেথায় যেটুক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

যে দিকে জল পড়বে সে দিকেই ছাতি ধরবে – অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা। 'শেষে যে দিকে জল পড়বে সে দিকেই ছাতি ধরবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

যে পাতে খায়, সেই পাতে হাগে – যে উপকার করে, তারই ক্ষতি করে। 'আজকালের মানুষের ধর্মই হইল, যে-পাতে খায় সেই পাতে হাগে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

যেবা ১ *ক্রিবিণ* যা-ই। 'সে করিহ তবেঁ যেবা থাকে তোর মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *সর্ব* যে-কেউ। 'তাহে গড়াগড়ি দেয় যেবা প্রেমে নৃত্য করে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যে বিয়ের যে মন্তর – পরিস্থিতি অনুসারে কাজ। 'যে বিয়ের যে মন্তর।' *তারা*, ১৯৪২।

যে যারে দেখতে নারে, সে তারে হাঁটনায় খোঁড়ে – যার যে বিষয় অপছন্দ, সে সেই বিষয়ের ত্রুটি অন্বেষণ করে। 'যে যারে দেখতে নারে, সে তারে হাঁটনায় খোঁড়ে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

যেরকম [যে+আ রকম] *বিণ* যেমন। 'যেরকম অনুর্বর মরুভূমি মনে করে রেখেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যে রক্ষক সেই ভক্ষক – যে দায়িত্বপালনকারী সেই অনিষ্টকারী। 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক – এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূস্বামীদিগের ব্যবহারদৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যে রাধে সে কি চুল বাঁধে না? – বড় বড় কাজের মধ্যে ছোট ছোট কাজও করা সম্ভব। 'ওলো যে রাধে সে কি চুল বাঁধে না?' *গৌর*, ১৮২২।

যেরূপ *ক্রিবিণ* যেমন। 'ক্রিয়া কর্ম এইক্ষণে যেরূপ করিতেছ তাহা নিন্দিত।' *কেরি*, ১৮০২।

যেরূপে *ক্রিবিণ* যে প্রকারে। 'মূর্তি মুখে তোহ্মারে যেরূপে নিন্দা করে।' *সুলতান*, ১৭০০।

যে সকল ১ *বিণ* যেই সকল। 'যে সকল নারী কান্দি আছে কুঁই কাড়ি।' *সুলতান*, ১৬৫০। **২** *বিণ* যেই সব। 'যে সকল মুলুকের তোফাজাত ও নজর নেবার বারণ মানা লিখিয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

যে সে ১ *সর্ব* যে-কেউ। 'কেহো বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন/ কেহ বলে যে সে হউ মনুষ্য নহেন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *সর্ব* নগণ্য কেউ। 'ভাষা শুনেই বোঝা গেল লোকটি যে-সে নন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

যেওর [ফা জীওয়ার] *বি* সাজপোশাক। 'নানা প্রকার যেওর-অলংকার।' *মনসুর*, ১৯৫০; 'যোলেখাকে অনেক যেওর-গহনা ও যৌতুক দিয়া ... বিবাহ করিয়াছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

যেচে [স যাচনা>] *ক্রিবিণ* স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। 'হরিনাম যেচে দিলে অধম চণ্ডালে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যেচে মান কেঁদে সোহাগ নেওয়া – সাধাসাধি করে কিছু আদায় করা। 'যেচে মান কেঁদে সোহাগ কেন নিতে যাই?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যেদ্দ [আ জিদ্দ] *বি* জিদ। 'ব্রাহ্মণের নিতান্ত যেদ্দেতে এই মত হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

যেহ্না *ক্রিবিণ* যেমন। 'যেহ্না মুদ্দার সেঁইয়া জ্বালা।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

যেথা [স যত্র>] *ক্রিবিণ* যেখানে। 'চূড়া বেন্ধে যাব চল যেথা কমল-আঁখি।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০।

যেথায় *ক্রিবিণ* যেখানে। 'যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চিরকুমারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যেথায় সেথায় *ক্রিবিণ* যেখানে সেখানে। 'তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যেথা সেথা *ক্রিবিণ* যেখানে সেখানে। 'যেথা সেথা ঠাঁই সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

যেন [স] **১** *ক্রিবিণ* যেরূপ। 'রাত্র কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *অব্য* অনুমান প্রকাশক শব্দ। 'নদী যেন সমুদ্র মিলিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *অব্য* উপমা-জ্ঞাপক শব্দ। 'পীযূষ প্রকাশে যেন পদের গাঁথুনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যেন তেন প্রকারেণ [স] – যেকোনো উপায়ে। 'যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

যেনমণে *ক্রিবিণ* যেমন ইচ্ছা। 'ফুল তুলী লআঁ যাহ যাহার যেনমণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যেনমতি *ক্রিবিণ* যেরূপে। 'যেনমতি লয়াও যাহার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যেনমতে *ক্রিবিণ* কোনো একপ্রকারে। 'আত্মতন্ত্রে যেনমতে বৈসেন পাতাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যেনমনে *ক্রিবিণ* যে প্রকারে। 'প্রদ্যুম্ন যুদ্ধ কৈল যেনমনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

যেনা [আ জিনা] *বি* বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসঙ্গম। 'যেনা করলে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ছুড়ে মার।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

যেনাকার *বি* ব্যভিচারকারী। 'পাথর ঢেলাতে থাক যতক্ষণ না

যেনাকার বা জেনাকারিণীর মৃত্যু হয়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

যেনি *সর্ব* যিনি। 'মপসল আদালতের কর্ত্তা যেনি ছিলেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

যেমত [স যৎ+মত] ১ *বিণ* যে প্রকার। 'যেমত ব্যবহার য়াছে পালে জন্তু করি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* যেমন। 'পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যেমতি ১ *বিণ* যেরূপ। 'ভবমায়াজালে আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'যেমতি নবীন শিশু জননীর কোলে ... সুষুপ্ত অঘোর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *ক্রিবিণ* যেভাবে। 'যেমতি মাতঃ বসিলা আসিয়া বাল্মীকির রসনায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *ক্রিবিণ* যেমন। 'বিলম্বে যেমতি তুই হারালি বিশ্বাস।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যেমতে *ক্রিবিণ* যে প্রকারে। 'ঘরে ঘরে মধুপুরি ভ্রমিল যেমতে।' *মালাধর*, ১৫০০।

যেমন [স যস্মিন] ১ *ক্রিবিণ* যেভাবে। 'অন্তঃপুরে থাকিবা যেমন করি স্থির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *অব্য* যেরূপ। 'বাঙ্গলাদেশের লোক এই ত্রিবিধ শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ বিষয়ের যেমন উদাহরণস্থল এমত আর দ্বিতীয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *ক্রিবিণ* যেইমাত্র। 'যেমন বেরবে, অমনি খাঁচার ভিতরে যাবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

যেমন উনুন মুখো দেবতা, তেমনই ছাই-পাঁশ নৈবিদ্যি – একই স্বভাবের। 'বনে উঠল, যেমন উনুন মুখো দেবতা, তেমনই ছাই-পাঁশ নৈবিদ্যি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

যেমন কর্ম/কর্ম্ম তেমন ফল – কাজ অনুযায়ী ফল। 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল পাইয়াছি।' *রামরাম*, ১৮০২।

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর – উপযুক্ত সাজা প্রদান। 'স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর পাস রে মান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

যেমন-কে-তেমন – যে-রকম ছিলো ঠিক সে-রকম। 'সারা রাত্রে দেওয়ালটি ঠিক যেমন-কে-তেমন পুরু হইয়া থাকিবে।' *মনসুর*, ১৯৫০।

যেমন-খুশি *বি* যা ইচ্ছে তেমন। 'তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে ছিল বালগোপালের লীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

যেমনতরো *বিণ* যেরকম। 'মত হিসাবে একটা কথা যেমনতরো শুনিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যেমন তেমন ১ *বিণ* যে কোনো প্রকার। 'ব্যাপার করা যেমন তেমন আসলে খাঁ'দ মিশালি।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিণ* অতি সাধারণ। 'যেমনতেমন একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হইয়া যাওয়াই ভালো।' *মানিক*, ১৯৪০।

যেমন-তেমন করে *ক্রিবিণ* অগোছালোভাবে; কোনোরকমে। 'জিনিসপত্র যেমন-তেমন করে চর্মপেটিকের মধ্যে প্রবিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যেমন তেমনি ভাবে *ক্রিবিণ* কোনোরকমে। 'জীবন আমার চলছে যেমন তেমনি ভাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

যেমন দান তেমন দক্ষিণা – যেমন পারিশ্রমিক তেমন কাজ। 'চৌকি পাহারাও সেই প্রকার – যেমন দান তেমন দক্ষিণা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

যেমন দেবা তেমনি দেবী – নারী-পুরুষ দুজনই অভিন্ন প্রকৃতির। 'এই যেমন দেবা তেমনি দেবী মিলেচে ভাল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যেমনধারা *ক্রিবিণ* যেরকম। 'বর যেমনধারা করে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

যেমন-যেমন *বিণ* যখন যতোটুকু। 'নানা কৌশল যেমন-যেমন অধিকৃত হতে থাকল তেমনি-তেমনি পার্থিব জীবনে তার ভোগ ...।' *অবন*, ১৯২৫।

যেমনে *ক্রিবিণ* যেমনি। 'যেমনে পাএ তেমনে খাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যেম্নি [স যস্মিন] *বিণ* যেমনি; ঠিক যেরূপ। 'তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যেহি ১ *ক্রিবিণ* যেমন। 'এহা জানি যেহি যোগ্য সেহি খীর কর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *সর্ব* যে। 'যেহি মুরশিদ সেই তো রাসুল।' *লালন*, ১৮৯০।

যেহেতু [স] *ক্রিবিণ* যে কারণে। 'যেহেতু এ সমাজে কেবল বিদ্যাবিষয়ের বৃদ্ধির আলোচনা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

যেহেতুক [স] *ক্রিবিণ* যে কারণে। 'তুমি পরম ধার্ম্মিক বটে, যেহেতুক রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠাতেই থাকিলে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যেহেন ১ *ক্রিবিণ* যেমন। 'যেহেন চরিত দেখিলোঁ তারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* যেন। 'কাক কেহ যেহেন না পারে লঙ্ঘিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

যেহ্ন *ক্রিবিণ* যেন। 'ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যেহ্নে *ক্রিবিণ* যেমন। 'চান্দের পীযুষধারা রাহুগ্রস্ত যেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যৈছন [হি জৈছন] *ক্রিবিণ* যেমন। 'প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যৈছে, যৈসে [হি জৈছন] ১ *অব্য* যেন। 'কালিন্দী পূজল যৈছে চম্পকমালা।' *শেখর*, ১৬০০। ২ *ক্রিবিণ* যেমন। 'পিউ বিনে চিত্ত অথির/ জীউ বিনে যৈসে শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যো[১] [স যঃ] ১ *সর্ব* যে। 'কত কত নাগরী গৌরী আরাধই যো পদ করইতে লাভ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *অব্য* যেমন। 'যো নব জলধর সো হম ভঙ্গবর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যো[২] [স যোগ] ১ *বি* সুযোগ। 'তবে শেষে যোএ হয়ে সবে জয়যাত্রী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* জো; আয়োজন। 'পূজোর যো করিবে কি ... তারা যে ব্যস্ত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বি* উপায়। 'আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৪ *বি* দশা; উপক্রম। 'এইমাত্র প্রাণটা যাবার যো হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যোআল [স যুগল] *বি* জোয়াল। 'কৈলোঁ ব্রহ্মার দণ্ড যোআলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোইণী [স যোগিনী] *বি* যোগিনী। 'বত্তিস যোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

যোক্ত [স যুক্ত] *বিণ* যুক্ত। 'যোক্ত নহে আর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যোখ [মু জোখ] *বি* আন্দাজ। 'চারি পাট চিরী নাও দিল যোখ মাপে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোগ [স] ১ *বি* সাধনা। 'যোগী যোগ চিন্তে যেহ্নমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* যোগ্য। 'তার যোগ কাম করী তখনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* মিলন। 'আজ্ঞা সমে যোগ সর্ত্তে সুরপুর জাইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বিণ* মিলিত; একত্র। 'তিন দেবে তিন শক্তি তবে যোগ হল্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৫ *বি* যোগাযোগ। 'ধাররাজের সহিত আমার কিরূপে যোগ হয় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৬ *বি* সময়। 'প্রতিদিন

রাত্রিযোগে যোগের ও ভোগের অভিলাষে অন্যবাসে প্রবাস করিলে।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৭ *বি* অর্জন। 'বেদপাঠ করিয়া যে স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইতে পারে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩। ৮ *বি* ধ্যান। 'তাহারা যোগ বলে একেবারে আসন ছাড়া হইয়া শূন্যমার্গে উড়িতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ৯ *বি* তন্ত্র। 'আমি যোগ বুঝি নে ঝিম চিনি নে আন্দাজি হই চাপমারা।' *লালন*, ১৮৯০। ১০ *বি* সম্পর্ক; সম্বন্ধ। 'এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ১১ *বি* উৎসব; পর্ব। 'আগামী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণে গঙ্গাস্নানের যোগ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যোগ-অভ্যাস [স] *বি* যোগসাধনা। 'তিনি করেন যোগ-অভ্যাস আর সংগীতচর্চা।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

যোগ করা *ক্রি* সমন্বিত করা। 'এই জন্য প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গি, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

যোগক্রিয়া [স] *বি* যোগসাধনা। 'যোগক্রিয়াতে মহা যোগী মহা তপী মহা যপী।' *রামরাম*, ১৮০১।

যোগজ্ঞান [স] *বি* যোগশাস্ত্রের তত্ত্ব। 'যোগজ্ঞানের কহিলে উপায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যোগতত্ত্ব [স] *বি* যোগজ্ঞান। 'সমস্তটা যোগতত্ত্বের উপদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যোগদান [স] ১ *বি* সহযোগিতা। 'তৎক্ষণাৎ অসংকোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* অংশগ্রহণ। 'আমন্ত্রণে নিমন্ত্রণে সামাজিকতায় যোগদান করিতে বাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যোগদান করা *ক্রি* যোগ দেওয়া। 'শুভ মিলনের নিমন্ত্রণে প্রসন্নমুখে যোগদান করিয়া ইহাকে সুসম্পন্ন করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যোগদানকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অংশগ্রহণ করেছে এমন। 'সভায় যোগদানকারিণী মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ অধঃপতিতা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

যোগদানেচ্ছু [স] *বিণ* যোগদান করতে ইচ্ছুক। 'সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু মহিলাদের ...।' *বেগম*, ১৯৬৬।

যোগ দেওয়া *ক্রি* সম্পর্ক স্থাপন করা। 'সেই বিধুভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যোগধর্ম, যোগধর্ম্ম [স] ১ *বি* যোগসাধনা। 'সৃষ্টি সৃজন কর ছাড় যোগধর্ম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* সন্ন্যাসধর্ম। 'যোগধর্ম প্রচার কারণ ...।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যোগধ্যান [স] *বি* তপস্যা। 'আনন্দনির্ঝর পাশে যোগধ্যানে বসিব।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

যোগনিদ্রা [স] *বি* যোগরূপ নিদ্রা। 'যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যোগনিধি [স] *বি* (জ্যোতিষ) শুভ সময়। 'বার তিথি করণ বিয়োগ যোগনিধি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যোগনিমগ্ন [স] *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'সে যোগনিমগ্ন রুদ্রের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যোগপট্ট [স] *বি* যোগে ব্যবহৃত হয় এমন উত্তরীয়বিশেষ। 'কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যোগপন্থ [স যোগ+স পন্থা] *বি* প্রার্থনা করার নিয়মকানুন। 'যোগপন্থ জানাইলা জন্মাইলা জ্ঞান।' *সুলতান*, ১৭০০।

যোগপাটা [স যোগপট্ট] *বি* যজ্ঞসূত্র; উপবীত। 'যোগপাটা হৃদয়ে ভূষিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যোগপাদুকা [স] *বি* দৈব পাদুকাবিশেষ। 'যোগপাদুকা আরোহণ করিয়া চলিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যোগফল [স] *বি* একাধিক জিনিস অথবা সংখ্যা যোগ ক'রে পাওয়া ফল। 'ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত কিন্তু ব্যক্তিমনের যোগফল বিশ্বমন নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যোগবন্ধন [স] *বি* সংযোগ। 'আমাদের ... যোগবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যোগবল [স] *বি* যোগের প্রভাব। 'যোগবল কিরণ তপন যেন অনু।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যোগবাট [স যোগবর্ত্ম] *বি* যোগমার্গ। 'এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোগবিচ্ছিন্ন [স] *বিণ* যোগসূত্রহীন। 'আমাদের সেই সাহিত্যের সঙ্গে আজ যোগবিচ্ছিন্ন।' *হাই*, ১৯৫০।

যোগবিয়োগ [স] *বি* হিসাব-নিকাশ। 'মানবজীবনের যোগবিয়োগের বিশুদ্ধ অঙ্কফলটি উদ্ধার করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

যোগভূমি *বি* তপস্যাস্থল। 'বিরাট নৈস্তব্ধ্যের যোগভূমি পুনরায় নিরঙ্কুশ করে দেবে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

যোগভ্রষ্ট [স] *বি* সাধনা থেকে বিচ্যুত। 'যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগী সাংসারিক সুখ সিদ্ধির নিমিত্তে রাজার নিকট আইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যোগমগ্ন [স] *বিণ* ধ্যানরত। 'যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবন-দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যোগমর্ম, যোগমর্ম্ম [স] *বি* যোগের মাহাত্ম্য। 'ধরামাঝে যোগধর্ম করিতে প্রচার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যোগমায়া [স] *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বরের লীলাপ্রকাশকারী শক্তি। 'যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যোগযাগ [স যোগ+যাগ] *বি* প্রস্তুতি। 'যোগেযাগে যোগযাগ করিতে লাগিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যোগযুক্ত [স] *বিণ* যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এমন; মিলিত। 'তাঁহাদের সেই চিত্তের সহিত যোগযুক্ত না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'সমুদ্রের সঙ্গে যোগযুক্ত না হলে সে বাঁচবে কী উপায়ে?' *মোতাহের*, ১৯৫০।

যোগরূঢ় [স] *বিণ* যোগ সাধনায় মগ্ন। 'ফল ভক্ষণ করিয়া যোগরূঢ় হইয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যোগরূঢ়ার্থ [স] *বি* একাধিক শব্দযোগে গঠিত শব্দ, যা ভিন্ন কোনো অর্থ প্রকাশ করে। 'যোগরূঢ়ার্থে 'নীলকণ্ঠ' শিব এ-কথা ভাগনার জানতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

যোগরূপ [স] *বি* যোগমায়ার রূপ। 'যোগরূপে জন্মিলা আপনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যোগলব্ধ [স] *বিণ* সাধনা দিয়ে পাওয়া। 'এ হচ্ছে যোগলব্ধ ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যোগশূন্য [স] *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

যোগ-সংযোগ [স] *বি* যোগাযোগ। 'আমার সঙ্গে যোগ-সংযোগ করিতেছে।' *জসীম*, ১৯৬৪।

যোগসাজশ [স যোগ+ফা সাজিশ] *বি* অন্যায় কাজে গোপন সহযোগ ও ষড়যন্ত্র। 'এই যোগসাজশটি তাহার শাশুড়ির।' *তারা*, ১৯৪২।

যোগসাজশকারী [স যোগ+ফা সাজিশ+স কারী] *বি* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তাকারী। '১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

যোগ-সাজস [স যোগ+ফা সাজিশ] *বি* অন্যায় কাজে গোপন সহযোগ। 'শম্ভুনাথ সিংহের সঙ্গে যোগ-সাজসের ফলে তাহারা ... বঞ্চিত হইতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

যোগসাধন [স] **১** *বি* যোগাভ্যাস; ধ্যান। 'একাকী অরণ্যে গিয়া, যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* সম্পর্ক। 'তখন জগতের সঙ্গে সুগভীর যোগসাধন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* যোগাযোগ ঘটানো। 'এক দেশের সহিত আর-এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

যোগসাধনা [স] *বি* ধ্যানমগ্নতা। 'আমার মন্ত্র যোগসাধনা/ ডাকি শুধু শ্যামা শ্যামা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

যোগসিদ্ধ [স] *বিণ* যোগে সিদ্ধি লাভ করেছে এমন। 'যোগসিদ্ধ যোগিগণে আছে যোগাসনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যোগসূত্র [স] **১** *বি* ঐক্যসূত্র। 'একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* সম্পর্ক। 'প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ভারতের যোগসূত্র যেমন অবিচ্ছিন্ন।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

যোগসেতু [স] *বি* সম্পর্কের বন্ধন। 'জগৎটার সঙ্গে যোগ-সেতু প্রথম স্থাপিত হয় তার বাল্যে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

যোগস্থাপন [স] *বি* সম্পর্ক স্থাপন। 'আর্যে অনার্যে যখন অল্প অল্প করিয়া যোগ স্থাপন হইতেছে তখন অনার্যদের ধর্মের সঙ্গেও ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

যোগাচার [স] *বি* যোগানুষ্ঠান; যোগসাধনা। 'সার করি যোগাচার/ শিব নাকি আছেন শ্মশানে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যোগাচারী [স] *বি* যোগসাধনা করে যে। 'যোগাচারী হেরে হরে, সকলেতে যোগ করে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যোগাচার্য [স] *বি* যোগসাধনার গুরু। 'তিনি যোগাচার্য পদ্মসম্ভবের শিষ্য।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

যোগানুভব [স] *বি* সম্পর্ক বিষয়ে উপলব্ধি। 'বিশ্বের সহিত নিবিড় যোগানুভব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণাবলীরও পরিচয় দেয়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

যোগাভ্যাস [স] *বি* যোগসাধনা। 'এক সন্ন্যাসী, শ্মশানে উপবেশন করিয়া, যোগাভ্যাস, করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যোগাযোগ *বি* সংস্রব। 'জহরীলালের সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের কোনো আলাপ-পরিচয় যোগাযোগ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

যোগার্থ [স] *বি* সংযুক্ত অর্থ। 'কলিকাতা কমলালয় শব্দের যোগার্থ রহিল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

যোগাসন [স] **১** *বি* যোগ সাধনার আসন। 'চিবুক কণ্ঠেত দিয়া যোগাসনে বসি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* বৈরাগ্য। 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

যোগেন্দ্র [স যোগ-ইন্দ্র] *বিণ* মহাযোগী। 'জয় জয় জয় জগদীশ যোগেন্দ্র পুরুষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যোগেশ্বর [স] *বি* মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ। 'নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদকমল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যোগৈশ্বর্য [স] *বি* সাধনসিদ্ধ ঐশ্বর্য। 'সুফি বা সাধক যে যোগৈশ্বর্য পান।' *নজরুল*, ১৯৪১।

যোগাড় [স যোগ>] **১** *বি* ব্যবস্থা। 'রাজা, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের যোগাড় করিয়া দেন; নিযুক্ত ভৃত্যেরা তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* আয়োজন। '... আমরা অতি নির্বোধ, সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া, এবং নিতান্ত নির্জীব হইয়া, এক ধূর্তের আহারের যোগাড় করিয়া দিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **৩** *বি* উপক্রম। 'এও পালাবার যোগাড়ে আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'মাথার চাঁদি ফাটবার যোগাড়।' *মণীশ*, ১৯৫৭। **৪** *বি* সংগ্রহ। 'যদি আর কোন সিংগির যোগাড় কত্তে পার।' *হুতোম*, ১৮৬১।

যোগাড় করা *ক্রি* আয়োজন করা। 'সে বাড়ীর দিকে যাইবার যোগাড় করে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

যোগাড়যন্ত্র *বি* আয়োজনাদি। 'তাহার প্রাণ সংহারের যোগাড়যন্ত্র করা গিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮; 'কোনরূপ যোগাড়যন্ত্র বা সোপারিশের জোরে ...।' *এসলাম*, ১৯৩০।

যোগাড়-সোগাড় *বি* আয়োজনাদি। 'আশীর্বাদে যোগাড়-সোগাড়।' *শরৎ*, ১৯১৬।

যোগাড়ে *বি* নির্মাণ কাজের সহযোগী। 'যেমন রাজমিস্ত্রি চাই, তেমনি যোগাড়েও চাই।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

যোগান **১** *বি* সরবরাহ। 'সে কেমনে রহে অ যোগানে।' *মুরারি*, ১৫৭০। **২** *বি* আয়োজন। 'সকর যোগান করি সাধন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যোগানদার **১** *বি* সরবরাহকারী। 'আর শেষ পর্যন্ত এদেশ হবে কাঁচা মালের যোগানদার।' *অন্নদা*, ১৯৩৭। **২** *বি* সাহায্যকারী। 'রাজমিস্ত্রী বাপের সঙ্গে যোগানদার হয়ে রইলো কিছুদিন।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

যোগানো [স যোগ>] *ক্রি* সরবরাহ করা। **যোগাইবোঁ** *ক্রি* জোগান দেবো; সরবরাহ করবো। 'সকল গোঠ মেলাইবোঁ বড়ায়িক খীর যোগাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যোগাইয়া** *ক্রি* সরবরাহ ক'রে। 'লাগিল এ সবে জল যোগাইয়া দিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **যোগাইলা** **১** *ক্রি* জোগাড় করলে। 'কাক পিক পক্ষী আদি শিবা সেজা চতুষ্পদী যোগাইলা সন্তান আহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* উপস্থিত করলো। 'বোরাক আনিয়া যোগাইলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **যোগাওঁ** *ক্রি* জোগাই; সরবরাহ করি। 'জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যোগায়** *ক্রি* সরবরাহ করে। 'বামদিগে গদাধর তাম্বুল যোগায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যোগাযোগ [স] *বি* সংস্রব; সংসর্গ। 'পালেসটাইনের কতিপয় স্থানের পরস্পর যোগাযোগ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'দিশি সহ বিলাতীর যোগাযোগ নানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

যোগালে [স যোগ>] *বিণ* সাহায্যকারী। 'আমি তোমারে তার যোগালে আসামি করুম।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যোগিনী[১] [স] **১** *বি* তপস্বিনী। 'যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* (হিন্দুপুরাণ) দুর্গার সখী। 'সঙ্গে দানা চৌষট্টি যোগিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

যোগিনী[২] [স] *বি* জাদুবিদ্যায় দক্ষ নারী। 'ডাকিনী না হলেও যোগিনী যে, তা আমি বিলক্ষণ টের পাই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

যোগিনীচক্র [স] *বি* জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহৃত নকশাবিশেষ। 'হস্তরেখার প্রকাণ্ড ম্যাপ, রাশিচক্র, বর্ষচক্র, পাতাকীচক্র, যোগিনীচক্রের ছবি।' *মানিক*, ১৯৩৮।

যোগিয়া *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'যোগিয়া মিশ্র কাহারবা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

যোগী [স, সমাসে যোগি-] ১ *বি* সন্ন্যাসী। 'কানে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হঞা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'যোগিজন মনো হরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* ধ্যানী। 'ওরে নিরঞ্জন জাতে দরবেশ জ্ঞানে পরম যোগী।' *সুলতান*, ১৭৫০। ৩ *বি* সম্প্রদায়বিশেষ। 'তাহার পর সমুদ্রপাল অবধি বিক্রমপাল পর্য্যন্ত ... জন যোগীতে ৬৪১/৩ মাস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যোগিন [স] *বি* সন্ন্যাসী। 'দেখলে আমার নবির সুরত/ যোগিন হত ভসম মেখে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

যোগিবর, যোগীবর [স] *বি* তন্ত্রসাধক। 'নজদ বনেত আছে এক যোগীবর।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'কহিলেন যোগিবর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যোগিরাজ [স] *বি* সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ। 'যোগিরাজ পূজা না লইল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যোগীন্দ্র [স] *বি* শ্রেষ্ঠ সাধক। 'যে দুর্লভ লোক লভিবারে যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

যোগীবেশ [স] *বি* যোগীর সাজ। 'যোগীবেশে তিনি সিংহলের পথে বেড়িয়ে পড়লেন।' *হাই*, ১৯৪৯।

যোগীশ্বর [স] *বিণ* যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'যোগীশ্বর শঙ্করের কৃপা তোর পরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যোগে [স যোগ>] *ক্রিবিণ* সহায়তায়। 'প্রধান২ লোকেরদিগকে বাকলাদিগের স্থানে২ নৌকাযোগে ... পাঠাইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

যোগ্য [স] ১ *বিণ* উপযুক্ত। 'মাকড়ের যোগ্য কণ্ঠে নহে গজমুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সমর্থ। 'হেন প্রভু হেন ভক্তি যোগ্য হেন দাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যোগ্যতম [স] *বিণ* সবচেয়ে উপযুক্ত। 'দেশের যোগ্যতম শিক্ষিতসম্প্রদায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যোগ্যতর [স] *বিণ* অধিক যোগ্য। 'সাহিত্যজগৎও যোগ্যতরের উদ্বর্তনের নিয়মের অধীন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

যোগ্যপাত্র [স] *বি* উপযুক্ত ব্যক্তি। 'রাজাই দুর্ব্বল-রক্ষণের সেই যোগ্যপাত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যোগ্যস্থান [স] *বি* উপযুক্ত স্থান। 'তার যোগ্যস্থান দেওয়ার মতো জায়গা ...।' *নজরুল*, ১৯৩০।

যোগ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* যোগ্য; উপযুক্ত। 'নারীমধ্যে তুমি তার যোগ্যা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যোগ্যতা [স] ১ *বি* ক্ষমতা। 'গউড়ের কর লবে কাহার যোগ্যতা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* উপযুক্ততা। 'তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুরব্বির যোগ্যতা।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'বিশ্বাসের যোগ্যতা আমার ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

যোগ্যতামন্ত [স] *বিণ* ক্ষমতাবান। 'অত্যন্ত যোগ্যতামন্ত সহায়ীর ভাগী হওন সর্ব্বদা নির্ব্বুদ্ধিতা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যোগ্যতাসম্পন্ন [স] *বিণ* যোগ্যতা আছে এমন। 'যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলার অভাব নেই।' *বেগম*, ১৯৫৫।

যোজক [স] *বিণ* সংযোগ স্থাপনকারী। 'মাথা ও শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজক পদার্থ ছিল না বললেও হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যোজন [স] ১ *বি* চার ক্রোশ পরিমাণ। 'দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* যুক্তকরণ। 'ভাগ চন্দ্র বিধি কিবা করিল যোজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* দীর্ঘপথ। 'যুগযুগান্তর ধরি যোজন যোজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

যোজনকর্তা, যোজনকর্ত্তা [স] *বিণ* সংঘটনকারী। 'এই সকল কথার যোজনকর্ত্তা আমি।' *রাজীব*, ১৮০৫।

যোজনজোড়া *বিণ* বৃহৎ আয়তনবিশিষ্ট। 'লণ্ডনের যোজনযোড়া জটায় জাহ্নবীর মতো এঁকে বেঁকে নির্গমের পথ খুঁজছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

যোজনপ্রমাণ [স] *বিণ* যোজন অর্থাৎ চার ক্রোশের মতো; সীমাহীন। 'জৌগৃহে বাড়ে বহ্নি যোজনপ্রমাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যোজনবিস্তৃত [স] *বিণ* দূরবিস্তৃত। 'এ দেশ অসংখ্যযোজনবিস্তৃত হলেও সমতল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

যোজনা [স] ১ *বি* যুক্ত করা। 'সুবর্ণ সিথি শিরে অঙ্গুরি দিআ করে আশীষ করিল যোজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ব্যবস্থা। 'তিনি সমস্ত জীবের প্রতিদিনের পর্য্যাপ্ত আহারের যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বি* সংস্থাপন। 'যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৪ *বি* সংযোজন। 'সাহিত্যে গৌরবময় নতুন অধ্যায় যোজনা করবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

যোজনাপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* যোগ ক'রে; জুড়ে দিয়ে। 'দুই-চারিটা নতুন শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যোজিত [স] *বিণ* সংযুক্ত। 'একের মস্তক অন্যের শরীরে যোজিত করিয়া দিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যোঝা *বি* যুদ্ধ। 'জানিনি তখনও কত নিষ্ফল ছায়ার সঙ্গে যোঝা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যোঝাযুঝি [স যুদ্ধ>] ১ *বি* দ্বন্দ্বে পরস্পরকে হারাবার চেষ্টা। 'মারামারি হানাহানি যোঝাযুঝি কান্নাকাটি সে-সমস্ত এই ছায়াময় নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* বোঝাপড়া। 'মনের সঙ্গে যোঝাযুঝির ক্ষেত্রে কতবার পরাস্ত ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

যোটক[1] [স] *বিণ* ঘটক। 'তাঁহারা ... দশজন চেটক ও যোটক ইয়ারলোক লইয়া গাঁজা চরস খান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যোটক[2] [স] *বি* রাশি-গ্রহ বিচার ক'রে শুভ বিধায়ক মিল। 'নিজে যোটক বিচার করে সে রেবতীকে বিয়ে করেছে।' *মানিক*, ১৯৩৮।

যোটকতা [স] *বি* কুটনির কাজ। 'যোটকতা ব্যবসায় স্বাভাবিক চাতুর্য্যতায় যুবতীর যৌবন ধন লুটাইবার নিমিত্ত ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যোটা [স যূথ] ১ *ক্রি* জোগাড় করা। 'নাপতেনী যে কি খেয়ে খবর যোটায়।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *ক্রি* জোটা; মিলিত হওয়া। 'যুটলো অলিকুল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যোটাযোট [স যূথ>] *বি* জোগাড়যন্ত্র। 'বেটা এবার আবার কি যোটাযোট করিতেছে তার কিছুই বুঝিতে পারি না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

যোড় [স যুগ্ম] *বিণ* দুইটি; জোড়া। 'কুচযুগ রাধা যোড় শ্রীফলে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বহুমূল্য প্রস্তর যুক্ত স্বর্ণের এক যোড় বাটা দিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

যোড়ন *বি* যুক্তকরণ। 'আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোড় বাটা *বি* এক জোড়া থালা। 'বহুমূল্য প্রস্তর যুক্ত স্বর্ণের এক যোড় বাটা দিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

যোড়হস্তে *বি* জোড়হাত। 'যোড়হস্তে সবে রহিলেন চারিভিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যোড়হাত *বি* দুই হাত একত্র অবস্থা। 'যোড়হাত করী তাক বুলিহ বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোড়া[1] [স যুগ্ম>] **১** *ক্রি* যুক্ত করা। 'ভাঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতেঁ শকতা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বাঁধা। 'চারি ঘোড়ার গাড়িতে ঘোড়া যোড়।' *কেরি*, ১৮০২। **যোড়াইতেঁ** *ক্রি* যোজনা করতে; যুক্ত করতে। 'ভাঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতেঁ শকতা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যোড়িআঁ** *ক্রি* যোজিত করে। 'বাঁহক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যোড়িল, যোড়িলো** *ক্রি* মিলিত করলাম; যুক্ত করলাম। 'মেদনি যোড়িলো হালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **যোড়ী** *ক্রি* যুক্ত করে। 'তাত গুড়া যোড়ী দিল তৌলঝাঁপে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোড়া[2] [স যুগ্ম] **১** *বিণ* একত্র। 'পরাণে পরাণ যোড়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* যুক্ত। 'দুইখানা লাঙ্গল রেখেছে, তা প্রায়ই নীলের জমিতে যোড়া থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

যোড়া শাল *বি* দোশাল। 'যোড়া শাল ও স্বর্ণের বাজু।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

যোত [ফা জইয়াত] *বি* চাষের জমি; ফসল ফলানো যায় এমন উপযোগী জমি। 'ধান্যের ভূমি লইয়া নিজ যোতে ধান্য উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

যোতদার, যোৎদার [ফা জইয়াত+দার] *বি* জমিদারের অধীনস্থ আবাদি জমি ভোগকারী প্রজা। 'জমীদার, ইজারাদার, যোৎদার, প্রভৃতির দ্বার হইতে যুক্ত হইলে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

যোত্র [স] **১** *বি* জোগাড়। 'খাজনার টাকার যোত্র করিতে পারি না।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* সম্পত্তি। 'তোর শ্বশুরের খুব যোত্র আছে।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বি* উপায়। 'যাহার স্বাদ লওনের যোত্র তাহার ছিল না।' *তারিণী*, ১৮০৩।

যোত্রহীন [স] *বিণ* সঙ্গতিহীন। 'যোত্রহীন সম্পর্কীয় কার্য্য যে করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

যোত্রাপন্ন [স] *বিণ* অবস্থাপন্ন। 'এতদ্দেশীয় লোক মোং কানপুরে কিঞ্চিৎ যোত্রাপন্ন রূপে আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

যোদ্ধা [স] *বি* রণকুশলী। 'ইঙ্গরাজেরা বড় যোদ্ধা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

যোদ্ধাখ্যাতি [স] *বি* যোদ্ধা হিসেবে বিশেষ পরিচিতি। 'হামজার যোদ্ধাখ্যাতিকে কেন্দ্র করে কবিকল্পনা ... বিকশিত হয়।' *আনিস*, ১৯৬৪।

যোদ্ধাধম [স] *বি* অধম যোদ্ধা। 'ওরে বর্ব্বর যোদ্ধাধম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

যোদ্ধাপতি [স] *বি* যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয় যে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

যোদ্ধা সাহেব [স যোদ্ধা+আ সাহিব] *বি* সেনাপতি। 'যোদ্ধা সাহেবের দিগকে কার্য্যের চলনের জন্যে ...।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

যোদ্ধৃ [স] **১** *বি* যোদ্ধা। 'নরপতি পুরুর যোদ্ধৃবৃন্দমধ্যে নিষাদী সৈন্যদল বর্ত্তমান ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* যুদ্ধ সংক্রান্ত। 'যুনানীদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যোদ্ধৃগণ [স] *বি* যোদ্ধাসকল। 'প্রাচীন যোদ্ধৃগণ শীতের রাত্রিতে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

যোদ্ধৃত্ব [স] *বি* যোদ্ধার পদ। 'মোগল সম্রাটের আজ্ঞাকারী রাজপুতসেনা-মধ্যে যোদ্ধৃত্বে বৃত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

যোদ্ধৃধর্ম [স] *বি* যোদ্ধার বৈশিষ্ট্য। 'প্যাট্রিয়টিক খুনাখুনি অথবা যোদ্ধৃধর্ম এইরূপের একটা বাঁধি বোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যোদ্ধৃপরিচ্ছদ [স] *বি* যোদ্ধার পোশাক। 'যোদ্ধৃপরিচ্ছদধারণপূর্ব্বক স্বীয় মোছাহেব ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

যোদ্ধৃবীর [স] *বি* বীর যোদ্ধা। 'ছন্দ নাচিল ... মুক্তিরণের যোদ্ধৃবীরের ভ্রূভঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

যোদ্ধৃবৃন্দ [স] *বি* যোদ্ধাগণ। 'নরপতি পুরুর যোদ্ধৃবৃন্দমধ্যে নিষাদী সৈন্যদল বর্ত্তমান ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যোদ্ধৃবেশ [স] *বি* যোদ্ধার সাজ; যুদ্ধকারীর পোশাক। 'যোদ্ধৃবেশ, অথচ নিরস্ত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'কখনো আবার মেঘের বাহিনী ধরে গো যোদ্ধৃবেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

যোধ [স] *বি* যোদ্ধা। 'কথোপকথনে রত যোধ শত শত।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'যোধ শত শত ভাসিল রণসাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যোধদল [স] *বি* যোদ্ধাদল। 'প্রতি অস্ত্র আপনার যোধদলের রক্তস্রোতে স্নিত হবে।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

যোধপতি [স] *বি* যুদ্ধের অধিনায়ক। 'কুরুরাজে বধিলা যেমতি ভীম যোধপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

যোনা [স যবন] *বি* য়ুনানি; যবন জাতি। 'পারসীক, যোনা, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

যোনি [স] **১** *বি* স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়। 'সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'প্রথমে যাহার বীর্য যোনি দ্বারে মিলে।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* গর্ভ। 'মনুষ্য যোনিতে জন্ম লভ দুইজন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

যোয়ান [ফা জওয়ান] *বি* জোয়ান; প্রাপ্তবয়স্ক লোক। 'বাড়ির ছেলেমেয়ে, যোয়ান-বুড়ো।' *জসীম*, ১৯৬০।

যোয়াল [স যুগল] *বি* জোয়াল; লাঙলের সঙ্গে পশু জোড়বার কাঠামোবিশেষ। 'হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

যোষা [স] *বি* পত্নী। 'যোষায় তুষিল ধীর সুগন্ধি চন্দনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

যোষিৎ [স] *বি* নারী। 'পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যোষিতের যথা ক্রিয়া যে যেমন জানে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যৌক্তিকতা [স] *বি* যুক্তিযুক্ততা। 'ইহার যৌক্তিকতা সতীশ বুঝিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যৌগিক [স] **১** *বি* যৌগিক শব্দ। 'চলিত এবং কতিপয় ব্যবহারোপযোগী প্রচলিত যাবনিক শব্দের রূঢ়ি যৌগিক বিশেষে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **২** *বিণ* মিশ্র। 'রূঢ়িক ও যৌগিক দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

যৌগিক আকর্ষণ [স] *বি* একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত পদার্থের আকর্ষণ। 'যৌগিক আকর্ষণের বলে ... পৃথগ্‌ভূত হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

যৌতুক [স] ১ *বি* উপহার; ভেট। 'ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী নানাদ্রব্য থালি ভরি আইলা সবে যৌতুক লইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যৌতুক দেওনের ছলায় সম্ভাষা করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* পণ। 'কৌতুক করিয়া দিল যৌতুক বিধানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যৌথ [স] ১ *বিণ* সম্মিলিত; সমবায়ী। 'ইংলাণ্ডের যৌথ কারবার আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'এরা কাপড়ের কল খুলে যৌথ কারবার করবে বলে আমাকে খুব বড়ো শেয়ার কেনাতে এসেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বিণ* দুইজনের। 'নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাসিক যৌথ জতুঘরে।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

যৌথনৃত্য [স] *বি* দুইজনের সম্মিলিত নাচ। 'যে সব সমাজে উৎসব তিথিতে স্ত্রীপুরুষের যৌথনৃত্য প্রচলিত রয়েছে ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

যৌন [স] *বিণ* নরনারীর শারীরিক মিলন সম্পর্কিত। 'যৌনসম্ভোগ মানুষ করবেই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

যৌন আগুন [স যৌন+আগুন] *বি* মিলনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। 'জীবনের যৌনঋতুর যৌন আগুনের এই প্রাণান্তকর দৌরাত্ম্যে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

যৌন আবেদনপূর্ণ [স] *বিণ* যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগায় এমন। 'যৌন আবেদনপূর্ণ নাচ-গান, জুয়া, মদ্যপান প্রভৃতি।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

যৌনঋতু [স] *বি* যৌবনকাল। 'জীবনের যৌনঋতুর যৌন আগুনের এই প্রাণান্তকর দৌরাত্ম্যে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

যৌন-ক্ষেত্র [স] *বি* যোনি। 'পুচ্ছে উগ্র অলক্তক, টানো মোরে যৌন-ক্ষেত্রে, মূলে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

যৌনবোধ [স] *বি* যৌন অনুভূতি। 'স্থূল ক্ষুন্নিবৃত্তি ও যৌনবোধ ছাড়া মানুষের আর কিছুই ছিল না।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

যৌনব্যভিচার [স] *বি* বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার। 'যৌনব্যভিচারের দ্বারা লোকটি নিজেকে ও সমাজকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে কিনা সেদিকে তার নজর নেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

যৌনব্যভিচারী [স] *বি* বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচারে অভ্যস্ত ব্যক্তি। 'যৌনব্যভিচারী যেমন সমাজের চক্ষুশূল, উৎকোচগ্রহণকারী বা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার তেমনটি নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

যৌনব্যাধি [স] *বি* জনন অঙ্গের রোগ। 'ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, যৌনব্যাধি, শিশু, মাতৃমঙ্গল, খাদ্যপুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিবেশ, এসব স্থান পেয়েছে সম্মিলনের কার্যসূচীতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

যৌন শিক্ষা [স] *বি* প্রজনন সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান। 'যৌন শিক্ষাকে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।' *বেগম*, ১৯৬৬।

যৌনসঙ্গম [স] *বি* যৌনমিলন। 'পুরুষ কুকুর ও ১টি মহিলা কুকুর যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

যৌনসম্ভোগ [স] *বি* যৌনমিলন। 'যৌনসম্ভোগ মানুষ করবেই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

যৌনসম্মিলন [স] *বি* যৌনমিলন। 'যৌনসম্মিলন বন্ধ হবার কথা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

যৌনাতীত [স] *বিণ* যৌনতার ঊর্ধ্বে; যৌনতাবর্জিত। 'যৌন আকর্ষণ বা যৌনাতীত গভীর ভালবাসা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

যৌনাধিকার [স] *বি* যৌনমিলনের অধিকার। 'স্ত্রীকে সে তার ন্যায্য যৌনাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।' *মুক্তধারা*, ১৯৫৯।

যৌবন [স] ১ *বি* যৌবনপ্রাপ্ত দেহ। 'তার পতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* যুবাবস্থা। 'এ রূপ যৌবন সব থীর নহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* স্তন। 'আঙ্গে পাতলী রাধা উন্নত যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* তারুণ্য। 'নবীনা সভ্যতা যেন এক বৃদ্ধ পতিকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার সমৃদ্ধি আছে, কিন্তু যৌবন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

যৌবন-আশা *বি* যৌবনরূপ আশা। 'যৌবন-আশার সম ফুল্ল রূপ তার।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫।

যৌবনকণ্টক [স] *বি* বয়স ফোঁড়া। 'সে মুখে হয়তো যৌবনকণ্টক জন্মেছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

যৌবনকাতর [স] *বিণ* যৌবনের উন্মাদনায় ব্যাকুল। 'কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণবিকশিত, কম্পিত পুলকভরে, যৌবনকাতর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

যৌবনকাল [স] *বি* যুবতী অবস্থা। 'যৌবনকালে স্বামী রক্ষক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যৌবন-কুসুম [স] *বি* যৌবনরূপ কুসুম। 'যৌবন-কুসুম-ভাতি কত দিন রবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'যৌবনকুসুম প্রাণে বিকশিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

যৌবনক্ষুব্ধ [স] *বিণ* যৌবনসুলভ দ্রোহসম্পন্ন। 'দুরন্ত যৌবনক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

যৌবনগরব [স] *বি* যৌবনগর্ব। 'যৌবনগরবে রাধা না চিহ্নসি মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যৌবনগর্বিণী [স] *বিণ স্ত্রী* যৌবন নিয়ে গর্ব করে এমন। 'ওরে দেববিজয়িনী যৌবনগর্বিণী কন্যা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

যৌবনগীতি [স] *বি* যৌবনের গান। 'আনো গো যৌবনগীতি, দূরে চলে যাক নীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

যৌবনঘন [স] *বিণ* যৌবনের শক্তিতে পূর্ণ। 'তুমি সুন্দর যৌবনঘন রসময় তব মূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

যৌবনচর্চা [স] *বি* যৌবন ধরে রাখার চেষ্টা। 'কী অমিতোদ্যম, স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা!' *অন্নদা*, ১৯২৯।

যৌবনজড়িমা [স] *বি* যৌবনের আড়ষ্টতা। 'সে-মৃত্যু যখনই নামে বিদ্যুৎবিদীর্ণ ঘন মেঘে বৃষ্টির ধারায়, তুচ্ছ যৌবনজড়িমা লজ্জা সব।' *নীরেন*, ১৯৫১।

যৌবন-জল [স] *বি* যৌবনরূপ জল। 'জলজ্বলে দু'টি স্বর্ণ কুম্ভ/ কানায় কানায় যৌবন-জলে ভরা।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

যৌবনজলতরঙ্গ [স] *বি* যৌবনরূপ জলের ঢেউ। 'এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'নব-যৌবনজলতরঙ্গ জোয়ারে কি দুলিবি না?' *নজরুল*, ১৯৩০।

যৌবন জলধি [স] *বি* যৌবনরূপ সাগর। 'যৌবন জলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত মধু গন্ধ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

যৌবনজ্বালা [স] *বি* যৌবনের যন্ত্রণা। 'কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালার-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

যৌবনডালা [স যৌবন+মু ডালা] *বি* বিকশিত যৌবন। 'সারা বিভাবরী কার পূজা করি যৌবনডালা সাজায়ে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

যৌবনতরঙ্গ [স] *বি* যৌবনরূপ ঢেউ। 'দুরন্ত যৌবনতরঙ্গরাশির মতো আলোতে ছায়াতে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যৌবনতেজোদীপ্ত [স] *বিণ* যৌবনের শক্তিতে উদ্দীপ্ত। 'যৌবনতেজোদীপ্ত গোরার সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনা করিয়াই ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যৌবনদীপ্ত [স] *বিণ* তারুণ্যে উজ্জ্বল। 'যুবতী নারীর যৌবনদীপ্ত মুখে এখনো কৈশোরের সজীবতা।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

যৌবনধন [স] *বি* যৌবনরূপ ধন। 'অমূল্য যৌবনধন পরে হবে বিতরণ পর নিয়া থাকা চির দিন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যৌবনধর্মী [স] *বিণ* যৌবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'চরিত্র যৌবনধর্মী, তাকে বাঁচাতে ব্যস্ত হলেই বাঁচানো শক্ত হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

যৌবননদী [স] *বি* যৌবনরূপ নদী। 'যৌবননদী করিবে সন্তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যৌবন-পরিপূর্ণ *বিণ* তারুণ্যে পরিপূর্ণ; ভরা যৌবনের। 'রোহিণীর যৌবন-পরিপূর্ণ রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

যৌবনপুষ্ট [স] *বিণ* যৌবনের সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। 'শকুন্তলার যৌবনপুষ্ট দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ... ।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

যৌবনপুষ্পিত [স] *বিণ* যৌবনপূর্ণ; যৌবনবিকশিত। 'আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

যৌবনপ্রতিমা [স] *বি* যৌবনের মূর্তি। 'মৃতা নয় – যৌবনপ্রতিমা নারী হৃদয়প্লাবিনী।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

যৌবনপ্রাপ্ত [স] *বিণ* যৌবনে পদার্পণ করেছে এমন। 'সিংহের সন্তান পাঁচ ছয় বৎসরের হইলেই যৌবনপ্রাপ্ত হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

যৌবন-প্রাপ্তি *বি* যৌবনে উপনীত হওয়া। 'যৌবন-প্রাপ্তির পর আমার এই প্রথম ... ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

যৌবনবতী [স] *বিণ স্ত্রী* যৌবনপ্রাপ্ত। 'এমন নিষ্ঠুর ক্ষমায় বিঁধো না আমায় যৌবনবতী।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

যৌবনবন [স] *বি* যৌবনরূপ বন। 'যৌবনবনে উড়াই কুসুমধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

যৌবন-বনমালা [স] *বি* যৌবনরূপ বনফুলের মালা। 'যৌবন-বনমালা কারে দিব।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

যৌবন-বর্ষা [স] *বি* যৌবনরূপ বর্ষণ। 'সবে মাত্র যৌবন-বর্ষায় রূপের নদী পুরিয়া ... ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

যৌবন-বসন্ত [স] *বি* যৌবনরূপ বসন্ত ঋতু। 'মানবের যৌবন-বসন্ত। ফুটায়ে প্রণয় ফুলে ... ।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫।

যৌবন-বাগান [স যৌবন+বাগান] *বি* যৌবনরূপ বাগান। 'আমার যৌবন-বাগানে হাওয়া লেগেছে ফুল জাগানে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

যৌবন-বেগ [স] *বি* যৌবনের তেজ। 'তবুও থামে না যৌবন-বেগ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

যৌবনভার [স] *বি* পূর্ণবিকশিত যৌবনের গৌরব। 'কাল হঐা গেল মোরে যৌবনভার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যৌবনমঞ্জরিত [স] *বিণ* যৌবনমণ্ডিত। 'আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গিতে নত করিয়া ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যৌবনমতী [স] *বি* যুবতী। 'দু-চোখ দিয়ে গিলে যাচ্ছে যৌবনমতীকে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

যৌবনমদ [স] *বি* যৌবনরূপ মদ। 'যৌবনমদেতে মন প্রমত্ত বারণ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যৌবনমদগর্বিত [স] *বিণ* যৌবন-তেজে দীপ্ত। 'তা ছিল দুর্বার, যৌবনমদগর্বিত।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

যৌবনমধু [স] *বি* যৌবনের আনন্দ। 'শৈশবকুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির/ করি যৌবনমধু!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যৌবন-মধ্যাহ্ন *বি* যৌবনের তুঙ্গ অবস্থা; ভরা যৌবন। 'তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে, তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে ... ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

যৌবনময় [স] *বিণ* যৌবনসম্পন্ন। 'পুন দুর্জয় যৌবনময় হোক।' *নজরুল*, ১৯৪১।

যৌবনমূর্তি [স] *বি* পূর্ণ বিকশিত যৌবনসুলভ অবয়ব। 'কি লালিত্যময় যৌবনমূর্তি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

যৌবনযাতনা [স] *বি* যৌবনের যন্ত্রণা বা জ্বালা। '... দুঃসহ যৌবনযাতনা উপস্থিত হইলে নিতান্তই হিতাহিত বিবেচনাহীনা হইয়া স্ব স্ব সমীহিত-সাধনে যত্নবতী হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

যৌবনরস [স] *বি* যৌবনরূপ রস। 'আত্মা থেকে যৌবনরস উৎসারিত করতে হবে।' *অন্নদা*, ১৯২৮; 'যৌবনরস রিক্ত করিনু বিরহবেদনপাত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'যৌবন-রসে উচ্ছল প্রাণধারা।' *সিকানদার*, ১৯৪৬।

যৌবনরাজ্য [স] *বি* যৌবনরূপ রাজ্য। 'যৌবনরাজ্যের অভিষেক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

যৌবনলীলা [স] *বি* প্রেম ও মিলন। 'সপ্তদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাধাকৃষ্ণের যৌবনলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া ... ।' *হাই*, ১৯৫৪।

যৌবনশোভা [স] *বি* যৌবনের সৌন্দর্য। 'ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

যৌবনশ্রী [স] **১** *বি* যৌবনসুলভ শারীরিক পরিবর্তন। 'যৌবনশ্রী সামান্য উদ্‌ভিন্ন হইবার সঙ্গেই ... ।' *এসলাম*, ১৮১৭। **২** *বি* যৌবনের সৌন্দর্য। 'একটি যুবতী আপনার যৌবনশ্রী বহুলপরিমাণে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে সহাস্যমুখে আহার এবং আলাপে নিযুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যৌবনসরসী [স] *বি* যৌবনরূপ সরোবর। 'যৌবনসরসীনীরে মিলন শতদল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যৌবনসাগর [স] *বি* যৌবনরূপ সাগর। 'যৌবনসাগরে তোর কাহ্নাঞি ভেলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যৌবন-সাথি [স যৌবন+সাথি] *বি* যৌবনকালের সঙ্গী। 'এসো এসো যৌবন-সাথি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

যৌবনসীমা [স] *বি* যৌবনকাল। 'কালক্রমে, কন্যা যৌবনসীমায় উপনীত হইলে ... বিবেচনা করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যৌবন-সুন্দর [স] *বিণ* তারুণ্যের সৌন্দর্যে পূর্ণ। 'যৌবন-সুন্দর নোটন কবুতর নাচিছে মরু-নটী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

যৌবনসুলভ [স] *বিণ* যৌবনোচিত। 'কখনো যৌবনসুলভ পুষ্পোদ্‌গম হয় নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

যৌবনসেনাদল [স] *বি* যৌবনরূপ সেনাদল। 'যৌবনসেনাদল তব সখা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

যৌবনস্বপ্ন [স] *বি* যুবাকালের চিন্তা ও কল্পনা। 'আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

যৌবনহারা [স] *বিণ* ম্লান। 'জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা জীবনহত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যৌবনা [স] *বিণ* যৌবনবিশিষ্ট। 'পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংসে পলিত যৌবনা ভগ্নদশনা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যৌবনাগম [স] *বি* যৌবনের আবির্ভাব। 'যৌবনাগমের পূর্ব হতেই যৌবনকে শায়েস্তা রাখবার জন্যে ... দুটি উপায় করেছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

যৌবনান্ত [স] *বিণ* যৌবনের অবসান এমন। 'খেদে যৌবনান্ত, হইনু বুড়ী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

যৌবনান্তিম [স] *বিণ* যৌবনের সমাপ্তি ঘটায় এমন। 'সে তো যৌবনান্তিম জরা নয়, যৌবনায়মান প্রাণ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

যৌবনাবস্থ [স যৌবনাবস্থা] *বিণ* যৌবনকালের। 'সে ব্যক্তি যৌবনাবস্থ যুদ্ধেতে আঘাতী হইয়া খোঁড়া হইয়া আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

যৌবনাবস্থা [স] *বি* যৌবনকাল। 'যৌবনাবস্থা থাকিতে২ আপন শেষ দশার আশা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

যৌবনায়মান [স] *বিণ* ক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হচ্ছে এমন। 'সে তো যৌবনান্তিম জরা নয়, যৌবনায়মান প্রাণ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

যৌবনারম্ভ [স] *বি* তারুণ্যের প্রাথমিক অবস্থা। 'হঠাৎ একদিন যেন যৌবনারম্ভে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

যৌবনী [স যৌবন>] ১ *বিণ স্ত্রী* যৌবনপ্রাপ্ত। 'আজি বিদ্যা শশীমুখী নহলি যৌবনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* যৌবন সংক্রান্ত। 'নির্জনতার পাশে শুধু যৌবনী স্বপ্ন রচনা করার আকুতি।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

যৌবনীবর [স যৌবন>] *বিণ* যৌবনপ্রাপ্ত। 'প্রথম যৌবনীবর হইছে যুবতী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যৌবনোচিত [স] *বিণ* যৌবনসুলভ। 'বলি যৌবনোচিত চাঞ্চল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

যৌবনোচ্ছলা [স] *বিণ স্ত্রী* যৌবন-চঞ্চল। 'সেই যৌবনোচ্ছলা সপ্তদশী মল্লিকা আবার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪২।

যৌবনোল্লাস [স] *বি* যৌবনের স্ফূর্তি। 'জাতির জীবনে তেমনি কোনো এক তন্ত্রের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা যৌবনোল্লাসের অভাব পূরণ করে না।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

যৌবরাজ্য [স] ১ *বি* যুবরাজের পদ। 'প্রজাগণ ব্যগ্র অতি যৌবরাজ্য-অভিষেক-তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* যুবরাজের দায়িত্ব। 'এই যৌবরাজ্য যেন পরম শত্রুর ভাগ্যেও না পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

যৌবশক্তি [স] *বি* তারুণ্যের শক্তি। 'জাতির সমস্ত যৌবশক্তি এই সাহিত্য জোঁকের মত নিঃসাড়ে চুষে নিচ্ছে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১

যৌষ্ট [স জ্যৈষ্ঠ] *বি* বাংলা মাসবিশেষ। 'বড় খরা লাগে গাএ যৌষ্টের তপনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

য্যামন [স যদ্বিম] *বিণ* যেমন। 'সহরে য্যামন কতকগুলি পাওয়া যায়।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

য্যোতি [স জ্যোতিঃ] *বি* আলোক। 'বিদ্যুতের য্যোতি জিনি গোপিনি সুন্দর।' *মালাধর*, ১৫০০।

য্যোতির্ম্ময়, য্যোতির্ম্ময় [স জ্যোতির্ময়] *বি* দিব্যজ্যোতি। 'ইশ্বরে প্রেবেস কৈল য্যোতির্ম্ময় হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

য়

-য় ১ *সপ্তমী বিভক্তি*। 'মাহাবীর পরাক্রম রহিল বনয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *প্রথমা বিভক্তি*। 'কেমতে আপদ মায় সুনিতে যুক্ত হএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

য়নেক *বিণ* অনেক। 'য়নেক সালটীম্বর।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪। *দ্র* **অনেক**

য়ন্যাসন [স অন্বেষণ] *বি* অনুসন্ধান; তালাশ। 'ব্রহ্মাএ না পারে জারে য়ন্যাসন করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

য়র্দ্দেক [স অর্ধেক] *বিণ* অর্ধেক। 'কিস্মতের য়র্দ্দেক টাকা খরিদারানকে নগদ দিতে হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

য়াগলি [স অগ্র>] *বিণ* প্রধান। 'সোয়াগে য়াগলি হৈল দেবি সত্যভামা।' *মালাধর*, ১৫০০।

য়াছে *ক্রি* আছে। 'যেমত ব্যবহার য়াছে পালে জত্ন করি।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **আছা**

য়াডি [ই] *বি* কারখানা। 'খিদিরপুরে জাহাজের য়াডি অবধি ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

য়ানাহী [স অন্য] *অব্য* অন্য। 'যা য়ানাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

য়াপুনি [স আত্মন্] *সর্ব* আপনি। 'য়াপুনি একবার খারা খারা বাটি য়াসিবেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৮।

য়ামাল [আ আমল] *বি* যত্ন। 'নিজের য়ামলে রাখিতে হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

য়িহুদা [আ য়হূদ] *বি* হিব্রু জাতি। 'য়িহুদার বিধি আছে বলিয়া ইংরেজদিগের এ সংস্কার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

য়িহুদি, য়ীহুদী [আ য়হূদী] *বি* পশ্চিম এশিয়ার ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। 'আরব ও য়িহুদিদিগেরও পুরাবৃত্ত দর্শনে নির্ধারিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'য়িহুদি স্ত্রীলোকদিগকে পোশাক দিব্য সাজে। *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। 'য়িহুদি, ভারতবর্ষীয়, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি নানাজাতির লোক।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'যখন হিন্দু মুসলমানে, পারসী-খ্রীষ্টানে, জৈন-য়ীহুদীতে এবং বৌদ্ধ-শিখে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আলিঙ্গন হইবে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

য়ীহুদা [আ য়হূদী] *বি* ইহুদি। 'য়ীহুদাবংশীয় যীশু।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

য়ুকলিপটাস, য়ুকালিপটাস, য়ুক্যালিপটাস [ই] *বি* লম্বা চিক্কন পাতাবিশিষ্ট দীর্ঘ বৃক্ষবিশেষ। 'চলে এল য়ুক্যালিপ্‌টাস-তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'সেই ঋজুতা য়ুকালিপটাস গাছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'একটি সুদীর্ঘ য়ুকলিপটাস খাড়া উঠেছে ঊর্ধ্বে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

য়ুনানী, য়ুনানি [আ উওনান] **১** *বিণ* ইউনানি; গ্রীসদেশীয়। 'তাহাও রোম ও য়ুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* য়ুনান দেশের অধিবাসী। 'য়ুনানী, মিসরী, আরবী, কেনানী।' *নজরুল*, ১৯২২।

য়ুনিফর্ম [ই] *বি* উর্দি। 'এদের য়ুনিফর্ম ছেঁড়ে সরকারী ফাইল এ-ঘর থেকে ও-ঘর নিয়ে যাবার সময় নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

য়ুনিভারসিটি, য়ুনিভার্সিটি [ই] *বি* বিশ্ববিদ্যালয়। 'অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি বড়ো ভালো বিদ্যালয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'গত জেনেরেশনের কেমব্রিজ য়ুনিভারসিটির পি.এইচ.ডি. দলের একজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

য়ুরূপা [ই] *বি* ইউরোপ-দেবী। 'মোদের পুণ্যে জোহরার মতো সুরূপা য়ুরূপা দীপ্যমান।' *নজরুল*, ১৯২৮।

য়ুরেনাস [ই] *বি* সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ। 'য়ুরেনাস-নামক এক নতুন-খবর-পাওয়া গ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

য়ুরেনিয়াম [ই] *বি* তেজস্ক্রিয় ভারী মৌলবিশেষ। 'খনিজ পদার্থ থেকে য়ুরেনিয়াম ছিনিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

য়ুরোপ [ই] *বি* ইউরোপ মহাদেশ। 'এশিয়াকে য়ুরোপ কেবলমাত্র পৃথক বলিয়া জ্ঞান করে না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

য়ুরোপীয় [ই ইউরোপ+স ঈয়] **১** *বিণ* ইউরোপে বসবাসকারী। 'এইরূপ ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিরা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বিণ* ইউরোপ সম্পর্কিত। 'আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী কালে, কি এশিয়ায় কি অন্যত্র ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

য়ুরোপ [ই] *বি* ইউরোপ মহাদেশ। 'য়ুরোপ দেশেতে যাইরে যথায়, দেখি নারীগণ পুরুষের প্রায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

য়োরোপীয় [ই ইউরোপ+স ঈয়] *বি* ইউরোপের অধিবাসী। 'য়োরোপীয়েরা আপনাপন পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নগরী-দুর্গে আশ্রয় লইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

-য়ে *সপ্তমী বিভক্তি*। 'চউশঠী ঘড়িয়ে দেট পসারা।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

য়েকে একে [স এক>] *ক্রিবিণ* এক এক করে; একের পর এক। 'দেবকী উদরে লিএগ্রা য়েকে একে জন্ম দিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

য়েগায় *ক্রি* অগ্রসর হয়। 'আপনি য়েগায় আমি যাই পাছু পাছু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

য়েতেকে *ক্রিবিণ* এতেকে; এতেই। 'য়েতেকে যাণিল নারী যেহেন শরীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

য়েথাই *ক্রিবিণ* এ স্থানে। 'কন্যা সনে সাম্ব বিরে আনিএ য়েথাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

য়েবার *ক্রিবিণ* এইবার। 'য়েবার আনিঞাঁ দিলে কাহ্ন মোর ঠাঁয়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

য়্যাকট্রেস [ই] *বি স্ত্রী* অভিনেত্রী। 'অমুক য়্যাকট্রেস তারাবাঈ-এর ভূমিকায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

য়্যাটম [ই] *বি* অ্যাটম বোমা; পারমাণবিক বোমা। 'বজ্র বাঁটুল তোমার আছে/ য়্যাটম! য়্যাটম!' *অন্নদা*, ১৯৪৬।

য়্যাডভেঞ্চার [ই] *বি* দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর অভিযান। 'পালিয়ে এসেছে য়্যাডভেঞ্চারের নেশায়।' *বিভূতি*, ১৯৩৭; 'য়্যাডভেঞ্চারের বইয়ে কতই তো এমন পড়া যায়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

য়্যা-নফছি [আ] – হায়, আমার কী হবে, এই বলে বিলাপ। 'কাঁদবে সেদিন য়্যা-নফছি য়্যা-নফছি বলে।' *জসীম*, ১৯৩১।

য়্যানাটমি [ই] *বি* দেহসংস্থান। 'একেবারে সটান তাঁর হৃদয়ে তাঁর য়্যানাটমির সব চেয়ে দুর্বল জায়গায়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

য়্যাপ্রুভ [ই] *বি* সমর্থন। 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আমি য়্যাপ্রুভ করি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

য়্যাব্বড়ো *বিণ* অনেক বড়ো; ইয়া বড়ো। 'য়্যাব্বড়ো কাস্তে নিয়ে ...।'

নজরুল, ১৯২৬।

ম্যামন [স যষ্মিন] *ক্বিণ* এমন। 'ম্যামন কিছু কাজ হয়নি যা দ্যেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* এমন

ম্যালসেশিয়ান [ই] *বি* নেকড়ের মতো দেখতে এক জাতের বড়ো কুকুর; অ্যালসেশিয়ান। 'নয়কো এটা টেরিয়ার/ নয়কো ম্যালসেশিয়ান।' *অন্নদা*, ১৯৫১।

ম্যালোপ্যাথিক [ই] *বি* অ্যালোপ্যাথিক; চিকিৎসা পদ্ধতিবিশেষ। 'শীত হলো ম্যালোপ্যাথিক ডোজের শীতলতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

র

র [স] *বি* অন্তঃস্থ ব্যঞ্জনবর্ণবিশেষ। 'র-কারে হলবর্ণ যোগ করিতে হইলে, র্ এইরূপ হইয়া সেই সেই বর্ণের মাথায় যায়, ইহাকে রেফ বলে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

–র *ষষ্ঠী বিভক্তি*। 'তরঙ্গতেঁ হরিণার খুর ন দীসঅ।' *চর্যা ৬*, ১২০০।

রঅণ [স রত্ন] *বি* রত্ন। 'রঅণহু ষহজে কহেই।' *চর্যা ২৭*, ১২০০।

রঅনি [স রজনী] *বি* রজনী। 'রঅনী ছোটি হো দিবস বাঢ়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রআনী [স রজনী] *বি* রজনী; রাত। 'দিবস রআনী এথাঁ একোহি না জাণী/ নাহি লাগে রবির কিরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রইনি [স রজনী] *বি* রজনী। 'তরুন তরুনি সঙ্গে/ রইনি খেপবি রঙ্গে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রএণি [স রজনী] *বি* রাত। 'জোইণিজালে রএণি পোহাঅ।' *চর্যা ১৯*, ১২০০।

রইঘর [স রতি+ঘর] *বি* নৌকার ছই। 'প্রথমে তৃলিলা ডিঙ্গা নামে মধুকর/ সুদুই সুবর্ণে জাহার রইঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রইয়ে সইয়ে *ক্রিবিণ* ধীরেসুস্থে। 'এখন ছেলেকে রইয়ে সইয়ে জানতে দিতে হবে অনেক কিছু।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

রইরই কাণ্ড *বি* হৈচৈ সৃষ্টি করার মতো ঘটনা। 'হইহই ব্যাপার! রইরই কাণ্ড!!' *নজরুল*, ১৯২৭।

রইস [আ] *বি* ধনী লোক। 'মার্কামারা রইস যত ...।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রওকা *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'রওকা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রওগন, রওগান [ফা] *বি* জ্বালানি তেল। 'অশান্তির রওগন বা স্নেহপদার্থ এই প্রদীপকে জ্বালিয়ে রেখেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'তার মগজ আমাদের প্রদীপের রওগান।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রওজা [আ] *বি* মাজার; সমাধিপ্রাঙ্গণ। 'তাহার রওজায় আমি রহিব মোদাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রওনা [ফা রওয়ানা] *বি* যাত্রা। 'জেহাজ রওনার চিটী মেং এঙ্গ সাহেবের হস্তে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

রওয়ানা [ফা] *বি* যাত্রা। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

রওয়ানা হওয়া *ক্রি* যাত্রা করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'জখন হালসালের আফিম রওয়ানা হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

রওয়া¹ [স রব>] *ক্রি* রব বা শব্দ করা। **রএ** *ক্রি* রব করছে। 'রএ আর নানা পক্ষিগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রওয়া² *ক্রি* থাকা। 'হংস রএ সরোঅরে গুআহো পাঞ্জরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রই** *ক্রি* থাকি। 'ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক হয়ে রই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **রউক** *ক্রি* থাক। 'ক্রোধটি তোমার রউক যে হবার হইল।' *ভারত*, ১৭৬০। **রএ** *ক্রি* থাকে; অবস্থান করে। 'হংস রএ সরোঅরে গুআহো পাঞ্জরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রতল** *ক্রি* থাকে। 'জকর হৃদয় জতহি রতল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রন** *ক্রি* থাকেন। 'আর ধন রাখিআ চণ্ডী রন তরুতলে/ ফুল্লরা রহিল ঘরে ধন করি কোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রবে** *ক্রি* থাকবে। 'তাহে কি দেবীর দয়া রবে।' *ভারত*, ১৭৬০। **রবেক** *ক্রি* থাকবে। 'অনেক সঙ্কটে তোমার রবেক জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রয়** *ক্রি* থাকে। 'কৃপা কর প্রভু যেন তোতে মন রয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **রয়ো** *ক্রি* থেকো। 'কহ কথা, রয়ো না নীরব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **রয়্যাছি** *ক্রি* রয়েছি। 'অধিক ধিক বলে ছোট হয়্যা/ গুনিস দুবলা রয়্যাছি সয়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রয়্যাছে** *ক্রি* রয়েছে। 'বিশাশয় পড়ুয়া রয়্যাছে মুখ চায়্যা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **রলো** *ক্রি* রইলো। 'যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **রহ** *ক্রি* থাকো; অবস্থান করো। 'সুন ভিমার্জ্জুন তুমি স্থির হৈয়া রহ।' *মালাধর*, ১৫০০। **রহই** *ক্রি* থাকে। 'বালা সঞে জব রহই/ তরুনি পাই পরিহাস তঁহি করই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রহউক** *ক্রি* থাকুক। 'অপবিত্র না রহউক নিমেষ প্রমাণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **রহএ** *ক্রি* রয়। 'যে জন পরের হয় না রহএ এথা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রহত** *ক্রি* থাকে। 'মারতি রহত পোখ অবসেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রহব** *ক্রি* রবে; থাকবে। 'অপযশ পাওব মান ন রহব।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রহয়ে** *ক্রি* থাকে। 'কৃষ্ণ হরি নাম শুনি রহয়ে রোদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **রহল** *ক্রি* রইলো। 'উচিতহু ন রহল তহিক বিবেক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রহলি** *ক্রি* রইলো; থাকলো। 'সুতি রহলি রাগি সয়নক ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রহিত** *ক্রি* থাকতো। 'যদ্যপিস্যাৎ এমত২ রচনা গড়না হইত তবে কি সে লোক না পাঠাইয়া রহিত।' *রামরাম*, ১৮০১। **রৈও** *ক্রি* দেরি কোরো। 'কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী।' *ভারত*, ১৭৬০। **রৈছে** *ক্রি* রয়েছে। 'সঞ্জীবন কায়া যেন রৈছে দাণ্ডাইয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রৈয়া** *ক্রি* থেকে। 'মুররী বাজায় বন্ধু কদম তলে রৈয়া।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৭৫০। **রৈয়াছে** *ক্রি* রয়েছে। 'কাঠের পুতলী রৈয়াছে চাই।' *দ্বিজগী*, ১৬০০। **রৈল** *ক্রি* রইলো। 'এ বুলিআ সেই বিপ্র রৈল মৌন ধরি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রৈলো** *ক্রি* রইলো। 'ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে/ ঘাটের তরী ঘাটে রৈলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রওয়ন *বি* থাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রয়ে বসে *ক্রিবিণ* ধীরেসুস্থে। 'পুরুষমানুষ রয়ে বসে অনেক ঠেকে অনেক ঘা খেয়ে তার পরে ভালোবাসতে শেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রয়ে রয়ে *ক্রিবিণ* থেকে থেকে। 'রয়ে রয়ে সয়ে সয়ে অনুবন্দ করে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রয়ে সয়ে *ক্রিবিণ* ধীরেসুস্থে; সময় নিয়ে। 'আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে সয়ে মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রওয়াদার [ফা] *বিণ* ন্যায়পরায়ণ। 'এই ফরিয়াদ বাবা হও রওয়াদার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রওয়ায়েত [আ রিয়ায়াত] *বি* শ্রদ্ধাজ্ঞাপক বাণী। 'রওয়ায়েতের পর রওয়ায়েত আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

রওয়াশ [আ রইস>] *বি* আতশবাজি। 'কলিকাতার কারিগর নানাবিধ ছবি নির্ম্মাণ করিয়া রওয়াশ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

রওয়াএশখানা [আ রইস>+ফা খানাহ্] *বি* আতশবাজি রাখার জায়গা। 'সেট সাহেব রওয়াএশখানা নির্ম্মিত স্থানে গমন করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

রওশন [ফা] *বিণ* উজ্জ্বল। 'সেই ফুলেরই রওশনিতে/ আরশ কুরসি রওশন।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রওশনি, রওশনী [ফা] *বি* দীপ্তি। 'সেই ফুলেরই রওশনিতে/ আরশ কুরসি রওশন।' *নজরুল*, ১৯৩২; 'পীরের দামন না ধরিয়া কেহ জমিরের রওশনী ও রুহের তরক্কি ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

রং [ফা, তুল স রঙ্গ] **১** *বি* বর্ণ। 'কেশনের রং।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি*

ফূর্তি। 'আমরা এখন রং চাই – মজা চাই – আয়েস চাই।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* তাসখেলায় যে চিহ্নযুক্ত কার্ড যেসময় প্রাধান্য পায়। 'আমার কাছে সবগুলোই রং ছিল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭। ৪ *বি* বাহ্যিক সৌন্দর্য। 'কিন্তু এখন ভাবতেই দেখি ছুটে গেছে রং।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

রং-ওঠা *বিণ* বিবর্ণ। 'একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রংচং *বিণ* রঙিন। 'সুন্দর রংচং সুন্দর ছন্দোবদ্ধ এমনি নানা সরঞ্জাম।' *অবন*, ১৯২৫।

রং-চং করা *বিণ* নানা রঙে চিত্রিত। 'একটা বড় রং-চং করা কাচবসানো টিনের বাক্স।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রংচটা *বিণ* রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এমন। 'রংচটা সুতো-ওঠা নীল প্যান্ট।' *মানিক*, ১৯৪৭।

রংছুট ১ *বিণ* নির্দিষ্ট রঙে আঁকা নেই এমন। 'রংছুট বর্ণ পরিচয় দিয়ে আমাদের ছেলেদের শিক্ষা শুরু করতে বলেছে।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বিণ* ম্রিয়মান। 'রংছুট হয়ে গেছে তার।' *জীবন*, ১৯৩২।

রংঢং *বি* রঙের প্রলেপ। 'একটু রংঢং দেওয়া গেল ছবিতে – শৃগাল যেন ছলছল নেত্রে বলছে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

রং ঢং সং *বি* আমোদ-প্রমোদ। 'গাওনা বাজনা ও খানা খেলানা রং ঢং সং ইহারি বরাহর্দ্দ ভারি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রং ধসে যাওয়া *ক্রি* বিবর্ণ হওয়া। 'মাটির দেওয়ালে চুন-বালি ছোপানো কোথাও রং ধসিয়া গিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রং বাজানো *বি* বাজনা শ্রুতিমধুর করার জন্য গতের মধ্যে ছোট ছোট বোল বাজানো। 'সেটকে সেট ঢাকে ড্যানাক ড্যানাক করে রং বাজাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রংবাজি [ফা] *বি* ত্রাসসৃষ্টি করা। 'কতো রকম রংবাজি, ঠকবাজির আমদানি সেখানে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

রংবাতি [ফা রং+বাতি] *বি* বিভিন্ন রঙের বাতি। 'ওপরে সৌখিন রংবাতির ঝাড়।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

রংবাহার [ফা] *বি* রঙের ছড়াছড়ি। 'আজকে দ্যাখোনা আকাশে রংবাহার জীবনে নওবাহার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রঙ-বেরঙ [ফা] *বিণ* নানা বর্ণের। 'কুড়িটি বেল লাণ্ঠন (রং বেরং – সাদা, গ্রিন, লাল) টাঙ্গান হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'রংবেরং-এর শাঁখের হাড়ে ভরা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রংমশাল [ফা রং+আ মশআল] *বি* আগুনের রঙিন ফুলকিযুক্ত আতশবাজিবিশেষ। 'রংমশাল লইয়া কাহারো গা পোড়াইয়া দিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রংমহল [ফা রং+আ মহল] *বি* আনন্দ নিকেতন। 'দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম।' *নজরুল*, ১৯২২।

রংমহলা [ফা রং+আ মহল] *বি* আনন্দ-নিকেতন। 'পলাশের গেলাস-দোলা কাননের রংমহলা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রংরেজ [ফা] ১ *বি* শিল্পী। 'গানে হয়তো রূপ-রঙ ফুটে ওঠেনি আমি ভালো রংরেজ নই বলে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বি* কাপড়ে রং করে যে; বস্ত্ররঞ্জক। 'রংরেজ যেন শমশের যত লালফেজ-শিরে তুর্কিদের।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রংরেজিনী [ফা] *বি স্ত্রী* কাপড়ে রং করে যে। 'প্রকৃতি-মায়াবিনী তার উপরেও রংরেজিনীর কাজ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রং-রেজী [ফা] *বি* কাপড়ে রং করে যে। 'রং-রেজীর কাপড়ে রং না ধরলে এইভাবে ভাগ্য প্রসন্ন করে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রং-লেপা *বিণ* রঙ লাগানো। 'আর্টস্টুডিয়োর রঙ-লেপা ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রংগ [স রঙ্গ] *বি* রং। 'পায়ে উল্টা ক্রোম লেদারের খয়েরি রংগের জুতা।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

রংরুট [ই রিক্রুট] *বি* সামরিক ইত্যাদি বাহিনীতে নবাগত সৈনিক। 'নতুন রংরুটদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে করাচিতেই থাকতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রঁ-অলা [স রোম+হি ওয়ালা] *বিণ* লোমযুক্ত। 'রঁ-অলা রাঘববোয়ালের মত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রঁদি [আ রদ্দী] *বিণ* নিকৃষ্ট; খারাপ। 'কাঞ্চন পণে তুমি কেন একা লবে হে পণ্য রঁদি?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

রক [আ রিওয়াক] *বি* পাকা বাঁধানো স্থান। 'রান্নাঘরের রকে উঠতে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

রকত [স রক্ত] *বিণ* লালবর্ণ। 'রকত চন্দন বন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রকতি [স রক্তিম] *বিণ* রক্তিম। 'শতেক বরণ কৃষ্ণকেলি রকতি বদনি শ্যামি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রকম [আ] *বি* ধরন; প্রকার। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'কাপড়ের রকম বুনিবার সময় তজবিজ করিয়া দেখিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

রকমওয়ারি, রকমওআরি, রকমওারি [আ রকম+ফা ওয়ারী] ১ *বিণ* নানা রকমের। 'রকমওয়ারি ও মোট দাম ওয়াসিল বাকীর ফর্দ্দ জাইতেছে ওয়াকীব হইবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২; 'ইমসনের ফরমাইষের রকমওারি ও নাগাএদ সেতমর ওয়াসীল বাকীর ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *ক্রিবিণ* প্রকার অনুযায়ী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রকমফের [আ রকম] *বি* ভিন্নরূপ। 'একই ওস্তাদির রকমফের কেবল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রকম-বেরকম [আ রকম+ফা বে+আ রকম] ১ *বিণ* স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক। 'ততদিন কত রকম বেরকম কথাই যে শুনতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* নানা রকম। 'রকম-বেরকমের গোঙানি দিতে দিতে হাওয়াগাড়ি ছুটছে দশদিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রকম-রকম *বিণ* নানা ধরনের। 'চাল-চলনের দিক দিয়েও রকম-রকম সাদৃশ্য আর উপমার আবির্ভাব হচ্ছে।' *অবন*, ১৯২৫।

রকম সকম [আ রকম>] ১ *বি* ভাবভঙ্গি। 'আরও কোন রকম সকম আছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'জীবন্ত নির্জীবতার পরম গম্ভীর রকমসকম দেখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* চালচলন। 'তোমাদের কথাবার্তা রকমসকম আমার ভালোরূপ ধারণা হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রকম-সকমে *ক্রিবিণ* চালচলনে। 'তখন ওর রকম-সকমে সেগুলো গভীর হয়ে উঠেছে গৌরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রকমারি, রকমারী [আ রকম>] *বিণ* বিভিন্ন ধরনের। 'এ দিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'প্রায় দুই শত রকমারী চটী বই ছাপান।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

রকার [স] *বি* র বর্ণ। 'রকারে হলবর্ণ যোগ করিতে হইলে, র´ এইরূপ

হইয়া সেই সেই বর্ণের মাথায় যায়, ইহাকে রেফ বলে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

রক্ত [স] ১ *বি* শরীরের লাল রঙের তরল। 'রক্ত উঠি মইল হাসে সকল ছাওয়াল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* লাল। 'কোন স্থান ধূসর, কোন স্থান হরিৎ, কোন কোন স্থান বা রক্ত বর্ণ প্রতীয়মান হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* বংশধারা। 'রাজবংশের রক্ত আমাদের সম্বন্ধে পরের রক্ত নয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'আলী আজহার খাঁর রক্তে পূর্ব পুরুষদের যাযাবর নেশা আছে যেন।' *শওকত*, ১৯৫৮। ৪ *বিণ* রক্তাক্ত। 'বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'শক্ত মাটির ঘায়ে হউক রক্ত পদতল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্ত অতিসার [স] *বি* রক্তক্ষরণ হয় যে উদরাময়ে। *ওর্সা*, ১৭৮২।

রক্তঅনল [স] *বি* লাল আগুনের শিখা। 'জাগো রুদ্রের ললাটের রক্তঅনল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্ত-অশ্ব [স] *বি* রক্তবর্ণ অশ্ব। 'হুঙ্কারিয়া চলিলাম বিদ্রোহের রক্ত-অশ্বে চড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রক্ত-আঁখি ১ *বি* রোষদৃষ্টি। 'তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজ-দণ্ড নিরোধ করতে পারে না।' *নজরুল*, ১৯২৩। ২ *বি* ক্রোধে লাল চোখ। 'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রক্ত-আকাশ [স] *বি* রক্তবর্ণের আকাশ। 'সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রক্তআমেশা [স রক্ত-আমাশয়] *বি* যে পেটের অসুখে মলের সঙ্গে রক্ত পড়ে; রক্তাতিসার। 'ওরই ভাবনায় বাবা ধরেছে রক্তআমেশা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রক্ত-আলো *বি* রক্তের মতো লাল আলো। 'গোধূলি সে রক্ত-আলোয় জ্বালে আপন চিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রক্ত-ইট *বি* রক্তরূপ ইট। 'রাজার প্রাসাদ উঠিছে উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত-ইটে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রক্ত-উৎপল [স] *বি* রক্তপদ্ম। 'অপমার্গ বাঘনলা সাএী তোলে ভদ্রকল্যা রক্ত-উৎপল অবদাত' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রক্ত-উষা [স] *বি* রক্তাভ ভোর; ঝলমলে সকাল। 'রক্ত-উষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'সুবে সাদিকের বন্দরে ভেসে আসিছে রক্ত-উষা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

রক্তকণা [স] *বি* রক্তবিন্দু। 'একটি অনুরণনে প্রতি রক্তকণা হয় নক্ষত্র-চেতন?' *শামসুর*, ১৯৫৯।

রক্ত-কণিকা [স] *বি* দেহের শিরা ও ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের কণিকাবিশেষ। 'ধমনীর প্রতি রক্ত-কণিকা।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'মেরুদণ্ড আর রক্তকণিকায় খেলে বেড়াচ্ছে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

রক্তকপোল [স] *বি* রক্তিম গাল। 'বিবির স্বভাবত-রক্তকপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রক্তকমল [স] *বি* লালপদ্ম। 'বঙ্গহৃদয় উন্মীলি যেন/ রক্তকমল ফুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রক্তকম্বল [স] ১ *বি* লাল কম্বল। *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'রক্ত কম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রক্তকরবী [স] *বি* লাল রঙের করবী ফুল। 'তাকে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

রক্তকলঙ্কিত [স] *বিণ* রক্ত দ্বারা কলঙ্কিত। 'রক্ত কলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রক্তকলুষ [স] *বিণ* রক্ত ঝরে কলুষিত। 'দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষ গ্লানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

রক্ত-কাপালিক [স] *বি* রক্তপিপাসু বামাচারী তান্ত্রিক। 'হরিত বনের বুক চিরে বেরিয়ে এল রক্ত-কাপালিক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তকিঙ্কিণী [স] *বিণ* রক্তাক্ত। 'রক্তকিঙ্কিণী করে দিয়েছে যে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

রক্ত-কুসুম [স] *বি* রক্ত-রাঙা ফুল। 'ক্রমশ এদেশে গুচ্ছবদ্ধ রক্ত-কুসুম/ ছড়ায় শত্রু-শবের গন্ধ, ভাঙে ভীত ঘুম।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তকৃষ্ণ [স] *বিণ* রক্ত নীলবর্ণ হয়ে আছে এমন। 'বন্ধনের রক্তকৃষ্ণ রেখা বিনাশিয়া অরুণিমা দিয়ে গেছ দেখা।' *জীবন*, ১৯৩০।

রক্তকেতন [স] *বি* রক্তে অঙ্কিত পতাকা। 'ইসলামের রক্তকেতন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্তক্রিমি [স] *বি* এক ধরনের কৃমি। 'নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্তক্রিমি শূল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রক্তক্লান্ত [স] *বিণ* কঠোর পরিশ্রমসাধ্য। 'চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।' *জীবন*, ১৯৪২।

রক্তক্ষয় [স] *বি* রক্তপাত। 'মুক্তির বদলে কিনলে মৃত্যু/ রক্তক্ষয়ের বদলে পেলে প্রবঞ্চনা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তক্ষয়ী [স] *বিণ* রক্তপাত ঘটায় এমন। 'ভারতের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ...' *বেগম*, ১৯৪৯।

রক্তক্ষরণ [স] *বি* রক্তপাত। 'শুধু মুখে রক্তক্ষরণ বা অনলবর্ষণ করিলে অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করা হবে না।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

রক্তক্ষরা [স] *বিণ* রক্তক্ষরণ হয় এমন। 'পাখির মত এ হৃদয় রক্তক্ষরা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

রক্ত-ক্ষীর [স] *বি* জমাটবদ্ধ রক্ত। 'বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর। রক্ত-ক্ষীর।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তখেকো *বিণ* রক্ত পান করে এমন। 'অকস্মাৎ আমার গলায় তার রক্তখেকো দাঁত বসে যায়।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

রক্তগঙ্গা [স] *বি* রক্তরূপ গঙ্গা। 'মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে মরব।' *শরৎ*, ১৯১৩; 'গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তগত [স] *বিণ* রক্তে প্রবাহিত। 'আমাদের রক্তগত, সমাজগত অকর্মণ্যতারই দরুণ ...' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

রক্ত গরম হওয়া *ক্রি* উত্তেজিত হওয়া। 'তাদের রক্ত গরম হয়ে বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রক্ত গরম হয়ে ওঠা *ক্রি* উত্তেজিত হওয়া। 'তাহাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল।' *নজরুল*, ১৯২২; 'বাদশাহি মাত্রায় রক্ত গরম হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রক্তচক্ষু [স] ১ *বিণ* আগ্রাসী। 'য়ুরোপীয় সভ্যতার রক্তচক্ষু এঞ্জিনটা সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* নেশাগ্রস্ত লাল চোখ। 'আমি মাতালের রক্তচক্ষু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১। ৩ *বিণ* লাল চোখবিশিষ্ট। 'রক্তচক্ষু বিরক্ত কোকিল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ৪ *বি* কড়া নজরদারি। 'সরকারী রক্তচক্ষুর নীচে বসেও এ উৎসব উদ্‌যাপিত

হয়েছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

রক্তচন্দন [স] *বি* লাল রঙের চন্দন কাঠ। 'হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রক্ত চন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রক্তচাপ [স] *বি* রক্তের চাপের তারতম্যজনিত রোগবিশেষ। 'এমনিতে রক্তচাপের রোগী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬; 'যতই ভুগি না কেন বাতে, রক্তচাপে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রক্তচিহ্ন [স] *বি* রক্তিম আভা। 'সমস্ত আকাশে কোথাও একবিন্দু রক্তচিহ্ন নেই।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

রক্তচেলি ১ *বি* লাল রঙের রেশমি কাপড়বিশেষ। 'বউ এল ওই সন্ধ্যা মেয়ে রক্তচেলি পরে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* লাল ফুল। 'রক্ত-চেলি করেছে বন উজ্জ্বালা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রক্তচ্ছটা [স] *বি* লাল আভা। 'সে মুখে আজ চিত্তজ্বালার রক্তচ্ছটা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রক্তছাপ [স রক্ত+প ছাপ] *বি* রক্তের চিহ্ন। 'মোদের বুকের রক্তছাপ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্তছাব [স রক্ত+প ছাপ] *বি* রক্তের ছাপ। 'সাজাইব গৌড়াগণে দিয়া রক্তছাব।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রক্তজন্মগত [স] *বিণ* উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'এটা তার রক্তজন্মগত অভ্যাস নয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

রক্তজবা [স] *বি* জবাফুলের প্রজাতিবিশেষ; লাল জবা। 'শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'গাঁথব রক্তজবার মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রক্ত-জমাট [স রক্ত+আ জমা>] *বিণ* রক্ত জমাট-বাঁধা। 'রক্ত-জমাট শিকল-পূজোর পাষাণ-বেদী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্ত জল করা *ক্রি* কঠোর পরিশ্রম করা। 'বাংলার চাষী পাট উৎপাদন করতে রক্ত জল করে মরছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

রক্ত জল হওয়া ১ *ক্রি* উৎসাহে ভাটা পড়া। 'তখন বোধ করি উৎসাহের রক্ত জল হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **২** *ক্রি* অত্যন্ত ভয় পাওয়া। 'প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

রক্তজ্বালা [স] *বি* ভীষণ যন্ত্রণা। 'রক্তজ্বালা বক্ষে নিয়া কাঁদিতেছে নিরন্ন নগর।' *আহসান*, ১৯৪৪।

রক্ত ঝরন *বি* রক্ত ঝরা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রক্তঝরা ১ *বিণ* রক্ত ঝরছে এমন। 'নৈরাশ্যের নখর হতে, রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* রক্তক্ষরণ। 'রক্তঝরার ঘড়ঘড় শব্দ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

রক্তঝর্না [স রক্ত-নির্ঝরিণী] *বি* রক্তের ঝরনা। 'মৃত্যু, প্রেম; রক্তঝর্না।' *জীবন*, ১৯৪০।

রক্তঝলক [স রক্ত+মু ঝলক] *বি* রক্তের ঝলকানি। 'আপন বুকের রক্তঝলকে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্ত-টকটক [স রক্ত+ধ্বন্যা টকটক] *বিণ* রক্তের মতো উজ্জ্বল লাল। 'কি ভাবছে ফেলু মিঞা অমন রক্ত-টকটক মুখে?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রক্তটিকা [স] *বি* রক্তের ফোঁটা বা তিলক। 'জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রক্তটিপ [স রক্ত+টিপ] *বি* রক্তের ছাপ। 'অদৃশ্য গ্রহের হাতে লাগে রক্তটিপ।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫১।

রক্ততরঙ্গিণী [স] *বি স্ত্রী* রক্তের নদী। 'বক্ষে তোমার আঘাত করে উত্তাল নর্তনে রক্ততরঙ্গিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

রক্ত-তিলক [স] *বি* রক্ত দিয়ে আঁকা তিলক। 'ভালে তার কাপালিকের আঁকা রক্ত-তিলক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্ততীর্ণ [স] *বিণ* রক্তাক্ত। 'দুর্বল সঙ্কল্প আর রক্ততীর্ণ অশ্রুর পাথেয়/ এই শুধু সঙ্গে নিয়ে পথ চলি দুর্গম অজ্ঞেয়।' *সিকান্দার*, ১৯৪৮।

রক্ততৃষা [স] *বি* রক্তের জন্য তৃষ্ণা। 'তুর্কিদের রক্ততৃষা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রক্ত থালি *বি* থালার মতো লাল সূর্য। 'তোমার সকাল রয়েছে পুবালী আকাশে রক্ত থালি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

রক্তদশনা [স] *বিণ স্ত্রী* দাঁত রক্তে রঞ্জিত এমন। 'ধিয়া তাধিয়া নরমালী/ ঘোরাননা রক্তদশনা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

রক্তদান [স] *বি* নিজের শরীরের রক্ত দেওয়া। 'লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ বিদীর্ণ করেও দেবপূজায় রক্তদান করে থাকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রক্তদীপ্তি [স] *বি* রক্তের মতো ঔজ্জ্বল্য। 'যৌবন আসে অগ্নিশিখার মতো রক্তদীপ্তি নিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রক্ত-দেউল [স রক্ত+দেউল] *বি* রক্তমন্দির। 'রক্ত-মজ্জা-অস্থি দিয়ে গড়া রক্ত-দেউল তাসের ঘরের মতো টুটে পড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তধার [স] *বি* রক্তের ধারা। 'সর্ব্বাঙ্গে হৈল কুষ্ঠ বহে রক্তধার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ব্যথায় যে তোর ঝরিছে নিতুই রক্তধার।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রক্তধারা [স] *বি* রক্তের প্রবাহ। 'লোল জিহ্বা রক্তধারা দুখের দু পাশে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'রক্তধারার ছন্দে আমার দেহবীণার তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

রক্তধূলি [স] *বি* লাল বর্ণের ধুলা। 'ছুটছিল বীর মত্ত অধীর, রক্তধূলির পথ-বিপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রক্তধ্বজা [স] *বি* রক্তের নিশান। 'ইহার বিরুদ্ধে রক্তধ্বজা আন্দোলন করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রক্তনদী [স] *বি* রক্তের নদী। 'যুদ্ধ চলিতে লাগিল ... ক্রমে রক্তনদী বহিতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'নতুন করিয়া তোর বুকে মোরা বহাব রক্ত-নদী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রক্তনয়ন [স] *বি* রক্তবর্ণ চোখ। 'ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে রাজসভায় গিয়ে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

রক্তনিশান [স রক্ত+ফা নিশানাহ্] *বি* রক্তের পতাকা; রক্তদানের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ পতাকা। 'রক্তনিশান লইয়া আজ আমাদের নূতন করিয়া যাত্রা শুরু।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তনেত্র [স] *বি* রক্তবর্ণ চোখ। 'চারু রক্তনেত্রে রক্তিমমুখে বেশ করছি খুব করছি বলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রক্তনেত্রে [স] *ক্রিবিণ* ক্রুদ্ধ চোখে। 'সূর্য রক্তনেত্রে চাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রক্তনেশা [স] *বি* তারুণ্যময় উন্মাদনা। 'সঙ্গীবিহীন দুর্জয় এই পরিভ্রমণ/ রক্তনেশায় এনেছে কেবলই সুখাস্বাদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তপতাকা [স] *বি* রক্তচিহ্নিত পতাকা। 'তোমার সেই রক্তপতাকা যাহা বিশ্বের সিংহদ্বারে উড়িয়াছিল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রক্ত-পথ [স] ১ *বি* বিপ্লবের পথ। 'ওরে রক্ত-পথের পথিক।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বি* রক্তাক্ত পথ। 'পৃথিবীর রাজপথে – রক্তপথে।' *জীবন*, ১৯৪২।

রক্ত-পথিক [স] *বি* বিপ্লবী। 'এ রক্ত-পথিকের দল, নবকুমারের দল নয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তপদচিহ্ন [স] *বি* রক্তাক্ত পায়ের ছাপ। 'দেবী মিবারলক্ষ্মীর অলক্ত-রক্তপদচিহ্ন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রক্ত পদতল [স] *বি* রক্তাক্ত পায়ের তলা। 'শক্ত মাটির ঘায়ে হউক রক্ত পদতল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তপলাশ [স] *বি* রক্তের মতো লাল রঙের পলাশ ফুল। 'নবপুষ্পিত রক্তপলাশের বনে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রক্ত-পাগল [স রক্ত+পাগল] *বিণ* খুনের নেশায় উন্মত্ত। 'যুদ্ধক্ষেত্রে ... আমি রক্ত-পাগল সেনানী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রক্ত-পাগলি [স রক্ত+পাগল>] *বি স্ত্রী* রক্তের জন্য উন্মাদ। 'রক্ত-পাগলি বেটির পায়ের চাপে শিব আর্তনাদ করে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তপাত [স] ১ *বি* শরীরের কোনো অংশে কেটে বা ছিঁড়ে রক্ত বের হওয়া; রক্তক্ষরণ। 'গাইটির গুহ্যজিহ্বারে ঠুকরিয়া রক্তপাত করিআছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৭। ২ *বি* রক্তাক্ত সংঘাত। 'তাহারই জন্য কারবালায় রক্তপাত।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

রক্ত পানি করা পরিশ্রম – কঠোর পরিশ্রম। 'সাধারণ মানুষের রক্ত পানি করা পরিশ্রম লব্ধ এই কয়েক কোটি টাকা।' *বেগম*, ১৯৫১।

রক্তপায়ী [স, সমাসে রক্তপায়ি-] ১ *বিণ* রক্তপানকারী। 'রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিনে সুন্দরেরে বিদ্ধ করে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪২। ২ *বি* রক্ত পান করে যে। 'রক্তপায়িদের কাছে সব মানুষই সমান।' *পাশা*, ১৯৭১।

রক্তপিঙ্গল [স] *বি* মুছে যাওয়া রক্তের হলুদ রং। 'আয়র্লন্ডে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রক্তপিত্ত [স] *বি* পিত্তবৃদ্ধির কারণে রক্তদূষণ। 'রক্তপিত্ত রোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রক্তপিপাসু [স] *বিণ* রক্ত পান করতে ইচ্ছুক। 'সাঁওতালদিগকে বনের ব্যাঘ্র, রক্তপিপাসু বর্বর প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রক্তপিয়াসী [স রক্তপিপাসী] *বিণ* রক্তপিপাসু। 'রক্তপিয়াসী অচঞ্চল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রক্ত-পূজা [স] *বি* রক্ত দিয়ে করা যজ্ঞ। 'অদূরে কাপালিকের রক্ত-পূজার মন্দির।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তপূত [স] *বিণ* রক্ত মেখে পবিত্র হয়েছে এমন। 'নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তপ্রণাম [স] *বি* বিপ্লবী অভিবাদন। 'তোমায় আমি আমার রক্তপ্রণাম জানাচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্তপ্রবণতা [স] *বি* যন্ত্রণাময়তা। 'নিঃসঙ্গতা নির্জন রক্তপ্রবণতার মধ্যে বন্ধুই শুধু নয়।' *জীবন*, ১৯৩১।

রক্ত-প্রবাল [স] *বি* সামুদ্রিক কীটজাত লালরঙের রত্নবিশেষ। 'লালে লাল করে কৃষ্ণসাগর রক্ত-প্রবাল চূর্ণি ফের।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রক্তপ্রবাহ [স] *বি* রক্তের ধারা। 'এই উষ্ণ রক্তপ্রবাহ না হলে যৌবন বাঁচে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

রক্তপ্রস্তর [স] *বি* লাল রঙের পাথর। 'উহা আগাগোড়া রক্তপ্রস্তরে নির্মিত।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

রক্তপ্রাচুর্য [স] *বি* রক্তের আধিক্য। 'শিরা-প্রশিরার তলে তলে এমন একটি রক্তপ্রাচুর্য আছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

রক্তপ্লাবন [স] *বি* রক্তের বন্যা। 'রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে বিদ্বেষে বিচ্ছেদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রক্তপ্লুত [স] *বিণ* রক্তে ভেজা। 'অন্ধকারে স্তিমিত আভায়/ পরিপূর্ণ জীবনের রক্তপ্লুত বিচ্ছিন্ন নিশান।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

রক্ত ফোটা *ক্রি* রাগে উত্তেজিত হওয়া। 'আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রক্তবৎ [স] *বিণ* রক্তের মতো। 'ঈষৎ দিনের দীপ্তি রক্তবৎ রেখা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রক্তবমন [স] *বি* রক্তবমি। 'মুখে রক্তবমন হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রক্তবমি [স রক্তবমন] *বি* অসুস্থতার কারণে রক্তসহ পেটের হজম না-হওয়া খাবার বের হয়ে আসা। 'রক্তবমির মতো উগড়ে উঠলো।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

রক্তবরণ [স রক্তবর্ণ] *বিণ* লাল। 'রক্তবরণ লোচন।' *জসীম*, ১৯৩৩।

রক্তবর্ণ [স] ১ *বিণ* লাল রঙের। 'উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'চক্ষুদুটো রক্তবর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* লাল। 'পূর্বাকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রক্তবর্ণা *বিণ* রক্তের মতো লাল রঙের। 'রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

রক্তবর্ষণ [স] *বি* রক্তপাত; রক্তারক্তি। 'রক্তবর্ষণ নিবারণ করিতে ... বারুদ পুরিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে আদেশ করেন।' *বান্ধব*, ১৮৮১।

রক্তবসন [স] *বি* রক্তমাখা কাপড়। 'রক্তবসন পরাইয়া নাচ করাইতে পারিলেই পথ পরিষ্কার।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

রক্ত-বস্ত্র [স] *বি* লালরঙা পোশাক। 'রক্ত-বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রক্তবস্ত্র পরিধান স্ত্রী কৃষ্ণবরণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

রক্ত-বান [স] *বি* রক্তের বন্যা। 'চরণ-আঘাতে উদ্গারে যেন আহত বিশ্ব রক্ত-বান।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তবাস [স] *বি* লাল পোশাক। 'রক্তবাসে আয় রে সেজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রক্তবাহী [স] *বিণ* রক্ত বহন করে এমন। 'স্ফীত হয়ে ওঠে রক্তবাহী প্রতিটি ধমনী।' *সিকান্দার*, ১৯৪৪; 'রক্তবাহী শিরা-উপশিরাগুলোতে যেন কিসের তড়িৎ-গতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রক্তবিটাল [স রক্ত>] *বি* কুষ্ঠ। *মালোএল*, ১৭৪৩।

রক্তবিন্দু [স] *বি* রক্তের ফোঁটা। 'দিয়া নিজ হৃদি বিদলিয়া, হৃদয়ের রক্তবিন্দু গোন্ দিনরাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'প্রতি রক্তবিন্দু মোর কাঁপিছে শিরায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'সংসারের জন্যে সে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিচ্ছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২; 'তিল তিল করে তাতে যেন রক্তবিন্দু জমেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রক্তবিরল [স] *বিণ* ফ্যাকাশে; বিবর্ণ। 'যারা এই দুরবস্থিত

ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগ বেড়েই চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রক্তবীজ [স] *বি* হিন্দু পুরাণোক্ত অসুরবিশেষ, যার রক্তবিন্দু মাটিতে স্পর্শ করলেই একই আকৃতির নতুন অসুরের সৃষ্টি হয়। 'রক্তবীজ মৈষাসুর সমরে করিল চুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রক্তবৃষ্টি [স] *বি* লাল রঙের বৃষ্টি। 'রক্তবৃষ্টি ধুমকেতু অরিষ্ট লক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রক্তবেগ [স] *বি* রক্তপ্রবাহ। 'সঞ্চারিত রক্তবেগ পৃথিবীর প্রতি ধমনীতে/ অবসন্ন বিলাসের সঙ্কুচিত প্রাণ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্ত-ব্যথা [স] *বি* রক্তাক্ত যন্ত্রণা। 'হল ছিন্ন প্রাণ! বন্ধু, সেই রক্ত-ব্যথা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তভরা *বিণ* রক্তিম। 'রক্তভরা আঁখিতে ব্যাকুল বেদনায় চেয়েছিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্তভ্রূণ [স] *বি* রক্তাক্ত ভ্রূণ। 'প্রান্তরে জরায়ু-ভাঙা রক্তভ্রূণ।' *নীরেন*, ১৯৪৪।

রক্তমণি [স] **১** *বি* লাল মণি। 'রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বিণ* লাল মণিযুক্ত। 'শেষপ্রান্তে একটি করে রক্তমণি রুবি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রক্ত-মদ [স] *বি* রক্তরূপ মদ। 'রক্ত-মদের বিষ পান করি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্তময় [স] *বিণ* রক্তমিশ্রিত; রক্তাক্ত। 'আহা, যত নদ নদী প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল!' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'হৃদয়ের রক্তপাতে বিশ্ব রক্তময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

রক্ত-মশাল [স রক্ত+আ মশআল] *বি* রক্তরূপ মশাল। 'রক্ত-মশাল করে ভৈরবপন্থীর কণ্ঠ শোনা গেল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তমসী [স] *বি* রক্তরূপ মসী। 'রক্তমসী-কলঙ্কিত, যন্ত্র-জর্জরিত তবু কর দুটি জুড়ি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২; 'তাদের রক্তমসী দিয়ে আপনারা লিখুন রক্তশপথ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রক্তমাংস [স] *বি* রক্ত ও মাংস। 'সেই রক্তমাংস-পূতিগন্ধশালিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'আমরা মনে করি, প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রক্তমাংসময় [স] **১** *বিণ* রক্ত ও মাংসের সমন্বয়ে গঠিত। 'তোর শরীর যেমন রক্তমাংসময়, সবারই তেমনি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *ক্রিবিণ* সশরীরে। 'তোমারে আমরা চাই, রক্তমাংসময়!' *নজরুল*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* বাস্তবসম্মত। 'অপূর্ণ দুর্দান্ত ইচ্ছাকে রক্তমাংসময় কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করা।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

রক্তমাংসের বন্ধন *বি* ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক। 'মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রক্ত-মাংসের মানুষ *বি* বাস্তব মানুষ। 'ইংরাজেরা রক্তমাংসের মানুষ নহেন, তাঁহারা দেবতা – সেই দেবত্ব হইতে তাঁহাদের তিলমাত্র স্খলন না হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'রক্ত-মাংসের মানুষেরই ক্ষুধা পরিতৃপ্তির সমাপ্তি আছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্তমাখা [স রক্ত+মাখা] **১** *বিণ* খুনের বিনিময়ে পাওয়া যায় এমন। 'তুমি রক্তমাখা মোহরের জন্য এত লালায়িত কেন?' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বিণ* রক্তাক্ত। 'কাঁটা-বেঁধা রক্ত-মাখা প্রাণ নিয়া এনু তব পুরে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রক্তমাটি *বি* লালমাটি। 'রুক্ষ কঠিন রক্তমাটি ঢেউ খেলিয়ে মিলিয়ে গেছে দূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রক্ত-মাতাল *বিণ* অতি নির্মম। 'আজ রক্ত-মাতাল উল্লাসে মাতি রে।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তমিশ্রণ [স] *বি* বৈবাহিক সম্বন্ধ। 'রক্তমিশ্রণের রাস্তা দিয়ে সে দূর দূরান্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রক্তমুখো *বিণ* রক্তে মুখ লাল হয়েছে এমন। 'আমি তখন রক্তমুখো হয়ে উঠেছি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্তমূল্য [স] *বি* রক্তের বিনিময়। 'রক্তমূল্যে তারা কিনে নিয়ে গেল তাদের মুক্তি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তমেঘ [স] *বি* রক্তের মতো লাল মেঘ। 'সেই রক্তমেঘের ঝড় পশ্চিম থেকে ভিন্ন ভিন্ন দমকায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রক্তমোক্ষণ [স] *বি* শরীর থেকে অধিক রক্তপাত; রক্তস্রাব। 'প্রভু যীশু সর্বযুগের বিশ্বমানবের সর্বপাপ স্কন্ধে নিয়ে কণ্টক-মুকুটশিরে আপন রক্তমোক্ষণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রক্ত-যজ্ঞ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতার প্রসন্নতার জন্য রক্ত দিয়ে করা যজ্ঞ। 'ওরে আমার রক্ত-যজ্ঞের পূজারি ভায়েরা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তযুত [স] *বিণ* লাল রঙের। 'রক্তযুত তন্তুগুচ্ছ রঞ্জিত মালার পুচ্ছ নামের সম্পর্ক নাই তাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রক্তযুদ্ধ [স] *বি* বহু লোকের রক্তপাত ঘটায় এমন যুদ্ধ। 'আসলে সেটি রক্তযুদ্ধ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

রক্তরং [স রক্ত+ফা রং] *বি* রক্তের মতো রংবিশিষ্ট। 'শূন্যে ও কে দিয়েছে উড়িয়ে রক্তরং সতরঞ্চখানি।' *নীরেন*, ১৯৫৭।

রক্ত-রঙিন *বিণ* রক্তের মতো লাল। 'রক্তে-রঙিন গোলাপ হয়ে ফুটে আছে সেথা।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

রক্তরঞ্জিত *বিণ* রক্তমাখা। 'ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তলিত।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রক্তরবি [স] *বি* লাল সূর্য। 'পশ্চিমের তীরে ধান্যক্ষেত্রে রক্তরবি অস্ত গেল ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

রক্তরশ্মি [স] *বি* রক্তের মতো উজ্জ্বল রশ্মি। 'বাতায়নে পরিতাপসম রক্তরশ্মি প্রভাতের আঘাত নির্মম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

রক্তরাখি *বি* রক্তিম প্রীতিবন্ধন। 'পুবের সীমানায় রক্তরাখিতে গড়ে উঠেছিল যে মিতালি সে রাখির সুতোটা যেন আচমকাই ছিঁড়ে গেল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

রক্তরাগ [স] **১** *বি* আন্তরিকতা। 'রক্তরাগে তাহার সহিত আলাপ করিও।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* রক্তিম আভা। 'আজিকার কোনো রক্তরাগ অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে তোমাদের করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রক্তরাঙা *বিণ* রক্তে লাল। 'রক্তরাঙা রাস্তা ধরে ফিরে এলাম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'রক্তরাঙা হল হৃদয়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্ত-রাঙানো *বিণ* রক্ত দিয়ে লাল করা হয়েছে এমন। 'রক্ত-রাঙানো পথে দু পাশে ছেলের মেলা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তরুচি [স] *বিণ* রক্তিম দীপ্তিতে উজ্জ্বল। 'অলকে তার একটি গুছি করবীফুল রক্তরুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

রক্তরেখা [স] *বি* লাল দাগ। 'রক্তরেখা এঁকে গায়ে রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রক্ত-রোগ [স] *বি* রক্তকে আক্রমণকারী ব্যাধি। 'সংক্রামিত রক্ত-রোগ পৃথিবীর প্রতি ধমনীতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তলহরী [স] *বি* রক্তরূপ তরঙ্গ। 'তরুণ দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রক্তলাগা *বিণ* রক্তমাখা। 'মানুষের রক্তলাগা, হাজার ছাত্রের খুনে লাল।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৭।

রক্তলাঞ্ছিত [স] *বিণ* রক্তচিহ্নিত। 'রক্তলাঞ্ছিত বিদ্রোহের ছাপ লেপে দিয়ে যায় তার দ্বারফলকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রক্তলাল [স রক্ত+ফা লাল] *বিণ* রক্তের মতো লাল বর্ণবিশিষ্ট। 'আধফুটন্ত রক্তলাল ফুলের সমারোহ নিয়ে ... মাটিতে এসে নামলো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রক্তলিখা [স রক্ত+লিখা] *বি* রক্তের দাগ। 'সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে পড়িল রক্তলিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রক্তলিপ্ত [স] *বিণ* এখনো রক্তের উন্মাদনা আছে এমন; দুর্দমনীয়। 'রক্তলিপ্ত যৌবনের অন্তিম পিপাসা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্ত-লুব্ধ [স] *বিণ* রক্তপিপাসু। 'ডরতা নেই আজ খুন-খারাবিতে রক্ত-লুব্ধ মন!' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্ত-লেখা *বি* রক্তের অক্ষর। 'তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তলোভী [স] *বিণ* রক্তলোলুপ। 'পরিপূর্ণ সভ্যতা সঞ্চয়ে আজ যারা/ রক্তলোভী বর্ধিত প্রলয় অন্বেষণে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তলোলুপ [স] *বিণ* রক্তলোভী; পিশাচ। 'মৃত্যু-করাল রক্তলোলুপ দুর্নিবার অধর্ম বিদ্বেষ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রক্তলোলুপতা [স] *বি* রক্তের লোভ। 'সৃষ্টি বিদারণ করে চলে রক্তলোলুপতার অভিযানে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

রক্তশতদল [স] *বি* লালপদ্ম। 'রক্তশতদলের সাজি/ সাজিয়ে কেন রাখিস আজি?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রক্তশপথ [স] *বি* রক্ত দিয়ে হলেও রক্ষা করা হবে এমন প্রতিজ্ঞা। 'তাদের রক্তমসী দিয়ে আপনারা লিখুন রক্তশপথ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রক্তশিখা [স] *বি* রক্তিম শিখা। 'জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা অনন্ত পাবক।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রক্তশীর্ষ [স] *বিণ* অগ্রভাগ রক্তের মতো। 'গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রক্তশূন্য [স] ১ *বিণ* রক্তহীন। 'রক্তশূন্য চোখ দুটি।' *শরৎ*, ১৯১৬। ২ *বিণ* বিবর্ণ। 'পিতাদের মুখ রক্তশূন্য হয়ে আসছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

রক্তশূন্যতা [স] *বি* রক্তে লোহিত কণিকার অভাববশত রোগবিশেষ। 'মুখের ফ্যাকাসে রক্তশূন্যতা চোখে পড়ত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

রক্তশোষা *বি* রক্ত চুষে নেয় এমন প্রাণী। 'রক্তশোষার মতো তাকে আকর্ষণ করে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রক্তশোষী [স] *বিণ* রক্ত শোষণ করে এমন। 'রক্তশোষী কীটদের দলন করিয়া ফেল চরণের তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রক্ত-সঙ্কর [স] *বিণ* বিভিন্ন জাতির রক্তের মিশ্রণে সৃষ্ট। 'বাঙালী একটি রক্ত-সঙ্কর জনসমষ্টি।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

রক্তসঞ্চালন [স] *বি* রক্তের চলাচল। 'অম্লজান বাষ্প রক্তসঞ্চালন ... শারীরিক কর্মপটুতা বৃদ্ধি করে।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তসম [স] *বিণ* রক্তের সমান। 'বুকের রক্তসম টাকার আড়ি হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্ত-সমুৎসারণ [স] *বি* রক্তশূন্যতা ঘটা। 'তাকালে মুখে রোগীর বুকে/ রক্ত-সমুৎসারণ।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

রক্তসমুদ্র [স] ১ *বি* (এখানে) চরম বাধা। 'সত্যকে হয়তো রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* রক্তের সমুদ্র। 'চতুষ্পার্শে রক্ত-সমুদ্রের ন্যায় ঘোর লালবর্ণ অগ্নি-সমুদ্র দেখিতাম।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

রক্তসম্পর্ক [স] *বি* রক্তসূত্রে আত্মীয়তা। 'এমন সময় ছিল যখন লোক রক্তসম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্কের কথা ভাবিত না।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

রক্তসম্পর্কীয় [স] *বি* যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে। 'প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য তাহার রক্তসম্পর্কীয়ের প্রতি অগ্রে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

রক্তসাগর [স] *বি* রক্তরূপ সমুদ্র। 'রক্তসাগর সাঁতরে এসে দখল পেল পদ্মটির।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'আমারো বুকের রক্তসাগরে ডাকে তুফান।' *জসীম*, ১৯৩৩।

রক্ত-সাঙ্কর্য [স] *বি* রক্তের মিশ্রণ। 'বাঙালীর রক্ত-সাঙ্কর্যের ন্যায় ভাষা-সাঙ্কর্যও একটি বৈশিষ্ট্য।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

রক্তসিক্ত [স] *বিণ* রক্তে ভিজা। 'রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর/ একদিন হবে ঢিলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রক্তসূত্র [স] *বি* লাল সুতো। 'ছাদনা তলায় কন্যা বাঁধা পড়ে বরের সঙ্গে একগাছি রক্তসূত্রে।' *অবন*, ১৯২৫; 'মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রক্ত-সেনা *বি* আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত সৈন্য। 'মা গো, তোমার রথ-আনা ওই/ রক্ত-সেনার রথে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্তসোপান [স] *বি* রক্তাক্ত সিঁড়ি। 'ওই সে রক্তসোপানে আরোহী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্তস্নাত [স] *বিণ* রক্তে রঞ্জিত। 'ঢাকার রাজপথ আবার রক্তস্নাত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

রক্তস্নান [স] *বি* রক্তে ভিজে যাওয়া। 'কোন দিন রক্তস্নান শেষ হলে ফেরেনাকো আর?' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

রক্তস্ফীত [স] *বিণ* রক্ত চুষে ফুলে ওঠে এমন। 'ক্ষুদ্র সংশয় ক্রমশই রক্তস্ফীত জোঁকের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রক্তস্রাব [স] *বি* রক্তক্ষরণ। 'তখনও রক্তস্রাব হইতেছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রক্তস্রোত, রক্তস্রোতঃ [স] *বি* রক্তের প্রবাহ। 'এ কি রক্তস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতেই নির্বাণ হবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'সকলেই জানে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিলেই রক্তস্রোত চলিতে আরম্ভ করিবে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রক্তহিম [স] *বিণ* (আতঙ্কে) রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে এমন। 'ভূতভূত প্রান্তরের রক্তহিম কুকুরের ডাক।' *সিকান্দার*, ১৯৬৩।

রক্ত হিল্লোল [স] *বি* রক্তের ঢেউ। 'যৌবনের রক্ত হিল্লোল বা খুন-জোশি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রক্তহীন [স] ১ *বিণ* রক্তশূন্য। 'তোমার মেহদিপরা হাত আমার রক্তহীন দেহ আঁকড়ে ধরে রেখেছে।' *মুনীর*, ১৯৬১। ২ *বিণ* ফ্যাকাশে। 'যুবক শিক্ষকের রক্তহীন মুখে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রক্তাংশুক [স] *বি* লালরঙা কাপড়। 'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি, প্রাতঃসূর্যরুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রক্তাকার [স রক্ত-আকার] *বিণ* রক্তের মতো। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

রক্তাক্ত [স] ১ *বিণ* রক্তে মাখা। 'নখ অসিসম; রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বিণ* রক্তে রঞ্জিত। 'পৃথিবীব্যাপী রক্তাক্ত বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে অবিচলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রক্তাক্ততা [স] ১ *বি* আঘাত। 'জীবনের নানা রুক্ষতা ও রক্তাক্ততার ওপর উপশমের মত।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বি* লাল রং। 'স্বপ্নে যেই রক্তাক্ততা আছে।' *জীবন*, ১৯৩২। ৩ *বি* রক্তারক্তি; খুনাখুনি। 'বিদ্বেষ ও রক্তাক্ততা যেন এখানে মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

রক্তাতিপাত [স] *বি* রক্তপাত। 'রক্তাতিপাতের দেশে ব'সেও তাদের সেই প্রাঞ্জলতায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রক্তাতিসার [স] *বি* রক্ত আমাশয়। 'আমি রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'শোথ, রক্তাতিসার, গলক্ষত আর কামলা।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রক্তাপ্লুত [স] *বিণ* রক্তাক্ত। 'রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রক্তাভ [স] *বিণ* লাল আভাযুক্ত। 'তাহার মুখ ঈষৎ রক্তাভ।' *শরৎ*, ১৯১৪।

রক্তাভা [স] *বি* লাল আভা। 'আকাশে আলো ফুটেছে, কিন্তু সে-আলোতে রক্তাভা নেই।' *ওয়ালী*, ১৯৪২; 'ভোরের সোনালী রঙ, সন্ধ্যার রক্তাভা মুছে যায়।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

রক্তাভিষিক্ত [স] *বিণ* রক্তপাতের মাধ্যমে অভিষিক্ত হয়েছে এমন। 'হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করে রক্তাভিষিক্ত দেবপূজা প্রচার করেননি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রক্তাম্বর [স] *বি* লাল রঙের বস্ত্র। 'পরিলাম রক্তাম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'রক্তাম্বর পরো মা এবার।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তাম্বরধারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* লাল শাড়ি পরে আছে এমন। 'রক্তাম্বরধারিণী মা।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তাম্বরা [স] *বিণ স্ত্রী* লাল শাড়ি পরিহিত। 'মজ্জামণ্ডিতা রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রক্তারক্তি [স] ১ *বি* পরস্পর রক্তপাত। 'এমন রক্তারক্তি, আর হঠতার লড়াই।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* যুদ্ধ। 'রাজায় রাজায় সীমান্ত নিয়ে রক্তারক্তি বাধত।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

রক্তারুণ [স] *বি* রক্তরঙা সূর্য। 'ডাকছে খুন রক্তারুণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

রক্তাল্পতা [স] *বি* রক্তের স্বল্পতা। 'গত মহাযুদ্ধের অকল্পনীয় রক্তক্ষয়ের পরেও ইউরোপের রক্তাল্পতা ঘটলো না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

রক্তিম [স] *বিণ* রক্তবর্ণবিশিষ্ট। 'কে দেখে তার হাত-পা নাড়া, চক্ষু দুটোর রক্তিমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

রক্তিমতা [স] *বি* রক্তের মতো রং। 'পাঠিয়ে দিল বহ্নিহীন সংযত আগুনের রক্তিমতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

রক্তিমরাগ [স] *বি* লাল রং। 'বিরহ-বেদনা রাঙালো কিংশুক-রক্তিমরাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

রক্তিমা [স] *বি* লাল আভা। 'রক্তিমা এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

রক্তিমাবর্ণ [স] *বি* লাল আভা। 'দিবাকর পশ্চিম দিক রক্তিমাবর্ণ করিয়া ক্রমশঃ অস্তাচলে গমনোদ্যোগী হইতেছেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রক্তিমাভ [স] *বিণ* লাল আভাযুক্ত। 'রক্তিমাভ গণ্ডদেশে টোল পড়েছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

রক্তিমাভা [স] *বি* লালচে আলোর ছটা বা কিরণ। 'উষার রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিতেছে।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'মায়ের মুখ সন্তানগৌরবে রক্তিমাভা লাভ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রক্তিমালাঞ্ছিত [স] *বিণ* রক্তবর্ণে রঞ্জিত। 'আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্ছিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রক্তেভাসা *বিণ* রক্তস্নাত। 'এই বলে সে চলে গেল, রক্তে-ভাসা বুকের মণি তার।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬০।

রক্তে রক্তে *ক্রিবিণ* রক্তের কণায় কণায়। 'যার রক্তে রক্তে এত শিক্ষক-ভীতি, ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রক্তের টান *বি* রক্তের সম্পর্ক থাকার জন্য পরস্পরের প্রতি মায়া। 'রক্তের টান অস্বীকার করা যায় না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

রক্তো [স রক্ত] *বি* রক্ত। 'দৌউত্র হয়েলো, রক্তোর দলা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

রক্তোচ্ছ্বাস [স] ১ *বি* রক্তের আকস্মিক প্রবল প্রবাহ। 'রায়ের মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে লাল হইয়া উঠিল।' *তারা*, ১৯৪০। ২ *বি* টগবগে ভাব। 'হুলো আর মেনির এই অত্যদ্ভুত রক্তোচ্ছ্বাস।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রক্তোজ্জ্বল [স] *বিণ* টকটকে লাল। 'সায়াহ্নবেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রক্তোৎপল [স রক্ত-উৎপল] *বি* লালপদ্ম। 'রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে।' *চণ্ডী*, ১৬০০।

রক্তোদ্গম, রক্তোদ্গম [স] *বি* রক্তের প্রকাশ। 'সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রক্তোন্মত্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত রাগান্বিত। 'লোকটি ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখিলে এইরূপ রক্তোন্মত্ত হইয়া যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রক্তোন্মত্তা [স] *বিণ* উন্মাদ। 'এ তো নয় মাতা রক্তোন্মত্তা ভীমা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্তিকা *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'রক্তিকা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রক্ষ, রক্ষঃ [স] *বি* রাক্ষস। 'জক্ষ রক্ষ সর্ব্ব জনে করিয়া বিনএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রক্ষঃকুল [স] *বি* রাক্ষস জাতি। 'সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রক্ষঃকুলনিধি [স] *বি* রাক্ষসকুলের আধার। 'পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রক্ষকুলবধূ [স] *বি* রামায়ণোক্ত রাক্ষস বংশের কোনো সদস্যের স্ত্রী। 'রক্ষকুলবধূ প্রমীলার মতো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রক্ষেন্দ্র [স] *বি* রাক্ষস-রাজ। 'দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক – রক্ষেন্দ্র-নন্দনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রক্ষক [স] **১** *বি* প্রহরী। 'রক্ষকেরে ডাক দিয়া বলে গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* রক্ষাকর্তা। 'মন তার বাহন রক্ষক মদন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **৩** *বি* তত্ত্বাবধানকারী। 'তোমা বিনা তাহাকে রক্ষক নাহি আন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। 'রক্ষকের অসাবধানতাহেতুক উক্ত পত্র প্রাপ্তহওয়া যাইতেছে না।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৫** *বি* অভিভাবক। 'ঐ ছাত্রদিগের পিতা ও রক্ষকেরা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

রক্ষক হইয়া ভক্ষক – যিনি রক্ষা করেন তিনিই গ্রাস করেন এমন। 'রক্ষক হইয়া ভক্ষক।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রক্ষণ [স] **১** *বি* রক্ষা। 'সেই উপদেশে হয়িব সকল রক্ষণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* রক্ষক। 'যোধ যত – রাক্ষস-কুল-রক্ষণ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রক্ষণপটু [স] *বিণ* রক্ষণাবেক্ষণে পারদর্শী। 'দেশ রক্ষণপটু স্নেহশীল নারীদের নিকট কৃতজ্ঞ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রক্ষণপালন [স] *বি* রক্ষা ও পালন; রক্ষণাবেক্ষণ। 'রক্ষণপালনের শক্তি স্ত্রীলোকের অন্তরতম শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রক্ষণভার [স] *বি* রক্ষার দায়িত্ব। 'পরমধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রক্ষণশীল [স] **১** *বিণ* পরিবর্তন চায় না এমন। 'রক্ষণশীল-দলভুক্ত হইয়াও উৎপাটনশীলদের সাহায্য করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* গোঁড়া; পরিবর্তনবিরোধী। 'মানুষ খাদ্য পেয় সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু রক্ষণশীল।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'আমরা স্থিতির পক্ষপাতী, আমরা রক্ষণশীল, সেই জন্যই তো প্রেরণা।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

রক্ষণশীলতা [স] *বি* গোঁড়ামি। 'য়ুরোপের অর্জনশীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণশীলতা, পূর্বদেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্যকরী বুদ্ধি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮; 'সমাজ বর্ধনশীলতাকে ছেড়ে রক্ষণশীলতাকে ঠাওরেছে ধর্ম।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

রক্ষণশীলত্ব [স] *বি* রক্ষণশীলতা। 'সমাজের রক্ষণশীলত্বের বন্ধন আপনা আপনি শিথিল হইয়া আসিবে।' *নবনূর*, ১৯০৫।

রক্ষণাগারিক [স] *বি* পাহারাদার। 'তোমার বাণীর আমি রক্ষণাগারিক।' *অন্নদা*, ১৯৪২।

রক্ষণাবেক্ষক [স] *বিণ* দেখাশোনার দায়িত্ব পালনকারী। 'পাঠশালা ... রক্ষণাবেক্ষক কমিটি।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

রক্ষণাবেক্ষণ [স] *বি* যত্নের সঙ্গে তত্ত্বাবধান। 'একটি উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণরূপ তুষ্টিকর কার্য্যে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপণ করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রক্ষণীয় [স] *বিণ* রক্ষা করা যায় এমন। 'অপরিমিতসংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রক্ষন [স রক্ষণ] *বি* তত্ত্বাবধান। 'তাহার রক্ষন হেতু করহ পালন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রক্ষা[1] [স] **১** *বি* উদ্ধার। 'মোক রক্ষা কর বিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* রক্ষাকবচ। 'রক্ষা বান্ধে দিয়া গঙ্গাজলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* সংরক্ষণ। 'দৈবে মৎস্য উদরেত রক্ষা পাইল ঋতু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* তত্ত্বাবধান। 'অনন্তর বরজিতের পুত্রমাস রাজ্য রক্ষা করে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৫** *বি* পরিত্রাণ। 'এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রক্ষাকবচ [স] **১** *বি* বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধারণ করা কবচ। 'যাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদর গলায় একটি রক্ষকবচ ঝুলাইয়া দিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'আমার শরীরে এমন একটি রক্ষাকবচ ধারণ করতুম যার ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫। **২** *বি* টিকে থাকার নিশ্চয়তা। 'সেকালের রক্ষাকবচ একালের জীবন-সংগ্রামে তো কাজের হবে না।' *ধ্রুবন*, ১৯২৫।

রক্ষা করা **১** *ক্রি* বাঁচানো। 'তুমি রক্ষা করিলে আর কেহ মারিতে পারে না।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *ক্রি* হেলান দেওয়া। 'পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, সটকায় তামাক টানিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রক্ষাকর্তা, রক্ষাকর্ত্তা [স] *বিণ* বিপদ থেকে রক্ষাকারী। 'ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি সমস্ত জীবের আহার-দাতা ও রক্ষাকর্তা।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'হলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা ঘটে সর্ব্বনাশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'তুমিই সহায়, তুমিই রক্ষাকর্ত্তা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রক্ষাকর্ত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* রক্ষাকারী। 'তুমি ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্রী।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রক্ষাকার্য [স] *বি* দেখাশোনা করার কাজ; ঘরকন্না। 'প্রতি গৃহের রক্ষাকার্য কত অসীমপ্রীতিসাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রক্ষাকালী [স] *বি* (হিন্দুবিশ্বাস) রোগ মহামারী থেকে পরিত্রাণকারী দেবী। 'রক্ষাকালী পূজা হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রক্ষাজোট [স] *বি* প্রতিরক্ষা জোট। 'রক্ষাজোট, সামরিক চুক্তি, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি।' *আজাদ*, ১৯৬২।

রক্ষাব্যবস্থা [স] *বি* প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। 'রক্ষাব্যবস্থার অর্থ একেক দেশের পক্ষে একেক প্রকার হইতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৬২।

রক্ষাব্যূহ [স] *বি* প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। 'মাইন সুইপার, ডেস্ট্রয়ার, জঙ্গি জাহাজের রক্ষাব্যূহ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

রক্ষামন্ত্র [স] *বি* রক্ষা করার মন্ত্র। 'রক্ষামন্ত্র যার শ্যামা তোর নাম।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রক্ষিণী [স] *বিণ* রক্ষাকারিণী। 'রণাঙ্গণে হইলে রঘুনাথের রক্ষিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রক্ষা[2] [স রক্ষণ>] *ক্রি* রক্ষা করা। **রক্ষ** *ক্রি* রক্ষা করো। 'রক্ষ মাতা ভবানী বারেক কর দয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রক্ষিনু** *ক্রি* রক্ষা করেছি। 'জতু গৃহে মুঞি পঞ্চ পাণ্ডবে রক্ষিনু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **রক্ষীআছে** *ক্রি* রক্ষা করেছে। 'রসুলে বুলিলা রক্ষীআছে করতার।' *সুলতান*, ১৭০০।

রক্ষিত[1] [স] **১** *বিণ* নিরাপদ। 'দেশের তাবৎ প্রজা রাজশাসনকর্ত্তৃক দস্যু ও তস্করাদি অন্য২ উপদ্রবে তুল্যরূপে রক্ষিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বিণ* নির্ধারিত। 'ইস্কুলের নাম আব্দুল একেডিমি রক্ষিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* রক্ষা করা হয় এমন। 'শিক্ষিত সমাজে নারীর মর্যাদা রক্ষিত হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

রক্ষিতা [স] **১** *বিণ* রক্ষক। 'শৈশবে রক্ষিতা তাত যৌবনে পরাণনাথ বৃদ্ধকালে তনয় রক্ষিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* উপপত্নী। 'আপনার রক্ষিতা গণিকালয়ে স্বীয় বালক পুত্রাদি তাঁহার সাক্ষাতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **৩** *বিণ স্ত্রী* আবদ্ধ। 'ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে পিঞ্জর রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

রক্ষিত[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'দীননাথ রক্ষিত।' *সেবধি*,

১৮৪০।

রক্ষী, রক্ষি [স] ১ *বি* প্রহরী। 'কোথাও ডাকাত রক্ষী কাটিতেছে, কোথাও রক্ষী ডাকাত কাটিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বিণ* রক্ষক। 'রাজারা সম্রাটের সহায় ছিলেন, রক্ষী ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রক্ষিবর্গ [স] *বি* রক্ষাকারী বাহিনী। 'নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া মনে করিল ... ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রক্ষীঘেরা *বিণ* প্রহরী কর্তৃক বেষ্টিত। 'বুঝি নাই রক্ষীঘেরা রাক্ষস-দেউলে/ এল কবে মরু-মায়াবিনী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্ষীবাহিনী [স] *বি* আক্রমণাদি থেকে রক্ষা করে যে সৈন্যদল। 'একটি রক্ষীবাহিনী নিযুক্ত করে এই শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও করেছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রগ [ফা] ১ *বি* শরীরস্থ শিরা। 'রগ বাঁচে কি কে জানে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *বি* কপালের পার্শ্বদেশ। 'কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রগওঠা *বিণ* শিরা জেগে উঠেছে এমন। 'রুগ্ন বৃদ্ধ ভিখারীর রগওঠা হাতের মতন।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

রগঢিলে ১ *বিণ* তেজহীন। 'মাজাভাঙা রগঢিলে তুমি।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ *বিণ* অলস। 'রগঢিলে, হুঁ তুতনো ন্যাকা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রগড়[1] [স রঙ্গ?] ১ *বি* রং-তামাশা। 'হাসি, তামাসা, রসিকতা রগড়ের কথা আর কাহারও মুখে নাই।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ২ *বি* রঙ্গ। 'বিখ্যাত রগড়।' *জীবন*, ১৯৪০।

রগড়[2] *বি* ঢাকে কাঠির আঘাত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রগড়ানি [হি রগড়্না] *বি* মর্দন করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রগড়ারগড়ি [হি রগড়্না] *বি* অবিরত রগড়ানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রগড়ানো *ক্রি* ডলা দেওয়া। 'ভিখু শুনে কেঁদে চোখ রগড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রগরগে ১ *বিণ* উত্তেজনাপূর্ণ। 'রগরগে উপন্যাসের গোয়েন্দা শত বিপদেও মরে না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* উত্তেজক। 'সরেস রগরগে বয়ান ছাড়লে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রঘু [স] ১ *বি* হিন্দু অবতার রামচন্দ্র। 'যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বৃহদাকার। 'মড়ার মালাই চাকি রঘু বোয়াল গিলে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

রঘুচূড়া [স] *বি* হিন্দু অবতার রাম। 'জুড়াবে হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রঘুনাথ [স] *বি* হিন্দু অবতার রাম। 'যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রঘুপতি [স] *বি* হিন্দু অবতার রাম। 'বলে আর সতী নহে রঘুপতি।' *কৃত্তিবাস*, ১৭২০।

রঘুবংশ [স] *বি* হিন্দু অবতার রামের বংশ। 'রঘুবংশ পরধান আচ্ছে শ্রীরাম নাম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রঙ[1] [ফা রঙ্গ, স রঙ্গ] *বি* (তাস খেলা) তুরুপ। 'তিনি এমন সময় ফ্রাই ভেঙেও রঙ খেলিবেন কেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'রঙের গোলামও – বল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রঙ[2] [ফা রঙ্গ, স রঙ্গ] ১ *বি* রং। 'দেখ, যদি রঙটঙগুলো বেড়িয়ে পড়ে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *বি* মতিগতি। 'ফিরিঙ্গীর বাচ্চা – কখন রঙ বদলায়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রঙ করা *ক্রি* সাজানো; সাজসজ্জা করা। 'মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রঙ করিয়া ... উপস্থিত করা হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রঙকানা [রঙ+স কাণ] *বিণ* রং বুঝতে পারে না এমন। 'আমার মতো সুবিখ্যাত রঙকানা লোকের পক্ষে বর্ণনা করতে বসা ধৃষ্টতা মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'কেউ যেমন রঙ-কানা থাকে, আমি তেমনি তারিখ-কানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রঙচঙ ১ *বি* অতিরঞ্জন। 'রঙচঙগুলো ধুয়ে মুছে না ফেললে মনের ভ্রান্তি আর যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* সাজসজ্জা। 'নটনটীদের মুখের রঙচঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* নানারকম রঙের আঁচড়। 'একটা পটের উপরে খুব খানিকটা রঙচঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রঙচঙা *বিণ* নানা বর্ণবিশিষ্ট। 'একটা রঙচঙা পাখি।' *জীবন*, ১৯৩৩।

রঙচঙে *বিণ* নানা রঙের। 'সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত রঙচঙে পুতুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রঙচটা *বিণ* বিবর্ণ। 'জীবনের রঙচটা হেমন্তের শীত ও স্থিরতায় পৌঁছুতে এখনো তার কত দেরি।' *জীবন*, ১৯৩২।

রঙ চড়ানো ১ *ক্রি* অতিরঞ্জিত করা। 'কথা আমি অভ্যেস করেছি, ... সংক্ষিপ্ত করে ফলাও করে নয়, সাদাভাবে রঙ চড়িয়ে নয়।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *ক্রি* প্রসাধন ব্যবহার করা। 'যাকে যেরকম রূপ দিয়েছেন তার উপর রঙ চড়ানো অসভ্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রঙ-ছুট ১ *বিণ* সাদামাটা। 'আমরা আপাদমস্তক রঙ-ছুট বলেই অপর-কারো নয়নাভিরাম নই।' *প্রমথ*, ১৯১৬। ২ *বিণ* বৈচিত্র্যহীন। 'দেখি, ছুঁই যত হাত, রঙছুট জীবনের যত ...।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

রঙ জ্বলিয়া যাওয়া *ক্রি* বিবর্ণ হওয়া। 'কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, রঙ জ্বলিয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

রঙটঙ *বি* রং দিয়ে সাজসজ্জা। 'দেখ, যদি রঙটঙগুলো বেড়িয়ে পড়ে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রঙদার *বিণ* রঙিন। 'বৈঠকখানা সজ্জিত ছিল মুসলিপট্টমের রঙদার কাপড়ে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রঙ ফলানো *ক্রি* অতিরঞ্জিত করা। 'সে চিত্রের জন্য বহু যত্নে রঙ ফলাইয়া, বহু যত্নে তাহাতে তুলি ঘসিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'সাহেবের সাথে তাঁর মোলাকাতটাতে অনেক রঙ ফলান।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রঙ-বেরঙ [রঙ+ফা বে+রঙ] ১ *বিণ* নানা রকম। 'রঙ-বেরঙের নিন্দায় পাড়া ছাইয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* নানা রঙ। 'পার্টিতে যদি রঙবেরঙের শাড়ির ব্যবহারই না থাকল তবে সে-পার্টি অতি নিরামিষ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রঙমাতাল *বিণ* রঙের মাদকতার মাতাল হতে হয় এমন। 'পলাশবনের রঙমাতাল ছায়াপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রঙরাজ [ফা রঙরেজ] *বি* কাপড়ে রঙ করে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রঙরেজি [ফা রঙরেজি] *বি* রং দিয়ে রাঙানোর কাজ করে যে; রঙকারক। 'পাগড়ি তাঁর মলিন। গেলেন রঙরেজির ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রঙরেজিনী [ফা রঙরেজি>] *বি স্ত্রী* রং দিয়ে রাঙানোর কাজ করে যে; রংকারক। 'রঙরেজিনী দেখল তারি কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রঙ-লেখা *বি* রঙের চিত্রণ। 'তোর পূবালীর ঠোঁটে রঙ-লেখা মুছে

নাই।' *জসীম*, ১৯৩১।

রঙশূন্য [রঙ+স শূন্য] *বিণ* সাদামাটা। 'চওড়া ও রঙশূন্য নিস্পৃহ মানুষ রহিমা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রঙিন, রঙীন ১ *বিণ* রঙবিশিষ্ট। 'রঙিন দেখে পাগড়ি পরে মাথে, সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'রামধনুকের রঙীন মায়া ছড়ায় বিমানে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বিণ* রঞ্জিত। 'কারবালা ময়দানের মতো খুনখারাবির রঙে রঙিন।' *নজরুল*, ১৯২২।

রঙিলা *বিণ* রঙিন। 'তৃষ্ণা-ক্ষুধায় সেই কৃষ্ণেরই লীলা/ হাসে শ্যাম শস্যে কুসুমে রঙিলা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

রঙীয়ান *বিণ* রঙিন। 'কমলালেবুর মতো রঙীয়ান মেঘে ডুবে গেলে।' *জীবন*, ১৯৩০।

রঙ[৩] [ফা] ১ *বি* প্রমোদ; তামাশা। 'জানে না কান্‌চির খবর রঙমহলের নিকাশ নিচ্ছে।' *লালন*, ১৮৯০; 'আজি সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ২ *বি* ভাব। 'তোমার তেজ তেমনি সুখদুঃখের কত রঙ লাগিয়ে দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ *বি* নেশা। 'একমাত্র ছেলের মনে অক্সফোর্ডের রঙ এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৪ *বি* সৌন্দর্য। 'কবিত্বের রঙ লাগিয়ে দিচ্ছে কবিকণ্ঠ থেকে তোমার বাহুতে?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রঙতামাশা [ফা রঙ+আ তামাশা] *বি* হাসি-মশকরা। 'বরযাত্রীদের মধ্যে কী যে রঙতামাশা করেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রঙবাজি [ফা] *বি* তামাশা। 'তুমি হালায় খানকির বাচ্চা এহেনে রঙবাজি করো?' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

রঙমহল [ফা] *বি* প্রমোদগৃহ। 'জানে না কান্‌চির খবর রঙমহলের নিকাশ নিচ্ছে।' *লালন*, ১৮৯০।

রঙ[৪] [ফা] *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'এগুলোর নাম হচ্ছে ঝুণা, রঙ, সরকারে আলী, খাসা, সবনাম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রঙন [স রঙ্গন] *বি* ফুলবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'রাঙা হ'ল রঙন ফুল!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১; 'আগুনে রঙন হাসে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রঙা, রঙানো *ক্রি* রঙিন হওয়া। 'রঙে রঙে রঙিল আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রঙ্ক[১] [স] ১ *বিণ* দরিদ্র। 'রঙ্ক হইআ আছিলাঙ রঙ্গবধে রত/ রত্ন দিআ রঙ্গরস করাইলে হত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অভাব। 'মণিমুক্তা প্রবাল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ/ চামর চন্দন হিরা মানিকের রঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রঙ্ক[২] [স] *বি* মাছরাঙা। 'রঙ্ক জল পেয়ে যেন বঙ্কিমে আনন্দ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রঙ্কিনী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবী চণ্ডীর নামভেদ। 'নীলপুরে তুমি নীলা পুরী কৈলে ঘাটশিলা রঙ্কিনী শূলিনী ঘাটশিলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রঙ্গ[১] [ফা রঙ্; স রঙ্গ] ১ *বি* হাসি-তামাশা। 'খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ/ তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী! তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* আনন্দ। 'ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* লীলা। 'কাহ্নু সমে রঙ্গে কর জীবন সফল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* কৌতূহল। 'একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৫ *বি* নৃত্যগীত। 'ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৬ *বি* ভাঙাগড়ার খেলা। 'একি সরিৎ রঙ্গ, শত তরঙ্গ, নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। ৭ *বি* কৌতুক। 'এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রঙ্গচঙ্গ *বি* রঙ্গরসিকতা। 'রঙ্গে চঙ্গে মনয়াকে বলে নরপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রঙ্গঢঙ্গ *বি* হাসি-তামাশা। 'কৌতুকে চালায়া বৎস নানা রঙ্গেচঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রঙ্গ-তামাশা [রঙ্গ+আ তামাশা] *বি* হাসি-ঠাট্টা। 'এ ভগিনী কিছু রঙ্গ-তামাশা ভালবাসে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

রঙ্গতামাসা *বি* হাসি-ঠাট্টা। 'সকলের সঙ্গে রঙ্গতামাসা করলে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রঙ্গদার *বিণ* কৌতুকপ্রিয়। 'অনেক রঙ্গদার লোক জুটিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রঙ্গ ধামালী [রঙ্গ+স ধাম>] *বি* আনন্দ-কৌতুক। 'না বুঝোঁ রঙ্গ ধামালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রঙ্গনাট্য [স] *বি* নাট্যাভিনয়। 'তারুণ্যের এ রঙ্গনাট্যের খেলা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রঙ্গপ্রিয়তা [স] *বি* মজা করতে পছন্দ করা। 'স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রঙ্গবধ [রঙ্গ+স বধ] *বি* শিকারের কাজ। 'রঙ্ক হইআ আছিলাঙ রঙ্গবধে রত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রঙ্গব্যঙ্গ [স] *বি* রঙ্গরসিকতা। 'মধ্যযুগীয় সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গের যে স্বাক্ষর বিধৃত ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

রঙ্গভঙ্গ [রঙ্গ+স ভঙ্গ] *বি* রং-তামাশা। 'তাহার কৌতুক বিশিষ্ট প্রিয় রঙ্গভঙ্গের প্রতিরূপ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রঙ্গভরা [রঙ্গ+ভরা] *বিণ* রং-তামাশায় পূর্ণ। 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রঙ্গভরে *ক্রিবিণ* আনন্দের সঙ্গে। 'রঙ্গভরে মনসুখে চুম্বন করএ মুখে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

রঙ্গভাও [রঙ্গ+স ভাব] *বি* রং-তামাশা; রগড়। 'একে অকুমারি রামা না জানে রঙ্গভাও।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রঙ্গভূম [স] *বি* নাট্যশালা। 'আমার নিকট এক প্রকার কৌতুক আছে তাহা অদ্যাবধি কোন রঙ্গভূমে কখন উপস্থিত হয় নাহি।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রঙ্গভূমি [স] ১ *বি* ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট স্থান। 'সওয়ারির পশুগণের রঙ্গভূমি অর্দ্ধ ক্রোশ প্রসস্তে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* মঞ্চ। 'পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বি* নাট্যশালা। 'অদ্য সম্রাট রঙ্গভূমিতে যাইবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

রঙ্গমঞ্চ [স] *বি* যেখানে নাট্যকর্মাদি মঞ্চস্থ হয়। 'রঙ্গমঞ্চ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'টেনিস-কোর্ট নৃত্যশালা শিকার-পার্টি রঙ্গমঞ্চ সংগীতসভায় স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চলা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রঙ্গমঞ্চীয় [স] *বিণ* অভিনয়-মঞ্চ সম্বন্ধীয়। 'দেখা যাবে যে লাইলী রঙ্গমঞ্চীয় প্রসাধন সম্পূর্ণ করে সাবধানে শুয়েছে।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

রঙ্গময় [রঙ্গ+স ময়] *বিণ* চিত্তাকর্ষক; মনোহর। 'অমলা কালিন্দী

রঙ্গময়।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

রঙ্গময়ী [স] *বি স্ত্রী* চিত্তাকর্ষক নারী। 'লয়ে যাও সংসারের তীরে হে কল্পনে, রঙ্গময়ী।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫*।

রঙ্গরস [রঙ্গ+স রস] ১ *বি* আনন্দ। 'রত্ন দিআ রঙ্গরস করাইলে হত।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। ২ *বি* কৌতুক। 'হংস হংসীসঙ্গে সঙ্গ রঙ্গরস ক্রীড়া।' *রামপ্রসাদ, ১৭৮০*।

রঙ্গরসিক [রঙ্গ+স রসিক] *বি* হাস্যকৌতুককারী। 'অন্ধকারে অধিকারী হাসে; সে রঙ্গরসিক বলে ...।' *সুধীন্দ্র, ১৯৪১*।

রঙ্গরসিকতা [রঙ্গ+স রসিকতা] *বি* হাস্যপরিহাস। 'স্বাতন্ত্র্যের আর একটি চরম প্রকাশ ঘটেছিল, 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' শ্লেষবিদ্রূপ বা রঙ্গরসিকতায়।' *রমেন্দ্র, ১৯৭০*।

রঙ্গশাল [স] *বি* নাট্যশালা। 'এ তরল রঙ্গশালে।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫*।

রঙ্গশালা *বি* প্রমোদগৃহ। 'অপ্সরীদের রঙ্গশালা উঠে কি ফুটি?' *সত্যেন্দ্র, ১৯১২*।

রঙ্গস্থল ১ *বি* প্রমোদস্থল। 'রঙ্গস্থলে পোড়া কাঠ দেখা দিলেন।' *শরৎ, ১৯১৬*। ২ *বি* পূজার স্থান। 'ধূপধুনার ভারি বাতাস ঠেলে সরিয়ে রঙ্গস্থলে হাজির।' *হাসান, ১৯৬৭*।

রঙ্গস্থান [স] ১ *বি* নাট্যশালা। 'ইহাকে হাততালী দিয়া রঙ্গস্থান হইতে বাহির করিয়া দিতেছিল।' *তারিণী, ১৮০৩*। ২ *বি* যৌন আবেদনময় অঙ্গ। 'অঙ্গ ভঙ্গে রঙ্গস্থান ভ্রমে দেখাইবে।' *ভবানী, ১৮২৮*। **রঙ্গাভিনয়** [স] *বি* নাট্যাভিনয়। 'এমনই সমস্ত রঙ্গাভিনয়ের দৃশ্য ও চিত্র দেখান হইতেছে।' *মোয়াজ্জিন, ১৯৩৪*।

রঙ্গালয় [স] *বি* নাট্যশালা। 'সচিত্র প্রেমপত্র লিখন, রঙ্গালয়ে গমন।' *এসলাম, ১৯১৯*।

রঙ্গিণী [স, সম্বো -ঙ্গিণি] *বিণ স্ত্রী* রঙ্গপ্রিয় নারী। 'রঙ্গিণীর ঘোর ঘটা হেরিয়া রূপের ছটা।' *গুপ্ত, ১৮৫৮*; 'পাপ দন্ত বিত্ত মত্ত রঙ্গিণি।' *দীনবন্ধু, ১৮৬৬*।

রঙ্গিনি, রঙ্গিনী [স রঙ্গিণী] ১ *বি* রঙ্গপ্রিয় নারী। 'রঙ্গিনি গন রস রঙ্গহি নটঈ।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*। ২ *বিণ* রঙ্গপ্রিয়। 'কংসদলন নারাএন সুন্দর তসু রঙ্গিনী পএ হোই।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*।

রঙ্গি-ভুঙ্গি [স রঙ্গ>] *বি* রঙ্গ-রসিকতা। *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*।

রঙ্গিলা *বিণ* রঙ্গপ্রিয়। 'ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী।' *হুতোম, ১৮৬১*।

রঙ্গী ১ *বিণ* অনুরাগী। 'চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*। ২ *বিণ* রঙ্গপ্রিয়; লীলাময়। 'পরের সঙ্গের সঙ্গী পররঙ্গে সদা রঙ্গী দেখ সখি পরে পরাধীন।' *রামনারায়ণ, ১৮৫৪*। ৩ *বিণ* রসিক। 'যাঁর নানা রঙের রঙ্গ মোরা তাঁরি রসের রঙ্গী।' *রবীন্দ্র, ১৯১০*।

রঙ্গের বেলা *বি* যৌবনকাল। 'রঙ্গের বেলা রাগে কড়ি ঐ ত রসের গুড়া।' *মানিকরাম, ১৭৮১*।

রঙ্গ[২] [ফা রঙ্; স রঙ্গ] *বি* রং। 'খদির তাম্বুল রঙ্গ ওষ্ঠে নাহি ছাড়ে।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

রঙ্গদার [ফা রঙ্+ফা দার] *বিণ* রঙিন। 'রঙ্গদার কাপড় যে চাহে দুই জোড়া।' *গরীব, ১৭৬৫*।

রঙ্গধনুক *বি* রংধনু; মেঘের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো যাওয়ার ফলে আকাশে সৃষ্ট ধনুকের মতো সাত রঙের প্রতিবিম্ব। *ওর্সা, ১৭৮৫*।

রঙ্গরেজ [ফা] *বি* রং করে যে। *ওর্সা, ১৭৮৫*; 'রঙ্গরেজের চোখ রঙ সম্বন্ধে অনেক বেশি পরিমার্জিত।' *প্রমথ, ১৯০৫*।

রঙ্গিন, রঙ্গীন *বিণ* নানা বর্ণে রঞ্জিত বা শোভিত। 'কেহবা রঙ্গিন থান ... পরিধান করেন।' *ভবানী, ১৮২৮*; 'ফুটিল রঙ্গীন কুন্দ মাধবী লতার বৃন্দ।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*।

রঙ্গিম *বিণ* লাল। 'আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিম সুন্দর।' *বৃন্দা, ১৫৮০*।

রঙ্গিমা ১ *বিণ* লাল। 'অধর রঙ্গিমা অতি বদন চন্দ্রিমা।' *বাহরাম, ১৬৫০*। ২ *বি* সৌন্দর্য; শোভা। 'শুভ্র শাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিমা।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৮*।

রঙ্গিল *বিণ* রঙিন। 'পরিধান বাঘছাল গলাএ রঙ্গিল মাল।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

রঙ্গিলা *বিণ* রঙিন। 'নভে বুলায় তুলি রঙ্গিলা।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১২*।

রঙ্গীনাকার *বি* বিচিত্র রূপ। 'যেন সমুদয় মাঠখানা লাল ফুলে রঙ্গীনাকার ধারণ করেছে।' *মাহেনও, ১৯৪৯*।

রঙ্গ[৩] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামকান্ত রঙ্গ।' *সেবধি, ১৮৪০*।

রঙ্গ[৪] [স] *বি* রাং ধাতু; টিন। 'স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।' *বিদ্যা, ১৮৫১*।

রঙ্গন [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'রঙ্গন মালতি জাতি সিঅলি অতসী।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

রঙ্গা[১] *ক্রি* রঞ্জিত করা। **রঙ্গিতে** *ক্রি* রঞ্জিত করতে। 'না পারিমু রক্ততে রঙ্গিতে অম্বর।' *সুলতান, ১৭০০*।

রঙ্গান *বিণ* রঞ্জিত। 'কুসুমে রঙ্গান ভাল বড় আঁচলাদার।' *ভবানী, ১৮২৫*।

রঙ্গা[২] [স/ফা রঙ্গ] ১ *বিণ* লাল। *মানোএল, ১৭৪৩*। ২ *বি* তামাশা। 'সাপের মুখে নাচায় বেঙ্গা এ বড় আজব রঙ্গা।' *লালন, ১৮৯০*। ৩ *বি* রঙ্গ করে যে। 'ভাব জান না ভাবুক রঙ্গা ভাংলি রে মাটি গুতিয়ে।' *লালন, ১৮৯০*।

রঙ্গারঙ্গি *বি* রঙিন কাপড়। 'সমুদ্রের তীরে টাঙ্গি নানা বর্ণে রঙ্গারঙ্গি।' *আলাওল, ১৬৮০*; 'গড়ের উপরে টঙ্গি নানা মতে রঙ্গারঙ্গি।' *সুলতান, ১৭০০*।

রঙ্গোলি [হি] *বি* আলপনা। 'ভোজনের জায়গাটি রঙ্গোলি (আলপনা) দিয়ে সুন্দর করে দেওয়া প্রথা।' *অবন, ১৯১৯*।

রচক [স] *বি* রচয়িতা; লেখক। 'রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ্ধ নহে।' *দর্পণ, ১৮৩১*।

রচন [স রচনা] ১ *বি* তৈরি করা। 'মাথাত কুসুমমাল রচনে।' *বড়ু, ১৪৫০*। ২ *বি* বর্ণনা। 'কৃষ্ণের চরিত্র কীছু করিয়ে রচন।' *মালাধর, ১৫০০*। ৩ *বি* রচনা। 'চৈতন্যমঙ্গল যেঁহো করিলা রচন।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*; 'তাহা দেখি কবিতা আমি করিনু রচন।' *গরীব, ১৭৬৫*। ৪ *বি* রান্না। 'আতব তণ্ডুল আন করিতে রচন।' *বিজয়, ১৬৫০*।

রচনকর্তা, রচনকর্ত্তা [স] *বি* রচয়িতা। 'এতন্নিয়ম যুক্তি সিদ্ধ অপিচ সর্ব্বত্র মন্যত হইয়া প্রচলিত হইলে রচনকর্ত্তার সন্তোষদায়ক হয়।' *দর্পণ, ১৮৩৪*।

রচনলীলা [স] *বি* তৈরির খেলা। 'ক্ষণিকের রূপ-রচনলীলায়।' *রবীন্দ্র, ১৯৪০*।

রচনা [স] ১ *বি* প্রার্থনা। 'রচনা মে রোঅন সাজনা রে বারিস ন তেজিঅ দেস।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*। ২ *বি* সাজসজ্জা। 'চৌদিকে দাসগণ

পূজার আয়োজন করএ বিবিধ রচনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* অনুষ্ঠান। 'বিবাহ রচনা কর কন্যা দান দিয়া।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বি* নির্মাণ। 'সেই কালে প্রাপের কেল্লা রচনা যাহা অদ্যাপিও আছে।' *রামরাম*, ১৮০১। **৫** *বি* বিবেচনা। 'এই রচনা করিয়া হুকুম হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৬** *বি* গঠন। 'ধাবনেতে, গড়চক্র-ভেদেতে, ব্যূহরচনাতে ... নিপুণ হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৭** *বি* আয়োজন। 'ধাররাজ ... যথোপযুক্ত স্থানে সভা সংস্থাপন বিশেষ-রূপে রচনা করাইয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৮** *বি* লিখিত বিষয় – গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি। 'রাধাকান্ত দেববাহাদুরের রচনা।' *গৌর*, ১৮২২; 'ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যা আয় ব্যয় বিদ্যা ইঙ্গরেজী রচনা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। **৯** *বি* সৃষ্টি। 'হস্ত পদ নখ দন্ত প্রভৃতি বিচিত্র রচনার সম্ভব হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'ভাবি মনে, এ সংসার দৈত্যের রচনা!' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **১০** *বি* প্রবন্ধ লেখা। 'যে ছাত্র আগামী বর্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সর্ব্বোত্তম রচনা করিতে পারিবে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **১১** *বি* কল্পনা। 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রচনাকরণ [স] *বি* লেখার কৌশল। 'ভাষান্তরকরণ ও রচনাকরণ ইত্যাদি বিষয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

রচনা করা *ক্রি* লেখা। 'কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রচনাকর্তা, রচনাকর্ত্তা [স] **১** *বি* লেখক। 'রচনা কর্ত্তার এপ্রকার সৎ প্রবৃত্তি ও সৎ কীর্ত্তিতে কে না ধন্যবাদ করিবেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'এই জগতের এক রচনাকর্ত্তা আছেন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

রচনাকার [স] *বি* লেখক। 'এই পুস্তিকার রচনাকার তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' *গৌর*, ১৮২২।

রচনাকৌশল [স] **১** *বি* গঠনরীতি। 'এ তো যুদ্ধ রামায়ণের রচনাকৌশলনির্ণয় নহে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বি* রচনার দক্ষতা। 'তিনি দেশকালপাত্রের সুসংগতি, রচনাকৌশল ঘটনাসংস্থানের প্রতি দৃকপাত মাত্র করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রচনা গড়না *বি* সমঝোতা। 'যদ্যপিস্যাৎ এমত২ রচনা গড়না হইত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

রচনাচাতুরী [স] *বি* সৃষ্টিচাতুর্য। 'সৃষ্টিশক্তি ভাসমান আবর্জনা নিয়ে সেখানে প্রকাশ করে আপনার রচনাচাতুরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রচনাচাতুর্য [স] *বি* নির্মাণকৌশল। 'মাসির রচনাচাতুর্য এতই অপূর্ব।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

রচনাপঠন [স] *বি* রচনা পাঠ করা। 'পাঠকরা জীবনে একটিমাত্র অপকর্ম করে থাকেন, সেটি আমার রচনাপঠন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রচনাপ্রণালী [স] *বি* রচনারীতি। 'প্রথমত রচনাপ্রণালী লইয়া বড়োই গোল বাধে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রচনাবলী [স] *বি* রচনাসংগ্রহ। 'আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রচনাবিধি [স] *বি* রচনারীতি। 'রচনাবিধি লেখকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রচনাভঙ্গি, রচনাভঙ্গী [স] *বি* লেখার রীতি; রচনারীতি। 'তাহাকেই কি ইংরাজিতে ম্যান্যার এবং বাংলায় রচনাভঙ্গি বলে না?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'আমারও এ বিকট রচনাভঙ্গি নিশ্চয়ই অনেকেরই বিরক্তিজনক।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'শকুন্তলার রচনাভঙ্গী বিদ্যাসাগরের নিজস্ব।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

রচনা-মুহূর্ত [স] *বি* কোনো কিছুর সৃষ্টিলগ্ন। 'এ দুয়ের মধ্যে রচনা-মুহূর্তের দুটো আশ্চর্য রহস্য ধরা পড়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

রচনারীতি [স] *বি* রচনার ভঙ্গি। 'রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে বারংবার উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রচনাশক্তি [স] *বি* লেখার ক্ষমতা। 'ইংরেজি রচনাশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপুষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

রচনাশালা [স] *বি* লেখার ঘর। 'আমার রচনাশালা স্থাপন করেছি একধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রচনাশৈলী [স] *বি* রচনারীতি। 'সংস্কৃতে জ্ঞান না থাকলে কখনই চমৎকার প্রকাশক্ষম বাক্‌রীতিগত বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ বাংলা রচনাশৈলী আয়ত্তে আসতে পারে না।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

রচনাসর্বস্ব [স] *বি* লেখাই একমাত্র কাজ এমন। 'বিংশ শতাব্দীতে আমরা যদি কিছু হই তো রচনাসর্বস্ব।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রচনাসৌন্দর্য [স] *বি* সৃষ্টির নিপুণতা। 'তাহাদের রচনাসৌন্দর্যের সমাদর অর্পণ করিবামাত্র আমরা দেখিতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রচনাস্থান [স] *বি* তৈরির কেন্দ্র। 'অলংকৃত জিনিসের প্রধান রচনাস্থান পুরোনো শহরগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রচনোপযোগী [স] *বিণ* বাঁধার উপযুক্ত। 'কবরী রচনোপযোগী কেশ রজ্জু।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

রচয়িতা [স] **১** *বিণ* প্রণেতা। 'প্রস্তাব-রচয়িতা তাঁহার অসামান্য স্মরণশক্তির এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ প্রাপ্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* প্রতিষ্ঠাতা। 'সেই সাহসীই হল রাজ্যের রচয়িতা বা রাজা।' *অবন*, ১৯২৫। **৩** *বিণ* সৃষ্টি করে এমন। 'এইরকম বয়স্কের মধ্যেও দু-একজন দেখা দেয় রচয়িতা লোক।' *অবন*, ১৯২৫।

রচয়িত্রী [স] *বি* স্ত্রী লেখিকা। 'রচয়িত্রীর পরিচয় ও এই উপাখ্যান লিখিবার উদ্দেশ্য নিবেদন করিতেছি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'সতীচুর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন।' *নবনূর*, ১৯০৫।

রচা [স রচ্>] **১** *ক্রি* কল্পনা করা। 'অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।' *চর্যা* ২২, ১২০০। **২** *ক্রি* বিন্যাস করা। 'তোহ্মার গতি শক্তিআঁ রচয়ে শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* চিন্তা করা। 'পুনু দরশন লাগি রচহ উপায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৪** *ক্রি* আয়োজন করা। 'বিভাযোগ্য হইল কন্যা রচ সয়ম্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **৫** *ক্রি* নির্মাণ করা। 'গীতের আগে রচিয় গোসাইর পুষ্পবাড়ি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৬** *ক্রি* সজ্জিত করা। 'কেশ কুরাইয়া কুসুম রচিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৭** *ক্রি* রচনা করা। 'হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিআছে পোথা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৮** *ক্রি* স্থাপন করা। 'রচিলেক সভাঘর নানা ধিক মনোহর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৯** *ক্রি* সৃষ্টি করা। 'শতকোটি হাহাকার/ কলধ্বনি রচে তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **রচ** *ক্রি* রচনা করো। 'বিভাযোগ্য হইল কন্যা রচ সয়ম্বর।' *মালাধর*, ১৫০০। **রচয়ে** *ক্রি* রচনা করছে। 'তোহ্মার গতি শক্তিআঁ রচয়ে শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রচহ** *ক্রি* চিন্তা করো। 'পুনু দরশন লাগি রচহ উপায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রচি** *ক্রি* রচনা করি। 'অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।' *চর্যা* ২২, ১২০০। **রচিআছে** *ক্রি* রচনা করেছে। 'হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিআছে পোথা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রচিগে** *ক্রি* রচনা করি গিয়ে। 'করিগে চল কুসুম চয়ন রচিগে চল পুষ্পশয়ন।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। **রচিনুঁ** *ক্রি* রচনা করলাম। 'বহু রসগ্রন্থ রচিনুঁ মোহন্ত সব নামে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রচিব *ক্রি* রচনা করবো। 'রচিব ধর্মের গীত মনে অভিলাষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রচিবে** *ক্রি* রচনা করবে। 'ইহা দেখে কবিতা রচিবে অবিকল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রচিয়** *ক্রি* রচনা করো। 'গীতের আগে রচিয় গোসাইর পুষ্পবাড়ি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রচিয়া** **১** *ক্রি* আয়োজন ক'রে। 'লক্ষনার দিব বিভা সয়ম্বর রচিয়া ...।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* সজ্জিত ক'রে। 'কেশ কুরাইয়া কুসুম রচিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *ক্রি* রচনা ক'রে। 'কবীন্দ্রে কহিল কথা পাঁচালি রচিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রচিল** *ক্রি* রচনা করলো। 'মহামুনি ব্যাসদেব রচিল ভারথি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রচিলাম** *ক্রি* রচনা করলাম। 'রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্য মতে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **রচিলুঁ** *ক্রি* রচনা করলাম। 'সেই বলে রচিলুঁ পুস্তক পদ্মাবতী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রচিলেক** *ক্রি* রচনা করলেন; স্থাপন করলেন। 'রচিলেক সভাঘর নানা ধিক মনোহর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রচে** *ক্রি* রচনা করে। 'কৃষ্ণলিলা রচে গোপি ধরিয়া তার বেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

রচান [স রচ্>] *বি* রচনা করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রচিত [স] **১** *বিণ* খচিত। 'সুবণ্রে জড়িত হিরাঞ রচিত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* নির্মাণ। 'ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* গুঁজে দেওয়া হয়েছে এমন। 'বেণী বিরাজিত কুসুম রচিত লম্বিত মুকুতা ছড়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বিণ* নির্মিত। 'করিল উত্তম ঘর কনকে রচিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বিণ* লিখিত; রচনা করা হয়েছে এমন। 'তাহাদের বিবরণ ... গৌড়ীয়-ভাষাতে রচিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রচিত করা *ক্রি* লিপিবদ্ধ করা। 'কিন্তু যখনই উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রছুল [আ] *বি* দূত; (ইসলামমতে) সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত পুরুষ। 'রছুল বিহনে গতি নাই মুক্ত হতে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'দাঁড়িয়ে আছেন দীনের রছুল।' *জসীম*, ১৯৩১। *দ্র* **রসুল**

রজঃ, রজ [স রজঃ] **১** *বি* হিন্দু দর্শনে প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বিতীয়টি। 'সত্ত রজ তৃম গোসাঞি তিন গুন ধারি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের জননী।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ধূলি। 'চরণ-নিছনি ফুল চরণের রজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* নারীর মাসিক ঋতুস্রাব। 'রজের পুঁজের নদী বহে অনিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বি* ফুলের রেণু। 'কমল-আলয় সরঃ; উৎসে রজঃ-ছটা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রজঃস্বলা [স রজস্বলা] *বিণ* ঋতুমতী। 'এক বস্ত্র রজঃস্বলা দ্রৌপদ নন্দিনী বালা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রজগুণ [স রজোগুণ] *বি* প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের দ্বিতীয়টি, যার প্রভাবে ইচ্ছা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার ইত্যাদি জন্মে। 'রজগুণে কর তুমি সৃষ্টির পালন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রজস্বলা [স] *বিণ* ঋতুমতী। 'রজস্বলা হইয়া পরি দিন দুই তিন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রজো [স রজঃ] *বি* ধূলি। 'শ্রীবৈষ্ণব গোঁসাইর চরণারবিন্দ স্খলিত রজো গ্রহণেই আহ্নিক হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রজো গুণ [স] *বি* প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের দ্বিতীয়টি। 'রজো গুণে ব্রর্মা সৃষ্টি করেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'সৃষ্টিদাতা রজোগুণে রিপুকুলনাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রজোধর্ম, রজোধর্ম্ম [স] *বি* যে গুণের প্রভাবে দ্বেষ, অহঙ্কারাদি জন্মে। 'তমো-রজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে ধর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রজোবির্জ্জ, রজোবির্জ্জে [স রজঃ+স বীর্য] *বি* ঋতু ও শুক্র। 'রজোবির্জ্জে জোগ হএ চুমুদ লক্ষনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রজোযোগ [স] *বি* নারীর মাসিক ঋতুস্রাব বা রক্তস্রাব। 'অবিবাহিতাবস্থায় কন্যার যতবার রজোযোগ হয় তাহার পিতা মাতা তত প্রাণিহত্যার পাপে পাপী হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রজক [স] *বি* ধোপা। 'সাধহ সতত রজক ঝি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

রজকিনি [স রজকিনী] *বি* ধোপানি। 'শুন রজকিনি রামি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

রজকিনী *বি* ধোপানি; চণ্ডীদাসের প্রণয়িনী বলে কথিত নারী। 'আমি বললুম, রজকিনী চরণ বাংলা সাহিত্যের বুকের উপর।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রজকীয় [স] *বিণ* ধোপার। 'উপাগা রজকীয় গৃহে প্রতিপালিতা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

রজত [স] **১** *বি* রুপা। 'রজত কাঞ্চন জত ঘরের নিলয়।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* শ্বেতশুভ্র। 'রজত ভূধর শোভা ভক্তজন মনোলোভা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রজত-আসন [স] *বি* জ্যোৎস্না। 'তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে/ কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রজত কড়্যালি *বি* রুপার কড়া দেওয়া। 'রজত কড়্যালি রাকা রাখে দুই পাশে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রজতগিরি [স] *বি* (শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন বলে) কৈলাস পর্বত। 'উজ্জ্বল রজতগিরির ন্যায় কলেবর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রজতগিরিনিভ [স] *বিণ* শুভ্র পর্বত ম্লান হয় এমন। 'রজতগিরিনিভ গৌর পুষ্ট দেহটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রজত জয়ন্তী [স] *বি* ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে উৎসব। 'রাজত্বকাল পঁচিশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রৌপ্য জুবিলী বা রজত জয়ন্তী মহোৎসব সুসম্পন্ন হইবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

রজত-জুবিলী [স রজত+ই জুবিলী] *বি* ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে উৎসব। 'মুছলমান সাহিত্য সমিতির রজত-জুবিলী অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

রজতত্রিশূল [স] *বি* রুপার তৈরি তিন ফলাবিশিষ্ট এক প্রকার অস্ত্র। 'তিনিই আমাকে এই রজতত্রিশূল প্রস্তুত করে দেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

রজতদীপ [স] *বি* রুপার বাতি। 'রজতদীপ, স্ফটিক দীপ, গন্ধদীপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

রজতপত্র [স] *বি* রুপার পাত। 'হঠাৎ দেখিলে চাকচিক্যবিশিষ্ট রজতপত্র বলিয়াই ভ্রম জন্মে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রজতমুদ্রা [স] *বি* রুপার পয়সা। 'সুবর্ণের কড়ি-বৌলি রজতমুদ্রা পাশুলি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রজতসৌধ [স] *বি* রুপা নির্মিত প্রাসাদ। 'সে পুরীর মর্মরপ্রাচীর মণিময় তোরণ রজতসৌধ ও কনকচূড়ায় ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রজতরেখা [স] *বি* নদীবিশেষ। 'যে দেশে রজতরেখা, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষী আর ...।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

রজদ্বীপ [স] *বি* সাদা দ্বীপ। 'কত দূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল, রজদ্বীপ নীলজলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রজন [হি] *বি* তারপিন তেল নিঃসারণের পর পড়ে থাকা কাইট শুকনা করে

তৈরি পদার্থ। 'কেহ বেহালায় রজন দিয়া ডাডা ডাডা করে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রজনী [স] *বি* রাত। 'আজি রজনীত বড়ায়ি দেখিলোঁ সপনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রজনি [স রজনী] *বি* রাত। 'ধনুক ভাঙ্গিয়া তথা রজনি বঞ্চিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

রজনীকান্ত [স] *বিণ* রাতের শোভা বাড়ায় এমন। 'রজনীকান্ত চন্দ্রমা যেন নিজ রমণীকে পরদুঃখে কাতরা দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রজনীধন [স] *বি* রাতের শোভা। 'জগত-জন-রঞ্জন সুধাংশু রজনীধন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রজনীপ্রভাত [স] *বি* ভোরবেলা। 'কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো/ রজনীপ্রভাতে বসে রব কত!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রজনীভোর *বি* ভোরবেলা। 'রজনীভোরে বাসি ফুল পড়িবে ঝরে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রজনীমোহন [স] *বি* চাঁদ। 'পূরি আকাশ সৌরভে রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রজনীযোগ [স] *বি* রাতের বেলা। 'রজনীযোগে রাজকন্যা তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া মধুর সম্বোধনে বলিলেন, যুবরাজ!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রজনীগন্ধা [স] *বি* ফুলবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'রজনীগন্ধা ... রজনী-কুন্তল-শোভিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'পারুল রজনীগন্ধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রজপুত [স রাজপুত্র] *বি* রাজপুতনার যোদ্ধা। 'অনেক পিয়াদা সাথে রজপুত দুই ভিতে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রজব [আ] *বি* হিজরি সপ্তম মাস। 'রজব চান্দের আজি সাতাইশ রাতি।' *সুলতান*, ১৭০০; '১১ই রজবের (দ্বাদশীর) পূর্ণ-প্রায় চন্দ্র।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

রজিল [আ] *বি* সামাজিক মর্যাদাহীন মুসলমান সম্প্রদায়। 'শরিফ রজিল বা আশরাফ আতরাফের পার্থক্য।' *এসলাম*, ১৯১৯।

রজু [আ] *বি* দায়ের; দাখিল। 'পুনরায় আপিল রজু করেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রজ্জু [স] *বি* রশি। 'এক রজ্জু খসিয়া পড়িলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করা – নিশ্চল সাপকে দড়ি বলে ভুল করা। 'কিঞ্চিৎ দর্শনে রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

রজ্জুতা [স] *বি* বন্ধনী। 'কাঞ্চিদাম রজ্জুতায় বুবহ প্রবীণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রজ্জুতে সর্পভ্রম – রশিকে সাপ বলে ভুল করা। 'যেমত রজ্জুতে সর্পভ্রম ও স্বপ্নাদিতে গন্ধর্ব্বনগরী দর্শন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রজ্জুধর [স] *বি* সারথি। 'অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হৈয়া রজ্জুধর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রজ্জুময় [স] *বিণ* রজ্জুনির্ভর। 'এক নূতন রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

রঞ্জক [স] *বি* শক্ত ব্রাশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রঞ্জণী [স রঞ্জনী] *বি* যা দিয়ে রঙ করা হয়। 'করে নখ-রঞ্জণী, ঢাকয়ে নখের কণি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

রঞ্জন[1] [স] ১ *বি* মনোরঞ্জন। 'গুনরাজখান ভনে সুজনের রঞ্জনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আনন্দ। 'রঞ্জন সমএ সুখ মধু সমসর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রঞ্জন[2] [স] ১ *বি* রঙ। 'অঞ্জন রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন অলি মধুপ্রিয় পানে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* রক্তচন্দন। 'রঞ্জিত রঞ্জনরাগে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রঞ্জনরশ্মি [ই Röntgen+স রশ্মি] *বি* তেজস্ক্রিয় আলোকরশ্মি যা অভেদ্য বস্তু ভেদ করতে পারে; এক্স-রে। 'শুনেছি রোয়েনটগেনের রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রঞ্জনী *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'রঞ্জনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রঞ্জা [স রঞ্জন>] *ক্রি* রং করা। **রঞ্জসি** *ক্রি* রং দিস। 'কি রঞ্জসি মোর মুখে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রঞ্জিয়া** *ক্রি* রাঙিয়ে। 'অঞ্জন রঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন বসাইল রে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **রঞ্জিল** *ক্রি* রঞ্জিত করলো। 'কাজলে রঞ্জিল দুই আখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রঞ্জিলেঁ** *ক্রি* রাঙালে; বিদ্ধ করলে। 'মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রঞ্জে** *ক্রি* রঞ্জিত করে। 'নানা বোলে সে তিরিক রঞ্জে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রঞ্জিত [স] ১ *বিণ* রাঙানো। 'হরিদ্রায় রঞ্জিত বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* রঙিন। 'নিজ করে লেখনী রঞ্জিত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বিণ* মোহনীয়; মুগ্ধকর। 'মদকল কোকিল কলরব সংকুল রঞ্জিত বাদন তানে।' *রায়নারায়ণ*, ১৮৫৪। ৪ *বিণ* রং দিয়ে চিত্রিত। 'ধৌত বিঘট্টিত লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই চার অবস্থা হল চিত্রের।' *অবন*, ১৯২৫।

রঞ্জিত করা *ক্রি* পরিপাটি বা বিন্যাস করা। 'দাস-দাসী সুবিমল ধৌতবস্ত্র পরিয়া, কেশ রঞ্জিত করিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রটন [স] *বি* প্রচার। 'ফলে তার কাছে ফাঁকি এই সে রটন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রটনা [স রটন>] *বি* প্রচার। 'লোকে অজ্ঞাতবাস রটনা করে দিয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

রটনাকৌশলময়ী [স] *বিণ* অপবাদ প্রচারকারী। 'হে রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রটন্তী [স] *বি* মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী। 'রটন্তী পূজার রাত্রিতে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

রটা [স রট্>] *ক্রি* প্রচার হওয়া। 'একবার এমন রব রটিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **রটাইল** *ক্রি* রটনা করলো। 'কে রটাইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রটানো *ক্রি* ছড়ানো। 'মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

রটিত [স] *বিণ* কথিত; প্রচারিত। 'কত যে ছন্দে কত সংগীতে রটিত কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রটিয়ে বেড়ানো *ক্রি* প্রচার করা। 'আমাদের নিন্দে রটিয়ে বেড়াচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রটে যাওয়া *ক্রি* প্রচারিত হওয়া। 'আমার বক্তৃতা খুব রটে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রডোড্রেনডন [ই] *বি* লাল, গোলাপী, বেগুনী বা সাদা রঙের বড়ো ফুলওয়ালা ঝোপবিশেষ। 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোড্রেনডন গুচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রড় ১ *বি* দৌড়; ছুট। 'রড় দিয়া ফল খাতে জায় গদাধরে।' *মালাধর,* ১৫০০। ২ *বি* চিৎকার। 'সুগ্রীব প্রভৃতি বীর করি বড় রড়।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

রড়ারড়ি *বি* দৌড়াদৌড়ি। 'দেখিতে আইল রড়ারড়ি।' *মালাধর,* ১৫০০।

রড়া *বি* ফলবিশেষ। 'শুকনো নাটাফল আর রড়ার বিচি কুড়িয়ে ...।' *বিভূতি,* ১৯২৯।

রণ[1] [স] ১ *বি* যুদ্ধ। 'মুচকুন্দে তারকে রজনী দিবা রণ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* খেলা। 'চিত্তরঙ্গে করি দুই জনে রণ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ৩ *বি* ছোটাছুটি। 'রণকল্যাণীর নবীন বয়স ... রাত দিন রণ করে বেড়ায়।' *দীনবন্ধু,* ১৮৭৩।

রণংদেহী [স] *বিণ* যুদ্ধংদেহী; আক্রমণাত্মক। 'সে রণংদেহী মূর্তি দেখিয়া বেশ ভয় পাইয়াছিল।' *শওকত,* ১৯৫৮।

রণকুশলী [স] *বিণ* যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ; যোদ্ধা। 'ভারতবর্ষীয়েরা যে পৃথিবী-মধ্যে রণকুশলী জাতিগণের অগ্রে গণ্য হইতে পারিতেন ...।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২।

রণ-কোলাহল [স] *বি* যুদ্ধকালীন শোরগোল। 'ঐ যে ভীম রণ-কোলাহল।' *নজরুল,* ১৯২২।

রণকৌশল [স] *বি* সমরনীতি। 'যুক্তরাষ্ট্র তাহার রণকৌশল দিক হইতে ...।' *আজাদ,* ১৯৬২।

রণকৌশলী [স] *বিণ* যুদ্ধে পারদর্শী। 'সে অমিততেজা রণকৌশলী কৈ?' *মশাররফ,* ১৮৮৫।

রণক্লান্ত [স] *বিণ* যুদ্ধ-পরিশ্রান্ত। 'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত।' *নজরুল,* ১৯২২; 'ঐ বাণীই রণক্লান্ত সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে।' *নজরুল,* ১৯২২।

রণক্ষত [স রণক্ষেত্র] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'রণক্ষতে ভোপ যোগে আইলুঁ এথাত।' *আলাওল,* ১৬৮০।

রণক্ষেত্র [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'শিখ-সম্প্রদায়ীরা ... বহু ব্যক্তিকে রণক্ষেত্রে বিনাশ করে।' *অক্ষয়,* ১৮৫০; 'শিমূল – বিশাল বৃক্ষ, ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী শোণিতার্দ্র!' *মাইকেল,* ১৮৬০।

রণখোলা [স রণক্ষেত্র] *বি* রণক্ষেত্র। 'রণখোলাতে গিয়া বীর করএ গর্জন।' *সুলতান,* ১৭০০।

রণগুরু [স] *বি* অস্ত্রচালনা শিক্ষা দেন যিনি। 'অস্ত্রে দীক্ষা দেহো রণগুরু।' *রবীন্দ্র,* ১৯০১।

রণগৌরব [স] *বি* যুদ্ধজয়। 'নিজেকে রণগৌরব ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

রণঘণ্টা [স] *বি* যুদ্ধকালে বীরের কটিদেশে পরিধেয় ঘণ্টাবিশেষ। 'রণসিংহ রণভীম ধায় রণঘণ্টা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

রণচণ্ডা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) ভয়ঙ্কর যোদ্ধা। 'রণচণ্ডা চণ্ডী মূর্তিমতী।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

রণচণ্ডী [স] ১ *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) রণমত্তা দেবী চণ্ডীর মতো। 'তোমার রণচণ্ডী মূর্তি দেখলে।' *শরৎ,* ১৯১৩; 'বলতে গেলেই আমি হই পাড়া-কুঁদুলি, রণচণ্ডী, চামুণ্ডা আর আরও কত কী!' *নজরুল,* ১৯২৭। ২ *বিণ স্ত্রী* রাগান্বিত। 'মালশ্রী ইতিমধ্যে দেখি রণচণ্ডী হয়ে উঠেছে।' *প্রমথ,* ১৯৩১।

রণচণ্ডী মূর্তি [স] *বি* ভয়ঙ্কর মূর্তি। 'তোমার রণচণ্ডী মূর্তি দেখলে।' *শরৎ,* ১৯১৩।

রণচামুণ্ডা [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গার একটি রূপ; উগ্র নারী। 'অট্টহাসিছে রণচামুণ্ডা।' *নজরুল,* ১৯২২।

রণছোড় *বি* যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা লোক। 'আমি রণছোড়, টিটকারী দেয় পুরুষ যত।' *অন্নদা,* ১৯৪২।

রণজয় *বি* যুদ্ধজয়। 'ঘন বাজে সানি রণজয়-বেনি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

রণজয়-বেনি [স রণজয়+স বেণু] *বি* যুদ্ধ জয়ের পর যে বাঁশি বাজানো হয়। 'ঘন বাজে সানি রণজয়-বেনি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

রণজয়া [স রণজয়>] *বি* ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'ডিঙ্গা নামে রণজয়া।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

রণজয়ী [স] *বিণ* যুদ্ধজয়ী। 'অবশ্যই রণজয়ী হব।' *দীনবন্ধু,* ১৮৭৩।

রণজিৎ [স] *বিণ* বিজয়ী। 'ক্রিকেট খেলাতেও নাহয় রণজিৎ হইয়া উঠিলাম।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

রণজিতা [স] *বিণ* যুদ্ধজয়ী। 'কালকেতু রণজিতা আনন্দে সরসচিতা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

রণ-ডঙ্কা *বি* যুদ্ধের ঢাক। 'ওঠে ওংকার, রণ-ডঙ্কার।' *নজরুল,* ১৯২২; 'রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৪০।

রণতরী [স] *বি* যুদ্ধজাহাজ। 'এ প্রকার দুঃশাসনীয় রাজ্যশাসন ও প্রজাদ্রোহ নিবারণার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য ও রণতরী রক্ষা করিতে হইত।' *অক্ষয়,* ১৮৫০।

রণতুর [স] *বি* সমরবাদ্য। 'দামামা দগড় বাজে, বাজে রণতুর।' *রূপরাম,* ১৭৫০।

রণতূর্য [স] *বি* প্রাচীন যুদ্ধবাদ্য; যুদ্ধশিঙ্গা। 'আর হাতে রণতূর্য।' *নজরুল,* ১৯২২।

রণদক্ষ [স] *বিণ* যুদ্ধে পারদর্শী। 'বিংশতি সহস্র রণদক্ষ পদাতিক লয়ে রণস্থলে উপস্থিত হন।' *দীনবন্ধু,* ১৮৭৩।

রণদামামা [স রণ+ফা দামামহ্] *বি* ঢাকজাতীয় রণবাদ্য। 'দানবেরা যেন রণদামামা বাজিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২; 'অবিরত রণ-দামামা বাজাইয়া নির্ব্বাচন-কেন্দ্রগুলিকে তাঁহারা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন।' *আজাদ,* ১৯৩৭।

রণদুন্দুভি [স] *বি* যুদ্ধের ঢাক। 'রণদুন্দুভি রণভেরী বেজে উঠেছে।' *নজরুল,* ১৯২৪।

রণদুর্মদ [স] *বিণ* যুদ্ধে প্রমত্ত। 'তাঁহার নিজের রণদুর্মদ অক্ষৌহিণী সে অজস্রউদ্‌গমশীল সৈন্যতরঙ্গের সম্মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।' *হরপ্রসাদ,* ১৮৮১।

রণধারা [স] *বি* যুদ্ধরূপ স্রোত। 'রণধারা বাহি জয়গান গাহি।' *রবীন্দ্র,* ১৯১০।

রণনাদ [স] *বি* রাগান্বিত স্বর। 'আবদুর রহমানের রণনাদ শুনে পালাল।' *মুজতবা,* ১৯৪৯।

রণনিপুণ [স] *বিণ* যুদ্ধে পারদর্শী। 'ভারতবর্ষীয়েরা রণনিপুণ বলিয়া ... সুখ্যাত নহেন।' *বঙ্গদর্শন,* ১৮৭২।

রণনীতি [স] *বি* যুদ্ধবিষয়ক নীতি। 'রণনীতির নিয়মকানুনে আপনি যতো পারদর্শী ও বিচক্ষণ আমি ততোটা নই।' *মুনীর,* ১৯৬১।

রণনৈতিক [স] *বিণ* যুদ্ধনীতি বিষয়ক। 'যাঁদের রণনৈতিক আদর্শ

এক।' অন্নদা, ১৯৩৭।

রণপণ্ডিত [স] *বিণ* যুদ্ধকুশল। *সেবধি*, ১৮৩৯।

রণপোত [স] *বি* যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত জাহাজ। 'আর উপকূলবাসী কোনো কোনো দুর্গেশ্বরের রণপোত ছিল।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

রণ-বাজা *বি* রণবাদ্য। 'এ কী রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন।' *নজরুল*, ১৯২২; 'বাজে রণ-বাজা, মাতে দুশমন।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

রণবাদ্য [স] *বি* যুদ্ধের বাজনা। 'রণবাদ্য, শঙ্খনাদ, ও হুহুঙ্কারধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'বাজাইল রণবাদ্য বাদ্যকর-দল নিকুণে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রণবিদ্যা [স] *বি* যুদ্ধ সম্পর্কিত জ্ঞান। 'আধুনিক রণবিদ্যা তারাই আমাকে শিখিয়েছে।' *মুনীর*, ১৯৬১।

রণবীর [স] *বি* সেরা যোদ্ধা। 'ধর্ম্মবীর ও রণবীর।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২।

রণবেশ [স] *বি* যুদ্ধের পোশাক। 'রণবেশ তো পরেছ, রণরঙ্গিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রণভীম [স] *বি* রণগর্জন। 'রণসিংহ রণভীম ধায় রণঘণ্টা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণভীমা [স] *বি* ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'অপরূপ রণসীমা গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণভূম [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে ... করি জয় স্বর্গে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

রণভূমি [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'রণভূমি প্রবেশিল করিতে সমর।' *সুলতান*, ১৭০০।

রণভেরি, রণভেরী [স] *বি* যুদ্ধের দামামা। 'অনবরত কামদেবের রণভেরি বাজতে থাকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'দামেস্কনগরে আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রণমত্ত [স] *বিণ* যুদ্ধে মত্ত; যুদ্ধ করতে করতে মেতে উঠেছে এমন। '... বলবীর্য্যশালী রণমত্ত বীরপুরুষেরও সেইরূপ আবশ্যক।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

রণরঙ্গ [স] *বি* যুদ্ধের উন্মাদনা। 'চিরবৈরি হেরি, – সাজিল তরঙ্গদল রণরঙ্গে মাতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'প্রচার করিতে এই রণরঙ্গে মাতিয়াছি।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

রণরঙ্গিণী [স] *বি* রণমত্তা নারী; যুদ্ধপ্রিয় নারী। 'যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খল খল হাসিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮; 'রণবেশ তো পরেছ, রণরঙ্গিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রণশৃঙ্গ [স] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'রণশৃঙ্গ জয়শৃঙ্গ মৃদঙ্গ করতালাদি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রণশ্রান্ত [স] *বিণ* যুদ্ধে ক্লান্ত বা অবসন্ন। 'রণশ্রান্ত সে দেখে পূর্ণ পাশবিকতা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

রণসজ্জা [স] *বি* যুদ্ধের বেশ। 'পুরাণ কোঠির গড়ের উপর থরে২ কামান রাখিয়া রণসজ্জা করিয়া সকলে সাবধানে থাকিবেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রণসমুদ্র [স] *বি* যুদ্ধরূপ সমুদ্র। 'তিনি স্বয়ং ভীমা অসি করে ধারণ করিয়া রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রণসাজ [স রণসজ্জা] *বি* যুদ্ধের পোশাক; রণবেশ। 'দেখে বে বুঝলে এও রণসাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রণসাজ-পরা *বিণ* যুদ্ধের সাজপোশাক পরিহিত। 'তোর ও রণসাজ-পরা খেজুর গাছের মতো ফটোটা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রণসাধ [স] *বি* যুদ্ধ করার ইচ্ছা। 'সেনাবাহিনী ভারতীয় ফৌজে রণসাধ চিরতরে মিটাইয়া দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

রণসিঙ্গা [স রণশিঙ্গা] *বি* যুদ্ধের বাদ্য। 'নাকারা রণসিঙ্গা ক বাজিতে লাগিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রণস্থল [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'বীরের দাবড়ে সেনা পড়ে রণস্থল। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণস্থান [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'রজনীতে রণস্থান উদ্দেশ করিআ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

রণাঙ্গণ [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'রণাঙ্গণে হইলে রঘুনাথের রক্ষিণী। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রণাঙ্গন [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'রণাঙ্গনে নামবে কে আর?' *নজরুল* ১৯২২।

রণাঙ্গনা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) যুদ্ধময়ী। 'রক্তদশনা রণাঙ্গন করালী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

রণে ভঙ্গ ১ *বি* কাজ শেষ না করেই সমাপ্তি ঘোষণা। 'রণে ভঙ্গ দিয় দানা পলায় সত্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন 'রণে ভঙ্গ দেই সেনা শুনি আর নাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* তর্কে ক্ষান্তি দেওয়া। 'কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বললুম।' *মুজতবা* ১৯৪৯।

রণোৎসাহ [স] *বি* যুদ্ধে উৎসাহী। 'রুষীয় এজেন্ট সন্তালদিগে পৃষ্ঠবল হইয়া রণোৎসাহ দিতেছেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

রণোন্মত্ত [স] *বিণ* যুদ্ধের নেশায় উন্মত্ত। 'ওই যতীন্দ্র রণোন্মত্ত *নজরুল*, ১৯৩০।

রণোন্মাদ [স] *বিণ* যুদ্ধ করতে করতে মেতে উঠেছে এমন; রণমত্ত 'নাচায় প্রাণ রণোন্মাদ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রন [স রণ] *বি* যুদ্ধ। 'সিগ্রগতি পাইল রনস্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০ 'জুদ্ধজয় হউক স্বামী রনে মহাবলী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রনস্থান [স রণস্থান] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'সিগ্রগতি পাইল রনস্থানে *মালাধর*, ১৫০০।

রণ[২] *বি* নদীর নামবিশেষ। 'রীণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপ তৎসময়ে বরফ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রণঝন [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব অলঙ্কারের শব্দ। 'পঁইচি বাজে রিনিঝি রণঝন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রণৎকার [স] *বি* ঝংকার। 'রণৎকার ধ্বনি তার, শব্দ ঝন ঝন।' *রঙ্গ* ১৮৫৮।

রণন *বি* অনুরণন। 'ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে, গানের বেদনায় যা যে হারায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

রণরণি ১ *বি* মৃদু শব্দ। 'বজ্র ঘোষণা ধায়, কভু মৃদু, – মরি যায়, ক উঠে রণরণি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। **২** *বি* মিষ্টি শব্দ। 'তন্দ্রা প্রত্যন্তদেশে জাগায়েছে ধ্বনি মৃদু রণরণি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

রণরণিত *বিণ* ঝংকৃত। 'আজ সেই লয়ের তান রণরণিত হচ্ছে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রণা ১ *ক্রি* যুদ্ধ করা। 'ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা উভয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *ক্রি* অস্ত্র ঝঙ্কৃত হওয়া। 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

রণি [স রণ] *বি* যুদ্ধ। 'পাবক ধরম বিনে কো করব রণি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রণিত [স] *বিণ* শব্দময়। 'সুরের আবেশে তুলিল রণিত করি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

রণ্ড [স] *বি* বিধবা। 'জত লোক দণ্ডধারী বৈরী বধূ রণ্ড কারী কর তুলি করে নিসূধন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রণ্ডা [স] *বি* বিধবা। 'তাঁহাদের কুল রণ্ডা দোষে দূষিত হয়।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

রত[1] [স] ১ *বিণ* ব্যাপৃত। 'হরিনামে হবে রত তাহে যাবে তরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* অনুরক্ত। 'সকল লোক পুণ্যেতে রত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বিণ* লিপ্ত। 'বিদ্যাভ্যাসে রত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বিণ* ব্যস্ত। 'ঘরের কাজে হই গো রত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

রত[2] [স রথ] *বি* রথ। 'জরির জামা ও হীরের কণ্ঠী পরে নাচ দেখতে বসুন ... প্রতিমে বিসর্জন ... স্নানযাত্রা ও রতে বাহার দিন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রতন [স রত্ন] ১ *বি* রত্ন। 'তোক্ষে সে মোহোর রতন ভূষণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'মালিয়ানী বলে শুন পুরুষ রতন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রতন-আসন [স রত্ন-আসন] *বি* রত্নখচিত আসন। 'বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ রতন-আসনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রতনচক্র [স রত্নচক্র] *বি* হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'শুধু একজোড়া রতনচক্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রতনচুর [স রত্নচূর্ণ] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'রিক্ত লতারে পরায়ে দিলে এ রতনচুর!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

রতনজড়িত [স রত্নজড়িত] *বিণ* রত্নজড়ানো; রত্নে মোড়া। 'শোভে রতনজড়িত বাঁশী আক্ষারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতনধূলি [স রত্নধূলি] *বি* রতনরূপ ধুলা। 'দেখো কতজন মাগিছে রতনধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রতননিকর [স রত্ননিকর] *বি* রত্নরাজি। 'প্রতাপে আদিত্য জিনি, রতননিকর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রতনবিগ্রহ [স রত্নবিগ্রহ] *বি* রত্ননির্মিত দেবমূর্তি। 'রত্নসিংহাসন-'পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রতনভূষণ [স রত্নভূষণ] *বি* রত্নখচিত অলংকার। 'অঙ্গে শোভে রতনভূষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রতনমণি [স রত্নমণি] *বি* শ্রেষ্ঠ রত্ন। 'দিয়ে তোমার রতনমণি আমায় করলে ধনী – এখন দ্বারে এসে ডাকো, রয়েছি দ্বার এঁটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩; 'সাগর যেমন জাগায় ধ্বনি খোঁজে নিজের রতনমণি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

রতনমুদড়ী [স রত্ন>] *বি* রত্নখচিত আংটি। 'রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতনসম্ভবা বিভা [স রত্নসম্ভবাবিভা] *বি* রত্ন থেকে বিকীর্ণ রশ্মি। 'ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে রতনসম্ভবা বিভা – ঝলসি নয়নে!' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রতনসিংহাসন [স রত্নসিংহাসন] *বি* রত্নখচিত সিংহাসন। 'অভিন্ন মদন কায়ে কষিলকনক প্রায়ে বসিলা রতনসিংহাসনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রতনহার [স রত্নহার] *বি* রত্নের মালা। 'কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রতনাসন [স রত্নাসন] *বি* রত্নখচিত আসন। 'সে লোকে পুলকে বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রতনাকর [স রত্নাকর] *বি* সমুদ্র। 'যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রতা [স] ১ *বিণ* আসক্তা। 'শাহার সম্ভোগে আছি অতিশয় রতা।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ স্ত্রী* নিয়োজিত। 'অজ্ঞানবশতই স্ত্রীগণ অনুক্ষণ দুষ্কর্মে রতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

রতি[1], **রতী** [স] ১ *বি* যৌন-সম্ভোগ। 'আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রতি লাগি বল করে নান্দের নন্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ইচ্ছা। 'কেহো শিষ্য কেহো পত্নী যার যথা রতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রতিকথা [স] *বি* কামের আলাপ। 'রতিকথা সখিমুখে না শুণীলোঁ কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতিকলা [স] *বি* কামকলা। 'নাহি জান রতিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রতিক্রিয়া [স] *বি* যৌনসঙ্গম। 'আড়ভিজীর সহিত বিবির মাতার প্রেমালাপ ও আলিঙ্গনাদি রতিক্রিয়া হইয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রতিক্রীড়াপরায়ণ [স] *বিণ* যৌনাসক্ত। 'রতিক্রীড়াপরায়ণ পুংবকের মাংস ভক্ষণ করিবামাত্র নিষাদের সুপ্ত বুদ্ধি যেন জাগরিত হইয়া উঠিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রতিচিহ্ন [স] *বি* যৌনমিলনকালীন সৃষ্ট চিহ্ন। 'পরপতি রতিচিহ্ন ঢাকিতে যে নারে/ লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে।' *ভারত*, ১৭৬০।

রতিদ্বেষী [স] *বিণ* যৌনসম্ভোগে বিরাগ আছে এমন। 'ঋতু হয়ে রতিদ্বেষী একি ঘোর পাপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রতিনিন্দিতা [স] *বি* কামদেব মদনের স্ত্রী রতির সৌন্দর্যকেও ম্লান করে এমন সুন্দরী। 'কত রতিনিন্দিতার বক্ষে তুমি বাজাইলে বেদনার কেকা।' *জীবন*, ১৯৩০।

রতিপণ্ডিতা [স] *বিণ* রতি কাজে নিপুণা। 'রতিপণ্ডিতা বহুমানিতা মধুরভাষিণী নিবিড় নিতম্বিনী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রতিপতি [স] *বি* কামদেব। 'অমিঞা সভার চিত্ত কাম রতিপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাহিনী হৃদি রতিপতি জানি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রতিবিহার [স] *বি* যৌনমিলন। 'লাখো লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে মনোবীজ দাও।' *জীবন*, ১৯৪৪।

রতিবিহ্বলা [স] *বিণ* কামাতুর। 'তিনি যেন চতুরা নায়িকা, নায়কদর্শনে রতিবিহ্বলা।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

রতিবেআকুল [স রতিব্যাকুল] *বিণ* যৌন মিলনের জন্য ব্যাকুল। 'আতি রতিবেআকুল হআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতিভাবে [স] *ক্রিবিণ* আনন্দিতমনে। 'লাসবেস করী রতিভাবে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতিমতি [স] *বি* অনুরাগ। 'চৈতন্যচরণে যার আছে রতি মতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রতিরঙ্ক [স] *বিণ* কামুক। 'দূর করি লজ্জাতঙ্ক তুহু সাধু রতিরঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রতিরঙ্গ [স] *বি* কামস্পৃহা। 'তিল এক মোর মনে নাহিঁ রতিরঙ্গ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতিরণ [স] *বি* কামকলা; যৌনক্রীড়া। 'রতিরণে জয়ধুনী করঁএ কিঙ্কিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতিরস [স] *বি* রতিক্রিয়া। 'রতিরসেঁ তোষ মোরে পরিহরী লাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতিরসকামদোহিনী *বি* আসক্তি; অনুরাগ। *বড়ু*, ১৪৫০।

রতিরূপতনু [স] *বিণ* যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগায় এমন শরীর। 'ভ্রু কামধনু, রতিরূপতনু, মৃগী দেখি হইল বিমুখী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রতিশ্রম [স] *বি* যৌনমিলনের পরিশ্রম। 'আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতি-সম্মোহন [স] *বি* কামনার মোহ। 'বাতাসে ভাসিছে যেথা জন্মবীজ, রতি-সম্মোহন।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

রতিসুখ [স] *বি* যৌনমিলনের আনন্দ। 'রতিসুখ ভুঞ্জিএঁা রাধা গোআলিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতীসিধী *বি* যৌনমিলন। 'কাহ্নু সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রতি[২] [স রক্তিকা] **১** *বিণ* বিন্দুমাত্র। 'তুমি নিদারুণ অতি মমতা নাহিক রতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* অল্প পরিমাণ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমি তোমার নিকট রতি পরিমাণ সোনাও চাহি না।' *মীরমোশাররফ*, ১৮৮৫। **৩** *বি* সোনা-রুপা মাপার একক; এক কুঁচের সমান। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'এক রতি তুলাতে এরূপ ক্ষতি যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

রতি মাসা *বি* সূক্ষ্ম পরিমাপ বিশেষ। 'লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতিমাসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'যে আসায় এই ভবে আসা হল না তার রতি মাসা।' *লালন*, ১৮৯০।

রত্তি **১** *বি* ওজনের একক বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* মুহূর্ত। 'এক রত্তি।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রত্তন [স রত্ন] *বি* রত্ন। 'অমূল্য রত্তন ছাড়ি কিসের ফুড়ান।' *মালাধর*, ১৫০০।

রত্ন [স] **১** *বি* অমূল্য সম্পদ। 'কড়ছের রত্ন মুঞি হারানু গোপালে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মণি-মুক্তা ইত্যাদি। 'পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* গম্বুজ। 'নানা রত্ন মন্দির কদম্ব।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রত্ন আভরণ [স] *বি* রত্ন অলংকার। 'রত্ন আভরণ শোহন মোহন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রত্নকণা [স] *বি* মূল্যবান মণিকণা। 'চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রত্নকান্তিচ্ছটা [স] *বি* মণিমাণিক্যের দীপ্তি। 'অচপলা যেন রত্নকান্তিচ্ছটা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রত্নকুণ্ডল [স] *বি* রত্ননির্মিত কানের দুল। 'রত্নকুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রত্নখনি [স] *বি* অত্যন্ত মূল্যবান পদার্থের খনি। 'তিনি আমাদের মনোরূপ রত্নখনিতে ... সুখরত্ন নিহিত রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রত্নগর্ভ [স] *বিণ* রত্নপূর্ণ। 'প্রেমে মত্ত রত্নগর্ভ হইলা তখন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রত্নগর্ভা [স] *বিণ স্ত্রী* সুসন্তানের গর্ভধারণকারী। 'স্বর্ণকুক্ষী রত্নগর্ভা জননী তোমার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রত্নগুহা [স] *বি* প্রাচুর্য। 'কাসেম রত্নগুহার মধ্যে আবদ্ধ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রত্নচূড়া [স] *বি* রত্নখচিত মুকুট। 'রত্নচূড়া শিরে পরি/ এস বিশ্ব আলো করি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রত্নছাতি [স রত্নছত্র] *বি* রত্নখচিত ছাতা। 'চারিদিগে ভূঞা রাজা শিরে রত্নছাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রত্নজাত [স] *বি* রত্ন থেকে উৎপন্ন। 'সে সমুদায় মহামূল্য রত্নজাত গভীর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

রত্নদান [স] *বি* রত্ন উপহার। 'রত্নদান করএ মাগএ পুত্র দান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রত্ন-দুল *বি* মণি-মুক্তাদি বসানো কানের দুল। 'রত্ন-দুল সে রইল পড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রত্নদ্বীপ [স] *বি* রত্নমণ্ডিত দ্বীপ। 'আমি হাসিখুশির খেয়া বেয়ে পৌঁছে গেছি রত্নদ্বীপে কম্পাস বিহনে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রত্নন [স রত্ন] *বি* রত্ন। 'জত আছে মাণিক্য রত্নন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রত্ননিধি [স] *বি* অমূল্য ধন। 'জগত উজ্জ্বল দুই রত্ননিধি সার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রত্নপাত্রী [স] *বি স্ত্রী* প্রেমময় অভিনয়কারী। 'সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

রত্নপূর্ণ [স] *বিণ* রত্নময়; সম্পদশালী। 'গূঢ়াচারী বণিকগণের এক গণ্ডূষেই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোষিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রত্নপ্রসবিনী [স] *বিণ* রত্ন জন্ম দেয় এমন। 'অনন্ত রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রত্নপ্রসূ [স] *বিণ* অমূল্য ফলদায়ী। 'তাহা কালে রত্নপ্রসূ হবেই।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

রত্ন-বণিক [স] *বি* মণি-মুক্তার ব্যবসায়ী। 'একজন রত্ন-বণিক লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের বাধা দিলে।' *ওদুদ*, ১৯৩৫।

রত্নবন্ত [স] *বিণ* রত্নে পরিপূর্ণ। 'যবদ্বীপ রত্নবন্ত।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

রত্নবান্ধা [স রত্ন+বান্ধা] *বিণ* রত্নখচিত। 'রত্নবান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রত্নবেদী [স] *বি* রত্ন খচিত বেদী। 'রম্য কদম্বের তরুতলে রত্নবেদী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রত্নবেনে [স রত্নবণিক] *বি* মণিমুক্তার ব্যবসায়ী; জহুরি। 'উহারা রত্নবেনে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রত্নভূষা [স] *বিণ স্ত্রী* রত্নে ভূষিত। 'সর্বাঙ্গে মহামূল্য রত্নভূষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

রত্ন মন্দির [স] *বি* গম্বুজবিশিষ্ট মন্দির; রত্নখচিত মন্দির। 'নানা রত্ন মন্দির কদম্ব।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রত্নময় [স] *বিণ* রত্ন দিয়ে তৈরি। 'মির্তিকার নেস নাঞি সব

রত্নময়।' *মালাধর*, ১৫০০।

রত্নময়ত্ব [স] *বি* রত্ন ধারণের গুণ। 'তাঁহার রত্নময়ত্ব নিরর্থক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রত্নময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* রত্নপূর্ণ। 'সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর, রত্নময়ী বসুধার বরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রত্নমালা [স] *বি* রত্ন দিয়ে তৈরি মালা। 'সিকীপুৎস রত্নমালা দিয়া বান্দে কেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

রত্নরাজি [স] *বি* মণিমুক্তাদি। 'ভূতলে অতুল সভা – স্ফটিকে গঠিত; তাহে শোভে রত্নরাজি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রত্নরাজিময় [স] *বিণ* মণিমুক্তাদিতে পূর্ণ। 'এই অনন্ত সংসার, অসংখ্য রত্নরাজিময়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রত্নসানুগিরি [স] *বি* মেরু পর্বত। 'সৃজিলা পৃথিবী মধ্যে রত্নসানুগিরি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রত্ন-সিংহাসন [স] *বি* অমূল্য আসন। 'মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্ন-সিংহাসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রত্নস্বরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* রত্নতুল্য। 'গুপ্তাদের কন্যাগুলিও রত্নস্বরূপা; যদিও দুষ্কুলাৎ।' *তারা*, ১৯৪০।

রত্নাকর [স] ১ *বি* রত্নের খনি। 'বর্ত্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* মণিমুক্তার কারবারি। 'রত্নাকরের খবর তা বলে পুছো না ওদের ভুলে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রত্নাকারা [স] *বিণ স্ত্রী* মণি-মুক্তার আকার। 'হেরি রত্নাকারা তারা, – সুখে মন্দগতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রত্নাধার [স] *বি* রত্নের আধার। 'নামিয়া আসিছে অলিন্দ হতে বিরাট রত্নাধার।' *আহসান*, ১৯৫০।

রত্নাবলী [স] *বি* রত্নসমূহ। 'সুঅঞ্চলে জ্বলে রত্নাবলী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রত্নাবাস [স] *বি* অলঙ্কৃত বাড়ি। 'গৃহদ্বার সন্নিকটবর্তী এই রত্নাবাসটি এতদিন পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রত্নাভরণভূষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* রত্নখচিত অলঙ্কারে সজ্জিত। 'দেবী নিজে তেমন রত্নাভরণভূষিতা মহার্ঘবস্ত্রপরিহিতা নয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

রত্নাসন [স] *বি* মূল্যবান পাথরে খচিত আসন। 'রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে মদ্ররাজসভায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রত্নোত্তমা [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ রত্নের মতো। 'যথা ধীরে স্বপ্ন-দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি মায়া-নারী-রত্নোত্তমা রূপের সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রত্না [স] *বি* নদীর নামবিশেষ। 'ধাইল তারাজুলি গুক্তারা কুতূহলী রত্না চলিল রঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রত্নাকর[১] [স] ১ *বি* উপাধিবিশেষ। 'উজানিতে পদবী আচার্য রত্নাকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি। 'রত্নাকরে বচন নাহি ওর অন্ত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* সমুদ্র। 'রত্নাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রত্নাকর[২] *দ্র* রত্ন

রথ [স] ১ *বি* চাকাওয়ালা প্রাচীন যানবিশেষ। 'জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০। ২ *বি* কলের গাড়ি। '৬০/৬৫ বৎসরের রথ প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর যেরূপ উপকার সাধন করিয়াছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৩ *বি* রেলগাড়ি; ট্রেন। 'বাষ্পীয় রথের দুই পথ পরস্পর পাশাপাশি থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৪ *বি* ধর্মীয় উৎসববিশেষ। 'থালখানি রথের সময় কিনেছিলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

রথ-আনা *বিণ* রথ টেনে আনে এমন। 'তোমার রথ-আনা ওই/ রক্ত-সেনার রথে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রথকার [স] *বি* রথনির্মাতা। 'এক রথকার অপূর্ব এক রথ নির্মাণ করিয়া ...।' *কেরি*, ১৮১২।

রথ-ঘর্ঘর *বি* রথের চাকার ঘর্ ঘর শব্দ। 'শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর।' *নজরুল*, ১৯২২।

রথচক্র [স] *বি* রথের চাকা। 'সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'কালের ঐ নিঃশব্দ রথচক্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রথচক্রতল [স] *বি* রথের চাকার তলা। 'অত্যাচারীর রথচক্রতলে পিষ্ট হইয়া ধুঁকিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

রথধ্বজ [স] *বি* রথের পতাকা। 'আচম্বিতে রথধ্বজ ভাঙ্গিব জখন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রথপার্বণ, রথ পার্ব্বণ [স] *বি* ধর্মীয় উৎসব-বিশেষ। 'সহরে রথ পার্ব্বণে বড় অ্যাকটা ঘটা নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রথযাত্রা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) জগন্নাথের রথে চড়ে ভ্রমণের উৎসব। 'সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ইম্পীরিয়ল রথযাত্রার লম্বা দড়িতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রথশৃঙ্গ [স] *বি* রথের চূড়া। 'রথশৃঙ্গ, মন্দিরচূড়া ও বৃক্ষ শাখা হইতে পতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রথারূঢ় [স] *বিণ* রথে আরোহী। 'রথারূঢ় ব্যক্তিদিগের স্বকীয় দোষে ও অন্যান্য কারণে উৎপাদিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রথারূঢ়া [স] *বিণ* রথে আসীন। 'কাকধ্বজরথারূঢ়া ধূমের বরণ।' *ভারত*, ১৭৬০।

রথারোহণ [স] *বি* রথে চড়া। 'হস্তী, অশ্ব, রথারোহণেতে সুদৃঢ় হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রথারোহী [স] *বি* গাড়িতে আরোহণকারী। 'রথারোহীদিগের মধ্যে যিনি দ্রব্যজাত সঙ্গে লইয়া যাইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

রথাশ্ব [স] *বি* রথ ও ঘোড়া। 'মুখ ছুটাইলে রথাশ্বে আর না দেখি আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রথাঙ্গপাণি [স] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'প্রথমে লম্বোদর পুজিল দিবাকর রথাঙ্গপাণি উমাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রথী [স] ১ *বি* রথচালক। 'রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* যে ব্যক্তি রথে আরোহণ করে যুদ্ধ করে। 'ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী শোণিতার্দ্র!' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৩ *বি* নেতা। 'হিন্দু-মুসলমানে মিলনাকাঙ্ক্ষী বড়ো বড়ো রথীরাও এইটা ধরতে পারেননি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রথি [স] *বি* রথচালক। 'রথ সনে সাজে রথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রথীন্দ্রদল [স] *বি* রথ আরোহী সৈন্যদল। 'হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে চৌদিকে রথীন্দ্রদল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রথীন্দ্রর্ষভ [স] *বি* শ্রেষ্ঠ রথী। 'সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রথ্যা [স] *বি* রাস্তা। 'প্রস্তরনির্ম্মিত রথ্যা সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রথ্যাকর [স] *বি* রাস্তা সম্বন্ধীয় খাজনা। 'রথ্যাকর সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রচার দ্বারা ...।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

রদ[1] [স] *বি* দাঁত। 'রদে রদে ঠনাঠনি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রদন [স] *বি* দাঁত। 'বদনে রদন নড়ে অদনে বঞ্চিত।' *ভারত*, ১৭৬০।

রদ[2] [আ] ১ *বিণ* বন্ধ। 'কে পারে করিতে রদ আল্লার কলম।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* বাতিল। 'আপনি এক রদ জওয়াব লিখিয়া দিবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৩ *বি* বদল। *ভবানী*, ১৮২৩। ৪ *বি* খণ্ডন; রহিতকরণ। 'ঈশ্বর অদৃষ্টফলকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা রদ করিবার কাহারও সাধ্য নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রদবদল [স রদ+আ বদল] ১ *বি* পরিবর্তন। 'জমি সংক্রান্ত আইন রদবদল না হইলে এক বন্দে বেশি জমি না পাওয়া গেলে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৭; 'রেইজম্যান রোয়েদাদের কোন রদবদল হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৫৬। ২ *বি* অদলবদল। 'নূতন কোড দিয়ে রদবদল করার কোনো প্রয়োজন নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রদি দ্র রদ্দি

রদ্দা [হি] *বি* হাতের ধার দিয়ে ঘাড়ে আঘাত করা। 'সাবরা মদ খাইয়ে রদ্দা দেয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

রদ্দি [আ] ১ *বিণ* নিকৃষ্ট; নিম্নমানের। 'বুকস্টলের সমস্ত রদ্দি বই।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* বাজে। 'রদ্দি উপন্যাস গাদা গাদা ছাপতে হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রদ্দিমাল [আ রদ্দি-মাল] *বি* নিকৃষ্ট জিনিস; বাজে জিনিস। 'দালালদের রদ্দিমাল এরপর বাজারের একমাত্র পণ্য হিশেবে বিকোবে।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

রদ্দুর [স রৌদ্র] *বি* রোদ। 'এ রদ্দুরের বেলা মেলা কি বকচো হে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রনরন [ধ্বন্যা] *বি* অলঙ্কারের শব্দ। 'সকল অলঙ্কৃত কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি কিঙ্কিণি রনরন বোল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

রনরনরন [ধ্বন্যা] *বি* ধাতব বাদ্যযন্ত্র বাজার ধ্বনি। 'রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন – ঝন রনরনরন ঝনঝন।' *নজরুল*, ১৯২২।

রনরনি [ধ্বন্যা] *বি* অলংকারাদির শিঞ্জন। 'রনরনি কঙ্কন কিঙ্কিনি রটই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রনরনা [ধ্বন্যা রনরন>] *ক্রি* বুকের ভিতর কেঁপে ওঠা। 'বক্ষ তোর উঠে রনরনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রন্ধন [স] *বি* রান্না। 'জেখানে রন্ধন করে বিপ্রের নারিগন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রন্ধন-কলাবিদ [স] *বিণ* রন্ধনশিল্পে পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'রন্ধন-কলাবিদ মহিলাদের তত্ত্বাবধানে অন্তঃপুরে বিবিধ সুখাদ্য তৈরি হতো।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রন্ধন ক্লেশ [স] *বি* রান্না করার জন্য যে পরিশ্রম। 'রন্ধন ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে ক্রয় করিয়া ভোজন করিব।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

রন্ধনখাচর *বিণ* রান্নায় অনিপুণ। 'রন্ধনখাচর চাটি আনিব খাঁখার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রন্ধননিপুণা [স] *বিণ* রান্নায় দক্ষ। 'একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ চিত্রবিদ্যাপারদর্শিনী, রন্ধননিপুণা, রূপবতী কিশোরী সেকালে বেশি ছিল না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রন্ধন-বিদ্যা [স] *বি* রান্না সংক্রান্ত বিদ্যা বা জ্ঞান। 'রন্ধন-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ ... অবশ্য পঠনীয় বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।' *বেগম* ১৯৪৯।

রন্ধনভোজন [স] *বি* রান্না ও খাওয়া। 'রন্ধনভোজন করি কৌতুক জানিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রন্ধনযজ্ঞ [স] *বি* রান্নার বড়ো আয়োজন। 'খবর এসেছে লন্ডনে এক বিরাট রন্ধনযজ্ঞ হবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রন্ধনরত [স] *বিণ* রান্না করছে এমন। 'রন্ধনরত বধূর পিছনে আসিয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রন্ধনরতা [স] *বিণ স্ত্রী* রান্না করছে এমন। 'রন্ধনরতা রসুলের বোন নছিবনকে দেখিতে দেখিতে ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

রন্ধনশালা [স] *বি* রান্নাঘর। 'তুলিল রন্ধনশালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রন্ধনাগার [স] *বি* রান্নাঘর। 'তাঁহারা এতকাল ... রন্ধনাগারের কর্ত্রী হইয়া বেড়ীটানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

রন্ধনালয় [স] *বি* রান্নাঘর। 'রন্ধনালয় ... অতি পরিপাটীরূপে রচিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

রন্ধসী *বি স্ত্রী* রাঁধুনি। 'তোমা ধরে রাঁধে না রন্ধসী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

রন্ধ্র [স] ১ *বি* ছিদ্র। 'মৃণালেতে সারি সারি রন্ধ্র বানাইয়া।' *দীনচণ্ডী* ১৬০০। ২ *বি* কোষ। 'কামিনী ফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্রগুলি পূর্ণ হয়ে উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* ত্রুটি। 'বজেটের খতিয়ান কোথা তার আছে রন্ধ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রন্ধ্রপথ [স] *বি* ছিদ্রপথ। 'এহীমতে রন্ধ্রপথে এহী লক্ষ মারী' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রন্ধ্রময় [স] *বিণ* গর্তযুক্ত। 'পলকের ঘাতে স্বর্গ হৈছে রন্ধ্রময়' *আলাওল*, ১৬৮০।

রন্ধ্রহীন [স] *বিণ* নিশ্ছিদ্র। 'যতই রন্ধ্রহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বাধা দিতে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

রন্ধ্রে রন্ধ্রে ১ *ক্রিবিণ* সবখানে। 'সীমার বক্ষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেদ করিয়া এই অসীমের অমৃত ফোয়ারা কত লীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়া চলিল, তাহার আর অন্ত দেখি না।' *রবীন্দ্র* ১৯১২। ২ *ক্রিবিণ* ফাঁকে ফাঁকে। 'দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দীপ্ত গগন মাঝে রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৩ *ক্রিবিণ* ছিদ্রে ছিদ্রে। 'এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে, যে বিরাট গূঢ় অনুভবে, রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রপট [হি] *বি* বেগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রপটান *বি* লাফালাফি করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রপটানি [হি রপট] *বি* লাফালাফির কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রপ্টে রপ্টে [ফা রফতহ্‌-রফতহ্‌>] *ক্রিবিণ* লাফিয়ে। 'ছেলেরা ... ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্টে রপ্টে ব্যাড়াচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রপ্ত[1] [ফা রফতন>] *বি* রপ্তানি। 'ইঙ্গলণ্ড দেশে রপ্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

রপ্তি [ফা রফতন>] *বি* রপ্তানি। 'গঙ্গার আমদ রপ্তিতে।' *ক্যালকাটা* ১৭৮৯।

রফ্ত [ফা রফতন>] *বি* রপ্তানি। 'ভারতবর্ষ হইতে যে জিনিস রফ্ত হয় তাহা প্রস্তুতকরণে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

রপ্ত[1] [আ রব্‌ত] *বি* আয়ত্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সংক্ষেপে বলার কায়দা রপ্ত করা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রপ্তানি, রপ্তানী [ফা রফতন>] **১** *বি* বিক্রির জন্য পণ্য বিদেশে প্রেরণ। 'সরাপের রপ্তানি হইলে তাহার হাসিল লাগিবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'এ দেশ হইতে যে এক রপ্তানীর বস্ত্র হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বিণ* বিতাড়িত। 'আমরা কি চিরকালের জন্যে রপ্তানি হয়ে গেলুম?' *নজরুল*, ১৯৩১।

রপ্তানিকারক *বি* বিক্রির জন্য পণ্যদ্রব্য বিদেশে প্রেরণ করে যে। 'এদের মধ্যে পান বিড়িওয়ালা থেকে আমদানি-রপ্তানিকারক।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

রপ্তানিপ্রযুক্ত [ফা রফতন+স প্রযুক্ত] *ক্রিবিণ* বিদেশে মালামাল রপ্তানির কারণে। 'এতদ্দেশে যে তণ্ডুলাদির দুর্মূল্যতা সে কেবল ইংগ্লণ্ডদেশে রপ্তানিপ্রযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

রফতানি, রফতানী [ফা রফতন>] *বি* পণ্য দ্রব্যাদি অন্যত্র চালান দেওয়া। 'রফতানি।' *ক্যালগে*, ১৭৯১; 'অনেক চামড়া বাইরে রফতানীর জন্য বেঁচে যাবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রফতানীযোগ্য [ফা রফতন>+স যোগ্য] *বিণ* বিক্রির জন্য বিদেশে প্রেরণের উপযোগী। 'মধ্যবিত্তশ্রেণী আমদানী রফতানীযোগ্য পণ্য নহে।' *আজাদ*, ১৯৬২।

রফলা [স] *বি* বর্ণের নীচে যুক্ত হয় এমন চিহ্ন বিশেষ, যার উচ্চারণ 'র'-এর মতো – '্র'। 'যে শ্লোক রচনা করিয়া শোনান তাহাতে উষ্ট্রশব্দ হইতে রফলাটা লোপ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'তাহার দিকে গলা বাড়াইয়া র-ফলা যুক্ত করিয়া ডাকিল –ত্রু – ত্রু – ত্রু।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রফা [আ] **১** *বি* মীমাংসা; নিষ্পত্তি। 'ইহাদিগের মকর্দ্দমা রফা করিয়া দেও।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তাহার বদলের রফা ও উমুলে অনেক ব্যামোহ হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯। **২** *বি* পরিষ্কার। *ভবানী*, ১৮২৩। **৩** *বি* মিটমাট। 'যাও বাবুর সহিত রফা কর।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৪** *বি* নিঃশেষ হওয়া। 'মনের দুঃখে বলছে লালন আমার কেবল রফা।' *লালন*, ১৮৯০। **৫** *বি* সমাপ্তি। 'সেদিনকারের গল্প বলার হয়ে গেল রফা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রফা করন *ক্রি* উপসংহারে পৌঁছানো; মীমাংসা করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

রফানামা [আ রফা+ফা নামাহ্] *বি* মীমাংসাপত্র। 'যে পক্ষে বাবুর দয়া সেই পক্ষেই জয় হয় পরে রফানামা দেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রফানিষ্পত্তি [আ রফা+স নিষ্পত্তি] *বি* মিটমাট। 'আধা-আধি রফানিষ্পত্তি করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রফারফি [আ রফা>] *বি* মিটমাট। 'শেষটায় কোন শর্তে রফারফি হল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'গুরুই শেষটায় রফারফি করে দিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রফাহীন [আ রফা+স হীন] *বিণ* অবিতর্কিত; আপসহীন। 'ব্যক্তির রফাহীন অনন্যতার উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়া শুধু কঠিন নয়, বোধ হয় একেবারেই অসম্ভব।' *শিব*, ১৯৫০।

রব [স] **১** *বি* ডাক। 'কাক রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ধ্বনি। 'মার মার করি রব ধাইল সেনা সব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ঘোষণা। 'এই রব প্রচার হইলে সমস্ত নগরবাসী একত্র হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* গুজব। 'একবার এমন রব রটিল যে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রবরবা [স রব>] **১** *বিণ* জাঁকজমকপূর্ণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে এমন। 'তখনো বড়ো তরফের খুব রবরবা সময়।' *প্রমথ*, ১৯৩২। **৩** *বি* আড়ম্বর। 'বড় রবরবা ছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **৪** *বিণ* সরগরম; জমজমাট। 'খন্দের সময় রবরবা হইয়া উঠিত সব।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

রব-রোয়াব *বি* নাম-ডাক। 'কি তাঁর প্রতাপ! কত তাঁর রব-রোয়াব।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রবাহূত [স] **১** *বিণ* সংবাদ শুনে উপস্থিত হয় এমন। 'দশ দিবস পূর্ব্বে রবাহূত ব্রাহ্মণগণ ... আসিতে প্রর্বত্ত হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* বিনা নিমন্ত্রণে আগত। 'রবাহূত ব্রাহ্মণকে এক টাকা ... দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

রববার [স রবি+ফা বার] *বি* রবিবার। 'রববারে জিনীভার লেকের পাড় আরও চমৎকার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রবা [স রব>] *ক্রি* শব্দ করা। **রবএ** *ক্রি* শব্দ করে। 'শারীশুক কোকিল রবএ সুললিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রবাব [ফা রুবাব] *বি* বীণার মতো এক রকম বাদ্যযন্ত্র। 'রবাব মরুজ ডম্ফ করএ বাজনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রবার [ই] **১** *বি* (দাগ মোছার) রাবার-খণ্ড। 'পাহাড় এঁকে তার পরে রবার দিয়ে ঘষে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *বি* রাবার গাছের রস দিয়ে তৈরি স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থ বিশেষ। 'রবারের নল দিয়ে তারা ডেক ধোয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রবর [ই] *বি* রাবার গাছের রস দিয়ে তৈরি স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থ বিশেষ; রাবার শব্দের বানানভেদ। 'কালির দাগ উঠাইবার জন্য যে রবর ব্যবহৃত হয় ,...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রবারসোল [ই] *বিণ* রাবারের তৈরি তলাবিশিষ্ট। 'রবারসোল জুতা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রবার স্ট্যাম্প [ই] *বি* রাবার দিয়ে তৈরি সীলমোহর। 'চাপরাশিরা কিসে রবার স্ট্যাম্প মারিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

রবি[1] [স] **১** *বি* সূর্য। 'নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসিমণ্ডল।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। **২** *বি* লাল আকন্দ। 'রবি লোধ ছাতীঅন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রবিকর [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'পরাণ বিকল হএ রবিকরজালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রবিকরজাল [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'পরাণ বিকল হএ রবিকরজালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রবিকিরণ [স] *বি* সূর্যের রশ্মি। 'নৈদাঘ রবিকিরণ অত্রত্য স্বাভাবিক শীতবায়ুকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আমার বদান্যতা যে বিশ্বজগতে রবিকিরণের মতো বিকীর্ণ হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রবিচ্ছবি [স] *বি* সূর্যের দীপ্তি বা শোভা। 'চাহে যথা সূর্যমুখী রবিচ্ছবি পানে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'তুমি রবিচ্ছবি;– তেজোহীন আমি নয়ন মুদিলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রবিপ্রকাশ [স] *বি* সূর্যোদয়। 'তাহার রবিপ্রকাশের অভাবজনিত কোন অসুবিধা অস্বচ্ছন্দই ভোগ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রবির কর *বি* সূর্যের রশ্মি। 'আজি এ প্রভাতে রবির কর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

রবিরশ্মি [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'ধরণীর অন্তঃপুরে রবিরশ্মি নামে

যবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রবিরেখা [স] *বি* সূর্যের আলো। 'পুরব-মেঘমুখে পড়েছে রবিরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

রবিলোক [স] *বি* সৌরজগৎ। 'কত দূরে তিষাম্পতি দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রবিশশী [স] *বি* সূর্য ও চন্দ্র। 'রবিশশী গ্রহতারার ফাঁকে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রবিহীন [স] *বিণ* সূর্যের আলো নেই এমন। 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রবি[২] [আ রবি] *বিণ* বসন্তকালীন। 'রবিশস্য অর্থাৎ মটর, যব, গম প্রভৃতি বর্ষাকালের পরেই বপন করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রবিখন্দ [আ রবি+খন্দ] *বি* রবিশস্য। 'ইতিমধ্যেই রবিখন্দের আয়োজন শুরু হয়েছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

রবি-ফসল [আ রবি-ফসল] *বি* বসন্তকালীন শস্য। 'তার গাঁয়ের মাঠে রবি-ফসল ছবির মতন লাগে।' *নজরুল*, ১৯৪২; 'রবিফসলের দেশে রৌদ্রের ভিতরে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রবিশস্য [আ রবি+স শস্য] *বি* বসন্তকালীন ফসল। 'রবিশস্য অর্থাৎ মটর, যব, গম প্রভৃতি বর্ষাকালের পরেই বপন করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রবি[৩] *বি* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। **রবিঠাকুরী** *বিণ* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো। 'রবিঠাকুরী বাবরী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রবিয়ানা *বি* রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। 'বাংলাদেশে এক ধরনের কবিয়ানাকে রবিয়ানা বলত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রবিহারা *বিণ* রবীন্দ্রনাথ নেই এমন। 'রবি-হারা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রবিহীন *বিণ* রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যতীত। 'ওদের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ঠিক নীচে এবং রবিহীন বাংলা সাহিত্যের সমকক্ষ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রবীন্দ্রপ্রতিভা *বি* রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি। 'রবীন্দ্রপ্রতিভা হচ্ছে বহুমুখী এবং বহু দেশ ও বহু জাতির জীবনাদর্শ তাঁর প্রতিভায় এসে মিশেছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

রবীন্দ্রসঙ্গীত [স] *বি* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত গান। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত।' *দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, ১৯৩৪; 'স্বরের ব্যঞ্জনা থাকাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত নির্জীব ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭; 'নজরুলগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী [স] *বিণ* রবীন্দ্রসংগীত ভালোবাসে এমন। 'দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রবিওল আওয়াল, রবিয়ল আউয়াল [আ] *বি* হিজরি মাসবিশেষ। 'চন্দ্রমাস রবিয়ল আউয়ালের প্রথম তারিখ।' *মদ্দাররফ*, ১৮৮৫; 'মোতাবেক ওরা রবিওল আওয়াল।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

রবিয়াল আওল [আ] *বি* হিজরি মাসবিশেষ। *ক্যালগে*, ১৭৮৮।

রবিবার [স রবি+ফা বার] *বি* সপ্তাহের একটি দিনের নাম। 'শ্রাবণ মাসে রবিবারে মনসা পঞ্চমী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রবিবাসরিক [স] *বিণ* রবি বার চালু থাকে এমন। 'রবিবাসরিক স্কুলের ব্যবস্থা করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রবিবাসরীয় [স] *বিণ* রবিবারের। 'বড় ফটকে রবিবাসরীয় ভিখারীদের ভিড়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রভস [স] ১ *বি* প্রেমাবেশ। 'ককে ন রভসে হসি কিছু ন উতর দেসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* আনন্দিত। 'রহিলাম চিন্তে হয়ে অত্যন্ত রভস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* আবেশ। 'জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রভসময় [স] *বিণ* আবেগময়। 'কহত রভসময় বাত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

রভসলালস [স] *বি* সম্ভোগ কামনা। 'দশ অঙ্গুলির মতো পরশ করিছে রভসলালসে মোর নিদ্রালস তনু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রম [ই rum] *বি* এক ধরনের মদ। 'পিপে শুদ্ধ পার ক'রে শুষে খাই রম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রম-উরস [স] *বি* রমণীয় বক্ষ। 'সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী/ রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস মাধব!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রমজান [আ] ১ *বি* হিজরি পঞ্জিকার মাসবিশেষ। 'রমজান হইল পরে চুনুত হইল।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'হিজরী ১২০৯ সালের ৫ রমজানে জারী করিলেন।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ২ *বি* (ইসলাম) হিজরি বছরের যে মাসে মুসলমানদের সূর্যোদয়ের আগে থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস থাকার রীতি প্রচলিত আছে। 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রমণ[১] [স] ১ *বি* যৌনক্রিয়া। 'তাহাত তোক্ষা রমণে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* খেলা। 'খাইয়া তা সভার সঙ্গে বিবিধ রমণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রমণ[২] *বি* স্বামী। 'মা সো রমণ না হাম রমণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রমণী [স] ১ *বি* নারী। 'মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্ত্রী। 'কাহার নন্দিনী কাহার রমণী গোকুলে এমন কে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

রমণীত্ব [স] *বি* রমণীসুলভ গুণ। 'রমণীর রমণীত্ব রাখে না।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

রমণীদলন [স] *বি* নারী নির্যাতন। 'দেখেছি এতদিন ... রমণীদলন আর ক্লান্তিহীন রক্তাক্ত দস্যুতা তোমাদের।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

রমণী-বিশ্ব [স] *বি* নারীসমাজ। 'রমণী-বিশ্বে সৌন্দর্যের সার।' *নজরুল*, ১৯১৯।

রমণীরত্ন [স] *বি* রমণীরূপ রত্ন। 'বোধ হয়, মনুর অদৃষ্টে রমণীরত্ন সংঘটন হয় নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪; 'স্ত্রীলোকদের মধ্যে এখানে অনেক রমণীরত্ন আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

রমণীসুলভ [স] *বিণ* নারীর মধ্যে পাওয়া যায় এমন। 'ইহাদের অনেকের মুখ ও বর্ণ ভাল হইলেও ... রমণীসুলভ কোমলত্বে বঞ্চিত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'রমণীসুলভ নানা প্রকারে চুলের বাহার।' *এসলাম*, ১৯২০।

রমণীহৃদয় [স] *বি* নারীর মন। 'নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কী অভূতপূর্ব শোভা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রমনি [স রমণী] *বি* নারী। 'দেখ দেখ সখা হের অদ্ভুত রমনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রমনিমণ্ডল [স রমণীমণ্ডল] *বি* নারী সমাজ। 'রমনিমণ্ডল মাঝে দেব নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রমনী [স রমণী] *বি* নারী। 'মাধব তুঅ লাগি ভেটল রমনী/ কো কহে

বালা কো কোহে তরুনী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রমণীমেলক [স] *বি* কোনো নারীর সঙ্গে অভিসারের ব্যবস্থা করে দেয় যে। 'নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বড়ামুদে বন্ধলে রমণীমেলক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রমণীয় [স] *বিণ* মনোহর। 'রমণীয় পদার্থ দ্বারা সমস্ত সংসারকে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রমণীয়তা [স] **১** *বি* সৌন্দর্য। 'নয়নমনোহর সুরম্য পুষ্পও এই নিসর্গসুন্দর স্থানের রমণীয়তা সম্পাদনে সহায়তা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* রমণীসুলভ মাধুর্য। 'একটি বিরাট রমণীয়তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রমণীয়ত্ব [স] *বি* মনোহারিত্ব। 'দিল্লীর মোগলসম্রাটগণও এই স্থানের পরম রমণীয়ত্বে আকৃষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রমণীয় বেশ [স] *বি* মনোহর রূপ। 'জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রমল [আ] *বি* আরবি কবিতার ছন্দবিশেষ। 'চপল রমল ছন্দ সে।' *নজরুল*, ১৯৩৪।

রমা[১] [স রমণ>] **১** *ক্রি* রমণ করা। 'যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* প্রীত করা। 'যে বিদ্যুৎ-ছটা রমে আঁখি।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **রমএ** *ক্রি* রমণ করে। 'যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রমন্তি** *ক্রি* রমণ করেন। 'রম্ভা আদি বেউশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রমিল** *ক্রি* রমণ করলো। 'হেন গঙ্গা রমিল শান্তন নাম নরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রমিত [স] *বিণ* প্রফুল্ল। 'বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রমা[২] [স] *বি* লক্ষ্মী। 'চরণারবিন্দে রমা তুলসীর স্থান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রমারম [স রম্>] **১** *বি* অতিরিক্ত সাফল্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *ক্রিবিণ* প্রচুর পরিমাণে। 'রমারম খরচা করি বাড়ি গিয়ে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

রমোদ্যান [স] *বি* রমণীয় উদ্যান। 'এক দিকে রমোদ্যান, বনবিহার, নৃত্যগীত ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

রম্ভা[১] [স] *বি* স্বর্গের নর্তকী। 'রম্ভা আদি বেশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রম্ভা[২] *বি* কলা। 'রসাল পনস রম্ভা রূপিল হনুমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রম্ভাতরু [স] *বি* কলাগাছ। 'রম্ভাতরু উরু, অতিশয় গুরু।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রম্ভাপূর্ণ [স] *বিণ* কলাগাছময়। 'রম্ভাপূর্ণ ঘট আম্রসার দীপ জ্বলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রম্ভোরু [স] *বি* কলা গাছের মতো উরু এমন (নারী)। 'হে অন্তঃকরণ! – তুমি সেই রম্ভোরু সম্ভোগে সদা সন্তোষী রহিয়াছ ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রম্য [স] *বিণ* সুন্দর। 'বাসা করি রহিলা নন্দ সেই রম্য স্থান।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রম্য-উপবন [স] *বি* মনোরম বাগান। 'রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রম্য স্থান [স] *বি* সুন্দর জায়গা। 'শরথের কুঞ্জ কুটি সেই রম্য স্থান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রম্যহার [স] *বি* অতি সুন্দর মালা। 'বুঝি মন ততক্ষণ গাঁথে রম্যহার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রম্যা [স] *বিণ* স্ত্রী সুন্দর। 'বিশেষ দৃষ্টিতে রম্যা রমণী জানিল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

রম্যা[১] দ্র **রম্য**

রম্যা[২] *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'রম্যা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রয়[১] *ক্রি* থাকে। 'দেহবন ছেড়ে যাবে/ পরাণ-হরিণী তার বুঝি আর রয় না।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

রয়[২] [স] *বি* প্রবাহ। 'পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রয়[৩] [ফা রায়] *বি* রায় বংশনামের ইঙ্গবঙ্গ রূপ। 'রায় পদবী "রয়" ও "রে" রূপান্তর যখন ধারণ করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রয়ন [স রজনী] *বি* রজনী। 'গহন রয়নমে না যাও, বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

রয়নি [স রজনী] *বি* রাত। 'জনি রয়নি ভেল চাঁদ উজোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রয়না *বি* ফলবিশেষ; রেড়ি। 'রয়নার ফল পাড়িয়া আনিতাম।' *জসীম*, ১৯৬৪।

রয়াল সীট [ই] *বি* রাজকীয় আসন। 'রয়াল সীটে বসে মাঝে মাঝে কেবল হাততালি দিচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রয়ে বসে দ্র **রওয়া**[২]

রয়ে রয়ে দ্র **রওয়া**[২]

রয়ে সয়ে দ্র **রওয়া**[২]

রয়েল বেঙ্গল টাইগার, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার [ই] *বি* সুন্দরবনের বিখ্যাত বাঘের নাম। 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আকারেও যেমন বৃহৎ, প্রকৃতিতেও সেইরূপ ভীষণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'সংক্ষেপে কহিলেন, দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রলরোল [স] *বি* খুব উচ্চ ধ্বনি। 'বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রলা [স নল>] *বি* নলের মতো সরু ও লম্বা কাঠি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রল্লা [হি] *বি* কোলাহল। 'রল্লা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় ঝাড়চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রশদ [ফা রসদ] *বি* খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। *ওর্সা*, ১৭৮৫। 'যেখানে দেখিব ইংরেজের রশদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানে রশদ লুঠ করিব।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

রশনা [স] *বি* মেখলা; কোমরের অলঙ্কারবিশেষ। 'নিতম্ব-বিম্বে কৃণিছে রশনা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রশাতল [স রসাতল] *বি* পাতাল। 'প্রবল অসুর বলে জাব আমি রশাতলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রশারশি [আ রিশা>] *বি* ছোটো-বড়ো দড়ি। 'লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রশি [আ রিশা>] **১** *বি* দড়ি। 'মরণদোলায় ধরি রশিগাছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* জমি জরিপে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের শিকল বা চেন। 'দু-তিন রশি তফাতে বড়ো রাস্তার ধারে।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

রশিযুদ্ধ [আ রিশা+স যুদ্ধ] *বি* দু পক্ষের মধ্যে রশি টানাটানি খেলাবিশেষ। 'রশিযুদ্ধে পুরনো ছাত্রী সংসদের সদস্যারা জয়ী হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭০।

রশুন, রসুন *দ্র* **রসুন**

রশুম [আ রুসুম] *বি* শুল্ক। 'লালিসের রশুম প্রভৃতি এইক্ষণে সরকার হইতে দিতে হবেক।' *রামরাম*, ১৮০২।

রশ্মি [স] **১** *বি* কিরণ; প্রভা। 'সেই সকল গহ্বরে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* দ্যুতি। 'রশ্মি মাণিকের দেহে ! আপনি ভারতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৩** *বি* লাগাম। 'বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রশ্মিকণা [স] *বি* আলোকবিন্দু। 'জাগায়েছো এ মাটিতে রশ্মিকণা নবী মুস্তফার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

রশ্মিচ্ছটা [স] *বি* আলোকচ্ছটা। 'আপনার রশ্মিচ্ছটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫

রশ্মিজাল [স] *বি* রশ্মিরূপ জাল। 'বিচিত্র রশ্মিজালে একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলাম।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

রশ্মিধারা [স] *বি* আলোর ধারা। 'কোথায় খুলবে নওল উষার রশ্মিধারা সফেদ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

রশ্মিপাত [স] *বি* কিরণ নিক্ষেপ। 'দেহের সেই মধ্যবিভাগে আজকাল অতিনীলিম রশ্মিপাত করে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

রশ্মিবিহীন [স] *বিণ* আলোক-দ্যুতি নেই এমন। 'তাহা রশ্মিবিহীন কুজ্ঝটিকায় পরিপূর্ণ।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

রষুম [আ রুসুম] **১** *বি* কর; শুল্ক। 'রষুম কারণ পঞ্চতুরা হিসাবে ১০ দষ টাকা দিলাম।' *ওর্সা*, ১৭৮১। **২** *বি* উপঢৌকন। 'অন্য লোকের স্থানে রষুম ও বেতন লইয়া ... সরবরাহ করিবে না।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

রস [স] **১** *বি* মধু। 'তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।' *চর্যা ৪*, ১২০০। **২** *বি* রঙ্গরস। 'সো করউ রস রসাণেরে কংখা।' *চর্যা ২২*, ১২০০। **৩** *বি* নির্যাস। 'কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *বি* প্রেমকাহিনি। 'বৃন্দাবনদাস রস গায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বি* আনন্দ। 'কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শ্রীমতী রাধার ভাবে রসের তরঙ্গ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৬** *বি* লাবণ্য; সৌন্দর্য। 'দিনে২ অতি রস হইল বিকাশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৭** *বি* স্বাদ। 'কষায় মধুর লবন কটু তিক্ত অম্ল রূপ ষড়্বিধ রসযুক্ত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৮** *বি* প্রাণ। 'প্রজাদের শরীরে রস থাকিতে ছাড়ে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৯** *বি* বীর্য। 'কামের ঘরে কপাট মেরে উজান মুখে চালাও রস।' *লালন*, ১৮৯০। **১০** *বি* খেজুর ইত্যাদি গাছ থেকে নিঃসৃত মিষ্ট তরল। 'খানিকক্ষণ রস জ্বাল দেওয়া দেখিবে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **১১** *বি* ঘা থেকে নির্গত তরল বর্জ্য। 'ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

রসকথা [স] *বি* প্রেমকাহিনি। 'সুনইত রসকথা থাপয়ে চীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রসকন্দ [স] *বি* রসের মূল। 'তুহুঁ জৈসে রসবতি কানু রসকন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রসকরা [স রস>] *বি* রসে পাকানো নারকেলের নাড়ু। 'জনায়ের রসকরা মুড়কি খাকড়ার অতি অনুপম মুণ্ডি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রসকল্প [স] *বি* রসভাবনা। 'রূপান্তর ঘটেছে আদর্শে, রূপকল্পে ও রসকল্পে।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

রসকষ [স] **১** *বি* সৌন্দর্য। 'অসার কবিতা অনুবাদ করিতে গেলে তাহার আর রসকষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* কোমলতা; রসবোধ। 'রসকষ মানুষটার মধ্যে যথেষ্টই আছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

রসকষশূন্য [স] *বিণ* মাধুর্যবর্জিত। 'রসকষশূন্য হাড়গিলে চেহারা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রসকষহীন [স] *বিণ* বৈচিত্র্যহীন। 'থাক এসব রসকষহীন রাজনীতি চর্চা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রসকস [স রসকষ] *বি* মাধুর্য। 'রসকস কিছু নাহি মুখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রসকুঞ্জ [স] *বি* আনন্দময় কুঞ্জ। 'রসকুঞ্জের পুষ্পিত পল্লবিত তরুলতার ...।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রসকে [স রসিক>] *বিণ* রসিকা। 'রসকে বঁধুর রূপের চোটে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রসকোমল [স] *বিণ* বর্ষাসিক্ত। 'নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রসকোষ [স] *বি* রসের সূক্ষ্মতা। 'এই সঙ্গীদের রসকোষের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রসখাজা *বিণ* রসপূর্ণ। 'দেখতে যেমন বড়, ভিতরের কোয়াগুলি তেমনি রসখাজা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

রসগর্ভ [স] *বিণ* সরস। 'কল্যাণসাধনার একটা রসগর্ভশক্তি জমে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'পাঠকের মুখে জল আসবার মতো রসগর্ভ কাহিনীর সূচনা সেখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রসগান [স] *বি* গুণকীর্তন। 'শুনিলে যাহার গীত আনন্দ পুলক চিত দ্বিজ রূপরাম রসগান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রসগীত [স] *বি* ভক্তিমূলক গান। 'রাত্রিদিনে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রসগোল্লা [স রস+ফা গুল্লা] *বি* চিনির রসে পক্ব ছানার তৈরি মিঠাইবিশেষ। 'এক কানা উলামিলা বোবাতে খায় রসগোল্লা।' *লালন*, ১৮৯০।

রসগ্রন্থ [স] *বি* রসসমৃদ্ধ গ্রন্থ। 'বহু রসগ্রন্থ রচিনুঁ মোহন্ত সব নামে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রসগ্রহণ [স] *বি* রস আস্বাদন। 'সে এসবের রস গ্রহণ করিবে কী করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'বলে যান রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রসগ্রাহিতা [স] **১** *বি* রসগ্রহণে পারঙ্গমতা। 'তিনি যেরকম রসগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **২** *বিণ* রস গ্রহণে সক্ষম এমন। 'পাঠক-সাধারণ রসগ্রাহিতার প্রমাণ দিচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রসগ্রাহী [স] *বিণ* সমঝদার। 'রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

রসচর্চা [স] *বি* রস আস্বাদন। 'সেই একমাত্র বস্তু নিয়ে রসিকের রসচর্চা চলে।' *অবন*, ১৯২৫।

রসচিকন [স রসচিক্কণ] *বিণ* রসবতী। 'শরীরটা যেন ঝুলে রয়েছে আড়ার উপর রসচিকন একখানি লতার মতো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

রসচেতনা [স] *বি* রসবোধ। 'পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও শিক্ষিত মানুষের

রসচেতনা উদ্বোধনের জন্যে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

রসজবজবে *বিণ* রসপূর্ণ। 'যার শূন্য পেটে রসজবজবে মিঠাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রসজ্ঞ [স] **১** *বিণ* রসগ্রাহী। 'রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* শিল্পরসের সমঝদার। 'আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকেরা নিন্দে করে বলে ঢ্যাঙ্গা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রসজ্ঞতা [স] *বি* রস সম্পর্কিত জ্ঞান। 'ভবভূতি রসজ্ঞতার এই আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রসজ্ঞান [স] *বি* রসবোধ। 'হতভাগাদের যেমন ধর্মজ্ঞান তেমনি রসজ্ঞান।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

রসজ্ঞানহীনতা [স] *বি* রসবোধের অভাব। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বুদ্ধিতা, সঙ্কীর্ণতা ও রসজ্ঞানহীনতার কথা।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

রসদাতা [স] *বি* রসের জোগানদার। 'স্থান কাল পাত্র এরা নানা বাধা নিয়ে দাঁড়ায় রসদাতা ও রসপিপাসুর মধ্যে।' *অবন*, ১৯২৫।

রসধারা [স] **১** *বিণ* রসময়। 'মিলি সামি নাগর রসধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* রসের প্রবাহ। 'সুখে দুঃখে জীবনের রসধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রসনিধি [স] *বি* রসের ভাণ্ডার। 'রসনিধি মাঝে জেন রসের হিল্লোল।' *মালাধর*, ১৫০০।

রসনির্বাস, রসনির্য্যাস [স] *বি* রসের সার। 'এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রসপটুতা [স] *বি* রসিকতা করার দক্ষতা। 'কুট্টির রসপটুতা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রস-পদার্থ [স] *বি* রসরূপ পদার্থ। 'বস্তু-পদার্থের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায়, কিন্তু রস-পদার্থের করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

রসপরিপুষ্ট [স] *বিণ* রসালো; রসযুক্ত। 'বনে বনে রসপরিপুষ্ট প্রচুর পল্লবের ঘন সবুজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রস পরিহাস [স] *বি* হাসি-তামাশা। 'এক দিনে মনের উল্লাসে সখি সমে রস পরিহাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রসপাত [স] *বি* রসের ক্ষরণ। 'এখানে-ওখানে রসপাত ঘটে।' *শক্তি*, ১৯৭০।

রসপাত্র [স] *বি* রসের ভাণ্ডার। 'রসপাত্রের জন্য তাকে খুঁজে বেড়াতে হয় না কুমোরটুলি।' *অবন*, ১৯২৫।

রসপানা [স রস+স পানীয়] *বি* রক্ত পানীয়। 'মাংসপীঠা রসপানা কৌতুকে কিনএ দানা ঘটে রক্ত মদের পসারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রসপিপাসু [স] *বিণ* রসপান করতে ইচ্ছুক। 'রসপিপাসু হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রস-পিয়াসি *বিণ* রস পানে ইচ্ছুক। 'শৌখিন যে রস-পিয়াসি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রসপূর [স রসপূর্ণ] *বিণ* রসপূর্ণ। 'বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব গোবিন্দদাস রসপূর।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

রসপূর্ণ [স] *বিণ* রসে ভরা; সরস। 'কত কাব্যামৃত রসপূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রসপ্রবণ [স] *বিণ* রসিক; রসপূর্ণ। 'রসপ্রবণ প্রাণ।' *জীবন*, ১৯৩২।

রস প্রমত্ত [স] *বিণ* রসে উদ্বেলিত। 'রস প্রমত্ত অশান্ত চলিতেছিলাম রাজপথে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রসবড়া [স রসবটী] *বি* চিনির রসে পাকানো ডালের বড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রসবতি [স রসবতী] *বিণ স্ত্রী* কামকলায় রসিক। 'তুহুঁ জৈসে রসবতি কানু রসকন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রসবতী [স] **১** *বি* রসিক নারী। 'পঞ্চমে ছেমোর কথা শুন রসবতী।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ স্ত্রী* সুরসিকা। 'রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

রসবন্ত [স] *বিণ স্ত্রী* রসিক। 'বড় পুনে রসবতি মলে রসবন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রসবর্জ্জিত [স] *বিণ* রসহীন। 'সর্বপ্রকার রসবর্জিত বাংলা বর্ণমালার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রসবস্তু [স] *বি* সৌন্দর্য ও ভাব সৃষ্টি করে এমন বস্তু। 'সাহিত্যের মধ্যে কোন বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন সেটা রসবস্তু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'চমক লাগাবার মত রসবস্তু কাবুলে নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রসবহ্নি [স] *বি* রসরূপ বহ্নি। 'যে রূপবহ্নি নয়নে জ্বলিছে যে রসবহ্নি বুকে।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

রসবাদ [স] *বি* রসের কথা। 'না করহ রসবাদে আমার গমন ইথে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

রস-বারি [স] *বি* রসরূপ জল। 'মিটিল তোমার তৃষ্ণা, করিয়া পান কোন রস-বারি?' *নজরুল*, ১৯৪১।

রসবাস *বি* রসযুক্ত ও সুগন্ধি মুখশুদ্ধির মসলা। 'লবঙ্গ এলাচী আর উত্তম রসবাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রসবিকার [স] *বি* রসবৈগুণ্য। 'তোমার বাক্য সফল হোক, হোক আমার রসবিকার।' *তারা*, ১৯৪০।

রসবিকৃতি [স] *বি* রসভঙ্গ। 'রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রসবিদ্যা [স] *বি* রসজ্ঞান। 'এক ভাঁড় রসবিদ্যায় বিলক্ষণ পটু ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রসবুভুক্ষু [স] *বিণ* রসপিপাসু। 'রসবুভুক্ষু মানুষের গল্পরস-পিপাসা মিটানোর কাজে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

রসবেত্তা [স] *বিণ* রসজ্ঞ। 'তার রচয়িতা ইতিহাসবেত্তা নয় রসবেত্তা।' *অবন*, ১৯২৫।

রসবোধ [স] *বি* রস উপভোগের ক্ষমতা। 'কেশ বেঁধে বেশ করলে কী হয় রসবোধ না যদি রয়।' *লালন*, ১৮৯০; 'অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রসব্যঞ্জনা [স] *বি* রসরূপ। 'একটি বিশেষ নারী প্রতিমার মধ্য দিয়াই নির্বিশেষ রসব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিয়াছেন।' *শ্রীশচন্দ্র দাশ*, ১৯৫৭।

রসভঙ্গ [স] **১** *বি* রস উপভোগে হঠাৎ বাধা। 'প্রথমে রসভঙ্গ ভেলে লোভে মুখ সোভ গেলে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ছন্দপতন। 'কোথাও কিছুমাত্র তাড়াতাড়ি নাই, ভ্রম নাই, ত্রুটি নাই, রসভঙ্গ নাই, প্রতিকূল বিমুখ ভাব নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'ধরা পড়ে রস-ভঙ্গ করে দেয়।' *অবন*, ১৯২৫।

রসভরা [স] **১** *বিণ* রসিকতায় পূর্ণ। 'নানা রাগ-রঙ্গ রসভরা।' *গুপ্ত*,

১৮৫৮। ২ *বিণ* রসপূর্ণ। 'গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

রসমন [স] *বি* রসপূর্ণ মন; সন্তুষ্ট চিত্ত। 'এবেঁ রসমনে রাধা কর পরিহাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রসমন্তি [স রস>] *বিণ* রসবতী। 'হোইহ জুবতি জনি হো রসমন্তি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রসময় [স] ১ *বিণ* লাবণ্যমণ্ডিত। 'রসময় সকল শরীর তোর ভইল নহুলী যৌবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অতিশয় অনুরাগপূর্ণ যা। 'এই রসময়কেই উপলব্ধি করিয়াছি।' *সবুজ*, ১৯২১।

রসময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* রসময়; রসিক। 'আস্বাদনে রসময়ী হইবে রসনা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রসমাধুর্য [স] *বি* রসের সৌন্দর্য। 'রসমাধুর্য ... একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রসমাহাত্ম্যকীর্তন [স] *বি* রসের গুণবর্ণনা। 'আমাদের সাহিত্যে রসমাহাত্ম্যকীর্তন ও রসতত্ত্ববিচারের বেজায় ধুম পড়ে গিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

রসমুণ্ডি [স রস>] *বি* মিঠাইবিশেষ। 'হা কর, আমি তোর গালে রসমুণ্ডি দিই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

রসমূর্তি [স] *বি* রসপূর্ণ মূর্তি। 'আর্টিস্ট যে রসমূর্তি রচনা করেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

রসরক্তহীন [স] *বিণ* বিবর্ণ ও রক্তহীন। 'সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি ... অবজ্ঞা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রসরঙ্গ [স] *বি* রসকেলি। 'যৌবন থাকিতে ধনি কর রসরঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রস-রচনা [স] *বি* রসাত্মক রচনা। 'উপন্যাস হচ্ছে রসরচনা।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

রসরাজ [স] *বি* রসিকরাজ। 'রসরাজ এ স্থানে ক্ষণকাল বিলম্ব করুন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

রসলোলুপ [স] *বিণ* রস আস্বাদনলোভী। 'মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া রসলোলুপ পাতাগুলির সম্বেদনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রসশস্যপূর্ণ [স] *বিণ* রসালো। 'গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্যপূর্ণ আতাফল পাকানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রসশূন্য [স] *বিণ* রসহীন। 'পৃথিবি কি রে পুনঃ নব রসে রস-শূন্য দেহ তুই।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রসশূন্যস্বাস্থ্য [স] *বি* কঙ্কালসার দেহ। 'রসশূন্যস্বাস্থ্যের জন্যেই তার চোখ কঠিন মনে হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রসশ্রেষ্ঠ [স] *বি* সেরা রস। 'এইজন্যই ত শাস্ত্রে আদিরসকে রসশ্রেষ্ঠ বলেছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

রস-সচেতন [স] *বিণ* রসবোধ সম্পর্কে সতর্ক। 'কবির মন কতখানি রস-সচেতন, তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

রসসঞ্চার [স] *বি* রসের সরবরাহ। 'যে জল তাদের শস্যক্ষেত্রে রসসঞ্চার করে সেই হচ্ছে প্রাণদা।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রস সঞ্চালন [স] *বি* রস চলাচল। 'উদ্ভিদের পত্র রস সঞ্চালনের নির্দেশক।' *জগদীশ*, ১৯২৫।

রসসমন্বয় [স] *বি* রসের মিশ্রণ। 'বিভিন্ন রসসমন্বয়ে উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি করা কতকটা দুঃসাধ্য।' *হাই*, ১৯৫৪।

রস-সম্পদ [স] *বি* রসরূপ ঐশ্বর্য। 'দেশীয় ভাষায় তার রস-সম্পদ আস্বাদনের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

রসসিক্ত [স] ১ *বিণ* ভিজা। 'যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* আনন্দিত। 'গোঁসাইয়ের মনটা যেমন, সর্বদা রসসিক্ত থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রসসিঞ্চন [স] *বি* রস সঞ্চার। 'সর্বপ্রকার অলংকার অর্থে রসসিঞ্চন করে।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

রসসিদ্ধি [স] *বি* সাহিত্যে অধিকার। 'এ পুরুষকে রসসিদ্ধি দেউন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রসস্থ [স] *বিণ* রসপূর্ণ। 'রক্তহীন দেহমন রসস্থ হয়ে উঠতে চাইত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

রসস্রোত [স] *বি* রসরূপ স্রোত। 'এই রসস্রোতে আত্মসমর্পণ করিলে লক্ষ্যপথে আর শীঘ্র ফিরিতে পারিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রসহানি [স] *বি* রসভঙ্গ। 'অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিতে হইল এ জন্য ইহার অত্যন্ত রসহানি করা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রসহীন [স] *বিণ* নীরস। 'ভালো বল দেখি সখি, রসহীন যেই শাখী ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'ছোট ছোট চারাগাছ/ রসহীন খাদ্যহীন কার্নিশের ধারে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রসাক্রান্ত [স] *বিণ* রসপূর্ণ। 'আষাঢ়ের মেঘ প্রতিবৎসর যখনই আসে তখনই তাহার নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রসাঘাত [স] *বি* রস-অনুভব। 'কশাঘাত মনে হত না, মনে হত রসাঘাত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রসাত্ম [স] *বিণ* রসযুক্ত। 'মানুষের আত্মগত ও বিশ্বের অন্তর্নিহিত রসাত্মরচনা।' *অবন*, ১৯২৫।

রসাত্মক [স] *বিণ* রসযুক্ত। 'কবিতাটি মূলতঃ রসাত্মক নয়, ভাবাত্মক।' *শ্রীশচন্দ্র দাশ*, ১৯৫৭; 'আদিরসাত্মক বইয়ের মলাটে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

রসাধিক্য [স] *বি* রসবোধের আধিক্য। 'সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রসানুভূতি [স] *বি* তীব্র কৌতুকবোধ। 'সুখ-দুঃখ এক, রসানুভূতি এক।' *মানিক*, ১৯৩৬।

রসানুভূতিজনিত [স] *বিণ* রসের অনুভূতি থেকে সৃষ্ট। 'তিনি শেকসপীয়রের রচনার সঙ্গে পরিচয়ের রসানুভূতিজনিত আনন্দকেই তো ব্যক্ত করেছেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

রসান্বিত [স] *বিণ* রসযুক্ত। 'ঘন পত্রাবৃত সুমধুর রসান্বিত প্রচুর ফলে ভূষিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

রসান্বেষী [স] *বিণ* রসের সন্ধান করে এমন। 'পণ্ডিতে উন্মুখ হলে রসান্বেষী জনসাধারণ।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

রসাপ্লুত [স] *বিণ* রসমুগ্ধ। 'ওস্তাদ শ্রোতাকে রসাপ্লুত করতে পারেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রসাবহ [স] *বিণ* রসাত্মক। 'বেঁকিয়ে-চুরিয়ে বললেই তা শুধু অগ্রাম্য নয়, রসাবহ হয়।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

রসামৃত [স] *বিণ* রসালো মিষ্টান্ন বিশেষ। 'রসামৃত সরভাজা আর সরপুলী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রসান্বিত [স] **১** *বিণ* রসযুক্ত। 'বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় সে জ্ঞানশক্তি নিত্য রসান্বিত।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* সিক্ত। 'যদি আমাদের রক্ত নিলে কঠিন মৃত্তিকা রসান্বিত হয়ে ওঠে।' *আহসান*, ১৯৪৪।

রসালা [স রস>] *বিণ* রসালো। 'রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রসালাপ [স] *বি* রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা। 'রসিকজন রসালাপ আস্বাদনে –।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

রসালু [স] *বিণ* সরস। 'নপুংসক গড্ডলিকা আসিয়াছে রসালু আবেশে সচিত্র স্বপ্নের রাজ্যে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

রসালোচনা [স] *বি* রসাত্মক আলোচনা। 'রবীন্দ্রনাথের এই মনোমুগ্ধকর রসালোচনা।' *হাই*, ১৯৫৪।

রসাশ্রয়ী [স] *বিণ* রসকে কেন্দ্র করে রচিত। 'তাহাকে অনায়াসেই রসাশ্রয়ী ধর্মকাহিনী বলা যায়।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

রসাস্বাদন [স] **১** *বি* আনন্দ উপভোগ। 'লোকেরা পুস্তক পাঠের রসাস্বাদন করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি* স্বাদ গ্রহণ। 'কেহ বা ফলের মধুর রসাস্বাদনে ... অশক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

রসিয়া *ক্রিবিণ* রসযুক্ত ক'রে। 'বুড়ারা সব রসিয়া গল্প করিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রসিয়ে *ক্রি* রসসিক্ত ক'রে। 'রস রসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

রসিয়ে নেওয়া *ক্রি* রসে পূর্ণ করা। 'অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রসিয়ে রসিয়ে *ক্রিবিণ* রসানুভব ক'রে। 'হিন্দি অনুবাদ চোখে পড়লো না, যেটি বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রসে আপ্লুত *বিণ* রসসিক্ত। 'রসে আপ্লুত সেই ভিজে মাটি তখন বীজগ্রহণে এবং গর্ভধারণে প্রস্তুত হয়।' *হাসান*, ১৯৬৪।

রসে-ভরা *বিণ* রসময়। 'এমনিতরো রসে-ভরা আলস্যে এবং অর্থহীন প্রলাপেই কাটিয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রসের দাপনি *বি* উজ্জ্বল পাথরবিশিষ্ট আয়না। 'বেনন পাটর খোপ রসের দাপনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রসের পাত্র *বি* রসের আধার। 'রচয়িতা রস বুঝে রসের পাত্র নির্বাচন করে।' *অবন*, ১৯২৫।

রসের বাতি *বি* (বাউল) কামনা। 'নিভে যাবে রসের বাতি ঘুচে যাবে সব ন্যাটা।' *লালন*, ১৮৯০।

রসের বাদল *বি* আবেগের উচ্ছ্বাস। 'রসের বাদল নামিল না কেন তাপের দিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রসোত্তীর্ণ [স] *বিণ* রসসমৃদ্ধ। 'তাতেই এ কাব্য হয়েছে রসোত্তীর্ণ।' *হাই*, ১৯৪৯।

রসইশাল [হি রসোই+স শালা>] *বি* রান্নাঘর। 'খুল্লনা রসইশালে করুক রন্ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রসইশালা [হি রসোই+স শালা>] *বি* রান্নাঘর। 'তাহার উত্তর ভাগে রসইশালা।' *রামরাম*, ১৮০১।

রসকদমী [স রসকদম্ব>] *বি* সঙ্গীতবিশেষ। 'মথুরাজীব, চৌপদী, রসকদমী; এই তিন রকম গান শিকিচি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রসকর্পূর [স] *বি* পারদঘটিত ওষুধ। *সেবধি*, ১৮৩৯।

রসকলি [স] *বি* তিলকবিশেষ। 'নব বিবি নাসিকাগ্রে রসকলি নামে হরিমন্দিরা করিয়া ... হাতে টুকনী লইয়া ভিক্ষাশিক্ষায় বেড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রসকলিকা [স] *বি* কপালে আঁকা ফুলের আকৃতির তিলক। 'রসকলিকা তিলক ও রস নামামৃত সর্ব্বালাঙ্কিত করিয়া শ্রীবৈষ্ণব গৌসাইর চরণারবিন্দ স্খলিত রজো গ্রহণেই আহ্নিক হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রসণিরকারণ *বি* রতিক্রীড়া। 'যবেঁ না মরিবে রাধা রসণিরকারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রসতাল [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী পটমঞ্জরী। রসতাল (আটতালা)।' *বড়ু*, ১৫৭০।

রসদ [ফা] *বি* সৈন্যগণের আহার্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। 'আমরা পাছে থাকিয়া সৈন্যের রসদ যোগাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

রসদ খরচা [ফা রসদ+আ খরজ>] *বি* ব্যয় নির্বাহের কর। 'রসদ খরচা – কোন রাজপুরুষ জমিদারিতে ভ্রমণ করিতে ...।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

রসন[1] [স] *বি* রসগ্রহণ বা আস্বাদন। 'রসন শব্দের অর্থ আস্বাদন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রসন[2] *বি* মেখলা; কোমরে পরার গয়না। 'গলিত বসন হীন রসন জঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রসনচৌকি [ফা রওশন+হি চৌকি] *বি* সানাই, ঢোল ও কাঁসি ইত্যাদি সমন্বিত বাদকদল। 'শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রসনা[1] [স] *বি* জিহ্বা। 'রসনা লীহেন যেন দরশন-পান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রসনা কাটা *ক্রি* লজ্জা বা ক্ষোভে দাঁত দিয়ে জিহ্বা চেপে ধরা। 'যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রসনাসর্বস্ব [স] *বিণ* পেটুক। 'উনবিংশ শতাব্দীতে ... এই অপবাদ ছিল যে, বাঙালি রসনাসর্বস্ব।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রসনেন্দ্রিয় [স] *বি* জিভ; আস্বাদনের অঙ্গ। 'এজন্য জিহ্বাকে রসনেন্দ্রিয় বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রসনা[2] *বি* মেয়েদের কোমরে পরার অলঙ্কার – মেখলা, চন্দ্রহার ইত্যাদি। 'ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রসবাস [স] *বি* গর্ভিণীর সাত মাসের অনুষ্ঠান। 'সাত মাসে রসবাস দিল ধর্মকেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রসা [স রস>] *ক্রি* সিক্ত করা। 'রসাতে রসিক মন পান ততঃপর।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রসাঞ্জন [স] *বি* সুরমা; চোখে লাগানোর প্রসাধন। 'এই তোমার টাটকা-ভাঙা রসাঞ্জনের মতো উজ্জ্বল-নীল কান্তি।' *নজরুল*, ১৯২২।

রসাণ [স রসায়ন] *বি* রসায়ন। 'সো করউ রস রসাণেরে কংখা।' *চর্যা* ২২, ১২০০।

রসাতল [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) পাতাল। 'চলি জাএ গদাধর রসাতল পুরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ধ্বংস। 'তিনি এমন নন একেবারে পৃথিবী রসাতল করে ফেলবেন?' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *বি* অধঃপাত।

'তোমার জন্য যদি আমার ঘরকন্না রসাতলে যায়।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৪** *বি* মাটি। 'পৃথিবীর এই রসাতলেই ফিরে আসতে চাই ফের।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

রসাতলগামী [স] *বিণ* রসাতলে গেছে এমন। 'রসাতলগামী দ্রুত আঙ্গিকে ভাষায়/ লিখি তাড়া তাড়া নোট।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

রসাতলপুরি [স রসাতলপুরী] *বি* পাতালপুরী। 'ছলিয়াত বলে নিল রসাতলপুরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রসাতলে তলানো *ক্রি* অধঃপাতে যাওয়া। 'পুরুষমানুষের ধর্মই হচ্ছে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রসান [স রস>] **১** *বিণ* উজ্জ্বল। 'গরল না পাই যদি রসান কাটারি দিব গলে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* একপ্রকার কঠিন পাথর যার সঙ্গে ঘর্ষণে সোনাও উজ্জ্বল হয়। 'রসানে মার্জিত হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'পূর্ব্বে গড়াপেটা সকলই হইয়া রহিয়াছিল, কেবল উত্তেজনা-রসানের সংযোগটি অপেক্ষামাত্র।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রসান কাটারি *বি* উজ্জ্বল শাণিত অস্ত্র। 'রসান কাটারি নৌকার আগেতে বান্ধিয়া বুদ্ধিবলে গেল সাধু হাদি কাটিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রসান দর্পণ *বি* পারার মতো উজ্জ্বল ধাতু লাগানো আয়না। 'রসান দর্পণ লাগে চারিদিকে বেড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রসানো [স রস>] *ক্রি* রসযুক্ত করা। 'আমি রসাই ঋষির মন।' *গিরিশ*, ১৮৮৩; 'সেই রকম করে সমস্ত রঙ ফলিয়ে এবং রস রসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রসায়ন [স] **১** *বি* রসায়নশাস্ত্র। *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* আত্মস্থ করা। 'তিনি অন্তরাত্মার কোন তীব্র রসায়নে বিষকে অমৃতে পরিণত করিয়াছেন।' *সবুজ*, ১৯২১। **৩** *বি* রসের মিশ্রণ। 'সংগীতের রসায়নে চেয়েছিলি করিতে নির্মাণ সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। **৪** *বি* রাসায়নিক দ্রব্য। 'বোতল-রসায়ন পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

রসায়নতত্ত্ব [স] *বি* রসায়নবিজ্ঞান। 'জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

রসায়ন-বিজ্ঞান [স] *বি* পদার্থের উপাদান, সম্বন্ধ, বিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যা। 'রসায়ন-বিজ্ঞান তাকে কাজে লাগাইতে পারে না।' *সবুজ*, ১৯১৭।

রসায়নবিদ্যা [স] *বি* পদার্থের উপাদান, সম্বন্ধ, বিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যা। 'বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোল বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

রসায়নশাস্ত্র [স] *বি* রসায়নবিদ্যা। 'রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষা দ্বারা বিদিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রসায়নী [স] *বি* কেমিস্ট; রসায়ন বিষয়ে পণ্ডিত। 'তার পরে এলেন এক জর্মন রসায়নী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রসাল [স রস>] **১** *বি* আম। 'রসাল পনস রম্ভা রূপিল হনুমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বদরি সকুলমীনে রসাল মুসুরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* রসযুক্ত। 'নানা রসাল ফল ধরে সর্ব্বকাল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* আমগাছ। 'রসাল আদি নানাতরু অকালে সকল চারু হয় নানা পক্ষ সুশোভন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রসালা *বি* দই, গুড়, মধু, ঘি, মরিচ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি কর্পূরের সুগন্ধযুক্ত খাদ্য বিশেষ। 'দধিদুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।' *কৃষ্ণদা* ১৫৮০।

রসালো **১** *বিণ* কচি। 'কী জানি, মুখ-ডোবানো রসালো ঘাসেই তা তৃপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **২** *বিণ* সরস; রসপূর্ণ। 'রসা ভালোবাসায় স্বামীর মনের স্মৃতিরেখা ...।' *মানিক*, ১৯৪০।

রসি, রসী [আ রিশা] **১** *বি* দড়ি। 'নৌকাতে রসী বান্ধিয়া।' *দর্প* ১৮১৯; 'একগাছি রসি বাঁধিয়া রাখি।' *মধু*, ১৮৫৭। **২** *বি* শিক 'জমিদারের মাপের রসি ঠিক নহে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

রসিক [স] **১** *বিণ* রসজ্ঞ। 'রসিক নাগর কৃষ্ণ রস অনুবন্ধ।' *মালা* ১৫০০। **২** *বিণ* রসপূর্ণ। 'প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয় রসনা রসিক।' ১৮৫৮।

রসিককুল [স] *বি* রসিক লোকেরা। 'তার উদ্যোক্তা, ধারক এ বাহক হলেন শিল্পী ও রসিককুল।' *শিব*, ১৯৫৬।

রসিকচাঁদ *বি* (বাউল) প্রাণ। 'যেদিন যাবে রসিকচাঁদ সরে/ হাং প্রবেশ হবে না ঘরে।' *লালন*, ১৮৯০।

রসিকজন [স] *বি* রসিকতাপটু ব্যক্তি। 'রসিকজন রসালাপ আস্বাদ –।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

রসিকতা [স] *বি* রঙ্গরস। 'কিবা সুধারা কি রসিকতা এমত প্রায় স হয় না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রসিকতাচ্ছলে *ক্রিবিণ* রসিকতার ছলে। 'দেশের লোক রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা ...।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

রসিকতাপ্রয়াসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* রঙ্গরসপ্রিয়। 'আত্মাবিরোধি রসিকতাপ্রয়াসিনী ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

রসিকতা ব্যবসায়ী [স] *বি* রসিকজন; রসিকতা কাজে লাগায় ('সকল লেখকই রসিকতা ব্যবসায়ী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রসিক মানুষ [স] *বি* রসিক-সত্তা। 'নিজের ভেতরে যে চিরন্তন র মানুষটি রয়েছে তাঁর সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রসিকরাজ [স] *বি* সেরা রসিক। 'এই রসিকরাজের নাম হ মৌলবী-দো-পিঁয়াজো।' *প্রমথ*, ১৯২৬; 'ধুচনি মাথায় হাতে ধা দেখে মোদের রসিকরাজ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রসিকশেখর [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ রসজ্ঞ। 'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রসিকসভা [স] *বি* রসিকজনদের সমাজ। 'জগতের কো রসিকসভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই।' *রবী* ১৯৩৭।

রসিকা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* রসবোধসম্পন্ন। 'এক রসিকা নব যুব কুলবালা।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ* প্রেমময়ী। 'বোধ হয় সেই ন নিতান্ত রসিকা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রসিকোচিত [স] *বিণ* রসিকসুলভ। 'প্রশ্নটা ঠিক রসিকোচিত ন *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

রসিদ, রশিদ, রসীদ [আ রাসিদ] *বি* প্রাপ্তিপত্র। *বোগল*, ১৭৭০; 'স সত টাকা সাহেবকে দিবেন রসিদ লইবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৭১; *বোগ* ১৭৮০।

রসিদবিহীন [আ রাসিদ+স বিহীন] *ক্রিবিণ* প্রাপ্তিস্বীকারপত্র ছাড় 'কলেজের নামে রসিদবিহীন নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় কা থাকে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

রসীত [আ রাসিদ] *বি* রসিদ। 'এই বাক্সের রসীত লইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

রসুই [হি রসোই] *বি* রন্ধন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রসুইআ [হি রসোই>] *বি* পাচক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রসুই করা *ক্রি* রন্ধন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রসুইঘর *বি* রান্নাঘর। 'দুই আবাগী দুটো রসুইঘর করেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

রসুয়শালা [হি রসোই>] *বি* রান্নাঘর। 'রসুয়শালায় প্রদীপ জ্বালায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

রসুয়া [হি রসোই>] *বি* পাচক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রসুয়্যা [হি রসোই>] *বিণ* পাচক। 'বাটীর রসুয়্যা ব্রাহ্মণ।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রসুন [স লশুন] *বি* পেঁয়াজসদৃশ মসলা জাতীয় কন্দবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রসুন ও তিলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চা পান করে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

রশুন [স লশুন] *বি* মসলা হিসেবে ব্যবহৃত সাদা কন্দবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কারণ পলাণ্ড অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রশুন যাহারা আহার করিয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রষুন [স লশুন] *বি* রসুন। 'দস মোন রষুনের ছিলকা দিয়া আজাদ হইব।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

রসুনচৌকি [ফা রওশন+হি চৌকি] *বি* বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঐকতান। 'সানাইদার ... রসুনচৌকী বাজাইতে আসিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'সীতানাথ ও-অঞ্চলের বিখ্যাত রসুনচৌকী বাজিয়ে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রসুম [আ রুসুম] *বি* কর; ভাতা। 'আদালতের যে রসুম পাওয়া জায় ও খরচ যে কিছু হয় ...।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

রসুমত [আ রুসুমাত] *বি* বর-কনের প্রথম মিলন। 'বিয়ার রসুমত উপলক্ষে বিরাট খানা-পিনার ব্যবস্থা করিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রসুল [আ] *বি* (ইসলাম) দূত; আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। 'আখের রসুল এহি জান সর্বজন।' *সুলতান*, ১৬৫০।

রসুলি *বি* রসুল। 'নবী আদি আউলিয়া আম্বিয়া রসুলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রসো *ক্রি* থামো। 'রসো দেখচি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রসোত্তম [স] *বি* মুগ ডাল। 'সুপশ্রেষ্ঠ ভুক্তিপ্রদ রসোত্তম আর/ সুফল বলিয়া নাম হয়েছে প্রচার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রহ, রহঃ [স] *বিণ* গোপন। 'যবে তুমি ছিলে রহঃসখী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রহকার্য [স রহঃকার্য] *বি* আন্তরিক আচরণ। 'শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে রহকার্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রহঃসখী *বি* গোপন সঙ্গী। 'যবে তুমি ছিলে রহঃসখী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রহট ঘড়ি *বি* এক প্রকার ঘড়ি। 'রহট ঘড়ির তুল্য সংসার নিশ্চয়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রহন *বি* অবস্থান করা। 'পিতৃগৃহে কন্যার রহন দিন চারি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রহন ভিন্ন *বি* বৈরাগ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রহম [আ] *বি* করুণা। 'কদাচিতে আল্লাতালা করেন রহম।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'মায়ের জানে একটু রহম হলো না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রহমত [আ] *বি* দয়া। 'এ নিয়মে পাইবা খোদার রহমত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রহমান [আ] *বিণ* দয়াময়। 'শহীদের শির – সেরা আজি। – রহমান কী রুদ্র নন?' *নজরুল*, ১৯২২।

রহস [স] **১** *বি* সম্বন্ধ। 'জানি আছ সে-রহসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* সংস্রব। 'রুষের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি, হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রটস্কি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

রহস্য [স] **১** *বি* গূঢ়ার্থ; মর্মার্থ। 'শ্রদ্ধা করি শুনয়ে যে জন এ রহস্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* কৌতূহল। 'সুনিয়া রহস্য হইল পাঞ্চালের নাথ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* গোপনীয়। 'শেষব রহস্য কথা মোখেত বন্দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* পরিহাস। 'মাণিকজোড় বুঝিলেক যে খেঁকশিয়ালী রহস্য করিতেছে।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বৃদ্ধাদের শ্রোতব্য নয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। **৫** *বি* রসিকতা। 'রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৬** *বি* গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটন সংক্রান্ত গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি রচনা। 'সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও রহস্য প্রকাশিত হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

রহস্যকথা [স] *বি* গুপ্তকথা। 'বিবিধ জটিল তত্ত্ব ও রহস্যকথা কত সাবলীল।' *হাই*, ১৯৫৪।

রহস্যগর্ভ [স] *বি* রহস্যের অতলতা। 'জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিপ্রতিমা উদিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রহস্যঘন [স] *বিণ* রহস্যময়। 'অধ্যাত্মবাদ ও রহস্যঘন প্রেম তত্ত্বকে তাদের পার্থিব প্রেয়সীদের ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রহস্যজগৎ [স] *বি* রহস্যপূর্ণ জগৎ। 'ঘনান্ধকার গুপ্ত রহস্যজগৎ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রহস্যজনক [স] **১** *বিণ* গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। 'দেশের মধ্যে যে সকল রহস্যজনক কথা।' *দর্পণ*, ১৮৪০। **২** *বিণ* রহস্যময়। 'ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রহস্যজয়ী [স] *বি* রহস্যকে জয় করে যে। 'জীবনের রহস্যজয়ী।' *নজরুল*, ১৯৪২।

রহস্যজাল [স] *বি* দুর্বোধ্যতা। 'অসীম রহস্যজাল কেন না প্রকাশ পায় গুপ্ত স্নেহমুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রহস্যদর্শন [স] *বি* রহস্যের দেখা। 'সে প্রসাদে পাইল এই রহস্যদর্শন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রহস্যনিবিড় [স] *বিণ* দুর্বোধ্যতায় আচ্ছন্ন; রহস্যঘন। 'পরিচয় স্বপ্নের মতো, রহস্যনিবিড় বসন্তের লাবণ্যবিলাসে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

রহস্যনিলয় [স] *বি* রহস্যময় স্থান। 'আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ/ রহস্যনিলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রহস্যপুর [স] *বি* মায়ার আবাস। 'আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ তব রহস্যপুর?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রহস্যপুরিত [স রহস্যপূরিত] *বিণ* রহস্য আছে এমন। 'তাহাদিগের হস্তে রহস্যপুরিত প্রহসন ও নাটকাদি অর্পণ করেন।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

রহস্যপূর্ণ [স] *বিণ* রহস্যময়। 'রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রহস্যপূর্ণভাবে [স] *ক্রিবিণ* রহস্যময়রূপে। 'অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

রহস্যপ্রিয়তা [স] *বি* পরিহাসপ্রিয়তা। 'আমাকে জিজ্ঞেস করা বাদশার অপরিসীম বদান্যতা বা রহস্যপ্রিয়তার আর একটা প্রকাশ মাত্র।' *মুনীর*, ১৯৬১।

রহস্যবাদ [স] **১** *বি* রহস্যময় মত। 'রহস্যবাদ ও তত্ত্বকথা তাদের ভাব ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর মূলে নিহিত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* মিস্টিসিজম; মরমিবাদ। 'সুফীদের নিষ্ক্রিয় রহস্যবাদ ও অনুরূপ ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রহস্যবাদী [স] *বিণ* মরমি। 'এ সাহিত্যের উজ্জ্বলতম দিনে রহস্যবাদী সুফিকবিরা ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রহস্যভরা **১** *বিণ* রহস্যময়। 'সে সব রহস্যভরা ইতিহাস।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২** *বিণ* হেয়ালিপূর্ণ। 'চম্পা রহস্য-ভরা হাসি হাসিয়া বলিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রহস্য-মধুর *বিণ* রহস্যপূর্ণ ও মধুর। 'মৃদু শিহরণে গল্পটি রহস্য-মধুর।' *শ্রীশচন্দ্র দাশ*, ১৯৫৭।

রহস্যময় [স] **১** *বি* যাকে সহজে বোঝা যায় না। 'ফেলিয়া প্রকাণ্ড ছায়া দাঁড়ায়ে রহস্যময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* দুর্বোধ্য। 'আমার কাছে আপনার রহস্যময় অপার হৃদয় উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* রহস্যপূর্ণ। 'সালুকাপড়ের ঢাকা রহস্যময় ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রহস্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* রহস্যাবৃত। 'অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রহস্যরস [স] *বি* কৌতূহল। 'প্রাণের রহস্যরস নানা দিক হতে শস্যে শস্যে লভিল সঞ্চার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রহস্যরসিক [স] *বিণ* রহস্যময়তা-প্রিয়। 'মানুষ এমন রহস্যরসিক, সূফী ভাবাপন্ন ও নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে।' *হাই*, ১৯৫৪।

রহস্যলিখন [স] *বি* মর্মকথা। 'অন্তর্গূঢ় আহ্বানের বৈদ্যুতিক রহস্যলিখনে উঠেনি উদ্ভাসি তার নয়নের নির্বচন মেঘ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রহস্যলোক [স] *বি* রহস্যময় জগৎ। 'বিচিত্র সুখদুখের দেশে/ রহস্যলোক ঘুরিয়ে শেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রহস্যশালা [স] *বি* রহস্যজগৎ। 'নক্ষত্রজগতের সৃষ্টির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রহস্যসখা [স] *বি* বয়স্য; যার সঙ্গে ঠাট্টা-রসিকতার সম্পর্ক। 'আমি সৃষ্টিকর্তা পিতামহের রহস্যসখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রহস্যসন্ধানকারী [স] *বিণ* রহস্যের অনুসন্ধান করে এমন। 'রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রহস্যসিরিজ [স রহস্য+ই সিরিজ] *বি* রহস্যের অনুক্রমতা। 'রহস্যসিরিজে ডুবে কাঁটা আর চামচের বিতর্কে উৎসুক।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

রহস্যাকর্ষ [স] *বিণ* মনোযোগ আকৃষ্টকারী। 'সাধারণের রহস্যাকর্ষ হবে না বলেই আমরা তার উল্লেখ করি নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রহস্যাত্মক [স] *বিণ* রহস্যময়। 'রহমান ... রহস্যাত্মক ভঙ্গিতে হাসল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

রহস্যান্ধকার [স] *বি* রহস্যরূপ অন্ধকার। 'কোন্-এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রহস্যালাপ [স] *বি* রসালাপ; রসিকতাপূর্ণ আলাপ। 'রহস্যালাপের আমি প্রিয় ছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রহস্যালোক [স] *বি* রহস্যময় আলো। 'রুদ্রজ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদে রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

রহস্যোদ্ঘাটন [স] *বি* গূঢ় তাৎপর্য আবিষ্কার। 'অনুসন্ধিৎসা ও পরকীয়-রহস্যোদ্ঘাটন প্রচেষ্টা, পাত্রভেদে বা মাত্রাভেদে একই মানব-প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্নপ্রকাশ মাত্র।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

রহস্যোপন্যাস [স] *বি* রহস্য অবলম্বনে লেখা কল্পকাহিনী। 'পুরাণেতিহাসে ঋষিদিগের সম্বন্ধে ভূরি ভূরি রহস্যোপন্যাস আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রহা *ক্রি* থাকা। 'কাজ বিণি কাহ্নাঞি রহাঅসি কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহ** *ক্রি* থাকো। 'পঞ্চভাই রহ গীয়া ব্রাহ্মণের পুরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রহাঅ** *ক্রি* রইলো। 'ঠাকুর উলুকে দুহু উঠিআ রহাঅ।' *রামাই*, ১৭১০। **রহাঅসি** *ক্রি* কাটাচ্ছো; থাকছো। 'কাজ বিণি কাহ্নাঞি রহাঅসি কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহাই** *ক্রি* রাখি। 'আহোনিশি যোগ ধেআই মন পবন গগনে রহাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহাইল** *ক্রি* আটকে রাখলো। 'কাহ্নাঞি রহাইল দানের ছলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহাএ** **১** *ক্রি* আটকায়। 'দারুণ করম দোষে আত্মাকে রহাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* থাকে। 'বীর খেত্রি অদ্ভুত দোসর যমের দূত সমরে রহাএ রবিরথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রহাব** *ক্রি* থামাবো। 'তারে কী বলিব আমী কি বলিআ রহাব রোদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রহাবার** *ক্রি* থাকার; অবস্থান করার। 'ভাই বন্ধু নিসেদিল রহাবার তরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **রহায়** **১** *ক্রি* থামায়। 'আস্তেব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* রাখে। 'শোকে ধনপতি দত্ত ঝাঁপ দিতে জায়/ বন্ধু দশ মিলি তারে ধরিআ রহায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রহায়া** *ক্রি* অবস্থান ক'রে; থেকে। 'বিলম্ব করিয়া আছে রহায়া সকটে।' *মালাধর*, ১৫০০। **রহি** **১** *ক্রি* থাকি। 'মাহাদাণী হআঁ আহ্মে রহি গিআঁ বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* থেকে। 'সতত সে নৃর্ত্যকলা তাহে চিত্ত রহি গেলা।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* অবস্থান ক'রে। 'তথা রহি কায়মনে প্রভু প্রণামিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **রহিআঁ** *ক্রি* থেকে; অবস্থান ক'রে। 'যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআঁ পথে বিরোধে কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিচ** *ক্রি* রয়েছো; আছো। 'কি সুখে রহিচ দেবী ঘরেত বসিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রহিছন্ত** *ক্রি* রয়েছে। 'রহিছন্ত সতী নারী টঙ্গির ভিতর।' *সুলতান*, ১৭০০। **রহিছে** *ক্রি* রয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া সভ রহিছে সত্বরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রহিতেঁ** *ক্রি* থাকতে। 'রহিতেঁ না পারোঁ বিণি রাধা দরশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিব** *ক্রি* থাকবে। 'কালীয় রহিব চিহ্ন মোর পদঘাতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিবা** *ক্রি* থাকবে। 'রহিবা পরম সুখে টুটিল জঞ্জাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **রহিবে** *ক্রি* থাকবে। 'চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিবোঁ** *ক্রি* রইবো; থাকবো। 'পাছেত মদনবাণে/ হাণিআঁ তাক পরাণে/ রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিল** *ক্রি* থাকলো। 'সুতিয়া রহিল সভে জমুনা কূলে গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **রহিলছে** *ক্রি* রয়েছে। 'দেখিল কোপিল কাহ্নাঞি রহিলছে পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিলা** *ক্রি* রইলো; থাকলো। 'আচেতন হয়িআঁ রহিলা দেব কাহ্ন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহিলে** *ক্রি* রইলে; থাকলে। 'দেব দয়াময় আপনি রহিলে শূন্যে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রহিলেক** *ক্রি* রইলো। 'লজ্জা পাই রহিলেক

চরণ যুগ তলে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রহিলেন** *ক্রি* রইলেন; থাকলেন। 'আমিহ এল্যাম তিনি রহিলেন বসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রহিলেন্ত** *ক্রি* রইলো। 'সে বৃক্ষের 'পরে নুর মুহম্মদ গিয়া রহিলেন্ত মউরের আকার ধরিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **রহী** *ক্রি* রই; থাকি। 'হেনমর্তে কতোখন রহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহীয়াছী** *ক্রি* আছি; রয়েছি। 'আমি বিদেসে বেকার বশীয়া রহীয়াছী।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **রহু** *ক্রি* থাকুক। 'দূরে রহু দূরে রহু প্রণাম হামারি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **রহুঁ** *ক্রি* থাকে। 'এ সখি এ সখি জব রহুঁ জীব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রহুক** *ক্রি* থাকুক। 'কৌতুকে রহুক দেবগণ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রহে** *ক্রি* থাকে; অবস্থান করে। 'খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রহো** *ক্রি* থাকো। 'কেহ বলে রহো রহো ফিরিয়া ঘরে আও।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রহোত** *ক্রি* থাকো। 'সোনাই বোলে ধনা রহোত ক্ষেনেকে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রহৌক** *ক্রি* থাকুক। 'নিশ্চল রহৌক নাম কীরিত্তি সম্পদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রহিয়া রহিয়া *ক্রিবিণ* থেকে থেকে। 'রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্য-ক্রেঙ্কারধ্বনি উত্থিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রহি রহি *ক্রিবিণ* থেকে থেকে। 'রহি রহি মনজ্জির ভান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রহিত [স] ১ *বিণ* রুদ্ধ। 'শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বর্জিত। 'মা বাপে চাহে সদা পাগুবে রহিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* বিরত। 'পাণ্ডুর রাজত্ব হইল, তিনি শাপাভিভূত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগরহিত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বিণ* স্থগিত। 'কোম্পানির আইনের দ্বারা সতীহওন যেঅবধি রহিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ *বিণ* নিবৃত্ত। 'এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে রহিত করিতে নিয়ম করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

রহিতকরণ [স] *বি* নিবৃত্তি। 'এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

রহীস [আ রঈস] *বি* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। 'একজন বিশিষ্ট রহীস ও ধনী ব্যক্তি ছিলাম।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

রা [স রব>] ১ *বি* কথা। 'তার সঙ্গে রা কাড়ে দেব দামোদরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* শব্দ। 'মুখে না নিশ্বরে রা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাঅ [স রব] *বি* রব; ডাক; শব্দ। 'রাঅ কাড়ে যেন বোকা ছাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রা কাড়া *ক্রি* কথা বলা। 'তার সঙ্গে রা কাড়ে দেব দামোদরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাকার *বি* শব্দ। 'নাহি কাড়ে রাকার না সুনে বচন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাঅ[১] [স রাজা] *বি* রাজা। 'আহ্মার বৈরি কংস রাঅ তোক মারিব সমন্ধ গুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাআ [স রাজা] *বি* রাজা। 'রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

রাঅ[২] *দ্র* রা

রাই[১] [স রাধিকা] ১ *বি* রাধা। 'সব কলা সম্পূর্ণী তো রাই।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বি* নারী। 'তবে যোগ্য শাস্তি দিহ রসবতী রাই।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাই[২] [স রাজিকা] *বি* সর্ষে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রাই-সরিষা [স রাজিকা+স সর্ষপ] *বি* এক জাতের সরিষা। 'দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাই সরিসা [স রাজিকা+স সর্ষপ] *বি* সরিষার প্রকারবিশেষ। 'আনিবে রাই সরিসা শুষুকের তৈল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাইসর্ষে [স রাজিকা+স সর্ষপ] *বি* এক ধরনের সর্ষে। 'রাইসর্ষের ক্ষেত।' *জীবন*, ১৯৪০।

রাই[৩] [ই rye] *বি* বার্লির মতো খাদ্যশস্যবিশেষ, পশুদের খাদ্য হিসেবে এবং ময়দা ও হুইস্কি তৈরির কাজে ব্যবহৃত। 'শীতলদেশীয় সামান্য লোকেরা সচরাচর রাই, দুগ্ধ ও পনির ভক্ষণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

রাই[৪] [স রাজা] *বি* রাজা। 'শীকার খেলিতে এ অঞ্চলে রাই হইলেন বুঝিতে পারি।' *রামরাম*, ১৮০২।

রাইঅত [আ রাইয়ত] *বি* প্রজা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাইঅতি *বি* প্রজাস্বত্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাইওৎ *বি* রাইয়ত; প্রজা। 'কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রাইট [ই] *বি* অধিকার। 'রেসপনসিবিলিটি উইদাউট রাইট, নিতান্তই অর্থহীন।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

রাইডিং [ই] *বি* ঘোড়ায় চড়া। 'তাছাড়া রাইডিং একটা ভালো ব্যায়ামও।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রাইত [স রাত্রি] *বি* রাত। 'এক রাইতে মৈল মোর সাত শত বধূ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রাইতকাণা *বিণ* রাতকানা; রাতে ভালো দেখতে পায় না এমন। 'এ বেটা রাইতকাণা নাকি?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রাইন [ই] *বি* জার্মানির বিখ্যাত নদী। 'রাইনের বিশাল জলপ্রবাহ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

রাইফেল [ই] *বি* শক্তিশালী বন্দুক। 'তৎক্ষণাৎ আটশো-গজি রাইফেল বাগাইয়া কহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে রাইফেল আর মেশিনগানের গুলি।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাইফেলধারী [ই রাইফেল+স ধারী] *বিণ* বন্দুক বহন করছে এমন। 'রাইফেলধারী সৈন্যদের ঘন ঘন পদশব্দ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রাইফেল শুটিং [ই] *বি* রাইফেল দ্বারা গুলি ছোঁড়ার খেলাবিশেষ। 'রাইফেল ক্লাবে রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৫৫।

রাইয়ত [আ] *বি* প্রজা। 'নৃপতি অবধি রাইয়ত পর্য্যন্ত।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

রাইয়তগিরি [আ রাইয়ত+ফা গিরি] *বি* প্রজার কাজ। 'আমি অনেক কালাবধি গ্রামের রাইয়তগিরি করিয়া আসিতেছি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

রাইয়তি, রাইয়তী ১ *বি* প্রজাস্বত্ব। 'কীসমতহায়ের মাল ও সায়ের ও রাইয়তি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বিণ* প্রজাদের; প্রজা সংক্রান্ত। 'কিছু রাইয়তী জমি ছিল।' *প্যারী*, ১৮৬০।

রাউ[১] [স রব] *বি* শব্দ। 'বিপরিত রাউ কাড়ে সিয়রে দুই কান।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাউ[২] [স রাহু] *বি* রাহু। 'যে আছে কপালের চন্দ্র তারে গিলুক রাউ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রাউটি [হি] *বি* মূল্যবান পাথরবিশেষ। 'সত্যযুগে রাউটি পাথরবান্ধা ঘাট।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাউত [প্রা রাজপুত্র] *বি* অশ্বারোহী সৈন্য। 'রথরথি ঘোড়া হাথি রাউত বিস্তর।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাউতু [স রাজপুত্র] *বি* রাজপুত্র। 'রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

রাউন্ড [ই] *বিণ* বৃত্তাকার। 'ঘুরে ঘুরে নাচকে রাউন্ড ডান্স বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রাউল [স রাজা] *বি* রাজা। 'শিরে বন্দো রাউলের বত্তিশ আমিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাএ[1] [স রব] **১** *বি* গুঞ্জন। 'ভ্রমর কাড়এ রাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শব্দ। 'কান্দএ জে দির্ঘ রাএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাএ[2] [স রাজা] **১** *বি* রাজা। 'রাএ সিবসিংঘ সব রসক নিধান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'তুহ্মি মাত্র আহ্মার হইবা প্রভু রাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রাও [স রব] **১** *বি* শব্দ। 'বুঝিয়া কার্য্যের বাও জাগিয়া না কর রাও।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* কথা। 'পাত্র স্থানে জিজ্ঞাসিল না নিঃস্বরে রাও।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাং [স রঙ্গ] **১** *বি* টিন জাতীয় নরম ধাতুবিশেষ। 'সে টাকা ঝাঁকিতে ভরি রাং তামা বারি করি হাটে যায় বেসাতির তরে।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* মূল্যহীন দ্রব্য। 'করলি ভালো বেচাকেনা চিনলি না মন রাং কি সোনা।' *লালন*, ১৮৯০।

রাংতা *বি* দস্তা-মেশানো চকচকে ধাতব পাতবিশেষ। 'খোঁপায় রাংতা জড়াইয়া একখানি ....।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাংগ [স রঙ্গ] *বি* রং। 'তাম্বুলরাগে গন্ধ রাংগে রচিল বদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাংচিতা, রাংচিতে *বি* এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ। 'রাংচিতার বেড়া।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'রাংচিতে কি জিকে গাছের মূল নেই।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

রাঁইচি *বি* শস্যবিশেষ। 'রাঁইচি আর রেড়ির বীজ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রাঁগা ধুলা [স রঙ্গ +স ধূলি] *বি* রাঙ্গা ধুলা। 'গায়ে মাখে রাঁগা ধুলা পরে বীরধটী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাঁড় [স রণ্ডা] **১** *বি* বিধবা। 'খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* হিন্দু বেশ্যা। 'যদি বল যবনী বেশ্যাগমন করিব ...তাহাদের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবা এমত কোন রাঁড়েই পাইবা না।' *ভবানী*, ১৮২৩। **৩** *বি* রক্ষিতা। 'এক খানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, দুটি তেলি মোসাহেব, গড়পারে বাগান ও ছ ভেঁড়ে এক ভাউলে ব্যাড্যার আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রাঁড়মানুষ *বি* বিধবা নারী। 'বই পড়ে সচ্ছন্দে রাঁড়মানুষ বে কত্তে চল্লো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রাঁড়ি, রাঁড়ী *বি* বিধবা। 'ষাঠী আজি রাঁড়ী হৌক বলে বারে বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিত্য তার বহিন রাঁড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাঁঢ় [স রণ্ডা] *বি* রক্ষিতা। 'এক রাঁঢ় আনিয়া রাখ তাহা নিয়া বৈঠকখানায় থাকিবেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাঁড়া [স রণ্ডক] *বিণ* বন্ধ্যা। 'রাঁড়া হ'লে বাড়া সুখ নাহি হয় তত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রাঁদা[1] [ফা রন্দাহ্] *বি* কাঠ মসৃণ করার যন্ত্রবিশেষ। *মালোএল*, ১৭৪৩।

রাঁদা[2] [স রন্ধন>] *বি* রান্না করা। 'যি খানা রাঁদা হচে বাপধন।' *হাসান*, ১৯৬২।

রাঁদাবাড়া *বি* রান্না ও এ সংক্রান্ত কাজ। 'ওদিকে ঘর নিকানো হয়নি, তারপর রাঁদাবাড়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রাঁদুনী *বি স্ত্রী* পাচক। 'বড় মানুষের বাড়ীর রাঁদুনী বামুন ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রাঁধা [স রন্ধন>] **১** *ক্রি* রান্না করা। 'রাঁধা বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* রান্না। 'রাঁধা বাড়া ছেলেপিলে প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন।' *স্ত্রীশিক্ষা*, ১৮২২। **৩** *বিণ* রান্না করা হয়েছে এমন। 'পরশু দিনকার বাসি রাঁধা মাংস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রাঁধান [স রন্ধন>] *ক্রি* কাউকে দিয়ে রান্না করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাঁধাবাড়া [স রন্ধন>] **১** *বি* শিশুদের খেলাবিশেষ। 'শিশুগণ মেলে রাঁধাবাড়া খেলে।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* রান্নাবান্না। 'স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলেপিলে প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন।' *গৌর*, ১৮২২; 'রাঁধাবাড়া হবে সব আমি নেয়ে এলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রেঁধ্যা *ক্রি* রান্না ক'রে। 'শাকাদি ব্যঞ্জন রেঁধ্যা করিল প্রস্তুত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাঁধুনি, রাঁধুনী [স রন্ধন>] *বি* রান্না করে যে নারী। 'রাঁধুনী।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'স্ত্রী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইলে রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাঁধনি [স রন্ধন>] *বি* রান্না করে যে নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাঁধুনিক *বি* পাচক; রাঁধুনি। 'উটকিমাছের যারা রাঁধুনিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রাঁধুনিগিরি *বি* রাঁধুনির কাজ। 'তুমি এখানে লোকের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করবে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

রাক [স রক্ষা] *ক্রি* রক্ষা। 'জার বাণে নাহী রাক/ বাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাকা[1] [স] *বি* পূর্ণিমা। 'খঞ্জনগঞ্জন আঁখি রাকা সুধাকর মুখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাকাপতি [স] *বি* চাঁদ। 'রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরয়ে বলকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাকা[2] [আ রকাব] *বি* ঘোড়ার দুই পাশে জিন-সংলগ্ন অশ্বারোহীর পা-দান। 'রজত কড়্যালি রাকা রাখে দুই পাশে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাকাত [আ রকআত] *বি* (ইসলাম) নামাজের অংশবিশেষ। 'সফরেত ফর্জ চারি রাকাত যথাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাক্কস [স রাক্ষস] *বি* যা পায় তাই গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে এমন প্রাণী। 'ওদের রাঙী গাইটা একেবারে রাক্কস।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রাক্ষস [স] **১** *বি* পৌরাণিক অপশক্তি। 'রাক্ষসের নাম যেন কহে পুণ্যজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* অনার্য জাতিবিশেষ। 'আদিমবাসী দস্যু, রাক্ষস, অসুর, বা পিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্ব্বরজাতিদিগকে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* নরঘাতক। 'প্রাণের ভয়ে কচি ছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রাক্ষস-বিবাহ [স] *বি* কনেকে অপহরণের মাধ্যমে তথা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিবাহ। 'শিল্পের সঙ্গে জাতির বিবাহ রাক্ষসবিবাহ।' *অবন*,

১৯২৫।

রাক্ষস-রাজ [স] *বি* রাক্ষসের রাজা। 'কোথায় যাচক যোগী ... আর কোথায় দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-রাজ রাবণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রাক্ষসি[1] [স রাক্ষসী] *বি স্ত্রী* রাক্ষস। 'আমাকে মারিতে কংস পাঠাইল রাক্ষসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাক্ষসি[2] [স রাক্ষসী] *বি স্ত্রী* নরঘাতী। 'ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্? তোর সাধ্য না, রাক্ষসি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রাক্ষসী [স] **১** *বি স্ত্রী* রাক্ষস। 'মায়ামূর্ত্তি রাক্ষসীএ নানা মায়া জানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* গালিবিশেষ। 'শুনিতে পাও তোমরা গো রাক্ষসী খানকির কথা।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *বিণ স্ত্রী* অশুভ। 'একাদশী বঙ্গভূমে রাক্ষসী তিথি।' *সাধারণী*, ১৮৮০। **৪** *বিণ স্ত্রী* আগ্রাসী। 'কী কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসী প্রকৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৫** *বি স্ত্রী* রাক্ষসের মতো খায় যে। 'সরলা একেবারে লজেনচুস খাওয়ার রাক্ষসী।' *মানিক*, ১৯৪০।

রাক্ষসীবেলা, রাক্ষসিবেলা [স] *বি* দিনের শেষ আড়াই ঘণ্টা সময়; সন্ধ্যাকাল। 'রাক্ষসিবেলাতে নন্দ জমুনাতে নাই।' *মালাধর*, ১৫০০; *সেবধি*, ১৮৩৯।

রাক্কুসি [স রাক্ষসী] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) নরখাদক। 'সত্যিকারের রাক্কুসিই হয়ে দাঁড়াব।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রাক্কুসে [স রাক্ষস>] *ক্রিবিণ* রাক্ষসের মতো ক'রে। 'রাক্কুসে ভাত গিলতে পারে বাপ রে, বিড়াল ডিঙতে নারে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রাক্ষা [স রক্ষণ>] *ক্রি* রাখা। **রাক্ষ** *ক্রি* রাখো। 'সাবধান হইয়া রাক্ষ আপন পুন্যবলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাখন [স রক্ষণ] **১** *বিণ* রক্ষাকারী। 'নুরমোহাম্মদ হবে আপনা রাখন।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* রাখা। 'শবের সহিত তাহার শরীর [illegible] রাখন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

রাখণ [স রক্ষণ>] *বি* রাখা। 'মৈত্রতায় তন্মত স্থির রাখণে অনেক যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

রাখনিয়া [স রক্ষণ>] *বিণ* অধিকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাখয়াল [স রক্ষপাল] *বি* রাখাল। 'বসিছে রাখয়াল সব একত্র হইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রাখা[1] [স রক্ষণ>] **১** *ক্রি* রক্ষা করা। 'সুরজনে মোহে পুরজনে নাহি রাখ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* স্থাপন করা। 'গাড়ি ফিরাইয়া রাখ।' *কেরি*, ১৮০২। **৩** *ক্রি* নিবিষ্ট করা। 'কুসুম শূন্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৪** *ক্রি* ত্যাগ করা। 'এলো কয়, খোঁপা তুমি রাখো বাবুগিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৫** *ক্রি* নিয়োজিত করা। 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৬** *ক্রি* তুষ্ট করা। 'ঘরে আমার রাখতে যে হয় বহু লোকের মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **৭** *ক্রি* ক্রয় করা। 'কেন রাখ নাই চুড়ি ও বয়লা আপন মনের মত।' *জসীম*, ১৯৩৩। **রাখ** *ক্রি* রক্ষা করো। 'সুরজনে মোহে পুরজনে নাহি রাখ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রাখউক** *ক্রি* রাখুক। 'বৈরী ভাব না রাখউক মনেত তাহার।' *সুলতান*, ১৭০০। **রাখএ** *ক্রি* যাপন করে। 'সে বড় নিলাজ অতি রাখএ জীবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রাখথু** *ক্রি* রাখো। 'রাখথু পর উপহাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রাখন্তি** *ক্রি* রাখে। 'হংসির সম্মাদ হেতু জিবন রাখন্তি।' *মালাধর*, ১৫০০। **রাখলেম** *ক্রি* রাখলাম। 'আমরা এত দিন জাটা রাখলেম – ভেস্তে গেলেম?' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **রাখহ** *ক্রি* রাখো। 'বারেক রাখহ রাধা কাহ্নের জীবন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রাখাইল্য** *ক্রি* পালন করালো। 'ছাগল রাখাইল্য তোরে জ্ঞাতিবন্ধু ছলে ধরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রাখি** *ক্রি* রেখে। 'কৌতুকে বাছুর রাখি বুলে নারায়নে।' *মালাধর*, ১৫০০। **রাখিঅ** *ক্রি* রেখো। 'নিকটে তাহানে তুহ্মি রাখিঅ প্রহরী।' *সুলতান*, ১৭০০। **রাখিআ** *ক্রি* রেখে। 'ঘরে জাওঙাঞি রাখিআ পুষিব কতকাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রাখিআঁ** *ক্রি* রেখে; আশ্রয় দিয়ে। 'ঘরত রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রাখিআছে** *ক্রি* রেখেছে। 'সহস্রেক রাজা রাখিআছে কারাগারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রাখিছিল** *ক্রি* রেখেছিলো। 'মান্য করি রাখিছিল গৌরব করিআ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রাখিছে** *ক্রি* রেখেছে। 'জত২ রাজ্যাগন রাখিছে বান্দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রাখিতা** *ক্রি* রাখতে। 'মিছা করি দান সাধি রাখিতা গোপিনী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **রাখিনু** *ক্রি* রেখেছি। 'বৃকাসুর বধি মুঞি রাখিনু শঙ্কর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **রাখিব** *ক্রি* পালন করবো। 'প্রথমে রাখিব রোজা এহি দশ দিন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রাখিবা** *ক্রি* রাখবে। 'সাবধানে হৈয়া সমে আপনা রাখিবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রাখিবারে** **১** *ক্রিবিণ* রক্ষার্থে। 'তোহ্মা নিয়োজিল সাসুড়ী আহ্মা রাখিবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* রেখো। 'কোন কথা পার জদি জত্নে রাখিবারে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রাখিবি** *ক্রি* রাখবি। 'নহলী যৌবন রাখিবি কত কাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রাখিবে** *ক্রি* রাখবে। 'কাশীনাথ বিশ্বনাথে রাখিবে কল্যানে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রাখিবেক** *ক্রি* রক্ষা করবে। 'তার কনে রাখিবেক আপনা আচার।' *সুলতান*, ১৭০০। **রাখিয়** *ক্রি* রেখো। 'বড়রূপে রাখিয় ইহা করিয়া সঙ্গতি।' *মালাধর*, ১৫০০। **রাখিয়া** *ক্রি* রেখে। 'তিন সুবা উৎপন্নীয় ধন দিয়া সৈন্য প্রচুর রাখিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **রাখিয়াছী** *ক্রি* রেখেছি। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **রাখিল** **১** *ক্রি* আটক করলো। 'রাধাক রাখিল কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* রাখলো। 'হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রাখিলা** *ক্রি* রাখলো। 'যেদেশের যেই নীতি অখণ্ড রাখিলা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রাখিলে** *ক্রি* রক্ষা করলে। 'ত্রিভুবন রাখিলে আপনি অসি ধরি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রাখিলেক** *ক্রি* রাখলো। 'এখোহি না রাখিলেক তোর মাঅ বাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রাখিলেন্ত** *ক্রি* রাখলেন। 'রাখিলেন্ত মহাজন অতি মহোৎসবে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রাখিলোঁ** *ক্রি* রাখলো। 'পরাণ রাখিলোঁ দিআঁ শীতল জল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রাখিহ** *ক্রি* রেখো। 'হৃদয়ে রাখিহ বড়ায়ি আহ্মার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রাখী** *ক্রি* রেখে। 'নন্দেরি নন্দন মৈঁ দেখি আবওঁ মন মনোরথ রাখী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রাখীলাম** *ক্রি* রাখলাম। 'অনুগ্রহপাতি মস্তকে রাখীলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **রাখু** *ক্রি* রাখো। 'স্বর্গে রাখু মর্ত্তে রাখু তলে পাহু শুধি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **রাখুন** *ক্রি* রাখেন। 'উদর রাখুন দেব ইসে।' *মালাধর*, ১৫০০। **রাখে** **১** *ক্রি* চরায়। 'নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* স্থাপন বা নিবেশন করে। 'যে জন তোমাতে মতি অনুক্ষণ রাখে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রাখো** *ক্রি* অপেক্ষা করো। 'রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **রাখোঁ** *ক্রি* রক্ষা করি। 'স্বগুগে রাখোঁ মর্ত্ত্যে রাখোঁ তলে পাওঁ সুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রাখ্যা** *ক্রি* রেখে। 'বৃদ্ধারূপ হৈলা দেবী রাখ্যা সিংহরথ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **রাখ্যাচ** *ক্রি* রেখেছো। 'পরান বান্ধিয়া মোর রাখ্যাচ অঞ্চলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রেখ** *ক্রি* রেখো। 'নিশ্চএ নিরেখ রেখ অনেক বিভূতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রেখে** *ক্রি* থুয়ে। 'বৃক্ষমূলে বসিলাম রেখে খুঁগি পুঁথি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **রেখেচি** *ক্রি* রেখেছি: 'চতুর্ভুজ করে তাকে রেখেচি নিকটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাখিয়া-চাখিয়া, রেখেচেখে *ক্রিবিণ* ধীরেসুস্থে। 'নির্জনে বসিয়া অবিরাম রাখিয়া-চাখিয়া উপভোগ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রাখা[2] *বি* ভঙ্গি। 'কথা বাঁকা বাঁকা, বাঁকা মুখের রাখা।' *অমৃত*, ১৯০০।

রাখাল [স রক্ষপাল] *বি* পশুপালক। 'স্ত্রী পুত্র আদি যত অধম রাখাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আচম্বিতে বনে আজ রাখাল আইল।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০।

রাখালবালক [রাখাল+স বালক] *বি* গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু চরায় যে বালক। 'রাখালবালক কী জানি কোথায় সারাদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রাখালরাজ [রাখাল+স রাজ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাখালের রাজা; কৃষ্ণ। 'ওহে রাখালরাজ!' *নজরুল*, ১৯৩১।

রাখাল-রাজা [রাখাল+স রাজা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাখালদের রাজা। 'রাখাল-রাজা এসো।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রাখালশিশু [স] *বি* রাখাল বালক। 'রাখালশিশু বাজায় বেণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রাখালি, রাখালী [স রক্ষপাল>] *বি* রাখালের কাজ। 'রাখালি সাধিত তোর অভাগিনী মা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাখুয়াল [স রক্ষপাল] *বি* রাখাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাখোআল [স রক্ষপাল] *বি* গো-রক্ষক; রাখাল। 'এহা রাখোআল পুছোঁ রাধার উদ্দেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাখোয়ালি *বি* রাখালের কাজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রাখি, রাখী [স রক্ষী] *বি* (হিন্দু-আচার) প্রতি বছর শ্রাবণ-পূর্ণিমা তিথিতে প্রীতিবন্ধনের চিহ্নস্বরূপ হাতে বাঁধা সুতা। 'আমার হাতের রাখীটি – তোমার কনককঙ্কণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রাখিপূর্ণিমা, রাখী পূর্ণিমা [রাখি+স পূর্ণিমা] *বি* শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথি, যখন হিন্দু-আচার অনুযায়ী প্রীতিবন্ধনের চিহ্নস্বরূপ হাতে সুতা বাঁধা হয়। 'হোরির বকসিস দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী রাখী পূর্ণিমার প্রণামি দিয়েও মন পাওয়া ভার।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আকাশের মতো উদার হৃদয় রাখিপূর্ণিমা রাতে।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাখিবন্ধ [রাখি+স বন্ধ] *বিণ* রাখিবন্ধনে আবদ্ধ। '... হচ্ছেন জাহানারার রাখিবন্ধ ভাই।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাখিবন্ধন [রাখি+স বন্ধন] *বি* প্রিয়জনের হাতে রাখি বাঁধা। 'তার সঙ্গে রক্তের রাখিবন্ধন হয়ে গেল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রাগ[১] [স] *বি* ক্রোধ। 'রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

রাগ ঝাড়া *ক্রি* ক্রোধ প্রকাশ করা। 'ঘোড়ার পিঠে ঘন ঘন চাবুক কশিয়া নিজের রাগ ঝাড়িতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

রাগটাগ *বি* রাগ-অভিমান। 'রাগটাগ করিস নে যেন।' *শরৎ*, ১৯১৬।

রাগত [স রাগতঃ] *বিণ* ক্রোধান্বিত। 'প্রতাপাদিত্য পূর্বে রাগত হইয়া এমত২ করিয়াছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাগদ্বেষ [স] *বি* হিংসা-বিদ্বেষ। 'সেখান হইতে রাগদ্বেষ দ্বন্দ্বকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাগদ্বেষবিবর্জিত [স] *বিণ* হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত। 'তাঁরা তো রাগদ্বেষ-বিবর্জিত মহাপুরুষ নন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাগ ধরা *ক্রি* রাগ হওয়া। 'রাখাল ছেলেগুলোর উপর ভারী রাগ ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রাগধুমসি *বি* মোটা, কালো ও স্থূলকায় যে। 'ওলো আগ-ধুমসি (রাগধুমসি)! ওলো ভাগলপুরে গাই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রাগপ্রাপ্ত [স] *বিণ* রাগান্বিত; ক্রুদ্ধ। 'সে রাগপ্রাপ্ত হইয়া জাহাজ খান ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

রাগবিদ্বেষ [স] *বি* রাগ ও বিদ্বেষ। 'যে ভাষায় সচরাচর ভাবে, আলাপ করে, তাদের সুখদুঃখ, রাগবিদ্বেষ প্রকাশ করে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

রাগভরে *ক্রিবিণ* ক্রোধান্বিত হয়ে। 'কর্ত্তা ... রাগভরে মুখখানি গোঁজ করে রইলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

রাগভাব [স] *বি* মনের ক্ষুব্ধ অবস্থা। 'একটু একটু করে মনের আকাশ থেকে রাগভাব সরে যাচ্ছিল।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

রাগ যাওয়া *ক্রি* রাগ প্রশমিত হওয়া। 'কাঠ-কুড়োনী বুড়ি বলিলে তবে আমজাদের গায়ের রাগ যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রাগাধিষ্ঠিত [স] *বিণ* ক্রোধান্বিত। 'কেননা তারা বাচাল, কামকারী এবং দৃষ্টি রাগাধিষ্ঠিত।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রাগান্ধ [স] *বিণ* ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। 'রাগান্ধ হইয়া লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'একথায় মহারাগান্ধ হইয়া রক্ষীবর্গকে বলিলেন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

রাগান্নিত [স রাগান্বিত] *বিণ* ক্রুদ্ধ। '(রাগান্নিত হইয়া) কি বল্লে হে তুমি?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রাগান্বিত [স] *বিণ* ক্ষুব্ধ। 'অসৎ ব্যবহারে বিষম রাগান্বিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাগান্বিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* ক্রোধসহকারে; রেগে। 'এমন রাগান্বিতভাবে সে বেরিয়ে আসবেই বা কেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রাগাপন্ন [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'তিনি রাগাপন্ন হইয়া নীচ লোকের ব্যবহারানুসারে কহিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রাগারাগি [স রাগ>] *বি* কলহ; রাগ প্রকাশ। 'বউ রাগারাগি মান-অভিমান করিয়া আবার তাহাকে বাড়ি-ছাড়া করিবার চেষ্টায় আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

রাগাসক্ত [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'জিজ্ঞাসকের উপরে রাগাসক্ত হইয়া কহেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রাগোদয় [স] *বি* রাগের সঞ্চার। 'তাঁহার মনোমধ্যে এমত রাগোদয় হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

রাগোন্মত্ত [স] *বিণ* রাগে উন্মত্ত। 'স্ত্রী পুত্রের বসতাপন্ন রাগোন্মত্ত অধার্ম্মিক।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

রাগ[২] [স রনজ্] *বি* রং। 'আধরে বন্ধুলীরাগ শোভএ সুন্দরী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অধরে বিদ্রুম দ্যুতি তাম্বুলের রাগ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাগ-অরুণ [স] *বিণ* অরুণের মতো রক্তিম। 'শুধু জানি, কাঁচা-ঘুমে-জাগা তব রাগ-অরুণ-আঁখি-ছায়া।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রাগরক্ত [স] *বিণ* লাল রঙের; রক্তিম। 'রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রাগ-রক্তিমা [স] *বি* রক্তবর্ণতা। 'প্রশান্ত সূর্যাস্ত পরে দিগন্তের যে রাগ-রক্তিমা/ লেগেছে প্রাণের 'পরে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রাগরঙ্গ [স] *বি* নাচগান ও অনুরূপ বিনোদন। 'রাগরঙ্গ উত্তর প্রসঙ্গ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'কেহবা ইতরাঙ্গ রাগরঙ্গের বাহুল্য না করিয়া মুখ্যাঙ্গ হোম যাগ ... করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

রাগরঙ্গিমা [স] *বি* বিনোদনমূলক ভঙ্গিমা। 'তরুণীর রূপভঙ্গিমা রাগরঙ্গিমার সঙ্গে চিনারের দেহসৌষ্ঠবের তুলনা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রাগ-রাঙা *বিণ* অনুরাগরঞ্জিত। 'কুমারী-বুকের তব সিন্ধ রাগ-রাঙা আলো।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রাগ[৩] [স] ১ *বি* প্রেম। 'রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাগে ডগমগ প্রভু দেয় সন্তরণ / পাড়ে দাঁড়াইয়া যত ভক্তগণ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০; 'তোমার রাগে অনুরাগী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বি* প্রীতি। 'সেবা ভোগ রাগ দিয়া ঐ প্রসাদ অন্য২ ভদ্রলোকদিগকে বিতরণ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

রাগমার্গ [স] *বি* প্রেমপূর্ণ ভক্তির পথ। 'রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাগানুগা [স] *বিণ* প্রেমভক্তিযুক্ত। 'রাগানুগা-মার্গে তারে ভজে যেই জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাগি [স রাগী] *বিণ* অনুরাগিণী। 'কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রাগ[৪] [স] *বি* সংগীতের স্বরবিন্যাসের পদ্ধতি। 'কোড়ারাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাগকৌলীন্য [স] *বি* শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিখ্যাত রাগসমূহের আভিজাত্য। 'এই সুরগুলিকে কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

রাগছয় [স রাগ+ছয়] *বি* সংগীতের স্বরবিন্যাসের ছয়টি মূল পদ্ধতি। 'সৃষ্টি কৈলে রাগছয় রাগিণী ছত্রিশ হয়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রাগতত্ত্ব [স] *বি* সুরতত্ত্ব। 'রাগতত্ত্ব লইয়া যে জন ভজে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

রাগরাগিণী [স] ১ *বি* গানবাজনা। 'বাজনার টাকার সহিত রাগরাগিণীর কোনো যোগ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* সংগীতের বিভিন্ন সুরবিন্যাস। 'রাগরাগিণীতে আমাদের সঙ্গে কিছুই মেলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাগবী [ই] *বি* হাত ও পা উভয় দিয়ে খেলা হয় এমন বলখেলা। 'ইংরেজদের প্রিয় খেলাগুলো ক্রিকেট, ফুটবল, রাগবী, টেনিস আর নৌকা বাইচ।' *হাই*, ১৯৫৮।

রাগা [স রাগ>] *ক্রি* ক্রুদ্ধ হওয়া। 'ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাগে করে গরজন।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৩।

রেগেমেগে *ক্রিবিণ* ক্রুদ্ধ হয়ে। 'ডেকে এনে পরিহাস রেগেমেগে বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'কাক বলে রেগেমেগে বাড়াবাড়ি ঐ ত।' *সুকুমার*, ১৯২০।

রাগিণী [স] ১ *বি* সংগীতে রাগের পত্নী অর্থাৎ শাখা। 'রাগিণী ধানশী ॥ জলদ।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বি* সঙ্গীত। 'তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বি* সুর। 'শুনি তোমার আকাশপারের তারার রাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

রাগিনী [রাগিণী] *বি* রাগিণী। 'রাগিনী ধানশী।' *বড়ু*, ১৫৭০।

রাগী [স] ১ *বিণ* মেজাজি; অল্পেই রেগে যায় এমন। 'তিনি খুঁতখুঁতে বটে, রাগী নন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ভয় জাগায় এমন। 'এমনতর রাগী চেহারার মেঘ আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* রাগযুক্ত। 'রহিম শেখ বড়ই রাগী মানুষ।' *জসীম*, ১৯৬৪।

রাগীটরি [ই ইনটেরোগেটরি] *বি* আইনানুগ নালিশকৃত অভিযোগ। 'পৈলা রাগীটরি জবাব না আমী কোনো রেসম খরিদ করি নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

রাঘব [স] ১ *বি* হিন্দু অবতার রাম। 'কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী/ কতএ লঙ্কাপুর বাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* অনিমন্ত্রণে আহারোপজীবী ব্রাহ্মণ। 'হয়-দরে আগুয়ান রাঘব ঘোষাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* মস্ত বড়ো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাঘব বোয়াল *বি* মস্তবড়ো বোয়ালমাছ। 'জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রাঘববোল *বি* রাঘব বোয়াল; অন্যকে গ্রাস করে যে। 'ইহাঁরা রাঘববোলের ন্যায় প্রকাণ্ড স্থূলোদর।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

রাঙ [স রঙ্গ] *বি* টিনের মতো একপ্রকার ধাতু। 'রঙ্গ, অর্থাৎ রাঙ শুক্লবর্ণ ও উজ্জ্বল।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রাঙতা [স রঙ্গ>] *বি* দস্তা-মেশানো চকচকে ধাতব পাত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কুমোরটুলিতে স্বদেশের যে সস্তা রাঙতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রাঙচিতা [স রক্তচিত্রক] *বি* গুল্মজাতীয় গাছবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আখড়াটির চারিদিকে রাঙচিতার বেড়া দিয়া ঘেরা।' *তারা*, ১৯২৯।

রাঙা [স রঙ্গ; ফা রঙ্] ১ *বিণ* লাল। 'নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* রঞ্জিত। 'রাঙা হল বসন ভূষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৩ *বিণ* খুশিতে ভরে গেছে এমন। 'রাঙা হলো শয়ন স্বপন, মন হল যে কেমন দেখ রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৪ *বিণ* নবীন ও বৈপ্লবিক। 'ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত।' *নজরুল*, ১৯২২। ৫ *বিণ* উজ্জ্বল। 'কুসুমফুলেতে রাঙা পাও দুটি।' *জসীম*, ১৯২৯। ৬ *বিণ* সুন্দরী; রূপসী। 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে।' *জীবন*, ১৯৪২।

রাঙাকলেবর [রাঙা+স কলেবর] *বিণ* লালচে রঙের শরীরবিশিষ্ট। 'ভাঙামেজাজি রাঙানেত্র, রাঙাকলেবর অবতারেরা।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

রাঙাচরণ [রাঙা+স চরণ] *বি* (বাউল) আশীর্বাদ। 'চরণের যোগ্য মন নয়/ তবু মন ঐ রাঙা চরণ চায়।' *লালন*, ১৮৯০।

রাঙাচেলি [রাঙা+স চেলিকা] *বি* লালরঙা রেশমি কাপড়। 'রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাঙাচোঙা *বিণ* রঙিন। 'মাকাল ফলটি রাঙাচোঙা তাই দেখে মন হলি ঘোড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

রাঙাজবা [রাঙা+স জবা] *বি* রক্তজবা। 'আমার হৃদয় হবে রাঙাজবা, দেহ বিল্বদল।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রাঙানেত্র [রাঙা+স নেত্র] *বিণ* লাল চোখবিশিষ্ট। 'ভাঙামেজাজি রাঙানেত্র, রাঙাকলেবর অবতারেরা।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

রাঙানো *ক্রি* লাল বর্ণে রঞ্জিত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রাঙাপদপদ্মযুগ [রাঙা+স পদ্মযুগ] *বি* পদ্মফুলের মতো রঙিন দুই পা। 'রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রাঙা-বরন [রাঙা+স বর্ণ] *বিণ* লাল রঙের। 'যেমন রাঙা-বরন তোমার চরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রাঙাভাঙা *বিণ* রক্তিম; রক্তিম আভা ভেঙে পড়েছে এমন। 'বড় ভাল লাগে রাঙাভাঙা মুখখানি।' *জসীম*, ১৯২৭।

রাঙা মাটি *বি* লাল রঙের মাটি। 'গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'ওই সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিতালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাঙা মুকুল [রাঙা+স মুকুল] *বি* লাল সূর্য। 'দিন শেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

রাঙামুখ [রাঙা+স মুখ] *বি* ইংরেজ। 'রাঙামুখে বাবা অন্ন দি তুলি নিজে খাই জোলো মাড়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রাঙামুখো *বিণ* লাল মুখবিশিষ্ট। 'রাঙামুখো বাঁদরের নির্ভেদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাঙা রোদ *বি* রঙিন রোদ। 'অপরাহ্নে রাঙা রোদ সবুজ আভায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

রাঙা সুতো [রাঙা+স সূত্র] *বি* রঙিন সুতা। 'এক ছোঁড়া কয় 'রাঙা সূতো' নেবে? লাগিবে না কোন দাম।' *জসীম*, ১৯২৯।

রাঙা হাঁস *বি* হাঁসজাতীয় পাখিবিশেষ। 'রাঙা হাঁস, মানিকপাখী ডাক প্রভৃতি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রাঙিমা *বি* লাল আভা। 'চরণের পরশরাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

রাঙী *বিণ* লাল রঙের। 'ওদের রাঙী গাইটা একেবারে রাক্কস।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রাঙ্ক [স রঙ্ক] *বি* দরিদ্র। 'রাঙ্কে যেন ভাত পাআঁ না এড়ে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাঙ্গ [স রঙ্গ>] *বি* একপ্রকার ধাতু; টিন। 'রাঙ্গ তামা দস্তা সীসা পিত্তল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

রাঙ্গচিত্র [স রঙ্গ>+স চিত্র] *বি* রাংচিতা; এক প্রকার গাছ। 'রাঙ্গচিত্রের আটা দিয়া ঘা করিয়া আসিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রাঙ্গচুয়া, রাঙ্গচোঙ্গা [স রঙ্গ>] *বি* পাখি বিশেষ। 'বলকা বর্তিকা হংস/ শেন ভাস করে ধ্বংস/ রাঙ্গচোঙ্গা বাবই কোকিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'চাতক চকোর নুরী তুরী রাঙ্গচুয়া।' *ভারত*, ১৭৫০।

রাঙ্গ-তুলসী [স রঙ্গ>+স তুলসী] *বি* একটি ফুলের নাম। 'রাঙ্গ-তুলসী তুলিল বিচারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাঙ্গন, রাঙ্গনাগর [স রঙ্গন] *বি* রঙ্গন। 'সিআলি কুসুম্ভ ওড় রেবতী রাঙ্গনাগর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অসোক বাসক কিবা কিসুক রাঙ্গন চুয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাঙ্গব *বিণ* রঙের। 'লামাকে জে জরদ রাঙ্গব বানাত একখান পত্র চিন্ন দিয়া লেখীয়াছেন।' *বোগল*, ১৭৭০।

রাঙ্গা[১] [স রঙ্গ>] ১ *বিণ* লাল। আপন নপুর রাঙ্গা পায়ে পরাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* রঙিন। 'পায় মাখা রাঙ্গা ধুলা বিক্রমের কত কব কথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রাঙ্গা ওষ্ঠ [রাঙ্গা+স ওষ্ঠ] *বি* লাল ঠোঁট। 'রাঙ্গা ওষ্ঠ দুটি, উপমা কি দিব।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাঙ্গাজবা [স রঙ্গ+স জবা] *বি* রক্তজবা ফুল। 'কে বলে রাঙ্গাজবা দিব শ্রীচরণে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাঙ্গাটুনি [রাঙ্গা+ধ্বন্যা টুনি] *বি* পাখিবিশেষ। 'আমি অতিক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাঙ্গাপেড়ে [রাঙ্গা+স পট্টী] *বিণ* লাল পাড়যুক্ত। 'কৃতাভিসারা, তাম্বূলরাগরক্তাধরা, রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী-পরা, হাসিতে মুখভরা ফুলমণিকে দেখিয়া বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

রাঙ্গামুখ [রাঙ্গা+স মুখ] *বি* রক্তিম মুখ। 'রাঙ্গামুখ খান তার অরুন কীরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাঙ্গা[২] [স রঙ্গ>] *ক্রি* লাল করা। 'না দিলে ধমক দেয় দুই চক্ষু রেঙ্গে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রাঙ্গি [স রঙ্গ>] ১ *বিণ* লাল। 'কালি রাঙ্গি পাশা সারি আনিল পার্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* রাঙা জামা; আঙিয়া। 'গায় আরোপিল রাঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাচুল [আ] *বি* (ইসলাম) দূত; প্রেরিত পুরুষ। 'একে একে রাচুল বন্দিনু যত পাইনু।' *গরীব*, ১৭৬৫। *দ্র* **রসুল**

রাজ[১] [স রাজা] ১ *বি* রাজা। 'এহি নাএ পার করোঁ সকল রাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রাজত্ব। 'সুখেঁ রাজ কয়ে কংস আক্ষে বহী তার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* রাজ্য। 'হেন আলাগন কথা শুণী কোণ রাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বি* ঈশ্বর। 'কিবা বা দিএগ অমিয়া ছানিয়া গড়িল কোন্ বা রাজে।' *দীনচণ্ডী*, ১৬০০।

রাজ-অত্যাচার [স] *বি* রাজনিপীড়ন। 'ভারতবর্ষে রাজ অত্যাচার কখন অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

রাজ-অধিরাজ [স] *বি* পরাক্রমশীল রাজা। 'তুমি বীর, তুমি রাজ-অধিরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রাজ-অধীশ্বর [স] *বি* বিধাতা। 'রাজঅধীশ্বর তব চিরসম্পদে সব সম্পদ করো হতগরবা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

রাজ-অনুবাদক [স] *বি* রাজার নিযুক্ত অনুবাদক। 'রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রাজ-অবরোধ [স] *বি* রাজ পরিবারের অন্দরমহল। 'দিবা নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

রাজ-আইন [স রাজ+ফা আইন] *বি* রাজার আইন। 'মোরা জানি নাকো রাজা রাজ-আইন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রাজআজ্ঞা [স] *বি* রাজার আদেশ বা হুকুম। 'নির্ত্যক আনিতে জাই রাজআজ্ঞা পায়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজ-ইষ্টানিষ্ট [স] *বি* রাজার মঙ্গল ও অমঙ্গল। 'রাজ-ইষ্টানিষ্ট কিছু না এড়ায় মোর কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রাজ-ঐশ্বর্য [স] *বি* রাজার ধন সম্পত্তি। 'রাজ-ঐশ্বর্য এই ঘরবাড়ি ধনদৌলত সমস্ত তাহারই।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রাজকন্যা [স] *বি* রাজার কন্যা। 'আপনি করিয়া দয়া রাজকন্যা দিআ বিহা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বল মুনি রাজকন্যার খাট অপরাধ কাহার হইল।' *হ্যালহেড*, ১৮৭৩।

রাজকবি [স] *বি* রাজার মনোনীত কবি। 'বর্তমান রাজকবির নাম লর্ড টেনিসন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'ভাইমার রাজসভার রাজকবি গেটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রাজ-কয়েদি [স রাজ-+আ কয়ীদ>] *বি* রাজবন্দী। 'আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রাজকর [স] *বি* রাজস্ব; খাজনা। 'রাজকর নাই দেই বৈতরণী ধেনু দেই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজকর্ম [স] ১ *বি* রাজার কাজ। 'রাজকর্মে সমস্তই রাজা বসন্তরায় পূর্ব মত করেন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'বিদ্যার্থ রাজা হইয়া ২৫/৫ মাস রাজকর্ম করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* সরকারি চাকরি। 'তোমার পিতা বহুকাল রাজকর্ম করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

রাজকর্মকারি, রাজকর্ম্মকারি [স রাজকর্মচারী] *বি* সরকারি কর্মচারী।

'কোন২ রাজকর্ম্মকারি মুৎসুদ্দি মহাশয়েরা সমাচারপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

রাজকর্মচারী, রাজকর্ম্মচারী [স] *বি* সরকারি কর্মচারী। 'যদি বাচ্য হয় ইঙ্গলণ্ডীয়েরা রাজকর্ম্মচারী হইয়া অধিক টাকা বেতন লইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'তিনি যে অতি সুদক্ষ রাজকর্মচারী ছিলেন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'রাজকর্মচারীরাই হচ্ছেন বাংলার রায়তের যথার্থ রক্ষক।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

রাজকাজ [স রাজকার্য] *বি* রাজ্যের কাজ। 'রাজ খেম খাও বেটা কর রাজকাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজকায়দা [স রাজা+আ কায়দাহ্] *বি* রাজনিয়ম। 'রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় চলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রাজকারা [স] *বি* রাজার কারাগার। 'চারিদিকে জাগে মৃত্যুদণ্ড রাজকারা প্রতিহারী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রাজকার্য, রাজকার্য্য [স] **১** *বি* রাজ্যের শাসনকার্য। 'হইল অনেক বেলা রাজকার্যে নাহি হেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রাজকার্য্যের চলনের জন্যে ...।' *ডানকান*, ১৭৮৫। **২** *বি* সরকারি কাজ। 'যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্য নির্বাহ কর্তে অভিলাষ করে, তার রাজ্যই ভার্যা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

রাজকিরীট [স] *বি* রাজমুকুট। 'এমন মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো ...।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজকিয় [স রাজকীয়] *বিণ* রাজা সম্বন্ধীয়; সরকারি। 'রাজকিয় কর্ম্মে।' *ওস্যাঁ*, ১৭৮২।

রাজকীয় [স] **১** *বিণ* সরকারি। 'নন্দবংশজাত বিশারদ ... তাঁহার মন্ত্রী রাজকীয় যাবৎ লোককে আত্মসাৎ করিয়া ... আপনি রাজা হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বিণ* রাজা সম্বন্ধীয়। 'রাজকীয় অধিকার ... খণ্ড২ হইয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বিণ* রাজার মতো তীব্র। 'বেলির প্রতি আপনার রাজকীয় অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৪** *বিণ* রাজার। 'যেখানে পড়েনি লেখা রাজকীয় স্বাক্ষরের একটিও স্থায়ী রেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রাজকুমার [স] *বি* রাজার ছেলে। 'রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাজকুমারী [স, সম্বো রাজকুমারি] *বি স্ত্রী* রাজকন্যা। 'রাজকুমারীও, বস্ত্রমুকুটে নয়নগোচর করিয়া ... পদ্ম হস্তে লইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'ইন্দু। সখি। ঐ কি সেই মায়াকানন? সুন। হাঁ, রাজকুমারি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

রাজকুল [স] *বি* রাজার বংশ। 'রাজকুলমণি নৈকষেয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'এই যুবকটি অবশ্যই কোন রাজকুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রাজকেয়ারি [স রাজ+কেয়ারি] *বি* রাজার উদ্যান। 'রাজকেয়ারির ভুঁই।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাজকোষ [স] *বি* রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার। 'রাজকোষ পরিপূর্ণ থাকিলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ অনায়াসসাধ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

রাজক্ষমতাধারী [স] *বিণ* শাসক। 'এরূপ রাজক্ষমতাধারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেদ না করিলে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রাজখেতাব [স রাজ+আ খিতাব] *বি* রাজাপ্রদত্ত সম্মানজনক উপাধি। 'রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

রাজগদি [স রাজা+হি গদ্দী] *বি* সিংহাসন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কোম্পানি বাহাদুর বাংলার রাজগদি পাননি।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

রাজগী *বি* রাজত্ব। 'রাখালের রাজগী।' *জসীম*, ১৯৩১।

রাজগুণ [স] *বি* রাজার গুণ বা বৈশিষ্ট্য। 'সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়, এই ছয় রাজগুণে ও ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রাজগৃহ [স] **১** *বি* মগধের অন্তর্গত পঞ্চপাহাড় বেষ্টিত জরাসন্ধের প্রাচীন রাজধানী। 'তাঁহার বিশেষ পরিশ্রমের স্থান রাজগৃহ এবং কৌশাম্বী নগর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* রাজার গৃহ। 'দ্রুত রাজগৃহে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাজগোষ্ঠ [স] *বি* রাজার গোয়াল। 'তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গোরুটির মতো দেখিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাজগ্রিহ [স রাজগৃহ] *বি* রাজার বাড়ি। 'রাজগ্রিহে হৈব উপনিতী।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজঘর [স রাজ+ঘর] *বি* রাজসরকার। 'বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাজঘরানা [স রাজ+ঘর] *বি* রাজবংশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাজঘোটক [স] *বি* রাজার ঘোড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাজচক্র [স] *বি* রাজার চিহ্ন; রাজমণ্ডল। 'আসি পুর্ব্বদিগ জাব রাজচক্র লৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজচক্রবর্তী [স] **১** *বিণ* রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'রাজচক্রবর্তী তুমি পৃথিবী মাঝার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* সম্রাট। 'রাজচক্রবর্ত্তীর চন্দ্রবদনা অতি সুন্দরী এক কন্যা আছে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

রাজচটক [স রাজযোটক] *বি* (জ্যোতিষ) বর ও কনের শ্রেষ্ঠ জোড়া হওয়ার যোগ। 'রূপসি, তুমি না এলে রাজচটক হবে না।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রাজচর [স] *বি* রাজার অনুচর। 'এই সকল রাজচর সভায় প্রবেশ করে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

রাজচর্চা, রাজচর্চ্চা [স] *বি* রাষ্ট্র বা রাজ্য সম্পর্কিত আলোচনা। 'ধর্ম্মচর্চ্চা রাজচর্চ্চা একে একে কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজচিহ্ন [স] **১** *বি* রাজটিকা। 'রাজভক্তি সহকারে সেই সকল রাজচিহ্ন এখনও অঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* রাজকীয় প্রতীক। 'ত্রিপুররাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজচৌকি [স রাজা+স চতুষ্কী] *বি* জমিদারের আসন। 'রাজচৌকিতে এসে ব'সে ভজিয়াকে ডেকে পাঠালুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রাজছত্র [স] *বি* রাজার মাথার উপর প্রসারিত ছাতা। 'কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রাজজামাতা [স] *বি* রাজার জামাই। 'মহারাজ, রাজজামাতা –।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রাজটিকা, রাজটীকা [স রাজতিলক] *বি* পূর্বকালে রাজ্যাভিষেকের সময় নৃপতির ললাটে যে তিলক পরানো হতো; রাজচিহ্ন। 'রাজটিকা পাবে তুমি, নাহিকো সন্দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'তারো ভালে রাজটীকা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রাজ-তকমা [স রাজা+তু তমগা] *বি* রাজকর্মচারীর পরিচয়জ্ঞাপক

পোশাক। 'রাজ-তকমা পরা চাপরাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রাজতক্ত [স রাজা+ফা তখ্‌ত] *বি* রাজসিংহাসন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বণিকেরা তাদের কারবারের গদিটার উপর রাজতক্ত চড়িয়ে বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রাজতক্তা [স রাজা+ফা তখ্‌ত] *বি* রাজসিংহাসন। 'সম্পাদকের আসন হইতে ভারতরাজতক্তা পর্যন্ত একটা সমভূমিতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাজতনয় [স] *বি* রাজার পুত্র; রাজপুত্র। 'বারংবার রাজতনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ... প্রস্থান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজতনয়া [স] *বি* রাজকন্যা। 'রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে করলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

রাজতন্ত্র [স] *বি* রাজার শাসনপদ্ধতি। 'পুরোহিততন্ত্র রাজতন্ত্র প্রধানতন্ত্র প্রজাতন্ত্র সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজতি [স রাজত্ব] *বি* রাজত্ব। 'গোউড়ে রাজতি করে কৃষ্ণের কৃপায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাজতিলক [স] *বি* রাজ্যে অভিষেকের সময়ে রাজার কপালে যে তিলক পরানো হয়। 'মহাধুমধামে বড়োনীতে বীরসিংহ দেবের রাজতিলক হল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাজতোরণ [স] *বি* রাজকীয় প্রবেশদ্বার। 'ভিড় করে যেথা জাগছে আকাশে হেরার রাজতোরণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩; 'রাজতোরণে এসেও রাজার দেখা না পেয়ে আমাদের ফিরে যেতে হবে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রাজত্ব [স] **১** *বি* কর্তৃত্ব। 'পাপের রাজত্ব হৈল দূর।' *মুরারি*, ১৫৭০। **২** *বি* রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব। 'চাকলে যশহর ওগয়রহের রাজত্বর বহলি ফরমান রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* সর্বময় কর্তৃত্ব। 'ব্যানী ইস্রাঈল ঈশ্বরের রাজত্বে সর্ব্বদা বিড় বিড় করিত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* শাসন। 'রাজত্ব করা, এ কি তামাশা পেয়েছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৫** *বি* ভুবন। 'আমি আপনার রাজত্বে কোনো রকম বাধা রাখতে চাই নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৬** *বি* প্রাধান্য। 'একপাশে বেইড় বাঁশ আর বেত এবং অন্যান্য আগাছার রাজত্ব।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রাজত্বকাল [স] *বি* শাসনকাল। 'সাহেবের রাজত্বকালে ... পক্ষপাতশূন্য হইয়া চলিতে হইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

রাজত্বপদ [স] *বি* রাজ্য শাসনের পদ; রাজ্যপদ। 'জমীদার আপনারদের সৌশীল্য ক্রমে মুসলমান বাদশাহকর্তৃক রাজত্বপদ প্রাপ্ত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রাজদণ্ড [স] **১** *বি* রাজার হুকুম। 'কালিদাস এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল এখানে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* আইন অনুসারে শাস্তি। 'পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* সৌভাগ্য নির্দেশক চিহ্ন। 'এ শিশুর কপালে যে রাজদণ্ড দেখছি এ শিশু নিশ্চয় রাজা হবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। **৪** *বি* গুরুতর শাস্তি। 'রাজদণ্ড দিব অতঃপর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রাজদত্ত [স] *বিণ* রাজার দেওয়া। 'সে সকল কেবল রাজদত্ত মর্য্যাদা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রাজদরবার [স রাজা+ফা দরবার] *বি* রাজসভা। 'বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে গৃহীত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

রাজদর্শন [স] *বি* রাজার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ। 'সন্ন্যাসী প্রত্যহ রাজদর্শন ও শ্রীফলপ্রদান করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজদল [স] *বি* রাজার দল। 'রাজদলে দিতে হানা ধায় সোল কোটি দানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজদস্যু [স] *বি* ভয়ঙ্কর দস্যু। 'লুকিয়ে কোথায় রাজদস্যুর চর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রাজ-দানি [স রাজদানী] *বি* রাজার দান প্রদানকারী কর্মচারী। 'রাত্রি দিনে দান ধর্ম্ম করে রাজ-দানি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাজদারা [স] *বি* রাজার স্ত্রী; রানী। 'এইরূপে রাজদারা, করেন রোদন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।'

রাজদুআর [স রাজদ্বার] *বি* রাজদ্বার। 'যাইবোঁ রাজদুআরে/ কংসে করিবোঁ গোচরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাজদুহিতা [স] *বি* রাজকন্যা। 'পরে রাজদুহিতা সভায় উপস্থিতা হলে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'নৃপনন্দন উক্ত বিজ্ঞাপনী পাঠ করিয়া এবং অন্য অন্য লোকের নিকট রাজদুহিতার রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রাজদূত [স] *বি* রাজা বা সরকার কর্তৃক প্রেরিত দূত। 'রাজদূত শুন কন্যার গর্ভে এবং কন্যার প্রথম স্বামির ঔরসে আমার জন্ম।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

রাজদূতাবাস [স] *বি* রাষ্ট্রদূতের কার্যালয় ও আবাস। 'রাশান রাজদূতাবাসে রোজই যাই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'দেশ-বিদেশে আমাদের আপন রাজদূতাবাস বসল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রাজদ্বার [স] *বি* রাজার দরবার। 'রাজদ্বারে তিরস্কার ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

রাজদ্বারস্থ [স] *বিণ* সরকারের শরণাপন্ন। 'তাঁহারা রাজদ্বারস্থ ও বিচারপ্রার্থী হইতে বাধিত হইল।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

রাজদ্রোহ [স] **১** *বি* রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহ। '(বালগঙ্গাধর) রাজদ্রোহ অভিযোগে জেলে গিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'তাঁদের অমান্য করাটা একটা ছোটোখাটো রাজদ্রোহ।' *অন্নদা*, ১৯২৮। **২** *বি* রাজার বিরোধিতা। 'কথাবার্তায় রাজদ্রোহের গন্ধ পাচ্ছি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রাজদ্রোহিতা [স] *বি* প্রকাশ্যভাবে দেশের রাজার ক্ষতি করার চেষ্টা। 'রাজাকে অপ্রিয় কথা শোনানো রাজদ্রোহিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজদ্রোহী [স] *বি* রাজ্যের বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণকারী। 'রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে সাগর অতল জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজধর্ম, রাজধর্ম্ম [স] **১** *বি* রাজার কর্তব্য। 'দুষ্ট যোগী ইহার বধ রাজধর্ম্ম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'ইহাতে তাঁহার রাজধর্মের বিরুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানজন্য, পাপস্পর্শ হইতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* রাজসিক চরিত্র। 'এই নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

রাজধাম [স] *বি* রাজপুরী। 'সিংহল জাইতে জদি চাষী রাজধাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজনন্দন [স] *বি* রাজপুত্র। 'রাজনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

রাজনন্দিনী [স] *বি* রাজকন্যা। 'রাজা ও মন্ত্রিপুত্র ... নিরপরাধে রাজনন্দিনীর নির্বাসন জন্য দুরদৃষ্টভাগী হইবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজনর্তকী [স] *বি* রাজার মনোরঞ্জনের জন্য নাচে এমন নৃত্যশিল্পী।

'আমি রাজনর্তকী।' *মুনীর*, ১৯৬৬; 'এক হাজার বছর আগে জন্মালে ওকে রাজনর্তকীর সাজে চমৎকার মানাতো।' *সুনীল*, ১৯৭০।

রাজনাম [স] *বি* রাজাদের পরিচয়-লিপি। 'রাজনাম লুপ্ত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

রাজনিকেতন [স] *বি* রাজবাড়ি। 'ঐ রাজনিকেতন। আপনি ওখানে ... সমাদৃত ও পূজিত হবেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

রাজনিগ্রহ [স] *বি* রাজার উৎপীড়ন। 'কিন্তু রাজনিগ্রহ থেকেও কারো রক্ষা নেই সেখানে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

রাজনিতি [স রাজনীতি] *বি* রাজ্য পরিচালনার নীতি। 'কদাচীত না করিব রাজনিতি ধর্ম্ম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাজনিত্য [স রাজনৃত্য] *বি* রাজনৃত্য। 'রাজনিত্য জেন হয় দির্ব্য বস্ত্র দিয়া গায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজনিমন্ত্রণ [স] *বি* রাজার নিমন্ত্রণ। 'রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ করিয়াছে অবহেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রাজনিয়ম [স] **১** *বি* সরকারি আইন। 'ইহারা স্থানে২ সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বি* রাজ্য পরিচালনার নীতি। 'যে ব্যবস্থাপকেরা ... রাজনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রজাদিগের দুঃসহ দুঃখরাশি দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিত থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

রাজনীত [স রাজনীতি] *বি* রাজ্যশাসন সম্পর্কিত নীতি। 'যত ইতি রাজনীত ধর্ম কর্ম হিতাহিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাজনীতি [স] **১** *বি* রাজ্যশাসন সম্পর্কিত রীতিনীতি। 'রাজনীতি যত কথা কহে সদাগর।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'পূর্ব্বে যেমত২ রাজনীতি ছিল।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'বাংলায় পলিটিক্সের পরিবর্তে রাজনীদি শব্দ প্রচলিত হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* রাজকীয় রীতি। 'রাজনীতি করিয়া প্রণাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাজনীতিক [স] **১** *বিণ* রাজনীতি সংক্রান্ত। 'রাজনীতিক অধিকারে বহু পরিমাণে বঞ্চিত।' *প্রচারক*, ১৯০৪। **২** *বি* রাজনীতিবিদ। 'প্রবীণ রাজনীতিক মওলানা শওকৎ আলী আর ইহজগতে নাই।' *সওগাত*, ১৯৩৮।

রাজনীতিক্ষেত্র [স] *বি* রাজনীতির অঙ্গন। 'ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীই গণতান্ত্রিকতা এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান এবং বিশ্বস্ত সমর্থক।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাজনীতিজ্ঞ [স] **১** *বি* রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা ... এই মতেরই সমর্থনকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* রাজনীতি-সচেতন। 'বিলাতের রাজনীতিজ্ঞ লোকেরা যখন বাহুল্যরূপে আন্দোলন করিতেছেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। **৩** *বিণ* রাজনীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। 'রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রাজনীতিজ্ঞতা [স] *বি* রাজনীতিতে পারদর্শিতা। 'রাজনীতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও উপচিকীর্ষা প্রকাশপূর্ব্বক ... যতদূর সম্ভব কৃতকার্য্য হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'সুতরাং রামের বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতা বিশেষরূপ প্রকাশিত থাকা আবশ্যক।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রাজনীতিবিগর্হিত [স] *বিণ* রাজনীতি বহির্ভূত। 'এমত রাজনীতিবিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

রাজনীতিবিৎ [স] *বিণ* রাজনীতিবিদ। 'কাকের দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিৎ মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

রাজনীতিবিদ [স] *বি* যিনি রাজনীতি করেন। 'সেই রাজনীতিবিদ ... অগ্রসর হইয়া বসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রাজনীতিবিশারদ [স] *বিণ* রাজনীতিজ্ঞ। 'রাজনীতিবিশারদ ইংরাজের চক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাজনীতিবেত্তা [স] *বিণ* রাজনীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। 'রাজা রাজনীতিবেত্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রাজনীতিসঙ্গত [স] *বিণ* রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'তাহা রাজনীতিসঙ্গত – ধর্মের সহিত উহার সম্বন্ধ খুব কম।' *দর্শন*, ১৯২১।

রাজনৈতিক [স] **১** *বি* রাজনীতিবিদ। 'তাহা কিন্তু রাজনৈতিকেরা বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* রাজনীতিসংক্রান্ত। 'রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোলাহল শোনা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রাজপক্ষ [স] *বি* শাসকদল। 'প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অনুভবযোগ্য করে তোলবার চেষ্টা করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাজপতাকা [স] *বি* রাজ্যশাসন নির্দেশক পতাকা। 'মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা উড়াইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রাজপত্নী [স] *বি* রানী। 'রাজপত্নী চাহিয়া হাসিলা মুনিবর।' *কবীন্দ্র*,

রাজপত্র [স] *বি* রাজার চিঠি। 'ভট্টাচার্য্যেরদিগের ... রাজপত্র প্রধান২ পণ্ডিতেরা প্রাপ্ত হইয়া মহা হর্ষে রাজধানী কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাজপদ [স] *বি* রাজার পদ; রাজাসন। 'আন যদি দেখে রাজপদ পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রাজপদাবনত [স] *বিণ* রাজার অনুগত। 'ভারতবর্ষের প্রজারা চিরকালই রাজপদাবনত।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

রাজপদ্মিনী [স] *বি স্ত্রী* বড়ো পদ্ম। 'রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজপরিচারিকা [স] *বি স্ত্রী* রাজার ভৃত্য। 'তুমি সেখানে দাঁড়াইয়া রাজ পরিচারিকা হইবে।' *মধু*, ১৮৫৭।

রাজ-পলিসি [স রাজা+ই পলিসি] *বি* রাজনীতি। 'তাঁহাদের রাজ-পলিসির অনুকূল করিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজপাট [স রাজপট্ট] **১** *বি* রাজসিংহাসন। 'দামেস্ক রাজপাটে জয়নাল আবেদীনকে বসাইয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৭। **২** *বি* রাজ্য। 'চোর আর পকেটমারের রাজপাট।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রাজপাত্র [স] *বি* রাজার প্রতিনিধি। 'ঘাটি দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাজপুত [স রাজপুত্র] *বি* রাজপুত্র; রাজকুমার। 'উজবেগ রোহেল রাজপুত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রাজপুত্তুর [স রাজপুত্র] *বি* রাজার ছেলে; রাজপুত্র। 'রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

রাজপুত্র, রাজপুত্ত্র [স] *বি* রাজার ছেলে। 'প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাজপুত্র সনে মোর পুত্র সনে কন্ক্যা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'যদি রাজপুত্ত্র তোমার প্রীতি ভুলিয়া

সকল গহনা লয়।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

রাজপুত্রী [স] *বি* রাজকন্যা। 'রাজপুত্রী কহিলেন, সখী!' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজপুর [স] *বি* রাজপ্রাসাদ। 'ঘরদল পরদল নাহি চিনি তোমা/ প্রবেশিআ রাজপুরে কেন বাজায় দামা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজপুরী [স] *বি* রাজবাড়ি। 'তাহারা রাজপুরীর চতুর্দিক নিরুদ্ধ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজ-পুরুষ [স] **১** *বি* রাজা। 'রাজপুরুষ অস্ত্র শস্ত্রাদি সম্বলিত বহুলোক সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* রাজকর্মচারী। 'বোধকরি প্রজাগণের এই দুঃখবিবরণ রাজপুরুষদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইয়া থাকিবেক।' *প্রভাকর*, ১৮৫১। **৩** *বি* শাসক। 'রাজপুরুষেরা ঝটিতি কোন বিশেষ উপায় ...।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

রাজপুরোহিত [স] *বি* রাজকীয় পুরোহিত। 'পীপলাই ফুলেতে জন্ম রাজ পুরোহিত।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'আসে নটভাট রাজপুরোহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাজপূজা [স] *বি* রাজা কর্তৃক আয়োজিত পূজা। 'ইহারা সকল কার্য্যের পূর্ব্বে রাজপূজা করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

রাজপূত্র [স রাজপুত্র] *বি* রাজপুত্র; রাজকুমার। 'জে রাজপূত্র জেমন জ্ঞানবান হয় ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

রাজপ্রতাপ [স] **১** *বি* রাজার বীরত্ব। 'রাজপ্রতাপ ও রাজ্যোন্নতি সম্বন্ধে খোদাতালার দরবারে ... প্রার্থনা করিবেন।' *প্রচারক*, ১৯০৭। **২** *বি* ব্যাপক ক্ষমতা। 'অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাজপ্রতাপবিহীন [স] *বিণ* রাজকীয় দাপট নেই এমন। 'ফার্সী আজ রাজপ্রতাপবিহীন।' *এসলাম*, ১৯১৭।

রাজপ্রতিনিধি [স] *বি* রাজার মুখপাত্র। 'রাজপ্রতিনিধি করে অভিনন্দন পত্র দিতেছে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

রাজপ্রসাদ [স] *বি* রাজার দান বা অনুগ্রহ। 'রাজা মানসিংহকে রাজপ্রসাদ দিবেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাজপ্রাসাদ [স] **১** *বি* রাজার বাসভবন। 'রাজপ্রাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ, শিশুশালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* রাজকীয় ভবন। 'পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রাজপ্রেয়সী [স] *বি* রাজার প্রিয়তম। 'রাজা ও রাজপ্রেয়সী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজবংশ [স] *বি* রাজার বংশ। 'এই দলের মধ্যে অযোধ্যার ও মিথিলার রাজবংশ প্রধান।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

রাজবংশজাতা [স] *বিণ স্ত্রী* রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'শিখণ্ডিবাহন যখন রাজবংশজাতা রাজবালার পাণিগ্রহণে অসম্মত হয়েছেন ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

রাজবধূ [স] *বি* রাজার স্ত্রী। 'আমি রাজবধূ হইতে যাইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রাজবন্দী [স রাজ+ফা বন্দী] *বি* রাজনৈতিক কারণে আটক ব্যক্তি। 'রাজবন্দীর চিঠি।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাজবয়স্য [স] *বি* রাজার বন্ধু। 'নায়ক মহারাজ দুষ্মন্ত এবং রাজবয়স্য মাধব্যকে আশ্রয় করে ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

রাজবর্ত্ম [স] *বি* রাজপথ। 'বিমলা এক্ষণে রাজবর্ত্ম ত্যাগ করিয়া রাজপুত্রসঙ্গে এই আম্রকাননে প্রবেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

রাজবস্ত্র [স] *বি* রাজকীয় পোশাক। 'রাজা ধীরসিংহকে হস্তি ঘোটক এবং দ্রব্য রাজবস্ত্র মুক্তার মালা নানাবিধ আভরণ প্রসাদ করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাজবাক্য [স] *বি* রাজার কথা। 'এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজবাগান [স রাজ+বাগান] *বি* রাজার বাগান। 'ওই রাজবাগানের ফুলবালাদের সালাম করো।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাজবাট [স] *বি* রাজপথ। 'শূন্য রাজবাটে চলেছে একাকী ভিখারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রাজবাটি, রাজবাটী [স] *বি* রাজপ্রাসাদ। 'রাজবাটী গমন করিয়া আপন মাতাকে প্রণাম ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'সম্মুখেই রাজবাটির প্রবেশ-দ্বারে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রাজবাড়ি, রাজবাড়ী *বি* রাজার বাড়ি; রাজপ্রাসাদ। 'রাজকন্যা বলা যেতো রাজবাড়ী হলে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'রাজবাড়ির সিধে খেয়ে খেয়ে ফুলছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রাজবালা [স] *বি* রাজকন্যা। 'সখী বলে রাজবালা জ্ঞাপন চৌষষ্টি কলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাজবালিকা [স] *বি* রাজকন্যা; রাজার মেয়ে। 'রাজবালিকার সোহাগে লালিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রাজবিচার [স] *বি* রাজার বিচার। 'বিশেষতো রাজবিচার সম্পর্কীয়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

রাজ-বিচারাগার [স] *বি* রাজার বিচারসভা। 'রাজ-বিচারাগারের বা সভা বিশেষে আপনারদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রাজবিদ্রোহ [স] *বি* সরকারের বিরুদ্ধাচরণ। 'এই কথা অত্যন্ত রাজবিদ্রোহ ব্যাপার সূচক বলিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

রাজবিদ্রোহি [স রাজবিদ্রোহী] *বিণ* সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারী। '১৮৩৪ সালে এমত রাজবিদ্রোহি কথা এতদ্দেশীয় এক জন মহাশয়ের সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

রাজবিদ্রোহিতা [স] *বি* রাজদ্রোহ; সরকারের বিরুদ্ধাচরণ। 'রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রাজবিদ্রোহী [স] *বি* রাজার বিরুদ্ধাচরণকারী। 'কেউ দেখতে পেলে রাজবিদ্রোহী বলে ধরে দেবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

রাজবিধান [স] *বি* রাজার আইন। 'রাজবিধানের প্রতি আমাদের যে-একটা অটল শ্রদ্ধা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাজবিধি [স] *বি* রাজবিধান; রাজনিয়ম। 'সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রাজবিপ্লব [স] *বি* রাজার বিরুদ্ধে বিপ্লব। '১৭৮৯ সতর শত উনননব্বই খ্রীষ্টাব্দে ফরাশিশ রাজ্যে রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রাজবীর [স] *বি* বীরশ্রেষ্ঠ। 'কহ কোন রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী।'

মাইকেল, ১৮৭২।

রাজবেতনভোগী [স] *বিণ* সরকারি বেতন ভোগকারী। 'রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রাজবেশ [স] *বি* রাজ-পোশাক। 'সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাজবেশধারী [স] *বিণ* রাজকীয় পোশাক পরিহিত। 'ননীর পুতুলের মতো রূপবান রাজবেশধারী সুবর্ণ রাজা আসল রাজা নয়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

রাজবৈদ্য [স] *বি* রাজচিকিৎসক। 'তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আনগে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজবোল [স রাজা+প্রা বোল্ল] *বি* রাজ আজ্ঞা। 'রাজবোলে বিলম্ব করিব দুই মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজভক্ত [স] *বিণ* রাজার অনুগত। 'চীৎকার করিয়া বলিতে হয় – আমরা রাজভক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'স্রষ্টার রাজভক্ত প্রজা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রাজভক্তি [স] *বি* রাজার প্রতি আনুগত্য। 'ভাষা রাজভক্তি সহকারে সেই সকল রাজচিহ্ন এখনও অঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রাজভবন [স] *বি* রাজপ্রাসাদ। 'বৃদ্ধা যষ্টিগ্রহণপূর্ব্বক রাজভবনে গমন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজভয় [স] *বি* রাজার প্রতি ভয়। 'রাজ-বিলাত সাধি খায় নাহি রাজভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাজভাগ [স] *বি* জমিদারের প্রাপ্য অংশ। 'আমাদের সম্পর্ক রাজভাগ ফসলের দামের সঙ্গে।' *তারা*, ১৯৪২।

রাজভাট [স রাজা+স ভট্ট] *বি* রাজার স্তুতিপাঠক। 'আমি তথা রাজভাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজভাণ্ডার [স রাজভাণ্ডাগার] *বি* রাজার ধন-সম্পদ রাখার স্থান। 'চামর চন্দন শঙ্খ আদি ধন নাহিক রাজভাণ্ডারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজভাষা [স] **১** *বি* রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত ভাষা। 'ইংরাজি বিদ্যা বর্ত্তমান রাজভাষা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* রাজার বা শাসক জাতির মাতৃভাষা। 'ইংরেজেরা আমাদের দেশের রাজা ছিল, সুতরাং ইংরেজী আমাদের রাজভাষা ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'রাজভাষা ফার্সী কেহ কেহ শিখিতেন, কিন্তু তাহা আমাদের রাজভাষা শিক্ষার ন্যায় এমন গুরুভার ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রাজভূমি [স] *বি* রাজ্যের মাটি। 'শত্রুবলস্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজভৃত্য [স] *বিণ* রাজার অনুগত। 'সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রাজভেট [স রাজভট্ট] *বি* রাজার উপহার। 'রাজভেট নিল সাধু সফরিআ ভেড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজভোগ [স] **১** *বি* রাজার ভোগের উপযোগী সামগ্রী। 'রাজভোগে পড়িআছ ভোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* উত্তম খাদ্যদ্রব্য। 'বিক্রমাদিত্য ... রাজভোগে পরিতোষ করিয়া পরম সুখে প্রতিপালন করেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাজভোগ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* রাজার ভোগের উপযুক্ত। 'রাণী হয়ে হও রাজভোগ্যা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রাজভ্রষ্ট [স] *বিণ* রাজ্যচ্যুত। 'হিন্দু রাজা রাজভ্রষ্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রাজমন্ত্রী [স] *বি* রাজার মন্ত্রণাদাতা; রাজার বা সরকারের পরামর্শক। 'রাজমন্ত্রী ও পার্লিমেণ্ট এতদ্দেশের তাবদ্বিষয়ক সম্বাদের অনুসন্ধান করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

রাজমহল [স রাজ+আ মহল] *বি* ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অঞ্চলবিশেষ। 'অপর পক্ষে রাজমহলের পূর্ব দিয়ে বাংলায় এসে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

রাজমহিমা [স] *বি* রাজকীয় মাহাত্ম্য। 'রাজমহিমারে যে করপরশে তব পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রাজমহিষী [স] *বি* রাজার স্ত্রী; রানী। 'রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তদনন্তর মন্ত্রী বালককে লইয়া অন্তঃপুরে ব্যাকুলা রাজমহিষীর নিকটে সমর্পণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রাজমাতা [স] *বি* রাজার মা। 'স্নেহে তিনি রাজমাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাজমুকুট [স] *বি* রাজার মাথার পরিধেয় অলঙ্কারবিশেষ। 'সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজমুকুট শিরে ধারণ করা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'সে রাজমুকুট ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাজমুদ্রা [স] *বি* রাজকীয় মুদ্রা। 'এই রাজমুদ্রা সৌরাষ্ট্র দেশে ১২১০ সালে জয়শীল শা আলম ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

রাজযোগ্য [স] *বিণ* রাজার উপযুক্ত। 'হরীতকী আমলকী সংগ্রহ করিয়া রাজযোগ্য ভোজের আয়োজন করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রাজরথ [স] *বি* রাজার বাহন বা গাড়ি। 'এমন সময়ে অরুণধূসর পথে তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রাজরাজড়া [স রাজন্‌>] *বি* বিভিন্ন রাজা ও তাঁদের মতো মান্য ব্যক্তি। 'এ সব রাজরাজড়ার কথায় তোমার কাজ কি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজরাজেন্দ্র [স] *বি* রাজ্যপ্রধান। 'আমি রাজকুমারী, – এমনকি, রাজরাজেন্দ্রকুমারী।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

রাজ-রাজেন্দ্রাণী [স] *বি* রাজরানী। 'রাজ-রাজেন্দ্রাণী করবার সকল ক্ষমতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাজরাজেশ্বর [স] *বি* সম্রাট। 'জাহাতে হল্য কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজরাজেশ্বরী [স] *বি* সম্রাজ্ঞী; দেবী। 'রাজরাজেশ্বরী মাগো ভুবনে বিখ্যাত ছিলে।' *অশ্বিনী*, ১৯২০; 'আমার মা যে রাজরাজেশ্বরীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রাজরানি, রাজরানী, রাজরাণী [স রাজ+রানী] **১** *বি* রাজার স্ত্রী। 'কার্ণাট দেশের রাজরাণী এমত পণ্ডিতা ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'কমলিনী আজ হবেন রাজরানী।' *অশ্বিনী*, ১৯২০। **২** *বি* অতুল ঐশ্বর্যশালিনী। 'যে মেয়ে ... সিঁদুরটিপ কপালে পরবে সে হবে রাজরানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'রাজরানী হয়ে আমাদের ভুলে যাসনে মা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রাজরানিত্ব [স রাজ+রানী+স ত্ব] *বি* রাজার স্ত্রীর সম্মান বা দায়িত্ব। 'রাজরানির মতো সুখ পাইয়াছিল বলিয়াই না তার রাজরানিত্ব খসাইয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

রাজরিশী, রাজরিসি [স] *বি* রাজর্ষি। 'অনন্তরূপিণী রাজরিশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রাজরিসি মহর্ষি জত মুনিগন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাজরোষ [স] *বি* রাজার ক্রোধ। 'রাজরোষ করি হেলা!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রাজর্ষি [স] *বি* যিনি রাজা তিনিই ঋষি। 'দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ-ভারতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রাজলক্ষণ [স] **১** *বি* জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী রাজপুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য। 'বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* রাজকীয় অবস্থা। 'রাজলক্ষণ দেখে উদ্যান আপার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজলক্ষ্মি [স রাজলক্ষ্মী] *বি* হিন্দুমতে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'বিজ্ঞ প্রিয়জনঞ্চ আহে রাজ্যোজোগ্যা শ্রীমন্ত বাবাজীর স্থিরতর রাজলক্ষ্মি শ্রীশ্রী ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

রাজলক্ষ্মী [স] *বি* হিন্দুমতে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'রাজলক্ষ্মী সর্ব কাল এক জনের থাকে না।' *রামরাম*, ১৮০১; 'দেশ অরাজক হইল রাজলক্ষ্মী অনাথা হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রাজলাঞ্ছিত [স] *বিণ* ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিগৃহীত। 'মুজফ্‌ফর রাজলাঞ্ছিত বলে ... নাম পর্যন্ত নিলে না।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রাজলেখা [স] *বি* রাজার আদেশপত্র। 'রাজলেখা করি দিল পুরীগোসাঞিের করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাজশক্তি [স] **১** *বি* রাজার শক্তি। 'বণিকদিগের মেরুদণ্ড রাজশক্তিতে শক্তিবান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ফরাসী বিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের সমস্ত পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিবে এমন স্পর্ধা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল উলটা হইয়াছে – য়ুরোপের রাজশক্তি, প্রজাশক্তি, ধনশক্তি, জনশক্তি ক্রমেই অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* রাষ্ট্রীয় শক্তি। 'রাজশক্তি দ্বারা ... নিয়ম সকল ব্যবস্থাপিত হইতে পারে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

রাজশক্তি-মাঝে *ক্রিবিণ* রাজশক্তির মধ্যে। 'পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তি-মাঝে, মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

রাজশাসন [স] *বি* রাজ্যশাসন। 'মহারাণী ভবানী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা চিরকাল রাজশাসন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

রাজশাসনকর্তা, রাজশাসনকর্ত্তা [স] *বি* রাজ্য শাসন করে যে। 'ইংগ্রেণ্ডীয় রাজশাসনকর্ত্তাদের নিকটে ঐ রাজ্যের রাজত্ব বিষয়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রাজশিকারী [স রাজ+ফা শিকারি] *বি* রাজার নিযুক্ত শিকারী। 'রাজশিকারী বাঘগুলোকে আফিম খাইয়ে রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রাজশিল্পী [স] *বি* রাজার নিযুক্ত শিল্পী। 'এক রাজশিল্পীর ময়ূর-সিংহাসন আর তাজের স্বপ্নকে নির্মিতি দেবে বলে।' *অবন*, ১৯২৫।

রাজশ্বশুর [স রাজশ্বশ্রূ] *বি* রাজার শ্বশুর। 'বিদ্যাভূষণের সার্থক জীবন, রাজশ্বশুর হলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

রাজশ্যালক [স] *বি* রাজার শ্যালক। 'রাজশ্যালকটি যতই উপদ্রব করুক-না কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাজশ্রী [স] *বি স্ত্রী* রাজ্যের মঙ্গলকারী দেবী; রাজলক্ষ্মী। 'রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে কাঁদে হাহাকার-রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রাজসংক্রান্ত [স] *বিণ* রাজনীতিসম্পর্কিত। 'যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

রাজসংসার [স] *বি* রাজার সংসার। 'আমার পুত্র রাজসংসারে কর্ম করে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজসদন [স] *বি* রাজপ্রাসাদ। 'নগরে প্রবেশ করিয়া রাজসদনের সমীপবাসী, স্বর্ণকারের নিকট ... উপস্থিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজসভা [স] *বি* রাজদরবার। 'রাজসভায় সাধু হইল উপনীত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজসভারপুত্তলিকা [স] *বি* রাজসভায় যারা রাজার কথায় ওঠে-বসে। 'পরদত্ত সাজ প'রে রহিবে না বসে রাজসভারপুত্তলিকা হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রাজসভাসদ [স] *বি* রাজসভার সদস্য। 'রাজসভাসদ সৈন্য পাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাজসমাধি [স] *বি* রাজপরিবারের সমাধি। 'গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রাজ-সমারোহে *ক্রিবিণ* রাজোচিত আড়ম্বরে। 'দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাত, রাজ-সমারোহে এসো!' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রাজসম্পদ [স] *বি* রাজার ধন। 'তোমা বিনা আজে রাজসম্পদ ধনে সুখ বলি অজ গণ্য না করে মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

রাজসম্বন্ধীয় [স] *বিণ* রাজা কর্তৃক পরিচালিত। 'এক রাজসম্বন্ধীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রাজসম্ভাষণ [স] *বি* রাজার আহ্বান। 'রাজসম্ভাষণে হইল্য শ্রীমন্তের ত্বরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজসম্মান [স] *বি* রাজকীয় মর্যাদা। 'যাঁহারা রাজসম্মান চাহেন না, এমন কি, প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের মতো মানী লোক জগতে সর্বত্রই দুর্লভ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিতমশায়ের সব যন্ত্রণা লাঘব হল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রাজসরকার [স রাজ+ফা সরকার] **১** *বি* ব্রিটিশ সরকার। 'এ বিষয়ে রাজসরকারে নিয়মিতরূপে দরখাস্ত অদ্যাপি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'রাজ-সরকার রেখেছেন নাম।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* রাজার শাসন। 'ছোটো রাজসরকারটি উঠে যায়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাজসাক্ষাৎ [স] *বি* রাজার সাক্ষাৎ। 'আসিছেন অবিলম্বে রাজসাক্ষাতের তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রাজসাজ [স রাজসজ্জা] *বি* রাজসজ্জা; রাজপোশাক। 'এ উষ্ণীষ রাজসাজ রাখিনু চরণে তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রাজসিংহ [স] *বি* রাজা। 'অন্যান্য রাজসিংহ যদি একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

রাজসিংহাসন [স] *বি* রাজার আসন। 'তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কৃষ্ণভক্তি বিনে কিবা রাজসিংহাসন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাজসিক [স] **১** *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'রাজসিক এই ভোগ দিয়াছেন যিনি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* রাজকীয়। 'রাজসিক আড়ম্বরে চলেছে যে পথ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

রাজসিকতা [স] **১** *বি* রাজ-রাজড়াদের মতো গুণাবলী। চাহিয়াছি দেবত্ব, পাইয়াছি পশুত্ব, চাহিয়াছি সাত্ত্বিকতা, পাইয়াছি রাজসিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'রাজসিকতার মাহাত্ম্য তাঁর নিকট অবিদিত ছিল না।' *প্রমথ*, ১৯২০। **২** *বি* রাজকীয়তা; রাজার ঔদ্ধত্য। 'বীর ধর্ম রাজসিকতাকে বিদ্রূপ করে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রাজসুই [স রাজসূয়] *বি* বড়ো ধরনের যজ্ঞবিশেষ। 'রাজসুই জজ্ঞ

জদি পুত্র করে তোখা।' *মালাধর,* ১৫০০।

রাজসুখ [স] *বি* রাজার যোগ্য সুখ। 'রাজভোগ রাজসুখে যাহারা পরিপোষিত।' *মশাররফ,* ১৯০৮।

রাজসুতা [স] *বি* রাজকন্যা। 'প্রভাবতি নামে আছে দৈত্য রাজসুতা।' *মালাধর,* ১৫০০।

রাজসূয় [স] *বি* প্রাচীন ভারতে রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট হতে হলে যে যজ্ঞ করা হতো। 'এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে।' *হুতোম,* ১৮৬১।

রাজসূয়যজ্ঞ [স] *বি* প্রাচীন ভারতে রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট হতে হলে যে যজ্ঞ করা হতো। 'তাঁদের নর্তনের চোটে দেশের এ নব রাজসূয়যজ্ঞ নব দক্ষযজ্ঞে পরিণত হবে।' *প্রমথ,* ১৯১৭।

রাজসেনা [স] *বি* রাজার সৈন্য। 'রাজসেনা দেবীসেনা হইল মহারণ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

রাজসেনানী [স] *বি* রাজার সেনাপতি। 'একজন রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজবিদ্রোহীর সহিত ষড়যন্ত্র করে।' *মাইকেল,* ১৮৭৪।

রাজসেবা [স] *বি* রাজার পরিচর্যা। 'রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

রাজস্টেট [স রাজ+ই স্টেট] *বি* রাষ্ট্র। 'রাজস্টেট কি খাজনাটা মাফ দেয় আমাকে?' *কায়সার,* ১৯৬৫।

রাজস্বামী [স] *বি* যে রাজা সেই স্বামী। 'মনের মতো রাজস্বামী পেলুম।' *অবন,* ১৮৯৬।

রাজহস্তী, রাজহস্তি [স, সমাসে ই-কার] *বি* রাজা যে হাতিতে আরোহণ করেন; রাজাকে আরোহণকারী হাতি। 'রাজহস্তিগন মধ্যে সিংহ অবতরি।' *মালাধর,* ১৫০০; 'রাজহস্তী চামর ঢোলাতে ঢোলাতে চলল।' *অবন,* ১৮৯৬।

রাজহাট [স রাজা+স হট্ট] *বি* রাজার দেশ। 'ভারতবর্ষ বাহিরের রাজহাট হইতে তাহার সন্তানদের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

রাজহিতৈষী [স] *বিণ* রাজ্যের কল্যাণকামী। 'এ সভায় রাজ মন্ত্রী ... রাজহিতৈষী বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ... সকলেই উপস্থিত আছেন।' *মশাররফ,* ১৮৮৫।

রাজ[৩] [স রাজা, সমাসে রাজ-] *বিণ* বড়ো; প্রধান। 'মো জাওঁ রাজপথে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

রাজডঙ্কা [স রাজঢক্কা] *বি* বড়ো ঢাক। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

রাজ-দাবাড়ে [স রাজ+দাবাড়ে] *বি* শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু। 'আসমানি সেই রাজ-দাবাড়ে চালায় যেমন চলছি তাই।' *নজরুল,* ১৯৫৯।

রাজধানী [স] **১** *বি* প্রধান নগরী। 'নবদ্বীপ যেহেন মথুরা রাজধানী।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **২** *বি* রাষ্ট্রশাসনের কেন্দ্র। 'বিবিধ আনন্দ রঙ্গে নানা রসে নানা ঢঙ্গে হরিষে আইল রাজধানী।' *আলাওল,* ১৬৮০। **৩** *বি* কেন্দ্রস্থল। 'এক কালে সে এই সমস্ত সভ্যতার রাজধানী হইয়া বসিবে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

রাজধ্বনি [স] *বিণ* বিশাল। 'সভা এক করিলেক অতি রাজধ্বনি।' *সুলতান,* ১৭০০।

রাজপথ [স] **১** *বি* নগরের প্রধান সড়ক। 'মো জাওঁ রাজপথে।' *বড়ু,* ১৪৫০। **২** *বি* প্রশস্ত পথ। 'ঐ শাস্ত্রই মোক্ষমার্গের অতি সরল রাজপথ।' *সবুজ,* ১৯১৭।

রাজপথী কীর্তন [স] *বি* রাজপথে গাওয়া হয় এমন কীর্তন। 'বৈঠকি ধ্রুপদী খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্তন গাহিতে পারিব।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৭।

রাজপন্থ [স] *বি* নগরের প্রধান সড়ক। 'অন্যে অন্যে দর্শন হইল রাজপন্থে।' *সুলতান,* ১৭০০।

রাজবিরহী [স] *বি* অতি বিরহী। 'বিদীর্ণ হৃদয় হতে বাহিরে আনিল বহি সে-রাজবিরহী।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৬।

রাজবিহঙ্গ [স] *বি* ঈগল। 'শাদা রাজবিহঙ্গের প্রতিভায় বৈকুণ্ঠের দিকে উড়ে যায়।' *জীবন,* ১৯৩০।

রাজভিখারী [স রাজ-ভিক্ষাকারী] *বি* মহাভিক্ষুক। 'দেহি ভবতি ভিক্ষাম বলি দাঁড়ালে রাজভিখারী।' *নজরুল,* ১৯২৫; 'কে আর মিটাতে পারে এই রাজভিখারীর দাবি।' *মাহমুদ,* ১৯৬৩।

রাজভোগ [স] *বি* রাজার উপযুক্ত ভোগ। 'ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।' *মাইকেল,* ১৮৬২।

রাজমণি [স] *বি* মণিশ্রেষ্ঠ; রত্নবিশেষ। 'কনকেহ রাজমণি উর মিথুন না দেখএ।' *সুলতান,* ১৭০০।

রাজমার্গ [স] *বি* রাজপথ। 'নানা যান-সমাকীর্ণ জলসংসিক্ত রাজমার্গ।' *অক্ষয়,* ১৮৪৮।

রাজমাষ [স] *বি* বরবটি। 'রাজমাষ নাম তাঁর বরবটি যিনি।' *গুপ্ত,* ১৮৫৮।

রাজযক্ষ্মা [স] *বি* অত্যন্ত কঠিন ধরনের যক্ষ্মারোগ। 'রাজা অগ্নিবর্ণ প্রাপ্তি করেছিলেন রাজযক্ষ্মা।' *প্রমথ,* ১৯১৪।

রাজযোগ [স] *বি* যোগসাধনের পদ্ধতিবিশেষ। 'কোথাও বা হঠযোগ কোথাও বা রাজযোগ।' *প্রমথ,* ১৯১৬।

রাজযোটক [স] *বি* (জ্যোতিষ) স্বামীস্ত্রীর মধ্যে গ্রহের অত্যন্ত অনুকূল অবস্থান, ফলে দুজনের মধ্যে সামঞ্জস্য। 'ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুজনেই রাজযোটক।' *প্যারী,* ১৮৫৮।

রাজহংস [স] *বি* লম্বা ও উঁচু গলাওয়ালা এবং দীর্ঘদেহী এক জাতীয় হাঁস; রাজহাঁস। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে/ মত্ত রাজহংসে জিণী চলএ বিলম্বে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

রাজহংসী [স, সমাসে রাজহংসি-] *বি স্ত্রী* লম্বা ও উঁচু গলাওয়ালা এবং দীর্ঘদেহী এক জাতীয় হাঁস; রাজহাঁস। 'রাজহংসিগন করে সলিলে বেহার।' *মালাধর,* ১৫০০; 'সতী মহিমায় পদ্মের বনে রাজহংসীর মত।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৫।

রাজহাঁস [স রাজহংস] *বি* বড়ো আকারের হাঁসবিশেষ। *ওগাঁ,* ১৭৮৫; 'সাদা রাজহাঁসের পাখার মতো কোমল।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯।

রাজ[৪] [ফা] *বি* রাজমিস্ত্রি। *মানোএল,* ১৭৪৩।

রাজমজুর [ফা রাজ-মজদুর] *বি* রাজমিস্ত্রি। 'অনেক রাজ মজুর লাগিয়াছে।' *দর্পণ,* ১৮১৯; 'রাস্তা বানাবার কাজে যে-সব রাজমজুর লাগবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

রাজমিস্তিরি [ফা রাজ+প মিস্ত্রি] *বি* পাকা ঘর নির্মাণকারী কারিগর। 'তারই জুড়িদার আরও জন তিন-চার রাজমিস্তিরি।' *নজরুল,* ১৯৩০।

রাজমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রী [ফা রাজ+প মিস্ত্রি] *বি* পাকা ঘর নির্মাণকারী কারিগর। 'রাজধানীতে গোরা রাজমিস্ত্রী ছিল না ...।' *দর্পণ,* ১৮৩০; 'রাজমিস্ত্রির বেশপরিগ্রহ ও কর্ণিক ধারণ পূর্বক ...।' *বিদ্যা,* ১৮৪৯।

রাজ[4] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'তারাচন্দ্র রাজ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রাজন [স] *বি* রাজা। 'সুখ মর্ম দুঃখী জানে না জানে রাজন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাজন্য [স] *বি* রাজা। 'নিরন্তর প্রিয়তর রাজন্যের ঠাঁই।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

রাজন্যবর্গ [স] *বি* সামন্ত রাজাগণ। 'ইংরেজরাও ... রাজন্যবর্গকে সুনজরে দেখলো-না।' *উমর*, ১৯৬৬।

রাজন্নতি [স রাজোন্নতি] *বি* রাজার উন্নতি। 'মহাসএর রাজন্নতি শ্রীশ্রী করিতেছেন।' *মেয়র্স*, ১৭৭১।

রাজপুত[1] দ্র রাজ

রাজপুত[2] ১ *বি* রাজপুতনার অধিবাসী। 'তাহার পর দ্বীপসিংহ অবধি জীবনসিংহ পর্যন্ত চোহান রাজপুত জাতি ৬ জনেতে ১৫১ বৎসর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ। 'আপনার দুইজন রাজপুত সেনাপতিকে কহিলেন ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

রাজপুতানি *বি* রাজপুত অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা। 'কেবল রাজপুতানি নেপালি হিন্দির সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

রাজবংশী [স] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী নওয়াতিয়া প্রভৃতি জাতি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রাজবন্দ *বিণ* সন্তুষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাজভোগ দ্র রাজ[2], রাজ[3]

রাজর্ন্ন [স রাজন্য] *বি* রাজবংশীয় লোক। 'রাজর্ন্ন হউক কিবা হউক ক্লেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজসাপ ১ *বি* সাপের রাজা; অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং কং বোড়ো খাই।' *চর্যা ৪১*, ১২০০। ২ *বি* নিষ্ঠুর ব্যক্তি। 'ও রাজবাহাদুর নয় রে, রাজসাপ।' *বিমল*, ১৯৫৩।

রাজস্থান [স] *বি* রাজধানী। 'দ্বারী সম্ভাষিয়া ব্যাধ চলে রাজস্থান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজস্ব [স] *বি* খাজনা। 'রাজার রাজস্ব দিতেই হবে।' *কেরি*, ১৮০২; 'রাজস্ব নিঃশেষে দিতে পারি।' *রামরাম*, ১৮০২।

রাজস্ব-সচিব [স] *বি* সরকারের কর বিভাগের সচিব। 'রাজস্ব-সচিব কাজী ... পাকিস্তান সমর্থন না করিলেও ...।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

রাজস্বোৎপন্ন [স] *বিণ* খাজনা আদায়ে আয়কৃত। 'রাজস্বোৎপন্ন টাকা যে ব্যয় করেন ইহাতে ভিন্ন২ মহাজনেরদের উদ্যোগের ব্যাঘাত হইতেছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

রাজা[1] [স] ১ *বি* দেশের অধিপতি। 'রাজা কংসাসুর আতি দুরুবার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দাবা খেলার প্রধান ঘুঁটি। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'তার পর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বোসো।' *নজরুল*, ১৯৩২। ৩ *বি* নেতা। 'দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ও অসুরদিগের রাজা বিরোচন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বিণ* শ্রেষ্ঠ; সর্বাগ্রগণ্য। 'উন্নত বড় ধনি মরারা ঐ অল্প স্থানে রাজা হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ৫ *বি* রাষ্ট্রের শাসক। 'যাহা হউক রাজা ও ঈশ্বর প্রায় তুল্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৬ *বি* উপাধিবিশেষ। 'বিষয় বিভবের প্রাধান্য জন্য রায় এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫। ৭ *বি* জমিদার। 'শুনি রাজা কহে, বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৮ *বি* ঈশ্বর। 'হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

রাজা আজ্ঞা [স] *বি* রাজার আদেশ। 'দূত রাজা আজ্ঞা পাইয়া বালককে গোপনে লইয়া ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

রাজাই [স রাজা>] *বি* রাজত্ব। 'তাহারে রাজাই দিতে নাহি মন লয়।' *ভারত*, ১৭৬০।

রাজাকবি [স] *বি* কবিদের রাজা। 'রচিয়াছ রাজাকবি! কাহিনী প্রিয়ার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

রাজাগিরি [স রাজা+ফা গিরি] *বি* রাজার মতো আচরণ। 'কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

রাজাজ্ঞা [স] *বি* রাজার আদেশ। 'রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ আছে।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাজা-টাজা *বি* বাদশাহ, উজির প্রমুখ; বড়ো কিছু। 'দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রাজাদেশ [স] *বি* রাজার আজ্ঞা। 'আগে ভাগে রাজাদেশ করিতে প্রচার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রাজাধিরাজ [স] *বি* রাজাদের রাজা; সম্রাট। 'রাজাধিরাজের যেমত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রাজানুগৃহীত [স] *বিণ* রাজার কৃপাপ্রাপ্ত। 'এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাববর্জিত-লোকে গমন করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

রাজানুচর [স] *বি* রাজার অনুচর। 'রাজা ও রাজানুচরবর্গকে ভোজন করাইতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রাজাপ্রজা [স] *বি* রাজা ও প্রজা। 'মহাশয় ... রাজাপ্রজা উভয়ের সুগোচর করাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

রাজাবাহাদুর [স রাজা+ফা বহাদর] *বি* ব্রিটিশ আমলের সরকারি খেতাব। 'রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এই২ পাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

রাজামন্ত্রী [স] *বি* দাবা খেলা। 'তার পর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বোসো।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রাজায়২ ঝকড়া হয় উলুখাঁকড়ায় প্রাণ যায় – দুই ক্ষমতাবান ব্যক্তির বিবাদ হলে তাদের মধ্যে থাকা নিরীহ লোকদের অবস্থা বিপন্ন হয়। 'কথায় বলে রাজায় ২ ঝকড়া হয় উলুখাঁকড়ায় প্রাণ যায়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খড়ের প্রাণ যায় *বি* সম্ভ্রান্তের স্বার্থের কারণে তুচ্ছদের ক্ষতি। 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় – উলু খড়ের প্রাণ যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রাজার কুমার *বি* রাজপুত্র। 'সাজুও দেখিছে কোথাকার যেন রাজার কুমার আজি।' *জসীম*, ১৯২৯।

রাজার কুমারী *বি* রাজকন্যা। 'শিয়রে দেখিছে রাজার কুমারী!' *জসীম*, ১৯২৯।

রাজার ছেলে *বি* রাজপুত্র। 'কোটাল-ছেলের মতো, রাজার ছেলের মতো।' *জীবন*, ১৯৩২।

রাজার জাতি *বি* যে শ্রেণীর মানুষ রাষ্ট্রপরিচালনা করে। 'রাজার জাতি থেকে তারা পরিণত হলো প্রজার জাতিতে।' *উমর*, ১৯৬৮।

রাজার দুলাল *বি* রাজপুত্র। 'রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

রাজারাজড়া *বি* রাজা ও রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ 'রাজারাজড়ার কাণ্ড।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

রাজালয় [স] *বি* রাজগৃহ। 'তবে সকলেরি রক্ষা রাজ্য রাজালয়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

রাজাশ্রয় [স] *বি* রাজার তত্ত্বাবধান। 'তাকে রাজাশ্রয়ে দাও।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাজাসন [স] ১ *বি* সিংহাসন। 'রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *বি* রাজকীয় আসন। 'সাহিত্যের শ্রোতৃসভায় আজ সর্বসাধারণই রাজাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজাস্তরণ [স] *বি* রাজবাড়ির গালিচা। 'ধূলি-ভরা দুটি লইয়া চরণ/ চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাজোচিত [স] *বিণ* রাজার পক্ষে উপযুক্ত। 'দুঃসহ দম্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যথার্থ রাজোচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজোজোগ্যা *বিণ* রাজার যোগ্য। 'বিজ্ঞ প্রিয়জনঞ্চ আছে রাজোজোগ্যা শ্রীমন্ত বাবাজীর স্থিরতর রাজলক্ষ্মি শ্রীশ্রী ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

রাজোপাধি [স] *বি* রাজার উপাধি। 'পিতৃদত্ত রাজোপাধি ভোগ করছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাজোপাধিধারী [স] *বিণ* রাজকীয় খেতাবধারী। 'এখনো রাজোপাধিধারী যে কয়েকজন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজা[২] [স বিরাজ>] *ক্রি* বিরাজ করা। 'আজদেব নিরালে রাজই।' *চর্যা* ৩১, ১২০০; 'তোমারি আসান হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **রাজই** *ক্রি* বিরাজ করে। 'আজদেব নিরালে রাজই।' *চর্যা* ৩১, ১২০০। **রাজে** *ক্রি* শোভা পায়। 'সুচারু বেসর রাজে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাজাই[১] *দ্র* রাজা[১]

রাজাই[২] *বি* লেপ। 'এই বাড়ি-ঘর, এই বিছানা-পত্র, এই রাজাই-মশারি ...।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

রাজাকার [আ রেজাকার] *বি* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে সহায়তাকারী স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীবিশেষ। 'রাজাকার মুক্তি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।' *বাংলার মুখ*, ১৯৭১।

রাজাপেড়ে [স রাজা>] *বিণ* বড়ো পাড়বিশিষ্ট। 'রাজা পেড়ে, চেইনপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রাজাবন্দী [আ+ফা] *ক্রিবিণ* ইচ্ছাধীন। 'জদি হাপন রাজাবন্দীতে জাইতে চাহো তবে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

রাজারাঙ [স রাজা+স রঙ্গ>] *বি* রজত; রৌপ্য। 'রাজারাঙ সডে দিয়া রাজাকে জানাএ গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজারাজি [আ রাজী>] *বিণ* সম্মত। 'অনেক দুঃখেতে তবে করি রাজারাজি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাজি, রাজী [আ] *বিণ* সম্মত। 'এতে কেহ নহে রাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আখেরে হইল রাজী আবদুল্লাহ দেওয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রাজিনামা, রাজীনামা *বি* সম্মতিপত্র। 'রাজীনামা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'নয়দারা রাজিনামা দিতে চাইনি বল্যে ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধর্যে নিয়ে গিয়েলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

রাজি হওন *বি* সম্মত হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রাজীনামা পত্র *বি* সম্মতিজ্ঞাপক চিঠি। 'এই করারে রাজীনামা পত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

-রাজি [স] ১ *বি* পাল; দল। 'গজ রাজি সারি২ লক্ষে২ দাষ দাষী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সারি। 'তরুরাজি ম্লান হয়ে আছে যেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রাজিত [স] *বিণ* শোভিত। 'সুন্দর সুন্দর তনু রাজিত চন্দন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রাজীব [স] ১ *বিণ* পদ্ম ফুলের মতো সুন্দর। 'মায়ের অঙ্কের নড়ি রাজীবলোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পদ্ম। 'দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীব পদতলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রাজীবচরণ [স] *বি* পাদপদ্ম; পদ্মের মতো পা। 'পাই যদি, পূজি দুটি রাজীবচরণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রাজীবলোচন [স] *বি* পদ্মের মতো চোখ; পদ্মলোচন। 'মায়ের অঙ্কের নড়ি রাজীবলোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজীবন্দী [আ রাজী+ফা বন্দী] *বি* সম্মতিপত্র। 'পোনারো বরিষ ওমরে হাপন রাজীবন্দীতে মবলগ পাছ টাকা ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

রাজেন্দ্র [স] *বি* শ্রেষ্ঠরাজা। 'রাজেন্দ্র, যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে ...।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

রাজেন্দ্রনন্দিনী [স] *বি* রাজকন্যা। 'দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী – গন্ধামোদে মোদিয়া কানন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজেন্দ্রবালা [স] *বি* রাজকন্যা। 'আন গৃহে বরি বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

রাজেন্দ্রসঙ্গম [স] *বি* শাহেনশাহদের মিলনস্থল। 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীনও তা হলে তীর্থ দরশনে আসতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রাজেন্দ্রাণী [স] *বিণ* রানীশ্রেষ্ঠ। 'রূপে রাজেন্দ্রাণী। কলায় উর্বশী।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

রাজেশ্বর [স] *বি* রাজ্যেশ্বর; রাজা। 'রমানাথে রক্ষা কর রাজ রাজেশ্বরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাজেশ্বরী [স] *বি* স্ত্রী রানী। 'হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী সন্তানের পূরাও অভিলাষ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রাজেস্বর [স রাজা+ঈশ্বর] *বি* রাজ্যেশ্বর; রাজা। 'নানা দেস হতে আইল রাজ রাজেস্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাজোড়া [স রাজা>] *বিণ* বিপুল ধনবান। 'আমির লোক ও মনছবদার ও রাজোড়া লোক অনেকের সহিত পরিচয় হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাজ্জিপাট [স রাজ্যপাট] *বি* রাজসিংহাসন। 'আমার রাজ্জিপাট বজায় থাকবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

রাজ্ঞী [স] *বি* রাজমহিষী। 'গণিকার সহিত রাজ্ঞীর আত্যন্তিকী প্রীতি ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রাজ্য [স] ১ *বি* রাজার অধিকৃত ভূমিখণ্ড। 'পুরুবেঁ গুণীএঁ বা রাম রাজ্য।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সর্বজন সুখী/ নাহি রক্ত দুখী/ রাজ্যে নাহি তার ছল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* রাজত্ব। 'কাঙ্গালি লোক দুঃখ না পায় এই মত রাজ্য করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* দেশ। 'তবে এই ভারতবর্ষ রাজ্য আরো দেদীপ্যমান হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ৪ *বি* জগৎ; ভুবন। 'ছড়ার একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রাজ্যকামুক [স] *বিণ* রাজ্যলোভী। 'রাজ্যকামুক লর্ড ডেলহৌসী।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

রাজ্যকালীন [স] *বিণ* শাসনকালীন। 'ব্রিটিশ রাজ্যকালীন সর্ব্বসাধারণ উপকারার্থে বিদ্যা বৃদ্ধি নিমিত্ত যেরূপ আয়োজন।'

কৌমুদী, ১৮৩০।

রাজ্যগৌরব [স] *বি* রাজা হওয়ার সম্মান। 'নিজেকে রণগৌরব ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজ্যগ্রাসনীতি [স] *বি* রাজ্য দখলের আগ্রাসনমূলক মনোভাব। 'কোম্পানির রাজ্যগ্রাসনীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত সামন্তবাদীরা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

রাজ্যচক্র [স] *বি* রাজ্যের চক্রান্ত। 'এ রাজ্যচক্র, ইহার মর্ম্মভেদ করা বড়ই কঠিন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

রাজ্যচালনা [স] *বি* রাজ্য শাসনের কাজ। 'সন্ধিবিগ্রহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুরুষোচিত কার্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রাজ্যচ্যুত [স] *বিণ* নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত। 'রাজ্যচ্যুত হইয়া পরের বাটীতে থাকিয়া রাণী কি প্রকারে ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাজ্যচ্যুতি [স] *বিণ* রাজ্যপরিচালনার ক্ষমতা থেকে অপসারণ। 'প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজ্যতন্ত্র [স] **১** *বি* রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। 'তোমরা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে কোনো স্বাধীন অধিকার প্রাপ্তির যোগ্য নও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* রাজতন্ত্র। 'রাজ্যতন্ত্রই বলো, সমাজতন্ত্রই বলো আর ধর্মতন্ত্রই বলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রাজ্যধর [স] *বিণ* রাজ্যের ধারক। 'রাজ্যধর বিদ্যাপতি রঙ্গপুরে ধাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাজ্যনাস [স রাজ্যনাশ] *বি* নিজরাজ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। 'রাজ্যনাস বনবাস বিধি হৈল বাম।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাজ্যনিয়ম [স] *বি* রাজ্যপরিচালনার বিধান। 'রাজ্যনিয়মের শৃঙ্খলা বন্ধন করাই সংবাদপত্র প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য।' *প্রভাকর*, ১৮৬০।

রাজ্যপতি [স] *বি* রাজ্যের অধিপতি। 'রাজা বসন্তরায়কে পূর্ব্ব দেশের রাজ্যপতি করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাজ্যপরিচালনা [স] *বি* রাজ্যের শাসন কার্যাদি সম্পাদন। 'রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে কিছু কিছু কাজ করতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাজ্যপাট [স রাজ্যপট্ট] *বি* রাজত্ব ও সিংহাসন। 'রাজাএ মাগাএ ভিক্ষা রাজ্যপাট হরি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রাজ্যপালন [স] *বি* দেশরক্ষা। 'কিরূপে রাজ্যপালন ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

রাজ্যপালনবিদ্যা [স] *বি* রাজ্য শাসনের জ্ঞান। 'তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালনবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রাজ্যপুরী [স] *বি* রাজত্ব। 'এই রাজ্য পুরী তুমি গ্রহণ কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রাজ্যপ্রান্ত [স] *বি* রাজ্যের সীমানা। 'রাজ্যপ্রান্তে মন্ত্রী মম বাঁধিবে শিবির।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রাজ্যবান [স] *বিণ* রাজ্যের অধিকারী। 'রাজ্যবান রাজা হতে পূজ্য যেই জন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রাজ্যবাসী [স] *বিণ* রাজ্যের অধিবাসী। 'রাজ্যবাসী আজ্ঞাধীন প্রজামণ্ডলী তাঁহার অপত্যসদৃশ বাৎসল্য-ভাজন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রাজ্যবিচ্যুত [স] *বিণ* রাজ্যহারা। 'রাজ্যবিচ্যুত, বৃত্তিবঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গেরও অসন্তোষ ছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাজ্যবিস্তার [স] **১** *বি* শাসনভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ। 'পূর্ব্বপুরুষদিগের ... রাজ্যবিস্তারের ক্রম অন্বেষণ করা মহানন্দের বিষয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'রাজারা বিনা প্রয়োজনেই রাজ্যবিস্তার করতে বেরোত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* স্থান দখল। 'সংস্কারগুলি আমাদের মনে রাজ্যবিস্তার করে আমাদের বিশ্লেষণবিমুখতার জন্য।' *উমর*, ১৯৬৬।

রাজ্যভঙ্গ [স] *বি* রাজ্য নাশ। 'তাহাতে রাজ্যভঙ্গের সম্ভাবনা।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজ্যভার [স] *বি* রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব। 'মন্ত্রিবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'যদি ... রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার বাসনা হইয়া থাকে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

রাজ্যভোগ [স] *বি* রাজত্ব। 'পরম সুখে নিষ্কন্টকে রাজ্য ভোগ করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'বহুকাল অকন্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজ্যভ্রষ্ট [স] *বিণ* রাজ্যহারা। 'ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যৎকালীন দিল্লীর বাদশাহের সহিত সন্ধিপত্র করেন তখন ঐ বাদশা রাজ্যভ্রষ্ট ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

রাজ্যরক্ষা [স] *বি* রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা। 'রাজ্যরক্ষা ... ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যে যাঁহারা ব্যাপৃত থাকিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রাজ্যলাভ [স] *বি* রাজ্যজয়। 'বাণিজ্য করতে এসে পশ্চিমের লোক যেদিন এদেশে রাজ্যলাভ করে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

রাজ্যলোভ [স] *বি* রাজত্বের মোহ। 'রাজ্যলোভের জন্যে নয়, নূতন করে পৌরুষের গৌরব প্রমাণের জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাজ্যলোলুপ [স] *বিণ* রাজ্য দখলের প্রতি লোভাতুর। 'ইউরোপের রাজ্যলোলুপ শক্তিগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইলে ... গড়িয়া তুলিতে হইবে।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

রাজ্যশাসন [স] *বি* রাজ্যপরিচালনা। 'রাজা বিক্রমাদিত্য ... রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজ্যশাসনপ্রণালী [স] *বি* রাজ্যপরিচালনা পদ্ধতি। 'রাজ্যশাসন প্রণালী জটিল ও বিস্তৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজ্যশাসনভার [স] *বি* রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব। 'নির্বাসনকাল যখন শেষ হবে তখন রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করবো কোন ভরসায়?' *মুনীর*, ১৯৬৬।

রাজ্যসংঘটন [স] *বি* রাজ্যপ্রতিষ্ঠা। 'বাহুবলে সে রাজ্যসংঘটন করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাজ্যসংস্থাপন [স] *বি* রাজ্যপ্রতিষ্ঠা। 'রাজ্যসংস্থাপন ভিন্ন আর কিছুকেই তিনি মনে স্থান দিবেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

রাজ্যসময় [স] *বি* রাজত্বকাল। 'পূর্ব্ব২ রাজ্যাধিকারে অর্থাৎ হিন্দুরদের রাজ্যসময়ে কি মুসলমানেরদের প্রভুত্বকালে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

রাজ্যসম্ভার [স] *বি* রাজ্যভার। 'রাজ্যসম্ভার ধারণ করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রাজ্যসুখ [স] *বি* রাজ্যপরিচালনার সুখ। 'রাজ্যসুখের আনন্দ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রাজ্যস্থাপন [স] *বি* রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। 'অনার্য্য একজাতি এই সময়ে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রাজ্যহারা [স] *বিণ* নিজরাজ্য থেকে বঞ্চিত। 'অতি অল্প সময় মধ্যেই রাজ্যহারা হইবেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

রাজ্যহীন [স] *বিণ* রাজ্যহারা। 'রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রাজ্যাধিকার [স] *বি* রাজত্ব। 'পূর্ব্বে২ রাজ্যাধিকারে অর্থাৎ কি হিন্দুরদের রাজ্যসময়ে কি মুসলমানেরদের প্রভুত্বকালে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

রাজ্যাধিকারি [স রাজ্যাধিকারী] *বি* রাজা। 'রাজ্যাধিকারির দানশীলতায় এই ব্যাপার।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

রাজ্যাধিকারিত্ব [স] *বি* রাজত্ব। 'হিন্দুরদিগের রাজ্যাধিকারিত্ব ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

রাজ্যাধিকারী [স] *বি* রাজা। 'ধৃতিমান ৬৯/৫ মাস পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী হন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রাজ্যাধিকারোন্মুখ [স] *বিণ* রাজ্য দখলে প্রচেষ্ট। 'শ্বশুর অনেক কৌশল করিয়া রাজ্যাধিকারোন্মুখ হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

রাজ্যাধিরাজ [স] *বি* প্রধান রাজা। 'প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রাজ্যাধ্যক্ষ [স] *বি* শাসনকর্তা। 'অতি প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ত্ব সম্যক বুঝিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রাজ্যাভিলাষ [স] *বি* রাজ্য অধিকারের আকাঙ্ক্ষা। 'ক্ষুদ্র লোকের রাজ্যাভিলাষ অতিশয় হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রাজ্যাভিষিক্ত [স] *বিণ* রাজপদে অভিষিক্ত। 'মহারাজ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মহানন্দে কাল জাপন করেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাজ্যাভিষেক [স] *বিণ* সিংহাসনে অভিষিক্ত। 'দশরথ রাজা কি নিমিত্তে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাভিষেক না করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

রাজ্যি [স রাজ্য] *বি* রাজ্য। 'আমি ওকে সাতরাজ্যি খুঁজে বেড়াচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজ্যের *বিণ* অসংখ্য। 'আনমনা বসিয়া থাকিলে নানা রাজ্যের চিন্তা আসিয়া ভিড় করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রাজ্যেশ্বর [স] *বি* রাজা। 'জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহারপূর্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রাজ্যেশ্বরত্ব [স] *বি* রাজত্ব। 'রাজ্যেশ্বরত্ব কোনোকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদরূপে ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজ্যেশ্বরী [স] *বি* রাজ মহিষী। 'রাজ্যেশ্বরী হও তুমি রাজারে লইয়া।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রাজ্যোন্নতি [স] *বি* রাজ্যের সমৃদ্ধি। 'রাজপ্রতাপ ও রাজ্যোন্নতি সম্বন্ধে খোদাতালার দরবারে ... প্রার্থনা করিবেন।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

রাডার [ই] *বি* বিমান ইত্যাদি অগ্রসরমান কোনো বস্তুর গতি, দিক ও অবস্থান নির্ধারণের ইলেকট্রিক যন্ত্র। 'এখানকার বিমান বন্দরে রাডারের ব্যবস্থা আছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রাড়[১] [স রূঢ়] *বিণ* বর্বর। 'ব্যাধ হিংসক রাড়/ চৌদিকে পশুর হাড়/ এই ঘর সসান সমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাড়ারাড়ি *বি* ইতরামি। 'কন্দলে হয় রাড়ারাড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০।

রাড়[২] [স রণ্ডা] *বি* বিধবা। 'কদবানু বিবি তার করে দিব রাড়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রাড়ি *বি* বিধবা। 'এজিদ লান্নতি বলে হইয়াছ রাড়ি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রাঢ় [স] *বি* ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ পশ্চিমবঙ্গের অংশবিশেষ। 'রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রাঢ়দেশ [স] *বি* রাঢ়বঙ্গ। 'রাঢ়দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রাঢ়ীয় [স] ১ *বিণ* রাঢ় দেশীয়। 'আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণীবিশেষ। 'আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি–রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রাণ [ফা রান] *বি* রান; উরু। 'যাহার উদরে মোরগের রাণ গোমাংসের সুরুয়া একবার প্রবেশ করিয়াছে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

রাণা[১] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নীলমণি রাণা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রাণা[২] *বি* পুকুরের বাঁধানো পাড়। 'ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। দ্র **রানা**[২]

রাণী [স রাজ্ঞী] ১ *বি* স্ত্রী। 'তোহ্মে ভালে জাণো আহ্মে আইহনের রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রাজবধূ। 'হইএ আমি দেবরাজ তুমি মোর রাণী।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৩ *বি* ব্রিটেনের রানী। 'ঐ সিংহাসন রাণীকে নজর দিলেন সে সিংহাসন রাণীর ঘরে অদ্যাপি আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৪ *বি* কর্ত্রী। 'স্ত্রীই যথার্থ সংসারের রাণী।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৫ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। দ্র **রানী**

রাণি [স রাজ্ঞী] ১ *বি* স্ত্রীলোক। 'ভাল বোল বলিলে তো চন্দ্রাবলি রাণি।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রাজবধূ। 'সোলহ সহস গোপি মহ রাণি। পাট মহাদেবি করবি হে আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রাণীগিরি [স রাজ্ঞী+ফা গিরি] *বি* রানির কাজ। 'দেবীর রাণীগিরিতে গুটিকতক চমৎকার গুণ জন্মিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

রাণ্ড [স রণ্ডা] *বি* বিধবা। 'রাণ্ড হইআ হরিণী কান্দয়ে উভরায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাণ্ডি [স রণ্ডা] ১ *বি* বিধবা। 'ভর দুইপ্রহর বেলায় মুঞি হৈলুঁ রাণ্ডি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* যৌনকর্মী; দেহকে জীবিকা করে এমন রমণী। 'বাবুরা বীর তাহারা ব্রাণ্ডি না খাইলে রাণ্ডি রাখেন না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রাত [স রাত্রি>] *বি* রাত্রি। 'তোর লো যেমন রাত জাগা অভ্যাস আছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রাতকানা, রাৎকানা [রাত+স কাণ>] ১ *বিণ* রাতের বেলা চোখে দেখে না এমন। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'পুলিসের রাতকানা সার্জ্জন, ঠোঁটকাটা দারোগা ... মহাশয়েরা রোঁদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ঝাঁকা মুটেটি যে রাৎকানা তা পূর্ব্বে বলে নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* বাস্তবতাকে দেখতে পায় না এমন। 'রাত-কানা নও তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রাত-কাপড় [রাত+স কর্পট>] *বি* রাতে ঘুমানোর পোশাক। 'খালিপায়ে রাত-কাপড়-পরা পুরুষগণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাতকে দিন করা *ক্রি* অসম্ভবকে সম্ভব করা। 'বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রাতচরা *বিণ* নিশাচর। 'রাতচরা পাখিরা ঘরে ফিরছিল।' *মণীশ*, ১৯৩৯; 'এ-সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁশ/ লাফায়ে লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রাতচোর [রাত+স চোর] *বি* রাতে চুরি করে যে। 'কখনো তৈলাক্তদেহ রাতচোরের বেশে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

রাত জাগা ১ *বি* অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা। 'তোর লো যেমন রাত জাগা অভ্যাস আছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'রাতজাগা ধীরাজের অন্ধ হওয়ার আসল কারণ নয়।' *মানিক*, ১৯৪০। **২** *বিণ* রাতের বেলা জেগে থাকে এমন। 'রাত জাগা মোর গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'রাতজাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাতদিন [রাত+স দিন] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'তুই হাঁ করে রাতদিন ভাবিস কি? *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'রাতদিন মুখ যেন ভার হয়েই আছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রাতদুপুর [স রাত্রি-দ্বিপ্রহর] *বি* মধ্যরাত। 'শুধু রাতদুপুরে/ শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে ঝাউডাঙাটার 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'রাতদুপুর অবধি কপাট খুলে দেবার জন্য দুয়ারগোড়ায় বসে থাকব?' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রাতপাহারা *বি* রাতে পাহারা দেওয়া। 'সমাজমন্দিরে রাতপাহারার কাজ করে কিছু পায়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

রাতপোহানি *বিণ* ভোরের আগমন ঘোষণাকারী। 'ওই আছে রাতপোহানি কাউয়া হাতে।' *অবন*, ১৯১৯।

রাত-বরণী *বিণ* কালো রঙের। 'কালোর চেয়ে কালো রাত-বরণী রূপসী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

রাতবিরাত ১ *বি* অনুপযুক্ত সময়। 'এতদিন তোমার সন্ন্যেসীপনার ঘটা দেখে রাতবিরাতে কখনও ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে সাহস পাইনি।' *মুনীর*, ১৯৬১। **২** *বি* রাতের বেলা। 'দেখি রাতবিরাতে কোথায় যায় দরবেশ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রাত বিরেত ১ *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'বেড়িয়ে বেড়ায় রাত বিরেত।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* অল্প রাত ও গভীর রাত। '... উৎসবে খুঁজেছি রাতবিরেতের গানে।' *জীবন*, ১৯৩০।

রাত-বুড়ী *বি* রাতরূপ বুড়ি। 'রাত-বুড়ী আসি ফুঁ দিয়া নিবায় সোনালী সাঁঝের আলো।' *জসীম*, ১৯২৭।

রাতবেড়ান *বি* অনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে রাত কাটানো। 'পুরুষদের রাতবেড়ান দোষটা সেরে যায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

রাত-ভর *ক্রিবিণ* সারা রাত ধরে। 'ছেলেটা রাতভর শুধু চর্কির মতো ঘোরে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

রাতভোর *ক্রিবিণ* সারা রাত ধ'রে। 'রাতভোর ঘোর ঘোর চোখ মোর।' *জীবন*, ১৯৩০; 'রাত ভোরে বৃষ্টি।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৬২।

রাত ভোর হওয়া *ক্রি* রাত শেষ হওয়া। 'যখন রাত ভোর হবে হবে করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রাতভ্রমণ [রাত+স ভ্রমণ] *বি* রাতে বেড়ানো। 'তাদের রাতভ্রমণের উদ্দেশ্য ভিন্ন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রাতারাতি ১ *ক্রিবিণ* অতি অল্প সময়ের মধ্যে। 'বাবু হয়ে রাতারাতি, মাতামাতি করে কতরূপ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা'তো সন্ধান কত্তে পারিনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **২** *ক্রিবিণ* রাতের মধ্যে। 'অরুণলেখা পাবার লাগি রাতারাতি/ স্তব্ধ আকাশ জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

রাতি, রাতী [স রাত্রি] *বি* রাত। 'সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেস্ক রাতি পোহাইলী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০; 'সুরতী সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাতিকানা *বি* রাতকানা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাতিয়া *বি* রাত। 'কৈছে নিরবহ হরি বিনু ইহ রাতিয়া।' *শেখর*, ১৬০০।

রাতা [স রক্ত>] **১** *বিণ* রাঙা; রক্তিম। 'তোর পাত্র দেখি রাতা উতপল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মোরগফুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাতাফুল *বি* মোরগফুল গাছ ও তার ফুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাতুল [স রক্ততুল্য>] *বিণ* রাঙা; রক্তবর্ণবিশিষ্ট। 'দেখিতে কৌতুক বড় রাতুল চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাতুল চরণ [রাতুল+স চরণ] *বি* রাঙা পা। 'রাতুল চরণ মুছিয়া নিয়া চলে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রাতৃ [স রাত্রি] *বি* রাত। 'তুমি দিবা তুমি রাতৃ তুমি হুতাসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাতৃজোগে *ক্রিবিণ* রাতে; নিশা কালে। 'রাতৃজোগে কামদেব আইলা তথারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাতৃদিনে *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'রাতৃদিনে অনুক্ষন তোমাকে ধেয়ানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাতৃদিবা *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'রাতৃদিবা এই কথা ঘরে ঘরে গান।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাত্তির *বি* রাত। 'রাত্তিরটা ঘুমিয়ে কাটতেও পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রাত্র [স] *বি* রাত। 'রাত্রে নিদ্রা জাই জেন পশুর শয়নে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাত্রদিন [স] *বি* রাতদিন। 'রাত্রদিন এক না জানেন ভক্তগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রাত্রদিবা [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'বালবৃদ্ধ যুবা কিবা, এই রসে রাত্রদিবা রাগরঙ্গ উভা প্রসঙ্গা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রাত্র-রাণী *বি* রাতরূপ রাণী। 'রাত্র-রাণীর কালো আঁচলেতে মুছিল দিনের খেলা।' *জসীম*, ১৯২৯।

রাত্র্যন্ধ [স] *বিণ* রাতের বেলা চোখে দেখে না এমন। 'চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রাত্রি [স] **১** *বি* রাত। 'দিবসেরে বোলে রাতি রাত্রিরে দিবস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* আঁধার। 'রাত্রিময়ী রহস্যের; ছিন্ন শতদল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রাত্রি-অবসান [স] *বি* প্রভাত। 'আজ রাত্রি-অবসানে তব অঙ্গশোভা ফিরে যাবে বসন্তের অক্ষয় ভাণ্ডারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাত্রিকাল [স] *বি* রাতের বেলা। 'এত কহি রাত্রিকালে করয়ে চিন্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দেখিলাম রাত্রিকালে দুর্ঘট স্বপন।' *মানিকরাম* ১৭৮১।

রাত্রিক্ষেপণ [স] *বি* রাত যাপন। 'দণ্ডায়মান হইয়া তাবৎ রাত্রিক্ষেপণ করিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

রাত্রিগত [স] *বিণ* রাত অতিক্রান্ত। 'সতীর এইরূপ বিলাপে রাত্রিগত হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাত্রিচর [স] *বি* রাতে চলাফেরা করে যে। 'তিনি সেই রাত্রিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

রাত্রিচরা *বিণ* রাতে বিচরণ করে এমন। 'বনানীর নিঃসঙ্গ রাত্রিচরা পাখি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রাত্রিজাগরণ [স] *বি* রাত জাগা। 'অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রিজাগরণে পাগলের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাত্রিতল [স] *বি* রাতের বেলা। 'কী বিচিত্র জৌলসে রাঙে নিখর রাত্রিতল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

রাত্রিদিন [স] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'রাত্রিদিন চলে সাধু হইআ একবুদ্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাত্রিদিনে [স] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'সেই ভাবে মত্ত প্রভু থাকে রাত্রিদিনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাত্রিদিবস [স] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'রাত্রিদিবস লোকের দেখি কোলাহল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাত্রিদিবসে [স] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'উন্মাদপ্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাত্রিদিবা [স] *ক্রিবিণ* দিনরাত। 'আমারে নিখিল ভুবন দেখছে চেয়ে রাত্রিদিবা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

রাত্রিনাথ [স] *বি* নিশাচর। 'হলো রাত্রিনাথ, বীণাবাদ্য জিনি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাত্রিপর্যন্ত, রাত্রিপর্য্যন্ত [স] *ক্রিবিণ* রাত পর্যন্ত। 'প্রহরার্দ্ধ রাত্রিপর্য্যন্ত বঙ্গকামিনী দাসীত্ব করিল।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

রাত্রিপাত [স] *বি* রাতযাপন। 'শয্যায় শয়নপূর্ব্বক রাত্রিপাত করিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

রাত্রিবস্ত্র [স] *বি* রাতের পোশাক। 'নীল-লোহিত-রেখাঙ্কিত জিনের রাত্রিবস্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাত্রিবাস [স] **১** *বিণ* রাতে পরা হয় এমন। 'কেহ বা রাত্রিবাস বস্ত্র পরিত্যাগ করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২। **২** *বি* রাতযাপন। 'রাত্রিবাস করিতে রাজী হইয়া গেল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

রাত্রিবেলা [স] *বি* রাতের বেলা। 'রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রাত্রিব্যাপী [স] *বিণ* রাতভর; সারা রাত ধরে চলবে এমন। 'আজ ঝিঁঝিদের রাত্রিব্যাপী পালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রাত্রিভ্রমণ [স] *বি* রাতে ঘুরে বেড়ানো। 'রাত্রিভ্রমণের উদ্দেশ্য যখন সে জানে না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রাত্রিময় [স] *বিণ* আঁধার ঘেরা। 'হে আমার মর্মরিত রাত্রিময় মালা।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫; 'রাত্রিময় আকাঙ্ক্ষাগুলো বেড়ে ওঠেনি সজীব গাছের ছন্দে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

রাত্রিময়ী [স] *বিণ* আঁধারপূর্ণ। 'রাত্রিময়ী রহস্যের; ছিন্ন শতদল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রাত্রিমাখা *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'পুরানো বাড়ির রাত্রিমাখা গন্ধে।' *শামসুর*, ১৯৬৩; 'শুনতে কি রাত্রিমাখা অসিত বালিশে।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

রাত্রিমান [স] *বি* সূর্যাস্তকাল থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত সময়। 'দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

রাত্রিযাপন [স] *বি* রাত্রিবাস। 'তখন ভূতলে শয়ন করিয়া, রাত্রিযাপন করিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

রাত্রিযোগে [স] *ক্রিবিণ* রাতের বেলায়। 'রাত্রিযোগে হুড়কা খশাই তয়তয়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রাত্রির অঞ্চল *বি* রাত্রিকালীন সময়। 'রাত্রির অঞ্চল সঞ্চালনে/ শান্ততর, স্নিগ্ধতর হয়ে এল বায়ু।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

রাত্রিশেষ [স] *বি* প্রভাত। 'রাত্রিশেষ হৈল বেশ্যা উষিপিষি করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাত্রি-শেষে [স] *ক্রিবিণ* সকালবেলায়। 'স্বপ্নদুঃস্থ দীর্ঘ রাত্রি-শেষে বসন্ত অন্তরে তব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাধনি *বি* রাঁধুনি। 'চাঁদনির রাধনি সে আসে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রাধা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণের প্রেমিকা। 'আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাধা-প্রেম [স] *বি* রাধার প্রেম। 'রাধা-প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাধাবল্লভ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'রাধাবল্লভি লোভে পূজি রাধাবল্লভে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রাধামাধব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'রাধামাধব ঐসন নেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রাধারূপী [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) রাধাস্বরূপা। 'যে রাধারূপী হৃদয় সে আহ্বানে একবার সাড়া দিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

রাধাশ্যাম [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাধা ও কৃষ্ণ। 'ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রাধাষ্টমী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাধার জন্মতিথি। 'একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোষ ও উত্থান ও শয়নে নিজ্জলা করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রাধিকা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাধা। 'রাধিকা গুণিআঁ মনে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাধে [স রাধা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাধা। 'রাধে তেজ ভয় মান রাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাধাবল্লভী, রাধাবল্লভি [স রাধাবল্লভ] *বি* পুর দেওয়া বড়ো লুচি। 'শানকীতে কেন রাধাবল্লভী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'রাধাবল্লভি লোভে পূজি রাধাবল্লভে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রান [ফা] *বি* হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত পা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বহুত লড়িল মর্দ্দ মস্তফিল রান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রানা[১] *বি* নৃপতি। 'মোদক প্রধান রানা করে চিনি কারখানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রানা[২] *বি* পুকুরের বাঁধানো ঘাটের চাতাল। 'মন্টু পুকুরঘাটের রানায় স্বজনহীন বান্ধবহীন দাঁড়িয়েছিলো।' *মান্নান*, ১৯৬৮; 'সে-রাতে ঝলক-ঝলক বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছিল ঘাটের রানা।' *শক্তি*, ১৯৬৯। রাণা[২]

রানার [ই] *বি* ডাকঘর থেকে ডাকঘরে চিঠিপত্র বহন করে নিয়ে যায় যে। 'ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রানার্স আপ [ই] *বি* প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী। '১৬ পয়েন্ট পেয়ে খালেদা বানু রানার্স আপ হয়েছেন।' *বেগম*, ১৯৬৩।

রানী [স রাজ্ঞী>] **১** *বি* মেয়েদের নামের অলঙ্কার। 'উড়িয়া চলিল যথা পদ্মাবতী রানী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* দাবা খেলার গুরুত্বপূর্ণ ঘুঁটিবিশেষ; কুইন। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

রানি [স রাজ্ঞী>] *বি* রাজমহিষী। 'সুনহ জসোদা রানি অদ্ভুত কাহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রানিত্ব *বি* রানির ভাব। 'রানিত্ব মানুষের ঠিক কী ধরনের অস্তিত্ব।' *মানিক*, ১৯৪০।

রানিমহাল [রানী+আ মহল] *বি* রানির প্রাসাদ। 'কেল্লার উত্তর-পূর্বে রাজপ্রাসাদ বা রানিমহাল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রান্ধন [স রন্ধন] *বি* রান্না। 'রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রান্ধনি [স রন্ধন>] *বি* নারী বা পুরুষ রান্না করার লোক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বাটীতে পাচক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ রান্ধনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রান্ধনিয়া [স রন্ধন>] *বি* পাচক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রান্ধা *ক্রি* রান্না করা। **রান্ধিআ** *ক্রি* রান্না ক'রে। 'সপ্তাহে ব্রতী অন্ন জে রান্ধিআ একস্থানে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রান্ধিব** *ক্রি* রান্না করবো। 'দুর্গার আঁটিআ হাত কেমনে রান্ধিব ভাত।' *রামাই*, ১৭১০। **রান্ধ্যা** *ক্রি* রান্না ক'রে। 'খুল্লনা রূপসী ওথা বসি আছে রান্ধ্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রান্ধ্যাছ** *ক্রি* রান্না করেছো। 'রান্ধ্যাছ পুড়্যাতি গিমা করিয়া কাঁচড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রান্না [স রন্ধন>] *বি* রন্ধন। 'এখন যাই রান্না বান্নার কিছু হয় নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রান্নাঘর [রান্না+ঘর] *বি* পাকশালা; হেঁশেল। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'হ'ল রান্নাঘরে কান্নাহাটি, ধন্না পড়ে লাঠালাঠি উদরে অন্ন কার নাই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রান্না চড়ানো *ক্রি* রান্না চাপানো। 'রান্না চড়াইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রান্নাবাড়া *বি* রান্না করা ও পরিবেশন। 'সেদিন আমাদের আর রান্নাবাড়া হল না।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

রান্নাবাড়ি **১** *বি* রান্নাঘর। 'র'ন্না বাড়িতে ... রাঁধুনীদের মধ্যে বচসা চলিতেছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২** *বি* রান্নাবান্নার কাজ। 'সুন্দর ভোগা-ভোগা শরীরও চাই - আবার রান্নাবাড়িও চাই।' *জীবন*, ১৯৩২।

রান্নাবাড়ি খেলা *ক্রি* ছোটো হাঁড়ি নিয়ে বালকবালিকাদের মিথ্যে রান্না করার খেলা করা। 'কখনো শামুকের ডিম খুঁজতো রান্নাবাড়ি খেলবে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

রান্নাবান্না *বি* রান্না এবং এর আনুষঙ্গিক কাজ। 'এখন যাই রান্না বান্নার কিছু হয় নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'সেই এক রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া।' *জীবন*, ১৯৩২।

রান্নাশাল *বি* রান্নাঘর। 'ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিতেছিল সারা রান্নাশাল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রান্নাশালা *বি* রান্নাঘর। '... খালো রান্নাশালা।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২; 'রান্নাশালার উল্টোদিকে পোড়া একটা ঘর।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

রাপানো *ক্রি* উৎসুক করা। 'দেখিতেঁ রাপায়িল সব গোপীর পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাফ [ই] **১** *বিণ* খসড়া। 'আমি তার রাফ খাতাটা টেনে নিয়ে দেখা সুবিধার জন্য এক পাতা জুড়ে বড়ো বড়ো ছাঁদে লিখলাম।' *শিবরাম*, ১৯৪০। **২** *ক্রিবিণ* মেরে। 'ওরা নাকি বড্ড রাফ খেলে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রাফেজী [আ] *বি* মুসলিম যুক্তিবাদী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মরজী মোতাজেলা, রাফেজী, খারেজী প্রভৃতি।' *বঙ্গনূর*, ১৯২২।

রাবড়ি *বি* দুধের ঘন সরে তৈরি এক প্রকার মিষ্টান্ন। 'পায়েস অথবা রাবড়ি ঢালিয়া।' *সুকুমার*, ১৯২০; 'নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'ক্ষীর সর নবনী রাবড়ি পায়েস।' *অন্নদা*, ১৯৪৯।

রাবণ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) লঙ্কার রাজা। 'লঙ্কার রাবণ বীর করিলোঁ চুর' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আমরা কুম্ভকর্ণ হতে পারি, বিভীষণ হতে পারি, হতে পারিনে শুধু রাবণ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রাবণ পুরী [স] *বি* রাবণের আবাসভূমি। 'কনক রাবণ পুরী ত্রিভুবন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাবণের চিতা *বি* সীমাহীন যন্ত্রণা। 'রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্ত র করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

রাবণের চিলু *বি* অন্তহীন মর্মদাহ। 'তাহার কামাই নাই রাবণে চিলুর মত জ্বলিতেছে।' *কেরি*, ১৮০২।

রাবণের চুলো *বি* সবসময়ে জ্বলছে এমন আগুন। 'রাবণের চুলো যদি কোথাও জ্বলে সে এর পেটের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রা-বাক্যি *বি* সাড়াশব্দ। 'এ যে রা-বাক্যি কিছুই নেই।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

রাবার [ই] *বি* রাবার গাছের রস থেকে প্রস্তুত স্থিতিস্থাপক পদার্থ; রাবারের টুকরা যা দিয়ে ঘসে কাগজের দাগ তোলা যায়। 'রাবার নষ্ট কর দিলে আমার।' *জীবন*, ১৯৩২।

রাবিবারিক [স রবি+ফা বার+স ইক] *বিণ* রবিবার দিন অনুষ্ঠেয় 'রাবিবারিক সভার সভ্যেরা এই বোট-যাত্রার উদ্যোগী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রাবিশ, রাবিস [ই] **১** *বি* ভাঙা ইট চূর্ণ; সুরকি। 'ঐ স্থান রাবিস দ্বারা ভরাট করিতে গেলে গঙ্গার কিনারা পোস্তাবন্দী করিতে হয়' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। **২** *বি* আবর্জনা; জঞ্জাল। 'আমাদের মতে উ রাবিশ বা বিষভাণ্ড বিশেষ।' *দর্শন*, ১৯২০। **৩** *বিণ* অর্থহীন কথা ভরপুর। 'এমন রাবিশ চিঠি লইয়া কি করিব?' *রোকেয়া*, ১৯২৪ **৪** *বি* জঘন্য; বাজে। 'রাবিশ! বলেন কাকাবাবুঃ বেড়াল মারলে টো হয়!' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রাবীন্দ্রিক [ই] *বিণ* রবীন্দ্র-অনুসারী; রবীন্দ্র-সম্পর্কিত। 'দেশী, বিদে তৈল চিত্র, জলরঙ ... মোগলাই, রাবীন্দ্রিক ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

রাবুল [স রাজকুল] *বি* রাজকুল। 'রাবুলেঁ দিল মোহ কপ্ত ভণিআ।' *চ* ৩৫, ১২০০।

রাম[১] [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামচন্দ্র। 'পুরুবেঁ গুণীএঁ বা রাম রাজ্য।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রামকানু [স বলরাম+স কৃষ্ণ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বলরাম ও কৃষ্ণ 'পেয়েছে পরম ধন রত্ন রামকানু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রামধুন *বি* রামচন্দ্রের গুণকীর্তন বা গুণাবলি অবলম্বনে রচিত গান 'রোজ সকালে রামধুন শুনছি।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

রামনাম [স] *বি* রাম – এই নামের জপ। 'পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যার গুণে বনের পশু রামনাম গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাম না হতে রামায়ণ – কোনো কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই তার ফল প্রাপ্তি। 'রাম না হতে রামায়ণ। প্রেয়সি, তোমার স্নেহের পরিসীমা নেই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

রামরাজ্য [স] **১** *বি* অতি সুশাসিত দেশ। 'পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* নিরুপদ্রব রাজ্য। 'এখন নিশ্চিন্তি, রামরাজ্য ভোগ করুন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রামলীলা [স] *বি* হিন্দুদেবতা রামচন্দ্রের জীবন-বিষয়ক যাত্রাভিনয়। 'রামলীলা এদেশের পরব্ নয় – এটি প্রলয় খোট্টাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রাম-শর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামের বাণ। 'সমরে পড়িল রাম-শরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রামশ্যাম [স] *বি* যে-সে; সাধারণ লোক। 'কীরকম রামশ্যামের মতো জীবনসঙ্গিনী খুঁজিয়া নেয়?' *মানিক*, ১৯৪০।

রাম[2] **১** *বিণ* বড়ো। 'উরু শোভে বিপরীত রামকদলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* নিন্দার ভাবসূচক শব্দ। 'রাম! তুমি ন্যাংটা পুঁটো?' *নজরুল*, ১৯২৬।

রামকদলী [স] *বি* বড়ো কলাগাছ। 'উরু শোভে বিপরীত রামকদলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রামকল [স রামকদলী] *বি* বড়ো কলাগাছ। 'দুই উরু রামকল জিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রামকলা [স রামকদলী] *বি* বড়ো কলা। 'উরুযুগ জিনি রামকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রামকাটারী [স রাম+কাটারী] *বি* বড়ো ধরনের কাটারি; রামদা। 'মাজায় গোঁজা রামকাটারী চকচকাচক ধার।' *জসীম*, ১৯২৯।

রাম কিল [স রাম+কিল] *বি* মুষ্টি দিয়ে বড়ো রকমের আঘাত। 'আমাদের মতো ওরা ছোটদের পিঠে গোটা দু'চার রাম কিল বসিয়ে দেয় না।' *হাই*, ১৯৫৮।

রামখাঁড়া [স রামখড়্গ] *বি* বড়ো খড়্গ। 'আজকে তাহার হাতে পাইয়াছে রামখাঁড়া আর বর্শা তীর।' *জসীম*, ১৯৩৩।

রামগুয়া [স রামগুবাক] *বি* বড়ো সুপারি। 'রামগুয়া দেখিতে সুন্দর।' *মালাধর*, ১৫০০।

রামগোছের [স রাম>] *বিণ* বেশ লম্বা। 'নেমন্তন্নে বামুন বা সরকার রামগোছের এক ফর্দ্দ হাতে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রাম-চিমটি *বি* অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক চিমটি। 'চম্পা রাম-চিমটি কাটিয়া বলিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রামছাগল [স] **১** *বি* অত্যন্ত বোকা লোক। 'ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি দেখেই ঘর ছুটিস সব রামছাগল।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বি* বড়ো জাতের ছাগলবিশেষ। 'আসছে রানী ... রামছাগলে চড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রামছাগী [স] *বি* স্ত্রী আকারে বড়ো জাতের ছাগলবিশেষ। 'রামছাগী গায় চতুররঙ্গ বেড়ার ধারে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রামজামা [স রাম+ফা জামাহ্] *বি* লম্বা ঝুলের ঢিলে জামা। 'লক্কৌ ফ্যাসানে (বাইয়ের ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাটা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমত পোসাক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রামটেপা *বি* অত্যন্ত জোরে টিপুনি। 'কবজিটা ধরে রামটেপা দিয়ে বললে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রাম-ঠেলা *বি* জোরে ধাক্কা। 'জাহাঙ্গীরের রাম-ঠেলায় সচকিত হইয়া ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রামতরাই [স রাম+হি তুরঈ] *বি* বড়ো পটল। 'সেই ভূমিতে ... তরমুজ ও রামতরাই প্রভৃতি সুন্দর জন্মিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

রামদা *বি* বড়ো আকারের দা। 'গাছের গুঁড়ি আর রামদা ঘুরা।' *জসীম*, ১৯২৯; 'রামদাখানি হস্তে লয়ে কালীর নাচন নাচবে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

রাম দাও, রামদাঁও *বি* বড়ো দা। 'হাতে রাম দাও, তীর বল্লম।' *জসীম*, ১৯৩৩; 'হাজার-হাজার প্রজা লাঠি-সোঁটা রামদাঁও বল্লম লইয়া চৌধুরীবাড়ির আঙ্গিনায় ভিড় জমাইয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রামফল কলা [স] *বি* বড়ো কলা। 'পশ্চিমে কাটিল যত ছিল রামফল কলা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রামভুল *বি* মহা ভুল। 'রামের মতোই রামভুল করে বসেছ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রামরম্ভা [স] *বি* বড়ো কলা। 'ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রামরাজত্ব [স] **১** *বি* রামের রাজত্বের মতো শান্তি। 'তোরা ত রামরাজত্বে বাস করিস।' *শরৎ*, ১৯২৬। **২** *বি* কল্পিত আদর্শ শাসনব্যবস্থা। 'হিন্দু বিপন্নের জিকির এবং কংগ্রেসী রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা।' *আজাদ*, ১৯৩৯। **৩** *বি* যা খুশি করার একচেটিয়া অধিকার। 'পুলিশ বিভাগের প্রত্যেক শাখায় পুরাপুরি রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

রামরোট [স রাম+স রোটিকা] *বি* বড়ো মোটা রুটি। 'চুষী রুটি রামরোট মুগের সামুলী।' *ভারত*, ১৭৬০।

রামশিঙে [স রাম-শিঙ্গা] *বি* বড়ো শিঙ্গা। 'সমস্বরে রামশিঙে ফুঁকতে থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রামশিঙ্গা [স] *বি* ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তূরী ভেরী ঝাঁঝরী রামশিঙ্গা ঢক্কা ঢোল দামামা ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রাম[3] [ই rum] *বি* এক প্রকার মদ। 'ইউরোপীয় সৈন্যেরা যে মদিরা পান করে, তাহা রাম অপেক্ষা ভাল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'বিয়র ও রামের নেশা।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

রামকান্ত [স] *বি* নীল চাষ করতে অস্বীকারকারীদের প্রহার করতে ব্যবহৃত চাবুকবিশেষ। 'রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

রামকাপাস *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'রামকাপাসের আঁটি বলে মনে হয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রামকিরী [স রামক্রীড়া>] *বি* (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'রামকিরী সিন্ধুছড়া ছত্তিশ রাগিণী চূড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রামকৃ *বি* রাগিণীবিশেষ। 'রামকৃ রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

রামকেলি *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সূহি বেলওয়ার পঞ্চম রামকেলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রামক্রিয়া *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রামক্রিয়া হিল্লোল কানড়া গরা বৈসে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রামক্রী *বি* রাগিণীবিশেষ। 'রাগ রামক্রী।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

রামগিরি, রামগিরী *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রামগিরিরাগ।' বড়ু, ১৪৫০; 'রামগিরীরাগঃ।' বড়ু, ১৪৫০।

রামজান [আ রমাজান] *বি* রমজান মাস। 'রামজানের চাঁদ অঠবে কবে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রামদানা [হি] *বি* শস্যদানা-বিশেষ। 'তিলুয়া, রেউড়ি ও রামদানার লাড্ডু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রামধনু [স] *বি* মেঘলা আকাশে ধনুক আকৃতির সাতরঙের প্রতিবিম্ব; রঙধনু। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'লোকে উহাকে রামধনু ও ইন্দ্রধনু উভয়ই বলিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ধনুকের মত নানাবর্ণের অতি সুন্দর যে বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে তাহাকে রামধনু বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

রামধনুক [স] *বি* রঙধনু। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আকাশের রামধনুকের মত সমূলে মিলিয়ে যাচ্ছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রামধনুকের হার *বি* রঙধনুরূপ হার। 'রঙ পেলে ভাই গড়তে জানি রামধনুকের হার।' *জসীম*, ১৯২৯।

রামধনুচ্ছটা [স] *বি* রঙধনুর আভা। 'মৌলিক সৃষ্টিকল্পনার রামধনুচ্ছটা তাঁর সীমাবদ্ধ সাহিত্যকর্মে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

রামধনু-রাঙা *বিণ* রঙধনুর রঙে রঞ্জিত। 'রামধনু-রাঙা সোনার দেশেতে ডেকে যায় হাত তুলে।' *জসীম*, ১৯৫১।

রামনবমী [স] *বি* চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী। **রামনবমীর দোল** *বি* চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীতে পালনীয় দোল উৎসব। 'এবার রামনবমীর দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিন পরে পরে পড়িল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রামপাখি, রামপাখী *বি* বড়ো পাখি অর্থাৎ মোরগ বা মুরগি। 'মুর্গীর মাথে টিকি আছে বলে রামপাখী তার নাম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'এক হাতে দুইটি রামপাখি – মুরগি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রামপ্রসাদী [রামপ্রসাদ>] *বি* আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে রামপ্রসাদ সেন কর্তৃক প্রবর্তিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগীতবিশেষ অথবা ঐ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগীত। 'রামপ্রসাদী গেয়ে ভিক্ষা করে, আমরা ঢের শুনেছি।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রামবেণী [স] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বীণা মৃদঙ্গ কাংস্য করতাল রামবেণী প্রভৃতি।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রামভজন [স] *বি* হিন্দুদেবতা রামচন্দ্রের ভজনামূলক গান। 'লালটিম জ্বালিয়ে রামভজন গান করতে লাগল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

রামযোনি [স রাম-যোনি] *বি* বেশ্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রামজনী [স রামযোনি>] *বি* বেশ্যা। 'গায়ক নটী রামজনী।' *ভারত*, ১৭৬০।

রামরাত্রি [স] *বি* শুভরাত্রি। 'রাম বলে রামরাত্রি হইল প্রভাত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রামশালিক *বি* পাখিবিশেষ। 'ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে যেন রামশালিকের ছা।' *জসীম*, ১৯২৯।

রামা [স রম্>] *বি* সুন্দরী নারী। 'অমরাপুরত নাহি হএ হেন রামা।' বড়ু, ১৪৫০।

রামাত, রামাৎ [স রাম>] *বি* একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়। 'বিশ হাজার রামাত ও ফকীর আকড়াধারী প্রভৃতি পঞ্চাশ হাজার।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'কত কত দোবেদী, চৌবেদী, রামাৎ, নেমাৎপরমহংস ও ব্রহ্মচারী স্তোত্র পাঠ করিতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রামায়েৎ *বি* বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। 'হিন্দুস্থানের রামায়েৎপন্থীরা পঞ্চাইতের অনুবর্তী হইয়া চলে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'রামায়েৎ লিঙ্গায়েৎ কানফাটা উর্ধ্ববাহু দাদুপন্থী অঘোরপন্থী।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

রামায়ণ [স] *বি* বাল্মীকি কর্তৃক রচিত মহাকাব্য। 'ইতিহাস রামায়ণে যবে রাম গেল বনে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রামায়ণকার [স] *বি* রামায়ণের রচয়িতা। 'এই করুন মধুর দৃশ্যটি থেকে রামায়ণকার আমাদের বঞ্চিত করিলেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

রামায়নকথা [স রামায়ণকথা] *বি* রামায়ণের কাহিনি। 'রামায়নকথা রাধা কহিল তোহ্মারে।' বড়ু, ১৪৫০।

রামী [স] *বি* (বিদ্রূপে) সাধারণ নারী। 'যেথা যত আছে রামী ও বামী সকলেরই যেন গোলাম আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রায়[1] [ফা] ১ *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বিষাদে হইয়া মগ্ন নিত্যানন্দরায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* রাজা। 'কোন ছার বনভূমি তার তরে রায় তুমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* উপাধিবিশেষ। 'বিষয় বিভবের প্রাধান্য জন্য রায় এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

রায় চৌধুরী [ফা রায়+হি চৌধরী] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কালীনাথ রায় চৌধুরী।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রায় বাহাদুর [ফা রায়-বহাদর] *বি* ব্রিটিশ আমলের সরকারি খেতাববিশেষ। 'শ্রীযুত কোন্ডর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

রায়রায়াঁ [ফা] *বি* মোগল শাসনাধীন হিন্দু কর্মচারীদের সর্বোচ্চ খেতাব। 'দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ।' *ভারত*, ১৭৬০।

রায়রায়ান [ফা] ১ *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০। ২ *বি* রাজাধিরাজ। 'ঘোড়া চ'ড়ে কই যাও হে রায়রায়ান।' *জীবন*, ১৯৩২।

রায়া [ফা রায়] *বি* রায়। 'জয় জয় বৃন্দাবন রায়া রে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রায়[2] [আ] *বি* বিচারকের সিদ্ধান্ত। 'কিছুকাল পরে রায় লিখিতে আরম্ভ এবং কোর্ট ইনস্পেক্টর দ্বারা পাঠ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

রায়-ফয়সলা [আ রায়+ফা ফইসালাহ্] *বি* বিচারফল। 'মামলা মোকদ্দমা রায়-ফয়সলা দরখাস্ত আজও মুলতবী হয়ে যায়নি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রায়কত *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পরগণে বৈকুণ্ঠপুরে রাজা শ্রীযুত সর্ব্বদেব রায়কত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

রায়গুণাকর [ফা রায়+স গুণাকর] *বি* রাজা কর্তৃক প্রদত্ত কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি। 'রচিত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।' *ভারত*, ১৭৬০।

রায়ট [ই] *বি* দাঙ্গা। 'কম্যুনাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রায়ত [আ রঈয়ৎ] *বি* প্রজা। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'রায়তেরা যে খাজনা দেয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

রায়তি, রায়তী *বিণ* রায়তের প্রাপ্য। 'রায়তী জমি খাস করতে পারতেন না।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'নীলের বন্যায় রায়তি জমি ডুবে

একাকার হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রায়েত *বি* প্রজা। 'আমি তোমার বটে রায়েত প্রধান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রায়তা [হি] *বি* দইয়ের মধ্যে পাকা কলা, শশা ইত্যাদির টুকরা মিশিয়ে তৈরি করা পশ্চিম ভারতীয় খাবারবিশেষ। 'পাকা শশার রায়তা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রায়বাঁশ [স রাজবংশ] *বি* বর্শা ফলকযুক্ত লাঠিয়ালের লাঠি। 'রায়বাঁশ ধরে খরসান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রায়বাঁশ্যা *বি* লাঠিয়াল। 'রায়বাঁশ্যা তবকী ঢালি ধানুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রায়বেঁশে *বি* লোকনৃত্যবিশেষ। 'রায়বেঁশে ও পল্লীনৃত্য প্রবর্ত্তন না করিবার জন্য।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪।

রায়বাঘ [ফা রায়+বাঘ] *বি* বড়ো আকৃতির বাঘ। 'রায়বাঘের মত রুখে দাঁড়ালে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রায়বাঘিনী *বি স্ত্রী* উগ্র মেজাজসম্পন্ন নারী। 'হিন্দু প্রজারা তাঁহাকে বলিত রায়বাঘিনী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রায়বার [ফা রাহ্‌বর] ১ *বি* রাজার স্তুতি পাঠক। 'ভেউর হবে রায়বার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* দূত; বিয়ের ঘটক। 'মৃত্যুভরে কথা না কহিলে রায়বারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রায়বারি *বি* দৌত্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রায়বেনি *বি* ঘোড়ার পিঠের উপর যে বাদ্য বাজানো হয়। 'রায়বেনি গজবেনি বাজে রুদ্রবীণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রায়াক *বি* মাছবিশেষ। 'যখন ওর চেয়েও বড় দু'চারটা রায়াক মাছ উঠত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

রায়ি *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'কেবলরাম রায়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রার্জ্য, রার্জ্জ [স রাজ্য] *বি* রাষ্ট্র। 'রার্জ্জ লোভে দুই ভাই করে বিসম্বাদ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রার্জ্জ করা *ক্রি* প্রচার করা। 'মত্ত হইয়া রার্জ্জ করে অবোধ যকলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রার্জ্জপাল [স রাজ্যপাল] *বি* রাজ্যপাল; রাজ্যের শাসনকর্তা। 'এথাএ দুর্জ্জোধন হৈরে সর্ব্ব রার্জ্জপাল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রার্য্য [স রাজ্য] *বি* রাজত্ব। 'রামে রার্য্য দিতে রাজা উর্য্যগ সে করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাল [ফা রান] *বি* জন্তুর পিছনের পা-দুটি। *মানোএল*, ১৭৪৩। দ্র **রান**

রাশ[1] [স রাশি] ১ *বিণ* অনেক। 'দেল দিয়া শুন আমি বাত কহি রাশ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* গুচ্ছ গুচ্ছ। 'ঘাসের মধ্যে রাশ রাশ ডেজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বি* রাশি। 'আপন রূপের রাশে/ আপনি লুকায়ে হাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বি* স্তূপ; গাদা। 'আছে ধান গোলাভরা, সেথা খড়গুলা রাশ-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাশকরা *বিণ* স্তূপীকৃত। 'আছে ধান গোলাভরা, সেথা খড়গুলা রাশ-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'ইঁটগুলো মাঝে-মাঝে খসে গিয়ে পড়ে আছে রাশকরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাশভারী ১ *বিণ* গম্ভীর প্রকৃতির। 'যাঁরা বড়োলোক তাঁরা রাশভারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'ভারী রাশভারী মানুষ নবনী চ্যাটার্জি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* চটুল নয় এমন। 'নেগেটিভ চটুল চঞ্চল, প্রোটন রাশভারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাশ রাশ *বিণ* স্তূপীকৃত। 'এক ধারে রাশ রাশ, অর্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রাশ[2] [স রশ্মি] ১ *বি* ফিতা। 'বাঁধব চুলের রাশ, পরাব চিকন বাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮। ২ *বি* লাগাম। 'তিনি গাড়ীর কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'রাশ শিথিল করিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'যুবক রাশ ঢিল দিয়ে ঘোড়ার ওপর অন্যমনস্কভাবে বসেছিল।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

রাশান [ই] *বি* রাশিয়ার অধিবাসীদের ভাষা; রুশ ভাষা। 'পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন ... তারপর জগাইতুর্কী, মঙ্গোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রাশিয়ান [ই] *বিণ* রুশ। 'রাশিয়ান কায়দাকে লজ্জা করিবার সংস্কার এখনো তাহাদের আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাশি[1] [স] *বি* (জ্যোতিষ) আকাশের যে অংশ দিয়ে গ্রহগুলিকে পরিক্রমণ করতে দেখা যায়, আকাশের সেই অংশকে ৩০ ডিগ্রি করে বারোটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে এক একটি রাশি বলা হয়। 'এথাত যে বার রাশি হএ সংস্থিতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

রাশি গণনা [স] *বি* (জ্যোতিষ) মানুষের জন্মলগ্নের সময়ে গ্রহসমূহ, সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা। 'মনুষ্য কেবল রাশি গণনা ও রেখা কল্পনা করিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রাশিচক্র [স] *বি* দ্বাদশ রাশি চিহ্নিত বৃত্ত। 'দৈবজ্ঞ পড়েন পাঁজি রাশিচক্র পাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাশী [স রাশি] *বি* ভাগ্য। 'এক মুদ্রার উপর অন্য মুদ্রা রাখিয়া রাশী কারণে পরমসুখ জ্ঞান করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

রাসি [স রাশি] *বি* জ্যোতিষচক্রের দ্বাদশ অংশ। 'কোন মাসে কোন রাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

রাশি[2] [স] *বিণ* সুপ্রচুর। 'রাশি রাশি কত বহে ফেনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাশীকৃত [স] ১ *বিণ* স্তূপ করে রাখা হয়েছে এমন। 'ধন আর সারমৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তি।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* জমাটবাঁধা; ঘনীভূত। 'জলীয় বাষ্প অবিলম্বে রাশীকৃত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'দক্ষিণ মহাসমুদ্রে ভূরি ভূরি বরফ একত্র রাশীকৃত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* গুচ্ছবদ্ধ। 'যৌবনের মতো পরিস্ফুট রাশীকৃত শিউলিফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *বিণ* পুঞ্জীভূত। 'মনের ভিতর রাশীকৃত কৌতূহল ছিপি-আটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রাশীভূত [স] *বিণ* রাশি রাশি। 'চারপাশের এই রাশীভূত ফুলের মাঝখানে তার হৃদয়টিও একটি ফুল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রাসি রাসি [স রাশি রাশি] *বিণ* অসংখ্য। 'ঘৃত মধু কইল সর্ক্করা রাসি রাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

-রাশি [স] বহুবচনসূচক প্রত্যয়। 'পোড়াইয়া সকল করিল ভস্মরাশি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রাষ্ট্র[1] [স] ১ *বিণ* প্রচারিত। 'বহুকালাবধি রাষ্ট্র কথা অজ্ঞ বিজ্ঞ সর্ব্ব সাধারণে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮; 'সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে যে, শাজাহান মৃত্যুশয্যায় শয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি* সার্বভৌম দেশ। 'সন্তানেরা স্থির করিয়াছে এইক্ষণে স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে পারিবে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। ৩ *বিণ* প্রচলিত। 'লোকমাঝে রাষ্ট্র

আছে সেই সব ভাব।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

রাষ্ট্র করা *ক্রি* সর্বত্র প্রচার করা। 'তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাষ্ট্র হওয়া *ক্রি* প্রচারিত হওয়া। 'তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত ঐ গ্লানি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

রাষ্ট্র[২] [স] *বি* সার্বভৌম দেশ। 'সন্তালেরা স্থির করিয়াছে এইক্ষণে স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে পারিবে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

রাষ্ট্রক্ষমতা [স] *বি* রাষ্ট্র পরিচালনার ভার। 'রাষ্ট্রক্ষমতা লীগ নেতাদের হাতে হস্তান্তর।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রাষ্ট্রগঠন [স] *বি* রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। 'রাষ্ট্রগঠনের বেলায় সীমান্ত-রক্ষা-ব্যবস্থার কথাও মনে রাখা চাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রগত [স] *বিণ* রাষ্ট্রীয়। 'ইংরাজের প্রচেষ্টার মূলে ছিল ব্যক্তিগত নয়, রাষ্ট্রগত স্বার্থ।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রাষ্ট্রগুরু [স] *বি* রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা। 'স্পার্টার রাষ্ট্রগুরু হ'চ্ছে লাইসারজাস।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রচালনা [স] *বি* রাষ্ট্রের পরিচালনা। 'প্রত্যেক লোকই রাষ্ট্রচালনায় কিছু-না-কিছু অধিকারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রজনক [স] *বি* রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। 'গ্রীসের সোলোন, লাইসারজাস প্রভৃতি রাষ্ট্রজনকেরা ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রজাতি [স] *বি* রাষ্ট্রভিত্তিক জাতি। 'আমাদেরও রাষ্ট্রজাতির রথ চলবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রজাতিক [স] *বিণ* রাষ্ট্রভিত্তিক জাতি সম্বন্ধীয়। 'আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা-পরিবর্তনের জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রজাতিগত [স] *বিণ* রাষ্ট্রভিত্তিক জাতিসম্পর্কিত। 'রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রজীবন [স] *বি* রাষ্ট্রীয় জীবন। 'সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্র-জীবনে ... একটা গুরুতর বিপর্য্যয় সম্ভাবনা অতি উৎকট হইয়া দেখা দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ [স] *বি* রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। 'কোনো কোনো রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ বলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রতন্ত্র [স] *বি* রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি। 'রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধানে যে জাতি এক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রতন্ত্রীয় [স] *বিণ* রাজ্যশাসন বিষয়ক। 'রাষ্ট্রতন্ত্রীয় একতা আমাদের ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাষ্ট্রতরণী [স] *বি* রাষ্ট্ররূপ তরণী। 'ভাসানীর দলই যখন বর্ত্তমানে রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

রাষ্ট্রতাত্ত্বিক [স] *বি* রাষ্ট্রতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি; রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। 'একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রেসির গুণ বর্ণনা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রাষ্ট্রদূত [স] *বি* রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি। 'ইটালীতে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত।' *বেগম*, ১৯৬৩।

রাষ্ট্রদ্রোহকর [স] *বিণ* রাষ্ট্রের বিরোধিতাপূর্ণ। 'ইহা রাষ্ট্রদ্রোহকর উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

রাষ্ট্রদ্রোহী [স] *বি* রাষ্ট্রের শত্রু। 'তাঁরা নাকি পাকিস্তান বিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহী।' *উমর*, ১৯৬৮।

রাষ্ট্রধর্ম, রাষ্ট্রধর্ম্ম [স] *বি* রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ধর্ম। 'রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রধর্ম্ম হচ্ছে মানবধর্ম্মের, মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক সুচারুবিকাশ।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রধুরন্ধর [স] *বি* রাষ্ট্রসম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'নেতৃত্বভার যে ভারতের যোগ্যতম রাষ্ট্রধুরন্ধরের হাতে থাকা উচিত।' *আজাদ*, ১৯৪০।

রাষ্ট্রনায়ক [স] *বি* রাষ্ট্রনেতা। 'এমন সময় যত-সব রাজদূত, রাষ্ট্রনায়ক, বণিকসম্রাট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রাষ্ট্রনিয়ামক [স] *বি* রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক। 'রাষ্ট্রনিয়ামকগণ এখন হইতেই সচেতন হইবেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রাষ্ট্রনীতি [স] *বি* রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি; রাজনীতি। 'রাষ্ট্রনীতিতন্ত্রে জাতিবিশুদ্ধির কোনো খোঁজ রাখে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রনীতিক [স] **১** *বিণ* রাজনীতিমূলক। 'রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। 'যদি কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অস্বাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বি* রাষ্ট্রের শাসক; রাজনীতিক। 'রাষ্ট্রনীতিক হিশেবে জিন্নাহ সাহেব অত্যন্ত চতুর ও ফন্দিবাজ ছিলেন।' *শরীফ*, ১৯৭১।

রাষ্ট্রনীতিবিৎ [স] *বি* রাজনীতিবিদ। 'সরকারী চুলকামের যে কী মূল্য তা রাষ্ট্রনীতিবিৎ সবাই জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রাষ্ট্রনেতা [স] *বি* রাজনীতিক। 'পাবনা কনফারেন্সের সময় ... একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রাষ্ট্রনৈতিক [স] **১** *বিণ* রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে জড়িত এমন। 'রাষ্ট্রনৈতিক দলপতিরা অজস্র স্তুতিবাদ করাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* রাজনীতিক। 'ইংলন্ডের মনীষী বা রাষ্ট্রনৈতিকেরা বুঝিতেছেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রপতি [স] *বি* রাষ্ট্রপ্রধান; প্রেসিডেন্ট। 'তিনি স্বীয় অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা ও সাধনা বলে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি হইতে পারিয়াছিলেন।' *ইসলাহ*, ১৯৩৮।

রাষ্ট্রপরিচালনা [স] *বি* রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন। 'রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

রাষ্ট্রপাল [স] *বি* রাষ্ট্ররক্ষক; কোতোয়াল। 'রাষ্ট্রপালকে বলো তাঁকে আনুক বন্দী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাষ্ট্রপুঞ্জ [স] *বি* রাষ্ট্রসমূহ। 'পাকিস্তান অটল থাকায় দুনিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জ তাজ্জব বোধ করছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রাষ্ট্রপ্রণালী [স] *বি* রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি। 'রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা [স] *বি* রাষ্ট্র গড়ে তোলা। 'রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে অনেক সময়ে ব্যর্থ হয় ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান [স] *বি* রাষ্ট্ররূপ প্রতিষ্ঠান। 'প্রাচীন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান যে অনেক সময়ে অন্তর্বিপ্লববশতঃ আপনা থেকেই ভেঙ্গে পড়ে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রপ্রধান [স] *বি* রাষ্ট্রপতি। 'কখনো জমাই পাড়ি জেটে রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

রাষ্ট্রবাসী [স] *বি* রাষ্ট্রের অধিবাসী। 'আত্মরক্ষার উপায় হ'ল

রাষ্ট্রবাসীদের অন্তরের স্নেহ, প্রীতি এবং ভালবাসা।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রবিধাতা [স] *বি* রাষ্ট্রনায়ক। 'গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সাহিত্যিকেরা, কোথাও স্বেচ্ছায়, কোথাও-বা রাষ্ট্রবিধাতাদের আদেশে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

রাষ্ট্রবিপ্লব [স] *বি* রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোগত আমূল পরিবর্তন। 'সন্তানেরা স্থির করিয়াছে এইক্ষণে স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে পারিবে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫; 'ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের বান ডেকে যে যুগ অতল ভাবসমুদ্র থেকে কলশব্দে ভেসে এল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রাষ্ট্রবিভাগ [স] *বি* দেশভাগ। 'রাষ্ট্রবিভাগের কোন্ নীতি অনুসারে তাঁহারা এ প্রকার দাবী করেন।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

রাষ্ট্রবিরোধিতা [স] *বি* দেশদ্রোহিতা। 'রাষ্ট্রবিরোধিতার কাজে যারা নেমেছে, তাদের মুখোশ যথাসময়ে খুলে না ধরলে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রাষ্ট্রবীর [স] *বি* রাষ্ট্রনায়ক। 'তুরস্কের রাষ্ট্রবীর গাজী মোস্তফা কামাল পাশা।' *ইস্‌লাহ*, ১৯৩৮।

রাষ্ট্রবুদ্ধি [স] *বি* রাষ্ট্রীয় নীতি। 'যে-রাষ্ট্রবুদ্ধি জমিদারকে আশ্রয়-স্তম্ভ ভেবে প্রাণপণে তাকেই বাঁচাবার চেষ্টা করে এসেছে।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রব্যবস্থা [স] *বি* সংগঠিত রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন-নীতি ইত্যাদি। 'রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে স্টেট ও ইনডিভিজুয়ালে বিরোধ বেধেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

রাষ্ট্র-ভাষা [স] *বি* রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা; রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে ব্যবহৃত ভাষা। 'কলিকাতায় পূর্ব্ব-ভারত রাষ্ট্র-ভাষা সম্মেলনের অধিবেশনে ...।' *আজাদ*, ১৯৪১; 'ভারতের রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে কংগ্রেসী নীতির এই দুইটি রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

রাষ্ট্রভাষাভাষী [স] *বি* নিজের রাষ্ট্রভাষায় কথা বলে যারা। 'যে টেবিল শেষরাতে দোভাষীর – মাঝরাতে রাষ্ট্রভাষাভাষীর দখলে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

রাষ্ট্রভিত্তি [স] *বি* রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। 'পাকিস্তানের কবি ইকবালকে রাষ্ট্রভিত্তি করে তলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রাষ্ট্রভূমি [স] *বি* মাতৃভূমি। 'খলিফার রাষ্ট্রভূমি তুরস্কের শুভাশুভের চিন্তায় অস্থির হইয়া ওঠে।' *সওগাত*, ১৯২৬।

রাষ্ট্রমালিক [স] *বি* রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 'একথা রাষ্ট্রমালিকদের বোঝাতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

রাষ্ট্রযজ্ঞ [স] *বি* রাষ্ট্র পরিচালনা। 'রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রাষ্ট্ররূপ [স] *বি* রাষ্ট্রীয় কাঠামো। 'ভারতের যে রাষ্ট্ররূপ পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাকে স্বায়ত্তশাসন বলা যাইতে পারে না।' *সওগাত*, ১৯৩০।

রাষ্ট্রশক্তি [স] *বি* রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা। 'রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করার পর হইতে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

রাষ্ট্রশাসন [স] *বি* রাষ্ট্রপরিচালনা। 'রবীন্দ্রনাথ এবং গোয়েটে উভয়েই ... রাষ্ট্রশাসনের চাইতে স্বেচ্ছাবৃত সমবায় পদ্ধতিকে বেশি মূল্যবান বলে জানতেন।' *শিব*, ১৯৫০।

রাষ্ট্রসংগঠন [স] *বি* রাষ্ট্ররূপ সংগঠন। 'ভারতবর্ষে স্থায়ী রাষ্ট্রসংগঠন করতে হ'লে দু'টি জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখা ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রসংঘ [স] *বি* জাতিসংঘ। 'রাষ্ট্রসংঘ সামাজিক কমিটিতে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে নর-নারীর সমান অধিকার ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রাষ্ট্রসংস্কারক [স] *বি* রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কাজ করে যে। 'রাষ্ট্রসংস্কারকদের তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরোহিতদের কঠোরভাবে দমন করতে হয়েছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ [স] *বি* দেশসমূহের ঐক্যভিত্তিক সংগঠন। 'সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রাষ্ট্রসভা [স] *বি* রাষ্ট্রসংগঠন। 'রাষ্ট্রসভা কৃত্রিম এবং অধ্রুব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রসৌধ [স] *বি* রাষ্ট্র কাঠামো। 'তারই ফলে রাষ্ট্রসৌধ ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গিয়েছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রহিতৈষা [স] *বি* রাষ্ট্রের মঙ্গল করার ইচ্ছা। 'রাষ্ট্রহিতৈষার চেষ্টাবেগ যতই বাড়িতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রাধিকার [স] *বি* রাষ্ট্রীয় অধিকার। 'গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রাধিকারে নারী স্থান পেয়েছিল।' *বেগম*, ১৯৫৯।

রাষ্ট্রানুগত্য [স] *বি* রাষ্ট্রের প্রতি বাধ্যতা। 'স্বদেশপ্রেম ও রাষ্ট্রানুগত্যের নিষ্ঠা লইয়াই তাহারা তাহাদের পিতৃভূমিতে বাস করিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

রাষ্ট্রায়ত্তকরণ [স] *বি* কোনো সম্পদকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন। 'রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

রাষ্ট্রিক [স] *বিণ* রাষ্ট্রসংক্রান্ত। 'আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাষ্ট্রীয় [স] **১** *বিণ* রাষ্ট্র-সংক্রান্ত। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। **২** *বিণ* রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত। 'করিতে হইবে জাতির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মোছলেম লীগকে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

রাষ্ট্রীয় একতা [স] *বি* জাতীয় ঐক্য। 'এই প্রকারে রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদন করা হয়।' *এসলাম*, ১৯১৬।

রাষ্ট্রীয়জীবন [স] *বি* রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নাগরিক জীবন। 'নৈতিক উৎকর্ষই হ'ল সুদৃঢ় রাষ্ট্রীয়জীবনের ভিত্তি।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাস [স] *বি* গোপীগণের সাথে কৃষ্ণের নৃত্যলীলা স্মরণে উৎসব। 'তার মধ্যে করিল রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাস বৃন্দাবন বন্দো আর রাধা কানু।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাসকৃড়া [স রাসক্রীড়া] *বি* রাসলীলা। 'করিব ত রাস কৃড়া বৃন্দাবনে গিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাসগীতি [স] *বি* রাধা-কৃষ্ণের লীলা বা ভক্তি সম্পর্কিত গান। 'ধর্ম ও রাসগীতি গায়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

রাসনৃত্য [স] *বি* কার্তিকী পূর্ণিমায় গোপনারীদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নাচের উৎসব। 'এস রাসনৃত্যে ফিরে দোলে দুলে ঝুলনায় ঝুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

রাসবিলাস [স] *বি* রাসলীলা। 'কাঁহা নৃত্য-গীত-হাস কাঁহা রাসবিলাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাসমঞ্চ [স] *বি* রাসলীলার মঞ্চ। 'মহাশয়েরা রাসমঞ্চের নর্ত্তনাগার বিদ্যালয় স্থাপনার্থ দান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

রাসমণ্ডপ [স] *বি* রাসনৃত্যের জায়গা। 'কি সুন্দর রাসমণ্ডপ প্রস্তুত করেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

রাসমণ্ডল [স] *বি* রাধা-কৃষ্ণের রাসনৃত্যের জায়গা। 'শ্রীরাসমণ্ডলে যেয়ে দেন গড়াগড়ি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রাসমোচ্ছব [স রাসমহোৎসব] *বি* রাস উৎসব। 'রসগোল্লার লাগি আসি রাসমোচ্ছবে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রাসযাত্রা [স] *বি* রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিশেষ উৎসব। 'এই রাসযাত্রা উৎসব ইতস্ততো হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রাসলীলা [স] *বি* হিন্দু ধর্মমতে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের নৃত্যলীলা। 'রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রাস লীলা সময়ে নাচ হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

রাসকেল, রাস্কেল [ই] *বি* পাজি; বদমাশ। 'আবার কথায় ২ আমারদিগ্যেই রাস্কেল বলে, ঘুসি মারে, চক্ষুঃ রাঙ্গায়...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭; 'হিন্দুর মন্দিরে ... রাসকেল, মুসলমান ঢুকিয়েছিস!' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'টাকা পাওয়াচ্ছি আমি রাসকেলটাকে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

রাসটিকেট [ই] *বি* শাস্তি হিসেবে কোনো ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সাময়িক বহিষ্কারের আদেশ। 'অন্য কেউ হলে রাসটিকেটের সুপারিশ করত।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

রাসন [স] *বিণ* স্বাদ সম্পর্কিত। **রাসন প্রত্যক্ষ** [স] *বি* স্বাদজনিত বোধ। 'তোমার মগজটা তার রাসন প্রত্যক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

রাসভ [স] **১** *বি* গাধা। 'রাসভকুল অপর সকল দেশের ন্যায় এ দেশে এখনো আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'তুমি দেখাইলে, আজও ধরায়/ শুধু খ্রিস্টের রাসভ নাই।' *নজরুল*, ১৯২৯। **২** *বিণ* গাধার মতো। 'রাসভ গলা ভাঙল তার।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রাসভকুল [স] *বি* গাধা সম্প্রদায়। 'রাসভকুল অপর সকল দেশের ন্যায় এ দেশে এখনো আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রাসায়নিক [স] *বিণ* রসায়ন ঘটিত। 'জলে জলজান ও অম্লজানের রাসায়নিক যোগ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রাসায়নিক পরিভাষা *বি* রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কিত বিশেষ শব্দমালা। 'প্রফুল্লবাবু বিশুদ্ধ বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

রাসায়নিক পরীক্ষাশালা *বি* রসায়নের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি-সংবলিত ঘর। 'সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষাশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

রাসায়নিক যন্ত্র *বি* রসায়নের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখার যন্ত্রপাতি। 'এই প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রাচীন রাসায়নিক যন্ত্রের বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রাস্তা [ফা] **১** *বি* পথ; সড়ক; পন্থা। 'বড় রাস্তা হইয়া রাহা মথুকুরের বাটীতে আসিয়া ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* ক্ষেত্র। 'ওরা মরেও আমাদের জন্য খরচের রাস্তা তৈরি করে রাখে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রাস্তাঘাট [ফা রাস্তা+ঘাট] *বি* পথঘাট। 'সেলাম, খোশামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরোবে কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাস্তা দেখানো *ক্রি* পথ চিনিয়ে দেওয়া। 'আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিই গে তবে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রাস্তাপেড়ে *বিণ* রাস্তাপাড় বিশিষ্ট। 'তাবিজপেড়ে, মরিচপেড়ে কস্তাপেড়ে, রাস্তাপেড়ে ... পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রাস্তাবন্দ *বি* ছিনতাই। 'অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণ সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাস্তামেরামতকারী *বিণ* রাস্তানির্মাণকারী। 'গাড়োয়ান, কৃষাণ রাস্তামেরামতকারী কন্ট্রাক্টর-মিস্ত্রি প্রভৃতি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

রাস্তার মেয়ে *বি* অসৎ স্বভাবের মেয়ে। 'যে রাস্তার মেয়েলোকে মতো ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬০।

রাস্থা [ফা রাস্তা] *বি* রাস্তা। 'নূতন রাস্থা হওনে অধিক মৃত্তিক উঠিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

রাহ [ফা রাহ্>] *বি* রাস্তা। '(তার) কোরবানির সামান নিয়ে চল রাহে *নজরুল*, ১৯৪১।

রাহজন [ফা রাহ্>] *বি* পথিক। 'জমিদারিতে রাহজনের লুটতরা করিয়া থাকে।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

রাহবার [ফা রাহ্বর] *বি* পথপ্রদর্শক। 'কে এই ধর্মের রাহে আমাদে রাহবার?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রাহঅ *ক্রি* রয়। 'পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাদে।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

রাহা[১] [ফা] *বি* রাস্তা। 'হোথায় কুফার রাহা ভুলিয়া হোসেন।' *গরীব* ১৭৬৫।

রাহাখরচ [ফা রাহা+আ খরজ] *বি* পথের ব্যয়। *এডমন*, ১৭৯০ 'সকলের রাহাখরচের টাকা ... তাহার জিম্মা করিয়া দিয়া গিয়াছে *মানিক*, ১৯৩৬।

রাহা-খরচা [ফা রাহা+আ খরজ] *বি* পথখরচ; পরিবহন ব্যয়। ' দরে কেনা হয়েছে, রাহা খরচা (ট্রান্সপোর্ট) কত পড়েছে।' *মুজতব* ১৯৬৬।

রাহাগির, রাহাগিরী [ফা রাহগীর] *বিণ* পথচারী। 'অবশিষ্ট রাহাগি অতিথি।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'রাহাগির।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাহাজান [ফা] *বি* রাজপথে প্রকাশ্যে ছিনতাই করে যে 'রাহাজানদের দমন করিয়া ... কর্তৃপক্ষকে আগাইয়া আসিত হইবে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

রাহাজানি [ফা] **১** *বি* ছিনতাই। *মেয়ার*, ১৭৮৭; 'এই রাহাজা হওয়া অবধি ...।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'তখন কি উত্তর দিবে? তখন বলিবে যে, আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। *বি* অনাচার। 'সংসারের রাহাজানির ব্যাপারগুলোকে ভালোবাস শেখ।' *মানিক*, ১৯৩৫। **৩** *বি* ডাকাতি। 'কত রাহাজানির সুরা হয়ে গেছে জানাজানি হবার আগে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রাহাদার [ফা] *বি* পথের কর আদায়কারী। 'দস্তক বনাম রাহাদার ... মোকাম রায়গঞ্জ জাইতেছে তোমরা কেহ রাহা ঘাটে আট নাকরিবা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

রাহাদারান [ফা] *বি* পথে কর আদায়কারীগণ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

রাহাদারি [ফা] **১** *বি* পথ ব্যবহার করার কর। 'গবনর জিনরেল স্থা দস্তক রাহাদারি চাহিবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বি* পথ-ক আদায়ের কাজ। 'আপনার অতিদূরদর্শিতার দ্বারা রাহাদারি মাসু ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

রাহাপনা [ফা রাহা+পনা] *বি* পথচলা; সাধনা। 'সালেকের রাহাপন

মজ্জবি হয় আশেক দেওয়ানা।' *লালন*, ১৮৯০।

রাহাপর [ফা রাহা+পর] *ক্রিবিণ* পথের উপর। 'এতদিনে হানিফা আইল রাহাপর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রাহা[২] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সদারাম রাহা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রাহাক [স রাহা>] *বি* ফলক। 'লোহার রাহাক আনি চক্রক করিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাহি[১], রাহী [স রাধিকা] *বি* রাধা। 'তেঁসি সংহতী করি নির্তে চাহোঁ রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রাহি সুচেতনি কাহ্নু সেয়ান।' *শেখর*, ১৬০০।

রাহি[২], রাহী [ফা রাহী] **১** *বি* পথিক। 'বাদশা সকল যত হয় বদ রাহী।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আমার তলবে লোক আসিয়াছে আমি অদ্য রাহি হইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বিণ* অগ্রগামী। 'বাদসাহ ও আপনি শিকার খেলিবার মতে গৌড়মুখে রাহি হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* প্রেরণ; হস্তান্তর। 'কয়েদী বালক কয় জন আমার মহারাজার নিকট রাহি কর নতুবা তোমাকে নষ্ট করি।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাহি হওন *বি* যাত্রা করা; রাস্তায় বের হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রাহিত্য [স] *বি* অভাব। 'সহচরের সাহিত্য রাহিত্য কদাচ হইবেক না।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

রাহু [স] **১** *বি* (জ্যোতিষ) গ্রহণের সময় সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করে যে। 'চান্দের পীযূষধারা রাহুএঁ যেহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ওরে গ্রাস করেছে তাদের ভাই আজ চৌদ্দজনা রাহু।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* লোভ। 'এই রাহুটাই কর্মের পাত্র থেকে তার অমৃত ঢেলে নেবার জন্য লালায়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাহুকবলিত [স] *বিণ* অত্যন্ত বিপন্ন। 'রাহুকবলিত কাবুল ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রাহুগ্রস্ত [স] **১** *বিণ* রাহুতে গ্রাস করেছে এমন; ম্লান। 'উৎসবের যে শোভা হইত তাহা রাহুগ্রস্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* অধিকৃত। 'সমগ্র দেশ যখন ইংরেজ-রাহুগ্রস্ত।' *হাই*, ১৯৫৪।

রাহুগ্রহণ [স] *বি* রাহুগ্রস্ত হওয়া। 'গগনস্থ চন্দ্রের যেরূপ রাহুগ্রহণের শঙ্কা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রাহুগ্রাস [স] **১** *বি* সংকট। 'এ হিন্দুকুলসূর্যকে তুমি এ রাহুগ্রাস হত্যে কবে মুক্ত করবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* গ্রহণের সময়ে চন্দ্র অথবা সূর্যকে গ্রাস করে যে কাল্পনিক গ্রহ। 'আমি মহাপ্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাহুমুক্ত [স] *বিণ* শত্রুমুক্ত। 'বাংলাদেশ আজ রাহুমুক্ত হয়ে এক সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ লাভ করেছে।' *বেগম*, ১৯৭২।

রাহুর গ্রাস *বি* দুর্ভাগ্যগ্রস্ত অবস্থা। 'তাহার মন যেন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রাহুলাগা *বি* রাহু গ্রাস করা। 'রাহুলাগার বেদন লাগে পূর্ণিমা চাঁদার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রাহুত[১] [স রাজপুত্র] *বি* ঘোড়সওয়ার। 'রাহুত মাহুত যত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রাহুত[২] [স রাজপুত্র] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামগতি রাহুত।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রিং [ই] *বি* চাবি রাখার কড়া। 'আঁচলে একটি রিং।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

রিকল [ই] *বি* প্রত্যাহার; ডেকে পাঠানো। 'লর্ড ক্যানিং-এর রিকলের জন্যে পার্লিয়ামেন্টে দরখাস্ত কল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রিকশা, রিক্সা [জা রিকশা] *বি* যাত্রীবাহী তিন চাকার যান। 'এখনও নামেনি সেই নির্জন রিকশাগুলো।' *জীবন*, ১৯৩০; 'গাড়ী বা রিক্সায় যাতায়াত বড় ব্যয়সাধ্য।' *বেগম*, ১৯৫৩।

রিকশাওয়ালা, রিকসাওলা, রিক্সাওলা, রিক্সাওয়ালা [রিকশা+হি ওয়ালা] *বি* রিকশাচালক। 'রিকশাওয়ালার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ানো ... অসহ্য মনে হয়।' *জীবন*, ১৯৩২; 'এর চেয়ে হও গিয়া রিকশাওয়ালা কী কুলি।' *নজরুল*, ১৯৪১; 'এমন সময় এক রিক্সাওলা যাচ্ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'রিকসাওলা জমাদারনী ভয়েই ভাগে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

রিকশাচালক *বি* রিকশাওয়ালা। 'আবদুল রিকশাচালক নয়, তার কাছে আবদুল বড় ভাই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রিকশাসাইকেল *বি* তিন চাকার রিকশার মতো গাড়িবিশেষ। 'খানিক দূর রিকশাসাইকেলে এগোনোর পর ...।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

রিক্সা করা *ক্রি* রিকশা ভাড়া করা। 'এসো রিক্সা করি।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

রিকাবি [ফা রকাবি] *বি* ছোটো থালা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রিকেট [ই] *বি* ভিটামিন ডি-এর অভাবে শিশুহাড়ের অপুষ্টিজনিত রোগবিশেষ। 'ছেলেটার আবার রিকেট।' *জীবন*, ১৯৩২।

রিক্ত [স] *বিণ* খালি; শূন্য। 'মহেন্দ্র রিক্ত হস্তে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'আহমদী সম্পাদক রিক্ত মস্তকে শালগ্রাম প্রস্তরের ন্যায় সভা মধ্যে বসিয়া রহিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯; 'দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রিক্তকণ্ঠ [স] *বি* শূন্য কণ্ঠ। 'বুকে থেকে রিক্তকণ্ঠে কোন রিক্ত অভিমানী কহে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রিক্ত-কর [স] *ক্রিবিণ* শূন্য হাতে। 'রিক্ত-কর আসিয়াছি ফিরে!' *নজরুল*, ১৯২৪।

রিক্ততা [স] *বি* শূন্যতা। 'রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'অন্তরের দৈন্য ও রিক্ততাও ফুটিয়ে তোলে।' *হাই*, ১৯৪৭।

রিক্ত প্রাণ [স] *বি* শূন্য প্রাণ। 'রিক্তপ্রাণ তিক্ত সুখে হুঙ্কারিয়া ওঠে তাই।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রিক্ত বুক [স রিক্তবক্ষ] *বি* নিঃস্ব বুক। 'রিক্ত বুকের দুখ আসে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রিক্তভূষণ [স] *বিণ* অলংকারশূন্য। 'রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রিক্তমেঘ [স] *বি* জলশূন্য মেঘ। 'রিক্তমেঘ দিকপ্রান্তে ভয়ে দেয় উঁকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রিক্তশস্য [স] *বিণ* ফসলহীন। 'হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রিক্ত শাখা [স] *বি* পাতাহীন ডাল। 'পউষের রিক্ত শাখায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রিক্তস্থালী [স] *বি* শূন্য হাঁড়ি। 'সমস্ত উপবাসী দেশ আপন রিক্তস্থালীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল কী খাইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

রিক্তহস্ত [স] *বি* শূন্যহাত। 'নলিন রিক্তহস্তে বাড়ি আসিয়া ...।'

রবীন্দ্র, ১৯০০।

রিক্ত হস্তে ফেরা *ক্রি* নিরাশ হয়ে ফেরা। 'আমাকেও অনেক দ্বার থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে আসতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রিক্তা *বিণ স্ত্রী* নিঃস্ব। 'রিক্তা নলী এলায় রে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'আমি আজ রিক্তা সন্ন্যাসিনী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রিক্তাকাশ [স] *বি* শূন্য আকাশ। 'উর্ধ্ববাহু আজ রিক্তাকাশে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

রিক্রুটমেন্ট [ই] *বি* সংগ্রহ। 'এটা রিক্রুটমেন্টের, কাঁচা সৈনিক-সংগ্রহের যুগ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রিক্রুটিং [ই] *বিণ* সংগ্রহ সংক্রান্ত। 'রিক্রুটিং আপিসের ঠিকানা।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

রিগিরি *বি* বিরতিহীনতা। 'কোথা হাল লাঙলের দিনে রিগিরি দিয়ে বিষ্টি হবে, তা নয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

রিগুলেসন [ই] *বি* নিয়ম। 'কালেজের রিগুলেসন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

রিঙ [ই] **১** *বি* আংটি। 'টেবিলে বসিব খেতে হাতে দিয়ে রিঙ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* সার্কাসের খেলা দেখানোর জন্য ঘের। 'সার্কাসের রিঙ মাস্টারের চাবুকের ইশারায় ... বাঘ নুইয়া পড়ে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রিঙ মাস্টার [ই] *বি* ক্রীড়া নির্দেশক। 'সার্কাসের রিঙ মাস্টারের চাবুকের ইশারায় ... বাঘ নুইয়া পড়ে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রিজলিউশান, রিজলিউশ্যন, রিজলিউসন [ই] *বি* প্রস্তাব। 'রিজলিউশ্যন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন – আমি তাহাতে নহি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'এক রিজলিউসনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'মিটিংয়ে যেসব রিজলিউশান পাশ হইয়াছে তার নকল।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

রিজাইন [ই] *বি* কাজে ইস্তফা। 'গ্রান্ট রিজাইন দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রিজার্ভ, রিজাভ [ই] **১** *বিণ* সংরক্ষিত। 'সব গাড়িই যদি রিজার্ভ গাড়ি হইত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* সংরক্ষণ। 'যাবতীয় অভিসম্পাত 'রিজাভ' করিয়া রাখিয়াছি।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

রিজার্ভ করা *ক্রি* (টাকা দিয়ে) আসন নির্ধারিত করে রাখা। 'তাঁদের জন্য টেবিল রিজার্ভ করা ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রিজার্ভ পুলিশ [ই] *বি* বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পুলিশ বাহিনীর সংরক্ষিত সদস্য বা সংশ্লিষ্ট বিভাগ। 'রিজার্ভ পুলিশের ১৬ জন অফিসার সকলেই হিন্দু।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

রিজার্ভ ফরেস্ট [ই] *বি* সংরক্ষিত বন। 'মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রিজার্ভেশন [ই] *বি* আসন সংরক্ষণ। 'দূরের জার্নি হলে রিজার্ভেশন যেন বাধ্যতামূলক।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

রিজিকদেনেওয়ালা [আ রিজক+হি দেনেওয়ালা] *বি* অন্ন-বস্ত্র দাতা। 'খোদাই রিজিকদেনেওয়ালা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রিজিষ্টর [ই রেজিস্টার] *বিণ* নিবন্ধনসংক্রান্ত। 'নিচে লেখামত রিজিষ্টর বহি টেকসালে খোলা থাকিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

রিজু [স ঋজু] *বিণ* সরল। 'ব্যবহারে বড় রিজু নিত্য পড়য়ে যজু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রিঝ *বি* হৃদয়। 'আকুল রাধা, রিঝ অতি জরজর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রিঝায়লি [স হৃদয়>] *ক্রি* রোমাঞ্চিত করলে। 'কি রসে রিঝায়লি সো বর নাগর অনুখন তোহারি ধেয়ান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রিটায়ার [ই] *বি* অবসর গ্রহণ। 'রিটায়ার করবার মুখে কলকাতায় দু-চারটা কাজ সেরে নিচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রিটায়ার করা [ই] *ক্রি* অবসর গ্রহণ করা। 'দাদুর মতন রিটায়ার করেছে এখন ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

রিটায়ার্ড [ই] *বিণ* অবসরপ্রাপ্ত। 'বুড়ো রিটায়ার্ড প্রফেসর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রিঠা[১] [স অরিষ্ট] *বি* কাপড় কাচার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের ছোটো ফল। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'উপরে রিঠাগাছে থোলো-থোলো ফল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রিঠা[২] *বি* মাছবিশেষ। 'রিঠা মাছ।' *শামসুল*, ১৯৬২।

রিড [ই] *বি* হারমোনিয়ামের চাবি; ঘাট। 'হারমোনিয়ামের রিডের উপর দিয়ে খটাখট খটাখট করে ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রিডাইরেক্টেড [ই] *বিণ* পুনঃনির্দেশিত; নতুন ঠিকানায়-পাঠানো। 'দিলেম সেটা কাঁপা হাতে রিডাইরেক্টেড করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রিণ [স ঋণ] *বি* ধার। 'আসল রিণের সুদ আসল হইতে অধিক হইয়া থাকে।' *ডানকান*, ১৭৮৪। *দ্র* **ঋণ**

রিতু[১] [স ঋতু] *বি* ঋতু। 'উতপতি প্রলয় আমি রিতুতে বসন্ত।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **ঋতু**[১]

রিতু[২] [স ঋতু] *বি* প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মাসিক রক্তক্ষরণ। **রিতুবতী** [স ঋতুমতী] *বিণ* ঋতুমতী। 'রিতুবতী হইআছে রম্ভা বাইনানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **ঋতু**[২]

রিতু রক্ষা [স ঋতুরক্ষা] *বি* ঋতুকালে স্ত্রীসহবাস। 'সুভক্ষনে রিতু রক্ষা কৈল ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রিদয় [স হৃদয়] *বি* হৃদয়; অন্তঃকরণ। 'ভার আমি চিন্তিএ রিদয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

রিদএ [স হৃদয়] *বি* হৃদয়। 'দুহার মুরতি দুহ রিদএত জাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

রিন [স ঋণ] *বি* ঋণ। 'লবণের তরে চারি কড়া কর‍্য রিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **ঋণ**

রিনি [স ঋণী] *বিণ* ঋণী। 'শিবের দুয়ারে জেবা করে শঙ্খধ্বনি অভিমত বরদানে শিব তার রিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রিন রিন [ধ্বন্যা] **১** *বি* চুড়ির শব্দ। 'চুড়ি মাঝে মাঝে রিন রিন করে উঠছে।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* বাজনার শব্দ। 'ব্যথায় মোর জাগায়ে নিয়ে তারের রিনরিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রিনরিনে [ধ্বন্যা] *বিণ* অনুরণনযুক্ত। 'সতেজ বাঁশির মতো গলা। রিনরিনে মিষ্টি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রিনিক-ঝিনি [ধ্বন্যা] *বি* নূপুর বাজার শব্দ। 'যদি না বাজে কাঁকন মল রিনিক-ঝিনি –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রিনিকিঝিনি [ধ্বন্যা] *বি* নূপুর বাজার শব্দ। 'নূপুর-রিনিকিঝিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রিনিকি ঝিনিকি [ধ্বন্যা] *বি* নূপুরের শব্দ। 'কনক-নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রিনিঝিনি [ধ্বন্যা] *বি* নূপুর বাজার শব্দ। 'রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রিনিঠিনি [ধ্বন্যা] ১ *ক্রিবিণ* রিনিঝিনি শব্দে। 'রিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* চুড়ি-কাঁকন বাজার শব্দ। 'চুড়ি-কঙ্কণে রিনিঠিনি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রিনরিনানো [ধ্বন্যা] *ক্রি* শিহরিত হওয়া। 'যে আহ্বানে রিনরিনিয়ে যায় নাবিকের ধমনি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

রিনি রিনি [ধ্বন্যা] ১ *বি* সেতারের শব্দ। 'শুনেছিনু যেন মৃদু রিনি রিনি/ ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিংকিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* শিহরণসূচক শব্দ। 'রক্তে যে তার বাজে রিনিরিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। ৩ *বি* নূপুরের ধ্বনি। 'নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

রিনেসাঁস [ফ] *বি* নবজাগরণ। 'রিনেসাঁসের ইটালি ও অষ্টাদশ শতকের ফরাসী-দেশ, এই সভ্যতাত্রয়ের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রিপট [ই] *বি* প্রতিবেদন। 'সাতজন দেশী চৌকীদারের হাজিরি করিয়া রিপট দাখীল করিয়াছিলাম।' *ভেরলি*, ১৭৮০।

রিপাব্লিক [ই] *বি* প্রজাতন্ত্র। 'সোভিয়েট সম্মিলনীর অন্তর্গত কতকগুলি রিপাব্লিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রিপু[১] [স] ১ *বি* শত্রু। 'বড়ই প্রবল রিপু বাড়ে মোর তোথা।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* প্রবৃত্তি। 'পার্থিব শোক, তাপ ও রিপুর বশম্বদ।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

রিপুকুল [স] *বি* ষড়রিপু: কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। 'সৃষ্টিদাতা রজোগুণে রিপুকুলনাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রিপুগণ [স] *বি* রিপু সকল। 'রিপুগণ উপহাসে মনে লাগে ভয়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রিপুজয়ী [স] *বিণ* ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে এমন। 'সেই জন রিপুজয়ী সকল ভুবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রিপুদমন [স] *বি* কাম ক্রোধাদি দমন। 'রিপুদমন করে অচঞ্চলমন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রিপুদমি [স রিপুদমী] *বি* শত্রুকে দমন করে যে। 'যাইব তোমার সঙ্গে, চল রিপুদমি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রিপুপরতন্ত্র [স] *বিণ* রিপুর অধীন। 'রিপুপরতন্ত্র হইয়া অল্প বয়সে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রিপুপরবশ [স] *বিণ* প্রবৃত্তির বশবর্তী। 'রিপুপরবশ হ'য়ে চিতোর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রিপু পরিবার [স] *বি* ষড়রিপু। 'রিপু পরিবারে, দুরিত বিস্তারে/ তেঁই মন হল দুরাচার।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

রিপুভস্মকারী [স] *বি* প্রবৃত্তিকে ধ্বংসকারী। 'রথ কোটি কোটি স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রিপুভাব [স] *বি* শত্রুতা। 'তবে আহ্মি রিপুভাব না করিব তানে।' *সুলতান*, ১৭০০।

রিপুর প্রবর্তনা *বি* ইন্দ্রিয়ের তাড়না। 'রিপুর প্রবর্তনায় ... লঙ্ঘন করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রিপু-সেবা [স] *বি* ইন্দ্রিয় সম্ভোগ। 'রিপু-সেবায় অনুরক্ত হওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

রিপু[২] [ফা রফু] *বি* সুচ সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ বুনে মেরামত। 'চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায়!' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র রিফু

রিপুকর্ম, রিপুকর্ম্ম [ফা রফু+স কর্ম] *বি* জামা-কাপড়ের ছেঁড়া অংশ সুচ-সুতা দিয়ে মেরামতের কাজ করে যারা। 'কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপুকর্ম্ম বেরুলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রিপোর্ট [ই] ১ *বি* প্রতিবেদন। 'তাহাতে রিপোর্ট জানা গেল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* নিয়মিত হাজিরা। 'থানায় কয়েদ হইয়া রিপোর্টে যাইতে হইত।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রিপোর্ট করা *ক্রি* অবগত করা; জানানো। 'পুলিসে না রিপোর্ট করে কোথাও যাবার হুকুম নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রিপোর্টার [ই] *বি* প্রতিবেদক। 'এক দিকে দর্শকেরা আর-এক দিকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ উপস্থিত হইয়াছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

রিপ্রীন্ট [ই] *বি* পুনর্মুদ্রণ। 'তিনি রিপ্রীন্ট বহীর ... আপনি ছাপিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

রিপ্লাই [ই] *বি* চিঠির উত্তর। 'রিপ্লাই আসিল ওহো, ভীষণ করুণ!' *নজরুল*, ১৯২২।

রিফরমর [ই] *বি* সংস্কারক। 'রিফরমর বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

রিফরমেশন, রিফরমেসন [ই] ১ *বি* সংস্কারসাধন। 'দেশের রিফরমেসনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* রেনেসন্স-পরবর্তী খ্রিস্টধর্ম সংস্কার আন্দোলন। 'এই রিফরমেশনের ফলে ধর্মবুদ্ধি মুক্তিলাভ করলে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

রিফর্ম [ই] *বি* পুনর্গঠন। 'এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রিফর্মেশন [ই] *বি* রেনেসন্স-পরবর্তী খ্রিস্টধর্ম সংস্কার আন্দোলন। 'লুথারের প্রবর্তিত রিফর্মেশনই জর্মানিক ভাষাসমূহকে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭; 'রিফর্মেশন-যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন-যুগে য়ুরোপে যে মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রিফাইনমেন্ট [ই] *বি* পরিশীলন। 'রিফাইনমেন্ট সমজদারিরই দান, ক্রিয়েটিভিটির নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রিফাইন্ড [ই] *বিণ* সভ্য। 'রিফাইন্ড গোছের বড় মানষীর নজীর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রিফিউজি [ই] *বি* উদ্বাস্তু। 'মাদারিপুর বিহার থেকে আসা যে-সব রিফিউজি বাসা বেঁধেছিলো।' *সুনীল*, ১৯৭১; 'আপনিও রিফিউজি।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

রিফুজি [ই] *বি* শরণার্থী। 'রিফুজিদের দুর্দশার কথা সরবে আলোচনা করে।' *হাসান*, ১৯৬৬।

রিফ্যুজি [ই] *বি* উদ্বাস্তু। 'রিফ্যুজি হয়ে এসেছে।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

রিফু [ফা রফু] *বি* সুচ সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ বুনে মেরামত। **রিফুকর** [ফা রফুগর] *বি* সুচ-সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ মেরামতের কাজ করেন যিনি। 'রিফুকরসকল শিল্পবিদ্যায় এমত পারদর্শী।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

রিফু করা *ক্রি* সুচ সুতা দিয়ে ছিন্ন অংশ বুনে মেরামত করা। 'সাদা তুলার সুতায় রিফু করা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রিফুকর্ম *বি* সুচ-সুতা দিয়ে কাপড়ের ছেঁড়া অংশ মেরামতের কাজ। 'বলছে তোমার কাঁথাটাক রিফুকর্ম করবে কি?' *সুকুমার*, ১৯২০।

রিফুগর *বি* যিনি সুচ সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ বুনে মেরামত করেন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রিফ্রেশমেন্ট রুম [ই] *বি* হালকা আপ্যায়নের কক্ষ। 'মউলবি সাহেবকে লইয়া রিফ্রেশমেন্ট রুমে ঢুকিয়া পড়িল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'জেনেরালসাহেব রিফ্রেশমেন্ট রুমে আহার সমাধা করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রিবন [ই] *বি* ফিতা। 'রিবন, এলোমেলো চিঠি।' *জীবন*, ১৯৩২।

রিবিণ [ই] *বি* রিবন; ফিতা। 'রিবিণ উড়িছে কত ফর ফর করি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রিবিনিউ [ই রেভেনিউ] *বি* রাজস্ব। *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

রিবনু [ই রেভিনিউ] *বি* রাজস্ব। *দর্পণ*, ১৮২২।

রিভলবার, রিভলভার [ই] *বি* ছোটো বন্দুক; পিস্তল। 'সার্জেন্ট-দল রিভলবার হাতে লইয়া গাড়িতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'ডান পকেট থেকে তার রিভলভার বার হয়ে এল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রিভলভারধারী [ই রিভলভার+স ধারী] *বিণ* আগ্নেয়াস্ত্রধারী। 'রিভলভারধারী শতশত তাগড়া তাগড়া পুলিশও।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রিভিউ, রিভিয়ু [ই] **১** *বি* (সৈন্যদল, পোত ইত্যাদি ক্ষেত্রে) আনুষ্ঠানিকভাবে পরিদর্শন করা। 'গোঁড়ারা ... রিভিউয়ের সোল্‌জারদের মত দল বেঁধে দু থাক হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* পত্রিকার নামবিশেষ। 'মে মাসের নিয়ু রিভিয়ু পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* সমালোচনা। 'সকালে যদি রিভিউ লিখি বিকালে লিখি কাব্য।' *অন্নদা*, ১৯৪২; 'খবরের কাগজে সে রিভিয়ু লিখেছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

রিভোলিউশন, রিভোলিউসন [ই] *বি* বিপ্লব; সিপাহী বিদ্রোহ। 'নীলকর সায়েবরা দ্বিতীয় রিভোলিউসন হবে বিবেচনা করে অবতার হয়ে পড়লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'একেবারে রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রিম, রীম [ই] *বি* কাগজের পরিমাণবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যে কাগজ তিন টাকা রীম দরে ক্রয় করিতাম ...।' *জামায়াত*, ১৯৪২।

রিমওয়ালা [ই রিম+হি ওয়ালা] *বিণ* ধাতু অথবা প্লাস্টিকের ধারযুক্ত। 'খাপ হইতে বেশ পুরু রিমওয়ালা একটা চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রিমঝিম [ধ্বন্যা] **১** *বি* বৃষ্টির পড়ার শব্দ। 'ঘন ঘন রিম ঝিম রিম ঝিম রিম ঝিম বরখত নীরদপুঞ্জ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* ঝিঁঝি ডাকার শব্দ। 'রিমঝিম ঝিঁঝিতে ঝাঁঝরা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

রিম-ঝিম-রিম [ধ্বন্যা] *বি* মৃদু বৃষ্টিপাতের শব্দ। 'ঝড়ো হাওয়ার সাথে মেতে আগল-ছাড়া পাগল মেঘের ঐ একরোখা শব্দ, রিম-ঝিম-রিম।' *নজরুল*, ১৯২২।

রিমিক ঝিম [ধ্বন্যা] *বি* নাচের তাল। 'রিমিক ঝিম ঝিমিক ঝিম।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রিমিকি ঝিমিকি [ধ্বন্যা] *বিণ* রিমিঝিমি ধ্বনিপূর্ণ। 'রিমিকি ঝিমিকি বরিষন ঝিল্লিঝনক-ঝননন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রিমিঝিমি [ধ্বন্যা] *বিণ* রিমঝিম ধ্বনিযুক্ত। 'রিমিঝিমি-বাদল-বরিষনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রিমিরিমি [ধ্বন্যা] *বি* নূপুরের শব্দ। 'ঝিমঝিম রিমঝিম – রিমিরিমি রিম ঝিম বাজে পাঁইজোর –।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রিয়লিজম [ই] *বি* বাস্তববাদ। 'তাঁর লেখায় রয়েছে রিয়লিজমের আদর্শবাদিতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রিয়লিস্‌টিক [ই] *বিণ* বাস্তববাদী। 'রিয়লিস্‌টিক আধুনিকের এইমতোই ধরম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রিয়া [আ] *বি* কপটতা। 'বানাওট, ভণ্ডামী, প্রতারণা, রিয়া এবং ধর্মের নামে অধর্মের লীলাখেলা।' *এসলাম*, ১৯৩৪।

রিয়ার্সেল [ই] *বি* মহড়া। 'পরশু আমাদের পুরো রিয়ার্সেল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রিয়াল [ই] *বিণ* বাস্তবসম্মত। 'আমাদের দর্শনচর্চা রিয়ালও নয়, ক্রিটিকালও নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রিয়ালিজম [ই] *বি* বাস্তববাদ। 'ইউরোপীয় সাহিত্যের রিয়ালিজমই নাম ভাঁড়িয়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

রিয়ালিটি [ই] *বি* বাস্তবতা। 'আইডিয়াকে রিয়ালিটির চেয়ে কম সত্য মনে করা আমাদের একটা মোহ মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রিয়ালিষ্টিক, রিয়ালিস্টিক [ই] *বিণ* বাস্তববাদী। 'রিয়ালিস্টিক সাহিত্য রোমান্টিক সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'রিয়ালিস্টিক কবিতা কবিতা বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'স্টেজ-আর্ট যতটুকু রিয়ালিষ্টিক হতে পারে হয়েছিল।' *অবন*, ১৯৪১।

রিয়ালিস্ট [ই] *বি,বিণ* বাস্তববাদী। 'সুন্দরের জ্ঞান হারানোটা রিয়ালিস্টদের তেমনি দোষ।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'বাঁশরি বললে, তোমরা আবার রিয়ালিস্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রিরংসা [স] *বি* যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা। 'দলে দলে করিয়াছে রিরংসার উলঙ্গ চিৎকার।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রি রি, রী রী [ধ্বন্যা] *বি* তীব্র অনুভূতি বিশেষ। 'কিছু সুখের জিনিষ মনের ভিতর রী রী করে উঠেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রি রি করা *ক্রি* তীব্র কোনো অনুভূতি সৃষ্টি করা। 'শিরের ভিতর গিয়ে রি রি করে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রিরিরিরি *বিণ* তীব্র যন্ত্রণা ও ক্রোধের অনুভূতি প্রকাশক। 'বিষাক্ত রিরিরিরি-নাদ।' *নজরুল*, ১৯২২।

রিল [ই] *বি* সুতা জড়ানোর নল। 'সুতার রিলে গাঁথা ছুচ।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

রিলিজন [ই] *বি* আনুষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাস। 'য়ুরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রিলিজিয়াস [ই] *বিণ* ধর্মীয়। 'স্বজাতির সিভিল ও রিলিজিয়াস লিবার্টির ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

রিলিজ্যাস [ই] *বিণ* ধর্মীয়। 'নূতন হিউম্যানিজমের রিলিজ্যাস মুভমেন্ট হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

রিলিফ [ই] **১** *বি* আরাম। 'অনুরোধ করি নারকেলমুড়ি ও ঠনঠনের নিমকীটাও ট্রাই করুন! ইমিজিয়েট রিলিফ!' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* সাহায্য; ত্রাণ। 'কখন ভরসা রিলিফ, কখন ভিক্ষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'তবে রিলিফ এসে পৌঁছবার আগে যে তাকে খতম করতে পারা গেছল সেটাই সুখের বিষয়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রিলিফ ওয়ার্ক [ই] *বি* ত্রাণকার্য। 'রিলিফ ওয়ার্কে এক দল ওয়ার্কার পাঠাবে মেদিনীপুর।' *তারা*, ১৯৪৩।

রিলিফ কমিটি [ই] *বি* ত্রাণ সমিতি। 'রিলিফ কমিটির সভার নিমন্ত্রণ পাইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

রিলিফ ক্যাম্প [ই] *বি* ত্রাণকেন্দ্র; সাহায্যকেন্দ্র। 'কখনো রিলিফ ক্যাম্পে ভাবো চুপচাপ।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রিলিফ ফাণ্ড [ই] *বি* ত্রাণ তহবিল। 'রিলিফ ফাণ্ডের টাকার চৌদ্দআনা ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'মার্শাল চিয়াং কাইশেক পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন সাইক্লোন রিলিফ ফাণ্ডে।' *তারা*, ১৯৪৩।

রিলিফ সেন্টার [ই] *বি* সাহায্যকেন্দ্র; ত্রাণকেন্দ্র। 'বড় রাস্তার মোড়ে বসেছে রিলিফ সেন্টার।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

রিলিভ [ই] *বি* দুঃখ লাঘব। 'ও বুঝি আমাদের রিলিভ করতে আসছে অন্য পল্টন।' *নজরুল*, ১৯২২।

রিলে [ই] *বি* পুনঃসম্প্রচার। 'দূর দেশের অনেক কিছু রেডিও মারফৎ আমাদের রিলে (Relay) করে শোনান হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রিষ, রীষ [স ঈর্ষা] *বি* ঈর্ষা। 'এহি রিষ বিষে নাশ হৈছে কত জনে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'মনে মনে কত রীষ হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রিশ [স ঈর্ষা] *বি* হিংসা; বিদ্বেষ। 'বুকেতে নাহিকো জোশ তেজ রিশ।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

রিস [স ঈর্ষা] *বি* ঈর্ষা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রিষি [স ঋষি] *বিণ* ঋষি। 'দিশী কৃষ্ণ রিষি কৃষ্ণ এ দেশে ও দেশে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। *দ্র* **ঋষি**

রিষ্টপুষ্ট [স হৃষ্টপুষ্ট] *বিণ* মোটাসোটা। 'মিশ্রদের বাড়ির ছেলেগুলি কেমন রিষ্টপুষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

রিষ্টি [স] *বি* ফাঁড়া; ঘোর বিপদ। 'ঘুচিবে সকল রিষ্টি, হবে সদা সুখ-বৃষ্টি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রিষ্টিনাশা [স] *বিণ* অকল্যাণ নাশকারী। 'বিশ্ব-ললাট দীপ্ত – কালো রিষ্টিনাশা হোমের টিপে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রিসঅ [স ঈর্ষা>] *ক্রি* প্রেম করে। 'জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

রিসারিসি [স ঈর্ষা>] *বি* পারস্পরিক হিংসা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রিসার্চ [ই] *বি* গবেষণা। 'নীরদ রিসার্চের যে কাজ নিয়েছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রিসর্চ [ই] *বি* গবেষণা। 'এই রিসর্চের কাজটা আমাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রিসর্চবিভাগ [ই রিসার্চ+স বিভাগ] *বি* গবেষণা বিভাগ। 'রিসর্চবিভাগে আরো কিছু দান মঞ্জুর করিয়ে নেবার প্রস্তাব ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রিসি [স ঋষি] *বি* ঋষি। 'নাগলোক রিসি আইলা দক্ষের সদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রিসিপুত্র [স ঋষিপুত্র] *বি* ঋষিপুত্র। 'রিসিপুত্র সাপে পাণ্ডব হইল অন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রিসিভ [ই] *বি* বরণ। 'বাবু সকলকে মা গোঁসাইয়ের মত সমাদরে রিসিভ কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রিসিভার [ই] *বি* টেলিফোন-যন্ত্র। 'রিসিভারটা মহাশ্বেতা তাহার হাতে তুলিয়া দিক।' *মানিক*, ১৯৪০।

রিসীডেন্ট [ই রেসিডেন্ট] *বি* সরকারি প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তা। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

রিস্টওয়াচ, রিষ্টওয়াচ [ই] *বি* হাতঘড়ি। 'রিস্টওয়াচ মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'রিষ্টওয়াচ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রিহাই [ফা] *বি* অব্যাহতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রিহার্সাল, রিহর্সল [ই] *বি* মহড়া। 'রিহার্সাল ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে তাহার যোগ ঘনিষ্ঠ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'এটা নারীহরণের রিহর্সলমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রিহার্শাল [ই] *বি* মহড়া। 'কোন দিন বা থিয়েটারের রিহার্শাল দেয়।' *মনোজ*, ১৯৬১।

রিহার্সাল দেওয়া *ক্রি* মহড়া। 'যেন ওটাকে রিহার্সাল দিয়ে নিলেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রিহার্সেল [ই] *বি* মহড়া। 'কোথায় তাঁরা রিহার্সেল দিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'অভিনয় না থাকিলে ... রিহার্সেল দিতে যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

রিহার্স্যাল [ই] *বি* মহড়া। 'অনেক রিহার্স্যাল দিলুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রীজন [ই] *বি* যুক্তি। 'যাকে বলে রীজন, সে মানস-সার্কাসের ডিগ্‌বাজি-খেলোয়াড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রীড [ই] *বি* হারমোনিয়ামের ঘাঁট; চাবি। 'কতদিন হার্মনিয়ামের রীডে নিপুণ আঙুল তন্ময় নাচেনি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রীডিং-ল্যাম্প [ই] *বি* লেখাপড়ার জন্য ব্যবহৃত বাতি। 'গ্লোবওয়ালা এক বিরাট রীডিং-ল্যাম্প।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রীণ *বি* নদীর নামবিশেষ। 'রীণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে শীতসময়ে বরফ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রীত [স রীতি] **১** *বি* আচার। 'অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণ রীত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রকৃতি। 'পূর্ব্বে আমি পরিক্ষিল তার এই রীত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* চরিত্র। 'কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত।' *ভারত*, ১৭৬০। **৪** *বি* স্বভাব। 'তোমার রীতের দোষে মারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

রীতকরণ [স] *বি* মার্জিত আচার। 'লজ্জা-শরম, রীতকরণ উহাদের কখনও হইবে না।' *তারা*, ১৯৪২।

রীতকর্ম, রীতকর্ম্ম [স] *বি* রীতিসম্মত কাজ; বাস্তবসম্মত কাজ। 'অসম্ভব আশা উত্থাপন করা রীতকর্ম্মকে হাস্যাস্পদ করা মাত্র।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রীতচরিত্র [স রীতিচরিত্র] *বি* স্বভাব ও আচরণ। 'একটু বাচাল হোগ, রীতচরিত্র ভাই ভাল শুনেছিলেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

রীতরক্ষে *বি* প্রথা বজায় রাখা। 'রীতরক্ষে বলেও তো একটা জিনিস আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

রীতি [স] **১** *বি* ধরন। 'সুখের পিরীতি আনন্দ যে রীতি দেখিতে সুন্দর হয়।' *চণ্ডী*, ১৫৭০। **২** *বি* স্বরূপ। 'কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* কৌশল। 'সোল্লুণ্ঠ বচন-রীতি মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* স্বভাব। 'বুঝিনু তোহারি রীতি।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০। **৫** *বি* আইন। 'সবে মাত্র খণ্ডাইলা কাফেরের রীতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৬** *বি* নিয়মনীতি। 'যদি জাত্যংশে বড় হও তাহার পূর্ব্বের রীতি মনে কর।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৭** *বি* বিধান। 'বিদ্যাধ্যাপনবিষয়ে গবর্ণমেন্টের এইক্ষণে যে সকল রীতি আছে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৮** *বি* সংস্কার। 'উল্লিখিত রীতি বলবতী থাকাতে, অন্য অন্য প্রকার অনিষ্টও উৎপন্ন হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৯** *বি* প্রণালী। 'আরবীদিগেরও পূর্ব্বে হিন্দুদিগের

দশগুণোত্তর সংখ্যার রীতি অবগত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **১০** *বি* ঐতিহ্য; পরম্পরাগতভাবে চলে এসেছে এমন ধারা। 'ইউরোপ খণ্ডে যে পর্য্যন্ত লাটিন ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **১১** *বি* প্রথা। 'এ বিষয়ে এক পরম শুভকরী রীতি প্রচলিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **১২** *বি* পদ্ধতি। 'তিনি গোল-আলু, শণ ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনের রীতি উপদেশ দিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **১৩** *বি* কাজের ধারা। 'এ কেমন রীতি তব, বাহ রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রীতিক্রমে [স] *ক্রিবিণ* নিয়মানুযায়ী। 'বিদ্যার্থীরা কি রীতিক্রমে ও কত দিন বিদ্যালয়ে থাকিবে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'এতদ্দেশীয় সমগ্র গৃহই সেই রূপ রীতিক্রমে প্রস্তুত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রীতিচরিত্র [স] *বি* স্বভাব ও আচরণ। 'রাজার রীতিচরিত্র বর্ণনবিষয়ক গ্রন্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

রীতিজ্ঞ [স] *বিণ* রীতি-নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'অদালতের রীতিজ্ঞ এবং বড় চাকুরিয়া।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রীতিধারিক [স] *বিণ* রীতি অবলম্বনকারী। 'রীতিধারিক ভাবে থাকায় পুরুষানুক্রমে দীর্ঘকাল একরূপ কাজ করতে-করতে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

রীতিনীতি [স] **১** *বি* আচার-ব্যবহার। 'তাবৎ হিন্দু মহাশয়েরদিগের রীতি নীতি দর্শন করিয়া ... পরমাপ্যায়িত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* নিয়মকানুন। 'পাঠশালার রীতিনীতি সংবর্দ্ধন ও সংশোধন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

রীতিপদ্ধতি [স] *বি* রীতিনীতি ও পদ্ধতি। 'অধ্যাপনার রীতিপদ্ধতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত থাকাতেই, অদ্যাপি মনুষ্যের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'প্রচলিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে যাদের অমানান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রীতিপালন [স] *বি* প্রথা বা ধারা মেনে চলা। 'নানা আয়োজনে, নানা অনুষ্ঠানে, রীতিপালনে, নিয়মরক্ষায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

রীতিপূর্বক, রীতিপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* প্রথা অনুযায়ী। 'তাঁহারা রীতিপূর্ব্বক স্ব২ বেশধারী হইয়া ... আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

রীতিপ্রকরণ [স] *বি* শিল্পের রীতিপদ্ধতি। 'শুধু রীতিপ্রকরণের চর্চাকেই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য করে তুলতে ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

রীতিবর্ত্ম [স] **১** *বি* রীতিনীতি। 'এতদ্দেশীয় রীতিবর্ত্ম বিদ্যাবিজ্ঞ এক সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* প্রথা ও আচার। 'সভার রীতিবর্ত্ম ধারা নিয়মাদি ঐ মহাপুরুষকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৬।

রীতিবাদ [স] *বি* শৈলীবাদ। 'ফরাসি সাহিত্যে এই ধরনের জীবনবিমুখ বিশুদ্ধ রীতিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে।' *শিব*, ১৯৭৩।

রীতিবিরুদ্ধ [স] *বিণ* নিয়ম বহির্ভূত। 'হঠাৎ ডাকিয়া পাঠান স্কুলের রীতিবিরুদ্ধ।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

রীতিবৈপরীত্যেন [স] *ক্রিবিণ* রীতিবিরুদ্ধভাবে। 'বাবুসকল রীতি বৈপরীত্যেন অক্ষর লিখিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রীতিভঙ্গ [স] *বি* ছন্দপতন। এতে অন্যদেশীয় অলংকারশাস্ত্রসম্মত রীতিভঙ্গ হয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'বেশ খানিকটা রীতিভঙ্গ হয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

রীতিমত, রীতিমতো [স] **১** *ক্রিবিণ* নিয়ম অনুসারে। 'নূতন রীতিমত সুপ্রিমকোর্টের এই মিসিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **২** *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'ঐ সকল মলমূত্র দুরাঘ্রেয় জলপ্রণালী রীতিমত পরিষ্কৃত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *ক্রিবিণ* যথারীতি। 'এ বিদ্যালয়ে গণিত, আম্বীক্ষিকী, পদার্থবিদ্যা ... রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৪** *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'বৃক্ষাদি ঘন করিয়া রোপিলে, উহারা রীতিমত বাড়িতে পারে না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৫** *বিণ* আনুষ্ঠানিক। 'রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া মড়মড় করিয়া খুড়র ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **৬** *বিণ* পুরোদস্তুর। 'আপনাকে রীতিমত কবি বলে মনে হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৭** *ক্রিবিণ* যথাযথ। 'এ তর্কের কোনো রীতিমত উত্তর করিতে পারেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'তা রীতিমতোভাবে প্রমাণ করতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রীতিমাফিক [স রীতি+আ মওয়াফিক] *ক্রিবিণ* নিয়মানুসারে। 'রীতিমাফিক উত্তর-ঘরে কথালাপের জন্যে উপস্থিত হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

রীতিরুচি [স] *বি* আচার-আচরণ ও পছন্দ। 'তারা কাঞ্চনকুলীন তো বটেই, রীতিরুচিতেও অভিজাত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রীতিশুদ্ধ [স] *বিণ* শৈলীসম্মত। 'উহার ভাষা সরল, রীতিশুদ্ধ এবং সমুচিত বিভক্তিবিশিষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রীতে [স রীতি>] *ক্রিবিণ* রীতিমতো। 'ঘুচিল বেদনা রীতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রীত্যনুযায়ি [স রীত্যনুযায়ী] *ক্রিবিণ* রীতি অনুসারে। 'তরজমা ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

রীত্যনুসারে [স] **১** *ক্রিবিণ* নিয়ম অনুযায়ী। 'শনিবার রীত্যনুসারে ঐ দ্বার খোলা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *ক্রিবিণ* স্বভাব অনুযায়ী। 'হুতোমের চিরপরিচিত রীত্যনুসারে।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

রীফ [ই] *বি* বালি ও পাথরময় দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত। 'রীফেতে যেদিন সভ্য ভূত/ নাচিতে লাগিল তাথই থই।' *নজরুল*, ১৯২৯।

রীফবাসী [ই রীফ+স বাসী] *বি* রীফের অধিবাসী। 'আশমান হতে রীফবাসীর শিরে ছড়াইল আগুন-খই।' *নজরুল*, ১৯২৯।

রীয়ল [ই] *বিণ* খাঁটি; প্রকৃত। 'আমরা রীয়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রী রী দ্র রি রি

রীল [ই] *বি* ফিতা জড়ানোর চাকতিবিশেষ। 'ঘূর্ণিল ফিল্মের রীল দ্রুত ভরে ওঠে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রীশ *বি* দাড়ি। 'রীশ-ই বুলন্দ, শেরওয়ানি, চোগা।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'মুখেতে কেবল বুলন্দ রীশ।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

রুঅ [স রূপ] *বি* রূপ। 'সোণত রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

রুআ [স রোপণ>] *ক্রি* রোপণ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **রুইতে** *ক্রি* রোপণ করতে। 'ক্ষেতে পাতা রুইতে হবেক।' *কেরি*, ১৮০২।

রুই[1] [স রোহিত] *বি* কাতল-মৃগেল জাতীয় মাছবিশেষ। 'পাড়ে মৎস্য পড়িল চিতল শাল রুই।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রুই-কাতলা **১** *বি* প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। 'বিভিন্ন দলের শুধু রুই-কাতলারাই সদস্য হয়েছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫। **২** *বি* সমাজের পদস্থ ও উঁচু শ্রেণীর লোক। 'বড় বড় রুই কাতলা ধরলেন টাকার জাল ফেলে।' *বেগম*, ১৯৫২।

রুহিত [স রোহিত] *বি* রুই মাছ। 'সাপের আটুন্বি আনে খুজ্যা বাদ্যাঘরে/ রুহিত মৎস্যের পিত্ত মঙ্গল বাসরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রুহী [স রোহিত] *বি* রুই মাছ। 'খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুই[২] *বি* বংশনামবিশেষ। 'জগন্নাথ রুই।' *সেবধি*, ১৮৪০; 'দুখিরাম রুই ও ছিদাম রুই দুই ভাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রুই[৩] *বি* উইপোকা। 'বহুকালের পুরাতন কোন কাগজপত্র রুইতে খাইয়া একেবারে মাটি করিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

রুইতন, রুইতেন, রুহিতন [ওল] *বি* লাল বরফি আকৃতির ছাপ দেওয়া তাসবিশেষ। *ওর্গা*, ১৭৮৫; 'হরতন, রুইতন হচ্ছে খাস-ওলন্দাজি।' *প্রমথ*, ১৯২২; 'হরতেন রুইতেন সায়েব বিবির তাসের দেশে নিরীহ ভারতসন্তান কঙ্কে পাবে কি?' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'এই হরতন, চিরিতন, রুহিতন, ইশকাপনের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে লটকে দিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রুইন [ই] *বি* ধ্বংসাবশেষ। 'আড্ডাটি ... উঠিয়ে দেছেন কেবল তার মনিমেন্টের মত রুইনমাত্র পড়ে আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রুকা *ক্রি* রোধ করা; রোখা। 'ইট-পাথরের দেওয়াল দিয়া ইয়াজুস-মাজুসকে রুকা যাইবে না।' *মনসুর*, ১৯৫০।

রুকু [আ] *বি* অংশবিশেষ। 'সুরা বকরায় অষ্টম রুকুতে তার ইঙ্গিত আছে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রুক্ষ [স] ১ *বিণ* অবিন্যস্ত; এলোমেলো। 'তাহার কেশ রুক্ষ, অবেণীবদ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। ২ *বিণ* লাবণ্যবর্জিত। 'মুখ বড় রুক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* কর্কশ। 'ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* উস্কো খুস্কো। 'রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রুক্ষতা [স] ১ *বি* কর্কশতা। 'জীবনের নানা রুক্ষতা ও রক্তাক্ততার ওপর উপশমের মত।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বি* উগ্রতা। 'রুক্ষতার সুতীক্ষ্ণ সংগীনে দুর্বিনীত ইচ্ছার ডানায়।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

রুক্ষবচন [স] *বি* কর্কশ কথা। 'অন্ধকার ঘরে প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রুক্ষমূর্তি [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, 'আর পারি নাকো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রুক্ষস্বভাব [স] *বিণ* বদমেজাজি। 'রুক্ষস্বভাব সাহেবটি মহা ক্ষ্যাপা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রুক্ষস্বর [স] *বি* কর্কশ কণ্ঠ। '(হঠাৎ চমকিত হইয়া রুক্ষস্বরে) কিন্তু ও কী রঙ্গনাথ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রুক্ষি [স রুক্ষ] *বিণ* উগ্র। 'স্বভাব তোমার বড়োই রুক্ষি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রুক্ষু [স রুক্ষ] *বিণ* রুক্ষ। 'চুল রুক্ষু হ'য়ে হাওয়ায় উড়ে যায়।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

রুখ[১] [স বৃক্ষ] *বি* গাছ। 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০।

রুখ[২] [স রুক্ষ] *বিণ* কর্কশ। 'না জানিআঁ রুখ বুইলোঁ তোহ্মার চরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুখবাণী [স রুক্ষবাণী] *বি* নীরস কথা; রূঢ় বাক্য। 'না বোল না বোল রুখ বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুখসত [আ] *বি* কাজ শেষে বিদায়। 'আমি নিজেই আপনার নিকট রুখসত চাহিব।' *মনসুর*, ১৯৫০।

রুখা [স রুক্ষ] *বিণ* কর্কশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রুখাসুখা *বিণ* নির্মম। 'সে খয়রাতির বরসাত রুখাসুখা জেলগুলোতেও পৌঁছল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রুখু [স রুক্ষ] ১ *বিণ* শুষ্ক। 'কি কব দুঃখের কথা হের দেখ রুখু মাথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* রুক্ষ; পত্রপুষ্পহীন। 'রাখিবে না পাংশু ধূসর কিছু রাখিবে না রুখু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রুখু-রুখু *বিণ* রুক্ষপ্রায়। 'কার রুখু-রুখু ম্লান চুলে যেন বিষণ্ণ আশা ঝরে পড়েছিল।' *নীরেন*, ১৯৫০।

রুগি, রুগী [স রোগী] ১ *বি* অসুস্থ ব্যক্তি। 'আমি তো ছ-মাসের ভিতর একটি রুগীর মুখ দেখলেম না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আজ তোর রুগি দেখা হল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* রোগাক্রান্ত; অসুস্থ। 'রুগি ছেলে যখন ওষুধ খেতে চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রুগ্‌ণ, রুগ্ন [স] *বিণ* অসুস্থ। 'কোন, ব্যক্তি রুগ্ন; ভুগ্ন, অন্ধ, বধির হইয়াও ধনগৌরবে কোন সুরূপা কামিনীর কর গ্রহণ ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'সুবোধ বহুকাল হইতে রুগ্‌ণ মায়ের কাছে মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রুগ্নতা [স] *বি* রুগ্‌ণতা; অসুস্থতা। 'আরো নানা প্রেম অপমান রুচি, মিথ্যা, রুগ্নতারে ...।' *শক্তি*, ১৯৬১।

রুগ্নদেহা [স] *বিণ স্ত্রী* অসুস্থ শরীরের অধিকারী। '... লজ্জাহীনা, শুষ্কপ্রাণা, রুগ্নদেহা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

রুগ্ননিবাস [স] *বি* রোগ-ব্যাধিতে পূর্ণ আবাস। 'বঙ্গভূমি এক্ষণে একটি সুবিস্তৃত রুগ্ননিবাস হইয়া উঠিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

রুগ্নশয্যা [স] *বি* রোগীর বিছানা। 'সন্ন্যাসীর বিদ্যা পরীক্ষা হইতে রুগ্নশয্যায় রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত লবঙ্গ সকল বলিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রুগ্নশয্যায় শয়ন করা *ক্রি* অত্যন্ত অসুস্থ হওয়া। 'ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রুগ্না [স] *বিণ স্ত্রী* অসুস্থ। 'দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে রুগ্না নাতনীর কাছে বসে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

রুচক [স রুচ্>] *বিণ* রুচিকর; প্রীতিকর। 'জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুচা [স রুচ্>] ১ *ক্রি* ইচ্ছা হওয়া। 'না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *ক্রি* ভালো লাগা। 'সংগীত, চাঁদের আলো, প্রেমালাপ, এ কিছুই রুচছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রুচি [স] ১ *বি* দীপ্তি। 'জঘনে বসে নৃপুরু আতিশয় রুচি গুরু।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শোভা। 'মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল নালা বিনা রুচি পাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* অনুরাগ। 'যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* পছন্দ। 'যাহার যাহাতে রুচি, সেই দ্রব্য তারে শুচি।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৫ *বি* প্রবৃত্তি। 'ক্ষেত্রপাল বাবুর রুচির নিন্দা করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ৬ *বি* আগ্রহ। 'সুচরিতার তখন আহারে রুচি চলিয়া গিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রুচিওয়ালী [স রুচি+হি ওয়ালী] *বিণ স্ত্রী* রুচিসম্পন্ন। 'পয়লা নম্বরের রুচিওয়ালী শিক্ষিতা মহিলার রুচির সঙ্গে ...।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

রুচিকর [স] ১ *বিণ* সুস্বাদু। 'মনোহর রুচিকর দ্রব্য এই বটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* প্রীতিকর। 'লেখাটি সভ্যমণ্ডলীর রুচিকর হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* রুচি বাড়ায় এমন। 'রুচিকর হাওয়ায় বাবুর

ক্ষুধার উদ্রেক হইল।' শরৎ, ১৯১৭।

রুচিগর্হিত [স] বিণ কুরুচিপূর্ণ। 'আমাদের মতে ইহা রুচিগর্হিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রুচিজনক [স] বিণ সুস্বাদু। 'কোন্ খাবারটি একটু রুচিজনক মনে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রুচিপরিতৃপ্তি [স] বি পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ। 'ক্ষুধানিবৃত্তি ও রুচিপরিতৃপ্তির যে সুখ সেটুকুও তাহার চাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রুচিপূর্বক, রুচিপূর্ব্বক [স] ক্রিবিণ রুচিসম্মতভাবে; শোভনরূপে। 'অতি অল্পই স্ত্রীলোক রুচিপূর্ব্বক বেশভূষা করিয়া থাকে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

রুচিবদল [স রুচি+আ বদল] বি পছন্দের পরিবর্তন। 'মুসলমান কবিরা বাংলো সাহিত্যের রুচিবদল করেছিলেন।' আনিস, ১৯৬৪।

রুচিবাগীশ [স] বিণ সুরুচি সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন। 'সে অতিমাত্রায় রুচিবাগীশ।' নজরুল, ১৯৩১।

রুচিবান [স] বিণ রুচিসম্পন্ন। 'সে ভদ্র রুচিবান।' বেগম, ১৯৪৭।

রুচি-বিকার [স] বি রুচিবিকৃতি। 'যে রুচি-বিকার, বিতৃষ্ণা ও অশ্রদ্ধার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।' এসলাম, ১৯২০; 'রুচিবিকারের ভণ্ডামি।' নজরুল, ১৯৩১।

রুচিবিকৃতি [স] ১ বি রুচির বিকার। 'নবাবি আমলে যে রুচিবিকৃতির সূত্রপাত হয়েছিল।' আনিস, ১৯৬৪। ২ বি রুচিগত স্থূলতা। 'সাধারণ পাঠকের রুচিবিকৃতিকে সাময়িক সঙ্কট মনে করে তা থেকে উদ্ধারের আশা ...।' শিব, ১৯৭৩।

রুচিবিগর্হিত [স] বিণ কুরুচিকর। 'অনেক সময় নারীকে তার রুচিবিগর্হিত কাজে লিপ্ত হতে হয়েছে।' বেগম, ১৯৪৭।

রুচিবিরুদ্ধ [স] বিণ সুরুচির বিরোধী। 'আমি সুশ্রী কি কুশ্রী সে-বিষয়ে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করা রুচিবিরুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রুচিভেদ [স] বি রুচিবোধের পার্থক্য। 'প্রকৃতিভেদে হাস্যরস সম্বন্ধে অদ্ভুত রুচিভেদ লক্ষিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রুচিমান [স] বিণ রুচিশীল। 'সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান না করলেও রুচিমান করত।' প্রমথ, ১৯১৮।

রুচিরোচন [স] বিণ রুচিসম্মত। 'তার পরে যা লেখালেখি হবে না সে রুচিরোচন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

রুচি-শিবা [স] বি রুচিরূপ শিয়াল। 'শাস্ত্র-শকুন নীতি-ন্যাকার/ রুচি-শিবার হট্টরোল।' নজরুল, ১৯২৯।

রুচিশীল [স] বিণ রুচিসম্মত। 'তবু ছবিগুলো ঠিক রুচিশীল বলা যায় না।' বিমল, ১৯৫৩।

রুচিসঙ্গত [স] বিণ রুচিসম্মত। 'বর্ত্তমান সভ্যতামার্জিত সুরুচিসঙ্গত আচারব্যবহার ... দেখিতে পাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

রুচিসম্মত [স] বিণ পছন্দমাফিক। 'সে যাহাতে নিজের রুচিসম্মত হয়, তাহার জন্যই এইরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে।' বেগম, ১৯৪৮।

রুচিসম্মতভাবে [স] ক্রিবিণ পছন্দমতো। 'শ্রোতাদের রুচিসম্মত-ভাবে বেতারের কার্যাসূচী প্রস্তুতের কাজে।' বেগম, ১৯৪৯।

রুচিসৌষ্ঠব [স] বি রুচিগত সৌন্দর্য। 'আর ভাষাসৌষ্ঠব ও রুচিসৌষ্ঠবের দিক দিয়েও অনেক উন্নতি হ'য়েছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

রুচির [স] ১ বিণ মনোহর। 'তাহার সভাসদ রুচির চারুপদ রচে মুকুন্দ কবিবর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ সুললিত। 'দেখিল রুচিরতনু বৎস সহিত ধেনু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রুচিরা [স] বি সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

রুচ্যমান [স] বিণ কান্তিমান। 'দেখ নিরখিয়া, এ বরাঙ্গ বররুচি রুচ্যমান এবে মোহান্তে।' মাইকেল, ১৮৬২।

রুজ [ই] বি মুখের প্রসাধনী বিশেষ; গাল রাঙানোর জন্য মিহি লালচে পাউডারবিশেষ। 'ওগো হয়ো না অবুঝ ধুয়ে গেল রুজ আঁখিজলে গলে রঙ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭; 'কবরী, পাউডার, মাস্কারা, চোখের পালিস, রুজ, নখপালিস।' বেগম, ১৯৪৭।

রুজি, রুজী [ফা] বি উপার্জন; জীবিকা। 'হালাল রুজী।' সাম্যবাদী, ১৯২৩; 'এই নৌকা ছাড়া তার রুজির আর কোনও পন্থা নাই।' মনসুর, ১৯৫০।

রুজিদেনেওয়ালা [ফা রুজি+হি দেনেওয়ালা] বিণ খাদ্যদাতা। 'সকলের রুজিদেনেওয়ালা আল্লাহর উপর তার বিশ্বাস কতটুকু?' শওকত, ১৯৫৮।

রুজিরোজগার [ফা রুজি-রোজগার] বি আয়-উপার্জন। 'রুজি-রোজগারের জন্য চাকরি-বাকরি করিতে ... তাকিদ করিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

রুজু [আ] ১ বিণ উপস্থিত। 'হামেস রুজু থাকিয়া জওয়াল সওয়াল করিব।' ওসাঁ, ১৭৮১। ২ বি মামলা। 'রুজুর মিছিল গুজুর করিতে পারে না।' প্রভাকর, ১৮৫৮। ৩ বি দায়ের। 'চুয়াডাঙ্গায় প্রজাদের নামে ফৌজদারি নালিশ রুজু করা হয়।' সাধারণী, ১৮৭৪।

রুজু করা ক্রি আদালতে মামলা দায়ের করা। 'চুয়াডাঙ্গায় প্রজাদের নামে ফৌজদারি নালিশ রুজু করা হয়।' সাধারণী, ১৮৭৪; 'ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নালিশ রুজু করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রুজুরুজু [আ] বিণ মুখোমুখি। 'শীতের রুজুরুজু শাল-দোশালায় গা ঢাকবো নাকি।' শক্তি, ১৯৬৯।

রুটমার্চ [ই] বি দীর্ঘ পদযাত্রা। 'দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ।' শঙ্খ, ১৯৭৩।

রুটি, রুটী [স রোটিকা] বি আটা ময়দা দিয়ে তৈরি খাদ্যদ্রব্য। 'শুষ্ক রুটী চাবানা চিবায় ভোগ পরিহরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রুটি পাকোয়ান যেই সঙ্গেতে আছিল।' আলাওল, ১৬৮০।

রুটিওয়ালা [রুটি+হি ওয়ালা] বি রুটিপ্রস্তুতকারী; রুটিবিক্রেতা। ওসাঁ, ১৭৮৫; 'রুটিওয়ালা, মাংসওয়ালা কয়লাওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নিজস্ব 'চি-চিং ফাক' আছে।' অন্নদা, ১৯২৯।

রুটিখণ্ড [রোটি+স খণ্ড] বি পাঁউরুটির খণ্ড। 'সশব্দবিগলিত-নবনী-সুগন্ধি রুটিখণ্ডের উপরে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রুটি মারা যাওয়া ক্রি উপার্জনের পথ বন্ধ হওয়া। 'তাদের রুটি মারা যাবে যাতে করে।' নজরুল, ১৯৩১।

রুটিন [ই] বি দৈনন্দিন করণীয় কাজের নির্ধারিত পরম্পরা। '... নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভ্যস্ত-রুটিন-চালিত যন্ত্রনির্মিতবৎ দেখাতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রুটিনপথ [ই রুটিন+স পথ] বি ছকবাঁধা পথ। 'এসো ... রুটিনপথ মরুপরিচারণক্লান্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

রুটিন-বাঁধা [ই রুটিন+বাঁধা] বিণ ছকবাঁধা। 'প্রতিদিন রাজহাঁস হওয়ার রুটিন-বাঁধা স্বপ্নে মশগুল।' শামসুর, ১৯৬৬।

রুটিনমাফিক [ই রুটিন+আ মওয়াফিক] *বিণ* রুটিন অনুসারে। 'রুটিনমাফিক কাজ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রুষ্ঠ [স রুষ্ট] *বিণ* রাগান্বিত; ক্রোধযুক্ত। 'আর রুষ্ঠ হৈব তোরে ত্রিদশ সমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুঠা *বিণ* রুষ্ট। 'রূপার মায়ের রুঠা কথায় উঠল বুড়ীর কাশ।' *জসীম*, ১৯২৯।

রুঠাজমি [রুঠা+ফা জমিন] *বি* রুক্ষজমি। 'খাবলা-খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রুণা [স রুণ্ণ] *বি* করুণ। 'সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

রুণুঝুণু [ধ্বন্যা] *বি* নূপুরের ধ্বনি। 'চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণুঝুণু বাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুণু রুণু [ধ্বন্যা] *বি* নূপুরের শব্দ। 'রুণু রুণু নূপুর চরণযুগে ধরেছে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'নূপুর রুণু রুণু বাজে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

রুদন্ত *বিণ* কান্নার জলের মতো অবিরাম ঝরছে এমন। 'রুদন্ত বর্ষার ভিজা শীতবায়ু করে শবাহত কৃষ্ণবাস বনানীকে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

রুদিত [স] *বিণ* ক্রন্দনরত। 'চলিল ভিক্ষুক বেশ রুদিত নয়ন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রুদ্দাক্ষি [স রুদ্রাক্ষ] *বি* রুদ্রাক্ষ দিয়ে তৈরি মালা। 'গলায় রুদ্দাক্ষি, এই পৈতে, পরলে লাল কাপড়।' *তারা*, ১৯৪৬।

রুদ্ধ [স] ১ *বিণ* আটক। 'কারাগারে যে সকল অপরাধী রুদ্ধ আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* বন্ধ। 'দ্বার রুদ্ধ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বিণ* চাপা। 'গুমরি ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে ফুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* গতিহীন। 'আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রুদ্ধ-অশ্রুজল *বিণ* অশ্রুজল রুদ্ধ এমন। 'চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল, আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রুদ্ধ-ওষ্ঠাধর *বিণ* ওষ্ঠাধর রুদ্ধ এমন। 'চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব রুদ্ধ-ওষ্ঠাধর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রুদ্ধকণ্ঠ [স] ১ *বিণ* নির্বাক। 'বাক্যভারে রুদ্ধকণ্ঠ, রে স্তম্ভিত প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ *বিণ* নীরব। 'মুক্তকণ্ঠে না হোক, রুদ্ধকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

রুদ্ধকর্ণে *ক্রিবিণ* কান রুদ্ধ এমনভাবে। 'রুদ্ধকর্ণে আসি নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রুদ্ধক্রোধ [স] *বিণ* রাগ চেপে রেখেছে এমন। 'রুদ্ধক্রোধ অনিরুদ্ধ বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।' *তারা*, ১৯৪২।

রুদ্ধদ্বার [স] ১ *বি* বন্ধ দরজা। 'সঞ্চিত শক্তিবলে রুদ্ধদ্বার ভাঙিয়া যায়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* দরজা খোলা নয় এমন। 'রুদ্ধদ্বার জামাতাগৃহে উৎকণ্ঠিত কর্তাগৃহিণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে [স] *ক্রিবিণ* ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে। 'মেয়েরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে ... দুর্গানাম জপিতে লাগিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রুদ্ধনিশ্বাস [স] *বি* শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। 'ভয়ে ভয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রুদ্ধ-প্রতাপ [স] *বিণ* যে বীরত্ব প্রকাশ করতে পারছে না এমন। 'রুদ্ধ-প্রতাপ হে যুদ্ধ-বীর, আজি প্রবুদ্ধ নব তলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রুদ্ধপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় স্তব্ধ। 'সন্দীপের রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠের মধ্যে থেকে গুমরে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রুদ্ধবক্ষ [স] *বিণ* বক্ষ রুদ্ধ এমন। 'রুদ্ধবক্ষ বাষ্পরথের বাষ্পরুদ্ধ ফোঁস ফোঁস শব্দ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রুদ্ধবাক [স] *বিণ* বাকস্ফুরণ হচ্ছে না এমন। 'যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক, যে যন্ত্রণা সহায়হীনের।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রুদ্ধবাণী [স] *বি* অবরুদ্ধ ভাষা। 'রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

রুদ্ধবায়ু [স] *বি* গতিহীন বাতাস। 'কত রুদ্ধবায়ু ... পার হইয়া যাইতে লাগিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রুদ্ধশ্বাস [স] *বিণ* শ্বাসবায়ু বন্ধ হয়েছে এমন। 'বালক রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হইতে বহুকষ্টে বলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'আজ যখন পশ্চিম দিগন্ত ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস, যখন গুহুহর থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রুদ্ধস্বর [স] *বি* কান্নায় বাধাপ্রাপ্ত কণ্ঠ। 'বিন্দু রুদ্ধস্বরে বলিল।' *শরৎ*, ১৯১৩।

রুদ্ধস্রোত [স] *বিণ* স্রোত অবরুদ্ধ এমন। 'মনের এ রুদ্ধস্রোত দেহখানা করি বিদারিত, সমস্ত জগৎ যেন চাহে, সখি, করিতে প্লাবিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'উদ্বিগ্ন, নির্বাত, খিন্ন রুদ্ধস্রোত কালের পুলিন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

রুদ্ধ হওয়া *ক্রি* আটকে আসা। 'তার কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং রুদ্ধ হয়ে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রুদ্ধালোক [স] *বি* আলো প্রবেশ করে না এমন অবস্থা। 'আমরা বৃদ্ধবয়সে জীবনের অনেকগুলো বৈরাগ্যের মধ্যে রুদ্ধালোকে বসে বসে ফিলজফি করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রুদ্যমান [স] *বিণ* ক্রন্দনরত। 'দুই চক্ষু আরক্তিমাতে রুদ্যমান।' *রামরাম*, ১৮০১।

রুদ্র[1] [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) মহাদেব। 'সঙ্কর্ষণ-ক্রোধে হয় রুদ্র অবতার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* প্রচণ্ড; ভয়ঙ্কর। 'রায়বেনি গজবেনি বাজে রুদ্রবীণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* তীব্র। 'পিপাসা এর নয়কো রুদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রুদ্রজটা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবের জটা। 'রুদ্রজটা পড়বে ছিঁড়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

রুদ্রতপ [স] *বি* কঠিন তপস্যা। 'রুদ্রতপের সিদ্ধি এ কী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

রুদ্রতর [স] *বিণ* অতিশয় উগ্র। 'তুমি ওকে রুদ্রতর করো না।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রুদ্রতা [স] *বি* প্রচণ্ডতা। 'জয় তব ভীষণ কলুষ-নাশন রুদ্রতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রুদ্রতাপস [স] *বিণ* কঠোর তপস্বী। 'এসো আমার রুদ্রতাপস তরুণের দল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রুদ্রতাল [স] ১ *বি* সংগীতের ষোলো মাত্রার তালবিশেষ। 'রবিবাবুর ব্রহ্মতাল ও রুদ্রতাল জানেন না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। ২ *বি* তাণ্ডব নৃত্যের তাল। 'হে নিঃশঙ্কিতা, আত্মহারানো রুদ্রতালের নূপুর ঝংকৃতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রুদ্রতেজ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) প্রচণ্ড তাপ। 'রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা

সইতে পারতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রুদ্র-দেবতা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিব; ভয়ঙ্কর দেবতা। 'নাশ করো হে সুন্দর রুদ্র-দেবতা!' *নজরুল*, ১৯২৭।

রুদ্রনিঠুর [স রুদ্র-নিষ্ঠুর] *বিণ* অত্যন্ত নির্মম। 'সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রুদ্রনীতি [স] *বি* উগ্র বিধান। 'যদি বিপদকালে সুনীতিবালার রুদ্রনীতি অবলম্বন করেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রুদ্র-বাণী [স] *বি* উদাত্ত বাণী। 'সে-বীণায় যিনি রুদ্র-বাণী ফোটান।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রুদ্রবীণ [স রুদ্রবীণা] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'রবাব দোতারা বীণ কপিনাস রুদ্রবীণ সমগুল বাহে সুললিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রুদ্রবীণা [স] *বি* প্রচণ্ড সুরযুক্ত বীণা। 'রায়বেনি গজবেনি বাজে রুদ্রবীণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রুদ্রমন্ত্র [স] *বি* কঠোর মন্ত্র। 'উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রুদ্রমুখ [স] *বিণ* কঠোর মুখ এমন। 'রুদ্রমুখ কেন তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রুদ্রমূর্তি [স] *বি* ভয়ঙ্কর রূপ। 'বিপ্লবের রুদ্রমূর্তি নিদাঘ কালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় লোকের অসহ্য ও বিপ্রিয় বটে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩; 'তাঁহার রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রুদ্ররথ [স] *বি* তীব্র বেগে ধাবমান রথ। 'ছন্দ ছুটিল প্রলয় পথের রুদ্ররথের চাকাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

রুদ্ররাগ [স] *বি* ভয়ঙ্কর রাগ। 'রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিমরাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

রুদ্ররূপ [স] *বি* ভয়ঙ্কর রূপ। 'তোমার রুদ্ররূপকে আমি ভয় করি।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ [স] *বিণ* প্রচণ্ড উত্তাপ দেয় এমন। 'রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রুদ্রলোক [স] *বি* প্রলয়স্থান। 'দূর রুদ্রলোক হতে বজ্রঘর্ঘরিত ওই শুনা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

রুদ্রসাজ [স] *বি* ভয়ঙ্কর রূপ। 'প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রুদ্রাণী [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) শিবের পত্নী। 'অষ্ট নায়িকা সাজে ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী কপালিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রুদ্রানল [স] *বি* ভয়ঙ্কর আগুন। 'তৌহিদের রুদ্রানল প্রজ্জ্বলিত হউক।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

রুদ্র[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ভোলানাথ রুদ্র।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রুদ্রবাকচি *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'গিরিধর রুদ্রবাকচি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

রুদ্রাক্ষ [স] *বি* যে শুষ্ক ফল দিয়ে হিন্দুদের জপের মালা তৈরি হয়। 'অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মালার মধ্যে ... পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুও বিনিবেশিত করিয়া রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

রুদ্রাক্ষবিভূষিত [স] *বিণ* রুদ্রাক্ষের জপমালা মণ্ডি 'রুদ্রাক্ষবিভূষিত বিশাল শৈবধর্ম অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।' *অক্ষ* ১৮৪৯।

রুদ্রাক্ষমালা [স] *বি* রুদ্রাক্ষ ফলের তৈরি জপমালা। 'জরুড় দণ্ডি করে কুণ্ডল সকল শিরে সদাই রুদ্রাক্ষমালা গলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রুধা [স রুধ্>] ১ *ক্রি* গতি রোধ করা। 'ধরিল না বাহু মোর, রুধিল দ্বার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *ক্রি* বন্ধ করা। 'দুয়ার রেখেছি রুধি *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রুধির [স] ১ *বি* রক্ত। 'রাউত মাহুত পড়ে কদলী জেমন ঝড়ে খর র রুধিরের খানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রুধিরাক্ত [স] *বিণ* রক্তে রঞ্জিত। 'ভস্ম নৃমুণ্ড রুধিরাক্ত হস্তিচর্ম যাঁ সাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

রুনু ঝুনু [ধ্বন্যা] *অব্য* নূপুর, ঘুঙুর প্রভৃতির শব্দ। 'রুনু ঝুনু ধ্বনি ব কটিত কিঙ্কিণী।' *সুলতান*, ১৭০০; 'রুনুঝুনু নূপুর বাজে নেচে ধীরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

রুনঝুন [ধ্বন্যা] *অব্য* নূপুরের ঝঙ্কার। 'মধুর নিনাদ শুনি বা রুনঝুন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রুনুরুনু [ধ্বন্যা] ১ *অব্য* নূপুর, ঘুঙুর প্রভৃতির শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯ ২ *ক্রিবিণ* রুনু রুনু শব্দ ক'রে। 'ঝঙ্কারিবে মঞ্জীর রুনু রুনু।' *রবী* ১৯২৭।

রুন্ধা [স রুধ্>] *ক্রি* রোধ করা। **রুন্ধিআ** *ক্রি* রোধ ক'রে। 'রুন্ধি মারুত বাট।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রুন্ধেলা** *ক্রি* রোধ করলে 'অলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০।

রুপ [স রূপ] *বি* রূপ। 'মোর রুপ যৌবনে তোহ্মাতে কী।' *বড়ু*, ১৪৫ দ্র **রূপ**

রুপগুনবতি [স রূপ-গুণবতী] *বি স্ত্রী* যার রূপ-গুণ আ 'রুপগুনবতিক ইহ বড় কাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রুপস [স রূপস] *বিণ* রূপের। 'সোদর মাউলানীত ভোলে পড়ি দেখিআঁ রুপস কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুপসী [স রূপসী] *বিণ* সুন্দরী। 'তোহ্মাক দেখিল রাধা মোর আ রুপসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুপসে [স রূপসী>] *বিণ* খুব সুন্দর। 'এবেঁ তোকে দেখিএ রুপসে বড়ু, ১৪৫০।

রুপদস্তা [মারাঠি রূপজস্তী] *বি* রাং ও দস্তার মিশ্রণে তৈরি পদার্থবিশে *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রুপা[1] [স রূপ্য] *বি* রৌপ্য। 'সোনার চুপড়ী বড়ায়ি রুপার ঘড়ী।' ১৪৫০।

রুপার ছেনি *বি* রুপার তৈরি এক ধরনের ছোটো ছোরা। *ক্যাল* ১৭৮৪।

রুপালি *বিণ* রুপার মতো সাদা রঙের। 'থরে থরে আখর রুপালি *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রুপো *বি* রুপা – এক প্রকার মূল্যবান ধাতু। 'লাল বনাতের গেলাস ও রুপোর ডাণ্ডিতে রেসমের নিসেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রুপোবাঁধানো *বিণ* রুপা দিয়ে বাঁধাই-করা। 'ক্যান্টনমেন্টের রুপোবাঁধানো গলফস্টিকে এখন তিনি গলফ খেলবেন।' *মহাশ্বে* ১৯৫৬।

রুপোলি *বিণ* রুপার মতো বর্ণবিশিষ্ট। 'রুপোলি মাছ।' *জীবন*, ১৯৪০।

রুপা[২] [স রোপি>] *ক্রি* রোপণ করা। 'রুপিল সফল তরু নৃত্ত করে নট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **রুপিতে** *ক্রি* রোপণ করতে। 'রুপিতে কারণে যদি কৈলা বীজ দান।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রুপিয়াছে** *ক্রি* রোপণ করেছে। 'নানা পুষ্প রুপিয়াছে করিয়া যতন।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রুপিল** *ক্রি* রোপণ করলো। 'রুপিল সফল তরু নৃত্ত করে নট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রুপিয়া [হি] *বি* রুপার টাকা; টাকা। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'আমাদের কাছে রূপের পরিচয় রুপিয়া দিয়ে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

রুপেয়া, রূপেয়া [হি] ১ *বি* টাকা। *ভেরলি*, ১৭৭৬; *বোগল*, ১৭৮০। 'রূপেয়া।' *ভেরলি*, ১৭৮৩। ২ *বি* রৌপ্যমুদ্রা। 'মেরা চার হাজার রুপেয়া বরবাদ হুয়া।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

রুপৈয়া [হি] *বি* টাকা। 'জে ফি রুপৈয়া সির্কায় কোন২ নিরিখে সিলহট কিম্বা ঢাকা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

রুপো [হি] *বি* রুপার টাকা; টাকাপয়সা। 'কথার সঙ্গে রুপোর বৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

-রুপে [স রূপ>] *ক্রিবিণ* -ভাবে। 'এই রুপে সান্তনা করেন নারায়ন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

রুবকারী, রূবকারী [ফা রূবকারী] *বি* আদালতের বিচার-বিবরণী। 'তাবৎ রুবকারী স্বহস্তেই লিখিত হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'মুচিরাম ডিপুটি হইয়া প্রথম রূবকারী দস্তখতকালীন পড়িয়া দেখিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

রুবল [ই] *বি* রাশিয়ার মুদ্রার নাম। 'আপাতত মাথা-পিছু পাঁচ রুবল করে শিক্ষার খরচ পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রুবাই [আ] *বি* আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষায় লেখা চতুষ্পদী কবিতা। 'হাফিজ উমর শিরাজ পালায়ে লেখে রুবাই।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রুবাইয়াৎ, রুবাইয়াত [আ] *বি* চতুষ্পদী কবিতাসমূহ। 'আমাকে যাঁরা এই রুবাইয়াৎ অনুবাদে নানারূপে সাহায্য করেছেন।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'রুবাইয়াত, মাসনবী, কাসিদা এবং মার্সিয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রুবাঈয়াৎ [আ] *বি* চার পঙ্‌ক্তির কবিতাসমূহ। 'কাজের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি রুবাঈয়াৎ লিখেছেন মাত্র।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রুবাহ [আ রুবাই] *বি* চতুষ্পদী কবিতা। 'আপনা শায়েরে রুবাহের রীতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রুবি [ই] *বি* মূল্যবান পাথরবিশেষ। 'এসেছে বদখশান থেকে লাল রুবি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রুম[১] [তু] *বি* তুরস্কের রুম জনপদের ভাষা। 'রুমী সবে রুম ভাষে কোরানের কথা লোক সবে লিখে লই করেন্ত ব্যবস্থা।' *সুলতান*, ১৭০০।

রুম-বাসী [তু রুম+স বাসী] *বি* রুম অঞ্চলের বাসিন্দা। 'দুম্বা-শির রুম-বাসীর।' *নজরুল*, ১৯২২।

রুমি টুপি [তু রুমি+টুপি] *বি* টুপিবিশেষ। 'মস্ত রুমি টুপিটাও সে মাথায় কেমন কষা হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

রুমী, রূমী [তু] *বি* তুরস্কের প্রাচীন রুম জনপদের অধিবাসী। 'প্রদীপ সমান দাস রুমী একশত।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'রূমী দশ দাসী দিমু হাবসী দশজন।' *সুলতান*, ১৭০০।

রুম[২] [ই] *বি* কক্ষ। 'রিহার্স্যাল রুমে তোমাকে বলেছিলাম।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

রুম-মেট [ই] *বি* একই কক্ষে বাস করে যে। 'রুম-মেট তো নিত্য ধারের জন্য তাগাদা করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রুমানিয়ান [ই] *বি* রুমানিয়ার অধিবাসী। 'বুলগেরিয়ান, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ানরা আসত জর্মনদের সঙ্গে নিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রুমাল [ফা] *বি* হাত-মুখ মোছার জন্য কাপড়ের ছোটো টুকরা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এফন রুমাল ১৩ তেরো জোড়া।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭; 'কপালের ঘাম রুমালে মুছে ফেলার পরে ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

রুমালপেড়ে *বিণ* রুমালপাড়বিশিষ্ট। 'সখীপেড়ে, রুমালপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রুমুঝুমু [ধ্বন্যা] *বি* নূপুরের ধ্বনি। 'জোড়-পায়েলার রুমুঝুমু!' *নজরুল*, ১৯২৫।

রুয়া [স রোপণ>] *ক্রি* রোপণ করা। **রুইএ** *ক্রি* রোপণ করে। 'চারিভিতে রুইএ কলা ভিতর হেমগিরি।' *রামাই*, ১৭১০। **রুইল** *ক্রি* লাগালো; রোপণ করলো। 'গাছ পালা রুইল হৈল বিচিত্র নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **রুইহ** *ক্রি* স্থাপন করো। 'পুরুব কালের পাতে না রুইহ মূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রুয়ে** *ক্রি* রোপণ ক'রে। 'কলা রুয়ে না কেট পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।' *খনার বচন*, ১৯৩১।

রুরু [স] *বি* একপ্রকার মৃগ। 'শরদ্বারা বিদ্ধ রুরু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রুল [ই] ১ *বি* একপ্রকার দণ্ড। 'একগাছি রুল নিয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* কাঠ। 'বাজীকরের রুলের পুত্তলের মত খটখটে ছটফটে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ৩ *বি* রেখা। 'পেনসিল কাগজ লইয়া রুল কাটিয়া কম্পাস ধরিয়া মহা আড়ম্বরে বাগানের একটা ম্যাপ আঁকিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *বি* সরলরেখা টানার দণ্ড। 'ইঞ্জিনিয়ার যে রুল কম্পাস দিয়ে রেখা টানছে।' *অবন*, ১৯২৫। ৫ *বি* ধাতব পাত। 'একটা বিশাল লোহার রুল।' *বিভূতি*, ১৯২৯। ৬ *বি* বিধি। 'ভারত সরকারের ১৯৩৬ সালের (প্রাদেঃ আইনসভা) অর্ডারের ৪র্থ খণ্ডের রুলের সংশোধন করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫৪।

রুল-কাটা [ই রুল+কাটা] *বিণ* রেখা-টানা। 'বড়ো বড়ো রুল-কাটা কাগজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'মাধুরীর রুলকাটা গ্রাফের খাতার মত।' *জীবন*, ১৯৩১।

রুল সই করা *ক্রি* রুল দিয়ে মারা। 'কাঁদে বাড়ি বলরাম বলে গোস্বামীকে রুল সই কত্তে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রুলি[১] [হি রোলি] *বি* বালাবিশেষ। 'তোমার হাতে রুলি রয়েছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

রুলি[২] *বি* চুন হলুদ মেশানো লাল তিলক। 'বর আমার ঘোমটা খুলে কপালে রুলির ফোটা দেখে নিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

রুলিং [ই] *বি* সিদ্ধান্ত; রায়। 'এ ব্যাপারে রুলিং এর জন্য সুপ্রিম কোর্টের আশ্রয় লওয়া হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬২।

রুশ, রুষ [ই] ১ *বি* রাশিয়ার অধিবাসী; রাশিয়ান। 'রুষজাতির অধিকাংশ ব্যক্তি অসভ্য কিন্তু ধনি লোকেরা সম্প্রতি সভ্য হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ২ *বি* রাশিয়া। 'রুষ তাতার বেষ্টন করিয়া তথায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভাবিত কি না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

রুশিয়া [ই] *বি* রাশিয়া। 'রুশিয়ার বলশেভিকচর ও বিপ্লবী-নেতা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রুশিয়ান [ই] *বি* রুশ সৈন্য। 'আমি জানি রুশিয়ান কত দূরে আগুয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রুশিয়াবাসী [ই রুশিয়া+স বাসী] *বিণ* রাশিয়ার অধিবাসী। 'রুশিয়াবাসী কিম্বা তাহাদের শাসন-প্রণালীকে আমাদের দেশে ডাকিয়া আনিবার জন্য ...।' *সওগাত*, ১৯২৮।

রুশী [ই] *বিণ* রাশিয়া দেশের। 'এদিকে ইংরেজ দুম্বা, ওদিকে রুশী বকরী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রুশীয় [ই রুশ+স ঈয়] **১** *বি* রুশ ভাষা। 'ফরাসি ভাষা রুশীয় জর্মান প্রভৃতি ভাষার ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭। **২** *বি* রুশ জাতি। 'চীনীয় রুশীয় কোরীয় প্রভৃতি নানা জাতির মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রুশীয়ত্ব [ই রুশ+স ঈয়-ত্ব] *বি* রাশিয়ানদের বৈশিষ্ট্য। 'এর মধ্যে ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে রুশীয়ত্বও আছে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

রুষিয়া [ই] *বি* রাশিয়া – ইউরোপ মহাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ইউরোপের সর্ববৃহৎ দেশ। 'ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ও রুষিয়া প্রভৃতি দেশেতে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

রুষীয়, রুসীয় [ই রুশ+স ঈয়] **১** *বি* রুশ ভাষা। 'আদিলং নামক এক জন শিক্ষক সাহেব সংপ্রতি সংস্কৃত বিষয় রুসীয় ভাষাতে এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯। **২** *বিণ* রাশিয়া সংক্রান্ত। 'বিদ্রোহাচার ক্রমে রুষীয় সমরের ন্যায় দীর্ঘসূত্রী হইয়া উঠিল।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

রুসিয়া [ই] *বি* রাশিয়া। 'আপন বিক্রমে হব রুসিয়ার কিং।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রুষা, রুসা [স রুষ্ট>] *ক্রি* রুষ্ট হওয়া। **রুষিবেহেঁ** *ক্রি* রুষ্ট হবে। 'পুরুবে জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রুষিয়া** *ক্রি* রাগ ক'রে। 'ননদী উঠিয়া রুষিয়া বলিছে।' *দীনচণ্ডী*, ১৬০০। **রুষিল** *ক্রি* ক্রুদ্ধ হলো। 'মহাবীর হামজাএ তখনে রুষিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **রুষিলেক** *ক্রি* রুষ্ট হলেন। 'এত শুনি রুষিলেক বীর বৃকোদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রুষে** *ক্রি* রাগ করে। 'রুষে বলে লাকেশ্বরী দুর্জয় প্রতাপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **রুসিল** *ক্রি* রুষ্ট হলো। 'জরাসিন্ধ মহাক্রোদে রুসিল তখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রুসিলেক** *ক্রি* রুষ্ট হলেন। 'এত সুনি রুসিলেক বির বৃকোদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **রুসে** *ক্রি* রোষে। 'ততেক্ষনে গরে রুসে পার্থ ধনুর্দ্ধরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রুষ্ট [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'আহ্মাক রুষ্ট বচনে তোষিহ রাধার মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুষ্টতা [স] *বি* ক্রুদ্ধতা। 'আজ প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুষ্টতা শোনা যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রুষ্টমণ [স রুষ্টমন] *বি* ক্রুদ্ধ মন। 'ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশনদংশনে/ মোর সমুচিত ফল কর রুষ্টমণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রুষ্টরুদ্র [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাগান্বিত শিব। 'দেখেছি সেই মহিমা ... রুষ্টরুদ্রের প্রলয়ভ্রূকুঞ্চনের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রুষ্টস্বর [স] *বি* রাগান্বিত কণ্ঠ। 'রুষ্টস্বরে বলিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রুষ্টি *বি* রুষ্টতা। 'তুষ্টি ও রুষ্টিকে ধূলিমুষ্টির ন্যায়।' *দর্শন*, ১৯২৪।

রুসম [আ রুসূম] *বি* প্রথা। 'হাজার দ্বীপের বদ রুসমের উপরে লানত হানি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

রুসাই ঘর [হি রসোই+ঘর] *বি* রান্নাঘর। 'রূপাই মিয়ার রুসাই ঘরে সামনে এলো তারা।' *জসীম*, ১৯২৯।

রুসুন [স লশুন] *বি* রসুন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রুহ [আ] *বি* আত্মা। 'এসমে আজম তাবিজের মতো আজও তব র পাক।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রুহানী [আ] *বিণ* আধ্যাত্মিক। 'তোর রুহানী আয়নাতে দেখরে/ নূরী রওশন।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রূক্ষ [স রুক্ষ] *বিণ* খসখসে। 'কষা আর রূক্ষ বটে ফলত মধুর।' *গু* ১৮৫৮।

রূঢ় [স] **১** *বিণ* কঠোর; অপ্রিয়। 'রূঢ় ও কর্কশ বাক্য বলিয়া, কাহারও ম বেদনা দেওয়া উচিত নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বিণ* চোখ ধাঁধি দেয় এমন। 'স্বপ্ন জড়িমা পলকে ভাগিল, রূঢ় দীপের আলে লাগিল, ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৩** *বিণ* কদর্য। 'ক রূঢ় রূপের উপর সৌন্দর্যের আব্রু টেনে দিতে ...। *রবীন্দ্র*, ১৯২ **৪** *বিণ* কর্কশ। 'তার উত্তরটা তোমার মুখের উপর রূঢ় শোনাবে *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৫** *বিণ* কড়া; তীব্র তেজবিশিষ্ট। 'অনেক রূঢ় রৌ ঘুরে প্রাণ।' *জীবন*, ১৯৪২।

রূঢ়তম [স] *বিণ* অত্যন্ত কঠোর। 'রূঢ়তম ভাষায় সে উচ্চক বলে।' *তারা*, ১৯৪২।

রূঢ়তা [স] *বি* রুক্ষতা। 'এই অবশ্য রূঢ়তাটুকু যদি একটি সু সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রূঢ়দৃষ্টি [স] *বি* কঠোর দৃষ্টি। 'রূঢ়দৃষ্টিতে চাহিয়া অনিরুদ্ধ বলি *তারা*, ১৯৪২।

রূঢ়ভাবে [স] *ক্রিবিণ* উগ্রভাবে। 'সেই পার্থকটাকে রূঢ়ভা প্রত্যক্ষগোচর না করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রূঢ়ভাষী [স] *বিণ* রূঢ় ভাষা ব্যবহারকারী। 'রূঢ়ভাষী পুরুষমানু সাধারণত যাহা করে বিপিন তাহাই করিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

রূঢ়ি [স] *বিণ* ব্যঞ্জনাগত। 'চলিত এবং কতিপয় ব্যবহারোপযোগী প্রচ যাবনিক শব্দের রূঢ়ি যৌগিক বিশেষে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

রূঢ়িক [স] *বিণ* মৌলিক। 'তিনি ঔষধ বিদ্যায়, চিকিৎসা বিদ্য রূঢ়িক ও যৌগিক দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

রূধির [স রুধির] *বি* শোণিত; রক্ত। 'কিলি কিলি ধ্বনি শুনি রূধির পি সুকিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূন [স রণ] *বি* সংঘর্ষ। 'আকাসেতে ধুমকেতু গ্রহ গ্রহ রূন।' *মালাধ* ১৫০০।

রূপ [স] **১** *বি* আকৃতি। 'রাম রূপে রাবণ বধিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** শারীরিক গঠন; চেহারা। 'কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ।' ১৪৫০। **৩** *বি* বেশ। 'যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর।' ১৪৫০। **৪** *বি* সৌন্দর্য। 'দিনে দিনে বাড়ি গেল দৈবকীর রূপ।' ১৪৫০। **৫** *বি* লাবণ্য। 'প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিল *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৬** *বি* শরীর। 'আহ্মার নির্লোম রূপ তু লোমশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৭** *বি* উপায়। 'যে রূপে আদম হইল উতপন।' *সুলতান*, ১৭০০। **৮** *বিণ* রকম। 'এই উপকারজ্ঞতা যদি তোমার থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রূপওয়ালি, রূপওয়ালী [স রূপ+হি ওয়ালী] *বি* রূপসী; সুন্দ 'নূপুর পায়ে আসল রূপওয়ালী।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'ধেয়ান-কে হতে গো যেন রূপ ধরে এল রূপওয়ালি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রূপকথা [স] *বি* সৌন্দর্যের বর্ণনা। 'তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।' *বড়ু, ১৪৫০।* *দ্র* **রূপকথা**[২]

রূপকর্ম [স] *বি* আকৃতি; আঙ্গিক। 'তখন তার গঠননীতি ও রূপকর্ম থাকবেই না।' *ধূর্জটি, ১৯৩১।*

রূপকল্প [স] **১** *বি* নির্দিষ্ট নকশা। 'প্রত্যেক ছন্দেরই এমনিতরো একটি রূপকল্প অর্থাৎ প্যাটার্‌ন্‌ আছে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৪।* **২** *বি* সৌন্দর্যভাবনা। 'রূপান্তর ঘটেছে আদর্শে, রূপকল্পে ও রসকল্পে।' *শরীফ, ১৯৬৮।*

রূপকল্পনা [স] *বি* আকৃতি অনুমান করা। 'আর্য ও অনার্যব্রতগণের দেবতার রূপকল্পনা ও রূপপ্রদানের মধ্যে একটা চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে।' *অবন, ১৯২৫।*

রূপকানা [স রূপ-কাণ] *বিণ* সৌন্দর্য বুঝতে পারে না এমন; রুচিহীন। 'অনেকের মন রূপকানা।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৩।*

রূপকার [স] **১** *বি* শিল্পী। 'যে বুঝে নিল সৃষ্টির বিচিত্র রূপ ও তার রহস্য সেই হল রূপকার বা রূপশিল্পী।' *অবন, ১৯২৫।* **২** *বি* রূপদাতা; যিনি অভিনেতাদের সাজসজ্জার কাজ করেন। 'রূপকার রঙ্গমঞ্চের চরিত্রগুলোকে নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে সাজাবে।' *অবন, ১৯২৫।* **৩** *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'হে রূপকার, হে রূপরসিক।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২।*

রূপকারক [স] *বি* সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী। 'তিনি সৌন্দর্যস্রষ্টা – রূপকারক।' *মোতাহের, ১৯৫০।*

রূপকুমার [স] *বি* রূপের কুমার। 'শা-জাদা উজির নওয়াবজাদারা – রূপকুমার।' *নজরুল, ১৯২৮।*

রূপকুমারী [স] **১** *বি* সুন্দরী নারী। 'দেবতার মোহ যেদিন তেপান্তরের রূপকুমারীর ঘুচবে।' *নজরুল, ১৯২৮।* **২** *বি* রূপের রাজকন্যা। 'হয়নিকো সাজ রূপকুমারীর।' *নজরুল, ১৯২৯।*

রূপখ্যাতি [স] *বি* সৌন্দর্যখ্যাতি। 'উচ্চকুটুম্বিতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, রূপখ্যাতির মোহ।' *রবীন্দ্র, ১৯০০।*

রূপগত [স] *বিণ* (শিল্প-সাহিত্য) আঙ্গিকগত। 'ফলে এদের মধ্যে বিস্তর রূপগত ত্রুটি বিদ্যমান।' *শিব, ১৯৫০।*

রূপগুণ [স] *বি* রূপ ও গুণ। 'কুমারীর রূপগুণ শুনিয়া অনেক ...।' *বাহরাম, ১৬৫০।*

রূপচোর [স] *বি* রূপ বদল করে যে। 'আমার আগের যাত্রী রূপচোর, তাতার দস্যুর মতো বেপরোয়া।' *সুনীল, ১৯৬৬।*

রূপছিরি [স রূপশ্রী] *বিণ* চেহারা। 'দেখ দেখ চেয়ে দেখ কেমন রূপছিরি।' *লালন, ১৮৯০।*

রূপজ [স] *বিণ* রূপ থেকে জাত। 'রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে।' *বঙ্কিম, ১৮৭২;* 'রচনার রূপজ ভাবজ নৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ ...।' *প্রমথ, ১৮৯০।*

রূপজগৎ [স] *বি* রূপের জগৎ। 'অজ্ঞাত রূপের কল্পনা আর জ্ঞাত রূপের স্মৃতি – এই হল দুই পথ রূপজগতের যাত্রী শক্তিমান মানুষের সামনে ধরা।' *অবন, ১৯২৫।*

রূপজমোহ [স] *বি* রূপের প্রতি মুগ্ধতা। 'সে এই রূপজ মোহমাত্র।' *বঙ্কিম, ১৮৭৩।*

রূপজহুরী [স রূপ+আ জওহরী] *বি* রূপের কারিগর। 'লা-মোকামে সেই যে নূরি আদ্যমাতা রূপজহুরি।' *লালন, ১৮৯০।*

রূপজীবিনী [স] *বি স্ত্রী* নিজের রূপ দিয়ে জীবিকা উপার্জন করে যে নারী; বারাঙ্গনা। 'রূপজীবিনীর কন্যা আমি, ঘৃণ্য, অপবিত্র!' *নজরুল, ১৯২৪।*

রূপজীবী [স] *বিণ* বারাঙ্গনা। 'সহসা হেমন্তসন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো।' *সুধীন্দ্র, ১৯৩৭।*

রূপজ্ঞ [স] *বিণ* রূপদক্ষ। 'সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে।' *সুধীন্দ্র, ১৯৩০।*

রূপজ্ঞান [স] *বি* সৌন্দর্য বিষয়ক জ্ঞান। 'তোমাদের চাইতে আমার রূপজ্ঞান ঢের বেশি ছিল।' *প্রমথ, ১৯১৫।*

রূপজ্ঞানী [স] *বি* সৌন্দর্য বিষয়ে জ্ঞান আছে যার। 'কিন্তু রূপজ্ঞানী নৈব নৈব চ – হারগীজ নিস্ত।' *মোতাহের, ১৯৫০।*

রূপজ্যোতি [স] *বি* রূপের আলো। 'যে রূপজ্যোতিরে সদা ছিল ঘিরে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯০।*

রূপটান *বি* মুখের সৌন্দর্যবর্ধনে ব্যবহৃত উপকরণবিশেষ। 'মেয়েরা যাকে বলে রূপটান।' *প্রমথ, ১৯১৮।*

রূপতত্ত্ব [স] *বি* রচনা এবং শব্দের গঠন ও বিন্যাস সংক্রান্ত বিদ্যা। 'এ শাস্ত্রে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি এবং বাগর্থ ...।' *হাই, ১৯৫৪।*

রূপ-তরঙ্গ [স] *বি* সৌন্দর্যের দোলা। 'বিশ্ব দুলিছে তোমার রূপ-তরঙ্গে।' *নজরুল, ১৯৩৫।*

রূপতৃষ্ণা [স] *বি* রূপ সন্ধানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে।' *বঙ্কিম, ১৮৭৫।*

রূপদক্ষ [স] **১** *বিণ* শিল্পে পারদর্শিতা আছে এমন। 'তাই নিয়ে হচ্ছে রূপদক্ষ সকলের কারবার।' *অবন, ১৯২৫।* **২** *বি* রূপ সৃষ্টিতে পারদর্শী যিনি। 'কথার টান সুরের টান রূপদক্ষের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি।' *অবন, ১৯২৫।*

রূপদক্ষতা [স] *বি* রূপদানে পারদর্শিতা। 'কিন্তু একে রূপদক্ষতা বলা গেল না।' *অবন, ১৯২৫।*

রূপদর্শী [স] *বি* রূপদানে দক্ষ শিল্পী। 'এ বাবতে রূপদর্শী আমার চেয়ে ঢের বেশি ওকীব-হাল।' *মুজতবা, ১৯৫২।*

রূপদান [স] *বি* বাস্তবায়ন। 'সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবনকে রূপদান করিবার কাজে।' *বেগম, ১৯৪৭।*

রূপদেবতা [স] *বি* রূপের আরাধ্য যে। 'রূপের আদর জানত সেলিম রূপদেবতায় মানত সে।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।*

রূপধারণ [স] বি ছদ্মবেশ। 'মীনরূপধারণ করিয়া, ধর্মমূলক অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন।' *বিদ্যা, ১৮৪৭।*

রূপধৃত [স] *বিণ* রূপাশ্রিত। 'আমার সত্তার রূপধৃত উন্মোচন যে স্তরে বর্তমান তা থেকে সম্পন্নতর উন্মোচনে উত্তীর্ণ হওয়াতেই আমার সত্তার মুক্তি।' *শিব, ১৯৫০।*

রূপনিধি [স] *বিণ* রূপের আধার; সুরূপ। 'রসময় রূপনিধি সুচারু সুবেশ।' *বাহরাম, ১৬৫০।*

রূপনির্যাসতত্ত্ব [স] *বি* প্লেটোর সৌন্দর্যতাত্ত্বিক মতবাদ। 'সফিস্টদের প্রাতিস্বিক বহুবাচনিকতার বিরুদ্ধে প্লেটোর রূপনির্যাসতত্ত্ব, স্কোলাস্টিক ব্রহ্মব্যাখ্যানের বিরুদ্ধে রেনেসাঁসের ব্যক্তিবিকাশ সাধনা ...।' *শিব, ১৯৫০।*

রূপ-পাগল [স রূপ+পাগল] *বিণ* রূপের জন্য উন্মাদ। 'শাজাহান হেথা রূপ-পাগল।' *নজরুল, ১৯২৮।*

রূপপিপাসা [স] *বি* রূপের প্রতি বাসনা। 'কেন কামনা ফাঁদে

রূপপিপাসা কাঁদে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রূপ পিয়াসী ১ *বি* রূপের জন্য পিপাসার্ত যে। 'গাঁয়ে রূপ পিয়াসীর দল।' *জসীম*, ১৯২৭। **২** *বিণ* রূপের জন্য পিপাসার্ত। 'তারা রূপপিয়াসী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রূপপ্রতীক [স] *বি* রূপক চিহ্ন। 'মুসলমান লিখিয়েদের বেইসলামী রূপপ্রতীক ব্যবহারের অনৌচিত্য সম্বন্ধে লেখা একটি প্রবন্ধ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

রূপপ্রভা [স] *বি* সৌন্দর্য। 'রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রূপপ্লাবী [স] *বিণ* রূপের প্লাবন বয়ে যায় এমন। 'আর্থিক ভারসাম্য এবং সচ্ছলতা ইংলণ্ডকে তার রূপপ্লাবী প্রবৃদ্ধ ছন্দ দিয়েছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

রূপ-ফাঁদ *বি* রূপের জাল। 'আমারে বাঁধিতে চাহে রূপ-ফাঁদে যৌবনের বনে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রূপবতি [স রূপবতী] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর। 'আস্রএ না দেখি আসি সিতা রূপবতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূপবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর। 'কাহ্ন রূপবতী রাধা দেখি নিজ পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রূপবত্তা [স] *বি* লাবণ্য। 'এই মহাবিচিত্র উপমহাদেশের রূপবত্তায় আমি ... মুগ্ধ।' *শিব*, ১৯৫৬।

রূপবন্ত [স] *বিণ* সুন্দর। 'রূপবন্ত গুণবন্ত কৃপাবন্ত তনু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রূপবহ্নি [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ আগুন। 'যে রূপবহ্নি নয়নে জ্বলিছে যে রসবহ্নি বুকে।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

রূপবান [স] *বিণ* সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট। 'এই ব্যাধি রূপবান বনবাসি জেন রাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রূপ-বিমূঢ় [স] *বিণ* রূপে অভিভূত। 'তোরাও কি আজ সৌন্দর্যাহত রূপ-বিমূঢ় পথহারা পথিকের মতো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রূপবৈভবা [স] *বিণ স্ত্রী* সৌন্দর্য-সম্পদের অধিকারী। 'সহস্র বৎসরের সাধনার ধনের মতই রূপবৈভবা; ঐশ্বর্যভূষিতা।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

রূপবোধ [স] *বি* সৌন্দর্যচেতনা। 'মানুষের রূপবোধকে তা ঐশ্বর্যান্বিত ক'রে দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রূপব্যঞ্জনা [স] *বি* রূপের গূঢ়ার্থ। 'এমন বিস্ময়কর রূপব্যঞ্জনার পশ্চাতে মহারহস্যের কিছুই কি ইঙ্গিত নাই?' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রূপভক্ত [স] *বিণ* সৌন্দর্যের অনুরাগী। 'তাঁরা ছিলেন রূপভক্ত, আমরা গুণলুব্ধ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

রূপভঙ্গিমা [স] *বি* দৈহিক গঠন ও ভঙ্গি। 'তরুণীর রূপভঙ্গিমা রাগরঙ্গিমার সঙ্গে চিনারের দেহসৌষ্ঠবের তুলনা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রূপভেদ [স] *বি* প্রকারভেদ। 'তাছাড়া রূপভেদও আছে।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপ-ভোগী [স] *বিণ* রূপের পূজারী। 'রূপ-ভোগী নর প্রেম চাহিল না।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রূপময় [স] *বিণ* শোভাময়। 'রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রূপময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* রূপের অধিকারী। 'এখানে আমার পৃথিবী অনেক রূপময়ী।' *আহসান*, ১৯৬২।

রূপমাধুরী [স] *বি* সৌন্দর্যের মাধুর্য বা কোমলতা। 'স্বয়ম্বরা-রূপব রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'আহা! অপরূপ রূপমাধুরী!' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

রূপমাধুর্য [স] *বি* রূপের মাধুর্য। 'তুর্ক রমণীর রূপমাধুর্য।' *নজরু* ১৯১৯।

রূপমুক্তি [স] *বি* রূপ বা গড়ন থেকে মুক্তি। 'বিশ্বপ্রকৃতিতে রূপমু নিয়মকে স্বীকার করলে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপমুগ্ধ [স] *বিণ* সৌন্দর্যে বিভোর; রূপের অনুরাগী। 'তোমার ম সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০

রূপমুগ্ধতা [স] *বি* রূপের মোহাচ্ছন্নতা। 'এই জাতীয় কাহিনীর প্র লক্ষণ রূপমুগ্ধতা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

রূপমোহ [স] *বি* রূপের মায়া। 'আত্মসংযমী ইউসুফের প্র রূপমোহের অভিব্যক্তি।' *আনিস*, ১৯৬৪।

রূপযুতা [স রূপযুক্তা] *বিণ স্ত্রী* রূপযুক্ত; রূপসী। 'কিবা বি রাজসুতা রতি জিনি রূপযুতা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রূপযৌবন [স] *বি* সৌন্দর্য ও যৌবনের পূর্ণাবস্থা। 'অলৌকিক প্রভা বৃদ্ধের রূপযৌবন বসনভূষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।' *রবী* ১৮৯৪; 'তার যেটুকু রূপযৌবন ... মানুষ ভোলানোর ক্ষমতা আছে *মানিক*, ১৯৪০।

রূপযৌবনসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* রূপযৌবনের অধিকারী। 'ষোলক বিভূষিতা অপরূপ রূপযৌবনসম্পন্না সাংসারিক নায়িকা।' *হা* ১৯৫৪।

রূপরঙ্গ [স] *বি* রূপের অহঙ্কার। 'রূপরঙ্গ দূরে গেল বদন মলিন *বাহরাম*, ১৬৫০।

রূপরসজ্ঞ [স] *বিণ* সৌন্দর্য রসিক। 'আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকে নিন্দে করে বলে 'ঢ্যাঙ্গা'।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রূপরসধারা [স] *বি* সৌন্দর্য ও রসের প্রবাহ। 'দেহাতী রূপরসধারার দিব্যমূর্তি।' *হাই*, ১৯৫৪।

রূপরসিক [স] **১** *বি* রূপের সমঝদার। 'সে তত বড়ো রূপরসিক *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'হে রূপকার, হে রূপরসিক *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রূপরাশি [স] **১** *বি* রূপ। 'তরুতলে রূপরাশি নিরখে নিকটে আসি *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* সৌন্দর্যরাশি। 'শক্তিরে ঢাকিল রূপরাশি *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

রূপরেখা [স] **১** *বি* যেসব রেখায় রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়। 'রূপরে দিয়ে কেমন করে গড়তে হয়।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* অবয়ব। '... শব্দটা একটা সংকেত, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় শব্দটার মধ্যেই নে কিন্তু গাছের রূপরেখা আপন পরিচয় আপনি বহন করে।' *রবী* ১৯২৫। **৩** *বি* প্রতিকৃতি। 'বিদ্যুতের লেখা হেন রূপরেখা চীনে ... বন্দিনী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রূপলাবণী *বি* রূপের লাবণ্য। 'খুঁজি তারই রূপলাবণী।' *নজরু* ১৯৩২।

রূপ-লাবণ্য [স] *বি* সৌন্দর্য ও কমনীয়তা। 'কি রূপ-লাবণ্য, পুরুষ ধন্য।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'আমি উপরিস্থা হয়ে ... অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে এবারে বিমোহিতা হলেম।' *মাইকে* ১৮৫৯।

রূপলাবন্য [স রূপলাবণ্য] *বি* সৌন্দর্য ও কমনীয়তা। 'মুভধনি কৃষ্ণরূপলাবন্য দেখিআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূপলুব্ধ [স] *বিণ* রূপের প্রতি লোভ আছে এমন। 'নদীর ঘাটে ঘাটে ... রূপলুব্ধ পুরুষের ভিড়।' *শরৎ*, ১৯৩১।

রূপলোক [স] ১ *বি* সৌন্দর্যের জগৎ। 'সব নীচে কামলোক, তার উপরে রূপলোক।' *প্রমথ*, ১৯১৬। ২ *বি* সৃজনশীলতার জগৎ। 'আবার রূপলোকে তাদের স্থান হয়।' *অবন*, ১৯২৫। ৩ *বি* দৃশ্যমান জগৎ। 'এদের সম্মিলনের দ্বারা প্রকাশবান রূপলোক গ্রহনক্ষত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রূপশিখা [স] *বি* রূপের উজ্জ্বলতা। 'চাঁদের লাবণীতে যে বৈচিত্র্যময় রূপশিখার বিকাশ হইয়া থাকে।' *হাই*, ১৯৫৪।

রূপশিল্পী [স] *বি* রূপকে প্রকাশ করে যে শিল্পী। 'যে বুঝে নিল সৃষ্টির বিচিত্র রূপ ও তার রহস্য সেই হল রূপকার বা রূপশিল্পী।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপশ্রী [স] *বি* রূপ-সৌন্দর্য। 'বিশীর্ণ পাণ্ডুরতায় সে রূপশ্রী অনুজ্জ্বল, নিস্তেজ।' *তারা*, ১৯৪৩।

রূপস *বিণ* রূপময়। 'রূপস দেখিএ যর্থা নানা ফুল ফল গড়া সেই কাহ্নাঞিঁর দেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রূপসজ্জা [স] *বি* সৌন্দর্যবর্ধক সাজ। 'আমি যত বলি যে নির্বাসিতার রূপসজ্জার কি আবশ্যক।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

রূপসাগর [স] *বি* সৌন্দর্যের জগৎ। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রূপসাধন [স] *বি* সৌন্দর্যের সাধনা। 'এই হল রূপদক্ষের কথা, রূপসাধনের চরম সিদ্ধি।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপসায়র [স রূপসাগর] *বি* রূপসাগর। 'সে রূপসায়রে নয়ন ডুবিল।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

রূপসিন্ধু [স] *বি* রূপের সাগর। '(মায়ের) অসীম রূপসিন্ধুতে রে/ বিন্দুসম বেড়ায় ঘুরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রূপসি [স রূপসী] *বিণ স্ত্রী* রূপবতী। 'রচিয়া কৃষ্ণের লিলা সকল রূপসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূপসী [স] *বিণ স্ত্রী* রূপবতী। 'আতি রূপসী পদুমিনী জাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রূপ-সুধা [স] *বি* রূপের সুধা। 'অপরূপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

রূপস্পৃহা [স] *বি* রূপের প্রতি অনুরাগ। 'পোড়া চামড়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপস্পৃহাটাকে না পুড়িয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

রূপহার [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ অলংকার। 'সকল রূপহার উপহার চরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রূপহীন [স] *বিণ* অসুন্দর। 'বহু আভরণে ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রূপহীনা [স] *বিণ* কুৎসিত। 'হলে রূপহীনা সহিতে হত না বর্বর অভিযান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

রূপাক্ষর [স] *বি* রূপ বা আকারের অনুরূপ অক্ষর। 'ছবির রূপাক্ষর লেখা ভাষাজ্ঞানে অপরিপক্ব।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপাগ্নি [স] *বি* চেহারারূপ অগ্নি। 'তরুণীদের রূপাগ্নি।' *নজরুল*, ১৯১৯।

রূপান্ধ [স] ১ *বিণ* রূপের গৌরবে দিশাহীন। 'রূপান্ধ ভামিনীগণ। তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* রূপ দেখে অভিভূত ব্যক্তি। 'তাই তার সংকুচিত ছায়া রূপান্ধের দৃষ্টিপথে গর্বপুষ্ট মলিনতা ভরি ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

রূপাবয়বাদি [স] *বি* আদল। 'কি প্রকারে এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

রূপাভাস [স] ১ *বি* রূপের আভাস। 'পৃথিবীতে রোজ নতুন বোধের গাঢ় রূপাভাস।' *শামসুর*, ১৯৫৯। ২ *বি* চিত্রকল্প। 'প্রাজ্ঞ পদাবলী, প্রতীকের উচ্চারণ, রূপাভাস, গাঁথি মগজের কতো শাণিত ফলকে!' *শামসুর*, ১৯৬৬।

রূপাভিমান [স] *বি* শারীরিক সৌন্দর্যের অহঙ্কার। 'রূপাভিমান সুপ্ত থাকতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রূপাশ্চর্য, রূপাশ্চর্য্য [স] *বিণ* দেখলে অবাক হতে হয় এমন। 'বেলুনারোহণ রূপাশ্চর্য্য ব্যাপারে মুচিখোলাতে যেরূপ জনতা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

রূপিণী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* মূর্তিধারী। 'জন্মিল তাহার সোনো তনয়া রূপিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* রূপসী। 'পবিত্রবদনী, যোগ ভঙ্গিনী রূপিণী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

রূপী [স] ১ *বিণ* রূপধারী। 'শূন্যরূপী সদানন্দময়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* দর্শনীয়। 'জোয়ারের এই গতিতে স্রোতও হয় রূপী আর দুইধারেরও রূপ বাড়ায়।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

রূপে ১ *ক্রিবিণ* ভাবে। 'কহিল অনেক রূপে কন্যাক বুঝাই।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রিবিণ* বেশে। 'মীনরূপে প্রথমেতে উদ্ধার করিলে চতুর্বেদ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রূপে গুণে *বি* রূপ ও গুণে। 'দেখিতে শুনিতে সকলি ভালো, রূপে গুণে মাখা দেখিনি এমন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রূপের কবি *বি* রূপ নিয়ে কাব্য করে যে। 'রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

রূপের গাঙ *বি* সৌন্দর্যের নদী। 'ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কলসটিরে।' *জসীম*, ১৯২৭।

রূপের পাগল *বিণ* রূপের অনুরাগী। 'রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

রূপের ফাঁদ *বি* রূপের জাল। 'দারুন রূপের ফাঁদে, রবি শশী পড়ে কাঁদে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রূপের মাতাল *বিণ* রূপের প্রতি মোহগ্রস্ত। 'রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

রূপের হাট *বি* আনন্দের কেন্দ্র। 'তোরা কোন রূপের হাটে চলেছিস ভবের বাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রূপৈশ্বর্য [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ ঐশ্বর্য। 'মুখের ম্লানিমা তার চোখে রূপৈশ্বর্যের মতো লাগে।' *মানিক*, ১৯৪০।

রূপোচ্ছ্বাস [স] *বিণ* উচ্ছ্বসিত শোভা। 'সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রূপোন্মাদ [স] *বি* রূপের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ। 'অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে বুঝিব?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রূপোপজীবিনী [স] *বি স্ত্রী* রূপ দিয়ে উপার্জন করে যে; গণিকা। 'রূপোপজীবিনীর কিন্তু অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।' *তারা*, ১৯৪২।

রূপক[1] [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'কহুগুঞ্জরীরাগঃ। রূপকঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০; '*তিলক-কামোদ রূপক*।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রূপকং [স] *বি* রূপক; সংগীতের তালবিশেষ। 'গুঞ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রূপক[2] ১ *বি* উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনা করা হয় যে অর্থালঙ্কারে। 'উপমা ও রূপক ও নিদর্শন প্রভৃতি অলঙ্কারের উদ্ধার করা অসাধ্য হইবেক না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* প্রতীক। 'রূপক অর্থে এ কথা লইতে পারা যায়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

রূপককাহিনী [স রূপক+কাহিনী] *বি* রূপকাশ্রয়ী গল্প। 'ঘরে বাইরে একটি দীর্ঘ রূপককাহিনীর বেশি কিছু হতে পারলো না।' *শিব*, ১৯৫০।

রূপকমূলক [স] *বি* প্রতীকী। 'দুটি বিবাহই রূপকমূলক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রূপকসুন্দরভাবে [স] *ক্রিবিণ* সুন্দরের উপমারূপে। 'সবার কাছে রূপক সুন্দরভাবে কৃষ্ণ এলেন।' *অবন*, ১৯২৫।

রূপকথা[1] *দ্র* **রূপ**

রূপকথা[2] [স উপকথা] *বি* উপকথা। 'ঠাকুরমা আমাদের ঘুমবার পূর্ব্বে নানা প্রকার রূপকথা কইতেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রূপকষা *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকষা॥' *বড়ু*, ১৪৫০।

রূপশালি, রূপশালী *বি* একপ্রকার ধান। 'দিকে দিকে রূপশালী ধান।' *জীবন*, ১৯৩২; 'রূপশালি ধান ভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।' *জীবন*, ১৯৩৬।

রূপসীমা [স] *বি* ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'অপরূপ রূপসীমা গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রূপা[1] [স রূপ্য] *বি* রুপা। 'রূপা থোই মহিকে ঠাবী।' *চর্যা* ৮, ১২০০।

রূপাবাদা *বিণ* রুপা দিয়ে বাঁধানো। 'রুপাবাদা তক্তপোষ ২।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

রূপাবান্ধা *বিণ* রুপা দিয়ে বাঁধানো। 'পিতলবান্ধা কেহ বা রূপাবান্ধা, কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রূপার টাকা *বি* সিক্কা। 'তাহাতে ৩০০ তিন সও টাকা আর কিছু গিনি আর রূপার টাকা হরেক রকমের ছিল।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

রূপার থালা *বি* রুপার তৈরি থালা। 'পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে একখানি রূপার থালার ন্যায় দেখায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

রূপার যোড়শ *বি* রুপার যজ্ঞপাত্র। 'কেহ বলে ছয়টি রূপার যোড়শ না করিলে ভালো হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ১০০

রূপালি *বিণ* রুপার মতো সাদাটে। 'ভিতর-রাঙা ঝিনুকটি বাহির তার রূপালি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

রূপো ১ *বি* টাকাকড়ি। 'কেমন গো রূপোর ঘড়া দেবে তো?' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* রুপা। 'দু ভরি রূপো গাঁটকাটায় ক্যেটে নিয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রূপোলি *বিণ* রুপার মতো। 'রূপোলি রঙের সরলপুটি।' *অবন*, ১৮৯৬।

রূপা[2] [স রোপি>] *ক্রি* রোপণ করা। **রূপি** *ক্রি* রোপণ করি। 'আষাঢ় ও শ্রাবণে হেমত ধান্য রূপি।' *কেরি*, ১৮০২। **রূপিল** *ক্রি* রোপণ করলো। 'আনিঞা রূপিল পুষ্প দ্বার সমীপে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূপান্তর [স] ১ *বি* অনুবাদ; ভাষান্তর। 'কবিতাদি তাহাও উক্ত মহারাজ স্বকীয় ইচ্ছায় ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায় রূপান্তর করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* অন্য রকম। 'খননকরণেতে জিলার একবারে রূপান্তর হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৩ *বি* এক রূপ থেকে আরেক রূপ। 'উদ্ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয় শাখান্বিত রূপে রূপান্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রূপান্তরহীন [স] *বিণ* পরিবর্তনহীন। 'এ-বিশ্বের স্থবির ঘটনা, রূপান্তরহীন।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

রূপান্তরিত [স] ১ *বিণ* রূপের পরিবর্তন হয়েছে এমন। 'অগাধ জলধি রূপান্তরিত হইয়া মরুস্থলী রূপ ধারণ করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'যুগধর্মে অধিকাংশ শব্দই বিলক্ষণ রূপান্তরিত হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* সংস্কারপ্রাপ্ত। 'খ্রিষ্টীয় ধর্মও রূপান্তরিত ও পরিশোধিত হইয়া ক্যাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট ইয়ুনিটেরিয়ান প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

রূপায়ণ [স] *বি* রূপ দেওয়া; রূপদান। 'জাতীয় রেনেসাঁসের উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিকদের রূপায়ণ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৪।

রূপায়িত [স] ১ *বিণ* রূপদান করা হয়েছে এমন। 'পরমানন্দলোকের রূপে রূপায়িত ছন্দে গানে সুরে রসায়িত হয়ে উঠবে।' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বিণ* বাস্তবায়িত। 'আমাদের আদর্শকে রূপায়িত করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

রূপিণী *দ্র* **রূপ**

রূপিয়া [হি] *বি* রৌপ্যমুদ্রা। 'রূপিয়া, লুকিয়ে রেখেছ কোথা পা।' *গিরিশ*, ১৮৯৬। *দ্র* **রুপিয়া**

রূপেয়া *বি* রুপিয়া; রৌপ্যমুদ্রা; টাকা। 'হাম দেখেগা শালা কেস্তারে রূপেয়া লের।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'রূপা কিনতে হয় রূপেয়া দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রূপী[1] *দ্র* **রূপ**

রূপী[2] [হি] *বি* রুপি; টাকা। 'রূপী বিনা রূপীভাব কথামাত্র নেই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রূপোষ [ফা রূপোশ] *বিণ* পলাতক। 'ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রূপোষ হওয়া *ক্রি* গা ঢাকা দেওয়া। 'ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রূপ্য [স] *বি* রুপা; রৌপ্যমুদ্রা। 'রূপ্য ২১৮২৯৪৫।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রূপ্যময় *বিণ* রুপার তৈরি। 'সাহেবরা রূপ্যময় পাত্রে খীলাত রাখিয়া রাজাকে দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রূব [স রূপ] *বি* রূপ। 'জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

রূবকারী [ফা] *বি* আদালতের বিচার-বিবরণী। 'মুহুরি রূবকারী লিখিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

রূমী *দ্র* **রুম**

রুস[1] [স রোষ] *বি* রাগ। 'অকারনে বিনদিনি কেনে কর রুস।' *মালাধর*, ১৫০০।

রুস[2] [ই] *বিণ* রাশিয়ান। 'সুইডেনি, নরওয়ের ভাষা, রুস প্রভৃতি স্লাবনিক ভাষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রুসা [স রুষ্ট>] *ক্রি* রাগ করা। **রুসিয়া** *ক্রি* রাগ ক'রে। 'রুসিয়া ত গদাধর

দসবান এড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রূহ [আ] *বি* আত্মা। 'আদমের রূহ সেই/ কিতাবে শুনলাম তাই।' *লালন*, ১৮৯০।

রে[1] *অব্য* (সম্বোধনে) হে। 'সুইপাহথ বিদারম রে।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

রে[2] [ফা রায়] *বি* রায় বংশনামের ইঙ্গবঙ্গ রূপ। 'রায় পদবী রয় ও রে রূপান্তর যখন ধারণ করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

-রে – ষষ্ঠী বিভক্তিবিশেষ। 'চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

রেইন্দা *বি* কাঠ মসৃণ করার হাতিয়ারবিশেষ। *ওর্স্যা*, ১৭৮৫।

রেইল [ই] *বি* লোহার লম্বা পাত। 'উচ্চ লোহার রেইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

রেইলওয়ে [ই] *বি* রেলপথ। 'রেইলওয়ে তোমার গমন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রেউড়ি [হি] *বি* মিষ্ট খাবারবিশেষ। 'উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরই প্রদত্ত বাতাসা, কদমা, রেউড়ি, মিছরির বাতাসা প্রভৃতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'তিলুয়া, রেউড়ি ও রামদানার লাড্ডু।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

রেএটী *বি* রাউটি নামক মূল্যবান পাথর। 'চিরিআ রেএটী পাথর।' *রামাই*, ১৭১০।

রেও [স রব>?] *বি* শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় উপস্থিত হয়ে নানা প্রকার প্রশংসার কথা বলে অর্থাদি আদায় করে যে। 'রেও ও গুলিখোরেরা কাঙ্গালীর দলে মিসতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেওভাট, রেয়োভাট *বি* শ্রাদ্ধাদির খবর শুনে আসা ভিখারি। 'রবাহূত রেওভাট শত শত জন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'কাঙ্গালী, রেয়োভাট ও ভিক্ষুকের পুজোবাড়ী ঢোকা দূরে থাকুক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেওয়াজ [আ রিওয়াজ] ১ *বি* চর্চা। 'গজল-গানের রেওয়াজ বুঝি বা বাজে।' *জীবন*, ১৯২৭। ২ *বি* ভঙ্গি। 'নানা ধরনের খোঁপা বাঁধার রেওয়াজ হইয়াছে।' *তারা*, ১৯২৯। ৩ *বি* রীতি। 'আমার ওয়ালেদ ... পর্যন্ত সত্যই আমাদের বাড়ির এই রেওয়াজ ছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

-রেঁ[1] দ্বিতীয়া বিভক্তিবিশেষ; -কে। 'জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

-রেঁ[2] সপ্তমী বিভক্তিবিশেষ; -তে। 'নগর বারিহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

রেঁদা [ফা রন্দাহ] *বি* র‍্যাঁদা; কাঠ মসৃণ করার জন্য ব্যবহৃত ছুতারের হাতিয়ার-বিশেষ। 'রেঁদা ঘষে ছুঁতোর।' *হোসেন*, ১৯৪০; 'কালের রেঁদার টানে সর্বশিল্প করে থর থর।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

রেক [স রেখা] ১ *বি* রেখা। 'নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।' *রামাই*, ১৭১০। ২ *বি* শস্য মাপার পাত্র। 'রেকে মেপে তুলব ঘরে কারুর তাতে নাই মানা।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

রেকতা [ফা রেখতা] *বি* পানি দিয়ে চুন-বালির মিশ্রণ; সিমেন্ট। 'মধ্য স্থল সামুদায়িক রেকতায় গ্রন্থিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

রেকমেণ্ড [ই] *বিণ* সুপারিশকৃত। 'উমেদার, বেকার রেকমেণ্ড চিঠীওয়ালা লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেকমেন্ড করা [ই] *ক্রি* সুপারিশ করা। 'নিজের প্রেসক্রিপ্‌সনকেই রেকমেন্ড করেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রেকমেন্ডেশন [ই] *বিণ* সুপারিশকৃত। 'চাকরির জন্য আমি কাউকে রেকমেন্ডেশন লেটার দিই না।' *মানিক*, ১৯৩৭।

রেকমেন্ডেসেন [ই] *বি* পরামর্শ। 'ডাক্তারের রেকমেন্ডেসেন ছাড়া কি মিট, ড্রিঙ্ক লোকে কিছুই ইউজ করে না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

রেকর্ড [ই] ১ *বি* সংগীত, কথা প্রভৃতি বাণীবদ্ধ থাকে প্লাস্টিক জাতীয় যে গোল চাকতিতে; ডিস্ক। 'গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইসলামী গান।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বি* সংরক্ষণ; ধারণ। 'শত শত ইসলামি গান রেকর্ড করে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বি* প্রমাণ। 'বাংলায় রেকর্ড হয়ে রইল আমায় দেওয়া এই গালির স্তূপ।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৪ *বি* প্রকৃত মালিকের নামে সম্পত্তি বন্দোবস্ত করা। 'অধিকাংশ স্থলেই নাকি রেকর্ড প্রস্তুতকারীগণ সরেজমিনে যান নাই।' *আজাদ*, ১৯৪০। ৫ *বি* সর্বোচ্চ। 'দশ টাকায় চারশো সাতান্ন টাকা একেবারেই রেকর্ড পেমেন্ট!' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রেকর্ডকারী [ই রেকর্ড+স কারী] *বিণ* লিপিবদ্ধকারী। 'স্বল্পবেতনভোগী, ভিন্নস্থানবাসী রেকর্ডকারী কর্ম্মচারিগণ সামান্য সামান্য লোভের বশীভূত হইয়া ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

রেকর্ড ব্রেক করা *ক্রি* আগেকার রেকর্ড ভঙ্গ করা। 'তাকে বলে রেকর্ড ব্রেক করা, দুঃসাধ্যতার পূর্ব-অধ্যবসায় পার হওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

রেকর্ডার [ই] *বি* রেকর্ড করার যন্ত্র। 'রেকর্ডারে উর্ধ্বরেখা অধোরেখা হইতে দীর্ঘতর দেখা যায়।' *জগদীশ*, ১৯২৫।

রেকাত [আ রকআত] *বি* (ইসলাম) নামাজের অংশবিশেষ। 'পড়ে শুকরানা আরবা রেকাত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রেকাব [আ রিকাব] *বি* ঘোড়ার পিঠে বসার পর জিন সংলগ্ন পা রাখার জায়গা। 'রেকাব বরদার ছিনু ইমামের সাথে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রেকাবদার [আ রিকাব+ফা দার] *বি* সহিস। 'কমবক্ত রেকাবদার বলিছে জাফরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রেকাবি, রেকাবী [আ রিকাব>] *বি* থালা। 'ছোটো রেকাবিতে দুই-একটি মিষ্টান্ন ধরিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'রেকাবীখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রেকেট [ই র‍্যাকেট] *বি* টেনিস ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলার ব্যাট। 'টেনিস কোর্টে রেকেট নিয়ে নামলে শত্রুপক্ষ ... গা ঘেঁষে দাঁড়াত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রেক্তা [ফা রেখতা] *বি* হিন্দুস্তানি গানবিশেষ। 'টপ্পা, নক্সা, জঙ্গলা, গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

রেখ [স] ১ *বি* রেখা। 'ভঁউহ ধনুষি গুণ কাজর রেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* চিহ্ন। 'কিবা রূপ কিবা রেখ কেমন আকার।' *সুলতান*, ১৭০০।

রেখা [স] ১ *বি* চিত্রিত দাগ। 'কাজলের রেখা তোর লক্ষ দান নহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রস্থ ও বেধশূন্য দৈর্ঘ্য। 'যে গোলাকার ক্ষেত্র এক মাত্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৩ *বি* সংকেত। 'তাহাই তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া থাকিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বি* ফোঁটা। 'কপালে শোভিছে ভাল সিন্দুরের রেখা।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৫ *বি* চিহ্ন। 'তার বর্ণে তোমার নামের রেখা গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

রেখাগণিত [স] *বি* জ্যামিতি। 'পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রেখাঙ্কন [স] *বি* রেখা এঁকে চিত্রণ। 'অনেক বর্ণের রেখাঙ্কন।' *আহসান*, ১৯৬২।

রেখাঙ্কিত [স] ১ *বিণ* রেখা আঁকা আছে এমন। 'নীল-লোহিত-

রেখাঙ্কিত জিনের রাত্রিবস্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* বলিরেখাযুক্ত। 'তাদের রেখাঙ্কিত বৃদ্ধমুখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌকুমার্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রেখা-জাগা *বিণ* চিহ্ন জেগেছে এমন। 'অনেক পাপ অনেক কুটনামীর রেখা-জাগা লোলচর্ম মুখটাও ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

রেখাজ্ঞান [স] *বি* রেখা বিষয়ক জ্ঞান। 'এই রেখাজ্ঞানের রহস্যভেদ করে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

রেখান্বিত [স] *বিণ* রেখাযুক্ত। 'রোগের দৈনিক জোয়ার-ভাঁটার রেখান্বিত করবার ছক কাটা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'রেখান্বিত ভয়াবহ সাপ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

রেখাপাত [স] **১** *বি* দাগ কাটা। 'যাহার মধ্যস্থিত এক বিশেষ বিন্দু হইতে উক্ত সীমা পর্যন্ত যত সরল রেখাপাত করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'বৃক্ষে আবার বলসঞ্চার হয় তাহারও রেখাপাত হয়।' *জগদীশ*, ১৯২৬। **২** *বি* মনে প্রভাব বিস্তার; ছাপ ফেলা। 'গভীর রেখাপাত করেনি কোনো স্বপ্ন।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

রেখাবৎ [স] *বিণ* রেখার মতো; সরু। 'রেখাবৎ সিন্দূররঞ্জিত-সীমন্তা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

রেখাবর্ণ [স] *বি* ছবির রেখা-রং। 'এসো চিত্রী ... রেখাবর্ণবিলগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

রেখাবলী [স] *বি* রেখাসমূহ; লম্বা দাগ। 'আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রেখামাত্র [স] *বি* চিহ্নমাত্র। 'তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার জো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রেখামূর্তি [স] *বি* ছায়ামূর্তি। 'বেড়ার উপর শুষ্ক কলাপাতার দোদুল রেখামূর্তি।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রেখায়িত [স] *বিণ* রেখাযুক্ত। 'তার মুখ শ্রান্তিতে রেখায়িত হয়ে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

রেখারিক্ত [স] *বিণ* রেখাশূন্য। 'রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

রেখা লেখাহীন *বিণ* দিকচিহ্নহীন। 'রেখা লেখাহীন অনামিক পথে হইয়া আপনহারা।' *জসীম*, ১৯৩০।

রেখাসঙ্কুল [স] *বিণ* রেখাপূর্ণ। 'কুঞ্চিত রেখাসঙ্কুল মুখে কেমন একটা ছায়া পড়ল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

রেগা *বি* আঘাত করার অস্ত্রবিশেষ। 'রেগা দিয়া তালেব আলীকে আইসে মারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রেগুলার [ই] *বিণ* নিয়মিত। 'রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্সের প্রাইজ পর-পর তিন বছর একা সমীরই মেরেছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রেগুলেশন [ই] *বি* বিধি; বিধান। 'পুলিশ প্রহরীর রেগুলেশন লাঠির জন্য প্রস্তুত ছিলাম।' *রোকেয়া*, ১৯২৭; 'পুলিশের রেগুলেশন বা নন্-রেগুলেশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রেগ্যুলেশন [ই] *বি* নিয়ম; আইন। 'রেগ্যুলেশনের হস্তে কাহারও রক্ষা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রেগেমেগে দ্র রাগ

রেঙে *ক্রিবিণ* রাঙা হয়ে। 'আমার ভুবন উঠচে রেঙে।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'রেঙে উঠুক রঙিন খাতা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রেঙ্গুনি *বিণ* রেঙ্গুন থেকে আমদানিকৃত। 'আকাঁড়া রেঙ্গুনি চালের সফেন ভাতের মণ্ড।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রেচক [স] *বিণ* যোগশাস্ত্রে প্রাণায়াম কালে প্রাণবায়ু নিঃসরণ। 'অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

রেচন [স] *বি* কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ার ওষুধ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সরজন রেচনদ্বারা তিন দিন মধ্যে মহারাজকে সুস্থ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

রেজওয়ান [আ] *বি* বেহেস্তের প্রহরী। 'রেজওয়ান গেলমান দরস্ত তুবার ...' *আলাওল*, ১৬৮০।

রেজকি, রেজকী [ফা রিজ্‌গী] *বি* খুচরা টাকা। 'বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ সিকি দোআনী আনী আধআনী প্রভৃতি সোণা রূপার চলিত ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০; 'রেজকি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রেজগি [ফা রিজ্‌গী] *বি* ছোটোবড়ো মুদ্রা; খুচরা মুদ্রাদি। 'দশ টাকার রেজগি।' *জীবন*, ১৯৩২; 'গুনে গুনে রেজগি দিয়ে প্রতিদিন অভ্যাসবশত ছুঁয়েছি লাভের বুড়ি।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

রেজলিউশন [ই] *বি* প্রস্তাব। 'প্রতিবাদমূলক রেজলিউশন পাশ করিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

রেজিলিউশন [ই] *বি* প্রস্তাব। 'একটি রেজিলিউশন পাশ করেন।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

রেজোলিউশন [ই] *বি* প্রস্তাব। 'পণ্ডিতজির রেজোলিউশন পড়ে আমাদের মনে হয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রেজোলিউশান [ই] *বি* সিদ্ধান্ত। 'একটা রেজোলিউশান পাস করিয়ে নিয়ে খেটেখুটে অকাতরে গিয়ে নিদ্রিত হল নিজের কেল্লায়।' *অবন*, ১৯২৫।

রেজোল্যুশন [ই] *বি* প্রস্তাব। 'কমিটিতে রেজোল্যুশন পাস করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রেজষ্টরী [ই] *বি* রেজিস্ট্রি; নিবন্ধন। 'আয়িনের রেজষ্টরী হওনের তারিখ অবধি ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

রেজস্তর [ই রেজিস্ট্রার] *বি* নিবন্ধক। *ডানকান*, ১৭৮৪।

রেজা[১] [ফা] *বি* বর্শাজাতীয় অস্ত্রবিশেষ। 'সমুখে নিশান পাতি কেহ মারে রেজা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রেজা[২] [ফা] *বি* সম্মতি। 'তিনি যদি রেজা দেহ যাই লরিবারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রেজাবন্দি [ফা রেজামন্দী] *বিণ* সম্মতিক্রমে আবদ্ধ; চুক্তিবন্দি। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

রেজামন্দি, রেজামন্দী [ফা] *বি* সম্মতি। 'তাহার রেজামন্দি ব্যতিরেকে তাহার নাম কদাচ জাহের হইবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'নিজের রেজামন্দী জানাইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

রেজা[৩] *বি* ঝিগিরি। 'চন্দনপুরে রেজা খাটতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।' *তারা*, ১৯৪৬।

রেজাই [আ রজাঈ] *বি* লেপ; বালাপোশ। 'দেখি কে অমুক পথিকের রেজাই ত্বরা ছাড়াইতে পারে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রেজার [ই] *বি* চুল, দাড়ি প্রভৃতি কামাতে ব্যবহৃত ছোটো ক্ষুরবিশেষ। 'কপোল কপাল ঠুকি করে হাহাকার – / 'রে কপটি, রে সেফটি (safety) গিলেট রেজার!' *নজরুল*, ১৯২৯।

রেজিগনেশন [ই] *বি* পদত্যাগ। 'ভোলানাথবাবুর রেজিগনেশনও গৃহীত

হল না।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রেজিগনেশন-পত্র [ই রেজিগনেশন+স পত্র] *বি* পদত্যাগপত্র। 'এই নাও চিঠির কাগজ, লেখো রেজিগনেশন-পত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রেজিগনেশন লেটার [ই] *বি* পদত্যাগপত্র। 'রেজিগনেশন লেটার পকেটে করে মিটিঙে যায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

রেজিমেণ্ট, রেজিমেন্ট [ই] **১** *বি* সেনাবাহিনীর ইউনিটবিশেষ। 'অনেক সৈন্য আপনারদের রেজিমেন্টে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি* দল; দঙ্গল। 'আমার সঙ্গে যে এক রেজিমেন্ট ভৃত্য এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রেজিস্ট্রার, রেজিষ্ট্রার [ই] *বি* নিবন্ধক। 'কি হে রেজিষ্ট্রার, নন্দী বুড়ো গেছে না আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

রেজিষ্টরি, রেজিষ্টরী *বি* নিবন্ধন। 'বহীর মধ্যে লিখিয়া রেজিষ্টরি করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭; 'তাবদ্বিষয়ের প্রকৃত রেজিষ্টরী রাখা।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

রেজিষ্টারি, রেজিস্টারি *বি* নিবন্ধন। 'সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন – তাহা রেজিষ্টারি হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

রেজিস্টারি বই *বি* নিবন্ধন বই। 'আপিসে একটা রেজিস্টারি বই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রেজিস্টার্ড [ই] *বিণ* নিবন্ধিত। 'রেজিস্টার্ড পার্সেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

রেজিস্ট্রি [ই] *বি* সরকারি নিয়মানুসারে নিবন্ধন। 'স্থির হল বিয়ে হবে রেজিস্ট্রি ক'রেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৩।

রেজেষ্টরি, রেজেষ্টরী [ই] *বি* নিবন্ধন। 'কবুলিয়ত রেজেষ্টরি করিতে আসিলে ...।' *সুলভ*, ১৮৭৩; 'বঙ্গালী রেজেষ্টরীতে তাঁর বংশাবলি রেজেষ্টরী হয়ে আছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেজেষ্টরী করা *বিণ* সর্বজনস্বীকৃত। 'এটি রেজেষ্টরী করা প্রথা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেজেষ্টারি [ই] *বি* সরকারি নিয়মানুযায়ী নিবন্ধন। 'সইও করেছেন, রেজেষ্টারি করে দিতে নারাজ হচ্ছেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রেজেষ্ট্রার [ই] *বি* রেজিস্ট্রারির কাজে নিযুক্ত কর্মকর্তা। 'রেজেষ্ট্রারটা ভারি বজ্জাত।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রেজেষ্ট্রী [ই] *বি* সরকারি নিয়মানুযায়ী নিবন্ধন। 'একটা কাজ তো হলো, রেজেষ্ট্রী করি কি করে?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রেজেস্টারি [ই] *বিণ* রেজিস্ট্রি করা হয়েছে এমন। 'ডাকযোগে গৃহিণীকেও একখানা বই রেজেস্টারি করিয়া পাঠাইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রেজেস্টারি করা *ক্রি* দলিল সম্পাদন করা। 'লুকিয়ে রেজেস্টারি করে নিজের জমির সাথে ঢুকিয়ে দিলে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রেজেস্ট্রী [ই] *বি* নিবন্ধন। 'সেইদিনই পদ্মুর জমি কিনে রেজেস্ট্রী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রেজেস্ট্রী অফিস [ই] *বি* নিবন্ধন কার্যালয়। 'রেজেস্ট্রী অফিসের সামনে দলিল লেখার কাজ করত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

রেজেক [আ রিজক] *বি* জীবিকা। 'হায়াত-মউত-রেজেক-দৌলত সবই আল্লাহর হাতে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

রেঞ্জ [ই] **১** *বি* বনাঞ্চল। 'রিখ্‌টারসভেল্ডের আসল রেঞ্জ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **২** *বি* সীমা। 'শাস্ত্রের গুলি-গোলার রেঞ্জ অতিক্রম করিয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৯; 'তার রিভলভার রেঞ্জের বাইরে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রেট [ই] **১** *বি* দর। 'দর্শনী দুপয়সা রেট হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* হার; গতি। 'আপনার শরীর যে রেটে খারাপ হয়েছে ...।' *মানিক*, ১৯৩৫।

রেটিনা [ই] *বি* অক্ষিপট। 'স্নায়ুর নিশ্চেষ্টতাবশতঃ রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রেড ইণ্ডিয়ান [ই] *বি* আমেরিকার আদিবাসী। 'রেড ইন্ডিয়ানরা সায়ংসন্ধ্যা বোঝাতে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

রেডক্রস [ই] *বি* আন্তর্জাতিক ত্রাণ ও সেবা সংস্থা। 'রেডক্রস প্রদত্ত সাহায্য দ্রব্যাদি বিতরণ করেন।' *বেগম*, ১৯৭০; 'জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা রেডক্রস প্রভৃতি।' *বেগম*, ১৯৭২।

রেডি [ই] *বিণ* প্রস্তুত। 'ভাত রেডি কৈইরাই তোমারে ডাক দিমু।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

রেডিমেড *বিণ* তৈরি। 'রেডিমেড পোশাক।' *বেগম*, ১৯৬৬।

রেডিও [ই] *বি* বেতার-যন্ত্রবিশেষ। 'বেজে চলে রেডিও।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রেডিয়ো [ই] *বি* বিনা তারের যে যন্ত্রের সাহায্যে বার্তা, সংগীত প্রভৃতি শোনা যায়। 'চাষীদের ঘরে ঘরে রেডিয়ো শ্রুতিযন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রেডিয়ো সেট [ই] *বি* বার্তা, সংগীত প্রভৃতি বিনা তারের যে যন্ত্রের সাহায্যে শোনা যায়। 'রেডিয়ো সেট, লাউডস্পিকার, গানের রেকর্ড যা ছিল, এমনকী তার পিনগুলি পর্যন্ত সব হজম।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রেডিয়ো স্টেশন [ই] *বি* রেডিও সম্প্রচার কেন্দ্র। 'সেই রেডিও স্টেশনে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

রেডিয়াম, রেডিয়ম [ই] *বি* তেজস্ক্রিয় মৌলিক ধাতব পদার্থবিশেষ। 'এইসব বেদনার কর্কশ-রেডিয়ামে মারে নাকো তাহা।' *জীবন*, ১৯৩০; 'রেডিয়ম দেওয়া আছে।' *তারা*, ১৯৪০।

রেডিয়েটার [ই] *বি* মোটরগাড়ির যে যন্ত্রে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা রাখার জন্য পানি রাখা হয়। 'রেডিয়েটারে জল ঢালার জন্য মোটর একবার দাঁড়িয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রেড়ি [স এরণ্ড] *বি* ভেন্না বা ভেরেণ্ডা গাছ ও তার ফল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রেড়ির তেল *বি* ভেরেণ্ডা বীজ থেকে তৈরি তেল। 'রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চার দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

রেঢ়ির তেল *বি* ভেরেণ্ডা বীজ থেকে প্রস্তুত তেল। 'সদর গেটের দু'পাশে রেঢ়ির তেলের বাক্স বাতি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

রেড়ো [স রাঢ়>] *বিণ* রাঢ়দেশীয়। 'গঙ্গার পশ্চিম পারে যত সব রেড়ো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রেণু [স] **১** *বি* গুঁড়া। 'তোর তনুগত রেণু চলিল পবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ধুলা। 'রেণুএ মণ্ডিত হৈল উজ্জ্বল কারণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'নবীর পদের রেণু আনিলা তুলিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* রশ্মি। 'দিবসে দ্বিগুণ দেখে তপনের রেণু।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৪** *বি* পরাগ। 'পরাগকেশরে যেমন রেণু থাকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

রেণুকণা [স] *বি* ধূলিকণা। 'ফুটপাতে শুধু ছড়িয়ে আছে ... রেণুকণা যত।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রেণুকা [স] *বি* পরাগ। 'এরা তোমাদের দেশের হাওয়ায় উড়িয়ে-

দেওয়া রেণুকা।' *নজরুল*, ১৯২২।

রেণুপরমাণু [স] *বি* অণুপরমাণু। 'বাড়ীখানার রেণুপরমাণুর দিকে তাকিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রেণু-পরিমল [স] *বি* পুষ্পরেণুর গন্ধ। 'রেণু-পরিমল পথে পথে খোঁজা ভাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রেণুময় [স] *বিণ* ধূলিময়। 'রেণুময় মেদিনী গগণ পরশিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রেণুমাত্র [স] *বি* বিন্দু পরিমাণ অংশ। 'কোন অলক্ষ্মী-আশ্রিত বালক ইহার রেণুমাত্র নষ্ট না করিতে পারে।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রেনু, রেনূ [স রেণু] **১** *বি* ক্বাথ। 'বিভূতি ভূষণ নহি চান্দনক রেনূ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* কণা। 'পৃথুবির রেনু জদি করিএ গনন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রেত[১], রেতঃ [স রেতঃ] *বি* বীর্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রেতঃপাত [স] *বি* বীর্যস্খলন; শুক্রপতন। 'আমি কায়ক্লেশে রেতঃপাত করি।' *শক্তি*, ১৯৭০।

রেতঃসেক [স] *বি* বীর্যপাত। 'পুরুষেরা স্ত্রীতে রেতঃসেক করে ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

রেত[২] [হি রেতী] *বি* লোহার উকো; লোহাদি ঘষে ক্ষয় করার ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'রেতের মত ধারাল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

রেতি [হি রেতী] *বি* লোহাদি ঘষে ক্ষয় বা ধারালো করার হাতিয়ার-বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রেত[৩] [স রাত্রি] *বি* রাত। 'রেতে চক্ষু বুজি নাই দোহাই গঙ্গার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রেতো *বিণ* রাতের। 'ছোট ছোট রেতো প্রজাপতি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রেত[৪] *বি* স্রোত। 'বড় চড়ার বাঁদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রেতী *বি* পলি। 'গঙ্গার রেতীতে গ্রাম পত্তন হইয়াছে।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রেনকোট [ই] *বি* বৃষ্টি-রোধক আলখাল্লা জাতীয় পোশাক। 'পথিক ভাবে ভাগ্যে রেনকোটখানা সঙ্গে ছিল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রেনিডে [ই rainy day] *বি* বৃষ্টির দিন; বৃষ্টির দিন উপলক্ষে আকস্মিক ছুটি। 'রেনিডের মতোই হঠাৎ এসে গেল ছুটিটা।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রেনেসাঁস, রেনেসাঁ [ই] *বি* অতীতের ভাষা-সাহিত্য-দর্শনের চর্চা দ্বারা উদ্বুদ্ধ মানবমুখিন নবজাগরণ। 'আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে আসিল?' *বঙ্কিম*, ১৮৮০; 'একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'জাতীয় জীবনে রেনেসাঁ আনয়নে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রেনেসাঁদীপ্ত *বিণ* রেনেসাঁয় আলোকিত। 'আমরা রেনেসাঁদীপ্ত জাগ্রত জাতি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

রেনেসাঁসি *বিণ* রেনেসাঁস-সৃষ্ট। 'গোয়েটে এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ে আপন আপন দেশে রেনেসাঁসি ঐতিহ্যের প্রধান উত্তরসাধক।' *শিব*, ১৯৫০।

রেন্দা [ফা রান্দাহ] *বি* কাঠ মসৃণ করার হাতিয়ার-বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

রেপকেস [ই] *বি* ধর্ষণসংক্রান্ত মামলা। 'রেপকেসগুলিন বাবুর একচেটে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

রেপ্রেজেন্টেটিভ [ই] *বিণ* প্রতিনিধিত্বমূলক। 'রেপ্রেজেন্টেটিভ গবর্মেন্ট পাইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রেফ [স] *বি* বর্ণের সঙ্গে র্ যুক্ত হয়ে সেই বর্ণের উপরে যে চিহ্ন (র্) রূপে ব্যবহৃত হয়। 'রকারে হলবর্ণ যোগ করিতে হইলে, র্ এইরূপ হইয়া সেই সেই বর্ণের মাথায় যায়, ইহাকে রেফ বলে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'শকারের উপর যে রেফটি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রেফারি [ই] *বি* খেলার পরিচালক। 'রেফারির পক্ষপাতমূলক ব্যবহারে এবং এক শ্রেণীর অমুসলমান ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৬; 'রেফারিকে দেয় কাফেরি ফতোয়া।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রেফারিগিরি *বি* রেফারির কাজ। 'রেফারিগিরি করা ইংরেজের একচেটে ছিল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

রেফারেন্ডাম [ই] *বি* গণভোট। 'মৌলিক গণতন্ত্র পর্য্যায়ের নির্ব্বাচনকে রেফারেন্ডাম হিসাবে গ্রহণ করিয়া ইহাতে অংশগ্রহণ করা উচিত।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

রেফুজী [ই] *বি* উদ্বাস্তু। 'ঘরখানা একজন রেফুজীকে পঁচিশ টাকায় ভাড়া দিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রেফ্রিজারেটর, রেফ্রিজরেটর [ই] *বি* ফ্রিজ; হিমায়নযন্ত্র। 'রেফ্রিজরেটরের দই।' *অমিয়*, ১৯৩৯; 'ওদের ঘরে নেই ... রেফ্রিজারেটর, রেডিওগ্রাম।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

রেবতী[১] [স] *বি* ফুলবিশেষ ও তার গাছ। 'সিঅলি কুসুম্ব ওড় রেবতী রাঙ্গনাগর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রেবতী[২] [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'করিহ দোঁহারে বিভা পুর্বের রেবতী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রেবা[১] *ক্রি* দেখা যাওয়া। 'বাম দাহিণ দুই মান ন রেবই বাহ তু ছন্দা।' *চর্যা* ১৪, ১২০০।

রেবা[২] [স] *বি* নর্মদা নদী। 'কোথা বহিয়াছে বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রেভলিউশন [ই] *বি* বিপ্লব। 'মড়া নিয়ে কি রেভলিউশন হয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

রেভিনিউ, রেবিনিউ [ই] *বি* রাজস্ব। 'এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি যে সকল আদালত রেবিনিউ সম্পর্কীয় কর্ম্ম মুক্ত হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'গভর্ণমেন্টকে রেভিনিউ দিতে হচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রেবিনিউ বোর্ড [ই] *বি* রাজস্ব পরিষদ। 'রেবিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রেয়াত, রেয়াৎ [আ রিআয়ত] **১** *বি* দয়া। 'রেয়াত করিয়া আজি ফিরে যাই ডেরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ছাড়। 'পতনে পেলে তাঁহার গুরুও কাহাকে রেয়াত করেন না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৩** *বি* পরোয়া। 'আমি কাহাকেও রেয়াত করি না – যখন যাহা মনে উদয় হয় তখন তাহাই মুখে বলি।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* খাতির। 'বাবা ছিলেন বলে রেয়াৎ করিছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

রেয়াইত [আ রিআয়ত] *বি* ছাড়। 'চারি টাকা রেয়াইত পাইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

রেয়াত করন *বি* মাফ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রেয়ায়ত [আ রিআয়ত] *বি* ছাড়। 'তিন বৎসরের করের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা উহাকে রেয়ায়ত হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

রেয়েত [আ রঈয়ৎ] *বি* রায়ত; প্রজা। 'আমরা রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। দ্র **রায়ত**

রেয়োত, রেয়োৎ [আ রঈয়ৎ] *বি* প্রজা। 'বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার পড়ে মারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'পাবনা, রাজসাই প্রভৃতি নীলজেলার রেয়োতরা খেপেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেল [ই] **১** *বি* কাঠের ফলকের উপরে সমান্তরালভাবে বসানো লোহার পথ। 'রেলের গাড়ীতে যাব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। **২** *বি* লৌহবেষ্টনী; রেলিং। 'একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রেলওয়ে [ই] *বি* রেলপথ। 'হাওড়া হতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলেছে।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টীমার, এরোপ্লেন, মোটর লরী ...।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

রেলওয়ে ক্রশিং [ই] *বি* সাধারণ পথ ও রেলপথের সংযোগস্থল। 'মিছিলটা শহরের সদর রেলওয়ে ক্রশিংটার কাছাকাছি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রেলওয়ে টরমিনস [ই] *বি* রেললাইনের প্রান্তিক স্টেশন। 'গাড়ি রেলওয়ে টরমিনসে পৌছুলো প্রায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেলওয়ে পুলিশ [ই] *বি* রেলগাড়ির নিরাপত্তা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত বাহিনী। 'রেলওয়ে পুলিশের পাহারাওয়ালা ... গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেলওয়ে লাইন [ই] *বি* রেলগাড়ি চলার উপযোগী কাঠের ফলকের উপরে সমান্তরালভাবে বসানো লোহার পথ। 'শিল্পাঞ্চলে রেলওয়ে লাইন স্থাপিত হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রেলক্রসিং [ই] *বি* সড়কপথ যে স্থানে রেললাইনকে অতিক্রম করে। 'রেলক্রসিং থেকে বলাকা সিনেমা।' *পাশা*, ১৯৭১।

রেলগাড়ি, রেলগাড়ী [ই রেল+গাড়ি] *বি* রেললাইনের উপর দিয়ে চলে যে গাড়ি। 'রেল গাড়িতে চড়ে বারানসী দর্শনে ইচ্ছুক।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'খালাস পেয়েই রেলগাড়ী চড়ে মার দৌড়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

রেল-দারোগা [ই রেল+ফা দারোগা] *বি* রেল পুলিশের কর্মকর্তা। 'ছিলাম রেল-দারোগা চড়তে হত ট্রেইনেতে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

রেলদৌড় [ই রেল+দৌড়] *বি* রেলগাড়ির যতো ছুট। 'এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেলদৌড় দিয়ে সুইস আল্পসের শাখা-শিখরে উঠতে হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রেলপুল *বি* রেলগাড়ি চলতে পারে এমন সেতু। 'উঠতেন নিশ্চয়, কিন্তু রেলপুল তখন হয়নি।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

রেলপুলিশ [ই] *বি* রেলবিভাগে শান্তিরক্ষা কাজে নিয়োজিত বাহিনীর সদস্য। 'প্ল্যাটফরমে রেলপুলিশ তাদের আটকায়।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

রেলবাবু [ই রেল+ফা বাবু] *বি* রেলওয়ে বিভাগে চাকরিরত ব্যক্তি। 'ভেতরে চলে রেলবাবুদের অব্যাহত শান্তিপর্ব।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

রেলব্রিজ [ই] *বি* রেললাইন গেছে যে সেতুর উপর দিয়ে। 'রেলব্রিজ পেরুলেই দেখবেন।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

রেলভাড়া [ই রেল+ভাড়া] *বি* রেলগাড়িতে যাতায়াতের জন্যে দেয় যে ভাড়া বা মাশুল। 'রেলভাড়া করে দূরে যেতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রেলযাত্রা [ই রেল+স যাত্রা] *বি* রেলগাড়িতে ভ্রমণ। 'তার পরে সুদীর্ঘ রেলযাত্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রেলযান [ই রেল+স যান] *বি* রেলগাড়ি। 'রেলযানে ফার্স্টক্লাস গাড়ির মূল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রেলরাস্তা [ই রেল+ফা রাস্তা] *বি* রেললাইন। 'আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে রেলরাস্তায় কনট্রাক্টরি কাজে ভর্তি হই।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

রেললাইন [ই] *বি* রেলগাড়ি চলার উপযোগী, কাঠের ফলকের উপরে সমান্তরালভাবে বসানো লোহার পথ। 'রেলের লাইনের দু-ধারে সবুজ শস্যক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রেলষ্টেশন, রেলস্টেশন [ই] *বি* যাত্রীদের ওঠানামার জন্য রেলগাড়ি যেসব নির্ধারিত স্থানে থামে। 'এক গোযানচালক গোশকটে বিস্তর পাটের গাঁইট বোঝাই দিয়া গ্রাম হইতে রেলষ্টেশনে যাইতেছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলস্টেশনের কাছে এসে আমার চোখ দোটানায় পড়েছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

রেলসড়ক [ই রেল+আ শড়ক] *বি* রেলগাড়ি চলার পথ। 'রেল সড়কের ছোট খাদ ভরে ডানকিনে মাছ।' *জসীম*, ১৯৩১।

রেলের গাড়ী *বি* রেলগাড়ি। 'এলেন তানসেন কলকাতায় চড়ে রেলের গাড়ী।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

রেলোয়ে [ই] **১** *বি* রেলপথ। 'রেলোয়ে করে যেতে যেতে আমরা ... সুড়ঙ্গ দেখলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বিণ* রেলগাড়ি চলে এমন। 'রেলোয়ে পথের দু-ধারে আঙুরের খেত, চমৎকার দেখতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৩** *বি* রেল বিভাগ। 'ডক ও রেলোয়ের কর্মিকেরা মাঝে মাঝে হুলস্থুল বাধাইয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রেলোয়ে পথ *বি* রেলগাড়ি চলার পথ; রেললাইন। 'রেলোয়ে পথের দু-ধারে আঙুরের খেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রেলোয়ে-সুরঙ্গ [ই+স] *বি* রেলগাড়ি চলার মাটির নীচের পথ। 'বিখ্যাত দীর্ঘ রেলোয়ে-সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রেলা [হি] **১** *বি* পাল। 'কুকুরে ঘিরিল যতো গিধিনির রেলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* দল। 'চৌদিক ঘেরিয়া ঘোরসোয়ারের রেলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* শ্রেণী। 'ক্রোশ যুগ জুড়ে হৈলা নক্ষরের রেলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রেলিং [ই] *বি* লোহা বা কাঠের শিকের বেড়াবিশেষ। 'রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

রেলিঙ [ই] *বি* লোহা বা কাঠের শিকের বেড়াবিশেষ। 'রেলিঙের বাহিরে কার্নিসের উপরে ছোটো ছোটো টবে পাতাবাহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রেলিঙহীন *বিণ* কাঠ বা লৌহবেষ্টনী নেই এমন। 'রেলিঙহীন ছাদে দাঁড়িয়ে থাকাটা কোনোরকমেই নিরাপদ নয়।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

রেলেটিভ [ই] *বিণ* আপেক্ষিক। 'তুলনায় দাঁত আর জিভ সবই রেলেটিভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রেলেটিভিটি [ই] *বি* আপেক্ষিকতা। 'গণিতে রেলেটিভিটি প্রমাণের ভাবনায় ... কাটালো সে পাবনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

রেশ [স] *বি* অনুরণন। 'বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ, রয়েছে রেশ কানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'শেষের গানের রেশ নিয়ে প্রাণে চলে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

রেশন [ই] *বি* কম মূল্যে সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ। 'যুদ্ধকালের জন্য কাপড়, রেশন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইলেও ...।' *আজাদ*, ১৯৪৫; 'ভরপেট রেশনের দাবীতে ২৯ জানুয়ারি ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

রেশনকার্ড [ই] *বি* রেশন প্রদানের নির্ধারিত তথ্য-সংবলিত কার্ড। 'রেশনকার্ড পিছু সপ্তাহের যোগ্য চাল, ময়দা, আটা দেওয়া হয় বিনা পয়সায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

রেশনশপ [ই] *বি বি* সরকার থেকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি সরবরাহের দোকান। 'রেশনশপ খোলামাত্রই মেয়ে-মদ্দে যে রকম দোকানের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রেশনিং [ই] *বি* সরকারের প্রদেয় খাদ্য-বরাদ্দ। 'প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য রেশনিং প্রথা দ্বারা সরবরাহ করা হইবে।' *জামায়াত*, ১৯৪৩।

রেশম, রেসম [ফা রেশম] *বি* বস্ত্র তৈরির উপযুক্ত প্রাণীজ তন্তুবিশেষ। 'পাকানিয়া রেশম।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'রেসম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

রেশমকীট [ফা রেশম+স কীট] *বি* তুঁত পোকা। 'যাহারা রেশমকীটের চাষ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রেশমদড়ি *বি* রেশমের ফিতা। 'জড়াও রেশমদড়ি কত জরি ছড়াও সুন্দরী।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

রেশমপ্রভু [ফা রেশম+স প্রভু] *বি* রেশম ব্যবসায়ী। 'কুক্কুর-বৃত্তি দাসত্ব করিব, তত্রাচ রেশমপ্রভুর হস্ত হইতে মুক্তির চেষ্টা করিব না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রেশমি, রেশমী [ফা রেশম>] **১** *বিণ* রেশমের সুতায় প্রস্তুত। 'রেশমী চাদর উপরে টানাইয়া জুম্মা মসজিদে লইয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* রেশমের সুতায় প্রস্তুত বস্ত্র। 'রেশমি সাজে যুবতীর দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রেশমী পরিচ্ছদ *বি* রেশমের সুতায় প্রস্তুত কাপড়। 'রেশমী পরিচ্ছদ অতি সূক্ষ্ম ও কোমল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

রেশমের মহাজন *বি* রেশমের ব্যবসায়ী। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

রেসম *বি* রেশমের তৈরি বস্ত্র। 'আমি কোনো রেসম খরিদ করি নাই।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৬।

রেসমকর [ফা রেশম+স কর] *বি* রেশম উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষ। 'নীলকর ও রেসমকর, কুঠিয়াল সাহেবেরাই অত্যন্ত প্রজাদের সর্বনাশ করিতেছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

রেসমি [ফা রেশম>] *বিণ* রেশম সুতায় তৈরি। 'পাটনাইয়া ঢাকাই মালদহিয়া পৃথক২ আড়ঙ্গের রেসমি বস্ত্র তরোবতরো।' *রামরাম*, ১৮০১।

রেসমীয় [ফা রেশম>] *বিণ* রেশমের সুতায় তৈরি। 'রেসমীয় বস্ত্র ও ঘাঘরা পরিধান করে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

রেশালা [আ রিসালাহ] *বি* শোভাযাত্রা। 'ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চলতী নবত ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রেষারেষি, রেষারেষী [স ঈর্ষা>] *বি* পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ। 'ভিমরুলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'যেখানে রেষারেষী সূত্রে উভয়পক্ষের দাবীই অসম্ভবরকম বেড়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

রেসারেসি [স ঈর্ষা] *বি* পরস্পর আক্রোশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রেষ্ট হাউস [ই] *বি* অতিথিশালা। 'বুড়ি গোয়ালিনী ফরেষ্ট রেষ্ট হাউসে ...।' *বাংলার মুখ*, ১৯৭১।

রেস[১] [ই] *বি* মানবপ্রজাতি; নরগোষ্ঠী। 'রেস শব্দের প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রেস[২] [ই] **১** *বি* বাজি ধরে খেলা হয় এমন ঘোড়দৌড়। 'কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বি* দৌড় প্রতিযোগিতা। 'কোন কুকুর কবে কোন রেস জিতেছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

রেসকোর্স [ই] *বি* ঘোড়দৌড়ের মাঠ। 'কিংবা রেসকোর্সে মোটরে *জীবন*, ১৯৩২।

রেসপনসিবিলিটি [ই] *বি* দায়িত্ব। 'রেসপনসিবিলিটি উইদাউট রাইট নিতান্তই অর্থহীন।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

রেসবত [আ রিশওয়াত] *বি* ঘুষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রেসবতখোর *বিণ* ঘুষখোর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রেসয়ত [আ রিশওয়াত] *বি* ঘুষ। 'তোমার নিতান্ত খবরদারি মোকামি গোমাস্তা দিগের স্থানে সেলামি ও রেসয়ত কিছু লইবে না। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

রেসালা [আ রিসালাহ] *বি* অশ্বারোহী সৈন্যদল। 'রেসালা সিপাহি ইঙ্গরাজী।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

রেসালা মিছিল [আ রিসালাহ-মিছ্‌ল] *বি* শোভাযাত্রা। 'রেসাল মিছিল অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক গমন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

রেসিডেন্ট [ই] *বি* সরকারি প্রতিনিধিত্বমূলক কর্মকর্তা। 'তথাকা রেসিডেন্ট সাহেব তাঁহার প্রতি অতিসন্তুষ্ট ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

রেসিডেনস্যাল [ই] *বিণ* আবাসিক। 'রেসিডেনস্যাল কলেজ স্থাপন *প্রচারক*, ১৯০৩।

রেস্ট, রেষ্ট [ই] *বি* বিশ্রাম। 'টেবিলেতে রেষ্ট নিয়া টেষ্ট পান যারা।' গু ১৮৫৮; 'নেই রেস্ট হায়!' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রেস্টোরাঁ [ফ রেস্তোরাঁ] *বি* খাবারের দোকান। 'আজ সান্ধ্যভোজ একট নামজাদা রেস্টোরাঁতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। *দ্র* **রেস্তোরাঁ**

রেস্ত [প resto] **১** *বি* আর্থিক সামর্থ্য। 'পরিধানের বন্দোবস্ত রেস্ত অভাবে সমস্ত কমাইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* পুঁজি। 'নাইলের জন্যে আপন রেস্ত ডোবাতে চান না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রেস্তহীন [প resto+স হীন] *বিণ* সম্বলহীন। 'অনেক রেস্তহী মুচ্ছুদ্দী চার বার ইনসালভেন্ট, এখন দালালী ধরেছেন।' *হুতোম* ১৮৬১।

রেস্তা [ফা রিশতাহ্‌] *বি* সম্পর্ক। 'বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তা মুরব্বি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রেস্তাদারী [ফা রিশতাহ্‌-দারি] *বি* আত্মীয়তা। 'স্বামীর দহলিজনশীন শরীফ খান্দানের সঙ্গে দহরম-রেস্তাদারীর এত চেষ্টা।' *মাহেনও* ১৯৪৯।

রেস্তোরাঁ [ফ] *বি* চা ইত্যাদি হালকা খাবার পাওয়া যায় এমন দোকান 'রেস্তোরাঁটায় অনবরত লোকজন ঢুকিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

রেস্তরাঁ [ফ] *বি* চা ইত্যাদি হালকা খাবার পাওয়া যায় এমন দোকান 'গোটা দুই মদের দোকান, গোটা দুই রেস্তরাঁ।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'হি হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস-রেস্তরাঁতে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

রেহ [স রেখা] *বি* রেখা। 'কুসুমবান বিলাস কানন কেস সিন্দুর রেহ *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রেহা [স রেখা] *বি* রেখা। 'হরি দৃঢ় আলিঙ্গন রাধার দেহা যে নিকষত শোভে কনক রেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রেহাই [ফা রিহাই] **১** *বিণ* মুক্ত। 'ভাইয়ের পথেতে তারে করিল রেহাই *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* মুক্তি। 'ঝগড়ার হাত থেকে রেহাই নেই *বেগম*, ১৯৪৮।

রেহান [আ রহন] *বি* বন্ধক। 'জমি রেহান দিয়া, টাকা আনিয়া দশজনের উদরপূর্ণ করিল।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

রেহানাবদ্ধ [আ রহন+স বদ্ধ] *বিণ* বন্ধকী সূত্রে আবদ্ধ। 'মহাজন জাতের কাছে আমাদের দেশ রেহানাবদ্ধ হয়ে থাকবে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

রেহানী [আ রহন>] *বিণ* বন্ধকী। 'রেহানী জমি কখনো ফিরে আসে না কৃষকের হাতে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রেহেন [আ রহন] *বি* বন্ধক। 'জমিদারের নিকট রেহেনে আবদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রেহেল [আ রহল] *বি* কাঠের তৈরি কাঠামোবিশেষ, যার উপরে গ্রন্থাদি রেখে পড়া হয়। 'রেহেলের পর কোরান রাখিয়া পড়ে সুরা ফাতেহায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

রৈও *দ্র* **রওয়া**[২]

রৈক্ষ [স রক্ষা] *বি* রক্ষা। 'কে আমা করিবে রৈক্ষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রৈ রৈ [ধ্বন্যা] *বি* উচ্চ রব বা ধ্বনি। 'চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'তাহাদের রৈ রৈ শব্দ ও হাস্যধ্বনি অনেক দূর হইতে শুনা যায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

রৈ-রাই [ধ্বন্যা] *বি* সমস্বরে কান্নার শব্দ। 'স্ত্রীলোকের দল কলস্বরে রৈ-রাই করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রো *বি* সারি। 'আমাকে স্টেজের বাঁ দিকে প্রথম রোতে ...।' *অবন*, ১৯৪১।

রোঅন [স রোদন] *বি* রোদন। 'রচনা মে রোঅন সাজ্জনা রে বারিস ন তেজিঅ দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রোঁ [স রোম] *বি* লোম। 'ভুরুতে রোঁ ভরা ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রো।' *মাইকেল*, ১৮৬০। *দ্র* **রোঁয়া**

রোঁআ [স রোম] *বি* লোম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রোঁওয়া [স রোম] *বি* লোম। 'সিংহশাবকের বড়ো বড়ো রোঁওয়ার মধ্যে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রোঁদ[১] [ই রাউন্ড] *বি* টহল। 'পুলিসের রাতকানা সার্জ্জন, ঠোঁটকাটা দারোগা, নুলো জমাদার, কুকুণ্ডে পাহারাওয়ালা, গরিবের যম মহাশয়েরা রোঁদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রোঁদগস্তি [ই রাউন্ড+ফা গশ্ত] *বি* টহল দিয়ে পাহারা দেয় যে। 'ডাকাইতি রহিতের নিমিত্তে ঘাটী ও রোঁদগস্তি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

রোঁদ ফিরতে *ক্রি* পাহারা দিয়ে পরিক্রমণ করতে। 'এ যে সারজন সাহেব রোঁদ ফিরতে বেরয়েচে দেখচি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রোঁদ মারা *ক্রি* চক্কর দেওয়া। 'কাবুল শহরে এটা রোঁদ মেরে এস।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রোঁদ[২] *বি* গ্রন্থ। 'এক রোঁদ কফি?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

রোঁয়া [স রোম] *বি* রোম; কেশ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নেকড়িয়া দেখিলেক যে বন্ধুর ঘাড়ের চারিদিকের রোয়াঁ মণ্ডলাকার উঠিয়া গিয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

রোঁয়া-ওঠা *বিণ* সুতা উঠে গেছে এমন। 'রৌদ্রের মিছিল এলে রোঁয়া-ওঠা তোয়ালের মতো।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রোঁয়াওয়ালা [স রোম>+হি ওয়ালা] *বিণ* লোমবিশিষ্ট। 'সাদাকালো-রোঁয়াওয়ালা এক ছোটো কুকুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রোক[১] [ফা] *বি* অবিলম্বে পরিশোধযোগ্য অর্থ। 'তাহার নগদ রোক এক হাজার টাকা।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

রোক[২] [স রোষ>] *বি* তেজ; আক্রোশ। 'যে রোক করে মোর দিকে আসচিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

রোক[৩] [ফা রোখ] *বি* সম্মুখ। 'কেবলা রোকে সিজদা-মগন হেজাজ সিপাইগণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রোকড় [হি] **১** *বি* নগদ অর্থ। 'করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* জমা-খরচের হিসাব। 'আমাদের কাজের রোকড় খুব মোটা হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রোকা [স রোষ>] **১** *ক্রি* রোখা; ক্রুদ্ধ হওয়া। 'দেখিলে তাদের ভাব রাগে মন রোকে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *ক্রি* ঠেকানো। 'দেখি কোন বাপ তোর রোকে।' *হাসান*, ১৯৬২।

রোক্কা [আ রুকআহ>] *বি* পত্র। **রোক্কা বরদার** [আ রুকআহ-বরদার] *বি* পত্রবাহক। 'এতেক লিখিয়া এক রোক্কা বরদারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রোখ[১] [স রোষ>] **১** *বি* রাগ। 'তেজহ হৃদয় কো রোখ।' *মুরারি*, ১৫৭০। **২** *বি* গতি। 'লোহার রাস্তার উপর দিয়ে এক রোখে চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৩** *বি* জেদ। 'আমার গুণব্যাখ্যা নিয়ে রীতিমত রোখ চেপে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রোখ[২] [ফা রুখ] **১** *বি* গাল। 'রোখছারের হাড্ডি অর্থাৎ তাঁর চিবুকের অস্থি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভেসে উঠেছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* মুখ; সম্মুখ। 'একঝাঁক যে ওরই দিকে রোখ করছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৫।

রোখশোধ [আ রুখসত] *বি* রোখসত; কর্মবসানে দেনাপাওনা মিটিয়ে বিদায়। 'আচ্ছা – রোখশোধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

রোখা [স রোষ>] *ক্রি* ক্রুদ্ধ হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রোখারুখি [স রোষ>] *বি* রেষারেষি; মুখোমুখি। 'কার্যক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রোখারোখি [স রোষ>] *ক্রি* অব্যাহত ক্রুদ্ধ হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রোগ [স] **১** *বি* ব্যাধি; অসুখ। 'দুর্ভিক্ষ রোগ সোক হইল তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* খারাপ অভ্যাস। 'আর সভ রোগ হৈলে তেজ নাহি বাড়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* সমস্যা। 'অবশেষে গ্রান্টের রিজাইনমেন্টে রোগ সারতে পারেন?' *হুতোম*, ১৮৬১।

রোগকাতর [স] *বিণ* অসুস্থ। 'ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রোগক্লান্ত [স] *বিণ* রোগে জীর্ণ। 'তাহার উপরে আপনার রোগক্লান্ত হাতটি রাখিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রোগক্লিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* রোগের দ্বারা জীর্ণ। 'রোগক্লিষ্ট অবস্থায় তিনি বহু কষ্টে নমাজের নিমিত্ত মসজিদে আনীত হইলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'রোগক্লিষ্টা হতশ্রী বসন্ত সুস্থ হইয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

রোগগ্রস্ত [স] *বিণ* রোগাক্রান্ত। 'নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রোগগ্রস্ত লোকেরদের মহোপকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

রোগজীবাণু [স] *বি* রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু। 'রোগজীবাণুভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্যে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রোগজীর্ণ [স] *বিণ* রোগে জর্জরিত। 'আজ তুমি কৃশকায় দীনপ্রাণ রোগজীর্ণ শিশুদের ক্রীড়াভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

রোগজ্বারি *বি* জ্বরজারি। 'ওষুধ-বিষুধ আসে, রোগজ্বারি হয়, সব টের পাই আমরা।' *বিমল*, ১৯৫৩।

রোগতত্ত্ব [স] *বি* রোগবিদ্যা। 'রোগতত্ত্বের পারিভাষিক বুঝতে ওর কষ্ট হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রোগতাপ [স] *বি* রোগ ও শোক। 'তাহার রোগতাপ লইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রোগনারা *বি* অসুখবিসুখ। 'বারো মাস রুক্ষু নেয়ে নেয়ে কি একটা রোগনারা করবি?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রোগনাশক [স] *বি* রোগ সারায় এমন। 'ঐ সমুদায় রোগনাশক সামগ্রী সেবন করান ... কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

রোগনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অসুখবিসুখ সারায় এমন। 'কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হইতে ... রোগনাশিনী মনুষ্যউষা উদয় হইলেন।' *অবন*, ১৯২৫।

রোগপাণ্ডুর [স] *বিণ* রোগের কষ্টে ফ্যাকাসে হয়েছে এমন। 'রোগপাণ্ডুর আঁখি দুটি মেলি চাহিয়া রয়েছে মায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

রোগ-বালাই [স রোগ+আ বালা] *বি* অসুখ-বিসুখ। 'কোনো রোগ-বালাই নাই।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'দুনিয়ার দুঃখকষ্ট রোগবালাই সবকিছুর পিতিকার আমাদেরই করতে হবে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রোগবিশারদ [স] *বি* রোগ-বিশেষজ্ঞ। 'বাধক, তড়কা, অজীর্ণ, আমাশা থেকে শুরু করে পিত্তচাঞ্চল্য এবং বায়ুকোপ পর্যন্ত যাবতীয় বঙ্গীয় রোগবিশারদ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

রোগ-বিশীর্ণ [স] *বিণ* রোগের প্রভাবে শুকিয়েছে এমন। 'সে বর্ত্তমানের ক্ষীণকায়, মাংসপেশীহীন, রোগ-বিশীর্ণ, অনশন-ক্লিষ্ট ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রোগভোগ [স] *বি* অসুখ-বিসুখে কষ্ট পাওয়া। 'মহারাজা বাহাদুর নিয়তই রোগভোগ করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬২।

রোগমুক্ত [স] *বিণ* সুস্থ। 'লোকেরা অসুস্থ হইলে তথা গিয়া রোগমুক্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

রোগমুক্তি [স] *বি* আরোগ্যলাভ। 'ইলা মিত্রের রোগমুক্তি কামনা ও তাঁর উপর থেকে সমস্ত বাধানিষেধ উঠিয়ে ...।' *বেগম*, ১৯৫৪।

রোগযন্ত্রণা [স] *বি* রোগবশত কষ্ট। 'প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রোগশয্যা [স] *বি* রোগীর বিছানা। 'জননীর রোগশয্যায় তাহাকে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

রোগশান্তি [স] *বি* আরোগ্য লাভ। 'রোগশান্তির কারণ চক্ষুরোগ চিকিৎসায় অতিবিজ্ঞ শ্রীযুত এজের্টন সাহেবকে এ দেশে পাঠাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'পীড়িতের রোগশান্তি, বিপদগ্রস্তের দুঃখ মোচন ... ইত্যাদি তাঁহার চরিত্রের ভূষণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

রোগশায়িতা [স] *বিণ স্ত্রী* রোগাক্রান্ত হয়ে শুয়ে আছে এমন। 'রোগশায়িতা বহিন!' *নজরুল*, ১৯৩১।

রোগ-শিয়র [স রোগ+শিয়র] *বি* রোগীর শিথান। 'আমার রোগ-শিয়রে এই নিষ্ঠুর প্রশ্ন শুনে ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

রোগশীর্ণ [স] *বিণ* রোগে শুকিয়ে গেছে এমন। 'রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড়ো দেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রোগশুষ্কমুখ [স] *বি* রোগের কারণে মলিন মুখ। 'রোগশুষ্কমুখে হাসিরাশি ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

রোগশূন্যতা [স] *বি* নীরোগ অবস্থা। '... শুধু ব্যাধির নিরাময় রোগশূন্যতা নয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রোগ-শোক [স] *বি* অসুখ-বিসুখ। 'রোগ-শোক সব যেত দূরে শী হত মহাপ্রাণী।' *লালন*, ১৮৯০।

রোগহরণ [স] *বিণ* রোগের উপশমকারী। 'নানারকম রোগহরণ ও বানাতে বসে মাঝে মাঝে।' *হাসান*, ১৯৬৯।

রোগা [স রোগ>] *বিণ* দুর্বল; রোগগ্রস্ত। 'ছেলে পিলে বুড়া রে মৈল কত ঠাঁই।' *ভারত*, ১৭৬০।

রোগাক্রমণ [স] *বি* রোগজীবাণুর সংক্রমণ। 'বহু পরিবা রোগাক্রমণ হয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রোগাক্রান্ত [স] *বিণ* রোগে আক্রান্ত হয়েছে এমন। 'রোগাক্রান্ত জরাগ্রস্ত ব্যক্তি বিবাহ করিয়া ক্ষীণজীবী সন্তান উৎপাদন ক অক্ষয়, ১৮৪৯।

রোগাটে *বিণ* রোগগ্রস্ত। 'ভাত খাচ্ছে হাড়জিরজিরে রোগ মেয়েটা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রোগাতুর [স] *বিণ* রোগে কাতর। 'ক্ষেমকরাজা সদা রোগা ছিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

রোগাদুবলা [স রোগদুর্বল] *বিণ* কৃশ ও দুর্বল। 'অতিথি পাঠা তুলনায় রোগাদুবলা।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯।

রোগাধিপ [স] *বিণ* রোগের রাজা। 'রোগাধিপ ওলাওঠা তাঁহার চ দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

রোগাধীশ [স] *বিণ* রোগশ্রেষ্ঠ। 'রোগাধীশ ওলাওঠাও স্বীয় প্র কোন২ স্থানে প্রকাশ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

রোগান্বিত [স] *বিণ* রোগগ্রস্ত। 'রোগান্বিত হলো মাতা দেখিবার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

রোগাপটকা *বিণ* শীর্ণ ও দুর্বল। 'বলশফের সবচেয়ে দিলী- রোগাপটকা স্লিয়েশকফ।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯।

রোগাপানা *বিণ* শীর্ণ গড়নবিশিষ্ট। 'রোগাপানা সরু গলার এ নীল কাচের বোতল।' *অবন*, ১৯২৭।

রোগাপ্যাকাটি *বিণ* শীর্ণ ও দুর্বল। 'সঙ্গে আমার সেই ইনস্পে চাচা – রোগাপ্যাকাটি, কিন্তু অসীম সাহস।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

রোগাবিষ্ট [স] *বি* রোগ দ্বারা আক্রান্ত। 'কুষ্ঠরোগ কোন গোষ্ঠির ম প্রবিষ্ট হইলে তৎকুলোদ্ভব তাবতেই সেই রোগাবিষ্ট হয়।' *প্রভা* ১৮৫৩।

রোগা রোগা *বিণ* শীর্ণ ও দুর্বল। 'দেখিতে রোগা রোগা গড় *বিভূতি*, ১৯২৯।

রোগার্ত, রোগার্ত্ত [স] *বিণ* রোগগ্রস্ত। 'এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত রো দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া করিয়া সে ফল দিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১

রোগার্হ [স] *বিণ* রোগযুক্ত। 'রোগার্হ ও নিস্তেজ শরীর প্রাপ্ত হ চিরজীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রোগি [স রোগী] *বিণ* রোগাক্রান্ত। 'কুষ্ঠরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎ এক চিকিৎসালয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

রোগিণী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* রোগগ্রস্ত। 'আমার রোগিণী মাতার লইয়া যাইতে হুকুম পাইয়াছি।' *মধু*, ১৮৫৭। **২** *বি স্ত্রী* অসুস্থ ব্যা 'বেড থেকে উঠে বসেছে রোগী আর রোগিণীরা।' *হাফিজুর*, ১৯৫

রোগী [স] ১ *বি* অসুস্থ ব্যক্তি। 'মোদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* পীড়িত বা অসুস্থ। 'যোগী ভোগী রোগী রাজা দীন হীন জন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রোগীপত্র [স] *বি* রোগীর উপস্থিতি ও চিকিৎসা। 'কেমন চলছে হাসপাতাল, রোগীপত্র কেমন হচ্ছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

রোগী-পরিচারিকা [স] *বি* রোগীর সেবিকা। 'মেট্রন, নার্স, পাচিকা ও রোগী-পরিচারিকা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রোঙ্গাই [স রুগ্ণ>] *বিণ* দুর্বল। 'বলে রোঙ্গাই ব্রাহ্মণ পল্লারে কর পূজন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রোচক [স] *বিণ* রুচিকর। 'রোচক পাচক হয়ে বাত কফ হরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রোচন [স] ১ *বি* আচরণ। 'দাস্যভাবে যবে প্রভু করয়ে রোচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* দীপ্তি। 'তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন নবীন নির্মল বিভাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

রোচা [স রুচ্>] ১ *ক্রি* স্বাদু মনে হওয়া। 'অন্নপানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* ভালো লাগা। 'দিনগুলো আর তো মুখে রোচে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রোজ[১] [ফা] ১ *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'ডিহিদার আবুদ খোজ টাকা দিলে নাহি রোজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* উপলক্ষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* দিন। 'এক রোজ মোহাম্মদ নবী পয়গম্বরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *বি* মজুরি। 'কোথা হইতে পেয়াদার রোজ দিব।' *কেরি*, ১৮০২। ৫ *বি* কার্যদিবস। 'মার্চ মাসের প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজ পর্যন্ত এই২ দ্রব্য বাহিরে গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

রোজ করা *ক্রি* দৈনিক সরবরাহ বা জোগানের ব্যবস্থা করা। 'স্বামীর জন্য এক পো দুধ রোজ করে বসল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

রোজকার *বিণ* প্রাত্যহিক। 'এত টাকা লাগে কেন বাজারেতে রোজকার?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রোজকার রোজ *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'তাদের রোজকার রোজ এমনি কাটত।' *মনীশ*, ১৯৫৭।

রোজ কিয়ামত [ফা রোজ+আ কিয়ামত] *বি* ইসলাম ধর্মমতে শেষ বিচারের দিন। 'রোজ কিয়ামতে হব যশ-বদনামি?' *নজরুল*, ১৯২৮।

রোজ কেয়ামত [ফা রোজ+আ কিয়ামত] *বি* ইসলাম ধর্মমতে প্রলয় ও শেষ বিচারের দেন। 'কিন্তু সে তাপ 'রোজ কেয়ামত' (জগতের শেষ দিন) পর্যন্ত মোহাম্মদীয়গণের মনে একই ভাবে জাগরিত থাকিবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর।' *জসীম*, ১৯২৭।

রোজকী [ফা রোজ>] *বিণ* দৈনিক। 'এক জালা তাড়ী রোজকী মৌতাতের উটনো বন্দবস্ত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রোজনামচা [ফা] *বি* দিনলিপি। 'কেমন করে অত পাকা কথা লিখতে পেরেছিলাম রোজনামচায়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

রোজনামা [ফা] *বি* দিনলিপি। *ওর্স়া*, ১৭৮৫।

রোজ রোজ [ফা] *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'রোজ রোজ দেরি করে আসে, পড়াতে দেয় না ও তো মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

রোজ হাসর [ফা রোজ+আ হাশর] *বি* ইসলামি মতে শেষ বিচারের দিন। 'রোজ হাসরের ময়দানেতে ...।' *জসীম*, ১৯৩১।

রোজা *বি* দৈনিক মজুরি। 'তবে ফিমাহা ৫ পাছ রোজা কাটা জাইবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

রোজ[২] [ই] *বি* গোলাপ। 'আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'চাঁপা, ডেইজি, ভায়োলেট? রোজ, টিউলিপ, ড্যাফোডিল?' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রোজকার[১] [ফা রোজগার] *বি* রোজগার; উপার্জন। 'বাবাকে আর এক পয়সা রোজকার করতে হয়নি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

রোজকার[২] *দ্র* রোজ[১]

রোজগার [ফা] *বি* উপার্জন। 'বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'যা রোজগার করত তা সব শুঁড়ির পায়ে ঢেলে আসত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রোজগার-পাতি *বি* আয়-উপার্জন। 'রোজগার-পাতিও মন্দ করে না।' *মানিক*, ১৯৩৬।

রোজগারি ১ *বি* আয়ের অর্থ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* উপার্জনকারী। 'আর-এক ভাই সংসার পাতলে অফিসে গেল রোজগারি হল।' *অবন*, ১৯২৫।

রোজগারী *বিণ* উপার্জনশীল। 'তোমার অমন রোজগারী পুতের এমন অসুখ দিলে, আল্লা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রোজগেরে *বিণ* উপার্জনকারী। 'সহরের দেবতারা পর্যন্ত রোজগেরে!' *হুতোম*, ১৮৬১।

রোজা[১] [ফা] *বি* ইসলামের ধর্মীয় বিধি অনুসারে সূর্যোদয়ের আগে থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস। 'রোজা নেমাজ না জানিএগ বোলাইল গোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রোজাদার [ফা] *বি* ইসলাম ধর্মমতে উপবাস পালন করে যে। 'জুম্মা দিনে নৃপতি হইয়া রোজাদার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রোজা-পালিনী [ফা রোজা+স পালিনী] *বিণ স্ত্রী* রোজা পালন করে এমন। 'সুবিনীতা, বশংবদা, রোজা-পালিনী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

রোজা[২] [স উপাধ্যায়] *বি* ভূত-প্রেত ছাড়ানোর মন্ত্র জানে যে; ওঝা। 'বাদ্যা রোজা পড়য়ে ঝাঁপান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রোঝা [স উপাধ্যায়] *বি* ওঝা। 'ওঝা রোঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

রোজারু [প] *বি* এক রকমের অলঙ্কার। 'সোনার রোজারু ১ ছড়া।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

রোঅ়া [স রোদন>] *ক্রি* কান্না করা; কাঁদা। **রোএ়ো** *ক্রি* কাঁদি। 'মনে মনে ঝাখএ়ো রোএ়ো বদন ঝাঁপাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রোট [হি রোটী] *বি* ঘি আটা ও চিনি মিশ্রিত খাবারবিশেষ। 'এক একদিন অপরাহ্নে ... রোট ভোগ দেওয়া হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

রোটি [স রোটিকা; হি রোটী] *বি* গম অথবা চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি শুকনা খাবার। *ওর্স়া*, ১৭৮৫।

রোণা [হি রোনা] *বি* রোদন; কান্না। 'শৃঙ্খলে বাজে শোনো রোণা রিণ ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

রোদ [স রৌদ্র] *বি* সূর্যের আলো। 'রোদের ছটা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

রোদ-খাওয়া *বিণ* রোদে ঝলসানো। 'রোদ-খাওয়া সরষের তেলে মজে উঠত ইঁচড়ের আচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রোদদগ্ধ [স রৌদ্রদগ্ধ] *বিণ* রোদে উত্তপ্ত। 'রোদদগ্ধ দিন খরখর

করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

রোদ-পাকা *বিণ* রোদে পাকা। 'রোদ-পাকা আধ-ডাঁশা ডালিম।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রোদ পোহানো ১ *ক্রি* রোদের তাপ উপভোগ করা। 'রোদ পোহাতে ডাঙায় উঠি, হাওয়াটি খাই চোখ বুজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বিণ* অলস; রোদের উত্তাপ উপভোগে রত। 'রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো ভেসে ভেসে বেড়ালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রোদমাখা *বিণ* রৌদ্র-উজ্জ্বল। 'হঠাৎ ছড়িয়ে দিয়ে রোদমাখা উৎসুক দিগন্ত।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

রোদ-শ্মশান *বি* রোদরূপ শ্মশান। 'ফাঁকির ফানুস ছাই হলো তোর, খুঁজিস এখন রোদ-শ্মশান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রোদ-সোহাগি *বিণ* রোদের উত্তাপের জন্য লোলুপ। 'রোদ-সোহাগি পউষ-প্রাতে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রোদেপোড়া *বিণ* তামাটে। 'রোদেপোড়া আমার রঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রোদেলা *বিণ* রোদ রয়েছে এমন। 'স্বাধীনতা তুমি রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।' *শামসুর*, ১৯৭২।

রোদন [স] *বি* কান্না। 'বিদ্যাপতি কহ নীত অব রোদন নহ সমুচীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'তারে কী বলিব আমী কি বলিআ রহাব রোদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তরাসে রোদন করে সাধুর নন্দন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রোদনকারিণী [স] *বি স্ত্রী* কান্নারত নারী। 'রোদনকারিণীকে দেখিতে পাইতেছি না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রোদন-জাগা *বিণ* কান্না জাগায় এমন। 'রোদন-জাগা সঙ্গীহারা অসীম শূন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রোদনধ্বনি [স] *বি* কান্নার সুর। 'রাজমহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'রাধার রোদনধ্বনি বহ যথা ব্রজকুলপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রোদনপরা [স রোদনপ্রায়] *বিণ স্ত্রী* কাঁদছে এমন। 'রায়ের গৃহিণী ... বিপদ সাগরে মগ্না খিদ্যমানা রোদনপরা শোকাকুলা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

রোদনবদন [স] *বি* কান্নাভেজা মুখ। 'শুনি রাজকন্যা বলে রোদনবদনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রোদন-ভরা *বিণ* কান্নাময়। 'রোদন-ভরা এ বসন্ত কখনো আসেনি বুঝি আগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

রোদনরব [স] *বি* কান্নার শব্দ। 'কাতর রোদনরবে ফাটে পাষাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রোদনশব্দ [স] *বি* কান্নার আওয়াজ। 'তাদৃশ নিবিড় অরণ্যমধ্যে অসম্ভাবিত রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

রোদনস্ফীত [স] *বিণ* কান্নাজনিত কারণে ফুলেছে এমন। 'অন্নপূর্ণার রোদনস্ফীত চক্ষু দেখিবামাত্র অনেক কথা কল্পনা করিয়া লইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

রোদনা *বি* ক্রন্দন; কান্না। 'কোলেতে না রহে পুনি করএ রোদনা।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'ভাষাহারা মম বিজন রোদনা প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

রোদনানুকারী [স] *বিণ স্ত্রী* কান্না অনুকরণকারিণী। 'সেইরূপ রোদনানুকারী স্বর শুনিব।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রোদনের বাণী *বি* কান্নার বাণী। 'আকাশে বাতাসে তব নাম লয়ে ওঠে রোদনের বাণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রোদনের সুরধুনী *বি* কান্নার নদী। 'অন্তর শিলাতলে রোদনের সুরধুনী সুর হয়ে বহে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রোদা [স রোদন>] *ক্রি* কান্না করা। **রোদএ** *ক্রি* ক্রন্দন করে। 'উহু উহু বুলি পাপী রোদএ নিরন্তর।' *সুলতান*, ১৭০০। **রোদিতি** *ক্রি* রোদন করে। 'সঘন রোদিতি, বদতি পতি প্রতি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রোদ্দিলা [আ রদ্দী>] *বিণ* বাজে; নিকৃষ্ট। 'ভালো এহাও রোদ্দিলা সার পদার্থো তিনি নহেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

রোদ্দুর, রোদ্‌দুর [স রৌদ্র] *বি* রোদ। 'ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়ক তলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'হেমন্তের সকাল বেলাকার রোদ্‌দুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রোদ্দুরলিপ্ত *বিণ* রোদমাখা। 'এখনো রোদ্দুরলিপ্ত পাতা শিহরিত হয়।' *শামসুর*, ১৯৭২।

রোধ [স রুধ্>] **১** *বি* বন্ধ। 'অতি ঘোর কল্লোল শব্দে কর্ণ রোধ হওনের গোছ।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* অবরোধ। 'শালবাহনের পুরী গৃহ রোধ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৩** *বি* বাধা। 'বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উর্দ্ধগামী জনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৪** *বি* প্রতিরোধ। 'দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ।' *বেগম*, ১৯৭২।

রোধঃ [স] *বি* তীর; তট। 'যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রোধা [স রুধ্>] **১** *ক্রি* গতি রোধ করা। 'তোষিহ রাধার মনে আহ্মে যবেঁ রোধিব বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নিবারণ করা। 'প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **রোধিব** *ক্রি* বিরত করবো। 'তোষিহ রাধার মনে আহ্মে যবেঁ রোধিব বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রোধিয়াছি** *ক্রি* রোধ বা বন্ধ করেছি। 'মায়াবলে আমি রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রোনা [হি] *বি* রোদন। 'সারা রাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিটনা করি।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'আমার সে দেরেগ মাথা রোনা শুনে আর কী হবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রোন্ধা [স রুধ্>] *ক্রি* রোধ করা। **রোন্ধসি** *ক্রি* রোধ করছিস। 'জাইবার না দিলি মথুরার হাটে ল দানছলে রোন্ধসি বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রোপণ [স] **১** *বি* চারা মাটিতে পোতা। 'এক পড়ামুনিয়া এক কৃষিকে শণ রোপণ করিতে দেখিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* স্থাপন। 'সর্ব্বনাশের বীজ রোপণ করিতে চাহেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

রোপন [স রোপণ] *বি* মাটিতে পোতা; বপন। 'রোপন করিতে গাছ সে হইল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

রোপিত [স] *বিণ* প্রোথিত। 'অগ্রে তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে জ্ঞানের বীজ রোপিত হউক।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

রোপা [স রোপি>] *ক্রি* রোপণ করা। 'রোপলহ পহু লহ লতিকা আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রোপল** *ক্রি* রোপণ করলো। 'আদলি উপরে কেবা কদলী রোপল রে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **রোপলহ** *ক্রি* রোপণ করলে। 'রোপলহ পহু লহ লতিকা আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রোপিল** *ক্রি* রোপণ করলো। 'যে রোপিল প্রেমাঙ্কুর যে সেচিল বারি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **রোপে** *ক্রি* রোপণ করে। 'আঁতরে পাঁতরে রোপে কলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রোববার [স রবি+ফা বার] *বি* রবি বার। 'বর্ষশেষ আর দোল ত দেখি রোববারেতেই পড়ল দুটি।' *সুকুমার*, ১৯২০।

রোম[1] *বি* লোম। 'রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ধবল রোমের নিচে।' *জীবন*, ১৯৩২।

রোমকূপ [স] *বি* লোমকূপ; লোমের গোড়ার ক্ষুদ্র ছিদ্র। 'রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মৃত্যুর প্রবেশপথ প্রতি রোমকূপে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

রোমপুট [স] *বি* লোমকূপ। 'মোর ঠোঁটে, রোমপুটে।' *জীবন*, ১৯২৭।

রোমরাজী [স রোমরাজি] *বি* লোমসমূহ। 'রোমরাজী তাত আতয়ীগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রোমশ [স] **১** *বিণ* লোমে আচ্ছন্ন। 'যে সকল জন্তুর শরীরের চর্ম রোমশ, অর্থাৎ রোমে আবৃত ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বিণ* ঝোপাওয়ালা। 'শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে।' *জীবন*, ১৯৪২।

রোমস [স রোমশ] *বিণ* লোমপূর্ণ। 'গান্ধারি মেষের ন্যায় রোমস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রোমহর্ষ [স] **১** *বি* শিহরণ। 'আমার দেহ কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। 'তুমি সখী ডুবে যাবে মুহূর্তেই রোমহর্ষে।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* রোমাঞ্চ। 'কেবল পিপাসা আছে রোমহর্ষ আছে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

রোমহর্ষক [স] *বিণ* দুর্দান্ত। 'সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম.এ.।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রোমহর্ষণ [স] *বিণ* লোমহর্ষকর; গায়ে কাঁটা দেয় এমন। ' ... কী রকমের একটা রোমহর্ষণ প্রমাদ-প্রহেলিকা উপস্থিত হয়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রোমাবলী [স] *বি* লোমসমূহ। 'রোমাবলী কিরিপানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রোম[2] [ই] *বি* ইতালির রাজধানী। **রোমক** **১** *বিণ* রোম দেশীয়। 'রোমক শাস্ত্রানুসারেও তদ্দেশীয় বীরবিশেষ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'গ্রীক ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* রোম দেশের অধিবাসী। 'প্রাচীন রোমক ও যুনানীদিগের কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা ... অন্যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

রোমক দেশীয় *বিণ* রোমদেশের। 'রোমক দেশীয় কোন নীতিপ্রদর্শক নির্দেশ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

রোমবাসী *বি* রোমের অধিবাসী। 'রোমবাসীদিগের উৎকৃষ্ট সমর-কৌশল ও রাজনীতির প্রভাবে ... সীরিয়া অধিকৃত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

রোমীয় **১** *বি* রোমান জাতি। 'রোমীয়দিগের বাহুবলে জগৎ কম্পিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* রোমদেশীয়। 'রোমীয়রা প্রায় এক সময়েই সভ্য ছিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'রোমীয় সভ্যতা লোপের পর ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রোমন্থ [স] *বি* রোমন্থন; জাবর কাটা। 'কুররীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়নে রোমন্থ করিতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রোমন্থক [স] *বিণ* রোমন্থনকারী। 'জাদুঘরে রোমন্থক মহাকাল আপনারে পরিপাক করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

রোমন্থন [স] **১** *বি* জাবর কাটা। 'একটা গাভী শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। **২** *বি* পুনঃপুন স্মরণ বা চর্চা। 'রিয়ালিজমের চর্বিতচর্বণ রোমন্থন করেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'কূটতর্কপূর্ণ ন্যায়শাস্ত্রে রোমন্থন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

রোমন্থনরত [স] *বিণ* জাবর কাটছে এমন। 'চোখ বুজিয়া রোমন্থনরত গাভীর মত অতীত-জীবনের জট খোলে সে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

রোমাঞ্চ [স] *বি* শিহরণ। 'স্বেদ কম্প রোমাঞ্চ অশ্রু গদগদ বৈবর্ণ্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'রোমাঞ্চ হতেছে মোর খসিছে কাঁচলি ডোর।' *ভারত*, ১৭৬০।

রোমাঞ্চকর [স] *বিণ* শিহরণ জাগায় এমন। 'খৃস্টশতাব্দীর আরম্ভ কালে ভারত-ইতিহাসে একটা রোমাঞ্চকর মহাশূন্যতা দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'উপরে ওঠা নীচে নামা কী রোমাঞ্চকর রোমান্স।' *মানিক*, ১৯৩৭; 'সত্যিই ভারী রোমাঞ্চকর ঘটনা।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রোমাঞ্চজনক [স] *বিণ* চমক জাগানো। 'কেবলমাত্র রোমাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে সতেজে খণ্ডনপূর্বক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রোমাঞ্চন [স] *বিণ* রোমাঞ্চিত। 'শুনি সুরগণ হলে রোমাঞ্চন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রোমাঞ্চময় [স] *বিণ* শিহরণ জাগায় এমন। 'কলকাতার সেই প্রথম দিনের দুপুরটা যেমন রোমাঞ্চময় লেগেছিল।' *বিমল*, ১৯৫৩।

রোমাঞ্চিত [স] *বিণ* পুলকিত। 'সে জনে দেখিবামাত্র রোমাঞ্চিত কায় লো।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রোমাঞ্চিয়া *ক্রিবিণ* রোমাঞ্চিত হয়ে। 'চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া তরঙ্গ সিন্দূর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

রোমান [ই] *বিণ* রোম সংক্রান্ত। 'নেবোরের রোমান ইতিহাস ... পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। *দ্র* **রোম**[2]

রোমান-কাথলিক [ই] *বি* সবচেয়ে পুরোনো খ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায়। 'খৃষ্টধর্ম দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত – রোমানকাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'খ্রীষ্টান – রোমান-কাথলিক, প্রোটেষ্টান্ট, ইত্যাদি।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

রোমান ভাষা *বি* রোমান জাতির ভাষা। 'দুইটিতে রোমান ও ইতালীয় ভাষার প্রচলন।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

রোমান্টিক, রোমাণ্টিক [ই] **১** *বিণ* আবেগধর্মী। 'রিয়ালিস্টিক সাহিত্য রোমান্টিক সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **২** *বিণ* কল্পনাবিলাসী। 'তরুণীরা সবাই রোমান্টিক হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৩** *বি* ভাববিলাসী যে। 'চিরাগত রীতির বাইরেই রোমান্টিকের লীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **৪** *বিণ* প্রেমমূলক। 'রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনী রসের জিনিস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **৫** *বিণ* আবেগ সৃষ্টিকারী। 'অমানুষিক অত্যাচারের রোমান্টিক কাহিনী।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

রোমান্টিকতা *বি* আবেগময়তা। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা অত্যুৎকৃষ্ট রোমান্টিকতার লক্ষণাক্রান্ত।' *হাই*, ১৯৫৪।

রোমান্টিসিজম, রোমানটিসিজম [ই] *বি* কল্পনাবিলাসিতা; ভাবকল্পনার মাধ্যমে অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষাপূরণ সংক্রান্ত সাহিত্যিক মতবাদ; ভাবকল্পনাবাদ। 'ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজম-এর মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'রোমানটিসিজমের হিপনোটিজমে মুগ্ধ আছেন বলেই আপনি বাস্তবকে দেখতে পাচ্ছেন না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

রোমান্স, রোম্যান্স [ই] ১ *বি* উত্তেজনাকর অ্যাডভেঞ্চার। 'ইংরেজিতে যাহাকে বলে রোম্যান্স।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'রামায়ণ, সেটি হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান রোমান্স।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বি* উত্তেজনা। 'উপরে ওঠা নীচে নামা কী রোমাঞ্চকর রোমান্স।' *মানিক*, ১৯৩৭।

রোমাল [ফা রুমাল] *বি* রুমাল। 'এক এক রোমাল যদি বখ্‌শহ সবারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

রোম্যান্টিক *বিণ* ভাববিলাসী। 'আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক, সে কথা মানিয়া লই, রসতীর্থ পথের পথিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

রোয়দাদ, রোয়েদাদ [ফা রয়দাদ] ১ *বি* সিদ্ধান্ত; রায়। 'দালালের সহিত কোন মোকদ্দমা রোয়দাদ হয় ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* ভাগ-বাঁটোয়ারা। 'অনেকমত মনকসা রোয়েদাদ হয়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

রোয়দাদি [ফা রয়দাদ>] *বিণ* সিদ্ধান্ত মোতাবেক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রোয়া[১] [স রোদন>] *ক্রি* রোদন করা। **রোএ** *ক্রি* কাঁদছে। 'জনু মুখসসি ডরে রোএ অঁধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রোয়া[২] [স রোপি>] *ক্রি* রোপণ করা। 'রুইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **রোএল** *ক্রি* স্থাপন করলো। 'রোএল ঘট উচল কএ ঠাম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রোয়ানো *বিণ* রোপণকৃত। 'অযত্নে রোয়ানো ঝোপ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রোয়াক [আ] *বি* ঘরের সামনের খোলা জায়গা বা বারান্দা। 'বেণীবাবু রোয়াকে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। দ্র **রক**

রোরুদ্যমান [স] *বিণ* অবিরাম বা উচ্চকণ্ঠে কান্নারত। 'মৃতপতির কণ্ঠ ধরিয়া রোরুদ্যমানা হইয়া ... বিলাপ করিতে লাগিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'রামচন্দ্র ... কখনো রোরুদ্যমান হইতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'রোরুদ্যমান শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া।' *শরৎ*, ১৯১৩।

রোরুদ্যমানা [স] *বিণ স্ত্রী* কান্নারত। 'মৃতপতির কণ্ঠ ধরিয়া রোরুদ্যমানা হইয়া ... বিলাপ করিতে লাগিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

রোল[১] [স রব] ১ *বি* গুঞ্জন। 'হোত সুললিত গুণী ভ্রমরের রোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ধ্বনি। 'জোলাহাটী হইল কান্দনের রোল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

রোলকান্না *বি* চিৎকার করে কান্না। 'কান্না ব্যাপারটারও নানা পদ্ধতি আছে, যথা রোলকান্না, মড়াকান্না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

রোল[২] [ই] *বি* নামের ক্রমিক তালিকা। 'রোল কলের অর্থাৎ হাজিরা দেবার সময় হল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রোলকল [ই] *বি* উপস্থিতি পরীক্ষা করতে ক্রমিক নম্বর ধরে ডাকা। 'রোল কলের অর্থাৎ হাজিরা দেবার সময় হল।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'হেডমাস্টার মশাই রোলকল করে চলেছেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রোল[৩] [ই] *বি* বেলনাকারে পাকানো কোনো বস্তু। 'বাথরুমের তাকে একটা তুলোর রোল।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

রোলার [ই] *বি* গোলাকার পেষণযন্ত্রবিশেষ। 'শুয়ে পড়ে রোলারের মতো গড়াতে লাগল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

রোলারুলি *বি* হুলুস্থুল। 'তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দ্যাখেন, একেবারে রোলারুলি কাণ্ড।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

রোশনচৌকি [ফা] *বি* বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঐকতানবাদ্য। 'অমনি ঢোল, রোশনচৌকি, ইংরাজী বাজনা উঠিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

রোশনচৌকিওয়ালা [ফা রোশনচৌকি+হি ওয়ালা] *বি* বাদকদল। 'রোশন-চৌকিওয়ালাকে বুঝি একেবারে ফাঁকি দেবার মতলব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রোষোনচৌকী, রোসনচৌকী [ফা] *বি* বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সৃ... ঐকতান। 'ইঙ্গরাজী বাজা রোসনচৌকী গেলাসের ঝাড়।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি ষাইটেক ঢাক মায় রোষোনচৌকী শানাই ভোড়াং ও ভেঁপু।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রোশনাই [ফা রওশনী] ১ *বি* আতশ বাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠান। 'রোশনাই করিয়া অনেক টাকা ব্যয় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বি* আলোর উজ্জ্বলতা। 'উদয় নিশান করি দেহ রোশনাই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। দ্র **রোসনাই**

রোশনি [ফা রওশন>] ১ *বি* ঔজ্জ্বল্য। 'সূর্য উঠেছে – সাদা বরফের উপর সে রোশনির দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বি* আলো। 'রোশনি কোথায়? রোশনি চাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

রোশি শালা [হি রসোই>] *বি* রসুই ঘর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

রোষ [স] *বি* ক্রোধ। 'উমত সবরো গরুআ রোষে।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

রোষকটাক্ষপাত [স] *বি* ক্রোধাত্মক দৃষ্টি। 'তাঁহাদের স্কুলগুড়ি... রোষকটাক্ষপাত হইতেও আমরা বঞ্চিত।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

রোষকষায়িত [স] *বিণ* রাগে লাল। 'তখন আমার পা... রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে চেয়ে ধূম্র উদ্গিরণ করতে লাগল।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'তাকালুম রোষ-কষায়িত লোচনে কৃষ্ণার চোখের দিকে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

রোষকষায়িতনেত্র [স] *বি* রাগে লাল চোখ। 'রোষকষায়িতনেত্রে পুরোহিতকে ধমকানি লাগায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

রোষজুত [স] *বিণ* রাগান্বিত। 'রোষজুত পুরন্দর দেখি বালা নীলাম্ব... অঞ্জলি করিয়া নিল পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রোষণা [স রোষ>] *বিণ* রাগান্বিত। 'ক্রোধমতি গুরুবর বিষ... রোষণা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

রোষদাহ [স] *বি* রাগের আগুন। 'অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখি... অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রোষদীপ্ত [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'রোষদীপ্ত দৃষ্টি তব বিঁধে মোর মর্মস্থলে সদা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রোষবহ্নি [স] *বি* রোষ বা ক্রোধের আগুন। 'ফেলু মিঞা... রোষবহ্নির ভয়?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রোষশান্তি [স] *বি* রাগের প্রশমন। 'চারুর রোষশান্তি ও উৎসাহবিধা... করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

রোষস্ফীত [স] *বি* ক্রোধে ফুলে উঠেছে এমন। 'একটা প্রকাণ্ড হিং... দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফ-জোড়াটার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রোষাগ্নি [স] *বি* ক্রোধের আগুন। 'কেন নিবাইবে এ রোষা... অশ্রুনীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রোষানল [স] *বি* ক্রোধের আগুন। 'সতত বিবাদে মত্ত, পু... রোষানলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

রোষান্বিত [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'বাদসাহ মহা রোষান্বিত।' *রামরা...*, ১৮০১।

রোষাবিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্রুদ্ধ হয়েছে এমন। 'তিনি রোষাবিষ্টা গৃহিণীর মতো ... ছুটে আসবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রোষাভাস [স] *বি* ক্ষোভ প্রকাশ। 'বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈল ভগবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রোষামর্ষ [স রোষ-অমর্ষ] *বি* রাগ-ক্রোধ। 'ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য রোষামর্ষ আদি সৈন্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রোষায়িত [স] *বিণ* রোষযুক্ত। 'সারেঙ্গের চোখ রোষায়িত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

রোষারোপ [স] *বি* ক্রোধ। 'শোকাবেগের পরিবর্তে রোষারোপ স্থান লাভ করলে।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

রোষে ত্রাসে *ক্রিবিণ* রাগে ও ভয়ে। 'রোষে ত্রাসে, উর্ধ্বশ্বাসে, অট্টরোলে, অট্টহাসে/ উন্মাদ গর্জনে ফাটিয়া ফুটিয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

রোষা [স রোষ] *ক্রি* রাগ হওয়া। **রোষিব** *ক্রি* রাগ হবে। 'সুণী তোক রোষিব কাঁশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রোষিল** *ক্রি* রাগান্বিত হলো। 'শুনিআ এজিদ নাম অধিক রোষিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রোষিলি** *ক্রি* রুষ্ট হয়ে। 'রোষিলি রাধিকা দিল খর বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রোষু** *ক্রি* রুষ্ট হোক; রাগ হোক। 'সক্ষোঞিঁ চাহেন্ত তোক রোষু বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রোষুম সুরাত [ফা রওশন+আ সুরাত] *বি* সুন্দর চেহারা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

রোষ্ট [ই] *বি* মসলাসহ শুকনা করে ভাজা মাংসের রান্নাবিশেষ। 'রোষ্ট মটন এবং কটলেট নামক সুগন্ধ কুসুমরাশি রাখিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

রোস [স রোষ] *বি* রোষ। 'রোস ছড়াএ বঢ়াওল হাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

রোসন [ফা রওশন] *বি* রোশনাই। 'ধরের ভিতর মুদ্রা করিছে রোসন।' *সুলতান*, ১৭৫০।

রোসনকোশা [স লশুন] *বি* রসুন। 'হইল মধুমরিচ রোসনকোশা তাহে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রোসনাই [ফা রওশন>] *বি* রোশনাই; আলোকসজ্জা। 'তাহার রোসনাই কি মত হইয়াছিল।' *কেরি*, ১৮০২। দ্র **রোশনাই**

রোসা *ক্রি* থামা; অপেক্ষা করা। 'রোস খাওয়াচ্ছি।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **রোসো** *ক্রি* অপেক্ষা করো। 'রোসো, একটু ভেবে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

রোসাঙ্গ *বি* বার্মার পূর্ব নাম। 'রোসাঙ্গ ঈশ্বর পূর্বে সুধর্মা নৃপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রোসাঙ্গী *বি* বার্মার রোসাঙ্গ অঞ্চলের অধিবাসী। 'চট্টগ্রামে রোসাঙ্গী, দাঁড়ালিয়া, সরালীয়া।' *এসলাম*, ১৯১৮।

রোসুম [স লশুন] *বি* রসুন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রোস্ট [ই] **১** *বিণ* শুষ্ক। 'রুটি দুটো দেখছি শুকিয়ে দিব্যি রোস্ট হয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* মসলাসহ শুকনা করে ভাজা মাংসের রান্নাবিশেষ। 'রোস্ট খেতে খেতে ... একবার তাকাল।' *জীবন*, ১৯৩২; 'ওরা ডিশের পর ডিশ পোলাও আর রোস্ট শেষ করে ...' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রোহিণী [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'শুভ তিথি ত্রিদেসি রোহিণী সহিত শশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রোহিণী গিয়াছে চলি চাঁদ কাঁদে একা একা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রোহিণীরমণ [স] *বি* চাঁদ। 'কিবা হবে রোহিণীরমণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

রোহিত[1] [স] *বি* হরিণবিশেষ। 'মহিষ ছাগ মেষ রোহিত রাজহংস শতেক দিল বলিদান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রোহিত[2] [স] *বি* রুই মাছ। 'তিনি রোহিত মছ্যো হইয়া ...' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

রোহিত মৎস্য *বি* রুই মাছ। 'এমন কি সফরী অপেক্ষা রোহিত মৎস্যের মূল্য অধিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

রোহিত মাছ *বি* রুই মাছ। 'রোহিত মাছের মতোন চল, লাফিয়ে ফাটায় পায়ের মাটি।' *জসীম*, ১৯২৯।

রোহিত-মৃগেল *বি* রুই ও মৃগেল মাছ। 'রোহিত-মৃগেল আনি ছেঁকে রে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রোহিত[3] [স] *বিণ* লোহিত; রক্তবর্ণ। **রোহিতাক্ষ** [স] *বি* রক্তবর্ণের চোখ। 'রোহিতাক্ষে রম্ভাকে কহেন রুষ্ট হৈয়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রোহেল *বিণ* রোহিলাখণ্ডের অধিবাসী। 'উজবেগ রোহেল রাজপুত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রৌজা [আ রওজা] *বি* সমাধি। 'তাজবিবির রৌজা – পাথরে-গাঁথা মস্ত একটা কবরের ঢাকন মাত্র।' *অবন*, ১৯২৫।

রৌদ [স রৌদ্র] *বি* রোদ। 'শরত সমএ রৌদ সহিতেঁ না পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রৌদেঁ [স রৌদ্র] *বি* রোদ; সূর্যকিরণ। 'শরতের রৌদেঁ রাধা বড়ায়ি বিকলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রৌদ্র[1] [স] *বি* রোদ। 'রৌদ্রে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাও।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রৌদ্রকঠিন [স] *বিণ* প্রখর রোদে তাতানো। 'কী দেখলে তুমি? রৌদ্রকঠিন হাওয়ার অট্টহাসি।' *নীরেন*, ১৯৫০।

রৌদ্রকণা [স] *বি* সূর্যের আলোকবিন্দু। 'পোকার মতো ঝরে রৌদ্রকণা।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

রৌদ্রকিরণ [স] *বি* সূর্যের আলো। 'বটপত্রের উপরে রৌদ্রকিরণের নৃত্য দেখিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

রৌদ্রচকিত [স] *বিণ* উজ্জ্বল রোদে কম্পিত। 'রৌদ্রচকিত সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রৌদ্রছায়া [স] *বি* রোদ এবং ছায়া। 'আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

রৌদ্রজল [স] *বি* রোদ ও জল। 'কোনখানে রৌদ্রজল কোনখানে ছায়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রৌদ্র-ঝলোমল *বিণ* খুব উজ্জ্বল। 'জীবন যখন রৌদ্র-ঝলোমল।' *নীরেন*, ১৯৪৯।

রৌদ্রঢালা *বিণ* রোদে স্নাত। 'রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রৌদ্রতপ্ত [স] **১** *বিণ* উষর। 'রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* রোদের তাপে উত্তপ্ত। 'ফাল্গুনের রৌদ্রতপ্ত তৃষিত মাটিতে সে ঝড় কাঁপন তুলেছিল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রৌদ্রতাপ [স] *বি* রোদের উত্তাপ। 'অসহ্য রৌদ্রতাপে ...' *বিভূতি*,

১৯৩১।

রৌদ্রদগ্ধ [স] *বিণ* সূর্যতাপে তপ্ত। 'রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রৌদ্রদাহ [স] *বি* সূর্যের তাপ। 'পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রৌদ্রদীপ্ত [স] *বিণ* রোদ দ্বারা দীপ্তিমান। 'চন্দ্র রৌদ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রৌদ্রনিবারণ [স] *বি* রোদ থেকে রক্ষা। 'রৌদ্রনিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রৌদ্রপাণ্ডু [স] *বিণ* রোদে বিবর্ণ। 'চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রৌদ্রপায়ী [স] *বিণ* রৌদ পান করে এমন; আলোকপিয়াসী। 'মরণ-ভীরু রৌদ্রপায়ী জানি প্রাণের লীলা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

রৌদ্রপীত [স] *বিণ* সূর্যের কিরণে হলুদ। 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রৌদ্র-বসনী [স] *বিণ* রোদের উজ্জ্বল রঙের মতো বস্ত্র-বিশিষ্ট। 'তোমার আঁচল ঝলে আকাশ-তলে, রৌদ্র-বসনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রৌদ্রবিশুষ্ক [স] *বিণ* রোদে শুকিয়ে গেছে এমন। 'রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রৌদ্রবৃষ্টি [স] *বি* রোদ ও বৃষ্টি। 'রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে চন্দ্রনাথবাবু আমাকে পড়াতে এসেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

রৌদ্রময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* আলোকোজ্জ্বল। 'যেন রৌদ্রময়ী রাতি ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রৌদ্রমলিন [স] *বি* রোদে মলিন। 'রৌদ্রমলিন নয়নে বুলাও।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রৌদ্র-মাখানো *বিণ* রৌদ্রময়। 'রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

রৌদ্র-মাতাল *বিণ* রোদ দেখে আত্মহারা। 'রৌদ্র-মাতাল মৌমাছিগুলা/ মূর্চ্ছি পড়িছে শিরীষ-মূলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

রৌদ্ররঞ্জিত [স] *বিণ* রোদে উজ্জ্বল। 'এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রৌদ্ররথ [স] *বি* রোদরূপ রথ। 'দিন ছুটেছে রৌদ্ররথে শহরগ্রামে সাগরে-বন্দরে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

রৌদ্ররশ্মি [স] *বি* সূর্যকিরণ। 'জ্ঞানের তীব্র রৌদ্ররশ্মি।' *ফজলুল*, ১৯১৩।

রৌদ্ররস [স] *বি* কাব্যের রসবিশেষ। 'ধর রৌদ্ররসকে একটা নবতাল বা দশতাল মূর্তির আধার গড়ে ধরে আনলেন রচয়িতা।' *অবন*, ১৯২৫।

রৌদ্রলাগা *বিণ* রোদযুক্ত। 'গাছের সতেজ পাতায়, রৌদ্রলাগা, বৃষ্টিমোছা দেয়ালে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

রৌদ্রশুভ্র [স] *বিণ* সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল। 'রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

রৌদ্র-সেবন [স] *বি* রোদ পোহানো; রৌদ্রস্নান। 'পরে কিয়ৎকাল ভ্রমণ ও রৌদ্র-সেবন করি।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

রৌদ্রস্নাত [স] *বিণ* গায়ে রোদ লাগিয়েছে এমন। 'কেহ বা রৌদ্রস্নাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

রৌদ্রস্নান [স] *বি* অনাবৃত দেহে রোদ লাগানো। 'দিনের বেলাটায় প্রয়াগের গঙ্গাস্নানের মেলার মতো ইংরেজদের রৌদ্রস্নানের মেলা বসে।' *হাই*, ১৯৫৮।

রৌদ্রহর [স] *বিণ* রোদ ঢেকে দেয় এমন। 'রৌদ্রহর মেঘে মেঘে ঝঞ্ঝাকালো করো দিগন্তজল।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

রৌদ্রহীন [স] *বিণ* রোদ নেই এমন। 'ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে জীবনের অনন্ত আলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

রৌদ্রাতুর [স] *বিণ* রোদে কাতর। 'রৌদ্রাতুর ক্ষীণাঙ্কুর উপড়ে ফেলতে বেশী টানাহেঁচড়া করতে হল না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

রৌদ্রালোক [স] *বি* রোদের কিরণ। 'রাইফেলের সঙ্গীনগুলো চক চক করছে রৌদ্রালোকে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রৌদ্রালোকিত [স] *বিণ* রোদের আলোতে উজ্জ্বল। 'এই রৌদ্রালোকিত পদ্মা এবং পদ্মার চর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রৌদ্রোজ্জ্বল [স] *বিণ* রোদের আলোয় দীপ্তিময়। 'এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকালবেলাটা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

রৌদ্রোত্তপ্ত [স] *বিণ* রোদের তাপে উত্তপ্ত। 'সিমলের সেই রৌদ্রোত্তপ্ত বারান্দা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রৌদ্রোদ্ভাসিত [স] *বিণ* সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত। 'মাথার ওপরে রৌদ্রোদ্ভাসিত নীলাকাশ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

রৌদ্র[2] [স] *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রৌদ্রী *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'রৌদ্রী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

রৌপ্য [স] **১** *বি* ধাতুবিশেষ। 'বসন ভূষণ সোনা রৌপ্য অলঙ্কার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সাদা। 'নরমেধ প্রলয়ের শিখা প্রতিভাত করি তার রৌপ্য স্তনতটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

রৌপ্যচক্র [স] *বি* রুপার চাকা। 'সে দিনও সর্ব্বসুখময় পরমপবিত্রমূর্ত্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রৌপ্য-চাকা *বি* রুপার চাকা; টাকা। 'বেনের রৌপ্য-চাকায়, কী লাজ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রৌপ্যচূর্ণ [স] *বি* জ্যোৎস্নার রুপালি রঙের আলোক-কণা। 'সে-চন্দ্রের রৌপ্যচূর্ণ আমার জীবনে ছিল পরম নির্ভয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রৌপ্য জুবিলী [স রৌপ্য+ই জুবিলি] *বি* ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে উৎসব। 'রাজত্বকাল পঁচিশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রৌপ্য জুবিলী বা রজত জয়ন্তী মহোৎসব সুসম্পন্ন হইবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

রৌপ্যধারা [স] *বি* রুপার স্রোত। 'গলিত রৌপ্যধারার মত স্বচ্ছ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

রৌপ্যপদক [স] *বি* রুপানির্মিত পদক। 'লীগের পক্ষ থেকে রৌপ্যপদক উপহার প্রদান করা হয়।' *বেগম*, ১৯৭২।

রৌপ্যফলক [স] *বি* রুপা দিয়ে বাঁধানো ফলক। 'বাণের রৌপ্যফলকে বিঁধে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রৌপ্যবিনির্মিত, রৌপ্যবিনির্ম্মিত [স] *বিণ* রুপা দ্বারা তৈরি। 'রৌপ্যবিনির্ম্মিত আলবোলা গুড়গুড়ি আদি হুকা ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রৌপ্যমন্ত্র [স] *বি* টাকার মোহ। 'পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রে সেই পথবর্ত্তী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

রৌপ্যময় [স] *বিণ* রুপা দিয়ে তৈরি। 'এক রৌপ্যময় গাড়ু প্রদান করা যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

রৌপ্যশক্তি [স] *বি* অর্থবল। 'নগদ অর্থের অধিকারী কোন হিন্দু বেনিয়ার সাথে প্রতিযোগিতার রৌপ্যশক্তি।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রৌমানী *বি* রোম দেশের অধিবাসী। 'এই বসতে আবাদ ছিল রৌমানী-ইউনানী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রৌরব [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) নরকবিশেষ। 'কোটিজন্ম হইবে তোর রৌরবে পতন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* নরক-যন্ত্রণা; অসহনীয় যাতনা। 'শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব/ ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব।' *ভারত*, ১৭৬০।

রৌর্দ্দুর [স রৌদ্র] *বি* রোদ। 'রৌর্দ্দুরেতে মাথা ফাটে/ হাত দিয়ে পাত চাটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রৌশন [ফা রওশন] **১** *বি* আলো। 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন রৌশন করিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* উজ্জ্বল। 'কার হবে আর রৌশন এমন জামাল।' *নজরুল*, ১৯২২। দ্র **রওশন**

রৌশন-রাঙা *বি* উজ্জ্বল লাল। 'রৌশন-রাঙা করিছে কে যেন জ্বালায়ে চাঁদের বাতি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রৌশনি, রৌশনী [ফা রওশন>] **১** *বিণ* আলোকিত। 'মন রওানি রৌশনী হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* দীপ্তি। 'একটা বস্তুর রৌশনিতে কুয়ার ভিতরটা ঝলমল করিতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫০।

র‍্যাংরেজ [প ইংরেজ] *বি* ইংরেজ। 'ভাবলাম সউরে বাবুরো র‍্যাংরাজ ঘ্যাঁসা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

র‍্যাঁদা [ফা রন্দাহ] *বি* কাঠ মসৃণ করার কাজে ব্যবহৃত কাঠমিস্ত্রির যন্ত্রবিশেষ। 'গুরুদাস শুঁই গুলদার উড়ুনী পরিহার করে পুনরায় চিরপরিচিত র‍্যাঁদা ও ঘিস্‌কাপ ধল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'একটা কাঠের খুরোয় র‍্যাঁদা বুলোচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

র‍্যাক [ই] *বি* তাক। 'কাঠের র‍্যাকের থেকে ওভারকোটটা তুলে নিয়ে গায় দিলাম।' *জীবন*, ১৯৩৩; 'বন্দুকের র‍্যাকে একটা ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

র‍্যাকেট [ই] **১** *বি* টেনিস, ব্যাডমিন্টান, স্কোয়াশ ইত্যাদি খেলায় বল মারার ব্যাট। 'কারো হাতে টেনিস-র‍্যাকেট।' *প্রমথ*, ১৯৩১। **২** *বি* ব্যাডমিন্টন খেলায় শাটলকক মারার ব্যাট। 'সমীর ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে বাহির হইয়া গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

র‍্যাঙ্ক [ই] *বিণ* ডাহা। 'র‍্যাঙ্ক স্টুপিডিটি দেখলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

র‍্যাপার [ই] *বি* চাদর। 'গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি নিয়ে নিদ্রামগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ল

ল[১] [ই] *বি* আইন। 'যাহারা ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব 'ল' এবং 'অর্ডর'।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ল[২] *ক্রি* 'চলা' ক্রিয়ার সাধারণ কালের তুচ্ছার্থক অনুজ্ঞার অনুরূপ; চল। 'লখা, চণ্ডী, ল মেলা করি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লইট্টা *বি* একপ্রকার সামুদ্রিক মাছ। 'লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লউসনিয়া [ই] *বি* হালকা নীল রঙের স্ফটিকতুল্য রত্ন। 'সে চোখ দুটি লউসনিয়া দিয়ে গড়া।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

লও [স লোহিত] *বি* রক্ত। 'বান্দীর পুতেরা মাইনষের লওয়ের মতো হাঙ্গামার নিশান উড়ায়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লওন *ক্রি* নেওয়া। 'লওনের কতো দিবষ পরে তাহার টাকা নগদ ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'মূল্য ... ৪০ টাকা লওনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

লওয়া [স লভ্>] **১** *ক্রি* নেওয়া। 'চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুনিআ লেই।' *চর্যা* ১২, ১২০০। **২** *ক্রি* অতিক্রম করা। 'মেরুশিখর লই গঅণ পইসই।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০। **৩** *ক্রি* গণ্য করা। 'চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০; 'তার দোষ না লইবা পণ্ডিত জত হয়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৪** *ক্রি* লাভ করা। 'পরম মোখ লবএ মুত্তিহার।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **৫** *ক্রি* হত্যা করা। 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **৬** *ক্রি* হরণ করা। 'ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০। **৭** *ক্রি* অবলম্বন করা। 'উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। **৮** *ক্রি* বিবেচনা করা। 'না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহি লও গালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৯** *ক্রি* দায়িত্ব পাওয়া। 'পথত লইলি যবেঁ দান আধিকার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **১০** *ক্রি* আঁকা। 'কাল কাজল নয়নে না লওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **১১** *ক্রি* আদায় করা। 'কৃষ্ণ দেখিলেঁ বড়ায়ি লয়িবেক কর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **১২** *ক্রি* হওয়া। 'করএো বিনতি জত জত মন লাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **১৩** *ক্রি* রাখা। 'আনি উর লাইঅ রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **১৪** *ক্রি* টেনে নেওয়া। 'জব পিয় ধরি বলে লেঅব পাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **১৫** *ক্রি* আকর্ষণ করা। 'স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **১৬** *ক্রি* নিয়ে আসা। 'লৈবহ কৌন সনেসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **১৭** *ক্রি* উচ্চারণ করা। 'একবার নাম জদি লইএ তোমার।' *মালাধর*, ১৫০০। **১৮** *ক্রি* সম্পন্ন করা। 'লাথি মারি ভৃগু কৃষ্ণে পরিক্ষা লইতে।' *মালাধর*, ১৫০০। **১৯** *ক্রি* শুরু করা। 'ক্রোধে নাগগন সব লইল কামড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২০** *ক্রি* সংগ্রহ করা। 'কন্যা আসি বসেই পুষ্প লইবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২১** *ক্রি* ইচ্ছা করা। 'তোমার মনে লএ তবে চলহ গোপাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২২** *ক্রি* বহন করা। 'কান্দে করি লব উঠ তৈলক্ষ সুন্দরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২৩** *ক্রি* সঞ্চারিত করা। 'দেবকী উদরে লিএগ্রা য়েকে একে জম্ম দিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **২৪** *ক্রি* হরণ করা। 'ধিরে ধিরে বস্ত্র লিতে করিল গমন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২৫** *ক্রি* নষ্ট করা। 'আর দিন নাগালি পাইলে লৈব জাতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২৬** *ক্রি* জপ করা। 'কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লৈলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২৭** *ক্রি* গ্রাহ্য হওয়া। 'বল্‌গিতে লাগিলা যার যেই লয় মনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২৮** *ক্রি* উত্তীর্ণ করা। 'জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২৯** *ক্রি* তুলে নেওয়া। 'এ বলিয়া নরপতী গাড়ু লইল হাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩০** *ক্রি* অধিকৃত করা। 'মারিয়া আরব সব মক্কা লইবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩১** *ক্রি* বসানো। 'রসুলক লইলেন্ত কোলের উপর।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩২** *ক্রি* আশ্রয় চাওয়া। 'ডাকিনী যোগিনী পায় লইলুঁ শরণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩৩** *ক্রি* অপহরণ করা। 'তস্কর ডাকাত লয়্যাছিল তোর পুত।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লঅ** *ক্রি* বিবেচনা করো। 'না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহি লঅ গালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লআঁ** **১** *ক্রি* সঙ্গী ক'রে। 'ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নিলে। 'সঙ্গে কেহে লআঁ বুল নাতিনিখানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লই** **১** *ক্রি* অতিক্রম ক'রে। 'মেরুশিখর লই গঅণ পইসই।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০। **২** *ক্রি* নিয়ে। 'শুধু পাতখানা মাত্র আমি লই যাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লইআ** *ক্রি* গণ্য ক'রে। 'চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০। **লইআঁ** *ক্রি* সঙ্গী ক'রে। 'গোআলের বহু ঝি লইআঁ জাইব আহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইউ** *ক্রি* নিই। 'পাছেঁ লইউ আহ্মে ভার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইএ** **১** *ক্রি* উচ্চারণ করি। 'একবার নাম জদি লইএ তোমার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* সঙ্গী ক'রে। 'মা বাপ লইএ ঘর কে কর্যাচে কোথা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লইছে** *ক্রি* নিচ্ছে। 'নিহড়িআঁ চাহোঁ পাণি লইছে মোকটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইতে** *ক্রি* সম্পন্ন করতে। 'লাথি মারি ভৃগু কৃষ্ণে পরিক্ষা লইতে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লইনু** *ক্রি* গ্রহণ করলাম। 'এতেকে তোমার আমি লইনু আশ্রয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লইব** *ক্রি* সংহার করবো। 'টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইবা** *ক্রি* গণ্য করবে। 'তার দোষ না লইবা পণ্ডিত জত হয়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **লইবারে** **১** *ক্রি* সংগ্রহ করতে। 'কন্যা আসি বসেই পুষ্প লইবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* অধিকৃত করতে। 'মারিয়া আরব সব মক্কা লইবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **লইবেক** *ক্রি* হরণ করবে। 'ধনবিত্ত লইবেক আর বধিবে জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লইবেন** *ক্রি* গণ্য করবেন; গ্রহণ করবেন। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'পচীষ টাকা খরচ কারন পাঠাই লইবেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **লইবোঁ** *ক্রি* সংহার করবো। 'বাদ্ধিআঁ তোহ্মার লইবোঁ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইভেঁ** *ক্রি* সংহার করবে। 'মিছাই কাহ্নাঞি মোর লইভেঁ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইমু** *ক্রি* সংহার করবো। 'কেহ বলে স্তন পিয়া লইমু পরান।' *মালাধর*, ১৫০০। **লই যাএ** *ক্রি* নিয়ে যায়। 'মজনুকে লই যাএ তাহান আলএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লইয়** *ক্রি* সংহার করবো। 'খাণ্ডএ কাটিয়া তার লইয় জিবন।' *মালাধর*, ১৫০০। **লইয়া** *ক্রি* সঙ্গী ক'রে। 'পুত্র পৌউত্র লইয়া কৃষ্ণ সুখে করে কেলি।' *মালাধর*, ১৫০০। **লইল** **১** *ক্রি* শুরু করলো। 'ক্রোধে নাগগন সব লইল কামড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* তুলে নেওয়া। 'এ বলিয়া নরপতী গাড়ু লইল হাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লইলও** *ক্রি* প্রার্থনা করলাম। 'কৃপা কর রাধানাথ লইলাও সরন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **লইলাঙ** *ক্রি* নিলাম। 'গ্রাম্য বিসএ জম্ম লইলাঙ আমি।' *মালাধর*, ১৫০০। **লইলি** *ক্রি* দায়িত্ব পেয়েছো। 'পথত লইলি যবেঁ দান আধিকার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লইলুঁ** *ক্রি* নিলো। 'ডাকিনী যোগিনী পায় লইলুঁ শরণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লইলে** *ক্রি* জপ করলে। 'কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লৈলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লইলেক** *ক্রি* নিলো। 'ক্রোদে গদা লইলেক হাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লইলেন্ত** *ক্রি* বসালেন। 'রসুলক লইলেন্ত কোলের উপর।' *সুলতান*, ১৭০০। **লইষ** *ক্রি* নিস। 'মাগিআ লইষ বুড়ি জে বা তোর মনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লইহ** *ক্রি* নিয়ো। 'না লইহ দধির ভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লঈ** *ক্রি* নিয়ে। 'হেরইত প্রাণ হরি লঈ গেল মোর।' *বিদ্যাপতি*,

১৪৬০। **লউ** *ক্রি* গ্রহণ করুক। 'দুঈ ভাগ করি লউ আস্কার পসার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লউক** *ক্রি* নিক। 'নতুবা লউক শমন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **লএ ১** *ক্রি* সংহার করে। 'হেনক হোহাল মারে লএ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নিয়ে। 'লএ উঠ তোরিএ নাএঞা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *ক্রি* ইচ্ছা করে। 'তোমার মনে লএ তবে চলহ গোপাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **৪** *ক্রি* মনে হয়। 'মোহোর মনেত কাটা গেল হেন লএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **লএন** *ক্রি* গ্রহণ করেন। 'তিনিইবা কিমার্থে আমার কাছে কর লএন।' *রামরাম*, ১৮০১। **লও** *ক্রি* গ্রহণ করো। 'যত নারিকেল ছোলিয়া লও সমান।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'রাজকার্য্য প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ কেবল খাও লও দেও।' *রামরাম*, ১৮০১। **লওঁ** *ক্রি* আঁকি। 'কাল কাজল নয়নে না লওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লওবা** *ক্রি* নিবে। 'দধি লওবা দধি লওবা বলে গোয়ালিনী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **লণ্ড** *ক্রি* নিক। 'রাজ্যে ঘর রাজ্জা বরং ঘর দ্বার লণ্ড।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লঞা, লঞাঁ** *ক্রি* নিয়ে। 'রাধা লঞাঁ ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভাল বলিতেই লোক ঠেঙ্গা লঞা ধায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লতেছে** *ক্রি* গ্রহণ করছে। 'অনেকেই এইমত লতেছে বিধান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **লব** *ক্রি* বহন করবো। 'কান্দে করি লব উঠ তৈলঙ্ক সুন্দরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **লবএ** *ক্রি* লাভ করবো। 'পরম মোখ লবএ মুত্তিহার।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **লবা** নিবে। 'গীতের যত দোষ না লবা আমার।' *বিজয়*, ১৬৫০। **লবে** *ক্রি* নেবে। 'ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **লবেন** *ক্রি* গ্রহণ করবেন। 'আর সামগ্রীর দফা দষ টাকা পাঠাই লবেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **লয় ১** *ক্রি* সায় দেয়। 'নাহি মরে তোমার পুত্র লয় মোর মনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* নেয়। 'বুকের উপরে লয় তুলি।' *মুরারি*, ১৫৭০। **৩** *ক্রি* নাও। 'সঙ্গে আসিবে জবে লয় দধিভারে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৪** *ক্রি* গ্রাহ্য হয়। 'বল্গিতে লাগিলা যার যেই লয় মনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *ক্রি* হয়। 'হেন মোর মনে লয় গোপথে আইসে যায় ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'হেন লয় মতি, বুঝি এ যুবতি, শশধরভাতি চুরি করিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **লয়া** *ক্রি* নিয়ে। 'বুদ্ধ লয়া গেলা বিপ্র দ্বারিকা নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লয়াও** *ক্রি* নেওয়াও। 'যেনমতি লয়াও যাহার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **লয়াছে** *ক্রি* নিয়েছে। 'কহিবে লয়্যাছে মাতা গহনা কাড়িয়া।' *ভবানী*, ১৮২৮। **লয়িআঁ** *ক্রি* নিয়ে। 'লয়িআঁ চল বড়ায়ি নিজ মোর দেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লয়িবেক** *ক্রি* ধারণ করবে। 'কৃষ্ণ দেখিলেঁ বড়ায়ি লয়িবেক কর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লয়িবোঁ** *ক্রি* সঙ্গী হবো। 'তবেঁ লয়িবোঁ পিআঁ কাহ্নের সঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লয়িল** *ক্রি* সঙ্গী হলো। 'রাধিকা লয়িল সঙ্গে সব সখীজন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লয়ে** *ক্রি* নিয়ে। 'কেহ পীত ধটী কেহ লয়ে লাঠি গর্জন শব্দে ধায়।' *দীচণ্ডী*, ১৬০০; 'ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে লয়ে বিহার বিভোলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **ল'য়ে** *ক্রি* নিয়ে। 'ল'য়ে যাও সন্ন্যাসীরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **লয়েছি** *ক্রি* গ্রহণ করেছি। 'চরণরাজবিরাজে লয়েছি আশ্রয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **লয়েন** *ক্রি* গ্রহণ করেন। 'বড়২ সাহেবেরা আসিয়া তাহার পরীক্ষা লয়েন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **লয়্যা** *ক্রি* নিয়ে। 'তবে কানু লয়্যা জাব ধরি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **লয়্যাছিল** *ক্রি* অপহরণ করেছিলো। 'তস্কর ডাকাত লয়্যাছিল তোর পুত।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লস** *ক্রি* নিস; গ্রহণ করিস। 'স্নেহাশিস এক বস্তা পাঠাই, তোরা লস তা।' *নজরুল*, ১৯২৬। **লহ** *ক্রি* নাও। 'সন্ধাক এড়িআঁ আস্কার লহ পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লহিয়া** *ক্রি* নিয়ে। 'তার যন্ত্র লহিয়া গন্ধর্ব গাহে গীত।' *বিজয়*, ১৬৫০। **লহিল** *ক্রি* সংহার করলো। 'হেনরূপ পুত্র মোর লহিল কি কারন।' *মালাধর*, ১৫০০। **লহে ১** *ক্রি* লাভ করে। 'নানা উপভোগে লহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নেয়। 'হেনকে হোহাল মারে লহেত পরাণ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **লাআতে** *ক্রি* নিতে। 'ঘট লাআতে পড়িত আদেস।' *রামাই*, ১৭১০। **লাই** *ক্রি* হয়। 'করএঞা বিনতি জত জত মন লাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লাইঅ ১** *ক্রি* নিলাম। 'রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।' *চর্যা* ১১, ১২০০। **২** *ক্রি* রাখবো। 'আনি উর লাইঅ রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লাওল** *ক্রি* নিলো। 'দুহু সএঞা পেম হঠহি হমে লাওল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লিএজা** *ক্রি* নিয়ে যাও। 'তাহার স্থানে লিএজা।' *দর্পণ*, ১৮২১। **লিএঞা** *ক্রি* সঞ্চারিত করে। 'দেবকী উদরে লিএঞা য়েকে একে জন্ম দিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিতে** *ক্রি* হরণ করতে। 'ধিরে ধিরে বস্ত্র লিতে করিল গমন।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিব** *ক্রি* নেবো। 'একাকি মারিব তারে না লিব স্বহায়।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিবেক** *ক্রি* গ্রহণ করবে। 'না লিবেক তোমার জ্ঞাতি বন্ধু জন।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিয়া** *ক্রি* নিয়ে। 'দণ্ডক অরন্যে গুহা থুইলেক লিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিল** *ক্রি* হলো। 'জত বর মনে লিল দিলেন তাহাত।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিলে** *ক্রি* নিলে। 'তুমি প্রান লিলে গোসাঞি বলিব কাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লিলেক** *ক্রি* নিলো। 'ভাএরে ঘুচায়্যা লিলেক ভাএর নারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **লেঅব** *ক্রি* টেনে নেবে। 'জব পিয় ধরি বলে লেঅব পাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লেই** *ক্রি* গ্রহণ করি। 'কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।' *চর্যা* ১৪, ১২০০। **লেউন** *ক্রি* নিন। 'দুষ্ট মারি আমারে লেউন গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **লেন** *ক্রি* নেন। 'আসিয়া আমারে ঝাঁট লেন গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **লেবে** *বি* নেবে। 'তোর রাজা বাপের নাক কেটে লেবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **লেমি** *ক্রি* হত্যা করি। 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।' *চর্যা* ১০, ১২০০। **লেল** *ক্রি* আকর্ষণ করলো। 'স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লেলা** *ক্রি* গ্রহণ করলাম। 'হিত উপদেস ন লেলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লেলী** *ক্রি* সঙ্গিনী করলাম। 'পিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০। **লেলু** *ক্রি* নিলো। 'তথা হৈতে হরি আমা লেলু গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০। **লেহ** *ক্রি* নাও। 'কুলে উঠি বস্ত্র লেহ করি নমস্কার।' *মালাধর*, ১৫০০। **লেহু** *ক্রি* অবলম্বন করো। 'উজ্জুরে উজ্জাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। **লেহুঁ** *ক্রি* নিই। 'চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুনিআ লেহুঁ।' *চর্যা* ১২, ১২০০। **লৈ** *ক্রি* নিয়ে। 'লাগিল আনল বনে লৈ জাএ দহিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লৈআ** *ক্রি* নিয়ে। 'এহী পুত্রে পুত্রি তুহ্মি লৈআ জাও ঘর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লৈতে** *ক্রি* উত্তীর্ণ করতে। 'জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **লৈতেঁ** *ক্রি* গ্রহণ করতে। 'দান লৈতেঁ নাহিঁ মণ কিসকে যতন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লৈব ১** *ক্রি* সংহার করবে। 'যবেঁ তোর পরাণ না লৈব চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* নষ্ট করবো। 'আর দিন নাগালি পাইলে লৈব জাতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লৈবহ** *ক্রি* নিয়ে আসবে। 'লৈবহ কৌন সনেসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লৈবি** *ক্রি* মনে করবি। 'না লৈবি বেদে বিরস।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **লৈবেক** *ক্রি* সংহার করবে। 'হাণিআঁ লৈবেক রাধা তোহ্মার পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লৈবোঁ** *ক্রি* নেবো। 'কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লৈয়া** *ক্রি* নিয়ে। 'জরাসিন্ধু মহারাজা রাজচক্র লৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **লৈল** *ক্রি* নিলো। 'চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লৈলা** *ক্রি* করলো। 'অঞ্জলি করিআ পান লৈলা প্রবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লৈলুঁ** *ক্রি* নিলো। 'পিরীতি পর্বত ভার যদি লৈলুঁ কান্ধে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লৈলে** *ক্রি* উচ্চারণ করলে। 'কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লৈলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লৈলোঁ** *ক্রি* সংহার করেছি। 'পুতনার প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশুকালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লৈহ** *ক্রি* নিয়ো। 'ফল না লৈহ বিথর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লোউ** *ক্রি* নিই। 'হাথে রে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

লওয়ানো *ক্রি* নেওয়ানো। **লওয়াইলে** *ক্রি* নিয়ে দিলে। 'আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **লওয়াব** *ক্রি* সম্মত করাবো। 'তাহলে স্বামীকে লওয়াব পায়ে ধরি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লওয়ায়** *ক্রি* নেওয়ায়। 'যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লওজিমা [আ লওয়াজিমা] *বি* দরকারি জিনিসপত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লওয়াজিমা [আ] *বি* দরকারি জিনিসপত্র। 'খোরাকি ওগয়রহ লওয়াজিমা খরিদ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'অলঙ্কার ও লওয়াজিমা বাসন প্রভৃতি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লংক্লথ [ই] *বি* এক প্রকার সাদা সুতি কাপড়। 'লংক্লথের ময়লা ও হাত-ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লংঘন [স লঙ্ঘন] **১** *বি* অতিক্রমণ; ডিঙানো। 'কেহত করিতে নারে কাহার লংঘন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অবহেলা। 'না পারোঁ সহিতে মুঞি তোমার লংঘন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লংঘা, লংহা [স লঙ্ঘন>] *ক্রি* লঙ্ঘন করা। **লংঘি** *ক্রি* অতিক্রম ক'রে; ডিঙিয়ে। 'তে কারনে দুর্গ লংঘি আইলাঙ এথারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লংঘিতে** *ক্রি* অগ্রাহ্য করতে। 'কার শক্তি লংঘিতে পারএ তোহ্মা বাণী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লংঘিব** *ক্রি* অগ্রাহ্য করবো। 'কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হঞা দুঠমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লংঘিবারে** *ক্রি* লঙ্ঘন করতে। 'শিশু লংঘিবারে না পাঞা ক্রোধমনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লংঘিয়া** *ক্রি* ডিঙিয়ে। 'কেমতে লংঘিয়া গড় আইলে ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লংহীতে** *ক্রি* অগ্রাহ্য করতে। 'কার সক্তি লংহীতে পারএ তোহ্মা বানি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লংটি *বি* ন্যাংটি। 'লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লক [ফা নখ] *বি* মাঞ্জা দেওয়া রেশমের সুতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লকড়ি [হি লাকড়ী] *বি* শুকনা ফালি। 'একখানি হাত-আড়াই বাঁশের লকড়ি।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

লকড়িওয়ালা *বি* চেলাকাঠ দিয়ে মারামারি করে যে। 'সে ছিল ওদিকের সব-সেরা লকড়িওয়ালা।' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

লকন *বি* লাখনৌ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

লকলক [ধ্বন্যা] *বি* লোলুপতা নির্দেশক শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জিহ্বা লকলক করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬; 'অমানুষদের জিব লক লক করে ওঠে।' *পাশা*, ১৯৭১।

লকলকিআ [ধ্বন্যা] *বিণ* লোলুপ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লকলকে [ধ্বন্যা লকলক>] *বিণ* লকলক করছে এমন। 'লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িৎ খেলে চোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লকলকানো *ক্রি* লকলক করা। 'ধমনিতে উঠবে জ্বলে লকলকিয়ে অগ্নিশিখা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

লকাটে [ই লকেট>] *বিণ* কৌটার মতো। 'একখানা লকাটে রকম কেরাঞ্চিতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লকু *ক্রি* নিলো। 'ডাক্যা দেহ জত দানা ডিঙ্গায় দেইক হানা নুটী কর‍্যা লকু জত ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লকুম *বি* এক প্রকার ঘোড়া। 'সুমন্দ আরকলি লকুম একহর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লকেট[1] *বি* এক প্রকার ফলের নাম; জামরুল। 'লকেট, কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আম-ওয়ালা চুপড়ি মাথায় ... ডেকে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লকেট[2] [ই] *বি* কণ্ঠহারের সঙ্গে সংলগ্ন দোলায়মান পদক। 'লকেটের ফটো দর্শনে সম্পূর্ণ দূর হইল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

লকেটওয়ালা [ই লকেট+হি ওয়ালা] *বিণ* লকেটযুক্ত। 'পান্না বসানো লকেটওয়ালা চন্দ্রহার।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লক্কা [আ লিকা] *বিণ* পোশাকবিলাসী। 'কয়েকটি লক্কা মেয়ে চা খাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

লক্কা কবুতর [আ লিকা+ফা কবুতর] *বি* চওড়া ঘন লেজবিশিষ্ট কবুতর। 'লক্কা কবুতর জিনি বামারূপে গতি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লক্কিছাড়া [লক্ষ্মীছাড়া>] *বিণ* বদ। 'তুমি বেটা লক্কিছাড়া আমারে কিছু বলি নি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লক্খণ [স লক্ষণ, পা লক্খণ] *বি* লক্ষণ। 'সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলক্খ লক্খণ ন জাই।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

লক্ষ[1] [স] *বি* লাখ; একশত হাজার। 'বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লক্ষক *বি* লক্ষ মুদ্রা। 'লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লক্ষপতি [স] *বি* লাখপতি। 'লক্ষপতি হৈল সেই যুদ্ধক মারি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'লক্ষপতি হউন, রাজ-ললনাই হউন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

লক্ষ যোনি ভ্রমণ *বি* লক্ষবার জন্মান্তর গ্রহণ। 'কত কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে জানি।' *লালন*, ১৮৯০।

লক্ষ লক্ষ [স] *বিণ* অসংখ্য। 'লক্ষ লক্ষ বান কাটে কৃষ্টের কোঙরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লক্ষাংশ [স] *বিণ* লক্ষ ভাগের একভাগ। 'প্রশংসার লক্ষাংশের একাংশ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

লক্ষেক [স] *বিণ* এক লক্ষ সংখ্যক। 'লক্ষেক নৃপতি আইল মুনি সতেং।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লক্ষের টোপর *বি* লক্ষ টাকার টুপি। 'ফেলে সাগরের জলে লক্ষের টোপর।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

লক্ষৈক [স] *বি* একলক্ষ। 'লক্ষৈক যোজন অন্তে থাকে লো তপন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

লক্ষ[2] [স] **১** *বি* খেয়াল। 'আকাসেতে লক্ষ করে চন্দ্র মণ্ডলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* উদ্দেশ্য। 'আত্মারামের আত্মা কালী/ প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বি* দৃষ্টি। 'লক্ষ এড়াইতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লক্ষ করা *ক্রি* খেয়াল করা। আকাসেতে লক্ষ করে চন্দ্রমণ্ডলে। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'পেয়ারার মধ্যে যেমন অনেকগুলো বীজ কেবলমাত্র খাদকের পেটকামড়ানির প্রতি লক্ষ করিয়া বিরাজ করে, তেমনি ইংরেজি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

লক্ষগোচর হওয়া *ক্রি* নজরে পড়া। 'সকলের বিশেষ লক্ষগোচর হওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লক্ষনিবেশ [স] *বি* মনোযোগ। 'ব্যাপারটি ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্ব করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি লক্ষনিবেশ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লক্ষপাত [স] *বি* নজর দেওয়া। 'তাহারাও আমার ক্ষণভঙ্গুর মাথা

খুলিটার উপরে লক্ষপাত করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লক্ষণ [স] ১ *বি* সৌভাগ্য। 'লক্ষণ সহাএ সাধিলোঁ মান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* চিহ্ন; আভাস। 'দেখিল কৈন্যার তবে গর্ব্বের লক্ষণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৪ *বি* বর্ণনা। 'জগদীশ সমাসের এই যে লক্ষণ করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

লক্ষণা *বি* বৈশিষ্ট্য। 'ইহার লক্ষণা প্রেক্ষণে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

লক্ষণাক্রান্ত [স] ১ *বিণ* লক্ষণযুক্ত। 'প্রসব হইলেন অপূর্ব্ব বালক সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বিণ* বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা অত্যুৎকৃষ্ট রোমান্টিকতার লক্ষণাক্রান্ত।' *হাই*, ১৯৫৪।

লক্ষণাক্রান্তা [স] *বিণ স্ত্রী* সুলক্ষণযুক্ত। 'যে স্ত্রী বহুপুত্রপ্রসবিনী সে লক্ষণাক্রান্তা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

লক্ষণাক্ত [স] *বিণ* অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। 'তুমি যেরূপে এ লক্ষণাক্ত হও তাহা বলি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লক্ষণান্বিত [স] *বিণ* চিহ্নিত। 'বর্ণের উদ্দেশ্য শুধু বাহ্যবস্তুকে লক্ষণান্বিত করা নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

লক্ষন [স লক্ষণ] *বি* বৈশিষ্ট্য। 'দান পৃতিগৃহ সট কর্ম্মের লক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

লক্ষণা[১] [স] *বি* শব্দের যে বৃত্তির দ্বারা মুখ্য অর্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অন্য অর্থ বোঝায়। 'অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বৈয়াকরণরা অভিধা, তাৎপর্য এবং লক্ষণার মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করেছিলেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

লক্ষণা[২] *দ্র* লক্ষণ

লক্ষা *ক্রি* দেখা। **লক্ষি** *ক্রি* লক্ষ ক'রে। 'শুধু সম্মুখে চলেছি লক্ষি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **লক্ষিএ** *ক্রি* লক্ষ করছি। 'স্বরূপে লক্ষিএ বড়ায়ি কাহ্নের মরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লক্ষিতে** *ক্রি* লক্ষ করতে। 'লক্ষিতে নারিলুঁ অঙ্গ রঙ্গের তরঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লক্ষিয়া** *ক্রি* লক্ষ ক'রে। 'কন্যার মানস হেন লক্ষিয়া চরিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লক্ষিল** *ক্রি* লক্ষ করলো। 'দেখিয়া দোহন রীত লক্ষিল চরিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লক্ষে** *ক্রি* লক্ষ্য ক'রে। 'শূন্যে করি ভর ভ্রমিলে ভুবন লক্ষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লক্ষিত [স] ১ *বিণ* দৃষ্ট। 'অতি স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* লক্ষ করা হয়েছে এমন। 'বৈদ্যুতিক স্পন্দন লক্ষিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

লক্ষিতা [স] *বি* বৈষ্ণবশাস্ত্রে নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'পরপতি রতিচিহ্ন ঢাকিতে যে নারে লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে।' *ভারত*, ১৭৬০।

লক্ষ্মণ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামের অনুজ। 'মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লক্ষ্মী [স] ১ *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী ধন-ঐশ্বর্যের দেবী। 'লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ধন-সম্পদ। 'লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ স্ত্রী* সুবোধ। 'মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বি* আদরসূচক সম্বোধন। 'লক্ষ্মী আমার, একবার ওঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বি* সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৬ *বিণ* ভালো। 'মা, তুমি কী লক্ষ্মী।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

লক্ষ্মীগাছ [স লক্ষ্মী+গাছ] *বি* মাঙ্গলিক আল্পনাবিশেষ। 'তবে গৃহের ভিত্তি মূলে লক্ষ্মীগাছ আঁকিতে লাগিলেন।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

লক্ষ্মীছাড়া [স লক্ষ্মী+ছাড়া] ১ *বিণ* দুষ্ট। 'বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* ছন্নছাড়া। 'আমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষ্মী বাড়া, ঘর হতে খাই তাড়া, ঘরখরচ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬০; 'লক্ষ্মীছাড়া "চিন্তাশীল" লোকেরা এইটে ঠিকটি বুঝতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* সৌন্দর্যহীন। 'এরা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বিণ* হতভাগা। 'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া, দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৫ *বিণ* ডানপিটে; দুরন্ত। 'শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে, দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৬ *বিণ* উচ্ছৃঙ্খল। 'দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে এক দমকে করুক লক্ষ্মীছাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৭ *বিণ* হতভাগ্য। 'বিবেক বিলকুল লক্ষ্মীছাড়া।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

লক্ষ্মীছাড়ি *বিণ স্ত্রী* হতভাগী। 'লক্ষ্মীছাড়িকে এখনই মন্দির থেকে বার করে দে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

লক্ষ্মীছিরি *বি* অপরূপ সৌন্দর্য। 'দেখেছিস বড়লোকের বাড়ীঘরের কি লক্ষ্মীছিরি?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

লক্ষ্মীটি *বি* প্রীতি বা ব্যঙ্গ প্রকাশক সম্বোধনবিশেষ। (ব্যঙ্গে) 'হে মা লক্ষ্মীটি, তোমার বাহন পেঁচা পক্ষীটি এত ভালোবাসে এ বাড়ির হাওয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; (প্রীতি প্রকাশে) আদরের সম্বোধনবিশেষ। 'আশা কহিল, লক্ষ্মীটি, আমার অনুরোধ রাখো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লক্ষ্মীদেবী [স] *বি* (হিন্দুমত) সৌভাগ্য ও ধনসম্পদের দেবী। 'যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন/ আমরা পশি নীল আকাশ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

লক্ষ্মীনারায়ণ [স] *বি* হিন্দু-দেবতা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর যুগলমূর্তি। 'বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখি লক্ষ্মীনারায়ণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লক্ষ্মীপূর্ণিমা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরের পূর্ণিমা। 'লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সে কবে আবার।' *জীবন*, ১৯৩২।

লক্ষ্মীবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সৌভাগ্যবান। 'পুতেঝিয়ে ঘরে খামারে লক্ষ্মীবতী হোক আককি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লক্ষ্মীবাহন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) লক্ষ্মীর বাহন। 'লক্ষ্মীবাহন কালপ্যাঁচায়।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'লক্ষ্মী বাহন প্যাঁচারা আসিয়া ...।' *নজরুল*, ১৯৪১।

লক্ষ্মীবিলাষ [স লক্ষ্মীবিলাস] *বি* পোশাকের প্রকারবিশেষ। 'কেহ বা পট্ট বস্ত্র কেহবা কামতাই কেহবা লক্ষ্মীবিলাষ ... পরিচ্ছদান্বিতা।' *রামরাম*, ১৮০১।

লক্ষ্মীমণি [স] ১ *বি* প্রিয়ার প্রতি আদরসূচক উক্তি। 'আমার কাছেই কেন এত দুর্বোধ হয়ে পড়েছ, বলতে পারো লক্ষ্মীমণি?' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* অতি আদরের ও প্রিয়। 'লক্ষ্মীমণি ভাইটি আমার, আহা।' *নজরুল*, ১৯২২।

লক্ষ্মীমতী [স] *বিণ স্ত্রী* শান্তস্বভাববিশিষ্ট। 'একটি লাজুক লাজুক লক্ষ্মীমতী বৌর কথাটাও ভাবতে পারবে বইকি।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

লক্ষ্মীমন্ত [স] *বিণ* সৌভাগ্যবান। 'আগে লক্ষ্মীমন্ত ছিলাম।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'লক্ষ্মীমন্তদের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা প্রায় অনন্ত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লক্ষ্মী মানিক [স লক্ষ্মী+মানিক] *বি* ছোটোদের প্রতি আদরসূচক সম্বোধন। 'দুধ খেয়ে শোও লক্ষ্মী মানিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লক্ষ্মীমূর্তি [স] *বি* শ্রীমুখ। 'যদি সেই লক্ষ্মীমূর্তির আদর্শখানি হৃদয়ের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লক্ষ্মীমেয়ে [স লক্ষ্মী+মেয়ে] *বি* অত্যন্ত নম্র স্বভাববিশিষ্ট মেয়ে। 'মেয়েটি লক্ষ্মী মেয়ে, তোর উপযুক্ত। এ মেয়ে কিছুতেই হাতছাড়া করিস নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'তাতে লক্ষ্মীমেয়ের কোনো গুণই বর্তে নাই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লক্ষ্মীয়া [স লক্ষ্মী>] *বিণ* সৌভাগ্যযুক্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লক্ষ্মীর খুঁচী *বি* লক্ষ্মীপ্রতিমার হাতে শোভিত চাল মাপার পাত্র। 'আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লক্ষ্মীর ঝাঁপি – সৌভাগ্যের সমাহার। *জীবন*, ১৯৪৮।

লক্ষ্মীর বরযাত্র *বি* সুসময়ের বন্ধু। 'যেগুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা, বজ্জাতের বাদশা, তারা।' *হুতোম*, ১৮৬২।

লক্ষ্মীর বর যাত্রী *বি* সুসময়ের বন্ধু। 'মাতালের কাছে যে সকল লোক যায় তাহারা লক্ষ্মীর বর যাত্রী।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

লক্ষ্মীর ভাঁড় *বি* মাটির ব্যাংক। 'লক্ষ্মীর ভাঁড় দেখেই এক লাফে দু পা পিছিয়ে গেল।' *পাশা*, ১৯৭১।

লক্ষ্মীরূপা [স] *বিণ* লক্ষ্মীর সকল গুণে গুণান্বিতা। 'তেঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম অন্য নাঞি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লক্ষ্মীশ্রী [স] **১** *বি* সুখসম্পদজাত শোভা। 'মোগলগণ ধরণী হইতে লক্ষ্মীশ্রী ঝাঁটাইতে বাহির হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* ধন ঐশ্বর্যের দেবী। 'কভু ভয় কভু ভরসা লক্ষ্মীশ্রীর।' *নজরুল*, ১৯৩০। **৩** *বি* লক্ষ্মীরূপ সৌন্দর্য। 'মুখে বেশ একটু লক্ষ্মীশ্রী আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

লক্ষ্মীসরস্বতী [স] *বি* হিন্দুদেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। 'লক্ষ্মীসরস্বতীর প্রাবাদিক কোন্দল ভিত্তিহীন নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

লক্ষ্মীস্থাপনা [স] *বি* কল্যাণ প্রতিষ্ঠা। 'তবেই ইহার মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপনা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লক্ষ্মীস্বভাবা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) লক্ষ্মীদেবীর গুণসম্পন্ন। 'এমন লক্ষ্মীস্বভাবা কন্যা আর হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লক্ষ্মীস্বরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) লক্ষ্মীদেবীর রূপধারী। 'কেহ কহে লক্ষ্মীস্বরূপা অন্নপূর্ণা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

লক্ষ্মী কাজল *বি* এক রকমের কাজল। 'নয়ানে অঞ্জন লক্ষ্মী কাজল করিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লক্ষ্মীদীঘা *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'কার্তিকের গুরুতেই লক্ষ্মীদীঘা ধান পেকেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

লক্ষ্মীপেঁচা *বি* এক রকমের পেঁচা। 'লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি।' *জীবন*, ১৯৩২।

লক্ষ্মী পোকা *বি* এক জাতের কীট। 'ধানের কচি পাতায় লক্ষ্মী পোকা।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

লক্ষ্য [স] **১** *বি* উদ্দেশ্য। 'গুপ্ত লক্ষ্যে সভারে শিখায় ভগবান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* খেয়াল। '... সূর্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ্য হয় ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৩** *বি* দৃষ্টি; নজর। 'সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৪** *বি* নিশানা। 'তোমার তরবারি তেজ, বর্শার ধার, তীরের লক্ষ্য ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৫** অভীষ্ট। 'য়ুরোপ ... কর্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লক্ষ্য করা **১** *ক্রি* নির্দেশ ক'রে। 'দেশের ভগ্নীদের লক্ষ্য করে কি বলেছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *ক্রি* খেয়াল করা। 'ইহা আ অনেক দিন পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লক্ষ্যকেন্দ্র [স] *বি* উদ্দিষ্ট স্থান। 'তোমার বিশ্বজনীন লক্ষ্যকেন্দ্র পবিত্র কাবাগৃহ।' *দর্শন*, ১৯২৫।

লক্ষ্যগোচর [স] *বিণ* দৃশ্যমান। 'সে সুন্দরী ছিল কি না সে লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪

লক্ষ্যচ্যুত [স] *বিণ* লক্ষ্যভ্রষ্ট। 'লোকদিগকে প্রতারিত ও লক্ষ্যচ্যু করা না হয়।' *ধূমকেতু*, ১৯২৩; 'লক্ষ্যচ্যুত হলে চলবে কেন *নজরুল*, ১৯২৭।

লক্ষ্যত *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষত। 'দেশের এই-সমস্ত বিচিত্র দাবি ইচ্ছ অনিচ্ছায় লক্ষ্যত অলক্ষ্যত ধনীরা মিটিয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

লক্ষ্য থাকা *ক্রি* আগ্রহ থাকা। 'সৌন্দর্যের প্রতি স্বাভাবিক লক্ষ থাকিলে আচারে ব্যবহারে , ভাবভঙ্গিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লক্ষ্যপথ [স] *বি* লক্ষ্যে পৌছানোর রাস্তা। 'গাড়ি সংকীর্ণ লক্ষ্যপ বাঁধা রাস্তায় চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

লক্ষ্যপাত [স] *বি* দৃষ্টি দেওয়া। 'কোন জিনিষের কতকগুলি দিকে প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্যপাত সম্ভব।' *উমর*, ১৯৬৭।

লক্ষ্যবস্তু [স] *বি* নিশানা; টার্গেট। 'আমি শুধু লক্ষ্যবস্তু দেখতে পাচ্ছি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লক্ষ্য বিদ্ধ হওয়া *ক্রি* উদ্দিষ্ট নিশানা ভেদ হওয়া। 'আর-এব হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

লক্ষ্যভেদ [স] **১** *বি* নিশানা ভেদ। 'অনায়াসেই লক্ষ্যভেদ দ্রৌপদীকে হস্তগত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* নিশানা ভেদ 'ধনুর্বাণ গ্রহণপূর্বক মৃগমিথুনরূপ নরনারী লক্ষ্যভেদে অনবরত পর্যটন কচ্চ্যেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

লক্ষ্যভ্রষ্ট [স] *বিণ* উদ্দেশ্যচ্যুত। 'উঠায় নাবায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লক্ষ্যযোগ্য [স] *বিণ* লক্ষণীয়। 'দরবেশদের অনুপ্রবেশ আরও বে লক্ষ্যযোগ্য – সুস্পষ্ট।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'একটি মানসিক পরিবে সৃষ্টি করার চেষ্টা সে সময় বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল *আজাদ*, ১৯৭০।

লক্ষ্যসাধন [স] *বি* লক্ষ্য অর্জন। 'নির্মমভাবে আপনার লক্ষ্যসাধ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লক্ষ্যসিদ্ধি [স] *বি* উদ্দেশ্য পূরণ। 'লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথ তাঁর পথ হতেই পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লক্ষ্যস্থল [স] *বি* উদ্দিষ্ট স্থান। 'সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল।' *রবী* ১৮৮৪।

লক্ষ্যহারা [স] *বিণ* উদ্দেশ্যহীন। 'তোমার চরণে আসি মাগিবে মর লক্ষ্যহারা শত শত মত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

লক্ষ্যহীন [স] *বিণ* উদ্দেশ্যশূন্য। 'জনশূন্য জগতের মাঝখান দি একটি লক্ষ্যহীন নদী বহে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লক্ষ্যহীনভাবে [স] *ক্রিবিণ* উদ্দেশ্যহীনভাবে। 'নিরাশভাবে, পূর্ব

লক্ষ্যহীনভাবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

লক্ষ্যানুসারী [স] *বিণ* বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে এমন। 'লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

লক্ষ্যান্তবর্তী, লক্ষ্যান্তবর্ত্তী [স] *বি* লক্ষ্যের বিষয়। 'কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্ত্তী হলেন।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

লক্ষ্যি *বি* লক্ষ্য। 'ঘুম ভেঙে আজ চলেছি তাহার কূজন লক্ষ্যি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লখ[1] [স লক্ষ্য] *বি* লক্ষ্য। 'অলক্ষ লখ চিন্তা মহাসুহেঁ।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

লখ[2] [ফা] *বি* মাঞ্জা দেওয়া রেশমি সুতা। 'একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ তৈরি করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লখনা *বি* গণ্ডগোল। 'বেদ-বেদান্ত পড়বি যত বাঁধবে তত লখনা।' *লালন*, ১৮৯০।

লখা [স লক্ষ্য] ১ *ক্রি* দেখা। 'সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হব হেন প্রায় লখি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'চাঁদ হেসে ঐ হল সারা তাহাই লখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *ক্রি* উপলব্ধি করা; বুঝতে পারা। 'কেহ লখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শকতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **লখি** ১ *ক্রি* দেখি। 'সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হব হেন প্রায় লখি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* লক্ষ ক'রে। 'দেখি লখি অনুমানে অই শোক কারণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লখিতে** *ক্রি* লক্ষ করতে। 'লখিতে নারিনু কেমন বন্ধান।' *দ্বিজ চণ্ডী*, ১৬০০। **লখিলোঁ** *ক্রি* লক্ষ করলাম। 'এতেকেঁ লখিলোঁ রাধা কাহাঞিঁর মণে।' বড়ু, ১৪৫০। **লখে** *ক্রি* দেখে। 'দিব্য মূর্ত্তি পুরুস এক সমুদ্র সে লখে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লখিমি, লখিমী [স লক্ষ্মী] *বি* সৌভাগ্য। 'অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী।' বড়ু, ১৪৫০; 'লাখ লখিমিচয় লেখি না লেখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লগদীগিরি [আ নকদ+ফা গিরি] *বি* জমিদারের নগদ খাজনা আদায়ের কাজ। 'জমিদারের বাড়িতে লগদীগিরি করতে করতেই বুঝেছিল।' *তারা*, ১৯৪২।

লগন [স লগ্ন] ১ *বি* হিন্দুমতে বিয়ের শুভ সময়। 'গোলাহাটে সোধ দিল দ্বাদশ কাহন কন্যা দরশনি দিআ করিল লগন। *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* লগ্ন। 'শ্রীমহেসচন্দ্র মুখপাধ্যাত্র কস্য লগন পত্রমিদং ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৬।

লগনী [স লগ্ন>] *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'মালবরাগঃ ৷ লগনী ৷ কুড়ুকঃ ৷' বড়ু, ১৪৫০।

লগা [স লগ্ন] *বি* বাঁশের দণ্ডবিশেষ। 'চারি ভিতে লগা দিলা গাও হেলাইতে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লগি [স লগ্ন>] ১ *বি* সঙ্গ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* নৌকা চালানোর জন্য বাঁশের সরু লম্বা দণ্ড। 'মোরা কি লগি ঠেলে, গুণ টেনে যাতি পারবো?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লগি ঠেলা ১ *ক্রি* কষ্ট করে বেয়ে নিয়ে যাওয়া। 'প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতিপথে লগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া খুব মহৎ কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রি* নৌকা চালানো। 'আমার কাজ লাঠি খেলা নয়, লগি ঠেলা।' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

লগু দ্র **লওয়া**

লগুড় [স] ১ *বি* প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ; গদা। 'দেখিল লগুড় করে নাতিআ কাহাঞিঁ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* লাঠি। 'দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লগুড়াঘাত [স] *বি* লাঠির আঘাত। 'রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লগুতা [স লঘুতা] *বি* হীনতা। 'সেই লোক লগুতা করিয়্যা সেই গরু নষ্ট করিয়াছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৭৩।

লগে [স লগ্ন>] *ক্রিবিণ* সাথে। 'ধর্মাধর্ম পুণ্য কর্ম যাইব মাত্র লগে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লগেজ [ই] *বি* যাত্রীদের সঙ্গের বোঝা বা মালপত্র। 'সেকেন ক্লাস ও গুড্স ও লগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'বাস্তবিক, আমরা যখন জ্যান্ত লগেজ।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

লগ্ন[1] [স] ১ *বি* শুভ সময়। 'বিবাহের লগ্ন পন্থা কৈল সারোদ্ধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* উপযুক্ত সময়। 'কালুকা বরিমু তোরে লগ্ন পাইলে শুভক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

লগ্নচ্ছেদ [স] *বি* বিবাহ বিচ্ছেদ। 'হিন্দু লগ্নচ্ছেদের (ডিভোর্স) আইন চালু করেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লগ্ননিষ্ঠ [স] *বিণ* সময়ানুবর্তী। 'ভাবিনি সেদিন লগ্ননিষ্ঠ গড্ডলিকা, জিতশ্রম, স্বাচ্ছন্দ্যবিহীন, গমনসর্বস্ব তোরা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

লগ্নপত্র [স] *বি* জ্যোতিষবিচারে বিবাহের লগ্ন স্থির করে লেখা পত্র। 'লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

লগ্ন[2] [স] *বিণ* মিলিত; যুক্ত। 'সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লগ্না [স] *বি* স্ত্রী স্পর্শ। 'পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে লগ্না হওয়াতে চন্দ্রগ্রহণ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

লগ্নক [স] *বি* জামিন। 'বনমৃগী যাহারে লগ্নক আরোপিআ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লগ্নি, লগ্নী [স লগ্ন>] *বি* সুদে টাকা খাটানো। 'লগ্নীর কারবার করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'কেরানীদের সঙ্গে লগ্নির ব্যবসায় করে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লগ্নীকৃত [লগ্নী+স কৃত] *বিণ* বিনিয়োগ করা হয়েছে এমন। 'উন্নয়নখাতে যে পরিমাণ সরকারি ও বেসরকারি পুঁজি পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে লগ্নীকৃত হয়েছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

লঘি [স লঘু>] *বি* প্রস্রাব। **লঘি করা** *ক্রি* প্রস্রাব করা। 'লঘি করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লঘিমা [স] *বি* অগৌরব। 'গরিমারে মিথ্যা জেনে নিঃসংশয়ে কহিবি কি করে লঘিমাই সনাতন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

লঘিষ্ঠ [স] *বিণ* তুচ্ছতম। 'পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লঘু [স] ১ *বিণ* নিচু। 'দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* লয়ের হ্রস্বতা। 'লঘু ১৪ চৌদ্দ কলা। পরে গুরু।' বড়ু, ১৫৭০। ৩ *বিণ* সামান্য। 'লঘু দোষে গুরু দণ্ড নহে সমুচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* হীন। 'আমরা সকলে আপন হইতে লঘু ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন রাখি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বিণ* হালকা। 'শোলা জল অপেক্ষায় লঘু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ *বিণ* ক্ষুদ্র; খর্ব। 'লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৭ *বিণ* সহজপাচ্য। 'গুরু হয়ে পাকভেদে লঘু গুণ ধরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৮ *বিণ* খাটো। 'এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লঘুগতি [স] *বিণ* মৃদু অথচ দ্রুত ও স্বচ্ছন্দ। 'দূতের বচনে ডাতু

আইসে লঘুগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লঘুগুরু [স] *বিণ* ছোটো বড়ো। 'লঘুগুরু সর্বজনে করেন্ত দোষণা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লঘুচিক্কণ [স] *বিণ* হালকা ও চিকন। 'তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার ... স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লঘুচিত্ততা [স] *বি* হালকা মনোভাব। 'লঘু চিত্ততাবশে উড়াইয়া দিতে সাহসী হইবেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

লঘুচিত্ততাবশত [স] *ক্রিবিণ* হালকা মনোভাববশত। 'এই সাবধানবাণী যাঁরা লঘুচিত্ততাবশত উড়াইয়া দিতে সাহসী হইবেন ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

লঘুচেতা [স] *বিণ* লঘু হৃদয়বিশিষ্ট। 'তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে আশাশূন্য লঘুচেতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লঘুজন [স] *বি* নীচ কুলের লোক। 'লঘুজনের অপমান না সএ পরাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লঘুতম [স] *বিণ* ছোটো; নিকৃষ্ট। 'পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে লঘুতম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লঘুতর [স] **১** *বিণ* স্বাভাবিকের চেয়ে হালকা। 'জল ... কিঞ্চিৎ লঘুতর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **২** *বিণ* পরিমাণের চেয়ে কম। 'গুরু ওজনে তাহা ক্রয় করিয়া, লঘুতর ওজনে লবণ দিতে লাগিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

লঘুতা [স] **১** *বি* কমতি। 'যিনি নবাব হইলেন ইহার নিকট মানের লঘুতা দিন২ হইতে লাগিল।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* হালকা চাল। 'গল্পে লঘুতা এবং গতিবেগ আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লঘুতাগুণ [স] *বি* গাম্ভীর্যশূন্যতা। 'সেই ভাষাই বিষয়ের লঘুতাগুণে ভ্রান্তিবিলাসে অনেকটাই কৌতুকরসে উচ্ছ্বসিত।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

লঘুত্ব [স] *বি* লঘুতা। 'তাহার আকার প্রকার, লঘুত্ব, গুরুত্ব, কাঠিন্য, ... পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লঘুদণ্ড [স] *বি* যথাযোগ্য শাস্তির তুলনায় কম শাস্তি। 'লঘুদণ্ডকে বিশেষ দয়া বলিয়া কীর্তন করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লঘুদোষ [স] *বি* সামান্য অপরাধ। 'লঘুদোষে গুরুদণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লঘুনৃত্য [স] *বিণ* হালকা তরঙ্গযুক্ত। 'লীলায়িত লঘুনৃত্য নদী।' *জীবন*, ১৯২৭।

লঘুপক্ষ [স] *বি* গৌণ পক্ষ। 'সাহিত্যের লঘুপক্ষকে প্রপাগাণ্ডার ভারে ভারাক্রান্ত করলে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

লঘুপথ্য [স] *বি* হালকা খাবার। 'মুড়ি প্রভৃতি লঘুপথ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লঘুপাখা *বি* হালকা পাখা। 'মিশে যায় লঘুপাখা গতিমান দিনের পাখীরা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

লঘু পাপ [স] *বি* সামান্য অপরাধ। 'শূদ্রবধে লঘু পাপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

লঘু পাপে গুরু দণ্ড – অল্প দোষে বেশি শাস্তি। 'ইহাকে বলে লঘু পাপে গুরু দণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লঘুমতি [স] *বিণ* দুর্বলচিত্ত। 'অতিশয় লঘুমতি যুবা নই।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

লঘুমায়া [স] *বি* হালকা মোহ। 'কভু ভূতল-জল অন্তরীক্ষ লঙ্ঘন লঘুমায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

লঘুরস [স] *বি* খুব সহজে মনোরঞ্জন করে এমন বিষয়। 'পাঠকের অন্তর লঘুরসে সিক্ত হয়ে গুরুভার বিষয় গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

লঘুরুচি [স] *বিণ* হালকা রুচিসম্পন্ন। 'লঘুরুচি শিল্পীদের হাতে বিলাতী বর্ণসমাবেশে আঁকা।' *তারা*, ১৯৪২।

লঘু লঘু [স] *ক্রিবিণ* মৃদু অথচ দ্রুততার সঙ্গে। 'প্রাণভএ লঘু লঘু ঘ ছাড়ে শ্বাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লঘুশেখর [স] *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ দণ্ডকঃ ॥' *বড়ু*, ১৪৫০।

লঘূকরণ [স] *বি* গুরুত্ব হ্রাস। 'সামাজিক লঘূকরণের অন্তরালে ব্যক্তির যে জটিল, রহস্যময়, অমেয় অস্তিত্ব বর্তমান ...।' *শিব*, ১৯৫০।

লঘূকারণিক [স] *বিণ* হালকা করে দেখা হয় এমন। 'মানুষের ভিতরে অস্মিতার বা অনন্যতার উপস্থিতি তাদের লঘূকারণিক প্রবণতাকে বিব্রত করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

লঘ্‌ঘি [স লঘ্বী] *বি* প্রস্রাব। 'বেটা দিই লঘ্‌ঘি করে তুল্যা বাম পা' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লঘ্বী গুর্বী [স] *বি* মলমূত্র ত্যাগ। 'লঘ্বী গুর্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লঙ-জম্প [ই] *বি* দীর্ঘ লাফ। 'আপনাদের তো লেখাপড়ার হাই-জম্প লঙ-জম্প।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লঙরখানা [ফা] *বি* দুর্ভিক্ষের সময়ে যেখানে বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হয় 'লঙরখানার উলঙ্গ সব ছেলে ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

লঙোটি [স লিঙ্গপট] *বি* লেঙ্গট; লেংটি। 'তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতো কোথাও দেখা গেল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

লঙ্কা[1] [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামায়ণে বর্ণিত রাবণের পুরী। 'লঙ্কার রাব বীর করিলোঁ চুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লঙ্কাকাণ্ড [স] **১** *বি* হুলুস্থুল। 'নীলবানুরে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শেষ হ গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* সাংঘাতিক ঝগড়াঝাটি। 'একদি একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সে লঙ্কাকাণ্ড ক বসবেই।' *অবন*, ১৯২৫।

লঙ্কাপুরী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাবণের পুরী। 'বধিয়া রাবণ মো লঙ্কাপুরী দিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লঙ্কাপোড়া [স লঙ্কা+পোড়া] *বি* বানর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লঙ্কাসায়রি *বি* ইংল্যান্ডের ল্যাংকাশায়ারের। 'লঙ্কাসায়রি রাব যোদেরে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

লঙ্কেশ্বর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) লঙ্কারাজ; রাবণ। 'ইচ্ছা নাহি তথা হইল লঙ্কেশ্বর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'যে পূজা করিল লঙ্কেশ্বরে।' *নজরুল* ১৯৩০।

লঙ্কা[2] *বি* গোলমরিচ। 'হিঙ্গ জিরা লঙ্কা দিল ধন্যার বাটনা।' *রূপরাম* ১৭৫০।

লঙ্কাচারা *বি* মরিচের চারা। 'জমির এক কোণে লঙ্কাচারা রোপণে জন্য মাটি তৈয়ারি হইতেছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

লঙ্কা-ফোঁড়ন *বি* গরম তেলে লঙ্কা ভাজা। 'প্রতিবেশীদের কেউ কে

লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে গ্যাস-মাস্ক পরত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লঙ্কামরিচ [স] *বি* লাল মরিচ; লতা মরিচ। 'লঙ্কা মরিচ বেঁটে দেহো সর্ব্ব গায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লঙ্গ [স লবঙ্গ] *বি* লবঙ্গ। 'মহুরী মরিচ লঙ্গ প্রভৃতি মশলা।' *ভারত*, ১৭৬০।

লঙ্গ মালতী *বি* লবঙ্গমালতী। 'লঙ্গ মালতীএ খোঁপা ভরাআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লঙ্গর[1] [ফা] *বি* নোঙর। 'ডিঙ্গাতে উঠিয়া যদি তুলিল লঙ্গর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লঙ্গরখানা [ফা] *বি* (সাধারণত) দুর্ভিক্ষের সময়ে যেখানে দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্য প্রদান করা হয়। 'এতগুলি কুঁড়েকে লঙ্গরখানা থেকে কাঁহাতক খাওয়াবেন?' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

লঙ্গর[2] *বি* সিংহল দ্বীপের ফুলবিশেষ। 'তার কণ্ঠের হার লঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

লঙ্গরা [ফা লঙ্গ] *বিণ* খোঁড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লঙ্গরানো *ক্রি* খোঁড়ার মতো চলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লঙ্ঘা [স লঙ্ঘন>] *ক্রি* লঙ্ঘন করা। **লঙ্গ** *ক্রি* লঙ্ঘন করো। 'রাজা হইয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্গ বড় অনুচিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লঙ্গিয়া** *ক্রি* লঙ্ঘন ক'রে। 'লঙ্গিয়া ব্যাসের বাক্য হইলাম সর্বনাশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লঙ্গুড় [স লাঙ্গুল] *বি* লেজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লঙ্ঘন [স লঙ্ঘন] ১ *বি* ব্যর্থ হওয়া। 'বজ্র ব্যর্থ হৈলে হয় মুনির লঙ্ঘন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ত্যাগ। 'দরশন-লোভে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* উপবাস। 'পথে ইঁহা করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* অমান্য। 'যে তাহান বাক্য করিব লঙ্ঘন/ নিশ্চএ হইব তার নরকে গমন।' *সুলতান*, ১৭০০। ৫ *বি* পার হওয়া; অতিক্রম। 'আপনি আমার নিমিত্তে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছেন।' *গৌর*, ১৮২২।

লঙ্ঘন দেওয়া *ক্রি* উপবাস করা। 'তিন দিন লঙ্ঘন দিয়ে ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লঙ্ঘিত *বিণ* লঙ্ঘন করা হয়েছে এমন। 'পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হওয়া অত্যন্ত অধর্ম্মজনক।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

লঙ্ঘা [স লঙ্ঘন>] ১ *ক্রি* অবাধ্য হওয়া। 'অলঙ্ঘ্য গুরুর বাক্য লঙ্ঘে কোনজন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *ক্রি* পার হওয়া; অতিক্রম করা। 'ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দ'লে সাগর গিরি লঙ্ঘি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **লঙ্ঘাইলে** *ক্রি* লঙ্ঘন করলে। 'গুরু বাক্য লঙ্ঘাইলে আন্দাজি পণ্ডিত হইলে।' *লালন*, ১৮৯০। **লঙ্ঘি** *ক্রি* লঙ্ঘন ক'রে। 'লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে ওগো আর তরী ধায়ড নির্বীক চিত্তে।' *নজরুল*, ১৯২২। **লঙ্ঘিআ** ১ *ক্রি* লাথি দিয়ে ভেঙে। 'মোর সনে করি হট চরণে লঙ্ঘিআ ঘট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* লঙ্ঘন ক'রে। 'লঙ্ঘিআ আল্লার আজ্ঞা হৈছে হেন গতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লঙ্ঘিআঁ** *ক্রি* লঙ্ঘন ক'রে। 'ধরম লঙ্ঘিআঁ কাহাঞিঁ পাপে দিলি মন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লঙ্ঘিতে** ১ *ক্রি* অমান্য করতে। 'অবশ্য আদেশ তান লঙ্ঘিতে না পারে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* ক্ষতি করতে। 'যেন মতে লঙ্ঘিতে না পারে দুষ্ট জনে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *ক্রি* পার হওয়া। 'লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।' *নজরুল*, ১৯২৬। **লঙ্ঘিব** *ক্রি* অমান্য করবো। 'কভোঁ না লঙ্ঘিব আর তোহ্মার বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লঙ্ঘিবোঁ** *ক্রি* অমান্য করবো। 'কভোঁ না লঙ্ঘিবোঁ তোহ্মার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লঙ্ঘিবেঁ** *ক্রি* লঙ্ঘন করবে। 'কভোঁ না লঙ্ঘিবেঁ যবেঁ আহ্মার বোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লঙ্ঘিলু** *ক্রি* পার হলাম। 'আপনা বিক্রমে মুঞি লঙ্ঘিলু সাগর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লঙ্ঘিহ** *ক্রি* লঙ্ঘন করো। 'কভোঁ না লঙ্ঘিহ মোয় বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লঙ্ঘ্যাছে** *ক্রি* লঙ্ঘন করেছে। 'দু'তাল সদৃশ উচ্চ লঙ্ঘ্যাছে আকাশ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লচকানো *ক্রি* হেলে দুলে চলা। 'লচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে/ মারে আবির পিচকারি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

লচ্ছা [হি] *বি* ঝালর। 'মুক্তার লচ্ছা দেওয়া কর্ণফুল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লছমী [স লক্ষ্মী] *বি* হিন্দুদেবী লক্ষ্মী। 'লছমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

লজঞ্জুস [ই] *বি* চিনি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চুষে খাওয়ার মিঠাইবিশেষ। 'তোর জন্য আজ লজঞ্জুস কিনে রেখেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লজা [স লজ্জা>] *ক্রি* লজ্জা পাওয়া। **লজাই** *ক্রি* লজ্জা পায়। 'সে দেখি কীর লজাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লজাএল** *ক্রি* লজ্জিত হলো। 'রাধা বচনে লজাএল কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লজাসি** *ক্রি* লজ্জা পাও। 'সাঁচি ধরসি মধু মনে ন লজাসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লজিক [ই] ১ *বি* যুক্তিবিদ্যা। 'সে লজিক মুখস্থ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* যুক্তি। 'লজিক এবং আর্টের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'দাদার 'লজিকে'র বহর দেখে ভাইও কম অবাক হয় না।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লজিকাল [ই] *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'ভালোমন্দ সব কর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য, অবশ্য সে যদি লজিকাল হয়।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

লজিনাতে *ক্রিবিণ* অবশ্যই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লজেঞ্জুস, লজেঞ্চুস, লজেঞ্জেস [ই] *বি* চুষে খেতে হয় এমন শিশুপ্রিয় মিষ্টিবিশেষ। 'বই, শ্লেট, পেন্সিল, ছবি, প্রভৃতি আনিয়া পড়িতে বসিল।' *শরৎ*, ১৯১৩; 'টিপাইয়ের উপর একশিশি লজেঞ্চুস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'প্লেনের স্টুয়ার্ড ট্রেতে করে সামনে লজেঞ্জুস ধরেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লজেনচুস [ই] *বি* চুষে খেতে হয় এমন শিশুপ্রিয় মিষ্টিবিশেষ। 'দোকানে বিক্রির জন্য রাখা লজেনচুস।' *মানিক*, ১৯৪০।

লজেন্স [ই] *বি* চোষ্য মিঠাইবিশেষ। 'চকলেট, লজেন্স, বিস্কুট?' *জসীম*, ১৯৬০।

লজ্জত [আ] ১ *বি* ঠাট্টা-মস্করা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* আগ্রহ; রুচি। 'এলাচ খেলে নাকি শ্যামার গানের লজ্জত বাড়ে।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

লজ্জা [স] *বি* শরম; লাজুকতা। 'কাহ্ন লজ্জা হরিল দেখিআঁ মোর তন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লজ্জাকম্পিত [স] *বিণ* লজ্জায় কাঁপছে এমন। 'লজ্জাকম্পিত হস্তে ভালো করিয়া বাঁধিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লজ্জাকর [স] *বিণ* লজ্জার কারণ হয় এমন। 'কিমর্থ তুমি লজ্জিত এ একটা লজ্জাকর ক্রিয়া তুমি কর নাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

লজ্জাকরতা [স] *বি* লজ্জার কারণ। 'এ-সকল কথার লজ্জাকরতা যে কতদূর ... বুঝিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লজ্জাকাতর [স] *বিণ* লজ্জায় জড়োসড়ো। 'বর্তমানের ভারাতুর, লজ্জাকাতর, স্বাস্থ্যহীন, শ্রীহীন, সৌষ্ঠবহীন, খর্ব্বাকৃতি শীর্ণকায় বাঙালী নারী নয়!' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

লজ্জাকাতরা [স] *বিণ স্ত্রী* লজ্জায় জড়োসড়ো। 'বস্ত্রাভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করে কাপড় পোড়ানো

হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লজ্জাকুণ্ঠাহীন [স] *বিণ* লজ্জা এবং কুণ্ঠা নেই এমন। 'লজ্জাকুণ্ঠাহীন অসংকোচ দৃষ্টিতে মেয়েটি ...।' *তারা*, ১৯৪০।

লজ্জাকুল [স] *বিণ* লজ্জায় কাতর। 'তবে বির হনুমন্ত লজ্জাকুল মন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লজ্জাগত [স] *বিণ* লজ্জিত। 'লজ্জাগত আদম জানিয়া নিরঞ্জন সান্তাইয়া আদমক কহিলা বচন।' *সুলতান*, ১৭০০।

লজ্জাজড়িত [স] *বিণ* লাজুক; লজ্জাযুক্ত। 'তহমিনা লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লজ্জাজনক [স] *বিণ* যাতে লজ্জা পেতে হয়। 'ইহা তাঁহারা লজ্জাজনক ও ক্ষতিজনক বলিয়া জ্ঞান করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লজ্জা-ডোর [স লজ্জা+ডোর] *বি* লজ্জার বন্ধন। 'লজ্জা-ডোরে আপনাকে *রে/* বাঁধিস কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লজ্জাতঙ্ক [স] *বিণ* লজ্জা মিশ্রিত আতঙ্ক। 'দূর করি লজ্জাতঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লজ্জাতত্ত্ব [স] *বি* লজ্জা বিষয়ক জ্ঞান। 'লজ্জাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে বসি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লজ্জাতাপিত [স] *বিণ* লজ্জাক্লিষ্ট। 'সুকুমার এতক্ষণ অন্ধকারে লজ্জাতাপিত কলেবর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

লজ্জাতুর [স] *বিণ* লজ্জিত। 'অন্তরের ব্যথাকে আর লজ্জাতুর করতে চাইনে।' *নজরুল*, ১৯২২।

লজ্জাতুরা [স] *বিণ* লজ্জাশীলা। 'একদিনের লজ্জাতুরা নববধূ।' *মানিক*, ১৯৩৫।

লজ্জাদৃষ্টি [স] *বি* চক্ষুলজ্জা। 'লজ্জাদৃষ্টি হরিল ভাগিনা বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লজ্জানত [স] **১** *বিণ* সলজ্জ। 'দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে পরায়েছ ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ* লজ্জায় অবনত। 'অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে। তাই মোরা লজ্জানত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

লজ্জানম্র [স] *বিণ* লজ্জায় নত। 'সর্বাধিকারি কুমারের নিকটে গিয়া, লজ্জানম্র মুখে কহিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

লজ্জানিবারণ [স] *বি* লজ্জারক্ষা। 'নব-আবরণে লজ্জানিবারণ না করিয়া লজ্জাবৃদ্ধি করিবারই সম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লজ্জানিবারিণী [স] *বিণ* লজ্জা নিবারণ করে এমন। 'তুমি লজ্জানিবারিণী আমি মূর্খ কিবা জানি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লজ্জান্বিত [স] *বিণ* লজ্জা পেয়েছে এমন। 'লজ্জান্বিত আশা ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লজ্জা প্রযুক্ত [স] *ক্রিবিণ* লজ্জায় কারণে। 'তিনি লজ্জা প্রযুক্ত রাজাকে আমার পরিচয় দেন নাই।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

লজ্জাবতি [স লজ্জাবতী] *বিণ* লজ্জাবতী; লাজুক। 'একপাসে দাড়াইল গঙ্গা লজ্জাবতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লজ্জাবতী [স] *বিণ* লজ্জাবতী; লাজুক। 'চণ্ডিকা হইলা লজ্জাবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লজ্জাবতী লতা [স] *বি* ফুলের লতাবিশেষ। 'এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

লজ্জাবনত [স] *বিণ* লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে এমন। 'লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

লজ্জাবরণ [স] *বি* লজ্জারূপ আবরণ। 'আমাদিগের লোচন হইতে লজ্জাবরণ মোচন করিলেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

লজ্জাবস্ত্র [স] *বি* লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। 'অনত্যন্ত সুসময়ে লজ্জাবস্ত্র কাড়ি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

লজ্জা-বিস্মৃত [স] *বিণ* লজ্জা-শরম ভুলে গেছে এমন। '... লজ্জা-বিস্মৃত তরুণের মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়ে জল ছিটাতে থাকেন চোখে মুখে।' *শওকত*, ১৯৭২।

লজ্জাবৃদ্ধি [স] *বি* লজ্জা বিস্তার। 'নব-আবরণে লজ্জানিবারণ না করিয়া লজ্জাবৃদ্ধি করিবারই সম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লজ্জাবোধ [স] *বি* সংকোচবোধ। 'তাহাকে স্বদলে মিশ্রিত করিতে লজ্জাবোধ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

লজ্জাভয় [স] *বি* সংকোচ ও শঙ্কা। 'কত দিনে কত রাত্রে কত লজ্জাভয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লজ্জাভরে *ক্রিবিণ* লজ্জাপূর্ণ ভাবে। 'রানী হেট মুখ লজ্জাভরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লজ্জা ভাঙা *ক্রি* সংকোচ দূর করা। 'তোমার কথা পাড়িয়া ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লজ্জাভিভূত [স] *বিণ* লজ্জায় বিহ্বল; লজ্জিত। 'এ রকম অবস্থায় যে রকম লজ্জাভিভূত সংকুচিত ভাব ধারণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লজ্জামণ্ডিতা [স] *বিণ* লজ্জাবতী। 'লজ্জামণ্ডিতা রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লজ্জামাখা [স লজ্জা+মাখা] *বিণ* লাজুক। 'সেই লজ্জামাখা ভাবটুকু।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

লজ্জা মান [স] *বি* লাজ ও সম্মান। 'দ্রৌপদি সভাতে আন পরিহরি লজ্জা মান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লজ্জামুখী [স] *বিণ* লাজুক। 'রাজলক্ষ্মী হত লজ্জামুখী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লজ্জার মাথা কাটা *ক্রি* অতিশয় লজ্জা পাওয়া। 'আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

লজ্জারক্ষা [স] *বি* লজ্জা নিবারণ। 'আমরা আবশ্যকমত লজ্জারক্ষাও করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লজ্জারত্ন [স] *বি* লজ্জারূপ রত্ন। 'এই পবিত্র রত্ন লজ্জারত্ন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

লজ্জার মাথা খাওয়া *ক্রি* নির্লজ্জ ভাব প্রকাশ করা। 'তুমি লজ্জার মাথা খাইয়া মান-অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লজ্জা-রাঙা *বিণ* লজ্জায় লাল। 'তা নিয়ে আর তোমার লজ্জা-রাঙা করে তুলব না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লজ্জারুণ [স] *বিণ* লজ্জায় রক্তিম। 'লজ্জারুণ কুসুমকপোল চুম্বিছে ফাল্গুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লজ্জারুণরঞ্জিত [স] *বিণ* লজ্জার আভাযুক্ত। 'ট্যাক্সিটাতে গিয়া সে যখন উঠিল তখন তাহার মুখ লজ্জারুণরঞ্জিত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

লজ্জাশরম [স লজ্জা+ফা শরম] *বি* লজ্জা; লাজুকতা। 'নাহিকো করম, লজ্জা শরম, জানিনে জনমে সতীর প্রথা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭;

'মেয়েদের বেশভূষা, লজ্জাশরম ভাবভঙ্গি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া *ক্রি* অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাব প্রকাশ করা। 'লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বসেছে!' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

লজ্জাশীল [স] *বি* লাজুক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লজ্জাশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* লাজুক। 'শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুলবধূ লজ্জাশীলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'এ মেয়ের মত লজ্জাশীলা আর নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

লজ্জা-সঙ্কোচ [স] *বি* লজ্জাজনিত জড়সড় ভাব। 'নঈমার প্রাথমিক লজ্জা-সঙ্কোচ কাটিয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লজ্জাসরম [স লজ্জা+ফা শরম] **১** *বি* লজ্জুকতা ও সংকোচ। 'পেট তো লজ্জাসরম কিছুই মানে না।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* লজ্জাবোধ। 'আমি লজ্জা সরম ও আইনবিরুদ্ধের নিমিত্ত ... প্রকাশ করিতে পারিলাম না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭; 'লজ্জা সরম কিছু নাই?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

লজ্জাহত [স] *বিণ* লজ্জায় মরে যায় এমন। 'আলোক দেখি লজ্জাহত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লজ্জাহর [স] *বিণ* লজ্জা দূরকারী। 'অন্ধকার লজ্জাহর।' *হাসান*, ১৯৬৭।

লজ্জাহরণ [স] *বি* লজ্জা দূর করা। 'করো হে আমার লজ্জাহরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

লজ্জাহারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* লজ্জা হরণকারী। 'তুমি তো লজ্জাহারিণী ভাই।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লজ্জাহারী [স] **১** *বিণ* লজ্জা হারিয়েছে এমন। 'আমায় দিনের আলোয় নিলেন বুকে আপনি লজ্জাহারী!' *নজরুল*, ১৯২৩। **২** *বি* লজ্জা দূর করে যে। 'তুমি লজ্জাহারী করলে এসে লজ্জা নিবারণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লজ্জাহীনতা [স] *বি* লজ্জা না-থাকা। 'কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষে মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লজ্জাহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* লজ্জাহীন। 'এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথা লিখছি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

লজ্জিত [স] *বিণ* লজ্জাপ্রাপ্ত। 'শুনিয়া জাহ্নবী দেবী লজ্জিত-অন্তরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লজ্জিতকণ্ঠ [স] *বি* লজ্জাযুক্ত কণ্ঠ। 'নতশিরে লজ্জিতকণ্ঠে গান ধরিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লজ্জিতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* লজ্জিত। 'মন দুঃখে ফিরি গেল হইয়া লজ্জিতা।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ স্ত্রী* লাজুক। 'যে স্ত্রী ... লজ্জিতা ও পতিপরায়ণা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লজ্যা [স লজ্জা] *বি* লজ্জা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লজ্ঝড় *বিণ* ভাঙাচোরা। 'লাইনের সবচেয়ে লজ্ঝড় গাড়ি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

লজ্ঝর *বিণ* জীর্ণ। 'আলুথালু কেশ, লজ্ঝড় বেশ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লওা, লওাঁ *দ্র* **লওয়া**

লঞ্চ [ই] *বি* ছোটো জাহাজ। 'একখানা ডাচ লঞ্চ পেলাম।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

লটকা [স নষ্ট>] *ক্রি* ঝুলিয়ে রাখা। **লটকায়** *ক্রি* ঝুলিয়ে রাখে। 'চৌরাহে যেথা যেথা লটকায় পরওয়ানা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **লটকি** *ক্রি* ঝুলে। 'লটকি রহিল সুখে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লটকে** *ক্রি* ঝুলিয়ে। 'মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে মিছিলে এগোয়।' *সুভাষ*, ১৯৭০।

লটকে যাওয়া *ক্রি* ঝুলে যাওয়া; ফেঁসে যাওয়া। 'ওকে ছেড়ে দিলে আজই ও লটকে যাবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

লটকানে [ই latakia>] *বিণ* তামাক জাতীয় গাছবিশেষের ফল ও ফলের বীজ থেকে প্রস্তুত সবুজ-মেশানো লাল রঙ দিয়ে তৈরি। 'ফাল্গুন-ঋতুযাপনের উপযোগী একখানি লটকানে রঙিন চাদর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লটকানো **১** *বিণ* ঝুলানো। 'মোটা দড়ায় ফাঁসে লটকানো।' *অবন*, ১৯২৭। **২** *বিণ* ঝুলন্ত। 'পুশকিনের ফাঁসির রজ্জুতে লটকানো মৃত্যুপাণ্ডুর মূর্তি।' *নজরুল*, ১৯৩২। **৩** *ক্রি* ফাঁসিতে ঝোলানো। 'অফিসার হুকুম দিলেন, লটকাও।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

লটখটানি [স নষ্ট>] *বি* ছোটোখাট গোলমাল বা ঝঞ্ঝাট। '... কেমন দেখিয়া আসিয়াছ মেনে আর কতদিন লটখটানি আছে কিনা।' *কেরি*, ১৮০২।

লটখটি [স নষ্ট>] *বি* ঝঞ্ঝাট। 'সে নানান লটখটি, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

লটখটে *বিণ* ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। 'লটখটে হাড়গোড় খটখট নড়ে যায়।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

লটঘটি *বি* ছোটোখাটো গোলমাল বা ঝঞ্ঝাট। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বাধাস নে আর লটঘটি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লটপট [ধ্বন্য] *বি* দোলার ভাব-প্রকাশক শব্দ। 'তব লটপট বেণি ঘায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লটপটা *বিণ* বিধ্বস্ত। 'গ্রামভরা-ভর ছুটল ঝাপট লটপটা সব করে।' *জসীম*, ১৯২৯।

লটবহর [ই লট+আ বহর] *বি* বহু জিনিসপত্র। 'লটবহরের এজেন্ট।' *জীবন*, ১৯৩২; 'ক্যাশবাক্স, লটবহর ইত্যাদি।' *জীবন*, ১৯৩৩।

লটরচটর [ধ্বন্য] *বি* সবসময়ে লেগে থাকার ভাব। 'তার পিছনে হয় ফণি নয় আব্দুল্লা লটরচটর করত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লটরপটর [ধ্বন্য] *বিণ* লেপ্টে গেছে এমন। 'একটি বৃহৎ কেঁচো তার গোড়ালির ক্ষতে লটরপটর।' *হাসান*, ১৯৬৭।

লটারি [ই] *বি* বাজি ধরে জুয়াখেলাবিশেষ। 'একটা লটারি অর্গানিজেশন।' *জীবন*, ১৯৩২; 'কাকা যেমন লটারিতে অনেক টাকা পেয়েছিল না, আমি একরকম তাই পেয়েছি।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

লটে-ছ্যাঁচড় *বিণ* নাছোড়বান্দা; হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয় এমন। 'আমি যে এঁটেল 'লটে-ছ্যাঁচড়' ডুবুরি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লট্টপট্ট *বিণ* এলোমেলো ও দোদুল্যমান। 'ওই লট্টপট্টকেশ অট্ট অট্ট হাসে রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

লড়[১] [স নড়] *বি* ননি। 'দুধ মাঝেঁ লড় ণচ্ছন্তে দেখই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০।

লড়[২] *দ্র* **লড়া**

লড়[৩] [স লড়] *বি* দৌড়। **লড় দেওয়া** *বি* দৌড় দেওয়া। 'ব্রাহ্মণের ঘরে কুস্তি গেল লড় দিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লড়কী [হি] *বি স্ত্রী* বালিকা; কিশোরী। 'দেশে আমারও একটি লড়কী আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লড়বড় **১** *বি* শিথিলভাবে আন্দোলিত হওয়ার ভাববিশেষ। 'চারিদিকে

লড়বড় করিয়া ঝুলিতেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ *বি* কাঁপুনি। 'তারপর লড়বড় করে চলে যায়।' *হাসান*, ১৯৬০।

লড়া[১] [স লড়] ১ *ক্রি* দ্রুত সরা। 'লড়হ না কেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* ব্যতিব্যস্ত হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *ক্রি* নড়া। 'অনন্তের সহিত অবনী খান লড়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লড়** *ক্রি* চলো। 'আগুয়ান লড় মুনি জুদ্ধ দেখিবার।' *মালাধর*, ১৫০০। **লড়এ** *ক্রি* নড়ে। 'প্রভুর আজ্ঞা বিনি ধুলি নাহি লড়এ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লড়বে** *ক্রি* লড়াই করবে। ' যোদ্ধ বামা গুটিয়ে জামা কথায় কথায় লড়বে।' *নজরুল*, ১৯৪২। **লড়হ** ১ *ক্রি* সরছো। 'লড়হ না কেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* দ্রুত চলো। 'চৌসষ্টি মেঘ লৈয়া লড়হ সত্তর।' *মালাধর*, ১৫০০। **লড়ি** *ক্রি* বাজাই। 'হের পুত্র সিঙ্গা লড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। **লড়িউ** *ক্রি* লড়া যাক। 'সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লড়িতে** *ক্রি* নড়তে। 'লড়িতে না পারে নাগে মোড়া ঘরি খায়।' *বিজয়*, ১৬৫০। **লড়িল** *ক্রি* ছুটলো। 'লড়িল তাড়নে দৈত্য করিল অস্থির।' *মালাধর*, ১৫০০। **লড়িলা** ১ *ক্রি* চললো। 'লড়িলা জনার্দ্দন/ কান্ধে লআঁ ভার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* প্রস্থান করলে। 'লড়িলা হস্তিনাপুরি রথেত চড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **লড়িলী** *ক্রি* এগিয়ে চললো। 'মথুরা লড়িলী বড়ায়ি হআঁ আগুআনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লড়ে** *ক্রি* নড়ে। 'আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাঁত।' *ভারত*, ১৭৬০।

লড়া[২] *ক্রি* লড়াই করা। **লড়ে** *ক্রি* লড়াই করে। 'বায়ুতল জন হইয়া প্রভুসনে লড়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লড়া[৩] *বি* লড়াই। 'গায়ে তাহার আজও আছে একশ লড়ার দাগের রাশি।' *জসীম*, ১৯২৯।

লড়নেওয়ালা ১ *বিণ* লড়াকু। 'রাচন্দরজী জবরদস্ত লড়নেওয়ালা ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ২ *বি* লড়াইকারী। 'কুর্কির সঙ্গে একা লড়নেওয়ালা ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লড়ায়ে ম্যাড়া [স রণ>] *বি* লড়াইরত ভেড়া। 'আমি তোমার লড়ায়ে ম্যাড়া।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

লড়ালড়ি [মু লড়াই>] *বি* পরস্পর লড়াই; যুঝাযুঝি। 'সে মত লইয়া যতই লড়ালড়ি করুক-না কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লড়াই [মু] ১ *বি* যুদ্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে, বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ২ *বি* প্রতিবাদ। 'সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লড়াইউলি [মু লড়াই>] *বি স্ত্রী* দাঙ্গাবাজ। 'শালী কেজিয়া খুঁজছে, ও বড় লড়াইউলি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লড়াই করা *ক্রি* যুদ্ধ করা। 'লড়াই করি আশ মিটিছে মিঞা?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লড়াই সাজ *বি* যুদ্ধের উপকরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লড়াক [স রণ>] *বি* বীর। 'আমি নিজে লড়াক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

লড়াক্কে *বিণ* রণদক্ষ। 'তারা সব যেমন জোয়ান, তেমনি লড়াক্কে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

লড়ি, লড়ী [স যষ্টি] *বি* লাঠি। 'আগু পাআ বড়ায়ি হাথত করী লড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'লড়ি দড়ি মুষল মুদগর হাতে লৈয়া।' *সুলতান*, ১৭০০; 'লড়ির গলায় দড়ি দিয়ে বলে চল হামারা ঘোড়া।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লড়িয়ে *বিণ* ঝগড়াটে। 'মেজাজ হয়ে ওঠে লড়িয়ে, স্বার্থবোধ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

লড়ুয়ে *বি* লড়াই করে যে। 'নিশানাথ কিন্তু খুব শক্ত এবং ঘাগী লড়ুয়ে।' *হাসান*, ১৯৬৯।

লণ্ঠন, লন্টন [ই ল্যান্টার্ন] *বি* হারিকেন। 'মুদীর দোকান হইতে লন্টন জ্বালাইয়া লইয়া গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'লণ্ঠনের আলোকদ্বারা ... বাসস্থান প্রভৃতি দেখাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

লণ্ডচেলা [স লণ্ড>] *বি* খারাপ সঙ্গী। 'ভক্তগুরুর লণ্ডচেলা হইয়াছে মেলা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লণ্ড ভণ্ড [স লণ্ড>] ১ *ক্রিবিণ* যা-তা। 'লণ্ডে ভণ্ডে দেয় গালি বলে শালামালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ধ্বংস হয়েছে এমন। 'লণ্ড ভণ্ড পম্ববন করিল ভাঙ্গিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* ওলটপালট; তছনছ। 'লণ্ডভণ্ড ছিল বস্ত্র উঠিয়া পরিল।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি, লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৪ *বিণ* তোলপাড় হয় এমন। 'বিনা কারণে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ লণ্ডভণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৫ *বিণ* ধ্বংস হয়েছে এমন। 'সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৬ *বিণ* এলোমেলো। 'তার বানান-জ্ঞান কেমন যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

লণ্ডমএ [স লণ্ড>] *বিণ* লণ্ডভণ্ড। 'ডাল সব পত্র বিণু হৈল লণ্ডমএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লণ্ডে ভণ্ডে *ক্রিবিণ* জবরদস্তি ক'রে। 'গালি দিআ লণ্ডে ভণ্ডে ঘটব ব্রাহ্মণ দণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লৎ [স নাথ] *বি* নথ। 'সোণার ঠোঁসের লৎ আছে নাসিকায়।' *ভবানী* ১৮২৫।

লতা [স] ১ *বি* লতানো বস্তু। 'নাভিবিবর সঞে লোমলতাবলি ভুজগি নিসাস পিয়াসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদ; যে-উদ্ভিদ অন্য কিছুকে অবলম্বন করে বাড়ে। 'কড়িলু মাধবি লতা।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বি* বৃক্ষ। 'মুকুলিত চূতলতা কোরক জালে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বি* রাশি। 'আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার কবিতা, কল্পনালতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লতাকুঞ্জ [স] *বি* লতা-বেষ্টিত স্থান বা কুটির। 'কুসুমিত লতাকুঞ্জে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লতাগাছি *বি* লতাগুচ্ছ। 'সারা শরীর জড়িয়ে আছি লতাগাছি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লতা-গুল্ম [স] *বি* লতা-ঝোপ। 'দুধারে ব্ল্যাকবেরী ও ঘন লতা-গুল্মের বেড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'লতাগুল্ম পত্রগুচ্ছ ধরে তোমাকে বাঁচাতে হবে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লতাচ্ছাদিত [স] *বিণ* লতায় ছেয়ে আছে এমন। 'সেই লতাচ্ছাদিত তৃণশ্যামল, সুন্দর বাড়িটি ত্যাগ করা হয়েছে।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

লতাজাল [স] *বি* লতার তৈরি জাল। 'ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লতাজালজটিল [স] *বিণ* জালের মতো অনেক লতার পেঁচিয়ে থাকার ফলে দুর্গম। 'এল ... লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।' *রবীন্দ্র* ১৯৩২।

লতানিআ [স লতা>] *বিণ* লতানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লতাপল্লবাদি [স] *বি* লতা-পাতা ইত্যাদি। 'তাহারা ভাণ্ড, পুত্তলিকা ছিন্ন বস্ত্র, ও ধূলি মৃত্তিকা, লতাপল্লবাদি লইয়াই ...।' *কৈলাসবাসিনী* ১৮৬৩।

লতাপাতা [স লতা-পত্র] *বি* গাছের লতা ও পাতা। 'মাটি আঁচড়িয়ে

ঝুলে ছিঁড়ে লতাপাতা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লতাপাশ [স] *বি* লতার তৈরি জাল। 'সসারু হরিণ বরা লতাপাশে বান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লতাপাশবিজড়িত [স] *বিণ* লতাপাতার ছেয়ে থাকে এমন। 'লতাপাশবিজড়িত ভগ্ন জয়স্তম্ভের ন্যায় অ্যান্টনির উচ্চতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লতাবিতান [স] **১** *বি* লতাবেষ্টিত কুঞ্জ। 'কোন্ সমীরণে বহে লতাবিতান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **২** *বি* বিস্তৃত লতাবন। 'লতাবিতান নির্মমভাবে কাটা পড়িবে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

লতামণ্ডন [স] *বি* লতার অলঙ্করণ। 'শঙ্খলতা, চালকালতা, প্রভৃতি লতামণ্ডন।' *অবন*, ১৯১৯।

লতামণ্ডপ [স] *বি* লতাবেষ্টিত কুঞ্জ। 'আমার লতামণ্ডপে শত চন্দ্রের উদয় হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

লতামালি [স লতা>] *বি* এক প্রকার লতাপ্রধান গাছ। 'লতামালিতরু লতার বিট গন্ধে মনোহর যার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লতায়িত [স] *বিণ* লতানো। 'কপালের লতায়িত কেশগুচ্ছের ওপর ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

লতিয়ে ওঠা *বিণ* লতার মতো গুজিয়ে-ওঠা। 'হৃদয়ে-লতিয়ে-ওঠা একটি নিভৃততম গানে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

লতা আম [স লতা+স আম্র] *বি* বিশেষ জাতের আম। 'লতা আম কুশিআর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লতানো [স লতা>] *ক্রি* লতার আকারে বিস্তৃত হওয়া। 'লতাগুলি লতাইয়া বাহুগুলি বিথাইয়া ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **লতায়ে** *ক্রি* লতার মতো জড়াজড়ি ক'রে। 'লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **লতিয়ে** *ক্রিবিণ* পেঁচিয়ে। 'কথায় কথায় ইনিয়ে-বিনিয়ে লতিয়ে-লতিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লতামউ *বি* চালের প্রকারবিশেষ। 'লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।' *ভারত*, ১৭৬০।

লতি [স লতা>] *বি* চোখের পাতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লতিকা [স] *বি* লতা। 'রোপলহ পহু লহু লতিকা আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লদী *বি* নদী। 'ওই লদীর উ-পারের চরটার কথা বলছি।' *তারা*, ১৯৪০। দ্র **নদী**

লধা [স লব্ধ] *বিণ* লব্ধ। 'লুই পাঅপএ দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০।

লন [ই] *বি* ঘাস-বিছানো বাগান। 'সামনের লনে ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'সবুজ ঘাসের লন।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

লনটেনিস [ই] *বি* খেলাবিশেষ। 'সেখানে লোকেরা ব্যাট ও গোলা এবং লনটেনিস খেলিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'লনটেনিস না খেললে এবং 'বলে' না নাচলে স্ত্রীলোক সুখী হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

লনি, লণী [স নবনীত] *বি* মাখন; ননি। 'রসে অলি-যুগ ভুলি ... তুছ পরে কত লণী আছে।' *আলাওল*, ১৭৫০।

লনির পুতলি *বি* ননির পুতুল। 'উষার শরীর যেন লনির পুতলি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লন্ডনীয় [ই লন্ডন+স ঈয়] *বি* লন্ডনের অধিবাসী। 'লন্ডনীয়েরা খুব সমাদর করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লন্ড্রি [ই] *বি* কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রি করার দোকান; ধোপাখানা। 'কাছেই একটা লন্ড্রিতে ফেলে দিয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮; 'পাব্লিশিং হাউস কিংবা লন্ড্রি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

লন্দুর *বিণ* বৃদ্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লপসি [স লপ্সিকা] *বি* তরল মণ্ড। 'ময়লার লপসি করছে ঘরদোর।' *জীবন*, ১৯৪৮।

লপেটা [স লিপ্ত>] *বি* এক ধরনের শৌখিন জুতা। 'একপাটা উড়াইয়া লপেটা পায়ে দিয়া মজা করিয়া বেড়াই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লফজ [আ] *বি* কথা। 'আমার প্রতিটি লফজ শব্দ যেন ঠিকঠিক পালন হয়।' *শওকত*, ১৯৬২।

লব[১] [স] *বি* হিন্দু অবতার রামের পুত্র। 'লব-কুশ সঙ্গে যুদ্ধ যতেক হইল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লব[২] [স নব] *বিণ* নয়। 'একজাই লবলক্ষ সেনা প্রস্তুত হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০২।

লবঙ্গ [স] **১** *বি* ফুলবিশেষ। 'লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মশলা হিসেবে ব্যবহৃত এক প্রকার শুকনা ফুল। 'কিংসুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লবঙ্গফুল [স লবঙ্গ+স ফুল্ল>] *বি* নাকফুল; নাকের অলংকার। 'নাসাগ্রের লবঙ্গফুলটি পর্যন্ত সে খুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লবঙ্গলতা [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'কিংসুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লবঙ্গলতিকা [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'লবঙ্গলতিকা আমি ভালোবাসি, অশোকমঞ্জরী।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

লবঙ্গা [স লবঙ্গ] *বি* লবঙ্গ। 'অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লবজ, লবজো [আ লফজ] **১** *বি* ভাষা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ফরসীর লবজ লেখা গীয়াছিল।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **২** *বিণ* মুখস্থ; আয়ত্ত। 'কিছু কাব্য লবজ রাখা দরকার।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **৩** *বি* কথা। 'কয়েকটা লবজো বলেই বসে পড়তে হলো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লবডঙ্কা *বি* ফাঁকি; বুড়ো আঙুল। 'শুধব কিসে বুড়ো আঙুল বলে লবডঙ্কা।' *অবন*, ১৯২৭; 'আর সবাই লবডঙ্কা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

লবডঙ্কা দেখানো *ক্রি* বুড়ো আঙুল দেখানো। 'বিশ্বসংসারকে লবডঙ্কা দেখিয়ে বললে।' *জীবন*, ১৯৩১।

লবণ [স] *বি* খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্যে ব্যবহৃত লোনা স্বাদের গুঁড়োবিশেষ; নুন। 'জগতে বিদিত হয় লবণসাগর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সডিয়ামের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজানের সংযোগ বিশেষ লবণ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

লবণগন্ধী [স] *বিণ* লবণের গন্ধ সমৃদ্ধ। 'যেখানে লবণগন্ধী সমুদ্রের উদ্দাম হাওয়ায়।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

লবণচৌকী [স লবণ+স চতুষ্কী] *বি* লবণপোক্তানি বা লবণ তৈরির কারখানার পাহারাদার। 'স্থানে২ লবণচৌকী বসাইবাতে সালিয়ানা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

লবণজল [স] *বি* লবণাক্ত পানি। 'হয়তো লবণজলের অভাবে সমস্ত পৃথিবী পচিয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লবণজলধি [স] *বি* লবণাক্ত সমুদ্র। 'দিবানিশি বাহে সাধু লবণজলধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লবণনীর [স] *বি* সমুদ্র। 'বাড়ে তৃষা, কোথা পিপাসার জল অকূল লবণনীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লবণবর্জ্জিত [স] *বিণ* লবণহীন। 'যাঁহারা লবণবর্জ্জিত ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে সচরাচর অলূনা বলিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লবণময় [স] *বিণ* লবণমিশ্রিত; লোনা। 'সমুদ্রের জল এরূপ লবণময়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

লবণযুক্ত [স] *বিণ* লবণমিশ্রিত। 'এ স্থলে সমুদ্রের লবণযুক্ত নীর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

লবণসমুদ্র [স] *বি* লোনা জলের সাগর। 'এই ভূমিপিণ্ডের অর্দ্ধেক লবণসমুদ্রের উত্তর এই জম্বুদ্বীপ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

লবণসাগর [স] *বি* সমুদ্র। 'জগতে বিদিত হয় লবণসাগর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লবণাক্ত [স] **১** *বিণ* লবণযুক্ত। 'যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত করা হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **২** *বিণ* অশ্রুসিক্ত। 'দু-নয়ন লবণাক্ত।' *নজরুল*, ১৯৩১। **৩** *বিণ* লোনা। 'লবণাক্ত সমুদ্রের উত্তাল মুহূর্ত।' *আহসান*, ১৯৪৪।

লবণাক্ততা [স] *বি* লোনা অবস্থা। 'জমির লবণাক্ততা দূরীকরণ।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

লবণান্ন [স] *বি* লবণভাত। 'নিঃস্ব ভারতবাসীর চিরদিনের আশা – লবণান্নের উপর ...।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

লবণাম্বু [স লবণ-অম্বু] **১** *বি* সাগর। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* লোনা পানি। 'সেখানে লবণাম্বু ব্যতিরেক মিষ্ট জল দুর্লভ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

লবণাম্বুরাশি [স] *বি* লবণাক্ত জলরাশি; সমুদ্র। 'এশিয়া এবং আফ্রিকা দুই ভগ্নীর বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে মাঝে বিরহের লবণাম্বুরাশি প্রবাহিত করা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লবণার্দ্র [স] *বিণ* লবণযুক্ত। 'লবণার্দ্র গভীর গহ্বরে অন্ধকার অতল পাথারে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

লবণিএগ্রা [স লবণ] *বি* লবণ বিক্রেতা। 'লবণিএগ্রা দিল লোন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লবণেক্ষু [স] *বি* লবণ ও ইক্ষু। 'লবণেক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ জল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লবন [স লবণ] *বি* নুন। 'লবনের হিসাবের বাকী আড়কাট ৯১৯২ দ ৯১০।' *মেয়র্স*, ১৭৬৮।

লবনা *বি* শিখা। 'কাঁটার মধ্যে হইতে এক অগ্নি নির্গত হইবেক যে লবনার সর বৃক্ষাদিকেও গ্রাস করিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

লবনি [স নবনীত] *বি* মাখন; ননি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মাক্ষণ ও লবনি খির ও সর ছানা দোকানে২ প্রস্তুত।' *রামরাম*, ১৮০১।

লবলী *বি* ননি। 'লবলী দল কোঁমল আক্ষার দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লবলী দল *বি* ননির পিণ্ড। 'লবলী দল কোঁমল আক্ষার দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লবলেশ *বি* সামান্য পরিমাণ। 'দয়ার নাহীক লবলেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লবিন *বি* বেশ্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লবেজান [ফা লব-ই-জান] **১** *বিণ* খুব অস্থির বা উৎকণ্ঠিত। 'বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* হয়রান। 'এই করেই আমার জান লবেজান হয়ে গেল।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

লবেদা [ফা লবাদা] *বি* জামাবিশেষ। 'কেহ বা দোদুল্যমান চোগা, লবেদা ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

লব্ধ [স] **১** *বিণ* গৃহীত। 'ঐ মত লব্ধ আশ্বাসানুসারে সমাচার লিখে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* চেষ্টা করে পাওয়া গেছে এমন। 'বিশ্বামিত্র তপস্যা বলে ব্রাহ্মণত্ব লব্ধ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বিণ* নেওয়া হয়েছে এমন। 'কুন্দ হইতে লব্ধ অর্থ বিষতুল্য বোধ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ [স] *বিণ* প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন। 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

লব্ধমনোরথ [স] *বিণ* বাসনা পূর্ণ হয়েছে এমন। 'লব্ধমনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লব্ধরক্ষা [স] *বি* অর্জিত বস্তু রক্ষা। 'অলব্ধ-লাভ ও লব্ধরক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

লভা [স লভ্>] **১** *ক্রি* গ্রহণ করা। 'গোআলের কুলে রাধা জরম লভিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* অর্জন করা। 'ইন্দ্রপদ লভিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* লাভ করা। 'নদচয় যথা লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **৪** *ক্রি* নেওয়া। 'অজিনাসনে বসি, বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৫** *ক্রি* লাভ করা। 'বিফলে জগতে লভিনু জনম বিফলে কাটিল প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাপ দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৬** *ক্রি* অনুভব করা। 'সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **লভ** *ক্রি* অর্জন করো। 'যার খুশি ... বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **লভি** *ক্রি* লাভ ক'রে। 'তাহার গর্ব্বে জন্ম লভি আসিও সর্পেত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লভিআঁ** *ক্রি* লাভ ক'রে। 'গোআলের কুলে রাধা জরম লভিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লভিনু** *ক্রি* লাভ করেছি। 'জনম লভিনু আমি গুয়ালার কুলে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **লভিব** *ক্রি* লাভ করবো। 'শুভগতি লভিব অশুভ পরিত্রান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লভিবারে** *ক্রি* অর্জন করতে; লাভ করতে। 'ইন্দ্রপদ লভিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লভিয়া** *ক্রি* লাভ ক'রে। 'আর জন্ম লভিয়া করিমু বিস্য ক্ষএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লভিল** *ক্রি* লাভ করলো। 'জরম লভিল কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লভিলা** *ক্রি* নিলে। 'ভারাবতারনে জন্ম লভিলা শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **লভুন** *ক্রি* লাভ করুন; নিন। 'অজিনাসনে বসি, বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **লভে** *ক্রি* লাভ করে। 'গুরুবাক্য সার যার শান্তি সেই লভে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **লভেছিনু** *ক্রি* লাভ করেছিলাম। 'প্রাচীন বয়সে এক পুত্র লভেছিনু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লভ্য [স] **১** *বিণ* প্রাপ্তিযোগ্য। 'বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* লভ্যাংশ। 'পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লভ্যকর [স] *বিণ* লাভজনক। 'যে রূপ লভ্যকর হইয়াছে তাহার বিবরণ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

লভ্য করা *ক্রি* লাভ করা। 'কেবল উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ লভ্য করিতে দোষ কি?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

লভ্যজনক [স] *বিণ* লাভ আছে এমন। 'পৈতৃক কুলমর্য্যাদাকে এক

লভ্যজনক ব্যাপার জ্ঞান করিয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

লভ্যদায়ক [স] *বিণ* লাভজনক। 'টিচরস সোসাইটি বিদ্যার্থি ব্যক্তিরদিগের মহোপকারক ও অত্যন্ত লভ্যদায়ক হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

লভ্যাংশ [স] *বি* লাভের অংশ। 'বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লম্প[১] [স লম্ব] *বিণ* খাড়া। 'লম্প হস্তে আলি গদা শূন্যেত রাখিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

লম্প[২] [ই] *বি* ল্যাম্প; কেরোসিনের বাতি। 'কত বড় লম্পটা দেখেছিস।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লম্পট [স] *বিণ* দুশ্চরিত্র। 'লম্পট নাগর কৃষ্ণ লুটহ পসার।' *মালাধর*, ১৫০০।

লম্পটতা [স] *বি* লাম্পট্য। 'তোমার লম্পটতা দেখলে এক বিছানায় বসতে ঘৃণা করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

লম্পটবর [স] *বি* প্রতারক। 'লম্পটবর! আপনার অন্তঃকরণের এতাদৃশ কপটভাব জানিলে ...।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

লম্পটাচরণ [স] *বিণ* অসমীচীন আচরণ। 'উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানাভাবেই হইয়াছে।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

লম্ফ [স] *বি* লাফ। 'লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লম্ফঝম্ফ [স] *বি* লাফ-ঝাঁপ। 'এই কথা বলিয়া লম্ফঝম্ফ দিয়া গান আরম্ভ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লম্ফপ্রদান [স] *বি* ঝাঁপ দেওয়া। 'অতর্কিতভাবে লম্ফপ্রদানপূর্বক তাহার উপরে আপতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'মুখব্যাদান ও উর্দ্ধে লম্ফপ্রদান পূর্বক, বেরুনরের পুত্রের কটিদেশ পর্যন্ত গ্রাস করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

লম্ফানন্দ [স] *বি* লাফ দেওয়ার আনন্দ। 'লম্ফানন্দে লাফ দিয়ে মা চলতে বেজির ছা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

লম্ফিত *বিণ* লাফ দিয়েছে এমন। 'তখনও কি পত্রপাঠ লম্ফিত হয়ে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলে?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লম্ব [স] ১ *বি* দৈর্ঘ্য। 'ফোঁটা পাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এই পুল লম্বে তিপ্পান্ন হাত।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বি* (জ্যামিতি) সমতলের উপর সমকোণে অবস্থিত রেখা। 'এক রেখার উপর ঋজুভাবে অবস্থিত রেখা।' *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯৩৭।

লম্বকর্ণ [স] *বিণ* লম্বা কানযুক্ত। 'শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট একটি বিশেষ লম্বকর্ণ ভারবাহীর মতোই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লম্বচঞ্চু [স] *বিণ* দীর্ঘ ঠোঁটওয়ালা। 'তারই উপর যত লম্বচঞ্চু মাছরাঙার আড্ডা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লম্বমান [স] ১ *বিণ* ঝুলছে এমন। 'পিঠে লম্বমান তাঁর শোভে জটাভার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* লম্বা হয়ে আছে এমন। 'অসংস্কৃত কুন্তলরাশি ও লম্বমান মুক্তকেশ সমূহ ধারণ করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* লম্বা; দীর্ঘ। 'হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লম্বশাটি *বি* প্রতারণার জন্য ছদ্মবেশ। 'মূর্খে সাজাও লম্বশাটে/ মানুষ তবু মানুষই ভাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

লম্বা [স লম্ব>] ১ *বিণ* দীর্ঘ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'শবদাহ স্থানের পরিমাণ আন্দাজ লম্বা ৪০ হাত।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বিণ* উঁচু। *ওগাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বিণ* সরু ও দীর্ঘ। 'ইচ্ছে করে, বেটাকে জুতো মেরে লম্বা করে দিই।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৪ *বি* বিস্তার। 'আমার কথাটা লম্বায় যদি বড়ো হয় সেটা তোমাদের সহ্য করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লম্বাই [স লম্ব>] *বি* দৈর্ঘ্য। 'তিন ক্রোশ আড়ে কিন্তু তাহার লম্বাই জানা নাই।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

লম্বাই চৌড়াই *বি* আস্ফালন। 'অমন লম্বাই চৌড়াই কর কেন।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

লম্বাচওড়া [স লম্ব>+হি চৌড়া] ১ *বিণ* অহঙ্কারপূর্ণ। 'খুব তোমার লম্বাচওড়া কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বিণ* দীর্ঘ। 'চিঠিটা একটু লম্বা-চওড়া হয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'এ-সব লম্বাচওড়া বুলি তাঁকেই সাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

লম্বাচৌড়া [স লম্ব>+হি চৌড়া] ১ *বিণ* ধিক্কারসূচক। 'দুই চারিটা লম্বা চৌড়া কথা বলিয়া আবার একবার জন্মের মত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বিণ* বিশালদেহী। 'খুব একজন লম্বাচৌড়া কৃষ্ণবিষ্ণুর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* দম্ভপূর্ণ। 'বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বাচৌড়া কথার দ্বারা নয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* দীর্ঘ। 'বাংলার লম্বাচৌড়া অতীতের গুণবর্ণনা করতে হলে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫। ৫ *বিণ* বড়ো-সড়ো। 'দরকার বশতঃ লম্বা চৌড়া আরবী ফার্সী আলফাজ এস্তেমাল করিতেও বিন্দুমাত্র কসুর করি নাই।' *এসলাম*, ১৯১৭। ৬ *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। '"পূর্ণ-স্বাধীনতা" কথাটা যেমন লম্বাচৌড়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

লম্বাটে *বিণ* লম্বামতো। 'বাড়িটা লম্বাটে ও দুপেশে।' *মানিক*, ১৯৩৫; 'শীর্ণ মুখখানা তাহার একটু লম্বাটে হইয়া যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লম্বা দেওয়া *ক্রি* দ্রুত ছুটে পালানো; চম্পট দেওয়া। 'লম্বা দিয়েছে কোন দিকে!' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

লম্বাপানা *বিণ* দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট। 'লম্বাপানা একটা বস্তু তীরবেগে খানিকটা উপরে উঠে ভেঙে এসে মুখগহ্বরে ঢুকছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

লম্বামুখ [স] *বি* গোলাকার নয় এমন মুখ। 'লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লম্বায়মান [স] *বিণ* প্রলম্বিত। 'বটের লম্বায়মান দুই নামনার ফাক দিয়া ... ভিতরে সাঁদাইয়া লুক্কায়িত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

লম্বা লম্বা [স] ১ *বিণ* দীর্ঘাকৃতি। 'ছোট মুখের লম্বা লম্বা ঘটে কুটি কুটি মাংস।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* ফাঁপা; অন্তঃসারশূন্য। 'আমাদের লম্বা লম্বা কথা কওয়া উচিত নয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

লম্বালম্বি *বিণ* সোজা উপরের দিকে দণ্ডায়মান; খাড়াভাবে অবস্থিত। 'একটি শাখা ... উত্তরদিকে লম্বালম্বি হয়ে আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

লম্বা হওয়া *ক্রি* শোওয়া। 'আপন আপন সিটে লম্বা হইয়া পড়িল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লম্বাহাতা *বিণ* লম্বা হাতাযুক্ত। 'আমাদের পণ্ডিতমশাই একটা লম্বাহাতা আনকোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লম্বোদর [স] ১ *বিণ* ভুঁড়িওয়ালা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সাধনাকে ছাড়িয়ে লম্বোদর হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বিণ* লম্বা উদরবিশিষ্ট। 'লম্বোদর হর রজত বৃষভপর।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

লম্বোদরা [স] *বিণ স্ত্রী* স্থূল উদরবিশিষ্ট। 'লম্বোদরা চীনাম্বরা।' *বঙ্কিম*,

১৮৮৪।

লম্বিত [স লম্ব>] ১ *বিণ* লম্বা। 'আজানু লম্বিত ভুজ সুনাভি গভীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অবনত। 'ফল ভারে বৃক্ষ সব লুলিত লম্বিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* ঝুলন্ত। 'বেণী বিরাজিত কুসুম রচিত লম্বিত মুকুতা ছড়া।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লম্বিমালা [স লম্ব>] *বি* বৈষ্ণবের জপমালা। 'ছিঁড়িয়া তুলসীকণ্ঠী লম্বিমালা যত।' *ভারত*, ১৭৬০।

লম্ভা *ক্রি* লাভ করা। **লম্ভিয়া** *ক্রি* লাভ ক'রে। 'বিজয় লম্ভিয়া রাজা যদি আইল পাটে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লয়[1] [স] ১ *বিণ* লুপ্ত। 'শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ধ্বংস। 'হেন লয় মোরে এই পাপ ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ক্ষয়। 'ধনরত্ন সিন্ধু গিরি লয় হইয়া যায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বি* লোপ। 'কিছু ঘটিবার প্রত্যাশা তাহার কখনো লয় পাইত না।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লয়ক্রিয়া [স] *বি* প্রলয় কার্য। 'গদা লয়ক্রিয়ার প্রতিমা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লয়প্রাপ্ত [স] *বিণ* ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'ঐ মহৎ সভা সাধারণের অনুরাগ বিরহে একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

লয়প্রাপ্তি [স] *বি* ধ্বংস সাধন। 'নাগরিক সভ্যতার লয়প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাষ্ট্রের আবির্ভাব দেখতে পাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

লয়[2] [স] *বি* নৃত্য গীত বাদ্যের তালের গতি। 'নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক রাগ তাল মান লয়।' *ভারত*, ১৭৬০।

লয়-জ্ঞান [স] *বি* তালের নির্দিষ্ট গতি সম্পর্কিত বোধ। 'যেমন তৈরি গলা তেমনি লয়-জ্ঞান।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লয়ভঙ্গ [স] *বি* ছন্দপতন। 'কাগজখণ্ড আসিয়া এইপ্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লয়ভ্রষ্ট [স] *বিণ* তালসাম্যচ্যুত। 'রবিবাবুর সংগীত লয়ভ্রষ্ট হয় না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

লয়[3] *দ্র* **লওয়া**

লয়-লস্কর [ফা লশকর] *বি* কর্মচারী বা এই শ্রেণীর লোকজন। 'জমক নেই, লয়-লস্কর নেই।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

লয়া [স লয়>] *ক্রি* ধ্বংস করা। 'জলধি যেন উথলিছে দূরে লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

লর *বি* দৌড়। 'ছোট বিবি লর পারে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লরক [স নরক] *বি* নরক। 'লরকে যাবি তু – কুনো বাপ আটকাইতে পারবে না তুকে।' *হাসান*, ১৯৬৭। *দ্র* **নরক**

লরানো [স লড়্>] *ক্রি* দৌড়ানো। 'লরাইয়া লরাইয়া কামড়ায়ে নানা মুখে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লরি, লরী [ই] *বি* ট্রাক; মালবাহী মোটরগাড়ি। 'একটা মোটর লরী ঘস ঘস আওয়াজ করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'একখানা লরি।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'সকল মোটর, বাস, লরি চলে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

লরিওয়ালা [ই লরি+হি বালা] *বি* লরি চালায় যে। 'ছ্যা ছ্যা ! লরিওয়ালারা কি কানা হয়ে লরি চালায় নাকি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লরেল [ই] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'তোরে আজি হেরি চক্ষে, লরেল-পল্লব।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

লর্জা, লর্জ্জা [স লজ্জা] *বি* শরম। 'বাম হস্তে জোনি ঢাকী লর্জ্জা তো পাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

লর্ড [ই] *বি* ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বংশগত উপাধিবিশেষ। 'লর্ডেরা তাহাদের সন্তানদের কখন সামান্য লোকদের ছেলেমেয়েদের সহিত বিবাহ দেয় না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'আমি পৈত্রিক লর্ড উপাধির উত্তরাধিকারী হইয়াছি।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

লর্দ [ই লর্ড] *বি* লর্ড। 'লর্দ কর্ণেলিয়সের প্রতিমূর্ত্তির মত প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লর্ল্লাট [স ললাট] *বি* ভাগ্য; কপাল। 'হৃদএ শ্রীবৎস চির্ন্ন লর্ল্লাটে উদ্ধগতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ললনা [স] ১ *বি* নারী। 'ভুরু মদনের ধনু ধরিল ললনা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* স্ত্রী। 'কবির ললনা আধখানি বেঁকে চোরা-কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ললপত *বিণ* দয়াপরবশ। 'নাহি সয় গায়ে মোর ললপত কথা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ললাট [স] ১ *বি* কপাল। 'চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অদৃষ্ট। 'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ললাটঅগ্নি [স] *বিণ* কপালে আগুন আছে এমন। 'সে নৃত্যবেগে ললাটঅগ্নি প্রলয়শিখ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ললাটক্ক লিখন – ভাগ্যলিপি। 'কলকাতার উড়িষ্যাবাসীদের মত শুধু বলতেন ললাটক্ক লিখন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

ললাটতল [স] *বি* কপালের নিম্নদেশ। 'শুচি ললাটতলে যে শিশু-শশী ঝলে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ললাটদেশ [স] *বি* কপাল। 'গললগ্নীকৃত বস্ত্রে ললাটদেশে করস্পর্শ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ললাটপট [স ললাটপট্ট] *বি* ভাগ্য; অদৃষ্ট। 'তুমি কি হেতু আমার ললাটপটে নিষ্ঠুরাক্ষর বিন্যাস করিয়াছ?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ললাটপট্ট [স] *বি* কপালদেশ। 'শিশুর ললাটপট্টের ন্যায় তুমি নির্মল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ললাটভরা *বিণ* কপাল জুড়ে আছে এমন। 'ললাটভরা জয়ের টিকা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ললাট লিখন [স] *বি* ভাগ্যলিপি; অদৃষ্টের লেখা। 'সেই সে হইব আসি যার যথ ফাসা ফুসি ব্যর্থ নহে ললাট লিখন।' *সুলতান*, ১৭০০।

ললাটলিপি [স] *বি* ভাগ্যলিপি। 'ভারি কাজ তোরা করেছিস পড়ে মড়ার ললাটলিপি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'না খাইয়া-পরিয়া মৃত্যুবরণই কি তবে তাদের ললাটলিপি?' *আজাদ*, ১৯৪২।

ললাট-লেখা [স] *বি* ভাগ্যের লিখন। 'ললাট-লেখা কে খণ্ডায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ললাটিকা [স] ১ *বি স্ত্রী* ললাটের অলংকার। 'বলে নিল শিরোমতি কানের কনক ললাটিকা নিল সিঁথি গলার পদক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ স্ত্রী* শ্রেষ্ঠ। 'এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ললাম [স] *বি* অলঙ্কার। 'এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ললিত[1] [স] ১ *বিণ* মনোহর। 'ললিত আলকপাঁতিকাঁতি দেখি লাজে।'

বড়ু, ১৪৫০। ২ *বিণ* মধুর ভাবপূর্ণ। 'গোএথি ... ললিত কবিতা দ্বারা আপনার দেশ তাবা উজ্জ্বল করিলেন।' *অক্ষয়, ১৮৪৮*। ৩ *বিণ* সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী নৃত্যগীতকুশল; ধীরললিত। 'নায়ক ললিত কি শান্ত।' *বঙ্গদর্শন, ১৮৭২*। ৪ *বি* কোমলতা। 'মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা, বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৫*। ৫ *বিণ* বিশুদ্ধ। 'পোকায় ধরেছে আজ এ দেশের ললিত বিবেকে।' *মাহমুদ, ১৯৬৬*।

ললিতকলা [স] *বি* নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য রচনা প্রভৃতি চারুশিল্প। 'ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭*।

ললিতকলাবিদ [স] *বি* শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখ। 'শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি ললিতকলাবিদরা এখানেই বসে বসে ভাবের আদান প্রদান করেন।' *হাই, ১৯৫৮*।

ললিতবাণী [স] *বি* মধুর বাক্য। 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস/ শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।' *রবীন্দ্র, ১৯২০*।

ললিতমধুর [স] *বিণ* ললিত ও মধুর। 'ললিতমধুর কল্পনার জগতে যে নিজেকে এতদিন ভুলিয়ে রেখেছে ...।' *আইয়ুব, ১৯৭৩*।

ললিতমাংসা [স] *বিণ স্ত্রী* শরীরের মাংস দৃঢ়তা হারিয়েছে এমন। 'যেহেতু অতি প্রাচীনা গতযৌবনা ললিতমাংসা ... হইয়াছে।' *ভবানী, ১৮২৮*।

ললিত লতা *বি* বাহুরূপ লতা। 'বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩*।

ললিত[২] [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'ললিতরাগঃ।' *বড়ু, ১৪৫০*।

ললিত[৩] [স] *বি* ছন্দের প্রকারবিশেষ। 'প্রথমে ছন্দের দিকে লক্ষ্য কর: পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, ললিত ...।' *মোতাহার, ১৯৩৭*।

ললিতা [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাধার সখী। 'জাবট মন্দিরে ধনী ললিতারে কহে বাণী।' *দ্বিজশ্রী, ১৬০০*। ২ *বি* বাঞ্ছিতা; প্রিয়তমা। 'মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা ওগো ললিতা।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২*।

লল্লাট [স ললাট] *বি* কপাল; ভাগ্য। 'ইহা তোর লল্লাটের লেখা।' *রূপরাম, ১৭৫০*।

লশকর [ফা] *বি* সৈন্যদল; নাবিক; নৌসেনা। 'আগে লোক, পিছে লশকর।' *রবীন্দ্র, ১৯২২*।

লষ্ট [স নষ্ট] *বিণ* ব্যভিচারী। 'মেয়েটা সতী নয়, লষ্ট।' *হাসান, ১৯৬০*।

লস *দ্র* **লওয়া**

লসসী [হি] *বি* ঘোল-সহযোগে প্রস্তুত পানীয়। 'পাঞ্জাবীদের হালুয়া, লসসী; আরও কত প্রদেশের কত অনবদ্য অবদান।' *মুজতবা, ১৯৫৮*।

ল.সা.গু. [লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক-এর শব্দসংক্ষেপ] *বি* মৌলিক উৎপাদক। 'প্রত্যেক আর্টের যে ল.সা.গু. বোঝা যায় সেটি ওজন-জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়।' *ধূর্জটি, ১৯৩১*।

লসান *বিণ* তীক্ষ্ণধারযুক্ত। 'কাড়িল লসান টাঙ্গি।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

লস্কর [ফা লশকর] ১ *বি* সৈন্য। 'নয় ভাই নয় ঘোড়া অনেক লস্কর।' *মুকুন্দ, ১৬০০*। ২ *বি* নৌসেনা। *ওগাঁ, ১৭৮৫*। ৩ *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি, ১৮৪০*। ৪ *বি* জাহাজের খালাসি। 'লস্করদের কাছে তার ব্যক্তিত্ব বড় জমকালো।' *ওয়ালী, ১৯৪৫*।

লস্করী চাল *বি* ধীর-মন্থর গতি। 'সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১২*।

লস্য [স নস্য>] *বি* নাক দিয়ে শোঁকার তামাকের গুঁড়া। 'ওহে, লস্যের ডিবিটা দেও তো।' *উমেশ, ১৮৫৭*।

লহনা [হি] *বি* খাজনা ছাড়া অন্য পাওনা। 'সরকারের লহনা কিম্বা করারদাদ না রাখে।' *মেয়ার, ১৭৮৭*।

লহমা [আ] *বি* মুহূর্ত। 'এক লহমাও স্থির থাকে না।' *প্যারী, ১৮৫৮*।

লহর [স লহরী] *বি* তরঙ্গ। 'তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহর সমানা।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*।

লহরমালা [স লহরীমালা] *বি* তরঙ্গরাশি। 'সাগর কূলে, বসিয়া বিরলে, হেরিব লহরমালা।' *গিরিশ, ১৮৮৩*।

লহরা [স লহরী>] *ক্রি* ছটফট করা। **লহরয়** *ক্রি* ছটফট করে। 'বিষধরে দংশিলে যেহেন লহরয়।' *আলাওল, ১৬৮০*।

লহরি, লহরী [স] *বি* ঢেউ। 'গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*; 'ভারথের পুন্য কথা অমৃত লহরি।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*; 'রঙ্গে সঙ্গে আনি কাকলী লহরী।' *মাইকেল, ১৮৬১*।

লহরিকা [স] *বি* ঢেউ। 'কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী ভেসে যায় বেঁকে বেঁকে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৯*।

লহরীলীলা [স] *বি* ঢেউয়ের খেলা। 'চপল চঞ্চল লহরীলীলা পারাবারে অবসান।' *রবীন্দ্র, ১৯০২*।

লহরীশোভা [স] *বি* ঢেউখেলানো সৌন্দর্য। 'আজ পর্যন্ত চিকুরগুচ্ছের লহরীশোভা তুলিতে পারেন নাই।' *মশাররফ, ১৮৮৫*।

লহ লহ [ধ্বন্যা] *বি* লকলক। 'লহ লহ করে জোঁক জেন করিকর।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

লহ লহ করা *ক্রি* লকলক করা। 'লহ লহ করে জুতা।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০*।

লহু[১] [স লঘু] *বিণ* অল্প। **লহু লহু** *ক্রিবিণ* মৃদু মৃদু। 'লহু লহু হসি হসি মুহ।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*; 'বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*।

লহু[২] [স লোহিত] *বি* রক্ত। 'অল্প লহু বহু অস্ত্র রক্তে না বুড়িব।' *সুলতান, ১৭০০*।

লহুখসানিয়া *বিণ* রক্ত ঝরায় এমন। *মানোএল, ১৭৪৩*।

লহু খসানো *ক্রি* রক্তপাত করা। *মানোএল, ১৭৪৩*।

লহু-ধারা *বি* রক্তের ধারা। 'কাপড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে।' *মাইকেল, ১৮৬৬*।

লহুমাখা *বিণ* রক্তাক্ত। 'হালিম লহুমাখা দেহে বহু কষ্টে পুলিশ সাহেবের সামনে পৌঁছে।' *মনসুর, ১৯৫৫*।

লহে *অব্য* নহে। 'জেমত না হও ভন্ম লহে মোর লাজ।' *মালাধর, ১৫০০*।

লা[১] [ই law] *বি* আইন। 'ইংলিস লা ... ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত বটে।' *দর্পণ, ১৮৩১*।

লা[২] [স নৌ] *বি* নৌকা। 'লা ডুবি হইলে মুই তোমাকে কাঁধে করে সেঁতরে লিয়ে যাব।' *প্যারী, ১৮৫৮*।

লাই [স্নেহ> নেহ > লেহ] *বি* অতিরিক্ত আদর; প্রশ্রয়। 'কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।' *সুকুমার, ১৯১৮*।

লাই পাওয়া *ক্রি* প্রশ্রয় পাওয়া। 'ঘরের চাকরবাকরগুলোই লাই

পেয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাইক[1] [আ লায়েক] *বিণ* যোগ্য। 'কার্জ লাইক নহে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

লাইক[2] [ই] *বি* পছন্দ। 'অনেকে ... ভোজে যেতে লাইক করেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লাইট [ই] *বি* বাতি। 'ঐতিহাসিক সার্চ্চ লাইট দ্বারা তাহার অসত্যতা বা অর্দ্ধ সত্যতা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে।' *এসলাম*, ১৯১৬; 'ফুট লাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প ...।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'ইলেক্ট্রিক লাইট, ফ্যান অনারাবেলের গড়াগড়ি ...।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'ইলেকট্রিক লাইট আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লাইট পোষ্ট [ই] *বি* বৈদ্যুতিক বাতির থাম। 'লাইট পোষ্ট পাটকাটির মত মট মট করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

লাইট-হাউস [ই] *বি* সমুদ্রে নাবিকদের পথনির্দেশের জন্য স্থাপিত বাতিঘর। 'কেবল দূরে লাইট-হাউসের আলো জ্বলে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'লাইটহাউস দেখায় আলো।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

লাইটার [ই] *বি* আগুন ধরানোর যন্ত্রবিশেষ। 'সিগারেট-লাইটারটা পকেট থেকে বের করলে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাইন [ই] **১** *বি* কবিতার চরণ। 'একটি লাইন লেখা হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* লিখিত বাক্যের সারি। 'লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* রেখা। 'তোমার জীবন তোমার কলমের লাইন ধরিয়া চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বি* সারি। 'সিঙ্গল লাইন।' *নজরুল*, ১৯২২। **৫** *বি* সারিবদ্ধ বাসস্থান। 'কুলী লাইনের সেই গোল চালা।' *বিভূতি*, ১৯৩৭। **৬** *বি* ব্যবস্থা; উপায়। 'তাগো সব এই মুল্লুকে সেই মুল্লুকে চালান দেওয়ার লাইন আছে।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮। **৭** *বি* গাড়ি চলার নির্দিষ্ট পথ। 'লাইনের সবচেয়ে লজঝড় গাড়ি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **৮** *বি* পেশা। 'নিজের লাইনেই ও করে খেতে পারত।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লাইন কাটা **১** *বি* দাগ দেওয়া। 'দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* রেখাটানা। 'লাইনকাটা খাতায় সযত্নে কতগুলি অঙ্কের সংখ্যা সাজায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

লাইন-টানা **১** *বিণ* কাগজের উপর রেখা এঁকে সারি করা হয়েছে এমন; রেখাঙ্কিত। 'একখানি লাইন-টানা ভালো বাঁধানো খাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* ভাগ করা। 'লাইন টেনে দিয়ে মেয়েদেরকে আলাদা করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই মূল কারণ ধরা পড়েনি।' *বেগম*, ১৯৪৭।

লাইনসম্যান [ই] **১** *বি* ফুটবল খেলায় রেফারির সাহায্যকারী। 'লাইনসম্যানের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২** *বি* রেলপথের তদারককারী। 'কোথাও লাইনসম্যান প্রাণপণে দোলাচ্ছে কেবলি রাঙা বাতি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

লাইনি *বিণ* পঙ্‌ক্তিওয়ালা; ছত্রবিশিষ্ট। 'জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লাইনিঙ [ই] *বি* আস্তর; ভিতরের আস্তরণ। 'পুস্তিনের লাইনিঙের ভিতরে আফিঙ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

লাইফ [ই] *বি* জীবন। 'মাথ্যু আর্নল্ড কাব্যকে বলেছেন, ক্রিটিসিজম অফ লাইফ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লাইফ ইনসিওরেন্স, লাইফ অসুরেন্স [ই] *বি* জীবনবিমা। 'নূতন লাইফ অসুরেন্স সমাজ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'মাখন দশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

লাইফ ইনস্যোর করা *ক্রি* কারো জীবনের জন্যে বীমা করা। 'ও যে মণির নামে অনেক টাকা ইনস্যোর করেছিল, তার কী হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

লাইফবেল্ট [ই] *বি* পানিতে ভেসে থাকার জন্য ব্যবহৃত কটিবন্ধ। 'ওপর থেকে ছুড়ে দিয়েছে বয়া আর লাইফবেল্ট।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লাইফবোট [ই] *বি* সাগরে জীবন রক্ষার জন্য ব্যবহৃত নৌকা। 'ক্যাপ্তেন লাইফবোটগুলো নামাবার হুকুম দ্যান।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লাইফ মেম্বরশিপ [ই] *বি* জীবন সদস্যতা। 'লাইফ মেম্বরশিপ ছশো টাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লাইবেল [ই] *বি* সম্মানহানি। 'তবে লক্ষ্মীর প্রতি লাইবেল করা হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লাইব্রেরি, লাইব্রেরী [ই] *বি* গ্রন্থাগার। 'নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩; 'ফরণিচর ও লাইব্রেরীর বই কিনতে বাবু ছুটী নিয়ে শহরে এসেছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লাইবর [ই লাইব্রেরি] *বি* বইপত্র রাখার ও পড়ার ঘর। 'হরকরার লাইবরের উপরিস্থ কুঠরীতে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

লাইবরি [ই লাইব্রেরি] *বি* লাইব্রেরি; গ্রন্থাগার। 'বড় অক্ষরে লিখিয়া, কালেজের থামে, অথবা লাইবরির দরজায় লটকাইয়া দিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

লাইব্রেরিয়ান, লাইব্রেরীয়ান [ই] *বি* গ্রন্থাগারিক। 'বইয়ের সংখ্যা কত কেবল লাইব্রেরিয়ান জানেন।' *অবন*, ১৯২৫; 'ভাঁটাচোখো বেঁটেখাটো লাইব্রেরীয়ান বললেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

লাইমজুস [ই] *বি* লেবুর রস। 'না সেই লাইমজুস যেটা তোর মামি চুলে দ্যায়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লাইলাক [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োলেটে আমাদের নিকট নামমাত্র।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'ঘ্রাণ বিকশিত লাইলাক-বাসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

লাইসেন্স [ই] **১** *বি* অনুমতিপত্র। 'যে লাইসেন্স ... কোন ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* মোটরগাড়ি ইত্যাদি ক্রয়ের ও রাখার সরকারি বৈধতাপত্র। 'যে সকল মোটর, বাস, লরি চলে তজ্জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

লাইসেন্স টেক্স [ই] *বি* অনুমতিপত্রের জন্যে দেওয়া কর। 'লহোরের জল তুলতে মানা, লাইসেন্স টেক্স ... চাঁদা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত [ই] *বিণ* সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত। 'লাইসেন্সপ্রাপ্ত জুয়াখেলা চলে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লাউ [স অলাবু] **১** *বি* লাউ। 'সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। **২** *বি* লাউয়ের খোলস। 'যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লাউকুমড়ো *বি* কুমড়া। 'পমকিন – লাউকুমড়ো।' *রাজ*, ১৮৭৪।

লাউচিংড়ি *বি* লাউয়ের তরকারি-সহযোগে চিংড়ি মাছের ব্যঞ্জন। 'ওহে শূদ্রদেরও লাউচিংড়ি আর বঁদে দিও।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

লাউ-ছেঁচকি *বি* লাউয়ের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'লাউ-ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

লাউডগা *বি* গাছে চলাফেরা করে এমন একপ্রকার সাপ। 'লাউডগা

কাউশর কুয়ে বেতাছালা।' *ভারত*, ১৭৬০।

লাউডাঁটা *বি* লাউগাছের ডাঁটা। 'ভাগুমালী লাউডাঁটাতে/ ভরেছে তার ঝাঁকাটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

লাউমাচা *বি* লাউয়ের লতা বিছিয়ে দেওয়ার মাচা। 'লাউমাচার কাছে গিয়া সে দাঁড়ায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লাউশাক *বি* লাউগাছের ডগা, যা শাক হিসেবে খাওয়া হয়। 'চলেছে হাটে লাউশাক কিনতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'এইরকমের কৃষি কবিতা ওলকপি, গোল আলু, লাউশাক, শকরকন্দ যার সম্বন্ধে খুশি লিখতে পারেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

লাউঞ্জ [ই] **১** *বি* জাহাজের আরামদায়ক বসার কামরা। 'বিবেচনা করুন খুদ কেবিনে, ডেকে না, লাউঞ্জে না ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* বিশ্রামস্থান। 'এইটে ওদের লাউঞ্জ ছিল না!' *পাশা*, ১৯৭১।

লাউঞ্জ সুট [ই] *বি* পুরুষের মোটামুটি আনুষ্ঠানিক পোশাক। 'একটা লাউঞ্জ সুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লাউড স্পিকার, লাউড স্পীকার [ই] *বি* শব্দবর্ধক যন্ত্রবিশেষ। 'কণ্ঠে লাউড স্পিকার!' *নজরুল*, ১৯৩১; 'রিসিভিং অংশের সামনে লাউডস্পিকার বসানো হইয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫; 'লাউড স্পীকারের কল্যাণে শুনলুম বক্তৃতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লাউনি *বি* এক ধরনের ভক্তিমূলক গান। 'কেউ ধরছে খেয়াল, কেউ ভজন ... কেউ-বা আবার লাউনি।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

লাউসেনি দাঁড়া *বি* লাউসেনের প্রচলিত কাহিনী। 'নকল দেখিএ দিব লাউসেনি দাঁড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লাএলাতুল-কদর [আ] *বি* (ইসলাম) রমজান মাসের সাতাশ তারিখের রাত। 'লুকাই রহিছে লাএলাতুল-কদর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লা-ওয়ারিশ [আ লাওয়ারিস] *বিণ* মালিক নেই এমন। 'লা-ওয়ারিশ কুকুরটা।' *পাশা*, ১৯৭১।

লাওয়ারেশ *ক্রিবিণ* উত্তরাধিকার না রেখে। 'লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া ... দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

লাওয়ারেশা *বি* উত্তরাধিকারহীন অবস্থায় মারা গেছে এমন ব্যক্তি। 'সে লাওয়ারেশা কৌত করিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

লাং **১** *বি প্রেমিক*। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* বিবাহিত নারীর পুরুষ-বন্ধু। 'তু মাগী সোয়ামীর ছামনে লাঙ লিয়ে এলি ...।' *হাসান*, ১৯৬৭।

লাংস [ই] *বি* ফুসফুস। 'লাংসের অবস্থা কিছুই বোঝা যায় না।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

লাঁঘা [স লঙ্ঘন>] *ক্রি* লঙ্ঘন করা। **লাঁঘল** *ক্রি* লঙ্ঘন করলো; পার হলো। 'কত হনুমতে সাগর লাঁঘল কিছু ন গুনু তরাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লাক[1] [স লক্ষ] *বিণ* লাখ। 'দেখিয়াছি নিকটে লাক লাক শকটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লাক পচাশী কথা – বাহুল্য কথা। 'এমন লাক পচাশী কথা কহিলে আমরা তো পারি না।' *গৌর*, ১৮২২।

লাকপতি [স লক্ষপতি] *বি* লক্ষ টাকা বা সমান সম্পদের মালিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লাক[2] [ই লক] *বি* তালা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

লাকড়ি, লাকড়ী [হি] *বি* শুকনা কাঠ; জ্বালানি কাঠ। 'মোরচা বান্ধিয়া লাকড়ি আন এই কালে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'হরীতকী গাছ আগে লাকড়ীর জন্য কাটা হতো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লাকড়ীওলা [হি] *বি* জ্বালানি কাঠ বিক্রেতা। 'গ্রামের লাকড়ীওলা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

লাকি সেভেন [ই] *বি* জুয়া খেলাবিশেষ। 'লাকি সেভেন খেলবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাক্ষণিক [স] *বিণ* লক্ষণীয়। 'রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উচ্ছ্বাসে লাক্ষণিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

লাক্ষা [স] *বি* লাল রঙের বৃক্ষনির্যাসবিশেষ। 'লোহা লাক্ষা লোন গব্য বিক্রেএ সঞ্চিব বহু ধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লাক্ষা-কীট [স] *বি* গাছের শাখায় পুঞ্জীভূত কীটবিশেষ। 'লাক্ষা-কীট পুষিবার জন্য।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

লাক্ষারস [স] *বি* আলতা। 'লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

লাখ [স লক্ষ] **১** *বিণ* লক্ষ। 'দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অসংখ্য। 'ভাঙা পাড়ির পারে শুধু শালিখ লাখে লাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লাখপতি *বি* লক্ষ টাকার মালিক। *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯৩৭; 'কোন লাখপতি বোধ হয় এমন উন্মাদনার স্বাদ পায় না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯; 'তিনিই শেষ পর্যন্ত লাখপতি হইয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লাখেক *বিণ* এক লাখ (মুদ্রা)। 'মাথাত গুলাল ফুলে/ তোর নহে সে লাখেক মূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লাখরাজ [আ লা'খিরাজ] *বি* মুসলমানদের রাজস্বমুক্ত জমি। 'দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও মহোত্রাণ ও আয়মা ও লাখরাজ।' *ওসী*, ১৭৮২।

লাখেরাজ [আ লা'খিরাজ] *বি* রাজস্বমুক্ত জমি। 'রঘুনাথপুরের লাখেরাজ জমি।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

লাখেরাজদার [আ লা'খিরাজ+ফা দার] *বি* রাজস্বমুক্ত জমির মালিক। 'লাখেরাজদারেরা নানা আদালতে দীর্ঘকাল অথচ বহুব্যয়সাধ্য মোকদ্দমা না করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

লাগ[1] [স নগ্ন] *বিণ* উলঙ্গ। 'নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

লাগ[2] [স লগ্ন] **১** *বি* সঙ্গ। 'হারায়িলোঁ কাহ্নের লাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সন্ধান। 'লাগ পায়িলেঁ তাক বুলিহ কাকু করী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* নাগাল। 'হাথ বাড়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** সঙ্গী। 'আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লাগডাল *বি* নাগাল পাওয়া যায় এমন ডাল। 'আগডাল হইতে লাগডালে যায়।' *জসীম*, ১৯৬০।

লাগসই *বিণ* জুতসই। 'সেই নলের মুখে লাগসই করে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭; 'জুতাখানা আমার পায়েও বেশ লাগসই।' *জসীম*, ১৯৬০।

লাগত করা *ক্রি* চুক্তিতে আবাদ করা। 'জমিগুলো একটু ভালো লোক দেখে লাগত করে দাও।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

লাগা[1] [স লগ্ন>] **১** *ক্রি* পৌঁছানো। 'গাগা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **২** *ক্রি* প্রয়োজন হওয়া। 'কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* উপলব্ধ হওয়া। 'মোর কাজ তোহ্মাতে লাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* প্রবৃত্ত হওয়া। 'কাহ্ন মাহাদানী লাগিল বাদে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৫** *ক্রি* পড়া। 'বৈরি

হঞাঁ লাগিল এ রূপ যৌবন।' বড়ু, ১৪৫০। ৬ *ক্রি* আঘাত করা। 'তোক্ষার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।' বড়ু, ১৪৫০। ৭ *ক্রি* শুরু করা। 'বুলির্তেঁ লাগিলী বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।' বড়ু, ১৪৫০। ৮ *ক্রি* অনুভূত হওয়া। 'দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৯ *ক্রি* থাকা। 'বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ১০ *ক্রি* বাধা। 'দুই জনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ১১ *ক্রি* সরবরাহ করা; ব্যবস্থা করা। 'রথযাত্রা হবেক জানিয়া, সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ১২ *ক্রি* খরচ হওয়া। 'আমার লাগুক কড়ি তোর হউক যশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ১৩ *ক্রি* স্পর্শ করা। 'মুখ মেলে জেন দরী/ নখর আকৃতি ছুরি/ গোফ দুটা লাগ্যাছে শ্রবণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ১৪ *ক্রি* বন্ধ হওয়া। 'শরীর নগরে তান লাগিল ফটক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ১৫ *ক্রি* লেপা। 'শীতল চন্দন অঙ্গে বিলোপন/ হৃদে লাগাওসি আগে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ১৬ *ক্রি* আঘাত করা। 'রেণু-এক পুত্র-অঙ্গে যদি সে লাগএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ১৭ *ক্রি* ঘনীভূত হওয়া। 'আঁধার লাগা।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ১৮ *ক্রি* সংস্পর্শে আসা। 'রইদ লাগা।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ১৯ *ক্রি* দেওয়া। 'ধর্মের দোহাই লাগে এই নিবেদন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২০ *ক্রি* আরম্ভ হওয়া। 'হাট লাগিল বুঝি।' *কেরি*, ১৮০২। ২১ *ক্রি* থাকা। 'একটি সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২২ *ক্রি* ব্যস্ত হয়ে পড়া। 'আজকাল স্ত্রীলোকদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২৩ *ক্রি* ব্যয় হওয়া। 'পূজাহ্নিকে তাঁহার যত সময় লাগিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২৪ *ক্রি* ব্যথা অনুভব করা। 'পরতে গেলে লাগে, ছিঁড়তে গেলে বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ২৫ *ক্রি* মনে হওয়া। 'তোমার ফুলে যে রঙ ঘুমের মতো লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২৬ *ক্রি* স্মরণ থাকা। 'এই কথাটি রইবে লেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২৭ *ক্রি* ভিড়া। 'তরী লেগেছে কি ফের ঘাটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **লাগএ** ১ *ক্রি* লাগে। 'দেখিতে লাগএ সাদ কৃত্য হইল কার্য বাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* আঘাত করে। 'রেণু-এক পুত্র-অঙ্গে যদি সে লাগএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লাগাইল** *ক্রি* লাগালো। 'ছত্রপাট করি নাট লাগাইল আসি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **লাগাওসি** *ক্রি* লাগিয়ে দাও। 'শীতল চন্দন অঙ্গে বিলোপন/ হৃদে লাগাওসি আগে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লাগিআছে** *ক্রি* লেগেছে। 'সেই ছায়া লাগিআছে আকাশ উপর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লাগিছে** *ক্রি* লাগছে। 'বিচিত্র লাগিছে ঠামে ঠাম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লাগিল** ১ *ক্রি* প্রবৃত্ত হলো। 'কাহ্নু মাহাদানী লাগিল বাদে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* লাগলো। 'বৈরি হঞাঁ লাগিল এ রূপ যৌবন।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* ধরলো। 'তোক্ষার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* বন্ধ হলো। 'শরীর নগরে তান লাগিল ফটক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লাগিলা** *ক্রি* থাকলো। 'বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লাগিলী** *ক্রি* স্ত্রী লাগলো। 'বুলির্তেঁ লাগিলী বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।' বড়ু, ১৪৫০। **লাগিলুঁ** *ক্রি* শুরু করলো। 'সম্মুখে কোরান লৈয়া পড়িতে লাগিলুঁ।' *সুলতান*, ১৭০০। **লাগিলেক** *ক্রি* লাগলো। 'স্থানে স্থানে লাগিলেক কাঞ্চন রতন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লাগিলেন্ত** *ক্রি* শুরু করলো। 'ঝলকিতে লাগিলেন্ত অতি দীপ্তিমান।' *সুলতান*, ১৭০০। **লাগু** *ক্রি* লাগুক। 'তোর দুই তনে লাগু রসের হিলোল।' বড়ু, ১৪৫০। **লাগুক** *ক্রি* খরচ হোক। 'আমার লাগুক কড়ি তোর হউক যশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লাগূ** *ক্রি* লেগে রয়েছে। 'তিতল বসন তনু লাগূ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লাগে** ১ *ক্রি* মনে হয়। 'অদভুত লাগে তোর সুণিআঁ বচন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* প্রয়োজন হয়। 'কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* স্পর্শ করে; ছোঁয়। 'মোর কাজ তোক্ষাতে লাগে।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* শুরু করে। 'করুণা করিয়া নাগ কান্দিবার লাগে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৫ *ক্রি* দিই। 'ধর্মের দোহাই লাগে এই নিবেদন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লাগেলি** *ক্রি* লাগলো। 'গাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **লাগ্যাছে** *ক্রি* লেগেছে। 'মুখ মেলে জেন দরী/ নখর আকৃতি ছুরি/ গোফ দুটা লাগ্যাছে শ্রবণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লেগে থাকা ১ *ক্রি* জড়িয়ে থাকা। 'চোখে শুধু সুখের স্বপন লেগে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* ব্যতিব্যস্ত থাকা। 'অন্য-সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *ক্রি* যুক্ত থাকা। 'তোমার এখানেই আমি লেগে রইলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লেগে রহা *ক্রি* যুক্ত হয়ে থাকা। 'তখনই সে অমরত্ব লাভ করিয়া তোমার সহিত লাগিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লাগা² [স লগ্ন>] *বি* জামিন। 'সত্য কৈল পাপী একজন লাগা দিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

লাগাইত [আ লাগায়াত] *ক্রিবিণ* পর্যন্ত। 'কোন লাগাইত।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাগাএদ *অব্য* নাগাদ। '১০ কার্ত্তিক লাগাএদ ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লাগাৎ *ক্রিবিণ* পর্যন্ত; নাগাদ। 'শেষ লাগাৎ আযিম সর্দার আইসা না পড়লে ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লাগাদ *অব্য* পর্যন্ত। 'তৃতীয় দিবস লাগাদ।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

লাগায়দ *অব্য* নাগাদ। *ডানকান*, ১৭৮৪।

লাগাও [স লগ্ন] *বিণ* সংলগ্ন। *ভবানী*, ১৮২৩; 'সে ঘরটী বড় বাবুর বৈটকখানার লাগাও ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লাগাও ঘর *বি* মূলঘরের সঙ্গে লাগানো ঘর। 'জায়গা হলো বাড়ির ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লাগাও হওয়া *ক্রি* লেগে থাকা। 'গায়ে গায়ে লাগাও হয়ে একটা গর্ত'র মতো করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লাগাড় [স লগ্ন>] *বিণ* নিকটবর্তী; লাগোয়া। 'চর যে-গাঁয়ের লাগাড় হয়ে উঠবে, সেই গাঁয়ের মালিক পাবে।' *তারা*, ১৯৪০।

লাগাতার [হি লগাতার] *ক্রিবিণ* একটানা। 'লাগাতার দশ দিন থেকেও মেহমানরা ফিরে যাওয়ার কোন ভাবই দেখায় না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লাগানি [স লগ্ন>] *বি* কারো অনুপস্থিতিতে তার নামে অভিযোগ করা। 'রাজার ঠাঞি যাই বহু লাগানি করিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লাগানো [স লগ্ন>] ১ *ক্রি* নিযুক্ত করা। 'চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমার মতো অদরকারি লোককে যে দরকারে লাগাবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *ক্রি* যোগ করা। 'ফাঁকতালে দু'টি শূন্য লাগিয়েছিলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *ক্রি* কারও বিরুদ্ধে গোপনে কিছু বলা। 'মাস্টারমশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *ক্রি* সংযুক্ত করা। 'জামায় বোতাম লাগাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লাগাম [ফা] ১ *বি* ঘোড়ার বল্গা। 'হীরার লাগাম শোভে দোয়াল মুক্তার।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* ঘোড়া সাজা। 'সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* বন্ধন। 'এই অহং আপনার রাগদ্বেষের লাগাম এবং চাবুক নিয়ে আমাদের জীবনটাকে নিজের সুখদুঃখের সংকীর্ণ পথেই চালাতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *ক্রি* নিয়মে বেঁধে। 'আষ্টেপৃষ্ঠে লাগাম দিয়ে জুতে দিলে আমাকে

আপিসের কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

লাগাম-পরা *বিণ* পরাধীন। 'য়ুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লাগাল [ফা নাগাল] *বি* নাগাল। 'লাগাল পাইয়া দুই জনে ও তরোয়াল খসিয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাগালাগি [স লগ্ন>] **১** *বিণ* নিকটবর্তী। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বি* একের সম্বন্ধে অন্যের কাছে নেতিবাচক কথা বলার কাজ। 'ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি?' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বি* গোপন নালিশ। 'তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লাগি, লাগী [স লগ্ন>] **১** *ক্রিবিণ* লেগে। 'গঅণ টাকলি লাগি রে চিত্তা পইঠ পিবাণা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **২** *ক্রিবিণ* জন্যে। 'তোহ্মে লাগি ভৈল আজি শন দশ দিশে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এবেঁ মো তোহ্মাক লাগী ভৈলোঁ মাহাদানী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'নাম লাগি করিলেক এত কষ্ট কাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লাগিয়া, লাগিআঁ [স লগ্ন>] *ক্রিবিণ* কারণে; জন্য। 'নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোমার লাগিয়া হলু দানী।' *বড়ু*, ১৫৭০।

লাগেজ [ই] *বি* যাত্রীর মালপত্র। 'Gepeack অর্থ যা প্যাক করা যায়, অর্থাৎ লাগেজ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লাগোয়া [স লগ্ন>] *বিণ* সংলগ্ন। 'রান্নাবাড়ির লাগোয়া ছোট্ট ঘরখানাতে বসে কেবল বাটনা বেটেই চলেছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লাগ্যা [স লগ্ন>] *ক্রিবিণ* জন্য। 'কেন ধনি ভুল তুমি তোমা লাগ্যা দামী আমি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

লাঘড়া বাঘ *বি* নেকড়ে বাঘ। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

লাঘব [স] **১** *বি* হানি। 'আপনি হানি জে কুলক লাঘব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* পীড়ন। 'বিনা অপরাধে মোরে লাঘব করিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* ধ্বংস। 'নিশ্চয় মোহোর হাতে হইবা লাঘব।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বি* হ্রাস। 'গ্রন্থ ছাপানোর ব্যয়ের অত্যন্ত লাঘব হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩; 'গালি মেরে নাহি হয় মানের লাঘব।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৫** *বিণ* কম। 'যে প্রকার বেতন দিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত তদপেক্ষা অনেক লাঘব হইতে পারে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

লাঘবজনক [স] *বিণ* হীনম্মন্যতা সৃষ্টিকারী। 'পরাধীনতা যে যন্ত্রণাদায়ক ও লাঘবজনক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

লাঘবত [স] *ক্রিবিণ* কম করার জন্য। 'লাঘবত এক কালে আপনারদের ভূমির উপর চিরকালের নিমিত্ত অর্দ্ধ কর স্থাপন বিষয়ে স্বীকৃত হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

লাঘবতা [স] **১** *বি* ক্ষিপ্রতা। 'থৈকশিয়ালী আপন বড় লাঘবতায় দেখিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* অগৌরব। 'জাতির বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাঘবতা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

লাঙল, লাঙ্গল [স লাঙ্গল] *বি* জমি চাষ করার যন্ত্রবিশেষ। 'লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'আমার একগাছা লাঙল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

লাঙলজোতা *বিণ* লাঙলের সাথে যুক্ত। 'তারা লাঙলজোতা ষণ্ড দুটির কাছে ফিরে ফিরে আসে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

লাঙল ঠেলা *ক্রি* হালচাষ করা। 'আমি এই আট বছর বয়সে লাঙল ঠেলতে পারব?' *শওকত*, ১৯৫৮।

লাঙ্গল-দেয়া *বিণ* চাষ করা হয়েছে এমন। 'সরলচিত্তে লাঙ্গল-দেয়া মাঠে সে প্রস্রাব করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

লাঙস [ই] *বি* ফুসফুস। 'লাঙস আমাদের দু'জনেরই ভাল আছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাঙুল [স লাঙ্গুল] *বি* লেজ। 'সকলের উপরে একটি টেল কোট (লাঙুল-কোট)।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

লাঙ্ক [স লঙ্কা] *বি* লঙ্কা দেশ। 'নিয়ড্ডি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

লাঙ্গগণেশ [স নগ্নগণেশ] *বি* নগ্ন গণেশ। 'লাঙ্গগণেশ দেখি চোরা ভগবতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লাঙ্গট [স নগ্ন>] *বি* নগ্ন। 'জলেত গাম্ভিলী লাঙ্গট হআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লাঙ্গটা [স নগ্ন>] *বিণ* নগ্ন। 'সঙ্গে দানাঘটা ধাইল লাঙ্গটা মুতিয়া ভরিল কুতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লাঙ্গনি [স নগ্ন>] *বিণ স্ত্রী* ভ্রষ্টা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাঙ্গা¹ [স নগ্ন] **১** *বিণ* উলঙ্গ। 'সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। **২** *বিণ* উন্মুক্ত; খোলা। 'লাঙ্গা শমশের হাতে দিয়া ...।' *হোলতান*, ১৯২৩।

লাঙ্গাশির [স নগ্নশির] *বি* খালি মাথা। 'কাফেরের ঘেরা তলে লাঙ্গাশিরে যাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

লাঙ্গা² *বি* বিশেষ ধরনের কাপড়ে তৈরি। 'সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বস্ত্র ব্যবহার।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

লাঙ্গুড় [স লাঙ্গুল] *বি* লেজ। 'অন্তরীক্ষে লম্ফ দেয় আছাড়ে লাঙ্গুড়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লাঙ্গুল [স] *বি* লেজ। 'লাঙ্গুল গোঁপে গঁজিয়া অমনি কমনে ছুটিয়া পলায় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

লাঙ্গুলি [স লাঙ্গুল] *বি* লেজবিশিষ্ট জন্তু; বানর। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

লাচ [স লাস্য] *বি* নাচ। **লাচ করা** *ক্রি* নাচা। 'দুই বিটাতে শলা দিয়ে আজ বিবির লাচ করবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

লাচন *বি* নৃত্য; নাচন। 'আজ লাচনের লেগেছে গাঁদি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

লাচা [স লাস্য>] *ক্রি* নাচ করা। 'হাস্যা লেচ্যা দুটী ভাই যান সেই পথে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লাচাড়ি, লাচারি¹ [স নৃত্য>] *বি* পয়ার ছন্দ। 'তপস্যাপ্রসঙ্গে লাচাড়ি গাব গীত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ছিকলির ছন্দে পয়ার মধ্যে লাচারি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লাচার [আ লা+ফা চারহ্] *বিণ* নিরুপায়। 'লাচারে চলিল নবী নামাজ খাতের।' *গরীব*, ১৭৬৫।

লাচারি [আ লা+ফা চারহ্] *বি* সহায়হীনতা। 'এ শন বড় লাচারিতে পড়িয়াছি।' *কেরি*, ১৮০২।

লাচারি² *দ্র* **লাচার**

লাছা *ক্রি* স্থাপন করা। **লাছিল** *ক্রি* রাখলো। 'পত্র লাছিল সারি সারি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লাজ¹ [স লজ্জা>] *বি* লজ্জা। 'তোর বাপ মাঅ লাজ নাহি তাঅ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লাজ খাওয়া *ক্রি* লজ্জা ভোলা। 'পথে তার দেখা পেয়ে, আপনার লাজ খেয়ে ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

লাজদৃষ্টি [স লজ্জাদৃষ্টি] *বি* লজ্জাযুক্ত চাহনি। 'চোখে চোখে লাজদৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লাজ ধরা *ক্রি* লজ্জা ধারণ করে। 'দেখিয়া চমরী মনে লাজধরি।' *ভবানী*, ১৮২৭।

লাজখিয়া *ক্রিবিণ* লজ্জা পেয়ে। 'নাসিকা দেখিয়া, নিজ লাজখিয়া, তিলপুষ্প গেল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লাজনম্র [স লজ্জানম্র] *বিণ* লজ্জায় অবনত। 'জান্নাতী ফেরেশতা সেও লাজনম্র দেখিয়া তোমারে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬; 'হাতে চুড়ির রিনিঠিনি, লাজনম্র মুখখানি, প্রতি অঙ্গের সোচ্চার পূর্ণতাই তার সৌন্দর্য।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

লাজনম্রতা [স লজ্জানম্রতা] *বি* লজ্জায় নতমুখী অবস্থা। 'কণ্ঠ যে আমার লাজনম্রতায় রুদ্ধপ্রায়।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

লাজবাঁধ [স লজ্জাবন্ধন] *বি* লজ্জার বাঁধন। 'লাজবাঁধ কে ভাঙিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

লাজবাসা *বি* লজ্জাবোধ। 'এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভয়বাসা বলতে বোঝাত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লাজবীজ খাওয়া *ক্রি* অত্যন্ত নির্লজ্জ হওয়া। 'তবু কহি লাজবীজ খাইএগ্রা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লাজময়ী [স লজ্জাময়ী] *বি স্ত্রী* লাজুক। 'জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

লাজমান [স লজ্জমান] *বি* লজ্জা ও মানসম্মানবোধ। 'লাজমান মজনু সকল হারাইল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লাজমুক্ত [স লজ্জামুক্ত] *বিণ* লজ্জা নেই এমন। 'লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

লাজরক্ত [স লজ্জারক্ত] *বিণ* লজ্জায় লাল হয়ে আছে এমন। 'এসো গো হৃদয়ে এসো, ঝুরিছে হেথায় লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'লাজ রক্ত হয় কন্যা দেখে যার মুখের আদল।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

লাজলজ্জা *বি* সমূহ লজ্জা। 'আমার রইল না লাজলজ্জা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লাজ লাগা *ক্রি* লজ্জা পাওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাজলেশ *বি* লজ্জার অবশেষ। 'এইটুকু লাজলেশ আপনারে আধখানি ঢাকিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লাজশীলা [স লজ্জাশীলা] *বিণ স্ত্রী* লাজুক। 'লাজশীলা লীলাবতী-চুচুক-চুম্বিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

লাজ-শোণিমা *বিণ* লজ্জায় লাল। 'শিথিল বসনার ফুল্ল কপোলে লাজ-শোণিমা বিদীর্ণপ্রায় দাড়িম্বের মতো ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

লাজ হরা *ক্রি* লজ্জা হরণ করা। 'মা-বোনদের হরেছে লাজ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লাজহাসি [স লজ্জা-হাস্য] *বি* লাজুক হাসি। 'অধরে লাজহাসি সাজিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

লাজহীনা [স লজ্জাহীনা] *বিণ স্ত্রী* লজ্জা নেই এমন। 'আসুক বিমল উষা মানবভবনে, লাজহীনা পবিত্রতা – শুভ্র বিবসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

লাজ[2] [স] *বি* খই। 'বন্দিআ রোহিণী সোম লাজহোনি কৈলা হোম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লাজাঞ্জলি [স] *বি* খইয়ের অঞ্জলি। 'দোঁহাকার মাথে ফুলদল-সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লা-জওয়াব [আ] *বিণ* নির্বাক। 'এমন বেদরদ লা-জওয়াব যার স্ত্রী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লাজা [স লজ্জা>] *ক্রি* লজ্জিত হওয়া। **লাজাই** *ক্রি* লজ্জা পাই। 'কহীতে লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লাজে** *ক্রি* লজ্জা হয়। 'সকল গর্ব লাজে যেন সদা লাজে গো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লাজানো *ক্রি* লজ্জা দেওয়া বা পাওয়ানো। 'কাছে কেন লাজে লাজানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

লাজুক [স লজ্জা>] *বিণ* লজ্জাশীল। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'এদের বংশটা তেমন বেশি লাজুক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লাজুকতা *বি* লজ্জাশীলতা। 'লাজুক প্রকৃতির মানুষে যে-লাজুকতা *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

লাজুকী [স লজ্জা>] *বি* লজ্জাশীলতা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

লাজেম [আ] *বি* অবশ্যম্ভাবী। 'লাজেম হইল খুন আরবের লোকে।' *গরীব* ১৭৬৫।

লাজেমী *বিণ* আবশ্যক। 'কিছু করণীয় লাজেমী বা বাধ্যতামূলক *শওকত*, ১৯৪৬।

লাঞ্চ [ই] *বি* দুপুরের খাবার। 'দেড়টার সময় আমাদের লাঞ্চ খাওয় সমাপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

লাঞ্ছন [স] **১** *বি* কলঙ্ক। 'কাল লাঞ্ছন কোলে ধরে শশধরে।' *বড়ু* ১৪৫০। **২** *বি* চিহ্ন। 'রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত উজ্জ্ব বেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লাঞ্ছনা [স] **১** *বি* অপমান। 'যুবকে পাইল যদি অনেক লাঞ্ছনা *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* ভর্ৎসনা। 'এমত লাঞ্ছনা করিলেক ে উৎপাতের আন্দাস করিতেছে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

লাঞ্ছনাবিদ্ধ [স] *বিণ* লাঞ্ছিত। 'আমরা দেখতে পাই দুঃখদা লাঞ্ছনাবিদ্ধ পতিপ্রেমের ক্রমবিকাশ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

লাঞ্ছিত[1] [স] **১** *বিণ* লাঞ্ছিত। 'হেনমতে চামর লাঞ্ছিত।' *আলাওল* ১৬৮০। **২** *বিণ* প্রত্যাখ্যাত। 'লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে মুদ্রিত পদ্মের কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* অপমানিত। 'যার যা আছে তার তাই থাক, আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৪ *বিণ* তিরস্কৃত। 'স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত এবং মহাজনের কাছে ঋণ হয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

লাঞ্ছিতা [স] *বি স্ত্রী* নির্যাতিতা যে। 'আমরা শুনেছি লাঞ্ছিতার ে পথবিলাপ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

লাঞ্ছিত[2] [স] *বি* চিত্রকলার একটি অবস্থা। 'ধৌত বিঘট্টিত লাঞ্ছিত রঞ্জিত এই চার অবস্থা হল চিত্রের।' *অবন*, ১৯২৫।

লাট[1] *বি* ঘটা। 'কুটিল কটাখ লাট পড়ি গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লাট খাওয়া *ক্রি* পাক খাওয়া। 'আমাদের মন বিলেতি ভাবে আকাশে ঘুড়ির মত খানিকটা উঠে লাট খাচ্ছে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

লাট হওয়া *বি* ফতুর হওয়া। 'অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীও ঠিক এ রকম কারণেই লাট হয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাটের গুরু *বি* প্রধান হোতা। 'লাটের গুরু হয় লালচ মহাশয়

লালন, ১৮৯০।

লাট[2] [নাট] *বি* নাটক; লীলাবিলাস। 'দিবা নিশি কত দেখ্যাচি লাট।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লাট[3] [ই লট] ১ *বি* গুচ্ছ; বোঝা। *ক্যালগে*, ১৭৯৬। ২ *বি* লট। 'প্রতি লাট পাচ সিন্দুক হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৮০১। ৩ *বি* পাওনাদারের অর্থ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি। 'অনেক লাট ফেরাফিরি হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* রাজস্ব। 'লাটের দিন খাজনা হয় না আর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৫ *বি* নিলাম। 'জমিদারি লাটে তুলিবামাত্র সকল গোল মিটিয়া যায়।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

লাটচোর *বি* বড়ো চোর। 'গুর্জরের অনিদ্রা, গান্ধাররাজরূপ গন্ধহস্তীর পিণ্ডজ্বর, লাটচোরের উপর বাটপাড়।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

লাটবন্দি, লাটবন্দী [ই লট+ফা বন্দি] ১ *বিণ* বোঝাই; পূর্ণ বোঝাই। 'লাটবন্দী।' *ক্যালগে*, ১৮০০; 'লাটবন্দি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* বাকি খাজনার দায়ে নিলামে বিক্রয়ের জন্য তালিকাভুক্ত। 'জমীদারীসকল লাটবন্দী হইয়া একেবারে নীলাম হইয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

লাটহায় *বিণ* লাটসমূহ। 'তাহারদিগের খরিদা লাট কিম্বা লাটহায় পুনরায় নিলামে বিক্রি হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৮০১।

লাট[4] [ই লর্ড] *বি* (ব্রিটিশ শাসনামলে) প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা; গভর্নর। 'লাট সাহেব কি নীলের ভাগ নিতি পারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'আজকাল আমার পত্র-ব্যবহার স্বয়ং লাট বাহাদুরের সঙ্গে হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২৭।

লাটগিরি *বি* লাটের দায়িত্ব পালন। 'এক-এক করে তিন-চারটি বছর লাটগিরি করলেন।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

লাট-দরবার *বি* রাজসভা। 'তোমরা সকলে লাট-দরবারে ঢুকতে চাচ্ছ।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

লাটবেলাট *বি* সাহেবসুলভ ব্যক্তি কেউকেটা। 'দেশে ফিরেছে কোনো একটা লাট-বেলাটের ভাব নিয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮; 'হয়তো কোনো লাটবেলাট এখন!' *মনোজ*, ১৯৬১।

লাটমেজাজী *বিণ* লাটসাহেবের মতো মেজাজবিশিষ্ট; কড়ামেজাজি। 'আমরা হব লাটমেজাজী তোমরা হবে কিপটে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

লাটসাহেব ১ *বি* গভর্নর। 'শুনেছি যে লাটসাহেব তারে নাকি বড় ভালবাসেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* হর্তাকর্তা; বিধাতাস্বরূপ। 'তোমার দেওরটিই কোন লাটসাহেব মেজবৌ?' *শরৎ*, ১৯১৬।

লাট পাট [ধ্বন্যা] *বি* ছটফট। 'জলের হিল্লোলে দুহে করে লাট পাট।' *রামাই*, ১৭১০।

লাটরি, লাটরী [ই] *বি* লটারি। 'মোকাম কলিকাতার ২৭ বারের লাটরি যে হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'কলিকাতার ২৬ লাটরী।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লাটা *বি* মাছবিশেষ। 'বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

লাটাই [স লট্ট] *বি* যাতে ঘুড়ির সুতা জড়ানো থাকে। 'ছিপ ঘুড়ি লাটাই নির্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লাটাইয়া [স নষ্ট>] *ক্রিবিণ* শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে; নির্জীব হয়ে। 'অন্ন বিনু পিতামাতা মরিল লাটাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

লাটাক *বিণ* পলাতক। 'পূজি লইয়া লাটাক চণ্ডাল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লাটি, লাটী [স যষ্টি] *বি* বাঁশের লাঠি। 'ধনুক কামান লাটী ফৈজে ফৈজে দেখে অদভুত।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'লাটির বদলে লাটি ধরিতে পারেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৭।

লাটিয়াল [স যষ্টি>] *বি* লাঠিয়াল; লাঠি দিয়ে মারামারিতে দক্ষ ব্যক্তি। 'টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লাটিন [ই] *বি* ল্যাটিন ভাষা। 'আমি লাটিন অভ্যাস করিলাম তিন বৎসর।' *কেরী*, ১৮০১।

লাটিম [স লট্ট] *বি* লাট্টু; লোহার শলাযুক্ত কাঠের প্রায় গোলাকার খেলনা, যা ছোটো রশির মাধ্যমে মাটিতে ঘুরানো যায়। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বিদ্যেটা নিয়ে লাটিম ঘোরাতে, বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে শিখেছি হাজার ছুতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লাঠিম [স লট্ট] *বি* লাটিম; খেলনাবিশেষ। 'লাঠিম ছুরি ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লাটিরি [ই] *বি* লটারি। 'একাংশ এক বৎসরের নিমিত্ত মাজিস্ত্রেট বা লাটিরি কমিটি সাহেবেরদিগকে দেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

লাটুদার [হি লাট্টুদার] *বিণ* কুণ্ডুলি পাকানো। 'লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া ... বিড়া জড়াইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

লাট্টু [স লট্ট] *বি* লাটিম। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'লাট্টু, ঘুড়ডী, কৃকেট ও পায়রা পড়ে রইলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লাঠাই [স লট্ট] *বি* ঘুড়ির সুতা পেঁচিয়ে রাখার দণ্ড বিশেষ; লাটাই। 'কর্তব্যের লাঠাইয়ে বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'লাঠাইয়ের সুতোয় মাখাচ্ছে আঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লাঠানো [স যষ্টি>] *ক্রি* লাঠি দিয়ে পেটানো। 'খালি সুদ খেয়েছেন, আর রায়েত লাঠিয়ে জমি কেড়ে নিয়েছেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

লাঠালাঠি [স যষ্টি>] ১ *বি* ঘোরতর বিবাদ। 'লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* লাঠি দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করা। 'বিস্তর লাঠালাঠি মারামারি হয়।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

লাঠালাঠি করা *ক্রি* তুমুল ঝগড়া করা। 'উভয়ে সর্বদা লাঠালাঠি করিতেন, মোটেই তা নয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

লাঠি, লাঠী [স যষ্টি] *বি* যষ্টি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এক ভাল লাঠীর আঘাতের দ্বারা, তাহার ভ্রান্তি দূর হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

লাঠিআল *বি* লাঠি দিয়ে লড়াই করে যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লাঠিআলি *বি* লাঠি দিয়ে লড়াই করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লাঠি খাওয়া *ক্রি* লাঠি দ্বারা প্রহৃত হওয়া। 'ব্রজেশ্বরের দ্বারবানেরা একদিন তাহার লাঠি খাইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

লাঠিখেলা *বি* লাঠিচালনার দক্ষতাবিষয়ক খেলা। 'গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

লাঠিগাছ *বি* লাঠিখানা। 'সোনাবাঁধানো হাতির দাঁতের লাঠিগাছটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

লাঠিচাটি *বি* লোকক্রীড়াবিশেষ। 'লাঠিচাটিতে প্রথম হয়েছেন কায়সার বেগম।' *বেগম*, ১৯৬৮।

লাঠিচার্জ [লাঠি+ই চার্জ] *বি* (পুলিশের) লাঠি চালনা। 'এবার লাঠিচার্জ হবে।' *মানিক*, ১৯৪৭।

লাঠিচালনা *বি* লাঠিপেটা; লাঠিচার্জ। 'মিছিলের ওপর বেপরোয়া লাঠিচালনায় সরকারী পুলিশ এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করেনি।' *বেগম*, ১৯৫৩।

লাঠিদাঙ্গা [লাঠি+ফা জঙ্গ] *বি* লাঠি দিয়ে মারামারি। 'এখন তুমি গেরেপ্তারি লাঠিদাঙ্গা ফোর্জ্জ চলবে না।' *হুতোম,* ১৮৬১।

লাঠিধারী *বিণ* লাঠি হাতে রয়েছে এমন। 'চারজন লাঠিধারী লোক।' *মনসুর,* ১৯৫৫।

লাঠিপেটা *বি* লাঠি দিয়ে আঘাত। 'উপস্থিত লোকদিগকে লাঠিপেটা করার জন্য কেহ সভা ডাকে না।' *আজাদ,* ১৯৭০।

লাঠিবাজি [লাঠি+ফা বাজি] *বি* লাঠি নিয়ে মারামারি। 'তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারে।' *বঙ্কিম,* ১৮৮২।

লাঠিয়ারা [লাঠি+হি ওয়ালা>] *বি* লাঠিয়াল। 'কএক জন লাঠিয়ারা ও অস্ত্রধারি ব্যক্তি শ্রীনাথ রায়কে ধরিয়া প্রহার করিয়াছে।' *দর্পণ,* ১৮৪০।

লাঠিয়াল, লাঠীয়াল *বি* লাঠি বহনকারী যোদ্ধা। 'রাগান্ধ হইয়া লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়া ...।' *দর্পণ,* ১৮২১; 'কুঠিয়ালের লাঠিয়ালের ভয়ে ... ব্যবসায় করিতে পারেন না।' *প্রভাকর,* ১৮৫৮।

লাঠিয়ালি, লাঠিয়ালী ১ *বি* লাঠিয়াল বৃত্তি। 'কেবল লাঠিয়ালি করিয়াই বাঁচাইতে হইবে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫। **২** *বিণ* লাঠিয়ালের। 'লোকটা লাঠিয়ালী কায়দায় পাঁয়তারা করিয়া ...।' *মনসুর,* ১৯৫৫।

লাঠিসোঁটা *বি* লাঠি ও অনুরূপ হাতিয়ার। লাঠিসোঁটা হাতে করিয়া কাছে।' *শরৎ,* ১৯১৭; 'লাঠিসোঁটা হাতে এতগুলি লোক।' *শরৎ,* ১৯১৮; 'এরা লাঠি-সোঁটা নিয়ে যে তাকে তাড়া করবেই।' *নজরুল,* ১৯২৭।

লাঠ্যাঘাত [লাঠি+স আঘাত] *বি* লাঠির প্রহার; (এখানে) সমালোচনা। 'মহাকবি-প্রসিদ্ধিতে এমন একটা প্রচণ্ড লাঠ্যাঘাত।' *নজরুল,* ১৯১৯।

লাড[1] [ই লট] *বি* বোঝা। 'তাষা ৪০ মোন এক লাড়ে।' *মেয়ের্স,* ১৭৫৬।

লাড[2] [ই লর্ড] *বি* বিশপের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক শব্দ; প্রভু। 'শ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব।' *জ্ঞানান্বেষণ,* ১৮৩৭।

লাড্ডু *বি* গোলাকার মিষ্ট খাদ্যদ্রব্যবিশেষ; নাড়ু। 'স্টেশনে স্টেশনে অবশ্য লাড্ডু পাওয়া যায়।' *প্রমথ,* ১৯২৩।

লাড়কা [হি] *বি* ছেলে। 'লাড়কার কাপড় মেরা নাহিক সাবিদ।' *গরীব,* ১৭৬৫।

লাড়লি *বিণ* প্রিয়া। 'লাড়লি লতিকা কী ফল কাটি।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

লাড়া[1] [স লড়্>] *ক্রি* নড়ানো। **লাড়এ** *ক্রি* নাড়ায়। 'নির্মল দর্পণ যদি সতত লাড়এ।' *আলাওল,* ১৬৮০। **লাড়ে** *ক্রি* নাড়ে। 'দন্তহিন বড়াই সগন মুখ লাড়ে।' *মালাধর,* ১৫০০।

লাড়া দেওয়া *ক্রি* ঝাঁকুনি দেওয়া। 'সত্তরে কেডুল বাহে বাহু লাড়া দিআ।' *মালাধর,* ১৫০০।

লাড়া[2] *বি* শিষ ছাড়ানো ধানগাছের মরে যাওয়া কাণ্ড। 'ভুঁই এর লাড়া ছিড়ে নিয়ে আয়, ঐ খাক শালা।' *হাসান,* ১৯৬০।

লাড়িকা [স মল্লিকা] *বি* মল্লিকা। 'কাঠ লাড়িকা সাজে কড়য়ি আড়য়ি রাজে।' *বড়ু,* ১৪৫০।

লাড়ু[1] [স লড্ডু] *বি* গোলাকার মিষ্টদ্রব্যবিশেষ। 'মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকার।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

লাড়ুকোটা *বি* নাড়ু তৈরি। 'সেখানে লাড়ুকোটা প্রভৃতি উপলক্ষে মেয়েদের কলকোলাহলে তারও অল্প কিছু অংশ ছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৯।

লাড়ু[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'যজ্ঞেশ্বর লাড়ু।' *সেবা* ১৮৪০।

লাড়ুদার *বি* পোশাকবিশেষ। 'চাপকান পাজামা, পাপোষ, পাপ আমামা, লাড়ুদার, মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি।' *ভবানী,* ১৮২৫

লাণ্টন [ই ল্যান্টার্ন] *বি* বাতি; লণ্ঠন। *ওসাঁ,* ১৭৮৫; 'ঝাড় ও লাণ্ঠন দেওয়ালগিরি প্রভৃতি।' *দর্পণ,* ১৮২২।

লাতি *বি* নাতি। 'ইনি তাঁর লাতি – ছেলের ছেলে।' *তারা,* ১৯৪০।

লাতিন *বি* নাতনি। 'বিয়ে তো করবি, খেতে দিতে পারবি আম লাতিনকে?' *হাসান,* ১৯৬৩।

লাথ [হি লাত] *বি* লাথি। 'এয়ছা ছুটে তেরা মুখে মারি লাথ।' *গরী* ১৭৬৫।

লাথানো [হি লাত>] *ক্রি* লাথি মারা। 'দিনরাত তাকে লাথি লাথিয়ে একাকার করেন।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

লাথালাথি [হি লাত>] *বি* পরস্পর পদাঘাত। 'ঘোড়া দোন লাথাল করে সেইখানে।' *গরীব,* ১৭৬৫।

লাথালোথা [হি লাত>] *বি* লাথালাথি। 'লাথালোথা চড় চাপড় ধা ধোকা মেরে।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

লাথি, লাথী [হি লাত>] *বি* পদাঘাত; পা দিয়া আঘাত করা। 'লাথি খ বলাএর গলাচাপি ধরে।' *মালাধর,* ১৫০০; 'কেনই বা বিনাপরা লাথী, কীল, চড় মারে।' *মশাররফ,* ১৮৯০।

লাথি-খাওয়া *বিণ* অত্যাচার সহ্য করে এমন। 'পথের সে লাথি খাওয়া ভিখারির সম।' *নজরুল,* ১৯২৩।

লাথিখোর *বিণ* যে লাথি খায়। *বিদ্যা,* ১৮৯১।

লাথিগুতা *বি* নির্যাতন। 'যাইয়া বউদের লাথিগুতা খাই।' *জসী* ১৯৬৪।

লাথি ঝাঁটা মারা *ক্রি* বিভিন্ন উপায়ে তীব্র অপমান করা। 'সাহেব প্রকাশ্যভাবে আমাদের সহস্রবার ক'রে লাথি ঝাঁটা মারে তবু ... *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

লাদা [হি লাদ] *বিণ* বেশি। 'পিক ফালাইবেন লাদা লাদা।' *অবন,* ১৯১

লাদাই *বি* বোঝাই। 'যে জাহাজে কাঁচা তামাক লাদাই করা হয়েছে মুজতবা, ১৯৫২।

লাদি [হি] *বি* ছাগলের বিষ্ঠা। 'ছাগলের লাদি।' *মানোএল,* ১৭৪৩

লানত, লানৎ [আ] **১** *বি* অভিশাপ; ধিক্কার। 'লানত গলায় গোলাম ও সালাম করে জুলুমবাজে।' *নজরুল,* ১৯২২; 'ব্যতিক্রমে বানু মস্তকে নামুক লানৎ।' *মাহমুদ,* ১৯৬৬। **২** *বি* অপমান। 'চৌ বাড়ির কাজে লানত। দিকদারি।' *কায়সার,* ১৯৬২।

লান্সনায়ক [ই লান্স+আ নায়েক] *বি* সৈন্যবিভাগে সিপাহিদের নেত 'আমাকে ... লান্সনায়কের পদে উন্নীত করা হবে।' *নজরুল,* ১৯২

লাপ [স লম্ফ] *বি* লাফ। 'বাবু ... গাড়ি থেকে লাপিয়ে পড়ে দরোয়ানে কাছে উপস্থিত হলেন।' *হুতোম,* ১৮৬১।

লাপঝাঁপ [স লম্ফ+স ঝম্প] *বি* আস্ফালন। 'দেই কো লাপঝাঁপ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

লা-পরওয়া [আ লা+ফা পরোয়া] *বিণ* চিন্তা-ভাবনা নেই এমন। 'বাহি যতই লা-পরওয়া ভাব দেখাক না।' *নজরুল,* ১৯২২।

লাপসি [স লপ্সিকা] *বি* জাউ-ভাত, ডাটা ইত্যাদির মণ্ডবিশেষ। 'বুড়ো ডাটা-ঘাটা লাপসি শোভন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লাফ [স লম্ফ] *বি* লম্ফ। 'লাফ দিয়া হনুমান পাঁচিরে চড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

লাফ দিয়ে বাড়া *ক্রি* দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়া। 'দেশের জনসংখ্যা লাফ দিয়ে বাড়ছে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

লাফ-মারা *বিণ* কিছু ডিঙানোর উদ্দেশ্যে লাফানো। 'ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ডল রেস খেলে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লাফাওন [স লম্ফ] *বি* লাফানো। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

লাফানি [স লম্ফ>] *বি* ছটফটানি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লাফালাফ *বি* লাফালাফি; আস্ফালন। 'স্ত্রী স্বাধীনতার কথা নিয়ে, করবে লাফালাফ।' অমৃত, ১৯০০।

লাফালাফি ১ *ক্রি* লাফঝাঁপ। 'জনমিআ মণ্ডুক জলে লাফালাফি জাএ।' *রামাই*, ১৭১০। ২ *বি* দম্ভপ্রকাশক আস্ফালন। 'লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* চঞ্চলতা। 'মন তোমার লাফালাফি/ সেরূপ দেখা যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

লাফে লাফে ১ *ক্রিবিণ* ক্রমাগত লাফিয়ে। 'লাফে লাফে সুগ্রিব আসি কটকে মেলিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'মীরপুরের চাঞ্চল্য লাফে লাফে বাড়িয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লাফরা *বি* চচ্চড়ি। 'প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। দ্র **লাবড়া**

লাফানো [স লম্ফ>] *ক্রি* লাফ দেওয়া। 'তাহার সম্মুখে লাফাইতে লাগিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

লাফিয়ে ওঠা *ক্রি* উদিত হওয়া। 'একটা কথা যখন মনের অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ লাফাইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লাফিয়ে পড়া *ক্রি* ঝাঁপ দেওয়া। 'নদীর উচ্চপাড় হইতে লাফাইয়া পড়ুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লাবড়া *বি* কয়েকরকম সবজির মিশ্রণে প্রস্তুত ব্যঞ্জন। 'ছেঁচকি – ছোকা – ছক্ক – চচ্চড়ি – লাবড়া।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লাবড়া বেটা *বি* জারজ পুত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাবণি, লাবণী [স লাবণ্য] ১ *বি* সৌন্দর্য। 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বাহিয়া যায়।' *গোবিন্দ*, ১৬০০; 'চাঁদের লাবণীতে যে বৈচিত্র্যময় রূপশিখার বিকাশ হইয়া থাকে।' *হাই*, ১৯৫৪। ২ *বিণ* লবণ-নির্ভর। 'সম্রাটের সৈনিকেরা যে সব লাবণি, লবণরাশি খাবে জেগে উঠে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

লাবণ্য [স] ১ *বি* সৌন্দর্য। 'তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মাধুর্য। 'একী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* কাব্যের আঙ্গিক সৌন্দর্য। 'কোন কোন কারণ এবং প্রক্রিয়ার ফলে কাব্যদেহে এই ... লাবণ্য সঞ্চারিত হয় ...।' *শিব*, ১৯৭১।

লাবণ্য ফুটানো *ক্রি* সৌন্দর্য বিস্তার করা। 'লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লাবণ্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* লাবণ্যময়ী; সুন্দরী। 'লাবণ্যবতীর স্নেহ স্বভাবতই মানুষ একটু বেশি পছন্দ করে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লাবণ্যবিলাস [স] *বি* সৌন্দর্যলীলা। 'রহস্যনিবিড় বসন্তের লাবণ্যবিলাসে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

লাবণ্যভরা *বিণ* অতি কোমল। 'এমন ... লাবণ্যভরা বালকে পরিণত হইল কবে?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লাবণ্যমণ্ডিত [স] *বিণ* শোভাপূর্ণ। 'আমাদের মুখ লাবণ্যমণ্ডিত হবে না।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

লাবণ্যময় [স] *বিণ* মাধুর্যপূর্ণ। 'অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলির বিবাদটিও সান্ত্বনাময় লাবণ্যময় হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লাবণ্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* মাধুর্যমণ্ডিতা। 'লাবণ্যময়ী এবং ঘটোগ্নী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লাবণ্যযুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* মাধুর্যমণ্ডিত। 'গৃহস্থ ঘরের থেকে সুলক্ষণা লাবণ্যযুক্তা বধূ আনল সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাবণ্যরহিত [স] *বিণ* শ্রীহীন; সৌন্দর্যহীন। 'নিজের স্বাস্থ্যহীন লাবণ্যরহিত শরীরের ছায়াটিকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলো না।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

লাবণ্যলক্ষ্মী [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ লক্ষ্মী। 'সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

লাবণ্য-সলিল [স] *বিণ* রূপরস পূর্ণ। 'লাবণ্য-সলিলে হের অঙ্গ ঢল ঢল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লাবণ্যহিল্লোল [স] *বি* সৌন্দর্যের ঢেউ। 'দেহ ভরে তোলে লাবণ্যহিল্লোলে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

লাবণ্যামৃত স্নান [স] *বি* (তন্ত্র) সহজিয়া বৈষ্ণবদের গুহ্য ক্রিয়াবিশেষ। 'লাবণ্যামৃত স্নান কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

লাবণী *বিণ স্ত্রী* লাবণ্যময়ী। 'এমন শীতল এমন কোমল এত লাবণী হলো।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

লাবনি [স লাবণ্য] *বিণ* মাধুর্য। 'তনুর লাবনি হেম মৃণালের কুণ্ড।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লাবন্য [স লাবণ্য] *বি* লাবণ্য; সৌন্দর্য। 'শুভধনি কৃষ্ণরূপলাবন্য দেখিআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

লাবা *বি* খই। 'লাবা বিথরল বেলিক ফুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লাভ[1] [স] ১ *বি* সুযোগ-সুবিধা। 'কি না লাভ লোভে কাহ্নাঞি না চিহ্ন এখন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রাপ্তি। 'শিখা-সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ভাবের উপরে ভাবের বসতি তাহার উপর লাভ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৩ *বি* আয়। 'কাহারো২ লাভ হয় ও কাহারো২ সর্ব্বনাশ হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৪ *বিণ* সার্থকতা। 'জীবনেও লাভ, জীবন অন্তেও লাভ।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

লাভকর [স] *বিণ* লাভজনক। 'ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লাভকরতা [স] *বি* উপযোগিতা। 'উদ্যানের রমণীয়তা ও লাভকরতা, উভয় ধর্মই বিলক্ষণ ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

লাভ করা *ক্রি* অর্জন করা। 'হাতে পাইলেই যে পাওয়া তাহা পাওয়া নহে; লাভ করা অত সহজ ব্যাপার নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লাভক্ষতি [স] *বি* লাভ ও লোকসান। 'লাভক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লাভজনক [স] *বিণ* লাভ হয় এমন। 'ভিক্ষা করার মতো ইহা লাভজনক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

লাভবান [স] *বি* লাভের অধিকারী। 'নীলকরেরা নীলের চাষে লাভবান।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

লাভভাব [স] *বি* সুবিধা। 'পড়াশুনার দরুন কিছুই লাভভাব হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লাভলিপ্সু [স] *বিণ* মুনাফালোভী। 'লাভলিপ্সু মালিকদের অপরাধে এই সংখ্যাবহুল দরিদ্র অকৃষক পরিবারগুলির মৃত্যুদণ্ড বিহিত হওয়া উচিত নয়।' *সওগাত*, ১৯৪৬।

লাভ লোকসান [স লাভ+আ নুকসান] *বি* মুনাফা ও ক্ষতি। 'লাভ লোকসানের রকম বিনা সারটীপিকট কাগজ আমানত দিতে হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

লাভাংশ [স] *বি* লভ্যাংশ। 'জমীদারেরাই ভূমির উৎপন্নের লাভাংশ ভোগ করিয়া থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

লাভাকাঙ্ক্ষি [স লাভাকাঙ্ক্ষী] *বিণ* লাভ করতে ইচ্ছুক। 'তিনি ইহার লাভাকাঙ্ক্ষি নহেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

লাভাঙ্ক [স] *বি* লাভের অঙ্ক। 'আপনাদিগের লাভাঙ্ক গণনা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

লাভান্তে [স] *ক্রিবিণ* লাভ করার প্রয়োজনে। 'জ্ঞান লাভান্তে, বোধ হয় জননীর স্নেহ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

লাভালাভ [স লাভ>] *বি* লাভ ও ক্ষতি। 'এখানে বিক্রী হইলে ফের সে টাকা পাঠান জায় লাভালাভও বুঝা জায়।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯১।

লাভেঁ *ক্রিবিণ* লাভে। 'ঝাঁট যবেঁ হাটক জাইএ তবেঁ লাভেঁ পসার বিচিএ।' বড়ু, ১৪৫০।

লাভে মূলে, লাভেঁ মূলেঁ ১ *ক্রিবিণ* লাভেমূলে; সুদে-আসলে। 'লাভেঁ মূলেঁ বিত্ত দানকে নাটে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* প্রতিদানে। 'আরে কোটালিয়া গুন খাইয়া আমার নোন লাভে মূলে দিলা তার শোধ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লাভোদ্দেশ [স] *বি* অর্জন করার স্পৃহা। 'স্বতন্ত্রতা লাভোদ্দেশে রাজ প্রতিকূলে সমুত্থান করিয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

লাভ[২] [ই] *বি* প্রেম। 'ফ্লার্ট এবং হয়তো লাভ করা তাঁদের দিনকৃত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

লাভ-অ্যাফেয়ার [ই] *বি* ভালোবাসার সম্পর্ক। 'জীবনে একমাত্র লাভ-অ্যাফেয়ার স্ত্রীর সঙ্গে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লাভার [ই] *বি* প্রেমিক/ প্রেমিকা। 'কোথায় আর পাব, লাভার এসে দিয়ে যায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

লাভা [ই] *বি* আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যে গলিত প্রস্তর নির্গত হয়। 'লাভা ও অগ্নিশিখা উঠে ছুটে উর্ধ্ব আকাশপথে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

লাভাস্রোত [ই লাভা+স স্রোত] *বি* আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে নির্গত গলিত পদার্থের স্রোত। 'ঘাসরে মৌসুমী ফুল চিবুচ্ছে কেবল, নাকে তার লাভাস্রোত।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

লাভুয়া [স লাভ>] *বিণ* লোভী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাম [স লম্ব্>] *ক্রি* নামো। 'মোর শাপে স্বর্গ হতে লাম ক্ষিতিতল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লা মজহাবি, লা-মজহাবী, লা-মাজহাবী [আ] *বি* (ইসলাম) মজহাব-বিরোধী সম্প্রদায়। 'মত দিয়া আসিতেছেন আজ লা মজহাবিগণ।' *প্রচারক*, ১৯০০; 'হানফী, ওহাবী, লা-মাজহাবীর তখনও মেটেনি গোল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লামটন [ই ল্যানটার্ন] *বি* লণ্ঠন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লামা[১] [স লম্ব্>] *ক্রি* নীচে যাওয়া। **লামিতে** *ক্রি* বাহ্য করতে। 'লামিতে পেট।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **লামিল** *ক্রি* নামলো। 'সমুদ্রে লামিয়া গিয়া সুবর্ণের ঘট।' *বিজয়*, ১৬৫০। **লামিলা** *ক্রি* নিম্নস্থ হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লামা[২] *বিণ* নিম্নস্থ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লামা[৩] *বি* তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মগুরু। 'লামাকে জে জরদ রাঙ্গব বানাত একখান পত্র চিহ্ন দিয়া লেখীয়াছেন।' *বোগল*, ১৭৭০; 'লামা আমাদের মন্ত্র পড়ুন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

লামানো *ক্রি* নামানো। 'চোখ লামাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লামোনি [স লম্ব্>] *বি* পেটের অসুখ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাম্পট্য [স] *বি* ব্যভিচার। 'সঙ্গীতপ্রিয়তা হইতেই অনেকের লাম্পট্য জন্মে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি ... করিলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লাম্ফ [স লম্ফ] *বি* লাফ। 'লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে খণেকেঁ ভূমি রহে চিতরে।' বড়ু, ১৪৫০।

লায়লাতুলকদর [আ] *বি* ইসলাম ধর্মমতে রমজান মাসের সাতাশতম রাত। 'লায়লাতুলকদরের রাতে যুবক শিক্ষক সমস্ত রাত জেগেছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

লায়েক [আ] ১ *বিণ* উপযুক্ত। 'তোমার লায়েক নহে এমন সওগন্দ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিণ* সাবালক; প্রাপ্তবয়স্ক। 'লায়েক আওরত ... ছাড়িল নেক্কারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* পরিণত। এডম... ১৭৯০। ৪ *বিণ* দক্ষ। 'ফারশীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাঙ্গ... ও উর্দ্দুতেও তাঁর দখল ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৫ *বি*... উর্বরাশক্তিসম্পন্ন। 'এ দেশের মাটিও ছিল আগে থেকেই ... লায়েক।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

লার্ড [ই লর্ড] ১ *বি* বিশপের পূর্বে সম্মানসূচক উপাধি। *ক্যালগে*, ১৭৯... 'লার্ড বিসোপ ... ঐ কালেজের অপ্রতুল প্রকাশ করিলেন।' *দর্প*... ১৮২০। ২ *বি* গভর্নর জেনারেলের সম্মানসূচক উপাধি। 'লা... কর্ণওয়ালিস ... স্বত্ব কৃষকদিগকে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বাধী... করুন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

লাল[১] [ফা] ১ *বিণ* রঙিন। 'লাল বেশ তোর কিকে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ... লাল রঙের মূল্যবান পাথরবিশেষ; চুনি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৩ *বি* রক্ত... *ভবানী*, ১৮২৩। ৪ *বিণ* লজ্জায় রক্তিম। 'বিয়ের নওশার মতো লা... হয়ে শুয়ে আছে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৫ *বি* লাল রং। 'আঘাত-জর্জ... জলধারার বুকে জেগে রইল রক্তের লাল।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

লালউজানি *বি* লাল রঙের চেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি, যা খা... চোখে দেখা যায় না; infrared। 'রৌদ্র মিলিয়ে গেলেও লালউজা... আলোয় গ্রীষ্মতপ্ত পৃথিবী আমাদের কাছে আভাসিত হয়ে দেখা দিত...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লাল করা *ক্রি* রক্তাক্ত করা। 'অনেক বারই লাল করেছে জলী... বিলের জল।' *জসীম*, ১৯২৯।

লালচে *বিণ* রক্তিম। 'আবছা-হলুদ লালচে-হলুদ।' *জসীম*, ১৯৩... 'এই লালচে রঙের গ্রহটিই অন্য গ্রহদের চেয়ে পৃথিবীর সবচে... কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লালচে রঙের গ্রহ *বি* মঙ্গল গ্রহ। 'এই লালচে রঙের গ্রহটিই অ... গ্রহদের চেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লালজহর [ফা লাল-জহর] *বি* (বাউল) নারীর ঋতুস্রাব। 'ফণি ম... লাল জহরে সে বাতি রেখেছে ঘিরে।' *লালন*, ১৮৯০।

লালডোরা *বিণ* লাল ডোরাযুক্ত। 'লালডোরা শাড়ি নিয়ে পরখ করছে কেমন মানায়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

লাল-নেশা *বি* মদের নেশা। 'যখন রাত্রে চোখে তাঁর লাল-নেশা ধরতো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লালপথ *বি* সংগ্রামমুখর পথ। 'এক মহান মৃত্যু দুর্গম নিশ্চিতের লালপথে আহ্বান জানায় সকলকে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

লাল-পাগড়ি *বি* পুলিশ। 'বললে লাল-পাগড়ি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

লালপাথর [ফা লাল+স প্রস্তর>] *বি* চুনি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লালপানি *বি* মদ; শরাব। 'তোমরা খাও লালপানি।' *প্রমথ*, ১৯০২; 'লালপানি তুমি চাখ নি? বীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

লালপেড়ে [ফা লাল+পাড়>] *বিণ* লাল রঙের পাড়বিশিষ্ট। 'শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লালপেড়ে তাবিজপেড়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লালপোশ [ফা] *বিণ* লাল পোশাক পরা। 'আগে চলে লালপোশ খাসবরদার।' *ভারত*, ১৭৬০।

লাল-ফিতা *বি* আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। 'সমাজের দরিদ্র মেয়েরা প্রচলিত লাল-ফিতার মধ্যে না পড়ে সরাসরিভাবে ও সহজে উপকৃত হতে পারে।' *বেগম*, ১৯৭৩।

লালবাতি *বি* কোনো কিছু বন্ধ ঘোষণা করা; দেউলে হওয়া। 'মেড়োর ধারেতে লালবাতি জ্বেলে শেষে যেতে হবে থানা।' *মণীশ*, ১৯৩১।

লালবিবি *বি* মেমসাহেব। 'হে লালবিবির মতো খাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি?' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লালমণি [ফা লাল+স মণি] *বি* রক্তবর্ণ মণিবিশেষ। 'লালমণি নীলকান্তমণি অর্থাৎ পান্না প্রভৃতি ব্রহ্মরাজ্য এবং লঙ্কায় উৎপন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

লালমতি [ফা লাল+স মৌক্তিক] *বি* অমূল্য রত্ন। 'হীরে লালমতির দোকানে গেলে না।' *লালন*, ১৮৯০।

লালমন [ফা লাল+স মন] *বি* পাখিবিশেষ। 'টিয়া তোতা ফরিয়াদী কাজালা চন্দনা আদি হিরামন লালমন গুয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

লালমূর্তি, লালমূর্ত্তি [ফা লাল+স মূর্তি] *বি* লাল রঙ। 'সূর্য্যের অস্ত যাইবার সময় হওয়াতে আকাশ লালমূর্ত্তি ধারণ করিল।।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

লাল-রুখ [ফা] *বিণ* ফুলের মতো গালবিশিষ্ট। 'এই লাল-রুখ বল্লি-তনু ফুল্ল-কপোল তন্বীদের।' *নজরুল*, ১৯৪১।

লালরূপী [ফা লাল+স রূপী] *বিণ* লাল রঙবিশিষ্ট। 'তুমি আমায় যে লালরূপী করে দিচ্ছ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লালশাক *বি* লালরঙের শাকবিশেষ। 'লালশাক-ছাওয়া মাঠে খুঁজে।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাল-শিরাজি *বি* লালরঙের মদবিশেষ। 'আজ চাই-ই লাল-শিরাজি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

লালশিরে *বি* লাল শিরবিশিষ্ট পাখিবিশেষ। 'ঘুঘু, লালশিরে, স্নাইপ, বুনোমুর্গী, বালিহাঁস।' *জীবন*, ১৯৩২।

লালসৈনিক *বি* কমিউনিস্ট সৈনিক। 'চীনা লালসৈনিকের শরীরে এখন/ নিবিড় নির্বাণবিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেঅনেট?' *সুভাষ*, ১৯৪০।

লাল হওয়া ১ *ক্রি* লজ্জায় মুখের রঙ লাল হওয়া। 'লাল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, বই খুলে মাথা নীচু করে ভান করলে পড়বার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *ক্রি* প্রচুর টাকা পয়সার মালিক হওয়া। 'বাংলার বাইরে চাকুরি করে লাল হয়ে দেশে ফেরা।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

লালাভ *বিণ* লাল আভাযুক্ত। 'তেরচা ভাবে লালাভ আলো এসে পড়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লালে-লাল *বিণ* রক্তময়। 'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২; 'ছেড়ে যেতে ছিঁড়ে গেল বক্ষ, লালে লাল।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'আগুনরাঙা ফুলে ফাগুন লালে-লাল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লাল[২] [স] *বি* লালা। 'বুক ভাসি যায় লালে।' *মুরারি*, ১৫৭০।

লালা [স লাল] ১ *বি* থুতু। 'নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* মুখে তৈরি রস। 'গুটিপোকা কিরূপে নিজ লালায় বন্দী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লালাঝরা *বিণ* লোলুপ। 'নজর তো নয় যেন এক জোড়া লালাঝরা জিহ্বা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লালাফেন [স লালা+স ফেন] *বি* মুখের ফেনা। 'মুখে লালাফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লালাসিক্ত [স] ১ *বিণ* লুব্ধ। 'আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বিণ* লালসাপূর্ণ। 'যেখানে নেই মানুষের লালাসিক্ত কামনাসিক্ত ভালোবাসা।' *নজরুল*, ১৯৩৮। ৩ *বিণ* থুথুমাখা। 'রোগজীবাণুভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্যে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লালাস্রাবী [স] *বিণ* লালা ঝরছে এমন। 'লালাস্রাবী ঠোঁট দুটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

লাল[৩] [হি] *বি* প্রিয়পুত্র। 'আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

লালক [স] *বি* সস্নেহে পালনকারী ব্যক্তি। 'লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লালচ [স লালস] *বি* লালসা। 'চাঁদক ভরমে অমিয় রস লালচে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লালচ করা *ক্রি* লোভ করা। 'লালচ করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লালন [স] *বি* যত্ন সহকারে পালন। 'পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নবীর লালন।' *সুলতান*, ১৭০০।

লালনপালন [স] *বি* প্রতিপালন। 'অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমায় লালনপালন করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

লালয়িত্রী *বি স্ত্রী* প্রতিপালনকারী। 'নিরাপত্তা অবসরের লালয়িত্রী।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

লালস [স] *বি* লোভ। 'কোথায় থুইতে মন লালস তাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লালস-আলস *বিণ* লালসা ও আলস্যযুক্ত। 'কেশর-রেণুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস-আলস ক্লান্ত সমীর এরই খোশ-খবর চারিদিকে রটিয়ে এল।' *নজরুল*, ১৯২২।

লালসা [স] ১ *বি* লোভ। 'কিবা অভিলাষে বাড়াইলা লালসে বুঝিতে নারি এ ছলা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* স্পৃহা। 'অদ্রূপ পরামনন হওয়াপ্রযুক্ত বিদ্যার লালসা আরো বাড়িল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বি* বাসনা। 'এসো গো হৃদয়ে এসো, ঝুরিছে হেথায় লাজরক্ত লালসার রাঙা

শতদল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

লালসাগ্নি [স] *বি* লালসারূপ অগ্নি। 'নটনটীর কবলগ্রস্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল বিত্তশালীদের ঘৃণ্য লালসাগ্নি উদ্দীপ্ত ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

লালসাতুর [স] *বিণ* লোলুপতাপূর্ণ। 'নির্লজ্জ, লালসাতুর জাগে তার অপাঙ্গে অম্লান।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

লালসা বহ্নি [স] *বি* লালসারূপ আগুন। 'তাহার পিতার লালসা বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লালসাময় [স] *বিণ* ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে এমন। 'লালসাময় তড়িৎ তুমি কিছু কিছু অশ্রুবেদনার্ত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

লালা[১] *দ্র* **লাল**[২]

লালা[২] *বি* ফুলবিশেষ। 'লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লালা[৩] *বি* মুহুরি; উকিলের কাজের সহায়ক লেখক। 'কোনো বৃদ্ধ ক্যানভাসার, ধূর্ত লালা, সার্কাসের দালাল।' *নীরেন*, ১৯৬৪।

লালায়িত [স] ১ *বিণ* লোলুপ। 'কোন কোন ব্যবস্থা ... সংশোধিত করাইবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'বিদ্যাবান ও জ্ঞানবান লোক কর্ম্মের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত। 'কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'আপনার পদসেবা করিতে কে না লালায়িত হয়?' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বিণ* উৎসুক। 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার জন্য আমাদের অন্তর যেন লালায়িত হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'দীপ্তিও তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য অতিশয় লালায়িত তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লালাইত [স লালায়িত] *বিণ* লালায়িত; লোলুপ। 'নায়েব মহাশয়ের মুখের একটী কথার জন্য লালাইত হইয়া বসিয়া আছেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

লালি, লালী [ফা লাল>] ১ *বিণ* লালচে রঙ। 'নিশি-জাগা আঁখির লালী লাগে উষার প্রাণে।' *নজরুল*, ১৯২৩; 'আলতা সে নয়, সে যে খালি আমার যত চুমোর লালি।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ *বি* লাল ফুল। 'তমালে ঢাললি লালি/ নীলিমায় লাল দেয়ালা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লালিত [স] *বিণ* প্রতিপালিত। 'এইরূপে লালিত-পালিত হইয়া ... কার্য্য করিতে নিযুক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'সূর্যকিরণে লালিত উদ্ভিদ ভোজন করিয়াই প্রাণিগণ জীবনধারণ করিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

লালিত-পালিত [স] *বিণ* সযত্নে পালিত; প্রতিপালিত। 'এইরূপে লালিত-পালিত হইয়া ... কার্য্য করিতে নিযুক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

লালিতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রতিপালিত। 'নির্জনলালিতা মিরান্দার সহিত রাজকুমার ফার্দিনান্দের প্রণয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লালিত্য [স] ১ *বিণ* ললিত ভাব আছে এমন। 'অলঙ্কার পত্রপুঞ্জ লালিত্য পরাগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* মাধুর্য। 'তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* লাবণ্য। 'গজদন্তের লালিত্য পেয়ে শোভা ধ্যালে।' *অবন*, ১৯২৫।

লালিত্যময় [স] *বিণ* লাবণ্যময়। 'কি লালিত্যময় যৌবনমূর্তি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লালিত্যসাধন [স] *বি* শ্রীবৃদ্ধি। 'দেহের লালিত্যসাধনের জন্য অঙ্গরাগ, ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

লালিত্যহীন [স] *বিণ* লাবণ্যহীন। 'দিন দিন লালিত্যহীন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লালিত্যহীনতা [স] *বি* মধুরতা না থাকা। 'ভাষার দৈন্য এবং ছন্দের লালিত্যহীনতার জন্য ভাবে গভীরতা থাকা সত্ত্বেও ...।' *দর্শন*, ১৯২৬।

লালিম [স] *বি* লালিমা; রক্তিমা। 'থির নয়ান অথির কছু ভেল। উরজ উদয় থল লালিম দেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লালিমাভা [স] *বি* লাল আভা। 'গালের ফিকা লালিমাভায় মুকুলের বার্তা ঘোষণা করিয়াছে।' *তারা*, ১৯২৯।

লালিস [ফা নালিশ] *বি* নালিশ। 'লালিসের রশুম প্রভৃতি এইক্ষণে সরকার হইতে দিতে হবেক।' *রামরাম*, ১৮০২।

লালু [ফা লাল] *বিণ* লালা পড়ে এমন। 'লক লক লোলো লোলো জিব হয় লালু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লাল্য [স] *বি* পালিত হয় যে। 'লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লাশ [ফা] ১ *বি* শব। 'আলীর লাশের কাছে করে লোট পোট।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* দেহের দৈর্ঘ্য। 'ছ'ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঊরৎ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লাশকাটা ঘর *বি* হাসপাতালের যে কক্ষে ময়নাতদন্তের উদ্দেশ্যে লাশ ব্যবচ্ছেদ করা হয়। 'শোনা গেল লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

লা-শরিক [আ] *বি* যার কোনো অংশীদার নেই। 'দাঁড়ি-মুখে সারি-গান – লা-শরিক আল্লাহ।' *নজরুল*, ১৯২২।

লাস[১] [স লাস্য] *বি* সাজসজ্জা। 'বিকে যাসি গোআলিনী লাস করিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লাসবেশ [স লাস্য+স বেশ] ১ *বি* বিলাসবেশ। 'লাসবেস করী রতিভাবে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বেশভূষা। 'সদাগর আইলে দেশ ঘুচিবেক লাসবেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* নর্তকীর বেশ। 'মন দিয়া খানিক নাচিবে লাসবেশে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লাস[২] [স লাশ] *বি* লাশ; মৃতদেহ। 'লাস দেখাওগে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

লাসী [স লাক্ষা>] *বি* মূল্যবান বস্ত্রবিশেষ। 'পরিধান নেত লাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লাস্য [স] ১ *বি* নৃত্যভঙ্গি। 'ভাব প্রকটন লাস্য রায় যে শিক্ষায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* লীলায়িত ভঙ্গিমা। 'কভু পরিহাস লাস্য ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লাস্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* লীলায়িত ভাব-ভঙ্গিমাপূর্ণ। 'ওখানে শহর যেন লাস্যময়ী তরুণী গণিকা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

লাহড় [হি লহর] *বি* উনিশ শতকে কবিগানের অঙ্গ হিসেবে পরিবেশিত গানবিশেষ; লহর। 'বিরহ, লাহড়, খেউড়, টপ্পা, নক্সা, জঙ্গলা, গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

লাহরি *বিণ* লাহোরে উৎপন্ন। 'লাহরি ডুরিয়া আদ খান।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

লাহা[১] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মনোহর লাহা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

লাহা[২] [স লাক্ষা] *বি* লাক্ষা। 'লাহা, নীল কিরিমিজী মঞ্জিষ্ঠা কুসুম কুঙ্কুম হরিদ্রা প্রভৃতি পুষ্পের কস।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

লাহান *অব্য* মতো। 'চানভানু আমার ভইনের লাহান।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লাহানত [আ লানত] *বি* অভিশাপ। 'লাহানত দিয়া প্রভু সৃজিছে আজ্জারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

লাহানতী *বিণ* অভিশপ্ত। 'রসুলে বুলিলা লাহানতী হৈলা কেনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

লাহিড়ি, লাহিড়ী *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'মথুরানাথ লাহিড়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

লাহু *ক্রি* নাও। 'সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।' *চর্যা* ১, ১২০০।

লাহুত [স লোহিত] *বি* লোহিত। 'লাহুত সাগরে নূর করিয়া প্রবেশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

লাহোরী *বি* লাহোর দেশের অধিবাসী। 'লাহোরী মুলতানী হিন্দি কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লিংক ফেটার্স [ই] *বি* কয়েদিদের বাঁধার ব্যবস্থা-বিশেষ। 'নানা রকম শৃঙ্খল বন্ধন (লিংক ফেটার্স, ক্রস ফেটার্স প্রভৃতি)।' *নজরুল*, ১৯২৬।

লিকপিক করা *ক্রি* নড়বড় করা; কাঁপা। 'লিকপিক করে ক্ষীণ কাঁকাল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লিকলিক [ধ্বন্যা] **১** *বি* কৃশতার ভাব। 'শুকিয়ে লিকলিক করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **২** *বিণ* নমনীয় পদার্থের আন্দোলনের ভাবপ্রকাশক। 'তার জিহ্বা লিকলিক করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লিকলিকে [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* দীর্ঘকায় ও কৃশ। 'চলবার ভঙ্গিতে একটা শিকারী চিতার মতো লিকলিকে ভাব আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'লিকলিকে, পাঁজরের হাড় কটি গোনা যায়।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বিণ* সরু। 'পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন।' *জীবন*, ১৯৪৪।

লিকার [ই] *বি* পাতা সিদ্ধ-করা রঙিন চা। 'চায়ের লিকারের সঙ্গে দুধ চিনি ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'লিকার দেব আর?' *জীবন*, ১৯৩২।

লিকেশ [আ নিকাশ] *বি* শেষ। 'ড্যামনাটোকে পিটিয়ে লিকেশ করেছে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

লিখক [স] *বি* লেখক। 'চীন হোন্তে নাহি কেহ মূরতি লিখক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লিখন [স] **১** *বি* লেখা। 'ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যেদিনে লিখন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* পত্র; চিঠি। 'দাঁড়াইল এক ধারে পদমূলে রাখিয়া লিখন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৩** *বি* অঙ্কন। 'চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

লিখনকার্য, লিখনকার্য্য [স] *বি* অন্যের নির্দেশনা অনুযায়ী পেশাদারি লেখা। 'লিখনকার্য্য Drudgery নীচ লোকের কর্ম্ম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

লিখনপটন [স লিখনপঠন] *বি* লেখাপড়া। 'আমার লিখনপটন লিখিবার নিমিত্তক সাদা কাগজ এবং কলমকাটী সেখান হইতে পাঠাইবেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

লিখনপঠন [স] *বি* লেখাপড়া। 'বাঙ্গালা লিখনপঠন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

লিখন-পড়ন [স লিখনপঠন] *বি* লেখাপড়া। 'যারা লিখন-পড়ন জানে, তারা কয় মনুষ্য বড় ক্ষুদ্দুর।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

লিখন পারিপাট্য [স] *বি* লিখনশৈলী। 'তাহারা ... বীজগণিত ও লিখন পারিপাট্য বিদ্যাতে অতিপটু।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

লিখনরত [স] *বিণ* লিখছে এমন। 'লিখনরত অবস্থায় দেখিবার জন্য।' *মানিক*, ১৯৪০।

লিখনরীতি [স] *বি* রচনাশৈলী। '১৩৩৫-এ রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং লিখনরীতি ১৩১০-১২ সালের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত।' *শিব*, ১৯৫০।

লিখনাতিরিক্ত [স] *বিণ* লেখা বাহুল্য। 'তাহার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল তাহার কুল লিখনাতিরিক্ত।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লিখনাতীত [স] *বিণ* লিখে প্রকাশ করা যায় না এমন। 'এ সমাচার যেরূপ প্রচার হইয়াছিল তাহা লিখনাতীত।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লিখনিকা [স] *বি* স্মৃতিময় লেখা। 'নূতন জন্ম হয়েছে যার চণ্ডালিকা/ সে দিতে চায় লিখনিকা।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

লিখনেওয়ালা *বি* লেখক। 'আজ লিখনেওয়ালা তোদের মরণ স্ফূর্তি – সে জোর লেখে।' *নজরুল*, ১৯২২।

লিখনী [স লিখন>] *বি* কলম। 'ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দস্তখত।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

লিখনীয় [স] *বিণ* লেখা সংক্রান্ত। 'পত্র লিখনীয় রীতি।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

লিখা[1] [স লিখ্>] **১** *ক্রি* রচনা করা। 'কত লিখি দুখভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* আঁকা। 'নাবক সাবক লিখি লিখে চক্রবাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* বর্ণনা করা। 'গৌরীর বদনশোভা লিখিতে নারিএ কিবা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *ক্রি* হিসাবভুক্ত করা। 'সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে নাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বি* গণনা করা। 'লিখা করি গেল যথা ধর্মকেতু/ কহিল নির্ণয় জত বিবাহের হেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লিখএ** *ক্রি* রচনা করে। 'যুগে যুগে বসি যদি অন্তত লিখএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লিখল** *ক্রি* লিখলো। 'পুরব জনমে বিহি লিখল ভরমে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লিখাইয়াছি** *ক্রি* লিখিয়েছি। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **লিখি** *ক্রি* লিখে যাই। 'কত লিখি দুখভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লিখিআছে** *ক্রি* লিপিবদ্ধ করেছে। 'কিতাবেত লিখিআছে বিবিধ বিধান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লিখিছ** *ক্রি* লিখেছো। 'জখন লিখিছ তাহাও ওাকীফ নহি।' *বোগল*, ১৭৭০। **লিখিয়া** *ক্রি* লিপিবদ্ধ ক'রে। 'বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **লিখিল** *ক্রি* লিখলো। 'তার ঠাঁই আবু জেহেলে লিখিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **লিখিলাম** *ক্রি* লিখলাম; লিপিবদ্ধ করলাম। 'খত লিখিলাম নিজ হস্তে ললিতা বিশাখার সাথে।' *লালন*, ১৮৯০। **লিখিলেন** *ক্রি* লিখলেন। 'তন্মতে পাতিও লিখিলেন তাহারদিগকে।' *রামরাম*, ১৮০১। **লিখে** *ক্রি* লেখে। 'পণ্ডিত পুরাণ লিখে মহামুনিগণ দেখে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লিখেন** *ক্রি* লেখেন। *বোগল*, ১৭৭০। **লিখ্যা** *ক্রি* লিখে। 'মজিয়া বিদ্যার রসে লিখ্যা পড়্যা নানা দেশে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লিখ্যাছে** *ক্রি* লিখেছে। 'পড়্যাছি অনেক পুথি লিখ্যাছে বিস্তর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লিখা[2] **১** *বিণ* অঙ্কিত। 'তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া, আপন আলো দিয়া লিখা সে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বি* লেখন। 'দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

লিখাপড়া [স লিখ্>] *বি* লেখাপড়া। *বোগল*, ১৭৭০; 'কেহ দেড় বৎসরে লিখাপড়া শিখিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লিখে পড়ে দেওয়া *ক্রি* আইন অনুযায়ী সরকারি নিবন্ধন ক'রে দেওয়া। '... ইংরাজদের হাতে লিখিয়া পড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

লিখানো [স লিখ্>] *ক্রি* লিখিয়ে নেওয়া। 'জে বলান জেই বা লিখান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লিখি *বি* লেখা; লিখন। 'সারা বুক ভরি কি ব্যথা সে লিখি নীরবে করিছে পাঠ।' *জসীম*, ১৯২৯।

লিখিয়ে *বি* লেখক। 'সে ঢের নিচুদরের লিখিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

লিখিত [স] ১ *বি* লেখা আছে যা। 'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* লেখা হয়েছে এমন। 'লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অঙ্কিত। 'ছাত্রেরদিগের লিখিত ছবি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

লিখিতব্য [স] *বিণ* লেখা হবে এমন। 'নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* লেখা হয়েছে এমন। 'তাঁহারদের নাম ও ঐ পুরস্কারের মূল্য নীচে লিখিতব্য ফর্দ্দে প্রকাশ করা গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

লিঙ্গ[1] [স] ১ *বি* যৌনাঙ্গ। 'কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* পুরুষাঙ্গ। 'যোনি লিঙ্গ সম্ভোগেত যে সকল হএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

লিঙ্গপূজক [স] *বিণ* শিবলিঙ্গ মূর্তি পূজাকারী। 'ইনি লিঙ্গপূজক দ্রাবিড়গণের দেবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লিঙ্গপূজা [স] *বি* গ্রীক দেবতাবিশেষের উপাসনা। 'গ্রীসদেশীয় বেকস্‌দেবেরও লিঙ্গপূজা বিস্তৃতরূপে প্রচলিত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লিঙ্গ-শরীর [স] *বি* সূক্ষ্ম দেহ। 'লিঙ্গ-শরীরে আবির্ভাব হয়ে আমার পূজা গ্রহণ করুন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লিঙ্গশরীরী [স] *বিণ স্ত্রী* সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্ট। 'মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী।' *জীবন*, ১৯৪০।

লিঙ্গায়েৎ *বি* হিন্দুসমাজভুক্ত শিবের উপাসক সম্প্রদায়। 'ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডে একটি লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, তাহার নাম লিঙ্গায়েৎ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লিঙ্গোপাসক *বিণ* শিবের উপাসক। 'ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডে একটি লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লিঙ্গ[2] *বি (ব্যাকরণ)* শব্দের পুরুষ স্ত্রী বা ক্লীব লিঙ্গভেদ। 'পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের এই২ বিভক্তি হয়। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বিশেষ পশ্চাৎ লিখিব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১১।

লিঙ্গপ্রভেদক [স] *বিণ* শব্দের নারী ও পুরুষবাচকতা নির্ধারক। 'এতৎ সংগ্রহে পর্য্যায়গত সংস্কৃত শব্দের অন্তিমাক্ষর এবং লিঙ্গপ্রভেদক চিহ্ন ... সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

লিচু [চীনা লীচী] *বি* এক প্রকার মিষ্ট ফল। 'দাঁতে কেটে থু করে ফেলিয়া দিই লিচু।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লিচুগাছ *বি* লিচু ফলের বৃক্ষ। 'পুষ্করিণীতীরের একটি পুরাতন লিচুগাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লিজার-টাইম [ই] *বি* অবসর সময়। 'লিজার-টাইমে এলে বেড়ালটাকে আমি বিনা ভিজিটেই দেখতাম।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লিটারেচার [ই] *বি* সাহিত্য। 'ও যে ও কি/ লিটারেচারের ল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

লিটারেরি [ই] *বি* সাহিত্যিক। 'ওর উচিত ছিল আমার মতো পাশ-কাটানো লিটারেরি হওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লিড [ই] *বি* নেতৃত্ব। 'ওরা সকল কর্ম্মেই লিড নিতে চায়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

লিডার [ই] *বি* নেতা। 'দলের লিডারকে বাদ দিয়ে বাকি সকলেই ...।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

লিথোগ্রাফ [ই] *বি* অ্যালুমিনিয়ামের পাত ব্যবহার করে ছাপানোর পদ্ধতিবিশেষ। 'শস্তা লিথোগ্রাফের ছাপার দাগ।' *ইমান*, ১৯০০।

লিনা [স লীন] *বিণ* বিলীন। 'সরির তেজিয়া তোমার দেহে হব লিনা।' *মালাধর*, ১৫০০।

লিপন [স লিপ্>] *বি* লেপন। 'নানা পরিমল অঙ্গে করিআ লিপন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লিপস্টিক, লিপষ্টিক [ই] *বি* ঠোঁট রাঙাবার প্রসাধনীবিশেষ। 'লিপস্টিক, রুজ, পাউডার মাখলে অনায়াসে পঁয়ত্রিশ বলে চালিয়ে নিতে পারতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'লিপষ্টিকের বদলে কপালের টিপে।' *উমর*, ১৯৬৮।

লিপা [স লিপ্>] *ক্রি* লেপন করা। **লিপিলা** *ক্রি* লেপন করলো। 'যথেক সুগন্ধি আছে অঙ্গেত লিপিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

লিপি [স] ১ *বি* চিঠি। 'যে দিবসে তাহার নিকট সেই সকল লিপি পৌঁছে।' *ক্যালসে*, ১৭৮৪। ২ *বি* লেখা। 'কপালে যাহা লিপি ছিল তাহা হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০২। ৩ *বিণ* লিখিত। 'পরে মহাজনদিগের লিপিমত টাকা দেয়া যাইবেক।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৪ *বি* কথা। 'কোম্পানি বহাদুরের যে সুখ্যাতি হইবে সে লিপি বাহুল্য।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৫ *বি* বর্ণ। 'নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৬ *বি* স্মারকপত্র। 'মেজেষ্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রস্তাবিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৭ *বি* বার্তা। 'পেয়ে লিপি রাখে অতি গোপন ভাবেতে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'চাহি গানের লিপি তোমায় পাঠাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

লিপিকর [স] *বি* নকলনবিশ। 'তাহার দোষ বরং লিপিকরের।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

লিপিকর্মচারী, লিপিকর্ম্মচারী [স] *বি* মুদ্রাক্ষরিক। 'তাহারাই বিচারাগারের লিপি কর্ম্মচারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

লিপিকা [স] *বি* চিঠি। 'লিপিকা কি গানে হাওয়া যায় না ভাবছ?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'প্রতিদিন লেখ আলোকের নব লিপিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লিপিকার [স] *বি* নকলনবিশ। 'সেই সকল পুরাণের সংগ্রহকার ও লিপিকারের প্রমাদ হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লিপি-কৌশল [স] *বি* লেখার কায়দা; বর্ণলিখন কৌশল। 'তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখক মাত্রেই ... লিপি-কৌশল-শূন্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'মানুষের চেষ্টা ও উদ্ভাবনার ফলে লিপিকৌশল ও সাঙ্কেতিক অক্ষরের প্রচলন হয়েছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

লিপিচাতুর্য [স] *বি* লেখনী দক্ষতা। 'বইখানির মধ্যে আশ্চর্য লিপিচাতুর্যের সহিত রঙের পর রঙ, সুরের পর সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লিপিদোষ [স] *বি* মুদ্রণের ভুল। 'পুস্তক নানাপ্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

লিপিপ্রকরণ [স] *বি* প্রবন্ধ। 'যদিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক উদ্দেশ্য ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

লিপিবণিক [স] *বি* লেখা যার পেশা। 'সৌন্দর্য সুরুচি রস সকলি জল্পনা লিপিবণিকের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লিপিবদ্ধ [স] *বিণ* লিখিত। 'সংক্ষেপে তদীয় চরিত লিপিবদ্ধ হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

লিপিবর [স] *বি* চিঠিখানা। 'সেই চক্রলাঞ্ছিত, ওষ্ঠাগতপ্রাণ, প্রভুভক্ত

লিপিবরের বক্ষ চিরে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লিপিবাহুল্য [স] *বি* অতিলিখন। 'তাহা লেখাতে কেবল লিপিবাহুল্য মাত্র হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লিপিবীর [স] *বি* লেখার জন্য খ্যাত যে। 'শুনলুম ইনি হচ্ছেন লিপিবীর।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

লিপির ভাষা *বি* লেখার ভাষা। 'বাঙ্গালা লিপির ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

লিপ্ত [স] **১** *বিণ* জড়িত। 'ফলতঃ যাহার মধ্যে তিনি লিপ্ত ছিলেন না অথবা তিনি যাহা সৃষ্টি করেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বিণ* সংশ্লিষ্ট। 'বিজ্ঞান-চর্চ্চা ইত্যাদি শুভকর্ম্মে যাঁহারা লিপ্ত থাকিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বিণ* রত। 'ব্যভিচারদোষে অবশ্যই লিপ্ত হইয়া থাকে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

লিপ্তা *বিণ স্ত্রী* রত। 'আলোচনায় লিপ্তা ছিলেন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

লিপ্সা [স] **১** *বি* কামনা। 'আসঙ্গলিপ্সার বিষয় মিত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* লোভ। 'রূপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

লিফট [ই] *বি* উঁচু দালানের বিভিন্ন তলায় ওঠানামার জন্য বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র। 'নানা ছলে লিফটে উঠানামা করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

লিফট দেওয়া *ক্রি* কোনো যানবাহনে করে কোনো স্থানে পৌঁছে দেওয়া। 'আর নিত্যি নিত্যি আমি লিফট দিতে পারিনে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লিফটবয় [ই] *বি* লিফট চালক। 'লিফটবয় দরজাখানা বন্ধ করল অতিশয় সন্তর্পণে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লিফলেট [ই] *বি* প্রচারপত্র। 'লিফলেটগুলো এখনো এসে পৌঁছলো প্রেস থেকে?' *জহির*, ১৯৬৮।

লিবরাল, লিবর‍্যাল [ই] *বিণ* উদারপন্থী। 'এক লিবরাল সম্বন্ধে পত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় কলিকাতায় প্রকাশ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'লিবর‍্যাল সাহিত্যিকেরা মানুষকে সেই রূপে দেখতে অথবা আঁকতে চান নি।' *শিব*, ১৯৬০।

লিবারেলইজম [ই] *বি* উদারপন্থী মতবাদ। 'লিবারেলইজমের প্রতি তাঁর বিশ্বাস যতটা তাত্ত্বিক, বাস্তবে তিনি ততটা উদার নন।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

লিবানো [স নির্বাণ] *ক্রি* নিভানো। 'প্রদীপ লিবাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লিবিডো [ই] *বি* যৌনবাসনা। 'নাবিকের লিবিডোকে উদ্‌বধিত করে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

লিভর, লিভার [ই] *বি* যকৃৎ। 'ইয়ার বক্সির লিভারটা আস্তটাও আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'হার্ট লিভর কিডনি সব এক সঙ্গে ধর্মঘট করতে চাইছে বুঝি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লিমিট [ই] *বি* সীমারেখা। 'আমি সে লিমিট ছাড়াই নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লিমিটেড [ই] *বিণ* সীমিত। 'আমাদের নাম্বার লিমিটেড কিনা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লিমেরিক [ই] *বি* কৌতুকপূর্ণ পাঁচ লাইনের ছড়া। 'লিমেরিক।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

লিম্বু *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ভোট, লেপছা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লিয়াজন [ই] *বিণ* দুই পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এমন। 'লাহোরের ডেপুটী চীফ লিয়াজন অফিসার ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

লিয়েজোঁ অফিসার [ই] *বি* সমন্বয়কারী কর্মকর্তা। 'বেসরকারি লিয়েজোঁ অফিসার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লিরা [ই] *বি* ইতালীয় মুদ্রা। 'তাকে হাজার লিরার একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লিরিক [ই] **১** *বি* গীতিময়তা। 'লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বিণ* গীতিধর্মী। 'ইহুদি সভ্যতা লিরিক এবং অর্বাচীন যুগের ইতালীয় সভ্যতা সনেট।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

লিরিক্স [ই] *বি* গীতিকবিতা। 'যে শ্রেণীর কবিতাকে লিরিক্স বলে তাহা মৃত ভাষায় সম্ভব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লিলি [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'লিলি, তোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি, তবুও তুমি রবে কি বিদেশিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'লিলি গাছ দিয়ে ঢাকা তার ঢালু ডাঙা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

লিলিপুট [ই] *বি* (ইংরেজ লেখক সুইফট কল্পিত) অতি ছোটো আকৃতির মানুষ। 'গালিভার লিলিপুট-দেশের লোকের যে বর্ণনা করেছেন ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

লিলিপুটিয়ান [ই] *বি* বামন; খর্বকায় মানুষ। 'ক্ষুদ্র ও দুর্বল হইতে হইতে শেষে লিলিপুটিয়ানদের মতো হইয়া পড়িবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

লিস [স লেশ] *বি* লেশ। 'তবু না হইল তোর কোন বুদ্ধি লিসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লিস্ট, লিষ্ট [ই] *বি* তালিকা। 'জিনিসপত্রের লিস্ট করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'কেন্দ্রীয় পরীক্ষাবোর্ডের লিষ্টভুক্ত।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

লিষ্টভুক্ত [ই লিস্ট+স ভুক্ত] *বিণ* তালিকাভুক্ত। 'কেন্দ্রীয় পরীক্ষাবোর্ডের লিষ্টভুক্ত।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

লিষ্টি [ই] *বি* লিস্ট; তালিকা। 'মহাজন আপন লিষ্টি বাহির করিলেক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লিস্টি, লিসটি [ই] *বি* তালিকা। 'ক্ষতি-খেসারতের লিস্টি করে রাখিস।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'লিসটিটা থাক আমার কাছে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লিহ[1] [স লিপ্ত>] *ক্রি* লিপ্ত হয়। 'হাথ দিতেঁ লিহে কলিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লিহ[2] *দ্র* **লিহা**

লিহা [স লিহ্>] *ক্রি* লেহন করা। **লিহ** *ক্রি* আস্বাদন করো। 'লিহ পিবই রুধির ধার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লীগ [ই] *বি* সঙ্ঘ। 'লীগ, সোসাইটি, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লীগ অব নেশনস [ই] *বি* প্রথম মহাযুদ্ধের পরে গঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জ। 'নতুবা লীগ অব নেশন্‌স-এ কিছু হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

লীগ-মনা *বিণ* মুসলিম লীগপন্থী। 'বাঙ্গলার অধিবাসী লীগ-মনা নিশ্চয়ই।' *আজাদ*, ১৯৪০।

লীডার[1] [ই] **১** *বি* সম্পাদকীয়। 'খবরের কাগজে লীডার লিখিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বি* নেতা। 'যাঁদের ইংরেজিতে লীডার বলে আমি তাঁদের বলতে চাই কর্তাব্যক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লীডার[2] [ই] *বি* জার্মানির এক ধরনের গান। 'জর্মন যখন লীডার কিংবা ইরানীরা যখন গজল গায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লীড়েঁ [স লীলা, পা লীড়া] *ক্রিবিণ* লীলায়। 'হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীড়েঁ।'

চর্যা ১৮, ১২০০।

লীন [স] ১ *বিণ* বিলীন। 'পালয়িতা তুমি সে তোমাতে লীন হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পলাতক। 'কাছে এরা আসিত না, কোলে বসে হাসিত না, ধরিতে চকিতে হত লীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* একাকার। 'কোলাহল ভুলিয়া, গরবে আসে দিন, দুটি ছোটো প্রাণের লিখন হবে লীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৪ *বিণ* বিভোর। 'কোথায় যে কর্মহীন একান্তে আপনে-লীন, জীবনের নিগূঢ় বিরহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বি* ধ্বংস। 'রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন, সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'আর কারো বক্ষ পরে এমনি একান্ত ক'রে একদিন হয়েছিল লীন।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

লীনতনু [স] *বি* শায়িত দেহ। 'মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লীনপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'লীনপ্রাণ বৃক্ষকে ডেকে ডেকে।' *জীবন*, ১৯৪০।

লীনা [স] *বিণ স্ত্রী* শায়িত। 'তব পদতল-লীনা, বাজাব স্বর্ণ বীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লীনাঙ্গিনী [স] *বিণ স্ত্রী* লীন বা মিলে গেছে এমন। 'পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লীয়মান [স] *বিণ* ক্ষয়িষ্ণু। 'সব পেছনের পার্শ্বের লীন লীয়মান।' *জীবন*, ১৯৪০।

লীলা[1] [স] *ক্রি* লীলা করা। **লীলেঁ** *ক্রি* লীলায়। 'সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

লীলা[2] [স] ১ *বি* ক্রিয়াকলাপ। 'তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* জ্যোতি। 'কনক নিকস সম তনুকান্তি লীলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* খেলা। 'চৈতন্যভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* কাজ। 'এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ *বি* কাহিনি। 'বৃন্দাবনদাস প্রথম সে লীলা বর্ণিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৬ *বি* অলৌকিক। 'ভগবানের বিচিত্র লীলারহস্যের মর্মোদ্ঘাটনে ... অসমর্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৭ *বি* অলৌকিক কর্মকাণ্ড। 'শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার কথা কহিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লিলা [স লীলা] *বি* ক্রীড়া। 'বৎসক মারিল কৃষ্ণ ইসত লিলাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

লীলা-উৎপল [স] *বি* লীলাপদ্ম; যে পদ্ম হাতে নিয়ে যুবতী খেলা করে। 'নারীর হস্তে লীলা-উৎপল, চিকুরে কুন্দফুল।' *জীবন*, ১৯৩০।

লীলাকক্ষ [স] *বি* প্রমোদ কক্ষ। 'ঝলমল প্রাসাদ বিপণি লীলাকক্ষ, নৃত্যগীত, প্রমোদের ধ্বনি।' *জীবন*, ১৯৩০।

লীলাকমল [স] *বি* খেলায় ব্যবহৃত পদ্ম। 'লীলাকমল রইত হাতে কী জানি কোন কাজে!' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লীলাকেন্দ্র [স] ১ *বি* লীলাখেলা করার স্থান। 'ঢলাঢলির লীলাকেন্দ্রগুলি মেশিনগানের গুলিতে উড়াইয়া দিয়া ...।' *এস্‌লাম*, ১৯৩৪। ২ *বি* অপার উৎসভূমি। 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাকেন্দ্র চট্টগ্রাম।' *বেগম*, ১৯৪৯।

লীলাক্ষেত্র [স] *বি* খেলার স্থান। 'বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

লীলাখেলা [স লীলা+খেলা] *বি* ক্রীড়াকলাপ। 'ভগবান কন্দর্পের যে লীলাখেলা, তা কি আপনি জানেন না।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

লীলাঘর [স লীলা+ঘর] *বি* লীলাক্ষেত্র। 'সৃষ্টিকর্তার লীলাঘর থেকে বিধাতার কারখানাঘর পর্যন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লীলাচঞ্চল [স] *বিণ* খেলাপরায়ণ; প্রাণবন্ত। 'দুইটি লীলাচঞ্চল শিশুসঙ্গীকে লইয়া কী সুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লীলা-চতুর [স] *বিণ* মধুর চঞ্চলতাপূর্ণ। 'তাঁর আলাপ, নর্মালাপ – অর্থাৎ লীলা-চতুর ও সবিভ্রম।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

লীলাচাঞ্চল্য [স] *বি* লীলাখেলা। 'অচেনা পাখির লীলাচাঞ্চল্য।' *মানিক*, ১৯৩৫।

লীলাচাতুর্য [স] *বি* প্রমোদকৌশল। 'সুন্দরের সঙ্গে একাত্মতা বোধ ও তদ্-জনিত লীলাচাতুর্যের মধুরতম অনুভূতিমূলক প্রেম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লীলাচ্ছলে *ক্রিবিণ* খেলার ছলে। 'বঞ্জুল নিকুঞ্জতলে সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

লীলাতনু [স] *বি* লীলার উদ্দেশে গৃহীত শরীর বা বিগ্রহ। 'লীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লীলান্বিত [স] *বিণ* লীলাময়। 'লীলান্বিত কম্পমান মানসিক অন্তরাল আপনি বিরচিত হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লীলাপদ্ম [স] *বি* যে পদ্ম লীলার সামগ্রী। 'মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লীলাবতার [স] *বি* লীলার অবতার। 'কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লীলাবতীপূজা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজা। 'রাত্তিরে লীলাবতীপূজা হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লীলাবিভোর [স] *বিণ* লীলামগ্ন। 'লীলাবিভোর মন নিয়ে শুনতে হবে।' *তারা*, ১৯৪০।

লীলাবিলাস [স] *বি* লীলাখেলা। 'জন্ম-মৃত্যু-সঙ্গমের লীলাবিলাস কবে ... প্রথম শুরু হয়েছিল।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লীলাবিষয়ক [স] *বিণ* লীলা সম্পর্কিত। 'সংস্কৃত ভাষা কান্ত কোমলপদ সমন্বিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক গীতগোবিন্দ কাব্য লিখিয়াছেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

লীলাবিহার [স] *বি* লীলাখেলার বিচরণ ক্ষেত্র। 'লীলাবিহার প্রেমলোক/ নাই রে সেথা দুঃখ-শোক।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লীলাভিনয় [স] *বি* লীলাকাহিনি। 'দেবদেবীর লীলাভিনয় পুষ্ট বাঙলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম শুনতে পেলাম।' *হাই*, ১৯৪৯।

লীলাভূমি [স] ১ *বি* বিচরণক্ষেত্র। 'মাসিডোনিয়া প্রদেশ যেন শয়তানের লীলাভূমি।' *প্রচারক*, ১৯০৭; 'নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* কেন্দ্র। 'মিথিলা ছিল ভারতীয় হিন্দুসংস্কৃতির লীলাভূমি।' *হাই*, ১৯৫৪।

লীলামধুর [স] *বিণ* আনন্দময় খেলায় মগ্ন। 'নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন অনধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লীলাময় [স] *বি* লীলাপূর্ণ বিধাতা। 'মৃত্যুর ওপারে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় খেলা লীলাময় রেখেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

লীলাময়ী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* লীলাপূর্ণ। 'মল্লীলতার মত তন্বী লীলাময়ী।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বিণ স্ত্রী* আনন্দময়। 'বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

লীলাম্বুজ [স] *বি* লীলাপদ্ম। 'গুরুদেবের গীতিশৈলী পূর্বদিনের সূর্যাস্তের সময় যে লীলাম্বুজ নীলাম্বরের সৃষ্টি করেছিল ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

লীলায়িত [স] **১** *বিণ* মনোহর হাবভাবযুক্ত। 'ভাবের আবেশ কেমন করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** *বিণ* ক্রীড়ারত। 'রক্তিম চঞ্চুর আভা ছড়িয়ে হাওয়ায় লীলায়িত।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

লীলার কর্ণধার *বি* সৃষ্টির কাণ্ডারী। 'ওগো আমার লীলার কর্ণধার, জীবন-তরী মৃত্যুভাটায় কোথায় করো পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লীলারঙ্গ [স] *বি* লীলাখেলা। 'লীলারঙ্গে সাধু ভাসে চিরদিন বিরহসাগরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লীলার পুতুল *বি* খেলার পুতুল। 'মা তোর লীলার পুতুল আমি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

লীলারস [স] *বি* প্রমোদ। 'লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লীলাশক্তি [স] *বি* কর্মক্ষমতা। 'বিশ্বের এই লীলাশক্তি তাঁর কাছে ধরা দিয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

লীলাসংবরণ করা, লীলা সম্বরণ করা **১** *ক্রি* মৃত্যুবরণ করা। 'অবশেষে ইণ্ডিয়ান পত্র স্থাপনপূর্বক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *ক্রি* বন্ধ হয়ে যাওয়া। 'একখানি মাসিকপত্র ... লীলাসংবরণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লীলাসঙ্গিনী [স] *বি* প্রণয়িনী। 'করো তারে লীলাসঙ্গিনী, কেন সন্ন্যাসী রয়েছ একাকী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬; 'বলেছিলে অকপটে, হে লীলাসঙ্গিনী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

লীলাসমুদ্র [স] *বি* লীলাখেলার সমুদ্র। 'বিধাতার লীলাসমুদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লীলাসাথি, লীলাসাথী *বি* খেলার সঙ্গী। 'লীলাসাথি তব নেচে চলি ঘূর্ণি।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'লীলাসাথী গ্রহ রবি ও সোম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লীলাসুখ [স] *বি* কেলির আনন্দ। 'ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি লীলাসুখে হৈল স্ফূর্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লীলাস্থলী [স] *বি* লীলাক্ষেত্র। 'হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

লীলাহিল্লোল [স] *বি* ঢেউয়ের খেলা। 'বর্ষার চিরন্তন রস এবং মেঘলোকের লীলাহিল্লোল।' *অবন*, ১৯২৫।

লীলে [স লীলা] **১** *ক্রিবিণ* অবলীলায়। 'তহিঁ চুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।' *চর্যা* ১৪, ১২০০। **২** *বি* ক্রিয়াকলাপ। 'নীলকরের হদ্দ লীলে নীলে নীলে সকল নিলে ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লীলাবতী [স] *বি* ভাস্করাচার্য রচিত তাঁর বিদুষী কন্যার নামানুসারে প্রচলিত পাটিগণিত ও বীজগণিতের সূত্রাবলি সংবলিত গণিতগ্রন্থ। 'ফৈজি লীলাবতীর পারসীক অনুবাদে লেখেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লীহা [স লিহ্>] *ক্রি* লেহন করা। **লীহেন** *ক্রি* লেহন করেন। 'রসনা লীহেন যেন দরশন-পান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লু [হি] *বি* প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলা মরুভূমির উত্তপ্ত হাওয়া। 'বালু-বোররাকে সওয়ার হইয়া ডাক দিয়া ফেরে লু।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লু হাওয়া [হি লু+আ হাওয়া] *বি* গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড উত্তপ্ত বালুকারাশির ঝড়বিশেষ। 'লু হাওয়ার জ্বালা না আনে গোলাপ-বাগে।' *নজরুল*, ১৯৪১; 'প্রবল তৃষিত লু হাওয়ার শিখা সে কি হার মানে ঐ আবেগে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

লুই[1] [স লোম>] *বি* পশুর লোম দিয়ে তৈরি শীতবস্ত্রবিশেষ। 'প্রত্যেককে নগদ চারি টাকা ও একং লুই দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লুই[2] *বি* অশ্রু। 'অ দেখ, অর চোখ থিকে লুই গড়াইছে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

লুইদোর *বি* ফরাসিদেশে প্রচলিত এক সময়কার স্বর্ণমুদ্রা। 'সহস্র লুইদোর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

লুইস গান [ই] *বি* একপ্রকার হালকা মেশিনগান। 'আমার লুইস গানটাও আর চলছে না।' *নজরুল*, ১৯২২; 'লুইস-গানার যেন মিনিটে সাতশো করে গুলি ছুঁড়ছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

লুক [স লুক্কায়্>] *বি* ডুব। 'লাজ হেতু কম্বুবর জলে দিল লুক।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লুকমা *বি* গ্রাস। 'বাবা-মার হাতের লুকমা নিতেছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

লুকা[1] [স লুক্কায়্>] *ক্রি* আত্মগোপন করা। **লুকয়ে** *ক্রি* লুকিয়ে। 'না যেতে দেয় লুকয়ে যাব।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **লুকাই** *ক্রি* লুকিয়ে। 'সাগরে যেহেন ঢেউ লুকাই রহিছে।' *সুলতান*, ১৭০০। **লুকাইও** *ক্রি* গোপন ক'রো। 'আমার কাছে লুকাইও না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **লুকাইতে** *ক্রি* লুকাতে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **লুকাইবে** *ক্রি* লুকাবে; লুকিয়ে রাখবে। 'মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে লুকাইবে আশা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **লুকাইয়া** *ক্রি* লুকিয়ে। 'দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **লুকাইল** *ক্রি* লুকিয়ে গেলো। 'লাজে লুকাইল জলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লুকাইলে** *ক্রি* লুকালে। 'সট কর্ম্ম গত পাপ লুকাইলে নহে।' *মালাধর*, ১৫০০। **লুকাও** *ক্রি* লুকাই। 'মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লুকায়্যাছে** *ক্রি* আত্মগোপন করেছে। 'লুকায়্যাছে বয়স বসনে ঝাঁপি গা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লুকালে** *ক্রি* আত্মগোপন করলে। 'মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন লুকালে না পায় অন্বেষণ।' *লালন*, ১৮৯০। **লুকাল্য** *ক্রি* আত্মগোপন করলো। 'আমি ভাবি কর্পূর লুকাল্য কোন কোণে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লুকয়ে চুরয়ে *ক্রিবিণ* গোপনে। 'ওহে ভাই লুকয়ে চুরয়ে কোথায় কে কি করে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

লুকিয়া চুরিয়া *ক্রিবিণ* লুকোছাপা করে। 'কিন্তু লুকিয়া চুরিয়া শিখে।' *গৌর*, ১৮২২।

লুকিয়ে করা *ক্রি* গোপনে করা। 'লুকাইয়া করে সেই জলপান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লুকা[2] *বি* গোপন করা। 'আমার লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

লুকা-চুরা [স লুক্কায়্>+স চুর্>] *ক্রি* আত্মগোপন করা। 'আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায় লুকিয়ে-চুরিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

লুকাচুরি [স লুক্কায়্>+স চুর্>] *বি* লুকোচুরি। 'চুপি চুপি বহুরূপী লুকাচুরি খ্যালা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লুকাছাপা *বি* গোপন। 'তা আর লুকাছাপা নেই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

লুকালুকি [স লুক্কায়্>] *বি* লুকোচুরি। 'খেললাম সবে লুকালুকি আবার হল দেখাদেখি।' *লালন*, ১৮৯০।

লুকি দেওয়া [স লুক্কায়্>] *ক্রি* অদৃশ্য হওয়া। 'লুকি দিয়া বিধাতা যে লুকি হইয়া যাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

লুকোছাপা *বি* গোপন। 'আমার দিকটা তো আর লুকোছাপা নেই।'

নজরুল, ১৯২৮।

লুকোলুকি [স লুক্কায়্>] *বি* গোপনীয়তা। 'যোগ হলে ভোগ নাই নাই লুকোলুকি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লুকানো[১] [স লুক্কায়্>] ১ *ক্রি* লুকিয়ে থাকা। 'লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে কেবলি কোটরে বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি* নিমজ্জিত হওয়া। 'লুকায়ো না আপনারি মহিমা-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

লুকিয়ে-রাখা *বিণ* গোপন করে রাখা। 'আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

লুকানো[২] *বিণ* গুপ্ত। 'কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

লুকোচুরি, লুকোচুরী [স লুক্কায়্>+স চুর্>] ১ *বি* ছলচাতুরীপূর্ণ। 'কুলকামিনী আসিয়া লুকোচুরি খেলায় প্রবর্ত্তা হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* শিশুসুলভ খেলাবিশেষ। 'ঘরে লুকোচুরি খেলা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* গোপনীয়তা। 'তাহাতে এরূপ লুকোচুরী বা দোকানদারী ছিল না।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

লুক্কায়িত [স] ১ *বিণ* লুকিয়েছে এমন। 'গর্ত্তের ভিতরে সাঁদাইয়া লুক্কায়িত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিণ* গোপনীয়। 'হৃদয়ের যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

লুঙ্গি [বর্মী] *বি* পুরুষদের নিম্নাঙ্গে পরার বস্ত্র। 'লুঙ্গি ধরে চলে রাজিরা এবার গোল দিল দেখো ঠিক।' *নজরুল*, ১৯৪১।

লুঙ্গি *বি* নিম্নাঙ্গে পরার পুরুষদের বস্ত্রবিশেষ; তহবন। 'পরি লুঙ্গি বিকচ্ছ তোমাদের দিল তুষিতে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লুচন [স লোচন] *বি* চোখ। 'লুচনে অঞ্জন দেখি ললাটে সিন্দুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

লুচি, লুচী [স লোচিকা] *বি* ময়দা দিয়ে তৈরি তেলেভাজা রুটিবিশেষ। 'আতপ তণ্ডুল ফুল লুচি ও পক্কান্ন ... বিবিধ মিষ্টান্ন।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'লুচীর ময়দা।' *হুতোম*, ১৮৬২।

লুচিমুচি হওয়া *ক্রি* গুটিসুটি হওয়া। 'লুচিমুচি হইয়া স্বামীর বুকে মিশিয়া পড়িল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

লুচ্চ [আ লুস্‌স] *বি* লম্পট। 'যদি খল লুচ্চ বলিয়া সকল লোকে নিন্দা করিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লুচ্চা *বি* লম্পট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লুচ্চামি *বি* লাম্পট্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লুচ্চি *বি* একাধিক পুরুষের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এমন নারী। 'লোচ্চা লুচ্চির নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লুচ্ছ *বি* লুচ্চা; চরিত্রহীন। 'লুচ্ছ বিনা মজা জানে নাই।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লুট [স] *বি* লুণ্ঠন। 'নানাধন লুটে নিশীশ্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লুট-করা *বিণ* লুণ্ঠিত। 'শুধু মুখের জোরে গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লুটতরাজ [স লুট+ফা তারাজ] *বি* ব্যাপক লুণ্ঠন; ডাকাতি। 'জমিদারিতে রাহজনের লুটতরাজ করিয়া থাকে।' *মেয়ার*, ১৭৮৭; 'গোরারা ... বড় বড় ঘরে লুট তরাজ আরম্ভ কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লুটতরাজি [স লুট+ফা তারাজ>] *বি* লুটতরাজের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লুটপাট *বি* লুণ্ঠন। 'পারসিক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'লুটপাট করে মারছে প্রজা, মাইনে পেলেই থাকবে সোজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লুটপ্রবর্ত, লুটপ্রবর্ত্ত [স] *বিণ* লুণ্ঠন করতে উদ্যত। 'সেস্থান তদনুরূপ হইলে পর গৌরের সহর লুটপ্রবর্ত্ত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

লুটফশাদ [স লুট+আ ফাসাদ] *বি* লুটতরাজ। 'সর্ব্ব সৈন্য লইয়া দাউদের থানা বধানায় রঞ্জিত হইয়া বেপতিক লুটফশাদ করিতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

লুটেপুটে নেওয়া *ক্রি* কেড়ে নেওয়া। 'আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লুটের বিলাত – লুটের রাজত্ব। 'একেবারে লুটের বিলাত পড়ে গিয়াছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

লুটন *বি* লুট করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লুটন করা *ক্রি* লুণ্ঠন করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লুটনেওয়ালা *বি* লুণ্ঠনকারী। 'যতদিন না লুটনেওয়ালারা গতায়ু হন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

লুটা [স লুট>] ১ *ক্রি* লুণ্ঠন করা। 'লম্পট নাগর কৃষ্ণ লুটহ পসার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* আহরণ করা। 'ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ৩ *ক্রি* নত করা। 'লুটাও লুটাও শির – প্রণম, রমণী, সেই মহাকালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **লুটহ** *ক্রি* লুণ্ঠন করো। 'লম্পট নাগর কৃষ্ণ লুটহ পসার।' *মালাধর*, ১৫০০। **লুটায়্যা** *ক্রি* লুটিয়ে। 'কান্ধের অঞ্চল যায় ধূলায় লুটায়্যা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **লুটিব** *ক্রি* লুট করবো। 'পরিবার মারিব লুটিব মালমাত্তা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লুটিবারে** *ক্রি* লুণ্ঠন করতে। 'এহি সব বণিজ্জারে চাহ যদি লুটিবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। **লুটিল** *ক্রি* লুটিয়ে পড়লো। 'ঘটিল বিপদ বড় লুটিল ভুবন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **লুটিলেক** *ক্রি* লুট করলো। 'অশ্ব উষ্ট্র লুটিলেক কহিল কতেক।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লুটানো *ক্রি* বিলিয়ে দেওয়া। 'দীন-দুঃখী ডেকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দাও।' *অবন*, ১৮৯৬।

লুটিয়ে পড়া ১ *ক্রি* গড়িয়ে পড়া। 'ঘরের জাজিমের উপর লুটিয়ে প'ড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* নুয়ে পড়েছে এমন। 'ভিজে ভারি ধানের লুটিয়েপড়া শিষ।' *হাসান*, ১৯৬৪।

লুটে পড়া *ক্রি* শুয়ে পড়া। 'সে-পথতলে পড়িব লুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লুটালুটি [স লুট>] ১ *বি* গড়াগড়ি। 'ছটফট লুটালুটি এ পাশ ও পাশ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* লুটপাট। 'ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লুটি [স লুট>] *বি* লুট। 'নিত্য তার বহিন রাঁড়ি লুটি করিআ লয় হাঁড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লুটোপুটি [স লুট>] *বি* গড়াগড়ি। 'কেন যে লুটোপুটি, কেন যে ছুটোছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

লুঠ [স লুট>] ১ *বি* বলপূর্বক অপহরণ। 'লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* হিন্দু সমাজে প্রচলিত দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বাতাসা জমিতে ইতস্তত ছড়িয়ে দেওয়া; হরিলুট। 'লুঠ বিলুচ্ছে হাসির মা'র ওই লক্ষ তারা দাসী।' *অগ্নিবীণা*, ১৯২০।

লুঠ-করা *বিণ* লুণ্ঠিত। 'লুঠ-করা ধন করে জড়ো, কে হতে চাস

সবার বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লুঠতরাজ [স লুট+ফা তারাজ>] *বি* লুটপাট। 'কোথাও শান্তি নাই, সর্বত্র লুঠতরাজ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

লুঠপাট [স লুট>] *বি* ব্যাপক লুণ্ঠন। 'লুঠপাট আরম্ভ করিল।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

লুঠেরা [স লুট>] **১** *বি* ডাকাত। 'লুঠেরারা দল বাঁধিয়া দিনে লুঠ করে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বিণ* লুণ্ঠনকারী। 'তাঁহারা লুঠেরা সর্দার।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

লুডো [ই] *বি* মোটা কাগজের তৈরি ছকের উপর ঘুঁটি নিয়ে খেলাবিশেষ। 'লুডোর বোর্ড ও গুটিগুলো গুছিয়ে কুলুঙ্গির ভেতর রেখে দিল।' *জীবন*, ১৯৩২; 'সাবান, তরল আলতা, স্নো, পাউডার, ক্রিম, লুডো খেলার সরঞ্জাম কিছুই বাকি রাখেনি।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

লুড়া[1] [স লুণ্ঠন>] *ক্রি* লুণ্ঠন করা। **লুড়িআঁ** *ক্রি* লুণ্ঠন ক'রে। 'লুড়িআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লুড়িউ** *ক্রি* বিপর্যস্ত করলো। 'আদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

লুড়া[2] [স লোষ্ট্র] *বি* গুচ্ছ; আঁটি। 'উমার মুখ চাঁদের চূড়া বুড়ার দাড়ি শণের লুড়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

লুড়ি [স লোষ্ট্র] *বি* ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড। 'এই ৮ গণ্ডা পয়সা এবং ৮ গণ্ডা লুড়ি তুল্য মূল্যাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

লুণ [স লবণ] *বি* লবণ। 'তাহাতে লুণের ছিটে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'বিনা লুণে চিবাইয়া খাইবেন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

লুণী [স লবণ] *বি* লবণ। 'লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লুণ্ঠন [স] *বি* লুটপাট। 'পরদেশ আক্রমণ ও পরদ্রব্য লুণ্ঠন এই উভয়ই জীবিকা স্বরূপ জ্ঞান করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লুণ্ঠনকারী [স] *বিণ* লুটপাটকারী। 'এক দল লুণ্ঠনকারী দস্যুর স্বেচ্ছানিধন মন্ত্র।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

লুণ্ঠা *ক্রি* ধ্বনিত হওয়া। 'বিশ্বকণ্ঠে বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে।' *নজরুল*, ১৯২২।

লুণ্ঠিত [স] **১** *বিণ* লুটিয়ে পড়েছে এমন। 'পীত উত্তরীয়প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ* অবনত। 'গিরিশের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লুণ্ঠিতবসনা [স] *বিণ* পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে এমন। 'সেই স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লুণ্ঠিতা [স] *বিণ স্ত্রী* লুণ্ঠনের শিকার হয় এমন। 'নারী হল লুণ্ঠিতা গণিকা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

লুণ্ঠ্যমান [স] *বিণ* লুণ্ঠিত; লুটিয়ে-পড়া। 'পদে পদে ত্রস্তচিত্তে হয়ে লুণ্ঠ্যমান ধূলিতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

লুতি [ফা] *বি* ব্যভিচার। 'নারীরে দাসীরে লুতি যে করিতে চাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লুন [স লবণ] *বি* লবণ। 'লুন খেয়ে গুণ গেয়ে কাছে থাকো তার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লুনদান *বি* যে ছোটো পাত্রে লবণ পরিবেশন করা হয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লুনা *বি* লবণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লুনাটিক [ই] *বিণ* পাগলাটে। 'প্রস্তাবটা লুনার হলেও নিতান্ত লুনাটিক বলে মনে হচ্ছে না।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লুনিয়া কষ্ট *বি* অতিরিক্ত শ্রম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লুনিয়া শাগ *বি* শাকবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লুনী [স নবনীত] *বি* ননি। 'লুনীর পুতলী যেহ্।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লুপে নেওয়া *ক্রি* আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করা। 'ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লুপ্ত [স] *বিণ* বিলীন। 'পাপীর লিখন সব ঝাট কর লুপ্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লুপ্তগর্ব [স] *বিণ* গৌরব লোপ পেয়েছে এমন। 'আমি একজন লুপ্তগর্ব রাজার তনয়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

লুপ্তধারা [স] *বিণ* স্রোত নেই এমন। 'লুপ্তধারা গ্রাম-নদী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

লুপ্তপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় লোপ পেয়েছে এমন। 'সেখানে একটা লুপ্তপ্রায় বাটী আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

লুপ্তবুদ্ধি [স] *বিণ* হতবুদ্ধি। 'লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

লুপ্তরেখা [স] *বিণ* মিলিয়ে যাচ্ছে এমন। 'রজনীর মসীলিপ্তিমাঝে/ লুপ্তরেখা সংসারের ছবি –।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

লুপ্তস্মৃতি [স] *বিণ* স্মৃতি বিলীন হয়েছে এমন। 'ক্লিওপেট্রা লুপ্তস্মৃতি, লায়লী শিরী উপাখ্যানমাত্র।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

লুপ্তি [স] *বি* লোপপ্রাপ্তি। 'গ্রন্থিচ্ছেদন খর সংঘাত, লুপ্তি, সুপ্তি, বিস্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'পলায়ন শশবৃত্তি; লুপ্তি, গুপ্তি, পরিহাস, শ্লেষ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

লুফালুফি *বি* কাড়াকাড়ি করে নেওয়ার কাজ। 'বিশ্ব-গোলা নিয়ে খেলো লুফালুফি খেলা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লুবধ [স লুব্ধ] *বিণ* লুব্ধ; মুগ্ধ। 'আহ্মাতে লুবধ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লুবুধ [স লুব্ধ] *বিণ* লুব্ধ। 'লুবুধ মানস চালক মঅন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লুবান [আ] *বি* ধুনার মতো গন্ধযুক্ত বৃক্ষনির্যাসবিশেষ; ধূপকাঠি। 'লুবানেরি ধূঁয়ার মতন হাওয়ায় লোটে গন্ধ তারি।' *জসীম*, ১৯৩৩; 'যেন লুবানের ধুঁয়ার আড়ালে মোমের বাতির রেখা।' *জসীম*, ১৯৫১।

লুব্ধ [স] **১** *বিণ* আকৃষ্ট। 'মধুগন্ধে লুব্ধ হয়ে তায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* লোভনীয়। 'প্রজাদিগকে লুব্ধ আশ্বাস দিয়া জমিদারের বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪। **৩** *বিণ* লোলুপ। 'লুব্ধ মুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

লুব্ধচিত্ততা [স] *বি* লোভী মানসিকতা। 'বিত্তহীনবংশের সঙ্কুচিত এবং লুব্ধচিত্ততার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে থাকেন।' *তারা*, ১৯৪৩।

লুব্ধতা [স] *বি* লোভ। 'তাহা দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠা অক্ষমের লুব্ধতামাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লুব্ধদৃষ্টি [স] *বি* লোভাতুর দৃষ্টি। 'আমরা বাহির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লুব্ধ নেত্র [স] *বি* মুগ্ধ চোখ। 'কত লুব্ধ নেত্র দিনরাত্রি তাকিয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'দু'দিক থেকে খোঁচা খেয়ে এ বৈশ্যাত্বের দিকে লুব্ধনেত্রে তাকাচ্ছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

লুব্ধমনা [স] *বি* লোভী মন। 'সোণেতে ফলিবে সোণা, সেই লোভে লুব্ধমনা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লুব্ধ রসনা [স] *বি* লোলুপ জিহ্বা। 'কেটে ফেলো লোভী লুব্ধ রসনা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লুব্ধস্বভাব [স] *বিণ* লোভী স্বভাববিশিষ্ট। 'এই-সকল লুব্ধস্বভাব চপল প্রাণীদের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয় –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লুব্ধহৃদয় [স] *বি* মুগ্ধমন। 'মাতার শয্যাপার্শ্বেও লুব্ধহৃদয়ে বসিয়া থাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লুব্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* লোভী। 'শার্দূলের লুব্ধা মাতৃষ্বসার মতো আর নড়তেই চান না, তিনি তো স-তিথি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লুব্ধক [স] **১** *বি* ব্যাধ। 'লুব্ধকের প্রায় নৈল বালির পরাণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র; সিরিয়াস। 'লুব্ধক।' *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯৩৭।

লুভ [স লোভ] *বি* লোভ; লিপ্সা। 'পর দৈব্য দেখি কেনে ভাল জনের লুভ।' *মালাধর*, ১৫০০।

লুমড়ি *বি* প্রাণীবিশেষ। 'ছাগল, লুমড়ি, হরিণের বাচ্চা, ক্যাঙ্গারু, এরাই এখানে বেশী।' *হাই*, ১৯৫৮।

লুলা[১] [স লুল্>] *ক্রি* দোলা। **লুলয়ে** *ক্রি* দুলছে। 'খোপাত লুলয়ে তোর দোলঙ্গের মাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লুলি** *ক্রি* লুটিয়ে পড়ে। 'প্রণামে লুলি ভূগত।' *সুলতান*, ১৭০০। **লুলিয়া** *ক্রি* লুটিয়ে প'ড়ে। 'আল্লাক প্রণাম করে অষ্টাঙ্গে লুলিয়া ভূমিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **লুলে** *ক্রি* দুলে; ঝুলে। 'ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লুলা[২] *দ্র* নুলো

লুলিত [স] **১** *বিণ* লিপ্ত। 'সিন্দুর লুলিত মুকুতা পাঁতী সম দশন উজলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অবলুণ্ঠিত। 'বাম করে কপোল লুলিত কেশভার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বিণ* নুয়ে আছে এমন। 'ফল ভারে বৃক্ষ সব লুলিত লম্বিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বিণ* রক্তাক্ত। 'শোণিত লুলিত মুখ পাষাণ প্রহারে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৫** *বিণ* দলিত। 'ভূমির উপরে ধূলি-ধূসর লুলিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **৬** *বিণ* এলোমেলো। 'আঙুলে লুলিত করো বদ্ধবেণী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লুসা [স লুষ্>] *ক্রি* খাওয়া। 'তেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘণ্টো ও আটা নেবৃড়ান লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট হয়ে বসে আচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লুসাই *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'লুসাই, কুকি, কারেন, তালাইন প্রভৃতি জাতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লুহ [স লৌহ] *বি* লোহা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লূকি [স লুক্কায়্>] *বিণ* অদৃশ্য। 'সায়েন্সর পাখির আড়ে সুয়া হৈল লূকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লূতা [স] *বি* মাকড়সা। 'লূতার সূতায় দুলিয়ে দোলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

লূতাতন্ত্র [স] *বি* মাকড়সার জাল। 'লূতাতন্ত্রপাশে আপনাকে এবং অন্যকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লেউটা [স নিবর্তন] *ক্রি* ফেরা। **লেউটিয়া** *ক্রি* ফিরে। 'লেউটিয়া আসি এথা সিসু না দেখিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

লেওন্তি [ফা লন্দ] *বিণ* প্রতিবন্ধী। 'এতেক দেমাগ হইল লেওন্তি বাচ্চার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

লেংগটা [স নগ্নাট] *বিণ* লেংটা। 'লেংগটা হইয়া মধ্যে দাঁড়াইব।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লেংগুড় *বি* লেজুড়। 'কোন মেজরিটির লেংগুড় হইয়া আর আমরা থাকিব না।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

লেংটা [স নগ্ন>] *বিণ* উলঙ্গ। 'হাড়িরা ... ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা ভজন গাইতে গাইতে চলেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লেংটা করন *বি* উলঙ্গ করা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

লেংটি [স নগ্ন>] *বি* ছোট্টো লেঙট। 'পালোয়ান লেংটি পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লেংড়ি *বিণ* পা ভাঙা। 'জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে লেংড়ি মুরগির চিৎকার।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লেক [ই] *বি* হ্রদ; সরোবর। 'লেক দেখিয়া ... নিরাশ হইল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লেক-ফেরতা *বিণ* লেকের পাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে এমন। 'লেক-ফেরতা অন্য দু-জন ভদ্রলোক বাড়িমুখো রওনা হলেন।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

লেকচার, লেকচর [ই] *বি* বক্তৃতা। 'দাতাকর্ণ বাবু ... লেকচার শোনেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'প্রোফেসর রকমারী ফন্দারের লেকচর দিতে আরম্ভ কল্লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লেকচার ঝাড়া *ক্রি* বাগাড়ম্বর করা। 'তার খোয়ারি তিনি চালালেন ... লম্বা লম্বা লেকচার ঝেড়ে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

লেকচারার, লেকচরর [ই] **১** *বি* বক্তা। 'লেকচরর তখন ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে আরম্ভ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* প্রভাষক। 'কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে লেকচারার ও প্রফেসর বলে বিভিন্ন শ্রেণী থাকবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লেকনেট *বি* এক প্রকার মসলিন। 'বক মজলিন ও লেকনেট মজলিন ও মলমল ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লেকা [ফা নেক] *বিণ* নেকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লেকিন [আ লাকিনা] *অব্য* কিন্তু। 'লেকিন আমার সামনে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

লেখ [স] *বি* স্তবক। 'কবিতার লেখে লেখে সুন্দর-আশ্লেষধন্য মেঘপুঞ্জ কথার প্রণয়ী।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

লেখক [স] **১** *বি* গ্রন্থকার। 'এই লেখকের অভিপ্রায়ে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি* প্রবন্ধ রচয়িতা। 'এই বিষয়ে লেখকের সম্মান্য মিত্র ... প্রমুখাৎ অবগত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লেখকজীবন [স] *বি* সাহিত্যিক জীবন। 'লেখক জীবন যতদিন থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লেখকসত্তা [ই] *বি* লেখক-অস্তিত্ব। 'আমার লেখকসত্তা অভিমান করতে চায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৬।

লেখিকা [স] **১** *বি স্ত্রী* পত্রের রচয়িতা। 'তাহাও লইয়া লেখিকার নিকট প্রেরণ করিতে পারি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬১। **২** *বি স্ত্রী* গ্রন্থাদির রচয়িতা। 'লেখিকা দেশীয় ও বিদেশীয় ভাবের একজন নিরপেক্ষ বিচারক নহেন, তিনি দেশীয় ভাবের পক্ষপাতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

লেখন [স] **১** *বি* লেখার কলম। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* বার্তা। 'অন্তরে

কী লেখনরেখা দিয়েছে লেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ৩ *বি* চিঠি। 'পাঁজর কাটিয়া লেখন লিখিয়া পাঠাই বন্ধুর বাড়িরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

লেখন পঠন [স] *বি* লেখা ও পড়া। 'ছয় জন মাত্র অল্প লেখন পঠনে সমর্থ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

লেখন পড়ন *বি* লেখাপড়া। 'লেখন পড়ন নাহি জানে কেবল মুখ পাজি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লেখন-ভরা *বিণ* লিখিত; লেখা হয়েছে এমন। 'হাতে রয়েছে লেখন-ভরা ফুলস্ক্যাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লেখনী [স] ১ *বি* কলম। 'লেখনীয়ে লেখ বসে সর্বমঙ্গলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* রচনা। 'হউক ধন্য তোমার যশ লেখনী ধন্য হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লেখনী আস্ফালন করা *ক্রি* কলম চালানো। 'বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তীও সক্রোধে লেখনী আস্ফালন করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

লেখনীচালন [স] *বি* লেখালেখি। 'লেখনীচালনে অবিশ্রান্ত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

লেখনীপ্রসূত [স] *বিণ* লিখিত। 'পাঠকবর্গকে আমোদ ও শিক্ষাদান করিত, তাহার অনেকগুলি তাঁহার লেখনীপ্রসূত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

লেখা[১] ১ *বি* লিপিবদ্ধ করণ। 'সবে কে তোমার বাপ নাহি তার লেখা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* লিপিবদ্ধ। 'অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অঙ্কিত; আঁকা। 'তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বিণ* চিহ্নিত। 'এই সত্যটা তার শরীরের পেশিতে লেখা রয়েছে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

লেখা আসা *ক্রি* লিখতে পারা। 'আমার লেখা আসে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লেখা করা ১ *ক্রি* গণনা করা। 'লেখা করে কাহ্নাঞিঁ আপণে বড়ী পাড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* লেখা। 'হএ নহে রাধা আপণে লেখা কর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লেখা খাতা *বি* লেখার খাতা। 'যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতসুদ্ধ কালি গড়াইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লেখা জোকা ১ *বি* ভাগ্যলেখা। 'এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা জোকা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* লেখালেখি। 'লেখা-জোকার মাধ্যমে প্রায় নিশ্চল বসা অবস্থায় দিনের কাজ সারতে দেখা যায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লেখাজোখা ১ *বি* হিসাব। 'লেখাজোখা নাহি জত চলে সেনাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সাহিত্য রচনা; লেখালেখি। 'লেখাজোখার কারখানাতে দুয়ার রুধে বচন কুঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

লেখা-টেখা *বি* রচনাদির কাজ। 'লেখা-টেখা বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লেখাপড়া ১ *বি* লেখা ও পড়ার কাজ। 'জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* বিদ্যাভ্যাস। 'সেকালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয়।' *গৌর*, ১৮২২। ৩ *বি* প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন। 'চিরকাল লেখাপড়া করিয়া মরিলেই বা কি হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'বাঙ্গালা লেখা পড়ার যে কএকটা সরকারি পাঠশালা আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ৪ *বি* আইনানুসারে লিখে সম্পাদন। 'ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৫ *বিণ* শিক্ষিত। 'বাবাজীরা লেখাপড়া মানুষ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

লেখাপড়া করা *ক্রি* আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করা। 'লেখাপড়া করে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

লেখাপড়াজানা *বিণ* বেশি লেখাপড়া শিখেছে এমন। 'তিনি যে লেখাপড়াজানা শিক্ষিত লোক ছিলেন এমন কথা কেউ বলেন না।' *হাই*, ১৯৫৪।

লেখা পড়ার দোকান *বি* পাঠশালা। 'লেখা পড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

লেখা-ফেখা *বি* কাগজ-কলমে রচনাদির কাজ। 'আমার লেখা-ফেখা সব ফুরিয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লেখালেখি *বি* কলমবাজি। 'এইজন্যই সভাসমিতি তর্কবিতর্ক লেখালেখি বাদপ্রতিবাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লেখা[২] ১ *ক্রি* লিপিবদ্ধ করা। 'বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *ক্রি* সাহিত্য রচনা করা। 'ও যে খুব পাস করবে, প্রাইজ পাবে, লিখবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *ক্রি* রেজিস্ট্রি বা নিবন্ধন করা। 'দানপত্রে তব তোমার নিখিলখানি আমি লিখি লব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *ক্রি* আঁকা। 'অন্তরে কী লেখনরেখা দিয়েছে লেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **লেখ** *ক্রি* লেখো। 'লেখনীয়ে লেখ বসে সর্বমঙ্গলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লেখএ** *ক্রি* লেখে। 'রাধা নাম অক্ষর লেখএ নিজ অঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সেই হস্তে লেখএ তারিখ সেকান্দরী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লেখায়ে** *ক্রি* লিখিয়ে। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **লেখি** *ক্রি* লিখে। 'নিজ বীজ মন্ত্র লেখি দিলা নিরঞ্জন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লেখিআ** *ক্রি* লিখে। 'জন্মপত্র লেখিআ করিল আশীর্বাদ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **লেখিয়াছে** *ক্রি* লিখেছে। 'সেই কিতাবে লেখিয়াছে নবীর আকার।' *সুলতান*, ১৭০০। **লেখিল** *ক্রি* লিখলো। 'তেকারণে বিধি [যত] দুখগণ লেখিল সাঠীহারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লেখিলেন** *ক্রি* লিখলেন। 'সর্বকাল ভক্তিভেদে লেখিলেন অবিচ্ছেদে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লেখিলোঁ** *ক্রি* লিখলাম। 'জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লেখী** *ক্রি* লিখছি। 'সিসের সিন্দূর তোর লক্ষ দান লেখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লেখীয়াছেন** *ক্রি* লিখেছেন। *বোগল*, ১৭৭০। **লেখে** *ক্রি* গণনা করে। 'দেহ দধি ঘৃত দান যত হএ লেখে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লেখোঁ** *ক্রি* লিখে রাখো। 'এহার দান চারি লাখ লেখোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লেখি না লেখি *ক্রি* গণনা করি কি করি না। 'লাখ লখিমিচয় লেখি না লেখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লেখানো [স লিখ্>] *ক্রি* উদ্বুদ্ধ করে কাউকে লিখতে বাধ্য করা। 'যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লেখিকা *দ্র* **লেখক**

লেখিতব্য [স] ১ *বিণ* লিখতে হবে এমন; লেখার প্রয়োজন আছে এমন। 'এতদ্বিষয়ে অধিক যাহা লেখিতব্য আছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* লেখার যোগ্য। 'অপর যাহা লেখিতব্য পশ্চাৎ লিখিব।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

লেখ্য [স] ১ *বিণ* লিখিত। 'ক্লাইব সাহেব প্রভৃতি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্ত এক জাল লেখ্যপত্র প্রস্তুত করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* লেখার কাজে ব্যবহৃত। 'লেখ্য ভাষা নামে যে ভাষা বাঙ্গলা সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮। ৩ *বিণ* লিখিতব্য। 'সে-সৃষ্টি কোনো ধারাবাহিক উপন্যাসের মতো ক্রমশ প্রকাশ্য ... ক্রমশ লেখ্য।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

লেখ্যপত্র [স] *বি* দলিল। 'ক্লাইব সাহেব প্রভৃতি তাহাকে প্রবঞ্চনা

করিবার নিমিত্ত এক জাল লেখ্যপত্র প্রস্তুত করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লেখ্যোপকরণ [স] *বি* লেখার উপকরণ – কালি, কলম ও খাতা। 'তাহার বহুযত্নসঞ্চিত যৎসামান্য লেখ্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লেগুন [ই] *বি* অগভীর লবণাক্ত জলের হ্রদ; হ্রদের নিকটবর্তী মিষ্টি পানির জলাশয়। 'ক্লান্তি তার ধুয়ে ফেলে ঘুমের লেগুনে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

লেঘাবানি [ফা নিগাহবানি] *বি* দেখাশোনা করা; রক্ষা করা। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

লেঙ্গট [স নগ্নাট] *বিণ* নগ্ন। 'মল্লিকা বসন ত্যজি হইয়া লেঙ্গট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লেঙ্গটা *বিণ* নগ্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লেঙ্গটি *বি* লেংটি; নিম্নাঙ্গে পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড। 'যিনি লেঙ্গটি অর্থাৎ কৌপীন পরিধান করান, তাঁহার নাম লেঙ্গট-গুরু।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লেঙ্গরা [ফা লঙ্গ] *বিণ* খোঁড়া; পঙ্গু। 'চলিতে না পারে কেহ লেঙ্গরা যেমন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

লেঙ্গরানো *ক্রি* খোঁড়ার মতো চলা। 'লেঙ্গরাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লেঙ্গুড়, লেঙ্গুড় [স লাঙ্গুল] *বি* লেজ। 'লেঙ্গুড় লাগ্যাছে তার শিরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লেঙ্গুর [স লাঙ্গুল] *বি* লেজ। 'সাপের লেঙ্গুর ছিঁড়ে আজো তারা ঘুমায়।' *জসীম*, ১৯৩৩।

লেঙ্গুড়রাজ [স লাঙ্গুল+স রাজা] *বি* বানরদের রাজা। 'এই যে লেঙ্গুড়রাজ, আমি বলি মাথার উপর কি দুলছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

লেঙ্গুল [স লাঙ্গুল] *বি* লেজ। 'মাথায় লেঙ্গুল তুলি বাঁশ আইলে মুখ মেলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লেজ [স লঞ্জ>] ১ *বি* পুচ্ছ। 'ক্রোধে লঙ্কেশ্বর তার লেজে অগ্নি দিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ছাপ। 'সব কথাই পেছনে লেজ ফেলে যায়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

লেজকোট [লেজ+ই কোট] *বি* পিছনের অংশ লম্বা এমন এক ধরনের কোট; টেইলকোট। 'ইংরেজদের অনুকরণে এই লেজকোট পরতে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

লেজ গুটানো *ক্রি* পিছু হটা। 'এবার কুত্তার মতো লেজ গুটিয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

লেজঝোলা *বিণ* লেজ নীচের দিকে ঝুলে থাকে এমন। 'সেই লেজঝোলা হলদে পাখীটা আসিয়া বসিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

লেজ-দোলা *বিণ* লেজ দোলায় এমন। 'চক্ষু ছুটে যেত লেজ-দোলা বাঁদরের দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লেজ-মলা *ক্রি* লেজে ব্যথা দেওয়া। **গরুর লেজ-মলা** *ক্রি* গোরু চরানো। 'ছেলেদের মানুষ করবে, না নিজের মতো গরুর লেজ-মলা শেখাবে?' *শওকত*, ১৯৫৮।

লেজের চামর *বি* লেজের লম্বা কেশরাশি। 'রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাস খেয়ে ফেরে, লেজের চামর হানে পিঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লেজা [ফা নিজাহ] *বি* বল্লম। 'খড়্গ চর্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর।' *ভারত*, ১৭৬০।

লেজুড় [স লঞ্জ>] *বি* লেজ। 'টিকটিকির ওই লেজুড় সম।' *নজরুল*, ১৯২২; 'বড় বেজুত করেছে লেজুড় ডলিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লেজ্য [স ন্যায্য] *বিণ* ন্যায়সঙ্গত। 'নিশ্চয়, সেইটোই লেজ্য হয়।' *হাসান*, ১৯৬৩।

লেঞ্জ [স লঞ্জ>] *বি* পুচ্ছ; লেজ। 'পাছুকার দুই পা লেঞ্জ সনে ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লেট [ই] *বি* বিলম্ব; দেরি। 'পৌঁছাতে তাদের বিস্তর লেট হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লেটা, লেঠা [মারাঠি লটা] *বি* ঝঞ্ঝাট; ঝামেলা। 'নানাদেশ হইতে আইসে সাধুজন তব দেশে নানাবাদ দেই তারে লেঠা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ছাড়বে সংসারের লেটা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

লেটিন [ই] *বি* ল্যাটিন ভাষা। 'বাঙ্গলা ইঙ্গরেজী লেটিন আরমাণি জর্ম্মণি ফ্রান্সিস ফিরিঙ্গি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

লেটিস [ই] *বি* সালাদে ব্যবহৃত হয় বাঁধা কপির মতো এমন সবজিবিশেষ। 'ওঁর বাগানে যা লেটিস আর টমাটো হয়!' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লেটিস পাতা *বি* বাঁধা কপির মতো সবজির পাতা। 'শসা আর সামান্য লেটিস পাতাকে একটুখানি মালমশলা ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

লেটেস্ট [ই] *বিণ* সর্বশেষ; সর্বসাম্প্রতিক। 'সে ফিরে এসে নতুন খবরের লেটেস্ট টেলিগ্রাম বার করে।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'আমি লেটেস্ট খবর দিতে পারব না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লেটো [স নট>] *বি* লেটো; নেটো; নাটুয়া। 'মদনে মোহিত লেটো ধর্মের মায়ায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লেঠে [মারাঠি লটা] *বি* ঝামেলা। 'দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। *দ্র* **লেঠা**

লেঠেল *বি* লাঠিয়াল। 'দাঙ্গা হাঙ্গামের ওক্তে লেঠেল মিলবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লেঠেলি *বি* লাঠিয়ালি; লাঠিয়াল বৃত্তি। 'হুজুর, লেঠেলি আমার জাত-ব্যাবসা নয়।' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

লেড [ই] *বি* সিসা। 'একেবারে যাকে বলে লেড পয়জন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লেডি, লেডী [ই] ১ *বি* লর্ড এর স্ত্রী। 'লার্ড বিসোপ এবং লেডি উভয়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ২ *বি* মহিলা। 'কেলাক নেটিভ লেডি শেম শেম শেম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীমাষ্টিস্ট্রেট, লেডীব্যারিষ্টার, লেডীজজ – সবই হইব!' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

লেডিজ [ই] ১ *বিণ* মেয়েদের জন্য নির্ধারিত। 'রিপোর্টার্স গ্যালারি, লেডিজ গ্যালারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* ভদ্রমহিলাসকল। 'আমি লেডিজদের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেব।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

লেডিজ সীট [ই] *বি* মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসন। 'সমস্ত লেডিজ সীটগুলি ভরতি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

লেডিস ক্লাব [ই] *বি* মহিলা সঙ্ঘ। 'লেডিস ক্লাব একটি মনোজ্ঞ মীনাবাজারের আয়োজন করে।' *বেগম*, ১৯৬৮।

লেডি-সু [ই] *বি* নারীর পরিধেয় জুতাবিশেষ। 'লেডি-সু পায়ে দিয়া হুচট খাওয়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই।' *নবনূর*, ১৯০৫।

লেডীজ কনফারেন্স [ই] *বি* নারীদের সম্মেলন। 'একটি লেডীজ

কনফারেন্স উপলক্ষে আলীগড়ে গিয়েছিলাম।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

লেডীজক্লাব [ই] *বি* মহিলাদের সমিতি। 'ঢাকা লেডীজক্লাবের তহবিলে ...।' *বেগম*, ১৯৫১।

লেডিকেনি *বি* ছানার তৈরি মিঠাইবিশেষ। 'ছানার মিষ্টি, রসগোল্লা, লেডিকেনি, সন্দেশ, চিনিপাতা দই ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লেড়কা [হি] *বি* পুত্র। 'মুই আবদুর রহমান গুলমোহাম্মদের লেড়কা ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লেড়কি [হি] *বি স্ত্রী* মেয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রাঙা লেড়কির তাজা তাজা হাসি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লেড়কাকোল *বি* জাতিবিশেষ। 'লেড়কাকোল নামে এক জাতি আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

লেড়ি কুকুর *বি* নেড়ি কুকুর; রোগা-ভক্না কুকুরবিশেষ। 'লেড়ি কুকুর বাউল গায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লেণ্ডি-গেণ্ডি *বি* ছোটো বাচ্চাদের আধিক্য নির্দেশক। 'বড় জড়াইয়া পড়িয়াছি – বিশেষতঃ এই সব লেণ্ডি গেণ্ডি ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লেদ মেশিন [ই] *বি* ধাতব দ্রব্যাদি তৈরির যন্ত্র। 'সে এখন নতুন লেদ মেশিন বসাচ্ছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

লেদর [ই] *বি* চামড়ার বেল্ট বা কোমরবন্ধনী। 'নানা রকম রকম বেশ – কারুর কফ ও কলারওয়ালা কামিজ, রূপোর বগ্‌লস আঁটা সাইনিং লেদর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লেন [ই] *বি* নগরের সরু রাস্তা। 'মুনীর হোসেন লেনস্থ প্রাইমারী স্কুল।' *বেগম*, ১৯৬৩।

লেনদেন [হি] *বি* আদান-প্রদান। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এই টাকা লেন-দেনের ব্যাপার যে শুধু ঘৃণিত তাই নয়।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'শব্দ লেনদেন সমভাবে উন্নত ভাষা সমূহের মধ্যেও হয়ে থাকে।' *উমর*, ১৯৬৮।

লেনাদেনা ১ *বি* আদান-প্রদান। 'হোক লেনাদেনা, অচেনা ও চেনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বি* লেনদেন। 'মিটিয়ে দেবো লেনা-দেনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

লেনাদেনি *বি* লেনদেন। 'নিকাশ করিয়া লেনাদেনি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লেন্স [ই] *বি* দৃষ্টিসহায়ক কাচ; দূরবিন। 'লেন্স ও অপটিক্সের বই।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'দুটি লেন্সের জোরাতালি মারা ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লেপ[১] [স লিপ্>] ১ *বি* লিপ্তকরণ। 'খেপহুঁ জোইণি লেপ ন জায়।' *চর্যা* ৪, ১২০০। ২ *বি* প্রলেপ; আস্তরণ। 'মেঘের মতো কালো লেপ দেওয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লেপ[২] [আ লিহাফ] *বি* তুলাভরা শীত-নিবারক বস্ত্রবিশেষ; বালাপোশবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'লেপ, কাঁথা, কম্বল ব্যবহার করিয়া থাকে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'সকালে লেপ থেকে বেরোতে ভাবনা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লেপমুড়ি দেওয়া *ক্রি* আত্মগোপন করা। 'লেপমুড়ি দিয়ে মহাত্মার নাম জপ ... কারা করল?' *নজরুল*, ১৯২৩।

লেপাধিকারিণী [আ লিহাফ+স অধিকারিণী] *বি স্ত্রী* লেপ গায়ে দিয়ে আছে যে। 'লেপাধিকারিণী অনুযোগ করলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লেপচা *বি* সিকিমে বসবাসরত আদিম পার্বত্য জাতিবিশেষ। 'মেছ গারো কোচ লেপচা প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লেপটানো *ক্রি* জড়িয়ে যাওয়া। 'সংসারের ভেতর লেপটে জীবন একে এই করেছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

লেপন [স] *বি* লেপা। 'গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লেপিত [স] *বিণ* লেপা হয়েছে এমন। 'সুন্দর সুপীন বক্ষে লেপিত চন্দন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লেপা[১], **লেপানো** [স লিপ্>] ১ *ক্রি* লেপন করা। 'আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* তরল পদার্থের পোঁচ দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *ক্রি* মুছে যাওয়া। 'সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল।' *শরৎ*, ১৯১৭। **লেপয়ে** *ক্রি* লেপন করে। 'পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **লেপিআ** *ক্রি* লেপন ক'রে। 'গোময়ে লেপিআ মাটি আলিপনা পরিপাটী চারিদিকে বান্ধবের মেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লেপিআঁ** *ক্রি* লেপন ক'রে। 'আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লেপিছে** *ক্রি* মেখেছে। 'লক্ষনা লেপিছে গায় অগোর চন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০। **লেপিল** *ক্রি* লেপন করলো। 'সকল শরীর চন্দনে লেপিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লেপে যাওয়া *ক্রি* লেপানো। 'গাঢ়তর কালির দাগের মতো লেপিয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লেপা[২] [স লিপ্>] *বি* লেপন করা। 'চারখানা বড়ো বড়ো ঘর শ্যামদাসের, চারদিকে লেপা-পোঁছা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লেপাজোকা *বিণ* নিকানো হয়েছে এমন। 'লেপাজোকা সাদা উঠানটায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লেপা-পোঁছা *বিণ* নিকানো। 'চারখানা বড়ো বড়ো ঘর শ্যামদাসের, চারদিকে লেপা-পোঁছা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লেপাফা [আ লিফাফাহ্] *বি* খাম; চিঠিপত্রের আবরণবিশেষ। 'পত্রের লেপাফা খোলা হইল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

লেপ্টানো *বিণ* জড়িয়ে আছে এমন। 'লেপ্টানো মাংস আর বিবর্ণ কলজের কাতারে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

লেপ্টালেপ্টি *বি* মাখামাখি। 'দিনরাত জুড়ে একনাগাড় জড়াজড়ি, লেপ্টালেপ্টি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

লেফট রাইট [ই] *বি* সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের সময়ে উচ্চারিত শব্দ – বাম-ডান। 'লেফট! রাইট! লেফট!' *নজরুল*, ১৯২২।

লেফটেনান্ট [ই] *বিণ* সহকারী। 'হে লেফটেনান্ট গভরনর!' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লেপটন *বি* সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদবিশেষ। 'লেপটন উলিয়েম চারলিষ আলষটন সাহেব।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

লেপটেইন *বি* লেফটেন্যান্ট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

লেপটেনেন্ট [ই] *বি* লেফটেন্যান্ট; সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদবিশেষ। 'লেপটেনেন্ট এইটন সাহেব কর্তৃক নেপালীয় ভাষা।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'সে ব্যক্তি লেপ্টেনেন্টপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

লেপ্টেনান্ট [ই] *বি* লেফটেন্যান্ট; সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদবিশেষ। 'লেপ্টেনান্ট গবর্ণর এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

লেপ্টেনেন্ট গবর্নর [ই] *বি* প্রদেশের শাসনকর্তা। 'এক জায়গায়

লেপ্টেনেন্ট গবর্নর এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লেপ্তেনেন্ত *বি* সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদবিশেষ। 'লেপ্তেনেন্ত লিডহাম সাহেব।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

লেফটেনেন্ট গবর্ণর, লেফটেনান্ট গবর্নর [ই] *বি* সহকারী প্রাদেশিক শাসনকর্তা। 'উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফটেনেন্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'লেফটেনান্ট গবর্নরের স্ত্রীর কাছে ক্ষণকালের জন্য প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লেফটেনাণ্ট, লেফটেনান্ট [ই] *বি* সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদবিশেষ। *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'লেফটেনান্ট আব্বাস বলে ছোকরা।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল [ই] *বি* সহকারী কর্নেল। 'তাঁহার স্বামী লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিসিল জোসেফ হরেস।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

লেফাফা [আ লিফাফাহ্] *বি* খাম। 'বেচারা চিঠি! তার জিম্মায় যে-কটি কথা লেফাফায় পুরে দেওয়া হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'প্রফুল্ল কম্পিত হাতে লেফাফা খোলে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

লেফাফা-দুরস্ত [আ লিফাফাহ্+ফা দুরস্ত] *বিণ* বাইরের আদবকায়দায় ত্রুটিহীন অথচ আসল কাজে ফাঁকিবাজ। 'লেফাফা-দুরস্ত হলে যদি কাজের লোক হওয়া যেত।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

লেফাফাদুরস্তি *বি* বাহ্যিক চাকচিক্য। 'লেফাফাদুরস্তি ও লেবাসপোরস্তিই তার কাছে জীবনের প্রথম ও শেষ কথা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

লেবরেটরি, লেবরেটারী [ই] *বি* গবেষণাগার। 'জর্মনীর লেবরেটরিতে তৈরি বেদান্তভস্ম সেবন কর।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'আমি থাকি আমার লাইব্রেরী আর লেবরেটারী নিয়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

লেবল [ই] *বি* মোড়ক। 'ঝোলার মধ্যে ভরিয়া 'ওরিয়েন্টাল' লেবল আঁটিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লেবার [ই] **১** *বি* শ্রম। 'এ ছেলেকে পড়ানো মজুরের কর্ম, কেবল ম্যানুয়েল লেবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **২** *বি* শ্রমিক। 'কেতাবে রয়েছে তব লেবারের লিষ্টি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

লেবার ইউনিয়ন [ই] *বি* শ্রমিকদের দাবি আদায়ের সংগঠন। 'লেবার ইউনিয়নেও তোমার নাম নেই?' *জীবন*, ১৯৩২।

লেবাস [আ লিবাস] *বি* পোশাক। 'মেমসাহেবদের মতো মর্দানা লেবাস পরে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লেবাছ *বি* পোশাক। 'মুন্সীসাহেব বয়ান করেন আতসেরি লেবাছ পরে।' *জসীম*, ১৯৩১।

লেবাসপোরস্তি [আ লিবাস+ফা পরস্ত] *বি* পোশাকের জাঁকজমক। 'লেফাফাদুরস্তি ও লেবাসপোরস্তিই তার কাছে জীবনের প্রথম ও শেষ কথা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

লেবাসমুক্ত [আ লিবাস+স মুক্ত] *বিণ* আবরণহীন। 'সে-নামকে অন্তরে অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লেবু [আ লেমুন] *বি* অম্লরসাত্মক ফলবিশেষ। 'প্রথমে জারক লেবু প্রভৃতি টোটকার ব্যবস্থা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

লেবেঞ্চুস, লেবেনচুষ, লেবেনচুস [ই] *বি* লজেন্স; চুষে খাওয়ার মিঠাইবিশেষ। 'কোনোদিন লেবেঞ্চুস, কোনোদিন বা বোয়াল মাছ।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'চপ, কাটলেট, সন্দেশ, শনপাপড়ি, বিস্কুট, টফি, চকোলেট, লেবেনচুস।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'টিফিনের সময় লেবেনচুষ আর জিভে-গজার ফেরিওয়ালারা ... ছেলেদের আকর্ষণ করতো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লেবেল [ই] *বি* নামপত্র। 'লোক ... লেবেল আঁটিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'এই ভিজে পট্টিই তার লেবেল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লেভেণ্ডার [ই] *বি* এক ধরনের সুগন্ধী ফুল ও এই ফুল থেকে তৈরি সুগন্ধী তেল। 'লেভেণ্ডারের পরিবর্তে আতর ও গোলাপ।' *নবনূর*, ১৯০৫।

লেভেল [ই] *বি* স্তর। 'পানির লেভেল ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েক ফিট নিচুতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লেবেল ক্রসিং, লেভেল ক্রশিং [ই] *বি* সাধারণ পথ ও রেলপথ যেখানে একই তলে মিলিত হয়েছে। 'ঘন্টা দুয়েক বাদ গাড়িটা একটা লেভেল ক্রসিংয়ের মুখে এসে পৌছেচে।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'লেভেল-ক্রশিং – দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন।' *শক্তি*, ১৯৬৫; 'রেলওয়ে লেবেলক্রসিং পেরিয়ে গুলিস্তানের কাছে।' *জহির*, ১৯৬৮।

লেমনেড, লেমোনেড [ই] *বি* লেবুর গন্ধযুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড মেশানো পানীয়বিশেষ; লেবুর রস ও চিনি দিয়ে তৈরি পানীয়। 'জল কেন, লেমনেড আনিয়ে দাও-না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'লেমোনেডের নামে বোতলে ভরা স্যাকারিনের লাল নিস্তেজ জল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লেম্বু [আ লেমুন] *বি* লেবু। 'আম্বু লেম্বু ডালিম্ব।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লেম্বুরস [আ লিমুন+স রস] *বি* লেবুর রস। 'কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লেলানো [স লালা>] *ক্রি* আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করা। 'চাবুক নিয়ে তাড়া করে, কুত্তা লেলায়ে দেয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'মামারা দেবে ওদের লেলিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লেলিয়ে দেওয়া *ক্রি* আক্রমণের জন্য উসকে দেওয়া। 'লেলিয়ে দে ঢেলিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

লেলিহ [স] **১** *বিণ* লোভের ফলে লকলক-করা। 'একেবারে শত লেলিহ রসনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* দাউদাউ-করা। 'লায়লীর ইশারায় বুকে পুরে তারুণ্যের লেলিহ আগুন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

লেলিহজিহ্ব [স] *বিণ* লকলকে জিহ্বাবিশিষ্ট। 'লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লেলিহরসনা [স] *বিণ* লোলুপ জিভের মতো। 'দুর্দিন আসে লেলিহরসনা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

লেলিহা [স] *বিণ* লোলুপ জিভের মতো প্রসারিত। 'অম্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লেলিহান [স] *বিণ* লকলকে জিহ্বাযুক্ত। 'অসহ যৌবন-দাহে লেলিহান-শিখ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

লেশ [স] **১** *বিণ* একটুও। 'বীভৎস অঙ্গ স্পর্শিতে না কর ঘৃণা লেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'উগ্রসেনে নাহি ভক্তি লেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অবশেষ। 'শাস্ত্রেত জানিছি যত ভালমন্দ লেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* সামান্য পরিমাণও। 'আমি রাজকন্যা কখনও দুঃখের লেশ জানি নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

লেশতম [স] *বিণ* বিন্দু পরিমাণ। 'দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

লেশমাত্র [স] *বিণ* একটুও। 'বিধির লেশমাত্র নাই ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লেস [ই] ১ *বি* ফিতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* নকশা-করা পাড়। 'ছিটের কাপড় চিকন লেস।' *সুকুমার*, ১৯২০।

লেসওয়ালা [ই লেস+হি ওয়ালা] *বিণ* নকশা-করা পাড়-যুক্ত। 'লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

লেসবুনুনি *বি* লেসের মতো সুবিন্যস্ত। 'উপমার লেসবুনুনি দিয়ে মানুষের মোক্ষলাভ হবে না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লেহন [স] ১ *বি* চুম্বন। 'মানবপুত্ররে কর স্নেহের লেহন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ *বি* স্পর্শ। 'প্রশান্ত স্থিরতা হতে অগ্নির লেহন আসিবে না কভু।' *আহসান*, ১৯৪৪।

লেহ *বি* লেহন। 'সংজ্ঞা হারাব ও-সুরা চুমুকি সুরভি করিয়া লেহ।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

লেহন করা *ক্রি* চাটা। 'চক্ষু দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লেহনকামী [স] *বিণ* চাটতে চায় এমন। 'বৎস লেহনকামী ধেনু সম দ্রুতগামী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

লেহসিয়া *ক্রি* নাও এসে। 'ঝাঁট চলি আস্য সভে বস্ত্র লেহসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

লেহা[1] [স লিহ্>] *ক্রি* জিভ দিয়ে আস্বাদন করা। **লেহালে** *ক্রি* চাটলো। 'ঘন ঘন লেহালে বদন।' *মালাধর*, ১৫০০।

লেহা[2] [স স্নেহ] *বি* প্রেম। 'কান্দিয়া গোঙাব কত নাহি টুটে লেহা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

লেহাজ [আ লিহাজ] *বি* লজ্জা-শরম। 'তিনি কোনও দিন লেহাজ করিয়া চলেন না।' *মনসুর*, ১৯৫৫; 'দেখতে-শুনতে বল, লেহাজ-নম্রতায় বল ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

লেহাযা [আ লিহাজা] *অব্য* অতএব। 'দিন চারি ধূলাখেলা আখেরে মরণ লেহাযা আল্লার নাম লও মোমিনগণ।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

লেহ্য[1] [স] *বিণ* চেটে খেতে হয় এমন। 'লেহ্য পেয় চস্য চর্ব্য জত অন্ন ব্যঞ্জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

লেহ্যপেয় [স] *বি* লেহন ও পানের মাধ্যমে গ্রহণোপযোগী খাদ্য। 'কোনমতে লেহ্যপেয় নুনে বেঁচে যেতে চাই।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

লেহ্যা [স লেহ্য] *বি* চেটে খেতে হয় যা। 'চৈব্যা চোষ্যা লেহ্যা পেয় খোজএ ষকল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লেহ্য[2] [স ন্যায্য] *বিণ* ন্যায্য। 'তা লেহ্য কথা বলেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

লৈক্ষ [স লক্ষ] *বি* মনোনিবেশ। 'সংসারেত নাহিক লৈক্ষ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লৈখিক [স] *বিণ* লেখ্য। 'এই জনসমষ্টির মৌখিক ও লৈখিক রূপের আধুনিক নাম বাংলা-ভাষা।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

লো[1] ১ *অব্য* (সম্বোধনে) হে। 'তু লো ডোম্বী হাউঁ কপালী।' *চর্যা* ১০, ১২০০। ২ *সর্ব* ওগো। 'সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ লো এখন।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

লো[2] [স লোত্র] *বি* অশ্রু। 'নিরন্তর কান্দে রাণী চক্ষে বহে লো।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লো[3] *অব্য* আলঙ্কারিক অব্যয়বিশেষ। 'নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কি লো।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১।

লোঅ [স লোক] *বি* লোক। 'বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ণ মেলঈ।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

লোআচার *বি* লোকাচার। 'ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।' *চর্যা* ৩১, ১২০০।

লোআন [স লৌহ] *বি* লৌহ। 'সিরে হানি লোআন দৈস্য মাঝে টুটে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোআব *বি* সুরুয়া। 'এক টুকরা গোশত ও একটুখানি লোআব তুলিয়া লইয়া ...।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

লোক [স] ১ *বি* মানুষ। 'নিন্দে আকুল গোকুলের লোক ভৈল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'লোকসাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বি* বাসিন্দা। 'ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* ভুবন। 'আপন লোকেত হৈল বসুমতী জ্ঞান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ঊর্দ্ধতন সপ্তলোক, অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'জানি নাকো আজ তুমি কোন লোকে রহি।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৪ *বি* গণমানুষ। 'কর কৃপাবলোকনে যেন লোকে না হয় অখ্যাতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লোককবি [স] *বি* লোকগানের রচয়িতা। 'বাংলার লোককবিদের মধ্যে লালন ফকীর যত বড় কবি।' *হাই*, ১৯৫৪।

লোকক্ষয় [স] *বি* প্রাণহানি। 'এই সর্বনাশকর নৈসর্গিক উপদ্রবের ফলে ... অগণিত লোকক্ষয় ঘটিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

লোকখ্যাতি [স] *বি* লোকমুখের সুনাম। 'ছাড়ো লোকলাজ লোকখ্যাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লোকগণনা [স] *বি* আদমশুমারি। 'লোকগণনা করিয়া কাগজ শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২

লোকগতি [স] *বি* লোকের দুর্দশা। 'লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণহৃদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লোকগমন [স] *বি* মৃত্যু; পরলোক গমন। 'তাঁহারদের মধ্যে এই শেষ মহাত্মার শেষ লোকগমন হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

লোকগাথা [স] ১ *বি* পল্লীকাব্য। 'লোকগাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ২ *বি* বহুকাল ধরে গ্রামীণ জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত পালাগান। 'লোকগাথা, লোক-সংস্কৃতি, লোকগীতি, লোকশিল্প – বাংলার বাঙালীয়ানার প্রাণ-সম্পদ।' *বেগম*, ১৯৭২।

লোকগীতি [স] *বি* লোকসংগীত। 'লালনের গানগুলো লোকমুখে গীত হতে হতে লোকগীতির মতো এখন জাতীয় সম্পদ।' *হাই*, ১৯৫৪; 'লোকগীতি, লোকনৃত্য ইত্যাদি উদ্ধার বা নতুনভাবে রূপায়িত ... করতে পারেন মেয়েরাও।' *বেগম*, ১৯৫৮।

লোকগ্লানি [স] *বি* লোকের অপমান। 'লোকগ্লানি ... মনের অস্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হয়।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

লোকচক্ষু [স] *বি* জনসাধারণের দৃষ্টি। 'লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে প্রস্তুত হয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লোক-চমক [স] *বি* লোকজন চমকিত হয় এমন বিষয়। 'জাঁক-জমকের লোক-চমকের যত রকম ভণ্ডামি আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লোকচরচা [স লোকচর্চা] *বি* লোকনিন্দা। 'বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

লোকচরিত্র [স] *বি* মানুষের স্বভাব। 'পুরুষেরা লোকচরিত্র বিষয়ে

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অভিজ্ঞ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'কত লোকচরিত্র, কত সমাজহিতের আলোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লোক-চলাচল [স] *বি* মানুষের গমনাগমন। 'জগৎসংসারে লোক-চলাচল তো বন্ধ হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লোকচিত্ত [স] *বি* জনমন। 'এই লোকচিত্তের একতা সব দেশে এক ভাবে সাধিত হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লোক-চোখ [স লোকচক্ষু] *বি* জনসাধারণের নজর বা দৃষ্টি। 'প্রৌঢ় ব্যক্তির বিয়ে লোক-চোখের আড়ালে অনাড়ম্বরে করাই শ্রেয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লোকজন [স] *বি* লোকসকল। 'মথুরা নগরে জত লোকজন ছিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোকজনতা [স] *বি* জনসংখ্যা। 'নগরের লোকজনতা অধিক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

লোকজন-ভরা *বিণ* জন-পরিপূর্ণ। 'সন্ধ্যাবেলায় এমন আলোয়-ভরা লোকজন-ভরা শহরের পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

লোক-জীবন [স] *বি* মানুষের ব্যক্তিগত জীবন। 'সাধারণভাবে ধর্মীয় প্রভাব লোক-জীবনে শিথিল হয়ে এলো।' *উমর*, ১৯৬৬।

লোকত [স] *বিণ* ইহলৌকিক। 'লোকত স্বার্থ আর পরমার্থের অভিন্নতায় তাঁর বিন্দু-বিসর্গ সংশয় ছিল না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লোক-দেখানে *বিণ* বাহ্যিক। 'তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভান করতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লোকদেখানো ১ *বিণ* বাহ্যিক। 'লোকদেখানো কুলমর্যাদা।' *শরৎ*, ১৯১৭। ২ *বিণ* আন্তরিকতা নেই এমন; কপট। 'লোকদেখানো প্রীতির চাপে যখন ক্রমেই শুকনো কাঠ হয়ে উঠছিল ...' *নজরুল*, ১৯২৭।

লোক ধরম [স লোকধর্ম] *বি* লোকধর্ম। 'লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লোকধর্ম, লোকধর্ম্ম [স] ১ *বি* প্রচলিত রীতিনীতি বা আদর্শ। 'লোকধর্ম রৈক্ষা কর কার্জ্জ নাহি রনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* লৌকিক ধর্ম। 'যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বি* মানুষের সাধারণ ধর্মীয় মূল্যবোধ। 'যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লোকনাথ [স] *বিণ* ত্রাণকর্তা। 'জয় সর্ব-লোকনাথ শ্রীগৌরসুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোকনিন্দা [স] *বি* জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দা। 'তাহার লোকনিন্দার ভয় থাকে না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

লোকনিন্দে [স লোকনিন্দা] *বি* জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দা। 'তারা লোকনিন্দে ভয়ে এসে আমাদের নে যাওয়ার চেষ্টা করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

লোকনৃত্য [স] *বি* গ্রামীণ নৃত্য। 'লোকগীতি, লোকনৃত্য ইত্যাদি উদ্ধার বা নতুনভাবে রূপায়িত ... করতে পারেন মেয়েরাও।' *বেগম*, ১৯৫৮।

লোকপরম্পরা [স] *ক্রিবিণ* লোক থেকে লোকে। 'সকল কথা লোকপরম্পরা শ্রুত হইয়া আসিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

লোক-পরম্পরায় *ক্রিবিণ* লোকজনের মুখে; লোকমুখে। 'লোক-পরম্পরায় শুনেছি যে, তিনি কল্য সায়ংকালে এখানে এসেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

লোকপরিপূর্ণ [স] *বিণ* লোকজনে ভরা। 'এই সূর্যচন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লোকপাল [স] ১ *বি* রাজা। 'পাদ্য অর্ঘ্য হাথে দাণ্ডাইলা লোকপাল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* হিন্দুপুরাণে বর্ণিত দিকপাল। 'যম বরুণ প্রভৃতি চার লোকপালের নাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লোকপালন [স] *বি* জনসেবা। 'সামগ্রিকতা এযুগে চাইই, নইলে লোকরক্ষণ ও লোকপালন দক্ষতার সঙ্গে হবে না।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

লোকপীড়ক [স] *বিণ* মানুষকে অত্যাচার করে এমন। 'লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

লোকপূজ্যতা [স] *বি* সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা। 'রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লোকপ্রতিষ্ঠা [স] *বি* লোকসমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি। 'আত্মপ্রতিষ্ঠা বা লোকপ্রতিষ্ঠা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লোক-প্রথিত [স] *বিণ* মনুষ্যলোকে খ্যাত। 'এই ত্রিদেব লোক-প্রথিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লোকপ্রবাদ [স] *বি* জনশ্রুতি। 'লোকপ্রবাদ আছে যে হিন্দুরা কোনকালে সমুদ্র পরিভ্রমণ করেন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লোকপ্রবাহ [স] *বি* জনস্রোত। 'চারি দিকের লোকপ্রবাহ পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লোকপ্রশংসিত [স] *বিণ* জনসাধারণের প্রশংসা পেয়েছে এমন। 'তুমি অযোদ্ধাতে লোকপ্রশংসিত রাজ্য লাভ করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লোকপ্রসিদ্ধ [স] *বিণ* জনসাধারণের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেছে এমন। 'লোকপ্রসিদ্ধ প্রচলিত উপন্যাস ... সেরূপ আশ্চর্য্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লোকপ্রিয় [স] *বিণ* জনপ্রিয়। 'ন্যাকামির উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া।' *প্রমথ*, ১৯১২; '... বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে লোকপ্রিয় হইতে পারিতেছেন না।' *সওগাত*, ১৯১৯।

লোকবৎসলা [স] *বিণ স্ত্রী* মানুষের প্রতি দয়া আছে এমন। 'যদি কোনো প্রসন্নমূর্তি প্রফুল্লমুখী ধৈর্যময়ী লোকবৎসলা দেবী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লোকবর্জ্য [স] *বি* অস্পৃশ্য। 'আদিখণ্ডে লোকবর্জ্য হাঁড়ির আসনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোকবল [স] *বি* জনবল। 'তাঁহাদের প্রথম দরকার লোকবল।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

লোকবাহ্য [স] *বিণ* মানব সমাজের বহির্ভূত। 'দেবগুহ্য লোকবাহ্য যাহার আচার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোকবিখ্যাত [স] *বিণ* জনপ্রিয়। 'শিবির চারিপুত্র লোকবিখ্যাত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'যখন কার্য্যটি পরোক্ষ, লোকবিখ্যাত ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

লোকবিবরণ [স] *বি* লোককাহিনি। 'বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'পুরাবৃত্ত ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লোকবিরল [স] *বিণ* অতি অল্পসংখ্যক লোক বাস করেন এমন। 'লোকবিরল গৃহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লোকবিরুদ্ধ [স] *বিণ* মানুষের মধ্যে প্রকাশযোগ্য নয় এমন। 'এমন ... লোকবিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইল না?' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

লোকবিশ্বাস [স] *বি* সাধারণভাবে প্রচলিত বিশ্বাস। 'লোকবিশ্বাসের সেই গূঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি কি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লোকব্যবহার [স] *বি* লোকাচার। 'লোকব্যবহার শিথিল হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লোকব্যবহারবিরুদ্ধ [স] *বিণ* সর্বসাধারণের আচরণ পরিপন্থী। 'লোকব্যবহারবিরুদ্ধ আচরণ আমি নিজে অনেক করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লোকভয় [স] *বি* সর্বসাধারণকে ভয়। 'লোকভয় দেখি প্রভু বাহ্যজ্ঞান হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লোকভয়াতীত [স] *বিণ* লোকভয়ের উর্ধ্বে রয়েছে এমন। 'নির্বিঘ্ন পথের প্রয়োজনে/ প্রাণভুক রাক্ষসের চতুর ভূমিকা তার লোকভয়াতীত।' *সিকান্দার*, ১৯৬১।

লোকভাষা [স] *বি* সর্বসাধারণের ভাষা। 'লোকভাষা যে কোনো দেশেই রাতারাতি স্বরাট হয়ে ওঠেনি।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

লোকমণ্ডলী [স] *বি* লোকজন। 'তাঁহারা বিদেশের অপরিচিত লোকমণ্ডলীকে স্বরাজ্যে বসবাসের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লোকমত [স] *বি* জনমত। 'রাজ্যের সেই শাসন-প্রণালী, যার গোড়ায় আছে লোকমত।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'সেখানে এখন লোকমতের উপরই শাসন প্রতিষ্ঠিত।' *নজরুল*, ১৯২২।

লোকমনোরঞ্জন [স] *বি* সর্বসাধারণের মনস্তুষ্টি। 'লোকমনোরঞ্জন ছিল তাঁর আশু লক্ষ্য।' *আনিস*, ১৯৬৪।

লোকময় [স] *বিণ* জনাকীর্ণ। 'সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লোকমর্যাদা [স] *বি* লোকসমাজে প্রাপ্ত সম্মান। 'জুলিখার কুলগর্ব এবং লোকমর্যাদার ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লোকমাঝে [স লোক+স মধ্য>] *ক্রিবিণ* সাধারণ মানুষের মধ্যে। 'ধার্মিকপ্রবর তুমি লোকমাঝে খ্যাত।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লোকমাতা [স] *বি* লোকের মায়ের মতো যে। 'লোকমাতা বসুন্ধরাকে বারম্বার অশৌচগ্রস্ত করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

লোক মানিত [স] *বিণ* লোকে মানে এমন। 'অনেক লোক মানিত পূজা বলিদানাদি অনেক করেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

লোকমান্য [স] *বিণ* জনসাধারণের কাছে মান্য। 'ধনধান্যে ভরে ঘর লোকমান্য কলেবর দিনে দিনে হয় আনন্দিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লোকমান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব ... করিতাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লোকমুখ [স] *বি* লোকসাধারণের মুখের কথা। 'হএ নহে তত্ত্ব রাধা লোকমুখে জ্ঞাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লোকমুখরিত [স] *বিণ* লোকজনের কথাবার্তায় মুখর। 'একদিন ছিল লোক মুখরিত বিরাট বিশাল নগরী।' *নজরুল*, ১৯২২।

লোকমুখে *ক্রিবিণ* লোকসাধারণের মুখে মুখে। 'লালনের গানগুলো লোকমুখে গীত হতে হতে লোকগীতির মতো এখন জাতীয় সম্পদ।' *হাই*, ১৯৫৪।

লোকমোহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সবাইকে মোহিত করে এমন। 'লোকমোহিনী সুন্দরী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লোকযাত্রা [স] **১** *বি* সংসারযাত্রা। 'লোকযাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় ...।' *রামমোহন*, ১৮১৫। **২** *বি* লোক সমাগম। 'শেষে লোকযাত্রা ভঙ্গ হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৩** *বি* গ্রাম পরিক্রমণ। 'লোকযাত্রায় গ্রামের বহির্ভাগে গমনপূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২। **৪** *বি* জীবনযাত্রা। 'লোকযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী সমুদায় আবশ্যক ও সুখোৎপাদক সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

লোকযাত্রাবিধান [স] *বি* রাষ্ট্রপালনবিদ্যা। 'অর্থের উৎপত্তি, উপার্জন, বিনিময় প্রভৃতি লোকযাত্রাবিধান বিদ্যায় লিখিত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লোকরক্ষণ [স] *বি* জনগণকে রক্ষা করা। 'সামগ্রিকতা এযুগে চাইই, নইলে লোকরক্ষণ ও লোকপালন দক্ষতার সঙ্গে হবে না।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

লোকরক্ষা [স] *বি* লোকের হিত। 'এই যজ্ঞের দ্বারাই লোকরক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লোকরঞ্জন [স] *বিণ* লোকের প্রীতিসম্পাদনে সক্ষম। 'ডুবাল স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ও লোকরঞ্জন ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

লোকরঞ্জনা [স] *বিণ* জনসাধারণের মন-ভোলানো। 'কেবল আমোদ লাভ ও লোকরঞ্জনা হইলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লোকলজ্জা [স] **১** *বি* জনসাধারণের নিন্দার ভয়। 'লোকলজ্জা হয় ধর্মকীর্ত্তি হয় হানি/ এই কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* লোকনিন্দার জন্য লজ্জা। 'লোক-লজ্জা পাইব যাহাতে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'অন্দরে আছেন বলিয়া লোক লজ্জা অল্প হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

লোক-লশকর [স লোক+ফা লশকর] **১** *বি* পরিবারের সদস্য ও সহায়কগণ। 'জিনিসপত্র লোক-লশকরে ঠাসা আছে ঘর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বি* সৈন্যসামন্ত। 'যুদ্ধের সময় লোক-লশকর গোলাগুলি দিয়া ইংরাজের ইজ্জৎ রক্ষা করেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

লোকলস্কর [স লোক+ফা লশকর] *বি* অনেক লোকজন। 'এত শোরসরাবৎ লোকলস্করের দরকার কী?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লোকলাজ [স লোকলজ্জা] *বি* লোকনিন্দার জন্য লজ্জা। 'লোক-লাজে স্বামী মোর কিছু নাঞি কয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও আও লো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

লোকলীলা [স] *বি* মৃত্যু। 'তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লোকলীলা সংবরণ করা *ক্রি* মৃত্যুবরণ করা। 'তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

লোক লোকান্তর [স] *বি* ইহকাল ও পরকাল। 'তোমায় পাব নিরন্তর লোক লোকান্তরে যুগযুগান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'অভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে ... লোক-লোকান্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লোক-লোচন [স] *বি* মানুষের দৃষ্টি। 'দিনে দিনে লোক-লোচনের আড়াল দিয়া ...।' *জসীম*, ১৯২৭; 'প্রকাশ্যে হোক পরস্পরকে ছলনা-/ লোকলোচনকে অন্তত করি পরোয়া।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

লোক-লৌকিতা [স] *বি* সামাজিকতা। 'লোক-লৌকিতা, কুটুম্ব, সংসার সমস্তই এই একটা মাথায়।' *শরৎ*, ১৯১২।

লোকলৌকিকতা [স] *বি* লোকাচার এবং সৌজন্য। 'লোকলৌকিকতা আত্মীয়কুটুম্বিতা পরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'সংসারের লোকলৌকিকতাকে ... মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

লোকশঙ্কা [স] *বি* মনুষ্য-ভয়। 'দূর কর লোকশঙ্কা খাও ... খাও পর কর‍্যা বিলাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোকশিক্ষক [স] *বি* জনসাধারণের শিক্ষক। 'প্রতিভাশালী লেখকেরা যে লোকশিক্ষক নহেন ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

লোকশিক্ষা [স] *বি* সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা। 'তবে তুমি লোকশিক্ষা নিমিত্ত কারণে ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোকশিল্প [স] *বি* সাধারণ লোকের মধ্যে বহুকাল থেকে প্রচলিত শিল্প। 'লোকগাথা, লোক-সংস্কৃতি, লোকগীতি, লোকশিল্প ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

লোকশিল্পী [স] *বি* লোকশিল্পের চর্চা করে যে। 'লোকসাহিত্যিক এবং লোকশিল্পীরা এর গুরুত্বকে উপেক্ষা না করে সমস্যাটিকে যেভাবে সহজ করে এনেছিলেন।' *উমর*, ১৯৬৭।

লোকশ্রুত [স] *বিণ* প্রসিদ্ধ। 'মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

লোকশ্রেয় [স] *বি* জনহিতকর কাজ। 'বুদ্ধির মুক্তি বা লোকশ্রেয়ের উপর দিয়েছেন জোর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

লোকসংখ্যা [স] *বি* বাসিন্দাদের সংখ্যা। 'কলিকাতার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লোকসংসর্গ [স] *বি* লোকের সঙ্গ। 'সর্ব্বদা ... গৃহশূন্য, তিতিক্ষাযুক্ত, লোকসংসর্গবর্জ্জিত ও নিরুপদ্রব থাকিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লোকসংসর্গবর্জ্জিত [স] *বিণ* লোকের সংস্রবহীন। 'সর্ব্বদা ... গৃহশূন্য, তিতিক্ষাযুক্ত, লোকসংসর্গবর্জ্জিত ও নিরুপদ্রব থাকিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লোক-সংস্কৃতি [স] *বি* লোকবিশ্বাস, ঐতিহ্য, আচার, শিল্প ইত্যাদি। 'লোকগাথা, লোক-সংস্কৃতি, লোকগীতি, লোকশিল্প ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

লোকসঙ্গ [স] *বি* মানুষের সাহচর্য। 'সে অবস্থায় সে লোকসঙ্গের অনুপযোগী হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লোকসঙ্গ ভীরু [স] *বিণ* লোকের সঙ্গ ভয় পায় এমন। 'আগের সেই কুণ্ঠিত, দ্বিধান্বিত, লোকসঙ্গ ভীরু তরুণটি চিরকালের মতো বিদায় নিল।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

লোকসঙ্গীত [স] *বি* পল্লীগীতি। 'কাবুলে কিন্তু লোকসঙ্গীতেরই রেওয়াজ বেশি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

লোক-সঙ্ঘট্ট [স] *বি* লোকের ভিড়। 'প্রভুরে দেখিতে লোক-সঙ্ঘট্ট হইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লোকসভা [স] **১** *বি* ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ। 'প্রস্তাবটি লোকসভায় গৃহীত হয়।' *আনন্দবাজার*, ১৯৭১। **২** *বি* জনসভা। 'আছে উৎসব, লোকসভা, শতবার্ষিকী?' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

লোকসমক্ষে [স] *ক্রিবিণ* জনসম্মুখে। 'যাঁহারা লোকসমক্ষে আপনার পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

লোকসমষ্টি [স] *বি* জনগণ। 'যেখানে সমগ্র লোকসমষ্টির এক জাতীয়তা।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

লোকসমাগম [স] *বি* লোকের উপস্থিতি। 'অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লোকসমাজ [স] *বি* গ্রাম্যসমাজ। 'নাহিঁ বারে লোক সমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লোকসাধারণ [স] *বি* জনগণ। 'লোকসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লোকসাহিত্য [স] *বি* লোকগল্প, লোকগাথা ইত্যাদি। 'লোকসাহিত্য প্রণয়নের দ্বারা দেশের হিতসাধন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

লোকসাহিত্যিক [স] *বি* লোকসাহিত্যে রচয়িতা। 'লোকসাহিত্যিক এবং লোকশিল্পীরা এর গুরুত্বকে উপেক্ষা না করে ...।' *উমর*, ১৯৬৭।

লোকসিন্ধু [স] *বি* জনসমুদ্র। 'ঐ লক্ষ টাকা ঐ লোকসিন্ধু অপেক্ষা বিন্দু বোধ হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

লোকসৃষ্টি [স] *বি* মানবসমাজ। 'যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লোকসেবা [স] *বি* জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কাজ। 'জীবনের সমস্ত চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি লোকসেবায় যেন নিয়োজিত হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

লোকস্তুতি [স] *বি* মানুষের বাহবা। 'লোকনিন্দা লোকস্তুতি সৌভাগ্যগর্ব এবং মান-অভিমানে স্ত্রীলোককে যে এমন বিচলিত করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লোকস্থিতি [স] **১** *বি* লোকাচার। 'লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* সাধারণের মন রাখা। 'বিশুদ্ধ শ্রেয়োনীতি ও লোকস্থিতি এক তালে চলতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

লোকস্বাস্থ্য [স] *বি* জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা। 'লোকশিক্ষা লোকস্বাস্থ্য ... প্রভৃত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

লোক হাসানো *ক্রি* উদ্ভট কাজের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে উপহাসের সৃষ্টি করা। 'তারে ধ্যান শিক্ষা কর লোক হাসাইয়া মার।' *কৃষ্ণদাস* ১৫৮০।

লোকহিত [স] *বি* মানুষের কল্যাণ। 'লোকহিত কারনে জগতে অবতারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোক-হিতকর [স] *বিণ* জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর। 'এই মনুপ্রোক্ত লোক-হিতকর সারগর্ভ উপদেশটি ... হৃদয়ে জাগরূক করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

লোকহিতবাদী [স] *বি* মানুষের মঙ্গলে আস্থা রাখে যে। 'যার সাক্ষ মেলে লোকহিতবাদী, তেলাঙ্গ, রানাডে ... প্রভৃতির রচনায়।' *শিব* ১৯৫৬।

লোকহিতৈষা [স] *বি* জনসেবা। 'তাঁহার অশ্রান্ত লোকহিতৈষ তাঁহাকে ... প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

লোকহিতৈষী, লোকহিতৈষি [স লোকহিতৈষী] *বিণ* জনগণের কল্যাণকামী। 'বিজ্ঞ অথচ লোকহিতৈষি শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন। *দর্পণ*, ১৮৩২; 'কোনও লোকহিতৈষী সমাজের সাহায্যে ...।' *বিদ্যা* ১৮৪৯।

লোকহীনতা [স] *বি* নির্জনতা। 'গতিহীন লোকহীনতা আরও বেশি করে ফুটিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লোকাকীর্ণ [স] *বিণ* জনাকীর্ণ। 'এই শুষ্ক ধূলিময় লোকাকীর্ণ হাট-বাজারের ইতরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লোকাগম [স] *বি* জনসংখ্যা বৃদ্ধি। 'লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধন বৃদ্ধি হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লোকাচার [স] ১ *বি* সামাজিক রীতি-নীতি বা প্রথা। 'আর যত লোকে কিছু লোকাচার বলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচারকে প্রাধান্য দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বি* লোকসংস্কৃতি। 'তাঁহারা লোকমধ্যে লোকাচার, সদ্গুরু মধ্যে একাচার – এই বাক্য অবলম্বন করিয়া বহুবিধ দেবপ্রতিমারও অর্চনা করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

লোকাচারদর্শী [স] *বিণ* সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথা সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন। 'লোকবিত্ত পর্য্যালোচনায় ব্যাসক্ত হইয়া লোকাচারদর্শী ... সাক্ষাত করিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

লোকাতিগ [স] *বিণ* অসাধারণ। 'তদীয় কোমল কলেবরে লোকাতিগ লাবণ্য ... নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

লোকাতীত [স] ১ *বিণ* অসাধারণ। 'তাঁহার গুণ লোকাতীত।' *কেরি*, ১৮১২। ২ *বিণ* অলৌকিক। 'নিদ্রে! তোমার কি লোকাতীত মহিমা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৩ *বিণ* লৌকিকতার অধিক। 'প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* অলৌকিক জগৎ। 'নাক্ষত্রিক সহযাত্রিগণ ... ছোটে লোকাতীতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

লোকানুরাগ [স] *বি* লোকের প্রতি অনুরাগ; মানবকল্যাণ। 'লোকানুরাগ লাভ মাত্র আমারদিগের সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লোকানুরাগপ্রিয়তা [স] *বি* অন্যের কাছে অনুরাগ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। 'আমারদিগের লোকানুরাগপ্রিয়তা অর্থাৎ লোকের নিকট অনুরাগ প্রাপ্তির অভিলাষ আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লোকান্তর [স] *বি* পরলোক। 'সূর্যকুমার ঠাকুর লোকান্তর গমন কালে ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

লোকান্তরগত [স] *বিণ* মৃত; প্রয়াত। 'রাজা লোকান্তরগত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

লোকান্তরগতা [স] *বিণ স্ত্রী* মৃত। 'দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

লোকান্তর গমন [স] *বি* মৃত্যুবরণ। 'পীড়িত হইয়া ... লোকান্তর গমন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

লোকান্তরপ্রাপ্তি [স] *বি* মৃত্যু। 'কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

লোকান্তরিত [স] *বিণ* মৃত। 'স্বপ্নে ও প্রকাশ্যে লোকান্তরিত নবীদের প্রবেশ ও প্রস্থান।' *আনিস*, ১৯৬৪।

লোকাপবাদ [স] *বি* লোকনিন্দা। 'এরূপ বিরূপ লোকাপবাদে দূষিত হওয়া অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করাই বিধেয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

লোকাভাব [স] *বি* লোকের সংকট। 'চাষাবাদে লোকাভাব দেখা দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

লোকায়ত [স] ১ *বিণ* লৌকিক; ধর্মনিরপেক্ষ। 'মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'এ মতকে তাঁরা লোকায়ত বলেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২৭। ২ *বি* পার্থিব জগৎ। 'তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৩ *বিণ* অমার্জিত। 'উৎপলার লোকায়ত মন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

লোকায়তিক [স] *বি* অবিশ্বাস; নাস্তিক্য। 'অগ্রাহ্য সান্ত্বনা, শুদ্ধ লোকায়তিকের উন্মোচনে –।' *শক্তি*, ১৯৬১।

লোকায়ত্ত [স] ১ *বিণ* প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও আচার সংশ্লিষ্ট। 'সাহিত্য লৌকিক না হইলেও যে লোকায়ত্ত।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বিণ* গণতান্ত্রিক। 'দেশবাসীর সমর্থিত ও লোকায়ত্ত গভর্ণমেন্ট স্থাপন অপরিহার্য্য।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

লোকায়ত্ত শাসন [স] *বি* যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের নিয়ন্ত্রণ থাকে। 'ডিমোক্রাসি কথাটার নানারূপ সংস্কৃত অনুবাদ করা হয়েছে যথা – প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র ... স্বায়ত্তশাসন, লোকায়ত্ত শাসন ইত্যাদি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

লোকারণ্য [স লোক+অরণ্য] ১ *বি* বহু লোকের সমাগম। 'দূর দূরান্ত হইতে লোকসমাগম দ্বারা ঐ সময়ে তথায় লোকারণ্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* লোকে পরিপূর্ণ। 'দর্শকেরা, বিচারগৃহ লোকারণ্য করিবেন।' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

লোকালয় [স] *বি* জনবসতিপূর্ণ স্থান। 'নিকটে লোকালয় নাই।' *কেরি*, ১৮১২; 'সার্থকতা নয়, যদি সফলতা তোমায় প্রতিষ্ঠ করে লোকালয়ে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

লোকালয়হীন [স] *বিণ* লোকবসতি নেই এমন। 'লোকালয়হীন বরফের প্রান্তর।' *প্রমথ*, ১৯২০।

লোকের আবাস *বি* লোকালয়। 'লোকের আবাস ছাড়ি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

লোকে লোকান্তরে *ক্রিবিণ* এক ভুবন থেকে অন্য ভুবনে। 'তালোমন্ত কাটিয়ে হব পার চলতে রব লোকে লোকান্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

লোকে লোকারণ্য *বি* অসংখ্য লোকের সমাবেশ। 'বিশেষ ছুটীর দিনে দেখিবে যে লোকে লোকারণ্য।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

লোকে লোকে *ক্রিবিণ* জগৎজুড়ে। 'লোকে লোকে উঠে প্রাণ-তরঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

লোকোত্তর [স] ১ *বি* মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ব্যক্তি। 'ওগো লোকোত্তর, পুরুষোত্তম।' *জীবন*, ১৯২৭। ২ *বি* অপার্থিব জগৎ। 'তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৩ *বিণ* লোকদুর্লভ; অলৌকিক। 'অদ্ভুত লোকোত্তর চরিত্রের।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

লোকোপকার [স] *বি* মানুষের উপকার। 'তাহাতে লোকোপকারও নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

লোকোপকারক [স] *বিণ* জনদরদি; লোকের উপকারী। 'জজসাহেব ... প্রজাপালক সদ্বিচারক লোকোপকারক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

-লোক *বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয়*। 'সেখানকার তাতিলোক সদর কোটীতে সরবরাহ করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

লোকমা [আ লুকমা] *বি* মুখে দেওয়ার জন্যে মুঠি-ভরা খাবার। 'বিসমিল্লাহ না বলে কেউ যেন লোকমা না তোলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

লোকশান, লোকসান [আ নুকসান] *বি* ক্ষতি। 'আমি কোন দফার লোকসান করিয় নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'তবে সেটা শোনা একটা মহৎ

লোকশান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লোকসান যাওয়া *ক্রি* আর্থিক ক্ষতি হওয়া। 'আলুর চাষে অনেক লোকসান গিয়েছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

লোকসানি, লোকসানী ১ *বিণ* লোকসান হয়ে গেছে এমন। 'আমার বিদ্যেটা লোকসানি মাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *বিণ* কেনা দামের চেয়ে বেচার দাম কম এমন। 'লোকসানী বাজারের বাক্সের আতাফল।' *জীবন*, ১৯৪২।

লোকসানী জমা *বি* লোকসান হচ্ছে এমন মূলধন। 'লোকসানী জমা ইস্তফা দিলেই পারিস।' *তারা*, ১৯৪০।

লোকাল, লোক্যাল [ই] **১** *বি* প্রতিটি স্টেশনে থামে এমন গাড়ি। 'আমি লোকাল ধরব।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'রাতে একটা লোক্যাল ছাড়ে।' *শামসুল*, ১৯৬২। **২** *বিণ* স্থানীয়। 'লোকাল দালাল সব কথা চালালো।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

লোকাল-বোর্ড [ই] *বি* পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের উন্নতিকল্পে জনগণের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে গঠিত সভা। 'ইউনিয়ন-বোর্ড, লোকাল-বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

লোকোমোটিব [ই] *বি* রেল-ইঞ্জিন। 'কোম্পানির থার্ডক্লাস দেখলে অ্যাকদিন এঁদের এজেন্ট ও লোকোমোটিব সুপরিন্টেণ্ডেন্টকে বলতে পাত্তেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

লোখ [স লোক] *বি* জনসাধারণ। 'নানা সুখে লোখ বস্যে রজনি দিবসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোঘাজবানি [ফা নিগাবানি] *বি* দেখাশোনা। 'সাহেব লোকর লোঘাজবানি ও হেফাজত কারণ ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

লোঙানো *ক্রি* নত হওয়া। 'জ্ঞানতত্ব কথা কহি বিরে লোঙাইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোচন[1] [স] *বি* চোখ। 'আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তিতিল লোচন জলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোচন অমিয়া [স] *বি* দৃষ্টিসুধা। 'নিমিষ তেজিয়া লোচন অমিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লোচনজোর [স লোচন+স যুগ্ম] *বি* যুগল চোখ। 'দীঘল লোচনজোর কি বলিল তায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

লোচনপ্রান্ত [স] *বি* চোখের কোণ। 'লোচনপ্রান্ত ছল ছল হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

লোচনযুগ [স] *বি* চোখজোড়া। 'অরুণ লোচনযুগে মলিন অধর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোচনযুগল [স] *বি* চক্ষুদ্বয়। 'আকুল কুন্তলপাশ লোচনযুগল উতোরোল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোচনলোভা *বিণ স্ত্রী* চোখের কাছে লোভনীয়; সুন্দরী। 'ঘসেটি লোচনলোভা ছিলেন, ইতিহাস কি তা বলে?' *রশীদ*, ১৯৬৩।

লোচনানন্দ [স] *বিণ* চোখকে আনন্দ দেয় এমন। 'লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা হয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

লোচনানন্দপ্রদ [স] *বিণ* চোখকে আনন্দ দেয় এমন। 'লোচনানন্দপ্রদ নবীন দূর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লোচনাভিসার [স] *বি* চোখ দিয়ে খোঁজা। 'তিন সন্ধ্যা করিয়াছি সার/ লোচনাভিসার।' *অন্নদা*, ১৯৩১।

লোচন[2] *বি* গাছবিশেষ। 'চম্পলী সুরুল লোচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লোচ্চা [আ লুস্‌স] *বিণ* লম্পট; দুশ্চরিত্র। 'যে সকল লোক লোচ্চা ও দুষ্ট চরিত্র।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

লোচ্চামি [আ লুস্‌স>] *বি* লাম্পট্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লোচ্চ্যা [আ লুস্‌স>] *বিণ* পাজি; বদমাশ। 'মীনু তিনু নীলাম্বর লহমন লোচ্চ্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লোট[1] [স লুট্>] *বি* গড়াগড়ি। 'পড়িল বাঘের মাথা ভূমে যায় লোট।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লোট[2] [ই নোট] *বি* হাতচিঠা; রসিদ। 'দুই হাজার একশত টাকার এব লোট লেখাইয়া আনিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লোট[3] *বি* ঢেঁকির যে গর্তে চাল তৈরির জন্য ধান রাখা হয়। 'ঢেঁকির লোটে চাউল ভরিয়া ধাপুর ধোপর পাড়।' *জসীম*, ১৯৬০।

লোটন[1] [হি লোটন] *বি* বেণীহীন খোঁপা। 'লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাঅঁ ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লোটন[2] *বি* এক জাতের পায়রাবিশেষ। 'গেরোবাজ লোটন লক্কা সিরাজ মুখখি ইত্যাদি হরেকরকম পায়রা।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

লোটা[1] [স লুট্>] **১** *ক্রি* লুটিয়ে পড়া। 'হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* গড়াগড়ি দেওয়া। 'লোটাঅঁ লোটাঅঁ দুঈহো কান্দে একবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* লুট করা। 'সাধুর ভাণ্ডার লোটে আন্যা ঘৃত দধি ঘটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লোটই** *ক্রি* লুটিয়ে পড়ে। 'ক্ষেণে ক্ষেণে উঠই মুরছি তনু লোটই সুবল সখ করু কোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **লোটএ** *ক্রি* লুটায়। 'ভূমিতে লোটএ কেহ পুনি স্থির নহে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **লোটাঅ** *ক্রি* লুটিয়ে পড়ে। 'অষ্টাঙ্গে লোটাঅ মুনি বুকে দুই হাত।' *রামাই*, ১৭১০। **লোটাআঁ** *ক্রি* লুণ্ঠিত হয়ে। 'লোটাআঁ লোটাআঁ দুঈহো কান্দে একবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লোটাইআ** *ক্রি* লুটিয়ে। 'লোটাইআ কান্দে নন্দি মহীর উপরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **লোটাইতে** *ক্রি* লুটিয়ে পড়তে। *মানোএল*, ১৭৪৩। **লোটাইয়া ১** *ক্রি* গড়াগড়ি দিয়ে। 'ভূম্যে লোটাইয়া জসোদা কান্দেন তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* গড়াগড়ি দেওয়ানো। 'ভূমিত লোটাইয়া তাকে প্রাণে না মারিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **লোটাইল ১** *ক্রি* লেপটে গেলো। 'সিন্দুরে লোটাইল যেহ্ন গজমুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* গড়াগড়ি দিলো। 'মুর্ছিতা পড়িল উসা ভূম্যে লোটাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। **লোটাএ** *ক্রি* গড়াগড়ি খায়। 'চারি মুকুট লোটাএ পাএ তিতেঁ আখির জল।' *মালাধর*, ১৫০০। **লোটায় ১** *ক্রি* গড়াগড়ি খায়। 'পালঙ্ক ছাড়িয়া কেন লোটায় ভূমিতলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* লুটিয়ে পড়ে। 'অচেতন শচীমাতা লোটায় অবনী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **লোটায়িআঁ** *ক্রি* লুটিয়ে। 'হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **লোটায়্যা ১** *ক্রি* লুটিয়ে পড়া। 'অবনি লোটায়্যা কায়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* লুটোপুটি খেয়ে। 'বিঘ্নরাজ বন্দে মাথা লোটায়্যা ধরণী।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **লোটে** *ক্রি* লুটিয়ে পড়ে। 'মাতা তোর লোটে পায় দেখ, দুরাচার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লোটানো *বিণ* মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে এমন। 'টেবল ক্লথে লোটানো লতায় অগোছালো তাকিয়ে রইল।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

লোটা[2] [হি] **১** *বি* পানির ঘটি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এক লোটা আর এব দেরকা ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বি* বদনা। 'সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লোটাপোটা [স লুট্] *ক্রি* ব্যাপক লুণ্ঠন করা। 'কত গ্রাম পল্লী লুটেপুটে

করেছি একাকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

লোড়া |স লুড়| *ক্রি* খোঁজ করা। **লোড়সি** *ক্রি* খোঁজ করিস। 'মিছাই লোড়সি কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পসার।' বড়ু, ১৪৫০। **লোড়িব** *ক্রি* খুঁজবে। 'গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

লোড়ি *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রঘুনাথ লোড়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

লোণা [স লবণ>] *বিণ* নোনা; লবণাক্ত। 'সমুদ্রের জলে লবণ মিশ্রিত আছে বলিয়া, উহা লোণা হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

লোধ[1] |স লোধ্র| *বি* লোধ্র ফুল। 'রবি লোধ ছাতীঅন ভান্তি দুখিআকন।' বড়ু, ১৪৫০।

লোধ[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বিপ্রদাস লোধ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

লোধী *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কাছি, কোরি, লোধী, কুর্মী সবাই এসেছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

লোধ্র [স] *বি* গাছবিশেষ। **লোধ্রফুল** [স] *বি* লোধ্রগাছের ফুল। 'লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লোধ্ররেণু [স] *বি* লোধ্র ফুলের রেণু। 'মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লোন[1] [স লবণ] *বি* লবণ। 'লোন দিয়া রঘুনাথ সেই ভাত খায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লবনিঞা দিল লোন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোন[2] [ই] *বি* ঋণ। 'শতকরা ৪ টাকা সুদের লোনেতে ন্যস্ত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

লোন অফিস [ই] *বি* যে দপ্তর থেকে ঋণ দেওয়া হয়। 'সর্বপ্রথমে ফরিদপুরে লোন অফিস হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

লোনা [স লবণ>] *বিণ* লবণাক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'লোনা জলের যে স্থানে নৌকার গমনাগমন হইতে পারে সেই স্থানে মিলিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

লোনা খাটা *ক্রি* লবণ তৈরির কাজ করা। 'কেহবা লোনা খাটিব কেহবা আর কায করিব।' *কেরি*, ১৮০২।

লোনা জল ১ *বি* সমুদ্র। 'লোনা জলের যে স্থানে নৌকার গমনাগমন হইতে পারে সেই স্থানে মিলিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* লবণাক্ত জল। 'লোনাজলে বাস কর এই দুঃখ মনে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* চোখের জল; কান্না। 'সেই অশ্রু সেই লোনা জল তব চক্ষে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লোনা-ধরা *বিণ* মাটির লবণাক্ততার ফলে জীর্ণ। 'লোনা-ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লোনিয়া [স লবণিকা] *বিণ* লবণাক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লোন্তা [স লবণ>] *বিণ* নোনা; লবণাক্ত। 'বানরের হাতে হ'ল কালের খোন্তা, লোন্তা জলে চাষ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

লোন্হা [স লবণিকা] *বিণ* নোনা। 'অকট জোইআ রে মা কর হথা লোন্হা।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

লোনানো *ক্রি* লবণাক্ত করা। 'লোনাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লোনি [স নবনীত] *বি* মাখন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লোপ [স] ১ *বি* ধ্বংস। 'তোমার দারুণ কোপ কুলযশ কৈলি লোপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* পরিচয়হীন। 'কোন স্থানে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ৩ *বিণ* লুপ্ত। 'ছাত্রেরদিগকে যে বেতন এইক্ষণে দেওয়া যাইতেছে তাহা ক্রমে২ শূন্য হইয়া পরিশেষে লোপ করা যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ৪ *বি* বর্জন। 'উষ্ট্রশব্দ হইতে রফলাটা লোপ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৫ *বিণ* অস্তিত্বহীন। 'ও যখন খুশি আপনাকে লোপ করে দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

লোপমান [স] *বিণ* লোপ পাচ্ছে এরকম। 'আমার স্মৃতির স্বপ্নে লোপমান সহস্র রেখার ভিড় দেখি প্রতিদিন।' *হোসেন*, ১৯৪০।

লোপাট ১ *বিণ* নিশ্চিহ্ন। 'ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিণ* পুরোপুরি লুট বা আত্মসাৎ করা হয়েছে এমন। 'টেবিলে পড়তে না পড়তেই লোপাট।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লোপাপত্তি [স] ১ *বি* ধ্বংস। 'তদ্বংশের লোপাপত্তি হইবার উপক্রম হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* যা একেবারে বিলোপ হয়েছে। 'কালিদাসের পুস্তকেও পিতামাতা বড়োই অল্প কিন্তু অপরদ্বয়ের ন্যায় লোপাপত্তি নাই।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

লোপ্ত [স লুপ্ত] *বি* লোপ। 'হরিদত্তের গীত লোপ্ত পাইল এই কালে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লোপ্ত্র [স] *বিণ* লুণ্ঠিত। 'অনেকানেক লোপ্ত্র দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

লোফ [ই] *বি* পাঁউরুটি। 'মাখন তো খায় লোফ দিয়ে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লোফা [স লুপ্>] *ক্রি* শূন্য থেকে পতনশীল বস্তুকে মাটিতে পড়ার আগে ধরে ফেলা। **লোফে** *ক্রি* শূন্য থেকে পতনশীল বস্তুকে মাটিতে পড়ার আগে ধরে ফেলে। 'ঘন তোলা দেই গোঁফে পেলিয়া পচিশ লোফে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোফালুফি [স লুপ্>] ১ *বি* কাড়াকাড়ি। 'লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* কথা চালাচালি। 'তাঁর Pro-কংগ্রেসী উক্তি লইয়া কংগ্রেসী বুদ্ধিমানদের কী লোফালুফিই না আমরা এতদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি!' *আজাদ*, ১৯৪০।

লোবান [স লুবান] *বি* ধুনার ন্যায় গন্ধযুক্ত বৃক্ষনির্যাসবিশেষ। 'লোবান সিপন্থ আর আবীর আতর।' *সুলতান*, ১৭০০।

লোভ [স লুভ্>] ১ *বি* কাম্য বস্তু পাওয়ার প্রবল বাসনা। 'বচন ঝরএ তার আমৃতের ধার/ তাক বড় লোভ আহ্মার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* আকর্ষণ। 'চরণশোভায় ভক্তজনের মনে লোভ বাড়ান।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ *বি* কামনা। 'স্ত্রীরা বাহিরে গেলেই ... পুরুষেরদের লোভ জন্মিয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৪ *বি* লালসা। 'তাঁহারা পয়সার লোভে যাহা বলেন তাহাই ব্রহ্মার বাক্যসদৃশ হইয়া ওঠে।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯।

লোভকোষ [স] *বি* বিষয়-ভাণ্ডার। 'তাঁহারা প্রজাপুঞ্জের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল স্ব স্ব লোভকোষ পরিপূর্ণার্থে যত্নবান থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

লোভ-চিকচিকে *বিণ* লোভে চকচক করে উঠেছে এমন। 'কি এক লোভ-চিকচিকে হাসি ঝিলিক তুলে গেল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি মুখটায়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

লোভজটিল [স] *বিণ* লোভে জটিল হয়ে উঠেছে এমন। 'ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

লোভজনক [স] *বিণ* লোভনীয়। 'আশ্রয়টি অত্যন্ত লোভজনক।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

লোভ জন্মানো *ক্রি* প্রবল বাসনা হওয়া। 'উত্তমাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

লোভদানব [স] *বি* লোভরূপ দৈত্য। 'গ্রাসিল বিশ্ব লোভদানব।' *নজরুল*, ১৯৩১।

লোভদিগ্ধ [স] *বিণ* লোভাতুর। 'লোভদিগ্ধ হে শকুন অসংকোচ গতি আজ নভে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

লোভদীর্ণ [স] *বিণ* লোভে বিদারিত। 'লোভদীর্ণ তব ক্ষুব্ধ বুকে, – লালসার দৈন্য যাক ঘুচে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

লোভন [স] **১** *বিণ* লোভনীয়। 'কমল-নলদ-লোভন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* আকর্ষণীয়। 'তাহার সেই লোভন গন্ধ, সেই শোভন আকার কোথায়?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লোভনী [স লুভ্>] *বিণ* লোভনীয়। 'নয়ান-লোভনী মোর প্রাণের পরাণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লোভনীয় [স] **১** *বিণ* আকর্ষণীয়। 'তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীয় সৌরভ বেরিয়ে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'সভাটি যেরকম লোভনীয় হয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *বিণ* লোভ উদ্রেককারী। 'যেমন সব লোভনীয় বস্তুর মধ্যে থাকে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

লোভ-পরিশূন্য [স] *বিণ* নির্লোভ। 'আমি লোভ-পরিশূন্য সংসার-বিরাগী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লোভবশত, লোভবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* লোভের বশীভূত হয়ে। 'যদি তাহারা লোভবশতঃ এ প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে অসমর্থ হন।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

লোভমোহ [স] *বি* লোভ ও মোহ। 'প্রতিদিন রাগদ্বেষ লোভমোহ মিথ্যাচরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লোভ-রাবণ [স] *বি* রাবণের মতো প্রবল লোভ। 'এই লোভ-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরই ভোগ্যা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

লোভসংবরণ [স] *বি* লোভকে সংযত করা। 'তথাপি রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

লোভ সামলানো *ক্রি* লোভ সংবরণ করা। 'লোভ সামলাতে পারলাম না।' *হাই*, ১৯৪৫।

লোভা[1] [স লুভ্>] *ক্রি* প্রলুব্ধ করা। **লোভাইলে** *ক্রি* প্রলুব্ধ করলাম। 'বরে লোভাইলে তবু নহিলে বাহির।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোভা[2] [স লুভ্>] *বিণ* লোভী। 'মন যে হইল লোভা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

লোভাকৃষ্ট [স] *বিণ* লোভের বশবর্তী। 'রাজসরকারে বড় কর্ম্ম হইতে পারে ইহাতে লোভাকৃষ্ট হইয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

লোভাত *বিণ* লোভী। 'লোভাত ইঁদুরের মত নাক তুলে তুলে গন্ধ শুঁকছিল।' *হাসান*, ১৯৬২।

লোভাতুর [স] *বিণ* লোভে কাতর। 'পুণ্যলোভাতুর মোক্ষদা কহিল আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লোভাতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* লোভী। 'ওরে রক্তলোভাতুরা কঠোর স্বামিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

লোভাতে [স লোভ>] *বিণ* লোভী। 'বুড়ো ভারি লোভাতে লো।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

লোভানো *ক্রি* লুব্ধ করা। 'দেখাইয়া কৃষ্ণানন/ নেত্র-মন লোভাইলি আমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লোভাবিষ্ট [স] *বিণ* লোভের বশবর্তী। 'আমিও তদ্দৃষ্টে লোভাবিষ্ট হইয়া অভীষ্ট করিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

লোভিক *বিণ* লোভী। 'যৌবন-ধন-লোভিক প্রেমদাসের বিনয়-পাতী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

লোভিনি [স লোভিনী] *বিণ স্ত্রী* লোলুপ। 'ফ্রান্স দেশ জাত মদ্য লোভিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

লোভিষ্ট [স লোভিষ্ঠ] *বিণ* অত্যন্ত লোভী। 'ইতিমধ্যে লোভিষ্ট অনেক জন আছে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোভী [স] **১** *বিণ* কোনো কিছু পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা আছে যার; লুব্ধ। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* লোলুপ। 'নিতান্ত অকেজুয়া ... অতিশয় লোভী।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'তাহাকে এইরূপ লোভী ও মিথ্যাবাদী দেখিয়া, জলদেবতা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু – লোভের পরিণাম অতি ভয়াবহ। 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লোম [স] *বি* শরীরের সূক্ষ্ম ছোটো চুলবিশেষ; রোম। 'লোম দ্রবময় সব নানা রূপ জাতি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'জল তেজি দেবরায়/ সঘনে ঝাড়েন কায়/ অঙ্গে হৈতে লোম ছয় খসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোম ওঠা *বিণ* গায়ের লোম ঝরে গেছে এমন। 'লোম ওঠা হাড় বের করা কালো কুকুর।' *জহির*, ১৯৬৪।

লোমকূপ [স] *বি* লোমের গোড়ার ক্ষুদ্র ছিদ্র। 'সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোমলতা [স] *বি* লোমরাশি। 'নাভি পদ্ম বিকশিত/ অতিশয় উজ্জ্বলিত/ লোমলতা অধিক সুন্দর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

লোমশ [স] *বিণ* লোমযুক্ত। 'আন্ধার নির্লোম রূপ তুঙ্কিত লোমশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

লোমশূন্য [স] *বিণ* পশমহীন; লোমহীন। 'চামড়াটি দিব্যি ক্ষৌরকর্ম করার মতোই লোমশূন্য হইয়া যায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

লোমহর্ষ [স] *বি* শিহরণ। 'অশ্রু কম্প লোমহর্ষ সঘন হুঙ্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

লোমহর্ষক [স] *বিণ* শিহরণ জাগায় এমন। 'তাহা চীন-উদ্ধার-চেষ্টার মতো এমন লোমহর্ষক নিদারুণ ব্যর্থতা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লোমহর্ষণ [স] **১** *বি* রোমাঞ্চ। 'সর্ব্বশরীরে লোমহর্ষণ হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* রোমাঞ্চকর; আশ্চর্য। 'পুলিসের চক্ষের উপর এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে।' *সোমপ্রকাশ* ১৮৭৩।

লোমহীন [স] *বিণ* পশম নেই এমন। 'লোমহীন ছোটো ল্যাজ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

লোমাচ্ছন্না [স] *বিণ স্ত্রী* লোমে ঢাকা। 'পুঞ্জ কৃষ্ণ লোমাচ্ছন্ন বোকেন্দ্র-গন্ধিতা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

লোমাবলী [স] *বি* শরীরের ছোটো লোমসমূহ। 'যত লোমাবলী অঙ্গে পক্ষী অঙ্গে পাখা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

লোমাঞ্চ [স] *বি* রোমাঞ্চ। 'লোমাঞ্চ হইল গায়ে চমকিত চিত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লোমাঞ্চিত [স] *বিণ* রোমাঞ্চিত। 'এতেক শুনিয়া বেউলা লোমাঞ্চিত গায়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লোয়া *বি* লোহা। 'প্যাটটো কি শ্যাষ পর্যন্ত লোয়া হয়ে গেল লিকিন?' *হাসান*, ১৯৬২।

লোয়ানো [স নত>] *ক্রি* বুঝিয়ে মতে আনা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লোয়ার হাউস [ই] *বি* আইন সভার নিম্নপরিষদ। 'মন্ত্রণা পরিষদ, আপার হাউস, লোয়ার হাউস, স্পীকার, প্রেসিডেন্ট।' *হাই*, ১৯৫৮।

লোর [স লোত্র>] *বি* চোখের জল; অশ্রু। 'নয়নে ঝরএ লোর গদ গদ স্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোল [স] **১** *বিণ* সুন্দর। 'লোল কপোল ললিত মনিকুণ্ডল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* মুখর। 'সঙ্গে নায়ক কুসুমশায়ক ছোড়ি মঞ্জির লোল রে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* লোলুপ। 'লোল জিহ্বা রক্তধারা দুখের দু পাশে।' *ভারত*, ১৭৬০। **৪** *বিণ* শিথিল। 'উরহি বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর মম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৫** *বিণ* চটুল। 'লোলকটাক্ষে এ বৃদ্ধের কিছুই করতে পারবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লোলচর্ম, লোলচর্ম্ম [স] *বিণ* চামড়া ঝুলে গেছে এমন। 'কতকগুলি শুক্লকেশ, লোলচর্ম্ম, চলিতদন্ত বৃদ্ধ এই পরম প্রীতিকর প্রণয়-পথাবলম্বী যুবকদিগের সঙ্গে গিয়া মিলিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম শীর্ণদর্শন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লোলজিহ্ব [স] *বিণ* জিহ্বা বেরিয়ে আছে এমন। 'গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি ভয়ঙ্কর।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

লোলজিহ্বা [স] *বি* লোলুপ জিহ্বা। 'রয়েছেন দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লোল হওয়া *ক্রি* নিচু হওয়া। 'বিমলা তখন রাজপুত্রের কর্ণে লোল হইয়া একটি কথা বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

লোলা[1] *বিণ স্ত্রী* লোলুপ। 'হংসিরে দেখিতে চিত্তে অতিসয় লোলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোলা[2] [স লুল্>] *ক্রি* দোলা। **লোলে** *ক্রি* দোলে। 'নাসায় বেসর লোলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

লোলাপাঙ্গ [স] *বিণ* চঞ্চল চাহনি বিশিষ্ট। 'লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

লোলায়মান [স] *বিণ* লকলক করছে এমন। 'এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

লোলক [স] *বি* নোলক। 'ঝুটা মকুতার লতা লোলক সহিত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

লোলুঅ [স লোলিত] *বিণ* সুন্দর। 'লোলুঅ বদন সিরি অছি ধনি তোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

লোলুণ্ঠমান [স] *বিণ* লুণ্ঠিত। 'সহায়হীন ব্যক্তি এই প্রকার অতি জঘন্য সঙ্কীর্ণ গৃহে বদ্ধ থাকিয়া ও রোগকালীন শয্যায় লোলুণ্ঠমান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লোলুপ *বিণ* লোভী। 'ইহারা অত্যন্ত লোলুপ ও ব্যগ্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'দুজনারই লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লোলুপতা [স] *বি* লোভ। 'এই লোলুপতার অপরাধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

লোলুপায়মান [স] *বিণ* আগ্রাসী। 'উত্তরোত্তর লোলুপায়মান জোয়ারের জল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

লোশন [ই] *বি* ত্বকের আর্দ্রতা, মসৃণতা ও সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় এমন সুগন্ধী তরল। 'লোশন, সাবান, শ্যাম্পু, ক্রীম, পাফ, কত কী!' *শামসুল*, ১৯৭৩।

লোষ্ট্র [স] **১** *বি* মাটির ঢেলার মতো সামান্য বা তুচ্ছ বস্তু। 'লোষ্ট্রের মত দেখবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'লোষ্ট্র, আমি, জীব আর নক্ষত্রের অনাদি বিবর্ণ বিবরণ।' *জীবন*, ১৯৪৪। **২** *বি* পাথর। 'তাই তার লোষ্ট্রের মত স্তব্ধ।' *জীবন*, ১৯৪২।

লোষ্ট্রপাত [স] *বি* ঢিল মারা। 'মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

লোহ[1] [স লোত্র>] *বি* নয়নজল; অশ্রু। 'কান্দএ একসরী রাধা মাঝ বনে/ লোহ মুছিআঁ কাহ্ন আপণ বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

লোহ[2] *বিণ* রক্তিম। 'ওই নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি লোহ আরশ-ধাম।' *নজরুল*, ১৯৩২।

লোহপাস [স লৌহপাশ] *বি* লোহার শৃঙ্খল। 'লোহপাস নিগড় দিয়া বাঁধিল দিজেরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোহা [স লৌহ>] *বি* লৌহ। 'বলিতে পড়িল ভূম্যে লোহার মুসল।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোহাকাঠ *বি* একপ্রকার ভারী ও মজবুত কাঠ। 'লোহাকাঠের মস্ত দুটো মুগুর দু'হাতে নিয়ে ভাঁজতেন দু'ঘণ্টা ধরে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

লোহা ঢলা *ক্রি* লোহাকে আকার দেওয়া। 'লোহা ঢলিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

লোহাপেটা *বিণ* বলিষ্ঠ ও কঠিন। 'অনিরুদ্ধের লোহাপেটা হাতের চড়।' *তারা*, ১৯৪২।

লোহাবাঁধানো *বিণ* লোহা দিয়ে বাঁধানো। 'স্কেট নামক এক রকম লোহাবাঁধানো কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

লোহালক্কড় **১** *বি* লোহার বড়ো ও ভারী জিনিসপত্র। 'পুরনো লোহালক্কড় সস্তা দামে কিনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *বি* লোহার তৈরি যন্ত্রাংশ। 'ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

লোহানী *বি* পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিয়ানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোহার [স লৌহকার] *বি* সম্প্রদায়বিশেষ। 'লোহার ১৪৭৬ জন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

লোহিত [স] *বিণ* রক্তবর্ণ; লাল। 'নখরেখ কুচ আগে নয়ান লোহিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

লোহিতবর্ণ [স] *বি* লাল রং। 'জন্তুর রক্ত সম্পূর্ণরূপে লোহিতবর্ণ নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

লোহিত-লোচন [স] *ক্রিবিণ* রক্তচক্ষু হয়ে। 'বীর দেখে কোপে রাজা লোহিত লোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লোহিতলোচনা [স] *বিণ স্ত্রী* রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। 'লোহিতলোচনা জবা – মহিষমর্দিনী আদরেন যারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

লোহিতাভ [স] *বিণ* লালচে। 'আমারও নিবাস জেনো লোহিতাভ মৃত্তিকার দেশে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লোহিত-সাগর [স] *বি* আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী অপ্রশস্ত রেড সী। 'কে ভাবিয়াছিল লোহিত-সাগর পার হইয়া ভারত গগনে মোসলমান ধর্ম্ম-পতাকা অক্ষয় রূপে উড়িতে থাকিবে?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

লোহিয়া *বি* গাছবিশেষ। 'পাহাড়ী চামেলি ও লোহিয়ার বন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লোহু [হি লহু] *বি* রক্ত। 'আজ কাফেরের দেহ বিনির্গত শোণিতে লোহুর নদী বহাইব।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

লোহু-রাঙা *বিণ* রক্তরাঙা। 'দুলাব তাহার গলায় মোদের লোহু-রাঙা তরবার।' *নজরুল*, ১৯২৮।

লোহো [স লোভ>] *বি* লোভ। 'লোহো ক্রোধে উপনিত হইল তথাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

লৌ [স লোহিত] *বি* রক্ত। 'লৌ দেখে গাড়া মোর ঝাঁকি মেরে ওটচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লৌকতা [স] *বি* সামাজিকতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তিরিশটি টাকা মাইনের উপর খেয়ে-পরে, লোক-লৌকতা, কুটুম্বিতে করে ... কি থাকে বল দেখি?' *শরৎ*, ১৯১৬।

লৌকিক [স] **১** *বিণ* পার্থিব। 'অতি অসম্ভব অলৌকিক সব লৌকিকে কেমনে করে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* লোকসমাজে প্রচলিত। 'লৌকিক বচন আছে লিখিল পুরাণে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৩** *বিণ* মানবিক। 'শিষ্ট প্রতিপালন প্রভৃতি যে কোন লৌকিক ব্যবহার ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

লৌকিক-আচার [স] *বি* সামাজিক রীতি। 'নানাবিধ লৌকিক-আচার ধর্ম্মের অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া পড়ে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

লৌকিক জ্ঞান [স] *বি* পার্থিব জ্ঞান। 'পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জ্ঞান অথবা অন্য২ লৌকিক জ্ঞান জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

লৌকিকত *বিণ* ভদ্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লৌকিকতা [স] **১** *বি* ভদ্রতা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* উপহার; বাড়তি অর্থ। 'লৌকিকতা না লইবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **৩** *বি* গ্রাচুয়িটি; কর্মের জন্যে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা। *ডানকান*, ১৭৮৫। **৪** *বি* সামাজিকতা। 'পুরুষের অধীন বলেই লৌকিকতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে তাঁরা পুরুষদের লঙ্ঘন করে আনন্দ পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

লৌকিক ভাষা [স] *বি* লোকসাধারণের মুখের ভাষা। 'লৌকিক ভাষা এই সাধুভাষার অন্তর্ভূত, বহির্ভূত নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

লৌকিক যোগ [স] *বি* লোকায়ত যোগ। 'একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লৌকিক সত্য [স] *বি* আচারগত সত্য। 'তারও তো সামাজিক সত্য, লৌকিক সত্য, সাময়িক সত্য।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লৌকীক [স লৌকিক] *বি* লোকভাষা। 'লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে।' *মালাধর*, ১৫০০।

লৌক্য ধরন [স লোক>] *বি* ভদ্রতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লৌহ *বি* লোহা। 'লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ-বিলক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লৌহকটাহ [স] *বি* লোহার তৈরি কড়াই। 'সমাজের লৌহকটাহের নিম্নে যদি জীবনের অগ্নি না জ্বলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লৌহকঠিন [স] *বিণ* অত্যন্ত শক্ত। 'লৌহকঠিন পাথরের মূর্তির মন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

লৌহকণ্ঠ [স] *বি* লোহার ঘণ্টার শব্দ। 'সময় মাঝখানে দাঁড়াইয় প্রতি ঘণ্টায় লৌহকণ্ঠে বলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

লৌহ-কবাট [স লৌহকপাট] *বি* লোহার দরজা। 'কারার ঐ লৌহ কবাট।' *নজরুল*, ১৯২২।

লৌহকীলক [স] *বি* লোহার শলাকা। 'শক্রহস্তের লৌহকীলক তাহা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

লৌহগালন [স] *বিণ* লোহাকে গলিয়ে ফেলে এমন। 'তব লৌহগল শৈলদলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

লৌহগোলক [স] *বি* লোহার তৈরি গোলক। 'লৌহগোলক নিক্ষেপ। *বেগম*, ১৯৭০।

লৌহঘটিত [স] *বিণ* লোহা দ্বারা নির্মিত; লোহার তৈরি। 'মাঞ্চিষ্ট নগরের লৌহঘটিত রাস্তা।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

লৌহচুর [স লৌহচূর্ণ] *বি* লৌহচূর্ণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লৌহডোর [স লৌহ+ডোর] *বি* দৃঢ় বন্ধন। 'তোমার চরণে নাহি তে লৌহডোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

লৌহতরী [স] *বি* লৌহনির্মিত জলযান। 'আজ শুভলগ্নে "সরোজিনী বাষ্পীয় পোত তার দুই সহচরী লৌহতরী দুই পার্শ্বে লইয়া ... যাত্র করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

লৌহতুরঙ্গ [স] *বি* রেলগাড়ি। 'ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ .. যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লৌহদণ্ড [স] *বি* লোহার শলাকা। 'উত্তপ্ত লৌহদণ্ড হৃদয়মধে প্রবেশিত হইলেও।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

লৌহদানব [স] *বি* লোহার তৈরি যন্ত্র। 'অগ্নিশ্বসিত সহস্রবা লৌহদানবের কারাগার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লৌহদৃঢ় [স] *বিণ* লোহার মতো মজবুত। 'আমি বলছি সে পথ হ ... লৌহদৃঢ় ঐক্য।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

লৌহনির্মিত [স] *বিণ* লোহার তৈরি। 'লৌহনির্মিত চ্যাপ্টা ধরনে তলদেশ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

লৌহপত্র [স] *বি* লোহার পাত। 'তাহা স্থূলবেধ ও সবিশেষ ঘাতস কাষ্ঠফলক ও লৌহপত্র দ্বারা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

লৌহপাত্র [স] *বি* লোহার তৈরি পাত্র। 'যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্র পিলা জল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

লৌহপেটক [স] *বি* লোহার তৈরি পেটরা বা ঝাঁপি। 'আমাদের জ্ঞা কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লৌহ-ফলক [স] *বি* লোহার তৈরি ফলা। 'সবল পেশী ও শাণি লৌহ-ফলকের মিলিত প্রয়াসে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

লৌহবর্ত্ম [স] *বি* রেললাইন। 'বাষ্পীয় রথের লৌহবর্ত্ম এতদ্দেশী পূর্ব্বকালীন লোকে মনেতেও কল্পনা করে নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

লৌহবর্ম [স] *বি* লোহার তৈরি দেহাবরণ। 'আমার স্বভাবের সা লৌহবর্ম এঁটে দিতে কসুর করে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

লৌহ বল নিক্ষেপ *বি* লোহার গোলক নিক্ষেপের খেলা। 'লৌহ ব নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, দৈর্ঘলম্ফ, উর্ধ্ব লম্ফ, দৌড়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

লৌহবাঁধা পথ *বি* রেললাইন। 'লৌহবাঁধা পথে অনলনিশ্বাসী র প্রবল ইংরেজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লৌহবেড়ি *বি* লৌহবেষ্টনী। 'লৌহবেড়ি যত যায় খুলে, তত বাঁধা পড়ি কার কঙ্কণবন্ধনে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লৌহময় [স] **১** *বিণ* লোহা দ্বারা নির্মিত। 'আড়েদিগে চল্লিশ ক্রোশ ও উচ্চে তিন ক্রোশ, এমন এক লৌহময় গড় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বিণ* কঠিন; দুর্গম। 'আর পিষে দিয়ে যাও তোমার এই লৌহময় পথটাকে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লৌহময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* লোহার মতো দৃঢ়। 'দারিদ্র্য নামে এক লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় কারণ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

লৌহমর্ম [স] *বি* কঠোর হৃদয়। 'আমারও লৌহমর্মকে ব্যথা-কাঞ্চনের অরুণিমায় রাঙিয়ে তুলেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লৌহযন্ত্র [স] **১** *বি* নোঙর। 'একটা লৌহযন্ত্র নৌকাতে রসী বান্ধিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া আকর্ষণ করিলে চড়া ভাঙ্গিয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* লোহার নির্মিত যন্ত্র। 'লৌহযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া জ্ঞানপ্রচারের পথ করিয়া দিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

লৌহযষ্টি [স] *বি* লোহার লাঠি। 'তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লৌহশলাকা [স] *বি* লোহার তৈরি শলাকা। 'সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিন্যস্ত লৌহশলাকাগুলাই অনুভব করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লৌহশৃঙ্খল [স] *বি* লোহার শিকল। 'দুর্ভেদ্য লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আমরা অচল-প্রায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

লৌহ সূচী [স] *বি* লোহার সুচ। 'নদীতরে বালুকা নাই – তৎপরিবর্ত্তে লৌহ সূচী সকল অগ্রভাগ উর্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

লৌহাস্ত্র [স] *বি* লোহার তৈরি অস্ত্র। 'শোনা যায় তাদের মধ্যেও লৌহাস্ত্র চালনার উদ্যোগ করা হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ল্যাংচানো *ক্রি* খোঁড়ানো। 'বুঝি ঠ্যাং যায় খোড়া ল্যাংচায় দেখে ভ্যাংচায় ছেলে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

ল্যাংড়া[1] *বি* খোঁড়া। 'ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ল্যাংড়া[2] *বি* আমের প্রকারবিশেষ। 'ল্যাংড়া আমের দরটা জেনে এসো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ল্যাং মারা *ক্রি* কৌশলে পা দিয়ে আঘাত করা। 'তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?' *নজরুল*, ১৯২৬।

ল্যাক *বি* লাক্ষা পোকার মধ। 'ল্যাক, লাক্ষা, হে লাক্ষা, তুলো, ইট মাটি অনেক কিছু নিয়েই হাত রগড়ানো গেল।' *জীবন*, ১৯৩১।

ল্যাকপ্যাক *বি* দোলায়মান অবস্থা। 'ল্যাকপ্যাক করছিস যে মাল খেয়ে নেমেছিস নাকি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

ল্যাঙট *বি* কৌপিন; নেংটি। 'কোমরে ল্যাঙট আঁটিয়া সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত করিয়া ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ল্যাজ [স লঞ্জ] *বি* লেজ। 'শূকরের ল্যাজ কেটে আনিয়াছে ডোম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ল্যাজ ফোলানো *ক্রি* তোষামোদের মাধ্যমে অহঙ্কার বাড়ানো। 'মোসাহেবেরা "হুজুর! কলকেতায় অ্যামন বিয়ে হয়নি হবে না" বলে বাবুর ল্যাজ ফোলাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ল্যাজা-মুড়ো **১** *বি* লেজ ও মাথা। 'তখন গ্রহনক্ষত্রে ল্যাজামুড়োর প্রভেদ থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* আগামাথা। 'এই দলের লোকই হচ্ছেন আমাদের পলিটিক্সের ল্যাজা-মুড়ো দুইই।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

ল্যাজে-গোবরে *বিণ* বিপর্যস্ত। 'কর্তারা অর্থাৎ ভদ্দরলোকেরা হয়ে গেলেন ঐ যাকে বলে একেবারে ল্যাজে-গোবরে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ল্যাজা *বি* বল্লম জাতীয় অস্ত্রবিশেষ। 'জানলা দিয়ে ল্যাজা ছুঁড়ে মারে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ল্যাটা *বি* ঝামেলা। 'পান করলেই ল্যাটা চুকে যেত।' *অবন*, ১৯২৫।

ল্যাটিচ্যুড [ই] *বি* অক্ষাংশ। 'সাঁইতিরিশ ডিগ্রি দক্ষিণ ল্যাটিচ্যুড, পুবে বিশ লংগিচ্যুড বরাবর চলছে জাহাজ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ল্যাটিন [ই] *বি* প্রাচীন রোমান জাতির ভাষা। 'ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে ফরাসি ভাষার সেই সম্বন্ধ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

ল্যাটিনিজম [ই] *বি* ল্যাটিনবাদিতা; ল্যাটিন-অনুরাগ। 'পদে ও বাক্যে ল্যাটিনিজমের আমদানি ইংরেজির ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

ল্যাঠা[1] **১** *বি* ঝামেলা। 'ল্যাঠা চুকিয়া গেল।' *প্রমথ*, ১৮৯০। **২** *বি* সংকট। 'মৃত্যুদণ্ড হলে তো সব ল্যাঠা চুকেই গেল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ল্যাঠা চুকা *ক্রি* সমস্যার সমাধান হওয়া। 'কষ্টে-সৃষ্টে যদি বা তিনটার যোগাড় হয়ও, তবু ল্যাঠা চুকে না।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ল্যাঠা[2] *বি* মাছবিশেষ। 'খলসে আর ল্যাঠা মাছই বেশি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ল্যান্ডলর্ড [ই] *বি* বাড়িওয়ালা। 'বিড়াল খুঁজবার ভান করে ল্যান্ডলর্ড তার দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকেই চেঁচিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললো।' *হাই*, ১৯৫৮।

ল্যান্ডলেডি, ল্যান্ডলেডী [ই] *বি স্ত্রী* বাড়িওয়ালি। 'অনেকে সুন্দরী ল্যান্ডলেডি দেখে ঘর ভাড়া করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'এই ভাড়ার ঘরের কর্ত্রীকে ল্যান্ডলেডী বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ল্যান্ডস্কেপ, ল্যান্ডসকেপ [ই] *বি* প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রকলা। 'কোনো ছবিটা হল ল্যান্ডস্কেপ, কোনোটা পোর্ট্রেট।' *অবন*, ১৯২৫; 'এত অল্লায়াসে ল্যান্ডসকেপ ফুটাইয়া তোলা।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

ল্যাদা *বি* বিষ্ঠা। 'তামুক ত না, একেবারে ঘোড়ার ল্যাদা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ল্যান্টার্ন [ই] *বি* লণ্ঠন। 'নতুন ল্যান্টার্ন জ্বালিয়ে চিরটা কাল আঁধারে ও রোদে ...।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

ল্যাপটানো [স লিপ্>] **১** *বিণ* জড়িয়ে আছে এমন। 'শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপটানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বিণ* ছড়িয়ে থাকা। 'কপালে ল্যাপটানো শণের মতো হালকা চুল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ল্যাবরেটরি, ল্যাবরেটারি [ই] *বি* গবেষণাগার। 'কোনোরকম শিক্ষাগার হাসপাতাল ল্যাবরেটারি ... কিংবা আর্ট ইস্কুলের রঙের বাটির মধ্যে জন্মায়নি।' *অবন*, ১৯২৫; 'আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ল্যাবেন্ডিশ *বি* অলস প্রকৃতির লোক। 'ল্যাবেন্ডিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ল্যাবেন্ডিসি *বিণ* ঢিলেমিযুক্ত। 'ল্যাবেন্ডিসি নড়বড়ে চাল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ল্যাবেল [ই] *বি* শিশি, বোতল বা জিনিসপত্রের উপর লাগানো বস্তুর পরিচয়পত্র। 'প্রেসিডেন্সি মেডিকেল হল ল্যাবেল দেওয়া একটী

কায়েল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ল্যাভেটরি, ল্যাভেটারি [ই] *বি* হাতমুখ ধোয়ার ও মলমূত্র ত্যাগ করার ঘরবিশেষ। 'যেন ল্যাভেটারিতেও, ইলেকট্রিক বাঘের গায়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩২; 'মতি ল্যাভেটরিতে ঢুকিয়া গেল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ল্যাভেন্ডার [ই] *বি* সুগন্ধী ফুল ও সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহৃত ঐ ফুলের তেল। 'পোমেটম, ল্যাভেন্ডার ও আতর মেখে বৈটকখানায় বার দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ল্যাম্প [ই] *বি* বাতি; কুপি। 'প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প।' *রবীন্দ্র* ১৮৯৮।

ল্যাম্পপোস্ট, ল্যাম্পপোষ্ট, ল্যাম্পোস্ট [ই] *বি* বৈদ্যুতিক বা গ্যা বাতির থাম। 'ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়াইয়া চিঠি লিখিতে লাগিল *নজরুল*, ১৯৩১; 'পলাশফুলের ডগায় ডগায়, ল্যাম্পপোষ্টের উ কোণটায়।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'ল্যাম্পোস্টের ঝাপসা আলো *শামসুর*, ১৯৭০; 'চোখ টেপে ল্যাম্পোস্ট।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১

শ

শ [স শত] *বিণ* শত; একশো। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ডেড় ভরি আফিম, ডেড় শ ছিলিম গাঁজা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শঅ [স শত] *বিণ* শত; একশো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শও [স শত] *বিণ* শত। 'তেরো বিঘা ১৪০০ শও তন্কার রাখিলাম।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৭।

শওগাত [তু সওগাত] *বি* উপহার। 'তৎকালিন ছোলেমান বিস্তর শওগাত নজর ইত্যাদি দিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

শওদাগর [ফা সওদাগর] *বি* বণিক। 'অনেক দেশীয় শওদাগর ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শওদাগরী [ফা সওদাগর>] *বিণ* ব্যবসায় সংক্রান্ত। 'শওদাগরী ঘোড়া অত্যল্প বিক্রয় হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শংখ [স শঙ্খ] *বি* সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষের খোলস, যা বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'শংখ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শংখ করতাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। দ্র **শঙ্খ**

শংখচুর [স শঙ্খচূর্ণ] *বিণ* চূর্ণ-বিচূর্ণ। 'বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শংখবনিক [স শঙ্খবণিক] *বি* সম্প্রদায়বিশেষ। 'শংখবণিক ১৮০০ জন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

শংসন [স] *বি* কথন; বাক্য। 'শূন্যা এত শংসন শ্বসনসুত ভাষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শঁশা [স শস্য>] *বি* শসা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শক[1] [স] *বি* শালিবাহন বা শক রাজা কর্তৃক প্রচলিত ভারতীয় বর্ষপঞ্জিবিশেষ। 'চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।' *কৃষ্ণদাসি*, ১৫৮০।

শকাব্দ [স] *বি* শালিবহন বা শক রাজা কর্তৃক প্রবর্তিত সাল। 'ইহার মধ্যে ১৭২৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত গত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শকাব্দা, শকাব্দাঃ [স] *বি* শকাব্দ; শালিবহন বা শক রাজা কর্তৃক প্রবর্তিত সাল। 'শালিবাহন রাজা যে শাক প্রচলিত করেন, তাহার নাম শকাব্দাঃ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'শকাব্দা।' *হুতোম*, ১৮৬২।

শক[2] [স] *বি* মধ্য এশিয়ার একটি প্রাচীন জাতি। 'যবন কিরাত শক আগুদলে উজবক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শক[3] [আ শওখ] *বি* শখ। **শকের যাত্রা** *বি* শখের যাত্রা। 'নেড়ীর গান শকের যাত্রা খেঁউড় গীত শুনিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শক[4] [ই] ১ *বি* বিদ্যুৎ ইত্যাদির আকস্মিক আঘাত। 'ইলেকট্রিক ব্যাটারির শক লাগাইয়া দিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'কি হয়েছিল, শক খেয়েছিলে নাকি?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯। ২ *বি* শোক-দুঃখ ইত্যাদির ফলে আকস্মিকভাবে মারাত্মক মানসিক আঘাত। 'নির্জলা সত্যি বললে শক খেতে পারে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

শক খাওয়া *ক্রি* বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া। 'কি হয়েছিল, শক খেয়েছিলে নাকি?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

শক লাগা *ক্রি* বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া। 'ইলেকট্রিক ব্যাটারির শক লাগাইয়া দিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শকট [স] ১ *বি* গাড়ি। 'আজি শকট আমি ভাঙ্গিব পদ-ঘায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* যুদ্ধযান। 'দেখিয়াছি নিকটে লাক লাক শকটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শকটকার [স] *বি* গাড়িচালক। 'শকটকারের নিকট, তাহাদের ব্যবসায় শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া দিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শকটবাহী [স] *বিণ* গাড়ি টানে এমন। 'আমাদের শকটবাহী ঘোটকের সহোদর নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

শকটারোহণ [স] *বি* গাড়িতে চড়া। 'তিনি যেমন দেশ দিয়া শকটারোহণে চলিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শকটিকা [স] *বি* ছোটো গাড়ি। 'শকটিকা – থাক সে পড়ে শব্দ হবে জোর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শকত [স শক্তি] *বি* বল; শক্তি। 'শকত আছিল নাঅ এখনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শকতি, শকতী [স শক্তি] ১ *বি* শক্তি। 'চিন্তিবোঁ তোহ্মার হিত পরাণশকতি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোহ্মার আন্তরে তাক করিবোঁ শকতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সামর্থ্য। 'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শকরকন্দ [ফা শক্কর+স কন্দ] *বি* মিষ্টি আলু। 'এইরকমের কৃষি কবিতা ওলকপি, গোল আলু, লাউশাক, শকরকন্দ যার সম্বন্ধে খুশি লিখতে পারেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

শকরা [ফা শকর] *বি* শর্করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শকা [স] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... শকা আভীরী শ্রবন্তী দ্রাবিড়ী ঔড্রীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহিলক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শকাব্দ দ্র **শক**[1]

শকুন [স] *বি* বৃহৎ আকারের পাখিবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শকুনি [স] ১ *বি* শকুন নামক বৃহদাকার পাখি। 'এই সময়ে তাহারা, উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, দেখিতে পাইল, কতকগুলি কাক ও শকুনি তাহাদের মস্তকের উপর উড়িতেছে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *বিণ* শকুনের মতো। 'ওই শকুনি মুখ দেখলে আর ওই শয়তানি কথা শুনলে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শকুনী [স] *বি স্ত্রী* শকুন পাখি। 'যেখানে খোকার শব/ শকুনীরা ব্যবচ্ছেদ করে।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

শকুন্ত *বি* পাখিবিশেষ। 'সাগর-শকুন্তসম উল্লাসের রবে।' *জীবন*, ১৯২৭।

শকুল [স] *বি* শোল মাছ। 'হয়্যা মীন প্রবীণ শকুলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শক্কর [ফা] *বি* শর্করা। 'বৃক্ষ হন্তে সৃজে ফল শহদ শক্কর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শক্ত [স] ১ *বিণ* অনুরক্ত। 'যে কোন কর্ম্মে আমার উপকার দর্শে তাহাতেই আমি শক্ত।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* কঠিন; মজবুত। 'সে এমন কানোড়া হবার যোগ্য না বাঁশ থাকিয়া কঞ্চি শক্ত।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বিণ* অবিচলিত; দৃঢ়। 'এই যে লোক যে ভবিতব্য নিবারণে শক্ত নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বিণ* সমর্থ; সক্ষম। 'ছানা ভাল উড়িতে শক্ত হইবার পূর্ব্বে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বিণ* দুরারোগ্য। 'পীড়াটা কিছু খাটো নয় শক্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৬ *বিণ* কষ্টকর। 'এই সকল কথা আমাকে অতি শক্ত লাগিয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৭ *বিণ* দুঃসাধ্য। 'সহজ কবিতা লেখাই শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'চেনা শক্ত।'

রবীন্দ্র, ১৯১১। ৮ *বিণ* অসম্ভব। 'শিশুটির মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৯ *বিণ* অসঙ্গত। 'এই বানরটার উপর রাগ করাও শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ১০ *বিণ* দৃঢ়। 'সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ১১ *বিণ* দুর্বোধ্য। 'এটা কিছু শক্ত ঠেকছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ১২ *বিণ* কড়া। 'শ্বশুরকে শক্ত কথা বলিতে পারিতেছিল না।' *মনসুর*, ১৯৫৫। ১৩ *বিণ* তীব্র। 'তবু প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাহাতে শক্ত হয়, সেটা বিরোধীদলকে দেখিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

শক্ত শক্ত *বিণ* কঠিন। 'কোন রাজা কোন সালে সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছে ... এই সকল শক্ত শক্ত ফলের আঁঠিগুলি তাহাদের গিলিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শক্তসমর্থ [স] *বিণ* শক্তিশালী। 'সে হইবে শক্তসমর্থ কাজের লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শক্তসামর্থ্য *বিণ* কর্মক্ষম। 'রোগা লম্বা শক্তসামর্থ্য মানুষটি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

শক্ত হওয়া ১ *ক্রি* কঠিনরূপ ধারণ করা। 'পুরাতনের মধ্যে জমে শক্ত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *ক্রি* সতেজ হওয়া। 'তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শক্তাই [স শক্ত>] *বি* দৃঢ়তা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তোরে খব রূপে শক্তাই না করিলে টাকা দিবি না।' *কেরি*, ১৮০২।

শক্তি[১] [স] ১ *বি* বৌদ্ধ মহাযানী দেবীবিশেষ। 'নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খটে।' *চর্যা* ১১, ১২০০। ২ *বি* হিন্দুদেবী কালী। 'ও মন ভাব শক্তি পাবে মুক্তি বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শক্তিতত্ত্ব [স] *বি* ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান। 'আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শক্তিপূজা [স] *বি* হিন্দুদেবী চণ্ডী বা কালীর পূজা। 'শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শক্তিমন্ত্র [স] *বি* হিন্দু দেবী চণ্ডী বা কালীর মন্ত্র। 'শক্তিমন্ত্রে শক্তিময়ী/ আমি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শক্তিসাধক [স] *বি* হিন্দু দেবী কালীর উপাসক। '(তাই) শক্তিসাধক রাখে তোরে/ ভক্তিডোরে বেঁধে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শক্তিসাধনা [স] *বি* হিন্দু দেবী কালীর সাধনা। 'তন্ত্রের ভোগসাধনার কবিও যথেষ্ট আছে, শক্তিসাধনার কবিও আছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

শক্তী [স শক্তি] *বি* হিন্দু দেবী চণ্ডী। 'ষড়গুণধারিণী ষড়সী শক্তী রূপিনী সতি সত্য-সনাতনী সংসারসরণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শক্ত্যাবেশ [স শক্তি-আবেশ] *বি* হিন্দু দেবী চণ্ডীর আবেশ। 'শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এমত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শক্তি[২] [স] ১ *বি* ক্ষমতা; বল। 'এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সামর্থ্য। 'বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* জোর। 'শক্তি রাখিবেন।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৪ *বি* বলপ্রয়োগ। 'নানা প্রকারে যে নিষ্ঠুরতা ও শক্তি করিত।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৫ *বি* সাহস। 'এই জন্য আশা যেখানে নাই, শক্তি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৬ *বি* সহযোগিতা। 'স্ত্রীপুরুষগত প্রেমের ন্যায় প্রবল শক্তি আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ৭ *বি* প্রেরণা। 'যে মূলভাবে গ্রীক সভ্যতায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল তাহা যেন রিক্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল, আর কোনো নূতন শক্তি আসিয়া তাহাকে বলদান অথবা তাহার স্থান অধিকার করিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শক্তিকবচ [স] *বি* যে কবচ অঙ্গে ধারণ করলে শরীরে অফুরন্ত শক্তি মেলে বলে বিশ্বাস করা হয়। 'কোনো দেশ নিজের সর্বাঙ্গে শক্তিকবা ধারণ করিয়া জয়ী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শক্তি করা *ক্রি* বল প্রয়োগ করা। 'প্রজার উপর নিতান্ত শক্তি করিতে এক কালিন গ্রাম নিস্প্রদীপ হয়।' *রামরাম*, ১৮০২।

শক্তিকেন্দ্র [স] *বি* শক্তির উৎস। 'এ বেগবান আন্দোলনের শক্তিকেন্দ্র হিসাবে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

শক্তিক্ষয় [স] *বি* শক্তি কমে যাওয়া। '... রাজ্যের শক্তিক্ষয় ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

শক্তিচর্চা [স] *বি* ক্ষমতার অনুশীলন। 'শরীর গঠন আর শক্তিচর্চাকে পরম ও চরম করিয়া তুলিয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

শক্তিচালিত [স] *বিণ* শক্তির দ্বারা চলে এমন। 'এই বিচিত্রশক্তিচালিত সংসারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শক্তিত্ব [স] *বি* সামর্থ্য। 'কাপ্তানের ব্যক্তিত্ব আর শক্তিত্ব।' *ওয়ালী* ১৯৪৫।

শক্তিদম্ভ [স] *বি* ক্ষমতার অহংকার। 'শক্তিদম্ভ জয়স্তম্ভ তুলিয়ে আকাশ ফুঁড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শক্তিদাতা [স] *বি* শক্তি দানকারী ঈশ্বর। 'বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শক্তিধর [স] *বি* শক্তিমান। 'হরিলেন সর্ব চিন্ত সর্ব শক্তিধর।' *বৃন্দা* ১৫৮০।

শক্তিধর্ম [স] *বি* বলপ্রয়োগের নীতি। 'দেশে যদি শক্তিধর্মকেই প্রচার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শক্তিধারী [স] *বি* শক্তিমান। 'আমায় কবজায় আনবার শক্তি ওই অনন্ত অসীম শক্তিধারীর নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শক্তিপুঞ্জ [স] *বি* সামরিকশক্তি আছে এমন দেশ। 'এই যন্ত্রদ্বয় যুধ্যমান শক্তিপুঞ্জের মহোপকার সংসাধন করিয়াছেন।' *অক্ষয়* ১৮৫৪।

শক্তিপূজক [স] *বিণ* শক্তির পূজারী। 'হিংস্রশক্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক এমন সকল তর্ক শক্তিপূজক য়ুরোপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শক্তিপ্রয়োগ [স] *বি* সামরিক হস্তক্ষেপ। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

শক্তিপ্রসাদ [স] *বি* শক্তিরূপ অনুগ্রহ। 'তোর শক্তিপ্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর সেনা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শক্তিবর [স] *বি* শক্তির আশীর্বাদ। 'হায় কাহারে দিবে শক্তিবর।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শক্তিবান [স] *বিণ* শক্তি আছে এমন; বলবান। 'বণিকদিগের মেরুদণ্ড রাজশক্তিতে শক্তিবান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শক্তিবিহীন [স] *বিণ* দুর্বল। 'শক্তিবিহীন ব'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

শক্তিবৃদ্ধি [স] *বি* ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া। 'দলবৃদ্ধি শক্তিবৃদ্ধির উপায় মনে করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শক্তিবেগ [স] *বি* শক্তির গতি। 'সে শক্তি দিয়ে আর একটা শক্তিবেগ প্রতিহত করতে চাইলে ...।' *অবন*, ১৯২৫।

শক্তিভাণ্ডার [স] *বি* শক্তির আধার। 'বিশ্বের শক্তিভাণ্ডার তাহাকে লুট করিয়া লইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শক্তিমতী [স] *বিণ স্ত্রী* শক্তিশালী। 'যেমন আমি শক্তিমতী, তেমনি হও, সর্বসহ আমার পতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'শারীরিক শক্তি চর্চা

মন দিয়ে শক্তিমতী হতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

শক্তিমত্তা [স] *বিণ* বলবান। 'শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শক্তিমদমত্ত [স] *বিণ* ক্ষমতার মোহে উন্মত্ত। 'শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী ধনদৃপ্ত পশ্চিমের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শক্তিমন্ত [স] *বিণ* শক্তি প্রকাশ পায় এমন। 'শক্তিমন্ত রচনা তারও অবশ্য শ্রী আছে।' *অবন*, ১৯২৫।

শক্তিময় [স] *বি* সর্বশক্তিমান। 'কেউ বলেছে এ হচ্ছে শক্তিময়ের খেয়াল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শক্তিময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* বলসম্পন্ন। 'দেখিবি আসবে ফিরে শক্তিময়ী আবার হেথাই।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শক্তিমাতাল [স] *বিণ* আপন বলের প্রভাবে মত্ত। 'উগ্রাদিত্য – শক্তিমাতাল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শক্তিমান [স] **১** *বিণ* বলবান। 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* চিন্তা ও চেতনায় সবল ব্যক্তি। 'সৌন্দর্যচেতনা সত্যি-সত্যি অশক্তের নয়, শক্তিমানেরই ব্যাপার।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

শক্তিমান্দ্য [স] *বি* শক্তির ঘাটতি। 'এর পর থেকে একটু যেন শক্তিমান্দ্য ঘটেছে গানের ভাষায়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

শক্তিযুক্ত [স] *বিণ* শক্তিসম্পন্ন। 'বিপর্যস্তভাব ধারণ করাইবার শক্তিযুক্ত সবেগ দ্রুতসঞ্চালন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শক্তিরূপ [স] **১** *বি* শক্তিশালিতা। 'শক্তিরূপ হেরো তাঁর, আনন্দিত, অতন্দ্রিত, ভূর্লোকে ভুবর্লোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। **২** *বি* শক্তির অবয়ব। 'মানুষের প্রতিভার প্রেরণায় তার যত কিছু শক্তি সামর্থ্য চালিত হয়ে এই দুই পথ ধরে শক্তিরূপ ও স্মৃতিরূপ পেয়ে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

শক্তিলোভী [স] *বিণ* ক্ষমতার জন্য লোলুপ। 'অভাবিত নয় কিছু শক্তিলোভী সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে।' *সিকান্দার*, ১৯৬১।

শক্তি-শরণী [স] *বি স্ত্রী* সাহসদাত্রী। 'অন্তরের অন্তরীক্ষে ছায়ামগ্না যে শক্তি-শরণী।' *হোসেন*, ১৯৪০।

শক্তিশালী **১** *বিণ* ক্ষমতাবান। 'অসীম শক্তিশালী ভগবানের বিচিত্র লীলারহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটনে ... অসমর্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বিণ* প্রভাবশালী। 'কেশলারের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এবং শক্তিশালী বন্ধুদিগের প্রভাবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৩** *বিণ* বলবান। 'নিজের দল শক্তিশালী করিতে চেষ্টিত।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

শক্তিশেল [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামায়ণে উল্লিখিত এক প্রকার মারণাস্ত্র। 'জ্বলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহারমূর্তি ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শক্তিসংযোগ [স] *বি* বলপ্রয়োগ। 'সে সমস্ত শক্তিসংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শক্তিসঞ্চয় [স] *বি* বলবৃদ্ধি। 'শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শক্তিসত্তা [স] *বি* শক্তির অস্তিত্ব। 'উদ্ভিদবিদ্যা ও পশ্বাদি পরিচয়বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন ... অবিশ্রান্তরূপে শক্তিসত্তা পর্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শক্তিসম্পন্ন [স] *বিণ* বলশালী। 'ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রখরশক্তিসম্পন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শক্তিসাপেক্ষ [স] *বিণ* সামর্থ্যনির্ভর। 'সৌন্দর্য অনেকটা তাঁহার উপমাদি অলংকার প্রয়োগের শক্তিসাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

শক্তি-সামর্থ্য [স] *বি* শক্তি ও ক্ষমতা। 'নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য আর ঈমানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

শক্তি স্বরূপা [স] *বি স্ত্রী* শক্তির প্রতীক। 'জয়ন্তী বিপ্লবীদের শক্তি স্বরূপা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শক্তিহীন [স] **১** *বিণ* দুর্বল। 'বিশেষভাবে শক্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বিণ* অক্ষম। 'যে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **৩** *বিণ* অসমর্থ। 'কলকারখানা এদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শক্তিহীনতা [স] **১** *বি* দুর্বলতা। 'এই শক্তিহীনতা আমাদের নিজের কর্তব্যে যেমন পরমুখাপেক্ষী করিতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০৩। **২** *বি* শক্তি হারিয়ে যাওয়া। 'বুঝিব, তাহার শক্তিহীনতা ঘটিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শক্তিহীনা [স] *বি স্ত্রী* শক্তি নেই যার। 'মা মা ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তিহীনার দ্বারে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শক্তের ভক্ত নরমের যম – প্রবলের প্রতি বিনীত এবং দুর্বলের প্রতি বিক্রম প্রকাশ। *বাসনা*, ১৯০৯।

শক্ত্যনুসারে [স শক্তি-অনুসারে] *ক্রিবিণ* সামর্থ্য অনুসারে। 'আমারদিগের স্বীয় শক্ত্যনুসারে ছাপার বিষয়ে পরিশ্রম করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

শক্তি[২] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'পুরুষোত্তম শক্তি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শক্তু [স] *বি* ছাতু। 'শক্ত পাহাড় হচ্ছে গুঁড়া শক্তুসম পলে পলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

শক্য [স] **১** *বিণ* সমর্থ। 'তাহারা নগরস্থায়ি হইতে অপারক পূর্ব্বক বিদ্যাধ্যয়ন করিতে শক্য হইবেন না।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫। **২** *বিণ* সাধনযোগ্য। 'পত্র নিয়মিত প্রকটিত করিতে শক্য হইব।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* দায়িত্ব পালনে সক্ষম। 'পূর্ব্ব সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দীর্ঘায়ু প্রদানে শক্য হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

শক্র [স] *বি* ইন্দ্র। 'শক্রের ধনু যেহ্ন উঠিল আকাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শক্রধনু [স] *বি* ইন্দ্রধনু। 'স্বর্ণবর্ণ শক্রধনু – রতনে খচিত তনু।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শক্রাসন [স] *বি* ইন্দ্রের আসন। 'যেন ঐরাবতে শক্রাসন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শখ [আ শওক] *বি* পছন্দ। 'আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল জনতা শুনিয়া শখ করিয়া আসিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শখ-সাবুদ [আ শওক-সুবুদ] *বি* আমোদ-আহ্লাদ। 'ওদের আছে তিনরকম পালাপার্বণ আর শখ-সাবুদ।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

শখের দুঃখ *বি* স্বেচ্ছায় কষ্টভোগ। 'শখের দুঃখ করা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শগুনি [স শকুনি] *বি* শকুন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শঙ্কর [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'বিরিঞ্চি শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণ-জয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শংকরপন্থী [স শঙ্কর+হি পন্থী] *বিণ* (হিন্দুধর্ম) শংকরের অনুসারী।

'শংকরপন্থী বৈদান্তিক নই।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

শঙ্করী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'শঙ্করী শূলিনী কালী গলে দোলে মুণ্ডমালি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শঙ্করীমানিতা [স] *বি স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) শঙ্করীর আশ্রিতা। 'নিকেতনে লগ্যা গেল শঙ্করীমানিতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শঙ্করচিনা *বি* একপ্রকার ধান ও তার চাল। 'কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমতুল।' *ভারত*, ১৭৬০।

শঙ্করা *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'এটা আড় খেম্‌টা আর রাগিণী শঙ্করা।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

শঙ্কা[1] [স শঙ্ক>] *ক্রি* ভয় পাওয়া। **শঙ্কিআঁ** *ক্রি* আশঙ্কা ক'রে। 'তোহ্মার পতি শঙ্কিআঁ রচয়ে শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শঙ্কে** *ক্রি* শঙ্কা করে। 'দেহে বিষম শঙ্কে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শঙ্কা[2] [স] ১ *বি* আশঙ্কা। 'আহ্মে সঙ্গে জাইতেঁ রাধা না করিহ শঙ্কা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ভয়। 'ডাকিনী শাকিনীর হৈতে শঙ্কা উপজিত চিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শঙ্কা ও অনুগ্রহ ও প্রত্যুপকার ও স্বার্থ ব্যতিরেকে ...।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

শঙ্কাকুল [স] *বিণ* আতঙ্কিত। 'আমার নিমিত্ত নিরন্তর ব্যাকুল ও শঙ্কাকুল থাক।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

শঙ্কাতুর [স] *বিণ* ভয়ার্ত। 'আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শঙ্কাত্রাস [স] *বি* ভয়ভীতি। 'তাই তারা বিহ্বল হয় না, শঙ্কাত্রাসে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে না।' *শওকত*, ১৯৬২।

শঙ্কাধরানো *বিণ* ভীতি সৃষ্টি করে এমন। 'পাট দিয়ে হারিকেন কিংবা পিদিমের শঙ্কাধরানো লাল আলো।' *হাসান*, ১৯৬২।

শঙ্কানাশন [স] *বিণ* ভয় নাশকারী। 'শঙ্কানাশন জাগো নারায়ণ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শঙ্কান্বিত [স] *বিণ* ভীত; শঙ্কিত। 'ইঙ্গরাজের সৈন্য শঙ্কান্বিত হইল।' *রাজীব*, ১৮০৫।

শঙ্কাযুক্ত [স] *বিণ* সংশয় আছে এমন। 'তৎপ্রযুক্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া এতন্নগরবাসি লোকেরদিগের নিকট গমনাগমন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

শঙ্কাহরণ [স] ১ *বি* ভয় দূরীকরণ। 'বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* শঙ্কা দূরকারী। 'শঙ্কাহরণ অভয়মন্ত্র শোন শোন কান পাতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শঙ্কাহারা [স শঙ্কা+হারা] *বিণ* ভয়শূন্য। 'দিয়ে যায় পরিচয় শঙ্কাহারা কুণ্ঠাহীন মনে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শঙ্কাহীন [স] *বিণ* সংশয়হীন; নিঃশঙ্ক। 'পাঁকের ঊর্ধ্বে ফুটিল ফুল/ শঙ্কাহীন নগ্নতায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শঙ্কিত [স] *বিণ* ভীত। 'তাবৎ লোকেই শঙ্কিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

শঙ্কিতচিত [স শঙ্কিত-চিত্ত] *বিণ* ভয়ার্ত চিত্তবিশিষ্ট। 'মোহমলিন অতি দুর্দিন শঙ্কিতচিত-পান্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শঙ্কিতহৃদয় [স] *বিণ* ভীত হৃদয়ের অধিকারী। 'উৎকণ্ঠিত শঙ্কিতহৃদয় মৃন্ময়ী মনে করিল তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শঙ্কিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ভীত। 'অমঙ্গল ডেকে নিয়ে আসবে ভেবে শঙ্কিতা হয়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

শঙ্কিল [স] *বিণ* বিপজ্জনক। 'চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট/ ঘন-ঘন-ঝন-ঝন বজর নিপাত।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

শঙ্কু [স] *বি* কীলক। 'ঐ ঘড়ির শঙ্কু, বাকসমধ্য হইতে অনবরতনির্গত জল বিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত।' *বিদ্যা* ১৮৪৯।

শঙ্কুপট্ট [স] *বি* সূর্যঘড়ি। 'বেলা বোধনার্থ একটি প্রকৃত শঙ্কুপ ব্যবস্থাপিত ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শঙ্কেতবেণু [স সঙ্কেতবেণু] *বি* ইশারা জ্ঞাপক বাঁশি। 'তোহ্মার শঙ্কেতবে বাজাএ যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শঙ্খ [স] ১ *বি* শামুক জাতীয় শক্ত খোলসবিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রাণী, য উচ্চধ্বনি সৃষ্টি করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। 'যে কৃষ্ণ রহিল দৈবক উদরে সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শঙ্খের খোলস দিয়ে তৈরি চুড়িবিশেষ; শাঁখা। 'দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতে মল বন্ধ স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। *দ্র* **শংখ**

শঙ্খকর [স] *বি* শঙ্খের খোলস দিয়ে তৈরি চুড়িবিশেষ; শাঁখা 'সোনালী সহিত পলা শঙ্খকর করে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শঙ্খকার [স] *বি* শঙ্খের খোলস দিয়ে চুড়ি তৈরি ও তা বিপণ পেশার সঙ্গে যুক্ত সম্প্রদায়বিশেষ; শাঁখারি। 'কাংশ্যকার, শঙ্খকার .. কারুক, তৈলিক, মোদক, নাপিত, তন্তুবায়, প্রভৃতি ব্যক্তি।' *বঙ্গদর্শন* ১৮৭৪।

শঙ্খঘণ্টা [স] *বি* শঙ্খ এবং ঘণ্টা বাজানোর শব্দ। 'শঙ্খঘণ্ট ক্ষণপরে দূর মন্দিরের ঘরে প্রচারিছে শিবের পূজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০

শঙ্খচক্র [স] *বি* শঙ্খ ও চক্র। 'কালিদাসের যুগে দ্বারে আঁক থাকতো ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন যেমন শঙ্খচক্র – হেথায় কেকটাস। *মুজতবা*, ১৯৬৬।

শঙ্খচক্রধারী [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) শঙ্খ ও চক্র ধারণকারী 'বাল্মীকি দেখিলেন সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী সরসিজাসন ... শঙ্খচক্রধার মুরারি বিরাজ করিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শঙ্খচক্র রেখা [স] *বি* শঙ্খনাগের ফণার মতো রেখা। 'বাহুমূ শঙ্খচক্র রেখা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শঙ্খচিতি *বি* বিষাক্ত সাপবিশেষ। 'সাপগুলি প্রত্যেকটা বিষাক্ত করাত ও শঙ্খচিতি শ্রেণীর।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

শঙ্খচিল [স] *বি* সাদা বুকের একরকম চিল। 'দুটা শঙ্খচিল উ বিষ্ণুপদতলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শঙ্খচূড় [স শঙ্খচূড়া] *বি* এক প্রকার সাপ। 'বোড়া চিতা শঙ্খচূ সূঁচে ব্রহ্মজাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

শঙ্খচুর [স শঙ্খচূর্ণ] *বিণ* চুরমার; চূর্ণ। 'বাহুর বলয়া মো করিবে শঙ্খচুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শঙ্খধবল *বিণ* শঙ্খের মতো সাদা। 'শঙ্খ-ধবল গৃহটি আমার কীলকবদ্ধ কবাট তাহে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শঙ্খধ্বনি [স] *বি* মঙ্গলসূচক শঙ্খের ধ্বনি। 'বিবাহকর্মে মঙ্গলা শঙ্খধ্বনি করিতে হয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শঙ্খনাদ [স] ১ *বি* এক জাতের ধান। 'শঙ্খনাদ নাউফলা পরি সাজাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* শাঁখ বাজানোর শব্দ। 'রণবাদ শঙ্খনাদ, ও হুহুঙ্কারধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শঙ্খবণিক [স] *বি* শাঁখারি। 'শঙ্খবণিকের করাত যেমন।' *দ্বিজগু* ১৬০০।

শঙ্খবলয় [স] *বি* শাঁখা। 'তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শঙ্খবান্যা [স শঙ্খবণিক] *বি* শঙ্খ ব্যবসায়ী। 'শঙ্খবান্যা কাটে শঙ্খ কেহ তার করে রঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শঙ্খমাজা *বিণ* মাজা শঙ্খের মতো মসৃণ। 'শঙ্খমাজা স্তন দুটি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

শঙ্খমালা *বি* রূপকথার নায়িকা চরিত্রবিশেষ। 'শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার কাঁকন বাজিত।' *জীবন*, ১৯৩২।

শঙ্খ-রব [স] *বি* শঙ্খধ্বনি। 'ধর্ম যবে শঙ্খ-রবে করিবে আহ্বান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শঙ্খলতা [স] *বি* শঙ্খের আদলে খোদাই করা লতার মতো নকশাবিশেষ। 'কতকালের লেখা শঙ্খলতার পাড় হংস-মিথুনের ছবি ...।' *অবন*, ১৯২৫।

শঙ্খ-শাদা [স শঙ্খ+শাদা] *বি* শঙ্খের মতো সাদা। 'শিউলি-শাদা আর শঙ্খ-শাদা একই শাদা নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

শঙ্খশুভ্র [স] *বিণ* শঙ্খের মতো সাদা। 'শঙ্খশুভ্র বাহু মেয়েটির।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শঙ্খ-সমাধি [স] *বি* শঙ্খ দিয়ে বানানো সমাধি। 'দেখে মনে হয়, এটা বুঝি একটা শঙ্খ-সমাধি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শঙ্খস্তন [স] *বি* শঙ্খের মতো স্তন। 'শিয়রেতে ক্রটিহীন, তবু তার দুই শঙ্খস্তনে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

শঙ্খালঙ্কার [স] *বি* শঙ্খ দিয়ে তৈরি গহনা। 'পূর্ব্বে কেবল শঙ্খালঙ্কার শ্রেয়োমধ্যে গণ্য ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শঙ্খালয় [স] *বি* শঙ্খনির্মিত আলয়। 'ছিল এ ধরণী ধাতু, শঙ্খালয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শঙ্খিনী [স] ১ *বি* (হিন্দু তন্ত্র) দেহের দশটি নাড়ির মধ্যে একটি। 'গান্ধারী পুষ্যা হস্তী জিহ্বা যশস্বীণা অলম্বুষা কুণ্ডলিনী আর শঙ্খিনী এই দশ নাড়ী হোন্তে প্রধান দুই পুনি।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* কামশাস্ত্রে বর্ণিত চারপ্রকার স্ত্রীজাতির একপ্রকার। 'পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* শাঁখচুন্নি। 'বহুসংখ্যক বিকটাকৃতি ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্খিনী, ডাকিনী প্রভৃতি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৪ *বি* সাপের নাম। 'শঙ্খিনী কানাল বাঁকা যমের সমান।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শজারু [স শল্লকী] *বি* একজাতীয় জন্তু যার সর্বাঙ্গ বড়ো কাঁটায় আবৃত। 'শজারুর হাথে যেন সিংহের মরণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শজিনা [স শোভাঞ্জন] *বি* সজনে ডাঁটা; সবজিবিশেষ। 'বৃক্ষে বৃক্ষে শজিনা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শজনে *বি* গাছবিশেষ; যার ডাঁটা তরকারিরূপে খাওয়া যায়। 'শজনে গাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শটকানো *ক্রি* সরে পড়া। 'মাইনে নিয়ে সে শটকাবে।' *মানিক*, ১৯৩৮।

শটকে *বি* শতকিয়া। 'শটকে শেখাবার এলেম আমার পেটে নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শটি *বি* হলুদ জাতীয় গাছবিশেষের কন্দ। 'দু-একদিন বার্লি বা শটি খাইয়া থাকিতে জানে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

শটিবন *বি* শটিগাছের ঝোপ। 'ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে।' *জীবন*, ১৯৩২।

শটিত [স] ১ *বিণ* পচা। 'আমারদিগের শারীরিক প্রকৃতির সহিত অগ্নি ও শটিত পদার্থের যে প্রকার সম্বন্ধ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* মৃত। 'মানুষের দল শটিত স্পৃহার কণা কুড়ায়ে যতনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

শঠ [স] *বি* প্রতারক। 'বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কহিল, রে শঠ, নিঠুর কপট, কহি নে কাহারও কাছে – এমনি করে কি সরলা নারীর ছলনা করিতে আছে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শঠতা [স] ১ *বি* চতুরতা। 'শঠতাপূর্ব্বক মনে চিন্তা করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* ধূর্ততা; চালাকি। 'বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার উপর নির্ভর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বি* প্রতারণা। 'ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনায় রত বটে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

শঠতামি *বি* চাতুরী। 'শঠতামি পুরুষের নারি বুঝিবার।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শড়ক [আ শরক] *বি* রাজপথ। 'গুজরাটের স্থিতি শড়কের চারতলায়।' *অন্নদা*, ১৯২৯। *দ্র* সড়ক

শড়কি *বি* বর্শা। **শড়কিওয়ালা** *বি* বর্শাধারী। 'বাঙ্গালী লাঠি শড়কিওয়ালার যে সকল বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শড়শড়ি [ধ্বন্যা] *বি* শাকভাজা। 'শড়শড়ি খণ্ট ভাজা নানামত শাক।' *ভারত*, ১৭৬০।

শণ [স] *বি* পাটজাতীয় গাছ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এক পড়ামুনিয়া এক কৃষিকে শণ রোপণ করিতে দেখিয়া।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শণে-ছাওয়া *বিণ* শণের আচ্ছাদনে তৈরি। 'এই শণে-ছাওয়া চালা তাকে ... বর্ষণ হইতে আড়াল করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৯।

শণের দাড়ি *বি* শণের আঁশ দ্বারা তৈরি দাড়ি। 'শণের দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শণের-নুড়ি *বি* সাদা শণের গোছার মতো চুল। 'শণের-নুড়ি চুল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

শত [স] ১ *বিণ* ১০০ সংখ্যক। 'ষোল শত গোপী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অসংখ্য। 'সুবাসিত গন্ধ তায় কত শত অলি ধায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বিণ* অনেক। 'নাই কথা, তবু শত কথা কই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শতক [স] *বিণ* একশত। 'সার্বভৌম-শতক যেহেন কীর্ত্তি রয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শতকরা, শৎকরা [স শত>] *ক্রিবিণ* প্রতি একশতে। 'সেই টাকার শৎকরা বার্ষিক বার টাকার হিসাবে সুদ।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'যে বাটীর মাসিক ভাড়া ৩ টাকার উর্দ্ধ এবং ২০ টাকার ন্যূন তাহার শৎকরা ৫।০ হিসাবে ... টেক্স ধার্য্য হইবেক।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

শতকী [স শতক>] ১ *বিণ স্ত্রী* শত সংখ্যাবিশিষ্ট। 'তোমরা শতকী নও।' *জীবন*, ১৯৪০। ২ *বিণ* শতকের। 'উনিশ শতকী উজ্জীবনের কাহিনী আজ আর শিক্ষিত সাধারণের কাছে অপরিচিত নয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

শতখান *বি* শত খণ্ড। 'সাধ যায় আপনারে করি শতখান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শতখানা *বি* অসংখ্য টুকরা। 'মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি আপনারে ভাগ করে শতখানা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শতগুণ [স] ১ *বি* একশত গুণ। 'এক বাণী শতগুণ শতেক বিবাদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* বিপুল পরিমাণ। 'তাহার যাতনাকে শতগুণ প্রবলা করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৩ *বিণ* বহু গুণ। 'পারিষদ

দলে বলে তার শতগুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শতগ্রন্থিযুক্ত [স] *বিণ* অসংখ্য গিঁটবিশিষ্ট। 'তিনি শতগ্রন্থিযুক্ত চীর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শতচ্ছিদ্র [স] *বিণ* অনেক ছিদ্রবিশিষ্ট। 'পরনের শতচ্ছিদ্র কাঁথা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শতচ্ছিদ্রতা [স] *বি* অসংখ্য ছিদ্রপূর্ণ অবস্থা। 'আজ অন্ধ শতাব্দীর শতচ্ছিদ্রতার ভিতরে।' *জীবন*, ১৯৪০।

শতচ্ছিন্ন [স] *বিণ* বহুছিদ্রবিশিষ্ট। 'সেই ভরাডুবি এই শতচ্ছিন্ন নৌকাখানার শতকলঙ্কের চেয়ে শ্রেয় হতো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

শতছিণ্ডা [স শতছিন্ন] *বিণ* জীর্ণ। 'পরিধান শতছিণ্ডা মলিন অম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শতছিদ্র [স] *বিণ* বহুছিদ্রবিশিষ্ট। 'জীর্ণ সাধনার শতছিদ্র মলিন আচ্ছাদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শতজন [স] *বি* বহু লোক। 'একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শততুচ্ছ [স] *বি* নগণ্য বস্তু বা বিষয়-রাশি। 'সে যে আছে সংগোপনে প্রতিদিন শততুচ্ছের আড়ালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শতদীর্ণ [স] *বিণ* শত শত ফাটলপূর্ণ। 'তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ণ ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শতধা [স] *বিণ* শত ভাগে বিভক্ত। 'ঢালিয়া শতধা পীযূষ-পুণ্য, তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি মা।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

শতধার [স] *বিণ* বহু স্রোত বা ধারাযুক্ত। 'চক্ষে ফেলে শতধারে গুপ্ত, ১৮৫৮।

শতনরী *বি* শত ধারা। 'বুকের শ্যামল সুষমার শাশ্বত নব শতনরী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শতপদী [স] *বিণ* শত পা-বিশিষ্ট। 'শতপদী কেন্নোর মত সে পিল পিল করে এগিয়ে গেল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

শতপ্রসূ [স] *বিণ* প্রচুর সৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট। 'শতপ্রসূ ধরিত্রীরে নাশো।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

শতবর্ষ [স] *বি* একশো বছর। 'শতবর্ষ আয়ুর্ভোগ করিয়াও তৃপ্তি হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শতবান [স] *বিণ* অত্যুজ্জ্বল বর্ণের। 'শতবান সোনা জিনি চরণের আভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শতবার [স শত+ফা বার] *ক্রিবিণ* একশত বার। 'একতনু শতবার কেমনে দহিবে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শতবার্ষিকী [স] **১** *বিণ* একশো বছর পূর্ণ হয়েছে এমন। 'বেথুন স্কুল ও কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব।' *বেগম*, ১৯৫০। **২** *বি* শত বছর পূর্তির অনুষ্ঠান। 'আছে উৎসব, লোকসভা, শতবার্ষিকী?' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

শতভাগ [স] *বিণ* একশো ভাগ। 'রক্তের শত ভাগের ১৭ ভাগ নাইট্রোজেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শতমুখ [স] **১** *বিণ* উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বারবার কথা বলে এমন; মুখর। 'হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বহুমুখী। 'এসেছে শূন্যতা শতমুখ দুর্দিনের উৎকোচ জোগাতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শতমুখী [স] **১** *বিণ* একশত মুখবিশিষ্ট। 'শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখি নিকটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* বহুমুখী। 'তাঁদের শতমু কর্মক্ষমতাকে অনর্থক অকালে পঙ্গু করে দেওয়ার মধ্যে সার্থক কোথায়?' *বেগম*, ১৯৪৯।

শতমুখী ফুল *বি* অসংখ্য পাপড়িবিশিষ্ট ফুল। 'ফোটালো এক রক্তব শতমুখী ফুল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

শতমুখে [স] *ক্রিবিণ* উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। 'শতমুখে মোহাম্মদ খালেদে প্রশংসা করিতে লাগিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

শতলক্ষ *বিণ* অসংখ্য। 'এই যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায় ঝ'রে পা শতলক্ষ ধারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শত শত [স] **১** *বিণ* বহুসংখ্যক। 'আইয় মুখ্য শত শত আনি ডাকিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'শতশত শির করে চুর।' *কৃষ্ণরা* ১৭২০। **২** *বিণ* অসংখ্য প্রকার। 'এলাচি লবঙ্গ পান মসলা শত শ খাদ্য।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শতসহস্র [স] *বিণ* অজস্র। 'দীননাথ শতসহস্র কিরণজাল বিস্তা করিয়া দেখিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শতহস্ত [স] *বি* একশ হাত। 'অগণিত, শতহস্ত পরিমিত, সর্পগ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শতাংশ [স] *বি* একশো ভাগের অংশ। 'তাহার শতাংশের একাংশ ফল লাভ করিয়াছেন কি না সন্দেহ।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শতাবধি [স] *বিণ* প্রায় একশত সংখ্যক। 'অনেক চেষ্টাতে শতাবা গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে ... ।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

শতাবৃত্তি [স] *বি* বার বার আবৃত্তি। 'শতাবৃত্তি করিয়া শুনে সবেহিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শতায়ু *বিণ* দীর্ঘজীবী। 'নিশ্বাসবায়ু করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

শতঘ্নী [স] *বি* একই সময়ে একশ যোদ্ধা হত্যা করতে সমর্থ। 'তাহ কামান শতঘ্নী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শতঘ্নীবর্ষিণী [স] *বিণ* শতঘ্নী বর্ষণকারী; বোমা বর্ষণ করে এমন 'শতঘ্নীবর্ষিণী একটা বায়ুতরী বিকল হয়ে গ্রামের মাঝখানে গে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শতঘ্নীবাণ [স] *বি* একই সঙ্গে অসংখ্য প্রাণ নিতে পারে এমন অস্ত্র 'চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শতচণ্ডী *বি* হিন্দুদের উৎসববিশেষ। 'কিছুদিন পর শতচণ্ডী অনুষ্ঠান হয় *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শতচ্ছদ [স] *বি* পদ্ম। 'শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।' *ভার* ১৭৬০।

শতদল [স] *বি* পদ্মফুল। 'আমলা কমল হইল পদ্মা করিকর হাসি লাগিলা শতদলের উপর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শতদলদল [স] *বি* পদ্মের পাপড়ি। 'ত্যজিয়া সে শতদলদল *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শতদলবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* পদ্মফুলে অবস্থানকারী হিন্দুদেবী লক্ষ্মী 'শ্বেত শতদলবাসিনী নয় আজ রক্তাম্বরধারিণী মা।' *নজরুল*, ১৯২২

শতদ্রু [স] *বি* পাঞ্জাবের একটি নদী। 'শতদ্রু পারে সিংহনাদ শুনিয়া ... *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শতধা [স] ১ *বি* বহু খণ্ড বা টুকরা। 'আপন ঘর হইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *ক্রিবিণ* বহু সংখ্যায়। 'সে দেখিতে দেখিতে একবারে শতধা হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শতধাবিচ্ছিন্ন [স] *ক্রিবিণ* বহু ভাগে বিভক্ত। 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন শতধাবিচ্ছিন্ন।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

শতধাবিভক্ত [স] *বিণ* বহু খণ্ডে খণ্ডিত। 'সে শতধাবিভক্ত হইয়া অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শতধা হওয়া *ক্রি* বহু অংশে বিভক্ত হওয়া। 'সে দেখিতে দেখিতে একবারে শতধা হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শতভিষা [স] *বি* একটি নক্ষত্রের নাম। 'তার নিজের শতভিষা নক্ষত্র।' *মানিক*, ১৯৩৮।

শতমূলী [স] *বি* গাছবিশেষ, যার বহু কন্দ জন্মে। 'মাতুড়ি পাথুরি কাটে শতমূলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শতরঞ্চ[1] ,**শতরঞ্জ** [আ শতরঞ্জ] *বি* দাবা খেলা। 'শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'দুই চারি বাজী শতরঞ্জ খেলিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শতরঞ্জি [আ শতরঞ্জ] *বি* দাবা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শতরঞ্জিপোশ [আ শতরঞ্জ+ফা পোশ] *বি* শতরঞ্জি অথবা দাবা খেলা হয় যার ওপর বসে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শতরঞ্চ[2] [আ শতরঞ্জী] *বি* রঙিন মোটা চাদর যা পেতে বসা যায়; শতরঞ্জি। 'ডোরা-দাগ-কাটা শতরঞ্চ ঝোলানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শতরঞ্চি [আ শতরঞ্জী] *বি* শতরঞ্জি। 'শতরঞ্চি চাদর মশারি।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

শতরঞ্জি [আ শতরঞ্জী] *বি* নানা রঙে রাঙানো এক প্রকার চাদর। 'শতরঞ্জির ওপর বসে রইল।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

শতান [আ শয়তান] *বি* শয়তান। 'বহুল জাহিদ এক শ'তানে ভুলাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শতাব্দ [স] *বি* একশো বছর। 'স্তব্ধ বিমূঢ় শত শতাব্দ যাহাদের মুখ চায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

শতাব্দী [স] *বি* শত বছর। 'চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিদেশে বিদ্যানুশীলনের পুনরারম্ভ হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শতাব্দীগ্রথিত [স] *বিণ* শত বছরে গড়া হয়েছে এমন। 'তবুও অজেয় এই শতাব্দীগ্রথিত হিন্দুস্থান।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শতাব্দীলাঞ্ছিত [স] *বিণ* দীর্ঘকাল স্থিত। 'শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

শতামৃত [স শত-অমৃত] *বি* বিবাহের আচারবিশেষ। 'শতামৃত, ছাতিয়ারা এবং অন্নপ্রাশন।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শতুর [স শত্রু] *বি* শত্রু। 'তাহারা গিয়া শতুর পরাজএ করে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শতেক [স] *বিণ* একশত। 'শতেক কুড়িএঁ রাধা নৈলোঁ মাহাদান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শতেকক্ষোয়ারী *বি* (গালিবিশেষ) যার কপালে বহু দুর্গতি আছে এমন। 'আর শতেকক্ষোয়ারীরা চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পায় না।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শতেকখাকী *বি স্ত্রী* গালিবিশেষ; সর্বনাশী। 'শতেকখাকী, বাঁদরীর মুখখানা একবার তাকিয়ে দ্যাখ!' *শরৎ*, ১৯১৬।

শতেক খুয়ারী *বিণ* (গালিবিশেষ) কপালে বহু দুর্গতি আছে এমন। 'আবাগী শতেক খুয়ারী প্রভৃতি শব্দ আধুনিক সখী ভগিনী স্থলে প্রয়োগ করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শতেক খোয়ারী *বি স্ত্রী* (গালিবিশেষ) যার কপালে বহু দুর্গতি আছে এমন। 'শতেক খোয়ারীর জন্যে আমার কি মরেও শান্তি নেই।' *বিমল*, ১৯৫৩।

শতেক বার *ক্রিবিণ* শত বার। 'শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বলবো।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

শতেশ্বরী [স শত-ঈশ্বরী] *বি* শতকণ্ঠী; শতনরী হার। 'গীএ শতেশ্বরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শত্তুর [স শত্রু] *বি* শত্রু; দুশমন। 'শত্তুরের সঙ্গে শেষ দেখা হোগ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

শত্তুরতা [স শত্রুতা] *বি* শত্রুতা। 'নারকোল ওরা শত্তুরতা করে কুড়ুতে যায়নি।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শত্রু [স] *বি* দুশমন। 'বুদ্ধিজন না ভোলক শত্রুর আশ্বাসে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শত্রুকবলিত [স] *বিণ* শত্রু কর্তৃক অধিকৃত। 'দেশ শত্রুকবলিত হবে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শত্রুগড় [স শত্রু+মু গড়] *বি* শত্রুর দুর্গ। 'ধুলায় লুটাবে শত্রুগড়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শত্রুচর [স] *বি* শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা। 'আসিছে সন্ধানে তব শত্রুচর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শত্রুতা [স] *বি* শত্রুর ন্যায় আচরণ। 'শত্রুরা শত্রুতা করিয়া কহে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

শত্রুতাগৌরব [স] *বি* শত্রুতা নিয়ে অহঙ্কার। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শত্রুতাচরণ [স] *বি* শত্রুর মতো ব্যবহার। 'উহারা স্বয়ং শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

শত্রুতাবশত [স] *ক্রিবিণ* শত্রুতার কারণে। 'তাহার প্রতি শত্রুতাবশত আমরা বহুদিন হইতে অবসর খুঁজিতেছিলাম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শত্রুতামি *বি* দুশমনি। 'তোরা আমার সঙ্গে শত্রুতামি করছস।' *জহির*, ১৯৬৪।

শত্রুতামূলক [স] *বিণ* বৈরিতাপূর্ণ। 'এই শত্রুতামূলক কুকর্মের প্রতিবাদে তিনি মীরপুরে লোক পাঠান।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শত্রুত্ব [স] *বি* শত্রুর আচরণ; শত্রুতা। 'শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

শত্রুদল [স] *বি* শত্রুপক্ষ। 'শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শত্রুনাশ [স] *বি* শত্রুকে ধ্বংস করা। 'তাহাতে শত্রু নাশ না করিয়াও শত্রুত্ব নাশ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

শত্রুপক্ষ [স] *বি* বিরোধী পক্ষ। 'শত্রুপক্ষ লোকেরা বিপক্ষতা করণের উদ্দত্ত।' *রামরাম*, ১৮০১।

শত্রুপরাভব [স] *বি* শত্রুর পরাজয়। 'শত্রুপরাভব-শুভক্ষণ সমাগত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শত্রুপল্লী [স] *বি* শত্রুপক্ষের আবাসিক এলাকা। 'আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসেনের নির্মম শক্তির দ্বারা ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শত্রুপুরী [স] *বি* শত্রুপূর্ণ এলাকা। 'শত্রুপুরীতে রক্ষা করেছ আমারে দণ্ডধর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

শত্রুপুরীমুক্ত [স] *বিণ* শত্রুর আস্তানা থেকে মুক্ত। 'শত্রুপুরীমুক্ত আমি আপন পাষাণপুরে আজি বন্দি ভাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শত্রুবিনাশক [স] *বিণ* শত্রুকে ধ্বংস করে এমন। 'অভয় শত্রুবিনাশক, মিত্রহিতাশক।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শত্রুবিনাশী [স] *বিণ* শত্রুকে বিনাশ করতে প্রস্তুত। 'যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বচক্র দিয়া শত্রুবিনাশী আবদুল ওহাব ...' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শত্রুভাবাপন্ন [স] *বিণ* শত্রুতাভাবযুক্ত। 'শত্রুভাবাপন্ন বাইরের দেশের বেতারের প্রচারণাকে কিভাবে বন্ধ করা যাবে।' *হাই*, ১৯৫৮।

শত্রুমিত্র [স] *বি* শত্রু ও বন্ধু। 'তাঁহার শত্রুমিত্র সকলকে লইয়া একটি গ্রাম্যমণ্ডলীর কেন্দ্রবর্তী সূর্যের ন্যায় আমাদের নিকট ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'শত্রুমিত্র মন্দভালোর যায়নি আজও ভেদ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শত্রুর মুখে ছাই *বি* শত্রুর ইচ্ছা ব্যর্থ হওয়ার কামনা। 'শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শত্রুশস্ত্র [স] *বি* শত্রুর অস্ত্র। 'সর্বাঙ্গ শত্রুশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

শত্রুসংহার [স] *বি* শত্রু হত্যা। 'মান্যের সহিত বুরুজীয় হইয়া শত্রুসংহারে কৃতনিশ্চয় হইলেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

শত্রুসুতা [স] *বি* শত্রুর কন্যা। 'রত্নাবতী শত্রুসুতা সে বড় দুরন্তা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শত্রুসৈন্য [স] *বি* প্রতিপক্ষের সেনা। 'শত্রুসৈন্য তাঁহার দুর্গ সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া ফেলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'শত্রুসৈন্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া ...' *আজাদ*, ১৯৬৫।

শদাবধি [স] *বিণ* প্রায় একশত। 'যে তুমি এই শদাবধি বৎসর আমাদিগের গোষ্ঠীতে আছে তাহা ত্যাগ করিও না।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শন[১] [স শূন্য] *বি* অন্ধকার। 'তোক্ষে লাগি ভৈল আজি শন দশ দিশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শন[২] [আ সন] *বি* সাল। 'এ শনের মালগুজারি কত বাঁকি।' *কেরি*, ১৮০২।

শনন্দ [আ সনদ] *বি* সনদ; অনুমতিপত্র। 'টাকশাল ও অদালতের শনন্দ পাইল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শনশন [ধ্বন্যা] *বি* তীব্র বায়ুপ্রবাহের ধ্বনি। 'গদা ঘোরে বোঁও বনবন শোঁও শনশন।' *নজরুল*, ১৯২২।

শনশনা [ধ্বন্যা শনশন>] *ক্রি* শনশন শব্দ করা। 'বিদ্যুৎমেলা-সম চকমকি উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে শনশনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শনশনানি [ধ্বন্যা শনশন>] *বি* শনশন শব্দ। 'ঝাউয়ের শনশনানি ছায়া।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শনাক্ত [ফা শিনাখ্‌ত] *বি* পরিচিত বলে উল্লেখ। 'সময় তাকে শনাক্ত করে না আর।' *জীবন*, ১৯৪০।

শনাক্তপত্র [ফা শিনাখ্‌ত+স পত্র] *বি* পরিচয়পত্র; আইডেনটিটি কার্ড। 'আমার একটি শনাক্তপত্র আছে, নিত্যসঙ্গী।' *শামসুর*, ১৯৭২।

শনি [স] ১ *বি* সপ্তাহের অন্যতম দিন। 'শনি মঙ্গলবার জাগাবে নিশাবাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সৌরজগতের ষষ্ঠ গ্রহ। 'শনি সনে দেখা হৈল আকাশ উপর।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* বিনাশ। 'তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৪ *বি* অমঙ্গলের প্রতীক। 'কিন্তু ভাদ্র-আশ্বিন বৃহস্পতি-শনি তিথি-নক্ষত্র না মানলে যে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৫ *বিণ* সর্বনাশকারী। 'আমি ... এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।' *নজরুল*, ১৯২২।

শনিবার [স শনি+ফা বার] ১ *বি* সপ্তাহের একটি দিন। 'শনিবার দিবসে কদাচ জল খাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* আনন্দের দিন (ছুটির দিনের আগের দিন বলে)। 'অনেক জায়গায় কাল শনিবার ফলে গ্যাচে, কোথাও আজ শনিবার।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শনিবারী [স শনি+ফা বার>] *বিণ* শনিবারে প্রকাশিত হয় এমন; শনিবারের। 'প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, তুমি হাঁড়িচাঁচা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শনিবাসরীয় [স] *বিণ* শনিবারের। 'শনিবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শনির দশা *বি* জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী শনি গ্রহের প্রভাববিশিষ্ট দুর্ভাগ্যের কাল। 'শনির দশার মোর পঞ্চ বর্ষ আরও বাকি আছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শনির দৃষ্টি *বি* অত্যন্ত দুর্দশা। 'ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শনৈঃশনৈঃ [স] *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈঃ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শনৈঃ শনৈঃ [স] *ক্রিবিণ* ক্রমে ক্রমে। 'অচল শিলা-বপ্রের উপর শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিয়া ...' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

শনৈশ্চর [স] *বি* শনিগ্রহ। 'চাপ লগ্নে শনৈশ্চর তুলালগ্নে ভৃগুবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শনৈশ্চর গ্রহ [স] *বি* শনিগ্রহ। 'শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্রক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গলক্ষেত্রে আইসেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শন্য [স শূন্য] *বি* শূন্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শপ [ই] *বি* দোকান। 'ইউরোপীয় শপ অর্থাৎ ইউরোপীয় দোকান।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

শপতি [স শপথ] *বি* শপথ। 'বংশী পরশি আমি শপতি করিয়ে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

শপথ [স] ১ *বি* প্রতিজ্ঞা। 'দাণ লওঁ তাক শপথ করোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রতিজ্ঞা করার অনুষ্ঠান। 'সিপাহীরদের মধ্যে গঙ্গাজলস্পর্শপূর্ব্বক শপথ উঠিয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শপথগ্রহণ [স] *বি* আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার। 'তফসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ...' *সংবিধান*, ১৯৭২।

শপথপূর্বক, শপথপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* প্রতিজ্ঞা ক'রে। 'বিভবহীন হইলে শপথপূর্ব্বক জানাইয়া ... ভূম্যধিকারিকে নৈরাশ করে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শপথভঙ্গ [স] *বি* প্রতিজ্ঞা না রাখা। 'ভণ্ডামী, ধর্ম্মদ্রোহিতা, শপথভঙ্গ

প্রভৃতি নীচতা তাঁরা বর্জ্জন ক'রে চলেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শপথমুখর [স] *বিণ* সংকল্পে মুখরিত। 'দুলে ওঠে দিন; শপথমুখর কিষাণ শ্রমিকপাড়া।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শপথি [স শপথ] *বি* শপথ। 'একটি শপথি রাখহ যুবতী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

শপিং [ই] *বি* কেনাকাটা; বাজার। 'নিউমার্কেটে শপিং করতে এই তার প্রথম হাতে-খড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শপেদা [ফা সফেদী] *বি* ফলবিশেষ। 'আতা-বাতাবি-শপেদা-গোলাপজামে জমকালো।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

শপ্নাকার [স স্বপ্ন>] *ক্রিবিণ* স্বপ্নের মতো। 'বাহ্য জ্ঞান রহিত কিন্তু শপ্নাকার দেখিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

শফর [আ] *বি* সফর; ভ্রমণ। 'এই শহরে তোকে শফরে আজ পাঠালো!' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

শফরী [স সফরী] *বি* পুঁটি মাছ। 'পণ চারি তাজে রামা সরল শফরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শব [স] *বি* মৃতদেহ। 'শব পরে বাস যার শ্মশানে সদত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শবকণ্ঠ [স] *বি* মৃতের গলা। 'তাহার উপর আবার আয়-কর, শবকণ্ঠে খড়্গাঘাত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শবগন্ধ [স] *বি* মৃতদেহের গন্ধ। 'অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শবগন্ধী [স] *বিণ* মৃতদেহের গন্ধযুক্ত। 'শবগন্ধী পচা অন্ধকার আলোয় ভেসে গেল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

শবচ্ছেদ [স] *বি* মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ। 'জীবন্মৃত ও মৃত মানুষের শবচ্ছেদ।' *অবন*, ১৯২৫।

শবচ্ছেদ-গৃহ [স] *বি* লাশকাটা ঘর। 'শবচ্ছেদ-গৃহে ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শবদাহ [স] *বি* (হিন্দুসমাজ) মৃতদেহ পোড়ানো। 'শবদাহ বিষয়ে চন্দ্রিকা ও আর২ বাঙ্গলা কাগজে এত পত্র ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শবদেহ [স] *বি* মৃতদেহ। 'লক্ষ লক্ষ শবদেহে শ্মশান হয়ে গেছে মেদিনীপুর।' *তারা*, ১৯৪৩।

শববাহক [স] *বি* মৃতদেহ বহনকারী। 'আমরা যে সব শববাহক; বিলাপশীল ইতিহাসের মনে।' *জীবন*, ১৯৪০।

শববাহন [স] *বি* মৃতদেহের বাহন। 'অন্তবিহীন কিছু কি আছে শববাহন ছাড়া?' *জীবন*, ১৯৪০।

শববাহী [স] *বিণ* শব বহন করে নিয়ে যায় এমন। 'নির্জন স্তব্ধ পথে শববাহী তাহারাই জীবনের সাড়া দিয়া চলিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শবব্যবচ্ছেদ [স] *বি* মৃতদেহ কেটে পরীক্ষা। 'তিনি ... দেহ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করার জন্য গোপনে দশটি শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন।' *শিব*, ১৯৫৬।

শবব্যবচ্ছেদাগার [স] *বি* মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের ঘর। 'শবব্যবচ্ছেদাগারে তাহার পেট চিরিয়া সে কাগজটি পাওয়া গেল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শবভোজী [স] *বিণ* মৃতদেহ-খাদক। 'শবভোজী শিবাদল ডেকে আনে ভয়।' *আহসান*, ১৯৪৪।

শবযান [স] *বি* যে গাড়িতে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। 'আমার পুত্রের ... শবযান চলে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শবরূপা [স] *বিণ* মৃতের মতো। 'তিনের জানিতে সন্ত্র জানাইতে নিজ তত্ত্ব শবরূপা হইলা কপাটে।' *ভারত*, ১৭৬০।

শবসৎকার [স] *বি* মৃতদেহের শেষকৃত্য। 'চলো তবে শবসৎকারে এবে যাই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

শবসাধক [স] *বি* মৃতদেহের উপরে বসে তান্ত্রিক সাধনা করে যে। 'শবসাধকের বেশে।' *জীবন*, ১৯২৭।

শবসাধন [স] *বি* মৃতদেহের উপরে বসে যে তান্ত্রিক সাধনা করা হয়। 'তর্কবাগীশ মহাশয়, অবশেষে, শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

শবসাধনা [স] *বি* মৃতদেহ নিয়ে একধরনের তান্ত্রিক সাধনা। 'আজকের জাত কালকের ভূত নামাতে শবসাধনার আয়োজন করছে।' *অবন*, ১৯২৫।

শবাকার [স] *বি* মৃতদেহের ন্যায়। 'ইহারদিগের অহিতাচরণে তদ্দেশস্থ তাবল্লোক জীবিতাবস্থায় শবাকার হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

শবাগার [স] *বি* মৃতদেহ রাখার ঘর। 'হবে শবাগার জীবনের সমস্ত বৈভব।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

শবাচ্ছাদ [স] *বি* শবের আবরণ। 'অব্যক্তির শবাচ্ছাদে দুরাশার কঙ্কাল আবরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

শবাধার [স] *বি* যে বাক্সে মৃতদেহ রেখে কবরস্থ করা হয়। *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০; 'কত কত বৃদ্ধার শবাধার শিশুর শবাধারের মতই ছোট।' *সবুজ*, ১৯২১।

শবানুগমন [স] *বি* মৃতের প্রতি সম্মান অথবা শোক প্রকাশে মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশান বা কবরস্থানে যাওয়া। 'জনসাধারণ শবানুগমন করল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শবানুগামী [স] *বিণ* মৃতদেহের পিছনে গমনকারী। 'এরা সবাই ছিল শবানুগামী।' *হাসান*, ১৯৬৭।

শবাসন [স] *বি* যোগ ব্যায়ামের আসনবিশেষ; শবের মতো চিৎ হয়ে বিশ্রামের জন্যে পড়ে থাকা। 'সে যে শবাসন-সাধনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শবাসনা [স] *বি* হিন্দুদেবী কালী। 'আমারে লইয়া খুসী হও তুমি ওগো দেবী শবাসনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শবাহারী [স] *বিণ* মৃতদেহ যাদের খাদ্য। 'শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে শব-রাশি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শবনাম [ফা শবনম] *বি* শিশির। 'রাতের দুচোখে ঝরে শবনাম অশ্রুকণা তার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শবরা [স শবর>] *বি* শিকারী জাতিবিশেষ। **শবরি** [স শবর>] *বি* শবর ও শবরী। 'কঙ্গুরিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

শবরি, শবরী [স শবল] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ শবরী।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

শবরী *বি স্ত্রী* শিকারী। 'তপঃকৃশ শবরীর মত ক্ষীণাঙ্গী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শবল [স] *বি* নানা বর্ণ। 'সে উন্নিদ্র ত্রিলোচনে ভেদ নেই ধবলে শবলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

শবে কদর [ফা শব>+আ কদর] *বি* (ইসলাম) রমজান মাসের ২৭তম রাত, ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী যা মহিমান্বিত রাত। 'মাহে রমজান এসেছে যখন, আসিবে শবে কদর।' *নজরুল*, ১৯৪২।

শবেবরাত [ফা শব>+আ বার'আত] *বি* (ইসলাম) শাবান মাসের ১৪তম রাত, ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী যখন ভাগ্য লেখা হয়। 'রমযানের ঈদ শবেবরাত আমার করা সার্থক।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শবে মেরাজ [ফা শব>+আ মেরাজ] *বি* (ইসলাম) মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে রাতে এই ধর্মের প্রবর্তক সৃষ্টিকর্তার সন্দর্শনে যান। 'শবে মেরাজ কথা সকলে জানএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শবে-রাত [ফা শব>+আ বার'আত] *বি* (ইসলাম) যে রাত সৌভাগ্য-রজনী। 'শবে-রাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বলল দীপালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শব্দ [স] **১** *বি* ধ্বনি। 'তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি। 'অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* ভাষা। 'যে আজ্ঞা হইয়াছে ... তাহার মজনুন পারশী ও বাঙ্গলা শব্দে তরজমা।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **৪** *বি* ডাক। 'পণ্ডিতেরা গর্দ্দভের শব্দ শুনিয়া কহিলেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শব্দওয়ালা [স শব্দ+হি ওয়ালা] *বিণ* শব্দ করে এমন। 'খোকা একটা শব্দওয়ালা খেলনা কিনে পশ্চিমের বারান্দায় চড়ুবড়ু শব্দ করে খেলা করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শব্দকণা [স] *বি* শব্দের ক্ষুদ্র অংশ। 'জোটে না কোনো শব্দকণা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

শব্দকল্পদ্রুমি [স শব্দকল্পদ্রুম>] *বিণ* সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর সঙ্গে তুলনীয়; নীরস। 'আনিলাম কাব্য এক শব্দকল্পদ্রুমি!' *নজরুল*, ১৯২২।

শব্দকুহক [স] *বি* শব্দের মায়াজাল। 'শব্দকুহক মৌলোকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের।' *শব্দ*, ১৯৬৬।

শব্দকোষ [স] *বি* অভিধান। 'এই খেয়েছে! কোন আক্কেলে শব্দকোষটা নামালি।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

শব্দগঠন [স] *বি* শব্দনির্মাণ। 'শব্দগঠন, বাক্যরীতি এবং সমাজজীবনে তার প্রয়োগ ইত্যাদি।' *হাই*, ১৯৫৪।

শব্দগত [স] *বিণ* আভিধানিক। 'ভূমিকম্পের শব্দগত অর্থে ভূমির অর্থাৎ পৃথিবীর কম্পনই বুঝায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শব্দগুণ [স] *বি* কথার মন্ত্র। 'কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শব্দচয় [স] *বি* শব্দাবলি। 'গ্রন্থসমূহ হইতে শব্দচয় সমাহরণ পুরঃসর ... অভিধান প্রকাশিত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

শব্দচয়ন [স] *বি* শব্দ নির্বাচন। 'তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য, ছন্দ নৈপুণ্য, শব্দচয়ন চাতুর্য ...।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৫।

শব্দচাতুর্য, শব্দচাতুর্য্য [স] *বি* কথার কৌশল। 'গীতের ...স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শব্দচ্ছটা [স] *বি* শ্লোক। 'প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটাবিন্যাসে বিবৃত করিয়া ভবানী ঠাকুর বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শব্দজনক [স] *বিণ* শব্দ সৃষ্টিকারী। 'তাম্র, সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক গভীর শব্দজনক।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শব্দজ্ঞান [স] *বি* শব্দের ধারণা। 'শব্দজ্ঞান বায়ুতরঙ্গের আঘাতজনিত।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

শব্দঝঙ্কার [স] *বি* শব্দের অনুরণন। 'সত্যই এরূপ শব্দঝঙ্কার অশ্রুতপূর্ব।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শব্দতত্ত্ব [স] *বি* ব্যাকরণ। 'পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শব্দতত্ত্ববিদ [স] *বি* শব্দতত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী। 'তাহার আলোচনা শব্দতত্ত্ববিদগণের পক্ষে নিঃসন্দেহে মূল্যবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শব্দতরঙ্গ [স] *বি* শব্দের দ্বারা উৎপন্ন বায়ুকম্পন। 'আওয়াজটা যখন পাশ দিয়ে শব্দতরঙ্গে মহাবিক্ষোভ সৃষ্টি করে চলে যায় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শব্দতাত্ত্বিক [স] *বিণ* শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'শব্দতাত্ত্বিক মহাশয়গণ স্থির করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শব্দতান [স] *বি* শব্দের সুর। 'পপেলারের একটানা পানি ভাঙার শব্দতান।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শব্দদ্বৈত [স] *বি* জোড়া শব্দ। 'পরিমাণ সম্বন্ধীয় বহুত্ব বোঝাইবার জন্য বাংলায় শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে, যেমন বস্তাবস্তা, ঝুড়িঝুড়ি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

শব্দনালি [স] *বি* শ্বাসনালি। 'গলার শব্দনালির সরু পথটুকুও।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শব্দপরিচিত [স] *বিণ* কারো নামের সঙ্গে পরিচিত। 'পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে শব্দপরিচিত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শব্দপুঞ্জ [স] *বি* শব্দগুচ্ছ। 'শব্দপুঞ্জ থেকে ছিঁড়ে আনি কবিতার অবিশ্বাস্য শরীর।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

শব্দপ্রকৃতি [স] *বি* যে শব্দাংশ নামপদ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। 'কতকগুলো বাক্‌বিধি কতকগুলো নির্দিষ্ট শব্দ বা শব্দপ্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।' *হাই*, ১৯৫৪।

শব্দপ্রয়োগ [স] *বি* শব্দ ব্যবহার। 'শব্দপ্রয়োগের নিপুণতা দ্বারাই ভাষা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়।' *শিব*, ১৯৭৩।

শব্দবহ [স] *বিণ* শব্দবহনকারী। 'প্রাচীন মতে আকাশ শব্দবহ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শব্দবহুল [স] *বিণ* শব্দপূর্ণ। 'সে ভাষা কংক্রিট (বিশেষ সংজ্ঞক) – শব্দবহুল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শব্দবাহক [স] *বি* আকাশ। 'পবন অমনি চালাইয়া আশুতরে সে শব্দবাহকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শব্দবিদ [স] *বিণ* শব্দ-বিশেষজ্ঞ। 'পুলকের দ্বার মুক্ত করে দেবে এই শব্দবিদ কোবিদের নাম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

শব্দবিদ্যা [স] *বি* শব্দবিষয়ক বিদ্যা। 'কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি শব্দবিদ্যার বা ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্তবিদ্যার ... শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কৃতসংকল্প হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

শব্দবিদ্যাবিশারদ [স] *বিণ* শব্দবিদ্যায় পারদর্শী। 'শব্দবিদ্যাবিশারদ বহুশ্রুত মূলর সাহেব ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শব্দবিন্যাস [স] **১** *বি* বাক্যরচনা। 'গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দ করিয়া কহেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* শব্দযোজনা। 'অকারাদি প্রতিবর্ণ সূচিক্রমে শব্দ বিন্যাস করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

শব্দবিশেষ [স] *বি* বিশেষ বিশেষ শব্দ। 'নানা ভাষার শব্দবিশেষের

সাদৃশ্য প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শব্দবেধী [স] *বি* শব্দ অনুসরণে লক্ষ্যভেদে সমর্থ। 'আমি শব্দবেধী শর দ্বারা, বিপক্ষের প্রাণসংহার করিতে পারি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শব্দবোধক [স] *বিণ* শব্দের বোধ সৃষ্টি করে এমন। 'দ্বিতীয়ত পরিবাহক বায়ু এবং তৃতীয়ত শব্দবোধক কর্ণেন্দ্রিয়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

শব্দভেদী [স] *বিণ* শব্দ অনুসরণে লক্ষ্যভেদে সমর্থ। 'কাণা চোখে শব্দভেদী বাণ মারিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শব্দময় [স] *বিণ* শব্দে পরিপূর্ণ। 'নির্ঝরজল পতিত হইয়া চারিদিক শব্দময় করিয়া দিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শব্দময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* ধ্বনিময়। 'শব্দময়ী অপ্সর-রমণী গেল চলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

শব্দমরীচিকা [স] *বি* শব্দরূপ মরীচিকা। **শব্দমরীচিকাজাল** [স] *বি* শব্দ রূপ মরীচিকার জাল। 'গ্রন্থকীটগণ বহু বর্ষ ধরি শুধু করিছে রচন শব্দমরীচিকাজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শব্দমাত্র [স] *বি* নিছক শব্দ; শুধুই শব্দ। 'যার কান নেই তার কাছে গান শব্দমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শব্দমিশ্র [স] *বি* শব্দের মিশ্রণ। 'একটা বিচিত্র মৃদু শব্দমিশ্র উঠে মস্তিষ্কের উপর ধীরে ধীরে তরঙ্গাভিঘাত করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শব্দযোজন [স] *বি* শব্দবিন্যাস; বাক্যরচনা। 'সংগোপনে শব্দযোজন করি দু'চারিটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শব্দরত্নাকর [স] *বি* শব্দরূপ রত্নের আকর। 'অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দরত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শব্দরাশি [স] *বি* শব্দভাণ্ডার। 'বাঙ্গালা অভিধানের শব্দরাশিকে উৎপত্তি বা জাতি হিসাবে ভাগ করিলে ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

শব্দরূপ [স] *বি* শব্দের রূপভেদ। 'পরদিনও ছাত্র শব্দরূপের একটি নির্ভুলভাবে বলিতে পারিল না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শব্দরেখা [স] *বি* শব্দরূপ পথ। 'মাটির বন্ধন ফেলি ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশেহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

শব্দলহরি [স] *বি* শব্দ দ্বারা উৎপন্ন ঝংকার। 'তাঁর কণ্ঠে মিষ্টি-মধুর শব্দলহরি জেগেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শব্দশাস্ত্র [স] *বি* শব্দতত্ত্ব। 'স্তব্ধ অতি শব্দশাস্ত্র আশ্রয়রহিতা।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'সেই নিয়ম সমষ্টিকে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দশাস্ত্র বলা হয়।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

শব্দশিল্পী [স] *বি* শব্দ দিয়ে শিল্প রচনা করে যে। 'সাহিত্যিকেরও শব্দশিল্পী হতে বাধা নেই।' *সবুজ*, ১৯১৭।

শব্দশূন্য [স] *বিণ* নিঃশব্দ। 'শব্দশূন্য শূন্যমাঝে/ সহসা সহস্র স্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শব্দ-সজ্ঞ [স] *বি* অভিধান। 'শব্দ-সজ্ঞে স্থান পাইয়াছে।' *নবনূর*, ১৯০৩।

শব্দসমষ্টি [স] *বি* শব্দগুচ্ছ। 'কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে।' *শিব*, ১৯৫০।

শব্দসমুদ্র [স] *বি* কোলাহলরূপ সমুদ্র। 'কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রে একটুখানি ঢেউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শব্দসম্পদ [স] *বি* শব্দের ঐশ্বর্য। 'সে হচ্ছে অগাধ শব্দসম্পদ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

শব্দ-সাড়া *বি* কথার বা নড়াচড়ার শব্দ। 'নানারূপ ভাবভঙ্গী ও শব্দ-সাড়া করিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

শব্দসূচি [স] *বি* শব্দের তালিকা। 'মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুঁথির শব্দসূচি করিতে হইবে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

শব্দস্রোত [স] *বি* কোলাহল। 'শব্দস্রোত ঝরিল চৌদিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শব্দহর [স] *বিণ* শব্দকে হরণ করে এমন। 'শব্দ যেন সব শব্দহর ধমকের মতো।' *শওকত*, ১৯৭৩।

শব্দহীন [স] *বিণ* নিঃশব্দ। 'জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শব্দহীনতা [স] *বি* নীরবতা। 'শব্দহীনতার স্বরে খররৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শব্দহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* নিঃশব্দ। 'ব্যাপিয়াছে দিগ্‌বিদিকে, লুপ্ত চারি ধার –/ শব্দহীনা ভাগীরথী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শব্দাখ্য-জ্যোতি [স] *বি* শব্দের ব্যঞ্জনা। 'কবির মুখনিঃসৃত এই শব্দাখ্য-জ্যোতি মনের নানাদেশে সঞ্চারিত।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

শব্দাড়ম্বর [স] *বি* শব্দের জাঁকজমক। 'স্থানে স্থানে শব্দাড়ম্বরবিশিষ্ট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শব্দাড়ম্বরময় [স] *বিণ* শব্দের ব্যবহারে আড়ম্বর আছে এমন। 'কি কারণে শব্দাড়ম্বরময় জড়িমা-জড়িত ভাষা মনে করেন।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

শব্দাড়ম্বরসার [স] *বিণ* শব্দের আড়ম্বরসর্বস্ব। 'আমাদের রচিত সাহিত্য অর্থহীন শব্দাড়ম্বরসার হইতে বাধ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শব্দান্তর [স] *বি* শব্দের পরিবর্তন। 'আমার অনভিমতে নিজে বিরচিত বলিয়া স্থানে২ দুই একটা শব্দান্তর করিয়া ... প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

শব্দান্বিত [স] *বিণ* শব্দযুক্ত। 'দেখে সৈন্য অপ্রমিত, চতুর্দ্দিগে শব্দান্বিত।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শব্দামৃত [স] *বি* শব্দরূপ অমৃত। 'এই শব্দামৃত চারি যার হয় ভাগ্য ভারি/ সেই কর্ণে ইহা করে পান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শব্দায়মান [স] *বিণ* শব্দ করছে এমন; শব্দে রূপান্তরিত। 'লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

শব্দায়িত [স] *বিণ* প্রতিধ্বনিত। 'দু-পাশের ফেলে-আসা প্রকৃতির সমারোহে শব্দায়িত।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

শব্দার্ণব [স] *বি* শব্দরূপ সমুদ্র। 'নাহি জানি চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে অর্থরত্ন-লোভে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শব্দার্থ [স] *বি* শব্দের অর্থ। 'ইহারা ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অঙ্কবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিদ্যার পরীক্ষা ... অতি সুন্দররূপে দিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

শব্দিত [স] *বিণ* ধ্বনিত। 'কবাট সকল শব্দিত হইতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

শব্দিত হাসি *বি* উচ্চ হাসি। 'হঠাৎ তার শব্দিত হাসি হেসে বলল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

শব্দৈশ্বর্য, শব্দৈশ্বর্য্য [স] *বি* শব্দরূপ সম্পদ। 'ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শভে [স সর্ব>] *ক্রিবিণ* সকলে। 'চল শভে জাই তথা।' *মালাধর*, ১৫০০।

শম[1] [স] ১ *বি* বিরতি। 'ছেদগুলি যদি সংগীতকে, পূর্ণতাকে বাধা দিয়ে চলে, তা হলেই শম একেবারে নিরর্থক হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ২ *বি* (সংগীত) তালের প্রধান ঝোঁক। 'মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে, উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শম[2] [স] *বি* মনঃসংযম। 'কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অন্যে কে বুঝবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শমতা [স] ১ *বি* শান্তি। 'যখন আমারদের কার্য্যকালে কোন বৃত্তির আতিশয্য হয়, তখন সাবধানতা উপস্থিত হইয়া তাহার শমতা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* উপশম। 'যদ্যপি সৎ সন্তান থাকে তবে সে শোকের কিঞ্চিৎ শমতা হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* নিবৃত্তি। 'সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

শমদম [স] *বি* মনঃসংযম ও ইন্দ্রিয়সংযম। 'কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অন্যে কে বুঝবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শমন[1] [স] *বি* হিন্দুধর্মমতে মৃত্যুর দেবতা; যম। 'পাবক আদি করি দিগের অধিকারী বরুণ নৈরিতি শমন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শমন-কিঙ্কর [স] *বি* মৃত্যুদূত। 'ইঁহারদিগের কর্ম্মচারিরাও এক একজন শমন কিঙ্করাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৪৪।

শমনগৃহ [স] *বি* যমের বাড়ি। 'তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমনগৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্ত্তে হয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

শমনজ্বালা [স] *বি* মৃত্যুযন্ত্রণা। 'কোন সাধনে শমনজ্বালা যায়।' *লালন*, ১৮৯০।

শমনদিন [স] *বি* মৃত্যুদিন। 'সজনি আজু শমন দিন হোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

শমনভবন [স] *বি* হিন্দুমতে যমের বাড়ি; মৃত্যুপুরী। 'তোমার বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া জীবন থাকিতেই শমনভবন দর্শন করিলাম।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

শমনশয্যা [স] *বি* মৃত্যুশয্যা। 'বালিকা ফুলশয্যায় শমনশয্যায় শয়ন করেছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

শমনসদন [স] *বি* মৃত্যুপুরী। 'প্রতিদিন দশ বার জন শমনসদনে গমন করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

শমন[2] [ই] *বি* আদালতে উপস্থিত হওয়ার তলব; সমন। 'একেবারে বড়ো আদালতে এক শমন আনব।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শমসের, শমশের [ফা শমশীর] *বি* তলোয়ার। 'মারিল শমসের তার পিঠের উপরে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'সাব্বাস দিই, সাব্বাস তোর শমশেরে।' *নজরুল*, ১৯২২।

শমস্ত [স সমস্ত] *বিণ* সকল। 'কহিব শমস্ত ময় অন্তরের জত ভয়।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **সমস্ত**

শমিত [স] ১ *বিণ* দমিত। 'মনুষ্যের দুঃখস্রোত শমিত কি বর্দ্ধিত হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* নিবৃত্ত হয়েছে এমন; প্রশমিত। 'বহুকালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শমী [স] *বি* বাবলাজাতীয় গাছ। 'শমী – বরাঙ্গনা, বন-জ্যোৎস্না।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শমীবৃক্ষ [স] *বি* বাবলাজাতীয় একপ্রকার গাছ। 'সুচারু শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শমুদ্র [স সমুদ্র] *বি* সাগর। 'খিরোদ শমুদ্রের তিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **সমুদ্র**

শম্বর *বি* এক জাতের হরিণ। 'নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছায়া।' *জীবন*, ১৯৪২।

শম্বরারি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কামদেব। 'অবিলম্বে শম্বরারি সখা ঋতুপতি উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শম্বুক [স] *বি* শামুক। 'বিনে বারি শম্বুকে রত্ন গঠিতে না পারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শম্বু[1], **শম্ব** [স শম্বুক] *বি* শামুক। 'দুই কুচ তোর রাধা শম্বুর আকার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মাথে শম্বু সম খোঁপা শিসতে সিন্দূর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শম্বু[2] [স] *বি* হিন্দুদেবতা, শিব। 'শম্বুর উপর চরণ জোর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শম্যক [স সম্যক] *ক্রিবিণ* সম্যক। 'বাবু ধিনিকৃষ্ট মিত্রজা মজকুর শম্যক প্রতীয়মাণ হইয়া জানিয়াছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **সম্যক**

শয্যা [স] *বি* বিছানা। 'নব কিশলয়ত শয্যা রচিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শয্যাকক্ষ [স] *বি* শয়নঘর। 'বরকন্যার শয্যাকক্ষ হইতে এক অতি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা গেল।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

শয্যাকণ্টক [স] *বি* কণ্টকতুল্য শয্যা। 'অর্থাৎ শয্যাকণ্টক হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শয্যাগত [স] *বিণ* শয্যায় শায়িত; বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না এমন। 'এক ব্যক্তি জ্বররোগেতে অভিভূত হইয়া নয় দিবসপর্য্যন্ত শয্যাগত।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শয্যাতল [স] *বি* বিছানা। 'শয়নগৃহে প্রবেশ করে বাঙ্কবটি অনতিবিলম্বে শয্যাতল আশ্রয় করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শয্যাতুলুনি *বি* বরবধূর বাসর শয্যা তোলে এবং অর্থ দাবি করে যে। 'শয্যাতুলুনির দল এসে হাজির।' *জীবন*, ১৯৩২।

শয্যা-তোলা [স শয্যা+তোলা] *বি* বিয়ের পরদিন ভোরে বরবধূর বাসরশয্যা তোলার স্ত্রী-আচারবিশেষ। 'শয্যা-তোলা কড়ি মাগে পরিহাসী জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শয্যাত্যাগী [স] *বিণ* বিছানা ছেড়ে এসেছে এমন। 'শয্যাত্যাগী আমি দাঁত মাজি, করি পায়চারি।' *শামসুর*, ১৯৭২।

শয্যাধরা [স শয্যা+ধরা] *বিণ* শয্যাশায়ী; খুব অসুস্থ হওয়ায় বিছানা থেকে উঠতে পারে না এমন। 'শয্যাধরা জ্বরা রোগীর যেমন দুগ্ধের প্রয়োজন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

শয্যা পাতা *ক্রি* বিছানা করা। 'দাসীরা শয্যা পাততো।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শয্যাপিষ্ট [স] *বিণ* দীর্ঘ সময় শয্যায় অভ্যস্ত হয়েছে এমন। 'প্রত্যুষের পাখিকূজন ঘুমভাঙানোর বার্তা আনবে জেনে শয্যাপিষ্ট যে নিরাসক্ত মন।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

শয্যাপ্রান্ত [স] *বি* বিছানার ধার। 'মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শয্যাবিলাসী [স] *বিণ* ভালো বিছানা সম্পর্কে বিলাসিতা আছে এমন। 'তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শয্যারচনা [স] *বি* বিছানা পাতা। 'অরণ্যভূমিতে কি স্থান নাই? পল্লবে কি শয্যারচনা হয় না?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শয্যা রচনা করা *ক্রি* বিছানা পাতা। 'বিশ্রামের জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শয্যাশায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিছানা থেকে উঠতে অক্ষম। 'একেবারে

শয্যাশায়িনী করিয়া দিল।' *শরৎ*, ১৯১৬।

শয্যাশায়ী [স] ১ *বিণ* বিছানা থেকে উঠতে অক্ষম। 'শয্যাশায়ী মনুষ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* আরামপ্রিয়। 'অতিপ্রাচীন শয্যাশায়ী জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শয্যাশায়ী করা *ক্রি* শুতে বাধ্য করা। 'মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শয্যাশ্রয় [স] *বি* শয়ন। 'শয্যাশ্রয় করিয়া ললিতার বিষাক্ত স্মৃতিটাকে পোড়াইয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৪।

শয্যাসন [স] *বি* বিছানা। 'মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শয্যাসমেত [স] *ক্রিবিণ* বিছানা সহকারে। 'নিজের নিজের ঘর থেকে শয্যাসমেত তুলে নিয়ে তাদের সকলকে একঠাঁই একজোট ক'রে দেওয়া হচ্ছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শয্যাসুখ [স] *বি* শুয়ে থাকার সুখ। 'কেহ আবার আরো বেলা পর্য্যন্ত শয্যাসুখ ভোগ করিয়া থাকেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শয়[1] [স শত] *বিণ* শত। 'জাহার ভিড়নে রয় সোল শয় তাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শয় শয় *বিণ* অসংখ্য; শত শত। 'পোতা মাঝি আন্যা দেয় বন্দি শয় শয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শয়[2] [স শয্যা] *বি* বিছানা; ঘুম। 'আমায় দ্যাখলে বুরো, শয় থেহে উঠে তারা দেবে?' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

শয়তা *বি* সবজি সাজানোর বিন্যাসবিশেষ। 'শীতকালে মূলা কাটিয়া শয়তা করিয়া থাকিবে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

শয়তান [আ] ১ *বি* ভূত। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ২ *বি* খুব দুষ্ট লোক; বদমাশ। 'শয়তান আমার হিতৈষী বন্ধু সাজিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বি* হীনপ্রবৃত্তি। 'মানুষের এই বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের ভিতরে যে শয়তান রয়েছে সে প্রবেশ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বি* ইহুদি, খ্রিস্টীয় ও ইসলাম ধর্মমতে সবচেয়ে শক্তিশালী দুষ্ট ও অশুভ অস্তিত্ব। 'এজিদের সেনাদল শয়তানের প্ররোচনায়।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শয়তানি, শয়তানী [আ শয়তান>] ১ *বি* বদমায়েশি। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'এর স্বপক্ষে শাস্ত্র নেইক, থাকতে পারে শয়তানী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'আপনার পেট ভরায়, তখত চায় এরা শয়তানি।' *নজরুল*, ১৯৪১। ২ *বি* দুষ্কর্ম। 'ভোলা ময়রার শয়তানি এ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *বিণ* রহস্যময়ী। 'মেয়েদের কৌটা আফিমে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানী তার জোগান দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৪ *বিণ* বদমায়েশিপূর্ণ। 'নকুল শয়তানি হাসি হাসিয়া পরিহাস করিয়া বলিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শয়তানী চেলা *বি* শয়তানের অনুসারী। 'অবিশ্বাসীরাই শয়তানী চেলা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শয়ন [স] ১ *বি* বিছানা; শয্যা। 'রাধা সির্আ বসিলী শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যেথা তোমার ধুলার শয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ২ *বি* নিদ্রা। 'শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* শোয়া। 'অহি সঙ্গে একত্রে শয়নে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শয়নকক্ষ [স] *বি* শোবার ঘর। 'বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতি তেলের ছবি মনে পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শয়নগৃহ [স] *বি* শোবার ঘর। 'শয়নগৃহে নিদ্রা দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শয়নঘর *বি* শোবার ঘর। 'শয়নঘরের বারান্দায় ছোট একটি তক্তপোষের উপর ফরাশ পাতা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শয়নছলে *ক্রিবিণ* শোবার ছল ক'রে। 'একদিবস শয়নছলে বাটীর ভিতর যাইবেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শয়ননিষণ্ণ [স] *বিণ* শয্যাগত। 'শয়ননিষণ্ণ পুরুষসখা বৈশম্পায়নের সহিত আলাপ করিতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শয়নপ্রথা [স] *বি* শয্যাবিষয়ক নিয়ম-নীতি। 'ধনাঢ্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শয়নবিলাসী [স] *বিণ* শোয়ার ব্যাপারে শৌখিন। 'এইরকম সব ভোজনবিলাসী শয়নবিলাসী নানা রকমের লোক ছিল।' *অবন*, ১৯৪১।

শয়নমঞ্চ [স] *বি* বিছানা; শয্যা। 'তার পরেই রাত্রে শয়নমঞ্চের যবনিকা উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শয়নমন্দির [স] *বি* শোয়ার ঘর। 'আমি, এই অবস্থায় গৃহে গিয়া, শয়নমন্দিরে প্রবেশপূর্বক ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শয়ন যাওন *বি* শোয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

শয়নলীনা [স] *বিণ* বিছানায় মিশে আছে এমন। 'সে-সুর ঘুমায় দিগঙ্গনার শয়নলীনা রে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শয়নসাথি, শয়নসাথী *বি* শয্যার সঙ্গী। 'ভীম-তরবারি আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের শয়নসাথী।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'শরমে নয়ন খোলে/ শয়নসাথি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শয়নাগার [স] *বি* শোবার ঘর। 'তৎপরে শয়নাগারে শয়নার্থ গমন মাত্র ... বাবুর মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শয়নার্থ [স] *ক্রিবিণ* শোবার প্রয়োজনে। 'রাত্রিতে বাটীর মধ্যে বাবু শয়নার্থে গমন করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শয়নালয় [স] *বি* শোবার ঘর। 'শয়নালয় ... অতি পরিপাটীরূপে রচিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শয়নাসন [স] *বি* বিছানা। 'এত শয়নাসন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শয়নী *বি* শয্যা। 'কণ্টকিত শয়নীয়ে শুয়ে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

শয়াণ [স শয়ান] *বি* শয্যা। 'ভাগিনা সদৃশ গুরু নাহিক শয়াণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শয়ান [স] ১ *বি* শয্যা। 'শয়ান লাগএ শূন্যময়।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* শুয়ে আছে এমন। 'অবসন্ন শরীরে উপবিষ্ট বা নির্জীব-প্রায় শয়ান হইয়া থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* মগ্ন। 'তিমিরে কেন আত্মসুখদুখে শয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

শর[1] [স স্বর] *বি* স্বর; ধ্বনি। 'সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শর[2] [স] *বি* বাণ; তির। 'করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শরক্ষেপ [স] *বি* লক্ষ্য বিদ্ধ করার জন্য ধনুকে যোজনাপূর্বক তির ছোঁড়া। 'সর্ব্বজীবে শরক্ষেপ এ কি চমৎকার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শরজাল [স] *বি* তিরসমূহ। 'তাঁর প্রতি বৃষ্টি করা হয় প্রশংসার শরজাল।' *হাই*, ১৯৪৭।

শর-ধনু [স] *বি* তির-ধনুক। 'হাথে লইয়া শর-ধনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শরপথ [স] *বি* তিরের সীমারেখা। 'এমত জিতেন্দ্রিয় আছে যে তাঁর শরপথ অতিক্রম করতে পারে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শরবর্ষণ [স] *বি* তির বর্ষণ। 'সোমনাথ তার মনের ধনুকে ... এইবার শরবর্ষণ আরম্ভ হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

শরবিদ্ধ [স] *বিণ* তির দিয়ে বিদ্ধ। 'কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে শরবিদ্ধ করিবে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শরবেধ [স] *বি* তিরবিদ্ধতা। 'কেবল শরবেধই তাহার অন্ধতার কারণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শরযুত [স] *বি* যুদ্ধে লক্ষ্যভেদ করার অস্ত্রবিশেষ। 'কামান শরযুত সাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

শরযোজনা [স] *বি* তির স্থাপন। 'ধনুতে শরযোজনা করিয়া কামোন্মত্ত পুংবকের হৃদয়দেশ বিদীর্ণ করিয়া সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শরশয্যা [স] *বি* তির দ্বারা তৈরি শয্যা। 'শয্যা কেন শর শয্যা বোধ হইতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'নিন্দার শরশয্যায় তুমি শুয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শরশয্যাশায়ী [স] *বিণ* তিরের আঘাতে শয্যাশায়ী। 'বিক্ষত পদদ্বয়কে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মর্যাদা দিলে খুব বেশি অন্যায় হয় না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শরসন্ধান [স] *বি* নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে ধনুকে তির স্থাপন। 'অমিতর হৃদয়টার 'পরে যে দেবতা সর্বদা শরসন্ধান করে ফেরেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শরস্তম্ভিত [স স্মরস্তম্ভিত] *বিণ* কাম দ্বারা স্তম্ভিত। 'শরস্তম্ভিত জ্ঞান হেন বুঝি পারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শরা *ক্রি* তির নিক্ষেপ করা। 'বেড়ে তারে, জরজর প্রখর শরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শরানল [স] *বি* তিররূপ অনল। 'ঘোর শরানলে করি ভস্ম।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শরাসন [স] *বি* ধনুক। 'দেহকম্প হইল বীরের কাঁপে শরাসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শরাহত [স] *বিণ* তির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। 'অচেনা পিঞ্জরে দেখি রক্তমাখা প্রাণ শরাহত!' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শর[৩] [স] *বি* একজাতীয় তৃণ। 'শর নল খাকড়া ইকড়ি টাঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শরকাঠি *বি* শর নামক নলের তৈরি কাঠি। 'জলে শরকাঠি ফেলে মিছে মাছ-ধরা খেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

শরবন [স] *বি* শর নামক তৃণপূর্ণ বন। 'আকুল সরসী, সারস সারসী/ শরবনে পশি কাঁদিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শরট *বি* গিরগিটি। 'বরমিহ তব তীরে শরট করট ফিরে।' *ভারত*, ১৭৬০।

শরণ [স] **১** *বি* আশ্রয়। 'আলাপমতীঞঁ তোহ্মাতে শরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* রক্ষক। 'জয় জয় জয় সর্ব জীবের শরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শরণ-ঠাঁই [স শরণস্থান] *বি* রক্ষাকর্তা; আশ্রয়দাতা। 'ক্ষীণের তিনি শরণ-ঠাঁই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শরণ লওয়া *ক্রি* আশ্রয় নেওয়া। 'নিন্দা যদি বিচারকের রায় হইত তবে সুবুদ্ধিকে উকিল-মোক্তারের শরণ লইতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শরণাগত [স] **১** *বিণ* আশ্রয়প্রার্থী। 'শরণাগত জনের খণ্ডাএ মনোব্যাথা।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* নির্ভরশীল। 'একার এবং ওকার ওদের শরণাগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শরণাপন্ন [স] *বিণ* শরণাশ্রিত। 'দন্তী রাজা অশ্বিনীসহিত ভীমের শরণাপন্ন হইয়াছে।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

শরণার্থী [স] **১** *বিণ* আশ্রয়প্রার্থী। 'শরণার্থী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ... জামা-কাপড় বিতরণ করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫১। **২** *বি* পূর্ব বাংলা থেকে যাওয়া উদ্বাস্তু। 'শরণার্থীদের সংখ্যা দশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।' *আনন্দবাজার*, ১৯৭১।

শরণ্য [স] *বিণ* আশ্রয়দাতা। 'তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ্য ও সকলের সুহৃৎ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'নম নম, তুমি ক্ষুধার্তজন শরণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

শরণি [স] *বি* রীতি; প্রণালী। 'কারায় কারায় জাগে তব শরণি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শরৎ, **শরত** [স] *বি* ভাদ্র ও আশ্বিন মাস নিয়ে যে ঋতু। 'যখন শরতরৌদে ধরিলেক ছাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শরৎ-আলো [স শরৎ-আলোক] *বি* শরতের আলো। 'শরৎ-আলোর কমল-বনে বাহির হয়ে বিহার করে, যে ছিল মোর মনে মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'শরৎ-আলোয় বাদল-মেঘে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শরৎকাল [স] *বি* ভাদ্র ও আশ্বিন মাসব্যাপী ঋতু। 'শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শরৎকালীন [স] *বিণ* শরৎকালের। 'কলেজে শরৎকালীন ছুটির প্রাক্কালে এক ...।' *বেগম*, ১৯৬৬।

শরৎকিরণ [স] *বি* শরৎকালের আলো। 'আমার চতুর্দিকে শরৎকিরণে ঝলকিত হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শরৎ-নিশীথ [স] *বি* শরতের রাত। 'শরৎ-নিশীথের জোৎস্না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শরৎপ্রভাত [স] *বি* শরৎকালের ভোর। 'শরৎকালের মৃদুশীতল বাতাসের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শরৎপ্রাত [স] *বি* শরতের ভোর। 'শরৎপ্রাতের মেঘ যে তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শরৎ-মধ্যাহ্ন [স] *বি* শরৎকালের দুপুর। 'পাখিদের করুণকলধ্বণিপূর্ণ স্বপ্নাবেশময় শরৎ-মধ্যাহ্নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শরৎ রাত্রি [স] *বি* শরতের রাত। 'শরৎ রাত্রির সাথে এক দিন ছিল যার মিল।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শরৎলক্ষ্মী [স] *বি* লক্ষ্মীর মতো সুন্দর শরৎকাল। 'এসো আমার শরৎলক্ষ্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শরত[১] দ্র **শরৎ**

শরত[২] [আ শর্‌ত] *বি* শর্ত। 'শরত করন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শরথ [স শরৎ] *বি* ভাদ্র ও আশ্বিন মাস নিয়ে গঠিত ঋতু। 'শরথের কুঞ্জ কুটি সেই রম্য স্থান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শরদ [স শরৎ/ শরদ্-] *বি* শরৎ। 'শরদ সুধাকর মণ্ডন শতদল খণ্ডন বদন বিকাশ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

শরদ-ইন্দু [স] *বি* শরৎকালের চাঁদ। 'অধর বিম্বুক বন্ধু বদন শরদ-ইন্দু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শরদিন্দু [স] *বি* শরৎকালের চাঁদ। 'চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু সুধাপানে –।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

শরদিন্দুনিভাননা [স] *বি স্ত্রী* শরতের চাঁদের মতো মুখ যার। 'শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা – শরদিন্দুনিভাননা – বৈজয়ন্ত ধামে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শরবত, শরবৎ [আ] *বি* মিষ্ট পানীয়। 'আনারসের শরবত আনিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'গ্রীষ্মে ঘোলের শরবৎ অতি উপাদেয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

শর্বত, শর্বৎ [আ] *বি* মিষ্ট স্বাদের পানীয়বিশেষ। 'শর্বতের পেয়ালা হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'স্টুয়ার্ড হোথায় জুগিয়ে বেড়ায় বরফী শর্বৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

শরবরাহ [ফা সরবরাহ] *বি* জোগাড়। 'আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়ি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। *দ্র* **সরবরাহ**

শরভ [স] **১** *বি* মৃগবিশেষ। 'শরভ করভ হয় গবয় হরিণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* আট পা-বিশিষ্ট কল্পিত প্রাণী। 'শূন্য পথে শরভ উঠিলা তখনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শরম [ফা] *বি* লজ্জা। 'শরমে লোকের আগে নাহি তুলি মুখ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শরম-অরুণ [ফা শরম+স অরুণ] *বিণ* লজ্জারাঙা। 'মরমের আলো কপোলে ফুটিবে, শরম-অরুণ রাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শরম-ক্ষীণা [ফা শরম+স ক্ষীণা] *বিণ স্ত্রী* লজ্জাহীনা। 'বদলে গেছে বাগের রীতি বাগ যে বিরান আজ, নগ্ন-দেহ শরম-ক্ষীণা, নাইকো পাতার সাজ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শরমজড়িত [ফা শরম+স জড়িত] *বিণ* লজ্জা-মাখা। 'শরমজড়িত রক্তরাগটুকু চির-নবীন করে দিয়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শরম-নতা [ফা শরম+স নতা] *বিণ স্ত্রী* লজ্জায় অবনত। 'পথের মাঝে চমকে কে গো থমকে যায় ওই শরম-নতা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শরম-নমিত [ফা শরম+স নমিত] *বিণ* লজ্জায় নত। 'শরম-নমিত নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শরম-ভরম *বি* লাজ-লজ্জা। 'আজ কাঁপে আমার সকল শরম-ভরম।' *নজরুল*, ১৯২৩।

শরমময়ী [ফা শরম+স ময়ী] *বি স্ত্রী* লজ্জাবতী নারী। 'শরমময়ীর পাশে বিজড়িত আধ-ভাষে আমরা তো শুনাব না প্রাণের বেদন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শরম-রঙিন *বিণ* লজ্জায় রাঙানো। 'তোমাদের এ পূর্বরাগের শরম-রঙিন ভাবটুকু উপভোগ করতাম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শরম-রঞ্জিত [ফা শরম+স রঞ্জিত] *বিণ* লজ্জায় রাঙানো। 'প্রেয়সীর শরম-রঞ্জিত চুম্বনের মতো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শরমরাঙা *বিণ* লজ্জায় রাঙা। 'শরমরাঙা গালে/ জাগিল কুমারী উষা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শরম-লোল [ফা শরম+স লোল] *বিণ* শরমে বিহ্বল। 'দোলায় দোল শরম-লোল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

শরম-হায়া [ফা শরম+আ হায়া] *বি* লাজ-লজ্জা। 'হতভাগাদের শরম-হায়া বলিয়া কোন জিনিস নাই।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

শরমিন্দা **১** *বিণ* লাজুক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* লজ্জিত। 'নিতান্ত শরমিন্দা হইলাম।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

শরমিন্দি [ফা শরম] *বি* লজ্জা; লজ্জাশীলতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শরমে জড়িত *বিণ* লজ্জায় জড়িয়ে আসা। 'শরমে জড়িত চরণে কেমনে চলব পথের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শরমেন্দা *বি* লজ্জা। 'বহুত শরমেন্দা দিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শরমে মরা *ক্রি* লজ্জায় সংকুচিত হওয়া। 'শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শরমে-মাখা *বিণ* সলাজ। 'পায় না চাঁদ দেখিতে মোর শরমে-মাখা মুখখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

শরমে লাল হওয়া *ক্রি* অতিশয় লজ্জা পাওয়া। 'এতক্ষণ বোধহয় শরমে লাল হয়ে উঠেছিস?' *নজরুল*, ১৯২৭।

শরলা *বি* কলা গাছের বাকল বা খোল। 'কলার শরলাতে শয়ন অতি ক্ষীণ কায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শরশর [ধ্বন্যা] *বি* শুকনা লতাপাতা ইত্যাদিতে বাতাস লাগলে যে শব্দ সৃষ্টি হয়। 'লতা বৃক্ষাদি সঙ্গে আলিঙ্গনে শরশর শব্দ করতঃ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

শরা[১] [আ] *বি* শরিয়ত। 'শরানুসারে শিক্ষা করার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

শরানুযায়ী [আ শরা+স অনুযায়ী] *ক্রিবিণ* ইসলামি বিধান অনুসারে। 'শরানুযায়ী কি কৈরা আমার বিয়া হৈতে পারে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শরাশরীয়ত [আ] *বি* ইসলামের বিধি-বিধান। 'মানুষের সুখ-সুবিধারই জন্য শরাশরীয়ত।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শরা[২] [স শরাব] *বি* সরা; মাটির পাত্রের ঢাকনি। 'একবিন্দু পেটে গেলে ধরা দেখি শরা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শরা[৩] *দ্র* **শর**[২]

শরাই [ফা সরায়] **১** *বি* পান্থশালা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* আবাসিক হোটেল; অর্থের বিনিময়ে থাকার ঘরবিশেষ। 'রামমোহন রায় লিবরপুল নগর হইতে লণ্ডন নগরে গমন করিয়া এক শরাইতে বাস করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শরাফত [আ] *বি* আভিজাত্য। 'শরাফতের দাবী দাওয়াটা খুব বেশী।' *এসলাম*, ১৯১৯।

শরাফতি *বি* বনেদিয়ানা। 'শরাফতির মানদণ্ড নির্ভর করে নারীর ঐ বন্দী জীবনের কঠোরতার উপরেই।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শরাব[১] [আ] *বি* মদ। 'শরাব শিকার খেলা নিদ্রা রসে ভোর।' *আলাওল*, ১৬৮০। *দ্র* **শারাব**

শরাবখানা [আ শরাব+ফা খানাহ্] *বি* মদের দোকান। 'উপচে পড়ে শরাবখানার তোরণ-দ্বারের পথের ধুলায়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শরাবখোর [আ শরাব+ফা খোর] *বিণ* মদ্যপায়ী; মদ্যপ। 'ঘৃণায় ফিরিয়ো না মুখ দেখে শরাবখোর গৌয়ার।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

শরাবন তহুরা [আ] *বি* ইসলামি ধর্মমতে বেহেশতের পানীয়। 'শরাবন তহুরায় দিলেক আমারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শরাবশালা [আ শরাব+স শালা] *বি* বার; পানশালা। 'শরাবশালায় নাবনু একে একে।' *জীবন*, ১৯২৭।

শরাবসুধা [আ শরাব+স সুধা] *বি* মদ্যরূপ অমৃত। 'শরাবসুধার সাকি

জানে উৎস তাহার।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শরাবী *বি* মাতাল। 'আমি যেন শরাবীর বেহুশীতে মশগুল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শরাব[২] [স] *বি* মাটির সরা। 'শরাব বা দর্পণ হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ভগ্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। *দ্র* **শারাব**

শরিক, শরীক [আ] **১** *বি* ভাগীদার। 'সম্পত্তি-অধিকারী মোকদ্দমা ব্যতীত শরিককে ভাগ দিতে চাহেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বিণ* সমবেত। 'তাহার বাড়ীর জেয়াফতে ... শরীক হইবে না।' *এসলাম*, ১৯১৯।

শরিকদার, শরীকদার [আ শরিক+ফা দার] *বি* অংশীদার। 'শরিকদার নিজ অংশের কর দিয়া দিলেও তাহার নিজাংশ মুক্ত হয় না।' *জামায়াত*, ১৯৩৯; 'দর্শনকার আর শরীকদার-রূপেই জীবনকে মেলাতে হয়, তবেই জীবনের শতদল ফোটে।' *শওকত*, ১৯৬২।

শরিকানি **১** *বি* অংশীদারিত্ব। 'খতেন পেয়ে গেলে শরিকানি বুঝে নেব।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। **২** *বিণ* একাধিক মালিকের স্বত্ব-বিশিষ্ট। 'সব জমিই শরিকানি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

শরিকি, শরিকী [আ শরিক>] **১** *বি* অংশীদারিত্ব। 'খুঁড়িয়ে শরিকি করতে গেলে পদমর্যাদা থাকবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* একাধিক ব্যক্তির মালিকানাবিশিষ্ট। 'শরিকী মহলের বাকি খাজনার ডিক্রির বেলায়ই জমিদার-কর্ম্মচারিগণের এই সমস্ত তাণ্ডব লীলা ...।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

শরিফ, শরীফ [আ] **১** *বিণ* সম্ভ্রান্ত; অভিজাত। 'শরিফ সন্তানেরা এবং তাহাদের খেদমৎগারগণ উর্দ্দু বলেন।' *ইমান*, ১৯০০। **২** *বিণ* পবিত্র। 'অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান শরীফের খরচ বেশী কিনা।' *রোকেয়া*, ১৯০৪। **৩** *বিণ* ভদ্র। 'মহল্লার মইধ্যে কতো শরীফ আদমী আছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শরীফজাদী [আ শরীফ+ফা জাদী] *বি* অভিজাত পরিবারের কন্যা। 'শরীফজাদীর বিয়ের জন্যে আবার এত ভাবনা কেন?' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শরিয়ত, শরীয়ত [আ] *বি* ইসলামের বিধান। 'শরিয়ত গৃহ চারি স্তম্ভ চারি ভিত।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'শরীয়ত আমাদিগকে পর্দ্দার সহিত ...।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

শরিয়ত করা *ক্রি* প্রামাণিক করা। 'শরিয়ত করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শরিয়তবিরোধী [আ শরিয়ত+স বিরোধী] *বিণ* ইসলামি বিধানের পরিপন্থী। 'বোরখা উঠাইয়া মুখ দেখা শরিয়তবিরোধী ও বেআইনি।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

শরিয়ত-সঙ্গত [আ শরিয়ত+স সঙ্গত] *বিণ* ইসলামি বিধি মোতাবেক। 'শরিয়ত-সঙ্গত পর্দ্দা।' *সওগাত*, ১৯২৯।

শরিয়তসম্মত, শরীয়তসম্মত [আ শরিয়ত+স সম্মত] *বিণ* ইসলামি বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'শরিয়তসম্মত পর্দ্দার নামে বর্ত্তমানের প্রচলিত অবরোধ প্রথা।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'বিধবাবিবাহ শরীয়তসম্মত হলেও সমাজে অপ্রচলিত ছিল।' *আনিস*, ১৯৬৪।

শরিয়তী [আ শরিয়ত>] *বিণ* শরিয়ত অনুসারে চলে এমন। 'তিনিই গ্রামের সরদার বা শরিয়তী শাসক।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

শরীয়তপন্থী [আ শরিয়ত+হি পন্থী] *বি* শরিয়তের বিধান কঠিনভাবে অনুসরণকারী। 'শরীয়তপন্থীরা সুফীদের ধর্মহীন প্রচারের জন্য তাঁদের উপর খড়্গহস্ত হতেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শরীয়তবাদী [আ শরিয়ত+স বাদী] *বি* শরিয়তের অনুসারী। 'কবিগণও শরীয়তবাদীদের বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শরীয়তের পোকা বাছা – সর্বক্ষেত্রে শরিয়তের দোহাই দেওয়া। 'আপনারা শরীয়তের পোকা বেছে মহরুম, গায়ের মহরুমের বিচার করতে বসবেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শরিয়েতনামা [আ শরিয়ত+ফা নামাহ্] *বি* ইসলামের বিধান। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শরিষা [স সর্ষপ] *বি* সরিষা; সর্ষে। 'শরিষা পড়িলেও তল নাহি হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **সরিষা**

শরির্সা *বি* সরিষা। 'সৃপ্তী জ্বালানিকাষ্ট তামাকু বিলাতি শরির্সা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

শরীর [স] **১** *বি* দেহ। 'নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* স্বাস্থ্য। 'আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় এবং আমার সাবেক উইল পরিবর্তন করা আবশ্যক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শরির [স শরীর] *বি* দেহ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শরীরকান্তি [স] *বি* শরীরের লাবণ্য। 'তোহ্মার সকল শরীরকান্তি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শরীরগত [স] *বিণ* শারীরিক। 'বোধ হয় তাঁহার রক্তহীন শীর্ণ চর্মের সহিত উক্ত খেচরের কোনোপ্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শরীরগতিক [স] *বি* দেহের অবস্থা। 'কিন্তু শরীরগতিকে আজ আমার ক্ষুধা বোধ হচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শরীরগ্রন্থি [স] *বি* দেহের অস্থিসন্ধি। 'সমস্ত শরীরগ্রন্থি যেন শিথিল হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শরীর চর্চা [স] *বি* ব্যায়াম। 'নারী ও পুরুষের সমভাবে শরীর চর্চার প্রস্তাব।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শরীর-চালনা [স] *বি* ব্যায়াম। 'শরীর-চালনায় যে কিরূপ দুর্ল... সুখের উৎপত্তি হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শরীরতত্ত্ব [স] *বি* শরীরের গঠন-সংক্রান্ত বিদ্যা। 'শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শরীরতত্ত্ববিদ [স] *বি* মানব শরীর বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'শরীরতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, খাদ্যের রাসায়নিক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শরীরতন্ত্র [স] *বি* জীবনশৃঙ্খলা। 'জনসাধারণ নিজের জীবনকে এইরূপ শরীরতন্ত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শরীরধর্ম [স] *বি* দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। 'সভ্য তো বটে, শরীরধর্ম লোপাট আজ।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

শরীরধারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* দেহধারী। 'রক্ত-মাংসের শরীরধারিণী সত্যিকার মানবী?' *নজরুল*, ১৯২৭।

শরীর ধারী [স] *বিণ* দেহধারী। 'শরীর ধারী হইলে সকোলি থাকে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শরীর নাশী [স] *বিণ* শরীর ধ্বংসকারী। 'কামাতুর, কুবোধি, অবিচারী, হিংসক, অগ্যান, গৃহস্তো বীর্যের শরীর নাশী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শরীর-নিঃসৃত [স] *বিণ* শরীর থেকে নির্গত। 'স্বকীয় শরীর-নিঃসৃত স্তন্যদান দ্বারা তাহার শরীর পোষণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শরীরপাত [স] *বি* দেহক্ষয়। 'এই শরীরপাতের পর জীবের আর দেহান্তর নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শরীরপাতন [স] *বি* শরীর ধ্বংস করা। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

শরীরমন [স] *বি* দেহমন। 'এই দৃশ্যটা ওর শরীরমনকে আরো অসুস্থ করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শরীরময় [স] *ক্রিবিণ* শরীরজুড়ে। 'আগুনশিখা কি মন্তরে খেলছে শরীরময়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

শরীরযন্ত্র [স] *বি* দেহযন্ত্র। 'মানুষের শরীরযন্ত্রের হিসেবের খাতার ...।' *অবন*, ১৯২৫।

শরীররক্ষক [স] *বি* দেহরক্ষী; ব্যক্তিগত প্রহরী। 'উচ্চপদবীস্থ ব্যক্তিবর্গের শরীররক্ষকদের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শরীররক্ষী [স] *বিণ* দেহরক্ষী। 'নেতৃদ্বয়ের শরীররক্ষী সৈন্যেরই সংখ্যা ত্রিশ হাজার।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

শরীরসঙ্গহারা [স শরীরসঙ্গ+হারা] *বিণ* শারীরিক সংস্পর্শহীন। 'এমন আপনমুগ্ধ ঢল নামে, তার পাশে/ এমন শরীরসঙ্গহারা।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

শরীরসঞ্চালক [স] *বিণ* দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রক্ত সঞ্চালিত করে এমন। 'বাল্যকালে দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি ইত্যাদি শরীরসঞ্চালক ক্রীড়াতে রত ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শরীরসর্বস্ব [স] *বিণ* দেহ একমাত্র অবলম্বন এমন। 'শরীরসর্বস্ব হয়ে এসেছি বপনহীন নিশা।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

শরীরসীমান্ত [স] *বি* শরীরের সীমানা। 'শরীরসীমান্ত বার-বার বিচূর্ণ হয় না আর উপপ্লবী বাসনার বর্বর জোয়ারে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

শরীরস্থ [স] *বিণ* শরীরের অভ্যন্তরস্থ। 'বিষম বিষ অবিরতই শরীরস্থ করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শরীরহীন [স] *বিণ* অশরীরী। 'রাস্তায় এলুম আর শীত নেই, নিশ্বাস শরীরহীন, দ্রুত।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

শরীরাংশ [স] *বি* প্রত্যঙ্গ। 'তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুলপরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটা সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শরীরান্তর [স] *বি* অন্য শরীর লাভ। 'আত্মার শরীরান্তর প্রাপ্তি মিথ্যা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শরীরার্ধ, শরীরার্দ্ধ [স] *বি* অর্ধাঙ্গী। 'ভার্য্যা স্বামির শরীরার্দ্ধ হয় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

শরীরী [স] **১** *বিণ* দেহধারী। 'তবে কি তিনি শরীরী হইলে শরীরী ভাব জন্মে না?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* দেহবিশিষ্ট; দীর্ঘ। 'অয়ি মনসিজে, কোথা তুমি কোথা আজ এই স্থূল শরীরী নিশীথে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শরীল [স শরীর] *বি* শরীর। 'জীবের জীবন মোর শরীলের দোসর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শর্করা [স] **১** *বি* চিনি। 'বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা মিশ্রিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* কাঁকরযুক্ত। 'কোন ভূমি শর্করা কি বালুকাময়ী, কঠিন কি পঙ্কিল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শর্করাঘটিত [স] *বিণ* শর্করা জাতীয় দ্রব্য দিয়ে তৈরি। 'শর্করাঘটিত মিষ্টান্ন অবিক্রয় হওয়াতে অতিদুর্দশা ঘটিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

শর্করোদ্ভব [স] *বিণ* শর্করা থেকে উৎপন্ন। 'সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিরা শর্করোদ্ভব দ্রব্যত্যাগী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

শর্জ্যা [স শয্যা] *বি* শয্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শর্ট [ই] **১** *বি* খাটো ট্রাউজার; হাফপ্যান্ট। 'একজন যুবক – শর্ট-পরা, গায়ে রেশমের বিগিতি জামা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বি* ঘাটতি। 'অমনিতেই আমার ডিপার্টমেন্টে একজন লোক শর্ট আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

শর্টকাট [ই] *বিণ* সংক্ষিপ্ত। 'শর্টকাট পথ বড়ই দুর্গম; কোথাও উচ্চ প্রস্তর, কোথাও গর্ত্ত, কোথাও এমন ঢালু যে পা রাখা যায় না।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

শর্টসাইট [ই] *বি* হ্রস্ব দৃষ্টিশক্তি। 'ওদের প্রত্যেকেরই শর্ট-সাইট।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শর্টহ্যান্ড [ই] *বি* সাঁটলিপি; দ্রুত লিখন রীতি। 'আমি শর্টহ্যাণ্ডে লিখিয়া ফেলিতেছি।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

শর্ত [আ শরত্] **১** *বি* অঙ্গীকার। 'শর্ত মানা।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'অনেক টাকার শর্তে দুই সপ্তাহের জন্য ...।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *বি* চুক্তির নিয়ম বা ধারা। 'স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শর্তা [হি সরোতা] *বি* সুপারি কাটার যন্ত্র; জাঁতি। 'সুপারি কাটার শর্তার আওয়াজ।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

শর্তি [প] *বি* লটারি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* সরতি

শর্দাই [ফা সর্দী] *বি* শীতভাব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শর্বরী, শর্ব্বরী [স] *বি* রাত্রি। 'কহিতে কহিতে দেবী শর্বরী সুন্দরী কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'শ্বশ্রূগণের নিকট দিবস শর্ব্বরী নানা বিষয়ে প্রপীড়িত হইয়া গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শর্বনাশী, শর্ব্বনাশী [স সর্বনাশী] *বি স্ত্রী* সর্বনাশ বা সমূহ ক্ষতি করে যে। 'শর্ব্বনাশীকে কেন বা উদরে ধরেছিলুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

শর্ম [ফা শরম] *বি* লজ্জা। 'হায় হায় করেন কহেন নাঞি শর্ম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শর্মবান [ফা শরম+স বান] *বিণ* লজ্জিত। 'শুনিয়া পাত্রের হৈল শর্মবান চিত্ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শর্মমান [ফা শরম+স মান] *বিণ* লজ্জিত। 'সুরমাঝে শক্র বসে শর্মমান চিত্ত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শর্মা, শর্ম্মা [স] *বি* ব্রাহ্মণের পদবি। 'ক্ষেত্রপাল শর্ম্মা।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮; 'রমনাথ শর্ম্মা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শর্ষপ [স সর্ষপ] *বি* সরিষা; সরষে। 'পৌষ মাসের উষাকালে শুষ্ক দূর্ব্বাদল ও শর্ষপ-পুষ্প ...।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শর্ষে [স সর্ষপ] *বি* সরিষা। 'শর্ষের ক্ষেতে বিকশিত শর্ষে ফুল একেবারে যেন আগুন করে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শলভ [স] *বি* পঙ্গপাল। 'তবে কি ... শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয়?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

শলমা [ফা সলমা] *বি* সোনা বা বুটিদানা। 'শলমা-চুমকির পোশাক-পরা

রাজা-রানী-সখীর দল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শলা[1] [স শলাকা] ১ *বি* চক্রের অক্ষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* চিকন কাঠি। 'শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৩ *বি* তির। 'নৈমিত্তিক সব্যসাচীর শলাতে অপসৃত হয় গুপ্তির জঞ্জাল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৪ *বি* তাঁতের কাঠি। 'রহিল তোমার শলা।' *জসীম*, ১৯৬০।

শলাফোঁড়া *বিণ* শলাকা বিদ্ধ করা। 'আমাদের শলাফোঁড়া আলুটার সঙ্গে পৃথিবীর তফাত এই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শলা[2] [আ সলাহ] ১ *বি* যুক্তি। 'দুই বিটাতে শলা দিয়ে আজ বিবির নাচ করবে, আর আপনার কন্যাকে সেই মজলিসে নিয়ে যাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *বি* কুপরামর্শ। 'আমার শলা শোন, খানিক তোর সতীনের বুক চাপড়ান দেখ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শলাপরামর্শ [আ সলাহ+স পরামর্শ] *বি* উপদেশ; আলাপ-আলোচনা। 'একটি শলাপরামর্শ করার ভঙ্গিও সে দেখতে পেলে।' *তারা*, ১৯৪৬।

শলাকা *বি* সিক। 'দাওয়ায় ডিবরির আলোতে কুবের একটা কোঁচার লোহার শলাকাগুলি পরীক্ষা করিতেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শলামত [আ সালামত] *বি* নিরাপত্তা। 'গরিব নেওয়াজ শলামত।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

শলি, শলী [স শল্য>] *বি* ধানের মাপবিশেষ; বিশ ধামার সমপরিমাণ। 'দেড় শলি ধান্য লইলে গুণশালি ঋণদাতাকে নয় শলি প্রদান করিতে হয় ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫১; 'সুদস্বরূপ কেহ শলী প্রতি পাঁচ কেহ বা আট পালী করিয়া ধান্য লন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

শলিল [স সলিল] *বি* জল। 'কালী দহিল আক্ষে শলিল গোঁথিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **সলিল**

শলী *দ্র* **শলি**

শলুপ[1] [ই স্লুপ] *বি* একটি পাল-ওয়ালা ছোটো জাহাজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। *দ্র* **স্লুপ**

শলুপ[2] *বি* শাকবিশেষ। 'তাতে আবার শলুপ মাখা।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

শল্ক [স] *বি* মাছের আঁশ। 'ঐ ছালের উপর মসৃণ চিক্কণ শল্ক অর্থাৎ আঁইস আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শল্য [স] ১ *বি* শেল। 'কায়াররাজের হৃদয়ে শল্যাস্ত্র প্রহার করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫। ২ *বি* তির। 'কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে মর্মমাঝারে শল্য বরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শল্যপাত [স] *বি* অস্ত্রোপচার। 'ভোলাও এ আত্মময় পাতালপ্রোথিত শল্যপাত।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

শল্যরাজ [স] *বিণ* অস্ত্রোপচারে বিশেষভাবে দক্ষ। 'তখন হাতের নাগালের বাইরে যে শল্যরাজ জাওয়ারক্রুখ বিরাজ করছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

শল্যাস্ত্র [স] *বি* পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ; শেল। 'কায়াররাজের হৃদয়ে শল্যাস্ত্র প্রহার করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

শল্লকী [স] ১ *বি* শজারু। 'শল্লকীর মাংস তায় সংযোগ সাম্বার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* বাবলাগাছ। 'স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন করাইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শশ [স] *বি* খরগোশ। 'মানসের শশ প্রায় গতি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শশক [স] *বি* খরগোশ। 'কূর্ম গণ্ডা শশক সৈলক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শশকপ্রাণ [স] *বিণ* ভীতপ্রাণ। 'কাপুরুষ শশকপ্রাণ হলেও রক্ত মাঝে মাঝে দুর্দম মদের মতো।' *হাসান*, ১৯৬৩।

শশকশিশু [স] *বি* খরগোশের বাচ্চা। 'শশকশিশুর অনুসরণপূর্বক তাহাকে ধরিয়া গালের কাছে রাখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শশবিষাণ [স] *বি* খরগোশের শিং। 'পরাজিত পামরের সঙ্গে সন্ধি শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

শশবৃত্তি [স] *বি* খরগোশের বৈশিষ্ট্য। 'পলায়ন শশবৃত্তি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

শশব্যস্ত [স] ১ *বিণ* (খরগোশের মতো) খুব ব্যস্ত। 'শশব্যস্ত হলো সবে জামাই দেখিয়া।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* তটস্থ; সন্ত্রস্ত। 'প্রজাদিগকে সর্বদাই শশব্যস্ত থাকিতে হইত।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

শশারা [স শশ>] *বি* খরগোশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শশারু [স শশ>] *বি* খরগোশ। 'অবিরোধে থাক দুঁহে শশারু কটাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শশাগর *ক্রিবিণ* আসমুদ্র। 'শশগর পৃথিবি শাসিআ দিবা তোকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শশধর [স] *বি* চাঁদ। 'বদন সংপুন শশধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শশধরভাতি [স] *বি* চাঁদের আলো। 'হেন লয় মতি, বুঝি এ যুবতি/ শশধরভাতি চুরি করিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

শশা [স শস্য>] *বি* এক রকমের সবজি; শসা। 'পীলায় জুড়িল পেট শশা যে খাইল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। *দ্র* **শসা**

শশাঙ্ক [স] *বি* চাঁদ। 'আকাশে সাজিল ইন্দু শশাঙ্ক বাহিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শশাঙ্ককলা [স] *বি* চন্দ্রকলা। 'মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শশাঙ্কবদন [স] *বি* চাঁদের মতো মুখ। 'জলধরাবৃত তব শশাঙ্কবদন?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শশাঙ্কবাহিনী [স] *বি* চাঁদ ও তারকারাজি। 'আকাশে সাজিল ইন্দু শশাঙ্ক বাহিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শশাঙ্কর [স শশাঙ্ক] *বি* চাঁদ। 'বনপাশে উদ ভেল বন শশাঙ্কর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শশাঙ্কশেখর [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'নম নম শশাঙ্কশেখর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শশান [স শ্মশান] *বি* শ্মশান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শশী [স] *বি* চাঁদ। 'শারদ পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বয়ান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শশি [স শশী] *বি* চাঁদ। 'আনত কপাল তার আধ শশি জিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শশিকলা [স] *বি* চন্দ্রকলা। 'ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শশিবিম্ব [স] *বি* নখের গোড়ার সাদা অংশ; নখচন্দ্র। 'শশিবিম্ব অঙ্গুলে অঙ্গুরী ছাবময়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শশিমুখ [স] *বি* চাঁদমুখ। 'সেই শশিমুখ, তব সম দুখ/ মনের অসুখ করুক নাশ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

শশিমুখি [স শশীমুখী] *বিণ* চাঁদমুখী; চাঁদের মতো মুখবিশিষ্ট। 'দেখ দেখি শশিমুখি শশি দীপ্তিহীন।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

শশিমুখী [স] *বি* চাঁদের মতো মুখ যার। 'আহ্মার বচন তোহ্মে শুন শশিমুখী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শশিশেখরা [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) শিরে চন্দ্র আছে এমন। 'শিব দে শশিশেখরা শিবে শিব-সীমন্তিনী।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

শশী-থাল *বি* চন্দ্ররূপ থালা। 'জ্যোৎস্না-আশিস ঝরে উছলিয়া শশী-থাল।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

শশীরেখা [স] *বি* চাঁদের আলো। 'মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শশীলেখা [স] *বি* চন্দ্রকলা। 'ম্লান করি দিলে কত আননের সুশ্রী শশীলেখা।' *জীবন*, ১৯৩০।

শশোধর [স শশধর] *বি* শশধর; চাঁদ। 'ভুবন বিজই বর জেন শশোধর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শশোদর [স শশধর] *বি* চাঁদ। 'শশোদর মধ্যে যেন রবির প্রকাশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

শশ্রূঠাকুরাণী [স শ্বশ্রূ>] *বি* শাশুড়ি। 'শশ্রূঠাকুরাণীদিগের গুণাগুণের সমালোচনা ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

শষ্প, শস্প [স] *বি* কচি ঘাস। 'শ্যামশস্প স্রোতস্বিনীতীরে তারি সনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'নীল শস্পে শিশিরের দলে।' *জীবন*, ১৯২৭।

শষ্পতট [স] *বি* কচি ঘাস জন্মেছে এমন স্থান। 'খালটি তার দুই পরিষ্কার সবুজ শষ্পতটের মাঝখান দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শষ্পশয্যা [স] *বি* কচি ঘাসের বিছানা। 'সুভা ... নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শষ্পা [স] *বি* কচি ঘাস। 'তাহার তলদেশ নিরন্তর হরিৎ শষ্পাস্তরণে আবৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শষ্য [স শস্য] *বি* শস্য। 'শষ্য ধরে ছয় মাস।' *বিজয়*, ১৬৫০।

শসপেণ্ড [ই] *বিণ* বহিষ্কৃত। 'জজ সাহেব শসপেণ্ড হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শসা [স শস্য>] *বি* সবজি হিসেবে ব্যবহৃত ও কাঁচা খাওয়ার ফলবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কোকোম্বর – শসা।' *রাজ*, ১৮৭৪।

শসাখেত *বি* শসার বাগান। 'শসাখেতের বেড়া গিয়েছিল ভেঙে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শসালতা *বি* শসাগাছের লতা। 'শসালতাটিকে ছেড়ে গেছে মৌমাছি।' *জীবন*, ১৯৩২।

শসিমুখি [স শশীমুখী] *বি* চাঁদের মতো মনোহর মুখ যে নারীর। 'চারুমতি শসিমুখি দেয় আলিঙ্গন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শস্তা [ফা সুস্ত] **১** *বিণ* কম দামি। 'জিনিস অতি শস্তা ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **২** *বিণ* সহজ। 'ঢের হ্যাঙ্গার আছে, গবর্নমেন্টকে পাকড়ানো অত শস্তা নয়।' *জীবন*, ১৯৩১।

শস্তা কাঁদা *বি* অকারণ কান্না করা। 'ছিঁচ কাঁদুনে মিচকে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

শস্তায় *ক্রিবিণ* কম ব্যয়ে। 'মাটির নীচের কলের গাড়ী করিয়া গেলে, অনেক শীঘ্র ও শস্তায় যাওয়া যায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শস্ত্র [স] *বি* অস্ত্র। 'অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে/ চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শস্ত্রকর [স] *বি* অস্ত্রধারী। 'নাগিনী-দশনা রণরঙ্গিণী শস্ত্রকর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শস্ত্রধারী [স] *বি* অস্ত্রধারী; যোদ্ধা। 'কোথা সে শস্ত্রধারী?' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

শস্ত্রপাণি [স] *বি* অস্ত্রধারী। 'খড়্গ হয়ে ঝলে তব করে, শস্ত্রপাণি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শস্ত্রবিদ্যা [স] *বি* অস্ত্র-চালনা বিষয়ক বিদ্যা। 'জীমূতবাহন স্বভাবতঃ, ... সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শস্ত্রসজ্জিত [স] *বিণ* অস্ত্রসজ্জিত; সশস্ত্র। 'কখনো শস্ত্রসজ্জিত নিষ্ঠুর ডাকাতের মূর্তিতে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

শস্ত্রাঘাত [স] *বি* শস্ত্র দিয়ে আঘাত। 'শস্ত্রাঘাতাদির দ্বারা রাজস্ব আদায় করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শস্প দ্র **শষ্প**

শস্‌পাতার ব্রত *বি* (হিন্দু আচার) ব্রতবিশেষ। 'বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্‌পাতার ব্রত বা ভাঁজো ...।' *অবন*, ১৯১৯।

শস্য [স] **১** *বি* ফসল। 'নানা শস্য দেখিআ চৌদিগে জায় ছেলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ফলের সার অংশ; শাঁস। 'নারিকেলের চারটি সামগ্রী – জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শস্য-উৎসব [স] *বি* বীজ বপনের লোকজ উৎসববিশেষ। 'মেয়েরা তখন শস্য-উৎসবের আয়োজন করে।' *অবন*, ১৯১৯।

শস্যকণা [স] *বি* শস্যদানা। 'শস্যকণাগুলিকে মুখের মধ্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে জুত করে নেওয়া হয় –' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শস্যকাটা *বি* ফসলকাটা। 'শস্যকাটা শেষ, স্থানে স্থানে লাঙ্গল দেয়া হয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শস্যকুল [স] *বি* শস্যাদি। 'সাহেবেরা প্রবল প্রতাপে শস্যকুল নির্মূল করিয়া তাহাতে নীলের বীজ বপন করে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

শস্যক্ষেত [স শস্যক্ষেত্র] *বি* ফসলের ক্ষেত। 'শস্যক্ষেত আগলিছে চাষি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শস্যক্ষেত্র [স] *বি* ফসলের ক্ষেত। 'শস্যক্ষেত্র সকল একেবারে আবৃত করিয়া ফেলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'রেলের লাইনের দু-ধারে সবুজ শস্যক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শস্যখেত [স শস্যক্ষেত্র] *বি* ফসলের ক্ষেত। 'চরণ ফেলিতে চরণ চলে না শস্য-খেতের মানা।' *জসীম*, ১৯৩১।

শস্যচিত্রিত [স] *বিণ* শস্যমণ্ডিত। 'কদাচ কোথাও শৈলগুণ্ঠিত, কদাচ কোথাও শস্যচিত্রিত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শস্যপূর্ণ [স] *বিণ* শস্যতে পূর্ণ। 'শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র দেখিয়া ...।' *গোলোক*, ১৮০১।

শস্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রচুর ফসল হয় এমন। 'তাঁহার করতলচ্ছায়ায় পৃথিবী ফল-শস্যবতী, ধনধান্য-পরিপূর্ণা হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শস্যবীজ [স] *বি* শস্যের বীজ। 'কোথাও সবে শস্যবীজ বপন করা হইতেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শস্যভূমি [স] *বি* ফসলের ক্ষেত। 'শরীরে শারদবেলা নত হয়ে নেমে আসে যেনবা আমিই শস্যভূমি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

শস্যরাজি [স] *বি* শস্যাদি। 'শ্রমার্জ্জিত শস্যরাজি সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

শস্যরিক্ত [স] *বিণ* শস্যহীন। 'শস্যরিক্ত মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শস্যশালা [স] *বি* শস্যভাণ্ডার। 'আপন সংসারকে শস্যশালা করে তুলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শস্যশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* শস্যে সমৃদ্ধ। 'সেই নিমিত্ত অগ্রে দেশের ধন ও শস্যশালিনী শক্তি বৃদ্ধি।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

শস্যশালী [স] *বিণ* ফসলে পরিপূর্ণ। 'তৃষাতুর ভূমি সরস শস্যশালী হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শস্যশূন্য [স] *বিণ* শস্যহীন। 'দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শস্যশেষ [স] *বিণ* ফসল তোলা শেষ হয়েছে এমন। 'আপনাকে মিলিয়ে নেব শস্যশেষ প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শস্যশ্যাম [স] *বিণ* সবুজ শস্যপূর্ণ। 'শকুনির ক্ষুধা নিবারণে শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভনে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

শস্যশ্যামল [স] *বিণ* সবুজ শস্যে পরিপূর্ণ। 'সজল সফল শস্যশ্যামল করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'শস্যশ্যামল মাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শস্যশ্যামলা [স] *বিণ* সবুজ শস্যপূর্ণ। 'আজ শস্যশ্যামলা লম্বার্ডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শস্যসংগ্রহকাল [স] *বি* ফসল সংগ্রহের ঋতু। 'শস্যসংগ্রহকাল ছাড়া বা অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

শস্যসম্পদ [স] *বি* ফসলরূপ সম্পদ। 'অজস্র অঞ্জলিতে শস্যসম্পদ ছড়িয়ে দেশলক্ষ্মী ফুলে ফলে সমৃদ্ধা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শস্যহীন [স] *বিণ* ফসলহীন। 'অর্ধমগ্ন তরী পরে মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে শস্যহীন মাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শস্যাগার [স] *বি* গোলাঘর; ফসল রাখার ভাণ্ডার। 'তৎকালে আমেরিকা তাহাদিগের শস্যাগার স্বরূপ হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শস্যোৎপাদন [স] *বি* ফসল ফলানো। 'পৌরজনেরা শস্যোৎপাদন বিষয়ে কি জানেন?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শহদ [আ] *বি* মধু। 'বৃক্ষ হস্তে সৃজে ফল শহদ শক্কর।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'গাহে বুলবুলি নার্গিস লালা আনার-কলির পিয়ে শহদ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শহর [ফা] **১** *বি* নগর। 'বহুবিধ শহর বসাইল স্থানে স্থানে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* ছোটো নগরী। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

শহরকেন্দ্রিক [ফা শহর+স কেন্দ্রিক] *বিণ* শহরকে কেন্দ্র করে হচ্ছে এমন। 'কর্মতৎপরতা শহরকেন্দ্রিক না হয়ে গ্রামমুখী হওয়া উচিত।' *বোম*, ১৯৭৫।

শহর-কোতোয়াল [ফা] *বি* নগররক্ষক। 'কোথায় গেল সেই নবাবের কাল/ কাজির বিচার, শহর-কোতোয়াল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শহরঘাটি [ফা শহর+হি ঘাটি] *বি* শহরতলি; শহরের নিকটবর্তী স্থান। 'শহর ঘাটির প্রদেশে হাজারিবাগের পশ্চিম আট ক্রোশ অন্তর ভৈরব নদের উপর ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

শহরতলি, শহরতলী [ফা শহর+স স্থলী] *বি* শহরের উপকণ্ঠ। 'কলিকাতার শহরতলিস্থ উদ্যান বাটীতে কএদ রাখিয়াছে।' *দ*[...] ১৮৪০; 'এটা শহর, এটা শহরতলী।' *অবন*, ১৯২৫।

শহর-প্রবাসী [ফা শহর+স প্রবাসী] *বিণ* (গ্রাম ত্যাগ করে) শ[...] বসবাসকারী। 'তাহাদের অধিকাংশই শহর-প্রবাসী।' *শওক*[...] ১৯৫৮।

শহরপ্রান্ত [ফা শহর+স প্রান্ত] *বি* শহরের শেষ সীমা। 'শহরপ্রা[...] সেই পোড়োবাড়িতেই অর্থ-অনুসন্ধিৎসু মতলব-বাজগণ গিয়া হা[...] হতেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শহরবাস [ফা শহর+স বাস] *বি* শহরের জীবনযাপন। '[...] ইতিহাসটুকু শহরবাসের ইতিহাস।' *হাসান*, ১৯৬০।

শহরবাসী [ফা শহর+স বাসী] *বি* শহরে বসবাসকারী। 'শহরবাসী[...] পল্লীবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শহরময় [ফা শহর+স ময়] *ক্রিবিণ* শহরজুড়ে। 'সারা শহরময় এ[...] থমথমে ভাব।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

শহরমুখিনতা [ফা শহর+স মুখিনতা] *বি* নগরের অভিমুখে গম[...] 'তাহা এই শহরমুখিনতারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।' *আজাদ*, ১৯৭১

শহরমুখী [ফা শহর+স মুখী] *বিণ* নগরের অভিমুখী। 'গ্রামের মা[...] আজ শহরমুখী হইয়া উঠিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

শহরসুদ্ধ [ফা শহর+স শুদ্ধ] *বিণ* পুরো শহরের। 'শহরসুদ্ধ [...] পতাকা ঘাড়ে করিয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা করিতে যাইবে।' *বন*[...] ১৯৩৬।

শহরস্থ [ফা শহর+স স্থ] *বিণ* শহরে বাস করে এমন। 'অনে[...] ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ... মঙ্গলবার একা[...] হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

শহরাঞ্চল [ফা শহর+স অঞ্চল] *বি* শহর এলাকা। 'শহরাঞ্চ[...] দুর্বৃত্তদের গুপ্ত আড্ডাখানায় আকস্মিকভাবে হানা দিয়া [...] নিশ্চয়তাবোধ ফিরাইয়া আনিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

শহুরে **১** *বিণ* শহরে প্রচলিত। 'পাড়াগেঁয়ে ছেলে শহরে আ[...] যেমন প্রাণপণে শহুরে উচ্চারণে কথা কহিতে চায় ...।' *রবী*[...] ১৮৮৩। **২** *বিণ* শহরের জীবন থেকে সৃষ্ট। 'শহুরে সাহিত্যে[...] বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়বাংলা ঘর তুলতে[...] *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। **৩** *বিণ* শহরের। 'আরামকেদারায় শুয়ে শ[...] বন্ধুদের কথা স্মরণ করছিলাম।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। **৪** *বিণ* শ[...] জাত। 'এ শহুরে বরফ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শাহরিক [ফা শহর+স ইক] *বিণ* শহরসুলভ; নাগরিক। 'শাহ[...] ভাব বড়ো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শহীদ [আ] **১** *বি* ইসলামি মতে ধর্মের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে [...] 'মরিলে শহীদ হয় জিনিলে সুকীর্ত্তি হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'বহু[...] আছিল শহীদ হৈল তাত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* সত্য ও ন্যা[...] জন্য প্রাণদানকারী ব্যক্তি। 'আমরা শহীদ ... কোরবানি দিই জা[...] *নজরুল*, ১৯২৬। **৩** *বিণ* দেশ ও জাতির কল্যাণে জী[...] উৎসর্গকারী। 'আজ সেই শহীদ বীরদের জন্যে ক্রন্দন-অভিনয় [...] ...।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা[...] স্বাধীন হয়েছে।' *সংবাদ*, ১৯৭২। **৪** *বি* রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নি[...] ব্যক্তি। 'মায়েরা সব গেয়ে ওঠো – আর চুপ নয়, এবার শুধু শহী[...] গান।' *ফজলে লোহানী*, ১৯৫৩; 'শহীদ ভাইয়ের মৃত্যুকে ভুলো[...] *হাফিজুর*, ১৯৫৩। **৫** *বি* বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নি[...] ব্যক্তি। 'সেলাম আমার শহীদ ভাইরা, সেলাম জানাই তোমাদে[...]

জয়বাংলা, জুলাই ১৯৭২।

শহীদ দিবস [আ শহীদ+স দিবস] *বি* ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের স্মারক দিবস; একুশে ফেব্রুয়ারি। '৫ই মার্চ [১৯৫৩] ঢাকা শহরে শহীদ দিবস সাফল্যমণ্ডিত হয়নি।' *একুশে ফেব্রুয়ারী, হাসান হাফিজুর রহমান*, ১৯৫৩; 'শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে।' *ইত্তেফাক*, ১৯৬১; 'প্রতি বছরই ২১শে ফেব্রুয়ারী (৮ই ফাল্গুন) শহীদ দিবস হিসাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

শহীদ মিনার [আ শহীদ-মিনার] *বি* ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিরক্ষার জন্য তৈরি স্মৃতিস্তম্ভ। 'রোকেয়া হলে সম্প্রতি একটি শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭১।

শহীদান [আ] *বি* শহীদ হয়েছে যে। 'শহীদান ছুটে আসে মৃত্যুর গুলবাগে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শহীদায়েন [আ] *বিণ* শহীদ হয়েছে এমন। 'সেই শহীদায়েন নব্য তুর্কি-তরুণদের দেখো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শহীদি [আ শহীদ>] *বিণ* শহীদের। 'পেয়ালার হেথা শহীদি খুন।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'শহীদি ঈদগাহে দেখ আজ জমায়ত ভারি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

শহীদী-দর্জা [আ শহীদ>+আ দরজা] *বি* শহীদের মর্যাদা। 'শহীদী-দর্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি।' *নজরুল*, ১৯৪২।

শাইর [আ সায়র] *বি* কবি। 'কাগজে দস্তখত রয়েছে মশহুর শাইর রবীন্দ্রনাথের।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শাইল *বি* শালি; এক ধরনের সরু আমন ধান। 'শাইল ধান বুনিয়াছি।' *জসীম*, ১৯৬০।

শাইলক [ই] *বি* শেক্সপীয়রের চরিত্র শাইলকের মতো কৃপণ ও কড়ায়গণ্ডায় পাওনা আদায়কারী। 'সে যে শাইলকের বাড়া হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শাওন [স শ্রাবণ] *বি* শ্রাবণ মাস। 'অন্ধ নয়ন ঝরে শাওনবারিধারে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শাওন-গীতি [স শ্রাবণগীতি] *বি* শ্রাবণ মাসে গাওয়া হয় যে গান। 'গাহিব দুলে দুলে শাওন-গীতি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

শাওনবারিধারা [স শ্রাবণ-বারিধারা] *বি* শ্রাবণের বৃষ্টিধারা। 'অন্ধ নয়ন ঝরে শাওনবারিধারে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শাওয়ার [ই] *বি* ঝরনা। 'বাথরুমে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালে চোখে পড়ে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শাওয়াল [আ] *বি* হিজরি চান্দ্রবর্ষের মাসবিশেষের নাম। 'শাওয়ালের ছয় রোজা মহা পুণ্যমান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শাঁই [স শমী] *বি* শমীবৃক্ষ ও তার ফুল। 'শাঁইয়ের গন্ধ থিতিয়ে আছে নিবিড়ি ঝোপের নিচে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

শাঁইঝাড় *বি* শমীবৃক্ষের ঝোপ। 'তারা যেন কথা কয়! – শাঁইঝাড়ে – শালুকের দলে।' *জীবন*, ১৯৩০।

শাঁই শাঁই [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুতবেগে চলার শব্দ। 'শাঁই শাঁই ঘুরপাক খাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

শাঁওল [স শ্যামল] *বি* শ্যামল। **শাঁওল-বরণ** [স শ্যামল-বর্ণ] *বিণ* শ্যামলরঙা। 'শাঁওল-বরণ শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শাঁওলা [স শৈবাল] *বি* শেওলা। 'শাঁওল-বরণ শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শাঁক [স শঙ্খ] *বি* শঙ্খ; হিন্দুদের অনুষ্ঠানাদিতে মাঙ্গলিক ধ্বনি করার জন্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঘোর জাঁক বাজে শাঁক যত সব রামা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। *দ্র* **শাঁখ**

শাঁক-আলু [স শঙ্খ>] *বি* শঙ্খের আকারবিশিষ্ট এক প্রকার কন্দ। 'শ্বেতকান্তি শাঁক-আলু অতি সুশীতল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শাঁকা [স শঙ্খ>] *বি* শাঁখা; শঙ্খের খোলস দিয়ে তৈরি এক ধরনের চুড়ি। 'হাতে মাত্র দুগাছ শাঁকা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শাঁকারি [স শঙ্খ>] *বি* শঙ্খদ্রব্য ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। 'তিলি মালি শাঁকারি কাঁশারি গন্ধবণিক।' *ভবানী*, ১৮২৩।

শাঁকের করাত *বি* শঙ্খের খোল কাটার অর্ধবৃত্তাকার করাত। 'আমরা শাঁকের করাত – যেতে কাটি আস্‌তে কাটি।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শাঁকো [স সংক্রম>] *বি* সাঁকো। 'চড়া পড়িলে শাঁকো বান্ধিয়া পারাবারে যাইবার সুসাধ্য হইতে পারে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। *দ্র* **সাঁকো**

শাঁখ [স শঙ্খ] *বি* শঙ্খ। 'বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। *দ্র* **শাঁক**

শাঁখঘণ্টা *বি* শঙ্খ ও ঘণ্টা। 'দিনরাত শাঁখঘণ্টা বাজাতে থাকব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শাঁখা [স শঙ্খ>] *বি* শঙ্খের খোলস দিয়ে তৈরি এক ধরনের চুড়ি। 'সিন্দুর নাগে দেবী হাতে পরে শাঁখা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

শাঁখাপরা [স শঙ্খ+পরা] *বিণ* শাঁখা পরিহিত। 'তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শাঁখারি, শাঁখারী [স শঙ্খ>] *বি* শঙ্খের গহনা বা দ্রব্যাদি নির্মাতা ও বিপণনকারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কখন সেকরা কখন শাঁখারী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'শাঁখারিগণ শঙ্খ তৈয়ার করিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

শাঁখালু *বি* শঙ্খের আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার আলু। 'শীতকালে খায় শাঁখালু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শাঁখের করাত *বি* শঙ্খ কাটার অর্ধবৃত্তাকার করাত। 'শাঁখের করাত লইয়া কর্ম্ম করিতেছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

শাঁচা [স সঞ্চয়] *ক্রি* সঞ্চয় করা। 'আনেক সময় যৌবন যে নারী আপন শরীরে শাঁচে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শাঁড়াস [স সন্দংশিকা] *বি* চিমটার মতো যন্ত্রবিশেষ, যা শক্ত করে এঁটে ধরে। 'তার মাংস লোহার শাঁড়াসে খসাইব।' *সুলতান*, ১৭০০।

শাঁপ [স শাপ] *বি* অভিশাপ। 'নহে শাঁপ দিব ঝাটে জানিবা তখনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **শাপ**

শাঁপ দেওয়া *ক্রি* অভিশাপ দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শাঁপান্ত [স শাপান্ত] *বি* শাপমুক্তি। 'বন্দী কৈল ক্ষিতিপাল শাঁপান্ত হবার কাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শাঁপুয়া [স শাপ>] *বিণ* অভিশপ্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শাঁস [স শস্য] *বি* ফলের ভিতরকার সারভাগ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'শাঁস বীচি দূরে থাক খেলে পরে ছাল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শাঁসজল *বি* শাঁসের মধ্যে থাকে এমন জল। 'ঝুনা নারিকেলের অন্তরে শাঁসজল আছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শাক[১] [স] *বি* রেঁধে খাওয়ার যোগ্য এক প্রকার উদ্ভিদ। 'শাক সুক্তা ঘন্ট

বিনে না করে ভোজন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শাকওয়ালী [স শাক+হি ওয়ালী] *বি স্ত্রী* শাক বিক্রয়কারী। 'শাকওয়ালী, মেছুনী, ধোপা ও যমের মার দ্বারা তাহার চতুষ্পার্শ্ব সুসজ্জিত করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শাকচুন্নি [স শাক+স চোর>] *বি* লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সধবা স্ত্রী মরে যে ভূত হয়। 'ফোকলাদেঁতো শাকচুন্নিদের নিয়ে ঘর করত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা – গুরুতর অপরাধ সামান্য উপায়ে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা। *উমেশ*, ১৮৫৭।

শাক-সবজি [স শাক+ফা সবজী] *বি* তরিতরকারি। 'পিছন দিকটাতে শাক-সবজির খেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শাক সবুজি [স শাক+ফা সবজী] *বি* তরিতরকারি। 'সে বাগান হবে বিঘা দশেক ভুমি শাক সবুজি আধা ফুল ফলারি।' *কেরি*, ১৮০২।

শাকান্ন [স] *বি* শাকভাত। 'তাঁহাদিগের শাকান্নে পরিতোষ জন্মিতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

শাকান্নভোজী [স] *বিণ* শাকভাত খায় এমন। 'শাকান্নভোজী নিরামিষ-প্রাণী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শাক[২] [স শক>] *বি* শকাব্দ। 'খৃষ্টীয় শাকের ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে, জোতির্মণ্ডলীর বিষয় বিশুদ্ধ রূপে বিদিত হয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শাকম্ভরী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'শাকম্ভরী শুদ্ধমতি করজোড়ে করি স্তুতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শাকর [স শর্করা] *বি* শর্করা। 'শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ কেন্ধে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শাকুন [স] *বিণ* পাখি-সংক্রান্ত। **শাকুনশাস্ত্র** [স] *বি* পাখির ডাক দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয়-শাস্ত্র। 'শাকুনশাস্ত্রের চর্চায় অত্যন্ত উৎসাহ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শাকুনিক [স] *বি* পাখি বধ করে যে। 'এক শাকুনিক, ফাঁদ পাতিয়া, এক পক্ষী ধরিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

শাক্ত [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) কালীভক্ত; শক্তির উপাসক। 'প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শাক্তসম্প্রদায়ী [স] *বিণ* শক্তির উপাসনা করে এমন; তন্ত্রসাধক। 'শৈব ও শাক্তসম্প্রদায়ী তীর্থযাত্রীরা অদ্যাপি তথায় গমনাগমন করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শাক্যমুনি [স] *বি* বুদ্ধদেব। 'গোত্রদেবতা গর্ত্তে পুঁতিয়া/ এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

শাখ [স শাখা] *বি* গাছের ডাল। 'গাইছে জাগিয়া তরুশাখে মধুসখা।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'উড়ে উড়ে চলে যায় নব নব শাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শাখচিল্লি *বি* খেলনা বাঁশিবিশেষ। 'শাখচিল্লির মতো কানের কাছে এসে বাজত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শাখা [স] ১ *বি* গাছের ডাল। 'মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শাখাগুলি ভাঙ্গী জেন খাইতো ব্রাহ্মফল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* গৌণ দপ্তর। 'অগ্রেই তাহার শাখা নগরস্থ বিচারালয়ের কার্য্যে দেশ ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বি* বিষয়। 'কালেজের ছাত্রেরা গণিত ও সাহিত্য ইতিহাসাদি সকল শাখাতেই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শাখা-অধিবেশন [স] *বি* উপকমিটির সভা। 'এবারকার সম্মেলনেও মূল অধিবেশন এবং বহু শাখা-অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৪১।

শাখা অফিস [স শাখা+ই অফিস] *বি* কোনো প্রতিষ্ঠানের শাখা কার্যালয়। 'শহরের শাখা অফিসে আমার বদলির হুকুম এল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

শাখা কমিটি [স শাখা+ই কমিটি] *বি* মূল কমিটি থেকে উদ্ভূত ক্ষুদ্রতর কমিটি। 'কয়েকটি শাখা কমিটি গঠন করেছেন বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭২।

শাখাচ্যুত [স] *বিণ* গাছের ডাল থেকে পড়ে গেছে এমন। 'শাখাচ্যুত আলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শাখাজাল [স] *বি* জালের মতো জড়ানো শাখা-প্রশাখা। 'হঠাৎ শিরে লাগল আঘাত বনের শাখাজালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

শাখা নদী [স] *বি* বড়ো নদী থেকে উৎপন্ন শাখা নদী। 'নদী হইতে নির্গত যে জল বেগ দ্বারা গমন করে তাহাকে শাখা নদী কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শাখান্তর [স] *বি* অন্য শাখা। 'শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলই চঞ্চল করিয়া মারিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শাখান্তরাল [স] *বি* শাখার আড়াল। 'শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শাখাপতি [স] *বি* শাখার প্রধান। 'সম্মিলনের সকল শাখাপতি এ বিষয়ে একমত।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

শাখাপথ [স] *বি* অপেক্ষাকৃত ছোটো রাস্তা। 'ছোটো ছোটো শাখাপথ বক্রধারায় এক পাশ দিয়ে নেমে নীচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শাখাপল্লব [স] *বি* পাতা ও ডাল। 'নিজ নিজ অলঙ্কার শাখাপল্লব পুষ্প ফল বিস্তার করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলো কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শাখাপ্রশাখা [স] ১ *বি* বংশলতা। 'তত্তৎ কুলের কোন শাখাপ্রশাখা হইতে কন্যা ও পাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* শাখা এবং তা থেকে নির্গত ক্ষুদ্রতর শাখা। 'শাখাপ্রশাখাদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'লোহার কলের মধ্যে শত শত শাখাপ্রশাখায় ধাবিত হইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শাখাবলী [স] *বি* শাখাসমূহ। 'তরুকুলপতি ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শাখাবাহু [স] *বি* ডাল। 'বৃক্ষাবলী শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মান করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

শাখাবিহারী [স] *বি* গাছের শাখায় অবস্থানকারী। 'তলচারী এবং শাখাবিহারীদিগের ভীষণ কোন্দল উপস্থিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

শাখামূল [স] *বি* শাখা ও মূল। 'তীরতরু সুবর্ণ নিবন্ধ শাখামূল' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শাখা-মূষিক [স] *বি* গেছো ইঁদুর। 'শাখা-মূষিকের পূর্ণকোটর মারাইতে ধন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

শাখামৃগ [স] *বি* বানর। 'তাকে অতিক্রম করে বসলেই আমরা তাকে বলি শাখামৃগ।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

শাখায়িত [স] ১ *বিণ* শাখায় বিভক্ত। 'জলসঙ্গীতের প্রবাহ সেথা বহু শাখায়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ২ *বিণ* বিস্তৃত। 'উদ্ঘাটিল আপনা

নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয় শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শাখা-শিখর [স] *বি* নিকটবর্তী চূড়া। 'এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেলদৌড় দিয়ে সুইস আল্পসের শাখা-শিখরে উঠতে হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শাখা-শ্রেষ্ঠ [স] *বিণ* সম্প্রদায়-প্রধান। 'শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাখাসভা [স] *বি* আঞ্চলিক সমিতি। 'শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শাখাসীন [স] *বিণ* ডালে বসে আছে এমন। 'কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শাখি[১] [স সাক্ষী] *বি* সাক্ষী। 'শাখি করিব জালন্ধরি পাএ।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

শাখি[২] [স শাখী] *বি* গাছ। 'শুনি পশুপাখি শাখিকুল পুলকিত।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

শাখী [স] *বি* গাছ। 'দীর্গ জেন শালশাখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'ভালো বল দেখি সখি, রসহীন যেই শাখী ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

শাগ [স শাক] *বি* শাক। 'হিঙ্গ মরিচে রান্ধিলেক সরিষার শাগ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

শাগরিদ [আ] *বি* শিষ্য। 'অনেক শাগরিদ জুটিয়া গেল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

শাগরিদান [আ শাকরিদ>] *বি* অনুসারীবৃন্দ। 'শাগরিদান ও মুরিদানের সংখ্যা বৃদ্ধি।' *ইসলাম*, ১৯৩২।

শাগরিদি [আ শাকরিদ>] *বি* চেলাগিরি। 'দু'বছর আপনের শাগরিদি করছি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শাগরেদ [আ শাকরিদ] *বি* শিষ্য। 'যোগ্য নেতার যোগ্য শাগরেদ' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শাঙন [স শ্রাবণ] *বি* শ্রাবণ মাস। 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

শাঙনঘন *বিণ* অন্ধকারে ডুবে আছে এমন। 'রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়া-গরজন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'রজনী শাঙনঘন, জীবন ময়ুর, দুঃখ কাঁপে দুর্বল দারুণ।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

শাঙন-দরিয়া [শাঙন+ফা দরিয়া] *বি* শ্রাবণের পরিপূর্ণ বর্ষা। 'দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি।' *জীবন*, ১৯২৭।

শাঙন-রাতি *বি* শ্রাবণের রাত। 'ঘনায় গহন শাঙন-রাতি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শাঙনী *বিণ* শ্রাবণের। 'ওগো শ্যামল শাঙনী মেঘ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শাঙলী [স শ্যামলী] *বি* শ্যামবর্ণ। 'শাঙলী ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০।

শাঙ্গ [স সাঙ্গ] *বিণ* শেষ; সম্পন্ন। 'লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন দশ দিনের মধ্যে শাঙ্গ।' *রামরাম*, ১৮০১।

শাজা [ফা সাজা] *বি* শাস্তি। 'দারোগাকে শাজা দিয়া কর্ম্ম হইতে দূর করিয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। *দ্র* **সাজা**

শাজাদা [ফা শাহজাদা] *বি* রাজপুত্র। 'কুঠিতে শাজাদার চেলে চলে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শাজাদী [ফা শাহজাদী] *বি* বাদশার কন্যা; রাজকুমারী। 'নব বোগদাদী আলিফ লায়লা, শাজাদী জুলফওয়ালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শাটিন, শাটীন [ই] *বি* মসৃণ ও চকচকে রেশমি বস্ত্রবিশেষ। 'শাটীন বস্ত্রেতে সোনা রূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'শাটিন ও মকমলে প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য মনোহর দ্রব্য প্রস্তুত করেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

শাটী [স] *বি* শাড়ি। 'নীল পাটের শাটী কোচার বলনী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

শাঠ্য [স] *বি* শঠতা। 'শাঠ্যের প্রেরণা তারে যোগায় না শঠ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শাড়ি, শাড়ী [স শাটিকা] *বি* মেয়েদের পরার কাপড়। 'উত্তরি আঁতের নাড়ি কুঞ্জরচর্মের শাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শাড়ীপরা *বিণ* শাড়ি পরিহিত। 'বর্ণবৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল শাড়ীপরা মেয়েদের ভিড়।' *তারা*, ১৯৪৩।

শাণ, শান [স শাণ] **১** *বি* পাথর। 'বালির মধ্যে মধ্যে শান-বাঁধানো রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* পালিশ। 'তাতে আবার কালো কাজলের শাণ দেওয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১। **৩** *বি* বসা যায় এমন বাঁধানো স্থান। 'মুহুরির শেরেস্তায় গিয়া শানের মধ্যে পা ঝুলাইয়া বসিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

শাণ দিয়ে রাখা *ক্রি* উপযুক্ত করে তোলা। 'স্বভাবটাকে যে শাণ দিয়ে রাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শাণ দেওয়া **১** *ক্রি* ধার দেওয়া। 'তোর দন্তে শাণ দেয়, তোর পেট ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'ঠোঁটে একটা হাসি আছে, যেন শাণ-দেওয়া ছুরির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শাণা **১** *বিণ* তীক্ষ্ণ-করা। 'তাতে গুলী গোলা সকল তোলা, ভক্তি-অস্ত্রে আছে শাণা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *ক্রি* ধারালো বা তীক্ষ্ণ করা। 'দিনটি কেটে গেল হাতিয়ার শাণাতে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

শাণিত, শানিত [শাণ/শান+স ইত] **১** *বিণ* ধারালো। 'দুইটা শাণিত বর্শা দিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'রাজান্তঃশালায় আজও শানিত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'শাণিত তাঁর বুদ্ধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৩** *বিণ* ক্ষুধার্ত। 'হয়তোবা ক্লান্ত ইতিহাস শানিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।' *জীবন*, ১৯৪৪। **৪** *বিণ* খরস্রোতা। 'শানিত নির্জন নদী – বলিল সে – তোমারি হৃদয়।' *জীবন*, ১৯৪৪।

শাণিত করা *ক্রি* তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করা। 'হৃদয়জয়ের সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতাটা একজন পুরুষের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

শানবাঁধানো **১** *বিণ* ইট বা পাথর দিয়ে বাঁধানো। 'বালির মধ্যে মধ্যে শান-বাঁধানো রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* কঠিন। 'দাদাদের সব মন শানবাঁধানো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শানবান্ধানো *বিণ* ইট-পাথরের তৈরি। 'শানবান্ধানো ঘরের ভেতর দিয়া নইড়া চইড়া বেড়াবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

শানানো **১** *ক্রি* তীক্ষ্ণ করা। 'ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **২** *বিণ* ধারালো। '"মহাকাল" লিখেছিল, ভাষা তার শানানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

শানিয়ে-বলা *বিণ* বুদ্ধিদীপ্তভাবে বলা। 'তোমার যত শানিয়ে-বলা কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শাতন [স] *বি* ছেদন; ছিন্নকরণ। 'পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি।' *সত্যেন্দ্র*,

১৯১২।

শাতনরি [স সপ্ত>] *বি* সাত প্যাঁচবিশিষ্ট গলার হার। 'মুক্তালচ্ছা গলদেশে সাজে শাতনরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শাতা [স ছত্রাক] *বি* ছত্রাক। **শাত পড়া** *বিণ* ছত্রাক জন্মেছে এমন। 'শাতা পড়া রুটি।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শাতিল আরব [আ] *বি* আরব দেশের একটি নদী। 'শাতিল আরব! শাতিল আরব!! পূত যুগ যুগ তোমার তীর।' *নজরুল*, ১৯২১।

শাত্রব [স] *বি* শত্রুগণ। **শাত্রবতা** [স] *বি* বৈরিতা। 'রাজা বসন্তরায় শাত্রবতা করিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

শাত্রবানল [স] *বি* শত্রুতারূপ অনল। 'প্রণয়ামৃত-সঞ্চারের পরিবর্তে অবিলম্বে শাত্রবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শাদা [ফা সাদহ্] ১ *বিণ* শ্বেত; সাদা। 'শাদা কাপড়।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বি* শ্বেতাঙ্গ। 'কুঠেল সব শাহেবজাদা, ধপধপে বাইরে শাদা ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* সরল। 'ভদ্র যত মন শাদা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৪ *বিণ* স্বচ্ছ; পরিষ্কার। 'এ রোদ-আলো শান্ত; শাদা সকাল-বিকাল।' *জীবন*, ১৯৩০।

শাদাছিট *বিণ* সাদা রঙের ছিটাযুক্ত। 'শাদা শাদাছিট কালো পায়রার ওড়াউড়ি।' *জীবন*, ১৯৪২।

শাদাটে *বিণ* পুরোপুরি সাদা নয় এমন। 'ঘাড়ের রোঁ শাদাটে মেরে গেল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শাদামাটা *বিণ* আড়ম্বরহীন। 'শাদামাটা সরল জীবনে আসিতে লাগির কূটবুদ্ধি আর কৌশলের দড়িজাল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শাদামাঠা *বিণ* সাদাসিধে। 'নানারকম শাদামাঠা সাধারণ কথা।' *জীবন*, ১৯৩২।

শাদাসিদে *বিণ* সাদাসিধা; অনাড়ম্বর। 'বেশ শাদাসিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শাদাসিধে *বিণ* সাদাসিধা; সরল। 'বেশ শাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শাদি, শাদী [ফা] *বি* বিয়ে। 'বলিল শাদির কার্যে কত বড় কথা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কভু না করিবে শাদী আমার সাক্ষাতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শাদিয়ানা, শাদীয়ানা [ফা] ১ *বিণ* বিবাহসংক্রান্ত। 'শাদীয়ানা বাজানা মন বাজে প্রতি ঘরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* আনন্দ-উল্লাস। 'আমার বিয়ের শাদিয়ানাতে বন্দুক ছুঁড়বে কে?' *মুজতবা*, ১৯৪৯। ৩ *বি* বিয়ের উৎসবের বাদ্য। 'শুনছ শাদির শাদিয়ানা।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

শাদ্বল [স] *বি* কচি ঘাসে ঢাকা ভূমি। 'হরিণ্ময় শাদ্বল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

শান[১] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'জগদ্বন্ধু শান।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শান[২] *দ্র* **শাণ**

শান[৩] [আ শান] ১ *বি* জাঁকজমক; চাকচিক্য। 'শূন্য মহল, জলসা উজাড়, নাইকো বাতির শান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* মর্যাদা। 'শহীদের শান লাভ করার চেয়ে অধিকতর গৌরবজনক মৃত্যু হতে পারে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শানদার [আ শান+ফা দার] *বিণ* জমকালো। 'শানদার জোব্বাজুব্বা পরে যে-লোকটি এদেশে আসেন।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শান-দেয়া *বিণ* ঝকঝকে। 'চোখের কোণে শান-দেয়া রোদ চিকচিকিয়ে ঢেলে ...।' *সিকান্দার*, ১৯৬০।

শান-শওকত [আ শান+আ শওকত] ১ *বি* জাঁকজমক। 'কোথায় সে শান শওকত।' *নজরুল*, ১৯৩২। ২ *বি* মান-মর্যাদা। 'শান-শওকত দবদবা তার আমলেই ছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শানকি, শানকী [ফা সেহেনক>] *বি* মাটির থালা। 'শানকিতে শাদা ভাত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

শানকীর ইয়ার – এক থালায় খায় এমন বন্ধু। 'শানকীর ইয়ারের ... দলে ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শানজর [ফা শা+আ নজর] *বি* শুভদৃষ্টি। 'শানজরের শেষে নব বর-বধূর যেমন পরিপূর্ণ সম্মিলন।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শানটিং, শান্টিং [ই] *বি* রেলের এক লাইন থেকে অপর লাইনে যাওয়া। 'শান্টিং-এ যাচ্ছে গাড়িগুলো।' *শওকত*, ১৯৪৬; 'মালগাড়ির শানটিংয়ের ভারী ধাতব শব্দ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

শানাই [ফা শাহনাই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'শানাই বিউগুল বাজে শুনিতে লাগে ভাল।' *সুলতান*, ১৭০০। *দ্র* **সানাই**

শানাইওয়ালা *বি* সানাইবাদক। 'নহবতখানায় শানাইওয়ালা বাঁশিওয়ালা ঘুঙুরওয়ালা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

শানিত *দ্র* **শাণ**

শানে-নযুল [আ] *বি* (ইসলাম) কোরানের সুরা, আয়াত বা ওহি অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাখ্যা। 'উহার শানে নযুলও খোলাসা বয়ান করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

শান্ত [স] ১ *বিণ* স্থির। 'শান্ত দান্ত ধর্মশীল মহাভাগ্যবান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নিবৃত্ত। 'আপনে বুঝাই কেন না করিলা শান্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'একত্রে এক নালাতে আপন আপন পিপাসা শান্ত করিতেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* নিরীহ। 'তাহার লাঙ্গুল গোলাঙ্গুলাকৃতি কিন্তু অতিশান্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৪ *বিণ* ভদ্র। 'প্রতি দিন প্রাতে আহার করাইয়া পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শান্ত ও বশীভূত ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ৫ *বিণ* নিস্তরঙ্গ; ঢেউহীন। 'এখানকার গ্রীষ্মশীর্ণ ছোটো নদীর শান্ত স্রোত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শান্তকণ্ঠ [স] *বি* ধীর গলা। 'দাদাসাহেব শান্তকণ্ঠে বুঝিয়ে বলেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শান্তচিত [স] *বিণ* স্থির। 'বুঝিলেন আচার্য হইলা শান্তচিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শান্তচিত্ত [স] *বিণ* উত্তেজনাহীন। 'আর শান্তচিত্ত অথচ ফলার্থী এমন ব্যক্তিও ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

শান্তজাতি [স] *বি* নিরীহ জাতি। 'হিন্দু জাতির ন্যায় শান্তজাতি কোথায় পাইবেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

শান্ততা [স] *বি* শান্ত ভাব। 'আশা-আকাঙ্ক্ষাশূন্য শান্ততা এল মনে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

শান্ত দান্ত [স] ১ *বিণ* শান্তশিষ্ট। 'শান্ত দান্ত কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠাপরায়ণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ধীরস্থির। 'সত্য ধর্ম শান্তদান্ত জ্ঞানবং ধীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শান্তদৃষ্টি [স] *বি* শীতল চাহনি। 'জমিলার দিকে শান্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শান্তপ্রকৃতি [স] *বি* শান্ত স্বভাব। 'ভারতের পরাধীনতা এবং

শান্তপ্রকৃতি ভারতবাসীদিগের প্রতি বিদেশীয়দিগের ভূয়োভূয়ঃ অত্যাচার তাহার স্বপ্রমাণ করিতেছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

শান্তপ্রভাময় [স] *বিণ* শান্ত দীপ্তিময়। 'বিদ্যুৎ আকৃতি, কিন্তু শান্তপ্রভাময়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শান্ত-প্রশান্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত শান্ত। 'ডানযুবের শান্ত-প্রশান্ত ছবি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শান্তবাণী [স] *বি* শিষ্ট কথা। 'হৃদয়মাঝে মধুর গভীর শান্তবাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শান্তবিজন [স] *বিণ* নীরব ও নির্জন। 'ক্ষান্ত কূজন শান্তবিজন সন্ধ্যাবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শান্তভাব [স] *বি* স্বাভাবিক অবস্থা। 'বাবুর বৈষ্ণব ভাব গেলে শান্ত ভাব উদিত হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

শান্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* স্থিরতাসহকারে। 'ধীর শান্তভাবে বাহিরের আকাশ এবং আপন অন্তরের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শান্তমতি [স] *বিণ* নম্র ও ভদ্র। 'শান্তমতি সুপ্রকৃতি ভাই রাজা বসন্তরায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

শান্তমধুর [স] *বিণ* শান্ত মধুময়। 'তোমার গানের শান্তমধুর পুরনো কলিটি যেমন।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

শান্তমুখ [স] ১ *বি* সৌম্যরূপ। 'প্রকৃতি শান্তমুখে/ ছুটায় গগনবুকে/ গ্রহতারাময় তার রথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* অচঞ্চল মুখমণ্ডল। 'তাঁহার শুভ্রকেশমণ্ডিত শান্তমুখের উপর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শান্তমূর্তি, শান্তমূর্ত্তি [স] *বিণ* শান্তভাবপূর্ণ। 'সকল সন্তানেরা শান্তমূর্ত্তি হইয়াছে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫; 'একটি পৌঢ়বয়স্ক মুণ্ডিতমুখ শান্তমূর্তি ব্রাহ্মণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শান্তরসাস্পদ [স] *বিণ* মনে শান্ত রসের উদয় হয় এমন। 'বৃদ্ধা তপস্বিনী শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করিছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শান্তশিষ্ট [স] ১ *বিণ* নম্র ও ভদ্র। 'তাঁদের বুদ্ধির চারিত্র-বল প্রথার বিচারহীন অনুশাসনকে শান্তশিষ্ট হয়ে মানতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট একটি বিশেষ লম্বকর্ণ ভারবাহীর মতোই।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বিণ* নিরীহ। 'দেখিতে যতটা শান্তশিষ্ট বলিয়া মনে হয় ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

শান্তশ্রী [স] *বি* সৌম্যরূপ। 'তৃপ্তির স্নিগ্ধ শান্তশ্রী ফুটে উঠেছিল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শান্তস্বভাব [স] *বি* নিরীহ স্বভাব। 'এঁদের মধ্যে শান্তস্বভাব ও জ্ঞানবৃদ্ধ বুজরচেহ্ মেহেরের বৈশিষ্ট্য।' *আনিস*, ১৯৬৪।

শান্তস্বভাবা [স] *বিণ স্ত্রী* যে নারীর আচরণ শান্ত প্রকৃতির। 'এমন শান্তস্বভাবা সুলক্ষণা রাজলক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর ন্যায় অবহেলা করিয়াছিলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শান্তনা [স সান্ত্বনা] *বি* সহানুভূতি। 'দাউদ দুই ভাইকে শান্তনা করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

শান্তা[1] *ক্রি* শান্ত করা। **শান্তাইল** *ক্রি* শান্ত করলো। 'আশ্বাস বচনে শুকে কন্যা শান্তাইল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **শান্তিতে** *ক্রি* শান্তি পেয়ে। 'শান্তিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শান্তা[2] [স] *বিণ স্ত্রী* শান্ত। 'তিলোত্তমা আদি তারা সবে অতি শান্তা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শান্তি [স] ১ *বি* স্থিরতা। 'চিন্তাএ আকুল রাজা শান্তি নাহি মনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বি* অবসান। 'সেখানে অসামঞ্জস্য অনেক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখন শান্তি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৪ *বি* নিবারণ। 'অসংখ্য ব্যক্তির বিচিত্র রোগ কদাপি দুই এক দেশহিতৈষী মনুষ্যের দ্বারা শান্তি হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ৫ *বি* বন্ধ। 'মেদিনীপুরে আজও নীলকরের উপদ্রব শান্তি হইল না।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৮৩। ৬ *বি* অব্যাহতি। 'যা তিনি লেখেন তা না লিখে তাঁর শান্তি নেই।' *শিব*, ১৯৭৩।

শান্তি-অভিষেক [স] *বি* শান্তির সূচনা। 'শান্তি-অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ অগ্নি-উৎসধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শান্তি কমিটি [স] *বি* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী অসামরিক কমিটি। 'শান্তি কমিটির সভায় খানসেনাদের হামলা।' *সাপ্তাহিক বাংলা*, ১৯৭১।

শান্তিকর [স] *বিণ* শান্তিদায়ক। 'সেটা কিছুমাত্র সান্ত্বনাজনক বা শান্তিকর হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শান্তিকামী *বিণ* শান্তি কামনাকারী। 'শান্তিকামী সুইস জাতি তাই স্থান পেয়েছে পোপের ভাটিকানে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শান্তিক্রোড় [স] *বি* শান্তির কোল। 'সুখদুখ হতে শান্তিক্রোড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শান্তিঘট [স] *বি* হিন্দুমতে পূজায় ব্যবহৃত জলপাত্র। 'পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শান্তি-চন্দন [স] *বি* হিন্দুমতে পূজার সময়ে ভক্তদের কপালে দেওয়া চন্দনের ফোঁটা। 'জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া, তাঁহারে শান্তি-চন্দন দাও।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শান্তিজল [স] *বি* হিন্দুমতে পূজার মন্ত্রপূত জল যা ভক্তদের শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। 'হাঁটুজল বুকজল গলাজল শান্তিজল হয়ে ওঠে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

শান্তিদাতা [স] *বিণ* শান্তি দানকারী। 'শান্তিদাতা জিন শান্তিনাথ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

শান্তিধারা [স] *বি* শান্তির ধারার মতো পানির প্রবাহ। 'মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি শীতল শান্তিধারা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শান্তিনিকেতন [স] *বি* শান্তির আলয়। 'দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে চিরজ্যোতি চিরছায়াময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শান্তিনিকেতনী [স] *বিণ* শান্তিনিকেতনের। 'শান্তিনিকেতনী চামড়া-বাঁধানো মোড়ায় পা রেখে।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

শান্তিনীর [স] *বি* হিন্দুমতে মন্ত্রপূত জল। 'তব দয়া শান্তিনীরে অন্তরে নামিবে ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শান্তিপাথার [স শান্তি-প্রান্তর] *বি* শান্তিরূপ সাগর। 'সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক শান্তিপাথারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শান্তিপুরী *বিণ* পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরে তৈরি। 'সরু পেড়ে কোঁচান শান্তিপুরী ধুতি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

শান্তিপুরে *বিণ* পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুর অঞ্চলে উৎপন্ন বা প্রস্তুত। 'ঢাকাই, শান্তিপুরে, সিমলের ধুতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শান্তিপূর্ণ [স] *বিণ* স্বস্তিতে আছে এমন। 'ধন ধান্য ও শান্তিপূর্ণ গৃহস্থালী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শান্তি প্রদায়িনী [স] *বিণ* শান্তি প্রদান করে এমন। 'ইংরাজি ভাষার শান্তি প্রদায়িনী ছায়ায় না আসিলে ...।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

শান্তিপ্রয়াসী [স] *বি* শান্তি কামনা করে যে। 'পাঁচজন শান্তিপ্রয়াসীর মত সেও কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি তৈরি করে যাচ্ছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

শান্তিপ্রিয় [স] **১** *বিণ* শান্তি কামনা করে এমন। 'শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত ভ্রান্তিজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* শান্তি চায় এমন ব্যক্তি। 'নিহত শান্তি নিষ্কলঙ্ক শান্তিপ্রিয়ের রক্তধারে।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

শান্তিপ্রিয়তা [স] *বি* শান্তি কামনা। 'শান্তিপ্রিয়তাকে ভীরুতা বিবেচনা করিয়া সিধু ও খানুকে বাঁধিবার জন্য তাহার অনুচরগণকে আদেশ দিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

শান্তিবাদী [স] *বিণ* শান্তিপ্রিয়। 'আমরা কজন অকপট, শান্তিবাদী ক্লান্ত নাগরিক এমন বাগান চাই ...।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

শান্তিবারি [স] *বি* হিন্দুমতে পূজায় ব্যবহৃত মন্ত্রপূত জল। 'নিরন্তর শান্তিবারি সেচন করিয়াও নির্ব্বাণ করিতে পারিতেছেন না।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩; 'হৃদয়ে লও হে শান্তিবারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

শান্তিবারিধারা [স] *বি* শান্তিরূপ জলের ধারা। 'তাইতো তারা এই উপোসির ওষ্ঠে ধরে ক্ষীরের থালা, শান্তিবারিধারা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শান্তিবিধান [স] *বি* উপশম; শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা। 'জগদীশ্বর তাঁহার যাতনার শান্তিবিধান করিলেন। *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

শান্তিব্রতী [স] *বিণ* শান্তির ব্রতকারী। 'একদিকে ইসলামি ইমামের সিপাহী শান্তিব্রতী ...।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শান্তিভঙ্গ [স] *বি* শান্তিহানি। 'প্রজাগণের মধ্যে শান্তিভঙ্গ হয় ইহা স্বাভাবিক।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

শান্তিভূমি [স] *বি* শান্তিময় স্থান। 'বীরভূমি এখন শান্তিভূমি বলিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রতীয়মান হইতেছে।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

শান্তিমন্ত্র [স] *বি* শান্তি দেয় এমন মন্ত্র; শান্তির মন্ত্র। 'তুমি মৃদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্রধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শান্তিময় [স] *বিণ* শান্তিপূর্ণ। 'সুতরাং পৃথিবী-মধ্যে একটি শান্তিময় রাজ্য স্থাপিত হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শান্তিময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* শান্তিপূর্ণ। 'শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

শান্তিরক্ষক [স] *বি* শান্তিরক্ষাকারী। 'শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখা রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'ঐ শ্রেণীর লোক সৈন্য, শান্তিরক্ষক ও উচ্চপদবীস্থ ব্যক্তিবর্গের ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শান্তিরক্ষা [স] *বি* শান্তি সংরক্ষণ। 'আকাশ দিগ্‌দিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শান্তিরস [স] *বি* ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ; শান্তিপূর্ণ অবস্থা। 'গোবরার মার মুখে এইরূপ আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরসের অবতারণা শুনিয়া যুবতীদ্বয় প্রীতা হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শান্তির্লোক [স] *বি* শান্তিময় ভুবন। 'শোভা দেখালে শান্তির্লোক, জ্যোতির্লোক প্রকাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শান্তিলাভ [স] *বি* সুখ অর্জন। 'আপনার অবশ্যই শান্তিলাভ হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শান্তি-সাধক [স] *বিণ* শান্তির সাধনা করে এমন। 'মুসলিম আমি শান্তি-সাধক বাস করি দুনিয়ায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শান্তিসাধন [স] *বি* প্রশমন। 'কামরিপুর শান্তিসাধন করিয়া চরমে পরম পবিত্র প্রেমমাত্র অবলম্বন করা ঐ সাধনার উদ্দেশ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শান্তিসেবী [স] *বিণ* শান্তি প্রতিষ্ঠাকামী। 'শান্তিসেবী যুযুৎসুসমান।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

শান্তিস্থাপন [স] *বি* শান্তি প্রতিষ্ঠা। 'তদারক ও শান্তিস্থাপন করিয়া আসিবেন।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

শান্তিস্বরূপিণী [স] *বিণ* শান্তিরূপ আছে এমন। 'মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিণী, শুভ্রকান্তি, পয়স্বিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শান্তিস্বর্গ [স] *বি* শান্তিময় স্বর্গ। 'পৃথিবীর বুকে রচেছ শান্তিস্বর্গ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শান্তিস্বস্ত্যয়ন [স] *বি* যাবতীয় অকল্যাণের অবসান-কামনায় হিন্দুদের পূজার্চনা। 'শান্তিস্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বাঁচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শান্তিহীন [স] *বিণ* অশান্তিময়। 'জগৎ হইল শান্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শান্ত্রি, শান্ত্রী [ই সেন্ট্রি] **১** *বি* সৈন্য। *ওগঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* পাহারাদার। 'দানাদি রক্ষার্থে শান্ত্রি দণ্ডায়মান আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭; 'শান্ত্রী খাড়া রাজার বাড়ী, গেলে পরে মারে বাড়ি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শান্ত্রীদল [ই সেন্ট্রি+স দল] *বি* সেনাদল। 'সামনে চল: সামনে চল তৌহিদেরি শান্ত্রীদল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

শান্যাল *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'গুরুদয়াল শান্যাল।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শাপ[১] [স সর্প] *বি* সর্প। 'ভ্রুহি কাল শাপ যুগল তাহাত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শাপ[২] [স] *বি* অভিশাপ। 'তা দেখিয়া নবীবর শাপ দিলা তৎপর।' *সুলতান*, ১৭০০।

শাপদৃপ্ত [স] *বিণ* অভিশাপে গর্বিত। 'এসো আমার শনির শাপদৃপ্ত ভাইরা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শাপবার্তা, শাপবার্ত্তা [স] *বি* অভিশাপ সংবাদ। 'প্রভুর শাপবার্ত্তা শুনি হয়ে শ্রদ্ধাবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাপভ্রষ্ট [স] *বিণ* অভিশাপের কারণে আপন অবস্থান থেকে পতিত। 'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি!' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

শাপভ্রষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* অভিশাপের কারণে আপন অবস্থান থেকে পতিত। 'খেলা-ছলে; চির-মৌনা শাপভ্রষ্টা ওগো দেব-বালা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

শাপমন্যি *বি* অভিশাপ। 'এত গালিগালাজ শাপমন্যি বেরোয়, বুন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শাপমন্যি করা *ক্রি* অভিশাপ দেওয়া। 'চোখের উপর শাপমন্যি করত দিন রাইত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

শাপমুক্ত [স] *বিণ* অভিশাপ থেকে মুক্ত। 'মুক্তির জন্য আমাদের এই

শাপমুক্ত হতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শাপমোচন [স] *বি* অভিশাপ খণ্ডন। 'শৃঙ্গমুনিকর্তৃক শাপমোচনের উপায় কথন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শাপ লাগা *ক্রি* অভিশপ্ত হওয়া। 'শাপ লাগার ভয় করিস নে তুই?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শাপশাপান্ত [স] *বি* সকল প্রকার অভিশাপ। 'বাঁধা মুঠি খোলা দুগাল ধুলোতে আর শাপশাপান্তে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

শাপা [স শাপ্>] *ক্রি* অভিশাপ দেওয়া। **শাপিব** *ক্রি* অভিশাপ দেবো। 'শাপিব তোমার মুণ্ডি পাএরা মনোদুঃখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **শাপিয়াছে** *ক্রি* অভিশাপ দিয়েছে। 'শাপিয়াছে অষ্টবসু বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **শাপিলেক** *ক্রি* অভিশাপ দিলেন। 'তান পুত্রে শাপিলেক মনে ক্রোধ করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শাপান্ত [স] **১** *বি* অভিশাপ খণ্ডন। 'শাপের শাপান্ত দেয় শুন তপোবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* শাপমোচন। 'আমার শাপান্ত এই ছিল যে ... তখন আমি পিতৃদত্ত শাপ হইতে মুক্ত হইব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শাপান্ত করা *ক্রি* অভিশাপ দেওয়া। 'রাসুকেও সে সর্বদা শাপান্ত করে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শাপান্তকাল [স] *বি* অভিশাপের অবসানের সময়। 'শাপান্তকালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শাপাভিভূত [স] *বিণ* শাপগ্রস্ত। 'পাণ্ডুর রাজত্ব হইল, তিনি শাপাভিভূত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগরহিত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শাপলা *বি* পদ্মের মতো এক প্রজাতির জলীয় ফুলবিশেষ। 'আজকে রূপার মনে পড়ে নাক শাপলার লতা দিয়ে।' *জসীম*, ১৯২৯।

শাপলা-বিল *বি* শাপলা ফোটে এমন বিল। 'শাপ ঢুকিল এই শাপলা-বিলে।' *জসীম*, ১৯৬০।

শাপলামালা *বি* শাপলা ফুলের মালা। 'দিয়া আইস আমার শাপলামালা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শাফায়ত, শাফায়াত, শাফায়েত [আ] **১** *বি* ইসলামি মতে কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নবী-রসুলের সুপারিশ। 'শাফায়েত পাইবেন যতেক মোমীন।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'শাফায়ত-পাল-বাঁধা তরণীর মাল্লাল।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* সুপারিশ। 'মিছে শাফায়ৎ চাও।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শাফায়তকারী [আ শাফায়াত+স কারী] *বিণ* সুপারিশকারী। 'কেয়ামতে উম্মত শাফায়তকারী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

শাফেয়ী [আ শাফিঈ] *বি* মুসলমানদের সম্প্রদায়বিশেষ। 'হানাফী, হাম্বালী, শাফেয়ী ও মালেকী এই চার মাজহাবের অভ্যুত্থান।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৫।

শাবক [স] **১** *বি* বাচ্চা। 'নীলাম্বর দাসে তাড্যা ধরে ধনপতি কেশরিশাবকে জেন ধরে মাতা হাথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সন্তান। 'আমার কনিষ্ঠ শাবকটি শয়নগৃহের মেজের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শাবকহীন [স] *বিণ* বাচ্চা নেই এমন। 'শাবকহীন মুরগী যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শাবল [স শর্বলা] *বি* মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যবহৃত এক প্রকার লোহার দণ্ড। 'মাহুত হাথির পিঠে শেল শাবল জাঠে গগণে পুরয়ে আড়ম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শাবান [আ] *বি* হিজরি অষ্টম মাস। 'রজব শাবান পবিত্র মাস।' *নজরুল*, ১৯৪২।

শাবাশ [ফা শাহ্বাশ] *অব্য* প্রশংসাসূচক ধ্বনি। 'শাবাশ দাদা, একবার উঠেপড়ে লাগো তো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শাবাশ-শাবাশ [ফা শাহ্বাশ>] *অব্য* চমৎকার। 'হাত বুলাইয়া পিঠে/ কথা বলে মিঠে মিঠে/ শাবাশ-শাবাশ বলে কেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শাবাশি দেওয়া *ক্রি* প্রশংসা করা। 'আপনি মনে মনে শাবাশি দিয়ে বলবেন, "সোনার চাঁদ ছেলে, কী স্মার্ট"।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

শাবাসী [ফা শাহ্বাশ>] *বি* প্রশংসাধ্বনি। 'আমার ব্যক্তিগত শাবাসী সেই হাস্যরসের, সেই ব্যঙ্গরসের উদ্দেশে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

শাব্দিক [স] *বিণ* শব্দবিশারদ। 'খুড় আমার বড় শাব্দিক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

শাম [আ] *বি* সিরিয়া দেশ। 'হেজাজ তাহামা ইরাক শাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শামদেশী [আ শাম+স দেশীয়] *বিণ* সিরিয়ার অধিবাসী। 'শামদেশী এক রত্ন বণিক।' *আহসান*, ১৯৫০।

শামবাসী [আ শাম+স বাসী] *বি* বর্তমান সিরিয়ার অধিবাসী। 'শামবাসী ওরা সহিতে শেখেনি পরাধীনতার চাপ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শামি কাবাব, শামী কাবাব [আ শাম>+আ কাবাব] *বি* শামদেশীয় কাবাব। 'শামি কাবাবের গন্ধ নাকে এসে লাগলে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫; 'শামী কাবাব দিয়ে স্যান্ডউইচ বানাতে পার না।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

শামকল *বি* পতঙ্গবিশেষ। 'মৌমাছি শামকল মৌচুষকি জোনাকির কথা মনেও পড়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শামখোল *বি* একপ্রকার পাখি। 'তাদের ডালে অসংখ্য শামখোল আর কাস্তেচোরা পাখি।' *হাসান*, ১৯৬০।

শামচাঁদ *বি* চাবুকবিশেষ, ব্রিটিশ শাসনামলে নীলচাষিদের ওপর দৈহিক অত্যাচারের জন্যে যা ব্যবহার করা হতো। 'নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে দাদান, গাদন ও শামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শামন [স শ্রমণ] *বি* বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ। 'এই শামনের সংসর্গ নিমিত্ত আমাদিগের এই দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শামলা[1] [আ শমলাহ] *বি* উকিলের পোশাকবিশেষ; শালের পাগড়ি। 'মপোস্বাল হতে শামলা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য্য জানয়ার এসেচে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'যে-সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শামলা[2] [স শ্যামলা] *বিণ* শ্যামবর্ণবিশিষ্ট। 'চণ্ডীচরণ শামলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শামলানো [সামলানো] *ক্রি* রক্ষা করা। 'কিস্তির দাওয়া শামলাইতে ভারি সুদ দিয়া কর্জ্জ করিতে হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

শামলী *বি* (কল্পিত) নদীবিশেষ। 'শামলী নদীর ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

শামা [আ] *বি* লোহার শিকল। 'সাপকে হাতের লাঠি করে তাতে শামা পরিয়ে সে কৃতার্থ হল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

শামাদান [ফা] *বি* মোমবাতিদান। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সেজের কাঁচরাশি ও ময়লা শামাদান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শামিয়ানা [ফা] *বি* চাঁদোয়া। 'পড়-পড় আকাশের ঝোলা শামিয়ানা।'

নজরুল, ১৯২৪।

শামিল [আ শামিল] **১** *বিণ* অন্তর্গত। 'ক্রয় করিয়া হরকরার শামিল করিয়া দিয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫। **২** *বিণ* তুল্য। 'তাঁর হৃদয়রক্ত তরল আলতার শামিল।' *প্রমথ*, ১৯১২; 'অনাবশ্যকীয় জিনিসের শামিল।' *এসলাম*, ১৯১৯।

শামেল [আ শামিল] *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'সে সকল ব্যক্তি ভোটারের তালিকায় শামেল হয়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

শামুক [স শম্বুক] *বি* শক্ত খোলওয়ালা ছোটো জলচর প্রাণীবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'নানা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শাম্য [স সাম্য] *বি* সাম্য। 'শাম্য বাক্য ছোট ভাইয়ের নিবারিল ক্রোধ বিভা নাহি হয় তার দুই পায়ে গোদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শায়ক [স] *বি* বাণ। 'সঙ্গে নায়ক কুসুমশায়ক ছোড়ি মন্ত্রির লোল রে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

শায়িত [স] **১** *বিণ* শয্যাগত। *দর্পণ*, ১৮২৯; 'সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত তখন জননী …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* শয়ন করানো হয়েছে এমন। 'সোপান উপরি শায়িত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শায়িত করা *ক্রি* শোয়ানো। 'সোপান উপরি শায়িত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শায়ী [স] *বিণ* শায়িত। 'তিনি ক্ষীরোদশায়ী ভগোবান বট পত্রে ভাসিতে ভাসিতে ফিরেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শায়ের [আ শাইর] *বি* কাব্য। 'আপনা শায়েরে রুবাহের রীতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শায়েস্তা [ফা শায়িসতহ্] **১** *বিণ* জব্দ। 'বেচারি এখন বড্ড শায়েস্তা হয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* শাসন। 'কুলি শায়েস্তায় ওরা ওয়াকিফহাল।' *মুক্তধারা*, ১৯৪৯।

শারঙ্গ [স সারঙ্গ] *বি* (হিন্দু পুরাণ) বিষ্ণু বা কৃষ্ণের ধনুক। 'শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ এড়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শারদ[1] [স] *বিণ* শরৎকালীন। 'শারদ পূর্ণিমা শশী স্থির হয়্যা আছে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শারদচন্দ্র [স] *বি* শরৎকালের চাঁদ। 'শারদ পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বয়ান।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'শারদচন্দ্র, বাসন্থলী, মরালের নৃত্য কোকিলের সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা সবই হইব।' *হাই*, ১৯৫৪।

শারদনিশি [স] *বি* শরৎকালের রাত। 'শারদনিশির স্বচ্ছ তিমিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শারদবেলা [স] *বি* শরতের দিন। 'শরীরে শারদবেলা নত হয়ে নেমে আসে যেনবা আমিই শস্যভূমি।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

শারদলক্ষ্মী [স] *বি* শরৎরূপ লক্ষ্মী। 'এসো গো শারদলক্ষ্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শারদীয় [স] *বিণ* (হিন্দুধর্ম) শরৎকালীন। 'সাম্বৎসরিক রীত্যনুসারে এই শারদীয় মহোৎসব।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

শারদীয়মহোৎসব [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজা। 'কলিকাতা রাজধানীমধ্যে শারদীয়মহোৎসবে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

শারদীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* শরৎকাল সম্বন্ধীয়। 'শারদীয়া প্রতিমার প্রধান পঞ্চ পুত্তলিকার ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শারদোৎসব [স] *বি* শরৎকালীন উৎসব। 'বর্তমান বর্ষীয় শারদোৎসবোপলক্ষে নৃত্য।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

শারদ[2] *বি* বীণাবিশেষ। 'বীণ, শারদ, রবাব, জলতরঙ্গ প্রভৃতি দেশী বিদেশী নূতন পুরাতন নানারকম যন্ত্রে …।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

শারাব [আ] *বি* শরাব; মদ। 'নিজের খুনকেই শারাবের মতো করে পান করেছি।' *নজরুল*, ১৯২৪। *দ্র* **শরাব**

শারাব-জাম [আ শারাব+ফা জাম] *বি* সুরার পাত্র। 'শয়তান আজ ভেশতে বিলায় শারাব-জাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শারাবান তহুরা [আ] *বি* উৎকৃষ্ট মদ। 'শারাবান তহুরা ভরা পেয়ালা হাতে আমার স্বামী হৃদয়-সর্বস্ব দাঁড়িয়ে রয়েছেন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শারিবন্দি [স সারি] *বিণ* সারিবদ্ধ। 'আপন২ মহলহইতে শারিবন্দি হইয়া …।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শারী [স] *বি* শালিক; শুকপাখি। 'পেঁচার মেলেতে শারী না শোভে তাহারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

শারিকা [স] **১** *বি* শুকপাখি। 'চন্দ্রাবতীর নিকটেও মদনমঞ্জরী নামে এক শারিকা থাকিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি স্ত্রী* শালিক। 'তাহাতে শুক, শারিকা, হরিয়াল, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি সুকণ্ঠ পক্ষী … রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শারীশুক [স শারীশুক] *বি* শুক ও শারী; জোড়া শালিক। 'শারীশুক কোকিল রবএ সুললিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শারীর [স] *বিণ* শরীর সম্পর্কীয়। 'শারীর যন্ত্রণা তার না থাকে কখন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শারীরতত্ত্ব [স] *বি* শরীর সম্পর্কিত বিদ্যা। 'শারীরতত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশবিশেষই আত্মা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শারীরতত্ত্ববিদ [স] *বি* শারীরিক বিদ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'শারীরতত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া ভেক ও কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খেলা করেন।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

শারীরবিদ্যা [স] *বি* শরীরের অঙ্গ-সংস্থান ও ক্রিয়া সম্পর্কিত বিদ্যা। 'নাপিতকে শারীরবিদ্যা শিখাইতে লাগিল।' *জসীম*, ১৯৬০।

শারীরবিধানবিদ্যা [স] *বি* শরীরসম্পর্কীয় বিদ্যা। 'শারীরবিধানবিদ্যা বিশারদ অতিপ্রধান চিকিৎসক কুম সাহেব …।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শারীরসংস্থান [স] *বি* দৈহিক গঠন। 'তাহারা কী শারীরসংস্থানে কী বুদ্ধিবৃত্তিতে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শারীরস্থান [স] *বি* দৈহিক গঠন। 'শারীরস্থান ও শারীরিক নিয়ম যথা নিয়মে শিক্ষা না করিলেই বা কি প্রকারে শারীরিক প্রকৃতি জানা যাইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শারীর-স্থান-বিদ্যা [স] *বি* দেহের বিভিন্ন অংশের গঠন ও সংস্থান সম্পর্কিত বিদ্যা। 'সুশ্রুতের শারীর-স্থান-বিদ্যার মত সম্পূর্ণ ধ্যানলব্ধ সামগ্রী।' *সবুজ*, ১৯১৭।

শারীরাদিক [স] *বিণ* শরীর ইত্যাদি সম্বন্ধীয়। 'কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শারীরিক [স] *বিণ* দৈহিক; শরীরের। 'ইতিমধ্যে শারীরিক পীড়া হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

শারীরিক অভিভূতি [স] *বি* শারীরিক ভাবাবেশ। 'তাহা শরীর-মনের সুশোভন সংযমন নহে, তাহার অনেকটা কেবল শারীরিক অভিভূতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

শারীরিক আক্ষেপ [স] *বি* যৌন আকাঙ্ক্ষা। 'ভামিনী যখন শারীরিক আক্ষেপে জরজর।' *হাসান*, ১৯৬০।

শারীরিকতা [স] *বি* শরীর সম্পর্কীয় বিষয়। 'মুখের নিটোল রূপের যা শারীরিকতা মাত্র তাও মানুষকে স্থির থাকতে দেয় না।' *জীবন*, ১৯৩১।

শারীরিক বিদ্যা [স] *বি* শরীরবিষয়ক বিদ্যা। 'সম্যকরূপে ইহার সমাধান জন্য শারীরিক বিদ্যা, ... ভূতত্ত্ব প্রভৃতি স্বদেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শারীরিক শাসন [স] *বি* প্রহারের মাধ্যমে শাসন। 'মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্রুটি করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শার্ট [ই] *বি* জামা। 'পেটিকোট, ব্লাউস, শার্ট ইত্যাদি ভাল মত ছাঁটিতে কাটিতে পার?' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

শার্টিঙ [ই] *বি* শাটিন। 'খাকী শার্টিঙ দিয়ে বানানো।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শার্দুল, শার্দ্দুল [স] *বি* বাঘ। 'কেশরী শার্দুল গণ্ডা তুরঙ্গ বারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সিংহ শার্দ্দুল তথা গন্ধর্ব্ব কিন্নর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শার্দুল [স শার্দূল] *বি* বাঘ। 'শার্দুল চিত ভীত না মানই কবি বিদ্যাপতি ভানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

শার্দুলবিক্রীড়িত [স] *বি* সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। 'শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শার্সি, শার্সি, শার্সী [ই sash] *বি* জানালার কাচের কপাট বা পাল্লা। 'গবাক্ষের শার্সি খুলিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩; 'মেয়েরা যেতে যেতে দোকানের শার্সীতে ... হ্যাটটা আধ ইঞ্চি এদিক ওদিক করে নিচ্ছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'সমস্ত অস্পষ্ট মুখ জাগবে কি মনের শার্সিতে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শাল[1] [স শল্য] ১ *বি* ব্যথা; তীব্র বেদনা। 'ভিড়ি আলিঙ্গন দির্তে না পাইলোঁ এ শাল থাকিল বুকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শূলদণ্ড। 'শাল দেখি সেই চোর খল খল হাসে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* শেল। 'তিন তিহরী মধ্যে কামানের শাল।' *সুলতান*, ১৭০০।

শাল[2] [স] *বি* শাল গাছ। 'পাতা লতা শাল তাল সভার নিস্তার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শালকাঁটা [স শালকাষ্ঠ] *বি* শাল গাছের কাঠ। 'শালকাঁটা সহিত সুন্দরী জলে ভাসে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শালকাট [স শালকাষ্ঠ] *বিণ* শাল কাঠের মতো শক্ত। 'পেটের ভেতর শুকিয়ে আমার শালকাট হয়ে গেছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শালকাঠ [স শালকাষ্ঠ] *বি* শাল গাছের কাঠ। 'শালকাঠের কড়িবরগা ও সেগুনকাঠের জানলা-দরজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শালগাছ *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'ধ্যানকে নিবিষ্ট করব ওই নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শালতরু [স] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দর গঠন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শালপত্রপুট [স] *বি* শালগাছের পাতায় তৈরি পাত্র। 'শালপত্রপুটে কেবল হরীতকী আমলকী সংগ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শালপাত [স শালপত্র] *বি* শাল গাছের পাতা। 'এক পয়সার শালপাত কিনিয়া রাখিলে ... খাওয়া চলিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

শালপাতা [স শালপত্র] *বি* শাল গাছের পাতা। 'ঠোঙা আর শালপাতাতে চাট দেবে হাতে হাতে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

শালপ্রাংশু [স] *বিণ* শালগাছের মতো দীর্ঘকায় ও সুগঠিত। 'শালপ্রাংশু বলিষ্ঠকায় পুলিশের তর্জনী-সংকেতে শতশত বাষ্পীয় যান থেমেছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শালবন [স] *বি* শাল বৃক্ষের বন। 'এইরূপ আদেশ করিয়া জগৎসিংহ একাকী শালবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'এই মাঠের পারে শালবনের নূতন কচি পাতার মধ্য দিয়া বসন্তের হাওয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শাল-বন-মধ্যে *ক্রিবিণ* শালবনের ভেতরে। 'এক নিবিড় শাল-বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

শালবনা *বি* শালবন। 'পাহাড়তলীর শালবনায় বিষের মতো নীল ঘনায়!' *নজরুল*, ১৯২৫।

শাল-বীথিকা [স] *বি* শাল গাছের সারি। 'শাল-বীথিকায় ছায়া গেঁথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শালভঞ্জি [স শাল>] *বি* কাঠের তৈরি পুতুল। 'শালভঞ্জি কাহার নির্মিতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শালভঞ্জিকা [স] *বি স্ত্রী* শাল কাঠের তৈরি দারুশিল্প। 'মূর্তিশিল্প নিশ্চয়ই খুব বেশি দূর এগোয়নি তখন আজকের আফ্রিকানদের শালভঞ্জিকার চেয়ে।' *অবন*, ১৯২৫।

শালশাখী *বিণ* শাল গাছের মতো। 'দীর্ঘ জেন শালশাখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শাল[3] [স শালা] *বি* ঘর। 'রন্ধনের শালে তুমি হবে অধিকারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শাল[4] [স শকুল] *বি* শোল মাছ। 'পাড়ে মৎস্য পড়িল চিতল শাল রুই।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শাল[5] [ফা] *বি* পশমি চাদর। 'শাল ২ দুই।' *মেয়র্স*, ১৭৬২; 'দুইশত টাকা আর এক জোড়া শাল মর্য্যাদা আর যে হয়।' *কেরি*, ১৮০২।

শালওয়ালা *বি* শাল চাদর বিক্রেতা। 'শালওয়ালা ও কাপড়ওয়ালা প্রভৃতি আরবাজারের লোক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শালপেড়ে [স শাল>] *বিণ* শালের অনুরূপ পাড়বিশিষ্ট। 'শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লালপেড়ে তাবিজপেড়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শালবস্ত্র [আ শাল+স বস্ত্র] *বি* পশমি চাদরবিশেষ। 'তিব্বত দেশে বিস্তর ছাগলোম পাওয়া যায় তাহাতে শালবস্ত্র হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শাল[6] [ফা সাল] *বি* সাল। '১৮১৪ শালে যখন কোম্পানির সহিত মহাসভা নূতন নির্ধারণ করিল।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

শালগম [আ শলগম] *বি* সবজি হিশেবে ব্যবহৃত মুলার মতো কন্দবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'আলু, পলাণ্ডু, ওল, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শালগ্রাম [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পূজিত গণ্ডকী নদীজাত শিলা। 'শিবলিঙ্গ বিগ্রহ শালগ্রাম সকলি সংস্থান করিয়াছেন।' *কেরি*, ১৮০২।

শালগেরাম [স শালগ্রাম] *বি* শালগ্রাম। 'গঙ্গাজল ছুঁয়ে শালগেরামের সামনে দিব্বি কত্তে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শালগেরামি [স শালগ্রাম] *বি* শালগ্রাম শিলা। 'লালন কয় বৈষ্ণবী রতন/ হেঁসেলঘরের শালগেরামি।' *লালন*, ১৮৯০।

শালগ্রামশিলা [স] *বি* শালগ্রাম পাথর। 'মন্দির প্রস্তুত করাইয়া শালগ্রামশিলা স্থাপন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শালগ্রাম শিলা-জল [স] *বি* হিন্দুমতে শিলাময় বিষ্ণুমূর্তির চরণামৃত। 'শালগ্রাম শিলা-জল পিল ধনপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শালগ্রাম শীল [স শালগ্রামশিলা] *বি* (হিন্দুধর্ম) বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পূজিত গণ্ডকী নদী জাত শিলা। 'ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রাম শীলে ও আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শালতি[1] [স শাল+তরি>] *বি* নৌকাবিশেষ। 'কোন এক ব্যক্তি প্রথমে ডোঙ্গা বা শালতি নির্ম্মাণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শালতি[2] *বিণ* শাল কাঠের। 'এক জোড়া শালতি কাঠের থাম।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শালা[1] [স শ্যালক>] ১ *বি* স্ত্রীর ছোটো ভাই। 'শালা তোর দুবরাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* গালিবিশেষ। 'কোন শালা আপন নাম লিখিতে জানে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* ব্যক্তি। 'এই শালা সন্ন্যাসী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৪ *বি* ঠাট্টা-রসিকতার সম্পর্ক এমন লোককে সম্বোধন। 'কী রে শালা!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শালাজ [স শ্যালক>] *বি* শালার স্ত্রী। 'শালী শালাজেই তামাসা করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শালামালা [স শ্যালক>] *বি* গালিবিশেষ। 'লণ্ডে ভণ্ডে দেয় গালি বলে শালামালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শালাশালি [স শ্যালক-শ্যালিকা] *বি* স্ত্রীর ছোটো ভাই ও বোন। 'সেতো দিল আর দাস দাসী শালাশালি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শালী [স শ্যালিকা] *বি* শ্যালিকা। 'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শালো *বি* গালিবিশেষ। 'তা তু শালো এলি ক্যানেরে তোর বাপের কি!' *হাসান*, ১৯৬৭।

শালা[2] *বি* ঘর; আলয়। 'ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথি-শালা প্রতিষ্ঠা করুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

শালি, শালী [স] *বি* আমন ধানের প্রকারবিশেষ। **শালি-অন্ন** [স] *বি* শালি ধানের ভাত। 'শালি-অন্ন মধু খণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'শালী জমি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

শালিধান *বি* একপ্রকার ধান। 'বাংলার শালিধান – আঙিনায় ইহাদের করেছে বরণ।' *জীবন*, ১৯৩২।

শালি ভূমি [স] *বি* শালিধান জন্মে এমন জমি। 'শালি ভূমি এক বিঘার রাজস্ব এক তঙ্কা ছিল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

শাল্যন্ন [স] *বি* শালিধানের ভাত। 'পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শালিআনা [ফা সাল>] *বিণ* বার্ষিক। 'মাসিক ও বার্ষিক চান্দায় প্রায় ৫৮৭৬ টাকা শালিআনা উৎপন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

শালিক, শালিখ [স সারিকা] *বি* পাখিবিশেষ। 'শালিক লইল শুয়া পোষানিয়া পাখী ময়না দোয়েল বাজ ভাল ভাল দেখি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু শালিখ লাখে লাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শালিকা [স শালা>] *বি* আধার। 'ভারত রচিল যুগলকবিতা কবিতারসের শালিকা।' *ভারত*, ১৭৬০।

-শালিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* অধিকারী। 'ঐ রানী অশেষ ধনশালিনী।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বিণ স্ত্রী* যুক্ত। 'নৃত্য গীত হাব ভাব শালিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

শালিশ, শালিস [আ সালিস] *বি* মধ্যস্থতাকারী। 'শালিশ হইয়া চারি মাসেও একবার বৈঠক করেন না।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'জয় পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

শালিশী হুকুম [আ সালিস+আ হুকম] *বি* বিচারের আদেশনামা। 'অদালত হইতে শালিশী হুকুম দিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শালিসী *বি* বোঝাপড়া। 'মনের মোকর্দ্দমার শালিসী নিষ্পত্তি হইয়া মিটমাট হইয়া গিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শালী[1] *দ্র* **শালা**

শালী[2] *বি* পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার একটি নদী। 'দক্ষিণে শালী নদী কুলুকুলু বয়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শালীনতা [স] ১ *বি* ভদ্রতা। 'কাটিতে কাটিতে শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* লজ্জাশীলতা। 'তোমার বুক ভরে থাকে যেন পূত শালীনতা!' *নজরুল*, ১৯২২।

শালীনতাবোধ [স] *বিণ* ভদ্রতাজ্ঞান। 'এ সব রচনায় তাঁর সাহিত্য-রুচি, শালীনতাবোধ, বৈদগ্ধ্য, শিল্পনৈপুণ্য, বর্ণভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

শালু *বি* লাল কাপড়বিশেষ। 'খালি গা, বুকে সরু শালুর ফেটি।' *অবন*, ১৯৪১।

শালুক [স] *বি* শাপলা। 'আশ্রয়ি পুখুর-আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শালুক-নাড়া *বি* শাপলার নরম ডাঁটা। 'আশ্রয়ি পুখুর-আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শালে *বি* সুইজারল্যান্ডের পার্বত্য এলাকায় নির্মিত কুটিরবিশেষ। 'শালে (Chalet) হচ্ছে এক ধরনের বাড়ি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শালো *দ্র* **শালা**

শাল্মলী [স] *বি* শিমুল গাছ। 'এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে।' *রামরাম*, ১৮০২; 'কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শাল্মলিফুল [স] *বি* শিমুলফুল। 'শাল্মলিফুলের সৌরভ অতি মনোহর।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

শাশ [স শ্বশ্রূ>] *বি* শাশুড়ি। **শাশবিবি** *বি* মাননীয়া শাশুড়ি। 'শাশবিবি কন, আহা আসে নাই কত দিন হল মেজলা জামাই।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শাশুড়ি, শাশুড়ী, সাশুড়ি, সাশুড়ী, সাষুড়ি, সাসুড়ি, সাসুড়ী [স শ্বশ্রূ>] *বি* স্বামীর মাতা। 'সামী মোর দুরুবার সাশুড়ী সত্তর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আস্কী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সাষুড়ি ননদি জত পরিবার গনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সসুর সাসুড়ি স্মামি সভে নিসেদিল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'শাশুড়ী ননদী মোর ঘরে দুরুবারে।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'সশুর সাশুড়ি মৈল দেওর ভাসুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। 'শাশুড়ি।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শাশুড়িত্ব [শাশুড়ি+স ত্ব] *বি* শাশুড়ির ক্ষমতা; শাশুড়িগিরি। 'শাশুড়িত্ব খাটানোর জন্যই একবার বলিয়াছিলেন।' *মানিক*, ১৯৪০।

শাশুড়ীগিরি [শাশুড়ি+ফা গিরি] *বি* শাশুড়ির কাজ। 'তোমার শাশুড়ীগিরিতে বহাল হইতে পারি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শাশ্বত [স] *বিণ* চিরন্তন। 'এ স্বর্গ শাশ্বত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শাশ্বতবাণী [স] *বি* চিরন্তন বাণী। 'সৃষ্টির শাশ্বতবাণী – "ভালোবাসি"।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শাশ্বতী [স] *বি স্ত্রী* অবিনশ্বরতা। 'রোদের সূচ্যগ্রে বিদ্ধ হলো শাশ্বতীর আকাঙ্ক্ষায়।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

শাস [স শ্বাস] *বি* নিশ্বাস। 'মনতোষ ভৈল কাহাঞিঁ ছাড়ে ঘন শাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শাসক [স] *বি* শাসন করে যে। **শাসকচক্র** [স] *বি* শাসকশ্রেণী। 'তদানীন্তন শাসকচক্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জনগণের ভাষার দাবী মেনে নেয়নি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

শাসকপীড়িত [স] *বিণ* শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত। 'শাসকপীড়িত হিন্দুস্থানের মজলুম ভাই আর বোনের মুখ…।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শাসন [স] **১** *বি* ভূমিদান পট্ট। 'ক্ষীটা হই গবগুণ শাসন পড়া।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০। **২** *বি* উপদেশ। 'গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* পরিচালনাধীন অঞ্চল। 'বামে বিপ্র-শাসন নারিকেল-বন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* রাজ্য পরিচালনা। 'শাসন সুন্দররূপ করিতে পারে নাহি।' *কেরি*, ১৮০২। **৫** *বি* ভয় দেখানো। 'প্রজারদিগকে এমত শাসন করিয়া দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৬** *বি* কর্তৃত্ব; তত্ত্বাবধান। 'মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকাপাঠশালা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৭** *বি* দমন। 'ভূপতিগণ আপন আপন রাজ্যের কুচরিত্র শাসন করিয়া আসিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **৮** *বি* নির্দেশ; আজ্ঞা। 'রাজার শাসন ব্যতীত কি প্রকারে ইহার দমন হইতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৯** *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'ধর্ম্মের শাসন পরিত্যাগ পুরঃসর ধনলুব্ধ হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি ও উৎকোচ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **১০** *বি* সংযম। 'মনোবৃত্তি সমুদায়ের যথোচিত বর্দ্ধন ও শাসন করা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **১১** *বিণ* দমিত। 'বেটা এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। **১২** *বি* পীড়ন; জ্বালা। 'মদনের দারুণ শাসন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **১৩** *বি* (বাউল) কুম্ভক সাধনার মাধ্যমে শুক্র নিয়ন্ত্রণ। 'শাসন করে তিনটি ধারা পেল রতন।' *লালন*, ১৮৯০। **১৪** *বি* বড়োদের বকুনি। 'কোনো বন্ধন নেই, শাসন নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **১৫** *বি* নিষেধ; বাধা। 'লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবন্ধ ভাষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শাসন করা *ক্রি* উপদেশ দেওয়া। 'এইরূপ ধাররাজ শাসন করিয়া বিক্রমাদিত্য … পাঠশালাতে বিদায় করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শাসনকর্তা, শাসনকর্ত্তা [স] **১** *বি* শাসন করে যে; শাসক। 'তুমি যাবৎ যমরূপে শাসনকর্ত্তা থাকিবে তাবৎ বাঁচিব।' *রামমোহন*, ১৮১৭; 'কলোনিগুলির সামান্য শাসনকর্তারা …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* অভিভাবক। 'বালকেরা যখন তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে অহরহ দুষ্কর্ম্ম পঙ্কে পতিত হইতে দেখে …।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

শাসনকর্তৃ, শাসনকর্ত্তৃ [স] *বি* শাসক। 'স্বদেশের মঙ্গলার্থে শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শাসনকর্তৃপক্ষ, শাসনকর্ত্তৃপক্ষ [স] *বি* শাসকশ্রেণী। 'শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের অলৌকিক রাজনীতিদক্ষতার গুণে অপনীত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শাসনকর্ত্রী [স] *বি স্ত্রী* শাসন করে যে। 'বিশ্রামের সময় শাসনকর্ত্রী স্ত্রীর কাছে তোমার সেই বিচার হইল।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

শাসনকার্য, শাসনকার্য্য [স] *বি* শাসন সম্পর্কিত কাজ। 'প্রদেশের রাজশাসনকার্য সর্বতন্ত্র প্রণালীতে সম্পাদিত হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'শাসনকার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা আজ গোড়ার দিকে দেওয়া হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

শাসনকাল [স] *বি* শাসন-আমল। 'মহারাণীর শাসনকাল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শাসনক্ষমতা [স] *বি* রাষ্ট্র পরিচালনা। 'শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ গণতন্ত্রের প্রতি তেমন আগ্রহ প্রদর্শন করছেন না।' *বেগম*, ১৯৫৫।

শাসন-ছায়া [স] *বি* শাসনরূপ ছায়া। 'আমার শাসন-ছায়ায় হয়ে পুষ্ট/ রাঘব বোয়াল বলিস আমায় দুষ্ট?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শাসন জমা [স শাসন+আ জমা] *বি* জমিদারিতে কোনো কাজ বাবদ প্রদত্ত কর। 'জমিদারিতে কোন কাজে আসিয়াছেন, শাসন জমা দিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

শাসনজাল [স] *বি* শাসনরূপ জাল। 'স্বকীয় শাসনজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শাসনতন্ত্র [স] *বি* প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আইন। 'শাসনতন্ত্র-চালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে …।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শাসনতন্ত্রচালক [স] *বি* প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। 'কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শাসনতন্ত্রবিহীন [স] *বিণ* সংবিধানহীন। 'দেশকে শাসনতন্ত্রবিহীন করিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

শাসনতান্ত্রিক [স] **১** *বিণ* সাংবিধানিক। 'এমেরীর এ-প্রস্তাবে ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর হওয়ার তেমন কোন আশা আছে বলিয়া মনে হয় না।' *আজাদ*, ১৯৪১। **২** *বিণ* শাসনপদ্ধতি সম্পর্কিত। 'তথাকার শাসনতান্ত্রিক কাঠামো।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

শাসনদুর্গ [স] *বি* শাসনে বেষ্টিত দুর্গ। 'মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

শাসনধারা [স] *বি* শাসনপদ্ধতি। 'একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

শাসনপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* শাসনের প্রতি একনিষ্ঠ। 'নিষ্ঠুর কঠোর শাসনপরায়ণা দলনেত্রী।' *তারা*, ১৯৪২।

শাসনপাশ [স] *বি* শাসনের বন্ধন। 'তারই শাসনপাশ গলায় বেঁধে বেড়াতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শাসনপ্রণালী [স] **১** *বি* পরিচালনার নিয়ম। 'বিশ্বরাজ্যের শাসনপ্রণালীর তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করা, নিতান্ত আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* নিয়ন্ত্রণ-কৌশল। 'ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শাসনপ্রথা [স] *বি* শাসন পদ্ধতি। 'এছলামে যেরূপ শাসনপ্রথা ছিল।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

শাসন বারণ [স] *বি* বিধি-নিষেধ। 'নাহি মানি শাসন বারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শাসনবিরোধী [স] *বিণ* শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। 'এই আন্দোলন ইংরেজ শাসনবিরোধী রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে।' *আনিস*, ১৯৬৪।

শাসনভঙ্গী [স] *বি* শাসন করার ধরন। 'থমথমে মুখ যেন শাসনভঙ্গীর আদল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শাসনভার [স] *বি* শাসনের অধিকার। 'দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ। সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে।' *নজরুল*, ১৯২২।

শাসনভীতা [স] *বিণ স্ত্রী* শাস্তির ভয়ে শঙ্কিত। 'তারা কেবল এইটুকুমাত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শাসনযন্ত্র [স] **১** *বি* রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী। 'য়ুরোপীয়দিগের শাসনযন্ত্র কোথাও চলিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* পরিচালন প্রক্রিয়া। 'সরকারী শাসনযন্ত্রের সাহায্য ও সহযোগিতা।' *বেগম*, ১৯৫৮।

শাসনরজ্জু [স] *বি* শাসনরূপ রশি তথা পরিচালনার দায়িত্ব। 'যদি ইংরেজরাজ ভারতের শাসনরজ্জু স্বহস্তে গ্রহণ না করিতেন।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

শাসনশক্তি [স] *বি* রাজ্য শাসনের ক্ষমতা। 'তন্ত্রশাসন – সেখানে শাসনশক্তি ঠেলে দেখা দেয় জিনিসটির সৌন্দর্য।' *অবন*, ১৯২৫।

শাসন-শোষণ [স] *বি* দমন ও পীড়ন। 'বিদেশী শাসন-শোষণের পরিবর্তে স্বদেশী শাসন শোষণের প্রতিষ্ঠায় আর সত্যকার স্বাধীনতায় আকাশ পাতাল প্রভেদ।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

শাসনসন্ধি [স] *বি* শাসন-কৌশল। 'যেখানে তাহার শাসনসন্ধি শিথিল হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শাসন-সীমা [স] **১** *বি* পারিবারিক শাসনের গণ্ডি। 'কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **২** *বি* শাসনের পরিধি। 'স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তারা শাসনসীমা অতিক্রম করে যায়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শাসনসূত্র [স] *বি* শাসনের উদ্দেশ্য। 'ব্যাপারটি ঘটে ইংরেজশাসনকালে শাসনসূত্রে আগত উদ্দীপকসমূহের সহায়তায়।' *শিব*, ১৯৫৬।

শাসনাধিকার [স] *বি* দেশ পরিচালনার অধিকার। 'ভারতবাসীকে সব রকম শাসনাধিকার থেকে এমন লজ্জাকরভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শাসনাধিকারি [স শাসনাধিকারী] *বি* শাসক। 'শাসনাধিকারিরা এতদ্দেশীয়দিগের শিক্ষা করাইবার জন্য মনোযোগী।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

শাসনাধীন [স] *বি* শাসনের অধীন। 'বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'শাসনাধীনে রাখিবার নিমিত্ত।' *কোহিনুর*, ১৯০৬।

শাসয়িতা [স] *বি* শাসনকর্তা; শাসক। 'শাসয়িতা এবং শাসিত, শোষয়িতা এবং শুষ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শাসা [স শাস্>] *ক্রি* ভয় দেখানো। *মানোএল*, ১৭৪৩। **শাসিআ** *ক্রি* শাসন ক'রে। 'শশগর পৃথিবী শাসিআ দিবা তোকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **শাসিবে** *ক্রি* শাসন করবে। 'সার্ব্বভৌম পৃথিবী শাসিবে একেশ্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **শাসিল** *ক্রি* শাসন করলো। 'নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **শাসে** *ক্রি* শাসন করে। 'ভীষ্মের প্রভাবে রাজা শাসে বসুমতী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শাসানি [স শাসন>] **১** *বিণ* ভীতি প্রদর্শনকারী। 'ডাকাতির শাসানি-চিঠি হেসে উড়িয়ে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। **২** *বি* হুমকি। 'সব শাসানি ঠেলিয়া এই প্রশ্নটা তার প্রাণে পুনঃপুনঃ উকি মারিতে থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শাসানো [স শাস্>] **১** *ক্রি* ভয় দেখানো। 'মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসান।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *ক্রি* হুমকি দেওয়া। 'ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শাসি [ই sash] *বি* একাধিক কাঁচের পাল্লাবিশিষ্ট জানালাবিশেষ। 'রুধিয়া জানালা শাসি বসি একবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শাসিত [স] **১** *বিণ* শাসন করা হয়েছে এমন। 'জমিদারি যে করিয়াছেন তাহা শাসিত কি প্রকার।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বিণ* নিয়ন্ত্রিত। 'শাস্তৃ-শাসিত সম্বন্ধের বিষময় চরম ফল মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বি* শাসন। 'দাদা আমায় শাসিত কর্ব্বেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৪** *বিণ* নিয়ন্ত্রিত। 'ভাবাবেগ শাসিত বাংলা দেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর জনপ্রিয়তার ইহাও একটি কারণ বটে।' *হাই*, ১৯৫৪।

শাসিৎ [স শাসিত] *বি* শাসন। 'তুমি যদি ঘরের ছেলে শাসিৎ করে রাখতে পার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শাসিতজন [স] *বি* শাসিত ব্যক্তি। 'উপনিবেশতন্ত্রে শাসিতজনের বিকাশসম্ভাবনা যে অতি অল্প একথা সাধারণস্বীকৃত।' *শিব*, ১৯৫৬।

শাসিতব্য [স] *বি* শাসনের আয়ত্তাধীন ব্যক্তি। 'শাসিতব্যের উপরে অবিহিত প্রয়োগ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শাস্তর [স শাস্ত্র] *বি* শাস্ত্র। 'যে খোদার শাস্তর পালে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শাস্তর কথা [স শাস্ত্রকথা] *বি* নীতি কথা। 'চাইনে ও-সব শাস্তর কথা, সময় বহে যায় যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শাস্তরসম্মত [স শাস্ত্রসম্মত] *বিণ* শাস্ত্রসম্মত। 'বৈজ্ঞানিক শাস্তরসম্মত অনেক কিছুই জানত না।' *হোসেন*, ১৯৪০।

শাস্তা [স] *বি* শাসনকর্তা। 'সে সব লোকের যথা ভাগবতে প্রেম/ তাতে যে অন্যের গর্ব তার শাস্তা যম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শাস্তি [স] *বি* সাজা। 'তুমি নহে শাস্তির ভাজন।' *বিজয়* ১৬৫০।

শাস্তি দেওন *বি* শাস্তি দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শাস্তিবিধান [স] *বি* দণ্ডদান। 'ইহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান কর।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

শাস্তিভোগ [স] *বি* সাজাভোগ। 'তোমায় ... শাস্তিভোগ করিতে হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

শাস্তিমূলক [স] *বিণ* দণ্ডনীয়। 'সে সব ক্ষেত্রে সরকারের কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।' *বেগম*, ১৯৬৯।

শাস্তৃ [স] *বি* শাসক। 'শাস্তৃ-শাসিত সম্বন্ধের বিষময় চরম ফল মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শাস্তোর [স শাস্ত্র] *বি* শাস্ত্র। 'ধর্ম্মো কার্য করিতে শাস্তোর দিয়াছেন তাহান ক্রেপাএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শাস্ত্র [স] **১** *বি* ধর্মগ্রন্থ। 'নারীর সম্ভোগে রাধা জদি পাপ হএ শ্রীসংযুক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* বিদ্যা। 'গণিত শাস্ত্রের মধ্যে সহজ বিদ্যা প্রকরণে উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৩** *বি* ধর্মীয় বিধান। 'শাস্ত্রও এক সময়ের লোকাচার।'

রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শাস্ত্রকর্তা, শাস্ত্রকর্ত্তা [স] *বি* শাস্ত্রের প্রণেতা। 'তোমা সভার শাস্ত্রকর্ত্তা সেহো ভ্রান্ত হৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাস্ত্রকলাপ [স] *বি* শাস্ত্রসমূহ। 'যাবতীয় শাস্ত্রকলাপ যথাবিধি শিক্ষা করাইলাম।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শাস্ত্রকানা [স শাস্ত্র+স কাণ] *বিণ* শাস্ত্র জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ। 'বেদ-বিধির পর শাস্ত্র কানা আর এক কানা মন আমার।' *লালন*, ১৮৯০।

শাস্ত্রকার [স] *বি* শাস্ত্র রচয়িতা। 'শাস্ত্রকারেরা আততায়ীর বধে ও বিদ্রোহচরণে দোষাভাব লিখিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শাস্ত্রকারক [স] *বি* শাস্ত্র রচয়িতা। 'ইহাই শাস্ত্রকারকেরা লেখেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

শাস্ত্রকোবিদ [স] *বি* শাস্ত্রজ্ঞ; শাস্ত্রবিদ। 'অনারব্ধ কার্য্যের পরীক্ষার্থ ধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রকোবিদ ... নিযুক্ত করিয়া থাকেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শাস্ত্রগড়া *বিণ* শাস্ত্রের তৈরি; শাস্ত্রে রয়েছে এমন। 'এইরকম যত দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শাস্ত্রগত [স] *বিণ* শাস্ত্রসম্মত। 'শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শাস্ত্রচর্চা [স] *বি* ধর্মগ্রন্থ পঠন-পাঠন, আলোচনা ইত্যাদি। 'শাস্ত্রচর্চা এবং ছোটোখাটো নানা বিষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শাস্ত্রজ্ঞ [স] *বিণ* শাস্ত্র জানেন এমন। 'শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া তুমি কর অভিমানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাস্ত্রজ্ঞানহীন [স] *বিণ* ধর্মীয় জ্ঞান নেই এমন। 'ভগবান যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদেরও বন্ধু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা [স] *বিণ* শাস্ত্রতত্ত্বে অভিজ্ঞ। 'শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শাস্ত্রদর্শী [স] *বিণ* শাস্ত্র জানে এমন। 'তৎকালে বৃত্ততত্ত্বজ্ঞ এবং বার্ত্তা শাস্ত্রদর্শী বণিক সভায় উপস্থিত থাকিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শাস্ত্রদৃষ্টি [স] *বি* শাস্ত্রীয় জ্ঞান। 'চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে উদাহরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শাস্ত্রধারি [স শাস্ত্রধারী] *বি* শাস্ত্রের অনুসারী ব্যক্তি। 'উক্ত শাস্ত্রধারিগণ ...।' *সুধাকর*, ১৮৯৩।

শাস্ত্রনিষিদ্ধ [স] *বিণ* শাস্ত্রে নিষেধ আছে এমন। 'বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

শাস্ত্রনীতি [স] *বি* শাস্ত্রীয় বিধান। 'সংসারের শাস্ত্রনীতি নিয়মিত কর্ম্ম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শাস্ত্রনীতিজ্ঞ [স] *বিণ* নীতিশাস্ত্র বিষয়ে বিজ্ঞ। 'শাস্ত্রনীতিজ্ঞ পুরুষবর নন্দী বলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শাস্ত্র-পরমাণ [স শাস্ত্রপ্রমাণ] *বি* শাস্ত্রীয় প্রমাণ। 'দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাস্ত্র-পাঠ [স] *বি* ধর্মগ্রন্থের পাঠ। 'শাস্ত্র-পাঠ মুখে জপে মনে প্রেম রস ভাবে বান্ধিলেন্ত দোঁহা প্রেম ফান্দ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শাস্ত্রপ্রণেতা [স] *বি* শাস্ত্রকার। 'সাহিত্যিক শাস্ত্রপ্রণেতা নন, তিনি মানবতন্ত্রী।' *শিব*, ১৯৫০।

শাস্ত্রপ্রমাণ [স] *বি* শাস্ত্রের প্রমাণ। 'যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী শাস্ত্রপ্রমাণ সকলকে ব্রহ্ম জানিয়াও ...।' *রামমোহন*, ১৮১৬।

শাস্ত্রবচন [স] *বি* ধর্মের কথা। 'সনাতনপ্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শাস্ত্রবাক্য [স] *বি* শাস্ত্রের কথা। 'কোন শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্তরূপে মান্য হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'শুভবুদ্ধিও নহে, শাস্ত্রবাক্যও নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শাস্ত্রবাণী [স] *বি* শাস্ত্রের কথা। 'ওগো কাজী, খামখা নীরস শাস্ত্রবাণী কও কাকে?' *নজরুল*, ১৯৩৯।

শাস্ত্রবাদ [স] *বি* শাস্ত্র সংক্রান্ত বিতর্ক। 'যে সবে শাস্ত্রবাদ করিব মোর সনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

শাস্ত্রবিচার [স] *বি* শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বিচার; ন্যায়নীতি বিবেচনা। 'সেই বাণীই কোনো শাস্ত্রবিচার না করে ... জ্বলে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শাস্ত্রবিদ্যা [স] ১ *বি* শাস্ত্রের বিধান। 'সেনাপতি মহাশয়ের নিকটে শাস্ত্রবিদ্যা আর শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কর্ত্তে দিলেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ২ *বি* ধর্মীয় শিক্ষা। 'অস্ত্রবিদ্যা শাস্ত্রবিদ্যা দিব আমি তোরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শাস্ত্রবিধি [স] *বি* শাস্ত্রের বিধান। 'শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ [স] *বি* শাস্ত্রের পরিপন্থী। 'যাহা পূর্ব্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ ...।' *রামমোহন*, ১৮১৬।

শাস্ত্রবিশারদ [স] *বিণ* শাস্ত্র সম্পর্কে পণ্ডিত। 'সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত হ.হ. উইলসন যাঁহার গ্রন্থ হইতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শাস্ত্রবিহিত [স] *বিণ* শাস্ত্রের অনুমোদিত। 'শাস্ত্রবিহিত দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা দ্বারা তদ্রূপ হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শাস্ত্র-বুড়া *বি* রক্ষণশীল ব্যক্তি। 'ভাতের হাঁড়ি হুঁকোর জলে কোনোরূপে শাস্ত্র-বুড়া/ জাত বাঁচিয়ে লুকিয়ে আছে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

শাস্ত্রবেত্তা [স] *বি* শাস্ত্রকার। 'অতএব এই শাস্ত্রবেত্তা দ্বিজ কেন না পূজ্য হইবেন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শাস্ত্রব্যবসায়ী [স] *বি* শাস্ত্র চর্চা যার জীবিকার উপায়; শাস্ত্রজীবী। 'ইহাঁরদিগের পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রব্যবসায়ী।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

শাস্ত্রভার [স] *বি* ধর্মের বোঝা। 'ফুটন্ত নবজীবনের 'পরে/ চাপায়ে শাস্ত্রভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শাস্ত্রভেদ [স] *বি* ধর্মের মূল বাণী। 'তবে নর বিদ্যাধর পাইব শাস্ত্রভেদ।' *সুলতান*, ১৭০০।

শাস্ত্রমত [স] *বি* শাস্ত্রবিধি; ধর্মসমর্থিত মত। 'সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন/ চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্রমত নিরূপণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাস্ত্রমর্ম, শাস্ত্রমর্ম্ম [স] *বি* শাস্ত্রের তাৎপর্য। 'সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শাস্ত্র-শকুন [স] *বিণ* নিষ্ঠুর শাস্ত্রসর্বস্ব। 'শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর যেতে নারে সেই ছুরি-পরির।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শাস্ত্রশাসন [স] *বি* শাস্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণ। 'শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শাস্ত্রশাসিত [স] *বিণ* শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলে এমন। 'তাঁর

শাস্ত্রশাসিত মন অধর্ম্মযুদ্ধের একান্ত প্রতিকূল।' *প্রমথ*, ১৯২০।

শাস্ত্রসংগত, শাস্ত্রসঙ্গত [স] *বিণ* শাস্ত্র-অনুমোদিত। 'রাজকুমারী সালেহার সহিত শাস্ত্রসঙ্গত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'এ বিবাহ কি শাস্ত্রসংগত হবে?' *প্রমথ*, ১৯৩১।

শাস্ত্রসমুদ্র [স] *বি* শাস্ত্ররূপ সাগর। 'তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে এর শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শাস্ত্রসম্পর্কীয় [স] *বিণ* শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন। 'অন্যান্য শাস্ত্রসম্পর্কীয় পূর্বকালীন পুস্তক সমুদয় যেমন ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শাস্ত্রসম্মত [স] *বিণ* শাস্ত্র-অনুমোদিত। 'শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা দিব।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

শাস্ত্রসিদ্ধ [স] *বিণ* শাস্ত্রসম্মত। 'এরূপ কর্ম্ম হিন্দুদের শাস্ত্রসিদ্ধ নয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

শাস্ত্রাচার [স] *বি* ধর্মগ্রন্থভিত্তিক সংস্কার। 'শাস্ত্রাচারের জটমোচন করতে করতেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শাস্ত্রাচারী [স] *বি* শাস্ত্রের বিধান পালন করে এমন ব্যক্তি। 'শাস্ত্রাচারীর দল এঁদের উপর এত খাপ্পা ছিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শাস্ত্রাধিকার [স] **১** *বি* শাস্ত্রের উপর দক্ষতা। 'বিদ্যার্থীর শাস্ত্রাধিকার বিবেচনা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **২** *বি* যোগ্যতা। 'দিলেন্দ্র-জীবন আলোচনা করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

শাস্ত্রাধ্যয়ন [স] *বি* শাস্ত্র অধ্যয়ন। 'পূর্ব্বতন স্ত্রী সকল অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তৎ শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শাস্ত্রাধ্যয়নগুঞ্জিত [স] *বিণ* ধর্মশাস্ত্র পড়ার শব্দ শোনা যায় এমন। 'শাস্ত্রাধ্যয়নগুঞ্জিত শান্ত পল্লীগৃহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শাস্ত্রানুগ [স] *বিণ* শাস্ত্রের অনুগত। 'তাঁহাদের কোনো প্রকারের শাস্ত্রানুগ হইতে হয় নাই।' *হাই*, ১৯৫৪।

শাস্ত্রানুমোদিত [স] *বিণ* শাস্ত্র সমর্থিত। 'মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত পাঠ্য।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

শাস্ত্রানুসারে [স] *ক্রিবিণ* শাস্ত্র অনুযায়ী। 'শাস্ত্রানুসারে অন্যান্য সমুদয় বিষয়েই মনুষ্যের তুল্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শাস্ত্রাবলম্বী [স] *বিণ* ধর্মের অনুসারী। 'খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রাবলম্বী পণ্ডিতবর্গ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শাস্ত্রাভিজ্ঞ [স] *বিণ* শাস্ত্রজ্ঞানী। 'সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞ এমত এক জন কোথায় দৃষ্টচর।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শাস্ত্রাভ্যাস [স] *বি* জ্ঞানচর্চা; লেখাপড়া। 'যদ্যপি শাস্ত্রাভ্যাস না করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শাস্ত্রালাপ [স] *বি* শাস্ত্রবিষয়ক আলাপ-আলোচনা। 'তাঁহারা সময়ে সময়ে সমাগত হইয়া শাস্ত্রালাপ ... করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শাস্ত্রালোচনা [স] *বি* ধর্মীয় বিষয়াবলির আলোচনা। 'দেশজ ভাষা ত্যাগ করে সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

শাস্ত্রি [স শাস্ত্রী] *বি* শাস্ত্রজ্ঞ। 'আমি সকল শাস্ত্রিদিগকে এইক্ষণে কহিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শাস্ত্রী [স] *বি* শাস্ত্রজ্ঞানী যে। 'ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যথার্থ শাস্ত্রী।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শাস্ত্রীয় [স] *বিণ* শাস্ত্রে বর্ণিত। 'শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কেবল পণ্ডিতেরদের অন্তঃকরণেই গুপ্ত থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮২০।

শাস্ত্রীয়তা [স] *বি* শাস্ত্রীয় বৈধতা। 'তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে এর শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শাস্ত্রীয় ব্রত [স] *বি* শাস্ত্রোক্ত ব্রত। 'কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত।' *অবন*, ১৯১৯।

শাস্ত্রের কীট *বি* সর্বদা শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যাপৃত যে ব্যক্তি। 'শাস্ত্রের কীটটা গুরুকে আহ্বান করে আনবার যোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

শাস্ত্রোক্ত [স] *বিণ* শাস্ত্রে উল্লিখিত। 'শাস্ত্রোক্ত বলিয়া তাহাতেই অভিমত প্রকাশ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শাস্ত্রোপদেশ [স] *বি* শাস্ত্রীয় নির্দেশনা। 'অশেষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শাহজাদা [ফা] *বি* রাজপুত্র। 'এত বলি কান্দিতে লাগিল শাহজাদা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শাহাজাদি, শাহাজাদী [ফা] *বি* রাজকুমারী। 'নিদমহলায় জাগল শাহজাদি।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'শাহাজাদীর এ দীনতা।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'চাহে বোরখা তুলিয়া শাহাজাদি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শাহরিক দ্র শহর

শাহা [ফা শাহ] *বি* সম্রাট। 'যথেক আরবে মিলি/ লই শাহা মর্দ আলি/ গস্ত ফিরাই আনিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

শাহানিধি [ফা শাহ+স নিধি] *বি* মহারাজ। 'ভুবন বিখ্যাত শাহা নিধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শাহাদৎ [আ শহাদৎ] *বিণ* ইসলামি মতে ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুবরণ। 'শাহাদৎ তোমার হইবে সেই খানে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শাহাদাতপ্রাপ্ত [আ শহাদৎ+স প্রাপ্ত] *বিণ* সত্য বা ন্যায়ের জন্য আত্মোৎসর্গকারী। 'শাহাদাতপ্রাপ্ত লাশগুলি ইহাদের অভিভাবকদের দেওয়া হয় নাই।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

শাহানশাহ [ফা] *বি* বাদশাহ। 'কোনো দুনিয়ার কোনো সে শাহানশাহে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শাহনশাহ [ফা] *বি* রাজার রাজা। 'আত্মা নামক শাহনশাহের হেথায় ক্ষণিক আস্তানা।' *নজরুল*, ১৯৪২।

শাহানশাহী [ফা] *বিণ* বাদশাহী। 'তোমরাই ওকে অমন আমিরজাদির মতন শাহানশাহী মেজাজের করে তুলেছ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শাহেনশা [ফা] **১** *বি* সম্রাটের প্রতি সম্বোধন বিশেষ। 'জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন শা –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বি* রাজাধিরাজ। 'শাহেনশা, বাদশা শুভ্র চরণের তলে ... লুটাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শাহানা [ফা শাহানহ] **১** *বিণ* রাজকীয়। 'সখিনা! দেখ, তোমার স্বামীর শাহানা পোষাক দেখ!' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বি* (সঙ্গীত) একটি রাগিণীর নাম। 'সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে শাহানার সুর –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শাহী [ফা] *বিণ* রাজকীয়। 'দুইটা শাহী হুকুমনামা আসিল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

শাহী কারখানা [ফা] *বি* রাজকীয় ব্যাপার। 'পৌছে দেখি শাহী কারখানা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শাহীনামা [ফা] *বি* রাজকীয় আদেশপত্র; রাজবৃত্তান্ত। 'গাজী রহমান প্রভুর আদেশমত শাহীনামা ... লিখিতে আরম্ভ করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শাহেব [আ সাহাব] *বি* সাহেব। *এডমন*, ১৭৯৩। 'সেই সুধীর সুভব্য শাহেব সহ সাক্ষাৎ সংকথনাদি হইতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮। শাহেবজাদা [আ সাহিব+ফা জাদা] *বি* সাহেবজাদা; ইংরেজ-পুত্র। 'কুঠেল সব শাহেবজাদা, ধপধপে বাইরে শাদা ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শিঅর [স শিখর] *বি* শিয়র। 'শিঅরে হারায়িআঁ বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিআল [স শৃগাল] *বি* শিয়াল। 'বাঞঁর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিআলী [স শৃগালী] *বি* শিয়াল। 'তঁহি তোলি শবরোহ কএলা কান্দশ সগুণ শিআলী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

শিউ *বি* ধোঁয়ার কালির গুঁড়া। **শিউগোলা** *বিণ* ধোঁয়ার কালি মেশানো হয়েছে এমন। 'মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউগোলা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শিউরা [স শিহরণ>] **১** *ক্রি* রোমাঞ্চিত হওয়া। 'ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* শিউরে ওঠা। 'তৃণকুসুম শিউরেছিল শিশির জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শিউরে ওঠা **১** *ক্রি* রোমাঞ্চিত হওয়া। 'ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* কাঁপুনি বোধ করা। 'শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি যেন শিউরে ওঠার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শিউরিটি [ই] *বি* জামিন। 'কার সাথে কার চুক্তি হৈতেছে, কেটা কার শিউরিটি হৈতেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

শিউলি[১] *বি* খেজুর গাছের রস বের করা যাদের পেশা। 'শিউলি নিরন্তে পুরে খাজুর কাটিআ ফিরে গুড় করে বিবিধ বিধানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিউলি[২] [স শেফালি] *বি* এক প্রকার ফুল – শেফালি। 'যৌবনের মতো পরিস্ফুট রাশিকৃত শিউলিফুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শিউলি-শাদা *বি* শিউলি ফুলের মতো শাদা। 'শিউলি-শাদা আর শঙ্খ-শাদা একই শাদা নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

শিং [স শৃঙ্গ] *বি* চতুষ্পদ জন্তুদের মাথার শৃঙ্গ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'এক নিবিড় বনে পড়িয়া তাহার শিং ডালে জড়াইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শিংওয়ালা [স শৃঙ্গ] *বিণ* শিংবিশিষ্ট। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গহীন ... পশুগুলো বেশি হিংস্র।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শিংগল *বি* দুপাশের চুল লম্বা করে পেছনের চুল খাটো করে ছাঁটা। 'শিংগল করাটা একটা আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শিংশপা [স] *বি* শিশুগাছ। 'শিংশপা বৃক্ষে এক শব বাঁধা আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শিটে *বিণ* ময়লার আবরণযুক্ত। 'হাসলে শিটে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

শিয়াকুল *বি* শিয়াকুল; বুনো ফুলবিশেষ। 'গাঁথব মালা রে, এনে দে, এনে দে রে শিঁয়াকুল।' *নজরুল*, ১৯৩২।

শিক[১] [স শিষ্য] *বি* শিখ; গুরু নানক প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী। 'কলিকাতাস্থ শিক জাতীয়েরা ঐ উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা করিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

শিক[২] [ফা সীখ] *বি* লোহার সরু দণ্ড। 'শিক পুড়াইয়া বারকয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়।' *শরৎ*, ১৯১৮।

শিক কাবাব [ফা সীখ+আ কাবাব] *বি* শলাকাবিদ্ধ আগুনে ঝলসানো মসলামাখানো মাংসবিশেষ। 'শিক কাবাব ছুরি দিয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শিকড় [স শিখর] **১** *বি* মূল। 'তাহার ভিতর শিকড় নিকর যতন করিয়া বাঁধে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* মূলের শাখাপ্রশাখা। 'শতলক্ষ আঁকাবাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* বাঁধন। 'আমি হাতের শিকড় দেব মেলে/ জীবনের সমৃদ্ধ মাটিতে স্বর হবো আশ্চর্যের।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

শিকড় গজানো *ক্রি* বিস্তার লাভ করা। 'আমাদের সমাজেও এ প্রথার শিকড় গজিয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিকড়গাড়া *বিণ* মূলপ্রোথিত। 'সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শিকড় মূল করা *ক্রি* মূলোৎপাটন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিকদার [ফা] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

শিকনি *বি* নাক থেকে বের হওয়া শ্লেষ্মা। 'খানিকটা শিকনি ঝেড়ে নিয়ে বললে ...।' *জীবন*, ১৯৩৩।

শিকরা [আ শকর] *বি* বাজপাখি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিকল [স শৃঙ্খল>] **১** *বি* লোহা দিয়ে তৈরি দরজার নিগড়। 'কুলুপ, শিকল, পেরেক, হাতা, বেড়ি, কড়া, হাতুড়ি ইত্যাদি সকল বস্তু সর্বদা প্রয়োজনে লাগে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* গাঁথুনি। 'ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শিকলগর [স শৃঙ্খল>] *বি* জিঞ্জির অথবা কোনোকিছু বাঁধার ধাতব উপকরণ তৈরি করে যে। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

শিকল-ছেঁড়া *বিণ* শিকল ছিঁড়ে ফেলেছে এমন। 'হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল শিকল-ছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শিকলি, শিকলী [স শৃঙ্খল] **১** *বি* শিকল। 'শিকলী।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কতক্ষণে পায়ের শিকলী কাটিয়া বাহির হইব।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* শৃঙ্খলের মতো কটিভূষণবিশেষ। 'সোনার চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অফিসিয়েট হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিকলি-কাটা টিয়া *বি* আদর পাওয়ার পরও সব মায়া ত্যাগ করে চলে যায় যে। 'পুরুষ জাত শিকলি-কাটা টিয়া – কারে না পড়লে স্ত্রীকে স্মরণ হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

শিকা[১] [স শিক্ষা>] *ক্রি* শেখা। 'তুমি কি পেটে থেকে পড়েই শিকেচ?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শিকা[২] [স শিক্যা] *বি* দড়ি বা তার দিয়ে তৈরি পাত্রাদি রাখার ঝুলন্ত আধার। 'এই মহামূল্য যুক্তিকটা কিছুক্ষণের জন্য শিকায় তোলা থাক-না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

শিকা ভাঙানো *ক্রি* শিকা বুনানো। 'বউটি বসিয়া শিকা ভাঙাইছে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শিকায় তোলা *বি* অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত অবস্থা। 'বি.এ. ডিগ্রী শিকায় তোলা রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শিকিআ [স শিক্যা] *বি* শিকা। 'সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিকে [স শিক্যা] *বি* শিকা। 'ঝোলাগুড় তোলা ছিল শিকের উপরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শিকার [ফা] **১** *বি* লক্ষ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* স্বাধীনভাবে বিচরণকারী পশুকে হত্যা। 'তাহারা পশ্বাদি শিকার বা কোনরূপ বৈরনির্য্যাতনে ধাবিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* তাড়না। 'আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শিকার জন্তু [ফা শিকার+স জন্তু] *বি* হরিণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিকার-পার্টি [ফা শিকার+ই পার্টি] *বি* বন্যপ্রাণী শিকারের আনুষ্ঠানিক আয়োজন। 'শিকার-পার্টি রঙ্গমঞ্চ সংগীতসভায় স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিকারপ্রিয় [ফা শিকার+স প্রিয়] *বিণ* শিকার করতে ভালোবাসে এমন। 'কনিষ্ঠ পুত্রটি অত্যন্ত শিকারপ্রিয়।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

শিকারলুব্ধ [ফা শিকার+স লুব্ধ] *বিণ* শিকারের প্রতি লোলুপ। 'সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মতো চুপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিকারি, শিকারী [ফা শিকার>] *বি* শিকার করে যে। 'শিকারে শিকারি যতো বাঘিনীর পাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সমূহ শিকারী কুকুরের শব্দে ভড়কিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায় – কারো আকারপ্রকার দেখলেই তার প্রকৃতি বোঝা যায়। 'শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিকারীপনা *বি* শিকারির আচরণ। 'তোমার সে খোজা নিছক শিকারীপনা।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

শিকারের মাংস *বি* হরিণের মাংস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শীকার [ফা শিকার] **১** *বি* প্রাণীহত্যা। 'কুমার বাহাদুর শীকার খেলিতে ঐ অঞ্চলে রাই হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০২। **২** *বি* শিকার করার উপযুক্ত বস্তু। 'মনে২ চিন্তা করিল যে ভাল শীকার পাইয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৩** *বি* প্রতারণা, লুণ্ঠন প্রভৃতি দুষ্কর্মের লক্ষ্য কোনো নিরীহ ব্যক্তি। 'দালালেরা শীকার ধরে আনে ... বাবু আড়ে গেলেন!' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিকি, শিকী [আ সিক্কাহ্] *বি* চার আনা মূল্যের মুদ্রা। 'কোম্পানির রীত্যনুসারে শিকী ডাকের খরচ লাগিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'বালিকারদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

শিক্কা [আ সিক্কাহ্] *বি* বাদশাহি আমলের মুদ্রা। 'তাহার নামে শিক্কা মারা যায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিক্কা মারা *ক্রি* মুদ্রা প্রচলিত করা। 'আপন নামে শিক্কা মারে।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিকিরী [ফা শিকার>] *বি* শিকারি। 'ফিকিরি শিকিরী ভিন্ন বাঁচে সাধ্য কার।' *ভবানী*, ১৮২৮।

শিক্লি [স শৃঙ্খল] *বি* লোহার তৈরি দরজার শিকল। 'চাবি শিক্লি আছে ঝুলে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শিক্ষক [স] *বি* শিক্ষাদাতা। 'শিক্ষকেরা প্রতিজন সরকার হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরিতুষ্ট হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

শিক্ষকজাতীয় [স] *বিণ* শিক্ষকের মতো। 'লাবণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শিক্ষকতা [স] *বি* শিক্ষকের কাজ। 'পাঠশালার শিক্ষকতা পদে মনোনীত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

শিক্ষক-ভীতি [স] *বি* শিক্ষকের প্রতি ভয়। 'যার রক্তে রক্তে এবং শিক্ষক-ভীতি, ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শিক্ষয়িত্রী [স] *বি স্ত্রী* শিক্ষিকা। 'গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে যেখানে শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠাইবেন সেইখানেই যাইতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

শিক্ষিকা [স] *বি স্ত্রী* শিক্ষয়িত্রী। 'কত স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার ভার গ্রহণ করিয়া পুরুষ দিগের ন্যায় শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।' *বামাবোধিনী*, ১৮৬৭।

শিক্ষণ *বি* শিক্ষাদান। 'প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিক্ষণীয় *বিণ* শিক্ষাযোগ্য। 'সর্ব্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় এই ব্রহ্মা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'মানুষের নিতান্ত শিক্ষণীয় বিষয় যখন যৎসামান্য ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শিক্ষা [স] **১** *বি* জ্ঞান। 'শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* প্রশিক্ষণ প্রদান। 'তারে ধ্যান শিক্ষা কর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* অভ্যাস, চর্চা প্রভৃতির দ্বারা কোনোকিছু আয়ত্তকরণ। 'না কইল ধনু শিক্ষা হবেক কেমনে রক্ষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* চালনা। 'গঙ্গা বরে বিস্য অস্ত্র শিক্ষা করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *ক্রি* জ্ঞান বিতরণ। 'আমি এ সমস্ত শিক্ষা করাইতে পারি।' *কেরি*, ১৮০২। **৬** *বি* লেখাপড়া। 'কন্যাকে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৭** *বি* শিক্ষা প্রণালী। 'শিশুদিগের শিক্ষা অনর্থক দুলূহ করিয়া তুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৮** *বি* পুঁথিগত বিদ্যা। 'বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৯** *বি* প্রজ্ঞা লাভ। 'তোমার কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। **১০** *বি* শাস্তি। 'ভারতীয় যুদ্ধবাজদের উপযুক্ত শিক্ষা।' *বেগম*, ১৯৬৫।

শিক্ষা-আইন *বি* শিক্ষা বিষয়ক আইন। 'যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা আইন পাস নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শিক্ষাওণ [স শিক্ষা] *ক্রি* শেখানো; শিক্ষা দেওয়া। 'বধির ও মূক ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যা শিক্ষাওণ বিষয়ে শ্রীযুত নিকল্স সাহেব যে পু লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শিক্ষাকর *বি* শিক্ষার জন্যে দেয় কর। 'শিক্ষাকর চাই বৈকি, নইলে খরচ জোগাব কিসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শিক্ষা করানো *ক্রি* শিক্ষা দেওয়া। 'যেমত গৃহ কর্ম্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শিক্ষাকার [স] *বি* শিক্ষক। 'শিক্ষাকার যদ্যপি বাবুদিগের শরীরে স্ব বেত্রাঘাতাদি করেন ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শিক্ষাকারণ [স] *ক্রিবিণ* শিক্ষার প্রয়োজনে। 'প্রথমত পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালক বাবুদিগের শিক্ষাকারণ গুরুমহাশয় নিকটে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শিক্ষাকারি [স শিক্ষাকারী] *বি* শিক্ষানবিস। 'আমারদিগকে জিল আদালতে কর্ম্ম শিক্ষাকারির ন্যায় নিযুক্ত রাখেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

শিক্ষাকারিণী [স] *বি* শিক্ষিকা। 'ত্রিশ জন বালিকা ও এক জন শিক্ষক ও এক জন শিক্ষাকারিণী ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

শিক্ষাকার্য, শিক্ষাকার্য্য [স] *বি* শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম। 'তাহারা শিক্ষাস্থান সুখের স্থান ও শিক্ষাকার্য্য সুখের কার্য্য জ্ঞান করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষাকেন্দ্র *বি* বিদ্যালয়। 'গুল-ই-রানা ক্লাবে একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিক্ষাগত যোগ্যতা *বি* শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রি। 'আমাদের শিক্ষিত মহলের শিক্ষাগত যোগ্যতা ...।' *উমর*, ১৯৬৮।

শিক্ষাগার [স] *বি* বিদ্যালয়; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 'বড়ো বড়ো শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিক্ষাগুণ [স] *বি* শিক্ষার সুফল; শিক্ষার ইতিবাচক ফল। 'শিক্ষাগুণে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে ...। *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিক্ষাগুরু [স] *বি* শিক্ষক। 'সর্ব শিক্ষাগুরু গৌরচন্দ্র বেদে বলে ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিক্ষাজন্যা [স] *বিণ* শিক্ষাজাত। 'প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

শিক্ষাজাত [স] *বিণ* শিক্ষা থেকে সৃষ্ট। 'শিক্ষাজাত আমাদের এই নূতন জাতিভেদ দূর করার সাধ্য আমাদের আছে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

শিক্ষাণ [স শিক্ষা>] *বি* শিক্ষা। 'ভূগোল ও খগোলীয় গ্লোব শিক্ষাণ ও জ্যোতিষ।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

শিক্ষাতত্ত্ব [স] *বি* শিক্ষাবিষয়ক বিদ্যা। 'লাইব্রেরি থেকে শিক্ষাতত্ত্বের বই আনিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শিক্ষাতত্ত্ববিৎ [স] *বি* শিক্ষাতত্ত্ব আয়ত্ত করেছে যে। 'শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিক্ষাদর্শ [স] *বি* শিক্ষা বিষয়ে নৈতিক অবস্থান। 'তাঁর শিক্ষাদর্শের বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে না।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিক্ষাদাত্রী [স] *বি স্ত্রী* শিক্ষিকা। 'কৈশোর জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শিক্ষাদানপ্রণালী [স] *বি* শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি। 'যে শিক্ষাদানপ্রণালী আমাদের আয়ত্তের অতীত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষাদায়ক [স] *বি* শিক্ষক। 'সাহেব ইঙ্গরেজী বিদ্যার শিক্ষাদায়ক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

শিক্ষাদীক্ষা [স] **১** *বি* জ্ঞান অর্জন ও তার মর্ম গ্রহণ। 'এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা বিষের মতো পরিহার করা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। 'মানুষের আচার-ব্যবহারে ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষার প্রাদুর্ভাব যেমন তর্কাতীত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিক্ষাধারা *বি* শিক্ষাব্যবস্থা। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্ত্তিত শিক্ষাধারা।' *ইসলাহ*, ১৯৩২।

শিক্ষাধিক্ক্য [স শিক্ষাধিক্য] *বি* শিক্ষা বৃদ্ধি। 'এরূপ শিক্ষাধিক্য যত হইবে, ততই ... সম্মান সঞ্চয় হইবে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

শিক্ষানবিশি, শিক্ষানবিশী, শিক্ষানবীশি [স শিক্ষা+ই নবিস] *বি* শিক্ষা নেওয়ার কাজ। 'পাশ করিয়া এতদিন শিক্ষানবিশি করিতেছিল।' *শরৎ*, ১৯১৪; 'তার শিক্ষানবীশিতে পুব-পশ্চিমের কোনও জাতির চেয়ে কম পটুতা দেখায় না।' *সবুজ*, ১৯১৭; 'কানে কলম গুঁজে শিক্ষানবিশিতে বসে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'সোদপুর সোপ ট্রেনিং স্কুল প্রভৃতি শিল্পায়তনে শিক্ষানবিশী করতে পারেন।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

শিক্ষানবিসি, শিক্ষানবিসী [স শিক্ষা+ই নবিস>] *বি* শিক্ষা নেওয়ার কাজ। 'গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'বস্ত্রব্যবসায়ীর কাছে শিক্ষানবিসী শুরু করেন।' *উমর*, ১৯৬৮।

শিক্ষানিকেতন [স] *বি* বিদ্যালয়। 'সে শিক্ষানিকেতন হ'ল জাতীয় বিদ্যালয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শিক্ষানীতি [স] *বি* শিক্ষাদানের পদ্ধতি। 'তাঁহারা ইতর প্রজাদের, শিক্ষানীতি, সাংসারিক অবস্থা, ... উন্নতির ভার গ্রহণ করুন।' *সুলভ*, ১৮৭১।

শিক্ষানুরাগী [স] *বিণ* শিক্ষাবিস্তারে সচেষ্ট। 'দেশীয় ও শ্বেতাঙ্গ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে এই দুই সংস্থা গঠিত হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

শিক্ষানুষ্ঠান [স] *বি* শিক্ষা কার্যক্রম। 'পৃথক শিক্ষানুষ্ঠানও দরকার।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

শিক্ষানো [স শিক্ষা>] *ক্রি* শেখানো। **শিক্ষাইবা** *ক্রি* শেখাবে। 'তুষ্ট রাখিয়া লেখাপড়া শিক্ষাইবা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **শিক্ষাইল** *ক্রি* শিক্ষা দিলো। 'এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিক্ষাপড়া [স শিক্ষা+স পঠন>] *বি* প্রশিক্ষণ। 'বিবিকেও তদ্রূপ শিক্ষাপড়া দিতে লাগিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

শিক্ষাপদ্ধতি [স] *বি* শিক্ষাদানের পদ্ধতি। 'স্বাস্থ্যনাশক শিক্ষাপদ্ধতি এবং মহার্ঘতা প্রযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শিক্ষাপরিব্রজন [স] *বি* শিক্ষাভ্রমণ। 'যদি সম্বল জোটে ... শিক্ষাপরিব্রজন চালাতে পারব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শিক্ষা পাওয়া **১** *ক্রি* তিক্ত অভিজ্ঞতা হওয়া। 'পোলীসের হস্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরো শিক্ষা পাইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **২** *ক্রি* শিক্ষা লাভ করা। 'যেসব ধনীদের ঘরে বৃত্তিভোগী গায়ক ছিল তাহাদের কাছে শিক্ষা পেত কেবল ঘরের লোক নয়, বাইরের লোকও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

শিক্ষাপ্রণালী [স] **১** *বি* শিক্ষাদানের পদ্ধতি। 'কালেজের শিক্ষাপ্রণালীর এ দোষ পূর্ব্বাবধিই আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* শিক্ষাব্যবস্থা। 'আমরা সচরাচর শিক্ষাপ্রণালীর ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে নিজেদের মুক্ত করতে চাই।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান [স] *বি* শিক্ষাকেন্দ্র। 'সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রকারের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

শিক্ষাপ্রদ [স] *বিণ* শিক্ষার উপযোগী। 'সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শিক্ষাপ্রদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* শিক্ষা দানকারী। 'শিক্ষাপ্রদায়িনী সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যদি গ্রামবাসীদিগকে চাঁদাস্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

শিক্ষাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* শিক্ষিত। 'শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।' *প্রচারক*, ১৯০১।

শিক্ষাবৎসর [স] *বি* শিক্ষাবর্ষ; শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত এক বছরের সময়পরিধি। 'বর্তমান শিক্ষাবৎসর থেকে কুষ্টিয়া শহরে একটি মহিলা কলেজ ...।' *বেগম*, ১৯৬৬।

শিক্ষাবর্ষ [স] *বি* শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত এক বছরের সময়পরিধি। 'এই শিক্ষাবর্ষেই বাংলাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম

করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

শিক্ষাবহন [স] *বি* শিক্ষার মাধ্যম। 'সর্বসাধারণের ভাষাকে শিক্ষাবহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিক্ষা-বাণিজ্য [স] *বি* শিক্ষা ও বাণিজ্য। 'সরকার যদি এদেশের শিক্ষা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইতে পারিতেন।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

শিক্ষাবিদ [স] *বি* শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ। 'সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

শিক্ষা বিধান [স] *বি* শিক্ষার ব্যবস্থাপনা। 'যাঁহারা আমাদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য নিয়োজিত।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

শিক্ষাবিধি [স] *বি* শিক্ষা-ব্যবস্থা। 'শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিক্ষাবিভাগ [স] *বি* শিক্ষা সংক্রান্ত দফতর। 'শিক্ষকদের ও শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষদের সর্ব্বদা একথা মনে রাখা দরকার।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শিক্ষাবিশেষজ্ঞ [স] *বি* শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞতা আছে যার। 'শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের পর্য্যন্ত ধারণা এসব বিষয়ে স্পষ্ট নয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিক্ষাবিস্তার [স] *বি* শিক্ষার প্রসার। 'শিক্ষাবিস্তার সমস্যার সমাধান।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩৩।

শিক্ষাবীজ [স] *বি* শিক্ষার মূল। 'ব্রহ্মবান্ধব, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষাবীজ ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

শিক্ষাব্যবস্থা [স] *বি* শিক্ষাকাঠামো। 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো খর্বতা ঘটিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিক্ষাব্রতী [স] **১** *বি* বিদ্যার্থী। 'শিক্ষাব্রতিগণ পরস্পরে পরস্পরকে অধিকতর ভালভাবে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫। **২** *বিণ* শিক্ষাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'শিক্ষাব্রতী ও সেবাপরায়ণ নর-নারীদের দ্বারা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিক্ষাভার [স] *বি* শিক্ষার দায়িত্ব। 'আমাদের পল্লীর শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষাভিমানী [স] *বিণ* শিক্ষা নিয়ে অহংকার করে এমন। 'দেশের লোক যতই শিক্ষাভিমানী হউক না কেন ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

শিক্ষামন্ত্রী [স] *বি* রাষ্ট্রের শিক্ষাবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান।' *বেগম*, ১৯৬০।

শিক্ষামূলক [স] *বিণ* শিক্ষাসংক্রান্ত। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক শিক্ষামূলক সফরের উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছেন।' *বেগম*, ১৯৫১।

শিক্ষাযন্ত্র [স] *বি* শিক্ষারূপ কাঠামো। 'আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

শিক্ষাযোগ [স] *বি* শিক্ষার মাধ্যম। 'অবকাশের শিক্ষাযোগে ভোগ করবার শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শিক্ষায়ণ [স শিক্ষা>] *বি* শিক্ষাদান। 'সংস্কৃত ও আরবীবিদ্যা শিক্ষায়ণেতেই তাবত্তারতবর্ষীয় লোকের স্নেহপাত্র যে গবর্ণমেণ্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

শিক্ষায়তন [স] *বি* বিদ্যালয়। 'অনেক গ্রামেও যেখানে উচ্চতর শিক্ষায়তন আছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিক্ষার্থ [স] *ক্রিবিণ* শেখার জন্য। 'বিদ্যাশিক্ষার্থ এমত ব্যগ্র ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

শিক্ষার্থিনী [স] *বি স্ত্রী* শিক্ষার্থী। 'এখানে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা এবং সামাজিক শিক্ষা দেয়া হয় শিক্ষার্থিনীদের।' *বেগম*, ১৯৭০।

শিক্ষার্থী [স] *বি* ছাত্র। শিক্ষার্থীবৃন্দ [স] *বি* ছাত্রবৃন্দ; শিক্ষার্থীগণ। 'বর্ত্তমানকালে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষার্থীবৃন্দ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিক্ষার্থে [স] *ক্রিবিণ* শিক্ষার উদ্দেশ্যে। 'রাজা ... বিক্রমাদিত্যের শিক্ষার্থে ... পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শিক্ষালব্ধ [স] *বিণ* শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত। 'শিক্ষালব্ধ বাঁধিবচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্তসত্য বলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিক্ষালয় [স] *বি* বিদ্যালয়। 'এতদ্দেশীয় শিক্ষালয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শিক্ষালোক [স] *বি* শিক্ষার আলোক। 'পাশ্চাত্য শিক্ষালোক প্রাপ্ত।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

শিক্ষাশালা [স] *বি* শিক্ষার স্থান; বিদ্যালয়। 'শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শিক্ষাসংস্কার [স] *বি* শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন। 'শিক্ষাসংস্কার, সমাজসংস্কার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবরূপায়ণ প্রচেষ্টা ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিক্ষাসংস্কারক [স] *বিণ* শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সংক্রান্ত। 'বিদ্যাসাগরের ক্লাসিকধর্মী গদ্যরচনায় এবং সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারক কাজে ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

শিক্ষা-সংস্কারমূলক [স] *বিণ* শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সংক্রান্ত। 'তাঁর সাহিত্যকর্মে, শিক্ষা-সংস্কারমূলক কাজে ও সমাজকল্যাণের গণতান্ত্রিক কর্মক্ষেত্রে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিক্ষাসাধন [স] *বি* জ্ঞানচর্চা। 'বালকগণের শিক্ষাসাধনের প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিক্ষাসাধনা [স] *বি* শিক্ষাচর্চা। 'তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাসাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষাসূচী [স] *বি* পাঠ্য বিষয়ের তালিকা। 'প্রণয়ন করতে হবে শিক্ষাসূচী।' *বেগম*, ১৯৬৬।

শিক্ষাস্থান [স] *বি* বিদ্যালয়। 'তাহারা শিক্ষাস্থান সুখের স্থান ও শিক্ষাকার্য্য সুখের কার্য্য জ্ঞান করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শিক্ষা হওয়া *ক্রি* শাস্তি হওয়া। 'তাহলে খুব শিক্ষা হয় সবার।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

শিক্ষাহীনতা [স] *বি* অশিক্ষা। 'শিক্ষাহীনতা আছে বলেই এ দেশের ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিক্ষে [স শিক্ষা] *বি* শিক্ষা; দীক্ষা। 'সিরাজ সাঁই দেয় তেমনি শিক্ষে বোকা লালন সঙ নাচায়।' *লালন*, ১৮৯০।

শিক্ষিকা *দ্র* **শিক্ষক**

শিক্ষিত [স] **১** *বিণ* শিক্ষাপ্রাপ্ত; জ্ঞানী। 'বিবিধ বিহিত শিক্ষিত বিচক্ষণ শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* ছাত্র। 'পরীক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষিত উভয় পক্ষে অতিপ্রশংসনীয় হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮। **৩** *বিণ* পঠিত। 'পাঠশালা স্থাপিত হইয়া বালকদিগের তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ সকল শিক্ষিত হইতেছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শিক্ষিত করা *ক্রি* শিক্ষা দেওয়া। 'গণিতবিদ্যায় শিক্ষিত করা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শিক্ষিতমণ্ডলী [স] *বি* শিক্ষিত শ্রেণী। 'শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহুলোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিক্ষিতলোক [স] *বি* বিদ্বান ব্যক্তি। 'আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিতলোক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষিতসমাজ [স] *বি* বিদ্বান-সম্প্রদায়। 'শিক্ষিতসমাজের শক্তি বন্ধনমুক্ত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষিতসম্প্রদায় [স] *বি* বিদ্বান জনসমষ্টি। 'শিক্ষিত সম্প্রদায়! ... উপদেশ দাও, সাহায্য করো।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিক্ষিতসাধারণ [স] *বি* শিক্ষালাভ করেছে এমন জনসমষ্টি। 'তাহার উৎসাহদাতা শিক্ষিতসাধারণ ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিক্ষিতা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* প্রশিক্ষিত। 'তাঁহারা এতকাল ... রন্ধনাগারের কর্ত্রী হইয়া বেড়ীটানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। **২** *বিণ* শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শিক্ষে *দ্র* শিক্ষা

শিখ[১] [স শিষ্য] *বি* নানক প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। 'হরিদ্বারে তীর্থস্নান উপলক্ষে শিখ, সন্ন্যাসী, বৈরাগী এই তিন সম্প্রদায়ে একটি ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শিখদল [শিখ+স দল] *বি* নানক প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। 'শিখদল আছে কেল্লার মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শিখ[২] [স শিখা] **১** *বিণ* টিকিবিশিষ্ট। 'মম ধূর্জটি-শিখ করাল পুচ্ছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* শিখা; আগুনের অগ্রভাগ। 'অসহ যৌবন-দাহে লেলিহান-শিখ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শিখণ্ড [স] *বি* ময়ূরপুচ্ছ। 'শিখণ্ডি! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যাঁর।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

শিখণ্ডী [স] *বি* ময়ূর। 'মধুকর কোকিল শিখণ্ডী শিখণ্ডিনী।' *ভারত*, ১৭৬০।

শিখন *বি* শেখা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিখর [স] **১** *বি* শীর্ষ; উপরিভাগ। 'মেরু শিখর লই গঅণ পইসই।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০; 'পর্বতের শিখরভূমি নিরন্তর নীহারে আচ্ছন্ন থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বি* পর্বত। 'উত্তর শিখরে জাএ গন্দ মাদনেতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* ডালিম-বীজ। 'বলি ও শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জল-টল কিছু বেরোবে কি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শিখরগুহা [স] *বি* পর্বতের গুহা। 'শিখরগুহায় আর ফিরে যায়/ নদীর প্রবল বারি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শিখরচূড়া [স] *বি* পর্বতের চূড়া। 'আমরাই ভারতসাম্রাজ্যের শিখরচূড়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিখরদশনা [স] *বিণ স্ত্রী* ডালিমের বীজের মতো উজ্জ্বল দাঁতবিশিষ্ট। 'বলি ও শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জল-টল কিছু বেরোবে কি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শিখরস্থায়ী *বিণ* চূড়ায় অধিষ্ঠিত। 'আর্য্যসমাজের অটল পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরস্থায়ী বঙ্গসন্তানগণ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

শিখরী *বি* পর্বত। 'শিখরী অচল, এ দেখি সচল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শিখরিণী *বি* অতি সুস্বাদু দই। 'দধিদুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিখা[১], **শিখানো** [স শিক্ষা] *ক্রি* শেখা। 'কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শিখই** *ক্রি* শেখে। 'কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন শিখই ভুজগগুরু পাশে।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। **শিখএ** *ক্রি* শেখে। 'ফোঁটা দিয়া বিন্ধে বেঁজা ছুড়িতে শিখএ নেজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শিখাইল** *ক্রি* শেখালো। 'কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শিখাও** *ক্রি* শিক্ষা দাও। 'আমরা বাকপটু লোক, আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **শিখাব** *ক্রি* শিক্ষা বা জ্ঞান দেবো। 'লাউসেনে মল্লযুদ্ধ শিখাব নিশ্চয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **শিখাবারে** *ক্রি* শিক্ষা দিতে। 'রাজা বলে মল্লযুদ্ধ শিখাবারে চাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **শিখাহ** *ক্রি* শেখাও। 'ভালমতে গোআলিনী শিখাহ আক্ষারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শিখি** **১** *ক্রি* শিখে। 'ভাই, খাঁচার গান লহো শিখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রি* শিক্ষা লাভ করি। 'তখনো কিছু লিখি নি, মাস্টারের ভঙ্গি দেখালেই দৌড় দিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **শিখিবার** *ক্রি* শেখার। 'নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **শিখিবেক** *ক্রি* শিখবে। 'বরুণ হতে শিখিবেক জত অস্ত্র চক্র।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **শিখিল** *ক্রি* শিখলো। 'এহি রূপে যেই অঙ্গ যে সবে দেখিল পৃথিবীতে যথকর্ম করিতে শিখিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **শিখে** *ক্রি* শেখে। 'সুনয়নে, সে বিদ্যা শিখে না কোনো নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **শিখেছ** *ক্রি* শিক্ষা করেছো। 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী! তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **শিখেছি** *ক্রি* শিক্ষা লাভ করেছি। 'তোমারি তরে লো শিখেছি ভালোমানুষের হাসি তীব্র বিষমাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫। **শিখেছিলুম** *ক্রি* শিখেছিলাম। 'দুর্ম্মতিবশতঃ শিখেছিলুম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শিখিয়ে পড়িয়ে *ক্রিবিণ* লেখাপড়া ইত্যাদি করিয়ে। 'তুমিই বাপু, ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিখা[২] [স] **১** *বি* আগুনের শিষ। 'ভিতরে অনল শিখা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* মাথার টিকি। 'শিখা-সূত্র ঘুচাইলে সে কৃষ্ণ পাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* আলো। 'রয়েছে দীপ, না আছে শিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৪** *বিণ* শিখার মতো। 'সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার নামটি জ্বলুক শিখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

শিখা-নিবে-যাওয়া *বিণ* দীপশিখা নিবে গেছে এমন। 'শিখা-নিবে-যাওয়া বাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শিখি [স শিখা] *বি* অগ্নি। 'আধিক বিরহশিখি হৃদএ জলএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিখী [স] *বি* ময়ূর। 'কবরীভয়ে শিখী গেয় গিরিকন্দরে মুখভয়ে চান্দ অকাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

শিখি [স শিখী] *বি* ময়ূর। 'শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিখিনী [স] *বি স্ত্রী* ময়ূর। 'ঝিকুরে শিখিনী ভেক পাপিয়ার রোলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শিখিপাখা [স শিখিপক্ষ] *বি* ময়ূরের পালক। 'শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশে শিরে শিখিপাখা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিখিপুচ্ছ [স] *বি* ময়ূরের পেখম। 'শিখিপুচ্ছ বিরাজিত মণি-মুক্তা-বিরচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিখিপুচ্ছধারী [স] *বিণ* ময়ূরের পেখমধারী। 'পাছে শিখিপুচ্ছধারী

বায়সের ন্যায় হাস্যাস্পদ হই।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শিখিপৃষ্ঠ [স] *বি* ময়ূরের পিঠ। 'এত শুনি ষড়ানন শিখিপৃষ্ঠে আরোহণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শিখী পাখা *বি* ময়ূরের পাখা। 'লহো মুরলী হরি লহো শিখী পাখা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শিখীপাখাধারী *বিণ* ময়ূরপুচ্ছের পাখা ধারণকারী। 'কভু কণ্ঠে গীতা, শিখীপাখাধারী।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

শিখী-প্রাণ [স] *বি* ময়ূরের মতো চঞ্চল প্রাণ। 'মম প্রাণরঙ্গে মাতি নিখিলের শিখী-প্রাণ মুহু-মুহু মাতে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শিগগির [স শীঘ্র] *ক্রিবিণ* সত্বর। 'এহী তিনেরে বিবাহ করায় শিগগির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শীগগির, শীগগীর [স শীঘ্র] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি; দ্রুত। 'এত শীগগির কি বাঁচবার সাধ গেল?' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'শীগগীর পান নিয়ে আয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শীগগির শীগগির [স শীঘ্র] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'বে ফুরয়ে যাবে বলে শীগগির শীগগির এলেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

শিঘর [স শীঘ্র] *বিণ* শীঘ্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিঙা, শিঙ্গা [স শৃঙ্গ] *বি* ফুঁ দিয়ে বাজানো যায় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'লইল হরের শিঙ্গা আপনে মাগিয়া।' *দীচণ্ডী*, ১৫৫০; 'বাল্মীকি ক্রমাগত অসি আস্ফালন করিতেছেন, আর সংকেতমত শিঙা বাজাইতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শিঙে ১ *বি* হর্ন; ভেঁপু। 'শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বি* ফুঁ দিয়ে বাজানোর প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'বাজছে শাঁখ শিঙে জগঝম্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শিঙ্গাধ্বনি [স শৃঙ্গধ্বনি] *বি* শিঙ্গার ধ্বনি। 'কোন প্রান্তরে শিঙ্গাধ্বনি করিতে থাকে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

শিঙ্গাবরদার [স শৃঙ্গ+ফা বরদার] *বি* শিঙ্গা ফুঁকে যে লোক। 'ও তো শিঙ্গাবরদারের পরুয়া বরদার বই নয়।' *গৌর*, ১৮২২।

শিঙ্গে ফুঁকা [স শৃঙ্গ>] *ক্রি* মারা যাওয়া। 'কর্তা আজ বাদে কাল শিঙ্গে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শিঙাড়া *বি* সবজির পুর দেওয়া ময়দার তৈরি তিনকোণা তেলেভাজা খাবারবিশেষ। 'চা আনাই, জিলিপি শিঙাড়া কচুরি কী খাবেন বলুন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

শিঙ্গ [স শৃঙ্গ] *বি* শিং। 'শিঙ্গে বীর্য লাগিয়া গরু প্রবর চিৎ হইলো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শিঙ্গার [স শৃঙ্গার] *বি* নায়ক-নায়িকার মিলনসজ্জা বা বেশবিন্যাস। 'শিঙ্গার করিয়া বিবিধ বামে বান্ধে খোঁপা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শিঙার *বি* সাজসজ্জা। 'ম্লান সন্ধ্যার অরুণ শিঙার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

শিঙ্গি, শিঙ্গী [স শৃঙ্গী] *বি* শিং মাছ। 'শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

শিজ *বি* কণ্টকময় গাছবিশেষ। 'শিজ বৃক্ষ তাহাত রুপিছে বহুতর।' *সুলতান*, ১৭০০।

শিঞা [স সিব্>] *ক্রি* সেলাই করা। শিঞে *ক্রি* সেলাই করে। 'দরজি কাপড় শিঞে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিঞ্জন [স] *বি* নূপুরের ধ্বনি। 'ঝঙ্কারে, তানে, শিঞ্জনে কোলাকুলি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

শিঞ্জা [স] *ক্রি* ভূষণধ্বনি হওয়া। 'বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে বিশাল নিতম্ববিম্বে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিঞ্জিনী, শিঞ্জিনি [স] **১** *বি* ধনুকের ছিলা। 'পিণাক ধনুক জ্যার অনন্ত শিঞ্জিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* অলঙ্কারের শব্দ। 'রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিমঝিমিয়ে মরমকথা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শিটি[1] *বি* ক্বাথ। 'কুলিরা বোঝা বোঝা নীল শিটি মাথায় করিয়া হাউজের বাহিরে ফেলিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

শিটি[2] **১** *বি* বাঁশি। 'এঞ্জিনের শিটির শব্দ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বি* মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বাঁশির মতো শব্দ করা। 'মুখে আঙুল পুরে শিটি দিয়েছিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

শিটিফিটি *বি* বাঁশি, শিষ দেওয়া বা ঐ জাতীয় শব্দ। 'সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার এক চ্যালাকে শিটিফিটি দেওয়ার জন্য।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

শিঠা *বি* গাদ; কাইট। 'শুকিয়ে কখন হ'ল শিঠা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

শিঠানো *ক্রি* শুকিয়ে যাওয়া। 'শিঠিয়ে ওঠে কাঁটার মালা বেগনি পাতায় পান ফলের।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

শিত [স] *বিণ* ধারালো। 'অসি চর্ম শূল খড়গ চক্র শিত শর/ আর পাঁচ অস্ত্র শোভে দক্ষিণ পাঁচ কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিতান [স শিরঃস্থান] *বি* শিরঃস্থান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিতি [স সীমন্ত] *বি* সিঁথি। 'বুক ফোলান, বাঁকা শিতি, পইতের গোচ্ছা গলায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিথ [স সীমন্ত] *বি* সিঁথি। 'প্রভাত আদিত শিথে সিন্দুরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিথল *বিণ* শিয়র। 'শিথলে দিয়ে গেরুয়া আঁচল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

শিথান [স শিরঃস্থান] *বি* শিয়র। 'শিথান হইতে মাথাটী বাহুতে ...।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

শিথিল [স] **১** *বিণ* অবসন্ন। 'অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* কঠোরভাবে অনুসৃত হয় না এমন। 'রাজধানীনিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহারসকল শিথিল হইয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'অনেক কলেজে এই নিয়ম শিথিল হইয়া আসিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **৩** *বিণ* শান্ত। 'এই বিবেচনায় উহাদিগকে কোমল, শিথিল, নমনীয় ... করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **৪** *বিণ* আলগা। 'হস্তের মুষ্টি শিথিল হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'রাশ শিথিল করিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **৫** *বিণ* ঢিলা। 'কুড়ি হইতেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গসকল শিথিল হইয়া পড়ে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৬** *বিণ* গুরুত্বহীন। 'ডিরোজিওর ছাত্রেরা জাতির বন্ধন শিথিল করেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। **৭** *বিণ* নিষ্ঠাহীন। 'স্বেচ্ছাচারী হইলেই কার্য্যে শিথিল এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শিথিলচিত্ত [স] *বিণ* উদ্যোগহীন। 'কেহ বা শিথিলচিত্ত হইয়া বেগার দেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শিথিলতা [স] *বি* আলস্য। 'শিথিলতা নহে ইতে যুক্ত কদাচন।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শিথিলবন্ধ [স] *বিণ* অনিয়ন্ত্রিত। 'আমাদের গদ্যের ভাষা ও ভাব দুইই শিথিলবন্ধ।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শিথিলবসনা [স] *বিণ স্ত্রী* আলুলায়িত পোশাকবিশিষ্ট। 'আকাশের

চাঁদের মতো দুষ্প্রাপ্য শিথিলবসনা মেয়েটির ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

শিথিলমূল [স] *বিণ* দুর্বলভিত্তি। 'এই বিপ্লব মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কগুলিকে দুর্বল করে দিয়েছে ... তার নৈতিকতাকে শিথিলমূল করেছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

শিথিলিত [স] *বিণ* আলগা। 'পাথরের মুঠি শিথিলিত করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শিথিলীকৃত [স] *বিণ* ঢিলা। 'ক্রমে ক্রমে শিথিলীকৃত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিন্নি [ফা শীরীনী] *বি* সাধারণত দেবতা বা পীরের উদ্দেশে মানত করা মিষ্টদ্রব্য, যা পরে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। **শিন্নি মানা** *ক্রি* শিরনি প্রদানের অঙ্গীকার। 'আমরা তোমার বন্দেমাতরমের শিন্নি মানছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। *দ্র* **শিরনি**

শিপ[1] *বি* হিন্দুদের পূজার কাজে ব্যবহৃত জলপাত্র বিশেষ। 'কাঁসারি পাতিআ শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল বাটী ঘটী বট-লই শিপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিপ[2] [ই শিপ+ফা সরকারি] *বি* জাহাজ। শিপ-সরকারি [ই শিপ+ফা সরকারি] *বি* জাহাজের মাল উঠানামার তদারকের কাজ। 'মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিপা *বি* ছিপি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিপিয়া *বিণ* ঝিনুকের মতো। 'ঝাপসা চোখে দু'ধারের দৃশ্য, শিপিয়া-কালো ইট-কাঠের স্তূপ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শিপ্রা [স] *বি* প্রাচীন ভারতের নদীবিশেষ। 'কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শিফট [ই] *বি* পালা। 'কোন কোন স্কুল দুই তিন শিফটে পরিচালিত হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৬৩।

শিফট ইন-চার্জ [ই] *বি* সংবাদপত্রের কোনো বিভাগের নির্দিষ্ট পালার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'সংবাদপত্রের মফস্বল সংস্করণের শিফট ইন-চার্জ।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

শিব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবাদিদেব মহেশ্বর। 'কীর্ত্তনীয়া ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিবচতুর্দ্দশী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী। 'বর্ষ তিন করিলাম শিবচতুর্দ্দশী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শিবতলা [স শিব+স তল>] *বি* (হিন্দুপুরাণ) যেখানে শিবের পূজা হয়। 'মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিবত্ব [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। 'তা ভগ্ন শিবে তো শিবত্ব নাই।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিবনেত্র হওয়া *ক্রি* (হিন্দুপুরাণ) ধ্যানী শিবের মতো চোখ উল্টে রাখা। 'ঘণ্টাখানেক শিবনেত্র হয়ে থাকতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

শিবপদাম্বুজ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবের পাদপদ্ম। 'শিবপদাম্বুজে চিত্ত রহুক তোমার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শিবপাদুকা [স] *বি* শিবের প্রতীকী পাদুকা। 'তাহারদের নিকটে শিবপাদুকা থাকে তাহারা কেবল ঐ পাদুকা পূজা করে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শিবভক্ত [স] *বি* শিবের উপাসক। 'আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিবমন্ত্র [স] *বি* হিন্দুমতে ত্রাণের জন্যে শিবকে ডাকা। 'চাঁদ সদাগরের মতো ও অবান্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শিবমন্দির [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবালয়। 'মা নর্মদায় স্নান সেরে শিবমন্দিরে পূজা দিয়ে ফিরবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

শিবরাত্রি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবচতুর্দশীর রাত্রি। 'আর বছর শিবরাত্রির দিন তাকে নিয়ে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শিবরাত্রির শলিতা/সলতে/সলিতা [স] *বি* একমাত্র বংশধর। 'আমাদিগের শিবরাত্রির সলিতা বেঁচে থাকুক।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'শিবরাত্রির শলিতার মতো ... শরীরের অবস্থা এই করিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'ওই আমার শিবরাত্রির সলতে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

শিবলিঙ্গ [স শিবলিঙ্গ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পাথর মাটি দিয়ে তৈরি শিবের লিঙ্গরূপ মূর্তি। 'যে শিবলিঙ্গ পূজোর জন্য দেবতা হন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শিবলিঙ্গ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবের লিঙ্গরূপ মূর্তি। 'জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিবলোক [স] *বি* হিন্দু দেবতা শিবের বাসস্থান। 'ব্রহ্মালোক শিবলোক যে চরণোদকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিবসুত [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) শিবের পুত্র। 'শিবসুত মহামতি স্থূল তনু খর্ব্ব অতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শিবস্তুতি [স] *বি* হিন্দুদের মহাদেব শিবের প্রশংসাসূচক শ্লোক। 'নেপথ্যে শিবস্তুতি পাঠ।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

শিবালয় [স] *বি* শিবমন্দির। 'সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।' *ভারত*, ১৭৬০।

শিবের গীত *বি* শিবের মাহাত্ম্যসূচক গান। 'শিবের গীত এক সময় প্রচলিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শিবা[1] [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবতা শিবের স্ত্রী; পার্বতী। 'করাল বদনী শিবা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শিবানী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'শিবানী ইন্দ্রানী শিবা ক্ষেমদাত্রী কালজিহ্বা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শিবারূপী *বিণ* দুর্গা মূর্তিধারী। 'তার পক্ষাবল হয়্যা শিবারূপী মহামায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শিবা[2] [স] *বি* শিয়াল। 'ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিবাগণ *বি* শিয়ালের পাল। 'ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিবি *বি* হিংস্র জন্তু। 'নিভৃতে বিহরে যেথা নির্নিগড় শিবি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

শিবিকা [স] *বি* পালকি। 'কন্যাকে শিবিকারোহণের আদেশ দিয়া, তাহার অগোচরে বাহকদিগকে আজ্ঞা দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শিবিকাবাহক [স] *বি* পালকি বাহক। 'ব্রহ্মর্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শিবির [স] **১** *বি* তাঁবু। 'শিবিরেতে গমন করিলা মনোরঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* সেনাছাউনি; ঘাঁটি। 'সিকরোলস্থ ইংলণ্ডীয় শিবিরের পার্শ্বে শেষ মজ্লিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সিবির [স শিবির] *বি* আশ্রম। 'পুত্র পাই সুত রাধা চলিল সিবির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শিবিল সরবেন্ট [ই] *বিণ* সরকারি চাকরিজীবী। 'এক শিবিল সরবেন্ট ডিঘি সাহেবের অনুগ্রহেতে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শিবো [স শিব] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'শিবো মহাদেব।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিভালরী [ই] *বি* মহিলাদের প্রতি পুরুষদের এমন আচরণ, যাতে শিষ্টতা ও প্রয়োজনবোধে ত্যাগস্বীকারের মনোভাব প্রকাশ পায়। 'দেখিলে ভাই ইহাদের শিভালরী?' *রোকেয়া*, ১৯২২।

শিভিলিজেসন [ই] *বি* সভ্যতা। 'কেউ শিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেটে করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শিম [স শিম্ব] *বি* এক প্রকার সবজি। 'শিমের হইল জন্ম হিমের কৃপায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শিমুল [স শিম্বলী] *বি* শিমুল গাছ ও তার ফুল। 'জেন শিমুল কুসুমে না বসে অলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিমুলকাঁটা বালা *বি* শিমুলের কাঁটার মতো খাড়া নকশা-কাটা বালা। 'স্বপ্ন দেখিল যেন সে বিভাবতীকে শিমুলকাঁটা বালা গড়াইয়া দিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শিমুলফল *বি* শিমুল গাছের ফল যা থেকে তুলা পাওয়া যায়। 'পাকা শিমুলফলের মতো ফেটে গিয়ে ... পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিবাষ্প ছড়িয়ে ফেলে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিমুলশিম্বী [স শিম্বলী>+স শিম্ব>] *বি* শিমুলের ফল। 'শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে, উড়ি যায় তুলারাশি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিমুলী *বি* শিমুল। 'শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিম্পাঞ্জি [ই] *বি* এক প্রজাতির বানর, যার সঙ্গে মানুষের জিনগত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 'শিম্পাঞ্জি বালকগণকে নিকটে দেখিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিয়র [স শিরঃস্থান] *বি* শিথান। 'শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বনের স্নেহ শিয়রেতে জেগে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শিয়ল [স শীতল] *বিণ* ঠাণ্ডা; হিম। 'মলয় শিয়ল বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিয়া [আ সিআহ্] *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'মুসলমান, শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

শিয়াকুল *বি* কাঁটাযুক্ত বুনো গাছ বিশেষ। 'শিয়াকুল গাছের মস্ত ঝাড়।' *শরৎ*, ১৯১৭।

শিয়াল [স শৃগাল] ১ *বি* প্রাণীবিশেষ; শৃগাল। 'হুড়াহুড়ি মাংস খায় শিয়াল কুকুর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* বাঘ। 'তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

শিয়ালের ডাক *বি* শিয়ালের মতো একসুরে কথা বলা। 'তাহারদিগের শিয়ালের ডাক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শেয়াল [স শৃগাল] *বি* প্রাণী বিশেষ। 'নকুল শেয়াল গ্যাড়ে লুকাইল জম্বুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিয়ালকাঁটা *বি* বুনো কাঁটাগাছ বিশেষ। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'যাবজ্জীবনে ... ঐ শিয়ালকাঁটা ফুলটির গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শিয়াহ [ফা সিয়াহি] *বিণ* কালো। 'নীল শিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২; 'বিষ-জর্জরিত মুমূর্ষুর মতো নীল-শিয়াহ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শির[1], **শিরঃ** [স শিরঃ] ১ *বি* মস্তক। 'বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* চূড়া। 'হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিরঃকম্পন [স] *বি* মাথা নাড়িয়ে স্বাগতম জানানোর প্রথা। 'অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন ও সকলকে অভ্যর্থনা করছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শিরঃপীড়া [স] *বি* মাথা-ব্যথা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'পরিশ্রম হইয়াছে শিরঃপীড়াও হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শিরকাটা [স শিরঃ>] *বিণ* মাথা রক্তাক্ত হয়েছে এমন; মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত। 'শিরকাটা ছোকরার মাতা পিতা নালিস করিলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিরঝ্যাঁচা *বিণ* মাথা ঝাঁকিয়ে পরিবেশিত। 'সেই শিরঝ্যাঁচা গানের মতো – ও তুই চোখে দেখবি অন্ধকার।' *হাসান*, ১৯৬৭।

শিরচূড় *বি* শিরস্ত্রাণ। 'কেহ দুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে দেবরথী-শিরচূড়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শিরচ্ছেদ [স] *বি* মস্তিষ্ক ছিন্ন। 'শিরচ্ছেদে শিব পূজিয়াও দশানন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিরচ্ছেদন [স] *বি* মাথা কেটে ফেলা। 'দাউদের শিরচ্ছেদন করিতে এই মতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিরপীড়া [স শিরঃপীড়া] *বি* মাথাব্যথা। 'তাহার শিরপীড়া অধিক না জন্মে ...।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শিরশ্চালন [স] *বি* মাথা নাড়া। 'তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শিরশ্চালনা [স] *বি* মাথা নাড়ানো। 'কৃচ্ছ্রসাধ্য কেরাত ও বহুবিধ শিরশ্চালনার সহিত সুরা ফাতেহার আবৃত্তি।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শিরশ্চুম্বন [স] *বি* মাথায় চুমা খাওয়া; মস্তকচুম্বন। 'পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শিরে তোলা *ক্রি* মেনে নেওয়া। 'প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয় – লই শিরে তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শির[2] [স শিরা] *বি* রক্তনালী; শিরা। 'অন্নকষ্টে গায়ে শির ত্রিসায় না পাইল নীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিরওয়ানী [হি] *বি* শেরওয়ানি; হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা। 'শিরওয়ানীকে বিতাড়িত করিয়া নিজেরা বিজয়গর্বে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৭।

শিরচি [স শিরঃ>] *বি* শিরচ্ছেদ। 'শিরচি দেওয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিরতাজ [স শির+আ তাজ] *বি* মাথার মুকুট। 'শিরতাজ-হারা কাঁদে মুসলিম অস্ত-তোরণ-দ্বারে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শিরদাঁড়া [স শিরোদণ্ড] *বি* মেরুদণ্ড। 'শিরদাঁড়ার উপরে কতটা আঘাত সয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিরদাঁড়াহীন *বিণ* মেরুদণ্ডহীন। 'শিরদাঁড়াহীন নপুংসক কীটপতঙ্গ কিছু।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শিরদেশ [স শিরোদেশ] *বি* শিয়র। 'দেখিলাম শিরদেশে বসে সেই দ্বিজ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শির-ধার্য [স শিরোধার্য] *বিণ* শিরোধার্য। 'ধুলেপুরের কেলোসোনায় করি শির-ধার্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শিরনামা [ফা] *বি* শিরোনাম। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিরনি [ফা শীরীনী] *বি* মিষ্টান্ন; চাল আটা, দুধ ও মিষ্টি-সহযোগে রান্না করা খাবার। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শিরণি [ফা শীরীনী] *বি* শিরনি। 'পীরের শীরণি দিতে চাহে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শির্ণী [ফা] *বি* শিরনি। 'শরবত-শির্ণী-ইফতার-ওয়ালা রোজা নয় ...।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

শিরপা [ফা সরআপা] *বি* রাজকীয় সম্মান স্বরূপ শিরস্ত্রাণ বা পরিধেয় পোশাক। 'পাতশায়ী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ।' *ভারত*, ১৭৬০।

শিরপেচ [ফা সরপেচ] *বি* এক ধরনের পাগড়ি। 'এক শিরপেচ দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

শিরশির [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* শিরশির করছে এমন। 'বাঁশবনে হাওয়া লাগিয়া শিরশির শব্দ হইতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **২** *বি* শিহরণের ভাব। 'সমস্ত শরীর শিরশির করে পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল।' *মানিক*, ১৯৩৮।

শিরশিরানো *ক্রি* কাঁপানো। 'পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শিরশিরে *বিণ* শরীরে শিহরণ জাগায় এমন। 'শিরশিরে শীতে কাঁপানো হাওয়ায় ...।' *নীরেন*, ১৯৫০।

শিরস্ক [স] *বি* পাগড়ি। 'কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্কর পিধানে অসিবর।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিরস্ত্রাণ [স] *বি* পাগড়ি। 'কেবল মালকোঁচা এবং শিরস্ত্রাণ আঁটিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শিরা[1] [স] *বি* রক্তবাহী নাড়ি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হস্তের শিরাবন্ধন করিয়া, শোণিতস্রাব স্থগিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

শিরাওঠা *বিণ* শিরা-ভাসা। 'দুর্বল, অস্থিসর্বস্ব, শিরাওঠা বিনীত সেই হাতটা।' *হাসান*, ১৯৬৬।

শিরা-ছেঁড়া *বিণ* শিরা ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে বহির্গত। 'এই শিরা-ছেঁড়া রক্ত বড়ো কি লাগিবে ভালো?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শিরাবহুল [স] *বিণ* শিরাযুক্ত। 'সে তার শিরাবহুল পেশল হাতে কোদাল তুলে নিল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

শিরাভরণ [স] *বি* টুপি ইত্যাদি মাথার শোভিত আবরণ। 'তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো শিরাভরণের সঙ্গে হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শিরাশ্রয় [স] *বি* জটা। 'কোথা থেকে নামো নদী, ধূর্জটির শিরাশ্রয় থেকে?' *শক্তি*, ১৯৬১।

শিরাস্নায়ু [স] *বি* শরীরের স্নায়ুবাহী নালী। 'শিরাস্নায়ুগুলো পর্যন্ত না মানিয়া থাকিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিরা[2] [ফা শিরাহ্] *বি* পানির মধ্যে চিনি বা গুড় দিয়ে জ্বাল দেওয়া তরল। 'বিনি কিম্মতে বিলাল সেদিন অধর চিনির শিরা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শিরাজি *বি* ইরানের শিরাজ নগরে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট মদ। 'নবমী চাঁদের সসারে ও কে গো চাঁদনি-শিরাজি ঢালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শিরান [হি শিরহানা] *বি* শিয়র। 'কবরের শিরানে কার বুকের রক্ত দিয়ে মর্মর ফলকে লেখা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শিরালী *বি* (হিন্দুসমাজ) শিলাবৃষ্টি নিবারণে দক্ষ তান্ত্রিক সম্প্রদায়বিশেষ। 'কোন শিরালীর বিষাণ বাজে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শিরি[1] *বি* ধাপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিরি[2] [স শ্রী] *বি* শ্রী; শোভা। 'হাথের শিরি আঙ্গুঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিরিন [ফা] *বিণ* মিষ্টি। 'সবাই বলে চিনির চেয়েও শিরিন জীবন – হায় কপাল।' *নজরুল*, ১৯২৬। *দ্র* **শিরীণ**

শিরিন শরাব [ফা শিরিন+আ শরাব] *বি* সুমিষ্ট মদ। 'দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপন তুমি শিরীন শরাব।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শিরিফল [স শ্রীফল] *বি* বেল। 'নহুলী যৌবন কাঁচ শিরিফল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিরিশ[1] [ফা সিরীশ] *বি* আঠাবিশেষ; শিরিশ আঠা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিরীষ কাগজ [ফা সিরীশ+আ কাগজ] *বি* কাচচূর্ণ ও বালির প্রলেপ-লাগানো ধারযুক্ত কাগজবিশেষ। 'কেন রাজার বিছনা পাতে শিরীষ কাগজ দিয়ে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

শিরিশ[2] [স শিরীষ] *বি* শিরীষ ফুল। 'চাঁপা নানা জাতি শিরিশ করবী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শিরিস্তা [ফা] *বি* দপ্তর। 'সে দপ্তরের শিরিস্তাদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিরিস্তাদার [ফা] *বি* বড়ো কেরানি। 'সে দপ্তরের শিরিস্তাদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

শিরীণ, শিরীন [ফা] **১** *বিণ* সুস্বাদু। 'সুর বেঁধে বীণ সারেঙ্গিতে খুবসে শিরীন শরাব পিয়ো।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* মিষ্ট। 'তোমার তুতীর কণ্ঠ শিরীণ! নার্গিস আঁখি তার।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। *দ্র* **শিরিন**

শিরীন-জবান [ফা শিরিন+ফা জবান] *বি* সুমিষ্ট বাক্য। 'শমশের হতে কমজোর নয় শিরীন-জবান।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শিরীষ [স] *বি* পুষ্পবিশেষ। **শিরীষকুসুম** [স] *বি* শিরীষ ফুল। 'শিরীষকুসুমকোঁঅলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিরিষ [স শিরীষ] *বি* শিরীষ ফুল। 'নাগের কেশর/ আর তিনিশ শিরিষ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিরো- [স শিরঃ] *বি* মাথা।

শিরোদেশ [স] **১** *বি* শিয়র। 'শিরোদেশে বসে এক ব্রাহ্মণ সন্তান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* মাথা। 'তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শিরোধার্য, শিরোধার্য্য [স] **১** *বিণ* অবশ্য পালনীয়। 'এই কার্য শিরোধার্য অবশ্য লিখন।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'হে মহারাজ! ... আপনকার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* মাথায় ধারণ। 'ওদের দেশের টুপিকে বদ দেখতে হলেও শিরোধার্য করব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বিণ* শিরে ধারণ করতে হয় এমন। 'আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাজোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য হইয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শিরোধার্যা, শিরোধার্য্যা [স] *বিণ স্ত্রী* শিরোধার্য। 'সুশীলা আমার শিরোধার্য্যা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

শিরোপর [স] *বিণ* মাথার উপর। 'করি কুম্ভ বসতি বারীন্দ্র শিরোপর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শিরোবেদনা [স] *বি* মাথাব্যথা। 'তৃতীয় মহিষীর শিরোবেদনা ও মূর্ছা হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শিরোভাগ [স] **১** *বি* অগ্রভাগ। 'তাহার শিরোভাগে উপদেশকথা

তৎপরে নীতিকথা বলিয়া নাম আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বি* উপরিভাগ। 'পরাগকেশরের শিরোভাগে যে ধূলির ন্যায় এক প্রকার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিরোভূষণ [স] *বি* মুকুট। 'জ্ঞান চিহ্ন শিরোভূষণ করিয়া এখনও সেই রসের লাবণ্যে ঢল ঢল কান্তিতে বিরাজ করিতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শিরোমণি [স] ১ *বি* শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'বাহির হইলা তবে ন্যাসী-শিরোমণি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। 'কুলপুরোহিত শিরোমণি কহিলেন ওরে মূর্খ শাস্ত্র জানিলে না।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* (নিন্দার্থে) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'বক্রেশ্বর মাস্টারগিরি করেন – নীতি শেখান অথচ জল উঁচু নীচু বলনের শিরোমণি।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বি* শিরোভূষণ। 'শিরে তার শিরোমণি।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

শিরোমতি [স শিরঃ+স মৌক্তিক] *বি* শিরোরত্ন; চূড়ামণি। 'বলে নিল শিরোমতি কানের কনক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিরোরুহ [স] *বি* মাথার চুল। 'শিরোরুহ অসিত চামর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিরোর্ধবেদনা, শিরোর্দ্ধবেদনা [স] *বি* মাথা-ধরা রোগবিশেষ। 'শিরোর্দ্ধবেদনা অর্থাৎ আধকপালে বেদনা বোধ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

শিরোনাম, শিরোনামা [স; ফা সরনামহ্] ১ *বি* চিঠির উপরে লেখা নাম-ঠিকানা। 'কাহার নামে শিরোনামা দিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *বি* রচনার নাম। 'কবিতার শিরোনাম লেখার সময় বড় লজ্জাবোধ হয়।' *শামসুর*, ১৯৭০।

শিরোনাম দেওন *ক্রি* নাম-ঠিকানা ইত্যাদি সংযোজন। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

শিরোনামাসম্বলিত [শিরোনামা+স সংবলিত] *বিণ* শিরোনামযুক্ত। 'মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত কংসারি চৌধুরী – শিরোনামাসম্বলিত বহু আবেদন নিত্য তাহার দরবারে পৌছিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শিরোপা [ফা সরআপা] ১ *বি* পুরস্কার হিসেবে পাওয়া পাগড়ি। 'চলিল শিরোপা পাইয়া বাউল্যা রতাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* মাথা থেকে পা পর্যন্ত পাঁচখণ্ডে বিভক্ত বস্ত্র। 'শিরোপা স্বরূপে রায় পেসকোশ দিলা তায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* পুরস্কার। 'এমন জরুরি খবর দিলে শিরোপা পাইব।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

শির্ক [আ] *বি* (ইসলাম) একেশ্বরের সঙ্গে কারও তুলনা অথবা অংশীদার করা; বহু ঈশ্বরবাদ। 'শির্ক ও কুফরীর নারকীয় অনলে ...।' *মোসলেম*, ১৯২৭।

শিরক [আ] *বি* (ইসলাম) একেশ্বরের সঙ্গে কারও তুলনা অথবা অংশীদার করা। 'পৌত্তলিকতা শিরক।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

শিল [স শিলা] ১ *বি* পাথর খণ্ড। 'রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* মসলা বাটার কাজে ব্যবহৃত পাথরের পাটাতন। 'সে শিল নোড়া তৈরী করতে জানে।' *বুলবুল*, ১৯৩৩।

শিল আলু *বি* এক প্রকার আলু। 'মা শিল-আলুর ভর্তা করেছেন।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

শিলনোড়া *বি* মসলাদি বাটার প্রস্তরখণ্ড; পেষণী। 'শিলনোড়ায় বাটনা বাটছিল মল্লিকা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

শিলওয়ার [ফা শালোয়ার] *বি* ঢিলেঢালা পাজামা বিশেষ। 'সর্দারজী শিলওয়ার বানাতে ক'গজ কাপড় লাগে?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শিলমোহর [ই সীল+ফা মোহর] *বি* ছাপ দেওয়া। 'লাল গালার শিলমোহর ছেপে যায় বাড়ির দুয়ারে।' *অবন*, ১৯২৫।

শিলা [স] ১ *বি* পাথরখণ্ড। 'গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বৃষ্টির সঙ্গে পড়া বরফখণ্ড। 'ঝড় বরিষণে যেন পড়ে দারুণ শিল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

শিলাকর্কশ [স] *বিণ*, পাথরের ন্যায় অমসৃণ। 'অন্ধকার, নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শিলাতট [স] *বি* পাথুরে সমতলভূমি। 'তুমি কি শোননি মোর শিলাতটে অযুত আর্তধ্বনি।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

শিলাতল [স] *বি* পাথরের পাদদেশে। 'গেলা সতী কৌমুদীবসনা শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শিলাদৃঢ় [স] *বিণ* পাথরের ন্যায় কঠিন। 'হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া পরেছে শিলাদৃঢ় আবলুস।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

শিলান্যাস [স] *বি* ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। 'মেষ্টর হেয়ার সাহেবের দ্বারা ১৪ জুন ... শিলান্যাস হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

শিলাপট [স শিলাপট্ট] *বি* পাথরখণ্ড। 'কে আসি দাঁড়াল সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শিলাপট্ট [স] *বি* কোনো তথ্য উৎকীর্ণ পাথরের ফলক। 'জল শৈত্যসংহত হইয়া শিলাপট্টবৎ কঠিনতা ধারণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিলাপথ [স] *বি* পাথুরে রাস্তা। 'পাড়ি দেয় শিলাপথ, জনপদ, অরণ্য বন্ধুর।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শিলাপাট [স শিলাপট্ট] *বি* পেষণ-শিলা; মসলা বাটার পাথরের তৈরি পাটা। 'কংশে কন্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিলাবৃষ্টি [স] *বি* বরফের ছোটো ছোটো টুকরোসহ বৃষ্টি। 'শিলাবৃষ্টি চতুর্দিগে বাজে ঝনঝনা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিলাভূমি [স] *বি* পাথুরে জমি। 'শিলাভূমি সূর্য্য-কিরণে শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিলাময় [স] ১ *বিণ* পাথরে পরিপূর্ণ। 'শিলাময় দেশ – অগম বিজন, ভয়ঙ্কর।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* পাথর দ্বারা তৈরি। 'নির্ঝর তটিনী হয়, ভাঙি ফেলে শিলাময় কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শিলামর্মর, শিলামর্ম্মর [স] *বি* মার্বেল পাথর। 'সে প্রেমের ভাষা পেয়ে শিলামর্ম্মর/ মর্মের ভাষা কয় আজ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

শিলারাশি [স] *বি* পাথরের খণ্ডসমূহ। 'কুত্রাপি সম্মুখবর্ত্তী শিলারাশি দ্বারা প্রতিহত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিলারোধ [স] *বি* পাথরের বাঁধ। 'মহানদী যে আনন্দে শিলারোধ ভেঙ্গে ছুটে চিরদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শিলালিপি [স] *বি* পাথরে খোদিত লেখা। 'ঐ বিমাতৃভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিই তাহার পরিচয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শিলাসন [স] *বি* পাথরে নির্মিত আসন। 'অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শিলা-সুকঠোর [স] *বিণ* পাষাণ। 'সুন্দরী সে নারী/ শিলা-সুকঠোর হিয়া তারি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

শিলাবৃত [স] *বিণ* পাথরের আস্তরণযুক্ত। 'মুক্ত শিলাবৃত প্রান্তরে রঙীন বনফুলের শোভা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

শিলীভূত [স] *বিণ* স্থির। 'সর্বত্র তোমার চিত্র শিলীভূত গতি।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

শিলাই[1] *বি* একটি নদীর নাম। 'শিলাই বাহিয়া জাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিলাই[2] [স সীবন] *বি* সেলাই। 'তাহাদিগকে বুনন ও শিলাইয়ে নিযুক্ত করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

শিলিং [ই] *বি* (বর্তমানে অপ্রচলিত) ব্রিটিশ মুদ্রাবিশেষ; এক পাউন্ডের বিশ ভাগের এক ভাগ। 'তার হস্তে একটি শিলিং গুঁজে দিতে হল বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শিলিপর [ই স্লিপার] *বি* চটিজুতো। 'শ্বেত পদে শিলিপর শোভা তায় মাখা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শিলীমুখ [স] *বি* মৌমাছি। 'শিলীমুখবৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী-পুরী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শিল্প [স] **১** *বি* সৃষ্টিকর্ম। 'মোর শিল্প চাহ প্রভু সদয় নয়নে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন। 'তিনি নানা শিল্পের কারখানা দেখিতে গেলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বি* চারুকলা। 'কাব্য, নাটক, শিল্প, দর্শন, ন্যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শিল্প উজীর [স শিল্প+আ ওয়াজীর] *বি* শিল্পমন্ত্রী। 'শিল্প উজীরের ঘোষণায় প্রকাশ।' *আজাদ*, ১৯৬০।

শিল্পকর [স] *বি* শিল্পী। 'সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শিল্পকর্ম, শিল্পকর্ম্ম [স] **১** *বি* শিল্পজাত উৎপাদন। 'শিল্পকর্ম্মের উন্নতি হওনের এক মহাব্যাঘাত।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* কারখানাজাত পণ্য। 'তুলার উত্তম শিল্পকর্ম্ম যাহাতে ঢাকা শহর জগতে বিখ্যাত।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৩** *বি* শৈল্পিক কাজ। 'শিল্প কর্ম ও সূচি শিল্প।' *এসলাম*, ১৯১৯।

শিল্পকর্ম্মকারী [স] *বিণ* শিল্পপতি। 'শিল্পকর্ম্মকারীরা বিলাতে থাকিয়া এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শিল্পকর্মী [স] *বি* শিল্পী। 'শিল্পকর্মীর দেখা এবং শিল্পরসিক ভাবুকের দেখা।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পকলা [স] *বি* সুকুমার শিল্প। 'কখনও শিল্পকলায়, কখনও সাহিত্যে, কখনও বিজ্ঞানে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

শিল্পকাজ [স শিল্পকার্য] *বি* হস্তশিল্পের নিদর্শন। 'শিল্পকাজ দেখাইয়া ... মাতৃগর্ব প্রকাশ করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিল্পকার [স] *বি* বিবিধ দ্রব্য নির্মাণের কাজ করে যে। 'শিল্পকার ধাতুদ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

শিল্পকারখানা [স] *বি* যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয় এমন ঘর বিশেষ; কল-কারখানা। 'তিনি নানা শিল্পের কারখানা দেখিতে গেলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শিল্পকারবালা [স] *বি* শিল্পীর কন্যা। 'উষ্ণীষরচয়িত্রী শিল্পকারবালা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

শিল্পকারি [স শিল্পকারী] *বি* শিল্পী। 'বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুওষ্ঠবদন। দৃশ্যমাত্র হয় নয় যথার্থ কথন। শিল্পকারি গুণ গণে এই জ্ঞান হয়।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

শিল্পকারী [স] *বি* শিল্পোদ্যোক্তা। 'বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী, সেবাকারী ইহাদিগের মধ্যে কাহারও অভাবে কি দেশের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

শিল্পকার্য, শিল্পকার্য্য [স] *বি* কলকারখানার কাজ। 'বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্যেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিল্পকুশল [স] *বিণ* শিল্পে অভিজ্ঞ। 'শেখর নামে এক শিল্পকুশল বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধাতু-নির্ম্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিল্পকুশলতা [স] *বি* শিল্পগুণের দক্ষতা। 'নিজের শিল্পকুশলতার অভাবের জন্য ক্ষোভ এবং গ্লানিও কম হত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

শিল্পকূট [স] *বি* শিল্পের জটিলতা। 'দরদী মুখে মলিন হাসি বুঝিনি ছল শিল্পকূট।' *শক্তি*, ১৯৬১।

শিল্পকেন্দ্র [স] *বি* শিল্পকর্ম শেখার প্রতিষ্ঠান। 'নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা শাখা কয়েকটি শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিল্পকৌশল [স] *বি* শিল্পসৃষ্টির কুশলতা। 'এই আশ্চর্য শিল্পকৌশলগুলি কি বাহিরের কোনো আকস্মিক আন্দোলনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শিল্পগঠন [স] *বি* শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত। 'স্ত্রীলোকদের শিল্পগঠন বড় আমোদজনক হয়।' *প্যারী*, ১৮৬০।

শিল্পগুণমণ্ডিত [স] *বিণ* শিল্প গুণান্বিত। 'তা অনেক বেশী বাস্তব, সংযত, শিল্পগুণমণ্ডিত।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

শিল্পচর্চা [স] *বি* চারুকলার অনুশীলন ও সৃজন। 'শিল্পচর্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শিল্পজগৎ [স] *বি* শিল্পের ভুবন। 'শিল্পজগতের আকাশ-ছোঁয়া, ক্লিন্ন।' *শওকত*, ১৯৪৬।

শিল্পজাত [স] *বিণ* কলকারখানায় তৈরি হয়েছে এমন। 'পূর্ব্বকালীন প্রধান প্রধান রাজাদিগের রাজসভায় যে সমস্ত শিল্পজাত পদার্থ সন্দর্শন করা সাধ্য হইত না ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শিল্পজীবী [স] *বি* শিল্পকর্ম যার জীবিকা। 'চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন [স] *বি* শিল্পবোধবিশিষ্ট। 'অসামান্য শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন বাষ্পীয় পোতের পতাকাও উড্ডীয়মান হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

শিল্পতত্ত্ব [স] *বি* শিল্প সংক্রান্ত তত্ত্ব। 'এই বাহিরে-বাহিরে ভিন্নতা এটা কী মানবতন্ত্রের কী মানবের শিল্পতন্ত্রের চরম কথা নয়।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পদৃষ্টি [স] *বি* শিল্পের দৃষ্টি দিয়ে দেখা। 'তাঁর নির্ভুল শিল্পদৃষ্টির পরিচয়টিকেও উজ্জ্বল করে তোলে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিল্পদেবতা [স] *বি* শিল্পের দেবতা। 'শিল্পদেবতার সেই হল খাস দরবার।' *অবন*, ১৯৪১।

শিল্পনাশ [স] *বি* শিল্পের ধ্বংসাবস্থা। 'তাহার অন্নকষ্ট, তাহার শিল্পনাশ ... লইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিল্পনিকেতন [স] *বি* কুটিরশিল্প শেখার প্রতিষ্ঠান। 'নারীদের জন্য শিল্পনিকেতন সৃষ্টি হিরণ্ময়ী দেবীর তৎকালীন উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিল্পনিপুণ [স] *বিণ* শিল্পকর্মে দক্ষতা আছে এমন। 'ফরাশীশেরা

শিষ্ট, পরিশ্রমী, শিল্পনিপুণ, যুদ্ধশীল, যশ আকাঙ্ক্ষী, বিজ্ঞানোৎসী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শিল্পনৈপুণ্য [স] *বি* নির্মাণকলার দক্ষতা। 'বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শিল্পপতি [স] *বি* কলকারখানার মালিক। 'বিলেতের শিল্পপতি ও কারিগরদের অনেক কিছুই করবার এবং শেখবার বাকী রয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শিল্পপদ্ধতি [স] *বি* নির্মাণের কৌশল। 'বিচিত্র শিল্পপদ্ধতির কালপরম্পরাগত ইতিহাস আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিল্পপন্থা [স] *বি* শিল্পকৌশল। 'প্রাচীন শিল্পপন্থার উপর অশ্রদ্ধা।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্প-পরিচালক [স] *বি* শিল্পকলা বিষয়ক পরিচালক। 'শিল্প-পরিচালকও ছিল সে-ই।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শিল্পপরিষদ [স] *বি* শিল্পের উন্নতির জন্য গঠিত কমিটি। 'শিল্পপরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ...।' *আজাদ*, ১৯৫২।

শিল্পপ্রতিভা [স] *বি* শিল্পকর্ম সৃষ্টির প্রতিভা। 'তাঁর শিল্পপ্রতিভা ব্যাপকতর স্ফূর্তির পথ ধরে মৌলিক সৃষ্টির নিরঙ্কুশ কল্পনার জগতে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিল্প প্রতিষ্ঠান [স] *বি* শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। 'শিল্পকলা শিক্ষার জন্য কিছুসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল।' *বেগম*, ১৯৬৩।

শিল্পপ্রদর্শনী [স] *বি* শিল্পকর্ম প্রদর্শনের আয়োজন। 'শিল্পপ্রদর্শনীতে পাঠালে সেখানকার লোক চমকে উঠবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শিল্পপ্রবাহিণী [স] *বি* শিল্পধারা। 'সেকালের শিল্পপ্রবাহিণীর কিছু কিছু অংশ আটকা পড়িয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিল্পবাণিজ্য [স] *বি* শিল্পদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি। 'যে সব অতিকায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান মহাজনদের মূলধনে ও চেষ্টায় গ'ড়ে উঠেছে ...।' *সবুজ*, ১৯২০।

শিল্পবিদ্যা [স] **১** *বি* শিল্প বিষয়ক বিদ্যা। 'নীতিশাস্ত্র ... গন্ধর্ববিদ্যা ও নানাবিধ শিল্পবিদ্যা উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* নির্মাণ সংক্রান্ত বিদ্যা। 'বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ... শিল্প বিদ্যা ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বি* কারুকাজ। 'শিল্পবিদ্যা সেইখানে কত আঁকা বাঁকা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

শিল্পবিদ্যাপন্ন [স] *বিণ* শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী। 'মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শিল্পবিদ্যালয় [স] *বি* যে বিদ্যালয়ে শিল্পকর্ম শেখানো হয়। *দর্পণ*, ১৮২৬; 'শিল্প-বিদ্যালয়ে আমাদিগকে অগত্যা য়ুরোপীয় চিত্রাদির অনুকরণ করিয়া আঁকিতে শিখিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিল্পবিপ্লব [স] *বি* আঠারো শতকের ইউরোপে প্রযুক্তিগত জাগরণ ও তার বিস্তার। 'তাদের স্বপক্ষপাতী আইনকানুন এবং শিল্পবিপ্লবের চাপে বাংলার বিখ্যাত বস্ত্রশিল্প লোপ পায়।' *শিব*, ১৯৫৬।

শিল্পবিলাস [স] *বি* শিল্পের শৌখিনতা। 'শিল্পবিলাসে তাহারা আর্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শিল্পবীর [স] *বি* বিশিষ্ট শিল্পকর্মী। 'অনেক যুগের অনেক সাধনার মধ্যে দিয়ে শিল্পবীর সমস্ত তারা যে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পবুদ্ধি [স] *বি* শিল্পবিষয়ক বুদ্ধি। 'ইংরাজদিগের শিল্পবুদ্ধি ... পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শিল্পবোধ [স] *বি* সৌন্দর্যচেতনা। 'শিল্পচর্চার গোড়ার পাঠ হচ্ছে শিল্পবোধ।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্প ভবন [স] *বি* শিল্প শিক্ষালয়। 'শিল্প ভবনগুলিও সম্প্রসারিত করে পুনর্গঠিত ও সুসজ্জিত করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

শিল্পভিত্তিক [স] *বিণ* শিল্পনির্ভর। 'কৃষিভিত্তিক সমাজ ছাড়িয়া আমরা শিল্পভিত্তিক নূতন সামাজিক ...।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

শিল্পভূমি [স] *বি* শিল্পক্ষেত্র। '... উপনিবেশের শিল্পভূমি ধ্বংস করতে হলো।' *সনৎ*, ১৯৭০।

শিল্পভেদী [স] *বিণ* শিল্পের প্রকাশ ঘটায় এমন। 'শ্যামলিমার মালিনী, হাতে কই শিল্পভেদী কুরুশ-কাঁটাগুলি?' *শক্তি*, ১৯৬১।

শিল্পমণ্ডিত [স] *বিণ* শৈল্পিক। 'নিজের কল্পনার কৌশলে যে দুঃস্থতাকেও শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শিল্পমাধ্যমভেদ [স] *বি* শিল্প রচনার মাধ্যমের বিভিন্নতা। 'শিল্পমাধ্যমভেদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো বহুশিল্পদক্ষ ব্যক্তির ব্যক্তিস্বরূপভেদের যথাযোগ্য আলোচনা ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

শিল্পমেলা [স] *বি* শৈল্পিক কর্মের প্রদর্শনী। 'শিল্পমেলার উদ্বোধন করেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিল্পযন্ত্র [স] *বি* দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের কল। 'নানা প্রকার শিল্পযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সুন্দর সুন্দর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিল্পরস [স] *বি* শিল্পবোধ। 'শিল্পরসের উপর অধিকারের দাবি আমার যে কত অল্প ...।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পরসিক [স] *বিণ* শিল্পের সমঝদার। 'শিল্পকর্মীর দেখা এবং শিল্পরসিক ভাবুকের দেখা।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পলক্ষ্মী [স] *বি* শিল্পকলার কল্পিত দেবী। 'শিল্পলক্ষ্মীর কাছে তাঁদের চাওয়া তো আমাদের মতো।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পলোক [স] *বি* শিল্পের জগৎ। 'শিল্পলোকে যাত্রীদের জন্য একটা গাইডবুক পর্যন্ত রচনা করার ...।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পশালা [স] **১** *বি* শিল্পের রক্ষণাগার। 'নগরে ইংরাজদিগের একটি শিল্পশালা স্থাপিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* শিল্প চর্চাকেন্দ্র। 'সংগীতসভাই করি, নাট্যমন্দির শিল্পশালা এসবই বা খুলে বসি।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পশাস্ত্র [স] *বি* শিল্পবিষয়ক শাস্ত্র। 'সেটাকে কাটিয়ে যাবার শিল্পশাস্ত্র বৈদিক ঋষিরা ...।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পশিক্ষা [স] **১** *বি* বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী তৈরির দক্ষতা অর্জন। 'স্বর্ণকারের শিল্পশিক্ষা সহজে নিষ্পন্ন হয়ে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* বি শিল্পবিষয়ক অধ্যয়ন। 'তরুণ শিল্পীর শিল্পশিক্ষা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

শিল্পশুদ্ধি [স] *বি* শিল্পের বিশুদ্ধতা। 'আমি শিল্পশুদ্ধির আওতায় আত্মরক্ষা করেছিলুম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শিল্পশোভা [স] *বি* চারুকলার সৌন্দর্য। 'আমাদের অন্নবস্ত্র শিল্পশোভা আনন্দ-উৎসবের নানা সম্বন্ধ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিল্পসচেতনতা [স] *বি* শিল্প সম্পর্কে চেতনা। 'এর কারণ হল বিদ্যাসাগরের অসাধারণ শিল্পসচেতনতা।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

শিল্পসমালোচক [স] *বিণ* শিল্পের মান বিচার করে যে। 'কত কাল ধরে তা কে জানে মালা ফিরবে ... জাতীয় ঐতিহাসিক জাতীয়

শিল্পসমালোচক প্রভৃতির হাতে।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পসম্পদ [স] *বি* শিল্পরূপ সম্পদ। 'প্রাচীন চীনের শিল্পসম্পদ পাবে বলে তারা বিশ্বাস করে না।' *অবন*, ১৯২৫।

শিল্পসহায় [স] *বিণ* কারিগরি কাজে সহায়ক। 'শিল্পসহায় আইনের সাহায্যে শিক্ষিত বেকার-যুবকদিগের অন্ন-সমস্যা সমাধানে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

শিল্পসাধনা [স] *বি* শিল্পগুণসম্পন্ন কাজের অনুশীলন। 'তাঁর পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শিল্প-সাধনার অবকাশ খুব বেশী ছিল না।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিল্পসামগ্রী [স] *বি* শিল্পজাত দ্রব্য। 'বিপুল আয়তনের উপাদানকে একই জায়গায় একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ শিল্প-সামগ্রীতে পরিণত করা।' *সবুজ*, ১৯২০।

শিল্পসাহিত্য [স] *বি* শিল্পকলা ও সাহিত্য। 'আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্পসাহিত্যের পালন-পোষণের উপর নির্ভর করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শিল্পসৃষ্টি [স] *বি* শিল্প রচনা। 'শিল্পসৃষ্টির প্রেরণাকে কার্যকরী করে তোলে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিল্পাঞ্চল [স] *বি* শিল্পোন্নত অঞ্চল। 'শিল্পাঞ্চলে রেলওয়ে লাইন স্থাপিত হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শিল্পানুরাগী [স] *বিণ* শিল্পের প্রতি ভালোবাসা আছে এমন। 'বিদ্যোৎসাহী শিল্পানুরাগী স্বামীর সংস্পর্শে এসে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিল্পায়ত [স] *বিণ* শিল্পসম্মত। 'আমরা অকপটে আত্মকথাও শিল্পায়ত করতে পারিনি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

শিল্পায়তন [স] *বি* শিল্প বিদ্যালয়। 'সোদপুর সোপ ট্রেনিং স্কুল প্রভৃতি শিল্পায়তনে শিক্ষানবিশী করতে পারেন।' *জামায়াত*, ১৯৩৮।

শিল্পায়ন [স] *বি* শিল্পের প্রসার। 'নাগপাশ ছিন্ন করি নব শিল্পায়নে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শিল্পায়িত [স] *বিণ* শিল্পসমৃদ্ধ; কলকারখানানির্ভর। 'সুবাকে শিল্পায়িত করার ব্যাপারে হবে অগ্রসারী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শিল্পায়োজন [স] *বি* শিল্প স্থাপনের প্রস্তুতি। 'প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে বা শিল্পায়োজন হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

শিল্পিত [স] *বিণ* শৈল্পিক। 'সামান্যে শিল্পিত বেশ, চলায় বলায় সর্বক্ষণ রুচির মোহন ছোঁওয়া।' *শামসুর*, ১৯৭০।

শিল্পোৎকর্ষ [স] *বি* শৈল্পিক উৎকৃষ্টতা। 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুরের শিল্পোৎকর্ষ ও ব্যঞ্জনাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

শিল্পোন্নতি [স] *বি* শিল্পের উন্নতি। 'প্রদেশের শিল্পোন্নতি সাধন।' *জামায়াত*, ১৯৩৫।

শিল্পোন্নয়ন [স] *বিণ* শিল্পের উন্নতি সংক্রান্ত। 'শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপে বাস্তবে রূপান্তরিত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিল্পি [স শিল্পী] *বি* রচয়িতা। 'এই পুস্তক প্রস্তুতকারক এবং ইহার শিল্পি এই উভয়কেই আমরা ধন্যবাদ করি।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

শিল্পিতম [স] *বি* শ্রেষ্ঠ শিল্পী। 'নিমতলার ঘাটে সকল মনোরঞ্জনীসোপান শ্রেণী শিল্পিতমকর্তৃক ইষ্টকাদিদ্বারা অপূর্ব্ব ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

শিল্পী [স] ১ *বি* শিল্পকার। 'রাজা, কৃষক, শিল্পী, বণিক, সকলেরই সামান্যরূপে ধর্ম্মজ্ঞান এবং সত্য ব্যবহার সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪; 'কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতিকে শিল্পী বলা হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* গায়ক। 'যথার্থ শিল্পী আপনার কোনো গানকে সম্পূর্ণ সুরে পেয়ে আনন্দ পান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৩ *বি* চিত্রকর। 'তুমি শিল্পী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শিল্পীকার [স] *বি* শিল্পী। 'নগরীয় শিল্পীকারের শিষ্য।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শিল্পীচিত্ত [স] *বি* শিল্পীর হৃদয়। 'শিল্পীচিত্তের আবেগ ও অনুভূতির স্পন্দন নারী-প্রতিমার মধ্যে এতই স্পষ্ট যে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিল্পীজন [স] *বি* শিল্পবোধসম্পন্ন ব্যক্তি। 'শিল্পীজনের মিতালিতে শুধু শ্লেষ।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

শিল্পীজনোচিত [স] *বিণ* শিল্পীসুলভ। 'উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'এই শিল্পীজনোচিত প্রক্রিয়াই হয়ত এখানে টিকে থাকার একমাত্র অবলম্বন।' *শওকত*, ১৯৭২।

শিল্পীপ্রাণ [স] *বি* শিল্প-অন্ত প্রাণ। 'শঙ্কাকুল শিল্পীপ্রাণ, শঙ্কাকুল কৃষ্টি।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শিল্পীবিদ্যা [স] *বি* কারিগরি বিদ্যা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিল্পীমন [স] *বি* শিল্পপ্রেমিক মন। 'তিনি এমন একটি বালিকাকে বিবাহ করিবেন – যে বালিকা তাঁহার শিল্পীমনকে তৃপ্ত করিতে পারে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শিল্পীমানস [স] *বি* শিল্পী মন। 'বিভিন্ন দিক থেকে তার শিল্পীমানসের পরিচয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিল্পীলক্ষ্মী [স] *বি* শিল্পরূপ লক্ষ্মী। 'আমার শিল্পী লক্ষ্মী, ধেয়ান প্রতিমা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শিল্পীসত্তা [স] *বি* শিল্পী চরিত্র। 'বিদ্যাসাগরের শিল্পীসত্তাকে কটাক্ষ করেছেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিল্পীসম্প্রদায় [স] *বি* শিল্পীগোষ্ঠী। 'দেশবাসীর মনের এই নব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের ভার নিন দেশের নব সাহিত্যিক শিল্পীসম্প্রদায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

শিশ[1] [স শীর্ষ] *বি* সিঁথি। 'শিশে তোর শোভএ সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শিশত সিন্দুর শোভে উয়ে যেন সূর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিশ[2] [ধ্বন্যা] *বি* মুখ দিয়ে তৈরি করা বাঁশির মতো শব্দ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শিশ দিয়া তুড়ি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

শিশ দেওন *বি* মুখ দিয়ে শিশের শব্দ সৃষ্টি করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিশ[3] [ফা শিশ্‌হ্‌] *বি* কাচ। **শিশকর** *বি* যারা কাচের জিনিস তৈরি করে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিশমহল, শিশমোহল [ফা শিশ্‌হ্‌+আ মহল] *বি* কাচনির্মিত ঘর। 'এ যেন বাদশাহজাদার শিশ্‌-মোহলের সুন্দরীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।' *নজরুল*, ১৯২২; 'রূপের কুমার আজকে দোলে অপরূপের শিশমহলে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শিশা [ফা শিশ্‌হ্‌] ১ *বি* কাচের বোতল। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* কাঁচ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিষমহল, শিসমহাল [ফা শিশ্‌হ্‌+আ মহল] *বি* কাচনির্মিত বাড়ি। 'অতি-বিচিত্রতার নমুনা হল বেগমদের স্নানাগার বা শিষমহলটি।'

অবন, ১৯২৫; 'দিল্লী-আগ্রার রঙমহালে, শিসমহালে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শিশা[1] [স সীসক] *বি* সিসা; একপ্রকার ভারী ধাতু। 'চীনদেশে তাম্রলৌহ, শিশা, পারা এবং নানা প্রস্তর পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শিশার কলম *বি* পেনসিল। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

শিশা[2] দ্র **শিস**

শিশি[1] [স শীর্ষা] *বি* সিঁথি। 'শিশি পরে রখিলেন্ত চিকুরের রেণু।' *সুলতান*, ১৭০০।

শিশি[2] [ফা শীশ্‌হ্] *বি* কাচের বোতল। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'একটু মাথা মুণ্ড মিশাইয়া, শিশি পুরিয়া, টিকিট মারিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবনের ব্যবস্থা লিখিয়া দিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'মার্কামারা শিশিতে ... অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শিশিবোতল [শিশি+ই বটল্] *বি* নানা আকারের শিশি ও বোতল। 'কুমু ঘরের কোণে টেবিলটাতে একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর ওষুধের শিশি বোতল প্রভৃতি গুছিয়ে রাখতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'শিশিবোতল, শনপাপড়ি, চিনেবাদাম, ফুল, ধূপকাঠির ফেরিওয়ালারা সকলেই ... যাতায়াত করত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

শিশির [স] **১** *বি* শীতকাল। 'এককালে ছয় ঋতু গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বিরহ শিশির হৈল অধিক প্রবল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* ঘাম। 'সভায় মুকতি আশা নাসায় শিশির।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বি* হিম, রাতের বেলা ঠাণ্ডায় বাতাসের বাষ্প জমে জল হয়ে যাওয়া। *ওগাঁ*, ১৭৮৫; 'শীতকালে শিশিরাভিসিক্ত পুষ্পাদি আহরণ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শিশির-আসার [স] *বি* শিশিরের জল। 'শিশির-আসারে, সিক্ত সরস কুসুমে, নির্দাঘাত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিশির ঋতু [স] *বি* শরৎ কাল। 'বঞ্চিল শিশির ঋতু প্রমোদিত রঙ্গে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শিশির-কণা [স] *বি* শিশির মতো অশ্রুবিন্দু। 'নয়নে দুটি শিশির-কণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'তখন পড়িল ঝ'রে আমার নয়ন হতে তোমার নয়ন-'পরে একটি শিশিরকণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শিশিরচ্ছুরিত [স] *বিণ* শিশিরের মাঝ দিয়ে বিচ্ছুরিত। 'যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত উৎসুক আলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শিশির-ছেঁচা *বিণ* শিশির-সিঞ্চিত; শিশিরসিক্ত। 'আসবে আবার আশিন-হাওয়া, শিশির-ছেঁচা রাত্রি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

শিশির-ঝরা [স শিশির+ঝরা] *বিণ* শিশিরসিক্ত। 'শিশির-ঝরা কুন্দফুলে হাসিয়া কাঁদে দিশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে।' *জসীম*, ১৯২৭।

শিশির ঢালা *বিণ* শিশিরসিক্ত। 'নব প্রভাতের নবীন শিশির ঢালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শিশির-ধোওয়া [স শিশির+ধোয়া] *বিণ* শিশিরস্নাত। 'শরৎ তোমার শিশির ধোওয়া কুন্তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শিশিরনত [স] *বিণ* শিশিরে স্নাত। 'হৃদয় যেন শিশিরনত ফুটল পূজার ফুলের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শিশির-নাওয়া *বিণ* শিশিরস্নাত। 'হেমন্তের ওই শিশির-নাওয়া হিমেল হাওয়া।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

শিশির পড়া *ক্রি* হিম পতন হওয়া। 'পড়িতে শিশির।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিশিরবসন্ত [স] *বি* শিশিরস্নাত বসন্ত। 'দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শিশিরবিন্দু [স] *বি* কুয়াশার জল। 'শিশিরবিন্দু ও বালুকা-কণা যে এত ক্ষুদ্র, ইহাতেও অনেক পরমাণু আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিশিরবীথি [স] *বি* শিশিরসিক্ত গাছের সারি। 'আলো ঝলমল শীতল শিশিরবীথি।' *জীবন*, ১৯২৭।

শিশিরভেজা *বিণ* শিশিরসিক্ত। 'শরতের শিশিরভেজা ঘাসের উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

শিশির-ভোর *বি* শিশিরসিক্ত সকাল। 'মার চোখে শিশির-ভোর।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

শিশিরমণ্ডিত [স] *বিণ* শিশির মাখা। 'শিশিরমণ্ডিত ফুলের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিশিরমাখা *বিণ* শিশির ভেজা। 'শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শিশির রিতু [স শিশির-ঋতু] *বি* শীতকাল। 'তুষারি শিশির রিতু হিম চারি মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিশিরশীর্ণা [স] *বিণ* শীতে শুষ্ক। 'শিশিরশীর্ণা বালার কপোলে কুহেলির কালো জাল।' *জীবন*, ১৯২৭।

শিশির-সজল [স] *বিণ* শিশিরসিক্ত। 'বন বেতসের ছায় জেগে আছে শিশির-সজল।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শিশিরসিক্ত [স] *বিণ* শিশিরে ভেজা। 'প্রভাত সময়ের শিশিরসিক্ত সুকোমল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শিশিরসিঞ্চিত [স] *বিণ* শিশিরসিক্ত। 'শিশিরসিঞ্চিত প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শিশির-সিত *বিণ* শিশির-শুভ্র। 'বিদায়রবি-রক্তালোকে, শিশির-সিত ভোরে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

শিশিরস্নাত [স] *বিণ* শিশিরে সিক্ত। 'শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

শিশিরস্নিগ্ধ [স] *বিণ* শিশিরের কারণে স্নিগ্ধ। 'শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসের দ্বারা সর্বাঙ্গমনে অভিনন্দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শিশিরাভিসিক্ত [স] *বিণ* শিশির ভেজা। 'শীতকালে শিশিরাভিসিক্ত পুষ্পাদি আহরণ।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শিশিরার্দ্র [স] *বিণ* শিশিরে সিক্ত। 'শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শিশিরাপ্লুত [স] *বিণ* শিশিরস্নাত। 'শরতের শিশিরাপ্লুত শেফালির মতো বৃন্তচ্যুত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শিশিরোজ্জ্বল [স] *বিণ* শিশিরে উজ্জ্বল। 'সকাল বেলাকার ফুলের মতো শিশিরোজ্জ্বল জগৎটি আকাশের মধ্যে নববিকশিত দেখাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শিশু[1] [স] **১** *বি* সন্তান। 'যশোদার কোলে দিআঁ শিশু বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অবুঝ। 'তুহ্মি শিশু ক্ষুদ্র বুদ্ধি কি কহিব আর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* অপরিণত। 'কেমনে করিব গীত আমি অথি শিশু।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *বি* শাবক। 'জন্মকালে এই গণ্ডারশিশু খড়্গহীন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৫** *বিণ* নতুন। 'দিগম্বরের জটায়

লুটায় শিশু চাঁদের কর।' *নজরুল*, ১৯২২। ৬ *বিণ* অনভিজ্ঞ। 'কচি শিশু-রসনায় ধানি লংকার পোড়া ঝাল।' *নজরুল*, ১৯২২।

শিশু-অবস্থা [স] *বি* শিশুকাল। 'সন্তানকে পালন করা তাহার শিশু-অবস্থার উপযোগী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'মেয়েদের কোলেই তাহার উপেক্ষিত শিশু-অবস্থা যাপন করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শিশু অরুণ [স] *বি* নবোদিত সূর্য। 'শিশু অরুণেরে কোলে করে উষা দাঁড়ায় গগন-তটে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শিশু-আশ্রম [স] *বি* এতিম ও দরিদ্র শিশুদের থাকার জায়গা। 'সমিতি শীঘ্রই নার্সারী ও শিশু-আশ্রম স্থাপন করবে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শিশুক *বি* শিশুকে। 'কোরেশ সকল সম্বোধিয়া দুগ্ধ-মাএ শিশুক কোলেত করি নিজ গৃহে যাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

শিশুকণ্ঠ [স] *বি* শিশুদের কণ্ঠস্বর। 'শিশুকণ্ঠের কলকল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শিশুকল্যাণ [স] *বিণ* শিশুদের মঙ্গলে কাজ করে এমন। 'মাতৃমঙ্গল, শিশুকল্যাণ সদন, নারী-শিক্ষায়তন এবং মহিলাদের প্রগতিমূলক কোন প্রতিষ্ঠান ...।' *বেগম*, ১৯৫৪।

শিশুকাল [স] *বি* শৈশব। 'পুতনার প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশুকালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিশু-কুসুম [স] *বি* শিশুরূপ কুসুম। 'না ফুটিতে পড়ছে ঝরে শিশু-কুসুম যাদের কোলে।' *জসীম*, ১৯৫১।

শিশুকেন্দ্র [স] *বি* শিশুদের লালনকেন্দ্র। 'আসন্নতা ভিত্তি গড়ে আরোগ্যভবনে, শিশুকেন্দ্রে, কৃষিসমবায়ে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

শিশুখাদ্য [স] *বি* শিশুদের উপযোগী খাদ্য। 'শিশুখাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য।' *বেগম*, ১৯৭২।

শিশুগোলাপ *বি* ফুটতে চাইছে এমন গোলাপ। 'প্রত্যহ বৃষ্টির শিশুগোলাপ কটির/ সর্বনাশে সরগরম করবো আমি সভা।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৭০।

শিশু চাঁদ *বি* শুক্লপক্ষের প্রথম দিককার ক্ষীণ চাঁদ। 'শিশু চাঁদের মতোন বাঁকা নৌকাখানা।' *জসীম*, ১৯৫১।

শিশুচিত্ত [স] *বিণ* শিশুর মতো মনবিশিষ্ট। 'বাহিরে অশক্ত সে শিশুচিত্ত মা খুঁজিয়া ফেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

শিশুজন [স] *বি* শিশুদের। 'শিশুজন দেখি আমি ক্ষেমিলাঙ দায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিশুতোষ [স] *বিণ* শিশুদের পাঠোপযোগী। 'বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ের' মত শিশুতোষ পাঠ্যপুস্তক আজ অবধি রচিত হয়নি।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শিশুত্ব [স] *বি* শিশু-সত্তা। 'আমার মনের শিশুত্বে দোলা লেগেছিল।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

শিশুদৃষ্টি [স] *বি* শিশুসুলভ দৃষ্টি। 'তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শিশু-দেবতা [স] *বি* শিশুসুলভ দেবতা। 'কোনো কৌতুক প্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শিশুপত্র [স] *বি* কচি পাতা। 'তোমার এই শুভ্র শিশুপত্রগুলি সেই চিরদিনের মসীচিহ্নিত সমাপ্তির কথা আজ স্বপ্নেও কল্পনা করিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শিশুপনা *বি* শিশুর আচরণ। 'অকুণ্ঠিত শিশুপনা দেখি।' *অবন*, ১৯২৫।

শিশুপাঠ্য [স] *বিণ* শিশুদের পাঠের উপযোগী। 'শিশুপাঠ্য পুস্তকের পরিবর্তন আবশ্যক।' *নবনূর*, ১৯০৩।

শিশুপালন [স] *বিণ* শিশুদের দেখাশুনা করে এমন। 'নার্সিং হোম বা শিশুপালন প্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরই তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব থাকতো না।' *বেগম*, ১৯৪৭।

শিশুপোনা *বি* মাছের ছোটো ছোটো বাচ্চা। 'শোল মাছ তার শিশুপোনাগুলি ছড়ায়ে লেজের ঘায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

শিশুপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় শিশুর মতো। 'বরষার ভরা নদী তৃপ্ত শিশুপ্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শিশুপ্রীতি [স] *বি* শিশুদের প্রতি ভালোবাসা। 'ওর উৎকট শিশুপ্রীতির একটা হদিস পাওয়া গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

শিশুবর [স] *বি* শিশু। 'সে ওষুধে যদি না নিকলে শিশুবর।' *সুলতান*, ১৭০০।

শিশু-বিদ্যালয় [স] *বি* শিশুদের পাঠদানের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়। 'তিনি কতিপয় শিশু-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিশুবুদ্ধি [স] *বি* হালকা বুদ্ধি। 'তোমার নিতান্ত শিশুবুদ্ধি হে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিশুমঙ্গল [স] ১ *বি* শিশু-কল্যাণ। 'এ কোন শ্রেণীর শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বি* হাসপাতালের যে বিভাগে শিশুদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। 'অনেক বেড, অনেক বিভাগ, শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, সংক্রামক ব্যাধির বিভাগ, সাধারণ বিভাগ।' *তারা*, ১৯৫৩।

শিশুমতি [স] ১ *বিণ* অবুঝ। 'মোএ শিশুমতি বড়াই করু কোন বুদ্ধি।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বিণ* শিশু-মনস্ক। 'শিশুমতি ঠাকুরাণী নাঞি জান পাপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শিশুমতী [স শিশুমতি] *বিণ* বালকের বুদ্ধিসম্পন্ন; অবোধ। 'সব লোক বোলে তারে কাহ্নু শিশুমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শিশুমন [স] *বি* শিশুর মতো মন। 'তাহার শিশুমন থৈ পায় না।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শিশুমারী [স] *বি* শিশুমৃত্যু। 'স্ত্রীমারী শিশুমারী দূর হতে পারত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শিশুমেলা [স] *বি* শিশুদের সৌজন্যে অনুষ্ঠিত মেলা। 'মহিলা সমিতির উদ্যোগে একটি শিশুমেলা অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৬০।

শিশুরক্ষণী [স] *বি* কর্মজীবী মহিলাদের সন্তান-পালনকারী বিশেষ প্রতিষ্ঠান। 'এই ছেলেদের বিভাগ থেকে কিছু দূরে আছে (crèche) বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে শিশুরক্ষণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শিশুরাষ্ট্র [স] *বি* সদ্যোজাত রাষ্ট্র। 'শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রক্ষা করতে ... আমাদেরকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শিশুলীলা [স] *বি* শিশুসুলভ লীলাখেলা। 'এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিশুশশী [স] *বি* দ্বিতীয়ার চাঁদ। 'লুকাইল শিশুশশী/ মুরছিতা দিগঙ্গনা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শিশুশস্য [স] *বি* ফসলের চারা। 'জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে সে নিজে বুকের শিশুশস্যকে গ্রাস করেছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

শিশুশাবক [স] *বি* ছোটো বাচ্চা। 'বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে অহিংস শিশুশাবক ও স্ত্রীলোকের ধর্ম।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শিশুশালা [স] *বি* শিশু আশ্রম; শিশু লালন-পালনের স্থান। 'রাজপ্রাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ, শিশুশালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিশুশিক্ষা [স] *বি* শিশুদের শিক্ষার বই। 'শিশুশিক্ষা, প্রথম ভাগ।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'এরা যে প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শিশু-শিক্ষালয় [স] *বি* শিশুদের বিদ্যালয়। 'শিশু-শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করা সহজ বিষয় নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিশু শিষ [স শিশু-শীর্ষ] *বি* কচি শিষ। 'চিকন ধানের শিশু-শিষে বসি।' *জসীম*, ১৯২৭।

শিশুসঙ্গী [স] *বি* শিশুবয়সের সাথী। 'দুইটি লীলাচঞ্চল শিশুসঙ্গীকে লইয়া কী সুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শিশুসন্তান [স] *বি* শিশুপুত্র বা কন্যা। 'দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান পীড়িত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শিশুসম [স] *বিণ* শিশুসুলভ। 'শিশুসম আচারে প্রবীণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শিশুসাহিত্য [স] *বি* শিশুদের উপযোগী সাহিত্য। 'এই নবযুগের শিশুসাহিত্য আঁতুড়েই মরবে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

শিশুসুলভ [স] *বিণ* শিশুদের মতো। 'ইহাদের চাহনিতে মাখা আছে কি একটা শিশুসুলভ সরল দিব্য ভাব।' *সবুজ*, ১৯২১।

শিশুসূর্য [স] ১ *বি* মৃদু তেজবিশিষ্ট সূর্য। 'শরৎকালের শিশু-সূর্যের কিরণ।' *মানিক*, ১৯৩৭। ২ *বি* ভোরের সূর্য। 'কত বর্বর শিশু-সূর্যেরে মেরেছি হেসে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

শিশুহাসি *বি* শিশুর মতো সরল হাসি। 'শিশুহাসি হেসে নব জিশু বেশে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শিশু[2] [স শিংশপা] *বি* শিশুগাছ ও তার কাঠ। 'দক্ষিণে শাল, শিশু, টুন কাষ্ঠ বিস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শিশুক [স] *বি* জলচর প্রাণীবিশেষ; শিশুমার। 'শিশুক-হাঙর শোষিছে রক্ত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শিশূৎসর্গ [স] *বি* (হিন্দু আচার) শিশু বিসর্জন। 'সহমরণ ও শিশূৎসর্গ যে প্রকারে আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।' *পূর্ণচন্দ্রোদয়*, ১৮৫১।

শিশ্ন [স] *বি* পুরুষাঙ্গ। 'কুঁকড়ে থাকা ঠাণ্ডা শিশ্ন হাতে ঠেকে মরা বিছের মতো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শিশ্নোদর [স] *বি* কামপ্রবৃত্তি। শিশ্নোদরপরায়ণ [স] *বিণ* কামুক ও খাদক। 'শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিশ্নোদরতন্ত্রী [স] *বি* কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ এবং উদরপূর্তি যাদের লক্ষ্য। 'আজকালকার এই শিশ্নোদরতন্ত্রী এবং যা শিশ্নোদর নয় কিন্তু তবুও উচ্ছৃঙ্খল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শিশ্নোদরপরায়ণতা [স] *বি* যৌনবৃত্তি ও আহার্যই সব – এমন ধারণা। 'শিশ্নোদরপরায়ণতার চেয়ে মন্দ সংস্কার আর কি হতে পারে?' *মোতাহের*, ১৯৫০।

শিষ[1] [স শীর্ষ] ১ *বি* সিঁথি। 'মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দূর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* (ধানের) মঞ্জরি। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'শিষের মধ্যে দুটো-চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* শিখা। 'লণ্ঠনের শিষটা যেন জেগে উঠে তাকে দেখে নিলো একবার ভালো করে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

শিষভারনত [শিষ+স ভারনত] *বিণ* শস্যমঞ্জরির ভারে অবনত। 'শিষভারনত ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে চলছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

শিষ[2] [স শিষ্য] *বি* শিষ্য। 'সহস্র দলেত গুরু শতদলে শিষ।' *সুলতান*, ১৭০০।

শিষমহল দ্র শিশ[3]

শিষ্ট [স] ১ *বিণ* ভদ্র। 'জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* বুদ্ধিমান ব্যক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শিষ্টজনপ্রিয় [স] *বিণ* শিষ্টজনের প্রিয়। 'জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিষ্টতা [স] *বি* সৌজন্য। 'রাজার শিষ্টতা দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ...।' *রাজীব*, ১৮০৫।

শিষ্টত্রাণ [স] *বি* শিষ্টের রক্ষাকারী। 'জয় দুষ্টভয়ঙ্কর জয় শিষ্টত্রাণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শিষ্টপালন [স] *বি* শিষ্টের রক্ষাকরণ। 'দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণজন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

শিষ্টবিশিষ্ট [স] *বিণ* গণ্যমান্য। 'অনেক চেষ্টাতে শতাবধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

শিষ্টভাব [স] *বি* ভদ্রভাব। 'শিষ্টভাবে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করা।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

শিষ্টমতি [স] ১ *বিণ* বিনীত; নীতিযুক্ত। 'আমি অতি শিষ্ট মতি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বিণ* সুন্দর মনের অধিকারী। 'তুমি শিষ্টমতি; দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

শিষ্টলোক [স] *বি* ভদ্রলোক। 'দেখি সব শিষ্টলোক করে হাহাকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিষ্ট শান্ত [স] *বিণ* নম্র-ভদ্র। 'অতি বড় শিষ্ট শান্ত, কামিনীর প্রিয়কান্ত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শিষ্ট সম্ভাষণ [স] *বি* কুশল বিনিময়। 'রাজা সাহেব লোকের সহিত পরস্পর শিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শিষ্টাচার [স] *বি* ভদ্র ব্যবহার; ভদ্রতা। 'শিষ্টাচারের ত্রুটি ছিল না।' *রামরাম*, ১৮০১; 'অধ্যাপকেরদিগের উপযুক্তমত বিদায় দিয়া শিষ্টাচারে বিদায় করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শিষ্টাচারি [স শিষ্টাচারী] *বিণ* শিষ্ট আচরণকারী। 'ঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টাচারি লোকসকলের ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শিষ্টাচারী [স] *বিণ* ভদ্র আচরণ করে এমন। 'শিষ্টাচারী সতেজ জাপান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শিষ্টালাপ [স] *বি* ভদ্রতা প্রকাশ পায় এমন কথাবার্তা। 'ব্রাহ্মণকে যথোচিত শিষ্টালাপ ও ধনাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া ...।' *গৌর*, ১৮২২।

শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন – সৎ লোককে রক্ষা করা এবং দুষ্ট লোককে শাসন করা। 'শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাঁহারদিগের আছে।' *রাজীব*, ১৮০৫।

শিষ্য [স] ১ *বি* ছাত্র। 'পুত্রে বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* ভক্ত। 'কাঁহা বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শিষ্যকৃত্য [স] *বি* শিষ্যের আচরণ। 'শিষ্যকৃত্য করেছি গুণীর হ'য়ে

করঙ্ক-বাহী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

শিষ্যত্ব [স] *বি* দীক্ষাগ্রহণ। 'সারস্বত মুনির নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শিষ্যা [স] **১** *বি স্ত্রী* ছাত্র। 'শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি স্ত্রী* ভক্ত। 'তিনি আমার শিষ্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৩** *বিণ স্ত্রী* অনুগত। 'সুচরিতা তাঁহার শিষ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিষ্যাধিকার [স] *বি* শিষ্যের অধিকার। 'শিষ্যাধিকার বিষয়ে মধ্যে মধ্যে মহাশয়দিগের পরস্পর ঘোরতর বিসংবাদ উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শিষ্যান শিষ্য – শিষ্যের শিষ্য। 'তাঁহাদের শিষ্যান শিষ্য হারাণ, নরাণ ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

শিস[১] [স শীর্ষ] **১** *বি* সিঁথি। 'শিসেত সিন্দুর দিল কুরলিত কেশ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* মাথা। 'আঙুলের শিস দিয়ে খুব সাবধানে চুল ঝুলিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

শিস[২] [স সীসক] *বি* সিসা। **শিসের কলম** *বি* এক ধরনের কলম; পেনসিল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিস[৩] [ধ্বন্যা] *বি* ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে বাঁশির ধ্বনির মতো যে ধ্বনি করা হয়; সিটি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ইংরেজের মতো শিস দিতে ... শিখেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শিস দেওন *বি* ঠোঁট ও জিভ দিয়ে বাঁশির মতো শব্দ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শিসমহাল দ্র **শিশ**[৩]

শিসুগাছ [স শিংশপা] *বি* ছোটো ছোটো পাতাবিশিষ্ট ও কাণ্ডল এক প্রকার গাছ। 'বাগানের শিসুগাছের পাতা ঝর ঝর করছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। দ্র **শিশু**[২]

শিহর [স হর্ষণ] **১** *বি* কম্পন। 'শিহর লাগে বনে বনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **২** *বি* শিহরণ; রোমাঞ্চ। 'হেমন্তের আতপ্ত নিশ্বাস শিহর লাগালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শিহরণ *বি* কম্পন। 'চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ।' *ভারত*, ১৭৬০।

শিহরি ওঠা **১** *ক্রি* শিউরে ওঠা। 'শিহরি উঠে রে বারি, দোলে রে দোলে রে হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* ভয়ে চমকে ওঠা। 'দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে তো যায় না সে রে, শিহরি উঠে না আশঙ্কায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শিহরা **১** *ক্রি* রোমাঞ্চিত হওয়া। 'অস্ফুট কদম্ব কলি শিহরিল গা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *ক্রি* কেঁপে ওঠা। 'এই কথা শুনি, পরমাদ গণি/ শিহরিয়া ধনী, পড়ে ধরায়।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'তরুপল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শিহরিত *বিণ* রোমাঞ্চিত। 'নীল পদ্মার জল উত্তুরে বাতাসে আগাগোড়া অল্প অল্প কম্পিত শিহরিত হচ্ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শী *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ভীমসেন শী।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শীক [স শিষ্য] *বি* শিখ; জাতিবিশেষ। 'শীক জাতির একতা বোধ নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শীকর [স] **১** *বি* বিন্দু। 'পতিত করিত সই সলিল শীকর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **২** *বি* বাতাসে বাহিত জলকণা। 'বৃষ্টি শীকর এখানেও থামে না।' *শওকত*, ১৯৪৬।

শীকরবিন্দু *বি* জলকণা। 'ছিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শীঘ্র [স] **১** *ক্রিবিণ* দ্রুত গতিতে। 'ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে মন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* দ্রুত। 'প্রভু বোলে শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শীঘ্রকারী [স] *বিণ* দ্রুত করতে পারে যে। 'তর্জমাকরণে শীঘ্রকারী।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

শীঘ্রগতি [স] *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শীঘ্রগামী [স] *বিণ* দ্রুতগামী। 'শীঘ্রগামী শশক ধরিতে কেহ নারে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কশাঘাতে অশ্বকে শীঘ্রগামী করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

শীঘ্রচেতন [স] *বিণ* অনায়াসে জেগে ওঠে এমন। 'নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শীঘ্র শীঘ্র [স] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি। 'শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্মসারো আছে কত পোরা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শীঘ্রি [স শীঘ্র] *ক্রিবিণ* তাড়াতাড়ি; দ্রুত। 'পোড়ারমুখী, শীঘ্রি আয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শীঙ্গিমাচ [স শৃঙ্গ>] *বি* শিংমাছ। 'শীঙ্গিমাচ আনিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শীত [স] **১** *বি* শীতলতা। 'মরে দস্যুগণ মহা ঝড় বৃষ্টি শীতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ঠান্ডা লাগা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* বাংলা ঋতুবিশেষ; পৌষ ও মাঘ মাস। 'কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৪** *বি* শৈথিল্য। 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে সন্দেহ অবিশ্বাস পরিমাণ বোধ স্থিরতা ও শীত আসে।' *জীবন*, ১৯৩১।

শীতকষ্ট [স] *বি* শীতের কারণে কষ্ট। 'শীতকষ্ট সব ভুলিয়া গেলাম।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শীতকাতুরে *বিণ* শীতে কাতর হয় এমন। 'শীতকাতুরে ফিচকে ডাকাত সব কিছু করতে প্রস্তুত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শীতকাল [স] *বি* ছয় ঋতুর একটি – পৌষ ও মাঘ মাস। 'শীতকালে কার্যে আসিবে একদিন।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'শীত কাল গেলে গরমির কাল হএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শীতকোঁৎকা *বিণ* শীতকাতুরে। 'ভারি শীতকোঁৎকা হয়ে গিয়েছিলুম।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শীতক্লিষ্ট [স] *বিণ* শীতে কাতর। 'অধ্যাপকেরা অর্ধ-অভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা-কিছু রক্ষাযোগ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শীতগোধূলি [স] *বি* শীতের সন্ধ্যা। 'শীতগোধূলির শীর্ণ শব্দহীন নদীর মতন।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

শীতনিবারণ [স] *বি* ঠান্ডাপ্রতিরোধ। 'জগ-জনে কৈল শীতনিবারণ বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাহার শীতনিবারণ হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

শীতপবন [স] *বি* শীতের বাতাস। 'নব জাগ্রত শীতপবনের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শীতপীড়িত [স] *বিণ* শীতে কাতর। 'বেচারা বৃদ্ধ শীতপীড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শীতপ্রদেশ [স] *বি* শীতপ্রধান অঞ্চল। 'কৃষিকার্য্যের আধিক্যে শীতপ্রদেশ উষ্ণ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শীতপ্রধান [স] *বিণ* শীতকালীন অবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশি এমন। 'এইহেতু এই স্থান অতি শীতপ্রধান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শীতবস্ত্র [স] *বি* শীতকালীন পোশাক। 'মনুষ্যেরা শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

শীতবাত [স] *বি* ঠাণ্ডা বাতাস। 'বিংশতিতম হেমন্ত আমার দেহ শীতবাত দ্বারা আঘাত করিলে ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

শীত-বাতাস *বি* ঠাণ্ডা বাতাস। 'এসে প'ল বলে এদিকে পোষের শীত-বাতাস।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

শীতবায়ু [স] **১** *বি* শীতকালীন আবহাওয়া। 'এই স্থান সাধারণত ... শীতবায়ুকে নাতিশীতোষ্ণভাবাপন্ন ও পরমসুখপ্রদ করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* ঠাণ্ডা বাতাস। 'রুদন্ত বর্ষার ভিজা শীতবায়ু করে শবাহত কৃষ্ণবাস বনানীকে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

শীতবাহী [স] *বিণ* শীত বহন করে এমন। 'শীতবাহী সমীরণ না লাগে শীতল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শীত-ভাঙানো [স শীত+ভাঙানো] *বি* শীত নিবারণ। 'একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শীতমধ্যাহ্ন [স] *বি* শীতের দুপুর। 'কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শীত মানা *ক্রি* শীত নিবারণ হওয়া। 'একটা সামান্য চাদরে শীত মানে?' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শীত-শীত [স] *বিণ* একটু ঠাণ্ডা। 'সকালবেলায় শীত-শীত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শীতশীর্ণ [স] *বিণ* শীতকালীন আবহাওয়ার প্রভাবে ক্ষীণধারা হয়ে যাওয়া; শীতের কারণে শীর্ণ। 'এই শীতশীর্ণ নদীর মতো আমার সমস্ত অস্তিত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শীত-হাওয়া *বি* শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাস। 'পাহাড়ের শীত-হাওয়ায় খুলি ডুবিয়ে তারা চলছে।' *নীরেন*, ১৯৪৪।

শীতাক্ত [স] *বিণ* শীতল। 'কোনো এক শীতাক্ত প্রদেশের নিশ্চলতায় অসাড় হয়ে পড়েছে সে।' *জীবন*, ১৯৩১।

শীতাক্ততা [স] *বি* শীতলতা। 'শীতাক্ততার ভিতর প্রভাতের নিজের জীবনের অকর্মণ্যতা।' *জীবন*, ১৯৩১।

শীতাক্রান্ত [স] *বিণ* শীতপূর্ণ। 'আমার হৃদয় হয় শীতাক্রান্ত সন্ধ্যার শ্মশান।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

শীতাতপ [স] **১** *বি* ঠাণ্ডা ও গরম। 'সাগর-দ্বীপের শীতাতপের অপকর্ষ অনুমান করিতে পারেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* শীত ও গরম নিয়ন্ত্রিত; এয়ার কন্ডিশন্ড্‌। 'একমাত্র শীতাবপ নিয়ন্ত্রিত সিনেমা।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

শীতাতুর [স] *বিণ* শীতে কাতর। 'আমি অপুষ্ট আমি শীতাতুর/ দাঁড়াতে পারি না পায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শীতাধিক্য [স] *বি* তীব্র শীত। 'ঊর্দ্ধে শীতাধিক্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শীতান্ত [স] *বি* শীতের শেষ। 'শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শীতাপগম [স] *বি* শীত ঋতুর আগমন। 'শীতাপগমে নববসন্তের সঞ্চার হইয়াছে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

শীতার্ত [স] *বিণ* হিমকাতর; শীতে কাতর। 'শীতার্ত প্রাণীর শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ত প্রাণীর অন্ন প্রস্তুত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শীতোষ্ণতা [স] *বি* শীত ও উষ্ণ অবস্থা। 'শীতোষ্ণতার য দ্বিবিধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শীতোজ্জ্বল [স] *বিণ* শীতল ও উজ্জ্বল। 'চারিধারে তার শীতোজ্জ্ব মেঘের কাঁচুলি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শীতল [স] **১** *বিণ* মধুর। 'খর শীতল আর বুলিব বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০ **২** *বিণ* ঠাণ্ডা। 'শীতল সমীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* শীতপ্রধা 'শীতল-প্রদেশীয় লোকেরা একপ্রকার চক্রহীন শকটে আরোহণপূর্ব বরফের উপর দিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৪** *বিণ* শান্ত। 'স্বাভা শোভা দেখিয়া নয়ন মন শীতল করিবেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

শীতল-করা *বিণ* জুড়িয়ে দেয় এমন। 'এসো হে এসো পিপাসা-হ এসো হে এসো আঁখি শীতল করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

শীতলতা [স] **১** *বি* শৈত্য। 'অপেক্ষাকৃত শীতলতা ঘটিলেই কঠিন জন্মিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* ঠাণ্ডা অবস্থা। 'যেন সরীসৃ গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শীতলত্ব [স] *বি* শীতলতা; ঠাণ্ডা অবস্থা। 'অগ্নির দহনকারি জলের শীতলত্ব, প্রস্তরের কাঠিন্য।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

শীতলদেশীয় [স] *বিণ* শীতপ্রধান। 'অতিশয় শীতলদেশীয় সামা লোকেরা সচরাচর রাই, দুগ্ধ ও পনির ভক্ষণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০

শীতলপাটি [স শীতল+স পট্টী] *বি* ঠাণ্ডা ও মসৃণ মাদুরবিশে 'পাতিল শীতলপাটি পরিসর পান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শীতল প্রকৃতি [স] *বিণ* নম্র স্বভাবের। 'কুন্দ শীতল প্রকৃতি, হী উগ্রপ্রকৃতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

শীতল-প্রদেশীয় [স] *বিণ* শীতপ্রধান অঞ্চলের। 'শীতল-প্রদে লোকেরা একপ্রকার চক্রহীন শকটে আরোহণপূর্ব্বক বরফের উ দিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শীতল হওন *ক্রি* সন্তুষ্ট হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শীতলজিরে *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'দোসুতী শীতলজিরে হরিতে তায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শীতলা[1] [স শীতল>] *ক্রি* আড়ষ্ট হওয়া। 'শীতলিয়া মোর ডরে সদা আ সেবা করে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

শীতলা[2] [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বসন্ত রোগের দেবীবিশেষ। 'কতকগু গ্রাম্যদেবতার ব্রত – ... শীতলা, বুড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মূলাই *অবন*, ১৯১৯।

শীতলামায়ী *বি* হিন্দুমতে বসন্তরোগের দেবী। 'শীতলামায়ীরে ক হেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শীতলী [স শীতল>] *বি* মৃদুতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শীতা [স সীতা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামের স্ত্রী; জানকী। 'তেহোঁ সে মজি গেল শীতার কারণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শীতাংশু [স] *বি* চাঁদ। 'পূর্বতন পণ্ডিতেরা চন্দ্রকে হিমাংশু ও শীতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শীৎকার [স] **১** *বি* সঙ্গমকালে নারীপুরুষের মুখনিঃসৃত আনন্দসূচক ধ্বনি 'মান শান্তি চিহ্ন অশ্রু লোমাঞ্চ শীৎকার।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** শিহরণ। 'উদ্গ্রীব ঝাবুকে জাগে থেকে থেকে সতর্ক শীৎকার *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

শীৎকৃতি [স] *বি* সঙ্গমকালে নারীপুরুষের মুখনিঃসৃত আনন্দসূ ধ্বনি। 'চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ।' *ভারত*, ১৭৬০।

শীধান্ত [স সিদ্ধান্ত] *বি* সিদ্ধান্ত। 'ভাবিআ শীধান্ত করে সাধু শ্রীয়পতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শীধু [স] *বি* মধু; ইক্ষুরসজাত মদবিশেষ। **শীধুসিক্ত** *বিণ* মধুপূর্ণ। 'কামিনীর বিধুমুখ শীধুসিক্ত হলে, বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শীবরী *বি* শবরী। 'রাগ শীবরী।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

শীর [স শির] *বি* শির; মাথা। 'চঢ়িলা কালীয়নাগশীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শীর্ণ [স] ১ *বিণ* কঙ্কালসার। 'দুঃখী লোক অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইরা মৃত্যুসখার আশ্রয় লইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* জল কমে গিয়ে সরু হয়ে গেছে এমন। 'তখন শীর্ণ নদী নিস্তেজভাবে পোষ মেনে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শীর্ণকান্তি [স] *বিণ* কৃশদেহী। 'কবিরাজ বৈশ্বানর দাঁ মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন – শীর্ণকান্তি লোক।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শীর্ণকায় [স] *বিণ* রোগা; অস্থিসার। 'এক ক্ষুধার্ত শীর্ণকায় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

শীর্ণগণ্ড [স] *বি* শুকনো গাল। 'শীর্ণগণ্ড বাহিয়া সুখের অশ্রু বয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

শীর্ণতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। 'তাঁর উন্মুখ জীবনজিজ্ঞাসা অভিমানী আদর্শের আওতায় ক্রমে শীর্ণতর হবে।' *শিব*, ১৯৭৩।

শীর্ণতা [স] *বি* দুর্বলতা। 'তাতে তাদের দৈন্য তাদের শীর্ণতা ঢাকা পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শীর্ণদর্শন [স] *বিণ* দেখতে শুকনা এমন। 'লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম শীর্ণদর্শন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শীর্ণদাঁড়া *বি* ক্ষীণ মেরুদণ্ড। 'চলে ক্ষুধাতুর শিশু শীর্ণদাঁড়ায়' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

শীর্ণদেহ [স] *বি* শুকিয়ে যাওয়া শরীর। 'শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শীর্ণপ্রায় [স] *বিণ* জল প্রায় শুকিয়ে গেছে এমন। 'এই দেশের বুক দিয়ে বয়ে গিয়েছে দশার্ণ এবং বেত্রবতী, কিন্তু তারা আজ শীর্ণপ্রায়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শীর্ণমুখ [স] *বি* শুকনা মুখমণ্ডল। 'শীর্ণমুখে চোখ বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শীর্ণশরীর [স] *বি* শুকিয়ে-যাওয়া দেহ। 'দীনভাবে, শীর্ণশরীরে, সাশ্রু নয়নে, দিনপাত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শীর্ণা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণ। 'দুরবস্থাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার সে আশা কি পর্য্যন্ত শীর্ণা হয়!' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বিণ স্ত্রী* শুষ্ক। 'ওরে ও শীর্ণা নদী/ দু-তীরে নিরাশা-বালুচর লয়ে জাগিবি কি নিরবধি।' *নজরুল*, ১৯২৯। ৩ *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণ। 'শীর্ণা তনুরে মোর তটিনীতে কেন আনিলে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শীর্ষ [স] *বি* মাথা। 'দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শীর্ষদেশ [স] *বি* উপরিভাগ। 'একটি ক্যাম্প-টেবিলের শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শীর্ষনাম [স] *বি* শিরোনাম; হেড লাইন। 'খবরের কাগজের শীর্ষনামগুলো পড়েই খুশী।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শীর্ষস্থানীয় [স] ১ *বিণ* উঁচুস্তরের। 'এই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের ষড়যন্ত্র।' *শরৎ*, ১৯১৬। ২ *বিণ* প্রথম সারির। 'রবীন্দ্রনাথ আজকের দিনে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় কবি।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

শীর্ষহীন [স] *বিণ* নেতৃত্বহীন। 'রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ষহীন হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শীর্ষাকাশ [স] *বি* উর্ধ্বাকাশ। 'শরীর বাঁকিয়ে ধরে দিগন্তের থেকে শীর্ষাকাশ।' *শঙ্খ*, ১৯৭৩।

শীর্ষাসন [স] *বি* উচ্চ আসন বা অবস্থান। 'সকলে আপনারা শীর্ষাসনে আছেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শীর্ষক [স] ১ *বি* পাগড়ি। 'মণিময় কিরীট; শীর্ষক আর বীর-আভরণ মহাতেজস্কর।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বিণ* শিরোনামযুক্ত। 'এতৎ শীর্ষক পুস্তক প্রণাপ্ত হইয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'ধর্ম্মযুদ্ধ গাজী ও জেহাদ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

শীর্ষকাঙ্কিত [স] *বিণ* শিরোনাম অঙ্কিত। 'এই শীর্ষকাঙ্কিত জনপরম্পরা বাক্যের অর্থটি ...।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯।

শীল[1] [স] ১ *বি* সৎস্বভাব। 'জ্ঞাতিত ভকতি অতি মহাকুল শীল।' *সুলতান*, ১৭০৩। ২ *বি* আদবকায়দা। 'গুহ্যবাসী নৃসিংহেরে বাঁধিব না শীলের শৃঙ্খলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

শীলতা [স] ১ *বি* ভদ্রতা। 'সে শীলতা ক্রমে না বলিতে পারিলেক নাই।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* শালীনতা। 'শীলতা ও সম্ভ্রম-রক্ষার নিমিত্ত বস্ত্র-পরিধানের প্রয়োজন হইলে, তাহাতে আপত্তি করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*,

শীল[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনামবিশেষ। রাজবল্লভ শীল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শীল[3] [ই সীল] *বি* মুদ্রাঙ্কন। **শীলমোহর** [ই সীল+ফা মোহর] *বি* ছাপ দেওয়ার বস্তুবিশেষ। 'জলের সোরাহীর উপর পরিষ্কার বস্ত্র আবৃত করিয়া একবারে শীলমোহরে বন্ধ করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শীলশীলেটম *বি* (হিন্দু আচার) ব্রতবিশেষ। 'এই ব্রতের নাম শীলশীলেটম।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শীলিত [স] *বিণ* শালীনতাসম্পন্ন। 'শীলিত রুচিসম্পন্ন অসহায় এই বালক কবির ভদ্রতা প্রতিতুলনারূপে মনে করার মতো।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

শীল্ড [ই] *বি* ঢালের মতো দেখতে এমন পুরস্কার। 'শীল্ড জয় করিয়া মোহনবাগান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

শীশক [স সীসক] *বি* সিসা। 'তাম্র ত্রপু শীশক লোহ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শীষ [স শীর্ষ] *বি* শিষ; শস্যমঞ্জরী। 'শিশিরে যবের শীষ কিবা মনোহর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শীষা [স শীর্ষ] *বি* কাঁটা। 'পথেতে চলিতে বেতের শীষায় আঁচল জড়াবে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শীস [ধ্বন্যা] *বি* শিস। 'মড়ার খুলিতে বাতাস দিতেছে শীস।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শুআ [স শুক] *বি* শুকপাখি। 'নান্দের নান্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ/ যেন রূএ পাঞ্জরের শুআ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুওন *ক্রি* শোয়া। *ওসা*, ১৭৮৫।

শুওর [স শূকর] *বি* শূকর। 'ভেড়া, গোরু, শুওর, বাছুরের নানা

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শুঁকন *ক্রি* গন্ধ শোঁকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুঁচী [স সূচি] *বি* সুচ। 'যে থানে শুঁচী না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুঁটকি ১ *বিণ* শুকনা। 'সুন্দর কাচের বাটিতে ছেলেরা শুঁটকি মাছ খাচ্ছে।' *অবন*, ১৯২৫। **২** *বি* শীর্ণ ব্যক্তি। 'শুঁটকি নাচে খুপি নাচে/ নাচে সাথে আহ্লাদি।' *নজরুল*, ১৯৩৩। **৩** *বিণ* রোগা-পাতলা শরীর বিশিষ্ট। 'শুঁটকি মাগী এসেই ওকে বিগড়েছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শুঁটকিমাছ *বি* শুকনা মাছ। 'শুঁটকিমাছের গন্ধের ভিতর অপেক্ষা করছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

শুঁটকো, শুটকো *বিণ* শুকনা। 'রোগা শুঁটকো চেহারা।' *মণীশ*, ১৯৬৩; 'শুটকো শুটকো ধান হয় অনেক কষ্টে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

শুঁটি *বি* সবজি হিসেবে ব্যবহৃত লম্বা বীজকোষ বিশেষ। 'বরবটি শুঁটি আপনার আধ হাত করে লম্বা।' *তারা*, ১৯৪০।

শুঁড় [স শুণ্ড] *বি* হাতির সুদীর্ঘ ও গোলাকার নাক, যা সে হাত হিসেবে ব্যবহার করে। 'প্যারীজান শুঁড় দোলাইয়া, কর্ণ নাড়িয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

শুঁড়তোলা *বিণ* শুঁড়ের মতো লম্বা ও সরু। 'পায়ে শুঁড়তোলা কটকি জুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শুঁড়মুয়ী *বিণ* গোটানো; প্যাঁচানো। 'গণেশদাদার শুঁড়মুয়ী টিকি দাদার টিকিটি খাসা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

শুঁড়ি, শুঁড়ী [স শৌণ্ডিক] **১** *বি* মদবিক্রেতা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমার মহাজন শুঁড়ী, কারবার মদ খরিদ।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'যা রোজগার করত তা সব শুঁড়ির পায়ে ঢেলে আসত।' *নজরুল*, ১৯২৪। **২** *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী।' *ভারত*, ১৭৬০।

শুঁড়িখানা [স শৌণ্ডিক>+ফা খানাহ] *বি* পানশালা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'তোর দেখছি হতভাগা শুঁড়িখানা ছাড়া আর কোথাও উপমা জোটে না।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল – অসৎ ব্যক্তিকে অসৎ ব্যক্তিই সহায়তা করে। 'হা ভগবান, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

শুঁয়া, শুঁয়া পোকা [স শূক>] *বি* কিড়াবিশেষ; যে কীট থেকে রেশম হয়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুঁয়ো *বি* সূক্ষ্ম হুল। 'পিঁপড়ের যেমন শুঁয়ো, জাতির তেমনই প্রতিভা।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শুঁয়োপোকা [স শূক>] *বি* প্রজাপতির প্রথম অবস্থা; কিড়া বিশেষ। 'পাহাড়গুলো মরে যাওয়া শুঁয়োপোকার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

শুক [স] *বি* শালিক পাখি। 'অলি সারি শুক তাএ।' *বড়ু*, ১৫৭০।

শুকচঞ্চু [স] *বি* শুক পাখির মতো ঠোঁট। 'পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিলফুল, শুকচঞ্চু।' *অবন*, ১৯২৫।

শুকপক্ষী [স] *বি* টিয়াপাখি। 'চূড়ামণি নামে সর্বগুণাকর শুকপক্ষী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শুকতারা [স শুক্রতারা] *বি* সূর্যোদয়ের আগে পূর্বাকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে উদিত তারা; শুক্রগ্রহ। 'উষার আলোকে হারা সখী মোর শুকতারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শুকন [স শুষ্ক] *বিণ* শুকনা। 'নতুন পাতার অরুণিমা সবুজ থেকে ক্রমে শুকন পাতারা গেরুয়াতে গিয়ে পৌছয়।' *অবন*, ১৯২৫।

শুকনা, শুকনো [স শুষ্ক] **১** *বিণ* ভেজা নয় এমন; শুষ্ক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫ **২** *বিণ* নীরস। 'অনেক পুরোনো শুকনো কবিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯ **৩** *বিণ* বিষণ্ণ। 'আপনাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭

শুকনো চুলকানি *বি* আমবাত; আর্টিকেরিয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুকনো সুতিকা *বি* প্রসূতির এক ধরনের রোগ। 'এ সুবিধের সুতি নয় গো, শুকনো সূতিকা।' *জীবন*, ১৯৩১।

শুকরানা [আ] **১** *বি* ধন্যবাদ। 'কথা না কহিআ 'শুকরানা' গুজারিবা *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কৃতজ্ঞত জ্ঞাপক নামাজ। 'পড়ে শুকরানা আরবা রেকাত।' *নজরুল*, ১৯২৮

শুকরিয়া, শুকরীয়া [আ] *বি* কৃতজ্ঞতা। 'আল্লার কাছে ... শুকরী আদায় করবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শুকা[1] [স শুষ্ক>] **১** *ক্রি* শুষ্ক হওয়া। 'সে সুখ সায়র দৈবে শুকায় *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *ক্রি* শুষ্ক করা। 'মেয়েটি প্রায়ই কাপড় শুকাই দিতে ছাতে উঠত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* শুষ্ক। 'কী হবে শুকা ফুল-দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বি* আনন্দহীন হওয়া। 'জীবন য শুকায়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **শুকায়** *ক্রি* শুকিয়ে যায়। 'শুব ছাতি চক্ষে বহে জল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **শুকায়ল** *ক্রি* শুকালো। ' সুখ সায়র দৈবে শুকায়ল।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **শুকায়ে** *ক্রি* শুকি 'লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে কেবলি কোটরে বাস।' *রবী* ১৮৮৩। **শুকাল** *ক্রি* শুকালো। 'সাগর শুকাল মাণিক লুকাল।' *চ* ১৫৫০।

শুকিয়ে আসা *ক্রি* শুষ্ক হওয়া। 'জগৎ যে তোর শুকায়ে আসি মাটিতে পড়িল খসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শুকিয়ে পড়া *ক্রি* নিঃশেষ হওয়া। 'ফুটিবে না ফুল, ফলিবে না ফ শুকিয়ে পড়িবি মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শুকিয়ে যাওয়া ১ *ক্রি* শুষ্ক হওয়া। 'এমন প্রভাতে এমন কুসুম রে শুকায়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* ধ্বংস হওয়া; ফ হওয়া। 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

শুকা[2] [স শুষ্ক] *বি* গ্রীষ্মকাল। 'সেখানে ত্রিস্রোতা নদী এই শুকার সম সহজে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শুকুনি [স শকুনি] *বি* শকুন নামক বৃহদাকার পাখি। 'গিধিনী শুকুনি ব রণে দিল দেখা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শুকুর [আ] *বি* প্রশংসা। 'খোদার দরগায় বলে শুকুর হাজার।' *গরী* ১৭৬৫।

শুকুর বার [স শুক্র+ফা বার] *বি* শুক্রবার। 'কাল শুকুর বারে জুম নামাজ হবে।' *তারা*, ১৯৪২।

শুক্কুরবার [স শুক্র+ফা বার] *বি* শুক্রবার। 'আবার শুক্কুরবা অগ্রহায়ণের উনিষ তারিখে না হলে চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯ 'শুক্কুরবার দিন হুজুর আসবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শুকুল [স শুক্ল] *বিণ* শুভ্র। 'শুকুল বসন সব অঙ্গেত পৈরাইলা।' *সুলত* ১৭০০।

শুকো [স শুষ্ক] *বিণ* শুষ্ক; জলহীন। 'কাতারি কাটিয়ে শুকো দ *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শুক্কুরবার *দ্র* **শুকুর**

শুক্ত [স শুক্তপত্র] *বি* তরকারিবিশেষ। 'শুক্তরসে যুক্ত হ'লে সমাদর তাঁ *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শুক্তা *বি* পাটপাতার তরকারিবিশেষ। 'শাক শুক্তা রন্ধনে সম্বরে

কাঠি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শুক্তো *বি* ব্যঞ্জনবিশেষ। 'কেন চচ্চড়ি, শুক্তো।' *জীবন*, ১৯৩২।

শুক্তি [স] *বি* ঝিনুক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। 'সমুদ্রের তলদেশে, স্থানে স্থানে একজাতীয় বড় শুক্তি বা ঝিনুক আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শুক্ল [স শুষ্ক] *বি* শুকনো। 'তামাক খাবার পাতের শুক্ল নল গুলি জমিয়ে রাখতেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শুক্র[1] [স] **১** *বি* সপ্তাহের একটি দিনের নাম। 'প্রতি শুক্রবার নিশি পৃথিবী ভ্রমএ আসি।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* গ্রহের নাম। 'শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্রক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গলক্ষেত্রে আইসেন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শুক্রক্ষেত্র [স] *বি* (জ্যোতিষ) শুক্রগ্রহ যে রাশিতে অবস্থান করছে। 'শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্রক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গলক্ষেত্রে আইসেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শুক্রগ্রহ [স] *বি* শুকতারা; সূর্যের দ্বিতীয় নিকটতম গ্রহ। 'পূর্ব্বদিকে শুক্রগ্রহ একাকী সমুজ্জ্বল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শুক্রতারকা [স] *বি* শুক্র গ্রহকে যখন প্রভাতী তারা হিসেবে দেখা যায়। 'স্বাতী, শুক্রতারকার মতন ধীমান।' *জীবন*, ১৯৩০।

শুক্রবার [স শুক্র+ফা বার] *বি* সপ্তাহের একটি দিনের নাম। 'প্রতি শুক্রবার নিশি পৃথিবী ভ্রমএ আসি।' *সুলতান*, ১৭০০।

শুক্র[2] [স] **১** *বি* বীর্য। 'অধমূলে শুক্রের নিশ্চএ সংস্থিতি।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* পুত্র-কন্যা। 'শাস্ত্রে এইরূপ শুক্রবিক্রয়ীর অশেষ প্রকার নরক লেখে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শুক্রকর [স] *বিণ* বীর্য বৃদ্ধিকারক। 'ভেদকর শুক্রকর কফ বদ্ধ করে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শুক্রবিক্রয়ী [স] *বিণ* পণ বা যৌতুক গ্রহণকারী। 'শাস্ত্রে এইরূপ শুক্রবিক্রয়ীর অশেষ প্রকার নরক লেখে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শুক্ল [স] **১** *বিণ* সাদা। 'শত শত শুক্ল চামর দর্পণ উজ্জ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'গঙ্গাজলে করি স্নান শুক্ল ধুতি পরিধান প্রভাতে চলিলা নীলাম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* চোদ্দ দিনের পক্ষবিশেষ। 'দুই পক্ষ; শুক্ল ও কৃষ্ণ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৩** *বিণ* জ্যোৎস্নাপূর্ণ। 'সুধাময়ী শুক্ল যামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শুক্লকেশ [স] **১** *বি* পাকা চুল। 'কতকগুলি শুক্লকেশ, লোলচর্ম্ম, চলিতদন্ত বৃদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* সাদা চুলওয়ালা। 'শুক্লকেশ আর্যভট্ট।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শুক্লকেশমণ্ডিত [স] *বিণ* সাদা চুলে ঢাকা। 'তাঁহার শুক্লকেশমণ্ডিত শান্তমুখের উপর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শুক্লত্রয়োদশী [স] *বি* শুক্লপক্ষের তেরোতম তিথি। 'শুক্লত্রয়োদশীর রাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শুক্লনবমী [স] *বি* শুক্লপক্ষের নবমী তিথি। 'শুক্লনবমীর মায়াকে উপেক্ষা ক'রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শুক্লপক্ষ [স] *বি* অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রায় পনেরো দিন। 'তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শুক্লপক্ষে এহি জান কামের বসতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

শুক্লপক্ষীয় *বিণ* অমাবস্যার পরবর্তী পক্ষ সংক্রান্ত। 'তাঁহার গ্রন্থে লিখিত আছে, শুক্লপক্ষীয় চন্দ্র স্ত্রীজাতির পক্ষে শুভপ্রদ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শুক্লবর্ণ [স] *বি* সাদা রঙ। 'এই রশ্মি [সূর্যরশ্মি], ঝাড়ের কলম অথবা তদনুরূপ অন্য কোন কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া যাইলে, বাহির হওয়ার পর আর শুক্লবর্ণ থাকে না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শুক্লবসনা [স] *বিণ স্ত্রী* সাদা বস্ত্র ধারণকারী। 'শুক্লবসনা, শুভ্রহাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শুক্লবস্ত্র [স] *বি* সাদা কাপড়। 'শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শুক্লমেঘ *বি* সাদা মেঘ। 'তাঁহার পরিধানে শুক্লাম্বর, সে শুক্লাম্বর অর্ধচন্দ্রদীপ্ত আকাশমণ্ডলে অনিবিড় শুক্লমেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮।

শুক্লরজনী [স] *বি* শুক্লপক্ষের রাত। 'আজ বসন্তের শুক্লরজনী, আজ অভিসারে এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শুক্লরাত [স শুক্লরাত্রি] *বি* শুক্লপক্ষের রাত। 'শুক্লরাতে সেই আলোকে দেখা হবে এক পলকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শুক্লসন্ধ্যা [স] *বি* শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা। 'শুক্লসন্ধ্যা চৈত্র মাসে হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শুক্লসপ্তমী [স] *বি* শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। 'শুক্লসপ্তমীর অর্ধচন্দ্র নিঃশব্দে আপন অপরূপ মায়মন্ত্র বিকীর্ণ করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শুক্লানবমী [স] *বি* শুক্লপক্ষের নবমী তিথি। 'আকাশে শুক্লা নবমীর চাঁদ ঝলমল করিতেছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শুক্লাম্বর [স] *বি* সাদা বস্ত্র। 'এইমত ভাগ্যবন্ত শুক্লাম্বর-ঘরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'তাঁহার পরিধানে শুক্লাম্বর, সে শুক্লাম্বর অর্ধচন্দ্রদীপ্ত আকাশমণ্ডলে অনিবিড় শুক্লমেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮।

শুক্লাম্বরী [স] *বিণ স্ত্রী* সাদা কাপড় পরিহিত। 'দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে, নবশুক্লাম্বরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুখা[1] [স শুষ্ক>] **১** *ক্রি* শুষ্ক হওয়া। শোষে শুখাএ্যাছে মুখ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* শুকিয়ে ফেলা। 'অগস্ত্য মুনির জদি দরশন পাই/ তাঁর পদযুগ সেবি তোমারে শুখাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* রোগা হওয়া। 'শরীর শুখাইয়া অস্থিসার হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **শুখাইল** *ক্রি* শুষ্ক হলো। 'প্রবল প্রচণ্ড রবি কেবল কুমুদ ছবি দশদিগ শুখাইল জল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **শুখাএ্যাছে** *ক্রি* শুকিয়েছে। 'শোষে শুখাএ্যাছে মুখ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুখাল্য** *ক্রি* শুকিয়ে গেল। 'শুখাল্য অগাধ নদী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুখা[2] [স শুষ্ক>] *বিণ* ঝোলহীন। **শুখা রুখা** *বিণ* ঝোলহীন ও বিস্বাদ। 'শুখা রুখা ব্যাঞ্জন এক সূপ আর শাক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শুখো *বিণ* শুকনো। 'এক রাশ শুখো আখরোট।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শুখান [স শুষ্কস্থান] *বি* শুকনা জলাশয়। 'শুখান কানন দেখি কাষ্ঠে কাষ্ঠে তুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুখানর মৎস্য [স শুষ্ক>] *বি* শুঁটকি মাছ; শুকনো মাছ। 'শুখানর মৎস্য আর নারীর ভ্রমণ/ তেপান্তরে পায় জদি রজত কাঞ্চন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুখানা [স শুষ্ক>] *বিণ* শুষ্ক। 'নিউরিষ শুখানা মন্দিরে নাথ বাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুঙ্গবংশ *বি* প্রাচীন ভারতের মগধ রাজ্যের রাজবংশ বিশেষ। 'মৌর্যবংশের পতন ও শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শুচরিতেষু, সুচরিতেষু [স সুচরিতেষু] (সম্বো) সুচরিত্রের অধিকারী। *মেয়র্স*, ১৭৫৭, ১৭৬৪।

শুচি [স] **১** *বিণ* পবিত্র। 'শুচি হয়্যা কর ফোঁটা প্রদক্ষিণ মণিকোঠা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী যেসব সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের নিকট স্পৃশ্য। 'শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শুচি করন *ক্রি* পবিত্র করা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

শুচিকাবাই [স শুচি+আ কবায়া] *বি* সাদা জামাবিশেষ। 'শুচিকাবাই গায় পায় মকমলি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুচিতা [স] *বি* পবিত্রতা। 'তেল মেখে দুটো ডুব দিলেই আমরা শুচিতা কল্পনা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শুচিতাবোধ [স] *বি* পবিত্রতার অনুভূতি। 'অতিশয় শুচিতাবোধ ... ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শুচিতারক্ষা [স] *বি* পবিত্রতা রক্ষা। 'পৃথিবীতে তাহার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটিজলের বিশেষ অসম্ভাব ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শুচিত্ব [স] *বি* অন্যায়-অনাচার সংস্রবহীন বিশুদ্ধতা। 'শুচিত্ব কেবল চিত্তহীন অর্থহীন অত্যন্ত আচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শুচিবস্ত্র [স] *বি* পরিচ্ছন্ন কাপড়। 'আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শুচিবাইগ্রস্ত [স শুচিবায়ুগ্রস্ত] *বিণ* শুচিতা রক্ষার জন্য বাতিকগ্রস্ত। 'মেদবহুল দেহ, বধির, শুচিবাইগ্রস্ত।' *তারা*, ১৯৪৩।

শুচিবাতিক [স] *বি* শুচিতা সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা। 'যাদের হরিজন বলা হয় তাদেরও শুচিবাতিক কম নয়।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

শুচিবাতিকগ্রস্ততা [স] *বি* শুচিতা রক্ষার বাড়াবাড়িতে আক্রান্ত অবস্থা। 'তাদের ভীরুতা আড়ষ্টতা ও শুচিবাতিকগ্রস্ততার চোরাবালিতে পা দিয়ে কর্মক্ষেত্রে তলিয়ে যাই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

শুচিবায়ু [স] *বি* শুচিতা রক্ষার বাতিক। 'অর্থহীন আচারশুচিবায়ুগ্রস্ত লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শুচিবায়ুগ্রস্ত [স] *বিণ* শুচিতা রক্ষার জন্য বাতিকগ্রস্ত। 'শুচিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া সর্বপ্রকারে সকলেরই সংস্রব বাঁচাইয়া চলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শুচিবায়ুগ্রস্ততা [স] *বি* শুচিতা রক্ষার বাতিক। 'সেটি হল ভাষার ক্ষেত্রে শুচিবায়ুগ্রস্ততার বিপদ।' *শিব*, ১৯৫০।

শুচিবায়ুগ্রস্তা [স] *বিণ স্ত্রী* শুচিতা রক্ষার বাতিকগ্রস্ত। 'শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবা বড়বউঠাকুরুণের একমাত্র ছেলে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

শুচিবাস [স] *বি* শুভ্র পরিপাটি পোশাক। 'সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি রাজবধূ রাজবালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শুচি-রুচির [স] *বিণ* বিশুদ্ধ সুন্দর। 'শুচি-রুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

শুচিশুক্ল [স] *বিণ* শ্বেতশুভ্র। 'বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুক্ল লঘু স্বচ্ছ মেঘে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শুচিশুদ্ধ [স] *বিণ* পবিত্র; পাকসাফ। 'আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শুচিসংযত [স] *বিণ* শুদ্ধ সংযম আছে এমন। 'সে অত্যন্ত শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শুচিস্নাতা [স] *বি স্ত্রী* স্নানশুদ্ধ। 'বর্ষার জলে শুচিস্নাতা হয়ে শরতে পূজার ...' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শুচিস্মিতা [স] *বিণ স্ত্রী* উজ্জ্বল বা বিশুদ্ধ হাস্যময়। 'শুচিস্মিতে, সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুজা [স শুধ্>] *ক্রি* শোধ করা। 'শুজিতে উচিত পুনি সেই দুগ্ধের ধারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

শুট [ই] *ক্রি* গুলি করা। 'ছেলেটা তাকে তুলে শুট করল উপরের দিকে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

শুটকি *বিণ* শুকনা মাছ। 'বাগবাজারে শুটকি মাছের দোকানে ...' *রবীন্দ্র* ১৯৩৭। *দ্র* **শুঁটকি**

শুটিং [ই] *বি* গুলি ছোড়ার খেলা। 'ক্লাবের উদ্যোগে এক রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৬।

শুঠা *বিণ* বুদ্ধিমান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শুড়ী [স শৌণ্ডিক] *বি* সম্প্রদায়বিশেষ। 'শুড়ী ২১৫৪০ জন।' *দর্পণ* ১৮১৯। *দ্র* **শুঁড়ি**

শুণা [স শ্রু>] *ক্রি* শোনা। শুণ **১** *ক্রি* শোনো। 'তোহ্মার মাউলানী আম্মে শুণ দেবরাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* শোনে। 'রাজা বড় খরতর নাহি শুণ কথা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণহ** *ক্রি* শোনো। 'শুণহ নাতিনী রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণিআঁ** *ক্রি* শুনে। 'শুণিআঁ বা কি বুলিবে সার্মী শুণনিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণিআছ** *ক্রি* শুনেছো। 'সকট ভাঁগিলা আহ্মে শুণিআছ তোহ্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণিলি ১** *ক্রি* গ্রাহ্য করলে। 'না শুণিলি পুরাণ কথা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* শুনলে। 'না চিহ্নিলি আল রাধা না শুণিলি বাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণিলী** *ক্রি* শুনলি শুনেছিস। 'কোণ পুরাণে কাহ্ন হেন শুণিলী কাহিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণিলেঁ** *ক্রি* শুনলে। 'কংশে শুণিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণিলোঁ** *ক্রি* শুনলাম। 'না শুণিলোঁ তোর বোল লআঁ জাইবে পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণী ১** *ক্রি* শোনে। 'হেন আলাগন কথা শুণী কোণ রাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* শুনি। 'এবেঁসি তোহ্মার মুখে শুণী হেন বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুণীএঁ** *ক্রি* শুনেছি। 'পুরুবেঁ শুণীএঁ বা রাম রাজ্য।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুণ্ঠ, শুণ্ঠি, শুণ্ঠী [স শুণ্ঠী] *বি* শুকনা আদা। 'শুণ্ঠিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্তহর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বাণিজ্যোপযোগি দ্রব্য মধু মোম শুণ্ঠ প্রস্তুত হস্তিদন্ত পাট শোন প্রভৃতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শুণ্ড [স] *বি* শুঁড়। 'ভুজ জিনিয়া করি শুণ্ড।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০।

শুণ্ডিনিণী [স শৌণ্ডিক] *বি* শুঁড়ি। 'এক সে শুণ্ডিনিণী দুই ঘরে সান্ধত্র।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

শুণ্ডু [স শুণ্ড] *বি* হাতির শুঁড়। 'গজরাজ শুণ্ডু জিনি সুবলিত উরু।' *আলাওল* ১৬৮০।

শুতা [স শী>] *ক্রি* শোয়া। **শুতি** *ক্রি* শয়ন করতে। 'কৌতুকে শুতি আছিলে দৈবকীর কোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শুতিয়া** *ক্রি* শুয়ে। 'আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০। **শুতিল** *ক্রি* শয়ন করলো। 'ইঙ্গিত বুঝিয়া নৃপ শয়নে শুতিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **শুতিলোঁ** *ক্রি* শয়ন করলো। 'শুতিলোঁ দিআঁ শিয়রে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুত্যে** *ক্রি* শয়ন করতে। 'খাত্যে শুত্যে বাক্য বলে জ্বলন্ত আগুন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শুদ [ফা সুদ] *বি* সুদ। 'ঐ টাকার শুদ শকলের আউরি দিব।' *চিঠিপত্রে* ১৮৬৭।

শুদে মূলে [ফা সুদ+স মূল>] *ক্রিবিণ* সুদে-আসলে। 'শুদে মূলে সে দ্রব্য বিকাইয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শুদা[1] [স শুদ্ধ] *বিণ* শূন্য। 'কারো কপালে শুদা, লিখোন দেখি নাহি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শুদা[2] [স শুধ্>] *ক্রি* শোধ করা। 'তোর ধার শুদি পলাইস না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

শুদ্দুর [স শূদ্র] *বি* হিন্দুধর্ম অনুযায়ী চার বর্ণে বিন্যস্ত সমাজের অন্যতম নিম্নবর্ণ; শূদ্র। 'হোক ব্রাহ্মণ, হোক শুদ্দুর, সেবা করে মরি পাড়াসুদ্ধুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শুদ্ধ [স] ১ *বিণ* প্রকৃত। 'সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পবিত্র। 'অন্তরীক্ষে থাকি যত শুদ্ধ দেবগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* সৎ। 'শুদ্ধ ভাবে সদা লাভ সর্বত্রে কল্যাণ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বিণ* সঠিক; নির্ভুল। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'বিচারালয়ের কোন লিপি এ পর্য্যন্ত শুদ্ধ দেখি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *ক্রিবিণ* শুধু। 'প্রত্যক্ষদর্শীর নিকটে এ বর্ণনা শুদ্ধ অবাস্তব কবিকল্পনাপ্রসূত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'শুদ্ধ জমিদার কেন, এই বিপ্লব দ্বারা ... হিন্দুস্তানগণেরই অধিক অনিষ্ট সমুৎপন্ন হইয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩। ৬ *বিণ* নির্দোষ। 'গবর্ণমেন্টকে দোষভোগী করিয়া আপনারা শুদ্ধ হন্ত হইতেছেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

শুদ্ধ-গণন [স] *বি* জ্যোতিষী কর্তৃক সঠিক গণনা। 'এই শুদ্ধ-গণন অবধান হয়্যা শোন এই যাত্রা বিভাহ-কারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুদ্ধচারিতা [স] *বি* পবিত্র আচরণ। 'শুদ্ধচারিতা স্থাপিত হয়।' *ইসলাম*, ১৯০৩।

শুদ্ধচিত্ত [স] *বি* পবিত্র মন। 'শুদ্ধচিত্তে সারাদিন কোরান শরিফ পড়তে হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শুদ্ধচিন্তা [স] *বি* পরিশীলিত চিন্তা। 'এইখানেই শুদ্ধসত্তা ও শুদ্ধচিন্তা সম্ভব।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শুদ্ধতর [স] *বিণ* খাঁটি। 'এই এক শুদ্ধতর/ হাজারদুয়ারি ভালোবাসা।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

শুদ্ধবস্ত্র [স] *বি* পবিত্র পোশাক। 'শুদ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূজা করিতে বসেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

শুদ্ধভক্তি [স] *বি* ঐকান্তিক ভক্তি। 'এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শুদ্ধভাবে [স] *ক্রিবিণ* পবিত্র উপায়ে। 'শুদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুদ্ধমতি [স শুদ্ধমতী] *বিণ* পবিত্র হৃদয়সম্পন্ন। 'ভাবে তুয়া শুদ্ধমতি সেই জন মহাসতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুদ্ধমতী [স] *বিণ* পবিত্র। 'না জানো কপট কাহ্নাঞিঁ আম্ভে শুদ্ধমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুদ্ধ মধ্যম [স] *বি* স্বরসপ্তকের কড়ি নয় এমন মধ্যম ('মা') স্বর। 'কোথায় শুদ্ধ মধ্যম ও কোথায় কড়ি মধ্যম লাগল ধরতে পারবে?' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

শুদ্ধমাত্র [স] *ক্রিবিণ* শুধুমাত্র; শুধু। 'এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শুদ্ধশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* নির্দোষ চরিত্র। 'একবেণীধরা, বিরহব্রতচারিণী, শুদ্ধশীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শুদ্ধশুচি [স] *বিণ* নির্দোষ; পবিত্র। 'শুদ্ধশুচি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শুদ্ধসখ্য [স] *বিণ* সরল বন্ধুত্ব। 'সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শুদ্ধসত্তা [স] *বি* উন্নত সৃষ্টি। 'এইখানেই শুদ্ধসত্তা ও শুদ্ধচিন্তা সম্ভব।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শুদ্ধসত্ত্ব [স] ১ *বিণ* সরল-স্বভাব। 'সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পবিত্রচেতনা। 'কালের প্রতীক্ষা করো শুদ্ধসত্ত্ব চিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শুদ্ধস্নাতা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নান করে পবিত্র হয়েছে এমন। 'প্রতীক্ষমাণ তাপসী ধরণী সেদিন শুদ্ধস্নাতা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শুদ্ধস্বর [স] *বি* বিকৃত নয় বা শুদ্ধ অবস্থায় আছে এমন স্বর। 'সব শুদ্ধস্বরই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে মূল ঠাট হিসাবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শুদ্ধা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* পবিত্র। 'শুদ্ধা সরস্বতী তান আইল জিহ্বাতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* শুদ্ধ; সমেত। 'সেজ্যা আইল দুর্যোধন দলবল শুদ্ধা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুদ্ধাচার [স] *বি* পবিত্র আচরণ। 'রাঢ়দেশবাসি এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

শুদ্ধাচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* পবিত্র আচরণ করে এমন। 'চির-শুদ্ধাচারিণী ... সুমঙ্গলা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শুদ্ধাচারী [স] *বিণ স্ত্রী* সদাচারী। 'এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুদ্ধাশুদ্ধ [স] *বিণ* নির্ভুল ও ভুল। 'পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

শুদ্ধু [স শুদ্ধ>] *ক্রিবিণ* কেবল। 'ইংরিজি লেখা পড়া শেখা শুদ্ধু কাজ চালাবার জন্য।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শুদ্ধি [স] ১ *বিণ* আসল; খাঁটি। 'বিসঅ বিশুদ্ধি মই বুঝ্ঝিঅ আনন্দে।' *চর্যা* ৩০, ১২০০। ২ *বি* পবিত্র। 'মাও বস্ত্র স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* পরামর্শ। 'না ধরে জায়ার শুদ্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* শুদ্ধতা। 'না জানিয় কহ কথা পরিমাণ শুদ্ধি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শুদ্ধিঃ [স] *বি* পবিত্র। 'অন্ত শুদ্ধিঃ ও বহিশুদ্ধি সম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, ... ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শুদ্ধিপত্র [স] *বি* গ্রন্থাদির ভ্রমসংশোধন তালিকা। 'যদি দৈবাৎ কোথাও ভুল হয়, পান হইতে চুন খসে, অমনি অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি শুদ্ধিপত্রে মার্জনা ভিক্ষা করিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শুদ্র [স শূদ্র] *বি* হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুযায়ী চতুর্থ বর্ণভুক্ত ব্যক্তি। 'শুদ্রেতে আনিল অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শুদ্রাধম [স শূদ্রাধম] *বি* শূদ্রের অধম। 'বলেন ঈশ্বরপুরী আমি শুদ্রাধম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শুধ [স শুদ্ধ] *বিণ* শুদ্ধ। 'শুধদেহ আছি চিরকাল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শুধরা *ক্রি* সংশোধিত হওয়া। 'নিজেদের দোষ জানি না বা জানিলেও তাহা শুধরাইবার চেষ্টা করি না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তখন অনেকটা শুধরেছি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শুধরে *ক্রিবিণ* শুদ্ধ ক'রে। 'নিজেদের উচ্চারণ শুধরে নিতে পারবে।' *হাই*, ১৯৫৩।

শুধ সারং *বি* সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। 'শুধ সারং – কাফি ঠাটের ওড়ব-খাড়ব রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শুধা[1] [স শুদ্ধ] *বিণ* শূন্য। 'যাহার হার জোরা না থাকে তাহার কপালে শুধা দেখো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শুধা[2] *ক্রি* শোধ করা। 'যেমন করে পারি শুধবো।' *শরৎ*, ১৯২৬।

শুধা[3] [স শুধ্>] **১** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'তোহ্মে চিন্ত সেহী শুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* পরিশোধ করা। 'স্নেহঋণ শুধিলি এমনি করে!।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **শুধাই** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'সভয়ে শুধাই আজি, হে মহাভীষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **শুধাবেন** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করবেন। 'কি কব বারতা, যবে শুধাবেন পিতা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **শুধাবো** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করবো। 'কারে শুধাবো এ কথা, কে ঘুচাবে ব্যথা।' *লালন*, ১৮৯০। **শুধায়** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করে। 'এত বলি মহারাজা পাত্রেরে শুধায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **শুধায়ো** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করো। 'শুধায়ো না কারে ভালোবাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **শুধালেম** *ক্রি* জিজ্ঞাসা করলাম। 'আমি শুধালেম তাঁরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **শুধিল** *ক্রি* শোধ করলো। 'কালিকার ভিক্ষা দিআ উধার শুধিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শুধী** *বি* জিজ্ঞাসা করি। 'তোহ্মে চিন্ত সেহী শুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুধি [স শুদ্ধি] *বি* শুদ্ধি; তত্ত্ব। 'দানের শুধি নাঞি পাও।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুধু [স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* কেবল। 'আছএ শুখান শুধু সরোবর-আড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুধুশুধি *ক্রিবিণ* অকারণে। 'শুধুশুধি ভাষায় এ সব জঞ্জাল বাড়াইয়া লাভ কি?' *এসলাম*, ১৯১৫।

শুধু-শুধুই *ক্রিবিণ* অকারণে; এমনিতেই। 'সেই ডাকে মোর শুধু-শুধুই পূরবে মনস্কাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শুধু-হাত *বি* খালি হাত। 'তাহাকে শুধু-হাতে অভ্যর্থনা করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শুন [স শূন্য] *বিণ* শূন্য; খালি। 'কেহ্নে শুন কৈলেঁ মোর সকল সংসারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুনো [স শূন্য] *বি* শূন্য। 'মাঠখানি আজ শুনো খাঁ খাঁ পথ যেতে দম আঁটে।' *জসীম*, ১৯২৯।

শুনোমাঠ *বি* শূন্যমাঠ; খালি মাঠ। 'ফালগুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনোমাঠখানি ভরে।' *জসীম*, ১৯২৭।

শুনা, শোনা [স শ্রু>] *ক্রি* শ্রবণ করা। **শুঞ্চি** *ক্রি* শুনছি। 'একবার পতিশব্দ শুনেছিলাম, আর এই তোর কাছে শুঞ্চি, কখন ত দেখি নাই সে কেমন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **শুন** *ক্রি* শ্রবণ করো; শোনো। 'শুন তোহ্মে আহ্মার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শুনএ** *ক্রি* শ্রবণ করে। 'বিনি শ্রুতি শুনএ সামিউ ধরে নাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **শুনতুম** *ক্রি* শুনতাম। 'সকালে যদি শুনতুম, তা হলে স্নান করতুম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **শুনলুম** *ক্রি* শুনলাম। 'শুনলুম বাবা না কি বিধবা বিয়ের দলে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **শুনহ** *ক্রি* শোনো। 'শুনহ চামরি তুমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শুনাইব** *ক্রি* শোনাবে। 'সে সকল শুনাইব জ্ঞাতি সভানেরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **শুনি** *ক্রি* শুনে। 'যাহা শুনি ত্রাসে মোহ পায় সুরপুর।' *মালাধর*, ১৫০০। **শুনিআ** *ক্রি* শুনে। 'শুনিআ এজিদ নাম অধিক রোষিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **শুনিএ** *ক্রি* শুনে। 'এতেক শুনিএ মোর উড়িল পরাণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **শুনিছি** *ক্রি* শ্রবণ করেছি। 'মহন্ত জনের মুখে শুনিছি কথন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **শুনিঞা** *ক্রি* শুনে। 'শুনিঞা না শুন রাধে সুজন গুয়ালি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **শুনিঞাঁ** *ক্রি* শুনে। 'শুনিঞাঁ মায়ের দোষ কিবা কৈলে অভিরোষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শুনিতে শুনিতে** *ক্রি* বার বার শুনতে। 'ঐ কুপরামর্শ শুনিতে২ জমীদার মহাশয় একেবারে ডুবিয়া যান।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **শুনিনু** *ক্রি* শুনেছি। 'কাহার মুখেতে না শুনিনু হরিনাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **শুনিবা** *ক্রি* শ্রবণ করবে। 'রবিবারে বাগানে যাইবা মৎস্য ধরিবা সকের যাত্রা শুনিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫। **শুনিবেন্ত** *ক্রি* শুনবে। 'শুনিবেন্ত উন্মত সকল।' *সুলতান*, ১৭০০। **শুনিয়া** *ক্রি* শুনে। 'বক শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **শুনিল** *ক্রি* শুনলো। 'যত প্রবোধ কৈল কিছু না শুনিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **শুনিলা** *ক্রি* শ্রবণ করলেন। 'মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **শুনিলুম** *ক্রি* শুনলাম। 'কি শুনিলুম দুক্কবাণী হইলুম অতি বলখিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **শুনিলে** *ক্রি* শুনলে। 'আইহনে শুনিলে তোর বধিবে জীবন।' *বড়ু*, ১৫৭০। **শুনে ১** *ক্রি* শোনে। 'রাজা বড় খরতর নাঞি শুনে কথা।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* শ্রবণ ক'রে। 'এত শুনে আজ্ঞা দিলেন ঈশ্বর তখন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **শুনেছ** *ক্রি* জেনেছো। 'প্রহ্লাদের উপাখ্যান শুনেছ পুরাণে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **শুনেছি** *ক্রি* শোনা হয়েছে (উত্তম পুরুষ); শ্রবণ করেছি। 'পুরাণে শুনেছি নাম অপূর্ণ পূর্ণের কাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **শুনেনাক** *ক্রি* শোনে না। 'কোনমতে শুনেনাক ছোঁড়া বড় ঠ্যাটা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **শুন্তে** *ক্রি* শুনতে। 'শুন্তে পাবেন না কেন?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **শুন্যাছি** *ক্রি* শুনেছি। 'নারীর চরিতে শুন্যাছি ভারতে ইতিহাসে দেহ মন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শুন্যাছেন** *ক্রি* শুনেছেন। 'শুন্যাছেন অম্বুবতী জানেন নাচিতে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শুনবামাত্র *ক্রিবিণ* শোনার সঙ্গে সঙ্গে। 'এই গল্প শুনবামাত্র ... বলে উঠলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শুনিবামাত্র *ক্রিবিণ* শুনতে পাবার সাথে সাথে। 'বালক শুনিবামাত্র, হতবুদ্ধি হইয়া গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

শুনানি, শুনানী *বি* আদালতে বিচারকের বাদী-বিবাদীর বক্তব্য শোনা। 'এক তরফ আপিলে শুনানিতে তথাকার বিচারকর্ত্তা ঐ ব্যয় অধিক বোধ করিয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যওয়াব শ্রীযুত সলিসিটর জেনরল সর ... দ্বারা শুনানী হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

শুনিশ্চিত [স সুনিশ্চিত] *বিণ* সুনিশ্চিত। 'সৈত্যদান দিবা জদি বোল শুনিশ্চিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শুন্দর [স সুন্দর] *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'শুন্দর তদারক করিয়া পাঠাইবা।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

শুন্দরী [স সুন্দরী] *বিণ* সুন্দরী। 'শুনে জামায়ের প্রতি কহিল শুন্দরী।' 'ফেন গালি কামানলে তখনি নিভায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শুন্য [স শূন্য] *বিণ* শূন্য। 'বুইল দশ দিশ শুন্য ভৈল মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুপারিষ [ফা সিফারিশ] *বি* সুপারিশ। 'মাতুলে শুপারিষ চিঠি লইয়া গিয়াছিলাম।' *কেরি*, ১৮০২।

শুপারী *বি* সুপারি। 'বউয়ের জন্য প্রতি হাটে বাছাই পান এবং শুপারী আনতে হোতো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শুপুরি *বি* সুপারি গাছ। 'অবিরল শুপুরির সারি।' *জীবন*, ১৯৩২।

শুপ্রতিষ্টীত [স সুপ্রতিষ্ঠিত] **১** *বিণ* সম্মানিত। 'শুপ্রতিষ্টীত শ্রীকৃষ্ণকান্ত রায়।' *তাঁতি*, ১৭৯২। **২** *বিণ* ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত। 'শুপ্রতিষ্টীত শ্রীবাবুরাম চোপড়ে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

শুফর ফাইন [ই সুপার ফাইন] *বিণ* অতিসূক্ষ্ম; অত্যন্ত মোলায়েম 'আড়ঙ্গ মজকুরে জে কসীদার দুই থান তবম ... দান আদি শুফর ফাইন ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

শুবে বাঙ্গালা [ফা সুবাহ্>] *বি* মোগল শাসনামলের বাংলা প্রদেশ। 'শুবে বাঙ্গালার নবাবের যে সিংহাসন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

শুভ [স] *বি* মঙ্গল। 'অবহু মধু ঋতু সকল শুভ হেতু দখিনে উয়ল দ্বিজরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

শুভ-ইচ্ছা *বি* ভালো কামনা। 'শুভ-ইচ্ছার সমবায়ের উপরেই নির্ভর করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

শুভকর [স] *বিণ* মঙ্গলজনক। 'শুভকর নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ... শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'জ্বরহর শুভকর বল করে দান।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শুভকরী [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'এ বিষয়ে এক পরম শুভকরী রীতি প্রচলিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শুভকর্ম, শুভকর্ম্ম [স] *বি* শুভকর্ম; বিয়ে। 'লগ্ন অতীত হয়, শীঘ্র দান কর, শুভকর্ম্মে কালগৌণ উচিত নয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'গোরা এই শুভকর্মের ঘটক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শুভ-কর্মপথ *বি* শুভ কাজের পথ। 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান, সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শুভকর্মা [স] *বিণ* সৎকর্মশীল। 'মুক্তি অতি শুভকর্মা সাফল্য জীবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শুভকামনা [স] *বি* কল্যাণ কামনা। 'শুভকামনা জানিয়ে এই পত্র আরম্ভ করছি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

শুভকামী [স] *বিণ* মঙ্গল কামনা করে এমন। 'স্বদেশের ও স্বজাতির শুভকামী।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

শুভকার্য, শুভকার্য্য [স] *বি* সৎকাজ। 'তবে আর শুভকার্য্যে ব্যাজ কেন হতেছে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

শুভকাল [স] *বি* সুসময়। 'শুভকালে শুভসৃষ্টি আরম্ভ করিলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুভকীর্তি [স] *বি* ভালো কাজ। 'শুভকীর্তি সম দ্রব্য নাহিক সংসারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শুভক্ষণ [স] *বি* উত্তম সময়। 'হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুভখন [স শুভক্ষণ] *বি* সুসময়। 'শুভখন হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শুভগতি [স] *বি* সুগতি। 'জেহি জন ধর্মমতি জীবন হএ শুভগতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শুভগমন [স] *বি* মঙ্গলজনক গমন। 'সাহেব তখন পশ্চিমাঞ্চলে শুভগমন করিয়াছিলেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

শুভগ্রহ [স] *বি* কল্যাণজনকগ্রহ; শুভযোগ। 'একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শুভচন্দ্র [স] *বি* শুভতিথি। 'শুভচন্দ্র হইল মোর প্রবেশে বৈশাখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুভচিন্তা [স] *বি* কল্যাণমূলক চিন্তা। 'ইহাদের ভাবনা নামে একরূপ শুভচিন্তা করিবারও ব্যবস্থা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শুভচিহ্ন [স] *বি* মঙ্গলজনক লক্ষণ। 'প্রকৃতি আজ আমাদের ... নানাবিধ শুভচিহ্ন, শুভযাত্রার শুভলক্ষণ দেখাইতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

শুভচেষ্টা [স] *বি* মঙ্গলজনক উদ্যোগ। 'সত্য এই যে শুভচেষ্টা মরেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শুভজনক [স] *বিণ* কল্যাণকর; মঙ্গলজনক। 'এই সমস্ত শুভজনক বিষয়ের ... ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'প্রাণের আশঙ্কা কিম্বা পতিপুত্রের প্রতি স্নেহ বিষয়ে কোন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য মান্য করা শুভজনক হইতে পারে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শুভ তিথি [স] *বি* সুদিন। 'শুভ তিথি বার শুভক্ষণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুভদর্শন *বি* কল্যাণকর দর্শন। 'প্রিয়-বন্দনা গান জাগানো রাতে, শুভদর্শন দিবে তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

শুভদর্শী [স] *বিণ* আশাবাদী। 'একজন শুভদর্শী তাহাতে সুখশান্তি সৌভাগ্য সৌন্দর্য্য ...।' *শহীদুল্লাহ্*, ১৯৩১।

শুভদাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* কল্যাণকারী। 'শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী বাঙ্গালের দেশে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শুভদায়ক [স] *বিণ* মঙ্গলজনক। 'যে ব্যক্তি যে বস্তু অনুভূত নহেন তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভদায়ক বরং ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শুভদিন [স] *বি* মঙ্গলজনক দিন; ভালো দিন। 'আজি মোর তৈল শুভদিনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুভদিষ্টি [স শুভদৃষ্টি] *বি* শুভদৃষ্টি; বিয়ের সময়ে বরকন্যার প্রথম দেখার অনুষ্ঠান। 'না বাছা, শুভ দিষ্টি হয় নাই, এখন কি দেকতে আচে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শুভদৃষ্ট [স] *বি* সৌভাগ্য। 'ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভ দৃষ্ট ফলতে আরম্ভ হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শুভদৃষ্টান্ত [স] *বি* ভালো উদাহরণ। 'স্বয়ং শুভদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সঙ্কল্প করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শুভদৃষ্টি [স] ১ *বি* সুপ্রসন্ন দৃষ্টি। 'মালাকার প্রতি প্রভু শুভ দৃষ্টি করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* কল্যাণসূচক দৃষ্টি। 'শুভ দৃষ্টি দিয়া তবে মরাবাঘ জীল সভে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* বিবাহকালে বর-কনের পরস্পর মুখ দেখা। 'আগে শুভদৃষ্টিটা হওয়া ভাল নয়?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

শুভদৈবক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সৌভাগ্যের কল্যাণে। 'শুভ দৈবক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিত্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শুভ নাম [স] *বি* মঙ্গলজনক নাম। 'তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

শুভনাস্তিক [স] *বিণ* জড়বাদী। 'এক দিকে তিনি হয়ে ওঠেন উৎকেন্দ্রিক, অন্য দিকে শুভনাস্তিক।' *শিব*, ১৯৭৩।

শুভপরিণয় [স] *বি* শুভবিবাহ। 'নন্দিতার শুভপরিণয় উপলক্ষে আশীর্বাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শুভপ্রভাত [স] ১ *বি* মঙ্গলময় সকাল। 'প্রভু বোলে আজি শুভ প্রভাত আমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সকালের অভিবাদন। 'বন্ধুদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিনন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শুভফল [স] *বি* ভালো ফল। 'যে ঈদৃশ শুভ ফল জন্মিতেছে তাহাতে আমরা অতিহৃষ্টচিত্ত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শুভফলশূন্য [স] *বিণ* পরিণতি ভালো নয় এমন। 'ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মহত্ত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শুভবাণী [স] *বি* কল্যাণকর কথা। 'শুভবাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শুভ বারতা [স শুভবার্তা] *বি* সুখবর। 'আনো অভয়ংকর শুভ বারতা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শুভবার্তা, শুভবার্ত্তা [স] *বি* সুসংবাদ। 'শুভবার্তা পাইআ রামা হইল আনন্দিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'একত্ববাদের শুভবার্ত্তা।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

শুভবিজ্ঞাপন [স] *বি* ভালো সংবাদের প্রচার। 'এই শুভবিজ্ঞাপন ডঙ্কা, ঘোর রোলে বাজিয়া উঠিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

শুভবিবাহ [স] *বি* কল্যাণজনক বিবাহ অনুষ্ঠান। 'নির্বিঘ্নে শুভবিবাহ নির্ব্বাহ হইল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শুভবুদ্ধি [স] *বি* সুবুদ্ধি। 'শুভবুদ্ধি মানুষের মাথায় দৈবাৎ উদয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শুভব্রতা [স] *বিণ স্ত্রী* মঙ্গল কামনাকারী। 'সদা ক্ষিপ্রগতি, প্রবাসসঙ্গিনী মম/ নিত্যশুভব্রতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুভময় [স] *বিণ* মঙ্গলময়। 'সিদ্ধিদাতা শুভময়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুভমিলন [স] *বি* মঙ্গলময় মিলন। 'শুভমিলন লগনে বাজুক বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শুভমুহূর্ত [স] *বি* মঙ্গলজনক সময়। 'যে-সমস্ত শুভমুহূর্তে আমরা নিজেকে খুব বড়ো বলে অনুভব করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুভযাত্রা [স] *বি* মঙ্গলজনক গমন। 'শুভযাত্রা করি রাধা করু মনোবল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুভযোগ [স] **১** *বি* জ্যোতিষশাস্ত্রমতে শুভক্ষণবিশেষ। 'শুভযোগ দশ দণ্ড দশম ফাল্গুন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'শুভক্ষণে শুভযোগে পুত্র জনমিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* (বাউল) সাধনার উপযুক্ত সময়। 'ভবের আসন করে শ্রীপটে শুভযোগ লাগে রে জাহাজ রূপচাঁদের ঘাটে।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বি* সুযোগ। 'একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৪** *বি* সুসময়। 'শুভযোগে কবে হব দুঁহু হায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

শুভরাত্রি [স] *বি* উৎসবময় রাত্রি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আজ আমার জীবনের বড় শুভরাত্রি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

শুভলক্ষণ [স] *বি* মঙ্গলের আভাস। 'প্রকৃতি আজ আমাদের ... নানাবিধ শুভচিহ্ন, শুভযাত্রার শুভলক্ষণ দেখাইতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

শুভলগন [স শুভলগ্ন] *বি* মঙ্গলময় মুহূর্ত। 'সেই শুভলগনের বেলা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শুভলগ্ন [স] **১** *বি* (জ্যোতিষ) মঙ্গলজনক সময়। 'ইতিমধ্যে শুভলগ্নে অপূর্ব্ব এক পুত্র হইল।' *রাজীব*, ১৮০৫। **২** *বি* সুসময়। 'আজ শুভলগ্নে "সরোজিনী" বাষ্পীয় পোত তার দুই সহচরী লৌহতরী দুই পার্শ্বে লইয়া ... যাত্রা করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শুভশঙ্খ [স] *বি* মঙ্গলজনক মনে করা হয় এমন শঙ্খধ্বনি। 'কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়ে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

শুভসংগম [স] *বি* শুভমিলন। 'আকাশের সঙ্গে মাটির শুভসংগমের সংগীত এবং শঙ্খধ্বনি কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শুভসঙ্কল্প [স] *বি* উত্তম প্রতিজ্ঞা। 'মহানাদ বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া ... শুভসঙ্কল্প সম্পাদনা করিয়া আসিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শুভসম্বাদ [স] *বি* ভালো খবর। 'এই শুভসম্বাদ শ্রবণে শিষ্টমাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শুভ-সাধক [স] *বি* কল্যাণকর। 'অশেষ শুভ-সাধক বাষ্পীয় রথেও ... অনেক ব্যক্তি হত ও আহত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শুভসাধন [স] *বি* হিতসাধন। 'বিজ্ঞ-লোকেই সর্ব্বতোভাবে শুভসাধন করিয়া থাকেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শুভসূচক [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'ইহা ভারতবর্ষের অতিশুভসূচক অনুমান করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শুভসৃষ্টি [স] *বি* মঙ্গলজনক সৃষ্টি। 'শুভকালে শুভসৃষ্টি আরম্ভ করিলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুভস্মিত [স] *বিণ* শুভ হাস্যযুক্ত। 'এসো শুভস্মিত শুকতারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শুভাকাঙ্ক্ষা [স] *বি* শুভকামনা। 'এলিস রানির প্রতি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* কল্যাণকামী। 'তুমি যদি সিন্ধুদেশের রাজকুলের শুভাকাঙ্ক্ষিণী হও।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

শুভাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* কল্যাণকামী। 'যাঁহারা আমাদের এতাদৃশ শুভাকাঙ্ক্ষী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শুভাগমন [স] *বি* মঙ্গলজনক আগমন। 'দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণজন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

শুভাদৃষ্ট [স] *বি* সৌভাগ্য। 'তুমি অদ্য শুভাদৃষ্ট বশে আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শুভাদৃষ্টক্রমে *ক্রিবিণ* সৌভাগ্যক্রমে। 'যদি তুই শুভাদৃষ্টক্রমে ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারিস।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শুভানুধ্যায়ি [স শুভানুধ্যায়ী] *বিণ* শুভ কামনা করে এমন। 'শুভানুধ্যায়িরদিগের মনোবাঞ্ছা এই যে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শুভানুধ্যায়ী [স] *বিণ* কল্যাণকামী। 'শুভানুধ্যায়ী সদ্বিবেচক ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শুভাবহ [স] *বিণ* মঙ্গলজনক। 'উক্ত বিষয়ের শিক্ষা সর্ব্বদাই হিন্দুলোকের পক্ষে শুভাবহ বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

শুভার্থী [স] *বিণ* কল্যাণকামী। 'মোরে জেনেছিল শুধু শুভার্থী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শুভাশিস [স] *বি* মঙ্গলকামনাপূর্ণ আশীর্বাদ। 'ভূতলে মাথাটি রাখিয়া লহো রে শুভাশিস-বরিষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শুভাশীর্বাদ [স] *বি* শুভকামনা। 'আমার আন্তরিক শুভাশীর্বাদ নাও।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

শুভাশুভ [স] *বিণ* ভালো ও মন্দ। 'কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অখনে শুনহ শুভাশুভর লক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

শুভাসীর্বাদ, শুভাসীর্ব্বাদ [স শুভাশীর্বাদ] *বি* শুভ আশীর্বাদ। 'পরম শুভাসীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ আগে।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

শুভেচ্ছা [স] *বি* সদিচ্ছা। 'আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শুভেচ্ছাবহনকারী [স] *বিণ* শুভকামনার বার্তা বহন করে এমন। 'সীতার জন্য শুভেচ্ছাবহনকারী অষ্টাবক্রকে নাটকের প্রথম অঙ্কেই উপস্থিত করবার পিছনে ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

শুভোদয় [স] *বিণ* মঙ্গলজনক। 'শুভোদয় স্বপ্ন দেখি নৃপতি পরমসুখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুভংকেরী, শুভঙ্করী [স] ১ *বিণ* মঙ্গলকারিণী। 'সঘনে পূরি বেণুরবে দেশ! কিম্বা শুভঙ্করি চল লো।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *বি* শুভঙ্কর রচিত গণিতের পদ্ধতি। 'গুরুমহাশয় শুভংকেরী কষাইতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শুভঙ্করী আর্যা [স] *বিণ* শুভঙ্কর রচিত ছড়ার আকারে গণিতের সূত্র। 'কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুভঙ্করী আর্যা মুখস্থ করিবে?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শুভঙ্করী বিদ্যা [স] *বি* গণিতশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান। 'আর শুভঙ্করী বিদ্যা জাহির করিস না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শুভাসিনী *বি* মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের অনুষ্ঠানাদিতে সৌভাগ্যবতী সধবাদের সম্মান করে এ নামে ডাকা হতো। 'তাঁদের বলা হয় শুভাসিনী।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শুভিত [স শোভিত] *বিণ* শোভিত। 'হরিতাল-তিলকে শুভিত হইল ভাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুভে [আ সুবাহ্] *বি* সুবেহ; প্রদেশ। 'শুভে বাঙ্গালার কলিকাতা মোকামে পাঠাইয়া ছিলেন।' *বোগল*, ১৭৭০।

শুভ্র [স] ১ *বিণ* সাদা। 'অতি শুভ্র প্রফুল্ল কুসুমগুচ্ছ প্রকাশপূর্বক ভূতলস্থ সমস্তজনের অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* নির্মল সুন্দর। 'শুভ্র, তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণের রঙের হিলোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শুভ্রকান্তি [স] *বিণ* গায়ের বর্ণ শুভ্র এমন। 'শুভ্রকান্তি শুভ্রবেশ প্রতিষ্ঠা দেবীও সানুকূল হইয়া ... গ্রহণ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শুভ্রকায় [স] *বিণ* শ্বেতাঙ্গ। 'মিষ্টভাষী শুভ্রকায় মিশনরি যত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শুভ্রচারুতা [স] *বি* সৌন্দর্য। 'নিজের দাঁতগুলির শুভ্রচারুতা সম্বন্ধে ও সচেতন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

শুভ্রতনু [স] *বি* শুভ্র দেহ। 'শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি, প্রাতঃসূর্যরুচি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শুভ্রতম [স] *বিণ* অত্যন্ত উদার। 'সে কি মনুষ্যত্বের পবিত্রতম শুভ্রতম জ্যোতির উপরে নিঃসংকোচ স্পর্ধার সহিত কলঙ্ককালিমা লেপন করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শুভ্রতর [স] *বিণ* অতিশয় সাদা। 'বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শুভ্রতা [স] *বি* নির্মলতা। 'শুভ্রতার ভিতর-মহলে প্রবেশ করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

শুভ্রতুষার [স] *বি* শুভ্ররূপ তুষার; সাদা বরফ। 'ভাসমান শুভ্রতুষারখণ্ডসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শুভ্রফেননিভ [স] *বিণ* সাদা ফেনার মতো নরম। 'শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শুভ্রবর্ণ [স] *বি* সাদা রং। 'পরম শোভাকর শুভ্রবর্ণ জলধারা উৎপাদন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শুভ্রবসন [স] *বি* সাদা পোশাক। 'আমাদের নূতন সভ্যতা শুভ্রবসন ত্যাগ করে কৃষ্ণচ্ছদ অবলম্বন করেছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

শুভ্রবৃত্তি [স] *বি* শুভবুদ্ধি। 'ছাত্র-তরুণের শুভ্রবৃত্তির এই কি বিকাশ?' *আজাদ*, ১৯৬৯।

শুভ্রমুখী [স] *বি স্ত্রী* ফরশা মুখের অধিকারী ব্যক্তি। 'শুভ্রমুখীর কাজল চোখের মতো টুকরো মেঘ আকাশে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শুভ্রলোক [স] *বি* সুন্দর ভুবন। 'আমি যার একান্ত বিস্তার অনন্তের শুভ্র লোকে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

শুভ্রশুচিতা [স] *বি* নির্মল পবিত্রতা। 'একদা গিরিকুমারীর শুভ্রশুচিতার চরম মূল্য দিয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

শুভ্রহাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নির্মল হাসি হাসে এমন। 'শুক্লবসনা, শুভ্রহাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শুভ্রোজ্জ্বল [স] *বিণ* সাদা উজ্জ্বল। 'পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শুমার [ফা] ১ *বি* গণনা। 'সকল বাদশার দল হইয়া শুমার।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* ইয়ত্তা। 'লস্কর শুমার নাই শহর ভরিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শুমারী [ফা] *বি* হিসাব; গণনা। 'কোন মুদি কটা পরিবারের গম যোগায় তার শুমারী (গণনা) নিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

শুয়া[১] [স শুক] *বি* শুক পাখি। 'আজি হৈতে শুয়া তুমি হইলে মোর গুরু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুয়াঠুটী *বিণ* শুকপাখির ঠোঁটের মতো খোঁপা। 'কবরী বান্ধিল রামা নামে শুয়াঠুটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুয়া শালি *বি* একপ্রকার ধান। 'শুয়া শালি হরিলেবু শুয়াথুবি সুঁদী।' *ভারত*, ১৭৬০।

শুয়া[২] [স শী>] *ক্রি* শোয়া। 'নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **শুইলা** *ক্রি* শয়ন করলে। 'নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **শুয়ে** *ক্রি* শয়ন করে। 'শয়ন মন্দিরে শুয়ে শয়নে অধৈর্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শুয়নি *বি* শোয় যে। 'ওই আসছে শুয়নি বালিশ হাতে ক'রে।' *অবন*, ১৯১৯।

শুয়েবসে *ক্রিবিণ* অলসভাবে। 'সেইটেতে গিয়ে শুয়েবসে সারাদিনটা ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শুয়াপোকা *বি* অতিসূক্ষ্ম লোমবিশিষ্ট কীটবিশেষ; প্রজাপতির প্রথম রূপ; ক্যাটারপিলার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুয়ার, শুয়োর [স শূকর] *বি* শূকর। 'কেনো শুয়ার হইয়া ঢুব দিয়া দন্তে করিয়া মির্ত্তিকা তোলিবেন?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'শুয়োর।' *মানোএল*, ১৭৪৩

শুয়োরখোর [স শূকর+ফা খোর] *বিণ* শুয়োরের মাংস খায় এমন। 'কিন্তু ওই শুয়োরখোর ইংরেজ?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

শুয়োরমুখো *বিণ* শূকরের ন্যায় মুখ এমন। 'আমি শুয়োরমুখো মণ্ডা নই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

শুয়োরশাল *বি* আস্তাবল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুয়োরের ছাও *বি* শূকরছানা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শুয়োরের মাংস *বি* শূকরের মাংস। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শূওর *বি* শূকর। 'ওরা গোরু খায়, শূওর খায়।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

শূয়র *বি* গালিবিশেষ। 'শূয়র! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত ক'রে ভূত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শুয়ার [স শূকর] *বি* শূয়র (এখানে) গালিবিশেষ। 'চপরাও, শূয়ারকি বাচ্চা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

শুর্মা [ফা সুর্মহ্] *বি* সুরমা; চোখে লাগানোর কালচে গুঁড়াবিশেষ; অ্যান্টিমনি। 'শুর্মা তোমার কালো চোখের কোলে।' *বুদ্ধ*, ১৯৩২।

শুল [স শূল] ১ *বি* যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি। 'যেমন প্রসব কালে নারী দেয় শুল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* অস্ত্রের ক্ষত। 'ভুমুরদি সেই অনাহারে থেকে লভিল শুলের ব্যথা।' *জসীম*, ১৯৫১।

শুলি [স শূল] *বি* শূলবিদ্ধ করে শাস্তি। 'ময়দানেতে কুফরে লইয়া শুলি দিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শুলপি [স শূল>] *বি* অস্ত্রবিশেষ। 'শুলপি ও নেজা ও বর্শি এ সর্ব্বতেই অতি পারক।' *রামরাম*, ১৮০১।

শুলাক [ফা সুলাখ] *বি* গর্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শুল্ক [স] *বি* রাজস্ব; কর। 'আমাদের এত মূল্য ও শুল্ক উভয় দিবার সংস্থান নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'কোন শুল্ক দিবার দ্রব্য আছে কি না দেখিতে আসিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শুল্কাধীন [স] *বিণ* শুল্ক সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য মালামাল রাখা হয় এমন। 'শুল্কাধীন ঘরটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় কদম।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শুল্ফো *বি* এক প্রকার সুগন্ধী শাক। 'শুল্ফো শাক আর লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

শুশনি *বি* শাকবিশেষ। 'কচু, ধান্য, ও হরিদ্রা, শুশনি, কলমি, ছোলা, মটর ... প্রভৃতি।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

শুশীল [স সুশীল] *বিণ* অতি শিষ্ট। 'বিদগ্ধ মৃদু সদ্গুণ শুশীল স্নিগ্ধ করুণ তুমি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শুশুক [স শিশুক] *বি* জলচর প্রাণীবিশেষ; মিঠাপানির ডলফিন। *ওর্সা*, ১৭৮৫। 'শুশুকগুলো থেকে থেকে খামকা জলের উপরে শুব করে দিগ্‌বাজি খেলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুষুক [স শিশুক] *বি* মিঠাপানির ডলফিন; শুশুক। 'আনিবে রাই সরিসা শুষুকের তৈল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শুশুনি *বি* পানির ধারে জন্মায় এমন শাকবিশেষ। 'শুশুনির নিদ্রা শুষি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শুশোভন [স সুশোভন] *বিণ* শোভন। 'নহুলী যৌবন আতি শুশোভন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শুশ্রূষা [স] ১ *বি* পরিচর্যা। 'কন্যা কেমন আছেন, তাঁহার শুশ্রূষায় ... দাইরা নিযুক্ত আছে কি না?' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* যত্ন। 'মূর্চ্ছাপ্রায় – কর শুশ্রূষা ইহার।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শুশ্রূষাব্রতী [স] *বিণ* সেবাকারী। 'দুই-এক জন ছিলাম শুশ্রূষাব্রতী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শুশ্রূষু [স] *বিণ* সেবাপ্রার্থী। 'অসাধারণ নৈপুণ্যপ্রকাশ দ্বারা শুশ্রূষুদিগকে পরম পরিতোষ প্রদান করাতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শুষা [স শুষ্] *ক্রি* ১ *ক্রি* পান করা। 'খাইমু শুষিমু সংহারিমু সব থাক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* তরলাদি টেনে নেওয়া। 'জোঁকের মতো লেগে থাকে, এবং রক্তও শুষে খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুষে নেওয়া *ক্রি* টেনে নেওয়া। 'এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শুষে লওয়া *ক্রি* টেনে নেওয়া। 'জলাশয় হইতে জল শুষিয়া লয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

শুষুপ্তি [স সুষুপ্তি] *বি* গভীর ঘুম। 'আমার চৈতন্যবোধকে গভীরতম শুষুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শুষ্ক [স] ১ *বিণ* শুকনা। 'শুষ্ক কাষ্ঠের সম করিয়া সাধন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* নীরস। 'সেহো না বাখানে ভক্তি করে শুষ্ক চিন্তা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* প্রাণহীন। 'উৎসাহ সেচন বিনা যেন তাহা শুষ্ক না হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৪ *বিণ* স্যাঁতসেঁতে নয় এমন। 'যে গৃহ শুষ্ক, প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *বিণ* লাবণ্যহীন। 'তাঁহার শ্মশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল অনাহারে নিস্তেজ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'এমন শুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মতো হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৬ *বিণ* অস্থিচর্মসার। 'কেহ কেহ বা শরীর শুষ্ক ও ক্লিষ্ট করাকে ধর্মসাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৭ *বিণ* আবেগশূন্য। 'শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৮ *বিণ* শোষিত। 'শাসয়িতা এবং শাসিত, শোষয়িতা এবং শুষ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শুষ্ক আঁখি *বি* অশ্রুহীন চোখ। 'অনুগ্রহ দয়ালু-কৃপণ – বহু কষ্টে অশ্রুবিন্দু দেয় শুষ্ক আঁখি করিয়া মন্থন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শুষ্কওষ্ঠ [স] *বিণ* ঠোঁট শুকিয়ে গেছে এমন। 'শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শুষ্ককঠিন [স] *বিণ* নীরস ও গুরুগম্ভীর। 'অসাবধানী পাঠকের অন্তরে তাঁর যে ব্যক্তিত্ব রচনা করে, তা শুষ্ককঠিন পাণ্ডিত্যের।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

শুষ্ককণ্ঠ [স] *বিণ* গলা শুকিয়ে গেছে এমন। 'পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও জল মিলিত না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

শুষ্ককণ্ঠা [স] *বিণ স্ত্রী* তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে এমন। 'এক বিন্দু জলের জন্য ... শুষ্ককণ্ঠা হইয়া আত্মবিসর্জন করিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শুষ্কগর্ভ [স] *বিণ* জলহীন। 'অশথ গাছের পেছনেই মেঠো পুকুরটা শুষ্কগর্ভ।' *হাসান*, ১৯৬০।

শুষ্কচঞ্চু [স] *বিণ* পাখির ধারালো ও বাঁকানো শুষ্ক ঠোঁটের মতো। 'একজোড়া নেউলের লেজের মত পুষ্ট গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুষ্কচঞ্চু নাসা।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শুষ্কজলা [স শুষ্ক+স জল>] *বিণ* পানি শুকিয়ে গেছে এমন। 'শুষ্কজলা দিঘির পাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

শুষ্কতম [স] *বিণ* নির্দয়। 'ভিজিয়ে দিয়েছে পাপীর শুষ্কতম হৃদয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শুষ্কতা [স] *বি* রসশূন্যতা। 'বস্তুত শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্যপালন শুষ্কতার সাধনা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শুষ্কতাপ [স] *বি* রুক্ষ উত্তাপ। 'শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে ব'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শুষ্কতালু [স] *বিণ* মাথার তালু শুকিয়ে যায় এমন। 'ঝরেছিল শুষ্কতালু মধ্যাহ্নের পরে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

শুষ্কপত্র [স] *বি* শুকনো পাতা। 'তরুমূলে পৃষ্ঠ রাখিয়া শুষ্কপত্ররাশির উপর পা ছড়াইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শুষ্কপথ [স] *বিণ* শুকনা পথ। 'এখন আমরা সেই শুষ্কপথের মাঝখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শুষ্কপাতা [স শুষ্কপত্র] *বি* শুকনো পাতা। 'গাছের নীচে রাশীকৃত

শুষ্কপাতা পড়িয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শুষ্ক প্রাণ *বি* শুকিয়ে গেছে এমন প্রাণ। 'শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রে, কার পানে চাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শুষ্কপ্রাণা [স] *বিণ স্ত্রী* স্ফূর্তিহীন। '... লজ্জাহীনা, শুষ্কপ্রাণা, রুগ্নদেহা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

শুষ্কপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় শুকিয়ে গেছে এমন। 'গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়া ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শুষ্কমৎস্য [স] *বি* শুঁটকি মাছ। 'ব্রহ্মদেশ হইতে লবণ ও শুষ্কমৎস্য লইয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শুষ্কমুখ [স] **১** *ক্রিবিণ* মলিন মুখে। 'কই অন্ন কই, কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্কমুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বিণ* মুখ শুকনো এমন। 'শীর্ণ দীর্ঘ দেহ শুষ্কমুখ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শুষ্কমুখী [স] *বিণ* মলিন চেহারা এমন। 'তিনিও সীতার ন্যায় মলিনবসনা, খ্রিয়মানা তপস্যায় শুষ্কমুখী, বিরহব্রতচারিণী।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

শুষ্করসনা [স] *বিণ* জিহ্বা শুকিয়ে গেছে এমন। 'শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শুষ্করেখা [স] *বি* শুকিয়ে যাওয়ার দাগ। 'চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্করেখা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শুষ্কলতা [স] *বি* শুকনো লতা। 'তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচে কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শুষ্কলী *বি* ছিদ্র। 'কর্ণ শুষ্কলী।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

শুষ্ক শাখা *বি* শুকিয়ে গেছে যে ডাল। 'এখনো এ শুষ্ক শাখা হেসে উঠে মুকুলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শুষ্কস্বর [স] *বিণ* রুক্ষ ভাষা। 'বিহারীকে শুষ্কস্বরে দস্তুরমত জিজ্ঞাসা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শুষ্ক হাসি *বি* প্রাণহীন হাসি। 'সেইদিনকার কথাটা মনে করে শুষ্ক হাসি হাসলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

শুষ্কহাস্য [স] *বি* শুকনো হাসি। 'শিবনাথপণ্ডিত শুষ্কহাস্য হাসিয়া কহিলেন, "এই-যে গিন্নি আসছে"।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শুষ্কহৃদয় [স] *বিণ* ভক্তিহীন হৃদয়। 'আমরা দূর থেকে শুষ্কহৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শুওর *দ্র* **শুয়ার**

শূকর [স] **১** *বি* শুয়ার। 'শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। **২** *বি* শূকরের মাংস। 'মুসলমানের শূকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শূকরশাবক *বি* শুয়ারের ছানা। 'শূকরশাবক তাহার মাতার মৃদু ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শীঘ্রই চিনিতে পারিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

শূকরশালা [স] *বি* শূকর থাকার স্থান। 'শূকরশালা তুল্য কদর্য্য স্থানে বাস করিতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শূকরী [স] *বি স্ত্রী* শূকর। 'হিন্দুর ঘরে অস্পৃশ্যা শূকরী, হিন্দু পরিচারিকামণ্ডলীর চরণকলঙ্কাকারী কীট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর।' *জীবন*, ১৯৪২।

শূদ্র [স] *বি* হিন্দু বর্ণাশ্রমপ্রথা অনুযায়ী সর্বনিম্ন চতুর্থ বর্ণ। 'শূদ্র আমি আমারে সে উচ্ছিষ্ট জুয়ায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শূদ্রত্ব [স] **১** *বি* শূদ্রবর্ণের বৈশিষ্ট্য। 'গুরুর একটি গাভী বধ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* ভেদ। 'কর্মের শূদ্রত্ব গেল ঘুচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শূদ্রপ্রায় [স] *বিণ* শূদ্রবর্ণের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত। 'তত্রস্থ ব্রাহ্মণেরা শাপগ্রস্ত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া শূদ্রপ্রায় হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শূদ্রা [স] *বি* শূদ্র নারী। 'দেখ না শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শূদ্রানী [স শূদ্রাণী] *বি স্ত্রী* শূদ্র নারী। 'শূদ্রানীর গর্ভে মহাবীর্য্যবান্ কুমার মহাপদ্ম নন্দির জন্য হইবে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শূদ্রান্ন [স] *বি* শূদ্রের তৈরি অন্ন। 'তাঁহারদের অন্নভোজনে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ হউক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

শূদ্রামি *বি* ইতরতা। 'ক্ষুদ্র প্রেমের শূদ্রামি ছাড়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শূন [স শূন্য] *বি* শূন্য। 'পেখমি দহদিহ সব্বই শূন।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

শূনু *বিণ* শূন্য; খালি। **শূনুগৌল** *বি* শূন্য গোয়াল। 'ঐ যে কথায় বলে, দুষ্ট গরু থাকাচ্চেয়ে শূনুগৌল ভাল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শূনো *বিণ* শূন্য; খালি। 'শূনো বাড়িগুলো রয়েছে দাঁড়ায়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

শূনো মরু *বি* নির্জন মরুভূমি। 'উদাস-দৃষ্টি যত দিকে চাহে সব যেন শূনো মরু।' *জসীম*, ১৯২৯।

শূনা [স শ্রু>] *ক্রি* শোনা। **শূনিয়া** *ক্রি* শুনে। 'জয়ার শূনিয়া কথা বলেন শঙ্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শূন্যা** *ক্রি* শুনে। 'অঙ্গুরির মূল্য শূন্যা ব্যাধের নন্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শূন্য [স] **১** *বিণ* অন্তর্বস্তুহীন; খালি। 'শূন্য ঘট লইয়া যায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* ফলহীন। 'শূন্য গাছে না চাহে মানব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* জলহীন। 'শূন্য দেখি সরোবর বীর মহাবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* আকাশ। 'একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল।' *রামরাম*, ১৮০১; 'কুসুম শূন্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৫** *বিণ* অনস্তিত্বসূচক সংখ্যা; ০। 'আমার বয়ঃক্রমেতে দুই শূন্য পড়িয়াছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'পরিশ্রম = শষ্য, পরিশ্রম + প্রার্থনা = শষ্য, অতএব প্রার্থনা = ০ শূন্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। **৬** *বিণ* বিহীন। 'পক্ষপাত ও হিংসা দ্বেষ ও মাৎসর্য্যশূন্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। **৭** *বিণ* অস্তিত্বহীন। 'ভালোবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৮** *বিণ* প্রেমবিহীন। 'প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৯** *বিণ* অর্থহীন। 'এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **১০** *বি* নির্জন। 'শূন্য যখন গাণ্ডিনীর তীর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। **১১** *বি* অনস্তিত্ব। 'তোমার শেষ নাহি তাই শূন্য সেজে শেষ করে দাও আপনাকে যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **১২** *বি* শূন্যতা। 'বস্তুবিশ্ব ক্ষণস্থায়ী, শূন্য সনাতন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **১৩** *বিণ* প্রবাহহীন। 'শূন্য হাওয়া চতুর্দিকে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

শূন্যকথা [স] *বি* অসার কথা; অন্তঃসারহীন কথা। 'তুমি সর্বাশ্রয়, এ কি শুধু শূন্যকথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শূন্যকার [স] *বি* ফাঁকা জায়গা। 'আকাশ পৃথিবী মধ্যে যথ শূন্যকার।' *সুলতান*, ১৭০০।

শূন্যকুম্ভ [স] *বি* শূন্য কলস। 'বেটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ।' *রবীন্দ্র*,

১৯১০।

শূন্যকেন্দ্র [স] *বিণ* লক্ষ্যহীন। 'ঘূর্ণির মতো শূন্যকেন্দ্র জনতা বিরাজে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

শূন্যক্ষণ [স] *বি* রিক্ত-মুহূর্ত। 'শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই শীতের বনে এলে-যে সেই শূন্যক্ষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শূন্যক্ষরা *বি* নদীবিশেষ। 'শূন্যক্ষরা নীরে বিড়ম্বিত জিজ্ঞাসার বক্র জটাপাক।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

শূন্যগতি [স] *বিণ* আকাশচারী। 'উলূক উপরে ভর শূন্যগতি নিরন্তর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শূন্যগর্ভ [স] *বিণ* ভিতরে কিছু নেই এমন। 'ঐ সমস্ত সহজেই অসার রন্ধ্র পরিপূর্ণ, কোনটা বা নিতান্ত শূন্যগর্ভ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

শূন্যগর্ভতা [স] **১** *বি* অসারতা। 'ইউরোপীয় মেটিরিয়ালিজমের শূন্যগর্ভতা প্রমাণ করা তেমন কঠিন নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৭। **২** *বিণ* অন্তঃসারশূন্যতা। 'তথাকথিত নায়ক-নায়িকাদের শূন্যগর্ভতা উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত ...।' *শিব*, ১৯৬০।

শূন্যগৃহ [স] *বি* জনহীন ঘর। 'শূন্যগৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শূন্যঘর [স শূন্য+ঘর] *বি* ফাঁকা ঘর। 'ভরা বাদলে ভাদ্রমাসে শূন্যঘরের বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শূন্যতর [স] *বিণ* আরও ফাঁকা। 'শূন্য গৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শূন্যতল [স] *বি* আকাশ। 'ওই অবারিত শূন্যতলপথে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শূন্যতলপথ [স] *বি* আকাশ। 'মনে হয়, যেন ওই অবারিত শূন্যতলপথে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শূন্যতা [স] **১** *বি* না-থাকা। 'স্বাধীনতা-শূন্যতা আমাদিগের মাতৃভাষা বঙ্গভাষার উন্নতির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* নিঃস্বতা। 'আপন শূন্যতা লয়ে জীবন বহিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *বি* অনন্ত শূন্যতা। 'মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৪** *বি* রিক্ততা। 'যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুচাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৫** *বি* নিঃসঙ্গতা। 'অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৬** *বি* একাকীত্ব। 'বিরহের সুনিবিড় শূন্যতা, শিরায় শিরায় মিড় দিত তীব্র টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'ধীরে ধীরে, প্রতিবৎসরের শূন্যতা থেকে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শূন্যতাবোধ [স] *বি* নাস্তিবোধ। 'মহাপ্রতিভাবান লেখক শূন্যতাবোধকেও হয়তো ... ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে পারেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

শূন্যতাময় [স] *বিণ* নির্জন। 'সেই শতকক্ষ প্রকোষ্ঠময় প্রকাণ্ডশূন্যতাময় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শূন্যতামূলক [স] *বিণ* রিক্ততাসূচক। 'যে স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায় সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শূন্যতূণ [স] *বিণ* অস্ত্রহীন। 'শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সমরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শূন্যদৃষ্টি [স] *বি* উদাস চাহনি। 'জাহাঙ্গীর শূন্যদৃষ্টিতে একবার তাহার মাতার পানে চাহিয়া ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শূন্যনিবিষ্ট [স] *বিণ* উদাস। 'তাহার শূন্যনিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শূন্যপট [স] *বি* শূন্য আকাশ। 'পুরবের শূন্যপটে/ প্রভাতের স্মৃতিগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শূন্যপথ [স] *বি* আকাশ। 'তখনি প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি আশুগ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শূন্যপাণি [স] *ক্রিবিণ* খালি হাতে। 'বীরে দেখি শূন্যপাণি কপালে আঘাত হানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শূন্যপানে [স শূন্য>] *ক্রিবিণ* আকাশের দিকে। 'কার পানে শূন্যপানে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শূন্যপার [স] *বি* মহাকাশ। 'দূর শূন্যপার হইতে সূর্যের আলো ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শূন্যপুর [স] *বি* শূন্য জগৎ। 'মেঘে কে জাগছ তুমি জাগো কে শূন্যপুরে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

শূন্যপৃষ্ঠ [স] *বি* পিঠে কিছু নেই এমন। 'শূন্যপৃষ্ঠ কাঁদে দুলদুল, আকাশের পানে চাহে।' *জসীম*, ১৯৫১।

শূন্যবাদ [স] *বি* নাস্তিকতা। 'মায়াবাদ যে ভাষান্তরে শূন্যবাদ এবং শংকর ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

শূন্যবাদী [স] *বি* নাস্তিক। 'এ যুগের বহু ক্ষমতাবান সাহিত্যিক শূন্যবাদী।' *শিব*, ১৯৭৩।

শূন্য-ভরা *বিণ* শূন্যতায় পূর্ণ। 'শূন্য-ভরা তোমার বাঁশির সুরে সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শূন্যভাব [স] *বি* বিমর্ষ ভাব। 'এইরূপ অত্যন্ত শূন্যভাব দেখিয়া ভাবিলেন, বউ গিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শূন্যভূমি [স] *বি* ফাঁকা মাঠ। 'তিনি ক্ষণকালের মধ্যে আপনার শূন্যভূমিতে বহু রত্নপূর্ণ পরম শোভাকর অট্টালিকা সৃষ্টি করাইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯

শূন্যমণ্ডল [স] *বি* আকাশ। 'অধিক দ্রুত গতিতে শূন্যমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

শূন্যমন [স] **১** *বি* ভাবনামুক্ত মন। 'ভ্রমি একেলা শূন্যমনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বি* উদাসীনতা। 'অতীতের পরলোক ত্যজি শূন্যমনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৩** *বি* উদাস মন। 'শূন্য মনের নাই কেহ মোর সাথি।' *নজরুল*, ১৯৪১। **৪** *বি* হতাশ। 'ফিরে আসে আজ নিরাশ হাওয়ায় শূন্যমন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

শূন্যমনাঃ [স] *বিণ* হতাশ। 'শূন্যমনাঃ খেদে রঘুসৈন্য; – বিভীষণ ভীষণ রণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শূন্যময় [স] *বিণ* ফাঁকা। 'শয়ান লাগএ শূন্যময়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শূন্যমার্গ [স] *বি* আকাশপথ। 'ইহারা শূন্যমার্গে বায়ুসঞ্চারশূন্য অতি ঊর্দ্ধপ্রদেশে উঠিতেও কষ্টবোধ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শূন্যশয্যা [স] *বি* খালি বিছানা। 'শূন্য শয্যা! মিথ্যা স্বপন!' *নজরুল*, ১৯২৩।

শূন্য-শূন্য ঠেকা *ক্রি* ফাঁকা ফাঁকা মনে হওয়া। 'একদিনের জন্যে নীরব হইলে বাড়িটা যেন শূন্য-শূন্য ঠেকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

শূন্যস্থান [স] *বি* অনুপস্থিতি। 'মানসীর শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য।'

মানিক, ১৯৪০।

শূন্যহস্ত [স] *বি* খালি হাত। 'আমরা শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমস্ত মনের মধ্যে যে সবেগে রক্তসঞ্চালন হইয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শূন্য হাতে *ক্রিবিণ* খালি হাতে। 'শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে – ফিরি হে দ্বারে দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

শূন্য হৃদয় [স] *বি* প্রেমশূন্য হৃদয়। 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শূন্যাকার [স] **১** *বি* সম্পূর্ণ ফাঁকা। 'গোলকধাম হল শূন্যাকার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* নিরাকার। 'যেন সকলেই অন্ধকারময় এবং শূন্যাকার।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শূন্যাগার [স] *বি* ফাঁকা স্থান। 'প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন শূন্যাগার জন মানব হীন।' *রামরাম*, ১৮০১।

শূন্যাচারী [স] *বিণ* শূন্যে বিচরণ করে এমন। 'পথ খুঁজে মরি কত!/ শূন্যাচারীর মতো।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

শূন্যাত্মকতা [স] *বি* শূন্যতা। 'তার শূন্যাত্মকতার ভয় চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শূন্যে উড়া *ক্রি* বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া। 'ভারতে যে যুক্তির উপর খেলাফৎ আন্দোলন চালাইয়াছিলাম সে যুক্তি শূন্যে উড়িয়া গেল।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

শূন্যের সুররাশি *বি* উদাস করা সুরসকল। 'মহাশূন্যের পথে সে ভাসায় শূন্যের সুররাশি।' *জসীম*, ১৯২৯।

শূন্যোদর [স] *বি* খালিপেট। 'শূন্যোদরের প্রতিপক্ষ হিসেবে উত্তেজনার খোঁজে যারা আসতে শুরু করেছিল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

শূন্যোদ্ভব [স] *বিণ* শূন্যে আবির্ভূত। 'শূন্যোদ্ভব দেব, না দানব, আবার শূন্যে মেশে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শূয়র, শূয়ার *দ্র* **শুয়ার**

শূর [স] **১** *বি* বীর। 'গুহার মউর ধাইতে বড় শূর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সূর্য। 'অতি বড় কথক সংগ্রামে মহা শূর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'বিশ্বনাথ শূর।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শূরত্ব [স] *বি* বীরত্ব। 'বোনাপার্টির অদ্বিতীয় শূরত্ব ভূমণ্ডলের সর্ব্বাংশেই বিশিষ্ট রূপে বিখ্যাত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শূরবীর [স] *বি* বীর। 'আমরা শূরবীর পেটে ধরতে পারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

শূল [স] **১** *বি* ধারালো অগ্রভাগবিশিষ্ট কাঠ বা লোহার দণ্ড। 'বামকরে মহিষাসুরের ধরি চুল/ সব্য করে বুকে তার আরোপিল শূল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* ব্যথা। 'লোকের দন্তশূল ও শিড়ঃপীড়া হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্তক্রিমি শূল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৩** *বি* মৃত্যুদণ্ডের জন্য ব্যবহৃত লোহার চোখা দণ্ড। 'আমি তোমাকে শূলে যাওয়ার হুকুম দিলাম।' *জসীম*, ১৯৬৪।

শূলচক্রপাণি [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'স্বয়ং শূলচক্রপাণি বিরাজ করেন।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শূলদণ্ড [স] *বি* শূলে চড়ার দণ্ড; মৃত্যুদণ্ড। 'শূলদণ্ডই তাহার জীবনের সহচর।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শূলধর [স] *বি* শূলধারণকারী। 'সাজে কত শূলধর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শূলপাণি [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'বিনি দোষে অবসাদ দিলে মোরে দেব শূলপাণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শূলরোগ [স] *বি* পাকস্থলীতে ঘায়ের ব্যথাবিশেষ। 'শূলরোগ – চিকিৎসা নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শূলস্তম্ভ [স] *বি* স্থাপিত শূল। 'পরিশেষে বধ্যভূমিতে আনয়নপূর্ব্বক, শূলস্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শূলিনী [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'উমা কাত্যায়নী গৌরী রণমধ্যে দিগম্বরী সর্বাণী শূলিনী শৈলসুতা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শূলী [স] *বিণ* হিন্দুদেবতা শিব। 'তা দেখিআ শূলী হৈলা কুতূহলী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* শূলধারী সৈন্যদল। 'চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী, রথী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শূল্যপক্ব [স] *বিণ* শলাকা বিদ্ধ করে পোড়ানো। 'প্রাক-মুসলিম যুগেও ছিল – শূল্যপক্ব মাংস।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

শূলুনী [স শূল>] *বি* ব্যথা। 'দাঁতের শূলুনী হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শৃগাল *বি* শিয়াল। 'শৃগাল সম ভেউ ভেউ করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শৃগালি [স শৃগালী] *বি* স্ত্রী-শিয়াল। 'শৃগালির রূপ দেবি আগে মহামাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

শৃগালিনী [স] *বি স্ত্রী* মাদি শিয়াল। 'ও হচ্ছে নীলবর্ণ শৃগালিনী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শৃগালী [স] *বি স্ত্রী* শিয়াল। 'সিংহ আপনার ক্রোড়গত শৃগালীকে ছাড়িয়া হস্তিনীকে গ্রহণ করে।' *গৌর*, ১৮২২।

শৃঙ্খল [স] **১** *বি* লোহার বেড়ি। 'শৃঙ্খলদ্বারা উদ্বন্ধিত।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বি* শিকল। 'মূর্খতার শৃঙ্খল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

শৃংখল [স শৃঙ্খল] **১** *বি* শিকল। 'নূতন সেতু লৌহময় এবং শৃংখল দ্বারা উদ্বন্ধিত।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* বন্ধন। 'যে অযুক্ত ধর্ম্মের শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শৃংখলা *বি* সুব্যবস্থা। 'তাহার শৃংখলা ও ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

শৃঙ্খলগত [স] *বিণ* শিকল দিয়ে বাঁধা। 'তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

শৃঙ্খলছিন্ন [স] *বিণ* শিকল ছিঁড়েছে এমন। 'ঝড় শৃঙ্খলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শৃঙ্খল-ছেঁড়া *বিণ* নিয়ম ভঙ্গ করেছে এমন। 'কোথাকার এই শৃঙ্খল-ছেঁড়া সৃষ্টি-ছাড়া এ ব্যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শৃঙ্খলবন্ধ [স] *বি* শিকলের বন্ধন। 'নিশ্চল শৃঙ্খলবন্ধ দূর, দূর, দূর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শৃঙ্খল বন্ধন [স] *বি* শিকলের বাঁধন। 'জেলের নানা রকম শৃঙ্খল বন্ধন (লিংক ফেটার্স, ক্রস ফেটার্স প্রভৃতি)।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শৃঙ্খলমুক্ত [স] *বিণ* অবারিত। 'শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা দুটি হৃদয়ের সেতুপথে পারাপার করতে পারে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

শৃঙ্খলা [স] **১** *বি* নিয়ম; বিধান। 'অনেকানেক প্রাচীন তত্ত্ববেত্তা ... এমত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন যে এ সংসারের কোন শৃঙ্খলা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* সুব্যবস্থা; সুবিন্যাস। 'হোথা শৃঙ্খলা কই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শৃঙ্খলাপ্রিয় [স] *বিণ* নিয়মানুবর্তী। 'সংযমী ও শৃঙ্খলাপ্রিয়।' *বিভূতি*,

১৯৩১।

শৃঙ্খলাবদ্ধ [স] ১ *বিণ* শিকলে বন্দী। 'শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৪; 'বীরেন্দ্রসিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরবারে আনীত করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'পর্দাপ্রথা আমাদিগকে যেভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শৃঙ্খলিত [স] ১ *বিণ* বাঁধা হয়েছে এমন। 'দোকানদারেরা যখন খরিদ্দারের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া হাটে বিক্রয় করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* বশীভূত। 'অন্যায় প্রতিকারের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইব না তখন ইংরাজ আপন পাশবতাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* বিন্যস্ত। 'আলোক-রশ্মির স্পন্দন শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* ধারাবাহিক। 'একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই।' *শরৎ*, ১৯১৭। ৫ *বিণ* নিগড়বদ্ধ। 'ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শৃঙ্গ [স] ১ *বি* পর্বতের চূড়া। 'সুমেরু আজ্ঞাক গঢ়ে/ তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পশুর শিং দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশে শিরে শিখিপাখা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* শিঙ্গা; পশুর শিং। 'কেশভার কৈল জটা গলে শৃঙ্গনাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নিজ শৃঙ্গে মৃগবর করিয়াছে ছায়া।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শৃঙ্গধর [স] *বি* পর্বত। 'পতিহীনা কপোতী যেমতি, তরুবর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শৃঙ্গধ্বনি [স] ১ *বি* শিঙ্গায় ফু দিয়ে করা শব্দ। '(নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ও মা! এ আবার কি?' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ২ *বি* ভেঁপু বাজানোর শব্দ। 'মোটরগাড়ি তারস্বরে মাঝে মাঝে শৃঙ্গধ্বনি করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শৃঙ্গনাদ [স] *বি* শিঙ্গায় ফুৎকারজনিত শব্দ। 'কেশভার কৈল জটা গলে শৃঙ্গনাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শৃঙ্গনাদিগ্রাম [স] *বি* শিঙাবাদক দল। 'ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শৃঙ্গবর [স] *বি* পাহাড়। 'হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা তেজঃপুঞ্জ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শৃঙ্গশোভিত [স] *বিণ* শিংযুক্ত। 'চিত্রিক শৃঙ্গশোভিত মস্তকটি একবার সঞ্চালিত করিয়া পুচ্ছটি ঈষৎ আন্দোলিত করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শৃঙ্গহীন [স] *বিণ* শিং নেই এমন। 'শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গহীন ... পশুগুলো বেশি হিংস্র।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শৃঙ্গী [স] *বিণ* শিং আছে এমন প্রাণী। 'ছাগ, মেষ, মৃগ, শৃঙ্গী খাবে প্রেমভরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শৃঙ্গার [স] ১ *বি* রতিক্রিয়া। 'খণ্ড কোপ ভয় দেহ শৃঙ্গারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শৃঙ্গারযুদ্ধ [স] *বি* রতিক্রিয়া। 'উদ্দাম শৃঙ্গারযুদ্ধে গণিকারা অনুজ্জ্বল, মৃত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

শৃঙ্গার-রস [স] *বি* আদিরস। 'শৃঙ্গার-রস ছানি তারে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি/ জানি বিধি নিরমিল তায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শৃজা [স সৃজন>] *ক্রি* সৃজন করা। **শৃজিল** *ক্রি* সৃষ্টি করলো। 'বিধিএ শৃজিল কৈন্যা কৌরব নাশেরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শেউ *বি* একপ্রকার সুমিষ্ট ফলের নাম। 'ঝরে রসধারা নারঙ্গি শেউ/ আপেল আঙুর চুঁয়ে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শেওড়া *বি* জংলো গাছবিশেষ। 'শেওড়া গাছ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শেওলা [স শৈবাল] *বি* জলজ তৃণবিশেষ। 'তাদের শাখায় জটার মতো ঝুলে পড়েছে শেওলা যত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শেওলাঢাকা *বিণ* শ্যাওলা দ্বারা আবৃত। 'শেওলাঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শেওলাপড়া *বিণ* শৈবালপূর্ণ। 'ঘরের পেছনে শেওলাপড়া ছায়াচ্ছন্ন পুকুর।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শেওলা-পিছল *বিণ* শ্যাওলায় পিচ্ছিল হয়ে আছে এমন। 'শেওলা-পিছল পৈঠা বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

শেয়ালা [স শৈবাল] *বি* শ্যাওলা। 'কেমন তাহার গভীর গম্ভীর উপরে শেয়ালা দল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

শেহলা *বি* শেওলা। 'সোঁতের শেহলা ভেসে চলে যাই।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শেহালা *বি* শেওলা। 'শুকায় শেহালা হ্রদে হ্রদে, পাখী গাহে না গান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

শেহেলা *বি* শ্যাওলা; শৈবাল। 'আলোর তুফানে ভাসাও জীর্ণ শেহেলা কুজ্ঝটিকা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

শেকল [স শৃঙ্খল] *বি* দরজা বন্ধ করার শিকল। 'ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাহির থেকে শেকল তুলে দ্যান।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

শেকহ্যাণ্ড [ই] *বি* করমর্দন। 'লেডিদের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করতে গেলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

শেকায়েত, শেকায়াৎ [আ] *বি* অভিযোগ। 'করছো তবু এই শেকায়াৎ-নইকো ঈমানদার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ পুস্তকের পাঠক শেকায়েত করিয়া থাকেন।' *আজাদ*, ১৯৬০।

শেখ [আ শায়খ] *বি* বাঙালি মুসলমান বংশনামবিশেষ। 'শেখ মোহাম্মদ কৃত পুঁথি পদ্মাবতী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শেখর [স] ১ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'নাগর শেখর/ নান্দের সুন্দর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শিরোভূষণ। 'না যায় নিকটে তার বিকট শেখর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শেজ [স শয্যা] ১ *বি* শয্যা। 'শেজ বিছাইলুঁ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* বাতি। 'দিয়াশালাই ধরাইয়া বিনয় তেলের শেজ জ্বালাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শেজি [স শয্যা] *বি* শয্যা। 'ঘুচিল শেজি পাড়াপাড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০।

শেজারু [স শল্লকী] *বি* সজারু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শেঠ [স শ্রেষ্ঠী] ১ *বি* হিন্দু বংশনামবিশেষ। 'অট্টালিকামধ্যে স্বরূপচন্দ্র জগৎ শেঠ এবং মাহতাবচন্দ্র ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* বণিক। 'ফিরে যায় রাজা ফিরে যায় শেঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শেঠজি *বি* সওদাগর; টাকা ধার দেওয়ার প্রধানত অবাঙালি ব্যবসায়ী। 'দেখো শেঠজি, রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

শেঠিয়া [স শ্রেষ্ঠী] *বি* শেঠ। 'ইহারাই ... পশ্চিমে শ্রেষ্ঠী বা শেঠিয়া।'

বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শেড [ই] ১ *বি* ঢাকনি। 'নীল শেড দেওয়া সুন্দর একটি টেবিল ল্যাম্প।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ *বি* আবছায়া ভাব। 'গাল দুটি লাল টকটকে ... তাতে এমন একটা শেড রয়েছে যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এটা রুজ দিয়ে তৈরি নয়।' *মুজতবা*, ১৯৬০। ৩ *বি* ছাউনি। 'বিরাট এক শেডের তলায় ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০; 'এখনো তো আমতলা, মোহন টিনের শেড, ক্লাসরুম ...।' *শামসুর*, ১৯৭২।

শেত [স শ্বেত] *বিণ* সাদা। 'শেত চামর সম কেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শেতখানা [আ সিহত+ফা খানহ] *বি* শৌচাগার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হালালখোরেরা শেতখানা পরিষ্কার করিতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শেতল [স শীতল>] *বি* হিন্দুমতে গৃহস্থের মঙ্গল কামনায় প্রদত্ত দেবতার সান্ধ্য ভোগ। 'মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্তে বনেট পরেন, শ্যাণ্ডউইচের শেতল খান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শেতলপাটি *বি* ঠাণ্ডা ও মসৃণ মাদুরবিশেষ। 'জ্বরের ঘোরে মানুষ যে রকম শেতলপাটির ফুলের পেটার্ন মুখস্থ করে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শেতলা [স শীতলা] *বি* হিন্দুমতে বসন্তরোগের দেবী। 'মা শেতলার কৃপা হবার হলে হবেই।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শেৎলা [স শৈবাল] *বি* একপ্রকার ক্ষুদ্র জলজ তৃণ; শৈবাল। 'শেৎলা-পড়া ইঁটের ঢিবিটার উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শেৎসাপূর্বক [স স্বেচ্ছাপূর্বক] *বি* নিজের ইচ্ছায়। 'শেৎসাপূর্বক যে আন্দাজ নমক দেওয়ার কারণ ঠীকা মকরর করিয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

শেফালি, শেফালী [স] ১ *বি* শিউলি ফুলের গাছ। 'সুগন্ধ নিশ্বাস নিকুঞ্জে ফুটায়ে তুলে শেফালি কামিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহগবিহগী কি যে গায়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বি* শিউলী ফুল। 'আমাদের নতুন গাছে অনেক শেফালী ফুটেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

শেফালিকা [স] ১ *বি* শিউলি ফুল। 'সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি – সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ স্ত্রী* শেফালি ফুলের মতো। 'শেফালিকা বালিকা তাই হেসে কুটিকুটি।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

শেফালিগাছ *বি* শিউলি ফুলের গাছবিশেষ। 'শেফালিগাছের সারি রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শেহলী [স শেফালী] *বি* শিউলি ফুল। 'শেহলী পীয়ালী দোনা পারুল রঙ্গন।' *ভারত*, ১৭৬০।

শেফুজাতি *বি* আফ্রিকার জাতিবিশেষ। 'জঙ্গলের মধ্যে শেফুজাতির এক গ্রামে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

শেব *বি* আপেলের মতো সুমিষ্ট ফল। 'নারঙ্গি-শেব-বোস্তানে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শেবতী [স সেবন্তী] *বি* সেঁউতি। 'শেবতী কনক যূথী সুথী কনক কেতকী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শেবা [স সেবা] *বি* সেবা। 'আর পিতা মাতার শেবা ও ভরন পোশন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

শেভ [ই] *বি* দাড়ি কামানোর কাজ। 'কে কাহার কথা শোনে, ওরা করে 'শেভ'।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শেভিং [ই] *বি* কামানো। 'শেভিং মানে তো কামানো।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

শেভিং ক্রিম [ই] *বি* দাড়ি কামানোর উপাদানবিশেষ। 'তাকের ওপর ... শ্যাম্পু, শেভিং ক্রিম।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শেভিং রেজার [ই] *বি* দাড়ি কামানোর উপকরণবিশেষ। 'ব্যাগের ভিতর কাপড়চোপড়, টুথব্রাশ, শেভিং রেজার।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শেভিংস্টিক [ই] *বি* দাড়ি কামানোর জন্যে ব্যবহৃত ফেনা উৎপাদক লাঠি সদৃশ সাবান। 'শেভিংস্টিক ও ব্রাস অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

শেমিজ [ই] *বি* স্ত্রীলোকের রাত্রিকালীন লম্বা ও ঢিলা জামা অথবা অন্তর্বাস। 'ইংরাজললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিজ জ্যাকেট ব্যবহার করেন না)।' *রোকেয়া*, ১৯০৪; 'তিনি শাড়ির সঙ্গে শেমিজ পরিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শেমুষী [স] *বি* বুদ্ধি। 'ব্রাহ্মণীর শেমুষীটি সাতিশয় প্রখরা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শেয়াকুল [স শৃগালকোলি] *বি* কুলজাতীয় কাঁটাযুক্ত বন্য গাছ। 'সকল বৃক্ষ শেয়াকুলকে কহিলেক, তুমি আমাদিগের রাজা হও।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শেয়ান [স সজ্ঞান] *বি* ধূর্ত ব্যক্তি। 'গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শেয়ানা ১ *বিণ* চালাক। 'দুজনাই বেশ শেয়ানা।' *মনসুর*, ১৯৪৫। ২ *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'মেয়ে শেয়ানা হয়ে গেলে বাপ-ভাই কারো সামনেই যাওয়া উচিত নয়।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

শেয়ার [ই] *বি* অংশীদারিত্ব। 'শেয়ার করিয়া দোকান খুলিতেই হইবে।' *রওশন*, ১৯২৫।

শেয়ার বাজার [ই শেয়ার+ফা বাজার] *বি* ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারবিশেষ। 'শেয়ার-কেনাবেচার বাজারে যে কিরূপ সর্বনেশে মিথ্যা বানানো হইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শেয়ার মার্কেট [ই] *বি* শেয়ার বাজার। 'শেয়ার মার্কেটের সামনে আসিয়া পড়িল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শেয়াল দ্র **শিয়াল**

শেয়ালকাঁটা *বি* বুনো লতাগাছ বিশেষ; শিয়াকুল। 'বঁইচি শেয়ালকাঁটা আমার এ দেহ ভালোবাসে।' *জীবন*, ১৯৩২।

শেয়ালকুল *বি* বন্য কাঁটাগাছবিশেষ। 'শেয়ালকুলের কাঁটায় জামা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মরণ প্রতিজ্ঞায় ক্ষেপে উঠল।' *হাসান*, ১৯৬০।

শেয়ালা দ্র **শেওলা**

শের[১] [ফা] *বি* বাঘ; সিংহ। 'চক্ষু পাকাইয়া চায় পীঞ্জিরায় পোষা কত শের।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শের-নর [ফা শের+স নর] *বি* পুরুষসিংহ। 'শের-নর হাঁকড়ায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

শের-বব্বর [ফা শের-ববর] *বি* সিংহ। 'আসি শের-বব্বরে লাথি মারে ছি ছি ছাতি চড়ে! হাতি।' *নজরুল*, ১৯২২।

শের[২] [প্রা সের] *বি* ওজনের এককবিশেষ; সের। 'বিংশতি শের হিসাবে টাকায় বিক্রয় করে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শেরওয়ানি, শেরওয়ানী [হি] *বি* কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা। 'রীশ-ই বুলন্দ, শেরওয়ানি, চোগা।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'শেরওয়ানী,

কোর্তা, সার্ট ও বোর্খার নেকাবকে ... ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শেরোয়ানি *বি* কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা। 'শেরোয়ানি পরা একজন নামকরা রাজনীতিবিদ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শেরি, শেরী [ই] *বি* এক প্রকার মদ। 'যাঁহারা বিয়ার কি শেরি কি পোর্ট কি ক্লারেট অথবা অন্যবিধ নরম গোচের মদ্যের নামও সহ্য করেন না ...।' *প্যারী*, ১৮৫৯; 'শেরীর সঙ্গে তুলনা দে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

শেরেক [আ শিরক] *বি* ইসলামি মতে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার অন্য কোনো অংশ আছে বলে মনে করা। 'শেরেক, বেদাত, পীর পূজা ... প্রবর্তিত হইয়াছে।' *দর্শন*, ১৯২০; 'শেরেক বেদা'ত করা ভাল নয়।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

শেরেকী *বি* ইসলামি মতে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার কোনো অংশীদারিত্ব স্বীকার করা। 'শেরেকী পাপ যারে বলে এ দীন দুনিয়ায়।' *লালন*, ১৮৯০।

শের্ক *বি* ইসলামি মতে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার অন্য কোনো অংশ আছে বলে মনে করা। 'মোসলমানের পক্ষে ঘোর নিষিদ্ধ এবং শের্কমূলক।' *দর্শন*, ১৯২৮।

শের্কমূলক [আ শিরক+স মূলক] *বিণ* শেরেক করা হয় এমন। 'মোসলমানের পক্ষে ঘোর নিষিদ্ধ এবং শের্কমূলক।' *দর্শন*, ১৯২৮।

শেরেবব্বর [ফা শের-ববর] *বি* পশুরাজ; সিংহ। 'এদের প্রত্যেকে যেন এক-একটা 'শেরেবব্বর'।' *নজরুল*, ১৯২২।

শেরেশ [ফা সিরীশ] *বি* শিরিশ আঠা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শেরেস্তা [ফা সরিশতাহ্] *বি* দপ্তর। 'মুহুরির শেরেস্তায় গিয়া শানের মধ্যে পা ঝুলাইয়া বসিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

শেল [স শল্য] **১** *বি* আঘাত। 'বুকে খেয়েছে শ্যামের শেল পীঠে হেল পার।' *চণ্ডী*, ১৫৭০। **২** *বি* শূল। 'স্নেহের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। 'হাতের জুতির শেল তার নাই সীমা।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বিণ* কষ্ট। 'শেল মেরে শেল বুকে নিও না।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

শেলতীব্রতা [শেল+স তীব্রতা] *বি* শেলের মতো প্রচণ্ডতা। 'নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই।' *জীবন*, ১৯৪২।

শেলদণ্ড [শেল+স দণ্ড] *বি* শূলের মতো দণ্ড। 'শেলদণ্ডের উপর আজ ঘোষালদের জয়পতাকা উড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শেলাঘাত [শেল+স আঘাত] *বি* শেলের আঘাত। 'শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে লভিবেন পরিত্রাণ বাসব সুমতি!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শেলেখানা [স শল্য+ফা খানা] *বি* অস্ত্র রাখার ঘর। 'বিমলা অতি দ্রুত বেগে দুর্গের শেলেখানায় গেলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

শেলফ [ই] *বি* তাক। 'শেলফের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শেলফওয়ালা [ই শেলফ+হি ওয়ালা] *বিণ* তাকবিশিষ্ট। 'শেলফওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শেলাই *বি* সেলাই। 'এখন কিছু শেলাইর কায শিখিলে আরও গুণ বাড়ে।' *গৌর*, ১৮২২। *দ্র* **সেলাই**

শেলাই করা *ক্রি* সেলাই করার পদ্ধতি। 'ছেঁড়া মোজা শেলাই করার এল যুগান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

শেলাই-কল *বি* কাপড় সেলাইয়ের মেশিন। 'শেলাই-কলের কাছে ছোটো টুলে রয়েছো বসিয়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৩৭।

শেলাই ব্যবসা *বি* সেলাই করার কাজ। 'শেলাই ব্যবসা ধরলেও মেয়েরা দর্জিনী উপাধি পাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শেলাইয়ের কল *বি* সেলাই করা হয় যে কল দিয়ে। 'শেলাইয়ের কলে বেশ পাকারকম সেলাই করে ঘুচিয়ে দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শেলাম [আ সলাম] *বি* সেলাম। 'শেলাম বহুত২।' *ডেরলি*, ১৭৮০; 'ভাট শেলাম করিয়া বলিল জাঁহাপনা।' *রামরাম*, ১৮০১।

শেলামি [আ সলাম>] *বি* মাশুল। 'শেলামি দিয়া তিনি পালকীতে সোয়ার হন।' *কেরি*, ১৮০২।

শেলুষ্মা [স শ্লেষ্মা] *বি* শ্লেষ্মা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শেলেট [ই স্লেট] *বি* লেখার কাজে ব্যবহৃত পাথরের ফলকবিশেষ। 'দোয়াত কলম, বই, শেলেট রামপাল দিয়ে এল।' *অবন*, ১৯২৭।

শেল্ফ [ই] *বি* বই ইত্যাদি রাখার তাক। 'বইয়ের শেল্ফটা দেখছিলাম।' *জীবন*, ১৯৩৩।

শেষ [স] **১** *বিণ* বিধ্বস্ত। 'কাহাগ্রিঁ লাগি ভৈল পাঞ্জর শেষ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* আগে। 'ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র শেষ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* অন্ত। 'শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* পরবর্তী সময়। 'শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বি* অবসান। 'রামা অভিমানী শেষ নিশীথিনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৬** *বি* শেষপর্যায়। 'বিনয় করিএ বহু বলিলাম শেষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৭** *বি* সময়সীমা। 'তাহার শক এই কলির ৮২১ বৎসর শেষ থাকা পর্য্যন্ত থাকিবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৮** *বি* ফলাফল। 'সাহেবের নিকট চালান করিয়াছে শেষ জানা যায় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৯** *বি* চূড়ান্তরূপ। 'করি করেন অধর্ম্মের শেষ।' *ভবানী*, ১৮২৫। **১০** *বিণ* সর্বসাম্প্রতিক। 'ইঙ্গলেণ্ড হইতে শেষ সম্বাদ পহুঁছিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **১১** *বিণ* প্রান্ত। 'যে ভূমি সমুদ্রের অধিক দূর পর্য্যন্ত স্থাপিত আছে তাহার শেষ ভাগকে অন্তরীপ কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **১২** *বি* সমাপ্ত। 'শীতের সঞ্চার হইতে হইতেই শেষ করিয়া তোলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **১৩** *বি* আপাতদৃষ্টিতে শেষ। '<u>শেষ</u> হইয়াও হইল না শেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **১৪** *বিণ* সম্পূর্ণ। 'শেষ হইয়াও হইল না <u>শেষ</u>।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শেষকড়া *বি* শেষ কপর্দক। 'বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া-পর্যন্ত দেউলে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শেষকলা [স] *বি* শেষ তিথি; ষোলো কলা। 'সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষকলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শেষকাটাল *বি* শেষ সময়। 'ওস্তাদের মার শেষকাটালে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শেষকার [স] *বিণ* চূড়ান্ত। 'শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

শেষকাল [স] **১** *বি* অবশেষ। 'তোগুমণ্ডল যাহা শেষকালে চোল রাজ্যভুক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* অন্তিমকাল। 'সুখ ছেড়ে সোয়াস্তি ভাল শেষকালে পস্তাবা।' *লালন*, ১৮৯০।

শেষ কিনারা [স শেষ+ফা কিনারাহ্] *বি* শেষ সীমা; অন্তিম অবস্থা। 'পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শেষ গান *বি* সবশেষে গাওয়া অথবা শোনা গান। 'পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শেষ গোছল [স শেষ+আ গুসল] *বি* মৃত মানুষকে শেষ বারের মতো

স্নান করানো। 'আজমকে শেষ গোছল দিল খাছ আরবের হাজ্জিগণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শেষ ঘাট *বি* সর্বশেষ পারাপারের ঘাট। 'আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শেষটায় *ক্রিবিণ* শেষ পর্যন্ত। 'পাপড়ি দিয়ে মোড়া হলেও সে পথ আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে শেষটায় চোরা গলিতেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'শেষটায় এমন ভাব দেখান যে ...।' *মুক্তবা*, ১৯৪৯।

শেষতম [স] *বিণ* সর্বশেষ। 'যখন নিশ্চয় বুঝিল কেহ আসিতেছে না তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভগ্নাংশটুকু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'দুরবস্থার শেষতম স্তরে ইহারা আসিয়া পড়িয়াছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শেষতল [স] *বি* সর্বনিম্ন স্তর। 'নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শেষ পারানি *বি* সবশেষের পার হওয়া। 'কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

শেষ পূরণ [স] *বি* শেষ অংশ পূরণ। 'একটা কবিতার শেষ পূরণ করেছি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শেষ-ফসল [স শেষ+আ ফসল] *বি* চূড়ান্ত ফল। 'সায়লের শেষ-ফসল পর্যন্ত তারা পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শেষ-বসন [স] *বি* মুসলমানদের মৃতদেহ আচ্ছাদনের কাপড়। 'কোন্ প্রাণে মাবিয়া তোমার মৃতদেহে শেষ-বসন (কাফন) পরাইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শেষবেলাকার *বিণ* শেষ সময়ের। 'শেষবেলাকার পরিচয় বলে নিলেম স্বীকার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শেষভাগ *বি* সমাপ্তি অংশ। 'এই অধ্যায়েরই শেষভাগে উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শেষযুগ [স] *বি* শেষ জীবন। 'এমনকি তাঁর শেষযুগের কবিতাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আস্তিক্যচিহ্নিত।' *শিব*, ১৯৫০।

শেষ রক্ষা [স] *বি* সর্বশেষ ঝক্কি সামলাতে পারা। 'তুই না হলে যে শেষ রক্ষা হয় না।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

শেষরক্ষে *বি* শেষরক্ষা; শেষ পর্যন্ত উৎরে যাওয়া। 'শেষরক্ষে কিন্তু হবে না।' *তারা*, ১৯৪২।

শেষরাত্র [স শেষরাত্রি] *বি* রাতের শেষভাগ। 'আজ শেষরাত্রে নিয়ে গিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শেষ শয্যা [স] *বি* মৃত্যু শয্যা। 'শোয়ায়ে দিয়ো শেষ শয্যার পরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

শেষ সত্য [স] *বি* চূড়ান্ত বাস্তবতা। 'এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।' *জীবন*, ১৯৪২।

শেষ সীমা [স] **১** *বি* অন্তিম কাল। 'তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা!' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **২** *বি* প্রান্তসীমা। 'আমাদের দোলের ঐ শেষসীমা পেন্ডুলমকে ঐখান থেকে ফিরতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

শেষ সীমায় তলানো *ক্রি* নিঃশেষ হওয়া। 'আমরা ... শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শেষাংশ [স] *বি* শেষ পর্ব; শেষপর্যায়। '১৮৩০ সালের শেষাংশে অনেক ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিলাষের পোষকতা করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

শেষাগত [স] *বিণ* সব শেষে আসা; সর্বশেষ। 'ইঙ্গলণ্ড হইতে শেষাগত সম্বাদের দ্বারা অবগত হওয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শেষামৃত [স] *বি* তলানির সুধারস। 'তাঁর ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শেষার্ধ, শেষার্দ্ধ [স] *বি* শেষের অংশ। 'এই নিয়মের শেষার্দ্ধ সংস্থাপনপক্ষে ৩-৪টি বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শেষাশেষি [স শেষ>] *ক্রিবিণ* শেষ দিকে। 'ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্নে ... সে আর আসিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শেষে *ক্রিবিণ* পরিশেষে। 'তক্ষ শেষে সুগন্ধি ছিটএ বহুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শেষের খেয়া *বি* মৃত্যুর খেয়া। 'যেদিন আমি বিদায় নেব শেষের খেয়া বেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

শেষের গান *বি* সবশেষে গাওয়া গান। 'তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে চলে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

শেষোক্ত [স] **১** *বিণ* শেষে উল্লিখিত। 'শেষোক্ত পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* শেষ উক্তি। 'শেষোক্তের সহিত পূর্ব্বোক্তের কোনও দেশেই সম্পূর্ণ মিল দেখা যায় না।' *প্রমথ*, ১৯২০।

শেহলা, শেহালা, শেহেলা *দ্র* শেওলা

শেহলী *দ্র* শেফালি

শেহা [ফা সিয়াহ্] *বি* দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব লেখার কাগজ। 'করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শৈক্ষিক [স] *বিণ* শিক্ষা-সংক্রান্ত। 'অর্থনৈতিক ও শৈক্ষিক আজাদীর আগমন ধ্বনি।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

শৈত্য [স] *বি* শীতলতা। 'শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দা ত্রিবিধ পবন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শৈত্যপ্রবাহ [স] *বি* হিমেল হাওয়া। 'দুঃসহ সেই শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে লাগল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

শৈত্যসংহত [স] *বিণ* বরফের আকার ধারণ করে এমন। 'জল শৈত্যসংহত হইয়া শিলাপট্টবৎ কঠিনতা ধারণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শৈত্যান্বেষী [স] *বিণ* ঠাণ্ডা আবহাওয়া অন্বেষী। 'শৈত্যান্বেষী ইংরেজগণ মারীতে তাদের স্বদেশের আবহাওয়ার সন্ধান পেল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শৈথিল্য [স] **১** *বি* আলস্য। 'ধনি লোকেরদের সাহায্যেরও শৈথিল্য নেই।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* অমনোযোগিতা। 'সকল উত্তম বিষয়ে শৈথিল্য আমাদিগের এদেশস্থ লোকের এক অসাধারণ গুণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। **৩** *বি* সম্প্রসারণ। 'তাহারা তাহার শৈথিল্য ও সঙ্কোচ দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে জল মধ্যে উর্দ্ধ বা অধঃ সঞ্চরণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শৈথিল্যজনক [স] *ক্রিবিণ* অলসতার কারণে। 'উষ্ণতা শরীরের শৈথিল্যজনক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শৈব [স] *বি* শিবের ভক্ত বা উপাসক। 'একান্ত হইয়া সেবে/ শৈব শাক্ত বৈষ্ণব অবধি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শৈবধর্ম, শৈবধর্ম্ম [স] *বি* শিবের উপাসকদের ধর্ম। 'রুদ্রাক্ষবিভূষিত বিশাল শৈবধর্ম্ম অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শৈব-বিবাহ [স] *বি* হিন্দু-বিবাহের ধরনবিশেষ বলে কথিত। 'শৈব-

বিবাহ? গোস্বামী-মত?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

শৈবসম্প্রদায় [স] *বি* শিবের অনুসারী ধর্মীয় গোষ্ঠী। 'শৈবসম্প্রদায়ও সামান্য প্রবল ও তদপেক্ষায় অল্প প্রাচীনও নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

শৈবলিনী, শৈবলিনি [স] *বি* নদী। 'শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'মৃদু কলেবরে তুমি ওহে শৈবালিনি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শৈবাল [স] *বি* শেওলা; জলজ তৃণবিশেষ। 'পরম শোভাকর মনোহর পদ্মবনের সহিত দুর্গন্ধময় ঘনীভূত শৈবালরাশির এ প্রকার সংযোগ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শৈবালবিকীর্ণ [স] *বিণ* শ্যাওলাপূর্ণ। 'শৈবালবিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শৈবালবৃন্দ [স] *বি* জলজ তৃণাদি। 'বাঁধিলে শৈবালবৃন্দ সরের শরীর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শৈবালরাশি *বি* শেওলার দাম। 'পরম শোভাকর মনোহর পদ্মবনের সহিত দুর্গন্ধময় ঘনীভূত শৈবালরাশির এ প্রকার সংযোগ ছিল ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শৈবাল-শয্যা [স] *বি* শেওলা দিয়ে তৈরি বিছানা। 'আমার শৈবাল-শয্যা স্বর্ণ-সিংহাসন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শৈবালাচ্ছন্ন [স] *বিণ* শৈবালে আচ্ছন্ন। 'শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ... ঝরিয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শৈবালিত [স] *বিণ* শেওলায় আচ্ছাদিত। 'ভাসে এক মজ্জমান স্নাতকের শৈবালিত দেহ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শৈল [স] *বি* পর্বত। 'যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল শিলা লীলা/ বলভদ্র উদ্ধ্ব স্থানে সব লিখি নিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শৈলকুলায় [স] *বি* পর্বতের উপরে অবস্থিত নীড়। 'নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল পক্ষী যেমন স্বভাবতই ... শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

শৈলগৃহ [স] *বি* পাহাড়ের আবাস। 'ইছামতী ... সমারোহে চলে এসো শৈলগৃহ হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শৈলগুণ্ঠিত [স] *বিণ* পর্বতবেষ্টিত। 'কদাচ কোথাও শৈলগুণ্ঠিত, কদাচ কোথাও শস্যচিত্রিত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শৈলচূড়া [স] *বি* পাহাড়ের চূড়া। 'শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শৈলতট [স] *বি* পাহাড়ের উপরিভাগের সমতল। 'শৈলতটের পায়ের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শৈলতল [স] *বি* পাহাড়ের নিম্নদেশ। 'সুদূর শৈলতলে সন্ধ্যাছায়ার ছন্দ বাজে ঝরনাধারার জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শৈলদলন [স] *বি* পাথরকে দলিত করে যায় এমন। 'তব লৌহগলন শৈলদলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শৈলনগরী [স] *বি* পার্বত্যশহর। 'আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

শৈলবিহার [স] *বি* পর্বত-ভ্রমণ। 'মাহিনাপত্র পেনশন ... শৈলবিহার প্রভৃতিতে অনেকটা শুষিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শৈলমালা [স] *বি* পাহাড়ের শ্রেণী। 'শৈলমালা তুলেছে নীল পাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শৈলমূল [স] *বি* পর্বতের পাদদেশ। 'নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীলশৈলমূলে সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শৈলরেখা [স] *বি* পর্বতশ্রেণী। 'অনতিস্পষ্ট সুদীর্ঘ নীল শৈলরেখা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শৈলশিখর [স] *বি* পর্বতের চূড়া। ' ... নিকটস্থ শৈলশিখরে বায়ুসেবন আশায় সজ্জিত বেশে বহির্গত হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শৈলশির [স] *বি* পর্বতচূড়া। 'দুর্গম শৈলশিরের স্তব্ধ তুষার নই তো আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শৈলশৃঙ্গ [স] *বি* পর্বত চূড়া। 'দেবদারু – শৈলশৃঙ্গ যথা উচ্চতর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শৈলশ্রেণী [স] *বি* পর্বতের সারি। 'নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শৈলসরোবর [স] *বি* পর্বতশ্রেণী। 'শৈলসরোবর সম্বন্ধে আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শৈলসানু [স] *বি* পর্বতের উপরিস্থিত সমতলভূমি। 'নীল শৈলসানুলগ্ন ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'শৈলসানুতে মাঠের সর্বত্র ঝুপসি গাছের ডাল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

শৈলসুতা [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'উমা কাত্যায়নী গৌরী রণমধ্যে দিগম্বরী সর্বাণী শূলিনী শৈলসুতা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শৈলাকার [স] *বিণ* পর্বতপ্রমাণ। 'চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি শৈলাকার।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শৈলান্তবর্তী [স] *বিণ* পর্বতের মধ্যবর্তী। 'অন্ধকার শৈলান্তবর্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শৈলাবাস [স] *বি* শীতপ্রধান পাহাড়ী আবাসস্থল। 'মারী ... অন্যান্য বিখ্যাত শৈলাবাসগুলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শৈলারোহণ [স] *বি* পর্বতে আরোহণ। 'তাহার আকার-দর্শন ও বাক্য-শ্রবণে ভগ্নোৎসাহ হইয়া শৈলারোহণে নিবৃত্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শৈলেশ্বর [স] *বি* (হিন্দুদেবতা) শিব। 'শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

শৈলী [স] *বি* শিল্পকর্ম নির্মাণের কৌশল। 'যত রকমের মূর্তি চান, গান্ধার-শৈলীর যত উদাহরণ চান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শৈল্পিক [স] *বিণ* শিল্পগত। 'শিল্পকলাকে সমগ্র মুনষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমশ সে আপন শৈল্পিক আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শৈশব [স] *বি* ছেলেবেলা। 'ভল ভেল দম্পতি শৈশব গেল।' *বিদ্যাপতি* ১৪৬০; 'শৈশব শয়ন রঙ্গ করিল শকটভঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শৈশব-উচ্ছ্বাস [স] *বি* শৈশবের চঞ্চলতা। 'আকাশের মহাক্ষেত্রে শৈশব-উচ্ছ্বাস বেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শৈশবকাল [স] *বি* শিশুকাল। 'শৈশবকাল হইতে জীবনের কত দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে, কৃষ্ণপক্ষের অর্ধচন্দ্রালোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শৈশবকালীন [স] *বিণ* বাল্যকালের। 'তাঁহার শৈশবকালীন করুণা ও বদান্যতা ছিল প্রবাদতুল্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শৈশবকুঁড়ি [স শৈশবকলি] *বি* অপূর্ণ ফুলের মুকুল। 'শৈশবকুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির/ করি যৌবনমধু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শৈশবক্রন্দন [স] *বি* আদিম কান্না। 'সপ্তরথী শোনে নাকো পৃথিবীর শৈশবক্রন্দন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শৈশবখেলা [স শৈশব+খেলা] *ক্রি* ছেলেবেলার খেলাধুলা। 'বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শৈশব-চাঞ্চল্য [স] *বি* শিশুসুলভ চঞ্চলতা। 'শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শৈশবতারল্য [স] *বি* চটুলতা। 'তার মন-কাড়িয়া-লওয়া হাসি, শৈশবতারল্য।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শৈশবপ্রীতি [স] *বি* শিশুকালের ভালোবাসা। 'শৈশবপ্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শৈশববিধবা [স] *বি স্ত্রী* বাল্যকালেই বিধবা হয়েছে যে। 'কুসুম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শৈশবমহত্ত্ব [স] *বি* বাল্যকালের মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত। 'শুনাব বাল্যের কথা; শৈশবমহত্ত্ব তব শিশু-হৃদয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শৈশব-সাথী *বিণ* শিশুকালের সঙ্গী। 'আপনি আমার সেই ভুলে যাওয়া দিনের শৈশব-সাথী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শৈশব-স্বপ্ন [স] *বি* শৈশবের স্বপ্ন। 'শৈশব-স্বপ্নের সেই নিশ্চিন্দিপুর।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শৈশবাবস্থা [স] *বি* প্রাথমিক অবস্থা। 'বর্ণবিভাগ-প্রণালীর শৈশবাবস্থায় কর্মগত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শৈশবাভ্যস্ত [স] *বি* বাল্যকাল থেকে অভ্যস্ত। 'যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শো [ই] *বি* সিনেমার প্রদর্শনী। 'প্রথম শোতে গিয়ে আর লাভ নেই।' *জীবন*, ১৯৩২।

শোঁও [ধ্বন্যা] *বি* তীব্র বায়ুপ্রবাহের ধ্বনি। 'গদা ঘোরে বোঁও বনবন শোঁও শনশন।' *নজরুল*, ১৯২২।

শোঁয় শোঁয় [ধ্বন্যা] *বি* ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ। 'তালের পাতারা কাঁদিয়া উঠিল শোঁয় শোঁয় করা শ্বাসে।' *জসীম*, ১৯৩১।

শোঁ-শোঁ [ধ্বন্যা] *বি* ঝোড়ো বাতাসের শব্দ। 'দূর হতে অস্পষ্ট শোঁ-শোঁ আওয়াজ আসছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

শোঁকা *ক্রি* গন্ধ নেওয়া। 'হাত শোঁক এখনও খেরেস্তানের গন্ধ পাবি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শোক [স] **১** *বি* হারানোর দুঃখ। 'পাছে পাইবেঁ বিরহ শোকে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মৃত্যুহেতু দুঃখ। 'মাতা-পুত্র দোঁহার বাড়িল বড় শোক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বশ নহে নিজ লোক এই হেতু পাইল শোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* মনস্তাপ। 'এহি শোকে দহে প্রাণ শুন কহি দেবী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* বিষাদ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমরা চতুঃপার্শ্ববর্তী লোকদিগের রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি যাবতীয় ক্লেশ প্রত্যক্ষ করি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শোককাতর [স] *বিণ* শোকার্ত। 'শোককাতর আকুল কেন আজি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শোকগীতি [স] *বি* শোকপ্রকাশক গান। 'গাস নে অকালে মর্সিয়া শোকগীতি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শোকচিহ্ন [স] *বি* শোকের নিদর্শন। 'সবাই শোকচিহ্ন স্বরূপ বাম বাহুতে ছাতার কাপড়ের টুকরা জড়াইয়া বাঁধিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৪০।

শোক-ছলছল *বিণ* দুঃখপূর্ণ। 'শোক-ছলছল ধরায়।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শোকজ্বালা [স] *বি* শোকের যন্ত্রণা। 'ডুবে গেলো সব শোক-জ্বালা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

শোকতপ্ত [স] *বিণ* শোকে কাতর। 'যাও ফিরে তব পুত্র-কাছে, তব শোকতপ্ত নীড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শোকতাপ [স] *বি* শোকের দাহ। 'যবে দুখদিনে শোকতাপ আসে প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শোকতাপহরা [স] *বিণ* শোক ও অশান্তি হরণকারী। 'কোথায় সে তাকিয়া শোকতাপহরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শোকদহন [স] *বি* শোকের আগুন। 'দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

শোকদাহ [স] *বি* শোকের জ্বালা। 'নাহি তাহে শোকদাহ, নাহি মলিনিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শোকদুঃখ [স] *বি* শোক ও মনস্তাপ। 'আমরা তাঁহার শোকদুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শোকপরিতাপ [স] *বি* শোক ও মনস্তাপ। 'না থাকে শোকপরিতাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শোকবস্ত্র [স] *বি* শোকের মুহূর্তে পরিধেয় জামাকাপড়। 'শোকবস্ত্রও সুশ্রী দেখতে হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

শোক-বাদল *বি* শোকরূপ বৃষ্টি। 'উদিল চিত্তে রাঙা রামধনু, টুটিল শোক-বাদল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

শোকবার্তা [স] *বি* দুঃখ ও সমবেদনাজ্ঞাপক বাণী। 'শোকবিহ্বলা রানিকে তাঁদের শোকবার্তা জানালেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শোকবিহ্বলা [স] *বিণ স্ত্রী* শোকাভিভূত। 'শোকবিহ্বলা রানিকে তাঁদের শোকবার্তা জানালেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শোক মাতম [স শোক+বাদল] *বি* শোকোদ্‌যাপন। 'গুণীলোকের শোক মাতম করিতে না পারিয়া গোনাহগার হইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৪০।

শোকযজ্ঞ [স] *বি* দুঃখরূপ যজ্ঞ। 'উঠেছে আমার শোকযজ্ঞহুতাশনে/ নবীন নির্মল মূর্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শোকযাত্রা [স] *বি* শোক-মিছিল। 'কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শোকযাত্রা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শোকরহিত [স] *বিণ* শোকবর্জিত। 'রাজা পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী প্রভৃতির নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যেতে শোকরহিত ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শোকশঙ্খ [স] *বি* করুণ সুরের শঙ্খ। 'যার মৃত্যুতে দরিদ্রসমাজে শোকশঙ্খ নিনাদিত হয়।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

শোকশেল [স শোক+শেল] *বি* শোকরূপ শেল। 'কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি, এ বিষম শোকশেল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শোকসংগীত [স] *বি* শোকের বিলাপ। 'দুই-চারিটা নতুন শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শোকসংবাদ [স] *বি* দুঃখের খবর। 'পূর্ব্বতন শোকসংবাদ নবীভূত হইয়া উঠিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

শোকসন্তপ্ত [স] *বিণ* শোকে কাতর। 'শোকসন্তপ্ত ... ব্যক্তিরও অধরযুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শোক-সন্তাপ [স] *বি* মানসিক যন্ত্রণা। 'শোক-সন্তাপ যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহা হইলে ...' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শোকসভা [স] *বি* শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভা। 'শোকসভায় গুরুদেব আচার্যরূপে যা বলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

শোকসাগর [স] *বি* শোকরূপ সাগর। 'শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শোক-সাল [স শোকশাল] *বি* তীব্র যন্ত্রণাদায়ক শোক। 'হৃদয়ে রহিল মোর বড় শোক-সাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শোকসিন্ধু [স] *বি* শোকরূপ সাগর। 'শোকসিন্ধু দুইজনে তরিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

শোকসুন্দর [স] *বিণ* শোকরূপ সুন্দর। 'এই আমার শোকসুন্দর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শোকসূচক [স] *বিণ* দুঃখপ্রকাশক। 'শোকসূচক বাদ্য করিতে২ চলিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শোকস্থান [স] *বি* দুঃখের স্থান। 'শোক স্থান সহস্র ভয় স্থান।' *রামরাম*, ১৮০২।

শোকস্মৃতি [স] *বি* দুঃখের স্মৃতি। 'শোকস্মৃতির প্রবলতা সত্যই তো কমে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শোকহর [স] *বিণ* দুঃখ হরণকারী। 'শোকহর প্রেমকর প্রিয় অতিশয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শোকহর্ষাদিজনিত [স] *বিণ* সুখদুঃখ ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত। 'তাঁহার মুখে শোকহর্ষাদিজনিত নানাপ্রকার ভাব দেখা যাইতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শোকাকুল [স] *বিণ* শোকে আকুল। 'শোকাকুল সদাগর চলে রাত্রিদিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শোকাকুলা [স] *বিণ স্ত্রী* শোকে কাতর। 'রায়ের গৃহিণী ... বিপদ সাগরে মগ্না খিদ্যমানা রোদনপরা শোকাকুলা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

শোকাকুলি [স শোকাকুলী] *বিণ* দুঃখে আকুল। 'কান্দিতে লাগিল নটী হয়্যা শোকাকুলি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শোকাকুলী [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখে কাতর। 'শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শোকাক্রান্ত [স] *বিণ* শোক ভোগ করছে এমন। 'আমি নিতান্ত শোকাক্রান্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

শোকাগ্নি [স] *বি* শোকরূপ আগুন। 'নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শোকাচ্ছন্ন [স] *বিণ* শোকে আচ্ছন্ন। 'তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে শোকাচ্ছন্ন বিষণ্ণজনেরও অন্তঃকরণ একবার প্রফুল্ল হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শোকাতুর [স] *বিণ* শোকে কাতর। 'শোকাতুর মাতাকে তাহার পুত্রের প্রতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শোকাতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* শোকে কাতর। 'শোকাতুরা অবলাগণের কাতর নিনাদ সপ্ততল আকাশ ভেদ করিতে লাগিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

শোকানল [স] *বি* শোকরূপ আগুন। 'এই জ্বালে সবাই আছেন শোকানলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শোকানলদগ্ধ [স] *বিণ* প্রচণ্ড শোকে কাতর; শোকের আগুনে দগ্ধ। 'শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে/ অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি লয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শোকান্তর [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) শোকযুক্ত। 'রাবণ হরিল সীতা শোকান্তর রাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শোকান্ধ [স] *বি* শোকে অন্ধ। 'ঐ অভাগিনীর ভবিষ্যৎ যন্ত্রণা চিন্তা করিলে কাহার অন্তঃকরণ শোকান্ধ না হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

শোকান্বিত [স] *বিণ* শোকগ্রস্ত। 'ধাররাজ জামাতার বিচ্ছেদে শোকান্বিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শোকাপনোদন [স] *বি* শোক নিবারণ। 'পাত্র মন্ত্রীরা নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য কহিয়া রাজার শোকাপনোদন করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শোকাবহ [স] *বিণ* দুঃখপূর্ণ। 'স্ত্রীসঙ্গের অভাবই চারুর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শোকাবৃত [স] *বিণ* শোকাচ্ছন্ন। 'বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে শোকাবৃত হইয়া ক্রন্দন করিতে২ ভূমিতলে পতন হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

শোকাভিভূত [স] *বিণ* শোকে বিহ্বল। 'তাঁহারা সকলেই তাঁহার দেহাত্যয়বার্তাশ্রবণে শোকাভিভূত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শোকাভিভূতা [স] *বিণ স্ত্রী* শোকে বিহ্বল। 'আমার মাকে শোকাভিভূতা ভাবলেই ...।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

শোকার্ণব [স] *বি* শোকের সাগর। 'ধাররাজ ... একবার শোকার্ণবে ও একবার ভয়ার্ণবে মুহুর্মুহু মজ্জমানমনা হইয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শোকার্ত [স] *বিণ* শোকে কাতর। 'শোকার্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

শোকাশ্রু [স] *বি* শোকের অশ্রু। 'উহার নয়ন হইতে অনবরত শোকাশ্রু বিনির্গত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শোকিত [স শোক>] *বি* শোকার্ত। 'ইনি হরিষ মনে আমার সহিত আলাপ করেন না এই পর্য্যন্ত শোকিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

শোকিনী [স] *বিণ স্ত্রী* শোকাকুল। 'শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শোকে অন্ধ হওয়া *ক্রি* কষ্টে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়া। 'বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শোকোচ্ছ্বাস [স] *বি* শোকের উচ্ছ্বাস। 'নারীগণের শোকোচ্ছ্বাসে ভাসিতেছে না।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২।

শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ [স] *বিণ* শোকাবেগে পরিপূর্ণ। 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ নামক শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ অপূর্ব গদ্যকাব্যে ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শোকোজ্জ্বলা [স] *বিণ স্ত্রী* শোকে উজ্জ্বল হয়েছে এমন। 'শোকোজ্জ্বলা মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শোকোত্তীর্ণ [স] *বিণ* শোক-অতিক্রান্ত। 'দুঃখের ঘরকে করো শোকোত্তীর্ণ প্রাণের বাগান।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

শোকোপশম [স] *বি* শোক নিবারণ। 'শোকোপশমের উপায় ছিল – আত্মপ্রসাদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শোকর [আ] *বি* কৃতজ্ঞতা। 'তার সবর ও শোকর ভিন্ন নান্যগতি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শোকরগুজারি, শোকরগোজারি, শোকারগোজারী [আ শুক্‌র+ফা গুজরান্>] *বি* কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। 'আল্লাহতালার দরবারে শোকর গুজারি করিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'শোকর-গোজারি ছাড়া আর কোন কাজ যদি না থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৫; 'শোকার-গোজারী করে তারপর দরবারে খোদার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

শোকরানা [আ শুক্‌র] *বিণ* সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এমন। 'শোকরানা নমাজ পড়িয়া বাহরাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শোকরিয়া [আ] *বি* কৃতজ্ঞতা। 'লাখো শোকরিয়া আল্লাহতালার দরবারে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শো-কেশ, শোকেস [ই] *বি* বিভিন্ন দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য কাচ লাগানো তাকযুক্ত আলমারিবিশেষ। 'ঐ তো রয়েছে শো-কেশে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'শোকেসে থরে থরে বই সাজানো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

শোগা [স শিঞ্জ>] *ক্রি* শোকা। 'শুগিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

শোগী [স শোক>] *বিণ* শোকার্ত। 'তবু কর্ণ অনুরাগী, না হইল শোগী।' *লালন*, ১৮৯০।

শোচন [স] **১** *বি* অনুশোচনা। 'আগে না ভাবিলে হএ গতান্তে শোচন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* শোক। 'ভুলায়ে দাও গো শোচন রোদন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

শোচনা [স] *বি* অনুতাপ। 'ক্রোধের পরিণাম শোচনা।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'শোচনা প্রেমিক মন ঘেরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শোচনানল [স] *বি* শোচনারূপ আগুন। 'বাকি আছে শুধু বিষম দহন গহন শোচনানলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

শোচনীয় [স] **১** *বিণ* শোকের যোগ্য; দুঃখজনক। 'তোমার শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া আনন্দভূমি বিষাদক্ষেত্রে পরিণত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* বিপর্যস্ত। 'চিন্তা করিতে বিশেষ সুখী যে জমিদারগণের অবস্থা এরূপ শোচনীয় নহে।' *সুলভ*, ১৮৭৩। **৩** *বিণ* অসঙ্গত। 'শোচনীয় রক্ষণশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন।' *বেগম*, ১৯৫০।

শোচনীয়তা [স] *বি* অবাঞ্ছনীয়তা; শোকযোগ্যতা। 'ইহার শোচনীয়তা কি আমরা চিন্তা করিব না?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শোচনীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* শোচনীয়; করুণ। 'স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শোচ্য [স] *বিণ* শোকের যোগ্য। 'সব মিথ্যা সেই পাপী শোচ্য সবাকার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শোজা [স সহজ] *বি* সোজা। 'শোজা রাস্তা করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

শোটা [হি] *বি* দণ্ড। 'তদঙ্গীভূত আশা শোটা প্রভৃতি নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল। *দর্পণ*, ১৮২৬।

শোড় [স ষোড়শ] *বিণ* (হিন্দু আচার) ষোড়শ। 'শোড় উপচার দিআ পুজিল পার্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শোণ[১] [স] **১** *বি* ফুলবিশেষ। 'কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্জ্জয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* শণগাছ। 'বাণিজ্যোপযোগি দ্রব্য প্রস্তুত হস্তিদন্ত পাট শোণ, তামাকু এবং নারিকেল তৈল প্রভৃতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। **৩** *বি* লাল রঙ। 'শোণ আর আবির দেওয়া হবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শোণের দড়ি *বি* শণের আঁশ দ্বারা তৈরি রশি। 'দায়দাররা যে তার চারটি পা মোটা মোটা শোণের দড়ি দিয়ে আটেঘাটে বেঁধে ফেলেছে।' *প্রমথ*, ১৯২২।

শোণ[২] *বি* নদীবিশেষ। 'ওগো শোণ! স্বর্ণবাহু!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

শোণা [স শোণ>] *বি* ফুলগাছবিশেষ। 'রামশর কাটিল সোঁদালি আর শোণা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

শোণিত [স] *বি* রক্ত। 'বাহিরাএ শোণিতের ধার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোণিতধারা [স] *বি* রক্তধারা। 'প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের শোণিতধারায়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শোণিতনিবাসী [স] *বিণ* রক্তের মধ্যে বসবাসকারী। 'শোণিতনিবাসী জীবের জনকতাশক্তি অতি ভয়ানক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শোণিতপাত [স] *বি* রক্তপাত; রক্তক্ষরণ। 'মুখ ফিরাতেন দেবী করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শোণিতপায়ী [স] *বিণ* রক্তপান করে এমন। 'জমিদারদিগের শোণিতপায়ী ব্যাঘ্র বলিয়া নিন্দা করেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

শোণিত-প্রবাহ [স] *বি* রক্তের ধারা। 'নরকণ্ঠ-নিঃসৃত শোণিত-প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করণার্থ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শোণিত-বিন্দু [স] *বি* রক্তের বিন্দু। 'দেহের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু তাঁহার নিরুপম স্নেহ পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শোণিত-রাঙা [স শোণিত+রাঙা] *বিণ* রক্তের মতো লাল। 'একটি শুধু শোণিত-রাঙা বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শোণিতলিপ্ত [স] *বিণ* রক্তমাখা। 'সেই শোণিতলিপ্ত খড়্গ লইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শোণিতস্রাব [স] *বি* রক্ত ক্ষরণ। 'হস্তের শিরাবন্ধন করিয়া, শোণিতস্রাব স্থগিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

শোণিতস্রোত [স] *বি* রক্তের স্রোত। 'ছুটাও শোণিতস্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

শোণিতাক্ত [স] *বিণ* রক্তাক্ত। 'তাঁহাদের ক্ষতবিক্ষত শোণিতাক্ত প্রতিমূর্ত্তি সকল আমার হৃদয় ব্যাকুল করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শোণিতাঞ্জলি [স] *বি* লালিমার অঞ্জলি। 'নিভে গেল কত সন্ধ্যার শোণিতাঞ্জলিতে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

শোণিতার্দ্র [স] *বিণ* রক্তে ভেজা। 'ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী শোণিতার্দ্র!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শোণিম [স] *বিণ* লাল। 'রক্তশোণিম কুণ্ঠিত ভ্রূণ/ সৃজনী পীযূষপায়ী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শোণিমা [স] *বি* লাল আভা। 'শিথিল বসনার ফুল্ল কপোলে লাজ-শোণিমা বিদীর্ণপ্রায় দাড়িম্বের মতো ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

শোথ [স] **১** *বি* ফোলা রোগ। 'শাক অতি মুখপ্রিয় দন্তশোথ হরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* স্ফীত ও ঘন। 'চিত্রার্পিত মুকুরের তলে দিগন্তের যুগ্মগিরি শোথসান্দ্র পীবরতা পায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শোথাতুর [স] *বিণ* স্ফীতিরোগে অসুস্থ। 'অতিপুষ্টির অতিসাররোগে বর্ণহীন, স্বর্ণলঙ্কা শোথাতুর, সব ধূমলকায়।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

শোধ [স] **১** *বি* পরিশোধ। 'কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দাদন শোধ হইলে আর করিমু না।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* প্রতিশোধ। 'হইত পুরুষ করিতু পৌরুষ পিড়াঘাতে দিতু শোধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ বি* শেষ। 'বেলা বেশি নাই, দিন হল শোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

শোধবোধ *বি* পরিশোধ; পাওনা পরিশোধ। 'অতএব শোধবোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শোধরানো *ক্রি* সংশোধন হওয়া। 'সরকারি কালি-কলমকে গালি পাড়িও; তাহা হইলেই শোধরাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শোধন [স] ১ *বি* পরিষ্কার। 'মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সংশোধন। 'জানি বা না জানি করি আপনা শোধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যেং শোধন হইয়াছে তাহাসকল এ পুস্তকে লিখিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ৩ *বি* স্বাদ বদল। 'কর্পূরতাম্বুল কইল মুখের শোধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* পূরণ। 'লোকসান শোধন হইবার অনেক উপায় আছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

শোধনবাদ [স] *বি* সংশোধনবাদ। 'কম্বল সম্বল ক'রে শোধনবাদের ছিদ্র খুঁজি।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

শোধনার্থ [স] *ক্রিবিণ* সংশোধনের জন্য। 'কার্য্য শোধনার্থ গবর্ণমেন্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শোধা[১] [স শুধ্>] *ক্রি* শোধ করা। **শোধম** *ক্রি* শোধ করব। 'তান দানে সু সমে শোধম রাজ কর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শোধা[২] *ক্রি* শোধন করা। **শোধিল** *ক্রি* পরিষ্কার করলাম; শোধন করলাম। 'কালী দলিল আক্ষে শলিল শোধিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোধা[৩] *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। 'শুধে মধু শূন্য কুঞ্জে কি কাজ রমণি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শোনপাপড়ি *বি* চিনির হাওয়াই মিঠাই। 'মিঠে শোন-পাপড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'জিবেগজা শোনপাপড়ি যা-হোক একটা কিছু।' *জীবন*, ১৯৪৮।

শোনা *দ্র* **শুনা**

শোনাশুনি *বি* শোনা কথা। 'এসব আমার চক্ষে দেখা/ নয়কো এসব শোনাশুনি।' *অন্নদা*, ১৯৪৪।

শোনাশোন *ক্রিবিণ* মুখে মুখে। 'শোনাশোন এই কথা এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে রটিয়া গেল।' *জসীম*, ১৯৬০।

শোফা [ই] *বি* গদি-আঁটা আরামদায়ক বসার আসন; সোফা। 'শোফাতে, মেঝেতে, কৌচে, চেয়ারে সর্বত্র ছবি ছড়ানো।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শোভমান [স] ১ *বিণ* সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'বুদ্ধিবিদ্যা সঙ্গে হয় অধিক শোভমান।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* সুন্দররূপে বিরাজমান। 'আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোভমান হয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯। ৩ *বিণ* শোভা পাচ্ছে এমন। 'রত্নসম কাব্য শত শত গ্রন্থের ভাণ্ডারে শোভমান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

শোভমানা [স] *বিণ স্ত্রী* বিরাজমান। 'গৃহিণী ব্যজনহস্তে ভোজন-পাত্রের নিকট শোভমানা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শোভন [স] ১ *বিণ* সুন্দর। 'শোভন কলসী করে ধরিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সৌন্দর্য। 'চৌআড়ি মন্দির অতি বিবিধ শোভন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* সাজানো। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বি* শিষ্টতা। 'তৃতীয় ব্যক্তির সেখান থেকে সরে পড়াই শোভন এবং রীতি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শোভনতম [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'শোভনতম জ্ঞানরত্ন দ্বারা তাহার চিত্তকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শোভনতা [স] *বি* সৌন্দর্য; শিষ্টতা। 'শোভনতাটুকু রক্ষা না করিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শোভনতাবোধ [স] *বি* সৌন্দর্যচেতনা। 'ধর্ম্মবোধ নীতিবোধ শালীনতাবোধ শোভনতাবোধ কোন বাঁধনের মধ্যেই তিনি ধরা দিতেছেন না।' *সবুজ*, ১৯২১।

শোভনীয় [স] ১ *বিণ* সুন্দর। 'আমরা আপন শোভনীয় বস্তুকে ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* মানানসই। 'গা ধোওয়া, স্নান করা, পুকুরের ঘাটে ... পরস্পর গল্প করা, এ-সমস্ত মেয়েদের পক্ষে কেমন শোভনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শোভনোদ্যান [স] *বি* ফল ফুল ও নানা জাতের গাছ সংবলিত বাগান। 'মধ্যে মধ্যে তরুলতাদি বিবিধ জাতীয় উদ্ভিদ সমাচ্ছাদিত শোভনোদ্যান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শোভা[১] [স শুভ্>] *ক্রি* শোভা পাওয়া; সৌন্দর্য বিস্তার করা। **শোভএ** ১ *ক্রি* শোভা পাচ্ছে। 'আলকে তিলক তোর শোভএ ললাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* শোভা ধারণ করে। 'ভ্রমর সঙ্গম পাইলেঁ শোভএ যেহ্ন বিকসিত মাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শোভয়** *ক্রি* শোভা পায়। 'তবে সে শোভয় বৃন্দাবনেরে গমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **শোভয়ে** *ক্রি* শোভা পায়। 'কোকিলকেশের অন্ত শোভয়ে মদন-কুম্ভ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শোভসি** *ক্রি* শোভা পাচ্ছে। 'কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **শোভিছে** *ক্রি* শোভা পাচ্ছে। 'শোভিছে তোর কুণ্ডলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শোভিল** *ক্রি* সৌন্দর্য বিস্তার করলো। 'কত দূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল, রজতদ্বীপ নীলজলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **শোভে** *ক্রি* শোভা পায়। 'কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোভা[২] [স] ১ *বি* সৌন্দর্য। 'মুখকমল আতি শোভা করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আলোকিত। 'কিবা চন্দ্র শোভা করে কিবা দিনমনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* দীপ্তি। 'বজ্রের প্রভাব জিনি পালকের শোভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শোভ *বি* শোভা। 'যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোভক [স] *বিণ* শোভাশীল। 'নানা আভরণগণে শোভক এ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোভাকর [স] *বিণ* শোভাবর্ধনকারী। 'বঙ্গদেশ মনোহর তার মধ্যে শোভাকর নগর ফতেয়াবাদ নাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'নবীর নন্দন নবী অতি শোভাকর।' *সুলতান*, ১৭০০।

শোভা করা *ক্রি* সজ্জিত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শোভাদার [স শোভা+ফা দার] *বিণ* শোভা পাচ্ছে এমন। 'নবীর কনের কণ্ঠে মাতাগো এটি নহে শোভাদার।' *জসীম*, ১৯৫১।

শোভানুভাবকতা [স] *বি* শোভা দেখার আকাঙ্ক্ষা। 'আশা, শোভানুভাবকতা ও অধ্যবসায় এই তিন বৃত্তিকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শোভান্তরী [স] *বি* বাহবা। 'নতুন সুর শুনে সকলেই বড় খুশি হয়ে ... শোভান্তরীর বৃষ্টি কত্তে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শোভান্বিত [স] ১ *বিণ* শোভাবর্ধনকারী। 'সে স্থান অতি শোভান্বিত।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* শোভাপূর্ণ। 'শোভান্বিত ফুলওয়ারি।' *রামরাম*, ১৮০১।

শোভাপ্রিয় [স] *বিণ* সৌন্দর্যপ্রিয়। 'নৈসর্গিক-শোভাপ্রিয় সহৃদয় মহাশয়েরা ... হৃদয়-পদ্ম বিকশিত করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শোভাবর্ধন, শোভাবর্দ্ধন [স] *বি* সৌন্দর্য বৃদ্ধি। 'নানাবিধ প্রকার টেক্সের দ্বারা যে টাকা উৎপন্ন হইবেক তাহার অধিকাংশই নগরের

শোভাবর্দ্ধন কার্য্যে ব্যয় করিবেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮।

শোভাবর্ধনমূলক, শোভাবর্দ্ধনমূলক [স] *বিণ* সৌন্দর্য বাড়ায় এমন। 'কৃষি ফাইনান্স করপোরেশন শোভাবর্দ্ধনমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে বাধ্য।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

শোভাবর্ধনশালী, শোভাবর্দ্ধনশালী [স] *বিণ* সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এমন। 'মনুষ্যেরা ... শোভাবর্দ্ধনশালী উপভোগ্য বস্তু উৎপন্ন করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শোভাবিশিষ্ট [স] *বিণ* শোভাময়। 'পুষ্প স্তবক মঞ্জরীভারেতে পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শোভাময় [স] *বিণ* সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'ঝাড়ফানুসে মসজিদের অন্দর ও বারান্দা আলোকময় এবং শোভাময় হইয়া উঠিয়াছে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শোভাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সৌন্দর্যপূর্ণ। 'শোভাময়ী ধরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শোভাযাত্রা [স] *বি* মিছিল। 'শোভাযাত্রার দুর্মদ অগ্রযাত্রী আমাদের যে কিশোর আর তরুণের দল।' *নজরুল*, ১৯২২।

শোভাযুক্ত [স] *বিণ* শোভিত। 'আকাশ শুভ্রবর্ণ করিয়া শোভাযুক্ত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

শোভাযুত [স] *বিণ* শোভাযুক্ত। 'আদি শোভাযুত আতরদান গোলাপপাশ ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শোভাশূন্য [স] *বিণ* সৌন্দর্যহীন। 'পুত্রবধূ ব্যতীত স্বীয় গৃহের শোভাশূন্য দেখেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শোভাসম্পদ [স] *বি* শোভারূপ সম্পদ। 'স্বর্গোদ্যানস্বরূপ এই অতুলশোভাসম্পদ স্থানের সর্ববস্তুই অতীব মনোহর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শোভাসম্পন্ন [স] *বিণ* সৌন্দর্যপূর্ণ। 'দেবতাগণ বাহ্যিক পরিচ্ছদে অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

শোভাহীন [স] *বিণ* সৌন্দর্য নেই এমন। 'নানা প্রকার শোভাহীন গাছপালা রহিয়াছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

শোভিকা [স] *বিণ* সুন্দরী। 'আমি গো শোভিকা নগর-শোভা ... হাজার হাজার হৃদয়লোভা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শোভিত [স] **১** *বিণ* ভূষিত। 'চন্দনতিলকে আতি শোভিত কপালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* শোভা পাচ্ছে এমন। 'মালায়ে পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ শোভিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শোভিতা [স] *বিণ স্ত্রী* শোভাময়। 'খঞ্জন গঞ্জন শোভিতা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শোভিনি [স শোভিনী] *বিণ* শোভা দান করে এমন। 'পেশয়াজ সাজ অঙ্গ শোভিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

শোভাঞ্জন [স] *বি* সজনে গাছ। 'মৌল – মধুদ্রুম, শোভাঞ্জন জটাধর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শোভাঞ্জনি [স শোভাঞ্জন] *বি* সজনে গাছ ও তার ফুল। 'সিদ্ধ হইলে শেষে দিবে শোভাঞ্জনি ফুল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শোমবার [স সোম+ফা বার] *বি* সোমবার। 'তারিখ ৭ মাই মতাবকে ২৮ বৈসাখ রোজ শোমবার।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

শোয়া[1] [স শী>] **১** *ক্রি* শয়ন করা। 'পল্লবশয্যায় রামা শোএ তরুতল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* বিশ্রাম করা। 'কেহ শুয়েছিল কেহ পাকাইতে খানা।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *ক্রি* পড়া। 'তারি উপর চাঁদের আলো শুয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **শোআই** *ক্রি* শুইয়ে। 'সুবর্ণ খাটের পরে রাখিল শোআই।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **শোএ** *ক্রি* শোয়। 'পল্লবশয্যায় রামা শোএ তরুতল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **শোও** *ক্রি* শুয়ে পড়ো। 'তুমি একটু শোও।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **শুয়েছিল** *ক্রি* বিশ্রাম করছিলো। 'কেহ শুয়েছিল কেহ পাকাইতে খানা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

শোয়া[2] [স শী>] *বি* শয্যাগ্রহণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শোয়া কুঠুরি *বি* শোয়ার ঘর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শোয়াবসা *বি* বসবাস। 'এক সঙ্গে শোয়াবসা করি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

শোয়ার [ফা সওয়ার] *বি* অশ্বারোহী। 'মগধি শোয়ার যারা, বিষম কাটোয়া তারা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শোয়ারী *বি* পালকি। 'কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম শোয়ারীতে।' *জসীম*, ১৯৩১।

শোয়াস [স শ্বাস] *বি* নিশ্বাস। 'পাখাতে লাগিল অগ্নি সর্পের শোয়াস।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শোর[1] [ফা] *বি* চিৎকার। 'ছাড় শোর হৈলে তোর ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

শোর ওঠা *ক্রি* শোরগোল ওঠা। 'আজ শোর ওঠে জোর 'খুন দে।' *নজরুল*, ১৯২২।

শোর করা *ক্রি* চেঁচামিচি করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শোরগোল *বি* হইচই। 'বন্ধুদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

শোরসরাবৎ [ফা শোর+আ শুহ্‌রত] *বি* হাঁকডাক। 'এত শোরসরাবৎ লোকলস্করের দরকার কী?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শোর[2] [স শূকর] *বি* শূকর। 'নির্ভীক রামমোহন বলিল ... যদি এক কোপে না কাটিস তোরা শোর খাবি।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

শোরখেকো [স শূকর>] *বি* শূকরখেকো। 'তোমার বাপ পিতামহের নাম নেড়ে পাড়ার দুই এক বেটা শোরখেকো জানতে পারে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শোরা, সোরা [ফা শোরহ্‌] *বি* বারুদ তৈরিতে ব্যবহৃত লবণ জাতীয় পদার্থ। 'শোরা ওজন ৭৬ সিক্কা ...।' *বোগল*, ১৭৭৩; 'সোরা।' *বোগল*, ১৭৮০।

শো-রুম [ই] *বি* প্রদর্শনকক্ষ। 'আমাদের শোরুমে যদি দয়া করে একবারটি পায়ের ধুলো দেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

শোল, শোলমাছ [স শকুল] *বি* এক প্রজাতির মাছ। 'কই, মাগুর, শোল মাছ প্রচুর পাওয়া যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'একটি তাজা শোলমাছ আনিয়া দিবে।' *জসীম*, ১৯৬৪।

শোলক [স শ্লোক] *বি* কবিতা; পদ। 'চারিধার ঘিরি ছেলেরা মেয়েরা শোলক পড়িছে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শোলোক [স শ্লোক] *বি* শ্লোক। 'এই শোলোকে তিনি হৃদয়ে থাকিয়া যাহা লওয়াএন তাহা হএ করি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

শোলবান *বি* সোনার প্রকারভেদ। 'শোলবান সোনা জিনি চরণের আভা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শোলা [প্রা সলাহব] *বি* হালকা ও নরম কাঠবিশিষ্ট জলজ উদ্ভিদবিশেষ। 'শোলার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শোলুপ [ই] *বি* বড়ো নৌকা; পাল-তোলা জাহাজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শোলে [আ সুলহ্] *বি* শান্তি; মীমাংসা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শোলাই *বি* মীমাংসা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

শোলো [পা সোলস] *বিণ* ষোলো সংখ্যক। 'শোলো উপচারে ছাগ মেষ মহিষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শো শো [ধ্বন্যা] *বি* পাখির ঝাঁক উড়ে যাওয়ার শব্দ। 'একপাল বক শো শো করে উড়ে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

শোষ [স শুষ্>] *বি* তৃষ্ণা। 'আর শোষত পাণি নাহি পীওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোষণ[1] [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদনদেবের বাণবিশেষ। 'মদন মাদন শোষণ যথা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

শোষন [স শোষণ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মদনদেবের বাণবিশেষ। 'স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শোষণ[2] [স] ১ *বি* পান করা। 'এই এই রক্তধারা করিয়া শোষণ রয়ে যাও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ২ *বি* ভোগ করা। 'আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শোষণ[3] [স *বি* নির্বিচার ভোগদখল; নিপীড়ন। 'সমস্ত ধন-সম্পত্তি শোষণ করিয়া লইয়া অগ্নি লাগাইয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শোষণকারী *বি* শোষক; নিপীড়নকারী। 'ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শোষণমুক্ত [স] *বিণ* শোষণহীন। 'নারীসমাজকে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

শোষণমুক্তি [স] *বি* শোষণহীনতা। 'সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

শোষণমূলক [স] *বিণ* শোষণ করে নিচ্ছে এমন। 'শোষণমূলক বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্য প্রথার কিছু অংশ ছাটিয়া না ফেলিলে সমস্যার সমাধান অসম্ভব।' *আজাদ*, ১৯৪২।

শোষণযন্ত্র [স] *বি* শোষণ বা নিপীড়নের হাতিয়ার। 'শাসনযন্ত্র ও শোষণযন্ত্র হইতে হাত সরাইয়া লওয়া হইত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শোষণহীন [স] *বি* নিপীড়নমুক্ত। '... শোষণহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিতে।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

শোষণহীন [স] *বিণ* নিপীড়নহীন। 'বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজগঠনের কাজে ছেলেদের ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

শোষা [স শুষ্>] ১ *ক্রি* তৃষ্ণার্ত হওয়া। 'ভোখে ভাত নাহি খাওঁ/ রাধা শোষে পাণী নাহি পীওঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* নীরস হওয়া। 'বৃথা অকুমার ধর্মে শরীর শোষয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* শুষে নেওয়া। 'দিনে দিনে রক্ত শোষে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৪ *বিণ* শুষে নেয় এমন। 'প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণশ্বাস টানি।' *নজরুল*, ১৯২৪। **শোষয়** *ক্রি* শুকায়। 'বৃথা অকুমার ধর্মে শরীর শোষয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **শোষায়** *ক্রি* শোষণ করায়। 'সহজ সুরসিক জনা শোষায় শোষে বাণ ছাড়ে না।' *লালন*, ১৮৯০। **শোষে** *ক্রি* শোষণ করে। 'দিনে দিনে রক্ত শোষে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

শোষয়িতা [স] *বি* শোষণকারী। 'শাসয়িতা এবং শাসিত, শোষয়িতা এবং শুষ্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শোষিত [স] *বিণ* শোষণ করা হয়েছে এমন। 'গূঢ়াচারী বণিকগণের এক গণ্ডূষেই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোষিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শোহন [স শোভন] *বিণ* শোভিত। 'রত্ন আভরণ শোহন মোহন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শোহরত [আ শুহরত] *বি* ঘোষণা। 'শোহরত দাও, নওরাতি আজ।' *নজরুল*, ১৯২২।

শোরোত [আ শুহরত] *বি* শোরগোল। 'সহরে শোরোত উঠলো এবার ... নরসিংহের বাগানে রামলীলা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শোহা *ক্রি* শোভিত করা। **শোহে** ১ *ক্রি* শোভা করে; শোভিত করে। 'মাণিক জিণিআঁ দশন শোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* ডাকে। 'উদ্যানেতে নানা পক্ষী নানা রবে শোহে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শৌক [আ] *বি* শখ। 'শৌক করিয়া আপন স্ত্রীকে লইয়া ... যায়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শৌখিন, শৌখীন [ফা শৌকীন>] ১ *বিণ* রুচিসম্মত। 'এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* মনোজ্ঞ। 'আমি বলছি ও জিনিসটা কিছু শৌখিন জাতের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* অভিজাতসুলভ। 'বড়ো বড়ো চোখ, শৌখিন মেজাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৪ *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'সস্তা শৌখীন মনিহারী দোকান।' *তারা*, ১৯৪২।

শৌকীন [ফা শৌকীন>] *বি* শৌখিন। 'একজন নূতন শৌকীন বাবু।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শৌখিনজাতীয় [ফা শৌকীন>+স জাতীয়] *বিণ* রুচিসম্পন্ন। 'মনের গুণগুলা ... শৌখিনজাতীয় উদ্ভিজ্জের মতো নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শৌখিনতা [ফা শৌকীন>+স তা] *বি* বিলাসিতা। 'বিলাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শৌচ [স] *বি* শুচিতা। 'শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শৌচাগার [স] *বি* মলত্যাগের ঘর; পায়খানা। 'স্নানাগার ও তৎসংলগ্নীয় যাবতীয় শৌচাগারও থাকবে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শৌণ্ডিক [স] *বি* মদবিক্রেতা; শুঁড়ি। 'তবু মোরা দিবালোক উদ্যাপন করি রোজ শৌণ্ডিকের মতো।' *জীবন*, ১৯৩০।

শৌণ্ডিকালয় [স] *বি* মদের দোকান। 'শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ... কিছু দেখি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শৌভাগ্য [স সৌভাগ্য] *বি* শুভ ভাগ্য। 'এই ইহার শৌভাগ্য অন্তের প্রাক কাল।' *রামরাম*, ১৮০১।

শৌরসেনী [স] *বি* প্রাচীন ভারতের (শূরসেন বা মথুরা অঞ্চলের) ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... প্রাচ্যা বাহিলক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্য পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শৌর্য, শৌর্য্য [স] *বি* বীরত্ব। 'মুনি উত্তর করিলেন রাজন্ শৌর্য্য এবং বিবেক ও উৎসাহ এই সকল গুণেতে যুক্ত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫। 'আপনার শৌর্যকে আর বিশ্বাস করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শৌর্য-প্রভাব [স] *বি* শক্তি ও সাহসের প্রতাপ। 'শৌর্য-প্রভাবে মরণোত্তর সুরত্ব-পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শৌর্যবস্ত্র, শৌর্য্যবস্ত্র [স] *বি* বীরত্বব্যঞ্জক পোশাক। 'বাঁধ শৌর্য্যবস্ত্রে হৃদয়কোমর।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শৌর্যবীর্য, শৌর্য্যবীর্য্য [স] *বি* বীরত্ব। 'এই শৌর্য্যবীর্য্যের ইতিহাস পাঠে আমাদের মাথার রক্ত গরম হইতে পারে।' *সওগাত*, ১৯১৯। 'বিধর্মীদলনে তাঁর শৌর্যবীর্য বিকশিত হল।' *আনিস*, ১৯৬৪।

শৌর্য-শক্তি [স] *বি* সাহস। 'যে তেজ শৌর্য-শক্তি দিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শৌর্যশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বীরাঙ্গনা। 'শৌর্যশালিনী নারীর পরাক্রম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শৌর্যশালী [স] *বিণ* বলবান ও সাহসী। 'কে কতটা শৌর্যশালী তার বিচার হয় কে কটা মুণ্ডু কাটতে পেরেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

শ্চেষ্ট [স সৃষ্টি] *বি* জগৎ; সৃষ্টি। 'সকল সংসার নষ্ট সুন প্রভু রাখ শ্চেষ্ট।' *মালাধর*, ১৫০০।

শ্বন [স] *বি* কুকুর। 'শ্বন রব শুনিয়া শৃগাল ফিরি ধাইল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্ববৃত্তি [স] *বি* পরনির্ভরতা। 'আশারাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, শ্ববৃত্তি সেবার প্রত্যাশায় ... আশ্রয় লইয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্বরনাপন্ন [স শরণাপন্ন] *বিণ* আশ্রয়প্রার্থী। 'ইশ্বরপরায়ন সত্র ক্ষয়কারী শ্বরনাপন্ন রক্ষিতা মহাশয়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শ্বরির [স শরীর] শরীর; স্বাস্থ্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শ্বরিরগতিক *বি* শরীরের অবস্থা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শ্বশুর [স] *বি* স্ত্রী বা স্বামীর বাবা। 'শ্বশুরের ছলে দিতে পার কত খোঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শ্বশুরকুল [স] *বি* শ্বশুরের বংশ। 'যে বিধবার পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুলে অভিভাবক নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শ্বশুরগৃহ [স] *বি* শ্বশুরবাড়ি। 'শ্বশুরগৃহে যাইয়া প্রাণপণে শাশুড়ির ননন্দৃবর্গের শুশ্রূষা করিয়া তাহাদিগকে প্রীত রাখিতে হইত।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

শ্বশুরঘর *বি* শ্বশুরবাড়ি। 'মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্বশুরদুর্গ [স] *বি* শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহল। 'শ্বশুরদুর্গের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করা জামাতার পক্ষে গুরুতর অশিষ্টতা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

শ্বশুরপুর [স] *বি* শ্বশুরবাড়ি। 'রহিছু শ্বশুরপুরে কত বড় লাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্বশুর বাটী [স] *বি* শ্বশুরবাড়ি। 'শ্বশুর বাটীতে অতি ত্বরায় তাহার মৃত্যু সম্বাদ পাঠান গেল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুরবাড়ী [স শ্বশুরবাটী] *বি* শ্বশুরের গৃহ। 'তুমি শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যেও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'আগে একবার নিজের শ্বশুরবাড়িটা ঘুরে আসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্বশুরা [স শ্বশুর>] *বিণ* শ্বশুরের। 'ওরে বহিনা ভুরজারি, এয়সারে শ্বশুরা পারি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শ্বশুরাল [স শ্বশুরালয়] *বি* শ্বশুরবাড়ি। 'কালি শ্বশুরালে গেলে কোথা রস কেলি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্বশুরালয় [স] *বি* শ্বশুরবাড়ি। 'আমি ভবানন্দ মজুমদারের কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম।' *রাজীব*, ১৮০৫।

শ্বাশুরিক [স] *বিণ* শ্বশুরবাড়ির। 'কন্যাটিকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার শ্বাশুরিক দুর্গে আবদ্ধ করিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শ্বশ্রূ [স] *বি* শাশুড়ি। 'নয়নানন্দ, নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণবন্দনাপূর্বক, পত্নীর সহিত প্রস্থান করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্বশ্রূঠাকুরাণী *বি* শাশুড়ি। 'তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী বলিলেন, – চল বাছা, আমরা দেশে গিয়ে থাকি।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

শ্বসন [স] *বি* শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। 'বায়ু উঠে শ্বসিয়া শ্বসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শ্বসনক্রিয়ারহিত [স] *বিণ* শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে এমন। 'কতক্ষণ শ্বসনক্রিয়ারহিত অবস্থায় থেকে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্বসনসুত [স] *বি* হনুমান। 'শূন্যা এত শংসেন শ্বসনসুত ভাষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শ্বসনা [স] *বিণ* শ্বাসকারী। 'প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে/ বাষ্পশিখা অনলশ্বসনা –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শ্বসা [স শ্বসন>] ১ *ক্রি* কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা। 'কলোচ্ছ্বাস শ্বসিয়া উঠিছে শূন্যে করিবারে গ্রাস নক্ষত্রের নিত্যনীরবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *ক্রি* শ্বাস ত্যাগ করা। 'কুসুমের মতো শ্বসি পড়িতেছ খসি খসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'আভার-ধানীর বাষ্প বিভোল শ্বসিছে সকল খানে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'শ্বসিয়া ফিরিছে, জরজর ধরা সেই বিষে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শ্বহায় [স সহায়] *বি* সহায়। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

শ্বা [স] *বি* কুকুর। 'কেহ বলে খেলে শিবা শ্বা কঙ্ক শার্দূল।' *ঘনরাম*, ১৭১১।

শ্বা-নক্ষত্র [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ; লুব্ধক। 'Dog-star বা শ্বা-নক্ষত্র আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

শ্বাপদ [স] ১ *বি* শিকারি জন্তু। 'উহাদিগকে শ্বাপদ অথবা শিকারী জন্তু বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* হিংস্র জন্তু। 'সিংহ বিড়ালজাতীয় হিংস্র শ্বাপদ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্বাপদসংকুল [স] *বিণ* হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। 'শ্বাপদসংকুল নয় যেখানে কানন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

শ্বাস্তী [স স্বস্তি] *বি* আরোগ্য; শান্তি। 'কবিরাজেরা দেখিতেছেন শ্বাস্তী হইতে পারি নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শ্বান্তি [স শান্তি] *বি* শান্তি। 'অদ্যাবধি শ্বান্তি করিতে পারেন নাই।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

শ্বাশু [স শ্বশ্রূ] *বি* শাশুড়ি। 'শ্বাশু যবে করয়ে ভর্ৎসনা।' *দ্বিজবংশী*, ১৬০০।

শ্বাশুড়ী [স শ্বশ্রূ] *বি* শাশুড়ি। 'শ্বাশুড়ী ননদ কত কথা কয় বেঁকে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্বাস [স] ১ *বি* শ্বাসক্রিয়া। 'শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* নিশ্বাস। 'নিত্যানন্দ বলি শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* মৃত্যুর আগের কষ্ট। 'ডাক্তার সাহেব দেখেন ভবানীবাবুর শ্বাস হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ৪ *বি* দীর্ঘশ্বাস। 'কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা পড়ে শ্বাস ফেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শ্বাস-অনল [স] *বি* নিশ্বাসরূপ আগুন। 'কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে ভস্মময় জীবকুল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শ্বাসকষ্ট [স] *বি* শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া। 'শ্বাসকষ্ট আরো বাড়িয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শ্বাসক্রিয়া [স] *বি* শ্বাস নেওয়া ও ত্যাগ করা; দম। 'শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্বাসজীবী [স] *বিণ* কেবল শ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে এমন। 'আমরা কজন শ্বাসজীবী ঠায় বসে আছি সেই কবে থেকে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

শ্বাসনালী [স] *বি* শ্বাস চলাচলের নালী। 'ঘড়ঘড় শব্দ হয় শ্বাসনালীর ভিতর।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শ্বাসবৃদ্ধি [স] *বি* মুমূর্ষু অবস্থায় শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগে যে কষ্ট। 'বাবুরামবাবুর শ্বাসবৃদ্ধি দেখিয়া সকলে তাঁহাকে বৈদ্যবাটীর ঘাটে

লইয়া গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শ্বাসযন্ত্র [স] *বি* যার দ্বারা শ্বাস গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়। 'শ্বাসযন্ত্রকে বিকল করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শ্বাসরোগ [স] *বি* হাঁপানি প্রভৃতি রোগ। 'শ্যামের শ্বাসরোগ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

শ্বাসরোধ [স] **১** *বি* শ্বাসবন্ধ। 'তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* কণ্ঠরোধ। 'অপমান ফাঁকি দিয়ে করিতেছে মোর শ্বাসরোধ!' *নজরুল*, ১৯২৩।

শ্বাসরোধকর [স] *বিণ* নিশ্বাস রোধ করে এমন। 'অতীতের শ্বাসরোধকর পরিবেশে ফিরিয়া যাওয়ার সকল দায়িত্ব তাহাদিগকে বহন করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

শ্বাসরোধকারী [স] *বিণ* শ্বাস বন্ধকারী। 'এক শ্বাসরোধকারী এবং নজীরবিহীন পরিবেশ।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

শ্বাসরোধী [স] *বিণ* উত্তেজনাপূর্ণ; শ্বাসরুদ্ধকর। 'একটা শ্বাসরোধী অসাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়ে...।' *মানিক*, ১৯৪০।

শ্বাসহীন [স] *বিণ* শ্বাসক্রিয়া-রহিত। 'কভু হয় শ্বাসহীন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্বেত [স] **১** *বিণ* সাদা। 'সূক্ষ্ম শ্বেত বালুপথ পুলিনের সম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শত ধৌতে শ্বেত নহে শ্যামল চিকুর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* শ্বেতাঙ্গ; গায়ের রং সাদা এমন। 'প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্বেত আকন্দ [স] *বি* সাদা আকন্দ। 'শ্বেত আকন্দের মূল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শ্বেতকরবী [স] *বি* সাদাকরবী ফুল। 'জুঁই বেল রজনীগন্ধা শ্বেতকরবী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শ্বেতকাক [স] *বি* সাদাকাক। 'দেবরূপি বিহঙ্গম লিখে শ্বেতকাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শ্বেতকাচ [স] *বি* সাদারঙের কাঁচ। 'অনুসন্ধানের পর যখন হঠাৎ মসৃণ চিক্কণ শ্বেতকাচ-নির্মিত দ্বারকর্ণটি হাতে ঠেকল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শ্বেতকেশ [স] *বিণ* সাদা চুলবিশিষ্ট। 'বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেতকেশ শীত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শ্বেতকেশা [স] *বিণ* সাদা চুল যে রমণীর। 'পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংস গলিত যৌবনা ভগ্নদশনা ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শ্বেতচন্দন [স] *বি* সাদা চন্দন গাছ ও তার কাঠ। 'রক্ত এবং শ্বেতচন্দন গন্ধ কাষ্ঠের মধ্যে প্রধান।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

শ্বেতচর্মী [স] *বিণ* শ্বেতাঙ্গ। 'শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্বেতজটা [স] *বি* জীবক গাছ। 'আকন্দ তপন নাটা কণ্টকারি শ্বেতজটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শ্বেত জবা [স] *বি* জবাফুলের প্রজাতিবিশেষ। 'শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

শ্বেতজাতি [স] *বি* শ্বেতাঙ্গ জাতি। 'শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শ্বেতদ্বীপ [স] *বি* ইংল্যান্ড। 'শ্বেতদ্বীপ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

শ্বেতনীহার [স] *বি* সাদা বরফ। '... সময়ে সময়ে অস্পষ্ট শ্বেতনীহারের ন্যায় কোনো পদার্থ লক্ষিত হয়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শ্বেতপদ্ম [স] *বি* সাদা পদ্ম। 'যেন অশ্রুর ঢেউয়ের উপরে শ্বেতপদ্মের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শ্বেত-পদ্মিনী [স] *বি স্ত্রী* সাদা পদ্ম। 'কখনো রাঙা হয়ে ওঠে শ্বেত-পদ্মিনীর কপোলে অশোকরঙা লজ্জার মতো।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শ্বেতপাথর [স শ্বেতপ্রস্তর] *বি* মার্বেল পাথর। 'শ্বেতপাথরের শয়নমন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন।' *অবন*, ১৯০৯।

শ্বেতপুষ্প [স] *বি* সাদারঙের ফুল। 'রাধামাধবের যুগল মূর্তিকে শ্বেতচন্দন শ্বেতপুষ্পে অর্চনা করে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

শ্বেতপ্রস্তর [স] *বি* সাদারঙের মর্মরপাথর। 'একটি শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শ্বেতবর্ণ [স] *বিণ* সাদা। 'শ্বেতবর্ণ এক প্রকার হরিণ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'বরফ সততই শ্বেতবর্ণ দেখায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্বেতবর্ণা [স] *বিণ স্ত্রী* সাদারঙা। 'তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা।' *অবন*, ১৯২৫।

শ্বেতবসনা [স] *বিণ স্ত্রী* সাদা বস্ত্র পরিহিত। 'গুরুজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শ্বেতবাস [স] *বি* সাদাবসন। 'বেটাদের লাশ নিয়ে বধূদের শ্বেতবাস।' *নজরুল*, ১৯২২।

শ্বেতবীণা [স] *বি* সাদারঙের বীণা। 'হস্তে শ্বেতবীণা, লাবণ্যে জগৎ আলো।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শ্বেত ভল্লুক [স] *বি* বরফে বসবাস-করা সাদা ভল্লুক। 'চোখের সামনে ভেসে উঠলো – শ্লেজ গাড়ী, বল্গাহরিণ, শ্বেত ভল্লুক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শ্বেতভুজা [স, সম্বো শ্বেতভুজে] **১** *বিণ স্ত্রী* সাদা বাহুবিশিষ্ট। 'শ্বেতভুজা, শ্বেতাজে বিরাজে পা দুখানি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'শ্বেতভুজে, আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* সরস্বতী দেবী। 'শ্বেতভুজা যেন তাঁহার দুই হাতের আশীর্বাদ উজাড় করিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯৩১।

শ্বেতমক্ষিকা [স] *বি* সাদা মাছি। 'সত্যপীর শ্বেতমক্ষিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

শ্বেতমর্মর [স শ্বেত+ফা মর্মর] *বি* সাদা মার্বেল পাথর। 'সরোবরের মধ্য দিয়া শ্বেত মর্মরের সেতু।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শ্বেতরোগ [স] *বি* শ্বেতপ্রদর। 'ইতস্তত শ্বেতরোগ, শোথ হতে চুয়ায় অশ্লীল দেহের বিহ্বল মুত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

শ্বেত-শঙ্খিনী [স] *বি স্ত্রী* সাদা শঙ্খ। 'কখনো নীলাভ হয়ে ওঠে শ্বেত-শঙ্খিনীর নয়নতারার নীল চাউনির মতো।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শ্বেতশতদল [স] *বি* সাদারঙের পদ্মফুল। 'তোমার হাতের শ্বেতশতদল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শ্বেতশতদলবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* সাদাপদ্মের উপরে উপবিষ্টা। 'জয় ভারতী শ্বেতশতদলবাসিনী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শ্বেতশুভ্র [স] *বিণ* উজ্জ্বল সাদা। 'শ্বেতশুভ্র শাঁখা ঐ দুটি হাতে পরিয়ে দেয়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

শ্বেতশ্মশ্রু [স] *বিণ* সাদা দাড়িওয়ালা। 'শ্বেতশ্মশ্রু সমিধবাহী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শ্বেতসৌধ [স] *বি* শুভ্র মিনার। 'যে ন্যায়বানের শ্বেতসৌধ সে সৃষ্টি করেছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্বেতহস্তী [স] *বি* সাদা হাতি। 'রাজা শ্বেতহস্তী চড়ে লোকারণ্য রাজপথ দিয়ে ...।' *অবন*, ১৮৯৬।

শ্বেতাঙ্গ [স] *বি* ইংরেজ – যাদের গায়ের রং সাদা। 'দেশীয় ও শ্বেতাঙ্গ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে এই দুই সংস্থা গঠিত হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

শ্বেতাঙ্গিনী [স] *বি* গায়ের রঙ সাদা এমন ইউরোপীয় নারী। 'শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

শ্বেতাঙ্গী [স] *বিণ স্ত্রী* সাদা অঙ্গবিশিষ্ট। 'গুরুজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

শ্বেতাভ [স] *বিণ* সাদা আভাযুক্ত। 'ইহাদের দেহের বর্ণ পিঙ্গল, কিন্তু উদর শ্বেতাভ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্বেতাম্বর [স] *বি* সাদা শাড়ি। 'শ্বেত পদ্ম অধিষ্ঠান শ্বেতাম্বর পরিধান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শ্মশান [স] *বি* লাশ পোড়াবার স্থান। 'শ্মশানের কানি তবে সাধু গিয়া পরে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

শ্মশান করা *ক্রি* ছারখার করা। 'কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান কত্তে পাত্তো!' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

শ্মশানকালী [স] *বি* হিন্দুমতে শ্মশানচারিণী রূপে কল্পিত চণ্ডী বা কালীর রূপভেদ। 'কৌলীন্য শ্মশানকালী হৃদয় তুষিতে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

শ্মশানক্রন্দন [স] *বি* শ্মশানের বিলাপ। 'ভস্মীভূত শ্মশানক্রন্দনে,/ রক্তিম আকাশচিহ্ন সবেগে প্রস্থান করে বৃথ ব্যঞ্জনায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শ্মশানঘাট [স শ্মশান+ঘাট] *বি* শ্মশান-সংলগ্ন নদী ইত্যাদির ঘাট। 'ধন্য হরি শ্মশানঘাটে ধন্য হরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্মশান ঘাটা [স শ্মশান+ঘাট>] *বি* শ্মশান ঘাট; যে ঘাটে মৃতদেহ সৎকার করা হয়। 'বাঘার ভিটার, শ্মশান ঘাটায়, পাকুড় তলায়।' *জসীম*, ১৯৩৩।

শ্মশানচারিণী [স] *বিণ* শ্মশানে বিচরণকারী। 'আমারে করিল মহামায়া নিঃসন্তান শ্মশানচারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

শ্মশানচারী [স] *বিণ* শ্মশানে বিচরণকারী। 'সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শ্মশানচিতা [স] *বি* শ্মশানঘাটে মৃতকে পোড়ানোর অগ্নিকুণ্ড। 'আমার শ্মশানচিতা বাংলার ঘাসে।' *জীবন*, ১৯৩২।

শ্মশানতীর [স] *বি* শ্মশানের প্রান্ত। 'জাগালে ভারত-শ্মশানতীরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শ্মশানপুর [স] *বি* শ্মশানতুল্য নগর। 'এ শ্মশানপুরে আর আমি থাকব না।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শ্মশানপুরী [স] *বি* জনশূন্য শ্মশানতুল্য স্থান। 'তবু এই নির্জন শ্মশানপুরীতে দাঁড়িয়ে ... অমান্য করতে পারলো না সে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

শ্মশানবাসী [স] *বিণ* শ্মশানে বাস করে এমন। 'শ্মশানবাসী গুরুদেব আমায় এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্মশান-বেলা [স] *বি* মুমূর্ষু অবস্থা। 'শ্মশান-বেলায় আমাদের এই যুগ-বাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক।' *নজরুল*, ১৯২২।

শ্মশানবৈরাগী [স] *বি* শ্মশানে পৃথিবীর নশ্বরতা উপলব্ধিতে যার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। 'এসব করি জীবন্ত মানুষ হিসাবে, শ্মশানবৈরাগী হিসাবে নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শ্মশানবৈরাগ্য [স] *বি* শ্মশানে গেলে পৃথিবীর নশ্বরতা উপলব্ধির ফলে স্বল্পকালীন বৈরাগ্যের উদয়। 'অনেকের পরমার্থ বিষয়ে শ্মশানবৈরাগ্য দেখা দেয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শ্মশানভূমি [স] *বি* মৃত মানুষ পোড়ানোর স্থান। 'শ্মশানভূমি অতি ভয়ানক।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

শ্মশান-মানসিকতা [স] *বি* মৃত্যুকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা। 'এদেশ এখনও শ্মশান-মানসিকতা অতিক্রম করতে পারেনি।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শ্মশানমৃত্তিকা [স] *বি* শ্মশানের মাটি। 'সে দেহ শ্মশানমৃত্তিকা হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

শ্মশানযাত্রা [স] *বি* মৃতদেহ পোড়ানোর জন্যে শ্মশানের দিকে যাত্রা। 'যারা শ্মশানযাত্রা করেনি, বাড়ি যাচ্ছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শ্মশানযাত্রী [স] *বি* শ্মশানে গমনাগমনকারী। 'শ্মশানযাত্রীদের বিশ্রামের জায়গা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

শ্মশান-শয্যা [স] *বি* শ্মশানরূপ শয্যা। 'সভ্যতার শ্মশান-শয্যায় সংক্রমিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৪২।

শ্মশানশয়ন [স] *বি* শ্মশানশয্যা। 'কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশানশয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

শ্মশানশায়ী [স] *বি* মৃত্যু পথের যাত্রী। 'তণ্ডুল পূর্ণ পরিমাণে উৎপন্ন না হইলে, শ্মশানশায়ী হয়।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

শ্মশানস্তব্ধতা [স] *বি* শ্মশানের মতো নীরবতা। 'আজকের এ মুহূর্তে অবসন্ন শ্মশানস্তব্ধতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শ্মশানাকার [স] *বিণ* শ্মশানতুল্য। 'কেবল কেল্লা মাত্র শ্মশানাকার।' *রামরাম*, ১৮০১।

শ্মশ্রু [স] *বি* দাড়ি। 'জ্ঞানানন্দ বাবাজীর মুখের কাছে দুজন পেঁড়োর আয়মাদার আবক্ষ লম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু সহ বিরাজ করায় ...।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শ্মশ্রুধারী [স] *বিণ* দাড়ি আছে এমন। 'একজন ক্ষৌরিতমস্তক শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

শ্মশ্রুল [স] *বিণ* গোঁফ-দাড়িযুক্ত। 'বিশাল শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষুতে দেখিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

শ্মশ্রুমণ্ডিত [স] *বিণ* দাড়িপূর্ণ। 'মৌলবীর শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারাটি নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্মশ্রুশোভিত [স] *বিণ* গোঁফ-দাড়িযুক্ত। 'স্মৃতি কেবল শ্মশ্রুশোভিত, প্রশস্ত ললাট-প্রমুখ বদনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে, ঘুরিতে লাগিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শ্যাওড়া *বি* গাছবিশেষ। 'ওই শ্যাওড়া গাছটার কাছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শ্যাওলা [স শৈবাল] *বি* জলজ তৃণবিশেষ। 'নদীর জলে শ্যাওলা ভাসছে।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শ্যাওলাগন্ধ *বি* স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। 'শ্যাওলাগন্ধ ছায়ার-ছায়ার সংকীর্ণ সর্পিল পথ।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

শ্যাওলা-ঢাকা *বিণ* শেওলাপূর্ণ। 'শ্যাওলা-ঢাকা লতাপাতা-উদ্ভিদে সমাকীর্ণ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

শ্যাওলা-ধরা *বিণ* শেওলা পড়েছে এমন। 'শ্যাওলা-ধরা শুকনো মরা গাছের গুঁড়ির পাশে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

শ্যাকরাগাড়ি *বি* নিম্নমানের ঘোড়ারগাড়ি। 'শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শ্যাকহ্যান্ড [ই] *বি* করমর্দন। 'তাকে জোর শ্যাকহ্যান্ড করলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

শ্যাকুল [স শৃগালকোলি] *বি* শেয়াকুল নামক কাঁটাযুক্ত লতা। 'গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকুল কাঁটা ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্যাণ্ডউইচ [ই] *বি* দুই টুকরা পাউরুটির মধ্যে মাংস সবজি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি খাবার। 'মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্ত্তে বনেট পরেন, শ্যাণ্ডউইচের শেতল খান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শ্যাম [স] **১** *বি* কৃষ্ণ। 'শ্যামের বচন শুনি মান গেল বিনোদিনী।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বিণ* শ্যামল। 'সেই দূর্ব্বাদল শ্যাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বিণ* সবুজ। 'একি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

শ্যামঅঙ্গ [স শ্যাম-অঙ্গ] *বিণ* দেহের বর্ণ কালো এমন। 'যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ ঋতুকুলপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শ্যামকান্তিময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সবুজ রঙে সুন্দর। 'শ্যামকান্তিময়ী কোন স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্যামকেশ [স] *বি* কালোচুল। 'অতি দীর্ঘ শ্যামকেশ জিনি বনমালা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্যামচাঁদ [স শ্যামচন্দ্র] **১** *বি* কৃষ্ণ। 'ভুবনবিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী কলা শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বি* চর্মনির্মিত চাবুক। 'শ্যামচাঁদ বেগোর তোম দোরস্ত হোগা নেই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

শ্যামচিক্কণ [স] *বিণ* শ্যামরূপ চিক্কণ। 'বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ, ছিপছিপে বালক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শ্যামচ্ছত্র [স] *বি* সবুজ ছাতা। 'শ্যামচ্ছত্ররূপ কয়েকটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নীচে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

শ্যামচ্ছবি [স] *বিণ* সবুজবর্ণের ছবির মতো। 'শ্যামচ্ছবি অনন্ত কাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শ্যামদেশ [স] *বি* থাইল্যান্ড। 'ব্রহ্ম, চীন ও শ্যামদেশ, ককেশাস পর্ব্বতস্থ বনভূমি ... ইহাদের স্বাভাবিক আবাসস্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্যামদেশীয় [স] *বিণ* থাইল্যান্ডে উৎপন্ন। 'শ্যামদেশীয়, আনাম দেশীয় বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

শ্যাম-ধরা *বি* শ্যামল ধরণী। 'নীলাকাল শ্যামধরা পরশে তাহারি ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শ্যামপত্রসম্ভার [স] *বি* সবুজপাতার সমারোহ। 'বন্যগাছের শ্যামপত্রসম্ভার।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শ্যামবর্ণ [স] *বিণ* শ্যামল; ফরসা নয় এমন। 'বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ণ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

শ্যামবস্ত্র [স] *বি* কালো কাপড়। 'চল্লিশ দিবস রহে শ্যাম বস্ত্র পরি। *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্যামরস [স] *বি* সবুজ রং। 'আঁকো ... সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

শ্যাম রাখা, না কুল রাখা – উভয় সংকটে পড়া; (হিন্দুপুরাণ) রাধ কৃষ্ণকে রাখবেন, না কুলমর্যাদা বজায় রাখবেন – এই সমস্যা। 'তিনি উভয় সংকটে পড়িয়াছেন শ্যাম রাখিবেন, না কুল রাখিবেন *আজাদ*, ১৯৪২।

শ্যাম রাখি না কুল রাখি – উভয় সংকট। *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শ্যামলেখা [স] *বি* সবুজ প্রান্তর। 'সরযূর কূলে দুলে তৃণসার প্রফুল্ল শ্যামলেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্যামশষ্প [স] *বি* সবুজ কচি ঘাস। 'শ্যামশষ্প নিঙাড়ি নিঙাড়ি ভরি লব শোণিতের সুরাপাত্রখানা।' *জীবন*, ১৯৩০।

শ্যামশিখা [স] *বিণ* সবুজ শিখাবিশিষ্ট। 'ধরণীর ওরা শ্যামশিখ হোমানল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শ্যামশোভা [স] *বিণ* শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট। 'শ্যামশোভা ধরণী।' *রবীন্দ্র* ১৮৮৬।

শ্যামশ্রী [স] *বি* শ্যামল সৌন্দর্য। 'স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্যামসুন্দর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'হা হা শ্যামসুন্দর হা পীতাম্বরধর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্যামা[1] [স] *বি* হিন্দুদেবী কালী। 'দনুজ-দলনী শ্যামা জননী যাহার *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শ্যামা কালী [স] *বি* শ্যামবর্ণা কালী। 'আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী শ্যামা কালী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শ্যামাপূজা [স] *বি* হিন্দুদেবী কালীর পূজা। '৺শ্যামাপূজা ৺জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

শ্যামাভাব-সমাধি [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) কালীকে নিয়ে ধ্যানের চূড়া অবস্থা। 'আমার ভবের অভাব লয় হয়েছে/ শ্যামাভাবসমাধিতে *নজরুল*, ১৯৩৫।

শ্যামা সংগীত, শ্যামাসঙ্গীত [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) শাক্তগীতি। 'তাহা ছড়া, গান, শ্যামাসঙ্গীত, পদ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শ্যামা[2] *বি* একটি পাখির নাম। 'শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদ কীর্তন করিতে নিযুক্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্যামাপোকা [স শ্যামা+পোকা] *বি* সবুজ এবং উজ্জ্বল পোকাবিশেষ 'আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামাপোকাদের কাছে ডেকে ... *জীবন*, ১৯৩২।

শ্যামা[3] *বিণ* কালো। 'শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শ্যামাঘাস [স শ্যামা+ঘাস] *বি* জলাশয়ে জন্মে এমন ঘাসবিশেষ 'পুকুরের জলে ... শ্যামাঘাসের দাম।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শ্যামাঙ্গিনী [স] *বি* গায়ের রং কালো এমন নারী। 'শ্বেতাঙ্গিনীদে মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন।' *রবীন্দ্র* ১৮৮০।

শ্যামাঙ্গী [স] *বিণ স্ত্রী* শ্যামবর্ণা। 'শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি *মাইকেল*, ১৮৬০।

শ্যামায়মান [স] *বিণ* শ্যামবর্ণ ধারণ করেছে এমন। 'আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শ্যামোজ্জ্বল [স] *বিণ* শ্যাম রঙে উজ্জ্বল। 'শ্যামোজ্জ্বল বিদায়-ক্ষণটুকু অতীত হয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শ্যামপেন [ই] *বি* মদবিশেষ। 'অটলকে একটু শ্যামপেন দাও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

শ্যামল [স] ১ *বিণ* কালো। 'শত ধৌতে শ্বেত নহে শ্যামল চিকুর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* সবুজ। 'বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

শ্যামলকোমলা [স] *বিণ স্ত্রী* শ্যাম বর্ণবিশিষ্ট ও কোমল। 'শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেহই থাকে/ অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শ্যামলতা [স] *বি* সবুজত্ব। 'দিগন্তরেখা পর্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শ্যামলবরণ [স শ্যামলবর্ণ] *বিণ* (গায়ের ত্বক) কালো রঙের। 'সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামলবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্যামলশ্রী [স] *বি* সবুজ প্রকৃতি। 'নবীন বসন্তের শ্যামলশ্রীতে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

শ্যামলা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সবুজ। 'কৃপায় নেহারি পুনঃ শ্যামলা মেদিনী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *বিণ স্ত্রী* শ্যামবর্ণা। 'চিত্রার রঙ শ্যামলা, নাক চোখ খুব চোখা নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

শ্যামলাঞ্চল [স] *বি* সবুজ আঁচল। 'এই ক্লান্ত ধরায় শ্যামলাঞ্চল-আসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শ্যামলিম [স] *বিণ* সবুজ রঙের। 'মরু-তীর হতে সুধা-শ্যামলিম পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

শ্যামলিমা [স] *বিণ* সবুজ। 'আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি।' *নজরুল*, ১৯২২।

শ্যামলিয়া *বিণ* শ্যামলা; শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট। 'আছে আজো শ্যামলিয়া/ ধরা ধূলি-ক্ষুব্ধ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শ্যামলিল *বিণ* শ্যামল। 'এ যেন মিশরীয় মরুভূমির মাঝখানে সুধা-শ্যামলিল মরূদ্যান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শ্যামলী [স] ১ *বি* গায়ের রং কালো এমন নারী। 'শ্যামলী শ্যামলী সঙ্গে গৌরী সঙ্গে গৌরী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* গায়ের রং কালো এমন। 'শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শ্যামলা[1] [আ শমলাহ] *বি* পোশাকবিশেষ। 'জরির টুপি, মরেসা, শ্যামলা ... চায়না কোটে বানরকুল ঝলমল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

শ্যামলা[2] *দ্র* **শ্যামল**

শ্যাম্পু [ই] *বি* মাথার চুল পরিষ্কার করার তরল পদার্থবিশেষ। 'তাকের ওপর ... শ্যাম্পু, শেভিং ক্রিম।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শ্যাম্পেন [ই] *বি* এক ধরনের মদ। 'শ্যাম্পেন খুলিলে কর্কের শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৬।

শ্যার [ই শেয়ার] *বি* অংশ; হিস্যা। 'ইন্ডিয়া গেজেট প্রেসের তিন শ্যার ... গত শনিবারে নীলাম হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শ্যাল [স শৃগাল] *বি* শিয়াল। 'মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

শ্যালেখেগো [স শৃগাল>] *বিণ* শিয়ালে খেয়ে গেছে এমন (এখানে গলাকাটা)। 'একটা শ্যালেখেগো পাঁটি কিনবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শ্যালক [স] *বি* স্ত্রীর ছোট ভাই। 'মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের শ্যালক প্রাণচন্দ্র বাবু।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

শ্যালকজায়া [স] *বি* শ্যালকের স্ত্রী। 'শ্যালকজায়া মন্দাকিনীকে বাড়িতে আনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শ্যালা [স শ্যালক] *বি* শ্যালক। 'ফলের পিতৃব্য বুড়া শ্যালা রসিকের চূড়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্যালিকা [স] *বি* স্ত্রীর ছোটো বোন। 'মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্যালী [স শ্যালিকা] *বি* স্ত্রীর ছোটো বোন। 'সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শ্যালীপতি [স শ্যালিকাপতি] *বি* স্ত্রীর ভগিনীপতি। 'সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

শ্যালকাঁটা [স শৃগাল>] *বি* কাঁটাযুক্ত গুল্মবিশেষ। 'শ্যালকাঁটা ফুলের কলি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

শ্যেন [স] *বি* বাজপাখি। 'শ্যেন যথা লয়ে যায় কপোতবধূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শ্যেনচক্ষু [স] *বি* সতর্ক চোখ। 'আলী মজহার খাঁর শ্যেনচক্ষু এড়াইয়া কিছুই যায় নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শ্যেনদৃষ্টি [স] *বি* তীক্ষ্নদৃষ্টি। 'তার 'পরে সবলের শ্যেনদৃষ্টি কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শ্যেনপাখি [স শ্যেনপক্ষী] *বি* বাজপাখি। 'শ্যেনপাখির চঞ্চুর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

শ্রঙ্গ [স শৃঙ্গ] *বি* শৃঙ্গ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শ্রদ্ধা [স] ১ *বি* সমাদর ও সমীহ। 'পিতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া ... ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* বিশ্বাস। 'এ কথায় শ্রদ্ধা করেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বি* আস্থা। 'নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিশুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বি* মান্যতা। 'রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শ্রদ্ধানুরাগ [স] *বি* শ্রদ্ধায় আসক্তি। 'মহোপকারীর প্রতি ... কাহার হৃদয় আকৃষ্ট ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধানুরাগপূর্ণ না হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রদ্ধান্বিত [স] *বিণ* শ্রদ্ধাবান। 'বোস্তানীর আদর্শে এক্তীদী শ্রদ্ধান্বিত হলেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শ্রদ্ধান্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* শ্রদ্ধা আছে এমন। 'কবি লিখছে চিঠি তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা কাউকে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শ্রদ্ধাবত্তা [স] *বি* ভক্তি-শ্রদ্ধা। 'তাহারা অন্যের ন্যায্য স্বত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবত্তার জন্য বিখ্যাত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

শ্রদ্ধাবশত [স] *ক্রিবিণ* শ্রদ্ধাজনিত কারণে। 'মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া স্নেহবশত ... ভালোবাসিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

শ্রদ্ধাবান [স] ১ *বিণ* ভক্তিপরায়ণ। 'প্রভুর শাপবার্তা শুনি হয়ে শ্রদ্ধাবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* শ্রদ্ধেয়। 'অনেক শ্রদ্ধাবান

ব্যক্তি একত্র হইয়া ... উপাসনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শ্রদ্ধাবিজড়িত [স] *বিণ* শ্রদ্ধাযুক্ত। 'আশৈশব শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রিয়বস্তু অকাতরে বিসর্জন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শ্রদ্ধাবিষ্ট [স] *বিণ* শ্রদ্ধায় অভিভূত। 'সায়ংকালে তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠাদি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শ্রদ্ধাভক্তি [স] *বি* শ্রদ্ধা ও ভক্তি। 'সন্তানসুলভ শ্রদ্ধাভক্তিকে ছাত্ররা মাথা নত করে দিয়েছিলো।' *বেগম*, ১৯৪৯।

শ্রদ্ধাভাজন [স] *বিণ* সম্মানিত। 'শ্রদ্ধাভাজন ও গুণবান ব্যক্তি বিশেষের উপাধি অর্হন্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শ্রদ্ধাযুত [স] *বিণ* ভক্তিমান। 'শ্রদ্ধাযুত হইয়া করে নিতি যাতায়াত।' *ভবানী*, ১৮২৩।

শ্রদ্ধার্হ [স] *বিণ* শ্রদ্ধার যোগ্য। 'কবি হিসাবে এমন শ্রদ্ধার্হ যে ...।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

শ্রদ্ধাশতদল [স] *বি* ভক্তিরূপ পদ্মফুল। 'জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শ্রদ্ধাশীল [স] *বিণ* শ্রদ্ধাপূর্ণ। 'কন্যার দায়িত্ববোধের প্রতিও একটু শ্রদ্ধাশীল হতে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শ্রদ্ধাশীলতা [স] *বি* শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব। 'যৌতুক সমাধানের একটি পথ সেই শ্রদ্ধাশীলতার মধ্যেই নিহিত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

শ্রদ্ধাস্পদ [স] *বিণ* শ্রদ্ধার পাত্র। 'অতীব শ্রদ্ধাস্পদ পরম ভক্তিভাজন পরমেশ্বরের প্রতি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শ্রদ্ধাহীন [স] *বিণ* শ্রদ্ধা নেই এমন। 'মনুষ্য নাস্তিক্যবুদ্ধিবশে শ্রদ্ধাহীন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রদ্ধাহীনতা [স] *বি* ভক্তিহীনতা। 'শ্রদ্ধাহীনতার দুই-একটা লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শ্রদ্ধেয় [স] *বিণ* শ্রদ্ধার যোগ্য। 'যে গ্রন্থ যত প্রাচীন, ভারতবর্ষীয় লোকের নিকট তাহা তত শ্রদ্ধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রদ্ধেয়তা [স] *বি* মর্যাদা। 'মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এতো আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্রধা [স শ্রদ্ধা] *বি* ইচ্ছা। 'আপনার শ্রধা নহে কর্মে যে লেখিছে নিরঞ্জন।' *সুলতান*, ১৭০০।

শ্রবণ [স] **১** *বি* কান। 'শ্রবণে কুণ্ডল শোভএ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শোনার কাজ। 'সেই নারী বসি নাম করিল শ্রবণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্রবণগোচর [স] *বিণ* শোনা গেছে এমন। 'এইরূপ রাজবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্রবণদ্বার [স] *বি* কানে ধ্বনি প্রবেশের পথ। 'মহারাজের শ্রবণদ্বারে কোপকোতোয়াল দাঁড়য়ে আছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শ্রবণপথ [স] *বি* কান; ধ্বনি শোনার ইন্দ্রিয়। 'শ্রবণপথের ব্যাঘাত কি স্থূল পদার্থদৃষ্টির হানি হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

শ্রবণবিবর [স] *বি* কর্ণগহ্বর। 'বিমোহিত হত যাতে শ্রবণবিবর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

শ্রবণ-মূল [স] *বি* কর্ণমূল। 'উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ-মূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শ্রবণযোগ্য [স] *বিণ* শুনবার উপযুক্ত। 'তোমার শ্রবণযোগ্য নহে সেই নাম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শ্রবণশক্তি [স] *বি* শোনার ক্ষমতা। 'প্রখর ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তির বলে ... আক্রমণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রবণ হওয়া *ক্রি* কর্ণগোচর হওয়া। 'পরস্পর কুমারের শ্রবণ হইল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

শ্রবণাতীত [স] *বিণ* শোনার অতীত। 'অসম্ভব, কিন্তু তা শ্রবণাতীত নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্রবণার্থ [স] *ক্রিবিণ* শোনার জন্য। 'তাহার আশীর্বচন শ্রবণার্থে অপেক্ষা করিলেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রবণাহূত [স] *বিণ* রবাহূত। 'ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি শ্রবণাহূত হইয়া বিদায় হন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শ্রবণেচ্ছা [স] *বি* শ্রবণের ইচ্ছা বা শোনার ইচ্ছা। 'ইহাতে তাহার শ্রবণেচ্ছা হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শ্রবণেচ্ছু [স] *বিণ* শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। 'সম্বাদ মনুষ্যমাত্রেই শ্রবণেচ্ছু।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য [স] *বিণ* কানে শোনা যায় এমন। '... প্রথমাংশ মানসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য; দ্বিতীয়াংশ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

শ্রবণেন্দ্রিয় [স] *বি* কান। *সেবধি*, ১৮৩৯। 'এ নিমিত্ত কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শ্রবন [স শ্রবণ] *বি* কান। 'কণ্ঠে হার পরে কেহো শ্রবনে কুণ্ডল।' *মালাধর*, ১৫০০।

শ্রবন্তী [স] *বি* প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... শ্রবন্তী দ্রাবিড়ী ঔড্রীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহিলক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শ্রবা [স শ্রবণ>] *ক্রি* শ্রবণ করা। 'শ্রবে মঞ্জুধ্বনি, নাসিকা দেখিয়া, ... তিলপুষ্প গেল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শ্রব্যকাব্য [স] *বি* কেবল শ্রবণ করা যায় এমন কাব্য। 'শ্রব্যকাব্যের চেয়ে দৃশ্যকাব্য স্বভাবতই কতকটা পরাধীন বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শ্রম [স] **১** *বি* পরিশ্রম। 'আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* শ্রান্তি। 'শ্রমের কারণে হাস্তী হৈল ঘন ঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* কষ্ট। 'হাঁটিতে আসিতে কিবা পথে পাইলাম শ্রম।' *বিজয়*, ১৬৫০।

শ্রমক্ষত [স] *বিণ* ক্লান্ত। 'মারিআ অনেক মৃগ হৈল শ্রমক্ষত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শ্রমকাতর *বিণ* পরিশ্রম করতে কষ্টবোধ করে এমন। 'তাঁরা শ্রমকাতর নন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

শ্রমকারী [স] *বি* শ্রমিক। 'শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী, এবং কর্ম্মনিপুণদিগের মধ্যে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

শ্রম-কিণাঙ্ক [স] *বি* পরিশ্রমের চিহ্ন। 'শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে/ ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ...।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শ্রমক্লান্ত [স] *বিণ* পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত। 'পথশ্রমক্লান্ত পথিকবৃন্দের চক্ষে অতি সুখপ্রদ বিশ্রামক্ষেত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শ্রমক্লিষ্ট [স] *বিণ* পরিশ্রমে ক্লান্ত। 'শ্রমক্লিষ্ট দেহময় বিজড়িত স্বেদ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শ্রমক্ষম [স] *বিণ* শারীরিক কষ্ট স্বীকারে সমর্থ। 'শাবকগণ এইরূপে

লালিত-পালিত হইয়া, সক্ষম ও শ্রমক্ষম হইলে ... ৷' *অক্ষয়*, ১৮৫৪ ৷

শ্রমঘাম [স শ্রম+স ঘর্ম] *বি* শ্রমের ঘাম। 'শ্রমঘাম মন্দমন্দ মিলায় পবনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০ ৷

শ্রম জন্মানো *ক্রি* ক্লান্তির উদ্রেক করা। 'নবকুমারের শ্রম জন্মিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬ ৷

শ্রমজ বিন্দু [স] *বি* শ্রমের ফলে উৎপন্ন ঘাম। 'কীবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু।' *কমলাকান্ত*, ১৮২০ ৷

শ্রমজল [স] *বি* ঘাম। 'যাহাঁ ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই।' *গোবিন্দ*, ১৬০০ ৷

শ্রমজাত [স] *বিণ* খাটুনিজনিত। 'শ্রমজাত তৃষা কৃশা হয় এই বেলে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮ ৷

শ্রমজীবী [স] *বিণ* শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এমন। 'এই সব শ্রমজীবী মনুষ্যেরাই এদেশের আদিম অধিবাসী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'অনেক শ্রমজীবী লোকদিগের কর্ম্ম স্থগিত থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫ ৷

শ্রমজীবীদল [স] *বি* শ্রমিক শ্রেণী। 'শ্রমজীবীদলেরও ক্ষমতা সেখানে অসীম।' *নজরুল*, ১৯২২ ৷

শ্রমনিবিড় [স] *বিণ* শ্রমঘনিষ্ঠ। 'শ্রমনিবিড় অনতিকায় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ... ইত্যাদি প্রস্তাবকে ... দীর্ঘকাল ধরে সমর্থন করে আসছি।' *শিব*, ১৯৫৬ ৷

শ্রমপরায়ণ [স] *বিণ* পরিশ্রমী। 'কৃষকেরা অতিশয় শ্রমপরায়ণ ক্লেশসহনশীল ও নিরীহ।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮ ৷

শ্রমবিভাগ [স] **১** *বি* শ্রমবিভক্তি। 'আমাদের নবসাহিত্যে কোনোরূপ শ্রমবিভাগ নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৩। **২** *বি* শ্রম ও শ্রমজীবী সংক্রান্ত সরকারি দপ্তর। 'বর্তমান শ্রম-বিভাগের আমূল সংস্কার সাধন করে একে যুগোপযোগী করা দরকার।' *বেগম*, ১৯৪৯ ৷

শ্রমবিভাগনীতি [স] *বি* পেশাগতভাবে সমাজের শ্রেণী নির্ধারণ করার নীতি। 'শ্রমবিভাগনীতি মেনে পুরষানুক্রমে একই চর্চা করে সমাজের ক্রমোন্নতি এই পদ্ধতির মূলে ছিল।' *নজরুল*, ১৯২৫ ৷

শ্রমবিমুখ [স] *বিণ* পরিশ্রম করতে অনিচ্ছুক। 'যে দেশের লোক শ্রমবিমুখ হইয়া কেবল যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল অথবা মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে তাহারা অসভ্য।' *বিদ্যা*, ১৮৫১ ৷

শ্রমবিমুখতা [স] *বি* শ্রমবিমুখতা। 'বিলাসিতা, শ্রমবিমুখতা।' *মিহির*, ১৮৯৯ ৷

শ্রমবিরোধ [স] *বি* শ্রমিকদের কাজ নিয়ে দ্বন্দ্ব। 'শিল্প এলাকায় শ্রমবিরোধ থাকা স্বাভাবিক।' *আজাদ*, ১৯৬৪ ৷

শ্রমমাত্র [স] *ক্রিবিণ* শুধু পরিশ্রম ক'রে। 'নানা তীর্থ পর্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০ ৷

শ্রমযুক্ত [স] *বিণ* পরিশ্রান্ত। 'শ্রমযুক্ত হইল কৃষ্ণ মুখে ঘর্ম্মবিন্দু।' *মালাধর*, ১৫০০ ৷

শ্রমরত [স] *বিণ* কাজ করছে এমন; কর্মরত। 'শ্রমরত ওই কালিমাখা কুলি, নৌ-সারং।' *নজরুল*, ১৯২৮ ৷

শ্রমলভ্য [স] *বিণ* পরিশ্রম দ্বারা লাভ করতে হয় এমন। 'সংসারের যাবতীয় উত্তম বস্তু শ্রমলভ্য।' *বিদ্যা*, ১৮৫১ ৷

শ্রমলেশ [স] *বি* কম পরিশ্রম। 'জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব ইতি।' *দর্পণ*, ১৮২১ ৷

শ্রমশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* পরিশ্রম করতে পারে এমন। 'প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ম্মে সুপটু ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭ ৷

শ্রমশিল্পী [স] *বি* কারিগর। '২০,০০০ শ্রমশিল্পী সমেত এখানে ৪০,০০০ বয়নশিল্পী ও ৬০,০০০ ব্যবসায়ী ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯ ৷

শ্রমশীল [স] *বিণ* পরিশ্রমী। 'বঙ্গদেশের শ্রমশীল দুঃখী কৃষকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯ ৷

শ্রমশীলতা [স] *বি* পরিশ্রমশীলতা। 'সমবেতভাবে তারা কোনকালেও শ্রমশীলতার অভাব অনুভব করেন নাই।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮ ৷

শ্রমসম্পাদিকা [স] *বি স্ত্রী* শ্রম ও শ্রমিক বিষয়ক সম্পাদক। 'ফরিদা মহিউদ্দীন শ্রম সম্পাদিকা।' *বেগম*, ১৯৭৪ ৷

শ্রমসহিষ্ণু [স] *বিণ* পরিশ্রমে কাতর নয় এমন। 'শ্রমসহিষ্ণু পরিব্রাজকের বিহারকেন্দ্র।' *ফজলুল*, ১৯১৩ ৷

শ্রমসহিষ্ণুতা [স] *বি* শ্রমশীলতা। 'অশেষ শ্রমসহিষ্ণুতার সঙ্গে এবং বারংবার চেষ্টার ফলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪ ৷

শ্রমসাধ্য [স] *বিণ* পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত। 'বড় শ্রমসাধ্য কাজ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৩ ৷

শ্রমস্বীকার [স] *বি* পরিশ্রম করা। 'কাহারো কৃষিকর্মের শ্রমস্বীকার করিতে হইবে না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১ ৷

শ্রমানুরাগী [স] *বিণ* পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 'শ্রমানুরাগী নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫ ৷

শ্রমার্জিত, শ্রমার্জ্জিত [স] *বিণ* শ্রম দ্বারা অর্জিত। 'অকৃতি সহোদর কৃতি সহোদরের শ্রমার্জিত ধনের অংশী হয়েন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'শ্রমার্জ্জিত শস্যরাজি সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮ ৷

শ্রমোৎপন্ন [স] *বিণ* পরিশ্রমজাত। 'বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২ ৷

শ্রমোপজীবি [স শ্রমোপজীবী] *বিণ* পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এমন। 'শ্রমোপজীবি ব্যক্তিগণের পরিবার প্রতিপালনের অন্য কোন উপায় নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।২২৯

শ্রমোপজীবী [স] *বিণ* পরিশ্রম করে জীবিকানির্বাহকারী। 'বুদ্ধ্যুপজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯ ৷

শ্রমোপযোগী [স] *বি* পরিশ্রম করার জন্য উপযোগী। '... পুষ্টিকারক, বলাধায়ক, শ্রমোপযোগী দ্রব্য ভক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০ ৷

শ্রমণ [স] *বি* বৌদ্ধ ভিক্ষু। 'শ্রমণগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ মন উথলায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২ ৷

শ্রমণশোভন [স] *বিণ* শ্রমণের উপযুক্ত। 'শ্রমণশোভন বীজন বানাব তাতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৪ ৷

শ্রমি [স শ্রমী] *বিণ* শ্রমশীল। 'পাদরি সাহেবের তুল্য শ্রমি ও নিপুণ মনুষ্য পাওয়া প্রায় কঠিন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬ ৷

শ্রমিক [স] *বি* শ্রমজীবী। 'শ্রমিক-সংঘগুলিকে আইনত মানিয়া লওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৬ ৷

শ্রমিক আন্দোলন [স] *বি* শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে আন্দোলন। 'রুশিয়ার বলশেভিজম ও কম্যুনিষ্ট আওতায় বর্দ্ধিত শ্রমিক আন্দোলনকে হাত করিতে যত্নবান হইয়াছেন।' *এসলাম*, ১৯৩৭ ৷

শ্রমিক-নেতা [স] *বি* শ্রমিকদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি। 'যার

অসাধারণ সংগঠনী শক্তি সে শ্রমিক নেতা মজিদ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শ্রমিকপাড়া [স শ্রমিক+পাড়া] *বি* শ্রমিকপল্লী। 'দুলে ওঠে দিন; শপথমুখর কিষাণ শ্রমিকপাড়া।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

শ্রমিক-সংঘ [স] *বি* শ্রমজীবীদের সংগঠন। 'শ্রমিক-সংঘগুলিকে আইনত মানিয়া লওয়া।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শ্রাদ্ধ [স] ১ *বি* মৃত্যুর পর হিন্দুদের পালনীয় ধর্মীয় আচার। 'কিরূপে করিব শ্রাদ্ধ কোন তিথি মৃত্যু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অপব্যয়। 'কেবল টাকার শ্রাদ্ধ।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* শ্রদ্ধা। 'পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে বিশুদ্ধ প্রীতির এবং শ্রাদ্ধের ব্যাঘাত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৪ *বি* ভক্তি দেখাতে গিয়ে একশেষ করা। 'আরও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। ৫ *বি* দারুণ ব্যাঘাত। 'নানাবিধ বাদ্য, চোখ চাওয়া ঘটে তাহে, নিদ্রার শ্রাদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

শ্রাদ্ধশান্তি [স] *বি* হিন্দুরীতিতে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে পিণ্ডদানাদি অনুষ্ঠান। 'শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শ্রাদ্ধ-সভা [স] *বি* শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান। 'এই কর্তারা নিত্য-সভা, নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা প্রভৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রাদ্ধাদিকারি [স শ্রাদ্ধাধিকারী] *বিণ* শ্রাদ্ধাদি কাজ করতে পারে এমন। 'তাহার জ্ঞাতি গোত্রাদী শ্রাদ্ধাদীকারি কিম্বা ধনাধিকারী কেহ।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

শ্রাদ্ধাধিকারী [স] *বিণ* শ্রাদ্ধ করার অধিকারী। *ওসাঁ*, ১৭৮৪; 'আপনিই তো শ্রাদ্ধাধিকারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শ্রাদ্ধাধীকারী [স শ্রাদ্ধাধিকারী] *বিণ* যার শ্রাদ্ধ করার অধিকারী। *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

শ্রান্ত [স] ১ *বি* ক্লান্ত। 'শ্রান্ত হৈয়া সিসুগণ বলে দামোদরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ'। *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পড়ন্ত। 'বৈচিত্র্যবিহীন অসীম সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শ্রান্তকায়া [স] *বিণ* ক্লান্ত শরীর এমন। 'গোষ্ঠঘরে ফিরছে ধেনু শ্রান্তকায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শ্রান্তগলা *বি* অবসন্ন কণ্ঠ। 'আজ কেমন শ্রান্তগলায় বলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্রান্ততা [স] *বি* ক্লান্তি। 'তাঁহার গুণ ও বিদ্যালোচনায় শ্রান্ততাবিষয়ক বর্ণনের প্রায় কিছু আবশ্যকতা নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

শ্রান্তদেহ [স] *বি* অবসন্ন শরীর। 'আহা, শ্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শ্রান্তধারা [স] *বিণ* শ্রান্ত হয়ে এসেছে এমন ধারা। 'শীর্ণ নদী শ্রান্তধারায় চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শ্রান্ত নয়ন [স] *বি* ক্লান্ত চোখ। 'আজি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়নে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শ্রান্তা [স] *বিণ স্ত্রী* ক্লান্ত। 'তদ্দর্শনে অস্মল্লেখনী নিতান্ত শ্রান্তা।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

শ্রান্তি [স] *বি* শারীরিক ক্লান্তি। 'তাহাদিগের শ্রান্তি দূর করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

শ্রান্তিকর [স] *বিণ* ক্লান্তিকর; অবসাদজনক। 'বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শ্রান্তিজনক [স] *বিণ* ক্লান্তিকর। 'শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রান্তিজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্রান্তিবোধ [স] *বি* ক্লান্তিবোধ। 'সে শীঘ্র শ্রান্তিবোধ করতে শুরু করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্রান্তিভরা *বিণ* পরিশ্রান্ত; ক্লান্ত। 'নয়নের শ্রান্তিভরা চাহনি মলিন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

শ্রান্তিভারাতুর [স] *বিণ* ক্লান্তি ভারাক্রান্ত। 'শ্রান্তিভারাতুর পরাভবের ক্রন্দন নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রান্তিমগ্ন [স] *বিণ* ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্ত। 'জাগুক সে দেখে শ্রান্তিমগ্ন উৎপীড়িতের দ্বার।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

শ্রান্তিহরা [স] *বিণ* ক্লান্ত হয় না এমন। 'উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে দুঃখহীন নিকেতনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শ্রান্তিহারা [স] *ক্রিবিণ* বিরামহীনভাবে। 'মহানন্দে হেরো গো সবে গীতরবে চলে শ্রান্তিহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'রচিতেছিলাম যাহা মোরা শ্রান্তিহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শ্রান্তিহারী [স] *বিণ* ক্লান্তি দূরকারী। 'ডাকো তাঁরে ডাকো যিনি শ্রান্তিহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

শ্রান্তিহীন [স] *ক্রিবিণ* ক্লান্তিহীনভাবে। 'শ্রান্তিহীন বহু রাত্রি জাগরণ যেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্রাবণ[১] [স] ১ *বি* বাংলা মাসবিশেষ। 'আষাঢ় শ্রাবণ মাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মোর দুই আঁখি ধারা শ্রাবণে/ লোটাআঁ লোটাআঁ কান্দে রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শ্রাবণের মতো বর্ষণ। 'শ্রীমন্তের দুই চক্ষু ধারা শ্রাবণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* শ্রাবণ মাসের মতো দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। 'কোন খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৪ *বিণ* শ্রাবণ মাসের বর্ষণে আগত। 'অঝোর-ঝরণ শ্রাবণ জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

শ্রাবণ-অন্ধকার [স] *বি* শ্রাবণ মাসের অন্ধকার। 'সে যে আসে আসে আসে কত শ্রাবণ-অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

শ্রাবণঘন ১ *বি* শ্রাবণের মেঘ। 'শ্রাবণঘন গহনমোহে নিবিড় তব চরণ ফেলে নিশার মতো নীরবে এলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* শ্রাবণের মেঘের মতো। 'শ্রাবণঘর-অন্ধকারে গন্ধ যেত অভিসারে – সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে খবর পেত কি?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শ্রাবণদিন [স] *বি* শ্রাবণ মাস। 'ফাগুনদিনের বকুল চাঁপা শ্রাবণদিনের কেয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

শ্রাবণধারা [স] *বি* শ্রাবণ মাসের বৃষ্টির ধারা। 'বৈশাখমাসে যে এমন শ্রাবণধারা বহিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শ্রাবণনিশি [স] *বি* শ্রাবণের রাত। 'আজি এ শ্রাবণনিশি কাটে কেমনে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শ্রাবণমেঘ [স] *বি* শ্রাবণ মাসের মেঘ। 'শ্রাবণমেঘ হায় ভাবিয়া কুয়াশায়।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শ্রাবণরজনী [স] *বি* শ্রাবণের রাত। 'শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্রাবণরাতি [স শ্রাবণরাত্রি] *বি* শ্রাবণ মাসের রাত। 'আজি বরিষণমুখরিত শ্রাবণরাতি, স্মৃতিবেদনার মালা একেলা গাঁথি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫; 'দুখের দশা শ্রাবণরাতি – বাদল না পায় মানা।'

রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

শ্রাবণ সংক্রান্তি [স] *বি* শ্রাবণ মাসের শেষ দিন। 'শ্রাবণ সংক্রান্তিতে দক্ষিনে আয়ন।' *সুলতান*, ১৭০০; 'শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বড় মেলা হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

শ্রাবণ-সিঁচন *বি* শ্রাবণের বৃষ্টি। 'ঝরিবে বাদলের শ্রাবণ-সিঁচনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

শ্রাবণী *বিণ* শ্রাবণ মাসের। 'শ্রাবণী ফুল ফুটেছে মোর মনের বিপিনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

শ্রাবন, শ্রাবোন [স শ্রাবণ] *বি* শ্রাবণ। *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

শ্রাবণ[2] [স] *বিণ* শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়। **শ্রাবণ প্রত্যক্ষ** [স] *বিণ* শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য দর্শন। 'আমার গলার আওয়াজ তোমার শ্রাবণ প্রত্যক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

শ্রাবস্তি, শ্রাবস্তী *বি* ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত গণ্ডা জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগরী। 'সপ্তমবারে শ্রাবস্তি নগরবাসী কতকগুলি বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকের সমভিব্যাহারে সমুদ্রে যাইতেছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'শ্রাবস্তীপুরীর গগনলগন প্রাসাদে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শ্রী [স] **১** *বি* নামের পূর্বে শ্রদ্ধাবাচক শব্দ। 'নিষধহ শ্রীমধুসূদন।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শ্রীশ্রী ✓ প্রাপ্তী।' *ওর্সা*, ১৭৮২। **২** *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'শ্রীরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* (হিন্দু শাস্ত্র) প্রকৃতি; রাধা। 'নারীর সম্ভোগে রাধা জদি পাপ হএ/ শ্রীসংযুক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৪** *বিণ* সুন্দর। 'নিরবধি হেরে কৃষ্ণ বলে শ্রীবদনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বিণ* পূজ্যপাদ ব্যক্তির। 'শ্রীহস্ত দিলেন নিজ কপালে তুলিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৬** *বি* কনে। 'যেমন বরের শ্রী তেমনি শ্রীরও শ্রী।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৭** *বি* চেহারা। 'যেমন বরের শ্রী তেমনি শ্রীরও শ্রী।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৮** *বি* ঢং; ভঙ্গি। 'কী কথার শ্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৯** *বি* লক্ষ্মী। 'এই তো যথার্থ শ্রীনিকেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **১০** *বি* সরস্বতী। 'শ্রীপঞ্চমীর দিন একটা বড়ো রকমের জলসা হত।' *অবন*, ১৯৪১।

শ্রীঅঙ্গ [স] *বি* সুন্দর ও পবিত্র দেহ। 'শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্রীকিরীট [স] *বি* সুন্দর মুকুট। 'পুষ্পের কঙ্কণ শ্রীকিরীট পুষ্পহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শ্রীক্ষেত্র [স] *বি* তীর্থস্থান বিশেষ; পুরীধাম। 'হইতে পারে যে তাহারা শ্রীক্ষেত্র দর্শনে গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

শ্রীখণ্ড *বি* খাবারবিশেষ। 'পুরাণপুরী, শ্রীখণ্ড এবং আনারসা ভোজন করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

শ্রীগান্ধার [স] *বি* সংগীতের রাগিণীবিশেষ। 'শ্রীগান্ধার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শ্রীগোলা [স শ্রী+আ ঘালা] *বি* লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। 'মিত্তিকার ঘট মধ্যে শ্রীগোলার হাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শ্রীঘর [স শ্রী+ঘর] *বি* জেলখানা। 'সন্ধ্যা হইয়াছে এমন সময় ঠকচাচা শ্রীঘরে পদার্পণ করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

শ্রীঘরবাস [স শ্রী+ঘর+স বাস] *বি* কারাবাস। 'জানতে চাও আমি কখনো ধরা পড়ে শ্রীঘরবাস করেছিলুম কিনা।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

শ্রীচরণ [স] *বি* পূজ্য ব্যক্তির চরণ। 'এক দৃষ্ট্যে সবেই চাহেন শ্রীচরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শ্রীচরণকমলেষু [স] *বি* বিনয়সূচক সম্বোধন (পাদপত্রে)। 'শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

শ্রীচরণদর্শন [স] *বি* শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়া। 'বহুদিন শ্রীচরণ দর্শন করিনি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শ্রীচরণারবিন্দ [স] *বি* চরণপদ্ম। 'মহাঋষির শ্রীচরণারবিন্দে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শ্রীচরণেষু [স] *বি* গুরুজনের কাছে লেখা চিঠির সম্বোধন। 'শ্রীচরণেষু দাদামহাশয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

শ্রীচরন [স শ্রীচরণ] *বি* পূজ্য ব্যক্তির চরণ; পূজ্য ব্যক্তি। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'এ জন্য শ্রীচরন দরসন করিতে জাইতে অখেম হইলাম।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৪৫।

শ্রীছন্দহীন [স] *বিণ* সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলাহীন। 'সমকালীন শ্রীছন্দহীন গদ্যভাষাকে সংহত ও সুবিন্যস্ত রূপদান করেছিলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শ্রীছাঁদ [স শ্রীছন্দ] *বি* সৌন্দর্য। 'জীবনটা একটা শ্রীছাঁদের জিনিস।' *জীবন*, ১৯৩৩।

শ্রীধর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'শ্রীধররূপে হরিআঁ নিবোঁ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শ্রীনিকেতন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) লক্ষ্মীর আলয়। 'এই তো যথার্থ শ্রীনিকেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রীনিবাস [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'বেআকুল হয়্যি বড়ায়ি দেখিআঁ বিলাপিলা শ্রীনিবাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শ্রীপঞ্চমী [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) সরস্বতী পূজার তিথি। 'শ্রীপঞ্চমীর দিন একটা বড়ো রকমের জলসা হত।' *অবন*, ১৯৪১।

শ্রীপতি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'জাম্বুবতির ঘরে ভোজন করিল শ্রীপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

শ্রীপদ [স] *বি* শ্রীচরণ; আরাধ্যের চরণ। 'বিপদে শ্রীপদ ভরসা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শ্রীপদ-অম্বুজ [স] *বি* শ্রীচরণরূপ পদ্ম। 'জীবনসর্ব্বস্ব তব শ্রীপদ-অম্বুজ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শ্রীপদ্মচরণ [স] *বি* শ্রীচরণরূপ পদ্ম। 'ধরে শ্রীপদ্মচরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্রীপাট [স শ্রীপাটক] *বি* তীর্থস্থান। 'কপালক্রমে তায় আবার, শ্রীপাট সুপ্রিম কোর্ট, – বিচারালয়!' *সংগ্রহ*, ১৮৬১।

শ্রীফল [স] *বি* বেল। 'কুচযুগ রাধা যোড় শ্রীফলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শ্রীবড়ারি *বি* সংগীতের রাগিণী বিশেষ। 'শ্রী বড়ারি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শ্রীবর্জিত [স] *বিণ* সৌন্দর্যহীন। 'নিতান্ত শ্রীবর্জিত, অবিন্যস্ত ও ভারসাম্যহীন বাঙলা গদ্য ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথম ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

শ্রীবৃদ্ধি [স] **১** *বি* উন্নতি। 'অস্মদ্দেশীয় সমাচারপত্রের একপ্রকার শ্রীবৃদ্ধিই কহিতে হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* প্রসার। 'প্রাণিবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা ধাতুবিদ্যা প্রভৃতির সমধিক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **৩** *বি* সৌন্দর্য বৃদ্ধি। 'এমন শিল্পসামগ্রী বিরল ... যার শ্রীবৃদ্ধি অভাবনীয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

শ্রীবৃন্দাবনপ্রাপ্তি [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) মৃত্যু। 'চৌয়াল্লিশ বৎসর বয়সের কালে জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

শ্রীভ্রষ্ট [স] ১ *বিণ* অসমৃদ্ধ। 'হিন্দু কালেজের চাকর ও শিক্ষক ন্যূন করিলে কালেজ শ্রীভ্রষ্ট হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বিণ* ঐশ্বর্যহীন। 'অদ্যাবধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শ্রীমণ্ডিত [স] *বিণ* সর্বাঙ্গসুন্দর। 'কাগমারী সম্মেলনকে সকল দিক হইতেই শ্রীমণ্ডিত করার চেষ্টা করিয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

শ্রীমতি [স শ্রীমতী] *বি স্ত্রী* (সম্বো) ভদ্রমহিলা। 'সাধু শ্রীমতি বিবি আনা বাপ্টীষা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮।

শ্রীমতী [স] ১ *বিণ* সুন্দরী। 'বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* ভদ্রমহিলা; নারীদের সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

শ্রীমন্ত [স] *বিণ* সৌন্দর্যনির্ভর। 'শ্রীমন্ত রচনা তারও মধ্যে শক্তি যে নেই তা নয়।' *প্রবন*, ১৯২৫।

শ্রীময় [স] *বিণ* ঐশ্বর্যমণ্ডিত। 'একটা সহজ সচ্ছলতায় সুন্দর আর শ্রীময় করে তুলতে পারে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

শ্রীমান [স] ১ *বিণ* (মান্য ব্যক্তির নামের পূর্বে প্রযুক্ত) মাননীয়। 'শ্রীমান মুলরকে অবগত করিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। ২ *বি* স্নেহভাজন বালক। 'নাদুস নুদুস গোবর-গণেশ যে শ্রীমান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

শ্রীমুখ [স] *বি* সুন্দর মুখ। 'শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্রীযুক্ত [স] *বি* ব্যক্তিনামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'শ্রীযুক্ত রাধাকান্তদেব বাহাদুরের পৌত্র ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শ্রীযুক্তা [স] *বি স্ত্রী* নারীদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'আমার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্তা সোফিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৭।

শ্রীযুত [স] *বি* ব্যক্তিনামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ; মাননীয়। 'মহামহিম শ্রীযুত মেং ডগলিষ সাহেব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

শ্রীযুত ✓ [স] *বি* আদালত। 'তোমাকে শ্রীযুত ✓ নালিষ করিয়া তোমাকে আনিয়া ছিল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

শ্রীরঞ্জনী [স] *বি* সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। 'পঞ্চম একেবারে বর্জিত করিলে শ্রীরঞ্জনী ও বাগেশ্রীতে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শ্রীরাগ [স] *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'তানপুরাটা কোলে করে তখন শ্রীরাগ ভাঁজছেন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শ্রীরামগিরী *বি* সংগীতের রাগবিশেষ। 'শ্রীরামগিরীরাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শ্রীল, শ্রীলশ্রীযুক্ত, শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু [স] *বি* ব্যক্তিনামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'আসিএটিক সোসাইটির সিক্রেটর ছিলেন যে অতিমান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ডাক্তর উইলসন সাহেব।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮; 'রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয় ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

শ্রীলশ্রীযুত [স] *বি* ব্যক্তিনামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শ্রী লাগা *ক্রি* সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাওয়া। 'শ্রী লাগিয়াছে তাহার ঘরে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শ্রীলাভ [স] *বি* সৌন্দর্যলাভ। 'চিরার্জিত সমস্ত সম্পদ এতদিন পরে শ্রীলাভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রীশ্রী ✓প্রাপ্তি *বি* মৃত্যু। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শ্রীশ্রী ✓প্রাপ্তী *বি* মারা যাওয়া। 'তাহার শ্রীশ্রী ✓ প্রাপ্তী হইলে তাহার জ্ঞাতি গোত্রাদি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

শ্রীসম্পদ [স] *বি* ঐশ্বর্য। 'বন্দন করে বিশ্ব শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

শ্রীসম্পন্ন [স] *বিণ* সব দিকের বিবেচনায় ভালো হয়েছে এমন। 'এক্ষণে বঙ্গভূমি ... সহস্রগুণে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

শ্রীসেক, শ্রীসেখ [স শ্রী+আ শায়খ] *বি* সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'মুদেই শ্রীসেক নিজাম মুদ্দালয় শ্রীসেক হেদাতুল্লা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'শ্রীসেখ আতউল্লা উকীল ষুচরিতেষু।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

শ্রীহত [স] *বিণ* সৌন্দর্যহীন। 'হয়নি জীবন শুষ্ক শ্রীহত যৌবনসুরাক্ষরণে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

শ্রীহরি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'আমি দেব শ্রীহরি।' *বড়ু*, ১৫৭০।

শ্রীহানি [স] *বি* সৌন্দর্যের ক্ষতি। 'শ্রীহানি হয় বলে পরিষ্কার হওয়া হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শ্রীহীন [স] ১ *বিণ* কদাকার। 'মানবজীবনটা অত্যন্ত শীর্ণ শূন্য শ্রীহীন রূপে চক্ষে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বিণ* নিরানন্দ। 'রুগ্নগৃহে সেই শুষ্ক শ্রীহীন সন্ধ্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শ্রীহীনতা [স] *বি* কুশ্রীতা; সৌন্দর্যহীনতা। 'তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধতি আছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শ্রীহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* সৌন্দর্যহীন। 'শ্রীহীনা হতভাগ্য অনূঢ়া কন্যা' *শরৎ*, ১৯১৬।

শ্রীগাল [স শৃগাল] *বি* শিয়াল। 'শ্রীগাল বাসুদেব বধ করিল শ্রীহরি' *মালাধর*, ১৫০০।

শ্রীতি *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'শ্রীতি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

শ্রীমুসে [স শ্রী+ফ মসিঁউ] *বি* ইংরেজি মিস্টার শব্দের অনুরূপ। 'শ্রীমুসে নিকলাদে কালোতাং সাহেব।' *ভেরলি*, ১৭৮৩।

শ্রীষ্টি [স সৃষ্টি] *বি* নির্মাণ। 'শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

শ্রুত [স] *বিণ* শ্রবণ করা হয়েছে এমন। 'আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১; 'চাকার ধ্বনিও শ্রুত হয় না' *নজরুল*, ১৯২৭।

শ্রুতকাহিনী [স শ্রুত+কাহিনি] *বি* প্রচলিত গল্প। 'তাহার কথা শ্রুতকাহিনীর ন্যায়, তাঁহাদের নিকট কখনই সম্পূর্ণ বিশ্বসনীয় হইতে পারে না।' *প্রমথ*, ১৯২০।

শ্রুতব্য [স] *বিণ* শোনার উপযুক্ত। 'একরার লেখা না থাকে শ্রুতব্য ও মঞ্জুর হইবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৯৩।

শ্রুতমাত্র [স] *ক্রিবিণ* শোনামাত্র। 'শ্রুতমাত্র পূর্ণ প্রাণ হেতু সে তোমার।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

শ্রুত হওয়া *ক্রি* অবগত হওয়া; জানা। 'শ্রুত হওয়া গেল যে ... *দর্পণ*, ১৮৩২।

শ্রুতি [স] ১ *বি* কান। 'উভ করি দুই শ্রুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বেদ। 'শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩১। ৩ *বি* শ্রবণ। 'তাহারা পরস্পর শ্রুতি দ্বারাও অনায়াসেই জানিবে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* বেদের কথা। 'শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথহত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৫ *বি* (সংগীত) সা থেকে নি পর্যন্ত সাতটি স্বরকে সূক্ষ্মতর মোট বাইশটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, এই বিভাগগুলিকে শ্রুতি বলে। 'প্রধান তফাত সেই অতিসূক্ষ্ম সুরগুলি লইয়া যাকে বলে শ্রুতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৬ *বি* শোনার ক্ষমতা। 'শ্রুতি আছে দেওয়ালের কানে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

শ্রুতিকটু [স] *বিণ* কর্কশ; শুনতে খারাপ লাগে এমন; বেসুরো। 'কোনো সময় কোকিলের ডাক শ্রুতিকটু বলে ঠেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শ্রুতিগম্য [স] *বিণ* শোনা যায় এমন। 'বিবিধ ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

শ্রুতিগোচর [স] *বিণ* শোনা গেছে এমন; শ্রুত। 'কোন সংবাদ... শ্রুতিগোচর হইলে প্রকাশ করিতে হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শ্রুতিধর [স] *বিণ* একবার শুনেই মনে রাখতে পারে এমন। 'মহাবিজ্ঞ কথক পবিত্র শ্রুতিধর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্রুতিপথ [স] *বি* কর্ণকুহর; কানের ছিদ্র। 'শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথহত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্রুতিপথহত [স] *বিণ* শুনতে পায় না এমন। 'শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথহত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

শ্রুতিপাত [স] *বি* কর্ণপাত; শোনা। 'গবর্ণমেন্ট তাহাতে শ্রুতিপাতই করেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

শ্রুতিপৌরুষ [স] *বিণ* শুনতে পরাক্রমশীল। 'তোমাদের নামগুলো ঠিক তেমনি শ্রুতিপৌরুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

শ্রুতিবীণ [স] *বি* বীণার প্রকারভেদ। 'বীণা ... প্রমাণ করতে থাকল আমি রুদ্রবীণ আমি সরস্বতী-বীণ আমি শ্রুতিবীণ।' *অবন*, ১৯২৫।

শ্রুতিভ্রম [স] *বি* শোনার ভুল। 'আমজাদের শ্রুতিভ্রম মাত্র।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শ্রুতিমধু [স] *বিণ* শুনতে ভালো লাগে এমন। 'কত শ্রুতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

শ্রুতিমধুর [স] *বিণ* শুনতে মধুর এমন। 'এখন শ্রুতিমধুর ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা শুনিতে পাইতেছি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

শ্রুতিমধুরতা [স] *বি* শুনতে ভালো লাগার অনুভূতি। 'শব্দের রস কি? অবশ্য শ্রুতিমধুরতা।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

শ্রুতিমনোহর [স] *বিণ* শুনতে মধুর এমন। 'সে শ্রুতিমনোহর স্বরে জগৎ মুগ্ধ হইল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

শ্রুতিমূল [স] *বি* কানের গোড়া। 'বাম শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শ্রুতিযন্ত্র [স] *বি* যে যন্ত্রের সাহায্যে কথা বা গান শোনা যায়। 'চাষীদের ঘরে ঘরে রেডিয়ো শ্রুতিযন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

শ্রুতিযুগ [স] *বি* দুই কান। 'গিধিনী জিনিয়ে শ্রুতিযুগ দিয়ে বিধি নির্ম্মাইলে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শ্রুতিলিখন [স] *বি* শুনে শুনে লেখা। 'একান্ত তন্ময়ভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কথার শ্রুতিলিখন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শ্রুতিলেখন [স] *বি* শুনে শুনে লেখা। 'শেলেট নেও, শ্রুতিলেখন লেখো।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

শ্রুতিশক্তি [স] *বি* শ্রবণ ক্ষমতা। 'কানে আর শ্রুতিশক্তি রাখোনি।' *শওকত*, ১৯৬২।

শ্রুতিসুখ [স] *বি* শোনার আনন্দ। 'তিনি বারম্বার মধুরভাবে তার শ্রুতিসুখ প্রদান কর্‌লেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শ্রুতিসুখকর [স] *বিণ* শুনতে ভালো লাগে এমন। 'অতি সুমধুর ও শ্রুতিসুখকর পারসী ভাষা।' *প্রচারক*, ১৯০১।

শ্রুতিস্মৃতি [স] *বি* হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রাদি। 'তাঁরা কেবল শ্রুতিস্মৃতি অনুযায়ী বিধান দেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

শ্রুব [স] *বি* কাঠের নির্মিত যজ্ঞপাত্রবিশেষ। 'যাগকুণ্ড জলে যোগী শ্রুব ভাসাইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

শ্রেণিবদ্ধ [স] ১ *বিণ* শ্রেণীবিন্যস্ত। 'বল্লাল সেন ... তাঁহারদিগকে কুলীন বলিয়া স্বজাতীয়েরদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবদ্ধ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* সারিবদ্ধ। 'বাষ্পীয় রথসকল যেরূপ শ্রেণিবদ্ধ হইয়া চলিয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

শ্রেণী [স] ১ *বি* সম্প্রদায়। 'ব্রাহ্মণ শ্রেণী ও আর২ কায়স্থগণও আনয়ন করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* পাল; দল। 'হংস শ্রেণী শরৎকালে গঙ্গাকে পায়।' *গৌর*, ১৮২২। ৩ *বি* বিদ্যালয়ের পাঠদান বিভাগ। 'সংস্কৃত কালেজের যে কএক কেলাস অর্থাৎ শ্রেণী আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ৪ *বি* ধরন; প্রকার। 'ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দুই শ্রেণীতে মুদ্রাঙ্কিত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৫ *বি* প্রজাতি। 'এই শ্রেণীর অন্তর্গত অপর জন্তুদের ন্যায় ... প্রাণহরণ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৬ *বি* ভাড়া অনুযায়ী যানবাহনের উচ্চনীচ বিভাগ। 'প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া নিম্নরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৭ *বি* সারি। 'পলাণ্ডুর শ্রেণী যেন যুদ্ধের লক্ষর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৮ *বি* ধনের বিচারে সামাজিক স্তর। 'এরা যে শ্রেণী থেকে এসেছে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারও কাছে কোনো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৯ *বি* পরীক্ষায় মেধা অনুসারে বিভাগ। 'পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর উর্ধ্বশিখরে উঠা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

শ্রেণীক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সারিবদ্ধভাবে। 'পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীক্রমে উত্তম রোশনাই ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শ্রেণীগত [স] ১ *বিণ* শ্রেণীসম্পর্কিত। 'যেমন ব্যক্তিগত তেমনি শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বিণ* সম্প্রদায়গত। 'সে ভেদ জাতিগত ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্রেণীগতভাবে [স] *ক্রিবিণ* শ্রেণীর বিচারে। 'শ্রেণীগতভাবে ধর্মের প্রতি মধ্যবিত্তের ঔদাসীন্য মোটামুটি সবক্ষেত্রেই দেখা যায়।' *উমর*, ১৯৬৬।

শ্রেণী-চেতনা [স] *বি* ধনী-দরিদ্রবিশেষে সামাজিক ভেদাভেদ সম্পর্কে জ্ঞান। 'সুস্থ শ্রেণী-চেতনা থেকে অসুস্থ সম্প্রদায়-চেতনা অনেক বেশী প্রবল।' *উমর*, ১৯৬৬।

শ্রেণীনির্বিচারে [স] *ক্রিবিণ* শ্রেণীনির্বিশেষে। 'শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্রেণীপূর্বক, শ্রেণীপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* শ্রেণী সহকারে। *সেবধি*, ১৮৩৯।

শ্রেণীপ্রকৃতি [স] *বি* শ্রেণীবৈশিষ্ট্য। 'সেই শ্রেণীপ্রকৃতিকে মুখোশে বেঁধে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান [স] *বি* কোনো বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী

প্রতিষ্ঠান। 'মোছলেম লীগ হইতেছে মুছলমান বড়লোকদের শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

শ্রেণীপ্রধান [স] *বিণ* দলের নেতৃস্থানীয়। 'যাঁহারা মহাবলপরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

শ্রেণীবদ্ধ [স] **১** *বিণ* সারি বাঁধা। 'শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক গমন করাতে কিবা আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বিণ* ক্লাসে ভর্তি। 'আরবি ও পারস্য ভাষাভ্যাসি অন্তেবাসি সমূহ যদ্যপিও অদ্যাপি শ্রেণীবদ্ধ হন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৩** *বি* শ্রেণীকরণ। 'এরূপ বিশদভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৪** *বিণ* সারিবদ্ধ। 'একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট বোঝাই করে নিয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৫** *বিণ* বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। 'জগতের অন্যান্য কাব্যের সহিত তুলনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল ইতিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শ্রেণীবদ্ধভাবে [স] *ক্রিবিণ* সারিবদ্ধভাবে। 'গৃহস্থঘরের বিধবা-সধবা-কুমারী, শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।' *তারা*, ১৯৪৩।

শ্রেণীবিদ্বেষ [স] *বি* শ্রেণীগত বৈরিতা বা শত্রুতা। 'ক্ষুদ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণীবিদ্বেষ হইতে যে চিত্রকলা এখনো মুক্ত।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

শ্রেণীবিন্যস্ত [স] *বিণ* নানা সারিতে সাজানো। 'পিঞ্জরের সংকীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিন্যস্ত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্রেণীবিভক্ত [স] *বিণ* শ্রেণীবিন্যস্ত। 'তর্কশাস্ত্রে সরলরেখার দ্বারা সমস্ত জিনিসকে পরিপাটিরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শ্রেণীবিভাগ [স] *বি* শ্রেণীবিভাজন। 'বস্তু না থাকিলে তাহার শ্রেণীবিভাগ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শ্রেণীবিভেদ [স] *বি* শ্রেণীভেদ। 'ভারতবর্ষে কর্মবিভেদে শ্রেণীবিভেদ সুনির্দিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শ্রেণীবিরোধ [স] *বি* শ্রেণীদ্বন্দ্ব। 'সেই জন্যে শ্রেণীবিরোধে আমি সকল কর্মপ্রবর্তনার উৎস খুঁজে পাই না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্রেণীবৈরী *বি* শ্রেণীশত্রু। 'শ্রেণীবৈরীর সঙ্গে/ কোলাকুলি করি রঙ্গে।' *অন্নদা*, ১৯৭২।

শ্রেণীভুক্ত [স] *বিণ* শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। 'প্রচলিতমতের বিরুদ্ধ কথা তিন শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শ্রেণীভেদ [স] *বি* পার্থক্য। 'বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর-বিশেষই শ্রেণীভেদের মূলীভূত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শ্রেণীভেদে *ক্রিবিণ* ধরন অনুসারে। 'বোরখার কাপড় হয় শ্রেণীভেদে কমবেশি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান।' *বেগম*, ১৯৫৮।

শ্রেণীসংগ্রাম [স] *বি* অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সমাজের একাধিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ; শ্রেণীদ্বন্দ্ব। 'শ্রেণী-সংগ্রামের সর্ব্বনাশক প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলার যে-চেষ্টা ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

শ্রেণীসংঘর্ষ [স] *বি* অধিকার বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ; শ্রেণীসংগ্রাম। 'তবে কেন আজ শেষ শ্রেণীসংঘর্ষে নেতিপ্রতিষ্ঠ সন্দেহ আর ভয়?' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪।

শ্রেণীসঙ্গী [স] *বি* সহপাঠী; ক্লাসমেট। 'ইস্কুলে, খেলার মাঠে সাঁতার কেটেছে দীর্ঘ শোকে শ্রেণীসঙ্গী তারা।' *শক্তি*, ১৯৭০।

শ্রেণীস্বার্থ [স] *বি* গোষ্ঠীর স্বার্থ। 'তার মধ্যে প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীস্বার্থের প্রত্যাদেশ খোঁজা পণ্ডশ্রম।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

শ্রেয় [স] **১** *বি* মঙ্গল। 'অতএব ইহাতে কি শ্রেয় আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* বাঞ্ছিত। 'আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

শ্রেয়তম [স] *বিণ* চূড়ান্তভাবে হিতকর। 'যাহা শ্রেয়তম এবং সত্যতম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শ্রেয়তর [স] *বিণ* তুলনামূলক হিতকর। 'তাকে শ্রেয়তর চালানির মূল জেনে নিখিলের।' *জীবন*, ১৯৩০।

শ্রেয়ঃ [স] **১** *বিণ* ইতিবাচক। 'আপনারদের ও ছাত্রেরদের জীবিকা নির্ব্বাহ করাও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* উচিত। 'রাজা, কৃষক, শিল্পী, বণিক, সকলেরই সামান্যরূপে ধর্ম্মজ্ঞান এবং সত্য ব্যবহার সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

শ্রেয়ঃকল্প [স] *বিণ* মঙ্গলস্বরূপ। 'এই মহাত্মার চরিত্রকে আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা, তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শ্রেয়সী [স] *বিণ স্ত্রী* মঙ্গলজনক। 'সৎকথার আলোচনা শ্রেয়সী বোধ করিয়া, এক এক প্রসঙ্গ করিতেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্রেয়স্কর [স] **১** *বিণ* অধিক মঙ্গলজনক। 'ইহাতে লিপ্ত থাকা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'মৃত্যু চেষ্টাই শ্রেয়স্কর হইয়াছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বিণ* যথেষ্ট। 'সামান্য উপার্জনও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শ্রেয়ো [স শ্রেয়ঃ] *বিণ* উচিত। 'স্বামির মরণে মৃত্যু শ্রেয়ো জানিয়া তৎসহগামিনী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

শ্রেয়োজ্ঞান [স] *বি* কল্যাণ-বোধ। 'অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শ্রেয়োনীতি [স] *বি* ঔচিত্যবোধ। 'শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শ্রেয়োনুষ্ঠান [স] *বি* ঔচিত্যের অনুষ্ঠান। 'শ্রেয়োনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে অনাগতকালে সত্যযুগের প্রত্যাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

শ্রেয়োবুদ্ধি [স] **১** *বি* ঔচিত্যবুদ্ধি। 'এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বি* কল্যাণবুদ্ধি। 'ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করবার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্রেয়োবোধ [স] *বি* মঙ্গলচেতনা। 'ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষবুদ্ধিকে দমন করে শ্রেয়োবোধ ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলবার ভার ধর্মের পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'শ্রেয়োবোধই ছিল বিদ্যাসাগরের ধর্ম।' *শরীফ*, ১৯৭০।

শ্রেয়োলাভ [স] *বি* পুণ্যার্জন। 'পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

শ্রেষ্ঠ [স] **১** *বিণ* প্রধান। 'যথাতথা জনুক সবার শ্রেষ্ঠ হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* পারদর্শী। 'রসিকতা বিষয়ে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বিণ* সেরা। 'সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯। **৪** *বিণ* উঁচু। 'আদিকাণ্ডে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে যে, সে স্থানে পঞ্চ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৫** *বিণ* দ্রুতগামী। 'গান্ধার দেশীয় অশ্বগণ সকল অশ্বের শ্রেষ্ঠ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৬** *বিণ* ব্রাহ্মণ। 'শ্রেষ্ঠ বর্ণোদ্ভব পুরুষেরা গুরুগৃহে কেহ বা ছত্রিশ কেহ বা চব্বিশ ... বর্ষ বেদাধ্যয়ন করিয়া অবশেষে দার পরিগ্রহ করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **৭** *বিণ* উন্নত। 'সুমন্ত বিদ্যাবুদ্ধিতে রাজতনয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

শ্রেষ্ঠতম [স] *বিণ* সবচেয়ে ভালো। 'সকল কাগজ হইতে তাহার

উপরে *শ্রেষ্ঠতমরূপে* মুদ্রা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

শ্রেষ্ঠতর [স] ১ *বিণ* তুলনায় বেশি উন্নত। 'অনেক পল্লী গ্রামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিতে হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বিণ* গুরুতর। 'অতএব একটী শ্রেষ্ঠতর অন্যায় করিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

শ্রেষ্ঠতা [স] ১ *বি* উৎকৃষ্টতা। 'সমুদয় শীতবস্ত্র ... কারুকার্য্য-শ্রেষ্ঠতায় ধনিসমাজে সবিশেষ সমাদৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* শ্রেষ্ঠত্ব। 'আমাদের সেই শ্রেষ্ঠতাই আমরা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

শ্রেষ্ঠত্ব [স] ১ *বি* উৎকর্ষ। 'তৃণ সকল হইতে মধু নির্য্যাস করিবার নৈপুণ্য আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব বিধান করিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* প্রাধান্য। 'বিদ্যাপেক্ষা যে অন্যান্য দানের শ্রেষ্ঠত্ব আছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

শ্রেষ্ঠপদ [স] *বি* সকলে সম্মান করে এমন অবস্থান। 'তাঁহাকে জনসমাজে শ্রেষ্ঠপদে স্থাপন করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

শ্রেষ্ঠরূপ [স] *বি* উত্তম অবস্থা। 'সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

শ্রেষ্ঠসম্পদ [স] *বি* উত্তম সম্পদ। 'বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া-পর্যন্ত দেউলে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শ্রেষ্ঠা *বিণ স্ত্রী* শ্রেষ্ঠ। 'অন্যতম প্রাচীন কালের বেদসংহিতা পর্য্যন্তেও এই শ্রেষ্ঠা নদীর স্তুতিবাদ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

শ্রেষ্ঠাভিমানি [স শ্রেষ্ঠাভিমানী] *বিণ* উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। 'ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাভিমানি ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

শ্রেষ্ঠাসন [স] *বি* প্রধান আসন। 'সভাপতি হইয়া শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

শ্রেষ্ঠী [স] *বি* বণিক; শেঠ। 'ইলাপুরে, মহাধন নামে, অতি ঐশ্বর্যশালী এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্রেষ্ঠি [স শ্রেষ্ঠী] *বিণ* ব্যবসায়ী। 'এই মহা শ্রেষ্ঠি সম্প্রদায়টি সাক্ষাৎসম্বন্ধেই এদের মনিব ও অন্নদাতা।' *সবুজ*, ১৯২০।

শ্রেষ্ঠিনী [স] *বি স্ত্রী* বণিক; শেঠ। 'তিনি শ্রেষ্ঠিনীর নিকটে গিয়া কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শ্রোণি [স] *বি* নিতম্ব। 'ঘন শ্রোণির, গুরু উরুর, দাড়িম-ফাটার ক্ষুধা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শ্রোণিচক্র [স] *বি* নিতম্বদেশ। 'তার খুলে রাখা শ্রোণিচক্র ...।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

শ্রোণিদেশ [স] *বি* নিতম্ব। 'আঁটিয়া কাঁচলি পীন-স্তনী; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শ্রোত [স শ্রোত] *বি* স্রোত। 'তবে মড়া বানর ভাসিল শ্রোত জলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শ্রোতব্য [স] ১ *বিণ* শ্রবণযোগ্য। 'বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বৃদ্ধাদের শ্রোতব্য নয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ২ *বি* শোনা যায় যা। 'নিঃসন্দেহে অশ্রোতব্য শ্রোতব্য হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

শ্রোতা [স] *বি* যে শোনে। 'সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্রোতারূপে *ক্রিবিণ* শ্রোতা হিসেবে। 'পাবলিক গা-ঘেষা হয়ে শ্রোতারূপে ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রোতৃ [স] *বি* শ্রোতা। **শ্রোতৃবর্গ** [স] *বি* যারা বক্তৃতাদি শ্রবণ করে। '... শ্রোতৃবর্গ সন্তুষ্ট চিত্তে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

শ্রোতৃমণ্ডলী [স] *বি* যারা শোনে; শ্রোতাগণ। 'এতক্ষণ শ্রোতৃমণ্ডলী কোনরূপে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

শ্রোতৃসভা [স] *বি* শ্রোতামণ্ডলীর অংশগ্রহণে আয়োজিত সভা। 'সাহিত্যের শ্রোতৃসভায় আজ সর্বসাধারণই রাজাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

শ্রোত্র [স] *বি* শ্রবণেন্দ্রিয়। 'শ্রোত্রের সঙ্গে আত্মাকে যুক্ত করে।' *অবন*, ১৯২৫।

শ্রোত্রিয় [স] *বি* অকুলীন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। 'হিন্দুকুল শ্রোত্রিয় যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শ্রোত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* যে শোনে। 'যখন জানিতে পারিলেন, শ্রোত্রী নিদ্রামগ্না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'কথককে ঘিরে শ্রোতা-শ্রোত্রীর ভিড়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শ্রৌতস্মার্ত, শ্রৌতস্মার্ত্ত [স] *বিণ* হিন্দুশাস্ত্র বেদ ও স্মৃতি-নির্ভর। 'শ্রৌতস্মার্ত্ত বাজ্ঞিকী ক্রিয়া।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শ্লথ [স] ১ *বিণ* ধীর। 'শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী বীণা খসে যায় পড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* আলুথালু। 'দরিয়াবিবি মাথার শ্লথ ঘোমটা টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি সাকের ভাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

শ্লথগতি [স] *বি* মন্থরগতি। 'স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, শ্লথগতি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

শ্লথতা [স] *বি* আলস্য। 'সংগ্রামের পর শ্লথতার যে প্রবণতা দেখা দেয়।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

শ্লথবৃন্ত [স] *বিণ* বোঁটা শিথিল হয়েছে এমন। 'শ্লথবৃন্ত ফলের মতন ছিন্ন হয়ে আসিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

শ্লথাভিলাষ [স] *বিণ* বাসনা-সংযমী। 'শ্রীভোজরাজ তদ্দিবসে শ্লথাভিলাষ হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

শ্লাইস [ই] *বি* ফালি; টুকরা। 'শাইলকের মত উপড়ে উপড়ে শ্লাইস করে কেটে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শ্লাঘা [স] ১ *বি* প্রশংসা। 'আপনার শ্লাঘা শুনি সন্ন্যাসী সন্তোষে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* গর্ব; অহঙ্কার। 'তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্লাঘনীয় [স] ১ *বিণ* প্রশংসনীয়। 'ভারতবর্ষীয়দিগের যে শ্লাঘনীয় সমরকীর্ত্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* গৌরবের। 'ও কথা বিশ্বাস করার চেয়ে আত্মহত্যা বহুগুণে শ্লাঘনীয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

শ্লাঘাস্থল *বি* গৌরবের পাত্র। 'ফলতঃ তিনি ভারতভূমির অসাধারণ শ্লাঘাস্থল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

শ্লাঘী [স] *বিণ* দাম্ভিক; অহংকারী। 'এক অহংকৃত পূর্ণ আত্ম শ্লাঘী ওয়াদ্বী।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শ্লাঘ্য [স] ১ *বিণ* ধন্য। 'নিরবধি ভাগীরথী এই করে শ্লাঘ্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* শ্লাঘনীয়। 'সর্ব্বদা তুমি শ্লাঘ্য।' *গোলোক*, ১৮০১।

শ্লাঘ্যোক্তি [স] *বি* প্রশংসা-পূর্ণ উক্তি। 'এতদ্দেশীয় লোকেরদের এতদ্রূপ কোন শ্লাঘ্যোক্তি প্রকাশিত ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শ্লিং [ই] *বি* কোনো বস্তু ঝুলিয়ে রাখা বা টেনে তোলার জন্য শিকলির মতো

বাঁধা পটি। 'বাঁ হাত শ্লিংএ লটকানো অবস্থায় হালিমও অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

শ্লিপ [ই] *বি* পা পিছলে পড়া। 'শ্লিপ করে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথা ঠুকে যায়।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

শ্লিপার [ই] *বি* চটিজুতা। 'শ্লিপার পরিয়া গেলে জোঁক ধরিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

শ্লিষ্ট [স] *বিণ* আলিঙ্গনাবদ্ধ। 'এ-চির স্রষ্টরা সন্তুপ্ত হবে না কভু সঙ্গিনীর শ্লিষ্ট সহবাসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

শ্লীপদ [স] *বি* পায়ের গোদ নামক রোগ। 'স্থূলকায় গুরুভার শ্লীপদ ও গজেন্দ্রগামী।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

শ্লীল [স] *বিণ* শিষ্ট। 'পণ্ডিতমশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে যেতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

শ্লীলতাবোধ [স] *বি* সম্ভ্রমবোধ। 'শ্লীলতাবোধ সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায় – শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, পরিণত বয়স্কদের জন্য রঙ্গমঞ্চ।' *শিব*, ১৯৫০।

শ্লীলতাহানি [স] *বি* নারীর সম্ভ্রমহানি। 'প্রায় দুই শতাধিক মুসলিম বালিকার শ্লীলতাহানি করা হয়।' *বেগম*, ১৯৪৭।

শ্লেজ [ই] *বি* বরফস্থলে চলার কুকুরে টানা গাড়ি। 'চোখের সামনে ভেসে উঠলো – শ্লেজ গাড়ী, বল্গাহরিণ, শ্বেত ভল্লুক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

শ্লেজবাহী [ই শ্লেজ+স বাহী] *বিণ* শ্লেজ গাড়ি বহন করে এমন। 'তার সঙ্গে সুর মিলায় শ্লেজবাহী অশ্বের গলার ঘণ্টা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

শ্লেট [ই] **১** *বি* পাথরবিশেষ। 'এক ঘন ইঞ্চি বিলিন্‌ শ্লেট প্রস্তরে চল্লিশ হাজার ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* যে কালো পাথরের ফলকে লেখা হয়। 'একটা শ্লেট হাতে ক'রে ... কবিতা লিখে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শ্লেট রঙ [ই শ্লেট+রঙ] *বি* কালো রং। 'শ্লেট রঙের ধড়া ও ঢিলা নিমাস্তিন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

শ্লেষ [স] **১** *বি* ব্যঙ্গ। 'রস দেখাইয়া বশ করিবা এবং শ্লেষ ছাড়া কথা কহিবা না।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* শব্দালঙ্কার বিশেষ। 'ভাষাতে শব্দ শ্লেষ ও বর্ণবিন্যাস ও বর্ণানুপ্রাস ও রূপকালঙ্কারাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

শ্লেষবাক্য [স] *বি* প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ; বক্রোক্তি। 'ওটা বুঝি হল শ্লেষবাক্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

শ্লেষবাণ [স] *বি* বিদ্রূপের তির। 'তিনি মুসলমান সমাজের উপর শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।' *নবনূর*, ১৯০৫।

শ্লেষবিদ্রূপ [স] *বি* ঠাট্টা-পরিহাস। 'স্বাতন্ত্র্যের আর একটি চর প্রকাশ ঘটেছিল, 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' শ্লেষবিদ্রূপ বা রঙ্গরসিকতায় *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

শ্লেষভরে *ক্রিবিণ* শ্লেষের সঙ্গে। 'সুরমা একটু শ্লেষভরেই তাহাকে (কথা জানাইয়া দিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শ্লেষভাষণ [স] *বি* শ্লেষপূর্ণ বক্তব্য। 'রামজয় তর্কভূষণের (শ্লেষভাষণ আমরা শুনতে পাইনি।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

শ্লেষাশ্লিষ্ট [স] *বিণ* বিদ্রূপাত্মক। 'পরিমলের হাসিটাই এক শ্লেষাশ্লিষ্ট।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

শ্লেষোক্তি [স] **১** *বি* রোষপূর্ণ উক্তি। 'শ্লেষোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুণা *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বি* শব্দালঙ্কারবিশেষ – একই শব্দের একাধি অর্থে ব্যবহার। 'বঙ্গভাষায় নানা অনুপ্রাস ও শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

শ্লেষ্মা [স] *বি* কফ। 'সূর্যেত ফেলিলে শ্লেষ্মা বদনে পড়য়।' *আলাওঃ* ১৬৮০।

শ্লেষ্মাঘন [স] *বিণ* শ্লেষ্মাজড়িত। 'গনির শ্লেষ্মাঘন কণ্ঠ থেকে অর্থহী ধ্বনি বেরিয়ে এসে ... তোলপাড় তোলে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

শ্লোক [স] **১** *বি* পদ বা কাব্যের পঙ্‌ক্তি। 'শ্লোক পড়ি পড়ি পুনঃ পুনঃ কা স্তুতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ইঁহা শ্লোক দুই চারি তার ব্যাখ্যা-ভাষা করি *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* মন্ত্র। 'শিবানন্দের বালকেরে শ্লো করাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* আয়াত। 'আজীবন সমর্পি কোরানের শ্লোকে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

শ্লোকখণ্ড [স] *বি* শ্লোকের অংশবিশেষ। 'কোনো শ্লোকখ আমাদিগকে ভয় দেখাইতে ...পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শ্লোকময় [স] *বিণ* শ্লোকপূর্ণ। 'ভাগবত শ্লোকময় টীকা তার সংস্কৃ হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শ্লোকাত্মক [স] *বিণ* শ্লোকে রচিত। 'পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক গ্রন্থের ভাষা অর্থ ... ছাপা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

শ্লোকার্ধ, শ্লোকার্দ্ধ [স] *বি* কাব্যপঙ্‌ক্তির অর্ধাংশে। 'অদ্যাপি কাহা মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্দ্ধ শ্রুত না হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

শ্লোগান [ই] *বি* মিছিলের ধ্বনি। 'আমাদের আন্দোলনের সংক্ষি অভিব্যক্তিরূপে মূল শ্লোগান বা আওয়াজ হবে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

শ্লোগান-মুখর [ই শ্লোগান+স মুখর] *বিণ* শ্লোগানে ধ্বনিময় 'পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।' *শামসুর*, ১৯৭২

ষ

ষ[1] *বি* বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি ও বর্ণবিশেষ। **ষকার** [স] *বি* 'ষ' এই বর্ণ। 'অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও ষকার ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ষ[2] [স সঃ] *সর্ব* তাকে। 'কথোদিন থাকির্লে মো দির্তো ষ মানার্আ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ষকল [স সকল] *বি* সকল। 'হইল আকাস বানি সুনিল ষকলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ষট, ষট্ [স ষট্] *বিণ* ছয় সংখ্যক। 'প্রবল ষট ঋত নাথ বিচ্ছেদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ষটচক্র [স ষট্চক্র] *বি* যোগশাস্ত্রমতে দেহের ছয়টি কল্পিত চক্র বা স্থান। 'ষটচক্র ভেদিয়া তাতে করহ উদ্দেশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ষটপদ [স ষট্পদ] ১ *বি* ভ্রমর। 'অঙ্গের সুগন্ধি পাই ষটপদগণে ধাই।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* ছয় পা বিশিষ্ট। 'সে একটি ষটপদ মক্ষিকা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ষটপ্রবৃত্তি [স ষট্প্রবৃত্তি] *বি* কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য – এই ছয়টি প্রবৃত্তি। 'মনীষীগণ রিপুবৎ অনিষ্টকারী ষটপ্রবৃত্তিকে ষড়রিপু নামে আখ্যাত করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ষটরস [স ষট্রস] *বি* ছয় রস (তিক্ত, অম্ল, কটু, লবণ, কষা, মিষ্ট)। 'রাজযোগ্য নানা উপহার ষটরসে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ষট্কর্ণ [স] *বি* তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণ। 'মন্ত্রণা ষট্কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ষট্চত্বারিংশৎ [স] *বিণ* ছেচল্লিশ সংখ্যক। 'ষট্চত্বারিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ষট্ত্রিংশৎ [স] *বিণ* ছত্রিশ সংখ্যক। 'ষট্ত্রিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ষট্পদ [স] *বিণ* ছয় পা আছে এমন। 'ষট্পদ পাঁতি ভাতি ভুরু রাজিত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ষড়[1] [স] ১ *বিণ* ছয়। 'ফল ফুলে ষড়ঋতু সদাএ বসন্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ষড়যন্ত্র। 'খুড়ো-রাজা জালন্ধরের সঙ্গে ষড় করে যুবরাজকে ধরিয়ে দিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ষড়ঋতু [স] *বি* ছয়ঋতু। 'ফল ফুলে ষড়ঋতু সদাএ বসন্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ষড়গুণধারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয় – এই ছয় গুণকে ধারণকারী। 'ষড়গুণধারিণী ষড়সী শক্তী রূপিনী সতি সত্য-সনাতনী সংসারসরণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ষড়ঙ্গ [স] *বি* হাত, পা, মাথাসহ দেহের ছয়টি অঙ্গ। 'রাজ্যখণ্ড লইআ রাজা পুজিল ষড়ঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ষড়ঙ্গ যোগ [স] *বি* যোগবিশেষ। 'পাতঞ্জল শাস্ত্রের মতে ষড়ঙ্গ যোগ সাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ষড়দর্শন [স] *বি* হিন্দুশাস্ত্র মতে সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায় ও বৈশেষিক এই ছয়টি দর্শনশাস্ত্র। 'বেদে দিলে চক্ষে ধূলা ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ষড়দল [স] *বি* মূলাধার চক্রের দুই ইঞ্চি উপরে লিঙ্গমূলে অবস্থিত। 'দ্বিদলে স্থিতি, বিদ্যুৎ আকৃতি ষড়দলে বারাম যোগান্তরে।' *লালন*, ১৮৯০।

ষড়দলাম্বুজ [স] *বি* ছয় পাপড়িযুক্ত পদ্ম। 'স্থূল মূলে ষড়দলাম্বুজ নিয়োজিত।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ষড়বর্গ *বি* ষড়রিপু। 'সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষড়বিংশতি [স] *বিণ* ছাব্বিশ সংখ্যক। 'ষড়বিংশতি কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ষড়বিধ [স] *বিণ* ছয় প্রকার। 'কৃষ্ণস্বরূপের হয় ষড়বিধ বিলাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষড়ভুজ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) চৈতন্যদেব। 'প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়ভুজ দর্শন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষড়যন্ত্র [স] *বি* কারো বিরুদ্ধে গোপনে সংঘবদ্ধ চক্রান্ত। 'নিমক বিক্রয় করিতে নানা ষড়যন্ত্র হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ষড়যন্ত্রহীন [স] *বিণ* কুটিলতা নেই এমন। 'ষড়যন্ত্রহীন স্বচ্ছ এরকম প্রভাতকে রেখে যাবে।' *জীবন*, ১৯৪০।

ষড়যন্ত্রী [স] *বি* ষড়যন্ত্রকারী। 'ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে সমস্বরে সেও কি রটাবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ষড়রিপু [স] *বি* কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য – এই ছয় রিপু। 'মনীষীগণ রিপুবৎ অনিষ্টকারী ষটপ্রবৃত্তিকে ষড়রিপু নামে আখ্যাত করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ষড়ানন [স] *বি* হিন্দুদেবতা কার্তিক, যাঁর ছয়টি মুখ আছে বলে কল্পনা করা হয়। 'মউরবাহন পুজিল ষড়ানন পুজিল লক্ষী সরস্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ষড়ৈশ্বর্য, ষড়ৈশ্বর্য্য [স] *বি* প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান, বৈরাগ্য – একত্রে এই ছয়টি গুণ। 'ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ষড়ৈশ্বর্য লাভের উপায় ...।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

ষড়ৈশ্বর্যময় [স] *বিণ* প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই ছয়গুণে পরিপূর্ণ। 'ভারতবর্ষ যদি বা টিকে রয় তবু উঠতি দেশগুলোর মতই ষড়ৈশ্বর্যময় হবে তো?' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ষড়ৈশ্বর্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই ছয়গুণের অধিকারী। 'মা হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যময়ী।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ষড়সী [স ষোড়শী] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত অন্যতম দেবী। 'ষড়গুণধারিণী ষড়সী শক্তী রূপিনী সতি সত্য-সনাতনী সংসারসরণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ষড়্চক্র [স] *বি* ষড়যন্ত্র। 'ছিল না কি অনুক্ষণ রাজসভা-ষড়্চক্র, আঘাত গোপন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ষড়্দর্শন [স] *বি* ভারতের বিখ্যাত ছয়টি দর্শনশাস্ত্র। 'ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার ও সাংখ্য পাতঞ্জলাদি ষড়্দর্শন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ষড়্জ [স] *বি* স্বরগ্রামের প্রথম স্বর 'সা'। 'ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ষণ্ডা [স ষণ্ড] ১ *বি* গুণ্ডা। 'এক ত মাগগি গণ্ডা, লুঠেন তায় কুঠেল ষণ্ডা।'

গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ *বি* গোঁয়ার প্রকৃতির লোক। 'রেণ্ডদিগের মধ্যে একটা ষণ্ডা তেড়ে এসে বলিল, এ নেড়ে বেটা কে রে?' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* বদমাশ; অসচ্চরিত্র। 'ষণ্ডা সব ভাবে গদগদ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

ষণ্ডাগোছ *বিণ* বলিষ্ঠ প্রকৃতির। 'বড় বড় চোখ জবরদস্ত ষণ্ডাগোছের ছেলেটা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

ষণ্ডামর্ক [স ষণ্ড+প মার্কা>] *বিণ* বলিষ্ঠ ও গোঁয়ার প্রকৃতির। 'পাঁচ ছয় জন ষণ্ডামর্ক বিমাতা পুত্র।' *কৌমুদী*, ১৮৩১।

ষণ্ডামার্ক [স ষণ্ড+প মার্কা>] *বিণ* ষাঁড়ের মতো গোঁয়ার। 'তোমার দাদা যে ষণ্ডামার্ক, সে রসিকতার কি ধার ধারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ষণ্ডামার্কা [স ষণ্ড+প মার্কা>] *বিণ* উগ্রপ্রকৃতির। 'এই দুর্বল মস্তিষ্কে ওই ষণ্ডামার্কা ছেলের গাঁট্টা সইতে হলেই ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ষণ্ডামি *বি* গোঁয়ারের কাজ। 'ষণ্ড গুরুর শিক্ষা পেয়েও ষণ্ডামি তার বিষ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ষণ্মাস [স] *বি* ছয় মাস। **ষণ্মাসব্যাপী** [স] *ক্রিবিণ* ছয় মাস যাবৎ। 'ঐ প্রদেশে ষণ্মাসব্যাপী নিরবচ্ছেদ দিবাকাল ... বিরাজ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ষতেক [স শতেক] *বিণ* শতেক; একশত। 'এথানে মোকাম কর ষতেক লস্কর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ষত্ব [স] *বি* কোনো শব্দ লিখতে গেলে ষ ও স এর মধ্যে কোন ষ ব্যবহার করতে হয়, সেই জ্ঞান। 'ছুটুক বাণী যোজন যোজন উড়িয়ে দিয়ে ষত্ব ণত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ষত্বণত্ব [স] *বি* ষত্ববিধান ও ণত্ববিধান। 'ষত্বণত্বের তত্ত্বও পাওয়া ভার।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ষবরালী *বি* দারুণ দুঃখ। 'হের সে শবরো নিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

ষম [স সম] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

ষষহর [স শশধর] *বি* শশধর। 'চালিউঅ ষষহর মাগে অবধূই।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

ষষ্টবিংশ [স] *বিণ* ২৬ সংখ্যক। 'ষষ্টবিংশ ভেদিলে সে ব্রহ্ম পদ পাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ষষ্টম [স ষষ্ঠ] *বিণ* ষষ্ঠ। 'রসুল আইল যদি ষষ্টম আকাশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ষষ্টমে *ক্রিবিণ* ষষ্ঠত। 'ষষ্টমে ঈশ্বর আদি নিজগণ রক্ষা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ষষ্টি [স] *বিণ* ষাট। 'ষষ্টি লক্ষ সহস্র জানন্ত মহা শ্লোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ষষ্টিতম [স] *বিণ* ৬০ সংখ্যক। 'এক উপদেশকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিয়া প্রায় ষষ্টিতম বালককে উপদেশ দেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

ষষ্টিবর্ষীয় [স] *বিণ* ষাট বছর বয়স্ক। 'একটি নবমবর্ষীয়া বালিকা ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিলে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

ষষ্টিসহস্র [স] *বিণ* ৬০ হাজার; অসংখ্য। 'অন্তত ষষ্টিসহস্র বালখিল্য লেখক এই ভুভারতে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ষষ্ঠ [স] *বিণ* ছয় সংখ্যক। 'ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষষ্ঠক [স] *বি* ছয় চরণবিশিষ্ট যা। 'পার্থক্য শুধু ষষ্ঠকের মিলের বিশিষ্টতায়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

ষষ্ঠ দিবস [স] *বি* ৬ তারিখ। 'জুলাই মাসের ষষ্ঠ দিবসে ... এক ভোজে নিমন্ত্রিত হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

ষষ্ঠাঙ্ক [স] *বি* ছয় সংখ্যক পরিচ্ছেদ। 'ষষ্ঠাঙ্কের বিজ্ঞকটি বিশেষ মনোহর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ষষ্ঠী [স] ১ *বি* তিথিবিশেষ। 'যাত্রা আসি বাজিল গুড়ন ষষ্ঠী নাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* ষষ্ঠী বিভক্তি। 'প্রাকৃতে অনেক স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির পর এক অনাবশ্যক কেরক শব্দের যোগ দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* ছয় মাত্রার তালবিশেষ। 'রাগ কাফী তাল ষষ্ঠী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৪ *বি* (হিন্দু আচার) লৌকিক দেবীবিশেষ। 'সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু, ষষ্ঠী ...। *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ষষ্ঠী-তৎপুরুষ [স] *বি* ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে অন্য পদের তৎপুরুষ সমাস। 'ষষ্ঠী-তৎপুরুষ কাকে বলে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ষষ্ঠী পূজা [স] *বি* হিন্দুসমাজে শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ রাতে সন্তানের রক্ষাকারী ষষ্ঠী দেবীর পূজা। 'ষষ্ঠী পূজায় ধুম [ধামের] সীমা থাকে না।' *সুলভ*, ১৮৭১।

ষষ্ঠী বুড়ী *বি* হিন্দুমতে সন্তান রক্ষাকারী দেবী ষষ্ঠী। 'ষষ্ঠী বুড়ী বন্দিব নিবাস তালপুর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ষষ্ঠে *ক্রিবিণ* ষষ্ঠত। 'ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস প্রভুর মিলিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষহজ [স সহজ] *বিণ* সহজ। 'রঅণহু ষহজে কহেই।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

ষাইট [পা সট্‌ঠি] *বিণ* ষাট। 'উচ্চ গোড়ার ষাইট হাত।' *রামরাম*, ১৮০১।

ষাঁড় [স ষণ্ড] ১ *বি* ষণ্ড। 'পাঁজর ভাঙ্গিল মোর ষাঁড়ের গুতায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* লম্পট পুরুষ। 'বামুন বেটা তো কম ষাঁড় নয়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

ষাঁড়জন্ম *বি* ষাঁড় হিসেবে জন্ম। 'তার ষাঁড়জন্মের জন্যে সাংঘাতিক দৈহিক শক্তি এবং অকুতোভয়।' *হাসান*, ১৯৬৯।

ষাঁড়াষাঁড়ির বান *বি* ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াইয়ের মতো গর্জনকারী বন্যা। 'ভাটার নদীতে যেন ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকিয়া গেল।' *তারা*, ১৯৪২।

ষাঁড়া *বি* ফল ধরে না এমন গাছবিশেষ। 'ময়না-কাঁটা ষাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ষাট [পা সট্‌ঠি] *বিণ* ৬০ সংখ্যক। 'দ্বিতীয় নরকের দুঃখ ষাট হাজার।' *সুলতান*, ১৭০০।

ষাট, ষাট ষাট [স ষষ্ঠী] *বি* কোনো অপ্রত্যাশিত কাজের প্রতিকারের জন্যে ষষ্ঠীদেবীর নাম উচ্চারণ। 'ষাট ষাট – এই দ্যাখো দেয়ালা ক'রে ক'রে এইবার বাছার আমার ঘুম আসচে।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'ভুই থাম খোকা। ষাট! বালাই!' *নজরুল*, ১৯৩১।

ষাটিনি [স ষষ্ঠী] *বি* হিন্দুমতে শিশু জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠী দেবীর পূজা। 'ছয় দিনে ষাটিনি করিল বেনেনী।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ষাঠী [স ষষ্ঠী] *বি* হিন্দুমতে ষষ্ঠীদেবী। 'ষাঠী আজ্ঞি রাঁড়ী হৌক বলে বারে বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষাঠেরা [স ষষ্ঠী>] *বি* হিন্দুসমাজে শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ রাতের ষষ্ঠীপূজা; ষেটেরা। 'ছয় দিনে ষাঠেরা পুজিল দিবা রাতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ষাটি [পা সট্‌ঠি] *বিণ* ষাট। 'ষাটি হাজার ভাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ষাটিজন *বিণ* ষাটজন। 'এই জাহাজে প্রায় ষাটিজন বোম্বাইবাসী নাবিক আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ষাণ *বি* পাষাণ; চুন সুরকি ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে তৈরি পাকা করা স্থান। 'ঘাটের ষাণে নৌকা মাথা কোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

ষাণ্মাষিক [স] ১ *বি* মৃত্যুর ছয় মাস পর করণীয় অনুষ্ঠান। 'বলে লখিন্দরের আজি হবে ষাণ্মাষিক।' *কেতকা*, ১৬৫০। ২ *বিণ* ছয় মাস পর পর প্রকাশিত হয় এমন। 'তালুকদারেরদের ষাণ্মাসিক রিপোর্ট।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। ৩ *বিণ* ছয় মাস পর পর অনুষ্ঠিত হয় এমন। 'গত বুধবার মেকানিক্‌স্ ইনিষ্টিটিউসনের ষাণ্মাসিক সভা হইয়াছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

ষামা [স সমায়তি] *ক্রি* ঢোকা। 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

ষারা [স সার] *বি* সার। 'এ তৈলোএ এতবি ষারা।' *চর্যা* ৩০, ১২০০।

ষারে [স সঃ>] *সর্ব* তারে। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং কং বোড়ো খাই।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

ষিঅ [স সর্ব] *বি* সকল। 'ভব উলোলেঁ ষিঅ বি বোলিআ।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

ষিআলা [স শৃগাল] *বি* শিয়াল। 'নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

ষিঞ্চ [স সিঞ্চ>] *ক্রি* সেঁচে ফেলা। 'সহষলি লই ষিঞ্চহুঁ পাণী।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০।

ষিহ [স সিংহ] *বি* সিংহ। 'নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

ষুক [স সুখ] *বি* সুখ। 'পরম ষুকে বসতি করিয়া ভোগ করহ।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪। দ্র **ষুখ**

ষুকড় [স সুকৃত] *বিণ* চমৎকার। 'ষুকড় এসে রে কপাসু ফুলিটিলা।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

ষুকা[১] [স শুষ্ক>] *ক্রি* শুকানো। **ষুকাইল** *ক্রি* শুকালো। 'মুখ ষুকাইল মোর সাগর তরাসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুকা[২] [স শুষ্ক>] *বিণ* শুষ্ক। 'আকাড় ষুকা নালিষ করি।' *চিঠিপত্রে*, ১৮১৫।

ষুকুনি [স শকুনি] *বি* শকুনি। 'তাহার কাছে ষুকুনি গোটা কয়েক আছে।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৭।

ষুকৃতি [স স্বীকৃতি] *বি* মেনে নেওয়ার কথা। 'কোনো ২ বিসয়ের বেওরা ষুকৃতি রুপেতয়ার হইয়া পঁউছিয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

ষুকোমল [স সুকোমল] *বিণ* অত্যন্ত কোমল। 'সিরিঅঙ্গ ষুমদন জিনি ষুকোমল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুক্রুবার [স শুক্র+ফা বার] *বি* শুক্রবার। 'ষুক্রুবার সন্ধের সময় এক ছেটে লোহার সিন্দুক চুরি গিয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

ষুক্লপক্ষ *বি* শুক্লপক্ষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ষুক্ষুতে [স সূক্ষ্ম] *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে। 'তাহার নিকট পাঠাইলে তিনি অনেক ষুক্ষুতে লইবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ষুখ [স সুখ] *বি* আনন্দ। 'এইরূপে করে প্রভু আপনার ষুখে।' *মালাধর*, ১৫০০। দ্র **ষুক**

ষুখনা [স শুষ্ক] *বিণ* শুকনা; বৃষ্টির সময় নয় এমন। 'ষুখনা সময় বদলে কর‍্যা আনে।' *মিলার*, ১৭৯৭।

ষুগন্দি [স সুগন্ধী] *বিণ* সুবাসিত। 'ষুগন্দি চন্দন দিব্যবস্ত্র পরিধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ষুচরিতেষু *ক্রিবিণ* (চিঠিপত্রের শুরুতে) সম্বোধন বিশেষ – সুচরিত্রের অধিকারীর নিকটে। 'ইয়াদি ক.. সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ পাল তেলি ষুচরিতেষু।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'শ্রীরামপ্রসাদ দাষ ষুচরিতেষু।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ষুজন [স সুজন] *বি* সজ্জন। 'বিধগাদ চাহ রাই রসিক ষুজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুদ [ফা সুদ] *বি* সুদ। 'ইহার ষুদ ফিসতে সালি আনা ১০ দষ তঙ্কার হিসাবে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

ষুদ ফীসদে *বি* শতকরা সুদ। 'ইহার ষুদ ফীসদে দরমাহা ১ এক তঙ্কার হিসাবে দিব।' *ওসাঁ*, ১৭৭০।

ষুদি, ষুদী [ফা সুদ] ১ *বি* সুদ। 'তোমার টাকার ষুদির সঙ্গে আমার এলাকা নাহি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। ২ *বিণ* সুদবিশিষ্ট। 'বারো টাকা ষুদী নোট।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

ষুদামত [স সুবিধা>] *ক্রিবিণ* সুবিধামতো। 'জেমত ওলোন্দাজ কোম্পানী ষুদামত আনিয়া বিক্রী করিত।' *ক্যালগে*, ১৭৯৭।

ষুদে *বিণ* শুদ্ধ। 'দস্তখতি ষুদে আগামি মাষের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিতে চাহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ষুদ্দা, ষুদ্ধা, ষুর্দ্ধা [স শুদ্ধ] ১ *অব্য* সহিত; সমেত। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। 'ষুদ্ধা।' *মেয়র্স*, ১৭৭০। 'আমরা সগোষ্ঠী ষুর্দ্ধা সর্ব্বদা ভাবিত।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। ২ *ক্রিবিণ* পর্যন্ত। 'ফয়সল কারন ত্রিষা আবরিল ষুদ্দা তোমাকে আইযামের ফোরসত।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৩ *ক্রিবিণ* সহকারে। 'জমির কাত জমা যায় একুন ষুদ্দা সাতষ্টী তঙ্কা ডেড় আনা।' *ভেরলি*, ১৭৮৩।

ষুধা [স শুদ্ধ] *বিণ* খালি; শূন্য। 'ষুধা হাতে নিজ ঘরে জাইব সর্ব্বজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুধারন [স শুদ্ধ>] *বি* শুদ্ধ উপায়। 'সেই সকল তরজমা ষুধারনে করিবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ষুনা[১] [স শ্রু>] *ক্রি* শোনা। **ষুন** *ক্রি* শ্রবণ করো; শোনো। 'ষুন ষুন তিলত্তমা ষুন কহি কথা।' *মালাধর*, ১৫০০। **ষুনহ** *ক্রি* শোনো। 'ষুনহ রাধিকা তুমি আমাকার কথা।' *মালাধর*, ১৫০০। **ষুনি** *ক্রি* শুনি; শ্রবণ করি। 'তাহাতে গোপিকা ধন্য ভাগবতে ষুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **ষুনিআ** *ক্রি* শুনে। 'ষুনিআ গোপিকা সব হইআ ষুসার।' *মালাধর*, ১৫০০। **ষুনিঞা** *ক্রি* শুনে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **ষুনিবেন** *ক্রি* শুনবেন। 'ইংরেজীতে আরজ ষুনিবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **ষুনিয়া** *ক্রি* শুনে। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **ষুনে** *ক্রি* শোনে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **ষুনিলাম** *ক্রি* শুনলাম। *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

ষুনা[২] [স স্বর্ণ] *বি* সোনা; স্বর্ণ। 'হরিদ্র কুসুম জিনি জেন কাঁচা ষুনা।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুনাতন [স সনাতন] *বিণ* চিরন্তন। 'পূর্ন্ন ব্রহ্ম ষুনাতন পিরিতের বস।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুন্দর [স সুন্দর] ১ *বিণ* মনোহর। 'হরিতকি বেলতরু সব জে ষুন্দর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* ঠিকমতো। 'তাহা সে ষুন্দর কহিতে পারিলেক না।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'ষুন্দর

তদারক এবং দৈরাত্তমতে পত্রপাট কাগজ তৈয়ার করিয়া ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

ষুন্দরমত *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'ষুভ বিবাহ ইচ্ছায় ষুন্দরমত হইয়াছে।' *বোগল*, ১৭৭০।

ষুন্দরি [সুন্দরী] *বিণ* রূপবতী। 'হেনই সমএ তথা রাধিকা ষুন্দরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুন্দার [স সুন্দর] *বিণ* সুন্দর শব্দের আঞ্চলিক রূপ। 'মেয়েটীঅ বড় ষুন্দার।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ষুপরম কোর্ট [ই সুপ্রিম কোর্ট] *বি* সর্বোচ্চ আদালত। 'কলিকাতার ষুপরম কোর্ট।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

ষুপ্রম কোর্ট *বি* সুপ্রিম কোর্ট। 'ইস্কাট সাহেব এককৌনটেন্ট জেনেরেল ষুপ্রম কোর্টের টরনী বাবু মজকুরের হইয়াছেন।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

ষুবিতামত [স সুবিধা>] *বিণ* সুবিধামতো। 'তোমার কাজ ষুবিতামত খোলাসারূপে জাহাতে চলিবেক তাহা লিখিতেছি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

ষুবুদ [স সুবোধ] *বিণ* অতিশয় বুদ্ধিমান। 'এখনে আমার সঙ্গ ছাড়অ ষুবুদ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুভ [স শুভ] *বিণ* শুভ। 'শ্রীযুত গুপ্তজীর দুই কন্যার ষুভ বিবাহ ...।' *বোগল*, ১৭৭০।

ষুভধনি [স শুভধ্বনি] *বি* মঙ্গলধ্বনি। 'ষুভধনি কৃষ্ণরূপলাবন্য দেখিআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুভসম্বন্ধ [স শুভসম্বন্ধ] *বি* শুভসমন্ধ। 'ষুভসমন্ধ কায়্যস্থ আগে তোমার জেষ্ঠপুত্র ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ষুভসম্বন্ধপত্র [স শুভসম্বন্ধপত্র] *বি* শুভসম্বন্ধপত্র; বিয়ের আমন্ত্রণপত্র। 'সে ঝুটা এতর্থে ষুভসম্বন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ষুভা[1] [স শুভ্>] *ক্রি* শোভা করা। **ষুভে** *ক্রি* শোভা করে। 'হিরামনি মানিক্য জে ষুভে নানা স্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুভা[2] [স শোভা] *বি* সৌন্দর্য। 'অতিসঅ রূপ ষুভা পত্ররচনা সঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুভাদিষ্ট [স শুভদৃষ্টি] *বি* শুভদৃষ্টি। 'বাবাজীউর ষুভাদিষ্ট শ্রীশ্রী করিতেছেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ষুভন [স শোভন] *বিণ* শোভাযুক্ত; সুন্দর। 'তমাল বিক্ষেতে জেন লতাএ ষুভন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুভেস [স সুবেশ] *বি* সুবেশ; চিত্তাকর্ষক সাজ। 'রাখিআ সাদিব কুন দেখিআ ষুভেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুমঙ্গল [স সুমঙ্গল] *বি* অত্যন্ত শুভ। 'অকণ্টক হইল বিক্ষ অতি ষুমঙ্গল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুমদন [স সুমদন] *বি* মদনদেব। 'সিরিঅঙ্গ ষুমদন জিনি ষুকোমল।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুমধুর [স সুমধুর] *বিণ* অতিশয় মধুর। 'চলিআ জাইতে অতি ষুমধুর বাজে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুয়া [স শী>] *ক্রি* শোয়া। **ষুইতে** *ক্রি* শয়ন করতে। 'চলিতে বসিতে কিবা খাইতে ষুইতে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুরঙ্গ [স সুরঙ্গ] *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বল রংবিশিষ্ট। 'ষুরঙ্গ সিন্দুর দিলা নৌকার মাথাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুরত হাল [আ সুরাতহাল] *বি* ঘটনার বিবরণ। 'ষুরত হাল পত্র নিবেদনঞ্চ।' *ওসাঁত*, ১৭৭৯।

ষুরনর [স সুর+নর] *বি* দেবতা ও মানুষ। 'ষুরনরে রিসি গনে জপে অনুক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুরবি [স সুরভি] *বি* স্বর্গের কামধেনু। 'ষুরবি লইআ কৃষ্ণ জবে জাএ বনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুরা [ফা সুরাহা] *বি* উপায়; কোনো ব্যবস্থা। 'কোন ষুরাতে তোমার টাকা দিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

ষুর্দ্ধা *দ্র* ষুদ্ধা

ষুলকলা [ষোলো+স কলা] *বিণ* পূর্ণাবয়ব। 'কেহ বোলে ষুলকলা পুর্ন্ন নিসাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুললিত [স সুললিত] *বিণ* অনেক সুন্দর। 'তবে সে চলিল নৌকা ষুনি ষুললিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুসাজ [স সুসজ্জ] *বি* সুসজ্জা। 'বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে বহুল সুসাজে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুসার [স সুসার] *বিণ* সর্বোৎকৃষ্ট। 'ষুনিআ গোপিকা সব হইআ ষুসার।' *মালাধর*, ১৫০০।

ষুস্থ [স সুস্থ] *বিণ* সুস্থ। 'চেষ্টা করিবা মাত্র যেমন তরাতেই ষুস্থ হয়।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

ষেট [স ষষ্ঠী>] *বি* ষষ্ঠীদেবী। 'মেয়েও ষেটের কোলে বছর পোনেরো হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস – অমঙ্গল না হওয়া। *উমেশ*, ১৮৫৭।

ষেষ [স শেষ] *বিণ* শেষ। 'দিনে দিনে তনু ষেষ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ষো [স সঃ] *সর্ব* সে। 'জো ষো চৌর সৌ দুষাধী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

ষোড়শ [স] ১ *বিণ* ১৬ সংখ্যক। 'ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ষোড়শ সাধিকা পূজা আনিল ধরণী।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* হিন্দুদের শ্রাদ্ধে দান করার মতো ষোলোটি উপাদানের অন্যতম। 'ছয় স্বর্ণ ষোড়শ ও ছেয়ানব্বই রূপার ষোড়শ।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

ষোড়শকলা [স] *বি* চন্দ্র বৃদ্ধি পাওয়ার ষোলোটি অংশের একাংশ; ষোলো কলায় চাঁদ পূর্ণিমার পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। 'চন্দ্র ষোড়শকলাতে সম্পূর্ণ হইয়া আত্মকিরণ বিতরণ করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ষোড়শ দল পদ্ম [স] *বি* (হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র) অনাহত চক্র। 'কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

ষোড়শ দিবস [স] *বি* ১৬ তারিখ। 'চতুর্থ চন্দ্রের ষোড়শ দিবসে তাহারা যাত্রা করত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ষোড়শবর্ষীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* ষোলো বছর বয়সী। 'চন্দ্রকলা নামে পরমসুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া এক কন্যা জল লইতে সরোবরে যাইতেছে।' *গৌর*, ১৮২২।

ষোড়শী [স] ১ *বিণ* ষোলো বছর বয়সী। 'নিত্য ষোড়শী হইয় আব্দার বচনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'হাতি হইতে হাতির সমস্তটাই লোপ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র তাহার মন্দগমনটুকু বাহির করিতে পারে, এই জন্য ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি গজেন্দ্রগমন আরোপ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* সুন্দরী নারী। 'হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ষোড়শে *ক্রিবিণ* ষোড়শতমতে। 'ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষোড়শোপচার [স] *বি* হিন্দুদের পূজায় বিহিত ষোলোটি উপকরণ। 'আপন জীবদ্দশাপর্যন্ত ষোড়শপচারে করিতে হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ষোড়ে ষোড়ে *ক্রিবিণ* সরে সরে। 'ক্ষণে ষোড়ে ষোড়ে লক্ষ দেই দেখি ভাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ষোল, ষোলো [পা সোলস] *বিণ* ১৬ সংখ্যক; ষোলো। 'ষোল শত গোপী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ষোল আনা, ষোলো আনা *বিণ* সমস্ত। 'ষোল আনা পূর্ণ আমি সাধিলুঁ সকল।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'সুরির মতন অমন ষোলো-আনা শৈথিল্য আর-কোনো ছেলের দেখলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ষোলকলা, ষোলোকলা *বি* পূর্ণাবয়ব চাঁদ (চাঁদের ১৬টি অংশ)। 'যেহ্ন চাঁদ ষোলোকলা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অমন ষোলোকলায় পূর্ণ চাঁদও দ্বিতীয়ার চাঁদ হয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ষোল খুঁটি *বি* (বাউল) দেহের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় এবং ছয় রিপু। 'ষোল খুঁটি একই আড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

ষোলদশ *বিণ* ১৬ সংখ্যক। 'ষোলদশ ভেদিলে প্রবেশিব মনুরাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

ষোলসাঙ্গ *বি* ষোলো প্রকার সুগন্ধ দ্রব্যে তৈরি ধূপ। 'ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ষোলোই [পা সোলস>] *বিণ* ১৬ সংখ্যক; ষোলো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ষোলোকড়া *বি* ষোলো কড়ি। 'কানাকড়িও ষোলোকড়ার সমান ধারাতে চলে।' *অবন*, ১৯২৫।

ষোলো-পেজি [ষোলো+ইং পেইজ+ই/ঈ] *বিণ* ষোলো পৃষ্ঠাবিশিষ্ট। 'ওর ভিতরও আট-পেজি, বারো-পেজি, ষোলো-পেজি আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ষোহিঅ [স শোধিত] *বিণ* শোধিত। 'চিঅ তথাতাস্বভাবে ষোহিঅ।' *চর্যা* ৪৬, ১২০০।

ষ্টল [ই] *বি* সামনের দিকে খোলা ছোটো দোকান। 'ছুটছে ট্রেন, মানুষ, ষ্টেশন, ষ্টল, ঘড়ি ...।' *হোসেন*, ১৯৪০। দ্র **স্টল**

ষ্টাইপেণ্ড [ই] *বি* বৃত্তি। 'ষ্টাইপেণ্ড ও ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

ষ্টাণ্ডার্ড [ই] *বি* মান। '১৭ বছর বয়সে শিশু বর্তমান আই এ ষ্টাণ্ডার্ড অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। দ্র **স্টাণ্ডার্ড**

ষ্টাফ [ই] *বি* কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ। 'ট্রেনিং কেন্দ্রের ষ্টাফ ... তহবিলে ২৪০ টাকা দান করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৫। দ্র **স্টাফ**

ষ্টাম্প, ষ্ট্যাম্প [ই] **১** *বি* দলিল লেখার টিকিটযুক্ত কাগজ। 'ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'তিনি আট আনার ষ্ট্যাম্প খরচ করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **২** *বি* ডাকটিকিট। 'ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করবার অভ্যাস থাকলে ...।' *হাই*, ১৯৫৮। দ্র **স্ট্যাম্প**

ষ্টাম্প কাগজ [ই স্টাম্প+আ কাগজ] *বি* দলিল লেখার টিকিটযুক্ত কাগজ। 'রসিদ ও হুণ্ডী ও খত খরিতকী প্রভৃতি মূল্যক্রমে ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ষ্টার্টার [ই] *বি* মোটরগাড়ি চালু করার যন্ত্রাংশ। 'নীহার খালার বিলাপ ছাপিয়ে পুলিশ ভ্যানের ষ্টার্টারটা গর্জে ওঠে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ষ্টিক [ই] *বি* লাঠিবিশেষ। 'কমফরটর, ষ্টিক ও ন্যাজওয়ালা পাগড়ী অগুন্তী উঠচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ষ্টিম [ই] *বি* বাষ্প। **ষ্টিমার, ষ্টীমার** [ই] *বি* বাষ্পচালিত জাহাজ। 'রেল ষ্টীমার তৈরী হয় নাই।' *সবুজ*, ১৯১৭; 'ষ্টিমার হইতে যে বিশালকায়া জাহ্নবী দেখিয়াছিস।' *রোকেয়া*, ১৯২২। দ্র **স্টিম**

ষ্টিমারঘাট *বি* জাহাজ ও অন্যান্য জলযান থামার জায়গা। 'তল্পিতল্পা গুটাইয়া ষ্টিমারঘাটে গিয়া হাজির হইবেন।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

ষ্টিয়ারিং, ষ্টীয়ারিং [ই] **১** *বি* যানবাহনের চলন নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র। 'শক্ত হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সারেঙ।' *হোসেন*, ১৯৪০; 'ড্রাইভারের এক হাতে ষ্টীয়ারিং।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩। **২** *বিণ* নীতিনির্ধারণী। 'সম্মিলিত বিরোধীদলের ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

ষ্টীম রোলার [ই] *বি* রাস্তা মসৃণ করার জন্য ভারী চাকাওয়ালা গাড়িবিশেষ। 'এমন ষ্টীম রোলার আর দেখা যায় না।' *হাই*, ১৯৪৭।

ষ্টুডিও [ই] *বি* ছবি উঠানোর উপযোগী কক্ষ। 'কোন ষ্টুডিওতে নার্গেস কাজ করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। দ্র **স্টুডিও**

ষ্টুপিড [ই] *বিণ* নির্বোধ। 'চোপ ষ্টুপিড।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ষ্টুয়ার্ড [ই] *বি* জাহাজের কর্মচারীবিশেষ। 'জাহাজে যাহারা চাকরের কাজ করে তাহাদের ষ্টুয়ার্ড বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। দ্র **স্টুয়ার্ড**

ষ্টুয়ার্ডেস [ই] *বি* জাহাজের মহিলা কর্মচারীবিশেষ। 'স্ত্রীলোক যাত্রীদের জন্য একটী স্ত্রীলোক ষ্টুয়ার্ডেস আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ষ্টেজ [ই] *বি* মঞ্চ। 'বাঙালীদের ষ্টেজটা ভালো হয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২। দ্র **স্টেজ**

ষ্টেথিসকোপ [ই] *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া বীক্ষণের যন্ত্র। 'ষ্টেথিসকোপের নল, যেখানে বলেন, চাকরাণী রাখিয়া দিবে।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। দ্র **স্টেথিস্কোপ**

ষ্টেনগান [ই] *বি* ছোটো আকারের স্বয়ংক্রিয় বন্দুক। 'যাদের কাঁধে আজও হয়ত রাইফেল কি ষ্টেনগানের ফিতের দাগ ...।' *বেগম*, ১৯৭২। দ্র **স্টেনগান**

ষ্টেনোগ্রাফী [ই] *বি* বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে সংক্ষেপে লিখে রাখার লিখন-কৌশলবিশেষ; সাঁটলিপি। 'ষ্টেনোগ্রাফী, টাইপরাইটিং, সীবন শিক্ষা এসব কাজ মেয়েরা সুন্দরভাবেই করতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৭। দ্র **স্টেনো**

ষ্টেশন, ষ্টেসন [ই] *বি* যানবাহন ছাড়া বা থামার স্থান। 'হাঁসফাঁস করে দৌড়ে ষ্টেসনে গেলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'নৈহাটী ষ্টেশনে রাত্রি ১১টার সময় যখন ট্রেণ থামিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪। দ্র **স্টেশন**

ষ্টোর [ই] *বি* গুদাম। **ষ্টোরকীপার** [ই] *বি* গুদামরক্ষক। 'বিক্রয়কারিণী, ষ্টোরকীপার, পল্লীকর্মী ও তাদের শিক্ষাদাত্রী।' *বেগম*, ১৯৪৯। দ্র **স্টোর**

ষ্টোল [ই] *বি* মহিলাদের খাটো চাদর। 'ফুরফুর করে বেড়ায় কুয়াশার ষ্টোল গায়ে দিয়ে।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

ষ্ট্যাটিষ্টিকস [ই] *বি* পরিসংখ্যান। 'তাহারা হাণ্টার সাহেবের 'ভারতীয় মুসলমান' নামক গ্রন্থ ও তাঁহার ২৪ পরগণার 'ষ্ট্যাটিষ্টিকস একাউন্ট' পাঠ করিবেন।' *হিতৈষি*, ১৮৯৫।

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি [ই] *বি* স্থায়ী কমিটি। 'ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ...।' *আজাদ*,

১৯৬৪। দ্র স্ট্যান্ডিং কমিটি

ষ্ট্যাম্প দ্র ষ্টাম্প

ষ্ট্র [ই] *বি* তরল পদার্থ পান করার নলবিশেষ। 'রাঙা ঠোঁটে মিহি নড়ে কোকাকোলার ষ্ট্র।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ষ্ট্রাইক [ই] *বি* ধর্মঘট। 'চাপরাশী, কেরাণী ওরা ষ্ট্রাইক করে আমাদের সাথে মিলতে আসতেছিল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩। দ্র স্ট্রাইক

ষ্ট্রীট [ই] *বি* সড়ক। 'শিমুলার এমহর্ষ্ট ষ্ট্রীটের পূর্ব্বপার্শ্বে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। দ্র স্ট্রীট

ষ্ট্রেচার [ই] *বি* সাধারণত রোগী বা আহত ব্যক্তিকে স্থানান্তরের বাহনবিশেষ। 'কিছুক্ষণ পর ষ্ট্রেচারে করে যে মৃতদেহটাকে নিয়ে এলো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩। দ্র স্ট্রেচার

ষ্যাঠারা [স ষষ্ঠী] *বি* হিন্দুমতে নবজাতকের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীদেবীর পূজা। 'ছয় দিনে ষ্যাঠারা করিল জাগরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স

স [স সঃ] *সর্ব* সে। 'কথাহো না পায়িলোঁ তাক ভয়িলোঁ স বিকলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

স- [স] 'সহযোগে' বোঝায় এমন উপসর্গ। 'ব্যোম মরুৎ স-অম্বর দোলে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সঅস্ত্র [স] *বিণ* অস্ত্রধারী। 'মনুষ্য সঅস্ত্র হইলেও পরাক্রমশীল পশুদিগের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমর্থ হয়েন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স-উল্লাসে [স] *ক্রিবিণ* উল্লাসের সঙ্গে। '(স-উল্লাসে) হে আয়ুষ্মন্! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরজয়ী করুন।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

স-ওয়ার্ডার [স স+ই ওয়ার্ডার] *ক্রিবিণ* আদেশনামাসহ। 'স-ওয়ার্ডার জেলার আসিয়া জাহাঙ্গীরকে লইয়া চলিয়া গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্, স্ স্ [ধ্বন্যা] *অব্য* নিশ্বাসের প্রবল বেগসূচক শব্দ। 'যতীনের নিশ্বাস ফেলার স্ স্ শব্দের সঙ্গে ...।' *মানিক*, ১৯৪০।

সঅ[1] [স স্বক] *সর্ব* স্ব। 'সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলকখ লকখণ ন জাই।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

সঅ[2] [স সব] *বিণ* সকল। 'তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই।' *চর্যা ১৬*, ১২০০।

সঅল [স সকল] *ক্রিবিণ* সকলে। 'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।' *চর্যা ১*, ১২০০।

সঅলা [স সকল] *বিণ* সকল। 'মোহভণ্ডার লই সঅলা অহারী।' *চর্যা ৩৬*, ১২০০।

সঅলানুত্তর [স সকল+অনুত্তর] *বি* সকল অনুত্তর। 'স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মাণী।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

সএল [স সকল] *বিণ* সকল। 'বতিস তান্তি ধনি সএল ব্যাপিউ।' *চর্যা ১৭*, ১২০০।

সআকার [স সাকার] *বিণ* সাকার; মূর্তিমান। 'নিরাকার সআকার/ হলে দশ অবতার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সআন [স সজ্ঞান] *বিণ* সেয়ানা। 'চল চল মাধব তোহ জে সআন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সআঁনা [স সজ্ঞান] *বিণ* চতুর। 'অব সআঁনা জানি কহ্নাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সই[1] [স সখী] *বি* সখী। 'হিতবাণী তোরে কহি শুন সই রতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সইমা *বি* সখীর মা। 'সইমা নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'সই-মা আমাদের ঘরে এসে মার শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সইসাঙাত [স সখী+স সঙ্গত] *বি* সখী ও সখীস্থানীয় ব্যক্তি। 'তাহার সইসাঙাতরা কেহ কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সই[2], **সহি** [আ সহিহ্] *বি* স্বাক্ষর। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'দাঁ মহাশয় বাঙ্গলা ও ইংরাজি নাম সই কত্তে পারেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সই করা *ক্রি* স্বাক্ষর দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সই-মোহর [আ সহিহ্+ফা মোহর] *বি* স্বাক্ষর ও সিল। 'শুধু সই? সই-মোহর করে দিই, আন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সই[3] [আ সওয়া] **১** *বিণ* পুরোপুরি। 'ভাল বাসা আশা তবে পূর্ণ হলো সই।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বি* শুরু। 'বাবুদের নিজ নিজ রক্ষিত মেয়ে মানুষদের রোজ সই হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বিণ* সোজা। 'মন সহজে কি সই হবা।' *লালন*, ১৮৯০। **৪** *বিণ* ঠিক। 'মন দিয়ে মন ওজন সই হয়।' *লালন*, ১৮৯০। **৫** *বি* অঙ্গীকার। 'বন্ধুর অনুরোধে পাঁচ টাকা সই করতে পার না!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৬** *বি* নিশানা; তাক। 'আযিমের গাল-সই করিয়া একটা চড় উঠান।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সইচ্ছা [স স্বেচ্ছা>] *বি* নিজ ইচ্ছা। 'সইচ্ছাএ করিলুম বদল।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'নয় কাঠা আপণ সইচ্ছা পূর্ব্বক ২১ একুষ টাকা ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

সইছাএ [স স্বেচ্ছা>] *ক্রিবিণ* স্বেচ্ছায়। 'সইছাএ দায রাজ্য বিহা দেয় তুষ্কি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সইন্য [স সৈন্য] *বি* সৈন্য। 'রাজার সইন্য দলে চৌষট্টি জুগিনী মেলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সইবানা [ফা শামিয়ানহ্] *বি* সামিয়ানা। 'চৌদিকে তাম্বু সইবানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সইশ [ফা সাইস] *বি* সহিস; ঘোড়া দেখাশোনা করে যে। 'এ কাযে আর২ চাকরেরা মত্তার। সইশ ও ঘাশি আছে।' *কেরি*, ১৮০২।

সইস [ফা সাইস] **১** *বি* ঘোড়ার তত্ত্বাবধান। 'শ্রীমানিক সইসস্য ষুচরিতেষু আগে তোমাকে সইসগিরিতে চাকোর রাখিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **২** *বি* সহিস; যে ঘোড়ার দেখাশোনা করে। *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'জয়চাঁদ সইস, শ্বেতবর্ণ অয়লারের বাগডোর ধরিয়া খাড়া রহিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সইসগিরি [ফা সাইস-গিরি] *বি* সহিসের কাজ বা পেশা। 'শ্রীমানিক সইসস্য ষুচরিতেষু আগে তোমাকে সইসগিরিতে চাকোর রাখিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সউরভ [স সৌরভ] *বি* সৌরভ। 'সাহর নবহ সউরভ ন সহ গুজরি গীত ন গাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সউরে [ফা শহর>] *বিণ* শহুরে। 'নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমক মারা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সও [স শত] *বিণ* শত। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'এক সও আঠাষ মোন পচিষ সের।' *বোগল*, ১৭৭৩।

সএ [স শত] *বিণ* শত। 'সাজনি জিবথু সএ পচাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সওকরা [স শতকরা] *ক্রিবিণ* শতকরা। 'আমি দালালি সওকরা ২॥ দুই তঙ্কা আট আনার হিসাবে পাইব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সওআ [স সপাদ] *বিণ* এক এবং এক-চতুর্থাংশ; সোয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সওক [আ] *বি* শখ। 'এ খাতেরে ফকিরে হইল সওক।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সওগাত [তু] *বি* দামি উপহার। 'বিস্তর২ সওগাত দিয়া সিংহ রাজার নিকট প্রতিপন্ন হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সওগাতি *বিণ* উপহার বিষয়ক। 'ঢাকিয়ো বন্ধু তব সওগাতি-রেকাবি তাহাই দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সওগাদ [তু সওগাত] *বি* উপহার। 'বাড়িবাড়া, সওগাদ, লোকবিদায়

প্রভৃতি সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সওদা [ফা] ১ *বি* পণ্য। 'সওদার ও কর্জ্জা ও ওয়াদা খেলাফির বিরোধ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* বেচাকেনা। 'কোনো সওদা করি নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সওদাগর, সওদাগার [ফা] *বি* বড়ো ব্যবসায়ী। 'সে সওদাগারকে লইয়া আপনার বাটীতে গেল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ... কর্ম করিতে পারিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সওদাগরি, সওদাগরী [ফা সওদাগর>] ১ *বি* ব্যবসা-বাণিজ্য। 'বলদ ও মহিষাদি দ্বারা সওদাগরি করিত।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'সে সময়ে সেট বসাখ বাবুরা সওদাগরী করিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* ব্যবসায় সংক্রান্ত। 'সওদাগরী ... বিষয় ও দৈবঘটনা বিষয় ও রহস্য বিষয় ইত্যাদি ... আশ্চর্য্য বিষয় উপস্থিত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বিণ* বাণিজ্যিক। 'একটা অতি প্রকাণ্ড সরকারী বা সওদাগরি আপিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সওদাপত্র [ফা সওদা>] *বি* পণ্যসরবরাহ করার চুক্তি। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সওদাপাট [ফা সওদা>] *বি* পণ্য বেচাকেনা। 'দোকানে সওদাপাট হচ্ছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

সওয়া[১] [স সহ্য>] ১ *ক্রি* সহ্য করা। 'সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* সহ্য হওয়া। 'এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **সচ্ছে** *ক্রি* সহ্য করছে। 'গীতার জোরে সচ্ছে ঘুষি।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২। **সলো** *ক্রি* সহ্য হলো। 'আমার সহিল সব তোমারে তো সলো না।' *ভারত*, ১৭৬০। **সৈতে** *ক্রি* সহ্য করতে। 'আর আমি জ্বালা সৈতে পারিনে!' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **সৈব** *ক্রি* সহ্য করবো। 'হনুমন্তে কহে ভর সৈব নি তোহ্মা সতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সয়েথাকা *বিণ* সহ্য করে থাকা। 'জাগো নিশ্চুপ সয়েথাকা ধুমায়িত রোষ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সয়ে যাওয়া *ক্রি* সহ্য হওয়া। 'সেটা ওর সয়ে গেছে আগে থাকতেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সয়ে যাবে *ক্রি* সহ্য হবে। 'সয়ে যাবে – গীতার পুণ্য আছে অনেক জমা।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

সওয়া[২] [স সপাদ] *বিণ* এক ও চার ভাগের এক ভাগ; সোয়া। 'গিন্নি শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁদেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সওয়া শ, সওয়া শো [স সপাদ-শত] *বিণ* একশত পঁচিশ। 'আমার যদি সওয়া-শো বরষ পরমায়ু থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'সওয়া শ বছর আগে এ চিড়িয়াখানার গোড়াপত্তন হয়।' *হাই*, ১৯৫৮।

সওয়াব [আ ছাওয়াব] *বি* পুণ্য। 'ইহার সওয়াব যত কিতাবে বয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সওয়ায় [আ সিওয়া] *অব্য* ব্যতীত। 'বেণে বাবুর ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, এ সওয়ায় তার সুদ ও চোটায় বিলক্ষণ দশ টাকা আসতো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সওয়ার [ফা] ১ *বি* অশ্বারোহী। 'জবনিএগ্রা আসোমার জবন সওয়ার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* আরোহী। 'এক বড় ঘোড়া আছে ... কেহ অদ্যাপি তাহার উপরে সওয়ার হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* বাহক। 'সওয়ার অর্থাৎ ভোগবাহকেরদিগকে এককালে গোলমাল করিয়া যাইতে দেয় না।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৪ *বি* পালকি। 'মামা! সওয়ারী আয়া!' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

সওয়ারি, সওয়ারী [ফা সওয়ার>] ১ *বি* বাহক। 'কাফন করিলে এক সওয়ারী আসিবে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'সওয়ারির পশুপণের রঙ্গভূমি অর্দ্ধ ক্রোশ প্রসস্তে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* যান। *ভবানী*, ১৮২৩।

সওয়ারী তানজান [ফা সওয়ার>+হি তামজান] *বি* মানুষবাহী সজ্জিত পালকি। 'যুবরাণীকে কলিকাতার নির্ম্মিত এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সওয়ারী হস্তী *বি* আরোহণ করা যায় এমন হাতি। 'রৌপ্যময় হাওদাসমেত এক সওয়ারী হস্তী।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সওয়াল [আ] ১ *বি* আইনি নালিশের প্রশ্ন। 'সওয়ালে গোপাল হালদার এই জবাব দিতেছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ *বি* জেরা। 'ম্যাজিস্ট্রেট অনেক সওয়াল করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* প্রশ্ন; সংশয়। 'আল্লার 'দ্বিনে' করিস 'সওয়াল' এত বড় হুজ্জত!' *বেনজীর*, ১৯৩২।

সওাল [আ সওয়াল] *বি* প্রশ্ন। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সওয়াল জওয়াব [আ সওয়াল+আ জওয়াব] *বি* প্রশ্নোত্তর। 'মুন্দেলেহের সওয়াল জওয়াব ইহা প্রথমে অনেকে বাঙ্গলা ভাষায় আদান প্রদান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সং [স স্ব-অঙ্গ] ১ *বি* কৌতুককর বেশধারণ। 'আশ্চর্য্য সং করিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* ভাঁড়। 'সে কি গো? তুমি না সং সেজেচ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সংগান *বি* একপ্রকার কৌতুক গান। 'এ যাত্রার সংগান অনেক তা জানে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সংকট [স] *বি* সমস্যা। 'অনেক সংকট আছে প্রজার সংসয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। দ্র **সঙ্কট**

সংকটগ্রস্ত [স] *বিণ* বিপন্ন। 'অর্থনৈতিক অবস্থা নিদারুণ সংকটগ্রস্ত।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সংকটনাশন [স] *বি* সংকটমোচন। 'ক্ষীণায়ু কোষ্ঠীতে নেই ধ্বংস-গর্ভ সংকটনাশন।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সংকটপূর্ণ [স] *বিণ* বিপজ্জনক। 'সংকটপূর্ণ পথে আস্তে ধীরেই এগুনো উচিত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

সংকটময় [স] *বিণ* সমস্যাপূর্ণ। 'সংকটময় কর্মজীবন/ মনে হয় মরু সাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সংকটসংকুল [স] ১ *বিণ* সংকটাপন্ন। 'এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধুর সংকটসংকুল জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনয়ন করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* বিপজ্জনক। 'কোনো এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংকটসংহর [স] *বি* বিপদ থেকে উদ্ধারকারী। 'জয় সংকটসংহর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সংকটাপন্ন [স] *বিণ* সংকটসংকুল। 'যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংকটাবস্থা [স] *বি* বিপজ্জনক অবস্থা। 'তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সংকটে দেওয়া *ক্রি* সম্পত্তি বিপন্ন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সংকথন [স] *বি* কথাবার্তা। 'অন্যোন্যে এইমত করি সংকথন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সংকরতা [স] *বি* মিশ্রণ। 'বর্ণের সংকরতা দিয়ে দুই সন্ধ্যার কী রমণীয় ছবিই দিয়ে চলেছে বিশ্বকর্মা।' *অবন,* ১৯২৫।

সংকলন [স] *বি* সংগ্রহ। 'বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলন পূর্ব্বক ...।' *দর্পণ,* ১৮৩৮। *দ্র* **সঙ্কলন**

সংকলনগ্রন্থ [স] *বি* বিচ্ছিন্ন রচনা একত্র করে প্রস্তুত গ্রন্থ। 'এরূপ একটি সংকলনগ্রন্থে এ বিপদ অবশ্যম্ভাবী।' *মুরশিদ,* ১৯৭০।

সংকলিত [স] ১ *বিণ* সম্মিলিত। 'তোমার কণ্ঠ নির্গলিত, রাগ রাগিণী সংকলিত ...।' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪। ২ *বিণ* সম্পৃক্ত। 'জঘন্য জান্তব দেহে দেশ-কাল-সংকলিত মল সংসক্ত থাকে না আর।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৪০। ৩ *বিণ* সংকলন করা হয়েছে এমন। 'সে-সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সংকলিত থাকলে বাংলাসাহিত্যের একটা স্থায়ী উপকার হত।' *অচিন্ত্য,* ১৯৫০।

সংকলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* গৃহীত; অন্তর্ভুক্ত। 'কণ্ঠহারে হবে সংকলিতা, ওগো ললিতা।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৫।

সংকেলিউ [স সংকলিত] *ক্রিবিণ* সংক্ষেপে। 'বাম দাহিণ দো বাটা ছাড়ী সান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।' *চর্যা ১৫,* ১২০০।

সংকল্প [স] *বি* প্রতিজ্ঞা। 'আমরাও করিলাম সংকল্প তোমার।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। *দ্র* **সঙ্কল্প**

সংকল্পস্রোত [স] *বি* প্রতিজ্ঞারূপ স্রোত। 'তোমার সংকল্পস্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ।' *সুকান্ত,* ১৯৪৮।

সংকল্প হওয়া *বি* নামাঙ্কিত হওয়া। 'যাহার নামে প্রাইজ উটিবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।' *দর্পণ,* ১৮২২।

সংকল্পিত [স] ১ *বিণ* সংকল্প করা হয়েছে এমন। 'তাঁর সংকল্পিত ডিসপেনসারি ও স্কুলঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে।' *প্রমথ,* ১৯৩৩। ২ *বিণ* স্থিরীকৃত। 'সর্দারের সংকল্পিত মোকদ্দমার গুজব ডাক্তার সাহেবের কানেও আসিয়াছে।' *মনসুর,* ১৯৫৫।

সংকা [স শঙ্কা] *বি* ভয়। *ডানকান,* ১৭৮৪।

সংকাশ [স] *বিণ* সদৃশ। 'জবা-কুসুম-সংকাশ রাঙা অরুণ রবি।' *নজরুল,* ১৯২৯।

সংকীর্ণ [স] ১ *বিণ* দুর্বল। 'উভয়ের সংশ্রবে এক নূতন সংকীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হয়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৮। ২ *বিণ* অপ্রশস্ত। 'রাশীকৃত জঞ্জাল, সংকীর্ণ স্থানে বাস।' *অক্ষয়,* ১৮৪৯। ৩ *বিণ* সীমিত; সীমাবদ্ধ। 'স্ত্রীলোকের কার্যের পরিসর সংকীর্ণ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭। ৪ *বিণ* প্রাণহীন; নিষ্প্রাণ। 'সংকীর্ণ কঙ্কালে করেছে সকাম।' *বুদ্ধ,* ১৯৪৩। *দ্র* **সঙ্কীর্ণ**

সংকীর্ণচিত্ত [স] *বিণ* ক্ষুদ্রমনা। 'সংকীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্ত্বের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২।

সংকীর্ণতা [স] ১ *বি* সংকট। '...স্থলের সংকীর্ণতা হইতে পারে।' *জ্ঞানান্বেষণ,* ১৮৩৬। ২ *বি* অপ্রশস্ততা। 'পিঞ্জরের সংকীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিন্যস্ত ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২। ৩ *বি* ক্ষুদ্রতা। 'তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪। ৪ *বি* হীনতা। 'জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়।' *মানিক,* ১৯৩৬।

সংকীর্ণমনা [স] *বিণ* অনুদার। 'চুল-চেরা পথ ধরিয়া চলে তাহাকে লোকে হিসাবী, বিষয়ী, সংকীর্ণমনা প্রভৃতি অপবাদসূচক কথা বলিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

সংকীর্তন, সংকীর্ত্তণ [স] ১ *বি* গুণকীর্তন। 'সংকীর্ত্তন মাঝে ভাই দিহ গড়াগড়ি।' *মালাধর,* ১৫০০। ২ *বি* দেবতার নাম গান। 'হরিদাস কহে কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। *দ্র* **সঙ্কীর্তন**

সংকীর্তনলম্পট [স] *বিণ* সংকীর্তন-অনুরাগী। 'ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্তন-লম্পট মুরারি।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

সংকীর্তিত [স] *বিণ* উচ্চারিত। 'সংকীর্তিত ভাষা যেমন, তেমনি সংচিত্রিত ভাষাও একটা ভাষা।' *অবন,* ১৯২৫।

সংকেত্তন [স সংকীর্তন] *বি* গুণকীর্তন। 'কী তবে? সংকেত্তন?' *মানিক,* ১৯৩৫।

সংকুচিত [স] ১ *বিণ* কুণ্ঠিত। 'সংকুচিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুঁজে পাই নে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩। ২ *বিণ* গুটানো। 'স্বার্থরত মানুষের শক্তি নিজের দিকেই চিরদিন সংকুচিত।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭। ৩ *বিণ* অপ্রসারিত। 'তাই তার সংকুচিত ছায়া রূপান্ধের দৃষ্টিপথে গর্বপুষ্ট মলিনতা ভরি ...।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩০। *দ্র* **সঙ্কুচিত**

সংকুচিতচিত্ত [স] *বিণ* সংকীর্ণমনা। 'সংকুচিতচিত্ত সোনামণি দুই-একদিন ... উঁকিঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

সংকুল [স] ১ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'উঠিল শার্দুল পেয়ে সংকুল জীবন।' *মানিকরাম,* ১৭৮১। ২ *বিণ* সমাকীর্ণ। 'মদকল কোকিল কলরব সংকুল রঞ্জিত বাদন তানে।' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪। *দ্র* **সঙ্কুল**

সংকুলান [স] *বি* যাতে কুলায় এমন অবস্থা। 'ইহারও আয়ে রাজার ব্যয় সংকুলান হয় না।' *অক্ষয়,* ১৮৪৬; 'বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

সংকেত [স] *বি* ইঙ্গিত। 'তাহার কাছে পূজার সামগ্রী আনে এইরূপ সংকেত করে।' *দর্পণ,* ১৮২০। *দ্র* **সঙ্কেত**

সংকেত-বাঁশরি *বি* সংকেতরূপ বাঁশি। 'সংকেত-বাঁশরি বনে বনে বাজে মনে মনে বাজে।' *নজরুল,* ১৯৩০।

সংকেতবাক্য [স] *বি* ইশারার ভাষা। 'এই সংকেতবাক্য এখানকার অধিবাসীদের কাছে অতি পরিচিত।' *শওকত,* ১৯৭২।

সংকোচ [স] *বি* দ্বিধা। *মানোএল,* ১৭৪৩; 'বিরহিজন সন্তাপনে কাহারও সংকোচ নাই।' *রামনারায়ণ,* ১৮৫৪। *দ্র* **সঙ্কোচ**

সংকোচিত [স] *বিণ* আড়ষ্ট। 'আপনাকে সংকুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

সংকোচ-জড়িত [স] *বিণ* কুণ্ঠা মিশ্রিত। 'উদ্বেগ-কম্পিত ও সংকোচ-জড়িত প্যাঁচ-মোচড় দিয়ে যা বললেন।' *মনসুর,* ১৯৪৫।

সংকোচন [স] *বি* কমানো। 'ব্যয় সংকোচন করা হইয়াছে।' *আজাদ,* ১৯৪০।

সংকোচপীড়িতা [স] *বিণ স্ত্রী* জড়সড় ভাবগ্রস্ত। 'সংকোচপীড়িতা সুচরিতাকে তাহার কথা ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯।

সংকোচবশ [স] *বি* সংকোচের কারণ। 'ব্যাকুল সংকোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

সংকোচবিহীন [স] *বিণ* নিঃসঙ্কোচ। 'সেই সংকোচবিহীন সংশয়বিহীন অশ্রুপ্লাবিত দুই চক্ষু।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৯।

সংকোচভাব [স] *বি* কুণ্ঠিত ভাব। 'আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নেই।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

সংকোচমুক্ত [স] *বিণ* সংকোচ নেই এমন। 'আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র,* ১৯১২।

সংকোচহীন [স] *বিণ* দ্বিধাহীন। 'সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সংকোচিত [স] *বিণ* কুণ্ঠিত। 'তাতে রঘুনাথের হয় সংকোচিত মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংক্রমণ [স] *বি* সঞ্চরণ। 'অন্ধকূপে মাথা ঠুকে নিত্য সংক্রমণ।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সংক্রমিত [স] *বিণ* সঞ্চারিত। 'কিয়দংশ পাঠকগণের মনে সংক্রমিত হয়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৭।

সংক্রান্ত [স] *বিণ* সম্পর্কিত। 'বাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্যের যে কোন প্রার্থনা ঐ মেং মাকিন্তস কোম্পানির নিকটে দাখিল করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সংক্রান্তি [স] *বি* মাসের শেষ দিন। 'শ্রাবণ সংক্রান্তিতে দক্ষিণে আয়ন।' *সুলতান*, ১৭০০।

সংক্রাম [স] *বি* চলাচল; গমনপথ। 'উধাও নক্ষত্রপুঞ্জ মুমূর্ষুর সংক্রাম এড়ায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

সংক্রামক [স] ১ *বিণ* ছোঁয়াচে। 'কতক সংক্রামক রোগে, কতক প্লীহা যকৃতের দোষে ইহলোক হইতে অপসৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* সঞ্চারিত হয় এমন। 'সে অভিমান সংক্রামক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সংক্রামকতা [স] *বি* সংক্রমণ করার বৈশিষ্ট্য। 'বাড়িটার সংক্রামকতা তাকে আক্রমণ করবে।' *তারা*, ১৯৪৩।

সংক্রামক ব্যাধি [স] *বি* ছোঁয়াচে রোগ। 'উহা একটা সংক্রামক ব্যাধি ব্যতীত আর কিছুই নহে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সংক্রামিত [স] *বিণ* সঞ্চারিত। 'বিলাতী-বর্জ্জন ... দেশব্যাপী সংক্রামিত হয়।' *এসলাম*, ১৯৩২।

সংক্রামিত হওয়া *ক্রি* ছড়িয়ে পড়া। 'অন্দরমহল পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়া পড়িল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সংক্রামী [স] *বিণ* সংক্রামক। 'রোমাঞ্চের সংক্রামী বিস্ময়ে অলক্ষ্য সৌন্দর্য তব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

সংক্রিয়া [স] *বি* পুণ্যকর্ম। 'সতের আদর সাধি সংক্রিয়া যতনে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

সংক্যা [স সংখ্যা] *বি* পরিমাণ। 'পাপ পুণ্যো অনুসারে ভোগাভোগ দিবেন অনন্তো সংক্যা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সংক্ষ [স সংখ্যক] *বিণ* ক্রম বা সংখ্যার পরিমাণ নির্দেশক। 'সত সংক্ষ গদা ভাঙ্গে দুহাঁর সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সংক্ষা [স সাংখ্য] *বি* কপিল মুনি রচিত দর্শন শাস্ত্র। 'বেদান্ত মিমাংস সংক্ষা বেদে বিচারিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সংক্ষিপ্ত [স] ১ *বিণ* সংক্ষেপ করা হয়েছে এমন। 'ভারত রত্নসাগর কিরূপে শোষিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* অল্প পরিসরে লিখিত। 'উপক্রমণিকায় এই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'মুগ্ধবোধ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

সংক্ষিপ্তকাল [স] *বি* অল্প সময়। 'সংক্ষিপ্তকালের মধ্যে কোনও সমাজের আমূল সাংগঠনিক রূপান্তর সাধিত হয়?' *শিব*, ১৯৫৬।

সংক্ষিপ্ততম [স] *বিণ* সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। 'কাহিনী প্রতিবারেই সংক্ষিপ্ততম বর্ণনায় শেষ করে দিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সংক্ষিপ্তভাবে [স] *ক্রিবিণ* হ্রস্ব আকারে। 'সংক্ষিপ্তভাবে বলেন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সংক্ষিপ্তসার [স] ১ *বি* অনুরূপ ছোটো উদাহরণ। 'একে পৃথিবীর সংক্ষিপ্তসার বলা যায়।' *প্রমথ*, ১৯২৫। ২ *বি* সারসংক্ষেপ। 'হিন্দুদর্শনের সংক্ষিপ্তসার তো নয়ই, এমনকি তা ক্যারিকেচর পর্যন্ত নয়।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সংক্ষুব্ধ [স] ১ *বিণ* আলোড়িত। 'বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে এমন। 'তৃণে, শৈলে, নদে সংক্ষুব্ধ আত্মার তীব্র রোষ!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সংক্ষেপ [স] ১ *বি* অল্প কথায় বিবরণ। 'তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অল্প কথায় বর্ণিত। 'ভ্রমণের সংক্ষেপ বিবরণ রামায়ণে আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* ছোটো। 'আলো আসতে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বিণ* সংযত। 'অধিক লোক জোটাতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৫ *বিণ* হ্রাস। 'অমরতা কে সংক্ষেপ করিবে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। *দ্র* **সঙ্ক্ষেপ**

সংক্ষেপরূপে [স] *ক্রিবিণ* সংক্ষেপে। 'ডাঃ মার্টিন কলিকাতার বর্ণনা সংক্ষেপরূপে করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সংক্ষেপসার [স] *বি* সারসংক্ষেপ। 'তাহলেও সে-সব কথার সংক্ষেপসার দিলুম না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সংক্ষেপা *ক্রি* সংক্ষেপ করা। 'এহী সভ কথা কহ সংক্ষেপিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সংক্ষেপে ১ *ক্রিবিণ* অল্প কথায়। 'সংক্ষেপে কহিল ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* বাহুল্যবর্জিতভাবে। 'সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়িগাড়িতে চড়িয়া বসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সংক্ষোভ [স] ১ *বি* আলোড়ন। 'সেই পতনজাত সংক্ষোভে কম্পিত হইয়া ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* উত্তালতা। 'তুলিয় সাগর-বক্ষে সংক্ষোভ ভীষণ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বি* উত্তেজনা; ক্ষোভ। 'এই বিরোধ সংক্ষোভের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সংখ[১] [স] *বি* সংখ্যা। 'মিলএ রমনী সত সংখে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সংখ[২] [স শঙ্খ] *বি* শঙ্খ। 'সেতাই পণ্ডিত সেথা করিল সংখ ধ্বনি।' *রামাই*, ১৭১০।

সংখ্যা[১] [স] ১ *বি* গণনা। 'এ দিউড়ি সংখ্যা করিবার শক্তি কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সংখ্যক। 'গোমেদ ভূষিত অঙ্গে শত সংখ্যা সখি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* পরিমাণ। 'খরচা ও ব্যয়ের সংখ্যা জানিয়া।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৪ *বি* রাশি লেখায় ব্যবহৃত ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্ক। 'একং দশং শতং সহস্রং ইত্যাদি দশগুণোত্তর সংখ্যা সর্বাগ্রে ভারতবর্ষে সৃষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৫ *বি* হিসাব। 'পৃথক পৃথক ফলপত্র শাখার সংখ্যা উক্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৬ *বি* পরিমাণ নির্ধারণ। 'বস্তুর সংখ্যা করিবার ও মূল্য বলিবার নিমিত্ত গণনা জানা অতিশয় আবশ্যক।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৭ *বি* পত্রিক প্রকাশনার ক্রম। 'বৈশাখের সংখ্যায় পুরস্কারযোগ্য গল্পটি বাহির হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। *দ্র* **সঙ্খ্যা**

সংখ্যক [স] *বিণ* সংখ্যার পূরক। '৬৮৪ সংখ্যক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সংখ্যাকারী [স] *বি* গণনাকারী। 'সংখ্যাকারিরা নিভৃত স্থান হইতে প্রকাশ স্থানে দীপ্তমান হওনে সে সন্দেহ এককালে লোপ হইল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সংখ্যাগরিষ্ঠ [স] *বিণ* সংখ্যায় অধিক। 'সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাড়া ... গৌরব

করবার কতটুকু আছে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা [স] *বি* সংখ্যার আধিক্য। 'এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস করিবার জন্য ...।' *জামায়াত*, ১৯৪০।

সংখ্যাগুরু [স] *বিণ* সংখ্যায় বেশি। 'খুলনা জেলার মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সংখ্যাগুরুত্ব [স] *বি* সংখ্যাগরিষ্ঠতা। 'মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু-সংখ্যাগুরুত্বের ভয়ে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন চাচ্ছেন।' *শিখা*, ১৯৩১।

সংখ্যাতত্ত্ব [স] *বি* পরিসংখ্যান বিদ্যা। 'সংখ্যাতত্ত্ব এমন একটা জিনিস যাহা দ্বারা যে-কোন হিসাব প্রমাণ করা যায়।' *ইছলাম*, ১৯৪৫।

সংখ্যাতীত [স] *বিণ* অসংখ্য। 'এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ ...।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংখ্যাতীতা [স] *বিণ স্ত্রী* অসংখ্য। 'কাশকুলের চামর দুলাইয়া সংখ্যাতীতা সখিজনও তাহার আসে-পাশে সর্বক্ষণ ঘিরিয়া রহিয়াছে।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

সংখ্যাধিক্য [স] *বি* সংখ্যার আধিক্য। **সংখ্যাধিক্যবিস্তার** [স] *বি* সংখ্যাগত বৃদ্ধি। 'বস্তুর সংখ্যাধিক্যবিস্তারগত প্রচণ্ড উন্মত্ততা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সংখ্যানবিশ [স সংখ্যা+ফা নবীস] *বিণ* হিসেবি। 'সৃষ্টিটা সংখ্যানবিশ বটে কিন্তু হিসেবতন্ত্রী নয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সংখ্যানুপাত [স] ১ *বি* সংখ্যার অনুপাত। 'চাকুরীতে পঞ্চাশের সংখ্যানুপাত বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪০। ২ *বি* সংখ্যা-ভিত্তিক পার্থক্য। 'মুছলমান ও অমুছলমান কর্ম্মচারীদের যে সংখ্যানুপাত।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

সংখ্যান্তর [স] *বি* লিখিত বা মুদ্রিত সংখ্যার ভিন্ন রূপ। 'তাঁহার পাঠান্তর, সংখ্যান্তর বা অন্য কোনরূপ ব্যতিক্রম-ঘটনা অসম্ভব নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সংখ্যা-পর্যায় [স] *বি* সংখ্যাবোধ। 'সান্ত ও অনন্ত নানা প্রকার সংখ্যা-পর্যায়ের আবিষ্কার।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সংখ্যাপাত [স] *বি* সংখ্যা উপস্থাপন। 'যখন পুস্তকে অথবা অন্য কোনও স্থানে, কেহ কোনও বস্তুর সংখ্যাপাত করে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সংখ্যাবৃদ্ধি [স] *বি* সংখ্যার আধিক্য। 'নানাবিধ ব্যবসায়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি ... হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সংখ্যাভূয়িষ্ঠ [স] *বিণ* সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুপাতে দৈবদুর্বিপাক সংখ্যাভূয়িষ্ঠ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সংখ্যালঘিষ্ঠ [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক। 'সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ হিন্দুদের জাতীয় খাতায় ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪।

সংখ্যালঘু [স] *বিণ* সংখ্যায় কম। 'যে সকল প্রদেশে মুছলমানেরা সংখ্যালঘু।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সংখ্যালঘুত্ব [স] *বি* সংখ্যার অল্পতা। 'হিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যালঘুত্ব ঘটিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সংখ্যা-লাঘবতা [স] *বি* সংখ্যা কমে যাওয়া। 'ইহাতে মুছলমানদের যে সংখ্যা-লাঘবতা ঘটিবে ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সংখ্যাল্পতা [স] *বি* সংখ্যার স্বল্পতা। 'হাসপাতালের সংখ্যাল্পতা নিয়ে বুলেটিন লেখক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সংখ্যাসাম্য [স] *বি* জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অংশের সমতা – এই নীতি। 'পাকিস্তানের মাঝে সংখ্যাসাম্যের প্রশ্ন বর্ত্তমানে বিশেষভাবে আলোচিত।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সংখ্যাহীন [স] *বিণ* অসংখ্য। 'ছুঁড়ে দিলো দুঃস্বপ্নের সংখ্যাহীন বিন্দু।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

সংখ্যিত [স] *বিণ* গণনা করা হয়েছে এমন। 'নূতন জন্ম সংখ্যায় সংখ্যিত ছিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সংখ্যে [স] *বি* সংখ্যা। 'ঘরে যত আনো মানুষ-জনকে তত বেড়ে যায় হাতের সংখ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সংখ্যা[2] [স শঙ্কা] *বি* আশঙ্কা। 'গন্ধর্ব্বসেন ইন্দ্রের পুত্র, ইহার কোন প্রকারে মৃত্যুর সংখ্যা নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সংগঠন [স] *বি* একাধিক লোক মিলে গড়ে তোলা দল বা প্রতিষ্ঠান। **সংগঠনভার** [স] *বি* সাংগঠনিক দায়িত্ব। 'পূর্ত্তবিজ্ঞানবিশারদ বিপুলমতি ক্রনেল সাহেব মহোদয় ইহার সংগঠনভার সাগ্রহে গ্রহণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংগঠনমূলক [স] *বিণ* উন্নয়নমূলক। 'অর্থকে কোন শিল্পে সংগঠনমূলক কার্য্যে নিয়োজিত না করিয়া ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

সংগঠনসামর্থ্য [স] *বি* যৌথ শক্তি। 'আগ্রহ এবং উদ্ভাবনাকে কাজে লাগাবার সংগঠনসামর্থ্য ও ব্যবহারিক বুদ্ধি ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

সংগঠনী [স] ১ *বিণ* সংগঠনভুক্ত। 'সংগঠনী হিন্দুর দল ভারত হইতে মোসলমানের নাম নেশানা মুছিয়া ফেলিবার জন্য ...।' *এসলাম*, ১৯২৯। ২ *বিণ* দলীয়। 'কাউন্সিলারদের যে সংগঠনী মেন্টালিটির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।' *হানাফী*, ১৯৩০। ৩ *বিণ* গঠনমূলক। 'সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ... সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।' *বেগম*, ১৯৬০। ৪ *বিণ* প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত এমন। 'সম্প্রতি কলেজ সংগঠনী কমিটির তরফ থেকে এক ঘোষণায় বলা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬২।

সংগঠনী শক্তি [স] *বি* সংগঠনের ক্ষমতা। 'যার অসাধারণ সংগঠনী শক্তি সে শ্রমিক-নেতা মজিদ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সংগঠিত [স] *বিণ* গঠন করা হয়েছে এমন। '... তাহাতে যথাযথরূপে সংগঠিত।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

সংগত [স] ১ *বিণ* উপযুক্ত; সমীচীন। 'সত্যকথা, যথার্থ, মিথ্যা নয়, সংগত বটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* গানের সঙ্গে বাজনার মিল। 'নূপুর পায়ে উত্তরি সূতা গলায় ঢাকের সংগতে নাচতে লেগেচে। *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সংগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। দ্র **সঙ্গত**

সংগতি [স] ১ *বি* উপায়; সুযোগ। 'কাপড় পাঠাইতে সংগতি হইছিল না।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বি* ক্ষমতা। 'আমাদের এমন সংগতি নেই যে কারও দুঃখ দূর করতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* সামর্থ্য। 'চাকর সংগতিতে কুলায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। দ্র **সঙ্গতি**

সংগতিপন্ন [স] *বিণ* আর্থিকভাবে সচ্ছল। 'যাঁহারা সংগতিপন্ন নহেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সংগতিসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* অর্থসংস্থান রয়েছে এমন। 'সংগতিসম্পন্না মেয়েদেরও উচ্চ শিক্ষার পথে বিরাট বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে ...।' *বেগম*, ১৯৫৫।

সংগম [স] ১ *বি* মিলন। 'ছায়া-আলোর সংগমে দামিনী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* মিলনস্থল। 'ইরাবতীয় সংগম,

বঙ্গসাগর, ৭ কার্তিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। *দ্র* **সঙ্গম**

সংগমস্থল *বি* মিলনস্থান। 'এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সংগিন, সংগীন [ফা সঙ্গীন] **১** *বি* ভয়াবহতা। 'আজ ফুঁড়ে চলো দরিয়ার সংগিন।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। **২** *বি* ফলা। 'রুক্ষতার সুতীক্ষ্ণ সংগীনে দুর্বিনীত ইচ্ছার ডানায়।' *শামসুর*, ১৯৬৩। **৩** *বি* বন্দুকের অগ্রভাগের ফলা। 'যেন বা তরুণ কোনো পাতে বুক অত্যাচারী সংগীনের মুখে।' *শামসুর*, ১৯৭৪। *দ্র* **সঙিন**

সংগীনাকীর্ণ [ফা সঙ্গীন+স আকীর্ণ] *বিণ* ভয়ঙ্কর। 'সংগীনাকীর্ণ রাত মানসে ঝরায় কতো কবিতার ফোঁটা।' *শামসুর*, ১৯৭০।

সংগীত [স] **১** *বি* গীতবাদ্য। 'দামোদরস্বরূপ সংগীতরসময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* সুর। 'বাঁশির সংগীতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* সুললিত মধুর বাণী। 'আমার কাছে সেই শব্দ সংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। *দ্র* **সঙ্গীত**

সংগিত [স সংগীত] *বি* গীতবাদ্য। 'বিবিধ সংগিত তাল সব অনুবন্দে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সংগীতকলা [স] *বি* গীতিশাস্ত্র। 'সংগীতকলা তো নহেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংগীতকার [স] *বি* সংগীত রচয়িতা। 'সংগীতকার তারা, নটরাজ তারা।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সংগীতচর্চা [স] *বি* সংগীতের সাধনা। 'অনেকদিন অবধি সংগীতচর্চা করেছি।' *অবন*, ১৯৪১।

সংগীতজ্ঞ [স] *বি* সংগীতশিল্পী। 'সে সংগীতজ্ঞ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সংগীততান [স] *বি* গানের সুর। 'জগৎ-মাতানো সংগীততানে/ কে দিবে এদের নাচায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সংগীতপ্রাণ [স] **১** *বিণ* সংগীতময়। 'ধ্বনি আপনিই দানা বেঁধে উঠেছে সমগ্র সংগীতপ্রাণ কাব্যের অন্তর হতে।' *প্রমথ*, ১৯২৭। **২** *বিণ* সংগীতে অনুরক্ত। 'সে গান শুনে আমি বুঝব আপনি সংগীতপ্রাণ কিনা।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

সংগীতপ্রিয় [স] *বিণ* গান ভালোবাসে এমন। 'মনুষ্য স্বাভাবিক সংগীতপ্রিয় হয়।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সংগীতপ্রিয়তা [স] *বি* গানের প্রতি অনুরাগ। 'বাঙালির সংগীতপ্রিয়তা এ অঞ্চলের এক সুপরিচিত প্রবাদ।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সংগীতপ্রীতি [স] *বি* সংগীতের প্রতি অনুরাগ। 'সংগীতপ্রীতি আমার জন্মসুলভ।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

সংগীতবিৎ [স] *বিণ* সংগীতবিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সংগীতবিদ্যা [স] *বি* সংগীতবিষয়ক শাস্ত্র। 'সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সংগীতবিদ্যালয় [স] *বি* সংগীত শিক্ষার বিদ্যালয়। 'সংগীতবিদ্যালয়ে সুর অভ্যাস ও রাগরাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সংগীতবেত্তা [স] *বি* সংগীতবিশারদ। 'সংগীতবেত্তারা যদি ... তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সংগীতব্যবসায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* গান পরিবেশন ক'রে উপার্জন করে এমন। 'সংগীতব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে।' *তারা*, ১৯৪২।

সংগীতব্যবসায়ী [স] *বি* যে সংগীতশিল্পী সংগীতবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে জীবিকা উপার্জন করেন। 'যাঁরা সংগীতব্যবসায়ী নন বাংলাদেশে তাঁদের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংগীতব্যাকরণ [স] *বি* সংগীতবিষয়ক শাস্ত্র; নিয়মকানুন। 'সংগীতব্যাকরণের বিশুদ্ধতা বাঁচিয়ে রাখেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংগীতভাবুক [স] *বিণ* সংগীতচিন্তক। 'যদুভট্টের মতো সংগীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কি না সন্দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংগীতময় [স] *বিণ* সুললিত। 'একটি ছায়াময় শান্তিময় সংগীতময় ছোটো স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংগীতময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* নান্দনিক। 'একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংগীতমুগ্ধ [স] *বিণ* সংগীতের মধুর ধ্বনিতে মোহিত। 'আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংগীতরত [স] *বিণ* গান গাওয়া অবস্থায়। 'সংগীতরত সদলবলে মোজাফফর গায়েনের একটি ফটো।' *জসীম*, ১৯৬১।

সংগীতরসিক [স] *বি* সংগীতের সমঝদার। 'দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সংগীতরসিক প্রভৃতি।' *প্রমথ*, ১৯২৯।

সংগীতরীতি [স] *বি* সংগীতের ধরন; ঘরানা। 'পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয়সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সংগীতশালা [স] *বি* প্রমোদকক্ষ। 'তার সংগীতশালা এবং ভোজনগৃহের ভিত্তি শ্বেতপ্রস্তরে মণ্ডিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সংগীতশাস্ত্র [স] *বি* সংগীতবিষয়ক শাস্ত্র। 'সংগীতশাস্ত্র হতে এর আদর্শ নিতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

সংগীতশিক্ষা [স] *বি* সংগীতবিষয়ক শিক্ষা। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ... প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংগীতসভা [স] **১** *বি* গানের আসর। 'সংগীতসভায় সে যেরূপ সংযত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* গানের অনুষ্ঠান। 'শিকার-পার্টি রঙ্গমঞ্চ সংগীতসভায় স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সংগীতস্রোত [স] *বি* সংগীতের ধারা। 'অনাদিকালের পান্থ যাহারা তব সংগীতস্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সংগীতহারা [স সংগীত+হারা] *বিণ* সুরহীন। 'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সংগীতাখ্য [স] *বিণ* সংগীত নামধারী। 'গীতাঞ্জলি, গীতালি গীতিমাল্য প্রভৃতি সংগীতাখ্য কাব্যগুলোতে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

সংগুপ্ত [স] *বিণ* বিশেষভাবে গোপনীয়। 'আর এক উপাএ সংগুপ্ত কি কহে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সংগৃহীত [স] **১** *বিণ* সংগ্রহ করা হয়েছে এমন। 'প্রাচীন সংগ্রহকারের সংগৃহীত বচন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ* সংকলিত। 'ব্রতাদি ইতিকর্তব্যতা নানা শাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া ... চলিত

ভাষায় প্রকাশ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বিণ* গৃহীত। 'পাঠশালার সাধারণ নিয়ম এই ... বয়স্কপর্য্যন্ত বালকগণ সংগৃহীত হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সংগোপন [স সংগোপন] ১ *বিণ* সাবধান। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* খুব গোপন স্থান। 'নির্জ্জন স্থানেতে থাকে সদা সংগোপনে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বি* সম্পূর্ণ লুকানো। 'বালিকারদিগকে ... সর্ব্বদা সংগোপনে সাবধানে রাখেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সংগোপ [স সংগোপন] *বি* গোপন। 'সংগোপে কীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সংগোপনতা [স] *বি* সম্পূর্ণ গোপনীয়তা। 'তাকে ঘিরে রয়েছে প্রেতাত্মার মতো বীভৎস সংগোপনতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সংগোপনে *ক্রিবিণ* লোকচক্ষুর আড়ালে। 'ইহারা অনেক বিষয়ে সংগোপনে লোকবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সংগ্রথিত [স] ১ *বিণ* সংকলিত। 'হাফিজের সমস্ত কবিতা সংগ্রহ ও সংগ্রথিত করেন।' *নজরুল*, ১৯৩২। ২ *বিণ* একসঙ্গে বা গুচ্ছে সজ্জিত। 'মোর দিব্য ঐরাবত সংগ্রথিত তৃণের শৃঙ্খলে করিত না আজি কালপাত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সংগ্রন্থিত [স] *বিণ* একত্রে গাঁথা হয়েছে এমন; আবদ্ধ। 'আমরা পাশাপাশি বসবাস করি অথচ আত্মীয়তার গ্রন্থিতে সংগ্রন্থিত হতে পারি না।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

সংগ্রহ [স] ১ *বি* জোগাড়। 'সঙ্গে নিতে দামা পানি সংগ্রহ কর জানি।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* সংকলন। 'তদনুযায়ী মহাপণ্ডিতকৃত নানা সংগ্রহ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৩ *বি* আদায়। 'কোম্পানির কর্ত্তৃত্বে তদপেক্ষা অধিক সংগ্রহ হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৪ *বি* সঞ্চয়। 'আমরা তদ্বিশেষ সংগ্রহ করত মহানন্দে প্রকটন করিতেছি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫। ৫ *বি* সমাহার। 'অনুকরণ-স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংগ্রহ করা *ক্রি* একত্র করা। 'বাণিজ্য বিষয়ক যে সকল প্রমাণ আছে তাহা সংগ্রহ করা অতি কঠিন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সংগ্রহকর্তা, সংগ্রহকর্ত্তা [স] *বি* সংগ্রহকারী। 'গ্রন্থ সংগ্রহকর্ত্তা।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সংগ্রহকার [স] *বি* সংগ্রহ করে যে। 'প্রাচীন সংগ্রহকারের সংগৃহীত বচন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সংগ্রহীত [স] *বিণ* সংকলিত। 'কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগ্রহীত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

সংগ্রাহক [স] *বিণ* সংগ্রহকারী। 'শ্রীযুত হরিমোহন সেন ঐ টাকার সংগ্রাহক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সংগ্রাম [স] ১ *বি* যুদ্ধ। 'সংগ্রাম ছাড়িয়া ইন্দ্র পালাইয়া জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সঙ্গম। 'প্রথমের সংগ্রামে সমর্থ পতি অতি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'আজি সত্য সুরতি সংগ্রাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* আন্দোলন। 'ধর্ম্ম সংগ্রামে ঐক্য হও, নানা স্থানে সভা স্থাপন কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৪ *বি* বিপ্লব। 'সতের শত উননব্বই খ্রীষ্টাব্দে ফরাশিশ রাজ্যে ... ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংগ্রামজয়ী [স] *বিণ* যুদ্ধজয়ী। 'সংগ্রামজয়ী স্বাধীন জাতিরে যুগে যুগে দেন দাম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সংগ্রামপরায়ণতা [স] *বি* সংগ্রামশীলতা। 'শান্ত, বিমর্ষ ও কৌতুকবিমুখ সংগ্রামপরায়ণতা তার সর্ব অবয়বে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সংগ্রামপরিচালন [স] *বি* যুদ্ধ পরিচালনা। 'যুদ্ধবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ সংগ্রামপরিচালনকার্য্যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংগ্রামশীল [স] ১ *বিণ* সংগ্রামী; লড়াকু। 'এ জাতটা বড্ডো কষ্টসহিষ্ণু আর তেমনি সংগ্রামশীল।' *হাই*, ১৯৫৮। ২ *বিণ* সঞ্চালনরত। 'উৎরাইয়ের বাঁকে বোঝাও অনড় হইয়া সংগ্রামশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে ব্যঙ্গ করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সংগ্রামী [স] ১ *বিণ* আন্দোলনমুখী। 'পর্দানশীন মহিলার সমন্বয়ে একটি সংগ্রামী সংসদ গঠন করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৯। ২ *বি* দ্রোহিতা। 'তিনি নতুন চেতনার জনক, সংস্কারমুক্তির জনক, সংগ্রামীর জনক।' *শরীফ*, ১৯৭০।

সংগ্রামাপটু [স] *বিণ* সংগ্রামে অক্ষম। 'ঐ বালক নিতান্ত অসমর্থ সংগ্রামাপটু।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সংঘ [স] ১ *বি* জোট। 'শিকড়ের অসংখ্য কড়া যেমন পরস্পরের সহিত পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ।' *ছোলতান*, ১৯২৩। ২ *বি* সংগঠন। 'জনশক্তিকে সংঘবদ্ধ ও চালিত না করতে পারলে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪। ৩ *বি* বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজ। 'দেখেছি সংঘের সব শ্রমণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সংঘবদ্ধ [স] ১ *বিণ* সংগ্রথিত। 'শিকড়ের অসংখ্য কড়া যেমন পরস্পরের সহিত পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ।' *ছোলতান*, ১৯২৩। ২ *বিণ* সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। 'জনশক্তিকে সংঘবদ্ধ ও চালিত না করতে পারলে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪। ৩ *বিণ* দলীয়। 'সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দুঃখ করে সে মানুষ হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সংঘবদ্ধতা [স] *বি* একতা। 'মেয়েদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা ও পারস্পরিক সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সংঘশক্তি [স] *বি* দলবদ্ধতার শক্তি। 'সে সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে ঐ লৌহখণ্ডের সংঘশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সংঘ-সমিতি [স] *বি* সভা-সমিতি। 'ধর্মকার্যের জন্য কোন সংঘ-সমিতি নাই।' *মনসুর*, ১৯৪০।

সংঘটন [স] ১ *বি* ঘটনা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এক বার এমন সংঘটন হইল যে শরীরের খণ্ডসকল পেটের চরিত্র হইতে রুষ্ট হইয়া এই স্থির করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* স্থাপন। 'শশিমুখীর সহিত আপনার শুভ সম্বন্ধ সংঘটন সংকল্পে আমাদের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন?' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৩ *বি* সংস্পর্শ। 'বোধ হয়, মনুর অদৃষ্টে রমণীরত্ন সংঘটন হয় নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সংঘট [স] ১ *বি* বিবাদ। 'ঘাটে দানী হৰ্বা তোঞে করসি সংঘট।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সম্পন্ন। 'অসংঘট কাজ পুন সংঘট করাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংঘটনকামি [স সংঘটনকামী] *বিণ* মিলন ঘটাতে চায় এমন। 'অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সংঘটিত [স] ১ *বিণ* সংবলিত। 'মাসিক ও ত্রৈমাসিক ও সাম্বৎসরিক অনেক প্রকার সংবাদ সংঘটিত পুস্তক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* সম্পাদিত। 'ভিতরের শক্তি দ্বারাও অনেক সময়ে তাহা সংঘটিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯২০।

সংঘট্ট [স] ১ *বি* ভিড়। 'লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পরস্পর ঘর্ষণ। 'লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।' *ভারত*, ১৭৬০।

সংঘট্ট সমৃদ্ধ [স] *বিণ* ভিড়বহুল। 'সব লোক আইলা হৈল সংঘট্ট

সমৃদ্ধ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংঘতি [স সংহতি] *ক্রিবিণ* নিকটস্থ। 'রুক্মির সংঘতি তোর করিব এখন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সংঘর্ষ [স] ১ *বি* বিবাদ। 'সংঘর্ষ-সম্ভাবনাটা কেমন সংকোচজনক মনে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* সংস্পর্শ। 'অসুন্দরের সংঘর্ষে ও সংযোগে যাহা কঠিন, যাহা অতিসৌষম্যে অতিলালিত অতিনিখুঁত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বি* পারস্পরিক ক্রিয়া। 'আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংঘর্ষণ [স] ১ *বি* সংঘর্ষ। 'উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপত্তি হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* মিশ্রণ। 'অনার্য্যগণ আর্য্যের সংঘর্ষণে পড়িলে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্যভাষা গ্রহণ করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সংঘাত [স] ১ *বি* সমষ্টি। 'কুণ্ডলে আদিত্য যেহ্ন রবির সংঘাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বিরোধ। 'বিদেশীর সহিত আমাদের সংঘাত ক্রমশ যতই কঠিন হইয়া উঠিতেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *বি* পারস্পরিক আঘাত। 'রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সংঘাততরঙ্গ [স] *বি* আঘাতে সৃষ্ট ঢেউ। 'বিরুদ্ধ এই সংঘাততরঙ্গের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে এই কবিতাটি ... শ্রোতার অস্তিত্বে সঞ্চারিত হচ্ছে।' *শিব*, ১৯৫০।

সংঘাতময় [স] *বিণ* ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ। 'সেই মুক্তিসংগ্রামী বোনদের সংঘাতময় স্মৃতিকাহিনী তুলে ধরতে চাই।' *বেগম*, ১৯৭২।

সংঘাত-মাঝে *ক্রিবিণ* দ্বন্দ্বের মধ্যে। 'শক্তির সংঘাত-মাঝে বিশ্বে যিনি স্থির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সংঘাত-সংঘর্ষ [স] *বি* বিশৃঙ্খলা। 'রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সংঘারা [স সংহার] *ক্রি* সংহার করলাম। 'মূল নখলি বাপ সংঘারা।' *চর্যা* ২০, ১২০০।

সঘৃণা [স] *ক্রিবিণ* ঘৃণা সহকারে। 'হীন অবলম্বন জ্ঞানে সঘৃণায় পরিত্যাগ করিতেছে।' *এসলাম*, ১৯৩৩।

সংঘোষণ [স] *বি* ঘোষণা। 'রাজার আগমন সংবাদ সংঘোষণ করাতে যুবতীর মনোরূপ প্রজাশাসনভয়ে অধৈর্য্য হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সংঘোষণা [স] ১ *বি* সংবাদ প্রচার। 'গ্রন্থ রচনার সংঘোষণা করা গিয়াছিল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* আদর্শ। 'সাহেব অপরিহার্য্য অনিবার্য্য স্বীয় গুণ সমূহ সংঘোষণা সমূহ সংস্থাপন করিয়া ... গমন করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সংচিত্রিত [স] *বিণ* সম্যকরূপে চিত্রিত। 'সংকীর্তিত ভাষা যেমন, তেমনি সংচিত্রিত ভাষাও একটা ভাষা।' *অবন*, ১৯২৫।

সংজ্ঞক [স] *বিণ* নামক; নামধারী। 'অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সংজ্ঞক ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিরূপে বাস।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সংজ্ঞা [স] ১ *বি* খ্যাতি। 'সেই বংশে ভগীরথ পাইয়া বড় সংজ্ঞা।' *কৃত্তিবাস*, ১৭২০। ২ *বি* অভিধা; পরিচিতি। 'বিদ্যারত্ন মহাধন সংজ্ঞা তাহার শক্তি কি কি।' *গোলোক*, ১৮০১। ৩ *বি* কল্পিত রূপ। 'ভাবি সমাজের কোনো এক সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৪ *বি* চেতনা। 'এদিকে ক্রমে বিশ্বামিত্রের সংজ্ঞা হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সংজ্ঞাত [স] *ক্রিবিণ* নামে। 'অন্যত্র পঞ্জাবের জাতিবিশেষ গান্ধার সংজ্ঞাত উক্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সংজ্ঞান [স] *বি* ধারণা। 'অনেকে সংজ্ঞান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* সচেতন। 'লোকটাও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সংজ্ঞাবুদ্ধিগ্রাসী [স] *বিণ* জ্ঞানবুদ্ধি নাশ করে এমন। 'আসল অপরাধী সে-সংজ্ঞাবুদ্ধিগ্রাসী মারাত্মক ভয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সংজ্ঞামূলক [স] *বিণ* পারিভাষিক। 'ইউরোপীয় ভাষায় সভ্যতার সংজ্ঞামূলক শব্দই হ'চ্ছে নাগরিক জীবন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সংজ্ঞালোপ [স] *বি* চৈতন্যলোপ। 'প্রিয়নাথের একেবারে সংজ্ঞালোপ হয় নাই।' *শরৎ*, ১৯১৬।

সংজ্ঞাশূন্য [স] *বিণ* চেতনাহীন। 'এইরূপ প্রবঞ্চনা দ্বারা তপস্বীকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সংজ্ঞাহীন [স] ১ *বিণ* জ্ঞানহীন। 'তরুণী আপাতত সংজ্ঞাহীন।' *শামসুল*, ১৯৬২। ২ *বিণ* বাক্‌শক্তিহীন। 'তারপর ক্রমশ নিথর হয়ে গেল, ক্রমশ সংজ্ঞাহীন।' *শওকত*, ১৯৭২।

সংতাপ [স] *বি* মনস্তাপ; শোক। 'অত্যন্ত সংতাপ হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

সংদর্শন [স] *বি* বিশেষভাবে দেখা। 'যে কোন ব্যক্তি একবার এই মহানগরের চিকিৎসালয়ের ফল সংদর্শন করিয়াছেন ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

সংনাহা [স সন্নাহ] *বি* দৃঢ়বন্ধন। 'আহোনিশি মদন মারে তারে শরে/ হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংন্যস্ত [স] *বিণ* সমর্পিত। 'আমার বীর্য্য সংন্যস্ত মনে করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সংপদ [স সম্পদ] *বি* সম্পদ। 'এতেক সংপদ ছাড়ি উদাসীন হইলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সংপন [স সম্পন্ন] *বিণ* সম্পন্ন। 'জেও ন আছল মন সেও ভেল সংপন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সংপা [স সমর্পণ>] *ক্রি* সমর্পণ করা। 'তোহ্মা সংপিল আহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংপুট [স সংপুট] *বি* করজোড়। 'সংপুটে প্রণাম করি বুইলোঁ সব সখিজনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংপুন [স সম্পূর্ণ] *বিণ* পূর্ণ। 'সংপুন পুনমীচাঁদ তোহ্মার বদন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংপুণী, সংপুনী [স সম্পূর্ণা] *বিণ স্ত্রী* পরিপূর্ণ। 'সকলগুণসংপুণী রাধা চন্দ্রাবলী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সব কলা সংপুনী তোঁ দেহ মধুপান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংপুন্ন, সংপুন্ন, সংপুন্না [স সম্পূর্ণ] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'চিত্ত সহজে শূণ সংপুন্না।' *চর্যা* ৪২, ১২০০; 'ষোল কলা সংপুন্ন চন্দ্রবদন।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সংপুন্ন চন্দ্র তোহোর বদন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংপূর্ণ [স সম্পূর্ণ] *বিণ* সম্পূর্ণ। 'গ্রন্থের সংখ্যা প্রেরণ করিলে পুস্তক সংপূর্ণ হইলে পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সংপ্রকাশিত [স সম্প্রকাশিত] *বিণ* পরিস্ফুট। 'তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া ... যথার্থ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার স্বরূপাবয়ব সংপ্রকাশিত হয় নাই।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সংপ্রতি [স সম্প্রতি] ১ *ক্রিবিণ* অল্পকালমধ্যে। 'মিথ্যা নহে লোকবাক্য সংপ্রতি ফলিল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* সমসাময়িক কালে। 'সংপ্রতি কৈবর্ত্তাদি নানা জাতীয় প্রায় অনেকেই ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সংপ্রতিক [স সাম্প্রতিক] *ক্রিবিণ* আপাতত। 'সংপ্রতিক এক সও তঙ্কা সিক্কা আর বাটীর সকলের কাপড় ... পাঠাই।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সংপ্রতিকার [স] *বি* প্রতিবিধান। 'ঐ নিয়মসকল কেবল সংপ্রতিকার এইপ্রযুক্ত অপক্ক।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সংপ্রদায় [স সম্প্রদায়] ১ *বি* সম্প্রদায়। 'নর্ত্তক বা না জানি কতেক সংপ্রদায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* জ্ঞানবিজ্ঞানের শাখা। 'গণিত ও জ্যোতিষ দুই সংপ্রদায়।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* দল। 'ইঙ্গরেজী মতের সংপ্রদায় করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৪ *বি* শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি। 'তাবৎ সংপ্রদায় ছাত্রেরা যে২ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সংপ্রদায়িক [স সম্প্রদায়>] *বি* শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি। 'পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংপ্রদায়িকেরা ইঙ্গরেজী ভাষার মূল বিধান ও পাঠবিষয়ে অতিসূক্ষ্মরূপ পরীক্ষা দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সংপ্রবৃত্ত [স সম্প্রবৃত্ত] *বিণ* নিযুক্ত। 'মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সম্প্রতি সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সংপ্রবেশ [স] *বি* উত্তরণ। 'অদ্য নূতন বৎসরে সংপ্রবেশ করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সংপ্রসারণ [স] *বি* বিস্তার। 'জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে —।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সংপ্রিতিক [স সাম্প্রতিক] *বিণ* সাম্প্রতিক। 'কবিরাজকে সংপ্রিতিক দিপমুদ্রা খরচ দিবে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সংপ্রীতি [স সম্প্রীতি] *বি* প্রেম। 'স্ত্রীরদের সঙ্গে তাঁহারদের সংপ্রীতি হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সংপ্রেষিত [স সম্প্রেষিত] *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া আসিএটিক সোসাইটিতে সংপ্রেষিত হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সংফুল্ল [স সংফুল্ল] *বিণ* প্রফুল্ল। 'শয্যা নিরমিয়া দাসী সংফুল্ল হৃদয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সংবর্ত [স] *বি* প্রলয়কালীন মেঘ। 'অভ্রবিজ্ঞানের পুঁথিতে আবর্ত সংবর্ত ইত্যাদি নামরূপ দিয়ে মেঘগুলো ধরা হয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

সংবর্ধন [স] *বি* সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা। 'দীপালী জ্বেলে দিল অমাবস্যা মাসে মাসে মোর সংবর্ধনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সংবৎ [স] *বি* রাজা বিক্রমাদিত্য প্রবর্তিত অব্দ। 'বিক্রমাদিত্য নামে এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন; তিনি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সংবৎসর [স] *বি* পূর্ণ এক বছর সময়। 'রাত্র্যে সংকীর্ত্তন কৈল এক সংবৎসর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংবরণ [স] ১ *বি* নিবারণ। 'প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সংবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সামলে রাখার কাজ। 'সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সংবরণ নাহি করে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। ৩ *বি* সাঙ্গ। 'যে দিন ইমাম হাসান মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৪ *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'লোভ সংবরণ করিয়া যে মানুষ বাদ-সাদ দিয়া বাছিয়া খাইতে জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংবরণ করা *ক্রি* আড়াল করা। 'কালেজের ছেলেদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে সংবরণ করিয়া রাখিবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংবর্ধক [স] *বিণ* বিকাশ ঘটায় এমন। 'একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রযুক্তির সংবর্ধক ভাবনাচিন্তা ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

সংবর্ধন, সংবর্দ্ধন [স] *বি* বাড়ানো। 'পাঠশালার রীতিনীতি সংবর্দ্ধন ও সংশোধন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সংবর্ধন করা *ক্রি* বাড়িয়ে তোলা। 'মধুময় স্নেহসঞ্চার দ্বারা তাহার সুখ ও স্বাস্থ্য সংবর্ধন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংবর্ধনা [স] *বি* সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা। 'তাঁহারা, মহাসমারোহে ... সংবর্ধনা করিতে যাইতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সংবর্ধিত, সংবর্দ্ধিত [স] *বিণ* বাড়ানো হয়েছে এমন। 'এমত অভিমত হইয়াছে যে সংবর্দ্ধিতরূপে স্থাপিত করা যাউক।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সংবলিত [স] *বিণ* সমন্বিত। 'অকাট্যযুক্তিসংবলিত প্রমাণপ্রয়োগের উপরি প্রতিষ্ঠিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংবাদ [স] ১ *বি* খবর। 'সংবাদ পাইয়া আইল পন্নার বিদ্যমান।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* তথ্য। 'দূরবীক্ষণ যন্ত্র উর্দ্ধতম নক্ষত্রমণ্ডলের সংবাদ নিমেষমাত্রে এই অধোলোকে আনয়ন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সংবাদক [স] *বি* যে সংবাদ দেয়। 'সে সমাচার প্রতি অনাস্থা হইয়া সংবাদককে সমোচিত করা গেল।' *রামরাম*, ১৮০২।

সংবাদ-কাগজ [স সংবাদ+আ কাগজ] *বি* সংবাদপত্র; খবরের কাগজ। 'সেনেট, মাথার 'পরে শুধু কিছু সংবাদ-কাগজ।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সংবাদদাতা [স] *বি* প্রতিবেদক; সংবাদ প্রদানকারী। 'রায় লিখিয়া তাঁহার খানসামার কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন, কথা ছিল যখন সংবাদদাতা আসিবে ভৃত্য এই রায় তাহার হস্তে দিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'বিশেষ-সংবাদদাতা তাকে সাগরপারের দৈত্যপুরীর কথা বলেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সংবাদপত্র [স] *বি* খবরের কাগজ। 'তাঁহারা অকারণ গরিব সংবাদপত্র প্রকাশকের উপর ক্রোধ করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সংবাদপত্রওয়ালা [স সংবাদ+হি ওয়ালা] *বি* সংবাদপত্র-কর্তৃপক্ষ। 'সংবাদপত্রওয়ালাদের মিথ্যা সংবাদ প্রচারে নামে মাত্র স্বদেশীর অস্তিত্ব বজায় আছে।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

সংবাদপত্র-বিক্রেতা [স] *বি* সংবাদপত্র বিক্রি করে যে। 'সংবাদপত্র-বিক্রেতা বালকদের চীৎকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাণ আকর্ষণ করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সংবাদপাত্রিক [স] *বি* সংবাদপত্রের সম্পাদক। 'লেখনীবজ্রপাণি সংবাদপাত্রিকের ঘেঁষাঘেঁষি ভিতের মধ্যে একটা কোন ছোটো রন্ধ্র দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সংবাদবাহক [স] *বিণ* সংবাদ বহনকারী। 'স্নায়ুসূত্র পুনরায় সংবাদবাহক হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

সংবাদবাহী [স] *বি* সংবাদবাহক। 'সংবাদবাহীর পরিচয় দিতে দিতে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সংবাদী [স] *বি* সঙ্গীতে মূল সুরের সহায়ক সুর। 'বিবাদী সংবাদী ও অনুবাদী সুরের মধ্যে এবারকার পালায় এইটিই ছিল স্থায়ী সুর।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সংবিত, সংবিৎ [স] *বি* চেতনা; হুঁশ। 'ভূমিত পড়িলা দেহে নাহিক সংবিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যাতে আমার হৃদয়ের হয় ত সংবিৎ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংবিদা [স] *বি* চেতনা। 'সংবিদা ঢলঢল ত্রিনয়ন উৎপল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সংবিধান [স] *বি* রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র। 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সংবিধিবদ্ধ [স] *বিণ* সরকারি বিধানসম্মত। 'কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সংবৃত [স] ১ *বিণ* আবৃত; ঢাকা। 'নিবিড় নিবদ্ধ কঞ্চুলিকা ও কটিলকুঞ্চিত অঙ্গবস্ত্রদ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়াও, অতিশয় মনোরম ভাবে সংবৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'চাদরে মাথা বেষ্টন করে সমস্ত দেহ সংবৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বিণ* সংকুচিত। 'কুণ্ঠিত ভীরু ভাবে তাহার নবযৌবনারম্ভকে সংযত সংবৃত করিয়া রাখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সংবেগ [স] *বি* দ্রুত বেগ। 'কুমোরের ঘুরখাওয়া চাকার সংবেগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সংবেদন [স] *বি* অনুভূতি। **সংবেদনশীল** [স] *বিণ* অনুভূতিপ্রবণ। 'অত্যন্ত সংবেদনশীল, সকল মানবিক গুণের অধিকারী ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

সংবেদনা [স] *বি* অনুভূতি। 'যদি দরদের বদলে সংবেদনা শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়।' *জীবন*, ১৯৪২।

সংবেশিত [স] *বিণ* সম্মোহিত। 'মানুষের চেতনাকে সংবেশিত করা তাদের সাধ্যায়ত্ত।' *শিব*, ১৯৫৬।

সংবেষ্টন [স] *বি* পরিবেষ্টন। 'এক ছড়া যুঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সংবোহিঁ [স সংবোধ] *বি* উপদেশ। 'আইস সংবোহেঁ কো পতিআই।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

সংবোহিঅ [স সংবোধিত] *বিণ* সংবোধিত। 'কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা।' *চর্যা* ৪০, ১২০০।

সংবোহী [স সংবোধী] *বি* সংবোধী। 'আহ্মেঁ চউখণ সংবোহী।' *চর্যা* ৪৪, ১২০০।

সংভোগ [স সম্ভোগ] *বি* উপভোগ। 'সুরত সংভোগে করী সফল জীবন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংভ্রম [স সম্ভ্রম] *বি* সম্মান। 'সংভ্রমে উঠিয়া কৃষ্ণ দিল আলিঙ্গন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সংভ্রান্ত [স সম্ভ্রান্ত] *বিণ* অভিজাত। 'কেহ২ সংভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সংমার্জন, সংমার্জ্জন [স] *বি* পরিষ্কার করা। 'সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা-সংমার্জ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংমিলন [স] ১ *বি* মিশে যাওয়া। 'বাস্তবিক যেন তৈল ও জলের একত্র সংমিলন প্রকৃতিবিরুদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বি* সংযোগ। 'কত শোভা আরো তার মণি সংমিলনে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সংমিলনবিরহ [স] *বি* বিরহযোগ। 'অতএব সমানান্তরালতা, সংমিলনবিরহের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংমিলিত [স] *ক্রিবিণ* সম্মিলিত হয়ে। 'কান্দে নলকুবর দুঃখিত চন্দ্রিণী পদ্মিনী সংমিলিত।' *ভারত*, ১৭৬০।

সংমিশ্রণ [স] ১ *বি* মিলন। 'সেমিটিক-ভাবের সহিত হিন্দুভাবের কোনো স্বাভাবিক সংমিশ্রণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* সমাবেশ। 'নানা বয়সের ছেলেদের সংমিশ্রণ।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সংমিশ্রণজাত [স] *বিণ* মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন। 'সেমীয়, নিগ্রো প্রভৃতি নানা গোত্রভুক্ত মানবের রক্ত-সংমিশ্রণজাত এক বিচিত্র জনসমষ্টি।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সংমুখ [স সম্মুখ] *বি* অভিমুখ। 'গেলি কাহ্নের সংমুখে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'যথাসাধ্য তাহার ভাষাবিবরণ করিয়া তাহার সংমুখে রাখে।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

সংমেলন [স] *বি* সংযোগ। 'উভয়ের সংমেলনের প্রতি সূক্ষ্ম বিবেচনা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সংযত [স] ১ *বিণ* নিয়ন্ত্রিত। 'নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সংযত ... করাও সেইরূপ আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* শান্ত। 'চিত্ত সংযত করিয়া কথা সকল শুনিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বিণ* শালীন। 'বাহিরে তাহা বাস্তবের সংযত সাজ পরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বিণ* নিবৃত্ত। 'রসিকবাবুকে একটু সংযত করে রাখব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সংযতকণ্ঠ [স] *বি* বিনীত কণ্ঠ। 'সংযত কণ্ঠে তথাপি উত্তর দিলেন – দানাপুর যাব।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সংযতভাবে [স] *ক্রিবিণ* বিনয়ের সঙ্গে। 'খুব সংযতভাবেই তিনি উঠিয়া গেলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সংযতভাষী [স] *বিণ* পরিমিত কথা বলে এমন। 'প্রবাল সংযতভাষী।' *সুনীল*, ১৯৭০।

সংযতমনা [স] *বিণ* শান্ত। 'অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সংযতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিনীত। 'ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সংযতাত্মা [স] *বিণ* নিজেকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। 'সংযতাত্মা পুরুষ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংযতেন্দ্রিয় [স] *বি* সংযমী। 'সংযতেন্দ্রিয়ের পক্ষে উত্তম আহারাদিও অবিধেয় নয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সংযম [স] ১ *বি* দমন। 'যত কৈলোঁ সংযম/ করিলোঁ ব্রত নিয়ম।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'বাক-সংযম, ভাব-সংযম ইত্যাদি যে কিছু সংযম আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* পরিমিতি। 'বাক্যে ব্যবহারে সংযম আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সংযমন [স] *বি* সংযত; নিয়ন্ত্রণ। 'কী ভাবে সমস্তকে সর্বদা সৃজন এবং সংযমন করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংযমবিশিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* সংযমী। 'সংযমবিশিষ্টা যে সমাজের নারী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সংযমী [স] *বিণ* সংযম পালন করে এমন। 'অতুল সংযমী লোক।' *শরৎ*, ১৯১৬।

সংযাত্রা [স স্ব-অঙ্গ+স যাত্রা] *বি* শোভাযাত্রা। 'সম্প্রদা সাজিল সংযাত্রা আরম্ভিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সংযুক্ত [স] ১ *বিণ* সংলগ্ন। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বিণ* যুক্ত। 'উৎসাহের শিখা তৃণ সংযুক্ত

অগ্নির ন্যায় একেবারে জাজ্জ্বল্যমান।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৩ *বিণ* মিলিত। 'অন্য জাতির সহিত উদ্বাহসূত্রে সংযুক্ত না হইলে তাহা নিরাকৃত হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* একত্র। 'তাহারা মানুষের সহিত অত্যন্ত সংযুক্ত হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংযোগ [স] ১ *বি* সম্পর্ক। 'এমত সংযোগ করি অনুরাগ কেমতে গঠিল দে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বি* মিলন। 'সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* বিনিয়োগ। 'কৃষিকর্ম্মে আপনারদের নৈপুণ্য ও ধন সংযোগ করিতে যে প্রতিবন্ধক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৪ *বি* সংস্পর্শ। 'চক্ষুর সহিত আলোক সংযোগের কোন সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ৫ *বি* কারণ। 'তুমি, কি সংযোগে, অকস্মাৎ এস্থলে উপস্থিত হইলে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৬ *বি* সম্পৃক্ততা। 'এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংযোগকরণ [স] *বিণ* মিশ্রিতকরণ। 'নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য সংযোগকরণের বিধি আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সংযোগ-বিয়োগ [স] *বি* পরিবর্তন। 'এই উদ্যান খণ্ডটুকু লইয়া আকৃতি প্রকৃতির যতপ্রকার সংযোগ-বিয়োগ সম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সংযোগরক্ষাকারী [স] *বিণ* সংযোগ তৈরি করে এমন। 'ফুলবাড়ী ও দিনাজপুরের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী সড়ক বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

সংযোগাশয়ী [স] *বিণ* প্রায় মিলিত হচ্ছে এমন। 'দুটি ভ্রূ পরস্পর সংযোগাশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সংযোগী [স] ১ *বি* সধবা। 'বিয়োগীল যমসম সংযোগীর প্রান।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। ২ *বি* ধ্যানী। 'সংযোগীর ভাঙ্গিয়াছে সংযোগের যোগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সংযোগোৎপন্ন [স] *বিণ* দুটি পদের মিলনের ফলে সৃষ্ট। 'সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংযোজনা [স] *বি* সংযোগ স্থাপন। 'কুন্দকলিকা ইত্যাদি অতি কৌশলসহকারে সংযোজনা করিয়া যে অপূর্ব মূর্তি ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

সংযোজনী [স] *বিণ স্ত্রী* যোগসাধনকারী। 'দেশীয় সাহিত্যের সংযোজনী-শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংযোজা [স সংযোজন>] *ক্রি* সংযোজন করা। **সংযোজিআঁ** *ক্রি* সংযোজন করে; লাগিয়ে। 'বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সংযোজিল** *ক্রি* মিলিত হলো। 'কমলে খঞ্জন সংযোজিল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংরক্ত [স] *বিণ* কামার্ত; অনুরাগযুক্ত। 'সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'তারা খুঁজেছিল সাযুজ্য সংরক্ত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সংরক্ষণ [স] *বি* বিশেষভাবে রক্ষণ। 'প্রতিদিনকে সজীবভাবে সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করলে চিরদিনকে নির্জীব করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* রক্ষণাবেক্ষণ। 'পুরোপুরি সংরক্ষণের দাবী জানানো হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সংরক্ষণীয় [স] *বিণ* সংরক্ষণের যোগ্য। 'অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংরক্ষা [স] *বি* রক্ষণাবেক্ষণ। 'সর্ব্বতোভাবে শরীর সংরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সংরক্ষিত [স] *বিণ* সুরক্ষিত। 'জীবনটা সুখদুঃখের তাপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে অনেকদিন স্থায়ী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সংরচন [স] *বি* রচনা। 'আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সংরুদ্ধ [স] *বিণ* অবরুদ্ধ। 'কণ্ঠসংরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া বহিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সংরম্ভ [স] *বি* বেগময়তা। 'অবৃষ্টিসংরম্ভ সমারোহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সংরচন [স] *বি* বিশেষভাবে নির্মাণ। 'সে ধূমকেতু দীপ্র সেতুসংরচন করে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংরাগ [স] *বি* তীব্র অনুরাগ। 'আশৈশব সামান্য মিলের আর ছন্দের সংরাগে?' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সংলগ্ন [স] ১ *বিণ* লাগোয়া। 'বৃহৎ বৃহৎ দেশীয় পোতে ঐরূপ এক একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বা জেলেডিঙ্গি সংলগ্ন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* সংযুক্ত। 'মরকের কিছুদিন পরেই অগ্নি সংলগ্ন হইয়া তথাকার বিস্তর গৃহ দগ্ধ হওয়াতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* সম্পৃক্ত। 'ইহজীবনে দুটো মানুষে কতটুকু অংশ রেখায় রেখায় সংলগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সংলাপ [স] ১ *বি* কথোপকথন। 'সংলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। ২ *বি* আলোচনা। 'গান্ধি-নোগুচি সংলাপ।' *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৯৩৬ (*হরিচরণে* উদ্ধৃত)। ৩ *বি* আলাপ। 'কর্মের মুহূর্তগুলি ঘুমায়ে ঘুমায়ে শোনে মৃত্যুর সংলাপ।' *আহসান*, ১৯৪৪।

সংলাপধ্বনি [স] *বি* কথার আওয়াজ। 'সমস্ত বন্দিশিবিরে আরো মৃদু সংলাপধ্বনি শোনা যায়।' *শওকত*, ১৯৭২।

সংলাপমুখী [স] *বিণ* কথোপকথনে আগ্রহী। 'কেউ নীরব কেউ মৃদু সংলাপমুখী।' *শওকত*, ১৯৭২।

সংলিপ্ত [স] ১ *বিণ* পুরোপুরি জড়িত এমন। 'দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ইহাতে কোনোরূপ ভাব সংলিপ্ত নহে।' *প্রমথ*, ১৮৯০। ২ *বিণ* সংযুক্ত। 'ভাষায় ভাবে সর্বত্র সংলিপ্ত হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* লিপ্ত; ব্যাপৃত। 'কার্যবীর নেপোলীয়ানও কখনোই আপনার কার্যের মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকিতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংলেপ [স] *বি* তন্ময়তা। 'এবং বর্জ্জনে সংলেপই বুঝাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংশপ্তক [স] *বি* দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাদল। 'সংশপ্তক।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সংশয় [স] ১ *বি* ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভয়। 'তেজিআঁ সংশয় কর পরতয়।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সার্ব্বভৌম কহে তুমি না কর সংশয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* দ্বিধা। 'আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* আশঙ্কা। 'সংশয় জীবন-আশা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিণ* বিপন্ন। 'যখন বিপাক দেখ সংশয় জীবন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সংশএ [স সংশয়] *বি* আশঙ্কা। 'মরম বিদরে মোর জীবন সংশএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সংসএ [স সংশয়] *বি* সন্দেহ। 'সংসএ পরু অভিসার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সংশয়গ্রস্ত [স] *বিণ* সংশয়ে আচ্ছন্ন। 'দাদু, ঐ এখনো শব্দটা সংশয়গ্রস্ত কন্যাকর্তাদের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সংশয়তিমিরাচ্ছন্ন [স] *বিণ* দ্বিধার অন্ধকারে নিমজ্জিত। 'মানুষ নিজের সংশয়তিমিরাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গহ্বর হইতে বাহির ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংশয়পারাবার [স] *বি* সংশয়রূপ সমুদ্র। 'সংশয়পারাবার অন্তরে হবে পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সংশয়পিশাচ [স] *বি* সংশয়রূপ পিশাচ। 'নিজেই সংশয়পিশাচকে অগ্রস্থান দেন।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সংশয় প্রবণতা [স] *বি* সন্দেহের ঝোঁক। 'অভাব-অনটন সমস্ত সংসারকে গিলে ধ'রেছে কিন্তু স্থির আছে সেই ... কুটিল সংশয় প্রবণতা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

সংশয়বাদ [স] *বি* ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী মতবাদ। 'এই উভয় দলেই সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা সত্যসন্ধানের তপস্যাজাত ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সংশয়বাদী [স] *বিণ* ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী। 'একজন ইংরাজ সংশয়বাদী ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সংশয়বিহীন [স] *বিণ* দ্বিধাহীন। 'সংশয়বিহীন অশ্রুপ্লাবিত দুই চক্ষু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সংশয়ভরা *বিণ* দ্বিধাপূর্ণ; সংশয়পূর্ণ। 'সংশয়ভরা জিজ্ঞাসু আশঙ্কা ... এসব ভাবও এমন পরিষ্কার ফুটিয়া থাকে।' *মানিক*, ১৯৪০।

সংশয়ভেদন [স] *বি* সন্দেহ নিরসনকারী। 'জয় সংশয়ভেদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সংশয়মাত্র [স] *বি* সামান্য সংশয়। 'গ্রন্থপাঠের পর সে সম্পর্কে সংশয়মাত্র থাকে না।' *শিব*, ১৯৫৬।

সংশয়মিশ্রিত [স] *বিণ* সংশয়যুক্ত। 'শেষের চিঠিগুলিতে ক্রমেই তা সংশয়মিশ্রিত হয়ে উঠেছে।' *শিব*, ১৯৫০।

সংশয়মুক্ত [স] *বিণ* আশঙ্কামুক্ত। 'মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝি সংশয়মুক্ত হয় নবিতুন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সংশয়শূন্য [স] *বিণ* সন্দেহবর্জিত। 'দাক্ষায়ণী সংশয়শূন্য নিরুদ্‌বিগ্নভাবে বলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সংশয়-সাগর [স] *বি* সাগরের ন্যায় সীমাহীন সঙ্কোচ। 'সংশয়-সাগর চর আসি সংগোপনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সংশয়হীন [স] ১ *বিণ* নিঃসংশয়। 'সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিণ* নির্ভীক; ভয়হীন। 'সংশয়হীন অবোধ চামেলি কোমল সবুজ ডাল মেলে দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সংশয়াকীর্ণ [স] *বিণ* সন্দেহযুক্ত। 'যাহা নিশ্চয় বলিয়া জানিয়াছি তাহা সংশয়াকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সংশয়াচ্ছন্ন [স] *বিণ* অনিশ্চিত। 'পিণ্ডদাতার আবির্ভাব সম্ভাবনা অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সংশয়াতীত [স] *বিণ* দ্বিধাহীন। 'তারি মাঝখানে সংশয়াতীত প্রত্যয় করে বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সংশয়াতুর [স] *বিণ* দ্বিধান্বিত। 'সে আমাদের মতো সংশয়াতুর ভীরু প্রাণীদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সংশয়ান্বিত [স] *বিণ* দ্বিধাযুক্ত। 'এই প্রশ্নমাত্রেই সংশয়ান্বিত সশঙ্কিত হইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সংশয়াপন্ন [স] *বিণ* মরণাপন্ন। 'তাহার জীবন সংশয়াপন্ন ...।' *অমৃতবাজার*, ১৮৬৮।

সংশয়াবিষ্ট [স] *বিণ* সন্দিগ্ধ। 'আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সংশয়ারূঢ় [স] *বিণ* দ্বিধাগ্রস্ত। 'ধর্মশীল লোকেরাও ... মাল্যমোদক প্রস্তুত করিতে সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সংশয়িত [স] *বিণ* সংশয়পূর্ণ। 'বারবার সংশয়িতজীবন হইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংশয়ী [স] ১ *বি* সংশয়পোষণকারী। 'সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* দ্বিধান্বিত। 'একটু ইতস্তত করে পথসংশয়ী পথিকের মতো।' *মানিক*, ১৯৪৭।

সংশয়োর্ধ্ব [স] *বিণ* সন্দেহাতীত। 'এ কবি-প্রতিভা সংশয়োর্ধ্ব।' *শিব*, ১৯৭৩।

সংশার [স সংসার] *বি* মর্ত্যলোক। 'নষ্ট হইল সকল সংশার।' *মালাধর*, ১৫০০।

সংশিত [স] *বিণ* সংশয়যুক্ত। '... ততদিন আশাজীবী লোকের সংশিত মানসাকাশে ইষ্টচন্দ্রের উদয় হয় না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সংশোধক [স] *বিণ* সংশোধনকারী। 'আগে আত্মীয় হবেন তার পর সংশোধক হবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সংশোধন [স] ১ *বি* পরিবর্তন। 'কমিটির তাবন্নিয়মের সংশোধন করা উচিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বি* শুদ্ধকরণ। 'সে শাস্ত্রের আর পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা নাই; সংশোধনেরও সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'তিনি ... তৎক্ষণাৎ সেই ভুলের সংশোধন করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৩ *বি* কু-অভ্যাস দূরীকরণ। 'লোকের ভ্রম-নিবারণ, চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি সম্পাদন করিতে...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'তাহার চরিত্রের সংশোধন হইল না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সংশোধনাগার [স] *বি* অপরাধপ্রবণতা দূর করতে যেখানে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়। 'অপরাধী কিশোর সংশোধনাগার।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সংশোধনার্থ [স] *ক্রিবিণ* সংশোধনের জন্য। 'তাহারাও সংশোধনার্থ সচেষ্টিত হইয়া নিজ বুদ্ধি নিয়োজন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংশোধনী [স] ১ *বিণ* সংশোধনযোগ্য। 'একটি সংশোধনী মুসাবিদা বর্তমানে আইন পরিষদের আলোচনাধীন আছে।' *সওগাত*, ১৯৩৯। ২ *বি* সংশোধিত বিধান। 'নয়া সংশোধনীতে প্রত্যেক প্রদেশের জন্যে ৪টি করে আসন সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৭।

সংশোধিত [স] ১ *বিণ* সংশোধন করা হয়েছে এমন। 'পত্র সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* পরিমার্জিত। 'এক প্রস্তাব তিন চারি জন পণ্ডিতের বিবেচনাদ্বারা সংশোধিত না হইলে মুদ্রাঙ্কিত করিতেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সংশ্লিষ্ট [স] ১ *বিণ* যুক্ত। 'দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট থাকুক না না থাকুক স্থানীয় লোক মাত্রেই সে কর দিতে আইনানুসারে বাধ্য হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* জড়িত। 'গণবাণীর সাথে আমিও সংশ্লিষ্ট।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* সম্পর্কিত। 'বিদেশে নার্সিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সংশ্রপ [স সংশ্রব] *বি* সংশ্রব। 'কেলারিন্দা বয়োসের সহিত সংশ্রপ করে তবে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

সংশ্রব [স] ১ *বি* যোগাযোগ। 'স্বতঃপরতঃ কোন সংশ্রব রাখে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ২ *বি* সংযোগ। 'সে স্থলে তাঁহার সংশ্রব না থাকা অবশ্য উচিত কর্মের অন্যথা হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ৩ *বি* সান্নিধ্য। 'যথার্থ মানুষের একটা সংশ্রব পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারী একটা তৃষ্ণা থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৪ *বি* সংস্পর্শ। 'যে আমাকে বাইরের সংশ্রবে আসতে দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সংসজ [স সংশয়] *বি* সংশয়। 'মুখ দেখি তিরিবিধ সংসজ ভেল।'

বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'সংসঞে পরু অভিসার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সংসক্ত [স] ১ *বিণ* অনুরক্ত; আসক্ত। 'বিলাতী অশনবসনের সহিত সংসক্ত দেখিতে চাহেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। 'শূন্য যেথা শূন্য নয়, তারাতুর সংসক্ত তড়িতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংসত্য [স] *বিণ* সম্যক সত্য। 'এখন হইল মিথ্যা সংসত্য বচন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সংসদ [স] ১ *বি* সম্মিলনী। 'দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাহারা যদি একটি মধ্যবর্তী সংসদকে ও সেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে বারণ করিতে পারেন, তবে একদিন সেই সংসদ সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* পার্লামেন্ট বা আইনপরিষদ। 'সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সংসদীয় [স] *বিণ* সংসদ সম্পর্কিত। 'সংসদীয় দলের নেতৃত্ব।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সংসয় [স সংশয়] *বি* সংশয়। 'লীলায় খণ্ডাইতে পারি নাহিক সংসয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সংসর্গ [স] ১ *বি* সঙ্গ। 'একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিণী সংসর্গ।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* সংগম। 'পরস্ত্রী সংসর্গে এক ক্ষণমাত্র সুখ।' *গৌর*, ১৮২২। ৩ *বি* মেলামেশা। 'অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন তৎপ্রযুক্তই বা হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গপ্রযুক্তই বা হউক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বি* সাহচর্য। 'যাঁর সঙ্গে আমার সেই অল্পকালের সংসর্গ আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সংসর্গদোষ [স] *বি* সঙ্গদোষ। 'পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সংসর্গলিপ্সা [স] *বি* সংসর্গ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'প্রভাতের দিক দিয়ে সংসর্গলিপ্সা।' *জীবন*, ১৯৩১।

সংসর্গলোলুপ [স] *বিণ* সাহচর্যের জন্য প্রলুব্ধ থাকে এমন। 'ষড়যন্ত্রহীন স্বচ্ছ এরকম প্রভাতকে রেখে যাবে, মানুষের সংসর্গলোলুপ?' *জীবন*, ১৯৪০।

সংসর্গী [স] *বিণ* সম্পর্কিত। 'বাবুর নিজ সংসর্গী ব্যক্তি ভিন্ন অপর সাধারণ বাবুরদিগের যাওনের অনুমতি থাকিবেক না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সংসর্পিত [স] *বিণ* আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করেছে এমন। 'সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সংসাধন [স] *বি* সম্পাদন। 'দেশের প্রভূত মঙ্গল সংসাধন করে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সংসাধনকার্য [স] *বি* সম্পাদিত কাজ। 'তবু তার সংসাধনকার্যে পরম-বিশ্বাসীর মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সংসাধিত [স] *বিণ* সংঘটিত। 'প্রতিভাপরিচালনে কীদৃশ বিস্ময়জনক কার্য্য সংসাধিত করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'আরও অনেক প্রকার সামান্য সামান্য অত্যাচার মুসলমানদের উপর সংসাধিত হইত।' *মিহির*, ১৮৯২

সংসার [স] ১ *বি* জগৎ। 'থির হউ সকল সংসার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বিবাহ। 'তিন সংসার করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বর্ত্তমানা।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৩ *বি* সমাজ। 'সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী নির্জ্জন বনবাসী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ৪ *বি* গার্হস্থ্য জীবন। '(পৈতৃক পেসা) খাটি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রোজগার কত্তেন, তাতেই সংসার নির্ব্বাহ হতো।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৫ *বি* স্ত্রী। 'তাহার দ্বিতীয়পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৬ *বি* জীবন। 'এ সংসারের অনেকটা পথ মাড়িয়ে আজ বার্ধক্যের দ্বারে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সংসার-কাজ *বি* সাংসারিক জীবনের প্রাত্যহিক কাজ। 'প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, সংসার-কাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সংসার-কানা *বিণ* সাংসারিক জ্ঞানহীন। 'কথা কর্তাকে জানিয়ে ফল নেই, পুরুষরা যে সংসার কানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সংসারকূপ [স] *বি* সংসাররূপ কুয়া। 'যেমতে না পড়োঁ মুঞি এ সংসারকূপে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সংসারক্ষয় [স] *বি* সংসারের ক্ষতি। 'অনায়াসে সংসারক্ষয় কৃষ্ণের সেবন এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংসারক্ষেত্র [স] *বি* সমাজ। 'অন্তঃকরণের ভিতরে এই অনুশাসনটি গ্রহণ করে আমি সংসারক্ষেত্রে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংসারখরচ [স] *বি* সংসারের নিত্যদিনের ব্যয়। 'ননীবালা সংসারখরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত ... খাটান নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সংসারচক্র [স] *বি* সাংসারিক জীবন। 'অবশেষে কখন একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণ্যমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতিদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। 'আমাদের ঋষিরা সংসারচক্র থেকে জীবের মুক্তির কথা বলেছেন।' *সবুজ*, ১৯১৭।

সংসার-ছক *বি* সংসাররূপ ছক। 'সংসার-ছক পেতে হায়,/ বসে রোস মোহের নেশায়।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

সংসারজ্ঞান [স] *বি* বাস্তবজ্ঞান; ইহজাগতিক জ্ঞান। 'গুরুর শিক্ষা ছাত্রের কাজে লাগিতেছে, কিন্তু সংসারজ্ঞান নিজের জীবনে ব্যবহার করিতে তিনি বালকের ন্যায় অপটু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'তাঁরা তাঁদের সংসারজ্ঞান ও তাঁদের শিক্ষিত ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

সংসারতাপ [স] *বি* সংসারের দুঃখ-কষ্ট। 'তব কাজ শিরে বহিতে, সংসারতাপ সহিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সংসারদুঃখ [স] *বি* সংসারের দুর্দশা। 'খণ্ডিবে সংসারদুঃখ পাবে প্রেমানন্দ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংসারদৃষ্টিশূন্য [স] *বিণ* জাগতিক খেয়ালহীন। 'যোগী আপনার ধ্যানেই মগ্ন; সংসার দৃষ্টিশূন্য।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সংসারধর্ম, সংসারধর্ম্ম [স] *বি* গার্হস্থ্য জীবন। 'তাহা হইলে সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি ... সংসারধর্ম করি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সংসারধাম [স] *বি* গার্হস্থ্য জীবন। 'ইহাতে এমন যে সুলভ সুখ সংসারধাম, তাহাও বিপদরূপ বিষম-বিষদূষিত ... রোগের উৎপত্তি করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সংসারনদী [স] *বি* সংসাররূপ নদী। 'পবিত্রসলিলা সংসারনদীর স্রোত চিরদিন প্রবহমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সংসারনির্মুক্ত [স] *বিণ* সংসারবিমুখ। 'যে ধ্যান কেবলমাত্র সংসারনির্মুক্ত আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংসারপতঙ্গ [স] *বি* সংসারের প্রাণী। 'জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সংসারপথ [স] *বি* সংসাররূপ পথ। 'দীর্ঘ সংসারপথ একটা

এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সংসারপলাতক [স] *বিণ* সংসার থেকে পলায়নকারী। 'সে সংসারপলাতক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সংসারপ্রবাহ [স] *বি* সংসাররূপ স্রোত; জীবনপ্রবাহ। 'সংসারপ্রবাহ আপনার সুখদুঃখ রাগদ্বেষ বিপদসম্পদ লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংসারবন্ধন [স] *বি* সংসারের বাঁধন। 'এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সংসারবন্ধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ এমন। 'বুদ্ধিরূপা বন্ধহরা সংসারবন্ধিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সংসারবর্তী [স] *বিণ* সংসারে বর্তমান। 'সংসারবর্তী লোকগুলো একটি কল্পতরু পাইয়াছিল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

সংসারবর্ত্ম [স] *বি* সংসাররূপ পথ। 'সংসারবর্ত্মে পদার্পণ করিলে কৃতকার্য হওয়া যায় তাহার সন্দেহ নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সংসার-বিরক্ত [স] *বিণ* সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। 'অবশেষে মনোদুঃখে সংসার-বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সংসারবিবাগী [স] *বিণ* সংসার বিমুখ। 'সংসারবিবাগী মানবাত্মার প্রেম।' *হাই*, ১৯৫৪।

সংসার-বিরাগী [স] *বিণ* সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্নকারী। 'আমি লোভ-পরিশূন্য সংসার-বিরাগী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সংসারভার [স] *বি* পারিবারিক দায়বদ্ধতা। 'সংসারভারকে লঘু করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সংসারভারবিহীন [স] *বিণ* সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতা নেই এমন। 'আমরা কি ইংরাজের মতো স্বতন্ত্র, সংসারভারবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সংসার-মরু [স] *বি* সংসাররূপ মরু। 'সংসার-মরু মাঝে তুমি মেঘমায়া।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সংসার-মরুভূমি *বি* সংসাররূপ মরুভূমি; সংসাররূপ কঠিন জায়গা। 'আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার-মরুভূমির আরব-ঘোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সংসারমাঝারে [স] *ক্রিবিণ* (সুখ-দুঃখময়) সংসারের মধ্যে। 'আজি তোরে পাঠাইব সংসারমাঝারে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সংসারমোচন [স] *বি* সংসারের দুঃখ-দুর্দশার অবসান। 'কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসারমোচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংসারযাত্রা [স] *বি* জীবনযাপন। 'তাহা হইলে, অনায়াসে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করণের সম্যক নির্ভর করিয়া থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

সংসারযুদ্ধ [স] *বি* বেঁচে থাকার লড়াই; জীবনসংগ্রাম। 'সংসারযুদ্ধে জয়ী হয়ে দশের এক হওয়াই সব চেয়ে বড় কাজ।' *সবুজ*, ১৯১৭।

সংসারলীলা [স] *বি* পার্থিব জীবন। 'আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সংসার-শ্রম *বি* সংসারের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিশ্রম। 'যেখানে সংসার-শ্রমে পরিশ্রান্ত-দেহ, ঘুমাইবে পৃথিবীর দুখ সুখ ভুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সংসারসংগ্রাম [স] *বি* সংসারের কাজ-কর্ম। 'পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ক-কঠিন/ সংসারসংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সংসারসমুদ্র [স] *বি* সংসাররূপ সমুদ্র। 'আমি এই সংসারসমুদ্রে দিব্যি একটি খেয়া জমিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংসার সাগর [স] *বি* সংসাররূপ সাগর। 'সংসার সাগর জদি করিতে তারন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সংসারসিন্ধু [স] *বি* সংসাররূপ সাগর। 'সমস্ত-সংসারসিন্ধু-মথিত অমৃত ছিল সে আমার শিশু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সংসারস্রোত [স] *বি* সংসাররূপ স্রোত; জীবনপ্রবাহ। 'সংসারস্রোতে অজ্ঞাত পথে ভাসিয়া চলিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সংসারা [স সংসার] *বি* সংসার; গার্হস্থ্য জীবন। 'কুলেঁ কুল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

সংসারাধ্যক্ষ [স] *বি* সংসারের প্রধান কর্তা। 'সংসারাধ্যক্ষেরা অন্য ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিতে অবধারণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সংসারানভিজ্ঞ [স] *বিণ* সংসারের অভিজ্ঞতাহীন। 'সংসারনভিজ্ঞ অপরিণামদর্শী কোন অলক্ষ্মী-আশ্রিত বালক।' *শরৎ*, ১৯১০; 'সংসারানভিজ্ঞ উদাসীনটিকে জানাইতে চাহে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

সংসারাশ্রম [স] *বি* গার্হস্থ্য জীবন। 'অদ্যই আমি, সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া ... আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সংসারাশ্রমত্যাগী [স] *বিণ* সংসার ধর্ম ত্যাগ করেছে এমন। '... ভিক্ষুক ও সংসারাশ্রমত্যাগী প্রভৃতি জনগণ রাজকর হইতে মুক্ত ছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সংসারাসক্ত [স] *বিণ* সংসারের প্রতি মায়া আছে এমন। 'সংসারাসক্ত সমস্ত মনুষ্য পাশব প্রবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সংসারাসারতা [স] *বি* সংসারের অসারতা। 'সৎপুরুষে সংসারাসারতা নিশ্চয় পূর্ব্বক ধর্ম্মসঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সংসারি [স সংসারী] *বিণ* সংসারী; সংসারধর্ম পালনকারী। 'সংসারি মানব মাত্রেরই অর্থ প্রয়োজনীয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সংসারিক [স সংসার>] *বিণ* সংসারী। 'বিষ্ণোও সংসারিক, দুই স্ত্রী পুত্রো সকোলি আছে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সংসারী [স] **১** *বিণ* গার্হস্থ্য জীবনযাপনকারী। 'স্ত্রী পুত্রো কন্যা সকোলি আছে, তিনি সংসারী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **২** *বি* বিষয়ী লোক। 'দিন ফুরাল হে সংসারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৩** *বি* সংসারজ্ঞানসম্পন্ন। 'বৌ সংসারী, বৌ বেশ সংস্থানসম্পন্না।' *অবন*, ১৯২৫।

সংসৃতি [স] *বি* প্রবাহ। 'ঘটনা-সংসৃতির অর্থোপপত্তিই প্রকৃতপক্ষে ব্যাখ্যা হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সংসৃষ্ট [স] *বিণ* সৃজিত; রচিত। 'এদেশে কখন প্রজা প্রভাব সংসৃষ্ট হইতে পারে নাই।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সংস্করণ [স] **১** *বি* পরিমার্জন। 'দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বি* সংশোধন। 'প্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা বিধিসকল খণ্ডন করিয়া সমাজ সংস্করণ করিতে পারেন নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। **৩** *বি* পরিমার্জিত রূপ। 'ইহা ইংরেজ আমলদারীর বিগত শতাব্দীর গড়ান বাঙ্গালা ভাষার নূতন সংস্করণ নামে অভিহিত হইতে পারে।' *এসলাম*, ১৯১৫। **৪** *বি* এক দফায় বইয়ের যতোগুলো কপি প্রকাশিত হয়। 'আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সংস্কার[1] [স] ১ *বি* মুখশুদ্ধি। 'আমলকি দিয়া কি না করিব সংস্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আচার; চালচলন। 'বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সুন্দর সংস্কার হয়।' *গৌর*, ১৮২২। ৩ *বি* ধারণা। 'কতকগুলিন নব্য সম্প্রদায় নব্য সংস্কার সহকারে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৪ *বি* বিশ্বাস। 'হিন্দুর ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সংস্কার আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ *বি* উন্নতি। 'ব্যাকরণ এবং সাহিত্যশাস্ত্রে ঐ জনের উত্তম সংস্কার হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৬ *বি* অভ্যাস। '... ইংরাজী সংস্কারে বঙ্গভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *বি* বিবাহাদি দশবিধ সামাজিক অনুষ্ঠান। '[পতি] মরিলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহসংস্কারের অনুজ্ঞা দিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৫। ৮ *বি* লোকাচার। 'বহু স্মৃতি জনপ্রবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা এখনো তাহাতে মানবজীবনের রঙ ধরিয়া যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৯ *বি* প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসা প্রথা। 'মাঝে মাঝে তবু সংস্কার উঠিত জাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সংস্কারগত [স] ১ *বিণ* সংস্কারভিত্তিক। 'তা একভাবে এক ভঙ্গিতে চলে আসে জাতিগত সংস্কারগত ঐক্য থেকে।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বিণ* স্বভাবগত। 'বিবাহের প্রতি বিমুখতা তার সংস্কারগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সংস্কারবদ্ধ [স] *বিণ* সংস্কারাচ্ছন্ন। 'সংস্কারবদ্ধ সাধারণ মানুষের মনেও তাদের সহজাত যুক্তিবৃত্তি নতুন অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাড়নায় ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সংস্কারবর্জিত [স] *বিণ* কুসংস্কারমুক্ত। 'দারাশিকো সংস্কারবর্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংস্কারবান [স] *বিণ* পারদর্শী। 'সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ সংস্কারবান হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সংস্কারবিমুক্ত [স] *বিণ* গোঁড়ামিমুক্ত। 'মিলের চিন্তাধারা ছিল গণতান্ত্রিক, নীতিবোধ ছিল ধর্মীয় এবং পরাতত্ত্বগত সংস্কারবিমুক্ত।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কারমুক্ত [স] ১ *বিণ* বদ্ধমূল ধারণাশূন্য। 'য়ুরোপে গিয়া সংস্কার মুক্তদৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'অচলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয়নি।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ২ *বিণ* চিরাচরিত ধারণা ও আচরণ থেকে মুক্ত। 'সব বিষয়েই মনকে সংস্কারমুক্ত না রাখলে চলবে কেন?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সংস্কারমুক্তি [স] *বি* গোঁড়ামিপূর্ণ ধারণা অতিক্রম। 'কতক অবশ্য আন্দোলন। কিন্তু অনেকটা সংস্কারমুক্তি।' *অন্নদা*, ১৯৩৭; 'সংস্কারমুক্তি যদিচ বুদ্ধিজীবীর ইষ্টমন্ত্র।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সংস্কারমূলক [স] *বিণ* আজন্ম বিশ্বাস থেকে সৃষ্ট। 'এই ধর্ম কেবলমাত্র সংস্কারমূলক, আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম রাজাকে এবং পূর্বপুরুষদের দেবতা ব'লে মানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'সংস্কারমূলক জটিল বিষয়ের সমাধান হয়ে থাকে তাদেরই অকৃপণ প্রচেষ্টায়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সংস্কার-লালিত [স] *বিণ* আজন্ম বিশ্বাসের সঙ্গে পোষিত। '... বিধবা সম্পর্কে সংস্কার-লালিত মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন।' *শরীফ*, ১৯৭০।

সংস্কারশূন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* সংস্কার নেই এমন। 'কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংস্কারসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* সংস্কার মানে এমন। 'শকুন্তলা সমাজপ্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংস্কারাচ্ছন্ন [স] *বিণ* আজন্ম লালিত বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। 'নারী ছিল অবহেলিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন।' *বেগম*, ১৯৫৯।

সংস্কারাপন্ন [স] *বিণ* শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'এতদ্দেশীয় ভাষায় দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সংস্কারাবদ্ধ [স] *বিণ* গোঁড়া। 'দীর্ঘদিনের সংস্কারাবদ্ধ মনকে ধিক্কার দিলেন ভুবনবাবু।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৩।

সংস্কারার্জিত [স] *বিণ* প্রচলিত বিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত। 'ন্যায় বা ঔচিত্যের সংস্কারার্জিত গজকাঠি দিয়ে তাদের মাপতে গেলে শুরু-শেষের হদিস মেলে না।' *শিব*, ১৯৫০।

সংস্কার[2] [স] ১ *বি* মেরামত। 'ইহারা বর্ষে বর্ষে গৃহ সংস্কার করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* পরিবর্তন। 'ইসলামেরই সংস্কারের অভিনেতারূপে কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত।' *বঙ্গনূর*, ১৯২২।

সংস্কার-আন্দোলন [স] *বি* সামাজিক উৎকর্ষের লক্ষ্যে সাধিত সংগ্রাম। 'নবজাগৃতির পুরোহিতদের সংস্কার-আন্দোলন বা বিদ্রোহ ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কারকর্ম [স] *বি* ইতিবাচক পরিবর্তনের কাজ। 'বিদ্যাসাগরের সংস্কারকর্মের অবদান অনেকখানি।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কারকামী [স] *বিণ* পরিবর্তন করতে চায় এমন। 'সংস্কারকামী মহাপুরুষদিগকেও ইসলাম চায় না।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৮।

সংস্কারকার্য [স] *বি* ইতিবাচক পরিবর্তনের কাজ। 'বিপ্লবী সংস্কারকার্যের জোরালো হাওয়া বইয়ে দিয়ে তিনি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কারপন্থী [স সংসার+স পন্থা>] *বি* সংস্কারবাদী। 'তাহারা সংস্কারপন্থীদের কাজকে বাংলাভাষা বিরোধী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র বলিয়া আখ্যা দেওয়ার অভিলাষী।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

সংস্কারপান্থ [স] *বি* সংস্কারক। 'সংস্কারপান্থ, হে বন্ধু, ভেঙে যাচ্ছো পুরোনো কলকাতা।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সংস্কারপূর্ণ [স] *বিণ* ইতিবাচক পরিবর্তনমুখী। 'তাহাদের নিজস্ব, বিশিষ্ট ও সংস্কারপূর্ণ কর্মসূচীর উপর জোর দিতে শুরু করিলেও ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সংস্কারপ্রয়াস [স] *বি* নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা। 'সাহিত্যের ভিত নির্মাণের অক্লান্ত সাধনা ঐ একই সংস্কারপ্রয়াসেরই বিচিত্র ভঙ্গিমা।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কার প্রয়াসী [স] *বিণ* নতুনভাবে গড়ে তোলায় আগ্রহী। 'নাদির সংস্কার প্রয়াসী হয়ে ভাঙতে আসেনি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সংস্কারবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সংস্কার হয়েছে এমন। 'লিখন পঠনের দ্বারা ঐ ভাষা অত্যন্ত ভাবমাণা ও সংস্কারবতী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সংস্কার-বিরোধী *বিণ* সামাজিক উৎকর্ষে বাধা দেয় এমন। 'আর এক বিষম কণ্টক ... সংস্কার-বরোধী সঙ্কীর্ণহৃদয় স্বার্থপরায়ণ সম্প্রদায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সংস্কারবিশিষ্টা [স] *বিণ স্ত্রী* পরিমার্জনকৃত। 'ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কারবিশিষ্টা ... জরমান, ইটালীয় এবং স্পানীয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সংস্কারবিহীন [স] *বিণ* মেরামত করা হয়নি এমন। 'সংস্কারবিহীন রাস্তাঘাট ... জনগণের দুর্ভোগকে মাত্রাহীন করিয়া তুলিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭১।

সংস্কারসাধন [স] *বি* পরিমার্জনের কাজ। 'প্রচলিত ইসলাম ধর্মের

সংস্কারসাধন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সংস্কৃত[1] [স] *বি* প্রাচীন ভারতের আর্যদের সাধু ভাষা। 'ভাগবত শ্লোকময় টীকা তার সংস্কৃত হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সংস্কৃতঘেঁষা *বিণ* সংস্কৃত ভাষা-প্রভাবিত; সংস্কৃতায়িত। 'আমি অনুবাদটি ঈষৎ সংস্কৃতঘেঁষা করে দিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সংস্কৃতচর্চা [স] *বি* সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন। 'বনোয়ারির প্রধান শখ তিনটি – কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃতচর্চা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সংস্কৃতজীবী [স] *বিণ* সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করে জীবিকা উপার্জন করে এমন। 'সংস্কৃতজীবী পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষার নূতন রূপ ধারণের ফলে।' *আজাদ*, ১৯৬২।

সংস্কৃতজ্ঞ [স] *বিণ* সংস্কৃতে বিশেষজ্ঞ। 'কাপ্তান ফ্যাল সাহেব সংস্কৃতজ্ঞ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সংস্কৃতপণ্ডিত [স] *বি* সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য আছে যার। 'বিদ্যাসাগরের চরিত্র-মহিমা ও পাণ্ডিত্যে অভিভূত বহু সংস্কৃতপণ্ডিতও ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কৃতবিদ্যা [স] *বি* সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক জ্ঞান। 'তাঁহার সংস্কৃতবিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষায় চমৎকারিণী।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সংস্কৃত-ব্যবসায়ী [স] *বিণ* সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চা করে লাভবান হয় এমন। 'এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিতমহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে কেবল অবাস্তব উপাখ্যান অধ্যয়ন করাইতেই ভালবাসেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংস্কৃত ভাষী [স] *বিণ* সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে এমন। 'সংস্কৃত ভাষী হিন্দুবংশের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে যে অন্য জাতীয় লোকের অধিবাস ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সংস্কৃতমূলক [স] *বিণ* সংস্কৃত থেকে এসেছে এমন; সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। 'যাহা প্রাকৃতাদি সংস্কৃতমূলক ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার নাম তদ্ভব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ [স] *বিণ* সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। 'সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত হ. হ. উইলসন যাহার গ্রন্থ হইতে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সংস্কৃতশিক্ষা [স] *বি* সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য শিক্ষা। 'সংস্কৃতশিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সংস্কৃত-হ্রদ [স] *বি* সংস্কৃত ভাষারূপ হ্রদ। 'ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন/ ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সংস্কৃতা [স] *বি* প্রাচীন ভারতের আর্যদের সাধু ভাষা। 'এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা ... দাক্ষিণাত্য পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সংস্কৃতানুরাগী [স] *বিণ* সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ আছে এমন। 'সংস্কৃতানুরাগী পাঠকদের চোখে তাঁর স্থান তাই কালিদাসের পাশে।' *শিব*, ১৯৭৩।

সংস্কৃত[2] [স] *বিণ* মার্জিত। 'জ্ঞানের নিমিত্তে আলোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে সংস্কৃত করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'সংস্কৃতসুন্দর বুদ্ধিই মনীষা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতচিত্ত [স] *বি* মার্জিত মন। 'বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত ... নির্ম্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সংস্কৃতসুন্দর [স] *বিণ* মার্জিত ও সুন্দর। 'সংস্কৃতসুন্দর বুদ্ধিই মনীষা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতি [স] ১ *বি* শিল্প-সাহিত্য, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, পোশাক-আশাক ইত্যাদি যাবতীয় মানবিক উৎকর্ষধর্মী অর্জন। 'প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের শোণিতধারায়।' *বনফুল*, ১৯৩৬। ২ *বি* সভ্যতা। 'হিন্দু সংস্কৃতি আজ জিগীষু ও জিঘাংসু উভয়ই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮। ৩ *বি* রীতি-নীতি। 'সঙ্গীতব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে।' *তারা*, ১৯৪২।

সংস্কৃতিকর্মী [স] *বি* সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য কাজ করে যে। 'অহমিকার গুমটভরা অন্ধকারে সংস্কৃতিকর্মীর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতিকামনা [স] *বি* সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা। 'তাতে সংস্কৃতিকামনাই ব্যক্ত হয়েছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতিকামী [স] *বি* সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি। 'সত্যিকার সংস্কৃতিকামীরা কখনো মতবাদী হতে চায় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতি-কেন্দ্র [স] *বি* সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। 'পাকিস্তানের সংস্কৃতি-কেন্দ্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সংস্কৃতিগত [স] *বিণ* সংস্কৃতিনির্ভর। 'মুছলমানের ধর্ম্মগত ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

সংস্কৃতি চেতনা [স] *বি* সংস্কৃতির প্রতি সচেতনতা। 'মধ্যবিত্তের মধ্যে যে সংস্কৃতি চেতনার উন্মেষ।' *উমর*, ১৯৬৮।

সংস্কৃতিপন্থা [স] *বি* সাংস্কৃতিক ধারা। 'একালে বলা যেতে পারে যত সংস্কৃতিবান মানুষ তত সংস্কৃতিপন্থা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতিপরায়ণ [স] *বিণ* সংস্কৃতিমনা। 'বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সংস্কৃতিপরায়ণ ধনী ও মানী অভিজাতদের জন্যে।' *হাই*, ১৯৫৪।

সংস্কৃতিবান [স] *বিণ* সংস্কৃতিমনা। 'অগ্রণী ছাত্রসমাজ ও সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা প্রথম আওয়াজ তুলেছিল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

সংস্কৃতিবানতা [স] *বি* সংস্কৃতিপরায়ণতা। 'তা ছিল বয়োধর্ম প্রসূত সৌখিন সংস্কৃতিবানতা।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কৃতিমনা [স] *বিণ* সংস্কৃতি-সচেতন। 'উভয় দেশের সংস্কৃতিমনা রুচিশীল শিক্ষিত ও মার্জিত মহিলাদের ...।' *বেগম*, ১৯৫১।

সংস্কৃতিমূলক [স] *বিণ* সাংস্কৃতিক। 'সংস্কৃতিমূলক কার্য্যের জন্য মুক্তহস্তে সাহায্যের আবেদন জানান।' *বেগম*, ১৯৫২।

সংস্কৃতিসংপৃক্ত [স] *বিণ* সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'তা ছিল সুরুচি ও সংস্কৃতিসংপৃক্ত সমস্যা-জাতীয় লজ্জা বিশেষ।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সংস্কৃতিসাধনা [স] *বি* সংস্কৃতিচর্চা। 'সংস্কৃতিসাধনা বহুভঙ্গিম জীবনের সাধনা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সংস্কৃতিসেবী [স] *বি* সংস্কৃতিবিষয়ক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করে যে। 'শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্কৃতিসেবীর উপস্থিতিতে ...।' *বেগম*, ১৯৫১।

সংস্থা [স] ১ *বি* ব্যবস্থা। 'আমার টাকা শোধ হবে কেমনে তোর ঘরে আর সংস্থা নহে।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* প্রতিষ্ঠান। 'দেশীয় ও শ্বেতাঙ্গ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে এই দুই সংস্থা গঠিত হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

সংস্থান [স] ১ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'শিবলিঙ্গ বিগ্রহ শালগ্রাম সকলি সংস্থান করিয়াছেন।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* ব্যবস্থা। 'সে স্থানে যেমত২ বাটীর সংস্থান আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৩ *বি* ধারণ। 'তত্রস্থ

লোকেরদিগের প্রাণ সংস্থানের বিষম স্থূল হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **৪** *বি* গঠন। 'শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের অবয়ব সংস্থান ও তৎসংক্রান্ত স্বাভাবিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৫** *বি* বিন্যাস। 'তাহাকে সংস্থান বলিতেছি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **৬** *বি* অর্থ ও সম্পদের অধিকারী। 'বৌ সংসারী, বৌ বেশ সংস্থানসম্পন্না।' *অবন*, ১৯২৫। **৭** *বি* নির্মাণ-কৌশল। 'চিত্রবস্তুর সংস্থান (composition), তার বর্ণকল্পনা (colour scheme), তার অঙ্কন ... অল্প লোকেরই জানা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সংস্থানহীন [স] *বিণ* ব্যবস্থা করতে পারেনি এমন। 'ভাতকাপড়ের সংস্থানহীন অনশন অর্ধাশনক্লিষ্ট শ্রমিকেরা এর কর্ণধার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সংস্থাপক [স] **১** *বি* প্রতিষ্ঠাতা। 'আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটির সংস্থাপকই তিনি ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বি* উদ্যোক্তা; আয়োজক। 'আমরা এই সভার সংস্থাপকদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।' *সুলভ*, ১৮৭১। **৩** *বিণ* প্রতিষ্ঠাকারী। 'এ স্বর্গীয় সুরা ... ভ্রাতৃভাব সংস্থাপক।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

সংস্থাপন [স] **১** *বি* আয়োজন। 'ধাররাজ – যথোপযুক্ত স্থানে সভা সংস্থাপন বিশেষ-রূপে রচনা করাইয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* স্থলাভিষেক। 'পারস্যের পরিবর্তে ইঙ্গরেজী সংস্থাপনকরণের যে সময় উপযুক্ত ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **৩** *বি* বিশেষভাবে স্থাপন; প্রতিষ্ঠা। 'ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সংস্থাপনকরণ [স] *বি* প্রতিষ্ঠাকরণ। 'দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণজন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সংস্থাপনা *বি* প্রতিষ্ঠা। 'পাঠশালা সংস্থাপনা করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সংস্থাপনার্থ [স] *ক্রিবিণ* স্থাপনের জন্য। 'যে অট্টালিকা নির্ম্মিতা হইবেক তাহার প্রস্তর সংস্থাপনার্থ গত বৃহস্পতিবার ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সংস্থাপনার্থে [স] *ক্রিবিণ* প্রতিষ্ঠা করার জন্য। 'মহাশয় স্বমত সংস্থাপনার্থে বিবিধ যুক্তি সিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন..।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

সংস্থাপিত [স] **১** *বিণ* স্থাপিত। 'স্তম্ভের প্রস্তরাদি অন্যত্র সংস্থাপিত করা যাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* স্থির। 'উনি শ্রাদ্ধসমীপে সংস্থাপিত হইয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৩** *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'পাঠশালা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। **৪** *বিণ* অধিষ্ঠিত। 'দেবরাজকে পুনর্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **৫** *বিণ* প্রচলিত। 'মনুর পর আর কোন বিচক্ষণ সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন নিয়ম সংস্থাপিত করেন নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সংস্থাপিতা [স] *বিণ স্ত্রী* প্রতিষ্ঠিত। 'হিন্দু স্কুলনামক বিদ্যালয়ে সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নাম্নী সভা সংস্থাপিতা হইল।' *কৌমুদী*, ১৮৩৩।

সংস্থিত [স] *বিণ* বিস্তৃত। 'ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সংস্থিতি [স] *বি* অবস্থান। 'অধমূলে শুক্রের নিশ্চএ সংস্থিতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সংস্পর্শ [স] **১** *বি* যোগাযোগ। 'পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বি* সাহচর্য। 'পৃথিবীর নিকটতম সংস্পর্শে সে অনুভব করিতে পারিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'বিদ্যোৎসাহী শিল্পানুরাগী স্বামীর সংস্পর্শে এসে ...।' *বেগম*, ১৯৪৯। **৩** *বি* প্রভাব। 'অপূর্ব সৌন্দর্যশালী সাহিত্যের সংস্পর্শেই ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সংস্পৃষ্ট [স] *বিণ* সংস্পর্শযুক্ত। 'মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সংস্রব [স] **১** *বি* সম্পর্ক। 'তাহাতে অন্যান্য ভাষারো সংস্রব আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* সংস্পর্শ। 'রাজ সংসারের সংস্রবে মনুষ্যের ধর্মভ্রংশ হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **৩** *বি* মিলন। 'তাহারা অবিশ্রাম মানবহৃদয়ের সংস্রবে সর্বাংশে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** *বি* নৈকট্য; সংশ্লিষ্টতা। 'তপোবনের নিকট দোকানবাজারের সংস্রব ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সংস্রবহীন [স] *বিণ* সম্বন্ধহীন। 'মুসলমান চিন্তাজীবী ও নেতারা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রবহীন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সংহত [স] **১** *বিণ* একত্র। 'সমস্ত বেদনাকে একটিমাত্র আর্তস্বরের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* সুদৃঢ়। 'ভারতের চিন্তাকে যেমন এক স্থানে একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সংহতরূপে [স] *ক্রিবিণ* সম্যকভাবে। 'সমাজের মর্মের মধ্যে নারী এমন সুন্দররূপে সংহতরূপে মিশ্রিত হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সংহতি [স] **১** *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'রতিরে সংহতি লেহ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সাহচর্য। 'বেশ্যার সংহতি করেছিলেন মহামতি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **৩** *বি* ঐক্য। 'একটা জাতির সংহতিকে নষ্ট করিবার জন্য।' *আজাদ*, ১৯৩৬। **৪** *বি* সংগঠন। 'এই নারী সংহতিগুলি গড়ে উঠছে।' *বেগম*, ১৯৫২।

সংহতী [স সংহতি] **১** *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'তেঁসি সংহতী করি নির্তে চাহোঁ রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সাথী। 'রাধার হর্ত্তা সংহতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংহরণ [স] **১** *বি* সংবরণ। 'এতদ্দেশীয় দ্রব্যপ্রেরণের প্রতিবন্ধক মাসুলরূপ ত্রিশূল সংহরণ না করিলে পৌঁছিতে পারে না।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* ধ্বংসসাধন। 'দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত শক্তি সংহরণ করতে বলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সংহরা, সংহারা [স সংহার>] *ক্রি* সংহার করা। **সংহর** *ক্রি* সংহার করো। 'জগাত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সংহরিল** *ক্রি* ধ্বংস বা হত্যা করলো। 'তনপান ছলে কাহ্ন তাক সংহরিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সংহরী** *ক্রি* সংবরণ ক'রে। 'সংহরী সকল দেহে গোপী এড়ি কুঞ্জগেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সংহরী সকল দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সংহার** *ক্রি* সংহার ক'রে। 'চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।' *চর্যা ১৪*, ১২০০। **সংহারি** *ক্রি* বিনাশ ক'রে। 'কৃষ্ণ হৈয়া কোনজন তাহারে সংহারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সংহারিআ** *বি* বিনাশ ক'রে। 'দেওপাল সংহারিআ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সংহারিতে** *ক্রি* ধ্বংস করতে। 'এখনে এ সব সংহারিতে নাহি কাজ।' *সুলতান*, ১৭০০। **সংহারিব** *ক্রি* সংহার করবো। 'আজী সংহারিব তোকে অতি সিসু খুদ্র।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সংহারিমু** *ক্রি* নাশ করবো। 'খাইমু গুবিমু সংহারিমু সব থাক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সংহারিলো** *ক্রি* সংহার করেছি। 'দৈত্য দলিলোঁ আসুর সংহারিলো।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সংহার [স] **১** *বি* বিনাশ; ধ্বংস। 'ব্রহ্মা মহেস্বর বন্দো স্থিতি সংহার।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* হত্যা। 'যে ব্যক্তি এই দস্যুকে সংহার করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সংহারক [স] *বিণ* বিনাশকারী। 'অপর ভাষা যাহা অতিদুরন্ত ধর্ম্ম সংহারক পাপাত্মা জবনেরা প্রচলিত করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সংহারকর্তা, সংহারকর্ত্তা [স] *বিণ* হত্যাকারী। 'তোমার সংহারকর্ত্তা এ হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

সংহারকারী [স] *বিণ* বিনাশক। 'ভৈরবী। সংহারকারী। ভৈরব। মাতে ভৈরব ভৈরব রঙ্গে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

সংহারকাল [স] *বি* ধ্বংসপ্রাপ্তির সময়। 'হতভাগ্য খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম আপনার সংহারকাল পর্যন্ত ঐ বিষময় কলঙ্ক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সংহারময়ী [স] *বিণ* বিধ্বংসী। 'এই ঝটিকা সংহারময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিত না।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

সংহারমূর্তি [স] *বি* অতিশয় ভয়াবহ আকার। 'শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহারমূর্ত্তি ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সংহারা *ক্রি* হত্যা করা; বিনাশ করা। 'যে শরে তারকে সংহারিনু রণে আমি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সংহারিণী *বিণ স্ত্রী* বিনাশকারী। 'ওই দনুজ-দলন সংহারিণী মূর্তি।' *নজরুল*, ১৯২২।

সংহিতা [স] *বি* শাস্ত্রবাণীর সংকলন। 'সংহিতা লক্ষদস সহস্র বিংসতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সংহিতা-প্রোক্ত [স] *বিণ* সংহিতায় উল্লিখিত। 'বৈদিক-সংহিতা-প্রোক্ত চন্দ্র সূর্যাদি জড়বস্তুর আরাধনা ... মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সঁএঁসংবেঅণ [স স্বসংবেদন] *বি* স্বসংবেদন। 'সঁএঁসংবেঅণ বোলথি সান্তি।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

সঁতাবএ [স সন্তাপ>] *ক্রি* সন্তপ্ত করে। 'বিরহ দহন দুহু সঁতাবএ দুহু সমীহএ মেলী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সঁপা [স সমর্পণ>] *ক্রি* সমর্পণ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দুটি শিশু সঁপিল তোমার দুটি পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সঁপিতে** *ক্রি* সমর্পণ করতে। 'সঞ্জীব সঁপিতে চাই নৃপতির আগে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সঁপিয়া** *ক্রি* সমর্পণ ক'রে। 'অদ্বৈত-শ্রীবাসের হাথে সঁপিয়া জননী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সঁপিল** *ক্রি* সমর্পণ করলো। 'দুটি শিশু সঁপিল তোমার দুটি পায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সঁপে যাওয়া *ক্রি* সমর্পণ করা। 'তোমারে আজিকে সঁপিয়া গেলাম তাঁহার চরণ তলে।' *জসীম*, ১৯২৯।

সঁপুর্ণো [স সম্পূর্ণ] *বিণ* সম্পূর্ণ। 'যে জোন সঁপুর্ণো পালোন করিয়া ভজিতে পারে সে অমর হএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সঁভরন [স সম্ভরণ] *বি* আভরণ। 'ন চেতএ সঁভরন কুন্তল চীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সঁভ্রম [স সম্ভ্রম] *বি* সমাদর; সম্মান। 'সঁভ্রমে উঠিয়া সতে কামে অচেতন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সঁসার *বি* সংসার। 'সে হে সঁসারক সার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সক [আ শওক] *বি* শখ। 'প্রতি রবিবারে বাগানে যাইবা মৎস্য ধরিবা সকের যাত্রা শুনিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সখ-আগ্রহ *বি* ঝোঁক। 'সুবিমলেরও যে এদিকে খুব সখ-আগ্রহ ছিল তা নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

সকট [স শকট] *বি* যান। 'দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল সকটে সকটে ভরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সকটা *বি* শিশুদের খেলাবিশেষ। 'গঞ্জিফা খেলায় সকটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সকড়ী *বিণ* এঁটো। 'ছাড় – ছাড় – দেখছিস সকড়ী হাত?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সকণ্টক [স] *বিণ* কাঁটাযুক্ত। 'এ পদ্ম আমার পক্ষে সকণ্টক মৃণালের উপর রেখেছ।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সকতি, সকতী [স শক্তি] *বি* সামর্থ্য; বল। 'সকতি না ভৈল তোর নেহার কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কোন সকতী আইসে আইহন গোআল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সকন্যা [স] *ক্রিবিণ* কন্যা সমেত। 'গঙ্গাধররাওকে সকন্যা মোরোপন্তকে আনবার জন্য যানবাহন পাঠালেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সকর *বি* সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ। 'হাঙরে সকরে খেয়ে ফেলে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

সকরকন্দ [ফা শকরকন্দ] *বি* মিষ্টি আলু। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সকরটর [ই সেক্রেটারি] *বি* সরকারের সচিব। 'কৌনসলের সকরটর সাহেবের নিকট পহুছিল।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

সকরা [স শত] *ক্রিবিণ* শত করা; প্রতি একশতে। 'সকরা ৫ পাঁচ টাকা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৪।

সকরুণ [স] ১ *বিণ* সদয়। 'হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞা সকরুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সকরুণ ভাষে কিছু করে নিবেদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* বেদনার্ত। 'বাঁশিতে কাহে বজাওয়ত সকরুণ রাধা নাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

সকল [স] ১ *বি* সব লোক। 'একে একে নাস করিব তোমার সকলে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সব। 'যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সগঞ্জন [স] *বি* রাগান্বিত ভাব; গঞ্জনাপূর্ণ অবস্থা। 'সগঞ্জনে বলে বাণী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সগড় [স শকট] *বি* গোযান; শকট। 'সগড়ে ভিড়িআ লৈল বিচিত্র কামান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সগড়ি *বি* এঁটো। 'মনে কচ্ছো ঝি রাখবে? সে বাসনে সগড়ি রেখে দেবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সগন [সঘন] *ক্রিবিণ* বারবার; ঘনঘন। 'দন্তহিন বড়াই সগন মুখ নাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সগর [স সকল] *বিণ* সকল। 'সগর গোকুল জিনি/ সে পুনমতি ধনি/ কি কহব তাহেরি ভাগে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সগরী *ক্রিবিণ* সমস্তই। 'সুন ভেল দস দিস সুন ভেল সগরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সগর্জন [স] *বিণ* গর্জনপূর্ণ। 'নিজের লেজের সঙ্গে লড়াই করার সগর্জন তান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সগর্জনে, সগর্জ্জনে *ক্রিবিণ* গর্জন সহকারে। 'জাতীয়তাবাদের স্রোত সগর্জ্জনে প্রবাহিত।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৯।

সগর্ব, সগর্ব্ব [স] *বিণ* দম্ভপূর্ণ। 'তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সগর্বে [স] *ক্রিবিণ* গর্বের সঙ্গে। '(সগর্বে) মহাশয়! আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করছেন?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সগন্নাথ *বি* পশমি বস্ত্র। 'সগন্নাথ খান দুই খান দশ গড়া।' *মুকুন্দ*,

১৬০০।

সগাঅ [স সমায়াতি] *ক্রি* প্রবেশ করি। 'মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সগাঅ।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

সগুণ[1] [স শকুন] *বি* শকুন। 'তঁহি তোলি শবরোহ কএলা কান্দশ সগুণ শিআলী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

সগুণী [স শাকুনিক] *বি* ব্যাধ। 'কথো দূর পথে যোঁ দেখিলোঁ সগুণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সগুণ[2] [স] *বিণ* দিব্য। *ভবানী*, ১৮২৩।

সগোত্র [স] *বিণ* গোত্রভুক্ত। 'যে প্রতিরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল তা রূপমালার সগোত্র।' *শিব*, ১৯৭৩।

সগোত্রতা [স] *বি* সমসূত্রতা। 'তাঁর আধ্যাত্মিকতারও একটা সগোত্রতা লক্ষ করা যায়।' *হাই*, ১৯৫৪।

সগোষ্ঠী [স] *ক্রিবিণ* গোষ্ঠীসহ। 'সগোষ্ঠী বদ হজমে মরিয়া যাইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সগোষ্ঠী [স সগোষ্ঠী] *বি* সগোষ্ঠী; নিজ সম্প্রদায়। 'আমরা সগোষ্ঠী বৃদ্ধা সর্ব্বদা ভাবিত।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সগৌরব [স] *বিণ* গৌরবপূর্ণ। 'গৃহিণী সে কী সগৌরব মূর্তিতে দাঁড়াইয়া নবপুত্রবধূর সম্মুখে ঐ পাত্রগুলি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সগৌরবে [স] *ক্রিবিণ* গৌরবের সঙ্গে। 'সগৌরবে রাজ্য অটবীতে বিরাজ করিতেছিলেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'চিনে নিল মুক্তিক্ষেত্রে সগৌরবে আপন জগৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সঘন[1] [স] **১** *ক্রিবিণ* বারবার; ঘন ঘন। 'সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* প্রচণ্ড। 'কৃষ্ণেরে আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* গাঢ়। 'জুহ লোলনা সঘন বায়ু।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৪** *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'সংসার মোরে মহামোহঘোরে ছিল সদা ঘিরে সঘন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সঘনে *ক্রিবিণ* বারেবারে। 'সাজ সাজ শবদে সঘনে পড়ে সাড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সঘন[2] [স] **১** *বিণ* মেঘাচ্ছন্ন। 'গগন সঘন অব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'আঁখিজ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন তিমির রাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *বিণ* অতি নিবিড়। 'সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সঘৃণ্য [স] *বিণ* ঘৃণাযুক্ত। 'অভিভাবকদের আপত্তি এমন কি সঘৃণ্য উপেক্ষার জন্যে তাঁকে বাধ্য হয়ে বিরত থাকতে হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সঘোটক [স] *ক্রিবিণ* ঘোড়া সহকারে। 'তিনি সঘোটক শূন্যে দুবার ডিগবাজি খেয়েছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯২২।

সঙ [স স্ব-অঙ্গ] **১** *বি* সং; ভাঁড়। 'জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* ভাঁড়ামি; স্থূল রসিকতা। 'নটনটী কর্তৃক 'ব্যালে' নাচ, সঙ, নিগ্রোর গান, জাদু, প্রহসন, অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সঙওয়ালা *বি* জাদুকর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সঙরণ [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। 'ততক্ষণে সেই ভক্তের হয়ে সঙরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সঙরা [স স্মরণ] *ক্রি* স্মরণ করা। **সঙরি** *ক্রি* স্মরণ করি। 'সেইক্ষণে চলিলা সঙরি হরি হরি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সঙিন[1] [ফা সঙ্গীন] *বি* বন্দুকের অগ্রভাগের ধারালো ফলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'খ্যাপার মতো কামান-ছোঁড়াছুঁড়ি ... সঙের মতো সঙিন ঝম-ঝমর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সঙিন[2] **১** *বিণ* ভয়ানক; গুরুতর। 'অবস্থা এমন সঙিন।' *নজরুল*, ১৯৩১। **২** *বিণ* করুণ। 'বলো বন্ধু ব্যাপারটা কী। সঙিন নিশ্চয়।' *নজরুল*, ১৯৩১। *দ্র* **সঙ্গিন**

সঙে *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'এক আকাশের তলে রব এক সঙে।' *নজরুল*, ১৯৪৫।

সঙ্কট [স] **১** *বি* সমস্যা। 'এতেক সঙ্কট পুয়া ভাব কি কারণ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কঠিন বিপদ। 'সঙ্কটে হইব শুভকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* বিপদগ্রস্ত। 'হইল নিয়মভঙ্গ সঙ্কট জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* প্রলোভন। 'দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহাদানেরই যোগ্য করে, অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৫** *বি* দুর্গতি। 'সভ্যতার সঙ্কট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। *দ্র* **সংকট**

সঙ্কট-ক্ষণ [স] *বি* বিপদের সময়। 'মোছলেম বাঙ্গলার সম্মুখে বর্ত্তমানে চরম সঙ্কট-ক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

সঙ্কটজনক [স] *বিণ* উদ্বেগজনক। '১৪৪ ধারা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলেন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

সঙ্কটসঙ্কুল [স] *বিণ* প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। 'মানুষ সঙ্কটসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতেও দ্বিধা করে না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সঙ্কট-সন্ধিক্ষণ [স] *বি* মারাত্মক সংকট। 'এই রাজনৈতিক সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে আজ সব চাইতে বড় প্রয়োজন ছিল ...।' *আজাদ*, ১৯৬২।

সঙ্কটস্থল [স] *বি* বিপজ্জনক জায়গা। 'ভয়ঙ্কর সিন্ধুজলে গেলাও সঙ্কটস্থলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সঙ্কটাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* বিপদ অভিলাষী। 'তাঁর সঙ্কটাকাঙ্ক্ষী মন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সঙ্কটাপন্ন [স] *বিণ* বিপদগ্রস্ত। 'আমি সঙ্কটাপন্ন অসুস্ত কি জানি কোন ভদ্রাভদ্রি হয়।' *মেয়র্স*, ১৭৭৩; 'ইহার নিকটাবর্ত্তি থাকনে সঙ্কটাপন্ন হইতে হইবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

সঙ্কর[1] [স শঙ্কর] *বি* শিব। 'হম নহ সঙ্কর হুঁ বরনারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সঙ্কর[2] [স] *বিণ* সম্মিলিত। 'অভিনব বিদ্যাবান পুরুষদিগের সহিত পূর্ণ-যৌবনা কুলকামিনীগণের সম্ভাবিত সমাগম ও সঙ্কর ভোজনাদি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সঙ্করজাতি [স] *বি* একাধিক জাতির মিশ্রণে গঠিত জাতি। 'রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত সঙ্করজাতি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সঙ্করত্ব [স] *বি* হিন্দুমতে একাধিক জাতি-বর্ণের মিশ্রণ। 'সঙ্করত্ব ঘটিলে ব্রাহ্মণত্ব যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সঙ্কলন[1] [স] **১** *বি* যুক্তকরণ। 'নানা শব্দ সংগ্রহ ও ইঙ্গরেজীতে তদর্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক এক মহাকোষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **২** *বি* একত্রকরণ। 'উদ্ভট কবিতা সকল সঙ্কলন করিয়া ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **৩** *বি* সংগ্রহ। 'দুর্লভ সামগ্রী সকলের জড়ময় প্রতিমূর্তি ও চিত্রময় প্রতিরূপ সঙ্কলন করিয়া রাখা সর্বতোভাবে বিধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। *দ্র* **সংকলন**

সঙ্কলা [স সঙ্কলন] *ক্রি* সংযুক্ত করা। **সঙ্কলি** *ক্রি* যুক্ত ক'রে। 'ক্রন্দন

সঙ্কলি বলে দৈবকী চরনে।' *মালাধর,* ১৫০০। **সঙ্কলিয়া** *ক্রি* সংকলন ক'রে। 'কৃড়া সঙ্কলিয়া কৃষ্ণ চলি জায় ঘর।' *মালাধর,* ১৫০০। **সঙ্কলিল** *ক্রি* সংগ্রহ করলো। 'তবেত আমার বাপ জুদ্ধি সঙ্কলিল।' *মালাধর,* ১৫০০।

সঙ্কলিত [স] ১ *বিণ* গ্রন্থিত; সংকলন করা হয়েছে এমন। 'অন্য২ প্রকরণ ভিন্ন২ খণ্ডে ক্রমে২ সঙ্কলিত হইয়া বিনামূল্যে প্রদান হইবেক।' *বঙ্গদূত,* ১৮২৯। ২ *বিণ* সংবলিত। 'ইতিহাস ও পারমার্থিক বিষয়সঙ্কলিত নানা পুস্তক আছে।' *দর্পণ,* ১৮৩১। ৩ *বিণ* গাঁথা হয়েছে এমন। 'বল্লভের কণ্ঠদেশে স্বহস্তসঙ্কলিত ললিত মালতীমালা সমর্পণ করিয়া ...।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

সঙ্কলন[2] [স সংকুলান] *বি* চাহিদা অনুযায়ী অর্থের ব্যবস্থা থাকা। 'সদুপায়পূর্ব্বক বিহিত ব্যয়ের সঙ্কলন হইয়া অস্মদাদির দেশ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে।' *দর্পণ,* ১৮৩৬। দ্র **সংকলন**

সঙ্কল্প [স] ১ *বি* প্রতিজ্ঞা। 'যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'কিবা সঙ্কল্প করি পূজে দৈত্য ত্রিপুরারি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বি* মনোবাসনা। 'মহাশয় সঙ্কল্প সিদ্ধি হওয়াতে প্রিয়জনের প্রয়োজনে ...।' *বঙ্গদূত,* ১৮২৯। দ্র **সংকল্প**

সঙ্কল্পপ্রসূত [স] *বিণ* কল্পনাজাত। 'আমার সাহিত্যজীবন আমারই সঙ্কল্পপ্রসূত বটে।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩৭।

সঙ্কল্পবদ্ধ [স] *বিণ* প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'যাহা করা সম্ভব তাহা করিতে বাঙ্গালা সরকার সঙ্কল্পবদ্ধ।' *জামায়াত,* ১৯৪০।

সঙ্কল্পসিদ্ধি [স] *বি* বাসনার তৃপ্তি। 'সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুপাতে দৈবদুর্বিপাক সংখ্যাভূয়িষ্ঠ।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩৭।

সঙ্কল্পারূঢ় [স] *বিণ* সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া ... তাহাদের সম্মুখে কহিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

সঙ্কা [স শঙ্কা] *বি* শঙ্কা। 'অপণে নাহিঁ মো কাহেরি সঙ্কা।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০। দ্র **শঙ্কা**

সঙ্কীরন [স সংকীর্ণ] *বি* সংকীর্ণ। 'করু সঙ্কীরন রস নিরবাহ।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

সঙ্কীর্ণ [স] *বিণ* সংকুচিত। 'সেখানে উহাকে কর্ত্তিত এবং সঙ্কীর্ণ করে।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৯। দ্র **সংকীর্ণ**

সঙ্কীর্ণচিত্ত [স] *বিণ* সংকীর্ণমনা। 'ধর্মব্যবসায়ীদের মতো এতবড়ো সঙ্কীর্ণচিত্ত বিশ্বনিন্দুক আর জগতে নাই।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৬; 'যুগ যুগ ধরে কেবল ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকায় নারীকে সঙ্কীর্ণচিত্ত করে তুলেছে।' *বেগম,* ১৯৪৯।

সঙ্কীর্ণচেতা [স] *বিণ* অনুদার; নিচু মানসিকতাসম্পন্ন। 'এই শ্রেণীর আলেমগণ সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া থাকেন।' *এসলাম,* ১৯২০।

সঙ্কীর্ণতা [স] ১ *বি* দারিদ্র্য। 'সাহেবেরা উক্ত বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অনেক ক্লেশ পাইতেছেন।' *দর্পণ,* ১৮৩৫। ২ *বি* অনুদারত্ব। 'অখৃস্টানদের নিকট ধর্মপ্রচার করিতে গিয়া খৃস্টানধর্ম আপন সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫। ৩ *বি* নীচতা। 'মানসিক দারিদ্র্য ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে ...।' *বিভূতি,* ১৯৩১। ৪ *বি* হীনতা। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা, সঙ্কীর্ণতা ও রসজ্ঞানহীনতার কথা।' *বুলবুল,* ১৯৩৬।

সঙ্কীর্ণহৃদয় [স] *বিণ* ক্ষুদ্রমনা। 'আর এক বিষম কণ্টক ... সংস্কার বিরোধী সঙ্কীর্ণহৃদয় স্বার্থপরায়ণ সম্প্রদায়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৬।

সঙ্কীর্ণ হৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* সঙ্কীর্ণ মনের অধিকারী। 'সঙ্কীর্ণ হৃদয়া – নোলক-ধারিনী ...।' *দীপিকা,* ১৮৮৭।

সঙ্কীর্তন, সঙ্কীর্ত্তন [স] *বি* ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনাত্মক গান। 'মহা উ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। দ্র **সংকীর্তন**

সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ [স] *বি* বৈষ্ণবমতে হরিনাম কীর্তন। 'সঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য।' *কৃষ্ণদা* ১৫৮০।

সঙ্কুচিত [স] ১ *বিণ* বিব্রত। 'সঙ্কুচিত হইলেক কিসের কারণে।' *সুলতা* ১৭০০। ২ *বিণ* কুণ্ঠিত। 'যৎকিঞ্চিৎ বিদিত করিতে সঙ্কুচিত হই লিখিতেছি।' *দর্পণ,* ১৮৩৪। দ্র **সংকুচিত**

সঙ্কুচিতা *বিণ স্ত্রী* জড়সড়। 'কেহ নিকটস্থ হইলে সংকুচিতা ... *দীপিকা,* ১৮৮৭।

সঙ্কুল [স] ১ *বিণ* সমাকীর্ণ। 'প্রবেশি নন্দনবনে/ কুমার হরিষ মনে/ ছ রিতু দেখিল সঙ্কুল।' *মুকুন্দ,* ১৬০০। ২ *বিণ* পূর্ণ। 'জ্যোতির্বিদ ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া ...।' *বিদ্যা,* ১৮৪৯। দ্র **সংকুল**

সঙ্কুলন [স] *বি* যথেষ্ট বা প্রয়োজনানুগ হওয়ার অবস্থা। 'সামাজি বলিয়া কার্য্য সঙ্কুলন করা যায়।' *কেরি,* ১৮০২।

সঙ্কুলহৃদয় [স] *বিণ* ব্যাকুলহৃদয়। 'স্বামীর মরণে শো সঙ্কুলহৃদয়।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

সঙ্কুলা [স সঙ্কুল>] *ক্রি* ধৌত করা। 'এতেক কহিয়ে সেন সঙ্কুলিয়া জলে *মানিকরাম,* ১৭৮১।

সঙ্কেত [স] ১ *বি* সূত্র। 'কৃষ্ণনাম হৈলা তাহা সঙ্কেত সর্ব্বকামে *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বি* ইঙ্গিত। 'চল সহচরী সবে/ কুথা আছে মাধবে/ সঙ্কেত লই আবাহন।' *দ্বিচণ্ডী,* ১৬০০। ৩ *বি* লক্ষণ। 'না গুণে পারগ সঙ্কেত জ্ঞাতা গুণী।' *আলাওল,* ১৬৮০। ৪ *বি* চিহ্ন। ' কি সঙ্কেত বুঝিতে পারি না।' *দর্পণ,* ১৮২৯। ৫ *বি* বৈদ্যুতিক তরঙ্গ 'টেলীগ্রাফ অর্থাৎ সঙ্কেত দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রাপণ ও প্রেরণার্থ যন্ত্র *বঙ্গদূত,* ১৮২৯। দ্র **সংকেত**

সঙ্কেত-বাক্য [স] *বি* বিশেষ অর্থপূর্ণ উক্তি। 'কি বুঝ সঙ্কেত-বাকে কহ, দেবগণ!' *মাইকেল,* ১৮৬০।

সঙ্কেতস্থান [স] *বি* গোপন মিলনস্থান। 'কহিল সঙ্কেতস্থান রথে নিকট।' *ভারত,* ১৭৬০।

সঙ্কোচ [স] ১ *বিণ* দ্বিধাগ্রস্ত। 'বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বি* কুণ্ঠা। 'পথ খোঁজে পালাত্যে সঙ্কোচ ব মনে।' *রূপরাম,* ১৭৫০। ৩ *বি* আত্মবিশ্বাসের অভাব। 'তাহা আপন নূতন রাজার সম্মান সমাদর অতিশয় করিত, এবং সঙ্কো করিয়া দূরে থাকিত।' *তারিণী,* ১৮০৩। দ্র **সংকোচ**

সঙ্কোচন [স] *বি* হ্রস্বীকরণ। 'তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

সঙ্কোচহীন [স] *বিণ* দ্বিধাহীন। 'ভানুমতীর ব্যবহার তেমা সঙ্কোচহীন।' *বিভূতি,* ১৯৩৮।

সঙ্কোচিত [স] ১ *বিণ* কুণ্ঠিত। 'এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কোচিত *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বিণ* সংকুচিত; জড়সড়। 'দুগ্ধের নিক বিধানকর্ত্তার হস্ত সঙ্কোচিত।' *মশাররফ,* ১৮৮৯। ৩ *বিণ* হ্রস্বীকৃত 'ব্যয় বরাদ্দ ... নানাভাবে সঙ্কোচিত করিয়া রাখা হইয়াছে।' *আজা* ১৯৪৫।

সঙ্ক্রায়ন [স] *বি* সংক্রান্তি। 'সঙ্ক্রায়ন কপালে বৎসর জাবে ভালে।' *মুকু* ১৬০০।

সজ্ঞেপ [স] *বি* সংক্ষেপ; অল্পবিস্তর। 'দুঃখ মাত্র অতএব কহিল সজ্ঞেপে।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। *দ্র* **সংক্ষেপ**

সঙ্খেপ [স সংক্ষেপ] *বি* সংক্ষেপ। 'সঙ্খেপে কহিল তোরে আর কব কি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সঙ্খ [স শঙ্খ] *বি* শঙ্খ। 'সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।' *মালাধর,* ১৫০০। *দ্র* **শঙ্খ**

সঙ্খচুড় *বি* সর্পবিশেষ। 'হেনকালে সঙ্খচুড় আইলা মায়া ধরি।' *মালাধর,* ১৫০০।

সঙ্খ্যা [স সংখ্যা] *বি* সংখ্যা। 'সকল নায়ে যত ধন নাহি তার সঙ্খ্যা।' *বিজয়,* ১৬৫০। *দ্র* **সংখ্যা**

সঙ্খা [স সংখ্যা] *বি* সংখ্যা। 'তাহা সভার নাম সঙ্খা করিলা আপুনি।' *মালাধর,* ১৫০০।

সঙ্গ [স] ১ *বি* সংসর্গ। 'তেজ মোর সঙ্গ নাহি মোতে রঙ্গ।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *বি* সখ্য। 'আন নারী কর তোক্ষে সঙ্গ।' *বড়ু,* ১৪৫০। ৩ *বি* সুখ। 'গেলে মান অধিক হোত্র সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। ৪ *বি* সাথ। 'ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। ৫ *বি* সম্বন্ধ। 'জানি বিধি আনি নিধি মিলাওল সঙ্গ।' *বড়ু,* ১৫৭০। ৬ *বি* অনুসরণ। 'তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ৭ *বি* সঙ্গী। 'সর্বকাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।' *বৃন্দা,* ১৫৮০। **সঙ্গহি** *ক্রিবিণ* একত্রে। 'জনি রবি সসি সঙ্গহি উগল।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০। **সঙ্গে** *ক্রিবিণ* সঙ্গে; সাথে। 'ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

সঙ্গকামনা [স] *বি* আসঙ্গলিপ্সা; সাহচর্য প্রত্যাশা। 'কেবলমাত্র সঙ্গকামনায় নিখিলনাথের সহিত তিনি দেখাও করিতে যাইতেন না।' *বনফুল,* ১৯৩৬।

সঙ্গছাড়া [স সঙ্গ>] *বিণ* সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন। 'ওকে এখনই যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৬।

সঙ্গদান [স] *বি* সংসর্গ দেওয়া। 'সঙ্গীর মতো নিয়ত সঙ্গ দান করে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

সঙ্গদোষ [স] *বি* কুসংসর্গজনিত চরিত্রদোষ। 'সঙ্গদোষে পাবে দুখ লোক ধর্মে পরামুখ।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সঙ্গ-পরশহারা *বিণ* সঙ্গীর সংস্পর্শহীন। 'অন্ধ বিভাবরী সঙ্গ-পরশহারা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৯।

সঙ্গবশত, সঙ্গবশতঃ [স] *ক্রিবিণ* সঙ্গদোষের কারণে। 'এই রূপে সঙ্গবশতঃ কুচরিত্র বাবুদিগের দ্বারা উপদিষ্ট হয়।' *অক্ষয়,* ১৮৪৫।

সঙ্গবিহীন [স] *বিণ* একাকী; নিঃসঙ্গ। 'শশিভূষণের পক্ষেও পল্লীগ্রাম এই দুই বৎসর নিতান্ত সঙ্গবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

সঙ্গভ্রষ্ট [স] *বিণ* সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন। 'তিনি বয়স্যগণের সঙ্গভ্রষ্ট হইলেন।' *বিদ্যা,* ১৮৬৩।

সঙ্গ-মাধুর্য [স] *বি* আনন্দময় সাহচর্য। 'মোনাদির আমজাদের সঙ্গ-মাধুর্যে তাই পরিতৃপ্তির আস্বাদ পাইয়াছিল।' *শওকত,* ১৯৫৮।

সঙ্গ লওয়া *ক্রি* সঙ্গে লেগে থাকা। 'একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪; 'এমন হিংসাতুর মন কোথা হইতে আপদের মত তার সঙ্গ লইয়াছে অকস্মাৎ।' *শওকত,* ১৯৫৮।

সঙ্গলিপ্সা [স] *বি* সঙ্গলাভের স্পৃহা। 'নিঃসঙ্গতা বোধ করলে সঙ্গলিপ্সা সান্ত্বনা-আশ্বাসের জন্যে?' *ওয়ালী,* ১৯৬৪।

সঙ্গরহস্য [স] *বি* সঙ্গরূপ রহস্য। 'সে সঙ্গরহস্য আমি করিতাম লাভ।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৯।

সঙ্গসাক্ষাৎ [স] *বি* সাহচর্য। 'যারা আমাকে ইন্দ্রিয়-দ্বারা, সঙ্গসাক্ষাৎ-দ্বারা জানে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

সঙ্গসুধা [স] *বি* সঙ্গরূপ সুধা। 'এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৫।

সঙ্গহারা *বিণ* নিঃসঙ্গ। 'মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৫।

সঙ্গহীন [স] *বিণ* একা। 'চিহ্নহীন সঙ্গহীন অন্ধকার পথের পথিক।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

সঙ্গত [স] ১ *বিণ* যুক্তিযুক্ত। 'আমার যথার্থ ও সঙ্গত দাওয়া যতক্ষণ না শুনে ...।' *তারিণী,* ১৮০৩; 'কোনো সঙ্গত কারণ আবিষ্কার করতে পারেনি।' *মানিক,* ১৯৩৫। ২ *বিণ* উপযুক্ত। 'অনন্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি করে সঙ্গত হয়।' *মাইকেল,* ১৮৬১। ৩ *বি* সুরের মিল। 'দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৮। *দ্র* **সংগত**

সঙ্গত কথা [স] *বি* যুক্তিযুক্ত কথা। 'ইহা সঙ্গত কথা।' *উমেশ,* ১৮৫৭।

সঙ্গতাসঙ্গত [স] *বিণ* উচিত বা অনুচিত। 'সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।' *দর্পণ,* ১৮৩১।

সঙ্গতি [স] ১ *বি* অবস্থা। 'পঞ্চ সঙ্গতি কৈল কাহ্নাঞি আক্ষারে।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'রতির সঙ্গতি গৃহে করিল গমন।' *মালাধর,* ১৫০০। ৩ *বি* মিলন। 'গোওালা ছাওাল সঙ্গে করাহ সঙ্গতি।' *মালাধর,* ১৫০০। ৪ *বি* সাহচর্য। 'বাপের সঙ্গতি জাও মাও উপেক্ষিয়া।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯। ৫ *বি* উপায়। 'জগত মোহিত যাতে জীবের সঙ্গতি।' *মানিকরাম,* ১৭৮১। ৬ *বি* সচ্ছলতা। 'আমি জ্ঞাতো আছী কি করিব লোকের সঙ্গতি হয় নাই।' *ওসাঁ,* ১৭৮২। ৭ *বি* সংস্থান; মিল। 'কাপড় পাঠাইতে সঙ্গতি হইছিল না অদ্য কাপড় মএ জাবার ফর্দ সম্বলিত পাঠাই।' *তাঁতি,* ১৭৯২। ৮ *বি* জোগাড়। 'টাকার সঙ্গতি না হলে হবে না।' *কেরি,* ১৮০২। ৯ *বি* সামর্থ্য। 'আমার নায়ে যাবার সঙ্গতি নাই।' *কেরি,* ১৮০২। ১০ *বি* (ব্যাকরণ) একটি বিশেষ ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনির পরিবর্তন। '... সন্ধি ও সঙ্গতি, ছন্দোবিধি, লিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং (৬) যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি।' *হাই,* ১৯৫৪। *দ্র* **সংগতি**

সঙ্গতিপন্ন [স] *বিণ* ধনবান। 'ধনপতি নামে, এক সঙ্গতিপন্ন বণিক ছিলেন।' *বিদ্যা,* ১৮৪৭।

সঙ্গতিপর [স] *বিণ* ধনবান। 'প্রত্যেক সঙ্গতিপর ব্যক্তি এ কাজে ...।' *আজাদ,* ১৯৫৫।

সঙ্গতিবিহীন [স] *বিণ* অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 'রাজনৈতিক পরিবেশ অতিমাত্রায় উদ্ভট ও সঙ্গতিবিহীন হইয়া পড়িয়াছে।' *আজাদ,* ১৯৬৪।

সঙ্গতিশালী [স] *বিণ* অবস্থাপন্ন। 'ভদ্রকুল মহিলাগণ তাহাদিগের স্বামী উপার্জনে সক্ষম, অথবা সঙ্গতিশালী।' *প্রভাকর,* ১৮৯২।

সঙ্গতিসম্পন্ন [স] *বিণ* অবস্থাপন্ন। 'অন্য একজন সঙ্গতিসম্পন্ন বণিকের হাতে সমর্পণ করেন।' *নজরুল,* ১৯৩২।

সঙ্গতিহীন [স] ১ *বিণ* সহায়হীন। 'প্রজারা সঙ্গতিহীন।' *সাধারণী,* ১৮৭৪। ২ *বিণ* অসংলগ্ন। 'সঙ্গতিহীন কথা?' *জীবন,* ১৯৩২। ৩

বিণ সামঞ্জস্যহীন। 'তেমনি সঙ্গতিহীন যুক্তিহীন সামান্য সাধারণ।' *জীবন*, ১৯৩২।

সঙ্গতী [স সঙ্গতি] *বি* অবস্থা; দুর্গতি। 'আজি হৈবে তোক্ষার পাঁচ সঙ্গতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সঙ্গত্যাপন্ন [স] *বিণ* ধনবান; আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এমন। 'ইদানী আলমারি ডেক্স প্রভৃতি কাষ্ঠের কর্ম্ম করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্গত্যাপন্ন হইয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সঙ্গত্য [স সংগত] *বিণ* উচিত; ঠিক। 'মহারাজার সাখ্যাত পওনের সঙ্গত্য হইবেক না।' *রামরাম*, ১৮০১।

সঙ্গম [স] ১ *বি* যৌন মিলন। 'নৌতন সঙ্গম তবে প্রথম জৌবন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বিনি নারী সঙ্গমে ঔষধে নাই (ফল)।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* নদীর মিলন স্থান। 'জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* সংস্পর্শ। 'তাহাতে তোমার সঙ্গম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* মিলন; দ্রবীভূত অবস্থা। 'রূপের পরিমিতির সঙ্গে গতিশীল প্রাণের অনির্দেশ্যতার সঙ্গমের ফলে ছন্দের জন্ম।' *শিব*, ১৯৫০। *দ্র* **সংগম**

সঙ্গমসুখী [স] *বিণ* সঙ্গমে তৃপ্ত। 'সঙ্গমসুখী রাতের পাখিরা শব্দ করে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

সঙ্গমস্থান [স] *বি* মিলনকেন্দ্র। 'আলেকজান্দর চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর সঙ্গমস্থান হইতে ... সিন্ধুনদী অভিমুখে যাত্রা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সঙ্গস্থা [স] *বি* ব্যবস্থা। 'তাহারদের বসত বাস নির্ব্বাহ নিষ্পত্য করণের সঙ্গস্থা করিয়া দিলে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

সঙ্গিন, সঙ্গীন [ফা] ১ *বি* বন্দুকের মাথায় বসানো ছোরার মতো অস্ত্র। 'সঙ্গিন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বিণ* জটিল। 'এ বড় সঙ্গিন মোকদ্দমা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ৩ *বিণ* গুরুতর। 'সরকার সাহেব বিপদকে অমন সঙ্গীন আকারে চিত্রিত করেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫। *দ্র* **সংগিন, সঙিন**

সঙ্গিনধারী *বিণ* বন্দুকধারী। 'সামনে দু'জন সঙ্গিনধারী সাধারণ সৈনিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।' *মুনীর*, ১৯৬১।

সঙ্গী [স] *বি* সহচর। 'শ্রীযাদবাচার্য্যগোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সঙ্গি [স সঙ্গী] *বি* সহচর। 'দিআ মহাশোক গেলে পরলোক কর প্রিয়ে মোরে সঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সঙ্গিনী, সঙ্গিণী [স] ১ *বি স্ত্রী* সঙ্গী। 'ষোল শত রাধার সঙ্গিণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সহচরী। 'সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০।

সঙ্গিনীহীন [স] *বিণ স্ত্রী* সঙ্গীছাড়া। 'প্রচ্ছন্ন ললাটনেত্রে সন্ধ্যার সঙ্গিনীহীন তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সঙ্গি লোক [স সঙ্গীলোক] *বি* সাথী। 'এমত বিষয়ে তাহার সাহায্যকারি ও সঙ্গি লোক সকলেই দোষী হইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সঙ্গী-তারা [স] *বি* জোড়াতারকা। 'সিরিয়স নক্ষত্রের একটি অস্পষ্ট সঙ্গী-তারা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সঙ্গীবিহীন [স] *বিণ* সাথীহীন। 'পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সঙ্গীভূত [স] *বিণ* একাত্ম। 'মানুষে মানুষে সঙ্গীভূত হওয়ার যে পরিপ্লাবী উৎসধারা ...।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সঙ্গীলেজুড় *বি* বন্ধুবান্ধব। 'একা একা বেড়ায়, তেমন সঙ্গীলেজুড় নাই।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সঙ্গীহারা [স] *বিণ* একাকী। 'বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সঙ্গীহীন [স] *বিণ* নিঃসঙ্গ। 'আমারি মতন হায় সঙ্গীহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সঙ্গীহীনতা [স] *বি* সঙ্গী না থাকা। 'সেই সঙ্গীহীনতা যদি ট্রেনের কামরায় বিপদ ডাকিয়া আনে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সঙ্গীত [স] ১ *বি* গান-বাজনা। 'জইসে করিঙ্গিনী সুনএ সঙ্গীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'বিমলা নিজে পূর্ণস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বি* কাব্য। 'নানা ছন্দে লিখিব সঙ্গীত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* আহ্বান। 'ওই মহাসিন্ধুর ওপর হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১। ৪ *বি* আশার বাণী। 'জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। *দ্র* **সংগীত**

সঙ্গীতকলা [স] *বি* সঙ্গীতবিদ্যা। 'ক্ষেমঙ্করীর সঙ্গীতকলার সম্যক পরিচয় পাইবার সুযোগ তো রামলোচনের ঘটিলই না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সঙ্গীতকার [স] *বি* গায়ক। 'যত কবি ও সঙ্গীতকারদের নাম জানা আছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সঙ্গীতচর্চা [স] *বি* গান করা। 'ঘাড় কাঁপাইয়া তাহার সঙ্গীতচর্চা চলিতে লাগিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

সঙ্গীতজ্ঞ [স] *বিণ* সংগীত বিষয়ে পণ্ডিত। 'সঙ্গীতজ্ঞ ভাইদের মুখাবয়ব।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সঙ্গীত-তরঙ্গ [স] *বি* গানরূপ তরঙ্গ। 'সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি মনঃ, হৈম তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সঙ্গীতদক্ষ [স] *বিণ* সঙ্গীতে পারদর্শী। 'একজন সঙ্গীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সঙ্গীতধর্ম [স] *বি* সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য। 'পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কাব্যের সঙ্গীতধর্ম বিষয়ে ব্যাপক ঔদাসীন্য দেখা দেয় তাতে আশ্চর্যবোধ করা অযৌক্তিক।' *শিব*, ১৯৫০।

সঙ্গীতধ্বনি [স] *বি* সঙ্গীতের মূর্ছনা। 'এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সঙ্গীতপিপাসু [স] *বিণ* সঙ্গীতপ্রিয়। 'রামলোচনবাবুর জরাজীর্ণ বক্ষের মধ্যে যৌবনের সঙ্গীতপিপাসু মনের নিদ্রাভঙ্গ হইল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সঙ্গীতপ্রাণ [স] ১ *বিণ* সংগীতের প্রতি অনুরক্ত। 'তিনি ছিলেন যথার্থ সঙ্গীতপ্রাণ।' *প্রমথ*, ১৯৩৮। ২ *বিণ* সঙ্গীতধর্মী। 'আবৃত্তিই উচ্চ কাব্যের সঙ্গীতপ্রাণ ধর্মকে রক্ষা করিয়া থাকে।' *হাই*, ১৯৫৪।

সঙ্গীতপ্রিয়তা [স] *বি* গানের প্রতি ভালোবাসা। 'মেয়ের সঙ্গীতপ্রিয়তার একটি খবর পাওয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

সঙ্গীতবন্যা [স] *বি* গানের উৎসব। 'এখানে সমস্ত দেশব্যাপী সঙ্গীতবন্যা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সঙ্গীতবাহন [স] *বিণ* সঙ্গীতকে বহন করে এমন। 'সঙ্গীতবাহন চিত্র প্রলাপ প্রলাপ?' *শামসুল*, ১৯৬৯।

সঙ্গীতবিদ্যা [স] *বি* সঙ্গীতশাস্ত্র। 'ইহাতে যাহারা সঙ্গীতবিদ্যায় ব্যবসায়ী এবং ওস্তাদরূপে বিখ্যাত।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সঙ্গীতময় [স] *বিণ* সঙ্গীতপূর্ণ। 'মন্ত্রধ্বনি একটা সঙ্গীতময় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া ...।' *তারা*, ১৯৪২।

সঙ্গীতযুদ্ধ [স] *বি* গানের লড়াই; কবিগান। 'ভবানী বেণের সঙ্গীতযুদ্ধ ভাল হইত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সঙ্গীতরসজ্ঞ [স] *বিণ* সংগীতের সমঝদার। 'গোঁসাই সঙ্গীতরসজ্ঞ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সঙ্গীত-লহরী [স] *বি* সঙ্গীতরূপ তরঙ্গ। 'বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সঙ্গীতশালা [স] *বি* সঙ্গীত শিক্ষার কেন্দ্র। 'রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন নাই।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সঙ্গীতশাস্ত্র [স] *বি* সংগীতবিষয়ক শাস্ত্র। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'যদি আপনি ... নৃত্যনাট্য-সঙ্গীতশাস্ত্র বাংলা অনুবাদে পড়তে চান।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ [স] *বি* সংগীতশাস্ত্রে পণ্ডিত। 'তিনি ছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সঙ্গীতশাস্ত্রী [স] *বি* সঙ্গীতবিশারদ; সঙ্গীতকলা বিশেষজ্ঞ। 'আমাদের দেশের সংগীতশাস্ত্রীরা বলেছেন প্রতি রাগ-রাগিণীর নাকি নিজস্ব একটি রূপ আছে।' *শিব*, ১৯৫০।

সঙ্গীতশিক্ষক [স] *বি* সংগীতের গুরু। 'এখানে তিনি শীগগীর সঙ্গীতবিদ ও সঙ্গীতশিক্ষক হিসাবে অভিজাত মহলে পরিচিত হন।' *হাই*, ১৯৫৪।

সঙ্গীত-শিক্ষা [স] *বি* সংগীত চর্চা। 'তাহারা সঙ্গীত-শিক্ষা করিতে পারিবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সঙ্গীতশিল্পী [স] *বি* গায়ক বা বাদক। 'ঢাকার চারুকলাশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, চলচ্চিত্রশিল্পী, কুশলী ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

সঙ্গীত-সুধা [স] *বি* সঙ্গীতরূপ সুধা। 'সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সঙ্গীতস্তনিত [স] *বিণ* গীতবাদ্যধ্বনিত। 'রাজপথের দ্বিতীয় যামের মদ্যানুরাগী সখা রুদ্রূপ সঙ্গীতস্তনিত গণিকাবল্লভ সকলেই ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সঙ্গীতানুরাগ [স] *বি* সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা। 'বধিরের সঙ্গীতানুরাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সঙ্গীতানুষ্ঠান [স] *বি* গানের অনুষ্ঠান। 'একটি মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সঙ্গীতামোদী [স] *বিণ* সঙ্গীতপ্রিয়। 'সঙ্গীতামোদী, বিশ্বশান্তিকামী বাঙালী হিসেবে বর্ণনা করা সম্ভব।' *উমর*, ১৯৬৭।

সঙ্গীতালাপ [স] *বি* গুঞ্জনধ্বনি। 'বিহঙ্গগণ ... সঙ্গীতালাপ দ্বারা চতুর্দিকে আনন্দ বিস্তার করিতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সঙ্গীতাসন [স] *বি* চেয়ার এবং গানের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত খেলাবিশেষ। 'সঙ্গীতাসন।' *বেগম*, ১৯৭০।

সঙ্গীন *দ্র* সঙ্গিন

সঙ্গে [স সঙ্গ>] *ক্রিবিণ* সাথে। 'অনাথা নারীক সঙ্গে লে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আস্তে২ নবাব জাদার সঙ্গে এ দুহার বড়ই এক হৃদতা হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

সঙ্গোপন [স] *বি* অতিশয় গোপনীয়তা। **সঙ্গোপনে** *ক্রিবিণ* অত্যন্ত গোপনে। 'সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হবে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সঙ্গোপনশীল [স] *বিণ* লুকিয়ে থাকে এমন। 'অতিশয় চতুর সঙ্গোপনশীল প্রাণী ইহারা।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সঙ্ঘ [স] **১** *বি* বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজ। 'কহিল আমার সঙ্ঘ-সুহৃদ ভয়হারা হাসি হেসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বি* সমমনা মানুষের গোষ্ঠী বা দল। 'সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয়, শক্তি নয়।' *জীবন*, ১৯৪২। *দ্র* **সংঘ**

সঙ্ঘবদ্ধ [স] *বিণ* ঐক্যবদ্ধ। 'ঘরের বাইরে আসতে হবে, সংঘবদ্ধ হতে হবে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সঙ্ঘবদ্ধতা [স] *বি* ঐক্য। 'সঙ্ঘবদ্ধতা ও কর্মতৎপরতার দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সঙ্ঘবিহারী [স] *বিণ* দলবদ্ধভাবে বিচরণকারী। 'আমরা শিকারী, সৈনিক/ সঙ্ঘবিহারী।' *হোসেন*, ১৯৬৯।

সঙ্ঘশক্তি [স] *বি* দলবদ্ধতার শক্তি। 'সে সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে ঐ লৌহখণ্ডের সঙ্ঘশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সঙ্ঘটন [স] *বি* মিলন। 'অমুক নাপিতিনী ইহাকে সঙ্ঘটন করিয়া দিয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সঙ্ঘারাম [স] *বি* বৌদ্ধ মঠ বা আশ্রম। 'মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থাকে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

সচল [স] *বিণ* চলতে সক্ষম। 'দুই দিকে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৫০।

সচকিত [স] **১** *ক্রিবিণ* ত্রস্তভাবে। 'অনিমিখে দেখে সচকিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* চমকিত। 'ইন্দু। (সচকিতে) সখি! কে যেন একজন এ দিকে আসছে!' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **৩** *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সচকিত করা *ক্রি* চমকে দেওয়া। 'শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ বপথ সচকিত করি, আমি রহিতাম চেয়ে, হেসে উঠিতাম গেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সচকিত হওয়া *ক্রি* হতচকিত হওয়া। 'সচকিত হয়ে দেখে, সামনে কাদের।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সচকিতা [স] *বিণ স্ত্রী* চমকে ওঠে এমন। 'অতীতের বঙ্গ-মহিলা যেন লজ্জাবতী লতা; — পদ শব্দে সচকিতা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

সচকীত [স সচকিত] *বিণ* ত্রস্ত; ভয়চকিত। 'হেন সব গুণী কংস হৈল সচকীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সচঞ্চল [স] *বিণ* অস্থির। 'সচঞ্চল সর্বতনু প্রাণ কাঁপে ডরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সচন্দন [স] *বিণ* চন্দনযুক্ত। 'সচন্দন নবীন তুলসীদল কুসুমাদি স্থাপন করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সচন্দ্রা যামিনী [স] *বি* জ্যোৎস্না রাত। 'গ্রীষ্মের সচন্দ্রা যামিনী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সচরাচর [স] **১** *ক্রিবিণ* সব সময়ে। 'জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।' *চর্যা* ২০, ১২০০। **২** *ক্রিবিণ* সাধারণত। 'একর্ম্মের ভার সচরাচর সহোদরেই হইয়া থাকে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সচরাচরে *ক্রিবিণ* সব সময়ে। 'তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সচল [স] **১** *বিণ* চলার ক্ষমতাসম্পন্ন। 'তাঁহারা এক এক জনে Walking Dictionary অর্থাৎ সচল অভিধান ছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। **২** *বিণ*

সক্রিয়। 'মন যখন সচল থাকে সে তখন শিক্ষার ... পরিপাক করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সচলতা [স] ১ *বি* গতিশীলতা। 'এই চারি দিকের সচলতা সজীবতা মুখরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* চলনশীলতা। 'জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবা মাত্র ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সচিৎকার [স] *ক্রিবিণ* চিৎকার ক'রে। 'হঠাৎ সচিৎকার কান্না জুড়ে দিলে কিশোরী বালিকার মতো।' *শওকত*, ১৯৭২।

সচিত্র [স] *বিণ* ছবিযুক্ত। 'শাদা মাসিকপত্রগুলোকে সচিত্র করে।' *অবন*, ১৯২৫।

সচিন্তিত [স] *বিণ* উদ্বিগ্ন। 'সচিন্তিত হইল ময়নার যুবরায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সচিব [স] ১ *বি* সহায়। 'মর্ম্মথী সচিব পীঠমর্দ্দ সেই জনা।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* মন্ত্রী। 'নরপতি-সমীপে যেমতি সচিব।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৩ *বি* ভারতবর্ষের দায়িত্বে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের মন্ত্রী। 'ভারত-সচিবদের স্নায়ুবিকার ঘটিল নাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সচিবশ্রেষ্ঠ [স] *বি* প্রধানমন্ত্রী। 'তবে মন্ত্রী সারণ সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সচিস্রভা [স শুচিশুভ্র] *বিণ* শুচিশুভ্র। 'সচিস্রভা একুত্রনি রম্ভা উসা কুতস্তজ্জানি।' *রামাই*, ১৭১০।

সচীৎকার [স] *ক্রিবিণ* চিৎকার সহকারে। 'দরিয়াবিবি আগাইয়া ... সচীৎকার মূর্ছিত হইয়া পড়িল মাটির উপর।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সচেতন [স] ১ *ক্রিবিণ* সজাগ হয়ে; চেতনাবিশিষ্ট হয়ে। 'নিদ্রা ভাঙ্গি কামিল্যা বসিল সচেতন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* সজাগ। 'আমরা যতখানি অচেতন, ততখানি সচেতন নহি ইহা নিশ্চয়ই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বিণ* প্রাণবন্ত। 'ছেলেবেলায় এই পাষাণমন্দিরকে যেমন সচেতন বোধ হইত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৪ *বিণ* সতেজ; প্রাণবন্ত। 'নিস্তব্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সচেতনভাবে [স] *ক্রিবিণ* সজ্ঞানে। 'সে উপায়েই সে নিজেকে সচেতনভাবে জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সচেল [স সচেলিকা] *ক্রিবিণ* কাপড় পরা অবস্থায়। 'সচেল করিল স্নান জয়যাত্রী সবে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সচেষ্ট [স] ১ *বিণ* উদ্যোগী। 'ঠাট্টা করায় সচেষ্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিণ* চেষ্টান্বিত। 'আমাদের মন যখন নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় সেই সময়ে একটা সচেষ্ট শক্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* চেষ্টাশীল। 'তোমাকে একটু সচেষ্ট করে না?' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সচেষ্টতা [স] *বি* প্রচেষ্টা। 'তাহাদেরই সচেষ্টতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান বলিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সচেষ্টমতে *ক্রিবিণ* যথাসাধ্য। 'রাজা বসন্তরায় সচেষ্টমতে ব্রাহ্মণীরদিগকে পাঠাইয়া ... বাসা ও খাদ্য সামিগ্রি প্রচুর মতে দিয়া পরম সুখে রাখিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সচেষ্টিত [স] *বিণ* তৎপর। 'কাহারু দ্বারায় সচেষ্টিত হইয়া কিছু প্রতুলের উপায় করহ আমার কহনাধিক।' *রামরাম*, ১৮০১।

সচ্চরিত [স] *বিণ* সদাচারী। 'আমি সচ্চরিত ও পরিশ্রমী।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সচ্চরিত্র [স] *বিণ* সৎস্বভাব; সদাচারী। 'রাজা বসন্তরায় প্রিয়বাদী সচ্চরিত্র সরলান্তঃকরণ।' *রামরাম*, ১৮০১; 'তাঁহারা প্রায় সকলেই সাধু ও সচ্চরিত্র।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সচ্চরিত্রতা [স] ১ *বি* সততা। 'দুষ্টাবস্থায় কুপ্রবৃত্তি সম্ভাবনায় সচ্চরিত্রতায় ব্যাঘাত জন্মাইতেই পারে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* সদাচারিতা। 'পুরস্কারের সঙ্গে তাঁহারদের সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকট দেওয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সচ্চরিত্রা [স] *বি*, *বিণ স্ত্রী* সৎ স্বভাববিশিষ্ট। 'সচ্চরিত্রা ও ধর্মপরায়ণা বলিয়া ... বিশ্বাসভাজন ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'বিপথগামিনী নারী নাই তাহা নয়, কিন্তু সচ্চরিত্রার ভাগ অনেক বেশী।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সচ্চিদানন্দ [স] *বি* নিত্যজ্ঞানসুখ। 'সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সচ্চিদানন্দপূর্ণ [স] *বিণ* নিত্যজ্ঞানসুখময়। 'সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সচ্ছন্দ [স] ১ *বি* স্বীয় ইচ্ছা। 'এখন আমাদের মত খরচ পত্রের সচ্ছন্দ মত নহে।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* স্বাধীন। 'প্রজালোক সচ্ছন্দ হইয়া বসতি করিতে পারে।' *রামরাম*, ১৮০২।

সচ্ছন্দতা [স] *বি* স্বাচ্ছন্দ্য। 'সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর মনুষ্য জাতির সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধনার্থ পৃথিবী মধ্যে যে যে বস্তু সৃজন করিয়াছেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

সচ্ছল [স] *বিণ* অভাবহীন; সম্পদশালী। 'অন্নেবস্ত্রে সচ্ছল এরূপ কৃষক এদেশে অল্পমাত্র দৃষ্ট হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

সচ্ছলতা [স] ১ *বি* প্রাচুর্য। 'এখন ইহাদের সচ্ছলতার বাড়াবাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। 'কখনো সচ্ছলতা আসে, কখনো অভাব।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বি* স্বতঃস্ফূর্ততা। 'অশেষ অনুভূতি নিয়ে পুলকিত সচ্ছলতা।' *আহসান*, ১৯৬২।

সচ্ছলভাবে *ক্রিবিণ* সঙ্গতিপন্ন অবস্থায়। 'দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু-বেলা বাঁচবার জন্যে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সচ্ছীলতা [স সচ্ছলতা] *বি* সঙ্গতিসম্পন্ন অবস্থা। 'তত্তুল্য সচ্ছীলতা নিত্য প্রকাশ করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সছঁন্দ [স স্বচ্ছন্দ] *বিণ* স্বচ্ছন্দ। 'সছঁন্দ কামধেনু জথা করএ বিসরাম।' *রামাই*, ১৭১০।

সছন্দ [স সুছন্দ] *বি* সুছন্দ। 'বিদ্যাপতি কহ এহন সছন্দ। অঙ্গে ভসম নহ মলয়জপঙ্ক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সছিদ্র [স] *বিণ* ছিদ্রযুক্ত। 'বজ্র কর্তৃক মণি সছিদ্র হওয়ার পর আমি সূতে সুরুৎ করে বেতকলিফ উৎরে যাব।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

সজ[১] [স সজ্জা>] *বিণ* সজ্জিত। 'এবেঁ সজ করু কাহ্ন আপণে পসার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সজ[২] [স সর্জন>] *বি* দ্রব্য। 'নানা সজ পুরিয়া লয় পাথী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সজন [স] *বি* জনপূর্ণ স্থান। 'নির্জনে নহে, যোগে নহে – সজনে, কর্মের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সজনতা [স] *বি* জনবহুল অবস্থা। 'সজনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার সুবিধাটুকু ভোগ করিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সজনস্থান [স] *বি* বাস্তুভিটা। 'জলকর বনকর ও বাগাত ও সজনস্থান ও বৃক্ষাত।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সজনে *ক্রিবিণ* মানুষের সঙ্গে। 'উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে

যশোগাথা কত ছন্দে হে।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৫।*

সজনসমাজ [স সজ্জন-সমাজ] *বি* সজ্জনগোষ্ঠী। 'সজনসমাজেঁ হরিব সত্য বাণী।' *বড়ু, ১৪৫০।*

সজনি [স স্বজন] *বি* সখী। 'সজনি কোপ করেন দুরন্ত।' *দ্বিচণ্ডী, ১৬০০।*

সজনী *বি* সখী; প্রণয়িনী। 'সজনী ভল কএ পেউন ন ভেল।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

সজনে [স শোভঞ্জন] *বি* ডাঁটাজাতীয় এক ধরনের সবজি ও তার গাছ। 'সৌখীন চড়ক পার্ব্বণ শেষ হলো বলেই যেন দুঃখে সজনে খাড়া ফেটে গেলেন।' *হুতোম, ১৮৬১।*

সজনেডাঁটা *বি* সবজিবিশেষ। 'গরাণহাটায় সজনেডাঁটা/ কিনছে পুলিস সার্জ্জন।' *রবীন্দ্র, ১৯৪১।*

সজনেতলা *বি* সজনে গাছের তলা। 'সজনেতলার ঘাটে।' *রবীন্দ্র, ১৯২২।*

সজল [স] **১** *বিণ* জলপূর্ণ। 'সজল জলদরুচি জিণি দেহকান্তী।' *বড়ু, ১৪৫০।* **২** *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'উচ্চ করি হরি বোলে সজল নয়নে।' *বৃন্দা, ১৫৮০;* 'অপূর্ব্বর নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।' *শরৎ, ১৯২৬।* **৩** *বিণ* জলবিশিষ্ট। 'দুই২ সজল বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।' *দর্পণ, ১৮১৮।*

সজলকোমল [স] *বিণ* আর্দ্র ও নরম। 'পাঠাইছ তব চিত্তখানি/ মৌনপ্রেমে সজলকোমল।' *রবীন্দ্র, ১৯১৪।*

সজলগম্ভীর [স] *বিণ* বৃষ্টিযুক্ত ও শব্দযুক্ত। 'বিপুল হাস্যধ্বনি সজলগম্ভীর মেঘস্তনিতের মতো ভাঙিয়া পড়িল।' *প্রমথ, ১৮৯৮।*

সজলঘন [স] **১** *বিণ* জলভারপূর্ণ মেঘলা। 'আষাঢ় সজলঘন আঁধারে।' *রবীন্দ্র, ১৯২৬।* **২** *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'ব্যাকুল প্রাণে সজলঘন নয়ন পাতে।' *সুকান্ত, ১৯৪৮।*

সজলতা [স] **১** *বি* জল রয়েছে এমন অবস্থা। 'পুঞ্জ পুঞ্জ সজলতার মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্যের চাপল্য।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।* **২** *বি* সরলতা। 'যখন মায়ের মমতা সজলতা এত স্বাভাবিক বলেই ...।' *জীবন, ১৯৪৮।*

সজলনয়ন [স] *বি* অশ্রুপূর্ণ চোখ। 'কন্যা সজলনয়নে সবিশেষ সমস্ত ডাক্তারের গোচর করিল।' *বিদ্যা, ১৮৬৩।*

সজল নয়ান [স সজলনয়ন] *বি* অশ্রুপূর্ণ চোখ। 'ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া বনের ছায়ায় গিয়া মুছে আসে সজল নয়ান।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৬।*

সজলমেঘ [স] *বি* জলপূর্ণ মেঘ। 'সজলমেঘ কার কাজল-নয়ন মনে করিয়ে দেয়?' *নজরুল, ১৯২৭।*

সজা [স সজ্জা>] *ক্রি* সজ্জা করা। **সজাআঁ** *ক্রি* সজ্জিত ক'রে। 'ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ।' *বড়ু, ১৪৫০।* **সজাইআঁ** *ক্রি* সজ্জিত ক'রে। 'যমুনার পথে আক্ষে ভার সজাইআঁ।' *বড়ু, ১৪৫০।* **সজাইলোঁ** *ক্রি* সজ্জিত করলাম। 'বিধর করী সজাইলোঁ ঘৃত ঘোল দহী।' *বড়ু, ১৪৫০।* **সজাহ** *ক্রি* সজ্জিত করো। 'সজাহ অনল সখি তেজিব জিবন।' *মালাধর, ১৫০০।*

সজাগ [স সজাগর] **১** *বিণ* জাগ্রত। 'গিধিনি মস্তক উড়ে সমুখে সজাগ।' *রূপরাম, ১৭৫০।* **২** *বিণ* সচেতন। 'যে যেখানে আছে এক মুহূর্ত্তে যেমন সজাগ হইয়া উঠে।' *শরৎ, ১৯১৭।* **৩** *বিণ* সচল। 'গুহাচিত্রে করিছে সজাগ তার তুলি।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৫।*

সজাগতা [স সজাগরতা] *বি* জাগ্রত অবস্থা। 'রুচি-আদর্শ সজাগতা সার্থক সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য।' *শরীফ, ১৯৬৮।*

সজাতিত্ব [স] *বি* সমশ্রেণীভুক্ততা। 'মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

সজাতীয় [স] *বি* নিজ গোষ্ঠীভুক্ত লোক। 'বিবাহদেওনে সজাতীয়ের ঘর পাওয়া ভার।' *জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৩।*

সজাতীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। 'তাহারা সজাতীয়া।' *বিদ্যা, ১৮৪৭।*

সজারু *বি* গায়ে বড়ো বড়ো কাঁটাযুক্ত খরগোসের মতো জন্তুবিশেষ। 'কিচক কণ্টক বনে লুকায় সজারু।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* *দ্র* **সাঁজারু**

সজিদা [আ সিজদাহ] *বি* সেজদা। 'শেষ রাত্রি সজিদা করিয়া মাগে বর।' *আলাওল, ১৬৮০।*

সজিনা *বি* সজনে। 'পথে পথে ফুলঝুরি সজিনা ফুলে।' *নজরুল, ১৯২৮।* *দ্র* **সজনে**

সজিনা-সজনি *বি* সখা-সখী। 'ওগো আঙিনার সজিনা-সজনি।' *নজরুল, ১৯২৮।*

সজী [স সজ্জিত] *বিণ* সজ্জিত। 'ভার সজী করি নৈল নান্দের নন্দন।' *বড়ু, ১৪৫০।*

সজীব [স] **১** *বিণ* জীবিত। 'সজীবে করহ গ্রাস ইথে মিথ্যা অভিলাষ মোহব্রত জথ সতন্তর।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* **২** *বিণ* প্রাণবন্ত। 'অতিথিকে সজীব করিবার জন্যে এক পাত্রে তপ্ত মগু প্রস্তুত করিলেক।' *তারিণী, ১৮০৩।* **৩** *বিণ* উত্তাল। 'জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে।' *দর্পণ, ১৮২১।* **৪** *বিণ* সতেজ। 'ফুল ফুটেছে, কিন্তু তার সজীব শ্রী নেই।' *রবীন্দ্র, ১৮৮১।* **৫** *বিণ* চালু। 'আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।* **৬** *বিণ* সচল; গতিশীল। 'দেহ সজীব থাকিতে আপনারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না।' *মশাররফ, ১৯০৮।* **৭** *বিণ* টাটকা। 'মনে হয় স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী/ কবিতার মতো/ তুমুল ঘোষণা করে অলৌকিক সজীব সংবাদ।' *শামসুর, ১৯৭৩।*

সজীবতা [স] **১** *বি* উৎফুল্লতা; উদ্যমশীলতা। 'তাঁহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত।' *বিদ্যা, ১৮৪৯।* **২** *বি* প্রাণশক্তি। 'সমাজের সজীবতার লক্ষণ নহে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৫।*

সজীবত্ব [স] *বি* প্রাণময়তা। 'তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল।' *বিভূতি, ১৯২৯।*

সজীবন [স] *বিণ* জীবন্ত। 'তোর পুত্র মোর কাছে আছে সজীবন।' *সুলতান, ১৭০০।*

সজীবভাবে [স] *ক্রিবিণ* জীবন্তরূপে। 'প্রতিদিনকে সজীবভাবে সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করলে চিরদিনকে নির্জীব করা হয়।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

সজুত *বি* শায়েস্তা। 'যদি ওই মাস্টারকে সজুত না করা যায় ...।' *কায়সার, ১৯৬৫।*

সজ্জ[১] [স সজ্জা>] *বিণ* সজ্জিত। 'তুলিতে ধনুক নারে সজ্জ করিবারে।' *মালাধর, ১৫০০।*

সজ্জ[২] [স সর্জন>] *বি* সরঞ্জাম। 'লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান।' *বৃন্দা, ১৫৮০।*

সজ্জ[৩] [ফা সবজী] *বি* ফলমূল শাকসবজি ইত্যাদি। **সজ্জপত্র** [ফা সবজী+স পত্র] *বি* ফলমূল শাকসবজি ইত্যাদি। 'সজ্জপত্র সম্ভোগ করিল যথাবিধি।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

সজ্জন [স] *বি* সৎলোক। 'স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জ্জন।' *বৃন্দা, ১৫৮০।*

সজ্জনসভা [স] *বি* ভদ্রলোকদের বৈঠক। 'সজ্জনসভায় যা-কিছু সর্বজনের অনুমোদিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সজ্জনসমাজ [স] *বি* সুধী সমাজ। 'তুষ্ট হইলেন শুনি সজ্জনসমাজ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সজ্জনী [স স্বজন] *বি* স্বজন। 'পাত্র পুরোহিত নারী ব্রাহ্মণী সজ্জনী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সজ্জা [স] ১ *বি* সাজের উপকরণ। 'বাদশাহ্‌র রৌপ্যময় মটুকাকৃত সজ্জা হস্তে করিয়া বাহির হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* পোশাক-পরিচ্ছদ। 'লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ, তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সজ্জা গজ্জা ১ *বি* সাজগোজ। 'সন্ন্যাসী যে রকম সজ্জা গজ্জা করে বসেছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* উদ্যোগ-আয়োজন। 'এমনি সজ্জা গজ্জা করে ব্যাড়ান যে, হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ করে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সজ্জাগ্রহণ [স] *বি* বেশধারণ। 'কলকাতার নতুন সজ্জাগ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

সজ্জিত [স] ১ *বিণ* অলংকৃত। 'কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ *বিণ* সাজানো হয়েছে এমন। 'গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্য সকল দৃষ্টিগোচর করিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সজ্জীভূত [স] *বিণ* সজ্জিত। 'রণসজ্জায় সজ্জীভূত হউন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

সজ্জাতি [স] *বি* সৎ জাতীয় বা সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক। 'তাহাতে সজ্জাতি বা বিশিষ্ট লোক সেখানে যায় না।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সজ্ঞাত [স] *বিণ* বিদিত। 'অনেক পুরুষে সজ্ঞাত অভিজ্ঞতা দিয়েই ওরা বুঝেছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সজ্ঞান [স] ১ *বিণ* সচেতন। 'সজ্ঞান করিএ স্বামি গমন সত্বর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* জ্ঞানকৃত। 'সেই পরিবর্তন এবং পরিবর্তন-সম্ভবনার কেন্দ্রস্থলে যে-একটি সজ্ঞান ঐক্য বিরাজ করছে, তাকেই একদল লোক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সজ্ঞানতা [স] *বি* সচেতনতা। 'স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মায়েদের সজ্ঞানতা যেমন প্রয়োজনীয়।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সজ্ঞানপূর্বক, সজ্ঞানপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* সজ্ঞানে। 'সজ্ঞানপূর্ব্বক তোমাকে হুকুম দিতেছি।' *মেয়ের্স*, ১৭৭০। 'হরসুন্দর দত্ত গত ১৭ বৈশাখ শুক্রবার সজ্ঞান পূর্ব্বক ৺ তীর নীরে ... পরলোক গমন করিয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সজ্ঞানে *ক্রিবিণ* জ্ঞাতসারে। 'সজ্ঞানে প্রবঞ্চনা করে চলবে সে।' *জীবন*, ১৯৩১।

সজ্য [স সর্জন>] ১ *বি* কারখানা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* গঠন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সঝঙ্কার [স] *বি* ঝঙ্কারপূর্ণ অবস্থা; রাগান্বিত ভাব। 'ক্ষেমঙ্করী সঝঙ্কারে বলিলেন – ও ঠাকুরকে আজই বিদায় কর।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সঝরা [স ক্ষর>] *ক্রি* ঝরে পড়া। **সঝরে** *ক্রি* ঝরে পড়ে। 'মুকুতা চিকুরভার সুসন সঝরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সঞান [স শয়ন] *বি* শয়ন। 'আসাঞে মন্দির নিসি গমাবএ সুখে ন সুত সঞান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সঞ্চয় [স] ১ *বি* জমা। 'তারে মাগি কর্পূর চন্দন করিল সঞ্চয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কামানল চয় করিছে সঞ্চয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'দুঃখ রহিল মনে স্বামী দিব অন্য জনে সঞ্চয় করিআ ঘরগারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* ভিতর। 'বিভা দিল রাজকন্যা নানাধন ডিঙ্গার সঞ্চয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* সংগ্রহ। 'করহ সঞ্চয়, উহা অতীব দুর্লভ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৫ *বি* রাশি। 'হৃদয়ের 'পরে লই তব শুভস্পর্শ, কল্যাণসঞ্চয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সঞ্চয়কারি [স সঞ্চয়কারী] *বিণ* সঞ্চয় করে এমন। 'সঞ্চয়কারি ভ্রাতারদিগের মধ্যে একজন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সঞ্চয়ন [স] ১ *বি* সঞ্চিত ধন। 'সর্বস্বান্ত কৃপণের শেষ সঞ্চয়ন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বি* একাধিক গ্রন্থের সংগ্রহ। 'তিনখানা গল্প সঞ্চয়ন ও একখানা নাটক।' *মানিক*, ১৯৪০।

সঞ্চয়পাত্র [স] *বি* কোনো কিছু সংগ্রহ করে রাখার পাত্র। 'অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সঞ্চয়প্রয়াসী [স] *বিণ* জমা করতে চায় এমন। 'মধুকরসম ছিনু সঞ্চয়প্রয়াসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সঞ্চয় ভাণ্ডার [স সঞ্চয়-ভাণ্ডাগার] *বি* ব্যাংক। সঞ্চয় ভাণ্ডারের সমাচার প্রকাশ করিতেছি ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সঞ্চয়শীল [স] *বিণ* সঞ্চয় করে এমন। 'সঞ্চয়শীল জমীদার ব্যক্তিরা আপন২ নগদ টাকা ও কাগজপত্রাদি বিক্রয়দ্বারা জমী খরিদ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সঞ্চয়শীলতা [স] *বি* জমানোর প্রবণতা। 'ক্ষমা ও দুর্বলতা, সঞ্চয়শীলতা ও লোভ, বিনয় ও কপটতা ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সঞ্চয়ার্থ [স] *ক্রিবিণ* সঞ্চয়ের জন্য। 'শ্রীরামপুরে যে সঞ্চয়ার্থ বাক্স স্থির হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সঞ্চয়ি [স সঞ্চয়ী] *বিণ* সঞ্চয়কারী। 'অকর্মণ্য মধুমক্ষিকা সঞ্চয়ি মক্ষিকার সহিত চাকে থাকিয়া ফাকে ফাকে অংশভাক হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সঞ্চয়িত [স] *বিণ* সংগৃহীত। 'ও শেফালি, জানো কার সঞ্চয়িত খুদ তোমাকে দিলাম?' *শক্তি*, ১৯৭০।

সঞ্চয়ী [স] *বি* সঞ্চয়কারী। 'ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সঞ্চিত [স] *বিণ* জমা করা হয়েছে এমন। 'দিনে দিনে সঞ্চিত ভৈল বিথর দহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সঞ্চিতার্থ [স] *বি* সঞ্চিত টাকাকড়ি। 'পরস্পরে যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সঞ্চীয়মান [স] *বিণ* সঞ্চয় হয়েছে এমন। 'অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সঞ্চরণ [স] *বি* বিচরণ। 'পরস্পর ঐক্য-ভাবাপন্ন থাকিয়া মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সঞ্চরণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সঞ্চরণক্ষেত্র [স] *বি* বিচরণের স্থান। 'দীর্ঘদিনের সঞ্চরণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চারুর কাছে ফিরিয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সঞ্চরণশীল [স] *বিণ* ছড়িয়ে পড়ছে এমন। 'রঙের পিণ্ড যেন সঞ্চরণশীল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সঞ্চরমাণ [স] *বিণ* চলমান। 'বৃষ্টির দিনে দেখছে সঞ্চরমাণ ট্রাম

স্টিমারের মতো ... ।' *শক্তি*, ১৯৬৯ ।

সঞ্চরা [স সঞ্চরণ>] *ক্রি* বিচরণ করা; দীপ্তি পাওয়া । **সঞ্চর** *ক্রি* গমন করো । 'রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চর চোর ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০ । **সঞ্চরে** *ক্রি* দীপ্তি পায় । 'দশন কিরণে কত বিজুরি সঞ্চরে ।' বড়ু, ১৫৭০ । **সঞ্চরু** *ক্রি* সঞ্চারিত হয় । 'খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু চঞ্চরিগণ করু রোলে ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০ ।

সঞ্চরিত *বিণ* বিচরণশীল । 'দিয়েছিলে জ্বালি প্রেতসঞ্চরিত ধ্বংসে উৎসবের অচির দীপালী ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯ ।

সঞ্চারি *বিণ* সঞ্চারিত । 'সন্তানেত কিঞ্চিত অংশ সঞ্চারি রহিল ।' *সুলতান*, ১৭০০ ।

সঞ্চলন [স] *বি* গতি । **সঞ্চলনশীল** [স] *বিণ* চলমান । 'দ্রুত সঞ্চলনশীল অঙ্গুলিগুলির সহিত ।' *ইমদাদুল*, ১৯২০ ।

সঞ্চলমান [স] *বিণ* গতিশীল । 'সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২ ।

সঞ্চলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* আন্দোলিত । 'চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫ ।

সঞ্চা[1] [স সঞ্চর>] *ক্রি* যাওয়া । 'সকল দোষহীন হইল শুভদিন প্রথম বাসরে সঞ্চরে ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০ ।

সঞ্চা[2] [স সঞ্চয়>] ১ *ক্রি* সঞ্চয় বা জমা করা । 'লোহা লাক্ষা লোন গব্য বিক্রএ সঞ্চিব বহু ধন ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কূল-ভাঙা ব্যথা কোলে ভরে সঞ্চিলি ।' *জসীম*, ১৯৩১ । ২ *ক্রি* গর্ভসঞ্চার হওয়া । 'সঞ্চিতে ।' *মানোএল*, ১৭৪৩ । **সঞ্চি** *ক্রি* সঞ্চিত ক'রে । 'বহু ধন কড়ি সঞ্চি মনুষ্য সকলে ।' *সুলতান*, ১৭০০ ।

সঞ্চার [স] ১ *বি* গমনাগমন । 'কারে বলি রাত্রি দিন পথের সঞ্চার ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০ । ২ *বি* উপস্থিত । 'বিপদ-মন্দিরে গিয়া হইয়া সঞ্চার ।' *বাহরাম*, ১৬৫০ । ৩ *বি* গর্ভসঞ্চার । *মানোএল*, ১৭৪৩ । ৪ *বি* আবির্ভাব । 'সেই হৈতে হইল জলের সঞ্চার ।' *রূপরাম*, ১৭৫০ । ৫ *বি* প্রচার । 'এইরূপে বিরোচন যে নাস্তিকমতের সঞ্চার করিয়াছিল ... ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০ । ৬ *বি* প্রচলন । 'কামপীঠেতে অনেক কালাবধি হিন্দু ধর্মের সঞ্চার আছে ।' *দর্পণ*, ১৮২৯ । ৭ *বি* আরম্ভ । 'শীতের সঞ্চার হইতে হইতেই শেষ করিয়া তোলে ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২ । ৮ *বি* চলাফেরা । 'এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই!' *মাইকেল*, ১৮৭৪ ।

সঞ্চারক্ষেত্র [স] *বি* বিচরণের স্থান । 'তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ, অপার সঞ্চারক্ষেত্র ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১ ।

সঞ্চারণ [স] *বি* সৃষ্টি । 'চিত্তের কমলে মায়া হয় সঞ্চারণ ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮ ।

সঞ্চারিণী *বিণ স্ত্রী* সঞ্চরণশীল; আন্দোলিত । 'সে সঞ্চারিণী লতার মতো ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২ ।

সঞ্চারমান [স] *বিণ* গতিপ্রাপ্ত । 'মেঘগুলো যেন সঞ্চারমান হয়ে উঠছে ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫ ।

সঞ্চারিত [স] *বিণ* ব্যাপ্ত । 'সমস্ত ত্বকেই স্নায়ু সঞ্চারিত আছে ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১ ।

সঞ্চারী [স] ১ *বি* মনের যে ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না । 'সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০ । ২ *বি* সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী কাব্যের ভাববিশেষ । 'স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব নানা প্রকার উদিত হয় ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২ । ৩ *বি* ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের তৃতীয় তুক বা চরণ । 'বাজাও তো একটি নটনারায়ণ – আস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ, সঞ্চারী পুরোপুরি ?' *প্রমথ*, ১৯৩৮ ।

সঞ্চালন [স] ১ *বি* চালনা । 'দুই হস্তে অসি-ধারণপূর্বক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫ । ২ *বি* নড়াচড়া । 'মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছেন ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪ ।

সঞ্চালিত [স] ১ *বিণ* আন্দোলিত । 'সন্তাড়িত এবং সঞ্চালিত ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫ । ২ *বিণ* পরিচালিত । 'গোকুল রক্ষা করিতে লিখনি যে সঞ্চালিত হইয়াছে ... ।' *মশাররফ*, ১৮৮৯ ।

সঞ্চিত *দ্র* **সঞ্চয়**

সঞ্জগ [স সংযোগ] *বি* যোগাযোগ । 'কলিকাতায় আনিবার কারণ সঞ্জগ করে ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭ ।

সঞ্জম [স সংযম] *বি* সংযম । 'এক জজ্ঞ করহ জদি সঞ্জম করিয়া ।' *মালাধর*, ১৫০০ ।

সঞ্জাত [স] ১ *বিণ* উদ্ভূত; উৎপন্ন । 'সত্য সঞ্জাত সত্তে অক্রুর আনিল ।' *মালাধর*, ১৫০০ । ২ *বিণ* সংযত । 'কেমতে রাখিব আক্ষি বচন সঞ্জাত ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯ ।

সঞ্জা *ক্রি* জমে ওঠা । **সঞ্জাব** *ক্রি* জমবে । 'আপনি সঞ্জাবে সভা গীত আর নাটে ।' *রূপরাম*, ১৭৫০ ।

সঞ্জীবন [স] *বিণ* জীবন দান করে এমন । 'নিজের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণের সঞ্জীবনমন্ত্র সাধনা করিবে বলিয়া মনকে আজ প্রস্তুত করিল ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'তব সুর-সঞ্জীবনে ফুলকলি-দল মুক্তি লাগি, মেলিবে পত্রপুট ।' *আহসান*, ১৯৪৪ ।

সঞ্জীবনী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রাণদান করে এমন । 'উশনা কুশপাণি চিন্তি সঞ্জীবনী মন্ত্রিত করিল কুশজল ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মদনসঞ্জীবনী রাজ্ঞীকে দেখিয়া ... ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২ ।

সঞ্জীবিত [স] ১ *বিণ* পুনরুজ্জীবিত । 'সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩ । ২ *বিণ* পুনরুজ্জীবিত । 'পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫ । ৩ *বি* জীবন্ত । 'ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে ... ।' *জগদীশ*, ১৯১৮ ।

সঞ্জেব্যালা [স সন্ধ্যা>] *বি* সন্ধ্যাবেলা । 'আজি সঞ্জেব্যালা ব্যা হবে ।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪ ।

সঞ্জোগ [স সংযোগ] ১ *বি* সংযোগ । 'কুমার সঞ্জোগ হেতু বাড়িল মকরকেতু ।' *মালাধর*, ১৫০০ । ২ *বি* সম্পর্ক । 'শাহার সঞ্জোগে আক্ষি অতিশয় রতা ।' *আলাওল*, ১৬৮০ ।

সঞ্জোগা *ক্রি* যোগাযোগ করা । 'নট সঙ্গে সঞ্জোগিয়া কৃষ্ণ পুত্র তিন জনে ।' *মালাধর*, ১৫০০ ।

সট[1] [স ষট] *বিণ* ছয় সংখ্যক । 'মাএর সট পুত্র মোর দেহ নৃপবর ।' *মালাধর*, ১৫০০ ।

সটকাল *বি* ছয়কাল । 'সটকাল তৃকাল চান্দ্রায়ন ব্রত বিধি ।' *মালাধর*, ১৫০০ ।

সট[2] [স শঠ] *বি* প্রতারক । 'এক্ষণ সটের কাল পড়িয়াছে ।' *রামরাম*, ১৮০১ ।

সট[3] [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততাসূচক শব্দ । 'সট করে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ড-বৎ বিনা দ্বিধায় ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩ ।

সটকা[1], **সটকানো** [হি] *ক্রি* পলায়ন করা । 'সাড়া না দিয়া সটকিবার উপক্রম করিলেক ।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'ইমানদার মানুষের সর্বনাশ করতাছে না সটকাইছে?' *ওয়ালী*, ১৯৪৮ । সটকেছি *ক্রি* পলায়ন

করেছি। 'প্রাণ নিয়ে ত সটকেছি রে করবি এখন কী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সটকে পড়া *ক্রি* পলায়ন করা। 'একসময় আমাদের সটকে পড়তে হয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

সটকা[২] [হি সটক] *বি* নলবিশিষ্ট আলবোলা। 'সটকায় তামাক টানিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সটান ১ *ক্রিবিণ* নিশ্চিতভাবে। 'হাল কিছু না বলিয়া অধোবদনে সটান জলে ডুবিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রিবিণ* লম্বালম্বিভাবে। 'মেক্সিকীয় লোকগণ তাহাদের অশ্বতরের জিনের উপর মাথা দিয়া মাটিতেই সটান শুইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ *ক্রিবিণ* সোজাসুজি। 'গতিক দেখিয়া অধিক না গিয়া সটান পগার পার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সটানে *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'সটানে পরেছি মোজা, ঘষে নিয়ে হাতার বোতাম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সটীক[১] [স স্ফটিক>] *বিণ* স্বচ্ছ। 'বুঝা যায় সটীক ফটিক জল ডাকে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৫০।

সটীক[২] [স] *বিণ* টীকাসহ। 'কপিলদেবকৃত সংখ্যাসূত্র সটীক নাগরী অক্ষরে ছাপা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

স-ডালি *বিণ* উপঢৌকনসহ। 'স-ডালি নরেন এক সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সডিয়াম [ই] *বি* রাসায়নিক মৌলবিশেষ। 'সডিয়ামের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজানের সংযোগবিশেষ লবণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সড়ক [আ সরক] *বি* রাস্তা। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'কোথায় বাড়ী কেউ জানে না কোন সড়কের মোড়ে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

সড়কি, সড়কী [স শলাকীয়] *বি* বর্শা। 'আমার তিনটে সড়কি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'চলো ছুটে চল, সড়কী ঘুরাও।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সড়কিওয়ালা [স শলাকীয়>+হি ওয়ালা] *বিণ* বর্শা বা বল্লম নিক্ষেপকারী। 'প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণ মধ্যে সড়কিওয়ালা সর্দ্দার অনেক ছিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সড়গড় *বিণ* আয়ত্ত। 'ভদ্রতা রক্ষার মতো ইংরেজি বচন সড়গড় হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সড়ঙ্গ [স ষড়ঙ্গ] *বি* দেহের ছয়টি অংশ বা অবয়ব। 'স্বামিরে আনিল ঘরে সড়ঙ্গে পুজিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সড়সড় [ধ্বন্যা] *বি* পিচ্ছিল কিছু সরে যাওয়ার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সড়া *বিণ* পচা। 'সড়া গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সড়াক [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত গতিতে কোনো কিছুর সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট শব্দ। 'সড়াক করে লাফিয়ে ... পালিয়ে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

সড়াত, সড়াৎ [ধ্বন্যা] *বি* উপর থেকে পিছলে মাটিতে পড়ার শব্দ। 'মড়াত করে পড়েছি সড়াত করে।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'সড়াৎ করে কখন সরিয়ে নেবে টেরও পাবে না।' *জীবন*, ১৯৩১।

সড়ি [ও সড়কি>] *বিণ* খিন্ন। 'সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাগই।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

সড়িত [ও সড়কি>] *বিণ* পচে গন্ধ হয়েছে এমন। 'লখাই সড়িত হৈল দেবীর কৃপায়।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সণে [স সঙ্গ>] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'এতেক সাজনি কিচ্ছার মানুষের রণে গরুড় সাজএ কিবা মশকের সণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সৎ[১] [স] ১ *বিণ* জ্ঞানী। 'অতি বিদ্যান সৎকবি এ কথা শুনিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* সত্য। 'প্রকৃত যে শরীর, সেই বস্তু সৎ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* সাধু। 'ধূর্ত শৃগাল কুক্কুটকে সম্বোধিয়া কহিল, ভাই। তুমি কি সৎ পক্ষী।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৪ *বিণ* স্থায়ী; বাস্তব। 'মায়াময় এ জগৎ নহে সৎ, নহে সৎ, যেন পদ্মপত্রবৎ, তদুপরি নীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সৎকবি [স] *বি* ভালো কবি। 'সৎকবি তুম্বুর গায়ক বাদ্যক্রিয়াতে তালজ্ঞ।' *রামরাম*, ১৮০১।

সৎকর্ম, সৎকর্ম্ম [স] *বি* ভালো কাজ। 'যথ সৎকর্ম সব প্রচারিয়া দিব।' *সুলতান*, ১৭০০; 'ইহা হইতে কত সৎকর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সৎকাজ [স সৎকার্য] *বি* পুণ্য কাজ। 'এসব হল সৎকাজ।' *মানিক*, ১৯৪০।

সৎকার [স] ১ *বি* অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। 'শ্রাদ্ধসান্তি কর গিয়া রাজার সৎকারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সম্মান; সমাদর। 'এখন এ দূত মহাশয়েরও আতিথ্য সৎকারের আয়োজন করুন।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ৩ *বি* সেবা। 'অতিথি সৎকার কথাটা কি শোনোনি কখনো।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সৎকার সমিতি [স] *বি* মৃতদেহের শেষকৃত্য করণের সংগঠন। 'তাঁদের নিমতলায় পোড়াইবার জন্য সৎকার সমিতি আছে।' *মনসুর*, ১৯৪০।

সৎকার্য [স] *বি* পুণ্য কাজ। 'যে সকল লোক পৃথিবীতে সৎকার্য করিয়া যান তাঁহার ঋভু হন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সৎকীর্ত্তি, সৎকীর্ত্তি [স] *বি* কল্যাণমূলক কাজ। 'যাহার ... সৎকীর্ত্তি কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থে এখনও আছে।' *গৌর*, ১৮২২।

সৎকীর্তিপত্র, সৎকীর্ত্তিপত্র [স] *বি* প্রশংসাপত্র। 'ইংরোজি বাঙ্গালা পারসী ভাষা ত্রয় সুরচিত সৎকীর্ত্তিপত্র।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সৎকুল [স] ১ *বিণ* উঁচু বংশজাত। 'নীচজাতি হৈলে নহে ভজনে অযোগ্য/ সৎকুল বিপ্র নহে ভজনে যোগ্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বংশমর্যাদা। 'এই বিষয়ে দৃক্‌পাত করিয়া সৎকুল ও বংশ রক্ষা করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সৎকুলপ্রদীপ [স] *বি* ভালো বংশের ছেলে। 'কোন সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সৎকুলোদ্ভব [স] *বিণ* ভালো বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'সে সৎকুলোদ্ভব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সৎকৃত [স] *বিণ* সমাদৃত। 'অতিথির মতো তাঁকে সৎকৃত করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সৎকৃতা [স] *বিণ* সম্মানিতা। 'সুশীলা সুগতচিত্ত সৎকৃতা সুমতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সৎক্রিয়া [স] ১ *বি* ভালো কাজ। 'দেবতার ইচ্ছাক্রমে ইহার সৎক্রিয়ার পরিসীমা রহিল না।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* সৎকার। 'মহারথিগণের দৈহিক সৎক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সৎগুণ [স] *বি* ভালো গুণ। 'সৎগুণ শিক্ষা পাইয়া থাকে।' *ইমান*, ১৯০০।

সৎজন [স] *বি* সাধু মানুষ। 'কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সৎজন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সৎনীতি [স] *বি* সুনীতি। 'আদব তমিজ ও সাধারণ সৎনীতি।' *ইমান*, ১৯০০।

সৎপথপ্রদর্শক [স] *বিণ* সৎ পথ দেখান এমন। 'একজন অতিশয় সাধু, ধার্ম্মিক ও সৎপথপ্রদর্শক লোক ছিলেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সৎপরামর্শ [স] *বি* ভালো উপদেশ। 'তুমি আমাকে সৎপরামর্শ যে হয় তাহা দিও।' *কেরি*, ১৮০২।

সৎপল্লী [স] *বি* অভিজাত লোকালয়; ভদ্রলোক অধ্যুষিত এলাকা। 'অশাসিত রাজ্যের ন্যায় বহুগ্রাম এবং সৎপল্লী রাজধানীত্যাদিতে স্বেচ্ছাচার।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

সৎপাত্র [স] *বি* উপযুক্ত বর। 'কন্যা যদি সৎপাত্রে প্রদান করা হয়, তবে সে কন্যা দশ পুত্রতুল্যা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সৎপ্রজাপালক [স] *বি* সুষ্ঠুভাবে প্রজা পালনকারী। 'ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ... সৎপ্রজাপালক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সৎবিজ্ঞাতা [স] *বি* প্রশান্ত অবস্থা। 'মহাসাগরের জল কখনও কি সৎবিজ্ঞাতার মতো হয়েছিল স্থির।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সৎলোক [স] *বি* ভালো মানুষ; সজ্জন। 'জমায় না ভিড় অসৎ এসে যেন গো সৎলোকের দলে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সৎশলা [স] *বি* উত্তম পরামর্শ। 'সৎশলা যে হয় তাহা দিব।' *কেরি*, ১৮০২।

সৎশিক্ষা [স] *বি* সুশিক্ষা। 'নিজেকে নানাভাবে সৎশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৩।

সৎসাহস [স] *বি* সত্যের পক্ষে কাজ করার সাহস; মনোবল। 'এ কু-অনুশাসনকে উপেক্ষা করার এতটুকু সৎসাহস নেই এঁদের।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সৎসাহসিক [স] *বিণ* কল্যাণমুখী সাহসপূর্ণ। 'এই সৎসাহসিক নাটকে রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইছেন ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সৎসাহসী [স] *বিণ* সৎ সাহসের অধিকারী। 'আমাদের বলবান ও সৎসাহসী হতে হবে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সৎসাহিত্য [স] *বি* শিক্ষামূলক রচনা। 'শিশুপাঠ্য ইংরেজী সৎসাহিত্যের কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেছেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সৎ[2] [স সৎ] *বি* পিতা বা মাতার অন্য বিবাহ সম্পর্কিত। **সৎবাপ** *বি* বিপিতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সৎমা *বি* বিমাতা। 'তখন বাঝবে মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সতমা, সত মা [স সৎ] *বি* বিমাতা। 'সত মায়ের বাক্যে বাপে দিল বনবাস।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'সতমায়ের বেটা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সত[1] [স সত্য] *বিণ* সত্য। 'যে কাজ বোলোঁ তোহ্মাক তাত কর সত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সত[2] [স শত] *বিণ* শত। 'পয়সি পয়াগে জাগ সত জাগই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সতও *বিণ* শত। 'তোমার স্থানে সনাত সিক্কা ১৭৫ এক সতও পচাত্তর তঙ্কা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সতকুটী [স শতকোটি] *বিণ* শত কোটি। 'প্রনামা সতকুটী।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সতজুগ [স শতযুগ] *বি* একশত যুগ। 'সতজুগ হেন মোরা মনেতে করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতদল [স শতদল] *বি* পদ্মফুল। 'কাঞ্চন পারুল ফুলে কুন্দ জোড় সতদলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতলক্ষ [স শতলক্ষ] *বিণ* অসংখ্য। 'সুবর্ন্নে ভূসিত দেখি সতলক্ষ দাসি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতলক্ষকুটী [স শতলক্ষকোটি] *বিণ* শতলক্ষকোটি; অসংখ্য। 'প্রনামা সতলক্ষকুটী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সতসহস্র [স শতসহস্র] *বিণ* শত-সহস্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সতেক [স শতেক] *বিণ* একশত। 'লাফে ডিঞাইল সমুদ্র সতেক জোজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতঙ্গ *বি* সপ্তাঙ্গ। 'আসনে বসাইল তারে সতঙ্গে পুজিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতত [স] *ক্রিবিণ* অনবরত; সর্বদা। 'সতত সে নৃর্ত্যকলা তাহে চিত্ত রহি গেলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতৎ [স সতত] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'মুরচাবন্দি করিয়া সতৎ সাবধানে রহিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সততস্পন্দিত [স] *বিণ* সর্বদা কম্পিত। 'তোমার যে-স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সততস্পন্দিত।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

সততৎ *বিণ* চিরন্তন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সতন্তর [স স্বতন্ত্র] *বি* স্বেচ্ছাচার। 'তোক্ষে যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন সতন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সতন্তরা [স স্বতন্ত্র>] **১** *বিণ স্ত্রী* স্বাধীন। 'একলা সাধুর দারা আছিলাও সতন্তরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'বিদ্যায় না দিআ মতি সভে জাব অধোগতি কুলবধূ হব সতন্তরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সতন্তরী [স স্বতন্ত্র>] *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'এ কালের বহু সব নহে সতন্তরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সতবর্গ [স শতবর্গ] *বি* একটি ফুলের নাম। 'সতবর্গ মালতি জুথি কুন্দ কুরুবক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সতভিষা [স শতভিষা] *বি* একটি নক্ষত্রের নাম; শতভিষা। 'কর ছাব্বিশ ভুবন পচিশ স্বাতি সতভিষা।' *গৌর*, ১৮২২।

সতমা, সত মা *দ্র* **সৎ**[2]

সতর [পা সত্তরস] *বিণ* সতেরো (১৭)। 'একুনে এক লক্ষ আশী হাজার ছয় শত সতর।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সতরই [পা সত্তরস>] *বি* তারিখের ক্ষেত্রে সতেরো সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সতরঞ্চি, সতরঞ্চী [আ শৎরঞ্জ] *বি* মোটা সুতায় তৈরি বড়ো রঙিন চাদরবিশেষ। 'দুলিচা গালিচা সতরঞ্চি মলমল।' *রামরাম*, ১৮০১।

সতরঞ্চীপেড়ে *বিণ* শতরঞ্চি পাড়বিশিষ্ট। 'সতরঞ্চীপেড়ে, কুঁচপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৪।

সতরঞ্জ, সতরঞ্চ [আ শৎরঞ্জ] **১** *বি* মোটা সুতায় বোনা গালিচা বিশেষ। 'চামর পামরি ভোট সকল্লাত গজঘোট পাটি সতরঞ্জ লাখে লাখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সতরঞ্চ গালিচা কত বিছায় মসজিদে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* দাবা। 'এত বুলি সাহা সতরঞ্জ খেলা আনি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সতরঞ্জি [আ শৎরঞ্জ] **১** *বি* দাবা খেলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি*

শতরঞ্জি; পেতে বসার উপযোগী মোটা সুতায় তৈরি চাদরবিশেষ। 'সামিয়ানা, সতরঞ্জি মিঞাদের বাড়ী হইতেই আসিত।' *তারা*, ১৯৪২।

সতরা [স সন্তরণ>] *ক্রি* সাঁতার কাটা। 'দখিন পবন সৌরভে জদি সতরব দুহু মন দুহু বিছুরাবে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সতর্ক [স] *বিণ* সাবধান। 'বাঘকে তাদৃশ দশাগ্রস্ত দেখিয়া সতর্ক হইয়া তর্ক করে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সতর্ককারী [স] *বিণ* সতর্ক করে এমন। 'পথভ্রান্ত মানুষের সতর্ককারী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সতর্কতা [স] *বি* সাবধানতা। 'অর্থ প্রদানবিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতর্কতা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সতর্কতামিশ্রিত [স] *বিণ* সাবধানতাযুক্ত। 'তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সতর্কতামূলক [স] *বিণ* সাবধানী। 'যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না থাকিলে মৌখিক আশ্বাস ...।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সতর্কদৃষ্টি [স] *বি* সাবধানী দৃষ্টি। 'অত্যন্ত সতর্কদৃষ্টি রেখেছে বাঙলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা।' *সাপ্তাহিক বাংলা*, ১৯৭১।

সতর্কবাণী [স] *বি* হুঁশিয়ারিসূচক বার্তা। 'পাছে কেহ এই সতর্কবাণীতেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করেন ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সতর্কভাবে [স] *ক্রিবিণ* সাবধানতার সাথে। 'অত্যন্ত বিবেচনাপূর্ব্বক অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া অতি সতর্কভাবে কাজ করে তাহাকে আমরা ভালোবাসি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সতর্কিত [স] *বিণ* সতর্ক; সাবধান। 'কুঠীর লোকজনও সতর্কিত, বিপদের আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সতর্কিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সাবধান। 'হাসনেবানু পূর্ব্ব হইতেই সতর্কিতা ছিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সতা [স সপত্নী] *বি* সপত্নী। 'পতি জাব দেশান্তর ঘরে সতা সতন্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **সতিন**

সতাত *বিণ* বিমাতার গর্ভজাত। 'আর আবদুল খালেক সতাত বোনের ছেলে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সতাড়নে [স] *ক্রিবিণ* প্রহার করে। 'লাঘব করিয়া সতাড়নে পথে পথে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সতাবএ [স সন্তপ্ত>] *ক্রি* উত্তপ্ত করে। 'চাঁদ সতাবএ সবিতাহু জীনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

স-তিথি *বি* স্থায়ী অতিথি। 'শার্দূলের লুব্ধা মাতৃষ্বসার মতো আর নড়তেই চান না, তিনি তো স-তিথি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সতিন, সতীন, সতিনি, সতিনী [স সপত্নী] *বি* স্বামীর ভিন্ন স্ত্রী; সপত্নী। 'বেড়িয়া বসিলা সব সতিন লইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সৌভাগ্যে আগলি হৈল জিনিএগ্রা সতিনি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'একহি শাশুড়ী মোর বহুল সতীন।' *মর্তুজা*, ১৭৫০; 'তোমার সতীন মরিলে তুমি যদি একটু কাঁদ, তা হইলে আমি ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'ওকে সইতে পারতুম না। ও হত আমার সতীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সতিনী জ্বালা *বি* সতীনের দেওয়া যন্ত্রণা। 'তাঁহাকে সতিনী জ্বালায় দগ্ধ করিতে লাগিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সতীনঝি *বি* সতিনের মেয়ে। 'বিমাতা সতীনঝিকেও এমন পাত্রে দিতে পারে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সতীনপো *বি* সতিনের ছেলে। 'সৎমায় কি সতীনপোকে যত্ন করে?' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সতী [স] **১** *বিণ* সাধ্বী। 'সে কি রাধিকা বৈদেহী সীতা সতী নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ স্ত্রী* নিষ্পাপ। 'তুমি কুমারী সতী।' *বিজয়*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* সহমৃতা। 'এই স্বর্গ ভোগ সতী না হইলে পাই না।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৪** *বি* স্ত্রী। 'বাবুর সতী এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'তোমার সুঅনুগতা সতী।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **৫** *বিণ* ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতার দোষ নেই এমন। 'এদেশে যাহারা সতী আমার মতে তাহারাই প্রকৃত সতী।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সতি [স সতী] *বি* পতিব্রতা; পবিত্র রমণী। 'আমার গমন জেন সতি নাহি জানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সতীখ্যাতি [স] *বি* স্বামীর চিতায় সহমৃতা নারী হিসেবে খ্যাতি। 'সতীখ্যাতি রটাইব দুহিতার নামে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সতীত্ব [স] **১** *বি* (নারীর জন্য) পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতার দোষ না থাকা। 'সতীত্ব রহিব মোর তার আশ্রা লৈলে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম সতীত্ব বজায় রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বি* চারিত্রিক বিশুদ্ধতা। 'এই মত ছলের দ্বারা আপন সতীত্ব প্রকাশ করিও।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

সতীত্বগরিমা *বি* সতীত্ব রক্ষার গর্ব। 'সতীত্বগরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সতীত্বগৌরব [স] *বি* সতীত্ব রক্ষার গর্ব। 'সতীত্বগৌরব প্রমাণের একটা উপলক্ষমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সতীত্বনাশ [স] *বি* সতীত্বহানি। 'এই তো সতীত্বনাশ!' *নজরুল*, ১৯২৭।

সতীত্বভঙ্গ [স] *বি* সতীত্বনাশ। 'কেবল রাজদণ্ডভয়ে, মদনসেনার সতীত্বভঙ্গে পরাঙ্মুখ হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সতীত্বময়ি [স সতীত্বময়ী] *বি স্ত্রী* সতীত্ব সম্পন্ন নারী। 'হে সতীত্বময়ি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সতীত্বহরণ [স] *বি* শ্লীলতাহানি। 'কুলকামিনীগণের সতীত্বহরণ, দেবমূর্ত্তি চূর্ণীকরণ।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সতীত্য [স সতীত্ব] *বি* সতীত্ব। 'ব্রহ্মার সতীত্য নষ্টো করিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সতীদাহ [স] *বি* স্বামীর মৃত্যুর পর জীবিত স্ত্রীকেও স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারার প্রথা। 'সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাকবে কি?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সতীদাহ-রদ [স সতীদাহ+আ রদ] *বি* সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা। 'সতীদাহ-রদ, বিধবা-বিপদ বাধিয়ে তো ডেকে এনেছ ফাঁড়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

সতীধর্ম, সতীধর্ম্ম [স] *বি* সতীদাহ প্রথা। 'তাঁহারা যে সতীধর্ম পুনঃসংস্থাপনার্থ এক পয়সায় সহী করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সতী নারী [স] *বি* নিষ্পাপ নারী। 'সে কি রাধিকা বৈদেহী সীতা সতী নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সতীনিবারণ [স] *বি* সতীদাহ প্রথা রদ। 'গবর্নর জেনরলের

সতীনিবারণ আইনেতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সতীপণ [স] *বি* সতীপনা। 'যত সতীপণ সব মিছা জান তারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সতীপণা [স সতী+স পণ] *বি* সতীত্ব। 'সতীপণা-পক্ষী মোর করিবারে বন্দী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সতীপনা [স সতী+স পণ] ১ *বি* সতীত্বের গর্ব। 'জত সতীপনা সব মিছা জান তারে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বি* সতীত্বের ভুয়া গর্ব। 'এত সতীপনা কিসের জন্যে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

সতীবিরুদ্ধ [স] *বিণ* সতীদাহ প্রথার বিরোধী। 'সতীবিরুদ্ধ ক্রোনিজেসিয়ানের পক্ষে যে দরখাস্ত বাবু রামমোহন রায় বিলাতে লইয়া গিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সতীব্যবহার [স] *বি* সতীদাহ প্রথা প্রচলন। 'সতীব্যবহারের পুনঃনস্থাপনবিষয়ে যে দরখাস্ত হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সতীমঠ [স] *বি* স্বামীর চিতায় সহমৃতা নারীর স্মরণে নির্মিত মন্দির। 'সতীমঠ উঠাইব এ শ্মশানধামে কন্যার ভস্মের 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সতীরীতি [স] *বি* সতীদাহ প্রথা। 'সাহেব কহিলেন সতীরীতি যথাশাস্ত্র ধর্ম্ম ইহার ভূরি২ প্রমাণ।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সতীরীতিবারণ [স] *বি* সতীদাহ প্রথা রদ। 'সতীরীতিবারণের প্রথম চেষ্টক অথবা প্রথম ডচ্চেষ্টক ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সতীলক্ষ্মী [স] *বি স্ত্রী* সতীসাধ্বী ও লক্ষ্মীস্বরূপা। 'আমার সুধা পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী হইয়া চিরকাল তোমার মঙ্গল করুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সতীসাধ্বী [স] *বিণ* পতিব্রতা। 'সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সতীসাধ্বীগিরি [স সতীসাধ্বী-গিরি] *বি* সতী নারীর আচরণ। 'আমরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সতীসাবিত্রী [স] *বি* হিন্দুমতে সাবিত্রীর মতো সতী। 'মেয়েদের একটিমাত্র লক্ষ্য সতীসাবিত্রী হয়ে ওঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সতী হওন *বি* প্রাচীন হিন্দুসমাজে মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় পুড়ে স্ত্রীর মৃত্যুবরণ। 'কোম্পানির আইনের দ্বারা সতী হওন যে অবধি রহিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সতীহত্যা [স] *বি* স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে একই চিতায় উঠিয়ে স্ত্রীকে হত্যা। 'সতী হত্যার প্রথা তাঁহার অন্তঃকরণকে প্রথমেই আকর্ষণ করিলেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

সতীন *দ্র* সতিন

সতু [স সৎ] *বিণ* সাহসী। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সতুন [ফা সুতুন] *বি* স্তম্ভ। 'নাইকো সতুন, পড়ছে খসে ইসলামের আজ ছাদ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সতুরি [স সত্বর] *ক্রিবিণ* সত্বর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সতৃণদশন [স] *বিণ* অত্যন্ত বিনীত (দাঁতে তৃণ বা কুটা নিয়ে)। 'দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সতৃণদশন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সতৃষ্ণ [স] ১ *বিণ* আবেদনযুক্ত। 'বারংবার রাজতনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ... প্রস্থান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অতিশয় আগ্রহযুক্ত। 'চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে চাহে আকাশের পানে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সতৃষ্ণনয়ন [স] *বি* আগ্রহী দৃষ্টি। 'প্রাচীর-সংলগ্ন টিকটিকি-দম্পতির পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সতেজ [স] ১ *বিণ* সজীব। 'ঐ সকল শস্য সতেজ ও ফলশালি হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩। ২ *বিণ* তেজি। 'শিষ্টাচারী সতেজ জাপান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* তেজযুক্ত। 'শাণিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

সতেজান্বিত [স] *বিণ* বলবান; প্রাণপূর্ণ। 'ক্রমে শাখার পল্লব হওতঃ সতেজান্বিত হইয়া হিন্দুদিগকে ছায়াপ্রদান করিতে পারিবেক।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

সতেজে *ক্রিবিণ* তেজ সহকারে। 'হৃদয়ের শিরে শিরে শোণিত সতেজে বয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়েচড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সতের [পা সত্তরস] *বিণ* ১৭ সংখ্যক। 'গত বৎসরে সতের হাজার টাকা আয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

সতেরোই [পা সত্তরস] *বিণ* তারিখের ক্ষেত্রে সতেরো সংখ্যক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সতোর *বিণ* সতেরো; ১৭ সংখ্যক। '১৭৬২ সতোর সও বাসাট্টী সাল।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

সতেশ্বরি *বি* অলঙ্কার বিশেষ। 'গলে সতেশ্বরি হার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সতোকুটী *বিণ* শতকোটি। 'সতোকুটী নিবেদনঞ।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সত্তম *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'বলো জয় নরোত্তম পুরুষ-সত্তম জয় তপস্বী রাজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সত্ত মা [সৎ>] *বি* বিমাতা। 'সত্ত মায়ের পায়ে সমর্পিআ মোর মায়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সত্তর[১] [পা সত্তরি] *বিণ* ৭০ সংখ্যক। 'সত্তর হাজার অশ্ব কৈলা পরণাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

সত্তরি [পা] *বিণ* ৭০ সংখ্যক। 'লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সত্তর[২] [স সত্বর] *ক্রিবিণ* শিগগির; দ্রুত। এই ক্ষনে রথ মোর চালায় সত্তর।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সত্তা [স] *বি* অস্তিত্ব। 'প্রকৃত শরীরে যে সত্তা, তাহার সেই সত্তা তদ্ব্যতিরেকে তাহার সত্তা নাহি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সত্তাবোধ [স] *বি* অস্তিত্ববোধ। 'আত্মবিরোধী বহুমুখীনতার মধ্যে ব্যক্তির সত্তাবোধ সুসামঞ্জস্য এবং বিকাশধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটায়।' *শিব*, ১৯৫০।

সত্তাসাগর [স] *বি* অস্তিত্বরূপ সাগর। 'ডুব দিয়ে দেখো সত্তাসাগর তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সত্ত্বাধিকার [স স্বত্বাধিকার] *বি* মালিকানা। 'কৃষকদিগের হস্তে ভূমির সত্ত্বাধিকার নাই।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯।

সত্ত্বাধিকারী [স স্বত্বাধিকারী] *বি* মালিক। 'সত্ত্বাধিকারী না থাকাতে তাহারা তাহার ফলভোগী হইতেছে না।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯।

সত্তি [স সত্য] *বি* সত্য। 'সত্তি জুগে দিল সাঁঝা বসুআ আমনি।' *রামাই*, ১৭১০।

সত্ত্ব [স] *বি* ত্রিগুণের শ্রেষ্ঠটি। 'সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের জননী।' *ভারত*, ১৭৬০।

সত্ত্বগুণ [স] *বি* প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ: মহৎ-প্রবণতা। 'সত্ত্বগুণে ব্রহ্মাণী আপনি মহামায়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সত্ত্বরূপা [স] *বিণ* অস্তিত্ব আছে এমন। 'তোমারে যে গুণাতীত সত্ত্বরূপা কহি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সত্ত্বশূন্য [স] *বিণ* সত্তাহীন। 'সত্ত্বশূন্য সময়ঘড়ির অস্তিত্বশূন্য আলোর দেশ।' *জীবন*, ১৯৩২।

সত্ত্বা [স] *বি* অস্তিত্ব। 'গুণ ছাড়া কোন বস্তুর সত্ত্বার সম্ভব হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সত্ত্বে [স] *ক্রিবিণ* বর্তমান থাকা অবস্থায়। 'জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজা হওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সত্ত্বেও *ক্রিবিণ* থাকার বা করার পরও। 'কেতাব করা কর্ম্ম সত্ত্বেও মধ্যে২ পাঠশালা দেখিতে যাইতেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

সত্ব [স সত্ত্ব] *বি* প্রকৃতির তিনটি গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ। 'সত্ব রজ তম গোসাঞি তিন গুন ধারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সত্বচিত্ত [স সত্যচিত্ত] *বি* সত্যনিষ্ঠ মন। 'নানা জোঙ্গ নানা দান করিল সত্বচিত্তে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সত্বর[1] [স সতর্ক] *বিণ* সতর্ক। 'সত্বর হআঁ রাহি থাক মাঝনাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সত্বর[2] [স] *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'অস্ত্র লৈয়া রথে চড়ি ধাইলা সত্বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সত্বরতা [স] *বি* শীঘ্রতা। 'তাহার কিছুমাত্র সত্বরতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সত্বরিত [স] *বিণ* গতিপ্রাপ্ত। 'কি উৎসাহের সহিত সত্বরিত হইয়া অধিকার প্রচার করিয়াছিলেন!' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সত্বরে [স] *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'আহ্মার পাশক রাধা আইস সত্বরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সত্য [স] **১** *বি* চার যুগের প্রথম যুগ (হিন্দুপুরাণ)। 'সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী আহ্মে নিরঞ্জন কায়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সঠিক। 'বোলে দামোদর সত্য বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বিণ* শাশ্বত। 'সত্য ধর্ম শান্তদান্ত জ্ঞানবন্ত ধীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বি* প্রতিজ্ঞা; শপথ। 'সমাহিত হৈয়া যদি সত্য কর তুহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বিণ* বাস্তব। 'এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য।' *জীবন*, ১৯৪২।

সত্যকথন [স] *বি* সত্য বলা। 'সত্যকথন সর্ব্বান্তকরণে সর্ব্বথা আবশ্যক হইয়াছে।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

সত্যকাজ [স সত্যকার্য] *বি* যথার্থ কাজ। 'কেউ এতটুকু সত্যকাজ করছে না!' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সত্যকার [স সত্য+কার] **১** *বিণ* বাস্তব। 'যখন তাহাদিগকে সত্যকার কাজে খাটাইবার অবসর পাই না, তখন সঙ্গীদের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া একটা কাজের ভান গড়িয়া তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'যদি এটা সত্যকার ব্যাপার হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* যথার্থ। 'দেওয়ানজি হইতে উজ্জ্বলা পর্যন্ত কেহই সত্যকার সজীবন মানুষের মতো হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ওটা বুঝি সত্যকার সম্বন্ধ হইল, তাই ওটা আর পাতানো চলিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সত্য-কারাগার [স] *বি* সত্যরূপ কারাগার। 'বন্দী আমি সত্য-কারাগারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সত্যগ্রন্থি [স] *বি* সত্যের বন্ধন। 'অন্তর্যামীর সামনে সত্যগ্রন্থিতে তো গাঁঠ পড়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সত্যচ্যুত [স] *বিণ* শপথ থেকে বিচ্যুত। 'সত্যচ্যুত হওয়ার পর আর বড় পাপ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সত্যজ্ঞান [স] **১** *বি* যথার্থ জ্ঞান। 'অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ। অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সত্য কথাকে যে রসিকতা মনে করে, সত্যজ্ঞান তারও নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **২** *বি* সত্যনিষ্ঠা। 'সত্যজ্ঞান দুরূহ, প্রকৃত নিষ্ঠা দুরূহ, মহৎ কর্ম্মানুষ্ঠান দুরূহ সেন্দহ নাই ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ব্রিটনবাসিগণের ন্যায়পরতা ও সত্যজ্ঞানের উপর ... ভরসা অটুট রহিয়াছে।' *প্রচারক*, ১৯০৫।

সত্য-জ্যোতিঃ [স] *বি* সত্যরূপ জ্যোতি। 'এক্ষণে বিদ্যা যেমন পরিশুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সত্য-জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সত্য-ডোর *বি* সত্যের বন্ধন। 'খদ্দর-বাস বর্ম তোর রে অস্ত্র সত্য-ডোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সত্যতঃ [স] *ক্রিবিণ* সত্যিকার ভাবে; প্রকৃত অর্থে। 'আমরা সত্যতঃ মিলিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সত্যতম [স] *বিণ* চূড়ান্ত সত্য। 'সেই আদর্শকে সর্বত্র পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্ফুট করিয়া কবি বাস্তবিক ইতিহাস হইতে সত্যতম ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'মানুষ যে বীর ইহাই সত্যতম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সত্যতর [স] *বিণ* যথার্থতর। 'স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্যসাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সত্যতা [স] **১** *বি* যথার্থতা; বিশ্বস্ততা। 'যাঁহারদিগের প্রাজ্ঞতা আছে তাঁহারা তল্লিখিত বিষয়ক সত্যতার কিছু সন্দেহ করিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* প্রামাণিকতা। 'তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করে।' *রোকেয়া*, ১৯২২। **৩** *বি* বাস্তবতা। 'বিশ্বপ্রেম নামক কবিতায় ভাষা ও ভাবের যে নৈপুণ্য ও গভীরতা এবং অকৃত্রিম সত্যতা দেখিতে পাওয়া যায়,তাহা কোনো বালিকার রচনায় ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'জগতের শিক্ষা, সত্যতা, তমদ্দুনের ভাণ্ডারে আসিয়া।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

সত্যতে *ক্রিবিণ* বাস্তবিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সত্য তেজ *বি* প্রকৃত প্রতাপ। 'পরাধীন বলে নাই তোমাদের সত্য তেজের নিষ্ঠা কি!' *নজরুল*, ১৯২৪।

সত্যত্ব [স] *বি* সত্যতা। 'ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সত্যদর্শী [স] *বিণ* সত্যকে অনুধাবন করতে পারে এমন। 'তিনি সত্যদর্শী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সত্যদীক্ষা [স] *বি* যথার্থ ধর্মোপদেশে বিশ্বাস স্থাপন। 'আমাদের জীবনের সত্যদীক্ষা হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সত্যদৃষ্টি [স] *বি* কৃত্রিমতাহীন দৃষ্টি। 'সহজ সত্যদৃষ্টি অনেক বেশী আর্টিষ্টিক।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সত্যদ্রষ্টা [স] *বিণ* যিনি সত্য অনুধাবন করতে পারেন; সত্যদর্শী। 'সত্যদ্রষ্টা মহাসন্ন্যাসীর উপর।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সত্য-দ্রোহী [স] *বিণ* সত্যের বিরোধিতাকারী। 'ন্যায়বিচারে সে-বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সত্য ধর্ম [স] **১** *বি* ন্যায় ধর্ম। 'সবে মিলে তব সত্য ধর্ম ভারতে

প্রচারি।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* মানবিক ধর্ম। 'যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সত্যনারায়ণ [স] *বি* লৌকিক দেবতা বা পীর, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণ ও মুসলিমসমাজে সত্যপীর হিসেবে খ্যাত। 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সত্যনিষ্ঠ [স] *বিণ* সত্যবাদী। 'সত্যনিষ্ঠ, কৃতজ্ঞ, সাহসী ও বিশ্বস্ত সন্তানেরা তাঁহার পুত্র নামের উপযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সত্যনিষ্ঠা [স] *বি* সত্যপরায়ণতা। 'তাহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সত্যপথভ্রষ্ট [স] *বিণ* সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। 'সত্যপথভ্রষ্ট, স্বজাতিবিরোধী, নষ্টমতি ব্যক্তিরা তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সত্যপর [স] *বিণ* সত্যনিষ্ঠ। 'বাস্তবিক তদ্রূপ নির্মল ও সত্যপর না হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সত্যপরতা [স] *বি* সত্যবাদিতা। 'যে সত্যপরতা, যে পতিব্রত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সত্যপরায়ণতা [স] *বি* সত্যবাদিতা। 'অচৌর্য ও সত্যপরায়ণতাও পুণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সত্যপাঠ [স] *বি* সত্যতা প্রমাণের জন্য লিখিত পাঠ। 'কবির অন্তর্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর-করা সত্যপাঠ লিখে দেয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সত্যপাল [স] *বি* সত্যের পালনকর্তা। 'সত্যপাল করতার অসত্য সংহার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সত্যপালন [স] *বি* প্রতিজ্ঞা রক্ষা। 'রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সত্যপীর *বি* লৌকিক দেবতা অথবা পীর, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণ ও মুসলিমসমাজে সত্যপীর হিসেবে খ্যাত। 'দেশের যত পীর-মোরশেদ যথা – গাজী, মাদার, সত্য পীর ইত্যাদি।' *রোকেয়া*, ১৯৩০; 'ফটকে ছোঁড়া চটকিয়ে খায়/ সত্যপীরের সিন্নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সত্যপ্রতিজ্ঞ [স] *বিণ* সত্যের প্রতি দৃঢ়। 'এতবড়ো সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির হলে সংসার চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সত্যপ্রিয় [স] *বিণ* সত্যকে ভালোবাসে এমন। 'উদার ও সত্যপ্রিয় হয়, বিদ্যালয়ে সেরূপ শিক্ষার পদ্ধতি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সত্যপ্রিয়তা [স] *বি* সত্যের প্রতি অনুরাগ। 'এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সত্যপ্রীতি [স] *বি* সত্যের প্রতি ভালোবাসা। 'তাঁহাদের সত্যপ্রীতি না থাকায় তাঁহারা ন্যায়পরতা হইতে বিচ্ছিন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সত্যবতী [স] *বিণ* সত্যবাদিনী। 'ধর্মবন্ত পুরুষ কামিনী সত্যবতী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সত্য বলতে কি – সত্য কথা বলতে কোনো সংকোচ নেই। 'সত্য বলতে কি ... তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

সত্য-বহির্গত [স] *বিণ* সত্যবিচ্যুত। 'সত্য-বহির্গত পথ অবলম্বন করিতে হইতেছে।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

সত্যবাক [স] *বি* সত্যকথা। 'সত্যবাক সে বড়ো কিছু নয়, কজন সত্যবান।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সত্যবাণী [স] *বি* সত্যকথা। 'ভাগু কহে সত্যবাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সত্যবাদি [স সত্যবাদী] *বি* সত্য কথা বলে যে। 'সুদ্ধসিল সত্যবাদি সর্ব্বজনে হিত।' *মালাধর*, ১৫৫০।

সত্যবাদিতা [স] *বি* সত্য কথন। 'দেখি, তৃতীয় বন্দীর সত্যবাদিতা।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

সত্যবাদিত্ব [স] *বিণ* সত্যনিষ্ঠ। 'সত্যবাদিত্বরূপে আপনারদিগকে জ্ঞান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সত্যবাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সত্য কথা বলে এমন। 'তুমি অতি সুশীলা ও সত্যবাদিনী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সত্যবাদী [স] *বিণ* সত্য কথা বলেন এমন। 'সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদা সাগর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সত্যবান [স] *বিণ* সত্যপরায়ণ; হিন্দু পুরাণের চরিত্রবিশেষ। 'সত্যবাক সে বড়ো কিছু নয়, কজন সত্যবান।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সত্য-বারি [স] *বি* খাঁটি জল। 'আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য-বারি, ভগবানের আঁখিজল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সত্যবার্তা [স] *বি* প্রকৃত সংবাদ। 'আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী মানুষের প্রাণে সত্যবার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এই পথেই।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সত্যবিকার [স] *বি* সত্যের বিকৃতি। 'সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া মনুষ্যের মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সত্যবিচার [স] *বি* সত্যতা যাচাই। 'সে সম্বন্ধে তাঁহার অতিশয়োক্তি মনের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল এবং সত্যবিচারের বিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সত্যবিশ্বাসী [স] *বিণ* ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে বিশ্বাস করে এমন। 'আমাদের মতো সত্যবিশ্বাসী আর নেই।' *নজরুল*, ১৯২২।

সত্যবীর [স] *বি* সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি লড়াই করেন। 'রাজা যুধিষ্ঠির সত্যবীর ছিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

সত্যবোধ [স] *বি* সত্যের অনুভূতি। 'বৌদ্ধধর্ম মানুষের অন্তরতম মনে এমন একটি সত্যবোধ জাগিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সত্য-ব্যাপারী [স] *বি* সত্য ব্যবসায়ী। 'বলি ওহে বাপু সত্য-ব্যাপারী, সত্য কি চাল ডাল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সত্যভঙ্গ [স] *বিণ* সত্যভ্রষ্ট। 'কলি কালে মানবী হইল সত্যভঙ্গ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সত্যভাষ [স] *বি* সত্য কথা। 'মোর থাক মিষ্টভাষা আর সত্যভাষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সত্যভাষণ [স] *বি* সত্য বক্তব্য। 'তাঁর সত্যভাষণ তাই বারবার এদেশের জড়বুদ্ধিকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছে।' *শিব*, ১৯৫০।

সত্যভাষা [স] **১** *বি* সত্য কথা। 'বেক্তার্থ করিআ রামা কহ সত্যভাষা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সত্যভাষী; সত্য কথা বলে এমন। 'কেহ ধীর কেহ চাষা মিথ্যাবাদী সত্যভাষা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সত্যভাষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সত্য কথা বলে এমন। 'সত্যভাষিণী, ধৈর্যশীলা অনুতপ্তা।' *কোম*, ১৯৪৮।

সত্যভাষিতা [স] *বি* সত্য কথা বলার গুণ। 'বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কারসাহিত্য।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সত্যভাষী [স] *বিণ* সত্যবাদী। 'এ প্রতিবিম্ব বড় বেশি সত্যভাষী হয়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সত্যভূত [স] *বিণ* সত্যে পরিণত। 'সেই নায়ক যে অসম্ভবকে সত্যভূত করতে পারে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সত্যভ্রষ্ট [স] *বিণ* সত্য থেকে বিতাড়িত। 'সত্যভ্রষ্ট হইলা তুমি মুনিষ্যের ঠাই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সত্যভ্রষ্টতা [স] *বি* সত্য থেকে বিচ্যুতি। 'যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

সত্যমন্ত্র [স] *বি* আদর্শবাদের মূলনীতি। 'ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সত্যমানব [স] *বি* দৃঢ়চেতা মানুষ। 'সত্যমানব জাগো রে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সত্যমিথ্যা [স] **১** *বি* যথার্থতা এবং অযথার্থতা। 'সত্যমিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়া, যেখানে দেখেন কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকারী জুজু বসিয়া আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'তুমি স্বয়ং নগরের মধ্যে গিয়া এ বিষয়ে তদারক করিয়া আসিবে এবং সত্যমিথ্যা অবধারণ করিয়া আমাকে জানাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বি* সত্য ও মিথ্যা। 'সত্যের সত্য-মিথ্যা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সত্যমূর্তি [স] *বি* প্রকৃত রূপ। 'স্বদেশের সে সত্যমূর্তি যে কী আশ্চর্য অপরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সত্যমূলক [স] *বিণ* সত্যনির্ভর। 'সাহিত্য সত্যমূলক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সত্যযন্ত্র [স] *বিণ* সত্যনিষ্ঠ। 'দেশের ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যযন্ত্র, কল্যাণপ্রয়াসী নেতা ও জনতা।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

সত্যযুগ [স] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী চার যুগের প্রথমটি। 'মুঞি করোঁ সত্যযুগে তপস্যা প্রচার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সত্যরাজ্য [স] *বি* বাস্তব জগৎ। 'সত্যরাজ্য এবং কল্পনারাজ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সত্যরূপ [স] *বি* প্রকৃত চেহারা। 'নিজেকে যে উদাসীন সাজাবার এই-ই তোমার সত্যরূপ?' *জীবন*, ১৯৩৩।

সত্যলোক [স] *বি* সপ্তলোকের একটি। 'জীবলোকেদের ভূলোকাদি সত্যলোকপর্য্যন্ত ... পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সত্য-সত্য [স] *ক্রিবিণ* প্রকৃতই। 'আপনি কি সত্য-সত্য শালগ্রাম মানেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সত্যসদন [স] *বি* সত্যধাম; সত্যের বসতি যেখানে। 'সংশয় হতে সত্যসদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সত্যসন্ধ [স] *বিণ* সত্যপ্রতিজ্ঞ। 'এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাত্র।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সত্যসন্ধান [স] *বি* সত্যের খোঁজ। 'সত্যসন্ধানের সততায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সত্যসন্ধানী [স] *বি* সত্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী ব্যক্তি। 'তাই গোড়া থেকে সত্যসন্ধানীর অদম্য উৎসাহ নিয়ে কথাটা আবার ভেবে দেখেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সত্যসন্ধিৎসা [স] *বি* সত্য অনুসন্ধান করার ইচ্ছা। 'এই নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসা সে সাহিত্যের সর্বপ্রধান গুণ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

সত্যসন্ধিৎসু [স] *বিণ* সত্য সন্ধানে আগ্রহী। 'সত্যসন্ধিৎসু দার্শনিকের কাছে সাহিত্য নিতান্তই মূল্যহীন।' *শিব*, ১৯৫০।

সত্য-সন্ধী [স] *বিণ* সত্য-সন্ধানী। 'নয়ন-গহ্বরে জ্বলে সত্য-সন্ধী দৃষ্টির মশাল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সত্যসাধক [স] *বি* সত্যের সাধনা করে যে। 'নেই কি রে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সত্যসাধনা [স] *বি* সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। 'দারাশিকো সংস্কারবর্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সত্যসুন্দর [স] *বিণ* সত্যরূপ সুন্দর। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সত্য-সৈনিক [স] *বি* উপযুক্ত সৈন্য। 'তাঁর রাজবন্দী সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সত্যহানি [স] *বি* প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ। 'আমরা আমাদের বড়ো আত্মাটির প্রতি বিমুখ হই, তাতে কেবলই আমাদের সত্যহানি হতে থাকে বলেই তার দ্বারা আমাদের বিকৃতি ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'কর্ত্তব্য যে ইহা/ পৌঁছিয়া দেওয়া বোধিমণ্ডপে/ নহিলে সত্যহানি।' *সত্যেন্দ্র* ১৯১৪।

সত্যাগ্রহ [স] *বি* ধর্মঘট। 'সেদিনকার সত্যাগ্রহ, হরতালের কথা মনে করো দেখি।' *নজরুল*, ১৯২২; 'এ সত্যাগ্রহ রক্ষা করাই উচিত। *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সত্যাগ্রহী [স] *বি* সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী ব্যক্তি। 'স্পর্ধার দাবি নয়, সত্যাগ্রহীর দাবি।' *অবন*, ১৯২৫।

সত্যানুগত্য [স] *বি* সত্যের অনুসরণ। 'প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম এবং শেষ দাবি সত্যানুগত্য।' *শিব*, ১৯৫০।

সত্যানুবর্তিতা [স] *বি* সত্যপরায়ণতা। 'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও অবজারভেশনের ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্তিতাকে ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

সত্যানুরাগ *বি* সত্যের প্রতি ভালোবাসা। 'সত্যানুরাগ হৃদয়ের মধ্যে অটল রাখিয়া এই সকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সত্যানুরাগী [স] *বিণ* সত্যনিষ্ঠ। 'বিশ্বের ... সত্যানুরাগী রাজনীতি বিশারদ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সত্যানুসন্ধান [স] *বি* সত্যের সন্ধান। 'রুমালটা ফিরে দিলেই কাজে মন দিতে পারব, তখন অন্য সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যানুসন্ধান করতে থাকব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'দর্শন দর্শনেরই জন্য, অর্থাৎ সত্যানুসন্ধান সত্যানুসন্ধানের জন্য।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সত্যানুসন্ধিৎসু [স] *বিণ* সত্য অনুসন্ধানে ইচ্ছুক। 'সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য হইতে সম্মত হইতে পারেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সত্যান্বেষণ [স] *বি* সত্যানুসন্ধান। 'নিউটন আজন্ম সত্যান্বেষণের পর বলিয়াছিলেন, আমি জ্ঞানসমুদ্রের কূলে কেবল নুড়ি কুড়াইয়াছি। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'মানবতন্ত্রী সত্যান্বেষণ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছে স্তব্ধ হতে পারে না।' *শিব*, ১৯৫৬।

সত্যান্বেষী [স] *বিণ* সত্যের অনুসন্ধানকারী। 'একজন সত্যান্বেষী বিদ্রোহীকে তাড়া করবার মতো শক্তি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সত্যান্বিত [স] *বিণ* যথাযথতা নিশ্চিত করা হয়েছে এমন। 'চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যান্বিত বা প্রমাণীকৃত হইবে।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সত্যালোক [স] *বি* সত্যের আলো। 'অকম্পিত সে শৌর্যের বুকে প্রবল সত্যালোক।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সত্যাশ্রয়িতা [স] *বি* সত্যনিষ্ঠা। 'গভীর সত্যাশ্রয়িতার জোরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সত্যাশ্রয়ী [স] *বিণ* সত্যনিষ্ঠ; সত্যপ্রিয়। 'হায় হায় সত্যাশ্রয়ী মানুষ কোথায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সত্যাসত্য [স] *বি* সত্য-মিথ্যা। 'তদ্দারা সত্যাসত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'উভয় পক্ষের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ পুরঃসর প্রামাণিক রূপে জয় পরাজয় নিরূপিত হইত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সত্যাসী [স সত্য>] *বি* সন্ন্যাসী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সত্যি [স সত্য] **১** *বি* সত্যতা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* প্রকৃত। 'রাঁড়ের বের ব্যবস্থা বেরুয়েছে বলে কি সত্যি সত্যি বে কত্তে হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *ক্রিবিণ* সত্যিকারভাবে। 'পথ ভুলেছিস সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখতে চাস?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সত্যিকার [স সত্য+কার] *বিণ* প্রকৃত। 'কেটেকুটে মসলা দিয়ে মাংস তৈরি করে আনলে একরকম ভুলে যাওয়া যায় যে একটা সত্যিকার জন্তু তেতে বসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'কাল সে এমন সত্যিকার কাতরতার সঙ্গে বললে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সত্যিকারভাবে *ক্রিবিণ* প্রকৃতপক্ষে। 'মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা যারা সত্যিকারভাবে মানিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

সত্যিকারের *বিণ* প্রকৃত; আসল। 'আমরা সমাজের তিন স্তরে তিন রকমের মদ খাচ্ছি – সত্যিকারের মদ, দুর্নীতির মানসিক মদ, আর কর্তব্যবুদ্ধি প্রশস্ত করবার মতো মদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'সত্যিকারের রাক্ষুসিই হয়ে দাঁড়াব।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সত্যিকাল *বি* হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত চার যুগের প্রথমটি – সত্যযুগ। 'সত্যিকালে এক যে ছিল রাজা আর ...।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সত্যি সত্যি *ক্রিবিণ* প্রকৃত প্রস্তাবে; কার্যত। 'রাঁড়ের বের ব্যবস্থা বেরুয়েছে বলে কি সত্যি সত্যি বে কত্তে হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সত্যেঁ *বিণ* সত্য। 'সত্যেঁ আইহনমাত্র কহিলোঁ তোহ্মাতে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সত্যেঁ সত্যেঁ *ক্রিবিণ* সত্য সত্য। 'সত্যেঁ সত্যেঁ কহিবোঁ মো তোহ্মার বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সত্যোপলব্ধি *বি* সত্য অনুধাবন। 'নিজের ব্যথাকে ... সত্যোপলব্ধির উপায় ভাবা যেতে পারে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সত্যো গুণ [স সত্ত্ব গুণ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ। 'সত্যো গুণে বিষ্ণো পালন করেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সত্যোর [পা সত্তরি] *বিণ* সত্তর; ৭০। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সত্র [স] **১** *বি* যজ্ঞ। 'মূর্চ্ছি পড়ে সর্প শত সত্রশিখা তর্পিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'গাঁথিবে কি মালা মারণ-সত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **২** *বি* আশ্রম। 'অনেক সত্র আছে, জায়গা মিলবে।' *তারা*, ১৯৪২।

সত্রশিখা [স] *বি* যজ্ঞশিখা। 'মূর্চ্ছি পড়ে সর্প শত সত্রশিখা তর্পিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সত্রস [স সদৃশ] *বিণ* সমান। 'তোমার সত্রস সেই সুন গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সত্রাসে [স] *ক্রিবিণ* ভয়ার্ত হয়ে। '(সত্রাসে) সে সত্তি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক যমদূত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সত্রু [স শত্রু] *বি* দুশমন। 'এখনে ত কন্যা হৈল তোমার সত্রু নএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সত্রুক্ষয় [স শত্রুক্ষয়] *বি* প্রতিপক্ষ নাশ। 'তার সত্রুক্ষয় জাউক জে সুন জে ভনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সত্রু [স শত্রু] *বি* শত্রু। 'ইশ্বরপরায়ন সত্রু ক্ষয়কারী শ্বরনাপন্ন রক্ষিতা মহাশয়।' *ওগাঁ*, ১৭৮২।

সদএ [স সদয়] **১** *বিণ* কৃপাযুক্ত। 'বর মাগ বইলাও হইয়া সদএ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* সুপ্রসন্ন। 'মায়ের বচনে ভিম হইল সদএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সদংশে [স] *বি* চেতনাশক্তির ইতিবাচক রূপ। 'আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সদকা [আ সদকাহ] *বি* সাহায্য দান। 'কেমতে করিবা রোজা সদকা নামাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সদগতি দ্র সদ্গতি, সদ্গতি

সদগুণ [স সদ্গুণ] *বি* ভালো বৈশিষ্ট্য। 'জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর নন্দ-বসুদেবস্বরূপ সদগুণসাগর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সদগুণসাগর *বি* উত্তম গুণের আধার। 'জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর নন্দ-বসুদেবস্বরূপ সদগুণসাগর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সদত [স সতত] *ক্রিবিণ* অনবরত; সর্বদা। 'জাইতে না দেখে পথ সদত ক্রন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সদন [স] **১** *বি* আলয়; গৃহ। 'দুত হইয়া আসিআছি তোমার সদনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* নৈকট্য। 'ব্রজ আমার সদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* সমীপ; নিকট। 'যুদ্ধ করি দেয় আজ্ঞী জমের সদন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* আশ্রয়স্থল। 'মহিলা সদনে আশ্রিতা মহিলাদের ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

সদনুকম্পা [স] *বি* সহানুভূতি। 'মহাশয়ের সদনুকম্পাতে হিন্দু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সদনুরাগ [স] *বি* শুভ প্রবৃত্তি। 'স্বদেশের সদনুষ্ঠানে আপনার সদনুরাগ –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সদনুষ্ঠান [স] **১** *বি* ধর্মকর্ম। 'সকল সদনুষ্ঠান দ্বারা সাধু বলিয়া পগণীয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বি* ভালো কাজ। 'স্বদেশের সদনুষ্ঠানে আপনার সদনুরাগ –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সদবস্থা [স] *বি* উন্নতি। 'কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবস্থা হইল?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সদভাবে [স সদ্ভাব>] *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'আলো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

সদভিধা [স] *বি* প্রকৃত সংজ্ঞা বা নাম। 'ক্ষমা, অহিংসা, মনীষা, বিবেকী দ্বিধা, অত্যাচারের সঙ্গে অসহযোগ, অসম্পৃক্ত ইষ্টের সদভিধা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

সদভিপ্রায় [স] *বি* সদিচ্ছা। 'সদভিপ্রায়ে প্রয়োজনবশতঃ তাহার আরও বৃদ্ধি করিতে পারেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সদভ্যাস [স] *বি* ভালো অভ্যাস। 'কল্পনাকে সদভ্যাসের দ্বারা তীক্ষ্ণ রাখতে

হবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সদমা [আ সদমাহ্] *বি* আঘাত। 'আমার জানে বড় সদমা লেগেছে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সদম্ভ [স] *বিণ* অহঙ্কৃত। 'শুনি মিশ্র তর্জ্জে সদম্ভ বচনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সদয় [স] ১ *বিণ* দয়াপরবশ। 'সরূপ কহও যবেঁ হওসি সদয়।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সুপ্রসন্ন। 'বড় স্নেহ করি বলে সদয় বচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* মমত্বপূর্ণ। 'মাতৃভাষার প্রতি তো তোমার সদয় আচরণ দেখা যাইতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সদয়হৃদয় [স] *বিণ* সহৃদয়। 'সদয়হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সদয়হৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* দয়ালু; দয়াপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী। 'খুল্লনারে ভগবতী সদয়হৃদয়া কর গো করুণাময়ী শিবরামের দয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* দয়ালু। 'সদয়া হইয়ে নিজ কিঙ্করের প্রতি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সদর [আ] ১ *বিণ* প্রধান। 'সেখানকার তাতিলোক সদর কোটীতে সরবরাহ করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* প্রধান শহর। 'নিবেদনমিতি সন ১১৮০ সাল সদর সন ১১৮১ মপস্বল তেরিখ ১৩ কার্ত্তিক।' *মেয়র্স*, ১৭৭৪। ৩ *বি* অন্তঃপুরের বাইরে যে ঘর বা বাড়ি। 'তিনি থাকেন সদরে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৪ *বি* সম্মুখ। 'সদরে সাজ করেছো ভালো পাছবাড়িতে নাই বেড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

সদর আমিন, সদর আমীন [আ] *বি* নিম্ন আদালতের বিচারক। 'ফৌজদারী মোতালকের নাজীর কিম্বা সদর আমিন।' *রাজদূত*, ১৮২৯; 'বাবু হরচন্দ্র ঘোষ জঙ্গল মহলের সদর আমীন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সদর আমিনী [আ সদর+আমীন>] *বি* নিম্ন আদালতের বিচারকের পদ। 'প্রধান সদর আমিনী।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সদরআলা [আ সদর+হি ওয়ালা] *বি* সাবজজ। 'পেটে সোয়ালচুরির সদরআলা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

সদর-আলো *বি* সাবজজ। 'বাপ মা চায় পড়ে শুনে হবে সে সদর-আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সদরখাজনা [আ সদর+আ খাজানাহ্] *বি* সরকারি রাজস্ব। 'ঘর হইতে সদরখাজনা দিতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সদর দফতর [আ সদর+ফা দফতর] *বি* প্রধান কার্যালয়। 'নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যের সদর দফতর হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সদর দরজা [আ সদর+ফা দরজাহ্] *বি* প্রধান দরজা। 'মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সদর দেওয়ানী [আ সদর+ফা দীওয়ানী] *বি* সদর দেওয়ানের পদ বা কাজ। 'সদর দেওয়ানীর জজ মেং হেরিংটন সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সদর-নায়েব [আ সদর+আ নাএব] *বি* জেলা শহরের তহশিল অফিসের প্রধান কর্মচারী। 'এখনি সদর-নায়েব আমলাবর্গ এবং প্রজারা উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সদরমেট [আ সদর+ই মেট] *বি* ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সব দিক দেখাশোনার দায়িত্ব যার। 'এক দিন হউসের সদরমেট কর্ম্মে জবাব দিলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সদরে সাদর [আ সদর>] *বিণ* সকলেই মূল্য দেয় এমন। 'ইহারা বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি আর২ নানা উত্তম কর্ম্মেও ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা নানাপ্রকারে সদরে সাদর অর্থাৎ প্রচার আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সদরি [আ সদর] *বি* কারুকার্যখচিত ছোটো জামা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গায়ে ঘন বোতামের ইহুদীদের ন্যায় রঙ্গিন সদরি।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সদর্থ [স] ১ *বিণ* হাঁ-বাচক। 'সুহৃদগণের হিতবাক্য সদর্থ বোধ না করিয়া নিরর্থ জানিত।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সহজবোধ্য অর্থ। 'প্রকাশকেরা টীকায় দুরূহ শব্দ সকলের সদর্থ লিখিয়া সে প্রতিবন্ধকের অপনয়ন করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* সঠিক অর্থ। 'আভাসে আঁচ করে নিয়েছে সদর্থটা।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

সদর্থক [স] *বিণ* ইতিবাচক। 'এমনতরো আত্মপ্রকাশের চেষ্টাকে বলি নঞর্থক, সদর্থক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সদর্প [স] *বিণ* অহঙ্কৃত। 'যাঁহারা বিচার স্থলে উচ্চৈঃস্বরে আস্ফালন ও সদর্প বাক্য বিস্তার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সদর্পে *ক্রিবিণ* দর্পের সঙ্গে। 'সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

সদলঙ্কার [স] *ক্রিবিণ* সুন্দর উপমাদি সহযোগে। 'সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার ... সমক্ষে বিবৃত করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সদলবলে [স] *ক্রিবিণ* দলের লোকজন সমেত। 'বর সদলবলে কন্যাকর্তার কুটিরে আসিয়া পৌঁছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সদসৎ [স] *বিণ* সৎ ও অসৎ। 'সদসৎ কর্ম্মের এবং ফলাফলের বিশেষ বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিল।' *দর্পণ*, ১৮২৮; 'সদসতে সমান প্রবৃত্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সদস্য [স] *বি* সভাসদ। 'সদস্য কেবল দস্যু মোগল পাঠান।' *ভারত*, ১৭৬০।

সদস্যপদ [স] *বি* সভ্যপদ; সদস্যতা। 'শিখদিগকে যতগুলি সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

সদস্য-সংখ্যা [স] *বি* কোনো সংগঠনের সদস্যদের সংখ্যা। 'মোছলেম-লীগের সদস্য-সংখ্যা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

সদস্যা [স] *বি স্ত্রী* সদস্য; সভ্য। 'সদস্যা – ১। চৌধুরীবাড়ীর মিসেস এস এম শামসুল আলম ...।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সদা[1] [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'সদা কঁহি কৃষ্ণ-হরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সদাই [স সদা>] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। তোমার তলায় সদাই থাকে দামোদর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কোয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সদাএ [স সদা>] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'পুণ্য কর্ম করিল সদাএ অবিশ্রাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

সদাকাল [স সদা+স কাল] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'সংকীর্তনে আমোদ প্রমোদ সদাকাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সদাগতি [স] *বিণ* সবসময়ে গতিশীল। 'কত দূরে যমপুরী ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সদাঘূর্ণমান [স] *বিণ* সর্বদা আবর্তিত হচ্ছে এমন। 'হেথা হতে চলে ফিরে দয়ামায়াহীন/ ওই সদাঘূর্ণমান কর্মচক্র ছাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সদাচঞ্চল [স] ১ *বিণ* কখনো স্থির নয়। 'সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।' *রবীন্দ্র* ১৯০৯। ২ *বিণ* সবসময়ে ভেসে বেড়ায় এমন। 'শুধগতি হলেও

কুয়াশা সদাচঞ্চল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সদাচঞ্চল [স] *বিণ* সবসময়ে ভেসে বেড়ায় এমন। 'ভ্রুথগতি হলেও কুয়াশা সদাচঞ্চল।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সদাজাগ্রত [স] *বিণ* সবসময়ে জাগরূক থাকে এমন। 'শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত, কর্মশীল, অনুসন্ধানতৎপর, আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিশ্চেষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; *বিণ* 'চোখে পড়ে মানুষের এই সদাজাগ্রত যত্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সদাব্যথিত [স] *বিণ* সবসময়ে ব্যথা অনুভব করে এমন। 'বাপের উপর এলার ছিল সদাব্যথিত স্নেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সদাব্রত [স] **১** *বিণ* সর্বদা পালনীয়। 'অবিরত যথ শত ধর্মবন্ত সদাব্রত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* সর্বদা ব্রত। 'মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সদায় [স সদা>] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'জন্ম জন্ম চিত্তে মোর বসুক সদায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সদাসতর্ক [স] *বিণ* সবসময়ে সাবধান থাকে এমন। 'মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল, ইহা ওস্তাদের লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'যার ভয়ে জাগে সদাসতর্ক মৃত্যু-দুয়ারে দ্বারী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সদাসন্ত্রস্ত [স] *বিণ* সবসময়ে ভীত। 'ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সদাসন্নিহিত [স] *বিণ* সবসময়ে কাছে থাকে এমন। 'তাঁর সদাসন্নিহিত ভৃত্য দুর্মুখের মাধ্যমে ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সদা-সমাসীন [স] *বিণ* সর্বদা উপবিষ্ট। 'হৃদয়ে যিনি সদা-সমাসীন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সদাসর্বদা, সদাসর্ব্বদা [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'সদাসর্ব্বদা উপযুক্ত জে জাহার নিকট মকদ্দমা সপর্দ্দ করেণ।' *মেয়ার*, ১৭৮৮; 'তাহাদের পিছনে সদাসর্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন।' *শরৎ*, ১৯১৩।

সদাসর্ব্বতা [স সদাসর্বদা] *ক্রিবিণ* সদাসর্বদা; সবসময়ে। *ওর্সা*, ১৭৮২।

সদাহাস্য [স] *বিণ* সবসময়ে হাস্যরত। 'সদাহাস্য রঙিন পোশাকে নোওচির মতো লাগে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সদাহিতকারী [স] *বিণ* সর্বদা কল্যাণকারী। 'সর্ব্বভূতে দয়া যার সদাহিতকারী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সদা[2] [ফা সওদা] *বি* পণ্য বেচাকেনা। 'মোর সনে সদা করি না পাবে কপট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সদাগর [ফা সওদাগর] *বি* বণিক; বড়ো ব্যবসায়ী। 'হেনকালে সদাগর আসি বৈল তারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সদাগরসুত [ফা সওদাগর+স সুত] *বি* সওদাগরের পুত্র। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সদাগরি [ফা সওদাগর>] *বিণ* বাণিজ্যিক। 'সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সদাগরী [ফা সওদাগর>] **১** *বি* বাণিজ্য। 'চলিলেন্ত রসুল করিতে সদাগরী।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* ব্যবসায় সংক্রান্ত। 'সুবিমল কাজ করত একটা সদাগরী অফিসে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

সদাচরণ [স] **১** *বি* উত্তম আচরণবিধি। 'সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণবৈষম্য মিথ্যা। যাগ যজ্ঞ মিথ্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* সৎ আচরণসম্মত। 'বিভিন্ন দলের নেতা নির্বাচনী সদাচরণ ব্যবস্থায় যদি সম্মত হন।' *আজাদ*, ১৯৭০।

সদাচার [স] **১** *বি* শাস্ত্রবিহিত আচার। 'তাঁহা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সদ্ব্যবহার। 'সদাচার বিনয় ভূষিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সদাচারপূত [স] *বিণ* সৎ আচরণকারী। 'তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ... ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সদাচারভ্রষ্ট [স] *বিণ* সৎ আচরণ পরিত্যাগ করেছে এমন। 'তুমি কতকগুলো সদাচারভ্রষ্ট মাতালের সঙ্গে সহবাস কর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

সদাচারী [স] *বিণ* সদাচারসম্পন্ন। 'বসতি করয়ে তথি সদাচারী শুদ্ধমতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সদাচারোৎসুক [স] *বিণ* সৎ আচরণে আগ্রহান্বিত। 'সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রাণনিরপেক্ষ পরপ্রাণরক্ষক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সদাতন [স] *বিণ* সনাতন; চিরন্তন। 'সেন কম সদাতন সখা মোর প্রভু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সদাত্মা [স] *বি* পবিত্র আত্মা। 'মাতৃত্বের সদাত্মাকে চাচ্ছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সদানন্দ [স] *বিণ* সর্বদা আনন্দে থাকে এমন। 'বলবান সদানন্দ সচ্চরিত্র সদাচারী পণ্ডিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

সদানন্দময় [স] **১** *বি* পরমাত্মা। 'শূন্যরূপী সদানন্দময়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* সব সময় আনন্দে থাকে এমন। 'সদানন্দময় অন্তঃকরণ।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সদান্তর [স] *বি* নিষ্কলুষ হৃদয়। 'ঐকান্তিক সদান্তরে যদ্যপি তোমাকে স্মরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সদান্তরিকতা [স] *বি* একান্ত আন্তরিকতা। 'ভাইবোনের ভালোবাসা, বন্ধুজনের সদান্তরিকতা, এসব কথা আর তুললুম না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সদাবরি *বি* ফুলবিশেষ। 'রঞ্জন তুলিল সদাবরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সদায়[1] *দ্র* **সদা**[1]

সদায়[2] [ফা সওদা] *বি* পণ্যদ্রব্য কেনাকাটা। 'সদায়ে করিয়া সাধু ডিঙ্গায়ে ভরা তোলে।' *বিজয়*, ১৬৫০। *দ্র* **সদা**[2]

সদার [স] *বিণ* সস্ত্রীক। **সদারভৃত্য** [স] *বিণ* স্ত্রী ও চাকরবাকরসহ। 'তাঁহারা সদারভৃত্য হইয়া সমাগমন পূর্ব্বক ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সদালাপ [স] *বি* প্রীতিকর কথা। 'সদালাপ বিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজ্য সুদ্ধ।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সদালাপবিশিষ্ট [স] *বিণ* মিষ্টভাষী। 'সদালাপবিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজ্য সুদ্ধ।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সদালাপী [স] *বিণ* মিষ্টভাষী। 'কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সদালোচনা [স] *বি* গঠনমূলক আলোচনা। 'সহৃদয়তা, সদালোচনা, শিল্প কৃষি বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ বিধান প্রভৃতি উন্নতিকর বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী না হইয়া।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

সদাশয় [স] **১** *বিণ* উদার। 'অনেক সদাশয় ইংরাজ আছেন।' *রাজ*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* মহানুভব। 'এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ...

ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সদাশয়তা [স] *বি* মহানুভবতা। 'সদাশয়তা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপগুণে ... লোকের প্রীতিপাত্র ও ভক্তিভাজন হইয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সদাশয়া [স] *বিণ স্ত্রী* মহানুভব। 'এই সদাশয়া ললনার কৌশলেই আজ আমার মন কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সদাশিব [স] ১ *বি* হিন্দু দেবতা শিব। 'সদাশিব বন্দিলাম বৃষভ বাহন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* শান্ত প্রকৃতির। 'খুড় আমার সদাশিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

সদিচ্ছা [স] *বি* শুভ কামনা। 'মহাশয়ের এরূপ সৎপ্রবৃত্তিতে ও সদিচ্ছায় আমরা তাঁহার প্রশংসাবাদপূর্ব্বক ... ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সদীয়াল [আ সদী>] *বি* প্রতি একশো সৈন্যের অধ্যক্ষ। 'দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল।' *ভারত*, ১৭৫০।

সদুগ্ধা [স] *বিণ* দুগ্ধবতী। 'সবৎসা ও সদুগ্ধা ষোড়শ ধেনু।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সদুত্তর [স] *বি* যথাযথ জবাব। 'শিষ্টজন জিজ্ঞাসিলে পাই সদুত্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সদুদার [স] *বিণ* সৎ এবং উদার। 'সাধু শ্রীমতি বিবি আনা বাপ্টীযা সদুদার চরিতেষু।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; 'রামনিধিদাষ দত্তজা সদুদার চরিতেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সদুদ্দেশ্য [স] *বি* ভালো উদ্দেশ্য। 'মিথ্যাচার, বিশেষত সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যাভান, যে, আমাদের দেশে অত্যন্ত নিন্দনীয় নহে, এ কথা স্বীকার করিতে আমরা লজ্জিত হইতে পারি, কিন্তু এ কথা সত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'ভারতের অনুসরণ করতে বলেছিলেন কোন সদুদ্দেশ্যে।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সদুপজীবিকা [স] *বি* সৎ উপার্জন। 'ভদ্রলোকের সদুপজীবিকা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সদুপদেশ [স] *বি* মঙ্গলজনক উপদেশ। 'মৈত্রেয়ী সেই সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থা হইয়াছেন।' *গৌর*, ১৮২২।

সদুপদেষ্টা [স] *বিণ* সৎ পরামর্শক। 'সভ্যতা অভিমানী যুবকবৃন্দ এরূপ সদুপদেষ্টা।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

সদুপায় [স] ১ *বি* ন্যায় পথ। 'এ বড় দুঃখ মনুষ্যদেহ ধারণ সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা ... ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* উত্তম উপায়। 'পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সদুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০। ৩ *বি* সুযোগ। 'ভারতবর্ষে ঐ সকল বিদ্যার বৃদ্ধি ও সংস্কার হওনের অত্যন্ত সদুপায় হওয়াতে তিনি অবিশ্রান্তরূপে শক্তিসত্ত্বা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সদৃশ [স] ১ *বিণ* তুল্য। 'কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* অনুকূল। 'সে ক্রমগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সদৃশকরণ [স] *বি* উপমা দেওয়া। 'অলংকার-শিল্পের মূলে হল সদৃশকরণের নানা কৌশল।' *অবন*, ১৯২৫।

সদৃশী [স] *বিণ* তুল্য। 'দাবানল সদৃশী সামালে লাউসেন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সদৃষ্ট [স] ১ *ক্রিবিণ* মুখোমুখি। 'সেই দুই রোহিণী শশী/ সমুখ সদৃষ্ট বসি/ হরিষ বিষাদে অনুবন্ধ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* বাস্তব। 'অদৃষ্টেতে থাকিলে সদৃষ্টে দেখা পাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সদোষ [স] *বিণ* দোষযুক্ত। 'এই মহোপকারক সমাচারপত্র সদোষ হইবে ... ।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সদ্‌গতি, সদ্গতি [স] ১ *বি* মৃত্যু। 'দুঃখ-শান্তি হয় সদ্‌গতি পাইয়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সুব্যবস্থা। 'তাঁহার সদ্গতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বি* মুক্তি। 'জীবাত্মা ত্যজিয়া প্রাণ বীরের সদ্গতি লভিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৪ *বি* রক্ষা। 'একটি বস্তু সর্ষপের সদ্‌গতি করিতে গিয়া ভরা নৌকা ডুবাইলে বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হয় ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৫ *বি* বিকাশ। 'আমার মনে আর আর সন্দেহমাত্র নেই যে, কলুর বলদের মতো চোখে ঠুলি দিয়ে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে নিরন্তর ঘুরতে থাকা সঙ্গতের সাহিত্যের কিংবা ললিতকলার চরম সদ্‌গতি নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৬ *বি* মর্যাদা। 'জীবাত্মা ত্যজিয়া প্রাণ বীরের সদ্‌গতি লভিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৭ *বি* সুফল। 'যে জাতি আহার করে, অথচ হজম করে না, সে জাতি কখনোই সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না।' *ষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মা*, ১৯০০। ৮ *বি* যথার্থ ব্যবস্থা। 'নিয়ে আসে শোভনা তার চরম সদ্‌গতি। ছেঁড়ার ক্ষত আরোগ্য হয়, দাগীর লজ্জা ঢাকে, অদরকারী ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৯ *বি* সচ্ছলতা। 'আর্থিক সদ্‌গতি লাভের জন্য কবিরা রাজাবাদশাহদের প্রশংসাগীত গাইতেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সদ্‌গন্ধ, সদ্গন্ধ [স] ১ *বিণ* সুগন্ধি। 'নানাবিধ সদ্‌গন্ধ মাথাঘসা সোন্দা মেথির তৈলাদি দিয়া ... ।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* সুবাস; সুঘ্রাণ। 'কুসুমদল সদ্গন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত করিতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সদ্‌গুণ [স] *বি* উত্তম বৈশিষ্ট্য। 'কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সদ্‌গুরু [স] *বি* প্রকৃত গুরু। 'এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

সদ্‌গোপ, সদ্গোপ [স] *বি* হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'সদ্গোপ ১৬১৭৮৪।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'জাতিতে সদ্‌গোপ, মিলিটারি ডিপার্টমেন্টের কেরানি ... ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সদ্‌গ্রন্থ [স] *বি* সমৃদ্ধ গ্রন্থ। 'রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সদ্‌জাতি [স] *বি* বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়সমূহ। 'গ্রামের সদ্‌জাতির ভদ্রলোক বাবু মহাশয়েরা বেশ খানিকটা ভয়ার্ত হয়ে উঠেছেন।' *তারা*, ১৯৪৬।

সদ্‌জ্ঞান [স] *বি* পুণ্যজ্ঞান। 'নির্মল শরীর দোঁহা সাধু সদ্‌জ্ঞান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সদ্দার [ফা সরদার] *বি* দলপতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ছেলে খেপাবার সদ্দার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সদ্দারি [ফা সরদার>] *বি* নেতৃত্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সদ্দৃষ্টান্ত [স] *বি* ভালো উদাহরণ। 'তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সদ্বংশ [স] *বি* অভিজাত বংশ। 'ইনি সদ্বংশজাত সুশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সদ্বংশজা [স] *বিণ স্ত্রী* সৎ বংশজাত। 'তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা সচ্চরিত্রা কন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সদ্বংশজাত [স] *বিণ* সৎ বংশে জন্মেছে এমন। 'ইনি সদ্বংশজাত সুশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণ।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'অনেক সদ্বংশজাত কন্যা পুরোহিতদের সহিত বিবাহ করিতে ভালবাসে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সদ্বংশজাতা [স] *বিণ স্ত্রী* সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'সদ্বংশজাতা মেয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সদ্বংশপ্রসূত [স] *বিণ* সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'যিনি জাতিশ্রেষ্ঠ, সদ্বংশপ্রসূত, বয়োবৃদ্ধ, ধার্ম্মিক, তাঁহারই প্রতি রাজার ভক্তি জন্মে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সদ্বংশোদ্ভব [স] *বিণ* সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'তথাপি সদ্বংশোদ্ভব কারণ পূজনীয় বলি।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সদ্বক্তা [স] *বি* উত্তম বক্তা। 'পরে এক সদ্বক্তা, চতুর, বুদ্ধিমান, কার্যদক্ষ ব্রাহ্মণকে আনাইয়া ... মগধেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সদ্বক্তৃতা [স] *বি* ভালো বক্তৃতা। 'গতবর্ষে শ্রীযুক্ত মেডাক ও বীটন সাহেব ... সদ্বক্তৃতা করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সদ্বর্ত্ম [স] *বি* সৎপথ। 'তাঁহারা এতদ্রূপ সদ্বর্ত্মে নিয়তই চলিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সদ্বিচক্ষণ [স] *বি* যথার্থ বিদ্বান। 'ইহা সদ্বিচক্ষণ মাত্রেরই সুশ্রাব্য ও আদরণীয়।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

সদ্বিচার [স] *বি* যথার্থ বিচার; সুবিচার। 'দেখিলেক যে তাহার রাজ্য যদ্যপি সদ্বিচার ও সুগম বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সদ্বিচারক [স] *বিণ* খুবই সৎ বিচারকারী। 'জজসাহেব ... প্রজাপালক সদ্বিচারক লোকোপকারক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সদ্বিদ্যাশালী [স] *বিণ* সুশিক্ষিত। 'সদ্বিদ্যাশালী সচ্চরিত্র দেখিয়া বন্ধুত্ব করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সদ্ব্যবহার [স] *বি* উত্তম ব্যবহার; উৎকৃষ্ট প্রয়োগ। 'ইন্দ্রর কাজে লাগিবার অপেক্ষা তাহার সদ্ব্যবহার আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সদ্বিবেকী [স] *বিণ* সুবিবেচনা বোধসম্পন্ন। 'কোন প্রজাহিতৈষী সদ্বিবেকী ব্যক্তি।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

সদ্বিবেচক [স] *বিণ* সৎ বিবেচনাসম্পন্ন। 'হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তেইতো শিবের দৈন্য দশা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সদ্বিবেচনা [স] ১ *বি* উত্তম বিবেচনা। 'এ বড় দুঃখ মনুষ্যদেহ ধারণ সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* সুবিচার। 'বর্ত্তমান গবরণমেন্টের সদ্বিবেচনা।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সদ্বীপা [স] *বিণ স্ত্রী* দ্বীপসহ। 'নিজ প্রতাপে ও নীতিবিদ্যাপ্রভাবে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সদ্বুদ্ধি [স] *বি* শুভবুদ্ধি। 'এ বড় দুঃখ মনুষ্যদেহ ধারণ সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সদ্ব্যক্তি [স] *বি* সাধু ব্যক্তি। 'ইহাও সদ্ব্যক্তির সুযুক্তির অতিরিক্তভিন্ন অন্য কি উপলব্ধি হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সদ্ব্যবহার [স] ১ *বি* ভদ্র আচরণ। 'সদাচার সদ্ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* কার্যকর ব্যবহার। 'জগৎসিংহকে আমাদিগের সদ্ব্যবহার দ্বারা বাধ্য করিতে পারি, তবে সেও আমাদিগের মনোমত ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সদ্ব্যবহারী [স] *বি* সঠিক ব্যবহার করে এমন ব্যক্তি। 'বইয়ের সদ্ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সদ্ব্যয় [স] *বি* ভালো খাতে খরচ। 'তাহাতে সদ্ব্যয়ও অনেক হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সদ্ব্যাখ্যা [স] *বি* যথাযথ ব্যাখ্যা। 'সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার ... সমক্ষে বিবৃত করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সদ্ভাব [স] ১ *বি* বন্ধুভাব। 'সদ্ভাব ছাড়িব সর্বজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সম্প্রীতি। 'জমিদার প্রজাতে যে সদ্ভাব নাই।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩।

সদ্ম [স সদন] *বি* ঘর। 'গোময়ে লেপি সদ্ম অষ্টদল পদ্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সদ্য, সদ্যঃ [স] ১ *বিণ* সাম্প্রতিক। 'প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগে সদ্য।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *ক্রিবিণ* এখনই। 'সদ্য তার হয় যেন সবংশে নিপাত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *ক্রিবিণ* সবেমাত্র; এই মুহূর্তে। 'সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সদ্যঃপাতি [স সদ্যঃপাতী] *বিণ* অতিশয় ক্ষণস্থায়ী। 'কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সদ্যঃপাতী [স] *বিণ* অতি ক্ষণস্থায়ী। 'সদ্যঃপাতী ফুলের মতো নুয়ে পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সদ্যঃপ্রত্যাগতা [স] *বিণ স্ত্রী* সবেমাত্র ফিরে এসেছে এমন। 'বিলাত হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সদ্যঃপ্রসূত [স] *বিণ* সবেমাত্র প্রসব করেছে এমন। 'পাষাণ হৃদয়া মাতা সদ্যঃপ্রসূত সন্তানকে পরিত্যাগ করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সদ্যঃপ্রস্ফুটিত [স] *বিণ* সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে এমন। 'তার সদ্যঃপ্রস্ফুটিত আলোকসামান্য রূপের প্রথম সাক্ষাৎ পান।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সদ্যঘটিত [স] *বিণ* কেবল সংঘটিত হয়েছে এমন। 'যেন কোন সদ্যঘটিত দুর্ঘটনার স্মৃতি ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সদ্য-ছিন্ন [স] *বিণ* এখনই ছেঁড়া হয়েছে এমন। 'সদ্য-ছিন্ন চরণ-শৃঙ্খল!' *নজরুল*, ১৯২৪।

সদ্যজাত [স] *বিণ* মাত্র জন্ম নিয়েছে এমন। 'মিষ্টান্নে, পক্বান্নে সদ্যজাত নব শিশুর প্রাণ রক্ষা হয় না।' *যশোহরক*, ১৮৮৯।

সদ্যজাতা [স] *বিণ স্ত্রী* মাত্র জন্ম নিয়েছে এমন। 'আজো যেন শুনি ওরা টুঁটি টিপে মারছে শিশুকে সদ্যজাতা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সদ্যতৈরি [স সদ্য+আ তৈয়ারী] *বিণ* সবেমাত্র তৈরি হয়েছে এমন। 'সদ্যতৈরি মসজিদের পাশ দিয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সদ্যনির্মিত [স] *বিণ* সবেমাত্র প্রস্তুত করা হয়েছে এমন। 'সদ্যনির্মিত জলচৌকিখানা একাই দু'হাতে উঁচু করে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪২।

সদ্য-পাড়া *বিণ* সবেমাত্র প্রসব করেছে এমন। 'মুরগির সদ্য-পাড়া দুইটা আণ্ডা ভাজিয়া দিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সদ্যপাতী [স] *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'ভারতবর্ষের সদ্যপাতী জীবিকা ... বৃন্তের উপর নির্ভর করে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সদ্যপ্রকাশিত [স] *বিণ* সদ্য প্রকাশ পেয়েছে এমন। 'সদ্যপ্রকাশিত মাসিকপত্র *মোসলেম ভারত*-এর মুখপত্রে সম্পাদক মহাশয় ... বলেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সদ্যপ্রসূত [স] *বিণ* নবজাতক। 'সদ্যপ্রসূত বৎসের ধ্বনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সদ্যফলপ্রদ [স] *বিণ* সবেমাত্র ফল প্রদান করেছে এমন। 'যে সত্য সদ্যফলপ্রদ স্বপ্নাদ্য মাদুলীর মতো সস্তা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সদ্যফোটা *বিণ* সবেমাত্র প্রস্ফুটিত। 'সদ্যফোটা নিমফুলের পরাগ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সদ্যবর্তমান [স] *বি* সাম্প্রতিক কাল। 'এমন সময়ে সদ্যবর্তমানের

প্রাকার ডিঙিয়ে দৃষ্টি গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত [স] *বিণ* সদ্য মুক্তিলাভ করেছে এমন। 'পরাধীন জীবন হতে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত দেশবাসী অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক অনুন্নত।' *বেগম*, ১৯৫২।

সদ্যমৃত [স] *বিণ* সবেমাত্র মারা গেছে এমন। 'সদ্যমৃত অবস্থায় সে-যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায়-কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সদ্যরচিত [স] *বিণ* সবেমাত্র তৈরি করা হয়েছে এমন। 'সদ্যরচিত মৃৎপাত্র হাফরে রাখিয়া বাঁশের চোঙায় ফুৎকার ...।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

সদ্যলব্ধ [স] *বিণ* অল্পদিনের পরিচয়প্রাপ্ত। 'তোর সদ্যলব্ধ দিদি আর কাকীমার সম্বন্ধে রীতিমত কৌতূহল দেখা দিয়েছে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৩।

সদ্যশোক [স] *বি* সবেমাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে এমন শোক। 'কিছুদিন সদ্যশোকের দুঃসহ বেদনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সদ্যসদ্য [স] *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'আপনার বর্ণনা সদ্যসদ্যই খেটে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সদ্যসমাগত *বিণ* সম্প্রতি আরোপিত হয়েছে এমন। 'সদ্যসমাগত দারিদ্র্যের পীড়নে পুত্রকন্যার ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

সদ্যসমাগতা [স] *বিণ স্ত্রী* সবেমাত্র এসেছে এমন। 'তাঁহার সদ্যসমাগতা বিধবা জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সদ্যস্নাত [স] *বিণ* একটু আগে স্নান করেছে এমন। 'মাথার উপর সদ্যস্নাত বরষার স্বচ্ছ নীলাম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সদ্যস্নাতা [স] *বিণ স্ত্রী* এইমাত্র স্নান করেছে এমন। 'সদ্যস্নাতা আলুলায়িতা-কেশা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সদ্যস্ফুট [স] *বিণ* নতুন প্রস্ফুটিত। 'সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সদ্যুক্তি [স] *বি* উত্তম পরামর্শ। 'সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষি মহাশয়েরা সদ্যুক্তিবিশিষ্ট স্ব২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সদ্যো [স সদ্যঃ, সমাসে সদ্যো-] *বিণ* টাটকা। 'সদ্যো রোহিত মৎস্য ও কাঁচা কলাইর ডাইল ও পুইশাক পাক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সদ্যোজাগ্রত [স] *বিণ* এইমাত্র নিদ্রা থেকে জাগরিত। 'সদ্যোজাগ্রত নবীন সৌন্দর্যের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সদ্যোজাত [স] *বিণ* সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো সুন্দর, সরল, শুভ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সদ্যোজীবী [স] *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সদ্যোদ্ভূত [স] *বিণ* নতুন আবির্ভাব ঘটে এমন। 'একদিকে সদ্যোদ্ভূত ইসলাম ধর্ম ও অন্যদিকে গ্রীক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয় ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

সদ্যোবিবাহিত [স] *বিণ* সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে এমন। 'সদ্যোবিবাহিত রাজাবাহাদুরের রাত্রিযাপনের শোকাবহ দৃশ্যটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সদ্যোলুপ্ত [স] *বিণ* সম্প্রতি ধ্বংস হয়েছে এমন। 'সদ্যোলুপ্ত বিশ্বের সঙ্গে কালের সম্পূর্ণ অন্ত হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সদ্যোস্থিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নতুন প্রতিষ্ঠিত। 'সদ্যোস্থিতা নগরীর জাগরণ কোলাহলের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

সদ্রস [স সদৃশ] *বিণ* সমান। 'অমেধ্য সদ্রস বস্তু তাহা নাহি শুনি' *মালাধর*, ১৫০০।

সধন [স] *বিণ* বিত্তবান। 'তাহারা সধন অধন সকলকেই দাদন গ্রহ করান।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

সধবা [স বিধবা>] *বি* যার স্বামী বর্তমান। 'সধবা বিধবা আদি য নারীগণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সধবাকালীন [স] *বিণ* বৈধব্যের পূর্বকালীন। 'সধবাকালীন অবস্থা তিনি নাকে নথ, কণ্ঠে চিক্কণপেটি বা চিক ... পরতেন।' *মহাশ্বেত* ১৯৫৬।

সধবাত্ব [স] *বি* সধবার অবস্থা। 'কোনোমতে টিকে থাকাটা যাদে জাতীয় আদর্শ তাদের যেমন সধবাত্ব তেমনি বৈধব্য।' *অন্নদ* ১৯২৮।

সধর্মী [স] *বি* একই ধর্মের অনুসারী। 'হাসিমুখে হাত নেড়ে পলাত সধর্মীরে ডেকে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সধর্মিণী [স] *বি* সহধর্মিণী; স্ত্রী। 'অধ্যাপক কুরীর সধর্মিণী মাদা কুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সধায় [স সহায়] *বি* সহায়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সধূম [স] *বিণ* ধোঁয়ামিশ্রিত। **সধূমনিশ্বাস** [স] *বি* ধোঁয়ামিশ্রিত শ্বাস 'স্টীমার ... সধূমনিশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সন[১] [স সঙ্গ>] *ক্রিবিণ* সাথে। 'কালি তার বিবাহ হইল আন সন *বাহরাম*, ১৬৫০।

সন[২] *বি* মদ্যবিক্রেতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সন[৩] [আ] **১** *বি* অব্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তিন সন বুঝিয়া পাই ইরসালে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* বছর। 'সন মাস ভাত তু দেবো।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

সন বর সন *ক্রিবিণ* বছরের পর বছর ধরে। 'কিস্তীবন্দী মাফিক স বর সন মালগুজারি করিবে :' *ভেরলি*, ১৭৮৩।

সনয়াত *বিণ* সনের; বৎসরের। 'সনয়াত বাকী ও বকয়াবাকী তাগাদের জে থাকে ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সন সন [আ] *ক্রিবিণ* প্রতিবছর। 'পার্বনি সন২ জাহা পাই জে কিছু পাই নাই।' *ভেরলি*, ১৭৯৭।

সন হাল [আ সন-হাল] *বি* চলতি বছর। 'সন হালের ১ মে তারি হইতে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সনখত [স সনক্ষত্র] *বিণ* নক্ষত্রসহ। 'নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সনগর [স] *বি* নগরসহ। 'সে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আমরা সনগর দগ্ধ হই *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সনজে [স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা। 'সনজে কালে শিস শোনো নাই।' তার ১৯৪৬।

সনতাপ [স সন্তাপ] *বি* সন্তাপ। 'কোন বিধি দিল সনতাপ।' *বিজ* ১৬৫০।

সনদ [আ] **১** *বি* প্রত্যয়নপত্র। 'সন্তুষ্ট করিয়া সনদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন *বঙ্কিম*, ১৮৯৭। **২** *বি* বার্তা। 'পাপ দুনিয়ায় আনল যে রে/ পু বেহেশতি সনদ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সনন্দ [আ সনদ] *বি* আদেশ; হুকুমনামা। 'মহারাজার এক সন

করিয়া ত্বরায় আশিতেছী।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সনন্দপত্র [আ সনদ+স পত্র] *বি* প্রমাণপত্র। 'সুন্দরবন মধ্যে যে সনন্দপত্রফলক পাওয়া গিয়াছিল ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সনমান [স সম্মান] *বি* সম্মান। 'ধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান।' *রামাই*, ১৭১০।

সনযোগ [স সংযোগ] *বি* সংযোগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সনসন [ধ্বন্যা] **১** *ক্রিবিণ* দ্রুত গতিতে। 'করিতেছে সগর্জ্জন, সনসন ছুটীছে কাঁকর।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* সন-সন শব্দযুক্ত। 'দুলিছে পবন সন সন বন-বীথিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সনাক্ত [ফা শিনাখ্‌ৎ] **১** *বি* চিহ্নিতকরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* চিহ্নিত। 'হাজার-লক্ষ চাকরের সাধারণ শ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'ভালো করে সনাক্ত না করে বেকসুর লোককে জেলে পোরা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সনাটা [ই] *বি* এককভাবে পিয়ানো বা যৌথভাবে পিয়ানো ও বেহালার মাধ্যমে বাজানোর জন্য রচিত এবং চার পর্যায় বিশিষ্ট যন্ত্রসংগীত বিশেষ। 'টমাস মানের উপন্যাস ... বাখের সনাটা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

সনাত [আ সনদ>] *বি* ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে প্রচলিত তিন রকমের মুদ্রার এক রকম। 'তোমার স্থানে সনাত সিক্কা ১৭৫ এক সতও পচাত্তর তঙ্কা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'সনাত ৭৬। সাড়ে ছেয়াত্তর তঙ্কা।' *বোগল*, ১৭৮০।

সনাত টাকা *বি* ব্রিটিশ শাসনামলে প্রচলিত মুদ্রাবিশেষ। *দর্পণ*, ১৮২২।

সনাতন [স] **১** *বি* স্বয়ম্ভু। 'রজ বীজে জনম নহি সুন সনাতন।' *রামাই*, ১৭১০। **২** *বিণ* শাশ্বত। 'এক ব্রহ্ম সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'হে সনাতন পর্বতকুল! তোমরাও এর সাক্ষী।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

সনাতনত্ব [স] *বি* চিরন্তনতা। 'তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সনাতনধর্ম, সনাতনধর্ম্ম [স] **১** *বি* প্রচলিত ধর্ম। 'এদেশের সনাতন ধর্ম্ম ... বেদ বিহিত উপাসনা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। **২** *বি* হিন্দুধর্ম। 'সনাতন ধর্ম বেদমূলক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'যাঁরা সনাতনধর্মের দোহাই দেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সনাতনপন্থী [স সনাতন+পন্থী] *বিণ* প্রাচীনপন্থী। 'যদিও আমরা সনাতনপন্থী তবু আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দীর করতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'সমধর্মী সনাতনপন্থী মোল্লাদের সঙ্গে বুদ্ধির জেহাদে অবতীর্ণ হলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সনাতনপ্রথা [স] *বি* পুরাতন নিয়ম; চিরকাল চলে এসেছে এমন প্রথা। 'সনাতনপ্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সনাতনী [স] **১** *বিণ* প্রাচীন। 'সমঘোষে সনাতনী সন্তত সদয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'তুমি সনাতনী আমিই নূতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **২** *বিণ* পুরানো। 'অতএব উক্ত বিভাগের সনাতনী খাতা থেকে আমাদের নাম কেটে নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সনাথ [স] *বিণ* সহায়বিশিষ্ট। 'আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সনাথা [স] *বিণ* স্ত্রী সহায়যুক্ত। 'সংপ্রতি অনাথা হইয়াছিস আমাকে পাইলে সনাথা হবি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সনান [স স্নান] *বি* স্নান। 'কামিনি করএ সনানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সনাভি [স] *বি* সহোদর। 'শত্রু মোদের হউক সনাভি, দস্যু অথবা দাস।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

সনাল [স] *বিণ* ডোরযুক্ত। **সনাল পটুকা** *বি* ডোরযুক্ত কোমরবন্ধ। 'সনাল পটুকা তায় শোভে সৌদামিনী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সনি [আ সুন্‌নি] *বি* সুন্নি। 'মুসলমান মতাবলম্বিরা দুই দলেতে বিভক্ত হইয়াছে প্রথমতঃ সনি।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সনিধান [স সন্নিধান] *বি* নিকট। 'প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি বৃস সনিধানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সনিবার [স শনি+ফা বার] *বি* শনিবার। 'সনিবার দিনে ধর্ম্মপাদুকায় দিব জে গড়িএ।' *রামাই*, ১৭১০।

সনির্বন্ধ [স] *বিণ* সবিনয়। 'আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

সনৃত্য [স] *বিণ* নৃত্যযুক্ত। 'তার দুরন্ত ফেনিলমুখ রাজ-অশ্ব সনৃত্য গতিতে বহন করে নিয়ে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সনে [স সঙ্গ>] *ক্রিবিণ* সাথে। 'আহ্মা সনে হেন তেজু পরিহাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সনেট [ই] *বি* চতুর্দশপদী কবিতা। 'ইহুদি সভ্যতা লিরিক এবং অর্বাচীন যুগের ইতালীয় সভ্যতা সনেট।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সনেসে [স সন্দেশ] *বি* খবর। 'লৈবহ কৌন সনেসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সনেহ [স স্নেহ] *বি* প্রণয়। 'বড় অনুচিত কৈল প্রথম সনেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সনোড়িয়া [স সংসারী>] *বি* হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। 'যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্ত [স] *বি* সন্ন্যাসী। 'চার দেয়ালের চুন-সুরকি ভেদ ক'রে কতিপয় সন্ত আর মিহি সোনালি চুলের দেবদূত আসতেন।' *শামসুর*, ১৯৭০।

সন্তত [স] *ক্রিবিণ* সতত। 'সমঘোষে সনাতনী সন্তত সদয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সন্ততি[১] [স] **১** *বি* সন্তান। 'বিবাহ করিলাম না হইল সন্ততি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* বংশধারা। 'আমি যাব আত্মৌপম্য সমাহিত সন্ততিতে রেখে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

সন্ততিসূত্র [স] *বি* সন্তানরূপ সূত্র। 'দেশের নানা জাতিকে এক সন্ততিসূত্রে বাঁধতে পারত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সন্ততি[২] [স সতত] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।' *শেখর*, ১৬০০।

সন্তপ্ত [স] **১** *বিণ* শোকার্ত। 'জয় জয় সন্তপ্ত জনের এক বন্ধু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উত্তপ্ত। 'এক দেবালয় নিকটে জ্বলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত তৈল পূরিত ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সন্তপ্তচিত্ত [স] *বি* শোকার্ত মন। 'নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া বনে গমন করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সন্তব *বিণ* সরলা। 'জীব দএ সন্তব জুবতী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সন্তরণ [স] *বি* সাঁতার। 'প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু গমন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সন্তরণকারী [স] *বি* সাঁতার দেয় যে। 'নদীজলে সন্তরণকারী।'

বিভূতি, ১৯৩১।

সন্তরণলীলা [স] *বি* জলকেলি; জলবিহার। 'উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সন্তরা *ক্রি* সাঁতার কাটা। 'কিশোর কিশলয়ের আশা তারি সে সুরে সন্তরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সন্তরী [ই] *বি* পাহারাদার। 'সারজন সন্তরী স্থাপন করিয়া কিয়দ্ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ব্যতীত দর্শনাকাঙ্ক্ষি লোকেরদিগকে ভবন প্রবেশে নিরাশ করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সন্তর্পণ [স] ১ *বি* যত্ন। 'কত দিন কর ইঁহার তাল সন্তর্পণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সন্তুষ্টকরণ। 'নিতি নিতি জৈজ্ঞ হোম দেব সন্তর্পণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* খুব সাবধান। 'একটা ফল অতিসন্তর্পণে আপনার নিকটে রাখিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সন্তর্পণে ১ *ক্রিবিণ* অতি সাবধানে। 'যেন অতি সংগোপনে যেন অতি সন্তর্পণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *ক্রিবিণ* অতি যত্নে। 'একখানি লাল বেনারসি শাড়ি সন্তর্পণে তাহার মলিন বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সন্তর্পন [স সন্তর্পণ] *বি* সন্তুষ্টকরণ; তুষ্টিপ্রদ। 'মিস্ট অর্ন্নপান সভায় সন্তর্পণ করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সন্তা [স সন্তপ্ত] *ক্রি* উত্তপ্ত করা। 'তার হার ঘনসার সার রে সেওলব সন্তাওত মোহী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সন্তাড়ন [স] *বি* তাড়না; যন্ত্রণা; জ্বালা। 'সতিনীর সন্তাড়নে সন্ধ্যা গেল বন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সন্তাড়া [স সন্তাড়ন>] *বিণ* বিশেষভাবে আলোড়িত করা। 'পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সন্তাড়িত *বিণ* বিশেষভাবে আলোড়িত। 'মাধ্যাকর্ষণশক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্বদা সন্তাড়িত করিতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

সন্তান [স] ১ *বি* ছেলেমেয়ে। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* পুত্র। 'শিরোদেশে বসে এক ব্রাহ্মণ সন্তান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* সৃষ্ট বস্তু। 'প্রতিযোগিতা যে অহমিকার সন্তান সে তো একরকম জানা কথা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সন্তানগৌরব [স] *বি* সন্তানের জন্য গর্ব অনুভব। 'মায়ের মুখ সন্তানগৌরবে রক্তিমাভা লাভ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সন্তানতুল্য [স] *বিণ* সন্তানের মতো। 'পূজ্য পিতাকে বন্দীকরণ, পিতৃতুল্য দারাশুকোকে ও সন্তানতুল্য মুরাদবক্সকে হত্যার উল্লেখে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সন্তানধারণক্ষম [স] *বিণ* সন্তান জন্মদানে সক্ষম। 'সন্তানধারণক্ষম নারী আমি পুষেছি সর্বদা।' *শক্তি*, ১৯৭০।

সন্তানবতী [স] *বিণ* সন্তান আছে এমন। 'নিঃসন্তানকে সন্তানবতী করা।' *এসলাম*, ১৯১৯।

সন্তানবৎসল [স] *বিণ* সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ। 'হরগোবিন্দও সন্তানবৎসল কম নন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

সন্তানবাৎসল্য [স] *বি* সন্তানের প্রতি স্নেহ। 'পাখির সন্তানবাৎসল্য প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সন্তানরত্ন [স] *বি* সন্তানরূপ রত্ন। 'আপনার যে সন্তানরত্ন আছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সন্তানলিপ্সা [স] *বি* সন্তান জন্মদানের আকাঙ্ক্ষা। 'তাহারও অন্তরে সন্তানলিপ্সা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সন্তান-সন্ততি [স] *বি* পুত্রকন্যা; ছেলেমেয়ে। 'সন্তান-সন্ততিদিগের জন্য বলকারক আহারীয় প্রাপ্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সন্তানসমাজ [স] *বি* সন্তানতুল্য সমাজ। 'মাতৃভাষা সন্তানসমাজে আপন অধিকার প্রার্থনা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সন্তান-সম্প্রদায় [স] *বি* শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গোষ্ঠী 'সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে, সন্তান শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'সন্তান-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাপ্তান টমাসের যুদ্ধ হইল।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সন্তানসম্ভাবনা [স] ১ *বি* সন্তান প্রসবের সময়। 'দাক্ষায়ণীর পঞ্চম সন্তানসম্ভাবনা অতি নিকটবর্তী হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* গর্ভধারণের সম্ভাবনা। 'কিরণের সন্তানসম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সন্তানসম্ভাবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* অচিরেই সন্তানের জন্ম হবে এমন অবস্থাসম্পন্ন। 'রানি সন্তানসম্ভাবিতা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সন্তানসুলভ [স] *বিণ* সন্তানের মতো। 'সন্তানসুলভ শ্রদ্ধাভক্তিবে ছাত্ররা মাথা নত করে দিয়েছিলো।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সন্তানহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* নিঃসন্তান। 'সন্তানহীনা রমণীর মনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সন্তানার্থ [স] *ক্রিবিণ* সন্তানের আশায়। 'সন্তানার্থ অন্য পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সন্তানোৎপাদন [স] *বি* সন্তান জন্মদান। 'বেদব্যাসবিচিত্রবীর্য্য রাজার ক্ষেত্রে তিন সন্তানোৎপাদন করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সন্তাপ [স] ১ *বি* উত্তাপ। 'খররবি কিরণ সন্তাপে রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। ২ *বি* ক্রোধ। 'যতেক যতেক তার আছিল মনের সন্তাপ সুঝায়িল নিকুঞ্জতলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* যন্ত্রণা 'খণ্ডুক মোর বিরহ সন্তাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বিরহ সন্তাপে গ্রীয়া আছে কোপমনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ *বি* অন্তর্দাহ। 'তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৫ *বি* দুঃখ। 'কত না সংকট, কত না সন্তাপ মানবশিশুর তরে, কত না বিবাদ কত না বিলাপ মানবশিশুর ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৬ *বি* অনুতাপ। 'এ সন্তাপ। .. দেবতা বুলিতে পারে এ পাপ আমার, আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার, সে অন্তিম অভিমান?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৭ *বি* শোক। 'দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর পর ... এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৮ *বি* অভিমান। 'চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর, তাপ কিছু আছে তাহে, সন্তাপ তাই মোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সন্তাপন [স] *বি* অনুতাপ। 'শতকোটি সোনা রেখে সন্তাপন হল। *মানিকরাম*, ১৭৮১। *বি* অন্তর্দাহ। 'বিরহিজন সন্তাপনে কাহারও সংকোচ নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সন্তাপনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখ নাশ করে এমন। 'সন্তাপনাশিনী নিদ্রা যোগে সকল প্রকার ভাবনা হইতে মুক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সন্তাপভঞ্জন [স] *বি* যন্ত্রণা অবসান করে যে। 'তুমি এই নিখিলের সন্তাপভঞ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সন্তাপহারী [স] *বিণ* শোক-জ্বালা হরণকারী। 'সন্তাপহারী শরতের সন্ধ্যাকাশ-ভালে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

সন্তাপিত [স] *বিণ* পরিতাপযুক্ত। 'সন্তাপিত মর্ম্মতল হতে।' *সত্যেন্দ্র*

১৯১০।

সন্তাপী [স] *বিণ* সন্তাপযুক্ত। 'সন্তাপীর তাপ দূর মন প্রাণ হরে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

সন্তার [স সন্তরণ>] *বি* সাঁতার। 'বাণ্ডকুরু সন্তারে জাণী।' *চর্যা* ৩৭, ১২০০।

সন্তারিত [স সন্তারণ>] *বিণ* ভাসমান। 'সমুদ্রপোত সন্তারিত করিয়া সুগম পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সন্তাল [স সামন্তপাল] *বি* সাঁওতাল সম্প্রদায়। 'তিন মাসের মধ্যেই সন্তালাবলী পাহাড়তলী সকল অধিকার করিয়া লইবে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

সন্তালীয় [স সামন্তপাল>] *বিণ* সাঁওতাল সংশ্লিষ্ট। 'সন্তালীয় সমাচার লিখিতে২ লেখনীর মুখ ক্ষয় হইয়া গেল।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

সন্তুষ্ট [স] ১ *বিণ* খুশি। 'বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'আহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'মানুষ এই জগতের জন্মলাভ করে কেবল বাইরের জিনিষেই সন্তুষ্ট থাকেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সন্তুষ্টচিত্তে [স] *ক্রিবিণ* খুশিমনে। 'শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সুখে কালযাপন করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'স্বামি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে গাত্রোত্থান পুর্ব্বক অভ্যর্থনাদি করিল।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সন্তুষ্ট হওয়া *ক্রি* খুশি হওয়া। 'বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সন্তুষ্ট-হৃদয় [স] *বি* খুশিমন। 'উপজীব্য অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট-হৃদয়ে কালযাপন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সন্তুষ্টা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* তুষ্ট। 'সন্তুষ্টা হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ স্ত্রী* খুশি। 'সম্প্রতি তোমার সাহসে সন্তুষ্টা হইলাম।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

সন্তুষ্টি [স] *বি* সন্তোষ। 'সাহেব লোকেরদের সন্তুষ্টি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সন্তোষ [স] ১ *বি* খুশি। 'অল্পে সন্তোষ সিব মায়াত পাতিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আনন্দ। 'কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* সন্তুষ্ট। 'গোসাঞি তারে হয়েছে সন্তোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হইল সন্তোষ আবু তালিবের মন।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* সন্তুষ্টি। 'মহাশয়েরা অবশ্যই সন্তোষ পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সন্তুসিত [স সন্তোষিত] *বিণ* আনন্দিত। 'মুনি সন্তুসিত বড় বিদগদরাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সন্তোষক [স] *বিণ* সন্তোষজনক। 'প্রকৃত উচ্চারণ জ্ঞাত হইয়াছেন সে অতিসন্তোষক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সন্তোষকর [স] *বিণ* সন্তোষজনক। 'উক্ত রূপান্তর প্রকাশানন্তর পাঠকবর্গের নিশ্চয় সন্তোষকর হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সন্তোষগুণ [স] *বি* পরিতৃপ্ত হওয়ার গুণ। 'সন্তোষগুণটি মানুষের একটি মহৎ গুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সন্তোষজনক [স] ১ *বিণ* সন্তুষ্ট। 'এতন্নিয়ম যুক্তি সিদ্ধ অপিচ সর্ব্বত্র মন্যত হইয়া প্রচলিত হইলে রচনকর্ত্তার সন্তোষদায়ক হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* তৃপ্তিদায়ক। 'আপন মনিবের নিকট প্রতিপন্ন হওনের মানসে এরূপ সন্তোষজনক বাক্য লিখিয়া থাকিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *বি* তৃপ্তিজনক। 'তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩। ৪ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

সন্তোষজনকভাবে [স] *ক্রিবিণ* আশানুরূপভাবে। 'সংখ্যা সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

সন্তোষণ [স] *বি* সন্তুষ্টকরণ। 'যার এত লোকের সন্তোষণ করতে হয়, সে কি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও বিশ্রাম করতে পারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সন্তোষবান [স] *বিণ* অল্পে তুষ্ট এমন। 'সুশীলা সাধ্বী স্ত্রীর সন্তোষবান শান্তস্বভাব স্বামীর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সন্তোষবিধান [স] *বি* সন্তুষ্টি সাধন। 'দু'চার কথা ব'লে আমাদের ঝি ঠাকরুনের সন্তোষবিধান করেন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সন্তোষযুক্ত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'আমরা শ্রুত হইয়া পরমসন্তোষযুক্ত হইলাম।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

সন্তোষসাধন [স] *বি* সন্তুষ্টিবিধান। 'জমিদারগণের সন্তোষসাধন ও তাহাদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ...।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সন্তোষা [স সন্তোষ>] *ক্রি* সন্তুষ্ট করা; খুশি করা। 'তারে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বাপেত্তু অধিক মোর মন সন্তোষিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

সন্তোষান্বিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'বিষ্ণুপরায়ন ব্যক্তিরা পরম সন্তোষান্বিত হইয়া পাঠ করিবেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

সন্তোষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* তৃপ্তিদানকারিণী। 'আয় গো অমলা, সন্তোষিণী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

সন্তোষিত [স] *বিণ* সন্তুষ্ট। 'ভক্তসব সন্তোষিত হইলা শুনিয়া ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সন্তোষী [স] *বিণ* সন্তুষ্ট। 'হে অন্তঃকরণ! – তুমি সেই রসোরু সম্ভোগে সদা সন্তোষী রহিয়াছ ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সন্তোষে *ক্রিবিণ* সন্তুষ্ট চিত্তে। 'যাবে দিন জননীর পরম সন্তোষে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সন্তোষ্ট [স সন্তুষ্ট] *বিণ* সন্তুষ্ট; আনন্দিত। 'পুষ্প দেখি সন্তোষ্ট হইলা মহেশ্বর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সন্তোস [স সন্তোষ] *বি* খুশি। 'দ্রঢ় আলিঙ্গনে কারে সন্তোস করিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সন্ত্রস্ত [স] ১ *বিণ* অতিশয় ভীত। 'সেই সন্ত্রস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলজ্জ লুণ্ঠন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* আতঙ্কিত। 'এই সন্ত্রস্ত তরুণ প্রণীগুলির মধ্যে উক্ত স্বজাতিখাদক যখন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সন্ত্রস্ততা [স] *বি* ভীরুতা। 'এত সন্ত্রস্ততা, এত অন্যায়সহিষ্ণুতা ... দৈবাৎ পাছে পরপুরুষের ছোঁয়া লাগে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সন্ত্রাস [স] *বি* অতিশয় শঙ্কা বা ভীতি। 'সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপের শোচনীয় ব্যর্থতা।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সন্ত্রাসবাদী [স] *বি* রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যাকাণ্ডে সমর্থনকারী। 'ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপের শোচনীয় ব্যর্থতা।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সন্ত্রাসিত [স] *বিণ* শঙ্কিত। 'সমস্ত পাঠশালা সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সন্দ [স সন্দেহ] **১** *বি* সন্দেহ। 'নিদ্রাতে ভাঙিয়া গেলা মনে সন্দে লাগে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* সংশয়। 'বিশ্ব পরাজয় মোর তার সন্দ নাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সন্দ করা *ক্রি* সন্দেহ করা। 'প্রতিজ্ঞা থাকে না পাছে সেইটে ভারি সন্দ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সন্দজাল *বি* মায়াজাল। 'কেন জড়িয়ে রাখো সন্দজাল, রূপের আলো।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

সন্দর [স সুন্দর] *বিণ* সুন্দর। 'তার সন্দর অধর কি অলৌকিক ভঙ্গিমা ধারণ করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সন্দর্ভ [স] *বি* রচনা; প্রবন্ধ। 'তাহার সন্দর্ভ পুনঃপ্রকাশিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সন্দর্শন [স] *বি* ভালোভাবে দর্শন। 'বালকমুখ সন্দর্শন করিয়া ... প্রতিপালন করুন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'স্বামি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অভ্যর্থনাদি করিল।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সন্দর্শনার্থ [স] *ক্রিবিণ* দেখার জন্য। 'দেব সন্দর্শনার্থ সে স্থানে আসিয়া তদ্দিবসে তথাতেই থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সন্দল [আ] *বি* চন্দন গাছ। 'ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সন্দাকাল [স সন্ধ্যাকাল] *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'সন্দাকালে ঘুনিলাম।' *ভেরলি*, ১৭৮০।

সন্দিগ্ধ [স] **১** *বিণ* সন্দেহজনক। 'যেসকল কথা সন্দিগ্ধ ও ব্যতিক্রম ও নিস্প্রয়োজন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বিণ* সন্দিহান। 'পুরুষ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইলে তন্নিবারণার্থ পণ্ডিতদিগ্যে জিজ্ঞাসা করিবেক।' *জবানী*, ১৮২৩। **৩** *বি* ভীত। 'এজন্য ভদ্র লোক ঐ স্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। **৪** *বিণ* সন্দেহপরায়ণ। 'বোধ করি সন্দিগ্ধ স্বভাব তাঁহার একটা ব্যাধির মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৫** *বিণ* সন্দেহভাজন। 'সন্দিগ্ধ লোকেরা কহিত, যাঁহার যশ-লালসা এত প্রবল, তিনি কোন প্রাণে নিজে কবিতা লিখিয়া ছদ্মনামে প্রকাশ করিলেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'গদ্যকাব্য নিয়ে সন্দিগ্ধ পাঠকের মনে তর্ক চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সন্দিগ্ধচিত্ত [স] *বি* সন্দেহযুক্ত মন। 'যে সকল মহাশয়েরা বৈদিক ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

সন্দিগ্ধতা [স] *বি* সন্দেহ প্রবণতা। 'গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সন্দিগ্ধমনা [স] *বিণ* মনে সন্দেহ আছে এমন। 'সন্দিগ্ধমনা আরো দশজন বিদ্রূপ করে হেসেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সন্দিহান [স] *বিণ* সংশয়িত। 'যাহা হউক, সৈনিক পুরুষ, করগুরুর অসম্ভবভারদর্শনে সন্দিহান হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সন্দী [স সন্ধি] *বি* সন্ধি। 'নেতা কহিয়া দিল কাযের কর সন্দী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সন্দীপনী [স] *বি* সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'সন্দীপনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সন্দীপিত [স] *বিণ* প্রজ্বলিত। 'এই সঞ্জীবিত সন্দীপিত প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সন্দীপী *বি* মুসলিম সম্প্রদায়বিশেষ। '... সন্দীপী ও চাটগামী নামে পরিচিত।' *এসলাম*, ১৯১৮।

সন্দুক [আ] *বি* লোহার তৈরি বাক্সবিশেষ; সিন্দুক। 'সন্দুক ভরছ, পোলাও কোর্মা খাইয়া পেটটা আর নাই ভরলা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সন্দে[১] [স সন্দেহ] *বি* সন্দেহ। 'না করিহ সন্দে পরমানন্দে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সন্দে[২] *বি* সন্ধ্যা। 'কি দিয়ে মেরেছিল রে সন্দে বেলা?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সন্দেশ [স] **১** *বি* উপহার। 'আজর সন্দেশ লও বাহুর কঙ্কনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ছানা দিয়ে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* সংবাদ। 'শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্দেশওয়ালা [স সন্দেহ+হি ওয়ালা] *বি* সংবাদবাহক। 'ও সন্দেশওয়ালার নাম আমি চোখ বুঁজেই বলে দিতে পারি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সন্দেশবহ [স] *বি* দূত। 'কহ, রে সন্দেশবহ, কহ, শুনি আমি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সন্দেষ [স সন্দেশ] *বি* সন্দেশ। 'চিনী এক সের মণ্ডা সন্দেষ এক সের পাঠাই লইতে আজ্ঞা হইবেক।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৮৪।

সন্দেস [স সন্দেশ] *বি* ছানাজাত মিষ্টিবিশেষ। 'সে সবে অমিল নীধি দএ সন্দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সকলে সন্দেস পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সন্দেহ [স] **১** *বি* সংশয়। 'তবেঁ রাধা হৈব তোর জীবন সন্দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অবিশ্বাস। 'আমি যে ইন্দ্রের পুত্র ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সন্দেহ করা *ক্রি* সন্দিহান হওয়া। 'সন্দেহ করা আমার ব্যবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সন্দেহ-কুটিল [স] *বিণ* সন্দেহমিশ্রিত। 'চোখ কুঁচিয়ে তাকালো তার দিকে সন্দেহ-কুটিল চোখে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সন্দেহজনক [স] *বিণ* সন্দেহ জাগায় এমন। 'নূতনকে পুরাতনের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়াস – সন্দেহজনক।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সন্দেহপিশাচ [স] *বিণ* সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত। 'পণ্ডিত মাত্রই সন্দেহপিশাচ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সন্দেহপীড়িত [স] *বিণ* সন্দেহে জর্জরিত। 'কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সন্দেহপূর্ণ [স] *বিণ* সন্দে-ভরা। 'এই সন্দেহপূর্ণ সতর্কতা তাহার মনের উপর একটা বোঝার মতো চাপিয়া ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সন্দেহবন্ধন [স] *বি* সন্দেহের বাঁধন। 'সন্দেহবন্ধন ছিঁড়ি লহো পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সন্দেহ-বাতিক [স] *বি* সবকিছুতে সন্দেহ রয়েছে এমন স্বভাব। 'পরানের আছে সন্দেহ-বাতিক।' *তারা*, ১৯৫৩।

সন্দেহবাদী [স] **১** *বি* সন্দেহ করে যারা। 'সন্দেহবাদীর সংখ্যা হ্রাস পাইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫। **২** *বিণ* সর্বদা সন্দেহপ্রবণ। 'শরবতিই জবাব দেয় সন্দেহবাদী টুকরির মার।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সন্দেহভঞ্জন [স] *বি* সংশয়ের নিরসন। 'দর্পণদ্বারা জ্ঞাপন করিলে অস্মদাদির সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'যুধিষ্ঠিরের কীর্তিকলাপের প্রতি তাঁদের সন্দেহভঞ্জন হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সন্দেহভঞ্জনপত্র [স] *বি* স্ত্রীর স্বভাবসম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনার্থে স্বামীর প্রমাণপত্র। 'সন্দেহভঞ্জন পত্র করিল লিখিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সন্দেহভরা *বিণ* সন্দেহপূর্ণ। 'সন্দেহভরা চোখে বললেন, 'তুই তো

একটা আস্ত মর্কট।' মুজতবা, ১৯৫২।

সন্দেহভাজন [স] *বিণ* সংশয় উদ্রেককারী। 'প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সন্দেহভাজন।' *শামসুর*, ১৯৭২।

সন্দেহ-মিশ্রিত [স] *বিণ* সন্দেহযুক্ত। 'মন ভ'রে উঠল ছনুর মা'র প্রতি সন্দেহ-মিশ্রিত করুণায়।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

সন্দেহযুক্ত [স] *বিণ* সংশয়িত। 'পত্রের মধ্যে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত হইলাম।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

সন্দেহসংকুল [স] *বিণ* সন্দেহপূর্ণ। 'পরজাতির প্রতি সন্দেহসংকুল বিরুদ্ধতা জাগিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সন্দেহসূচক [স] *বিণ* সন্দেহের সৃষ্টি করে এমন। 'নোংরা সন্দেহসূচক কটাক্ষ করা উচিত নয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সন্দেহস্থল [স] *বি* সন্দেহের বিষয়। 'উহাঁর তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে বর্তমান আছেন কি না সন্দেহস্থল।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সন্দেহ হওন *বি* সংশয় হওয়া। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

সন্দেহ হওয়া *ক্রি* সংশয়ের উদ্রেক হওয়া। 'মেয়েটির ভাবগতিক দেখিয়া বুড়ার মনেও সন্দেহ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সন্দেহা [স সন্দেহ] *বি* সন্দেহ। 'ইথে কিছু নাহিক সন্দেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সন্দেহাতীতভাবে [স] *ক্রিবিণ* নিশ্চিতরূপে। 'সন্দেহাতীতভাবে আইনের স্বীকৃতি না থাকিলেও একমাত্র উর্দুই যে পকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইতে চলিয়াছে ...।' *আজাদ*, ১৯৫২।

সন্দেহার্ত [স] *বিণ* সন্দেহজনক। 'একরূপ সন্দেহার্ত দৃষ্টি ফেলে চন্দ্র।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সন্দেহিত *বিণ* সন্দেহ করা হয়েছে এমন। 'চিঠি এক বৌদির কাছে সন্দেহিত হওয়ায় ...।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

সন্দেহে *ক্রিবিণ* সাবধানে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সন্ধ[১] [স সন্দেহ] *বি* সন্দেহ। 'দেবীর কৃপায় মনে নাহি কিছু সন্ধ।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সন্ধতা [স সন্দেহতা] *বি* সন্দেহপ্রবণতা। 'রাজার দৃঢ় সন্ধতার ত্রুটি হইল না।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সন্ধ[২] [স স্কন্ধ] *বি* স্কন্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সন্ধা *ক্রি* ছুঁয়ে যাওয়া। 'তড়িৎ শিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সন্ধপ [স সৈন্ধব] *বিণ* সামুদ্রিক; সাগরে জাত। 'করকচ ও সন্ধপ নমক পোনের হাজার মোন।' *ক্যালগে*, ১৭৯৮।

সন্ধান [স] **১** *বি* ধনুকে বাণ যোজনা। 'দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে/ আতিশয় মোর মন হানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* খোঁজ। 'আর্জুনের বাণ জিনী তাহার সন্ধানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* রহস্য উন্মোচন। 'তাহার কৃত্রিম টিমক তাহার মিথ্যা ছলের সন্ধান করিয়া দিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* অনুশীলন; চর্চা। 'স্বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান করা আবশ্যক বোধ করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সন্ধানপটু [স] *বিণ* অনুসন্ধানে দক্ষ। 'আমার সন্ধানপটু হাত এই ছেঁড়া খামের রহস্য আবিষ্কার করতে সংকল্প করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সন্ধানপর [স] *বিণ* সন্ধানরত। 'তাঁর সন্ধানপর ও প্রতীক্ষারত প্রাণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সন্ধানপরতা [স] *বি* সন্ধানের ইচ্ছা। 'তাহাদের মুখে একটা বুদ্ধির তীব্রতা এবং সন্ধানপরতার পটুত্ব প্রকাশ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সন্ধান পোরা *ক্রি* ধনুকে শর যোজনা করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সন্ধানি *ক্রি* সন্ধান ক'রে। 'যে বন্দী গোপন গন্ধখানি কিশোরকোরক-মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সন্ধানী [স] *বিণ* অনুসন্ধানকারী। 'অনেক তাল্লাসে এ যাবৎ তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করতঃ ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সন্ধানী আলো *বি* অনুসন্ধানকারী আলো। 'উল্কা-জ্বালার সন্ধানী আলো লইয়া আকাশ-চারী ...।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সন্ধি [স] **১** *বি* সুরঙ্গ পথ। 'গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।' *চর্যা* ২৮, ১২০০। **২** *বি* (ব্যাকরণ) দুই বর্ণের মিলন। 'পড়ে দন্ত শ্রীয়পতি সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাহার মধ্যে এক স্বর সন্ধি আর ব্যঞ্জন সন্ধি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১১। **৩** *বি* রহস্য। 'জে জানে স্বপ্নের সন্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন। 'সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়, এই ছয় রাজগুণে ... অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **৫** *বি* রাজনৈতিক চুক্তি। 'মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অবহেলা করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল্যেন না কি।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৬** *বি* সমঝোতা। 'করিবেন সন্ধির প্রার্থনা।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **৭** *বি* মিলন। 'আগে সন্ধি বোঝ, প্রেমে মজো।' *লালন*, ১৮৯০। **৮** *বি* শান্তির জন্যে মতৈক্য। 'হিন্দু মুছলমানের মধ্যে স্থায়ী সন্ধির জন্য আগ্রহশীল না হইয়া পারেন না।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সন্ধিকাল [স] *বি* দুটি ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যবর্তী সময়। 'সন্ধিকালের জন্যে সাময়িকভাবে আরবী-ফারসী মিশ্রিত দোভাষী রীতির বাঙলার প্রচলন ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

সন্ধিকালীন [স] *বিণ* মাঝামাঝি। 'জোয়ার-ভাঁটার সন্ধিকালীন গঙ্গার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সন্ধিক্ষণ [স] *বি* দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়। 'সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখভোগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সন্ধিগ্ধ [স] *বিণ* সন্দেহপ্রবণ। 'তুমি সন্দিগ্ধ হইও না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সন্ধিদূত [স] *বি* সন্ধিপত্র বাহক। 'বিপক্ষশিবির হতে আসিতেছে শিবিকা বোধ করি সন্ধিদূত লয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সন্ধিপত্র [স] *বি* চুক্তিপত্র। 'বুঝি ওহারা সন্ধিপত্রের সহিত দূতের ন্যায় প্রেরিত হইয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সন্ধিপ্রাপ্ত [স] *বিণ* সন্ধি হয়েছে এমন। 'সন্ধিপ্রাপ্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশের প্রধান।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সন্ধিবন্ধন [স] *বি* একাত্মতা। 'তাহাদের পরস্পর সন্ধিবন্ধনের সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সন্ধিবিগ্রহ [স] *বি* মৈত্রী এবং শত্রুতা। 'বিমলা এ বিষয়ে সন্ধিবিগ্রহে পণ্ডিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সন্ধিবিচ্ছেদ [স] *বি* ব্যাকরণে যুক্তশব্দ ভাঙার পদ্ধতি। 'যুক্ত স্বরবর্ণের সন্ধিবিচ্ছেদ করে লিখেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১২।

সন্ধিবৃত্তি [স] *বি* (ব্যাকরণে) সন্ধিসূত্রের ব্যাখ্যা। 'পড়ে দন্ত শ্রীয়পতি সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্তি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সন্ধিভঙ্গ [স] *বি* চুক্তিভঙ্গ করা। 'সন্ধিভঙ্গ ... মনের কোণেও স্থান দিও না।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সন্ধিমূল [স] *বি* (ব্যাকরণে) সন্ধিসূত্র। 'পড়ে দন্ত শ্রীয়পতি সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সন্ধিশর্ত [স] *বি* শান্তিচুক্তির শর্ত। 'বৃত্তিগুলো কি সেই যুদ্ধান্তের সন্ধিশর্ত নয়?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সন্ধিশাবল্য [স] *বি* দুই বা ততোধিক ভাবের মিলন বা সংঘর্ষ। 'ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধিশাবল্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্ধিসূচক [স] *বিণ* যুদ্ধ বিরতিতে ব্যবহৃত হয় এমন। 'সেনাপতি সীমার কি মনে করিয়া সন্ধিসূচক শুভ্র পতাকা উড়াইয়া দিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সন্ধিস্থল [স] *বি* দুই বিষয়ের সংযোগ বা মিলন মুহূর্ত। 'এই কাল পাপ ও পুণ্য উভয় পথের সন্ধিস্থল।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

সন্ধিস্থান [স] ১ *বি* সন্ধিস্থল; সংযোগস্থল। 'স্ত্রীলোকের পদতলের উপরিস্থিত সন্ধিস্থান উলঙ্গ থাকিলেও মহাপাপ।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বি* মিলনের কেন্দ্র। 'এই সন্ধিস্থান!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সন্ধিস্থাপনেচ্ছু [স] *বিণ* মিলনপ্রত্যাশী। 'আমরা তো সচেতনভাবেই সন্ধিস্থাপনেচ্ছু।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

সন্ধিনী [স] *বি* চিৎশক্তি। 'আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্ধুক [আ সন্দুক] *বি* সিন্দুক। 'মাটি দিলা রসুলরে সন্ধুকেত ভরি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সন্ধে[1] [স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা। *ওগাঁ*, ১৭৮২; 'শুক্রবার সন্ধের সময় এক ছোট লোহার সিন্দুক চুরি গিয়াছে।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

সন্ধেতারা [স সন্ধ্যাতারা] *বি* সাঁঝের বেলা সর্বাগ্রে উদিত তারা। 'সন্ধেতারা দেখা যে যায়/ ডালের ফাঁকে ফাঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সন্ধেদীপ [স সন্ধ্যাদীপ] *বি* সন্ধ্যাবেলার বাতি। 'সন্ধেদীপ জ্বালাতে না জ্বালাতে দেখতে এসেছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সন্ধেবেলা [স সন্ধ্যাবেলা] *বি* দিনের শেষ ও রাতের শুরুর সময়। 'সন্ধেবেলায় একটি পাহাড়ের নীচে ... দেখেছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সন্ধে হওয়া *বি* সূর্য ডুবে যাওয়া। 'সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার – মা গো হেথায় প্রদীপ জ্বলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'যেতে যেতে সন্ধে হবে খড়কেডাঙার হাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সন্ধে[2] [স সন্দেহ] *বি* সন্দেহ। 'হএ, ইহাতে সন্ধে না করিবা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সন্ধ্যা [স] ১ *বি* দিন শেষ ও রাতের শুরুর সন্ধিকাল। 'পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবসরজনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* দিনের যে কোনো আহার গ্রহণের কাল। 'এক সন্ধ্যা ভক্ষ যদি থাকে তার ঘরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সন্ধ্যা-আলো [স] *বি* সন্ধ্যাবেলার আলো। 'সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগন-পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সন্ধ্যা-আহ্নিক [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) তিন বেলা উপাসনা। 'পুত্রকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া খটখট শব্দে বাহিরে আসিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৬।

সন্ধ্যা-আহ্নিক [স] *বি* তিন বেলা উপাসনা। 'সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া খটখট শব্দে বাহিরে আসিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৬।

সন্ধ্যা করা *ক্রি* সান্ধ্য প্রার্থনা করা। 'হিন্দু ব্যবহারযুক্ত অর্থাৎ নমাজ পড়া না বলিয়া সন্ধ্যা করি এমত কহে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সন্ধ্যাকাল [স] *বি* সন্ধ্যার সময়। 'পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্ধ্যা-কালো *বিণ* সন্ধ্যার মতো কালো। 'সন্ধ্যা-কালো কেশে বাঁধ দেখছি ওরে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সন্ধ্যাকাশ [স] *বি* সন্ধ্যাকালের আকাশ। 'সেই সন্ধ্যাকাশের অসীম চিত্রপটের উপরে ... সোনালি রেখা এঁকে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সন্ধ্যাকৃত্য [স] *বি* হিন্দুদের সান্ধ্যকালীন উপাসনা। 'তাঁহার জন্য সন্ধ্যাকৃত্যের জায়গা করিয়া দিয়া ...।' *তারা*, ১৯৪০।

সন্ধ্যাগগন [স] *বি* সন্ধ্যার সময়কার আকাশ। 'জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সন্ধ্যাগোধূলি [স] *বি* গোধূলি লগ্ন। 'সন্ধ্যাগোধূলির রাঙা রূপ ভুলে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন [স] *বিণ* অস্তগামী সূর্যের শেষ ম্লান আলোকচ্ছটায় আবৃত। 'সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সন্ধ্যাতারকা [স] *বি* সাঁঝের বেলা উদিত তারা। 'সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যাতারকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সন্ধ্যাতারা [স] *বি* সাঁঝের বেলা সর্বাগ্রে উদিত তারা। 'সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে ধরণীর পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সন্ধ্যাতারার দেশ *বি* সন্ধ্যাবেলার আকাশ। 'লুকানো আলোয় তব কালো চোখ সন্ধ্যাতারার দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সন্ধ্যাতিমির [স] *বি* সন্ধ্যার অন্ধকার। 'দিনের শেষে সন্ধ্যা-তিমির নামবে পথের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সন্ধ্যাদীপ [স] *বি* সাঁঝের বাতি। 'সন্ধ্যাদীপ জ্বলল ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা [স] *বিণ* সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলছে এমন। 'সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা গৃহপানে ঘরডাকা পথে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সন্ধ্যা-দূতী [স] *বি* স্ত্রী সন্ধ্যার সংবাদবাহিকা। 'দুয়ারে দাঁড়ায়ে সঙ্কেত করে সন্ধ্যা-দূতী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

সন্ধ্যা দেওয়া *ক্রি* সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালানো। 'ঘরে সন্ধ্যা দিবিনে?' *শরৎ*, ১৯১৬।

সন্ধ্যাপবন [স] *বি* সাঁঝের বাতাস। 'সন্ধ্যাপবনে কুঞ্জভবনে/ নির্জন নদীতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সন্ধ্যাপূজা [স] ১ *বি* প্রাত্যহিক আরাধনা। 'মনরে ওরে জননমরণশৌচ সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* সন্ধ্যাকালের পূজা। 'একদিবস সন্ধ্যা পূজা বন্দনাদি না করিয়া দেখি দেখি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সন্ধ্যাপ্রদীপ [স] *বি* সাঁঝের বাতি। 'আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সন্ধ্যাফুল [স সন্ধ্যা+স ফুল্ল] *বি* সন্ধ্যাবেলায় ফোটে এমন ফুল। 'আমার সন্ধ্যাফুলের মধু/ এবার যে ভোগ করবে বঁধু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সন্ধ্যাবন্দনা [স] *বি* হিন্দুধর্মমতে সন্ধ্যাকালীন ঈশ্বরের বন্দনা। 'গঙ্গার জলে নিমগ্ন হইয়া ধীরগম্ভীরস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন।'

রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সন্ধ্যাবায় [স] *বি* সন্ধ্যার বাতাস। 'ধরার 'পরে উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সন্ধ্যাবেলা [স] *বি* সন্ধ্যার সময়; দিন ও রাতের সন্ধিকাল। 'এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সন্ধ্যাভাষা [স] *বি* দুর্বোধ্য ভাষা। 'দোঁহাকার ও পদকারেরা এ ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলেছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সন্ধ্যাভ্র [স] *বি* সন্ধ্যার মেঘ। 'সন্ধ্যাভ্রশিখরে ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্দভরে নৃত্য করিতেন যবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সন্ধ্যাভ্রমণ [স] *বি* সন্ধ্যার সময় বেড়ানো। 'আজকাল আমার সন্ধ্যাভ্রমণের একমাত্র সঙ্গীটির অভাব হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সন্ধ্যামণি [স] *বি* সন্ধ্যাবেলায় ফোটে এমন এক জাতের ফুল; সন্ধ্যামালতী। '(আজ) তোমার তরে এনেছি এই/ সন্ধ্যামণি ফুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সন্ধ্যামালতী [স] *বি* ফুলবিশেষ; সন্ধ্যামণি। 'সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে শুধু আপনারই গোপন গন্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

সন্ধ্যামেঘ [স] *বি* সন্ধ্যাকালীন মেঘ। 'সন্ধ্যামেঘের মায়ার মহিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সন্ধ্যাযাপন [স] *বি* সন্ধ্যা কাটানো। 'কোনোদিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সন্ধ্যাযূথী [স] *বি* সন্ধ্যায় ফোটা জুঁই ফুল। 'সন্ধ্যাযূথীর গন্ধ-ভারে, পান্থ যখন আসবে দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

সন্ধ্যার কাগজ *বি* সন্ধ্যাবেলায় প্রকাশিত হয় এমন সংবাদপত্র। 'চীৎকার করিয়া সন্ধ্যার কাগজ বেচিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সন্ধ্যারঙিন [স সন্ধ্যা+ফা রঙ্গীন] *বি* গোধূলির রং। 'যমুনার ঢেউ সন্ধ্যারঙিন/ মেঘখানি ভালোবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সন্ধ্যারতি [স] *বি* সন্ধ্যাবেলার আরতি। 'মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সন্ধ্যা রবি [স] *বি* অস্তগামী সূর্য। 'যে পরাজয়ের গ্লানি মুখে মাখি ডুবিল সন্ধ্যা-রবি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সন্ধ্যারাগ [স] *বি* সূর্যাস্তের পরের রক্তিম আলোকচ্ছটা। 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সন্ধ্যারাত্র [স] *বি* রাতের প্রথম প্রহর; সন্ধ্যার ঠিক পরবর্তী কিছু সময়। 'দুদিন পরে সন্ধ্যারাত্রে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

সন্ধ্যারুণরাগরঞ্জিত [স] *বিণ* সন্ধ্যার সূর্যের আলোর রাঙানো। 'ইতস্তত উড্ডীয়মান মাছরাঙা পাখিগুলি সন্ধ্যারুণরাগরঞ্জিত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সন্ধ্যালোক [স] *বি* অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলো। 'একদিন সন্ধ্যালোকে অশ্রুজল ভরি চোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সন্ধ্যাসব [স] *বি* সন্ধ্যায় পান করা হয় এমন মদ। 'সর্দারজীর চোখ সন্ধ্যাসব স্পর্শ না করেই সন্ধ্যাকাশের মত লাল হয়ে উঠেছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সন্ধ্যাসবিতা [স] *বি* অস্তমিত সূর্য। 'পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার বন্দনায় আছি রত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সন্ধ্যাসাগর [স] *বি* সন্ধ্যারূপ সাগর। 'কোন্ সন্ধ্যাসাগরের কূলে দুজনের ছিল আনাগোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সন্ধ্যাসূর্য [স] *বি* অস্তগামী সূর্য। 'সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সন্ধ্যা-স্বপন *বি* সন্ধ্যাকালীন স্বপ্ন। 'অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সন্ধ্যাস্বপনবিহারী [স সন্ধ্যাস্বপ্ন-বিহারী] *বি* সন্ধ্যার স্বপ্নে বিহার করে যে। 'অয়ি সন্ধ্যাস্বপনবিহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সন্ধ্যাহ্নিক [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) দিনের বিশেষ তিন বেলা – ভোর, দুপুর ও সন্ধ্যার উপাসনা। 'সকালবেলায় সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া গোরা ঘরের মধ্যে আসিতেই দেখিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সন্ধ্যে [স সন্ধ্যা] **১** *বি* সন্ধ্যা। 'সন্ধ্যে বেলা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লুবে হাঁফ ছাড়েন।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* জীবনসন্ধ্যা। 'কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৮৯৭।

সন্ধ্যোত্তর [স] *বি* সন্ধ্যার পরবর্তী সময়। 'সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কন্যাকর্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সন্নত [স] *বিণ* অবনত। 'আপন হাস্যাস্পদ ভ্রান্তি সন্নত করাইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সন্নাসি [স সন্ন্যাসী] *বি* সংসারত্যাগী ব্যক্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সন্নাহ [স] *বি* বর্ম; দেহাবরণ। 'রাজা হম্বীরদেব সন্নাহযুক্ত হইয়া হস্তীতে আরোহণ করিয়া ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

সন্নিকট [স] *বি* নিকট। 'তাহার সন্নিকটের মদিরা আদি মাদক সামগ্রীর একং ভাটী।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

সন্নিকটবর্তী [স] *বিণ* অত্যন্ত কাছে অবস্থিত। 'হুগলী, কলিকাতা ও তৎসন্নিকটবর্তী স্থানেই অধিকাংশে গায়ক ও বাদনদার আবাসস্থল ছিল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সন্নিকটস্থ [স] *বিণ* কাছাকাছি আছে এমন। 'নৃপতির সন্নিকটস্থ সেনাবাহিনী কখনো বিদ্রোহ করে না।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সন্নিকর্ষ [স] *বি* আকর্ষণ। 'অস্মদাদির হর্ষ বিপ্রকর্ষ হইয়া বিমর্ষ সন্নিকর্ষ ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সন্নিকৃষ্ট [স] *বিণ* নিকটস্থ। 'কলিকাতার নিম্বতলা সন্নিকৃষ্ট নিবাসি পীতাম্বর।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সন্নিধান [স] **১** *বি* নিকট। 'বিচিত্র সুলঙ্গ দেখি তার সন্নিধানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* আবির্ভাব। 'কৃষ্ণের স্থানে আনি তারে করিল সন্নিধান।' *মালাধর*, ১৫০০।

সন্নিধানে **১** *ক্রিবিণ* সামনে। 'দিব্য এক সরোবর দেখি সন্নিধানে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *ক্রিবিণ* নিকটে। 'চৈতন্যশূন্য বৃক্ষ বা নির্জীব পর্ব্বত সন্নিধানে রোদন করিলে কি ফল হইবে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সন্নিধি [স] *বি* নৈকট্য। 'সামি সমাজ হম পেমে অনুরঞ্জি কুমুদিনী সন্নিধি চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সন্নিধিবর্তী, সন্নিধিবর্ত্তী [স] *বিণ* নিকটে অবস্থানকারী। 'চাচিকদেব কহিলেন হে ভূপাল কাফররাজের সন্নিধিবর্ত্তী ...।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

সন্নিধ্য [স] *বিণ* নিকটবর্তী। 'এই চম্পানগর বর্ত্তমান ভাগলপুরের সন্নিধ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সন্নিপাত [স] **১** *বিণ* বিকার। 'কেহ বলে অঙ্গ তার কাম্পে সন্নিপাতে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* পতন। 'আপন সৈন্য সন্নিপাত সমভিব্যাহারে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **৩** *বি* সম্পূর্ণ বিনাশ। 'তাহা এই

সমুদায় ভাষার সন্নিপাত স্বরূপ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বি* সংমিশ্রণ। 'তাহা এই সমুদয় ভাষার সন্নিপাত স্বরূপ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *বি* বাত, কফ, পিত্তের দোষযুক্ত বিকার। 'সন্নিপাত হরে করে শরীর সবল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সন্নিবদ্ধ [স] *বিণ* উত্তমরূপে আবদ্ধ। 'ঘনসন্নিবদ্ধ বনঝোপ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সন্নিবিষ্ট [স] *বিণ* বিন্যস্ত। 'উপন্যাসের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সন্নিবিষ্টভাবে [স] *ক্রিবিণ* সন্নিবেশিতরূপে। 'যেন পরপর ঘন সন্নিবিষ্টভাবে গাঁটছাড়ায় বাঁধা।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

সন্নিবেশ [স] *বি* সমাবেশ। 'এই এই নামে ... সপ্তসমুদ্রের সন্নিবেশ হইয়াছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সন্নিবেশিত [স] ১ *বিণ* সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এমন। 'উহা এক যন্ত্রোপরি সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* সজ্জিত। 'স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সন্নিভ [স] *বিণ* সদৃশ। 'ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্ল-মল্লিকাসন্নিভ সিদ্ধান্ন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সন্নিহিত [স] ১ *বিণ* নিকটে অবস্থিত। 'লণ্ডন নগরের সন্নিহিত এক পাঠশালায় ... বিদ্যাপ্রাপ্ত হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* নিকটবর্তী। 'কান্দাহারের সন্নিহিত দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া হিন্দুকুশে বাস করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সন্নিহিতবাস [স] *বি* ধারেকাছে বা আশপাশে বসবাস। 'মুহম্মদ যদি মুসলমান হইতেন বা মুসলমানের সন্নিহিতবাস করিতেন ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

সন্নিহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিকটবর্তী। 'স্ত্রী যদি সন্নিহিতা হয়েও বিমুখা থাকে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সন্নিহিতো [স সন্নিহিত] *বিণ* স্থাপিত। '... অকুমারীর উদরে পরমেশর ওমত; সাকার মতি সন্নিহিতো হইলেন একটা।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সন্নীতি [স] *বি* সততার নীতি। 'বালকেরা সন্নীতি পালন করে কি না ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সন্ন্যাস [স] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী চার আশ্রমের সর্বশেষ আশ্রম। 'কোনো অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সন্নেসি [স সন্ন্যাসী] *বি* সন্ন্যাসী। 'এবার সাজব সন্নেসির সঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সন্ন্যাস-আশ্রম [স] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনের সন্ন্যাস পর্যায়। 'কঠিন এ সন্ন্যাস-আশ্রম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সন্ন্যাসধর্ম [স] *বি* সন্ন্যাসীর ধর্ম। 'বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিলে বিদ্যারণ্য স্বামী নামে খ্যাত হন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সন্ন্যাসবাদ [স] *বি* সংসারত্যাগী মতবাদ। 'পৌত্তলিকতাবাদ, বহুত্ববাদ, নিরীশ্বরবাদ, জন্মান্তরবাদ, সন্ন্যাসবাদ প্রভৃতি।' *বঙ্গীয়*, ১৯২২।

সন্ন্যাসব্রত [স] *বি* সন্ন্যাসীর ধর্ম বা ব্রত। 'পুরী প্রবেশে সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সন্ন্যাসাশ্রম [স] *বি* হিন্দুমতে আদর্শ জীবনযাত্রার অন্যতম পর্যায়; সন্ন্যাস পর্যায়। 'তন্ত্রকারেরা কহেন, কলিযুগে বেদোক্ত সন্ন্যাসাশ্রম নিষিদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সন্ন্যাসি [স সন্ন্যাসী] *বিণ* সংসারত্যাগী। 'সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্ন্যাসিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* গৃহত্যাগী। 'তোরা চিরকালই এমনি সন্ন্যাসিনী।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি স্ত্রী* যোগিনী; সংসার ত্যাগ করেছে যে নারী। 'যে বলিবে – ভালোবেসে সন্ন্যাসিনী আমি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সন্ন্যাসী [স] *বিণ* সংসারত্যাগী। 'সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সন্ন্যাসীগিরি [স সন্ন্যাসী+ফা গিরি] *বি* সন্ন্যাসীর জীবনযাপন। 'অমন সন্ন্যাসীগিরি আমি ষোল বছর ক'রেছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সন্ন্যাসীপ্লাবিত [স] *বিণ* সাধক অধ্যুষিত। 'ভাবুক ও সন্ন্যাসীপ্লাবিত বাংলাদেশের নরম কোমল ভাবশাসিত জীবনের যথার্থ রূপ।' *হাই*, ১৯৫৪।

সন্ন্যাসীবেশ [স] *বি* সন্ন্যাসীর সাজ। 'সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সন্ন্যেসীপনা *বি* সাধুসুলভ আচার-আচরণ। 'এতদিন তোমার সন্ন্যেসীপনার ঘটা দেখে রাতবিরাতে কখনও ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে সাহস পাইনি।' *মুনীর*, ১৯৬১।

সন্যাসি [স সন্ন্যাসী] *বি,বিণ* গৃহত্যাগী। 'এই অনুমানি বৈল সন্যাসি তিনজনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সন্মৌলিক [স] *বি* কায়স্থদের সম্প্রদায়বিশেষ। 'কায়স্থ কুলীন মৌলিক সন্মৌলিক মুখ্যি বেড়ে প্রভৃতি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

সন্য [স সৈন্য] *বি* যোদ্ধা। 'আইলেন সন্য মাঝে পথব্রজ হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সপ[১] [ই] *বি* দোকান। 'আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সপ[২] [আ সফ] *বি* বড় মাদুরবিশেষ। 'হাঁ – আগে সপের উপর মখমলের বিছানা পাড়িয়া তারপর মেজ লাগাইও।' *কেরি*, ১৮০২।

সপক্ষ[১] [স] *বিণ* পক্ষাবলম্বী। 'তাহারা প্রথম গুণীর সপক্ষ হইয়া, উদ্যত রহিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সপক্ষ[২] [স] *বিণ* ডানাওয়ালা। 'পক্ষহীন অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সপঙ্ক [স] *বিণ* পঙ্কসহ। 'সপঙ্ক সমল সকলে বলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সপঠিত [স] *বিণ* সম্যকরূপে অধ্যয়ন করা হয়েছে এমন। 'সপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সপত [স সপ্ত] *বিণ* সাত; সপ্ত। 'সপত সব বাজাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সপতি[১] [স শপথ] *বি* শপথ। 'রামা হে সপতি করহু তোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সপতি[২] [স] *বি* নিজপতি। 'সপতির নিকটে না পার যাইবার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সপত্নী [স] *বি* স্বামীর অন্য স্ত্রী; সতিন। 'ইংরাজী পাঠশালা সকল গবর্ণমেন্টের আপন সন্তান, আর বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সপত্নীক [স] *বিণ* সস্ত্রীক। 'বিপত্নীক জীবনে নয়, সপত্নীক জীবনে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সপত্নী-কণ্টক [স] *বি* সতীনরূপ কাঁটা। 'তিনি সপত্নী-কণ্টক হইতেও বিমুক্ত নহেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সপত্নীপুত্র [স] *বি* সতিনের পুত্র। 'যেন সপত্নীপুত্রের অধীন তাহাকে না হইতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সপদ [স শপথ] *বি* শপথ। 'শতশত করি আমি শিবের সপদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সপন [স স্বপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'আজি রজনীত বড়ারি দেখিলোঁ সপনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সপনহু *ক্রিবিণ* স্বপ্নেও। 'সপনহু হরি তোহি ন বিসর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সপন্নগ [স] *বিণ* সাপসহ। 'সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সপরবিভাগা [স স্বপর+বিভাগ] *বি* স্বপরভাগ। 'ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

সপরিজনে [স] *ক্রিবিণ* পরিবারের লোকজনসহকারে। 'তাকে সপরিজনে গিয়ে জলযোগ করে আসতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সপরিবার [স] *বিণ* পরিবারসহ। 'সপরিবারে কালি ছাড়িয়া চলিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সপরিবারে *ক্রিবিণ* পরিবার সমেত। 'খাদ্য সামিগ্রি বৎসরাবধি সপরিবারে খাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত।' *রামরাম*, ১৮০১।

সপরিহাস [স] *বিণ* পরিহাসসহ। 'মাধবী। (সপরিহাসে) তবে কাকে বলবি বল?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সপরোধ [ফা সুপার্দ] *বি* উপস্থান; সমর্পণ; সোপর্দ। *মিলার*, ১৭৯৭।

সপসপ [ধ্বন্যা] *বিণ* জবজবে। 'তারা প্রত্যেকেই স্বেদগন্ধী, জামাকাপড় ভিজে সপসপ, শরীর কর্দমাক্ত, হৃৎপিণ্ড বহির্মুখী।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সপসপা [ধ্বন্যা] *ক্রি* সপসপ শব্দ করা। 'পায়সপয়োধি সপসপিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

সপসপে *বিণ* সম্পূর্ণ ভেজা; জবুথবু। 'বেচারি ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গিয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সপাসপ [ধ্বন্যা] **১** *বি* ক্রমাগত বেত মারার শব্দ। 'রেলওয়ের চাপরাশীরা সপাসপ বেত মাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* রসালো পদার্থের দ্রুত ভোজনের শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সপা [স সমর্পণ>] *ক্রি* সমর্পণ করা। 'এই খাক আজ আমি সপিনু তোমারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **সপিলেক** *ক্রি* সমর্পণ করলেন। 'বাপকে আনিয়া বিস্যে সপিলেক রাজ্জ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সপাং সপাং [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত লাঠি দিয়ে পেটানোর শব্দ। 'মহারোষ-ভরে সপাং সপাং বাড়ি দিল গিঠে গিঠে।' *জসীম*, ১৯২৯।

স-পাঁচ *বিণ* সোয়া পাঁচ। 'মা সিদ্ধেশ্বরী, স-পাঁচ আনার ভোগ দেবো।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সপাজ্জিত [স স্বোপার্জিত] *বিণ* নিজের অর্জিত। 'আমার সপাজ্জিত দৌলতে অংশ দাওয়া করে।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

সপাৎ সপাৎ [ধ্বন্যা] *বি* জোরে বেত মারার শব্দ। 'গোরু চলতে পারে না বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সপাদুক [স] *বিণ* জুতা পরিহিত। 'আমার সপাদুক চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সপারাদা [ফা সুপার্দ] *বি* সোপর্দ। *ওর্সা*, ১৭৮২।

সপার্ষদ [স সপারিষদ] *বিণ* দলবলসহ। 'সপার্ষদে সর্ব দেব আইলা দেখিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সপি [স সর্পিঃ] *বি* ঘি। 'লবণেক্ষু সুরা সপি দধি দুগ্ধ জল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সপিং [ই] *বি* কেনাকাটা। 'কিম্বা সারা দিনটা সপিং করিয়া বেড়াইবে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

সপিণ্ড [স] *বি* একই বংশ জাত ব্যক্তি। 'চৌধুরীর জ্ঞাতি ও সপিণ্ডের মধ্যে প্রায় একশত জনেরো অধিক মান্য।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সপিণ্ডন [স] *বি* হিন্দুসমাজে প্রচলিত শ্রাদ্ধ। 'কি কহিব মনস্তাপ/ রণে মৈল খুড়া বাপ/ জাবদ না করি সপিণ্ডন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সপিণ্ডীকরণ [স] *বি* হিন্দুসমাজে প্রচলিত মানুষের মৃত্যুর পরের আচারবিশেষ। 'পিতামাতার শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সপ্লিমেন্টারি [ই] *বিণ* সম্পূরক। 'আবদুর রহমানকে পার্লিমেন্টি কায়দায় সপ্লিমেন্টারি শুধালেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সপিনা [ই subpœna] *বি* সমন; আদালতে হাজির হবার আদেশপত্র। *ভবানী*, ১৮২৩; 'সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সপুট [স] *বি* জোড়হাত। 'সপুটে প্রণাম করি পরিহার মাগে।' *সুলতান*, ১৭০০; 'কোটাল কাতর অতি সপুটে করয়ে স্তুতি ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সপুত্র [স] *ক্রিবিণ* পুত্রসহ। 'সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সপুত্রকন্যা [স] *ক্রিবিণ* পুত্র-কন্যাসমেত। 'শৈলেশ্বরবাবু পত্নী সপুত্রকন্যা পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সপুরী [স] *ক্রিবিণ* নিজের রাজ্যসহ। 'রাবণের ন্যায় সপুরী বিনাশও হইতে পারে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সপুলকে *ক্রিবিণ* সানন্দে। 'আকাশসম্ভবা প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সপুষ্প [স] *বিণ* ফুলসহ। 'লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল সপুষ্প চন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সপ্ত [স] *বিণ* সাত; ৭। 'সপ্ত লাখের মোর চুরী করি বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সপ্তআকাশ [স] *বি* সাত আকাশ। 'সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সপ্ত-ঋষি [স] *বি* সপ্তর্ষি; সাতটি নক্ষত্রের সমষ্টি। 'সপ্ত ঋষি ঋতু ছয় গ্রহ আদি রবি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সপ্তক [স] *বি* (সংগীত) সা রে গা মা পা ধা নি – এই সাত স্বর। 'স্বরটাকে আর-এক সপ্তক নামিয়ে আনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সপ্তকাণ্ড [স] *বিণ* সাত খণ্ডবিশিষ্ট। 'সকলগুলির পরিচয় দিতে হইলে একটি সপ্তকাণ্ড 'আমলায়ন' লিখিতে হয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

সপ্তখণ্ড [স] *বিণ* সাত স্তরবিশিষ্ট। 'সপ্তখণ্ড গগন সৃজিলা বিনি স্তম্ভে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সপ্তছড়ি [স সপ্ত>] *বি* সাত লহরি। 'গলে সপ্তছড়ি হার নানা বর্ণে শোভে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সপ্তডিংগা *বি* সাতটি নৌকার বহর। 'দুঃসাহসী সপ্তডিংগায় পাল

উড়িয়েছিল।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সপ্ততল [স] *বিণ* সাততলা। 'সেই পাপাত্মা বিজন বনে ... সপ্ততল মৃত্তিকা মধ্যে যেখানেই থাকুক।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সপ্ততি [স] *বিণ* ৭০ সংখ্যক। 'সম্মতিপত্র গণনায় প্রায় সপ্ততি সংখ্যা পর্য্যন্ত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সপ্তত্রিংশৎ [স] *বিণ* সাঁইত্রিশ সংখ্যক। 'সপ্তত্রিংশৎ কথা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সপ্তদলা [স সপ্তদল>] *বি* ফুল বিশেষ। 'ভূমিচাম্পা তুলিল সপ্তদলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সপ্তদশ [স] *বিণ* সতেরো সংখ্যক। 'সপ্তদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সপ্তদশদ্বীপা [স] *বিণ স্ত্রী* সতেরো দ্বীপযুক্তা। 'আদিম পুরুষ লভে সপ্তদশদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীরে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

সপ্তদশী [স] *বি* সতেরো বছর বয়সী তরুণী। 'একবিংশ শতাব্দীর কোনো সপ্তদশী লীলাচ্ছলে ...।' *বুদ্ধ*, ১৯৩৩।

সপ্ত-দ্বীপ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পৃথিবীর সাতটি প্রধান দ্বীপ। 'সপ্ত-দ্বীপ নব-খণ্ড মহিমা প্রকাশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সপ্তদ্বীপা [স] *বিণ স্ত্রী* সাতটি দ্বীপযুক্ত। 'সপ্তসমুদ্রের সন্নিবেশ হইয়াছে/ এইরূপে এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সপ্ত নরক [স] *বি* (ইসলাম) সপ্তম নরক; সবচেয়ে ভয়ানক নরক। 'সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ।' *নজরুল*, ১৯২২।

সপ্তপদী [স] *বি* হিন্দু বিয়েতে বর-বধূর একসঙ্গে সাত পা চলা। 'সপ্তপদীর ঐতিহ্যের মুখোশে তাই হৃদয়দানের সুর ভেঙেছে যাই অভ্যাসেই।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

সপ্তপদীগমন [স] *বি* হিন্দু বিয়েতে বরবধূর একত্রে সাত পা চলা। 'চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদীগমন হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সপ্তপর্ণ [স] *বি* ছাতিম গাছ। 'একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবনহিল্লোল-দোল-ছন্দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সপ্তপর্বত [স] *বি* প্রধান সাত পর্বত। 'সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সপ্তবছর [স] *বি* সাত বছর। 'তাহারা সপ্তবৎসর বয়ঃক্রম হইলে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার অনুরোধে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সপ্তবন [স] *বি* সাত বন। 'সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সপ্তবার [স সপ্ত+ফা বার] *বি* সাত বার। 'ক্রমে ক্রমে তিন সপ্তবার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সপ্তবিংশ [স] *বিণ* ২৭ সংখ্যক। 'সপ্তবিংশ ভেদিলে সে হএত খেচর।' *সুলতান*, ১৭০০।

সপ্তবিংশতি [স] *বিণ* সাতাশ। 'সপ্তবিংশতি দিবসীয় ষষ্ঠ সমাচার।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সপ্তম [স] **১** *বিণ* সাত সংখ্যার পূরক; সাততম। 'সপ্তমেত অংস অবতারে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সপ্তমে তোহ্মার গুণ বিদিত ভুবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'সপ্তম দিবসে তাকে তক্ষকে গেলা মারী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বিণ* উচ্চ। 'অল্পতেই সপ্তমে চড়িয়া বসেন।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

সপ্তম সুর [স] **১** *বি* স্বরগ্রামের সর্বোচ্চ স্বর। 'সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯। **২** *বি* উচ্চ কণ্ঠ। 'ঝুটি বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সপ্তমী [স] *বি* অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরে সপ্তম তিথি বিশেষ। 'সপ্তমীত রহে চান্দ নাভিক যে তলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সপ্তমীপূজা [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) সপ্তমী তিথিতে আয়োজিত দুর্গাপূজা। 'কাল সপ্তমীপূজা আরম্ভ হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সপ্তমুনি [স] *বি* হিন্দুপুরাণে সাতজন মুনি। 'যার কাছে তপস্যা করেন সপ্তমুনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সপ্তমে চড়া *ক্রি* চরম উদ্বিগ্ন হওয়া। 'তার বিশ্বাস, সে ভারী একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সপ্তরঙ্গা *বিণ* সাত রঙে রঙিন। 'সপ্তরঙ্গা মেঘ।' *আহসান*, ১৯৫০।

সপ্তরথিনী [স] *বি স্ত্রী* সাতজন যোদ্ধা। 'পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে – অর্থাৎ, সপ্তরথিনীর মার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সপ্তর্ষি [স] *বি* উত্তর আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীবিশেষ। 'সপ্তর্ষির মধ্যে পাঁচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সপ্তর্ষিমণ্ডল [স] *বি* সপ্তর্ষি নামক নক্ষত্রপুঞ্জ। 'সপ্তর্ষিমণ্ডল বায়ুকোণে বিলীনপ্রায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সপ্তলোক [স] *বি* সাত ভুবন (হিন্দুপুরাণ)। 'ভুলোক আদি সপ্তলোক করিলা সৃজন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সপ্তশলা [স সপ্তশলাকা] *বি* বিয়ের শুভাশুভকাল নির্ণয়ের চক্রবিশেষ। 'সপ্তশলা আদি লগ্ন করিআ বিচার/ বিবাহের লগ্ন পল্মা কৈল সারোদ্ধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সপ্তশলাক, সপ্তসলাক [স সপ্তশলাকা] *বি* বিয়ের শুভাশুভকাল নির্ণয়ের চক্রবিশেষ। 'ধনিষ্ঠা বিশাখার বেধে সপ্তসলাক ভাষে।' *গৌর*, ১৮২২; 'কল্য সপ্তশলাক, কেমন করিয়া বিবাহ হইবে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সপ্তসমুদ্র [স] *বি* প্রধান সাত সমুদ্র। 'পুরাণোক্ত সপ্তসমুদ্রের অস্তিত্বঘটিত যত উপাখ্যান প্রচলিত আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সপ্তসাগর [স] *বি* সাত সাগর। 'সপ্ত সাগরে নূর মিশাইল বিশেষ।' *সুলতান*, ১৭০০।

সপ্তসিন্ধু [স] *বি* হিন্দু পুরাণোক্ত লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ জল – এই সাত সাগর। 'সপ্তসিন্ধু স্নান করি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সপ্তসুর [স] *বি* সাত সুর – সা রে গা মা পা ধা নি। 'সংগীতবিদ্যার দ্বারে সপ্তসুর অনবরত পাহারা দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সপ্ত স্বর [স] *বি* ষড়জ (স), ঋষভ (রে), গান্ধার (গা), মধ্যম (মা), পঞ্চম (পা), ধৈবত (ধা), ও নিষাদ (নি) – এই সাত সুর। 'দয়েল, সপ্ত স্বর মিলাইয়া আশ্চর্য ঐক্যতানবাদ্য বাজাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সপ্তস্বরা [স] *বি* জলতরঙ্গ নামক বাদ্য। 'সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পটহ দুন্দভি বেনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সপ্তস্বর্গ [স] *বি* সাতটি স্বর্গ। 'সে পুষ্পের জ্যোত সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিত।' *সুলতান*, ১৭০০।

সপ্তস্বসা [স] *বিণ* সাত বোন। 'তখনি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সপ্তা [স সপ্তাহ] *বি* সপ্তাহ। 'প্রতি সপ্তা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সপ্তাশ্ব [স] *বিণ* সাতটি ঘোড়া দ্বারা বাহিত। 'সপ্তাশ্ব রথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অঙ্গীকারে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

সপ্তাশ্ববাহিত [স] *বিণ* সাতটি ঘোড়া টেনে নিচ্ছে এমন। 'সপ্তাশ্ববাহিত স্বর্ণরথে যে দিব্যদ্যুতিমান দিবাকর পৃথিবীকে তাপ কিরণ দান করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সপ্তে *বি* সপ্তমভাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সপ্তাহ [স] *বি* পরপর সাত দিন। 'সপ্তাহ খোরাক দিল সকলেরে বাঁচাইল।' *ভারত*, ১৭৬০।

সপ্তাহকাল [স] *বি* এক সপ্তাহব্যাপী সময়। 'নির্বাচন অনুষ্ঠানের সপ্তাহকাল এখনো বাকি।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সপ্তাহানন্তর [স] *ক্রিবিণ* সপ্তাহের মধ্যে। 'প্রতি শুক্রবারে ছাপা হইয়া সপ্তাহানন্তর পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সপ্তাহান্তে *ক্রিবিণ* সপ্তাহের শেষে। 'সপ্তাহান্তে হয়তো এক-একবার দেশ-উদ্ধারে মনোযোগ দিবেন।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সপ্তাহাবধি [স] *ক্রিবিণ* সাতদিন পর্যন্ত। 'আগামী সপ্তাহাবধি গৌড়িয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সপ্তাহীয় [স] *বিণ* প্রতি সপ্তাহে একবার হয় এমন। 'এতদ্দেশীয় লোকেরদের তাবদ্বিষয়ক সপ্তাহীয় রচনা।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সপ্ন [স স্বপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'সপ্ন দেখিয়া সোনাই উঠে শীঘ্রগতি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সপ্নহেন *বিণ* স্বপ্নের মতো। 'কি দেখিলে কি দেখিলে সপ্নহেন মানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সপ্রকাশ [স] *বিণ* উন্মুক্ত। 'অপ্রকাশকে সপ্রকাশ করবার জন্য ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সপ্রকাশ্য [স] *বিণ* সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। 'ক্ষণেকে মুদিত আস্য, ক্ষণে হয় সপ্রকাশ্য।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সপ্রণয় [স] *বিণ* শ্রদ্ধাযুক্ত। 'সপ্রণয় সম্ভাষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সপ্রতিভ [স] **১** *বিণ* চটপটে। 'ছেলেটি খুব সপ্রতিভ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। **২** *বিণ* অসংকুচিত। 'কাছে ঘেঁষে ঝুঁকে প'ড়ে খুব সমনোযোগ অথচ সপ্রতিভ ভাবে ... ঠিক-দস্তুর-মত চাল চালছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সপ্রতিভতা [স] *বি* চটপটে ভাব। 'এমন সপ্রতিভতা সরসীর যে কোনোদিনই দেখেনি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

সপ্রতিভভাবে [স] *ক্রিবিণ* স্বতঃস্ফূর্তভাবে। 'সপ্রতিভভাবেই বলিলেন – জিনিসটা ভাল।' বনফুল, ১৯৩৬।

সপ্রমাণ [স] **১** *বিণ* প্রমাণিত। 'সংপ্রতি তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **২** *বি* যথাযথ প্রমাণ। 'রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সপ্রমাণিত [স] *বিণ* প্রমাণিত। 'সুন্দর কী বলে আপনাকে সপ্রমাণিত করছে।' *অবন*, ১৯২৫।

সপ্রয়োজনক [স] *বিণ* দরকারি। 'সে পুস্তক অতি সপ্রয়োজনক।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সপ্রশংস [স] *ক্রিবিণ* প্রশংসা সহকারে। 'সপ্রশংস এবং সহৃদয় ভাবেই বলিল।' *তারা*, ১৯৪২।

সপ্রস্তর [স] *বিণ* পাথরসহ। 'সপ্রস্তর সমস্ত কারণ অকপটে তাঁহার গোচর করিলাম। তিনি পাথরটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সপ্রাণ [স] *বিণ* প্রাঞ্জল। 'এ ভাষা যেমন প্রসন্ন তেমনি সপ্রাণ।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সপ্রাণিত [স] *বি* জীবন্ত। 'মন্ত্র সমস্ত সত্যের দ্বারা পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ ও সপ্রাণিত।' *অবন*, ১৯২৫।

সপ্রেম [স] **১** *বিণ* প্রেমযুক্ত। 'পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম আবেশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* আন্তরিকতার সঙ্গে। 'ফিশারের গ্রন্থকে সপ্রেম আশীর্বাদ করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সফ [ফা সফেদী] *বি* সফেদা ফল। 'সফ তালু তুত নেম্বু বাতাবি ...।' *কেরি*, ১৮০২।

সফর [আ] **১** *বি* ভ্রমণ। 'অনেক সফর ভ্রমি নিরন্তর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* চান্দ্র বৎসরের দ্বিতীয় মাস। 'সফরের চাঁদ আইল রাছুলের তলব হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সফর করন *বি* প্রবাস গমন; ভ্রমণ করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সফরকারী [আ সফর+স কারী] *বিণ* ভ্রমণকারী। 'যদি সফরকারীরা অমুচ্ছলিত হইতেন ...।' *আজাদ*, ১৯৬২।

সফররত [আ সফর+স রত] *বিণ* ভ্রমণ করছে এমন। 'সফররত দুজন মার্কিন গার্ল স্কাউট।' *বেগম*, ১৯৬৮।

সফররতা [আ সফর+স রতা] *বিণ স্ত্রী* ভ্রমণ করছে এমন। 'পাকিস্তানে সফররতা লেডি ক্রীপস সম্প্রতি চট্টগ্রামে বলেন যে ...।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সফরসূচী [আ সফর+স সূচী] *বি* ভ্রমণসূচি। 'নির্বাচন উপলক্ষে উজির-নাজিররা যে সফরসূচী কার্য্যকরী করিতেছেন ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সফরিআ [আ সফর>] *বিণ* বিদেশ থেকে আমদানিকৃত। 'রাজভেট নিল সাধু সফরিআ ভেড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সফরা *বি* মেজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সফরি [স সফরী] *বি* পুঁটি মাছ। 'পন দুই ভাজে রামা সরল সফরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সফরী [স] *বি* পুঁটিমাছ। 'জলের সফরী আহার করিতে বঁড়শী লাগিল মুখে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সফরীপ্রোষ্ঠী [স] *বি* সরপুঁটি। 'মার্কামারা সফরিপ্রোষ্ঠী কলেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী ধারণ করে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সফল [স] **১** *বিণ* সন্তুষ্ট। 'রতি উপভোগে সফল কর পরিতোষ বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সার্থক। 'কাহ্নু সমে রঙ্গে কর জীবন সফল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আশা এখন সফল হবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৩** *বিণ* ফলসহ। 'রুপিল সফল তরু নৃত্য করে নট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সফলকাম [স] *বিণ* কৃতকার্য। 'অনেক স্থানে খৃষ্টানগণ সফলকাম হইয়াছেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

সফল জনম [স সফলজন্ম] *বি* সার্থক জন্ম। 'কোথা সাধুত্তম – কত দিনে হবে মম সফল জনম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সফলতা [স] *বি* সার্থকতা। 'শেণ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩; 'নিজের মনের ভিতর যখন একটা সফলতার আনন্দ অনুভব করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সফলা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* সফল। 'এই বাঞ্ছা সফলা হইবার নিমিত্ত।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫। **২** *বিণ স্ত্রী* সার্থক। 'যে আশা কখনই সফলা করিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সফলাশ [স] *বিণ* আশাপূর্ণ। 'প্রিয়সমাগম হইয়া সফলাশ হইতে পারিব।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সফিনা, সফিনে [ই subpaena] *বি* সমন; তলবনামা। 'সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'শমন, ওয়ারিন, উকীলের চিঠি ও সফিনে বাবুর অলঙ্কার হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সফিস্ট [ই] *বি* বিশেষ মতধারার কূটতর্কবাদী দার্শনিক। 'কি সফিস্টদের চিন্তায়, কি রেনেসাঁসী সাধনায় ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সফুয়া *বি* যে মাদুর বিক্রি করে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সফেদ [ফা] *বিণ স্ত্রী* সাদা। 'সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সফেদা *বি* সাদা। 'মাথার উপর সফেদা মেঘের সারি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সফেদা[১] [ফা সফেদী] *বি* ফলবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সফেদা[২] *দ্র* **সফেদ**

সফেন [স] **১** *বিণ* ফেনাযুক্ত। 'সফেন উর্মিমালায় আহত ...।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* ফেনার মতো। ' কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও আবর্ত আবিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **৩** *বিণ* ফেনা উঠে যায় এমন। 'মৌনেরে ঘিরেছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন সফেন চঞ্চল নৃত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সফেরু [ফা সফেদী] *বি* পেয়ারা। 'চেরু বেরু সফেরু জলপায়ি থেকর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সফ্‌ট [ই] *বিণ* নরম। 'আহা! কি সফ্‌ট হাত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সব[১] [স সর্ব] **১** *বিণ* সকল। 'সভাপতি আর সব সভাসদ জন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সবকিছু; সবটুকু। 'পরম পবিত্র সব অত্যন্ত মধুর।' *মালাধর*, ১৫৫০। **৩** *বিণ* সকলের। 'ভট্টাচার্য সব প্রতি বলেন হাসিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* সর্বস্ব। 'সবাই যারে সব দিতেছে তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সবই *বিণ* সবই। 'এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই অসার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সবকলা [স সর্বকলা] *বি* সমস্ত কৌশল। 'সবকলা জান তুমি কামাচার গতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সব খণ *ক্রিবিণ* সর্বক্ষণ; সর্বদা। 'সব খণ মন ঝুরে কাহাঞিঁ দেখিতেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সব চেয়ে *ক্রিবিণ* সবকিছুর থেকে। 'এখানে মদের দোকানগুলোই সব চেয়ে জমকালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সবজন [স সর্বজন] *বি* সবাই। 'তোর রূপ দেখি/ সব জন মোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অনুপাল্য তোমার আমরা সবজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সবজান্তা *বিণ* সবকিছু জানে যে। 'আমরা সবজান্তার জাত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সবতাতেই *ক্রিবিণ* সবকিছুতেই। 'সবতাতেই মোড়লি সাওকুড়ি আবার মুখের ওপর চোপা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সব দিন *ক্রিবিণ* চিরদিন। 'বুড়া রাজা সব দিন বাঁচবে?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সবদ্যা *ক্রিবিণ* সবমিলিয়ে। 'সবদ্যা হল দই কুড়ি এ নিতেই হবে বোন।' *জসীম*, ১৯২৯।

সব পরিবারে *ক্রিবিণ* সপরিবারে। 'স্বর্গে গেল চান্দ বানিয়া সব পরিবারে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সব-প্রথমে *ক্রিবিণ* সবার আগে। 'অতএব সব-প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সবভুক *বিণ* সব কিছু গ্রাস করে এমন। 'আগুন সবভুক।' *শামসুল*, ১৯৬২।

সব শিয়ালই এক সমান – সবাই এক পথের অনুসারী। 'কে যে ভাল কে যে মন্দ সব শিয়ালই এক সমান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সব-সুদ্ধ [স সর্বশুদ্ধ] *ক্রিবিণ* সব মিলিয়ে। 'সব-সুদ্ধ এমন একটা করুণ ঘুম-পাড়ানি গান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সবসুদ্ধ জড়িয়ে-মড়িয়ে *ক্রিবিণ* সবকিছু মিলিয়ে। 'সবসুদ্ধ জড়িয়ে-মড়িয়ে কাইরো টুরিস্টজনের ভূস্বর্গ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সব-সেরা *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'বিপ্রদাস বাঘ-শিকারে জেলার সব-সেরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সবহারা *বি* সব কিছু হারিয়েছে যে। 'ম্লান হয়ে যায় সবহারাদের বস্তি।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

সব-হারানো *বি* সব কিছু হারিয়ে গেছে যার। 'হৃদয়-মাঝে দেখব খুঁজে একটি মিলন সব-হারানোর পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সবহু *বিণ* সমস্তই। 'সিসিরক সবহু কএল নিরমূল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সবে **১** *ক্রিবিণ* কেবল। 'ভক্তিবল সবে মোর আছয়ে উপায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *সর্ব* সবাই। 'উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হৈল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সবেঁ *সর্ব* সকলে। 'সবেঁ ষোল পোণ হেন দধির পসারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সবেমাত্র *ক্রিবিণ* কেবল। 'এক টাকা সবে মাত্র রহে অবশেষ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সবের *সর্ব* সকলের। 'কহিতে লাগিলা সাধু সবের সমুখ।' *সুলতান*, ১৭০০।

সবেহ *সর্ব* সকলে। 'খএবরী সবেহ মাংস খাইল অবশেষে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সব[২] [ই] *বি* উপ-। **সব-ইনসপেক্টর, সব ইনস্পেক্টর, সব ইনেস্পের, সবইনপেক্টর** [ই] *বি* সাব ইন্সপেক্টর; উপ-পরিদর্শ। 'পুলিশের অনেক সব ইনেস্পের অশ্বারোহণে বিলক্ষণ পটু।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬; 'সব ইনস্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনস্টেবল পাঠাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'সবইনপেক্টর সাহেব সভা বন্ধের আদেশ দেন।' *শরিয়ত*, ১৯২৫; 'এর জন্য সব-ইনসপেক্টরের সংখ্যা বাড়াতে হবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সব-ইনস্পেক্টরী [ই] *বি* পুলিশের উপপরিদর্শকের কাজ। 'পুলিশের সব-ইনস্পেক্টরীর চাকুরী।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সবকমিটি [ই] *বি* উপ-পরিষদ। 'এক সবকমিটি কলিকাতায় ...

তাঁহারা সাধারণ কমিটির অধীনে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সবজজ [ই] *বি* জজের নিম্নস্থ বিচারক। 'ছোট জজ, সবজজ, ডিপুটি, মুন্সেফ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সবডিবসন [ই] *বি* সাবডিভিশন; মহকুমা। 'বসিরহাট সবডিবসনের অন্তর্গত ... নারিকেলবাড়িয়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামে বিদ্রোহী তীতুমীরের বাসস্থান ছিল।' *বান্ধব*, ১৮৮১।

সবমেরিন [ই] *বি* সাবমেরিন; যুদ্ধে ব্যবহৃত ডুবোজাহাজ। 'তিনি তাঁকে সবমেরিনের সর্বপ্রধান কাপ্তেন করে দেবেন।' *প্রমথ*, ১৯২২।

সবরেজিষ্টারী [ই] *বি* অধস্তন নিবন্ধকের কাজ। 'তাদেরই লোক সামান্য দরমাহার সবরেজিষ্টারী পেয়ে ধন্য হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সবংশে [স] *ক্রিবিণ* বংশের সকল ব্যক্তির সাথে। 'চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তবে রাবণের কৈল সবংশে নিপাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সবংশে তোহ্মরা সব নষ্ট হৈবা তবে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সবংস [স সবংশ] *ক্রিবিণ* গোষ্ঠীশুদ্ধ। 'সবংস রাবণ রাজায় করিল সংহার।' *মালাধর*, ১৫০০।

সবক [আ] *বি* পাঠ। 'না পড়িত্র সবক জিকির না করিত্র।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সবজা [ফা] ১ *বি* সবুজ রঙবিশিষ্ট। 'এক জামা সবজা হইল আর জামা লাল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* সবুজ তৃণ। 'সাহারা গোবিতে সবজার জাগে দাগ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সবজে *বিণ* সবুজ রঙের। 'তাতে সবজে আর শাদা মিনাকারি দিয়ে নকশাকরা।' *অবন*, ১৯২৭।

সবজালি *বিণ* সবুজ রঙের। 'রুপালি সবজালি আগুনগুঁড়িগুলোর কথা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সবজি, সবজী [ফা সব্‌জী] *বি* আনাজ; তরিতরকারি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক ঝাঁকা ফল সবজি আণ্ডা রুটি মাখন প্রভৃতি আহার্যসামগ্রী লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'পিছন দিকটাতে শাক-সবজির খেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সবজীওলা *বি* সবজি বিক্রেতা। 'গ্রামের লাকড়ীওলা, সবজীওলা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সবজেকট, সবজেক্ট [ই] ১ *বি* প্রজা। 'ভারতবর্ষের ব্রিটিস সবজেকটের ভূমির দখল পাওনের যে প্রতিবন্ধক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* বিষয়। 'এবারে সবজেক্ট নিয়েছিলুম –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সবৎসা [স] *বিণ* বাছুরসহ। 'সবৎসা ও সদুগ্ধা ষোড়শ ধেনু।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সবদ [স শব্দ] *বি* শব্দ। 'বাঁশীর সবদেঁ প্রাণ কেহ্ন জাণি করে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সবদি [স শব্দ] *বি* শব্দ; আওয়াজ। 'আপন সবদি দিয়া বৈল পুয় বানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সবর[১] [আ] ১ *বি* ধৈর্য। 'সবর অধিক বস্তু নাহিক সর্বথা।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* সহিষ্ণুতা। 'তার সবর ও শোকর ভিন্ন নান্যগতি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সবর[২] [স সত্বর] *ক্রিবিণ* সত্বর। 'বিলম্ব না কর সবরে যাও চলি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সবর[৩] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'অন্ধ্র, পুলিন্দ, সবর, মূতিব ইত্যাদি আর্য্যজাতির নাম পাওয়া যায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সবরি কলা *বি* কলাবিশেষ। 'বাইছা বাইছা কাটুমনে সবরি কলার পাত।' *অবন*, ১৯১৯।

সবরী [স শবল>] *বি* শবরী। 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

সবরো [স শবল>] *বি* শবর। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

সবর্ণ [স] *বিণ* একই রংবিশিষ্ট। 'পাথুরে-কয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্র।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সবর্ণা [স] *ক্রিবিণ* আপন বর্ণের মধ্যে। 'সকলেই অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া কামতঃ ... শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সবল [স] ১ *বিণ* শক্তিশালী। 'পশ্চাদের দুই পা বড় ও সবল।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বিণ* সাহসী। 'কনগ্রেস উপলক্ষে বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের সবল ও সরল জাতীয় ভাবের আদর্শ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সবলতর [স] *বিণ* শক্তিশালী। 'সে চরিত্র প্রতিবারের প্রেমে প্রতিবার সমৃদ্ধতর, সুন্দরতর, সবলতর হয়েছিলো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সবলতা [স] *বি* বল আছে এমন অবস্থা। 'সবলতা ও সফলতা লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সবলদেহা [স] *বিণ স্ত্রী* শক্তিশালী দেহের অধিকারী। 'দীর্ঘাঙ্গী সবলদেহা কামারনীর সেই দা-খানা ...।' *তারা*, ১৯৪২।

সবলদেহী [স] *বিণ* শক্তিসম্পন্ন। 'সুস্থ সবলদেহী ভিক্ষুকের সংখ্যাধিক্য।' *সওগাত*, ১৯৩০।

সবল হওয়া *ক্রি* সাহসী হওয়া। 'হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন দাও অপসারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সবলা [স] *বিণ স্ত্রী* শক্তিশালী। 'কাম বলে পুরুষাপেক্ষা অতি সবলা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সবলে ১ *ক্রিবিণ* সজোরে। 'যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।' *মাইকেল*, ১৮৬৫; 'বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রিবিণ* শক্তি প্রয়োগ ক'রে। 'শত বরষের শাল যেমন সবলে এক দিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সবলোট [স সর্বলুণ্ঠন] *বিণ* সবজান্তা। 'হরিভদ্দর খুড়ো এক রকম সবলোট গোছের ভদ্দর লোক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সবলোটী [স সর্বলুণ্ঠন>] *বিণ* যাচ্ছেতাই। 'সবলোটী লবলোটী কথা মুখে কহেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সবহুমানে *ক্রিবিণ* সম্মান সহকারে। 'সবহুমানে তাঁকে স্মরণ করছি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সবা, সবাই [স সর্ব] *সর্ব* সকল মানুষ। 'তা সবা লইয়া তুমি আসিবা সত্বর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'মধ্যে গাজি বসেছে সবাই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সবাইকার *বিণ* সকলের। 'একখানা করে সবাইকার বের করতেই হবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সবাকার [স সর্ব+কার] *বিণ* সবার। 'গ্রাম-সম্বন্ধে তুমি আমা সবাকার ভাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সবাকারে ১ *ক্রিবিণ* সবাইকে। 'সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* সকলের উদ্দেশ্যে। 'একে একে

সবাকারে ছালাম আমার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সবান [স সর্ব>] *সর্ব* সবার। 'তা সবান মহিমা কহিতে নহি আঁটি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সবানের *সর্ব* সবার। 'তুমি প্রাণপতি আমা সবানের আশ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সবামাঝে *ক্রিবিণ* সকলের মধ্যে। 'সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সবার [স সর্ব>] *সর্ব* সকলের। 'সবার উপরে মানুষ সত্য।' *চণ্ডী*, ১৬৫০।

সবারে *সর্ব* সকলকে। 'এই কথা গিয়া তুমি কহিও সবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সবাই মিলিয়া করি কায হারি জিনি নাই লাজ – অনেকে মিলে কাজ করলে তাতে হারজিতের জন্য লজ্জা থাকে না। 'আর সবাই মিলিয়া করি কায হারি জিনি নাই লাজ।' *গৌর*, ১৮২২।

সবি [স সর্ব] *সর্ব* সবটুকু। 'সবি অনুমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সবান্ধবে [স] ১ *ক্রিবিণ* সবাই মিলে। 'সবান্ধবে দেখিব আজি প্রভুর চরন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* বন্ধুদের সঙ্গে। 'তবে কৃষ্ণ সবান্ধবে গেলেন রৈবতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সবিতা [স] *বি* সূর্য। 'সাজিল সবিতা মিত্র নিজগণ সঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সবিতৃমণ্ডল [স] *বি* সৌরমণ্ডল। 'অশ্রান্ত চরণে করিয়াছে প্রদক্ষিণ সবিতৃমণ্ডল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সবিদ্বান [স] *বিণ* সুশিক্ষিত। 'কতিপয় সবিদ্বান বন্ধুর চেষ্টায় ঐ প্রথা ...।' *এডুকেশন*, ১৮৫৭।

সবিদ্য [স] *বিণ* বিদ্বান; পণ্ডিত। 'অবিদ্য সবিদ্য যত ব্রাহ্মণ সমান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সবিদ্রূপ [স সবিদ্রব] *ক্রিবিণ* উপহাসের সঙ্গে। 'প্রত্যহ সবিদ্রূপ স্মরণ করাইতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সবিনয় [স] *ক্রিবিণ* বিনয়ের সঙ্গে। 'অঞ্জলি করিয়া নিবেদন সবিনয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সবিনএ [স সবিনয়] *ক্রিবিণ* বিনীত হয়ে। 'ছালাম করিল আসি অতি সবিনএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সবিনয়ে *ক্রিবিণ* বিনয়ের সঙ্গে; বিনীত হয়ে। '(প্রণামপূর্বক সবিনয়ে) বসতে আজ্ঞা হোক।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

সবিভ্রম [স] *বিণ* মায়াময়। 'তাঁর আলাপ, নর্মালাপ – অর্থাৎ লীলা-চতুর ও সবিভ্রম।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

সবিরাম [স] *বিণ* বিরতি আছে এমন। 'প্রতিবেশিনীর সবিরাম মৃদু হাস্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

সবিরোধ [স] *বিণ* বিরোধযুক্ত। 'কাহারো ভোগদখলী কোনো সবিরোধ ভূমি।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

সবিশেষ [স] ১ *ক্রিবিণ* বিস্তারিতভাবে। 'কেন কেন কহ সবিশেষ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৫। ২ *ক্রিবিণ* বিশেষরূপে। 'শাখাপ্রশাখাদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সবিশেষে *ক্রিবিণ* বিশেষভাবে। 'মহিষীর গীত যেন দশমীর শেষে/ পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সবিসেষ *ক্রিবিণ* সবিশেষ; বিশেষরূপে। 'তোমার আরজীর হকিকত সবিসেষ জ্ঞাতো হইলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সবিষাদ [স] *বিণ* বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে এমন। 'সবিষাদ নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

সবিক্রিপসিয়ান, সবিসৃক্রিপসন [ই] *বি* চাঁদা। 'সবিক্রিপসিয়ান অর্থাৎ চাঁদা করিয়া কতকগুলিন টাকা জমা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'দত্ত বাবু বারোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা কয়ে হুজুরি সবিসৃক্রিপসন হাজার টাকা নিয়ে বিদেয় নিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সবিস্তর [স] *বিণ* বিস্তারিত। 'তিনি কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর সবিস্তর বিবরণ ভূমণ্ডলে প্রচার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সবিস্তার [স] *ক্রিবিণ* বিশদভাবে। 'প্রফুল্লকে সবিস্তার যোগ-শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সবিস্তারে [স] *ক্রিবিণ* বিশদভাবে। 'সবিস্তারে বর্ণন করুন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সবিস্ময় [স] ১ *বিণ* বিস্ময়পূর্ণ। 'জগৎ আনন্দময় দেখি মনে সবিস্ময় ঠারে ঠোরে কহে হরিবাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বিস্ময়াপন্ন। 'বীরের বন্ধন ক্ষয় দেখি রাজা সবিস্ময়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* বিস্মিত। 'এত শুনি কর্ণসেন সবিস্ময় মন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সবিস্ময়ে *ক্রিবিণ* বিস্মিতভাবে। '(সবিস্ময়ে) এ কি মহারাজ!' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সবিস্মিত [স] *বিণ* বিস্ময় ভাবাপন্ন। 'সবিস্মিত হই সবে ভাবে মনে মন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সবীজ [স] *বিণ* বীজসহ। 'এই তুমি দিয়েছো আমাকে – এই সবীজ দেশ, নির্জন দেশ।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

সবুজ [ফা সব্জ] ১ *বি* হলুদ ও নীলের মিশ্রণে তৈরি রং। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বিণ* সবুজ রঙের। *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বি* সবুজ রঙের মূল্যবান পাথরবিশেষ; মরকত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৪ *বি* তরুণ। 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৫ *বিণ* যৌবনপ্রাপ্ত। 'জীবন সবুজ হয়ে ফলে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

সবুজ চা [সবুজ+চী চা] *বি* একপ্রকার চা। 'কাবুলী সবুজ চা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সবুজতর [সবুজ+স তর] *বিণ* অধিক সবুজ। 'ঘাসের সবুজতাকে আর একটু সবুজতর ক'রে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সবুজতা [সবুজ+স তা] *বি* সবুজ ভাব। 'ঘাসের সবুজতাকে আর একটু সবুজতর ক'রে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সবুজ পত্র [সবুজ+স পত্র] *বি* সবুজ রঙের পাতা। 'অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিক পত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সবুজ পাথর [সবুজ+স প্রস্তর>] *বি* পান্না; মরকত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সবুজবর্ণ [সবুজ+স বর্ণ] *বি* সবুজ রং। 'গাঢ় এবং সরস সবুজবর্ণ ধারণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সবুজ মাটি *বি* সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাটি। 'সবুজ মাটির পথে ব'সে আমি দেখিতে চেয়েছি জল।' *জীবন*, ১৯৪০।

সবুজমাঠ *বি* সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। 'তরুশ্রেণীর অবকাশপথে অনেকখানি সবুজমাঠ চোখে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সবুজহিল্লোল [সবুজ+স হিল্লোল] *বি* সবুজের ঢেউ। 'আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজহিল্লোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সবুজাভ [সবুজ+স আভা] *বিণ* সবুজের মতো। 'সবুজের সাথে নিজেকেও সবুজাভ দেখি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সবুজীকরণ [সবুজ+স ঈ-করণ] *বি* পাকিস্তানীকরণ; আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ আমদানি করা। 'বলা বাহুল্য শব্দ ব্যবহারের বেলায় সবুজীকরণের প্রস্তাব ধর্মের কারণে নয়, বরং পাকিস্তানের উভয়াংশের দুর্বল যোগসূত্রকে শক্ত করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

সবুট *বিণ* বুট (জুতা) সহ। 'তখন কত শত কর্মব্যস্ত সবুট-ঠ্যাং।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সবুর [আ সবর] **১** *বি* ধৈর্য; ধীরতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'একবার সবুরের দেশে বয় দেখি দম কসে।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বিণ* ধৈর্যশীল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বি* অপেক্ষা। 'আর কুড়ি দিন কাল সবুর করুন।' *কেরি*, ১৮০২; 'সবুর করতে পারে এমন নাই তো তাহার আয়ু।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৪** *বি* সহ্য। 'মোরা আর সবুর করতে পারিনে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সবুর করা *বি* ধৈর্য ধরা। 'আমাদের সবুর করিবার সময় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'আর-একটু সবুর করো – সমস্ত ঘটনাটি শুনিলে খুশি হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সবুরি, সবুরী [আ সবর>] **১** *বিণ* ধৈর্যশীল। 'ভাল চাহ আপনারে করহ সবুরি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ধৈর্যশীলতা। 'সবুরী।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সবুরে মেওয়া ফলে – ধৈর্যে সুফল লাভ হয়। *উমেশ*, ১৮৫৭।

সবৃদ্ধি [স] *বিণ* ক্রমবর্ধমান। 'এই সবৃদ্ধি রাজস্ব ভিন্ন প্রজাকে নিয়মিত রূপে নানা প্রকার বাব দিতে হয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

সবে [স সর্ব>] *ক্রিবিণ* কেবল। 'দেখ না ভ্রমর ভ্রমিছে সবে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'তখন সূর্য সবে অস্ত গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সবেধন [সবে+স ধন] *বিণ* একমাত্র সম্বল। 'সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সবেধন ছিল মন করিয়াছি দান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সবেধন নীলমণি – সর্বশেষ অবলম্বন। 'এই কটি সবে ধন নীলমণিকে নিয়ে আমাদের যা কিছু গৌরব।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সবেমাত্র [সবে+স মাত্র] **১** *ক্রিবিণ* কেবল। 'সবে মাত্র খণ্ডাইলা কাফেরের রীতি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কাল দুপুরবেলা সবেমাত্র একটুখানি জমিয়ে লিখতে বসেছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *ক্রিবিণ* এইমাত্র। 'সূর্য সবেমাত্র উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সবেগ [স] *বিণ* দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'বিপর্য্যস্তভাব ধারণ করাইবার শক্তিযুক্ত সবেগ দ্রুতসঞ্চালন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সবেগে **১** *ক্রিবিণ* খুব জোরে। 'প্রাণীকে অতর্কিতভাবে বলপূর্ব্বক ধৃত ও উর্দ্ধে সবেগে উৎথাপিত করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'তখন সগর্বে সবেগে প্রতিকূল স্রোতের বক্ষ বিদীর্ণ করে ঢেউয়ের উপর দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সবেদন [স] **১** *বিণ* সহানুভূতিশীল। 'ধীরে বও সমীরণ – সবেদন পরশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* বেদনাযুক্ত। 'তারই স-বেদন আবেদনখানি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সব্দ [স শব্দ] *বি* শব্দ; আওয়াজ। 'ভাঙ্গিল সকটখান সব্দ গেল দুর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সব্বাই [স সর্ব>] *বিণ* সবই। 'পেখমি দহদিহ সব্বই শূন।' *চর্যা* ৩৫, ১২০০।

সব্বাই [স সর্ব>] *সর্ব* সকলেই। 'কতো নাম করবো সব্বাই আসবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সব্বোনাশ [স সর্বনাশ] *বি* সর্বনাশ; মহাবিপদ। 'হায় সব্বোনাশ!' *মানিক*, ১৯৩৯।

সব্য [স] *বিণ* উভয়। 'সব্য করে বুকে তার আরোপিল শূল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সব্যসাচী [স] *বিণ* উভয় হাতে শর চালনায় সমানভাবে নিপুণ। 'নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সব্যঞ্জনাধার [স] *বি* শাক করা তরকারিসহ কড়াই। 'নতুবা সব্যঞ্জনাধার তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া আঘাতিনী হয়েন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

সব্য ভব্য [স সভ্য>] *বিণ* শান্তশিষ্ট। 'সব্য ভব্য সুশীলতায় এতন্নগরে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সব্রি-আম *বি* আমের জাতবিশেষ। 'একাই খামু জাম, সব্রি-আম।' *মণীশ*, ১৯৩১।

সভ [স সর্ব>] **১** *বিণ* সকল। 'নট দেখি ঘুচে সভ সোক।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *সর্ব* সবাই। 'ভূমিতে বসিয়া সভে খসায়া বসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সভয় [স] *বিণ* ভীত। 'কি করিব পহরি সভয় তস্করী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সভয়-চিত্ত [স] *বিণ* ভয়কাতুরে। 'অন্য অন্য প্রকার অধর্ম্ম আচরণে অনুরক্ত থাকিলে সর্ব্বদা সভয়-চিত্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সভয়ে [স] *ক্রিবিণ* ভীত অবস্থায়। 'পঞ্চমবর্ষীয় বালকও থানা ও দারোগার প্রসঙ্গ শুনিয়া সভয়ে মাতৃক্রোড়ে গিয়া নিলীন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সভা[1] [স সর্ব] **১** *সর্ব* সকলের। 'সঞ্জাহ আনল কুণ্ড সভা বিদ্যমানে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *সর্ব* সবাইকে। 'তোমা সভা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* সকল। 'সভা হৈতে কর জদি মুক্ত পাটেশ্বরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সভাক** *সর্ব* সবাইকে। 'সভাক সম্ভাষা করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সভাকার** *বিণ* প্রত্যেকের; সকলের। 'হেন রিতে সভাকার মনোরিত সাধি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সভাকে** *সর্ব* সবাইকে। 'সভাকে তুষিল ভিম ভুবন দুর্জ্জয়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সভান** *বিণ* সকল। 'সভানের ললাটে দেখী সিন্দুর উঝল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সভানে** *সর্ব* সকলে। 'তান বাক্য সভানে লৈল পরিমাণি।' *সুলতান*, ১৭০০। **সভার** *বিণ* সবার। 'আনন্দস্বরূপ চিত্ত হইল সভার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সভি** *বিণ* সব। 'সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার।' *রামাই*, ১৭১০। **সভে** *সর্ব* সকলে। 'দুয়ারি প্রহরি তারা সভে নিদ্রা গেল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সভা[2] [স] **১** *বি* আসন। 'সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অনুষ্ঠান। 'তৃভুবনে নাহি সভা তাহার সমান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বি* আসর। 'তবে বৃদ্ধ নৃপবর আদেসিল অনুচর সভা এক করিতে পাশার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* বৈঠক; সম্মেলন। 'সভা করিয়া যিনি যত টাকা দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৫** *বি* সমিতি; সংগঠন। 'এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোশিয়েশন নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০; 'তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে একজন উপাচার্য্য তথাকার সমাজে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৬** *বি* জনসমাবেশ। 'বাঙ্গালির সভাতে ইংরাজী কথা ও ইংরাজি বক্তৃতা

কেন করিয়া থাকেন?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *বি* জটলা। 'তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সভাকবি [স] *বি* রাজসভার কবি। 'মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায় ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'সভাকবির দল শিল্পীর দল সৃষ্টি হয়ে কবির লড়াই গানের লড়াই ইত্যাদি শুরু হল।' *অবন*, ১৯২৫।

সভাকর্মনির্বাহক, সভাকর্ম্মনির্ব্বাহক [স] *বি* সমিতির পরিচালক। 'সভ্যপদে সম্ভাবিত হইবার প্রত্যাশা করিলে প্রথমতঃ সভাকর্ম্মনির্বাহককে জ্ঞাপন করা আবশ্যক।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সভাক্ষেত্র [স] *বি* সভাস্থল। 'সভাক্ষেত্রে না গেলে এই পরিবারে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সভাগায়ক *বি* রাজা বা জমিদারের নিযুক্ত প্রধান গায়ক। 'সেকালের সেরা ওস্তাদ যদুভট্ট ... আমাদের বাড়ির সভাগায়ক ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সভাগৃহ [স] *বি* যেখানে সভার অধিবেশন হয়। 'রাজসভাগৃহ হেন ঠাঁই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সভাঙ্গন [স] *বি* সভাপ্রাঙ্গণ। 'যে বাণীতে উঠে নাচি , মহাগগন-সভাঙ্গনে আলোক-অপ্সরী তারার মাল্য পরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'মানবের সভাঙ্গনে সেখানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সভাজন [স] ১ *বি* সভায় উপস্থিত লোকজন। 'শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সর্বজন। 'শুন মোর নিবেদন হাসে পাছে সভাজন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সভাতল [স] *বি* সভার স্থান। 'দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সভানেতৃত্ব [স] *বি* সভাপরিচালনা। 'বেগম মাহমুদুর রহমান সভানেতৃত্ব করেন।' *বেগম*, ১৯৬০।

সভাধ্যক্ষ [স] *বি* সভার প্রধান। 'তৎ সভাধ্যক্ষ হস্তে কোং এক সহস্র মুদ্রা দেওয়া যাইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

সভানেত্রী [স] *বি স্ত্রী* সভার প্রধান। 'সভানেত্রী – মিসেস এম আজিম, সহসভানেত্রী – মিসেস রফিউদ্দীন আহমদ।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সভানেত্রীত্ব [স] *বি* সভানেত্রীর দায়িত্ব। 'সুচারু দেবীর সভানেত্রীত্বে ... অধিবেশন হয়ে গিয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সভাপণ্ডিত [স] ১ *বি* কুল-পুরোহিত। 'সভাপণ্ডিত মহাশয় ... বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* রাজার নিযুক্ত দরবারের পণ্ডিত। 'তিনি পুরন্দরসেনের মন্ত্রী, অন্যমতে তিনি বিজয়পালের সভাপণ্ডিত ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সভাপতি [স] ১ *বি* সভার প্রধান। 'সভাপতি আর সব সভাসদ জন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রধান পরিচালক; চেয়ারম্যান। 'কৌন্সেলের সভাপতি শ্রীযুত লার্ড চেন্সেলর ... ।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০। ৪ *বি* সংগঠনের প্রধান। 'শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সভাপতি হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

সভাপতিত্ব [স] ১ *বি* সভার প্রধান। 'রাজনারায়ণ বাহাদুর প্রথমতঃ সভাপতিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া ... ।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বি* সভাপতির দায়িত্ব পালন। 'উহাতে সভাপতিত্ব করিয়া প্রদেশ পাল ডাঃ কৈলাসনাথ ... ।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সভাপ্রতি [স] *ক্রিবিণ* সভার উদ্দেশে। 'তাঁহারা পত্রাবলোকনে যথাসাধ্য সভাপ্রতি জ্ঞাপন করেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সভাবর্ধক, সভাবর্দ্ধক [স] *বিণ* সভাবৃদ্ধিকারী। 'সভাবর্দ্ধক লোক সংগ্রহ আবশ্যক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সভাভঙ্গ [স] *বি* সভা সমাপন। 'সকলি সানন্দচিত্ত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সভাভবন [স] *বি* রাজদরবার। 'রাজা রূপসেন, সভাভবনে সিংহাসনে আসীন হইয়া ... বীরবরকে অর্ধরাজ্যেশ্বর করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সভাভুক্ত [স] *বিণ* সভার সঙ্গে যুক্ত। 'তাঁহারা সকলে এই সভাভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সভামঞ্চ [স] *বি* সভা করার নির্দিষ্ট স্থান বা বেদী। 'সভামঞ্চের অদূরে ... খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

সভামণ্ডপ [স] *বি* সভা করার নির্দিষ্ট ঘর বা স্থান। 'কতিপয় পরম সুন্দর যুবা পুরুষ আসিয়া রাজনন্দনের হস্তধারণপূর্ব্বক নৃপতি সন্নিধানে সভামণ্ডপে লইয়া গেল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সভামধ্যে [স] *ক্রিবিণ* সকলের মাঝে। 'সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সভামান্য [স] *বিণ* জনসমাবেশে গ্রহণযোগ্য। 'বাগ্মী লোক সভামান্য।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

সভাসংশ্লিষ্ট [স] *বিণ* সমিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। 'সভাসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ... উপযুক্ত মহিলাকে সদস্য মনোনীত করতে দাবী জ্ঞাপন করছে।' *বেগম*, ১৯৫৫।

সভাসৎ [স] *বি* সভার সদস্য। 'যোগীকে আসিবার কারণ সভাসৎ পণ্ডিতেরদিগকে পাঠাইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সভাসদ [স] *বি* সভায় যোগদানকারী ব্যক্তি। 'সভাপতি আর সব সভাসদ জন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সভাসমিতি [স] ১ *বি* ছোটোবড়ো বৈঠক। 'ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* নানারকম সংগঠন। 'এইজন্যই সভাসমিতি তর্কবিতর্ক লেখালেখি বাদপ্রতিবাদ।' *রবীন্দ্রনাথ*, ১৯০৭।

সভাসম্পাদক [স] *বি* সভার কর্ম-সচিব। 'সভাসম্পাদক এক জন নিযুক্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সভাসীন [স] *বিণ* সভায় উপবিষ্ট। 'রজনী প্রভাত হইলে রাজা সভাসীন হইয়া আপন মন্ত্রীকন্যার সহিত সুমন্তের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সভাস্থ [স] *বিণ* সভায় উপস্থিত। 'জ্যৌতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রন্থ লইয়া সভাস্থ হইলে ... ।' *রামরাম*, ১৮০১।

সভাস্থল [স] ১ *বি* বৈঠকখানা। 'তার কত বড়াই করিস সভাস্থলে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি। 'সভাস্থলেও আমার কোনো সম্মান নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সভাব [স স্বভাব] ১ *বি* স্বরূপ। 'তিরীর সভাব মণে করে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্বভাব। 'নারি সভাব কএল হমে মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সভ্য [স] ১ *বি* সদস্য। 'এই পত্রে এই সভ্যেরা স্বাক্ষর করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* সজ্জন ব্যক্তি। 'যদ্যপি প্রবিষ্ট হন তবে সভ্যপংক্তির মধ্যে তাঁহারা স্থান পাইবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ *বিণ* উন্নত। 'ভারতবর্ষ সভ্য হওনার্থ বিবেচনা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৪ *বিণ* ভদ্র; সাধুজন। 'আপনাদিগকে সভ্য ও ধার্মিক বলিয়া অভিমান

করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ বি সংসদ সদস্য; সাংসদ। 'তৎকালে পার্লিয়েমেন্টের একজন সভ্য তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বি সভায় উপস্থিত সদস্য। 'তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৭ বিণ আধুনিক; শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্পায়নের ফলে উন্নত। 'সময়ের দুরমূল্যতা এবং সভ্য মানবসমাজের ব্যস্ততা খুব অনুভব করা যেত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সভ্যগর্বিত [স] বিণ সভ্যতার বড়াই করে এমন। 'সভ্যগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সভ্যজগৎ [স] ১ বি উন্নত দেশসমূহ। 'সমগ্র সভ্যজগৎ ভারতজাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিত।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি উন্নত সমাজ। 'নিজেকে প্রকাশমান দেখলে সভ্যজগতের মধ্যগগনে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সভ্যজাতি [স] বি উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী জাতি। 'সভ্যজাতিদিগের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সভ্যতর [স] বিণ অধিক শিষ্ট। 'এদেশীয় সভ্যতর নব্যসম্প্রদায়! তোমারা ... অক্লেশে কমলাতীর্থ বিলাত-ক্ষেত্র দর্শন করিতে পার।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সভ্যনামিক [স] বি (ব্যঙ্গার্থে) নামে মাত্র সভ্য। 'সভ্যনামিক পাতালে যেথায়/ জমেছে লুটের ধন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সভ্যনীতি [স] বি শিষ্ট রীতি। 'সভ্যনীতিকে প্রতিদিন কিরূপ বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সভ্যপদ [স] বি সদস্যপদ। 'হিন্দু মুসলমান সভ্যপদ প্রার্থী হিন্দু মুসলমান ভোটদাতাদের নিকট যেতে বাধ্য হবেন।' শিখা, ১৯৩১।

সভ্যপদবাচ্য [স] বিণ সভ্য অভিধায় অভিষিক্ত। 'তাহাকে সভ্যপদবাচ্য করা যাইতে পারে না।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

সভ্যবাদী [স] বি আভিজাত্যবাদী। 'হিন্দু জাতীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের সভ্যবাদীদের আর সমুদ্র বহিতেছে না।' আজাদ, ১৯৪৬।

সভ্যবিধি [স] বি সভ্যতার রীতিনীতি। 'মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সভ্যবেশী [স] বিণ ভদ্রতার মুখোশ-পরা। 'সভ্যবেশী ভণ্ড পশু মারতে ডরাস কারে?' নজরুল, ১৯২৯।

সভ্যভব্য [স] বিণ ভদ্র। 'নৃত্য বাদিত্রাদি চতুঃষষ্টি কলাচর্চায় লোকে সভ্যভব্য হইতে লাগিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

সভ্যমণ্ডলী [স] বি সাধুসমাজ। 'লেখাটি সভ্যমণ্ডলীর রুচিকর হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সভ্যমি [স সভ্য>] বি সাধুতা; ভদ্রতা। 'যদি ... কোনো শ্রদ্ধা না থাকে, তা হলে আমি সভ্যমি করে তোমাদের পুষ্যি হতে যেতে চাই নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সভ্যশ্রেণী [স] বি সদস্যবর্গ। 'সভ্যশ্রেণীর সঙ্খ্যা অধিক হইয়া আসিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

সভ্যসদ [স] বিণ সভাসদ। 'সভ্যসদ দৈত্যগণ সমভিব্যাবহারে ...।' ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬।

সভ্যসমাজ [স] বি ভদ্রসমাজ। 'সভ্যসমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সভ্যসুজন [স] বি সভাসদ ও সুধীজন। 'চলি গেল যবে সভ্যসুজন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সভ্যা [স] বি স্ত্রী সদস্য। 'উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যা লইয়া একটী অস্থায়ী কর্মপরিষদ গঠিত হইবে।' বেগম, ১৯৪৮।

সভ্যাভিমানী [স] বিণ সভ্য বলে গর্ববোধ করে এমন। 'কে বলিতে পারে সভ্যাভিমানী ইউরোপীয়দিগের বর্তমান নিয়মসমূহ সময়ে অব্যবহার্য্য হইবে না।' তমোলুক, ১৮৭৪।

সভ্যাসভ্য [স] বি নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব। 'আমাদের সমাজ এখন হয়েছে প্রবীণ-নবীন গুরুকে সভ্যাসভ্য।' প্রমথ, ১৯১৮।

সভ্যতা [স] ১ বি সৌজন্য। 'বাবুর শিষ্টতা সভ্যতাতে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধিত হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি ভদ্রতা। 'সভায় প্রবেশানন্তর সভ্যতা প্রকাশ করিল।' দর্পণ, ১৮২৯ 'বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গি করিতে পারি, এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'যেটাকে আমরা শিশুকাল হতেই সভ্যতা বলে শিখেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৩ বি জীবনযাপনের সৌন্দর্য ও প্রগতি। 'পুরুষেরা কিরূপে সর্ব্বতোভাবে সভ্যতা প্রাপ্ত হইবেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৪ বি সামাজিক উৎকৃষ্টতা; জাতিগত সংস্কৃতি। 'তৎকালে বিদেশীয় কোন জাতি এমত সভ্যতা প্রাপ্ত হয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'পূর্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭; 'সিভিলিজেশন, যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৫ বি কোনো সংস্কৃতিলীন জাতির বৈশিষ্ট্য। 'যাহারা রোমকদের অধীন হইল তাহাদের মধ্যে রোমক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বি আধুনিকতা। 'আজি সভ্যতার অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৭ বি সংস্কৃতি। 'সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সভ্যতাদর্পী [স] বিণ সভ্যতার জন্য গর্বিত। 'সভ্যতাদর্পী আর্যগণ।' বিভূতি, ১৯৩৮।

সভ্যতাদিগুণ [স] বি শিষ্টাচার গুণসমূহ। 'চেষ্টা সতর্কতা বিদ্যা দ্বারা এমত অনুপম সভ্যতাদিগুণ যুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩০।

সভ্যতাপ্রসূত বিণ সভ্যতাসৃষ্ট। 'দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি সভ্যতাপ্রসূত বিষয় তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সভ্যতানামধারী [স] বিণ সভ্যতার নাম ধারণ করা হয়েছে এমন। 'সভ্যতানামধারী মানব আদর্শ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সভ্যতাভিমানিনী [স] বিণ স্ত্রী নিজ সভ্যতা নিয়ে অভিমান আছে এমন। 'সভ্যতাভিমানিনী ইউরোপীয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের ভগ্নীগণ মুখ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া হাটে মাঠে বাহির হন।' রোকেয়া, ১৯০৪।

সভ্যতাভিমানী [স] বিণ আপন সভ্যতা নিয়ে অহঙ্কারকারী। 'আধুনিক সভ্যতাভিমানী মানব-সম্প্রদায়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সভ্যতামদ [স] বি সামাজিক উৎকৃষ্টতার অহংকার। 'সিমলার শৈলশিখরে বিলাসের স্বর্গপুরী নির্মাণ করিয়া সভ্যতামদে প্রমত্ত হইয়া থাকো।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সভ্যতামার্জিত [স] বিণ উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন। 'বর্তমান সভ্যতামার্জিত সুরুচিসঙ্গত আচারব্যবহার ... দেখিতে পাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সভ্যতারূঢ় [স] বিণ সভ্যতায় উন্নীত হয়েছে এমন। 'সভ্যতারূঢ় উন্নতশীল বিজ্ঞানানুরক্ত ব্যক্তিরা ... বিরত ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সভ্যতাশীল [স] *বি* সুধীজন। 'দেখিতে সভ্যতাশীল প্রকৃতি কুটিল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সভ্যতাসন [স] *বি* সভ্যতার আসন। 'আঙ্গলিকতা পরিহার পূর্ব্বক সভ্যতাসনে আসীন হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সভ্যতাসম্পন্ন [স] *বিণ* সুশীল। 'সভ্যতাসম্পন্ন মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সভ্যতাসূচক [স] *বিণ* সভ্যতার চিহ্নবাহী। 'দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি সভ্যতাসূচক বিষয় তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সভ্যতা-স্রোত [স] *বি* সভ্যতারূপ স্রোত। 'ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরী।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

সম[১] [স সঙ্গ] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

সম[২] *বি* তালের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো ঝোঁকের স্থান। 'কেবল একটি নির্দিষ্টস্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম[৩] [স] *বিণ* সমান; সদৃশ। 'তিলফুল জিণী নাসা কম্বু সম গলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমঅংশ-ভাগী [স] *বিণ* সমান অংশীদার। 'ঘাতকের হিংসালব্ধ এ অত্যাচারের/ মনে হল আমরাও সমঅংশ-ভাগী।' *সিকান্‌দার*, ১৯৬১।

সম-অংশীদার [স+ফা] *বি* সমান অংশীদার। 'মোসলেমে প্রতিনিধিত্বকে সম-অংশীদাররূপে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ...' *আজাদ*, ১৯৪১।

সম অঙ্ক [স] *বি* জোড় সংখ্যা। 'আর ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি অঙ্ককে সম অঙ্ক বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সম-অধিকার [স] *বি* সমান অধিকার। 'মানুষ পাবে তার মানবীয় সর্ব প্রয়োজনের সম-অধিকার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সমঅনুভূতি [স] *বি* একই অনুভূতি; সহমর্মিতা। 'স্পষ্ট হয়েছে তার সমঅনুভূতি।' *মানিক*, ১৯৪৭।

সম-উগ্র [স] *বিণ* সমান তীব্র। 'মরবার পরও যে বিষ শাশ্বত সম-তেজা সম-উগ্র হয়ে থাকবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সমকক্ষ [স] ১ *বিণ* সমান প্রতিযোগী। 'সমকক্ষ নহিলে জুদ্ধ ক্ষেত্ৰধর্ম্ম নহে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সমতুল্য। 'জীবজগতের কোন দ্রুতগমনশীল জন্তুই ধাবনে ইহাদের সমকক্ষ নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'রুসো তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি নহেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। ৩ *বিণ* সমপর্যায়ের। 'বদান্যতায় সূর্যসুত শ্রীমান কর্ণের সমকক্ষ।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ৪ *বিণ* সমান প্রতিভাধর। 'তাঁহার সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নহেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমকক্ষতা [স] ১ *বি* তুল্য প্রতিযোগিতা। 'তাহাদিগের সহিত সমকক্ষতা করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। ২ *বি* তুল্যতা। 'প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কী আবশ্যক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি* সমান মর্যাদা। 'পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সমকক্ষতা করা *ক্রি* প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা; সমানে সমান পাল্লা দেওয়া। 'মহিলারা পুরুষদের সহিত সমকক্ষতা করিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সমকক্ষরূপে [স] *ক্রিবিণ* সমান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। 'পুরুষের সমকক্ষরূপে সবকিছু করিবার অধিকার তাহার আছে।' *বেগম* ১৯৪৭।

সমকর্মিতা [স] *বি* সমান কাজ করা। 'কমরেডশিপ বা সমকর্মিতা যুগ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সমকায় [স] *বিণ* এক আকৃতির। 'আকাশে অগণ্য তারকারাজি বিরাজ কচ্চে; কিন্তু সকলেই তো সমকায় নয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সমকাল [স] ১ *ক্রিবিণ* একই সময়ে। 'প্রভুর অদ্ভুত বিকার, অ সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* এক কাল। *দর্পণ*, ১৮২০; 'মান্ধাতার সমকালে আমাদের দেশে হয়তে সবই ছিল ... কিন্তু তখন ইতিহাস ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বি* সমকালীন। 'অতএব ইনি গুপ্তদিগের সমকাল বা পরবর্তী।' *বঙ্কিম* ১৮৭৫।

সমকালবর্তী, সমকালবর্ত্তী [স] *বিণ* সমকালের; একই কালের 'প্রথম রাজা গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪... 'তাঁদের সমকালবর্তী জনকতক মহাপুরুষেরই ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১২।

সমকালিক [স] *বিণ* একই সময়ের। 'বিক্রমাদিত্যের সমকালি... সংস্কৃত হইতে মনু রামায়ণের সংস্কৃত অনেক প্রাচীন।' *অক্ষয়* ১৮৪৭।

সমকালীন [স] *বিণ* সমসাময়িক। 'কবিকঙ্কণের সমকালীন ব্যক্তি' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমকুলোদ্ভব [স] *বিণ* একই বংশ থেকে উদ্ভূত। 'সমকুলোদ্ভ... ব্যক্তিদিগের পরস্পর পাণিগ্রহণ হইলে সে কুলে অত্যন্ত দোষস্পর্শে' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমকৃষ্টি [স] *বি* একই রকম সংস্কৃতি। 'সমকৃষ্টি-সম্পন্ন পরিবারে মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সমকেন্দ্রি [স সমকেন্দ্রী] *বিণ* একই কেন্দ্রবিশিষ্ট। '... সমকে... বীচিচক্র খেলিতে থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমকোণ [স] *বি* নব্বই (৯০) ডিগ্রির কোণ। 'একটি শাখা আস পর্বতমালার সঙ্গে সমকোণ ক'রে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

সমক্রিয়া [স] *বি* সমান কার্যক্ষমতা। 'ঔষধের সমক্রিয়া সম্বন্ধী একটি গবেষণামূলক বিষয় ব্যাখ্যান করি।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

সমক্ষেত্র [স] *বি* অভিন্নক্ষেত্র। 'গ্রহগুলির প্রদক্ষিণের রা... বিষুবরেখার প্রায় সমক্ষেত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমগোত্র [স] *বিণ* অনুরূপ গোত্রের। 'শিবরাম তো বিশে... সমগোত্র।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০; 'সে তাদের সমগোত্র।' *শওকত* ১৯৫৮।

সমজাতীয় [স] *বিণ* সমান শ্রেণীভুক্ত। 'সূচনার দ্বারা প্রবর্তিত ... মানসিক ক্রিয়া তাহারই সমজাতীয় সহজ প্রবৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১... 'সমজাতীয় মনোবৃত্তিতে শক্তির সাম্য দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমজ্ঞানী [স] *বি* একই রকম জ্ঞানের অধিকারী। 'তাঁহাদে... সমজ্ঞানীরা ধন্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সমতল [স] *বিণ* উঁচুনিচু নয় এমন। 'চতুর্দিকে সমতল ভূমি মধ্যবর্তী মথুরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মে... করে; এখানে আকাশ সমতল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমতলক্ষেত্র [স] *বি* সমতল ভূমি। 'কৌশাম্বীর চতুর্দিকস্থ বিস্তী... সমতলক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সমতলগামী [স] *বিণ* সমতলে গমন করে এমন। 'কখনও-কখন...

সমতলগামী, কুচিত নিম্নগামী।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

সমতলভূমি [স] *বি* উঁচু-নিচু নয় এমন ভূমি। 'চতুর্দিকে সমতল ভূমির মধ্যবর্তী মথুরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'উত্তরদেশ অর্থাৎ সাইবেরিয়া সমতলভূমি।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

সমতা [স] ১ *বি* সমদৃষ্টি। 'সমতা জোএঁ জলিঅ চণ্ডালী।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০। ২ *বি* নিরসন। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে দেশের ... কত পাপের হ্রাস হবে, যাবজ্জীবন পতি শোক প্রভৃতি কত যন্ত্রণার সমতা হবে?' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৩ *বি* সাম্য। 'অবস্থার দীনতা ও সমতা।' *এসলাম*, ১৯১৮।

সমতান [স] *বি* একই সুর। 'ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমতাবস্থা [স] *বি* সমান অবস্থা। 'এক সময় বৃক্ষেরা আপন নিঃশঙ্ক আর সমতাবস্থা যাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগে রাখিয়াছিলেন।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সমতাল [স] *বিণ* সমান তাল হয় এরকম। 'বাধা দূর করিবার জন্য সমতাল যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

সমতুল [স] *বিণ* তুল্য; সমান। 'নারদের বোল বেদ সমতুল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমতুলা [স] *বিণ স্ত্রী* সমতুল্য। 'হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

সমতুল্য [স] ১ *বিণ* সমকক্ষ। 'সমতুল্য ঘর।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিণ* সমান মর্যাদাসম্পন্ন। 'ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমতুল্য।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সম-তেজা [স] *বিণ* সমান তেজসম্পন্ন। 'মরবার পরও যে বিশ্ব শাশ্বত সম-তেজা সম-উগ্র হয়ে থাকবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সমত্ব [স] *বি* অনুরূপতা। 'সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্ব্বভূতের) ঈশ্বরের আরাধনা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সমত্ব, অর্থাৎ সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ তাৎপর্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সমত্ববোধ [স] *বি* অভিন্নতার চেতনা। 'ছেলের সমত্ববোধে বিব্রত হন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

সমদর্শিতা [স] *বি* পক্ষপাতহীন দৃষ্টি। 'তাহারা সকল বস্তুতে সমভাব ও সমদর্শিতা জানাইবার উদ্দেশে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সমদর্শী [স] ১ *বিণ* সবাইকে সমান গুরুত্ব দেয় এমন। 'ফকির বিজ্ঞ, পণ্ডিত ... এবং হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* পণ্ডিত। 'জ্যেষ্ঠ, যার পর নাই, সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সমদাবিদার [স সম+ফা দাবিদার] *বিণ* সমান অধিকার প্রার্থনাকারী। 'মানবীয় অধিকারে তারা সর্বত্র সমদাবিদার।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সমদুঃখিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সমব্যথী। 'তাঁহার সমদুঃখিনী হইয়া অন্ধকারময়ী রজনী উপস্থিত হইল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সমদূরবর্তী, সমদূরবর্ত্তী [স] *বিণ* সমান দূরে অবস্থিত। 'তাহা সূর্য্যের সমদূরবর্ত্তী দেখি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমদৃষ্টি [স] *বি* অপক্ষপাতী আচরণ। 'আমি ত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সমদৃষ্টে [স] *ক্রিবিণ* পরস্পর সম্মুখে। 'ক্ষণেক বঙ্কিমে চাহে/ মনে আন নাহি ভাহে/ সমদৃষ্টে ক্ষেণে নিরীক্ষণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সমদেশ [স] *বি* সমগ্র দেশ। 'বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে সমদেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

সমধরাতল [স] *বি* সমতল ভূপৃষ্ঠ। 'জলস্রোতে ইহা ক্রমে সমধরাতল হইতেছে।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

সমধর্মা, সমধর্ম্মা [স] *বিণ* এক ধর্মাবলম্বী। 'সমধর্ম্মা কৃষ্ণ মোহন কন্যা উচ্ছুগুও করে দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সমধর্মী, সমধর্ম্মী [স] *বিণ* সমান সামর্থ্য লাভ করেছে এমন। 'কিছুদিন পরে রোমও মিশরের সমধর্ম্মী হইয়া পড়িল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমপদী [স] *বিণ* সমান পদমর্যাদার অধিকারী। '... ন্যায় পারিতোষিক না পাইয়া সামান্য কেরাণির সমপদী হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সমপর্যায় [স] *বি* একই মানের। 'প্রমথনাথ বিলাত হইতে মনে ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, কী করিয়া ইংরাজের সহিত সমপর্যায় রক্ষা করিয়া চলিতে হয় আমি তাহারই অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সমপুষ্টি [স] *বি* সমান পুষ্টি। 'প্রগতির জন্য চাই উভয়ের পূর্ণ বিকাশ, উভয়ের সমপুষ্টি।' *বেগম*, ১৯৫০।

সমপ্রজ্ঞান [স] *বি* অভিন্ন সম্যক জ্ঞান। 'এই বস্তুতন্ত্র পৃথিবীর ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে যদি সমপ্রজ্ঞান নিয়ে বরণ করতে পারি ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সমপ্রাণ [স] *বিণ* অন্তরঙ্গ। 'সমপ্রাণ সখা! মোর দোস্ত হমদম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

সমপ্রাণতা [স] *বি* প্রাণের সমতা। 'সেই উদারতা সরলতা সমপ্রাণতা যেন এর বাইরে ভিতরে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সমবয়সিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সমান বয়সের। 'এই চিরযৌবনা উর্বশী একদিন বিক্রমের সমবয়সিনী ছিল।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমবয়সী [স] *বিণ* সমান বয়সের। 'করিছে পরিহাস কানের কাছে সমবয়সী প্রিয়জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সমবয়স্ক [স] *বিণ* একই বা সমান বয়সের। 'যে সকল সমবয়স্ক বালক লেখাপড়া জানিত, তাহাদের নিকটে গিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

সমবয়স্কা [স] *বিণ স্ত্রী* সমান বয়সের। 'সমবয়স্কা রমণীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ... থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'ব্রাহ্মণবধূকে সমবয়স্কা দেখিয়া, আদরপূর্বক, তাহার ভার লইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমবিকিরণ [স] *বি* একইভাবে আলোক বিচ্ছুরণ। 'মহাশূন্যে শক্তির সমবিকিরণের ফলে একদিন এই বিশ্বজগতের বিলয় অবশ্যম্ভাবী।' *শিব*, ১৯৬০।

সমবুদ্ধি [স] *বিণ* সমানবুদ্ধিসম্পন্ন। 'মানুষ যদি সমবুদ্ধি হয় তা হলে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

সমবেগ [স] *বি* অভিন্ন গতি। 'ইহা ঠিক সমবেগে সরল পথে চলিতেছে না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সমবেত [স] ১ *বিণ* একত্র; এক স্থানে মিলিত। 'সমবেত সাংযুগীন সঙ্গে কত সাজে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* সমবায়ী। 'সমবেত খেতের কাজে আমি প্রায় দশ বছর আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সমবেদক [স] *বিণ* সমব্যথী; সমান বেদনা অনুভবকারী। 'একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর সমবেদক বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমবেদন [স] *বি* সহানুভূতি। 'সোসাইটি, ক্লাব, এসোসিয়েশন ... নিবেদন, সমবেদন, – আমি তাহাতে নহি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সমবেদনশীল [স] *বিণ* সমবেদনাপূর্ণ। 'সমবেদনশীল হৃদয় দিয়ে কবি এ করুণ দৃশ্য এঁকেছেন।' *হাই*, ১৯৪৯।

সমবেদনা [স] *বি* সহানুভূতি। 'আমরা বন্ধুর নিকট হইতে মমতা চাই, সমবেদনা চাই, সাহায্য চাই ও সেই জন্যই বন্ধুকে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'রাজলক্ষ্মীরই, প্রতি সমবেদনা বাড়িয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সমবেদনাপরায়ণ [স] *বিণ* সমব্যথী; সমবেদনা বোধকারী। 'তোমার মতন সমবেদনাপরায়ণ ...।' *জীবন*, ১৯৩৩।

সমবেদনাভরা *বিণ* সহানুভূতিপূর্ণ। 'তবে সময়বিশেষে সমবেদনাভরা গাম্ভীর্য।' *মানিক*, ১৯৪০।

সমবেদনাশীল [স] *বিণ* সহানুভূতিশীল। 'নঈমার প্রতি খানিকটা ... সমবেদনাশীল হইয়া উঠে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সমব্যবসায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* একই পেশায় নিয়োজিত। 'কেবল সমব্যবসায়িনী ঝিদের কাছেই নয় ... শাশুড়ীর কাছেও তরঙ্গ দুই মনিব-বাড়ির গল্প করে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সমব্যবসায়ী [স] *বিণ* একই পেশায় নিয়োজিত। 'বড়ো উকিলের বড়ো উকিল বন্ধু থাকে – সমব্যবসায়ী কিনা!' *মানিক*, ১৯৩৭।

সমব্যাহারী [স] *বি* সঙ্গী। 'আপন সমব্যাহারীগণের সহিত উপস্থিত হইয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সমভাগ [স] *বি* সমান ভাগ। 'সমভাগ, গাঁথে নাগ, কেশর ধাতকী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সমভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সমান অংশ পায় এমন। 'সুখে দুঃখে সমভাগিনী, ছায়াতুল্যা সহচরী।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সমভাব [স] *বি* একসমান ভাব; সাম্য। 'বঙ্গলোকে অধিপতি সভারে সমভাব।' *মালাধর*, ১৫০০।

সমভাবে *ক্রিবিণ* একইরূপে। 'পৃথিবী সকলকে সমভাবে ধারণ করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সমভাষা [স] *বি* একরকম ভাষা। 'উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সমভিব্যাপী [স] *বিণ* বিস্তৃত। 'নির্জন অন্তর্ভেদী সমভিব্যাপী দয়ার উজ্জ্বলতায় ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সমভিব্যাহার [স] *বি* সাহচর্য। 'লক্ষণ বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে ... সুরম্য বৈশালী নগরে আগমন করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সমভিব্যাহারি [স সমভিব্যাহারী] *বিণ* সঙ্গে আছে এমন। 'তাঁহার সমভিব্যাহারি সাহেবও তদ্রূপ কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সমভিব্যাহারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সহগামী। 'তোমায় উহার সমভিব্যাহারিণী হইতে হইবে না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সমভিব্যাহারী [স] *বিণ* সঙ্গে থাকে এমন; সঙ্গী। 'তাঁহার সমভিব্যাহারী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা হিন্দুদের আচার ব্যবহার ধর্মাদি যেরূপ দর্শন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সমভিব্যাহারে [স] ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে নিয়ে। 'স্ত্রী সমবিভ্যাহারে যুদ্ধ স্থানে যাওয়া উপযুক্ত নয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'আপন সৈন্য সন্নিপাত সমভিব্যাহারে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'এক দরখাস্ত পার্লিমেন্টে দেওনার্থ সমভিব্যাহারে লইয়া বিলায়তে গিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমভিব্যাহৃত [স] *বিণ* সহগামী। 'বাবু রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র চারি জন পরিচারক সমভিব্যাহৃত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমভূম [স সমভূমি] *বি* সমতলভূমি। 'ভারতবর্ষ স্টীমরোলা বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম সমতল করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র* ১৯০৫।

সমভূমি [স] ১ [স] *বি* সমতলভূমি। 'বাগানে অতি উত্তম সমভূমি পাকা রাস্তা।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* মাটির সমান্তরাল। 'বহির্ভা পড়িয়া সমভূমি প্রায় হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৩ *বিণ* ভূমিসাৎ 'দামেস্করাজ্য সমভূমি করিতে জীবন পণ।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

সমভূমিতা [স] *বি* সমান্তরালতা। 'সম্পাদকের আসন হইতে ভারতরাজতক্ত পর্যন্ত একটা সমভূমিতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমভ্যাহার [স সমভিব্যাহার/সমব্যাহার] *বি* সাহচর্য। 'রাজা ... সমভ্যাহারে নগরের মধ্যে বাসস্থান করিয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জ* ১৮১২।

সমমতাবলম্বী [স] *বিণ* একই মতের অনুসারী। 'কয়েকজ সমমতাবলম্বী ব্যক্তিসহ সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৭০।

সমমর্যাদা [স] *বি* সমান সম্মান। 'নারীরা আজও পুরুষে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।' *বেগম*, ১৯৫২।

সমমাত্রা [স] *বি* প্রতিটি পর্বে সমান সংখ্যক মাত্রার তাল। 'তাতে সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমযুত [স] *বি* সমতুল্য। 'আমি হেন সুত নাহি সমযুত।' *আলাওল* ১৬৮০।

সমযোগ্য [স] *বিণ* সমান যোগ্যতাসম্পন্ন। 'অদ্যাবধি বি... তাহাদিগের প্রতি প্রতিকূল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমযোধ [স] *বি* সমান যোদ্ধা। 'দুই জন সমযোধ সমান উপকর পাইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমরেখা *বি* সমান্তরাল রেখা। 'জন্তুর মাথাটা গাড়ির নিম্নতলে সমরেখায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সমরস [স] *বি* শূন্যতা করুণার অভেদ অবস্থা। 'তিম মরণ অস্তণা। সমরসে গজণ সমাজ।' *চর্যা ৪৩*, ১২০০।

সমরসময় [স] *বি* যুদ্ধকালীন সময়। 'সমরসময়, ভয়ে কেশচা... পাছে ছিল বলে বেন্ধে রাখিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

সমরেখা [স] *বি* একই সমান্তরাল। 'আমার মতের সমরেখায় চ... না।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সমরূপ [স] *ক্রিবিণ* একই রকমে। 'ঐ সুধীর সুবিখ্যাত মহাশয়ে যথার্থ স্বরূপ সমরূপ প্রতিবিম্বিত।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সমলোভী [স] *বিণ* সমান লোভী। 'পাকসাট মারি কেহ খেদাই... দূরে সমলোভী জীবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সমশক্তিমান [স] *বিণ* সমান শক্তির অধিকারী। 'মানুষের ভাগ্য নি... বুঝি দুই সমশক্তিমান জড়ের বিলাস।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সমশিক্ষিত [স] *বিণ* একই রকম শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'আমাদের সমা... সমপর্যায়ের সমশিক্ষিত দুজন স্ত্রী-পুরুষ কি একরকম।' *নরেন্দ্র* ১৯৫৬।

সমশির [স সমশীর্ষ] *বিণ* একই উচ্চতাসম্পন্ন। 'অর্দ্ধ হাত পুর দুর্বা সমশির।' *রামরাম*, ১৮০১।

সমশ্বর [স সমসর] *বিণ* সমান সমান। 'কোন মতে অন্য হৈব তার সমশ্বর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সমশ্রেণিতা [স] *বি* সাদৃশ্য; একজাতীয়তা। 'কীটপতঙ্গ পর্যন্ত প্রাণী মাত্রেরই একটা সমশ্রেণিতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সমশ্রেণীভুক্ত [স] *বিণ* একই পর্যায়ভুক্ত। 'কবিগণের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

সমসংখ্যক [স] *বিণ* সমান সংখ্যক। 'উভয় সম্প্রদায়ের জন্য সমসংখ্যক চাকরীর দাবী ...।' *আজাদ*, ১৯৪০; 'সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সমসাময়িক [স] *বিণ* একই সময়ের। 'শ্রীহর্ষকে কবিচন্দ্র ভট্টের সমসাময়িক স্থির করিয়াছি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সমসুখী [স] *বি* সমান সুখের অধিকারী। 'হে সুরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা সকলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সমসূত্রে [স] *ক্রিবিণ* অভিন্নসূত্রে। 'সেই সমসূত্রে মৈথিল অর্থাৎ সেখানকার দেশী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির গান ও কাব্যে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

সমস্কন্ধ [স] *বি* সমপর্যায়। 'মানুষের মতো মানুষের সমস্কন্ধের মতো মেশা।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সমস্থলী [স] *বি* সমতল স্থান। 'অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী তদুপরি বিস্তৃত সমস্থলী তদুপরি স্তম্ভ সমূহোপরি ইষ্টকাচ্ছাদন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

সমস্নেহ [স] *বি* সমান মমতা। 'সর্ব্বধর্ম্ম প্রতি সমস্নেহ প্রকাশ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সমস্বর [স] *বিণ* সম্মিলিতকণ্ঠে। 'কূটাগার থেকে দেখা স্বস্তিকলাঞ্ছন বালখিল্য নাট্‌সীদের সমস্বর নামসংকীর্তন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

সমস্বরে [স] ১ *ক্রিবিণ* মিলিত কণ্ঠে। 'গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *ক্রিবিণ* একসাথে। '(সমস্বরে) আজ্ঞে, আমরা কেউ জানি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সমস্বার্থ [স] *বি* অভিন্ন স্বার্থ। 'সমস্বার্থের মানুষ কাঁধে কাঁধ দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।' *হাসান*, ১৯৬৯।

সমক্ষে [স] *ক্রিবিণ* সামনে। 'সাহেবেরদের সমক্ষে ভারতবর্ষীয় অবস্থার বিষয়ে ... সাক্ষ্য দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'সমক্ষে চিরকালই অসুবিধা।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

সমগ্না [স] *বিণ* মগ্ন। 'সমগ্না হইল রম্ভা শোকসিন্ধু নীরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সমগ্র [স] ১ *বিণ* সব। 'নিকটে পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮। ২ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিণ* পূর্ণাঙ্গ। 'সত্যকে আমরা এক মুহূর্তে সমগ্র করে দেখতে পাই নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সমগ্রতা [স] *বি* সম্পূর্ণতা। 'উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তাকে একটি সুন্দর সমগ্রতা গড়ে তুলতে দেয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমগ্ররস [স] *বি* সামগ্রিক রস। 'একটি সমগ্ররসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সমগ্ররূপে [স] *ক্রিবিণ* পরিপূর্ণরূপে। 'তাহাকে সমগ্ররূপে দেখা ও বোঝা আমাদের কর্ম নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সমগ্রসত্য [স] *বি* অখণ্ড সত্য। 'সমগ্রসত্যের অনুসন্ধান একদিকে যেমন মানুষের বিকাশ-সম্ভাবনার দিগন্তকে প্রসারিত করে দেয় ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সমজদার [হি সমঝ+ফা দার] ১ *বিণ* রসজ্ঞ। 'সমজদার লোকের লক্ষণ এই যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* বোদ্ধা; বিচক্ষণ। 'সকল বিষয়েই সমজদার বলিয়া মনে করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সমজদারসম্প্রদায় [সমজদার+স সম্প্রদায়] *বি* সমজদার শ্রেণী। 'এই যে সমজদারসম্প্রদায়, এরা খুশী হওয়া আর খুশী করার মন্ত্রে দীক্ষিত।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সমজে ওঠা *ক্রি* বুঝতে পারা। 'তা এখনো সমজে উঠতে পাচ্ছিনে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

সমাজদার [হি সমঝ+ফা দার] *বি* সমঝদার। 'আসল সমাজদার, খানদানী কদরদানরা বসেন সেখানে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সমঝ [হি] *বি* বুদ্ধি; বিবেচনা। 'ইহারা আপন সমঝ ও দস্তুর মতো ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সমঝদার [সমঝ+ফা দার] ১ *বিণ* বিবেচক। 'সমঝদার মানুষের সঙ্গে কথা কইলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* রসজ্ঞ জন; সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'সমঝদার পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সমঝ-বুদ্ধি [সমঝ+স বুদ্ধি] *বি* রসজ্ঞান। 'এ উৎকট সমঝ-বুদ্ধিতে গানটার অনেক মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেলেও ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সমঝা, সমঝানো [হি সমঝা>] ১ *ক্রি* ব্যাখ্যা করা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* এজাহার দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *ক্রি* বোঝা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *ক্রি* সতর্ক করা। 'শুনহে মাবিয়া বাত তোমাকে সমঝাই।' *গরীব*, ১৭৬৫। **সমঝল** *ক্রি* বুঝলাম। 'সমঝল তব হম সুকপট সোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সমঝাই** *ক্রি* বুঝিয়ে। 'কালা যাইবে আমারে সমঝাই।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **সমঝাইয়া** *ক্রি* বুঝিয়ে। 'তাহাদিগকে সমঝাইয়া সালিস ত্বরায় রফা করিয়া দিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **সমঝায়** *ক্রি* বোঝায়। 'আনোয়ার! পণ্ডায়/ বৃথা লোকে সমঝায়।' *নজরুল*, ১৯২২। **সমঝিয়ে** *ক্রি* বুঝিয়ে। 'এরে দুটো কথা দাও সমঝিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **সমঝে** *ক্রি* বুঝে শুনে। 'সমঝে কর ফকিরি মন রে।' *লালন*, ১৮৯০।

সমঝোতা [হি সমঝৌতা] *বি* আপোস। 'উভয়কেই আকর্ষণীয়তা, আদর্শ-পরায়ণতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা শিখিতে হইবে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সমঝওতা, সমঝাওতা [হি] *বি* সমঝোতা; বোঝাপড়া। 'তখন একটা সমঝাওতা হল।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'আপনাআপনি যদি একটা সমঝওতা হয়।' *সুনীল*, ১৯৭০।

সমঞ্জস [স] *বি* আপোস। 'বুঝিআ কার্যের গতি/ ধায়্যা আইল লক্ষপতি/ কন্দল ভাঙ্গিল সমঞ্জসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমঞ্জসা [স] *বি* সামঞ্জস্য; সঙ্গতি। 'সমঞ্জসার প্রয়োজন আমাদের জীবনে যত বেশি, সমঞ্জসায় পৌঁছানো আমাদের পক্ষে ততই কঠিন।' *শিব*, ১৯৫০।

সমত[১] [স সম্মত] *বি* ঐকমত্য। 'তোক্ষার বচন রাধা সবই আতত/ পরদারে পাপ নাহি মুনীর সমত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমত[২] [স সম্মতি] *বি* অনুকূল মত। 'সমত দিলেন্ত আলি লক্ষায়েক

বুলি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সমতী [স সম্মতি] *বি* সম্মতি; অনুমতি। 'বোলহ কাহেরে রাধাক দেউ সমতী ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমধিক [স] *বিণ* অত্যন্ত বেশি। 'তথাকার কৃষিকর্মের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমধি [স সমধিক] *বিণ* সমধিক। 'বাপের সমধি তুল্য প্রতাপে অপার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সমধ্যম [স] *বি* সংযম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সমন [ই] *বি* আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশনামা; সপিনা। 'দরখাস্ত মতে আপন সমন তাঁতিদিগের উপর।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

সমন-জারি [ই সমন+আ জারি] *বি* আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ প্রচার। 'যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমনভয় [স শমনভয়] *বি* মৃত্যুভয়। 'ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ সমনভয় তুয়া বিনু গতি নহি আরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সমনস্ক [স] *বিণ* মনোযোগী। 'লোকালয়ের মাঝখানে এসে প'ড়ে সমনস্ক হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমনোযোগ [স] *ক্রিবিণ* মনোযোগের সঙ্গে। 'কাছে ঘেঁষে ঝুঁকে প'ড়ে খুব সমনোযোগ অথচ সপ্রতিভভাবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমন্ততঃ [স] *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'বাহিরে মৃৎপ্রস্তরাদি অসংখ্য দ্রব্য সমন্ততঃ বিস্তৃত রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমন্ত্র [স] *বিণ* মন্ত্রযুক্ত। 'যিনি অমন্ত্র ও সমন্ত্র শরপ্রয়োগ করিতে সমর্থ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সমন্দি [স সম্বন্ধী] *বি* স্ত্রীর বড়ো ভাই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সমন্ধীয় [স সম্বন্ধীয়] *বিণ* সম্পর্কিত। 'যে কর্ম্ম কেবল আমারদিগের সমন্ধীয়।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সমন্বয় [স] ১ *বিণ* সমাজভুক্ত। 'অসমন্বিত এক তাঁতির সমন্বয় করিবার কারণ ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সমাজভুক্ত হওয়ার কাজ। 'জাতি নষ্ট করিতে পারেন অথবা জাতির সমন্বয় করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বি* প্রায়শ্চিত্ত। 'আমি তো আর তোর মার পেটের ব'ন না যে আমার বিছানায় শুলে তোমার সমন্বয় করতে হবে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। ৪ *বি* একীভূতকরণ। 'সংসাকরের সমস্ত বিপরীতের সমন্বয় যদ কোনো একটি সত্যের মধ্যে না ঘটে, তবে তাকে চরম সত্য বলে মানা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৫ *বি* মিলন। 'উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্যপ্রচারে এই বিরুদ্ধের সমন্বয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৬ *বি* সামঞ্জস্য। 'পারস্পরিক সমন্বয় সাধন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সমন্বয়কল্পে [স] *ক্রিবিণ* সামঞ্জস্য তৈরির লক্ষ্যে। 'প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়কল্পে বিশপ বার্কলের ... পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা সম্পর্কে প্রস্তাব দিলে ...।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

সমন্বয়ধর্মী [স] *বিণ* মিলনপ্রত্যাশী। 'নজরুলের সমন্বয়ধর্মী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে বলেন।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭১।

সমন্বয়হীনতা [স] *বি* সহযোগিতার অভাব। 'কর্তৃপক্ষের কাজের মধ্যে সমন্বয়হীনতার জন্য নগরবাসীকেই অনেক সময় দুর্ভোগ পোহাইতে হয়।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

সমন্বয়ী [স] *বিণ* মিলিত। 'বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গান, সত্যপীরের পাঁচালি, ময়মনসিংহ গীতিকা এবং বিপুল পল্লী সাহিত্য ও সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ী ভাবাদর্শ অকৃত্রিমরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।' *শরীফ*, ১৯৭১।

সমন্বিত [স] *বিণ* যুক্ত; বিশিষ্ট। 'বদনবিবর তীক্ষ্ণধার দন্তশ্রেণীসমন্বিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমপিরিত [স সম্প্রীতি] *বি* সম্প্রীতি; সদ্ভাব। 'মা বাপের বচন রাখ সমপিরিতে থাক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সমপৃত [স সম্প্রীত] *বিণ* আনন্দিত। 'সমপৃত হইআ আমি বলিব তুমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সমবধান [স] ১ *বি* সংগ্রহ। 'তাহার টাকা ও সামগ্রী সমবধান হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ। 'তদীয় আহারাদি সমবধান করিয়া দিত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সমবায় [স] ১ *বিণ* দলবদ্ধ। 'ঢাল খাড়া লই সবে হও সমবায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* মিলন। 'প্রথম, দ্বিতীয় ... চারিটি সমবায়ের ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* সম্মিলন। 'আমাদের এই অমিল-কণ্ঠ সমবায়ের চোটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৪ *বি* সমবেত প্রয়াস। 'তাদেরই সমবায়ে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে অবয়বধারী জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৫ *বি* সম্প্রদায়। 'বাঙ্গলাভাষী মানব সমবায়ের চিন্তলোকে তিনি কত বড়।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

সমবাএ [স সমবায়] *বি* একতা। 'সকল বালক মিলি করি সমবাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সমবায়তন্ত্র [স] *বি* সমবায়বিষয়ক ধারণা। 'জীবিকায় সমবায়তন্ত্র এই কথা বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমবায়প্রণালী [স] *বিণ* সমষ্টিগত সহযোগিতার পদ্ধতি। 'সমবায়প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সমবায়ী [স] ১ *বিণ* সমবেত কর্মপ্রচেষ্টাযুক্ত। 'চতুর্থ সমবায়ী কারণ অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* দলবদ্ধ। 'চিনেও চেনে না স্বাবলম্বী অসহিষ্ণু/ সমবায়ী অপরাহ্নে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সমবিত [স সম্বিত] *বি* হুঁশ; জ্ঞান। 'খেনেকে উটিল কৃষ্ণ পাইআ সমবিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

স-যৌবনা [স] *বিণ* যৌবনময়। 'সিনান-শুচি স-যৌবনা রোমাঞ্চিত ধরা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সময় [স] ১ *বিণ* সময়োচিত। 'উঠী কর সময় বাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* নির্দিষ্টকাল। 'সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* যথার্থ ক্ষণ। 'বিশ্রাম করেন প্রভু সময় বুঝিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* প্রতিকূল মুহূর্ত। 'এ সংসারে এমন এক জন নাই যে, তাঁরে সময়ে সান্ত্বনা করে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সমএ [স সময়] *বি* সময়; কাল। 'কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সময়-অবধি [স] *ক্রিবিণ* সময় পর্যন্ত। 'লার্ড কর্ণওয়ালিসের চিরকালীন বন্দোবস্তের সময়অবধি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সময়-অসময় [স] ১ *বি* সময়গত বাধ্যবাধকতা। 'এর কি আর সময়-অসময় আছে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* অনুকূল ও প্রতিকূল সময়। 'রসিক ব্যক্তি সময় অসময় বিচার না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সময়কার [স সময়+কার] *বিণ* কালের। 'ইহা সেই সময়কার

রাষ্ট্রনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সময়ক্রমে [স] ১ *ক্রিবিণ* এক পর্যায়ে। 'সময়ক্রমে বাদসাহের অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'তাহা কাযে২ সময়ক্রমে হইয়াই উঠিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সময়তাড়িত [স] *বিণ* যুগবৈশিষ্ট্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'ক্রমাগত সময়তাড়িত তারা।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

সময় দেওয়া *ক্রি* সুযোগ দেওয়া। 'অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর সময় দিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সময়দোষ [স] *বি* কালের প্রতিকূলতা। 'কৃচিবা সময়দোষে দুঃস্থ কায়স্থজাতীয় মহাশয়েরা গুরু মহাশয়ের কর্ম্ম করিতেছেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সময়-ধারা [স] *বি* কালের প্রবাহ। 'অলস সময়-ধারা বেয়ে মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সময় নষ্ট [স] *বি* সময়ের অপচয়। 'অনর্থক বা অনিষ্টকর কর্ম্মে যে সময় নষ্ট করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

সময়নিষ্ঠাহীন [স] *বিণ* সময়ানুবর্তিতা নেই এমন। 'এখানকার সমাজজীবনে প্রাগৌপনিবেশিক কালের ... সময়নিষ্ঠাহীন, ভাগ্যনির্ভর প্রতিন্যাস ... প্রবল থেকে গেছে।' *শিব*, ১৯৫৬।

সময় পোহানো *ক্রি* সময় পার করা। 'সময় পোহারে যায়, মলয়ালী ভয় পায় ভ্রান্তিবশত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সময়বিন্দু [স] *বি* খুব সামান্য সময়। 'এখানে শিশির ঝরে সময়বিন্দুর মতো কুহলিন নক্ষত্রের থেকে।' *জীবন*, ১৯৩০।

সময়বিশেষে [স] *ক্রিবিণ* কখনো। 'সময়বিশেষে সত্যকেও গোপন করতে হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

সময়বিহীন [স] *বিণ* কাল নির্ধারিত নেই এমন। 'গ্রহে-গ্রহে টানা আছে সময়বিহীন স্তব্ধ জাল।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

সময়ব্যাপী [স] *ক্রিবিণ* সময় জুড়ে। 'বৎসরের অধিকাংশ সময়ব্যাপী প্রখর উত্তাপ, সরবরাহ বিষয়ক অসুবিধা ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সময়মত *ক্রিবিণ* যথাসময়ে। 'আমি সময়মত ওয়ার্নিং দিলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সময় যাওয়া *ক্রি* কালক্ষেপণ হওয়া। 'প্রথমটা তাকে পোষ মানিয়ে আপনার করে নিতে কিছু সময় যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সময়যাপন [স] *বি* সময় কাটানো। 'কেবল সময়যাপনের জন্যে একটা কাজ খুঁজে বেড়াতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সময়সংকেত [স] *বি* কালের লক্ষণ। 'তোমরা সকলে মিলে বুঝে নিতে সময়সংকেত।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

সময়-সময় [স] *ক্রিবিণ* মাঝে-মধ্যে। 'সময়-সময় যেন বুঝে উঠতে পারি না।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

সময়সাগর [স] *বি* সময়রূপ সমুদ্র। 'নানা উপহার আনে সময়সাগর থেকে তুলে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

সময়সাপেক্ষ [স] ১ *বিণ* কালসাপেক্ষ। 'মনের স্বাধীনতা একবার লাভ করতে পারলে ... পরিবর্তন শুধু সময়সাপেক্ষ।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বি* অধিক সময়ের ব্যাপার। 'গাছের লিখনভঙ্গি ব্যাখ্যা অনেক সময়-সাপেক্ষ।' *জগদীশ*, ১৯১৯।

সময়সীমা [স] *বি* সময়ের গণ্ডি। 'বিদেশী কোম্পানীগুলির জন্য সময়সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সময়স্রোত [স] *বি* সময়ের ধারা। 'আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গার স্থির হয়ে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সময় হওয়া *ক্রি* উপযুক্ত কাল আসা। 'বেলা আর নাই বাকি সময় হয়েছে নাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

সময়াতিপাত [স] *বি* সময় কাটানো। 'একটার অবলম্বনে সময়াতিপাত করে।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

সময়াতীত [স] *বিণ* নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে এমন। 'ঘাটে গমন করেন তজ্জন্য সময়াতীত হওনে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সময়ানুবর্তিতা [স] *বি* সময়নিষ্ঠা। 'যে-কাজে বেরুচ্ছি তাতে সময়ানুবর্তিতা অসম্ভব।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

সময়ানুযায়ি [স সময়ানুযায়ী] *ক্রিবিণ* কাল অনুযায়ী। 'সিংহের সাতে যাহা হউক সমস্তই সময়ানুযায়ী।' *রামরাম*, ১৮০১।

সময়ানুরূপে [স] *ক্রিবিণ* যথাসময়ে। 'সময়ানুরূপে দুষ্ট মতি প্রবিষ্ট হইল আসিয়া দাউদের অন্তরে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সময়ানুসারে [স] ১ *ক্রিবিণ* সময় মেনে। 'যে কেহ সময়ানুসারে কর্ম্ম না করে তাহার ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ২ *ক্রিবিণ* সুযোগমতো। 'কহিবা সময়ানুসারে আসিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সময়ান্তর [স] *বি* অন্য সময়। 'আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সময়াবধি [স] *ক্রিবিণ* সময়কাল পর্যন্ত। 'বিক্রমাদিত্যের সময়াবধি অনেকানেক কবিকুলতিলক ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

সময়াসঙ্গ [স] *বি* সহবাসের সময়; সঙ্গমকাল। 'আসন্ন সময়াসঙ্গ কম্পিত সর্ব্বাঙ্গ।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সময়াহত [স] *বিণ* সময়ের আঘাতপ্রাপ্ত। 'অথচ সময়াহত আপাত-বস্তুর দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত মনে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

সময়ে-অসময়ে *ক্রিবিণ* যেকোনো মুহূর্তে। 'সময়ে-অসময়ে, উপলক্ষ থাক বা না থাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সময়ের হাত *বি* যুগধর্ম। 'সময়ের হাত সৌন্দর্যেরে করে না আঘাত।' *জীবন*, ১৯৪০।

সময়ে সময়ে *ক্রিবিণ* কখনো কখনো। 'তাঁহারা সময়ে সময়ে সমাগত হইয়া ... যজ্ঞ সকল সম্পন্ন করিতেন।'

সময়োচিত [স] *বিণ* সময়ের উপযোগী; যুগোপযোগী। 'সময়োচিত আন্দোলন স্বতই উদ্ভূত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সময়োপযোগিতা [স] *বি* বিশেষ সময়ের পক্ষে উপযুক্ততা। 'সেইসব প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বা সময়োপযোগিতা সম্পর্কে আমরা কিছু বলিতে চাই না।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সময়োপযোগী [স] ১ *বিণ* যুগোপযোগী। 'বর্ত্তমান সময়োপযোগী বিধি ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* বিশেষ কোনো সময়ের জন্য উপযুক্ত। 'উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমর [স] *বি* যুদ্ধ। 'তা সব মাইল কাহ্ন বিষম সমরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমর [স] ১ *বি* যুদ্ধ। 'তা সব মাইল কাহ্ন বিষম সমরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রাণহরণ। 'বন্ধ আছে যমরাজের সমর, আজকে শুধু এক বেলারই তরে, আমরা দোঁহে অমর দোঁহে অমর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বি* দ্বন্দ্ব। 'শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সমর-অঙ্গন [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-অঙ্গনে,

দারুণ নিশীথে। পিতঃ, প্রণমি চরণে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সমরকৌশল [স] *বি* যুদ্ধনীতি। 'উৎকৃষ্ট সমর-কৌশল ও রাজনীতির প্রভাবে ... সীরিয়া অধিকৃত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'অসাধারণ সমরকৌশলে বুয়র জাতি অচিরে বিধ্বস্ত হইবে।' *মিহির*, ১৮৯৯।

সমরক্ষেত্র [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে বিমুখিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সমর-ঘাত [স] *বি* যুদ্ধের আঘাত। 'সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সমরজয়ী [স] *বিণ* যুদ্ধ জয় করেছে এমন। 'আমার সমরজয়ী অমর তরবারি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সমরধীর [স] *বিণ* যুদ্ধে স্থির এমন। 'সাজিল মহাবীর বিষম সমরধীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমরনীতি [স] *বি* যুদ্ধনীতি। 'সমরনীতি বিশারদ রাজচক্রবর্ত্তী আলেকজাণ্ডার ... আদেশ প্রদান করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সমরপদ্ধতি [স] *বি* যুদ্ধকৌশল। 'সামরিক শক্তি যে তারা বহু আগে থেকেই জেনেছে, তাও তাদের সমরপদ্ধতিতে বোঝা গিয়েছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমরবন্যা [স] *বি* যুদ্ধরূপ বন্যা। 'সমরবন্যা যবে অবসান সোনার ভারত বিপুল শ্মশান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমরব্যাপার [স] *বি* যুদ্ধনীতি। 'বর্তমানকালীন সমরব্যাপারে আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির প্রচলনে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমরযাত্রা [স] *বি* যুদ্ধযাত্রা। 'সমরযাত্রার অভিযানের সাথি যদি খোঁড়া হয়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সমরশিক্ষা [স] *বি* যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা। 'কৃষ্ণাজী অনন্ত তাঁকে সমরশিক্ষা করলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমরসজ্জা [স] *বি* যুদ্ধের প্রস্তুতি। 'উদাহরণতঃ পাশ্চাত্য জগতের সমরসজ্জা উল্লেখযোগ্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমরসাগর [স] *বি* সমররূপ সাগর। 'রাজা মহাবল ... সমরসাগরে অবগাহন করিয়া, অশেষপ্রকার প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যেন সে অমর সমর-সাগর, গ্রহণ করেছে নব কলেবর, একটি বিরাট গানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমরসাজ [স সমরসজ্জা] *বি* রণসজ্জা। 'সকলেই পরিপূর্ণ সমরসাজে সজ্জিত।' *মুনীর*, ১৯৬১।

সমর-সাধনা [স] *বি* যুদ্ধ-প্রয়াস। 'সমর-সাধনা সার্থক করতে হ'লে ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সমরহেতু [স] *ক্রিবিণ* যুদ্ধের কারণে। 'সাজিলা সমরহেতু অধিক শোভিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সমরা [স সমর] *ক্রি* যুদ্ধ করা। 'নগবর লাউসেনে সমরল দুইজনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি, তার জন্যে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সমরাগ্নি [স] *বি* যুদ্ধরূপ আগুন। 'উভয় মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমরাঙ্গন [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্র। 'অশ্ব, শিবির, অস্ত্র, যুদ্ধ, যোদ্ধা, সমরাঙ্গন – সকলই দেখিতে পাইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সমরানল [স] *বি* যুদ্ধরূপ আগুন। 'এই সমরানল যে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষা।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সমরায়োজন [স] *বি* যুদ্ধের প্রস্তুতি। 'রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সমরাস্ত্র [স] *বি* যুদ্ধাস্ত্র। 'পাশ্চাত্য সমরাস্ত্রের উপর ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক মিশনের নিয়ন্ত্রণ।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

সমরভেকেসন [ই] *বি* গ্রীষ্মকালীন ছুটি। 'সমরভেকেসনে কালেজ বন্ধ হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সমর্থ [স] ১ *বিণ* দক্ষ। 'মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* শক্তিশালী। 'এবে সে নবীর দীন হইল সমর্থ।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বিণ* যোগ্য। 'সেই সমর্থ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সমর্থবয়স [স] ১ *বি* প্রাপ্তবয়স; পরিণত বয়স। 'সমর্থবয়সের বিধবা মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* বিয়ের জন্য উপযুক্ত বয়স। 'সৎপাত্রকে উপেক্ষা করা সমর্থবয়সের বাঙালি মেয়ের পক্ষে অপরাধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সমর্থা [স] *বিণ স্ত্রী* সক্ষম। 'শিক্ষা দিতে সমর্থা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সমর্থিত [স] *বিণ* সমর্থনপ্রাপ্ত। 'দেশবাসীর সমর্থিত ও লোকায়ত গভর্ণমেন্ট স্থাপন অপরিহার্য্য।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

সমর্থক [স] *বি* সমর্থনকারী। 'প্রস্তাবক ও সমর্থক সকলেই বিভিন্ন জেলার কৃষক ও শ্রমিক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সমর্থন [স] *বি* পক্ষাবলম্বন। 'আমার পেছনে তাদের সমর্থন নেই।' *পাশা*, ১৯৭১।

সমর্থনকারী [স] *বিণ* সমর্থন আছে এমন। 'আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা ... এই মতেরই সমর্থনকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সমর্থনযোগ্য [স] *বিণ* সমর্থন করা যায় এমন। 'রানির আচরণ একান্ত সমর্থনযোগ্য।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমর্পণ [স] ১ *বি* স্থাপন। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রদান। 'এত বলি কিছু আগে করি সমর্পণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হাতে হাতে শ্রীমন্তে করিল সমর্পণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* নিয়োজন। 'আমাদের উপেক্ষিত ভাষা, আমাদের অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্পণ করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমর্পন [স সমর্পণ] *বি* স্বত্ব ত্যাগ করে দান। 'বাপ আসি কৈল মোরে কৃষ্ণে সমর্পন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সমর্পা [স সমর্পণ>] *ক্রি* সমর্পণ করা। **সমর্পিএ** *ক্রি* সমর্পণ ক'রে। 'জলে সমর্পিএ পুত্র রাখুক আদিত্য।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সমর্পিতে** *ক্রি* সমর্পণ করতে। 'সমর্পিতে চাহি তারে তোহ্মার চরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সমর্পিবা** *ক্রি* সমর্পণ করবে। 'এহি মাটি তান তরে সমর্পিব পএগাম্বরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সমর্পিল** *ক্রি* সমর্পণ করলো। 'তোমার পাএ সমর্পিল নিজ কলেবর।' *মালাধর*, ১৫০০। **সমর্পিলা** *ক্রি* সমর্পণ করলো। 'দামোদরস্বরূপ ঠাঞি তারে সমর্পিলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **সমর্পিলুঁ** *ক্রি* সমর্পণ করলাম। 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ দয়া জনি ছোড়বি মোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সমর্পিত [স] ১ *বিণ* অর্পিত; সমর্পণ করা হয়েছে এমন। 'কমিটি সাহেবেরা সমর্পিত ভার নির্ব্বাহ করণার্থে বৈঠক করিয়াছেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* প্রদত্ত। 'কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার ... সমর্পিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সমর্পিতা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* নিজেকে উৎসর্গকারী। 'ছিলো কোলাহলে

সমর্পিতা চিরদিন।' *শামসুর, ১৯৫৯*। ২ *বিণ স্ত্রী* নিবেদিত। 'আজীবন সমর্পিতা কোরানের শ্লোকে।' *শামসুর, ১৯৬৩*।

সমল [স] *বিণ* মলিন। 'সপঙ্ক সমল, সকলে বলে।' *রামপ্রসাদ, ১৭৮০*।

সমলংকৃত, সমলঙ্কৃত [স] *বিণ* সম্যক্‌ভাবে অলংকৃত। 'স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে এই সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেছিলেন।' *মাইকেল, ১৮৭৩*; 'আমাকে ... অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত করিলেন।' *রবীন্দ্র, ১৯৪০*।

সমলতা [স] *বি* অপবিত্রতা। 'ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।' *বঙ্কিম, ১৮৮৭*।

সমষ্টি [স] ১ *বি* একাধিক বস্তুর সন্নিবেশ। 'সমুদ্রচর জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র।' *বঙ্কিম, ১৮৭৫*। ২ *বি* বহুজন; গণমানুষ। 'সমষ্টির অভিসন্ধি নিঃসহায় ব্যষ্টিরে সংহারে।' *সুধীন্দ্র, ১৯২৮*।

সমষ্টিক [স] *বিণ* সম্পূর্ণ; সামষ্টিক। 'তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে ...।' *জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৬*।

সমষ্টিকাংশ [স] *বি* সম্পূর্ণ অংশ। 'তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে ...।' *জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৬*।

সমষ্টিগত [স] *বিণ* সমষ্টি সম্পর্কিত। 'মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩১*।

সমষ্টিতন্ত্র [স] *বি* স্বাতন্ত্র্যহীন গোষ্ঠীবদ্ধতার তত্ত্ব। 'খাঁটি ব্যক্তিতন্ত্র কিংবা খাঁটি সমষ্টিতন্ত্রের দোষ একই।' *ধূর্জটি, ১৯৩১*।

সমষ্টিবাদ [স] *বি* স্বাতন্ত্র্যহীন গোষ্ঠীবদ্ধতার তত্ত্ব। 'রব না, রব না লুব্ধ, ক্ষুব্ধ বামনের এ সমষ্টিবাদে।' *সুধীন্দ্র, ১৯৩১*।

সমষ্টিব্যস্ত [স] *বিণ* সর্বতোভাবে চঞ্চল। 'তার সরল গতিতে বাধা পড়লেই সে সমষ্টিব্যস্ত হয়ে পড়ে বক্র হয়ে বিচিত্র ভঙ্গি ধারণ করে।' *প্রমথ, ১৯১৪*।

সমষ্টিভূত [স] *বিণ* একত্র। 'সকল মানুষের মন সমষ্টিভূত হয়ে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৩*।

সমসর [স] *বি* সমান। 'আমি ত নৃপতি সনে দিলাঙ উত্তর তো ছার বেটার সনে নজ্রিব সমসর।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

সমসা [ফা সমূসহ] *বি* ক্ষুদ্র ত্রিকোণ খণ্ডিত মাংসের রুটিবিশেষ। 'কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা।' *ভারত, ১৭৬০*।

সমস্কৃত [স] *বিণ* সংস্কৃত; সংস্কার করা হয়েছে এমন। *মিলার, ১৭৯৭*।

সমস্ত [স] ১ *বি* সমগ্রতা। 'বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব সমস্ত।' *বৃন্দা, ১৫৮০*। ২ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'রবিবর্মার ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত সকালবেলাটা কেটে গেল।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩*।

সমস্তখন [স সমস্তক্ষণ] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'মূর্খ যারা তাদেরই তো সমস্তখন ছুটি।' *রবীন্দ্র, ১৯২২*।

সমস্তদিন [স] *ক্রিবিণ* সারাদিন। 'বিচারালয়ে গোমস্তা সমস্তদিন বসাইয়া রাখে।' *সত্যার্ণব, ১৮৫৫*।

সমস্যা [স] ১ *বি* সংকট। 'সুরীক্ষা সমস্যা হেতু দিলেক দোহাই।' *রূপরাম, ১৭৫০*। ২ *বি* সমাধানার্থ অসমাপ্ত শ্লোক। 'রাক্ষসী সমস্যা দিলে পর পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ সমস্যা পূরিয়া দিলেন।' *কেরি, ১৮১২*। ৩ *বি* ঝামেলা। 'নব্য হিন্দুদের বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৮*। ৪ *বি* অন্তরায়। 'কিন্তু তবু তুমিই থাকো, সমস্যা যাক ঘুচি।' *রবীন্দ্র, ১৯০০*। ৫ *বি* বিপদ। 'মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৮*।

সমস্যাকীর্ণ [স] *বিণ* সমস্যাসঙ্কুল। 'সমস্যাকীর্ণ এ জগতে এস একবার।' *ফররুখ, ১৯৬৩*।

সমস্যাকুল [স] *বিণ* সমস্যায় জর্জরিত। 'সমস্যাকুল চিত্তে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।' *বনফুল, ১৯৩৬*; 'তাঁর প্রশ্নে সকলেই সমস্যাকুল হলেন।' *মহাশ্বেতা, ১৯৫৬*।

সমস্যাক্লিষ্ট [স] *বিণ* সমস্যা-জর্জরিত। 'প্রাত্যহিক এ বর্ত্মেই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের মুক্তির।' *সুনীলমুখো, ১৯৭০*।

সমস্যাজর্জরিত, সমস্যাজর্জ্জরিত [স] *বিণ* সমস্যায় পরিপূর্ণ। 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের সমস্যাজর্জ্জরিত কৃষককুলই যদি যথার্থ সাহায্য না পায় ...।' *আজাদ, ১৯৫৭*।

সমস্যাবহুল [স] *বিণ* প্রচুর সমস্যা রয়েছে এমন। 'এই সামাজিক অনাচার যান্ত্রিক যুগের সমস্যাবহুল জীবনে আর চলতে পারে না।' *বেগম, ১৯৫৩*।

সমস্যাবিমূঢ় [স] *বিণ* সমস্যায় হতাশাগ্রস্ত। 'সমস্যাবিমূঢ় কাঙাল মানুষের অসামর্থ্যকে ঢাকবার জন্যে।' *শরীফ, ১৯৬৮*।

সমস্যাময় [স] *বিণ* সমস্যায় পরিপূর্ণ। 'বিচিত্রতম ব্যক্তিত্বের মধ্যে তেমনি সমস্যাময় সংসার নিজেরই ঐশ্বর্যরূপ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়।' *অন্নদা, ১৯২৮*।

সমস্যামূলক [স] *বিণ* অসুবিধাজনক। 'সমাজে যা খুব ঘোরতর সমস্যামূলক।' *বিভূতি, ১৯৩১*।

সমা[১] [স সম] *বিণ* সম। 'গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা।' *বড়ু, ১৪৫০*।

সমা[২] [স] *বি* বৎসর। 'গোঙাঞিলে এক সমা তথা।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

সমা[৩] [স সমায়াতি] *ক্রি* প্রবেশ করা। **সমাঅ** *ক্রি* ঢোকে। 'তিম মরণ অঅণা রে সমরসে গঅণ সমাঅ।' *চর্যা ৪৩, ১২০০*। **সমাইড়** *ক্রি* ঢুকলো। 'কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইড়।' *চর্যা ২, ১২০০*। **সমাইলি** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'হমর সে দুখ সুখ তহিঁ পিয়া কহিহ সুন্দরি সমাইলি বাহ।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*। **সমাঈ** *ক্রিবিণ* মিশে। 'চলহি তিমিরপথ সমাঈ।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*। **সমাওত** *ক্রি* লীন হয়। 'তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহর সমানা।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*।

সমা[৪] [স সর্ব] *সর্ব* সবাই। 'আর সেই বলাবল সমাই বুঝন্ত।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*। **সমাইক** *ক্রিবিণ* সবাইকে। 'হেন মতে বিস্য বিরে সমাইক পালন্ত।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*। **সমাইরে** *সর্ব* সবাইকে। 'দড় বন্দি করি রাজা সমাইরে রাখিল।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*। **সমাক** *সর্ব* সকলকে। 'মোর সব সখির সাসুড়ি থান গিআঁ হেন বোল তা সমাক কিছু ভরছিআঁ।' *বড়ু, ১৪৫০*। **সমার** *বিণ* সবার। 'তোর বোলেঁ তা সমার না লইলোঁ লাগ।' *বড়ু, ১৪৫০*। **সমাহি** *বিণ* সকলে। 'ঐর্ন্যে ঐর্ন্যে সমাহি মুখ চাহিআ।' *মালাধর, ১৫০০*।

সমাংশ [স] *বি* সমান ভাগ। 'উদ্যানও উভয়ে সমাংশ করিয়া লও।' *বিদ্যা, ১৮৬৩*।

সমাকীর্ণ [স] *বিণ* পরিব্যাপ্ত। 'নানা যান-সমাকীর্ণ জলসংসিক্ত রাজমার্গ।' *অক্ষয়, ১৮৪৮*।

সমাকুল [স] *বিণ* ব্যাকুল। 'ভাবে সমাকুল চিত নারদে গায়েন গীত।' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

সমাকৃষ্ট [স] *বিণ* সম্যক্‌ভাবে আকৃষ্ট। 'অদম্য মনোরথে সমাকৃষ্ট হইয়াই ...।' *কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮*।

সমাক্রান্ত [স] *বিণ* প্রসারিত। 'সদাসচেতন দর্শক মন তার অন্তরে

সমাক্রান্ত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

সমাগত [স] ১ *বিণ* উপস্থিত। 'ঐ সভায় সম্ভ্রান্তসমূহ সমাগত হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* মিলিত। 'ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোক সমাগত হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমাগতা [স] *বিণ স্ত্রী* এসেছে এমন। 'রজনী সমাগতা।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সমাগম [স] ১ *বি* জমায়েত। 'ইগ্লণ্ডীয় লোক ও বাঙ্গালি লোকেরদের সমাগম হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* আগমন। 'যদি কোন বিজ্ঞতম, লোকের হয় সমাগম, আলাপন নাহি তার সাথে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সমাগমন [স] ১ *বি* সম্মেলন। 'স্বররাজ রাজ্য করিবার বাসনায় সমাগমন করিয়াছেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ২ *বি* উপস্থিতি। 'ইঙ্গলণ্ডীয় বহুবিধ লোকের সমাগমন হইয়াছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ৩ *বি* প্রত্যাবর্তন। 'পরমানন্দে পূজা করত নিকেতনে সমাগমন করেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

সমাচার [স] ১ *বি* খবর; সংবাদ। 'হংসি দিয়া সমাচার পাঠাইহ মোকে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* নালিশ। 'স্বনয়নে দেখিয়া চৌকিদার থানার জমাদারের নিকট সমাচার করিল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সমাচার কাগজ [স সমাচার+আ কাগজ] *বি* সংবাদপত্র। 'যদি সমাচার কাগজে এ সকল লেখার রীতি থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সমাচারপত্র [স] *বি* সংবাদপত্র। 'কলিকাতার ইংরেজী সমাচারপত্রে ছাপা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সমাচ্ছন্ন [স] ১ *বিণ* অভিভূত বা আচ্ছন্ন। 'সংস্কৃত গ্রন্থে অদ্যাপিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* ছেয়ে গেছে এমন; আবৃত। 'স্রোত নাই বলিলেও হয়, সেইজন্য এই নদী কুমুদে কহ্লারে পদ্মে শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সমাচ্ছাদিত [স] *বিণ* আবৃত; ঘিরে রেখেছে এমন। 'স্থানটি তাল জাতীয় বৃক্ষে সমাচ্ছাদিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'আর্দ্রবস্ত্রে দেহ সুচারুরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সমাজ [স] ১ *বি* সম্প্রদায়। 'রুঠ হয়িব তোরে ত্রিদশসমাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সঙ্গ। 'সামি সমাজ হম পেমে অনুরঞ্জি কুমুদিনী সন্নিধি চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বি* দল। 'কুলীনগ্রামের এক কীর্তনীয়া-সমাজ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* জাতি। 'কলঙ্ক রাখিলি তুই আরব সমাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৫ *বি* সমবেত জন। 'বসিলেন্ত সমাজেত অধিক উজ্জ্বল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৬ *বি* সংঘ; সমিতি। 'ধর্মসভা নামে এক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'পারী নগরে, ফ্রেঞ্চ একাডেমি নামে এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সমাজকর্তা, সমাজকর্তা [স] *বি* সমাজের নেতা। 'সেই সমাজকর্তা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'সমাজকর্তাদের মতে স্বধর্ম পালন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমাজকর্মী [স] *বি* সমাজসেবক। 'সমাজ কল্যাণের জন্য সংগঠন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজকর্মীর অভাব রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬০।

সমাজকল্যাণকর [স] *বিণ* সমাজের মঙ্গল হয় এমন। 'জনহিতকর ও সমাজকল্যাণকর প্রচেষ্টার প্রতিও গভীর মনোযোগ দিতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৪৩।

সমাজকল্যাণমূলক [স] *বিণ* সমাজের জন্য মঙ্গলময়। 'এই যৎসামান্য সমাজকল্যাণমূলক কাজই যথেষ্ট নয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সমাজকাঠামো *বি* সমাজের গঠন। 'পূর্বনির্দিষ্ট সমাজকাঠামোতে একটি গ্রামজীবনে বাইরে থেকে আঘাত ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

সমাজকৃত্য [স] *বি* সামাজিক আচার পালনের কাজ। 'সাধারণ লোকের সমাজকৃত্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমাজগত [স] *বিণ* সমাজের অর্ন্তগত। 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সমাজগতপ্রাণ [স] *বিণ* সমাজের প্রতি আন্তরিকভাবে দায়িত্বশীল। 'সামান্য পয়সার লোভে এই বিজ্ঞাপন বাহির করিলেন কিনা সমাজগতপ্রাণ ইসলামের জন্য জান-কোরবানকারী মওলানা সাহেব।' *সওগাত*, ১৯২৯।

সমাজচিত্র [স] *বি* সমাজের বিবরণ; সমাজের ছবি। 'বাংলার উৎকৃষ্ট সমাজচিত্র দেখিতে পাই।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সমাজচেতনা [স] *বি* সমাজমনস্কতা। 'অত্যধিক সমাজচেতনা মানুষকে একপেশে ও প্রমাণসাইজ করে রাখে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সমাজচেতনাবাদী [স] *বি* সমাজতন্ত্রী। 'মূল্যবোধহীন সমাজচেতনাবাদীদের রচনার চেয়ে যে তা বেশী মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহই নেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সমাজচ্যুত [স] *বিণ* সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত; একঘরে। 'আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩; 'নীচজাতিকে স্পর্শ করিলে তোমাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত হইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজচ্যুত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সমাজছাড়া *বিণ* সমাজচ্যুত। 'মহিলা দেহনিবন্ধ সতীত্বের অত্যাচারে সমাজছাড়া হয়ে প্রেম ও সম্মানের অভাবে অসার্থক হচ্ছেন।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমাজ জমাত [স সমাজ+আ জামাআত] *বি* ওঠা-বসা; সামাজিকতা। 'সমাজ জমাত করিতে নারাজ।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৩।

সমাজজীবন [স] *বি* সামাজিক জীবনধারা। 'তার সমাজজীবন গঠিত হয়েছে, তার নীতিবাদ রচিত হয়েছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সমাজতত্ত্ব [স] *বি* সমাজবিদ্যা। 'ওই রে আকাশ জুড়ে ছড়ায় সমাজতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমাজতত্ত্বকারী [স] *বি* সমাজবিদ্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'তৎকালের সমাজতত্ত্বকারী ইতিহাসবেত্তা বা পৌরাণিক আমাদিগকে বিশেষ কিছু অবগত করেন না।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সমাজতত্ত্বজ্ঞ [স] *বি* সমাজবিধি প্রণেতা। 'মনুর পর আর কোন বিচক্ষণ সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন নিয়ম সংস্থাপিত করেন নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সমাজতত্ত্ববেত্তা [স] *বিণ* সমাজবিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সমাজতন্ত্র [স] *বি* ব্যক্তি ও শ্রেণীর মালিকানা বিলোপ করে সবার কল্যাণের জন্য উৎপাদনের সহায়ক সব বস্তু রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন -- শাসনব্যবস্থা-সংক্রান্ত এই মতবাদ। 'রাজ্যতন্ত্রই বলো, সমাজতন্ত্রই বলো আর ধর্মতন্ত্রই বলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সমাজতন্ত্রবাদ [স] *বি* সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। 'সমাজতন্ত্রবাদ বা এ ধরনের কোনো ভাবধারায় তাঁহারা বিশ্বাসী নহেন।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

সমাজতন্ত্রবাদী [স] *বি* সমাজতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী যে। 'তিনি নিজে একজন সমাজতন্ত্রবাদী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সমাজতন্ত্রী [স] *বিণ* সমাজতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী। 'একটি সরকারী এশতেহারে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের একটি চমকপ্রদ ষড়যন্ত্রের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সমাজতরী [স] *বি* সমাজরূপ তরী। 'গণ্ডীগুলি তুলে দিলে সমাজতরী কোনাকুনি চলে তীরে আটকে যাবে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সমাজতাত্ত্বিক [স] *বিণ* সমাজবিদ্যাবিষয়ক। 'এর জীবতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সমাজতান্ত্রিক [স] *বিণ* সমাজতন্ত্রমূলক। 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার কথা বলিয়াছেন।' *সওগাত*, ১৯৪৭।

সমাজদরদি, সমাজদরদী *বিণ* সমাজের প্রতি সহমর্মী। 'আজ সমাজদরদী নরনারীর আপ্রাণ চেষ্টায় ...।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'বেগম রোকেয়া একাধারে মানবদরদি, সমাজদরদি ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন।' *বেগম*, ১৯৭০।

সমাজদর্শন [স] *বি* সমাজ সংক্রান্ত দর্শন। 'এই বোধ উদারতান্ত্রিক সমাজদর্শনের এবং আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সমাজদৃষ্টি [স] *বি* সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। 'উগ্র ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিকৃত সমাজদৃষ্টি এবং কুৎসিৎ মনোবৃত্তির সৃষ্টি।' *উমর*, ১৯৬৮।

সমাজ দেওয়া *ক্রি* সমাজে স্থান দেওয়া। 'ইউরামেরিকার টুরিস্টদের সমাজ দেবে কে?' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সমাজদেবতা [স] *বি* সমাজরূপ দেবতা। 'সমাজদেবতার নিকটে পালমহাশয় যে খিচুড়িভোগ নিবেদন করে দিয়েছেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সমাজদেহ [স] *বি* সমাজরূপ দেহ। 'বিরাট সমাজদেহকে পঙ্গু ও অবশাঙ্গ করিয়া তুলিতেছে।' *হেদায়েত*, ১৯৩৫।

সমাজদ্বেষী [স] *বিণ* সমাজবিদ্বেষী। 'তাহা পায় না বলিয়া ঘোরতর সমাজদ্বেষী হইয়া পড়ে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সমাজদ্রোহী [স] *বি* সমাজের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে যে। 'ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ও স্বজাতিদ্রোহীর পরিণাম যাহা হইয়া থাকে।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

সমাজধর্ম [স] *বি* সামাজিক জীবনাচার। 'সমাজধর্মের অনুশাসনের শত বন্ধনে বাঁধা।' *তারা*, ১৯৪৩।

সমাজনাশকতা [স] *বি* সমাজ নাশের ভাব। 'আর্ট মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমাজনিন্দা [স] *বি* সমাজ কর্তৃক নিন্দা। 'সমাজনিন্দা ইংরাজকে সর্বদাই বিশেষ কর্তব্যপথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমাজনিন্দিত [স] *বিণ* সমাজে নিন্দনীয়। 'তবে সেই সমাজনিন্দিত আচরণের জন্য অপরাধীর চরিত্র সংস্কারকেরাও দায়ী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমাজ-নিরপেক্ষ [স] *বিণ* সমাজের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন। 'সমাজ-নিরপেক্ষ সাহিত্য বলে আসলে কিছু নেই।' *উমর*, ১৯৬৮।

সমাজনীতি [স] *বি* সামাজিক নীতি। 'আপনাদিগের সমাজনীতির আন্দোলনই অধিকতর প্রার্থনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমাজনীতিক [স] *বি* সমাজের নীতি নির্ধারণকারী। 'সমাজনীতিকেরা তার অন্তর যেন স্পর্শ করতে পারছে না।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সমাজনেতা [স] *বি* সমাজপতি। 'সেগুলি ইংরেজ শাসন পূর্ববর্তী বাঙালি সমাজনেতাদের মধ্যে দুর্লভ।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাজনৈতিক [স] *বিণ* সমাজনীতিবিষয়ক। 'আমাদের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সাহিত্যিক দুরবস্থার চিত্র।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

সমাজপতি [স] *বি* সমাজের নেতা। 'মহারাজা বিক্রমাদিত্য সমাজপতি যশহর মহা সমাজ হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

সমাজ-পদ্ধতি [স] *বি* সামাজিক রীতি। 'তার জন্যে দায়ী সমাজ-পদ্ধতি।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সমাজপরিচালক [স] *বি* সমাজপতি। 'তার প্রাতিস্বিকতা ... সমাজপরিচালকদের নানাবিধ পরিকল্পনার হিসেবে অনির্দেশ্য ও অনির্ভরযোগ্য উপাদান।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাজ পাওয়া *ক্রি* সমাজে স্থান পাওয়া। 'এক প্রদেশের লোকই আরেক প্রদেশে সমাজ পায় না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সমাজপালন [স] *বি* সমাজের কল্যাণ করা। 'সমাজপালনটা তা হলে কি কেবলমাত্র ভদ্রতাপালন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সমাজপ্রাণ [স] *বিণ* সমাজের কল্যাণে আগ্রহী। 'ভাই সমাজপ্রাণ পুরুষ।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

সমাজপ্রিয় [স] *বিণ* সমাজে বাস করতে পছন্দ করে এমন। 'মানুষ যে সমাজপ্রিয় জীব।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সমাজবদ্ধ [স] *বিণ* একসঙ্গে সমাজে বাসকারী। 'সমস্ত জীব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমাজবন্ধন [স] *বি* সমাজের বন্ধন। 'যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সমাজবর্তী [স] *বিণ* সমাজে বাস করেন এমন। 'সমাজবর্তী লোকদের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমাজবাদ [স] *বি* সমাজতন্ত্র। 'এমনকি তৌহিদবাদ ও সমাজবাদ এক সঙ্গেও চলিতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৭০।

সমাজবিজ্ঞান [স] *বি* সমাজতত্ত্ব। 'ইতিহাস, ভূগোল ... রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সমাজবিজ্ঞানী [স] *বি* সমাজতত্ত্বে পণ্ডিত। 'সমাজবিজ্ঞানীগণ একে বিশেষ এক সমাজ কাঠামোর অপরিহার্য অঙ্গ বলে মত প্রকাশ করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সমাজবিদ [স] *বি* সমাজবিজ্ঞানী। 'রাজনৈতিক, সমাজবিদ এবং আর পাঁচজন স্থির করবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সমাজবিদ্রোহ [স] *বি* প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন বা প্রতিবাদ। 'স্কুল-কলেজের হাওয়ায় তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজবিদ্রোহের যে ঝড় উঠেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সমাজবিদ্রোহী [স] *বি* সমাজে প্রচলিত নিয়মকানুনের বিরুদ্ধাচারী। 'পূর্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সমাজবিধাতা [স] *বি* সমাজের বিধানকর্তা। 'সমাজবিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমাজবিধাতৃ [স] *বি* সমাজের বিধানকর্তা। 'সমাজবিধাতৃদিগের সর্ব্বত্র এইরূপ উক্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমাজবিধি [স] *বি* সামাজিক বিধান। 'সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সমাজবিধির বাহিরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সমাজবিন্যাস [স] *বি* সমাজ গঠন। 'এছলামের সামাজিক নীতি

সমাজবিন্যাসে অনিবার্য।' *আজাদ*, ১৯৬২।

সমাজবিপ্লব [স] *বি* সামাজিক পরিবর্তন। 'কত ধর্ম ও সমাজবিপ্লব তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমাজবিপ্লাবক [স] *বি* সমাজবিপ্লবী। 'বহুসংখ্যক অনুচর প্রাপ্ত হইয়া একজন ঘোর সমাজবিপ্লাবক হইয়া উঠেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সমাজবিরোধী [স] *বিণ* সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচারী। 'সমাজবিরোধীরা যখনই সুযোগ পায়, তখনই মাথা তোলে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

সমাজবিষয়ক [স] *বিণ* সমাজ-সম্পর্কিত। 'তাহাতে সমাজবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সমাজবুদ্ধি [স] *বি* সামাজিক বুদ্ধি। 'সহজ ও আকর্ষণীয় সমাজবুদ্ধি যে আলোড়ন তোলে।' *হাই*, ১৯৫৪।

সমাজবৃক্ষ [স] *বি* সমাজরূপ বৃক্ষ। 'মনুষ্য সমাজবৃক্ষের পত্র।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সমাজবোধ [স] *বি* সামাজিক অনুভূতি। 'বাধাবিপত্তি ও ব্যর্থতা ডিঙিয়ে তার মধ্যে এল সমাজবোধ, কল্যাণবোধ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সমাজব্যবহার [স] *বি* সামাজিক আচার। 'আমাদের সমাজব্যবহার সহজেই বহুব্যাপক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমাজব্যবস্থা [স] *বি* সামাজিক শৃঙ্খলা। 'ইউরোপের সমাজব্যবস্থায় যে করে বৈশ্য-প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

সমাজভুক্ত [স] *বিণ* সমাজের অর্ন্তগত। 'তাঁহাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সমাজ-ভেদ [স] *বি* সামাজিক পার্থক্য। 'ধর্মভেদ নাই, সমাজ-ভেদ নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

সমাজভ্রষ্ট [স] *বিণ* সমাজচ্যুত। 'কেহ তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাকে সমাজভ্রষ্ট হইতে হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমাজ-মনিব [স] *বি* সমাজপতি। 'এইটেতেই সমাজ-মনিবের কাছে বকশিশ পেয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সমাজময় [স] *ক্রিবিণ* সমাজ জুড়ে। 'আমাদের সমাজময় ধাপের পর ধাপ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমাজমরু [স] *বি* রুক্ষ সমাজ। 'সমাজমরু সবসময়ই প্রতিভাতরুর রস শুষে নিতে চায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সমাজ-মূল [স] *বি* সমাজের ভিত্তি। 'উন্মত্ত আগুন ঢেলে ভাসাও সমাজ-মূল দূরে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সমাজযন্ত্র [স] *বি* সমাজকাঠামো। 'সমাজযন্ত্রের অংশ হিসেবেই তার দাম।' *শিব*, ১৯৫০।

সমাজরক্ষা [স] *বি* সমাজকে অক্ষুণ্ণ রাখা। 'সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সমাজরক্ষী [স] *বি* সমাজের রক্ষাকারী। 'সমাজরক্ষীদের আর ভাবনা থাকে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমাজশক্তি [স] *বি* সামাজিক শক্তি। 'নরনারী সমাজশক্তির দুই দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সমাজশাসনতন্ত্র [স] *বি* সমাজ নিয়ন্ত্রণের বিধান। 'এই সভ্যতার ... সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সমাজশাস্ত্র [স] *বি* সমাজবিজ্ঞান। 'সমাজশাস্ত্র, রাজনীতি ও ধর্মশাস্ত্র আদি বিষয়ের আলোচনা ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমাজশাস্ত্রী [স] *বি* সমাজতত্ত্ববিদ। 'অনেক খ্যাতিমান সমাজশাস্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে ...।' *শিব*, ১৯৬০।

সমাজশৃঙ্খল [স] *বি* সামাজিক বন্ধন। 'সমাজশৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে .. ভারতবর্ষে থাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমাজসংশোধন [স] *বি* সমাজব্যবস্থার সংস্কার। 'সমাজসংশোধনে স্বদেশীয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমাজসংস্কার [স] **১** *বি* সমাজে প্রচলিত সংস্কারসমূহ। 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* সমাজের রীতি আচার, বিধান ইত্যাদি উন্নত করার উদ্যোগ। 'চেঁচিয়ে দান করে চেঁচিয়ে সমাজ সংস্কার করে, চেঁচিয়ে খবরের কাগজ চালায়।' *রবীন্দ্র* ১৮৮৩। **৩** *বি* সমাজের অসঙ্গতি দূর করে সমাজকে ত্রুটিমুক্ত করা 'আমি সমাজসংস্কার ব্যাপারে অব্যবসায়ী।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সমাজসংস্কারক [স] **১** *বিণ* সমাজের খারাপ দিকগুলো দূর করে এমন। 'সমাজসংস্কারক ও দেশকালোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* সমাজের দোষত্রুটি সংশোধন করতে চেষ্টা করে যে। 'সমাজসংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায় – বিশেষ সংস্করণ পদ্ধতিটা যদি ইংরেজি ধরণের হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'কোনো কোনো সমাজ-সংস্কারক সম্প্রদান প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সমাজসংস্করণ [স] *বি* সমাজের সংস্কার করা। 'গত অধ্যায়ে সমাজসংস্করণের কথাটা উঠিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমাজসংস্কারমূলক [স] *বিণ* সমাজ-সংস্কার বিষয়ক। 'শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কারমূলক নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে ...।' *মুরশিদ* ১৯৭০।

সমাজসংস্কৃতি [স] *বি* সমাজ ও সংস্কৃতি। 'রেনেসাঁসের অসম্পূর্ণতা এবং তার উত্তরাধিকারের সমকালীন অবক্ষয়ের সঙ্গে ... বাঙালি সমাজসংস্কৃতির সম্পর্কও বিচারণীয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাজসংস্থাপক [স] *বিণ* সমাজসংস্কারক। 'সমাজসংস্থাপক সেই মহাশয় পুরুষের মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমাজসংস্থাপন [স] *বি* সমাজসংস্কার। 'তিনি সমাজসংস্থাপন বা social reformer হইবার প্রয়াস পান নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমাজসচেতনতা [স] *বি* সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা 'সমাজসচেতনতাই যাঁর অস্তিত্বের প্রধান অংশ।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

সমাজসমালোচনা [স] *বি* সামাজিক পর্যালোচনা। 'প্রাথমিক কয়েকটি নাটক আজ সমাজসমালোচনা হিসাবে ..।' *মাহেনও* ১৯৪৯।

সমাজসম্মত [স] *বিণ* সমাজ অনুমোদিত। 'ইহা সমাজসম্মত নহে *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সমাজসম্মানিত [স] *বিণ* সমাজে সমাদৃত। 'শিক্ষা, চাকরি সমাজসম্মানিত পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উঁচু তিন জাতের প্রাধান্য .. সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাজসেবক [স] *বিণ* সমাজের সেবাকারী। 'সকল সমাজসেবক ব্যক্তিবর্গের অন্তর সমাজের দুরবস্থা দর্শনে কাঁদিতেছে।' *সওগাত* ১৯২৯।

সমাজসেবা [স] *বি* সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজ। 'খান বাহাদুর সমাজসেবায় দেহমন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

সমাজসেবাধর্মী [স] *বিণ* সমাজকল্যাণমূলক। 'সমাজসেবাধর্মী ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সমাজসেবামূলক [স] *বিণ* সমাজের কল্যাণ করে এমন। 'এক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন।' *বেগম*, ১৯৭২।

সমাজসেবিকা [স] *বি স্ত্রী* সমাজের সেবাকারী। 'শুধু গৃহিণী নয় সমাজসেবিকা হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।' *বেগম*, ১৯৭৩।

সমাজসেবী [স] *বি* সমাজের মানুষের মঙ্গলকারী। 'গুরু হবার, সমাজসেবী হবার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করেছো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমাজস্থ [স] *বিণ* সমাজের অন্তর্ভুক্ত। 'তিনি সে সমাজস্থ হইতে পারিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সমাজস্থিতি [স] *বি* সামাজিক অবস্থান। 'স্নিগ্ধ সমাজস্থিতি থেকে লোভ দেখিয়ে বের করে নিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সমাজস্রষ্টা [স] *বি* সমাজের পত্তনকারী। 'ভরতবর্ষের মনু, বেদব্যাস প্রভৃতি সমাজস্রষ্টারা ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সমাজহিত [স] *বি* সামাজিক কল্যাণ। 'কত লোকচরিত্র, কত সমাজহিতের আলোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সমাজহিতৈষী [স] *বিণ* সমাজের কল্যাণকামী। 'সমাজহিতৈষী অনারেবল খান বাহাদুর।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

সমাজী [স] *বিণ* সমাজে বাস করে এমন। 'সমাজী মানুষ সাজবার জন্যে আমাদের স্মৃতি থেকে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

সমাজীয় [স] **১** *বিণ* সমিতির। 'অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণদ্বারা সভা ভঙ্গে ভীত।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* সমাজে বসবাসকারী। 'আমরা অন্য সমাজীয়দের ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছি।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সমাজে ওঠা *ক্রি* সমাজের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হওয়া। 'সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সমাজোন্নতি [স] *বি* সমাজের উন্নতি। 'সাধারণের সহিত ধর্ম্ম-যাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমাঝ [স সমাজ] *বি* সমাজ। 'শুনিঞা হাসিব সব দেশের সমাঝ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমাজ্ঞা [স] *বি* সম্যক আজ্ঞা। 'তুমি দিবে আজ্ঞা সাধিব সমাজ্ঞা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সমাণা [স সমান] *বিণ* সমান। 'ছাত্র মাআ কাঅ সমাণা।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০।

সমাদ [স সংবাদ] *বি* সংবাদ। 'বুলিআঁ পাঠাইবোঁ দুখ সমাদে/ কাহ্ন মাহাদানী লাগিল বাদে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমাদর [স] **১** *বি* অত্যধিক স্নেহ। 'মালিনীর হাতে ধরি সমাদরে বসাইলা তাকে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* শ্রদ্ধা। 'তাহারা আপন নূতন রাজার সম্মান সমাদর অতিশয় করিত।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* অত্যন্ত যত্ন। 'নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরঃসরে মূল্য প্রদানপূর্ব্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৪** *বি* কদর। 'কৌলীন্য প্রথার সমাদর থাকাতে এদেশের অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

সমাদরণীয় [স] *বিণ* সম্মানিত। 'সমাদরণীয় উচ্চ পদে নিযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সমাদরপূর্বক, সমাদরপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* বিশেষ আদরের সঙ্গে। 'যজ্ঞাদি উৎসব-কার্য্যে সমাদরপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমাদরযোগ্য [স] *বিণ* কদর করা যায় এমন। 'স্বদেশের কোন পদার্থই সমাদরযোগ্য বোধ করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমাদরে **১** *ক্রিবিণ* যত্ন সহকারে। 'সমাদরে মোর ঝাঁপি রাখিবেক এই।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *ক্রিবিণ* আদর ক'রে। 'বর দেখি বিয়ে দিলে, সমাদরে জনক জননী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সমাদর্শ [স] *বিণ* অভিন্ন আদর্শের। 'আঘাত অপমান ও অভাব, সমাদর্শ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সমাদৃত [স] **১** *বিণ* সম্মানিত। 'ছয় পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগায় সমাদৃত হন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **২** *বিণ* অতিশয় আদৃত। 'বিবি ও সাহেব লোকেরা গত মাত্রই সমাদৃত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমাদৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* জ্ঞানের জন্য আদৃত। 'পারস্য বিদ্যা সমাদৃতা ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সমাদ্দার *বি* হিন্দু বংশনামবিশেষ। 'রাম সমাদ্দার কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ, ভাল দিবস দেখিয়া যাত্রা কর।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সমাধা[১] [স] *বিণ* সম্পন্ন। 'ইহাতে কার্য্য সমাধা হইয়া আর উদ্ধর্ত্ত ও হইতে পারিবেক।' *কেরি*, ১৮০২।

সমাধা[২] [স সমাধান>] *ক্রি* সমাপন করা; সমর্পণ করা। **সমাধিয়া** *ক্রি* সমাপন ক'রে। 'স্নান সমাধিয়া সতী চল্যা যান ঘরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সমাধিল** *ক্রি* সমর্পণ করলো। 'উড়ি ধানে আতব তণ্ডুল সমাধিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সমাধা করা [স] *ক্রি* সম্পন্ন করা। 'জটিলতম সমস্যার সমাধানকল্পে উভয় দলই নূতন।' *ইসলাহ*, ১৯৩২।

সমাধান [স] **১** *বি* প্রতিকার। 'তত্থু মুখ নিরখি তরখি জীউ যায়ত কতহিঁ করব সমাধান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* শেষ। 'আইসে যায় লোক হর্ষে নাহি সমাধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ব্রাম্মোন ভোজনের সামি সমাধান করিতে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বিণ* সম্পন্ন। 'জথাবিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ হইল সমাধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* নিষ্পত্তি। 'উপবেশন পূর্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সমাধানকল্পে [স] *ক্রিবিণ* সমাধানের জন্যে। 'জটিলতম সমস্যার সমাধানকল্পে উভয় দলই নূতন।' *ইসলাহ*, ১৯৩২।

সমাধান-কাতর [স] *বিণ* সমাধানের জন্যে কাতর। 'সমাধান-কাতর জগতে তাই জাগতিক ও জৈবিক সর্বব্যাপারে সৃষ্টি হয়েছে নানা মত ও পথ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সমাধানান্তর [স] *ক্রিবিণ* শেষ করার পরে। 'একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য্য সমাধানান্তর লোহিত বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোদ্যোগ করিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সমাধি [স] **১** *বি* ধ্যান। 'আঁচমন আসন আদি ধেয়ান সমাধি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সমাধান। 'ভোজন সমাধি সবে কৈল আচমন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* সংযম। 'পরম সমাধিবর দেখিয়া মদন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৪** *বি* ধ্যানস্থ অবস্থা। 'কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **৫** *বি* অন্ত্যেষ্টি। '৮ তারিখে সৈন্যাধিপের সম্ভ্রমানুরূপ তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **৬** *বি* তপস্যা। 'সমাধিনির্ণীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব?' *মাইকেল*, ১৮৫৯। **৭** *বি* মৃত্যু। 'রচে দিস সমাধিশয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৮** *বি* নিস্তব্ধতা। 'সেখানকার জনশূন্য সমাধিমগ্ন

গিরিগুহার সমস্ত বহ্নিদাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৯** *বি* স্মৃতিসৌধ। 'সমতল থেকে উঁচু করে সমাধিনির্মাণ।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সমাধিক্রিয়া [স] *বি* মৃত্যুর পর সমাহিত করার অনুষ্ঠানবিশেষ। '৮ তারিখে সৈন্যাধিপের সম্ভ্রমানুরূপ তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সমাধিক্ষেত্র [স] *বি* গোরস্থান। 'মিশর দেশের এক সমাধিক্ষেত্রে ৩০০০ বৎসরের একটি পলাণ্ডু প্রাপ্ত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

সমাধিত [স] *বিণ* মীমাংসিত। 'গোলটেবিলের দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আশানুরূপেই সমাধিত হইয়া গিয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সমাধিনির্মাণ [স] *বি* স্মৃতিসৌধ তৈরি। 'সমতল থেকে উঁচু করে সমাধিনির্মাণ।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সমাধিনির্ণীত [স] *বিণ* তপস্যা দ্বারা জ্ঞাত। 'সমাধিনির্ণীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব?' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সমাধিপ্রীত [স] *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'নিশ্চিন্ততার ভেতর সমাধিপ্রীত করে রেখে দিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সমাধিবর [স] *বি* সংযমী লোক। 'পরম সমাধিবর দেখিয়া মদন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সমাধিভূত [স] *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'ভাবতে-ভাবতে কেমন সমাধিভূত হচ্ছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সমাধিভূমি [স] *বি* সমাধিক্ষেত্র। 'একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সমাধিমগনা [স সমাধিমগ্ন] *বিণ স্ত্রী* ধ্যানমগ্ন। 'অনাদি কালের রাত্রি সমাধিমগনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সমাধিমগ্ন [স] *বিণ* নিস্তব্ধ। 'সেখানকার জনশূন্য সমাধিমগ্ন গিরিগুহার সমস্ত বহ্নিদাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সমাধি-মন্দির [স] *বি* কবরের উপর নির্মিত ভবন। 'প্রফুল্ল বুড়াকে সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করিবার পূর্বেই তাহার শয্যা তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সমাধিশয়ন [স] *বি* মৃত্যুশয্যা। 'রচে দিস সমাধিশয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমাধিস্তম্ভ [স] *বি* কবরের উপর তৈরি স্মৃতিফলক। 'তাহাদের সমাধিস্তম্ভে ত্রিবিধ অক্ষরে এই যুদ্ধের তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমাধিস্থ [স] **১** *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'পুস্তকাগারে ... আজীবন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছি।' *প্রমথ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* কবরস্থ। 'ওকে কাফন দিয়ে সমাধিস্থ করেনি।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

সমাধিকারবাদ [স] *বি* সমান অধিকারের নীতি। 'জগতে ও জীবন জন্মসূত্রে সমাধিকারবাদ ও সুযোগবাদের ধ্বনি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সমাধ্যায়ি [স সমাধ্যায়ী] *বিণ* সহপাঠী। 'শিমলার এঙ্গলো হিন্দু স্কুলের কতকগুলিন সমাধ্যায়ি বালক ...।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সমাধ্যায়ী [স] *বি* সহপাঠী। 'শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সমান[1] [স সম্মান] *বি* সম্মান। 'একবার কর দেব আহ্মার সমান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমান[2] [স] **১** *বিণ* তুল্য; সদৃশ। 'আঅর দেখিলো নাসা গরুড় সমান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সমতুল্য। 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমানত [স] *বিণ* অতিশয় বিনয়ী। 'সমানত হয়ে শোনো সংসারের প্রথম সবক।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সমানতা [স] *বি* সাম্য। 'ঐতিহাসিক কালে প্রীতি, সমানতা স্বাধীনতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমানধর্মা [স] *বিণ* সমমনা। 'ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সমানধর্মাবলম্বী [স] *বিণ* একই স্বভাবগুণসম্পন্ন। 'তখন সবই তাহার কাছে যেন সমানধর্মাবলম্বী ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সমানভাগী [স] *বিণ* সমান অধিকারী। 'সকলকেই যেরূপ ধনের সমানভাগী করিতে চাহেন ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সমানভাবে [স] *ক্রিবিণ* সমান রকমে; সমপরিমাণে। 'অপর সব জাতির সমানভাবে হিত সাধনা করতে পারবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সমানরূপে *ক্রিবিণ* সমানভাবে। 'সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যে সমানরূপে মান্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমান-সমান *বিণ* একই অবস্থাসম্পন্ন। 'দুই প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি এদেশে প্রায় সমান-সমান।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সমানা [স] *বিণ স্ত্রী* সমতুল্য। 'তুমি সাবিত্রী সমানা হইয়া পতি পুত্রাদির সহিত চির সুখিনী ও বঙ্গাঙ্গনাগণের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে পথপ্রদর্শিনী রূপে ... কাল অতিবাহিত কর।' *কৈলাসবাসিনী* ১৮৬৩।

সমানাধিকার [স] *বি* একই রকম অধিকার। 'কর্ম্মকরণে স্ত্রী শূদ্রে সমানাধিকার।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

সমানে *ক্রিবিণ* সমানভাবে। 'দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমানে আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। 'নয় রাত্তির ধরে সমানে থিয়েটার হয়েছিল।' *অবন*, ১৯৪১। *বিণ* সমান। 'সবা 'পরে তার সমানে দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। *ক্রিবিণ* সমান তালে। 'স্বামীর আমলে মেজোরানী যে বিলিতি সবান মাখতেন আজও সমানে তাই চলছে' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। *ক্রিবিণ* পুরো দমে। 'তাকে সমানে খোরাক দিচ্ছি অথচ তার কাছ থেকে কাজ আদায় করছি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সমানে সমান *বিণ* সমান সমান; সম পরিমাণ। 'পাঁচ সহোদরে সমানে সমান অংশ।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সমানোত্তর করন *বি* উত্তর দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সমানান্তরাল [স] *বিণ* সর্বত্র এবং সর্বদা সমান দূরত্ববিশিষ্ট। 'জগতে যত সমানান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমানান্তরালতা [স] *বি* সমদূরবর্তিতা। 'অতএব সমানান্তরালতা সংমিলনবিরহের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমানীত [স সম্মানিত] *বিণ* সম্মানিত। 'দূর দেশে সমানীত।' *ভারত* ১৭৬০।

সমানুপাতিক [স] *বিণ* সাদৃশ্য বিশিষ্ট। 'তার অস্থ তুষ্টি-রুষ্টি যন্ত্রবৎ সমানুপাতিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

সমানুভূতি [স] *বি* সহানুভূতি। 'সমানুভূতি সমাশ্রয়ের দরকার নেই' *জীবন*, ১৯৪৮।

সমানুরূপ [স] *বিণ* যথেষ্ট; বিশেষ; এই রকম। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সমান্তর [স] *বিণ* সমান দূরত্বে অবস্থিত; সমান ব্যবধানযুক্ত। 'ব্যোমে

পরিধি-'পরে সমান্তর নক্ষত্রপ্রহরী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

সমান্তরাল [স] *বিণ* সর্বত্র এবং সর্বদা সমান দূরত্ববিশিষ্ট। 'প্রথম দুটি বিভাগে সমান্তরাল ফাঁক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'নদী বাঁকে বাঁকে সমান্তরাল ভাবে ঘুরে কাশ্মীরে ঢুকেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সমাপন [স] **১** *বি* শেষ। 'রাত্রি দিন নহে তোমার নাম সমাপন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সম্পন্নকরণ। 'নানামতে দানাদি ক্রিয়া সমাপনের বিলক্ষণ উপায় থাকে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। **৩** *বি* সার্থক। 'আপন শেষ শিখাটি জ্বলবে এ জীবন – আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮। **৪** *বি* পরিণতি। 'হায় এ কী সমাপন! অমৃতপাত্র ভাঙিলি, করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সমাপনান্তর [স] *ক্রিবিণ* সমাপ্ত হওয়ার পরে। 'গ্রন্থ সমাপনান্তর অবিলম্বে তৎসমীপে প্রেরণ করা যাইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সমাপনান্তে *ক্রিবিণ* শেষ ক'রে। 'প্রভাতিক গীতিবন্দনা সমাপনান্তে আশ্রমিকগণ স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সমাপা [স] *ক্রি* সমাপ্ত করা। 'সভে গেলা নিকেতনে সমাপিআ হাট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমাপিত [স] *বিণ* নিষ্পাদিত; নিষ্পন্ন। 'সায়ং সন্ধ্যা বিধি সমাপিত হইয়াছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমাপাত [স] *বি* সংঘটন। 'যে অনবচ্ছেদ ও পরিবর্তনের সমাপাত দেখা যায় ... তার ভিতরে ... মানবীয় অর্থবহতা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাপ্ত [স] **১** *বিণ* শেষ। 'ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সমস্ত। 'যে সবে সমাপ্ত রূপ নূরের দেখিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বিণ* সম্পন্ন। 'কলিকাতায় যে স্তম্ভ হইতেছে তাহা অতিশীঘ্র সমাপ্ত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সমাপ্তকারী [স] *বিণ* শেষ করেছে এমন। 'সেলাই শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্রীদের মধ্যে ...' *বেগম*, ১৯৬৬।

সমাপ্তা [স] *বি স্ত্রী* শেষ। 'ইতি ষষ্ঠী কথা সমাপ্তা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সমাপ্তি [স] *বি* শেষ। 'সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সমাপ্তিসীমা [স] *বি* জীবনের শেষ সময়। 'জীবনের সমাপ্তিসীমায় শেষ শিক্ষা এই-ই ছিলো বাকি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

সমাপ্তিহীন [স] *বিণ* নিরবসান। 'কাল চলছে সমাপ্তিহীন যাত্রার অনন্ত তমিস্রার পানে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সমাবরণ [স] *বি* দুইটি জ্যোতিষ্ক একই রেখায় আসার ফলে একটির অদৃশ্য হওয়া অবস্থা।.'ইহা জ্যোতিষে সমাবরণ (occultation) বলা যাইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমাবর্তন, সমাবর্ত্তন [স] *বি* হিন্দু শাস্ত্রোক্ত চতুরাশ্রম ব্যবস্থায় শিক্ষা সমাপন ও গুরুগৃহ থেকে বিদায়গ্রহণের আচারবিশেষ। 'বিবাহের পূর্ব্বে গুরুর নিকট পাঠ সমাপ্তির বিদায় গ্রহণ স্বরূপ যজ্ঞাঙ্গ স্নান বিধিকে সমাবর্ত্তন কহা যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সমাবিষ্ট [স] *বিণ* সমবেত। 'এক ইন্দ্রির মধ্যে সমাবিষ্ট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমাবৃত [স] *বিণ* সম্পূর্ণ আবৃত। 'রাত্রিকাল একরূপ অন্ধতমসে সমাবৃত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সমাবেদন [স] *বি* সহানুভূতি। *সেবধি*, ১৮৩৯।

সমাবেশ [স] **১** *বি* সংকুলান। 'পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* একত্রে অবস্থান। 'দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **৩** *বি* সন্নিবেশ। 'উভয় সমাজ ও সম্প্রদায়ের বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য সমাবেশ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

সমারম্ভ [স] *বি* আরম্ভ। 'ঘোরতর শব্দ সমারম্ভ হওয়াতে বুঝি ভয়েতে বনস্থলী কম্পান্বিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সমারা [স সংবরণ] *ক্রি* সংবরণ করা। 'ফোই কবরি ধনি বাঁধি সমারি।' *শেখর*, ১৬০০।

সমারূঢ় [স] *বিণ* বিশেষভাবে উপস্থিত। 'দিনের বেলায় যেই সমারূঢ় চিন্তার আঘাত ইস্পাতের আশা গড়ে।' *জীবন*, ১৯৪৪।

সমারুঢ় [স সমারূঢ়] *বিণ* বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত। 'সমারুঢ় মহাগজা দেবী হইল দশভুজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমারোপিত [স] *বিণ* সম্যকভাবে রোপণ করা হয়েছে এমন। 'রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সমারোহ [স] **১** *বি* আড়ম্বর। 'এমন সমারোহের ব্যাপারে সামাজিক ব্রাহ্মণকে কি কিছু দিবে না।' *কেরি*, ১৮০২। **২** *বি* উৎসব। 'বিবাহ ইত্যাদি সমারোহের কার্য্যে বিনা বেতনে ...' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

সমারোহণ [স] *বি* অধিষ্ঠান। 'পরম পরিশুদ্ধ সত্য ধর্মরূপ মহামঞ্চ সমারোহণের সোপান স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমার্থক [স] *বিণ* একই অর্থবিশিষ্ট। 'বহুত্ব বুঝাইবার জন্য সমার্থক দুই শব্দের যুগ্মতা ব্যবহৃত হয়, যেমন লোকজন, কাজকর্ম, ছেলেপুলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১ 'সব শব্দের সমার্থক হচ্ছে সকল: *এরা* সকলেই চলে গেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'এই তিন জনপদ যেন বাংলাদেশের সমার্থক হইয়া উঠে।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সমার্থবোধক [স] *বিণ* সমান অর্থ প্রকাশ করে এমন। 'আকুল শব্দজাত আউল শব্দেরও সমার্থবোধক বলতে চান।' *হাই*, ১৯৫৪।

সমার্থিনী [স] *বিণ স্ত্রী* একই অর্থবিশিষ্ট। 'তুলনামূলক স্বেচ্ছাচারিতার সমার্থিনী প্রেম আমাদেরও আছে নাকি?' *শক্তি*, ১৯৭০।

সমার্পণ [স সমর্পণ] *বি* সমর্পণ। 'কুন্তির কোলেত কৈল পুত্র সমার্পণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সমাল [স স+আ মাল] *বিণ* মালামালসহ। 'সমাল সপরিবার রেলপথ দিয়া ...।' *অন্নদা*, ১৯৪২।

সমালঙ্কৃতা [স] *বিণ* অলঙ্কারশোভিত। 'রত্নালঙ্কারজাল-সমালঙ্কৃতা এক উদ্ভিন্ন-যৌবনা অপূর্ব ষোড়শী।' *শিরাজী*, ১৯১৮।

সমালোচক [স] *বি* সমালোচনা অথবা নিন্দা করে যে। 'গুরুকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'এই সমালোচকবর্গ যে বিনা পয়সায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট-ক্রেতাদিগের সমতুল্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমালোচন [স] *বি* সমালোচনা। 'সমকালিক গ্রন্থের সমালোচনে তৃপ্ত হয়েন নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমালোচনা [স] *বি* দোষগুণের বিচার। 'ভাস্করপত্রে ইহার প্রতিবাদ ও সমালোচনা হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'যাঁহারা সমালোচনা করেন কবিকে উপদেশ দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সমালোচনাশাস্ত্র [স] *বি* সাহিত্যের মান বিচার করা হয় যে শাস্ত্রে। 'তাহাকে সমালোচনাশাস্ত্রের বিশেষণ দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা মিথ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সমালোচনা-সাহিত্য [স] *বি* সাহিত্যের দোষগুণ বিচারভিত্তিক লিখিত আলোচনা। 'সমালোচনা-সাহিত্যে নাম করতে পারবে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সমালোচিকা [স] *বি স্ত্রী* সমালোচনাকারী। 'সমালোচিকা তপতী দেবীর কথা যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায় ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সমালোচিতব্য [স] *বিণ* সমালোচনা করা হবে এমন। 'সমালোচিতব্য বিষয়ের বাংলা সাহিত্যের অভাব থাকলেও সমালোচনার কোনো অভাব নেই।' *প্রমথ*, ১৯১২।

সমালোচ্য [স] ১ *বিণ* সমালোচনার যোগ্য। 'তুলনা করিবার জন্য সমালোচ্য গ্রন্থ এক এক খণ্ড ক্রয় করিবেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* বিষয়ীভূত। 'তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমাশ্রয় [স] *বি* সমর্থন। 'প্রভাকরকারকের পক্ষ সমাশ্রয় করিয়া থাকি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সমাশ্রিত [স] *বিণ* রক্ষিত; সম্যক আশ্রয়প্রাপ্ত। 'তাই তাঁর সমাশ্রিত/ কিবা পাত্রী পাত্রী প্রীত/ সকলেতে জন্মায় বিরাগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সমাস [স] *বি* একাধিক পদের একপদে সংকোচন। 'পড়িল সমাসবৃত্তি কৃদন্ত তদ্ধিত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সমাসবদ্ধ [স] *বিণ* দুইয়ের অধিক পদের যোগে তৈরি এমন। 'তা দুরূহ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত বাক্যরীতির অনুকরণে পর্যবসিত হয়েছে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সমাসিকা [স] *বি* সমাস। 'পড়িল ব্যাকর্ণ-টিকা/ গণবৃত্তি সমাসিকা/ অমর জুমর বর্ণ নানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সমাসে *ক্রিবিণ* সহযোগে। 'তাহার কারণ ও উদাহরণ সমাসে ঐ নববাবুবিলাসে কথিত আছে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সমাসন্ন [স] *বিণ* অত্যন্ত নিকটবর্তী। 'সমাসন্ন সেই ভয়ঙ্কর দিন প্রচণ্ড গর্জনে এগিয়ে আসছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমাসীন [স] *বিণ* উপবিষ্ট; বসে আছে এমন। 'অপ্রবাসীরা ভোজনাবসানে সুখাসনে সমাসীন হইয়া ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমাহরণ [স] *বি* একত্রীকরণ। 'একাক্ষর কোষ মেদিনী প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ হইতে শব্দচয় সমাহরণ পুরঃসর ... অভিধান প্রকাশিত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সমাহা [স সমাধান] *ক্রি* সমাধান হওয়া। 'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।' *চর্যা* ১, ১২০০।

সমাহিত [স সমাধি>] ১ *বিণ* নিমগ্ন। 'গীতে সমাহিত মন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ধ্যানমগ্ন। 'সমাহিত হৈয়া জদি সৈত্য কর তুহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* সমাধিস্থ। 'তাঁহার কলেবর ফ্লোরেন্সনগরের এক দেবালয়ে সমাহিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* শান্ত। 'ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৫ *বিণ* সুপ্ত। 'আমি যাব আত্মৌপম্য সমাহিত সন্ততিতে রেখে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

সমাহিত হওয়া *ক্রি* নিমগ্ন থাকা। 'গোঁফ দাঁড়ি ও গাম্ভীর্যের মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সমাহিতি ১ *বি* মগ্নতা। 'মিছে আত্মসমাহিতি; নিরাসক্তি আসক্তিরই ভেক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বি* স্থিরতা। 'প্রস্রবণের বুদ্বুদ উপল-রেখায় মৃদু তরঙ্গে সমাহিতি চায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সমাহৃত [স] *বিণ* সংগৃহীত। 'আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সমিতি [স] *বি* বৈঠক। 'ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সমিধ [স] ১ *বি* যজ্ঞীয় কাঠ। 'ঋষিও, বনান্তর হইতে, ফল, পুষ্প, কুশ, সমিধ প্রভৃতির আহরণ করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* আগুন। 'সমিধ হইল পবিত্র।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সমিধবাহী [স] *বি* যজ্ঞের উপকরণ বহনকারী। 'শ্বেতশ্মশ্রু সমিধবাহী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সমিন্দি [স সম্বন্ধী] *বি* গালিবিশেষ। 'সমিন্দিরে অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সমিভ্যারে [স সমভিব্যাহার] *ক্রিবিণ* সমভিব্যাহারে। 'বলরাম সহিত সুভদ্রা সমিভ্যারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সমিভ্যারি [স সমভিব্যাহার>] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'বসু সমিভ্যারি নানান প্রকারি লঘু বৃত্তিতে দিন যাপন করেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সমিভ্যারী [স সমভিব্যাহার>] *বিণ* সঙ্গী। 'রাজার সমিভ্যারী কপোতেরা শুনিয়া কহিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০২।

সমিভ্যারে [স সমভিব্যাহারে] *ক্রিবিণ* সমভিব্যাহারে; সঙ্গে। 'বলরাম সহিত সুভদ্রা সমিভ্যারে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সমিল [স] ১ *বিণ* মিল আছে এমন। 'বাছা বাছা কোমল ও সমিল শব্দ, উপমা, রূপক, ফুলের নাম ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* ঐকতানিক। 'যন্ত্রের সমিল শব্দে তোমাকে মুছেছি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

সমিল ছন্দ [স] *বি* ছন্দের মিল। 'সমিল ছন্দের খাতিরে আমাদের সব সময় ভাব প্রকাশের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, এমনকি অবান্তর কথা যোগ করে নিতে হয়।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সমিস্যে [স সমস্যা] *বি* সমস্যা। 'এ এক বিষম হল সমিস্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সমীকর [স] *বিণ* সামঞ্জস্য বিধান করে এমন। 'রানীরে দুর্জেয় জেনে বাঁদীর সন্ধানে ফিরিব অভীপ্সা ভুলে সমীকর আঁধারের নীচে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সমীকরণ [স] *বি* সমশ্রেণীভুক্ত করা। 'পরে লক্ষ্মণসেন পূর্বোক্ত মুখ্য অষ্টবিধ কুলীনদিগের উনবিংশতি পুত্রের সমীকরণ করেন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমীক্রিয়া [স] *বি* সমীকরণ। 'তাঁহার কালে যে সকল কঠিন কঠিন সমীক্রিয়া এবং কুট্টক গণিত ও অন্য অন্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সমীচীন [স] ১ *বিণ* যথার্থ। 'গ্রহা। (সমীচীন রূপে পঞ্জিকা দেখিয়া) না মহাশয়! কল্য দিন হইবে না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* উচিত। 'বক্তীরাম শর্মা তাহাই সমীচীন বোধ করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৩ *বিণ* যুক্তিযুক্ত। 'ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধনীতিজ্ঞেরা যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা সমীচীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* যুক্তিবাদী। 'মেহতা ব্যস্থাপক সভায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এ দেশীয় সমীচীন ব্যক্তিমাত্রের মত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমীচীনতা [স] ১ *বি* ঔচিত্য। 'সংগতি, সমীচীনতা, সমীক্ষকারিতা, সমঞ্জস প্রভৃতি শব্দের অভ্যন্তরে ইঙ্গিতে ঔচিত্যের ভাব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি* যথার্থতা। 'এই মন্তব্যের সমীচীনতা

বিদ্যাসাগরের প্রত্যেকটি রচনাই সমর্থন করবে।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সমীপে ১ *ক্রিবিণ* নিকটে। 'আনিএগ্রা রূপিল পুষ্প দ্বার সমীপে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'শিশুরূপে থাকে প্রভু বালক সমীপে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রিবিণ* সামনে। 'হাজরাত মোহাম্মদ সমীপে দূতবর ম্লানমুখে অতি দুঃখিত ভাবে অবিকল নিবেদন করিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ৪ *ক্রিবিণ* বরাবর। 'চতুর্থ দূত বসোরা (বসরার) শাসনকর্ত্তা সমীপে প্রেরিত হইল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সমীপদেশ [স] *বি* নিকটবর্তী স্থান। 'বিক্রয়-গৃহের সমীপদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমীপপাতিত [স] *বিণ* নিকটে স্থাপিত। 'যোগী, আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক, সমীপপাতিত আসনের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমীপবর্তিনী, সমীপবর্ত্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিকটবর্তী। 'সমীপবর্ত্তিনী পুষ্করিণীমধ্যে গাত্রধৌতার্থ গমন করিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'সে রাজসভার সমীপবর্তিনী হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমীপবর্তী, সমীপবর্ত্তী [স] *বিণ* নিকটে অবস্থিত। 'সুখসাগরের সমীপবর্ত্তী পালপাড়া গ্রাম।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'সমীপবর্তী বকুলবৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ববন্ধন ও সরোবরে অবগাহনপূর্বক ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমীপস্থ [স] *বিণ* নিকটবর্তী। 'সিংহাসন সমীপস্থ শ্রীভোজরাজকে সপ্তদশী পুত্তলিকা কহেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সমীপেষু [স] *ক্রিবিণ* নিকটে; সমীপে। 'চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সমীভ্যার [স সমভিব্যাহার] *বি* সান্নিধ্য। 'শিক্ষাকার বাবুদিগের নিজ সমিভ্যারে লইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সমীর [স] *বি* বাতাস। 'শীতল সমীর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমীরণ [স] *বি* বাতাস। 'দুহু সমীরণ করে দুহাকার গায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সমীরণ-ধ্বনি [স] *বি* বাতাসের শব্দ। 'শুনি ধীর সমীরণ-ধ্বনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সমীরণস্রোত [স] *বি* বায়ুপ্রবাহ। 'সেই সমীরণস্রোতে কত কী আসিত ভেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সমীরণোত্থিত [স] *বিণ* বাতাসে সৃষ্ট। 'পদ্মবনে হংসী সমীরণোত্থিত তরঙ্গহিল্লোলে নাচিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সমীরশ্বাস [স] *বি* বাতাস। 'প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হুহু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সমীরিত [স] *বিণ* প্রবাহিত। 'ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সঞ্চারিত সমীরিত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সমীহ [স] ১ *বি* যত্ন। 'পোষাককে এমনি যে সমীহ করিয়া চলে যে, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, আপনাকে সে পোষাক ঝুলাইয়া রাখিবার আলনা মাত্র মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ২ *বি* পরোয়া। 'মাঝে মাঝে চরা-পড়া সেই পদ্মার টান ছিল না তাকে সমীহ করবার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৩ *বি* সম্মান প্রদর্শন। 'কর্তাকে কত ভয় সমীহ করতেন।' *অবন*, ১৯৪১।

সমীহশীল [স] *বিণ* সমীহ করে এমন। 'মঞ্চের সকলেই তার প্রতি সমীহশীল।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

সমীহিত [স] ১ *বিণ* বাঞ্ছিত। 'সত্য কৃষ্ণ সকল শাস্ত্রের সমীহিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* যথাসাধ্য। 'তৎ প্রস্তাব দ্বারা সমীহিত সিদ্ধ করিব।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমুণ্ড [স] *বিণ* মুণ্ড বা মাথাসহ। 'নীল পদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।' *ভারত*, ১৭৬০।

সমুখ [স সম্মুখ] *বি* সম্মুখ। 'সুন্দরি রাধা সুণ সমুখে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমুখেত *ক্রিবিণ* সম্মুখে। 'করজোড়ে সমুখেত দাণ্ডাইল রাণী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সমুখাসমুখি [স সম্মুখ>] *ক্রিবিণ* মুখোমুখি। 'দুই যন্ত্রিদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখাসমুখি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমুচিত [স] ১ *বিণ* যথাবিহিত। 'সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাঙ্গাও।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* ন্যায়সংগত। 'লঘু দোষে গুরু দণ্ড নহে সমুচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* উপযুক্ত। 'সমুচিত চিকিৎসা না হওয়াতে মূর্খ বৈদ্যেরদের বিদ্যায় ঘণ্টায়২ লোক মারা পড়িতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। ৪ *বিণ* যথাযথ। 'আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'আর্য নারীর এ কেমন প্রথা, সমুচিত দিব সাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'সমুচিত উত্তর দিয়েছ।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ৫ *বিণ* সুসঙ্গত। 'পাণিদ্বয়ের স্থলে বাহুদ্বয় শব্দের প্রয়োগ সমুচিত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমুচীত [স সমুচিত] *বি* সমুচিত; উচিত কাজ। 'অব রোদন নহ সমুচীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সমুচ্চ [স] ১ *বিণ* অতি উচ্চ। 'সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের বাতায়নবর্তিনী অদৃশ্য স্ত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* উচ্চকণ্ঠ। 'প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* আড়ম্বর। 'যে আলোকের যে জ্যোতির যে সমুচ্চের সন্ধান পাইয়াছেন ...।' *সবুজ*, ১৯২১। ৪ *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ ও গৌরবময়। 'সংগীতের রসায়নে চেয়েছিলি করিতে নির্মাণ সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। ৫ *বিণ* সর্বোচ্চ। 'তাদেরই ধনসঞ্চয় সব চেয়ে সমুচ্চ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমুচ্চয় [স] *বি* পরিমাণ। 'কত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সমুচ্ছল [স] *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'তার সমুচ্ছল কলকথা, তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমুচ্ছ্বাস [স] *বি* প্রবল উচ্ছ্বাস। 'সমুদ্রের বুদবুদের মতো অগণন সমুচ্ছ্বাস।' *জীবন*, ১৯৩০।

সমুজ [হি সমঝ>] *বি* বিবেচনা। *ভবানী*, ১৮২৩।

সমুজ্জ্বল [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'সমুজ্জ্বল করজালে আবরি মেদিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* দীপ্তিময়। 'এক বিন্দু নয়নের জল; কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৩ *বিণ* কিরণোজ্জ্বল। 'সেদিনের যে প্রভাবে উজ্জয়িনী ছিল সমুজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৪ *বিণ* স্বমহিমায় ভাস্বর। 'বর্ণবৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল শাড়ীপরা মেয়েদের ভিড়।' *তারা*, ১৯৪৩।

সমুজ্জ্বলা [স] *বিণ স্ত্রী* অতি উজ্জ্বল। 'কুন্দ-ধবলদল ... অতি সুনির্মলা, সুখ-সমুজ্জ্বলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমুঝা [হি সমঝা] *ক্রি* বোঝা। **সমুঝায়ব** *ক্রি* বুঝাবো। 'বিদ্যাপতি ভন মাধব নিকরুন কাহে সমুঝায়ব খেদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সমুঝে** *ক্রি* বোঝে। 'প্রভুর গম্ভীরবাক্য আচার্য্য সমুঝে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সমুৎকণ্ঠা [স] *বিণ* অতিশয় উৎকণ্ঠা। 'সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সমুৎকীর্ণ [স] *বিণ* ভালোভাবে খোদাই-করা। 'ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সমুত্তীর্ণ [স] *বিণ* উপস্থিত। 'সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে সমুত্তীর্ণ হইলে তাঁহার ছবি প্রস্তুত করা যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সমুত্থ [স] *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'সমুত্থ প্রত্যূষ কপোতের পক্ষবিধুনন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

সমুত্থান [স] *বি* সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ। 'স্বতন্ত্রতা লাভোদ্দেশে রাজ প্রতিকূলে সমুত্থান করিয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সমুত্থায়ী [স] *বিণ* উত্থাপনকারী। 'অবশিষ্ট অংশ বাদ সমুত্থায়ী ব্যক্তির।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সমুত্থিত [স] *বিণ* উত্থিত। 'সমুত্থিত জলবিন্দু সকল কি তারাকারে পরিণত হইয়া আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমুৎপন্ন [স] *বিণ* সংঘটিত। 'শুদ্ধ জমিদার কেন, এই বিপ্লব দ্বারা ... হিন্দুস্তানীগণেরই অধিক অনিষ্ট সমুৎপন্ন হইয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সমুৎসারিত [স] *বিণ* সম্পূর্ণ দূরীভূত। 'গগনকুট্টিম হইতে নক্ষত্রপুষ্পগুলিকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সমুৎসুক [স] **১** *বিণ* জানার ব্যাপারে অতিশয় আগ্রহী। 'আমি বড় সমুৎসুক হইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **২** *বিণ* অত্যুৎসাহী। 'যাঁহারা অনাচারী হিন্দুদিগকে শাসন করিবার জন্য সমুৎসুক তাঁহাদিগকেই হিঁদুয়ানি লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **৩** *বিণ* আনন্দিত। 'অরণ্যের প্রাণশক্তিকে বিচিত্র সৌন্দর্যে ও সফলতায় করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৪** *বি* সম্যকভাবে উৎসুক। 'সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দ-চঞ্চলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সমুৎসুকা [স] *বিণ স্ত্রী* অতিশয় আগ্রহী। 'বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক অতি প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে সমুৎসুকা হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সমুদয় [স] *বিণ* সমস্ত। 'এ সমুদয় ঘোল আনাতে মিশ্রিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সমুদায় [স] *বিণ* সমস্ত। 'বালক আরব্বী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'এই সমুদায় সঙ্কলনে অষ্টাবক্রবন্দিসংবাদ সূচিত করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সমুদিত [স] **১** *বিণ* সমুদয়। 'আকাশের ইন্দ্র সব দেব সমুদিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *অব্য* সমূহ; গণ। 'বসিয়াছে বিদ্যমানে ক্ষত্রি সমুদিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সমুদার [স] **১** *বিণ* অতি উদার। 'এ ভজনালয়ের যে ভাবটি মনকে অধিকার করে সে হচ্ছে এর সুনির্মল সমুদায় গাম্ভীর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'অজস্র ঐশ্বর্য মোরে অর্পিয়াছে সমুদার বিধি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বিণ* শান্ত। 'রচে তার সমুদার কায়াটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

সমুদ [স সমুদ্র] *বি* সমুদ্র। 'গণ সমুদেঁ টলিআঁ পইঠা।' *চর্যা ৩৫*, ১২০০।

সমুদা [স সমুদ্র] *বি* সমুদ্র। 'মাআমোহা সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

সমুদ্ধত [স] *বিণ* ঔদ্ধত্যপূর্ণ। 'তাই বলে তার সমুদ্ধত কৃষ্ণ পতাকা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সমুদ্ধার *বি* উদ্ধৃতকরণ। 'বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইত।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

সমুদ্ধৃত [স] *বিণ* উদ্ধৃত। 'সেন্সাস ও স্ট্যাটিস্টিক্স হইতে সমুদ্ধৃত কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমুদ্ভব [স] *বি* উৎপত্তি। 'উষ্ণদেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুদ্ভবের আবশ্যকতা হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সমুদ্ভাবিত [স] *বিণ* সম্পূর্ণ প্রকাশিত। 'তাঁহার চিত্তে এ দোষ সমুদ্ভাবিত হয় নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

সমুদ্ভূত [স] *বিণ* উৎপন্ন। 'সর্ব্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সমুদ্ভেদ [স] *বি* প্রকাশ। 'সে হ'লো তার জন্যে এক স্বাভাবিক সমুদ্ভব বা সমুদ্ভেদ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সমুদ্যত [স] **১** *বিণ* তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হবে এমন। 'সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ ওরে পুণ্যভীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* সূচিত। শক্তির সরল তেজে সমুদ্যত দাবাগ্নির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সমুদ্র [স] **১** *বি* সাগর। 'লাফে ডিএ্রাইল সমুদ্র সতেক জোজন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সংসার। 'এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সমুদ্র-আন্দোলন [স] *বি* তরঙ্গিত সমুদ্রের আলোড়ন। 'বাংলাদেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র-আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সমুদ্রকল্লোল [স] *বি* সমুদ্রের গর্জন। 'নিম্ন হইতে গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল উত্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সমুদ্রকল্লোলেরই মতো একতান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমুদ্রকূল [স] *বি* সমুদ্রের সৈকত। 'বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সমুদ্রগত [স] *বিণ* সমুদ্রে পতিত। 'তাহা এইক্ষণে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমুদ্রগর্জন [স] *বি* সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উচ্চ শব্দ। 'সেই আর্তনাদই পরে মুখর হয়ে উঠেছিল একটি প্রতিবাদের সমুদ্রগর্জনে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমুদ্রগামী [স] *বিণ* সমুদ্রের পানে গমন করে এমন। 'সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধানরহিতা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সমুদ্রঘড়ি *বি* সামুদ্রিক ঘড়ি। 'কোনো এক সমুদ্রঘড়ির দিকে ভেসে যায় তারা।' *জীবন*, ১৯৪০।

সমুদ্রঘুঘু *বি* সামুদ্রিক পাখিবিশেষ। 'দিগন্ত সাগরের সমুদ্রঘুঘুর শাদা শাদা পালক।' *জীবন*, ১৯৩২।

সমুদ্রচর [স] *বিণ* সমুদ্রে থাকে এমন। 'সমুদ্রচর জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমুদ্রচিল *বি* সমুদ্র এলাকায় বিচরণকারী চিলবিশেষ; অ্যালবাট্রস। 'সমুদ্রচিলের সাথে ... কথা বলে দেখিয়াছি আমি।' *জীবন*, ১৯৩০।

সমুদ্রতট [স] *বি* সমুদ্রের তীর। 'সমুদ্রতটের পরান্ত সীমা পর্য্যন্ত ... রাজ্যমধ্যে ভুক্ত করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সমুদ্রতরঙ্গ [স] *বি* সাগরের ঢেউ। 'সমুদ্রতরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি উথলেন কোলাহলি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সমুদ্রতল [স] *বি* সাগরের নিম্নস্থ ভূমি। 'এমন কোন ডুবুরী আছে যে ওকে সেই সমুদ্রতল থেকে তুলে আনবে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

সমুদ্রতীর [স] *বি* সাগরের তীর। 'কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮; 'সমুদ্রতীরে আপনমনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সমুদ্রতুল্য [স] *বিণ* সাগরের সঙ্গে তুলনীয়। 'সেই যে ভালবাসা, সমুদ্রতুল্য ... মাধুর্য্যময়, – চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সমুদ্রদ্বার [স] *বি* সাগরের তীর। 'দক্ষিণ সমুদ্রদ্বারে গিয়েছিলে কবে, কার সঙ্গে।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

সমুদ্রপথ [স] *বি* সমুদ্রে নৌযান চলাচলের পথ। 'তেঁহো কহে সমুদ্রপথে করিলা গমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'জাহাজ গঙ্গাসাগর হইতে সমুদ্রপথে যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সমুদ্রপার [স] *বি* বিদেশ। 'ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া সমুদ্রপারে যাইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সমুদ্রপীড়া [স] *বি* সমুদ্রে ভ্রমণের সময়ে শারীরিক অস্বস্তি। 'সমুদ্রপীড়া কাকে বলে অবিশ্যি জ্ঞান কিন্তু কী রকম তা জান না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমুদ্রপৃষ্ঠ [স] *বি* সমুদ্রের উপরিতল। 'মালডেন নামক দ্বীপ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৩২ আট শত বত্রিশ হাত উন্নত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমুদ্রপোত [স] *বি* সামুদ্রিক জাহাজ। 'সমুদ্রপোত সঞ্চারিত করিয়া সুগম পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমুদ্রবক্ষ [স] *বি* সমুদ্রের উপরিতল। 'সমুদ্রবক্ষে দ্বীপ দ্বীপান্তর গমনাগমন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমুদ্র-বিচারী *বিণ* সমুদ্রে বিচরণকারী। 'সমুদ্রের বিরুদ্ধে, সমুদ্র-বিচারী নাবিকদের বিরুদ্ধে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সমুদ্র-বেলা [স] *বি* সাগরের তীর। 'চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সমুদ্রবেষ্টিত [স] *বিণ* সাগর দিয়ে ঘেরা। 'সেখানকার মানুষ সমুদ্রবেষ্টিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমুদ্রমন্থন [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতা এবং অসুরগণ মিলিত হয়ে মন্দরপর্বতকে দণ্ড করে এবং বাসুকীকে দড়ি করে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তোলার ঘটনা। 'সমুদ্রমন্থনে নিধি, উপজিল যত বিধি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার জন্য সমুদ্রমন্থন করিতে হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* সাগরকে আলোড়ন। 'কলধ্বনিতে জয়ধ্বনিতে বাতাসে চলল সমুদ্রমন্থন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমুদ্রযাত্রা [স] **১** *বি* জাহাজে চড়ে সমুদ্রে যাওয়া। 'বণিকদিগের সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* সমুদ্রপথে বিদেশ গমন। 'সমুদ্রযাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **৩** *বি* (হিন্দু আচার অনুযায়ী) সমুদ্রপথে গমনের নিষিদ্ধ আচার। 'বাংলাদেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র-আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সমুদ্রযাত্রী [স] *বিণ* সমুদ্রে গমনকারী। 'যখন হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রী ও সমুদ্রিক বণিক ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমুদ্রযান [স] *বি* সমুদ্রে চলাচলের যান। 'তখন সমুদ্রযান নির্ম্মাণ জাতিবিশেষের নিরূপিত বৃত্তি ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমুদ্রযোগে *ক্রিবিণ* সমুদ্র পথে। 'তাহারা সমুদ্রযোগে আগমন করিয়া মিশরাদি বণিকগণের স্থলাভিষিক্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমুদ্ররোগ [স] *বি* সমুদ্রভ্রমণের সময়ে বমি বমি ভাব; সী সিকনেস। 'প্রায় সকলেরই সমুদ্ররোগে মাথা ঘুরিয়া বমি হইয়াছিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সমুদ্রলঙ্ঘন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সমুদ্র অতিক্রম করা। 'কার্তিক সমুদ্রলঙ্ঘন করেছেন ময়ূরে চড়ে।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন এখনো কানে শুনি কিন্তু আর চোখে দেখতে পাইনে, কারণ আমাদের দৃষ্টি বদলে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সমুদ্রশকুন [স] *বি* অ্যালবাট্রস পাখি। 'বোদলেয়ার এই সমুদ্রশকুনদের সঙ্গে কবির তুলনা করেছেন।' *শিব*, ১৯৫০।

সমুদ্র-সিনা [স সমুদ্র+ফা সীন্‌হ্] *বি* সমুদ্রবক্ষ। 'সমুদ্র-সিনা ফেড়ে ছুটে চলে কিশতী।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সমুদ্রসীমা [স] *বি* সমুদ্রসৈকত। 'কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত ক্ষীণচন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সমুদ্রীয় [স] *বিণ* সামুদ্রিক। 'লঙ্কার মধ্যে যে সমুদ্রীয় পথ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সমুদ্রের ইঁচা *বি* গলদা চিংড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সমুদ্রের পিঠ *বি* সাগরের উপরিতল। 'সমুদ্রের পিঠ আজ আয়ত্ত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমুদ্রোচ্ছ্বাস [স] *বি* সমুদ্রে জলের স্ফীতি। 'সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দুগ্ধ-কটাহে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সমুন্দর [হি] *বি* সমুদ্র। 'পথের ক্লেশ মোর সমুন্দর যে।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

সমুদ্রকলি *বি* এক ধরনের শিকার নাম। 'সমুদ্রকলি সীকা বানাইয়া নীরবে দেখিছে বসি।' *জসীম*, ১৯৩১।

সমুন্ধ [স সম্বন্ধ] *বি* সম্পর্ক। 'সমুন্ধ না মানে সে ভাগিনা মাউলানী।' বড়, ১৪৫০।

সমুন্নত [স] **১** *বিণ* অতি উন্নত। 'দেখিতে পাইতেছি এখনো তাঁহার সমুন্নত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **২** *বিণ* অতিশয় সমৃদ্ধ। 'সমুন্নত শিক্ষা ও সভ্যতায় সুমার্জিত রুচি ও নীতিতে ...।' *সিরাজী*, ১৯১৮। **৩** *বিণ* বেশ উঁচু। 'সমুন্নত গ্রীবা তাই অবনত করি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

সমুন্নতি [স] *বি* উন্নতি। 'তাহাদিগের সমুন্নতি করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমুপস্থিত [স] *বিণ* কাছেই উপস্থিত। 'রাজা বিক্রমাদিত্যও প্রতিশ্রুত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমুপস্থিতা [স] *বিণ স্ত্রী* নিকটে উপস্থিত। 'গৃহিণী ... হাতের বাউটির খিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্তা মহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সমুপার্জন, সমুপার্জ্জন [স] *বি* সম্যক অর্জন। 'যিনি অসামান্য দাক্ষিণ্য ও পরগুণগ্রহণনাদিরূপ বিবিধ গুণে জগতে যশোরাশি সমুপার্জ্জন করিয়াছেন ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমুসা [ফা সমুস্‌হ্] *বি* সিঙ্গাড়ার অনুরূপ ভাজা ও শুকনা খাদ্য বিশেষ। 'খাঞ্চার উপর এক রেকাবী সমুসা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সমুহ [স সমূহ] *বিণ* বহু। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

সমুল [স] **১** *বিণ* মূলসহ। 'মক্কা তাইফা দেশ সমুলে নাশিত।' *সুলতান*, ১৭০০; 'ছোট ছোট গাছ সমুলে আহার করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* সম্পূর্ণ। 'ত্বরায় সমুল প্রকাশক হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমূলক [স] ১ *বিণ* সত্য। 'যদ্যপি ইহা সমূলক হয় তবে তাঁহার প্রতি লোকের যে করুণা হইয়াছিল এইক্ষণে তৎপরিবর্তে ঘৃণা জন্মিবে।' *দর্পণ*, ১৮৪০। ২ *বিণ* যুক্তিসঙ্গত। 'সে নিন্দা সমূলক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমূলকতা [স] ১ *বি* কারণ। 'এই রূপ সংস্কারের সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* যথার্থতা। 'ঠিক সমূলকতার মতো সাজাইয়া তুলিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সমূলচ্ছেদ [স] *বি* সমূলে উচ্ছেদ। 'যা ধরেন, তার সমূলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সমূলে নির্মূল, সমূলে নির্ম্মূল *বি* চিরতরে উচ্ছেদ। 'তোমরা সেই অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তর ব্যবহার সমূহকে একেবারে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া সাধারণকে সুখী কর।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সমূলোৎপাটন [স] *বি* সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণ। 'উক্ত ব্যবহার দেশের মধ্যে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমূলোৎপাটন করা অসাধ্য।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমূলোৎপাটিত [স] *বিণ* মূল সমেত উঠে গেছে এমন। 'বৃক্ষসকল সমূলোৎপাটিত হইয়া ... পুষ্প ফল বিস্তার করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সমূহ [স] ১ *বিণ* সমস্ত; সব। 'পৃথিবী সমূহ পত্র সারদা করিয়া জোত্র।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* অনেক। 'সমূহ শিকারী কুকুরের শব্দে ভড়কিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সমূহতন্ত্র [স] *বি* সমাজতন্ত্র। 'সমূহতন্ত্র কি socialism-এর শব্দ তরজমা?' *প্রমথ*, ১৯২০।

সমূহমান্য [স] *বিণ* সবার সম্মানের যোগ্য। 'বিশিষ্টবিশিষ্ট সমূহমান্য গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়েরদের প্রতি পত্রিকাদ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সমৃদ্ধ [স] ১ *বি* সমাগম। 'সমৃদ্ধ দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ঐশ্বর্যশালী। 'রাজা নানা ধনেতে সমৃদ্ধ হইয়া দান-মানাদিতে সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* অভিজাত। 'সমৃদ্ধ সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

সমৃদ্ধতম [স] *বিণ* সম্পদশালী; সবচেয়ে উন্নত। 'মুঘল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধতম প্রদেশে।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সমৃদ্ধতর [স] *বিণ* আরও সমৃদ্ধ; অত্যন্ত উন্নত। 'এতেই তো সমৃদ্ধতর হার্মনি গড়ে ওঠে?' *দিলীপকুমার রায়*, ১৯২৫; 'সে চরিত্র প্রতিবারের প্রেমে প্রতিবার সমৃদ্ধতর।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমৃদ্ধশালী [স] *বিণ* সম্পদশালী; ঐশ্বর্যশালী। 'কত শত সমৃদ্ধশালী গ্রাম নগর প্রোথিত বা মৃত্তিকাস্তূপ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সমৃদ্ধসম্পন্ন [স] *বিণ* সম্পদশালী। 'অবিনীত অসভ্য লোকেরা অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুবিনীত হইয়া উঠিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমৃদ্ধা [স] *বিণ স্ত্রী* ভরপুর। 'অজস্র অঞ্জলিতে শস্যসম্পদ ছড়িয়ে দেশলক্ষ্মী ফুলে ফলে সমৃদ্ধা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সমৃদ্ধি [স] ১ *বি* ঐশ্বর্য। 'স্বজাতীয়দিগের ক্রমশঃ সুখ-সমৃদ্ধি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'কত সমুদ্রের সমৃদ্ধি গাঢ় ঘন নীল।' *আহসান*, ১৯৬২।

সমৃদ্ধিকামী [স] *বিণ* উন্নয়নকামী। 'প্রগতি ও সমৃদ্ধকামী সরকার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সমৃদ্ধিশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সমৃদ্ধিশালী; সম্পদশালী। 'নগরী অত্যন্ত সুশোভিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সমৃদ্ধিশালী [স] *বিণ* সম্পদশালী। 'আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধিশালী মনে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'তখন নূতন রাজধানীর নূতন-সমৃদ্ধিশালী কর্মক্লান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়াদুই দণ্ড আমাদের উত্তেজনা চাহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমে [স সম>] *ক্রিবিণ* সাথে। 'নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমেঘ [স] *বিণ* মেঘযুক্ত। 'নির্মেঘ ও সমেঘ আকাশ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সমেত [স সম>] ১ *অব্য* যুক্ত। 'বান সমেত ধনুক কৈল খান খান।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *অব্য* সহ। 'পার্বত্য প্রদেশে নানা উপহার সমেত দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমেৎ [স সম>] *অব্য* সহ। 'টাট সমেৎ টাকা আনিয়া দিব।' *কেরি*, ১৮০২।

সমেদ *অব্য* সমেত। 'পুনুরায় সিন্দুক সমেদ জিনিসপত্র রাখিলেন।' *কেরি*, ১৮০০।

সমোচিত [স সমুচিত] *বিণ* উপযুক্ত। 'ইহা বই নাহি কীর্ত্তি মোর সমোচিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সমোচ্চ [স] *বিণ* সর্বোচ্চ। 'আত্মীয়তার সমোচ্চ ক্ষেত্রে ওঠবার চেষ্টা করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সমোজ্জ্বল [স] *বিণ* সমুজ্জ্বল; অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে চৌদিকে রথীদল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সমোদিত [স] *বিণ* আনন্দজনক। 'নানারূপ বাদ্যধ্বনি মঙ্গল সমোদিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সমোশর [স সমসর] *বিণ* সমতুল্য। 'রাণী সমে বাস করে ইন্দ্র সমোশর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সমোসর [স সমসর] *বিণ* সমান। 'ফুটিয়া হইল কলাই ভাত সমোসর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সমোসা [ফা] *বি* সিঙ্গাড়ার অনুরূপ ভাজা শুকনা খাদ্যবিশেষ। 'পারাটা, সমোসা ভাজার সৌরভ কি চমৎকার – বলিহারি যাই।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সম্পত্তি [স] ১ *বি* ধনসম্পদ। 'অচলা কমলা তোর সম্পত্তি বিশাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সম্পদ। 'এ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সম্পইত [স সম্পত্তি] *বি* সম্পদ। 'সম্পইতের হিসাব।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সম্পতনামা [স সম্পদ+ফা নামা] *বি* সম্পদের তালিকা। 'হিসাব চিটী আরজী সম্পতনামা খত ওগয়রহ।' *হ্যালহেদ*, ১৭৮৭।

সম্পত্ত [স সম্পত্তি] *বি* সম্পত্তি; ঐশ্বর্য। 'পানের সম্পত্ত ঝারি দাসী লয়্যা রাখে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সম্পত্তিঘটিত [স] *বিণ* সম্পত্তি সংক্রান্ত। 'একজন বিধবার সম্পত্তিঘটিত মামলায় তাঁহাকে কিছুকাল যাবৎ বিব্রত করিতেছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

সম্পত্তিমান [স] *বিণ* সম্পদশালী। 'সে শহর অতিশয় সম্পত্তিমান

হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সম্পত্তিশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* বিত্তশালী। 'এক সম্পত্তিশালিনী ধর্মপরায়ণা নারী এই ধর্মাশ্রমের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সম্পত্তিহীন [স] *বিণ* সম্পত্তি নেই এমন। 'কমিটির সাহেবেরা জ্ঞাত আছেন যে আমরা সম্পত্তিহীন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

সম্পত্য [স সম্পদ] *বি* সম্পত্তি; ঐশ্বর্য। 'সম্পত্যে স্মম্পাদি দুখে দুখি না হইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্পৎশালী [স] *বি* ঐশ্বর্যশালী। 'বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্যান্য সম্পৎশালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সম্পদ [স] **১** *বি* বিত্ত। 'অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লুঁ সম্পদে বিপদহি ভেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* গৌরব। হেন বুঝি মদনে বাড়িল সম্পদ।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* অহঙ্কার। 'সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৪** *বি* ঐশ্বর্য। 'পশ্চিম দেশ যে সম্পদ সৃষ্টি করেছে সে অতিবিপুল প্রচণ্ডশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের যোগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। **৫** *বি* সম্বল। 'এতেই তার বিপদ, এতেই তার সম্পদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সম্পদ-গৃহ [স] *বি* ধনভাণ্ডার। 'ভাঙ্গিয়া সম্পদ-গৃহ করিলা উজাড়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সম্পদছায় [স] *বি* সম্পদের আশ্রয়। 'রিক্তহস্তে পরের সম্পদছায়ে ফেরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সম্পদমদ [স] *বি* সম্পদরূপ মদ। 'সম্পদমদ পিয়ে অবিরত।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

সম্পদময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সম্পদের অধিকারী। 'সম্পদময়ী সে সবার চেয়ে/ নারী হলে প্রিয়তমা।' *সিকানদার*, ১৯৪৫।

সম্পদশালী [স] *বিণ* সমৃদ্ধিশালী। 'তার ইতিহাস শক্তি সৌন্দর্যে এবং স্বাতন্ত্র্যপরতায় সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সম্পদশ্রী [স] *বি* ঐশ্বর্যময়তা। 'বহুকালের একটা সম্পদশ্রীর আভা থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সম্পদহীন [স] *বিণ* বিত্তহীন। 'অখ্যাত সহায়-সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সম্পদোচিত [স] *বিণ* সম্পদসুলভ; সম্পদের উপযুক্ত। 'ভয় করিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ দেয় না।' *তারা*, ১৯৪২।

সম্পদ্র [স সমুদ্র] *বি* সমুদ্র। 'নিজ বলে বাহিলে সম্পদ্র হয় পার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সম্পন্ন [স] **১** *বি* নিষ্পন্ন। 'তাহা নিঃসন্দেহ সম্পন্ন হইবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* সম্পদশালী। 'সেই দেশ অতিশয় সম্পন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বি* সম্পাদন। 'জনশ্রুতি হইয়াছে যে ... সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **৪** *বিণ* সম্পূর্ণ। 'তৎকর্ম্ম ক্রমে সম্পন্ন হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। **৫** *বিণ* সম্পাদিত। 'নারীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৬** *বিণ* বিশিষ্ট। 'পুরুষের ন্যায় অনুভবশক্তি সম্পন্ন স্ত্রীজাতির এমন দুরবস্থা সত্যিই অগ্রাহ্য।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **৭** *বিণ* সচ্ছল। 'সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহাতে উপকৃত হয়েন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। **৮** *বিণ* দীর্ঘজীবী; বিশাল। 'পৃথিবীতে সম্পন্ন গাছের পাতা ঝরে।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

সম্পন্নকরণার্থ [স] *ক্রিবিণ* সম্পাদন করণের জন্য। 'ঐ ব্যাপার সম্পন্নকরণার্থ ঐ টাকার পাঁচ গুণ টাকা ব্যয় হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সম্পন্নতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত পরিণত। 'আমার সত্তার রূপধৃত উন্মোচন যে স্তরে বর্তমান তা থেকে সম্পন্নতর উন্মোচনে উত্তীর্ণ হওয়াতেই আমার সত্তার মুক্তি।' *শিব*, ১৯৫০।

সম্পন্নপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় শেষ হয়েছে এমন। 'তোমার যে কার্য্য সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা সম্পন্নপ্রায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সম্পর্ক [স] **১** *বি* আত্মীয়তা। 'আমি কহিলাম সম্বন্ধো জীবনাবধি, জীবনাবধিই সম্পর্ক।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* সংস্পর্শ। 'কুমারখালীর কাহার-ব্যবসায়ী সিরাজ সাঁইয়ের সম্পর্কে আসেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

সম্পর্ক পাতানো *ক্রি* সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। 'মনের কাছে মনের সম্পর্ক পাতানোর কথা।' *হাই*, ১৯৪৭।

সম্পর্ক-বিরুদ্ধ [স] *বিণ* পরস্পর সম্পর্কহীন। 'সম্পর্ক-বিরুদ্ধ স্ত্রী পুরুষেরা ... পরস্পর ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সম্পর্করহিত [স] *বিণ* সম্বন্ধবিহীন। 'এ দুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক এবং সম্পর্করহিত সত্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সম্পর্করিক্ত [স] *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'সম্পর্করিক্ত মানুষ ভিড়ের শামিল হয়, যূথবদ্ধতায় নিরাপত্তা খোঁজে।' *শিব*, ১৯৫৬।

সম্পর্কশূন্য [স] *বিণ* সম্পর্কহীন। 'আমার সহিত সর্ব প্রকারে সম্পর্কশূন্য হইতে পার।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সম্পর্কহীন [স] *বিণ* নিঃসম্পর্ক; সম্পর্ক নেই এমন। 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ... আলোচনা তুলিয়া অনর্থক উদ্‌বিগ্ন হইতেছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

সম্পর্কহীনতা [স] *বি* সম্পর্ক না-থাকা। 'সম্পর্কহীনতার ফলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চেতনার উপযুক্ত উন্মেষ সম্ভব হলো না।' *উমর*, ১৯৬৮।

সম্পর্কহীনা [স] *বিণ* সম্পর্ক নেই এমন নারী। 'তখন, সম্পর্কহীনা, স্বপ্নে ওঠে মন্দিরা বাজিয়ে।' *শক্তি*, ১৯৭০।

সম্পর্কিত [স] *বিণ* সম্পর্কযুক্ত। *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'মহিলা সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় স্থাপন।' *বেগম*, ১৯৭৫।

সম্পর্কীয় [স] *বিণ* সম্পর্কিত। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'কর সম্পর্কীয় যাবত্ত ভূমির স্থির রাজস্ব।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩; 'ভাশুর-শ্বশুর-সম্পর্কীয় গৃহপ্রচলিত যে সকল কৃত্রিম লজ্জা তাহা তাহার প্রচুর পরিমাণেই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সম্পর্কীয়া *বি স্ত্রী* জ্ঞাতি। 'কন্যাটি বক্তৃতাকারী ঠাকুরদাদার অতি নিকট-সম্পর্কীয়া।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

সম্পাত [স] **১** *বি* অভিশাপ। 'দারুন সম্পাত মুনি নাহি বুঝি দিত।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* প্রতিফলন। 'হাতের আলোকসম্পাতে ভ্রূযুগের মধ্যে ...।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৩** *বিণ* প্রতিফলিত। 'কখনো কখনো সম্পাত হয়ে সৃষ্টি করেছে বেগুনি আভা।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

সম্পাতন [স] *বি* ধারণ। 'বাক্য না নিঃসরে মুখে শোক সম্পাতন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সম্পাতী *বি* পাখিবিশেষ। 'জটাউ সম্পাতী লিখে সুপর্ণ তিতির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সম্পাদক [স] **১** *বিণ* প্রক্রিয়াকারক। 'তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **২** *বি* সংবাদপত্র সম্পাদনাকারী। 'প্রভাকরসম্পাদক

বাক্কৌশলদ্বারা লোকদিগকে জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বি* প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান। 'শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সম্পাদকগিরি [স সম্পাদক+ফা গিরি] *বি* সম্পাদকের কাজ। 'সম্পাদকগিরি করলে তুমি কেবল জীবনভরে পরের লেখার বানান ভুল শুধরেই যাবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

সম্পাদকতা [স] *বি* সম্পাদকের কাজ। 'যিনি সম্পাদকতা করিতেছেন তিনি অত্র বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারগ।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সম্পাদকি [স সম্পাদক>] *বি* সম্পাদনার কাজ। 'অল্প বয়সে সম্পাদকি নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সম্পাদকী [স সম্পাদকীয়] ১ *বি* সম্পাদকের কাজ; সম্পাদনা। 'লেখা বেছে নিতে না জানলে সম্পাদকী করি কোন সাহসে?' *প্রমথ*, ১৯২৭। ২ *বিণ* সম্পাদক ব্যবহার করে এমন। 'সম্পাদকী টেবিলে গোকুল নাগ বসে আছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সম্পাদকীয় [স] ১ *বিণ* সম্পাদকের করণীয়। 'মহাখেদার্ণবে নিমগ্নচিত্ত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রকাশ করিতেছি ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৪০। ২ *বিণ* পত্রিকার সম্পাদকের মন্তব্য ও মতামতের জন্যে নির্ধারিত। 'আহ্‌মদী সম্পাদক সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছেন ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ৩ *বি* পত্রিকা সম্পাদকের নিবন্ধ। 'অনেক খবরের কাগজের সম্পাদকীয় ... মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫; 'সম্পাদকীয় লিখি।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

সম্পাদকীয় স্তম্ভ [স] *বি* (ইংরেজি এডিটরিয়াল কলামের অনুবাদ) পত্রিকায় সম্পাদকের অভিমতসূচক নিবন্ধ ছাপা হয় পত্রিকার যে-কলামে। 'বিগত ১৫ই শ্রাবণ আহ্‌মদী সম্পাদক সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছেন ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

সম্পাদিকা [স] *বি* স্ত্রী কার্যনির্বাহক। 'যুগ্ম সম্পাদিকা — মিসেস এ কে খান।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সম্পাদন [স] ১ *বি* নির্ধারণ। 'পুরুষের প্রাধান্য গণনায় অরূপী ব্রহ্ম কহেন এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব সম্পাদন ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সমাধান। 'পূর্ব্বোক্ত তাবদুপকার সম্পাদন হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৩ *বি* পরিচালন। 'শ্রীযুত ডি এল রিচার্ডসন সাহেব এতৎ পত্রের সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৪ *বিণ* নির্বাহ। 'ভূস্বামী যখন স্বাধিকারে স্থিতি করেন, তখন তাঁহাকেও নিজধনে বাসার ব্যয় সম্পাদন করিতে হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বি* সৃষ্টি। 'সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া রামধনুর বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সম্পাদন ভার [স] *বি* সম্পাদনার দায়িত্ব। 'ভারতী নামক একটী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সম্পাদনার্থ [স] *ক্রিবিণ* সম্পাদনের জন্যে। 'এই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ চৌকিতে বসুন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সম্পাদনার্থে [স] *ক্রিবিণ* সম্পাদনের জন্যে। 'কল্যাণসূচক কার্য্য-সম্পাদনার্থে গমন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সম্পাদিত [স] ১ *বিণ* সম্পন্ন। 'তাঁহার গৃহিণীর অভিপ্রায় অনুসারেই, সম্পাদিত হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* সম্পাদনকৃত। 'হারানবাবুর সম্পাদিত ইংরেজি কাগজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সম্পাশ, সম্পাস [স সম-পার্শ্ব] ১ *ক্রিবিণ* সমীপে। 'দূর হন্তে অলি আসি, কমল সম্পাস।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রিবিণ* পাশে। 'আনি দিলা খদিজাএ থাকিতে সম্পাশ।' *সুলতান*, ১৭০০।

সম্পুট [স] ১ *বি* অঞ্জলিপাত্র। 'করিয়া সম্পুট পাণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আশ্রয়। 'বক্ষের সম্পুটে বাঁধি প্রেয়সী নারীরে।' *আহসান*, ১৯৫০।

সম্পূরণ [স] *বি* পূর্ণ। 'যাহা চাহ মম বরে হবে সম্পূরণ!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সম্পূর্ণ [স] *বিণ* পূর্ণ। 'সে সময়ে তাঁহার গর্ভ নয়মাস সম্পূর্ণ হইয়াছিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সম্পূর্ণচিত্ত [স] *বি* সম্পূর্ণ অন্তঃকরণ; আন্তরিক ভাব। 'অতি দুঃখের কথাও সম্পূর্ণচিত্তে গ্রহণ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

সম্পূর্ণত [স] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'পূর্বকথিত পুরোহিত মহাশয়ের গল্প সম্পূর্ণত মাঠে মারা যায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সম্পূর্ণতা [স] *বি* পরিপূর্ণতা। 'তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত [স] *বিণ* পরিপূর্ণতা পেয়েছে এমন। 'বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সম্পূর্ণত্ব [স] *বি* পরিপূর্ণতা। 'মন্ত্র ভাগে বৈদিক উপাসনার সম্পূর্ণত্ব লক্ষিত হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সম্পূর্ণভাবে [স] *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। 'সম্পূর্ণভাবে ব্যঞ্জনাহীন কবিতা অকল্পনীয়।' *শিব*, ১৯৭৩।

সম্পূর্ণরূপে [স] *ক্রিবিণ* পুরোপুরিভাবে। 'স্ত্রীলোকই যথার্থ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গদান করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সম্পূর্ণাঙ্গ [স] *বিণ* কোনো ত্রুটি নেই এমন দেহধারী। 'একজন সম্পূর্ণাঙ্গ মানুষের শরীরের সব-কিছু কার্যক্ষম থাকা সত্ত্বেও সে কানা-খোঁড়া-বোবা-নপুংসক হয়ে গেলো।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

সম্পূর্ণী [স সম্পূর্ণ] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'সব কলা সম্পূর্ণী তো রাই।' *বড়ু*, ১৫৭০।

সম্পূর্ন [স সম্পূর্ণ] *বিণ* পুরো; পুরোপুরি। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সম্পূরক [স] *বিণ* পরিপূরক। 'একটি সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সম্পৃক্ততা [স] *বি* সম্মিলিত অবস্থা। '... এদের পরস্পর নির্ভরতা ও সম্পৃক্ততাই ফুটে উঠেছে।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

সম্পোষ্য [স] *বিণ* পালনীয়। 'দীর্ঘ প্রস্থ পঞ্চ হস্ত স্থানে এই সমুদায় ব্যাপার সম্পোষ্য হইবার আর কি সম্ভাবনা থাকিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

সম্প্রচারিত [স] *বিণ* সম্প্রচার হয়েছে এমন। 'সংবাদ সারা শহরে সম্প্রচারিত হয়ে পড়ল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

সম্প্রতি [স] ১ *ক্রিবিণ* বর্ত্তমান সময়ে। 'সম্প্রতি আইনু মুঞি কীর্তন কারণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* যথাশীঘ্র। 'সম্প্রতি আমার ধান্য নিড়াবে এখন।' *কেতকা*, ১৬৫০। ৩ *বি* সম্ভাবনা। 'কোন মতে জিনিবারে না দেখে সম্প্রতি।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *ক্রিবিণ* কেবল। 'সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৫ *ক্রিবিণ* কিছুদিন আগে। 'একটি নূতন স্টিমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সম্প্রতিকার [স] *বিণ* সাম্প্রতিক। 'সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে পড়লে, মন নিতান্ত চঞ্চল হয়।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

সম্প্রদান [স] ১ *বি* হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের নিকট কনেকে অর্পণ। 'বর পাই যথাবিধি তনয়া করিয়ে সম্প্রদান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি*

কন্যার বিয়ে দেওয়া। 'শ্রীমতি জাদুমনিকে মাহ বৈসাকে দোসরা মহাসয় পাত্র সহিৎ নাগরাকোঁদা জাইবেন সম্প্রদান করিব ইহা স্থির করিআ ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৬।

সম্প্রদান কারক [স] *বি* স্বত্ব ত্যাগ করে দান করা হয় যে কারকে। 'কর্ত্তা যাহাকে উদ্দেশ করিয়া দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সম্প্রদায় [স] ১ *বি* গোষ্ঠী; দল। 'এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* কমিটি; সঙ্ঘ। 'গঙ্গাসাগরে বন কাটাইয়া পত্তন করিবার কারণ এক সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৩ *বি* দল। 'এমত নর্ত্তকী প্রায় তিন চারি সম্প্রদায় আইল।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণী। 'বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক ১৩০ জন বালক ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮। ৫ *বি* সমাজ। 'বণিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ *বি* জাতি। 'সম্প্রদায় প্রভেদে ভারতে খাদ্যাদির বিশেষ বিভেদ আছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ৭ *বি* মতবিরোধ। 'আপাততঃ তাঁহারদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে বটে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সম্প্রদায়গত [স] *বিণ* গোষ্ঠীভুক্ত। 'অপমানটাকে তাহারা সম্প্রদায়গত করিয়া লইয়া বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

সম্প্রদায়-চেতনা [স] *বি* গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা। 'ভারতীয় সমাজ জীবনে সিপাহী বিদ্রোহের পর ... সম্প্রদায়-চেতনা দেখা দিল।' *উমর*, ১৯৬৬।

সম্প্রদায়প্রবর্তক [স] *বি* নতুন একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলে যে। 'সম্প্রদায়প্রবর্তক ইন্দ্রিয়দোষের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সম্প্রদায়বিভাগ [স] *বি* সম্প্রদায় বিভাজন। 'ভারতবর্ষে শ্রেণী বিভাগের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে এইভাবে দেখা দিল সম্প্রদায়বিভাগ।' *উমর*, ১৯৬৬।

সম্প্রদায়ভুক্ত [স] *বিণ* সমাজের অন্তর্গত। 'বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সাধকরা আউল।' *হাই*, ১৯৫৪।

সম্প্রদায়ী [স] *বিণ* সম্প্রদায় মতাবলম্বী। 'সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সম্প্রবাহক [স] *বিণ* পরিবাহক। 'উদ্ভিদের এইরূপ সম্প্রবাহক স্নায়ুমণ্ডলী নাই বলিয়াই বিজ্ঞানমণ্ডলীর এত দিন বিশ্বাস ছিল।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

সম্প্রভাত [স] *বিণ* প্রতিভাত। 'সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সম্প্রসারণ [স] ১ *বি* বিস্তার। 'পৃষ্ঠ পর্যন্ত কপালকুণ্ডলার কেশের সম্প্রসারণ হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বি* প্রসারিতকরণ। 'সম্প্রসারণ এবং নিঃসারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সম্প্রসারণশীল [স] ১ *বিণ* বিকাশমান। 'সম্প্রসারণশীল শক্তি সমস্ত জগৎকেই ক্রমে প্রাগতিক প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করে।' *শিব*, ১৯৫৬। ২ *বিণ* প্রসারণশীল। 'সম্প্রসারণশীল সরকারি ব্যবস্থায় এই শিক্ষিতজনদের নিয়োগ –।' *শিব*, ১৯৫৬।

সম্প্রসারিত [স] *বিণ* পরিবর্ধিত। 'কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাই ইহা পুষ্ট ও সম্প্রসারিত হইতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

সম্প্রীত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'দুজনে সম্প্রীত হব যেন হীরা হেম।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সম্প্রীতি [স] ১ *বিণ* সুসম্পর্ক। 'বিশেষ সম্প্রীতি হইলে আহারের সুখ তো আছেই সময়ানুসারে বিহারও হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক। 'স্বামী স্ত্রীতে সম্প্রীতির সম্ভাবনা কি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সম্প্রীতি-সেতু [স] *বি* ভালোবাসারূপ সেতু। 'তাঁহারা অবিলম্বে সম্প্রীতি-সেতু ভঞ্জন করিয়া বিবাদ স্রোত প্রবল করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সম্প্রীতিস্থাপন [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি। 'সম্প্রীতিস্থাপন অল্পদিনের মধ্যেই।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

সম্বৎ [স সংবৎ] *বি* বছর। '১,৮৬১ সম্বৎ পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে যবনাধিকারে ৬৫১/৩/২৮ দিন গত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'তাহার পর বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সম্বৎসর [স] ১ *বি* পরিপূর্ণ বছর। 'বৈশাখে হইতে হইল লুপ্ত সম্বৎসর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সারা বছর। 'সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সম্বচ্ছর *ক্রিবিণ* সারা বছর জুড়ে। 'সম্বচ্ছর কেঁদে কাটালে শরীল খারাপ হবে না একটু?' *মানিক*, ১৯৩৯।

সম্বন্ধ [স] ১ *বি* আত্মীয়তা। 'মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সম্পর্ক। 'তোর সমে আছে মোর নিয়র সম্বন্ধ।' *বড়ু*, ১৫০০। ৩ *বি* বিবাহ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'আপনকার পুত্রের সম্বন্ধ নিমিত্ত আমাকেও অনেকে কহিয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *বি* বিবাহের প্রস্তাব। 'পিতা জাতিকুল স্থির করিয়া সম্বন্ধ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৫ *বি* বিবাহ সংক্রান্ত আত্মীয়তা। 'শুনছি তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্চো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৬ *বি* বিষয়। 'সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করিলাম না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৭ *বি* মিল; সামঞ্জস্য। 'উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৮ *বি* (ব্যাকরণ) সম্বন্ধপদ। 'কর্তৃকারক এবং সম্বন্ধে বহুবচনে বাংলা প্রায় সমুদয় ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

সম্বন্ধচ্যুতি [স] *বি* সম্পর্কহীনতা। 'জ্ঞানের রাজ্যেও এই সম্বন্ধচ্যুতির উল্লেখ করলেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সম্বন্ধজ্ঞান [স] *বি* সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান। 'কার্য্যকারণের সম্বন্ধজ্ঞানটা বাহ্যজ্ঞানেরই অংশ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সম্বন্ধজ্ঞাপক [স] *বিণ* সম্পর্ক প্রকাশক। 'আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপক মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সম্বন্ধ নির্ণয় [স] ১ *বি* বিবাহের প্রস্তাব স্থির বা পাকা করা। 'পরম সুন্দরী কন্যার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বি* হিন্দুসমাজে বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের মর্যাদার উচ্চ-নীচতা নির্ণয়। *দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য*, ১৮৭৫।

সম্বন্ধপথ [স] *বি* সম্পর্কসূত্র। 'অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সম্বন্ধবদ্ধ [স] *বিণ* সম্পর্কযুক্ত। 'এসলাম ধর্মের সহিত অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধবদ্ধ ওজু, গোছল ...।' *ইমান*, ১৯০০।

সম্বন্ধবন্ধন [স] *বি* সম্পর্ক স্থাপন। 'জমিদারগণ প্রজাদিগের সহিত সম্বন্ধবন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' *সাধারণী*, ১৮৭৪।

সম্বন্ধবাচক [স] *বিণ* আত্মীয়তা নির্দেশক। 'কতকগুলি জাতিবাচক সম্বন্ধবাচক এবং ভাববাচক শব্দ সংগ্রহ করি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সম্বন্ধবিশিষ্ট [স] *বিণ* সম্পর্কিত। 'তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত ... সম্বন্ধবিশিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সম্বন্ধবিহীন [স] *বিণ* সম্পর্কহীন; সংযোগহীন। 'ভারতবর্ষের অর্থদোহন করিয়া বহু দূরস্থ সম্বন্ধবিহীন জাঞ্জিবারের দাসবিক্রয় প্রথা।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সম্বন্ধ ভাঙা *ক্রি* বিয়ে ঠেকানো। 'আমি ভাবছিলেম, সম্বন্ধ ভাঙি কী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সম্বন্ধশক্তি [স] *বি* পারস্পরিক সম্পর্কের শক্তি। 'সে সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে ঐ লৌহখণ্ডের সজ্মশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সম্বন্ধে ১ *ক্রিবিণ* আত্মীয়তায়। 'শালী সম্বন্ধে সম্বোধ নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* সম্পর্কে। 'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।' *বড়ু*, ১৫০০।

সম্বন্ধি, সম্বন্ধী [স সম্বন্ধী] ১ *বি* স্ত্রীর বড়ো ভাই। 'সম্বন্ধি এবং সালা মহাশয় ভাজনেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯; 'আমার সম্বন্ধী আমাকে সেথায় যেতে লিখেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* সম্পর্কিত। 'হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধি বহুবিধ বিস্তৃত ধর্ম্মপ্রতিপাদক যে সকল গ্রন্থে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সম্বন্ধীয় [স] ১ *বিণ* সম্পর্কিত। 'রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেক মহাশয় ঐ কালীন উপস্থিত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বিণ* বিষয়ক। 'একজন দিশি লোকের ধর্মসম্বন্ধীয় তর্ক উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম্বন্ধো [স সম্বন্ধ] *বি* সংযোগ। 'আমি কহিলাম সম্বন্ধো জীবনাবধি, জীবনাবধিই সম্পর্ক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সম্বরণ [স] ১ *বি* সংবরণ। 'সম্বরণ নহে শ্রীনিবাসের ক্রন্দন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* নিবারণ। 'দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* সমাপ্ত। 'অবশেষে ইষ্টিণ্ডিয়ান পত্র স্থাপনপূর্ব্বক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সম্বরা[1] [স সম্বরণ>] ১ *ক্রি* প্রশমিত করা। 'তবে ভিমসেন বির আপনা সম্বরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* সংবরণ করা। 'চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর, কেনে হইলে আগয়ান।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ৩ *ক্রি* গুছিয়ে রাখা। 'সম্বরএ গীমহার কটির বসন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *ক্রি* সংযত করা। 'নিজ অঙ্গ আচ্ছাদিয়া রাখন্ত সম্বরি।' *সুলতান*, ১৭০০। ৫ *ক্রি* ধৈর্য ধরা। 'সম্বর সম্বর প্রাণনাথ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **সম্বর** *ক্রি* সংবরণ করো। 'চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর, কেনে হইলে আগয়ান।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **সম্বরএ** *ক্রি* গুছিয়ে রাখে। 'সম্বরএ গীমহার কটির বসন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সম্বর সম্বর** *ক্রি* ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো। 'সম্বর সম্বর প্রাণনাথ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **সম্বরি** ১ *ক্রি* প্রশমিত ক'রে। 'তবে ভিমসেন বির আপনা সম্বরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* সংযত ক'রে। 'নিজ অঙ্গ আচ্ছাদিয়া রাখন্ত সম্বরি।' *সুলতান*, ১৭০০। **সম্বরিয়া** *ক্রি* সংবরণ ক'রে। 'পঞ্চভূতসিদ্ধি দশ বায়ু সম্বরিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সম্বরী** *ক্রি* সংবরণ ক'রে। 'চন্দ্রাণী বোলয় কেলি কলা না সম্বরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সম্বরা[2] [স সম্ভার] *বি* গরম তেলে মশলা ছেড়ে দেওয়া। 'তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সম্বর্তন, সম্বর্ত্তন [স] *বি* আবর্তন। 'চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সম্বর্ত্তন করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সম্বর্ত্তনকাল [স] *বি* আবর্তনকাল। 'তদীয় সম্বর্ত্তনকাল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সম্বর্ধনা, সম্বর্দ্ধনা [স] *বি* সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা। 'তাহারদিগের যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা নানামতেই হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্ধনা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সম্বর্দ্ধিত [সম্বর্ধিত] ১ *বিণ* সম্মানিত। 'তাঁরা লীগ মহলের বাইরেই বেশি সম্বর্দ্ধিত হন।' *আজাদ*, ১৯৪৬। ২ *বিণ* সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে এমন। 'যখনই যেতাম সম্বর্ধিত হতাম।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সম্বল [স] ১ *বি* পাথেয়। 'পুরীগোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* অর্থ। 'মাসে মাসে পাঠান সম্বল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* জীবিকার উপায়। 'দিনের সম্বল হেতু প্রতিদিন বধে পশুগণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* যাতায়াত-খরচ ও খাদ্যাদি। 'পথের সম্বল দিলে পরিতে বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বি* কামাই। 'দিনের সম্বল দিবা দিনে খাইবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৬ *বি* জীবিকা। 'ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল।' *ভারত*, ১৭৬০। ৭ *বি* সঞ্চিত শস্য। 'কাবুল দেশ হইতে সয়দাগর এই দেশে সম্বল ক্রয় করিতে আসিবেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৮ *বি* অবলম্বন। 'সম্বল কিছুই নাই মুখে মালসাটি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৯ *বি* আহার্য। 'এই লুচি ব্রাহ্মণের পেটের সম্বল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ১০ *বি* আসল। 'এই ধরণির যাহা সম্বল।' *নজরুল*, ১৯২৬। ১১ *বি* একমাত্র অবলম্বন। 'মানুষের সম্বল নৌকা।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সম্বলবিশিষ্ট [স] *বিণ* অবস্থাসম্পন্ন; ধনী। 'কয়জন সম্বলবিশিষ্ট লোক আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সম্বলিত [স] ১ *বিণ* সংবলিত; রয়েছে এমন। 'প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* সংযোজিত। 'ইসলামী ভাবাদর্শ সম্বলিত মুসলিম ইতিহাসের ছোটোখাটো ঘটনাকে।' *হাই*, ১৯৫৪।

সম্বা [স সম্>] ১ *ক্রি* ঢোকা। 'তাত না সম্বাএ চুরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মিলিত হওয়া। 'শুক পক্ষ সকলে সম্বায় হয়ে সুখে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সম্বাদ [স] *বি* খবর। 'জানাইল যকল কথা সম্বাদ প্রস্তুত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সম্বাদপত্র [স] *বি* সংবাদপত্র। 'মেজষ্টর সাহেবেরদিগের গোচরার্থে সম্বাদপত্র পাঠাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সম্বাদা *ক্রি* সংবাদ দেওয়া। 'অব জুদি জাই সম্বাদহ কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সম্বাষা[2] [স সম্ভাষণ>] *ক্রি* সম্ভাষণ করা। **সম্বাষয়া** *ক্রি* সম্ভাষণ ক'রে। 'কুন্তি সমে সম্বাষয়া ছিল জেন মতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্বাষহ** *ক্রি* সম্বোধন করো। 'মৃদু মৃদু ভাষে সম্বাষহ বরতনু।' *মুরারি*, ১৫৭০। **সম্বাষি** *ক্রি* সম্ভাষণ ক'রে। 'পরম সন্তোস হইল অর্জ্জুন সম্বাষি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্বাষিব** *ক্রি* সম্ভাষণ জানাবো। 'আহ্মি তোহ্মা সম্বাষিব নিজ দেসে গীয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্বাষিয়া** *ক্রিবিণ* সম্ভাষণ ক'রে। 'গুরু সম্বাষিয়া আইল আপনা দেসএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্বাষিল** *ক্রি* সম্ভাষণ করলো। 'ধৃতরাষ্ট্র আদি করি কুন্তি সম্বাষিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সম্বিত, সম্বিৎ [স] ১ *বিণ* চেতনাযুক্ত। 'অম্বর হেরি রহল ধনি সম্বিত কম্পিত ঘন ঘন অঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* জ্ঞান। 'তাঁর সম্বিৎ ফিরে আসে।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'ফিরে পেতে চায় না সম্বিৎ।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

সম্বিতমান [স] *বি* সজ্ঞান। 'খবর পাঠাবার মত সম্বিতমান লোক ও-ই তো একমাত্র।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সম্বিৎহারা [স] *বিণ* অচেতন। 'সে যেন সম্বিৎহারা হইয়া পড়িল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সম্বিদা [স] *বি* গাঁজা। 'মদারি-সম্প্রদায়ী লোকে জটাধারণ, ভস্মলেপন, অগ্নিসেবন ও প্রচুর পরিমাণে সম্বিদা সেবন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সম্বিদাসেবন [স] *বি* গাঁজার ধোঁয়া পান। 'বীরাচারী শাক্তসম্প্রদায়ের সুরাসেবনের ন্যায় শৈবদিগের সম্বিদাসেবন ইষ্ট-সাধনার একটি অঙ্গবিশেষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সম্বিধান [স] *বি* ব্যবস্থা; সংস্থান। 'তবে কুন্তি করিলেক অন্ন সম্বিধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সম্বৃত [স সংবৃত] *বিণ* ঢাকা। 'অম্বরে সম্বৃত তবু বাহিরে বাহার।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমৃবৃদ্ধি [স] *বি* সম্যক বর্ধন। 'বাহিরের যোগে তার সমৃবৃদ্ধি ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সম্বেঅণ [স সংবেদন] *বি* সংবেদন। 'সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলক্খ লক্খণ ন জাই।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

সম্বেদন [স] *বি* অনুভব। 'মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া রসলোলুপ পাতাগুলির সম্বেদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সম্বেস *বিণ* নিদ্রা। 'শার্দূল অশন পেয়ে সম্বেস গেছিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সম্বোধন [স] *বি* সম্ভাষণ। 'যবে মা বলিয়া তোমারে করিব সম্বোধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাদের সার সার বলে সম্বোধন করতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম্বোধনী [স] *বি* আহ্বান। 'শৃঙ্খলে বাজে তব সম্বোধনী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সম্বোধা [স সম্বোধন>] ১ *ক্রি* সম্ভাষণ করা। 'শালী সম্বন্ধে সম্বোধে নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* সম্বোধন করা। 'পবন সম্বোধি বোলে হতবুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সম্বোধ** *ক্রি* সম্ভাষণ করো। 'শালী সম্বন্ধে সম্বোধ নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সম্বোধি** *ক্রি* সম্বোধন ক'রে। 'পবন সম্বোধি বোলে হতবুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সম্বোধিআ** *ক্রি* সম্বোধন ক'রে। 'জন্মেজয় সম্বোধিআ বলিলেক পুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্বোধিআঁ** *ক্রি* সম্বোধন ক'রে। 'বড়ায়িক সম্বোধিআঁ বুলিল বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সম্বোধিব** *ক্রি* প্রবোধিত করবো; বোঝাবো। 'তবেঁ তাক সম্বোধিব কমণ উত্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সম্বোধিয়া** *ক্রি* সম্বোধন ক'রে। 'কোরেশ সকল সম্বোধিয়া দুগ্ধ-মাএ শিশুক কোলেত করি নিজ গৃহে যাএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **সম্বোধে** *ক্রিবিণ* সান্ত্বনায়; প্রবোধে। 'বিণি কাহ্ন সম্বোধেঁ গমন তোর নাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সম্বোধিত [স] *বিণ* ডাকা হয়েছে এমন। 'কসাই নামেও সম্বোধিত হইতেন না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

সম্বন্দি [স সম্বন্ধী] *বি* স্ত্রীর বড়ো ভাই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সম্ভব [স] ১ *বি* সম্ভাবনা। 'বড়ে পুনে সম্ভব আদর মুরারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* হতে পারে এমন। 'অসম্ভবও সম্ভবজ্ঞান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৩ *বিণ* বাস্তব। 'সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *বি* সম্ভাবনার স্তর। 'বাস্তব থেকে সম্ভবে পৌঁছনোর যে আকুতি তা থেকে রোমান্টিক মেজাজের উদ্ভব।' *শিব*, ১৯৫০।

সম্ভবজ্ঞান [স] *বি* হতে পারে এমন অনুভব। 'অসম্ভবও সম্ভবজ্ঞান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সম্ভবতঃ [স] *ক্রিবিণ* হয়তো। 'তাঁহার পুত্রের নাম বিদর্ভ, যাঁহার হইতে সম্ভবতঃ বিদর্ভদেশের নাম হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সম্ভবপর [স] *বিণ* হতে পারে এমন। 'রাজ-নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য হওয়া কখনই উচিত ও সম্ভবপর নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সম্ভবমত [স] *বিণ* করা যেতে পারে এমন। 'সম্ভবমত পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, অতিরিক্ত পরিশ্রম তেমনি গর্হিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সম্ভবা [স সম্ভব>] *ক্রি* সম্ভব হওয়া। 'পাঠকের সংখ্যা যখন দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সম্ভা [স সম্>] *ক্রি* প্রবেশ করা। **সম্ভাইল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'শ্বাসে সম্ভাইল উদরে ছাওাল বাছুরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সম্ভায়** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সম্ভায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সম্ভায়ল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'তড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল আঁতরে সুরধুনি ধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সম্ভাবনা [স] ১ *বি* সম্বল; সংস্থান। 'চারি কড়ার সম্ভাবনা তোমার ঘরে নাঞি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সম্ভাবনা কেবল বলদ।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* যোগ্যতা। 'আমার বিবেচনায় তাহার এমন কিছু সম্ভাবনা নাহি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* হবে বা ঘটবে এমন ভাব। 'দ্রব্যাদির প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ৪ *বি* আশা। 'প্রাচীনদিগের লিখিত সমগ্র শাস্ত্র ... মনঃপূত হইবার সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৫ *বি* শঙ্কা। 'আরো একটা ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৬ *ক্রি* উপক্রম। 'বিবাহের সম্ভাবনামাত্রেই কি সেটা ভাঙিয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সম্ভাব [স সম্ভাবনা] *বি* সম্ভাবনা। 'বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাব নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

সম্ভাবনাপূর্ণ [স] *বিণ* সম্ভাবনাময়। 'দৃষ্টি তার সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সম্ভাবনাময় [স] *বিণ* সম্ভাবনাপূর্ণ। 'সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সম্ভাবনারূপে [স] *ক্রিবিণ* সম্ভাবনা হ'য়ে। '... জ্যোতিষ্কণা ও জড়কণার মধ্যে নিহিত ছিল সম্ভাবনারূপে, ভ্রূণরূপে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সম্ভাবনাশালী [স] *বিণ* সম্ভাবনাময়। 'সেই অশেষ সম্ভাবনাশালী ভাষাতে রচিত সাহিত্য কয়েক শতাব্দি ধরে...।' *শিব*, ১৯৫৬।

সম্ভাবনাহীন [স] *বিণ* সম্ভাবনা নেই এমন। 'সাহিত্যের দৃষ্টি সম্ভাবনাহীন অতীতের দিকে নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সম্ভাবনীয়তা [স] *বি* সম্ভাবনাময়তা। 'যেই সম্ভাবনীয়তার ক্ষেত্রে আসা গেল, অমনিই কর্মেচ্ছার উৎস খুলল।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সম্ভাবিত [স] *বিণ* সম্ভব হবে এমন। 'জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব ইতি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সম্ভাব্য [স] *বি* সম্ভবপরতা। 'পরিণাম আর সম্ভাব্যের ভয় নিয়ে দিন কাটে নিত্য।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সম্ভাব্যতা [স] *বি* সম্ভবপরতা। 'বাস্তব মানুষ রইল না, এল সম্বন্ধের সম্ভাব্যতা।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সম্ভার[1] [স] *বি* দ্রব্যসামগ্রী। 'আজি কেন দেখি এত ভেটের সম্ভার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সম্ভার[2] *বি* সম্বরা; ফোড়ন। 'ডাল সম্ভার দিবার সময় হাঁচিতে হাঁচিতে বেদম হইয়া আসে।' *মানিক*, ১৯৪০।

সম্ভালা [স সম্বরণ] *ক্রি* সামলানো। 'কেবা নাচে কেবা গায় সম্ভালিতে নারে কারো বোল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সম্ভাষ [স সম্ভাষণ>] ১ *বি* অভিবাদন। 'অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বক্তা। 'বিজ্ঞগণ সমস্তই রাজসভায় সম্ভাষ রূপে থাকিতেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* আলাপ। 'আমাদের সহিত সম্ভাষ কর না।' *রামরাম*, ১৮০২।

সম্ভাষণ [স] ১ *বি* প্রীতি ও কুশল বিনিময়। 'মাতৃ বহিন সঙ্গে করি সম্ভাষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আমন্ত্রণ। 'রাজ সম্ভাষণে যাই গৌড় শহর।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* অভ্যর্থনা। 'সমাগত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম্ভাষা[1] [স সম্ভাষণ] ১ *বি* আলাপ-আলোচনা। 'সবে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অভ্যর্থনা। 'সম্ভাষা করিল নৃপ করে কর দিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* আপ্যায়ন। 'মান্য করি লাগিলা সম্ভাষা করিবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* কুশল বিনিময়। 'যৌতুক দেওনের ছলায় সম্ভাষা করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সম্ভাষা[2] [স সম্ভাষণ] ১ *ক্রি* সম্ভাষণ করা। 'সম্ভাষিআ মহীপালে কহিব উত্তরকালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* আহ্বান করা। 'যবে প্রণয়-বচনে সম্ভাষিলে এ দাসীরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **সম্ভাষয়** *ক্রি* সম্বোধন করে। 'জ্যেষ্ঠ ভাই বলিয়া কর্পূর সম্ভাষয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সম্ভাষি** *ক্রি* সম্বোধন ক'রে। 'জিজ্ঞাসিলা নৃপতিএ সম্ভাষি সভানরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **সম্ভাষিয়া** *ক্রি* অভিবাদন ক'রে। 'মুনি সম্ভাষিয়া রাজা করে নিবেদন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্ভাষিল** *ক্রি* আহ্বান করলো। 'পড়িয়া কবিত্ববাণী সম্ভাষিল নৃপমুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সম্ভাসা[1] [স সম্ভাষণ] ১ *ক্রি* সম্ভাষণ করা; সম্বোধন করা। 'তবেঁ তোরে কাহ্নু বা সম্ভাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* আহ্বান করা। 'বালকরূপে পিতৃ মাতৃ দু'হা সম্ভাসিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **সম্ভাসিল** *ক্রি* আহ্বান করলো। বালকরূপে পিতৃ মাতৃ দু'হা সম্ভাসিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **সম্ভাসে** *ক্রি* সম্বোধন করে। 'তবেঁ তোরে কাহ্নু বা সম্ভাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সম্ভাসা[2] [স সম্ভাষণ] *বি* আলাপ-আলোচনা। 'সম্ভাসা করিতে গেলা বসুদেবের ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্ভু [স শম্ভু] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'দাড়িম সিরিফল গগনে বাস করু সম্ভু গরল করু গ্রাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সম্ভুসেখর *বি* কৈলাস পর্বত। 'জনি হেম নির্ম্মিত সম্ভুসেখর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সম্ভুক্ত [স] *বিণ* খাওয়া হয়েছে এমন। 'বায়ুসংসর্গে সম্ভুক্ত পূর্বসুখের অস্পষ্ট স্মৃতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সম্ভূত [স] *বিণ* জাত; উৎপন্ন। 'উহা যুক্তিফল সম্ভূত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সম্ভূত হওয়া *ক্রি* আবির্ভূত হওয়া। 'হরিণপরিহীন হিমকরবদনা সীমন্তিনীসমূহ সম্ভূত হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সম্ভেদ [স] ১ *বি* অবস্থা। 'যেহেন সম্ভেদ হএ যখনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* গভীর রহস্য ভেদ। 'চণ্ডীর চেতন গীত রচিয়া সম্ভেদ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সম্ভোক্তা [স] *বি* পাঠক। 'সে যুগের কবিরা নিশ্চিন্ত করে জানতেন তাদের কাব্যের নির্দিষ্ট সম্ভোক্তা কারা।' *শিব*, ১৯৫০।

সম্ভোগ [স] ১ *বি* রতিক্রিয়া। 'কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* উপভোগ। 'সম্ভোগীর সম্ভোগেতে না হয় সম্ভোগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'জ্ঞান লাভান্তে, বোধ হয় জননীর স্নেহ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সম্ভোগ করা *ক্রি* উপভোগ করা। 'যবনী বারাঙ্গনাদিগের বাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগ করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সম্ভোগতত্ত্ব [স] *বি* ভোগবিলাসবাদ। 'কান্ট যখন নিয়মানুগত্যের উপরে অতিরিক্ত জোর দিয়ে রেনেসাঁসি সম্ভোগতত্ত্বের বিরুদ্ধে খৃষ্টান নিগ্রহতত্ত্বকে গ্রহণ করলেন...।' *শিব*, ১৯৫০।

সম্ভোগলক্ষন [স] *বি* রতিক্রিয়া-উত্তর শারীরিক লক্ষণ। 'সম্ভোগলক্ষন প্রভাবতির ব্যক্ত হৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্ভোগশাস্ত্র [স] *বি* রতিবিদ্যা। 'তারা ছিলেন একই সঙ্গে কবি ... ব্যায়ামকৌশলী, যোদ্ধা এবং খাদ্য, সুরা ও সম্ভোগশাস্ত্রে সুরসিক।' *শিব*, ১৯৫৬।

সম্ভোগসুখ [স] *বি* উপভোগের আনন্দ। 'সম্ভোগসুখ ভস্মাচ্ছন্ন, অথচ কর্মান্তরে যাইতেও পা ওঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সম্ভোগাত্মক [স] *বিণ* উপভোগ্য। 'শৃঙ্গার ও মিলন বিরহ প্রভৃতি সম্ভোগাত্মক কাঠামোর ভিতর দিয়া।' *হাই*, ১৯৫৪।

সম্ভোগী [স] ১ *বিণ* উপভোগী। 'যে সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইবে তাহাকে আসামদেশীয়েরা তদুপকার সম্ভোগী হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* সম্ভোগকারী। 'সম্ভোগীর সম্ভোগেতে না হয় সম্ভোগ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সম্ভোধা *ক্রি* সম্ভাষণ করা। 'শিব সম্ভোধিয়া গেল চণ্ডিকার পাশে।' *বিজয়* ১৬৫০।

সম্ভ্রম [স] ১ *বি* সমাদর। 'সম্ভ্রমেত গিয়া রাজা উসার মন্দিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ব্যাকুলতা। 'দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* শ্রদ্ধা। 'কেহ বলে এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* সম্মান। 'সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সম্ভ্রমপূর্ণ [স] ১ *বিণ* সশ্রদ্ধ। 'পুরুষেরাও মহিলাদের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হওয়ায় ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* বিনয়পূর্ণ। 'সম্ভ্রমপূর্ণ গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশের ...।' *তারা*, ১৯৪৩।

সম্ভ্রম বাহির হওয়া – (ব্যঙ্গ) কু-কীর্তি প্রকাশ পাওয়া। 'তোমার সম্ভ্রম বাহির হইলে কত কত বাবু আসিয়া আপনা হইতে কাবু হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সম্ভ্রমবিশিষ্ট [স] *বিণ* সম্মানিত। 'যাঁহার কুলীন জামাতা তিনি বংশের মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রমবিশিষ্ট হন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সম্ভ্রমভরে *ক্রিবিণ* শ্রদ্ধার সঙ্গে। 'সম্ভ্রমভরেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া টিপ করিয়া প্রণাম করিয়া ...।' *তারা*, ১৯৪০।

সম্ভ্রমসূচক [স] *বিণ* শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় এমন। 'রামমোহন রায়ের নিমিত্ত সম্ভ্রমসূচক এক মহাভোজ প্রস্তুত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সম্ভ্রমাভিলাষী [স] *বি* মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করে এমন। 'জনগণ সন্নিধানে স্ব স্ব নামে সম্ভ্রমাভিলাষী হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সম্ভ্রমাভিলাষী হওয়া *ক্রি* মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করা। 'জনগণ সন্নিধানে স্ব স্ব নামে সম্ভ্রমাভিলাষী হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সম্ভ্রমার্থ [স] *ক্রিবিণ* সম্মানের জন্য। 'উইলসন সাহেবের সম্ভ্রমার্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সম্ভ্রমিত [স] *বিণ* সম্মানিত। 'সম্ভ্রমিত হইয়ে তবে প্রণমে অর্জ্জুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সম্ভ্রমে-নত *বিণ* সম্মান প্রাপ্তির ফলে বিনয়ী হয়েছে এমন। 'সম্ভ্রমে-নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সম্ভ্রামক [স] *বিণ* সম্ভ্রম জাগায় এমন; সম্মানজনক। 'তাঁহার বিষয়ে সম্ভ্রামক উদ্যোক কিছু করা যায় নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩০।

সম্ভ্রান্ত [স] ১ *বিণ* সম্মানিত; অভিজাত। 'সম্ভ্রান্ত লোকের কারণ নিয়মপত্র নিরূপিত হইয়াছে।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বিণ* মর্যাদাপ্রাপ্ত। 'অনেক২ বঙ্গ কায়স্ত পূর্ব্ব দেশ ত্যাগ করিয়া যশহরে আসিয়া সম্ভ্রান্ত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* অভিজাত ব্যক্তি। 'ঐ সভায় সম্ভ্রান্তসমূহ সমাগত হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৪ *বিণ* অর্থবিত্তশালী। 'বহু সমৃদ্ধিযুক্ত অতি সম্ভ্রান্ত বাণিজ্যাগারের অসম্ভ্রম ও কর্ম্ম বন্ধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৬ *বি* হাউস অব লর্ডসের সদস্য। 'সম্ভ্রান্তদের গৃহে একটী সুসজ্জিত সিংহাসন আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৭ *বিণ* প্রভাবশালী। 'দস্যুবৃত্তিতে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের গোপন সহায়তা প্রভৃতি অনেক বিষয় বেশ সত্যভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সম্ভ্রান্ত করা *ক্রি* সম্মানিত করা। 'মহারাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া অতি সম্ভ্রান্ত করিয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

সম্ভ্রান্ততা [স] *বি* আভিজাত্য। 'যতই সম্ভ্রান্ততার তিলকছাপা থাক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সম্ভ্রান্তবংশীয় [স] *বিণ* অভিজাত বংশের। 'আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সম্ভ্রান্তশালী [স] *বিণ* মর্যাদাশীল। 'লোকটি সম্ভ্রান্তশালী অভিভাবক।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সম্ভ্রান্তা [স] *বিণ স্ত্রী* অভিজাত। 'একটি গ্রামের জনৈকা সম্ভ্রান্তা মোছলেম মহিলাকে জানি।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সম্মত [স] ১ *বি* ইচ্ছা। 'মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* রাজি। 'সম্মত হইয়া জদি না বরহ মোরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* ন্যায্য। 'আপনকার বিচার সম্মত হয় দেওয়াইয়া দিবেন।' *রামরাম*, ১৮০২। ৪ *বিণ* স্বীকৃত। 'আমরা এই সভ্যদেশ-সম্মত অধিকার প্রাপ্তিকে পৃষ্ঠদেশের বেদনা একেবারে বিস্মৃত হইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সম্মত করানো *ক্রি* রাজি করানো। 'একজন রমণী মধ্যস্ত হইয়া উভয় পক্ষকে সম্মত করাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম্মত হওয়া ১ *ক্রি* রাজি হওয়া। 'আহার করিতে সম্মত না হইয়া উৎসবান্তে রাত্রি নয়টার সময় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *ক্রি* উদ্যত হওয়া। 'আমরা যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সম্মতকার্য, সম্মতকার্য্য [স] *বি* অঙ্গীকৃত কাজ। 'পিতার সম্মতকার্য্য পৃথিবীতে কে লঙ্ঘন করিতে পারে?' *গৌর*, ১৮২২।

সম্মতপ্রায় [স] *বিণ* প্রায় রাজি। 'মনে মনে, মল্লিমুচের প্রার্থনায় সম্মতপ্রায় হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সম্মতা [স] *বিণ স্ত্রী* রাজি। 'অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সম্মতি [স] ১ *বি* অনুমতি। 'তাহার সম্মতি লৈয়া ভক্তসুখ দিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'শিব হতে আন গিয়া তাহান সম্মতি।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* অনুকূল মত; সমর্থন। 'বিস্য দ্রোন্ন কৃপ আদি চারির সম্মতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* নিজের মত। 'সাহেব কিছুতেই সম্মতি প্রদান করিলেন না।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬। ৪ *বি* স্বীকৃতি। 'কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সম্মতিপত্র [স] *বি* অনুমতিপত্র। 'সম্মতিপত্র প্রদানের বিষয়ে এই প্রকার প্রস্তাব করিলেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সম্মতিসূচক [স] ১ *বিণ* সমর্থন আছে এমন। 'এ সিদ্ধান্তে সকলেই একবাক্যে সম্মতিসূচক ভোট দিয়েছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বিণ* স্বীকৃতিসূচক। 'সম্মতি-সূচক সায় দিয়াছিলেন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সম্মতী [স সম্মতি] *বি* সম্মতি। 'তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সম্মত্যনুসারে [স] *ক্রিবিণ* সম্মতি অনুসারে। 'সকলের সম্মত্যনুসারে তাহাদিগকে ... জিজ্ঞাসা করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সম্মৎসর [স সম্বৎসর] *বিণ* সারা বছরের। 'রাত্যদিন মাসপক্ষ সম্মৎসর কাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্মলিত [স সম্বলিত] ১ *ক্রিবিণ* সহকারে। 'অদ্য কাপড় মএ জাবার ফর্দ্দ সম্মলিত পাঠাই।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বিণ* সংবলিত। 'হরেক রকমে ৬৩ থান ফেরত কাপড় আচাইর ফর্দ্দ সম্মলিত পাঠাইয়াছেন।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সম্মাদ [স সংবাদ] *বি* খবর; সংবাদ। 'উসার সম্মাদ কীছু কহিব তোমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্মান [স] ১ *বি* সমাদর। 'সব নারী জনে মোর করিল সম্মানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তাহারা বিস্তর সম্মান করিল।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* শ্রদ্ধা। 'প্রত্যেক লোকের নিমিত্তে সম্মান পাইবার এই বড় নিশ্চয় পথ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সম্মানকর [স] *বিণ* চাহিদাজনক। 'দগ্ধকুক্কুটের সম্মানকর স্থান ভর্জ্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সম্মানকর্তা, সম্মানকর্ত্তা [স] *বি* মর্যাদা করে যে। 'সবার সম্মানকর্ত্তা করেন সবার হিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সম্মানকামী [স] *বিণ* সম্মান-অভিলাষী। 'তবু খোঁচা লাগে নীতিবোধে নয়, সম্মানকামী আভিজাত্যবোধে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সম্মানজনক [স] *বিণ* মর্যাদাবিশিষ্ট। তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতি করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সম্মাননা [স] *বি* সম্মানজ্ঞাপন। 'ইহাতে মনুর অবমাননা করা হয় না, প্রত্যুত তাঁহার সম্মাননা করাই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'যে-কৃষ্ণের সম্মাননার জন্যেই পাণ্ডবদের রাজসূয়যজ্ঞ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সম্মাননীয় [স] *বিণ* সম্মানিত। 'সমাজ যাহাকে যথার্থভাবে সম্মাননীয় করিয়া তোলে, সমাজ তাঁহারই দ্বারা সম্মানিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সম্মানপ্রাপ্ত [স] *বিণ* সম্মানিত। 'বিদেশে সম্মানপ্রাপ্ত নৃপতির সম্মান স্বদেশে লাঘব হয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সম্মানবশত [স] *ক্রিবিণ* সম্মান হেতু। 'ঈর্ষাবশত নহে ... নিজের কর্তব্যসাধনার প্রতি সম্মানবশত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সম্মানবোধ [স] *বি* মান-মর্যাদা জ্ঞান। 'তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সম্মানভাজন [স] *বিণ* সম্মানের পাত্র। 'ক্ষমতাবলে তিনিও বঙ্গসাহিত্যহিতৈষীগণের সম্মানভাজন হইয়া উঠিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'রাজারা সম্রাটের ... সম্মানভাজন ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সম্মানলব্ধ [স] *বিণ* সম্মানিত। 'হিন্দু-বঙ্গের বহু সম্মানলব্ধ প্রতিনিধি

মিঃ বি,সি, চ্যাটার্জী।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সম্মানসূচক [স] ১ *বিণ* মর্যাদাসূচক। 'তিনি ... সম্মানসূচক তাম্বুলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* সৌজন্যমূলক। 'চারকদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা আষ্টেপৃষ্ঠে কাষ্ঠ-সভ্যতার ভার বহন করা আমাদের দেশের সহজ সভ্য লোকদের পোষায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম্মানহানি [স] *বি* মর্যাদা নষ্ট হওয়া। 'বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের মনোবেদনায় তারাপদকে যখন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সম্মানহীন [স] *বি* সম্মান নেই যার। 'আজ এই সম্মানহীনের দরিদ্র বেলায় দিলে দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সম্মানান্বিত [স] *বিণ* সম্মানিত। 'পণ্ডিতদিগকে মুদ্রাদি দানে সম্মানান্বিত করিয়াছেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

সম্মানার্হ [স] *বিণ* সম্মানের যোগ্য। 'যোগাসনে যা পরম সম্মানার্হ, সমাজের মধ্যে তা বর্বরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সম্মানাস্পদ [স] *বিণ* সম্মানের পাত্র। 'সর্বসাধারণের সম্মানাস্পদ হইয়া ... কালযাপন করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সম্মানি [স সম্মানী] *বি* কাজের পারিশ্রমিক। 'দিল বস্ত্র বিভূষণে পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সম্মানিত [স] *বিণ* মান্য। 'সম্মানিত ব্যক্তি দলপতি হইয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সম্মানিতা [স] *বি স্ত্রী* মর্যাদাবান। 'রামের ঘরে সীতা সম্মানিতা সেখানে বলের সহিত ধর্মের মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সম্মানী [স] ১ *বিণ* সম্মাননীয়; সম্মানযোগ্য। 'যেসব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্যে ঐ ব্যবস্থা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ২ *বি* সম্মান দেখানোর জন্যে প্রদত্ত উপঢৌকন। 'বিচিত্রা' সম্পাদক নিজে এসে দশ টাকা সম্মানী দিয়েছিলেন।' *মানিক*, ১৯৫৬।

সম্মান্য [স] *বিণ* সম্মানিত। 'এই বিষয়ে লেখকের সম্মান্য মিত্র ... প্রমুখাৎ অবগত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সম্মার্জন [স] ১ *বি* শোধন। 'অশ্রুজলে করে সম্মার্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* পরিষ্কারকরণ। 'সম্মার্জন পরিবর্তন করে চলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সম্মার্জনা করা *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'সুগৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহের সম্মার্জনা করা।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

সম্মার্জনা হওয়া *ক্রি* সংস্কার হওয়া। 'নাচতে গিয়ে যদি উঠানটারও সম্মার্জনা হয়ে যায় তো ভালোই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সম্মার্জনী, সম্মার্জ্জনী [স] ১ *বি* পরিষ্কার করার উপকরণ – ঝাঁটা, ঝাড়ু ইত্যাদি। 'কিন্তু ঘটসম্মার্জ্জনী বস্তুত চাহিয়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাহাকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'কতই সম্মার্জনীর ব্যবস্থা করিবেন।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ২ *বি* ঝাঁটার মতো পুচ্ছ। 'বাইরে থেকে যখন আসে উল্কাবৃষ্টি, সম্মার্জনী হাতে আসে ধূমকেতু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সম্মার্জিত [স] *বিণ* পরিচ্ছন্ন। 'একটা সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সম্মিত[১] [স সম্বিত] *বিণ* চেতনা। 'উঠিল ভল্লুকরাজ সম্মিত পাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্মিত[২] [স] *বিণ* পরিমিত। 'সম্মিত নয়ন তুলি।' *জীবন*, ১৯২৭।

সম্মিলন [স] ১ *বি* অনেকের মিলন বা সমবেত হওন। 'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'যেমনি সম্মিলন, অমনি অস্ত্রের বর্ষণ।' *মশাররফ*, ১৮৮৭; 'বঙ্গদেশে কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন ঘটিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪ ২ *বি* সম্মেলন। 'আজ হইতে বাংলাদেশের বিজয়-বিজয়া সম্মিলন যে একটা নূতন জীবন লইয়া অপূর্বভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সম্মিলনী [স] ১ *বি* সঙ্ঘ; পরিষদ। 'এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* মিলন। 'মেঘলোকে সেই নীরব সম্মিলনী বেদনা আনিল কী অনির্বচনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বি* সমাবেশ। 'সে কথা বলিবার জন্যই আজ এই সম্মিলনীর আয়োজন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

সম্মিলিত [স] ১ *বিণ* যুক্ত। 'যমুনা নদীর সহিত সম্মিলিত করা যায়।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* মিলিত। 'চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'সভ্যতা সরলতার সহিত যদি সম্মিলিত না হয় তবে সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* একত্র। 'সম্মিলিত মেয়েলি কণ্ঠের চাপা হাস্যধ্বনি।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৪ *বিণ* যৌথ। 'তাঁদের সম্মিলিম সমর্থন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৫ *বিণ* একত্র থাকে এমন। 'যেহেতু মানুষ সম্মিলিত জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ [স] *বি* জাতিসংঘ। 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর নিকট ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

সম্মিশ্রণ [স সংমিশ্রণ] *বি* সম্যকভাবে মিশ্রণ। 'স্বাভাবিক সম্মিশ্রণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'সেই ভালোমন্দ, স্পষ্ট অস্পষ্ট, খ্যাত অখ্যাত, ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে যে আমার মূর্তি তোমাদের শ্রদ্ধায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সম্মিশ্রিত [স সংমিশ্রিত] *বিণ* মিশে গেছে এমন। 'ছিন্নপত্র সকল ধূলি সঙ্গে সম্মিশ্রিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সম্মুখ [স] ১ *বিণ* সামনের। 'খুল্লনা চণ্ডীর পদ করিআ ভাবনা সম্মুখ-দুয়ারে বহ্নি দিলেন খুল্লনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রিবিণ* সামনে। 'বাহরাম আসি শীঘ্র থাকান সম্মুখ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* মুখোমুখি। 'মল্লদেব সম্মুখ যুদ্ধে পতিত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫; 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু...।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৪ *বি* সম্মুখ ভাগ। 'সম্মুখ হইতে ছাউনিওয়ালা বাঁধা নৌকাগুলো দৈত্যদের পায়ের মাপে বড়ো বড়ো চটিজুতার মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'মূর্তিটির সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বে কোথাও কল্পনাকে অপরিস্ফুট রাখিবার পথ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৫ *বি* পাশ। 'মৃত্যুর সম্মুখ দিয়ে প্রাণের ধারা চলেছে – এ না হলে মানুষের অপমান হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সম্মুখ-পানে *ক্রিবিণ* সামনের দিকে। 'সম্মুখ-পানে নবযুগ আজি মেলুক উদার চিত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সম্মুখবর্ত্তি, সম্মুখবর্ত্তি [স সম্মুখবর্তী] *বিণ* সামনে অবস্থিত; সম্মুখস্থ। 'সমুদ্রের সম্মুখবর্ত্তি যাত্রিক লোকেরদের নিবাসস্থান।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সম্মুখবর্তিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সম্মুখে উপস্থিত। 'বৃদ্ধা সম্মুখবর্তিনী হইবামাত্র, রাজকন্যা সমাদরপূর্বক বসিতে আসন দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সম্মুখবর্তী [স] ১ *বিণ* সামনে উপস্থিত। 'বীরবর ... তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* সামনে

অবস্থিত। 'কুঠির সম্মুখবর্তী অবারিত শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* মুখোমুখি। 'অনেক সময়ে রাজপথে কোনো নীলনয়না পান্থরমণীর সম্মুখবর্তী হবামাত্র সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সংবরণ করতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সম্মুখ যুদ্ধ [স] *বি* মুখোমুখি লড়াই। 'মল্লদেব সম্মুখ যুদ্ধে পতিত হইলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

সম্মুখ সংগ্রাম [স] *বি* মুখোমুখি লড়াই। 'সম্মুখ সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ বিনাশের সামান্য উপায় মাত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সম্মুখ-সমর [স] *বি* মুখোমুখি যুদ্ধ। 'দিতিজকুল উজ্জ্বলি, কোন মহারথী বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে বলে?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সম্মুখস্থ [স] *বিণ* সামনে অবস্থিত। 'আমার সম্মুখস্থ ঐ শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সম্মুখীন [স] *বিণ* সম্মুখে উপস্থিত। 'আমি অশেষ প্রকার প্রবোধে সম্মুখীন করিয়াছি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সম্মুখে [স সম্মুখ>] ১ *ক্রিবিণ* সামনে। 'সম্মুখে হুসেনপুর গড় পাড়া কত দূর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ২ *বিণ* মুখোমুখি। 'ভ্রমিতে কানন মাঝ, সম্মুখে যুবকরাজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সম্মেলন [স] *বি* সভা। 'সম্মেলন মোটামুটী সফল হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সম্মোদিত [স সম্মোহিত] *বিণ* সম্মোহিত। 'হেনকালে উম্মর ছায়াদ সম্মোদিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সম্মোহ [স] *বি* অত্যন্ত মোহ। 'সম্মোহ পাইল জাতে দেবচক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্মোহন [স] ১ *বি* হিন্দু পুরাণমতে কন্দর্পের বাণবিশেষ। 'সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* মোহাবিষ্ট করে এমন। 'সম্মোহন-বীণা করে ধরি, সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বি* আকর্ষণ। 'উঠলে কবিতার সম্মোহন যায় কমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'অর্থের প্রবলতা বেড়ে 'তুমি আছো এই সম্মোহনে খুলতে যাই মৃত্যুর তামস।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সম্মোহনশক্তি [স] *বি* সম্যকভাবে মুগ্ধ করার শক্তি। 'যে দুর্বোধ্যতা সম্মোহনশক্তির মতো।' *মানিক*, ১৯৩৫।

সম্মোহিত [স] ১ *বি* মোহান্ধ। 'যেমন সম্মোহিত ছাড়া কেউ নিজের ব্যক্তিত্ব সহজে ছাড়তে পারে না।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। ২ *বিণ* পরিপূর্ণভাবে বিমুগ্ধ। 'সাফল্য-গৌরবে সম্মোহিত কামাল পাশা কিন্তু এই দুই সাধন-ক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সম্যক [স সম্যক্] ১ *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। 'জীব হঞা কেবা সম্যক পারে বর্ণিবারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* পর্যাপ্ত পরিমাণে। 'ভোজন স্থানে আসিয়া দেখিলেক, সম্যক নানা প্রকার ঝোল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'সম্যক গুণশালি বস্তুও যদি অনায়াসলব্ধ হয় ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫। ৪ *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'সর্ব্ব জনের সম্যক সুবিদিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৫ *ক্রিবিণ* উত্তমরূপে। 'সম্যক বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ৬ *বিণ* যথাযথ। 'সম্বোধনে মামার আধখানা হলেও সম্যক বোধে মা যে মামার কম যান না।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সম্যকরূপে [স] *ক্রিবিণ* পরিপূর্ণভাবে। 'গিরিশিখরের প্রান্তভাগ আর সম্যকরূপে নয়নগোচর হয় না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সম্যগ [স সম্যগ্] *বিণ* সম্পূর্ণ। 'তথাপি সম্যগ উপযোগী একটী প্রবৃত্তি ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সম্যগরূপ [স] *বিণ* পুরোপুরি; সম্পূর্ণ। 'সম্যগরূপে বিদ্রোহিতার নিবারণ।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সম্যা *বিণ* শান্তিদায়ক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সম্রাজ্ঞী [স] *বি* রানী। 'পদ্মা তাদের সম্রাজ্ঞী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সম্রাট [স] ১ *বি* রাজাদের রাজা। 'যাগযজ্ঞ পূজা ইত্যাদির সম্রাটের আরম্ভ।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* বহু দেশের অধিকারী। 'দুই বংশের রাজাদের মধ্যে একতর সম্রাট হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'পরিকল্পনাটি চিত্রকর-সম্রাট শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।' *নজরুল*, ১৯২২।

সম্রাটপুত্রী [স] *বি* সম্রাটের কন্যা। 'সম্রাটপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সম্রাট-সৈন্য [স] *বি* সম্রাটের সৈন্যবাহিনী। 'সম্রাট-সৈন্য অবিলম্বে সেখানেও তাঁহার অনুসরণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সম্রাটোচিত [স] *বিণ* সম্রাটের মতো। 'সে সম্রাটোচিত ভঙ্গিতে ওটার দিকে চেয়ে চেয়ে পরখ করতে লাগল।' *হাসান*, ১৯৬৯।

সম্‌সর্গ [স সংসর্গ] *বি* মেলামেশা। 'সে তাহারদিগের সম্‌সর্গ ত্যাগ করিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সযতনে [স] *ক্রিবিণ* যত্নসহকারে। 'তুলি সযতনে তব কাব্যোদ্যানে ফুল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সযত্ন [স] *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে। 'এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে, যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে, সায়াহ্নের শেষ আয়োজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সযত্নপালিত [স] *বিণ* যত্নের সঙ্গে পালন করা হয়েছে এমন। 'সযত্নপালিত স্বামীটিকে কিছুতেই একলা ছাড়িয়া দিতে পারেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সযত্নরক্ষিত [স] *বিণ* অতি যত্নে সংরক্ষিত। 'গোরার সযত্নরক্ষিত চিঠিখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সযত্নলালিত [স] *বিণ* যত্নের সঙ্গে রক্ষিত। 'এটি আমাদের নিজস্ব সযত্নলালিত উত্তরাধিকার।' *শিব*, ১৯৫৬।

সযত্ন-সঞ্চয় [স] *বি* যত্নের সঙ্গে সঞ্চিত যা। 'নিয়ে যাক যত দিনে-দিনে জমা-করা, প্রবঞ্চনায় ভরা নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সযত্ন-সঞ্চিত [স] *বিণ* যত্নের সঙ্গে জমানো হয়েছে এমন। 'এই সযত্ন-সঞ্চিত বস্তুটি সাবধানে রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সযত্নে [স] *ক্রিবিণ* যত্নের সঙ্গে। 'তিনি সযত্নে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সয্যা [স শয্যা] *বি* বিছানা। 'সিসু স্তন পিএ করে সয্যাতে গমন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সয় [স শত] *বিণ* শত সংখ্যক। 'ধাইল দ্রুতপদ সোল সয় মহানদ ধাইল বাহুদা বিপাশা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সয়ঁ [স সম] ১ *ক্রিবিণ* সাথে। 'মেঘমালা সয়ঁ তড়িতলতা জনু হিরদয়ে সেল দই গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *অব্য* হতে। 'কতি সয়ঁ রূপ ধনি আনলি চোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সয়চান [স শ্যেন] *বি* বাজপাখি। 'মাংস হেতু রণ জেন সয়চান সয়চানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সয়তান [আ শয়তান] *বি* অশুভ অস্তিত্ব; (ইসলাম) ঈশ্বর-বিরোধী ভ্রষ্ট সৃষ্টিবিশেষ। 'মুসলমান বলিল – সয়তান, কাফের! তোকে গোমাংস ভক্ষণ করিতে হইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

সয়তানি, সয়তানী [আ শয়তান>] ১ *বি* পিশাচরূপ শয়তান। 'পিশাচী–সয়তানী।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বি* শয়তানের কাজ; অশুভ চক্রান্তমূলক কাজ। 'সয়তানি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সয়দাগর [ফা সওদাগর] *বি* সওদাগর; বণিক। 'এক সয়দাগরকে তাহার নিকট পাঠাই।' *চন্ডীচরণ*, ১৮০৫।

সয়ন [স শয়ন] *বি* শয়ন। 'না করিহ গোঠ সয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সয়নক ওর *বি* শয্যার প্রান্ত। 'সুতি রহলি রাগি সয়নক ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সয়ন ঘর *বি* শয়নগৃহ; শোবার ঘর। 'এক২ দীন রাত্রের মধ্যে এক২ জোনকে সয়ন ঘরে লইয়া সয়ন করায়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সয়নতল [স শয়ন-তল] *বি* শয্যাতল। 'সখি পরবোধি সয়নতল আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সয়মড়া [স শব+মড়া] *বি* শবমৃত। 'চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে সাজে সয়মড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সয়ম্বর [স] *বি* আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভিতর থেকে কন্যার নিজের পাত্র নির্বাচন। 'লক্ষ্মনার দিব বিভা সয়ম্বর রচিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সয়লাপ [আ সয়ল+ফা আব>] *বিণ* নিঃশেষ। 'কেহ ঘরে ঢুকিয়া বাক্স খুলিয়া সরাপ সয়লাপ করিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সয়লাব [আ সয়ল+ফা আব>] *বিণ* প্লাবিত। 'দুনিয়া পানিতে সয়লাব হয়ে যেত।' *নজরুল*, ১৯২২।

সয়া [স সখা] *বি* বন্ধু। 'সয়ার মন ভুলাতে আমি এত ভাল করে এ জুতা জোড়াটা বুনচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সয়াল[1] [স সকল] ১ *বিণ* সকল। 'তান ঘর্মে জন্মিয়াছে সয়াল সংসার।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* সংসার। 'সকল সয়াল রেখ্যা স্বর্গবাস গেল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সয়ালসুখ [স সকলসুখ] *বি* সংসারসুখ। 'সকল সয়ালসুখ সব থাকে পড়্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সয়াল[2] [আ সওয়াল] *বি* প্রশ্ন। 'আপুনি রামাই পার করিল সয়াল।' *রামাই*, ১৭১০।

সয়ালি [স সখী] *বি* বন্ধুত্ব। 'সয়ালি পাতায় গেঁয়ো ভাই সনে, বাজায় সুখের বীণ।' *জসীম*, ১৯৩১।

সয়েথাকা দ্র সওয়া

সয়ে যাওয়া দ্র সওয়া

সয়্যা [স শী>] *ক্রি* শুয়ে। 'অধিক ধিক বলে ছোট হয়্যা শুনিস দুবলা রয়্যাছি সয়্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সয়্যের – সইয়ের। 'খুদ কিছু ধার নিহ সয়্যের ভবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সর[1] [স শর] *বি* বাণ। 'মনে মনমথ সর আরতী রসিক কাহ্নাঞিঁ কইল যুগতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরসন্ধাণ [স শরসন্ধান] *বি* তির নিক্ষেপ। 'একে সরসন্ধাণে বিন্ধহ পরম নিবাণে।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

সর[2] [স] ১ *বি* জ্বাল-দেওয়া দুধের উপরে জমাট বেঁধে যে পুরু স্তর তৈ হয়। 'ঘৃত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আস বস্তু। 'প্রবাদ আছে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের কুপোষ্যই মাছের মুড়া আর দুধের সর পায়?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বি* স্ত আস্তর। 'যেই শৈবালের সর পড়ে আসছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সরপড়া *বিণ* আস্তর পড়ে আছে এমন। 'পরিষ্কার কালো সরপ জল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

সরপুরিয়া *বি* দুধের সর দিয়ে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'সেটি সরপুরি নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৬।'

সরপুলী *বি* সরের পুর দেওয়া পুলি পিঠা। 'রসামৃত সরভাজা অ সরপুলী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সরভাজা *বি* মালাই; সর ভেজে তৈরি একপ্রকার মিঠাই। 'রসামৃ সরভাজা আর সরপুলী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর[3], **সরঃ** [স সরঃ] *বি* সরোবর। 'রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল স মাঝে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০; 'উরুযুগ করিকর নাভি গভীর সর।' *মুকু* ১৬০০।

সর-উর [স সরঃ] *বি* সরোবরের বক্ষ। 'ফুটল শতদল সর-উ মাঝে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সরঃসুশোভিনী [স] *বিণ* সরোবর শোভা করে এমন। 'কাহ বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃসুশোভিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সরবর [স সরোবর] *বি* সরোবর। 'সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খা মোলাণ।' *চর্যা ১০*, ১২০০।

সরভাঙ্গা *বিণ* পুকুরভাঙা। 'সরভাঙ্গা পাড় আর বন্যাভাসানো ক্ষেত *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সরোঅর [স সরোবর] *বি* সরোবর। 'হংস রূঅ সরোঅরে শুআ পাঞ্জরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরোঅরময়ী [স সরোবরময়ী] *বিণ* সরসীরূপা। 'সুন্দরি রাধা সরোঅরময়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সর[4] [ই] *বি* স্যার; ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত উচ্চ খেতাববিশেষ। 'সর ডেবি আক্তরলোনি সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সর[5] [স শর] *বি* নল-খাগড়ার গাছ। 'কাঁটার মধ্যে হইতে এক অগ্নি নির্গ হইবেক যে লবনার সর বৃক্ষাদিকেও গ্রাস করিবেক।' *তারি* ১৮০৩।

সরঅ [স সকল] *বিণ* সকল। 'সরঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা।' *চর্যা* ১২০০।

সরংজাম [ফা সরআনজাম] *বি* সরঞ্জাম। 'এই সকল সরংজাম লইব মুটিয়া মজুর ও বেহারা দশ হাজার।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সরকার [ফা] ১ *বি* জমিদার। 'সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে নাল *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* বংশনাম-বিশেষ। 'রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রচার পদ যে সরকার।' *শেখর*, ১৬০০। ৩ *বি* মধ্যস্বত্বভোগী। 'বহু সরব করতলে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *বি* দফতর। 'আমি সাহে সরকারে দষ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৫ গুরু। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ৬ *বি* দেশপরিচালাকারী রাষ্ট্রীয় কাঠামে 'প্রতিজন সরকার হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরি হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৭ *বি* হিসাবরক্ষক। 'সরকার ও মা দৌবারিক প্রভৃতির বেতন ন্যূন সংখ্যায় ৭০ টাকা।' *জ্ঞানান্বে* ১৮৩৪; 'একদল ছাত্র আছে ... গৃহস্থঘরের বাজার-সরকার প্রভৃ

কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৮** *বি* রাষ্ট্র। 'য়ুরোপীয় শক্তির ভাণ্ডার স্টেট অর্থাৎ সরকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সরকার-ই-আলা *বি* সরকারের প্রধান ব্যক্তি। 'দিল্লীর তখৎনশীন সরকার-ই-আলা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সরকারগিরি [ফা সরকার+ফা গিরি] *বি* আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ; হিসাব লেখার কাজ। 'রাজ্য ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্ম্মের দ্বারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সরকারবাহাদুর [ফা] *বি* সম্মানিত সরকার। 'একমাত্র সরকার-বাহাদুরই আমাদের বিচার করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সরকারবিরোধী [ফা সরকার+স বিরোধী] *বিণ* সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারী। 'সরকারবিরোধী সোমেশ্বরকে তিনি ঘরেও রাখেন নাই।' *তারা*, ১৯৪০।

সরকারলোক [ফা সরকার+স লোক] *বি* সরকারি কর্মচারী। 'সরকারলোককে কিছু ঘুস দিয়া ও নীলের দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সরকারি, সরকারী [ফা সরকার>] **১** *বিণ* সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। 'কাপড় সরকারি গোছমত দাখিল না করে জদি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বিণ* সাধারণের; সকলের। 'নিজে হই সরকারী মুটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৩** *বিণ* রাষ্ট্রীয়; সরকারের। 'সরকারি ব্যয়ে প্রত্যক বেহারাকে এক২ টা ঘড়ী দেওয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **৪** *বিণ* আদায় ও ব্যয়ের হিসাব রাখার কাজ। 'বোধ হয় গুরুমহাশয়গিরি অপেক্ষা সরকারি ভালো।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৫** *বি* রেজিস্ট্রি অফিস; নিবন্ধন দফতর। 'সরকারিতে ইহার নকল আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'কিছু বা দরওয়ানজীকে দিও, আর কিছু বা সরকারীতে দিও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **৬** *বিণ* সাধারণ। 'যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৭** *বিণ* কর্তৃত্ববাদী। 'উভয়েই সরকারী গলায় কথা বলে, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের উপরে স্টীমরোলার চালাতে ভালোবাসে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সরকারি ভাষা, সরকারী ভাষা **১** *বি* প্রধান ভাষা। 'সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারি ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **২** *বি* রাষ্ট্রভাষা; দাপ্তরিক ভাষা । 'বাংলা ভাষাকে পূর্ববঙ্গের সরকারী ভাষা ঘোষণা করিয়া ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সরকারী খাম *বি* রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত চিঠিপত্রাদির আচ্ছাদন বা লেফাফা। 'সব সম্বন্ধই কি সরকারী খামের ছাপ-মারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সরকারে আলী *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'এগুলোর নাম হচ্ছে ঝুণা, রঙ, সরকারে আলী, খাসা, সবনাম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সরক্ত [স] *বিণ* রক্তাভ। 'অধরের কোণে সরক্ত হাসি।' *শরৎ*, ১৯১৩।

সরখত [ফা] *বি* লিখিত চুক্তি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সরখতপত্র [ফা সরখত+স পত্র] *বি* চুক্তিপত্র; শর্তপত্র। 'এতোদর্থে সরখতপত্র দিয়া গেল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সরখেল *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'সূর্য্যদাস সরখেল তার ভাই কৃষ্ণদাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সরগ [স স্বর্গ] *বি* স্বর্গ। 'আল রাধে জার ধুনী সরগ দুআরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরগদুআরে *ক্রিবিণ* স্বর্গের দরজায়। 'আল রাধে জার ধুনী সরগদুআরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরগড় *বিণ* স্বাভাবিক। 'তা-পর আপনি সরগড় হয়ে যাবে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সরগরম [ফা] **১** *বিণ* পরিপূর্ণ। 'টাল মাটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকে সরগরম ও জমজমা হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* জমজমাট। 'এ দিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সরজন [ই] *বি* শল্যচিকিৎসক। 'সুচিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর হাল্ডিডে সাহেব যিনি কোম্পানিরও প্রেসিডেন্ট সরজন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সরজমিন, সরজমীন [ফা সরজমিন] **১** *ক্রিবিণ* ঘটনাস্থানে। 'তাহার নকসা সরজমীন দৃষ্টে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **২** *ক্রিবিণ* ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে। 'মীর মুশররফ হুসেন কুষ্টিয়ায় সরজমিনে গবেষণা করে ঐ সিদ্ধান্তেই পৌঁছন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

সরজাল [স শরজাল] *বি* বাণসমূহ। 'সরজাল করি বৃষ্টি রাখ নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরজু *বি* একটি নদীর নাম। 'ধাইল কুন্তী কানা ধায় গোমতী সরজু কংসাবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরঞ্জাম [ফা] **১** *বি* যুদ্ধের আয়োজন। 'এজিদার সরঞ্জাম দেখিনু নয়নে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* মালপত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সরঞ্জামি, সরঞ্জামী **১** *বিণ* সরঞ্জামসংক্রান্ত। 'ঘরের সরঞ্জামী জীনিষ ফর্দে লেখা রহিল।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮। **২** *বি* আদায়কারীর খরচ। 'সরঞ্জামি কেবল নগদীর মাইনেটা দেবেন।' *তারা*, ১৯৪০।

সরণ [স শরণ] *বি* শরণ। 'মতি হারাইলোঁ বুলিতেঁ না জাণো ভইলোঁ তোর সরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরণি, সরণী [স] **১** *বি* পথ। 'আগলয়ে সিংহের সরণি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গুহায় সান্ধায়্যা গঙ্গা না পান সরণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; যখন আঁধারে ভরিবে সরণী, ভুলে-ভরা ঘুমে নীরব ধরণী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **২** *বি* নিয়ম। 'নাঞি জানি গীতের সরণি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সরত[1] [আ শর্‌ৎ] *বি* যে নিয়মের ওপর ভিত্তি করে চুক্তি হয়; শর্ত। 'নিলামের সরত মাফক কিম্মত দাখিল করিয়া লয় নাই।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সরত[2] [স শরৎ] *বি* বাংলা ঋতুবিশেষ। 'সরত নিবড়িল হেমন্ত উদয়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরতর *বিণ* শরৎকালের। 'সরতর কিআ তুরে বসন্তের মালী।' *রামাই*, ১৭১০।

সরতি [প সর্তি] *বি* লটারি। 'আদালতের ঘরে সরতি খেলা হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

সরদ [স শরৎ] *বিণ* শারদ; শরৎকালের। 'সরদ সসধর সরিস সুন্দর বদন লোচন লোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সরদ-চাঁদ *বি* শরৎকালের চাঁদ। 'জননী-লোচন ফাঁদ বদন সরদ-চাঁদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরদার [ফা] **১** *বি* দলপতি। 'সরদার কাছে কাছে তরাসে পলায় পাছে ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তী চট করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* সেনাপতি। 'তন্মধ্যে ছোলেমানের সরদার আমির লুদি।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* দাপুটে। 'কোথাও বা সরদার সরদার কেরানীরা বলাবলি করছে ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **৪** *বি* নেতা। 'গঙ্গাচরণ পাল বিদ্রোহীদিগের সরদার।' *সুলভ*, ১৮৭৩। **৫** *বি* ডাকাত দলের প্রধান। 'সর্দার

মহাশয় দেরি না সয়, তোমার আশায় সবাই বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সরদারি [ফা সরদার>] ১ *বি* ফোঁপরদালালি। 'খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারি কুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* কর্মচারীদের নেতার কাজ। 'কোনখানে এক পাটকলে সে করতেছে সর্দারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৩ *বিণ* সর্দারির। 'সেই ছেলেটাই তালুকদারের সর্দারি পদ পেয়ে, জেলখানাতে মরছে পচে দাঙ্গা করতে যেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সরদি গরমি [ফা সর্দ-গরম>] *বি* তাপ-শৈত্যের আকস্মিক প্রভাবে সৃষ্ট পীড়াবিশেষ। 'সরদি গরমির ঘামে গন্ধ হয় না তো কি?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

সরন [স স্মরণ] *বি* মনে করা। 'আপদ কালেত আজ্ঞা করিবা সরন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সরনাগত [স শরণাগত] *বি* আশ্রয়প্রার্থী। 'সরনাগতরে পালিব দুর্গতিরে দয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরন্দিপ *বি* কল্পিত দ্বীপবিশেষ। 'সরন্দিপের তীরে তীরে কোথা পাখিরা ধরেছে গান।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সরন্দীপ *বি* কবিকল্পনায় চিত্রিত দ্বীপ। 'সয়ফুল মুল্লুক মল্লিকাকে সঙ্গে নিয়ে সরন্দীপে এসে উঠল।' *হাই*, ১৯৪৯।

সরপটে [হি সরপট>] *ক্রিবিণ* দ্রুত। 'সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ির বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সরপোটে [হি সরপত>] *বি* সরপত তৃণ দিয়ে বুনানো আসন। 'সরপোটে ব'সে খাব খুসী মেরা খুসী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সরপড়া *দ্র* সর[৩]

সরপুরিয়া *দ্র* সর[৩]

সরপুলী *দ্র* সর[৩]

সরপুঁটি [স সফরী-প্রোষ্ঠী] *বি* বড়ো আকারের পুঁটিমাছবিশেষ। 'একটা বড় সরপুঁটি মাছ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সরপেচ [ফা] *বি* পাগড়ির চারপাশে জড়ানো জরির ফিতা। 'ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল।' *ভারত*, ১৭৫০।

সরপোষ [ফা] *বি* ঢাকনা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'একখানা বড় থালায় রাখিয়া উপরে একটা খানপোষ বা সরপোষ ঢাকা দেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সরফরাজ [ফা] ১ *বিণ* উপযুক্ত। 'জেখা মজকুর সরকারের কোনো কার্য পুনরায় সরফরাজ হইতে পারিবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৯৮। ২ *বিণ* মাতব্বর। 'বেটা কি সাওখোড় ও সরফরাজ।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* কৃতার্থ। 'তাতে আমি বড়োই সরফরাজ হলাম।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সরফর্দা *বি* সংগীতের তালবিশেষ। 'নাচলে দেদার দাদরা তালে/ কারফাতে সরফর্দাতে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সরফা *বি* সরকারি। 'সেখানে সরফা ওজন পূর্বমত পাওয়া যায় না।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সরবত, সরবৎ [আ শরবত] *বি* শরবত; মিষ্টি শীতল পানীয়। 'আয়েষা মুখে সরবত সিঞ্চন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'আমিও চা ছেড়ে ... সরবৎ ধরলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

সরবতি [আ শরবত>] ১ *বি* একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'বদনখাস, সরবতি, কাসিদা, কুমীস, ডুরিয়া।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* এক প্রকার বড়ো লেবু। 'লেবু ওটা সরবতি/ দাও তা হলে সরবৎ-ই।' *অন্নদা*, ১৯৫৪।

সরবন্দ [ফা] *বি* পাগড়ি। 'মালদই নলাটী চিকণ সরবন্দ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সরবর *দ্র* সর[২]

সরবরাহ [ফা] *বি* জোগান। 'জদি সরবরাহ মুন্দর মত হয় হরগিজ পড়িবেক না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সরবরা [ফা সরবরাহ] ১ *বি* সরবরাহ। 'খাসা মুন্দর ফৈন কাপড় সরবরা হবেক।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বি* পরিশোধ। 'তিন বৎসরে যে বক্রিকর তাহা এ গোলাম হইতে সরবরা হইতে পারে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সরবরাহক *বিণ* সরবরাহকারী। 'খবর সরবরাহক হয় রহমত।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

সরবরাহকার *বি* সরবরাহকারী। 'বাঙ্কের সরবরাহকার ও কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সরবস [স সর্বস্ব] *বি* সর্বস্ব। 'কানুর বাঁশীটি দুপুরিয়া ডাকাতি সরবস হরি নিলে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

সরবেন্ট [ই] *বি* কর্মকর্তা। 'কতকগুলিন সিবিল সরবেন্টকর্তৃক এক কমিটি রচনা করা হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

সরভ [স শরভ] *বি* সিংহের থেকে বলবান আট পা বিশিষ্ট কল্পিত প্রাণীবিশেষ। 'সরভে সরভে ধরে টুসাইয়া মুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরভাঙা *দ্র* সর[২]

সরভাজা *দ্র* সর[৩]

সরম [ফা শরম] ১ *বি* লজ্জা। 'কুলের করম ধৈরয ধরম সরম মরম ফাঁসী।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বি* সম্ভ্রম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সরম-তিক্ত [ফা শরম+স তিক্ত] *বিণ* লজ্জাক্লিষ্ট। 'আনন্দের সরম-তিক্ত অনুসন্ধিৎসাকে চাপা দেওয়া গেল না।' *মানিক*, ১৯৩৫।

সরম ভরম [ফা শরম>] *বি* লাজলজ্জা। 'একটুও কি সরম ভরম নাই মনের মইধ্যে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

সরমরাঙা *বিণ* লাজরাঙা। 'খসল হঠাৎ ঘোমটা তোমার সরমরাঙা মুখখানি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সরমশঙ্কিত [ফা শরম+স শঙ্কিত] *বিণ* সলজ্জ। 'বৃন্তের উপর সে তার সরমশঙ্কিত দেহকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চায়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সরমহারা [ফা শরম+হারা] *বিণ* লজ্জাহারা। 'এল সরমহারা নিল মরম হরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সরমজান [ফা সরঞ্জাম] *বি* সরঞ্জাম; সামগ্রী। 'পুজার সরমজান নগদ দিয়া ...।' *বোগল*, ১৭৭০।

সরজাল [স শরজাল] *বি* শরজাল। 'সরজালে মোহোদধি করিমু বন্ধন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সরমা[১] [স] *বি স্ত্রী* কুক্কুরী। 'সরমাকে নগ্ন ক'রে সারমেয়দের ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

সরমা[২] [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'আর্দ্রা – অগ্নি – সরমা – রোহিণী – বাণরাজ্য ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

সরমেন্দা [ফা শরমিন্দা] *বিণ* লজ্জিত। 'এই কথা শুনিয়া সরমেন্দা হইল আলী।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সরযু, সরযূ [স সরযূ] *বি* নদীবিশেষ। 'মাধবেন্দ্র চলিলা সরযু দেখিবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ধাইল দ্রুতপদ ঘোল শয় মহানদ সরযূ ধায় বেগজুতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরল [স] **১** *বি* শাল গাছ। 'সরল ভালা ভিলোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অকপট। 'আমরা সরল পিরীতি গরল লাগিল আমিয়াময়।' *চণ্ডী*, ১৫৭০। **৩** *বিণ* শান্তশিষ্ট। 'হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* পবিত্রতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৫** *বি* নরম স্বভাব। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৬** *বিণ* সোজা। 'রাজপথের ন্যায় সরল সমতল প্রশস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **৭** *বিণ* সহজ। 'সরল হয়ে করবি কবে ফকিরি।' *লালন*, ১৮৯০।

সরল কথা [স] *বি* সাধারণ কথাবার্তা। 'সর্বদা সরল কথা মুখে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সরলচিত্ত [স] *বি* অকপট হৃদয়; উদার মন। 'সরলচিত্তে তোমার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিলাম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সরলতা [স] *বি* উদারতা। 'পরাস্ত হইয়া সরলতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

সরলতাব্যঞ্জক [স] *বিণ* সারল্য প্রকাশক। 'দেশের কুলী-মজুরের মতো সরলতাব্যঞ্জক প্রাণখোলা হাসি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সরলতাময় [স] *বিণ* অকপট। 'বালা অচতুরা সরলতাময়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সরলপাঠ্য [স] *বিণ* সহজে পড়া যায় এমন। 'সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সরলপুটি [স সরল-প্রোষ্ঠী] *বি* মাছবিশেষ। 'রূপোলি রঙের সরলপুটি।' *অবন*, ১৮৯৬।

সরলপ্রকৃতি [স] *বিণ* সরল স্বভাববিশিষ্ট। 'আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি আদিমদের নাচ কতস্থানে দেখেছি।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সরলপ্রাণ [স] *বিণ* অকপটচিত্ত। 'বড়ই সরলপ্রাণ, ধর্মপরায়ণ, পীরভক্ত লোক।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সরলপ্রাণা [স] *বিণ স্ত্রী* উদারমনা। 'সরলপ্রাণা নঈমা স্বামীর মনের এ সব খবর জানে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সরল বিশ্বাস [স] *বি* কুটিলতাহীন বিশ্বাস। 'আপনার সেই সরল বিশ্বাসের উপর আমি প্রতারণা ক'রেছিলাম।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

সরলবিশ্বাসী [স] *বিণ* অকপটে বিশ্বাস করে এমন। 'এই অশিক্ষিত সরলবিশ্বাসী পরের মানুষ মেয়েরাও তার বাবার কত হিতৈষী।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

সরলরেখা [স] *বি* এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দু পর্যন্ত দিক পরিবর্তন না-করা বিস্তৃত রেখা। 'ইহারা ঠিক পুরোভাগে সরলরেখাক্রমে প্রধাবিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সরলরেখাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সোজাসুজিভাবে। 'ইহারা ঠিক পুরোভাগে সরলরেখাক্রমে প্রধাবিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সরলরৈখিক [স] **১** *বিণ* নির্ঝঞ্ঝাট। 'ব্যাপারটি সহজ ও সরলরৈখিক করিয়া নিলেই হয়।' *আজাদ*, ১৯৬৪। **২** *বিণ* সরল রেখার মতো। 'সরল রৈখিক নীল কঠিন ইস্পাত।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

সরল শান্তি [স] *বি* সহজ শান্তি। 'য়ুরোপের সাহিত্য হইতে সহজ আনন্দ সরল শান্তির গান একেবারে নির্বাসিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সরলস্বভাব [স] *বিণ বিণ* সরল স্বভাববিশিষ্ট। 'ন্যায় পথাশ্রয়ী সরলস্বভাব কৃষক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সরলস্বভাব কুরঙ্গ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সরল-স্বভাবা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* সরল স্বভাবযুক্ত। 'ধর্ম্মশীলা সরল-স্বভাবা সুশীলার হৃদয়মৃণাল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* কুটিলতা জানে না এমন স্বভাবের। 'হরিণীর মতো চকিত নয়না, মেঘের মতো সরলস্বভাবা।' *হাসান*, ১৯৬৩।

সরলহৃদয় [স] **১** *বি* অকপট মন। 'সত্য পরিচর্য্যা ও বিস্তৃত সরলহৃদয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* সরলমনা। 'সরলহৃদয় উদারচিত্ত পরেশবাবু কত সমাদরের সহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সরলহৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* সরলমনা; অকপট। 'সরলহৃদয়া সাধ্বী তোমাকে ... আশ্রয় করিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সরলা [স] *বিণ স্ত্রী* সরল স্বভাববিশিষ্ট। 'স্বরূপা সীমন্ত যেন সুধীর সরলা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সরলান্তঃকরণ [স] *বিণ* কুটিলতা নেই এমন অন্তঃকরণবিশিষ্ট। 'প্রিয়ম্বাদী সচ্চরিত্র সরলান্তঃকরণ প্রধান২ লোকেরদিগকে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সরলীকরণ [স] *বি* সাধারণীকরণ। 'ধার্মিকদের মতো তাদের মনও সরলীকরণের দিকে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সরষা, সরষে [স সর্ষপ] *বি* সরিষা। 'সরষার তেল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সরষেখেত *বি* সরিষার খেত। 'রাস্তার ধারে ... আগুন-লাগা সরষেখেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সরষেফুল দেখা *ক্রি* দিশেহারা হওয়া। 'আমরা বলে তাই এক একদিন সরষেফুল দেখি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সরস[১] [স] **১** *বিণ* রসপূর্ণ। 'বারেক কাহ্নের কর সরস চীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* রসিক। 'সখীগণ পরসে সরস যদি হোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **৩** *বিণ* কাঁচা। 'দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়বিন্ধা পান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* উন্নত মানের। 'জদি তাতি খবরদার না হয় ও কাপড় সরস না করে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৫** *বিণ* সতেজ। 'মানস-সরসে সরস কমলকুল বিকশিত যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৬** *বিণ* সিক্ত। 'কৃপানির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া/ শত শত দেশ সরস করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৭** *বিণ* মনোহর। 'নিত্য জাগে সরস সংগীত মধুরিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৮** *বিণ* রসসিক্ত। 'মাটি যত সরস থাকে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সরসচিতা [স সরসচিত্ত] *বিণ* সরসচিত্ত। 'কালকেতু রণজিতা আনন্দে সরসচিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরসতর *বিণ* অতি সরস। 'শুষ্ক হৃদয় করো প্রেমে সরসতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সরসতা [স] *বি* রসপূর্ণতা। 'তদপেক্ষা সরসতা বিধান করিতে পারিতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সরস রকম [স সরস+আ রকম] *বিণ* উন্নত মানের। 'কাপড়ের রকম ... জেন নমুনা সহি সরস রকম হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সরসহৃদয় [স] *বি* হৃষ্টচিত্ত। 'সরসহৃদয়ে বন্দি বগড়ির কৃষ্ণরায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সরস[২] [স] *বি* সরোবর। 'মানস-সরসে সরস কমলকুল।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সরসড়ি *বি* সড়সড়ি; শুকনা সিদ্ধ ব্যঞ্জনবিশেষ। 'চড়চড়ি সরসড়ি পোড়া আর ভাজা।' **গুপ্ত, ১৮৫৮**।

সরসন্ধাণ *দ্র* **সর**[১]

সরসর [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* অবিরাম সর শব্দকারী। 'গিরগিটি সরসর শব্দে ছুটিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* বায়ুপ্রবাহের ফলে তৃণজাতীয় উদ্ভিদের আন্দোলনে সৃষ্ট শব্দ। 'শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সরসা[১] [স] *বিণ স্ত্রী* রসালো। 'ঋতু মধ্যে সরসা বরষা মনে গণি।' **গুপ্ত, ১৮৫৮**।

সরসিআ [স সরস>] *বিণ* রসালো। 'নরশির খায় জেন সরসিআ গুয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরসা[২] [স সরস>] **১** *ক্রি* সজীব হওয়া। 'নিশির শিশিরবিন্দু সরসে যেমতি প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে!' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *ক্রি* রসযুক্ত হওয়া। 'শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া নিগূঢ় জীবনরসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *ক্রি* আনন্দ দান করা। 'মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া মোহের মদির জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সরসিজ [স] *বি* পদ্ম। 'সরসিজ খাইল গজে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরসিজাসন [স] *বি* পদ্মাসন। 'বাল্মীকি দেখিলেন সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী সরসিজাসন ... শঙ্খচক্রধারী মুরারি বিরাজ করিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সরসী[১] [স সরস>] *বি* রসিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সরসী[২] [স] *বি* সরোবর। 'নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সরসী-আরশি [স সরসী+স আদর্শিকা] *বি* সরসীরূপ আরশি; জলরূপ আয়না। 'বিমল সরসী-আরশির পরে অপরূপ রূপরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

সরসীফাঁদ *বি* পুকুরের ন্যায় ফাঁদ। 'আমি পাতিয়া সরসীফাঁদ/ জনম জনম কাঁদি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সরসীবালা [স] *বি* সরসীরূপ বালিকা। 'হায় গো রূপসী সরসীবালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সরসীরুহ [স] *বি* পদ্ম। 'সকল সরোবরে সরসীরুহ প্রকাশ হইয়াছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সরসীরুহলোচন [স] *বিণ* পদ্মের মতো চোখ। 'কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বৌষ্ঠ, সরসীরুহলোচন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সরসী[৩] [স ষোড়শী] *বিণ* ষোড়শী। 'সরসীর নাড়ীচ্ছেদ করিল তখন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সরস্বতি [স সরস্বতী] *বি* বিদ্যার দেবী। 'লক্ষ্মি সরস্বতি বন্দো তাঁহার দুই নারী।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরস্বতী [স] **১** *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী বিদ্যাদাত্রী দেবী। 'শুদ্ধা সরস্বতী তান আইল জিহ্বাতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* নদীর নাম বিশেষ। 'ধাইল বরুণা গঙ্গা যমুনা অজয় সরস্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরস্বতীহার [স] *বি* গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'গোপহার সরস্বতীহার সাতনরীও তার গলায় ওতপ্রোতভাবে দেওয়া হয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

সরহদ [ফা সর্+আ হদ্দ] **১** *বিণ* চুক্তিকৃত। 'সরহদ কাপড় একসীষুত না হওয়াতে অনেক কথা জন্মিয়াছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* চুক্তি। 'গেলে দলি – দুই পায়ে গোলামীর সীমা ও সরহদ।' *ফররুখ*, ১৯৬৩। **৩** *বি* চারদিকের সীমানা। 'দেয় হাতছানি আমার আপন সরহদ।' *শামসুর*, ১৯৭২।

সরহদ্দ [ফা সর্+আ হদ্দ] *বি* চারদিকের সীমানা। 'আপন২ সরহদ্দ পর্য্যন্ত দস্যুভয়নিবারণার্থ ভ্রমণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সরা[১] [স সরাব] **১** *বি* হাঁড়ির ঢাকনা। 'সেই বর জুগ্য কন্যা তোমা ফুল্লরা/ খুজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুঞ্রের সরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* মাটির ছোটো পাত্র। 'সরা ধরিয়া খাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সরা-চাপা *বিণ* ঢাকনা-দেওয়া। 'সরা-চাপা হাঁড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সরা[২] [আ] *বি* ইসলামি আইন। 'হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষা সরা আরও ভাল ...' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সরাওয়ালা [আ শরা+হি ওয়ালা] *বি* ওয়াহাবি সম্প্রদায়; উনিশ শতকের মৌলবাদী মুসলিম সম্প্রদায়। 'এই মতাবলম্বীদিগকে এক্ষণে ঐ সকল স্থানে সরাওয়ালা বলে।' *হিতৈষি*, ১৮৯৫।

সরার আমলা [আ সরা>+আ আমলা] *বিণ* ইসলামি আইন বিষয়ক কর্মকর্তা। 'সরার আমলার দেয়া ফতওয়া যাহা হউক ...।' *ফরস্টার*, ১৮০১।

সরাশরিয়ত [আ] *বি* ইসলাম ধর্মীয় আইনকানুন। 'হঠাৎ সরাশরিয়তের খেলাপ বলতে শুরু করল কেন ফেলু মিঞা?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সরা[৩] [স সরণ>] **১** *ক্রি* চলে যাওয়া। 'অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যে সরিয়া পড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *ক্রি* সচল হওয়া। 'তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৩** *ক্রি* সৃষ্ট হওয়া। 'কণ্ঠ যে রোধ করে, সুর তো নাহি সরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। ৪ *ক্রি* সায় দেওয়া। 'কষ্ট দিতে মন সরিল না।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। ৫ *ক্রি* স্থান পরিবর্তন করা। 'আল সরতে সরতে কার জমি যে কোথায়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

সরে থাকা *ক্রি* দূরে বা আড়ালে অবস্থান করা। 'কেবল থাকিস সরে সরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সরে পড়া *ক্রি* পালিয়ে যাওয়া। 'ঠাটকবাজিগোছ জাতীয় স্কুল-কলেজ দাঁড় করাইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, তাহা নয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

সরে যাওয়া *ক্রি* আড়াল হওয়া। 'আমি তবে সরে যাই অন্তরালে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সরা[৪] [স স্মরণ>] *ক্রি* মনে করা। **সরি** *ক্রি* স্মরি; স্মরণ করি। 'রজা বধিলা রাজা ব্যাসের বাক্য সরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সরিয়** *ক্রি* স্মরণ করো। 'সরিয় আপদকালে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সরিলেক** *ক্রি* স্মরিলেক; স্মরণ করলো। 'তাহা সুনি জন্মেজয় সরিলেক চিত্তে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সরাই [ফা] **১** *বি* পথিকদের বিশ্রামাগার। 'ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া ...।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* আবাসিক হোটেল; অর্থের বিনিময়ে থাকার ঘরবিশেষ। 'পরিশেষে তিনি তথা হইতে সরাইতে ফিরিয়া আসিয়া লিবরপুলে প্রস্থান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সরাইওয়ালা [ফা সরাই+হি ওয়ালা] *বি* সরাইখানার মালিক। 'সহৃদয় সরাইওয়ালাও স্বয়ং এসে উপস্থিত।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সরাইখানা [ফা] *বি* পান্থশালা। 'সরাইখানার দিলপিয়ালায় মাতি ...' *জীবন*, ১৯২৭।

সরাক [স শ্রাবক] *বি* জৈন সম্প্রদায়ের লোক। 'সরাক বৈসে গুজরাটে ...'

জীবজন্তু নাগ্রিও কাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরাগ [স] *বিণ* রঙিন। 'জীবনমন সরাগ সতেজ হয়ে উঠবে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সরানো [স সৃ>] *ক্রি* স্থানান্তরিত করা। 'সহজ বলে তাহাদিগকে সরাইয়া বস্ত্রা গমন অসম্ভব।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সরাইয়া লওয়া *ক্রি* প্রাণ হরণ করা। 'যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সরাপ [আ শরাব] **১** *বি* পোদ্দার। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* মদ; মাদক দ্রব্য। 'সরাপের রপ্তানি হইলে তাহার হাসিল লাগিবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সরাফি [ফা সরাফী] *বি* মুদ্রা-বিনিময়। 'সরাফি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে খোলা যাইবেক ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সরাব [আ শরাব] **১** *বি* মদ। 'সরাব খাইয়া তলওয়ার হাতে করিয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২। **২** *বি* মাদক পানীয়। 'কেহ সরাব তৈয়ার করিতে ও বিক্রী করিতে পারিবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সরাবখানা [আ শরাব+ফা খানাহ্] *বি* মদের দোকান। 'সরাবখানাই হল মশগুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সরাবত [আ] *বি* হাঙ্গামা; মাতলামি। 'হয় তো কোন বেশ্যার বাটীতে গিয়া শোর সরাবত করিয়া তাহার কেশ ধরিয়া টানেন বা মশারি পোড়ান।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সরাল [স মরাল] *বি* পাখিবিশেষ। 'হয়পুচ্ছ লোম ফাঁন্দে ... দলপিপি সরাল বাদুড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরালীয়া *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'চট্টগ্রামে রোসাঙ্গী, দাঁড়ালিয়া, সরালীয়া।' *এসলাম*, ১৯১৮।

সরাশরিয়ত *দ্র* সরা[২]

সরাসরি [ফা সরাসর>] *ক্রিবিণ* স্পষ্টভাবে; সোজাসুজি। 'রাধাকান্ত সরাসরি একথা অস্বীকার করেন।' *গৌর*, ১৮২২।

সরাসর [ফা] *ক্রিবিণ* সোজাসুজি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সরিক [আ শরিক] *বি* অংশীদার। *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'পরগনে কুষ্টীর সরিক জমীদার।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সরিকান [আ শরিক>] *বি* অংশীদারগণ। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সরিকানা [আ শরিক>] *বি* অংশীদারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সরিকি [আ শরিক>] *বি* অংশীদারি। 'কমলাকান্ত সরিকিতে নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সরিৎ [স] *বি* নদী। 'উদ্দামবেগে ধাই তুরন্ত সিন্ধু-শৈল-সরিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'একি সরিৎ রঙ্গ, শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

সরিৎসঙ্গম [স] *বি* একাধিক নদীর মিলনস্থল। 'সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সরিনৃত্য *বি* নৃত্যবিশেষ। 'তারপর স্ত্রী চরিত্রের সরিনৃত্য ও রাজহংস বা ময়ূরের পক্ষীনৃত্য করা হয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সরিফ[১] [ই শেরিফ] *বি* নগরপাল। 'কলিকাতাস্থ সরিফ টি সি প্লৌডন সাহেবের প্রতি।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সরিপ [ই শেরিফ] *বি* নগরপাল। 'সরিপের বিলসীল আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৯১।

সরিফ[২] [আ শরীফ] *বিণ* প্রফুল্ল। 'আপনার মেজাজ সরিফ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সরিফা[১] [আ শরিফ] *বি* দপ্তর। 'খালিসা সরিফাতে হাজির হইয়া খরিদ করহ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সরিফা[২] [আ শরীফা] *বি* আতাফল। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সরিম *বি* পাখিবিশেষ। 'ফিঙ্গে চড়ুই গাঙ্গচিল বাদুড় সরিম।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সরির, সরীর [স শরীর] *বি* দেহ। 'সুমরি পুরুব নেহা দগধ সরীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সরির ছাড়িল রাজা সোকাকুল হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরিষা [স সর্ষপ] *বি* তেলবীজবিশেষ। 'গোধুম কিনে খুড়িআ সরিষা মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'গোশৃঙ্গে সরিষা গোটা যথক্ষণ থাকে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সরিষাফুল দেখা – বিষম সঙ্কটাপন্ন হওয়া। 'নতুবা বিষম সংকট – একেবারে চারিদিকে সরিষাফুল দেখে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সরিসা [স সর্ষপ] *বি* সরিষা। 'তায় ফলে মাষ সরিসা তিল কাবাস ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সরুসা [স সর্ষপ] *বি* সরিষা। 'বাটুল সরুসা নিয়া ফলাইল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সরিস [স সদৃশ] *বিণ* সদৃশ। 'সরদ সসধর সরিস সুন্দর বদন লোচন লোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সরীসে *বিণ* সদৃশ। 'হরি সরীসে জগত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সরীর *দ্র* সরির

সরীসৃপ [স] *বি* বুকে ভর করে চলে এমন জীব। 'আর একপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদিগকে সরীসৃপ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সরু [স] **১** *বিণ* চিকন। 'অর্ধ গুরু অর্ধ সরু।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* অল্প। 'মোটা বা সরু মাহিনায় যখন স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সরুগলা *বি* হাল্কা কণ্ঠ। 'আর স্বাভাবিক সরুগলা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সরুচাল [স সরু+চাল] *বি* একপ্রকার চিকন চাল। 'সোনামুগ সরুচাল সুপারি ও পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সরু সুর [স] *বি* মিহি রাগ। 'সেখান হইতে একটা সরু সুরের সানাই এবং গোটা কতক ঢাক-ঢোলের শব্দ শোনা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সরুঅ[১] [স স্বরূপ] *বি* স্বরূপ। 'সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলক্খ লক্খণ ন জাই।' *চর্যা ১৫*, ১২০০।

সরুঅ[২] [স সরু] *বিণ* সূক্ষ্ম; পাতলা। 'আধ মুখ ঢাকিলেঁ সরুঅ বসনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরুআ [স স্বরূপ] *বি* স্বরূপ। 'পেখ রে ভুসুকু সহজ সরুআ।' *চর্যা* ৩০, ১২০০।

সরুই [স সরু] *বিণ* সরু। 'এক স নী সরুই নাল।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

সরুত [আ শর্ত] *বিণ* শর্ত। 'নিলামের সরুত খবর দেয়া জাবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সরুপ [স স্বরূপ] **১** *বিণ* হিসাবের। 'আমি খোষ রেজাতে আমার সরুপ সরকারের টরনীর মালিক তোমাকে করিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬। **২**

ক্রিবিণ হিসাবে। 'ইহার ব্যয়ার্থে পনের সরুপ একসও তঙ্কা সিক্কায় নির্নয় করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সরুপৈসি [স স্বরূপ>] *ক্রিবিণ* যথার্থ ব'লে। 'তোক্ষে গাঙ্গ বারানসী সরুপৈসি জাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরুয়া১ [ফা শোরওয়া] *বি* ঝোল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সরুয়া২ *বি* ফুলবিশেষ। 'ইতল বেতল সরুয়া মরুয়া ফুল কন্যারা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সরূত [আ শরৃত] *বি* শর্ত। 'সরূত নিলাম এই প্রথম দফা চাউল মজকুরের নমুনা।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

সরূপ [স স্বরূপ] **১** *বিণ* সঠিক। 'সরূপ করিআঁ বোল আহ্মার ঠাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রকৃত রূপ। 'আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরূসা *দ্র* **সরিষা**

সরে১ [স সরণ>] *ক্রি* চলে। 'তাক দেখি মোর পাও আগু নাহি সরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরে২ *বিণ* সরু। 'বৈদ্যবাটীর সরে রাস্তায় কয়েকজন বাবু ভয়ে হো হো মার মার ধর ধর শব্দে চলিয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সরেওয়ার [আ সরাহ্+ফা ওয়ার] *ক্রিবিণ* বিস্তারিত; বিস্তারিতভাবে। 'সরেওয়ারে লিখীবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সরেজমিন, সরেজমীন [ফা সার-জমিন] *বি* ঘটনাস্থল। 'সরে জমীন।' *মিলার*, ১৮০০; 'সেদিকে সরেজমিন তদারক কিছু কঠিন নয়।' *শওকত*, ১৯৭২।

সরেজমিনে, সরেজমীনে [ফা সার-জমিন] *ক্রিবিণ* ঘটনাস্থলে। 'মাজিস্ত্রেটসাহেব স্বয়ং সরেজমীনে উপস্থিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'এতদিন সরেজমিনে লেখা চলিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সরে থাকা *দ্র* **সরা৩**

সরে পড়া *দ্র* **সরা৩**

সরেশ [স সরস>] *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'সহুরে কবিরাজরা আবার এঁদের হতে এক কাটি সরেশ।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সরেস [স সরস>] **১** *বিণ* চমৎকার; প্রাণবন্ত। 'বড়ো সরেস পেয়েছি বলি সরেস –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বিণ* শক্তিশালী। 'আমার বাঁ হাতের একখানা সরেস আপার-কাট খেলে সে নাক ... ফেলেট হয়ে যাবে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সরো [ফা] *বি* সাইপ্রেস গাছ। 'সরোর মতন সরল-তনু/ টাটকা তোলা গোলাপ ফুল।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

সরোঅর *দ্র* **সর৩**

সরোকার [ফা] *বি* অধিকার; এক্তিয়ার। 'তাদের কি সরোকার আছে আমায় যা তা বলবার?' *নজরুল*, ১৯২৪।

সরোজ [স] *বি* পদ্ম। 'নাভি সরোজ মুখে আর সোল দলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরোজনয়নী [স] *বিণ স্ত্রী* পদ্মের মতো চোখ আছে এমন। 'সুন্দরী সুবর্ণমুখী সরোজনয়নী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সরোজরবি [স] *বি* সরোজরূপ রবি। 'ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সরোজিনি [স সরোজিনী] *বি স্ত্রী* পদ্মিনী। 'হৃদি-সরোবরে ফুট ফুল্ল-সরোজিনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সরোজিনী [স] *বি স্ত্রী* পদ্মিনী। 'রমণীমণি ধনী, নব সরোজিনী সবহ চাতুরী এহ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সরোদ *বি* বীণার মতো তারযন্ত্রবিশেষ। 'হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সরোদন [স] *ক্রিবিণ* কান্নারত অবস্থায়। 'শিশু। (সরোদনে) আঁ, আঁ তুই যে বল্যি কোন্তাকে, তবে আবার কোন্তা কে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সরোবর [স] *বি* বড়ো জলাশয়; হ্রদ। 'হংস সরোবর পাইলেঁ অবসই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সরোরুহ [স] *বি* পদ্ম। 'তহি তহি সরোরুহ ভরঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সরোরূহ [স সরোরুহ] *বি* পদ্ম। 'সিরে সিন্দুর মণ্ডল মলিন বদন সরোরূহে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সরোরোধঃ [স] *বি* সরোবরের তীর। 'স্বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ যত।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

সরোষ [স] *বিণ* ক্রুদ্ধ। 'মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সরোষে *ক্রিবিণ* রাগের সঙ্গে; রোষের সঙ্গে। '(গাত্রোত্থানপূর্বক কিঞ্চিৎ সরোষে) তবে কি মহারাজের এই ইচ্ছা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সর্করা, সর্ক্করা [স] *বি* চিনি। 'ঘৃত মধু কইল সর্করা রাসি রাসি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মধু সর্করা বহুল আনি দিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

সর্কর [স শর্করা] *বি* চিনি। 'বৃক্ষ হোন্তে সৃজে ফল সুস্বাদ সর্কর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সর্গ১ [স স্বর্গ] *বি* স্বর্গ। 'সর্গে দুন্দুবি বাজে পুষ্পবৃষ্টি হল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্গপুরি [স স্বর্গপুরী] *বি* দেবতাদের আবাসস্থল। 'কৃষ্ণ প্রনমিঞা রাজা সর্গপুরি জায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্গবাস [স স্বর্গবাস] *বি* মৃত্যু। 'কুরুক্ষেত্রে জুদ্ধে পড়ি হইব সর্গবাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সর্গমর্ত্ত্য পাতাল [স স্বর্গমর্ত্যপাতাল] *বি* ত্রিভুবন। 'সর্গমর্ত্ত পাতালেত কাহার না গনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সর্গলোক [স স্বর্গলোক] *বি* ধর্মবিশ্বাসীদের মতে পুণ্যবানরা মৃত্যুর পর যেখানে বাস করেন; বেহেস্ত। 'সৎকার কর্ম্মতি ক্রীয়া হেতু গেল সর্গলোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সর্গো [স স্বর্গ] *বি* ধর্মবিশ্বাসীদের মতে পুণ্যবানরা মৃত্যুর পর যেখানে বাস করেন; বেহেস্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সর্গ্গ [স স্বর্গ] *বি* ধর্মবিশ্বাসীদের মতে পুণ্যবানরা মৃত্যুর পর যেখানে বাস করেন; বেহেস্ত। 'সর্গ্গ মর্ত্ত পাতালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সর্গ২ [স] *বি* পরিচ্ছেদ। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য: প্রথম সর্গ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সর্গুন [স ষড়গুণ] *বি* ছয়টি রাজগুণ: সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়। 'সর্গুন সভার তত্ত সুন নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্জ, সর্জ্জ [স সজ্জা] **১** *বিণ* প্রস্তুত। 'মালাকারে বর দিয়া কুবজ্জ সর্জ কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* প্রস্তুতি গ্রহণ; কোনো কিছু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ। 'বক রাক্ষসে বলি দিতে সর্জ কৈল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সর্জ্জমান [স সর্জ্জা>] *বিণ* সজ্জিত। 'এই রূপে সামন্তেরা সর্জ্জমা

হইয়া মহাদম্ভে গৌড়ে গতি করিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

সর্জতরু, সর্জ্জতরু *বি* একপ্রকার গাছ। 'এই পাদপ ব্যতীত এখানে সররা বা সর্জ্জতরু, দেবদারু, আখরোট, চনার, সফেদা প্রভৃতি বহুবিধ সুবৃহৎ বৃক্ষনিচয় পরিদৃষ্ট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সর্জন, সর্জ্জন [স] **১** *বি* প্রকাশ। 'তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জ্জন করিয়াছিলেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বি* সৃষ্টি। 'এক সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়া প্রখরতর কর প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সর্জিত [স] *বিণ* সমৃদ্ধ; পরিপূর্ণিত। 'অভয়ে অমৃতে হইবে পুলকে সর্জিত হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সর্জ্য [স] *বিণ* সজ্জিত। **সর্জ্য করা** *ক্রি* সজ্জিত করা। 'এই অপকাশক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্য করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সর্টকাট [ই শর্ট-কাট] *বি* সহজ উপায়; সহজ পথ। 'বাঙালির ছেলে সর্টকাট ভালোবাসে।' *মণীশ*, ১৯৩১।

সর্টিফিকট [ই] *বি* শংসাপত্র। 'আমরা পরীক্ষিত হইয়া সর্টিফিকটও পাইয়াছি।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

সর্ত¹, সর্ত্ত [স স্বত্ব] *বি* মালিকানা। 'একটী কোঠা দিয়াছিলেন সর্ত্ত ত্যাগ করিয়া।' *মেয়র্স*, ১৭৭০।

সর্তাধিকার, সর্ত্তাধিকার [স স্বত্বাধিকার] *বি* মালিকানা। 'দানবিক্রয় সর্ত্তাধিকার তোমার আমার তালুক আমল দখল আবাদ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সর্ত², সর্ত্ত [আ শর্‌ৎ] *বি* শর্ত। 'সর্ত্ত ও পরবর্ত্তী মতোওয়াল্লীরা পালন করেন না।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩৩।

সর্ত্তাধীন [আ শরত+স অধীন] *বিণ* সর্তের অধীন। 'সর্ব্বদা সর্ত্তাধীন ধারা বলিয়াই মানিতে হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সর্তর, সর্ত্তর [স সত্বর] *ক্রিবিণ* সত্বর। 'সর্ত্তরেই দ্বিতীয় খণ্ড "আপনার মুখ আপুনি দেখ" পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

সর্তি [প সর্তিয়ার] *বি* লটারি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সর্তি, সর্ত্তি [স সত্য] *বি* সত্য। 'আমী কহিতেছি সর্ত্তি বটে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'নামের একতা সর্তি আখেজ।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সর্দার, সর্দ্দার [ফা] **১** *বি* দলপতি; নেতা। 'সপ্ত বিহিস্ত পরে তাগ্রি যে সর্দার।' *সুলতান*, ১৭০০; 'চল দেউড়ী ঘরে গিয়া স্বকর্ণে সর্দ্দারের কথা শুন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১। **২** *বি* লাঠিয়াল। 'এখনই চার পাঁচজন সর্দ্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধরে আনা যাক।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **৩** *বি* পাহারাদার; প্রহরী। 'সর্দার নিষুত রাতে ... হাঁক দিয়ে যায় চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৪** *বি* পাকা লোক। 'ফুটবল সর্দারের 'পরে তাই এত অদ্ভুত ভক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৫** *বি* শিখ ধর্মাবলম্বী পুরুষদের উপাধি বিশেষ। 'সর্দারজী হক কথা বলেছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সর্দারজী *বি* সম্মানিত শিখ পুরুষ। 'শিখ সর্দারজীদের জালবদ্ধ দাড়ির হরেক রকম বাহার।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সর্দারনি *বিণ স্ত্রী* মহিলা সর্দার। 'সর্বনেশে কাজের সর্দারনি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

সর্দার বাহাদুর [ফা সরদার-বহাদর] *বি* সম্মানিত দলপতি। 'আমি অফিসার হয়ে 'সর্দার বাহাদুর' খেতাব পেলুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

সর্দারি, সর্দারী [ফা সরদার>] *বি* দলপতির কাজ। 'ইস্কুলের ছেলেদের সর্দারি করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'সে আলকাপোনের ডাকাত দলের সর্দারী করতে প্রস্তুত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সর্দি [ফা] **১** *বি* কফরোগ। 'এখানে যেরকম কাশি-সর্দির প্রাদুর্ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* ঠাণ্ডা লাগা বা অন্য কারণে নাক দিয়ে ঝরে যে তরল পদার্থ। 'সর্দি জমে, কাশি জমে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সর্দি গরমী [ফা] *বি* অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরমের কারণে সৃষ্ট রোগবিশেষ। 'সর্দি গরমী হয়ে গঙ্গাচরণ মারা গেছে বছরখানেক আগে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

সর্দিগর্মি, সর্দ্দিগর্ম্মি [ফা] *বি* অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরমের কারণে সৃষ্ট রোগবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো ... অনেকের সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সর্ন, সর্ন্ন [স স্বর্ণ] *বি* সোনা। 'তবে সর্ন্ন আনিবম জিনি বিভীষণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সর্প [স] *বি* সাপ। 'সর্প মারি নারায়ণ সাঁপ খণ্ডাইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্পকশা *বি* লাঠি। 'সে স্বহস্তস্থিত সর্পকশা দ্বারা কামোপাসকদিগকে তাড়না করিয়া ... দিতেছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সর্পচিক্কন [স সর্পচিক্কণ] *বিণ* সাপের মতো সরু। 'সর্পচিক্কন জিহ্বায় তার মৃত্যুর ইঙ্গিত।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সর্পতত্ত্ববিদ [স] *বিণ* সাপের ওঝা। 'জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্পতত্ত্ববিদ।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সর্পদষ্ট [স] *বিণ* সাপে দংশন করেছে এমন। 'তাঁহার সর্ব্বশরীর সর্পদষ্ট মনুষ্যের মত ঝিম ঝিম করিতে লাগিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

সর্পদষ্টাতুর [স] *বি* সাপের কামড়ে কাতর হয়েছে যে। 'সর্পদষ্টাতুরকে আত্মজন যে রকম স্বগৃহে নিয়ে আসে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সর্পপুচ্ছ [স] *বি* সাপের লেজ। 'সর্পপুচ্ছের মত তার সুদীর্ঘ বেণীটি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

সর্পবাণ [স] *বি* সর্প নামক বাণ। 'সর্পবাণ ক্ষুরবাণ শিখিলা নিশ্চিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সর্পবাস [স] *বি* সাপের আবাস। 'কুল মখলুক আজ সর্পবাস হল জালিমের।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সর্পমিথুন [স] *বি* সাপের সঙ্গম। 'সব এক জায়গায় বহু সর্পমিথুনের জড়াজড়ির মত।' *শওকত*, ১৯৬২।

সর্পযজ্ঞ [স] *বি* সাপ বিনাশের যজ্ঞ। 'সর্পযজ্ঞে জন্মেজয় পোড়াইল যথা লক্ষ সাপে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সর্পরূপ [স] *বি* সাপের আকৃতি। 'সর্পরূপ ছাড়ি বিদ্যাধর মুর্ত্তি ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্পাঘাত [স] *বি* সর্পদংশন। 'ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাতে মৈল পরীক্ষিত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সর্পিণী [স] *বি স্ত্রী* সাপ। 'চারু সর্পিণীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সর্পিল [স] *বিণ* আঁকাবাঁকা। 'নাচে শুধু ভয়াবহ সর্পিল শিখাগুলি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

সর্পিলতা [স] *বি* আঁকাবাঁকা অবস্থা। 'ধূলি-ধূসর পথের সর্পিলতা ওই দিকে অন্ধকারে উধাও।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

সর্প্যা [স সর্প] *বি* সাপ। 'সপ্তাহের মধ্যে সর্প্যা দংশিবেক এসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সর্পি [স সর্পিঃ] *বি* ঘি। 'অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

সর্পিষ [স সর্পিঃ] *বি* ঘি। 'সর্পিষে সম্বর‍্যা রাখ কলিঙ্গার দেহ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সর্ফরাজ [ফা সরফরাজ] *বিণ* কর্তা। 'আপন জাঁকে সানি জাহের করিয়া সর্ফরাজ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সর্ব, সর্ব্ব [স] **১** *বিণ* সব। 'সর্ব্ব বিচুরিল তথতা নাদেঁ।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০। **২** *বিণ* সমুদয়। 'হরিলেন সর্ব চিত্ত সর্ব শক্তিধর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* সব রকমের। 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সর্ব-অঙ্গ, সর্ব্ব-অঙ্গ [স] *বি* সমস্ত শরীর। 'নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় আউলায় সর্ব্ব-অঙ্গ অশ্রুগঙ্গা বয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্ব-অন্তকারী [স] *বিণ* সবকিছু ধ্বংস করে এমন। 'পালাইলা মহিষ বাহনে সর্ব-অন্তকারী যম।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সর্ব-অভিপ্রায় [স] *'বি* সকল ইচ্ছা। বুঝিলাম সর্ব-অভিপ্রায় জ্ঞান মাত্র।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্ব-আভরণহীন *বিণ* সব রকমের অলংকারবর্জিত। 'যেখানে রয়েছে ধরা, অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা, নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, সর্ব-আভরণহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সর্ব-উপদ্রবসহ *বিণ* সব রকমের উপদ্রব সহ্য করতে পারে এমন। 'আদিরসের সহিত যেন তাহার কোনো-একটি সর্ব-উপদ্রবসহ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সর্বংসহ [স] *বিণ* সমস্ত সহ্যকারী। 'সর্বংসহ হারেস যেন সর্বংসহা বসুন্ধরা।' *শওকত*, ১৯৪৬।

সর্বংসহা [স] *বিণ স্ত্রী* সমস্ত সহ্যকারিণী। 'হায় অসহায় সর্বংসহা মৌনা ধরণি মাতা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সর্বকনিষ্ঠ [স] *বিণ* বয়সে সবচেয়ে ছোটো। 'তাঁহারা ভাই ভগিনীতে দশটি ছিলেন; তন্মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

সর্বকর্তা, সর্ব্বকর্ত্তা [স] **১** *বিণ* সবকিছুর প্রভু। 'সর্বকর্তা প্রভু মোর কেবল সোকুর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। **৩** *বিণ* সর্বশক্তিমান। 'সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি "সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বকর্ত্তা"।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সর্বকর্মপণ্ডকারী [স] *বি* সবকিছু নষ্ট ক'রে দেয় এমন। 'সর্বকর্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সর্বকল্যাণকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সবকিছুর কল্যাণকারী। 'সর্বকল্যাণকারিণী কবিতা তাকে বঞ্চনা করবে না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সর্বকাম, সর্ব্বকাম [স] *বি* সব কাজ। 'কৃষ্ণনাম হৈলা তাহা সঙ্কেত সর্ব্বকামে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্বকার্য, সর্ব্বকার্য্য [স] *বি* সব কাজ। 'সর্ব্বকার্য্য সির্দ্ধ হব হেন প্রায় লখি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্বকাল, সর্ব্বকাল [স] *বি* চিরকাল। 'মোর দান সর্ব্বকালে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সর্বকাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রিবিণ* চিরস্থায়ী। 'সর্ব্বকালের জন্য স্থির রাখিবার...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫।

সর্বকালা *বিণ* সম্পূর্ণ কালো। 'সর্বকালা পরিচ্ছদ স্বপ্নে দরশন।' *সুলতান*, ১৭০০।

সর্বকালীন [স] *বিণ* সর্ব যুগের। 'এমন একটি মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ও সর্বকালীন মানব গণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সর্বক্ষণ, সর্ব্বক্ষণ [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'সর্বক্ষণ চিন্ত্য চণ্ডী অষ্টাক্ষর পড়ু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পুত্র শোকে গালি মোরে পাড়ে সর্ব্বক্ষণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সর্বক্ষন, সর্ব্বক্ষন [স সর্বক্ষণ] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'সর্ব্বক্ষন ঘোমাইল দ্বারিকার জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্বখন, সর্ব্বখন [স সর্বক্ষণ] *ক্রিবিণ* সবসময়ে; সর্বদা। 'দানছলেঁ বাটপাড় সর্ব্বখণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সর্বগত [স] *বিণ* সর্বব্যাপী। 'যেহেতু ভগবান সর্বগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সর্ব গা, সর্ব্ব গা *বি* পুরো শরীর। 'লঙ্কা মারিচ বেঁটে দেহো সর্ব্ব গায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সর্বগাও, সর্ব্বগাও [স সর্ব>] *বি* সমস্ত শরীর। 'বিষের জ্বালে চণ্ডিকার পোড়ে সর্ব্বগাও।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সর্বগামী [স] *বিণ* সর্বত্র গমন করে এমন। 'সত্য সর্বগামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সর্বগুণসম্পন্ন [স] *বিণ* সকল প্রকার গুণবিশিষ্ট। 'ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বগুণসম্পন্ন না হইলেও ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'সর্বগুণসম্পন্ন অগ্নি যাহাকে উৎপন্ন করিবেন তিনিই ইহার পতি হইবেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সর্বগুণসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* সর্বগুণে গুণান্বিত। 'সর্বগুণসম্পন্না সীতা সর্বগুণসম্পন্ন স্বামী লাভ করেও ...।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সর্বগুণাকর [স] *বিণ* সর্বপ্রকার গুণের অধিকারী। 'চূড়ামণি নামে সর্বগুণাকর শুকপক্ষী, সর্ব কাল, তাঁহার সন্নিহিত থাকিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সর্বগুণাধার [স] *বিণ* সর্ব গুণসম্পন্ন। 'সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সর্বগুণান্বিত [স] *বিণ* সকলপ্রকার গুণসম্পন্ন। 'সুখদ সুশৃঙ্খল ও সর্বগুণান্বিত।' *অবন*, ১৯২৫।

সর্বগুণালয় [স] *বিণ* সকল গুণের আধার। 'আসাউদ্দীন শাহা সর্বগুণালয়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সর্বগুনান্বিত, সর্ব্বগুনান্বিত [স সর্বগুণান্বিত] *বিণ* অনেক গুণে গুণী। 'মহামহীম মহীমাসমূহ সর্ব্বগুনান্বিত ধর্ম্ম অবতার।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সর্বগুরু, সর্ব্বগুরু [স] *বি* সবার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। 'তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্বগ্রাসী, সর্ব্বগ্রাসী [স] **১** *বিণ* সবকিছু গ্রাস করে এমন; সবকিছু অধিকার করে এমন। 'সর্ব্বগ্রাসী বণিকদিগের ... হস্তে আসিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে ... অকিঞ্চিৎকর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* সবকিছুর প্রতি মনোযোগ দেয় এমন। 'তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি/ সর্বগ্রাসী আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সর্বগ্রাহ্য [স] *বিণ* সর্বজনীন। 'সর্বগ্রাহ্য সমবেদনা অমানুষিক ও স্বতোবিরোধী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সর্বঘট, সর্ব্বঘট [স] *বি* সব স্থান। 'সর্ব্বঘটে থাকী সেই সকল করাএ।' *মালাধর,* ১৫০০।

সর্বচৈতন্য [স] *বি* সমগ্র চেতনা। 'শুভ্রতা-সৌরভে যে সঙ্গীত মধুরিমা আছে সে তো সর্বচৈতন্যে প্রবেশ করে।' *মুজতবা,* ১৯৬০।

সর্বজন, সর্ব্বজন [স] *বি* সকল মানুষ। 'জক্ষ রক্ষ সর্ব্বজনে করিয়া বিনএ।' *মালাধর,* ১৫০০; 'লঘুগুরু সর্বজনে করেন্ত ঘোষণা।' *বাহরাম,* ১৬৫০।

সর্বজনগ্রাহ্য [স] *বিণ* সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। 'এ কথা একপ্রকার সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৫।

সর্বজন-চেনা *বিণ* সকলের পরিচিত। 'সর্বজন-চেনা রসচোরদের নেতা।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

সর্বজন পরীক্ষিত, সর্ব্বজন পরীক্ষিত [স] *বিণ* সকলের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখেছে এমন। 'সর্ব্বজন পরীক্ষিত সত্য।' *আজাদ,* ১৯৬৩।

সর্বজন-প্রীতি [স] *বি* সকলের ভালোবাসা। 'এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি।' *নজরুল,* ১৯২৩।

সর্বজন-বন্দনীয় *বিণ* সকলের বন্দনা করা উচিত এমন। 'বিদ্যাসাগর চটিজুতা-সমেত তাঁহার সর্বজন-বন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

সর্বজনবিদিত, সর্ব্বজনবিদিত [স] *বিণ* সবার জানা; সর্বজন-জ্ঞাত। 'সকলেই এ কথা জানে; কিন্তু এরূপ সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্চে কেন।' *মাইকেল,* ১৮৭৩; 'বাঙালীর যে চুঁচোধরা সাপের অবস্থা হয়েছে তা ত সর্ব্বজনবিদিত।' *প্রমথ,* ১৯২০।

সর্বজনবোধগম্য [স] *বিণ* সকলের পক্ষে বোঝার উপযোগী। 'অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ করিয়া, সাধারণ মানবরূপে সর্বজনবোধগম্য।' *হাই,* ১৯৫৪।

সর্বজনমান্য, সর্ব্বজনমান্য [স] *বিণ* সকলের নিকট মাননীয়। 'ঢাকার সর্ব্বজনমান্য নবাব খাজা সলিমুল্লাহ বাহাদুর।' *প্রচারক,* ১৯০৬।

সর্বজন-সভা *বি* সর্বসাধারণের সভা। 'সেখানে একটি সর্বজন-সভা ডেকে মেয়েদের উদ্দেশে বললেন, যুদ্ধে জয়সাধন করেছি, কিন্তু সে জয় নিরর্থক হবে যদি তোমরা আমাদের আনুকূল্য না কর।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

সর্বজনসমক্ষে [স] *ক্রিবিণ* সর্বজনের সামনে। 'আমি সর্বজনসমক্ষে সসংকোচে দুটি-চারিটি কথা বলি।' *প্রমথ,* ১৯১৪।

সর্বজনস্বীকৃত [স] *বিণ* সকলে স্বীকার করে এমন। 'একথা এক হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত।' *উমর,* ১৯৬৮।

সর্বজনহিতৈষি, সর্ব্বজনহিতৈষি [স সর্বজনহিতৈষী] *বিণ* জনদরদি। 'অশেষ গুণাকর সর্ব্বজনহিতৈষি দয়াসাগর।' *দর্পণ,* ১৮৩২।

সর্বজনা [স সর্বজন>] *সর্ব* সবাই। 'সিংহল নগরে চমকিত সফরে হইল সর্বজনা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সর্বজনীন [স] *বিণ* সকলের। 'তুমি যার পুত্র প্রভু সে সর্বজনীন।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

সর্বজনীনতা [স] *বি* সর্বজনীয় হওয়ার বৈশিষ্ট্য; সর্বজনের নিকট আবেদন আছে এমন গুণ। 'ইহাকে বলে সাহিত্যে সর্বজনীনতা।' *নজরুল,* ১৯২২।

সর্বজয়া, সর্ব্বজয়া [স] ১ *বি* ফুলগাছবিশেষ; কলাবতী। 'সাঁজ্যাতা পাঁজ্যাতা কাটিল সর্বজয়া।' *মুকুন্দ,* ১৬০০; 'কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্ব্বজয়া।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০। ২ *বি* হিন্দু দেবী দুর্গা। 'জগতজননী তুমি তুমি সর্বজয়া।' *মানিকরাম,* ১৭৮১।

সর্বজয়ী [স] *বিণ* সবচেয়ে সফল। 'রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা।' *রবীন্দ্র,* ১৯০০।

সর্বজাগতিক [স] *বিণ* মহাজাগতিক। 'দুঃখের অনুভূতি শুধু ব্যক্তিগত নয়, সর্বজাগতিক।' *আইয়ুব,* ১৯৭৩।

সর্বজাতি [স] *বি* সকল জাতি। 'স্বজাতির যিনি দেবতা, সর্বজাতির দেবতাই তিনি।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭।

সর্বজাতীয় [স] *বিণ* সকল জাতির। 'এমন একটি মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ও সর্বকালীন মানব গণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।' *হরপ্রসাদ,* ১৮৮১; 'এই সর্বজাতীয় সম্পদকে আয়ত্ত করতে গেলে বিশেষ জাতীয় আধারটিকে আয়ত্ত করতে হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৫।

সর্বজীব, সর্ব্বজীব [স] *বি* সকল প্রাণী। 'শুন বহ্নি মহাশয় থাক সর্বজীবের অন্তরে।' *মুকুন্দ,* ১৬০০; 'সর্ব্বজীবে সমভাব।' *দর্পণ,* ১৮৩৮।

সর্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ [স] *বিণ* সবকিছু জানে এমন। 'সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যার স্নেহ তাঁয়।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'সকল সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

সর্বজ্ঞতা [স] *বি* সব বিষয় অবহিত। 'সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল বলেন ...।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২।

সর্বজ্যেষ্ঠ [স] *বি* সবার চেয়ে বড়ো যে। 'শাস্ত্রে বিধান আছে সর্বজ্যেষ্ঠ যদি কোনো কারণে শ্রদ্ধাঞ্জলি না দিতে পারে তবে দেবে সর্বকনিষ্ঠ।' *মুজতবা,* ১৯৫৯।

সর্বতঃ, সর্বতো [স] *বিণ* যাবতীয়। 'কলিযুগে দেখছি, পিতা যদি সর্বতঃপ্রযত্নে পুত্রের শুভানুষ্ঠান করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়।' *মাইকেল,* ১৮৭৩; 'আহার-বিহার-আচারে সর্বতোভাবে শাস্ত্রের অনুগত।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

সর্বতত্ত্ব [স] *বি* সকল বিষয়। 'সর্বতত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

সর্বতন্ত্রপক্ষীয় [স] *বিণ* সাধারণতন্ত্র সমর্থক। 'গ্রোশ্যস, আর্মিনিয় সাম্প্রদায়িক ও সর্বতন্ত্রপক্ষীয় ছিলেন।' *বিদ্যা,* ১৮৪৯।

সর্বতন্ত্র প্রণালী [স] *বি* সর্বসাধারণের মতের অনুরূপ পদ্ধতি। 'প্রদেশের রাজশাসনকার্য সর্বতন্ত্র প্রণালীতে সম্পাদিত হইত।' *বিদ্যা,* ১৮৬৩।

সর্বতোব্যাপী [স] *বিণ* সর্বত্র ব্যাপ্ত। 'ক্ষমতা সর্বতোব্যাপী হয় না।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

সর্বতোভাবে, সর্ব্বতোভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* পুরোপুরি; সম্পূর্ণভাবে। 'সর্ব্বতোভাবে।' *বোগল,* ১৭৭০; 'অসহ্য যাতনার সর্বতোভাবে নিবারণ করিতাম।' *বিদ্যা,* ১৮৯২। ২ *ক্রিবিণ* সব প্রকারে। 'সর্ব্বতোভাবে শরীর সংরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।' *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৮১২।

সর্বতোমুখী, সর্ব্বতোমুখী [স] *বিণ* বহুমুখী। 'যুবকচরিত্র নির্মাণে সর্বতোমুখী প্রভুতা হইতে পারে না।' *হরপ্রসাদ,* ১৮৭৮; 'আমরা বাঙালী সর্বতোমুখী গঠনমূলক ব্রত গ্রহণ করি।' *ওয়াজেদ,* ১৯৪৩।

সর্বত্যাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সবকিছু ত্যাগ করছে এমন। 'আমি কত দুঃখে সর্বত্যাগিনী হইতেছি।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৩।

সর্বত্যাগী [স] *বিণ* সবকিছু ত্যাগ করেছে এমন। 'আমি ইচ্ছাক্রমে সর্বত্যাগী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সর্বত্র, সর্ব্বত্র [স] ১ *ক্রিবিণ* সব জায়গায়। 'সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'মাসির আশীর্ব্বাদে হয়ে সর্ব্বত্র কুশল।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বি* সব জায়গায়। 'সেই ধারা সর্ব্বত্রে চলন হবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৫; 'তাহারদের প্রতিপালন অনুগত তোষণ বৈরি বিমর্দ্দন করনেতে সর্ব্বত্রে তাহার সুখ্যাতি।' *রামরাম*, ১৮০১।

সর্বত্রগামী [স] ১ *বি* সব স্থানে গমনকারী। 'নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে, সর্বত্রগামীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিণ* সব জায়গায় গেছে এমন। 'আমার কবিতা, জানি আমি, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সর্বত্রব্যাপী *বিণ* সবখানে আছে এমন। 'এই নিয়ম সর্বত্রব্যাপী।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সর্বদর্শনসম্মত [স] *বিণ* সব দর্শন কর্ত্তৃক সমর্থিত। 'অনিত্য বস্তু সে তো সর্বদর্শনসম্মত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সর্বদর্শী, সর্ব্বদর্শী [স] *বিণ* সব কিছু দেখতে সক্ষম। 'পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী।' *গৌর*, ১৮২২; 'সর্বদর্শী বাবা আমার প্রতি পরম তুষ্ট।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সর্বদলীয়, সর্ব্বদলীয় [স] *বিণ* সব দলের সমন্বয়ে গঠিত। 'সর্বদলীয় কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টের পক্ষপাতী।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'একটি সর্ব্বদলীয় খাদ্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

সর্বদায়মুক্ত [স] *বিণ* সকল দায় থেকে মুক্ত। 'তারই মাঝে নিহত চেতনা, সর্বদায়মুক্ত।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

সর্বদুঃখনিবারণী [স] *বিণ স্ত্রী* সব দুঃখ দূর করে এমন। 'সর্বদুঃখনিবারণী সন্তাপ-নাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সর্বদেব [স] *বি* সমস্ত দেবতা। 'দেবতাবিশেষকে সর্বদেবের অধিপতি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সর্বদেশ [স] *ক্রিবিণ* সমগ্র দেশে। 'মোর নামে খোতবা পড়াইমু সর্বদেশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'তথাপিও জয়ী সর্ব্বদেশ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সর্বদেশজেতা, সর্ব্বদেশজেতা [স] *বিণ* অনেক দেশ জয় করেছে এমন। 'তাম্রশাসনে তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদেশজেতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সর্বদেশীয়, সর্ব্বদেশীয় [স] *বিণ* সকল দেশের। 'সর্ব্বদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরদের প্রতি আমার নিবেদন।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'এমন একটি মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ও সর্বকালীন মানব গণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সর্বদেহ [স] *বি* সমস্ত শরীর। 'সেই আবেশবিহ্বল অবস্থায় সে বলিতে থাকে আমার সর্বদেহে কৃষ্ণ।' উদ্ধৃতি, *হাই*, ১৯৫৪।

সর্বদেহব্যাপী [স] *বিণ* পুরো শরীরে ব্যাপ্ত। 'একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বদেহব্যাপী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সর্বদ্বন্দ্বাতীত [স] *বিণ* সকল দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে এমন। 'আমার আল্লাহ … নিত্য সর্বদ্বন্দ্বাতীত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সর্বদ্রষ্টা, সর্ব্বদ্রষ্টা [স] *বিণ* সবকিছু দেখেন এমন। 'ধর্ম্মাধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের স্তব করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সর্বধন, সর্ব্বধন [স] *বি* সকল ঐশ্বর্য। 'সর্ব্বধনে সম্পুর্ন্ন হৈল নন্দের নগরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্বধর্মবাদী, সর্ব্বধর্মবাদী [স] *বিণ* সকল ধর্মের সারবস্তুতে বিশ্বাসী। 'নাম মাত্র মতাক্রান্ত সর্ব্বধর্মবাদী।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সর্বধর্মসার [স] *বি* সকল ধর্মের মূল। 'অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৪।

সর্বধ্বংসী [স] *বিণ* সমস্ত বিনাশকারী। 'কুৎসিত সর্বধ্বংসী জন্তুর শ্বাসরোধ-করা-আলিঙ্গন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সর্বনাশ, সর্ব্বনাশ [স] ১ *বি* দারুণ ক্ষতি। 'তার স্পর্শ হইলে সর্ব্বনাশ হইবে মোর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করি সর্ব্বনাশ হইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* বিনাশ। 'বিলম্ব হইলে রাজা করে সর্বনাশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ভবিষ্যৎ ক্ষতি। 'অবশেষে জানিলেন যে সর্ব্বনাশের বীজ রোপণ করিতে চাহেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *বি* ভীষণ লোকসান। 'ইহাতে শুল্ক বণিকদের সর্ব্বনাশ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *বি* বিপদ। 'এ কি সর্বনাশ! ইস – ইস! বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠছেন!' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৬ *বি* দুঃসময়। 'এক জনের পৌষ মাস, এক জনের সর্ব্বনাশ।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

সর্বনাশক, সর্ব্বনাশক [স] *বিণ* সর্বনাশ সাধনকারী। 'শ্রেণী-সংগ্রামের সর্ব্বনাশক প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলার যে-চেষ্টা …।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

সর্বনাশকর, সর্ব্বনাশকর [স] ১ *বিণ* ধ্বংসাত্মক। 'এই সর্ব্বনাশকর নৈসর্গিক উপদ্রবের ফলে … অগণিত লোকক্ষয় ঘটিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* ক্ষতিকর। 'ইহুদি-নীতির সর্ব্বনাশকর পরিণামের উপশমের উপায় নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া …।' *বুলবুল*, ১৯৩৭।

সর্বনাশফুল [স সর্বনাশ+ফুল] *বি* অনিষ্টকর ফুল। 'গর্ভের প্রাণের বৃন্তে ফুটে উঠলো সর্বনাশফুল।' *সুনীল*, ১৯৬১।

সর্বনাশা [স] ১ *বিণ* সর্বনাশকারী। 'ছিল যত মনোআশা নিল কাল সর্বনাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪; 'চৈতন্য এতবড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* ধ্বংস। 'ব্যস্ত আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশার ফাঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সর্বনাশিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সর্বনাশী। 'চাঁপা আমার সর্বনাশিনী কুপ্রবৃত্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সর্বনাশিয়া *বিণ* সর্বনাশা। 'দেখি সে মূরতি সর্বনাশিয়া/ কবির পরান উঠিল ত্রাসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সর্বনাশী, সর্ব্বনাশী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সর্বনাশকারী। 'রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে ডাকবো সর্ব্বনাশী বলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'সর্বনাশী, তোর ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ *বিণ* সর্বনাশ করে এমন। 'পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সর্বনিম্ন, সর্ব্বনিম্ন [স] *বিণ* সবচেয়ে কম; ন্যূনতম। 'এই রাজ্যশাসকদের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণীর এক …। *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'সর্ব্বনিম্ন কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে বিরোধীদলের ঐক্যের কথা বলা হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সর্বনিয়ন্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা [স] *বি* সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে যে। 'খোদা বা সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁদের স্বজাতিপ্রেম এবং ঐশ্বর্য্যের অনুপাতে এই সব

গুণাবলীর দ্বারা ... ।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সর্বনেশে, সর্ব্বনেশে [স সর্বনাশ>] ১ *বিণ* সর্বনাশ করে এমন। 'একি সর্ব্বনেশে কথা।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'কে কোথা তলায় শেষে? সর্বনেশে সর্বিসের ফেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* ক্ষতিকর। 'ঐ সর্ব্বনেশে পাখী রাঁধিয়া দিতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সর্বপরাধীনতা [স] *বি* সকলপ্রকার দাসত্ব। 'আজিকে সর্বপরাধীনতার লয়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সর্বপশ্চাদ্বর্তী, সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী [স] *বিণ* সবচেয়ে পিছনে আছে এমন। 'সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী রথে আরোহণ করিলে, অধিক বিঘ্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সর্বপাপঘ্ন [স] *বিণ* সকল পাপমোচনকারী। 'সকালে যে সর্বপাপঘ্নকে ডাকাডাকি করেছিল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সর্বপায়ী [স] *বিণ* সবকিছু পান করে এমন। 'জানি না বুকের কত নিচে নেমে যায় এর সর্বপায়ী শেকড়।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

সর্বপ্রকার, সর্ব্বপ্রকার [স] ১ *বিণ* সব শ্রেণীর। 'উত্তম মধ্যম অধম সর্ব্বপ্রকার লোকেরই সম্ভ্রম।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বিণ* সবরকম। 'সর্ব্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সর্বপ্রকারে, সর্ব্বপ্রকারে [স] *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। 'মোকাম সর্ব্বপ্রকারে তৈয়ার হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সর্বপ্রতাপান্বিত [স] *বিণ* সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী। 'সর্বপ্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছা করলেই এই দত্তকবিধান স্বীকার করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সর্বপ্রথম [স] ১ *বিণ* সবচেয়ে সামনের; সর্বাগ্রবর্তী। 'আমি ঐ ছাত্রকে শ্রেণীর সর্বপ্রথম স্থানে বসিতে বলিলাম।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* সবচেয়ে পুরানো; সবচেয়ে আদি। 'বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সর্বপ্রথমে, সর্ব্বপ্রথমে [স] *ক্রিবিণ* সবার আগে। 'ইংরাজই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে ...।' *প্রচারক*, ১৯০৪; 'সর্বপ্রথমে গিরিধি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সর্বপ্রধান, সর্ব্বপ্রধান [স] ১ *বিণ* সবচেয়ে প্রধান। 'তন্মধ্যে ক্লাইব সাহেব সর্ব্বপ্রধান।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* সবচেয়ে প্রধান যে। 'তাঁহাদের সর্বপ্রধানের নাম য়ুবর্টো।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৩ *বিণ* মুখ্য। 'অমরতা অসমাপ্তিই তাহার সর্বপ্রধান যাথার্থ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বিণ* সর্বশ্রেষ্ঠ। 'যিনি সনাতন ইসলাম ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান রক্ষক।' *প্রচারক*, ১৯০০।

সর্বপ্রাচীন, সর্ব্বপ্রাচীন [স] *বিণ* সবচেয়ে পুরানো। 'পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রীক হিরোডোটাস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সর্ববন্ধক্ষয় [স] *বি* সকল বন্ধন ছেদ। 'শেষে করিলেন তান সর্ববন্ধক্ষয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্ব-বাঞ্ছাকল্পতরু [স] *বি* স্বর্গের গাছবিশেষ, যা সকল ইচ্ছা পূরণ করে। 'সর্ব-বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্ববাদিসম্মত, সর্ব্ববাদিসম্মত, সর্ববাদীসম্মত [স] *বিণ* সবার মত আছে এমন। 'ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্ববাদিসম্মত?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩; 'তাহা সর্ববাদিসম্মত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সর্ববাদীস্বীকৃত [স] *বিণ* সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত। 'একথা সর্ববাদীস্বীকৃত যে ...।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সর্ববিজয়ী, সর্ব্ববিজয়ী, সর্ব্ববিজয়ি [স সর্ববিজয়ী] ১ *বিণ* যাবতীয় বিষয়ে জয়লাভকারী। 'সর্ব্ববিজয়ি ইঙ্গরেজ লোক এই পরামর্শের পরীক্ষা করিয়া যথার্থ পাইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* সর্বত্র বিজয়ী। 'এই সাধনা ও সংকল্প চিরস্থায়ী হউক, সর্ব্ববিজয়ী হউক।' *আজাদ*, ১৯৩৭। ৩ *বিণ* সকল দিক জয়ী করে এমন। 'বিপদে তাহাদের সঙ্কল্প সর্ববিজয়ী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সর্ববিদিত [স] *বিণ* সকলের জানা আছে এমন। 'পাক-ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলন যে ধর্মের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত একথা সর্ববিদিত।' *উমর*, ১৯৬৬।

সর্ববিদ্যে, সর্ব্ববিদ্যে [স সর্ব্ববিদ্যা] *বি* সব রকমের বিদ্যা। 'সর্ব্ববিদ্যেতেই বিষারদ।' *রামরাম*, ১৮০১।

সর্ববিধ, সর্ব্ববিধ [স] ১ *বিণ* সব রকম। 'বেকন ও লাক, নিউটন ও লাপলাস ... প্রভৃতি সর্ব্ববিধ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্মভাষাতে ভাষিত করি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; ২ *বিণ* সকল; তাবৎ। 'ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ববিধ জ্ঞান জন্মে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সর্ববিলাসমুক্ত [স] *বিণ* সব ধরনের বিলাসিতা থেকে মুক্ত। 'সর্বলোভ, সর্ববিলাস- মুক্ত কামিল পুরুষ তিনি।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সর্ববিষয়, সর্ব্ববিষয় [স] ১ *বি* সবকিছু। 'অবধান করুন আমরা সর্ব্ববিষয়তেই সুখি হইয়াছি।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* সব ক্ষেত্র। 'ঘোষজ বাবু সর্ব্ববিষয়েই বিজ্ঞ এবং অপক্ষপাতী।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

সর্ববুদ্ধি [স] *বি* সকল রকমের বুদ্ধি। 'সর্ববুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা পাপ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্বব্যাপক [স] *বিণ* সর্বত্রব্যাপী। 'ভৌতিক বিশ্বে সত্য আপন সর্বব্যাপক ঐক্য প্রমাণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সর্বব্যাপি, সর্ব্বব্যাপি [স সর্বব্যাপী] *বিণ* সর্বত্র বিরাজকারী। 'ধর্মাধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের স্তব করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সর্বব্যাপী, সর্ব্বব্যাপী [স] ১ *বি* সর্বত্র বিরাজ করে যে। 'হে সর্বব্যাপি, সর্বজ্ঞ, কে জানে মহিমা তোমার?' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'সর্ব্বব্যাপী বিদ্যমান আছেন ঈশ্বর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *বিণ* সর্বত্র প্রসারিত। 'সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতা আমার বক্ষকে দুই হাতে বেষ্টন করে ধরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সর্বব্যাপ্ত [স] *বিণ* সর্বত্র বিস্তৃত। 'যে অখণ্ড ও সর্বব্যাপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করি ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সর্বভাগ [স] *বি* সব অংশ। 'তবু না হেরিব সর্বভাগ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সর্বভারতীয় [স] *বিণ* সমগ্র ভারতে প্রচলিত। 'যদি সর্ব্বভারতীয় ভাষা বলিয়া আদৌ কোনো ভাষা ভারতবর্ষে থাকে ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সর্বভুক, সর্ব্বভুক, সর্ব্বভুক্ [স] ১ *বিণ* সবকিছু বিলুপ্ত করে এমন। 'সকলি করেছে গ্রাস সর্ব্বভুক কাল।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। ২ *বি* অগ্নি। 'সর্বভুক, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৩ *বিণ* সবকিছু খায় এমন। 'অনেক পুরোহিত সর্ব্বভুক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৪ *বিণ* সবকিছু গ্রাস করে এমন। 'সব-তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সর্বভূত, সর্ব্বভূত [স] ১ *বিণ* সর্বত্র বিদ্যমান। 'চতুর্দ্দলে অপান

সর্ব্বভূতেতে ব্যান।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বি সকল প্রাণী। 'সর্বভূত-হৃদয় জানয়ে সর্ব তত্ত্ব।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'সীমন্ত চিকুর খড়গ ধার জোর/ সর্বভূত মনে ত্রাস।' আলাওল, ১৬৮০। ৩ বি সকল উপাদান। 'তিনি যে সর্বভূতে বিরাজমান এ অনুভূতি ব্যক্ত করতেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সর্বভূমিনতা [স] বি সর্বজনীনতা। 'বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমিনতা স্বীকার করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সর্বভোলা বিণ সব ভুলিয়ে দেয় এমন। 'চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে, চঞ্চলের সর্বভোলা দানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সর্বমএ [স সর্বময়] বিণ সর্বব্যাপ্ত। 'কিবা এথা কিবা তথা তুহ্মি সর্বমএ।' সুলতান, ১৭০০।

সর্বময় [স] বিণ সর্বব্যাপী। 'শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্বময় না হইবে?' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সর্বময়ী [স] বিণ স্ত্রী সর্বেসর্বা। 'বাপের আদরে সে সর্বময়ী ছিল।' শরৎ, ১৯১৩।

সর্বমানবচিত্ত [স] বি সমষ্টি-মানুষের মন। 'সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সর্বমানবীয় [স] বিণ সকল মানুষের। 'একদিকে আছে ব্যক্তিমানুষের প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে সর্বমানবীয় ঐক্যে আস্থা।' শিব, ১৯৫০।

সর্বমুক্তি [স] বি সমষ্টিগত মুক্তি। 'কেবলমাত্র individual salvation-এ চলবে না; সর্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হলে মুক্তি নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

সর্বমুখী [স] বিণ সব দিকে গমন করে এমন। 'সূর্যের আলো সর্বমুখী।' জগদীশ, ১৮৯৫।

সর্বরক্ষা [স] – বাঁচোয়া; ভাগ্যিস। 'সর্বরক্ষা – যে বিবাহ করেনি।' শরৎ, ১৯১৭।

সর্বরিক্ত [স] বিণ সম্পূর্ণ সম্বলহীন। 'সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায় দীর্ঘকাল, ব্রাহ্ম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সর্বলীলা, সর্ব্বলীলা [স] বি সব ধরনের জীবনযাপন। 'সর্ব্বলীলা।' মালাধর, ১৫০০।

সর্বলুক, সর্ব্বলুক [স সর্বলোক] বি সকল মানুষ। 'আইহনের পত্নি রাধা সর্ব্বলুকে কএ।' মালাধর, ১৫০০।

সর্বলোক, সর্ব্বলোক [স] ১ বি সকল মানুষ। 'সর্বলোক ত্রাহি ত্রাহি বলে হাত তুলি।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'রাজা স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক তুচ্ছীকৃত হইবেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি সমগ্র জগৎ। 'সর্বলোকের বিজয়িনী এক নারী।' নজরুল, ১৯৩১।

সর্বলোকগ্রাহ্য [স] বিণ সকল লোকের মান্য। 'তা সর্বলোকগ্রাহ্য এবং সর্বলোকপ্রিয়।' প্রমথ, ১৯১৬।

সর্বলোকপ্রিয় [স] বিণ সবার কাছে প্রিয়। 'তা সর্বলোকগ্রাহ্য এবং সর্বলোকপ্রিয়।' প্রমথ, ১৯১৬।

সর্বলোকবিদিত [স] বিণ সবার জানা। 'সর্বলোকবিদিত সহজ সত্য এই যে ...।' প্রমথ, ১৯১৩।

সর্বলোকমান্য [স] বিণ সবাই মানে এমন। 'একটা সর্বলোকমান্য সাহিত্যিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।' প্রমথ, ১৯১৪।

সর্বলোক-শিক্ষণীয়, সর্ব্বলোক-শিক্ষণীয় [স] বিণ সবলোকের শেখা উচিত এমন। 'সর্ব্বলোক-শিক্ষণীয় উৎকৃষ্ট শাস্ত্র।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সর্বলোকসামান্য [স] বিণ সবার কাছে সাধারণ। 'ও-বস্তু সর্বলোকসামান্য।' প্রমথ, ১৯১৬।

সর্বলোকস্বীকৃত [স] বিণ সর্বজন দ্বারা স্বীকৃত। 'এ কথা সর্বলোকস্বীকৃত।' প্রমথ, ১৯১৪।

সর্বলোভ [স] বি সবকিছুতেই লোভ। 'সর্বলোভ, সর্ববিলাসমুক্ত কামিল পুরুষ তিনি।' কায়সার, ১৯৬৫।

সর্বশক্তি, সর্ব্বশক্তি [স] ১ বি সর্বপ্রকার শক্তির অধিকারী যে। 'সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ সর্বশক্তিমান। 'সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে, দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা, মৃত্যু তুমি নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি সমস্ত শক্তি। 'তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে, সর্বশক্তি লয়ে মোর।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সর্বশক্তিময় [স] বিণ সর্বশক্তিমান। 'পথের দিশারি এক সে সর্বশক্তিময়।' নজরুল, ১৯৪১।

সর্বশক্তিমান, সর্ব্বশক্তিমান [স] বিণ সর্বপ্রকার শক্তির অধিকারী। 'বৈষ্ণব হইয়া মুসলমানদের দেবতাকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মানেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'লোকটা সর্বশক্তিমান নয়।' মানিক, ১৯৩৬।

সর্বশক্তিমানত্ব [স] বি সর্বময় ক্ষমতার মালিকানা। 'নিজের সর্বশক্তিমানত্বটাকে সদর্পে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন।' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

সর্বশক্তিশালী [স] বিণ সব দিক থেকে শক্তিশালী। 'বাংলা সাহিত্য সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বশক্তিশালী হয়ে উঠবে না।' প্রমথ, ১৯১৭।

সর্বশত্রু [স] বি সকল শত্রু। 'সত্যপথের সর্বশত্রু ছাই হয়ে যায় জ্বলে।' নজরুল, ১৯৪১।

সর্বশরীর [স] বি সমস্ত দেহ। 'তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে, ও নয়নদ্বয় হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সর্বশাস্ত্র, সর্ব্বশাস্ত্র [স] বি সকল বিদ্যা। 'সর্বশাস্ত্রে বিশারদ রূপে গুণে বিদগধ।' বাহরাম, ১৬৫০; 'সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ মহিমা সাগর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সর্বশাস্ত্রবিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ [স] বিণ সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত। 'তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

সর্বশাস্ত্রবিশারদ [স] বিণ সকল বিদ্যায় সমান পারদর্শী। 'সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত সুসার।' বাহরাম, ১৬৫০।

সর্বশাস্ত্রবেত্তা [স] বিণ সব শাস্ত্রে পণ্ডিত। 'সর্বশাস্ত্রবেত্তা এক পণ্ডিত থাকেন।' কেরি, ১৮১২।

সর্বশাস্ত্রসম্মত [স] বিণ সকল শাস্ত্র কর্তৃক অনুমোদিত। 'দানবপুরী যে পাতালে ... এ কথা তো হিন্দুর সর্বশাস্ত্রসম্মত।' প্রমথ, ১৯১৬।

সর্বশী [স সর্বাশী] বিণ সর্বভুক। 'সর্বশী ছাগল তোমার খাইল শৃগালে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সর্বশুদ্ধ, সর্ব্বশুদ্ধ [স] ১ বিণ সবাইকে নিয়ে। 'রাজাও বিক্রমাদিত্যের কথাতে পরিতুষ্ট হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ উজ্জয়িনীতে গিয় ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিণ সব মিলিয়ে। 'গ্রেট বিটেন ও আয়র্লণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ এগারটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

সর্বশুদ্ধা, সর্ব্বশুদ্ধা [স সর্বশুদ্ধ] বিণ সর্বমোট। 'আটার হাজার টাক

হয় সর্ব্বশুদ্ধা।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

সর্বশুভদাতা [স] *বি* সব রকমের শুভ করেন যিনি। 'সর্বশুভদাতা কল্যাণ করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সর্বশেষ [স] **১** *ক্রিবিণ* সবশেষে। 'মানকাট ধরিতে শিখিল সর্বশেষ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* সর্বোচ্চ। 'শ্রেণীর সর্বশেষ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'বছরের শেষে সর্বশেষ শ্রেণীও খোলা সম্ভব হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪। **৩** *বিণ* সব শেষে ঘটেছে এমন। 'গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের সর্বশেষ গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা, দূরের ঘন্টার রবে এনে দেয় মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **৪** *বি* সবার শেষ যা। 'তার সর্বশেষ, আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সর্বশোষক, সর্ব্বশোষক [স] *বিণ* সব কিছু শোষণ করে এমন। 'ইহারা একপ্রকার সর্ব্বশোষক।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

সর্বশ্রীময় [স] *বিণ* সর্বাঙ্গসুন্দর। 'সুরলোকের অসম্পূর্ণতা সর্বশ্রীময় করে দিতে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সর্বশ্রেণী [স] *বি* সকল স্তর। 'সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের উপর চরম নির্যাতন চালানো হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৭০।

সর্বশ্রেষ্ঠ [স] *বিণ* সর্বোত্তম। 'বিষ্ণুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইহাদের বৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সর্বসমক্ষে [স] *ক্রিবিণ* সবার সামনে। 'ঔষধ, মন্ত্রণা, গৃহচ্ছিদ্র, এসকল সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সর্বসমেত, সর্ব্বসমেত [স] *বিণ* সর্বমোট। 'সর্ব্বসমেত ৮ কোটি ৮০ লক্ষ মণ পাট ছিল।' *শিখা*, ১৯৩১।

সর্বসম্মত [স] **১** *বিণ* সর্বস্বীকৃত। 'জিত দেশের প্রতি বিদেশী বিজেতার যে-সকল সর্বসম্মত অধিকার আছে, তাহা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* সকলের সম্মতিযুক্ত। 'সদস্যগণের সনির্বন্ধ ও সর্বসম্মত অনুরোধে ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সর্ব্বসম্মতি [স] *বি* সবার অনুমতি। 'সাহেব সর্ব্বসম্মতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সর্বসম্মতিক্রমে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সকলের সম্মতি অনুসারে। 'বলিদান বন্ধ হইবার পরে এবং পূর্বেও যাহার যাহা-কিছু ক্ষতি হইয়াছে, সর্বসম্মতিক্রমে ওই বলি বন্ধ হওয়া তাহার একমাত্র কারণ নির্দিষ্ট হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'ষ্ট্যান্ডিং কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় দিয়াছিলেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সর্বসহা, সর্ব্বসহা [স] *বিণ স্ত্রী* সবকিছু সহ্য করে এমন। 'খেয়াতি ক্ষিতির নাম বটে সর্ব্বসহা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

সর্বসাকুল্যে, সর্ব্বসাকুল্যে [স] *ক্রিবিণ* মোটের উপরে। 'তারা সর্বসাকুল্যে প্রায় এক ডজন।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'সর্ব্বসাকুল্যে প্রায় শতকরা ৫০ জন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

সর্বসাক্ষী, সর্ব্বসাক্ষী [স] *বি* সব কিছুর সাক্ষী যে। 'তোমারে যে প্রেমচ্ছদ দিয়েছেন হেসে সর্ব্বসাক্ষী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

সর্বসাধারণ, সর্ব্বসাধারণ [স] **১** *বিণ* সব রকমের। 'এই রূপ হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণ উপকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮২০। **২** *বি* জনসাধারণ। 'সর্ব্বসাধারণের পানীয় যে গঙ্গাজল তাহা সামান্যতই অস্বচ্ছ ও পীড়াদায়ক দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'বিজ্ঞান তাহাই সর্বসাধারণের জন্য করিয়া দিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।। **৩** *বি* সাধারণ লোক। 'সর্বসাধারণের পক্ষে কদাচ সেরূপ করিতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'সর্ব্বসাধারণে এই কাগজগুলি অধিক পড়িয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **৪** *বি* অন্যসব লোক। 'সুরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবি ছিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সর্বসুখ, সর্ব্বসুখ [স] *বি* পূর্ণ আনন্দ। 'বৃন্দাবনে বৈস তাহাঁ সর্ব্বসুখ পাইয়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সর্বসুখ পলটিব মন হইব শান্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সর্বসুখময়, সর্ব্বসুখময় [স] *বিণ* সবসময়ে সুখ বিরাজ করে এমন। 'এই সর্ব্বসুখময় উপকূল দেখ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সর্বসুদ্ধ, সর্ব্বসুদ্ধ [স সর্বশুদ্ধ] *বিণ* মোট। 'সর্ব্বসুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইলে।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'প্লাটফর্মে সর্বসুদ্ধ জনচারেক যাত্রী অপেক্ষা করিতেছিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সর্ব সুদ্ধা, সর্ব্ব সুদ্ধা [স সর্বশুদ্ধ>] *বিণ* মোট। 'ব্রাহ্মণ সর্ব্ব সুদ্ধা বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সর্বসুদ্ধী, সর্ব্বসুদ্ধী [স সর্বশুদ্ধ>] *বিণ* মোট। 'সর্ব্বসুদ্ধী ২৮৭ জন বালকের পরীক্ষা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সর্বসুলক্ষণধারী [স] *বিণ* সবদিক থেকে শুভলক্ষণযুক্ত। 'তিনিও সর্বসুলক্ষণধারী।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সর্বসুলক্ষণা [স] *বিণ স্ত্রী* সকল প্রকার শুভ লক্ষণসম্পন্ন। 'রানি হবার উপযুক্ত সর্বসুলক্ষণা কন্যা পাওয়া কঠিন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সর্বসেস, সর্ব্বসেস [স সর্বশেষ] *ক্রিবিণ* সবশেষে। 'সর্ব্বসেস মুনিবরে কহিছে কর্ণগত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সর্বস্থান [স] *বি* সব জায়গা। 'সর্ব অন্তর্যামী প্রভু জানে সর্বস্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্বস্ব, সর্ব্বস্ব [স] **১** *বি* সবকিছু। 'খেলিমু কপট সারি সে জাইব সর্ব্বস্ব হারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* বাজেয়াপ্তকরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* সম্পত্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সর্বস্বতা [স] *বি* সমগ্রতা। 'আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে।' *জীবন*, ১৯৪২।

সর্বস্বধন, সর্ব্বস্বধন [স] *বি* বহু কষ্টে অর্জিত সম্পদ। 'তাঁহার সর্ব্বস্বধন বৌদ্ধপ্রতিমা ... সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সর্বস্বপণকারী [স] *বিণ* সর্বস্বের শপথ করে এমন। '... কখনও বা লিয়র-এর মতো অন্ধ একাগ্র সর্বস্বপণকারী উন্মত্ত বৃদ্ধ।' *শিব*, ১৯৬০।

সর্বস্বহারা [স] *বিণ* সমস্ত সম্বল হারিয়েছে এমন। 'চেতনা পাইয়া শেষে হইয়া সর্বস্ব-হারা, সারাটি বরষা তুই কাঁদিয়া হইলি সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'যদিও তুমি সর্বস্বহারা হও ... কুছ পরোয়া নেই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সর্বস্বান্ত [স] **১** *বিণ* সর্বহারা। 'মোকদ্দমাও ঘটে তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'অগ্নিদাহে সর্বস্বান্ত হওয়াতে, তিনি পুনর্বার, পূর্ব্বের ন্যায়, বিষম দুঃখে পড়িলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বি* সর্বনাশগ্রস্ত। 'তাঁহারা প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সর্বস্বাপহরণ, সর্ব্বস্বাপহরণ [স] *বি* সর্বস্ব লুণ্ঠন। 'কৌশলে লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সর্বস্বাপহৃতা, সর্ব্বস্বাপহৃতা [স] *বিণ* সবকিছু হারিয়েছে এমন। 'ঐ সর্ব্বস্বাপহৃতা ব্যক্তিদিগকে কয়েদ করিয়াছেন।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

সর্বস্বীকৃত [স] *বিণ* সকলেই মেনে নেয় এমন। 'গ্রামে গ্রামে একটি সর্বস্বীকৃত সহজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলের মধ্যেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'ইহা একরূপ সর্বস্বীকৃত মত।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সর্বস্বীকৃতভাবে [স] *ক্রিবিণ* সবাই স্বীকার করে এমনভাবে। 'পৃথিবীর সেরা দার্শনিকের মধ্যে সর্বস্বীকৃতভাবে তিনি একজন।' *শিব*, ১৯৫০।

সর্বহারা, সর্ব্বহারা [স] *বিণ* নিঃস্ব। 'এক পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্ব্বহারা হইলাম।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'সর্বহারা।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'যাদের তরে আমার জগন্মাতা সর্বহারা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সর্বহিতৈষিতা, সর্ব্বহিতৈষিতা [স] *বি* সকল বিষয়ে কল্যাণ করার ইচ্ছা। 'মহৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান, সর্ব্বহিতৈষিতা, সদাশয়তা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপগুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সর্বহৃদয় [স] *বি* সকল হৃদয়। 'কালো আলোয় সর্বহৃদয় ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সর্বহৃদয়সম্বাদী [স] *বি* সকলের মন স্পর্শ করে এমন। 'যদি তিনি সর্বহৃদয়সম্বাদী হতে পারেন, সেটা তার হিসেবের উপরিপাওনা।' *শিব*, ১৯৭৩।

সর্বাংশদর্শী, সর্ব্বাংশদর্শী [স] *বি* সকল দিক জানা আছে যার। 'যে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সর্বাংশে, সর্ব্বাংশে [স] ১ *ক্রিবিণ* প্রত্যেক অংশে; সবক্ষেত্রে। 'সর্বাংশে ভরসা মোর চরণে তোম্মার।' *বাহরাম*, ১৬৬০; 'সর্ব্বাংশে যে প্রকারে অত্যুৎকৃষ্ট বৈভব বর্ণনা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *ক্রিবিণ* পুরোপুরিভাবে। 'তাহারা অবিশ্রাম মানবহৃদয়ের সংস্রবে সর্বাংশে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'সভার হস্তে কার্য্যভার থাকিলে সর্ব্বাংশেই মঙ্গলের সম্ভাবনা।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সর্বাংসে, সর্ব্বাংসে [স সর্বাংশ] *ক্রিবিণ* সমস্ত দিক বিবেচনায়। 'বিসিষ্ট এবং সষ্টবান্বিত মেয়্যাটির সর্ব্বাংসে সুন্দরি।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

সর্বাগ্রগণনীয় [স] *বি* সবার আগে গণ্য করতে হয় এমন যারা। 'সর্বাগ্রগণনীয়ের মধ্যে স্থান পাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সর্বাগ্রগণ্য [স] *বিণ* সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এমন। 'এখন ইংরাজ প্রতাপের প্রেস্টিজ সর্বাগ্রগণ্য করিয়াছে –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সর্বাগ্রজ [স] *বি* সবার আগে জন্মেছে যে। 'ভীরু অঙ্গুলি দিয়ে গ্রামভারি সর্বাগ্রজের কপালে তিলক দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সর্বাগ্রণী [স] *বিণ* সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'ইঁহাদের দলের সর্বাগ্রণী।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সর্বাগ্রবর্তী, সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী [স] *বিণ* সবচেয়ে সামনে আছে এমন। 'সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী ... রথে আরোহণ করিলে, অধিক বিঘ্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সর্বাগ্রে, সর্ব্বাগ্রে [স] ১ *ক্রিবিণ* সকলের সামনে। 'যাহারা বিবাহাদিসময়ে রাস্তায় সর্ব্বাগ্রে তক্তারামায় আরোহণ করিয়া নৃত্য করে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *ক্রিবিণ* সবার আগে। 'সর্ব্বাগ্রে ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'বেদই সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সর্বাঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গ [স] *বি* সমস্ত শরীর। 'সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোঐ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সর্বাঙ্গে সুন্দর রূপ প্রফুল্ল বদনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্বাঙ্গনিন্দনীয় [স] *বিণ* সব দিক দিয়ে নিন্দাযোগ্য। 'লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সর্বাঙ্গব্যাপ্ত [স] *ক্রিবিণ* সমস্ত শরীর জুড়ে। 'না থাকে সর্বাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সর্বাঙ্গমনে [স] *ক্রিবিণ* মনেপ্রাণে। 'শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসের দ্বারা সর্বাঙ্গমনে অভিনন্দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ [স] ১ *বিণ* সবদিক থেকে পরিপূর্ণ। 'কীট্‌সের লেখা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* নিখুঁত; কোথাও খুঁত নেই এমন। 'সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরমার্থিক কবিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* আগাগোড়া সম্পূর্ণ; পরিপূর্ণ। 'একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর [স] *বিণ* সমস্ত অংশেই নিখুঁত এমন। 'অভিন্ন কার্তিক যেন সর্বাঙ্গসুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আমি তোমার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পক্ষী কখনও দেখি নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'তাহার দ্বারা সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ হইতে পারে।' *শরৎ*, ১৯১৩।

সর্বাঙ্গসুন্দরী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী [স] ১ *বি* পরিপূর্ণ সুন্দরী নারী। 'নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বনপথে মথুরা নগরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ স্ত্রী* পরিপূর্ণ সুন্দর এমন। 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সর্বাঙ্গীণ, সর্ব্বাঙ্গীণ, সর্বাঙ্গীন [স] ১ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'তুমি মহাকুল-প্রসূত, তোমার দর্শনেই সর্বাঙ্গীন মঙ্গল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'প্রকৃতিপুঞ্জের সর্বাঙ্গীণ সুখান্বেষণ করি।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* সামগ্রিক। 'তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সর্বাঙ্গীণভাবে [স] *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণরূপে। 'এমনি সর্বাঙ্গীণভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সর্বাত্মক [স] *বিণ* পুরোপুরি। 'সর্বাত্মক বিষ্ণু অতিবিস্তৃত আকাশস্বরূপ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সর্বাত্রিক [স] *বিণ* সর্বজনীন। 'আমরা বুঝি দেশবাসী মানুষ সাধারণের সর্বব্যাপী, সর্বাত্রিক ও সার্বজনীন মুক্তি।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

সর্বাদৌ [স] *ক্রিবিণ* সবকিছুর আগে; সর্বাগ্রে। 'সেই গূঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্বাদৌ উচিত হচ্চে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সর্বাদ্যে [স] *ক্রিবিণ* সবার আগে। 'সেইমতে সর্বাদ্যে আইলা আই স্থানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্বাধিক, সর্ব্বাধিক [স] *বিণ* সীমাহীন; সবচেয়ে বেশি। 'এ জীবনে মম সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোত্তম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'তাহাদের সর্ব্বাধিক কর্ত্তব্য দৃষ্টিহীনদের কল্যাণসাধনে তৎপর হওয়া।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

সর্বাধিক্য, সর্ব্বাধিক্য [স] *বিণ* সর্ব্বোচ্চ স্থানীয়। 'কার্য্যের সর্ব্বাধিক্য ইহারদিগকেই করিয়া মহালের বন্দোবস্ত প্রযুক্ত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

সর্বাধিনায়কতা [স] *বি* চূড়ান্ত নেতৃত্ব। 'প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সর্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বাধ্যক্ষ [স] ১ *বিণ* বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন। 'শ্রীহরিকে

মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ মুক্ষ্য পাত্র ... করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* প্রধান প্রতিনিধি। 'ইংলণ্ডীয় অধ্যক্ষেরা কি বুঝিয়া তাঁহ্যকে ভারতবর্ষের সর্ব্বাধ্যক্ষ করিয়াছেন।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। ৩ *বি* সর্বাধিনায়ক। 'সমগ্র সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ বা কম্যান্ডার-ইন-চিফ-এর পদ গ্রহণ করলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সর্বানুভূতি [স] *বি* সব ধরনের অনুভূতি। 'ইন্দ্রিয়ের সর্বানুভূতির ক্ষয় করে ফেলে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সর্বান্তঃকরণ, সর্ব্বান্তঃকরণ [স] *বি* সমস্ত মন। 'আমাদের সর্বাঙ্গ সর্বান্তঃকরণ ... আহ্লাদে আগাগোড়া টল-টল থল-থল করে দুলে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সর্বান্তঃকরণে, সর্ব্বান্তঃকরণে [স] ১ *ক্রিবিণ* আন্তরিকভাবে। 'সত্যকথন সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বথা আবশ্যক হইয়াছে।' *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *ক্রিবিণ* সমস্ত অন্তর দিয়ে। 'সর্বান্তকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *ক্রিবিণ* মনেপ্রাণে। 'নীতিগুলির আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

সর্বান্তকারী, সর্ব্বান্তকারী [স] *বিণ* পুরোপুরি শেষ করতে পারে এমন। 'এইরূপ সর্ব্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সর্বাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা [স] ১ *বিণ* সবচেয়ে। 'সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে এই ক্রিয়া আবশ্যক।' *ফরস্টার*, ১৭৯৫; 'এই অনুগ্রহ সর্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* সবচেয়ে ভালো। 'হিন্দুরদের উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণায়ক সর্ব্বাপেক্ষা যে দুই গ্রন্থ প্রামাণিক।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সর্বাবয়ব [স] *বি* সম্পূর্ণ দেহ। 'সর্বাবয়ব সুললিত গঠন ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সর্বাভীষ্ট, সর্ব্বাভীষ্ট [স] *বি* সকল ইচ্ছা। 'জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ত্তি হেতু যাহার স্মরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্বারম্ভে, সর্ব্বারম্ভে [স] ১ *ক্রিবিণ* সবার আগে। 'সর্বারম্ভে তথা গিআ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *ক্রিবিণ* সর্বপ্রথমে। 'সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

সর্বারাধ্য, সর্ব্বারাধ্য [স] *বিণ* সকলের আরাধ্য। 'এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করে মানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এতদ্দেশীয় লোকেরা কেবল আলস্যের অনুগামী হইয়া সর্ব্বারাধ্য শিল্পবিদ্যার অনাদর করিতেছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

সর্বার্থ, সর্ব্বার্থ [স] *বি* সব প্রয়োজন। 'সংস্কৃত ... সুশোভন সর্ব্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সর্বার্থসাধক [স] *বিণ* সব রকমের উন্নতিসাধন করে এমন। 'বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তারা সর্বার্থসাধক অথবা বিপ্লবী ছিলেন না।' *শিব*, ১৯৫৬।

সর্বার্থে [স] *ক্রিবিণ* সকলের সঙ্গে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সর্বাশ্রয় [স] *বি* সবকিছুর আশ্রয়স্বরূপ। 'তুমি সর্বাশ্রয়, এ কি শুধু শূন্যকথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সর্বাস্বপহরণ, সর্ব্বাস্বপহরণ [স] *বি* সবকিছু অপহরণ। 'তাহাদের সর্ব্বাস্বপহরণ করিতে লাগিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

সর্বেন্দ্রিয়, সর্ব্বেন্দ্রিয় [স] *বি* সকল ইন্দ্রিয়। 'সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্বেসর্বা, সর্ব্বেসর্ব্বা [স] ১ *বিণ* সর্বক্ষমতাসম্পন্ন। 'সমস্তের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা রাজা বসন্তরায়।' *রামরাম*, ১৮০১; 'তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামত চালাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* সর্বপ্রধান ব্যক্তি। 'চড়ে বসে নিহত বা নির্বাসিত স্বৈরীদের পাটে প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বেসর্বা যত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

সর্বৈব, সর্ব্বৈব [স] *বিণ* পুরোপুরি। 'তুমি তাকে বোলো সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সর্বৈশ্বর্যময়ী [স] *বিণ* সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী। 'আমাদের মাতৃভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্য সর্বৈশ্বর্যময়ী।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সর্বৈশ্বর্যলব্ধ [স] *বিণ* সকল ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত। 'ভালোবাসার মধ্য দিয়ে যে সন্তান জন্ম লাভ করে, সে হয় সর্বৈশ্বর্যলব্ধ।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সর্বোজান [স সর্বজ্ঞ] *বিণ* সবজান্তা। 'তিনি সর্বোজান সকোলে জানন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সর্বোজিৎ [স সর্বজিৎ] *বিণ* সর্বজয়ী। 'তিনি আপনে সর্বোজিৎ ধর্মো রাজ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সর্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বোৎকৃষ্ট [স] *বিণ* সবচেয়ে ভালো। 'নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ মাত্রকে পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপ বিবেচনা করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'কলেজ হইতে উত্তীর্ণ উপাধিধারীদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে বাছিয়া লইয়া ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়াছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সর্বোৎকৃষ্টতা, সর্ব্বোৎকৃষ্টতা [স] *বি* সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়ার গুণ। 'এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সর্বোত্তম, সর্ব্বোত্তম [স] *বিণ* সর্বশ্রেষ্ঠ। 'হেন কৃপাময় চৈতন্য না মানে যেই জন/ সর্ব্বোত্তম হইলে তারে অসুরে গণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সর্বোত্তম সেই এই বেদের প্রকাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্বোদয় [স] *বি* সার্বিক উত্থান। 'রেনেসাঁস কি সর্বোদয়ের সমর্থক?' *শিব*, ১৯৫৬।

সর্বোদয়ী [স] *বিণ* সম্পূর্ণ উত্থান ঘটায় এমন। 'আমার মানবতন্ত্রী দর্শনের এবং সর্বোদয়ী দর্শনের অভিমুখ্য একই দিকে।' *শিব*, ১৯৫৬।

সর্বোন্নত [স] *বিণ* সবচেয়ে উন্নত। 'ব্রহ্মাণ্ড পর্যবেক্ষণার্থ ধবলগিরির সর্বোন্নত শিখর দেশে আরোহণ করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সর্বোপকারক, সর্ব্বোপকারক [স] *বিণ* সবার উপকার করে এমন। 'সর্ব্বোপকারক সমাচার ছাপাই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সর্বোপরি, সর্ব্বোপরি [স] ১ *ক্রিবিণ* সবার উপরে। 'শ্রীগদাধর দাশ শাখা সর্ব্বোপরি কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সবচেয়ে। 'সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে সর্ব্বোপরি সুখোদিতা যে এক কবিতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *ক্রিবিণ* সবকিছুর উপরে। 'সর্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সর্বোর্ধ্ব, সর্ব্বোর্দ্ধ [স] *বিণ* সবচেয়ে উপরের। 'মনুষ্যের চিহ্ন কেবল সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সর্বথা, সর্ব্বথা [স] ১ *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবে সর্বথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রিবিণ* সবকিছু। 'সর্বথা দিলাম মুষা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সর্বথাএ [স সর্বথা>] **১** *ক্রিবিণ* সর্বত্র। 'প্রাণী হিংসে সর্বথাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রিবিণ* নিশ্চয়। 'গৌরব না করি কাটিব সর্বথাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

সর্বথায় [স সর্বথা] *ক্রিবিণ* সব জায়গায়। 'সর্বথায় বিধাতা সৃজিলা অনুপাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সর্বদা, সর্ব্বদা [স] **১** *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্রব্যবহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'চলন্ত নূপুর পায়ে রুনু ঝুনু করয়ে সর্বদা।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* সমস্ত সময়। 'তারাকে সর্বদার সঙ্গী হিসাবে পাইব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সর্বধরা *বি* ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'গড়ে ডিঙ্গা সর্বধরা হিরামুনী চন্দ্রতারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সর্বনাম, সর্ব্বনাম [স] *বি* (ব্যাকরণ) বিশেষ্যের বদলে ব্যবহৃত শব্দ। 'নানা সর্ব্বনাম ও ইঙ্গরেজী ধাতু।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সর্বমঙ্গলা [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'ফল মূল উপহার নৈবিদ্যে পৌজলা করিআ পূজেন ঘটে সর্বমঙ্গলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সর্বর করা *ক্রি* রাজ্য শাসন করা। 'সর্বর করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সর্বিস [ই] *বি* বিভাগীয় চাকরি। 'গবর্নমেন্ট বা অন্য সর্বিসে না গিয়া।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সর্ভে [ই] *বি* জরিপ। 'আমাকে জিয়লজিকাল সর্ভের কাজে লাগিয়ে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সর্ম্মন [স শর্ম্মণ] *বি* ব্রাহ্মণ। *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

সর্য্যা [স শয্যা] *বি* বিছানা। 'স্বামির সর্য্যাতে গিয়া গোপিনি সুতিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্ষপ [স] *বি* সরিষা। 'প্রধান শস্য ছোলা, তিল, সর্ষপ।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

সর্ষপতৈল [স] *বি* সরিষার তেল। 'মুসলমান গ্রেজুগণ নাসিকায় সর্ষপতৈল দিয়া দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত আছেন।' *প্রচারক*, ১৮৯৯। 'বিশুদ্ধ সর্ষপতৈল-সহযোগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সর্ষব [স সর্ষপ] *বি* সরিষা। 'সর্ষব পুটলি ভরা বান্ধ্যা নিল কোল সরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সর্ষা [স সর্ষপ] *বি* সরিষা। 'গুড় তিল মুগ মাষ গম সর্ষা কাপাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সর্ষে [স সর্ষপ] *বি* সরিষা – তেলবীজবিশেষ। 'সর্ষের মধ্যি ত্যাল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'সরিষা – সর্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। 'পুকুরের ধারে ধারে সর্ষে খেতে পূর্ণ হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সর্ষে-ইলিশ *বি* সরিষা সহযোগে রান্না করা ইলিশ। 'বাঙালীর সর্ষে-ইলিশ, মালাই-চিংড়ি, ডাব-চিংড়ি, বাঙালী বিধবার নিরামিষ ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সর্ষে ক্ষেত *বি* সর্ষের খেত। 'সর্ষে ক্ষেত ডুবিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সর্ষেখেত *বি* সরিষার ক্ষেত। 'তখন ছিল সর্ষে-খেতে ফুলের আগুন লাগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'পুকুরের ধারে সর্ষেখেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সর্ষে-পড়া *বি* মন্ত্রপূত সরিষা। 'ও ভূত সর্ষে-পড়া অনেক ধুনো/ দেখে শুনে হল ঝুনো।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সর্ষে হেরা *ক্রি* সর্ষে দেখা। 'ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সলখ *বি* বহু কামানের যুগপৎ গোলাবর্ষণ। 'কামানের হুড়হুদি ... সলখে বাণের গড় হয়।' *ভারত*, ১৭৬০।

সলগ্রাম [ফা শলগম] *বি* কপি জাতীয় সবজি। 'কোপি সলগ্রাম সলুপা পালঙ্গ ...।' *কেরি*, ১৮০২।

সলজ্জ [স] *বিণ* লজ্জাযুক্ত। 'সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'জড়োসড়ো নির্বোধ কাঁচুমাচু ভাব কিছু নেই অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সলজ্জভাবে [স] *ক্রিবিণ* লাজুকভাবে। 'হাসিতে হাসিতে সলজ্জভাবে দুই সখী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'কুণ্ঠিতা তরুণী সলজ্জভাবে মাথা নাড়িল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সলজ্জশঙ্কা [স] *বি* সংকোচ ও সংশয়। 'সেই কবিতার মুকুলগুলি সলজ্জশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সলজ্জা [স সলজ্জ] **১** *বিণ স্ত্রী* লজ্জিত। 'বিবি এই কথা শুনিয়া সলজ্জা হইয়া পেটের ব্যথার ওজর করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* লাজুকতা। 'উষা-পদ্মিনীর ন্যায় সলজ্জায় ঈষৎ ফুল্লমুখী।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সলজ্জিত [স] *বিণ* লাজুক; লজ্জাযুক্ত। 'স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে স্তব্ধ অর্ধরাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সলজ্জে *ক্রিবিণ* লজ্জাসহকারে। 'সলজ্জে স্বীকার করিতেছি, এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'রেণু সলজ্জে বলল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

সলতে [আ সলীতাহ্] *বি* প্রদীপ জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত পাকানো সুতা বা কাপড়। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'যে কাপড়ে সলতে পাকাতুম সে কাপড় যাদবের নাই।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'দাসীরা সন্ধেবেলায় বসে উরুতের উপর সলতে পাকাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সলতে-তার [আ সলীতাহ্+ফা তার] *বি* বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতরে প্যাঁচানো তার। 'বিজলি বাতির সলতে-তারের ভিতর দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সলতেখাগী *বি* এক জাতের আম। 'পুঁটুদের সলতেখাগী-তলায়?' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সলন [হি] *বি* তরকারি; ব্যঞ্জন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সলবন [স স-লবণ] *বিণ* লবণ-মিশ্রিত। 'সলবন মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সলভ [হি] *বি* সমাধান। 'প্রবলেমের পর প্রবলেম সলভ হইতে লাগিল।' *শরৎ*, ১৯১৩।

সলমাচুমকি [আ সলমা+চুমকি] *বি* সোনা বা রুপার চকচকে পাকানো বুটি-দানা। 'তার গায়ে ঝুলছিল সলমাচুমকির কাজ করা ওড়না।' *প্রমথ*, ১৯১৮; 'সলমা-চুমকি-দেওয়া কিংখাবের পোশাক পরা।' *অবন*, ১৯৪১।

সলা[১] [স শলাকা] *বি* শলাকা। 'সকল গায়ে হানিল পীছার সলা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সলি [স শলাকা] *বি* শলাকা। 'সর সলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সলা[২] [আ শলাহ্] *বি* সন্ধি। 'বাদশাহের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি অর্থাৎ সলা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সলা পরামর্শ [আ শলাহ্+স পরামর্শ] **১** *বি* মন্ত্রণা। 'উকীল মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* আলাপ-

আলোচনা। 'কারো সাথে সলাপরামর্শ করেছেন বলে শুনিনি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

সলা-মন্ত্রণা [আ শলাহ্+স মন্ত্রণা] *বি* পরামর্শ। 'লোকজনকে বাচ্চার বিরুদ্ধে লড়বার সলা-মন্ত্রণা দিচ্ছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সল্লা [আ শলাহ্] *বি* পরামর্শ। 'এ ব্যাপারে আমি কি সল্লা দিবার পারি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সলাওাত [আ সালামত] *বি* সলামত; সেলামি। '২১ একুষ টাকা সলাওাত সেলামী সব্ব দস্তবদস্ত লইয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

সলাকা [স শলাকা] *বি* কাঠি। 'লোহার সলাকা দিয়া লেখিল সত্বরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সলাঙ্গুল [স] *বিণ* লেজবিশিষ্ট। 'এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুলশূন্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সলাজ [স সলজ্জ] *বি* লজ্জিত ভাব। 'সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সলিকা [আ সলীকাহ্] *বি* প্রতিভা। 'গৃহিণীকে স্বীয় সলিকা দেখাইতে হইবে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সলিতা [আ সলীতাহ্] *বি* পলিতা। 'সুপ্ত দীপের সলিতাতে গুপ্ত শিখা লাগল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সলিতালতা [আ সলীতাহ্+স লতা] *বিণ* সলতে রূপ লতা। 'সলিতালতা রূপসী পোড়ে নিবিড় তরী ভরে ...।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সলিল [স] *বি* জল; পানি। 'নানাবিধ জলচর বিমল সলিলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সলিলকণা [স] *বি* জলবিন্দু। 'তাতল উপল কোলে সলিলকণা।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

সলিল ছাওয়া *বিণ* জলপূর্ণ। 'আমি চেয়ে দেখি মোরও আঁখি সলিল-ছাওয়া।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সলিলধারা [স] *বি* জলধারা। 'আঁখির সলিলধারা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সলিলপ্রবাহ [স] *বি* জলস্রোত। 'একদিন এক নদীতীরে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন আর নয়নাসারে সলিলপ্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সলী [স শল্য] *বি* তির বিদ্ধ হওয়ার ব্যথা (এখানে রূঢ় বাক্যজনিত ব্যথা)। 'ধামালী বোলের পালাউক সলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সলুক [আ সুলুক] *বি* সদ্ভাব। 'জিন-পরীর সঙ্গে সলুক না থাকিলে মানুষ এত শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী হইতে পারে না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সলুফা *বি* শাক বিশেষ। 'আনিয়া তুয়া সলুফা ঠেনঠেনি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সলুশন [ই] *বি* দ্রবণ। 'মেহদি-প্রলেপের সলুশন লাগিয়ে বিবিজানের কদম মোবারক মেরামত করা হল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সলো দ্র সওয়া

সলোম [স] *বিণ* লোমযুক্ত। 'পাখির পালক ও সলোম পশুচর্মের প্রতি অসভ্যদের একটু বিশেষ টান দেখা যায়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সল্প [স স্বল্প] *বিণ* ছোটো; অল্প। 'সেথায় এক সল্প স্থান।' *রামরাম*, ১৮০১।

সল্লভ [স] *বিণ* সাধু ব্যক্তির লভ্য। 'জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ।' *ভারত*, ১৭৬০।

সল্লোক [স] *বি* সাধুব্যক্তি। 'তাহাকে সল্লোক জ্ঞান করিয়া যদি বল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সশঙ্ক [স] *বিণ* শঙ্কিত। 'অপরাধ বিনে পশু সদাই সশঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সশঙ্কচিত্তে [স] *ক্রিবিণ* ভীত হ'য়ে। 'আমি অবাক হইয়া নিস্পন্দশরীরে, সশঙ্কচিত্তে, এই বিচিত্রচরিতা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সশঙ্কিত [স] *বিণ* শঙ্কাযুক্ত; ভীত। 'মনে সশঙ্কিত রাখে লাউসেনের আগে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সশব্দ [স] *বিণ* শব্দযুক্ত। 'ওষ্ঠাধর কামড়িয়া সশব্দ বিকট দংষ্ট্র ভয়ানক বদন ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সশব্দবিগলিত [স] *বিণ* শব্দ ক'রে গলে এমন। 'সশব্দবিগলিত-নবনী-সুগন্ধি রুটিখণ্ডের উপরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সশব্দে [স] *ক্রিবিণ* আওয়াজ ক'রে। 'তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সশরীর [স] *সর্ব* স্বয়ং; নিজে। 'সশরীরে পশিবে, সুমতি, তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সশরীরে *ক্রিবিণ* জীবিত অবস্থায়। 'যিশুখ্রীষ্টের জন্য মরণ ও সশরীরে স্বর্গারোহণ বৃত্তান্তে বিশ্বাস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪; 'সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সশস্ত্র [স] *বিণ* শস্ত্রসহ দিয়ে সজ্জিত। 'সশস্ত্র সার্জেন্ট-দল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সশস্ত্রে *ক্রিবিণ* অস্ত্রশস্ত্র সহকারে। 'সাহেব একজন মাত্র সিপাহী সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে বজরায় উঠিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সশিষ্য [স] *ক্রিবিণ* শিষ্যসহ। 'এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া .... উদর পুরিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

সশুর [স শ্বশুর] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর বাবা। 'সামী মোর দুরুবার সাশুড়ী সশুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সশৈল [স] *বিণ* পর্বতসহ। 'সশৈল কানন সিন্ধু ধরণী মণ্ডল/ যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিল সকল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সশ্রদ্ধ [স] *বিণ* শ্রদ্ধাশীল। 'Inhuman Nature-রে সশ্রদ্ধ হবার পক্ষে আমার কোথায় বাধে, তা উপরে ইঙ্গিতে জানিয়েছি।' *প্রমথ*, ১৯২১।

সশ্রম [স] *বিণ* শ্রমসহ। 'যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রকর্মা, স্বার্থপর, জগৎসংসার তার সশ্রম কারাবাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সশ্রম কারাদণ্ড [স] *বি* শ্রমযুক্ত কারাবাসের শাস্তি। 'শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিও না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সশ্রেণীয় [স] *বিণ* সমজাতীয়। 'আর্যদের সশ্রেণীয় বা সমকক্ষ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সষুধর [স শশধর] *বি* চাঁদ। 'রাধামুখমনি জেন ঘুতে সষুধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সষুর [স শ্বশুর] *বি* শ্বশুর শব্দের বানানভেদ। *মেয়র্স*, ১৭৭০; 'সষুর মহাসয় শ্রীচরনকমলেষু।' *ওসা*, ১৭৭৯।

সষুরবাটী [স শ্বশুরবাটী] *বি* শ্বশুরবাড়ি। *ওসা*, ১৭৮২।

সষুরি [স শ্বশ্রূ] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর মা। 'সষুরির ননি দধি রাজার যুগান।' *মালাধর*, ১৫০০।

সসুর [স শ্বশুর] *বি* স্বামী বা স্ত্রীর পিতা। 'সসুর সাসুড়ি স্মামি সভে নিসেদিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সষ্ট [স ষষ্ঠ] *বিণ* ছয় সংখ্যার পূরক। 'দত্তাত্রেয় মোহাজোগি সষ্ট রূপ ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সষ্টমেত [স ষষ্ঠত] *ক্রিবিণ* ষষ্ঠত। 'সষ্টমেত আর গুরু চন্দ্র মহাসয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

সষ্টবান্বিত [স সৌষ্ঠবান্বিত] *বিণ* সুলক্ষণযুক্ত। 'বিসিষ্ট এবং সষ্টবান্বিত মেয়্যাটির সর্ব্বাংসে ষুন্দরি।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সষ্টি [স ষষ্টি] *বিণ* ষষ্টি; ষাট। 'সষ্টি লক্ষ সহস্র জ্বানন্ত মহা সোলক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সষ্ঠি [স সৃষ্টি] *বি* সৃষ্টি। 'তিনি এক হইলে কি তিনি সষ্ঠি ছারা?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সস [ই] *বি* কোনো খাবারের স্বাদ-গন্ধ ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য এর সঙ্গে পরিবেশিত ঝোলজাতীয় চাটনিবিশেষ। 'বিস্তর টমাটো রস আর উস্টার সস।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সসংকোচ [স] *বিণ* কুণ্ঠিত। 'তাঁরা অত্যন্ত সসংকোচ ভাবে থাকতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সসংকোচে, সসঙ্কোচে *ক্রিবিণ* কুণ্ঠিতভাবে। 'তখন রাজশ্যালক সসংকোচে কহিলেন, নহবত বসিবে নাকি?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'অনভ্যস্ত সাজ লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত সসংকোচে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'দেখিল তিলোত্তমা সসঙ্কোচে উঠিয়া যাইতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সসংজ্ঞ [স] *বিণ* সচেতন। 'রাজকন্যা পুনরায় সসংজ্ঞ হইয়া দেখিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সসক [স শশক] *বি* খরগোশ। 'সসক সৈলক গোধা নকুল শৃগাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সসক্ষাত *বিণ* সহস্রাক্ষ। 'অসংক্ষাত পানি পাদ সসক্ষাত সির।' *মালাধর*, ১৫০০।

সসঙ্কল্প [স] *বিণ* সংকল্প আছে এমন। 'ধৌত ধুতি পরি সসঙ্কল্প গুণধাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সসজ্জ [স] **১** *বিণ* সজ্জিত। 'সসজ্জ হইল যত রাজসেনাগণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বিণ* সজ্জাযুক্ত। 'পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে, তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সসত্ত্বা [স] *বিণ* অন্তঃসত্ত্বা। 'স্ত্রীলোকেরা যৎকালে সসত্ত্বা থাকে, তাহারদের তাৎকালিক মানসিক ভাবানুসারে সন্তানের শুভাশুভ প্রকৃতির উৎপত্তি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সসত্ত্বাবস্থা [স] *বি* গর্ভাবস্থা। 'পুত্তিকা-মহিষী সসত্ত্বাবস্থায় যাদৃশ অবস্থান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সসন্তান [স] *ক্রিবিণ* সন্তানসহ। 'তিনি সসন্তানে আমাদের অনুবর্ত্তিনী হইবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সসময় [স] *ক্রিবিণ* যথাযথ সময়ে। 'সসময় মাফিক গুজ্রান করিব।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সসমারোহ [স] *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'সকলেই চায় সসমারোহ প্রকাশ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সসমারোহে *ক্রিবিণ* আড়ম্বর সহকারে। 'রথ চলছে রাজপথ বেয়ে সসমারোহে।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

সসম্ভ্রম [স] **১** *বি* সম্ভ্রমযুক্ততা। 'অপ্রস্তুত মনে সমম্ভ্রমেতে বাহিরিয় বলিলেন।' *রামরাম*, ১৮০২। **২** *বিণ* ভদ্র। 'কাঁচুমাচু জড়োসড়ো নির্বোধ অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সসম্ভ্রমে [স] **১** *ক্রিবিণ* সম্মানের সঙ্গে। 'সসম্ভ্রমে কালযাপন করিতে অসমর্থ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *ক্রিবিণ* কুণ্ঠার সঙ্গে। 'সুন (জনান্তিকে সসম্ভ্রমে) সখি! আমার অপরাধ হয়েছে।' *মাইকেল* ১৮৭৩।

সসম্মান [স] *ক্রিবিণ* মর্যাদাসহকারে। 'হেরম্বকে সে-ই সসম্মানে অভ্যর্থনা করল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

সসরসিংগ [স শশধরশৃঙ্গ] *বি* খরগোশের শিং। 'বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশে ফুলিলা।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

সসরি [স সৃ>] *ক্রি* শিথিল হয়ে। 'নীবী সসরি ভূমি পলি গেলি' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সসর্জ্জমান *বিণ* সসজ্জিত। 'দিল্লীশ্বর সমস্ত সৈন্য সসর্জ্জমান হইয়া গৌড়ে রাহি হইয়াছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সসর্প [স] *বিণ* সাপযুক্ত। 'পুরুষসহবাস সসর্প গৃহে বাস অপেক্ষা ভয়ানক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সসহর [স শশধর] *বি* শশধর। 'কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ।' *চর্যা ১৮* ১২০০।

সসহায় [স] *ক্রিবিণ* সাহায্যকারীসহ। 'যুধিষ্ঠিরাদি আসিয়া সসৈন্য সসহায় দুর্যোধনাধিকে যুদ্ধে নষ্ট করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সসা[1] [স শশ] *বি* খরগোশ। 'সসা জেন মসাগুলা জলৌকা ফুগুরগুণ্ডকার' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সসারু [স শশ] *বি* খরগোশ। 'সসারু হরিণ বরা লতাপাশে বান্ধে ঘ আইসে মহাবীর ভার করি কান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সসা[2] [স শস্য] *বি* সবজিবিশেষ। 'ইহার বীচি ঢের পাইব কিন্তু লাউ সস ছীম।' *কেরি*, ১৮০২।

সসাগরা [স] *বিণ* সাগরসহ। 'সসাগরা শৈল মহী করে টলমল।' *কৃষ্ণদাস* ১৫৮০; 'সসাগরা ধরা নিজে করিল শাসন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬০; 'ে ব্যক্তি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবে।' *রোকেয়া*, ১৯০৭।

সসাজ [স সসজ্জ] *বিণ* সজ্জিত। 'চড়িবারে দিল তারে সসাজ বারণ' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সসাড় *বিণ* সাড়া দেয় এমন। 'সসাড় ও অসাড় বলিয়া দুইভাগে বিভ করা হইয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

সসান [স শ্মশান] *বি* শ্মশান। 'ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড় এ ঘর সসান সমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সসাবধান [স] *বিণ* সতর্ক অবস্থায় আছে এমন। 'সসাবধানে রাজা রক্ষার্থে নিযুক্ত।' *রামরাম*, ১৮০১।

সসার [ই] *বি* ছোটো থালা; পিরিচ। 'নবমী চাঁদের সসারে ও কে গে চাঁদনি-শিরাজি ঢালি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সসি, সসী [স শশী] *বি* চাঁদ। 'সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।' *চর্যা ১*‍ ১২০০; 'পুনু আনন পুনিম সসী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সসিরেখ [স শশীরেখা] *বি* চন্দ্রকলা। 'কইসে নুকাএত গি সসিরেখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সসীম [স] **১** *বিণ* সীমাবদ্ধ। 'আমরা সসীম সে সম্পর্কে কাহারও কোনে

সন্দেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* সীমিত। 'আইন-সভার স্বাধীনতা অসীম হওয়া উচিত; অসীমই ছিল, কিছুকাল হইতে স্টেট সেক্রেটারি সংকল্প করিয়া সসীম করিতে বসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বি* সীমা আছে যার। 'সসীমকে ও অসীমকে গায়ে গায়ে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বিণ* সীমাবদ্ধ। 'অসীম ভাণ্ডার সসীম হইয়াছে।' *শরৎ*, ১৯১৩।

সসীমতা [স] *বি* সীমাবদ্ধতা। 'বস্তুতন্ত্রের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তার বাহ্যপ্রকাশের পরিমাপ্যতা অর্থাৎ তার সসীমতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

সসেজ [ই] *বি* মাংসের পুর দেওয়া অনেকটা কলার মতো আবারণযুক্ত ভেজে খাওয়ার খাদ্যবিশেষ। 'জর্মন নিয়ে এল ডজনখানেক সসেজ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সসেমিরা [স] *বিণ* হতভম্ব। 'প্রতিপক্ষকে একেবারে সসেমিরা বানিয়ে ছাড়তেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সসৈন্য [স] *ক্রিবিণ* সৈন্য সমেত। 'সসৈন্য সহিতে মুহম্মদক ধরিমু।' *সুলতান*, ১৭০০।

সসোধর [স শশধর] *বি* চাঁদ। 'তারাগন বেষ্টিত জেন সসোধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সস্তা [ফা সস্ত] ১ *বিণ* সুলভ। 'যখন যে বস্তু অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাকে সুলভ বা সস্তা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* তুচ্ছ। 'সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বিণ* সহজেই মেলে এমন। 'তাঁরও যদি হয় মোর অবস্থা সুযশ হবে না এমন সস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৪ *বিণ* নিম্নমানের। 'তা অপর্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন ও প্রতিভাহীন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সস্তাই [ফা সস্ত] *বি* সুলভতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সস্তা-গণ্ডা *বি* অল্প দামে পাওয়ার অবস্থা। 'আগে সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সস্তাগোছের *বিণ* নিম্নমানের। 'এমনকি অরুণদাকে জড়াইয়া একটা সস্তাগোছের কাব্য করিতেও মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সস্তাদর [ফা] *বি* কমদাম। 'গলির ভিতরে সস্তাদরের একটা হোটেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

সস্তাদরে *ক্রিবিণ* কম পরিশ্রমে। 'অনেকে পুরাতত্ত্ব চর্চা করিয়া সস্তাদরে নাম কিনচে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সস্তেন [স স্বস্ত্যয়ন] *বি* স্বস্ত্যয়ন। 'কালীঘাটে সস্তেনকালভৈরবের স্তব পাঠ তুক তাক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সস্ত্যয়ন [স স্বস্ত্যয়ন] *বি* পাপমুক্তি; আপদ দূরীকরণ। 'আপনে কৃপাবান হইএয়া সস্ত্যয়ন করিবেন।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৫৫।

সস্ত্রীক [স] *বিণ* স্ত্রীসহ। 'সস্ত্রীক স্বর্ণকারকে ... আহ্বান করিলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

সস্থান [স স্বস্থান] *বি* নিজের বাড়ি। 'সকলে সস্থানে প্রস্থান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সস্নেহ [স] *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'গৃহস্বামিনী সস্নেহ বচনে বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সস্নেহে *ক্রিবিণ* স্নেহের সঙ্গে। 'উভয়ে একত্র হইলে ... সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সস্বাভাবিক [স] *বিণ* স্বাভাবিকভাবে হয় এমন। 'পাঠান আমলেই বাংলা তাহার সবচেয়ে বেশী সস্বাভাবিক পুষ্ট হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সস্মিত [স] *বিণ* মৃদু হাসিযুক্ত। 'যে-কোনো বস্তুর থেকে পেতেছে সস্মিত সম্মান।' *জীবন*, ১৯৩০; 'সস্মিত আননে তাহার সাঁতার কাটা দেখিতে লাগিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সস্য [স শস্য] *বি* শস্য। 'কপিলা হরিব ক্ষীর সস্য বসুমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সস্যদাতা [স শস্যদাতা] *বি* শস্যদানকারী। 'কেহো ব্রহ্মা কেহো হৃতা কেহ সস্যদাতা।' *মালাধর*, ১৫০০।

সহ[1] [স] ১ *অব্য* সঙ্গে। 'মলয়পবন সহ ভেল অনুরাগ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* সঙ্গী। 'প্রতিদিন শত শত নব নব ফুল যত ফুটিবেক, তোরি সহ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সহ-অধ্যয়ন [স] *বি* ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে লেখাপড়া; সহশিক্ষা। 'সহ-অধ্যয়ন বা কো-এডুকেশন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সহঅবস্থান [স] *বি* একত্র অবস্থান। 'শান্তি ও সহঅবস্থান আমরাও চাই।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

সহকর্মিণী, সহকর্ম্মিণী [স] *বি স্ত্রী* একই সঙ্গে একই কাজ করে যে। 'সুরুচিসম্পন্না নারীকে সহকর্ম্মিণীরূপে সকল মার্জ্জিতরুচি পুরুষ মাত্রই কামনা করিয়া থাকেন।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'নোয়াখালী ফ্রন্টের অকপট সহকর্মিণী এই নারী মহাত্মাজীর সাথে বহুবার একত্রে অনশন ব্রত উদযাপন করেছেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সহকর্মী [স] ১ *বি* একই অফিসে কর্মরত ব্যক্তি। 'ওঁর উপরিওয়ালা ও সহকর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ২ *বি* সহযোগী। 'মজিদ হালিমের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সহকার [স] *বি* সহায়তা। 'যাঁহার সহকার ভিন্ন সৃষ্টির উপক্রমই অসম্ভব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'সহজে সুখের যোগ, রিপুর পঞ্চম ভোগ, আদ্য তায় করে সহকার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সহকারি [স সহকারী] ১ *বি* সাহায্যকারী। 'ফ্রি স্কুলের শিষ্টবিশিষ্ট সহকারিরদের মধ্যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিণ* সহকর্মী। 'ডাক্তর কেরি এবং ওয়ার্ড সাহেবের সহকারি শ্রীরামপুরস্থ ডাক্তর মার্সমন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সহকারিতা [স] *বি* সহযোগিতা। 'সহকারিতা করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা যে প্রকারে পূর্ণ হয় তাহা আমি করিব।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

সহকারিত্ব [স] *বি* সহকারীর কাজ। 'মিথ্যা সহকারিত্ব ব্যাতিরেকে ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

সহকারী [স] ১ *বি* সহায়তাকারী। 'পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কি পর্য্যন্ত অসৎ প্রবৃত্তির ...।' *রামমোহন*, ১৮২৩; 'তাঁহাদের সহকারিবর্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* সহকর্মী। 'তিনি রত্নবার ও ড্যুকালন ও হারউইক ও উয়ালিক সাহেবের সহকারী ও মিত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সহকারী সম্পাদক [স] *বি* সম্পাদকের কাজে সাহায্যকারী ব্যক্তি। 'বড়োলাট ছোটোলাট সম্পাদক সহকারী সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহকারে [স] *ক্রিবিণ* সহযোগে। 'এ কলেতে যদি বাবু কাবু না হয় তবে কাল সহকারে সকার বকারেই নির্ভর করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সহকার্য, সহকার্য্য [স] *বি* সহায়তা। 'তবে পরস্পর সহকার্য্য করিবেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সহগত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুসমাজ) স্বামীর চিতায় আরোহণ করে মৃত্যুবরণে উদ্যত। 'আপন স্বামির শবসহ সহগত্রী হইতে উদ্যতা।'

দর্পণ, ১৮২৬।

সহগমন [স] *বি* (হিন্দুসমাজ) মৃত স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন। 'তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সহগমনেচ্ছুকা [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুসমাজ) স্বামীর চিতায় আরোহণ করে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক। 'সহগমনেচ্ছুকা গৃহিণীকে বিশেষ সাবধানপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সহগমনোদ্যতা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামীর মৃত্যুর পরে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক। 'যদিও সহগমনোদ্যতা স্ত্রী কিঞ্চিৎকাল অনাহরেও ছিলেন ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সহগামিনী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সহমরণে গমনকারী। 'বসন্তরায়ের স্ত্রী সহগামিনী হওনের উদ্‌যোগি হইতে মুণ্ড আনয়ন করিতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ স্ত্রী* সঙ্গী। 'জীবনের চলার পথে মেয়েরা আজ পুরুষের সহগামিনী।' *বেগম*, ১৯৭১।

সহগামী [স] *বিণ* সহযাত্রী। 'সময় ক'রে উঠতে পারলে খোকা-খুকুর সফরে মায়েদের সহগামী হ'ন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সহচর [স] *বি* সঙ্গী। 'নাহি কেহ সহচর অসুর দেবতা নর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সহচরি [স সহচরী] ১ *ক্রিবিণ* সহযোগে। 'সপ্ত প্রথমেত ক্কজ্জ রূপ দক্ষিনা সহচরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সঙ্গী। 'তবু যদি সহচরি, মনকে কঠিন করি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

সহচরী [স, সখো সহচরি] ১ *বি* সঙ্গী। 'চল সহচরী সবে।' *দ্বিজশ্রী*, ১৬০০। ৩ *বি* সখী। 'চামর বাতাস দিব হয়্যা সহচরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সখীকে কহিলেন, সহচরি!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সহচারিণী [স] *বি স্ত্রী* সঙ্গী। 'আপন আপন সহচারিণী অর্থাৎ ছুকরী সঙ্গে লইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সহজীবন [স] *বি* একত্রে জীবন ধারণ। 'সহমরণ নয়, সহজীবন লাভ কর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সহদুঃখী [স] *বিণ* কারো দুঃখে একইরকম ব্যথিত। 'ঈশ্বরকে সহপথিক বলা হয়নি ... কিন্তু সহদুঃখী বলা হয়েছে একাধিকবার।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সহধর্মিণী, সহধর্ম্মিণী [স] ১ *বি স্ত্রী* পত্নী। 'অশ্রুপূর্ণ নয়নে সহধর্মিণীকে কহিল, যদি তুমি সচ্ছন্দ মনে পুত্রপ্রদান কর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ স্ত্রী* (সঙ্গীত) সমধর্মবিশিষ্ট। 'মুলতানী, দীপক রাগের সহধর্ম্মিণী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সহধর্মী [স] *বি* একই ধর্মাবলম্বী। 'সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সহনাগরিকত্ব [স] *বি* একই দেশের নাগরিকত্ব। 'তার স্থান বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সহনাগরিকত্ব আজ আসিয়া দখল করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

সহপথিক [স] *বি* সহযাত্রী। 'খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে সহপথিক বলা হয়নি বোধকরি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সহপাঠিকা [স] *বিণ স্ত্রী* এক শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী। 'হরিদাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সহপাঠিনী [স] *বি স্ত্রী* একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে যে। 'সে সন্ধ্যায় সহপাঠিনীও ফাঁকি দিয়ে আমার মুখরক্ষার সুবিধা করে দিয়েছিল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৫।

সহপাঠী [স] *বি* এক শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী। 'তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সহবন্দিনী [স] *বি স্ত্রী* একসঙ্গে বন্দী। 'জায়েদা অন্যান্য সহবন্দিনীদের দিকে তাকালে ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

সহবাস [স] ১ *বি* একত্রে বসবাস। 'সাধু সঙ্গে সহবাসে পুরুষ-পরশরসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* একত্রে অবস্থান। 'পণ্ডিত-লোকেরদের সহবাস ও শাস্ত্রানুশীলন করিলা না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বি* সান্নিধ্যগ্রহণ। 'অন্য পুরুষাবলোকন ও সহবাস।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'মতিলাল যেমন বাপের বেটা – যেমন সহবাস পাইয়াছিল ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৪ *বি* যোগাযোগ। 'ইঙ্গরেজী উত্তম জ্ঞানেন ও ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ *বি* সঙ্গম। 'তিনি এসে অবধি যুবতী স্ত্রীর সহবাসে বঞ্চিত হয়ে রয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সহবাসযোগ্য [স] *বিণ* একসঙ্গে বাস করা যায় এমন। 'খুঁজে যমলোক তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পাপী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সহবাসসুখ [স] *বি* সান্নিধ্য। 'তব সহবাসসুখে বঞ্চিত সে হেতু।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সহবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* সঙ্গী। 'স্ত্রী জাতি পুংজাতির সহবাসিনী।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

সহবাসী [স] *বিণ স্ত্রী* একসঙ্গে বাস করে এমন। 'তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সহমরণ [স] *বি* মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় মৃত্যু বরণ। 'সহমরণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে ...।' *রামমোহন*, ১৮১৮।

সহমরণ-প্রথা [স] *বি* (হিন্দুসমাজ) স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে এক চিতায় স্ত্রীর জীবন ত্যাগ করার প্রথা। 'হিন্দু সমাজে সহমরণ-প্রথা প্রথমে বিদ্যমান ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সহমরণোদ্যতা [স] *বিণ স্ত্রী* সহমরণে যেতে উদ্যোগী। 'নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই চারি জন সহমরণোদ্যতা হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সহমর্মী [স] *বিণ* সমব্যথী। 'পুরোনো গাছের সাথে সহমর্মী।' *জীবন*, ১৯৪০।

সহমৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেছে এমন। 'প্রাতঃকালে মোং চাতরার ঘাটে সহমৃতা হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সহমৃত্যু [স] *বি* সহমরণ। 'মৈলে স্বামীর সঙ্গে সহমৃত্যু যাইবা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সহযাত্রিণী [স] *বিণ স্ত্রী* একই সঙ্গে গমনকারী। 'ও তো আমার সহযাত্রিণী!' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সহযাত্রী [স] *বিণ* একসঙ্গে গমনকারী। 'সহযাত্রী বণিকেরা তাঁহার ... গ্রন্থাদি সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি করে জাহাজের ডেক-এ নিয়ে গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সহশিক্ষা [স] *বি* ছেলেমেয়ে এক প্রতিষ্ঠানে একত্রে শিক্ষা। 'সহশিক্ষার নামে স্কুল-কলেজগুলিকে প্রেমাডিনিয়ের ...।' *এসলাম*, ১৯৩৩; 'এখানে অবিশ্যি সহ-শিক্ষার কথা এসে পড়ে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সহ-শিক্ষামন্ত্রী [স] *বি* শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধস্তন মন্ত্রী। 'উত্তরে সহ-শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সহ-শিক্ষায়তন [স] *বি* ছাত্র ও ছাত্রীরা একসঙ্গে লেখাপড়া করার প্রতিষ্ঠান। 'সহ-শিক্ষায়তনে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহযোগিতা বিস্তার লাভ করে না।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সহসম্ভাব [স] *বি* বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। 'পরস্পরের সহসম্ভাবে অবস্থান প্রমাণীকৃত হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সহসভানেত্রী [স] *বি* সংগঠনের সহকারী সভাপতি। 'সভানেত্রী – মিসেস এম আজিম ...।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'সংসদের সহসভানেত্রী আনোয়ারা বেগম।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সহ-সম্পাদিকা [স] *বি স্ত্রী* সম্পাদকের সহকারী। 'সহ-সম্পাদিকা অভ্যর্থনা কমিটি।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সহ-সেনাপতি [স] *বি* সহকারী সেনাপ্রধান। 'সেনাপতি, সহ-সেনাপতি, অশ্বারোহী, পদাতিক – জয়-পরাজয় কারো ইচ্ছাধীন নয়।' *মুনীর*, ১৯৬১।

সহাধ্যায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* সহপাঠী। 'নিশি প্রফুল্লের এক প্রকার সহাধ্যায়িনী ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সহাধ্যায়ী [স] *বি* সহপাঠী। '... আর, তাঁহার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, ইহাতে সহাধ্যায়ীরা আপনাদিগের শ্লাঘা জ্ঞান করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

সহাবস্থান [স] *বি* ভিন্ন মতাবলম্বীদের পাশাপাশি অবস্থান। 'ফ্রয়েড, কার্ল মার্কস, রিল্কে, ডস্টয়ভস্কির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ছিলো না বাধা কোনো।' *শামসুর*, ১৯৭২।

সহ[২] *বিণ* সহ্য করার মতো। 'তা সে সহই হোক আর অসহই হোক।' *বেগম*, ১৯৫০।

সহ[৩] *দ্র* সহা

সহকার[১] [স] *বি* আমগাছ। 'কোকিল কুহলে বসী সহকার ডালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহকার[২] *দ্র* সহ[১]

সহজ[১] [স] ১ *বিণ* বাধাহীন। 'খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো।' *চর্যা* ১৯, ১২০০। ২ *বি* স্বভাব। 'সহজে রূপসী নব যুবতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* অবলীলা। *ভবানী*, ১৮২৩। ৪ *বিণ* নির্দোষ। 'য়ুরোপের সাহিত্য হইতে সহজ আনন্দ সরল শান্তির গান একেবারে নির্বাসিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৫ *বিণ* স্বাভাবিক। 'সহজ দিনের ছায়া ম্লান হয়ে যাবে।' *আহসান*, ১৯৪৪।

সহজ অবস্থা [স] *বি* স্বাভাবিক অবস্থা। 'আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনোই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহজগোচর [স] *বিণ* সহজে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। 'মন আমাদের সহজগোচর নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহজতা [স] *বি* স্বাভাবিকতা। 'স্থায়িত্বের পক্ষে সহজতা সরলতা সৌন্দর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহজত্ব [স] *বি* সরলতা। 'কেবল মিষ্টত্বের বা সহজত্বের জন্য কোন ভাষা দেশের সাধারণ ভাষা হইতে পারে নাই।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১; 'নিজের প্ল্যানের অত্যন্ত সহজত্বের প্রতি অনুরাগ-বশত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সহজপটুত্ব [স] *বি* অনায়াস দক্ষতা। 'যে-সব আবরণকে সহজপটুত্বে আভরণ করে তুলেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সহজপ্রবৃত্তি [স] *বি* সহজাত প্রবৃত্তি। 'পরিবার ও আত্মরক্ষার জন্য সকল সময়ই তাদের সহজপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে চলতে হয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সহজপ্রাপ্য [স] *বিণ* সহজেই পাওয়া যায় এমন। 'সহজপ্রাপ্য বিলাতি জিনিসের পক্ষে আবশ্যকতার দোহাই চলতে পারে।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'সহজপ্রাপ্য আমলকী হরীতকী আনিয়া দিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহজবস্তু [স] *বি* মূল বক্তব্য; আসল কথা। 'সহজবস্তু না যায় লিখন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সহজবাদী [স] *বিণ* সহজেই সবকিছু মেনে নেয় এমন। 'মানুষ শত সহজবাদী, সুবিধেবাদী স্বাভাবিক হলেও ... ব্যথা পায়।' *জীবন*, ১৯৩১।

সহজবুদ্ধি [স] ১ *বি* সহজাত বুদ্ধি। 'সকল দেশেই দর্শন-বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের সহিত মনুষ্যসাধারণের সহজবুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের একটা তুলনা করিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বি* সাধারণ বুদ্ধি। 'মেয়েদের সহজবুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সহজবুদ্ধিলব্ধ [স] *বিণ* সহজাত বুদ্ধি থেকে প্রাপ্ত। 'সকল দেশেই দর্শন-বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের সহিত মনুষ্যসাধারণের সহজবুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের একটা তুলনা করিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সহজবোধ [স] *বিণ* সহজে বুঝতে পারা যায় এমন। 'যে কোনো সাধারণ শিক্ষিত বধূর মতো সহজবোধ জিনিস নিয়ে সে খুশি।' *জীবন*, ১৯৩২।

সহজবোধ্য [স] *বিণ* সহজে বোঝা যায় এমন। 'তার উপর আবার সহজবোধ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'সহজবোধ্য অসংখ্য বই ও পত্রিকা সংগ্রহ করা হয়।' *বেগম*, ১৯৫০।

সহজলব্ধ [স] *বিণ* সহজলভ্য। 'আমাদের জন্য সুযোগটাকে সহজলব্ধ না করিতে ...।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

সহজলভ্য [স] *বিণ* সুলভ; সহজে লাভ করা যায় এমন। 'যে বস্তু যে দেশে সহজলভ্য ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

সহজলভ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* সহজে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছে এমন। 'সহজলভ্যা স্ত্রীর পরস্ত্রীর সুদূর দুর্ভেদ্য রহস্যময় রূপ প্রথম কদিন দেখতে পেল সুব্রত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সহজসাধ্য [স] *বিণ* অনায়াসে সম্পন্ন করা যায় এমন। 'যদি কেবল দেশের জন্য ফণ্ড সংগ্রহ করা হয় ও বাংলা দেশের অভাবের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহা হইলে সহজসাধ্য ও সম্ভবপর হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'যার যেটা নিকটবর্তী, যার যেটা সহজসাধ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সহজানন্দ [স] *বি* সহজ আনন্দ। 'সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

সহজে *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'সহজে থির করী বারুণি সান্ধে।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

সহজ[২] [স] *বি* (সংগীত) শুদ্ধ স্বর; কড়ি অথবা কোমল নয় এমন স্বর। 'এ প্রণালীতে সহজ ও কোমল তীব্র সকল সুরই এক এক পূর্ণ সুর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সহজাত [স] ১ *বিণ* জন্মগত। 'অনেক অভিব্যক্তিবাদীদের মতে সহজাত সুবিধাগুলি জীবরাজ্যে স্থায়ী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* স্বাভাবিকভাবে জাত; মৌলিক। 'বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩; 'পরিবারসুলভ সহজাত একটা অভিমান রয়েছে তার।'

জীবন, ১৯৩২। ৩ *বিণ* স্বভাবগত। 'বৃদ্ধ বয়সের সহজাত ধর্ম।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সহজিয়া ১ *বি* লোক-ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। 'তাহারা কর্ত্তাভজা ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব।' *ছোলতান*, ১৯২৩। ২ *বিণ* সহজ পথের। 'বিষয়টা এই যে, স্বরাজিয়া সাধন হচ্ছে সহজিয়া সাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ৩ *বি* সাধন পদ্ধতিবিশেষ। 'সহজিয়া – বাউলের দেশ এ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সহজী *বি* বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিশেষ। 'সহজী সম্প্রদায়ের মত অতি নিগূঢ় ও অতীব উদার।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সহদ [আ শহদ] *বি* মধু। 'ইমামের কথা যে সহদ সাগর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সহদর [স সহোদর] *বি* এক মায়ের গর্ভজাত ভাই। 'তুমি জেষ্ট সহদর জুকতি পরিণয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সহন [স] *বি* সহ্যকরণ। 'আসত নিফল দুখ সহন না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহনশক্তি [স] *বি* সহ্য করার ক্ষমতা। 'বিধাতা তারই তুল্য সহনশক্তিও আমাকে দিয়েছিলেন।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

সহনশীল [স] *বিণ* সহিষ্ণু। 'কৃষকেরা অতিশয় শ্রমপরায়ণ ক্লেশসহনশীল ও নিরীহ।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

সহনশীলতা [স] *বি* সহিষ্ণুতা। 'সহনশীলতার গণ্ডী তাহাকে কোনপ্রকারে কোনদিকে সঙ্কুচিত করিল না।' *তারা*, ১৯৪২।

সহনশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* সহ্য করার করার উপযুক্ত। 'মা যদি সহনশীলা ও উদার মতাবলম্বী হন।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সহনাতীত [স] *বিণ* সহ্য করা যায় না এমন। 'এ তিরস্কার সহনাতীত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সহনীয় [স] ১ *বিণ* সহ্য করা যায় এমন। 'সহনীয় না হয় সতীর।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* নরম। 'পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বললুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সহনীয়তা [স] *বি* সহ্য করার অবস্থা। 'সহনীয়তার সীমা পার হয়ে গেছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সহবত, সহবৎ [আ সুহবত] ১ *বি* ভব্যতা। 'তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* আবদ-কায়দা। 'দাদামশায় তাকে ... সহবৎ শিক্ষা দেন।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সহবতি [আ সুহবতী] *বিণ* সঙ্গী। 'চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহবতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

সহবহি দ্র সহা

সহযোগ [স] ১ *বি* যৌনমিলন। 'স্ত্রীজাতির পুরুষসহযোগ ব্যতীত সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হওয়া অসম্ভব নহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* সহযোগিতা। 'গদ্যপদ্যের সহযোগ-ব্যতীত কখনো কোনো সাহিত্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সহযোগকামী [স] *বিণ* সহযোগিতা করতে চায় এমন। 'মোছলেম লীগ যে-কোনো এক বা একাধিক সহযোগকামী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

সহযোগি [স সহযোগী] ১ *বিণ* সাহায্যকারী। 'আমারদের সহযোগি কলিকাতাস্থ প্রিয় সাহেবেরা উক্ত বিদ্যালয়ের ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বিণ* সহযোগী। 'সহযোগি মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সহযোগিতা [স] *বি* সাহায্যতা। 'সমাজের নিম্নস্তরেই দেখা যায় চাষাদের মেয়েরা কৃষিকার্যে পুরুষের সহযোগিতা করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'আজ ইংরাজের সহযোগিতা বর্জন করিতেছি।' *নজরুল*, ১৯২২; 'উভয়কেই আকর্ষণীয়তা, আদর্শ-পরায়ণতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা শিখিতে হইবে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সহযোগিতামূলক [স] *বিণ* সহায়তাকারী। 'বিত্তবান ব্যক্তিগণ সহযোগিতামূলক যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

সহযোগী [স] ১ *বিণ* সমমনা। 'বরটির নাম প্যারীমোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* সহযোগিতা করেন যিনি। 'আমরা সহযোগীর সহিত একমত।' *আজাদ*, ১৯৩৭। ৩ *বি* সহকর্মী। 'আমাদের একজন বিজ্ঞ সহযোগী কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছেন ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

সহযোগী সম্পাদক [স] *বি* সম্পাদককে সহযোগিতা করেন এমন ব্যক্তি। 'সহযোগী সম্পাদক মৌলভী নবী নেওয়াজ খান এম-এ।' *বঙ্গীয়*, ১৯১৮।

সহযোগে [স] ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'দিব্ব নারি সহযোগে দিব্ব অলঙ্কার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *ক্রিবিণ* সঙ্গে নিয়ে। 'কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৩ *ক্রিবিণ* যুক্ত হয়ে। 'পিতা মাতার শুক্র শোণিত সহযোগে মনুষ্যের সৃষ্টি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সহরূপ [স] *বিণ* সহর্ষ; আনন্দিত। 'এতেক বচন ভূপ শুনে হয় সহরূপ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সহয় দ্র সহা

সহর [ফা শহর] *বি* শহর। 'সহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সহরতলি, সহরতলী *বি* উপশহর। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সহরতলীতে রায় সাহেবের ট্যানারী খ্যাতিলাভ করেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫।

সহরপনা *বিণ* শহর রক্ষার জন্য চতুর্দিকে ঘেরা প্রাচীর আছে এমন। 'চৌদিগে সহরপনা দ্বারে চৌকী কত জনা।' *ভারত*, ১৭৬০।

সহরবদর *বিণ* শহর ত্যাগ করেছে এমন। 'সহরবদর হইয়া জাইব।' *ওসী*, ১৭৮২।

সহরবাসী *বিণ* নগরবাসী। 'সহরবাসী লোকের ধান্য চাল অবধি যাবদীয় সামিগ্রি।' *রামরাম*, ১৮০১।

সহরিআ *বিণ* শহুরে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সহরে সহরে *ক্রিবিণ* শহর থেকে শহরে। 'জয়২ কার ধ্বনি দিয়া ঢেঁড়ি মারিল সমস্ত সহরে২।' *রামরাম*, ১৮০১।

সহরত [আ] *বি* ইশতেহার; প্রচার। 'বড় ছোট লোককে সহরত দেওয়া জাইতেছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

সহরদ্দ [ফা সর+আ হদ্দ] *বি* সীমানা; সরহদ্দ। 'ক্ষমতার সহরদ্দ সঙ্কীর্ণ হতে ঘরের দোরগোড়ায় এসে ঠেকেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সহরিষ [স সহর্ষ] *বিণ* আনন্দিত। 'আমিনার সনে রতি ভুজিলেন্ত মহামতি সহরিষ হইয়া বিশেষ।' *সুলতান*, ১৭০০।

সহলে সহলে [আ সহল>] *ক্রিবিণ* ধীরে ধীরে। 'রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সহশ্র [স সহস্র] *বিণ* হাজার হাজার; হাজার সংখ্যক। 'সহশ্রেক ছত্রধারী অধিক তাহান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সহসা [স] *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'সহসা সুদূর হতে অচেনা পাখির গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সহসাত [স সহসাৎ] *ক্রিবিণ* শীঘ্র। 'জন্মান্তরে বাঞ্ছা সিদ্ধি হৈতে সহসাত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সহসোত্থিত [স] *বিণ* হঠাৎ-ওঠা। 'অন্ধকারে সহসোত্থিত দিবাকরের মত।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সহস্র [স] **১** *বিণ* হাজার। 'ষোল সহস্র তোর সখিগণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তিনক্রোশ পথ হইল সহস্র যোজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* অসংখ্য। 'সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সহস্রগুণে [স] *ক্রিবিণ* হাজারগুণে। 'ন্যায়পথাশ্রয়ী সরলস্বভাব কৃষক, অন্যায়োপজীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরণীয় ও পূজনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সহস্রঘ্নী [স] *বিণ* একসঙ্গে অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ করতে পারে এমন। 'আজ ঠিক যে-সময়টাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারবার জন্যে সহস্রঘ্নী যন্ত্রের উদ্ভাবন হচ্ছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সহস্রচক্ষু [স] *বিণ* গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন; হাজার চক্ষুবিশিষ্ট। 'লোকে বলে বিজ্ঞজন সহস্রচক্ষু।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সহস্রদল [স] *বি* পদ্ম; সহস্র পাপড়িবিশিষ্ট। 'সহস্রদল কিরণ বিথারি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সহস্রধা [স] *বি* হাজার ভাগ। 'অপরিসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে চতুর্দিকে সহস্রধা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহস্রফণা [স] *বিণ* হাজার ফণাবিশিষ্ট। 'সহস্রফণা বাসুকির সম বহ্নি সে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সহস্রবৎসর [স] *বি* হাজার বছর; অসীম সময়। 'সহস্রবৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সহস্রবার [স সহস্র+ফা বার] *ক্রিবিণ* অনেকবার; অজস্রবার। 'সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সহস্রবিরোধপূর্ণ [স] *বিণ* অসংখ্য সংঘাতবিশিষ্ট। 'জীবনের সহস্রবিরোধপূর্ণ সমস্যার সমন্বয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সহস্রলোচন [স] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'রাজ্য দেখে সহস্রলোচন যদি হয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সহস্র সহস্র [স] **১** *বিণ* হাজার হাজার; অসংখ্য। 'সহস্র সহস্র লোক এক নায় চড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* হাজার হাজার। 'সহস্র সহস্র লোক বসি স্থানে স্থানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সহস্রাংশ [স] *বি* হাজার ভাগ। 'ইংলণ্ড দেশের সহস্রাংশের একাংশও এতদ্দেশে প্রচলিত নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সহস্রাংশু [স] *বি* সূর্য; অসংখ্য রশ্মিবিশিষ্ট। 'যে সহস্রাংশুমণ্ডল, দুর্লক্ষণীয় কিরণমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রাণীদিগের দর্শনপথাতীত ছিল ...।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সহস্রাক্ষ [স] *বি* হিন্দুদেবতা ইন্দ্র; সহস্র চক্ষুবিশিষ্ট। 'মনুষ্য শরীর ছলে, সহস্রাক্ষ ক্ষিতিতলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সহস্রাক্ষী [স] *বি* (হিন্দু পুরাণ) দেবতাদের রাজা ইন্দ্র। 'সহস্রাক্ষী লিখিল বাহন গজমাতা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সহস্রায়ু [স] *বিণ* হাজার বছরের আয়ুবিশিষ্ট। 'এ লেখক শতায়ু হন, সহস্রায়ু হন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সহস্রী [স সহস্র>] *বিণ* স্ত্রী হাজার। 'ষোলো সহস্রী গোপিনীরে ষোলো সহস্রী কৃষ্ণ হইয়া রমোণ করিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সহস্রেক [স] *বিণ* এক সহস্র; হাজার খানেক। 'সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সহস্রার [স] *বি* (তন্ত্র) ষট্‌চক্রের অন্যতম চক্র, এর অবস্থান মস্তকে কল্পিত; আজ্ঞা চক্র। 'সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সহা [স সহ্য>] *ক্রি* সহ্য করা। **সহওঁ** *ক্রি* সহ্য করি। 'মদনবানে মুরুছলি অছএো সহওঁ জীব অপনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সহবহি** *ক্রি* সহ্য হবে। 'সে নহি সহবহি হমর পরান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সহয়** *ক্রি* সহ্য করে। 'ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **সহি** *ক্রি* সহ্য করি। 'তে কারনে সহি জত বলে অবেভার।' *মালাধর*, ১৫০০। **সহিআঁ** *ক্রি* স্বীকার ক'রে। 'মজুরি সহিআঁ তোক আণিলোঁ মো ভারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সহিতে** *ক্রি* সহ্য করতে। 'দীপ্তি তাহাকে সহিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **সহিতেঁ** *ক্রি* সহ্য করতে। 'এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতেঁ না পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সহিব** **১** *ক্রি* সইবে। 'দেব ধরম কি সহিব তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* সহ্য করবো। 'আমরা সকল তবে না সহিব আর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সহিবাক** *ক্রি* সইতে; সহ্য করতে। 'সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সহিবে** *ক্রি* সহ্য করবে। 'এক মন শতদুঃখ কেমন সহিবে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সহিমু** *ক্রি* সহ্য করবো। 'কতেক সহিমু দুক্ষ প্রাণ নহে স্থির।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সহিয়া** *ক্রি* সহ্য ক'রে। 'এ সব সহিয়া কোন্ ভালো মানুষ টিকিতে পারে?' *প্যারী*, ১৮৫৮। **সহিল** *ক্রি* সহ্য করলাম। 'তাহাক সহিল আহ্মে দেব বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সহিলাঙ** *ক্রি* সহ্য করলাম। 'সহস্রেক ধেনু সহিলাঙ তবু নাহি এড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সহিলেক** *ক্রি* সহ্য করলেন। 'প্রানে কত সহিলেক অপুত্রর তাপ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সহিলোঁ** *ক্রি* সহ্য করেছি। 'সহিলোঁ সাসুনন্দগালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সহে** **১** *ক্রি* সহ্য হয়। 'এবেঁ নাহি সহে পর পুরুষের নেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* সহ্য করে। 'পারন্নার ক্ষুধা মোর শরিরে না সহে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সহোঁ** *ক্রি* সহ্য করে। 'তোমার কারনে আজি সহোঁ মুনিবর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সহানো [স সহ্য>] *ক্রি* সহ্য করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সহাএ [স সহায়] *বিণ* সাহায্যকারী। 'কেহো এথাঁ নাহিঁক সহাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহাএঁ [সহায়] *ক্রিবিণ* অবলম্বনে; সাহচর্যে। 'লক্ষণ সহাএঁ সাধিলোঁ মান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহানুভূতি [স] **১** *বি* দরদ। 'স্বদেশীয়দিগের মধ্যে সহানুভূতি ও একতা স্থাপন আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বি* অন্যের দুঃখ-বেদনায় তার সঙ্গে সমান অনুভূতি; সমবেদনা। 'সহানুভূতি কাহাকে বলে?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সহানুভূতিপুষ্ট [স] *বিণ* সমবেদনাসম্পন্ন। 'সদ্য আলোকপ্রাপ্ত বৃটিশের সহানুভূতিপুষ্ট ব্রাহ্মণ্যবাদ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সহানুভূতিপূর্ণ [স] *বিণ* সহানুভূতিশীল। 'সহানুভূতিপূর্ণ দুই চোখে কারুণ্য ফুটিয়া ওঠে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সহানুভূতিভরা *বিণ* সহানুভূতিশীল; দরদভরা। 'নিবারণ তাকে ভাত খাইতে বারণ করে ... সহানুভূতিভরা কোমল গলায়।' *মানিক*, ১৯৪০।

সহানুভূতিমূলক [স] *বিণ* দরদ আছে এমন। 'তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধতি আছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সহানুভূতিশীল [স] *বিণ* সমবেদনাপূর্ণ। 'একটা সহানুভূতিশীল মমতামধুর স্নিগ্ধ জীবন চলত।' *জীবন*, ১৯৩২; 'সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মহিলাদের ঘর ও বাইরের জীবনে ...।' *বেগম*, ১৯৭১।

সহানুভূতিশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* সমবেদনাবিশিষ্ট। 'মেয়েটিকে মনে আছে, আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীলা?' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

সহানুভূতিসূচক [স] *বিণ* সহানুভূতি প্রকাশ করে এমন। 'একটি সহানুভূতিসূচক বিবৃতি দিয়াছেন।' *সওগাত*, ১৯৪০; 'বিদ্যাসাগরের রচনায় বাল্মীকির দয়া ও সহানুভূতিসূচক ব্যবহার অধিকতর বাস্তব।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সহানুভূতিহীন [স] *বিণ* সহানুভূতি নেই এমন। 'সহানুভূতিহীন হয়ে মানুষের মুখের দিকে তাকানো যাদের অভ্যাস।' *জীবন*, ১৯৩২; 'শিক্ষিত সমাজের এক বৃহৎ অংশ এর প্রতি সহানুভূতিহীন।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সহাব [স স্বভাব] *বি* স্বভাব। 'ছড়গই সঅল সহাবে সুধ।' *চর্যা ৯*, ১২০০; 'আইস সহাবেঁ জই জগ বুঝিম তুট বাষণা তোরা।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

সহায় [স] ১ *বি* আশ্রয়; অবলম্বন। 'তোমরা দুঁহে হয় জদি আমার সহায়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ভরসা। 'একভয় কর তার শ্রীকৃষ্ণ সহায়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* সহায়তা। 'যাঁহারা লিখিবেন তাঁহারা অনেক সহায় পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৪ *বি* সুবিধাকারী। 'আমাদের সেই আড়ম্বরের সহায় হয়েছে চৌরঙ্গির বিলিতি দোকানগুলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

সহায়ক [স] *বিণ* সহায়তা করে এমন। 'বুলাদি এখন জামাল সাহেবের সহায়ক।' *পাশা*, ১৯৭১।

সহায়কারী [স] *বি* সাহায্যকারী। 'যদি আমি আরও সহায়কারী পাই তো ভালোই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সহায়তা [স] *বি* সাহায্য; সহযোগিতা। 'তাহার সহায়তাতে যাইয়া জালের দড়ি কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'শেখমীদিগের সহায়তায় আপনি রাজা হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সহায়তা করা *ক্রি* সমর্থন করা। 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহার সহায়তা করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সহায়তাকার্য [স] *বি* সহযোগিতা। 'নবীন রচয়িতার সহায়তাকার্যে আমি অত্যন্ত আরাম পাইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সহায়বান [স] *বিণ* সাহায্যকারী। 'সহায়বান মদনকে কেবলমাত্র পরাস্ত করিয়া ছাড়েন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সহায়ভূত [স] *বিণ* সহায়ক। 'আমাদের আত্মশক্তি যাতে ব্যর্থ না হয়, যাতে তা সামাজিক গতির সহায়ভূত হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

সহায়শূন্য [স] *বিণ* কোনো সহায় নেই এমন। 'সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য জগতে সম্পূর্ণ একাকী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সহায়সম্পন্ন [স] *বিণ* সহায়তাবিশিষ্ট। 'সহায়সম্পন্ন না হয়েও উপায়কুশল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সহায়হীন [স] *বিণ* অসহায়; নিঃস্ব। 'সহায়হীন দরিদ্র কৃষকদিগকে তাহাই বাধ্য হইয়া দিতে হইতেছে।' *দিক্প্রকাশ*, ১৮৬৯।

সহায়হীনা [স] *বিণ স্ত্রী* সাহায্যহীন; সঙ্গীহীন। 'আমরা দুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সহায়ান্বেষণ [স] *বি* আশ্রয় অনুসন্ধান। 'পুত্রীকৃত করিশাবকের সহায়ান্বেষণ করিতে করিতে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সহায়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সহযোগী। 'অত্যন্ত যোগ্যতামন্ত সহায়ীর ভাগী হওন সর্ব্বদা নির্ব্বুদ্ধিতা।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সহাস [স সহাস্য] *ক্রিবিণ* আনন্দের সঙ্গে। 'লখএ কোকিল গাএ সহাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সহাসবদন [স সহাস্যবদন] *বি* হাসিমুখ। 'সহাসবদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সহাস্য [স] ১ *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল। 'শুনিয়া কহেন দেবী সহাস্য বদনে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রিবিণ* হাসির সঙ্গে। 'উভয়ে একত্র হইলে ... সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সহাস্যবদনে [স] *ক্রিবিণ* হাসিমুখে। 'সকলে ... সহাস্যবদনে, শ্রবণ ও অবলোকন করিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

সহাস্যমুখ [স] *বি* হাসিমুখ। 'দাক্ষায়ণী শুভ সংবাদের জন্য সহাস্যমুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সহাস্যমুখে [স] *ক্রিবিণ* হাস্যোজ্জ্বল মুখে। 'ছোকরা সহাস্যমুখে বলিল – ওগুলো ট্রেনে যেতে ধীরে-সুস্থে শেষ করবেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সহাস্যসহচরী [স] *বি স্ত্রী* হাস্যপরায়ণ সঙ্গিনী। 'তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্যসহচরী না মনে করে থাকতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সহি[1], **সহী** [স সখী] *বি* সখী। 'বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।' *চর্যা ১৭*, ১২০০; 'এড়ি জাএ গোআলিনী সহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহি[2] [আ সহিহ্] *বি* স্বাক্ষর। 'আমী আপনার নাম সহি করিয়াছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'হাপন সহি দি লিখিয়া দেও।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'বাবু সহি করিলেন টাকা খলিফা বুঝিয়া লইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সহি সনদ [আ] *বি* স্বাক্ষর। 'আমাকে সহি সনদ করিতে যাহা বলিবেন আমি তৎক্ষণাৎ করিব।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সহি[3], **সহী** [আ] ১ *ক্রিবিণ* শুদ্ধভাবে; ঠিক ঠিক। 'পৈতালিষ তঙ্কা চৌদ্দ আনা আট গণ্ডা খাজনা সহি দিবা।' *মেয়র্স*, ১৭৬৪; 'শুনিতে পাইলাম যে আর২ ভাগ সহী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* অনুযায়ী। 'কাপড়ের রকম ... জেন নমুনা সহি সরস রকম হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'নমুনা সহী [নমুনা অনুযায়ী] খাতা করিয়া মোকাম কাশীমবাজারের কুটীতে দিব।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ৩ *বিণ* যথাযথ। 'এইক্ষণে ৮০০০ টাকাপর্য্যন্ত সহী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সহি করা *ক্রি* প্রস্তুত করা; ঠিক করা। 'নগদ দিয়া ঘোড়া সহি করিয়াছি।' *বোগল*, ১৭৭০।

সহি-সালামতে [আ] *ক্রিবিণ* নিরাপদে। 'কখন তোকে আবার এ যমের মুখ থেকে সহি সালামতে ফিরিয়ে আনেন।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'খালেদের বাজু-শমশের রেখো সহি-সালামতে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সহিত [স] ১ *অব্য* সংযুক্ত। 'বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'ধামালী সহিত কাহ্নাঞি বোলে তিখ বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহিতত্ব [স] *বি* সংযুক্ততা। 'সহিতত্বই সাহিত্যের প্রধান উপাদান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সহিতে *অব্য* সঙ্গে। 'সম্ভোগ সহিতে দিল বিবিধ কাপড়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সহিদ [আ শহীদ] *বি* ধর্মযুদ্ধে নিহত। 'সহিদদিগের জন্য স্বর্গদ্বার সর্ব্বদা

উন্মুক্ত।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সহিন্য [স সৈন্য] *বি* যোদ্ধা। 'বন্দি করিবার তারে সহিন্য পাঠাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সহিলি [হি সহেলী] *বি* সহচরী। 'রাজার এক সহিলি পলায়ন করিয়া কোথায় ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

সহিষ্ণু [স] ১ *বিণ* সহনশীল। 'সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর/ মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* আন্তরিক। 'সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সহিষ্ণুকণ্ঠ [স] *বি* সহনশীলতা প্রকাশ পায় এমন স্বর। 'কালো মুখে কিন্তু সহিষ্ণুকণ্ঠে বলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সহিষ্ণুতা [স] *বি* সহনশীলতা; ধৈর্য। 'দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করা অপেক্ষায় সহিষ্ণুতার কর্ম্ম আর নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সহিষ্ণুভাবে [স] *ক্রিবিণ* সহনশীলতার সহিত। 'স্রোতস্বিনী এমনি সহিষ্ণুভাবে নীরবে সমনোযোগে সকল কথা শুনিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সহিস, সহীস [আ সাইস] ১ *বি* চালক। 'হুকুম করহ তুমি এবার সহিসে আমি।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়ক বা পালক। 'এক জন হিন্দু সহীস ও আর এক জন স্ত্রী ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'গাড়ির হররা সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেপে উঠছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সহীকারি [স সহকারী] *বিণ* চাঁদা-দেওয়া। 'ব্যাঙ্কের সহীকারি অংশিরা একত্র হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সহুরে [ফা শহর>] *বিণ* শহুরে; শহরবাসী। 'সহুরে বানরে পরিণত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সহৃদয় [স] ১ *বিণ* হৃদয়বান। 'প্রিয় সহৃদয় মহাশয়েরা ... হৃদয়পদ্ম বিকশিত করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* হৃদয়বান ব্যক্তি। 'নকশা খানির দুপাত দেখলেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন।' *হুতোম*, ১৮৬২।

সহৃদয়তা [স] ১ *বি* সহানুভূতিশীলতা। 'সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* আন্তরিকতা। 'সহৃদয়তাপূর্ণ অত্যুক্তিশূন্য সত্যের সরলতার সুর দিচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* বিদগ্ধতা। 'নবসাহিত্যকে বিশেষত্বহীন এবং প্রতিভাহীন বলায় সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় না।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী, সহৃদয়হৃদয়সম্বাদী [স] *বিণ* সংবেদনশীল হৃদয়কে স্পর্শ করে এমন। 'কাব্যবস্তু হচ্ছে সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'ফলত সৎ লেখক সহৃদয়হৃদয়সম্বাদী হতে পারলেই চরিতার্থ।' *শিব*, ১৯৭৩।

সহৃদয়া [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদ্যতা আছে এমন। 'পরমা সুন্দরী সহৃদয়া বধূ।' *জীবন*, ১৯৩২।

সহৃষ্ট [স] *বিণ* অতিশয় আনন্দিত। 'শাখায় শাখায় সুপুষ্ট, সহৃষ্ট, সুকণ্ঠ, বিচিত্রপক্ষ পক্ষী ... কর্ণানন্দ সম্পাদন করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সহেতু [স] *বিণ* কারণবিশিষ্ট। 'সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ।' *ভারত*, ১৭৬০।

সহেলা [হি সহেলী] *বি* মেয়েলি গানবিশেষ। 'সহেলা গায়ন্ত সবে বিবাহ মঙ্গল।' *সুলতান*, ১৭০০।

সহেলী [হি] *বি* সখী। 'যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সহোদর [স] ১ *বি* নিকটাত্মীয়। 'কাহ্নু মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* এক মায়ের গর্ভজাত ভাই। 'কেহো বিভিসন রূপে তাহার সহোদর।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *বিণ* এক মায়ের গর্ভজাত। 'সহোদর ভ্রাতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সহোদরা [স] *বি* এক মায়ের গর্ভজাত ভগিনী। 'ভ্রাতৃ হই সহোদরা করিএ প্রহার।' *সুলতান*, ১৭০০।

সক্ষা *সর্ব* সকলকে। 'সক্ষা পার কর যাইউ মথুরার হাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষাক** *সর্ব* সকলকে। 'ষোল শত গোপীজন সক্ষাক তেজিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষাঞিঁ** *সর্ব* সবাই। 'সক্ষাঞিঁ যুগতি করি পুছিল বড়ায়ি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষাত** *ক্রিবিণ* সবচেয়ে। 'সক্ষাত বড় যাক তোক্ষার নেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষাতেয়ি** *সর্ব* সকলেই। 'তা দেখি সক্ষাতেয়ি লোভে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষে** *সর্ব* সবাই। 'সক্ষে হইআ একমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষেই** *সর্ব* সকলেই। 'সক্ষেই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাঁএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সক্ষেঞিঁ** *সর্ব* সকলেই। 'সক্ষেঞিঁ চাহেন্ত তোক রোষু বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সহ্য [স] ১ *বি* স্বীকার। 'প্রতিপালক ধমকাইলে অথবা তাড়না করিলে তাহা সহ্য করে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। ২ *বিণ* সহনীয়। 'আর ক্লেশ সহ্য হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

সহ্য করা *ক্রি* সয়ে যাওয়া। 'প্রতিপালক ধমকাইলে অথবা তাড়না করিলে তাহা সহ্য করে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

সহ্যগুণ [স] *বি* সহ্য করার প্রবৃত্তি। 'এই ক্ষুদ্র শক্তির সহ্যগুণ ক্ষমতা যতটুকু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সহ্যশক্তি [স] *বি* সহ্য করার ক্ষমতা। 'সে বিপুল সহ্যশক্তি নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সহ্যশীল [স] *বিণ* সহ্যশক্তি বেশি এমন। 'সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদক পরোপকারক সহ্যশীল মনুষ্য ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সহ্যাতীত [স] *বিণ* সহ্য করা যায় না এমন। 'এ-বিপজ্জনক বীভৎস মশকরা সহ্যাতীত।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

সহ্যি [স সহ্য] *বি* সহ্য। 'সহ্যি না করিতে পার্যা রুষে গেল শেষে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাঅর [স সাগর] *বি* সাগর। 'কত হনুমতে সাঅর লাঁঘল কিছু ন গুনু তরাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাঁই [স স্বামী] *বি* প্রভু। 'না জানে আখেরে আপে কাজি হবে সাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সাইকলজি, সাইকোলজি [ই] ১ *বি* মনোভাব। 'তা হলে আছে কোথায়? কেবল সাশির সাইকলজির মধ্যে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* মনস্তত্ত্ব। 'সাইকোলজিতে শান লাগিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সাইকলজিকাল, সাইকোলজিকেল [ই] *বিণ* মানসিক। 'তাদের ভিতর সাইকলজিকাল ব্যবধানটা ফুটিয়ে তোলাই ... উদ্দেশ্য।' *প্রমথ*, ১৯৩০; 'সিগারেটের আনন্দটা আসলে সাইকোলজিকেল।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

সাইকিয়াট্রিস্ট [ই] *বি* মনোরোগ চিকিৎসক। 'তখন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সাইকেল [ই bicycle] *বি* পায়ে চালিত দুই চাকার যান। 'একজন সাইকেল চড়িয়া যাইতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সাইকেলভ্যান [সাইকেল+ই ভ্যান] *বি* সাইকেল সদৃশ তিন চাকার গাড়ি বিশেষ। 'সাইকেলভ্যানে তাড়ির কলসী।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

সাইক্লোন [ই] **১** *বি* ঘূর্ণিবাত্যা। 'আমি সাইক্লোন, আমি ঘূর্ণি।' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বিণ* ঘূর্ণিবাত্যার মতো। 'একটা আওয়াজের সাইক্লোন ঝড় উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাইক্লোনিক [ই] *বিণ* ঘূর্ণিঝড়স্বরূপ। 'বিষাদের সমুদ্রে সাইক্লোনিক মন্থনের মতো।' *মানিক*, ১৯৪৭।

সাইজ [ই] *বি* আকার। 'ওতে তোর সাইজও বাড়বে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সাইজমত *বিণ* সুবিধাজনক পরিমাপের। 'সাইজমত বিরাট একলপ্তে অনেকটা জমি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

সাইড [ই] *বি* পক্ষে। 'ডাকতদের সাইডে না গিয়ে ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সাইড পকেটওয়ালা [ই] *বিণ* পাশে পকেট আছে এমন। 'এদেশে এরকম সাইড পকেটওয়ালা পাঞ্জাবি হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সাইড বিজিনেস [ই] *বি* প্রধান ব্যবসার পাশাপাশি আনুষঙ্গিক ব্যবসা। 'তবু যদি একটা কিছু সাইড বিজিনেস করতে পারত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৫।

সাইনবোর্ড, সাইনবোট [ই] *বি* দোকানের বা প্রতিষ্ঠানের নামফলক। 'সাইনবোর্ডে দোকানগুলির আত্মপরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'উকীলপাড়া–'খুদিরাম উকীল' সাইনবোট খোদা আছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'ওই হবে সাইন বোর্ড।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সাইনিং [ই] *বিণ* চকচকে। 'নানা রকম রকম বেশকারের কফ ও কলারওয়ালা কামিজ, রূপোর বগ্‌লস আঁটা সাইনিং জুতোর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাইন্স [ই] *বি* বিজ্ঞান। 'সাইন্স বিদ্যায় উপদেশ প্রদানার্থে ইউনিবর্সিটি স্থাপন করিবেন কহিলেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

সাইপ্রেস [ই] *বি* ফুলবিশেষ। 'ডালিয়া বিগ্লোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সাইফার টেলিগ্রাম [ই] *বি* সাংকেতিক ভাষায় লেখা টেলিগ্রাম। 'আগেই এখানে সাইফার টেলিগ্রাম এসে গেছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সাইমত *বি* মিতাচারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাইমানা [ফা *শামিয়ানাহ*] *বি* চাঁদোয়া। 'আমাদের বাড়ির সামনে সাইমানা খেটে আসর করে দিতাম।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সাইমুম [আ] *বি* অত্যন্ত তপ্ত মরুঝড়। 'মরু-সাইমুম তাঞ্জামে চড়ি কোন পরীবানু আসে?' *নজরুল*, ১৯২৮।

সাইরেন [ই] **১** *বি* বিপদ-বাঁশি। 'আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮; 'সাইরেন বেজেছে – ছুটি, বারোটায় রাতে।' *শক্তি*, ১৯৬৫। **২** *বি* সতর্ক করার জন্য তীব্রধ্বনি সৃষ্টিকারী যন্ত্র। 'সাইরেনের আওয়াজের মতো ভর্তৃহরির একখানা ডাক।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সাইরেন-শঙ্খ [ই সাইরেন+স শঙ্খ] *বি* সাইরেনরূপ শঙ্খ। 'চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

সাইলেন্ট [ই] *বিণ* নীরব। 'ভালুকেরা শুনেছি সাইলেন্ট ওয়ার্কার।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সাউ [স সাধু] *বি* মাতব্বর। 'তুই তবু সাউকারি করবি?' *জীবন*, ১৯৩২।

সাউকারি *বি* মাতব্বরি। 'তুই তবু সাউকারি করবি?' *জীবন*, ১৯৩২।

সাউখুরি *বি* সাধুগিরি। 'তোদের আর সাউখুড়ি করতে হবে না।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সাওকুড়ি *বি* মুরুব্বিয়ানা। 'সবতাতেই মোড়লি সাওকুড়ি আবার মুখের ওপর চোপা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাওখুড়ি *বি* মাতব্বরি। 'ওদের কথা বলবার আর সাওখুড়ি করবার কী আছে?' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাওখোড় *বি* ভালো মানুষ (উপহাসে)। 'আঃ! বেটা কি সাওখোড় ও সরফরাজ।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাউধ [স সাধু] *বি* সাধু। 'চোরের নাও সাউধের নিশানা।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

সাউন্ড বক্স [ই] *বি* গ্রামোফোন যন্ত্রের যে অংশে রেকর্ডের উপর দিয়ে ঘোরা সুচ সংযোজিত থাকে। 'রেকর্ডটা ঘুরিয়ে সাউন্ডবক্স চাপিয়ে দম কষতে লাগল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সাএব [আ সাহিব] *বি* সাহেব; কর্তা। 'সাএবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সাএবি *বিণ* সাহেবি; কর্তাগিরি; বিলাসিতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাএর [আ সায়র] *বি* ভ্রমণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাও [ধ্বন্য] *বি* নাকে শ্লেষ্মার টান ধরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাওখোড় *দ্র* সাউ

সাওন [স শ্রাবণ] *বি* শ্রাবণ। 'সাওন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাওয়াল[1] [স শাবক] *বি* পুত্র। 'আবদুল্লা করিয়া থুইলা সাওয়ালের নাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাওয়াল[2] [আ সওয়াল] *বি* প্রশ্ন। 'হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সাওয়াল আছে!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সাওয়াল[3] [আ সওয়াল] *বি* একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'জলওয়ার, পান্নাহাজার, দুবলিজাল, সাওয়াল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাওস [স সাহস] *বি* সাহস। 'বাপজি আপনার কাছে আসতি সাওস করেন না।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সাওসি [স সাহসী] *বি* সাহসী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাং[1] [আ সাকিন>] *বি* সাকিনের সংক্ষিপ্ত রূপ; স্থান; ঠিকানা। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'এহা মৈথে কালে খাঁ নামে সাং তথা ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সাং[2] [আ সাহিব>] *বি* সাহেবের সংক্ষিপ্ত রূপ। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সাংকেতিক [ই] *বিণ* সংকেতকারক; না জানলে বোঝা না যায় এমন। 'সাংকেতিক অক্ষর লেখা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাংখ্য [স] *বি* ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। 'সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাংখ্যকার [স] *বি* সাংখ্যদর্শন রচয়িতা। 'চুটকি সূত্র গোটা সত্তর লিখিল সাংখ্যকার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

সাংখ্যজাত [স] *বিণ* সাংখ্যদর্শন থেকে সৃষ্ট। 'তাহা সাংখ্যজাত

বৈরাগ্যের ভিন্ন মূর্তি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সাংখ্যদর্শন [স] *বি* কপিল মুনি প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। 'সাংখ্যদর্শন ও কোমৎদর্শন নিরীশ্বর হইলেও ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সাংখ্যবেত্তা [স] *বিণ* সাংখ্য নামক দর্শনশাস্ত্রবিদ। 'তার্কিক সাংখ্যবেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈবেশিক ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সাংখ্যানুকারী [স] *বি* সাংখ্যদর্শনের অনুরূপ। 'কুমারসম্ভবের ব্রহ্মস্তোত্র আছে, তাহা সাংখ্যানুকারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সাংখ্যিক [স] *বিণ* সংখ্যাবিশিষ্ট। 'ওদের সাংখ্যিক তালিকা নেড়েচেড়ে দেখতে পাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সাংগঠনিক [স] ১ *বিণ* গঠনমূলক। 'নেমে এলেন কাজে – জাতির সাংগঠনিক কাজে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* সংগঠন-সংক্রান্ত। 'এ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক শাখার সম্পাদিকা।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সাংগঠনিক সম্পাদিকা [স] *বি স্ত্রী* সংগঠনের কার্যাদি সম্পাদনকারী। 'সাংগঠনিক সম্পাদিকা – বেগম ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

সাংগা [স সঙ্গ>] *বি* এক রকমের বিবাহ। 'এবার একটা সাংগা-টাংগা কর।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সাংগীতিক [স] *বিণ* সংগীতের চর্চা করে এমন। 'ঠিক সেই সময়ে বিল্লু জড়ো করেছে নিচের ঘরে তার সাংগীতিক অগ্রজদের।' বুদ্ধ, ১৯৪৯। *দ্র* **সংগীত**

সাংগ্রামিক [স] ১ *বিণ* যোদ্ধা। 'একজন সাংগ্রামিক কর্ম্মচারীকে সমভিব্যাহারে করিয়া, ব্যোম-যান আরোহণপূর্ব্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* যুদ্ধসম্বন্ধীয়। 'এ সাংগ্রামিক বিদ্যালয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সাংঘাতিক [স] ১ *বিণ* বিপজ্জনক। 'শণ এক বস্তু যাহাতে ফাঁদ হয় পক্ষীদিগের এমন সাংঘাতিক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* মারাত্মক। 'সদা হাস্যস্কর এবং সাংঘাতিক বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* কঠিন। 'কেহ কেহ সাংঘাতিক পরীক্ষাতে যাহা পাইয়া থাকে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বিণ* গুরুতর। 'সেই অলোকসামান্য বৃক্ষমূলে সাংঘাতিক কুঠার প্রহার করিয়াছ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'সাংঘাতিক আহত অবস্থায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাংঘাতিক মুহূর্ত [স] *বি* কঠিন সময়। 'এ রকম সাংঘাতিক মুহূর্ত হেরম্বের জীবনে আর আসেনি।' *মানিক*, ১৯৩৫।

সাংবৎসরিক [স] *বিণ* বৎসরান্তে করণীয়। 'একদিন, হরবল্লভের পিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সাংবাদিক [স] *বি* সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও পরিবেশনকারী। 'এতদুপলক্ষে বহু সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক ...।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'মহিলা সাংবাদিকদের এক সভায় বলেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সাংবাদিকতা [স] *বি* সংবাদ কর্মীর কাজ। 'এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নৈঃশব্দ্য।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সাংবাদিক মহল [স সাংবাদিক+আ মহল] *বি* সাংবাদিক সমাজ। 'কলিকাতার সাংবাদিক মহলে এক অনাবশ্যক বিতর্কের সৃষ্টি হয়।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সাংবাদিক সম্মেলন [স] *বি* বিশেষ সংবাদ জানানোর জন্য আয়োজিত সাংবাদিকদের সমাবেশ। 'সাংবাদিক সম্মেলনে ... সেক্রেটারী ঘোষণা করেন।' *বেগম*, ১৯৬৮।

সাংযাত [স] *বি* হিন্দুদের ধর্মপূজার উদ্দেশ্যে যাত্রীদলের সমাবেশ। 'চল বনি চাঁপাইএ লইয়া সাংযাত।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সাংযুগীন *বি* যোদ্ধা। 'সমবেত সাংযুগীন সঙ্গে কত সাজে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাংসারিক [স] ১ *বিণ* পারিবারিক। 'নানা প্রকার সাংসারিক সুখানুভব করিতেছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* ইহজাগতিক। 'যে বিদ্যার জন্য মনুষ্য সাংসারিক কার্য্যের পরমোপকার হন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* সামাজিক। 'য়ুরোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ *বিণ* সংসারী। 'মামুলী ধরনের সাংসারিক জীব।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ৬ *বিণ* প্রচলিত রীতিসংশ্লিষ্ট। 'সাংসারিক অর্থে সে হয়তো কৃতকাম নয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সাংসারিকতা [স] *বি* জীবন-যাপন। 'সাংসারিকতায় যারা কৃতার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাংসুর [স সংসার>] *বিণ* সংসারী। 'সাংসুর ভোক্তা আমনি।' *রামাই*, ১৭১০।

সাংস্কৃতিক [স] *বিণ* সংস্কৃতি-সম্পর্কিত। 'সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবনকে রূপদান করিবার কাজে।' *বেগম*, ১৯৪৭; 'মহিলা সমিতির বিভিন্ন কর্মপদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, জনকল্যাণমূলক কাজ ... সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ।' *বেগম*, ১৯৭০। *দ্র* **সংস্কৃতি**

সাংহাতিক [স সাংঘাতিক] *বিণ* সাংঘাতিক। '... পীড়া তাহা সাংহাতিক হইল।' *কেরি*, ১৮০২।

সাঁই[১] [স স্বামী] ১ *বি* প্রভু। 'সাঁই, এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। ২ *বি* গুরু। 'মনোহরের মতো সাঁই জোয়ান হয়ে যেতে চায়।' *ফণীশ*, ১৯৬৩।

সাঁই[২] [স স্বামী] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নিমাইচরণ সাঁই।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সাঁইত্রিশ *বিণ* ৩৭ সংখ্যক। 'শ্রীযুত বড় সাহেব সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচ শত টাকা দেউন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সাঁইবাবলা *বি* এক জাতের বাবলাগাছ। 'নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাবলা ও সাঁইবাবলার বন।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সাঁই সাঁই [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* বাধাপ্রাপ্ত বায়ুনিঃসরণজনিত। 'তাঁর গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* প্রবল বেগে চলার ভাবব্যঞ্জক শব্দ। 'ছোট শন শন শন ঘর ঘর ঘর সাঁই সাঁই।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাঁওতাল [স সামন্তপাল] *বি* ভারতবর্ষের আদিবাসী জাতিবিশেষ। 'কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি বন ও পর্ব্বতনিবাসী লোক প্রথম সম্প্রদায়-ভুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'মহাজন পীড়িত সাঁওতালগণের রাজ বিদ্রোহ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সাঁওতালসঙ্ঘ [সাঁওতাল+স সঙ্ঘ] *বি* সাঁওতাল সম্প্রদায়। 'সাঁওতালসঙ্ঘের আদিমানবীর চোখ।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

সাঁওতালি *বিণ* সাঁওতাল জাতিভুক্ত। 'সাঁওতালি ছেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সাঁওতালিয়া *বিণ* সাঁওতাল সম্প্রদায়ের। 'খেতো বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ!' *নজরুল*, ১৯২৫।

সাংযাত [স] *বি* ধর্মানুষ্ঠানে একসঙ্গে যাত্রা।

সাঁওতালী *বিণ* সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত। 'হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬; 'সাঁওতালী পার্বণ শেষ হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সাঁক [স শাক] *বি* শাক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁকআলু [স শঙ্খ>+ফা আলু] *বি* শঙ্খের আকৃতিবিশিষ্ট আলুবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁকড়ি [স সংকীর্ণ] *বিণ* সঙ্কীর্ণ। 'জমনুক তিরে তিরে সাঁকড়ি বাটী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাঁকাল [স সংক্রম?] *ক্রিবিণ* সত্বর; তাড়াতাড়ি। 'সাঁকাল চল তোহ্মে দক্ষিণ সাগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাঁকো [স সংক্রম] *বি* সেতু। 'খন্দকের সাঁকো দিলা যাইতে সৈন্য বাট।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাঁখ [স শঙ্খ] *বি* শঙ্খ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁখা [স শঙ্খ>] *বি* শঙ্খ দিয়ে তৈরি চুড়ির মতো অলঙ্কারবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁখারি [স শঙ্খ>] *বি* শঙ্খ দিয়ে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করা যার পেশা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁখচুন্নি [স শঙ্খচূর্ণী] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত সধবা নারীর প্রেতাত্মা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁগা *বি* কাঁধ। 'সাঁগা দিয়ে তুলে লয়ে শাল ঘরে ফেলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাঁঙ্গে [স সঙ্গ>] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'সাত ডিঙ্গা করি সাঁঙ্গে আনে ভ্রমরার গাঁঙ্গে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁচ [স সত্য] *বিণ* বিশুদ্ধ; খাঁটি। 'প্রসাদ বলে আমার হৃদয় অমল কমল সাঁচ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সাঁচা ১ *বিণ* খাঁটি। 'তবে জানি জ্ঞানী সব সাঁচা কথা কহে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* নির্দোষ। 'তাহাতে পরীক্ষাতে সীতা সাঁচা হইলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। **৩** *বিণ* সত্য। *ভবানী*, ১৮২৮।

সাঁচানি *ক্রিবিণ* সত্য কিনা। 'সাঁচানি চাহিল বাপ তোহ্মা কাটিবারে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাঁচে *ক্রিবিণ* সত্য ক'রে। 'জিজ্ঞাসিলে উত্তর কহিব সব সাঁচে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাঁচ্চা [তুল হি সাচ্চা] *বিণ* খাঁটি; আসল। 'এগুলি তো সব সাঁচ্চা পাথর?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সাঁচনা *বিণ* প্রস্তুত। 'বাছা ধুয়া শাক দুয়া করিল সাঁচনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁচা[১] *দ্র* **সাঁচ**

সাঁচা[২] [স সিচ্>] *ক্রি* সিঞ্চিত করা। 'গঙ্গার জল সাঁচরি বন্ধুরে করি বাও।' *সুলতান*, ১৭৫০।

সাঁচি[১] [স সঞ্চয়] *বি* সঞ্চয়। 'সাঁচি ধরসি মধু মনে ন লজ্জাসি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাঁচি[২], **সাঁচী** [স সত্য] *বি* উন্নত জাতের পানবিশেষ। 'অপূর্ব্ব পানদানে সাঁচি পান বাঙ্গালা পান এবং নানা প্রকার মসলা ছোট এলাচি বড় এলাচি লবঙ্গ জায়ফল জয়ত্রী জোয়ান ধনে সুপারি।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'খাবার চাই, টাটকা খাবার, সাঁচী পান ...।' *হোসেন*, ১৯৪০।

সাঁচীত [স সঞ্চিত] *বি* সঞ্চন। 'হাস কলা সে হরএ সাঁচীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাঁছ *বি* দেরি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাঁজ [স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা। 'সাঁজ হৈল বেলা গেল প্রতি ঘরে বাতি।' *সুলতান*, ১৭৫০।

সাঁজা *বি* সন্ধ্যাপ্রদীপ। 'সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।' *রামাই* ১৭১০।

সাঁজাসাঁজি *বি* প্রায় সন্ধ্যা। 'এসব করিতে বেলা হলো সাঁজাসাঁজি। *ভবানী*, ১৮২৫।

সাঁজাকুড়া [স সজ্জিত-কুণ্ড?] *বি* সংযুক্ত কুণ্ডের মতো আসন। 'বরুণে সাঁজাকুড়া কনক আকুড়া হিরামুখি নামে জ্বায় চন্দনের পুড়া।' *মুকুন্দ* ১৬০০।

সাঁজারু [স শল্লকী] *বি* গায়ে কাঁটাযুক্ত খরগোশের মতো প্রাণীবিশেষ সজারু। 'বাদুড়ের পাক আন্য সাঁজারুর কাঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **সজারু**

সাঁজুড়া *ক্রি* একসঙ্গে বাঁধা। **সাঁজুড়িআ** *ক্রি* একসঙ্গে বেঁধে। 'সাঁজুড়িআ পালে পালে আনয়ে চামরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁজুড়ি *বি* মালার মতো বন্ধন। 'বিহঙ্গ বাটুলে বধে লতায় সাঁজুড়ি বাঁ কান্ধে ভারে কালু আইসে ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁজুতি *বি* হিন্দুব্রতের আচরণীয়বিশেষ। 'অগ্রহায়ণ মাসে ইহারা সাঁজুতি ও মৌনী ধারণ প্রভৃতি ব্রত আচরণ করিয়া থাকে।' *কৈলাসবাসিনী* ১৮৬৩।

সাঁজোয়া [স সজ্জা] *বি* বর্ম। 'সাঁজোয়া শোভিছে যতেক শূরে।' *রঙ্গ* ১৮৫৮।

সাঁজুয়া [স সজ্জা] *বি* বর্ম। 'শোভন সাঁজুয়া গায়।' *মানিকরাম* ১৭৮১।

সাঁজোয়াল [স সজ্জা>] *বিণ* বর্মপরিহিত; বর্মধারী। 'সাঁজোয়া সমীরণ ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। দ্র **সাজোয়াল**

সাঁজ্জা [স সজ্জা] *বি* সাঁজোয়া; বর্ম। 'সাজিল শঙ্কর কোল সাঁজ্জা দিয় গায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাঁঝ [স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা। 'সাঁঝ ভৈল আইলোঁ বিহানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাঁঝতারা [স সন্ধ্যাতারা] *বি* সন্ধ্যাবেলায় সবার আগে যে তারা উদিত হয়; শুক্র গ্রহ। 'যুগল ভ্রমর কে দেখেছে কবে, সাঁঝতারা কেব কয়।' *জসীম*, ১৯৫১।

সাঁঝবাতি [স সন্ধ্যাবর্তিকা] *বি* সন্ধ্যাকালীন বাতি। 'ঘরে সাঁঝবাতি দেখিয়ে আবার নিবিয়ে দেয়।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

সাঁঝ-বেলা *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে।' *রবীন্দ্র* ১৯১৯।

সাঁঝরাত *বি* সন্ধ্যারাত। 'বলেছে সে কাল সাঁঝরাতে।' *জীবন* ১৯৩৬।

সাঁঝ-সকাল *বি* সকাল-সন্ধ্যা। 'পথের সাথী আমরা রবির/ সাঁঝ সকালে চলরে সবে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সাঁঝসকালে *ক্রিবিণ* সকালে এবং সন্ধ্যাকালে। 'সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে রাগ-রাগিণী আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'কোকিল ডাকে বকুলডালে/ যে মালঞ্চে সাঁঝসকালে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সাঁঝা [স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা। 'সস্তি জুগে দিল সাঁঝা বসুআ আমনি। *রামাই*, ১৭১০।

সাঁঝের বেলা *বি* অন্তিম সময়। 'গানের ঝরনাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

সাঁঝো [স সন্ধ্যা] *ক্রিবিণ* সন্ধ্যাবেলায়। 'পিটা দুহিএ এ তিন

সাঁঝো।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

সাঁটা *বি* লাগানো। 'নয়ান ঢোলে চাম সাঁটবার কছরৎ করছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'কপালে টিকিট সাঁটি কোন রঙের?' *মুজতবা*, ১৯৫৯; ।

সাঁটানো *ক্রি* লাগানো। 'সোঁকা নোলকানো সাঁটানো সাপানো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সাঁটি *বি* গুল্মবিশেষ। 'ভাঁটি সাঁটি কাটিল আদাড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁটে কথা *বি* সারকথা। 'ও বস্তু হচ্ছে একদিকে মৌখিক ভাষার বিকার, আর একদিকে বিদ্যার কারখানার সাঁটে-কথা।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাঁড় [স ষণ্ড] ১ *বি* ষাঁড়। 'সাঁড় চায়্যা বুলে জেন বাথানিএগ্রা পাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'ধনে হইতে চান্দ হইল সভামাঝে সাঁড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁড়াইশ [স সন্দংশিকা] *বি* সাঁড়াশি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাঁড়াশি, সাঁড়াসি [স সন্দংশিকা] *বি* বড়ো ও জোরালো চিমটা। 'সাঁড়াসিএ ধর্যা আনে ... জবাপুষ্প সমান সাবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সাপের গলায় দিব সুবর্ণ সাঁড়াশি।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সাঁড়াসাঁড়ি *বি* শাঁড়াগাছ। 'আনিয়া গাছ সাঁড়াসাঁড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০।

সাঁতরা[1] [স সন্তরণ>] *ক্রি* সাঁতার কাটা। **সাঁতরে** *ক্রি* সাঁতার কাটে। 'রুধিরের জলময় সাঁতরে শর শয় ফুটীল পুণ্ডরীক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **সাঁতারিয়া** *ক্রি* সাঁতার কেটে। 'সাঁতারিয়া ধরিব এখন।' *কেতকা*, ১৬৫০। **সাঁতরে** *ক্রি* সাঁতার কেটে। 'জান তো ভাই আমি হচ্ছি জলচলের জাত, আপন মনে সাঁতরে বেড়াই, ভাসি যে দিনরাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সাঁতরা[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রাধানাথ সাঁতরা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সাঁতরান *বি* সাঁতার কাটা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাঁতলা *বি* শ্যাওলা। 'কোপাডাঙা আর সাঁতলাপড়া।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সাঁতলাধরা *বিণ* শ্যাওলাযুক্ত। 'অযত্নের কাঁটালতা, সাঁতলাধরা ইটের খোয়া।' *হাসান*, ১৯৭৪।

সাঁতলাপড়া *বিণ* শ্যাওলাযুক্ত। 'কোপাডাঙা আর সাঁতলাপড়া।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সাঁতলানো [স সম+হি তলনা>] *ক্রি* মশলা ও সামান্য তেলে আধাআধি ভাজা; সাঁতলানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁতলন [স সম+হি তলনা>] *বিণ* গরম তেলে সামান্য ভাজা হয়েছে এমন। 'সাঁতলন মহুরির বাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁৎলানো [স সম+হি তলনা>] *ক্রি* গরম তেলে সামান্য ভাজা। 'সাঁৎরানো সাঁৎলানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'সে মাছকে কেটেকুটে সাঁৎলে সিদ্ধ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সাঁতার [স সন্তরণ>] *বি* পানিতে ভাসমান অবস্থায় বিচরণ। 'কেহ বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সাঁতার কাটা *ক্রি* সাঁতার দেওয়া। 'মাছগুলো উলটো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সাঁতার-কাটা ১ *বিণ* সাঁতার কাটা হয়েছে এমন। 'এই পুকুরে তারই সাঁতার-কাটা বারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ *বি* সাঁতার কাটার কাজ। 'আপন সুখের সাঁতার-কাটা সেই জানে, ভবসাগর মাঝখানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সাঁতার দেওয়া *ক্রি* সাঁতার কাটা। 'সাঁতার দিতে গিয়ে অত্যন্ত বেশি হাত-পা ছোঁড়া অপটুতারই প্রমাণ দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সাঁতারন *বি* সাঁতার কাটা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাঁতারু ১ *বি* সাঁতার কাটে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সাঁতার চর্চাকারী; সাঁতারকারী। 'নামজাদা সাঁতারু।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

সাঁৎরানো [স সন্তরণ>] *ক্রি* সাঁতার কাটা। 'একজন মাঝি রশি দাঁতে কামড়ে ধরে সাঁৎরে ডাঙায় গিয়ে টানতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাঁতোয়া *বিণ* সপ্তম। 'রাত্রির বিষাদ ভরা স্বপ্নাচ্ছন্ন সাঁতোয়া আকাশে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সাঁদানো [স সন্ধা>] *ক্রি* ঢোকা। 'গর্তের ভিতরে সাঁদাইয়া লুক্কায়িত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সাঁপ [স শাপ] *বি* অভিশাপ। 'কুর্দ্ধ হৈয়া বলে মুনি সাঁপ বচন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সাঁপান্ত [স শাপ+অন্ত] *বি* অভিশাপের চূড়ান্ত। 'সাঁপে সাঁপান্ত কর সুন মহাসয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

সাঁপে বর – শাপে বর; অমঙ্গল করতে গিয়ে মঙ্গল হওয়া। 'সাঁপে বর অষ্টাবক্র দিল দৃঢ় পথ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁপুড়া [স সম্পুট] *বি* হাতবাক্স। 'বামকরে তাম্বুল সাঁপুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঁফুই *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'অভয়কুমার সাঁফুই।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সাঁভা [স সম্‌>] *ক্রি* প্রবেশ করা। **সাঁভাইলে** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'সাঁভাইলে বক পেটে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সাঁভায়** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'ভল্লুক সাঁভায় গাড়ে ভয়ে কম্পমান/ তাড়িয়া মহিষ ধরি উপাড়ে বিষাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **সাঁভালএ** *ক্রি* ঢোকে; প্রবেশ করে। 'জেই সাঁভালএ সেই অবস্য থাকএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সাঁন্ধা *ক্রি* প্রবেশ করা। 'দেবে সান্ধাইল মোর পালের ভিতর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সাঁরা *ক্রি* উৎপাটন করা। 'আবু জেহেলক বেড়ি সবে সাঁর পিয়া দাড়ি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাঁসাল [স শস্য>] *বিণ* ভিতরে শাঁস আছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাঁসে জলে [স শস্য+স জল>] *বিণ* মোটাসোটা। 'এর মধ্যে বড় মানুষ বা সাঁসে জলে হলে সঙ্গে পেসাদার নেমন্তন্নে বামুন থাকে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাক[1] [স শাক] *বি* শাক। 'সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাক[2] [স সংক্রম] *বি* সাঁকো। 'চিৎপুরের সাকর উত্তরে আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

সাকরেদ [আ শাগিরদ] *বি* শিষ্য। 'দাদা, তোমার সাকরেদ হইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সাকরেদী *বি* শিষ্যত্ব; চেলাগিরি। 'ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের সাকরেদী করে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সাকসেস [ই] *বি* সফলতা। 'ইংরেজিতে বলে সাকসেস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাকসেসফুল [ই] *বিণ* সফল। 'সাকসেসফুল হতে পারছি না।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

সাকার [স] ১ *বিণ* মূর্তিমান। 'পরমেশের সাকার হইয়াছিলেন এক বার নর উধার করিতে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* আকারযুক্ত।

'নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'সাকার উপাসনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রলয়জলমগ্ন হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৮৫। ৩ *বি* আকার আছে যার। 'সাকার-নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সাকারবাদী [স] *বি* ঈশ্বরের মূর্তি আছে এই মত। 'ঐ সমস্ত মঠ সাকারবাদীদের তীর্থস্থানেই প্রস্তুত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সাকারভাবে *ক্রিবিণ* আকার আছে এমনভাবে। 'গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, ঈশ্বরকে সাকারভাবে উপাসনা করিতে হইবে কি নিরাকারভাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাকারা [স] *বি স্ত্রী* আকার আছে যার। 'ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইহার প্রতিমা নির্মিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সাকারীকরণ [স] *বিণ* আকার দান। 'নিরাকার সৌন্দর্য সাকারীকরণ, এসব তো তাদের কাছে অর্থবিহীন পাগলের প্রলাপ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সাকি, সাকী [আ] *বি* মদ পরিবেশনকারী। 'যে মদ দেয় তাকে পারসীতে সাকী বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'ওগো সাকি, আর কেন?' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাকিদার [আ সাকি+ফা দার] *বি* পরিবেশনকারী। 'সাকিদারদের যথারীতি উপদেশ দিয়া হালিম সকলকে লইয়া বিদায় হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাকিন [আ] *বি* ঠিকানা; আবাস। 'শ্রীআলমচন্দ্র দাস সাকিন চুনাখালী।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সাকিনান [আ] *বি* অধিবাসী। 'তাহা এ দেশের সাকিনান লোক সুন্দর বুঝিয়া ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

সাকিম, সাকীম [আ সাকিন] ১ *বি* বসতিস্থান। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'গাফীলীওয়ালা চারিপাচ তাতির নাম সাকীম পরগনা জীলা ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২। ২ *বি* ঠিকানা। 'সাকীমে পরগনে চুনাখালি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'সর্ব্বসাকিম শান্তিপুর।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সাকুব [স স+আ ওয়াকুফ] *বিণ* বুদ্ধিমান। 'সাকুব হইলে ইশারায় কর্ম বুঝে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাকো [স সংক্রম] *বি* সাঁকো; সেতু। 'দোজখ উপরে সাকো রাহা বড় দূর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সাক্ত [স শাক্ত] *বিণ* হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী শক্তির উপাসক। 'গুটিকতক প্রশ্ন আছে, সে গুলি যতদিন পূরণ না হচ্ছে, তত দিন সাক্তই থাকবেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাক্রোশ [স] *বিণ* বিক্ষুব্ধ। 'জবাবদিহিতার জন্যে সাক্রোশ তলব পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাক্ষর [স] *বি* অক্ষরজ্ঞান আছে যার। 'সাক্ষরেরা ঐ নিরক্ষর বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া প্রধান উপাধ্যায়ের ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সাক্ষরতা [স] *বি* অক্ষরজ্ঞান। 'তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সাক্ষাৎ [স] ১ *বি* দর্শন। 'সূর্য সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সত্রাজিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* স্বয়ং। 'সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ঊষধ প্রত্যক্ষ আমি দেখিল সাক্ষাৎ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* সরাসরি দেখা। 'পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে এবে সাক্ষাৎ আমারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *ক্রিবিণ* সরাসরিভাবে। 'সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৫ *ক্রিবিণ* সামনাসামনি। 'তা সাক্ষাতে থাকীয়া চুক্তি করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৬ *ক্রিবি* সাক্ষাতে; উপস্থিতিতে। 'ব্যবস্থাপক সাহেবের দিগের সাক্ষাৎ দি করিয়া স্বাক্ষরে লিখিয়া দিবেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৭ *ক্রিবি* কাছে। 'সেই ধারা ... সাহেবদের সাক্ষাতে যাইবেক।' *ডানকা* ১৭৮৫। ৮ *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'সেই দেশীয় ভাষাই তাহার সাক্ষ প্রমাণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৯ *বিণ* তুল্য। 'শস্ত্রবিদ্যায় সাক্ষ পাণ্ডবচূড়ামণি ফাল্গুনি।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সাক্ষাত [স সাক্ষাৎ] ১ *বি* দর্শন। 'চান্দর অপচয় ওঝার সাক্ষ নাই।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বিণ* স্বয়ং। 'চতুর্ভুজ হইলা সাক্ষ নারায়ণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *ক্রিবিণ* সম্মুখে। 'বসিলেক নবী সাক্ষাত।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাক্ষাতে ১ *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষভাবে। 'সাক্ষাতে না দেখা দেন পরো এত দয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* সামনে। 'মজনু সাক্ষা পুনি উড়িয়া আইলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সাক্ষাৎ করা *ক্রি* দেখা করা। 'কক্ষের দ্বার খুলিয়া দাও, এই স্ত্রীলে সাক্ষাৎ করিতে যাইবেক।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সাক্ষাৎকার [স] ১ *বি* দর্শন। 'দুই ভাই হৃদয়ে ক্ষালি অন্ধকার/ ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ব্রহ্মস্বরূপে যে সাক্ষাৎকার সেই তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা নয় ...।' *রামমোহন*, ১৮১ ২ *বি* অনুভব। 'স্ত্রী সম্ভোগে যে প্রত্যক্ষ সুখ সাক্ষাৎকার হয় *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ *বিণ* উপস্থিত। 'এই স্তূপশিখরে, এই নীলাম্ব যামিনী সাক্ষাৎকার, সন্তানেরা রণ করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সাক্ষাৎকার করা *ক্রি* প্রত্যক্ষ করা। 'নৃত্য গীত বাদ্য সাক্ষাৎক করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সাক্ষাৎকার লাভ *ক্রি* দর্শন লাভ। 'অভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থা গমন করিয়া কৃষ্ণার্জুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সাক্ষাৎপরিচয় [স] *বি* প্রত্যক্ষ দর্শন। 'আমরা দেবীর দৃষ্টিতে য সাক্ষাৎপরিচয় পেয়েছি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সাক্ষাৎপূজা [স] *বি* সামনাসামনি নিবেদন। 'হে গোরক্ষনাথ য সাক্ষাৎপূজায় দাসকে বঞ্চিত করলেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সাক্ষাৎপ্রার্থিনী [স] *বি স্ত্রী* সাক্ষাৎকারদাতা। 'সুব্রত আড়চো অন্যান্য সাক্ষাৎপ্রার্থিনীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল।' *নরে* ১৯৪৯।

সাক্ষাৎভাবে [স] *ক্রিবিণ* সরাসরি। 'সুযোগ হলো কায়েদে আজম সাক্ষাৎভাবে দেখবার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাক্ষাৎসম্বন্ধ [স] *বি* প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। 'জমিদারি সেরেস্তার সঙ্গে য কোনোরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ আছে তিনিই জানেন।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'এ মহা শ্রেষ্ঠি সম্প্রদায়টি সাক্ষাৎসম্বন্ধেই এদের মনিব ও অন্নদাতা *সবুজ*, ১৯২০।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে [স] *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষভাবে। 'ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ সম্ব রাজস্ব দিতেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সাক্ষাৎ হওয়া *ক্রি* দেখা হওয়া। 'যথাকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সাক্ষাত ভিক্ষা *বি* সাক্ষাৎ প্রার্থনা। 'আসিয়াছি তোক্ষার সাক্ষ ভিক্ষার কারন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাক্ষাতে ১ *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষভাবে। 'সাক্ষাতে না দেখা দেন পরো এত দয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* সামনে। 'মজনু সাক্ষা

পুনি উড়িয়া আইলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সাক্ষ্যাত *ক্রিবিণ* সরাসরি উপস্থিতিতে। 'সাহেব খামীন্দ সাক্ষ্যাত তজবিজ আজ্ঞা হএ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সাক্ষ্যাতে *ক্রিবিণ* সরাসরি উপস্থিতিতে। 'তাহা সাক্ষ্যাতে নিবেদন করিবো।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সাখ্যাত [স সাক্ষাৎ] *বি* সাক্ষাৎ। 'ছয় মাসের পরে একবার সাখ্যাত পাইলাম।' *রামরাম*, ১৮০১।

সাক্ষী [স] ১ *বি* প্রমাণ। 'এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্বজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সাক্ষ্য। 'হেসটিংস নানাপ্রকার ছল করিয়া, নানাপ্রকার মিথ্যা অপবাদ দিয়া ও কৃত্রিম সাক্ষী উপস্থিত করিয়া তাহাকে নষ্ট করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ *বিণ* প্রত্যক্ষদর্শী। 'দেবি! আপনিই এর সাক্ষী।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ৪ *বি* কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষকারী। 'সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সাক্ষি [স সাক্ষী] *বিণ* প্রত্যক্ষদর্শী। 'বীরের নগরে রজনি বাসরে তারা ভানু চন্দ্র সাক্ষি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাক্ষী-উকিল [স সাক্ষী+আ ওয়াকীল] *বি* ইসলাম ধর্মমতে বিয়ে পড়ানোর সময় কন্যার সম্মতি জেনে আসে যে। 'মোল্লা তখন কলমা পড়ায় সাক্ষী-উকিল ডাকি।' *জসীম*, ১৯২৯।

সাক্ষীগোপাল, সাক্ষিগোপাল [স] ১ *বি* হিন্দু অবতার কৃষ্ণের মূর্তিবিশেষ। 'সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দেখি সাক্ষীগোপালের লাবণ্য মোহন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* নিষ্ক্রিয় দর্শক। তাহার সহধর্মিণী তৎকালে সাক্ষীগোপালস্বরূপ ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

সাক্ষী ভাঙানো *ক্রি* সাক্ষীকে বিরুদ্ধ পক্ষে নেওয়া। 'সাক্ষী ভাঙাবার জন্যে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সাক্ষীসাবুদ [স সাক্ষী+আ ছবুত] *বি* সাক্ষী ও প্রমাণ। *ওসাঁ*, ১৭৪৩; 'সাক্ষী-সাবুদ তুমি পাবা কই?' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাক্ষেপে [স] *ক্রিবিণ* খেদের সঙ্গে। 'অতি সংকোচে ও সাক্ষেপে সেটি প্রকাশ করতেই যে অগ্নিস্রাব শুরু হল।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

সাক্ষ্য [স] ১ *বি* সাক্ষী কর্তৃক আদালতে ঘটনাদির বর্ণনা; জবানবন্দি। 'উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'চন্দ্র সূর্য্য দেও সাক্ষ্য।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বি* প্রমাণ। 'ভারতীয় প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ সাক্ষ্য বহন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সাক্ষ্যদান [স] *বি* সাক্ষ্য দেওয়া। 'ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শাস্ত্রে সাক্ষ্যদানের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সাক্ষ্যপ্রমাণ [স] *বি* সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপায়। 'তার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে হাজির হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সাক্ষ্যমঞ্চ [স] *বি* আদালতের সাক্ষ্যদানের মঞ্চ। 'শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সাক্ষ্যসাবুদ [স সাক্ষ্য+আ ছবুত] *বি* সাক্ষীর বক্তব্য ও প্রমাণাদি। 'উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সাক্ষ্যস্বরূপ [স] *বি* দৃষ্টান্ত। 'কি প্রকারই বা তাঁহাদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম ছিল, ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষ্যস্বরূপ অদ্যাবধি উক্ত রত্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সাখা [স শাখা] *বি* গাছের ডাল। 'সাখা পল্লব কুসুমে বেআপল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাখী, সাখি [স সাক্ষী] ১ *বিণ* প্রত্যক্ষদর্শী। 'এহা ঘোর বনে রাধা কেহো নাহি সাখী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মনের মানস কথা মন তাহে সাখি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সত্যতা। 'তাহাক দেখিলেঁ মোর বোলে পায়িবেঁ সাখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিণ* সাক্ষী। 'লক্ষ জন আছে সাখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাখিএঁ *ক্রিবিণ* সমক্ষে; সামনে। 'বড়ায়ি সাখিএঁ বোল সত্য বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাগ [স শাক] *বি* শাক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাগর[1] [স] *বি* সমুদ্র। 'মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাগরকূল [স] *বি* সমুদ্রতট। 'দক্ষিণে সাগরকূল উত্তরে হিমাচল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সাগরকোঁয়রী [স সাগরকুমারী] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সাগরকুমারী; লক্ষ্মী। 'তোহ্মে সাগরকোঁয়রী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাগর-খোঁজা *বিণ* সাগরের সাক্ষাৎ পেতে চায় এমন। 'সাগর-খোঁজা নির্ঝর সেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সাগরগর্ভ [স] *বি* সাগরের তলদেশ। 'তাঁহার ... বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থাদি সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সাগরগর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে/ জীবনোদ্‌বেগে তাড়া করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সাগরজল [স] *বি* সমুদ্রের পানি। 'সে-রাজ্যচালকদিগের কলঙ্ক সমস্ত সাগরজলেও ধৌত হইবার নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সাগরতট [স] *বি* সমুদ্রের তীর। 'চাকরী চাকরী শব্দে হিমাচল হইতে সাগরতট পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সাগরতল [স] *বি* সাগরের তলদেশ। 'আঁধার সাগরতলে একটি রতন জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'সাগরতলে কিংবা সাগরপারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সাগরতীর [স] *বি* সমুদ্রতট। 'কোনোটা শরম-চল বধূর গালে – সেদিন সাগরতীরে প্রভাতকালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সাগরধৌত [স] *বিণ* সমুদ্র উপকূলীয়। 'উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয়, দক্ষিণে সাগরধৌত কন্যাকুমারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সাগরপথগামী [স] *বি* সমুদ্র পথের যাত্রী। 'উজানে যেতে পারিবি কি সাগরপথগামী?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সাগরপার নির্মিত/নির্ম্মিত [স] ১ *বি* বিদেশে তৈরি। 'চর্ম্ম কোমল হইলেও সাগরপারনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহারসহিষ্ণু।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* সমুদ্রের উপকূল। 'সাগরপারের বনের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সাগরবক্ষঃ [স] *বি* সমুদ্রপথ। 'প্রবল বেগে সাগরবক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া ছয় মাসের পথ এক মাসে উত্তীর্ণ হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সাগরবলাকা [স] *বি* সাগর অঞ্চলের বক জাতীয় এক প্রকার পাখি; অ্যালবাট্রস। 'সাগরবলাকা অধীর চিৎকার হানে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সাগরবিলাস [স] *বি* সমুদ্র ভ্রমণ। 'সমুখে জাগিয়া থাক সাগরবিলাস।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সাগরবেলা [স] *বি* সমুদ্রের তীর। 'সাগর বেলায় অধীর বায়ে বনের ছায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'আর কতদিন সাগরবেলায় খামকা বসে তুলব ইঁট।' *নজরুল*, ১৯৪২।

সাগরমন্থন [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) অমৃত তোলার জন্য দেবতা ও অসুরদের সমুদ্রমন্থন। 'সমুদ্র মন্থন কালে, মোহিনীর প্রেমজালে, গিরীশের ঘটিল কি রঙ্গ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬০। ২ *বি* হুলুস্থুল কাণ্ড। 'সাগরমন্থনের মতো হুজুগে লোকের কোলাহল উঠেছে পথে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাগরমার্গ [স] *বি* সমুদ্রপথ। 'উহাদের সাগরমার্গে বা স্থলপথে দূরদেশ ভ্রমণেও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সাগরমেখলা [স] *বিণ* সমুদ্রবেষ্টিত। 'সাগরমেখলা শ্বেতদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী বাণিজ্যলক্ষ্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সাগর-যাত্রা [স] *বি* সমুদ্রে গমন। 'তুমি না শেখাও সাগর-যাত্রা ...।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৮।

সাগর-শকুন [স] *বি* সামুদ্রিক পাখি। 'আশা তব ওড়ে লুব্ধ সাগর-শকুন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সাগর-শোষা *বিণ* জল নিঃশেষকারী। 'বাষ্প হয়ে যায় উড়ে জল সাগর-শোষা তোর আঁচে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাগর-সঙ্গত [স] *বিণ* সাগরের অনুরূপ। 'আমার নীহারে জাগে তরঙ্গ-বিক্ষেপ আজ সাগর-সঙ্গত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাগরসঙ্গম, সাগরসংগম [স] ১ *বি* সাগরে ডুব দেওয়া। 'সাগর সঙ্গমে শরীর তেআগিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সাগরের সঙ্গে নদীর মিলন স্থান। 'সাগরসঙ্গম দেখি কর্ণধারে রঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসংগমে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সাগরসম [স] *বিণ* সমুদ্রের সমান। 'অলঙ্ঘ্য সাগর-সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সাগর-সৈকত [স] *বি* সমুদ্রের বালুকাময় তীর। 'তারা ভাবলো সাগর-সৈকতে এমন কতই ঘটে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

সাগরসৈকতবাসিনী [স] *বিণ* সাগরতীরে অবস্থিত। 'আমি হলে তোর ওই বর্ষাস্নাতা সাগরসৈকতবাসিনী করাচির বর্ণনাটা ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাগরোত্থিত [স] *বিণ* সাগর থেকে সৃষ্ট। 'ঝঞ্ঝা-মথিত সাগরোত্থিত ভালবাসি এই দেশ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

সাগর[2] [স] *বি* কলার জাতবিশেষ। 'মৌসুমের এই প্রথম ছড়ি, মোটাতাজা বাইশ হালি সাগর।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

সাগরী [স] *বিণ* বিদ্যাসাগর-রচিত। 'বাংলা গদ্যের অধুনাবিবর্তিত রূপের মধ্যে তাই আজও সাগরী গদ্যের সুবাস অনুভব করা যায়।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সাগরেদ [আ শাগির্‌দ] *বি* শিষ্য। 'তাঁহার সাগরেদ্‌দিগকে কলসী লইয়া জল আনিয়া দিতে হইত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সাগরেদি *বি* চেলাগিরি। 'গোঁফ ওঠার আগে থেকে সাগরেদি ধরেছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সাগাঁতিয়া *বিণ* সাঙ্গা তথা সাময়িক বিবাহ করেছে এমন। 'হের আইস সাঁগাতিয়া বর তোরে কোলে করি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাগু [প] *বি* এক ধরনের পাম গাছের ভেতরকার নরম পদার্থ থেকে তৈরি দানাদার খাদ্যবিশেষ, যা দুধ-সহযোগে রান্না করে পায়েস জাতীয় খাবার তৈরি করা যায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ঝি একবাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাগুদানা [প সাগু+ফা দানহ] *বি* এক ধরনের পাম গাছের ভেতরকার নরম পদার্থ থেকে তৈরি দানাদার খাদ্যবিশেষ। 'তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ ... হইতে সাগুদানা প্রস্তুত হইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সাগুনি *বি* সেগুন কাঠ। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সাগ্নিক [স] ১ *বি* সবসময়ে যজ্ঞের আগুন প্রজ্বলিত রাখে এমন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। 'এক উদ্যানে ... সাগ্নিক ও সালঙ্কারিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* পুরোধা; অগ্রগণ্য। 'ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাগ্রহ [স] *বিণ* আগ্রহ আছে এমন। **সাগ্রহে** *ক্রিবিণ* আগ্রহের সাথে। 'পূর্তবিজ্ঞানবিশারদ বিপুলমতি ক্রুনেল সাহেব মহোদয় ইহার সংগঠনভার সাগ্রহে গ্রহণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'সে সাগ্রহে কৌতূহলে সমস্ত কথা শুনিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাঙড় *বি* নৌকাবিশেষ। 'বড় এক সাঙড় নৌকো ভাঁটার সময় মাঝগঙ্গার কাদায় আটকে আছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সাঙাত, সাঙাৎ [স সঙ্গত] ১ *বি* বন্ধু। 'সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল, সাঙাত, পড়াশুনা তো সাঙ্গ করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* অসৎ কাজের সহচর। 'নিশাচর সাঙাতের মতো, নিষিদ্ধ কাজে যাওয়ার জন্য যে ডাকে সংকেতে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

সাঙাৎনি *বি স্ত্রী* বন্ধুত্ব। 'খুদু বলে, আমার সঙ্গে, সাঙাৎনি কি পাতাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সাঙাতি [স সঙ্গত] *বি* বন্ধু। 'শুনহে পরাণ সুবল সাঙাতি, কে ধনী মাজিছে গা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সাঙ্কম [স সংক্রম] *বি* সাঁকো। 'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গাঢ়ই।' *চর্যা* ৫, ১২০০।

সাঙ্কেতিক [স] ১ *বিণ* ইঙ্গিতজ্ঞাপক। 'অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* হেঁয়ালিপূর্ণ। 'ইহাদের ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতিসাধন সংক্রান্ত অনেকানেক নিগূঢ় ভাব সাঙ্কেতিক শব্দে সন্নিবেশিত থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সাঙ্গ[1] [স সঙ্গ>] *বি* সাঙ্গা বা সাময়িক বিবাহ। 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

সাঙ্গা *বি* একরকমের সাময়িক বিবাহ। 'আমার মনে মনে ইচ্ছা, মঠধারী ব্রহ্মচারীকে বলিয়া তোমায় সাঙ্গা করিয়া ফেলি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সাঙ্গে [স সঙ্গ>] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

স্যাঙ্গা-করা *বিণ* সাঙ্গা নামের সাময়িক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। 'স্যাঙ্গা করা কড়ুই রাঁড়ি মেয়েটা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাঙ্গ[2] [স] ১ *বিণ* অবসান। 'সন্ধ্যা সাঙ্গ করিআ করিল বহু স্তুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সম্পাদন। 'তোমার প্রসাদে জেন যজ্ঞ সাঙ্গ হয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* সমাপ্ত। 'উত্তর প্রত্যুত্তর সাঙ্গ হইলে ..।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

সাঙ্গ করন *বি* সমাপ্ত করা। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

সাঙ্গ হওয়া *ক্রি* সমাপ্ত হওয়া। 'সেও চলে যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে, ফুরাইবে দু-দিনের খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সাঙ্গা *ক্রি* শেষ হওয়া। 'সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সাঙ্গত্য [স] *বি* সঙ্গতি। 'বাদসাহী লস্কর পার হওনের সাঙ্গত্য পায় না।' *রামরাম*, ১৮০১।

সাঙ্গাতি *দ্র* সাঙাৎ

সাঙ্গি [ফা সঙ্গিন] *বি* সঙ্গিন। 'চণ্ডী জারে স্বহায় বীরের পাষাণকায় শেল সাঙ্গি গায় নাহী ফুটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঙ্গীতিক [স] *বিণ* সংগীতময়। 'তুমি সাঙ্গীতিক বিকালের দিকে এই বাঁধে এসে বসো একধারে।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

সাঙ্গোপাঙ্গ [স] **১** *ক্রিবিণ* সঙ্গী হিসেবে। 'সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবৎ অবতার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* দলবল। 'করিম চোরা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গসহ চোর জাতিকে সংহত ও কাতারবন্দী করিতেছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

সাঙ্গপাঙ্গ [স সাঙ্গোপাঙ্গ] **১** *ক্রিবিণ* আদ্যন্ত; আগাগোড়া। 'সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি আমি ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বি* শিষ্য-সাবুদ। 'হায় হায় করে উঠল পীর সাহেবের সাঙ্গপাঙ্গরা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সাঙ্ঘাতিক [স] *বিণ* ভয়ঙ্কর; বিপজ্জনক। 'সেই অঞ্চল যেমত সাঙ্ঘাতিক তেমন কলিকাতার অন্য কোন অঞ্চল নয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সাচ [স সত্য] *বি* সত্য। 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিছা।' *চর্যা* ২৯, ১২০০।

সাচা [স সত্য] **১** *বি* সত্য। 'খালাস করিয়া দিব যদি কহ সাচা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বিণ* সৎ; সাধু। 'কুম্পানির কাজ ভালমতে সরবরাহ হইবে জদি তুমি এ দফায় সাচা হইতে পারহ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সাচান [স শ্যেন] *বি* বাজপাখি। 'সাচান উড়িল জেন লইয়া ক্ষুদ্র পক্ষি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাচার [স] *বিণ* আচারনিষ্ঠ। 'পরম সাচার সর্ব লোকে আপক্ষিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সাচিব লওয়া *ক্রি* সুস্থ হওয়া। 'সাচিব লইতে ...।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাচিবি *বি* রোগমুক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাচিব্য [স] **১** *বি* মন্ত্রী। 'তোমারে সাচিব্য করি মারি দুষ্ট ভূপ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বিণ* সুলভ; সস্তা। 'পূর্ব্ববৎ শস্য জন্মে না কর অধিক লাগে সুতরাং প্রজারা সাচিব্য মূল্যে শস্য বিক্রয়ে সক্ষম হয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সাচ্চা [স সত্য] **১** *বিণ* খাঁটি। 'দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো?' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'উৎসব উপলক্ষে রাত্রিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্যকিরণের অনুকরণে তাহারা সাচ্চা রূপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* সত্য। 'আমরা যে গাই সাচ্চারই জয়গান।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাচ্ছল্য [স] *বি* সচ্ছলতা। 'এপর্য্যন্ত অনায়াসেই সাচ্ছল্য পূর্ব্বক উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়াদি দিয়া নির্ব্বাহ করিতেছি।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

সাজ[১] [ফা সাজ] **১** *বি* আবরণ। 'কেতকী কুসুম যেন ধূলীএঁ সাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সজ্জিত। 'রক্ষীগণে নরক করুক অতি সাজ।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* প্রস্তুতি। 'আপনাদের সাজ করিতে দোল ফুরাল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাজ করতে দোল ফুরানো – প্রস্তুতি নিতেই সময় শেষ। 'আপনাদের সাজ করিতে দোল ফুরাল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাজকোজ *বি* সাজগোজ; বেশভূষা। 'বিনা কোন সাজকোজ ও কোন উপদেষ্টা কিম্বা উত্তরসাধক ব্যতিরেক, কৌতূহল স্থলে উপস্থিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সাজগোজ *বি* বেশভূষা। 'ভাল, আমরা লেখাপড়া সাজগোজ করি।' *গৌর*, ১৮২২; 'গৃহের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সবচেয়ে বেশি; তিনি সবচেয়ে বেশি সাজগোজ করে এসেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সাজগোজ করা *ক্রি* সাজসজ্জা করা। 'যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাজগোজ করিয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসন গ্রহণ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সাজঘর, সাজাঘর [ফা সাজ+ঘর] *বি* অভিনেতাদের পোশাক পরিচ্ছদ পরার ও সাজার ঘর। 'আমি সাজঘরের কর্ত্তা হইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'ওদিকে বড়মা সাজাঘরে যাবে, তোর জন্যে বসে থাকবে নাকি।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সাজন **১** *বি* প্রস্তুতি। 'পুনরপি কৃষ্ণ মারিতে করহ সাজন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সজ্জা। 'রাঘব পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দেখিআ জলের স্থিতি চিন্তিত কলিঙ্গপতি সাজন করিআ আনে নায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* ব্যবস্থা। 'জলের উপরে করু ছিষ্টির সাজন।' *রামাই*, ১৭১০। **৪** *বি* সজ্জা গ্রহণ। 'পূজার উদযোগে মেশে তারও লাগি পূজার সাজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সাজনা *বি* সাজসজ্জা। 'তপন শশী হেরিছে বসি তোমার সাজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সাজনি, সাজনী **১** *বি* সজ্জা। 'রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সনকা গুরীক্ষা সঙ্গে অপূর্ব সাজনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* সাজসজ্জার উপকরণ। 'কিঙ্কর করিআ দিল দোলার সাজনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাজন্ত [ফা সাজ+স অন্ত] **১** *বিণ* মানানসই। 'যে যে কর্ম্ম এক ব্যক্তিতে আহ্লাদজনক ও সাজন্ত হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* সাজে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাজপোশাক [ফা] *বি* সাজসজ্জার উপকরণ ও পরিধেয় বস্ত্র। 'থিয়েটারের সাজপোশাকের দোকানে।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'নতুন সাজ-পোশাকের ফরমাশ গেল ওস্তাগরের কাছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সাজ বাজ *বি* সাজগোজ। 'সঙ্গে চলে ধুমসী করিয়া সাজ বাজ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাজসজ্জা [ফা সাজ+স সজ্জা] *বি* সাজগোজ; বেশবাস। 'সাজসজ্জা ঐশ্বর্য অলংকার আমাদের তেমন মানায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'তাদের প্রাসাদ ও সাজসজ্জা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাজ-সরঞ্জাম [ফা সাজ+ফা সরানজাম] **১** *বি* প্রস্তুতির উপকরণসমূহ। 'এত জিনিষ-পত্র লোক-লস্কর সাজ-সরঞ্জামের আবশ্যক হতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বি* সাজসজ্জা। 'তাহার সাজসরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বি* সজ্জা ও উপকরণ। 'তাদের ব্যস্ততা সাজসরঞ্জাম দেখে মনে হলো যেন অগ্রগামী সেনাবাহিনী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাজ[২] *দ্র* সাজা[১]

সাজ[৩] [স সন্ধ্যা] *বি* সন্ধ্যা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাজ[৪] [ফা] *বি* যুদ্ধ; দাঙ্গা। 'জমিদারের পক্ষে আযিম বখশিশের বদলে সাজ লড়িয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাজওয়া [স সজ্জা>] *বি* সাঁজোয়া; বর্ম। 'সাজওয়া অঙ্গেই শোভা পাইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সাজওয়াল [স সংযোজক>] *বি* বর্ম্মধারী। 'সাজওয়াল সমেত কাটে কত জনে জনে।' *গরীব*, ১৭৬৫। *দ্র* **সাজোয়াল**

সাজনা[1] [স স্বজন] *বি* সখা। 'রচনা যে রোঅন সাজনা রে বারিস ন তেজিঅ দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাজনা[2] *দ্র* **সাজ**[2]

সাজনি[1] *দ্র* **সাজ**[2]

সাজনি[2] [স স্বজন] *বি* সজনি। 'হমর বচন সুন সাজনি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সাজস [ফা সাজিশ] *বি* ষড়যন্ত্র। 'মর্টগেজ যদি সাজস প্রমাণ হয়?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সাজা[1] *বি* ব্যবহারের জন্যে তৈরি করা। 'চাল বাছা আর পান সাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সাজা[2] [ফা সাজ>] **১** *ক্রি* প্রস্তুত হওয়া। 'সৈন সাজল মধুমখিকা কুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *ক্রি* সজ্জিত করা। 'সাজাইল অনেক যতনে।' *বড়ু*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* বেশ ধারণ করা। 'জরীর কাপড় ও পরিষ্কৃত কোঁচার দ্বারা, আপনি বড় মানুষ সাজে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *ক্রি* মানানসই হওয়া। 'এখানে তোমাকে সাজে না।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে।' *নজরুল*, ১৯২২। **সাজ** *ক্রি* প্রস্তুত হও। 'সাজ সাজ বলিয়া টমকে দিল তরা।' *মালাধর*, ১৫০০। **সাজ ১** *ক্রি* ব্যবহারের জন্যে তৈরি করো। 'এক ছিলিম তামুক সাজ দেখি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *ক্রি* সাজাও। 'ঢেলে সাজ দেখি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **সাজল** *ক্রি* সাজলো। 'সৈন সাজল মধুমখিকা কুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সাজহ** *ক্রি* সাজাও। 'ঝাঁট করী সাজহ পসারা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাজাইআ** *ক্রি* সাজিয়ে। 'সপ্ত খণ্ড সাজাইআ সুবর্ণ আবাস।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সাজাইয়া** *ক্রি* সাজিয়ে। 'দারুকে সাজাইয়া রথ আনি সিঘ্রগতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাজাইল** *ক্রি* সাজালো; সজ্জিত করলো। 'সাজাইল অনেক যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাজালুঁ** *ক্রি* সাজালাম। 'তাম্বুল সাজালুঁ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **সাজাহ** *ক্রি* সাজাও; সজ্জিত করো। 'সানন্দে সংগ্রামে সাজাহ লইয়া ছাতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **সাজি** *ক্রি* সেজে। 'বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **সাজিআ** *ক্রি* সজ্জিত ক'রে। 'মায়ের হাব্যাসে মরি ত্বরাএ সাজিআ তরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **সাজিআঁ** *ক্রি* সাজিয়ে। 'ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজিআঁ পসার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাজিউ** *ক্রি* সাজাই। 'পসার সাজিউ দধি দুধে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাজিয়া** *ক্রি* সজ্জিত হয়ে। 'সমর করিতে সব সাজিয়া রহিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **সাজিল** *ক্রি* সজ্জিত হলো। 'সুনি ক্রোদে বলরাম সাজিল আপনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাজিলোঁ** *ক্রি* সাজিয়ে। 'ঘৃত দুধেঁ সাজিলোঁ পসারা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাজে** *ক্রি* শোভা পায়। 'তোর বোল মোত নাহিঁ সাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাজ্যা ১** *ক্রি* সাজিয়ে। 'পুসিআ পালিআ বালা কারে সাজ্যা দিল ডালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* সেজে। 'সেনাপতি সাজ্যা চল মৃগয়া কারণ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সাজ্যাছে** *ক্রি* সেজেছে। 'আর শুন্যাছ সিংহল জাত্যে সাধু সাজ্যাছে ডিঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **স্যেজে** *ক্রি* সেজে। 'বুড়ো বয়সে সং স্যেজে রং কত্তে হলো।' *হুতোম*, ১৮৬২।

সাজানী *বি* কনে সাজানোর উপকরণ। 'বরকে এখনো সাজানী দিয়ে কনেকে ঘরে আনতে হয়।' *বেগম*, ১৯৫২।

সাজানো [ফা সাজ>] **১** *বিণ* সুন্দরভাবে স্থাপিত। 'ঘরের চারি ধারে কৌচ চৌকি সাজানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* কৃত্রিম। 'পাশ্চাত্য অত্যুক্তি সাজানো জিনিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সাজানো-গোজানো *বি* সাজগোজ। 'সাজানো-গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে ... ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাজাসাজি *বি* মানানসই হওয়া না-হওয়া। 'আমাদের আবার সাজাসাজি কি?' *শরৎ*, ১৯১৭।

সাজিয়া গুজিয়া *ক্রিবিণ* সাজগোজ ক'রে। 'সাজিয়া গুজিয়া গহন পরিয়া আমার কাছে আসিয়া বসুক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সাজা[3] [ফা] *বি* দণ্ড। 'সুন্দর রূপ সাজা না দিলে খাজানার টাকা দিবে না।' *কেরি*, ১৮০২।

সাজাই [ফা] *বি* শাস্তি। 'বেহুদা সাজাই জদি করহ তবে তাহি তোমার নামে ... নালিস করিতে পারিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সাজাপ্রাপ্ত [ফা সাজা+স প্রাপ্ত] *বিণ* অপরাধের জন্য শাস্তি পেয়েছে এমন। 'আমাদের দেশে সাজাপ্রাপ্ত বা বিপথগামী কিশোরদের সংশোধনের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সাজাই[1] [স সজ্জা>] *বি* সাজ। 'শঙ্খনাদ নাউফলা পরিলা সাজাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সাজাই[2] *দ্র* **সাজা**[3]

সাজান ঘর *বি* আসবাবপত্র ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত ভাড়ার বাড়ি। 'এ রকম সাজান ঘর ভাড়া কেবল লণ্ডনে নয়, ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সাজি, সাজী [স সর্জ্জি] **১** *বি* ডালা। 'ফুলের সাজিতে তুমি বসিবে উড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভাতি ভাতি বহুরূপী আইসে সাজি সাজি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সাজীটি খুলিয়া ফুলটি তুলিয়া বাঁধেন নাগরী চুলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* উপহার। 'গানের সাজি এনেছি আজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৩** *বি* পূজার থালা। 'এনেছ বহিয়া রিক্ত তোমার পূজার ফুলের সাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'অর্ঘ্য নিবেদিত হওয়ার পর শূন্য সাজি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাজিমাটি *বি* ক্ষারজাতীয় মাটি। 'সে কি সাবান না সাজিমাটির ডেলা?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সাজো আঙ্গুল *বি* অনামিকা আঙুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাজোয়াল [স সংযোজক>] *বি* জোর করে টাকা আদায় করার জন্য যে বিশেষ কর্মচারীকে পাঠনো হয়; বর্মধারী সৈনিক। 'সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ।' *ভারত*, ১৭৬০। *দ্র* **সাঁজওয়া, সাজওয়া**

সাজোশ [ফা সাজিশ] *বি* চক্রান্ত; ষড়যন্ত্র। 'পাইকের সহিত সাজোশ করিয়া ঐ কুকর্ম্মে পুনরায় প্রবর্ত্ত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সাজ্য [স সাহায্য] *বি* সাহায্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাজ্যাতা *বি* একপ্রকার শাক। 'সাজ্যাতা পাজ্যাতা বন-পুই তুলে বলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঝি [স সর্জ্জি] *বি* ঝুড়ি। 'পাঁচ সাত সাঝি পূরি চলে নিজ ধাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সাঞি [স স্বামী] **১** *বি* মনের মানুষ। 'যথা দেখ মোর সাঞি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* ঈশ্বর। 'এবে ত্রিজগত সাঞি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* স্বামী; পতি। 'ফুল-সাঞি যে ফকির আছে ফুলকে তার ভালবাসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সাঞি সাঞি [ধ্বন্যা] *বি* সাঁই সাঁই শব্দ। 'সাঞি সাঞি করিআ বাণ জায় তুরিতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাঞী [স শমী] *বি* শমী; বাবলা জাতীয় গাছ। 'অপামার্গ বাঘনলা সাঞী তোলে জম্বুকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাট [ধ্বন্যা] **১** *বি* ছাট; ছিটা। 'ঘন কেরুয়াল পড়ে জলে লাগে সাট।'

মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ সমস্ত। 'তামা বলি ফিরে দিল সাটে।' ভারত, ১৭৬০।

সাটল [ই] বি অল্প ব্যবধানে অবস্থিত স্থানগুলোর মধ্যে নিয়মিত চলাচল করে এমন ট্রেন। 'ট্রেন আসে, থামে, হাঁটে, ছুটে যায়/ উড়ন্ত সময়, মেল, গুডস, সাটল, স্পেশাল, প্যাসেঞ্জার।' হোসেন, ১৯৪০।

সাটা বিণ সাঁটা; আঁটা। 'সাটা ফর্দ্দ করিয়া পাঠাইবে।' তাঁতি, ১৭৯২।

সাটানো বিণ টানানো। 'আমি ছিলাম ইজেলে সাটানো ক্যানভাসের সামনে।' আলাউদ্দিন, ১৯৬০।

সাটাসাটি বি শাসন। 'উৎসাহে রহমতের সাটাসাটি ও দৌড়াদৌড়ি বাড়িয়া যায়।' মনসুর, ১৯৫৫।

সাটি, সাটী[১] [স ষষ্টি] বিণ ষাট; ৬০ সংখ্যক। 'আড়কোট ২৬০ দুই সও সাটী তঙ্কা।' মেয়র্স, ১৭৫৮; 'এক সত সাটি সিক্কা।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

সাটিন, সাটীন [ই] বি মিহি ও মসৃণ রেশমি বস্ত্র। 'সে বহুমূল্য সাটীন, কিঙ্খাপ ইত্যাদি রেশমী বস্ত্রে বস্তা বোঝাই।' রোকেয়া, ১৯১৮; 'কেহ২ সাটিনের পায়জামা গোটা বনুট লাগান।' ভবানী, ১৮২৮।

সাটী[১] দ্র সাটি

সাটী[২] [স শাটী] বি পাড়যুক্ত শাড়ি। 'ভাল সাটী পরিহিতা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সাঠীহার [স ষষ্ঠী>] বি নবজাতকের ছয় দিনে হিন্দুদেবী ষষ্ঠীর কাছে শিশুর কল্যাণ কামনায় অনুষ্ঠেয় কর্ম। 'তে কারণে বিধি যত দুখগণ লেখিল সাঠীহারে।' বড়ু, ১৪৫০।

সাড় ১ বি চেতনা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'যখন একদিকে প্রবল হয়ে জেগে ওঠে অন্য দিকে তাদের আর-কিছুই সাড় থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৫; 'সাড় নাই মেয়ের!' তারা, ১৯৪০। ২ বি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। 'চারদিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না, তখন ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৩ বি তেজ; শক্তি। 'তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না।' মানিক, ১৯৩৬।

সাড়ম্বর [স] বিণ আড়ম্বরপূর্ণ। 'এক্ষণকার বদান্যতা সাড়ম্বর।' রাজ, ১৮৭৪; 'বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপে তাদের সাড়ম্বর আনন্দোল্লাস।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সাড়া [স স্বর>] ১ বি শোরগোল। 'বাহ বাহ বলিআ পড়িআ গেল সাড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হুঙ্কার। 'সাড়া মারিয়া বাঘা আইলে ধীরে ধীরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি আহ্বানের উত্তর। 'সাড়া না দিয়া সটকিবার উপক্রম করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

সাড়া দেওয়া ক্রি জবাব দেওয়া। 'সাড়া দিয়ে গেল না তো, চলে গেল ম্রিয়মাণ!' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সাড়া পাওয়া ক্রি পাত্তা পাওয়া। 'যখন সুখদুঃখ সমেত ভালোবাসার সমস্ত কর্তব্যভার মাথায় করবার সময় আসে তখন ওদের আর সাড়া পাওয়া যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সাড়ালিপি [সাড়া+স লিপি] বি সাড়া লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র। 'সাড়ালিপিতে সময়ের সূক্ষ্মাংশ পর্যন্ত নিরূপিত হয়।' জগদীশ, ১৯১৬।

সাড়াশব্দ [সাড়া+স শব্দ] বি কথা বা নড়াচড়ার শব্দ। 'সাড়াশব্দ কোথায় গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সাড়াশব্দহীন [সাড়া+স শব্দহীন] বিণ সম্পূর্ণ নীরব। 'পথশূন্য, জনশূন্য, সাড়া-শব্দহীন/ ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'অনেকক্ষণ সাড়াশব্দহীন হয়ে গভীর চোখ খুলে ...।' জীবন, ১৯৩২।

সাড়াতড়ি বি সাড়াশব্দ। 'সাড়াতড়ি আর পাচ্চি নে।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

সাড়াসি [স সন্দংশিকা] বি সাঁড়াশি; হাতিয়ার বিশেষ। 'সোনার সাড়াসি দিয়া মাথা চাপি ধরে।' বিজয়, ১৬৫০।

সাড়ি, সাড়ী [স শাটী] বি শাড়ি। 'হুল্কারে ছিণ্ডিয়া দড়ি পরিআ পাটের সাড়ি সোল বৎসরের হইল রামা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পাইআ ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাট সাড়ী দেখি বড় বীরের হরিস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাড়ীপরা বিণ শাড়ি পরিহিত। 'সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

সাড়ে [স সার্ধ] বিণ অর্ধসহ। 'বদলিয়া পুরাপিট হইল সাড়ে সাত।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

সাড়ে চুয়াত্তর বি সমাপ্তি। 'আমার চিঠির এইখানে আজ সাড়ে চুয়াত্তর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

সাড়ে তিনগজী বিণ সাড়ে তিন গজবিশিষ্ট। 'হনুমানের ন্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয়।' মুজতবা, ১৯৫২।

সাণ বি ধ্যান। 'ভণই লুই আম্হে সাণে দিঠা।' চর্যা ১, ১২০০।

সাণাতি বি টের; জানান। 'সিংহল জাইতে সাধু পাইল আরতি/ লহনা দুবলা মুখে পাইল সাণাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাণ্ড [স ষণ্ড] বি ষাঁড়। 'গোআলকুলে কি তোক্ষে উপজিল সাণ্ড।' বড়ু, ১৪৫০।

সান্ন্যাল বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সান্ন্যাল।' দর্পণ, ১৮৩০।

সাত[১] [পা সত্ত] বিণ ৭ সংখ্যক। 'এহার দান সাত লক্ষ মোরে।' বড়ু, ১৪৫০।

সাতকুল [সাত+স কুল] বি বংশের সমস্ত ধারা। 'যাহার সাতকুলে কেহ নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সাতকুলখাগী বি সাত কুল ধ্বংস করেছে এমন ব্যক্তি (গালিবিশেষ)। 'সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালবাসে।' বিভূতি, ১৯২৯।

সাত-খুন মাপ বি গুরুতর অপরাধের শাস্তি না হওয়া। 'ততক্ষণ তাহার সাত-খুন মাপ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সাতগুটি [সাত+স গুটি] বিণ সাতটা। 'সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম।' বড়ু, ১৪৫০।

সাতগুষ্টি [সাত+স গোষ্ঠী] বি সবাই। 'সাতগুষ্টি মিলে করচে কি দেখ না।' শরৎ, ১৯১২।

সাত ঘাটের জল বি নানা জায়গা। 'ওরা মজুরি করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেউ ঘুরে বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

সাত ঘাটের জল এক করা – বহু কষ্ট করে একত্র করা। 'সাত ঘাটের জল এক করে সে ভরতে পারে।' জসীম, ১৯৩৩।

সাত ঘাটের জল খাওয়ানো ১ ক্রি নাজেহাল করা। 'বদ্যিতে করবে কী ভাই! কত বদ্যির সাত পুরুষকে আমি সাত ঘাটের জল খাইয়ে এসেছি!' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রি চার দিকে ঘুরিয়ে বেড়ানো। 'আমি দেহটাকে কোণে বেঁধে মনটাকে গগনপথে ওড়াতে পারলে আরাম পাই অথচ সাত ঘাটের জল আমাকে খাওয়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সাতঘাটের পানি খাওয়ানো – বিপদে ফেলা। 'তোমরা জিতলে আওয়ামী লীগকে এবার যে সাতঘাটের পানি খাওয়াতে ...।' *পাশা*, ১৯৭১।

সাতচারি *বি* শিশুদের খেলাবিশেষ। 'নিরবধি সাতচারি খেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাতজন্ম [সাত+স জন্ম] *ক্রিবিণ* কোনো কালে। 'সাতজন্ম বউয়ের মুখ দেখিলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সাতজন্মে *ক্রিবিণ* কোনো কালে। 'সাতজন্মে তাসের দেশের শাস্তরে লেখে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সাত তালা *বি* (বাউল) মানবদেহের কল্পিত সাতটি স্তর। 'মানুষ-মক্কা কুদরতি কাজ উঠেছে রে আজগৈবি আওয়াজ সাত তালা ভেদিয়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

সাতনড়ি [সাত+স নল>] *বি* গলার সাত প্যাঁচওয়ালা অলঙ্কারবিশেষ। 'মুক্তার সাতনড়ি, ডায়মনকাটা চিক তাবিজ বাজু হাতের কড়া স্বর্ণ গোটা চাবির সিকলি; চন্দ্রহার গোলমল পাওজর ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সাতনায়্যা [সাত+নয়>] *বিণ* সাত নয় অর্থাৎ তেষট্টি। 'আনিলেন জত ছিল নগরের নড়ি সাতানয়্যা বন্দে বিশ্বকর্ম ধরে দড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাতনরি, সাতনরী *বি* সাত প্যাঁচওয়ালা কণ্ঠহার। 'অঙ্গেতে শোভে বিভূতি তাজিয়া গলার সাতনরী।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'সাতনরি আর পাঁচনরি হার।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

সাতনরি শিকা *বি* এক ধরনের শিকা। 'রাখিও ট্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাতনরি শিকা ভরে।' *জসীম*, ১৯২৭।

সাতনলা [সাত+স নল>] *বি* পাখি ধরার ফাঁদ। 'সাতনলা জাল আঠ্যা ফান্দে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাতনলি *বি* যে বন্দুক দিয়ে একসঙ্গে সাতটি গুলি ছোড়া যায়। 'সাতনলি দিয়ে বনের পাখী মারে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সাতনলী [সাত+স নল>] *বিণ* সাতপ্যাঁচওয়ালা। 'তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সাতনলী হার *বি* সাতপ্যাঁচওয়ালা কণ্ঠহার। 'তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সাতপাঁচ *বি* ভালো-মন্দ নানা কথা। 'সাত পাঁচ সখি শুণী বড়ায়ি গো রাধার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সাতপাঁচ ভেবে আমি ... দূরে থাকতেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সাত পাক *বি* হিন্দুবিয়েতে বর-কনের একসঙ্গে সাত পাক ঘোরার রীতি। 'লুকিয়ে ক'রে আসব বিয়ে লুকিয়ে হবে সাতটি পাকও।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সাতপাক মোচড় খাওয়া – অস্থির অবস্থা হওয়া। 'তখনই যেন জানটা সাতপাক মোচড় খেয়ে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাতপুরু *বি* সাত স্তর। 'এ দেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া তাহাতে নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবেই এ দেশ ভাল হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাতপুরুষ [সাত+স পুরুষ] ১ *ক্রিবিণ* বংশানুক্রমে। 'আমার এখানে সাত পুরুষ বাস।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বি* পূর্বপুরুষ। 'তার সাতপুরুষের দেশের ভিটায়।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সাতপুর্ষে [সাত+স পুরুষ] *ক্রিবিণ* বংশানুক্রমে। 'তানারা সাতপুর্ষে মুনিব।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সাতভাই *বি* সাতটি তারাসংবলিত নক্ষত্রমণ্ডলীবিশেষ। 'আমার সেই পরাণ সাত ভাই, কালপুরুষ ও অন্যান্য তারাগুলি ঝকিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সাত ভূতের বেদনা – অপরের কষ্ট নিজের কাঁধে পড়া। 'খামখা সাত ভূতের বেদনা এসে জানটা কচলে কচলে দিয়ে যায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাতমহল [সাত+আ মহল] *বিণ* সাত মহলবিশিষ্ট। 'সুওরানী সাতমহল বাড়িতে থাকেন।' *অবন*, ১৮৯৬; 'সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে ছটফটিয়ে তুলেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সাতমহলা [সাত+আ মহল>] *বিণ* সাত মহলবিশিষ্ট। 'সাতমহলা বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সাত রাজার ধন মাণিক – অতি মূল্যবান বস্তু। 'তুমিই আমার সাত রাজার ধন পুরা মাণিক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সাতলহরী [সাত+স লহর] *বিণ* সাত প্যাঁচওয়ালা। 'সধবাকালীন অবস্থায় তিনি নাকে নথ, কণ্ঠে চিক্কপেটি বা চিক, কণ্ঠি, সাতলহরী মুক্তাহার ... পরতেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সাত সও *বিণ* সাতশো। 'মিহি সোমুরা তিন হাজার থান নয়ানযুক কাপড় সাত সওখান গুড়াচুন ছয় নৌকা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার – বহুদূরের স্থান। 'সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাত সমুদ্র [সাত+স সমুদ্র] *বি* সুদীর্ঘ পথ। 'যাঁহারা সাত সমুদ্র পার হইয়া ... আসেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সাত সমুদ্র তীর – বহু দূর। 'রাগ করবেন বাবা বুঝি দিল্লি থেকে ফিরে? ততক্ষণ যে চলে যাব সাত সমুদ্র তীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সাত সমুদ্র তের নদীর পার – সুদীর্ঘ দূর। 'আমি কেবল যাই একটিবার সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান – বিস্তর তফাত। 'বিলাতফেরৎদের সঙ্গে তাহলে আমাদের সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান এতদিনে ঘুচল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

সাত সমুদ্র তেরো নদী – রূপকথায় ব্যবহৃত বহু দূরবর্তী স্থান। 'সেই গল্পের তেপান্তরের মাঠ এবং সাত সমুদ্র তেরো নদী ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সাত সাগর – বিস্তীর্ণ অঞ্চল। 'সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে, আমি যাই ভেসে দূর দিশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সাত সাগর পার – বহুদূরের স্থান। 'আনবে যে সাত সাগর পারের বন্দিনী দেশলক্ষ্মীকে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সাতে সন্তুরে *ক্রিবিণ* মাঝে মাঝে। 'সাতে সন্তুরে বাজান আসিলে গলাটি ধরিয়া তাঁর।' *জসীম*, ১৯৩১।

সাতেসরী, সাতেশরী, সাতেশ্বরী [পা সত্ত>] *বিণ* সাত নরীহার। 'কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'গলে সাতেশ্বরী হার আর নানা অলঙ্কার ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সাত[২] [স সহিত] *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'করিল অনেক পাপ বালকের সাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাতে [স সহিত>] *ক্রিবিণ* সাথে। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'বসন্তরায়কে সাতে করিয়া পূজার অট্টালিকায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

সাত^২ *বি* মুহূর্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাতকড়া [স স্বাদকারী>?] *বি* কমলাজাতীয় ফল। 'চালিতা তেন্তলি সাতকড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাতচল্লিশ [পা সত্তচত্তালীসা] *বিণ* ৪৭ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাততাড়াতাড়ি **১** *ক্রিবিণ* খুব দ্রুত। 'তারা সাততাড়াতাড়ি নিমলার বাগান ছেড়ে রাস্তায় বেরল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *ক্রিবিণ* ব্যস্তসমস্ত হয়ে। 'সমূহ সংলাপ শুনে সাত তাড়াতাড়ি।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

সাতসকাল *বি* খুব ভোর। 'সাতসকালে গোসল সেরে ... মণি ঘরে এসে ঢুকলো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'বোধহয় সাতসকালে এসেছিলো খেত নিড়োতে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

সাতসাট্টি [পা সত্তসট্‌ঠি>] *বি* সাতষট্টি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাতা [পা সত্ত>] *বি* সাত ফোঁটাযুক্ত তাস। 'ইস্কাবনের সাতাও এখন হরতনের টেক্কা অপেক্ষা অধিক বলশালী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সাতা নয়া *বিণ* সাত নয় অর্থাৎ তেষট্টি। 'সাতা নয়া বন্দে বিশাই ধরিলেন সূতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাত্তা [পা সত্ত] *বি* সাত ফোঁটাবিশিষ্ট তাস। 'চারি রঙ্গ যদি এইরূপেই হইল, তবে সাত্তা আট্টা এ সব কি?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সাতাইশ, সাতাইস [পা সত্তবীসতি] *বিণ* সাতাশ। 'শত শত ফুলে অলি মালতীর বন্ধু সাতাইস ভার্যায় রোহিণীনাথ ইন্দু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সাতাইশ ব্রহ্মাণ্ড আদি সব উপজিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাতাইষ *বিণ* সাতাশ; ২৭ সংখ্যক। 'এক সও সাতাইষ তঙ্কা ঘাটতি।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সাতাইসা *বিণ* সাতাশে। 'বধুকে এ বাটীতে সাতাইসা অগ্রহায়ণে আনান গিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সাতাত্তর [পা সত্তসত্ততি] *বিণ* ৭৭ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাতা ধুলি *বি* শিশুদের খেলাবিশেষ। 'তেপাত্যা বাঘচালি খেলে যাধু সাতা ধুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাতান [ফা সাতুয়ান] *বিণ* বিত্তশালী। 'চন্দ্র গোলদার সাতান, ৩/৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সাতানব্বই [পা সত্তনবুতি] *বিণ* ৯৭ সংখ্যক। 'সাতানব্বই বৎসর হইল।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সাতানম্বি *বিণ* সাতানব্বই। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সাতানো *ক্রি* যন্ত্রণা দেওয়া। 'আমারে সাতাইবার লাগি এই ছেলেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ?' *মনসুর*, ১৯৫৩।

সাতান্ন [পা সত্তপঞ্ঞাসা] *বিণ* ৫৭ সংখ্যক। 'হরেক তরো ৫৭ সাতান্ন খান ছোট বড়তে আমার স্থানে ছীল।' *ভেরলি*, ১৭৯৪।

সাতার [স সন্তরণ] *বি* সাঁতার কাটা। 'কিনারা নাহি দেখি না জানি সাতার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সাতরিয়া [স সন্তরণ>] *ক্রি* সাঁতার কেটে। 'সাতরিয়া নও দিন জল মধ্যে ভাসে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সাতাশ [পা সত্তবীসতি] *বিণ* ২৭ সংখ্যক। 'এক টন সাতাশ মণের অধিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সাতাস *বিণ* ২৭ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাতাশী [পা সত্তাসীতি] *বিণ* ৮৭; সংখ্যাবিশেষ। 'সাতাশী উপরে তিনের স্থিতি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সাতি [স শান্তি] *বি* শাস্তি। 'দোষ পাইলেঁ নাকেঁ কানে করে সাতি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাতিশয় [স] *বিণ* অতিশয়। 'কোন বৈষয়িক বা উৎসব-ঘটিত ব্যাপারে সাতিশয় নিবিষ্ট থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ঐ রমণী সাতিশয় বলিষ্ঠ।' *প্রভাকর*, ১৮৫৬।

সাতুই [পা সত্ত>] *বিণ* সাত সংখ্যক। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাত্ত্বিক [স] *বিণ* সত্ত্বগুণসম্পন্ন। 'এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাত্ত্বিকতা [স] **১** *বি* সাধুতা; সদ্‌গুণ। 'এর মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ তো বড়ো পাই না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **২** *বি* সত্ত্বগুণময়তা। 'পাঞ্জাবের লাটের মতোই সাত্ত্বিকতার অতিশৈত্যকে পরিহাস করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাত্ত্বিকভাব [স] *বি* স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণতা, অশ্রু ও মূর্ছা – এই আট প্রকার ভাব। 'সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূর্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করতঃ ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'স্বেদ, কম্প, মূর্চ্ছা, রোমাঞ্চ, শীৎকার প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের প্রধান লক্ষণগুলি সব মানুষের শরীরে দেখা দেয়।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাত্ত্বিকী [স] *বিণ স্ত্রী* সত্ত্ব গুণসম্পন্ন। 'বিদ্যাভ্যাস করিলে ... সাত্ত্বিকী ও সাধ্বী হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সাথ [স সহিত>] **১** *ক্রিবিণ* সাথে। 'মাধব ঈশ্বর পুরী শচী জগন্নাথ/ অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* পার্শ্ববর্তী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাথে *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'তুমি যাইতে মোরে নিয় সাথে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সাথের-সাথী *বি* নিত্যসঙ্গী। 'তুমি হাতের কাছের সাথের-সাথী নও।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সাথি, সাথী [স সহিত>] **১** *বি* পথপ্রদর্শক। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* সঙ্গী লোক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথী কে আছে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *ক্রিবিণ* সঙ্গে। 'বলে চল লড়ি গিয়া হইয়া এক সাথি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৪** *বি* সখ্য; বন্ধুত্ব। 'আমার সঙ্গে সে সাথি পাতালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাথিবিহীন [সাথি+স বিহীন] *বিণ* নিঃসঙ্গ; একাকী। 'যেখানে সাথীবিহীন তালগাছের মাথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সাথিহারা, সাথীহারা *বিণ* সঙ্গী নেই এমন। 'বাতাবিফুলের গন্ধ ঘুমভাঙা সাথিহারা রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'সাথীহারা ঘরে মন আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাথিহীন *বিণ* নিঃসঙ্গ। 'সাথিহীন নির্জনদ্বীপ ঘিরে দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯৩৬; 'যেথা আমি সাথিহীন একা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সাথোক [স সার্থক] *বিণ* সার্থক। 'দুর্লভ জন্মো সাথোক হএ, যদি কারণীয় পিতারে ভজো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সাদ^১ [স শব্দ] *বি* শব্দ। 'ভণই কঙ্কণ কলএল সাদেঁ।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

সাদ^২ [স সাধ] *বি* সাধ; ইচ্ছা। 'সাদ লাগে কাহ্নাঞি দেখিবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাদে সাদে *ক্রি* ইচ্ছা ক'রে। 'সাদে সাদে করে পোড়া মৃত্তিকা ভক্ষণ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সাদ[২] [স স্বাদ] *বি* গর্ভবতী নারীকে সুস্বাদু খাদ্যাদি খাওয়ানোর অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সাত মাসে বন্ধুগণ দেই তারে সাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* সাধ[২]

সাদকা [আ সদকাহ্] *বি* দান। '(তোর) আমানতের হিসসা সাদকা দে খোদার রাহে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সাদর [স স-আদর] *বিণ* প্রীতিপূর্ণ। 'সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাদরপত্র [স] *বি* প্রশংসাপত্র। 'বড়ো বড়ো লোকের কাছ হইতে অনেক সাদরপত্র আনিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজমহলে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাদরসম্ভাষণ [স] *বি* আদরযুক্ত অভ্যর্থনা। 'সাদরসম্ভাষণ করিয়া ... দাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সাদরে **১** *ক্রিবিণ* সশ্রদ্ধচিত্তে। 'শালেপুরে যাত্রাসিদ্ধি বন্দিব সাদরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *ক্রিবিণ* আদর ক'রে। 'সাদরে গলাটি ধরে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সাদা[১] [ফা সাদহ্] **১** *বিণ* শুভ্র। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* সহজ-সরল। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'একেবারে ঘরের কথা – সাদা ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বিণ* লেখা হয়নি এমন। 'সাদা কাগজ এবং কলমকাটী সেখান হইতে পাঠাইবেন।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৪** *বিণ* ধবল। 'কুড়িটি বেল লান্ঠন (রং বেরং ... সাদা, গ্রিন, লাল) টাঙ্গান হয়েছে।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৫** *বিণ* সোজা। 'সাদা কথা এই যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৬** *বিণ* নিরাসক্ত। 'তাহার সাদা মনটির উপরে একটু রঙ ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৭** *বিণ* স্পষ্ট। 'ব্যাপারটা নিতান্তই সাদা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সাদাই [ফা সাদহ্>] *বি* সরলতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাদাটে *বিণ* প্রায় সাদা। 'পাথরচাপা বিবর্ণ সাদাটে ঘাস।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

সাদামাটা **১** *বিণ* কারুকার্যশূন্য। 'সব যেন উড়কাটের ব্যাপার – সাদামাটা কাঠখোট্টা বটে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* অনাকর্ষণীয়। 'সাদামাটা চেহারা।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **৩** *বিণ* সাধারণ। 'যে-সব ভূমি দেখেছি, শুধুমাত্র সেগুলোর সাদামাটা বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকি।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সাদামাটাভাবে *ক্রিবিণ* বিনা অলঙ্কারে। 'দরবারী কানাড়া তারালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদামাটা ভাবে গেয় নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সাদা লোক *বি* সহজ-সরল ব্যক্তি। 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাদা সাদা *বিণ* সাদাটে। 'ছোটো ছোটো মেঘগুলি/ সাদা সাদা পাখা তুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সাদাসিদা [ফা সাদহ্>] *বিণ* সহজ-সরল। 'বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সাদাসিদে [ফা সাদহ্>] *বিণ* সাধারণ ধরনের। 'কোনোপ্রকার ভান নেই; অত্যন্ত সাদাসিদে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সাদাসিধা [ফা সাদহ্>] *বিণ* সাধারণ। 'সাদাসিধা রকমের খাওয়া পরা এবং উচ্চ রকমের ভাবনা চিন্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সাদাসিধে *বিণ* নিরীহ। 'সাদাসিধে লোক।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাদা[২] [স সাধ্>] *ক্রি* আদায় করা। 'কানাইধন দত্ত এক নিমখাসা রকমের ছক্কড় ভাড়া করে বারোইয়ারি পূজার বার্ষিক সাদতে বেরিয়েছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাদাজালাণী *বি* কাগজ কলম খরচ বাবদ কর। 'কাছারির কাগজ কলম খরচের জন্য সাদাজালাণী দিতে হইবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সাদার পাতা *বি* পানের সঙ্গে খাওয়ার তামাক পাতা। 'সাদার পাতা আনেনি তাই বেজার সবার মন।' *জসীম*, ১৯২৯।

সাদাসাদি *বি* অনুরোধ। 'কোনো খেলাতেই নামাবার জন্য অত্যধিক সাদাসাদি করতে হত না।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সাদি [ফা শাদী] **১** *বি* উৎসবের ভোজ। 'সাদি খাইয়া সোনাইর হরষিত মন।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* বিয়ে। 'তোমার সাথে আমার সাদি হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সাদিপুরিয়া *বিণ* সাদিপুরে বাস করে এমন। 'শ্রীহরি-আচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাদিয়ানা, সাদীয়ানা [ফা শাদিয়ানাহ্] *বি* বিবাহ উৎসবের বাদ্য। 'নহবত তুলিয়া দাও খুব সাদিয়ানা।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'হঠাৎ সাদিয়ানা বাদ্য বাজিয়া উঠিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সাদী [স] *বি* অশ্বারোহী সৈন্যদল। 'চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী, রথী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সাদু [স সাধু] *বি* সওদাগর। 'শুনিয়া সাদুর কথা রাজা আগুসরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাদুল *বি* পাখিবিশেষ। 'মিত্তিকার পাঞ্জরে সাদুল পক্ষী থাকে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সাদ্ [স শব্দ] *বি* শব্দ। 'জঅ জঅ দুংদুহি সাদ্ উছলিআঁ।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

সাদৃশ্য [স] *বি* মিল। 'নানা ভাষার শব্দবিশেষের সাদৃশ্য প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সাদ্ধসান্তী [স শ্রাদ্ধশান্তি] *বি* শ্রাদ্ধ ও তার পরবর্তী করণীয় কাজ। *মেয়র্স*, ১৭৬৯।

সাধ[১] [স] *বি* বাসনা; আকাঙ্ক্ষা। 'সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সাধ ও সাধ্যের বিবাদ – সামর্থ্য ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যকার ব্যবধান। 'তথাচ সাধ ও সাধ্যেও বিবাদ এ-যাবৎ ঘোচেনি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাধবাজার [স সাধ+ফা বাজার] *বি* সাধের বাজার। 'কী আনন্দময় এই সাধবাজারে।' *লালন*, ১৮৯০।

সাধ মেটানো *ক্রি* বাসনা পূরণ করা। 'চিরজীবনের সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাধ যাওয়া **১** *ক্রি* ইচ্ছা করা। 'বড়ো সাধ যায় তোরে/ ফুল হয়ে থাকি ঘিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* ইচ্ছা হওয়া। 'আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সাধহীন [স] *ক্রিবিণ* স্পৃহাহীনভাবে। 'কনস্টেবল স্মৃতি ও বিষাদে নুয়ে সাধহীন হেঁটে চলে গেলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

সাধের *বিণ* নিজের অর্জন-করা। 'না জানে সাধের যাতনা যত।'

রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সাধের তরী *বি* শখের নৌকা।' 'দেখতে দেখতে সাধের তরী হয়ে ওঠে বোঝাই-তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

সাধ[২] [স স্বাদ] *বি* গর্ভবতী নারীকে সুস্বাদু খাদ্যাদি খাওয়ানোর অনুষ্ঠানবিশেষ। 'নয় মাসে নিদয়ারে সাধ দেই ব্যাধ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র সাদ[৩]

সাধক [স] ১ *বি* উপাসক। 'নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে পদ্ধতি সাধক হই।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'সাধক ইয়া রূপ রহিলা ধেয়াই।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* সম্পাদনকারী। 'তৎকর্ম্ম সাধকেরা সশঙ্কিত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সাধন [স] ১ *বি* সাধনা। 'সাধন বিনহি ভাঁগল মঝু মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* সাফল্য। 'তোহ্মা হতে না হএ জদি রাজ্জের সাধন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* সম্পাদন। 'আপন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ধান্য বিক্রয় করার আবশ্যক।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৪ *বি* আদায়। 'তন্মধ্যে একজন কর সাধনেতে প্রবৃত্ত থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ *বি* বিন্যাস। 'ইঙ্গরেজী পদ সাধন ও ভূগোলীয় বৃত্তান্তের আদিপর্ব্ব।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৬ *বিণ* সম্পন্ন। 'কি প্রকারে এই বৃহৎ কার্য্য সাধন হইতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৭ *বিণ* সহায়। 'শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে জিহ্বাই প্রধান সাধন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সাধনপথ [স] *বি* সাধনার রীতি। 'সেই সাধনপথের যাত্রীকে পার্থিব ভোগলালসার পথ হইতে রক্ষা করিয়া ...।' *উদ্ধৃতি, হাই*, ১৯৫৪।

সাধন-প্রণালী [স] *বি* সাধনার পদ্ধতি। 'এই দু'টি সাধন-প্রণালী পরিকল্পিত হয়েছে শুধু সেই উদ্দেশ্যেই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাধনভক্তি [স] *বি* আরাধনা ও ভক্তি। 'সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদগম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাধনমার্গ [স] *বি* সাধনপদ্ধতি। 'পাশুপতসম্প্রদায়ের সাধনমার্গে উপহারসংজ্ঞক ছয় প্রকার ক্রিয়া ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাধনরীতি [স] *বি* সাধনার পদ্ধতি। 'তাঁহার সাধনরীতি কহিতে চমৎকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাধনসঙ্কল্প [স] *বি* সম্পন্ন করার ইচ্ছা। 'ব্যর্থমনোরথ হইয়া এতৎসাধনসঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সাধনাঙ্গ [স] *বি* সাধন সঙ্গী। 'সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সাধনার্থ [স] *ক্রিবিণ* সাধনের জন্য। 'এই বিষয় সাধনার্থ উচ্চপদারূঢ় সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পদচ্যুত ... করা উচিত নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সাধনা [স] ১ *বি* অনুরোধ। 'আমি সাধনা করি আপনারদিগকে বিদায় করুন আমাকে।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* সিদ্ধি। 'তাহার কার্য্য সাধনা কল্লে ইংরাজী পাঠনা, পাঠ্য গ্রন্থের অভাব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ওস্তাদের কাছে হ'ত তার সুরের সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বি* আরাধনা। 'কামরিপুর শান্তিসাধন করিয়া চরমে পরম পবিত্র প্রেমমাত্র অবলম্বন করা ঐ সাধনার উদ্দেশ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৪ *বি* নিষ্ঠা। 'ঋষিরা কঠোর সাধনায় যাহা নিজের নিজের জন্য করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সাধনা করন *বি* যত্ন নেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাধনাবিমুখ [স] *বিণ* প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত। 'ইহারা সাধনাবিমুখ শিক্ষিত ব্যক্তি।' *ফজলল*, ১৯১৩।

সাধনালব্ধ [স] *বিণ* সাধনার মাধ্যমে অর্জিত। 'তা সাধনালব্ধ ব্যাপার আর সাধনার প্রভাব থাকেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সাধনাসাধ্য [স] *বি* চেষ্টাসাধ্য। 'বীণাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সাধনাসাপেক্ষ [স] *বিণ* প্রচেষ্টাসাপেক্ষ। 'বৃহত্তের উপযুক্ত শক্তি সাধনাসাপেক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সাধনিরা *বিণ* প্রার্থনাকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাধনীপদ্ধতি [স] *বি* প্রণয়নকৌশল। 'গড়ে উঠল এই দেশের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনার সাধনীপদ্ধতি।' *শিব*, ১৯৫৬।

সাধব [স, সাধু শব্দের বহুবচন] *বি* সাধুজন। 'মিথ্যা বল সাধবের কন্যা তুমি নও।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাধর্ম্য [স] *বি* সমধর্মিতা। 'কুমুর সাধর্ম্যের পরিচয় পেয়ে একটু যেন আরাম লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাধা[১] [স সাধন>] ১ *ক্রি* অভিমান নিবৃত্তির জন্য অনুনয় করা। 'লক্ষণ সহাএঁ/ সাধিলোঁ মান।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ধনী কথি লাগি সাধসি মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* সম্পন্ন করা। 'সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* বাস্তবায়ন করা। 'তথাঁ গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *ক্রি* কামনা করা। 'তুয়া প্রেম সাধি গোরি আইনু গোকুলপুরী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ৫ *ক্রি* অনুরোধ করা। 'নৃত্য দেখিবার তরে সাধয়ে আপনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৬ *ক্রি* উপলব্ধি করা। 'শিষ্য কহে ঈশ্বরত্ব সাধি অনুমানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৭ *ক্রি* জ্ঞাপন করা। 'সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৮ *ক্রি* রক্ষা করা। 'কলধৌত কর দান সাধহ দ্বিজের মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৯ *ক্রি* পূর্ণ করা। 'মন দিয়া দুয়া মোর সাধহ সম্মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ১০ *ক্রি* সহ্য করা। 'কেমতে সাধিবা পুত্র মহাকষ্ট যোগ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ১১ *ক্রি* আদায় করা। 'সাধিব তোহ্মার অঙ্গীকার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ১২ *ক্রি* অর্জন করা। 'এ সকল হোন্তে গুণ যথেক সাধিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। ১৩ *বি* অনুনয়-বিনয় করা। 'ইহাতেই তোদের সাধি, ইহা বুঝিস না।' *গৌর*, ১৮২২। ১৪ *ক্রি* সঙ্গীত চর্চা করা। এতদিন যে সেধেছি সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **সাধ** *ক্রি* সম্পন্ন করো। 'সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধয়ে** *ক্রি* অনুরোধ করে। 'নৃত্য দেখিবার তরে সাধয়ে আপনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সাধলি** *ক্রি* অভিমান ত্যাগের জন্য অনুনয় করলো। 'সত্বরে সরণি সাধলি রাই।' *শেখর*, ১৬০০। **সাধলে** *ক্রি* সাধনা করলে। 'সাধলে সে মত রসিক মহাশয়।' *লালন*, ১৮৯০। **সাধসি** *ক্রি* অনুনয় করো। 'ধনী কথি লাগি সাধসি মান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সাধহ** ১ *ক্রি* সম্পন্ন করো। 'মিছাই সাধহ দান হর্আঁ আছিদর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* রাখো। 'কলধৌত কর দান সাধহ দ্বিজের মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* পূর্ণ করো। 'মন দিয়া দুয়া মোর সাধহ সম্মান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রি* সম্পন্ন করো। 'সাধহ আপনা কার্য মোরে বলি দিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **সাধি** ১ *ক্রি* কামনা ক'রে। 'তুয়া প্রেম সাধি গোরি আইনু গোকুলপুরী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *ক্রি* সম্পন্ন করি। 'মিছা করি দান সাধি রাখিতা গোপিনী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* অনুনয়-বিনয় করি। 'ইহাতেই তোদের সাধি, ইহা বুঝিস্ না।' *গৌর*, ১৮২২।

সাধিএ *ক্রি* সম্পন্ন হয়। 'দাণ সাধিএ রতি পতিআশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধিছে** *ক্রি* সম্পাদন করছে। 'ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন ঘরকরণের কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **সাধিতে** ১ *ক্রি* সাধন করতে; সম্পাদন করতে। 'সুরমাঝে স্বকার্য সাধিতে নারায়ণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *ক্রি* পূরণ করতে। 'সাধিতে মনের সাদ ঘটে যদি পরমাদ ...।' *মাইকেল*, ১৮৬২। **সাধিতেঁ** *ক্রি* সম্পন্ন করতে।

'কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধিব ১** *ক্রি* অনুনয় করবো। 'বড়ায়ির বোল প্রমাণে আল সাধিব আপণ মানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* আদায় করবো। 'সাধিব তোহ্মার অঙ্গীকার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাধিবা ১** *ক্রি* সহ্য করবে। 'কেমতে সাধিবা পুত্র মহাকষ্ট যোগ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *ক্রি* সাধন করবে। 'কি কর্ম্ম সাধিবা মাও চিন্তিলা কি ফলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাধিবোঁ** *ক্রি* সাধন করবো; বাস্তবায়ন করবো। 'তথা গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধিয়া ১** *ক্রি* সাধন ক'রে। 'অধিক সাধিয়া ধর্ম আরাধিয়া পাইলুঁ গুণের ধাম।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* অনুনয়-বিনয় ক'রে। 'সাধিয়া কথা কহিলেও যদি কেহ উত্তর না দিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **সাধিলা ১** *ক্রি* সম্পন্ন করলে। 'কাঁদাইয়া গোপী দান সাধিলা যথায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* অর্জন করলো। 'এ সকল হোন্তে গুণ যথেক সাধিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **সাধিলাম** *ক্রি* সাধন করলাম। 'ধামু বলে বেউলা সাধিলাম তোর কাজ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **সাধিলেন** *ক্রি* জ্ঞাপন করলেন। 'সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **সাধিলেহেঁ** *ক্রি* সাধন করলে। 'সাধিলেহেঁ আপণার কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধিলোঁ** *ক্রি* নিবৃত্তির জন্য অনুনয়-বিনয় করলো। 'লক্ষণ সহাএঁ/ সাধিলোঁ মান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধীল** *ক্রি* সাধন করলো। 'দূতী মারিআঁ কমণ কাজ সাধীল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাধোঁ** *ক্রি* সাধন করবো। 'সাধোঁ কাম তার উপদেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সেধেছি** *ক্রি* চর্চা করেছি। 'এতদিন যে সেধেছি সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সাধা² [স সাধ] **১** *বি* সাধ; ইচ্ছা। 'সজনি বিহি কি পুরায়ব সাধা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* আদায়। 'বারোইয়ারির বিত্তি সাধার বিষয় নানা উদ্ভট কথা আচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাধা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা – হেলায় সুযোগ নষ্ট করা। 'বোধ হয় সাধা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

সাধাসাধনি *বি* সাধাসাধি। 'সাধাসাধনিতে নাই ফলও।' *অন্নদা*, ১৯৩১।

সাধাসাধি *বি* বার বার অনুনয়-বিনয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কখনো মান-অভিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাধারণ [স] **১** *বিণ* সামাজিক মর্যাদাহীন। 'ইহতে অপারণ সাধারণ দরোবস্ত লোকেরি আনন্দ।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* সর্বজনীন। 'পিসিষ্ট্রাটস সেখানকার সাধারণ অধিকার নিবর্ত্ত করিয়া আপনি রাজা হইয়াছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বিণ* নির্বিশেষ। 'সর্ব্বত্র সাধারণ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৪** *বি* জনগণ। 'যেহেতু সাধারণের সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯; 'সাধারণ বাঙালির সহিত বিদ্যাসাগরের যে-একটি জাতিগত সুমহান প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৫** *বিণ* গতানুগতিক; বিশেষত্বহীন। 'যেহেতু সাধারণের সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **৬** *বিণ* সর্বস্তরের। 'সাধারণ জনগণের আস্বাদনার্থ তত্তৎকবিতার্থ যথার্থ রূপে ভাষায় পয়রাদি নানা ছন্দোবন্ধে ভাষিত করিয়া ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **৭** *বিণ* মোদ্দা; প্রাথমিক। 'সাধারণ ইতিহাস, ব্যাকরণ, সামান্য অঙ্ক।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **৮** *বি* গরিব লোক। 'আপামর সাধারণের হিত সাধন করেন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সাধারণ গৃহ [স] *বি* মিলনায়তন। 'কলেজের লোক ব্যতীত এখানে একদল অধ্যাপক আছেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ গৃহে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সাধারণ ঘর *বি* হলঘর। 'সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সাধারণজন [স] *বি* সাধারণ মানুষ। 'সাধারণজন-পরশ এড়ায়ে নিজেরে পৃথক করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাধারণ জ্ঞান [স] *বি* সহজ জ্ঞান। 'সাধারণ জ্ঞানে বুঝিয়া দেখ' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সাধারণত [স] *ক্রিবিণ* সচরাচর। 'এই স্থান সাধারণত শীতপ্রধান' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সাধারণতন্ত্র [স] *বি* জনগণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্রশাসন। 'আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী সাধারণতন্ত্রে রাজপুরুষেরা ... ধর্ম্মপথ প্রদর্শন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সাধারণতা [স] *বি* সর্বজনীনতা। 'সম্পত্তিমাত্রেরই সাধারণতা স্থাপন করিবার মত...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সাধারণতান্ত্রিক [স] *বিণ* জনগণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত। 'সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হইতে অসাধারণ সবকিছুর ...' *আজাদ*, ১৯৫৬।

সাধারণ নির্বাচন, সাধারণ নির্ব্বাচন [স] *বি* সর্বজনীন ভোটদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। 'সাধারণ নির্ব্বাচন না করিয়া কোনোদিকেই অগ্রসর হইবার উপায় নাই।' *আজাদ*, ১৯৪৫; 'সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ...' *বেগম*, ১৯৭১।

সাধারণ পাঠশালা *বি* উঁচুমানের বেসরকারি স্কুল। 'গুটিকতক প্রসিদ্ধ ও পুরাতন স্কুল আছে, তাহাদের পবলিক স্কুল অর্থাৎ সাধারণ পাঠশালা বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সাধারণপাঠ্য [স] *বিণ* সর্বসাধারণের পাঠযোগ্য। '৩ খানি সম্পাদিত গ্রন্থ এবং ১৪ খানি সাধারণপাঠ্য।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সাধারণভাবে [স] **১** *ক্রিবিণ* সহজে। 'মুদ্রাযন্ত্র সাধারণভাবে বিদ্যাপ্রচারের একমাত্র উপায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। **২** *ক্রিবিণ* স্বভাবত। 'সাধারণভাবে এখানকার অন্য সমস্ত উদ্যোগের কিছু জানে না' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সাধারণরূপে [স] *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। '... স্থাবর অস্থাবর ধনাদীতে আমার স্বামী আপনাগ্রজ উক্ত লফরচন্দ্র সিংহ সহিত সমানাংসে সাধারণরূপে একযোগে ভোগবাণ থাকিয়া ...।' *পঞ্চানন*, ১৮৪৪।

সাধারণ লোক [স] *বি* বিশেষ পরিচয়হীন মানুষ। 'সাধারণ লোকের কাজ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাধারণ শিক্ষা [স] *বি* সর্বজনীন শিক্ষা; সবার জন্য যে শিক্ষা। 'তাহার মূলই একতা এবং সাধারণ শিক্ষা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সাধারণ সভা [স] *বি* সকল সদস্য উপস্থিত হতে পারে এমন সভা। 'সাধারণ সভা আহ্বান করিতে সম্পাদককে অনুমতি দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সাধারণস্বীকৃত [স] *বি* সর্বজনস্বীকৃত। 'উপনিবেশতন্ত্রে শাসিতজনের বিকাশসম্ভাবনা যে অতি অল্প একথা সাধারণস্বীকৃত।' *শিব*, ১৯৫৬।

সাধারণামোদপ্রমোদ [স] *বি* স্বাভাবিক বিনোদন। 'পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে সাধারণামোদপ্রমোদের খর্ব্বতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সাধারণে *বি* সাধারণ মানুষ। 'সাধারণে কথায় কথায় বলে থাকে' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাধারণোদ্যোগ [স] *বি* জনসাধারণের উদ্যোগ। 'ঐ ভারি বিদ্যাল

স্থাপন সাধারণোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে হইতে পারে না। *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সাধারণ্য [স] *বি* সাধারণ মানুষ। 'প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'যাঁরা এই সাধারণ্য আশ্রমের কর্তাব্যক্তি নন, ক্রিয়াকর্ম তাঁদের অধীন নয়, তাঁরা থাকেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'নিজের দোষ সাধারণ্য দেখতে অক্ষম।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

সাধারণ্যক [স] *বি* জনসাধারণের মুখপাত্র। 'স্বভাবত আমি আরণ্যক তবু ... আমাকে সাধারণ্যক করে দাঁড় করিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাধারণ্যে [স] **১** *ক্রিবিণ* সবাইকে। 'অতএব সাধারণ্যে কহি।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *ক্রিবিণ* সাধারণ মানুষের মধ্যে। 'তৎকালে সাধারণে সমাদৃত পাঁচালি, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'জনসাধারণ্যে প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত নামে অভিহিত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সাধারন [স সাধারণ] *বিণ* বৈশিষ্ট্যহীন; সর্বজনের; সবার; তুচ্ছ; নগণ্য। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সাধাসাধি **১** *বি* অনুরোধ। 'গাও না অশোক, গাও, বলি তারে কত সাধাসাধি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বি* মান ভাঙানো। 'কখনো মান-অভিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাধি [স সহিত>] *বি* সাথি। 'সাধি না পাইলে এক কি করিব দোষে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সাধিত [স] *বিণ* সম্পাদিত। 'মধুমক্ষিকা দ্বারা মনুষ্যের বহু উপকার সাধিত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সাধু [স] **১** *বিণ* সৎ। 'সাধু জনে পড়াব কুদান নাহি নিব।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সন্ন্যাসী। 'সাধু নিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* সৎ লোক। 'সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৪** *বি* বণিক। 'ধন লোভে তুমি সাধুর দারা তোমার আমি চেড়ি বটী পারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বিণ* মার্জিত। 'ইঙ্গরেজী গ্রন্থ [Johnson's Rasselas] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদকরণে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৬** *বি* সিদ্ধপুরুষ। 'আরজ আমার সাধুর হাটে মানুষ হয়ে মানুষ কাটে।' *লালন*, ১৮৯০। **৭** *বিণ* মহৎ। 'মন্ত্রীমণ্ডলীর সাধু উদ্যমে সর্ব্বান্তঃকরণে সহায় হউক।' *আজাদ*, ১৯৪০।

সাধু-অসাধু *বি* সৎ লোক ও অসৎ লোক। 'এই অহৈতুক পালনে এবং অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সাধুই [স সাধু>] *বি* সাধুতা; সাধুত্ব। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাধুকবি [স] *বি* সাধক কবি। 'রামপ্রসাদ অনেকের কাছে মহা সাধুকবি বলে গণ্য।' *প্রমথ*, ১৯২৮।

সাধুগিরি [স সাধু+ফা গিরি] *বি* সাধুর বৈশিষ্ট্য। 'সাধুগিরি ফলাতে শুরু করেচে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

সাধুঘাতী [স] *বিণ* সাধু হত্যাকারী। 'তুমি কোথা পেলে এই সাধুঘাতী অস্ত্র।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সাধুচিত্ত [স] *বি* সাধুর মন। 'বাল্য বৃদ্ধ সকলে কয় সাধুচিত্ত আনন্দময়।' *লালন*, ১৮৯০।

সাধুজন [স] *বি* বণিক সম্প্রদায়। 'নানাদেশ হইতে আইসে সাধুজন তব দেশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাধুতা [স] **১** *বি* আভিজাত্য। 'সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বিণ* ধার্মিকতা। 'কেহ সাধুতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের প্রস্তাবে অসম্মত হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

সাধুত্ব [স] *বি* সাধুগিরি। 'এমন সাধুত্ব বেশিদিন টেঁকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সাধুপদ্ধতি [স] *বি* যথোপযুক্ত পদ্ধতি। 'তাঁর স্বকালের সাধুপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে ফরাসি ভাষাতেই ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাধুপুত্র [স] *বি* (সম্বোধনে) স্বামী। 'শুন শুন সাধুপুত্র/ রসসিন্ধু অমিয় তরঙ্গ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সাধুপুরুষ [স] *বি* ধর্মপরায়ণ লোক। 'রাজ্যাদি বিষয় পরিত্যাগ করা সাধুপুরুষের কর্ম্ম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সাধুপ্রকৃতি [স] *বি* উত্তম গুণাবলী। 'আপনার সমস্ত সাধুপ্রকৃতিকে অপমান করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সাধুপ্রয়োগ [স] *বি* (ব্যঙ্গ) শিষ্টপ্রয়োগ। 'তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকালাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন পর্যন্ত সঞ্চিত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাধুবর [স] *বি* সজ্জন ব্যক্তি। 'অধিন ফকির কহে শুন সাধুবর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সাধুবাংলা [স সাধু+বাংলা] *বি* প্রামাণ্য লিখিত বাংলা ভাষা। 'সাধুবাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি অকষ্টবদ্ধ।' *সুধীন*, ১৯৪০।

সাধুবাক্য [স] *বি* প্রশংসাসূচক শব্দ; সাধুভাষার বাক্য। 'এ কথাটা কি লম্বা লম্বা সাধুবাক্য দিয়ে ঢাকা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাধুবাদ [স] **১** *বি* সাবাস; ধন্যবাদ। 'মুখর নুপুরশালি দেন ঘন করতালি দেবগণ বলে সাধুবাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* প্রশংসা। 'চার দিগে সাধুবাদ জয়২কার ধ্বনি করিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সাধুবাদপ্রদান [স] *বি* ধন্যবাদ প্রদান। 'মহাশয় মুক্তকণ্ঠে, সাধুবাদপ্রদান ও ... আলিঙ্গনদান করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাধুবাদযোগ্য [স] *বিণ* প্রশংসার উপযুক্ত। 'তাহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সাধুবাদী [স] *বি* সাধুভাষা ব্যবহারের পক্ষ অবলম্বনকারী। 'সাধুবাদীরা বীরবলী ভাষাকেও হুতোমী ভাষার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে দেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাধুবুদ্ধি [স] *বি* উত্তম বুদ্ধি বা জ্ঞান। 'চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সাধুবেশ [স] *বি* সাধুর পোশাক। 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সাধুবেশী [স] *বিণ* দেখতে সাধুর মতো। 'সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী – দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাধুভাবে [স] *ক্রিবিণ* সৎ মানুষের মতো। 'যার দ্বারে অর্গল নেই সেই অগত্যা চোরকে সাধুভাবে ধর্মোপদেশ দিতে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সাধুভাষা [স] **১** *বি* মার্জিত লিখিত ভাষা। 'ইঙ্গরেজী গ্রন্থ [Johnson's Rasselas] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদকরণে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা। 'তাহার পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাধু ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'তা শুধু সাধুভাষারূপ নটানো গোরুর দুধ।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

সাধুভাষী [স] *বি* সাধুভাষার পক্ষ অবলম্বন করে যে। 'তর্কান্ধ হলে

সাধুভাষীরা যে প্রতিপক্ষের ভাষার স্বরূপটি দেখতে পান না।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাধুমহন্ত [স] *বি* সাধু-সন্ন্যাসী। 'লালন বলে সাধুমহন্ত সিদ্ধ হয় আপনারে চিনে।' *লালন*, ১৮৯০।

সাধুমার্গানুগমন [স] *বি* সৎপথ অনুসরণ। 'সদ্ধর্মশিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাধুর বাজার *বি* সাধুসভা। 'সাধুর বাজার কি আনন্দময় অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উদয়।' *লালন*, ১৮৯০।

সাধুলোক [স] **১** *বি* সজ্জন। 'সাধুলোক সঙ্গে বুদ্ধি উজ্জ্বলতা পায়।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। 'তথায় সাধুলোক বলিলে ... বৈষ্ণব উদাসীন বুঝায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সাধুশীল [স] *বিণ* সৎ আচরণকারী। 'তোমার মত নিঃস্পৃহ ও সাধুশীল স্ত্রীলোক দেখি নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সাধুশীলতা [স] *বি* সততা। 'তাহার নিঃস্পৃহতা ও সাধুশীলতার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সাধুশ্রী [স] *বিণ* সৎ শ্রী। 'ইয়াদি কীর্দ্ধ সাধুশ্রী তিলকরাম পাল মুচরিতেষু।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সাধু-সংকল্প [স] *বি* ভালো কাজের শপথ। 'নরকের পথ সাধু-সংকল্প দিয়ে বাঁধানো।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'মরুপথকে ব্যর্থ সাধুসংকল্পের কঙ্কালে আকীর্ণ করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাধুসঙ্গ [স] **১** *বি* ধার্মিকের সাহচর্য। 'সাধুসঙ্গ মেলা করি মন স্থির কর।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সৎ লোকের সান্নিধ্য। 'সাধুসঙ্গ যেমন গুণকারী, অসাধুসঙ্গ তেমনি অগুণকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সাধু সজ্জন [স] *বি* ভালো লোক। 'কত চোর ডাকাত ধরলে, সাধু সজ্জনও বাদ গেল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সাধুসন্ত [স] *বি* ফকির-সন্ন্যাসী। 'মানুষ নিয়ে যায় সাধুসন্তদের কাছে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সাধুসমাগম [স] *বি* সাধুলোকের সংস্পর্শ। '... জন্মান্তরীণ পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকে, সাধুসমাগম লব্ধ হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সাধুসম্মত [স] *বিণ* উত্তম। 'সম্পূর্ণ ট্যাকসই বেড়া-দেওয়া চিহ্নিত-করা সাধুসম্মত প্রেম!' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সাধু সাধু [স] *অব্য* প্রশংসাসূচক ধ্বনি। 'সাধু সাধু করিয়া সকল প্রশংসএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাধু-সাহিত্য [স] *বি* সাধুভাষায় রচিত সাহিত্য; মার্জিত সাহিত্য। 'আমার বিশ্বাস একালের সাধু-সাহিত্যে ফলার চলে না।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সাধূত্তম [স] *বি* মহাধার্মিক; মহাযোগী। 'কোথা সাধূত্তম – কত দিনে হবে মম সফল জনম।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সাধুবাকচি *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'গুরুচরণ সাধুবাকচি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সাধুখাঁ *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামনিধি সাধুখাঁ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সাধ্বস [স] *বিণ* শ্রদ্ধাশীল। 'তথাপি সাধ্বস হই দেখে সর্বজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সাধ্বানি [স সাধ্বী] *বি* সাধুর স্ত্রী। 'সাধুর সাধ্বানি তুমি ঘরের গৃহিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাধ্বী [স] **১** *বিণ* সম্ভ্রান্ত। 'পূর্ব্বকার সাধ্বী স্ত্রী গণ কদাচ বিদ্যা শিখিতেন না।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বিণ স্ত্রী* সাধু। 'তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী স্বামির মরণে মৃত্যু শ্রেয়ো জানিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সাধ্বীপনা *বি* সতীপনা। 'পুরুষেরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অখলা – এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সাধ্য [স] **১** *বিণ* করতে পারা যায় এমন; সাধনযোগ্য। 'নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* ক্ষমতা। 'সাপ (বলে) রাহুল আমার সাধ্য নাই।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৩** *বি* অধিকার। 'কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা কেহ আপনাকে উপদ্রুত মানে তবে তাহার সাধ্য আছে ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। **৪** *বিণ* সম্ভব। 'বাহুল্য কন্যার পাণ্ডিত্য বি পর্য্যন্ত তাহা বর্ণন করা সাধ্য নহে।' *গৌর*, ১৮২২।

সাধ্যক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সাধ্য অনুযায়ী। 'আপন সাধ্যক্রমে ... তাহার সরবরাহ ও আঞ্জাম করিব।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

সাধ্যপর [স] *ক্রিবিণ* যথাসাধ্য। 'সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোকে অসমর্থ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সাধ্যমত [স] *ক্রিবিণ* যথাসাধ্য। 'আপন সাধ্যমতে যে কার্য্যে প্রবর্ত হইলাম।' *ডানকান*, ১৭৮৪; 'শিক্ষিত, বিনীত ও সম্পত্তিশালী করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সাধ্যমতে *ক্রিবিণ* ক্ষমতানুযায়ী। 'ভাল২ বন্দা জেনো তাহারা সাধ্যমতে কসুর করে না।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সাধ্যসাধন [স] *বি* সাধাসাধি। 'নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাধ্যসাধনা [স] **১** *বিণ* খুব চেষ্টা করা হয়েছে এমন। 'অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বি* সাধাসাধি। 'ভাবি আসিয়া কত সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু কোনোমতে তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'আপনি সাধ্যসাধনা করেও তুমি বলাতে পারবেন না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাধ্যাতিরিক্ত [স] *বি* সামর্থ্যের অতিরিক্ত। 'এই খ্যাতির প্রলোভনে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত কর্মানুষ্ঠানে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সাধ্যাতীত [স] **১** *বিণ* অসাধ্য। 'সে কহিল, যদি সাধ্যাতীত না হয় অবশ্য করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* সাধন সম্ভব নয় এমন। '... তবে ঐ পোষিত জন্তুকে পর্য্যাপ্ত ভোজন দেওয়া, উপযুক্ত স্থানে রাখা এবং সাধ্যাতীত কর্ম্ম না করান আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিতে হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **৩** *বিণ* সাধ্যের থেকেও বেশি। 'সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩। **৪** *বিণ* অসহনীয়। 'কাহারও সঙ্গ বা ... তাহার সাধ্যাতীত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সাধ্যানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* যোগ্যতা অনুসারে। 'সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার সুযোগ পাইবে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সাধ্যানুসারে [স] **১** *ক্রিবিণ* যতটা সাধ্যে কুলায় এমনভাবে। *এডমন*, ১৭৯৩; 'সেই সভার যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা আমি আপনার সাধ্যানুসারে করিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'সাধ্যানুসারে পুরুষের সংসর্গপরিত্যাগে যত্নবতী থাকিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *ক্রিবিণ* ক্ষমতা অনুযায়ী। 'ধনশালী মহাশয়েরা ... জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনার্থে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সাধ্যায়ত্ত [স] *বিণ* সাধ্যের মধ্যে আছে এমন। 'ব্যয় নির্ব্বাহ কর

তাদের কখন সাধ্যায়ত্ত নহে।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩; 'মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সাধ্যি [স সাধ্য] *বি* ক্ষমতা। 'গান শোনে সে কাহার সাধ্যি, ছোঁড়াগুলো বাজায় বাদ্যি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সান[1] [ফা সয়ন] *বি* ঘোমটা; অবগুণ্ঠন। 'মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সান[2] [স সংজ্ঞা] **১** *বি* সঙ্কেত; ইশারা। 'ঘাঅত উপরে ঘাঅ বাঁশীর সান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* ভ্রুকুটি। 'নআনের সানে মারে থাকিয়া পরাণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সান[3] [আ সেহেন] **১** *বি* অস্ত্রে ধার দেওয়ার পাথর। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* ইট। 'সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* পাকা মেঝে। 'কঠিন সানের উপর বারম্বার মস্তকাঘাত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সান পাড়া *ক্রি* বজ্রাঘাত হওয়া। 'মিছাই মাথাএ পাড়এ সান।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সান-বাঁধানো *বিণ* ইট-পাথরের তৈরি। 'সান-বাঁধানো বেদীটার ওপর নরহরি মহাপাত্রের বিগ্রহগুলো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সান[4] [স স্নান] *বি* স্নান। 'সারা গাঁয়ের চোখের জলে করিয়া গেল সান।' *জসীম*, ১৯২৯।

সান[5] [ই] *বি* সূর্য। **সানবাথ** [ই] *বি* সূর্যস্নান। 'একজনও ... নেই যে সকালবেলা এই সানবাথ না নেয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

সানকি, সানকী *বি* মাটির বাসন। 'লবঙ্গ দালচিনি হাঁড়ি হরেক রকম সানকী।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'সানকি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সানন্দ [স] *বি* পরমানন্দ। 'হরগৌরী সানন্দে দেখিল অরুন্ধতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানন্দচিত্ত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'সকলি সানন্দচিত্ত হইয়া সম্ভাষণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সানন্দা [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দদীপ্ত। 'বয়ন উজোর তহি নয়ন সানন্দা। নীল নলিনী দউ পূজল চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সানন্দিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'প্রজা পাত্র পুরোহিত নাচে হয়্যা সানন্দিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানন্দে *ক্রিবিণ* আনন্দের সঙ্গে। 'কোটাল সানন্দে বেড়িল বীরের ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানা[1] [আ সেহেন] *ক্রি* শান দেওয়া। 'কাননে প্রবেশে বীর/ গায়ে সানা তিন তির/ ঘন ঘন গোফে দেই তার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **সানায়্যা** *ক্রি* শান দিয়ে। 'শিলায় সানায়্যা বাশি পাটি চাঁচে রাশি রাশি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানা[2] [ফা শানহ্] *বি* তাঁতযন্ত্রের চিরুনির মতো অংশ। **সানাকর** *বি* তাঁতের চিরুনি নির্মাণকারী। 'সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানা[3] *বি* সৈন্য। 'এগার শিখর থানা চল্লিশ হাজার সানা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সানা-ভাত *বি* থানাদার পাইকের জন্য প্রজার দেওয়া কর। 'পার্বনি পঞ্চক-জাত ওড়ালোন সানা-ভাত ধানকাটী কলম-কসুরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানা[4] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পঞ্চানন সানা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সানাই [ফা শাহনাই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢোল দগর সানাই মদুবানা তার আসোয়ারি হয় সাদিয়ানা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সানাইদার [ফা শাহনাইদার] *বি* শানাইবাদক। 'দীনু সানাইদার ... রসুনচৌকী বাজাইতে আসিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সানাইয়া, সানাইয়াঁ [ফা শাহনাই>] *বি* শানাইবাদক। 'ডাকিছে তাদেরে যেন ঘরে সানাইয়া।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'সানাইয়াঁ ভয়রোঁ বাজায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সানাকি, সানিকি [আ সেহেন] *বি* সানকি; ছোটো মাটির থালা বা বাসন। 'সানিকি।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সানাকি করিতে চল ঢেকুর ভিতর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সানাটরিয়া [ই] *বি* আরোগ্যনিবাস। 'অন্যান্য সানাটরিয়াতে এরকম হলের প্রয়োজন হয় না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সানাটোরিয়াম [ই] *বি* আরোগ্যনিবাস। 'তাঁর যক্ষ্মারোগীর সানাটোরিয়ামটি আমি যদি দেখতে যাই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সানালি [শাহলাল>] *বি* লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'জোকাম্বরি, সানালি, পাগলচান, প্রেম-ফকির ... দলগুলি।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

সানি[1] [ফা শাহনাই] *বি* সানাই। 'ঘন বাজে সানি রণজয় বেনি গুজরাটে উঠিল কম্প।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানি[2] [আ] *বিণ* দ্বিতীয়। 'আপন জাঁকে সানি জাহের করিয়া সর্ফরাজ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সানিবাপ [আ সানি+বাপ] *বিণ* পিতৃতুল্য। 'মিনসে যে ওর সানিবাপ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সানু [স] *বি* শিখর। 'সৃজিলা পৃথিবী মধ্যে রত্নসানুগিরি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সানুদেশ [স] *বি* পাহাড়ের উপরিস্থ সমতলভূমি। 'ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'দেবে কি গুল্মের কৃষ্ণ সানুদেশ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সানুমান [স] *বিণ* সানুবিশিষ্ট। 'কোথা আছে সানুমান আম্রকূট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সানুশ্লিষ্ট [স] *বিণ* পাহাড়ের উপরিস্থ সমতলভূমির কাছাকাছি। 'কখনো বহুদূরে সানুশ্লিষ্ট হয়ে শিখর চুম্বন করে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সানুকম্প [স] *বিণ* অনুকম্পাযুক্ত। 'শুনিএগ্রা তাহার কথা হৃদয়ে পরম বেথা সানুকম্পে বলেন বচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সানুকূল [স] *বিণ* দরদি। 'প্রজাগণের প্রতি সানুকূল হইয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সানুকূল্য [স] *বি* আনুকূল্য। 'ইউরোপদেশীয় বিদ্বত্তমগণের সানুকূল্য সাহায্যে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সানুগ্রহ [স] *বিণ* অনুগ্রহযুক্ত। 'এই সানুগ্রহ প্রস্তাবের বিষয় অবগত ছিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সানুনয় [স] *ক্রিবিণ* বিনয় সহকারে। 'আমরা জমিদারের নিকট সানুনয় নিবেদন করি।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সানুনাসিক [স] *বিণ* নাকী। 'সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনির স্বরে হাঁপাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সানুনাসিকতা [স] *বি* নাকী সুর। 'অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতায় রাজপথের মাঝখানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সানুরাগ [স] *ক্রিবিণ* অনুরাগের সঙ্গে। 'প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাপিছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সান্ত[১] [স শান্ত] *বিণ* নিবৃত্ত। 'উদ্ধব পাঠায়া সান্ত কৈল গোপনারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সান্ত দান্ত *বিণ* শান্তশিষ্ট; নম্র ও ভদ্র। 'তিলোকনাথ রায় তলয়ার বাহাদুর দিজপ্রজা প্রিতিপালক সান্ত দান্ত দয়াসিল ক্ষেমাবন্ত গরিব নেওয়াজ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সান্ত[২] [স] *বিণ* সসীম। 'সান্ত ও অনন্ত নানা প্রকার সংখ্যা-পর্যায়ের আবিষ্কার।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সান্তনা [স সান্ত্বনা] *বি* প্রবোধ। 'এই রূপে সান্তনা করেন নারায়ন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সান্তর [স] *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ পরপর। 'অর্গানের সান্তর গর্জনে বাসুকির নাভিশ্বাস।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সান্তরা [স সন্তরণ] *ক্রি* সাঁতার কাঁটা। 'গুণের সমুদ্রে সান্তরিতে নাহি কূল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সান্তরিআঁ** *ক্রি* সাঁতার কেটে। 'আস্মা লআঁ সান্তরিআঁ রাখিল পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সান্তলন [স] *ক্রি* সাঁতলানো; অর্ধসিদ্ধ। 'ঘৃত জীরা সান্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সান্তা [স সান্ত্বনা>] *ক্রি* সান্ত্বনা দেওয়া। **সান্তাইয়া** *ক্রি* সান্ত্বনা দিয়ে। 'সান্তাইয়া আদমক কহিলা বচন।' *সুলতান*, ১৭০০। **সান্তাইল, সান্ত্বাইল** *ক্রি* সান্ত্বনা দিলো। 'সান্ত্বাইল রোদন নবীর হস্তে ধরি।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'চরণে ধরিয়া কৃষ্ণে তাকে সান্তাইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সান্তায়** *ক্রি* সান্ত্বনা দেয়। 'আশ্বাস বচন-রসে দেবীকে সান্তায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সান্ত্বাও** *ক্রি* সান্ত্বনা দাও। 'আশ্বাস বচন বুলি সভাক সান্ত্বাও।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সান্তালী *বিণ* সাঁওতালরা উদ্‌যাপন করে এমন। 'ফিরে পালাবো না সান্তালী-উৎসবে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

সান্তি[১] [স শান্তি] *বি* শান্তি। 'বাম দাহিণ দো বাটা ছাড়ী সান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

সান্তি[২] *বিণ* শান্তিপুরী। 'সান্তি জোড়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সান্ত্বনা [স] ১ *বি* শান্ত। 'মুরারিগুপ্তের প্রভু সান্ত্বনা করিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* আশ্বাস। 'সে সকল সান্ত্বনার বচন।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* প্রবোধ। 'পাত্র মন্ত্রীরা নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য কহিয়া রাজার শোকাপনোদন করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বি* প্রবোধবাক্য। 'কত দুঃখ আছে যেখানে মানুষের সান্ত্বনা কোনোকালে প্রবেশও করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সান্ত্বন [স] ১ *বি* সান্ত্বনা। 'শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন, সান্ত্বন অন্তবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বি* প্রশমন। 'সান্ত্বন কর ধরিত্রীর বিরহকাতর কাঁদন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সান্ত্বনাজনক [স] *বিণ* প্রবোধ মেলে এমন। 'সেটা কিছুমাত্র সান্ত্বনাজনক বা শান্তিকর হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সান্ত্বনাদাতা [স] *বিণ* সান্ত্বনাদানকারী। 'সান্ত্বনাদাতা তুমি দুঃখত্রাতা।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সান্ত্বনাদায়ক [স] *বিণ* আশ্বাসপূর্ণ। 'মানুষের কর্কশ কণ্ঠও সান্ত্বনাদায়ক।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সান্ত্বনাপূর্ণ *বিণ* আশ্বাসপূর্ণ। 'তাহাদের ওষ্ঠাধরে সেই স্নেহভাষায় জড়িত বাসনাহীন সান্ত্বনাপূর্ণ সুধাধৌত মৃদুহাস্য কিছুতেই প্রকাশ পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

সান্ত্বনাবাক্য [স] *বি* প্রবোধবাণী; আশ্বাসসূচক কথা। 'পাত্র মন্ত্রীরা নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য কহিয়া রাজার শোকাপনোদন করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সান্ত্বনা বোধ হওয়া – শান্তি অনুভব করা। 'রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম, আমার ভারী একটা সান্ত্বনা বোধ হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সান্ত্বনাময় [স] *বিণ* আশ্বাসপূর্ণ। 'অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলির বিষাদটিও সান্ত্বনাময় লাবণ্যময় হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সান্ত্বনাসুধা [স] *বি* সান্ত্বনারূপ অমৃত। 'তোমার সান্ত্বনাসুধা অশ্রুবারিসম পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষতপ্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সান্ত্বনাহীন [স] *বিণ* প্রবোধহীন। 'সান্ত্বনাহীন সেই কান্না কেঁদেছ আত্মার পরাভবে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

সান্ত্রি, সান্ত্রী [ই সেন্ট্রি] *বি* সশস্ত্র পাহারাদার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এখানকার সান্ত্রিদের অধিনায়করূপে রিভলভার হাতে চারিদিকে ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সান্দা [স সন্ধি] *ক্রি* প্রবেশ করা। 'অগ্নি বান সান্দি তবে জালএ অনল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সান্দার *বি* মনিহারি দ্রব্যাদির ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহকারী পেশাজীবী মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। '... সান্দাররা জীবিকা অর্জ্জন করে।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৩।

সান্দ্র [স] ১ *বিণ* ঘন। 'চিত্রার্পিত মুকুরের তলে দিগন্তের যুগ্মগিরি শোথসান্দ্র পীবরতা পায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* গভীর। 'শোচনীয় কালের বিপাকে হারায়ে ফেলেছি সেই সান্দ্র বিশ্বাস।' *জীবন*, ১৯৪৪।

সান্ধ [স স্কন্ধ] *বি* স্কন্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সান্ধস *বি* সম্ভ্রম; ভয়। 'লাজ ভয় সান্ধসে কেহো কীছু নাহি কহি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সান্ধা[১] [স সন্ধি] *ক্রি* প্রবেশ করা। **সান্ধঅ** *ক্রি* ঢোকে। 'এক সে শুণ্ডিনিণী দুই ঘরে সান্ধঅ।' *চর্যা* ৩, ১২০০। **সান্ধাইল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'দারুণ দৈবের মায়া আসি কোন পথ দিআ নারিকেলে সান্ধাইল পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **সান্ধায়** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'জয়নাল আবেদীন এসে মসজিদে সান্ধায়।' *গরীব*, ১৭৬৫। **সান্ধি** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। **সান্ধিল** *ক্রি* ঢুকলো। 'পর্ব্বতে সান্ধিল অস্ত্র হইল মেঘময়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সান্ধিলেক** *ক্রি* ঢুকলো। 'বাউ অস্ত্র সান্ধিলেক সভার বিস্ময়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সান্ধা[২] *ক্রি* গাঁজানো। 'সহজে থির করী বারুণি সান্ধে।' *চর্যা* ৩, ১২০০।

সান্ধি [স সন্ধি] *বি* সন্ধিস্থল। 'নাসা খগপতিচঞ্চু ভরম ভয়ে কুচগিরি সান্ধি নিবাসা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সান্ধ্য [স] *বিণ* সন্ধ্যাকালীন। 'যখন গীতিব্যবসায়িনীর অট্টালিকা হইতে বাদ্যনিক্কণ, সান্ধ্য সমীরণে কর্ণে আসিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সান্ধ্য আইন [স সান্ধ্য+ফা আঈন] *বি* সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত অথবা অন্য নির্ধারিত সময়ে বাইরে না বের হওয়ার আইন। 'সান্ধ্য আইন জারি করার পরও আন্দোলনের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সান্ধ্য আজান [স সান্ধ্য+আ আজান] *বি* সন্ধ্যাবেলার নামাজের

আহ্বান। 'সান্ধ্য আজান ধ্বনি তাহারই জানাজা নামাজের আহ্বানের মতো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সান্ধ্য উপাসনা [স] *বি* সন্ধ্যাবেলার উপাসনা। 'সান্ধ্য উপাসনা শেষ করিয়া পরেশ ছাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সান্ধ্য কাগজ [স সান্ধ্য+আ কাগজ] *বি* সন্ধ্যাকালে প্রকাশিত হয় এমন খবরের কাগজ। 'সান্ধ্য কাগজগুলোর অধিকাংশ আরও মুখরোচক এবং আরও মজার।' *হাই*, ১৯৫৮।

সান্ধ্যকৃত্য [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) সন্ধ্যাকালীন উপাসনা। 'মন দিয়া সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সান্ধ্য চা [স সান্ধ্য+চী চা] *বি* সন্ধ্যাকালীন চা-এর আয়োজন। 'কাল সান্ধ্য-চায়ের টেবিলে ক্লান্ত করুণ বেশে এসে হাজির।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সান্ধ্যনামাজ [স সান্ধ্য+ফা নামাজ] *বি* (ইসলাম) সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরের নামাজ। 'আজ হয়তো কাদের সান্ধ্যনামাজে আসবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সান্ধ্য পরিচ্ছদ [স] *বি* সন্ধ্যাবেলায় পরার পোশাক। 'সান্ধ্য পরিচ্ছদের কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধবধবে সাদা হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সান্ধ্য-পরিধেয় [স] *বিণ* সন্ধ্যায় পরা হয় এমন। 'বিশেষতঃ সান্ধ্য-পরিধেয় ত নিতান্তই আপত্তিজনক।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সান্ধ্যপ্রসাধন [স] *বি* সান্ধ্যকালীন সাজসজ্জা। 'সান্ধ্যপ্রসাধনে রূপ যেন বদলে গেছে মল্লিকার।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯; 'আর কখনো সান্ধ্যপ্রসাধন সেরে চন্দনকাঠের চৌকিতে বসবেন না রানি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সান্ধ্য বৈঠক *বি* সন্ধ্যাবেলার আসর। 'সপ্তাহে সপ্তাহে এক সান্ধ্য বৈঠক জমিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সান্ধ্য ভাষা [স] *বি* অস্পষ্ট ভাষা। 'সান্ধ্য ভাষায় করিনিকো দৃকপাত।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সান্ধ্যভোজ [স] *বি* ডিনার; নৈশভোজ। 'আজ সান্ধ্যভোজ একটা নামজাদা রেস্টোরাঁতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সান্ধ্যভোজন [স] *বি* রাতের খাবার; নৈশভোজ। 'সকলে বেশভূষা পরিবর্তন করে সান্ধ্যভোজনের জন্যে সুসজ্জিত হতে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'সার্ডিন মাছ সহযোগে সান্ধ্যভোজন।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

সান্ধ্যভ্রমণ [স] *বি* সন্ধ্যাকালীন ভ্রমণ। 'সুরেন জলযোগ সমাপনান্তে তাহার প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতে যাইতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সান্ধ্যসভা [স] *বি* সান্ধ্যকালীন আড্ডা। 'স্বাতীকে আর দেখা গেলো না একতলার সান্ধ্যসভায়।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

সান্ন চাকুরিয়া [স স-অন্ন>] *বিণ* বাবুর্চি। 'এক সান্ন চাকুরিয়া ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সান্নিধ্য [স] *বি* নিকটবর্তী স্থান। 'সমুদ্র সান্নিধ্য চাঁদ খাঁ মছন্দরির জমিদারি ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

সান্নিপাত [স] *বি* রোগবিশেষ; বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষজাত রোগ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'দারুণ সান্নিপাত – মুহুর্মুহু জল দেওয়া ভালো নহে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সান্নিপাতিক [স] *বি* বাত, কফ ও পিত্তের দোষযুক্ত বিকার রোগ। 'সান্নিপাতিক রোগী সদাসর্ব্বক্ষণ জলপান করিতে চাহে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সান্বয় [স] *বিণ* সম্পর্কযুক্ত। 'বিশ্রম্ভের ব্যাকরণ নিরন্বয়, আদ্যন্ত সান্বয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সান্যাল *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সম্ভু সান্যালকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সাপ[১] [স সর্প] *বি* একপ্রকার সরীসৃপ; সর্প। 'তথাঁ গেলেঁ হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাপ-কোপ *বি* সাপ ও সরীসৃপ জাতীয় দংশনকারী প্রাণী। 'হয়তো সাপ-কোপের বাসা হয়েছে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সাপ-খেলা *বি* সাপ দিয়ে দেখানো খেলা। 'সাপ-খেলাবার বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সাপ খেলানো *বি* সাপকে নাচানো। 'শূন্যে বাজায় ... সাপ খেলাবার বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সাপখোপ *বি* সাপ ও সরীসৃপ জাতীয় দংশনকারী প্রাণী। 'আর সাপখোপ বাঘ-ভালুকই থাক।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সাপচরা *বিণ* সাপ চলাচল করে এমন। 'তবু আমি সাপচরা অন্ধ পথে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সাপ-দষ্ক *বি* সর্পাঘাত। 'হেন বুঝি খুল্লনারে হৈল সাপ-দষ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাপমারা *বিণ* সাপকে মারার মতো; নির্দয়। 'আচ্ছা করিয়া সাপমারা মার দিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

সাপা [স সর্প>] *বি স্ত্রী* সাপ। 'কৃষ্ণ নাহি সান্তাএ সাপা চিন্তে মনে মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সাপাকাই *বি* বিষধর সাপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাপিনী [স সর্পিণী] *বি স্ত্রী* সাপ। 'তার নেহে বিকলি সাপিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাপে আর নেউলে – ভীষণ শত্রুতা; সাপ আর বেজির সম্পর্ক। 'কয়লা ঘুঁটেতে যেন সাপে আর নেউলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সাপে কাটা *ক্রি* সাপে কামড় দেওয়া। 'শুনিলাম গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সাপে কামড়ানো *ক্রি* সাপের কামড় দেওয়া। 'আমরা বলি সাপে কামড়ায় বা কুকুরে আঁচড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সাপে-খাওয়া *বিণ* সাপে খেয়েছে এমন। 'সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সাপে নেঙুলে – চিরশত্রু; চিরবিরুদ্ধ। 'আমি তো এ সাপে নেঙুলে ভালোবাসায় বিলকুল রাজি নই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাপের আড়ত *বি* সাপের গর্ত। 'সাপের আড়তে, নীল পাখির চিৎকারে/ লোকগুলো গলুয়ের চোখ হয়ে যায়।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

সাপের ছুঁচো গেলা – ১ *ক্রি* উভয় সংকটে পড়া। 'ঠিক যেন সাপের ছুঁচো গেলা।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিণ* উভয়সংকট। 'আমার হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাপের দংশন *বি* সাপের ছোবল। 'কি জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে।' *জসীম*, ১৯২৭।

সাপের পাঁচ পা দেখা – অত্যন্ত স্পর্ধার ফলে অহেতুক বাড়াবাড়ি করা। 'তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখতে

পেতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সাপ[2] [স শাপ] *বি* শাপ; অভিশাপ। 'রিসিপুত্র সাপে পাণ্ডব হইল অন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাপমোচন [স শাপমোচন] *বি* অভিশাপ খণ্ডন। 'সৃঙ্গমুনি কর্তৃক সাপমোচনের উপায় কথন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাপে বর হওয়া – ক্ষতি করতে গিয়ে উপকার হওয়া। 'সেটা সাপে বর হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাপ[3] [আ সাফ] *বি* পরিষ্কার। *ভবানী*, ১৮২৩।

সাপক্ষ [স] *বি* নিরপেক্ষ। 'বিচার সাপক্ষ না করিয়াই বাদিকে হাজতে থাকিতে কহেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

সাপটা [স সম্পুট] *ক্রি* জড়িয়ে ধরা। **সাপটি** ১ *ক্রি* জড়িয়ে বা জাপটে ধ'রে। 'বাম করে সাপটি হেলনে গজেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *ক্রিবিণ* সাপট দেখিয়ে। 'ওঠে ঝঞ্ঝা ঝাপটি দাপটি সাপটি।' *নজরুল*, ১৯২২। **সাপটীআ** *ক্রি* জড়িয়ে। 'সাপটীআ ধরে মাটি।' *রামাই*, ১৭১০।

সাপটিয়া ধরা *ক্রি* জাপটে ধরা। 'সাপটিয়া ধরিলেক আলির কোমর।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাপটে ধরা *ক্রি* জাপটে ধরা। 'পাহাড় তাকে ডাকছে তাকে নদীর মতন সাপটে ধরছে বুকে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সাপনকাষ্ঠ [আ সাবুন+স কাষ্ঠ] *বি* সাবানখণ্ড। 'মেট্যা তৈল ডামর সাপনকাষ্ঠ মধু মোম হস্তিদন্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সাপত্তিক [স সাপত্ন্য] *বি* শত্রুতা; বৈরিতা। 'সাপত্তিক ভাব কীছু না করিহ মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সাপরাধ [স] *বিণ* অপরাধী। 'এ দেশীয় অনেকানেক ধন্যাঢ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে সম্যক সাপরাধ আছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সাপরাধি [স সাপরাধী] *বিণ* অপরাধী। 'ঈশ্বরের সাপরাধি হইব।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

সাপরাধী [স] *বিণ* অপরাধী। 'হেদে শুন কই সাপরাধী হই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সাপরাহ্ণ [স] *বি* বিকাল। 'এতক্ষণ সাপরাহ্ণ বলে ধরাধর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাপলা *বি* শাপলা ফুল। **সাপলার লতা** *বি* শাপলা ফুলের ডাঁটি। 'আজকে রূপার মনে পড়ে নাক সাপলার লতা দিয়ে।' *জসীম*, ১৯২৯। *দ্র* **শাপলা**

সাপা[1] *দ্র* **সাপ**[1]

সাপা[2] [স শাপ] *ক্রি* অভিশাপ দেওয়া। **সাপিয়াছে** *ক্রি* অভিশাপ দিয়েছে। 'সাপিয়াছে অষ্টবসু বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাপিলেক** *ক্রি* অভিশাপ দিলেন। 'তান পুত্রে সাপিলেক মনে ক্রোদ করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাপান্ত [স] *বি* সর্বপ্রকার অভিশাপ। 'সাপের সাপান্ত দেয় সুন তপোবন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাপার [ই] *বি* নৈশভোজের তুলনায় দেরিতে হওয়া হয় রাতের এমন হালকা খাবার। 'ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, বা সাপার খেতে গিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সাপুড়ে [স সর্প>] *বি* সাপ ধরা বা সাপের খেলা দেখানো যার পেশা। 'সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সাপুড়িআ [স সর্প>] *বি* সাপ ধরা বা সাপের খেলা দেখানো যার পেশা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাপুড়িয়া [স সর্প>] *বিণ* সাপুড়ে; সাপ ধরা বা সাপের খেলা দেখানো যার পেশা। 'আমি যেন সাপুড়িয়া মারি মন্ত্র-মার –।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাপেক্ষ [স] ১ *বিণ* আবশ্যক। 'তুমি শীঘ্র গমনে সমর্থ, তোমার পাথেয় বা সহচর সাপেক্ষ নহে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* (অন্যকিছুর উপর) নির্ভরশীল। 'বৃহতের উপযুক্ত শক্তি সাধনা সাপেক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সাপেক্ষা [স] *বি* অপেক্ষা। 'কর্ম নির্ব্বাহার্থে অত্যন্ত উপযুক্ত মনুষ্যের সাপেক্ষা করিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সাপেক্ষিত [স] *বিণ* নির্ভরশীল। 'যদি ইংগ্লণ্ড ভারতবর্ষীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সাপেক্ষিত হয়েন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সাপেক্ষে [স] *ক্রিবিণ* সঙ্গতিপূর্ণ হলে। 'কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে ...।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সাপোর্টার [ই] *বি* সমর্থক। 'নারাজি দলের সাপোর্টার যত।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সাপ্টা [স সর্ব>] *বি* সাধারণ মানের। 'অনেকে সাপ্টা ফলার বা ভোজে যেতে লাইক করেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সাপ্তাহিক [স] ১ *বিণ* প্রতি সপ্তাহের। 'সাপ্তাহিক দ্রব্যমূল্য।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* প্রতি সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হয় এমন। 'এক নূতন সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ৩ *বি* সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'সম্মার্জনী-নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ৪ *ক্রিবিণ* সপ্তাহকালীন; এক সপ্তাহের মধ্যে। বাইবেলের সাপ্তাহিক সৃষ্টি বর্ণনার সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সাপ্তাহিকী [স] *বিণ* প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এমন। **সাপ্তাহিকী পত্রিকা** [স] *বি* প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এমন সংবাদপত্র। 'সম্বাদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা সাধারণ ধারানুসারে প্রকাশ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সাপ্লাই [ই] *বি* জোগান; সরবরাহ। 'ডিমান্ড অনুসারে সাপ্লাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সাফ [আ] ১ *বি* স্পষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কাগজকে উজালা ধরিলে সাফ দেখা জায়।' *হ্যালহেড*, ১৭৮৯। ২ *বিণ* ফরসা। *ওর্স্যা*, ১৭৮৫। ৩ *বিণ* সরাসরি। 'এমত না লিখিয়া সাফ প্রমাণ লিখিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *বিণ* ময়লামুক্ত। 'মা তারে তো পরায় না সাফ জামা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৫ *বিণ* নিঃশেষ। 'দুশমন সব বিলকুল সাফ হো গিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২। ৬ *বিণ* শর্তহীন। 'সাতকানি জমি সাফ কাওলা করে দিয়ে যে পাত্রী ঠিক হয়েছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

সাফকথা [আ সাফ+স কথা] *বি* স্পষ্টকথা। 'সাফকথা শুনে মনের ভাবটা ... কমে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সাফ করন *বি* পরিষ্কার করা। *ওর্স্যা*, ১৭৮৫।

সাফ করা *ক্রি* আবর্জনা পরিষ্কার করা। 'কান্তিচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বন্দুক সাফ করায় ঢিল দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

সাফ থাকা *ক্রি* ময়লামুক্ত থাকা। 'জামাকাপড় যেন আমার সাফ থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সাফ দেওয়া *ক্রি* তন্ন তন্ন করা। 'দুনিয়া সাফ দিয়াও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী যোগাড় করিতে না পারিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

সাফসফা [আ সাফ>] *বিণ* নিঃশেষ। 'পরে সব যখন সাফসফা, বিলকুল ঠাণ্ডা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সাফসাফাই *বিণ* পরিষ্কার। 'আপদ বিদায় হয়ে ময়লা সাফসাফাই হল।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সাফসুতরা [আ সাফ>] *বিণ* আবর্জনাহীন। 'কলিকাতা ক্রমে ক্রমে সাফসুতরা হওয়াতে পীড়াও ক্রমে ক্রমে কমিয়া গেল।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'ঢাকা শহরকে সাফসুতরা করিয়া জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অভিযান।' *আজাদ*, ১৯৬০।

সাফ সুতরো, সাফসুৎরো [আ সাফ>] *বিণ* পরিষ্কৃত। 'বেল্ট, ব্যান্ডেলিয়র, বুট, পট্টি দস্তুর মতো সাফ সুতরো করে রাখতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'লন্ডন সাফসুৎরো জায়গা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সাফসুফা [আ সাফ>] *বিণ* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। 'নিজেকে একটু সাফসুফা করিয়া পিরহানটা গায়ে তুলিয়াছে মাত্র।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

সাফসোফ [আ সাফ>] *বিণ* পরিষ্কার; নির্মল। 'সাফসোফ ... ধবধবে চাদরের সঙ্গেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সাফাই [আ সাফ>] **১** *বি* দোষমুক্তকরণ। 'আমরা নানা রূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি* কৈফিয়ত। 'সজনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার সুবিধাটুকু ভোগ করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **৩** *বিণ* দোষমুক্ত হবার মতো। 'আমার সাফাই জবাব থাকে দিতে চেষ্টা করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৪** *বি* হাত দিয়ে চুরির কাজে দক্ষতা। 'তোমার হাত সাফাই আছে বটে!' *শিবরাম*, ১৯৫০। **৫** *বিণ* পটু; দক্ষ। 'সুন্দর চেহারা, সাফাই হাত, উপস্থিত বুদ্ধি।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সাফাই করা *ক্রি* দোষমুক্ত করা। 'সাফাই করিবার কোনো উপায় নাই জানিয়া সে মনে মনে পীড়িত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সাফল [স সাফল্য] *বিণ* সফলতা। 'নিরঞ্জন নাম জপে জানিয়া সাফল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সাফল্য [স] **১** *বিণ* সফল। 'সাফল্য হইল আঁখি মানিয়া নির্ভর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* সফলতা। 'উপকারকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করা কৃপণতার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৩** *বি* সার্থকতা। 'ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। **৪** *বি* পরিপূর্ণতা। 'এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয় – এর বাইরে আমার মুক্তি আছে – সে আমার প্রেমের সাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সাফল্যমণ্ডিত [স] *বিণ* সফল। 'প্রদর্শনী এবার অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।' *বুলবুল*, ১৯৩৬; 'আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হলেও পরিপূর্ণতায় তারা এখনও পৌঁছেনি।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সাফল্যলাভ [স] *বি* সফলতাপ্রাপ্তি। 'এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না যে, বুদ্ধি সাফল্যলাভ-সম্বন্ধে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পরের জর্মানি তাহার পূর্ববর্তী জর্মানির অপেক্ষা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'সাফল্যলাভ করিলেও সার্বিক অবস্থার কোন পরিবর্তন আসিবে কিনা।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সাফী [আ] *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'মুসলমান, – শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

সাফেদা [ফা] *বি* ফলবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাফেদি [স সফেদ] *বিণ* সাদা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাব[১] [স সর্প] *বি* সাপ। 'অজগর সাব জেন ঘন নিশ্বাস ছাড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সাব[২] [আ সাহিব] **১** *বি* সাহেব; ইংরেজ ভদ্রলোক। 'যেমন সাব জুটিয়ে খানা দিচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **২** *বি* সাহেবের সংক্ষিপ্ত রূপ। 'কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ফেলে দিল নীচে ঠেলে।' *নজরুল*, ১৯২৭; দোস্তের কাছ থেকে মহররমের দশটা দিন চাহিয়া লইয়াছেন যে 'তাউই সা'ব'।' *রোকেয়া*, ১৯৩০।

সাব[৩] [ই] *বি* উপ-।

সাব ইন্সপেক্টর, সাবইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর [ই] *বি* পুলিশ বাহিনীর উপ-পরিদর্শক। 'চুপ চুপ (কোর্ট সাবইনস্পেক্টরের প্রতি) দারোগা রিপোর্ট পড়।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'পুলিশের পেনশনভোগী সাবেক সাব-ইনস্পেক্টর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪; 'সাব ইন্সপেক্টর ও ... হইতে শুরু করিয়া কনস্টেবল পর্যন্ত।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

সাব-এডিটর [ই] *বি* সহ-সম্পাদক। 'সুরেন মুখুজ্যে সেই কাগজের সাব-এডিটর।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২; 'চেষ্টা করলে সাব-এডিটরের কাজ পেতে পারি।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

সাব-এডিটারি *বি* সহ-সম্পাদকের কাজ। 'ইংরেজি কাগজের সাব-এডিটারি লইতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সাবওয়ে [ই] *বি* সুড়ঙ্গপথ। 'সাবওয়ের আঁধার পেরিয়ে হঠাৎ দেখি ...' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

সাবকমিটি, সাব-কমিটী [ই] *বি* উপপরিষদ। 'সাবকমিটির সভাপতি।' *মনসুর*, ১৯৪০; 'কেন্দ্রীয় মহিলা সাহায্য সাব-কমিটী গঠিত হইয়াছে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সাবজজ [ই] *বি* জজের অধস্তন বিচারক। 'আমার বাবাজান যখন সাবজজ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাবডিভিশন [ই] *বি* জেলার অধীনে প্রশাসনিক উপবিভাগ; মহকুমা। 'আমারও জন্মস্থান ঐ সাবডিভিশনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪; 'আপনাদের বাড়িওতো মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিশনে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সাবডিভিশনাল [ই] *বিণ* মহকুমায় কর্তব্যরত। 'একজন সাবডিভিশনাল অফিসারকে মহকুমার নানাবিধ জরুরি কাজ ফেলিয়া ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সাবডেপুটি [ই] *বি* ডেপুটির অধস্তন পদে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'অখিলবাবু সাবডেপুটি।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সাব-পোস্টমাস্টার [ই] *বি* গৌণ ডাকঘরের প্রধান। 'সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীরনিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সাবরেজিস্ট্রার [ই] *বি* দলিলপত্র নিবন্ধনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি; সহনিবন্ধক। 'তেলাপোকা পাখি হলো, সাবরেজিস্ট্রার হাকিম হলো!' *নজরুল*, ১৯২৩।

সাবরেজিস্টারি [ই] *বি* অধস্তন নিবন্ধকের কাজ। 'সাবরেজিস্টারি, দারোগাগিরি ... ইত্যাদি একটার পর আরেকটার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন হাসিল কিছুই হইতে পারিল না।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাবরেজিস্ট্রি [ই] *বি* অধস্তন নিবন্ধকের দপ্তর। 'দাতব্য চিকিৎসালয়, সাবরেজিস্ট্রি এবং অন্যান্য অনেক অফিস উহার পার্শ্বেই অবস্থিত।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সাবলেট [ই] *বি* নিজের ভাড়া করা বাড়ির অংশবিশেষ অন্য ব্যক্তিকে ভাড়া দেওয়া। 'ওদের পড়বার ঘরটা ... জনতিনেক ছোকরাকে সাবলেট করেছে?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সাবস্টেশন [ই] *বি* (বিদ্যুৎ বিতরণ ইত্যাদির জন্য) উপকেন্দ্র। 'স্থানীয় সাবস্টেশনগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করিতে হয়।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

সাবক [স শাবক] *বি* বাচ্চা; শিশু। 'নাবক সাবক লিখি লিখে চক্রবাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাবকাশ [স] **১** *বি* অবকাশ। 'যে সাবকাশ আছে তাহা আমি ত্যাগ করিতে পারি না।' *দর্পণ*, ১৮২০। **২** *বি* সুযোগ। 'এই সাবকাশে ... তাঁহারদিগকে তাঁহার প্রণাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সাবকাশক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সুযোগ অনুযায়ী। 'সেই সাবকাশক্রমে আপন প্রিয়তম ডাকওয়ালাকে বারাণ্ডা হইতে ডাক দিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সাবকাশবিশিষ্ট [স] *বিণ* অবসরবিশিষ্ট। 'যদিও আমরা কখন সভাতে উপস্থিত হইতে সাবকাশবিশিষ্ট হই নাই।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সাবকাষ [স সাবকাশ] *বি* অবকাশ। 'এখান হইতে জাইতে সাবকাষ হইল না।' *ভেরলি*, ১৮০০।

সাবগুণ্ঠন [স] *ক্রিবিণ* ঘোমটাসহ। 'দীপ দেখিবামাত্র সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সাবঘোড় *বিণ* সাপের মতো প্যাঁচানো। 'গ তে সাবঘোড় ওকার দেও।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সাবধান [স] **১** *বিণ* মনোযোগপূর্ণ। 'সাবধান মনে রাধা সুন মোর বোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* একাগ্রচিত্ত। 'আদিখণ্ড কথা ভাই শুন সাবধানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* হুঁশিয়ার হওয়া। 'সাবধান, মনোরমা বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে. ভ্রান্তি হইতে অধর্ম জন্মে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। **৪** *বিণ* সতর্ক। মহাভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের ভিত্তি করিতে গেলে অতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৫** *বিণ* সচেতন। 'প্রথম হতেই আপনাদের সাবধান করে দিতে অনেক চেষ্টা করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সাবধানতা [স] *বি* সতর্কতা। 'আমারদিগের সাবধানতা বৃত্তি এই রোগ-শোক-দুঃখময় পৃথিবীর অত্যুপযুক্ত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সাবধানতাবৃত্তি [স] *বি* সতর্কতাবৃত্তি। 'আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাবধানবাণী [স] *বি* সতর্কতার বাণী। 'এই সাবধানবাণী যাঁরা লঘু চিত্ততাবশত উড়াইয়া দিতে সাহসী হইবেন ...।' *আজাদ*, ১৯৪০; 'ঘাসের ওপর দিয়ে যেন না হাঁটে সে জন্যে আইনের সাবধানবাণী ছাপানো রয়েছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

সাবধান হওন *ক্রি* সাবধান হওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাবধানী, সাবধানি [স] **১** *বিণ* দ্বিধান্বিত। 'বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সংকুচিত হয়, বিজ্ঞ হয়, আর বিশ্বাসীরাই সাহসিক হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বিণ* সতর্ক। 'মহৎ উদ্দেশ্যকে সাবধানী বিষয়ী লোকেরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৩** *বিণ* হিসাবি। ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মরো ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **৪** *বি* সতর্কবান। 'সাবধানিরা বাঁধ বাঁধে সব।' *নজরুল*, ১৯২৬। **৫** *বিণ* সাবধান করে এমন। 'ওখানে ছিল একটি সাবধানী সঙ্কেত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সাবধানে *ক্রিবিণ* মনোযোগ সহকারে। 'সাবধানে সুনে সমে গন্ধর্বের গনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাবন [স শ্রাবণ] *বি* শ্রাবণ। 'আসাড় গেলে সাবন মাস কর্কট রাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

সাবমেরিন [ই] *বি* ডুবোজাহাজ। 'হাঙ্গর কুম্ভীর তিমি চলে সাবমেরিন নৌ-সেনা চলিছে নীচে মীন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সাবরমতী *বি* একটি নদীর নাম। 'সেই সাবরমতী নদীর ধারে পায়চারির সঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সাবর্ণ [স] *বি* হিন্দু ব্রাহ্মণের গোত্রবিশেষ। 'সাবর্ণ গোত্রের রাজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাবল [স শর্বলা] *বি* খনন করার লোহার অস্ত্রবিশেষ। 'দুই বাহু লোহা সাবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাবলীল [স] *বিণ* স্বচ্ছন্দ। 'বাংলার সামনে আমি রবীন্দ্রমুকুর ধরিয়া যতবার পরাধীন এক সাবলীল কুকুর, বিম্বিত হইয়াছে ততবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'চাই স্রোতপূর্ণ নদীর মতো সাবলীল জীবনধারা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সাবলীলতা [স] *বি* স্বচ্ছন্দতা। 'অন্তর্নিহিত সৌষ্ঠব ও সাবলীলত ব্যাহত হবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাবহিত [স] *বিণ* অবহিত। 'চারি ভাই কৃষ্ণনাম গান সাবহিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাবাড় [স সর্বান্ত] **১** *বিণ* নিঃশেষ। 'জোরে ঘা দে, এই কাঁড়িটা সাবা কত্তে হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* হত্যা। 'কম্ম কাবার কুকুরে করবে সাবাড়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সাবান [প, আ] *বি* ময়লা দূর করার জন্য সোডা, ক্ষার, চর্বি ইত্যাদি দি তৈরি দ্রব্য। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'জলে সাবান ঘর্ষণ করিলে যে বুদ্বু উঠে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

সাবানদানি [আ সাবুন+ফা দানি] *বি* সাবান রাখার পাত্র। 'সাবানদানি, ক্রিমের কৌটো, ম্যাকাসারের তেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সাবালক [ফা সা+আ বালিগ>] *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'আমার ছেলে এখনে সাবালক হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাবালকত্ব [সাবালক+স ত্ব] *বি* সক্ষমতা। 'একলক্ষী হয়ে সাবালকত্ব পাবার জন্য বন কায়দা করে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সাবালগ [ফা সা+আ বালিগ>] *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'কুমার বাহাদু সাবালগ হয়েন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সাবালেগ [ফা সা+আ বালিগ>] *বিণ* প্রাপ্তবয়স্ক। 'আমি সাবালেগ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাবাস [ফা শাহবাশ] *অব্য* প্রশংসাধ্বনি। 'সাবাস কর্পূর বীর লাউসে কয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'বহুরূপিণি বিদ্যাধরি! সাবাস।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সাবাসি [ফা শাহবাশ] *ক্রি* প্রশংসা করি। 'সাবাসি কর্পূর ভাই ধন তোর বল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সাবিত্র *বিণ* সুলভ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাবিত্রী [স] *বিণ* হিন্দুপুরাণের সতীনারী সাবিত্রী নামক চরিত্র। 'মা আমা সাবিত্রী।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সাবিদ [আ ছবুত] *বি* প্রমাণ। 'লাড়কার কাপড় মেরা নাহিক সাবিদ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সাবু [প সাগো] *বি* এক রকমের পাম গাছের মজ্জা থেকে তৈরি দানাদা

শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, যা দুধ ও মিষ্টি সহযোগে পায়েসের মতো রান্না করা যায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সাবু দেয়নি তোমায়?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সাবুদানা [প সাগু>] *বি* এক রকমের পাম গাছের মজ্জা থেকে তৈরি দানাদার শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাবুত [আ সবুত] *বি* প্রমাণ। 'সাবুত দেওন।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাবুদ [আ সবুত] *বি* প্রমাণ। 'সাবুদ করিতে পারেন আমি নিসা করিব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮; *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সাবুদ দেওন *বি* সাক্ষ্য দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সাবুরগা *বি* একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'বালেআর, ডুরিয়া, গেদা, সাবুরগা প্রভৃতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাবেক [আ সাবিক] *বিণ* পুরানো। 'সাবেক দস্তুর মত সেই সময় চুক্তি হবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সাবেককাল [আ সাবিক+স কাল] *বি* পূর্ববর্তী সময়। 'কাজেই য়ুরোপে সাবেককালের ক্ষত্রিয়বংশীয়েরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাবেককেলে [আ সাবিক+স কাল>] *বিণ* আগের যুগের। 'মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমানুষি চাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সাবেকি, সাবেকী [আ সাবিক>] *বিণ* সেকেলে। 'সেই সাবেকী শ্যামবাজারে থাকে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'সাবেকী মতে রাখিতে হইলে ...।' *ইসলাহ*, ১৯৩২।

সাব্বাস [ফা শাহবাশ] *বি* প্রশংসাসূচক শব্দ – সাবাস। 'সাব্বাস দিই, সাব্বাস তোর শমশেরে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাব্যস্ত [স] ১ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। *ডানকান*, ১৭৮৫; 'ইহাই সাব্যস্ত বোধ হইতেছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* প্রমাণিত। 'নালিশ প্রকৃত্ত প্রস্তাবে সাব্যস্ত হইলে ...।' *ডানকান*, ১৭৮৫। ৩ *ক্রিবিণ* অপরিবর্তিত। 'আদালতের সাহেবানের কর্ত্তৃত্ব আছে জে তাহা সাব্যস্ত রাখা কি অসাব্যস্ত করা।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৪ *বিণ* বিবেচিত। 'করপ্রাপ্তির যোগ্য সাব্যস্ত হইলে প্রজা বন্দিগৃহে যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সাভানো [স সম্‌>] *ক্রি* প্রবেশ করা। 'এত বলি মহারাজ/ সাভাইল পুরি মাঝ/ কোটাল বিদায় হইয়া যায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সাভিনিবেশ [স] *ক্রিবিণ* অভিনিবেশ সহকারে; মনোযোগসহ। 'তাহার দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সাভিলাষ [স] *বিণ* ইচ্ছুক। 'তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সাম[১] [স] ১ *বি* সামবেদ; চতুর্বেদের অন্যতম। 'ঋগ যজু সাম অথর্ব্ব চারী বেদ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সাম্য বাক্য। 'এমন বলিআ সাধু নানাবিধি সাম দূর কৈল লহনার ক্রোধের বিরাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* পরস্পরের ক্ষতি না করার শর্তে করা সন্ধি; রাজনীতির প্রাচীন চার নীতির একটি। 'ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সামগান [স] *বি* সামবেদের মন্ত্রগীতি। 'সামগান উঠে বনপল্লবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সামগানে সিন্ধু সরস্বতীর তীর ধ্বনিত করেছিলেন।' *সবুজ*, ১৯১৭।

সামগীত [স] *বি* সামবেদের মন্ত্রগীতি। 'ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর – সামগীত শব্দহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সামগীতি [স] *বি* সামবেদের মন্ত্রগীতি। 'বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর শান্ত সামগীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সামদণ্ড [স] *বি* বেদের বিধান। 'সামদণ্ড ভেদাভেদ বিচার করিব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সামবেদ [স] *বি* হিন্দুশাস্ত্র চতুর্বেদের প্রথমটি। 'তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।' *অবন*, ১৮৯৬।

সামমন্ত্র [স] *বি* সামবেদের মন্ত্র। 'সামমন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুগত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সামরব [স] *বি* মধুর ধ্বনি। 'প্রথম প্রভাত তব উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সাম[২] [আ শাম] *বি* সন্ধ্যা। 'সাম হলেই বেটারা বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সাম[৩] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ধনপতি সাম।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সামইক [স সাময়িক] *বিণ* সাময়িক। 'পরিজনের সামইক মঙ্গল।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সামগ্রিকতা [স] *বি* সম্পূর্ণতা। 'সামগ্রিকতা আজ আকাশে বাতাসে।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

সামগ্রিকভাবে [স] *বিণ* সম্পূর্ণরূপে। 'শিক্ষা সামগ্রিকভাবেই আজ বিপন্ন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সামগ্রী, সামগ্রি [স] ১ *বি* রান্নার জিনিসপত্র। 'সামগ্রী আনহ নৃসিংহের পুনঃ পাক করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* দ্রব্যাদি। 'দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাহার সন্নিকটের মদিরা আদি মাদক সামগ্রীর এক২ ভাটী।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৩ *বিণ* সামগ্রিক। 'উনিও সামগ্রী আয়োজন করুনগা আমিও করিগা।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *বি* উপহার। 'রাজা ... রুমদেশের ছত্রপতির নিকট নানা জাতীয় সামগ্রী সুদ্ধা এক দূতকে পাঠাইলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৫ *বি* জিনিসপত্র। 'কাষ্ঠের নানা মত সামগ্রি।' *রামরাম*, ১৮০১।

সামঞ্জস্য [স] ১ *বি* সাদৃশ্য। 'তাহার সামঞ্জস্য করিতে হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বি* সঙ্গতি। 'আমাদের ভেতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'হঠাৎ হঠাৎ বজ্রপাত সেই সামঞ্জস্য ভেঙে দিচ্ছিল।' *শওকত*, ১৯৭২।

সামঞ্জস্যচেষ্টা [স] *বি* সঙ্গতির চেষ্টা। 'উভয়ের সামঞ্জস্যচেষ্টাই মানব-মনের নানা অবস্থা-অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সামঞ্জস্যবদ্ধ [স] *বিণ* সঙ্গতিপূর্ণ। 'অতি সহজেই সমস্ত শোভন পরিপাটি এবং সামঞ্জস্যবদ্ধ হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সামঞ্জস্যবোধ [স] *বি* সমন্বয়-চিন্তা। 'আশ্রয়ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামঞ্জস্যবোধ পীড়িত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সামঞ্জস্যশূন্য [স] *বিণ* সঙ্গতিহীন। 'জগৎটা যেন এদের থেকে ভিন্ন, সামঞ্জস্যশূন্য।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

সামঞ্জস্যহীন [স] *বিণ* সঙ্গতিবিহীন। 'মানবদেহের এরূপ সামঞ্জস্যহীন অনৈসর্গিক বর্ণনা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'অদ্ভুত সামঞ্জস্যহীন অর্থবিহীন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সামটি ধরা *ক্রি* পাঁজাকোলে ধরা। 'সামটি ধরিয়া তোলে মাথার উপর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সামদান *বি* বাতি রাখার আধার। 'সামদান ৪।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

সামদেশ [আ শাম+স দেশ] *বি* সিরিয়া। 'সামদেশে চলিলেন্ত যথ সদাগর।' *সুলতান*, ১৭০০।

সামনা [হি] *বি* সম্মুখ। 'সামনা-সামনি হলে কেবল ... হাসির আভা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সামনা করা *ক্রি* মুখোমুখি হওয়া। 'বাবর প্রলুব্ধ হলো বিপদের সামনা করতে।' *শামসুল*, ১৯৭৩।

সামনা-সামনি *ক্রিবিণ* মুখোমুখি। 'সামনা-সামনি দুই দরজা খোলা থাকিলে তখনি ঘরে অবাধে হাওয়া খেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সামনা-সামনি হলে কেবল ... হাসির আভা।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'অমিত সামনাসামনি বসে বললে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সামনে *ক্রিবিণ* সম্মুখস্থ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সামনেকার *বিণ* সামনের। 'আমি আমার সামনেকার ঐ সারবন্দী শালতাল-মহুয়াছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সামনে মাস *বি* সামনের মাস; আগামী মাস। 'সামনে মাসে আর কাউকে কিছু না দিই তোমার কালার বস্ত্র কিনে দেবোই।' *হাই*, ১৯৫৯।

সামন্ত[1] [স] ১ *বি* সৈন্য। 'সামন্তের অধিপতি নৃপতির মায়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* প্রজা। 'পাঁচ লক্ষ সামন্ত দিল্লি গের্দ্দে ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* অধীনস্থ রাজা। 'আমি কেন সামন্তের বাহুল্য না করিয়া এ একাদশ ভূঁইয়ারদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি।' *রামরাম*, ১৮০১; 'ভেবে দেখুন, প্রেমের সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, অথচ প্রেম বিশ্বজয়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৪ *বি* প্রধান সেনাপতি। 'মন্ত্রী সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া ...' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সামন্তকন্যা [স] *বি* সামন্তপ্রধান রাজার মেয়ে। 'সামন্তকন্যা মল্লিকা কুলসুম পরীর ছেলের হাতে বন্দী।' *হাই*, ১৯৪৯।

সামন্ততন্ত্র [স] *বি* এক ধরনের মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জনগণ কোনো একজন জমিদারের কাছ থেকে আশ্রয় এবং জমি পেতো এবং তার বিনিময়ে সেই জমিদারকে শ্রম দিতো ও তার জন্যে যুদ্ধ করতো। 'ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা।' *আনিস*, ১৯৬৪; 'ভূমিনির্ভর এই ব্যবস্থার নামই সামন্ততন্ত্র।' *উমর*, ১৯৬৮।

সামন্ততান্ত্রিক [স] *বিণ* সামন্ত শ্রেণীর মতো। 'প্রাচীন আমলের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের জ্বলন্ত নিদর্শন।' *তারা*, ১৯৪০।

সামন্তবাদী [স] *বি* সামন্ততন্ত্রে বিশ্বাসী। 'কোম্পানির রাজ্যগ্রাস-নীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত সামন্তবাদীরা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সামন্ত রাজ [স] *বি* অধীনস্থ রাজা। 'সামন্ত রাজগণ সেইগুলি ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সামন্তশাসন [স] *বি* সামন্ততন্ত্র। 'তখনও দেশে হিন্দু আমলের সামন্তশাসন চলিতেছিল।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সামন্ত[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নীলমণি সামন্ত।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সামবায়িক [স] *বিণ* সমবায়ভিত্তিক। 'রাষ্ট্রজীবনের যে পরিকল্পনা, সামবায়িক জীবনের যে ছবি বাংলাদেশের বাইরের ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করে ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সাময়িক [স] ১ *বিণ* সময়োচিত। 'সে তাহাকে এই সাময়িক পরামর্শ দিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* অল্পসময় স্থায়ী। 'তিন দিবস বাস করিয়া সাময়িক বিহিত ক্রিয়ায় কালক্ষেপণানন্তরন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ৩ *বিণ* সমসাময়িক। 'সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারীলালের আর-একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সাময়িকতা [স] *বি* অস্থায়িত্ব। 'আমাদের যশ অযশ এমনই সাময়িকতার।' *জীবন*, ১৯৩১।

সাময়িক পত্র [স] ১ *বি* সমকালীন বা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আছে এমন পত্রিকা। 'যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত পত্রিকা। 'ইংরেজি সাময়িক পত্র সম্পাদকগণের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাময়িক পত্রিকা [স] *বি* নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত পত্রিকা। 'বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সর্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

সাময়িকভাবে [স] *ক্রিবিণ* সময়োচিতভাবে। 'কথাটা সাময়িকভাবে গোপালের কানে লাগে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সাময়িক সত্য [স] *বি* বিশেষ সময়ের সত্য। 'তারও তো সামাজিক সত্য, লৌকিক সত্য, সাময়িক সত্য।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাময়িক সাহিত্য [স] *বি* সমকালীন বিষয় নিয়ে রচিত সাহিত্য। 'এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সামর [স শ্যামল] *বিণ* শ্যামল। 'সামর সুন্দর এঁ বাট আএল তাঁ মোরি লাগলি আঁখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সামরিক [স] ১ *বিণ* সমর সম্পর্কিত। 'সামরিক পুস্তিকাদের নিপুণতা ও বিচক্ষণতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* যুদ্ধবিষয়ক। 'বিজ্ঞানসম্মত সামরিক শিক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* সেনাবাহিনী সম্পর্কিত। 'রেজা খাঁ প্রথমে সামরিক বিভাগের মন্ত্রী, তারপরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সামরিক আইন [স সামরিক+ফা আঈন] *বি* সেনাবাহিনীর আইন। 'শীঘ্রই প্যালেস্টাইনে সামরিক আইন জারি হইবে।' *ইসলাহ্*, ১৯৩৬।

সামরিক কায়দা [স সামরিক+আ কায়দাহ্] *বি* সামরিক বাহিনীর কৌশল। 'মেয়েদের সামরিক কায়দায় শিক্ষাদানের জন্যে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সামরিক চক্র [স] *বি* সামরিকবাহিনীর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী; জান্তা। 'সামরিক চক্রের চিন্তাধারা একই দিকে প্রবাহিত।' *পাশা*, ১৯৭১।

সামরিক চুক্তি [স] *বি* দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সামরিক বিষয়ে সহযোগিতা চুক্তি। '...সামরিক চুক্তি হইতে বাহির হইয়া আসিলে...।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সামরিক বাহিনী [স] *বি* সেনাবাহিনী। 'সুপরিকল্পিতভাবে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সামরিক সেনাদল [স] *বি* যুদ্ধের সেনাবাহিনী। 'চলো জাগ্রত মানবাত্মা সামরিক সেনাদল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সামরী [স শ্যামল>] *বি* কালো। 'উর পর সামরী বেনী।' *বিদ্যাপতি*,

১৪৬০।

সামরক্ক *বি* ১২ কড়া কড়ির খেলা। 'তেপাত্যা বাঘচালি খেলে সাধু সাতা ধুলি সামরক্ক সবই তিনাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সামর্ত্ত [স সংবর্ত্ত] *বি* মেঘবিশেষ। 'আবর্ত্ত সামর্ত্ত মেঘ দ্রোন পুস্কর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সামর্থ্য [স] ১ *বি* শক্তি। 'শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* স্বাভাবিক ক্ষমতা। 'তাঁহার মতো গল্পগুজব করিতে পারায় আর কাহারো সামর্থ্য নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৩ *বি* বিনয়। 'অনেকের গরীব-মানুষী করিবার সামর্থ্য নাই। এত তাহাদের টাকা নাই যে, গরীব-মানুষী করিয়া উঠিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ *বি* সম্বল। 'আমাদের দেশে এমন অতি অল্পলোকই আছে যার অধিকাংশ সামর্থ্য প্রতিদিন আপন পরিবারের জন্য ব্যয় করিতে না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সামর্তো [স সামর্থ্য] *বি* সামর্থ্য। 'শক্তি সামর্তো বল গিয়ান।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সামর্ত্তসই [স সামর্থ্য+আ সহি] *ক্রিবিণ* সাধ্য অনুসারে। 'সেই সকল তরজমা মুধারনে করিবেন আপন বুধ্যের সামর্ত্তসই।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সামর্থ [স সামর্থ্য] ১ *বি* সমর্থ। 'এ ছয় সতিনী মনে নাহী গণি সামর্থ মোর পরানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শক্তিমত্তা। 'দয়া সামর্থের অতি সুন্দর গুণ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সামর্থী [স সমর্থ>] *বিণ* বলবান। 'এক নেকড়িয়া ... এক সামর্থী পুষ্ট কুকুরের পথে উপস্থিত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সামর্থ্যবিহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* সামর্থ্যবিহীন। 'যে স্ত্রী রোষাদি হেতু বশতঃ কাতরা, কিম্বা সামর্থ্যবিহীনা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সামর্থ্যসম্পন্ন [স] *বিণ* সামর্থ্য আছে এমন। 'স্বভাব-হিংস্র শক্তিসামর্থ্যসম্পন্ন প্রাণীরাও ... সাহস করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সামর্থ্যহীন [স] *বিণ* শক্তিহীন। 'সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সামর্থ্যানুসারে [স] *ক্রিবিণ* সামর্থ্য অনুযায়ী। 'তাঁহারা ... স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে সুখসমৃদ্ধি লাভ করিয়া অপরতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সামর্ষ [স] *বিণ* ক্রোধযুক্ত। 'কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সামল [স শ্যামল] *বিণ* শ্যামল; কৃষ্ণবর্ণ। 'সামল কোমল দেহ তোহ্মার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সামল কোমল দেহ তোহ্মার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সামলা [আ শমলাহ] *বি* এক প্রকার পাগড়ি। 'শ্রীমন্তের মাথায় সালের সামলা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সামলানো [হি সম্ভাল>] ১ *বি* ঠেকানো। 'এখন লুঠপাট করিতে দিলে পরে ইহাদিগকে সামলানো দায় হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *ক্রি* সংবরণ করা। 'আমার বক্তৃতা শুনে এমনি মুগ্ধ হয়েছেন যে সামলাতে পারছেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বি* সইতে পারা। 'যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে, তাহারই ভার সামলানো দুঃসাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *ক্রি* সংযত হয়ে। 'যেদিন খরচপত্র সামলাইয়া চলিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৫ *ক্রি* রক্ষা করা। 'কোনদিকে ফেলে কোন দিক সামলান।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

সামলাইতে *ক্রি* রক্ষা করতে। 'সামলাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সামলে থাকা *ক্রি* সংযত থাকা। 'দেখিস হুসিয়ার, ওলো সামলে থাকা ভার।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

সামলে নেওয়া *ক্রি* রোধ করা। 'অশ্রু সামলে নিয়ে বললে, দাদা, তোমার বার্লিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সা-মহাজন *বি* হিন্দুদের সাহা উপাধিধারী সুদের ব্যবসায়ী। 'উত্তরবঙ্গে সে নামের কোনো সা-মহাজন নেই।' *প্রমথ*, ১৯২২।

সামাজিক [স] ১ *বিণ* সমাজ-নিয়ন্ত্রক। 'এমন সমারোহের ব্যাপারে সামাজিক ব্রাহ্মণকে কি কিছু দিবে না।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বি* সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। 'তাবৎ সাঁমাজিকেরদের সিধা উপযুক্ত মত দিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৩ *বি* সদস্য। 'সামাজিকেরা সকলে বিবেচনাপূর্ব্বক বঙ্গরঞ্জিনীনামে ঐ সমাজ স্থাপিত করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বিণ* সমাজ-সম্পর্কিত। 'মনুষ্যের সামাজিক অবস্থা এবং প্রয়োজন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫ *বি* বিদগ্ধমহল। 'পুরাতন প্রবন্ধ বিষয়ক সঙ্গীত সামাজিকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে পারে না।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৬ *বিণ* সমাজস্বীকৃত। 'গৃহকর্ম্ম এবং সামাজিক ধর্ম্ম প্রভৃতি ... উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া আসিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৭ *বিণ* সম্মানী। 'যেমন সঙ্গতি, তেমন ... দানসামগ্রী, ও সামাজিক দিয়াছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

সামাজিকতা [স] ১ *বি* সামাজিক সম্পর্ক। 'তাঁতির সহিত সামাজিকতা না করিতে স্থির করাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* সভ্যতা। 'সামাজিকতা বিষয়ে অনেক উন্নত না হইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

সামাজিক পদ্ধতি [স] *বি* সামাজিক রীতি। 'নিজেদের সামাজিক পদ্ধতি ভাঙিয়াছে, সাহেবি সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সামাজিক সত্য [স] *বি* সামাজিকভাবে সত্য। 'তারও তো সামাজিক সত্য, লৌকিক সত্য, সাময়িক সত্য।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সামাত্য [স] *ক্রিবিণ* মন্ত্রীসমেত। 'তাহাতে সামাত্য সবান্ধব বর্গের সহিত সপরিবারে থাকা যায়।' *রামরাম*, ১৮০১।

সামান [ফা] *বি* সাজ-সরঞ্জাম; সামগ্রী। 'শোন দামাম কামান তামাম সামান।' *নজরুল*, ১৯২৪; '(তার) কোরবানির সামান নিয়ে চল রাহে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সামানা [ফা সামান] *বি* আসবাবপত্রাদি। 'আবদুল্লাহ্ কহিল আমার নাহিক সামানা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সামানো *ক্রি* প্রবেশ করা। **সামাই** *ক্রি* প্রবেশ ক'রে। 'ডান আস্তিনে সামাই বাম আস্তিনে আসি।' *সুলতান*, ১৭০০। **সামাইল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'কাজির ঘরে ভাঙ্গা ঝাপ তাহা দিয়া সামাইল সাপ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **সামায়** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'তুমার বচন মোর না সামায় কানে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

সামান্য [স] ১ *বিণ* অল্প। 'সর্ব্বলোক জানিল জেন সামান্য রজনি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সাধারণ। 'সামান্য লোকেরদের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ বেশি।' *দর্পণ*, ১৮১৯৩ *বিণ* তুচ্ছ। 'একজন ইংরেজকে সামান্য জ্ঞান করে।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৪ *বিণ* গরিব। 'এই মহানগরে ... ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৫ *বিণ* অন্য পাঁচজনের মতো রক্তমাংসের। 'যাহারা যীশুখৃষ্টকে সামান্য মানুষ বলিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৬ *বিণ* সহজ। 'প্রত্যক্ষের কঠিন ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে – সে কি সামান্য ব্যাপার!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৭ *বিণ* গুরুত্বহীন। 'আমার আত্মাকে স্তরে স্তরে সিক্ত করে নেওয়া ... সামান্য ব্যাপার নয়।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সামান্যকাণ্ড [স] *বি* হিন্দুব্রতের করণীয় আচারাদি। 'সামান্যকাণ্ড এবং ব্রতকথা এই দুই হল পৌরাণিক ব্রতের উপাদান।' *অবন*, ১৯১৯।

সামান্যক্ষণ [স] *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ; অল্প সময়। 'মু... সামান্যক্ষণ চুপ করে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সামান্যত, সামান্যতঃ [স] *ক্রিবিণ* সাধারণত। 'সামান্যতঃ সম্বাদপত্রে নানাদিগদেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সামান্যতম [স] ১ *বিণ* অতিশয় সাধারণ। 'যদি একজন সামান্যতম প্রজা সমস্ত রাজসম্মান উপেক্ষা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ২ *বিণ* তুচ্ছতম। 'সুখদুঃখের সামান্যতম লহরীলীলা পর্যন্ত গণনার বিষয় হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* সবচেয়ে ক্ষুদ্র। 'সামান্যতম কণাটুকুকে পর্যন্ত যে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরবে।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ৪ *বিণ* সবচেয়ে কম। 'আইন ও শৃংখলার গ্রন্থিবন্ধনের সামান্যতম শিথিলতাও ... অসামাজিক সুযোগের সদ্ব্যবহারে ইতস্ততঃ করিবে না।' *আজাদ*, ১৯৭০।

সামান্যতা [স] ১ *বি* ক্ষুদ্রতা। 'অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার সামান্যতাকে পদে পদে অপমান করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* সাধারণ নিয়ম। 'বিশেষ্যপদ একবচন ও বহুবচন রূপ গ্রহণ করিলেই সামান্যতা পরিহার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৩ *বি* তুচ্ছতা। 'একে যদি তথ্যমাত্রের সামান্যতা থেকে পৃথক করে এর নিজের অস্তিত্বগৌরবে দেখি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৪ *বি* সাধারণীকরণ; সবাইকে এক করে দেখার প্রবণতা। 'অধিকাংশ সমাজেই ব্যক্তির অনন্যতাকে যতদূর সম্ভব খর্ব করে সামাজিক সামান্যতাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা চোখে পড়ে।' *শিব*, ১৯৫০।

সামান্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* সাধারণভাবে। 'কেরি সাহেবকে অসামান্য গুণবান করিয়া সামান্যরূপে সকলেই জ্ঞাত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সামান্যা [স] ১ *বি স্ত্রী* বেশ্যা। 'অতএব যে পুরুষ পরস্ত্রীতে অথবা সামান্যাতে প্রশান্ত হইয়া নিতান্ত আসক্ত ...।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'সামান্যাদের সোহাগ খরিদ ক'রে চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বিণ স্ত্রী* সাধারণ। 'নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা নারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সামান্যার্ঘ্য [স] *বি* হিন্দুব্রতের করণীয়বিশেষ। 'প্রথমে সামান্যকাণ্ড – যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন ... সামান্যার্ঘ্য।' *অবন*, ১৯১৯।

সামান্যার্থ [স] *বি* সাধারণ অর্থ। 'শব্দটিতে যে বিশেষার্থ ছাড়াও একটি সামান্যার্থ আরোপিত হয়েছে এটি আজ অনস্বীকার্য।' *শিব*, ১৯৫৬।

সামান্যি [স সামান্য] *বিণ* সামান্য; অল্প। 'একি সামান্যি দুঃখু!' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সামার [ই] ১ *বি* গ্রীষ্মকাল। 'সামার-ভ্যাকেশনের ছুটি হয়ে গেল।' *শিবরাম*, ১৯৫০। ২ *বিণ* গ্রীষ্মকালীন। 'সামার ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার জন্য।' *বেগম*, ১৯৬২।

সামাল [হি সম্হাল] ১ *বি* রক্ষণ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সাবধান। 'সামাল সামাল বলে করেন হাঁকনি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সামাল করা *ক্রি* সাবধান করা। 'নিমাইকেষ্টকেও সামাল করা আছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সামাল সামাল – সাবধান হওয়া বা করার সংকেত। 'হে ভায়া সামাল২ তোমার জাঁকজমকরূপ কুব্রতি টুপি কেড়েনিয়ে ফুরতি ভে... দিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সামালা [হি সম্হাল>] *ক্রি* সামলানো। **সামালি** *ক্রি* সামাল দিয়ে। 'সেইক্ষণে সামালি হস্তীকে ঢেস দেন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সামালিঞা** *ক্রি* সামাল দিয়ে। 'সামালিঞা দ্রব্য যত নৌকা তুলিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সামালিতে** *ক্রি* রক্ষা করতে। 'সামালিতে নারে বিবি হইল কমজোর।' *গরীব*, ১৭৬৫। **সামালিব** *ক্রি* রক্ষা করবো। 'সামালিব এই শূল কার পানে চাহিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। **সামালিয়া** *ক্রি* সংযত ক'রে। 'ঝারি ফলা সামালিয়া উভমুখে ধায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সামালে** *ক্রি* সামাল দেয়। 'দাবানল সদৃ... সামালে লাউসেন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সামি[১] [স স্বামী] *বি* স্বামী। 'সামি সমাজ হম পেমে অনুরঞ্জি কুমুদি... সন্নিধি চন্দা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সামি[২] [আ] *বিণ* যথার্থ। 'ব্রাম্মোন ভোজনের সামি সমাধান করিতে...' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সামিগগিরি [স সামগ্রী] *বি* প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। 'আনি পূজো... সামিগগিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সামিগ্র [স সামগ্রী] *বি* সামগ্রী। 'খাওনের অপূর্ব্ব সামিগ্র আনিয়া দীলেন' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। *দ্র* **সামগ্রী**

সামিগ্রী, সামিগ্রি [স সামগ্রী] *বি* সামগ্রী। 'খাদ্য সামিগ্রি প্রচুর ম... দিয়া পরম সুখে রাখিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১; 'তাবৎ সামিগ্রী... *দর্পণ*, ১৮২২।

সামিয়ানা [ফা শামিয়ানহ্] *বি* চাঁদোয়া। 'সামিয়ানা চারি দিগে হেমহ... ছাতেতে।' *রামরাম*, ১৮০১; 'বড় সামিয়ানাটা আনবার ব্যবস্থা... *বিভূতি*, ১৯২৯; 'সামিয়ানার চাদরখানা ঝুলছে সবার মাথার পরে... *জসীম*, ১৯৩৩।

সামেয়ানা [ফা শামিয়ানাহ্] *বি* চাঁদোয়া। 'সামেয়ানা ফর ফর ... *প্যারী*, ১৮৫৮।

সামিল, সামীল [আ শামিল] ১ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'সেখানকার আলা... কোটী ছাড়াইয়া দ্বারহাটার সামিল করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'ঢা... সহরের সামীল পোস্তার গোলাহায়ের মধ্যে আছে।' *ক্যালগে*, ১৭৯... 'বারবাকপুরের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে তালুক।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ... *বি* যোগ। 'এক সামীলে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

সামিলা [আ শামিল>] *বি* অধিকার। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সামী[১] [স স্বামী] ১ *বি* প্রভু। 'পুচ্ছ তু চাটিল অনুত্তর সামী।' *চর্যা*... ১২০০। ২ *বি* স্বামী। 'ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর।' *ব*... ১৪৫০।

সামী[২] [আ শাম>] *বি* সিরিয়ার অধিবাসী। 'আরবী মিসরী সামী তুর... হাবসী রুমী খোরাসানী উজবেকী সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সামীপ্য [স] ১ *বি* সমীপবর্তিতা; হিন্দুমতে ইষ্টদেবতার সান্নিধ্যর... মুক্তিবিশেষ। 'সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব অর্থ... সাজুয্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বি* নৈকট্য। 'প্রাণের সামীপ্য নিয়ে দে... যেন সর্বমূলাধার।' *আহসান*, ১৯৫৯।

সামু [স সম্মুখ] *ক্রিবিণ* সম্মুখে। 'লাজে বেআকুলি সামু ন হেরএ... *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সামুক [স শম্বুক] *বি* শামুক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সামুদাইক [স সামুদায়িক] *বিণ* সম্পূর্ণ। 'সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক না...

আমি ... ।' *রামরাম*, ১৮০১।

সামুদায়িক [স] *বিণ* সকল। 'কায়স্তের পরিজন লোকেরদিগকে সামুদায়িক লোককে পৃথক২ বস্ত্র অলঙ্কারে ... ।' *রামরাম*, ১৮০১।

সামুদ্রক শাস্ত্র [স] *বি* দেহের চিহ্ন দিয়ে ভবিষ্যতের শুভাশুভ নির্ণয়ের শাস্ত্র। 'আমি সামুদ্রক শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সামুদ্রিক [স] **১** *বিণ* সমুদ্রে পাওয়া যায় এমন। 'সামুদ্রিক রত্নের পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* সমুদ্রে চলাচল করে এমন। 'ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি সূক্তে সামুদ্রিক নৌকার উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৩** *বিণ* সমুদ্রে বাস করে এমন। 'কূর্ম্ম কুম্ভীরাদি সামুদ্রিক জন্তু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জন্তুর মাংস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **৪** *বিণ* সমুদ্রপথে সংঘটিত হয় এমন। 'স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা সামুদ্রিক যুদ্ধে তাঁহাদের অতিশয় বিক্রম বৃদ্ধি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সামুদ্রিক দস্যু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৫** *বিণ* সমুদ্রের মতো। 'সামুদ্রিক অতলতা হতে মৃত্যু-সুগভীর ডাক উঠে আসে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। **৬** *বিণ* সমুদ্রের উপকূলে স্থাপিত। 'বাংলার একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সামুদ্রিকবেত্তা [স] *বিণ* জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ। 'রাজা, সামুদ্রিকবেত্তা পণ্ডিতগণকে আনাইয়া, দেবপ্রসাদলব্ধ বালকের লক্ষণপরীক্ষার্থে, আজ্ঞাপ্রদান করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সামুরাই [জা] *বি* শক্তিশালী জাপানি যোদ্ধাসম্প্রদায়। 'সেলুলয়েডের ঘর-সাজানো জাপানী সামুরাই পুতুল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সামুলী *বি* মুগের প্রলেপ দেওয়া পিঠাবিশেষ। 'চুষী রুটি রামরোট মুগের সামুলী।' *ভারত*, ১৭৬০।

সামূহিক [স] *বিণ* সমুদয়। 'প্রতি যুগের বিশিষ্ট ভাববিন্যাস সেই যুগের ... মাতব্বর শ্রেণীর সামূহিক স্বার্থের প্রকাশ মাত্র।' *শিব*, ১৯৫৬।

সামোন [ই স্যামন] *বি* সাদা আঁশযুক্ত গোলাপি রঙের সুস্বাদু মাছবিশেষ। 'সামোন মাছ, রাশান স্যালাদ, টুকরো টুকরো ফ্রাঙ্কফুটার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সালমন [ই] *বি* সাদা আঁশযুক্ত গোলাপি রঙের মাংসবিশিষ্ট সুস্বাদু মাছবিশেষ। 'সেই সব সমুদ্র-সালমন বাতাসেও ধরা পড়ে।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

সামোভার [ই] *বি* চায়ের পানি জ্বাল দেওয়ার জন্য ধাতুর তৈরি মধ্য-এশিয়ায় জনপ্রিয় নলযুক্ত পাত্রবিশেষ। 'তাশকন্দ থেকে এসেছে সামোভার নিয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সাম্পর্কিক [স] *বিণ* সম্পর্কজনিত। 'কোনও সমাজই এখন আর সাম্পর্কিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত নয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সাম্পান [ই] *বি* সমুদ্রের উপকূলগামী একপ্রকার ছোটো নৌকা। 'সাম্পান মাঝি খুঁজে ফেরে তোরে ভাটিয়ালি গানে কাঁদি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সাম্পিন [ই শ্যাম্পেন] *বি* উৎসব ইত্যাদিতে ব্যবহৃত দামি মদবিশেষ। 'শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন পার্টি আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সাম্প্রত [স] *বি* বর্তমানকাল। 'অস্থাবর প্রমোদের শব অনুর্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সাম্প্রতিক [স] **১** *ক্রিবিণ* সম্প্রতি। 'স্বস্থানে বিদায় হয়ে সাম্প্রতিক যাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* আজকালকার। 'প্রাচীন ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

সাম্প্রতিকতা [স] বি সমকালীনতা; প্রজন্ম। 'কালগঙ্গার প্রবহমানতায় সাম্প্রতিকতা যদি ক্ষণিকের জন্যেও মিশে যায়।' *সনৎ*, ১৯৭০।

সাম্প্রতিকী [স] *বি* বর্তমানতা। 'তাই সাম্প্রতিকীর প্রসাদধন্য কীর্তি যে কালগঙ্গায় ভাসবেই, এমন কথা বলা চলে না।' *সনৎ*, ১৯৭০।

সাম্প্রদায়িক [স] **১** *বিণ* আপন সম্প্রদায়ের। 'সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদক পরোপকারক সহ্যশীল মনুষ্য ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭; **২** *বি* সম্প্রদায়ের লোক। 'কতকগুলি নব্য সাম্প্রদায়িক একত্র সমাগম পূর্ব্বক পান-রস-লালসায় লোলুপ হইয়া ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **৩** *বিণ* গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। 'এই সঙ্কীর্ণ মত ও সাঙ্ঘাতিক সাম্প্রদায়িক মতভেদ।' *ছোলতান*, ১৮৯৩; 'য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বিণ* অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট। 'তখন সাম্প্রদায়িক লোকেরা রামমোহন রায়কে তাহাদিগের শত্রু মনে করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সাম্প্রদায়িকতা [স] **১** *বি* জাতিগত ভেদ। 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতিমধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও অন্তঃশ্রেণী বিভাগ উঠাইয়া দিয়া ... ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* সম্প্রদায়গত ভাব। 'অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী [স] *বি* সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন। 'সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগমন্ত্রিসভার কুকীর্তির কথা ... ।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা [স সাম্প্রদায়িক+ফা দাঙ্গাহাঙ্গামাহ্] *বি* একাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত সহিংসতা। 'বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সাম্বক [স সম্যক] *ক্রিবিণ* সম্পূর্ণরূপে। *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সাম্বৎসরিক [স] *বিণ* বার্ষিক। 'সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিবসে অবারিত দ্বার।' *রামরাম*, ১৮০১।

সাম্বা, সান্ধা [স সম্>] *ক্রি* প্রবেশ করা। **সাম্বাএ** *ক্রি* প্রবেশ করে; ঢোকে। 'মোর কানে না সাম্বাএ তোর দুষ্ট বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাম্বাহ** *ক্রি* নাও (প্রবেশ করো)। 'শরণ সাম্বাহ তবেঁ বড়ায়ির পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সান্ধাইয়া** *ক্রি* ঢুকে; প্রবেশ ক'রে। 'হ্রদে সান্ধাইয়া গেলা পাতাল ভুবনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সান্ধাইল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'বাছুররূপে সান্ধাইল গোঠের ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সান্ধাএ** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'কৃষ্ণ নাহি সান্ধাএ সাপা চিন্তে মনে মনে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সান্ধায়্যা** *ক্রি* প্রবেশ ক'রে। 'গুহায় সান্ধায়্যা গঙ্গা না পান সরণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সাম্বার [স সম্ভার] *বি* উপকরণ; রন্ধনের মশলা। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সাম্বী *বি* বলয়। 'সুবর্ণ্নের সাম্বী হিরার বাহুটিল কাম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সান্তাষ [স সম্ভাষ] *বি* আলাপ। 'যে মিত্রের সহিত সান্তাষ করিলে ... ।' *রামরাম*, ১৮০২।

সাম্য [স] **১** *বিণ* শান্ত। 'তখনই সেই সকল তরঙ্গ সাম্য হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* সামঞ্জস্য। 'শারীরিক গঠন বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের সহিত বহু অংশে তাঁহার সাম্য আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* বৈষম্যহীনতা। ' বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য সংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লবের উদ্দেশ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। **৪** *বি* সমতা। '"আমি"কে যে যত দূরে সরাইয়াছে জগতের মধ্যে সে ততই সাম্য দেখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৫** *বি* মিল। 'যে-বাংলা ... বাংলার সমস্ত প্রদেশেই সেই ভাষার অনেক ঐক্য থাকিলেও সাম্য নাই।'

রবীন্দ্র, ১৯০৪।

সাম্যগত [স] *বিণ* শান্ত। 'সাম্যগত নহে মোর ক্রোধ নহে দূর।' *সুলতান*, ১৭০০।

সাম্যতন্ত্র [স] *বি* সাম্যবাদ। 'এই বাক্য সাম্যতন্ত্রের মূল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সাম্যধর্মী [স] *বিণ* সমধর্মী। 'তার কেন্দ্রের শরীরটাকে পরখ করে দেখা গেল সে সাম্যধর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাম্যনীতি [স] *বি* সমতার নীতি। 'সাম্যনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সাম্যবাদ [স] *বি* সকলের সমান অধিকার এরূপ বিশ্বাস বা মতবাদ। 'এছলামের একতৃবাদ, সাম্যবাদ, সভ্যতা।' *এসলাম*, ১৯১৯; 'সাম্যবাদের কথা সকল দেশের সকল মানুষের কথা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সাম্যবাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সমদর্শী। 'সিন্ধুসখী! হে সাম্যবাদিনী!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সাম্যবাদী [স] **১** *বিণ* সবার সমান অধিকার এই মতবাদে বিশ্বাসী; কমিউনিস্ট। 'সাম্যবাদী দলের কনফারেন্সের সভাপতি ঠিকই বলেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* সবার সমান অধিকারে বিশ্বাস করে যে। 'সাম্যবাদী। নর-নারীরে করতে অভেদ-জ্ঞান/ বন্দিনীদের গোরস্থানে রচলে গুলিস্তান!' *নজরুল*, ১৯২৯।

সাম্যভাব [স] *বি* সমভাব; ভাবের সমতা। 'মানসিক প্রকৃতির সাম্যভাবই বন্ধুত্বগুণোৎপত্তির প্রধান কারণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সাম্য-লোক [স] *বি* সাম্যের জগৎ। 'জাত-সমাজের নাই সেথা ঠাঁই, জগন্নাথের সাম্য-লোক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাম্যসাধন [স] *বি* সমতা বিধান। 'যতক্ষণ প্রতিবেশীদের মধ্যে সাম্যসাধন না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাম্যাত্মক [স] *বিণ* সমতাবিশিষ্ট। 'খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সাম্যাত্মক হইলেও ...' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সাম্যাবতার [স] *বি* সমতার মূর্তিময় প্রকাশ। 'সাম্যাবতার যীশুখ্রীষ্ট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সাম্রাজ্য [স] **১** *বি* ছোটো ছোটো রাজ্য নিয়ে বহু বিস্তৃত রাজ্য। 'এ পর্য্যন্ত হিন্দু রাজাদের সাম্রাজ্য ছিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **২** *বি* রাজত্ব। 'অবন্তীপুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সাম্রাজ্যতন্ত্র [স] *বি* পররাজ্যকে নিজের অধীনস্থ ও প্রভাবিত করার মতবাদ। 'উনিশ শতকে উদ্ভূত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ... ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের তল্পিদার মাত্র।' *শিব*, ১৯৫৬।

সাম্রাজ্য-নির্মাতা [স] *বি* ছোটো ছোটো রাজ্য দখল করার মাধ্যমে বিস্তৃত সাম্রাজ্য গঠনকারী। 'ইতিহাসে তিন জন সাম্রাজ্য-নির্মাতা বিশেষ পরিচিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সাম্রাজ্যপ্রাচীর [স] *বি* সাম্রাজ্যের সীমানা। 'প্রাণশক্তির অতিনির্দিষ্ট সাম্রাজ্যপ্রাচীর লঙ্ঘন করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সাম্রাজ্যবাদ [স] *বি* পররাজ্যের উপর অধিকার বিস্তারের নীতি। 'মোছলেম লীগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক।' *আজাদ*, ১৯৩৯; 'এখন সাম্রাজ্যবাদের নামে যে শোষণ আরম্ভ হল তার শেষ নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী [স] *বিণ* পররাজ্যের উপর কর্তৃত্ববিস্তারকারী নীতির বিরোধী। 'জাতীয় আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করলো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের।' *উমর*, ১৯৬৬।

সাম্রাজ্যবাদী [স] **১** *বিণ* পররাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তারের নীতিতে বিশ্বাসী। 'সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল, রুজভেল্ট ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

সাম্রাজ্যভুক্ত [স] *বিণ* সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। 'যখন থাট্টা সর্বপ্রথ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাম্রাজ্যলিপ্সা [স] *বি* রাজ্যবিস্তারের নেশা। 'সাম্রাজ্যলিপ্স ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণগুলোর অন্যতম।' *হাই* ১৯৫৮।

সাম্রাজ্যলোলুপতা [স] *বি* সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি 'সাম্রাজ্যলোলুপতা সকলকে গ্রাস করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সাম্রাজ্যাধিকার [স] *বিণ* ঔপনিবেশিক। 'হিজরি সনের চান্দ্রমা গণনার শকাব্দের সৌরমানের গণনার বৈলক্ষণ্যে ও সাম্রাজ্যাধিকা সময়ের বর্ষের উপর ভগ্নমাসের কদাচিৎ বর্ষরূপে গণনা ... *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সাম্রাজ্যিক [স] *বিণ* সাম্রাজ্যবাদী। 'সকল সাম্রাজ্যিক দেশে অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সাযুজ্য [স] **১** *বি* পরমাত্মা ও জীবাত্মার একাত্মতা। 'অযাচক লক্ষ লক্ষ বাসনা সাযুজ্য মোক্ষ ভক্ষণ কেবল মাত্র বায়ু।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০ **২** *বি* ভেদহীনতা। 'সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং এক অর্থাৎ সাজুয্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'উৎসবে ব্যসনে ... আমরা সহ প্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে তাদের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পা নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। **৩** *বি* মিল। 'উভয়ের মধ্যে কেবল সামী নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সায় [স] **১** *বি* সম্মতি। 'দান দিতে চান রায় নাহি দেন দ্বিজ সায়।' *মুকু* ১৬০০; 'সকল কথায় সায় দিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* শেষ। 'হরি হরি বল সভে পালা হৈল সায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সায় দেওয়া **১** *ক্রি* সম্মতি দেওয়া। 'এ কথায় সায় দিয়া যাই অনেকে দ্বিধা করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *ক্রি* সমর্থন করা 'ছেঁদো কথায় সায় দেওয়া উচিত ছিল না।' *নজরুল*, ১৯১৯।

সায় পাওয়া *ক্রি* সমর্থন পাওয়া। 'আমাদের মনের ভিতর থেকে সা পাওয়া যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সায়-সম্মানে *ক্রিবিণ* সম্মানের সঙ্গে। 'সব গিয়েটিয়ে সায়-সম্মা বাঁচার মতো যাও ছিল ...।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সায়সায় *ক্রিবিণ* সম্মতভাবে। 'ভবানীচরণ কহে লও সায়সায় *ভবানী*, ১৮২৫।

সায়ং [স] **১** *বিণ* সন্ধ্যাকালীন। 'ভট্টাচার্য্য বাসায় গিয়া সায়ংসন্ধ্যা করি বসিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বি* সন্ধ্যা। 'পিতা-পুত্রে, অন্বেষ করিতে করিতে, সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সায়ংকাল, সায়ঙ্কাল [স] *বি* সন্ধ্যাকাল। 'সায়ংকাল উপস্থিত হইল *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'কি মনোহর সায়ঙ্কাল।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সায়ংকালীন [স] *বিণ* সন্ধ্যাকালীন। 'সায়ংকালীন জলদ-জা মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া কে না মোহিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪ 'অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধা পড়ছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সায়ংকালে [স] *ক্রিবিণ* সন্ধ্যাকালে। 'সায়ংকালে তাঁহা শাস্ত্রপাঠাদি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইলেন।' *অক্ষ* ১৮৪৯; 'শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি হঠাৎ সায়ংকালে এক দক্ষিণের বাতাস উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সায়ংপ্রাত, সায়ংপ্রাতঃ [স] *বি* সন্ধ্যা ও সকাল। 'দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সায়ংসন্ধ্যা [স] *বি* সন্ধ্যাবেলার উপাসনা। 'ভট্টাচার্য্য বাসায় গিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে বসিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সায়ংসময়ে [স] *ক্রিবিণ* সন্ধ্যার সময়ে। 'পিতা-পুত্রে, অন্বেষণ করিতে করিতে, সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সায়ন্টিস্ট *দ্র* **সায়েন্টিস্ট**

সায়ন্তন [স] ১ *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার 'পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ২ *বিণ* সন্ধ্যাবেলার। 'সায়ন্তন শান্ত অথচ উজ্জ্বল আকাশে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩; 'শহরের মানুষরা সায়ন্তন ঘরাভিমুখ চাঞ্চল্যে থরথর করে কাঁপছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সায়বানা [ফা শামিয়ানহ্‌] *বি* চাঁদোয়া। 'গঙ্গাজল চামর সহিত সায়বানা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সায়বানি [ফা শামিয়ানহ্‌] *বিণ* শামিয়ানাযুক্ত। 'সায়বানি দোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সায়মানা [ফা শামিয়ানহ্‌] *বি* চাঁদোয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সায়েবান [শামিয়ানহ্‌] *বিণ* চাঁদোয়াযুক্ত। 'সমুখে বিচিত্র এক দোলা সায়বান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সায়মপ্রাতে [স সায়ংপ্রাত>] *ক্রিবিণ* সকালে-সন্ধ্যায়। 'দিনযামিনী সায়মপ্রাতে শিশিরবসন্তে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সায়র [স সাগর>] *বি* সমুদ্র। 'খিরোদ সায়রে উপনিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সায়া [প] *বি* পেটিকোট; নারীদের নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাসবিশেষ। 'সায়া-ব্লাউজ, কামিজ-ফ্রক প্রভৃতি।' *তারা*, ১৯৪৩।

সায়াঙ্গ *দ্র* **সায়েন্স**

সায়াহ্ন [স] *বি* সন্ধ্যা। 'কল্য সায়াহ্ন ছয় ঘণ্টা সময়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সায়াহ্ন-আকাশ [স] *বি* সন্ধ্যার আকাশ। 'তোমার চরণপাত মোর স্তব্ধ সায়াহ্ন-আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সায়াহ্নচ্ছায়া [স] *বি* সন্ধ্যার অন্ধকার। 'নিঃশব্দে নামিল আসি সায়াহ্নচ্ছায়ায় নিস্তব্ধ গগনপ্রান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সায়াহ্নপ্রতিমা [স] *বি* সাঁঝবেলার মূর্তরূপ; সায়াহ্নরূপ প্রতিমা। 'শরতের সায়াহ্নপ্রতিমা সংখ্যাহীন তারকার শান্ত নীরবতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সায়াহ্নলেখা [স] *বি* সন্ধ্যার লাল আভা। 'কোমল সায়াহ্নলেখা বিষণ্ণ উদার প্রান্তরের প্রান্ত-অগ্রবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সায়াহ্নিক [স] *বিণ* সন্ধ্যাকালীন। 'সায়াহ্নিক দিগন্তের সীমন্তে বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সায়েন্টিস্ট, সায়ন্টিস্ট [ই] *বি* বিজ্ঞানী। 'এক কথায় সায়েন্টিস্টের পক্ষে আর্টিস্ট।' *প্রমথ*, ১৯১৬; 'আমরা সায়ন্টিস্টরাও বন্দি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সায়েন্স, সায়ন্স, সায়াঙ্গ [ই] ১ *বি* বিজ্ঞান। 'সায়াঙ্গ, তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের জন্যে অপরাজিত যত্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'এ হিসাবে সায়েন্সকেই ইউরোপীয় মনের চরম পরিণতি বলা অত্যুক্তি নয়।' *প্রমথ*, ১৯৩০; 'সায়ন্সের শেষ-ফসল পর্যন্ত তারা পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ২ *বি* কলাকৌশল। 'আমি গান-বাজনার সায়েন্স জানিনে।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

সায়েব [আ সাহিব>] ১ *বি* ইংরেজ বিচারক। 'সায়েবের সিরিস্তায় রুযু থাকিবার জন্যে ঐ সকল দুষ্টলোকের হাজিরজামিন হইবেন।' *এডমন*, ১৭৯০। ২ *বি* ইংরেজ কর্মকর্তা। *এডমন*, ১৭৯২। ৩ *বি* পুরুষমূর্তি চিহ্নিত তাসবিশেষ; কিং। 'বাঃ বিবি দেব না তো কি? সায়েব কোথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৪ *বি* ইংরেজ। 'সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সায়েবসুবো [আ সাহিব>] *বি* সাহেব ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; ইউরোপীয় লোকজন। 'সায়েবসুবোরা যতদূর সম্ভব সাফসুতরো করে সব কিছু এঁকেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯; 'তবে বোম্বাই শহর, সেখানে সায়েব-সুবোদের ব্যাপার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সায়েবি, সায়েবী [আ সাহিব>] ১ *বিণ* সাহেবরা খাওয়া-দাওয়া করে এমন। 'সায়েবি হোটেলে সাতগুণ দাম দিয়া চিংড়ি মাছের মাথা।' *মানিক*, ১৯৪০। ২ *বিণ* ইংরেজরা বলে এমন। 'ইংরিজী শব্দের প্রান্তদেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবী ইংরিজী হয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সায়ের [আ] *বি* বাড়তি কর। 'কীসমতহায়ের মাল ও সায়ের ও রাইয়তি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সায়েরাত [আ] *বি* বাড়তি কর; মাশুল। 'তাহা কখনো কখনো সায়েরাতের তহসিল সামিল আসিত।' *মেয়ার*, ১৭৯২।

সায়েরি *বি* রূপসী নারী। 'কিসনরাম ভণ অভরণ আকর রসগুণ সায়েরি সাজে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সায়েস্তা [ফা শায়িস্‌তহ্‌] *বি* শাসন। 'একটু এদিক ওদিক করলেই কানে ধরে তাকে সায়েস্তা করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'এরা পাগলকে কি ভাবে সায়েস্তা করতে হয় সে কথা বিলক্ষণ জানে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সায়োস [স সাহস] *বি* সাহস। 'আমাদের কি সায়োস হয় চাচা ঘর সংসার লিয়ে কোতাও যেতে?' *হাসান*, ১৯৬৪।

সার[1] [স] ১ *বি* উৎকৃষ্ট জিনিস। 'ফুল পহু ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* স্থির; ঠিক। 'সকল সখিএঁ যুগতী করিআঁ মণত করিল সার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* সম্বল। 'তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* গূঢ় অর্থ; তাৎপর্য। 'অবধানে কর্ণধার শুন পুরাণের সার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ *বিণ* শেষ। 'তোহ্মার আহ্মার মধ্যে এহি দেখা সার।' *সুলতান*, ১৭০০। ৬ *বি* জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকারক পদার্থ। 'ভূম্যর্থে কি প্রকার সার ভাল।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৭ *বিণ* প্রকৃত। 'তিনি যে প্রকারে শিক্ষা করাইতেন তাহাতে সার শিক্ষা হইত।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৮ *বি* প্রতিভা। 'যে লোকের ভিতরে সার থাকে সে লোক উচ্চ পদ অথবা বিভব পাইলেও হেলে দোলে না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৯ *বিণ* অবলম্বন। 'সার করি যোগাচার/ শিব নাকি আছেন শ্মশানে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ১০ *বি* গুণ। 'তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দেবে, আমার মানুষটুকু কোথায় গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ১১ *বি* ফলাফল। 'বাঁধাবাঁধিই সার হলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

সার কথা [স] *বি* আসল কথা; প্রধান কথা। 'আমার সার কথা প্রেম, ভক্তি ও সমদৃষ্টি।' *হাই*, ১৯৪৬।

সারকর্ম, সারকর্ম্ম [স] *বি* প্রধান কাজ। 'লাম্পট্য ব্যবহার এই দলভুক্ত ব্যক্তিদিগের জীবনের সারকর্ম্ম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সারকুঁড় [স সারকুণ্ড] *বি* গোবর পচিয়ে সার তৈরি করা হয় যেখানে –

আঁস্তাকুড়। 'আসচে রানি দৌড়ে সারকুঁড় হতে ক্যাঁকড়া ধরে।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'কোথায় ডুবেছিলে, খানায় না সার-কুঁড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সারগর্ভ [স] *বিণ* মূল্যবান। 'এই মনুপ্রোক্ত লোক-হিতকর সারগর্ভ উপদেশটি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'আপনার সারগর্ভ বচন অবশ্যই আদরণীয়।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

সারগ্রাহী [স] *বি* শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণকারী। 'নীর পরিত্যাগি ক্ষীরভক্ষি হংসের ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশ্যই সারগ্রাহী হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

সারত [স] *বিণ* প্রকৃত; মূলত। 'হালিম ... সারত একজন বামপন্থী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সারতত্ত্ব [স] **১** *বি* মূল কথা। 'বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামী এ মতের সারতত্ত্ব প্রচার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বি* মর্মার্থ। 'ইসলাম ধর্ম্মের সারতত্ত্ব।' *বাসনা*, ১৯০৯।

সার-ধন [স] **১** *বি* মূল্যবান সম্পদ। 'কোনো কথা না বলিয়া হরিতেছ জগতের সার-ধন যত!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বি* মূলবস্তু। 'আমরা অসাবধান হইলেই জীবনের সারধনটি চুরি যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সারপ্রাপ্ত [স] *বিণ* মাটি উর্বর করার সার দেওয়া হয়েছে এমন। 'উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠালগাছটির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সারবত্তা [স] **১** *বি* সারাংশ। 'অদ্যাপি এ কথার সারবত্তা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* সার পদার্থ। 'যেন দিনের পর দিন সারবত্তা হারিয়ে ফেলছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সারবস্তু [স] *বি* মূলভাব; সারমর্ম। 'আজানের এই সারবস্তুকে সংহার করিয়া ... কঠোর দণ্ড দিয়া বেড়াইতেছেন।' *এসলাম*, ১৯৩২।

সারবান [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'সমস্ত সারবান পুষ্টিকর দ্রব্য।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

সারভাগ [স] *বি* উৎকৃষ্ট অংশ। 'সুরীতির সারভাগ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হইবেক।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

সারভূত [স] **১** *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'তথাপি সংসারাশ্রমের সারভূত তনয়ের মুখচন্দ্রনিরীক্ষণে অধিকারী হইলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* সারবস্তুতে পরিণত। 'ব্রাহ্মণপদরজ ইহজন্মের সারভূত করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সারমর্ম, সারমর্ম্ম [স] **১** *বি* মূল অংশ। 'তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। **২** *বি* মূল কথা। 'তাহার সার মর্ম্ম এই যে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **৩** *বি* সারাংশ। 'তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে সংক্ষেপে লেখা গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সারমৃত্তিকা [স] *বি* সারযুক্ত মাটি। 'সারমৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সারশূন্য [স] *বিণ* অসার। 'বুড়ার সারশূন্য খোলসটা এতকাল কোনক্রমে খাড়া ছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সার সংকলন [স] *বি* উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ অংশের সংগ্রহ। 'সেই সকল পত্রের সার সংকলন এতদ্দেশে প্রচার হয়।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

সারসংগ্রহ [স] *বি* সারসংক্ষেপ। 'শাস্ত্র সকলের সারসংগ্রহ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'ব্যবহারশাস্ত্রের সারসংগ্রহ পাঠ ... করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সার সত্য [স] *বি* মূল বা প্রকৃত সত্য। 'নামাজ পড়াটাই কি ধর্মের সার সত্য?' *নজরুল*, ১৯২৭; 'বিধ্বস্ত তাঁড়ার ঘরে অতীতের সারসত্য।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

সারহীন [স] *বিণ* মূল্যহীন। 'এই দৃষ্টান্ত সারহীন পদার্থ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সারাংশ [স] **১** *বি* মর্মার্থ। 'রামায়ণ ও ভারতের মধ্যে যে সারাংশ আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* মূল বা শ্রেষ্ঠ অংশ। 'সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* সংক্ষিপ্ত রূপ। 'গতির সারাংশ কে দিতে পারে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সারাৎসার [স] **১** *বি* মর্মবস্তু। 'শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগবদ্গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রের সারাৎসার হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বি* মর্মস্থল। 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে।' *জীবন*, ১৯৪২।

সারাৎসারা [স] *বিণ স্ত্রী শ্রেষ্ঠ*। 'শাস্ত্রমতে শুদ্ধ হৈলে হয় সারাৎসারা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সারার্থ *বি* মর্মার্থ। 'বক্তব্যবাহুল্য গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বেদের সারার্থ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩।

সারালো [স সার>] *বিণ* মূল্যবান। 'রানীর বুদ্ধি যেমন সারালো/ তেমনি ক্ষুরের মতন ধারালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সারোদ্ধার [স] *বি* প্রকৃত তাৎপর্য। 'সারোদ্ধার আমি বিজ্ঞতার দ্বারা নিঃসন্দেহ এই বুঝিলাম, যে উদ্যমি ধন বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সার[২] [স স্বর] *বি* স্বর; ধ্বনি। 'কোণ দিগেঁ সার নীসারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সার[৩] [ই Sir] *বি* নামের আগে রাজদত্ত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'সার চার্লস কার্ক মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সার[৪] [স সারি] **১** *বি* সারি। 'বাবুকে আসতে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সার গেতে চল্লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* বহর। 'শিরাজের মদ – মরুভূমির পথ, উটের সার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সারবন্দী, সারবন্দি *বিণ* সারিবদ্ধ। 'আমি আমার সামনেকার ঐ সারবন্দী শালতাল-মহুয়াছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সার-বাঁধা *বিণ* সারিবদ্ধ। 'ও পারে সার-বাঁধা মহাজনি নৌকায় আলো জ্বলে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'স্বাতীর আঁটোসাঁটো সারবাঁধা দাঁত ঝকঝক করে উঠলো হাসিতে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

সার-সার *বিণ* সারি সারি। 'সার-সার মাটিলেপা অন্ধকূপ।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

সারঅর [স সাগর] *বি* সাগর। 'ভাগ তরঙ্গ কি সোষই সারঅর।' *চর্যা ৪২*, ১২০০।

সারং *বি* (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'রাগ মিশ্র সারং তাল ঝাঁপতাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সারক [স] *বিণ* বিরেচক; জোলাপ। 'স্বভাবে সারক বাত-পিত্ত-দাহহর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সারকুলার [ই] *বি* বিজ্ঞপ্তি। 'বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ে শতকরা ৩৩-এর সরকারী সারকুলার জারী হয়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সারগম [সা+রে+গা+মা>] *বি* উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আঙ্গিকবিশেষ। 'কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ ... লইয়া ধ্রুপদ, ধরু ...

তেরানা, সারগম, চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সারঙ [স সারঙ্গ] *বি* (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'এক-আধটা সারঙ, এক-আধটা কানাড়া তৈরি *হলো*।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'এ আকাশবীণায় গৌরসারঙের আলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সারঙ্গ [স শার্ঙ্গ] *বি* হিন্দুদেবতা মদন। 'সারঙ্গ আসিয়া চরণ মাজিয়া পরাল সিনান চীরে।' *শেখর*, ১৬০০।

সারঙ্গধর [স শার্ঙ্গধর] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'আক্ষে দেব সারঙ্গধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সারঙ্গী [স সারঙ্গ] *বি* এসরাজের মতো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; সারিন্দার উন্নত সংস্করণ। 'সেই সারঙ্গীর সংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। *দ্র* সারেঙ্গ

সারঙ্গিয়া [স সারঙ্গ>] *বি* সারেঙ্গিবাদক। 'এতদ্ভিন্ন গুণীগণ ধাড়ি কালওয়াত কাওয়াল কথক সারঙ্গিয়া তবলিয়া ভাঁড় প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সারঙ্গীওয়ালা *বি* সারেঙ্গিবাদক। 'কোন ভদ্রলোক মুসলমান বাইজির ভেড়ুয়া সারঙ্গীওয়ালাকে মেয়েদের মাস্টার করে?' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

সারজন[1] [ই] *বি* শল্যচিকিৎসক। *ভবানী*, ১৮২৩।

সারজন[2] [ই সারজেন্ট] *বি* পুলিশ কর্মকর্তা। 'সারজন সন্তরী স্থাপন করিয়া কিয়দ্ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ব্যতীত দর্শনাকাঙ্ক্ষি লোকেরদিগকে ভবন প্রবেশে নিরাশ করেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সারটীফিকেট, সারটিপিকট, সারটীপিকট *দ্র* সার্টিফিকেট

সারণশক্তি [স] *বি* চালন করার শক্তি। 'তার উপরে তৈলের সারণশক্তি যোগ হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সারথি, সারথী [স] ১ *বি* রথচালক। 'হনুমান মাহাবীর হৈলা সারথী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অন্তরিক্ষে চলে রথ ভূতলে সারথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পরিচালনাকারী। 'উন্মত সহায় তুহ্মি পরম সারথি।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বি* গাড়ির ড্রাইভার। 'সারথীরা প্রচলিত রীত্যানুসারে বাম দিকের পথ দিয়া আপন রথ চালনা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সারথ্য [স] ১ *বি* সারথির পেশা বা কাজ। 'সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বি* সারথির ক্ষমতা। 'বিশ্বদেবতা তাঁর রথযাত্রায় অতিদীনকেও যে নিজের সারথ্যেই চালাইতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সারদ [স শারদ] *বিণ* শরৎকালীন। 'দাম-চম্পকে কাম পূজল জইসে সারদ চন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সারদীয় [স শারদীয়] *বিণ* শরৎকালীন। 'সারদীয় পর্ব্বের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে এই সভা আরম্ভ হইয়াছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সারদীয় পর্ব, সারদীয় পর্ব্ব [স শারদীয় পর্ব] *বি* দুর্গাপূজা। 'সারদীয় পর্ব্বের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বহইতে এই সভা আরম্ভ হইয়াছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সারদীয়া [স শারদীয়া] *বিণ স্ত্রী* শরৎকালীন। 'সারদীয়া পূজার রচনা করিয়া থাকেন।' *কেরি*, ১৮০২।

সারদা [স] ১ *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'সারদা সহায় যায় বীরসিংহপুর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* হিন্দুদেবী সরস্বতী। 'পৃথিবী সমূহ পত্র সারদা করিয়া জোত্র।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সারদ্র [স] *বিণ* হলুদময়। 'আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বানাইল রে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

সারন [স সংস্কার] *বি* আরোগ্য। 'প্রভু দরশন বিনে সারন না হএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সারমেয় [স] *বি* কুকুর। 'তোমার সারমেয় [নির্লজ্জ তোষামোদকারী] গোষ্ঠী লইয়া খাও-দাও আর পা চাটো।' *নজরুল*, ১৯২২; 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ একগৃহে অবস্থান করে না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সারল্য [স] *বি* সরলতা। 'তাঁহাদিগের সারল্য স্বীকার করা যাইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* সরলতার। 'মধুর-স্বপনে-মাখা সারল্য-প্রতিমা-আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৩ *বি* অকৃত্রিমতা। 'ইংরেজি সাজে সারল্য নাই, তাহার মধ্যে আয়োজন এবং চেষ্টার বাহুল্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৪ *বি* আড়ম্বরহীনতা। 'বর্তমান য়ুরোপে ভাব ও চিন্তার অপরিসীম বহুলতায় রচনার এই মহৎ বিশুদ্ধ সারল্য রক্ষা করা উত্তরোত্তর কঠিন হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সারল্যভরে *ক্রিবিণ* সরলতার সঙ্গে। 'এমন সব কথা সারল্যভরে ভোম্বলদা ফাঁস করিয়া ফেলেন যে ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সারল্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* সহজভাবে। 'সারল্যরূপে কর্ম্মনির্ব্বাহের সম্ভাবনা বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সারল্যহীন [স] *বিণ* সরলতা নেই এমন। 'তথাচ এরূপ সারল্যহীন ও কোপন-স্বভাব হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সারস [স] *বি* বকজাতীয় পাখিবিশেষ। 'নূপুর-কীঙ্কিণী-ধ্বনি হংস-সারস জিনি/ কঙ্কণধ্বনি চটক লাগায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'টেঁষকানা মাছরাঙ্গা লোবক সারস গাঙ্গচিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সারসপাখি *বি* বকজাতীয় পাখিবিশেষ। 'নহে তো কেহ সারস্বত-রস-সারসপাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সারসী *বি স্ত্রী* সারস। 'সারস সারসী নাচে দোঁহে মত্তজ্ঞান।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সারসন [স] *বি* পুরুষের কটিবন্ধ। 'রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে সারসন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সারস্বত [স] *বিণ* বিদ্যাবিষয়ক। 'আমাদের বাংলাদেশেও যে জ্যোতির্ময় সারস্বত ছায়াপথ রচিত হইয়াছে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে তাহার কেন্দ্রবদ্ধ সংহত অংশ বলা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সারস্বত-রস [স] *বি* বিদ্যা; ললিত কলা। 'নহে তো কেহ সারস্বত-রস-সারসপাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সারা[1] [স সারি>] ১ *ক্রি* লুকানো। 'চরণ নূপুর উপর সারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* তৈরি করা। 'ঔষধ সারিআ ঘৃত দিলেন কপালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* সংশোধন করা। 'ভাবি সারহ আপনা।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *ক্রি* রক্ষা করা। 'তুহ্মি সবে আগুবাড়ি লই যাও আহ্মারে সারি।' *সুলতান*, ১৭০০। ৫ *ক্রি* সমাপ্ত করা। 'মোনাজাত পড়ে শিশু সারিয়া নামাজ।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৬ *ক্রি* সম্পন্ন করা। 'নিষেধ বচন না পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৭ *ক্রি* মেরামত করা। 'কত ছুতোর ডেকে আনি সারতে এই ভাঙ্গা তরণি।' *লালন*, ১৮৯০। ৮ *ক্রি* আরোগ্য লাভ করা। 'আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৯ *ক্রি* ধাতস্থ করা। 'এক-একদিন তাহার উল্টা ভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সারা[2] [স সর্ব] *বিণ* পুরো; সমস্ত। 'সারাদিন বঁড়শি বাও ছবড়ি নবুড়ি পাও।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সারাক্ষণ *ক্রিবিণ* সব সময়ে। 'আমার এ মন সঁপিয়া তোমারে লইব তোমার মন, হৃদয়ের খেলা খেলিয়া কাটাইব সারাক্ষণ।' *রবীন্দ্র*,

১৮৭৭; 'এই নিমিত্ত ইহাদিগকে সারাক্ষণ শশব্যস্ত থাকিতে হয়, পাছে বিনয়ের অভাব প্রকাশ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সারাক্ষুণ্ডি [স সর্বক্ষণ] *ক্রিবিণ* সারাক্ষণ। 'সারাক্ষুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি লেগিচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সারাখন [স সর্বক্ষণ] *ক্রিবিণ* সারাক্ষণ; সবসময়ে। 'চারি দিকে লোকজন/ চলিতেছে সারাখন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সারাগায়ে *বি* সমস্ত দেহে। 'কিশলয়ের সাড়া লাগে শিউরে ওঠা আমার সারা গায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২; 'চুপি চুপি কী করুণ কথা কহিল সারাগায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সারাজন্ম [সারা+স জন্ম] ১ *ক্রিবিণ* সমস্ত জীবনব্যাপী। 'একজন নিজের খেয়ালে সারাজন্ম কাটিয়া গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* সমস্ত জীবন। 'ওই একটু বাণী – তার দীপ্তি কত, আলো করে দিল আমার সারা জন্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সারা জীবন [সারা+স জীবন] *ক্রিবিণ* জীবনভর। 'সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সারাটিখন [সারা>+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* সারাক্ষণ। 'সারাটিখন ঘুম না জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সারাদিন [সারা+স দিন] *ক্রিবিণ* পুরোদিন; দিনভর। 'সারাদিন বঁড়শি বাও ছবড়ি নবুড়ি পাও।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'সারাদিন বাদল হল, সারাদিন বৃষ্টি পড়ে, সারাদিন বইছে বাদল-বায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সারাদিনমান *ক্রিবিণ* সারাদিন ধরে। 'সুখে সারা দিনমান গোঙাইত করিয়া পান, এখন তো মিটেছে তিয়াষ?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'সারাদিনমান খেয়াঘাটে বসে এই মূঢ় আশা লালন করবে?' *নীরেন*, ১৯৫০।

সারাদিবস [সারা+স দিবস] *ক্রিবিণ* সমস্তদিন। 'সারাদিবস হেলে দোলে, দেখে না তো কেউ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সারানিশি *ক্রিবিণ* সমস্ত রাত। 'আছি সারানিশি হায় রে পথ চাহিয়ে, আছি তৃষ্ণায় কাতর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'সারানিশি, জেগে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সারাবেলা [সারা+স বেলা] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'জাহ্নবীপ্রবাহ-পানে চেয়ে আছি সারাবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-সনে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সারারাত *ক্রিবিণ* রাতভর। 'মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাক্তি হবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সারারাতি *ক্রিবিণ* পুরো রাতব্যাপী। 'আঁধার আকাশে বহিতেছে বায় অবিশ্রাম সারারাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ঘুমায় যারা সারারাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সারারাত্রি [সারা+স রাত্রি] *ক্রিবিণ* সমস্ত রাত ধরে। 'সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সারা[৩] [স সারি>] ১ *বিণ* সমাপ্ত। 'এখন কি লাজ আর কাজ হইল সারা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'তোমার হোলো শুরু, আমার হোলো সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি* ধ্বংস। 'যম আসিয়া সকল অধিকার করিলেক আর তাহারা সকলে একত্র সারা হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* জীবননাশ। 'সেইখানে ব্যামোহতে সারা হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৪ *বিণ* একাকার। 'বাজ পেতে নেয় বুকের মাঝে/ মন নিয়ে সই সারা হই।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। ৫ *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'ওরা যে কেন হেসে সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৬ *বিণ* কাহিল। 'পেটফুলে হয় গো সারা উচ্ছিষ্ট সেবা সেহি প্রায়।' *লালন*, ১৮৯০। ৭ *বিণ* সম্পন্ন। 'এমনি ভাবে সবার ঘরে মাগুন করি সারা।' *জসীম*, ১৯২৯; 'গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফজ করা সারা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সারা হওয়া ১ *ক্রি* সমাপ্ত হওয়া। 'এই তো সব কর্ম সারা হলো।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *ক্রি* হয়রান হওয়া। 'কেন তুমি ভাবিয়া সারা হও!' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ৩ *ক্রি* আকুল হওয়া। 'চাঁদ হেসে ঐ হল সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সেরে আসা *ক্রি* কাজ শেষ করা। 'অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আসতে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সেরে ওঠা *ক্রি* সুস্থ হওয়া। 'তুমি সেরে ওঠো।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সেরে ফেলা ১ *ক্রি* সম্পন্ন করে ফেলা। 'দেরি কেন ঠবকুর, সেরে ফেলো ত্বরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *ক্রি* মেরে ফেলা। 'আমার কোনো ব্যামোস্যামো নেই, আমাকেই তো সেরে ফেলার জো করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ৩ *ক্রি* মেটানো। 'সমস্ত গোলমাল এক দিনে সেরে ফেলাই ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *ক্রি* সমাপ্ত করা। 'তবে শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো-না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সেরে সুরে [স সারি>] *ক্রিবিণ* প্রয়োজন অনুযায়ী আবৃত ক'রে। 'কাপড় চোপড়গুলো সেরে সুরে গায় দিচ্চি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'টেনেটুনে সেরেসুরে নিয়ে বেশ ফিটফাট হয়ে পুরুষটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সারাঙ্গ [স সারঙ্গ] *বি* (সংগীত) একটি রাগিণীর নাম। 'পুরবী বড়ারি পাছে সারাঙ্গ মায়ূরী দেশকারী, মালশী আইসে কল্যাণ সুন্দরী।' *আলাওল*, ১৬৮০। দ্র সারং

সারানো, সারান *ক্রি* মেরামত বা সংস্কার করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জুতা সারাই করাইয়া নেওয়ার পরে ...।' *মানিক*, ১৯৪০; 'বই বাঁধাই, ঘড়ি সারান, কাঠের কাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে।' *বেগম*, ১৯৪৯। ২ *ক্রি* সারিয়ে তোলা। 'মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সারাসরি বিণ লাগোয়া। 'উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সারাসরি লম্বা তিন দালান।' *রামরাম*, ১৮০১।

সারাসোরা বিণ সমাপ্ত। 'হেদে বাছা ছাড় লাজ, সারাসোরা হলো কায।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সারি[১] [স] ১ *বি* পঙ্‌ক্তি। 'আলি কালি বেণি সারি মুলেআ।' *চর্যা* ১৭, ১২০০। ২ *বি* শ্রেণী। 'মালতীর মালা তাহে বেড়া সারি সারি।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৩ *বিণ* শ্রেণীবদ্ধ। 'সারি করি চতুর্দিগে এড়ে কুম্ভগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সারিন্যা [স সারি>] *ক্রিবিণ* সারি দিয়ে। 'চারিদিকে নিরঞ্জন সারিন্যা ধর্ম্ম কিন্যা।' *রামাই*, ১৭১০।

সারিবন্দী ১ *বিণ* সারিবদ্ধ। 'ছাদের কিনারায় সারিবন্দী বসে ঘুরছে-ফিরছে।' *তারা*, ১৯৪৩। ২ *ক্রিবিণ* সারিবদ্ধভাবে। 'সারিবন্দী চারা পুঁতিবার জন্য আইল সোজা করিতে হইবে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সারিবাঁধা *বিণ* সারিবদ্ধ। 'পশ্চাতে সারিবাঁধা পাইনের সুগন্ধি ছায়াখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সারি সারি *ক্রিবিণ* শ্রেণীবদ্ধভাবে। 'লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সারি[২] [স] *বি* লোকসঙ্গীতবিশেষ। **সারিয়াল** [স সারি+হি ওয়াল>] *বি* সারিগান গায়ক। 'সারিয়াল সারি গায়ে গাবরে গায়ে গীত।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সারিগান [স] *বি* লোকসঙ্গীতবিশেষ। 'সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'দাঁড়ি-মুখে সারি-গান লা-শরিক আল্লাহ।' *নজরুল*, ১৯২২।

সারি[১] [স সারী] *বি* শালিক। 'সারি সুক নাদ পুরে মউরি পেখম ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সারিসুয়া [স সারী+স শুক] *বি* জোড়া শালিক পাখি; শুক ও সারী। 'সারিসুয়া দিল এত দুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সারি[২] *বি* গুটি। 'কালি রাঙ্গি পাশা সারি আনিল পার্বতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বুজাই জতন করি না খেলিয় পাষা সারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সারিচএ *বি* পাশার গুটিসমূহ। 'পুনি গীয়া সকুনি লইল সারিচএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সারি[৩] *বি* একপ্রকার কচু। 'নটিআ কাঁঠাল বিচি সারি গোটা দশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সারি সারি **১** *বিণ* শ্রেণীবদ্ধ। 'তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেন চলে, সারি সারি নারিকেল বাগানের এক পাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রিবিণ* শ্রেণীবদ্ধভাবে। 'নক্ষত্রমণ্ডলী সারি সারি বসিয়াছে শুদ্ধ কুতূহলী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সারিকা[১] [স শাটী] *বি* শাড়ি। 'সারিকা সিন্দূর পেড়ি পিছে লৈয়া ধায় চেড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সারিকা[২] [স] *বি* শালিক। 'এক গোট সারিকা পণ্ডিত গুণধারী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সারিন্দা [স সারঙ্গ] **১** *বি* তার ঘষে বাজাতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কেউবা গড়িছে সারিন্দা এক কাঠ কেটে।' *জসীম*, ১৯৩১। **২** *বি* গিটার। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

সারিন্দাওয়ালা *বি* সারিন্দা বাজায় যে। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

সারী [স] *বি* শালিক। 'ময়মুন বিদেশ হইতে বাহুড়িয়া আসিয়া সারীকে দেখিতে না পাইয়া ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা সারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সারূপ্য [স] *বি* সমরূপতা। 'সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব অর্থাৎ সাজুয্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সারেং, সারেঙ [ফা সরহঙ্গ] *বি* নৌযান বা জাহাজের পরিচালক। 'নোঙর তুলিবে কিনা এখনো তাহা সারেং ঠিক করিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। 'কোন দিওয়ানার সারেং কাঁদে।' *জীবন*, ১৯২৭; 'ছুটি-পাওয়া সারেঙ হুঁকা হাতে বসে ছিল দাওয়ায়।' *হোসেন*, ১৯৪০; 'কোথায় সোকানি কোথায় সারেং, সাগরে উঠেছে জোর।' *জসীম*, ১৯৫১।

সারেঙ্গ [ফা সরহঙ্গ] *বি* জাহাজের পরিচালক। 'সারেঙ্গও অনুভব করে কর্তৃত্বের ভারিত্ব।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সারেংগী *বিণ* ঘোড়ার প্রজাতিবিশেষ। 'সারেংগী ঘোড়ী ছুটিয়ে শিশুপুত্রকে নিয়ে তিনি চলেছেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সা রে গা মা পা *বি* সংগীতের স্বর। 'হেথা সা রে গা মা পা-য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সারেগামা *বি* সঙ্গীতের স্বরসপ্তক। 'তুচ্ছ সারেগামায় আমায় গলদঘর্ম ঘামায়/ বুদ্ধি আমার যেমনই হোক, গান দুটি নয় সূক্ষ্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সার্গম *বি* স্বরসপ্তক; সারেগামা। 'প্রকৃতি তাঁর একতারায় যে সকাতর সার্গম আলাপ করেন মানুষে শুধু তা নকল করে।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

সারেঙ্গ[১] [স সারঙ্গ] **১** *বি* (সংগীত) বিলাবল ঠাটের সাত স্বরবিশিষ্ট রাগ। 'সারেঙ্গ রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; সারেঙ্গি। 'সেতার, সারেঙ্গ, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। *দ্র* **সারঙ্গী**

সারেঙ্গী, সারেঙ্গি [স সারঙ্গ] *বি* সারিন্দার মতো তার ঘষে বাজাতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্র। 'বীণ রবাব শরদ্ সেতার এস্‌রাজ সারেঙ্গী প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বাঁশি বা বৈরাগির একতারা কিছুই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'একটা সারেঙ্গি এনে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সারেঙ্গ[২] *দ্র* **সারেং**

সারেণ্ডার [ই] *বি* আত্মসমর্পণ; ধরা দেওয়া। 'আমি চললাম কাকা, থানায় সারেণ্ডার করতে।' *তারা*, ১৯৪০।

সার্কাস [ই] *বি* মানুষ ও বিভিন্ন জীবজন্তুর বিচিত্র ক্রিয়া-কৌতুকের প্রদর্শনী। 'শীতের সময় কলিকাতায় অনেক ... তামাশা আসিয়া থাকে, সার্কাস, অপেরা ইত্যাদি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'বালকপুত্র যখন সার্কাস দেখিতে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সার্কাসওয়ালা [ই সার্কাস+হি ওয়ালা] *বি* সার্কাসের দল আছে যার। 'অপরটি কিনিল এক সার্কাসওয়ালা।' *জসীম*, ১৯৬৪।

সার্কুলার [ই] **১** *বি* বিজ্ঞপ্তি। 'এই সার্কুলার দ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করেন।' *নবনূর*, ১৯০৫। **২** *বি* ঘোষণা। 'ক্লাসে হেডমাস্টারের সার্কুলার গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সার্কেল [ই] *বি* কয়েকটি থানা নিয়ে গঠিত পুলিশ বাহিনীর বিশেষ অঞ্চল। 'দাঙ্গাপীড়িত থানা ও সার্কেলের ২৪ জন ইন্সপেক্টর।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

সার্গম *দ্র* সারেগামাপা

সার্চ [ই] *বি* তল্লাশি। 'আমি তোমাকে সার্চ করব।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

সার্চলাইট, সার্চ্চ লাইট [ই] **১** *বি* সন্ধানী তীব্র আলো। 'ঐতিহাসিক সার্চ্চ লাইট দ্বারা তাহার অসত্যতা বা অর্দ্ধ সত্যতা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে।' *এসলাম*, ১৯১৬; 'আপনি কখনও ষ্টীমারের সার্চলাইট দেখিয়াছেন কি?' *রোকেয়া*, ১৯২২। **২** *বি* অনুসন্ধানী দৃষ্টি। 'ঝটিতি চোখের সার্চলাইট বুলাইয়া লইল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সার্জ [ই] *বি* পশমি বস্ত্রবিশেষ। 'ব্রাউন রঙের সার্জের জামা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সার্জন[১], সার্জ্জন [ই সার্জেন্ট] *বি* পুলিশ অথবা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাবিশেষ। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'তিনি সার্জ্জন দিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া আপন কুঠরীতে আনয়ন করাইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'গরাণহাটায় সজনেডাঁটা/ কিনছে পুলিস সার্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সার্জেন্ট [ই] *বি* পুলিশ কর্মকর্তা। 'সার্জেন্টদল রিভলবার হাতে।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'ঘোড়ার পিঠে চেপে সার্জেন্টরা এসে পড়ল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

সার্জন[২] [ই] *বি* শল্যচিকিৎসক। 'যেন পাকা সার্জনের অপারেশন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সার্জেন [ই] *বি* অস্ত্রোপচারকারী। 'হাসপাতালের এপ্রন-পরা সার্জেনদের দল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সার্জারি [ই] *বি* অস্ত্রোপচার; অপারেশন। 'আমার অবিশ্যি সার্জারিতে বিদ্যেবুদ্যি নাই।' *তারা*, ১৯৫৩।

সার্ট [ই] *বি* জামা। 'ছিটের সার্টে বাংলা অ্যানাটমির সৌন্দর্য ঢেকে সাহেবি ঢঙে।' *অবন*, ১৯২৫; 'কোনোটা বা সার্টের হাতা, পাঞ্জাবির ঝুল।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সার্টিন [ই] *বি* এক ধরনের রেশমি কাপড়। 'সার্টিনের কাবা যেন বাবুদের গায়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সার্টিফিকেট [ই] **১** *বি* প্রত্যয়নপত্র। 'এক সার্টিফিকেট দেখাইলেন কর্ত্তার যেরূপ বিদ্যা তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* সনদপত্র। 'অতি নিপুণতাসূচক সার্টিফিকেট।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৩** *বি* প্রমাণপত্র। 'সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৪** *বি* প্রশংসাপত্র। 'অতিমাত্রায় সার্টিফিকেট বিতরণের নেশায় বেচারী বঙ্গ।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

সারটীফিকেট, সারটিপিকট, সারটীপিকট [ই] *বি* সার্টিফিকেট; প্রমাণপত্র। 'জাহার স্থানে ঐ উপরের নম্বরের সারটীফিকেট থাকে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'লাভ লোকসানের রকম বিনা সারটীপিকট কাগজ আমানত দিতে হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

সার্টিফিকেটওয়ালা [ই সার্টিফিকেট+হি ওয়ালা] *বি* প্রসিদ্ধ। 'এঁদের কাছে সার্টিফিকেটওয়ালা ফলারেরা কলকে পায় না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সার্ডিন [ই] *বি* চেলা মাছের মতো এক জাতের ছোটো মাছ। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ পড়েছিল বিস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'সার্ডিন মাছ সহযোগে সান্ধ্যভোজন।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

সার্থক [স] **১** *বিণ* সফল। 'নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মরণ সার্থক।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তাকে একবার ভাল করে দেখে জীবন সার্থক করি।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *বিণ* ধন্য। 'তাহাও বহুপকারিণী পাঠক্রিয়াতে ব্যয় হইয়া সার্থক হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সার্থকতম [স] *বিণ* সফলতম। 'র‍্যাম্বো, রিল্‌কে বা ইয়েটস জীবনের যে সব অতলস্পর্শ অভিজ্ঞতাকে তাঁদের সার্থকতম কবিতার মধ্যে ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সার্থকতর [স] *বিণ* অধিকতর সার্থক। 'তাঁর বংশগত রাজ উপাধি আজ বাংলা দেশের সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সার্থকতা [স] **১** *বি* সফলতা। 'জীবনের সার্থকতা কিসে হয়?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'সার্থকতাবশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* যথার্থতা। 'আমি আলো এবং আকাশ এত ভালোবাসি! বোধ হয় আমার নামের সার্থকতার জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বি* পূর্ণতা। 'কেবল অহংকার-পরিতৃপ্তির জন্য নহে; তাহাতে সে আপনার জীবনের সার্থকতা অনুভব করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সার্থকতাশূন্য [স] *বিণ* অসার্থক। 'মহাকালের কাছে দু'-দশ লাখ বছর সার্থকতাশূন্য একটি নিমেষ মাত্র।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সার্থকতা-সাধক [স] *বিণ* সাফল্য বয়ে আনে এমন। 'জীবনের সার্থকতা-সাধক পরোপকারব্রতে চিরজীবন ব্রতী ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সার্থকভাবে [স] *ক্রিবিণ* সফলতার সঙ্গে। 'এই বিশ্বাস যদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায়, এই বিশ্বাসকে সার্থকভাবে প্রমাণ করা যায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭; 'রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথই সার্থকভাবে ধরতে পেরেছিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪; 'রাজনীতি সর্বপ্রথম সার্থকভাবে সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলো।' *উমর*, ১৯৬৬।

সার্থকসাধন [স] *বি* সফল সাধনার ফলে যা পাওয়া গেছে। 'এসো মোর সার্থকসাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সার্থকায়িত [স] *বিণ* সার্থক; সফল। 'বহু দেশেই আজও আধুনিক সভ্যতার বহুমুখী সম্ভাবনা সার্থকায়িত হয়ে ওঠেনি।' *শিব*, ১৯৫০।

সার্থক্য [স] **১** *বি* সার্থকতা। 'আপন সার্থক্য সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বি* সফলতা। 'ব্যর্থতা ও সার্থক্যের উপলবন্ধুর পথে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সার্থবাহ [স] *বি* বণিকদল। 'সার্থবাহ যারা মরুর মধ্য দিয়ে উটে চলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সার্থিক [স সাত্ত্বিক] *বিণ* সত্ত্বগুণ সম্পর্কিত। 'সঘন কম্পিত তনু সার্থিক লক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সার্থে *অব্য* নিমিত্তে। 'জগতেত জীবন হইল মোর সার্থে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সার্ধ, সার্দ্ধ [স] **১** *বিণ* সাড়ে। 'তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* দেড়। 'উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া সার্দ্ধ লক্ষ সুবর্ণ দি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮০২; 'তিনি প্রথমতঃ ঐ সমস্ত, ফ্রান্স প্রচলিত লীগ অর্থাৎ সার্ধ ক্রোশের চিত্র অনুমান করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সার্ধশতাব্দীব্যাপী [স] *ক্রিবিণ* দেড় শতাব্দী কাল জুড়ে। 'সার্ধশতাব্দীব্যাপী এই সংঘটনকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া সঙ্গত।' *শিব*, ১৯৫৬।

সার্ধসপ্ত, সার্দ্ধ-সপ্ত [স] *বিণ* সাড়ে সাত সংখ্যক। 'সার্দ্ধ-সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সার্ধৈক, সার্দ্ধৈক [স] *বিণ* দেড়। 'মহারাজ প্রায় সার্ধৈক বৎসর রাণীর সহিত ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'সার্দ্ধৈক হস্তপরিমিত-অবগুণ্ঠনাবৃতা ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

সার্ব-, সার্ব্ব- [স] *বিণ* সকলের।

সার্বজনিক [স] *বিণ* সর্বজনীন; সর্বসাধারণের। 'কালীকচ্ছ সার্বজনিক সবান্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা সম্পাদিকা শ্রীমতী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'স্থানীয় ন্যাশনাল সভাকে ... সার্বজনিক সভা নাম দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সার্বজনীন, সার্ব্বজনীন [স] **১** *বিণ* সব মানুষের জন্য। 'এই সার্ব্বজনীন কুরবেতে সকলেরই অপাণ্ডিত্য প্রথিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। **২** *বিণ* সকলের কল্যাণকর। 'সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবের দ্বারায় তার হৃদয়ের সার্বজনীন অধিকার যে কত বিস্তৃত করেছে তা আজ কে বিশ্লেষ করে দেখাতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'য়ুরোপীয় সভ্যতার রক্তচক্ষু এঞ্জিনটা সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **৩** *বিণ* সর্বজনবিদিত। 'এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন ভয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বিণ* সর্বজনের বোধগম্য। 'ভাষা সার্বজনীন নয়, অথচ এই সত্য সার্বজনীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। দ্র **সর্বজনীন**

সার্বজনীনতা [স] *বি* সকলের গ্রহণযোগ্যতা। 'আপনার সার্বভৌমিকতা – সার্বজনীনতা – উদারতা –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সার্বজন্য [স] **১** *বিণ* প্রকাশ্য। 'সার্বজন্য অভিসারে ডেকে ভুলাবে কি পুরাণপুরুষে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩। **২** *বিণ* সবার জন্য কল্যাণকর। 'মৃত্যুর কবাট খুলে রেখে, চলে গেলে সার্বজন্য সুধার সন্ধানে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সার্বজাতিক [স] *বিণ* সকল জাতিভিত্তিক। 'শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক

সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'কোপেনহেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথামেটিকস কনফারেন্স হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সার্বভৌম, সার্ব্বভৌম [স] ১ *বিণ* সমগ্র। 'সার্ব্বভৌম পৃথিবি শাসিবে একেশ্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। 'পড়িছা-পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রঘুনাথ সার্বভৌম মহাশয়ের একটি টোল ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ৪ *বি* সর্বভূমির অধিপতি; সম্রাট। 'আপনার পুত্র সাম্রাজ্যে দীক্ষিত হইয়া সম্প্রতি সার্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছেন।' *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯৩৭।

সার্বভৌমত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব [স] *বি* সর্বময় কর্তৃত্ব। 'বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সার্ব্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা প্রস্তাবে ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬; 'মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সার্বভৌমিক [স] ১ *বিণ* বিশ্বব্যাপী। 'প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন, পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* বৈশ্বিক। 'সংগীতশাস্ত্রের আদিম উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং নূতন সার্বভৌমিক স্বরলিপির সংক্ষিপ্ত ও সরল আদর্শ প্রকরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'বিজ্ঞান তো সার্বভৌমিক।' *জগদীশ*, ১৯১৭। ৩ *বিণ* সার্বজনিক। 'মানুষ মানুষের কাছে আজ যতই আসছে ততই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সার্বভৌমিকতা [স] ১ *বি* বিশ্বব্যাপ্তি। 'আপনার সার্বভৌমিকতা – সার্বজনীনতা – উদারতা –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* সর্বময় ক্ষমতা। 'বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সার্বভৌমিকত্ব [স] *বি* বৈশ্বিকতা। 'ভারত অনুভূতির ক্ষেত্রে যে সার্বভৌমিকত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সার্বলৌকিক *বিণ* সার্বমানবিক। 'এসবের কোনও সার্বলৌকিক ভিত্তি থাকে না।' *শিব*, ১৯৬০।

সার্বিক [স] *বিণ* সামগ্রিক। 'যে নারী জাগরণের সূচনা দেখা যাচ্ছে তা আদৌ সার্বিক নয়।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সার্ভ[১] [ই] *বি* পরিবেশন। 'ডিম-গোলাকার গোলটেবিল/ করবে সার্ভ অশ্বডিম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সার্ভ[২] [ই] *বি* টেনিস, ভলিবল, ব্যাডমিন্টান, পিংপং ইত্যাদি খেলায় বল ছুঁড়ে দান দেওয়া। 'তাহলে শুরু করো তোমার সার্ভ।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

সার্ভিং [ই] *বি* পরিবেশনা। 'তাদের ছেলেরা এখন সার্ভিং ক্লার্কগিরি করছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

সার্ভিস [ই] ১ *বি* পরিষেবা। 'একটি বাস সার্ভিস খোলার দাবী জানানো হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বি* সেবা। 'তুমি গান গাও, গীতা বিক্কিরি কর, – সত্যি কিনা?/ সে তো সার্ভিস।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

সার্ভে [ই] *বি* জরিপ। 'কাব্যের বা চিত্রের ক্ষেত্রে যারা সার্ভে বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের চারদিকে তথ্যের সীমানা এঁকে পাকা পিলপে তুলতে চায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪; 'রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরোবে কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সার্ভেয়ার [ই] *বি* জরিপকারী। 'সার্ভেয়ার পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে সার্ভে করে নিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সার্ভেন্ট [ই] *বি* চাকর। 'সেকেন্ড ক্লাস সার্ভেন্ট ওরফে ফার্স্ট ক্লাস কুক।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সায়্য [স সারী] *বি* শালিক পাখি। 'সায়্যের পাখের আড়ে সুয়া হৈল লুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সার্ষ্টি [স] *বি* সমান ঐশ্বর্য। 'সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব অর্থাৎ সাজুয্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সার্সি, সার্সী, সার্শী [ই স্যাস] *বি* কাচের দরজা বা জানালা। 'তাহার কারণ এই, সার্সি কাচে নির্মিত।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'সার্সীপ্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রী কন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'সার্সীগুলা লালে লাল হয়ে গিয়ে একাকার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সাল[১] [স শাল] *বি* গাছবিশেষ; শাল গাছ। 'কাঁঠাল পিয়াল তাল সাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সালটীম্বর [স শাল+ই টীম্বর] *বি* শাল কাঠ। 'য়নেক সালটীম্বর।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

সালতি [স শাল>] *বি* শালের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ছোটো কিন্তু দ্রুতগামী নৌকা। 'সালতি সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাল[২] [স শল্য] ১ *বি* নিদারুণ বেদনা। 'দুখ পাইল বহুকাল মরমে রহিল সাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* ফলা; শূল। 'সুচ হইয়া ঢোকেন, পরে সাল হইয়া বাহির হন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

সাল[৩] [ফা] ১ *বি* অব্দ; বছর। 'আঠার শত পোনের সালে আশী হাজার পাটি।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বি* বঙ্গাব্দ। 'আমাদের দেশে তিন শাক প্রচলিত; সংবৎ, শকাব্দাঃ ও সাল।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সাল তামাম [ফা সাল+আ তামাম] *বি* বছরের শেষ। *মেয়ার*, ১৭৮৭।

সাল তমামি, সালতামামী [ফা সাল+আ তামাম>] ১ *বি* বছর শেষের হিসাব। 'সাল তমামি করার কাপড় আখেরি ফিবরিল নাগাদি দাখিল করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* বছর শেষের দক্ষিণা। 'দুটো হিসাব ভজলে তবে মিলবে সালতামামী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* বাৎসরিক। 'দেশের সমস্ত সালতামামি নিকাশ বড়ো খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'আজ আমাদের কারখানায় সালতামামী পরব।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সালপাহলি [ফা] *বি* বছরের প্রথম হিসাব বা উৎসব। 'সালতামামি আর সালপাহলির গোলকধাঁধা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সাল[৪] [ফা শাল] *বি* পশমি চাদর। 'তাহারদিগকে পট্টবস্ত্র ও সাল দোসালা ও নগদে চারি শত টাকা ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সাল[৫] *বি* একপ্রকার ধান। 'গোলায় তোলে সে ধান-রূপ সাল, তিলক কাচারী/ বালাম, ক্ষীরাইজালি, দুধসর-মাঠের ঝিয়ারি।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

সালওয়ার, সালয়ার [ফা] *বি* ঢোলা পাজামাবিশেষ। 'তালি-দেওয়া সালওয়ার চটা কামিজ।' *অমিয়*, ১৯৩৯; 'শুধু সালয়ার পরিয়ো না, ধরো হাতে তলোয়ার ধরো।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সালগম [ফা শলগম] *বি* মূলজাতীয় সবজিবিশেষ। 'কপি, সালগম, গাজর, বেদানা, পেস্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সালঙ্ক, সালংক [স সালঙ্কার] *বি* অলঙ্কার। 'কুলের কলঙ্ক করিনু সালঙ্ক।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সালঙ্কার, সালংকার [স] ১ *বিণ* অলঙ্কৃত। 'তোমার বচন সালঙ্কার মন।'

দ্বিচণ্ডী, ১৬০০। ২ *বি* অতিরঞ্জন। 'আমি খুব বড়োরকম সালংকার দিয়েই বলব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৩ *বিণ* কাব্যালঙ্কার সংবলিত। 'সে সম্বন্ধে সালঙ্কার বিবৃতি দেবার প্রয়োজন নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সালঙ্কারা, সালংকোরা [স] ১ *ক্রিবিণ স্ত্রী* গহনায় সজ্জিত হয়ে। 'খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি সালঙ্কারা যাইও না।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ২ *বিণ স্ত্রী* গহনায় সজ্জিত। 'এই কন্যাটির সালংকোরা মূর্তি আশা কোরো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সালঙ্কারে [স] *ক্রিবিণ* কাব্যালঙ্কার সহযোগে। 'সালঙ্কারে বর্ণনা করিয়া কাসেম সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সালঙ্কারিক [স] *বিণ* হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। সাগ্নিক ও সালঙ্কারিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সালন [হি] *বি* তরকারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ভাতের পাশে দিল এক করসুল সালন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সালবোট *বি* বড়ো পাত্রবিশেষ। 'রুপোর সালবোটে সোনারুপোর তবক-মোড়া পান।' *অবন*, ১৯২৭।

সালয়ে [স শেল>] *ক্রি* শেল হানছে। 'সূন সেজ হিয় সালয়ে রে পিয়াএ বিনু মরব আজি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সালসা [প] *বি* রক্তশোধক কবিরাজি ওষুধ। 'সালসা তোপচিনি মারকুলি প্রভৃতি খাইয়া আরাম হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সালা [স শ্যালক] *বি* শালা; স্ত্রীর ছোটো ভাই। 'সম্বন্ধি এবং সালা মহাশয় ভাজনেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সালাজ [স শ্যালকজায়া] *বি* শ্যালকের স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সালাঝি *বি স্ত্রী* শ্যালকের মেয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সালাপো *বি* শ্যালকের ছেলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সালাত [আ সালাদ] *বি* মিশ্রিত ফল ও সবজির কাঁচা খাদ্যবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সালানা [ফা সালিয়ানহ] *বিণ* সালিয়ানা; বার্ষিক। '৩০/১২/৪৯ ইং তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সালানা জলসা হয়ে গেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সালাম [আ] ১ *বি* মুসলমানদের অভিবাদনবিশেষ। 'কহিলেন্ত সালাম মনেত মায়া বাসি।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* শান্তি। 'সরকার সালাম।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

সালামি [স সালাম>] *বি* নজরানা। 'বার্ষিক সালামিরও সে প্রতুলতা নাই।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সালি[1] [স শালি] *বি* শালিধান। 'সালি তণ্ডুল গছ বাহ্মি নানা ফল খাসা দধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সালি[2] [ফা] *বিণ* মূল্যবান। 'কোম্পানির গরান সালি তাথা।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬।

সালি[3] [স শ্যালিকা] *বি* শ্যালিকা। 'সালিপতির পুত্র বাবাজীউ কল্যানবরেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। *দ্র* **শালী, সালী**[1]

সালিঝি *বি স্ত্রী* শ্যালিকার মেয়ে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সালিপতি *বি* শ্যালিকার স্বামী। 'সালিপতির পুত্র বাবাজীউ কল্যানবরেষু।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সালিপো *বি* শ্যালিকার ছেলে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সালিক [স সারিকা] *বি* শালিক পাখি। 'কাঠকোঠর পেচা টীয়া কাদকোঁচা মহরিয়া সালিক ডাহুক তামচূড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সালিকা [স সারিকা] *বি* শালিক পাখি। 'পায়রা কপোত লিখি লিখে গাঙচিল কুলিঙ্গ সালিকা ভেঠা টেঠারি কোকিল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সালিনি [স শালিনী] *বি* অধিকারিণী। 'লক্ষ্মির সমান সেই রূপের সালিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সালিয়ানা, সালিআনা [ফা সালিয়ানহ] ১ *বিণ* চরিত্রহীনা। 'সালিয়ানা নারী তুমি বিবাদে আগল।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *ক্রিবিণ* সারা বছরে। 'ইহার সুদ সালি আনা দষ তঙ্কার হিসাবে দিব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৬। ৩ *বিণ* বার্ষিক। 'তোমাকে কুটী করিতে পাট্টা দীলাম সালিআনা।' *বোগল*, ১৭৭০; 'সালিয়ানা চলন ১২ বার তঙ্কার হিসাবে।' *মেয়র্স*, ১৭৭২। ৪ *বি* বাৎসরিক খাজনা। 'তাহার সালিয়ানা লক্ষ টাকার জায়গীর আছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৫ *বি* বাৎসরিক চাঁদা। '৭৭৭৯১২০ টাকা খয়রাতি বিষয়ে সালিয়ানা জমা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সালিশ [আ সালিস] *বি* মধ্যস্থ। 'সালিশ মেনে মিটমাটের চেষ্টা কর।' *বেগম*, ১৯৫৫।

সালিশি, সালিশী ১ *বিণ* মধ্যস্থতামূলক। 'লেখক মহাশয় মামলার পরিবর্তে সালিশী নিষ্পত্তির পরামর্শ দিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* বিচারসভা। 'কু-কু-কুকু – কেমন শতচেতনার হাঁকডাক, সালিশি, নির্জনতা।' *জীবন*, ১৯৪৮। ৩ *বি* মধ্যস্থ দ্বারা বিচার। 'সালিশী মানতে মোড়লের বাড়ি গেল।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সালিষ ১ *বি* অভিযোগ। 'চৌধুরিকে সালিষ দিয়াছিলেন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* বিবাদের মীমাংসা। 'এই দুই লোককে সালিষ লইয়া ফয়াষা করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৩ *বি* মধ্যস্থতা। *ডানকান*, ১৭৮৫।

সালিস ১ *বি* বিবাদের মীমাংসা। 'তাহাদিগকে সমঝাইয়া সালিস ত্বরায় রফা করিয়া দিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ মধ্যস্থতাকারী; *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'তোমার ছন্দের তর্কে আমাকে সালিস মেনেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বি* মধ্যস্থতা। *ডানকান*, ১৭৮৫। ৪ *বিণ* আপোসমূলক। 'যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সালিসনামা [আ সালিস+ফা নামাহ] *বি* মধ্যস্থতার দলিল। 'সালিস লইলে পরে সালিসনামা দাখিল হইলে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সালিস-নিষ্পত্তি [আ ছালিছ+স নিষ্পত্তি] *বি* সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা। 'সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সালিসি [আ ছালিছ>] *বি* মধ্যস্থ ব্যক্তি দিয়ে বিচার। 'সালিসি-সভায় মকদ্দমা মিটাইবার বন্দোবস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সালী[1] [স শ্যালিকা] *বি* শালী; শ্যালিকা। 'মারিঅ সাসু ননন্দ ঘরে সালী।' *চর্যা* ১১, ১২০০। *দ্র* **শালী, সালি**[3]

সালী[2] [স শালি] *বি* সরু আমন ধান। 'তাহাতে আমার নিজ কিসমতের সালী জমী ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

সালু [আ শাল] *বি* এক ধরনের লাল কাপড়। 'পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাকনি, সালু মোড়া।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সালুআবৃত [আ শাল+স আবৃত] *বিণ* লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। 'সালুআবৃত মাজারের আশেপাশে যারা আসে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সালুতে-মোড়া *বিণ* লাল কাপড়ে বেষ্টিত। 'সালুতে-মোড়া ঝালর-ঝোলানো নিশেন-ওড়ানো এক নহবতখানা উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সালুক [স শালুক] *বি* শাপলা গাছের মূল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সালুন [আ সালিম] *বি* রান্না করা তরকারি; ব্যঞ্জন। 'এক পাকে সালুন বানিয়ে ফেলতে পারে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

সালেক [আ সালিক] *বি* অধ্যাত্ম পথের পথিক। 'সালেকের রাহাপনা, মজ্জবি হয় আশেক দেওয়ানা।' *লালন*, ১৮৯০।

সালোক্য [স] **১** *বি* ইষ্ট দেবতার সঙ্গে অবস্থান। 'সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব অর্থাৎ সাজুয্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। **২** *বি* একাত্মতা। 'জীবাত্মা-পরমাত্মার ... এরূপ সালোক্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সাল্ট [ই] *বি* লবণ। 'সাল্ট এজেন্ট অর্থাৎ লবণ বাণিজ্যের সম্পাদক বলিলেই তৎক্ষণাৎ সে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সাল্ট এজেন্ট [ই] *বি* লবণ ব্যবসার প্রতিনিধি। 'সাল্ট এজেন্ট অর্থাৎ লবণ বাণিজ্যের সম্পাদক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সাল্টপোর্ক [ই] *বি* লবণ দেওয়া শূকরের মাংস। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

সাল্টবিফ [ই] *বি* লবণ দেওয়া গরুর মাংস। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

সাহ্লাদিত [স সাহ্লাদিত] *বিণ* প্রফুল্ল। 'অবসেসে বর দিব সাহ্লাদিত মনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাশি [ই স্যাশ] *বি* শার্সি – জানালার কাচের পাল্লা। 'পশ্চিমের সাশির ভিতর দিয়ে রোদ ছড়িয়ে পায়ের কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাশুড়ি, সাশুড়ী *দ্র* **শাশুড়ি**

সাশ্রয় করা [স সাশ্রয়>] *ক্রি* সংগ্রহ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাশ্রু [স] *বিণ* অশ্রুযুক্ত। 'চাবুক খাইয়া সাশ্রু নেত্রে ও সজল নাসিকায় গবর্মেন্টের প্রতি অভিমান করিতে বসার জন্য আমাদিগকে ততোধিক ধিক!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সাশ্রু-আঁখি [স] *বিণ* অশ্রুযুক্ত চোখ। 'চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি সোহাগে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সাশ্রুনয়ন [স] *বি* অশ্রুপূর্ণ চোখ। 'দীনভাবে, শীর্ণশরীরে, সাশ্রু নয়নে, দিনপাত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সাশ্রুনেত্র [স] *বি* অশ্রুপূর্ণ চোখ। 'সাশ্রুনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাষুড়ি, সাষুড়ী *দ্র* **শাশুড়ি**

সাষ্টাঙ্গ [স] *বিণ* জানু, চরণ, হস্ত, বক্ষ, মস্তক, চক্ষু, দৃষ্টি ও বাক্য এই অষ্ট অঙ্গের দ্বারা কৃত প্রণাম। 'শিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পূজি ভক্তি-ভাবে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম [স] *বি* মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে প্রণাম। 'মতিলাল তাহাকে দেখিবামাত্রে নিকটে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সাস [স শ্বশ্রূ>] *বি* শাশুড়ি। 'সাস বচন হম তীখ লই গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাসপেণ্ড [ই] *বিণ* সাময়িকভাবে পদচ্যুত। 'তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৯; 'সাসপেণ্ড না হলেই বা কী?' *শামসুল*, ১৯৭৩।

সাসপেন্স [ই] *বি* উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগের ভাব। 'ছোট গল্পের সাসপেন্স আগেই ভেঙে দেব।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

সাসা, সাসানো [স শাস্>] *ক্রি* শাসন করা। **সাসি** *বি* শাসন করি। 'সর্ব্ব রাজ্জে সাসি দিতে অর্জ্জুন গরিষ্ঠ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাসিআ** *ক্রি* শাসন ক'রে। 'শশগর পৃথিবি সাসিআ দিবা তোকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাসিবে** *ক্রি* শাসন করবে। 'সার্ব্বভৌম পৃথিবি সাসিবে একেশ্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সাসে** *ক্রি* শাসন করে। 'বিস্যের প্রভাবে রাজা সাসে বসুমতী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সাসি [ই স্যাশ] *বি* সার্সি; কাচের জানালা। 'তখন দুয়ার বন্ধ ক'রে বন্ধ ক'রে সাসি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সাসু [স শ্বশ্রূ>] *বি* শাশুড়ি। 'মারিঅ সাসু নণন্দ ঘরে সালী।' *চর্যা* ১১, ১২০০।

সাসুড়ি, সাসুড়ী *দ্র* **শাশুড়ি**

সাসূয় [স] *বিণ* ঈর্ষান্বিত। 'সাসূয় কৌতূহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সাস্তর [স শাস্ত্র] *বি* শাস্ত্র। 'চারি বেদ নাহি ছিল সাস্তর বিচার।' *রামাই*, ১৭১০।

সাস্তি [স শাস্তি] *বি* সাজা। 'চোরবাদে জেন তোমারে সাস্তি করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সাস্ত্র [স শাস্ত্র] *বি* শাস্ত্র; ধর্ম। **সাস্ত্র অনুষ্ঠান** [স শাস্ত্র অনুষ্ঠান] *বি* ধর্মানুষ্ঠান। 'তবে রাজা সুভক্ষনে সাস্ত্র অনুষ্ঠান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **শাস্ত্র**

সাস্ত্রমত [স শাস্ত্রমত] *ক্রিবিণ* বিধি অনুযায়ী। 'সাস্ত্রমত কর্ম্ম করিলে কভু মন্দ নয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

সাস্ত্রসম্মত [স শাস্ত্রসম্মত] *বিণ* শাস্ত্রের সম্মতি আছে এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

সাহ [ফা শাহ] *বি* রাজা। 'একব্বর সাহ দিল্লির তক্তে বাদসাহ হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সাহঙ্কার [স] *বিণ* অহংকারপূর্ণ। 'ব্যাঘ্র আস্ফালন করিয়া সাহঙ্কার বাক্যে কহিতে লাগিল ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সাহচর্য, সাহচর্য্য [স] *বি* সান্নিধ্য। 'আসঙ্গলিপ্সাতে অন্যান্য ইতর বৃত্তির সাহচর্য্য থাকিলে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'তাঁর সাহচর্য-সুখ পাবার জন্যে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সাহচর্যজনিত [স] *বিণ* আনুষঙ্গিক; মূল শব্দের সঙ্গে জড়িত। 'প্রত্যেক ভাষারই শব্দগুলির একটি সাহচর্যজনিত পরিমণ্ডল রয়েছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

সাহড় [স শাখোট] *বি* শ্যাওড়া; শেওড়া। 'সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাহর [স সহকার] *বি* আম। 'সাহর সউরভ গগন ভরে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সাহষ [স সাহস] *বি* ভয়হীনতা। *মিলার*, ১৭৯৭।

সাহস [স] **১** *বি* উদ্যম। 'নেউটিয়া জাহ ঘর না কর সাহস।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* ভয়হীনতা। 'কোন বা সাহসে তুমি এমত বচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সাহসদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* সাহস প্রদানকারী। 'যে ... বিপদে সাহসদায়িনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সাহসবিস্তৃত [স] *বিণ* সাহসিকতাপূর্ণ। 'আনন্দ-উজ্জ্বলপরমায়ু, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সাহসান্বিত [স] *বিণ* সাহসিকতাপূর্ণ। 'সে চায় প্রাচুর্যান্বিত বৈচিত্র্যান্বিত সাহসান্বিত জীবন।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সাহসি [স সাহস>] *বিণ* সাহস আছে এমন। 'দেশের দুঃখ মোচনে সাহসি হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

সাহসিক [স সাহস>] **১** *বিণ* সাহসী। 'ইহাতে দোষিবে কোন সাহসিক জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* উৎসাহযুক্ত। 'এমত সাহসিক ব্যাপার নির্ব্বাহদৃষ্টে বোধ হয় যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সাহসিকতা [স] *বি* ভয়হীনতা। 'অচিন্ত্য অপূর্ব অসমসাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করছে দারা।' *নজরুল*, ১৯২২; সুরস্রষ্টার বিরাট কল্পনা ও আত্মপ্রত্যয়ের সাহসিকতা দেখতে পাই।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সাহসিকা [স] **১** *বি স্ত্রী* সাহসী। 'দেখিছ না ওগো সাহসিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **২** *বিণ স্ত্রী* সাহস জোগায় এমন। 'তোমার ভালোবাসার বিপুল সাহসিকা শক্তির জন্য।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সাহসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নির্ভীক। 'মাতাও বীর্যবতী ও সাহসিনী।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

সাহসী [স] *বিণ* নির্ভীক। 'সকল হইতে সাহসী এক বেঙ।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সাহসে ভর করা *ক্রি* সাহস সঞ্চয় করা। 'সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সাহা[1] [স শাখা] *বি* শাখা। 'মণতরু পাঞ্চইন্দি তসু সাহা।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

সাহা[2] *ক্রি* আদায় করা। **সাহ** *ক্রি* আদায় করো। 'এবেঁ পাপ কাজে লাগি সাহ মাহাদানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সাহে** *ক্রি* আদায় করে; সংগ্রহ করে। 'বাটে বাটোআড়ী করী সাহে মাহাদাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাহা[3] [ফা শাহ] *বি* রাজা। 'যে হুসেন সাহা সর্ব উড়িয়ার দেশে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সাহা[4] [স সাধু] **১** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রত্নেশ্বর সাহা।' *সেবধি*, ১৮৪০। **২** *বি* ব্যবসায়ী। 'নরসুন্দরে ও সাহায় ... বিবাদ হইয়া ছিল।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

সাহানা [ফা শাহানহ] *বি* (সঙ্গীত) রাতের দ্বিতীয় প্রহরে গেয় রাগবিশেষ। 'রাগ সাহানা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সাহায্য [স] **১** *বি* সহায়তা। 'যাদৃশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ ... পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরু মহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **২** *বি* আর্থিক সহায়তা। 'কতকগুলীন ধনি লোকের সাহায্যদ্বারা ... চতুষ্পাঠী করিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সাহায্য করা *ক্রি* সহায়তা দান করা। 'মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভালো?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সাহায্যকারক [স] *বিণ* সাহায্য করে এমন। 'হাসপাতালের ধনদাতার ও সাহায্যকারকেরদের প্রথম [বার্ষিক] সভা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সাহায্যকারি [স সাহায্যকারী] *বিণ* সহায়ক; সহায়তাকারী। 'এমত বিষয়ে তাহার সাহায্যকারি ও সঙ্গি লোক সকলেই দোষী হইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সাহায্যকারী [স] *বি* সহায়তাকারী। 'পূর্ব্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী যিনি ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সাহায্যকৃত [স] *বিণ* সহায়তা করা হয়েছে এমন। 'যদি সমুদায় সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট আর সাহায্য না দেন।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭০।

সাহায্য গ্রহণ *বি* সহায়তা নেওয়া। 'রীতিমতো শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিদেশীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সাহায্যদান [স] *বি* সহায়তা প্রদান। 'পরস্পরের মঙ্গলসাধনের জন্য, পরস্পরকে সাহায্যদানের জন্য ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সাহায্যপাত্র [স] *বিণ* সাহায্যকারী। 'তিনি অবিলম্বে জনসমূহের সাহায্যপাত্র হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সাহায্যপ্রার্থী [স] *বিণ* সহায়তাপ্রার্থী; সহযোগিতা প্রত্যাশী। 'এই কারণেই অধিকতর সাহায্যপ্রার্থী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'বড়বাড়ির মানুষ তারই সাহায্যপ্রার্থী।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সাহায্যলাভ [স] *বি* উপকার। 'উঁহাদের দ্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্যলাভ হয় না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শিক্ষকেরা বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাহায্যে লাগা *ক্রি* উপকারে আসা। 'কী বা সাহায্যে লাগে সে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সাহার্জ [স সাহায্য] *বি* সাহায্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সাহার [স সহকার] *বি* আমগাছ। 'মুকুলিল আম সাহারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সাহারা [আ] *বি* আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি। 'মনে হয় মরু সাহারা, দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'আর মর্ত্যে সাহারা-গোবি-ছাপ।' *নজরুল*, ১৯২২; 'সাহারা গোবিতে সবজার জাগে দাগ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাহারা-প্রান্তর *বি* সাহারা মরুভূমির বিস্তীর্ণ ভূমি। 'ওদিকে দেখেছ ওই সাহারা-প্রান্তরে, মধ্যে দিক্‌দেবী শুভ্র বালুকার পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সাহিত্য [স] **১** *বি* কাব্য। 'ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* যোগ। 'সিংহপত্নীর সহিত সাহিত্য করিয়া বাস করিলেক।' *কেরি*, ১৮১২। **৩** *বি* সৃজনশীল রচনা। 'সাহিত্য পাঠ দ্বারা সাতিশয় বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

সাহিত্য-অরসিক [স] *বিণ* সাহিত্যরসে অনাগ্রহী। 'তিনি সাহিত্য-অরসিক অ-সভ্য বাংলাদেশেই রয়ে গেলেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সাহিত্য-আকাশ [স] *বি* সাহিত্যরূপ আকাশ। 'সাহিত্য-আকাশে আপাততঃ বুধ রাজারই জয়গান কীর্তিত হতে লাগল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সাহিত্য করা *ক্রি* যোগাযোগ করা। 'রাজার সহিত সাহিত্য করিয়া ... শ্রীবৃন্দাবনেই ঐশ্বর্য্য পুরঃসর বাস করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সাহিত্যকর্ম, সাহিত্যকর্ম্ম [স] *বি* সাহিত্যিক রচনা। 'তাহার সাহিত্যকর্মকে নৈতিকতার কোন মাপকাঠিতে অথবা কোন আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করা হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সাহিত্যকর্মী, সাহিত্যকর্ম্মী [স] *বি* সাহিত্যিক। 'অজ্ঞ ও অনুকরণপ্রিয় সাহিত্য কর্মী।' *আজাদ*, ১৯৬২।

সাহিত্যকার [স] *বি* সাহিত্য কর্ম করেন যিনি। 'বিচ্ছিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন কালে গুণজ্ঞ রাজার আশ্রয়ে এক-একজন সাহিত্যকার আপন কীর্তি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'বিশ্বের

উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্য-কুঞ্জ [স] *বি* সাহিত্যক্ষেত্র। 'সাহিত্য-কুঞ্জে লীলাখেলা করিয়া …।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সাহিত্যক্ষেত্র [স] *বি* সাহিত্যজগৎ। 'ইহা সাহিত্যক্ষেত্রে ভূ-স্বর্গ বলিয়া খ্যাতি বিস্তার করিয়া আসিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'বীরত্বের গৌরব কীর্তন, বিজয়-সংগীত ও রমণীদের স্তুতিবাদে ইংরেজি সাহিত্যক্ষেত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার হল, তার ভাষা ব্যাপকতা লাভ করল। সাহিত্যক্ষেত্র জনতায় আক্রান্ত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

সাহিত্যগ্রন্থ [স] *বি* সাহিত্যের বই। 'ইংরেজি সাহিত্যগ্রন্থ কিনিবার খরচা যোগাইতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যচর্চ্চা [স] *বি* সাহিত্য অধ্যয়ন ও প্রণয়ন প্রচেষ্টা। 'আমি অবসরমত কিঞ্চিৎ সাহিত্যচর্চাও করে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁহাদের নিদারুণ অবহেলা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪।

সাহিত্যজগৎ [স] *বি* সাহিত্যের ভুবন। 'সাহিত্যজগতের এক মহৎ উন্নতি।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

সাহিত্যতত্ত্ব [স] *বি* সাহিত্যবিষয়ক শাস্ত্র। 'সাহিত্যতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সাহিত্যদরদী [স সাহিত্য+ফা দর্দ>] *বিণ* সাহিত্যের অনুরাগী। 'বাঙলা সাহিত্যদরদী মুসলিম মনীষী কবি আলাওল।' *হাই*, ১৯৪৯।

সাহিত্যদর্পণ [স] *বি* সাহিত্যরূপ দর্পণ। 'তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সাহিত্যধারা [স] *বি* সাহিত্যের আদর্শ। 'কোন কোন সাহিত্যধারার পূর্বসূচনা একালে হয়েছিল।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সাহিত্যনীড় [স] *বি* সাহিত্যের আবাস। 'একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যনীড় রচনা করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সাহিত্যপুরী [স] *বি* সাহিত্যরূপ নগরী। 'বড়ো বড়ো সাহিত্যপুরী চলনশীল পলিমৃত্তিকার মধ্যে নিহিত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্য-প্রধানতা [স] *বি* সাহিত্যের প্রাধান্য। 'একখানি ভাল চিঠি, যার মধ্যে আছে সাহিত্য-প্রধানতা।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

সাহিত্য-প্রয়াস [স] *বি* সাহিত্য রচনার ইচ্ছা। 'তাঁর সাহিত্য-প্রয়াসের একটি বড় অংশ এই সামাজিক দায় মেটাতেই উৎসর্গিত হয়েছে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সাহিত্যবাজার [স সাহিত্য+ফা বাজার] *বি* সাহিত্যরূপ বাজার। 'দেশের সাহিত্যবাজারে যাদের নাম আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সাহিত্যবিচার [স] *বি* সাহিত্যের মূল্যায়ন। 'জনসাধারণের প্রতি আর যে কোনো বিষয়ে আস্থা স্থাপন করা যাক, সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সেই অন্ধের উপর অন্ধ নির্ভর করা চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'সাহিত্যবিচার যখন ব্যক্তিগত নিন্দায় পর্য্যবসিত হয়।' *সবুজ*, ১৯১৭।

সাহিত্যবিচারক [স] *বি* সাহিত্য সমালোচক। 'যে গূঢ়দর্শী ভাবুক, কবির কাব্যের ভিতর হইতে এই সমগ্ররূপটিকে দেখিতে পান, তিনিই যথার্থ সাহিত্যবিচারক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'আমাদের দেশের সাহিত্য-বিচারকের হাতে সর্বদাই দেখতে পাই আদর্শবাদের নিক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

সাহিত্যবিজ্ঞান [স] *বি* সাহিত্যের রূপ রীতি ইত্যাদির তাত্ত্বিক জ্ঞান; সাহিত্যতত্ত্ব। 'ইউরোপের সাহিত্যবিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সাহিত্যবিদ [স] *বি* সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানী। 'মহিলা সাহিত্যবিদের অভাবে পুরুষ সাহিত্যিকগণ …।' *বেগম*, ১৯৫৯।

সাহিত্যবীর [স] *বি* বড়ো মাপের সাহিত্যিক। 'যাঁহারা সাহিত্যবীর তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরবঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যবোধ [স] *বি* সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা। 'যাদের ধর্মবোধ এবং সাহিত্যবোধ কিছু আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সাহিত্যবোধশক্তি [স] *বি* সাহিত্যের রস বোঝার সামর্থ্য। 'আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাহিত্যব্যবসায়ী [স] **১** *বি* সাহিত্য সংক্রান্ত বিপণনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি। 'তাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়ী, সাহিত্যব্যবসায়ী ছিলেন না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬। **২** *বি* সাহিত্যিক; সাহিত্যচর্চাকারী। 'যে লোক সাহিত্যব্যবসায়ী সে আমার কথা বুঝিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সাহিত্যভোক্তা [স] *বি* সাহিত্যের পাঠক; সাহিত্য উপভোগ করে যে। 'প্রেরণা শুধু সাহিত্যস্রষ্টাকেই মুক্তির স্বাদ দেয় না, সাহিত্যভোক্তাকেও সে স্বাদে সমৃদ্ধ করে তোলে।' *শিব*, ১৯৫০।

সাহিত্যভোগ [স] *বি* সাহিত্য উপভোগ। 'সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ দুর্লভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাহিত্য-মাঠ [স সাহিত্য+মাঠ] *বি* সাহিত্যরূপ মাঠ। 'ভবিষ্যতে তুই তৃণরূপে সাহিত্য-মাঠে গজিয়ে উঠবি কি না, তার এখনও নিশ্চয়তা নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাহিত্যমোদীজন [স] *বি* সাহিত্য ভালোবাসে এমন ব্যক্তি। 'বাংলা সাহিত্যমোদীজন তাঁর সে অভিজ্ঞতার ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সাহিত্যযজ্ঞ [স] *বি* সাহিত্যচর্চারূপ যজ্ঞ। 'এই সাহিত্যযজ্ঞের পুরোহিতেরা যে মন্ত্র পড়েছেন তা বলির মন্ত্র নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সাহিত্যরচনা [স] *বি* সাহিত্যসৃষ্টি। 'যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যরচয়িতা [স] *বি* সাহিত্যিক। 'সাহিত্যরচয়িতার পক্ষে এ ধরনের যুগবিভাগ করা অত্যাবশ্যক।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সাহিত্যরথী [স] *বিণ* খ্যাতনামা সাহিত্যিক। 'সাহিত্যরথী সুধীপ্রবর বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া …।' *নবনূর*, ১৯০৩; 'নিতান্তই যদি তুই সাহিত্য রথী না হোস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সাহিত্যরস [স] *বি* সাহিত্যের রস। 'সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া … ছেলে-ভুলানো বই লেখা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাহিত্যরসভোগ [স] *বি* সাহিত্যের রস উপভোগ। 'শিশুকালের সাহিত্যরসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সাহিত্যরসিক [স] *বি* সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। 'যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'তাহা সাহিত্যরসিকের তত মনোরঞ্জক হয় নাই।' *সওগাত*, ১৯২৬।

সাহিত্যরাজ্য [স] *বি* সাহিত্যের ভুবন। 'সাহিত্যরাজ্যে তাহার মূল্য

বড়ো কম নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যলোক [স] *বি* সাহিত্যজগৎ। 'সাহিত্যলোকের বাস্তবের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সাহিত্যশক্তি [স] *বি* সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিভা। 'যদি আমাদের সাহিত্যশক্তি থাকে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

সাহিত্যশাস্ত্র [স] **১** *বি* কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার কৌশল নিয়ে আলোচনা। 'সাহিত্যশাস্ত্রে ঐ জনের উত্তম সংস্কার হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বি* সাহিত্যকর্ম। 'ওখানি সাহিত্য-শাস্ত্রের মধ্যে একখানি অতি প্রাচীন পুস্তক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সাহিত্যশিক্ষা [স] *বি* সাহিত্য বিষয়ে বিদ্যালাভ। 'এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্যশিক্ষা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সাহিত্যসন্তান [স] *বি* নিজের রচিত সাহিত্যকর্ম; সাহিত্যরূপ সন্তান। 'সাহিত্যসন্তানের এক-একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যসভা [স] *বি* সাহিত্যশিল্পবিষয়ক সভা। 'প্রাদেশিক সাহিত্যসভার সার্থকতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'কলেজের সাহিত্যসভায় সেদিন বলেছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সাহিত্যসমালোচনা [স] *বি* সাহিত্যের দোষগুণ বিচার। 'তার পরে খানিকটা সাহিত্যসমালোচনা করে শয্যাশায়ী হয়ে পড়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সাহিত্যসম্মিলন [স] *বি* সাহিত্যবিষয়ক সম্মেলন। 'দলবদ্ধ হয়ে ... গড়তে পারি শুধু সাহিত্যসম্মিলন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সাহিত্য সম্মেলন [স] *বি* সাহিত্য বিষয়ক সমাবেশ। 'আমায় সাহিত্য সম্মেলনে ডেকেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'সাহিত্যসম্মেলন বাঙালির একটা পার্বণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সাহিত্যসাধক [স] *বি* সাহিত্যচর্চাকারী। 'তাঁকে সাহিত্যসাধক শিল্পীর জীবন যাপন করতে দেখি।' *হাই*, ১৯৪৯।

সাহিত্যসাধনা [স] *বি* সাহিত্যচর্চা। 'বহুবৎসর আমি নদীতীরে নৌকাবাসে সাহিত্যসাধনা করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'তাঁহার সাহিত্যসাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাহিত্যসৃষ্টি [স] *বি* সাহিত্য রচনা। 'সাহিত্যসৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোক যেখানে দায় নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'যে সাহিত্যিক মানুষ সম্বন্ধে যত বেশি অনুসন্ধান-তৎপর তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি তত বেশি মূল্যবান হবার সম্ভাবনা।' *শিব*, ১৯৫০।

সাহিত্য-সেবা [স] *বি* সাহিত্যসাধনা। 'অস্মদ্দেশে সাহিত্যসেবা নিতান্তই শখের জিনিস, তজ্জন্য সাহিত্যসেবীরাও অসাধারণ সূক্ষ্মকর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'বিজ্ঞানাগারে, সাহিত্য-সেবায়, বাণিজ্যে ...।' *মুয়াজ্জিন*, ১৯৩২।

সাহিত্যসেবী [স] *বি* সাহিত্য-অনুরাগী। 'অস্মদ্দেশে সাহিত্যসেবা নিতান্তই শখের জিনিস, তজ্জন্য সাহিত্যসেবীরাও অসাধারণ সূক্ষ্মকর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'সাহিত্যসেবী এবং অহিফেনসেবী একই শ্রেণীর জীব নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

সাহিত্যসৌখিন [স সাহিত্য+ফা শওকীন] *বিণ* শৌখিন সাহিত্যসুলভ। 'তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল সাহিত্যসৌখিন এবং আত্মনির্ভরতাশূন্য।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সাহিত্যসৌধ [স] *বি* সাহিত্যকীর্তি। 'বিরাট বিশাল অনবদ্যাঙ্গ-মনোহর সাহিত্যসৌধ রচনা করিতে হইবে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

সাহিত্যস্রষ্টা [স] *বি* সাহিত্যিক; সাহিত্য সৃষ্টি করে যে। 'ইংলণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সাহিত্যহর্ম্য [স] *বি* সাহিত্যরূপ প্রাসাদ। 'সাহিত্যহর্ম্য অভ্রভেদী হইয়া উঠিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যাকাশ [স] *বি* সাহিত্যের আকাশ। 'ইংরাজি-সাহিত্যাকাশ হইতে নলে করিয়া হাওয়া আনাইতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যাচার্য [স] *বি* সাহিত্য বিষয়ে পণ্ডিত। 'সাহিত্যাচার্যেরা কেউ দুটি ভালো কথা বলেননি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সাহিত্যানুরাগ [স] *বি* সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা। 'এইজন্য সাহিত্যানুরাগ সেখানে সহজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সাহিত্যানুরাগী [স] *বিণ* সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা আছে এমন। 'লোকটির নাম ঠা– ; বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সাহিত্যান্দোলন [স] *বি* সাহিত্য বিষয়ক আন্দোলন। 'আজকের সাহিত্যান্দোলনের উদ্গাতা য়ুরোপ।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সাহিত্যামোদী [স] *বি* সাহিত্যপ্রিয়। 'সাহিত্যিক, সাহিত্যামোদী মহিলা ও ছাত্রদের ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৪।

সাহিত্যালোচনা [স] *বি* সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা। 'অমলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সাহিত্যিক [স] **১** *বিণ* সাহিত্য বিষয়ক। 'সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* সাহিত্যের উপযোগী। 'আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ...।' *দর্শন*, ১৯২১। **৩** *বি* সাহিত্য রচয়িতা। 'আমার সাহিত্যিক ও কবি বন্ধুবর্গকে পাঠানো হয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২১। *বিণ* সাহিত্যিকদের। 'সাহিত্যিক-সংঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। **৪** *বিণ* সাহিত্যের উপযোগী। 'কৃত্রিম ছাঁচে ঢালাই করে একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা খাড়া করে তাই নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৫** *বিণ* সাহিত্যলেখক। 'সাহিত্যিক হরিদাসবাবু ... ব্যাখ্যা করলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সাহিত্যিকগিরি [স সাহিত্যিক+ফা গিরি] *বি* সাহিত্যিকের কাজ। 'মনের সুখে সাহিত্যিকগিরির আখড়াই দেওয়া।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সাহিত্যিক-বন্দনা *বি* সাহিত্যমূলক। 'তিনি শ্বেতভুজা ভারতীর যে-বন্দনা করিয়াছেন সে সাহিত্যিক-বন্দনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সাহেব [আ সাহিব] **১** *বিণ* প্রধান। 'সর্বত্র সাহেব পীর সবে নোয়াইবে শির।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* সম্মানিত ব্যক্তি। 'ফরমানী মহারাজ মনসবদার সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* বাদশাহি সম্মানের উচ্চ সম্বোধনবিশেষ। 'নবাব সাহেব সহসা এমত করিবেন না।' *রামরাম*, ১৮০১। **৪** *বি* ইংরেজ। 'বাঙ্গালি কিম্বা সাহেব লোকের সাধ্য নহে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৫** *বি* কর্মকর্তা। 'বোর্ডারিবনুর প্রধান সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৬** *বি* শ্বেতাঙ্গ লোক। 'নেটিব বা সাহেব বলিয়া কোন ঘৃণাসূচক বাক্য নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **৭** *বি* তাসবিশেষ। 'তাসের সাহেব, তাসের বিবি, টেক্কা এবং গোলামের বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৮** *বি* কর্তা। 'আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সাহেবগিরি [আ সাহিব+ফা গিরি] *বি* সাহেবের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাহেবজাদী [আ সাহিব+ফা জাদী] **১** *বি* সম্ভ্রান্ত মহিলা। 'চাকরেরা হুজুর অপেক্ষা সাহেবজাদীকেই বেশী ভয় পায়।' *রোকেয়া*, ১৯২৪। **২** *বি* সাহেবের কন্যা। 'সাহেবজাদী ... সম্পূর্ণ হাল-ফ্যাশনের

মেয়ে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সাহেবতনয় [আ সাহিব+স তনয়] *বি* সাহেবের ছেলে। 'সাহেবতনয়গণ বোম্বাই ষ্টেশনে।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

সাহেবলোক [আ সাহিব+স লোক] *বি* ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিরা। 'হুকুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সাহেব-সমাজ [আ সাহিব+স সমাজ] *বি* ইংরেজগণ। 'সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ, এরা এলে হবে নিন্দে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সাহেবসুবা [আ সাহিব+আ সুবা] *বি* কর্তাব্যক্তি। 'জিলার সাহেবসুবাদের নিমন্ত্রণোপলক্ষে এই ঘরের অবগুণ্ঠন মোচন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সাহেব-সুবো [স সাহিব>] *বি* সাহেব এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। 'সাহেব-সুবোর কাছে উপস্থিত হয়ে দরবার করা তাঁর সাহসে কুলোত না।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

সাহেবা [আ সাহিব>] *বি* সম্ভ্রান্ত মহিলা। 'বালিকা বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট – ফাতেমা বেগম সাহেবা।' *রোকেয়া*, ১৯২৯।

সাহেবান [আ সাহিব>] *বি স্ত্রী* সাহেবগণ। 'হুকুম শ্রীযুত বড় সাহেবের ও কৌসলি সাহেবান মোকাম ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'শহরের যাবদীয় সাহেবান।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সাহেবানা [আ সাহিব>] *বিণ* ইউরোপীয়দের মতো। 'চাল চেলেছে সাহেবানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সাহেবি, সাহেবী [আ সাহিব>] ১ *বিণ* সাহেবদের মতো। 'ছোটবাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* ইউরোপীয়। 'আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* সাহেবের আচরণ। 'সাহেবি গিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সাহেবি খানা [আ সাহিব>+হি খানা] *বি* পাশ্চাত্যের খাদ্য। 'মুখ সাহেবি খানায় বিগড়ে যাবে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সাহেবি-ভাবাপন্ন [আ সাহিব>+স ভাবাপন্ন] *বিণ* ইউরোপীয় ভাব দিয়ে প্রভাবিত। 'যাঁরাই সরকারি চাকরি করেন, তাঁরাই সাহেবি-ভাবাপন্ন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সাহেবিয়ানা [আ সাহিব+ফা আনা] ১ *বি* ইউরোপীয়দের আচরণ। 'উদ্যতনাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি* সাহেবসুলভ আচরণ। 'তাঁহার সাহেবিয়ানা বন্ধুসমাজে ও বৈঠকখানায়।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

সাহেবীপনা *বি* বাবুয়ানা ভাব। 'কী যে সব সাহেবীপনা এদের।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

সাহেবীয়ানা [আ সাহিব+ফা আনা] *বি* সাহেবসুলভ আচরণ। 'কাজে কর্মে কথাবার্তায় সাহেবীয়ানার চাইতে নবীয়ে করীমের পায়বন্দ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সাহেবের দিগের *বি* সাহেবদের। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সাহেবের সরকার *বি* ইংরেজ সরকার। 'ঘোষ মযুকুর সাহেবের সরকারে নালিষ করিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সাহু [স সাধু] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। 'রামকুমার সাহু।' *সেবধি*, ১৮৪০।

-সি – ক্রিয়াবিভক্তি-বিশেষ (বর্তমান কালের তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ)। 'জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্গুরু পাব।' *চর্যা* ৪১, ১২০০; 'দানছলে রোক্ষসি বাটে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সি ১ *অব্য* ও। 'জই তুমহে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহ সি পঞ্চজণা।' *চর্যা* ২৩, ১২০০। ২ *অব্য* পদাপূরণবিশেষ। 'দেখিতেঁ সি পাইএ কাহ্নাঞিঁ ভক্তিতেঁ না পাই।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *সর্ব* সে। 'লাজেঁ সি হারায়িএ কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিঅনি [স সিঞ্চন>] *বি* সেচপাত্র। 'নাঞি গাড়ি পাতে বীর না ধরে সিঅনি অঞ্জলি করিআ হনুমান তোলে পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিঅর [স শিখর] *বি* মস্তক। 'নব কিশলয় শয়নে সুতিল বাঁশীত দিআঁ সিঅরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিঅলি [স শেফালী] *বি* শিউলি। 'রঙ্গন মালতি জাতি সিঅলি অতসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিআ [ফা সিয়া] *বি* কালো। 'আর খানি সিআ রঙ্গ অধিক শোভন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সিআইডি [ই] ১ *বি* অপরাধী অনুসন্ধান বিভাগ। 'যুবকদের শাস্তি দিবার জন্য সিআইডি আছে।' *রোকেয়া*, ১৯২২। ২ *বি* গোয়েন্দা। 'সমস্ত সি. আই. ডি. পুলিশ।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'সি. আই. ডি.-দের হাতে অপরাধী যাবে ফসকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সিআঁ *ক্রি* এসে; আগমন ক'রে। 'রাধা সিআঁ বসিলী শয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিআর [স শৃগাল] *বি* শিয়াল। 'সিআর কা জএো সীঁগ জনমএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিউঁতি [স সেচনী] *বি* ভাণ্ড; পাত্রবিশেষ। 'সিউঁতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সিউরান [স শিহর] *ক্রি* শিহরিত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিআন [স সজ্ঞান] *বিণ* চতুর। 'তোক্ষেঞিঁ বড় সিআন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিআনী *বিণ স্ত্রী* চতুর। 'আপণাক রাখি যে কাজ করে তাক বুলিএ সিআনী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিউলি [স শেফালী] *বি* শিউলি ফুল। 'বনকরবীর মুর্বা অতসী সিউলি পারিজাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সকলি পারুলি কেয়া সিউলি সুরভি জয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সিং *বি* উত্তর ভারতীয় বংশনাম-বিশেষ। 'পাঁড়ে, দোবে, চোবে, সিং, চার জওয়ান নৌকা রক্ষক হইয়া চলিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সিংগি [স সিংহ] *বি* সিংহ। 'মা ভগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাশ থেকে আসছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সিংগিনী *বি* সিংহী। 'আর সিংগিনী! সে বোধ হয় তখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিংগিমাতুল *বি* সিংহমামা। 'সিংগিমাতুল হাসে!' *নজরুল*, ১৯৩১।

সিংচহঁ [স সিঞ্চন>] *ক্রি* সেঁচি। 'গঅণ দুখোলেঁ সিংচহুঁ পাণী ন পইসই সান্ধী।' *চর্যা* ১৪, ১২০০।

সিংদরজা [স সিংহ+ফা দরওয়াজা] *বি* প্রধান ফটক; সিংহদ্বার। 'আশমানের সিংদরজায় টাঙিয়েছে কোন কসাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

সিংনাদ [স সিংহনাদ] *বি* সিংহের গর্জন। 'সিংনাদ ছাড়ি বলে সংগ্রাম ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিংফো *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই খামটি, সিংফো, মিশমি, চুলকাটা মিশমি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সিংভাঙ্গা [স শৃঙ্গ>] *বিণ* দুর্বল। 'গৃহিণী এঁচরে পাকা, কর্ত্তা সিংভাঙ্গা বড় বিড়ম্বনা।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সিংহ[1] [স] ১ *বি* বিড়াল শ্রেণীর শক্তিশালী বন্য পশুবিশেষ। 'সিংহ জিণী তোর আতি মাঝা খিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রাশিচক্রের বারোটি রাশির অন্যতম। 'সিংহ কন্যা মনিপুর চক্রেত বসতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সিংহ-আসন [স] *বি* সিংহাসন; রাজাসন। 'বিশ্ব-পিতার সিংহ-আসন/ প্রাণ-বেদীতে অধিষ্ঠান।' *নজরুল*, ১৯২৪; '(মা) সিংহআসন হতে নেমে বসেছে দেখ ধূলির তলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সিংহগর্জন [স] *বি* উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ। 'বনোয়ারি সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সিংহগ্রীব [স] *বিণ* সিংহের ঘাড়ের মতো ঘাড়বিশিষ্ট। 'সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিংহটাল [স সিংহ>] *বি* সিংহবিক্রম। 'হিফিলেক রাধাক বলদ সিংহটাল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিংহদরজা *বি* প্রধান প্রবেশ-দ্বার। 'বৈশালীর সিংহদরজা পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে, গভীর রাত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সিংহদরোজা [স সিংহ+ফা দরওয়াজা] *বি* প্রধান ফটক। 'সিংহদরোজায় প্রভু, অনিদ্রায় আমি যেন থাকি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬; '১৯৭৩ জন শামসুর রাহমান হচ্ছে জড়ো সিংহদরোজায়।' *শামসুর*, ১৯৭৪।

সিংহদুয়ার [স সিংহদ্বার] *বি* প্রধান ফটক; সদর দরজা। 'সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সিংহদ্বার [স] ১ *বি* প্রধান ফটক। 'নিচ্ছিদ্র ভক্ত খাড়া রহে সিংহদ্বারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মওতের দেশে খুলবে আবার জিন্দিগানীর সিংহদ্বার।' *ফররুখ*, ১৯৪৬। ২ *বি* প্রশস্ত পথ। 'মরণের সিংহদ্বার দিয়া সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে, মরণের সিংহদ্বার হয়ে এসো পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সিংহদ্বার-বাগে *ক্রিবিণ* প্রধান ফটকের দিকে। 'আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে, রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সিংহনাদ [স] ১ *বি* সিংহের ডাকের মতো ধ্বনি। 'শোলার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* তর্জন-গর্জন। 'স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সিংহপৃষ্ঠ [স] *বি* সিংহের পিঠ। 'সিংহপৃষ্ঠে দুর্গা বন্দো মহিষমর্দিনী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সিংহবাহিনী [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা (সিংহ বাহন যার)। 'জয় জয় জয় দুর্গা জয় নিরঞ্জনি সেবক স্মরণে উর সিংহবাহিনী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সিংহবীর্য, সিংহবীর্য্য [স] *বিণ* সিংহের মতো শক্তিবিশিষ্ট। 'সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিংহভাগ [স] *বি* প্রধান অংশ। 'তাঁহার সিংহভাগ থাকিতে হইবে ইহাই তাঁহার দাবী।' *আজাদ*, ১৯৭১।

সিংহমধ্য [স] *বি* সিংহের কোমর। 'সিংহমধ্য সম মধ্যে শোভে ত্রিবলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিংহমাঝা [স সিংহমধ্য] *বি* সিংহের মাজার মতো সরু কোমর। 'মাঝদেশ দেখি সিংহমাঝার আকার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিংহমুখ [স] *বিণ* সিংহের মতো মুখবিশিষ্ট। 'নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিংহমুখী [স] *বিণ* সিংহের মুখের মতো আকারের। 'গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী নামে ডিঙ্গা গুয়ারেখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিংহরথ [স] *বি* সিংহরূপ বাহন। 'কৌতুকে হাসেন মাতা সিংহরথে বসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিংহরাশি [স] *বি* রাশিচক্রের পঞ্চম রাশিবিশেষ। 'সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ/ ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিংহলাদ [স সিংহনাদ] *বি* সিংহনাদ। 'আসমানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহলাদ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

সিংহ-হৃদয় *বিণ* সিংহ-হৃদয় রিচার্ডকে নর্ম্যান কবি কহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা উত্তম নৃপতির কথা কখনো কাব্যে গীত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সিংহাসন [স] ১ *বি* মর্যাদাপূর্ণ আসন। 'পাদ্যঅর্ঘ্য দিল তবে দিব্য সিংহাসন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* রাজার আসন। 'একদিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* পাদপীঠ। '... মানবসভ্যতার সিংহাসনে রাজা করিয়া বসানো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* দৃঢ় আসন। 'তাহার অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের সিংহাসন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সিংহাসনচ্যুত [স] *বিণ* রাজাসন থেকে বিতাড়িত। 'হামিদ খান আজ সিংহাসনচ্যুত ও নির্ব্বাসিত।' *প্রচারক*, ১৯০৮।

সিংহাসনারূঢ় [স] *বিণ* ক্ষমতাসীন। 'যে দেশের রাজা সিংহাসনারূঢ় এবং অন্য দেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সিংহাসনারূঢ়া [স] *বিণ স্ত্রী* সিংহাসনে বসে আছে এমন। 'সিংহাসনারূঢ়া মকর-বাহিনী পদ্মা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সিংহিনী [স] *বি স্ত্রী* বিড়াল ও বাঘ শ্রেণীর বড়ো ও শক্তিশালী জন্তুবিশেষ। 'শাবকের বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সিংহিনী নিজের আহারের লোভ ভুলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সিংহী, সিংহি [স] *বি স্ত্রী* বিড়াল ও বাঘ শ্রেণীর বড়ো ও শক্তিশালী জন্তুবিশেষ। 'একটা বড় সুবুদ্ধী সিংহির মাদি বাচ্ছা।' *ক্যারেগে*, ১৭৯৫; 'সিংহী এত বড় হয় না, এবং ঘাড়েও কেসর নাই।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

সিংহ[2] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'দিবাকর সিংহ।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সিংহবিক্রীড় [স] *বি* সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। 'সিংহ-বিক্রীড় ছন্দে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সিংহল [স] *বি* শ্রীলঙ্কা। 'চলিল সিংহল দেশে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিংহল দ্বীপ [স] *বি* ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত দ্বীপবিশেষ; শ্রীলঙ্কা। 'ফাহিয়ান সিংহল দ্বীপের পরিমাণ উত্তমরূপে লিখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সিংহলবাসী [স] *বি* শ্রীলঙ্কাবাসী। 'সিংহলবাসী বণিকদিগের বিস্তৃতরূপ বাণিজ্যযোগে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সিংহলিআ [সিংহল>] *বিণ* সিংহলের লোক। 'সিংহলিআ বড় ঠক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিংহলী *বিণ* সিংহলের অধিবাসী। 'সিংহলী? কি জানে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিংহলীয় [সিংহল+স ঈয়] *বিণ* সিংহল দেশীয়। 'মহাবংশ নামক সিংহলীয় ঐতিহাসিক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সিংহা[1] [স শৃঙ্গ] *বি* শিঙা। 'সিংহা কাড়া ঘন বাজে পড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিঁচা[1] [স সিচ্>] *ক্রি* সেঁচে ফেলা। **সিঁচিতে** *ক্রি* সেচতে। 'সিঁচিতে জনম গেল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সিঁচা[2] *বিণ* সেঁচে-তোলা। 'মিছা কথা সিঁচা জল কত ক্ষণ রয়।' *ভারত*, ১৭৬০।

সিঁটকানো *ক্রি* ঘৃণা অথবা তুচ্ছতার কারণে নাক কুঁচকানো। 'প্রস্তাবটা শুনে মুক্তিপদ নাক সিঁটকোয়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সিঁড়ি, সিঁড়ী [স শ্রেণী] *বি* উপরে-নীচে ওঠানামার সোপান। 'লোহার বাঁধিল পাড়ি বন্ধন করিল সিঁড়ি।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

সিঁড়িঘর *বি* সিঁড়ির ঘর। 'সিঁড়িঘর মাড়িয়ে দোতলায় উঠলাম।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

সিঁড়ি ঝাড় *বি* সিঁড়ি আকৃতির এক প্রকার আলোকসজ্জা। 'প্রথমে কাগজের ও অব্বরের হাত ঝাড়, পাঁজা ও সিঁড়ি ঝাড়, রাস্তার দু পাশে চল্লো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সিঁতি [স সীমন্ত] *বি* সিঁথিতে পরার অলংকার। 'দুকুল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

সিঁথা *বি* সিঁথি। 'স্নিগ্ধহসিত বদন-ইন্দু, সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর-বিন্দু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'সিঁথায় হিন্দু-নারীর মত সিঁদুরের আয়তি-চিহ্ন।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'সাক্ষী থাকিও সিঁথার সিঁদুর।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সিঁথি [স সীমন্ত] **১** *বি* মাথার চুল দুইভাগ করলে যে রেখার সৃষ্টি হয়। 'সিঁথির সিন্দূরে আমার না পড়িল কালি।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বি* সিঁথির অলঙ্কার। 'রমণীরা মোতির সিঁথি পরে না কেউ কেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সিঁথিপথ *বি* সিঁথির মতো সরুপথ। 'সিঁথিপথে লতানো বিষাক্ত বীজ।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

সিঁথি পাটি *বি* সিঁথিতে পড়ার উপযুক্ত অলঙ্কার। 'শিরে শোভে সিঁথি পাটি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সিঁথে [স সীমন্ত] *বি* মাথার চুল দুইভাগে বিন্যস্ত করলে যে সরু রেখার সৃষ্টি হয়; সিঁথি। 'বেণী নাহয় এলিয়ে রবে/ সিঁথে নাহয় বাঁকা হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সিঁথেকাটা দাড়ি *বি* সুবিন্যস্ত দাড়ি। 'মোচড়ানো গোঁফ, সিঁথেকাটা দাড়ি।' *অবন*, ১৯২৭।

সিথি [স সীমন্ত>] *বি* সিঁথি। 'সুবর্ণ সিথি শিরে/ অঙ্গুরি দিআ করে/ আশীষ করিল যোজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিতি *বি* সিঁথি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিথা *বি* সিঁথি। 'সিথার সিন্দুর মোর আছএ উজ্জ্বল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিঁদ [স সন্ধি] *বি* সিঁধ। 'মানসে কাটিল সিঁদ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। দ্র **সিঁধ**

সিঁদকাটি *বি* ঘরের দাওয়ায় সুড়ঙ্গ খুঁড়তে ব্যবহৃত হয় এমন শাবলবিশেষ। 'নামকরা সিঁদেল চোরদেরও হাত থেকে সিঁদকাটি পড়ে যেতো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সিঁদকাঠি *বি* সিঁধ খননে ব্যবহৃত শাবলবিশেষ। 'পড়া মাটি সিঁদকাঠি যতনে লইয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সিঁদমুখী [সিঁদ+স মুখী] *বি* সিঁদের দিকে মুখ করে আছে এমন। 'সিরাজ সাঁই কয় লালন বয় ফাঁদ পেতে ওই সিঁদমুখী।' *লালন*, ১৮৯০।

সিঁদাল, সিঁদেল *বিণ* সিঁধ খননকারী। 'ইন্দুর মৃত্তিকা তুমি আমি সিঁদাল চোর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সিঁদেল-চোর *বি* সিঁধ খননকারী চোর। 'ঘরে যে সিঁদেল-চোর ঢুকিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর।' *তারা*, ১৯৪০।

সিদ [স সন্ধি] *বি* সিঁধ; চুরি করার জন্য চোর ঘরের দেয়ালে বা দাওয়ায় যে সুড়ঙ্গ করে। 'রামকুমার কল্লুর বাটীতে – সিদ কাটিয়া সর্ব্বস্ব লয় –।' *চিঠিপত্রে*, ১৮৩৩।

সিদারি [স সন্ধি>] *বি* সিঁদেলের কাজ। 'চোর ডাকাতের সনে করেছে সিদারি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সিঁদুর [স সিন্দূর] **১** *বি* হিন্দু সধবাদের কপাল ও সিঁথিতে পরার এক রকমের লাল গুঁড়াবিশেষ। 'কেসু কুসুম করু সিঁদুর দান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* সিঁদুরের মতো কিছু। 'সিঁদুর প্রকৃতিভালে দিল পরাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

সিঁদুর-আলো *বি* রক্তিম আলো। 'মিলায় সিঁদুর-আলো, গোধূলি সে হয় কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সিঁদুরকোটা *বি* এক জাতের আম। 'তুই বরং সিঁদুরকোটা-তলায় থাক।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সিঁদুর-চন্দন *বি* সিঁদুর ও চন্দন। 'আগে দড়ি-বাবার গায়ে সিঁদুর-চন্দন লাগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সিঁদুরচর্চিত [স সিন্দূরচর্চিত] *বিণ* সিঁদুর-মাখা। 'একটি ছোট উঁচু টিলায় বধ্যভূমি, সিঁদুরচর্চিত যূপকাষ্ঠ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সিঁদুর চিহ্ন [স সিন্দূরচিহ্ন] *বি* অত্যন্ত ক্ষীণ রেখা। 'তাছাড়া ছিল বটে অন্ধকার ঘটে/ সিঁদুর চিহ্নের মতন সধ্য।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

সিঁদুর পরা *ক্রি* সিঁথিতে সিঁদুর আলোপ করা। 'লোহিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া ভ্রমরে ডাকিতে হাসিতে হাসিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সিঁদুর-বিন্দু *বি* সিঁদুরের বিন্দু; লাল বিন্দু। 'অতি যত্নে সীমান্তটি চিরে, সিঁদুর-বিন্দু আঁক নাই শিরে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সিঁদুর-ফোঁটা *বি* সিঁদুরের বিন্দু। 'সিঁদুর-ফোঁটা অলকছটা মুক্তা গাঁথা কেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সিঁদুর ভাঙা *ক্রি* সিঁদুর মুছে যাওয়া; বিধবা হওয়া। 'আগে বুঝি নাই তোমারো মাথার সিঁদুর ভেঙেছে তাতে।' *জসীম*, ১৯২৯।

সিঁদুর মাখা[1] *ক্রি* সিঁদুর দিয়ে রাঙানো। 'তার কপালে সিঁদুর মাখিয়ে সামনে বসে ভক্তিভরে ঘণ্টা নাড়ছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সিঁদুর-মাখা[2] *বিণ* সিঁদুর-রাঙানো। 'একটি নারী সিঁদুর-মাখা বিগ্রহকে প্রণাম করছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

সিঁদুর মুছা *ক্রি* স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু নারীর সিঁদুর মুছে ফেলা; বিধবা হওয়া। 'মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদুর মুছে শিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সিঁদুর মেঘ *বি* সিঁদুরের মতো লাল রঙের মেঘ। 'কৌটা-ভরা সিঁদুর

দিব, সিঁদুর মেঘের গায়।' *জসীম*, ১৯২৯।

সিঁদুরিয়া *বিণ* সিঁদুরের মতো; লালচে। 'সিঁদুরিয়া ... আম।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সিঁদুরী *বিণ* সিঁদুরের মতো লাল রঙের আম ধরে এমন। 'সিঁদুরী গাছের তলায় আসিয়া ... আম কুড়াবার সুখ।' *জসীম*, ১৯৩১।

সিঁদুরে *বিণ* সিঁদুরের মতো লাল। 'সিঁদুরে মেঘ খুব রক্তবর্ণ হইয়া উঠে কিন্তু বারিবর্ষণ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'আজকে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া খুব আতঙ্ক লাগিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সিঁদুরে রঙ *বি* সিঁদুরের মতো রঙ। 'সন্ধ্যা হবে না সিঁদুরে রঙের ভোরে হাসিবে না ফুল।' *জসীম*, ১৯২৯।

সিঁধ [স সন্ধি] **১** *বি* কিল্লার দেয়ালের নীচে বারুদ দেবার গর্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* বাইরে থেকে ঘরের ভিতে কাটা সুড়ঙ্গ। 'যেখানে চোর, সেইখানেই সিঁধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সিঁধ কাটা[1] *ক্রি* গোপনে সুড়ঙ্গ খনন করা। 'মরমে কেটেছে সিঁধ, নয়নের কেড়েছে নিদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'আমি যা চাই তা আমি সিঁধ কেটে নিতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সিঁধ-কাটা[2] *বিণ* সিঁধ কেটেছে এমন। 'কেন মার সিঁধ-কাটা ধূর্তে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সিঁধকাটি [স সন্ধি+স কাষ্ঠিকা] *বি* সিঁধ কাটার ছোটো শাবলবিশেষ। 'সিঁধকাটিটা তুলে ... মারতে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সিঁধকাঠি [স সন্ধি+স কাষ্ঠিকা] *বি* সিঁধ খননে ব্যবহৃত ছোটো শাবলবিশেষ। 'তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাঠি এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সিঁধ মুখ *বি* সুড়ঙ্গের মুখ। 'মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনো প্রকার মরচে পড়লেই হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সিঁধালচোর [স সন্ধি+স কাষ্ঠিকা] *বি* সিঁধ কেটে চুরি করে এমন চোর। 'কলিকাতায় সিঁধালচোরের ভয় কোনকালে ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সিঁধেল [স সন্ধি>] *বি* সিঁধ কেটে চুরি করে যে। 'তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাঠি এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সিঁধেল চোর *বি* সিঁধ খননকারী চোর। 'দারুণ সিঁধেল চোরে, ঘরে যে তোমার প্রবেশ করিয়া সব নেয় চুরি করে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সিঁধনো *ক্রি* ঢোকানো। 'বিষদাঁত সেঁধতেই পারবে না।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সিঁয়ে [স সিব্>] *ক্রি* সেলাই করে। 'শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিক [ফা সীখ] *বি* শিক। **সিকপোড়া** [ফা সীখ+পোড়া] *বি* শিকে পোড়ানো মাংস। 'ছাল খসাইআ প্রিয়ে কর্য়্য সিকপোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিককাঠি [ফা সীখ>] *বি* শিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিকড় [স শিখর] *বি* শিকড়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিকতা [স] *বি* বালুকা। 'বৃহত্তর দ্বিতীয় এক খণ্ড সিকতাময় স্থান। *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সিকদার [আ সীখ+ফা দার] **১** *বি* রাজস্ব আদায়কারী। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* কোষাধ্যক্ষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বি* বংশনাম-বিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সিকদারান *বি* সিকদারগণ। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সিকনি *বি* শিকনি; নাকের কফ শ্লেষ্মা। 'তিনি যেন সিকনি ঝাড়ছেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

সিকন্দেরি [ফা সিকান্দার>] **১** *বি* লম্বা চুল। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* লাভ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিকল [স শৃঙ্খল] *বি* শিকল। 'পাপপুণ্য বেণি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।' *চর্যা ১৬*, ১২০০।

সিকলি [স শৃঙ্খল] *বি* বিছা; কোমরের অলঙ্কারবিশেষ। 'কানবালা, হীরা, পান্না, ধুকধুকি, মুক্তার সাতনড়ি, ডায়মনকাটা চিক তাবিজ বাজু হাতের কড়া স্বর্ণ গোটা চাবির সিকলি; চন্দ্রহার গোলমল পাওজর ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সিকস্ত [ফা শিকস্ত] *বিণ* নিঃস্ব। 'প্রজারা সিকস্ত হইয়া পড়িল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সিকস্তি, সিকস্তী *বি* ভাঙা; ভাঙন। 'নদীগর্ভে সিকস্তি হইয়া গিয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮; 'নদীর সিকস্তী কোনো গ্রামাঞ্চলে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সিকা[1], **সীকা** [স শিক্য] *বি* পাত্র ঝুলিয়ে রাখার জন্য দড়ির তৈরি উপকরণ। 'বাঁহক যোড়িআঁ তেরছ কৈল সীকা।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সিকায় করিয়া অন্ন লৈহ সব ছাওালে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিকা[2], **সিখা** [স শিক্ষ্>] *ক্রি* শেখা। **সিকাইল, সিখাইল** *ক্রি* শেখালো। 'উদ্ধবেরে দয়া করি জোগ সিখাইল।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বলিবেক বৃদ্ধে সিকাইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সিখাম** *ক্রি* শেখাও। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **সিখায়ব** *ক্রি* শিখাবো। 'সুন সুন মুগধিনি মঝু উপদেস। হাম সিখায়ব চরিত বিসেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সিখিতে** *ক্রি* শিখতে। 'তিহো তোমাকে কাগজ সিখিতে জেখানে সোপরোধ করিয়া দেন সেইখানেই মনের মধ্যে আমদ করিয়া ... লিখনপড়ন সিখীবা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। **সিখীবা** *ক্রি* শিখবে। 'লিখনপড়ন সিখীবা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সিকা[3] [আ সিক্কাহ্] *বি* সিকি; এক টাকার এক-চতুর্থাংশ মূল্যমানের মুদ্রা। 'মোল্লা পড়াইয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিকার, সীকার [ফা] *বি* শিকার। 'বড় ঘোড়ায় আরোহন হইয়া সিকারের নাম করিয়া ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'ব্যাঘ্র সীকার করে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সিকারি [ফা শিকার>] *বি, বিণ* শিকারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিকি [আ সিক্কাহ্] **১** *বি* চার ভাগের এক ভাগ; এক টাকার চার ভাগের এক ভাগ মূল্যমানের মুদ্রা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'হরে দরে বুঝিতে টাকায় নাই সিকি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বিণ* অতি সামান্য। 'আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস মনের মধ্যে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সিকিটাক *ক্রিবিণ* একটুখানি। 'দুই রাঙা টকটকে চোখ সিকিটাক খুলে বললেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সিকে [আ সিক্কাহ্] *বি* টাকার চার ভাগের এক ভাগ – চার আনা মূল্যের মুদ্রা। 'তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সিকিউরিটি [ই] *বি* জামিন। 'তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সিকীপুচ্ছ [স শিখীপুচ্ছ] *বিণ* শিখীপুচ্ছ। 'সিকীপুচ্ছ রত্নমালা দিয়া বান্দে কেস।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিক্কা, সীক্কা [আ সিক্কাহ্] ১ *বি* রুপার মুদ্রা। 'সিক্কা সিক্কা কাটিল মণত বাট্টা কমি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* আঠারো শতকে তিন রকম রুপোর টাকার এক রকম। 'সিক্কা টাকা।' *মেয়র্স*, ১৭৬৬। ৩ *বি* বাদশাহী আমলের মুদ্রা। 'সীক্কা ২৮০০ আটাইষ সত।' *ভেরলি*, ১৭৯৪; 'প্রথমপ্রকার পুরাণ সিক্কা পাই পয়সা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সিক্ত [স] ১ *বিণ* ভিজা। 'জল আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া চক্ষুকে সিক্ত রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ২ *বিণ* নিষিক্ত। 'স্ত্রী জাতির গর্ত্তেতে শুক্র সিক্ত হইলে মনুষ্যের উৎপত্তি হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সিক্ত করা *ক্রি* ভেজানো। 'বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে প্রাণ সিক্ত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সিক্তকেশ [স] *বি* ভেজা চুল। 'সিক্তকেশ শুকিয়ে বেঁধেছেন আষাঢ়া ছন্দে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সিক্ততা [স] *বি* ভেজা অবস্থা। 'রোদ টেনে নেবে সব সিক্ততা।' *শামসুল*, ১৯৬২।

সিক্তপক্ষ [স] *বিণ* ডানাভেজা। 'সিক্তপক্ষ পাখি তোমার চাঁপার ডালে বসিয়া একাকী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সিক্ত-পলক *বিণ* পলক সিক্ত এমন। 'রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সিক্তবসন [স] *বি* ভেজা কাপড়। 'সিক্তবসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহিমা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সিক্তবসনা [স] *বিণ স্ত্রী* ভেজা কাপড় পরে আছে যে। 'সজল কাজল-পক্ষ কে সিক্তবসনা একা ভিজে –।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সিক্ত হওয়া *ক্রি* ভিজে যাওয়া। 'সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'যুগে-যুগে সিক্ত হল/ রক্তে মোদের পৃথ্বীতল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সিক্রেটর [ই] *বি* সচিব; সম্পাদক। 'আসিএটিক সোসাইটির সিক্রেটর ছিলেন যে অতিমান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ডাক্তর উইলসন সাহেব।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সিক্ষা দিক্ষা [স শিক্ষাদীক্ষা] *বি* শিক্ষাদীক্ষা। 'কনিষ্ঠ দুই ভাইকে সিশু পালনে সিক্ষা দিক্ষা ও ভরন পোশন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩।

সিখর [স শিখর] *বি* চূড়া। 'জবে মন্দ করে গিরি সহস্র সিখর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিখি *বি* ময়ূর। **সিখিকুল** [শিখীকুল] *বি* ময়ূরের দল। 'সিখিকুল নাচত অলিকুল জন্ত্র/ দ্বিজকুল আন পড় আসিখ মন্ত্র।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিখিপুর্চ্ছে [স শিখীপুচ্ছ] *বি* শিখীপুচ্ছ। 'সিখিপুর্চ্ছে নানা পুষ্পে সাজনি সুন্দর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিখিবান [স শিখা-বাণ] *বি* অগ্নিবাণ। 'গগনে হানে সিখিবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিগদারগিরি [আ সীখ+ফা দার+ফা গিরি] *বি* সিকদারের কাজ। 'জাহানাবাদ পরগনা সিগদারগিরিতে মহারাজার সরকার।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সিগনাল [ই] ১ *বি* সংকেত। 'মিটিয়রলজিস্ট তোমার মুখ দেখলে ঝড়ের সিগনাল দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বি* গাড়ি থামানোর বিপদ-সংকেত। 'তাঁর বিপুল দেহ নিয়ে গাড়ির অ্যালার্ম সিগনালের শেকল ধরে ঝুলে পড়লেন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সিগনেল [ই] *বি* সংকেত প্রদর্শক। 'সিবিল সিগনেলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিগন্যাল [ই] *বি* সংকেত। 'লোহার চাকার চারিধারে হাতলপরানো, তাহাই ঘুরাইলে সিগন্যাল পড়ে।' *বিভূতি*, ১৯২৯; 'সিগন্যালের বাতি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সিগারেট [ই] *বি* পাতলা কাগজে মোড়া ধূমপানের উপকরণবিশেষ। 'সিগারেট ফেলিয়া দিয়া ... কেদারায় বসিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'সিগারেটের ধূম পান করিতে করিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

সিগরেট [ই] *বি* ধূমপানের উপকরণবিশেষ; সিগারেট। 'পুঁজি ফুরোলে নিঃশব্দে সিগরেট ভস্ম করা ছাড়া অন্য পন্থা থাকে না।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'পাইপ সিগরেট খাওয়া যক্ষ্মারোগীদের বারণ নয়?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিগারেট-কেস *বি* সিগারেট রাখা হয় এমন ছোটো বাক্স। 'দ্বিজেন সিগারেট কেস বের করলে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'ওর সিগারেট-কেসটা ভরে দে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সিগারেট-খাওয়া *বিণ* সিগারেটে অগ্নি-সংযোগে ব্যবহৃত। 'গুরুর সিগারেট-খাওয়া দেশলাই-কাঠিগুলো কাটা কাঁচকলার টুকরোর উপর পুঁতে পুঁতে গুণ্ডী বানিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সিগারেট-বাক্স-বাহিনী *বিণ* সিগারের বাক্স বহন করে এমন। 'এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতেই অগডেন কোম্পানির সিগারেট-বাক্স-বাহিনী বিলাতি নটীদের মূর্তি ঝরিয়া পড়িবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সিগার [ই] *বি* সিগারেট। 'দক্ষিণ হস্তে জাঁতাকল, বাম হস্তে প্রকাণ্ড সিগার।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'সিগার সিগারেটের অত্যাচারে সমুদ্রের নোনা হাওয়া জলসাঘরে নাক গলাতে পারেনি।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিগারখেকো *বি* ঘন ঘন সিগারেট টানে এমন লোক। 'পোড় সিগারখেকো ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিগারেটখোর [ই সিগারেট+ফা খোর] *বিণ* সিগারেটে আসক্ত। 'সিগারেটখোর ভদ্রলোক স্তম্ভিত।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সিগ্রেট [ই] *বি* সিগারেট। 'দেশলাই জ্বালছি, সিগ্রেট ধরাব।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সিগ্রেটকেস [ই] *বি* সিগারেটের বাক্স। 'সিগ্রেটকেস খুলে ধরে বলি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সিগিড়ি *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামকৃষ্ণ সিগিড়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সিগ্র [স শীঘ্র] *ক্রিবিণ* অতি দ্রুত। 'জাহাতে সিগ্র অগ্নি লাগে ইহা দিয়া ছাইতে পারিবা না।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

সিগ্রগতি [স শীঘ্রগতি] *বিণ* দ্রুতগামী। 'সিগ্রগতি পাইল রনস্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিঘ্র [স শীঘ্র] *ক্রিবিণ* শীঘ্র। 'মোঙ্গল করিল কার্জ্জ লগ্ন সিঘ্র করি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিঘ্রতর *বিণ* আরও শীঘ্র; দ্রুত। 'রথ চালাইয়া দেহ অতি সিঘ্রতর।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সিঙাড়া, সিঙ্গারা [স শৃঙ্গাটক] ১ *বি* মশলা মিশানো আলু, কপি প্রভৃতির পুর দেওয়া তেলে ভাজা খাদ্যবিশেষ। 'ছানাবড়া নিমকী ঘেওর সিঙ্গারা গজা খাজা খাস্তা বাদাম কিসমিস পেস্তা মোহনভোগ অদ্ভুত।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'সিঙাড়া আলুভাজা পটলভাজা যাই হোক না কেন।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* পানিফল; তিন কাঁটা বিশিষ্ট এক প্রকার জলজ

ফল। 'কচুরি সিঙাড়া, এমন-কি আলুর দম, সেটা মুখে পুরতে সময় লাগত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'পুকুর থেকে সিঙাড়ার ফল কেউ কেউ তুলে নিয়ে চলে গেলে।' *জীবন*, ১৯৪২।

সিঙি [স শৃঙ্গী>] *বি* শিংমাছ; কাঁটাঅলা জিওল মাছবিশেষ। 'মাগুরের ছোট ভাই সিঙি নাম যার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সিঙ্গ[1] [স শৃঙ্গ] *বি* শিং। 'জমা পাড়রের সিঙ্গ চাতকের তুণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিঙ্গ[2] [স সিংহ] *বি* সিংহ। 'লোর সিঙ্গ অন্যজন বোলহ শৃগাল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সিঙ্গল [ই] *বিণ* একজনের পিছনে একজন এমন। 'সিঙ্গল লাইন।' *নজরুল*, ১৯২২।

সিঙ্গা [স শৃঙ্গ>] *বি* ফুঁ দিয়ে বাজানোর জন্য বাঁশি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র; শিঙা। 'প্রভাতে ভোজন করি সিঙ্গা বাজাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিঙ্গাদার [স শৃঙ্গ+ফা দার] *বি* শিঙ্গাবাদক। 'পণমুলে সিঙ্গাজোড় বেচে সিঙ্গাদারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিঙ্গাধ্বনি [স শৃঙ্গধ্বনি] *বি* বাঁশির শব্দ। 'সিঙ্গাধ্বনি করিবামাত্র এক একখানা পলো ও লাঠি হাতে করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ... ডাক ছাড়িতে থাকে।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩।

সিঙ্গানিয়া [স শিঙ্ঘাণ>] *বি* শিকনিযুক্ত নাসিকাওয়ালা ব্যক্তি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিঙ্গার [স শৃঙ্গার] *বি* কেশ-বিন্যাস। 'মুকুর লই অব করই সিঙ্গার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিঙ্গার-পটার *বি* কেশবিন্যাস। 'গিয়ে দেখি তারা সব সিঙ্গার-পটার করছে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

সিঙ্গারবেত *বি* গাছবিশেষ। 'সেআকুল ডামাকুল সিঙ্গারবেত ... করিল খেত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিঙ্গারা *দ্র* **সিঙারা**

সিঙ্গাসন [স সিংহাসন] *বি* সিংহাসন। 'ভক্তি করি সম্বাষিয়া দিল সিঙ্গাসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিঙ্গি[1] [স সিংহ] *বি* সিংহ। 'প্রতিমের নকল সিঙ্গি ভেঙ্গে ফেলে, আসল সিঙ্গি হয়ে বসা।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'বাঘ সিঙ্গির নামে ডরাইলা?' *মানিক*, ১৯৩৬।

সিঙ্গিমামা [স সিংহ+স মামক] *বি* সিংহমামা। 'সিঙ্গিমামা কোথা থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সিঙ্গি[2], **সিঙ্গী** *বি* মাছবিশেষ। 'মনে সেই সিঙ্গি মাছে কাঁটার খোঁচা।' *কায়সার*, ১৯৬২; 'সিঙ্গীমাছ নড়িতেছে।' *জসীম*, ১৯৬৪।

সিঙ্গিল [ই] *বিণ* ছোটো কাপের পরিমাণ। 'তখন জেবে সিঙ্গিল চায়েরও রেস্ত থাকত না বলে রেস্তোরাঁয় ঢোকবার উপায় ছিল না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সিচা [স সিঞ্চন] *ক্রি* সেচন করা। 'সুনিতে অমৃত রসে সন্নির সিচয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

সি-চরণ [স শ্রীচরণ] *বি* পদপ্রান্ত। 'অধীনের নিবেদন আছে – আপনাদের সি-চরণে।' *তারা*, ১৯৪০।

সিজদা [আ সিজদাহ] *বি* (ইসলাম) দুই হাত, দুই হাঁটু, কপাল ও নাক মেঝেতে ঠেকিয়ে আল্লাহকে প্রণাম। 'তোমারে এবার মুগ্ধ আরববাসী সিজদা করিবে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সিজদা-মগ্ন [আ সিজদাহ+স মগ্ন] *বিণ* সেজদায় নিবিষ্ট। 'কেবলা রোকে সিজদা-মগ্ন হেজাজ সিপাইগণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সিজন[1] [স সৃজন] *বি* সৃজন। 'যা হোন্তে সিজন হৈল মানব দুর্লভ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সিজন[2] [ই] ১ *বিণ* ঋতুকালীন; মৌসুমি। 'সিজন ফুলের বীজগুলি নিয়ে ছড়াইয়া দিও ধীরে।' *জসীম*, ১৯২৭। ২ *বি* মৌসুম। 'পটলের সিজনটা কবে?' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সিজা, সিজানো [স সিদ্ধ>] *ক্রি* সিদ্ধ করা। 'ঢাকনি পাতিলে দিয়া সিজাইলুম।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সিজিল [আ সিজিল] *বি* পারিপাট্য; ব্যবস্থা। 'বাঁধন নেই, শৃঙ্খলা – সিজিল কিছু নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সিঞান [স সজ্ঞান] *বিণ* চতুর। 'না বহসি তার তুহুঁ সিঞানের কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিঞ্চন [স] ১ *বিণ* সিক্ত। 'আয়েষা মুখে সরবত সিঞ্চন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বি* বর্ষণ। 'বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সিঞ্চা [স সিচ্>] *ক্রি* সেচন করা। **সিঞ্চ** *ক্রি* সেচন করো। 'পাণি ফুটি সিঞ্চ তোক্ষে না করিহ লাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সিঞ্চউ** *ক্রি* সিক্ত করি; সিঞ্চিত হোক। 'অমৃতেঁ সিঞ্চউ দুই আখী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সিঞ্চহ** *ক্রি* সিঞ্চন করো। 'প্রেমসলিলধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **সিঞ্চি** *ক্রি* সেচন করি। 'ভক্তিকল্পতরু হইল সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **সিঞ্চিতে** *ক্রি* সিক্ত করতে। 'উদ্‌বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে সিঞ্চিতে তোমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **সিঞ্চিবেক** *ক্রি* সেচন করবে। 'কার বাপেঁ সিঞ্চিবেক আধ নাঅ পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সিঞ্চিয়া** *ক্রি* সেচন ক'রে। 'সিঞ্চিয়া সিতল জল মাংসপিণ্ড কৈল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সিঞ্চিল** *ক্রি* সিঞ্চন করলো। 'সুনি রাজা যুধিষ্ঠির অমৃত সিঞ্চিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সিঞ্চিলা** *ক্রি* ঝরালো; সিঞ্চন করলো। 'আশ্বাসের বাক্য যেন অমৃত সিঞ্চিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **সিঞ্চিলেক** *ক্রি* সেচন করলেন। 'ততেক্ষনে সিঞ্চিলেক ব্যাস বাক্য সুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিঞ্চিত [স] *বিণ* জল ছিটিয়ে ভেজানো হয়েছে এমন। 'সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মতো নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সিঞ্জানী *বি* কনের সাজসজ্জা বাবদ বরপক্ষের কাছে দাবিকৃত অর্থ। 'টাকা পয়সা ধরোন্তলী, সিঞ্জানী, দেয়াগিরী, মাতুল সেলামী গ্রহণ।' *রওশন*, ১৯২৫।

সিট[1], **সীট** [ই] ১ *বি* আসন। 'নিজের সীটে যাবার পথে এক ব্যক্তির গায়ে ধাক্কা মারলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৬; 'আমারও একখানা গাড়ী আছে – বারো সু'তে একটি সীট।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'সামনের সিটে মাঝবয়সি মহিলা।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ২ *বি* মেসে ঘুমানোর নির্ধারিত বিছানা। 'আপন আপন সিটে লম্বা হইয়া পড়িল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সিট[2] [ই] *বি* নকশা-করা ছাপানো কাপড়। **সিটের জামা** *বি* ছাপযুক্ত কাপড়ের জামা। 'সিটের জামা গায় পরে সে সেজেছে আজ নওশা নবীন।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সিটকে মিটকে [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* এলোমেলো পড়ে থাকা অবস্থায়। 'ওমা এ যে সিটকে মিটকে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সিটি[1] [ধ্বন্যা] *বি* বাঁশির শব্দ। 'পরিপাটী সিটি বাদ্যোদ্যম করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সিটি[2], **সিটী** [ই] *বি* নগরকেন্দ্র। 'পূর্ব্ব-মধ্য বিভাগকে সিটী বলে; এই স্থানটী দেখিয়া কলিকাতার বড়বাজারের কথা মনে পড়ে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সিটি-ফাদার [ই] *বি* নগরপাল। 'সিটি-ফাদারের চা খাবার পেয়ালায় কিংবা আর্ট ইস্কুলের রঙের বাটির মধ্যে জন্মায়নি।' *অবন*, ১৯২৫।

সিটে [স শিষ্ট] *বি* ফলের বর্জ্য অংশ। 'নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সিঠা [স শিষ্ট] *বি* টানটান বা শক্ত হয়ে আছে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিডিশন [ই] **১** *বি* রাজদ্রোহিতা। 'ইংরাজ সিডিশন-দমনের জন্য সর্বদা উদ্যত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এই সোজা কথা বলি যদি ভাই, হবে তাহা সিডিশন।' *নজরুল*, ১৯২৫। **২** *বি* অবাধ্যতা। 'বস্তুত, সেটা ভৃত্যরাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **৩** *বি* ক্ষোভ। 'কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সিডিসন *বি* রাজদ্রোহিতা। 'সিডিসন পরচার।' *রোকেয়া*, ১৯২২;

সিড়সিড় [ধ্বন্যা] *বি* শীত লাগার অনুভূতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিড়ি, সিড়ী [স শ্রেণী] **১** *বি* ঘরের কাছে পাথরের তৈরি বসার জায়গা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* সোপান। 'সিড়ীর নীচে এক ছড়া সোনার হার পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইল।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'তুমি আর অন্ধকার সিড়ি দিয়ে অমন করো যাওয়া আসা করো না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। *দ্র* **সিঁড়ি**

সিড়ী ভাঙ্গা *ক্রি* সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা। 'সিড়ী ভাঙ্গিয়া দোতালা, তেতালা, চৌতালা ... অন্বেষণ করিয়া বেড়ান।' *মধু*, ১৮৫৭।

সিত[1] [স] **১** *বিণ* শুক্ল। 'ই সে সিত ত্রয়োদশী খুড়্যা হইল স্বর্গবাসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* সাদা। 'কেহ দেখিয়াছেন সিতবসনা পরী।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সিতপক্ষ [স] *বি* শুক্লপক্ষ। 'সিতপক্ষে জেমন বাড়েন শশিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিতবসনা [স] *বিণ স্ত্রী* সাদা পোশাক পরিহিত। 'কেহ দেখিয়াছেন সিতবসনা পরী।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সিতাংশু [স] **১** *বি* সাদা আলোয় পূর্ণ চাঁদ। 'পূর্ণ-সিতাংশু-বিভাস বিকাশিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** *বিণ* সাদা আলোময় চাঁদের মতো। 'সংহত শরীরে দ্রাক্ষার সিতাংশু কান্তি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

সিতাভ [স] *বিণ* ঈষৎ প্রফুল্ল। 'অধরে সিতাভ হাসি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সিতাম্বর [স] *বিণ* সাদা পোশাক পরিহিত। 'নৈবেদ্য এনেছে অতিক্রমি কাশবন সিতাম্বর শ্যামল আশ্বিন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সিতাসিত [স] *বিণ* শুক্ল ও কৃষ্ণ। 'সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিত[2] [স শীত] *বি* শীত। 'জলেতে থাকীয়া সিতে বড় কষ্ট পাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিত বস্ত্র [স শীতবস্ত্র] *বি* শীতবস্ত্র; গরম কাপড়। 'বাবাজীর সিত বস্ত্র দোলাই বুটাদার ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

সিতল [শীতল] *বিণ* শীতল। 'সিতল চন্দন আঙ্গে যুলাঅ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিতা [স সীতা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সীতা; রামের স্ত্রী। 'সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিতাব [ফা শিতাব] *বিণ* দ্রুতগতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিতাবি *ক্রিবিণ* দ্রুতভাবে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিতার [ফা] *বি* বীণাজাতীয় তারের বাদ্যযন্ত্র; সেতার। 'বাঁশী সিতারের মিলিত সুরের খেলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

সিতি, সিথা, সিথি *দ্র* **সিঁথি**

সিদ, সিদারি *দ্র* **সিঁদ**

সিদা[1] [স সিদ্ধ] *বি* খাদ্যসামগ্রী। 'সিদা দেওনের ভাণ্ডারা ও কাঙগালি লোককে মাসঽ খয়রাত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

সিদা[2] [হি সীধা] *বিণ* সরল। *ভবানী*, ১৮২৩।

সিদাসিদি *ক্রিবিণ* সোজাসুজি। 'সিদাসিদি, আড়াআড়ি, কোনাকুনি।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সিদান [স সিদ্ধ>] *বি* রান্না করে খাওয়ার মত চাল, ডাল, নানা দ্রব্য দান। 'এহাতে সিদান লইতেঁ তুক্ষার জুআএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিদে[1] [স সিদ্ধ>] *বি* আহার্য দ্রব্যাদি। 'আমি সিদের বিষয় বিবেচনা করা যাবে বল্যেম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সিদে[2] [হি সীধা] *ক্রিবিণ* সোজা। 'যে দিকে টেনে নে যায়, সেই দিকে যাই, – সিদে চ'লে চল।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

সিদেসাধা *বিণ* সাদাসিদে; সরল। 'আমার সোয়ামি ছিল সিদেসাধা মানুষ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সিদেসিদি *ক্রিবিণ* বরাবর। 'চোখের সিদেসিদি আর একটা রাস্তা গিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

সিদ্ধি [স সিদ্ধি] *বিণ* সিদ্ধ। 'সিদ্ধি হৈব কাম তুহ্মি হয়ত সন্তোস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিদ্ধ[1] [স] **১** *বিণ* সাধনায় সফলকাম। 'দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ-ভারতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* ঋষি। 'প্রলয় বুঝিআ সিদ্ধ ছাড়েন নিজস্থান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* নিষ্পন্ন। 'পড়এ সাধুর বালা ক খ আঠার ফলা আঙ্ক আস্ক সিদ্ধ বানান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* সফল। 'কাম্য কর্য়া সিদ্ধ হৈল মনের বাসনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৫** *বিণ* পূর্ণ। 'অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮। **৬** *বিণ* প্রচলিত। 'লোক পরম্পরা মাত্র সিদ্ধ জনরব প্রযুক্ত স্ত্রী লোকের পাঠবিষয়ে দোষ জ্ঞান করিয়া ...।' *গৌর*, ১৮২২। **৭** *বিণ* মীমাংসিত। 'তাহা প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ না হইলে নিশ্চিত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৮** *বিণ* ধর্মপরায়ণ। 'সিদ্ধ বংশ। এরূপ কর্ম্ম কটা লোকে করতে পারে।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **৯** *বিণ* প্রমাণিত। 'তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদাই সিদ্ধ করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সিদ্ধকাম [স] *বিণ* অভীষ্ট লাভে সফল। 'বিদরমান সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সিদ্ধগুরু [স] *বি* সাধনায় সফলকাম গুরু। 'তন্ত্রামৃতপান ও সিদ্ধগুরুর সঙ্গ।' *ফজলল*, ১৯১৩।

সিদ্ধদেহ [স] *বি* পবিত্র দেহ। 'সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিদ্ধপুরুষ [স] **১** *বি* সাধনায় সফলকাম মানুষ। 'পর্ব্বতে গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধ পুরুষ বসতি করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* সাধু। 'কোনো সিদ্ধপুরুষ যদি ওকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*,

১৯২৯।

সিদ্ধমনোরথ [স] *বিণ* অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে এমন। 'সিদ্ধমনোরথ না হইয়া ক্ষান্ত হয় না।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

সিদ্ধমন্ত্র [স] *বি* সিদ্ধি প্রদানকারী মন্ত্র। 'বিচারি নানা তন্ত্র দিলেন সিদ্ধমন্ত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিদ্ধযোগী [স] *বিণ* সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছে এমন। 'পরমপুরুষ সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সিদ্ধহস্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত দক্ষ। 'বর্শা নিক্ষেপে সেই ব্যক্তি সবিশেষ শিক্ষিত এবং সিদ্ধহস্ত।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সিদ্ধা [স] *বি* ঋষি। 'সিদ্ধার শরীরে যদি ক্রোধ উপজিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সিদ্ধাঙ্গনা [স] *বিণ* সাধু রমণী। 'কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সিদ্ধাচার্য [স] *বি* সাধনগুরু। 'বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গুহ্য সাধনার সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

সিদ্ধার্থ [স] *বি* সাধনার ধন। 'সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সিদ্ধাসিদ্ধ [স] *বিণ* প্রমাণিত। 'আমাদের রান্না জর্মনদের কাছে এখনো ভগবানেরই ন্যায় সিদ্ধাসিদ্ধ কিছু নন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিদ্ধ[2] *বিণ* তাপে ফোটানো বা রান্না করা। 'দেখিলেক সিদ্ধ ধান্য মেলিছে অঙ্কুরে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সিদ্ধপক্ব [স] *বিণ* গরম পানিতে রান্না করা; সিদ্ধ করা। 'আর সন্ধ্যাকালে সিদ্ধপক্ব আতপতণ্ডুলের অন্ন আহার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সিদ্ধান্ন [স] *বি* সিদ্ধ চালের ভাত। 'ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্ল-মল্লিকাসন্নিভ সিদ্ধান্ন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সিদ্ধান্ত[1] [স] ১ *বি* মত। 'তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মীমাংসা। 'সিদ্ধান্ত করএ কেহ করে পূর্বপক্ষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* মনের কথা। 'পশুর সিদ্ধান্ত বুঝি কহ মনুষ্যেরে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* বিচার-বিশ্লেষণ। 'ইহা সিদ্ধান্ত অপেক্ষা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৫ *বি* স্থির ধারণা। 'বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সিদ্ধান্তজ্যোতিষ [স] *বি* জ্যোতির্বিজ্ঞান। 'অধুনাতন তত্ত্বপরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সিদ্ধান্তানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* মত অনুসারে। 'কমিটির সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

সিদ্ধান্তিত [স] ১ *বিণ* সাব্যস্ত। 'ঐ পক্ষ এক্ষণে অসুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* মীমাংসিত। 'কোন কল্পনাসিদ্ধান্তিত ব্যাপারকে অভ্রান্ত সত্যবৎ বর্ণনা করিবার অধিকার তাঁহাদের অবাধ ও অব্যাহত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* বিবেচিত। 'হাসিলে দণ্ডবিধির কোন ধারায় অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবেন।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

সিদ্ধান্ত[2] [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। 'কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ।' *ভারত*, ১৭৬০।

সিদ্ধান্তশিরোমণি [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

সিদ্ধান্তশেখর [স] *বি* সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

সিদ্ধি[1] [স] ১ *বি* সাফল্য। 'নিজ মনোরথ সিদ্ধি তখনি জানিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* পূর্ণ। 'যাঁর স্মৃত্যে সিদ্ধি হয় বাঞ্ছিত সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* সফল। 'সিদ্ধি হৈব কাম তুষ্কি হয়ত সন্তোষ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'যদি সিদ্ধি হয় তবে শ্রম সফল হয়।' *গৌর*, ১৮২২; 'নিজ দর্পণে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা সিদ্ধি করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৪ *বি* জ্ঞান। 'আঙ্ক আঙ্ক সিদ্ধি শিখিলেই যে তাবৎ জ্ঞান।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সিদ্ধিকামী [স] *বিণ* সফলতা প্রত্যাশাকারী। 'ক্লাসিক মানুষ ঐতিহ্যের অনুকর্ষে মার্জিত, রোমান্টিক মানস স্বকীয়তার স্বাক্ষরে সিদ্ধিকামী।' *শিব*, ১৯৫০।

সিদ্ধিদাতা [স] ১ *বি* হিন্দুদেবতা গণেশ। 'সিদ্ধিদাতা শুভময়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* সফলতাদায়ক। 'বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইঁহাদের প্রতি লোকের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সিদ্ধিদাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* সফলতা দেয় এমন। 'বীণা-বিধাত্রী সিদ্ধিদাত্রী মানস-তামস-নাশিনী মা!' *নজরুল*, ১৯২২।

সিদ্ধিবর্তিকা, সিদ্ধিবর্ত্তিকা [স] *বি* বিজয়ের আলোকবর্তিকা। 'হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিদ্ধিবর্ত্তিকা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সিদ্ধিবিধায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* সাফল্য দানকারী। 'সিদ্ধিবিধায়িনী দনুজদলনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সিদ্ধিমন্ত্র [স] *বি* মোক্ষলাভের মন্ত্র। 'কোন তীর্থে কোন তপ/ কোন সিদ্ধিমন্ত্র জপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিদ্ধিলাভ [স] *বি* সফলতা অর্জন। 'বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইঁহাদের প্রতি লোকের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'দারাশিকো সংস্কারবর্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সিধী [স সিদ্ধি] *বি* সিদ্ধি। 'আজি হয়িব মোর কাজের সিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিদ্ধি[2] *বি* গাঁজাজাতীয় মাদক দ্রব্য; ভাঙ। 'দোকতা কড়া গাঁজা চরস সিদ্ধি আদি যত।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সিদ্ধিপান [স] *বি* ভাঙসেবন। 'শৈবরা জলমিশ্রিত বিজয়া অর্থাৎ সিদ্ধিপানের ন্যায় বিজয়া ধূমপান করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সিধা[1] [স সিদ্ধা] ১ *বি* সিদ্ধপুরুষ। 'প্রচাত ক্রেপার শাস্ত্রের তিন সিধা আমারা আসিয়া কলিরে হারাইবেক।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* সহজ-সরল। 'তখনো আমি সিধা ছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সিধে [স সিদ্ধা] ১ সোজা। 'একটিমাত্র সিধে রাস্তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রিবিণ* খোলাখুলি। 'হেঁয়ালিটা ছেড়ে কথা কও সিধে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *ক্রিবিণ* সোজা পথে। 'তর্ক করে বিচার করে, অল্প লোক সিধে থাকতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সিধে করা *বি* সোজা করা; শিক্ষা দেওয়া। 'তোমার বন্ধু বাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সিধেসাধা *বিণ* সাধারণ। 'সিধেসাধা গোবেচারা মানুষ।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সিধে হওয়া ১ *ক্রি* যথার্থ শিক্ষা লাভ করা। 'তোমার পিঠ লাল করব, তবে তুমি সিধে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ২ *ক্রি* সোজা হওয়া;

খাড়া হওয়া। 'সুদীর্ঘ গুঁড়ির উপর সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সিধ্যাগন [স সিদ্ধাগণ] *বিণ* সিদ্ধাগণ। 'সিধ্যাগন বচনে প্রমাণ আদরিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিধা[১] [স সিদ্ধ] *বি* সিদ্ধ করে খাওয়ার মতো চাল, ডাল, ঘি, লবণ, আলু ইত্যাদি ভোজ্য। 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে নিমন্ত্রণপত্র ও সিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

সিধে [স সিদ্ধ>] ১ *বি* সিদ্ধ করে খাওয়া যায় এমন খাদ্য সামগ্রী। 'রাজবাড়ির সিধে খেয়ে খেয়ে ফুলছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'রাজবাড়ি থেকে প্রকাণ্ড সিধে এসেছিল।' *প্রমথ*, ১৯৩১। ২ *বি* উপহার হিসেবে দেয় খাদ্য সামগ্রী। 'উল্টোগাধায় চড়ে সিধে নিয়ে চলেছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সিধেপত্তোর [স সিদ্ধ>] *বি* সিদ্ধ করে খাবার যোগ্য চাল-ডাল ইত্যাদি আহার্য সামগ্রী। 'পুজোবাড়ির সিধেপত্তোর সব দিয়ে আসবে।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সিন[১] [স যেন] *অব্য* যেন। 'তুমিই সিন পায় রাখতে চাও না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সিন[২], **সীন** [ই] ১ *বি* দৃশ্য। 'ছুরি-মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার, সীন আঁকবার।' *অবন*, ১৯৪১। ২ *বি* নাট্যমঞ্চের পর্দা। 'কেহ বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সিনারি [ই] *বি* দৃশ্য। 'রাঁচির নাচারাল সিনারি শুনেছি সুবিখ্যাত।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সিনজুরি *বি* গাছবিশেষ। 'সিনজুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে ...।' *মানিক*, ১৯৩৭।

সিনা, সীনা [ফা] *বি* বক্ষঃস্থল। 'এমাম শির বরাবর কি সিনা বরাবর দাঁড়াইবেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫; 'তোমার সীনা চিড়িয়ার।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

সিনাকলিজা [ফা সিনা+হি কলেজা] *বি* পশু বা পাখির রান্না করা বুকের মাংস ও কলিজা। 'তিন থালা মুর্গী-রোস্ট, তিন থালা সিনাকলিজা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সিনান [স স্নান] *বি* স্নান। 'কাহার ফলিল পুষ্কর পুন্য সিনান।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ধারাযন্ত্রে সিনান করি যত্নে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সিনান-শুচি [স স্নান-শুচি] *বিণ* স্নানে পবিত্র। 'সিনান-শুচি স-যৌবনা রোমাঞ্চিত ধরা।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সিনায়া [স স্নান>] *ক্রি* স্নান করা। 'সিনায়িল শ্রীমধুসূদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সিনায়লোঁ** *ক্রি* স্নান করলাম। 'অমিয়া সরোবরে সাধে সিনায়লোঁ সংসয় পড়ল পরান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সিনায়িল** *ক্রি* স্নান করালো। 'সিনায়িল শ্রীমধুসূদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিনিক [ই] *বি* নেতিবাদী। 'এতে মানুষ সিনিক হয়ে যায়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১; 'তার মতো সিনিকের কাছেও চাঁদের আলো জগতের আর সব আলোর মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

সিনিক্যাল [ই] *বিণ* নেতিবাদে বিশ্বাসী। 'আমাদের দেশটাই একটু সিনিক্যাল হয়ে পড়ছে নাকি?' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সিনিজম [ই] *বি* নেতিবাদ। 'সিনিজম হলো একপ্রকারের মৃত্যু।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সিনিয়র ,সীনিয়র, সিনিয়ার [ই] ১ *বিণ* প্রধান কর্মকর্তার পদপ্রাপ্ত। 'সিনিয়র অর্থাৎ প্রধান পদ প্রাপ্ত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। 'বাজিতপুরের সিনিয়র উকিল।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বিণ* পদমর্যাদায় জ্যেষ্ঠ; ঊর্ধ্বতন। 'ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সবচেয়ে সীনিয়র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসের সিনিয়ার এপ্রেন্টিস।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিনেট [ই] *বি* বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সভা। 'সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য-সংখ্যা।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

সিনেটর [ই] *বি* সিনেটের সদস্য। 'সিনেটরগণ তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে ... সম্মান প্রদর্শন করেন।' *বেগম*, ১৯৫১।

সিনেমা [ই] ১ *বি* চলচ্চিত্র। 'এবার জাহাজে সিনেমা অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। ... এই সিনেমা আজকালকার দিনে সর্বসাধারণের একটা প্রকাণ্ড নেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *বি* চলচ্চিত্র প্রদর্শনের হল। 'এই কয় বছরের মধ্যে ... ৩০টি সিনেমা শহরে এবং ৪৬টি গ্রামে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সিনেমাওয়ালা [ই সিনেমা+হি ওয়ালা] *বি* চলচ্চিত্রকার। 'তাঁর সময়ে সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সিনেমা-ছবি *বি* চলচ্চিত্র। 'সিনেমা-ছবিতে গ্রামোফোনের ধ্বনিতে যে-বুদ্ধকে পাওয়া যেতে পারে সে তো ক্ষণকালের বুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সিনেমা-নটী *বি* চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। 'সিনেমা-নটীর ছবি নিয়ে দুই দলে রূপের তুলনা-দ্বন্দ্ব চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সিনেমাশোভন [ই সিনেমা+স শোভন] *বিণ* সিনেমাহেতু জনপ্রিয়। 'রাস্তা দিয়ে কে পথিক সিনেমাশোভন গান হেঁকে চলে যায়।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

সিনেমাহল [ই] *বি* চলচ্চিত্র প্রদর্শনের হল; প্রেক্ষাগৃহ। 'রাস্তাঘাটে, সিনেমাহলে ... সর্বত্রই ভোগ করতে হচ্ছে মেয়েদেরকে অনেক রকম অসুবিধা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সিনেমা হাউস [ই] *বি* ছবিঘর; সিনেমাহল; প্রেক্ষাগৃহ। 'সিনেমা হাউসের সামনে এসে থামল।' *জীবন*, ১৯৩২।

সিনেহ [স স্নেহ>] *বি* স্নেহ। 'হরি হরি দারুন তোহারি সিনেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিন্ডিকেট [ই] *বি* কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সভা। 'সেনেট ও সিন্ডিকেট ... সেখানে আজও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সিন্দ [স সন্ধি>] *বি* সিঁধ। 'সিন্দ ডাকা চুরি কৈল্ল কোন জনার ঘরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সিন্দাওন *বি* প্রবেশ করা; ঢোকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সিন্দুক [আ সন্দুক] ১ *বি* লোহার তৈরি বাক্সবিশেষ; পেটিকা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'রাখিছে তোমার ঘরে সিন্দুক ভিতরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* অর্থভাণ্ডার। 'তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সিন্দুকচা [আ সন্দুক] *বি* ছোটো সিন্দুক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিন্দুবার *বি* গাছবিশেষ। 'সিন্দুবার, শিরীষ, অর্জুন ... তরুতে শ্যামায়মান।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সিন্দুরী *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সিন্দুরী রাগিণী গাহি তার পাছে ছিরি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সিন্দুর [স] ১ *বি* সিঁদুর। 'মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সিশের সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* রক্তিম চিহ্ন। 'লোহিত কমলকরে পূরবের দ্বার খুলিয়া, 'সিন্দুর দিল সীমন্তে উষার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সিন্দুর [স সিন্দূর] *বি* সিঁদুর। 'কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শিরেত সিন্দুর সুর গুরুতর/ হেরিতে না পারে আশ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সঙ্খ সিন্দুর আদি জতয় কঙ্কন।' *রুবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিন্দুরিআ [স সিন্দূর>] *বিণ* সিঁদুরের মতো রাঙা। 'সিন্দুরিআ মেঘ নদ আইল দ্রুতপদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিন্দুরিয়া [স সিন্দূর>] *বিণ* লাল রঙের। 'সিন্দুরিয়া মেঘ হয়ে আসমানে রহিল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সিন্দুরচর্চিত [স] *বিণ* সিঁদুর দ্বারা নিয়মিত রঞ্জিত। 'তাম্রশাসনখানি ঐতিহাসিকদের হাতে পড়িয়া সিন্দূরচর্চিত এবং পূজিত হইতেছে না।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সিন্দুররঞ্জিত [স] *বিণ* সিঁদুররাঙা। 'সেটিও সিন্দুররঞ্জিত, অধিকতর পিশাচ স্বভাবের।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সিন্দূরলিপ্ত [স] *বিণ* সিন্দূর দ্বারা রঞ্জিত। 'বিলাতি কাগজে মুদ্রিত লিপিকে সিন্দূরলিপ্ত করিয়া ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সিন্দুরসিক্ত [স] *বিণ* সিঁদুর রাঙানো। 'সিন্দুরসিক্ত মুখটা বুকের ওভারকোটের ভিতর।' *জীবন*, ১৯৩১।

সিন্ধ [স সন্ধি] *বি* সিঁধ। 'তোমার জন্য এক তাল মানুষের ঘরে সিন্ধি দিয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সিন্ধি, সিন্ধী ১ *বি* সিন্ধুর অধিবাসী। 'লাহোরী মুলতানী হিন্দি কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* সিন্ধু প্রদেশের ভাষা। 'দেশী ভাষা পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু, বলোচী এবং ব্রাহুই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'এদের নিজ নিজ মাতৃভাষাও রয়েছে – যেমন : সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পস্তু ও বেলুচ।' *বেগম*, ১৯৫২।

সিন্ধীভাষী *বিণ* সিন্ধি ভাষা ব্যবহারকারী। 'সিন্ধীভাষী, পস্তুভাষী ... জনগণের উপর ঐ দুটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

সিন্ধু[1] [স] ১ *বি* সাগর। 'চন্দ্র সূর্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশবিশেষ। 'পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ৩ *বি* ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীবিশেষ। 'হিমালয় পর্ব্বত বেষ্টনপূর্ব্বক সিন্ধুনদী উৎক্রমণ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সিন্ধুকূল [স] *বি* সাগরের তীর। 'সিন্ধুকূলে আমরা শুনি ভাঙা ঢেউয়ের তান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'কেন আমায় আনলি মাগো মহাবাণীর সিন্ধুকূলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সিন্ধুগর্ভ [স] *বি* সমুদ্রের তলদেশ। 'নিম্নে জাগে সিন্ধুগর্ভ স্তব্ধ অন্ধকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সিন্ধুঘোটক [স] *বি* সমুদ্রের প্রাণীবিশেষ। 'দেখা গিয়াছে সিন্ধুঘোটক শিকারী কর্ত্তৃক আহত হইলে, একবার জলমগ্ন হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

সিন্ধুচিল [স সিন্ধু+চিল] *বি* সমুদ্র এলাকায় বিচরণকারী চিলবিশেষ; অ্যালবাট্রস। 'সিন্ধুচিল – মক্ষিকারা ছাড়া তাহা জানে নাকো কেউ।' *জীবন*, ১৯৩০।

সিন্ধুজল [স] *বি* সমুদ্রের জল। 'বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরয়ে এক কণা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হাঁকছে বাদল ঘিরিঘিরি নাচছে সিন্ধুজল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সিন্ধু-ডাকাত [স সিন্ধু+ডাকাত] *বি* সাগর পাড়ের ডাকাত; ব্রিটিশ। 'তোরা করিস লাঠালাঠি (আর) সিন্ধু-ডাকাত লুঠছে ধান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সিন্ধুতরঙ্গিত [স] *বিণ* সাগরের ন্যায় কল্লোলিত। 'কত সিন্ধুতরঙ্গিত ছন্দ ভরে ...।' *সুকুমার*, ১৯২০।

সিন্ধুতীর [স] *বি* সমুদ্রের কূল। 'সিন্ধুতীর স্থান অতি রম্য মনোহর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সিন্ধুনদ [স] *বি* প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার অববাহিকায় অবস্থিত বিখ্যাত নদ। 'পশ্চিমের নদী সিন্ধুনদের সঙ্গে মিশে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

সিন্ধু-নীর [স] *বি* সমুদ্রের জল। 'লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল তথিতে সিন্ধু-নীর।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সিন্ধু-'পরে *ক্রিবিণ* সাগরের উপরে। 'উর্মিময় সিন্ধু-'পরে, তরীখানি যেতেছিল ধীরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

সিন্ধুপার [স] *বি* সাগরের ওপার। 'তুমি থাকো সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সিন্ধুপোত [স] *বি* সমুদ্রের জাহাজ। 'বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত ওরা যেন তব পোষা কপোতী-কপোত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সিন্ধু-বেলা *বি* সাগরের উপকূল। 'শূন্য মরুময় সিন্ধু- বেলাতে, বন্যা মাতিয়াছে রুদ্র খেলাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সিন্ধু-মাঝে *ক্রিবিণ* সাগরের মধ্যে। 'সেই সিন্ধু-মাঝে সূর্য দিনযাত্রা করি দেয় সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সিন্ধুরাজ [স] *বি* সমুদ্র। 'করিয়াছ বিদ্রোহ ঘোষণা, সিন্ধুরাজ, কোন রাজকুমারীর লাগি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সিন্ধুরেখা [স] *বি* সমুদ্রের জলের চিহ্ন। 'কোথায় তার নীলুফরি জল, কোথায় দূর-দূরান্তের সিন্ধুরেখা।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সিন্ধু-লহর [স] *বি* সাগরের ঢেউ। 'সিন্ধু লহর মাঝে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সিন্ধুশকুন [স] *বি* সামুদ্রিক পাখিবিশেষ। 'সিন্ধুশকুন উড়ে গেল কূলে আপন কুলায় পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সিন্ধু-শকুন বসিত না আসি ভিড় করে আজ নদীতীরে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সিন্ধুসারস [স] *বি* সমুদ্রচারী বকজাতীয় পাখিবিশেষ। 'হে সিন্ধুসারস।' *জীবন*, ১৯৪৪।

সিন্ধুস্নান [স] *বি* সমুদ্রস্নান। 'রঘুনাথে কহে যাঞা কর সিন্ধুস্নান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিন্ধু[2] [স] *বি* সংগীতের রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী সিন্ধু – তাল জৎ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সিন্ধু-কাফি *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সিন্ধুকাফি যৎ।' *নজরুল*, ১৯৩২। 'ওর গান বলছে সিন্দু-কাফির সুরে – চলে যাবি এই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সিন্ধুছড়া *বি* সঙ্গীতের রাগবিশেষ। 'রামকিরী সিন্ধুছড়া ছত্রিশ রাগিণী চূড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সিন্ধুড়া *বি* কাফি ঠাটের ঔড়ব সম্পূর্ণ রাগ (কানাড়া জাতীয়)। 'সিন্ধুড়া রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিন্ধু-বারোয়াঁ *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'হঠাৎ সন্ধ্যায় সিন্ধু-বারোয়াঁয় লাগে তান, সমস্ত আকাশে বাজে অনাদি কালের বিরহবেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সিন্ধু-ভৈরবী *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সিন্ধু-ভৈরবী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সিন্ধুরা *বি* (সংগীত) রাগের নাম। 'সিন্ধুরা বা আশাবরি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সিন্ধোড়া *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'সিন্ধোড়ারাগঃ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিন্ধুক [আ সন্দুক] *বি* বড় আকারের মজবুত এক ধরনের বাক্স। 'কেমন সন্ধান করে করে সিন্ধুক ভেঙে নিয়ে এসেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সিন্ধুবার *বি* শ্বেত নিসিন্দা গাছ। 'ধুধুর মধুর সিন্ধুবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিন্ধুর [স সিন্দুর>] *বি* সিঁদুর। 'সন্তানের ললাটে দেখী সিন্ধুর উঝল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিন্নি, সিন্নী [ফা শীরীনী] *বি* চাল ও মিষ্টিসহযোগে রান্না করা মিষ্টান্ন; পীরের উদ্দেশে নিবেদিত ভোগবিশেষ। 'সত্যপীরের সিন্নি।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'দরগাতলা দুগ্ধে ভাসে, সিন্নী আসে ভাড়ে।' *জসীম*, ১৯২৯।

সিপ [স সীপ] *বি* পূজায় ব্যবহৃত এক ধরনের চামচ। 'পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপে গন্ধ গঙ্গাজল সিপে দান করে কনক বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিপন্থ *বি* সুগন্ধিবিশেষ। 'লোবান সিপন্থ আর আবীর আতর।' *সুলতান*, ১৭০০।

সিপসরকার [ই শিপ+ফা সরকার] *বি* অন্যায় উপার্জনকারী (জাহাজ বন্দরে ভিড়লে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহকারী কোম্পানির কর্মচারী, যারা বেতনের বাইরে অন্যায় আয়ও করে)। 'সেকসন লেখা কেরাণির মত কলুর ঘাণির বলদ বদলি হলে, পাগড়ি বাঁধা দলের প্রথম উসুল ... সিপসরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সিপাই [ফা সিপাহী] ১ *বি* অশ্বারোহী। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* ফৌজী বাহিনীর সদস্য। *ক্যালগে*, ১৭৮৯; 'তার পেচোনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরোয়ান, হরকরা, সেপাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি – *বি* ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের পর ঢাকার তাঁতিরা নতুন ফ্যাশনের যে শাড়ি তৈরি করে। 'সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সিপাই সরওয়ার *বি* অশ্বারোহী সৈন্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সিপারা [ফা সিপারাহ] *বি* কোরানের অধ্যায়বিশেষ। 'মালুর চলছে কোরান শরিফের দ্বিতীয় সিপারা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সিপাহসালার *বি* সেনাপতি। 'প্রিয় মন্ত্রী মারওয়ানকে সেই যুদ্ধে সিপাহ-সালার পদে বরণ করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'শোন সিপাহসালার কামাল ভাই-এর কালাম।' *নজরুল*, ১৯২২।

সিপাসালার [ফা সিপাহীসালার] *বি* সেনাপতি। 'আছে দীন, নাই সিপাসালার/ আছে শাহি তখত, নাই মালিক।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সিপাহী, সিপাহি [ফা] *বি* সৈন্য। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সিপাহীরা তিনবার বন্দুকের দেওড় করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'কাবুলে সিপাহিব্যারাকে রাত জেগে আলোচনা করছে সিপাহিরা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সিপাহী অভ্যুত্থান [ফা সিপাহী+ই অভ্যুত্থান] *বি* ১৮৫৭ সালে সংঘটিত নানা সাহেব-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সৈন্যদের বিদ্রোহ। 'সিপাহী অভ্যুত্থানই তার সর্বপ্রধান উদাহরণ।' *উমর*, ১৯৬৮।

সিপাহীবিদ্রোহ [ফা সিপাহী+ই বিদ্রোহ] *বি* ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকদের বিদ্রোহ। '১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহ হয়।' *রাজনারায়ণবসু*, ১৯০৯।

সিফাই, সীফাই [ফা সিপাহী] *বি* সৈনিক; ফৌজি বাহিনীর সদস্য। 'হুজুরে সিফাই সব আছে করো জুড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; *ক্যালগে*, ১৭৮০।

সিফাহী [ফা সিপাহী] *বি* সৈনিক। 'সিফাহী পল্টন দুই তোপ লইয়া নবাব বাটীর চকে উপস্থিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সিপি, সিপী [স সীপ] *বি* ঝিনুক। 'সিপী জলে সতত করয় সিন্ধু স্নান।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সিপি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিফত, সিফৎ [আ] ১ *বি* মহিমা। 'পয়গাম্বরের সিফৎ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* মাহাত্ম্য। 'তাহান সিফত আহ্মি শুনিয়াছি সার।' *সুলতান*, ১৭০০।

সিফাৎ [আ] *বি* গুণ। 'আর কোন সিফাৎ চাইনে।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সিফর [আ সিফ্‌র] *বি* ঢাল। 'মারিলেক জুলফিকার সিফর উপর।' *সুলতান*, ১৭০০।

সিফরা *ক্রি* কাঁপা। 'সিফরিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিফরানো *ক্রি* কাঁপানো। 'সিফরাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিব [স শিব] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'তবে সে জাইতে পারি সিবের পাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিবা [স শিবা] *বি* শৃগালী। 'সিবা সত সঙ্কট গহন গভিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিবানি *বি স্ত্রী* শৃগাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সি-বিচ [ই] *বি* সমুদ্র সৈকত। 'বোর্ণমাথ সি-বিচে আমার মতো রঙীন চামড়ার লোক খুব কমই দেখলাম।' *হাই*, ১৯৫৮।

সিবিল [ই] ১ *বিণ* বেসামরিক। 'সিবিল কিম্বা মিলিটারি চাকর কেহ ঐ সভায় যান নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বিণ* সরকারি। 'কতকগুলিন সিবিল সরবেন্ট কর্তৃক এক কমিটি রচনা করা হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। দ্র **সিভিল**

সিবিল সরবেন্ট [ই] *বি* সরকারি উর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা বা কর্মচারী। 'কতকগুলিন সিবিল সরবেন্টকর্তৃক এক কমিটি রচনা করা হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪।

সিবিল সারজন [ই] *বি* জেলার প্রধান সরকারি চিকিৎসক। 'গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এই কর্ম্মে হুগলির এক জন সিবিল সারজনকে অর্পণ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সিবিল সার্বিস, সিবিল সার্বিস [ই] *বি* সরকারের উচ্চপদস্থ বেসামরিক চাকরি। 'সিবিল সার্বিসের সাহেবদিগকে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সিবিলিয়ন [ই] *বিণ* ইংরেজ আমলের সরকারি উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা। '... সিবিলিয়ন সাহেবেরা ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ হইতে বহিস্কৃত হইলেই আমারদিগের ধনপ্রাণের কর্ত্তা হইয়া বসেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫০।

সিভিক সেন্স [ই] *বি* নাগরিক বোধ। 'কমুনিটি সেন্স আছে কিন্তু সিভিক সেন্স নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সিভিল [ই] ১ *বিণ* দেওয়ানি। 'এক দফা ক্রিমিন্যাল, আর এক দফা সিভিল।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* আদালতে সম্পাদিত। 'সিভিল বিবাহের আইন পাস হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ *বিণ* বেসামরিক। 'সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৬৫।

সিভিল ওয়ার [ই] *বি* গৃহযুদ্ধ। 'এক পক্ষ কাল হিন্দু-মুসলমানের সিভিল ওয়ার সম্ভবপর।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সিভিল কোর্ট [ই] *বি* দেওয়ানি আদালত। 'একজন সিভিল কোর্টের পেয়াদা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০

সিভিল ডিফেন্স [ই] *বি* বেসামরিক প্রতিরক্ষা। 'সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৬৫।

সিভিল বাহিনী [ই সিভিল+স বাহিনী] *বি* সরকারি আমলা। 'সিভিল বাহিনী, কি এত কসুর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সিভিল বিবাহ [ই সিভিল+স বিবাহ] *বি* আদালতে সম্পাদিত আইনসিদ্ধ বিবাহ। 'সিভিল বিবাহের আইন পাস হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সিভিল সার্জন [ই] *বি* জেলার প্রধান সরকারি চিকিৎসক। 'সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সিভিল সার্জন করিয়াছিল কচু।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সিভিল সার্ভিস [ই] *বি* সরকারি বেসামরিক উচ্চপদস্থ চাকরি। 'সেদিন ব্রাইট সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে ... দরখাস্ত দাখিল করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সিভিলিয়ান [ই] *বি* ইংরেজ আমলের উচ্চপদস্থ বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা (আইসিএস)। 'আমি যদি ব্যারিস্টার কিংবা সিভিলিয়ান হয়ে আসতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সিভিলিজেশন [ই] *বি* সভ্যতা। 'সিভিলিজেশন সস্তা জিনিস নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সিম [স শিম্ব] *বি* শীতকালে জন্মানো সবজিবিশেষ। 'বার্তাকু নিমেতে সিম করিল সুপাক।' *রূপরাম*, ১৭৫০। দ্র **শিম**

সিমইল [স শিম্বলী] *বি* শিমুল। 'দন্ত সিমইলের ফুল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সিমলি [স শিম্বলী>] *বি* এক প্রকার তুলাগাছ। 'সিমলি পলাস সত গুয়া জলপাই কত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিমুলি [স শিম্বলী>] *বি* শিমুল। 'সিমুলি ছাতিন আঙ্গনা নিম পারুলি দেবদারু মারুল্যা সিম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিমন্তিনী [স সীমন্তিনী] *বি* সধবা নারী। 'সিমন্তিনী লইয়া কেশ সাজাইয়া।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সিমপ্যাথি, সিম্প্যাথি [ই] *বি* সমবেদনা। 'আমাদের উপর তাদের কানাকড়ির সিম্প্যাথি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সিমপ্যাথি-লালসাটা তাহাদের বড়ো বেশি হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সিমপ্যাথেটিক [ই] *বিণ* সমব্যথী। 'আমি সিমপ্যাথেটিক গ্র্যান্ড পিয়ানো কি কটেজ পিয়ানো সে সম্বন্ধেও ভ্রম হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সিমফনি, সিম্ফনি [ই] *বি* অর্কেস্ট্রার জন্যে রচিত তিন-চার ভাগে বিভক্ত দীর্ঘ সঙ্গীতসৃষ্টিবিশেষ। 'তাঁর শেষ কটি সিমফনি।' *মুজতবা*, ১৯৫৯; 'রক্তের নাচে শুরু হবে সিম্ফনির সুর।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

সিমা [স সীমা] *বি* শেষ। 'রূপের অবধি তুমি গুনের সে সিমা।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিমাবন্দি [স সীমা-বন্দী] *বিণ* সীমার মধ্যে; সীমানা দিয়ে চিহ্নিত। *ডানকান*, ১৭৮৪।

সিমুম [আ সমূম] *বি* মরুভূমির ভয়াবহ বালুঝড়। 'আজও ভ্রমে বর্বর সিমুম সেথা সাহার-গোবিতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১; 'একেবারে সাহারা থেকে সিমুম হাওয়া বয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সিমূম [আ সমূম] *বি* সাইমুম; মরুভূমির ভয়াবহ বালুঝড়। 'কেটে যায় ঈশানঝঞ্ঝায় দুরন্ত সিমূম কালের খেলায়।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

সিমেন্ট [ই] *বি* দালান তৈরিতে ইট জোড়া লাগানোর জন্য বালির সঙ্গে মেশানো এক প্রকার গুঁড়া; বিলাতি মাটি। 'সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'জুতোটা সিমেন্টে বালিতে জমে নিরেট হয়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সিম্পাঞ্জী [ই] *বি* আফ্রিকার বানরবিশেষ। 'জিরাফ আসে ১৮৩৪ সালে। সিম্পাঞ্জী, জলহস্তী ও সাপ ১৮৫০-এ।' *হাই*, ১৯৫৮। দ্র **শিম্পাঞ্জি**

সিম্পোজিয়াম [ই] *বি* আলোচনা সভা। 'মহিলাদের ভূমিকা শীর্ষক এক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৬; 'এক সিম্পোজিয়ামের প্রধান অতিথি ছিলেন ...।' *বেগম*, ১৯৬৮।

সিম্বলিস্ট [ই] *বি* প্রতীকবাদী। 'একে বোধহয় সিম্বলিস্ট বা প্রতীকতন্ত্রী আখ্যা দিলে বিশেষ ভুল হবে না।' *শিব*, ১৯৭৩।

সিয়র [স শিখর] *বি* শিয়র। 'তার উরে দিলো মো সিয়রে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিয়লি [স শৈবাল>] *বি* শৈবাল। 'সিয়লিতে সোডে সরবর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিয়া [ফা সিয়া] *বিণ* কালো। 'দেখিলাম সিয়া মুখ কান্দে জারে জার।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

সিয়াই *বি* লেখার কালি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিয়াপোস *বি* কালো রঙের মাদুর। 'আপন মসজিদে বসে সিয়াপোস হইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সিয়া বাস *বি* কালো কাপড়। 'এক খানি বস্ত্র পরি সিয়া বাস পরিহরি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সিয়াহ *বি* কালি। 'অলস দু-বাজু দু-চোখে সিয়াহ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সিয়াকুলি [স শৃগালকেলি] *বি* বন্য লতাবিশেষের ফল। 'আম জাম সিয়াকুলি কালচিত ফল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিয়াত *বি* নিষেধ। 'নয়টা নালা আছে তাহার ওজুর পানি সিয়াত যাহার।' *নজরুল*, ১৯২২।

সিয়ান[১] [স সজ্ঞান] ১ *বিণ* বুদ্ধিমান। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* সিদ্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* চালাক; সুচতুর। 'সিয়ানে সিয়ানে কোলাকুলির মত, দুজনে ভাব করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

সিয়ানগি [স সজ্ঞান>] ১ *বি* ধূর্ততা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* ধূর্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সিয়ানা [স সজ্ঞান>] *বিণ* ধূর্ত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সিয়ানি [স সজ্ঞান>] ১ *বি* বুদ্ধিমত্তা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সিদ্ধকরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিয়ানো [স সজ্ঞান>] *বিণ* বুদ্ধিমান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিয়ান[২] *বি* শিকনি। 'নাক বেয়ে তার ঝরছে সিয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সিয়ানি[১] [স সীবন>] *বি* সেলাই। 'সুইচে সেয়ানি দিয়া করিল নির্ম্মাণ।'

বিজয়, ১৬৫০।

সিয়ানি[2] *দ্র* সিয়ান[1]

সির [স শির] *বি* মাথা। 'বির্ঘ্বছাল পরিধান সিরে জটা ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **শির**

সিরেতে *ক্রিবিণ* মাথায়। 'তাহান আদেস তবে সিরেতে ধরিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিরোস্থিতা [স শিরঃস্থিতা] *বিণ স্ত্রী* মাথায় তুলে-রাখা। 'কারন অহনিসি সিরোস্থিতা শ্রীযুত ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সিরকা [ফা] *বি* টক স্বাদের তরল পদার্থবিশেষ; ভিনিগার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বিলিতী সিরকার বোতল।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সিরজা, সিরজানো [স সৃজন>] *ক্রি* সৃষ্টি করা। 'পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর সিরজিল কোন ধাতা।' *দ্বিজ়ী*, ১৬০০।

সিরপেচ [ফা সরপেচ] *বি* একধরনের পাগড়ি। 'জড়াও জিগা, সিরপেচ, মুক্তার মালা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সিরবেরঞ্জ [ফা সর+ফা বিরিঞ্জ] *বি* উন্নত মানের ভাত। 'প্রত্যহ পোলাও কালিয়া কোরমা কোফতা দোপেয়াজা কাবাব সিরবেরঞ্জ ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সিরল *বিণ* প্রধান। 'কে কাকে ছাড়িবে সিরল ভাগ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সির সির [ধ্বন্যা] *বি* শিহরণের অনুভব। 'বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির সির করিয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'গা সিরসির করিয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সিরা [ফা] *বি* রস। 'মোরব্বার সিরা (চিনির ঘন রস) জ্বলিয়া গেল!' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সিরাজাম-মুনীরা [ফা] **১** *বি* উজ্জ্বলকারী প্রদীপ। 'দেখো সিরাজাম-মুনীরা জ্বলছে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। **২** *বি* অন্ধকার বিনাশক প্রদীপ বা মশাল। 'জানি সিরাজাম-মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সিরাজী *বি* কবুতরের জাতবিশেষ। 'লক্কা, সিরাজী, মুক্ষি কত কী নামের আর চেহারার পায়রা।' *অবন*, ১৯২৭।

সিরাজু *বি* এক ধরনের পায়রা। 'গেরোবাজ লোটন লক্কা সিরাজু মুখ্খি ইত্যাদি হরেকরকম পায়রা।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

সিরানা [ফা শির>] *বি* শিথান। 'হাত বাড়াইয়া সিরানার পাশের হারিকেনটা কমাইয়া দিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

সিরাপ [ই] **১** *বি* শরবত তৈরির উপকরণবিশেষ। 'গোটা দুই তিন সিরাপের বোতলও রহিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। **২** *বি* তরল ওষুধবিশেষ। 'ট্যাবলেট, সিরাপ, চা, টমাটো কেচাপ।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

সিরাল দেওয়া [স শিরা] *ক্রি* জমিতে লাঙ্গল দিয়ে চাষের সূচনা করা। 'জমিতে সিরাল দিতে পারে নাই।' *কেরি*, ১৮০২।

সিরি, সিরী [স শ্রী] *বি* সুন্দর। 'লোলুঅ বদন সিরি অছি ধনি তোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'পীন পওধর সিরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিরিঅঙ্গ [স শ্রী-অঙ্গ] *বি* সুন্দর শরীর। 'সিরিঅঙ্গ ঘুমদন জিনি ঘুকোমল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিরিঞ্জ [ই] *বি* চামড়া ছিদ্র করে শরীরে ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়ার সুচ ও পিচকারি। 'সিরিঞ্জ লইয়া আরও ফাঁপাইয়া দাও।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'রক্ত নেবার সিরিঞ্জটা বার করেন ডাক্তার।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সিরিনি [ফা শীরীনী] *বি* চাল ও মিষ্টি-সহযোগে রান্না করা মিষ্টান্ন। 'বেসাইআ কেহ হাটে পিরের সিরিনি বাঁটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিরিফল [স শ্রীফল] *বি* বেল। 'দাড়িম সিরিফল গগনে বাস করু সম্ভু গরল করু গ্রাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিরিয়স[1] [ই] *বি* লুব্ধক; আকাশের উজ্জ্বলতম তারা। 'নক্ষত্ররাজ সিরিয়স ... সূর্য্যের প্রভাববিশিষ্ট।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সিরিয়স নক্ষত্রের একটি অস্পষ্ট সঙ্গী-তারা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সিরিয়াস, সিরিয়স[2], **সীরিয়াস** [ই] **১** *বিণ* আশঙ্কাজনক। 'তত সিরিয়াস নয়, হাড়-টাড় ভাঙে নাই; কোমরেই একটু চোট লাগিয়াছে মাত্র।' *বনফুল*, ১৯৩৬। **২** *বিণ* গুরুত্বপূর্ণ। 'কিছু সীরিয়াস কথা বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। **৩** *বিণ* গম্ভীর। 'অত সিরিয়স হচ্ছ কেন?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিরিশতা, সিরিস্তা [ফা সরিশ্‌তা] *বি* দপ্তর; নথিপত্র। *ডানকান*, ১৭৮৪; *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সিরিশতাদার [ফা সরিশ্‌তা-দার] *বি* আদালতের প্রধান কেরানি। 'যদি সিরিশতাদার মীরমুন্সী পেস্কার নাজীর ইত্যাদির কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

সিরিস্তাদার [ফা সারিশ্‌তা-দার] *বি* দপ্তরের কেরানি; ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। *ডানকান*, ১৭৮৪।

সিরেস্তাদার [ফা সারিশ্‌তা-দার] *বি* আদালতের বড়ো কর্মচারী। 'এখানে হাজীর আছে সিরেস্তাদার ও অজোধ্যারাম সরকার।' *তাঁতি*, ১৭৯১।

সিরিষ [স শিরীষ] *বি* গাছবিশেষ। 'সিরিষ করকট বনচালিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিরোপা [ফা সরআপা] *বি* খেতাব। 'ভদ্রলোকের খেলায়াৎ সিরোপা হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সির্কা[1] [ফা সির্কহ্] *বি* শর্করা অথবা শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ গাঁজিয়ে তৈরি অম্লবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সির্কা[2] [আ সিক্কাহ্] *বি* রুপার মুদ্রা। 'জে ফি রুপৈয়া সির্কায় কোন২ নিরিখে সিলহট কিম্বা ঢাকা ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সির্দ্ধ [স সিদ্ধি>] *বিণ* সম্পন্ন। 'জুধিষ্ঠীর সঙ্গে বসি জজ্ঞ সির্দ্ধ করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সির্নি [ফা শিরিনি] *বি* চাল ও দুধ দিয়ে রান্না করা মিষ্টি খাদ্য; মিষ্টান্ন। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সিল[1] [স শীল] *বি* স্বভাব। 'কুলে সিলে রাজা তুমি সংসার ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিল[2] [ই] *বি* চিহ্নিত মোহর। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সিল মারা *ক্রি* মোহরাঙ্কিত করা। 'মাত্র দু'তিনখানা ঘরের জানালা খোলা, বাদবাকি যেন সিল মেরে আঁটা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সিলমোহর [ই সীল+ফা মোহর] *বি* প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'এই ব্যাপারীর হও খরিদার/ লও রে ইহার সিলমোহর।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সিলন, সিলান [স শিলিন্দ] *বি* পাঙ্গাশ জাতীয় মাছবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিলহট [শ্রীহট্ট] *বি* সিলেট। 'জে ফি রুপৈয়া সির্কায় কোন২ নিরিখে সিলহট কিম্বা ঢাকা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সিলা [স শিলা] *বি* পাথর। 'সত্বরে লইয়া গেল সিলার উপরে।' *মালাধর*,

১৫০০।

সিলাই[1] *বি* নদীর নামবিশেষ। 'আমোদর দামুদর ধাইল দারকেশ্বর সিলাই চন্দ্রভাগা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিলাই[2] [স সীবন] *বি* সেলাই। 'এক হাজার গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সিলাবৃষ্টি [স শিলাবৃষ্টি] *বি* বৃষ্টির সাথে বরফপাত। 'সাতদিন সিলাবৃষ্টি করিল আসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিলিং, সিলিঙ [ই] *বি* ঘরের মধ্যে ছাদের ভিতরের দিকের অংশ। 'একপাশে চেয়ার আয়না দেরাজ আলনা, সিলিঙে ইলেকট্রিক আলো ও জানালায় নক্সাকাটা পর্দা।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'দেয়ালে আর সিলিং-এ ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় তার টিকটিকিকে।' *মানিক*, ১৯৩৮।

সিলিং ফ্যান [ই] *বি* ঘরের ছাদ থেকে ঝোলানো বৈদ্যুতিক পাখা। 'সিলিং ফ্যানটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে দিল সে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সিলিকন [ই] *বি* পাথর, বালি ইত্যাদিতে বিদ্যমান অধাতব উপাদান। 'সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অম্লজানের সংযোগ নানাবিধ মৃত্তিকা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সিলিঙ্গ [ই শিলিং] *বি* ইংল্যান্ডের মুদ্রাবিশেষ; এক পাউন্ডের ২০ ভাগের এক ভাগ। 'দুই সিলিঙ্গ এক পেনি ইঙ্গরেজি হিসাবে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

সিলিম [ফা চিলম] *বি* তামাকের কলিকা। 'এক সিলিম তামাক সাজিয়া টানিতে শুরু করিলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সিলী *বি* যুদ্ধের ধ্বনিসংকেত। 'শত শত সিলী পড়ে রাউত মাহুত নড়ে শুনি পুরী ধায় সর্বজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিলেকশন [ই] *বি* সংকলন। 'স্কুলে কোনো সিলেকশন-বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সিলেকশন বোর্ড [ই] *বি* নির্বাচিত বা মনোনীত করার কর্তৃপক্ষ। '... সিলেকশন বোর্ডে যথেষ্ট সংখ্যক মোসলমানের স্থান হয়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৪।

সিলেট [ই স্লেট] *বি* যে কালো পাথরের ফলকে লেখা হয়। 'সিলেটে নাম লিখিয়া ... উপরে পাঠাইয়া দিলেন।' *জসীম*, ১৯৬১।

সিলেবল [ই] *বি* অক্ষর; নিশ্বাসের এক প্রয়াসে যে ধ্বনিটুকু উচ্চারণ করা যায় [তো+মার্=দুই সিলাবল]। 'পয়লা সিলেবলে অ্যাকসেন্ট দেওয়া।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সিলেবাস [ই] *বি* পাঠ্যসূচী। 'মক্তব ও মাদ্রাসার সিলেবাস একান্ত অদ্ভুত।' *সওগাত*, ১৯২৯।

সিল্ক [ই] *বি* রেশম। 'বাবুর পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিল্কের রুমাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সিল্লী *বি* পাখিবিশেষ। 'সিল্লী পাখীর ঝাঁক কাঁটা-বাঁশঝাড়ের উপর উড়িয়া আসিয়া বসিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮; 'সিল্লী আর লাল হাঁসের ঝাঁকে ভর্তি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সিশ [স শীর্ষ] *বি* সিঁথি। 'সিশের সিন্দূর তোর লাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিষা [স সীসক] *বি* ধাতু বিশেষ। 'সিষা আট সও কীম্বা এক হাজার মোন কিনিয়াছিল।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সিষু [স শিশু] *বি* শিশু। 'কনিষ্ঠ দুই ভাইকে সিষু পালনে সিক্ষা দিক্ষা ও ভরন পোশন ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩। *দ্র* **শিশু**

সিষুমতি [স শিশুমতি] *বিণ* শিশুর মতো জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন। 'আমি অতি সিষুমতি।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

সিষ্ট [স শিষ্ট] *বি* সুশীল। 'দুষ্ট মারি গোসাঞি করেন সিষ্টের পালন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিষ্টি [স সৃষ্টি] *বি* সৃষ্টি। 'কে সিষ্টি করিয়াছে তাহানদিগেরে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সিস[1] [স শীর্ষ] *বি* সিঁথি। 'চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিস[2] [ধ্বন্যা] *বি* শিস ধ্বনি। 'সিস করিতে।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

সিসা[1] [ফা শিশা] *বি* কাচ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিসা[2] [স সীসক] *বি* ভারী ধাতুবিশেষ। 'সাত মোন সিসা আর ... দিয়া আজ্জাদ হইব।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সিসে *বি* ভারী ধাতুবিশেষ; সিসা। 'অনড় আড়ষ্ট কটি সিসের শলাকা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

সিসি [ফা শিশহ] *বি* শিশি; কাচের তৈরি ছোটো বোতল। 'সার্সি, আরসি, সিসি, বোতল, গেলাস, ঝাড়, লণ্ঠন ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সিসির [স শিশির] *বি* শীত। 'হেরি সিসির রিতু আগে দল ভঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **শিশির**

সিসু[1] [স শিশু] **১** *বি* শৈশবকাল। 'আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ জরা সিসু কতদিন গেলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* শিশু। 'জন্মিব সিসু তবে।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **শিশু**[1]

সিসুকাল [স শিশুকাল] *বি* শৈশব। 'সিসুকালে না মাইলে হৈব বড়কাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিসুবুদ্ধি [স শিশুবুদ্ধি] *বি* শিশুসুলভ বুদ্ধি। 'সিসু বুদ্ধি হেতু তুহ্মি পায় এত তাপ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিসুরূপ [স শিশুরূপ] *বি* শিশুর চেহারা। 'মোহিয়া বাপমাএ সিসুরূপ ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিসু[2] [স শিংশপা] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন-চারি/ সিসুগাছ পাণ্ডুকিশলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। *দ্র* **শিশু**[2]

সিসৃক্ষু [স] *বিণ* সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক। 'এ সেই ধরনের ... সিসৃক্ষু, অমিত কৌতূহলী, মহাদেশীয় ব্যক্তিত্ব ... যার প্রস্ফুরণের বিবরণ লিখেছিলেন ভাসারি।' *শিব*, ১৯৫৬।

সিসেম ফাঁক [ফা] – আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত এমন বাক্যাংশ, যা উচ্চারণ করলে দরজা আপনি খুলে যায়। 'সিসেম ফাঁক বলিবা মাত্র ধনাগারের দ্বার খুলিয়া গেল।' *রোকেয়া*, ১৯১৮।

সিস্টার, সিস্টার [ই] *বি* হাসপাতালের সেবিকা। 'সিস্টার রিভার কি অন্যায় দেখ দেখি।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'এইতো সিস্টার আইছে একটা সুঁই দিবো ঠিক হইয়া যাইবো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

সিস্য [স শিষ্য] *বি* ভক্ত। 'জয়মুনি নামে আছে সিসা জে আক্কার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **শিষ্য**

সিহর [স শিখর] *বি* শিখর। 'গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

সিহরণ [স শিহর] *বি* শিহরণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিহরা [স সহর্ষ] *ক্রি* শিহরিত হওয়া। **সিহরিয়া** *ক্রি* রোমাঞ্চিত হয়ে। 'বলিতেও অঙ্গ সিহরিয়া উঠে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **সিহরিল** *ক্রি*

শিহরিত হলো। 'সিহরিল অঙ্গ ধ্যান হইল ভঙ্গ।' *ভারত*, ১৭৬০।

সিহরান [স শিহর>] *ক্রি* শিহরিত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিহাল [স শৈবাল] *বি* শেওলা। 'লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিহোড়া *বি* গাছবিশেষ। 'কয়েকটি সিহোড়া গাছের সরু ডালে বোনা ঝুড়ি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সী-অফ [ই] *বি* বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, জাহাজঘাট ইত্যাদি পর্যন্ত গিয়ে কাউকে বিদায় জানানো। 'ভালো থাকলে এয়ারপোর্টে তোমাকে সী-অফ করতে যেতাম।' *সুনীল*, ১৯৭০।

সীঁগ [স শৃঙ্গ] *বি* শিঙ। 'সিআর কা জঞো সীঁগ জনমএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সীঁথা *বি* সিঁথি। 'সীঁথার সিন্দূর জিনিয়া অরুণ কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০; 'সীঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সীঁথি [স সীমন্ত] *বি* মাথার চুল দুইভাগে বিন্যস্তের ফলে সৃষ্ট সরুরেখা। 'কনক সীঁথি শিরে মঙ্গলসূত্র করে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সীকভাজা [ফা সীখ>] *বি* শিককাবাব। 'অন্ন মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

সীকরা [আ শকর] *বি* পাখিবিশেষ। 'সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী।' *ভারত*, ১৭৬০।

সীকল [স শৃঙ্খল] *বি* শিকল। 'লোহার সীকলে ছিল সাত ঘড়া ধন/ চণ্ডী স্মঙরিয়া বীর তোলে ততক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সীঙলি [স শেফালী] *বিণ* শিউলি রঙা। 'সীঙলি গামছা দিব ভূষিত কস্তরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সীচা, সীচানো [স সিচ্>] *ক্রি* ভিজানো। 'জনি বিমল বিদ্রুম দল সুধারসেঁ সীচি ধরু গজমোতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সীজ, সীয [ই] *বিণ* অধিকার; জব্দ। 'মজুদ চালগুলো ত এখনই সরকার সীজ করবে।' *মনসুর*, ১৯৪৫; 'সকলের পিস্তল, বন্দুক ... পুলিশ সীয করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সীজন [ই] *বি* বসন্তকাল; সুসময়। 'সীজনের সময় লন্ডনে এইরকম আলোড়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সীটকার [সিটকা>] *বি* কুঞ্চন। 'নাসিকা সীটকার করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সীতম [ফা সিতম] *বি* অত্যাচার। 'ইমামে দেখিয়া তাদের বাড়িল সীতম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সীতল [স শীতল] *বিণ* শীতল। 'জেহু ছল সীতল সেহু ভেল তীখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দ্র* **শীতল**

সীতা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামায়ণোক্ত রামের স্ত্রী। 'সে কি রাধিকা ভৈগী সীতা সতী নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সীতানাথ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামচন্দ্র। 'কিম্বা যথা সেতুবন্ধোপরে কনকপুষ্পক, বহি সীতা সীতানাথ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সীতাপতি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রামচন্দ্র। 'মোর মনে লয় এই সীতাপতি রাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সীতাকুলী *বি* লাঙলের রেখার মতো সরল জলপথ। 'মহালে প্রবেশে সীতাকুলী হাড়খাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সীতাভোগ [স] **১** *বি* এক জাতের ধান। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* মিষ্টান্নবিশেষ। 'সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সীথা [স সীমন্ত] *বি* সিঁথি। 'মুক্তাপালী সীথায় সিন্দুর শোভা পায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সীধু [স] *বি* সুধা। 'ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'বিধুর অধর-সীধু যেন নিঙড়ে কাঁচা আঙুর চোয়ায়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সীফল [স শ্রীফল] *বি* বেল। 'ডালিম্ব সীফল রূপি বিকল।' *রামাই*, ১৭১০।

সীবন [স] *বি* সূচিকর্ম। 'টাইপরাইটিং, সীবন শিক্ষা এসব কাজ মেয়েরা সুন্দরভাবেই করতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সীবিগর [প] *বি* রুপার কাপ। 'সীবিগর ১ এক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

সী-বিহঙ্গ [ফা সিমুর্গ>সী+স বিহঙ্গ] *বি* ফারসি উপকথার কাল্পনিক পাখি; সমুদ্রে বিচরণকারী পাখি। 'সী-বিহঙ্গ শাখায় ধরেছে নতুন তান।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সীম[১] [স সীমা] *বি* সীমা। 'পহেলহি বৈঠবি সয়নক সীম/ আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সীম[২] [স শিম্ব] *বি* শীতকালীন সবজিবিশেষ। 'সীম – আর সীম – হাত বাড়ালেই মুঠি ভরে সেইক্ষণে।' *জসীম*, ১৯৩১।

সীমন্ত [স] *বি* সিঁথি। 'সীমন্ত চিকুর খড়্গ ধার জোর/ সর্বভূতে মনে ত্রাস।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সীমন্ত সিন্দূর [স] *বি* সিঁথির সিন্দূর। 'তব সীমন্ত সিন্দূর মাগে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সীমন্তা [স সীমন্ত] *বিণ স্ত্রী* সিন্দুরের রেখাযুক্ত। 'স্বরূপা সীমন্তা যেন সুধীর সরলা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সুবিস্তৃত-সীমন্তা – নথবিভূষিতা – গৃহকার্য্যনিরতা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

সীমন্তিনী [স] *বি* সধবা নারী। 'প্রস্থানকালে, সেই সীমন্তিনী তোমাকে কিছু বলিয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যবে নৃত্য-পরিশ্রম ক্লান্তা সীমন্তিনী ছাড়েন নিশ্বাস ঘন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সীমা [স] **১** *বি* চূড়ান্ত অবস্থা। 'অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা/ আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* অন্ত। 'আমার দুখের নাহি সীমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* সীমানা। 'বর্দ্ধমান জিলার সীমা এই উত্তর রাজসাহী ও ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৪** *বি* গণ্ডি। 'সীমার মধ্যে অসীম, প্রেমের মধ্যে অনন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৫** *বি* প্রান্ত। 'এক সীমা হইতে অন্য সীমায় যাইতেছে আসিতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সীমাঘেরা *বিণ* সীমাবদ্ধ। 'টিঁকি নাকো পৃথিবীর সীমাঘেরা বক্ষে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

সীমাচিহ্ন [স] *বি* সীমানা নির্দেশক চিহ্ন। 'নদীর এপারের মাঠে কোথাও কিছু সীমাচিহ্ন নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সীমাজ্ঞান [স] *বি* মাত্রাজ্ঞান। 'কিন্তু সীমাজ্ঞান হয়েছে চিন্তার কৃপায়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সীমাতিক্রান্ত [স] *বিণ* অসীম। 'অন্তরের সীমাতিক্রান্ত অনুরাগ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সীমাতীত [স] *বিণ* সীমার অতীত। 'প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সীমান্তোলিত [স] *বিণ* অসীম। 'জীবনকে কারও মনে হয় সীমান্তোলিত কৌতুক।' *মানিক*, ১৯৪০।

সীমাবদ্ধ [স] ১ *বিণ* সীমানা চিহ্নিত। 'যে রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তাহার নাম পরিধি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অস্থায়ী। 'পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* সংকীর্ণ। 'আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য আজকাল সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতেছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৭।

সীমাবর্তী, সীমাবর্ত্তী [স] *বিণ* সীমানা বা চৌহদ্দির কাছাকাছি। 'বৃদ্ধ উল্লিখিত উপাসনা-মন্দিরের সীমাবর্ত্তী গুপ্তস্থানে বর্শা লুকাইয়া রাখিয়া একেবারে হাসানের নিকটস্থ হইল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সীমাবিবাদ [স] *বি* সীমানা নিয়ে বিবাদ। *দর্পণ*, ১৮২৭।

সীমাবিভাগ [স] *বি* সীমারেখা। 'প্রাকৃতিক সীমাবিভাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সীমামুক্ত [স] *বিণ* অবারিত। 'সেই মৃত্যুতেই আমাদের জীবনকে আর-এক দিকে সীমামুক্ত করে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সীমায়িত [স] *বিণ* সীমাবদ্ধ। 'মানুষের অস্তিত্ব দেহের দ্বারা সীমায়িত।' *শিব*, ১৯৫৬।

সীমারেখা [স] *বি* সীমানা। 'তুমি কি করেছ মনে দেখেছে, পেয়েছ তুমি সীমারেখা মম?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'এল না তুমি সীমারেখা-পারে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সীমালঙ্ঘন [স] ১ *বি* সীমানা অতিক্রম করা। 'তাঁর চিত্তের এই সর্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্মকর্মে সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ন্ত্রণ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি* নিজ রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে অন্য রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করার প্রাচীন অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সীমালঙ্ঘন নামে একটি প্রাচীন সুন্দর অনুষ্ঠানের অনুকরণ হতো।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সীমাশূন্য [স] *বিণ* অসীম। 'সীমাশূন্য ব্যোমপারাবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সীমা-সংখ্যা [স] *বি* ইয়ত্তা; সীমা অথবা সংখ্যা। 'তার আর সীমা-সংখ্যা নেই।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সীমাসরহদ, সীমাসরহদ্দ [স সীমা+ফা সর+আ হদ্দ] *বি* চতুঃসীমা; সীমানা। 'বকেয়া আদায়, সীমাসরহদ্দ স্থির এবং ... সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'দুনিয়ার সীমাসরহদ নির্দেশ করে তিনি সপ্তদ্বীপের (পৃথিবীর) মালিক হলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

সীমাস্থান [স] *বি* কিনারা; প্রান্ত। 'সে সকল বস্তুর সীমাস্থান অবশ্য কেহ আছে যেমন সরোবর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সীমাস্বর্গ [স] *বি* সীমা দিয়ে আবদ্ধ অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ। 'মেয়েরা হল সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সীমাহ [স সীমা] *বি* পরিসীমা। 'তোমার খুল্লতাত তোমার গমনাবধি ইহার দুঃখের সীমাহ নাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

সীমাহারা [স সীমা+হারা] *বিণ* সীমানা ছাড়িয়ে যায় এমন। 'সীমাহারা মহা অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সীমাহীন [স] ১ *বিণ* অসীম। 'তাদের মাথার 'পরে সীমাহীন অন্ধকার স্তব্ধ গগনেতে, আঁধারের ভারে যেন নুইয়া পড়েছে মাটির পানেতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'হৃদয়ের সীমাহীন আশা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বিণ* ব্যাপক। 'ইতিপূর্বে বাঁধ নির্মাণ কার্য্যে সীমাহীন দুর্নীতি হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

সীমিতকরণ [স] ১ *বি* নির্দিষ্টকরণ। 'এই খণ্ডতা বা সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্র সীমিতকরণ।' *আনোয়ার*, ১৯৭০। ২ *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।' *সংবিধান*, ১৯৭২।

সীমানা [স] ১ *বি* এলাকা। 'কলিকাতার সীমানার মধ্যে টুপীওয়ালা তের হাজার।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* প্রান্ত। 'আস্দাজি এক খুঁটো গেড়ে চেনে না সীমানা কার।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ *বি* সীমাবদ্ধতা। 'মানুষ সহজশক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বি* সীমা। 'সাজের তো তার সীমানা নেইম কার কাছে তার চাবি?' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সীমানা-ঘেঁষা *বিণ* সীমানা ছুঁয়ে আছে এমন। 'তার খেত ছিল পাশের জমিদারের সীমানা-ঘেঁষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সীমানাজ্ঞাপক [স] *বিণ* সীমানা নির্দেশক। 'সীমানাজ্ঞাপক বাবলা কাঠের খুঁটি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সীমানাবদ্ধ [স] *বিণ* পরিবেষ্টিত। 'পুলিসের দ্বারা সীমানাবদ্ধ, সঙিনের দ্বারা কণ্টকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সীমানাহীন [স] ১ *বি* যার সীমানা নেই। 'চিনিয়ে দিলাম সীমানাহীনের ঠিকানা।' *সুভাষ*, ১৯৪০। ২ *বিণ* অসীম। 'যেখানে আকাশ অনেক বড়, সীমানাহীন।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

সীমান্ত [স] ১ *বি* দেশের শেষপ্রান্তে অবস্থিত যে দেশ। 'সীমান্ত রাজা সকল ঐক্য হইয়া জয়শেখর রাজার নগর রোধ করিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* সীমা। 'আমি যে ভাবটা নিকটে দেখিতে পাই, সেই ভাবটাই যদি বড় করিয়া না আঁকি ও তাহার বিপরীত দিকের সীমানা যদি অনেকটা ক্ষুদ্র, অনেকটা ছায়াময় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৩ *বি* সীমারেখা। 'সে যৌবন কোনো দিকে কোনো সীমান্ত মানেনি।' *অন্নদা*, ১৯২৮। ৪ *বি* প্রান্ত। 'জেলেপাড়ার একেবারে উত্তর সীমান্তে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সীমান্তজ্ঞান [স] *বি* সীমান্ত বিষয়ক চিন্তা-চেতনা। 'ঠিক এই সাধারণ সীমান্তজ্ঞানের অভাব থেকে মুসলমান আক্রমণ ... সম্ভব হয়।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সীমান্তদেশ [স] *বি* নারীদের পক্ষে পুরুষ-মহলের কাছাকাছি যে পর্যন্ত যাওয়া যায় তার সীমানা। 'চারু অন্তঃপুরের সীমান্তদেশে আসিয়া অনেকবার তালি দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সীমান্তনীতি [স] ১ *বি* পারস্পরিক সম্পর্কের সমঝোতা। 'দাম্পত্যলীলার সীমান্তনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বি* সীমানা সংক্রান্ত নীতিমালা। 'ভারত গবর্মেন্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সীমান্ত-প্রহরী [স] *বি* সীমানা অতিক্রম বা অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে দায়িত্বরত প্রহরী। 'এই যে সীমান্ত-প্রহরীর কথা ভাবতে হয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সীমান্তবর্তী [স] *বিণ* সীমানার শেষপ্রান্তে অবস্থিত। 'সীমান্তবর্তী পাহাড়গুলোর চূড়া থেকে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সীমান্তর [স] *বি* অন্য সীমা। 'এক সীমা অবধি সীমান্তর পর্যন্ত সমুদায় ভারতবর্ষ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সীমান্ত-রক্ষা-নীতি [স] *বি* দেশের সীমানা অঞ্চল রক্ষাসংক্রান্ত কৌশল। 'সনাতন সীমান্ত-রক্ষা-নীতির অটল শাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সীমান্ত-রক্ষা-ব্যবস্থা [স] *বি* সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। 'রাষ্ট্রগঠনের বেলায় সীমান্ত-রক্ষা-ব্যবস্থার কথাও মনে রাখা চাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সীমান্তরক্ষী [স] ১ *বিণ* দেশের সীমান্ত এলাকার প্রহরী। 'সীমান্তরক্ষী সেনাদলকে পরাজিত করে।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বিণ* সীমান্তের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে এমন। 'সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে পাক ফৌজের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।' *কালান্তর*, ১৯৭১।

সীমান্তরাল [স] *বিণ* দিগন্তরেখা পর্যন্ত। 'রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সী-মোরগ [ফা] *বি* রূপকথার বৃহদাকার পাখি। 'বুঝি সী-মোরগ সাথীহারা তার দরিয়ার শেষ রাতে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সীয় [আ সিয়াহ্] *বি* মুসলিম সম্প্রদায়বিশেষ; শিয়া। 'সীয় অর্থাৎ আলী ও তাহার দুই পুত্র হাসেন হোসেনের মতানুযায়ী।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সীয়ানো [স সী>] *ক্রি* সেলাই করা। 'ক্ষেণে বস্ত্র সীয় ক্ষেণে দিব্য সূত কাটে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সীরপেড়ে *বিণ* সীর নামের পাড়বিশিষ্ট। 'দোরাখাপেড়ে, সীরপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সীরিয়াবাসী [সিরিয়া+স বাসী] *বি* সিরিয়ার অধিবাসী। 'পূর্ব্বদেশীয় পণ্য সামগ্রী সীরিয়াবাসীর দ্বারা ইউরোপখণ্ডে প্রেরিত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সীল[১] [স শীল] *বি* চরিত্র। 'তুঅ গুণ গৌরব সীল সোভাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সীল[২] [ই] *বি* সামুদ্রিক মাছবিশেষ। 'সীল তিমি প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্যই তাহাদের প্রধান খাদ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সীল মাছ।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সীল[৩] [ই] *বি* মুদ্রাঙ্কনের উপকরণ। 'এক দিন, ডুবাল, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি সোনার সীল পাইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

সীলমোহর [ই সীল+ফা মোহর] *বি* মুদ্রাঙ্কন করে সম্পাদিত। 'একেবারে দস্তখতি-সীলমোহর করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সীস[১] [স শিষ্য] *বি* শিষ্য। 'আলে গুরু উএসই সীস।' *চর্যা ৪০*, ১২০০।

সীস[২] [স শীর্ষ] *বি* শির। 'বাশুলী বন্দিয়া সীসে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

সীস[৩] [স সীসক] *বি* সীসা; ভারী ধাতুবিশেষ; লেড। 'স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সীসক [স] *বি* সীসা। 'এস্থলে লৌহ তাম্র সীসক প্রভৃতি ধাতুর খনি আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

সীসময় [স] *বিণ* সীসা দিয়ে তৈরি। 'এক্ষণে যেমন সীসময় অক্ষর প্রস্তুত করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করা যায় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সীসমহল [ফা শিশমহল] *বি* কাচের তৈরি ঘর। 'সীসমহলের রূপসী দলের ঘোমটা আজিকে খোলা!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

সীসা [স সীসক] *বি* দস্তার মতো এক রকমের ধাতব পদার্থবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'রাঙ্গ তামা দস্তা সীসা পিত্তল।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সীসা ঢালা *বিণ* সীসা ঢালাই করে তৈরি-করা। 'এসব তো সীসা ঢালা ছাঁচের অক্ষর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সীসেরং *বি* রুপালি রং। 'স্থির হয়ে এলো সীসেরঙের অজস্র জলরাশি আর বদলে গেল সাপটির উজ্জ্বল রং।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সী-সিকনেস [ই] *বি* সমুদ্রপীড়া। 'সী-সিকনেসের কথা কে মনে করেছিল!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সু [স] *বিণ* উত্তম। 'আজানুলম্বিত ভুজ সুনাডি গভীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুঅঞ্চল [স সু-অঞ্চল] *বি* সুন্দর আঁচল। 'সুঅঞ্চলে জ্বলে রত্নাবলী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুঅণ [স স্বপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'পেখু সুঅণে অদশ জইসা।' *চর্যা ৪৬*, ১২০০।

সুঅধ্যায় [স সু-অধ্যায়] *বি* সুখময় পর্যায়। 'সুঅধ্যায় পর্বের প্রায় ক্ষয় হল আজ।' *জীবন*, ১৯৪০।

সুঅনুগতা [স সু-অনুগতা] *বিণ স্ত্রী* প্রচণ্ড অনুগত। 'তোমার সুঅনুগতা সতী।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুঅভিনেত্রী [স সু-অভিনেত্রী] *বি* গুণী অভিনয় শিল্পী। 'শুধু সুঅভিনেত্রী হিসেবেই নয়, সুলেখিকা বলেও তিনি আমাদের কাছে পরিচিত।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সুআ[১] [স সুত] *বি* পুত্র। 'বাঁধি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

সুআ[২] *ক্রি* শোয়া। **সুইআ** *ক্রি* শুয়ে। 'সুইআ নিদ্রা জাহ হেয়ে-খাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুই[১] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগিণী সুই।' *বড়ু*, ১৫৭০।

সুই[২], **সুঁই** [স সূচি] *বি* সেলাই করার সূক্ষ্ম ধাতব শলাকা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সুইচ [স সূচি] *বি* সেলাই করার সূক্ষ্ম ধাতব শলাকা। 'সুইচে সেয়ানি দিয়া করিল নির্ম্মাণ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুই-পড়া *বিণ* সুই পড়লেও শব্দ শোনা যায় এমন। 'সভায় সুই-পড়া নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।' *মনসুর*, ১৯৪০।

সুঁইকাটা *বি* সুচের মতো কাঁটাওয়ালা গুল্ম। 'সুঁইকাটা ও সেঁজির জঙ্গলে ভরা একটা জায়গা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সুঁই দেওয়া *ক্রি* ইনজেকশন দেওয়া। 'এইতো সিস্টার আইছে একটা সুঁই দিবো ঠিক হইয়া যাইবো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

সুইচ[১] *দ্র* সুই[২]

সুইচ[২] [ই] ১ *বি* এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে গমন। 'সাহিত্যিকের মনটাকে কাব্যের লাইন থেকে ডিটেকটিভ গল্পের লাইনে সুইচ করে দেওয়া দুঃসাধ্য নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *বি* বিদ্যুতের গতিপথ বন্ধ করা ও খুলে দেওয়ার কৌশলবিশেষ। 'সুইচ অফ করে এখন শুলেই হয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সুইচ অফ করা *ক্রি* বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯৩৭।

সুইট[১] [ই] *বি* হোটেলের বিশেষ কক্ষসমষ্টি, যেখানে শোবার, বসার ও স্নানের ঘর সমন্বিত থাকে। 'অনায়াসে গ্রেট ইস্টার্নে সুইট নিতে পারেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সুইট[২] [ই] *বিণ* মধুর; মিষ্ট। 'নামটা খুব ভালো দিয়েছো, বেচারাম! ভারি সুইট!' *সুনীল*, ১৯৭০।

সুইটস [ই] *বি* মিষ্টি; মিষ্টান্ন। 'কী ভাগ্যি কানট্রি সুইটস ভালোবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুইডেনী [ই] *বিণ* সুইডেনদেশীয়; সুইডিস। 'সুইডেনী, নরওয়ের ভাষা, রুস প্রভৃতি স্লাবনিক ভাষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সুইণা [স সপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'সুইণা হথ বিদারম রে।' *চর্যা ৩৯*, ১২০০।

সুইমিং [ই] *বি* সাঁতার। 'অনেক সুইমিং ক্লাব আর স্পোর্টস ক্লাবের কী দুর্দশা দাঁড়াবে ভাবতেও কান্না পায়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

সুইমিং কস্টিউম [ই] *বি* সাঁতারের পোশাক। 'সাহেব-মেমরা সুইমিং কস্টিউম পরে নেমে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুইসাইড [ই] *বিণ* আত্মঘাতী। 'অবশ্য সেটা সুইসাইড গোল ছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সুওষ্ঠবদন [স সু-ওষ্ঠ] *বিণ* সুন্দর ঠোঁটযুক্ত মুখমণ্ডল। 'বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুওষ্ঠবদন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সুঁঅরিআঁ [স স্মরণ>] *ক্রি* স্মরণ করে। 'তাহা সুঁঅরিআঁ বিকলী তৈলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুঁঅরী [স স্মরণ] *ক্রি* মনে করে; চিন্তা করে। 'তাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুঁউট [ই] *বি* শুড়। 'সুঁউট ১৮০০ মোন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সুঁট [ই] *বি* শুড়। 'সুঁট ২৩৯৫৮ বস্তা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুঁকা [স শিঙ্ঘ>] *ক্রি* শোঁকা। 'হাতে হাতে স্বর্গ পাই বোকা গন্ধ সুঁকে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সুঁখা [স শিঙ্ঘ>] *ক্রি* শোঁকা। 'ক্ষণেক কাল তাহাকে সুঁখিয়া ছাড়িয়া গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সুঁচ, সুচ [স সূচি] *বি* সেলাই করার সূক্ষ্ম ধাতুনির্মিত শলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সুঁটকি [স শুষ্ক] **১** *বিণ* শুকানো। 'ও সুঁটকি মাছ বেচে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* শুকনা; রোগা। 'তা বলবি বইকী লা সুঁটকী! ছেলে তোর ...।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুঁটকো *বিণ* পাতলা; শুকানো। 'আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁটকো রে।' *সুকুমার*, ১৯১৮; 'পুঁয়ে-লাগা সুঁটকো ছেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সুঁটি [স শিম্বী] **১** *বি* শুঁটি; কলাই, মটর প্রভৃতির বীজকোষ। 'ফুলেতে ধরেছে ফল শুটি শুটি সুঁটি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* বীজের খোসা বা শুকনা ডাঁটা। 'বনঝাউয়ের সুঁটি বিছানো।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। *দ্র* শুঁটি

সুঁড় [স শুণ্ড] *বি* পশুবিশেষের লম্বা নাক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুঁড়ি[১] [স শৌণ্ডিক] *বি* মদবিক্রেতা। 'কোন ভাগে সুঁড়িগণের দোকান।' *রামরাম*, ১৮০১।

সুঁড়ি[২] *বিণ* সরু ও বাঁকা। 'যাতায়াতের সুঁড়ি পথ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুঁড়িপথ *বি* সংকীর্ণ বাঁকা পথ। 'দীর্ঘ ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ।' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

সুঁদরি, সুঁদরী [স সুন্দরী] *বি* সুন্দরবনের বিখ্যাত কাঠবিশেষ; সুন্দরী। 'তোমার কনে গড়াতে দিয়েছি, মোটা মোটা সুঁদরীর চেলা দিয়ে!' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'সুঁদরি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুঁদি, সুঁদী *বি* শাপলা; কুমুদ। 'গুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'নীল শালুক সুঁদি ও কী ফুটে আছে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সুঁপা [স সমর্পণ] *ক্রি* সমর্পণ করা। 'সুঁপে দেহ শমনের কাছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সুক[১] [স শুক] *বি* টিয়া পাখি। 'সারি সুক নাদ পুরে মউরি পেখম ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুক[২] [স সুখ] *বি* সুখ। 'মোর সুক ভঙ্গ কৈলে চোরা বান মারী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুকতলা [স সুখ>] *বি* পায়ের আরামের জন্য জুতার মধ্যে যে নরম চামড়া ব্যবহৃত হয়। 'বাবা, সুকতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'পুরু সুকতলাওয়ালা মজবুত চামড়ার জুতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সুক দুখ [স সুখ-দুঃখ] *বি* সুখদুঃখ। 'তবে যে সুক দুখ কহো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সুকবাস [স সুখ>] *বি* আরাম। 'তোর বড় দেখি সুকবাসের শরীর হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

সুকটিদেশ [স] *বি* সুন্দর কোমর। 'সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি হৈম সারসন, যেন আলোক সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুকঠিন [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত কঠিন। 'ব্যবহার করা সুকঠিন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বিণ* শক্ত। 'তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ণ ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। **৩** *বিণ* সুকঠোর। 'তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ, সুকঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **৫** *বিণ* শুকনা। 'সুকঠিন শিলা মত্ত হয় রসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **৪** *বিণ* ছেঁড়া কঠিন এমন। 'সবচেয়ে সুকঠিন অবন্ধ বাঁধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সুকঠোর [স] **১** *বিণ* নির্মম। 'হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর দণ্ড তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **২** *বিণ* দৃঢ়গঠন। 'পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সুকণ্ঠ [স] **১** *বিণ* কণ্ঠস্বর মধুর এমন। 'বিখ্যাত সুকণ্ঠ বিহগবৃন্দ অপেক্ষা হীনাসন পাইবার যোগ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* মধুর কণ্ঠ। 'রজনীর কণ্ঠ-সাথে সুকণ্ঠ মিলাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

সুকণ্ঠি [স সুকণ্ঠী] *বি* মনোহর কণ্ঠের অধিকারী নারী। 'সুকণ্ঠি কবুল করো, এ অধমই তোমার মরদ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সুকণ্ঠী [স] *বিণ স্ত্রী* মধুর কণ্ঠের অধিকারী। 'সুকণ্ঠী মিসেস কে, এম, আজাদ।' *বেগম*, ১৯৫৯।

সুকনকাসন [স] *বি* স্বর্ণ-নির্মিত সুদৃশ্য আসন। 'দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দুয়ারে বসি সুকনকাসনে বিশদবসনা ভক্তি – শক্তিকুলেশ্বরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুকপট [স] *বিণ* প্রবঞ্চক। 'সমঝল তব হম সুকপট সোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুকবি [স] *বি* উৎকৃষ্ট কাব্যরচয়িতা। 'রচিয়া সুছন্দ সুকবি মুকুন্দ পাঁচালি কৈল রচনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুকমোল [স সুকোমল] *বিণ* সুকোমল। 'হাতে পদ্ম পাত্র সুকমোল স্বরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুকর[১] [স শূকর] *বি* শূকর। 'সিংহ ভাল্লুক আর মহিষ সুকর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুকর[২] [স] *বিণ* অনায়াসে করা যায় এমন। 'স্নান-প্রসাধন সুকর হবে ব'লে মাথার চুল ছেঁটে কবরীর অনুপযুক্ত করা হচ্ছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুকরবার [স শুক্র>] *বি* শুক্রবার। 'সুকরবার দিনে নিত্র নিকেতনে।' *রামাই*, ১৭১০।

সুকল *বি* গাছবিশেষ। 'চান্দলী সুকল লোচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুকল্পিত [স] *বিণ* সুচিন্তিত। 'একটি সুকল্পিত পরিকল্পনা খাড়া করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

সুকাজ [স সু-কার্য] *বি* ভালো কাজ। 'বিহা বলে, গ্রীষ্মে বড় করেছি সুকাজ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

সুকানন [স] *বি* সুন্দরশোভাযুক্ত বন। 'অতুল এ পুরী সে ভাগে; সুরম্য হর্ম্য সুকানন মাঝে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুকান্ত [স] *বিণ* সুশ্রী। 'একদা গ্রীবস্ ছিল সুকান্ত পুরুষ, দীর্ঘকায়।'

শামসুর, ১৯৬৬।

সুকান্তি [স] *বি* মনোহর রূপ। 'সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি কৌমুদিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুকাব্য [স] *বি* উৎকৃষ্ট কাব্য। 'সুকাব্যের অপেক্ষা অকাব্য ঐতিহাসিক হিসাবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ইচ্ছার অভাবে সুকাব্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও মানুষ নীচেই থেকে যায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সুকিঙ্করী [স] *বি* উত্তম দাস-দাসী। 'সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে দাঁড়ায়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুকিনি [স শকুনি] *বি* শকুন। 'দৈত্য রাজের মাথে পড়ে সুকিনি গিধিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুকীর্তি, সুকীর্ত্তি [স] ১ *বি* সুখ্যাতি। 'মরিলে শহীদ হয় জিনিলে সুকীর্ত্তি হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* দৃষ্টান্তমূলক ভালো কাজ। 'কেরি সাহেব এতাবৎ পরোপকারঘটিত সুকীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সুকীর্তি-তপন *বি* সুকীর্তিরূপ সূর্য। 'সুকীর্তি-তপন-করে ভারত উজ্জ্বল করে অনন্ত কালের গর্ভে হয়েছে বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

সু-কু [স] *বি* ভালো ও মন্দ। 'বাতাস একাধারে সু-কু দুয়েরই খবর দেয়।' *অবন*, ১৯২৫।

সুকুতা [স শুষ্কপত্র] *বি* তিক্ত ব্যঞ্জনবিশেষ; সুক্তো। 'দশ প্রকার শাক নিম সুকুতার ঝোল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুকুমার [স] ১ *বিণ* স্নিগ্ধ। 'প্রথম বয়স প্রভু অতি সুকুমার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'তিনিই তাহাদের শিক্ষাগুরু ও তাঁহার সুকুমার ক্রোড়ই তাহাদের সুচারু শিক্ষাস্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* মধুর। 'তাহার ছোট ছোট সুকুমার কথাগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৪ *বিণ* সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'সে আমার শৈশবের কুঁড়ি, সে আমার সুকুমার আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৫ *বিণ* কোমল। 'সুকুমার প্রাণটুকু তার কিছু যেন জানে না, চোখে শুধু সুখের স্বপন লেগে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৬ *বি* সুন্দর পুত্র সন্তান। 'সুকুমার পাবে শীঘ্র কোলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৭ *বিণ* সুন্দর। 'তার আলোকিত সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৮ *বিণ* সূক্ষ্ম। 'আপনার সকরুণ সরল সুকুমার সৌন্দর্যে যতই আমাদের মনোহরণ করুক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৯ *বিণ* ললিত। 'গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, সুকুমার কলা, শুশ্রূষা ও সংগীত ছাত্রীদের শিক্ষণীয়।' *বেগম*, ১৯৪৯। ১০ *বিণ* সৃজনশীল। 'আসল কাজ হল ... সুকুমারবৃত্তি এবং মননশক্তির বিকাশসাধনের ব্যবস্থা করা।' *শিব*, ১৯৭৩।

সুকুমার কলা [স] *বি* ললিত কলা। 'গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, সুকুমার কলা, শুশ্রূষা ও সংগীত ছাত্রীদের শিক্ষণীয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সুকুমারতা [স] *বি* কমনীয়তা। 'ইহার সৌন্দর্য্য, সুকুমারতা, প্রভৃতি গুণাবলী।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

সুকুমারবিদ্যা [স] *বি* শিল্পসংস্কৃতি বিষয়ক বিদ্যা। 'লাভজনক যন্ত্রবিদ্যার চেয়ে আনন্দপ্রদ সুকুমারবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ জানা ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সুকুমারবৃত্তি [স] *বি* সৃজনশীলতা। 'তাদের সুকুমারবৃত্তির বিকাশ অথবা জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি কোনটাই হচ্ছে না।' *উমর*, ১৯৬৮; 'আসল কাজ হল ... সুকুমারবৃত্তি এবং মননশক্তির বিকাশসাধনের ব্যবস্থা করা।' *শিব*, ১৯৭৩।

সুকুমারমতি [স] *বিণ* কোমল মনবিশিষ্ট। 'সুকুমারমতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে উহার নাম কাব্য-তরু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সুকুমারী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* অতি কোমল। 'উহাদের মধ্যে কোন কামিনী অধিক সুকুমারী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* সুন্দরী। 'সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'সুকুমারী মহিলা ... অবিশ্রান্ত নৃত্যে রত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুকুশল [স] *বিণ* সুনিপুণ। 'আঙুলের সুকুশল সক্রিয়তায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সুকৃতি[১] [স] ১ *বি* সৎকর্ম। 'সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য বাধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলে পড়িবে যমের জালে জতনে চিন্তিহ পরলোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* সৌভাগ্যবান। 'সুকৃতি পুরুষ জিএ সুখভোগ হেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* কীর্তি। 'ইন্দ্রের সমান তোর হইব সুকৃতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সুকৃতি[২] [স স্বীকৃতি] *বি* স্বীকার করে নেওয়া। *ডানকান*, ১৭৮৪।

সুকৃত্রিম [স] *বিণ* অতি কৃত্রিম। 'দূর থেকে মনে হত সুকৃত্রিম আভিজাত্যের প্রতীক।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সুকেশিনী, সুকেশিনি [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সুন্দর চুলের অধিকারী। 'আমি পাঠানু যতনে সুকেশিনী উর্বশীরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ *বি* অপ্সরাবিশেষ। 'রমা সুকেশিনী কেশববাসনা, সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুকোমল [স] *বিণ* মৃদু মধুর। 'শুভমুখে সুকোমল ভাষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সুকোমল মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সুকোমল সুন্দর সুরে সুর দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুকোমলা [স] *বিণ স্ত্রী* মৃদু মধুর। 'সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্যাদা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুকৌশল [স] ১ *বি* ভালো উপায়। 'কোন প্রকার অতিরেক উৎসাহ দেওয়া সুকৌশল বোধ করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *ক্রিবিণ* দক্ষতার সঙ্গে। 'সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার সুকোমল সুকৌশলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* দক্ষতাপূর্ণ। 'অস্ত্রের সুকৌশল সাহায্যে স্তর ভেদে করে যেখানটা অনাবৃত হল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সুকৌশলসম্পন্ন [স] *বিণ* ভালো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এমন। 'সুকৌশল সম্পন্ন প্রবল বেগবান বাষ্পীয় পোত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুকৌশলী [স] *বিণ* সঠিক কৌশল অবলম্বন করে এমন। 'দৃশ্যবস্তুর মর্যাদা বুঝে যে উপমা দিতে পারে সেই হল সুকৌশলী।' *অবন*, ১৯২৫।

সুক্তা *বি* তিক্তস্বাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'শাক সুক্তা ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুক্ত *বি* তিক্তস্বাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'কাদার সুক্ত, ইটের ঘণ্ট – একদিন আপনি খেয়ে দেখ না?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সুক্তনি *বি* তিক্তস্বাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'ডুমুরের সুক্তনি, থোড়ের ঘণ্ট।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সুক্তানি *বি* তিক্তস্বাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুক্তো *বি* তিক্তস্বাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'তেতো আর সুক্তো বাদ

দিলে।' মণীশ, ১৯৬৩।

সুক্লাকার [স শুক্ল] *বিণ* যার আকার শুকনা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সুক্রবার [স শুক্র>] *বি* শুক্রবার। 'সুক্রবার দিনে নিঅমে থাকিব আতপ তণ্ডুল খাইএ।' *রামাই*, ১৭১০।

সুক্ল [স শুক্ল] *বিণ* শ্বেত। 'সুক্লরূপ ধরিল গোসাঞি সংসার কারন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুক্ষ[1] [স সূক্ষ্ম] *বিণ* মিহি। 'কপালে টনক নড়ে সুক্ষ ধুতি নাঞি উড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুক্ষ[2] [স সুখ] *বি* সুখ। 'ইন্দ্রপ্রস্থে সুক্ষে রাজ্জ করহ নির্ভয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুক্ষণ [স] *বি* শুভসময়। 'গ্রহেন্দ্র: প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'হরচন্দ্রের কলিকাতায় আগমনকালটি তাঁহাদের নিজের পক্ষে সুক্ষণ, কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে কুক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুক্ষীণ [স] *বিণ* অতি সরু। 'কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে কাম্মীর! সুক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুখ [স] ১ *বি* আনন্দ। 'দুহখে সুখে একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দী জাণী।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০। ২ *বি* স্বাস্থ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* আরাম। 'চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'সুখের খেলায় বেলা গেছে পাইনি তো আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৪ *বি* আনন্দময় অনুভূতি; তৃপ্তি। 'তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুখ-অনিদ্রা [স] *বি* সুখদায়ক জাগ্রতাবস্থা। 'শুয়ে শুয়ে সুখ-অনিদ্রায় ... সেই গান মনে পড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুখ-আশা *বি* সুখের বাসনা। 'মরিবার সাধ ছিল না আমার, কত ছিল সুখ-আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সুখ-আশে *ক্রিবিণ* সুখের আশায়। 'আলেয়ার পিছে এলি সুখ-আশে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সুখকর [স] ১ *বিণ* সুখদায়ক। 'হৃদয়-প্রফুল্লকর সদা সুখকর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* আরামদায়ক। 'হাতির পিঠে মাহুত বসিয়া তাহাকে মাঝেমাঝে অঙ্কুশ দিয়া মারে, হাতির পক্ষে তাহা সুখকর নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* আনন্দদায়ক। 'এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সুখকুঞ্জ [স] *বি* সুখের ঘর। 'এই যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুখকৈলাস [স] *বি* সুখের কৈলাস পর্বত। 'সন্তানে দিতে কোল ছাড়ি সুখকৈলাস।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সুখচর [স] *বিণ* সুখদায়ক। 'তাহাতে গমন ছলে সুখচর হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সুখছায় [স] *বি* আরামদায়ক ছায়া। 'সুখছায়ে মধুবায়ে এসো এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

সুখজ [স] *বিণ* আনন্দিত। 'পরিচয় দিয়ে তার করাব সুখজ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুখজনক [স] ১ *বিণ* আনন্দদায়ক। 'সুখজনক কর্ম্ম করিলে যদি পাপ হইবে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বিণ* স্বস্তিদায়ক। 'কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ, এবং চিত্তের অনতিপ্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে সুখজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুখজাল [স] *বি* সুখের বিস্তার। 'সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুখটান *বি* আয়েসী টান। 'হুঁকোটাতে সুখটান মেরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সুখতন্দ্রা [স] *বি* সুখের নিদ্রার আবেশ। 'আঁধার-গহন নিবিড় নিশীথে ভাঙিয়ো না সুখতন্দ্রা।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'সংসারের সব দায়িত্ব সুখতন্দ্রায় লীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুখতরঙ্গ [স] *বি* সুখরূপ ঢেউ। 'ব্রহ্মপুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুখতরী [স] *বি* সুখরূপ তরী। 'জয়নাবের সুখতরী ডুবিবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সুখতরু [স] *বি* সুখরূপ তরু। 'তুমি নিয়ে যাও, সে সুখতরুর যত ফুল।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সুখতলা [স সুখ>] *বি* পায়ের আরামের জন্য জুতার ভিতরে নরম আরামদায়ক যে চামড়া থাকে। 'যার সুখতলা আকারে ও কাঠিন্যে তার কাছেও ঘেঁষতে পারে।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

সুখদ [স] ১ *বিণ* আরামদায়ক; সুখকর। 'সেখানকার বায়ু সুখদ।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* সুন্দর। 'এ কালেজ ঘর যে প্রকার সুখদ হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সুখদা [স] *বিণ স্ত্রী* সুখদানকারী। 'সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, সুখদা বরদা জননী।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সুখদায়ক [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'জীবনের জন্য সুখদায়ক হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'আরাম অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের প্রশংসা তাহাদের নিকট অধিক সুখদায়ক।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সুখদায়িনী [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দদায়ক; আনন্দের অনুভূতি উদ্রেক করে এমন। 'রজনী কি সুখদায়িনী!' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

সুখদিন [স] *বি* সুখের সময়। 'ওগো সুখদিন হায়/ যবে চলে যায়/ আর ফিরে আর আসে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুখদুঃখ [স] *বি* সুখ ও দুঃখ। 'আমার হিতাহিতচিন্তা ও সুখদুঃখ বিবেচনা নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সুখদুঃখবহুল [স] *বিণ* ভালোমন্দমিশ্রিত। 'সুখদুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সুখদুঃখভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দ ও বেদনার অংশীদার। 'আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুখদুঃখভার [স] *বি* সুখ ও দুঃখরাশি। 'বিশ বৎসরের তব সুখদুঃখভার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুখদুঃখোত্তীর্ণ [স] *বিণ* সুখ ও দুঃখের অনুভূতি অতিক্রম করে এমন। 'আনন্দিত না-বলে বলা উচিত সুখদুঃখোত্তীর্ণ প্রশান্তিতে আত্মস্থ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সুখদুখ [স সুখ-দুঃখ] *বি* সুখ ও দুঃখ। 'অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে মম সুখদুখ ভাঙিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুখ-ধরণী *বি* সুখের জগৎ। 'এ সুখ-ধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে, জান না হবে দিতে আপনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুখধাম [স] *বি* সুখের জগৎ। 'বুদ্ধিই এই ভূলোককে স্বর্গলোক সমান সুখধাম করিবারও মন্ত্রণা করিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুখনদী [স] *বি* সুখরূপ নদী। 'আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখনদীর

উপকূলে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১১।

সুখনিদ্রা [স] *বি* সুখের ঘুম। 'অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত সুখনিদ্রা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'সখা, আগুন লেগেছে ঘরে, আমি শুধু এনেছি সংবাদ। সুখনিদ্রা দিয়েছি ভাঙায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সুখনিমিত্ত [স] *ক্রিবিণ* সুখের প্রয়োজনে। 'সকল ইন্দ্রিয়কেই সুখনিমিত্ত আপন আপন কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুখনিশি [স সুখ-নিশা] *বি* সুখের রাত্রি। 'সুখনিশি অবসান, গেছে হাসি গেছে গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'সাধ না মিটিতে হল সুখনিশি ভোর।' *নজরুল*, ১৯২২।

সুখনীড় [স] *বি* সুখের বাসা। 'সুখনীড় মাঝে কেন হানিছ বিরহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'পাহাড়ের গায়ে গায়ে তাদের সুখনীড় বেঁধে আছে।' *বেগম*, ১৯৭৩।

সুখপরবশে [স সুখ+স পরবশ>] *ক্রিবিণ* সুখে মগ্ন হয়ে। 'তদভাবে দৈহিক সুখপরবশে ও একতার মর্ম্ম অনবগতে ... নিস্তেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুখপরিমল [স] *বি* সুখরূপ মধু। 'সুখপরিমল পান করে কাটায় প্রহর কতো।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সুখপাখি [স সুখপক্ষী] *বি* সুখরূপ পাখি। 'সুখপাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সুখপাঠ্য [স] *বিণ* সহজে পাঠযোগ্য; পাঠ করে সুখ লাভ হয় এমন। 'বিবিধ আমোদজনক কৌতুকজনক গল্পের বই, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বীরকাহিনী, সুখপাঠ্য বিজ্ঞান ইতহাস পড়িতে পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

সুখপ্রত্যাশী [স] *বিণ* সুখের আশা করে এমন। 'ভারত ইহকালের সুখপ্রত্যাশী নহেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সুখপ্রদ [স] *বিণ* আরামদায়ক। 'পথশ্রমক্লান্ত পথিকবৃন্দের চক্ষে অতি সুখপ্রদ বিশ্রামক্ষেত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুখপ্রিয়তা [স] *বি* ইন্দ্রিয়-সুখের আকাঙ্ক্ষা। 'চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবল।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সুখবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সুখী। 'আপনাদিগকে সুখবতী জ্ঞান করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সুখবন্ধন [স] *বি* সুখের বাঁধন। 'চিরজীবনের সুখবন্ধন/ সেই গৃহমাঝে টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুখবিকাশক [স] *বিণ* সুখের উদ্রেককারী। 'ফিউডাল প্রজারা ... জগতে সুখবিকাশক সভ্যজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুখবিলাস [স] *বি* আনন্দ উপভোগ। 'নানা সুখবিলাসে ও সৎকর্ম্মেতে ও পরোপকারেতে এতাবৎ কাল ক্ষেপণ।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

সুখবিলাসিনী [স] *বি* সুখভোগে রত নারী। 'শোনো ওগো সুখবিলাসিনী, কতদিন এখানে আসিনি।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

সুখবিহার [স] *বি* সুখময় বিচরণ। 'কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ ... কালিন্দীতীরবর্তী সুখবিহারের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুখবেদনা [স] *বি* অতিরিক্ত সুখের প্রভাবে সৃষ্ট বিরহবোধ। 'নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল/ সুখবেদনা মনে বাজিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সুখবোধ [স] *বি* সুখের অনুভব। 'আমার এমন সুখবোধ হইল যে, সে আর তুমি কি বুঝিবে!' *প্রভাত*, ১৮৯৬; 'সুখবোধ কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ক্রমে প্রসারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুখব্যাকুলতা [স] *বি* সুখমিশ্রিত ব্যাকুলতা। 'সুখ-ব্যাকুলতা কাহার চরণ-তলে দিব নিছনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুখভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুখী। 'সে স্ত্রী ইহকালে ও পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুখভোগ [স] **১** *বি* সুখ উপভোগ। 'সুকৃতি পুরুষ জিএ সুখভোগ হেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সুখে থাকা। 'সুখভোগ না ছিল কপালে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুখভোগলালসা [স] *বি* সুখভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা। 'জমিদারেরা এত সুবিধা সম্ভোগ করিয়াও আলস্য, সুখভোগলালসা ... যত্ন কিছুই করেন নাই।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

সুখভোগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুখ ভোগকারী। 'আমাকে সুখভোগিনী বলে বোধ হয় না?' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সুখভোগ্য [স] *বিণ* মজাদার। 'সুখভোগ্য খাদ্যপেয়ের সুগন্ধবাহী ধোঁয়া।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুখমনে *ক্রিবিণ* আনন্দিত মনে। 'নানাবিধ উপহার ভুঞ্জে সুখমনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুখময় [স] **১** *বিণ* সুখকর। 'অদ্যকার সুখময় সময় অতিশয় পবিত্র ও পরম প্রার্থনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* আনন্দপূর্ণ। 'ইঁহারা ছায়াপথেরও ওপারে কোনো সুখময় ভবনে বাস করেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **৩** *বিণ* তৃপ্তিদায়ক। 'একটী সুখময় ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হয়।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

সুখময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সর্বদা সুখী। 'তুমি সুখময়ী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সুখমেলা [স] *বি* সুখের সমাহার। 'হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুখযৌবন [স] *বি* আনন্দময় যৌবন। 'শেষে দেখিব – পড়িব সুখযৌবন/ ফুলের মতন খসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুখরজনী [স] *বি* সুখের রাত। 'বল গো সজনী, এ সুখরজনী, কোনখানে উদিয়াছে, বনমাঝে কি মনমাঝে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'অঞ্চল ছায়া সুখরজনী সম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সুখরতি [স] *বি* সুখকর মিলন। 'যা লঞা সুখরতি ভুঁজয়ে মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুখরত্ন [স] *বি* সুখরূপ রত্ন। 'তিনি আমাদের মনোরূপ রত্নখনিতে ... সুখরত্ন নিহিত রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুখরস [স] *বি* সুখরূপ রস। 'প্রেম হৈতে পাই কৃষ্ণসেবা-সুখরস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুখরাতি [স সুখরাত্রি] *বি* সুখের রাত্রি। 'যবে কুসুমশয়নে নয়নে নয়নে কেটেছিল সুখরাতি রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুখলোক [স] *বি* স্বর্গ। 'আতিথ্যের অপরাধ রবে না স্মরণে/ ফিরে গিয়ে সুখলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুখলোভাতুর [স] *বিণ* সুখের জন্য লোলুপ। 'সুখলোভাতুর আশায় দিয়েছে আগুন জ্বালিয়ে।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

সুখশয্যা [স] *বি* আরামদায়ক বিছানা। 'যাহারা মাতৃভূমির আহ্বানে মুহূর্তকালের মধ্যেই ধনজনযৌবনের সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'ঘরে তিন পুরুষের পালঙ্কে প্রশস্ত

সুখশয্যা।' *মানিক*, ১৯৪০।

সুখশয়নাগার [স] *বি* সুখদায়ক শয্যা। 'ভারতবর্ষের সুখশয়নাগারে হঠাৎ সেই পোলিটিকাল জুজুর আবির্ভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুখশান্তি [স] *বি* আনন্দ ও শান্তি। 'মহাসুখে সুখ দুঃখ কিছু নাহি মানি করো সবে সুখশান্তি দান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুখশান্তিকামী [স] *বিণ* সুখ ও শান্তি কামনা করে এমন। 'জাগতিক সুখশান্তিকামী ... বলিয়া উপলব্ধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুখশান্তিময় [স] *বিণ* সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ। 'আরবের বহু স্থানেই এসলামের জয় বিঘোষিত সুখশান্তিময় বায়ু সুপ্রবাহিত।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সুখশান্তিহীন [স] *বিণ* আরাম-আয়েশহীন। 'কাটালেম কত শত দিন/ ম্রিয়মাণ সুখশান্তিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সুখশূন্য [স] *বিণ* আয়েশহীন। 'ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মহত্ত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সুখশ্রান্ত [স] *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'জ্যোৎস্না সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুখশ্রাব্য [স] *বিণ* শোনা আনন্দদায়ক এমন। 'সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সুখসন্ধ্যা [স] *বি* আনন্দময় সন্ধ্যা। 'বসি গিয়া বাতায়নে, সুখসন্ধ্যাসমীরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুখসভ্যতা [স] *বি* উন্নত সভ্যতা। 'শ্রীভ্রষ্ট দুর্ভাগ্য হিন্দুদিগের সুখসভ্যতা লাভের ... প্রতিবন্ধক আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুখসমৃদ্ধি [স] *বি* সুখ ও উন্নতি। 'স্বজাতীয়দিগের ক্রমশঃ সুখসমৃদ্ধি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সুখসম্ভোগ [স] *বি* সুখ আস্বাদন। 'যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া সুখসম্ভোগ করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

সুখসম্ভোগোপযোগী [স] *বিণ* আনন্দ উপভোগের উপযোগী। 'তাহাদের বহুতর সুখসম্ভোগোপযোগী দ্রব্য আবশ্যক হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সুখসম্মিলন [স] *বি* আনন্দময় মিলন। 'খোদাতায়ালার সহিত সুখসম্মিলন।' *ফজলল*, ১৯১৩।

সুখসাগর [স] *বি* সুখরূপ সাগর। 'তা দেখিলে তুচ্ছ হবে এ সুখসাগর।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সুখসাথি [স সুখ+স সহিত>] *বি* সুখের সময়কার বন্ধু। 'যতেক সুখসাথি এখনি যাবে যার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সুখ-সাধ [স] *বি* সুখের বাসনা। 'পুড়ে ছাই হয়ে গেছে যার সুখ-সাধ।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সুখ-সাধক [স] *বিণ* সুখ বয়ে আনে এমন। 'তাহারদের ঐহিক পারত্রিক সুখ-সাধক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হউক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সুখসাধন [স] *বিণ* সুখ আনয়নকারী। 'ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সুখসিন্ধু [স] *বি* সুখের সাগর। 'সভে সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে ভক্তবৃন্দ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুখসুপ্ত [স] **১** *বিণ* আনন্দময়। 'সুখসুপ্ত সরসী-নীরে এসো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'সুখসুপ্ত মুখখানি তব দেখে পুন প্রাণ পাই প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সুখ-সুবিধা [স] *বি* আরাম ও আনুকূল্য। 'নবপ্রতিষ্ঠিত রাজত্বের সুখ-সুবিধার স্বর্ণ-তোরণ উদ্‌ঘাটিত হইবে।' *সওগাত*, ১৯২৭।

সুখসেবা [স] *বি* সুখভোগ। 'আপনাপন সুখসেবা ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ... করিয়া থাকেন।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

সুখসেব্য [স] **১** *বিণ* উপভোগ্য। 'মুসলমানেরা রমণীকে সুখসেব্য দ্রব্যমধ্যে গণ্য করেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* সেবন করে সুখ পাওয়া যায় এমন। 'মে ও জুন মাসে বায়ু অতি সুখসেব্য।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সুখসৌভাগ্য [স] *বি* সুখ ও সৌভাগ্য। 'অন্যের সুখ-সৌভাগ্যদর্শনে মনে কষ্টবোধের নামান্তরই মাৎসর্য্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুখস্নিগ্ধ [স] *বিণ* আনন্দদায়ক। 'এই সুখস্নিগ্ধ হাসির মধ্যে ... অপরাধের স্মৃতিচিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

সুখস্পর্শ [স] *বিণ* স্পর্শ করলে আরাম বোধ হয় এমন; আরামদায়ক। 'এক বলদ আছে তাহার শরীর অতিশয় সুখস্পর্শ।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সুখস্বচ্ছন্দতা [স] *বি* আরাম-আয়েশ। 'জীবিকানির্বাহ ও সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুখস্বচ্ছন্দে [স] *ক্রিবিণ* আরাম ও আয়েশের সঙ্গে। 'স্ব স্ব কার্যে রত থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুখস্বপন [স সুখস্বপ্ন] *বি* সুখের স্বপ্ন। 'দুখানি অলস আঁখিপাতা, মাঝে সুখস্বপন-আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুখস্বপ্ন [স] *বি* সুখের স্বপ্ন। 'আমার সুখস্বপ্ন তুল্য।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'পুরুষকে স্বর্গীয় দেবতা ভাবিয়া সর্বদা প্রণয় ও সুখস্বপ্নের চিন্তা করে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'কত সুখ আশা আসিবে যাইবে হায়, সুখ-স্বপ্নের প্রায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুখস্বর্গ [স] *বি* স্বর্গীয় সুখ। 'সুখস্বর্গ মাঝে কেন আনিছ বহিয়া হাহাধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'এত বেশি সুখস্বর্গ পাব যে তা যেন ধারণাও করতে পারা যায় না।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুখস্বাচ্ছন্দ্য [স] *বি* আরাম-আয়েশ। 'শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য-শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'নাতবৌ-এর সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নতুন ঢং।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সুখস্বাস্থ্যসম্পদ [স] *বি* সুখ, স্বাস্থ্য এবং সম্পদ। 'তোমরা সুখস্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুখস্মৃতি [স] *বি* বিগত দিনের যেসব কথা মনে পড়লে মন পুলকিত হয়। 'আঁখি হাসি-ঢালা, মন সুখস্মৃতি-সমাকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'সেই প্রীতি সেই রাঙা সুখ-স্মৃতি স্মরি।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সুখহীন [স] *বিণ* নিরানন্দ। 'ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ভ্রমিছ দীনপ্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সুখাকর [স] *বিণ* সুখদায়ক; আনন্দদায়ক। 'দোষাকর নিশাকর লোকে কহে সুখাকর।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সুখাতুর [স] *বিণ* সুখের জন্যে আকুল। 'ধর সুর সুমধুর/ গাও, গীত-সুখাতুর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

সুখানুভব [স] *বি* সুখ অনুভব; আনন্দ উপভোগ। 'দরিদ্র-ব্যক্তি প্রচুর ধন প্রলাভে যে প্রকার সুখানুভব ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

সুখানুভূতি [স] *বি* সুখকর অনুভূতি। 'শত্রুকে শাস্তি দেওয়ার সুখানুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

সুখান্বিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'আহরিয়া কতমত, সবে হয়ে সুখান্বিত, নানামত লাগিল খাইতে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

সুখাবহ [স] ১ *বিণ* সুখমিশ্রিত। 'কৌতুকও সেইজাতীয় সুখাবহ দুঃখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ২ *বিণ* সুখকর। 'বর্তমানের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ বা সুখাবহ না হওয়াই সম্ভব।' *সওগাত*, ১৯৪৪।

সুখাবিষ্ট [স] *বিণ* শুনলে আবেশ জাগে এমন; শ্রুতিসুখকর। 'পংক্তির মোলায়েম সুখাবিষ্ট ধ্বনিবিস্তারের পর হঠাৎ যখন শুনি ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সুখাবেশ [স] *বি* সুখ-বিহ্বলতা। 'সুখাবেশে অবশ হইয়া অতিগোপনে কোন বিরল স্থানে অশেষ বিশেষ যতনে নবীন যোগির যোগাসনে যোগসাধন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সুখাভিলাষ [স] *বি* সুখলাভের ইচ্ছা। 'সুখাভিলাষে মত্ত কুরঙ্গের মত যৌবনতরঙ্গে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সুখার্থে [স] *ক্রিবিণ* সুখের জন্য। 'মিথ্যা সুখার্থে অনর্থহেতু দ্যুতক্রিয়াকরণে পুরুষবৃথায়ুঃ ক্ষেপণ করে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুখালস [স] *বিণ* সুখে অলস। 'এসো মিলন-সুখালস নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

সুখালোচনা [স] *বি* আনন্দদায়ক কথোপকথন। 'সুখালোচনাকে সুদীর্ঘ করিয়া টানিয়া লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুখাশয় [স] *বি* সুখ রূপ স্থান। 'অলৌকিক সুখাশয়ে এইরূপ সঞ্চরণ করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুখাশা [স] *বি* সুখের আশা। 'সেই ভাবি সুখাশা সন্তানগণের হইবাতে সমাজের অনিষ্ট করিতেছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সুখাশ্রম [স] *বি* সুখের ঠিকানা। 'মৃত্যুই পরম বন্ধু সুখাশ্রম ধাম।' *বামাবোধিনী*, ১৮৮২।

সুখাসন [স] *বি* আরামদায়ক আসনবিশেষ। 'রূপোর সুখাসনে বর।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুখাসীনা [স] *বিণ স্ত্রী* আরামে উপবিষ্ট। 'যমুনাতীরের গবাক্ষে সুখাসীনা ষোড়শী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সুখাস্বাদ [স] *বি* পরিতৃপ্তিকর স্বাদ। 'সঙ্গীবিহীন দুর্জয় এই পরিভ্রমণ/ রক্তনেশায় এনেছে কেবলই সুখাস্বাদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সুখাস্বাদন [স] ১ *বি* আনন্দ উপভোগ। 'ভোগবিলাসী ব্যক্তিরা তদনুরূপ সুখাস্বাদনে সমর্থ নহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* তৃপ্তিকর অনুভূতি। 'রসভেদের কবিতা পাঠে ততোধিক সুখাস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

সুখিত [স] *বিণ* সুখী। 'সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক; সুখী অহিংসিত হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সুখিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সন্তুষ্ট। 'এ অধিনী সুখিনী কেবল তব পাশে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুখী [স] ১ *বিণ* খুশি। 'মুরারিগুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সুখ ভোগকারী। 'কুলের বউহারী সুখী দুঃখী অকিঞ্চন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* নরম। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বিণ* তৃপ্ত। 'নির্ধন ব্যক্তি শাকান্ন আহার দ্বারা তদপেক্ষা অল্প সুখী হয়েন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪; 'খাদ্যসুখে সুখী হয়ে বাদ্য করে মুখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'সুখী হৃদয়ের সুখের গান শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বিণ* সন্তুষ্ট। 'কবিতা গান দ্বারা এ প্রদেশস্থ লোকেরদিগকে অতিশয় সুখী করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৬ *বিণ* আনন্দিত। 'ওগো সুখী প্রাণ, তোমাদের এই ভব-উৎসব-ঘরে, অচেনা অজানা পাগল অতিথি, এসেছিল ক্ষণতরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৭ *বিণ* প্রসন্ন। 'মেজাজ কিছু সুখী ও শৌখিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সুখী করন *বি* সুখী করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সুখীতর [স] *বিণ* অধিক সুখী। 'তার হতে সুখীতর অন্য কোন জন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সুখেচ্ছা [স] *বি* সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা। 'কেহবা সুখেচ্ছায় নির্ভর করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সুখে থাকলে ভূতে কিলায়/ কিলোয় – সুখের মর্যাদা না বুঝে স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করা। 'তোমার দেখছি – সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১; 'কিন্তু সুখে থাকলে আবার ভূতে কিলায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

সুখের দিন *বি* সুসময়। 'আহা কী সুখের দিন, দোঁহে যবে এক সাথে, বেড়াতেম হাতে হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮; 'সুখের দিনের বন্ধুরা গেল দূরে।' *আহসান*, ১৯৫০।

সুখের পায়রা *বি* সুসময়ের বন্ধু। 'তাঁরা দু-দশটি সুখের পায়রা, ননীর পুতুল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সুখের বাদশা *বিণ* চরম সুখী। 'বাড়িতে গেলে আমার বউও আমাকে সুখের বাদশা বানিয়ে দেয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুখোচ্ছ্বাস [স] *বি* সুখ ও উচ্ছ্বাস। 'অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুখোদয় [স] *বি* আনন্দের উদ্রেক। 'জল-তুলসী সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যাহার যাহাতে রুচি, সেই দ্রব্য তারে শুচি, তার তাতে হয় সুখোদয়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুখোদিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সুখদায়ক। 'সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে সর্ব্বোপরি সুখোদিতা যে এক কবিতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সুখোল্লাস [স] *বিণ* পরম আনন্দিত। 'আচার্যরত্ন শ্রীবাস হৈল মনে সুখোল্লাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুখনা রুটি [স শুষ্ক>+রুটি] *বি* বিস্কুট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুখবর [স সু+আ খবর] *বি* শুভ সংবাদ। 'আজ রাজাকে সুখবর দিয়েছি।' *অবন*, ১৮৯৬; 'খবরটি সুখবর নয় – শোনবামাত্র তোমাকে শাল-দোশালা বকশিশ দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সুখর [স সুধার] *বিণ* অত্যন্ত ধারালো। 'সুখর খড়্গ মনুজ মুণ্ড।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুখা[১], **সুখানো** [স শুষ্ক>] *ক্রি* শুকানো। **সুখাঅল** *ক্রি* শুকিয়ে গেলো। 'রক্ত বস্ত্র পরিধান সুখাঅল তনু।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **সুখাইবেক** *ক্রি* শুকাবে। *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **সুখাইল** *ক্রি* মলিন হলো। 'তৃষ্ণাএ আকুল তনু সুখাইল মুক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সুখাইলে** *ক্রি* শুকনা হলে। 'আমি সুখাইলে তোমার কিবা হব হিত।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুখাঈ** *ক্রি* শুকায়। 'তৈঁ নহি কমল সুখাঈ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সুখাএ** *ক্রি* শুকিয়ে। 'মূর জএগ্রো মূঢ়হি ... অপদহি গেল সুখাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সুখাল্য** *ক্রি* শুকালো। 'তৃষ্ণায় সুখাল্য গলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুখা[২] [স শুষ্ক] *বিণ* শুকানো। 'আমরা মরি না, সুখা মাটি শুধু তাকায় শংকাকুল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সুখাদ্য [স] *বি* উন্নত মানের খাবার। 'ভৃত্যগণেরা নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন মদ্য মাংস প্রভৃতি আনিয়া প্রস্তুত করিলেক।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুখান [স শুষ্ক] *বিণ* শুষ্ক; মরা। 'মঞ্জরে সুখান কাঠে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুখানা [স শুষ্ক] *বিণ* শুকনা। 'সুখানা চালাতে বস্যা কলবলায়ে কাউ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুখুনা [স শুষ্ক] *বিণ* শুকানো। 'সুখুনা কাষ্ঠেত জেন অগ্নির সমে খেলা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুখানি [আ সুক্কানী] *বি* নৌকা বা জাহাজে হাল ধরে যে ব্যক্তি। 'দু'হাতে ধরে কত শক্তি, বোঝে না সুখানি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

সুখ্যাত [স] *বিণ* সুনাম অর্জনকারী। 'তদবধি সে অধিক সুখ্যাত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সুখ্যাতি [স] *বি* সুনাম; যশ। 'এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার/ চিড়া-দধি-মহোৎসব সুখ্যাতি যাহার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পঞ্চম গৌড়েতে জার পরম সুখ্যাতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুখ্যাতি করা *ক্রি* প্রশংসা করা। 'এ গ্রন্থখানিকে কোনোমতেই সুখ্যাতি করিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সুখ্যাতিপত্র [স] *বি* সংবর্ধনাপত্র। 'বিদায় ও সুখ্যাতিপত্র বিবেচনা করিতে কলিকাতাবাসি বাঙ্গালি ভাগ্যবান একত্র হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুখ্যাতি-প্রয়াসী *বিণ* সুখ্যাতি চায় এমন। 'উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচারিত হইলে সুখ্যাতি-প্রয়াসী নিমন্ত্রক দেখিবেন ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুখ্যাতিমান [স] *বিণ* সুনামের অধিকারী। *দর্পণ*, ১৮২২।

সুগঠন [স] ১ *বিণ* সুন্দর গঠনসম্পন্ন। 'অতি সুগঠন তৈলে বিচক্ষণ।' *কেতকা*, ১৬৫০। ২ *বিণ* সুন্দরভাবে নির্মিত। 'সে স্থূলে বড় সুগঠন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বিণ* স্বাস্থ্যবান। 'ইন্দ্রল অতি সুশ্রী সুগঠন পুরুষ।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সুগঠনা [স] *বিণ স্ত্রী* উত্তম গঠনসম্পন্ন। 'সর্ব্ব অঙ্গ সুগঠনা তুলনাবর্জ্জিতা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬; 'নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব দেহ, অতীব সুগঠনা, কেশ-সম্পদে সমৃদ্ধা।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সুগঠিত [স] ১ *বিণ* উত্তম গঠনসম্পন্ন। 'একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'এই সুললিত সুগঠিত নবনীকোমল সৌন্দর্যের যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলি কি করিয়াছ পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'একটা সুসংগত এবং সুগঠিত মত খাড়া করিতে পারি, তবে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'অংশগুলির মধ্যে সুগঠিত ঐক্য ...' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৪ *বিণ* বলিষ্ঠ। 'সুগঠিত মাংসপেশী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুগঠিতদেহ [স] *বিণ* উত্তম গঠনের দেহধারী। 'পুরুষকে বলবান প্রিয়দর্শন ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুগঠিতদেহা [স] *বিণ স্ত্রী* উত্তম গঠনের দেহবিশিষ্ট। 'প্রতি নারীকে রূপবতী স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহা হতে প্রেরণা দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুগতি [স] ১ *বিণ* সুফল। 'একনারী দুই পতি নাহিক সুগতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* ভালো অবস্থা। 'দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুগতিক [স] *বি* সুব্যবস্থা। 'কেবল একটা সুগতিক হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

সুগন্ধ [স] ১ *বিণ* মধুর গন্ধযুক্ত; সুবাসিত। 'সুগন্ধ শীতল বাইউ পুষ্প বরিষণ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সুবাস। 'তরু হোন্তে সুগন্ধ চৌদিবে আমোদিত।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* সৌন্দর্য। 'হৃদয়ের মধ্যে জ্যোৎস্নার সুগন্ধ, বাঁশির আলিঙ্গন, নিস্তব্ধতার সংগীত ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুগন্দি *বিণ* সুগন্ধবিশিষ্ট। 'সুগন্দি চন্দন দিব্যবস্ত্র পরিধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুগন্ধ-কিঙ্কিণী *বি* সুগন্ধরূপ কিঙ্কিণী। 'সেইক্ষণে তুমি একাকিনী দক্ষিণবায়ুর ছন্দে বাজায়েছ সুগন্ধ-কিঙ্কিণী বসন্তবন্দনা নৃত্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

সুগন্ধতর [স] *বিণ* অধিক সুবাসিত। 'অগুরু-পুষ্প-চন্দন পুড়ে হয় সুগন্ধতর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সুগন্ধবার্তা [স] *বি* সুরভি। 'বাতাস ইস্তাম্বুল-আতরের সুগন্ধবার্তা বহন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুগন্ধবাহী [স] *বিণ* মিষ্টি গন্ধ বহনকারী। 'সুখভোগ্য খাদ্যপেয়ের সুগন্ধবাহী ধোঁয়া।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সুগন্ধ-শ্বাস [স] *বি* সুবাসিত নিশ্বাস। 'তোমারি সুগন্ধ-শ্বাসে সকল চিত্ত ভরি –।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুগন্ধি, সুগন্ধী [স সুগন্ধ>] *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুগন্ধী ধূম আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুগন্ধেসরী [স সুগন্ধেশ্বরী] *বি* চন্দন। 'দেবদারু আগরু নবধব সুগন্ধেসরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুগভীর [স] ১ *বিণ* সর্বত্র ব্যাপ্ত। 'আমরাও সেইরূপ সুগভীর বায়ুরাশিতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* অতল। 'সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর, রত্নময়ী বসুধার বরে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* অত্যন্ত ঘন। 'চৌদিকে অটল স্তব্ধ সুগভীর রাত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন জ্যোতির্ময় তোমার আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বিণ* প্রগাঢ়। 'চিরজীবনের সুগভীর আনন্দ তাদের কল্পনার অতীত, ধারণার অগম্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৫ *বিণ* আনন্দঘন। 'এই শরতের সুগভীর দিনগুলি আর এমন অখণ্ডভাবে পাব না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বিণ* ঘনিষ্ঠ। 'কিন্তু তরবারি যদি অনিচ্ছুক অস্থিচর্মের মধ্যে সেইপ্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৭ *বিণ* শক্ত। 'সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৮ *বিণ* অতি গাঢ়। 'সুগভীর রং দিল এঁকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সুগভীর-ভাবে *ক্রিবিণ* অতিশয় গভীরভাবে। 'এই রকম সন্ধ্যার দৃশ্য আমার যে কী সুনিবিড় সুগভীর-ভাবে ভালো লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুগম [স] ১ *বিণ* সহজভেদ্য। 'আগম নিগম দুর্গম সুগম শ্রবণ নয়ন মনে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত। 'দেখিলেক যে তাহার রাজ্য যদ্যপি সদ্বিচার ও সুগম বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* সুপাঠ্য। 'কামরূপপীঠের যাত্রাবিষয় সুগম গ্রন্থ অদ্যপর্য্যন্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *বি* সুযোগ। 'দুঃখি লোকের ইঙ্গরেজী পড়ার বড়ই সুগম হইয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ৫ *বিণ* সহজে চলাফেরার উপযুক্ত। 'তাহাতেও সমুদ্রপোত সন্তারিত করিয়া সুগম পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুগমতা [স] *বি* বোধগম্যতা। 'অর্থসুগমতার অনুরোধে অতিরিক্ত কথাগুলি ব্র্যাকেটের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুগমার্থ [স] *বি* সহজ অর্থ। 'মুগ্ধবোধের সুগমার্থ প্রকাশক।' *দর্পণ*,

১৮৩৮।

সুগম্ভীর [স] ১ *বিণ* ধীর ও স্থির। 'পাত্রগণ চলে কাল নরকেতু রণমাল সুগম্ভীর বীর পুরন্দর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অত্যন্ত গম্ভীর। 'ঝর ঝর মর মর উঠিতেছে সুগম্ভীর গাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* খুবই আন্তরিক ও গুরুত্বপূর্ণ। 'এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা অম্বুনিধি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুগম্য [স] *বিণ* সহজে চলাফেরার উপযুক্ত। 'প্রজার নিকটে টাকা লইয়া দুর্গম্য পথসকল সুগম্য করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

সুগায়ক [স] ১ *বি* দক্ষ গায়েন। 'সুগায়ক সুবাদক হইতে গেলে বহু পরিশ্রম করিতে হয়।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। ২ *বিণ* ভালো গান করে এমন। 'আমরা সুরসিক সুগায়ক রূপচাঁদপক্ষীর নিন্দা করবার জন্য ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সুগায়িকা [স] *বি স্ত্রী* ভালো গান করে যে। 'একজন সুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সুগার [ই] *বি* চিনি। 'বিলাতি সুগার হতে পাব নিস্তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুগুণ [স] *বি* উত্তম গুণ। 'সতত থাকে রে সুগুণ কুদেহে ভাব বিধির বিধানে!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুগৃহিণী [স] *বি* উত্তম গৃহিণী। 'সুগৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহের সম্মার্জনা করা।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'এই রীতে নারী হয় সুগৃহিণী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সুগোচর [স] *বিণ* ভালোভাবে অবগত। 'এতদ্দেশস্থ সমস্ত লোকের যাদৃশোপকার হইয়াছে তাহা সুগোচর করি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুগোচরার্থ [স] *ক্রিবিণ* ভালোভাবে জানার জন্য। 'রাজার সুগোচরার্থ আপনকার প্রশংসনীয় পত্রে প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সুগোপন [স] ১ *বিণ* খুব নিভৃত। 'জনম যার কামনা-লোকে মনের সুগোপন দেশে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* যত্নে লুকায়িত। 'অপ্রকাশ সুগোপন বেদনার মতো।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সুগোল [স] ১ *বিণ* নিখুঁত বৃত্তের মতো। 'সুগোল টিপ কেটেচ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বিণ* সুন্দর গোলাকার। 'সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখচ্ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *বিণ* প্রায় গোল। 'দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সুগোল, গুম্ফবিশিষ্ট কোন দৈত্য নয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সুগৌর [স] *বিণ* অতিশয় ফরসা। 'মেয়ের সুগৌর ছোট কপালে ঘামের বিন্দু।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯; 'সুগৌর সুন্দর চেহারা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সুগ্রহ [স] *বি* আনুকূল্য; সৌভাগ্য। 'পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো সুগ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুগ্রাহ্য [স] *বিণ* ভালোভাবে বিবেচ্য। 'ঐ দরখাস্ত যে তথায় সুগ্রাহ্য হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সুঘট্ট [স সুঘটিত] *বি* আতসবাজি। 'সুঘট্ট ভয়ঙ্করি সঘনে ছুছুন্দরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুঘরাই *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'সুঘরাই – কাফি ঠাটের রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সুঘ্রাণ [স] *বি* সুগন্ধ। 'নাসা কহে পদ্মিনী সে তরঙ্গ-সুঘ্রাণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুঙ *বি* চীনের প্রাচীন যুগবিশেষ। 'চীনে সুঙ যুগে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুঙ্গা[1] [স সু+অঙ্গ] *বি* সঙ্গ। 'বাটত মিলিল মহাসুখ সুঙ্গা।' *চর্যা ৮*, ১২০০।

সুঙ্গা[2] [স শিঙ্ঘ্>] *ক্রি* শোঁকা। 'পুষ্প সুঙ্গিয়া চাহে বিষের গন্ধ পায় তাতে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুচ [স সূচি] *বি* সেলাই করার সূক্ষ্ম ধাতুনির্মিত শলা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সুচ ফুটানো *ক্রি* খোঁচা দেওয়া। 'সে-চাওয়ার গায়ে কী যে সুচ ফুটাচ্ছে থেকে-থেকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

সুচক [স সূচক] *বিণ* সূক্ষ্মাগ্র। 'সুচক রুচক কুচের বাটুল তাতা পড়ি গেল দিঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুচতুর [স] ১ *বিণ* সুনিপুণ। 'তোহ্মা বিনে কেবা পারে হইতে সুচতুর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* খুব চালাক। 'আপনি সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ এবং সমরকুশল বীরাগ্রণী সেনানী।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সুচতুরা [স] *বিণ স্ত্রী* অতিশয় চালাক। 'সুচতুরা দূতী এক আনে তত্ত্ব কৈরে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সুচন্দন [স] *বি* সুগন্ধী চন্দনের গাছ। 'তোমার পরশে সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুচরিত [স] *বিণ* ভালো চরিত্রের অধিকারী। 'এবেঁ সুচরিত ভৈল সুন্দর কাহ্নাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুচরিতা [স] *বি স্ত্রী* সৎস্বভাব। 'বলিলা সংসারে নাহি হেন সুচরিতা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুচরিতান্বিত [স] *বিণ* উন্নত চরিত্রের। 'মনুষ্যের প্রথমে সুস্বভাব ও সুচরিতান্বিত হওয়া আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুচরিত্র [স] *বি* উত্তম স্বভাব। 'সিদ্ধেশ্বরের সুচরিত্র বলে যেতে পেয়েছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সুচরিত্রা [স] *বিণ* ভালো চরিত্রের অধিকারিণী। 'সুচরিত্রা বসুমতী জয়া বিজয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুচলো [স সূচি>] *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'চোখ দুটোকে ছোট্ট আর সুচলো করে ধরে বেড়ার ফুটোয়।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সুচাঁছে [স সুচ্ছন্দ] *ক্রিবিণ* মসৃণ করে। 'সুচাঁছে চাঁচিল ভার দুই মুঠী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুচারু [স] ১ *বিণ* অতি সুন্দর। 'গমন সুচারু হংস খঞ্জন নিছনি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'পারস্য ও বঙ্গ অক্ষরেতে অতিসুচারু লিখিত কএক লিপি দর্শান গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বিণ* যথার্থ। 'আদালতের কর্ম্ম সুচারু বিচারমতে নির্ব্বাহ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *বিণ* অতি প্রশস্ত। 'পাপ সঞ্চারের সুচারু পথ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সুচারুরূপ [স] *ক্রিবিণ* নিয়মমাফিক। 'এক ভুমিতে পুনঃপুনঃ একরূপ শস্য বপন করিলে সুচারুরূপ শস্যোৎপত্তি হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুচারুরূপে [স] ১ *ক্রিবিণ* সুশৃঙ্খলভাবে। 'তাহা এই সভার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ২ *ক্রিবিণ* দক্ষতাসহকারে। 'সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে পারে।' *এসলাম*, ১৯১৯; 'উনোর প্রশস্তিগায়করা সেই টাইট-রোপ-ডানসিং কর্মটি দিল্লিতে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সুচারুহাসিনী *বি স্ত্রী* অতি সুন্দর করে হাসে যে। 'এসো সুচারুহাসিনী।' *নজরুল*, ১৯৩৪।

সুচিক্কন [স সু+ফা চিকিন] *বিণ* অতি মনোহর। 'রূপ সুচিক্কন।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সুচিকিৎসক [স] *বি* ভালো চিকিৎসক; অভিজ্ঞ ডাক্তার। 'নৃপনিকেতনের সুচিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর হালিডে সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুচিকিৎসা [স] *বি* রোগ নিরাময়ে ভালো চিকিৎসা। 'কুষ্ঠরোগের কোনো সুচিকিৎসা ছিল না।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সুচিক্কণ [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'তোমার সহধর্মিণী সুচিক্কণ শকটারোহণে পণ্যশালা হইতে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিবেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। **২** *বিণ* লাবণ্যময়। 'তাঁর শুভ্র সুগোল সুচিক্কণ গ্রীবাবক্ষবাহুর উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রদীপের অনিমেষ আলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তার সুচিক্কণ সোনালি চুল।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুচিত্রিত [স] *বিণ* নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কিত। 'দুই একটি চরিত্র সুচিত্রিত হইলেই তাহার প্রশংসা করা যায়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুচিন্তা [স] *বি* উত্তম ভাবনা। 'অলোকসামান্যভাবে সুচিন্তাকে অধিকার ক'রে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সুচিন্তিত [স] **১** *বিণ* সুপরিকল্পিত। 'এর অবলুপ্তির কারণ ছিল সুচিন্তিত বিরাট ধ্বংসকাণ্ড।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* যথাযথ বিচার-বিবেচনা করে করা হয়েছে এমন। 'একটি সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সুচিমুখি [স সূচিমুখী] *বি* এক জাতীয় সুন্দর হাঁস। 'সুচিমুখি নামে হংসি তথাই রহিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুচিয়ান *বিণ* দুরারোহ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুচির [স] **১** *বিণ* দীর্ঘ। 'দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* অতি দীর্ঘ। 'এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সুচিরকাল [স] **১** *বি* দীর্ঘকাল। 'পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *ক্রিবিণ* দীর্ঘ সময় ধরে। 'সুচিরকাল নিরীক্ষণ করিয়া 'অম্বা যেমন আজ্ঞা করিলেন তাহাই হইবে' বলিয়া দূতকে বিদায় করিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুচিরসঞ্চিত [স] *বিণ* দীর্ঘকালের সঞ্চিত। 'শিশিরসিঞ্চিত প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা, মোর সুচিরসঞ্চিত অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সুচুনি *দ্র* **সুজনি**

সুচেতনি [স সুচেতন] *বিণ স্ত্রী* সচেতন। 'রাহি সুচেতনি কাহু সেয়ান।' *শেখর*, ১৬০০।

সুচেষ্টিত [স] *বিণ* বিশেষভাবে প্রয়াসী। 'আপন পুত্রেরদিগকে শিক্ষা দেওনে সুচেষ্টিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সুচেহারা *বি* সুশৃঙ্খল অবস্থা। 'যে সমাজের সুচেহারা নেই তাকে সুসভ্য বলে মানা কঠিন।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

সুচোল *বিণ* সূক্ষ্মাগ্র। 'ঠোঁটের বা দিকের প্রান্তটা সুচোল দাঁতের তীক্ষ্ণাগ্রে চাপিয়া পায়চারী সুরু করিয়া দিলেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুচ্ছড়ে [স সুচ্ছন্দ] *ক্রিবিণ* স্বচ্ছন্দে। 'কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।' *চর্যা ১৪*, ১২০০।

সুছন্দ [স সুচ্ছন্দ] *ক্রিবিণ* সুন্দর ভঙ্গিতে। 'জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল ততহি বয়ন সুছন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুছাঁদ [স সুচ্ছন্দ] *বি* সুন্দরাকৃতি। 'মুগ্ধ হইল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ।' *ভারত*, ১৭৬০।

সুছান্দ [স সুচ্ছন্দ] *বিণ* সুন্দর। 'হিরা বিবি দেখিতে সুছান্দ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুজ [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।' *চর্যা ১৭*, ১২০০।

সুজন [স] **১** *বিণ* ভালো মানুষ। 'গুনিএগ্রা না গুন রাখে সুজন গুয়ালি।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* সৎব্যক্তি। 'ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুজনা [স সুজন>] *বি* সৎ লোক। 'তারে সে বলিবে ভাই চতুর সুজনা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুজনি, সুজনী [ফা সোজন] **১** *বি* নকশা-করা গালিচা; মোটা চাদর। 'সুজনি চাদর দিলা বসিতে বিবিগণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* ময়লামুক্ত রাখতে যে কাপড় দিয়ে বিছানা ঢেকে রাখা হয়। 'সুজনি দিয়ে বিছানাটা ঢেকে রাখলেও ত পারতে।' *জীবন*, ১৯৩২। **৩** *বি* বিছানার জন্য নকশা-করা মোটা চাদর। 'একটা বিরাট সুজনী পেতে রেখেছে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

সুচুনি [ফা সোজন] *বি* নকশা-করা আস্তরণ বিশেষ। 'গদির উপর সুচুনি পাতা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

সুজন্ম [স] *বিণ* সার্থক জন্ম। 'ধনপুত্র দুই যার সে বড় সুজন্ম।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুজলবতী [স] *বিণ* নির্মল জলের অধিকারী। 'আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুজলা [স] *বিণ স্ত্রী* পর্যাপ্ত জলপূর্ণ। 'তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই ... সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সুজাতি [স] *বিণ* উচ্চ বংশমর্যাদাসম্পন্ন। 'সুজাতি অজাতি হই আর কি করিবে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুজান [স সুজন] *বিণ* সজ্জন। 'ও নব নাগর রসিক সুজান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সুপণ্ডিত রসিক সুজান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুজি [হি সুজী] *বি* গমের ময়দা-জাতীয় চূর্ণবিশেষ। 'কেক নামে সুজিতে মেটাই করে নানা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সুজ্ঞাত [স] *বিণ* বিশেষভাবে অবগত। 'বঙ্গভূমিস্থ সকলেই সুজ্ঞাত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সুজ্ঞানী [স] *বিণ* অতি জ্ঞানী। 'বন্দি সমাহিতে সুজ্ঞানীর পা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুঝা [স শুধ্>] **১** *ক্রি* শোধ করা। 'জরমেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুন তাহার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* বোঝা। 'না সুঝিলা যথেক জননী সুঝাইল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* সহ্য করা। 'যে জন আপনা বুঝে পরদুখ তারে সুঝে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। **সুঝাইল** *ক্রি* বোঝালো। 'না সুঝিলা যথেক জননী সুঝাইল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সুঝায়িল** *ক্রি* পরিশোধ করলো। 'সুঝায়িল নিকুঞ্জতলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুঝি** *ক্রি* পরিশোধ করে। 'সুঝি যাহা মোর সব দানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুঝিতেঁ** *ক্রি* শোধ করতে। 'জরমেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুন তাহার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুঝিলা** *ক্রি* বুঝলো। 'না সুঝিলা যথেক জননী সুঝাইল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সুঝে** *ক্রি* সহ্য করে। 'যে জন আপনা বুঝে পরদুখ তারে সুঝে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

সুঝাল [স শুধ্>] *বি* ধার শোধ। 'ততেকেঁ সুঝাল গেল মোর মাহাদানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুট[১] [ই] *বি* সেট; প্রস্থ। 'এক সুট গিলটির গহনা চাহিয়া আনিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সুট[২] [ই] *বি* মামলা। 'একটু ভাল সুট হলে খালি পোষ্টপন নাও না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

সুট[৩] [ই] *বি* কোট-প্যান্ট টাইয়ের সমন্বয়ে পাশ্চাত্য পোশাক। 'সকলেই

ড্রেস সুট পরে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুট[4] করে *ক্রিবিণ* খুব দ্রুত। 'লাবণ্য সুট করে সরে এসেছে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

সুটকি, সুটকী **১** *বিণ* শুকনা; রোগা। 'এমন কী ... সুটকি হয়ে মর-মর হলেও না।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সুটকেশ [ই] *বি* কাপড়চোপড় রাখার ছোটো হালকা বাক্স বা পেটিকাবিশেষ। 'টিনের সুটকেশটা মধুসূদন বাক্সের উপর রেখেছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সুটকেস [ই] *বি* কাপড় রাখার ছোটো চামড়ার বাক্স। 'আমার সুটকেসে লেখা নাম পড়ে ফেলেছিস।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'এমন সময় সুটকেস হাতে এসে উপস্থিত চৌধুরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'আমার সুটকেসে তো দুখানার বেশি ধরবে না।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সুটান [স সুস্থান] *বিণ* সুঠাম। 'খঞ্জন গঞ্জন রামা গমন সুটান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুঠান [স সুস্থান] **১** *বিণ* সুগঠিত। 'দেখি স্থান সুঠান সুন্দর খড়দহ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* সুন্দর নির্মাণ। 'আগা পাছা সুঠান করি সাজাইল নাও।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুঠাম [স সুস্থান] *বিণ* সুগঠিত। 'চন্দনলেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সুবলন বাহুর সুঠাম।' *শেখর*, ১৬০০।

সুঠাম-তনু [সুস্থান+স তনু] *বিণ* সুগঠিত দেহধারী। 'মানসপটে পরিশ্রমপটু, সংসার-অভিজ্ঞ, সুঠাম-তনু দরিয়াবিবির কোন ছায়া ভাসিয়া উঠে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সুডোল **১** *বিণ* কানায় কানায় ভরপুর। 'দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি যৌবনপরিপূর্ণ পরিস্ফুট দেহের মতো একেবারে নিটোল এবং সুডোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বিণ* সুগঠিত। 'ফুলের প্রত্যেকটি পাপড়িকে কত যত্নে সুগোল সুডোল করিতে হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বিণ* সুন্দর গঠনবিশিষ্ট। 'জাহাঙ্গীরের অনাবৃত সুঠাম সুডোল বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিয়া রহিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সুডোলভাবে *ক্রিবিণ* স্বাচ্ছন্দ্যে। 'পাঁচ হাজার হলেই বেশ সুডোলভাবে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সুডৌল [স সু+হি ডৌল] **১** *বিণ* নিটোল। 'যে-সকল উপদেশ জীবনযাত্রায় সর্বদা ব্যবহার্য তাহাকে সরল লঘু এবং সুডৌল করিয়া গড়িতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* নিখুঁত। 'প্রশস্ত সুডৌল কপাল।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৩** *বিণ* সুন্দর আকারযুক্ত। 'দিঘির কালো জলে সুডৌল পাষাণ-নুড়ি যেমন।' *নজরুল*, ১৯৩০

সুড় সুড়[1] [ধ্বন্যা] **১** *বি* মাথা নিচু করে চুপচাপ স্থান পরিবর্তন। 'মাদুরির উপর গিয়া সুড় সুড় করিয়া শুইয়া পড়িলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *ক্রিবিণ* বিনীতভাবে। 'টাকা বা'র করে দাও সুড় সুড় চলে যাচ্ছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সুড়-সুড় ক'রে *ক্রিবিণ* বিনীতভাবে। 'তাঁর চিঠি যদি আনতে পার, ও সুড়-সুড় ক'রে রাজী হবে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুড় সুড়[2] *বি* মৃদু সুড়সুড়ির ভাব। 'সমস্ত শরীরের ভিতর যেন সুড় সুড় করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুড়সুড়ি [ধ্বন্যা] **১** *বি* কাতুকুতু। 'আরসুলোগুলো রাত্তিরে তার পায়ের তেলোয় সুড়সুড়ি দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। **২** *বি* মৃদু শিরশির ভাব। 'গায়ের উপর সুড়সুড়ি দেয় লম্বা পালক লয়ে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

সুড়কি [স শলাকীয়] *বি* সড়কি; এক ধরনের বল্লম। 'টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সুড়কিওয়ালা *বি* সড়কি বহনকারী। 'টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সুড়কী *বি* ইটের গুড়া। 'ইঁট, চুনা, সুড়কী, বালি, লোহার একটা বিরাট বিরাট স্তূপ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। দ্র **সুরকি**

সুড়ঙ্গ [স সুরঙ্গ] *বি* মাটির নীচের গর্ত বা পথ। 'সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

সুড়ঙ্গপথ *বি* মাটির নীচের পথ। 'লণ্ডননগরের পাদদেশপ্রবাহিতা টেম্‌স নদীর তলভূমি-মধ্যস্থিত সুড়ঙ্গপথ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুড়া [স শুণ্ড] *বি* শুড় বা গলা। 'গলায় বান্ধিয়া দিব কচ্ছপের সুড়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুড়ুৎ [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'সুড়ুৎ করিয়া সরিয়া পড়িল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুণত [স শূন্যতা] *বি* শূন্যতা। 'চিঅ কণ্ণহার সুণত-মাঙ্গে।' *চর্যা* ১৩, ১২০০।

সুণা [স শ্রু>] *ক্রি* শোনা। **সুণ** *বি* শোনো। 'আপণে সুণ ল বোল রাধা ল গোআলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুণন্তে** *ক্রি* শুনে। 'জাসু সুণন্তে তুট্টই ইন্দিআল।' *চর্যা* ৩০, ১২০০। **সুণহ** *ক্রি* শোনো। 'সুণহ সুন্দরী রাধা বচন আহ্মার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুণিআঁ** *ক্রি* শুনে। 'এ বোল সুণিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুণী** *ক্রি* শুনে। 'মোর মুখে সুণী মোহো গেলা দেবরাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুণে** *ক্রি* শুনছে। 'সুণে মৃগকুল বসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুত[1] [স] **১** *বি* পুত্র। 'নন্দসুত কাহ্নাঞিকে রুচে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* জাত। 'আমরাও নাহি অল্প মানুষের সুত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুতমিত্র [স] *বি* পুত্র ও হিতৈষী। 'সুতমিত্র সবের দুঃখ আমার মরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুতযুগ্ম [স] *বিণ* পুত্রদ্বয়। 'সমর্পিলা সুতযুগ্মে সবিনয় কয়্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুত[2] [স সূত্র] **১** *বি* জাল। 'মাকড়ের সুত।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* সুতা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'ঐ সময়ে টেকুয়া ও চরখায় সুত কাটিরা ... গুজরান করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। **৩** *বি* রাজমিস্ত্রিদের মাপ দেওয়ার সুতা। 'সে যখন ফুটগজ, কন্নিক আর সুত নিয়ে ছিকরেট টানতে টানতে কাজে যায়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুত ঠাণ্ডাই *বি* দই, ঘোল, চাঁপাকলা প্রভৃতি দিয়ে তৈরি শরীর শীতলকারী খাদ্যদ্রব্য। 'দর্শকরা ... বাড়িতে এসে সুত ঠাণ্ডাই, জোলাপ ও ডাকতারের যোগাড় দেখতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুতরঙ্গ [স] *বি* উত্তাল ঢেউ। 'কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুতরল [স] *বিণ* অতিশয় তরল। 'সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে/ শোভিল পুলকে – যেন নূতন গগনে!' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুতরাং [স] *অব্য* অতএব। 'সাহেবেরা অসম্মত হইলেন সুতরাং তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'সুতরাং অভীষ্টমত ব্যবহার করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সুতলি [স সূত্র] *বি* সরু রশি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুতস্থান [স শী>+স স্থান] *বি* শয্যা। 'শুভ ভৃগু শুভযোগ সুতস্থানে বসি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুতা[1] [স শয়ন] *ক্রি* শোয়া। **সুত** *ক্রি* শয়ন করো; শো। 'আজি রাতী সুত পিআঁ অইহনের ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতায়ল** *ক্রি* শোয়ালো। 'সব সখি মেলি সুতায়ল পাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সুতি** *ক্রি* শয়ন করতে। 'বিবি আয়েশার সনে সুতি একস্তরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **সুতিঅ** *ক্রি* শয়ন করে। 'সুসর্ম্মার মধ্যে আছে সুতিঅ তৃবলি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুতিআঁ** *ক্রি* শুয়ে। 'সুতিআঁ আছিলোঁ আহ্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতিব** *ক্রি* শয়ন করবো। 'কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতিয়া ১** *ক্রি* শুয়ে। 'আছএ সুতিয়া দেবি তেজি অর্ঘপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* ঘুমিয়ে। 'সুতিয়া আছিনু ক্ষীরসাগর ভিতর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সুতিল** *ক্রি* শয়ন করলো। 'নব কিশলয় শয়নে সুতিল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতিলী** *ক্রি* শয়ন করলো। 'খণেএক কাহ্নের বুকত সুতিলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতিলুঁ** *ক্রি* শয়ন করলাম। 'কোলে নাহি সুতিলুঁ আমি সিসুকালে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুতিলোঁ** *ক্রি* শয়ন করলো। 'সুতিলোঁ কদমতলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতী** *ক্রি* শুয়ে। 'থাকিলোঁ মো কাহ্নকোলে সুতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতেলা** *ক্রি* শুলো। 'সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। **সুতেলি** *ক্রি* শুলাম। 'হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীড়েঁ।' *চর্যা* ১৮, ১২০০।

সুতা[2] [স] *বি* স্ত্রী মেয়ে; কন্যা। 'পালিহ আমার সুতা দেব চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুতাসুত [স] *বি* কন্যা এবং পুত্র। 'পিতা মাতা দারা সুতাসুতে রাখি।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

সুতা[3] [স সূত্র] **১** *বি* নানা ধরনের আঁশ দিয়ে তৈরি সূক্ষ্ম রশি। 'নাটাই মলিন সুতা অল্প দরে দিল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *বি* সুরের রেশ। 'কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাসি, গানের সুতা ছিঁড়ি পড়িল খসি অশ্রুমুকতার রাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুতা ছাড়া হওয়া *ক্রি* টেঁকে দেওয়া। 'সুতা ছাড়া হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সু-তাক [স সু-তর্ক>] *বি* সঠিক লক্ষ্য; যথাযথ কৌশল। 'মন্থনে সু-তাক না জানে যারা।' *লালন*, ১৮৯০।

সুতান [স] *বি* সুমধুর সুর। 'বাজত বাঁশি সুতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

সুতান চলা *ক্রি* অশ্বাদির দ্রুত গমন করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুতাপিত [স সুতপ্ত] *বিণ* তপ্ত। 'ক্ষণে বিষতুল্য কর সুতাপিত মহী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুতার[1] [স সু>] *বিণ* সুস্বাদু। 'রসনা পবিত্র করে সুধার সুতার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সুতার[2] *দ্র* সূতার

সুতারা [স] **১** *বিণ* তারাখচিত। 'নিশাভাগে দাসী তব সুতারা শর্বরী।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **২** *বি* উজ্জ্বল তারা। 'সুগন্ধ; সুরত্নে জ্যোৎস্না; সুতারা আকাশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুতার্কিক [স] *বি* তর্কে যে পটু। 'সুবিচারক এবং সুতার্কিক বটে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সুতাল [স] *বি* সুতান। 'ডম্বুর ডিভিমডিম শিঙ্গায় সুতাল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুতি, সুতী [স সূত্র] *বিণ* সুতার তৈরি। 'হররকম সুতি কাপড়।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সুতি কাপড় *বি* তুলার সুতা দিয়ে তৈরি কাপড়। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সুতীবস্ত্র [স সূত্র-বস্ত্র>] বি সুতায় তৈরি কাপড়। 'ভারতবর্ষ এবার ভেসে গেল ইংরেজি টুরিস্ট ও সুতীবস্ত্রে।' *সনৎ*, ১৯৭০।

সুতীমাল [স সূত্র+আ মাল] বি সুতার তৈরি পণ্য। 'বৃটিশ সুতীমাল উৎপাদনের পক্ষে মূল স্বার্থ।' *সনৎ*, ১৯৭০।

সুতিক্ত [স] *বিণ* অতি তিতা। 'টেনে নেয় মুছে দেয় আঁধারের সুতিক্ত মদিরা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

সুতিথি [স] *বি* শুভ তিথি। 'ষষ্ঠ মাসে শশিশুডে সুতিথিএ সাধ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুতীক্ষ্ণ [স] **১** *বিণ* খুব ধারালো। 'শমনের কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ণ অসি সর্বক্ষণ যে মস্তকোপরি রয়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **২** *বিণ* তীব্র তেজবিশিষ্ট। 'অদৃশ্যে আঁধারে বসি সুতীক্ষ্ণ কিরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **৩** *বিণ* প্রচণ্ড। 'সূচির মতো অতিসূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষার উদয় হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বিণ* অত্যন্ত প্রখর। 'খুবই সুচতুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার।' *অবন*, ১৯২৫।

সুতীর্থ [স সুতীর্থ] *বি* পুণ্যস্থান। 'কে না সুতীর্থে তপ কৈল ভাগ্যমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুতীব্র [স] **১** *বিণ* অতিকাতর। 'জানায়ে সুতীব তৃষ্ণা সুতীক্ষ্ণ করুণ স্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **১** *বিণ* প্রবল। 'জীবন সুতীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* প্রকট। 'এত সুতীব্র প্রভেদ!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বিণ* খর। 'ছোটো নদী, সুতীব্র স্রোত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৪** *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'চিলের সুতীব্র ধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৫** *বিণ* প্রখর। 'শুনিত সে মাথা করে নিচু, কিংবা যদি সুতীব্র চাহনি বিদ্যুৎবাহনী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **৬** *বিণ* কঠোর। 'জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা সুতীব্র অক্ষমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **৭** *বিণ* অত্যন্ত কড়া। 'করবে পান সুতীব্র মদিরা।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

সুতীব্রতা [স] *বি* কর্কশতা। 'বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুতুঙ্গ [স সুতুঙ্গ] *বিণ* অত্যন্ত উঁচু। 'সুতুঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ডরে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুতুরবান *বি* উটের চালক। 'সুতুরবানের বাঁশি শুনে উট উল্লাস-ভরে নাচে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সুতুরবাহিনী *বি* উষ্ট্রবাহিনী। 'খালেদ! তোমার সুতুরবাহিনী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সুতৃপ্ত [স] *বি* পরিতুষ্ট। 'ধ্রুবতারাদীপদীপ্ত সুতৃপ্ত নিভৃত অবসানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুতো [স সূত্র] *বি* সুতা; তন্ত্রী। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'আমার হাতে কড়ি-বাঁধা একগাছি লাল সুতো বেঁধে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সুতোকাটা ১ *বি* তুলো দিয়ে সুতো তৈরি করা। 'নিজের চরকায় নিজের সুতো কাটার স্বাধীনতা আমাদের আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **২** *বিণ* লাটাই থেকে ছিঁড়ে গেছে এমন। 'সুতোকাটা ঘুড়ির পেছনে ছোটে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুতোশোন [স সূত্র>] *বি* পিঠে বিঁধবার অস্ত্রবিশেষ। 'সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোন, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফুড়ে এক বারে মরিয়া হয়ে নাস্তে নাস্তে কালীঘাট থেকে আসতে লেগেচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুত্র [স সূত্র] *বি* সন্ধান। 'দ্বারিকা পাইয়া সুত্র অনেক জতনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুধী [স সেবতী] *বি* সেঁউতি জাতীয় পুষ্পবিশেষ। 'সুধী কনক কেতকী

পারলি দুলালী।' বড়ু, ১৪৫০।

সুদ[1] [ফা সূদ] *বি* ঋণের টাকার জন্যে নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান। 'যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া যাইবে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'আসল অপেক্ষা সুদ বাড়িয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

সুদ-আসল [ফা সূদ+আ আসল] *বি* ঋণ ও তার সুদ। 'ওমা সুদ-আসলে এ সংসারের বেড়েই চলে দেনা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সুদ কষা *ক্রি* সুদের হিসাব করা। 'তখন গোমস্তা সুদ কষিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সুদখোর [ফা] ১ *বি* সুদ যার জীবিকা অর্জনের উপায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সুদখোরের বাড়ীতে খাওয়া অথবা তাহাকে বাড়িতে দাওৎ করিয়া খাওয়ান।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। ২ *বিণ* সুদ গ্রহণ করে এমন। 'সে সুদখোর।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সুদগ্রাহী [ফা সূদ+স গ্রাহী] *বিণ* সুদখোর। 'আর যাঁহারা কিঞ্চিৎ সুদ গ্রাহী।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

সুদ বাজার [ফা] *বি* সুদের ব্যবসা। 'সুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সুদশুদ্ধ [ফা সূদ+স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* সুদসহ। 'একালের যাবতীয় দুর্ভোগের পাওনা পরকালের প্রচুরতর সুখভোগে সুদশুদ্ধ আদায় হয়ে যাবে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সুদসুদ্ধ [ফা সূদ+স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* সুদ-সমেত। 'তার পরে খোঁটা দিয়া সুদসুদ্ধ আদায় করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুদী, সুদি [ফা সূদ>] *বিণ* সুদ সংক্রান্ত। 'জমিদারলোক ওগয়রহ সুদি করজ পাবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬; 'তবু দেখ সুদী কারবার তেজারতি, চাষ – সবটাতেই আছে ওরা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সুদীকর্জ্জ [ফা সূদ+আ করজ] *বি* সুদের বিনিময়ে ধার গ্রহণ। 'মহাজনের নিকট সুদীকর্জ্জ গ্রহণ করে।' *এসলাম*, ১৯১৯।

সুদে আসলে [ফা সূদ>+আ আসল>] ১ *ক্রিবিণ* কমিশন ও মূলধন মিলিয়ে। 'ভালর জন্য বলছি, সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'প্রকৃতির খাতায় সুদে-আসলে হিসাব বাড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ২ *ক্রিবিণ* বাড়তি যত্নসহকারে। 'পূর্বকৃত অবহেলা সে সুদে আসলে শোধ দিতে উদ্যত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সুদের সুদ [ফা সূদ>] *বি* অনাদায়ী সুদের টাকার উপর সুদ; চক্রবৃদ্ধির সুদ। 'সুদের সুদ দুই আনার হিসাবে।' *সত্যার্ণব*, ১৮৫৫।

সুদের হার [ফা সূদ>] *বি* আসলের উপর সুদ দেওয়া মাত্রা। 'চক্রবৃদ্ধির উপরেও সুদের হার।' *হেদায়েত*, ১৯২৪।

সুদ[2] [স শুদ্ধ] *বিণ* শুদ্ধ। 'অর্চনা করে ও সুদ বসনকে বহন করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সুদক্ষ [স] ১ *বিণ* সুনিপুণ। 'সুদক্ষ শিল্পকারেরা ... কর্ম সাধনে ব্যস্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* পাকা। 'অবকাশ ও ছিদ্র পেলেই, সুদক্ষ নিন্দুক যেন বিশেষ কোনো কথা কয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯। ৩ *বিণ* সুপটু। 'আশা করি কোনো সুদক্ষ পরিহাসরসিক ব্যক্তি সেই গ্রন্থলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সুদক্ষিণ [স] *বিণ* অতি উদার। 'যে দান অনতিপূর্বে সুদক্ষিণ প্রেয়সীর কাছে পেয়েছি তপস্যাবলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সুদক্ষিণা [স] *বিণ স্ত্রী* উদার। 'তুমি স্নেহে সুদক্ষিণা বটে।' *শঙ্খ*, ১৯৬৯।

সুদতী [স সুদন্তী] *বি* যে নারীর দাঁত সুন্দর। 'সুদতী সুন্দর ভাষা সুধা সমতুল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুদরানো [স শুধ্>] *ক্রি* সংশোধিত হওয়া। 'অনেকে সুদরেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

সুদর্শন[1] [স] ১ *বিণ* দেখতে সুন্দর। 'দ্রাক্ষা সুদর্শন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* বিষ্ণুর চক্র। 'বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুদর্শনচক্র [স] *বি* দেবতা বিষ্ণুর চক্র। 'আমি যদি সুদর্শনচক্র পাই তা হলে ঐ দুষ্টা স্ত্রীকে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'এই বাহনটা যেন তীক্ষ্ণ সুদর্শনচক্রের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'এই সুদর্শন-চক্রে তোর/ অত্যাচারীর টুটল জোর রে ছুটল গুমোর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সুদর্শন[2] *বি* পোকাবিশেষ। 'কাঁচপোকা নয়, সুদর্শন পোকা।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সুদল [স] *বিণ* পূর্ণ প্রস্ফুটিত। 'ও তব ধবল মূর্তি সুদল কমলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুদশা [স] *বি* ভালো অবস্থা। 'সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুদিন [স] ১ *বি* শুভদিন। 'ষষ্ঠ মাসে সুদিনে শিশুকে অন্ন দিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বি* ভালো সময়। 'দুর্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে, ভাগ্যোদয় হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ৩ *বি* সমৃদ্ধি-কাল। 'ইংলন্ডের যখন সুদিন ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুদীক্ষিত [স] *বিণ* ভালোভাবে দীক্ষা লাভ করেছে এমন। 'নানা বলে বলীয়ান ও বাণিজ্যমন্ত্রে সুদীক্ষিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সুদীর্ঘ [স] ১ *বিণ* খুব লম্বা। 'সভা হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বহুক্ষণ স্থায়ী। 'সুবেশা বারাঙ্গনাগণ সঙ্গে মাদক মদে উন্মত্ত হইয়া সুদীর্ঘ চীৎকার ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'তিনি এমন সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে, শ্রোতাদের কিছুমাত্র ধৈর্য ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* বড়ো আকারের। 'কোন ব্যক্তি এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব রচনা করিয়া তাঁহাকে দেখিতে দিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'খড়ির স্বাক্ষরহীন সুদীর্ঘ জানালা সব।' *জীবন*, ১৯৩০। ৪ *বিণ* অনেকটা। 'সেই দশ বৎসরের কত সুদীর্ঘ অংশ তাকে জানি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুদীর্ঘকাল [স] *বি* অনেক কাল। 'বাগ্মীসভাসমূহ অভূতপূর্ব বিস্তৃতাসহকারে সুদীর্ঘকাল নিস্তব্ধ ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুদীর্ঘতম [স] *বিণ* খুব বেশি কাল স্থায়ী। 'সৃষ্টির ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়।' *জীবন*, ১৯৪২।

সুদু [স শুদ্ধ] ১ *ক্রিবিণ* কেবল। 'সুদু কি ব্যবস্থা বেরয়েছে, রাঁড়ের বের আবার আইন হয়েছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বিণ* শুধু। 'সুদু পড়া কি, – অনেকে সুদরেচেন।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

সুদুঃখিতা [স] *বিণ স্ত্রী* দুঃখিত হয়েছে এমন। 'সুদুঃখিতা রাণী/ ঝরে জল দুচক্ষেতে।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সুদুঃসহ [স] *বিণ* অত্যন্ত অসহনীয়। 'দুঃখ সুদুঃসহ আজ হতে, ধর্মরাজ লহো তুলি লহো, দেহো তুমি মোর শিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮' 'যেথাই দাহ সুদুঃসহ সেইখানে তার ভয়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সুদুর্গম [স] ১ *বিণ* প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এমন। 'অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* যেখানে যাওয়া খুব কষ্টসাধ্য। 'সুদুর্গম দূরদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুদুর্ভর [স] *বিণ* দুঃসহ। 'সুদুর্ভর কত দুঃখব্যথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুদুর্লভ [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত কঠিন। 'অধুনা জাতি রক্ষা পাওয়া সুদুর্লভ

হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ২ *বিণ* লাভ করা সুকঠিন এমন। 'আমাদের সুপবিত্র সংস্পর্শ, না আমাদের সুদুর্লভ আত্মীয়তা?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুদুর্লভা [স] *বিণ স্ত্রী* পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এমন। 'লভি যেন বাণী সুদুর্লভা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সুদুষ্কর [স] *বিণ* অত্যন্ত কঠিন। 'এক ব্যক্তিহইতেও সম্পন্ন হওয়া সুদুষ্কর।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সুদূর [স] ১ *বিণ* অনেক দূরবর্তী। 'সুদূরে দূর হউক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বিণ* বহু বিস্তৃত। 'সুদূর আশা ও বৃহৎ কল্পনা, অনাদর উপেক্ষা ও নিন্দার মধ্যেও তাহাকে অবিচল বল প্রদান করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বি* অনেক দূরের স্থান। 'সুদূরের সুগন্ধ ধারা বায়ু-ভরে পরানে আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৪ *বি* অসীম। 'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৫ *বিণ* বহু দূর। 'শুনি জাহাজের ডাক সুদূর বন্দরে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

সুদূরঅতল [স] *বিণ* অত্যন্ত গভীর। 'চোখের গভীরে সুদূরঅতল কাস্পিয়ানের টলটলে নীল কেঁদেছে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সুদূরচারী [স] *বি* সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে এসেছে যে। 'সেই মুসাফির সুদূরচারীর সুগভীর সুরে দরদী ডাকে?' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সুদূরতম [স] *বিণ* সবচেয়ে দূরের। 'আমাদের পদতলের তৃণাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরতম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'আমার এই নিকটতম মানুষটি আমার সবচেয়ে সুদূরতম।' *নজরুল*, ১৯২২।

সুদূরতর [স] *বিণ* আরও দূরবর্তী। 'আমার ভাবলক্ষী সুদূরতর নির্জনে গিয়ে লুকিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুদূরতা [স] ১ *বি* অতিশয় দূরত্বের ভাব। 'নির্লিপ্ত সুদূরতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বি* ধরা-ছোঁয়ার অতীত দূরত্ব। 'দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সুদূরত্ব [স] *বি* অতিশয় দূরত্বের ভাব। 'এমন একটা সুদূরত্ব প্রকাশ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সুদূরদর্শী [স] *বিণ* বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পায় এমন। 'সুদূরদর্শী মহাবীর আলেকজাণ্ডার যে বাণিজ্যবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুদূরপরাহত [স] ১ *বিণ* ঘটা প্রায় অসম্ভব এমন। 'বহু অংশী হইয়া এক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা সুদূরপরাহত।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বিণ* অতি দূরবর্তী। 'বাজনাটাকে শতছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রপথে আপন সূক্ষ্ম নাসিকা ও চঞ্চল কৌতূহল প্রবেশ করাইয়া দিবে – মাঝে হইতে সংগীতও ততই উত্তরোত্তর সুদূরপরাহত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* বহুদূরস্থ। 'বসন্ত আজ সুদূরপরাহত, হেমন্ত ওই দোদুল অন্ধকারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সুদূর-প্রসারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত ব্যাপক। 'তার বেদনা-করুণ প্রাণে, তার সুদূর-প্রসারিণী প্রজ্ঞার জগতে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সুদূরপ্রসারিত [স] *বিণ* বহু দূর বিস্তৃত। 'কী সুদূরপ্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সুদূরপ্রসারী [স] *বিণ* অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'সে কল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী।' *তারা*, ১৯৪২।

সুদূরবর্তী [স] *বিণ* অনেক দূরের। 'সুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সুদূরবিস্তীর্ণ [স] *বিণ* বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। 'ওপারের সুদূরবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা, মাঝখানে জলধারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'আপনাকে মিলিয়ে নেব শস্যশেষ প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সুদূরবিস্তৃত [স] *বিণ* বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। 'সুদূরবিস্তৃত মায়াময় মরীচিকারাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুদূরবিস্মৃত [স] *বিণ* অনেকাংশে ভুলে যাওয়া। 'এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্মৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুদূরসন্ধানী [স] *বিণ* ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি সন্ধান করে এমন। 'তাদের ফসল প'ড়ে, দৃষ্টি জ্বলে সুদূরসন্ধানী/ তাদের ক্ষেতের হাওয়া চুপিচুপি করে কানাকানি –।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সুদূরস্থ [স] *বিণ* অনেক দূরের। 'ব্রাহ্মণও সেইরূপ সুদূরস্থ, সেইরূপ নির্লিপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'চোখ স্পষ্টতর করে দেখছে সুদূরস্থ মহীয়ান ও নিকটস্থ কনীয়ানকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সুদূরস্থিত [স] *বিণ* অনেক দূরে অবস্থিত রয়েছে এমন। 'সুদূরস্থিত তারকার রাজ্যে উপস্থিত হইল।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

সুদূরিকা [স] *বি* দূরে থাকে যে। 'সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সুদৃঢ় [স] ১ *বিণ* অব্যর্থ। 'দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে আতিশয় মোহ মন হানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'প্রথমে সুদৃঢ় দেও পাছে ধন সুখ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* দক্ষ। 'হস্তী, অশ্ব রথারোহণেতে সুদৃঢ় হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বিণ* পাকাপোক্ত। 'কোন বিষয় বাদি প্রতিবাদি মুখেতে পুনঃপুন বিবেচিত হইলে তাহা সুদৃঢ় হয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সুদৃঢ়রূপে [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত মজবুতভাবে। 'সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুদৃশ্য [স] *বিণ* সুন্দর। 'নানাদিগে রাস্তা করাতে অতি সুদৃশ্য হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সুদৃষ্টান্ত [স] *বি* আদর্শ উদাহরণ। 'সুচরিতাকে সুদৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সুদৃষ্টিপাত [স] *বি* সুনজর প্রদান। 'মহাশয়েরা সুদৃষ্টিপাত করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সুদ্ধ [স শুদ্ধ] ১ *বিণ* বিশুদ্ধ। 'সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিঙ্কিনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* সহকারে। 'ওহে সূত্রধর পূর্ব্বের প্রীতি ভুলিয়া আমার অংশ সুদ্ধ চুরি করিয়া লইলা।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৩ *ক্রিবিণ* জুড়ে। 'সদালাপ বিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজ্য সুদ্ধ।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৪ *বিণ* নির্ভুল। 'সুদ্ধ বিদ্যা দান করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সুদ্ধতা [স শুদ্ধতা] *বি* শুদ্ধতা। 'সুদ্ধতা – অর্থাৎ পরস্ত্রীগমন না করা।' *প্যারী*, ১৮৬০।

সুদ্ধসিল [স শুদ্ধশীল] *বিণ* শুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন। 'সুদ্ধসিল সত্যবাদী সর্বজনে হিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুদ্ধা [স শুদ্ধ] ১ *বিণ* সহ; সমেত। 'সুদসুদ্ধা হুণ্ডির টাকা।' *ক্যালেন্ডার*, ১৭৮৬। ২ *ক্রিবিণ* সহকারে। 'রাজা ... রুমদেশের ছত্রপতির নিকট নানা জাতীয় সামগ্রী সুদ্ধা এক দূতকে পাঠাইলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। ৩ *ক্রিবিণ* সহযোগে। 'এক জন সুবোধ সয়দাগরকে ধন সুদ্ধা ... পাঠাইলেন।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

সুদ্ধাসয় [স শুদ্ধাশয়] *বিণ* পবিত্র। 'সভে সুদ্ধাসয় সভে সকল কর্ম্মঠ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুদ্দুর [স শূদ্র>] *বি* হিন্দু কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ ইত্যাদি অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক। 'হোক ব্রাহ্মণ, হোক শুদ্দুর, সেবা করে মরি পাড়াসুদ্দুর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সুদ্ধমাত্র [স শুদ্ধমাত্র] *বিণ* শুধু; কেবল। 'সুদ্ধমাত্র আমাদের দেশীমণ্ডলীর মধ্যে বদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুদ্ধি [স শুদ্ধি] **১** *বি* জ্ঞান। 'না বুঝ আপনা হিত বিপরীত সুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বি* নিশানা। 'অন্ধকার রজনী না পাএ পন্থ সুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুদ্রঢ় [স সুদৃঢ়] *বিণ* অত্যন্ত কঠিন। 'সুদ্রঢ় হইয়া চক্র তাহাতে রহাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুধ[১] [স শুদ্ধ] *বিণ* শুদ্ধ। 'বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

সুধ[২] [ফা সুদ] *বি* সুদ। *ওগাঁ*, ১৭৮২।

সুধন্য [স] **১** *বিণ* স্বনামধন্য। 'ভুবনবিখ্যাত নাম সুধন্য নদীয়া গ্রাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অতি প্রশংসনীয়। 'সুধন্য কৌসলকালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুধবল [স] *বিণ* অত্যন্ত সাদা। 'রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুধরণ [স শুধ্>] *বি* সংস্কার; শোধরানো। 'কুৎসিত নিয়মের সুধরণ না হয় তথাপি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সুধরান করা [স শুধ্>] *ক্রি* সংযত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুধরানো [স শুধ্>] *ক্রি* সংশোধিত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুধর্মা [স] *বি* দেবসভা। 'একদিন ইন্দ্রালয়ে হইল সুধর্মা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুধা[১] [স] **১** *বিণ* সুধাময়। 'বদন শরত চান্দ সুধা হাসি ঝরে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *বি* চাঁদ। 'সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে রে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০। **৩** *বি* অমৃত। 'যথ সুধা হরি নিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বি* পানি। 'বৃষ্টির সুধা।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

সুধাঅধরিণী [স] *বিণ* অধরে সুধা আছে এমন। 'সুধাঅধরিণী, মধুরভাষিণী, শ্রীমতী রূপবতী প্রাণাধিকা।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সুধাংশু [স] *বি* চাঁদ। 'মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি সুধাংশু।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুধাংশুনিধি [স] *বি* সুধার নিধি; চাঁদ। 'কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

সুধাংশুবদন [স] *বি* চাঁদমুখ। 'তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশুবদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুধাংশুবদনী [স] *বি স্ত্রী* চাঁদের ন্যায় মুখ যার। 'সুধাংসুবদনী আমাকে এক দিনও অবজ্ঞা করেন নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

সুধাকণা [স] *বি* মাধুর্যের কণা। 'গানের পদ্মবনে আবার ডাকো নিমন্ত্রণে, তারি গোপন সুধাকণা আবার করাও পান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

সুধাকণ্ঠস্বর [স] *বি* সুমধুর কণ্ঠ । 'মোরে ডেকেছিলে ঘরে/ তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠস্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুধাকর [স] *বি* চাঁদ। 'শোভে তারা সুধাকর মাঝে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুধাকর-কররাশি [স] *বি* জ্যোৎস্না। 'সুধাকর-কররাশি সম লো শ্যামের হাসি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুধাকুণ্ড [স] *বি* অমৃতময় জলাশয়। 'কল্পদ্রুম সুধাকুণ্ড গজ ঐরাবত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুধাকোষ [স] *বি* সুধার আধার। 'সুধাকোষের সুগন্ধ তার পারলে না আর রাখতে বেঁধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সুধাখোর [স সুধা+ফা খোর] *বিণ* সুধা পানকারী। 'জীবন কি নীরক্ত সম্রাট এক সুধাখোর।' *জীবন*, ১৯৩০।

সুধাগন্ধ [স] *বি* সুধার গন্ধ। 'সুধাগন্ধ এসেছে আজি নব বসন্ত পবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সুধাগীতি [স] *বি* সুমধুর সংগীত। 'কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতিস্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

সুধা ঝারি *বি* অমৃতের পাত্র। 'সাগর হইতে উঠিয়া আসিলে হাতে লয়ে সুধা ঝারি।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

সুধাধার [স] *বি* চাঁদ। 'দিয়ে আঁখি সুধাধার, প্রাণদান দাও তার ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

সুধাধারা [স] *বি* অমৃতের প্রবাহ। 'হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুধা-নদী [স] *বি* অমৃতের নদী। 'হলেও জব চির-অমর, হয়তো ও-মদ সুধা-নদী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুধা-নিকেতন [স] *বি* সুখের ঘর। 'বিরাজে এই মন্দিরে, এই সুধা-নিকেতনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সুধা-নিঝর-ঝরা [স সুধা-নির্ঝর] *বি* সুধার ঝরনাধারা ঝরছে এমন। 'সুর-নদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সুধানিধি [স] *বি* অমৃতের ভাণ্ডার। 'মুখে মুখে পান করে কত সুধানিধি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সুধাপসরা [স সুধা+স প্রসার>] *বি* সুধার ভাণ্ডার। 'সুধাপসরা ধুলায় দেবে শূন্য করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সুধাপাত্র [স] *বি* সুধার পাত্র। 'আমার ভাবলক্ষ্মী সুধাপাত্র নিয়ে বসে আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুধাপানসভা [স] *বি* মদ্যপানের সভা। 'ইন্দ্রলোকের সুধাপানসভা তার চেয়ে কাছে নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুধাবচন [স] *বি* মধুর বাক্য। 'সে সুধাবচন, সে সুখপরশ, অঙ্গে বাজিছে বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুধাবরিষণ [স সুধাবর্ষণ] *বি* অমৃত বর্ষণ। 'জুড়াবে হিয়া সুধাবরিষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সুধাবাণী [স] *বি* মধুর বাক্য। 'লায়লীর সুধাবাণী শুনিয়া ...।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুধাবাদ [স] *বি* প্রশংসা বাক্য। 'বারেক যে দেখে মুখ সুধাবাদ তার।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সুধাবিন্দু [স] *বি* অমৃতের ফোঁটা। 'সেই সুধাবিন্দু হল কত সিন্ধু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুধাবিষ [স] *বি* সুধা ও বিষ। 'অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুধাভাণ্ড [স] *বি* অমৃতের পাত্র। 'কোমরস্থিত সুধাভাণ্ড জড়াইয়া

রহিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সুধামধু [স] *বি* মধুরস। 'মৃদুমন্দ হাসি সুধামধু রাশি তড়িৎ চমকে ভাতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুধা-মধুর [স] *বিণ* সুধার মতোই মধুর। 'প্রাণের সকল সুর, উঠবে আপনি বেজে সুধা-মধুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুধাময় [স] ১ *বিণ* চন্দ্রালোকিত। 'সুধাময় দেখি পুরী নেতের পতাকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অমৃতপূর্ণ। 'বৈষ্ণবের শাক অন্ন অতি সুধাময়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সুধাময়ী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সুধায় পূর্ণ এমন। 'সুধাময়ী মেয়েটি সে হোথায় লুটিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ *বিণ স্ত্রী* শ্রুতিমধুর। 'ধরো তুমি ধরো সুর সুধাময়ী বীণা-যন্ত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুধামাখা *বিণ* সুধায় ভরা। 'কত সুধামাখা কথা, কত হাসিমাখা আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'কোমল অঙ্গুলি শিরে বুলাইছে ধীরে ধীরে, সুধামাখা প্রিয়-পরশন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'সে অধরে সেই সুধামাখা হাসি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

সুধামুখময় [স] *বিণ* মধুমাখা মুখবিশিষ্ট। 'সুধামুখ-ময় – কিছু – কিছু নহে আর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সুধামুখী [স] *বিণ* মধুরভাষী; মধুমাখা মুখবিশিষ্ট। 'সুধামুখী কো বিহি নিরমিল বালা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সুলোচনা শকুন্তলা সুধামুখী শশিকলা ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুধারস [স] *বি* অমৃততুল্য রস। 'অরুণিম অধরে সুধারস বরিখত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হাস অতি সুধারস ধার।' *সুলতান*, ১৭০০।

সুধার হাট *বি* সৌন্দর্যের হাট। 'সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি, হে গরবিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুধা সংগীত [স] *বি* সুধারূপ সংগীত। 'সুধা সংগীতে ডাকে দ্যুলোকে ভূলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সুধাসন্ধান [স] *বি* অমৃতের খোঁজ। 'মরণের মাঝে পেল সুধাসন্ধান।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সুধাসম [স] *বিণ* অমৃতের সমান। 'সুধাসম হিতকারী ভানু ও কৃশানু।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুধাসমুদ্র [স] *বি* সুধার সাগর। 'কাঁহা এই সঙ্গ সুধাসমুদ্র-তরঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুধাসাগর [স] *বি* অমৃতের সাগর। 'সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

সুধাসাগরতীর [স] *বি* অমৃত-সাগরের তীর। 'তৃষিত যেজন ফিরে তব সুধাসাগরতীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুধাসার [স] *বিণ* অতিশয় মধুর। 'মনস্যের বানি কহে জিনি সুধাসার।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুধাসিক্ত [স] *বিণ* সুধাপূর্ণ। 'সুধাসিক্ত কোলে তোর তুলে নে তুলে নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'এমন করিয়া প্রতি জীবনের দণ্ড পল সুধাসিক্ত করি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

সুধাসিন্ধু [স] *বি* অমৃতের সাগর। 'পরিপূর্ণ সুধাসিন্ধু খেজুরের কাঠে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮; 'গুরুর নাম সুধাসিন্ধু পান কর তাহাতে বিন্দু।' *লালন*, ১৮৯০।

সুধাস্নিগ্ধ [স] *বি* অমৃতময়। 'সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুধাস্বর [স] *বি* মধুর ধ্বনি। 'বিহঙ্গ গান গাহে প্রভাতে, সে সুধাস্বর প্রচারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'কার সুধাস্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

সুধাস্রোত [স] *বি* মধুর ধারা। 'আপনাকে সংকুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুধা-হাস [স সুধাহাস্য] *বি* সুধারূপ হাসি। 'চাঁদ হাসিছে সুধা-হাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুধা[২] [স শুধ্>] ১ *ক্রি* পবিত্র করা। 'আনিঞা সিত্যাএ রাম পরিক্ষাএ সুধিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* শোধ করা। 'সুধিব তোমার লোন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুধানো [স শুধ্>] *ক্রি* জিজ্ঞাসা করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুধাম [স] *বি* পবিত্র স্থান। 'লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুধারা [স] ১ *বি* সুষ্ঠু ব্যবস্থা। 'ব্রজানন্দ বাবু নিযুক্ত হওয়ায় কর্ম্মের সকল সুধারা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'কিবা সুধারা কি রসিকতা এমত প্রায় সম্ভব হয় না।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* স্রোতস্বিনী। 'বেয়ে যাও ত্বরায়, তোমার সুধারায় যেন ভারা না ডোবে।' *লালন*, ১৮৯০।

সুধারাবিশিষ্ট [স] *বিণ* নীতিবান। 'হরকরাপত্রের সুধারাবিশিষ্ট এক জন হিন্দু।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুধারামতে [স] *ক্রিবিণ* সুষ্ঠুভাবে। 'এইরূপ উৎপাত ঘটিলে সংসার সুধারামতে চলিতে পারে না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সুধার্মিক, সুধার্ম্মিক [স] *বিণ* অতিশয় ধর্মপরায়ণ। 'এই রাজ্য যেন সুসভ্য সুধার্ম্মিক, সুশাসক, প্রজাবৎসল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের রাজ্যই নহে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

সুধি[১] [স সন্ধি>] *বি* সন্ধান। 'কংসে সুধি পাইলেঁ হইবেঁ তোহ্মে আপোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুধি[২] [স সুধী] *বি* চেতনা। 'দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি যত তত করি না হয়ে সুধি।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

সুধিঞঁ *ক্রিবিণ* পথে। 'কমণ সুধিঞঁ যাইবোঁ কথাঁ তার লাগ পাইবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুধী[১] [স] ১ *বি* সন্ধান। 'কথাঁ গিআঁ পাইব আহ্মে কাহ্নাঞিঁর সুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোহ্মে নাহি জান সুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সুখ। 'গোপত সুধীর ভাব বেকত পাইলুঁ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুধী[২] [স] *বিণ* জ্ঞানী। 'সুধী তুমি ত্যজি নীর/ গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সুধীপ্রবর [স] *বিণ* শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। 'সাহিত্যরথী সুধীপ্রবর বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ...।' *নবনূর*, ১৯০৩।

সুধীবর [স] *বিণ* সুপণ্ডিত। 'সুধীবর মহাশয়েরা।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সুধী সমাজ [স] *বি* শিক্ষিত ও ভদ্র জনগোষ্ঠী। 'তমদ্দুনের মশালবাহী সুধী সমাজকে আজ অবহিত হইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

সুধীর [স] ১ *বিণ* ধীর-স্থির। 'শুন শুন অরে বিপ্র পরম সুধীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* বিবেচক। 'সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ পরম সুধীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* ধীর-মধুর। 'এমন সুধীর স্বরে, সখী, কহিব তোমার কানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৪ *বি* অতিশয় ধীরতা। 'অশ্রুবিন্দু সুধীরে শুকায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুধীরে *ক্রিবিণ* অত্যন্ত ধীরে। 'আসিব সুন্দর সুধীরে।' *কৃষ্ণরাম*,

১৭২০; 'মুখানি তুলিয়া চাও, সুধীরে মুখানি তুলিয়ে চাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সুধু [স শুদ্ধ] *ক্রিবিণ* শুধু। 'ঘটকের মুখে সুধু কুলীনের চোপা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। *দ্র* **শুধু**

সুধুমাত্র *ক্রিবিণ* শুধু; কেবল। 'সুধুমাত্র বেছে খাই অম্বলের মাছ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সুন[1] [স শূন্য] *বিণ* শূন্য। 'সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণ্ণা।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

সুন করুণরি [স শূন্য+করুণা] *বিণ* শূন্য করুণার। 'সুন করুণরি অভিনচারেঁ কাঅবাক্‌চিঅ।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

সুন[2] [স শ্বন] *বি* কুকুর। 'হেন কালে সুন এক বিচিত্র শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুনগর [স] *বি* সুদৃশ্য পুরী। 'হেরি সুনগর-কান্তি ভ্রান্তিমদে মাতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুনজর [স সু+আ নজর] *বি* প্রসন্ন দৃষ্টি। 'ওগো তারও পানে চেয়ো সুনজরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'জোহরাকে অত্যন্ত সুনজরে দেখেছিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সুনন্দ [স] *বিণ* সুন্দর। 'তাইতো ত্রিলোক আজ সুনন্দ জাহাজ হয়ে ভেড়ে আমারই বন্দরে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

সুনন্দন [স] [স] ১ *বি* সুপুত্র। 'শুভক্ষণে পুত্ররত্ন প্রসবিল সুনন্দন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* অতি মনোহর। 'শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুনয়না [স] *বি স্ত্রী* সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'ইংরেজ সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো পরিষ্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুনসান *বিণ* নীরব। 'দিন-দুপুরেই গোরস্থানের মতো সুনসান হয়ে রয়েচে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সুনা[1] [পা সুণাতি] *ক্রি* শোনা। **সুন** *ক্রি* শোনো। 'আঙ্গণ ঘরপণ সুনভো বিআতী।' *চর্যা* ২, ১২০০। **সুনইছিঅ** *ক্রি* শুনিয়েছো। 'রাজ সুনইছিঅ চাঁদক চোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সুনইতে** *ক্রি* শুনতে। 'দেখইতে সুনইতে হৃদয় হরলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সুনন্ত** *ক্রি* শুনছে। 'সুনন্ত জুদ্ধের কথা কহে ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সুনহ** *ক্রি* শোনো। 'দিবেহেঁ দধির দান সুনহ গোআলীনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুনি** *ক্রি* শুনে। 'তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০। **সুনিআঁ** *ক্রি* শুনে। 'সুনিআঁ সরস আমিআঁ আধিক তোর মধুর বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুনিছি** *ক্রি* শুনেছি। 'তুহ্মি হেন বড় দাতা সুনিছি শ্রবনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সুনিএগ** *ক্রি* শুনে; শ্রবণ করে। 'সুনিএগ চাণ্ডাল গুহা আইল ধাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুনিএগছিলাও** *ক্রি* শুনেছিলাম। 'পূর্ব্বে জবে সুনিএগছিলাও তাঁর নাম।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুনিতে** *ক্রি* শুনতে। 'সুনিতে অমৃত রসে সরির সিচয়।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুনিমু** *ক্রি* শুনবো। 'আজী না সুনিমু আহ্মি কার সমাচার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সুনিয়া** *ক্রি* শুনে। 'সুনিয়া সদএ হইল দেব চক্রপাণি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সুনিলেঁ** *ক্রি* শুনতে পেলে। 'সুনিলেঁ নে আস পাইব সুন বড়ায়ি ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুনিলেক** *ক্রি* শুনলেন। 'সুনিলেক ধৃষ্টদ্যুম্ন হইয়া অনুচর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সুনী** *ক্রি* শুনি। 'তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুনে** *ক্রি* শ্রবণ ক'রে। 'সাহজামান সুনে বাত কহে হুজুরেতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সুনা[2] [স শূন্য] ১ *বিণ* শূন্য। 'সুনা পান্তর উহ ন দিসই ভান্তি ন বাসসি জাংন্তে।' *চর্যা* ১৫, ১২০০। ২ *বিণ* খালি। 'আগে সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুনা[3] [স স্বর্ণ] *বি* সোনা। 'বসিল সুনার খাটে।' *রামাই*, ১৭১০।

সুনাগর [স] *বিণ* খাঁটি প্রেমিক। 'ভজ সুনাগর রাজ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুনাদ [স সু-নাদ] *বি* অতি মধুর ধ্বনি। 'কোথাহ কোকিল পঙ্ক সুনাদ সে পুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুনাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মধুর গুঞ্জনধ্বনি করে এমন। 'সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুনাদী [স] *বিণ* মধুর গুঞ্জনধ্বনি করে এমন। 'সুনাদী বিহঙ্গ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুনাম [স] *বি* সুখ্যাতি। 'দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম, সুনাম, যশঃকীর্তি, পরদুঃখকাতরতা ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সুনাসিকা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট। 'সুলোচনা সুনাসিকা মেয়্যাটিকে একেবারে বিসর্জ্জন করা গেল।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সুনিকুঞ্জবন [স] *বি* মনোহর বাগান। 'স্বর্ণকান্তি ধরি ফুলকুল ফোটে নিত্য সুনিকুঞ্জবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুনিক্ষিপ্ত [স] *বিণ* অব্যর্থভাবে ছোঁড়া হয়েছে এমন। 'একটি সুনিক্ষিপ্ত সুকঠিন প্রস্তরখণ্ড আসিয়া মস্তকে আঘাত করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সুনিতম্ব [স] *বি* সুন্দর কটিদেশ। 'সুনিতম্ব মাঝে হেমহার সাজে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুনিদ্রা [স] *বিণ* ভালো ঘুম। 'পরিশ্রমের পর যেরূপ সুনিদ্রা উপস্থিত হইত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুনিপুণ [স] *বিণ* দক্ষ। 'রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুনিপুণা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত দক্ষ। 'বালিকাটি হারমোনিয়াম-সহযোগে থিয়েটার-সঙ্গীত গাহিতে পারে এবং রন্ধন ব্যাপারেও নাকি সুনিপুণা।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সুনিবিড় [স] *বিণ* খুব গাঢ়; খুব আন্তরিক। 'এই রকম সন্ধ্যার দৃশ্য আমার যে কী সুনিবিড় সুগভীর-ভাবে ভালো লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুনিয়ন্ত্রিত [স] ১ *বিণ* সুসংযত। 'এই আত্মপ্রবৃত্তিসকলকে ... সুনিয়ন্ত্রিতভাবে রক্ষা করাই আত্মসংযম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* সুন্দরভাবে পরিচালিত। 'সুনিয়ন্ত্রিত করিছ লোকে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সুনিয়ম [স] ১ *বি* সুন্দর ব্যবস্থা। 'অপরঞ্চ দিন যাপনের এক সুনিয়ম করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ *বি* যথাযথ বিধান। 'আদালতসম্পর্কীয় কোন২ সুনিয়ম করিতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুনিয়মিত [স] *বিণ* অতিশয় নিয়ন্ত্রিত। 'ইংরাজের সুনিয়মিত সুবিচারিত গবর্মেন্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুনিয়ামক [স] *বিণ* সুষ্ঠু ব্যবস্থাসম্পন্ন। 'যে২ সুনিয়ামক ব্যাপার নিষ্পত্তিকরণের ভার আপনকার পরপদস্থ ব্যক্তির প্রতি থাকিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সুনিরাপত্তা [স] *বি* কঠোর সুরক্ষা। 'কঠিন আঘাত লাগে সুনিরাপত্তায়।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সুনির্ঘাত [স] *বিণ* সুনিশ্চিত। 'বেঁচে থাকলেই বাঁচা সহজ, মরলে মৃত্যু সুনির্ঘাত।' *শঙ্খ*, ১৯৬৬।

সুনির্দিষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট [স] *বিণ* সুনির্ধারিত; সুবিন্যস্ত। 'কারণ তখন সুনির্দ্দিষ্ট

বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুনির্ধারিত, সুনির্দ্ধারিত [স] *বিণ* সুন্দররূপে নিরূপিত; সুষ্ঠু। 'একটি সুনির্দ্ধারিত পরিকল্পনা।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সুনির্বাচিত [স] *বিণ* সুন্দরভাবে মনোনীত। 'সুনির্বাচিত সুমার্জ্জিত রসাস্বাদনের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুনির্বাহ, সুনির্ব্বাহ [স] *বি* যথাযথভাবে সম্পাদন। 'তাহা ভবিষ্যতে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'শুভকাজ যাতে সুনির্বাহ হয় সেই প্রার্থনা করছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সুনির্ভীক [স] *বিণ* খুব সাহসী। 'এ মিছিলে মোরা অগ্র-যাত্রী সুনির্ভীক।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সুনির্মম [স] *বিণ* অত্যন্ত নিষ্ঠুর। 'পেয়েছো লাঞ্ছনা, ঘৃণা, সুনির্মম, বিষাদ, বিরস!' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

সুনির্মল, সুনির্ম্মল [স] **১** *বিণ* পবিত্র। 'উপনিষদ কহে যাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* স্বচ্ছ। 'জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিশা সুনির্ম্মল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সরোবর সুনির্ম্মল শত শত শতদল তাহে আর নানা জলফুল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৩** *বিণ* অমলিন। 'মধু হোন্তে সেই জল মিষ্ট অতি সুনির্মল।' *সুলতান*, ১৭০০। **৪** *বিণ* শুভ্র। 'রজত নির্ম্মিত যাহা অতি সুনির্ম্মল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **৫** *বিণ* সুনীল; মেঘমুক্ত। 'সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুনির্মলা *বিণ স্ত্রী* অতি শুভ্র। 'কুন্দ-ধবলদল ... অতি সুনির্মলা, সুখ-সমুজ্জ্বলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সুনির্মাণ, সুনির্ম্মাণ [স] *বিণ* সুগঠিত। 'সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ সুবর্ণপ্রতিমা-ভান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুনিশ্চয় [স] *বিণ* সুনিশ্চিত। 'সত্য কর কবিতা করিবে সুনিশ্চয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুনিশ্চিত [স] **১** *বিণ* অবশ্যই। 'সত্যভাবে কহো তথা জাবা সুনিশ্চিত।' *বিজয়*, ১৬৫০। **২** *বিণ* সম্পূর্ণ সন্দেহহীন। 'বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত সুবোধিত সুনিশ্চিত ন্যায্যরূপে নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুনিশ্চিতভাবে *বিণ* আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। 'সহজ মধুর সুনিশ্চিতভাবে অবলাজাতির সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুনিষ্ট [স সুনিষ্ঠ] *বিণ* সুনীতিপরায়ণ। 'জিতিন্দ্রিয় ধর্ম্মে কর্ম্মে বড়হি সুনিষ্ট।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুনীতি [স] **১** *বি* সৎ নীতি। 'সুনীতির পক্ষেই হইয়া আসিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* উৎকৃষ্ট নীতি। 'বল্লাল সেন যাহার সুনীতি দেখিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সুনীতিপরায়ণ [স] *বিণ* নীতিবান। 'আপনাদিগকে সভ্য ও সুনীতিপরায়ণ বলিয়া অভিমান করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

সুনীতিবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সৎ নীতিসম্পন্ন। 'পরম সুনীতিবতী অতিশএ স্থিরমতী।' *সুলতান*, ১৭০০।

সুনীল [স] *বিণ* গাঢ় নীল। 'সুনীল শাড়ি মোহনকারী উছলিতে দেখি পাশ।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৫৭০; 'সুনীল চাদরে এসো দুই তৃষ্ণা নগ্ন হয়ে বসি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সুনীলবরনী [স সুনীল+স বর্ণ>] *বিণ* গাঢ় নীল রঙের। 'তুলি মেঘভার আকাশ তোমার করেছ সুনীলবরনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সুনীল রাগ [স] *বি* নীল রঙ; আকাশ। 'সুনীল রাগে সে-সুর সোহাগ-পুলক লাগে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সুনেত্রা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'প্রেমের সুবর্ণ রঙে সুনেত্রা যুবতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুনেহ [স স্নেহ] *বি* উত্তম প্রেম। 'ভনই বিদ্যাপতি এহন সুনেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুন্দর [স] **১** *বিণ* মনোহর। 'বোলহ সুন্দর কাহ্ন রাধার উদ্দেশে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *বিণ* লাবণ্যময়। 'দিব্য অলংকার শোভে সুন্দর শরীর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* উত্তম। 'দয়া সামর্থের অতি সুন্দর গুণ।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *ক্রিবিণ* ভালোমতো। 'সেং ভূমিতে তামাকু ও তুলা ... সুন্দর জন্মিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'ইহা আমি সুন্দর অবগত আছি।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **৫** *বিণ* মৃদুমন্দ। 'সকাল থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৬** *বি* সৃজনশীলতা। 'আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটো গল্প হয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সুন্দরকান্তি [স] *বি* সৌন্দর্য। 'শ্রীমুখ সুন্দরকান্তি বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুন্দরতম [স] *বিণ* সবচেয়ে সুন্দর। 'রজনীর অশ্রু-পরে পড়ি প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অনুপম, বিকচ সৌন্দর্য তব করিবে সুন্দরতম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'নম নম তুমি সুন্দরতম।' *রবীন্দ্র* ১৯২৭; 'আমি তোমাদের নই, ভ্রান্ত অবয়ব তবু যাহা বলেছে সুন্দরতম।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সুন্দরতর [স] *বিণ* আরও সুন্দর। 'ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো, হউক সুন্দরতর বিদায়ের ক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'প্রতিদিনের জগৎটাকে যে ... সৌন্দর্যের তুলি বুলিয়ে সুন্দরতর করতে পারে না।' *অন্নদা* ১৯২৮; 'বহু অসুন্দর লাইন সুন্দরতর হয়ে উঠেছে।' *নজরুল* ১৯৩০; 'তিনি এ প্রেমকে সুন্দরতর পূর্ণতর করতে প্রয়াসী হলেন।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সুন্দরতা [স] *বি* সৌন্দর্য। 'সুন্দরতা নিবন্ধন আদরে কমলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সুন্দরপানা [স সুন্দর+স পণ>] *বিণ* সৌন্দর্যময়। 'তোর ঐ সুন্দরপানা মুখখানা দেখে আমি ভুলিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সুন্দরবোধ [স] *বি* সুন্দরের চেতনা। 'সুন্দরবোধকে বোধগম্য করাই কাব্যের উদ্দেশ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুন্দরমত [স] *ক্রিবিণ* সুন্দররূপে। *হ্যালহেড*, ১৭৮৭।

সুন্দররূপ [স] *ক্রিবিণ* সুষ্ঠুভাবে; সুন্দরভাবে। *ডানকান*, ১৭৮৫; 'শাসন সুন্দররূপ করিতে পারে নাহি।' *কেরি*, ১৮০২।

সুন্দররূপে [স] *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'ইহারা ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অঙ্কবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিদ্যার পরীক্ষা তাবৎ ভাগ্যবান বাঙ্গালী ও ইংরাজ ও বিবির সম্মুখে অতি সুন্দররূপে দিয়াছে।' *দর্পণ* ১৮২৩।

সুন্দরশীল [স] *বি* রূপবান; উত্তম। 'রুদ্ধ উৎস খুলে গেল, সে সুন্দরশীলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সুন্দরা [স] *বিণ স্ত্রী* শোভিত; সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুন্দরি [স সুন্দরী] *বিণ স্ত্রী* সৌন্দর্যের অধিকারী; রূপবতী। 'আগু চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী।' বড়ু, ১৪৫০।

সুন্দরিপনা [স সুন্দরী+স পণ>] *বি* নিজেকে সুন্দরী প্রমাণের চেষ্টা

'অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরিপনা করে বেড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সুন্দরী [স] ১ *বিণ স্ত্রী* সৌন্দর্যের অধিকারী। 'বকুলতলাতে আছে সে সুন্দরী সতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সুন্দর যে নারী। 'আবক্ষ ডুবায়ে জলে বসিয়া সুন্দরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুন্দরীতর [স] *বিণ* সবচেয়ে সুন্দর। 'আপনাদের পুত্রবধূটি সুন্দরীতর হয়ে উঠবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সুন্দরীদল [স] *বি* সুন্দরীগণ। 'তরুকুলপতি ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুন্দরী-প্রাণ [স] *বিণ* উদারমনা। 'যাঁরা সুন্দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সুন্দারী [স সুন্দরী] *বিণ* সুন্দরী। 'নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

সুন্দরবন [স] *বি* দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার গভীর বনবিশেষ। 'সুন্দরবন দিয়া কএক দিবসপর্য্যন্ত গমন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সুন্দরবুনো *বিণ* সুন্দরবনের। 'মেঘের পালে পড়ছে যেন সুন্দরবুনো বাঘ।' *জসীম*, ১৯২৯।

সুন্দরি১ *দ্র* সুন্দর

সুন্দরি২, সুন্দরী১ [স সুন্দর>] *বি* গাছবিশেষ। 'অগথ কপিথ সুন্দরী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আবলুস, জারুল, সুন্দরি, পশরি, কৃপা কণ্টকি প্রভৃতি কাষ্ঠ নানা কর্ম্মোপযোগি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

সুন্দরী২ *দ্র* সুন্দর

সুন্দা *বি* এক ধরনের মসলা। 'এ নায়ের বধূ সুন্দা ও মেথি বাটিতেছে হাসি হাসি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সুন্দীবেত *বি* এক রকমের বেত। 'আটনের গায়ে সুন্দীবেতের হইয়াছে কারুকাজ।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সুন্ধি *বি* শাপলা। 'সুন্ধি কেতকী সম সাজাইআঁ দহী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুন্ন [স শূন্য] *বিণ* শূন্য। 'সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।' *চর্যা* ১, ১২০০।

সুন্নত [আ] *বি* পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কাটার আধা-ধর্মীয় রীতি। 'সুন্নত করিয়া নাম বোলালা হাজাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খাঁ বাহাদুরের ছেলের সুন্নতে ফলার করে এসেচি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুন্নি, সুন্নী [আ সুননি] *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মুসলমান, – শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'ইহা সুন্নিগণ সহ্য করিবে কোন প্রাণে?' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

সুন্য [স শূন্য] *বিণ* খালি। 'সুন্য ঘরে থুইয়া সিতা লক্ষন চলিল।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* শূন্য

সুপ১ [স সূপ; ই সুপ] *বি* ঝোল; তরল খাবারবিশেষ। 'রান্ধিবে মুসুরি সুপ দিআ টাবাজল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'এক চামচ গরম সুপ মুখে লইয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন পাত্রে নিক্ষেপ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'সুপ, কাটলেট, রোস্ট, পুডিং।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

সুপ-প্লেট [ই] *বি* সুপ খাওয়ার থালা। 'একটা সুপ-প্লেটে খানিকটা পাৎলা গুড়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুপ২ [স সূর্প] *বি* চালুনি; কুলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুপক্ব [স] ১ *বিণ* উত্তমরূপে পেকেছে এমন। 'অনুক্ষণ বৃক্ষ ফল সুপক্ব সকল।' *সুলতান*, ১৭০০; 'সুস্বাদু সুপক্ব উত্তম ফল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বিণ* প্রখর; তীব্র। 'রূপ – প্রেম – খ্যাতি – সুপক্ব রৌদ্রের ভিতর ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

সুপক্ষ [স স্বপক্ষ] *বি* স্বপক্ষ। 'সুপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুপটু [স] *বিণ* অতি দক্ষ। 'লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে সুপটু।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুপঠনীয় [স] *বিণ* সহজে পাঠযোগ্য। 'এই গ্রন্থ লোকেরদের সুপঠনীয় হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সুপণ্ডিত [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত জ্ঞানী। 'পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সুপণ্ডিত রসিক সুজান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শাস্ত্রজ্ঞ। 'এক্ষণে বৈদ্যক শাস্ত্রের সুপণ্ডিত দুষ্প্রাপ্য।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

সুপণ্ডিতা [স সুপণ্ডিত] *বিণ স্ত্রী* বিদুষী। 'এক সুরূপা ... সুপণ্ডিতা, সুলোচনা লোচনপথের পথিক হলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সুপথ [স] *বি* শুভপন্থা। 'কুপথ সুপথ জ্ঞান তাহে মন মোহিল।' *ভারত*, ১৭৬০।

সুপথ্য [স] *বি* চিকিৎসার সময়ে রোগীর উপযুক্ত খাদ্য। 'তিন দিনে কইল রামা সুপথ্য পাঁচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুপদ্য [স] *বিণ* সুন্দর ছন্দবিশিষ্ট। 'বাজে বাদ্য সুপদ্য মঙ্গল জয়ধ্বনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুপবিত্র [স] *বিণ* সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। 'কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অমূঢ় যুবা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সুপরষ্টেসিয়ন [ই] *বি* কুসংস্কার। 'দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্মকে সুপরষ্টেসিয়ন অর্থাৎ ভ্রমাত্মক বুদ্ধির কর্ম্ম কহিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সুপরামর্শ [স] ১ *বি* উত্তম যুক্তি। 'এক সুপরামর্শ আছে।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *বিণ* দিকনির্দেশনা। 'পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।' *জীবন*, ১৯৫৪।

সুপরি [ফা সুপারী] *বি* সুপারি। 'সুপরি মৌরী খায় না বড়দা।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

সুপরিকল্পিত [স] *বিণ* ভালোভাবে পরিকল্পিত। 'সোজা কথায় সুপরিকল্পিত, বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব কার্য্যক্রম ...।' *আজাদ*, ১৯৫৪; 'সুন্দর সুপরিকল্পিত চৌকোণা আসন।' *জসীম*, ১৯৬১।

সুপরিকল্পিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে। 'সুপরিকল্পিতভাবে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সুপরিচালন [স] *বি* সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা। 'রাষ্ট্রের সুপরিচালন ও সুনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সংবাদপত্রের দায়িত্ব অপরিসীম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুপরিচালিত [স] *বিণ* সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত। 'তাকে সুপরিচালিত করে একটি সুবিশাল ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সমরে পরিণত করবার ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সুপরিচিত [স] *বিণ* ভালোভাবে জানাশুনা আছে এমন। 'তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'মানুষের মন জিনিষটা তেমন সুপরিচিত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুপরিচ্ছদ [স] *বিণ* শোভন পোশাক পরিহিত। 'আসে পাশে স্বাস্থ্যবান সুপরিচ্ছদ গুটি কয়েক মানুষ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুপরিচ্ছন্ন [স] *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত সুবিন্যস্ত সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ

গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'পরিবেশ হয় সুপরিচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সুপরিজ্ঞাত [স] *বিণ* ভালোভাবে জানা আছে এমন। 'পার্থিব তত্ত্বাবৎ বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহের বিষয় ... সুপরিজ্ঞাত ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুপরিণত [স] ১ *বিণ* সুপক্ব। 'অভ্যন্তরস্থ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃক্ষ হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজকে সার্থক করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বিণ* পরিণতি লাভ করা। 'মাটির পিণ্ড যতক্ষণ না ঘট আকারে সুপরিণত হয় ততক্ষণ সে মাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৩ *বিণ* পূর্ণ। 'আলবর্তি-তে যে বিকাশের সূচনা তারই সুপরিণত প্রকাশ লেওনার্দো দা ভিঞ্চির ব্যক্তিত্বে।' *শিব*, ১৯৫৬।

সুপরিণতি [স] *বি* উত্তম সমাপ্তি। 'আমাদের বিশেষ ক্ষমতাকে সুস্থ সুন্দরভাবে সাধারণ প্রকৃতির অঙ্গীভূত করে দেওয়াই আমাদের যথার্থ সুপরিণতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'এই সর্বাঙ্গীণ সুপরিণতির অপূর্ব গাম্ভীর্য পরম বিস্ময়ের বিষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুপরিপক্বতা [স] *বি* পরিপূর্ণ বিকাশ। 'তার ... কণ্ঠস্বরে আমরা শুনি হৃদয় দগ্ধ-হয়ে-যাওয়া সেই সুপরিপক্বতার সুর।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সুপরিমল [স] *বি* মধুর গন্ধ। 'অখিল জগত পূরিল সুপরিমলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুপরিমিত [স] *বিণ* পর্যাপ্ত মাত্রাবিশিষ্ট। 'সুখদ সুন্দর সুপরিমিত সুন্দর সুশৃঙ্খলিত সুন্দর।' *অবন*, ১৯২৫; 'তার প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি অথচ সুপরিমিত বাস্তুকলার সৌন্দর্য দেখে ভারী আনন্দ পেলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুপরিষ্কৃত [স] *বিণ* সুপরিচ্ছন্ন। 'দেশে দ্রুতগামী যান ও সুপরিষ্কৃত পথ বিদ্যমান নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুপরিসর [স] *বিণ* প্রসারিত। 'পুষ্করিণীর সুপরিসর প্রস্তরনির্মিত সোপান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সুপরিস্ফুট [স] *বিণ* স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। 'মাঝে মাঝে এক-একটি অপরিস্ফুট হাই ও সুপরিস্ফুট নাসাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'সুস্পষ্ট অনুভবের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুপরীক্ষিত [স] *বিণ* ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এমন। 'সুনিশ্চিত সুপরীক্ষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুপর্ণ [স] *বি* গরুড়। 'সুপর্ণের ডরে যেন পালায় ভুজঙ্গ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুপা [স সম্প্রদান] *ক্রি* সম্প্রদান করা। 'প্রাণের সমান সুপে দিনু তেরা হাত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সুপাক [স] ১ *বিণ* সম্পূর্ণ পাকা। 'বিদরিল হিয়া যেন ডালিম্ব সুপাক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* উত্তমরূপে রান্না। 'দুই পয়সার বাজারে সুপাক হইবার বিষয় কি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সুপাচ্য [স] *বিণ* সহজে পরিপাক হয় এমন। 'যাহা খাই তাহা যাহাতে পুষ্টিকর ও সুপাচ্য হয়।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সুপাঠক [স] *বি* সুন্দর পড়তে পারে যে পাঠক। 'সুপাঠক আন্যা দিব সুনিবে পুরাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুপাঠ্য [স] *বিণ* সহজে পাঠ করা যায় এমন। 'কথাগুলি যে সুপাঠ্য তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সুপাণ্ডিত্য [স] *বি* উত্তম বিদ্যাবত্তা। 'কঠিন পরিশ্রমব্যতিরেকে সুপাণ্ডিত্য হয় না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সুপাত্র [স] ১ *বি* উপযুক্ত ব্যক্তি। 'মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* গুণবান ছেলে। 'তুমি সুপাত্র তোমার প্রশ্নের উত্তর দ্বারা অবশ্যই যথার্থোপদেশ করিব।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সুপাত্রী [স] *বি* বিবাহের জন্য উত্তম পাত্রী। 'তবুও সুপাত্রী জুটল না।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুপার [স সুপারগ] *বিণ* সম্পন্ন। 'আন্ধি সে পারিব কর্ম সুপার করিতে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুপারগ [স] *বিণ* খুব পারদর্শী। 'বিচারে সুপারগ ছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সুপারগ্য [স] *বিণ* খুব পারদর্শী। 'অস্ত্রে সস্ত্রে সুপারগ্য হইল মোহাসএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুপারভাইজার [ই] *বি* তত্ত্বাবধানকারী। '৫ জন মুছলমান গণনাকারী, সুপারভাইজার ... নিযুক্ত হইয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সুপারভাইজারি [ই] *বি* তত্ত্বাবধানের কাজ। 'হালিমের এজেন্সির সুপারভাইজারি করিয়া তিনি অল্পদিনেই বাড়িতে দালান খেঁচিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সুপারি[১] *বি* আভরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুপারি[২], **সুপারী** [ফা] *বি* ফলবিশেষ; গুবাক। *ক্যালেণ্ডে*, ১৭৮৯; 'সুপারি আপন স্ত্রীকে দেয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'লবণ ও সুপারী ও তামাকু ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সুপুরি [ফা সুপারী] *বি* গুটি আকৃতির ফলবিশেষ। 'গিন্নি শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁদেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, সুপারিনটেন্ডেন্ট [ই] ১ *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'পাঠশালার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবেরা।' *দর্পণ*, ১৮৩৭; 'ঢাকা মাদ্রাসার তখনকার সুপারিনটেণ্ডেন্ট ছিলেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৩। ২ *বি* পুলিশ কর্মকর্তা। 'থানার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব সেই সময় রোঁদ ফিরে যাচ্ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুপরেন্টেন্ডেন্ট [ই] *বি* দারোগার উপরস্থ পুলিশ কর্মকর্তা। 'আমি আমার সুপরেন্টেন্ডেন্ট সাহেবকে বলবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সুপারিনটেনডেন্ট [ই] *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'হোস্টেল পালানো ছেলে সুপারিনটেনডেন্টের কাছে ধরা পড়বে বলে ভয় পায়।' *হাই*, ১৯৪৭।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট [ই] *বি* তত্ত্বাবধায়ক। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সুপ্রিন্টেণ্ডেন্ট [ই] *বি* তত্ত্বাবধায়ক। 'লাটরিকমিটীর আজ্ঞানুসারে সুপ্রিন্টেণ্ডেন্ট করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সুপারিশ, সুপারিস [ফা সিফারিশ] *বি* অপরের জন্য অনুরোধ। 'অধ্যক্ষ সুপারিশ বুঝিয়া বিদায় দেয়।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তিকে তাঁহার গুরু পুরোহিত প্রভৃতির সুপারিস আনিয়া দেয়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সুপারিস চিঠি *বি* কারও জন্যে অনুরোধ জানিয়ে লেখা চিঠি। 'কাঁদো মুখ করিয়া একখানা সুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সুপারিশপত্র [ফা সিফারিশ+স পত্র] *বি* কোনো কিছুর জন্যে সুপারিশ করে লেখা পত্র। 'বছর তিনেক আগে হালিমকে ... সুপারিশপত্র দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫; 'চৌধুরীর নিকট

সুপারিশপত্র।' *জসীম*, ১৯৬১।

সুপারিসপত্র [ফা সিফারিশ+স পত্র] *বি* কোনো কিছুর জন্য অনুরোধ করে লেখা পত্র। 'সুপারিসপত্রের নগদ ৮ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সুপারিসি [ফা সিফারিশ] *বি* অপরের জন্য অনুরোধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুপীত [স] *বিণ* অত্যন্ত গৌরবর্ণবিশিষ্ট। 'সভা হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুপীন [স] *বিণ* অতিশয় পুষ্ট। 'গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুপীবর [স] *বিণ* সুপুষ্ট। 'আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুপুট [স সুপুষ্ট] *বিণ* সুগঠিত। 'সুপুট নাসা তিলফুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুপুত্তুর [স সুপুত্র] *বি* উপযুক্ত সন্তান। 'একেই বলে বাপের ছেলে সুপুত্তুর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সুপুত্র [স] *বি* যোগ্য ছেলে। 'বাপের সুপুত্র হ'য়ে বাক্সটী খোলো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

সুপুত্রবতী [স] *বি* সুসন্তানের জননী। 'সুপুত্রবতীকে অধিক দূর যাইতে হইল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুপুরুষ [স] **১** *বিণ* সুন্দর। 'সুপুরুষ গর্ব্ব ধরল আনুরূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* সুযোগ্য পুরুষ। 'পড়িআ শুনিঞা পুত্র হয় সুপুরুষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* সজ্জন। 'অতি সুশীল সুপুরুষ ধার্ম্মিক বিচক্ষণ।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৪** *বি* সুন্দর সুগঠিত দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি। 'এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

সুপুরুখ, সুপুরুস [স সুপুরুষ] *বি* প্রেমিক পুরুষ। 'প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুখ পেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'অওকা দিস নবরস সুপুরুস পেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুপুষ্ট [স] **১** *বিণ* স্বাস্থ্যবান। 'শাখায় শাখায় সুপুষ্ট, সহৃষ্ট, সুকণ্ঠ, বিচিত্রপক্ষ পক্ষী ... কর্ণানন্দ সম্পাদন করিতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **২** *বিণ* পরিণত। 'সুপুষ্ট স্তনের মতো ফল আর ফাল্গুনের ফুল।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সুপেয় [স] *বিণ* পানযোগ্য। 'গোদুগ্ধ স্বভাবতঃ সুপেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

সুপ্ত [স] **১** *বিণ* নিস্তব্ধ। 'সুপ্ত গড় ক্রমে ক্রমে, সুকবি সুন্দর ভ্রমে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'জলের ধারে সুপ্ত গ্রাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **২** *বিণ* ঘুমন্ত। 'কুক্ষণে নির্বোধ দাউদ খাঁ সুপ্ত সিংহের অঙ্গে হস্তক্ষেপণ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'জ্যোৎস্না সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* অনড়; স্থির। 'জলের উপর গ্রামের সুপ্ত ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুপ্ত থাকা *ক্রি* নিস্তব্ধ থাকা। 'পাখির যে গান সুপ্ত থাকে, এনেছ তাই মৌন নুপুর ভরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুপ্তরাত্র [স] *বি* ঘুমন্ত রাত; নিস্তব্ধ রাত। 'এই সুপ্তরাত্রে তার বুক কেমন করে উঠছে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সুপ্তসলিলপূর্ণ [স] *বিণ* স্থির জলে ভর্তি। 'রাত্রিকালে সুপ্তসলিলপূর্ণ গর্ত্তের মত উজ্জ্বল।' *সবুজ*, ১৯২১।

সুপ্তাবস্থা [স] *বি* অপ্রকাশিত অবস্থা। 'প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি প্রত্যক্ষভাবে অথবা সুপ্তাবস্থায় বিরাজ করছে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সুপ্তি [স] *বি* ঘুম। 'এসো সুপ্তি, এসো শান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুপ্তি-অন্তরাল *ক্রিবিণ* ঘুমের আড়াল। 'ভোরের আগের যে প্রহরে স্তব্ধ অন্ধকার 'পরে, সুপ্তি-অন্তরাল হতে দূর সূর্যোদয় বনময় পাঠায় নূতন জাগরণী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুপ্তিজাল [স] *বি* ঘুমের আবেশ। 'সুপ্তিজালজড়িত নিশীথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুপ্তিভঙ্গ [স] *বি* নিদ্রাভঙ্গ। 'সুপ্তিভঙ্গের আলসেমিটা কাটিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলছে সূর্য।' *কায়সার*, ১৯৬২।

সুপ্তিমগন [স সুপ্তিমগ্ন] *বিণ* ঘুমে মগ্ন। 'সুপ্তিমগন বিহগনীড় কুসুম কাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুপ্তিমগ্ন [স] *বিণ* নিদ্রিত। 'আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুপ্তিময় [স] *বিণ* ঘুমন্ত। 'কাছের সুপ্তিময় নিষ্প্রদীপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সুপ্তিমৌন [স] *বিণ* ঘুমে নিঃশব্দ। 'সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননীকুটিরে করিলা প্রবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সুপ্তিসমুদ্র [স] *বি* শান্ত সাগর। 'সুপ্তিসমুদ্রের এপারে ওপারে চিরজীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সুপ্তিসুনিবিড় [স] *বি* গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। 'সুপ্তিসুনিবিড় শান্ত স্বর্ণময় সন্ধ্যার তিমির।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুপ্তোত্থিত [স] *বিণ* ঘুম থেকে জাগরিত। 'সুপ্তোত্থিত স্বামিকে শৃগাল উত্তমর্ণের সংবাদ কহিতে ভুলিয়া গেল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সুপ্তোত্থিতা [স] *বিণ স্ত্রী* ঘুম থেকে জাগরিত। 'সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী আইলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সুপ্রকট [স] **১** *বিণ* পর্যাপ্ত। 'সুপ্রকট হিতৈষণা সত্ত্বেও ইবসেন এখনও নাট্যকারদের শীর্ষস্থানীয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* মারাত্মক। 'বরঞ্চ আগ্রহ সুপ্রকট।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সুপ্রকটভাবে [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত প্রকটভাবে। 'সর্বদেহে সুপ্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে।' *তারা*, ১৯৪৩।

সুপ্রকাশ [স] **১** *বিণ* স্পষ্ট। 'হৈল যথ ব্যাধি নাশ অঙ্গ হৈল সুপ্রকাশ।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বি* সুন্দরভাবে প্রকাশ। 'ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; **৩** *বি* সুন্দর বিকাশ। 'হৃদয়কমলে বসে কর সুপ্রকাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুপ্রকাশিত [স] *বিণ* স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। 'তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণৈক পার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'আলোকমালায় সর্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **১** *বিণ* প্রতিফলিত। 'অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত, সুপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সুপ্রকাশ্য [স] *বিণ* সুন্দরভাবে প্রকাশিত। 'সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য মৃদুহাস্য-ভরা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সুপ্রকৃতি [স] *বি* ভালো স্বভাব। 'আপনে সর্বো কর্তা, এবং সুপ্রকৃতি জোনে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সুপ্রচারিত [স] *বিণ* ব্যাপকভাবে প্রচার পেয়েছে এমন। 'শেখ ফয়জুল্লাহর সুপ্রচারিত গ্রন্থের নাম "গোর্খ-বিজয়"।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সুপ্রচুর [স] *বিণ* অত্যধিক। 'সুদীর্ঘ অবসর, সুলভ পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'তাঁহার সুপ্রচুর গুম্ফরাজির অন্তরালে ঈষদ্ধাস্য।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সুপ্রণালীবদ্ধ [স] *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'গদ্যের সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়মটি।' *রবীন্দ্র*,

১৯০৭।

সুপ্রণালীসিদ্ধ [স] *বিণ* উত্তম পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন। 'তথায় ... সুপ্রণালীসিদ্ধ প্রাকৃতিক পদমর্য্যাদা সর্বতোভাবে প্রসিদ্ধ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সুপ্রতিপালন [স] *বি* ভালোভাবে পরিচালন। 'ফ্রি স্কুল সুপ্রতিপালনার্থ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সুপ্রতিষ্ঠ [স] ১ *বিণ* গৌরবান্বিত। 'সুপ্রতিষ্ঠ সমুখ সংগ্রামে বুঝ্যা মৈল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বিণ* ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত। 'সুপ্রতিষ্ঠ করিবারে মরলোকে সিংহাসন তব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুপ্রতিষ্ঠিত [স] ১ *বিণ* যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন। 'সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরত্তিকান্ত সদাগর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'আইন-আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ সুরক্ষিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* সুরক্ষিত। 'নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হল সভ্য মানবের লক্ষ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* সুস্বীকৃত। 'উচ্চারণের অবস্থা যাই হোক, সর্বত্রই এর বানানের সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৪ *বিণ* সংহত। 'শিক্ষা, চাকরি, সমাজসম্মানিত পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উঁচু তিন জাতের প্রাধান্য ... আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সুপ্রতুল [স] *বিণ* যথার্থ। 'তাঁহার অভিমত কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেই সেই২ কর্ম্মে সুপ্রতুল হইতে পারে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

সুপ্রত্যক্ষ [স] ১ *বিণ* সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় এমন। 'আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বিণ* সুদৃশ্য। 'রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'এই রইলেম আমি রূপের স্বপ্নে বাঁধা এই পাথরের ভিতরে বাহিরে সুপ্রত্যক্ষ।' *অবন*, ১৯২৫; 'রূপটি স্বচ্ছ অনাবিল আকাশে সুপ্রত্যক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* স্পষ্ট দেখা যায় এমন। 'পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সুপ্রথা [স] *বি* সমাজে প্রচলিত উত্তম রীতিনীতি। 'সংস্কার, কুসংস্কার, কুপ্রথা, সুপ্রথা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সুপ্রফুল্ল [স] *বিণ* অতিশয় আনন্দিত। 'সুপ্রফুল্ল নলিনীরে – প্রেমানন্দ মন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সু-প্রবল [স] *বিণ* অত্যন্ত প্রবল। 'সেখানে জাগাও সাড়া সু-প্রবল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সুপ্রবাহ [স] *বি* স্রোত। 'বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুপ্রবাহিত [স] *বিণ* প্রবাহমান। 'সুখশান্তিময় বায়ু সুপ্রবাহিত।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সুপ্রভাত [স] ১ *বি* সুন্দর সকাল। 'আজি সুপ্রভাত বুঝি পুহাইল রজনি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'যেদিন আমার অবসান হইবে, সেদিনই আমি সুপ্রভাত বলিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বি* সকালবেলার অভিনন্দন; গুড মর্নিং। 'এক ইংরেজনী এসে অতি বিনীত স্বরে তাঁদের "সুপ্রভাত" অভিবাদন করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯।

সুপ্রভাতা [স সুপ্রভাত] *বি* শুভ সকাল। 'একি আনন্দ আজি আমার সুপ্রভাতা।' *রামরাম*, ১৮০২।

সুপ্রয়োগ [স] *বি* সুন্দর প্রয়োগ; যথার্থ ব্যবহার। 'বিভিন্ন অলঙ্কারাদির সুপ্রয়োগে কাব্যখানি সুখপাঠ্য করে তুলেছেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

সুপ্রশস্ত [স] ১ *বিণ* সুপরিসর; চওড়া। 'তথায় গমনাগমনের এক সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'সুপ্রশস্ত স্বর্ণপথ দিয়া চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* নানা খাবারে পূর্ণ। 'রাত আটটার সময় আর-একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়োজন হয়ে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৩ *বিণ* বড়োসড়ো। 'হাস্যকৌতুক গল্পগুজবে এই অনতি-উচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বিণ* সহজ; অনুকূল। 'এইবার সৎপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সুপ্রশান্ত [স] *বিণ* অতিশয় শান্ত। 'নদী সুপ্রশান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুপ্রসন্ন [স] ১ *বিণ* অতিশয় সদয়। 'ভক্ত নায়কে মাতা হও সুপ্রসন্ন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অনুকূল। 'প্রিয় বন্ধু সুকুমারের অদৃষ্ট কি সুপ্রসন্ন।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; '৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৩ *বিণ* সহায়। 'লক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকুন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সুপ্রসন্নতা [স] *বি* আনুকূল্য। 'দ্বিতীয় দিনেও এমন সুপ্রসন্নতা আশা করা বাড়াবাড়ি হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সুপ্রসন্না [স] *বিণ স্ত্রী* অতি প্রসন্ন। 'অচিরাৎ সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

সুপ্রসিদ্ধ [স] ১ *বিণ* খ্যাতিসম্পন্ন। 'চন্দ্রকান্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* সুপরিচিত। 'আয়ুর্বেদীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

সুপ্রাচীন [স] *বিণ* অতিশয় প্রাচীন। 'এই সুপ্রাচীন গ্রন্থে অর্ণবপোত, বাণিজ্য ও বণিকদিগের সমুদ্রযাত্রা-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুপ্রাপ্য [স] *বিণ* সহজে পাওয়া যায় এমন। 'অভিসারিকার চেয়ে ঢের সুপ্রাপ্য।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুপ্রিমকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট [স] *বি* সর্বোচ্চ আদালত। 'সুপ্রিমকোর্টের জুরিবিষয়ে।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে ৫৬ বৎসর হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'সুপ্রীমকোর্টের দ্বিতীয় বিচারপতি শ্রীযুত স্যার জন পিটর গ্র্যান্ট প্রভৃতি অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

সুপ্রিয়বাদিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মিষ্টভাষী। 'পরম সুন্দরী তিনি সুপ্রিয়বাদিনী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সুপ্রীত *বিণ* প্রসন্ন। 'সুপ্রীত মনে তাহাদিগকে কহিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সুফল [স] ১ *বিণ* সফল। 'সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। ২ *বি* ভালো পরিণাম। 'ইহাতে অবশ্যই সুফল দর্শিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৩ *বি* ভালো ফল। 'হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বি* উপকার। 'মহতের আশ্রয়ে থাকিলে সকল সময় যদি বা কোনো প্রত্যক্ষ উপকার না পাওয়া যায় তথাপি তাহার অপ্রত্যক্ষ সুফল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুফলদায়ক [স] *বিণ* শুভকর। 'জাতির পক্ষে কখনও সুফলদায়ক নহে।' *এসলাম*, ১৯৩৫।

সুফলপ্রদ [স] *বিণ* ভালো ফল দেয় এমন। 'আশা করা যায় তা সুফলপ্রদ হবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুফলা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* উৎকৃষ্ট ফল জন্মে এমন। 'তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই ... সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'আমি দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই, কেননা, সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বিণ* সহজে ফল জন্মে এমন। 'আমাদের জন্মভূমি সুজলা সুফলা, চাষ করিয়া ফসল পাইতে

কষ্ট নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সুফসল [স সু+আ ফসল] *বি* ভালো ফসল। 'এই এক নূতন ও অকৃষ্ট ক্ষেত্র বটে কিন্তু ক্রমে ইহাতে সুফসল জন্মিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুফি, সুফী [আ সূফী] *বি* মুসলমান মরমি সাধক, যাঁরা মনে করেন স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক প্রেমের। 'পেড়োয়ার শাহা সুফি দুনিয়ায় বিহিত।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'তিনি হয়তো বা সুফি-দরবেশও ছিলেন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুফীকবি *বি* সুফি মতাবলম্বী কবি। 'এ সাহিত্যের উজ্জ্বলতম দিনে রহস্যবাদী সুফিকবিরা ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুফীপ্রভাব [আ সূফী+স প্রভাব] *বিণ* মুসলিম মরমি সাধনার প্রতিফলন। 'মুসলমান বাউলদের ওপর সুফীপ্রভাব পড়ায় তারা আরও বিশেষভাবে তত্ত্বান্বেষী।' *হাই*, ১৯৫৪।

সুবংশ [স] *বি* অভিজাত বংশ। 'সৌন্দর্যাভিমানী অমায়িক সুবংশের ছেলের জন্য ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুবক্তা [স] *বিণ* চমৎকার ভাষণদানকারী। 'কোন পরিহাস-প্রিয় সুবক্তা পুরুষ তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সুবঙ্কিম [স] *বিণ* ভালোভাবে বাঁকানো। 'মলয়াবারের তীর সুবঙ্কিম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুবচনী [স] *বি* হিন্দু লৌকিক দেবীবিশেষ। 'সুবচনী পূজা করি মনস্কামনা সিদ্ধি করিলে।' *কেরি*, ১৮০২।

সুবচনি [স সুবচনী] *বি* হিন্দু লৌকিক দেবীবিশেষ। 'তৎক্ষণাৎ দাঁড়া সুয়া পান দিয়া পাঁচ এও লইয়া সুবচনি পূজা দিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুবণ্ন [স সুবর্ণ] *বিণ* সুবর্ণ; সোনা। 'হাথে তুলী নৈল কাহ্নাঞি সুবণ্নের বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুবৎসর [স] *বি* শুভ বৎসর। 'দুর্বৎসর হউক, সুবৎসর হউক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুবদনী [স] **১** *বিণ* সুন্দর মুখের অধিকারী। 'সুন সুবদনী রাধা আইহনের রাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি স্ত্রী* সুন্দর মুখের অধিকারী। 'শুন ওলো সুবদনি, বদনকমলখানি ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪; 'শোন সুবদনি, কহিতে সরম-কথা।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

সুবন্ত [স] *বিণ* (সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা) সুপ্ অর্থাৎ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে এমন। 'গুরুবাক্যে দিআ কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ অষ্টশব্দি সুবন্ত পাণিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবন্দোবস্ত [স] **১** *বি* উন্নত ব্যবস্থা। 'আমি রাজপুতদিগের যুদ্ধের যে সুবন্দোবস্ত দেখিয়াছি ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। **২** *বি* সুন্দর ব্যবস্থা। 'তার স্নান পান বেশপরিবর্তনের আশ্চর্য সুবন্দোবস্ত আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'পানির কলের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলাম।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

সুবন্ন [স সুবর্ণ] *বিণ* স্বর্ণনির্মিত। 'সুবন্ন অঙ্গুরি সোভে বলয়া দুই করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুবর্ণ [স] **১** *বি* সোনা। 'কোথা হইতে সুবর্ণ আনয়ে বার বার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সোনা দিয়ে তৈরি। 'একদিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বিণ* সোনালি। 'সুবর্ণ গোধিকা দেখি চিত্তে বীর হইলা দুখী অযাত্রিক পাপ দরশন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বিণ* সুন্দর রঙবিশিষ্ট। 'তীরতরু সুবর্ণ নিবন্ধ শাখামূল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৫** *বি* স্বর্ণমুদ্রা। 'তুমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বীরবরকে সহস্র সুবর্ণ দিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সুবর্ণ আলয় [স] *বি* স্বর্ণনগরী। 'কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, সুবর্ণ আলয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুবর্ণ-কবচ [স] *বি* সোনা দিয়ে তৈরি অলঙ্কারবিশেষ। 'উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ-কবচ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুবর্ণকার [স] *বি* স্বর্ণকার। 'এক জন যুবা সুবর্ণকার এই কৌটাটি প্রস্তুত করে আমায় দেয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

সুবর্ণকুণ্ডল [স] *বি* সোনার তৈরি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'সুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা/ পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুবর্ণ-খচিত [স] *বিণ* সোনার কাজ করা। 'পতাকারাজীর সুবর্ণ-খচিত পূর্ণতারার চমকপ্রদ কিরণ।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সুবর্ণগর্ভা, সুবর্ণগবর্ভা [স] *বিণ* গর্ভ থেকে সুসন্তান জন্মে এমন। 'যাবদীয় লোক তোমাকে সুবর্ণগবর্ভা কহিবেক।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সুবর্ণ-গোধিকা [স] *বি* সোনালি রঙের গুইসাপ। 'সুবর্ণ গোধিকা দেখি চিত্তে বীর হইলা দুঃখী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবর্ণজড়িত [স] *বিণ* স্বর্ণখচিত। 'সুবর্ণজড়িত যেন হিরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবর্ণ-তটিনী [স] *বি* কল্পিত সোনালি জলের নদী। 'বহে নিরবধি নদী কলকলে – সুবর্ণ-তটিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুবর্ণদায়ি [স সুবর্ণদায়ী] *বিণ* স্বর্ণদানকারী। 'এক ভরি পরিমিত সুবর্ণদায়ি কুণ্ডলদ্বয় রাজাকে দিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুবর্ণদ্বীপ [স] *বি* সুমাত্রাদ্বীপ। 'রামায়ণে যবদ্বীপ ও সুবর্ণদ্বীপের পৃথক পৃথক নির্দেশ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুবর্ণপঞ্জর [স] *বি* সোনার খাঁচা। 'কামিলা দ্বাদশ জনা সভে হয়্যা দৃঢ়মনা গড়ে তারা সুবর্ণপঞ্জর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবর্ণপদ্ম [স] *বি* সোনার পদ্ম। 'এই সরোবরে সুবর্ণপদ্ম বিরাজ না করিলেও, ইহার নৈসর্গিক সুষমার তুলনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুবর্ণপ্রতিমা [স] *বি* সোনার মূর্তি। 'সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ সুবর্ণপ্রতিমা-ভান সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুবর্ণপ্রভ [স] *বিণ* সোনালি। 'ডলির মত অঞ্জলির গায়ের রঙ অত সুবর্ণপ্রভ না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সুবর্ণফুল [স সুবর্ণ+ফুল] *বি* সোনার ফুল। 'কেহ তুলিলা সুবর্ণফুল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুবর্ণবণিক [স] *বি* সোনা ব্যবসায়ী; বণিক সম্প্রদায়বিশেষ। 'সুবর্ণবণিক বৈসে রজত কাঞ্চন কষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবর্ণ-বরণ [স সুবর্ণ+স বর্ণ] *বিণ* সোনালি রঙের। 'রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ – পড়িল চৌদিকে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুবর্ণমণ্ডিত [স] *বিণ* সোনায় মোড়ানো। 'নহে যজ্ঞধূম ও-ফলক সারি সারি সুবর্ণমণ্ডিত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুবর্ণময় [স] **১** *বিণ* সোনা দিয়ে তৈরি। 'তাহার অভ্যন্তরে কীর্ত্তিদেবী এক সুচারু সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* সোনার টুকরার মতো। 'সুবর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র সে ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কী অন্যায় কার্য হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সুবর্ণমার্জ্জনী, সুবর্ণমার্জ্জনী [স] *বি* সোনার ঝাড়ু। 'সুবর্ণমার্জ্জনী

লৈয়া করে পথ সংমার্জ্জন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

সুবর্ণযোগ [স] *বি* উত্তম সুযোগ; সুবর্ণ সুযোগ; গোল্ডেন অপরচুনিটির অনুবাদ। 'আজ তাই সুবর্ণযোগ সে হাত ছাড়া করলো না।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

সুবর্ণরচিত [স] *বিণ* সোনার তৈরি। 'সুবর্ণরচিত নিল অঙ্গুরি পাসুলি।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সুবর্ণ-রশ্মি [স] *বি* সোনালি আলো। 'বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন।' *মাইকেল,* ১৮৬৫।

সুবর্ণরেখা [স] *বি* একটি নদীর নাম। 'ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে।' *বঙ্কিম,* ১৮৯২।

সুবর্ণরেণু [স] *বি* সোনার কণা। 'নদীবালু হয়ত সুবর্ণরেণু মিশানো।' *বিভূতি,* ১৯৩১।

সুবর্ণলঙ্কা [স] *বি* (হিন্দু পুরাণ) স্বর্ণের মতো ঐশ্বর্যপূর্ণ লঙ্কাপুরী। 'সংগীতের রসায়নে চেয়েছিলি করিতে নির্মাণ সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা।' *সুধীন্দ্র,* ১৯২৮।

সুবর্ণ-লতিকা [স] *বি* স্বর্ণলতা। 'মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত, বীর দেহে।' *মাইকেল,* ১৮৬০।

সুবর্ণসদন [স] *বি* স্বর্ণমন্দির। 'বৃন্দাবনে কল্পদ্রুম সুবর্ণসদন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

সুবর্ণ সুযোগ [স] *বিণ* উত্তম সুযোগ। 'তাহা হইলে এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না।' *নজরুল,* ১৯২২।

সুবর্ণ-সূত্র [স] *বি* সোনালি আঁশ। 'এর জন্য একে ... সুবর্ণ-সূত্র বলা হয়।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

সুবর্ন্ন [স সুবর্ণ] *বি* সোনা। 'সুবর্ন্নের পাক সব সুন্দর মুরতি।' *মালাধর,* ১৫০০।

সুবর্ণ্ব [স সুবর্ণ] *বিণ* সোনা। 'মারিচি রূপে কেহোঁ সুবর্ণ্ব মৃগি হৈয়া।' *মালাধর,* ১৫০০।

সুবর্ষণ [স] *বি* পরিমিত বৃষ্টি। 'বহুক হাওয়া ক্ষুরের ধারে – হ'বে সুবর্ষণ।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১২।

সুবলন [স] *বিণ* সুঠাম। 'হেমস্তম্ভ প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

সুবলয়িত [স] *বিণ* শক্তিসম্পন্ন। 'হৃষ্টপুষ্ট সুবলয়িত দেহাবয়বে অল্প কয়েকখানা অলঙ্কার।' *অন্নদা,* ১৯২৯।

সুবলিত [স] ১ সুগঠিত। 'সুবলিত হস্তপদ কমলনয়ন।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বিণ* শক্তিশালী। 'সুবলিত এক তনু করিলা সৃজন।' *সুলতান,* ১৭০০।

সুবসুধারিণী [স] *বি স্ত্রী* বিশেষ রত্ন ধারণকারী। 'কোথা সে বসুধা শ্যামা, সুবসুধারিণী তোমার?' *মাইকেল,* ১৮৬০।

সুবহ-সাদেক, সুবহে-সাদেক [আ] *বি* উষা; ভোর। 'বুকের রক্তে সুবহসাদেক আনিয়া হলে শহীদ।' *নজরুল,* ১৯৩৭; 'এই সুবহেসাদেকের পশ্চাদ্‌ভূমিতে ছিল যে অন্ধকার রাত্রি।' *বেগম,* ১৯৪৭।

সুবা [ফা সুবাহ্‌] *বি* প্রাদেশিক শাসনকর্তা। 'লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী/ সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী।' *ভারত,* ১৭৬০।

সুবাদার [ফা] *বি* প্রাদেশিক শাসনকর্তা। 'ওতবা ওলিদে সেথা আছে সুবাদার।' *গরীব,* ১৭৬৫; 'সুবায় সুবাদারেরা স্বেচ্ছাচারী।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৯।

সুবাদারি [ফা সুবাদার>] *বি* প্রাদেশিক শাসকের পদ। 'তিনিই সুবাদারি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।' *রামরাম,* ১৮০১।

সুবাতাস [স] *বি* অনুকূল বায়ু। 'ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রৈলো।' *রামপ্রসাদ,* ১৭৮০।

সুবাদ [স] *বি* সম্পর্ক। 'সব জ্ঞাতি নয়, যাদের সঙ্গে সুবাদ বেশ ঘনিষ্ঠ।' *শওকত,* ১৯৭৩।

সুবাদক [স] *বি* দক্ষ যন্ত্রশিল্পী। 'যেমন সুগায়ক সুবাদক হইতে গেলে বহু পরিশ্রম করিতে হয়।' *শহীদুল্লাহ,* ১৯৩১।

সুবান [আ] *বিণ* চমৎকার। 'বড়ই ছুরৎ তার দেখিতে সুবান।' *গরীব,* ১৭৬৫।

সুবানী [স সুবাণী] *বি* সুমিষ্ট কথা। 'কিসনরাম কহ সুবানী।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০।

সুবাস [স] *বি* সুগন্ধ। 'জাতকি ও কেতকি কুসুম সুবাস।' *বিদ্যাপতি,* ১৪৬০।

সুবাস-আভাস [স] *বি* সুগন্ধের আভাস। 'সুবাস-আভাসখানি মনে হয় যেন জানি, রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৪।

সুবাসভরা [স সুবাস+ভরা] *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'শালমঞ্জরীর ঘন সুবাসভরা।' *বিভূতি,* ১৯৩১।

সুবাস-রেণু [স] *বি* সুগন্ধি রেণু। 'দুইধারে ঘন কেয়ার কুঞ্জ ছড়ায়ে সুবাস-রেণু।' *জসীম,* ১৯৫১।

সুবাসানুরাগ [স] *বি* সুগন্ধের প্রতি অনুরাগ। 'যক্ষের সুবাসানুরাগ না হয় কবিত্ব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়।' *মুজতবা,* ১৯৬০।

সুবাসিত [স] *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'সুবাসিত জল নব্য পাত্রে সমর্পিল।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০; 'তবে সুবাসিত করও গুজরাটের ধরা।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সুবাসিনী [স] *বি স্ত্রী* সুগন্ধযুক্ত নারী। 'আয় সুবাসিনী।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১১।

সুবাসী [স] *বিণ* সুগন্ধী। 'সেদিন এনেছে সুবাসী তেল।' *আলাউদ্দিন,* ১৯৫৮।

সুবিক্রেয় [স] *বিণ* সহজে বিক্রয়যোগ্য। 'সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৫।

সুবিখ্যাত [স] *বি* খুব বিখ্যাত। 'ঐ সুধীর সুবিখ্যাত মহাশয়ের যথার্থ স্বরূপ সমরূপ প্রতিবিম্বিত।' *জ্ঞানান্বেষণ,* ১৮৩৮।

সুবিচক্ষণ [স] ১ *বিণ* অতিশয় বুদ্ধিমান। 'তিনি একজন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপরায়ণ ও সুবিচক্ষণ বটেন।' *পূর্ণচন্দ্র,* ১৮৩৫। ২ *বি* সঠিক বিবেচনা বোধ সম্পন্ন। 'আমাদের সুবিচক্ষণ লেপ্টেনন্ট বাহাদুর।' *সোমপ্রকাশ,* ১৮৭৩।

সুবিচার [স] ১ *বি* ন্যায় বিচার। 'হাকিম তাহাদের সহায় হইয়া সুবিচার করিতেছেন।' *সুলভ,* ১৮৭৩। ২ *বি* যথাযথ বিবেচনা। 'তারা অন্য জাতির প্রতি সুবিচার করতে এবং ভালোবাসা দিতে পারে না।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪।

সুবিচারক [স] *বিণ* ন্যায় বিচারকারী। 'আমারদিগের খ্রীষ্টান গবর্ণমেন্ট আপনারদিগকে সুসভ্য, সুবিচারক এবং প্রজা হিতৈষি বলিয়া যে অভিমান করেন ...।' *প্রভাকর,* ১৮৫১।

সুবিচারকতা [স] *বি* সুবিচার। 'জিলা নবদ্বীপের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত

আর সি হলকট সাহেবের সুবিচারকতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সুবিচারিত [স] *বিণ* সুন্দরভাবে বিচার করা হয়েছে এমন। 'ইংরাজের সুনিয়মিত সুবিচারিত গবর্মেন্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুবিচার্যকারী, সুবিচার্য্যকারী [স] *বিণ* সুবিচারক। 'সুবিচার্য্যকারী দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুবিচিত্র [স] *বিণ* সুন্দর বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'সেখানে পথের রেখাও যেমন মুক্ত পথের রূপও তেমনি সুবিচিত্র।' *অবন*, ১৯২৫।

সুবিজন [স] *বিণ* খুব নির্জন। 'সুবিজন নিলয়ে বালা বিরহবিষণ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮; 'জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারি দিক সুবিজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুবিজ্ঞ [স] **১** *বিণ* পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ দ্বারা, বিবাহের দিন নির্ধারিত করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বিণ* চালাক। 'এক চতুর শৃগাল একদিন এক সুবিজ্ঞ বককে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সুবিজ্ঞতম [স] *বিণ* সবচেয়ে বিজ্ঞ। 'আমি অনতিবিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সুবিদা [স সুবিধা] *বি* সুযোগ। 'সকালে বিকালে ভ্রমণের অতিসুবিদা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সুবিদিত [স] *বিণ* ভালোভাবে জানা আছে এমন। 'সুবিদিত উজানি সমাঝে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুবিদ্য [স] *বি* সুবিদ্বান। 'সুবিদ্য হইয়া তুমি না ভাবিলে মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুবিধা [স] **১** *বি* আনুকূল্য। 'বহুকালাবধি রেজকী ... চলিত ছিল তাহাতে লোকের আয় ব্যয় বিষয়ের সুবিধা হইত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **২** *বি* সুযোগ। 'বাস্তবিক এ সুবিধা ত্যাগ করা সাধারণ লোকের কর্ম্ম নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৩** *বি* উপায়। 'মশাকে জড়াইয়া ধরিবার কোনো সুবিধা হইয়া উঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **৪** *বি* লাভ। 'বাংলা ভাষায় লিখিবার এক বিশেষ সুবিধা এই যে বাংলায় নূতন কথা বলা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৫** *বিণ* জুৎসই। 'তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুবিধা-অসুবিধা [স] *বি* অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা। 'কোনো সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তাই করিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সুবিধা করা *ক্রি* উপায় করা। 'উষুধ পত্তর দরকার হয় তো আমি সুবিধা করে দিতে পারি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

সুবিধাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* সুবিধা অনুযায়ী। 'বণিকেরা সুবিধাক্রমে স্থল ও নদীযোগে বিবিধ রাজ্যে লইয়া যাইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুবিধাজনক [স] *বিণ* উপযোগী; অনুকূল। 'স্থানটি সুবিধাজনক হওয়ায় ... পণ্যদ্রব্য পরিচালিত করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সুবিধাদর [স সুবিধা+ফা দর] *বি* অল্প দাম। 'গ্রামের বাড়ির কাছেই ক' বিঘে জমি পাওয়া যাচ্ছে সুবিধাদরে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

সুবিধাবাদ [স] *বি* ন্যায়-অন্যায় বাদ দিয়ে শুধু সুবিধার কথা বিবেচনা। 'সুবিধাবাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার অন্তুহাতে?' *মানিক*, ১৯৪৭।

সুবিধাবাদিত্ব [স] *বি* ন্যায়-অন্যায় বাদ দিয়ে শুধু সুবিধার কথা বিবেচনা। 'হিন্দু মুসলমানের সুবিধাবাদিত্বের পথ হলো আরও পরিষ্কৃত।' *উমর*, ১৯৬৬।

সুবিধাবাদী [স] *বিণ* ন্যায়-অন্যায় বাদ দিয়ে শুধু নিজের স্বার্থ বুঝে কাজ করে এমন। 'তাহলে সবাই সুবিধাবাদী আপনারা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুবিধাভোগী [স] *বি* অন্যায্য সুযোগ ভোগকারী। 'কতিপয় সুবিধাভোগীদের স্ত্রীদের সংগঠন।' *বেগম*, ১৯৫২।

সুবিধামতো [স] **১** *ক্রিবিণ* সুযোগক্রমে। 'সুবিধামত টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। *বিণ* সুবিধাজনক। 'কয়লাতোলা এবং সৈন্যনিবাসের পক্ষে একটি সুবিধামতো আড্ডা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রিবিণ* ভালোরকম। 'সেদিন পড়া সুবিধামত হইলই না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। *বিণ* জুৎসই। 'এদিকে কৈফিয়তও তেমন সুবিধামতো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। *ক্রিবিণ* সুবিধা হবে এমন। 'মানুষের দুর্বলতার মাপে ধর্মকে সুবিধামতো খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সুবিধাযোগ [স] *বিণ* সুযোগমতো। 'একসময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতার পালাইয়া গেলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুবিধাশিকারী [স সুবিধা+ফা শিকারী] *বিণ* সুবিধাবাদী। 'একদল সুবিধাশিকারী এবং কায়েমী স্বার্থীও পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

সুবিধা হওয়া *ক্রি* সুযোগ হওয়া। 'আজ আপনার সঙ্গে কথাবার্তার সুবিধা হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সুবিধে [স সুবিধা] *বি* সুবিধা। 'তাতে সুবিধে হচ্ছে যে ময়লা হয়ে গেলে জামা বদলাবার কোনো আবশ্যক করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুবিধেবাদী [স সুবিধাবাদী] *বিণ* ন্যায়-অন্যায় বাদ দিয়ে শুধু নিজের স্বার্থ বুঝে কাজ করে এমন। 'মানুষ শত সহজবাদী, সুবিধেবাদী স্বাভাবিক হলেও ... ব্যথা পায়।' *জীবন*, ১৯৩১।

সুবিধান [স] *বি* উত্তম নিয়ম; সুব্যবস্থা। 'সব সুবিধান দান দেহ ত আব্ধারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুবিধি [স] *বি* সুবিধাতা। 'সুবিধির বিধ বিদিত জগতে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুবিনীত [স] *বিণ* শিষ্ট। 'অবিনীত অসভ্য লোকেরা অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুবিনীত হইয়া উঠিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুবিনীতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিনয়ী। 'সুবিনীতা, বশংবদা, রোজা-পালিনী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সুবিন্যস্ত [স] *বিণ* যথাস্থানে সুন্দরভাবে সাজানো আছে এমন। 'সুবিন্যস্ত পক্ষদ্বয় রজত ও হরিদ্রা বর্ণে পরমসুন্দররূপে চিত্রিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুবিপুল [স] *বিণ* অতি বড়ো। 'দিল্লীর দরবার-নামক একটা সুবিপুল অত্যুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুবিবাহ [স] *বি* ভালো বিয়ে। 'ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যা লাভ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুবিবেচক [স] *বিণ* বিচক্ষণ। 'মহাশয়ের সুবিবেচক পাঠকদিগের নিমিত্তে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

সুবিবেচনা [স] *বি* সুবিচার। 'সুবিবেচনা পূর্ব্বক সে ব্যাঘাত দূর করিয়া উভয় দেশের মঙ্গলজনক বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সুবিবেচনাসিদ্ধ [স] *বিণ* সুবিচারসম্মত। 'এই সুবিবেচনাসিদ্ধ নিয়মে সর্ব্বদেশীয় শিক্ষকদিগের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুবিবেচিত [স] *বিণ* সুন্দরভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এমন। 'সুবিবেচিত লক্ষ্য ও আদর্শের বিরোধিতা।' *আজাদ*, ১৯৪৭; 'তাকে

সুবিবেচিত কল্যাণের পথে পরিচালনার নির্দেশই সাংবাদিক প্রদান করবেন।' *মাহেনও, ১৯৪৯।*

সুবিভক্ত [স] *বিণ* যথার্থভাবে শ্রেণীবদ্ধ। 'জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করে ...।' *সুনীলমুখো, ১৯৭০।*

সুবিরল [স] *বিণ* অত্যন্ত বিরল। 'নীরবগৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ/ সুবিরল, নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ?' *রবীন্দ্র, ১৯০১।*

সুবিলাসী [স] *ক্রিবিণ* লীলায়িত ভঙ্গিতে। 'কীর্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী।' *বৃন্দা, ১৫৮০।*

সুবিশাল [স] *বিণ* অতিশয় বৃহৎ। 'গ্রাসিছে চাঁদের কায়া ফেলিয়া আঁধার ছায়া সুবিশাল রাহুর আকার।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৪;* 'আমিও এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলের সুবিশাল গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলুম।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫।*

সুবিশ্ব [স] *বি* সুন্দর পৃথিবী। 'কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে।' *মাইকেল, ১৮৬৬।*

সুবিস্তর *বিণ* বিস্তীর্ণ। 'তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য দখল করিয়া রাখিয়াছ।' *অক্ষয়, ১৮৫৬।*

সুবিস্তার [স] *বিণ* বিস্তারিত। 'সেসব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

সুবিস্তীর্ণ [স] *বিণ* সুপ্রশস্ত। 'সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমি অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন!' *অক্ষয়, ১৮৪৯;* 'সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর ... জড়শয়ানে শয়ান রহিয়াছি।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৪।*

সুবিস্তৃত [স] **১** *বিণ* বিশাল। 'বঙ্গভূমি এক্ষণে একটি সুবিস্তৃত রুগ্ননিবাস হইয়া উঠিয়াছে।' *অক্ষয়, ১৮৪৬।* **২** *বিণ* বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এমন। 'ব্যোমযানের সুবিস্তৃত গর্জন।' *বুদ্ধ, ১৯৭১।*

সুবিস্তৃতা [স] *বিণ* সুপ্রশস্ত। 'সেই সুবিস্তৃতা পুরী অন্ধকার হইল।' *বঙ্কিম, ১৮৭৩।*

সুবিহিত [স] *বিণ* যথোচিত। 'বৈষয়িক কর্ম্ম সম্পাদনের সুবিহিত রীতি অবলম্বন ... করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।' *অক্ষয়, ১৮৪৯;* 'একটি সুবিহিত শৃঙ্খলার ভাব নাই।' *রবীন্দ্র, ১৯০৫।*

সুবীর [স] *বিণ* অতিশয় বীরের। 'ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে।' *মাইকেল, ১৮৬১।*

সুবুদ্ধি [স] *বি* শুভবুদ্ধি। 'পরম সুবুদ্ধি করি সভে বাখানিল।' *বৃন্দা, ১৫৮০;* 'তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো।' *নজরুল, ১৯২২।*

সুবুদ্ধিবশত [স] *ক্রিবিণ* শুভবুদ্ধি হেতু। 'সুবুদ্ধিবশত ওরূপ দাম্ভিকতা হেসে উড়িয়ে দেওয়াটাই সংগত।' *প্রমথ, ১৯১৩।*

সুবুদ্ধী *বিণ* চমৎকার বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। 'একটা বড় সুবুদ্ধী সিংহির মাদি বাচ্ছা।' *ক্যালগে, ১৭৯৫।*

সুবুধী [স সুবুদ্ধি] *বিণ* সুচতুরা। 'পথে জায়িতেঁ কথা কহে সুবুধী বড়ায়ি।' *বড়ু, ১৪৫০।*

সুবৃষ্টি [স] *বি* প্রচুর বর্ষণ। 'তবে সেই পুরে ইন্দ্র সুবৃষ্টি করিল।' *মালাধর, ১৫০০।*

সুবৃহৎ [স] **১** *বিণ* খুব বড়ো। 'চতুর্দ্দিকে স্থলবেষ্টিত নিসর্গসম্ভূত সুবৃহৎ জলাশয়।' *অক্ষয়, ১৮৫৪।* **২** *বিণ* খুব প্রসারিত। 'সীমা অতিক্রম করে এমন সুবৃহৎ আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

সুবে [ফা সুবাহ্] *বি* প্রদেশ। 'সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার।' *দর্পণ, ১৮২১।* *দ্র* **সুবা**

সুবেদারি [ফা সুবাহ্>] *বি* সুবেদারের কাজ। 'সুবেদারি পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ, ১৮২৪।*

সুবেদী [স] *বিণ* সংবেদনশীল। 'সুবেদী সঞ্চরণ এবং অনুনাদী ধ্বনিপ্রবাহ মিলে যে প্রতিরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল ...।' *শিব, ১৯৭৩।*

সুবেশ [স] **১** *বি* উত্তম সজ্জা। 'নেত বসন রাধা পিন্ধিলেঁ সুবেশ।' *বড়ু ১৪৫০।* **২** *বি* ভদ্রজন। 'একদিন পাঁচ সাত দশজন সুবেশ কর্ত্তৃক কোন মহল্লায় আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা ...।' *আজাদ, ১৯৫৬।*

সুবেশধারী [স] *বিণ* উত্তম পোশাক পরিহিত। 'ওই গাড়ির সুবেশধারী স্থূলকায় আরোহীটিকে ...।' *মানিক, ১৯৩৭।*

সুবেশা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর সাজসজ্জাযুক্ত। 'সুবেশা স্বভাব রঙ্গে সদা কাল ফিরে সঙ্গে।' *মানিকরাম, ১৭৮১।*

সুবেস [স সুবেশ] *বি* উত্তম সাজসজ্জা। 'স্বামিরে সেবএ কেহো সুবেস করিয়া।' *মালাধর, ১৫০০।*

সুবেসা [স সুবেশা] *বিণ স্ত্রী* উত্তম সাজযুক্ত। 'অনেক সুবেসা নারি পরিচারক করি।' *মালাধর, ১৫০০।*

সুবেহ সাদেক, সুবেসাদিক, সুবে সাদেক [আ] *বি* উষাকাল; প্রাতঃকাল। 'এখন সুবেহ সাদেক – মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন।' *রোকেয়া, ১৯৩০;* 'সুবেসাদিকের স্পন্দন যেন আরো মৃদু হয়ে আসে।' *ফররুখ, ১৯৪৩;* 'সুবে সাদেকের সূর্যের প্রতিশ্রুতি এবং টুকরো কালোমেঘ এসে ঢেকে ফেলে।' *মাহেনও, ১৯৪৯;* 'সুবে-সাদেকের তীব্র শুভ্রতায় নির্মেঘ।' *শামসুর, ১৯৬৩।*

সুবৈক্কির ঢাল *বি* কালপুরুষ। 'সুবৈক্কির ঢাল নামক নক্ষত্রসমষ্টিতে ঘোড়নালের আকার এক নীহারিকা আছে।' *বঙ্কিম, ১৮৭৫।*

সুবো [ফা সুবাহ্>] *বি* সাহেব। 'যত কালের যুবো, যেন সুবো, ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।' *গুপ্ত, ১৮৫৮।*

সুবোধ [স] **১** *বিণ* বুদ্ধিমান। 'এক জন সুবোধ সয়দাগরকে ধন সুদ্ধা .. পাঠাইলেন।' *চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।* **২** *বি* শুভ উপলব্ধি সম্পন্ন। 'তুমি অতি সুবোধ ইহা জ্ঞাত হইয়া তোমাকে এরূপ উপদেশ করিলাম।' *ভবানী, ১৮২৫।* **৩** *বিণ* সুবুদ্ধিসম্পন্ন। 'রস্কো অতি সুশীল ও সুবোধ ছিলেন ...।' *বিদ্যা, ১৮৫৬।*

সুবোধমানস [স] *বিণ* বিচক্ষণ। *ওগাঁ, ১৭৮৫।*

সুবোধ্য [স] *বিণ* সহজে বোঝার উপযোগী। 'সর্বসাধারণের সুবোধ্য বাংলা ভাষায় একটি পুস্তিকা।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

সুব্যক্ত [স] *বিণ* স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। 'কিয়ৎ ভরসাজনিকা কথা সুব্যক্ত পূর্ব্বক কহিলেন।' *দর্পণ, ১৮৩৮;* 'আমরা গভীর সুখ বলি – অর্থাৎ যে-সুখের সকল অংশই একেবারে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত নয়।' *রবীন্দ্র ১৯১৬।*

সুব্যবস্থা [স] *বি* সুবন্দোবস্ত। 'আমার পিতার কাছে অব্যবস্থা হইবে তবে আর কোথায় সুব্যবস্থা হয়।' *দর্পণ, ১৮২১।*

সুব্যবস্থিত [স] *বিণ* সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে এমন। 'এমন অব্যবস্থিতচিত্ত ঋতুকে ছন্দোবন্ধের ভিতর সুব্যবস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।' *প্রমথ, ১৯১৪।*

সুভ [স শুভ] *বিণ* শুভ। 'তার সুভ দিন ভৈল।' *বড়ু, ১৪৫০।* *দ্র* **শুভ**

সুভক্ষন [স শুভক্ষণ] *বি* উত্তম সময়; মঙ্গলজনক সময়। 'সুভক্ষনে প্রসব হএ একুই দিবসে।' *মালাধর, ১৫০০।*

সুভতিথি [স শুভতিথি] *বি* সুসময়সূচক তিথি। 'ভদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমি সুভতিথি।' *মালাধর, ১৫০০।*

সুভ দরসন [স শুভদর্শন] *বি* শুভদৃষ্টি বিনিময়। 'বর কৈন্যা করিলেক

সুভ দরসন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুভদিন [স শুভদিন] *বি* মঙ্গলকর দিন। 'বিবাহের কৈল সুভদিন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুভযোগ [স শুভযোগ] *বি* শুভসময় বা কাল। 'সুভদিন সুভযোগ রোহিনি নিসাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুভাসুভ [স শুভাশুভ] *বি* শুভ-অশুভ। 'বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।' *চর্যা ৪৫*, ১২০০।

সুভগ *বি* ভাগ্যবান। 'ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুভঙ্গিম [স] *বি* সুন্দর ভঙ্গিযুক্ত। 'তার আলোকিত সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুভদ্র [স] *বিণ* উত্তম। 'তাহারদিগের সুভদ্র হইবেক।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

সুভব্য [স] *বিণ* শান্তশিষ্ট। 'পাত্রটি সুশ্রী সুভব্য বটে।' *কেরি*, ১৮০২।

সুভা [ফা সুবাহ] *বি* প্রদেশ। *ডানকান*, ১৭৮৪।

সুভাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত ভাগ্যবতী। 'সুভাগিনী মনোরঙ্গে সুচরিত পতি সঙ্গে সুখ বিলাসএ নিরন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুভাগ্য [স] *বি* সৌভাগ্য। 'সুদশা আজি ভব সুভাগ্যের বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'এমন সুভাগ্য আমার কবে হবে।' *লালন*, ১৮৯০।

সুভাজন [স] *বি* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। 'জোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুভাদৃষ্ট [স শুভাদৃষ্ট] *বি* সৌভাগ্য। 'আমার ভাবি সুভাদৃষ্ট দৃষ্টি করিয়া মহোল্লাসে নব পরিচ্ছেদ ধারণ করিয়াছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সুভাবনীয়তম [স] *বিণ* সুকল্পিত। 'দূরে সুভাবনীয়তম কাল পাখির ডাক।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সুভালাভালি *ক্রিবিণ* নির্বিঘ্নে। 'ভাল হবে – সুভালাভালি কেটে যাবে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সুভাষিত [স] ১ *বিণ* সুন্দর ভাষায় বলা। 'বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি* হিতোপদেশ। 'কিন্তর সংস্কৃত সুভাষিত মুখস্থ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সুভাষিতা [স] *বি* সুকথন। 'মৌলবী সাহেবের সুভাষিতাবলী যে সাহিত্যে স্থান লাভ করেনি ...।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

সুভাষী [স] *বিণ* মধুরভাষী। 'সৎকবি তুম্বুর গায়ক বাদ্যক্রিয়াতে তালজ্ঞ সুভাষী সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়।' *রামরাম*, ১৮০১।

সুভাসিত [স সুবাসিত] *বিণ* সৌরভযুক্ত। 'তাম্বুল খায় কেহো সুভাসিত কর্পূর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুভিক্ষ [স] *বি* অন্নপ্রাচুর্য। 'সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুভিক্ষা [স] *বি* সুন্দর প্রার্থনা। 'আঘাত অপমান ও অভাব, সমাদর্শ নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুভুজবিশিষ্ট [স] *বিণ* সুন্দর বাহুসম্পন্ন। 'এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দর গঠন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুভূষণ [স] *বিণ* সুন্দর সাজসজ্জা। 'সাজাতে কুচূড়া তোর, হেন সুভূষণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুভূষণা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর ভূষণবিশিষ্ট। 'রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।' *ভারত*, ১৭৬০।

সুভোগা [স সু-ভোগ] *ক্রি* সম্ভোগ করা। 'দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী সুভোগল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুভোজক [স] *বিণ* খাদ্যরসিক। 'হে সুভোজক আমি ভাত ছাড়িয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুম করা *ক্রি* আরম্ভ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুমখে [স সম্মুখ] *ক্রিবিণ* সামনে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুমঙ্গল [স] *বিণ* অত্যন্ত কল্যাণকর। 'সুমঙ্গল আশীর্বাদ বরষিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল-করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুমঙ্গলা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত কল্যাণকর। 'নন্দন-লক্ষ্মী সুমঙ্গলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'চির-শুদ্ধাচারিণী ... সুমঙ্গলা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সুমঝে [হি সমঝা] *ক্রিবিণ* বুঝে শুনে। 'সুমঝে ভজন সাধন কর নিকটে ধন পেতে পার।' *লালন*, ১৮৯০।

সুমণ্ডিত [স] *বিণ* সুশোভিত। 'শ্বেত বীণাসুমণ্ডিতকর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুমতি, সুমতী [স] ১ *বি* সুমন্ত্রণা। 'আয়িলা দেবের সুমতি শুনী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সুবুদ্ধি। 'ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুমতি কুমতি যত/ তোমার মাথায় সেত/ চারিবেদে তোমার মহিমা।' *কেতকা*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* সুবুদ্ধিসম্পন্ন। 'পড়াইআ শুনাইআ পুত্র করিহ সুমতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুমধুর [স] ১ *বিণ* সুমিষ্ট। 'বায় বাঁশী সুমধুরে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বিণ* প্রীতিকর। 'জালিয়াকে কিছু কয় সুমধুর বাণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* মিষ্টস্বাদযুক্ত। 'খাজা গজা সরভাজা অতি সুমধুর কাঁচাগোল্লা বাদামতক্তি আতা অনুপাম।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বিণ* আনন্দদায়ক। 'ক্ষুদ্র মুষ্টি সহযোগে সুমধুর লাঞ্ছনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুমধ্যম [স] *বিণ* সুন্দর কটিবিশিষ্ট। 'সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুমধ্যমা [স] *বিণ স্ত্রী* সরু ও সুগঠিত কোমরবিশিষ্ট। 'নিবিড়-নিতম্বী সহা সহ চিত্রলেখা চারুনেত্রা; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

সুমনা *বি* সুশীলা। 'সহসা সে সুমনা হয়েছে বিবসনা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুমন্দ [স] ১ *বিণ* ধীরগতিবিশিষ্ট। 'সুমন্দ আরকলি লকুম একহর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* মন্থর গতিসম্পন্ন। 'তথাকার সুমন্দ সুগন্ধ সুশীতল মারুত হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সুমন্দ সমীর – সহ গন্ধ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুমন্দগতি [স] *বি* ধীর গতি। 'যে দেশে সুমন্দগতিতে সুদূর নালিশে গিয়া পৌঁছায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুমন্দভাষিণী [স] *বি স্ত্রী* মৃদুভাষী। 'তুমি বিদেশিনি গো, সুমন্দভাষিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৪।

সুমন্দিরা *বি* মধুর স্বর সৃষ্টিকারী তালযন্ত্রবিশেষ। 'সপ্তস্বরা, সুমন্দিরা, আর যন্ত্র যত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুমরা [স স্মরণ] *ক্রি* স্মরণ করা। 'জে ফুল ভমর নিন্দহু সুমর বাস বিসরএ ন পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সুমরি** *ক্রি* স্মরণ করি। 'সুমরি বালতু নব নেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুমসাম [ধ্বন্যা] *বি* নিস্তব্ধ। 'সব যদি সুমসাম, তুমি কেন কাঁদো আর?'

নজরুল, ১৯২২।

সুমহৎ [স] *বিণ* অতি উদার। 'তাহা যে কেবল সুমহৎ জাতীয়ভাবের প্ররোচনার তাহা বলিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুমহতী [স] *বিণ স্ত্রী* খুবই মহৎ। 'তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সুমহত্তর [স] *বিণ* আরও উদার। 'দিনের আলোর সুমহত্তর রহস্যস্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সুমহান [স] *বি* অতি মহান। 'ইহপরকালব্যাপী সুমহান প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সুমাংস [স] *বি* সুস্বাদু মাংস। 'নিজেদের সুমাংস নিয়ে এরা ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সুমাংসী [স] *বিণ* সুস্বাদু মাংসধারী। 'নৃত্য করে চিত্তপুরে বসি সুমাংসী সর্বশী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

সুমানুষ [স সুমনুষ্য] *বি* ভালোমানুষ। 'একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আনুন।' *কেরি*, ১৮০২।

সুমার[১] [ফা শুমার] **১** *বি* গণনা। 'টাকার হিসাবের সুমার লিখিবার জন্যে ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। **২** *বি* হিসাব। 'তিন সুবার উসুল তহসিল সুমার তপশিল ওয়াকিফ হএন।' *রামরাম*, ১৮০১।

সুমারনবিশ *বি* হিসাবরক্ষক। 'বেচারার কাছ থেকে নায়েব গোমস্তা জমানবিশ সুমারনবিশ ... দু-পয়সা আদায় করে নেয়।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

সুমারি, সুমারী [ফা সুমার] **১** *বি* হিসাব-নিকাশ। 'মাসে মাসে চন্দ্র গণি বসাইছে সুমারি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* গণনা। '১৯০১ সালের আদম সুমারী।' *মিহির*, ১৯০২।

সুমার[২] *বিণ* সমান। 'চেংড়ার সুমার বুদ্ধি তোমার ভুজ কুয়ারা জানালে।' *লালন*, ১৮৯০।

সুমার্জিত, সুমার্জ্জিত [স] *বিণ* পরিশীলিত। 'তাঁহাদিগের বুদ্ধি সুমার্জ্জিত না থাকাতে তাঁহারা আপনাদের অনেক বিষয়ের অভাব মোচন করিতে সমর্থ ছিলেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'সুনির্বাচিত সুমার্জিত রসাস্বাদনের পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুমিতা [স] *বি স্ত্রী* পরিমিতি জ্ঞানসম্পন্ন। 'বুঝিবে কি, হে সুমিতা, অতন্দ্রিত সে অমানিশীথে ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সুমিত্র [স] *বিণ* বন্ধু। 'সুমিত্র লোকেরদের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুমিশ্রিত [স] *বিণ* সমন্বিত। 'ভাগ্যবুদ্ধি সুমিশ্রিত কার্য চারুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুমিষ্ট [স] *বিণ* অত্যন্ত মিষ্টি। 'স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ভক্ষ্য ও পেয় প্রস্তুত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুমিষ্টবারি [স] *বিণ* সুস্বাদু পানি। 'কোন লবণাম্বু তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ কর্য়ে তার সুস্বাদ নষ্ট করে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুমীমাংসা [স] *বি* সুষ্ঠু সমাধান। 'এ দুটির আমরা যদি সুমীমাংসা করতে পারি ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সুমুখ [স সম্মুখ] *ক্রিবিণ* সামনে। 'আড় আখি হাসে নটী দাড়াইরা সুমুখ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুমুখি [স সুমুখী] *বি* সুন্দরী। 'কিবা রসাতলে থাকি সুমুখি বিদ্যারে দেখি ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুমুখী [স] *বি* সুন্দরী। 'সুমুখী পুছএো তোহি স্বরূপ কহসি মোহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুমুদ [স সমুদ্র] *বি* সমুদ্র। 'দন্দ সুমুদ হোএ জীব দএ পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুমুন্দি [স সম্বন্ধী] **১** *বি* গালিবিশেষ (স্ত্রীর বড়ো ভাই অর্থে)। 'আমিন সুমুন্দি য্যান বাগ্।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **২** *বি* স্ত্রীর বড়ো ভাই। 'আমাগোর মোক্তব বাবুর এক সুমুন্দি সাবডেপুটী হয়ে আইছেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সুমুন্দির পো *বি* গালিবিশেষ (স্ত্রীর বড়ো ভাইয়ের ছেলে অর্থে)। 'সুমুন্দির পো, আলোসুদ্দু নদীতে ডুব দেলেন!' *শক্তি*, ১৯৬৯।

সুমূল্য [স] *বি* সুলভ মূল্য। 'ইঙ্গলণ্ড দেশে যে প্রকার বস্ত্র সুমূল্যে নির্ম্মিত হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুমেখলা [স] *বি* সুদৃশ্য কটিভূষণ। 'এই দেখ সুমেখলা, দেখি ভাব মনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুমেজাজ [স সু+আ মিজাজ] *বি* ভালো মন; খোশমেজাজ। 'তবে তাহারা সুমেজাজে লেখাপড়া অভ্যাস করে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুমেধা [স] *বিণ* অত্যন্ত বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সেই ত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুমেরু [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পর্বতবিশেষ। 'যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুমেরু ধরাধর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সুমেরু পাহাড়। 'যেন দেখি প্রসিদ্ধ সুমেরু ধরাধর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুমেরুশিখর [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) পর্বতচূড়া। 'সুরেশরী দুঈ ধারে পড়ে যেন সুমেরুশিখরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুমেরীয় [স] *বিণ* সুমেরুর; উত্তর মেরুর। 'সুমেরীয় বল্লমের মতো যেন ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

সুম্বর [স সম্ব>] *বি* হাতের চুরি। 'চলিতে সুম্বর বাজে কিঙ্কিণী নেপুর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুযত্ন [স] *বিণ* যত্নবান। 'আপনার কন্যারদিগকে সুশিক্ষা দেওনের বিষয়ে সুযত্ন হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সুযন্ত্রণা [স] *বিণ* সুমিষ্ট বাদ্যধ্বনি। 'সুযন্ত্রণা সুরাগ যেইক্ষণে শুনএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুযশ [স] *বি* সুখ্যাতি। 'নির্ম্মল সুযশ দশদিক করে আলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুযুক্তি [স] *বি* ভালো পরামর্শ। 'ইহাও সদ্ব্যক্তির সুযুক্তির অতিরিক্তভিন্ন অন্য কি উপলব্ধি হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সুযুক্তিসংগত [স] *বিণ* অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। 'সেটাকে কমিয়ে আনাই হচ্ছে সুযুক্তিসংগত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুযুগ [স] *বিণ* শোভনভাবে সংলগ্ন। 'শবশিত্ত সুললিত সুযুগ শ্রবণে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুযুত [সু+যুত] *বিণ* সংশোধিত। 'ছেলে একবার বিগড়ে উঠলে আর সুযুত হওয়া ভার।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সুযোগ [স] **১** *বি* সুবিধা। 'এই বর্ত্তমান সুযোগ পাইয়া না করেন তবে ...।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। **২** *বি* অবকাশ। 'ক্রমশঃ ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিতে সুযোগ পাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সুযোগপ্রয়াসী [স] *বিণ* সুযোগসন্ধানী। 'চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে, সুযোগপ্রয়াসী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুযোগবাদ [স] *বি* সুবিধা গ্রহণের নীতি। 'জগতে ও জীবন জন্মসূত্রে সমাধিকারবাদ ও সুযোগবাদের ধ্বনি।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সুযোগলাভ [স] *বি* সুযোগ-সুবিধা পাওয়া। 'বাঙালির মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগলাভ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুযোগ-শিকারী [স সুযোগ+ফা শিকার>] *বিণ* সুযোগ সন্ধানী। 'সুযোগ-শিকারী নেতার দল এখন হইতেই তাঁহাদের পথ ... খুঁজিতেছেন।' *শরিয়তে*, ১৯৩৩।

সুযোগসন্ধানী [স] *বি* সুযোগ সন্ধানকারী। 'সুযোগসন্ধানীর দল পরিচিত হয় দেওয়ান ও বেনিয়ান নামে ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

সুযোগ-সুবিধা [স] *বি* বিভিন্ন ধরনের আনুকূল্য। 'সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রও প্রসারিত করা হোক।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'সরকারী সুযোগ-সুবিধাকে নির্বাচনী কাজে লাগাইবার ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সুযোগ্য [স] **১** *বিণ* যোগ্যতাসম্পন্ন। 'সুযোগ্য কৃতবিদ্য শিক্ষক সকল নিযুক্ত করা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বিণ* সবদিক দিয়ে উপযুক্ত। 'সুযোগ্য ডিপুটি এক একজন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুযোগ্যা [স] *বিণ স্ত্রী* সব বিবেচনায় উপযুক্ত। 'পরিচালনের জন্য একজন সুযোগ্যা ... নিযুক্ত করা হউক।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সুযোজনা [স] *বি* সুন্দর মিলন। 'শব্দের সঙ্গে শব্দের সুযোজনায় পাই ভাষা।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সুয্যি [স সূর্য>] *বি* সূর্য। 'প্রভাত হল, সুয্যি উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সুয়া[1] *বি* সুতারের তুরপুন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুয়া[2] [স সৌভাগ্যা>] *বিণ* সোহাগিনী। 'তৎক্ষণাৎ দাঁড়া সুয়া পান দিয়া পাঁচ এও লইয়া সুবচনি পূজা দিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুয়োরাণী *বি* আদরের রানী। 'সুয়োরাণীর দুলাল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

সুয়াতা [স সূত্র] *বি* সুতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুয়াদ [স স্বাদ] *বি* স্বাদ। 'সুয়াদ পাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুয়ামি [স স্বামী] **১** *বি* স্বামী। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* মালিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুয়ার, শুয়ার [স শূকর] *বি* শূকর। *ওর্সা*, ১৭৮২।

সুয়াস্ত [স স্বস্তি] *বি* স্বস্তি। 'না দেখি তাহায় সখি না পাও সুয়াস্ত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুর[1] [স] **১** *বি* সূর্য। 'এড় কাহ্নাঞি যাইব দূর আস্ত যাএ সুর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দেবতা। 'সমুদ্র মথিয়া অমৃতে তুষ্ট কৈল সুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুরগুরু [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বৃহস্পতি। 'নগরেত সুরগুরু মিথুনে অৰ্দ্ধকায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুরজন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সুরলোকের তথা স্বর্গের বাসিন্দা; দেবতা। 'সুরজনে মোহে পুরজনে নাহি রাখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরতরু [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কল্পবৃক্ষ। 'সুরতরু লেখনী বিসার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুরত্ব [স] *বি* দেবত্ব। 'শৌর্য-প্রভাবে মরণোত্তর সুরত্ব-পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুরঁ [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'অন্ধকার ঘুচিল হৈল সুরঁ উদয়।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুরধনী [স সুরধুনী] *বি* গঙ্গা। 'লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি সুরধনী সীতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুরধুনি [স সুরধুনী] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের নদী; গঙ্গা। 'ঢারত সুরধুনি ধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুরধুনিজলগর্ভা [স] *বি* গঙ্গাজলপূর্ণ কলস। 'সুরধুনিজলগর্ভা/ অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা/ হেমবারি করে আরাধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুরধুনী [স] *বি* গঙ্গা নদী। 'নয়নে বহয়ে সুরধুনী শত ধায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আমার প্রাণে স্নেহের সুরধুনী বইয়েছেন তো মা।' *নজরুল*, ১৯২২।

সুরধুনীজলধারা [স] *বি* গঙ্গানদীর জলধারা। 'নাচিছে ঝড়ের বেগে/ সুরধুনীজলধারা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সুরধুনী-ধারা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের গঙ্গার ধারা। 'পাঁচিল ভেঙে বার হল সুরের সুরধুনী-ধারা।' *অবন*, ১৯২৫।

সুরধূনী *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের নদী; গঙ্গা। 'বামদিগে সুরধূনী সমুখে বিতাল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সুরনদী [স] **১** *বি* গঙ্গা নদী। 'সুরনদীর জলে সাধু করিল গণ্ডুষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সুররূপ নদী। 'সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সুরনর [স] *বি* দেবতা ও মানুষ। 'সুরনর থরহর – ব্রহ্মাণ্ডবিপ্লব করো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সুরপতি [স] *বি* হিন্দুদেবতা ইন্দ্র। 'আনিঞা কুণ্ডল মোরে দেহ সুরপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুরপতী [স সুরপতি] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতাদের রাজা; ইন্দ্র। 'সুরপতী জাগে মোর বাঁশীর বারতা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরপুর [স] *বি* (হিন্দুমতে) অমরলোক বা স্বর্গ। 'মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরপুরী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গ। 'একি অপরূপ অপ্সরী তেজি সুরপুরী।' *আলাওল*, ১৭৫০।

সুরবর [স] *বি* হিন্দুদেবতা ইন্দ্র। 'কপটে আহল্যাক রমিল সুরবরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরবালা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের অপ্সরা। 'কন্যাটি সুরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

সুরবালিকা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের অপ্সরা। 'সুরবালিকার বেশ কিরণবসন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুরবৃন্দ [স সুরবৃন্দ] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতাগণ। 'মাহেশের জগন্নাথ সহ সুরবৃন্দে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুররাজ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের রাজা; ইন্দ্র। 'সুররাজগজকুম্ভ কুচযুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরলোক [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গ। 'বিভা কৈল পশুপতি সুরলোকে হইলাঙ মহিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুরলোকবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গলোকের বাসিন্দা। 'সুরলোকবাসিনী দেবী?' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

সুরলোকবাসী [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের অধিবাসী। 'সুরলোকবাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সুরসভা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবলোকের সংগীতের আসর। 'স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুরসুন্দরী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) অপ্সরা। 'অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম প্রভায়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুরসেনানী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের সেনাপতি। 'সুরসেনানী শূরেন্দ্র, – প্রবেশ করিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুরাঙ্গনা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) অপ্সরা। 'বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, সুরাঙ্গনাগণ/ করিবে তোমার শিরে পুষ্প বরিষন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুরাচার্য, সুরাচার্য্য [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবগুরু। 'সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সুরাসুর [স সুর+অসুর] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেব-দানব। 'সিসু হৈয়া জে করে তা না পারে সুরাসুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুরেন্দ্রলোক [স] *বি* সুরের স্বর্গ। 'সুরের সুরেন্দ্রলোকে মন গেছে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুরেশ্বরী [স] *বি* লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাইজভাণ্ডারী, সুরেশ্বরী, হালিম চান ... দলগুলি।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

সুরেশ্বরী ধার [স] *বি* গঙ্গার স্রোত। 'যমুনার মাঝে কিবা সুরেশ্বরী ধার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুরেশ্বর [স সুরেশ্বর] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সুরপতি ইন্দ্র; দেবতা শিব। 'পর্ব্বত মারিলে কি করিব সুরেশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুর[২] [স] **১** *বি* কলরব। 'সংসারের অশেষ সুর/ ভিতরে এল ছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* সংগীতের সুবিন্যস্ত স্বর। 'গানগুলিই তোমাকে সুর বসিয়ে দিতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুর অভ্যাস [স] *বি* সুর অনুশীলন। 'আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর অভ্যাস ও রাগরাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুর-উর্মি [স] *বি* সুরের মূর্ছনা; সুরের তরঙ্গ। 'স্পন্দায়মন সুর-উর্মির মুখরতার মাঝে বসে আছি।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

সুর-ওয়ালা [স সুর+হি ওয়ালা] *বিণ* সুরবিশিষ্ট। 'খুব কোমল সুর-ওয়ালা সকাল বেলাকার গানের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুর কাটা *ক্রি* চিন্তার বাঁধন ছিন্ন হওয়া। 'তক্ষুনি সুর কেটে গেল।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৪৯।

সুরকানা *বিণ* সুরজ্ঞানহীন। 'কাঁটাবনবিহারিণী সুরকানা দেবী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সুরগত [স] *বিণ* সুর সংশ্লিষ্ট। 'কবিতায় বাক্য অন্য একটি সুরগত অর্থের ইঙ্গিত করে বটে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সুরগান [স] *বি* সুরে বাঁধা গান। 'দুর্গার উদ্দেশে এই সুরগান করিয়া ... লুণ্ঠন করিত।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

সুরজাল [স] *বি* সুরের জাল। 'হৃদয়ে সাগরের সুরজাল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

সুরজ্ঞান [স] *বি* সুরের জ্ঞান; সুর বিচার করার ক্ষমতা। 'যার সুরজ্ঞান নেই তাকে কোনোরূপ তর্কবিতর্ক দ্বারা ...।' *প্রমথ*, ১৯১২।

সুরঝঙ্কার [স] *বি* সুরের অনুরণন। 'স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝঙ্কার ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সুর-দরদী [স সুর+ফা দর্দ>] *বিণ* সুরের প্রতি টান আছে এমন। 'ফুলকি মোরা সুর-দরদী! রইবো খামুশ গানে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুরদলনী [স] *বি* (ব্যঙ্গ) সুর ভঙ্গকারী দেবী। 'সুরদলনীর করি এ নিয়ে যন্ত্রনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সুর ধরা *ক্রি* বাজা; বেজে ওঠা। 'এই সময়ে সানাইয়ে আবার সুর ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সুরপ্রিয় [স] *বিণ* সুর ভালোবাসে এমন। 'ফরাসিজাতি অত্যন্ত সুরপ্রিয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সুরবাঁধা [স সুর+স বন্ধন>] *বিণ* সঠিকভাবে সুর বের হওয়ার উপযোগী। 'কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সুরবাহার *বি* বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সে আবার স্থির হবে তার সুর-বাহারে পূরবীর মূর্ছনা ফোটালে!' *নজরুল*, ১৯২২; 'সুরবাহারটার সুর বাঁধতে পারলুম না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সুরবিন্যাস [স] *বি* রীতি অনুযায়ী সুরের বিন্যাস। 'আমাদের সংগীতও সেইরূপ সুরবিন্যাস মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুরবিলাসী [স] *বিণ* সুরশৌখিন। 'সংগীতের ভেতর সুরবিলাসী কিন্নরের মতো ঘুরে বেড়াবে সে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুরবোধ [স] *বি* সুরের জ্ঞান। 'রাধিকার যদি কিছুমাত্র সুরবোধ থাকত তা হলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুরব্যঞ্জনা [স] *বি* সুরের মূর্ছনা। 'সে-স্তব্ধতার মধ্যে তার কেরোতের সুরব্যঞ্জনা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সুরভঙ্গী [স] *বি* সুরের শৈলী। 'যত্রতত্র সুপ্রচুর গমক ও মীড়ের স্থলে ভাবানুগত বাক্যভঙ্গী ও সুরভঙ্গী দ্বারা গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেন। *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সুর ভাঁজা *ক্রি* সুর অনুশীলন করা। 'সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুর মিলানো *ক্রি* সুরের সঙ্গতিসাধন করা; খাপ খাওয়ানো। 'আমার এই নতুন স্ত্রীর সঙ্গে আমার পুরোনো অবস্থার ঠিক সুর মেলাতে পারছি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুরযন্ত্র [স] *বি* বাদ্যযন্ত্র। 'তুমি শুধু সুরযন্ত্র। তুমি শুধু বও। *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সুররানী [স সুররাজ্ঞী] *বি* সুরের রানী। 'অভিসারিকার বেশে আছিলে দাঁড়ায়ে, এক প্রান্তে, সুররানী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুর লাগা *বি* স্বর আবশ্যক। 'কোন কোন রাগরাগিণীতে কী কী সুর লাগে না-লাগে তাহা তো মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে। *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুর-শাজাদা *বি* সুরের রাজকুমার। 'ওরে অলস, রাখ আয়োজন সুর-শাজাদা আসল ঘর।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সুরশিল্পী [স] *বি* গায়ক বা বাদক। 'আপনি দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরশিল্পী হতে পারেন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সুরশৃঙ্গার [স] *বি* বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'গুঞ্জনসুরে সুরশৃঙ্গার বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সুরশৈলী [স] *বি* সুরের স্টাইল বা ভঙ্গি। 'রবীন্দ্রনাথের সুরশৈলীর খুব কাছে এসেও আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সুরসপ্তক [স] *বি* সারেগামাপাধানি এই সাতটি স্বর। 'যার কাছে শুধু পুঁথির সুরসপ্তক স্বরলিপি।' *অবন*, ১৯২৫।

সুর-সভা [স] **১** *বি* সংগীতের আসর। 'ভারতের বৈঠকী সংগীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে।

রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'দিবস রাতি সুর-সভা মাঝে যে সুধা করে পান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ২ *বি* স্বর্গলোক। 'সুরসভা হতে হেথা নৃত্যপরা অপ্সরকন্যার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সুরসম্মিশ্রণ [স] *বি* সুরের সম্যক মিলন। 'তানপুরার চারটি তারের গুটিচারেক সুন্দর সুরসম্মিশ্রণের সহিত সুর মিলাইয়া ইউরোপীয় সভ্যতাকে বলিতেছি, তোমার সুর এখনো ঠিক মিলিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুরসৌরভ [স] *বি* সুরের মূর্ছনা। 'সুরসৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুরস্রষ্টা [স] *বি* সুর রচয়িতা। 'সুরস্রষ্টার বিরাট কল্পনা ও আত্মপ্রত্যয়ের সাহসিকতা দেখতে পাই।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সুরহারা [স সুর+হারা] ১ *বিণ* সুর হারিয়েছে এমন। 'সুরহারা বীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'ফুটো সেতারের সুরহারা তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ২ *বিণ* মিষ্টত্ব নেই এমন। 'কেন আজ সুরহারা হাসি, যেন সে কুয়াশা মেলা হেমন্তের বেলা?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৩ *বিণ* সুর হারিয়ে গেছে এমন। 'ছিন্ন যবে হল তার ফেলে গেলে ভূমি পরে ... ফেরে সে ফাগুন হাওয়ায়-হাওয়ায় সুরহারা মূর্ছনাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সুরালাপ [স] *বি* কণ্ঠে গলা মিলিয়ে কথা বলা। 'রেডিও সঙ্গীতের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া সুরালাপ শুরু করিয়া দেয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

সুরাসার [স] ১ *বি* বিশুদ্ধ মদ। 'সুরাসার পান করার পরে জল পান করিবার প্রয়োজন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* সুরের নির্যাস। 'মৌনের নির্ঝর মেদুর সুরাসার সিঞ্চে গগনের পাত্রে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুরাসুর [স] ১ *বি* দেবতা এবং অসুর। 'আমার মনটার মধ্যে তখন সুরাসুরের মন্থন চলছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বি* সুরের সঙ্গে অসুরের। 'অনেক সময় তম্বুরা গদার কার্য করে – সুরাসুরের এমন যুদ্ধ বাধে যা প্রায় য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সমকক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৩ *বি* সুর ও সুরহীনতা। 'হেথা সা রে গা মা পা-য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সুরে *ক্রিবিণ* সুস্বরে। 'সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সুরের আমেজ *বি* সুরের বৈশিষ্ট্য; সুরের মেজাজ। 'উত্তেজনার অবস্থায় আমাদের গলার স্বরে সুরের আমেজ আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুরের ঠাট *বি* স্বরসপ্তকের নানা ধরনের বিন্যাস। 'আপনিই কতকগুলি সুরের ঠাট তৈরি হইয়া ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সুরের দূতী *বি স্ত্রী* সুর নিয়ে আসে যে। 'সুরের দূতীরে পাঠাও কাহার দ্বারে?' *অন্নদা*, ১৯২৭; 'দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠালো তোমার ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সুরেলা *বিণ* মধুর সুরযুক্ত; সাংগীতিক। 'আদিল সুরের ছিল সুরেলা দিল।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সুরে লাগা *ক্রি* সুরের সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য হওয়া। 'সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সুরঅ [স সুরত] *বি* সুরত। 'অহিণিসি সুরঅ পসংগে জাঅ।' *চর্যা* ১৯, ১২০০।

সুরকি, সুরকী [ফা সুরখী] *বি* ইঁটের গুড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বাদশাহের নাম লিখিয়া সুরকীদ্বারা প্রথম গ্রথিত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'তাহাদিগের ঐ স্থানে মিয়াদ খাটিতে নয়তো হরিং বাটীতে সুরকি কুটিতে হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'একটা ঘর তৈরি হবার সময় কত চুন সুরকি মাল মসলার অপব্যয় হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। দ্র সুর্কি

সুরকি-দেওয়া *বিণ* সুরকি বিছানো। 'বিচিত্র ফুলের কেয়ারিতে, ছাঁটা ঘাসের মাঠে' খোয়া ও সুরকি-দেওয়া রাস্তায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুরকি-লাল *বিণ* ইঁটের গুঁড়ার মতো রংবিশিষ্ট। 'প্যাকালের সুরকি-লাল কোটটার পকেটে ...।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুরখ [ফা সুরখী] *বিণ* লালরঙা; রক্তিম। 'রঙিন আজি ম্লান আস্তানা সুরখ রঙের সুর্খিতে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সুরক্ত [স] *বিণ* গাঢ় লাল। 'সুরক্ত চন্দন কপালে লেপন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সুরক্ষা [স] *বি* সংরক্ষণ। **সুরক্ষার্থে** [স] *বি* সংরক্ষণের জন্য। 'পশ্বাদির জাতি বর্দ্ধনার্থে এবং সুরক্ষার্থে মনোযোগ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সুরক্ষিত [স] *বিণ* বিশেষভাবে রক্ষিত। 'উহা উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুরক্ষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* উত্তমরূপে রক্ষিত। 'এতদ্দেশীয় বিদ্যা সুরক্ষিতা হইয়া বর্দ্ধিতা হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সুরগুঠি [ফা সুরাখ+স গুটি] *বি* নৌকার ছিদ্র রোধ করা বা জোড়া মিলন স্থানে বসাবার গুটিকা; শণ-পাট-নির্মিত পলিতা। 'ঘলা পাড়ী সুরগুঠি দিল সব নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরঙ্গ[১] [স] ১ *বিণ* উজ্জ্বল রংবিশিষ্ট; সুলোহিত। 'কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মাজিছ বয়ানচন্দ্র সুরঙ্গ সিন্দুরে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* আনন্দ। 'হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরঙ্গমা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সুরসুন্দরী; অপ্সরা। 'আইস গুরু মোরে দাও সুরা সুরঙ্গমা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুরঙ্গিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দরী। 'তরঙ্গিণী হেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সুরঙ্গিন *বিণ* অতিশয় রঙিন। 'কূলপ্লাবী নদী এক পূর্ণতার পথে সুরঙ্গিন।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

সুরঙ্গিম [স] *বিণ* রঙিন। 'তাহার মধ্যেত এক সুরঙ্গিম ধ্বজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুরঙ্গ[২] [স] *বি* কমলালেবু। 'সাজিআ সুরঙ্গ নিল বাটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুরঙ্গ[৩] [স] *বি* মাটির নীচের পথ। 'বিখ্যাত দীর্ঘ রেলোয়ে-সুরঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সুরঙ্গ-পথ *বি* মাটির তলা দিয়ে পথ। 'গোপনে দুর্গ-প্রবেশের জন্য যে সুরঙ্গ-পথ আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

সুরঙ্গ-প্রান্ত *বি* সুরঙ্গের শেষ সীমা। 'এই পথ বাহিয়া সুরঙ্গ-প্রান্তে পৌছিয়া নীচ হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

সুরচিত [স] ১ *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'তরুসব লতাএ জড়িত সুরচিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* ভালোভাবে লিখিত। 'তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুরঞ্জিত [স] ১ *বিণ* সুন্দরভাবে সাজানো। 'রাজাধিরাজ মহারাজের সুরঞ্জিত রন্ধনশালা হইতে ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* সুন্দর রঙে রঙ করা এমন। 'বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্রখানি।' *রবীন্দ্র*,

১৯০১।

সুরট *বি* সংগীতের রাগিণী বিশেষ। 'সেতারে আলাপ করেছে শুরু সুরট-মল্লার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সুরত [স সুরতি] ১ *বি* যৌনসঙ্গম। 'সুরত সংভোগে রাধা বৃন্দাবন পাইবেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আনন্দময়। 'সুরত নিকুঞ্জ বেদি ভঙ্গি ভেলি জনম গোঁঠি দুহু মানস মেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুরতক্লান্ত [স সুরতিক্লান্ত] *বিণ* সঙ্গমজনিত কারণে শ্রান্ত। 'জুড়াও সুরতক্লান্ত সীমন্তিনী দলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুরতসুখ [স সুরতিসুখ] *বি* সঙ্গমজনিত সুখ। 'সুরতসুখে কাহ্ন মুকুলিত নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরত[3] [আ সুরাত] *বি* চেহারা। 'এক এক ধান্দার পায় এমন সুরত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সুরতহাল [আ সুরাত+আ হাল] *বি* ঘটনার অবস্থা। *ওসী*, ১৭৮২; 'রীতিমত সুরতহাল ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সুরথাল [আ সুরাত+আ হাল] *বি* ঘটনার বিবরণ। 'পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের সুরথাল করা মৌকুপ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুরতি [স] *বি* যৌনসঙ্গম। 'আর সুরতি চাহে বলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরতী [স সুরতি] ১ *ক্রি* যৌনসঙ্গম। 'আবালী রাধা নহোঁ সুরতী যোগে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আকৃতি। 'স্বরূপ অরূপ প্রভু অনন্ত সুরতী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* রূপসী। 'সতি সুশ্রী কাসিত পরম সুরতী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সুরথী [স] *বি* দক্ষ রথচালক। 'বাতাকারে উড়িলা সুরথী শূন্যপথে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুরব [স] ১ *বি* সুখ্যাতি। 'সুরব সৌরভ হয়ে, দশদিকে যশ লয়ে, প্রকাশিবে শুভ সমাচার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট। 'যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সুরভি [স] *বি* সুবাস। 'ভূগুতল কুসুম সুরভি কর আনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুরভিত [স] *বিণ* সুবাসিত। 'পরিমল-সুরভিত কুন্তল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সুরভিবাস [স] *বি* সুগন্ধী। 'শবনব সুরভিবাস দিয়ে আমাকে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত করে দিতে পারে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সুরভিশ্বাস [স] *বি* সুরভিত নিশ্বাস। 'লভিয়া তোর সুরভিশ্বাস যায় না তোরে বাখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সুরভি-সিক্ত [স] *বি* খুব সুবাসযুক্ত। 'তোমার তুলনা করেছি আপন মন/ ফাগুন বলে সুরভি-সিক্ত হাজার ফুলের সাথে।' *সিকানদার*, ১৯৪৫।

সুরভী *বিণ* সুবাসিত। 'কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুরমা[1] [ফা সুরমহ] *বি* চোখে লাগানোর হালকা কালচে-নীল রঙের গুঁড়া; অ্যান্টিমনি। 'গোসল করিআ চক্ষে সুরমা পড়িবা।' *আলাওল*, ১৬৮০। *দ্র* **সুর্মা**

সুরমা-টানা *বিণ* সুরমা আঁকা রয়েছে এমন। 'গাচ্ছিল গান ঘুরিয়ে নয়ান সুরমা-টানা ডাগর-পানা।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

সুরমা[2] *বি* নদীর নাম। 'আমি সুরমা।' *হাই*, ১৯৫৪।

সুরম্য [স] ১ *বিণ* অতিশয় মনোহর। 'সুরম্য দীঘি তট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুর-রিয়ালিজম [ই] *বি* পরাবাস্তববাদ। 'সুর-রিয়ালিজম দাদাইজম যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝতে পারবেন।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

সুর-রিয়ালিস্টিক [ই] *বিণ* পরাবাস্তববাদী। 'নূতন শহরের সব কিছুই গোড়ার দিকে সুর-রিয়ালিস্টিক ছবির মতো এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সুরস [স] ১ *বি* রসপূর্ণ কাব্য। 'সরস কবি সুরস ভনে।' *বিদ্যাপতি* ১৪৬০। ২ *বিণ* রসসিক্ত। 'সুরস অধর মধ্যে সুধারস অতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* সুস্বাদু। 'নানাবিধ সুরস সামগ্রী আহরণ করিয়া ভোজন করিতে দেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'নানাবিধ সুরস ফলমূল আহরণ করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৪ *বিণ* তৃপ্তিদায়ক। 'কহিলে তাহার কাছে হইবে সুরস।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সুরসান্ন [স] *বিণ* রসযুক্ত খাবার। 'সুরসান্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন পরমান্নাদিপাচক হইয়া।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুরসাল [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত উপভোগ্য। 'মধুর যন্ত্র সুরসাল, মধুর মধুর করতাল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হৃদয়কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে দ্রাক্ষা সে সুরসাল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* চমৎকার রসযুক্ত। 'সুরসাল ফল দিবে না সে ছায়া।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুরসিক [স] *বিণ* রসবোধসম্পন্ন। 'সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'সুরসিক লোক সব করে অনুমান।' *গুপ্ত* ১৮৫৮।

সুরসিকা [স] *বিণ স্ত্রী* রসবোধসম্পন্ন। 'সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিং মহাধনাঢ্য লোকের স্ত্রী।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সুরসরি [স সুরেশ্বরী] *বি* গঙ্গাধারা। 'সিরে সুরসরি নহি কুসুমক সেনী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুরা [স] *বি* মদ্য। 'স্ত্রী হই করিলে রণ/ বধিলে অসুরগণ/ সমরে করিবে পান সুরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুরাপাত্র [স] *বি* মদের পাত্র। 'একজন তপোভঙ্গ করি, উচ্চহাস অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি, নিয়ে যায় প্রাণমন হরি।' *রবীন্দ্র* ১৯১৫; 'কবিকে সুরাপাত্র আপাইয়া দিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সুরাপান [স] *বি* মদ্যপান। 'দারিচুরি সুরাপান সত্বরে তেজিব।' *সুলতান*, ১৭০০।

সুরাপায়ী [স] *বিণ* সুরা পানকারী; মদ্যপ। 'সুরাপায়ী ব্যক্তি কি চিরকাল উন্মত্তভাবে থাকে না।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সুরাপেয়ালা [স] *বি* মদের পেয়ালা। 'জাগো তরলিত অগ্নি গে সুরাপেয়ালা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সুরাবাহী [স] *বিণ* মদ বহনকারী। 'মনে হয় তুমি শুধু সো সুরাবাহী।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সুরারাগরঞ্জিত [স] *বিণ* মদের নেশায় রঙিন। 'তখন হীর প্রেমার্দ্রচিত্তে, সুরারাগরঞ্জিত কমলনেত্র বিস্ফারিত করিয়া, চিত্রিতব ভ্রূযুগবিলাসে মুখমণ্ডল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'সাহেবের সুরারাগরঞ্জিত নয়নে ...।' *নজরুল*, ১৯১৯।

সুরালয় [স] *বি* যেখানে মদ খাওয়া ও বিক্রির ব্যবস্থা আছে 'সকালবেলায় যেমন গির্জার ঘটা, সন্ধ্যার সময় তেমনি আবা সুরালয়ের ঘটা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সুরাসক্ত [স] *বিণ* নেশাগ্রস্ত; মদে আসক্ত। 'ভুবনবিখ্যাত এরিষ্টটল

লিখিয়াছেন, সুরাসক্ত স্ত্রীগণ আত্মসদৃশ সন্তান সকল প্রসব করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'সুরাসক্ত অনাচারী যদুবংশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সুরাসমুদ্র [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে মদের সাগর। 'ক্ষীরসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র প্রভৃতি পুরাণোক্ত সপ্তসমুদ্রের অস্তিত্বঘটিত যত উপাখ্যান প্রচলিত আছে, সর্বৈব মিথ্যা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুরাসেবন [স] *বি* মদসেবন। 'বীরাচারী শাক্তসম্প্রদায়ের সুরাসেবনের ন্যায় শৈবদিগের সম্বিদাসেবন ইষ্ট-সাধনার একটি অঙ্গবিশেষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সুরাখ [ফা] **১** *বি* গর্ত। 'সুরাখ সন্ধান করে কোন পথে আসে যায় চোর।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* ঝাঁঝরা। 'কবজা নিসাড়, কলিজা সুরাখ, খাক চুমে নীলা তাজ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সুরাগ [স] **১** *বিণ* সুমিষ্ট সুর। 'সুযন্ত্রণা সুরাগ যেইক্ষণে শুনএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* সুপ্রেম। 'কী বৈদিকে ঘিরলো হৃদয় হল না সুরাগের উদয়।' *লালন*, ১৮৯০।

সুরাগরঞ্জিত [স] *বিণ* সুন্দর বর্ণে রঙ করা। 'বিহঙ্গগণের পক্ষসদৃশ, সুরাগরঞ্জিত, সুচারু পক্ষসমূহ জানিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুরাঙ্গনা *দ্র* সুর[১]

সুরাচার্য, সুরাচার্য্য *দ্র* সুর[১]

সুরাজ্য [স] *বিণ* উত্তম রাজ্য। 'কি সুরাজ্যে, প্রাণ তব রাজ-সিংহাসন।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুরাত [আ] *বি* চেহারা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সুরাতে করিলে সৃষ্টি আকার কি সে নিরাকার।' *লালন*, ১৮৯০।

সুরানি *বি* পাঠান গোষ্ঠীবিশেষ। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিটানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুরালাপ *দ্র* সুর[২]

সুরাসার *দ্র* সুর[২]

সুরাসুর *দ্র* সুর[১], সুর[২]

সুরাহা [স সু+ফা রাহ্] *বি* সমাধান। 'জানুযুগল পরিশ্রান্ত হইল, কিন্তু গল্পের কোনও সুরাহা হইল না।' *বনফুল*, ১৯৩৬; 'সেখানে হয়তো এই বিলের ব্যবস্থা না হোক, এর সুরাহার একটা হদিস মিলতে পারে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সুরাহি, সুরাহী [আ সরাহী] *বি* জলপাত্রবিশেষ; কুজো। 'রঙিন করি মাটির সুরাহী নকশবন্দের নয়নে নীর।' *ফররুখ*, ১৯৪৬; 'সুরাহি থেকে পানি ঢেলে সে গলা সিক্ত করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সুরির [স শরীর] *বি* শরীর। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সুরীত [স] *বি* সৎকর্ম। 'নারীরে বধিলে কার্য কি হৈব সুরীত।' *সুলতান*, ১৭০০; 'সু-রীতে পালিমু শিশু গৌরব ধরিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

সুরীতি [স] **১** *বিণ* ভালো ব্যবস্থা। 'তথায় বাঙ্গলা শিক্ষার সুরীতি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* উত্তম প্রথা। 'ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুরু [আ শুরু] *বি* আরম্ভ। 'নিলাম সুরু হবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'চিতা সাজাইতে সুরু করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

সুরুচি [স] **১** *বি* উন্নত রুচি। 'বর্ত্তমান সভ্যতামার্জিত সুরুচিসঙ্গত আচারব্যবহার ... দেখিতে পাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। **২** *বি* অভিরুচি। 'লেখকের ভাষা শিক্ষা দিবার সুরুচি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সুরুচিকর [স] *বিণ* সুরুচিযুক্ত। 'খাদ্যসামগ্রী যথাসাধ্য সুরুচিকর হইয়া থাকে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সুরুচিপূর্ণ [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট রুচিসম্পন্ন। 'এমনই সুরুচিপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেয়।' *বেগম*, ১৯৫২।

সুরুচিপ্রিয় [স] *বিণ* মার্জিত রুচিসম্পন্ন। 'কোন সুরুচিপ্রিয় ভদ্রসন্তানই তাহা গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ নহে।' *দর্শন*, ১৯২৬।

সুরুচিবিগর্হিত [স] *বিণ* মার্জিত রুচিহীন। 'কতকগুলি রমণীয় চিত্র – কিন্তু কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত – অবর্ণনীয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সুরুচিসংগত, সুরুচিসঙ্গত [স] *বিণ* মার্জিত রুচিসম্মত। 'বর্ত্তমান সভ্যতামার্জ্জিত সুরুচিসঙ্গত আচারব্যবহার ... দেখিতে পাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'ইতর উদাহরণ দেওয়াটা সুরুচিসংগত নয়।' *প্রমথ*, ১৯১২।

সুরুচিসম্পন্ন [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট রুচিসম্পন্ন। 'মুসলমানকে শিক্ষিত করবার জন্য, সুরুচিসম্পন্ন করবার জন্য ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৩।

সুরুচিসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* উত্তম রুচিসম্পন্ন। 'শ্রীমতী উষা – বেশ চটপটে, সুরুচিসম্পন্না, আলোকপ্রাপ্তা ভদ্র তরুণী।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সুরুজ, সুরুজ্জ [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'পুবের সুরুজ পশ্চিমে আথ জাএ ল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুরুজ্জের উজ্জালা তাহে আন্ধার হইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সুরুজমণ্ডল [স সূর্যমণ্ডল] *বি* সৌরজগৎ। 'সংপূর্ণ চান্দের দুই পাশে যেহ্ন উইল সুরুজমণ্ডলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরুয়া [আ সুর্'ওয়া] *বি* রান্না করা খাবারের ঝোল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুরূপ [স] *বিণ* সুদর্শন। 'তাঁহার শ্রীদত্ত নামে সুরূপ, সুশীল, শান্তস্বভাব এক পুত্র ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সুরূপা [স সুরূপ>] *বিণ স্ত্রী* সুশ্রী। 'যেহেন সুরূপা সব তেহেন চাতুরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুরে *দ্র* সুর[২]

সুরেখ [স] *বিণ* সুন্দর রেখাযুক্ত; সরল। 'সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুরেখলি *বিণ* শুভলক্ষণযুক্ত। 'ভঁউহ সুরেখলি আঁখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুরেন্দ্রলোক *দ্র* সুর[১]

সুরেলা *দ্র* সুর[২]

সুরেশ্বরী *দ্র* সুর[১]

সুরেশ্বর *দ্র* সুর[১]

সুর্কি, সুর্কী [ফা সুরখী] **১** *বি* ইটের গুঁড়া। 'রামায়ণ মহাভারত রচনাতে চুন সুর্কী মসলার কার্য্য করিয়াছিল।' *এসলাম*, ১৯১৭। **২** *বিণ* ইটের গুঁড়ার মতো লাল। 'সুর্কি রং চাহারখানার চিলে আরবি পায়জামা।' *নজরুল*, ১৯৩০। *দ্র* সুরকি

সুর্খি, সুর্খী *বি* ইটের গুঁড়া। 'ঝরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরানি দূরানি তুর্কির।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'রঙিন আজি ম্লান আস্তানা সুরখ রঙের সুর্খিতে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সুর্খ [ফা] *বিণ* লাল বর্ণের। **সুর্খ-তাজ** [ফা সুর্খ+আ তাজ] *বি* লাল রঙের টুপি। 'জেগেছে তুর্কি সুর্খ-তাজ।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সুর্জ, সুর্জ্জ [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'আপনার ভুবনে গেল সুর্জ্জ মোহাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুর্নহে – শোন হে। 'নহে নহে হেন কথা সুর্নহে ব্রাহ্মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুর্মা, সুর্ম্মা [ফা সুরমহ] *বি* সুরমা; চোখে লাগানোর হালকা কালচে নীল গুঁড়াবিশেষ। 'প্রকৃতিসুন্দরীর চোখের সুর্মার বাহার নিয়ে তারিফ করছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'বিবি মোদের সুর্ম্মা আঁকা চোখ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। *দ্র* সুরমা

সুর্মাদানি [স] *বি* সুরমা রাখার ছোটো পাত্রবিশেষ। 'একটি দামী সুর্মাদানি ওর নিজের বলে দেওয়া।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

সুল [স শূল] *বি* শূলাকৃতি অস্ত্র; ত্রিশূল। 'বান বৃর্ষ করি সুল আইসে কৃষ্ণের ঠাঞি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুলক্ষণ [স] ১ *বি* শুভ লক্ষণ। 'সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* শুভ লক্ষণযুক্ত। 'সর্ব্ব সুলক্ষণ কৈন্যা পরমা সোন্দরী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুলক্ষণময় [স] *বিণ* শুভ লক্ষণযুক্ত। 'সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ সুবর্ণপ্রতিমা-ভান সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুলক্ষণযুক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* সুলক্ষণবিশিষ্ট। 'এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সুলক্ষণা [স সুলক্ষণ] *বিণ* শুভ লক্ষণযুক্ত। 'ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষণা দেহা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুলক্ষণান্বিতা [স] *বিণ স্ত্রী* শুভ লক্ষণসম্পন্না। 'তুমি সর্ব্বগুণান্বিতা, সদ্বংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সুলক্ষন [স সুলক্ষণ] *বি* শুভ লক্ষণ। 'হের দেখ তোমার পুত্র বড় সুলক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুলগ্ন [স] *বি* শুভক্ষণ। 'যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন সেই সুলগ্নে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩; 'তোমাদের সম্মিলিত প্রাণের যুগল তরুলতা সুলগ্নে রোপিত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সুলগন [স সুলগ্ন] *বি* শুভ সময়। 'কন্যা বিবাহের এবে কর সুলগন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সেই সুলগন এল এতদিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'মিলন-সুলগনে, কেন বল, নয়ন করে তোর ছলছল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সুলঙ্গ [স সুরঙ্গ] *বি* সিঁধ। 'বিচিত্র সুলঙ্গ দেখি তার সন্নিধানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুলতানৎ [আ সুলতানাত] *বি* সুলতানের রাজ্য। 'পাতশায়ী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ।' *ভারত*, ১৭৬০।

সুলতানা [আ সুলতান>] *বি স্ত্রী* রানী। 'সুলতানা! আমি গোলাম তোমার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

সুলতানি, সুলতানী [আ সুলতান>] ১ *বিণ* সুলতানের। 'পাতশায়ী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* রাজকীয়। 'বনাত আউয়াল রকম সুলতানি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

সুলপানি [স শূলপাণি] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'করুনা সুনিঞা তারে বলে সুলপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুলভ [স] ১ *বিণ* সহজ। 'সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। ২ *বিণ* শস্তা। 'সবে মাত্র বাজারে সুলভ আছে চুন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সুলভ প্রশংসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *বিণ* সহজলভ্য। 'নানাবিধ গ্রন্থদ্বারা পাঠের দিন২ সুলভ করিতেছেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০; 'আমাদের সমাজ শিক্ষাকে সুলভ করিয়া রাখিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ৪ *বিণ* কল্যাণকর। 'দেখে-শুনে যাহাতে সুলভ হয় তাহাই করিয়া দিও।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৫ *অব্য* মতো। 'আমি দেখিয়া অবধি যুবজন-সুলভ অনধীন থাকি নাই।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ৬ *বিণ* মানান-সই। 'একদিকে জরা ও অপরদিকে যৌবন-সুলভ কর্ম এ দুইয়ে মিলে আমাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

সুলভতা [স] *বি* সহজ অবস্থা। 'জীবনোপায়ের সুলভতা প্রযুক্ত তাঁহারা ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সুলভত্ব [স] *বি* সহজপ্রাপ্যতা। 'শস্যাদির সুলভত্ব এবং দুর্লভত্ব জগদীশ্বরের হস্তগত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুলভ পাক *বি* সহজ রান্না। 'সুলভ পাক যাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুলম্ব [স] *বিণ* বেশ লম্বা। 'সুলম্ব পরিচ্ছদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সুললিত [স] ১ *বিণ* শ্রুতিমধুর। 'সুললিত গুণী ভ্রমরের বোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সুদৃশ্য। 'কমল লোচন যিনি বাহু সুললিত।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বিণ* অত্যন্ত কোমল। 'সুললিত বাহুর ভঙ্গিটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুললিতা [স] *বিণ* রূপবতী। 'সুচরিতা সুললিতা নির্মলা উজ্জ্বলা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুললীত [স সুললিত] *বিণ* সুললিত; মধুর। 'নানা বাদ্য মোঙ্গল সুনিতে সুললীত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুলুক [আ] *বি* সন্ধান বা খোঁজখবর। 'পরে সন্ধান সুলুক করা ও ধরা পাকড়ার কর্ম ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল বিচার করিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সুলুকসন্ধান [আ সুলুক+স সন্ধান] *বি* খোঁজ-খবর; গুপ্ত বিষয়ের খোঁজ। 'পুরানো লোক, চুরির সুলুকসন্ধান জানে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সুলুপ [ই স্লুপ] *বি* এক মাস্তুলওয়ালা ছোটো জাহাজবিশেষ। 'লক্ষ টাকার সুলুপ ও বজরাদিপর জলে ভাসিতে২ জল হইয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সুলুপা [ফা সলব] *বি* সুগন্ধি পুষ্প। 'সুলুপা মানান ভাতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুলেখক [স] *বিণ* ভালো লিখতে পারে এমন। *দর্পণ*, ১৮২২; 'সুলেখক হইলে কিম্বা অঙ্কবিদ্যায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য থাকিলে আটশত তঙ্কা বেতনাধিক্য হইত।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সুলেখিকা [স] *বি স্ত্রী* গুণী লেখক। 'শুধু সুঅভিনেত্রী হিসেবেই নয়, সুলেখিকা বলেও তিনি আমাদের কাছে পরিচিত।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সুলেমানী *বিণ* অলৌকিক গুণসম্পন্ন। 'ইহার ভিতর সুলেমামী সুর্ম্মা ছিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

সুলোচন [স] *বিণ* সুন্দর নয়নবিশিষ্ট। 'আহা মরি কত গুণ ধরে সুলোচন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সুলোচনা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর নয়নবিশিষ্ট। 'তারকের গুণনাশে সুলোচনা যুঝে রোষে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুলোচনে [স সুলোচনা] *বি স্ত্রী* সুন্দর নয়নবিশিষ্ট। 'দুঃখিনীর আশীর্ব্বাদ শুন সুলোচনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সুশক্ত [স] *বিণ* উত্তম। 'সাধ দিব সুহৃ হেতু সুশক্ত বাসরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুশস্য [স] *বি* উত্তম ফসল। 'সুশস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা।' *মাইকেল,* ১৮৬০।

সুশাণ [স সু+শাণ] *বিণ* সুতীক্ষ্ণ। 'তাই কি সুশাণ বাণ হান প্রতিদিন।' *মদনমোহন,* ১৮৩৪।

সুশাণিত [স সু+শাণিত] *বিণ* সুতীক্ষ্ণ। 'বামাগণের সুশাণিত কণ্ঠস্বর হইলে অতিশয় মনোহারিণী হয়।' *তমোলুক,* ১৮৭৪।

সুশান্ত [স] *বিণ* অত্যন্ত শান্ত। 'লোকে বড় আপেক্ষিত বিরক্ত সুশান্ত।' *বৃন্দা,* ১৫৮০।

সুশাসন [স] *বি* সুষ্ঠু শাসন। 'সভ্যতার সুশাসনে সুশৃঙ্খলায় বিঘ্নবিপদ দূর হইয়া ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

সুশাসিত [স] *বিণ* ভালোভাবে পরিচালিত। 'প্রজাপালকের বসতি বাহুল্য হইয়া পল্লাপল্লি সুশাসিত হয়।' *রামরাম,* ১৮০২।

সুশিক্ষা [স] *বি* উৎকৃষ্ট শিক্ষা। 'আপনার কন্যারদিগকে সুশিক্ষা দেওনের বিষয়ে সুযত্ন হইবেন।' *দর্পণ,* ১৮২৯।

সুশিক্ষিত [স] *বি* উত্তম শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত অল্প বয়স্কেরদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে।' *দর্পণ,* ১৮৩১।

সুশিক্ষিতপটুত্ব [স] *বি* শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষতা। 'সে সুশিক্ষিতপটুত্বের উপরে বাহাদুরি লইবে এ তো সহ্য করা চলে না।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

সুশিক্ষিতা [স] *বিণ স্ত্রী* যথার্থ শিক্ষিত। 'তাঁহারা এতকাল ... রন্ধনাগারের কর্ত্রী হইয়া বেড়ীটানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিলেন।' *অক্ষয়,* ১৮৪২; 'সুশিক্ষিতা রমা বাই যেমন।' *কৃষ্ণভাবিনী,* ১৮৮৫।

সুশিষ্ট [স] *বিণ* বিনীত। 'সুশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জন করে থাকে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৩।

সুশীত [স] *বিণ* সুশীতল। 'আমার ব্যজনীতে উঠে সুশীত বায়।' *কেতকা,* ১৬৫০।

সুশীতল [স] ১ *বিণ* তৃপ্তিকর ঠাণ্ডা। 'বহে সুশীতল বাএ।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *বিণ* স্নিগ্ধ। 'শিউলি ফুলের সুশীতল গন্ধে পরিপূর্ণ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৪। ৩ *বিণ* শান্ত। 'তখন তোমাদের ক'টিকে সুশীতল করে রেখেছিল কে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৭।

সুশিতল [স সুশীতল] *বিণ* সুশীতল। 'অতি সুশিতল বাউ পুষ্প বরিসন।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

সুশীতলতা [স] *বি* বেশ শীতল অবস্থা। 'রবে চন্দন-সুশীতলতা।' *নজরুল,* ১৯৪১।

সুশীতলা [স] *বিণ* সুস্নিগ্ধ। 'মধুর বচনে তোর প্রাণ সুশীতল মোর।' *কেতকা,* ১৬৫০।

সুশীল [স] ১ *বিণ* অতিশয় ভদ্র। 'সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর/ মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০। ২ *বিণ* সৎ। 'ছলগ্রাহী জন সুশীল নহে।' *আন্তোনিয়ো,* ১৭৪৩।

সুশীলতা [স] *বি* উত্তম স্বভাব। 'কুমারের সুশীলতা দর্শনে হর্ষান্বিত হইয়া বলিলেন ...।' *ফয়জুন্নেসা,* ১৮৭৬।

সুশীলা [স] *বিণ* সচ্চরিত্রা। 'সুশীলা করিব দান ইথে নাহি আন/ প্রতিজ্ঞা করিল রাজা সালবাহন।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সুশুক [স শিশুক] *বি* শুশুক; ডলফিনজাতীয় জলচর প্রাণীবিশেষ। 'কুম্ভীর হাঙ্গর লিখে ঘড়িয়াল সুশুক/ রোহিত আদি মৎস্য লিখি বিশাই প্রচুর।' *মুকুন্দ,* ১৬০০।

সুশৃঙ্খল [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত শৃঙ্খলাবিশিষ্ট। 'অতিসুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ হইতেছে।' *দর্পণ,* ১৮৩৬। ২ *বিণ* নিয়মিত। 'কথোপকথনের ভাষায় সুশৃঙ্খল ছন্দ নাই, কবিতায় ছন্দ আছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮২। ৩ *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'সুশৃঙ্খল অবসর সে তো প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৭। ৪ *বিণ* শৃঙ্খলাবদ্ধ। 'সমাজকে সুন্দর সুশিষ্ট সুশৃঙ্খল করিয়া তোলা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

সুশৃঙ্খলতা [স] *বি* সুন্দর বিন্যাস। 'এই সুশৃঙ্খলতা সবচেয়ে সুস্পষ্ট।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

সুশৃঙ্খলরূপে *ক্রিবিণ* উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে। 'ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা সুশৃঙ্খল রূপে সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এই নয় অঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছেন।' *অক্ষয়,* ১৮৪৭।

সুশৃঙ্খলা [স] *বি* উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। 'আমার চাকের সুশৃঙ্খলাতে নির্ভর করিতে পারি।' *তারিণী,* ১৮০৩; 'সভ্যতার সুশাসনে সুশৃঙ্খলায় বিঘ্নবিপদ দূর হইয়া প্রবলতার অত্যধিক মর্যাদা হ্রাস হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৭।

সুশৃঙ্খলাবদ্ধ [স] *বিণ* সুন্দরভাবে সাজানোগোছানো। 'সব কিছুই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ।' *মাহেনও,* ১৯৪৯।

সুশৃঙ্খলিত [স] *বিণ* অত্যন্ত শৃঙ্খলিত। 'সুখদ সুন্দর সুপরিমিত সুন্দর সুশৃঙ্খলিত সুন্দর।' *অবন,* ১৯২৫।

সুশোভন [স] ১ *বিণ* সুন্দর। 'কাহ্নের বদন আতি সুশোভন।' *বড়ু,* ১৪৫০। ২ *বিণ* যথোপযুক্ত। 'দ্বিতীএ পাইব পয়গাম্বরী সুশোভন।' *সুলতান,* ১৬০০। ৩ *বিণ* শোভা পাচ্ছে এমন। 'খগেন্দ্রাসনে গুণাশয় সুশোভন।' *কৃষ্ণরাম,* ১৭২০। ৪ *বিণ* সুদর্শন। 'ইংলণ্ডে শত শত সুশোভন গির্জা ও প্রাসাদ নির্মিত হইল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১। ৫ *বিণ* দৃষ্টিকটু না হয় এমন। 'পরস্পরের পার্থক্যের উপর সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র,* ১৯১৪।

সুশোভনরূপে [স] *ক্রিবিণ* দৃষ্টিকটু না হয় এমনভাবে। 'নারীর মত সুষ্ঠু এবং সুশোভনরূপে কি গৃহস্থালী, কি বাহিরের কাজ ...।' *বেগম,* ১৯৪৭।

সুশোভিত [স] ১ *বিণ* সুসজ্জিত। 'ইউনানিভাষে তারে সুশোভিত কৈলা।' *আলাওল,* ১৬৮০; 'সুহৃদয়ে সুশোভিত নাগ যজ্ঞ উপবীত।' *মানিকরাম,* ১৭৮১; 'নব পল্লবিত, ফলে সুশোভিত।' *বঙ্কিম,* ১৮৬০; 'কদলীপত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা ...।' *বঙ্কিম,* ১৮৭৮। ২ *বিণ* সুবিন্যস্ত। 'কক্ষটি অতি প্রশস্ত, অতি সুশোভিত, প্রস্তরনির্মিত হর্ম্যতল ...।' *বঙ্কিম,* ১৭৬৫।

সুশোভিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অতিশয় সৌন্দর্য বর্ধনকারী। 'বন-সুশোভিনী লতা।' *মাইকেল,* ১৮৬১।

সুশ্বেত [স] *বিণ* উজ্জ্বল শুভ্র। 'উজ্জ্বল বর্ণ, সহ রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা।' *মাইকেল,* ১৮৬০।

সুশ্রাব্য [স] ১ *বিণ* শ্রুতিমধুর। 'ইহা সদ্বিচক্ষণ মাত্রেরই সুশ্রাব্য ও আদরণীয়।' *দর্পণ,* ১৮৪০। ২ *বিণ* বাহ্যত শুনে ভালো মনে হয় এমন। 'যাহা যাহা হইতেছে তাহা অতিশং সুদৃশ্য ও সুশ্রাব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ... স্বাধীনতা শব্দ তাধিনতা শব্দের অপভ্রংশ নহে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১। ৩ *বিণ* শোভনীয়। 'উপরে যে মতটি প্রকাশিত হইল, তাহা চৌর্যবৃত্তির একটি সুশ্রাব্য ছুতা বলিয়া বোধ হয়।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৩।

সুশ্রী [স] ১ *বিণ* সুন্দর। 'সতি সুশ্রী কাসিত পরম সুরতী।' *বিজয়,* ১৬৫০। ২ *বিণ* পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। 'শোকবস্ত্রও সুশ্রী দেখতে হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১।

সুশ্রেণীক্রমে [স] *ক্রিবিণ* যথার্থ অনুক্রম অনুসারে। 'অকারাদি ক্ষকারান্ত সুশ্রেণীক্রমে সংগৃহীত হইয়া শব্দকামধুরা সংজ্ঞক অভিধান প্রকাশিত হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

সুষম [স] *বিণ* সুন্দর। 'কানড় কুসুমে কেবা সুষম করিল রে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সুষমা [স] *বি* সৌন্দর্য। 'অতি পূর্ব্বতন যুগ হইতেই কাশ্মীর আশ্চর্য্য নৈসর্গিক সুষমার অনুপমত্বে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুষমাতত্ত্ব [স] *বি* সৌন্দর্যতত্ত্ব। 'শক্তিতত্ত্ব থেকে সুষমাতত্ত্বে এসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সুষমা পিপাসু [স] *বিণ* সৌন্দর্য পিপাসু। 'সেটা সুষমা পিপাসু মনের সৌন্দর্য-তৃষা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সুষমাময় [স] *বিণ* সুন্দর। 'করেছে সুষমাময় সোহাগে ঘিরিয়ে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

সুষমাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* মনোমুগ্ধকর। 'সুষমাময়ী চন্দ্রমার নয়ান ক্ষমাহীন।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

সুষমাযুক্ত [স] *বিণ* সুষম। 'বর্ণযোজনা এক আশ্চর্য সুষমাযুক্ত চিত্র রচনা করেছে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সুষমাসৌষ্ঠব [স] *বি* সমতাপূর্ণ সৌন্দর্য। 'তাকে আবৃত করে আছে তার সুষমাসৌষ্ঠব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুষমিত [স] *বিণ* সমতাপূর্ণ। 'ব্যক্তির ... বহুমুখী বিকাশের জন্য চাই অনুভূতির পরিশীলন, মনের সুষমিত সমগ্রতা।' *শিব*, ১৯৫৬।

সুষামা [স সুষমা] *বি* সৌন্দর্য। 'কম্পিত মনোরথ জরজর কিয়ে সুষামা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুষির [স] *বিণ* বায়ু সহযোগে বাজানো যায় এমন বাঁশিজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। 'তৃতীয়ে সুষির চারি ঘন হেন জান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুষুপ্ত [স] *বিণ* ঘুমন্ত। 'সুষুপ্ত আগ্নেয়গিরির আর নিদ্রাভঙ্গ হইবে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুষুপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। 'সেই নিশীথকালে, সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্যপ্রভা – দূর হৌক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুষুপ্তি [স] *বি* গভীর ঘুম। 'নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুষুপ্তিমগ্ন [স] *বিণ* গভীর নিদ্রামগ্ন। 'অধুনা দেবদেবী যে বড়ই বিস্মৃতিপরায়ণ, সুষুপ্তিমগ্ন অথর্ব।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সুষুপ্তিলোক [স] *বি* গভীর ঘুমের জগৎ। 'পাঠকের মন স্বপ্নলোক হতে সুষুপ্তিলোকে চলে যেত।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সুষুম্না [স] *বি* মানবদেহে কল্পিত নাড়ীবিশেষ। 'সর্পরূপ ধরি রাখে সুষুম্নার পথ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুষমণা [স সুষুম্না] *বি* (তন্ত্র) সুষুম্না। 'মধ্যেস্থিত সুষমণা সদা প্রবল বহে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সুসমনা [স সুষুম্না] *বি* মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যবর্তী কল্পিত নাড়ি। 'ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুসর্মা, সুসর্ম্মা [স সুষুম্না] *বি* মেরুদণ্ডের বাইরের দিকের কল্পিত নাড়ীবিশেষ। 'তাহার প্রধান আছে সুসর্ম্মা নামে নাড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুষ্ঠু [স] *বিণ* অতি সুন্দর। 'আপনি কহিবে সুষ্ঠু এহার উপায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সুষ্ঠুতা [স] *বি* ত্রুটিহীনতা। 'সুষ্ঠুতা ও শৃঙ্খলার সাথে গড়িয়া তুলিতে হইলে।' *আজাদ*, ১৯৫৯।

সুষ্ঠুভাবে [স] *ক্রিবিণ* সুচারুরূপে। 'শিশুর ভবিষ্যৎও খুব সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠবে না।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সুসংগঠিত [স] ১ *বিণ* সুশৃঙ্খল। 'এটা সুসংগঠিত এবং সমৃদ্ধিশালী শহর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বিণ* উত্তমরূপে সংগঠিত। 'সুসংগঠিত সমাজ সেবার ইতিহাস অসমাপ্ত থেকে যায়।' *বেগম*, ১৯৬২। ৩ *ক্রিবিণ* ঐক্যবদ্ধভাবে। 'মহিলাদের স্বেচ্ছায় সুসংগঠিতভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসা উচিত।' *বেগম*, ১৯৬৬।

সুসংগত, সুসঙ্গত [স] ১ *বিণ* ঔচিত্যপূর্ণ। 'দৈহিক উন্নতিসাধনের সঙ্গে এইরূপ জ্ঞানোৎকর্ষবিধানের সুসঙ্গত সমাবেশ ... হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* যুক্তিপূর্ণ। 'বিশৃঙ্খল সাক্ষ্যের মধ্যে থেকে একটা সুসংগত ইতিহাস এবং মত রচনা করে তোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুসংগতভাবে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথভাবে। 'অত্যন্ত সুসংগতভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুসংগতি [স] *বি* সামঞ্জস্য। 'তিনি দেশকালপাত্রের সুসংগতি, রচনাকৌশল ঘটনাসংস্থানের প্রতি দৃকপাত মাত্র করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুসংবদ্ধ [স] *বিণ* সুবদ্ধ; সুবিন্যস্ত। 'ভবিষ্যৎ চলার পথ তৈরী করার জন্য সুসংবদ্ধ পরিকল্পনাও রচিত হওয়া উচিত।' *হাই*, ১৯৪৯।

সুসংবাদ [স] *বি* শুভ সংবাদ। 'সুসংবাদ শুনিয়াও ... প্রসন্ন হইতে পারিলেন না।' *শরৎ*, ১৯১৬।

সুসংযত [স] *বিণ* সুনিয়ন্ত্রিত। 'আমার ভ্রাতৃজায়ার সুদীর্ঘ সুসংযত চুলগুলিকে বার বার অবাধ্যতাচরণে উৎসাহিত করিয়া তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুসংস্কারাচ্ছন্ন [স] *বিণ* সংস্কারে পরিপূর্ণ। 'সুসংস্কারাচ্ছন্ন, অনুদার ও সীমাবদ্ধজ্ঞানের অধিকারিণী মাতা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সুসংস্কারী [স] *বিণ* উৎকর্ষ সাধনকারী। 'আমরা সুসংস্কারীর দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সুসংহত [স] *বিণ* ঐক্যবদ্ধ। 'পথে ঘাটে গৃহে সকলেই সুসংহত, সুবিহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সুসখবান *বি* বাণবিশেষ। 'তবেত সুসখবান জুড়িল রঘুনাথ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুসঙ্গ [স] *বি* ভালো মানুষের সঙ্গ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুসজ্জা [স] *বিণ স্ত্রী* উপযুক্ত সাজ। 'তোমরা সকলে সুসজ্জা করিয়া প্রস্তুত হও।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সুসজ্জ [স] *বিণ* পরিপাটিভাবে সাজানো। 'নির্লজ্জ সুসজ্জ মাধুর্য্য বেশ ধারণ করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সুসজ্জিত [স] ১ *বিণ* সুন্দরভাবে সাজানো। 'মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াধিক্যের জন্য সুসজ্জিত আপণশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'মহোৎসবের সময়ে আপনাদিগের হস্তী সকল সুসজ্জিত করিয়া ...।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। ২ *বিণ* সুন্দর পোশাক পরিহিত। 'সুসজ্জিত খানসামা এসেও সেলাম করছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুসজ্জিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সাজগোজ করে আছে এমন। 'সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুসত্য [স] *বি* প্রকৃত কথা। 'অদ্বৈত বলয়ে প্রভু কহিলা সুসত্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুসন [স সুস্বন] *ক্রিবিণ* সশব্দ। 'মুকুতা চিকুরভার সুসন সঝরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সুসন্ততি [স] *বি* সুপুত্র। 'মুনির সে সুসন্ততি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সুসন্তান [স] *বি* সদ্‌গুণসম্পন্ন সন্তান। 'দত্তজের এক সুসন্তান শ্রীযুত হরি ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সুসভ্য [স] *বিণ* উন্নত সভ্যতার অধিকারী। 'পোর্তুগীশেরা ... পূর্ব্বে সুসভ্য ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

সুসভ্যজাতীয় [স] *বিণ* সংস্কৃতিবান। 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুসভ্যজাতীয় বিশিষ্ট লোকের প্রীতিপাত্র ও ভক্তিভাজন হইয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সুসভ্যতা [স] *বি* উন্নত সভ্যতা। 'মূল্যবোধ ও বিচারশীলতার অভাব মানে – সুসভ্যতার অভাব।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সুসমঞ্জস [স] **১** *বিণ* সামঞ্জস্যপূর্ণ; তারসাম্যবিশিষ্ট। 'দেখুন উক্ত সূত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যায় কেমন সুসমঞ্জস কথা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বিণ* সুগঠিত। 'মেয়েদের দেহের গড়ন অনেক বেশি সুসমঞ্জস।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **৩** *বিণ* খাপ খায় এমন। 'মুছলমানের পৃথক জাতিত্ব স্বীকৃতির সাথে এই দাবী একান্তভাবেই সুসমঞ্জস।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সুসমতল *বিণ* মসৃণ। 'মেঝে সুসমতল নয়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সুসমনা *দ্র* **সুষুম্না**

সুসময় [স] **১** *বি* অনুকূল সময়। 'ওহে হরিণ এ বড় সুসময় কেননা পুষ্প সকল বিকষিত হইয়াছে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫। **২** *বি* শুভকাল। 'ঐ সুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। **৩** *বি* বাঞ্ছিত সময়। 'মধুপমুখর গন্ধমাতাল দিনে/ ওই জানালার পথখানি লব চিনে, আসিবে সে সুসময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **৪** *বি* সুযোগ। 'দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে, এই সুসময় ফুরায় পাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সুসমর্থ [স] *বিণ* সামর্থ্য আছে এমন। 'যত মূল্যের অলঙ্কার স্ত্রীগণকে দিতে সুসমর্থ তিনি তদুপযুক্ত বস্ত্রও পরাইতে অবশ্য ক্ষম বটেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সুসমাচার [স] *বি* শুভ সংবাদ। 'এত কুসমাচারের পর কিঞ্চিৎ সুসমাচার।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সুসমাপ্ত [স] *বিণ* সুন্দরভাবে সমাপ্ত। 'মনের ভাবকে সুসমাপ্ত ভাষায় বিন্যাস করতে পারলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুসমাপ্তি [স] *বিণ* সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে এমন। 'সে একটি অনির্বচনীয় সুসমাপ্তির মূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সুসমাহিত [স] *বিণ* সুসম্পন্ন। 'বহুকোটী অর্থব্যয়ে অষ্টাদশ বৎসরে সুসমাহিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুসমীচীন [স] *বিণ* সুসঙ্গত। 'তাহা আমাদের সুসমীচীন বোধ হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

সুসমৃদ্ধ [স] *বিণ* অতি ঐশ্বর্যশালী। 'সুসমৃদ্ধ রাজ্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সুসম্পন্ন [স] *বিণ* সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন। 'পাপ তাপ হবে ছন্ন নানা রস সুসম্পন্ন।' *ভারত*, ১৭৬০; 'পূর্ণাহুতি দ্বারা যোগকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সুসম্পাদন [স] *বি* ভালোভাবে সম্পন্ন করণ। 'পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাহার কর্ম্ম সুসম্পাদন জন্য সুনিপুণ অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুসম্পিত [স সু-সম্প্রীত] *বিণ* আনন্দিত। 'ফলা পেয়ে লাউসেন সুসম্পিত মনে ...।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুসম্পূর্ণ [স] *বিণ* পরিপূর্ণ। 'পুরুষরা বেশ খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুসম্বদ্ধ [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত সংহত। 'বুদ্ধ এইগুলিকে ... সুসম্বদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বিণ* সুদৃঢ়। 'আমাদের বক্তব্য কথাও সুসম্বদ্ধ নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সুসম্বাদ [স] *বি* ভালো সংবাদ। 'নানাবিধ সুসম্বাদ সঞ্চয় করিয়া প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুসম্পাদিত [স] *বিণ* ভালোভাবে সম্পন্ন। 'তাহা নির্দ্দোষ ও সুসম্পাদিত না হইলে সুস্বাদু, সুজীর্ণ ও বলদায়ক হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুসম্মত [স] *বি* অধিক মাত্রায় একমত হওয়া। 'তাহার সত্যতার বিষয়ে আমরা সুসম্মত বটি।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সুসর [সুস্বর] *বিণ* মধুর স্বর; সুস্বর। 'বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুসরঃ [স] *বি* সুন্দর সরোবর। 'যথা নিশাঅবসানে মানস-সুসরঃ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুসর্মা, সুসর্মা *দ্র* **সুষুম্না**

সুসহ [স] *বিণ* গ্রহণ উপযোগী; সহনীয়। 'আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে তাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুসাধ্য [স] *বিণ* সহজে সাধন করা যায় এমন। 'তুমি অনুরোধ করিলে অসাধ্যও সুসাধ্য করিতে পারি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সুসার [স] **১** *বিণ* সুব্যবস্থা। 'রাধে দাণের কর সুসারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* পুণ্য। 'বেদ প্রায় মানিমু সুসার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বিণ* সুযোগ্য। 'নানান কর্মিক দিলা কার্যেতে সুসার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৪** *বি* সুফল। 'সময় গঞিয়া গেল না আইল সুসার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৫** *বিণ* সুদৃশ্য। 'নির্ম্মাহ পুরী সুসার।' *ভারত*, ১৭৬০। **৬** *বি* সুবিধা। 'মেনওয়ারী জাহাজ ... তৈয়ার ও তাহার ব্যয় ব্যসনের সুসারের কারণ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৭।

সুসারা [সুসার>] *ক্রি* শেষ করা। 'সুসারিতে নিশি গেল আধা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সুসারানুসারে [স] *ক্রিবিণ* সুবিধা অনুযায়ী। 'পাঠের নিয়মকাল অধ্যাপকেরদিগের এবং ছাত্রেরদিগের স্ব স্ব সুসারানুসারে নিবদ্ধ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সুসারি [স] সুদৃশ্য। 'দেখিতে সুসারি সারি ব্রাহ্মণের আওয়ারি সারি সারি বিষ্ণুর সদন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুসারিত [স] *বিণ* সম্পদশালী। 'সকল পৃথুবি মোর সুসারিত হব।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুসান্ত [স সুস্থিত] *বিণ* সুপ্রতিষ্ঠিত। 'বালি মারিয়া আমি তোমারে করিব সুসান্ত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুসাহস [স] *বি* সৎ সাহস। 'কর্তব্য সাধনে ধীর বীর সু-সাহসে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সুসাহিত্য [স] *বি* উচ্চমানসম্পন্ন সাহিত্য। 'সুসাহিত্য সৃষ্টি অবশ্য সাহিত্যসেবীগণের দায়িত্ব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুসাহিত্যবিদ [স] *বি* সুসাহিত্যিক। 'সুসাহিত্যবিদ আমাদের সমাজে নাই।' *মিহির*, ১৯০৩।

সুসাহিত্যিক [স] *বিণ* উত্তম সাহিত্যরচয়িতা। 'বাবুরের মত সুসাহিত্যিক রাজ-রাজড়াদের ভিতর তো নেই-ই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সুসিতল [স সুশীতল] *বিণ* অতিশয় ঠাণ্ডা বা শীতল। 'লড়িলাত বৃন্দাবনে সুসিতল স্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুসিদ্ধ [স] *বিণ* সম্পূর্ণ সফল। 'নিতান্ত আপন যুক্তি সুসিদ্ধ করিত।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সুসুক [স শিশুক] *বি* ডলফিন জাতীয় জলচর প্রাণীবিশেষ; শুশুক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুসুনী [স সুনিষণ্ণক] *বি* শাকবিশেষ। 'মরে গেল দীনে-দান সুসুনীর শাক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সুসুপ্তি [স সুষুপ্তি] *বি* গভীর নিদ্রা। 'মধুর মনে হয় এই সুসুপ্তিকে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুসুরা [স শ্বশুর] *বি* শ্বশুর। 'সুসুরা নিদ গেল বহড়ী জাগঅ।' *চর্যা* ২, ১২০০।

সুসুরে *বি* খরগোশ। 'উয়ার লেগে আমরা সুসুরে মেরে এনেছি।' *তারা*, ১৯৪০।

সুসূক্ষ্মরূপে [স] *ক্রিবিণ* সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে। 'তাহা তাঁহারদিগের সুসূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুসেব [স সুসেব্য] *বি* সুব্যবস্থা। 'গৃহস্ত আচরে কর অজ্ঞের সুসেব।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুসৈজ্জা [স সুসজ্জা] *বি* আরামদায়ক কালযাপন। 'এই খাটে সুসৈজ্জা করিব তিন জন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুসৌরভ [স] *বি* সুঘ্রাণ। 'ক্লান্তা সীমন্তিনী ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পূরি সুসৌরভে দেব-সভা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুস্ক [স শুষ্ক] *বিণ* শুকনা। 'সুস্ক ভূমি প্রকাশ হউক।' *কেরি*, ১৮০১।

সুস্ত [স সুস্থ] *বিণ* শান্ত। 'সুস্ত কর আপনার হিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুস্তি [ফা] *বি* আলস্য। 'বিষয় কর্ম্ম আর অন্য প্রকরণে সুস্তি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

সুস্তির [স সুস্থির] *বিণ* শান্ত। 'সুস্তির হইলা প্রভাবতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুস্থ [স] **১** *বিণ* রোগমুক্ত। 'তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সরজন রেচনদ্বারা তিন দিন মধ্যে মহারাজকে সুস্থ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।। **২** *বিণ* শান্ত। 'লোকে অপযশ গায় সুস্থ নহে মন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* স্বস্তি। 'তোহ্মার প্রশাদে সুস্থ পাই এক দণ্ডে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *বি* সাহস। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৫** *বিণ* সুস্থির। 'সেই অবধি রাক্ষসের প্রজা লোকেরা সুস্থ হইয়া থাকিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুস্থকায় [স] *বিণ* স্বাস্থ্য ভালো আছে এমন। 'যে সকল সুস্থকায় ব্যক্তি উত্তম স্থানে বাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'পল্লীগ্রামের ছেলেরা অধিক সুস্থকায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সুস্থতর [স] *বিণ* আরও সমৃদ্ধ। 'একটুকু আত্মবিশ্বাস যদি তার থাকতো তবে ... তার স্বাস্থ্যে জগৎ হতো সুস্থতর।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সুস্থতা [স] *বি* রোগহীনতা। 'শারীরিক নিয়ম পালন করাই সুস্থতার হেতু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সুস্থতাকামী [স] *বিণ* সুস্থ হতে চায় এমন। 'সুস্থতাকামী এই তিন আন্দোলন নতুন এক সভ্যতার গোড়াপত্তন করবে।' *শিব*, ১৯৫৬।

সুস্থমস্তিষ্ক [স] *বি* প্রকৃতস্থতা। 'এমন ভাবা সুস্থ-মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

সুস্থসবল [স] *বিণ* রোগমুক্ত ও শক্তিশালী। 'তাকে আবার সুস্থসবল করতে পারা যাবে না।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সুস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* সুস্থ। 'মহিষী সম্যক সুস্থা হয়েছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

সুস্থিক [স] *বিণ* স্বস্তিপ্রাপ্ত। 'রাজা সুস্থিক কর্মফলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুস্থির [স] **১** *বিণ* শান্ত। 'ভয় না পাইহ বলি সুস্থির করিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* দুশ্চিন্তার অভাব। 'মনে বড় সুস্থির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* সুনিশ্চিত। 'একবিশিষ্ট ও সুস্থির অধিকারে কিঞ্চিৎ হানি স্বীকার করিয়া থাকেন।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বিণ* অটল। 'মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৫** *বিণ* নির্ধারিত। 'লগ্ন সুস্থির হইল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সুস্থিরতা [স] *বি* ধৈর্য। 'নিত্য-অস্থির স্বভাবের লোকের ... সুরির মতো অচল সুস্থিরতার সংসর্গ ভারী আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুস্থিরা [স] *বিণ স্ত্রী* অচঞ্চল। 'সুস্থিরা লক্ষ্মী অস্থিরা হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুস্থীর [স সুস্থির] *বিণ* শান্ত। 'জলেত প্রবেস কর হইআ সুস্থীর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুস্নাত [স] *বিণ* উত্তমরূপে সিক্ত। 'সেখানে তুমিও সুস্নাত গাছের সখ্য পাবে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

সুস্নিগ্ধ [স] **১** *বিণ* অত্যন্ত পেলব। 'উদ্যানে যে সকল সুস্নিগ্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রস্তুত আছে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫। **২** *বিণ* অত্যন্ত শীতল। 'বালুকাময় প্রান্তরে সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সুস্পষ্ট [স] **১** *বিণ* পরিষ্কার। 'বৃহদারণ্যক উপনিষদে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।' *গৌর*, ১৮২২; 'ইহার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* স্বচ্ছ। 'সর্বত্র সমস্তই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তাহাও বলিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বিণ* নির্ভরযোগ্য 'চলার এত বিচিত্র অথচ সুস্পষ্ট ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৪** *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'এইরকম একটা সুস্পষ্ট পুরস্কারের লোভ আমাদের স্থূল প্রত্যয়ের অনুকূল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **৫** *বিণ* সুপরিস্ফুট। এ রকম না করলে তাদের সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সুস্পষ্টরূপে [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। 'খগোলীয় বিদ্যা সুস্পষ্টরূপে দেখাইবার কারণ এই কালেজে উচ্চ এক স্থান নির্মাণ হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুস্পষ্টোচ্চারিত [স] *বিণ* সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত। 'লক্ষ মানবকণ্ঠের সুস্পষ্টোচ্চারিত দাবীতে দিঙমণ্ডল মুখরিত।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সুস্বপন [স সুস্বপ্ন] *বিণ* নিদ্রিত অবস্থায় সুন্দর বিষয়ের অনুভব। 'প্রথম প্রহর নিশি/ সুস্বপন দেখি বসি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুস্বভাব [স] *বিণ* ভালো স্বভাববিশিষ্ট। 'তাহারদের মধ্যে যাহারা সুস্বভাব হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুস্বভাবশালি [স সুস্বভাবশালী] *বি* সুস্বভাবের অধিকারী। *দর্পণ*, ১৮২৩।

সুস্বর [স] **১** *বি* মিষ্টি স্বর। 'নারী হেন কাঁদে লোক সুস্বর করিয়া।' *বৃন্দা*,

১৫৮০। ২ *বি* সুকণ্ঠ। 'গীত শুনিবারে দিলা গাইন সুস্বর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সুস্বরলহরী [স] *বি* মনোহর সুর-তরঙ্গ। 'পক্ষিগণ ... সুস্বরলহরী বিস্তার করত ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সুস্বরে [স] *ক্রিবিণ* মধুর কণ্ঠে। 'সুস্বরে কোরান যদি পড়িতে লাগিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

সুস্বাগতম [স সু+স সু+স আগতম] – আগমন শুভ হোক। 'স্বাগতম, সুস্বাগতম! দণ্ডকারণ্যে স্বাগতম!' *মুনীর*, ১৯৬৬।

সুস্বাদ [স] *বিণ* উৎকৃষ্ট স্বাদবিশিষ্ট। 'ইহার জল লবণাক্ত নহে, পরন্তু সুস্বাদ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'যাহা খাইতে ভাল লাগে, তাহাকে সুস্বাদ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

সুস্বাদু [স] ১ *বিণ* উত্তম স্বাদযুক্ত। 'কত সাধ খেতে সাদ সুস্বাদু অম্বল।' *ভারত*, ১৭৬০; মসলা দেওয়া ঘৃতপক্ক সুস্বাদু চর্বচূষ্যলেহ্য পদার্থকে স্বাস্থ্য বলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।। ২ *বিণ* সুমধুর। 'সুস্বাদু সুপক্ক উত্তম ফল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুহ [স সুখ] *বি* সুখ। 'সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০।

সুহা *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সুহা – কাফি ঠাটের ছয়টি স্বরবিশিষ্ট রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সুহই *বি* রাগের নাম। *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সুহাগকমল *বি* নকশাবিশেষ। 'তাঁর হাতে কুঙ্কুমের সুহাগকমল আঁকবে না কাশী।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সুহায় [স সহায়] *বি* সাহায্য। 'জয়ন্ত পাঠায়্যা দিব সুহায় তাহারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুহাস [স] *বিণ* সুন্দর হাসিযুক্ত। 'সুহাস মুখে সরসীর জলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুহাসিনি [স সুহাসিনী] *বিণ* হাস্যময়ী। 'যাও চলি, সুহাসিনি, অন্তর হৃদয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুহাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মধুরহাসিনী। 'ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুহৃদ [স] *বি* বন্ধু। 'সুহৃদের বাক্য তারা কেহো নাহি ধরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুহৃজ্জন [স] *বি* ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'সুহৃজ্জনের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সুহৃৎ [স] *বি* বন্ধু। 'তিনি আমার পরম সুহৃৎ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সুহৃদবর [স] *বি* শ্রেষ্ঠবন্ধু। 'সুহৃদবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সুহৃদয় [স] *বি* সুবিস্তৃত বক্ষ। 'সুহৃদয়ে সুশোভিত/ নাগ যজ্ঞ উপবীত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুহৃদসঙ্ঘ [স] *বি* বন্ধুগোষ্ঠী। 'তাঁহার সুহৃদসঙ্ঘের আশা ছিল ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

সুহৃদসভা [স] *বি* বন্ধুসভা। 'দিয়ে জুঁই বেল জবা সাজানো সুহৃদসভা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সুহৃদসম্মিত [স] *বিণ* বন্ধুতুল্য। 'একালে তা হয়েছে সুহৃদসম্মিত।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সুহৃদ্বর [স] *বি* শ্রেষ্ঠ বন্ধু। 'সুহৃদ্বর সত্যেন্দ্র দত্ত ...।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

সুহৃদ্বরেষু [স] *ক্রিবিণ* সুহৃদ সমীপে। 'মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সুহৃদ্বর্গ [স] *বি* ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ। 'দূর-প্রবাসী ব্যক্তিরা ... সুহৃদ্বর্গের মুখাবলোকন করিয়া পুলকিত হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুহৃদ্‌বান্ধব [স] *বি* বন্ধুবান্ধব। 'সুহৃদ্‌বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সূই [স সূচি] *বি* সূচ। 'প্যারিকে ডাকিয়া একটা নির্ধার্য্য করিয়া সূই সুতা কিনিয়া আনিয়া আরম্ভ করি।' *গৌর*, ১৮২২।

সূক্ত[১] [স] *বি* বেদের যেকোনো একটি সমগ্র কবিতা বা স্তোত্র। 'ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি সূক্তে সামুদ্রিক নৌকার উল্লেখ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সূক্ত[২] [স শুক্তপত্র] *বি* সুকুতা নামের তরকারি। 'চই মরীচ সূক্ত দিয়ে সব ফল-মূলে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূক্ষ্ম [স] ১ *বিণ* তীব্র। 'স্থূলত পুরুষে বাম সূক্ষ্ম গতি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* সরু। 'সূক্ষ্ম শ্বেত বালুপথ পুলিনের সম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'সূক্ষ্ম সুবুদ্ধি বড় সাস্ত্রেতে নিপুন দড়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বিণ* পুঙ্খানুপুঙ্খ। 'আমার সূক্ষ্ম কর্ম্মের দ্বারা কখন কোন ফুলের সৌগন্ধির হ্রাস পায় নাহি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বি* যথাযথতা। 'ইহাতে কর্ম্মের সূক্ষ্ম না হইয়া বরং মান্দ্য হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৬ *বি* সূক্ষ্ম বুদ্ধি। 'আমি এক সূক্ষ্ম বার করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ৭ *বিণ* গোপন। 'আরও একটুকু সূক্ষ্ম কথা আছে যে, কেনীর মাথা কাটিয়া সুন্দরপুর লইয়া যাইবে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সূক্ষ্মকার্যক্ষম, সূক্ষ্মকার্য্যক্ষম [স] *বিণ* অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজ করতে সক্ষম। 'বিজ্ঞানরথী মনীষিগণ মস্তিষ্কপরিচালনে এরূপ সূক্ষ্মকার্য্যক্ষম যন্ত্রের আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সূক্ষ্মঘ্রাণ [স] *বিণ* ঘ্রাণগ্রহণের সূক্ষ্মশক্তিবিশিষ্ট। 'রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সূক্ষ্মচিন্তা [স] *বি* পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা। 'অসংখ্য সূক্ষ্মচিন্তার বাঁধনে যে বাঁধা সেই তো ক্রি থিংকার আর ক্রি থিংকিং কালচারের দান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সূক্ষ্মচেতনা [স] *বি* স্থূল নয় এমন উপলব্ধি। 'বাইরের আদেশ নয়, ভেতরের সূক্ষ্মচেতনাই তাদের চালক।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সূক্ষ্মজগৎ [স] *বি* বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবকল্পনার জগৎ। 'তা'হলে বিজিগীষু মানুষ স্থূল বস্তুজগতের পরিবর্তে অন্য কোন সূক্ষ্মজগৎ জয় করবার প্রেরণা লাভ করত।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সূক্ষ্মতত্ত্ব [স] *বি* গূঢ় মতবাদ। 'এ বিষয়ে সে একটি অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সূক্ষ্মতম ১ *বিণ* সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। 'যিনি ফস্ট নামক নাটক লিখিয়া মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম শিরা পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* অতিশয় ক্ষুদ্র। 'বিশ্বের সূক্ষ্মতম পদার্থের অলক্ষ্যতম মর্ম বিদীর্ণ করবার জন্য বিরাট বৈদ্যুতবর্ষণীর কারখানা বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সূক্ষ্মতর [স] *বিণ* ১ অতিশয় মিহি। 'তাঁহাকে যে মাকড়সার জালের চেয়ে সূক্ষ্মতর তুচ্ছতর সহস্র সূত্রে বাঁধিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* অধিক সূচালু। 'ডাক্তারবাবু গলা খাঁকারি দিয়া গুম্ফাগ্রটিকে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে সূক্ষ্মতর করিতে লাগিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সূক্ষ্মতা [স] ১ *বি* পুঙ্খানুপুঙ্খতা। 'বিবেচনার সূক্ষ্মতা ও বুদ্ধির

তীক্ষ্ণতা।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **২** *বি* পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ। 'সভ্যতা ক্রমেই এমন সুকুমার সূক্ষ্মতার দিকে যাচ্ছে যে, এই মোটা জন্তুগুলো ভারী ফাঁপরে পড়বে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সূক্ষ্মতাসাধন [স] *বি* সূক্ষ্মকরণ। 'তাতে অনুভূতির সূক্ষ্মতাসাধনের চাইতে অনুভূতির জড়ত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই বেশি।' *শিব*, ১৯৫০।

সূক্ষ্মদর্শি [স সূক্ষ্মদর্শী] *বিণ* তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। 'ফলতঃ সূক্ষ্মদর্শি বিজ্ঞ লোকেরা অবশ্য স্বীকার করিবেন ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫০।

সূক্ষ্মদর্শিতা [স] *বি* গভীর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। 'সূক্ষ্মদর্শিতায় তাঁহার প্রতি বিনয়ের মন বিস্ময়মিশ্রিত ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সূক্ষ্মদর্শিনী [স] *বিণ স্ত্রী* তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। 'তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শিনী ও অত্যন্ত সন্দিগ্ধ-স্বভাবা।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সূক্ষ্মদর্শী [স] *বিণ* তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। 'মায়াবাদীরা সাধারণ লোক অপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সূক্ষ্মদৃষ্টি [স] *বি* তীক্ষ্ণদৃষ্টি। 'যিনি তথ্যানুসন্ধান-তৎপর হইয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই বঙ্গভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

সূক্ষ্মধূলি [স] *বি* অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা। 'সূক্ষ্মধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূক্ষ্ম-ধী [স] *বিণ* তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সূক্ষ্ম-ধী জাবের এখানে বাধা দিয়া বলিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সূক্ষ্ম বিবেচনা [স] *বি* পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা। 'সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সূক্ষ্মবুদ্ধি [স] *বি* তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। 'তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে যথেষ্ট সূক্ষ্মবুদ্ধি খাটাইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রযুক্ত *ক্রিবিণ* তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহকারে। 'অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রযুক্ত দুই বৎসর মধ্যেই ... সমাপ্ত করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সূক্ষ্মবৃত্তি [স] *বি* তীক্ষ্ণ রসবোধ। 'যিনি এই গল্প প্রথম বলিয়াছেন, তাঁহার সূক্ষ্মবৃত্তি আছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

সূক্ষ্মমর্মী [স] *বিণ* সংবেদনশীল। 'যোগেনবাবুর সূক্ষ্মমর্মী মন আড়াই মণ ওজনের মেদস্তূপটাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া গোয়াবাগানের উদ্দেশ্যে লইয়া চলিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সূক্ষ্মরূপে [স] *ক্রিবিণ* গভীরভাবে। 'যথার্থ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার স্বরূপাবয়ব সংপ্রকাশিত হয় নাই।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

সূক্ষ্মরেখিণী [স] *বিণ স্ত্রী* ক্ষীণাঙ্গী; তন্বী; ক্ষীণদেহী। 'তুমি যেন ছিলে সূক্ষ্মরেখিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সূক্ষ্মলোক [স] *বি* অস্পষ্ট ভুবন। 'দূরদূরান্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত কোন সূক্ষ্মলোকে বিলীন হয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সূক্ষ্মশরীর [স] *বিণ* শীর্ণকায়। 'সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সূক্ষ্মশিল্প [স] *বি* সূক্ষ্ম অনুভূতিনির্ভর শিল্প। 'ইউরোপে এই সকল শব্দের যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে তাহার নাম অনুবাদ করিয়া সূক্ষ্মশিল্প নাম দেওয়া হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম [স] *বিণ* অতিশয় ক্ষুদ্র; আণুবীক্ষণিক। 'গন্ধদ্রব্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সূক্ষ্মসূত্র [স] *বি* মিহি সুতা। 'অনেক সূক্ষ্মসূত্র একত্র করিয়া প্রকাণ্ড মদমত্ত হস্তিকেও বদ্ধ করা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সূক্ষ্মা [স] *বিণ স্ত্রী* সূক্ষ্ম। 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিপ্রযুক্ত চতুর্থবারে স্বীকার করাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সূক্ষ্মাগ্র [স] *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম [স] *বিণ* অতিশয় সূক্ষ্ম। 'বিদ্যার পক্ষ যতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ধর্মের পক্ষ ততই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাতন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে [স] *বিণ* অতি সূক্ষ্মভাবে। 'যাহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সূক্ষ্মানুভূতি [স] *বি* খুব গভীরভাবযুক্ত চেতনা। 'সূক্ষ্মানুভূতির অপর নাম আত্মা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম [স] **১** *বিণ* পুঙ্খানুপুঙ্খ। 'বিজাতীয় ভাষার প্রচলিত থাকাতে সুতরাং বিচারের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হওনের ক্রটি জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। **২** *বিণ* অত্যন্ত ক্ষুদ্র। 'সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধানবিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সবিশেষ নৈপুণ্য থাকাতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম [স] *বিণ* অতি সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম নয় এমন। 'সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বিচারের ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সূচক [স] *বিণ* জ্ঞাপক। 'মহিমা বিশ্বের রূপ কল্যাণসূচক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সূচন [স] *বি* আরম্ভ। 'এহো বাহ্য হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূচনা [স] *বি* আরম্ভ। 'গজপতি নিজেই তাহার সূচনা করিয়া দিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'জ্যোতিষ্কের সূচীপত্রে আপনার করিছে সূচনা নিত্যকাল মহাকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সূচি, সূচী [স] **১** *বি* সূচিকর্ম। 'সূচীব্যবসায়িরা ... অন্নাভাবে সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* সূচ। 'কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া এ সূচি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সূচ [স সূচি] *বি* সূচ। 'সূচে যেন বিন্ধে পেট দূর হইল জীবনের আশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সূচ হইয়া প্রবেশ করে ও ফাল হইয়া বহির্গত হয় – কৌশলে ঢুকে সর্বনাশ করা। 'অল্প কথাতেই ইংরাজদিগের চরিত্র ও ব্যবহারের যথার্থ বর্ণনা করা হইয়াছে, সূচ হইয়া প্রবেশ করে ও ফাল হইয়া বহির্গত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সূচিকা [স] *বি* ছুঁচ; সূচ। 'সহস্র সূচিকার দ্বারা যেন বিদ্ধ হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সূচিভেদ্য [স] *বিণ* জমাট। 'সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সূচিমুখ [স] *বিণ* সরু মুখবিশিষ্ট। 'সেই সমাজের সূচিমুখ কণ্টকখচিত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সূচিশিল্প [স] *বি* বয়নশিল্প। 'চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য-নির্মাণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'শিল্প কর্ম্ম ও সূচি শিল্প।' *এসলাম*, ১৯১৯।

সূচীকর্ম [স] *বি* সেলাইয়ের কাজ। 'তাঁহার আনুকূল্যের নিমিত্ত, সূচীকর্ম প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু উপার্জন করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*,

১৮৬৩।

সূচীকার্য, সূচীকার্য্য [স] *বি* সেলাইয়ের কাজ। 'বেশী দরকার গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, ধাত্রী-বিদ্যা, শিশুপালন, রান্না ও সূচীকার্য শিক্ষা দেওয়া।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'গ্রাম্য মেয়েদের সূচীকার্য্য।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সূচীপত্র [স] ১ *বি* বইয়ের শুরুতে দেওয়া পৃষ্ঠানম্বরসহ বিষয়তালিকা। 'সর্বদা ভূমিকা, সূচীপত্র, পরিশিষ্ট প্রভৃতির প্রতি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'জ্যোতিষ্কের সূচীপত্রে আপনার করিছে সূচনা নিত্যকাল মহাকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বি* অপাধ বিষয়। 'এ যেমন মহাভারতের সূচীপত্র গলাধঃকরণ করা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বি* সূচনা। 'তাহার অনন্ত পর্বের পালা একেবারে সূচিপত্রেই সারিয়া দেওয়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* অনুষ্ঠানপত্র। 'আজ রাত্রে রামায়ণ থেকে যে-অভিনয় হবে তার একটি সূচীপত্র পাঠাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সূচীভেদ্য [স] *বিণ* সুচ ভেদ করতে পারে এমন; জমাট। 'বিজুলির বাতি জ্বেলে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অভিসারিকাদের পথ দেখায়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সূচীময় [স] *বিণ* কণ্টকময়। 'বেঁধেছে সূচীময় ফুলের ডোরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

সূচীমুখ [স] ১ *বি* সুচের ন্যায় তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। 'হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি/ হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *বিণ* সুচের মতো ধারালো মুখবিশিষ্ট। 'অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে/ নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সূচীশিল্প [স] *বি* সুচ দিয়ে সেলাইয়ের কাজ। 'আয়েশা নীরবে নতমুখে সূচীশিল্প নিয়ে মগ্ন।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

সূচ্যগ্র [স] ১ *বিণ* সামান্যতম পরিমাণ। 'সূচ্যগ্র ভূমিক্রয় করা দূরে থাকুক ... সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* সুচের অগ্রভাগ। 'ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মাকারে কেশবিন্যাসরেখার নিকটে গিয়া সূচ্যগ্রবৎ সমাপ্ত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ৩ *বিণ* সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। 'দোদুল্যমান বেণীর সূচ্যগ্র ভাগটুকুও দেখা যাবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সূচ্যগ্রবুদ্ধি [স] *বি* তীক্ষ্ণবুদ্ধি। 'আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্রবুদ্ধি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

সূচ্যগ্রভূমি [স] *বি* সামান্য পরিমাণ ভূমি। 'তারা বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমি ছাড়বে না।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সূচ্যগ্রমেদিনী [স] *বি* সামান্য পরিমাণ ভূমি। 'সূচ্যগ্রমেদিনী নাহি দিব।' *নবীনচন্দ্র সেন*, ১৮৭৭; 'সূচ্যগ্রমেদিনীলোভী 'যুযুৎসুরে ক্ষমিতে শেখাও অপরের অপঘাত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সূজি [হি সুজী] *বি* খাদ্যশস্যবিশেষ; সুজি। 'লোকদিগকে সূজি যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সূজ্জ [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'তখনত সূজ্জ পহরি পরভুর আজ্ঞা পাইল।' *রামাই*, ১৭১০।

সূজ্য [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'চন্দ্র সূজ্য আইলাক গ্রহ তারাগন।' *রামাই*, ১৭১০।

সূড়া [স সুরঙ্গ] *বি* সংকীর্ণ পথ। 'পাতিআ বাগুরা দড়া/ আগলে বনের সূড়া/ কাননে করিল মহামার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সূণ [স শূন্য] *বিণ* শূন্য। 'সরহ ভণন্তি বর সূণ গোহালী।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

সূত[1] [স] ১ *বি* জন্ম। 'এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিশ* পুত্র। 'নানাভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ-সূত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'চলিল সাধুর সূত বিদায় হইয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ছুতার; সূত্রধর। 'সূত কন্যা আনিআ দিলেক তান দাসী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* রথের সারথি। 'হে সূতাত্মজ ... আমাকে লইয়া যাইও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭; 'আমি সূতপুত্রই হই, আর যেই হই।' *নজরুল*, ১৯২২।

সূতাত্মজ [স] *বি* সারথিপুত্র। 'হে সূতাত্মজ ... আমাকে লইয়া যাইও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সূত[2] [স সূত্র] *বি* সুতা। 'যেন সূতে বান্ধিয়াছে মালিয়ার পাঁতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সূতা [স সূত্র] *বি* তন্তু। 'প্যারিকে ডাকিয়া একটা নির্ধার্য্য করিয়া সূই সুতা কিনিয়া আনিয়া আরম্ভ করি।' *গৌর*, ১৮২২।

সূতাকাটন *বি* সুতা পাকানো। 'বিশেষতঃ সূতাকাটন অতিআশ্চর্য্য অঙ্গুলির দ্বারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সূতাকাটনী *বি* বস্ত্রের জন্য সুতা কাটে যারা। 'তন্তুবায় ও সূতাকাটনীয়েরা উভয় কর্ম্ম শূন্য হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সূতা কাটা *ক্রি* সুতা পাকানো। 'সূতা কাটিয়া উভয় পুত্রের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'সুতা কেটে আর বস্ত্র বুনিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সূতাকাটা *বিণ* সুতা তৈরি হয় এমন। 'দুটি আধুনিক সূতাকাটা কল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সূতার [স সূত্রধর] *বি* কাঠমিস্ত্রি। 'পাশ হইতে শশী সূতার সড়কে উঠিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

সূতি [স] *বি* সুতা। **সূতিকর্ম, সূতিকর্ম্ম** [স] *বি* সুতার দ্রব্যাদি তৈরি করার কাজ। 'ছাত্রেরা ... সূতিকর্ম্ম, তন্তু-তনন প্রভৃতি শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সূতিকা [স] ১ *বি* আঁতুড়ঘর। 'আজ সূতিকা পূজা, আজ অন্নপ্রাসন, ... কতই আহ্লাদ।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। ২ *বি* প্রসূতির রোগবিশেষ। 'বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'সূতিকা রোগে আক্রান্ত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সূতিকা আলয় [স] *বি* আঁতুড়ঘর। 'সূতিকা আলয় আর শ্মশানের চিতা।' *জীবন*, ১৯২৭।

সূতিকাগার [স] *বি* আঁতুড়ঘর। 'পূর্ব্ব আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্লিন্ নগরীর সাধারণ সূতিকাগারে অনেক শিশুর আশু মৃত্যু ঘটনা হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

সূতিকাগৃহ [স] *বি* আঁতুড়ঘর। 'সূতিকাগৃহের জন্য কাষ্ঠ চাই।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সূতিকাঘর [স সূতিকা+ঘর] *বি* আঁতুড়ঘর। 'মাকে মানুষ সূতিকাঘরের থেকেই পায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সূতিকা পূজা [স] *বি* আঁতুর ঘরে পালিত সংস্কারবিশেষ। 'আজ সূতিকা পূজা, আজ অন্নপ্রাসন ... কতই আহ্লাদ।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সূতিকাবাস [স] *বি* আঁতুড়ঘর। 'আঁধার সূতিকাবাস ত্যজি/ হেরে প্রথম দিকসীমা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সূতিকালয় [স] *বি* আঁতুড়ঘর। 'অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান সূতিকালয়ে রমণীগণের অকাল মৃত্যু।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

সূতিকা-রুগী [স সূতিকা+স রোগী] *বিণ* সূতিকা রোগগ্রস্ত। 'মাথার ওপর একটা ছাদ আর সূতিকা-রুগী বউ।' *বিমল*, ১৯৫৩।

সূতিকাষষ্ঠী [স] *বি* নবজাতকের ষষ্ঠ দিনে পালিত হিন্দু আচারবিশেষ। 'সাদরে সূতিকাষষ্ঠী ষষ্ঠ দিনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সূতিমাস [স] *বি* প্রসবের মাস। 'সূতিমাস হতে সূত প্রসব হইল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সূত্র [স] **১** *বি* ইঙ্গিত। 'সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শ্লোক। 'এই অন্তলীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* উপায়। 'আজি ছাড়াইব তোমা করি এক সূত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* সংজ্ঞা। 'কিছু মাত্র সূত্র লিখিলাম এ পুস্তকে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৫** *বি* পৈতা। 'শিখা-সূত্র ঘুচাইলে সে কৃষ্ণ পাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৬** *বি* সুতা। 'বাঁধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৭** *বি* বাঁধন। 'পুরিলুঁ রসের সূত্রে সুবলিত হার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৮** *বি* উৎস। 'বিবিধসূত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৯** *বি* বৌদ্ধশাস্ত্র সংকলনবিশেষ। 'প্রথম সভার অধিবেশন হইয়া সূত্র নামক বৌদ্ধশাস্ত্র সঙ্কলিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **১০** *বি* কোমল দণ্ড। 'তন্মধ্যে যে সূত্রগাছি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, তাহার নাম গবৃর্তকেশর।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। **১১** *বি* কারণ। 'সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রেও বিলাতীয় সংবাদ পত্রে নানা বাদ বিতণ্ডা চলিতেছে।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। **১২** *বি* বেদের অংশবিশেষ। 'বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত – ছন্দ-মন্ত্র-ব্রাহ্মণ এবং সূত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **১৩** *বি* নিয়ম। 'সকল ব্যাকরণেই দুই প্রকার সূত্র থাকে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **১৪** *বি* সম্বন্ধ। 'ব্যারিষ্টার রঞ্জিৎ পণ্ডিতের সাথে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সূত্রকার [স] *বি* ব্যাখ্যাকারী। '৯০/৯১ সূত্রে সূত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সূত্রগণ [স] *বি* শ্লোকসমূহ। 'শেষলীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূত্রছিন্ন [স] *বিণ* মূলহীন; শেকড়হীন। 'শুধু একখানি সূত্রছিন্ন বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সূত্রধর[1] [স] **১** *বি* ছুতার; পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'সূত্রধরে দেই খই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সূত্রধর[2] *বি* ধারাবাহিকতা বহন করে যে। 'কই সেই ভাবের সূত্রধর।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সূত্রধার [স] **১** *বি* নাটকের কাহিনী-সূত্র ধরিয়ে দেন এমন চরিত্র। 'সূত্রধার।' *কীর্তিবিলাস*, ১৮৫২; 'সূত্রধারের প্রবেশ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। **২** *বিণ* সূত্রপ্রণেতা। 'স্বকীয় সিদ্ধি প্রার্থনীয় নয় সূত্রধার গণেশের কাছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

সূত্রধারী[1] [স] *বিণ* পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। 'আগে পাছে সব কথা এক সূত্রধারী।' *সুলতান*, ১৭০০।

সূত্রধারী[2] [স] *বি* শরীরে সূত্র বা পৈতা ধারণ করে যে; ব্রাহ্মণ। 'কুঞ্চিতহৃদয় সূত্রধারীদিগের দ্বারা অদ্যাবধিও ভ্রমশিক্ষা প্রদান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সূত্রপাত [স] *বি* আরম্ভ। 'এইরূপেই বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সূত্রবর্ণন [স] *বি* সারাংশ বর্ণনা। 'এই আদিলীলা কৈল সূত্রবর্ণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূত্রবাহী [স] *বি* শরীরে সূত্র বা পৈতা বহন করে যে; ব্রাহ্মণ। 'ব্রাহ্মণ-বেশধারী কপট সূত্রবাহীদিগের উপর অচলা ভক্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সূত্ররূপী [স] *বিণ* সুতার মতো সূক্ষ্ম। 'সূত্ররূপী কালসাপ হয়ে দংশন করে মারতে পারি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সূত্র-সঞ্চারক [স] *বি* ধর্মসংস্কারে নতুন পথ প্রদর্শনকারী। 'সেই নরলোকনিবাসী সূত্রধর সন্তান বিশ্বরাজ্যের সূত্র-সঞ্চারক বলিয়া পূজিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সূত্রসোপান [স] *বি* শুরু হওয়া মাত্র। 'সূত্রসোপানেই পার্শ্ববর্ত্তী কনষ্টেবলকে তৎক্ষণাৎ খবর দেয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

সূদন [স] *বিণ* হত্যাকারী। 'আমি স্রষ্টা-সূদন।' *নজরুল*, ১৯২২।

সূদ্র [স শূদ্র] *বি* শূদ্র। 'প্রবল হৈআঁ সূদ্রে লংঘিব ব্রাহ্মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সূধ [স শুদ্ধ] *বিণ* শুদ্ধ। 'ছড়গই সঅল সহাবে সূধ।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

সূন [স শূন্য] *বিণ* শূন্য। 'সূন সেজ হিয় সালয়ে রে পিয়াএ বিনু মরব আজি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সূন্ন [স শূন্য] *বিণ* শূন্য। 'সূন্ন দুআরে ধর্ম্ম দিলা দরসন।' *রামাই*, ১৭১০।

সূন্য [স শূন্য] *বিণ* খালি। 'নাহিক বলদেব সব সূন্য পাইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সূপ [স] *বি* ঝোল। 'শুখা রুখা ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূপকার [স] *বি* বাবুর্চি। 'সূপকারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর ইহা কেমন করিয়া পাক করিল।' *কেরি*, ১৮০২।

সূপকারিণী [স] *বি স্ত্রী* রাঁধুনি। 'ব্যঞ্জনাদি সুপাক হয় তবেইতো সূপকারিণীর গঞ্জনা হইতে রক্ষা।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

সূপকুশল [স] *বি* রান্নায় পারদর্শী। 'বর্ত্তমান অনেকানেক সূপকুশল ব্যক্তিদিগের নিকট জ্ঞাত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সূপশাস্ত্র [স] *বি* রান্না বিষয়কবিদ্যা। 'মহাশয়েরা নানাবিধ কুতূহলনামে সূপশাস্ত্র প্রকাশে সুলভাধিক্য করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সূয্যি [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'তার আকাশেতে সূয্যি উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২; 'যখন সূয্যিমামা পটল তুলিবেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

সূয্যিমামা *বি* সূর্য। 'জাগো আমার লক্ষ্মী মেয়ে সূয্যিমামা জেগেছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

সূর [স] **১** *বি* সূর্য। 'প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সূর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* বংশনাম-বিশেষ। 'আদিল সূরের ছিল সুরেলা দিল।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

সূরুজ [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'আকাশেরি চাঁদ সূরুজে মুখ দেখে পায় লাজ।' *জসীম*, ১৯২৯।

সূরুয [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'কহিলাম, বুঝি পূবের সূরুয সাঁঝেতে উদিল আসি।' *জসীম*, ১৯৩০।

সূর্তি[1] [পা] *বি* লটারি খেলা। 'প্রতিমাতে সূর্ত্তি দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট এক টাকা করিয়া।' *দর্পণ*, ১৮২২। দ্র **সরতি**

সূর্তি[2] [হি] *বি* পানের সঙ্গে খাবার সুগন্ধি তামাকের গুঁড়া। 'নস্যি চুরুট

সূর্তি গুলি।' *সুকুমার*, ১৯২০।

সূর্প [স] *বি* কুলা। 'প্রশস্তি বন্দনা কৈল সূর্পেত থুইয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সূর্য, সূর্য্য [স] **১** *বি* সূর্য। 'তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সূর্য সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সত্রাজিত ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* সূর্যের মতো উজ্জ্বল। 'রাত্রির বিবরে জীবনের সব স্বপ্ন সূর্য হয় সোনার শিখরে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সূর্য-কণা [স] *বি* সূর্যের আলোক বিন্দু। 'তবু সূর্য-কণা বুঝি হারাবার নয়।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

সূর্যকর [স] *বি* সূর্যের রশ্মি। 'নাহি পশে সূর্যকর আঁধার নরকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই, এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সূর্যকরদীপ্ত [স] *বিণ* সূর্যের আলোয় আলোকিত। 'নৌকায় বসিয়া সূর্যকরদীপ্ত জলে স্থলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সূর্যকরোজ্জ্বল [স] *বিণ* সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল। 'এই শরতের সূর্যকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সূর্যকরোজ্জ্বলতা [স] *বি* সূর্যের আলোয় উজ্জ্বলতা। 'তবুও সূর্যকরোজ্জ্বলতাকে ভালোবেসে।' *জীবন*, ১৯৪০।

সূর্যকানা [স সূর্যকাণ] *বিণ* দিনের বেলা দেখতে পায় না এমন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সূর্যকান্ত, সূর্য্যকান্ত [স] বি আতসমণি। 'সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সূর্যকান্তমণি, সূর্য্যকান্তমণি [স] *বি* আতসমণি। 'চুনি চন্দ্রকান্তমণি সূর্য্যকান্তমণি নীলকান্তমণি অয়স্কান্তমণি।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সূর্যকিরণ, সূর্য্যকিরণ [স] *বি* সূর্যের আলো। 'সূর্য্যকিরণও ... এই সকল প্রাণ-সংহারক বাষ্পকে উৎক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সূর্য্যকিরণ অসহ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সূর্যকিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সূর্যকুণ্ড [স] *বি* অগ্নিগহ্বর। 'সূর্যকুণ্ড আমাদের স্নানাগার।' *নজরুল*, ১৯২৬ নং

সূর্যগ্রহণ, সূর্য্য-গ্রহণ [স] *বি* সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করার সময়ে চাঁদের আড়ালে সূর্যের ঢাকা-পড়ার অবস্থা। 'এই নিমিত্ত সকল অমাবস্যাতে সূর্য্য-গ্রহণ ঘটে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫; 'প্রাঙ্গণে নামল অকালসন্ধ্যার ছায়া সূর্যগ্রহণের কালিমার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সূর্যঘড়ি *বি* সূর্যের আলোতে যে ছায়া পড়ে তা দেখে সময় নির্ধারণের যন্ত্রবিশেষ। 'সূর্যঘড়ি চিনেছিল।' *জীবন*, ১৯৪০।

সূর্যচন্দ্রালোকিত [স] *বিণ* সূর্য-চাঁদের কিরণে আলোকিত। 'এই সূর্যচন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সূর্যছবি [স সূর্য+আ সবীহ্] *বি* সূর্যরূপ ছবি। 'হেমন্তের সূর্যছবি।' *জীবন*, ১৯৪০।

সূর্য্যজ্যোতি [স] *বি* সূর্যের আলো। 'বিদ্যারূপ দীপ্যমান সূর্যজ্যোতি সে সমুদয়ের একমাত্র মূল কারণ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সূর্য-ঝড় [স] *বি* সূর্যের মতো উত্তপ্ত মরুঝড়। 'সাহারার সূর্য-ঝড় লুপ্ত হিম-শর্বরী-আতলে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সূর্যতপ্ত [স] *বিণ* সূর্যের তাপে উত্তপ্ত। 'যত উষা কাঁদে সূর্যতপ্ত দিনের নির্যাতনে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

সূর্যতাড়স *বি* সূর্যের উত্তাপ বা প্রভাব। 'সূর্যতাড়সে জ্রণকে যদিও করে ঢের ফলবান।' *জীবন*, ১৯৪৪।

সূর্যতাপ, সূর্য্যতাপ [স] *বি* সূর্যের উত্তাপ। 'সূর্য্যতাপে স্পন্দিত সে বন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সূর্যতারা [স] *বি* সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র। 'কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি নিবায়ে সূর্যতারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'সূর্যতারা দলে দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সূর্যদীপ্ত [স] *বিণ* সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল। 'সূর্যদীপ্ত আকাশের আমন্ত্রণ-লিপি/ সাথে করে নিয়ে এসো দিগন্তের মহাদেশ থেকে।' *সিকান্দার*, ১৯৪৫।

সূর্যদীপ্তি [স] *বি* সূর্যালোক। 'লেনিনের সূর্যদীপ্তি রক্তের তরঙ্গে ভেসে আসে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সূর্য্য দেখা *ক্রি* সময় দেখা। 'মহাশয়েরা সূর্য্য দেখিতেছেন কতক ক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সূর্য্যদেব [স] *বি* সূর্য। 'নিতান্ত উৎসুক চিত্তে, সূর্যদেবের অস্তগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'সূর্য্য দেব পূর্ব্ব দিক আলোকময় করিয়া।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সূর্যপক্ব [স] *বিণ* রোদে শুকিয়ে তৈরি। 'এক-এক দল মানুষ সূর্যপক্ব কাদা-মাটির হাঁড়িকুড়ি তৈজসপত্র গড়ার শিল্প-কৌশল ...।' *অবন*, ১৯২৫।

সূর্যপরিবার [স] *বি* সৌরমণ্ডল। 'সূর্যপরিবারের দূর বা কাছের ছোটো বা বড়ো সকল গ্রহকেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সূর্যপুরুষ [স] *বি* বীরপুরুষ। 'মানবতার সূর্যপুরুষ চায়।' *জীবন*, ১৯৪০।

সূর্যপ্রদক্ষিণ [স] *বি* সূর্যকে মধ্যে রেখে চতুর্দিকে বেষ্টন। 'সূর্যপ্রদক্ষিণের যেমন সৌর বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের পরিমাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সূর্যপ্রদীপ [স] *বি* সূর্যরূপ প্রদীপ। 'নিত্য সূর্যপ্রদীপ জ্বালি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সূর্যপ্রভা, সূর্য্যপ্রভা [স] *বি* সূর্যকিরণ। 'সূর্য্যপ্রভা অপেক্ষায় দীপজ্যোতিতে তাঁহাকে অধিক রূপবান দেখায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সূর্যফুল *বি* সূর্যরূপ ফুল। 'ঘুমের আকাশে রাত্রি আসে, দিন, তন্দ্রার উজ্জ্বল সূর্যফুল।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

সূর্যবংশ [স] *বি* অযোধ্যার রাজকুল। 'সূর্যবংশে দশরথ নামে মহাশয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'রাজার স্কন্ধ শাখাদ্বয়রূপ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সূর্যবন্দনা [স] *বি* সূর্যের স্তুতি। 'সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সূর্যবাণ [স] *বি* সূর্য নামধারী বাণ। 'চন্দ্রবাণ সূর্যবাণ দেখিতে অদ্ভুত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সূর্যবিজ্ঞান [স] *বি* সূর্য-সংক্রান্ত বিজ্ঞান। 'সূর্যবিজ্ঞান না-জানা সব বৈজ্ঞানিক তো?' *মানিক*, ১৯৩৬।

সূর্যবিদ্ধ [স] *বিণ* সূর্যালোকিত। 'আমার তিমির রাত্রি অকস্মাৎ সূর্যবিদ্ধ হলো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

সূর্যবিম্ব, সূর্য্যবিম্ব *বি* সূর্যালোক। 'সূর্য্যবিম্ব সর্বদা ম্লান-মূর্ত্তি।' *অক্ষয়*,

১৮৪৯।

সূর্যবিরহিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সূর্যহীন। 'কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতবর্ষ যেন সূর্যবিরহিতা রাত্রির মতো অন্ধকারে ছিল।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সূর্যব্রত, সূর্য্যব্রত [স] *বি* রাজধর্মবিশেষ; এমনভাবে কর আদায় করা যাতে প্রজাদের কষ্ট না হয়। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, সূর্য্যব্রত, ... পৃথিবীব্রত; এই সপ্ত ব্রত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সূর্যভীরু [স] *বিণ* সূর্যালোকে ভীত। 'ধ্বংসের ফাটলে যেন সূর্যভীরু ক্লেদাক্ত দাদুরী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৭।

সূর্যভোগ [স] *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সূর্যমণি [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'সূর্যমণি তুলিল গুলাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সূর্যমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল [স] *বি* সৌরজগৎ; সূর্য ও তার আশেপাশের পরিবেশ। 'সূর্য্যমণ্ডল কোন অনির্দেশ্য অনির্বচনীয় কারণবশতঃ স্থানভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সূর্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ্য হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সূর্যময় [স] *বিণ* সূর্য আছে এমন। 'অপূর্ব ষড়ভুজ মূর্ত্তি কোটি সূর্যময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সূর্যমুখী, সূর্য্যমুখী [স] **১** *বি* সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এমন হলুদ ফুলবিশেষ। 'চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'সূর্যমুখীর বর্ণে বসন লই রাঙায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **২** *বি* একপ্রকার ধানবিশেষ। 'কুমারী, কনকতারা, সূর্যমুখী; হাসি কলমি ভ্রমর আটলাই, পাশপাই ধান।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

সূর্যরশ্মি, সূর্য্যরশ্মি [স] *বি* সূর্যের আলো। 'তাহার উপরে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'সূর্যরশ্মি তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সূর্যলোক [স] *বি* সৌরজগৎ। 'বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি, সূর্যলোক।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সূর্যশর [স] *বি* সূর্যের রশ্মিরূপ শর। 'আমার জন্মের ভোর সূর্যশরে আহত মাটিতে।' *সুনীল*, ১৯৬১।

সূর্যশ্রান্ত [স] *বিণ* সূর্যের প্রখর তাপে অবসন্ন। 'সূর্যশ্রান্ত শাল তাল হিন্তাল ছায়াতে/ সে স্বপ্নেরা থরথর কেঁপে কেঁপে মরে।' *হোসেন*, ১৯৪০।

সূর্যসনাথা [স] *বিণ* সূর্য যার স্বামী। 'অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সূর্যসমেত [স] *বিণ* সূর্যসহ। 'সূর্যসমেত আকাশখানা সুষমার চোখের সম্মুখে দুলিতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সূর্যসাক্ষী, সূর্য্যসাক্ষী [স] *বিণ* সূর্যকে সাক্ষী রাখা হয়েছে এমন। 'পূর্ব্বে এক ধর্ম্মসাক্ষী অথবা সূর্য্যসাক্ষী তমঃসুকে কাজ চলিত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত [স] *বি* সূর্যের প্রকৃতি, গতিবিধি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ। 'তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও জাতকার্ণবের যে রচনাকাল নির্ণয় করিয়াছেন তাহা উভয়ই অপ্রামাণ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সূর্যস্তব [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) সূর্যকে স্তব করার ব্রত। 'যেগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত বলে মেয়েদের মধ্যে চলেছে তার একটি সূর্যস্তব।' *অবন*, ১৯১৯।

সূর্যস্নান [স] *বি* দেহে সূর্যকিরণ উপভোগ। 'শীতকালে শিশুদের জন্যে সূর্যস্নানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সূর্যহাসি [স সূর্য+হাসি] *বি* সূর্যের মতো আলোকোজ্জ্বল হাসি। 'সূর্যহাসির সোনালি-চিকন বালিঝরা আভা।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সূর্যহীন, সূর্য্যহীন [স] *বিণ* সূর্য বা আলো নেই এমন; অন্ধকার। 'বন্ধুহীন জীবন আর সূর্য্যহীন জগৎ উভয়েই তুল্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে সূর্যহীন ও সৌর আকাশে।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

সূর্যাঙ্গ, সূর্য্যাঙ্গ [স] *বি* সূর্যের শরীর। 'সূর্য্যাঙ্গ হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সূর্যাভাস [স] *বি* সূর্যের দীপ্তি। 'মহাতেজোময় বপু কোটি সূর্যাভাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সূর্যার্ঘ্য, সূর্য্যার্ঘ্য [স] *বি* (হিন্দু আচার) সূর্য পূজার অর্ঘ্য। 'সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া এক হাঁড়ী ঘৃত কক্ষদেশে করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প দিয়া পড়িল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সূর্যালোক [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'গাছপালা, সূর্যালোক, গৃহ, লোকজন কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সূর্যালোকহীন [স] *বিণ* সূর্যের আলো নেই এমন। 'সূর্যালোকহীন আকাশের দৈন্যে পৃথিবী সংকুচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সূর্যালোকিত [স] *বিণ* সূর্যের আলোয় আলোকিত। 'তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সূর্যাস্ত, সূর্য্যাস্ত [স] *বি* দিনের শেষে সূর্য অদৃশ্য হওয়া। 'যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫; 'তিনি প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর ... প্রতিগমন করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সূর্যাস্ত আইন [স সূর্যাস্ত+ফা আইন] *বি* ব্রিটিশ শাসনামলের ভূমি বিষয়ক আইনবিশেষ। 'সেই নিয়মানুবর্তিতাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এদেশে সূর্যাস্ত আইন নামে হৃৎকম্প জাগায়।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সূর্যাস্ত-আভা *বি* সূর্যাস্তের সময়কার আলো। 'ম্লান সূর্যাস্ত-আভা সকরুণরক্তিম লজ্জার মতো সমস্ত দেশের উপর যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সূর্যাস্তকাল [স] *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'শীতের সূর্যাস্তকাল তাহার সমস্ত শয়নঘরটিকে নববিবাহের রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সূর্যাস্তকালের আকাশের মতো মুমূর্ষুতার একটা সৌন্দর্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সূর্যাস্তচ্ছটা [স] *বি* অস্তায়মান সূর্যের আভা। 'প্রলয়কালের সূর্যাস্তচ্ছটার ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সূর্যাস্ত-পানে *ক্রিবিণ* সূর্যাস্তের দিকে। 'প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সূর্যাস্তভূমি [স] *বি* পাশ্চাত্য দেশ। 'সূর্যাস্তভূমি হইতে বিদেশী আসিয়া ... হস্তক্ষেপ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সূর্যাস্তলোক [স] *বি* যেখানে সূর্য অস্ত যায় বলে মনে করা হয়। 'উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সূর্যি, সূর্য্যি [স সূর্য] *বি* সূর্য। 'প্রভাত হোলো, সূর্য্যি ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সূর্যিমামা, সূর্য্যিমামা *বি* সূর্যরূপ মামা। 'আমাদের আলোকদাতা সবিতা সূর্য্যিমামা।' *নজরুল*, ১৯২২।

সূর্যের পথ *বি* রাশিচক্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সূর্যোৎসারিত [স] *বিণ* সূর্য থেকে উদ্ভূত। 'সূর্যোৎসারিত পৃথিবী।' *জীবন*, ১৯৩২।

সূর্যোত্তাপ [স] *বি* সূর্যের উত্তাপ। 'কঠোর গ্রীষ্মে সূর্যোত্তাপে জাগা –।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

সূর্যোদয়, সূর্য্যোদয় [স] *বি* দিনের শুরুতে সূর্যের প্রকাশ; প্রভাত। 'সূর্য্যোদয় কালে ঐ স্তম্ভ জলমধ্যহইতে নির্গত হইয়া বর্দ্ধমান হন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'সূর্যোদয় হইবামাত্র ... অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সূর্যোপরি, সূর্য্যোপরি [স] *বি* সূর্যের উপর। 'সূর্য্যোপরি পুনঃ পতিত হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সূর্যোপাসক [স] *বি* সূর্যদেবতার উপাসক। 'আমি সূর্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সূহি *বি* (সংগীত) রাগের নাম। 'যমক ছন্দ রাগ সূহি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সৃঁতি [স স্মৃতি] *বি* স্মৃতি; স্মরণ। 'আমার প্রাসাদে সৃঁতি থাকীব তোমারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সৃক্ক [স] *বি* ওষ্ঠপ্রান্ত। 'সৃক্কেতে রক্তের ধার।' *ভারত*, ১৭৬০।

সৃক্কনী [স] *বি* ওষ্ঠপ্রান্ত। 'শৃগাল কেবলমাত্র সৃক্কনী লেহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

সৃগালি [স শৃগালী] *বি* মাদি শিয়াল। 'সৃগালিত আগু জাএ আঠু এক পানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সৃঙ্গ [স শৃঙ্গ] *বি* শিং। 'দুইখানি সৃঙ্গ সোভে মস্তক উপর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৃঙ্গার [স শৃঙ্গার] *ক্রি* শৃঙ্গার করা। 'কামভাবে সৃঙ্গারেত হইল আবেসে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৃজক [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'সৃজক পালক নাশক মুক্তি দাতক।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

সৃজন [স] *বি* সৃষ্টি। 'অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন/ অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সৃজন করা ১ *ক্রি* সৃষ্টি করা। 'যে সৃজন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তার ছাঁচ চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **২** *ক্রি* তৈরি করা। 'জোর করিয়া চোখ বুজিয়া আমরা অকালে রাত্রি সৃজন করিতে পারিব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সৃজনকর্তা [স] *বি* স্রষ্টা; সৃষ্টিকর্তা। 'শ্রান্তি বোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে তাহাকে সমভূমি করিয়া দিয়া লীলাময় সৃজনকর্তা লঘুহৃদয়ে বাড়ি ফিরিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সৃজনকারি [স সৃজনকারী] *বিণ* সৃষ্টিকারী। 'সঞ্চয় ভাণ্ডার সৃজনকারি ব্যক্তিরদিগকে আমরা ধন্যবাদ করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সৃজনকারী [স] *বিণ* যিনি সৃষ্টি করেন। 'ভগবান পরম পিতা ... ত্রিভুবন সৃজনকারী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সৃজন-কুঞ্জ [স] *বি* সৃষ্টিকুঞ্জ। 'ইহাদের সৃজন-কুঞ্জ অভাবে, বিরহে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সৃজনক্ষম [স] *বিণ* সৃষ্টিশীল। 'মানুষ সৃজনক্ষম জীব এ কথা যেমন সত্য ...।' *শিব*, ১৯৬০।

সৃজন চলা *ক্রি* সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকা। 'আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সৃজনচেষ্টা [স] *বি* সৃষ্টির প্রয়াস। 'তবেই তাহার সৃজনচেষ্টা বিশ্রাম লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সৃজন-দিন [স] *বি* সৃষ্টির দিন। 'এই পৃথিবীর নাড়ি সাথে আছে সৃজন-দিনের যোগ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সৃজনধর্মী [স] **১** *বিণ* সৃজনশীলঅর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* সৃষ্টিশীল। 'একমাত্র সৃজনধর্মী লেখকের পক্ষেই তা সম্ভব।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সৃজননির্ভর [স] *বিণ* সৃজনশীল। 'সৃজননির্ভর শিল্পসাহিত্যের কালজয়ী মূল্য তাঁরা বোঝেন না অথবা বুঝতে চান না।' *শিব*, ১৯৫৬।

সৃজন-প্রলয় *বি* সৃষ্টি ও সৃষ্টিনাশ। 'সৃজন-প্রলয়ের সেই ভয়ংকরী আমি চাই বাণী আজ মেয়েদের মধ্যেই মূর্তিমতী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সৃজন-বেদন [স] *বি* জন্ম দেওয়ার সময়কার শারীরিক কষ্ট। 'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? – প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন।' *নজরুল*, ১৯২২।

সৃজনশক্তি [স] *বি* সৃষ্টিশক্তি। 'এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৃজন-শক্তিশীল *বিণ* সৃষ্টি করার শক্তি আছে এমন। 'মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজন-শক্তিশীল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৃজনশীল [স] *বিণ* সৃষ্টিশীল। 'আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

সৃজন সংগীত [স] *বি* সৃষ্টির গান। 'নৃত্য-ভঙ্গিতে সৃজন সংগীতে ... আনো নবপ্রভাত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সৃজন-সমুদ্র [স] *বি* সৃষ্টির সমুদ্র। 'সৃজন-সমুদ্রের উর্মিল উত্তালতায়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সৃজনসামর্থ্য [স] *বি* সৃষ্টিশীলতা। 'লেখক ক্ষতিকেও সৃজনসামর্থ্যে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

সৃজন-স্বপন [স সৃজনস্বপ্ন] *বি* সৃষ্টির স্বপ্ন। 'প্রলয়ের মাঝে হেরে নব সৃজন-স্বপন।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

সৃজন হওয়া *ক্রি* তৈরি হওয়া। 'এতদিন আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর-একটা ব্যবধান সৃজন হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সৃজনাভিজ্ঞতা [স] *বি* সৃষ্টির অভিজ্ঞতা। 'কাব্যছন্দের মধ্যে একদিকে যেমন কবির সৃজনাভিজ্ঞতা-সঞ্জাত আবেগ মূর্ত হয়ে ওঠে ...। *শিব*, ১৯৫০।

সৃজনী-উত্তাপ [স] *বি* সৃষ্টির উত্তেজনা। 'আবার তোমাকে পাই হৃদয়ের সৃজনী-উত্তাপে।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সৃজনীশক্তি [স] *বি* নতুন কিছু সৃষ্টির শক্তি; সৃজনশীলতা। 'এক ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভাব এবং সৃজনী শক্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এই একটি সত্যের উপলব্ধিই মানুষের সমস্ত সৃজনীশক্তির মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সৃজিত [স] *বিণ* সৃষ্ট। 'শিবের সৃজিত বস্তু নাম হ'ল চিনি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সৃজিত হওয়া *ক্রি* সৃষ্টি হওয়া। 'চৌদিকে তব নূতন জগৎ আপনি সৃজিত হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'তাহাদের সংযোগে-বিয়োগে নিয়ত কত চিত্রবিচিত্র অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃজিত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৃজ্যমান [স] *বিণ* সৃষ্টি হচ্ছে এমন। 'এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৃজা [স সৃজন>] *ক্রি* সৃজন করা। **সৃজিআঁ** *ক্রি* সৃজন বা নির্মাণ ক'রে; ব্যবস্থা ক'রে। 'বাটেত সৃজিআঁ দান/ করি তার আপমান/ তোর মোর সাধিব মান।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সৃজিবার** *ক্রি* সৃষ্টি করার। 'চিন্তামণি তবে চিন্তিত বৈভবে সৃষ্টি সৃজিবার জন্যে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **সৃজিয়া ১** *ক্রি* বাতলে দিয়ে। 'প্রবোধ করেন হর উপায় সৃজিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *ক্রি* সৃষ্টি ক'রে। 'আপনা অগ্রেত তরু সৃজিয়া রাখিলা।' *সুলতান*, ১৭০০। **সৃজিল** *ক্রি* তৈরি করলো; সৃজন করলো। 'কামে হতচিত্ত হৈয়া সৃজিল শৃঙ্গার।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কেহ বলে কোন বিধি সৃজিল সন্ন্যাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সৃজিলা ১** *ক্রি* সৃষ্টি করেছি। 'আমি সে সৃজিলা দান।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* সৃষ্টি করলে। 'চতুর্দশ ভুবন সৃজিলা অবিলম্বে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **সৃজিলুম** *ক্রি* সৃষ্টি করলাম। 'সৃজিলুম আকাশ ক্ষিতি তোহ্মার কারণ।' *সুলতান*, ১৭০০। **সৃজিলে** *ক্রি* তৈরি করলে; নির্মাণ করলে। 'তুমি সৃজিলে আমায় খল রূপ করি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সৃজিলেন** *ক্রি* সৃষ্টি করলেন। 'সৃজিলেন অপর বিস্তর প্রজাপতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **সৃজিলেন্ত** *ক্রি* সৃষ্টি করলেন। 'সৃজিলেন্ত দিবাকর শশী দিবা রাত্রি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সৃন্‌টি, সৃন্‌টী *বি* শুকনা আদা। 'সৃন্‌টি জালানিকাষ্ট তামাকু বিলাতি শরিসাঁ।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪; 'সৃন্‌টী।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

সৃপ্ত [স] *বিণ* স্খলিত। 'সৃপ্ত হয়ে পড়ে গেছে ধূসর সে কুণ্ঠিত গোধূলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সৃপ্যমান [স] *বিণ* গতিময়। 'সাপের ফণার মতো সৃপ্যমান জগৎসংসার।' *শক্তি*, ১৯৭০।

সৃষ্ট [স] *বি* জন্ম। 'সুরি বেচারা একজামিন পাস করবার জন্যে সৃষ্ট হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সৃষ্টি [স] **১** *বি* জগতের সমস্ত প্রাণী ও জড় পদার্থ। 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* উৎপাদন; উৎপাদিত জিনিস অথবা প্রাণী। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'শিল্পকার ধাতুদ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৩** *বি* প্রতিষ্ঠা। 'বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভার সৃষ্টি হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। **৪** *বি* প্রবর্ত্তন; আবিষ্কার। 'ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা সুশৃঙ্খলরূপে সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এই নয় অঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। **৫** *বি* উৎপত্তি। 'যবদ্বীপের ভাষায় বিভক্তি-শূন্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া কবি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সৃষ্টি-আসন *বি* সৃষ্টির আসন। 'ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সৃষ্টি-ইতিহাস *বি* সৃষ্টির ইতিহাস। 'পৃথিবীতে সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৃষ্টি-উৎসাহ *বি* সৃষ্টির উৎসাহ। 'বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

সৃষ্টিকথন [স] *বি* সৃষ্টি সম্পর্কিত কথা। 'শতপথ ব্রাহ্মণে সৃষ্টিকথন আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সৃষ্টিকর [স] *বি* নির্মাণকারী। 'সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে জাদুকরের ঝোলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা [স] **১** *বি* স্রষ্টা। 'সৃষ্টিকর্ত্তা দয়ারূপ সাগর মন্থন করিয়া তদীয় সারভাগে তোমার অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **২** *বি* আবিষ্কারক। 'আর্য্যভট্টও হিন্দুদিগের বীজগণিতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'গুরু শুক্রাচার্য ... তিনিই এ মহৌষধির সৃষ্টিকর্তা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সৃষ্টিকল্পনা [স] *বি* সৃজনী চিন্তা। 'মৌলিক সৃষ্টিকল্পনার রামধনুচ্ছটা তাঁর সীমাবদ্ধ সাহিত্যকর্মে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সৃষ্টি-কাম [স] *বি* সৃষ্টির কামনা। 'যেদিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সৃষ্টিকাব্য [স] *বি* কাব্যের মতো মনোরম এই সৃষ্টিজগৎ। 'ফুলে ফলে বিচিত্র এই সৃষ্টিকাব্য ভগবানের অহেতুকী-আনন্দ হতে জন্মলাভ করেছে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

সৃষ্টিকার [স] *বিণ* সৃষ্টিকারী; সৃজনশীল রচনাকার। 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টিকার।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সৃষ্টিকার্য, সৃষ্টিকার্য্য [স] *বি* সৃষ্টিকর্ম। 'তাহার পরে সৃষ্টিকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়া, ভগবান সর্ব্বশেষে ... এস্কুইমোদিগকে সৃষ্টি করেন।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'সৃষ্টিকার্যে দুই পক্ষ আছে; উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই, মারধর করে নয়, তার নিয়মকে স্বীকার করে।' *শিব*, ১৯৫০।

সৃষ্টিকাল [স] *বি* জন্মলগ্ন। 'সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হতে তোমারি প্রতীক্ষায় –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সৃষ্টিকালাবধি *ক্রিবিণ* সৃষ্টির আরম্ভ থেকে। 'সৃষ্টিকালাবধি যত প্রাণী ও যত উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সৃষ্টিকুশল [স] *বিণ* রচনায় দক্ষ। 'মুছলমানদের মধ্যে এমন সৃষ্টিকুশল সাহিত্যিক এখনো দেখা যাইতেছে না।' *আজাদ*, ১৯৪২।

সৃষ্টিকৌশল *বি* সৃষ্টির নিপুণতা। 'পৃথিবীর সৃষ্টিকৌশল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সৃষ্টিকৌশলী [স] *বিণ* সৃষ্টিকর্মে পারদর্শী। 'এই পরমরমণীয় দেহ বিহঙ্গ অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশলী জগৎপতির একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সৃষ্টিক্রিয়া [স] *বি* নির্মাণের কাজ। 'সৃষ্টিক্রিয়ার মাঝখানে যেন পশেছি একেলা চুপে!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সৃষ্টিক্ষম [স] *বিণ* সৃজনশীল। 'যে কবি সৃষ্টিশীল নহেন ... প্রশংসা নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সৃষ্টিক্ষমতা [স] *বি* সৃষ্টিশীলতা। 'অসামান্য সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি এমন কিছু লিখে যেতে পারলেন না ...।' *শিব*, ১৯৫০।

সৃষ্টিক্ষেত্র [স] *বি* শিল্পশাখা। 'তাঁর বহুবিচিত্র সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে গানের ফসলকেই আমি ... কালজয়ী জ্ঞান করি।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সৃষ্টিচক্র [স] *বি* সৃষ্টির অবিরাম আবর্তন। 'যতদিন না জগতের কণামাত্র বস্তু সৃষ্টিচক্র থেকে মুক্তি পায় ততদিন মহামানবেরও মুক্তি নেই।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সৃষ্টিচাতুর্য, সৃষ্টিচাতুর্য্য [স] *বি* সৃষ্টিদক্ষতা। 'তদুভয়মধ্যে সৃষ্টিচাতুর্য্য কিছুই নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সৃষ্টিছাড়া [স সৃষ্টি+ছাড়া] **১** *বিণ* অদ্ভুত। 'কলকেতার নিত্য নতুন নতুন হুজুক, সকল গুলিই সৃষ্টিছাড়া ও আজগুব!' *হুতোম*, ১৮৬১; 'তুই কী সৃষ্টিছাড়া/ নাইকো সাড়া/ রয়েছিস কোন নিশার ঘোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* বাউণ্ডুলে। 'ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সৃষ্টিতৎপর [স] *বিণ* ফলপ্রসূ। 'জাতীয়তার আধার না হলে আধুনিকতা সৃষ্টিতৎপর হয় না।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সৃষ্টিদাতা [স] *বি* স্রষ্টা; সৃষ্টিকর্তা। 'সৃষ্টিদাতা রজোগুণে রিপুকুলনাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সৃষ্টিধর [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'সপ্তাশ্ব শকটে সৃষ্টিধর করে সঞ্চরণ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

সৃষ্টিধর্মিতা, সৃষ্টিধর্ম্মিতা [স] *বি* সৃজনশীলতা। 'সাহিত্যে জমিনে সৃষ্টিধর্ম্মিতার লেবেল আঁটিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সৃষ্টিধারা [স] *বি* সৃষ্টির প্রবাহ। 'তার সৃষ্টিধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সৃষ্টিনৈপুণ্য [স] *বিণ* সৃষ্টি ক্ষেত্রে গুণপনা। 'মানব বিশ্ববিধাতার অত্যদ্ভুত সৃষ্টিনৈপুণ্য-পটীয়সী জ্ঞানধারণাতীতা মহীয়সী শক্তির পরিচয় স্বরূপ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সৃষ্টিপট [স] *বি* সৃষ্টির ছবি। 'মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সৃষ্টিপতি [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'সৃষ্টি হেতু সৃষ্টিপতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সৃষ্টি-পাপ [স] *বি* জন্মদানের অপরাধ। 'আমি স্রষ্টার বুকে সৃষ্টি-পাপের অনুতাপ-তাপ-হাহাকার।' *নজরুল*, ১৯২২।

সৃষ্টিপাল [স] *বি* সৃষ্টির পালনকর্তা। 'জয় জয় সৃষ্টিপাল জয় দুষ্টবীর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সৃষ্টিপ্রকরণ [স] *বি* শিল্পমাধ্যম। 'আর্ট একটি সৃষ্টিপ্রকরণ।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

সৃষ্টিপ্রয়াস [স] *বি* প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। 'নূতন এক আদর্শের সৃষ্টিপ্রয়াসে নিরত আছেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সৃষ্টিপ্রলয় [স] *বি* সৃষ্টি ও ধ্বংস। 'সৃষ্টিপ্রলয় বলয় হয়ে ঘোরে শ্যামার চতুর্ভুজে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সৃষ্টিপ্রাচুর্য [স] *বি* সৃষ্টির আধিক্য। 'সৃষ্টিপ্রাচুর্যে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করেছে।' *আনিস*, ১৯৬৪।

সৃষ্টিপ্রারম্ভ [স] *বি* সৃষ্টির প্রথম যুগ। 'সৃষ্টিপ্রারম্ভে মানব-মন যে জ্ঞানস্তরে সন্নিবিষ্ট ছিল, ইদানীন্তন যুগে সে স্তর এত সুদূর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সৃষ্টিপ্রেম [স] *বি* সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা। 'সৃষ্টিপ্রেমের সঙ্গে পণ্যলোভের এই বিরোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সৃষ্টিপ্রেরণা [স] *বি* রচনার অনুপ্রেরণা। 'ক্লাসিক কার্যকারণবোধ এবং রোমান্টিক সৃষ্টিপ্রেরণা পরস্পরের বিরোধী নয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সৃষ্টিবদল [স সৃষ্টি+আ বদল] *বি* সৃষ্টিক্ষেত্রে পরিবর্তন। 'কাব্যে এই-যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সৃষ্টিবৈচিত্র্য [স] *বি* সৃষ্টির মধ্যে বিচিত্রতা; নানা স্বাদের সৃষ্টি। 'তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৃষ্টিবৈষম্য [স] *বি* সৃষ্টির ভেদাভেদ। 'প্রাণীজগতের এইরূপ সৃষ্টিবৈষম্য ও চিত্তহারিত্ব ব্যাপার যেমন লোভনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সৃষ্টিব্যাপার [স] *বি* সৃজনশীলতা। 'মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টিব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সৃষ্টিময় [স] *বিণ* সৃষ্টিশীল। 'সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকাটি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

সৃষ্টিমুহূর্ত [স] *বি* সৃষ্টি করার সময়। 'বেশীর ভাগ প্রতিভাবানই তো সৃষ্টিমুহূর্তে মহান, পরমুহূর্তে সাধারণ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৃষ্টিমূলক [স] *বিণ* সৃজনশীল। 'জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে সৃষ্টিমূলক কোন কিছুর কথা চিন্তা করা যায় না।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

সৃষ্টিরক্ষা [স] *বি* সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে সংরক্ষণ। 'আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই সৃষ্টিরক্ষা হইবে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সৃষ্টির ক্ষেত্র *বি* পৃথিবী। 'বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সৃষ্টিলীলা [স] *বি* জন্মদান প্রক্রিয়া। 'যে গরুটাকে নির্বীর্য করা হয় তার দ্বারা সৃষ্টিলীলা চলে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সৃষ্টিলোপ [স] *বি* বিশ্ব-জগতের ধ্বংস। 'ব্রাহ্মণত্ব ও বিদ্যা পাইলে এখনই সৃষ্টিলোপ করিবে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সৃষ্টিশক্তি [স] *বি* নতুন কিছু সৃষ্টির শক্তি। 'ভাবনাই হচ্ছে সাধনার সৃষ্টিশক্তির মূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৃষ্টিশিখর [স] *বি* সৃষ্টির সর্বোচ্চ চূড়া। 'অতি দুর্গম সৃষ্টিশিখরে অসীম কালের মহাকন্দরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সৃষ্টিশীল [স] *বিণ* সৃজনশীল। 'মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সৃষ্টিশীলতা [স] *বি* সৃজনশীলতা। 'সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাও বাধাগ্রস্ত হলো।' *উমর*, ১৯৬৮।

সৃষ্টিসুখ [স] *বি* সৃজনশীলতার আনন্দ। 'একটা সৃষ্টিসুখ পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সৃষ্টিস্থিতি [স] *বি* উৎপত্তি ও সংরক্ষণ। 'ভাষার সৃষ্টিস্থিতি এইরূপ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

সৃষ্টী [স সৃষ্টি] *বি* জগৎ। 'দেখিল সকল সৃষ্টী কিহু কার নএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

সে [স সঃ] **১** *সর্ব* সেই। 'তব সে মুষা উঞ্চল পাঞ্চল।' *চর্যা* ২১, ১২০০; 'বকুলতলাতে আছে সে সুন্দরী সতী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ধর্ম্ম হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।' *মালাধর*, ১৫৫০। **২** *অব্য* তো। 'গুরু বোব সে সীস কাল।' *চর্যা* ৪০, ১২০০; 'আমি সে জানিল সব তোমার মহিমা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *সর্ব* যে। 'হের সে শবরো নিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০। **৪** *অব্য* তা। 'দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৫** *বিণ* উক্ত। 'সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৬** *সর্ব* এ। 'হেন সে যৌবন রাধা সব আলপাউ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৭** *সর্ব* সেই স্থান। 'সে হইতে উৎখাত হইয়া গৌরে রাজধানী স্থানে গতি করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। **সেও** *সর্ব* সেও। 'নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপুড়া।' *চর্যা* ২০, ১২০০। **সেটুকু** *বি* সেই সামান্য অংশ। 'পরিতৃপ্তির যে সুখ সেটুকুও তাহার চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **সেমনে** *ক্রিবিণ* সেরূপে; সেভাবে। 'সেমনে লইআঁ যাহা যমুনার পার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সে সবে** *সর্ব* তারা। 'আইলি সখি সবে সাথে হমার/ সে সবে ভেলি নিকহি বিধি

পার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সেসি** *সর্ব* সেই। 'অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম।' বড়ু, ১৪৫০। **সেহ ১** *সর্ব* সেই। 'জগতের জগন্নাথে/ সেহ আমি রাজপথে।' বড়ু, ১৫৭০। **২** *সর্ব* সেও; তাও। 'শ্রীফল সদৃশ কুচ সেহ মোর বৈরি।' বড়ু, ১৫৭০। **সেহি ১** *বিণ* সেই। 'যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে/ সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *বিণ* সেই। 'সেহি সে তোহ্মার নারি কহিল নিশ্চিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সেহিমতেঁ** *ক্রিবিণ* সেই মতো। 'সেহিমতেঁ করিবোঁ তোহ্মার উপকার।' বড়ু, ১৪৫০। **সেহে** *ক্রিবিণ* সেজন্য। 'তুঅ গুণ গৌরব সীল সোভাব/ সেহে লএ চঢ়লিহু তোহরী নাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সেহেন** *বিণ* সেরূপ। 'সেহেন বর কেসরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সেহো** *সর্ব* সেও; সে আবার। 'নপুংসক সেহো কংসদাসে।' বড়ু, ১৪৫০। **সেহোঁ** *সর্ব* সেও। 'সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জাণিলোঁ ভোলে।' বড়ু, ১৪৫০।

সে-ময় *বিণ* সে-পূর্ণ। 'আমি-ময় সে আমার/ আমারে সে-ময় করেছে রে।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

সেঅথী [স সেবন্তী] *বি* সেঁউতি ফুলবিশেষ। 'যুথী কেশর সেঅথী।' বড়ু, ১৪৫০।

সেআড়ি *বি* গাছ বিশেষ। 'সেআড়ি লইআ ভেট জাহ তুমি তথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সেআয় [আ সিওয়া] *অব্য* ব্যতীত; উপরন্তু। *তাঁতি*, ১৭৯২।

সেআলী [স শেফালিকা] *বি* শিউলি ফুল। 'নাগেশর কেশর আর তিনিশ শিরিষ বহুল মহুল সেআলী।' বড়ু, ১৪৫০।

সেই [স সঃ>] **১** *বিণ* পূর্বোক্ত। 'দৈবকীর উদরে গেল যে কেশ ধবল সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *বিণ* অভিন্ন। 'প্রত্যেক দেখাইল আনি সেই নারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *বি* সে সময়। 'সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সেইমত, সেমত ১ *বিণ* সে রকম। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *ক্রিবিণ* সেরূপে। 'জালে যেমন বন্দী মীন, সেইমত রাত্রিদিন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সেইরূপ *বিণ* সেরূপ; সেরকম। 'সে সেই রূপ কথা সারা রাত্র কহে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সেইস *সর্ব* তাই। 'বিধাতা লেখিল কর্ম্ম সেইস হইব।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেইরূপ ১ *ক্রিবিণ* সেই রকম। 'পাখী সকলও দিনের বেলায় সেইরূপ করিয়া থাকে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *বিণ* সেরকম। 'সন্তরণ বিষয়ে সেইরূপ দক্ষ হইয়াছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সেই সকল *বিণ* সেই সব; সেসব। 'সেই সকল সামগ্রীই পুষ্টিকর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সেউ [ফা সেব] *বি* আপেলের ন্যায় ফলবিশেষ। 'মেঠাই যত বরফী বুন্দে খৈচুর সেউ জিলাপি মতিচূর লুচি কচুরি ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সেও [ফা সেব] *বি* আপেল-জাতীয় ফল। 'বদানা সেও ও জলগোজা খাইয়া টপ্‌পা মারিতে আরম্ভ করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সেওই[১] *বি* সেই-ই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সেওই[২] *বি* সেমাই। 'তাহার মতন চেকন সেওই কে কাটিতে পারে।' *জসীম*, ১৯২৯।

সেঁওয়াই *বি* সেমাই। 'সেঁওয়াই খাওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় সেদিন।' *হাই*, ১৯৪৭।

সেওড়া *বি* গাছবিশেষ। 'খেজুড়, কুল, আঁকড়, সেওড়া প্রভৃতি গাছে ... *তারা*, ১৯৪২।

সেওয়া [আ সিওয়া] *অব্য* ব্যতীত; উপরন্ত। 'সেই হিসাবে সেওয়ায় আ আমার সহি কোনো কাম কাজ নাহি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তোমা ডাঙ্গা সেওয়ায় রোজ ইতলাক সমেত ১০ দস টাকা দিলাম *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সেওয়ায় *ক্রিবিণ* বিষয় অনুযায়ী। 'আড়াই বিঘার পূর্ব্ব আ সেওয়ায় বাজে জমি।' *ভেরলি*, ১৭৮৩।

সেঁউতি[১], সেঁউতী [স সেচনী] **১** *বি* এক ধরনের ছোটো নৌকা। 'কাঠে সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টাপদ।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* জমিতে পা সেচের লম্বাকৃতি কাঠের ডোঙা। 'একটু দূরে রাতে-পরিত্যক্ত সেঁউ নজরে পড়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সেঁউতি[২] [স সেবন্তী] *বি* গোলাপের মতো এক ধরনের ফুল। 'সেঁউ গোলাপ নাগকেশর সুগন্ধ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সেঁউতির মালা *বি* সেঁউতি ফুলের মালা। 'কোন দিন সেঁউতির মা হতে তার ঝরে গেল বৃন্তগুলি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সেঁউতিলতা *বি* সেঁউতি ফুলের লতা। '... আর সেঁউতিলতা তাহা জড়াইয়া ... বাঁচিয়া রহিয়াছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সেঁওলি [স শৈবাল] *বি* শ্যাওলা। 'কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সেঁক *বি* গরম পানি বা কাপড় দিয়ে তাপ প্রয়োগ। 'এমন করে সেঁ দেবো।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সেঁকতাপ *বি* গরম পানি বা কাপড়ের তাপ দেওয়া। 'ঘরে গি সেঁকতাপ দিচ্ছে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সেঁকা[১] [ধ্বন্যা] *বিণ* ঝলসানো। 'সেই সেঁকা খাসী আনি খএব সকলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

সেঁকা[২] [ধ্বন্যা] *ক্রি* ভাজা। 'উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকি আনিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **সেঁকিল** *ক্রি* ঝলসালো। 'ভাল মতে সে খাসী আনলে সেঁকিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

সেঁকুল কাঁটা *দ্র* **সেঁয়াকুল**

সেঁকো *বি* এক প্রকার ধাতব বিষ; আর্সেনিক। 'চারিদিকে পামগাছ ঘোলা মদ – বেশ্যালয় – সেঁকো – কেরোসিন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সেঁকোবিষ *বি* একপ্রকার ধাতব বিষ; আর্সেনিক। 'করেছো অমৃ অধোগামী সেঁকোবিষ।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

সেঁগাতিন *বি* সখী। 'সই সেঁগাতিন মিতিন নাতিন জলকে যাবে গো *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সেঁচা *ক্রি* নিষ্কাশন করা। 'পুখরি সেঁচিয়া বেউলা অবশ্য চাহিবে ঘর *বিজয়*, ১৬৫০। **সেঁচিয়া** [স সেচ>] *ক্রি* পানি তুলে ফেলে। 'জ সেঁচে আগে ভাগে।' *জসীম*, ১৯৩১।

সেঁচুনী *বি* যা দিয়ে জল সেঁচা হয়। 'কখনো বা টিনের কখনো বেতের সেঁচুনী হাতে জলের কাছে এগিয়ে যেত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

সেঁজি *বি* কাঁটাওয়ালা গুল্মবিশেষ। 'সুঁইকাটা ও সেঁজির জঙ্গলে ভরা এক জায়গা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সেঁজুতি [স সন্ধ্যা>] *বি* সন্ধ্যাবেলায় বাতি জ্বালানোর ব্রতবিশেষ। 'অ কি এরা, তেমন করে, সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭

সেঁজোতি [স সন্ধ্যা>] *বি* সেঁজুতি। 'এখন আর কি তারা সাজী নি

সাঁজ-সেঁজোতির ব্রত গাবে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সেঁটে *ক্রি* খেয়ে। 'রুটি সেঁটে, কোমর এঁটে, এক দৌড়ে পগার পার।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

সেঁত [স সিক্ত>] *বি* নাক দিয়ে বের হওয়া শ্লেষ্মা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সেঁতসেঁত [স সিক্ত>] *বি* ভিজা ভিজা অবস্থা। 'পথঘাট পেঁচপেঁচ সেঁতসেঁত করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সেঁতসেঁতে *বিণ* প্রায় ভিজা এমন। 'চলা ফেরা করি সেঁতসেঁতে ভিজেমাটি জল কাদার উপরে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

সেঁতানি *বি* জলো জায়গা। 'খরার সময় সব সেঁতানি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত।' *তারা*, ১৯৪০।

সেঁদা [স সন্ধি>] *ক্রি* প্রবেশ করা। 'তবেত জোঁক সেঁদোয় পাতালে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সেঁদানো *ক্রি* প্রবেশ করানো। 'নাম শুনেই আমার হাত-পা একেবারে পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সেঁধা [স সন্ধি>] *ক্রি* প্রবেশ করা। 'নভেলিস্টের মাথার মধ্যে সেঁধোতে পারা যেত, বেশ দিব্যি সোনার জলে বাঁধানো একখানি তকতকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরোতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সেঁয়াকুল *বি* বুনো ফলবিশেষ। 'গোলমরিচের মত শুকনা সেঁয়াকুল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সেঁকুল কাঁটা *বি* শিয়াকুল কাঁটা। 'পায়ের তলায় ঘাস ফুটছে সেঁকুল কাঁটা ঝরাপাতার রাশি।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সেঁসা [স শাস্>] *ক্রি* শাসানো। 'মুই ফোজদুরি করবো বল্যে সেঁস্যে এইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সেক[1] [আ শেখ] *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'বীরবর হবিবউল্বা আর সেক দৈদউল্বা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **শেখ**

সেক[2] [স সিচ্>] *বি* আস্তে আস্তে তাপ প্রয়োগ। 'তাপ সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সেকচী [ধ্বন্যা] *বি* একপ্রকার ঘণ্ট ব্যঞ্জন। 'কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা।' *ভারত*, ১৭৬০।

সেকম [ফা শিকম] *বি* গর্ভ। 'দাখিল হইল বুড়ির সেকম ভিতর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সেকরা [স স্বর্ণকার] **১** *বি* স্বর্ণকার। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সেকরার কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সনাত সেকরা।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সেকরানি *বি* স্বর্ণকারের স্ত্রী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সেকশন, সেকসন [ই] **১** *বি* অনুচ্ছেদ বা আদেশ বা ধারা। 'সেকসন লেখা কেরাণির মত কলুর ঘাণির বলদ।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* শাখা। 'এক সেকশনে পড়েছি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সেকহেণ্ড [ই] *বি* হ্যান্ডসেক; করমর্দন। 'সেকহেণ্ড অর্থাৎ হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক সম্মান প্রদান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

সেকহ্যাণ্ড [ই] *বি* করমর্দন। 'বাবু উপরে এলেন ... সেকহ্যাণ্ড, গুড ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় চুকতে আদ ঘণ্টা লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেকাণ্ট [ই] *বিণ* দ্বিতীয়। 'ফাষ্ট সেকাণ্ট থারড ফোর্থ ক্লাস।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সেকান্দরী [ফা] *বিণ* সিকান্দার শাহ্ প্রবর্তিত। 'সেই হস্তে লেখএ তারিখ সেকান্দরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সেকাল [সে+স কাল] *বি* অতীত কাল। 'সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন প্রবন্ধ লিখেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সেকালীন *বিণ* পুরাতন ঢঙের। 'একেত কাব্য, তার উপর সেকালীন কাব্য।' *হাই*, ১৯৫৪।

সেকৃটরি, সেকৃটারি [ই] *বি* সভা বা সমিতির সম্পাদক। 'সেকৃটারি।' *দর্পণ*, ১৮২৩; 'সেকৃটরি ... অসাধারণ ধন্যবাদ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪। *দ্র* **সেক্রেটারি**

সেকেণ্ড [ই] **১** *বিণ* দ্বিতীয়। 'সেকেণ্ড হবে যাবে কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'ঐ রে পিসিমা দি সেকেণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **২** *বি* সময়ের একক; এক ঘণ্টার ষাট ভাগের এব ভাগ। 'মুখ ঠেকাবার জন্যে এক সেকেণ্ড মেয়াদ পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'গতিবেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সেকেণ্ড ইয়ার [ই] *বি* দ্বিতীয় বর্ষ। 'কালেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'ছুটির পর সেকেণ্ড ইয়ারে উঠিতে দিবে না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সেকেণ্ড ক্লাস [ই] *বি* রেলগাড়ি স্টিমার প্রভৃতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা। 'কেহ ফার্ষ্ট ক্লাসে, কেহ সেকেণ্ড ক্লাসে, কেহ থার্ড ক্লাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'একজন আরোহী সেকেণ্ড ক্লাস হইতে অবতরণ করিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

সেকেণ্ড মাষ্টারি [ই সেকেন্ড মাস্টার+ই] *বি* স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ। 'একটি ছোটো শহরে এণ্ট্রেন্স স্কুলে সেকেণ্ড মাষ্টারি-পদ প্রপাপ্ত হইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড [ই] *বিণ* পূর্বব্যবহৃত। 'সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড আসবাবের দোকানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটার।' *জীবন*, ১৯৩২।

সেকেণ্ডারি [ই] *বিণ* মাধ্যমিক (স্কুল)। 'প্রায়মারি, সেকেণ্ডারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সেকেন ক্লাস [ই সেকেন্ড ক্লাস] *বি* রেলগাড়ি স্টিমার প্রভৃতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা। 'সেকেন ক্লাস ও গুড্স ও লগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেকেলে [সে+স কাল>] **১** *বিণ* পুরানো। 'অলঙ্কার প্রতিকার যাহারা সেকেলে তাহারা বাঙ্গালীতর।' *ভবানী*, ১৮২৮। **২** *বিণ* প্রাচীন যুগের আদর্শবিশিষ্ট। 'তিনি সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন।' *জগদীশ*, ১৯১৮। **৩** *বিণ* পুরানো আমলের। 'সেকেলে নবাবী চাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'যদিও সেকেলে আমিরী দশা থেকে আমাদের বাড়ি নেবে পড়েছিল অনেক নীচে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সেকেহ্যান [ই শেইক হ্যান্ড] *বি* করমর্দন। 'নীলকরদিগের মধ্যে অনেকেই মাজিস্ট্রেট বিশেষের হস্ত ধরিয়া সেকেহ্যান করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮।

সেক্রেটরি, সেক্রেটরী [ই] **১** *বিণ* সরকারি। 'সেক্রেটরি দপ্তরে কৌসলের ঘরে তহকীকে বুঝা জাবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **২** *বি* সম্পাদক। 'ঐ সম্প্রদায়ের সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *বি* কলেজের স্থায়ী পরিদর্শক। 'এক জন ইউরোপীয় সেক্রেটরী সাহেব ঐ ছাত্ররেদের নৈপুণ্যাদির পরীক্ষা ও অন্যান্য কার্য্যার্থ নিযুক্ত আছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৪। *দ্র* **সেকৃটরি**

সেক্রেটরিয়ট [ই] *বি* প্রশাসন। 'সেক্রেটরিয়টের উপরিস্তরে বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সেক্রেটারি, সেক্রেটারী [ই] *বি* সম্পাদক। 'অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ও খাজাঞ্চীকে মনোনীত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সেক্রেটারিগিরি [ই সেক্রেটারি+ফা গিরি] *বি* সহকারীর কাজ। 'ঠিক এই সময়ে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারিগিরি জুটে গেল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

সেক্রেটারিবাবু [ই সেক্রেটারি+ফা বাবু] *বি* সম্পাদক বাবু। 'মিসেস বোস মেদবহুল চিবুকটা কুঞ্চিত করিয়া সন্দেহ করিলেন, নিশ্চয়ই সেক্রেটারিবাবুর ভাইপোটা ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সেক্রেটারিয়েট আপিস [ই] *বি* প্রশাসনিক দপ্তর। 'সেক্রেটারিয়েট আপিসের অ্যাপ্রেন্টিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সেক্রেটারী জেনারেল [ই] *বি* প্রধান সেক্রেটারি; মহাসচিব। 'সেক্রেটারী জেনারেল বেগম ...।' *বেগম*, ১৯৬৩।

সেক্স [ই] **১** *বি* পুরুষ ও নারীর ভেদ। 'আমাদের সমাজে একটা সেক্স সম্বন্ধে আরেকটা সেক্স একান্ত স্বল্পচেতন?' *অন্নদা*, ১৯২৯। **২** *বি* যৌনতা। 'সেক্স-এর বাড়াবাড়ি?' *জীবন*, ১৯৩৩।

সেক্সলেস [ই] *বিণ* নারীসুলভ গুণহীন। 'এর দরুন মেয়েরা সেক্সলেস বা পুরুষালী হয়ে উঠছে এমনও নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সেক্সোলজি [ই] *বি* যৌনবিদ্যা। 'উক্ত দুই শাস্ত্র ঘেঁটে ... যে শাস্ত্র বানানো হয়েছে – যার নাম সেক্সোলজি।' *প্রমথ*, ১৯৩৭।

সেখ [আ শেখ] *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান।' *ভারত*, ১৭৬০। *দ্র* **শেখ**

সেখর [স শিখর] *বি* অগ্রভাগ। 'উদ্ধারিলে আমা তুমি দসন সেখরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেখা [স শিক্ষ্>] *ক্রি* শেখা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সেখানো [স শিক্ষ্>] *ক্রি* শিক্ষা দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সেখানকার [সে+স স্থান>] *বিণ* সেই স্থানের। 'সেখানকার আলাদা কোটী ছাড়াইয়া দ্বারহাটার সামিল করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সেখানে [সে+স স্থান>] *ক্রিবিণ* সে স্থানে। 'অনেক মোচলমান আছে তো সেখানে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সেখেন [সে+স ক্ষণ>] *বি* সে স্থান। 'সেখেনে একটি পুঁটলি আর বুড়ি মাকে রেখে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সেগুন, সেগুণ [হি সাগুন] *বি* শক্ত গাছবিশেষ যা দিয়ে আসবাপত্র নির্মিত হয়; টীক। 'বন হইতে সেগুণ কাষ্ঠ আনে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

সেগুনকাঠ *বি* সেগুন গাছের চিরানো কাঠ। 'শালকাঠের কড়িবরগা ও সেগুনকাঠের জানলা-দরজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সেঙাত [স সঙ্গ>] *বি* (খারাপ কাজের) বন্ধু; চেলা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সেঙাতনি [স সঙ্গ>] *বি স্ত্রী* (খারাপ কাজে) বান্ধবী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সেঙাতিনী [স সঙ্গ>] *বি* বান্ধবী। 'কেহ ডাকে এস সই চল সেঙাতিনী।' *ভারত*, ১৭৬০।

সেচন [স] **১** *বি* সিঞ্চন। 'উৎসাহ সেচন বিনা যেন তাহা শুষ্ক না হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। **২** *বি* কৃষিকাজে জল সেচা। 'ভূমিতে জল সেচন করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'একটা সেচনপদ্ধতির যোগে সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সেচনী *বি* জল সেচন করার পাত্র। 'সেচনী ব্যজনী বুনি আর বুনি ডালা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সেচা [স সিচ্>] *ক্রি* সেচন করা। **সেচিল** *ক্রি* সেচন করলো 'পীযুষে সেচিল কাহ্নু রাধার মর্ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সেচ্ছাপুর্ব্বক [স স্বেচ্ছাপূর্বক] *ক্রিবিণ* স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে। 'আপ[illegible] সেচ্ছাপুর্ব্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সেজ[1] [পা সেয্যা] *বি* শয্যা। 'ফুল সেজ বিছাইয়া রহয়ে ধৈয়ানি হৈয়া। *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সেজা [পা সেয্যা] *বি* বিছানা। 'নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ।' *বড়ু* ১৪৫০।

সেজি [পা সেয্যা] *বি* শয্যা। 'তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসু[illegible] সেজি ছাইলী।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

সেজ[2] [ফা সে?] *বিণ* তৃতীয়। 'বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া। *ভারত*, ১৭৬০।

সেজো *বিণ* তৃতীয়। 'পূবের বাড়ীর সেজোদাদা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সেজো বউ *বি* তৃতীয় পুত্রের বউ। 'ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে/ ব[illegible] আছেন সেজোবউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সেজ[3] *বি* বাতি। 'বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সেজবাতি *বি* কাচের আবরণযুক্ত বাতি। 'আমি সেজবাতি সা[illegible] করব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সেজদা[1] [আ সিজদাহ] *বি* কপাল মেঝেতে ঠেকিয়ে আল্লাহর কা[illegible] আত্মনিবেদনের ইসলামি নিয়ম। 'মসজিদের বিচে আলী সেজদ[illegible] করিতে ...।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সেজদা[2] *বি* তৃতীয় বা সেজো ভাই। 'সেজদা এসে ধমক লাগায়। *অন্নদা*, ১৯৭২।

সেজদি *বি* তৃতীয় বা সেজো বোন। 'সেজদি আছে নাকি ওপরে? *সুনীল*, ১৯৭০।

সেজন্য [সে+স জন্য] *ক্রিবিণ* সেই কারণে। 'তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইও না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সেজা[1] [স শল্লকী] *বি* সর্বাঙ্গে কাঁটাযুক্ত জন্তুবিশেষ; সজারু। 'কাক পি[illegible] পক্ষী আদি/ শিবা সেজা চতুষ্পদী/ যোগাইলা সভান আহার। *বাহরাম*, ১৬৫০।

সেজারু [স শল্লকী] *বি* সর্বাঙ্গে কাঁটাযুক্ত জন্তুবিশেষ; সজারু 'কেশদাম সেজারুর কাঁটার মত দণ্ডায়মান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

সেজা[2] *দ্র* **সেজ**

সেজি *দ্র* **সেজ**

সেজেগুজে [ফা সাজ>] *ক্রিবিণ* সাজসজ্জা ক'রে। 'সেজেগুজে রেলপথে করো অভিসার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সেজো *দ্র* **সেজ**[2]

সেজ্যা [স সজ্জা] *ক্রি* সজ্জিত হয়ে। 'সেজ্যা আল্যা শিশুপাল হাতে বা[illegible] সুতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সেঞ্চুরি [ই] **১** *বি* শতাব্দী। 'নাইন্টিন্থ্‌ সেঞ্চুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *[illegible]* (ক্রিকেট খেলায়) শতরান। 'আমি কি রান্নাঘরের পিছনে বাতাবিনে[illegible] দিয়ে ঘন ঘন সেঞ্চুরি করিনি?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সেট[1] [স শ্রেষ্ঠী] *বি* শেঠ; হিন্দু অর্থ-ব্যবসায়ী শ্রেণীর বংশনাম-বিশেষ 'শ্রীযুত জগৎ সেট সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮১৯। *দ্র* **শেঠ**

সেঠ [স শ্রেষ্ঠী] *বি* শেঠ; হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষের বংশনাম। 'সেঠ আর বসাক তাঁতির শ্রেষ্ঠ যারা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সেট[2] [ই] *বি* একই ধরনের জিনিসের সমষ্টি। 'তাঁর ধুতি চাদরের সেট নতুন বল্লেই হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সেটুকু দ্র সে

সেটেলমেণ্ট, সেটেলমেন্ট [ই] ১ *বিণ* ভূমিব্যবস্থা সংক্রান্ত। 'তিনি গভর্নমেন্টের একজন বড়ো চাকুরে – সেটেলমেন্ট অফিসার।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ২ *বি* ভূমি-জরিপ বিভাগ। 'গ্রামে আসিল সেটেলমেন্টের আমিন।' *জসীম*, ১৯৬৪।

সেণ্ট [ই] *বি* খ্রিস্টীয় চার্চ কর্তৃক পবিত্র বলে ঘোষিত ব্যক্তি। 'যিশুখৃস্ট এবং সেন্ট পল।' *রবীন্দ্রম* ১৮৮৭; 'চার্চের তাবৎ সেন্টদের কাছে কান্নাকাটি করে ধন্না দেবেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সেণ্টার [ই] *বি* কেন্দ্র। 'এসবের প্রশ্রয় দিলে সেন্টারের দুর্নাম হবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

সেণ্টিমেণ্ট [ই] *বি* ভাবানুভূতি; আবেগ। 'তুমি যে সেন্টিমেন্টের কতটা ধার ধারো তা তো আমার জানতে বাকি নেই।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সেণ্টিমেণ্টাল [ই] *বিণ* আবেগপ্রবণ। 'এত সহজে সেন্টিমেন্টাল করিয়া দিতে পারে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

সেণ্টিমেণ্টালিজম [ই] *বি* আবেগ-প্রবণতা; ভাবাবেগ-সর্বস্বতা। 'ইহা সেন্টিমেন্টালিজম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সেত [স শ্বেত] *বি* সাদা রঙের বস্ত্রবিশেষ। 'কেহ নেত কেহ সেত কেহ পাট সাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সেতাঞ্চল [স শ্বেতাঞ্চল] *বি* শ্বেতবসন। 'সেতাঞ্চল লাগি কেহ লাগ নাহি পায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সেতখানা [আ সহৎ+ফা খানা] *বি* মলমূত্র ত্যাগের স্থান; পায়খানা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সেতম্বর [ই] *বি* সেপ্টেম্বর; ইংরেজি নবম মাসের নাম। *ভেরলি*, ১৭৭৬; 'ইমসনের ফরমাইষের রকমওয়ারি ও নাগাএদ সেতম্বর ওয়াসীল বাকীর ...।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সেতল [স শীতল] *বি* গ্রীষ্মকালে সূর্যাস্তের পর বিগ্রহকে ফলমূলের যে ভোগ দেওয়া হয়। 'বিগ্রহরা উত্তর আড়ি কায়েতদের মত (দর্শন মাত্র) সেতল খেলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেতা [সেথা] *ক্রিবিণ* সেখানে। 'মোর সেতা বহুকাল থাকা নাহি হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। দ্র **সেথা**

সেতাবি [ফা শিতাব] *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'সেতাবি চুমিয়া মৰ্দ্দ লিলেক তুরিত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সেতাবিও *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'খুব সেতাবিও আদালত করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সেতাম [ফা সিতম] *বি* অন্যায় আঘাত। 'আগে কারে পরে নাহি পৌঁছাই সেতাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সেতার [ফা সিতার] *বি* পাঁচটি প্রধান তার ও কয়েকটি অপ্রধান তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তানপুরা বীণাযন্ত্রে মধুর সেতার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সেতারী ১ *বি* সেতারবাদক। 'তিনি ছিলেন চমৎকার সেতারী।' *প্রমথ*, ১৯৩৩। ২ *বিণ* সেতারের। 'তারপর ওস্তাদ সেতারী বাজনা আরম্ভ ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সেতারা [ফা সিহতার] *বি* তারা। 'সেতারা রূপ হল কখন/ কী ছিল তার আগে তখন।' *লালন*, ১৮৯০; 'নূরজাহানের জ্যোতি ... জোহরা সেতারা, এ সম্বন্ধে কারও মতদ্বৈধ নাই।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সেতু [স] ১ *বি* বাঁধ। 'জলধিতে সেতু বান্ধি জিণিলোঁ মো লঙ্কা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* পুল; সাঁকো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'নদীর ধার দিয়া এক প্রস্তরময় প্রাচীর ও তাহার উপর এক সেতু নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* সম্পর্ক। 'পরস্পর নির্ব্বাহের সাধারণ সেতুকে উল্লঙ্ঘন ... করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৪ *বি* পথ। 'খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৫ *বি* যোগ। 'ইহাই অমৃতের সেতু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সেতুপথ [স] *বি* সংযোগ পথ। 'শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা দুটি হৃদয়ের সেতুপথে পারাপার করতে পারে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

সেতুবন্ধ[1] [স] ১ *বি* সেতুনির্মাণ; সংযোগ। 'তবেঁ কৈলোঁ সেতুবন্ধ আব্দে দাশরথী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* (হিন্দুপুরাণ) ভারত ও সিংহলের মধ্যবর্তী সেতু। 'উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, পশ্চিমে হিঙ্গলাজ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* সাঁকো। 'ওই দেখেছিস তার সেতু-বন্ধ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সেতুবন্ধন [স] ১ *বি* সেতুনির্মাণ। 'তাহারা গৃহনির্ম্মাণ ও সেতুবন্ধন বিষয়ে অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি* কোনো কিছুর মধ্যে সংযোগ। 'জয়হরি দেখিলেন আপনার কার্য্যের সেতুবন্ধন কিছুই হইতেছে না।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ৩ *বি* ভারত ও লঙ্কার মধ্যে বাঁধ নির্মাণ। 'যাহার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলাম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৪ *বি* মিলন; তফাত ঘোচানো। 'জেতৃ ও জিত-জাতির মধ্যে সেতুবন্ধন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সেতুবন্ধনী [স] *বিণ* সংযোগ স্থাপন করে এমন। 'কাটুক আমার জীবনেমরণে সেতুবন্ধনী দিন।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

সেতু বাঁধা *ক্রি* যোগাযোগ ঘটানো। 'কলরবে সেতু বাঁধে সবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সেৎসাক্রমে [স স্বেচ্ছাক্রমে] *ক্রিবিণ* স্বেচ্ছাক্রমে। *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

সেথা *ক্রিবিণ* সেখানে। 'সেতাই পণ্ডিত সেথা করিল সংখ ধ্বনি।' *রামাই*, ১৭১০।

সেথাকার *বিণ* সেখানকার। 'অজানা সে দেশ – সেথাকার লাগি উঠিয়াছে জাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সেথায় *ক্রিবিণ* সেখানে। 'তাকিদ খবর গিয়া আনহ সেথায়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সেথো [স সহিত>] *বি* সঙ্গী। 'এবার সেথোর সাথে যাইয়া ক্ষেত্রের রথে জগন্নাথ করিব দর্শন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সেদ[1] [স স্বেদ] *বি* ঘাম। 'কাঁপি উঠু তনু সেদ বহি গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সেদ[2] [স সাধু] *বি* সাধু। 'পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেদের।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সেদিক [সে+স দিক] *বি* ওই দিক; সেই দিক। **সেদিককার** *বিণ* ওই দিকের। 'বিহারীর নিকটে সেদিককার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সেদিন [সে+স দিন] *বি* সেই দিন; অতীতের কোনো দিনবিশেষ। 'যেখানে তোমরা সেদিন দেখেছিলে?' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'ইংরাজের ছেলেকে সেই কর্মে নিযুক্ত করিয়া আমাদের প্রমোশন বন্ধ করা হইল,

সেদিন আমাদের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সেদিনকার *বিণ* সেদিনের। 'সেদিনকার ডায়ারিতে সৌতুকহাস্য সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সেদিনকারের *ক্রিবিণ* সেদিনের মতো। 'সেদিনকারের গপ্প বলার হয়ে গেল রফা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সেদোনো [স সন্ধি>] *ক্রি* সেঁধনো; প্রবেশ করা। 'মা গো নাম কল্পি প্যাটের মধ্যি হাত পা সে'দোয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সেধে সেধে *ক্রিবিণ* বেচে। 'এত করে সেধে সেধে এত করে কেঁদে কেঁদে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সেন [স] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। '... মোহন সেনের কন্যা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সেনীয় [স] *বিণ* সেন আমলের। 'সেনীয় স্থাপত্য-পদ্ধতি এই মাত্র বর্ণিত প্রদেশের বিভিন্ন লোক দ্বারা অনুসৃত হয়ে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সেনউইজ [ই স্যানইউইচ] *বি* দুই টুকরা পাঁউরুটির মাঝখানে মাংস সবজি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি খাবার। 'ডিনারে ওবেস্ট খেলেন তিনখানা সেনউইজ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সেনসার [ই] *বি* প্রকাশিত হওয়ার আগে সরকারি যাচাই। 'স্রষ্টার ওপর সেনসার মোসন আন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সেনা [স] **১** *বি* সৈন্য। 'আইল সকল সেনা সঙ্গে প্রেত ভূত দানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাহার একজন জর্মন সেনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **২** *বি* বৃষ্টিধারা। 'মরুজয়ের সেনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সেনাছাউনি *বি* সেনাবাহিনীর ব্যারাক। 'সেনাছাউনিতে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সেনাধিপতি [স] *বিণ* সেনা প্রধান। 'সেনাধিপতি কার্তিকেয় ... ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি ঐ অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সেনানাথ [স] *বি* সেনাপতি। 'আমি দ্রুতবেগে সেনানাথের নিকট... সংবাদ দিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

সেনানায়ক [স] **১** *বি* সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। 'সৈন্যেরা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া অধিকাংশ ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিহত করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **২** *বি* সেনাপ্রধান। 'আপনাকে আমাদের সেনানায়ক হতে হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

সেনানায়কতা [স] *বি* সেনাপতিত্ব; সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব। 'দেশনায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সেনানিবাস [স] *বি* সৈন্যদলের বসতি। 'ইংলন্ড থেকে আফ্রিকার কোনো-এক সেনানিবাসে পাঠানো হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সেনানী [স] *বি* সৈনিক। 'সেনানীদিগের রাণীগঞ্জ গমনের কারণ।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫; ' সেনানী আশি সহস্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সেনাপতি [স] **১** *বি* সেনানায়ক; সৈন্যদলের প্রধান। 'দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লেখাজোখা নাহি জত চলে সেনাপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। 'দ্বিতীয় সেনাপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

সেনাপতিত্ব [স] *বি* সেনাপতির কাজ। 'ওই ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সেনাবলী [স] *বি* ব্যাটালিয়ন; সৈন্যদল। '৩১ গণিত সেনাবলীর ৪০০ সিপাহী।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

সেনাবাহিনী [স] *বি* সামরিক বাহিনী। 'সেনাবাহিনীর নিশান।' ওস ১৭৮৫।

সেনাবিভাগ [স] *বি* সামরিক বিভাগ। 'সেনাবিভাগে অবিচার আর প্রকট।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সেনাসংক্রান্ত [স] *বিণ* সেনাবাহিনীর। 'সেনাসংক্রান্ত লোক . বিপক্ষীয় সৈন্যদিগের গতিবিধি দৃষ্টি করিয়া আসিয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সেনা-সামন্ত [স] *বি* সৈন্য ও অন্যান্য লোকজন। 'বেদে ও বেদেনি দল এর সহচর-সহচরী, সেনা-সামন্ত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

সেনাক্ত [ফা শিনাখত] *বিণ* শনাক্ত; চিহ্নিত। 'সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সেনিটেরিয়ম, সেনিটোরিয়াম, সেনেটারিয়াম [ই] *বি* হসপিটালের মতো চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের স্থান যেখানে দীর্ঘস্থায়ী রোগাক্রান্ত লোকেরা থাকে। 'এ ত সে সেনিটেরিয়ম নয়।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'চিকিৎসকরা তাঁকে সেনিটোরিয়ামে পাঠাইবার পরামর্শ দিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫; 'সেনেটারিয়ামের তো কথাই ওঠে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সেনী [স শ্রেণি] *বি* শ্রেণী। 'সিরে সুরসরি নহি কুসুমক সেনী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সেনেট [ই] *বি* আইন-সভা। 'তিনি গির্জা, কোর্ট, সেনেট, এবং অন্য অন্য রহস্য সভাতেও উপস্থিত হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'সেনেটে মেম্বর কর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সেনেট হাউস [ই] *বি* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন। 'সেনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেয়ালী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সেনেহ [স স্নেহ] *বি* ভালোবাসা; দরদ। 'ভিজায়ে সেনেহ-ক্ষীরে তুমি সোহাগ ভরে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সেন্ট [ই] *বি* সুগন্ধী তরলবিশেষ। 'সেন্ট মাখানো নোট পেপারে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সেন্টার [ই] *বি* মধ্যমাঠ। 'সেন্টারে পড়ে আছে ভারতের স্বাধীনতা ফুটবল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সেন্টার-ফরওয়ার্ড [ই] *বি* ফুটবল খেলায় মাঝমাঠের অগ্রগামী খেলোয়াড়। 'মোহনবাগানের সেন্টার-ফরওয়ার্ড গোল দিতে পারে যা হয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সেন্টিগ্রেড [ই] *বি* তাপ মাপার এককবিশেষ, যাতে পানির সংস্থিত তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি ও সর্বোচ্চ একশো ডিগ্রি । 'উষ্ণতা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উঠিল।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

সেন্টিমেন্ট [ই] *বি* ভাবাবেগ। 'ইহা সেন্টিমেন্ট বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সেন্টিমেন্টাল, সেন্টিমেন্টাল [ই] *বিণ* ভাবপ্রবণ। 'সেন্টিমেন্টাল আলোচনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'এ-সব কথা শোনাবে সেন্টিমেন্টাল' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সেন্ট্রাল [ই] *বিণ* কেন্দ্রীয়। 'আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদি' *নজরুল*, ১৯২৭।

সেন্ত [ই] *বি* সেন্ট; খ্রিস্টধর্মীয় চার্চ কর্তৃক পবিত্র ঘোষিত ব্যক্তি। '(গ্রিজা ঘর সেন্ত জেম্‌স নামে খ্যাত হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সেন্সাস [ই] *বি* আদমশুমারি; লোকগণনা। 'সেন্সাস ও স্ট্যাটিস্টিক্

হইতে সমুদ্ধৃত কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সেন্সস-রিপোর্ট [ই] *বি* আদমশুমারির প্রতিবেদন। 'লোকসাধারণ কেবল সেন্সস-রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সেপটিক [ই] *বি* রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত ঘা। 'যদি মারা যায় সেপটিক হয়ে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সেপটিপিন [ই সেফটিপিন] *বি* নিরাপদে ব্যবহার করা যায় এমন এক ধরনের পিন। 'আজকে আমি একপাতা সেপটিপিন চাইব।' *মনোজ*, ১৯৬১। *দ্র* **সেফটিপিন**

সেপাই [ফা সিপাহী] *বি* সাধারণ সৈন্য। 'মাস দুই অবধি গোরা ও সেপাই ও সাহেবলোক ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

সেপাইগিরি *বি* সৈনিকের কাজ। 'দেশী লোকের হাতে বন্দুক ধরিয়ে তাদের সেপাইগিরি শেখাল।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সেপাই-শাস্ত্রী *বি* সাধারণ সৈন্য ও সশস্ত্র প্রহরী। 'সেপাই-শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গে আর্কে আশ্রয় নিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সেপাই-সান্ত্রী *বি* সাধারণ সৈন্য ও পাহারাদার-সৈন্য। 'সেপাই-সান্ত্রী নাড়ি-নক্ষত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সেপাহি [ফা সিপাহী] *বি* সৈন্য। *ভবানী*, ১৮২৩।

সেফাই [ফা সিপাহী] *বি* প্রহরী। 'হাসান হইল বাদশা হোসেন সেফাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সেফাহী [স সিপাহী] *বি* সেপাই। 'সেফাহী জমাদার মাবুদ জাফর।' *ভারত*, ১৭৬০।

সেপায়া [ফা সিপায়াহ্] *বি* তিনপা বিশিষ্ট ছোটো টেবিল। 'একটা রূপার সেপায়ার উপরে যে পাত্র ছিল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সেপ্টেম্বর [স] *বি* খ্রিস্টাব্দের নবম মাস। '২৩ সেপ্টেম্বর ১৮২০।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সেপ্তম্বর [ই] *বি* সেপ্টেম্বর – খ্রিস্টাব্দের নবম মাস। '১ সেপ্তম্বর মঙ্গলবার।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

সেপ্তেম্বর [ই] *বি* সেপ্টেম্বর – খ্রিস্টাব্দের নবম মাস। '১০ সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সেফ [ই] *বিণ* নির্বিঘ্ন। 'ত্যামন ত্যামন আত্মীয় স্থলে (সেফ অ্যারাইভ্যালের জন্য) রেজেষ্টরী করে পাঠান যাবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেফটিপিন [ই] *বি* কাপড় বা কাগজ ইত্যাদি সংযুক্ত রাখার কাজে ব্যবহৃত এক ধরনের পিন, যার সুচালো মাথা আবৃত রাখা যায়। 'সুনি সেফটিপিন ভরে রাখলে লেফাফায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সেফ-ডিপোজিট [ই] *বি* সুরক্ষিত অর্থ বা সঞ্চয়পত্র। 'সিন্দুকের মধ্যে নিজেকে সেফ-ডিপোজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সেফসাইড [ই] *বি* অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন। 'হর্ষবর্ধন 'সেফসাইডে' থাকে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সেফত [আ] *বিণ* গুণ। 'তেনার সেফত কি করব?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সেফাই, সেপাহী *দ্র* **সেপাই**

সেফালিকা [স শেফালী] *বি* শেফালি ফুল গাছ। সেফালিকা বৃক্ষের উপর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেব *বি* গাছবিশেষ। 'পুষ্পিত সেব গাছ থেকে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সেবক [স] ১ *বি* ভক্ত। 'সেবকেঁ লংঘিব প্রভু।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* সেবাকারী। 'সামী মোর সেবক তোহ্মার।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ *বি* পূজারী। 'জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* সন্ন্যাসী; দূত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সেবক-প্রধান [স] *বি* মুখ্য সেবাকারী। 'আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সেবকবৎসল [স] *বিণ* সেবকের প্রতি স্নেহপরায়ণ। 'অদ্বৈত বলেন তুমি সেবকবৎসল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সেবক-সিংহ [স] *বি* সেবক-প্রধান। 'মওলানা শওকৎ আলী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন সেবক-সিংহ।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৮।

সেবকানুসেবক [স] *বি* সেবকের সেবক; তুচ্ছ সেবক। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সেবতি, সেবতী [স সেবন্তী] *বি* সেঁউতি ফুল। 'হরিবল্লভ সেবতী কর্পূরমালতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সেবতি কর্কন্তি জুতি ইন্দ্র মূল তোলে জাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সেবন [স] ১ *বি* উপাসনা। 'করিব সেবন জদি আসি পুনর্ব্বার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সেবা। 'জ্যেষ্ঠের সেবনে রত শ্রীলক্ষ্মণ নাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* কাজ। 'উত্তম হৈয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* ভক্ষণ বা পান। 'জ্বরের ঔষধ বাঙ্গালী বৈদ্য মহাশয়েরা কি সেবন করাণ।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৫ *বি* উপভোগ। 'ভুজঙ্গ সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে –।' *গুপ্ত*, ১৮৫৫।

সেবন করা *ক্রি* পান করা। 'ঔষধ সেবন করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সেবনশাল *বিণ* সেবনকারী। 'মাদক-সেবনশাল উদ্ধত স্বামী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সেবনার্থ [স] *ক্রিবিণ* সেবন ব উপভোগের জন্য। 'বায়ু সেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সেবা[১] [স] ১ *ক্রি* যত্ন করা। 'থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* উপাসনা করা। 'জা সেবি কার্ত্তিকবির্য্য জগতে অধিকারি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রি* সম্মান করা। 'সেবিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *ক্রি* বন্দনা করা। 'তোমার চরণ সেবি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সেবউক** *ক্রি* সেবা করুক। 'বুলিবা মূর্তি সব না সেবউক আর।' *সুলতান*, ১৭০০। **সেবি** ১ *ক্রি* উপাসনা ক'রে। 'জা সেবি কার্ত্তিকবির্য্য জগতে অধিকারি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* বন্দনা করি। 'তোমার চরণ সেবি।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **সেবিঞাঁ** *ক্রি* সেবা করে। 'থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ।' বড়ু, ১৪৫০। **সেবিতে** ১ *ক্রি* উপাসনা করতে। 'সদাএ কল্পনা করি সেবিতে করতার।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* সম্মান করতে। 'সেবিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **সেবিব** *ক্রি* সেবা করবে। 'কুন্তিএ সেবিব তোহ্মা ষকল বরিসা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সেবিয়া** *ক্রি* উপাসনা ক'রে। 'বৈষ্ণব জন জেন সেবিয়া হরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সেবিল** *ক্রি* সেবা করলো। 'আরজন্মে দুই জনে সেবিল চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সেবিলা** *ক্রি* সেবা করলো। 'প্রভুক সেবিলা রহি সমুদ্র অন্তরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **সেবিলাঙ** *ক্রি* সেবা করলাম। 'অভিমত ইচ্ছা করি সেবিলাঙ কাম ঐরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **সেবিলে** *ক্রি* সেবা করলে। 'সর্বসিদ্ধ হয় সদা সেবিলে চরণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **সেবী** *ক্রি* উপাসনা ক'রে। 'আর পুত্র পাইব আহ্মি কোন দেব সেবী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সেবে** *ক্রি* উপাসনা ক'রে। 'সুত রাধা সুর্জ্জ সেবে পুত্র অবিলাসে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সেবেন** *ক্রি* সেবা করেন। 'আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সেব্যাছিল** *ক্রি* সেবা করেছিলো। 'এইরূপে রাবণ দেবতা সেব্যাছিল।' *রূপরাম*,

১৭৫০। **সেব্যাছে** *ক্রি* সেবা করছে। 'ফুল্লরা সেব্যাছে হর তারে মিলে এই বর কাম সম জিনিঞা মুরতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সেবা[2] [স] **১** *বি* সেবাযত্ন; শুশ্রূষা। 'ঘরত রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* পরিচর্যা। 'গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনা সেবা মাগি নিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* কাজ। 'তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বি* উপাসনা। 'এক মনে সেবা করে সঙ্কর পার্ব্বতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৫** *বি* দেখাশুনা। 'দুই প্রতিষ্ঠানকেই নানাভাবে সেবা ও সাহায্য করেছেন।' *গৌর*, ১৮২২। **৬** *বি* চর্চা। 'মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে কিন্তু বাহ্যে সত্যবাদির ন্যায়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। **৭** *বি* ভোজন; খাওয়ানো। 'আমায় ভোজ্যসামগ্রী দিন, কারণ গুরু-সেবার সময় অতীত হচ্চে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সেবা করা *ক্রি* প্রণাম করা। 'খ্রিস্তর আকৃতি আছিলেন তাহানে সেবা করিতে গেলো।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সেবাকারি [স সেবাকারী] *বিণ* সেবক। 'সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারি ব্রাহ্মণ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সেবাকারী [স] *বি* সেবক। 'বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী, সেবাকারী ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

সেবাকার্য, সেবাকার্য্য [স] **১** *বি* উপাসনা। 'শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সেবামূলক কাজ। 'সেবাকার্যকে সে যতটা কষ্টকর ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

সেবাকেন্দ্র [স] *বি* চিকিৎসা-শিবির। 'বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি লঙ্গরখানা ... ও সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।' *বেগম*, ১৯৬৭।

সেবাত [স সেবা>] *বি* সেবাকারী। 'মোসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের দানাদির দ্বারাই তাঁহার অর্থাৎ সেবাতের অধিকতর আনুকূল্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সেবাতি [স সেবা>] *বি* পূজারী। 'প্রতিমার সেবাতি অজ্ঞাতকূল বাস দেবল ব্রাহ্মণদ্বারা নিবেদিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সেবাদাসী [স] **১** *বি* বৈষ্ণবদের পরিচর্যাকারিণী দাসী। 'কোপ্নীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* উপপত্নী। 'ভক্ত তোরা পুজিস তারেই যোগাস খোরাক সেবাদাসী।' *নজরুল*, ১৯২৪। **৩** *বি স্ত্রী* আজ্ঞাবহ। 'রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সেবাধর্ম, সেবাধর্ম্ম [স] *বি* পরিচর্যার ব্রত। 'সেবাধর্ম্ম নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ।' *বেগম*, ১৯৫১।

সেবাধর্মী [স] *বিণ* সেবামূলক। 'দেশের ... সেবাধর্মী একাজে অগ্রসর হলেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

সেবানিপুণতা [স] *বি* সেবার দক্ষতা। 'তাহার সেবানিপুণতা দেখিয়া ডাক্তার দুইজনও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সেবা-নিপুণা [স] *বিণ স্ত্রী* সেবা করতে পারদর্শী। 'এই সেবা-নিপুণা লাবণ্যময়ী মেয়েটি ... সমাজে স্বীকৃতি লাভ করুক।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

সেবাপর [স] *বি* উপাসক। 'আমি তোমারই সেবাপর হইতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সেবাপরায়ণ [স] *বিণ* সেবাধর্মের প্রতি অনুরাগী। 'আপন সেবাপরায়ণ হৃদয়ের দাবি অনেক পরিমাণেই কমিয়ে এনেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সেবাপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত সেবাধর্মী। 'সেবাপরায়ণা হ[...] গুরুজনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সেবাপূজা [স] *বি* পূজা ও অন্যান্য কাজ। 'অনেক দেবালয় উদ্ধ[...] করিয়া সেবাপূজার নিরূপণ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সেবাপূর্ণ [স] *বিণ* যত্নময়। 'তোদের সেই সেবাপূর্ণ স্নেহকরস্প[...] রয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সেবাবিমুখ [স] *বিণ* সেবা-যত্ন করতে অনাগ্রহী। 'সেবাবিমুখ দেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রবে[...] করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সেবাব্রত [স] *বি* সেবাধর্ম। 'নার্সিংকে সেবাব্রত হিসেবে গ্রহণে[...] জন্যে ...।' *বেগম*, ১৯৬৮।

সেবাব্রতী [স] *বিণ স্ত্রী* সেবা বা পরিচর্যাই জীবনের ব্রত এমন। '[...] আশ্রয়-প্রার্থী শিবিরে সেবাব্রতী হিন্দু নারীদের সম্মুখে এক দুর্গ[...] মুসলিম নারী এইভাবে চীৎকার করিয়া উঠে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সেবাময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সেবাগুণসম্পন্ন। 'নারী শক্তিময়ী সেবাম[...] মমতাময়ী কর্মিষ্ঠা রূপে নেমে আসুন।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সেবামূলক *বিণ* সেবাধর্মী। 'সেবামূলক কাজের প্রতি নারী-জাতি[...] যে প্রবণতা রয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫১।

সেবায়তি [স সেবা>] *বি* সেবাকারীর কাজ। 'রাধাকান্ত জীউ[...] সেবায়তি অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সেবায়েত [স সেবা>] *বি* পূজারি। 'সেই কারণে সেবায়েত হইব[...] অযোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সেবা-শুশ্রূষা [স] *বি* যত্ন ও দেখাশোনা। 'সেবা-শুশ্রূষা করিয়[...] কাটে, আবার ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

সেবাশ্রম [স] *বি* দুস্থদের সেবা দেওয়া হয় এমন কেন্দ্র। 'স্কু[...] যাওয়ার চেয়ে মিশন, সেবাশ্রম প্রভৃতিতেই ঘুরে বেড়াত।' *নজরু[...]* ১৯২৭।

সেবাসঙ্ঘ [স] *বি* সেবামূলক সংগঠন। 'নারী সেবাসঙ্ঘের চত[...] বার্ষিক সাধারণ সভা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সেবাসমিতি [স] *বি* জনসেবামূলক সংঘ। 'প্লেগ এল, সেবাসমি[...] হল।' *অবন*, ১৯৪১।

সেবা-সুধা-ভরা *বিণ* সেবারূপ অমৃতে পূর্ণ। 'সেবা-সুধা-ভরা ল[...] তুমি এ ধরায় দিয়েছিলে ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

সবাসুশ্রূষা [স সেবাশুশ্রূষা] *বি* সেবাযত্ন। 'সেবাসুশ্রূষা করে।' *কে[...]* ১৮০২।

সেবাহস্ত [স] *বি* যত্নের ছোঁয়া। 'সর্বত্রই নানা আকারে বিনোদিনী[...] সেবাহস্ত অনুভব করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সেবিকা [স] **১** *বিণ* পত্নী। 'সেবিকা শ্রী ভোমরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭[...] **২** *বি স্ত্রী* দেবতার উপাসক। 'আমাদিগকে দেবসিংহাসনে বসাই[...] ঐ-যে চিরব্রতধারিণী সেবিকাটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* [...] রোগীদের শুশ্রূষাকারী। 'সেবিকা বিদ্যালয় ছাত্রী সংসদের উদ্যোগে[...] *বেগম*, ১৯৭২।

সেবিতা [স] *বিণ স্ত্রী* সেবা পাচ্ছে এমন। 'জাএদা যেন রাজরা[...] শত শত দাসী-সেবিতা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সেবী *বিণ* সেবাকারী। 'আমি যার একমাত্র সেবী।' *মাহমুদ*, ১৯৬[...]

সেব্য [স] **১** *বিণ* পূজনীয়। 'সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন[...]

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বিণ* উপভোগ্য। 'মধ্যাহ্ন কালেও তদীয় কিরণ-জাল পরম সুখ-সেব্য বলিয়া অনুভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'এ প্রকার সুখ সেব্য আর নাহি আছে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সেব্যমান [স] *বিণ* সেবা পাওয়ার যোগ্য। 'তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সেভিংস [ই] *বিণ* সঞ্চয়ী। 'অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া সেভিংসে ব্যাঙ্কের খাতা খুলিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সেভিংস অ্যাকাউন্ট/এ্যাকাউন্ট [ই] *বি* সঞ্চয়ী হিসাব। 'শ'খানেক টাকা আছে ব্যাঙ্কের সেভিংস এ্যাকাউন্টে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮; 'হাজার টাকার এক সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন একবার।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সেভিংস ব্যাঙ্ক [ই] *বি* সঞ্চয়ী ব্যাংক। 'সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকার সহিত স্কুলের হেডমাষ্টারের নিকট।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

সেমত *ক্রিবিণ* সে-রকম। 'বটে তাহার পরে কেহ আর সেমত নাই।' *কেরি*, ১৮০২।

সেমাই [হি] *বি* ময়দা দিয়ে তৈরি সুতার মতো খাদ্যবিশেষ, যা চিনি-সহযোগে রান্না করে খেতে হয়। 'সেমাইসহ জলযোগের সুব্যবস্থা।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সেমিকোলন [ই] *বি* যতিচিহ্নবিশেষ। 'কমা সেমিকোলন চলবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সেমিজ [ই শেমিজ] *বি* মহিলাদের লম্বা ঢিলা পোশাকবিশেষ। 'বিলাতী বডিজ, সেমিজ, ও মোজা।' *নবনূর*, ১৯০৫; 'সেই একবস্ত্রের দিনে সেমিজ পরাটা নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

সেমিজ-পরা *বিণ* সেমিজ-পরিহিত। 'হঠাৎ চিলে সেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সেমিটিক [স] *বিণ* মধ্যপ্রাচ্যে ও পশ্চিম এশিয়ার নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীবিশেষ সংক্রান্ত (আরব ও ইহুদি)। 'সেমিটিক-ভাবের সহিত হিন্দুভাবের কোনো স্বাভাবিক সংমিশ্রণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সেমিটি [ই] *বিণ* সেমেটিক নামক জাতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'আরবরা সেমিটি, চীনারা মঙ্গোলীয়।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সেমীয়ভাষা *বি* আরবি, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা। 'আর্য্যভাষা ও সেমীয়ভাষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সেমিনার [ই] *বি* আলোচনা সভা। 'সরকারের ব্যুরো অফ হেলথ এডুকেশনের যৌথ উদ্যোগে ... সেমিনারটি আরম্ভ হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬২।

সেয়তী [স সেব্তী] *বি* সেঁউতি ফুল। 'মাল্লী লবঙ্গ সেয়তী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সেয়াকুল *বি* কাঁটাজাতীয় গুল্মবিশেষ। 'নারী মনে পশি যায় যত্নে নাহি বাহিরায়/ সেয়াকুলের কাঁটা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সেয়াখত বিদ্যা [আ সিয়া+আ খত+স বিদ্যা] *বি* বার্তাবিদ্যা। 'বার্ত্তাবিদ্যা অর্থাৎ সেয়াখত বিদ্যা শিখিয়া ... পণ্ডিতা হইয়াছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

সেয়াগোস *বি* পশুবিশেষ। 'উল্লুক ভল্লুক মেড়া, সেয়াগোস ভৈঁস গড়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সেয়ান [স সজ্ঞান] ১ *বিণ* চতুর। 'রাহি সুচেতনি কাহ্নু সেয়ান।' *শেখর*, ১৬০০। ২ *বিণ* বুদ্ধিমান। 'অজ্ঞান সময়ে হইল পরম সেয়ান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সেয়ানা [স সজ্ঞান] ১ *বিণ* চালাক। 'ধর্মকেতু ভায়্যা সনে কইনু লেনা দেনা/ তাহা হইতে তাইপো হইয়াছ অধিক সেয়ানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* ধূর্ত। 'ভাই তুমি বড় সেয়ানা।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ৩ *বিণ* বুদ্ধিমান। 'আমাদের সকলের চেয়ে সেয়ানা হল বুঝি!' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সের [ফা] *বি* ওজন মাপার একক; এক মনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ; এক কিলোগ্রাম থেকে প্রায় একশো গ্রাম কম। 'তুমি খাইতে পার দশ সের চাউলের অন্ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পাঁচগা গুবাক দিব গুড় তিন সের।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সেরখানেক *বিণ* প্রায় এক সের পরিমাণ। 'পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন ক্বাথে সেরখানেক দুম্বার মাংস।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সেরটাইক *বিণ* সেরখানেক। 'আধ সেরটাইক কাপাইস আনিতে হবে।' *কেরি*, ১৮০২।

সেরী *বিণ* সের পরিমাণ। 'আড়াই-সেরী আস্ত ইলিশ খেয়েও আপনার পেটের অসুখ করবে না।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সেরেক *বিণ* খানেক। 'সন্ধ্যা হলে সেরেক তণ্ডুল পেতো খেতে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সেরেক খানেক *বিণ* প্রায় এক সের পরিমাণ। 'রূপাইর মা দিলেন এনে সেরেক খানেক ধান।' *জসীম*, ১৯২৯।

সেরেক পাঁচেক *বিণ* প্রায় পাঁচ সের পরিমাণ। 'ঘর হতে সে এনে দিল সেরেক পাঁচেক চাল।' *জসীম*, ১৯২৯।

সেরকশ [ফা সরকশ] *বিণ* বেয়াড়া। 'সাক্ষী বড় সেরকশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সেরা [ফা সর্] *বিণ* শ্রেষ্ঠ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

সেরাত [আ সিরাত] *বি* পথ। 'গরুরে করিলে সেরাত পার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সেরামিক [ই] *বি* মৃৎশিল্প। 'চীনা সেরামিক এবং দক্ষিণ-ভারতের ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে এঁদের জ্ঞানের অন্ত নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

সেরি [ই শেরি] *বি* এক ধরনের মদ। 'এক আদ্‌দিন সেরিটে স্যাম্‌পিন্‌টারও আস্বাদ নেওয়া হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেরূপ *বিণ* তেমন। 'সেরূপ না দেখি আজি ছাড়িব পরান।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেরে ওঠা *দ্র* সারা[৩]

সেরেফ [আ সিরফ] *বিণ* কেবল; স্রেফ। 'মোরা সেরেফ মাছ ধরবার জাল জানি।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সেরেব [আ সিরফ] *ক্রিবিণ* কেবল। 'মুই সেরেব কেচরির ভেতর অনেক তামসা দেখেলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

স্রেফ [আ সিরফ] *বিণ* শুধুমাত্র। 'যা করেছেন তা স্রেফ আনন্দের প্রেরণায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সেরে ফেলা *দ্র* সারা[৩]

সেরে সুরে *দ্র* সারা[৩]

সেরেস্তা [ফা সুরিশতাহ্] *বি* দফতর। 'হাকীমী সেরেস্তার বড় পরিছা।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সেরেস্তাদার [ফা সুরিশতাহ্+ফা দার] *বি* সেরেস্তার প্রধান কেরানি। 'সেরেস্তাদারদিগের বেতনের তুল্য হয়।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সেরেস্তাদারি, সেরেস্তাদারী *বি* সেরেস্তাদারের কাজ। 'প্রধান বিচারাধ্যক্ষের সেরেস্তাদারি কর্ম্মে প্রায় ১০ বৎসর নিযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'জজ সাহেবের কাছারিতে সেরেস্তাদারী কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

সের্চ্ছাপুর্বক, সের্চ্ছাপুর্ব্বক [স স্বেচ্ছাপূর্বক] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছায়। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সেল[1] [স শল্য] *বি* শেল। 'এড়িলেক সেলগাছ কৃষ্ণের উদ্দেসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেলজাঠা [স শল্য+স জ্যেষ্ঠ] *বি* বৃহদাকার যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। 'সেলজাঠা মুসল বরিসে সর্ব্বজনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেলপাট [স শল্য+স পাট] *বি* অস্ত্রফলক। 'এড়িলেক সেলপাট দেখি গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেলেখানা [স শল্য+ফা খানা] *বি* অস্ত্রশালা। 'সেলেখানা গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরিপূর্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

সেল[2] [ই] *বি* এক ব্যক্তির জায়গা হয় এমন ছোটো ঘর; কারাকক্ষ। 'একটা সেলের মত ঘর হলেই চলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সেল[3] [ই] *বি* বিক্রয়। 'সেল পারচেজ অর্থাৎ কেনা-বেচা ব্যবসায়ের লাভ।' *তারা*, ১৯৪৩।

সেল ট্যাক্স [ই] *বি* মালামাল বিক্রয়ের উপর আরোপিত কর। 'সেল ট্যাক্স আর আদায় হৈতেছে না।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

সেলসম্যান [ই] *বি* বিক্রয়কর্মী। 'দোকানের সেলসম্যান চুপে ভেবে দেখে।' *জীবন*, ১৯৩০।

সেলসরকার [ই সেল+ফা সরকার] *বি* বিক্রয়-কর্মকর্তা। 'কেহ নীলামের সেলসরকারের সম্বন্ধী।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সেলদারি [ই] *বি* সেলারি; এক রকমের সবজি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সেলফ-ডিটারমিনেশন [ই] *বি* আত্মনিয়ন্ত্রণ। 'আমাদের সম্বন্ধে সেলফ-ডিটারমিনেশন যদি না খাটে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সেলর [ই] *বি* নাবিক। 'মহাত্মারা সেলর ও গোরাদের গাড়ি ভাড়া করে মদের দোকান, এমটি হাউস, সাত পুকুর ও দমদমায় নিয়ে ব্যাড়ান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেলাই [আ শ্লাল] ১ *বি* সুচ-সুতা দিয়ে কাপড় জোড়া দেওয়ার কাজ। 'ছাব্বিশ হাতের মধ্যে সেলাই।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'নানাপ্রকার পোসাক ও গণিচটের থলে পর্য্যন্ত সেলাই হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩। ২ *বি* সেলাই করা হচ্ছে এমন কাপড়। 'একটা সেলাই কোলে লইয়া নতশিরে তাহাতে নিবিষ্ট হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সেলাই-করা *বিণ* সেলাইযুক্ত। 'শাস্ত্রে সেলাইকরা কাপড় পরা বারণ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সেলাই কল *বি* সেলাই করার মেশিন। 'সেলাইয়ের কলে সেলাই করিয়া আনিয়া দেয়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সেলাই-ফোঁড়াই *বি* সূচিকর্ম। 'গানবাজনা, সেলাই-ফোঁড়াই ... ইত্যাদি শিখিতে শিখিতে যে সব মেয়ে।' *মানিক*, ১৯৪০।

সেলাই মেশিন [সেলাই+ই মেশিন] *বি* কাপড় সেলাইয়ের কল। '১০টি সেলাই মেশিন গ্রহণ করেছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সেলাইহীন [সেলাই+স হীন] *বিণ* সেলাই করা হয়নি এমন। 'তার পরনে চিকন পাড়ওলা সেলাইহীন শাদা লুঙি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

সেলাপচী [তু চলবচী] *বি* হাত ধোয়ার বাসনবিশেষ। 'একটা বাদী সেলাপচী লইয়া হাত ধোয়াইতে আসিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

সেলাম [আ সালাম] ১ *বি* শান্তি কামনা-জ্ঞাপক অভিবাদন। 'ফিরিয় ফিকির করে হাজৎ সেলাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সাহেব সেলাম।' *কেরী*, ১৮০১। ২ নমস্কার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দুই হাতে সেলাম কর - ইনি ধর্ম্মাবতার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সেলাম করন *বি* অভিবাদন করা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

সেলাম গাহ *বি* আগন্তুক যেখানে দাঁড়িয়ে রাজাকে সালাম করে 'নকীব সেলাম গাহে সেলাম জানায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

সেলাম ঠুকা *ক্রি* সালাম দেওয়া। 'লাঠীয়ালেরা দুহাতে সেলাম ঠুকিয়া ... লোক সংগ্রহ করিতে ছুটিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সেলামত [আ সালাম>] *বি* সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সম্বোধন। 'নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত।' *ভারত*, ১৭৬০।

সেলামালকী [আ সালাম>] *বি* সালাম দিয়ে অভিবাদন 'সেলামালকীর সঙ্গে পানের দোনা উপহার দিয়ে বাবুর অভ্যর্থনা করে লাগলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেলামালকীর গুণা *বি* সালাম দিতে ত্রুটি। 'লোকের খাতির ও সেলামালকীর গুণা কত্তেন না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সেলামি, সেলামী [আ সালাম>] ১ *বি* অতিরিক্ত খাজনা। 'সেলামি বাঁসগাড়ি নানা বাবে জত কড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* কর্মচারীদে খুশি করার জন্যে দেওয়া বাড়তি টাকা। 'সেলামী দিলেন সবে চতুর্গুণ তার।' *ভারত*, ১৭৬০; 'তোমার নিতান্ত খবরদারি ও মোকামি গোমাস্তা দিগের স্থানে সেলামি ও রেসয়ত কিছু লইবে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৩ *বি* কর। 'হাকীমের চৌথাই সেলামি দিয়া।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; ২১ একুষ টাকা সলাওাত সেলামী সব্ব দস্তবদস্ত লইয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

সেলামের উপর সেলাম *বি* বারে বারে অভিবাদন। 'সেলামের উপর সেলাম বা গললগ্নীকৃত বস্ত্রে ললাটদেশে করস্পর্শ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সেলাহাকাঠি *দ্র* সেহরা

সেলুট [ই] *বি* কুচকাওয়াজের সালাম গ্রহণের জন্য ডান হাত কপালে তুলে দাঁড়ানো। 'প্যেরট দেখেন, সেলুট নেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সেলুন [ই] ১ *বি* বিলাসবহুল বড় কেবিন। 'যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* চুলকাটা ও দাড়ি কামানোর জন্য নাপিতের দোকান। 'সেলুন হচ্ছে চুল ছাঁটার দোকান।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সেলুন-গাড়ি *বি* রেলগাড়ির বিলাসবহুল কামরা। 'সেলুন-গাড়ি থেকে রাজা নামল দলবল নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সেলুলয়েড [ই] *বি* স্বচ্ছ প্লাস্টিক। 'খেলনার রঙিন দোকানে সেলুলয়েডের মতো প্রেম হত।' *জীবন*, ১৯৩০।

সেলেট [ই] *বি* স্লেট; স্কুলের ছেলেমেয়েদের লেখার জন্য ব্যবহৃত কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো পাথর। 'সেলেট লইয়া ছবি আঁকে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সেশন [ই] ১ *বি* ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য জজ ও জুরির অধীনে গঠিত আদালতবিশেষ। 'বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত' *মশাররফ*, ১৮৬৯। ২ *বি* শিক্ষাবর্ষ। 'সেশনের শুরুতে য়ুনিভার্সিটিতে ক্লাশ করতে গিয়ে ... এ হাসির সম্মুখীন হয়' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

সেশন আদালত, সেসন আদালত [ই সেশন+আ আদালত] *বি*

ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য জজ ও জুরির অধীনে গঠিত আদালত। 'সেসন আদালতে সোপর্দ্দ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

সেশন জজ [ই] *বি* ফৌজদারি মামলার বিচারক। 'জেলা ও সেশন জজ শিশু অপহরণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৫।

সেষ [স শেষ] *বি* শেষ। 'আরজে সেষে ৬ ছয় আমী জবাব দিয়াছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সেস *বিণ* শেষ। 'চউকোডি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।' *চর্যা* ৪৯, ১২০০।

সেসু *বিণ* শেষ। 'আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু।' *চর্যা* ২৬, ১২০০।

সেষ্ঠ [স শ্রেষ্ঠ] *বিণ* প্রধানতম। 'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সেষ্ঠ তৃজগতে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সেস[1] *দ্র* সেষ

সেস[2] [ই] *বি* কর। 'জমিদাররা রেভিনিউ বা সেস হিসাবে যে টাকা রাজকোষে প্রদান করিয়া থাকেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

সেসন *দ্র* সেশন

সেহঁ *সর্ব* সেই। 'এ বন্যায় যে না ভাসে সেঁহ জীব ছার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সেহরা [হি] *বি* ফুল বা জরির তৈরি টোপর। 'ভারী ফুলের 'সেহরা' তাহার কপালে বাঁধিয়া দেওয়া হইল।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

সেহারা *বি* ফুলের তৈরি টোপর। 'শিরে বান্দি সেহারা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সেহেরো *বি* টোপর। 'খুনের সেহেরো পরাইয়া দাও।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সেলাহাকাঠি [হি সেহরা+কাঠি] *বি* শোলার টোপরের কাঠি। 'শুকনো সেলাহাকাঠির মত কয়েকখানা হাড় আছে শুধু।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সেহরি, সেহরী, সেহেরি [আ সাহরী] *বি* মুসলমানরা রোজা রাখার জন্য শেষরাতে যে খাবার খায়। 'রোজাকালে সেহরী খাইব প্রতিনিত।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সেহরি খেয়ে কাটল রোজা, আজ সেহেরো বাঁধ।' *নজরুল*, ১৯৪১; 'মুসাফির সেহেরি খাওয়ার ঘোষণা শুনিয়াই জাগিয়া উঠিল।' *জসীম*, ১৯৬০।

সেহলা *বি* শেওলা। 'সে বাঁশী বাজে নিঠুর আমারে সোঁতের সেহলা করি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সেহেতু [সে+স হেতু] *ক্রিবিণ* সে কারণে। 'তব সহবাসসুখে বঞ্চিত সেহেতু।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সেহেলি [হি সহেলী] *বি* বান্ধবী। 'ফাগুনের ফুল-সেহেলি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সৈ[1] [স সখী] *বি* সই। 'সৈএরে করহ সাবধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সৈ[2] [স শায়ী] *বি* প্রয়োগ। **সৈ করা** *ক্রি* প্রয়োগ করা। 'ঘোড়ার উপর চাবুক সৈ করেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সৈ[3] *দ্র* সওয়া[1]

সৈকত [স] *বি* সমুদ্র, নদী প্রভৃতির বালুকাময় বিস্তৃত ভূমি। 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুত মিত রমণি সমাজে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সৈজ্জা [স শয্যা] *বি* বিছানা। 'প্রভাতে উঠিল রাজা সৈজ্জা পরিহরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৈত্য [স সত্য] **১** *ক্রিবিণ* সত্য সত্য। 'রাজা বোলে সৈত্য তোহ্মা বচন পালিব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* প্রতিজ্ঞা; শপথ। 'সমাহিত হৈয়া জদি সৈত্য কর তুহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৈত্যদান [স সত্যদান] *বি* সত্যকার দান। 'সৈত্যদান দিবা জদি বোল শুনিশ্চিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৈত্যবাদী [স সত্যবাদী] *বিণ* সত্যবাদী। 'সৈত্যবাদী জিতিন্দ্রিয় মৈর্জ্জাদা সাগর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৈথল্য [স শৈথিল্য] *বি* শিথিলতা। *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

সৈদ [আ সৈয়দ] *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ; সৈয়দ। 'সৈদ মহাম্মদ খান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সৈন [স সৈন্য] *বি* সৈন্য। 'সৈন সাজল মধুমখিকা কুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সৈনাপত্য [স] **১** *বি* সেনাপতির পদ। 'যে বেদজ্ঞ, সেই সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব এবং সর্ব্বলোকাধিপত্যের যোগ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। **২** *বি* সেনাপতির কাজ। 'পঞ্চপাণ্ডবকে লাঞ্ছিত করবার সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সৈনাহুল [স স্বর্ণালি] *বি* শঙ্খপুষ্পী। 'মালতী মধুকর বাড়িআল সৈনাহুল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সৈনিক [স] *বি* সৈন্য। 'এবারকার যে লড়াই তাহা সৈনিকে বণিকে লড়াই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৈন্ধব [স] *বিণ* খনিজ লবণবিশেষ। 'সৈন্ধব বিহনে ঘোড়া শালে মরে জোড়া জোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচকলা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সৈন্ধবী [স] *বি* (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'সৈন্ধবী রাগিণীকে গীতশিল্পীরা সাধারণত সিন্দুড়া নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সৈন্ধা [স সন্ধ্যা] *বি* রাতের প্রথম ভাগ। 'সৈন্ধা কালে উত্তরিল গকুলনগর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সৈন্য [স] *বি* যোদ্ধা। 'সৈন্য সামন্ত সমে বহু পাত্রগন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৈন্যক্ষয় [স] *বি* যুদ্ধে সৈন্য নিহত হওয়া। 'রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, বিপক্ষপক্ষের সৈন্যক্ষয় ও সমুচিত দণ্ডবিধান করি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সৈন্যদল [স] *বি* সেনাবাহিনী। 'নরপতি পুরুর যোদ্ধৃবৃন্দমধ্যে নিষাদী সৈন্যদল বর্ত্তমান ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সৈন্যনারী [স] *বি* নারী সৈনিক। 'সৈন্যেরা, সৈন্যনারীরা কোথায় চলে গেছে আজ।' *জীবন*, ১৯৩২।

সৈন্যবল [স] *বি* সেনাবাহিনী। 'আমার ধনবল, বুদ্ধিবল, সৈন্যবল কিছুই নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সৈন্যবাহিনী [স] *বি* সেনাদল। 'সৈন্যবাহিনী দাঁড়াইয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

সৈন্যব্যূহ [স] *বি* সেনাবিন্যাস। 'সৈন্যব্যূহের এই আড়ালটা সরিয়া যায়।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সৈন্যভার [স] *বি* সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব। 'মোর হাতে দাও সৈন্যভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সৈন্যশিবির [স] *বি* যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের থাকার অস্থায়ী আবাস। 'ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় নির্ভয়ে সৈন্যশিবিরে থাকিয়া আহত সৈন্যদের ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সৈন্যশ্রেণী [স] *বি* সৈনিকদের সারি। 'চক্ষের পলকে সৈন্যশ্রেণীর এক সীমা হইতে অন্য সীমায় যাইতেছে আসিতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সৈন্যসামন্ত [স] *বি* সেনাবাহিনী ও সহযোগী ব্যক্তিবর্গ। 'সৈন্যসামন্ত সমে বহু পাত্রগন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৈন্যাধিপ [স] *বি* প্রধান সেনাপতি। '৮ তারিখে সৈন্যাধিপের সম্ভ্রমানুরূপ তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

সৈন্যাধ্যক্ষ [স] *বি* সেনাপতি। 'তন্মধ্যে তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সৈন্যাপত্য *বি* সেনাপতির দায়িত্ব বা পদ। 'বিক্ষিপ্ত জাতির সৈন্যাপত্য নিলে নিজ হাতে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সৈব *দ্র* সওয়া¹

সৈয়দ [আ] *বি* মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'আইসে চড়িআ তাজি সৈয়দ মোলনা কাজী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পশ্চিম দ্বারে রহে সৈয়দ উমর গাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সৈয়দজাদা [আ সৈয়দ+ফা জাদাহ্] *বি* সৈয়দপুত্র। 'এই যে সৈয়দজাদা বাঘ বাচ্চা বাঘ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সৈরিণি [স স্বৈরিণী] *বিণ* স্বেচ্ছাচারিণী। 'পুণ্য পুঞ্জ পণ্ড দেবি সৈরিণি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

সৈরিন্ধ্রী [স] **১** *বি স্ত্রী* প্রাচীন ভারতীয় পেশাজীবী জাতিবিশেষ। 'সৈরিন্ধ্রী, নাগকন্যা, আভীরী ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। **২** *বি স্ত্রী* অন্তঃপুরচারিণী। 'আমার ঘরেও আজ সৈরিন্ধ্রী বাঁধে না চুল।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৭।

সৈলক [স শল্লকী] *বি* সজারু। 'গোধিকা যাত্রিক নয়/ সকল পুরাণে কয়/ কূর্ম গণ্ডা শশক সৈলক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সৈষ্টব [স সৌষ্ঠব] *বিণ* সুগঠিত। 'সৈষ্টব হস্তক কারি সঞ্জোতা সঞ্জোত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সৈসব [স শৈশব] *বি* শৈশব। 'সৈসব জৌবন দুহু মিলি গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সো [পা] **১** *সর্ব* সে। 'জো এথু বুঝএ সো এথু বীরা।' *চর্যা* ২০, ১২০০। **২** *ক্রিবিণ* সেরূপ; তেমনই। 'যো নব জলধর সো হম ভঙ্কবর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সোআ [স সপাদ] *বি* এক এবং এক-চতুর্থাংশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সোআগ [স সৌভাগ্য] *বি* আদর। 'আমার প্রভুর সহিত সোআগ করিও।' *তারিণী*, ১৮০৩।

সোআথ [স স্বস্তি] *বি* স্বস্তি। 'তা দেখিআঁ সব খন না পাওঁ সোআথ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সোআদ [স স্বাদ] *বি* স্বাদ। 'তপত দুধ নালে না পীএ জুড়ায়িলেঁ সোআদ তাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সোওয়াদ [স স্বাদ] *বি* স্বাদ। 'সোওয়াদ খাসা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

সোআমী [স স্বামী] *বি* স্বামী। 'সোআমী ছায়াতে মারে বাড়ি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সোআশ [স শস্য] *বি* শস্য। 'পৈহুটী সাডর সোআশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সোআস্ত [স স্বস্তি] *বি* সুখ। 'চিত্তে নাহি সোআস্ত।' *মালাধর*, ১৫০০।

সোই [পা সো] *সর্ব* সেই। 'পার উআরেঁ সোই গজিই।' *চর্যা* ৩২, ১২০০।

সোঙ্গি *সর্ব* সেই। 'জে জে উজু বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঙ্গি *চর্যা* ১৫, ১২০০।

সোওয়ার [ফা] *বিণ* আরোহী। 'গায়ের উপর সোওয়ার হয়ে গল্প ছুটে চারদিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'অক্লেশে দুম্বার পিঠে সোওয়ার হলেন *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সোঁওরা [স স্মরণ>] *ক্রি* স্মরণ করা। **সোঁওরিয়া** *ক্রি* স্মরণ করে। 'প্রা জাউক মোর সোওরিয়া শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **সোঁঅরিআঁ** *ক্রি* স্মরণ ক'রে। 'আহোনিশি কাহ্নাঞির গুণ সোঁঅরিআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০ **সোঁঅরিতেঁ** *ক্রি* মনে করতে; স্মরণ করতে। 'তাক সোঁঅরিতেঁ মো মনে বাঢ়ে তাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সোঁঅরিহ** *ক্রি* স্মরণ কোরো; মনে রেখো। 'তোক্ষে সোঁঅরিহ বড়ায়ি আহ্মার বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০ **সোঁঅরী** *ক্রি* ধ্যান ক'রে; স্মরণ ক'রে। 'রাধার রূপ সোঁঅ গোবিন্দে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সোঁঅরে** *ক্রি* স্মরণ করছে। 'আহোনি তোর নাম সোঁঅরে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সোংসার [স সংসার] *বি* সংসার; পরিবার। 'বছরশেষ ধানকড়া পা সোংসারডা চলে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সোঁউরি *বি* যম। 'সোঁউরি কর তার দখিন পদে পার।' *রামাই*, ১৭১০।

সোঁকা *ক্রি* শোঁকা; গন্ধ নেওয়া। 'পোকাধরা সোঁকা ভার দেখে যায় রুচি *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সোঁকাসুঁকি *ক্রি* পরস্পর গন্ধ নেওয়া। 'তখনিই ছাড়াছাড়ি গা সোঁকাসুঁকি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সোঁত, সোঁৎ [স স্রোত] *বি* স্রোত। 'খর সোঁত পাণী রাধা বড় বহে বাএ *বড়ু*, ১৪৫০; 'গোঁৎ করে সোঁৎ ঠেলে ভাটি গাঙ ছেড়ে।' *গু* ১৮৫৮।

সোঁতের ফুল *বি* স্রোতে ভাসা ফুল। 'ওই বাহু আর ওই তনু – ল ভাসিছে 'সোঁতের' ফুল।' *জসীম*, ১৯২৯।

সোঁতে সোঁতে *ক্রিবিণ* স্রোতের টানে। 'সোঁতে সোঁতে ও যে ভাসি যাইবে ভাঙিয়া রূপার কূল।' *জসীম*, ১৯২৯।

সোঁতা¹ [স স্রোত>] *বি* ক্ষীণ প্রবাহ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ওই দেখা যায় ম নদীর সোঁতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সোঁতা² *বিণ* স্যাঁতসেঁতে। 'জল পড়ে খানিকটা খানিকটা দেওয়াল সোঁ আর কালো।' *অবন*, ১৯২৭।

সোঁদর বন [স সুন্দর>] *বি* সুন্দরবন। 'দত্তরা সোঁদর বন আবাদ ক কল্লে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সোঁদা [স সুগন্ধ] **১** *বিণ* সুগন্ধ। 'ভাজিলে সুস্বাদ আরো সোঁদা গ ছোটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* শুকনা মাটিতে পানি পড়ে উৎপ গন্ধের মতো। 'বাঙলা দেশের সোঁদা সোঁদা গন্ধ অনেকক্ষণ হ বন্ধ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সোঁদাঘষা *বি* গন্ধমাখা। 'করবীর সোঁদাঘষা পরিমল ধুল।' *নজরুল* ১৯২৯।

সোঁদা জল *বি* ভিজামাটির ভ্যাপসা গন্ধযুক্ত জল। 'সোঁদা জ শিশিরের গন্ধ শুধু পায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

সোঁদা-মাখা *বি* সুগন্ধের মিশ্রণ। 'সোঁদা-মাখা দিসনে কেশে *নজরুল*, ১৯৩৩।

সোঁদাল *বিণ* সোঁদা। 'ছাতকুঁড়োর সোঁদাল গন্ধ।' *জীবন*, ১৯৩২।

সোঁদাল¹ *বি* হলুদ বর্ণের ফুলগাছবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আঁখি নিচু ক থাকে সোঁদাল কুঁড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

সোঁদালি [স স্বর্ণালি] *বি* হলুদ বর্ণের ফুলগাছবিশেষ। 'রামশর কাটিল সোঁদালি আর শোণা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সোঁদাল[২] *দ্র* **সোঁদা**

সোঁপা [স সমর্পণ>] *ক্রি* সমর্পণ করা। **সোঁপল** *ক্রি* সমর্পণ করলো। 'বিধি বড় দারুন/ বধিতে রসিক জন/ সোঁপল তোহারি নয়ানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সোঁপিনু** *ক্রি* সমর্পণ করলাম। 'কি আর পরাণে/ সোঁপিনু চরণে/ দাস করি মনে আশ।' *দ্বিজ*, ১৬০০।

সোঁসর ১ *বি* বন্ধুত্ব। 'অনলে জলে সোঁসর।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিণ* সঙ্গী। 'বিদ্যানাম সোঁসর দোসর নাহি সাথে।' *ভারত*, ১৭৬০।

সোঁসাইআ [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* শোঁ শোঁ শব্দে এগিয়ে। 'সর্প জেন সোঁসাইআ জাএ অলক্ষিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সোঁ সোঁ [ধ্বন্যা] *বি* বাতাসের প্রবল বেগসূচক শব্দ। 'ঝড় যেন সোঁ সোঁ করে সাপুড়েদের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সোক [স শোক] *বি* দুঃখকষ্ট। 'নাহি রোগ নাহি সোক পুষ্পের পরসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সোকাকুল [স শোকাকুল] *বিণ* শোকে কাতর। 'হাতাসএ গোবিন্দাই সোকাকুল হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সোকানি [আ সুক্কানী] *বি* জাহাজের হাল ধরে যে ব্যক্তি। 'কোথায় সোকানি কোথায় সারেং, সাগরে উঠেছে জোর।' *জসীম*, ১৯৫১।

সোকারি [স স্বর্ণকার] *বি* সেকরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোকুর [আ শুক্র] *ক্রি* কৃতজ্ঞতা। 'সর্বকর্তা প্রভু মোর কেবল সোকুর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সোগা *বি* পশ্চাদ্দেশ; নিতম্ব। 'সোগার তলে মাথা থুইয়া মারে উভাকিল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সোঙর [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। 'পপিহা দারুন পিউ পিউ সোঙর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোঙরণ, সোঙরন *বি* স্মরণ। 'শ্রীরাম লক্ষন কৈল গরুড় সোঙরন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'হাসিলুম নবীর বাক্য হইআ সোঙরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সোঙরা, সোঐঁরা [স স্মরণ] *ক্রি* স্মরণ করা। **সোঙরি** *ক্রি* চিন্তা ক'রে; স্মরণ ক'রে। 'নহেবা ছাড়িব প্রান সোঙরি নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। **সোঙরে** *ক্রি* মনে করে; স্মরণ করে। 'একবার জেইজন তোমাকে সোঙরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সোঐঁরী** *ক্রি* মনে ক'রে; স্মরণ ক'রে। 'সোঐঁরী কাহ্নের বাণী না রহে মোর পরাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সোচ্চার [স] *বিণ* প্রবল। 'সোচ্চার প্রতিবাদ।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

সোচ্চারভাবে *ক্রিবিণ* সুস্পষ্টভাবে। 'প্রায় সব মার্গসঙ্গীতে কথা এমন সোচ্চারভাবে অকিঞ্চিৎকর যে ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সোজা [স সহজ] ১ *বিণ* লম্বমান। 'মানুষ ... দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* সিধা। 'সোজা পথ এটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বিণ* সরল। 'সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৪ *বিণ* প্রত্যক্ষ; সরাসরি। 'গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ৫ *ক্রিবিণ* খাড়াভাবে। 'পর্বতের সানুদেশ আরোহণ করা যায় না, কেন না, পাহাড় সোজা উঠিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৬ *বি* সহজ। 'তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৭ *ক্রিবিণ* নিশ্চিন্তে; নির্বিঘ্নে। 'গপাগপ খাও না সোজা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সোজা কথা *বিণ* সাধারণ কথা। 'এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলো বলিতে বড় মজবুত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সোজা বাংলা *বি* সহজ ভাষা। 'সেই হচ্ছে প্রকৃত তরুণ, যুগ-প্রবর্তক, যাকে বলে – সোজা বাংলায় – পাইওনিয়ার।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সোজাভাবে ১ *ক্রিবিণ* সহজভাবে। 'শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজাভাবে ফস করিয়া কায়দা করা যাইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *ক্রিবিণ* উল্টা নয় এমনভাবে। 'সমস্ত জিনিসের ছায়াই আমাদের দৃষ্টিপটে উল্টো হয়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন করে আমরা সোজাভাবে দেখি সে সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৩ *বিণ* সরলভাবে। 'গহর মিস্ত্রী ব্যাপারটা সোজাভাবে গ্রহণ করিল না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সোজাসুজি ১ *ক্রিবিণ* সরলভাবে। 'চিমটি উদ্ভাবন করিয়াছি – সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* সরাসরি। 'তোমার আমার এই-যে প্রণয় নিতান্তই এ সোজাসুজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বিণ* প্রত্যক্ষ। 'তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *ক্রিবিণ* সোজাভাবে। 'সর্দিকে সোজাসুজি সর্দি বলেই বুঝি, মেডিকেল বিজ্ঞান না শিখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সোটা [আ] *বি* লাঠি। 'ঠুকিয়া লোহার সোটা মজবুত করিয়া।' *গরীব*, ১৭৬০।

সোটাবরদার [আ সোটা+ফা বরদার] *বি* লাঠিধারী। 'সোটাবরদার আসাবরদার ও বাণবরদার ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

সোডা [ই] *বি* রাসায়নিক পদার্থ। 'সোডা পোতাস প্রভৃতি ... শরীরমধ্যে আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সোডাওআটার, সোডাওয়াটার [ই] *বি* সোডিয়াম বাইকার্বনেট মিশ্রিত পানীয়বিশেষ। 'ত্রি গ্রেন কুইনাইন, সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডাওআটার চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সোডা পানি *বি* সোডিয়াম বাইকার্বনেট মিশ্রিত পানীয়বিশেষ। 'সোডা পানির ব্যবহার খুবই দেখা যাইতেছে।' *এসলাম*, ১৯১৫।

সোডিয়াম [ই] *বি* মৌল পদার্থবিশেষ। 'আমি খেলা করিব, সোডিয়াম ও গরমজল লইয়া।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সোড়ষ [স ষোড়শ] *বিণ* ষোড়শ; ষোলোতম। 'শ্রীমতি মৌনাবতি সোড়ষ বরিস্যা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সোড়সি [স ষোড়শী] *বিণ স্ত্রী* ষোড়শী; ষোলো বছরের। 'নিত্য সোড়সি হইয় আজ্ঞার বচনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সোণত [স শূন্যতা] *বি* শূন্যতা। 'সোণত রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।' *চর্যা ৪৯*, ১২০০।

সোণা [স স্বর্ণ] *বি* সোনা। 'স্বজাতি অনুগা সোণাতে সোহাগা।' *দ্বিজ*, ১৬০০। *দ্র* **সোনা**

সোণা ধরিতে ছাই ধরা – মূল্যবান কিছু চেয়ে তুচ্ছ জিনিস পাওয়া। 'আপনিই আন্ধারে ভুল করিয়াছেন! সোণা ধরিতে ছাই ধরিয়াছেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

সোণা ফেলে অঞ্চলে গির – যত্নের সামগ্রী ফেলে অযত্নের সামগ্রীকে যত্ন করা। 'হায়২ সোণা ফেলে অঞ্চলে গির এ বড় খেদের

বিষয়।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সোনার কাটি রুপার কাটী – অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'রামভদ্দরবাবু সিমলের রায়বাহাদুরের সোনার কাটি রুপার কাটী ছিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সোনার সংসার *বি* সুখশান্তিপূর্ণ সংসার। 'আমার সোনার সংসারে আগুন দিয়ে এখন রঙ্গ দেখতে এসেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সোত[1] [স স্রোত] *বি* স্রোত। 'কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সোত[2] [স শত] *বিণ* শত। 'এক সোত টাকা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সোৎকণ্ঠ [স] *বিণ* উৎকণ্ঠাযুক্ত। 'তাহার দিকে সোৎকণ্ঠ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সোত্তর [পা সত্তরি] *বিণ* সত্তর সংখ্যক। 'ষাইট সোত্তর বৎসর বয়ঃক্রমের ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সোৎসাহে [স] *ক্রিবিণ* উৎসাহের সঙ্গে। '(সোৎসাহে) আপনার কাছে এসব কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'সোৎসাহে শিরশ্চালনপূর্বক খাড়া হইয়া বলিল।' *শরৎ*, ১৯১৬।

সোৎসুক [স] *বিণ* অত্যন্ত আগ্রহী। 'জগৎসিংহ এই দুঃসাহসিক কার্যের ভার লইতে সোৎসুক জানিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সোৎসুকা [স] *বিণ স্ত্রী* অত্যন্ত উৎসুক। 'কামিনী। (সোৎসুকা) কি বল্লি কি বল্লি মা গো সত্য করি বল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সোথ [স শোথ] *বি* স্ফীতিরোগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সোদ [স শোধ] *বি* শোধ; পরিশোধ। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তোমার টাকা সোদ করি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'আট আনি দাদনের সোদ।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সোধ [স শোধ] *বি* শোধ। 'গোলাহাটে সোধ দিল দ্বাদশ কাহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোদর [স সহোদর] ১ *বিণ* নিকট সম্পর্কিত। 'সোদর ভাগিনা হঞা হেন তোর কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* সহোদর। 'প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক/ উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোদরপ্রতিম *বিণ* সহোদরের মতো। 'আমাদের সোদরপ্রতিম পরমাত্মীয় বন্ধু কৃষ্ণবিহারী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সোদরপ্রতিমেষু [স সহোদরপ্রতিমেষু] *ক্রিবিণ* ভ্রাতৃপ্রতিম ব্যক্তির সমীপে। 'সোদরপ্রতিমেষু।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

সোদরস্নেহ [স সহোদর+স স্নেহ] *বি* সহোদরার মতো স্নেহ। 'শকুন্তলার লতা পাতা হরিণ মৃগ প্রভৃতির সোদরস্নেহ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সোদরা [স সহোদরা] *বি স্ত্রী* সহোদরা; ছোটো বোন। 'খর্গ লই উঠিল সোদরা কাটিবার।' *সুলতান*, ১৭০০।

সোদ্দের [স সহোদর] *বিণ* সহোদর। 'তোমার ধর্ম সোদ্দের বোন।' *জসীম*, ১৯২৭।

সোদা [স সোঝা] *বিণ* সোজা। 'দোই সাহেবের ! মুইও সোদা হইচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সোদ্বেগ [স] *বিণ* উৎকণ্ঠাপূর্ণ। 'প্রভু তাহে কহে কিছু সোদ্বেগ বচনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সোধ দ্র **সোদ**

সোধা [স শোধন>] *ক্রি* পরিষ্কার করা। 'সে পাণী সোধিলোঁ তার আশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সোনা[1] [স স্বর্ণ] ১ *বি* মূল্যবান ধাতুবিশেষ; সোনা। 'সোনার কটুআ দুটি মাণিকে পুরাআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* মাছবিশেষ। 'চিঙ্গড়ী টেঙ্গর পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বি* মূল্যবান পদার্থ 'খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্তে এক পিতলের ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। ৪ *বিণ* খাঁটি। ' কোন কষ্টিপাথরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি সোনা, এইটি পিতল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৫ *বি* আদরের ধন। 'আমার এমন সোনার মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৬ *বিণ* স্বর্ণময়। 'সোনা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ক কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৭ *বি* প্রিয়। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৮ *বি* সোনার মতো উজ্জ্বল আলো 'প্রভাত তারি সোনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নেচে কুঁদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫ ৯ *বি* ফসল। 'তোমারি সোনা বোঝাই হলো, আমি তো তার ভেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। দ্র **সোণা**

সোনাইল [স স্বর্ণালি] *বি* সোনালু গাছ। 'সোনাইলের ফল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোনা-কপালী *বি* সৌভাগ্যবান। 'সোনা-কপালী, তেমার মুখে কাট যাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সোনাখড়কী *বি* ছোট মাছবিশেষ। 'মায়া সোনাখড়কীর ঝোল ভাজ সার।' *ভারত*, ১৭৬০।

সোনাঝুরি *বি* গাছবিশেষ ও তার ফুল। 'পাশেই দুটি তিনটি সোনাঝুরি প্রচুর পল্লবে প্রগল্ভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সোনাদানা ১ *বি* সোনা ও অন্যান্য রত্ন। 'সোনাদানা তুচ্ছ তার ঠাঁই।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* মূল্যবান পদার্থ। 'সোনাদানা কিছু আনেনি সঙ্গে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বি* অলঙ্কার। 'কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৪ *বি* প্রাচুর্য। 'সোনাদানা দিয়ে মানুষ করত, শেষে একটা প্লেট ভেঙে ফেলেছিল তা সইল না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

সোনাদিঘা *বি* এক জাতের ধান। 'আমি সোনাদিঘা ধান বুনিয়াছি।' *জসীম*, ১৯৬০।

সোনাফলা *বিণ* সোনালি ফসল ফলায় এমন। 'সোনাফলা ইরাবতীর দুধারে/ উপত্যকায়/ ব-দ্বীপে, নীলকান্ত মণির/ ঝিকিমিকি দেশে।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

সোনা ফলানো *ক্রি* ফসল উৎপাদন করা। 'কৃষক শ্রেণী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া মাঠে সোনা ফলায়।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

সোনাবান্ধা *বিণ* সোনা দিয়ে বাঁধানো। 'পিতলবান্ধা কেহ ব রুপাবান্ধা, কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সোনা ব্যাং, সোনাব্যাঙ *বি* সোনালি রঙের এক রকমের ব্যাঙ 'সোনা ব্যাং।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'সোনাব্যাঙ যতই মকমক শব্দে কোলাব্যাঙের অভ্যর্থনা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

সোনামানিক ১ *বি* অলংকার। 'শৈলবালা সোনামানিক ঝকমক করিয়া শয়নগৃহে চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* মূল্যবান পদার্থ। 'নৌকা-ভরা সোনামানিক বয়ে, আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৩ *বিণ* অতি প্রিয়। 'সোনা মানিক ভাইটি আমার ওরে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সোনামুখ ১ *বিণ* সোনার মতো উজ্জ্বল মুখবিশিষ্ট। 'শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বি* সোনার মতো উজ্জ্বল মুখ। 'সোনালী উষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি।' *জসীম*, ১৯২৭।

সোনামুখি সুঁই *বি* এক প্রকার সুচ। 'এক ডজন সোনামুখি সুঁই।' *শামসুল*, ১৯৬২।

সোনামুখী ১ *বি* আমের প্রজাতিবিশেষ। 'আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **২** *বিণ* সোনা রঙের মুখ এমন। 'এ দুর্দিনে এরকম সোনামুখী খুশবোদার সিগারেট পেল কোথায়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

সোনামুগ [সোনা+স মুদ্গ] *বি* উজ্জ্বল পীতরঙের মুগ ডালবিশেষ। 'সকলেরি শোনা আছে সোনামুগ ভাই।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

সোনামুঠো *বি* পরিপূর্ণ একমুঠি সোনা। 'আর্টের চেষ্টা ধুলোমুঠোকে সোনামুঠো করা।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

সোনায় সোহাগা *বি* চমৎকার মিলন। 'সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯; 'সকল সময়ে এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে থাকে সেখানেই সোনায় সোহাগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সোনার *বি* সেকরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোনার কাটি রূপার কাটি – অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'বটতলার বক্রেশ্বরবাবু কালুস সাহেবের সোনার কাটি রূপার কাটি ছিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সোনার কাঠি *বি* রূপকথায় বর্ণিত ঘুম-ভাঙানোর সোনার কাঠি। 'সোনার কাঠি? পরশ লেগে উঠবে জেগে হরষ-রস-কাকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। *বিণ* রূপকথায় বর্ণিত সোনার কাঠির মতো জাদুকরী। 'আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সোনার কাঠি ছোঁয়ানো *ক্রি* জাগিয়ে তোলা। 'সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল মহানিম গাছের ফুলের মঞ্জরিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সোনার কাঠি-রূপ *ক্রিবিণ* সোনার কাঠির মতো। 'ফুলের গন্ধ চুপে চুপে আজি সোনার কাঠি-রূপে ভাঙালো তার চিরযুগের ঘুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সোনার কাঠি রুপার কাঠি – রূপকথায় বর্ণিত জাদুকরী কাঠি যার স্পর্শে যথাক্রমে জীবিত হয় ও মৃত্যু ঘটে। 'সোনার কাঠি, রুপার কাঠি পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সোনার গগন *বি* সোনা রঙের আকাশ। 'বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে সোনার গগন রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সোনার-চাঁদ *বিণ* অত্যন্ত আদরের। 'এমন সোনার-চাঁদ ভাইপো থাকিতে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সোনার জল *বি* সোনার পাতলা পর্দা বা সোনালি রং; গিলটি। 'সোনার জল দিয়া পালিশ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সোনার টাকা *বি* স্বর্ণমুদ্রা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

সোনার পাথরবাটি – অলীক বস্তু; অবাস্তব ধারণা। 'আপাতত সোনার পাথরবাটি অথবা আকাশকুসুমের মতো নিরুপাখ্য সামগ্রী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সোনার পাথর বাটি – অসম্ভব ও অসঙ্গত বস্তু। 'একে সোনার পাথর বাটি ... এর মতোই একটা অর্থহীন অনর্থ মনে করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সোনার বরণ *বিণ* সোনালি রঙের। 'মাঝের মেয়ে সোনার বরণ, নাই কোথা তার তুল।' *জসীম*, ১৯২৯।

সোনার-বরন *বিণ* সোনালি। 'দাও আমারে সোনার-বরন সুরের ধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

সোনার মাস *বি* সোনালি ধান ফলে এমন মাস। 'অগ্রহায়ণ মাসকে সোনার মাস বলিয়া থাকে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

সোনার রেখা *বি* আলোর রেখা। 'নিকষেতে উঠল ফুটে সোনার রেখাখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সোনার স্বপন *বি* উজ্জ্বল স্বপ্ন। 'ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সোনার হরিণ *বি* দুর্লভ বস্তু। 'আমার সোনার হরিণ চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

সোনার হাসি *বিণ* মিষ্টি হাসি। 'রাতের কোলে যায় গো চলে সোনার হাসি হেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

সোনারুপা *বি* সোনা ও রুপা। 'যে সকল সোনারুপা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

সোনাল [স স্বর্ণালি] *বি* সোনালু গাছ ও তার ফল। 'ফল সোনালের।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোনালতা *বি* স্বর্ণলতা। 'বুক হতে খুলি সোনা লতাগুলি কেন গেলে পায়ে দলে?' *জসীম*, ১৯৩১।

সোনালি, সোনালী [স স্বর্ণ>] **১** *বিণ* সোনার মতো। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* সোনালি রঙ। 'সোনালী সহিত পলা শঙ্খকর করে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'সায়াহ্নের মলিন সোনালি পলে পলে বদল করিছে রঙ মসৃণ তরঙ্গহীন জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **৩** *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'অর্থাৎ, মুড়কি মাদুলি, ধানি মাদুলি, সোনালি, পৈঁচে, তাবিজ, বাজু, স্বর্ণ, পঞ্চনরি, পাসা, ঝুমকা, ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৪** *বিণ* সোনালি আভাস-মেশানো। 'যখন এই সান্ধ্যপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপ্লুত হয়ে জলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৫** *বিণ* সোনার মতো রঙের। 'গাঢ় সোনালি-সবুজ নিস্তরঙ্গ চলেন উপর দিয়া আপন কালিমা বহিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৬** *বি* গাছবিশেষ। 'শ্রীহট্টের বনাঞ্চলে জন্মে গরাণ, বাবুল ও সোনালী প্রভৃতি গাছ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোনালিআ [স স্বর্ণ>] *বিণ* সোনালি রঙের। 'সোনালিআ নবর্গা তাহারে করিল বাঁ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোনালি ধান *বি* সোনারঙা ধান। 'সোনালি ধানের পাশে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সোনালি-রৌদ্র [সোনালি+স রৌদ্র] *বি* সোনা রঙের রোদ। 'মনে হয় এই রকম সোনালী-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সোনালী বন্ধন *বি* দৃঢ় বাঁধন। 'স্থায়িত্বের অন্যতম সোনালী বন্ধন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোনালী মাঝারি *বিণ* ঝামেলাহীন উত্তম মাঝপথ। 'প্রেম হচ্ছে শহরের বড় রাস্তা ... সেখানে গোল্ডেন মীন বা সোনালী মাঝারি বলে কোনো উপায় নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সোনালীলতা *বি* স্বর্ণলতা। 'আচ্ছা, আমার বাহুটি নাকি গো সোনালীলতার হার?' *জসীম*, ১৯২৯।

সোনা-সোনা *বিণ* স্বর্ণ-উজ্জ্বল। 'কংকরে ফলাব মোরা বুক-টানা সোনা-সোনা ধান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোনে [স স্বর্ণ>] *ক্রিবিণ* সোনায়। 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী।' *চর্যা*

৮, ১২০০।

সোনেলা *বিণ* সোনালি রঙের। 'সোনেলা আঙুলগুলি, অফুটো চাঁপার কলি।' *অমৃত*, ১৯০০।

সোনা[২] [স শ্রু>] *ক্রি* শোনা। **সোনহ** *ক্রি* শোনো। 'তবে কৃষ্ণ কহিলেন সোনহ অর্জ্জুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সোন্ত [স স্রবন্ত] *বি* স্রোত। 'কুল লই খরে সোন্তে উজাঅ।' *চর্যা* ৩৮, ১২০০।

সোন্দর [স সুন্দর] *বি* সুন্দর। 'দিব্ব অলংকার সোভে সোন্দর সরির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সোন্দরী *বি* সুন্দরী; সুশ্রী স্ত্রীলোক। 'এমত সোন্দরী ছাড়ি জাইমু কি কারন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সোন্দা *বি* বীজবিশেষ; স্নানের আগে এটা বেটে গা মাজা হয়। 'দেশাল সোন্দা নাহি চাহি আমি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সোন্ধা [স সুগন্ধ] *বিণ* সুগন্ধিবিশেষ। 'সোন্ধা সুকুন্কুম কর্পূর চন্দন আনিল মুখা শিকড়।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সোন্মাদ [স] *বি* খুব উত্তাল; উন্মাদ। 'সোন্মাদ সাগর খায় রে দোল!' *নজরুল*, ১৯২৫।

সোপ [ই] *বি* সাবান। 'সৌরভযুক্ত সোপ হস্তে লইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সোপরোধ [ফা সুপুর্দ] *বি* সোপর্দ। 'তিহো তোমাকে কাগজ সিখিতে জেখানে সোপরোধ করিয়া দেন।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

সোপর্দ্দ [ফা সুপুর্দ] *বি* বিচারার্থে সমর্পণ। 'অত্যসম্ভব এতৎকারণে ঐ কাজীকে ... সোপর্দ্দ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮; '১০০০ টাকার জমানতে দওরাতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সোপর্দকরা *বিণ* হস্তান্তর করা হয়েছে এমন। 'তার দায়িত্বে সোপর্দকরা কোনো জিনিস।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

সোপাধি [স স-উপাধি] *বি* পদমর্যাদা। 'কলিকাতায় আসিয়া কোন এক সোপাধি সংগ্রহ করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

সোপান [স] **১** *বি* সিঁড়ি। 'কাশীতে বান্ধিলা জ্ঞানবাপীর সোপান।' *ভারত*, ১৭৬০; 'এই বাল্য বিবাহই আমাদিগের দুর্ভাগ্যের সোপান স্বরূপ।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩। **২** *বি* ব্যবস্থা। 'ব্যাকরণ সৃষ্টি করিয়া ইউরোপীয় লোকেরদের বঙ্গভাষা শিক্ষিবার অত্যন্ত সুগম সোপান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। **৩** *বি* সিঁড়ির ধাপ। 'কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সোপানশ্রেণী [স] *বি* সিঁড়ির ধাপের সারি। 'অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

সোপারিশ [ফা সিফারিশ] *বি* সুপারিশ। 'কতক সোপারিশ দ্বারা ... হাজির থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সোপারেশ *বি* কারো অনুকূলে কিছু অনুরোধ। 'পে-কমিশনের সোপারেশ গ্রহণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'ওলামা বোর্ড গঠনের সোপারেশ করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

সোফা [ই] *বি* বসার জন্য গদি লাগানো আসনবিশেষ। 'সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সোফা-কেদারা *বি* সোফার মতো গদি-আঁটা আরামদায়ক চেয়ার। 'এখন সোফা-কেদারার খাতিরে বহুমূল্য বহুবিচিত্র কার্পেটের অর্থ ও সম্মান দিলুম পদদলিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সোফাসেট [ই] *বি* গদিযুক্ত আসনসমষ্টি। **সোফাসেটি** *বি* সোফাসেটযুক্ত। 'সোফাসেটি আসবাবে আস্ত আলাদা।' *শিবরা* ১৯৭০।

সোফেদ [ফা সফেদ] *বিণ* সাদা। 'সৈনিকদের সকলের পরিধানে সোফে পোষাক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোবন [স সুবর্ণ] *বিণ* সুবর্ণনির্মিত। 'সোবন বাহুঠী পৃষ্ঠী রূপসী রাধিকা বড়ু, ১৪৫০।

সোবহান আল্লাহ [আ] – (ইসলাম) সৃষ্টিকর্তার নামে বিস্ময় প্রকাশ 'সোবহান আল্লাহ! রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়ায় অশ্রুপ্লাবনে সেজদা স্থান।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সোবান আল্লা – (ইসলাম) সৃষ্টিকর্তার নামে বিস্ময় প্রকাশ। 'মা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিন্দেগী দরাজ করুন।' *মুজতব* ১৯৪৯।

সোবে [আ সুবাহ] *বি* সন্দেহ। 'লোকে গোল করবে, তোর উপর সো করবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সোবেহ্ সাদেক [আ সুবাহ সাদিক] *বি* অতি ভোরবেলা। 'আমরা জাতী জীবনের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও বিকাশের সোবেহ সাদেকে দাঁড়িয়েছি *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোবেসাদেক [আ সুবাহ সাদিক] *বি* অতি ভোরবেলা। 'ঘটনা ঘটেছিল সোবেসাদেকের সময়।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

সোভন [স শোভন] *বিণ* শোভন। 'কালিন্দি পুলিন কুঞ্জবন সোভন নব প্রেমবিভোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোভা[১] [স শোভা] *বি* শোভা। 'শোণিতের তটিনি কাচ সম বলনি মুকুন্দ, ১৬০০।

সোভা[২] [স শোভা>] *ক্রি* শোভা পাওয়া। **সোভিছে** *ক্রি* শোভা পাচ্ছে 'মুকুতার মাঝে জেন সোভিছে প্রবাল।' *মালাধর*, ১৫০০। **সো** *ক্রি* শোভিত হয়; শোভা পায়। 'হিরামন মানিক মকুট সোভে সিরে *মালাধর*, ১৫০০।

সোভিত *বিণ* শোভিত। 'পল্লবরাজ চরনজুগ সোভিত।' *বিদ্যাপ* ১৪৬০।

সোভাব [স স্বভাব] *বি* স্বভাব। 'ভনই বিদ্যাপতি নারী সোভাব *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোভিয়েট [ই] *বিণ* সোভিয়েট ইউনিয়নের। 'মস্কৌ থাকতে সোভিয়ে ব্যবস্থা সম্বন্ধে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'ফিনল্যান্ড চূর্ণ হল সোভিয়ে বোমার বর্ষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সোভিয়েট-রাষ্ট্রনীতি *বি* সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় নীতি। 'রাশিয় সোভিয়েট-রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

সোভিয়েত *বিণ* রাশিয়ার রাজ্যসমূহ-সংক্রান্ত। 'সোভিয়েত রিপাবলি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পর্যন্ত হয়ে গেছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সোম [স] **১** *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'তুমি স্বর্গ তুমি সোম তুমি হুতাশন *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* (হিন্দুপুরাণ) চন্দ্র। 'সোমের সহিত ক সম্ভাষাবিশেষ।' *সুলতান*, ১৭০০। **৩** *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনা বিশেষ। 'দুর্গাচরণ সোম।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সোমবার [স সোম+ফা বার] *বি* সপ্তাহের একটি দিন। 'সোমব ষষ্ঠী তিথি যেই মাসে মাসে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সোমযোগ [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিবের উদ্দেশে যজ্ঞ। 'পণ্ডিতবর্গে কহিলেন মহারাজ সোমযোগ করুন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

সোমরস [স] *বি* অমৃতরস। 'দেবতার মুখে হাসি ফোটে ফিরে/ সোমরসে ভিজা শ্মশ্রুতটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

সোমসূর্য [স] *বি* চাঁদ ও সূর্য। 'সৃষ্টিশেষের প্রলয়ে সোমসূর্য নিভে গিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

সোমত্ত [স সমর্থ] ১ *বিণ* সমর্থ। 'পূর্বের মনুষ্য সব সোমত্ত শরীর।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* যৌবনপ্রাপ্ত। 'সোমত্ত বৌ ঝী ছাতে উঠে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সোমথ [স সমর্থ] *বিণ* বয়ঃপ্রাপ্ত। 'সোমথ মেয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সোমালি *বিণ* আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার অধিবাসী। 'একটা সোমালি কুলী।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

সোমুরা *বি* কাপড়ের নাম। 'মিহি সোমুরা তিন হাজার থান নয়ানযুক কাপড় সাত সওথান গুড়াচুন ছয় নৌকা।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

সোমোজ [হি সমঝ] *বি* উপলব্ধি। 'মান্নির ভাই নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সোয় [স সঃ] *সর্ব* সেই। 'সমঝল তব হম সুকপট সোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোয়া [স শী>] *ক্রি* শোয়া। **সুই** *ক্রি* শয়ন করি। 'তবেঁ সুইহে কেহ্নে এতেক বেআজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুইলে** *ক্রি* শুলে। *স্বরো*, ১৭২০। **সুএ্যা** *ক্রি* শুইলাম। 'আচলে আচুলি বান্ধি শুলাম এক ঠাই।' *বিজয়*, ১৬৫০। **সুয়াইল** *ক্রি* শোয়ালো। 'সুয়াইল সকট উপরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সুয়িলো** *ক্রি* শুলাম; শয়ন করলাম। 'কাহ্ন কোলে করি সুয়িলো।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সুতি** *ক্রি* শুয়ে। 'সুতি রহলি রাগি সয়নক ওর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সোঅ** *ক্রি* শয়ন করো। 'বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সোয়ে** *ক্রি* শয়ন করে; শোয়। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সোয়াক [আ শওক] *বি* শখ। 'ভদ্রলোকের সন্তান একত্র হইয়া সোয়াক করিয়া এই ব্যাপার করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সোয়াগ [স সৌভাগ্য>] *বি* স্নেহ; যত্ন। 'সোয়াগে য়াগলি হৈল দেবি সত্যভামা।' *মালাধর*, ১৫০০।

সোয়াগিনী [স সৌভাগ্য>] *বিণ* আদরণীয়া। 'মাগী তোমার সোয়াগিনী হইয়াছে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

সোয়াগা *দ্র* **সোহাগা**

সোয়াথ ১ *বি* স্বাদ। 'নানা উপদ্রব্যে ইহাঁ না পাই সোয়াথ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* স্বস্তি। 'তবু ত দারুণ চিতে সোয়াথ না পাইলুঁ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সোয়াদ [স স্বাদ] *বি* স্বাদ। 'আলিএ বুলিলেন্ত সোয়াদ না বুঝিলাম খাই।' *সুলতান*, ১৭০০।

সোয়াদা [ফা সওদা] *বি* বাণিজ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোয়াধিন [স স্বাধীন] *বিণ* অধীন। 'তোহর সোয়াধিন করব পরান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোয়াব [আ সাওয়াব] *বি* ইসলামি মতে পুণ্য; সৎ কাজ। 'তারা তোর সারা জীবনের সোয়াব এবং গোনাহ দাখিল করবে।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

সোয়ামি, সোয়ামী [স স্বামী] *বি* পতি। 'তোহ্মার সোয়ামী আলি থাকিবেন্ত সঙ্গে।' *সুলতান*, ১৭০০; 'এত লোকের এত সোয়ামি মরছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'চন্দ্র সম সোয়ামীর খ্যাতি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

সোয়ায় *বিণ* ছাড়া। 'সরকারের পাওনা সোয়ায় অজ বাকী ১৮৩৯৫/১০ চলন।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

সোয়ার [ফা সওয়ার] ১ *বি* আরোহী। 'সোয়ার ঘোড়ার পিঠে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* অন্তর্ভুক্ত। 'অনুগ্রহ করে যদি ঐ ঝোলায় এক বার সোয়ার হন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সোয়ারি [ফা সওয়ার>] ১ *বি* চৌদোলা। 'সোয়ারিতে উঠিয়া কতক দূর আসিয়া নিকট হইতে হাঁটিয়া সাহেবের নিকটে আইল।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* আরোহী। 'একখানা জনানা সোয়ারি যাইতেছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'ঘোড়া খোঁজে খালি হাল্কা সোয়ারী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

সোয়াল [আ সওয়াল] *বি* প্রশ্ন। 'সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত হইতে পারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

সোয়াস [স শ্বাস] *বি* শ্বাস। 'তবে সে বুঝিলুঁ সোয়াস আছে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সোয়াস্তি [স স্বস্তি] *বি* স্বস্তি। 'খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সোয়াস্তি হওন *ক্রি* নিরুদ্বেগ হওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

সোয়েটার [ই] *বি* ঊর্ধ্বাঙ্গে পরার পশমি বস্ত্রবিশেষ। 'সোয়েটার, পুলওভার, ওভারকোট ... এসব জড়িয়ে কী হয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

সোর [ফা শোর] ১ *বি* হট্টগোল; কোলাহল। 'পুরী মাঝে সোর/ ধরা গেল চোর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* উচ্চশব্দ; গোল। 'সোর সারাবাত এত কিসের লাগিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* চিৎকার। *ভবানী*, ১৮২৩।

সোরগোল [ফা শোর+ফা গল] ১ *বি* হৈচৈ। 'তিন-চারটে চাকর-বাকর মহা সোরগোল করে দ্বিতীয় আর-একটা ঝড়ের মতো আমাদের উপরে এসে পড়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* বিতর্ক। 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা লইয়া যতই কেন সোরগোল উপস্থিত হোক না কেন ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সোরবন্ধ [ফা শোর>] *বি* রাগ-সংগীতের শৈলীবিশেষ। 'কত কত কলায়ত ... সোরবন্ধ, তেরানা, সারগম, চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সোরসার *বি* মিলিত কণ্ঠের বাদ-প্রতিবাদজনিত সাড়াশব্দ। 'চাকর বাকর দেখে করে সোরসার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সোরত [আ শুহরত] *বি* ঘোষণা। 'সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সোরহ সহস [স ষোড়শ সহস্র] *বিণ* ষোলো হাজার। 'সোরহ সহস গোপীপতি কাহ্ন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোরা [ফা শোরহ] *বি* বারুদ তৈরির জন্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ; শোরা। 'সোরা ভরিবার কারণ নৌকাকে বওয়া দিলাম।' *বোগল*, ১৭৭৩।

সোরাই [আ সরাহী] *বি* পানি রাখার পাত্র; কুঁজো। 'খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেলাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সোরাই-ভরা *বিণ* পানপাত্র-ভরা। 'সোরাই-ভরা রঙিন শরাব।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সোরাহি, সোরাহী *বি* কুঁজো; সোরাই। 'সোরাহীর জল পান করিতে আমায় অনুমতি করুন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫; 'মাটির সোরাহি মস্তানা হলো আঙুরি খুনে তিতি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সোর্স [ই] *বি* উৎস; সূত্র। 'আমি সবচেয়ে ভালো সোর্স পেলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

সোল[1] [পা সোলস] *বিণ* ষোলো। 'নাভি সরোজ মুখে আর সোল দলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সোল আনা *বিণ* পুরোপুরি; সবাই। 'সোল আনা অনাহুতা কোথা হইতে এক অবধৌত সন্যাসি আসিয়া ছিল।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

সোলকলা *বি* চাঁদ বৃদ্ধির ষোলো অংশ। 'পুর্ন্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

সোলএী *বিণ* (তারিখের বেলায়) ষোলোতম। *ক্যালগে*, ১৭৯২।

সোলহ [পা সোলস] *বিণ* ষোলো। 'সোলহ সহস গোপি মহ রাণি। পাট মহাদেবি করবি হে আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোলো [পা সোলস] *বিণ* ষোলো। 'জন্মিল তাহার সোলো তনয়া রূপিণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোলস্যা [পা সোলস>] *বিণ* ষোলো বছর বয়স্ক। 'কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআছ ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোল[2] [ই] *বিণ* একমাত্র। 'ধার্ম্মিকতার সোল এজেন্সী।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৭।

সোল[3] [ই] *বি* জুতার তলার অংশ। 'কাঠের সোল দেওয়া ... কাপড়ের জুতা।' *মানিক*, ১৯৪০।

সোল[4] [স শোকুল] *বি* শোল; এক প্রকার মাছ। 'সাহেব সোলমাছ ধরতে গিয়েছিল কুঠির দীঘিতে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

সোলক [স শ্লোক] *বি* শ্লোক। 'সষ্টি লক্ষ সহস্র জানন্ত মহা সোলক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সোলজার [ই] *বি* সৈন্য। 'গৌড়ারা ... রিভিউয়ের সোলজারদের মত দল বেঁধে দু থাক হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সোলতান [আ সুলতান] *বিণ* সুলতান। 'সোলতান আলাউদ্দীন দিল্লীর ঈশ্বর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সোলপা *বি* শাকবিশেষ। 'মহরি সোলপা ধন্যা খিরপাই বেত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোল পাট *বি* শণ ও পাট। 'সোল পাট দিআ কৈল জোঁয়ের ছায়নী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোলা *বি* জলে জন্মে এমন হালকা তৃণবিশেষ; শোলা। 'আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টমটম হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সোলাটুপি *বি* সোলা দিয়ে তৈরি টুপি। 'আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলাটুপি পরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সোলে [আ সলাহ] *বি* মীমাংসা; শান্তি। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **সোলে মানা** *ক্রি* সন্ধি স্বীকার করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

সোলেমানী [আ] *বিণ* সোলেমান নবি-প্রবর্তিত। 'সোলেমানী মালা ধরে জপে পীর পেগম্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সোল্লাস [স] **১** *ক্রিবিণ* উল্লাস-সহযোগে। 'তার পূর্ণ স্রোত ... সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮। **২** *বিণ* উল্লাসযুক্ত। 'সোল্লাস ঘোর ঘোষে বিজয়-বাজ গরজি আজ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সোল্লুণ্ঠ [স] *বিণ* ব্যঙ্গাত্মক। 'সোল্লুণ্ঠ বচন-রীতি মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সোশালিস্ট [ই] *বিণ* সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী। 'আমি নিজে সোশালিস্ট, সেখানকার বিধিবিধান আমার নিজের হাতে বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সোশিয়লজি [ই] *বি* সমাজবিজ্ঞান। 'সাইকলজি এবং সোশিয়লজি যে বটানির অন্তর্ভূত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সোশিয়ালিষ্ট [ই] *বিণ* সমাজতান্ত্রিক। 'সোশিয়ালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি নামে তারা খ্যাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সোশ্যাল কনশাসনেস [ই] *বি* সমাজসচেতনতা। 'এই শ্রেণীর প্রশ্নের মূল হচ্ছে সোশ্যাল কনশাসনেস।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সোশ্যালিজম [ই] *বি* সমাজতন্ত্র। 'সোশ্যালিজমের বল কত বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সোশ্যালিষ্ট [ই] **১** *বি* সমাজবাদী। 'য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোশ্যালিষ্ট নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* সমাজতান্ত্রিক। 'প্রায় সমস্ত সোশ্যালিষ্ট পত্রই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সোষই [স শুষ্যতি] *ক্রি* শোষে। 'ভাগতরঙ্গ কি সোষই সাঅর।' *চর্যা ৪২*, ১২০০।

সোস [স] *বিণ* শুষ্ক। 'সরোবর সোসে কমল অসিলাএল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সোসয়িটী, সোসৈয়িটী [ই] *বি* সোসাইটি; বহু সদস্য নিয়ে গঠিত সভা। *দর্পণ*, ১৮২২।

সোসর[1] [স সদৃশ] **১** *বিণ* সমতুল্য। 'সেই সর্বশ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোসর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বিণ* শেষ। 'হাসন হুসন যুদ্ধ পালা এইখানি সোসর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সোসর[2] [স শ্বশুর] *বি* শ্বশুর। 'করিব উত্তম কুলে আমার সোসর।' *কেতকা*, ১৬৫০।

সোসাইটি, সোসাইটী [ই] সমিতি। 'স্কুলবুক সোসাইটীর গদ্য পদ্য রচিত পুস্তকের প্রমাণে।' *প্রভাকর*, ১৮৩১; 'সোসাইটি, সভ্য, ক্লাব ইত্যাদি আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সোসার [স সদৃশ] *বিণ* সমতুল্য। 'রত্নসেন গড় হৈল কাঙ্কানি সোসার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

সোসালিষ্ট [ই] *বিণ* সমাজতান্ত্রিক। 'এই সোসালিষ্ট দল ভারতের যুবকদিগকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সোসিয়ালিস্ট [ই] *বি* সমাজতন্ত্রের অনুসারী। 'সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সোস্যালিজম [ই] *বি* সমাজতন্ত্র। 'সোস্যালিজম-এর গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সোস্যালিষ্ট [ই] *বি* সমাজতান্ত্রিক দল। 'রুবিয়ার বলসেভিক, কি জর্ম্মাণীর সোস্যালিষ্ট, কি ইংলণ্ডের ন্যাশনালিজেশন পন্থী ...।' *সবুজ*, ১৯২০।

সোসৈটি [ই] **১** *বি* সমিতি। 'সোসৈটির অন্তঃপাতী হইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। **২** *বি* বহু সদস্য নিয়ে গঠিত সভা। 'লন্ডন মিসনরি সোসৈটির ধর্ম্মোপদেশক।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সোহা [স শুভ>] *ক্রি* শোভা পাওয়া। 'চালনি দোলনি নেত্র নীলোৎপল সোহে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **সোহাওল** *বিণ* সুশোভিত হলো। 'কুন কুসুম ভরি সেজ সোহাওল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **সোহাব** *ক্রি* শোভা পায়। 'চেতন পাপু চিন্তাএে আকুল হরখে সবে সোহাব।' *বিদ্যাপতি*

১৪৬০।

সোহং, সো২হং [স] *বিণ* অহঙ্কারী। 'দুপাতা ইংরেজি পড়ে সব সো২হং হয়ে উঠেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

সোহংবাদ [স] *বি* আত্মা ও ব্রহ্ম এক – এই মতবাদ। 'রাসভরাজ্যে সোহংবাদের প্রচলন নেই।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪৫।

সোহংবাদ, সো২হংবাদ [স] *বি* আত্মা ও ব্রহ্ম এক – এই দার্শনিক তত্ত্ব। 'কর্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা, সো২হংবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সোহং তত্ত্ব, সো২হম তত্ত্ব *বি* আত্মা ও ব্রহ্ম এক – এই দার্শনিক তত্ত্ব। 'সুপ্রাচীন সো২হম তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

সোহরণ [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। 'হেনকালে মনেত হইল সোহরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সোহরত [আ শুহরত] *বি* ঘোষণা। 'আমি কি পাড়ায় ঢোল-সোহরত দিমু?' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

সোহাগ [স সৌভাগ্য] **১** *বি* ভালোবাসা। 'পুনি মিশাইতে পারে সংযোগ সোহাগ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* আদর। 'কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* খাতির। 'ওদের কাছে সোহাগ করে লৌকিকতা করতে যাওয়া ঝকমারির একশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সোহাগ-ঝরা *বিণ* আদর ঝরে পড়ে এমন। 'বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সংগীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সোহাগ-তরঙ্গরাশি *বি* আদরের তরঙ্গ। 'সেহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি, উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সোহাগপানি *বি* বিবাহের আচার বিশেষ। 'অধিবাস ও সোহাগ-পানিও না করিবে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোহাগ-বাঁধন *বি* আদরের বন্ধন। 'যৌবননদী করিবে সজ্ঞাগ, আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ-বাঁধনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সোহাগ-ভরা *বিণ* আদরের। 'সোহাগ-ভরা প্রাণের কথা শুনিয়ে দিতে তোরে সাহস নাহি পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সোহাগ-মদ *বি* আদররূপ মদ। 'প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সোহাগমাখা *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সোহাগ-যত্ন *বি* আদর-যত্ন। 'আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সোহাগ-যাচনা *বি* আদর-ভিক্ষা। 'ধনী কুটুম্বের সোহাগ-যাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

সাহাগশালিনী [সোহাগ+স শালিনী] *বিণ স্ত্রী* সোহাগযুক্ত। 'রূপটানে তোর মুখটি মাজা সোহাগশালিনী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

সোহাগ-সুধাপান *বি* আদররূপ অমৃত পান। 'নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধাপানে অঙ্গ মোর হয়েছে অমর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সোহাগি **১** *বিণ* আদরপ্রাপ্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **২** *বিণ* অতি প্রিয়। 'পুঁটুরানি বাপ-সোহাগি, নন্দদুলাল মানিক মা-র।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সোহাগিনি, সোহাগিনী *বিণ স্ত্রী* আদরপ্রাপ্ত। 'পহু সঙ্গ কামিনী বহুত সোহাগিনী চন্দ্র নিকট জইসে তারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। 'সোহাগিনি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সোহাগা *বি* সোনা গলাবার জন্যে ব্যবহৃত ক্ষার জাতীয় পদার্থ। 'স্বজাতি অনুগা সোণাতে সোহাগা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

সোহিনী[১] [স শোভিনী] *বিণ* শোভা ধারণকারী। 'করণে কুণ্ডল সোহিনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

সোহিনী[২] [স শোভিনী] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'বাহার – পরজ ও সোহিনীর যোগে উৎপন্ন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সৌ [পা সো] *সর্ব* সেই। 'জো ষো চৌর সৌ দুষাধী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০।

সৌঁ *অব্য* সঙ্গে। 'বাল্মু সৌঁ মথু দীঠি মিলাবহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সৌকর্য, সৌকর্য্য [স] **১** *বি* সুবিধা; অনায়াস-সাধ্যতা। 'আমাদিগের আজীব, আরাম ও সৌকার্য্যার্থে যে সকল বস্তু আবশ্যক, পৃথিবীতে তৎসমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **২** *বি* সম্প্রসারণ। 'সমাজের শিক্ষা সৌকর্য্যের জন্যই সরকার।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

সৌকর্যকারী, সৌকর্য্যকারী [স] *বিণ* সহজসাধ্য করে এমন। 'বিস্ময়াবহ উৎকর্ষ ও কার্য্য-সৌকর্য্যকারী উন্নতি মানববুদ্ধিবলে সংশোধিত হইয়াছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সৌকুমার্য, সৌকুমার্য্য [স] **১** *বি* কমনীয়তা। 'তোমার সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* লালিত্য। 'কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সৌখিন [ফা শওকীন] **১** *বিণ* বিলাসী। 'সৌখিন বাবুসকলে সক করিয়া সকের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **২** *বিণ* শখের। 'সৌখীন চড়ক পার্ব্বণ শেষ হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৩** *বিণ* রুচিসম্পন্ন। 'সৌখীন কুটিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

সৌখীনতা [ফা শওকীন+স তা] *বি* শখের বিষয়; বিলাসিতা। 'এ-বিশ্বাস যাদের নেই তাদের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা এযুগে সমস্যা নয় – সৌখীনতা।' *ওদুদ*, ১৯৪৮।

সৌগণ *বি* মদ বিক্রেতা। 'নগরের একপাশে বহু সৌগণ বৈসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সৌগন্ধ [স] *বিণ* সুগন্ধ। 'শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দা ত্রিবিধ পবন।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

সৌগন্ধী [স] *বিণ* সুগন্ধবিশিষ্ট। 'অন্তত বায়ু চন্দনে সৌগন্ধী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

সৌগন্ধ্য [স] *বি* সৌরভ। 'সর্ব টৌটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধ্যে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সৌজন্য [স] **১** *বি* ভদ্রতা; শিষ্টাচার। 'আপনার সৌজন্যাদি নির্ম্মল গুণদ্বারা তদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অতিশয় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সৌজন্যতা [স] *বি* শিষ্টাচারিতা। 'মেয়েদের সৌজন্যতা ও ভদ্রতা শিক্ষা দান।' *বেগম*, ১৯৬৮।

সৌজন্যবোধ [স] *বি* ভদ্রতাজ্ঞান। 'একটা সাধারণ সৌজন্যবোধ নেই।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সৌজন্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* শিষ্টাচারী। 'স্বপ্নে-দেখা অপ্সরীর মতো নেমে আসে মোহিনী সৌজন্যময়ী রাত্রি।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সৌজন্যমূলক [স] *বিণ* ভদ্রতাপূর্ণ। 'এইসব সৌজন্যমূলক হাসিতে কোনো ফল হয় না।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

সৌজন্যসম্মত [স] *বিণ* শিষ্টাচারসম্মত। 'সৌজন্যসম্মত সুযোগ অমিতর ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সৌজন্য-সহকারে *ক্রিবিণ* ভদ্রতার সঙ্গে। 'সৌজন্য-সহকারে এই শরীররক্ষীর দল তাঁহাদিগকে দান করা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

সৌজন্যসুন্দর [স] *বিণ* ভদ্রজনোচিত। 'ব্যবহারে একটু নির্লিপ্ত হয়েও সৌজন্যসুন্দর।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সৌদা [ফা সওদা] *বি* বাণিজ্য; পণ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সৌদাগরি [ফা সওদাগর>] *বি* ব্যবসা-বাণিজ্য। 'সৌদাগরি কি বাজারে ফলে না আপিসে জন্মে?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সৌদামিনী [স] *বি* বিদ্যুৎ। 'মেঘে সৌদামিনী কলা।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

সৌধ [স] *বি* অট্টালিকা; প্রাসাদ। 'প্রাণনাথ সৌধ ঘরে কর বাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *বি* কাঠামো। 'এত হাহাকার ও শিক্ষা অভাব সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৌধচূড়া [স] *বি* সৌধের চূড়া। 'ব্যাবিলনের অত্যুন্নত সৌধচূড়ার পতনবার্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৌধ-ছাদ *বি* অট্টালিকার চূড়া। 'সৌধ-ছাদ শত শত ঢাকিয়া রহস্য কত, আকাশেরে করিছে ভ্রূকুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সৌধশির [স] *বি* প্রাসাদের উপরিভাগ। 'শত শত গৃহচূড়া হীরকমণ্ডিত/ শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি কাঞ্চন-নির্মিত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সৌন্দর্য, সৌন্দর্য্য [স] **১** *বি* রূপ। 'সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শোভা। 'সৌন্দর্য্য রাশি রাশি থুইল ঠাই ঠাই।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য সহজেই চিত্তকে আকৃষ্ট করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বি* মনোহারিত্ব। 'সৌন্দর্য অন্ন নহে, বস্ত্র নহে, তাহা কাহারও পক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আবশ্যক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **৪** *বি* শোভনতা। 'সকলপ্রকার সৌন্দর্য, ঔদার্য ও মহত্ত্ব যে হৃদয়কে বারংবার স্পন্দিত-উদ্বোধিত করিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সৌন্দর্য-আভাস *বি* সৌন্দর্যের পরিচয়। 'তুমি কি পেয়েছ নিজ সৌন্দর্য-আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সৌন্দর্য-উজ্জ্বল [স] *বিণ* সৌন্দর্যদীপ্ত। 'আমার সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সৌন্দর্যকাব্য [স] *বি* সৌন্দর্য দিয়ে রচিত কাব্য। 'মনের ভিতরে একটি আনন্দময় সৌন্দর্যকাব্য রচনা করে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সৌন্দর্যকামনা [স] *বি* সৌন্দর্য-পিপাসা। 'সৌন্দর্যকামনাই তার সব হল।' *জীবন*, ১৯৩২।

সৌন্দর্যচর্চা, সৌন্দর্য্যচর্চা [স] **১** *বি* সৌন্দর্যের অনুশীলন। 'জগৎকে মায়া এবং চিত্তবৃত্তিকে মোহ বলিয়া স্থির করিলে বিজ্ঞানচর্চা বিদ্যাচর্চা সৌন্দর্যচর্চা সমস্তই নিষ্ফল এবং অনিষ্টকর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* রূপচর্চা। 'ভগিনীগণ, সৌন্দর্যচর্চার দোহাই দিবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'ফ্যাশন ও সৌন্দর্য্যচর্চায় পত্রিকাগুলো তাঁরা আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত পড়বেন।' *বেগম*, ১৯৪৯। **৩** *বি* সুন্দরের পরিচর্যা। 'য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সৌন্দর্যচেতনা [স] **১** *বি* সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতনতা। 'এই সৌন্দর্য-চেতনা সকলের কিছু সমান নয়। যাহার হৃদয়ে যত সৌন্দর্য বিরাজ করিতেছে, সে ততই সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। **২** *বি* সৌন্দর্যবোধ। 'মানুষের সৌন্দর্যচেতনা বাড়ে, মানুষ সৌন্দর্যবিচারক হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সৌন্দর্যছবি [স সৌন্দর্য+আ সবীহ্] *বি* সৌন্দর্যের চিত্র। 'তখন তোমার সৌন্দর্যছবি আমায় পড়বে আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

সৌন্দর্যজগৎ [স] *বি* সুন্দরের ভুবন। 'আমাদের সৌন্দর্যজগৎ যে খণ্ড ও খর্ব হয়ে পড়ে।' *অবন*, ১৯২৫।

সৌন্দর্য্যজনিকা [স] *বিণ স্ত্রী* সৌন্দর্যতাত্ত্বিক। 'এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সৌন্দর্যজ্ঞ [স] *বিণ* সৌন্দর্যজ্ঞান আছে এমন। 'রূপ সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে লোক সৌন্দর্যজ্ঞ হতে পারে না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

সৌন্দর্যজ্ঞান, সৌন্দর্য্যজ্ঞান [স] *বি* সুন্দর সম্পর্কে ধারণা। 'অশিক্ষা কিম্বা কুশিক্ষার দোষে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অভাববশতঃ, কিছুমাত্র আনন্দ উপভোগ করেন না।' *প্রমথ*, ১৯২০; 'যে ছেলের একটু মাত্র সৌন্দর্যজ্ঞান হয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

সৌন্দর্যতত্ত্ব [স] *বি* সৌন্দর্যবিষয়ক শাস্ত্র। 'সেটা অর্থতত্ত্বের বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ভুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৌন্দর্যতা, সৌন্দর্য্যতা [স] *বি* শোভা। 'নগরের সৌন্দর্য্যতা হেতু কিছু কালের নিমিত্ত প্রজার প্রতি প্রদানানুমতি হইয়াছিল।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

সৌন্দর্যতাত্ত্বিক [স] *বি* সৌন্দর্যবোদ্ধা। 'আবার বলিল সেই সৌন্দর্যতাত্ত্বিক।' *জীবন*, ১৯৩৬।

সৌন্দর্য-তৃষা [স] *বি* সৌন্দর্য লাভের ইচ্ছা। 'সেটা সুষমা পিপাসু মনের সৌন্দর্য-তৃষা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সৌন্দর্যধারা [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ স্রোতস্বিনী। 'তাহারে করাও স্নান অন্তিমের সৌন্দর্যধারায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সৌন্দর্যনিষ্ঠা [স] *বি* সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ। 'বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাব ... গৃহকর্ত্রীর সুরুচি এবং সৌন্দর্যনিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

সৌন্দর্যপনা [স সৌন্দর্য+পনা] *বি* সৌন্দর্যপ্রিয়তা। 'প্রেম ও সৌন্দর্যপনাই যে তাদের একমাত্র উপজীব্য হবে তাতে আর বিচিত্র কি?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সৌন্দর্যপিপাসু [স] *বিণ* সুন্দরের প্রতি আগ্রহী। 'এমন সব স্থান সৌন্দর্যপিপাসু প্রকৃতি-রসিক নরনারীর জন্য।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

সৌন্দর্যপূজা [স] *বি* সুন্দরের বন্দনা। 'য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সৌন্দর্যপ্রবাহ [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ স্রোতধারা। 'চারি দিকে ছুটি এবং অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্যপ্রবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৌন্দর্যপ্রভা [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ দ্যুতি। 'সেই নিশীথকালে, সুষুপ্ত সুন্দরীর সৌন্দর্যপ্রভা – দূর হৌক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সৌন্দর্যপ্রিয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয় [স] *বিণ* সৌন্দর্যের প্রতি অনুরক্ত। 'আপন অতুলনীয়ত্ব গুণে সৌন্দর্য্যপ্রিয় ... জনসমাজের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সৌন্দর্যপ্রিয়তা [স] *বি* সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ। 'সত্যি-সত্যি পুরুষদের চেয়ে কি তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা বেশি আছে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৌন্দর্য ফোটা *ক্রি* সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়া। 'বাষ্প-আকারে যখন

পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য ফোটেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সৌন্দর্য-বিকাশ *বি* সৌন্দর্যের প্রকাশ। সৌন্দর্য্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না, যে সংসারদগ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'দেখো তার সৌন্দর্য - বিকাশ, মধু তার করো তুমি পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সৌন্দর্যবিচারক [স] *বিণ* সৌন্দর্য যাচাইয়ে সক্ষম। 'মানুষের সৌন্দর্যচেতনা বাড়ে, মানুষ সৌন্দর্যবিচারক হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সৌন্দর্যবিদ [স] *বি* সৌন্দর্যস্রষ্টা। 'রবীন্দ্রনাথকে আমি নীতিবিদ হিসেবে দেখিনে, সৌন্দর্যবিদ হিসেবে দেখি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্যবিভা [স] *বি* রূপচ্ছটা। 'আত্মা আপনার সৌন্দর্যবিভা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সৌন্দর্যবেত্তা [স] *বিণ* নন্দনতাত্ত্বিক। 'রবীন্দ্রনাথকে সৌন্দর্যবেত্তা বললে কিছুই বলা হয় না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্যবোধ [স] *বি* সুন্দরের উপলব্ধি। 'দয়া, সৌন্দর্যবোধ, ভালোবাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সৌন্দর্যভুক [স] *বিণ* সৌন্দর্যপিপাসু। 'সংস্কৃতি সৌন্দর্যভুক।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্যভ্রষ্ট, সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট [স] *বিণ* সৌন্দর্য হারিয়েছে এমন। 'শ্রীহীন, সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট ঘর-বাড়ীতে ভরা।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সৌন্দর্যমথিত [স] *বিণ* মনোমুগ্ধকর। 'কালিদাস কয়েকটি সৌন্দর্যমথিত দৃশ্য দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

সৌন্দর্যময়, সৌন্দর্য্যময় [স] *বিণ* সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'এ দেশও মধুর সৌন্দর্য্যময় বোধ হয়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সৌন্দর্য-মাখা, সৌন্দর্য্যমাখা *বি* সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই – আমার সৌন্দর্য্য-মাখা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; তোমার নয়নে হত তা সৌন্দর্য-মাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সৌন্দর্যরক্ষা [স] *বি* সৌন্দর্য বজায় রাখা। 'মনে হচ্ছিল সৌন্দর্যরক্ষা কোনোদিনও আর মিটবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

সৌন্দর্যরসভোগ [স] *বি* সৌন্দর্যের রস আস্বাদন। 'সৌন্দর্যরসভোগ আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সৌন্দর্যরসিক [স] *বি* সৌন্দর্য উপভোগকারী। 'তবে তিনি প্রকৃতই সৌন্দর্যরসিক।' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

সৌন্দর্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* সুন্দরভাবে। 'ইহারদিগের শিক্ষা অতি সৌন্দর্যরূপে হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সৌন্দর্যলক্ষ্মী [স] *বি* সৌন্দর্যরূপ লক্ষ্মী; সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী। 'আত্মবিস্মৃতা সৌন্দর্যলক্ষ্মী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সৌন্দর্যলোক [স] *বি* সুন্দরের ভুবন। 'অপরূপ সৌন্দর্যলোকে বিহারীকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সৌন্দর্যশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* অপরূপ। 'তাহাকে অতুলনীয় সৌন্দর্যশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

সৌন্দর্যশালী [স] *বিণ* সুকুমার। 'অপূর্ব সৌন্দর্যশালী সাহিত্যের সংস্পর্শেই …।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সৌন্দর্যসত্র [স] *বি* সৌন্দর্যের মেলা। 'পার্কে সেদিন সৌন্দর্যসত্র বসিয়াছিল।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

সৌন্দর্যসম্ভোগ [স] *বি* সৌন্দর্য উপভোগ। 'প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সৌন্দর্যসাধন [স] *বি* সৌন্দর্য সৃষ্টি। 'এই সৌন্দর্যসাধনের জন্য স্থিতির প্রয়োজন।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্য সৃজন, সৌন্দর্য্য সৃজন *বি* সৌন্দর্য সৃষ্টি। 'সৌন্দর্য্য সৃজনের বিবিধ উপায় আছে, যথা কোকিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সৌন্দর্য-সৃষ্টি *বি* সৌন্দর্য রচনা করা। 'মানুষ আপনার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখিতে পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সৌন্দর্যস্বাদ [স] *বি* সুন্দরের আস্বাদ। 'সে-জন্য সৌন্দর্যস্বাদকে তথা রসকে ব্রহ্মস্বাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্যস্বীকারকারী [স] *বিণ* সৌন্দর্য বুঝতে পারে এমন। 'সৌন্দর্যস্বীকারকারী রুচি তেমন পাকা হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সৌন্দর্যস্রষ্টা [স] *বি* সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী। 'রবীন্দ্রনাথের মূল্য সৌন্দর্যস্রষ্টা হিসেবেই, নীতি প্রচারক বা আদর্শদাতা হিসেবে নয়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্যহানি *বি* সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়া। 'যদি শ্রী সাধন না হয় তবে কাব্যের প্রতি দোষারোপ করা যায় সৌন্দর্যহানি হইল বলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সৌন্দর্যহীন [স] *বিণ* সৌন্দর্য নেই এমন। 'ইহকাল অথবা পরকালের কোনো বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করি তখন তাহা সৌন্দর্যহীন মোহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সৌন্দর্যাত্মক [স] *বিণ* সৌন্দর্যপ্রধান। 'এ সব সৌন্দর্যাত্মক কবিতার নামগন্ধও থাকে না, থাকে উদ্দীপনাসঞ্চারী বিদ্রোহাত্মক কবিতার ছড়াছড়ি।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সৌন্দর্যা [স] *বিণ স্ত্রী* সুন্দর রূপের অধিকারী। 'ছাল্যাটি সুবুদ্ধি বটে সৌন্দর্যা সুশ্রী।' *কেরি*, ১৮০২।

সৌন্দর্যানুভূতি [স] *বি* সৌন্দর্যের অনুভব। 'নৃত্য তখন মানুষের নব নব সৌন্দর্যানুভূতি …।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

সৌন্দর্যাভিমানী [স] *বিণ* সৌন্দর্য নিয়ে অহংকারী। 'সৌন্দর্যাভিমানী অমায়িক সুবংশের ছেলের জন্য …।' *জীবন*, ১৯৩২।

সৌন্দর্যাহত [স] *বিণ* সৌন্দর্যে মোহিত। 'তোরাও কি আজ সৌন্দর্যাহত রূপ-বিমূঢ় পথহারা পথিকের মতো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সৌভাগ্য [স] **১** *বি* শুভভাগ্য। 'সৌভাগ্যে আগলি হৈল জিনিএা সতিনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কাব্যের অন্তর্গত সৌন্দর্য। 'কোন কোন কারণ এবং প্রক্রিয়ার ফলে কাব্যদেহে এই সৌভাগ্য … সঞ্চারিত হয়।' *শিব*, ১৯৭৩।

সৌভাগ্যক্রমে [স] *ক্রিবিণ* অনুকূল ভাগ্যবশত। 'অদ্য সৌভাগ্যক্রমে, এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া …।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সৌভাগ্যগর্ব [স] *বি* ভাগ্যের বড়াই। 'লোকনিন্দা লোকস্তুতি সৌভাগ্যগর্ব এবং মান-অভিমানে স্ত্রীলোককে যে এমন বিচলিত করিয়া তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সৌভাগ্যজনক [স] *বি* সৌভাগ্যের কারণ। 'ইহা আমারই সৌভাগ্যজনক হইবে।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

সৌভাগ্যতিলক [স] *বি* সৌভাগ্যের লক্ষণ। 'সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সৌভাগ্যবতী [স] *বিণ* ভাগ্যবান। 'স্বামীর সৌভাগ্যবতী পতি সঙ্গে

ভুঞ্জিল রতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সৌভাগ্যবান [স] ১ *বিণ* ভাগ্যবান। 'তুমি বড় সৌভাগ্যবান।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* ঐশ্বর্যশালী; উন্নত। 'পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্যবান জাতির মহদ্দিনের সূচনা করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সৌভাগ্যযুক্ত [স] *বিণ* ভাগ্যবান। 'তাঁহার সৌভাগ্যযুক্ত ও ধনাঢ্য হইয়া ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

সৌভাগ্য-লগন *বি* সুসময়। 'দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে কতবার বারে বারে এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সৌভাগ্যশশী [স] *বি* সৌভাগ্যরূপ চাঁদ। 'মনুষ্যের সৌভাগ্য শশী কখনই সমভাব থাকে না।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষকলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সৌভাগ্যশালিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সৌভাগ্যের অধিকারী। 'অধুনা বঙ্গভূমি বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সৌভাগ্যশালী [স] ১ *বিণ* ভাগ্যবান। 'সৌভাগ্যশালী বিদ্যাবান ব্যক্তি জীবের শরীরে ও বৃক্ষের পল্লবে যেরূপ শোভা, যেরূপ শিল্প ও যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* ঐশ্বর্যমণ্ডিত; উন্নত। 'মনে করি যে, অন্য দেশের আয়োজনগুলোকে, সম্পদগুলোকে কোনো উপায়ে সশরীরে হাজির করলেই বুঝি আমরাও সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সৌভাগ্যসূর্য [স] *বি* সৌভাগ্যরূপ সূর্য। 'সৌভাগ্যসূর্যকে অস্তগত হইতে বাধ্য করিয়া।' *কোহিনূর*, ১৯২৪।

সৌভাগ্যস্রোত [স] *বি* সৌভাগ্যরূপ স্রোত। 'এখানকার সকল লোকের সৌভাগ্যস্রোত রোধ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সৌভ্রাতৃত্ব [স] *বি* পরস্পর সম্প্রীতিযুক্ত ভ্রাতৃভাব। 'তাদের ভিতর গড়ে উঠবে মহান সৌভ্রাতৃত্ব।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

সৌভ্রাত্র, সৌভ্রাত্র্য [স] *বি* পরস্পরের প্রতি ভাইসুলভ সম্প্রীতি। 'মানবগণ পরস্পর সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাত্র্যরূপ প্রীতিময় শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'মহাভারতের প্রধান উপদেশ সৌভ্রাত্র ও পারিবারিক প্রেম।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সৌম্য [স] ১ *বিণ* প্রশান্ত। 'এই শান্তি, এই মধুরতা, দিক সৌম্য ম্লান কান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বিণ* প্রসন্ন। 'উৎসক্ষেত্রে ধর্মসমাজে এই শুভ্রকোর্তাধারী সৌম্য প্রফুল্লমূর্তি শ্বেতাস্য বিদেশীকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* মনোহর। 'সৌম্য তাহার কল্যাণরূপ বিশ্বজয়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সৌম্যগম্ভীর [স] *বি* ধীর গম্ভীর ভাব। 'সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'তাঁহার সেই সৌম্যগম্ভীর উন্নত গৌরকান্ত দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সৌম্যমূরতি [স সৌম্যমূর্তি] *বিণ* প্রসন্ন চেহারার। 'সৌম্যমূরতি নাজীর সেথায় নির্ভয়ে চলে যায়।' *জসীম*, ১৯৫১।

সৌম্যমূর্তি [স] *বি* প্রসন্ন বা সুন্দর চেহারা। 'এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে ... বিরাজমান রহিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সৌম্যরশ্মি [স] *বি* প্রশান্ত কিরণ। 'নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সৌম্যশুদ্ধভাব [স] *বি* প্রশান্ত পবিত্র ভাব। 'মুখে ধার্মিক ব্যক্তির সৌম্যশুদ্ধভাব।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

সৌম্যসুন্দর [স] *বিণ* শান্ত সৌন্দর্যময়। 'ওগো দূত দূরবাসী, ওগো বাক্যহীন, হে সৌম্য-সুন্দর, চাহি তব মুখপানে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'বার্ধক্যের কী সৌম্যসুন্দর মূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

সৌর [স] *বিণ* সূর্য-সম্বন্ধীয়। 'হিজরি সনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌরমানের গণনার বৈলক্ষণ্যে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সৌর-কর [স] *বি* সূর্যের আলো। 'অভ্রভেদী সৌধশিখরে সৌর-কর প্রতিফলিত হইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সৌরকরময় [স] *বিণ* সূর্যরশ্মিপূর্ণ। 'সৌরকরময় চীন, রুশের হৃদয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সৌরগতি [স] *বি* সূর্যের বেগ। 'তুমি পলে পলে মরণের পথে সৌরগতির ন্যায় দ্রুত অগ্রসর হইতেছ।' *দর্পণ*, ১৯২৬।

সৌরচিকিৎসা [স] *বি* সূর্যস্নানের মাধ্যমে প্রদত্ত চিকিৎসা। 'যক্ষ্মারোগের সৌরচিকিৎসার পক্ষে এই স্থানটির উপযোগিতার কারণ ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সৌরজগৎ [স] *বি* সূর্য ও তার গ্রহ-উপগ্রহ মিলে যে জগৎ। 'সূর্য্য এবং গ্রহ ধূমকেতু সমষ্টি রূপে সৌরজগৎ শব্দে উক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সৌরতাপ [স] *বি* সূর্যের উত্তাপ। 'বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌরতাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সৌরতেজঃ [স] *বিণ* সূর্যের মতো তেজস্বী। 'চিররথ রথী সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সৌরদেশ [স] *বি* সূর্যরূপ দেশ। 'মুহূর্তের মধ্যে সৌরদেশে উপনীত হইল।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

সৌর-পরিবার *বি* সৌরজগৎ। 'একটি নীলাকাশ গেল, একটি সৌর-পরিবার গেল, একটি তরুলতাপশুপক্ষী-শোভিত পৃথিবী গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সৌর বছর [স সৌর বৎসর] *বি* পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে যে সময় লাগে; ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮.৭৬৮ মিনিট। 'সূর্যপ্রদক্ষিণের যেমন সৌর বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের পরিমাপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সৌরমণ্ডল [স] *বি* সৌরজগৎ। 'এ পৃথিবী সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভূত।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

সৌরমান [স] *বি* সৌর হিসাব। 'হিজরি সনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌরমানের গণনার বৈলক্ষণ্যে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সৌর-মাস [স] *বি* সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে যে-সময় লাগে, তার বারো ভাগের এক ভাগ; মাস। 'সৌর-মাসের কোনদিনে তাহা লিখিত নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সৌর-রশ্মি [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'প্রফুল্ল কমলে সৌর-রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

সৌরলোক [স] *বি* সৌরজগৎ; সূর্যকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান গ্রহ-উপগ্রহের যে জগৎ; আকাশমণ্ডল। 'সৌরলোকে সে ছুটেছে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

সৌরস্বভাব [স] *বি* সূর্যের মতো বৈশিষ্ট্য। 'নীল বনপটভূমি ফলভরে নিয়ে যায় সৌরস্বভাবের দিকে।' *শঙ্খ*, ১৯৭১।

সৌরাধিপতি [স] *বিণ* সূর্যরূপ অধিপতি। 'অন্যজন বাংলা সাহিত্যের সৌরাধিপতি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সৌরাশ্বিন [স] *বি* সৌর পঞ্জিকার আশ্বিন মাস। 'আসিল শরৎ সৌরাশ্বিন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সৌরোৎপাত [স] *বি* সূর্যের মধ্যকার ঝড়। 'সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সৌরভ [স] **১** *বি* সুগন্ধ। 'অঙ্গের পবন রসের সৌরভে লাখ লাখ অলি ধায়ে।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০। **২** *বি* সৌন্দর্য। 'দুঃখের পাসাণে ঘর্ষণ করিয়া প্রেমের সৌরভ বাহির করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৌরভ-আভাস [স] *বি* সুগন্ধের আভাস। 'ভাবনা ভরিল মোর সৌরভ-আভাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সৌরভ-উচ্ছ্বাস [স] *বি* সুগন্ধের প্রাচুর্য। 'বনের হৃদয় হতে সৌরভ-উচ্ছ্বাস বয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সৌরভবিহীন [স] *বিণ* সুগন্ধহীন। 'সৌরভবিহীন পুষ্প।' *নজরুল*, ১৯২২।

সৌরভমন্থর [স] *বিণ* সুবাসে অলস। 'ঘন সৌরভমন্থর পবনে জাগে কে জাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সৌরভময় *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'ওই বঙ্গের শেষ কীর্ত্তির দেশ সৌরভময় ধাম!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সৌরভময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সুগন্ধ আছে এমন। 'বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সৌরভ লওয়া *ক্রি* সুগন্ধ নেওয়া। 'লও তার মধুর সৌরভ, দেখো তার সৌন্দর্য-বিকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সৌরভ-সম *বিণ* সুগন্ধের মতো। 'পুষ্পের সৌরভ-সম তোমার আমার প্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সৌরভসম্পদ [স] *বি* সৌরভরূপ সম্পদ। 'প্রাণের উৎসাহ নাহি পায় সীমা খুঁজি/ মর্মরিত মাধুর্যের সৌরভসম্পদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সৌরভসুধা [স] *বি* সুধার মতো সৌরভ। 'সৌরভসুধায় করে পরান পাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সৌরভ-সুষমা [স] *বি* সুগন্ধের সৌন্দর্য। 'একজনমাত্র স্ত্রী-কবির কবিতাকুসুমের সৌরভ-সুষমার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সৌরভিনী[১] [স] *বিণ* সুগন্ধযুক্ত। 'আপনার দাতৃত্ব পরোপকারিত্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুযশ সৌরভ গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

সৌরভিনী[২] [স] *বি* (সঙ্গীত) একটি শ্রুতি। 'সৌরভিনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সৌরভী [স] *বি* সুগন্ধ। 'মুকুল মন সুবাসে তব গোপনে সৌরভী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সৌরভ্য [স] *বিণ* সুগন্ধময়। 'কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ/ সৌরভ্য অধর-রস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সৌরাজ্য [স] *বি* সুশাসিত রাজ্য। 'তাঁহার সৌরাজ্যের চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখিতে পাইলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

সৌরি [স] *বি* (জ্যোতিষ) শনি। 'কর্ম্মস্থানে সৌরি, রিপু স্থানে নিশাকর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

সৌল [স শকুল] *বি* শোল মাছ। 'সৌল পোনা কিনে দুয়া চেড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সৌলভ্য [স] *বিণ* সহজে লাভ করা যায় এমন। 'শকটাদি গমনাগমনে অতি সৌলভ্য হইয়াছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৪০।

সৌশীল্য [স] *বি* সততা; ভালো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'জমীদার আপনারদের সৌশীল্য ক্রমে মুসলমান বাদশাহকর্তৃক রাজত্বপদ প্রাপ্ত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সৌষম্য [স] *বি* বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংগতি ও সামঞ্জস্য। 'চোয়াল দুটো হয়তো সৌষম্যের কোনো নিয়ম মানলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সৌষ্ঠব [স] **১** *বি* উৎকর্ষ। 'সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* সৌন্দর্য। 'মোহন সৌষ্ঠবে নাচে যেন বিদ্যাধরী।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* স্বাচ্ছন্দ্য। 'স্বতন্ত্রতার সহিত দিনপাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত সৌষ্ঠবেতে দাসত্ব অপেক্ষা ভাল।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* শৃঙ্খলা। 'সভার সৌষ্ঠব অত্যাশ্চর্য্য।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৫** *বিণ* মনোহর। 'এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্ঠব নাচ তামাসা বাদ্য রোশনাই আতস বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৬** *বি* সৌন্দর্য। 'উত্তম শ্যামবর্ণা অঙ্গ সৌষ্ঠব আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। **৭** *বিণ* সুখী। 'তাঁহারদিগের আগমনেতে দৃষ্টি সৌষ্ঠব আছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭। **৮** *বি* উন্নতি। 'তবে দেশের সৌষ্ঠব হওনের অতি বিলম্ব হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **৯** *বি* শৃঙ্খলা। 'নিয়মের ক্ষেত্রে আমাকে টেনে আনলে আমি কর্মের সৌষ্ঠব রক্ষা করতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **১০** *বি* সুষ্ঠুতা। 'সৌষ্ঠব জিনিসটা কেবলমাত্র সৌন্দর্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। **১১** *বি* সুগঠন। 'শরীরের অতিস্ফূর্তিকে নিরস্ত করে দিয়ে নিবিড় সৌষ্ঠব প্রকাশের জন্যে অত্যন্ত আঁট করে কাপড় পরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সৌষ্ঠবহীন [স] *বিণ* উৎকর্ষহীন। 'বর্ত্তমানের ভারাতুর, লজ্জাকাতর, স্বাস্থ্যহীন, শ্রীহীন, সৌষ্ঠবহীন, খর্ব্বাকৃতি শীর্ণকায় বাঙালী নারী নয়! *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষি [স সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষী] *বিণ* উৎকর্ষকামী। 'সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষি মহাশয়েরা সদ্যুক্তিবিশিষ্ট স্ব২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সৌষ্ঠবান্বিত [স] *বিণ* সুষ্ঠুতাবিশিষ্ট। *সেবধি*, ১৮৩৯।

সৌষ্ঠবার্থ [স] *ক্রিবিণ* উৎকর্ষের জন্যে। 'এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সৌসাদৃশ্য [স] **১** *বি* নিখুঁত সাদৃশ্য। 'খ্রীষ্টানদিগেরও সহিত কর্ত্তাভজাদিগের মতের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বি* শোভা। 'প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌসাদৃশ্য ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

সৌহার্জ্জ [স সৌহার্দ্য] *বি* সৌহার্দ্য; বন্ধুত্ব। 'আহ্মি আছি প্রিয় বন্ধু সৌহার্জ্জ তোহ্মার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সৌহার্দ, সৌহার্দ্দ, সৌহার্দ্য [স] **১** *বি* বন্ধুত্ব। 'এই অতি উচিত ঠাওরাইলেক যে এ উত্তম কুকুরের সহিত সৌহার্দ্দ করি।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'আদরোক্তি ও সৌহার্দ্য প্রকাশ অপেক্ষা অধিক অনুরাগ আর কাহার নিকট প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **২** *বি* সম্প্রীতি। 'সৌহার্দ্দ্যে স্থির।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সৌহার্দ্যবন্ধন [স] *বি* বন্ধুত্বরূপ বাঁধন। 'সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্যবন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সৌহৃদ্য [স] **১** *বি* বন্ধুত্ব। 'তাবৎ লোকের সহিত সৌহৃদ্যপূর্ব্বক এতকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বি* সম্প্রীতি। 'বাঙালির সঙ্গে বেহারীর সৌহৃদ্য নাই সে কথা বেহারবাসী বাঙালি মাত্রেই জানেন।'

রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সৌহৃদানি *বি* বন্ধুত্ব। 'হ্যাঁ, জনান্তর সৌহৃদানি নয়, এ জন্মেরই ব্যাপার।' *হাসান*, ১৯৬০।

সৌহৃদ্যভাব [স] *বি* সম্প্রীতি। 'প্রাচীনের সহিত প্রাচীন ব্যক্তির সৌহৃদ্যভাব সহজে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্কচ [ই] *বি* স্কটল্যান্ডের অধিবাসী। 'কখনো কখনো কোনো স্কচ লেখক স্কচ ভাষায় কবিতা প্রভৃতি লিখেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১; 'ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন আর স্কচ এই চারজনে মিলে একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্কচম্যান [ই] *বি* স্কটল্যান্ডের লোক। 'স্কচম্যান – ? সে সঙ্গে নিয়ে এল তা ভাইকে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্কন্ধ [স] **১** *বি* কাঁধ। 'গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়। 'ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে এই উল্লেখ আছে যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

স্কন্ধ-আলম্বন [স] *বি* কাঁধে ধারণ। 'কতক দায়িতা করে স্কন্ধ-আলম্বন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্কন্ধদেশ [স] *বি* কাঁধ। 'এই বলিয়া ... স্কন্ধদেশে আঘাত করিবামাত্র ... ভূতলে পতিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্কন্ধভঙ্গি [স] *বি* কাঁধ নাড়া। 'ঈষৎ স্কন্ধভঙ্গির পরে জবাব আসার পূর্বেই ক্যাপ্টেন আবার শুধায় ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

স্কন্ধান্দোলন [স] *বি* কাঁধ নাড়া। 'নিতম্ব ও কটিসঞ্চালন কটাক্ষভঙ্গি স্কন্ধান্দোলন, এককথায় সর্ব অঙ্গের চালনা।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

স্কন্ধারূঢ় [স] *বিণ* কাঁধে চেপে আছে এমন। 'তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্কন্ধাবার [স] *বি* শিবির। 'ওই পরপারে যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ স্কন্ধাবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্কম্পন [স কম্পন] *বি* স্পন্দন। 'আচম্বিতে বাম উরু করিল স্কম্পন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্কলার [ই] *বি* পণ্ডিত। 'আমরা স্কলার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

স্কলারশিপ, স্কলার্শিপ [ই] *বি* বৃত্তি। 'সেকেলে কেঁদো কেঁদো স্কলার্শিপ হোল্ডার।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'যেমন করিয়া হউক তাহাকে স্কলারশিপ পাইতেই হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্কাইলাইট [ই] *বি* ঘুলঘুলি। 'মাথার ওপরে স্কাইলাইট।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

স্কাইস্ক্রেপার [ই] *বি* আকাশচুম্বী ইমারত। 'ঘুমের সৈকতে ওড়ায় ধ্বজা অসহ স্বপ্নের স্কাইস্ক্রেপার।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

স্কাউট [ই] *বি* তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও জনসেবার মনোবৃত্তি বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনবিশেষের সদস্য। 'এক যে ছিল স্কাউট!' *অন্নদা*, ১৯৪১।

স্কাউন্ড্রেল [ই] *বি* দুর্বৃত্ত। 'স্কাউন্ড্রেল কোথাকার!' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্কার্ট [ই] *বি* ঘাগরার মতো পোশাক। 'কোট, প্যান্ট ও স্কার্ট রূপে ইউরোপীয় নর-নারীদের বর-অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

স্কিপিং রোপ [ই] *বি* লাফানো খেলার দড়িবিশেষ। 'স্কিপিং রোপটা দু হাতে ধরে মাথার কাছে তুলতে গিয়ে স্বাতী থেমে গেলো।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৪৯।

স্কীম [ই] *বি* পরিকল্পনা। 'ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্কীম অব লাইফ আছে, কিন্তু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'তাড়াতাড়ি স্কীম ও জরীপ করিতে হইয়াছে বলিয়া তাতে অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।' *সওগাত*, ১৯৪০।

স্কুটার [ই] *বি* দু চাকার মোটরযানবিশেষ; মোটর সাইকেলবিশেষ। 'স্কুটার-দলিত শাদা-লাল হাঁসগুলো বারান্দার কংক্রীটে ...।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

স্কুল [ই] *বি* বিদ্যালয়। 'স্কুলমেষ্টর।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'ফিমেল সেন্ট্রেল স্কুল।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। দ্র **ইস্কুল**

স্কুল-আমল [ই স্কুল+আ আমল] *বি* বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়। 'স্কুল-আমলে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেই এই পর্ব আমি শেষ করব।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

স্কুল-ইন্‌সৃপেক্টরি *বি* স্কুল ইন্সপেক্টরের কাজ। 'সে স্কুল-ইনস্‌পেক্টরি কাজে পেনসন নিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় এসে বসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্কুল-কলেজ [ই] *বি* স্কুল ও কলেজ যেখানে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা আছে। 'স্কুল-কলেজগুলিকে জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র হতে বিচ্ছিন্ন করে পরে আমাদের অন্তরের সঙ্গে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্কুল কামাই করা *ক্রি* স্কুলে অনুপস্থিত থাকা। 'কমলার অনুরোধে খুড়া সেদিন স্কুল কামাই করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

স্কুলকালেজপাঠ্য [ই স্কুল-কলেজ+স পাঠ্য] *বিণ* স্কুলকলেজে পাঠোপযোগী। 'ঘরে বিক্রির জন্যে সাজানো কিছু স্কুলকালেজপাঠ্য বই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

স্কুলঘর [ই স্কুল+ঘর] *বি* বিদ্যালয় ভবন। 'স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্কুলজীবন [ই স্কুল+স জীবন] *বি* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকালীন সময়। 'তার স্কুলজীবন, মাসপয়লা কাগজে কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রথম হওয়া।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

স্কুলপাঠ্য [ই স্কুল+স পাঠ্য] *বিণ* স্কুলের পাঠোপযোগী। 'কোনো স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলী থেকেও তাঁরা ...।' *প্রমথ*, ১৯১২; 'আমার পুঁথির সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য চোদ্দ লক্ষগুণে বড়ো ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

স্কুল-পালানে *বি* স্কুল থেকে পালায় যে। 'স্কুল-পালানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্কুলফেরতা [ই স্কুল+ফেরতা] *বিণ* বিদ্যালয় থেকে প্রত্যাগত। 'এক স্কুলফেরতা হাবা ছেলের কথাটা না ফুরোতেই।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

স্কুল-ফ্রেণ্ড, স্কুলফ্রেন্ড [ই] *বি* বিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধু। 'আমার স্কুল-ফ্রেণ্ড ভজহরি কুণ্ড।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

স্কুল-বই [ই স্কুল+আ বহী] *বি* পাঠ্যপুস্তক। 'স্কুল-বইগুলির প্রতি ন্যূনাধিক পরিমাণে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্কুলবয় [ই] **১** *বিণ* অপরিপক্ব। 'কেহ বলে, তুমি স্কুল বয়।' *প্যারী*, ১৮৫৯। **২** *বি* স্কুলে পড়ুয়া ছেলে। 'কি ইয়ারগোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল!' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্কুলবাড়ি *বি* স্কুলের ভবন। 'বেলা হইলে সে স্কুলবাড়ি দেখিতে গেল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্কুল-বালক *বি* স্কুলে লেখাপড়া করে যে বালক। 'স্কুল-বালকের ডিবেটিং ক্লাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্কুলমাষ্টর [ই] *বি* বিদ্যালয়ের শিক্ষক। 'স্কুলমাষ্টর আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

স্কুলমাষ্টার, স্কুলমাস্টার [ই] *বি* বিদ্যালয়ের শিক্ষক। 'স্কুলমাষ্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাচ ধরে ও বাজার করে ব্যাড়াচ্ছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'স্কুল-মাস্টারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সমস্ত পুঁথিপত্র বন্ধ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্কুলমাস্টারি, স্কুলমাস্টারী [ই স্কুলমাস্টার>] *বি* স্কুলে শিক্ষকতার কাজ। 'আমি গেলুম পশ্চিমের এক শহরে স্কুলমাস্টারি করতে।' *প্রমথ*, ১৯৩৩; 'স্কুলমাস্টারী, দোকান, চালানী ব্যবসা, ফটোগ্রাফী কাজ, কিছুই বাকী রাখে নাই।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্কুল-মিসট্রেস [ই] *বি স্ত্রী* স্কুলশিক্ষক। 'এক মরা পাড়াগাঁয়ে তাকে গিয়ে স্কুল-মিসট্রেস হতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

স্কুলমেষ্টর [ই] *বি* স্কুলের শিক্ষক। *দর্পণ*, ১৮১৯।

স্কেচ [ই] *বি* নকশা। 'তাঁরা ইংরেজদের স্কেচমাত্র করে নিয়েচেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্কেটিং [ই] *বি* তলায় লোহার পাত লাগানো বুট পরে বরফের উপরে দ্রুত গতিতে চলা। 'বরফের উপর স্কেটিং করতে করতে।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্কেট [ই] *বি* বরফের উপরে দৌড়ানোর ধাতব-তলাবিশিষ্ট জুতো। 'ইংরাজ যুবকেরা স্কেট নামক লোহার্বাধানো কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া সর সর করিয়া ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্কেপটিসিজম [ই] *বি* সন্দেহবাদিতা; পলায়নবাদিতা। 'স্কেপটিসিজমের প্রভাব না থাকলে যে সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে না, এটা একরকম অবিসংবাদিত সত্য।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

স্কেল[1] [ই] ১ *বি* বেতনের ধাপ। 'আমাদের প্রিন্সিপাল হালেই সিনিয়র স্কেলে উন্নীত হয়েছেন।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

স্কেল[2] [ই] *বি* পরিমাপের উপকরণ। **স্কেলকাঠি** [ই স্কেল+কাঠি] *বি* মাপকাঠি। 'বয়স দাঁড়িয়ে থাকে কোনো মাঠে স্কেলকাঠি হয়ে।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

স্কোয়ার [ই] ১ *বি* ছোটো পার্ক। 'স্কোয়ার, রাস্তা, বাগান – সব জনশূন্য।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বি* দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফল; বর্গ। 'আটত্রিশ স্কোয়ার ফুট।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

স্কোয়াশ [ই] *বি* ফলের রসের পানীয়। 'লেমোনেড, ভীমটো, অরেঞ্জস্কোয়াশ এই সব।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

স্কোর [ই] *বি* খেলা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে কোনো পক্ষের অর্জিত পয়েন্ট বা যোগ্যতানির্দেশক সংখ্যা। 'রাজিরা ততই হাসিয়া করে স্কোর।' *নজরুল*, ১৯৪১।

স্ক্যাপেঞ্জর [ই স্ক্যাভেঞ্জার] *বি* শহরের আবর্জনা পরিষ্কারক। 'স্ক্যাপেঞ্জরের গাড়ী সার বেঁধে বেরিয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্ক্রু [ই স্ক্রু] *বি* ধাতুর তৈরি প্যাঁচওয়ালা পেরেক। 'এঞ্জিনে স্ক্রু ঘুরাইলে জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। দ্র **ইস্ক্রুপ**

স্ক্রু ড্রাইভার [ই] *বি* প্যাঁচ খোলা বা কষানোর হাতিয়ারবিশেষ। 'স্ক্রু ড্রাইভার, কাটিং প্লাস ... দেখা গেল সব সরঞ্জামই আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

স্ক্রুপ [ই স্ক্রু] *বি* ধাতুর তৈরি প্যাচবিশিষ্ট পেরেক। 'স্ক্রুপ দিয়ে এঁটে দিব কি রকম দেখেনে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

স্খলন [স] ১ *বি* বিচ্যুতি। 'কদাচ যেন, বাক্যের স্খলন হয় না।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী যখন প্রবর্তিত হইল, তখন কোথায় তাহার পদ-স্খলন হইতে পারে, তাহাই দেখাইয়া দেওয়া যথার্থ কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* শিথিলতা। 'করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'খাওয়া শোওয়া ওঠা বসার তুচ্ছতম স্খলন সম্বন্ধে শাস্তি অতি কঠোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ৩ *বি* অবাঞ্ছিত আচরণ। 'তাঁর স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি চরিত্রের স্খলন ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্খলদঞ্চলা [স] *বিণ স্ত্রী* আঁচল খসে পড়েছে এমন। 'স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

স্খলিত [স] ১ *বিণ* পতিত। 'গোঁসাইর চরণারবিন্দ স্খলিত রজো গ্রহণেই আহ্নিক হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বিণ* পিছলে-যাওয়া। 'প্রস্তরনির্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫; 'স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৩ *বিণ* অসংযত। 'স্খলিত শিথিল কামনার ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৪ *বিণ* বিচ্যুত। 'প্রসাদ-অমৃত-মজ্জনে স্খলিত ভিত্তি হল যে পুণ্যময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্খলিতকেশা [স] *বিণ স্ত্রী* এলোচুলবিশিষ্ট। 'সেই স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্খলিতগমন [স] *বি* বিচ্যুতযাত্রা। 'শরীর লোহিত বর্ণ স্খলিতগমন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্খলিতচরণা [স] *বিণ* ক্লান্ত পায়ে চলে এমন। 'অধরেতে স্খলিতচরণা/ মদিরহিল্লোলময়ী হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্খলিতচরণে [স] *ক্রিবিণ* পা পিছলে যাচ্ছে এমনভাবে। 'তরাসে চমকিয়ে হরিণ-হরিণী/ স্খলিত চরণে ছুটিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্খলিতছন্দ [স] *বিণ* ছন্দবিচ্যুত। 'স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্খলিত হওয়া *ক্রি* বিচ্যুত হওয়া। প্রেমের আদর্শ অনেক স্থলে স্খলিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্খলিতা [স] *বিণ স্ত্রী* চ্যুত। 'পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা জাহ্নবী সম বেগে জাগো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্খালন [স] *বি* অপসারণ। 'পলাশীর মাঠে যে কলঙ্ক অর্জন হয়েছিল তার স্খালন হবে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

স্টক [ই] *বি* অংশীদারিত্ব; শেয়ার। 'কোম্পানির স্টক যাঁদের আছে, তাঁরাই হচ্ছেন ভোটাধিকারী।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

স্টক এক্সচেঞ্জ [ই] *বি* পুঁজিবাজার। 'এবং স্টক এক্সচেঞ্জের চারদিকের বিরাট স্তম্ভগুলির দিকে।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৬৮।

স্টপেজ [ই] ১ *বি* যাত্রাবিরতি। 'মাত্র দু-মিনিট স্টপেজ।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বি* বাস-ট্রেন ইত্যাদির যাত্রী উঠানামার জন্য নির্ধারিত স্থান। 'পরের স্টপেজে ওকে নামিয়ে নেব?' *মানিক*, ১৯৩৬।

স্টল [ই] ১ *বি* একেবারে সামনের দিকের আসনের সারি। 'গ্যালারির নীচে স্টলে মেম্বাররা বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* সামনের দিকে উন্মুক্ত ছোটো দোকান। 'একটা খবরের কাগজের স্টল।' *অন্নদা*, ১৯২৯। দ্র **ষ্টল**

স্টাইপেন্ড দ্র **ষ্টাইপেণ্ড**

স্টাইল [ই] ১ *বি* ঢঙ। 'বেশ রীতিমত পাকা স্টাইলে আলাপ চালাচ্ছিল।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ *বি* বিশেষত্ব। 'মনের এবং চরিত্রের সেই আকৃতিটাই আমাদের স্টাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বি* ধরন। 'টেকনিক, স্টাইল, ও-সব কিছু নয়।' *অবন*, ১৯৪১।

স্টাইলগত [ই স্টাইল+স গত] *বিণ* শৈলীগত। 'সে পার্থক্য ভাষাগত নয় স্টাইলগত।' *প্রমথ*, ১৯১২।

স্টাডি [ই] *বি* পড়াশোনার ঘর। 'এই ঘরটা হচ্ছে তাঁর স্টাডি, এইখানে তিনি পড়েন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্টাণ্ডার্ড [ই] *বিণ* চলনসই। 'মহাকাব্যের স্টাণ্ডার্ড মাপ ধরে নিয়েছেন।' *প্রমথ*, ১৯২৭। দ্র **ষ্টাণ্ডার্ড**

স্টাফ [ই] *বি* অফিসের কর্মী। 'নিজের, স্টাফেদের মাইনে আনতে কলকতা গিয়েছিল।' *শ্যামল*, ১৯৬৭। দ্র **ষ্টাফ**

স্টার [ই] *বি* জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী। 'আপনার নতুন স্টার দেখতে এলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০; 'দূর থেকে সিনেমা স্টার, পলিটিশিয়ান, ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছিল।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

স্টারবোর্ড [ই] *বি* জাহাজের ডান পাশ। 'স্টারবোর্ড গিয়ে আরেক জায়গায় থমকে দাঁড়াল সারেঙ্গ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

স্টার্ট দেওয়া [ই স্টার্ট+দেওয়া] *ক্রি* চালু করা। 'ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসে।' *মানিক*, ১৯৪৭।

স্টিম, স্টীম [ই] *বি* বাষ্প। 'এঞ্জিনের স্টীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'এঞ্জিনের স্টিম।' *বিভূতি*, ১৯৩১। দ্র **ষ্টিম**

স্টিমনৌকা [ই স্টিম+নৌকা] *বি* বাষ্পচালিত ছোটো জাহাজ। 'একটি ক্ষুদ্র ছিপছিপে তকতকে স্টিমনৌকা যেমন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্টীমবোট [ই] *বি* বাষ্পচালিত নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি। 'তাহাকে স্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্টীমরোলার [ই] *বি* রাস্তা ইত্যাদি সমতল করার জন্য ইঞ্জিন-চালিত খুব ভারী এবং বড়ো চাকা। 'স্টীমরোলার বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম সমতল করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্টিমার, স্টীমার [ই] *বি* বাষ্পচালিত জাহাজ। 'স্টীমারের মধ্যে আমাদের আলাপ-পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'যখন স্টিমার ছিল না এবং আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া পালের জাহাজ সুদীর্ঘ কালে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্টিমার লাইন [ই] *বি* জাহাজ চলার নিয়মিত পথ। 'একটি নূতন স্টিমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্টীমার-কোম্পানি [ই] *বি* জাহাজের মালিক-সঙ্ঘ। 'গ্রহণের স্নান-উপলক্ষে কোনো স্টীমার-কোম্পানি কাল যাত্রী লইয়া ত্রিবেণী রওয়ানা হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্টীমার ছাড়া *ক্রি* জাহাজের ঘাট ত্যাগ করা। 'স্টীমার ছাড়িবার এখনো বিলম্ব আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

স্টীমার-যাত্রা *বি* জাহাজ-ভ্রমণ। 'এ কি সমস্তই এইবারকারে স্টীমার-যাত্রার ফল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

স্টীমার লাগা *ক্রি* জাহাজ ঘাটে ভেড়া। 'দুইবেলা নিয়মিত স্টীমার আসিয়া লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্টিল [ই] ১ *বি* ইস্পাত। 'স্টিল ট্রাঙ্ক? হ্যাঁ, তাও আছে আমাদের কাছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ *বিণ* ইস্পাতের মতো কঠিন। 'মুখ একেবারে স্টিল হয়ে গেছে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

স্টীল-লাইফ [ই] *বি* জীবন্ত নেই এমন বিষয়ের চিত্র। 'তার ম[ধ্যে] একটি ওয়াটারকালার আরেকটি স্টীল-লাইফ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫

স্টুডিও [ই] ১ *বি* শিল্পকর্ম চর্চার কেন্দ্র। 'আর্ট স্টুডিয়োর রঙক[রা] দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোয় ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মু[খে] ধরিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'এই লেকচার হল শেখবার স্টুডি[ও] পড়বার লাইব্রেরি।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বি* সিনেমার ছবি তোল[ার] ঘর। 'এখানকার একটা ফিল্ম স্টুডিয়োয় চাকরির চেষ্টাতেই আম[ি] বোম্বে আসা।' *শিবরাম*, ১৯৫০। ৩ *বি* ছবি আঁকার ঘর। 'একজ[ন] আর্টিস্টকে জানি, তিনি অনেকদিন থেকে বলে এসেছিলে[ন] রীতিমতো স্টুডিও আমার অধিকারে না পেলে আমার হাতের কা[জ] দেখাতে পারব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। দ্র **ষ্টুডিও**

স্টুয়ার্ড [ই] *বি* বিমানে যাত্রীদের দেখাশোনা করে যে ব্যক্তি। 'প্লেনে[র] স্টুয়ার্ড ট্রেতে করে সামনে লজেঞ্চুস ধরেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। [দ্র] **ষ্টুয়ার্ড**

স্টেজ [ই] *বি* মঞ্চ। 'ডেকের উপর একটা স্টেজ বাঁধা হচ্ছে।' *রবীন্[দ্র]*, ১৮৯১; 'স্বগত উক্তি যত ভালোই হোক স্টেজ ছাড়া আর কোথা[ও] শ্রোতাদের কর্ণগোচর হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। দ্র **ষ্টেজ**

স্টেট[১] [ই] ১ *বি* রাষ্ট্র। 'কখনো বা লোকে আশা করিয়াছিল স্টেটের দ্বা[রা] মানুষের সকল দুর্দশা মোচন হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্টেটপ্রিজনার [ই] *বি* রাজবন্দী। 'রেঙ্গুনে স্টেটপ্রিজনার হয়ে ক[...] আছেন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্টেট[২] [ই এস্টেট] *বি* ধর্ম বা পুণ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানকৃত সম্পত্তি। 'ওয়াক্‌ফ স্টেটগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায়।' *মুয়াজ্জি[ন]*, ১৯৩৩।

স্টেডিয়াম [ই] *বি* প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বহুসংখ্যক দর্শক-আসনবিশি[ষ্ট] খেলার মাঠ। 'সম্প্রতি ঢাকা স্টেডিয়ামে ... বার্ষিক ক্রী[ড়া] প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

স্টেথিস্কোপ, স্টেথোস্কোপ [ই] *বি* রোগীর হৃৎস্পন্দন ও নিশ্বাসের শ[ব্দ] শোনার যন্ত্র। 'ডাক্তারবাবু রোগীর টিকি-মূলে স্টেথিস্কোপ বসাই[য়া] জোর গ্রাম্ভারি চালে রোগ নির্ণয় করিতেছেন।' *নজরুল*, ১৯২[...] 'থার্মোমিটার স্টেথোস্কোপ কোনোটাই কাজে লাগে নাই।' *মানি[ক]*, ১৯৩৬।

স্টেথসকোপ, স্টেথসস্কোপ [ই] *বি* রোগীর হৃৎস্পন্দন ও নিশ্বাসে[র] শব্দ শোনার যন্ত্র। 'এর ভেতর থেকে তো স্টেথসকোপ ইউস ক[রা] যাবে না।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'ডাক্তারের বেশ পরে স্টেথসস্কো[প] গলায় ঝুলিয়ে ... আমাকে বলছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। [দ্র] **ষ্টেথিসকোপ**

স্টেনগান [ই] *বি* এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। 'স্টেনগান কাঁ[ধে] নিয়ে হেঁটে যায়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬; 'পশ্চিমা জোয়ান আসে তে[...] স্টেনগান হাতে।' *শামসুর*, ১৯৭২। দ্র **ষ্টেনগান**

স্টেনো [ই] *বি* সাঁটলিপিকার। 'অফিসের স্টেনো না হলে আধুনিক মেয়ে[র] জীবন মাটি হয়ে যায়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬। দ্র **ষ্টেনোগ্রাফী**

স্টেশন [ই] *বি* রেলগাড়ি ছাড়ে ও থামে যেখানে। 'গাড়িতে চড়িয়াছে এখনও পর্যন্ত স্টেশন ফুরায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'এক জ[...] রেলোয়ে স্টেশনের ভোজনশালায় খাইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। [দ্র] **ষ্টেশন**

স্টেশনপথ [ই স্টেশন+পথ] *বি* স্টেশনে যাওয়ার পথ। 'আঁকাবাঁ[কা]

গলি/ রেলের স্টেশনপথে গেছে চলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্টেশনমাস্টার [ই] *বি* স্টেশনের প্রধান কর্মচারী। 'স্বয়ং স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্টেশ্যন মাষ্টার [ই] *বি* কোনো রেলওয়ে স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা। 'স্টেশ্যন মাষ্টার অবতারে বদ্ধ টিকেটহীন পথিক।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

স্টোভ [ই] *বি* কেরোসিন তেলে চালিত বহনযোগ্য ধাতব চুলাবিশেষ। 'রান্নার স্টোভ, ঘর গরম রাখবার অগ্নিস্থলী ইত্যাদি গরীব-দুঃখীরও চাই।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্টোর [ই] *বি* রকমারি জিনিসের দোকান। 'কোনো বড় স্টোরে ফোন করলেও পেতে পারি।' *শিবরাম*, ১৯৪০। দ্র **ষ্টোর**

স্টোরকিপার [ই] *বি* ভাণ্ডাররক্ষক। 'সহকারী স্টোরকিপার হয়ে এসেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

স্টোর-রুম [ই] *বি* ভাঁড়ার ঘর। 'স্টোর-রুম থেকে প্রচুর খাবার এনে সব চেয়ে বড়ো একটা কেবিনের মধ্যে আমরা আশ্রয় নিলাম।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

স্ট্যাণ্ড, স্ট্যান্ড [ই] ১ *বি* প্রার্থী হওয়া। 'আপনি বুঝি এই পোস্টটার জন্য স্ট্যান্ড কত্তে চান?' *ইমদাদুল*, ১৯২০। ২ *বি* যানবাহন দাঁড়াবার জায়গা। 'পরের স্ট্যাণ্ডে একজন উঠে গেল।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্ট্যান্ড করা *ক্রি* মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া। 'স্ট্যান্ড ত করবেই, তাছাড়া কত বই সে পড়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্ট্যাণ্ডিং কমিটি [ই] *বি* স্থায়ী কমিটি। 'স্ট্যাণ্ডিং কমিটির মেম্বর হিসাবে ... সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৪০। দ্র **ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি**

স্ট্যাণ্ডার্ড [ই] *বিণ* প্রমিত; আদর্শ। **স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম** [ই] *বি* প্রমিত সময়। 'নতুন সময় – ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম।' *তারা*, ১৯৪৩।

স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ার্ক [ই] *বি* মানসম্পন্ন গ্রন্থ। 'তাঁহার পরিমিতি ও বীজগণিত এখনো স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ার্ক বলিয়া গণ্য।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

স্ট্যাম্প [ই] ১ *বি* সরকারি মাশুল-টিকিট। 'স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* ডাকটিকিট। 'সবুজ কাগজখানায় আবার স্ট্যাম্প লাগানো।' *শিবরাম*, ১৯৫০। দ্র **ষ্টাম্প**

স্ট্রবেরি [ই] *বি* লতানো গাছে জন্মে এমন বেগুনি রঙের ছোট রসালো জামবিশেষ। 'তাঁরা ইংল্যান্ডের স্ট্রবেরি ফল অত্যন্ত ভালোবাসতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্ট্রাইক [ই] *বি* ধর্মঘট; ক্লাস বর্জন। 'আমরা সব স্ট্রাইক করেছি।' *বিভূতি*, ১৯৩১। দ্র **ষ্ট্রাইক**

স্ট্রাইপ [ই] *বি* ডোরা। 'গোরা তাকিয়ে দ্যাখে স্ট্রাইপের শার্ট-টা সে উল্টো করেই গায়ে দিয়েছে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

স্ট্রাগল [ই] *বি* প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই। 'কি অবস্থা থেকে স্ট্রাগল করে করে কোথায় উঠেছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

স্ট্রাটেজি, স্ট্রাটেজী [ই] *বি* প্রতিপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ার কৌশল। 'না ছিল তাঁদের ইউরোপীয় স্ট্রাটেজীর জ্ঞান।' *অন্নদা*, ১৯৩৭; 'ফসকে যায় তার আজকের রাজনৈতিক স্ট্রাটেজি।' *মানিক*, ১৯৪৭।

স্ট্র্যাটেজি [ই] *বি* রণকৌশল। 'মৌলানাকে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে তালিম দিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্ট্রাপ, স্ট্র্যাপ [ই] *বি* চামড়া, কাপড় বা প্লাস্টিকের তৈরি ফিতা। 'চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'ব্যাগের স্ট্র্যাপের রঙ মেলানো রয়েছে রক্ত-রাঙা ব্লাউজের সঙ্গে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

স্ট্রীট [ই] *বি* রাস্তা। 'সে রাস্তা কি তোমার পটলডাঙা স্ট্রীট?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। দ্র **ষ্ট্রীট**

স্ট্রীট ডাইরেক্টরি [ই] *বি* রাস্তার পরিচিতিমূলক নির্দেশিকা। 'শুধু স্ট্রীট ডাইরেক্টরি দেখে তার চেহারা চেনা যায় না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

স্ট্রেচার [ই] *বি* রোগী বহন উপযোগী খাটবিশেষ। 'স্ট্রেচারের 'পরে শুয়ে ...।' *জীবন*, ১৯৩০। দ্র **ষ্ট্রেচার**

স্ট্র্যাটেজি দ্র **স্ট্রাটেজি**

স্ট্র্যাপ দ্র **স্ট্রাপ**

স্তকিত [স স্থগিত] ১ *বিণ* মন্থর। 'স্তকিত জমুনার জল স্তকিত জে বায়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* হতবুদ্ধি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্তন [স] ১ *বি* প্রাপ্তবয়স্ক নারীবক্ষের দুগ্ধাধার গ্রন্থি। 'এড় এড় স্তন মোর জাএত পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বুকের দুধ; স্তন্য। 'সেদিন দিলাম স্তন কোলেতে করিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বি* মূল্যবোধ। 'অনেকগুলি সহজ সত্য আমরা অতীত কালের স্তন হইতে পান করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্তনতট [স] *বি* বক্ষস্থল। 'নরমেধ প্রলয়ের শিখা প্রতিভাত করি তার রৌপ্য স্তনতটে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্তনতীর [স] *বি* স্তনের প্রান্ত। 'সুমসৃণ স্তনতীরে আরক্তিম রেখা।' *সিকান্দার*, ১৯৬১।

স্তনদুগ্ধ [স] *বি* স্তননিঃসৃত দুধ। 'ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তন-দুগ্ধ পিব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্তন দেওয়া *ক্রি* সন্তানকে স্তন্য পান করতে দেওয়া। 'আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন মানুষ করেছে যত্নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্তনপান [স] *বি* মায়ের বুকের দুধ পান। 'স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্তনভার [স] *বি* স্তনের ভার। 'স্তনভারে, একে নারে, চলিবারে, ললনা।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

স্তনাগ্র [স] *বি* স্তনের বোঁটা। 'বাসনায় নিয়েছি অধীর মুখে স্তনাগ্র কোমল।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

স্তনান্ধয়া *বিণ স্ত্রী* স্তন্যপায়ী। 'কোথায় লাগে তার কাছে নববর্ষণে স্তনান্ধয়া বসন্তসেনার জলাভিষেক।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্তনাবর্তন, স্তনাবর্তন [স] *বি* স্তন আবৃতকরণ। 'স্তনাবর্ত্তনের অন্য বস্ত্র আবশ্যক করে না।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

স্তনামৃত [স] *বিণ* স্তন্য; মায়ের বুকের দুধ। 'স্তনামৃত দিয়া জসোদা কোন পদে জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তনন [স] *বি* ধ্বনি; গর্জন। 'আকাশ-জড়ানো ঘন বন, মাঝে মাঝে দূরাগত সমুদ্র-স্তনন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্তনিত [স] *বিণ* ধ্বনিত। 'নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্তনিতগম্ভীর [স] *বিণ* গম্ভীর গর্জনপূর্ণ। 'মেঘের স্তনিতগম্ভীর মহাশব্দের মত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্তন্য [স] *বি* স্তননিঃসৃত দুধ। 'কোনও কোনও প্রাণী, মনুষ্যের ন্যায় সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যপান করাইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'মাতার

স্তন্য একমাত্র সন্তানের জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্তন্যক্ষীররস [স] *বি* অমৃতের মতো মাতৃদুগ্ধ। 'মাতৃস্নেহবিগলিত স্তন্যক্ষীররসে পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্তন্যদান [স] *বি* বুকের দুধ খাওয়ানো। 'স্বকীয় শরীর-নিঃসৃত স্তন্যদান দ্বারা তাহার শরীর পোষণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্তন্যদায়িনী [স] *বিণ* বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে এমন। 'প্রাচীন সভ্যতার স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্তন্যদুগ্ধ [স] *বি* স্তননিঃসৃত দুধ। 'অপোগণ্ড শিশু স্তন্যদুগ্ধপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্তন্যপান [স] *বি* মায়ের বুকের দুধ পান। 'কোনও কোনও প্রাণী, মনুষ্যের ন্যায় সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যপান করাইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

স্তন্যপায়ী [স] *বিণ* মায়ের বুকের দুধ পান করে জীবন ধারণ করে এমন। 'কোনও কোনও প্রাণী, মনুষ্যের ন্যায় সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যপান করাইয়া থাকে; ইহাদিগকে স্তন্যপায়ী কহে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

স্তন্যপিপাসু [স] *বিণ* স্তন্যের জন্যে পিপাসার্ত। 'এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্তন্যবাহিনী [স] *বিণ স্ত্রী* দুগ্ধস্রোতা। 'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য ... জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা, পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্তন্যভারাতুর [স] *বিণ* দুগ্ধভারাক্রান্ত। 'তাঁহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্তন্যসিক্ত [স] *বিণ* স্তনের দুধে ভেজা। 'আমরা বঙ্গলক্ষ্মীর স্তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষঃস্থলের।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্তন্যসুধা [স] *বি* স্তন্যরূপ অমৃত। 'যেন মাতার স্তন্যসুধা-হেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্তব [স] *বি* আরাধনা; প্রার্থনা। 'ব্রহ্মার স্তব।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মূষক উড়িতে নারে একমনে স্তব করে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

স্তব কবচ [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) শ্লোক বা মন্ত্রাদি। 'কম্পিত ওষ্ঠাধর হইয়া স্তব কবচ পড়ে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্তবগাথা [স] *বি* প্রশংসা-কীর্তন। 'তার স্তবগাথা মনে মায়াজালের বিস্তার করেছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

স্তবগান [স] *বি* প্রার্থনা সংগীত। 'তপনের করে স্তবগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্তবন [স স্তবন] *বি* স্তুতি; আরাধনা। 'বিস্তর স্তবন কৈল শ্রীরামের চরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তবনীয় [স] *বিণ* প্রশংসনীয়। 'তার ভার সইবে না কারো স্তবনীয় ঘাড়ে।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

স্তবমন্ত্র [স] *বি* স্তুতি বা পূজা করার মন্ত্র। 'এই কামনায় স্তবমন্ত্রের আবৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্তবস্তুতি [স] *বি* গুণকীর্তন। 'সমগ্র সূক্তটি উষাদেবীর স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

স্তবহীন [স] *বিণ* গুণকীর্তন ছাড়া। 'স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্তবক [স] ১ *বি* শ্লোক বা মন্ত্রের বিভাগ। 'দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় কারিকার ব্যাখ্যাস্থলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বি* গুচ্ছ। 'মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভেরে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৩ *বি* গাছের অংশবিশেষ। 'বহু শাখা-প্রশাখায় পত্রপুঞ্জের বড়ো বড়ো স্তবক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

স্তবকিত [স] *বিণ* তোড়া-বাঁধা। 'এসো অফুরন্ত হাওয়ায়, স্তবকিত সবুজ পাতার কিশোর মুঠির ফাঁকে-ফাঁকে।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

স্তব্ধ [স] ১ *বিণ* বাকরুদ্ধ। 'স্তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে রহিলা দুইজন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* নীরব। 'স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বিণ* স্থির। 'বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'তোমার পল্লবদল, কভু স্তব্ধ, কভু-বা চঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৪ *বিণ* তীব্র। 'সুনীত দাঁড়িয়ে দ্বারে নিঃসংকোচ স্তব্ধ ঘৃণা নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্তব্ধচিত্ত [স] *বি* স্তম্ভিত হৃদয়। 'স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্তব্ধতম [স] *বিণ* একান্ত নীরব। 'এই বিভাবরী বড়ই ক্লান্ত বড়ই স্তব্ধতম।' *জসীম*, ১৯৫১।

স্তব্ধতা [স] ১ *বি* নীরবতা। 'রজনীতে সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর স্তব্ধতা প্রযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'স্তব্ধতা কপোলে হাত দিয়ে একা একা সেথা রহিবে বসিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বি* গম্ভীরতা। 'বাগান জুড়ে গাছের ছায়া আর অস্বাভাবিক স্তব্ধতা।' *মানিক*, ১৯৩৫।

স্তব্ধদীঘি *বি* শান্ত জলাশয়। 'এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধদীঘি অতল সুপ্তির।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

স্তব্ধনিবিড় [স] *বিণ* কোলাহলহীন। 'স্তব্ধনিবিড় গহন অরণ্যময় পাহাড়ে ...।' *সুকান্ত*, ১৯৪১।

স্তব্ধভাব [স] *বি* থমথমে অবস্থা। 'তাতে নিঃসন্দেহে স্তব্ধভাব।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্তব্ধভাবে *ক্রিবিণ* স্থিরভাবে। 'এগুলি স্তব্ধভাবে বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্তব্ধস্তর [স] *বি* বায়ুমণ্ডলের দুটি স্তরের উপরের স্তর। 'পণ্ডিতেরা এ স্তরের নাম দিয়েছেন stratosphere, বাংলায় আমরা বলব স্তব্ধস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্তব্ধ হওয়া *ক্রি* বাকরুদ্ধ হওয়া। 'স্তব্ধ হইয়া শুনিবি কেবল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্তব্ধাহত [স] *বিণ* নীরব। 'যেমন নিস্পন্দ হয়ে গেল, তেমনি স্তব্ধাহত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্তম্ভ [স] ১ *বিণ* স্তম্ভিত। 'প্রেমভরে সুবদনি তনু জনি স্তম্ভ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* খুঁটি। 'দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* সমাধির উপর স্থাপিত স্তম্ভ। 'তাহাদের সমাধিস্তম্ভে ত্রিবিধ অক্ষরে এই যুদ্ধের তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৯৪৯; 'স্তম্ভ বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্রে যে সকল সাঁওতাল বাস করিতেছিল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮। ৪ *বি* প্রধান নির্ভর। 'সেই অনুষ্ঠানগুলি সেই লোকাচারের স্তম্ভ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বি* সংবাদপত্রের কলাম। 'টাইম্‌স-এর জগৎপ্রকাশক স্তম্ভে আমাদের নাম নাহয় নাই উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্তম্ভন [স] *বি* হিন্দুদেবতা কন্দর্পের বাণবিশেষ। 'স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

স্তম্ভপ্রাকার [স] *বি* থাম ও দেয়াল। 'পর্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভপ্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

স্তম্ভিত [স] ১ *বিণ* নিশ্চল। 'শরধনু স্তম্ভিত দেখিআ মহাবীরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* হতবাক। 'বুদ্ধির অতি ক্ষুদ্রতা ও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া ... স্তম্ভিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'চিঠি পড়িয়া আশা স্তম্ভিত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *বিণ* নিঃশব্দ। 'স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৪ *বিণ* নিবারিত; দমিত। 'অত্যাচারীর দম্ভকে স্তম্ভিত করা যাবে না।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্তম্ভী [স] *বিণ* স্তম্ভিত। 'সকলে বন্ধন দেখিয়া স্তম্ভী হইও না।' *রামরাম*, ১৮০২।

স্তম্ভে চড়ানো *ক্রি* সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলামে সমালোচনা করা। 'সম্পাদক যেন শুনতে না পায়, স্তম্ভে চড়াবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্তর [স] ১ *বি* পর্ব। 'কোটী কোটী শতাব্দীর তিরোধানের পর যে সকল স্তর আসিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* পরত। 'রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বি* পটি। 'তুলোর স্তর দিয়ে আচ্ছন্ন করে নিজের কপোলদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্তরচ্যুত [স] *বিণ* স্তরভ্রষ্ট। 'জয়-পরাজয়ের স্তরচ্যুত হয়ে সকল পার্থিব ও অপার্থিব হিসাবনিকাশের অতীত।' *মানিক*, ১৯৩৫।

স্তরত্বশূন্য [স] *বিণ* স্তরহীন। 'নীচে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্তরবিন্যস্ত [স] *বিণ* স্তরে সজ্জিত। 'নীচে স্তরবিন্যস্ত ধানের খেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্তরবিন্যাস [স] *বি* স্তরে স্তরে সজ্জা। 'মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণবৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্তরীভূত [স] *বিণ* জমাট। 'সূক্ষ্ম গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তরীভূত হয়ে আছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্তরে স্তরে ১ *ক্রিবিণ* থরে থরে। 'স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *ক্রিবিণ* পরতে পরতে। 'চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *ক্রিবিণ* ক্রমান্বয়ে; পর্যায়ক্রমে। 'স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৪ *ক্রিবিণ* প্রতিটি পর্যায়ে। 'সমাজের স্তরে স্তরে ... আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

স্তল [স স্থল] *বি* কূল। 'জল জন্তু স্তল জন্তু সুন্দর মুর্ত্তি ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তান[1] [স স্থান] *বি* আসন। 'কৃতবৃক্ষা সতধর্ম্মা অক্রুর এক স্তান।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তান[2] [স স্নান] *বি* স্নান। 'এতটা জলে স্তান করেন নির্লেপ নৈরাকার।' *রামাই*, ১৭১০।

স্তাপন [স স্তবন] *বি* উপাসনা। 'জার জেই মন্ত্রে কৈল অগ্নির স্তাপন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তাপনা [স স্থাপন>] *ক্রি* স্থাপন করা। **স্তাপিল** *ক্রি* স্থাপন করলো। 'ব্রাহ্মনে বিদায় দিতে স্তাপিল বহু দেবে।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তাপিতা [স স্থাপিত] *বিণ স্ত্রী* স্থাপিত। 'নানা পাঠশালা স্তাপিতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

স্তাফনা [স স্থাপন>] *বি* স্থাপন। 'তাহাতে প্রথিবীর স্তাফনা করিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

স্তাবন [স স্থাপন] *বি* স্থাপন। 'উক্তার স্তাবন করি তবে সে চিনিবা।' *সুলতান*, ১৭০০।

স্তাম্বুলি *বিণ* ইস্তাম্বুল নগরীতে উৎপন্ন। 'স্তাম্বুলি-সুরমা-মাখা তার কালো আঁখির পাতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্তিমিত [স] ১ *বিণ* ঝাপসা। 'স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ২ *বিণ* নিভুনিভু। 'বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* ঝিমিয়ে-পড়া। 'যখন স্তিমিত শ্রান্ত নীরব মধ্যাহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্তিমিতদীপ [স] *বিণ* প্রদীপে ক্ষীণ আলো জ্বলছে এমন। 'ওই গ্রামেরই দিনের অন্তে স্তিমিতদীপ রাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্তিমিতালোক [স] *বিণ* ক্ষীণপ্রভ। 'কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিতালোক চন্দ্রের জ্যোৎস্না।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

স্তির [স স্থির] *বিণ* দৃঢ়। 'ক্রন্দন সম্বলি উসা স্তির কৈল মতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্তুত [স] *বিণ* আরাধ্য। 'অমরবৃন্দ কর্ত্তৃক স্তুত ব্রহ্মা।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

স্তুতি [স] ১ *বি* বন্দনা। 'প্রনাম করিয়া স্তুতি করিল বিস্তরে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* মন্ত্রপাঠ। 'সন্ধ্যা সাঙ্গ করিআ করিল বহু স্তুতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* খোশামোদ। 'আপন আপন মতলব হাসিল জন্য নানা প্রকার স্তুতি করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

স্তুতিকথা [স] *বি* প্রশংসাবাক্য। 'দেবতাদিগের স্তুতিকথা বলিবার সময়ে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্তুতিগর্ভ [স] *বিণ* প্রশংসাপূর্ণ। 'এক পরম সুন্দরী কন্যা, বীণানুগত স্তুতিগর্ভ গীত দ্বারা, ভগবতী কাত্যায়নীর উপাসনা করিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্তুতি-গাইয়ে *বি* প্রশংসাসূচক গান গায় যে; চাটুকার। 'সাথে ... স্তুতি-গাইয়ে নিয়ে যেতেও ভোলে না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্তুতি-ধ্বনি [স] *বি* বন্দনা-বাক্য। 'লুটায়ে ধরণীতলে, করে স্তুতি-ধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্তুতিনিন্দা [স] *বি* প্রশংসা ও সমালোচনা। 'দেশের লোকের স্তুতিনিন্দা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে, কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্তুতিবাদ [স] *বি* প্রশংসা। 'শিক্ষা বিষয়ে অধিকতর বিশ্বাস করিয়া স্তুতিবাদ করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

স্তুতিবাদলাভ [স] *ক্রি* প্রশংসা অর্জন করা। 'স্তুতিবাদলাভ ছাড়া মনোরঞ্জনের আর কোনো প্রমাণ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্তুতিময় [স] *বিণ* প্রশংসাপূর্ণ। 'ইতিহাস/ স্তুতিময় শোকের উচ্ছ্বাস!' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

স্তুতিমিনতি [স স্তুতি+মিনতি] *বি* সকাতর প্রার্থনা। 'আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতিমিনতি করে এলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্তুতিমিষ্টান্নপ্রিয় [স] *বিণ* মিষ্ট কথার প্রশংসা পছন্দ করে এমন। 'গ্রন্থকারদের মধ্যে কবি এবং গুণীদের মধ্যে গায়কগণ বিশেষরূপে স্তুতিমিষ্টান্নপ্রিয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্তুতিযোগ্য [স] *বিণ* প্রশংসাযোগ্য। 'সেক্সপিয়ার স্তুতিযোগ্য এবং নিউটন অতি বরণীয় বটে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্তুতী [স স্তুতি] *বি* (হিন্দুপুরাণ) প্রশংসা বা আরাধনা। 'স্তুতীএ তুষিল

হরি জলের ভিতরে।' বড়ু, ১৪৫০।

স্তূপ [স] ১ *বি* রাশীকৃত। 'কত শত গ্রাম নগর প্রোথিত বা মৃত্তিকা স্তূপ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বি* ঢিবি। 'কী করে দাঁড়ায়ে আছে, জড় পাষাণের স্তূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

স্তূপাকার [স] ১ *বিণ* রাশীকৃত। 'সুদৃশ্য অশ্ব, স্তূপাকার স্বর্ণ, বিচিত্র আসন, স্বর্ণ ও রত্নখচিত গজদন্তময় যান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অবিন্যস্ত। 'একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ *বিণ* পাহাড়ের মতো। 'স্তূপাকার রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

স্তূপাকৃতি [স] *বিণ* স্তূপাকার। 'তাহার তুলনায় হিমালয় তুল্য স্তূপাকৃতি স্বর্ণখণ্ড কর্কর-রাশি সদৃশ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্তূপীকৃত [স] ১ *বিণ* স্তূপ করা হয়েছে এমন। 'ফুল স্তূপীকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, আমি ফুল গাঁথিতাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* সঞ্চিত। 'বহু হতভাগ্যের পদধূলি "গণবাণী" অফিসে স্তূপীকৃত গণবাণীকেও ছাড়িয়ে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* রাশীকৃত। 'স্তূপীকৃত শবের মাঝে ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্তূয়মান [স] *বিণ* প্রশংসিত। 'এইসকল মনুষ্যকর্তৃক স্তূয়মান যে দানবীর রাজা বড়াহ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

স্তেয় [স] *বি* চুরি; অপহরণ। 'তাহার নাম স্তেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

স্তোক [স] *বি* আশ্বাস। 'নাপিতিনী অনেক বুঝাইয়া স্তোক দিয়া বিদায় হইল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্তোক দেওয়া *ক্রি* মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া। 'মা ঐ এক বাক্যে বহুদিন মৌলবী সাহেবকে স্তোক দিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

স্তোকবাক্য [স] *বি* প্রবোধ বাক্য; মন-ভুলানো কথা। 'হরবল্লভ তাঁহাকে স্তোকবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্তোকাসন [স] *বি* সামান্য স্থান। 'রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে যদি নিতান্তই আমাকে কোনো স্তোকাসন দেওয়া হয় তবে সেটা হবে সর্বনিম্নে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

স্তোত্র [স] *বি* শ্লোক। 'স্তোত্র সমুদায় শ্রবণপূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্ত্রি [স স্ত্রী] *বি* নারী। 'স্ত্রি হৈয়া এত তুমি করিলে সাহস।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্ত্রিকলা [স স্ত্রীকলা] *বি* নারীসুলভ চতুরতা। 'ঐ সে জানে স্ত্রিকলা মোহন চাতুরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্ত্রিবধিয়া [স স্ত্রীবধ>] *বি* স্ত্রীবধকারী। 'স্ত্রিবধিয়া বলি জেন বলএ সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্ত্রিবুদ্ধি [স স্ত্রীবুদ্ধি] *বি* স্ত্রীবুদ্ধি; নারীর চতুরতা। 'কিবা জানে স্ত্রিবুদ্ধি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্ত্রিয়া [স স্ত্রী>] *বি* নারী। 'স্ত্রিয়া জাতি হীনমতি কি বুদ্ধি তোমার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

স্ত্রী [স] ১ *বি* নারী। 'বুলে স্ত্রী পুরুষে সব লোক প্রভু সঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* পত্নী। 'স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্ত্রী-আচার [স] *বি* বিবাহে নারীদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। 'তবে রম্ভা স্ত্রী-আচার করে যথাবিধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্ত্রীউদাসীনতা [স] *বি* পত্নীর প্রতি অবহেলা। 'দাদাসাহেব তার স্ত্রীউদাসীনতা সমর্থন করে বলেছিলেন, 'কেবল কথা বলে না।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্ত্রী-ওয়ালা *বিণ* পত্নী আছে এমন। 'স্ত্রী-ওয়ালা বন্ধুদের ওপর তোমাদের এত রাগ।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

স্ত্রীঘ্ন [স] *বি* স্ত্রীঘাতী। 'আমার এই আজ্ঞা মানিস স্ত্রীঘ্ন কি তাহার দুঃখদাতা কদাচ হইবি না।' *রামরাম*, ১৮০১।

স্ত্রীজনসুলভ [স] *বিণ* নারীসুলভ। 'নয়নতারা স্ত্রীজনসুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত যতগুলি অপমানশর বর্ষণ করিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্ত্রীজাতি [স] *বি* নারীকুল। 'শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

স্ত্রীজাতীয় [স] *বিণ* নারীসমাজের। 'তাহারা যদি স্ত্রীজাতীয় হয় তবে বলিতে হইবে মেয়েদের হাস্যতাবোধ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্ত্রীজিত [স] *বিণ* পত্নীর অনুগত। 'স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কান ...।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্ত্রীত্যাগ *বি* পত্নীকে বর্জন। 'পুরুষ কিন্তু স্ত্রীত্যাগ করিয়া অনবরত অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারিবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

স্ত্রী ত্যাগ করা *ক্রি* পত্নীকে তালাক দেওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্ত্রীদাহ [স] *বি* মৃত স্বামীর সঙ্গে তার পত্নীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা। 'তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে।' *রামমোহন*, ১৮১৮।

স্ত্রীধন [স] ১ *বি* নারীর ধনসম্পদ। 'রাণীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ... মিউটিনি হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* দেনমোহর। 'অমুকের পুত্রকে এত স্ত্রীধনে মহম্মদী চার শর্তে বিবাহ করতে রাজী।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

স্ত্রীধর্ম, স্ত্রীধর্ম্ম [স] *বি* প্রজনন-ক্ষমতা। 'প্রায়ই পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্ম রহিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্ত্রীধর্মনীতি [স] *বি* নারীদের স্বভাব। 'এইটেই স্ত্রীধর্মনীতির বিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

স্ত্রীপরিচ্ছদ [স] *বি* নারীর পোশাক। 'পাশ্চাত্য ও মালাবার স্ত্রীপরিচ্ছদের বিভিন্নতাও প্রায় তদনুরূপ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্ত্রীপরিজন [স] *বি* নারী ও পরিবার। 'আমরা যাঁদের ঋষিমুনি বলে থাকি অরণ্যে ছিল তাঁদের সাধনার স্থান। সেই সঙ্গেই ছিল স্ত্রী-পরিজন নিয়ে তাঁদের গার্হস্থ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

স্ত্রীপাঠশালা [স] *বি* মেয়েদের স্কুল। 'এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।' *গৌর*, ১৮২২।

স্ত্রীপাঠ্য [স] *বিণ* নারীদের পাঠোপযোগী। 'স্ত্রীপাঠ্য শিশুপাঠ্য স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য প্রবন্ধসকল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

স্ত্রীপুরুষ [স] ১ *বি* নারী-পুরুষ। 'স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ, বনিতা, বালক ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬; ' গৌণ প্রয়োজনও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'স্ত্রীপুরুষ মাত্রেরই মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক প্রেমের সম্বন্ধ তাহা এদেশে জন্মিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'এক-একটা ছোটো টেবিল ঘেরিয়া স্ত্রীপুরুষ নিঃশব্দে আহার করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বি* স্বামীস্ত্রী। 'প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্ত্রীবধ [স] ১ *বি* নারীহত্যা। 'নহে স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে।'

মালাধর, ১৫০০। **২** *বি* মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে চিতায় তুলে মারা। 'কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন।' *রামমোহন*, ১৮১৮।

স্ত্রীবর্গ [স] *বি* সমবেত নারী। 'সভাস্থ লোকেরা ও স্ত্রীবর্গেরা গন্ধর্ব্বসেনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

স্ত্রীবিদ্যা [স] *বি* নারীশিক্ষা। 'স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক কএক সপ্তাহ অবধি বাদানুবাদ যাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

স্ত্রীবিদ্যালয় [স] *বি* মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার স্থান। 'তেমন স্ত্রীবিদ্যালয় কই?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

স্ত্রীবিয়োগ [স] *বি* স্ত্রীত্যাগ। 'সীতার নির্ব্বাসন সামান্য স্ত্রীবিয়োগ নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্ত্রীবুদ্ধি, স্ত্রীবুদ্ধিঃ [স] **১** *বি* নারীর জ্ঞান। 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বি* নারীসুলভ বুদ্ধি। 'স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮; 'এলার স্ত্রীবুদ্ধিতে বুঝতে বাকি রইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

স্ত্রীবেশ [স] *বি* নারীরূপ। 'স্ত্রীবেশ ধরিল যদি রাজার সন্ততি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

স্ত্রীভাব [স] *বি* নারীসুলভ আচরণ। 'কৃষ্ণনামবিশিষ্টমন সদা হরিদাস/ অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব-প্রকাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্ত্রীভারাক্রান্ত [স] *বিণ* পত্নী গলগ্রহ হয়ে আছে এমন। 'অক্ষম পুত্র আপনাকে স্ত্রীভারাক্রান্ত দেখিয়া নতশির হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

স্ত্রীমণ্ডলী [স] *বি* নারীসমাজ। 'অজ্ঞান তিমিরাবৃত স্ত্রীমণ্ডলীর দৃঢ়বদ্ধ দুরবস্থাকে স্মরণ করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

স্ত্রীমহল [স স্ত্রী+আ মহল] *বি* নারীসমাজ। 'স্ত্রীমহলে অসম্ভব মানহানিকর কাণ্ড করিয়াছে।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

স্ত্রীমারী [স] *বি* নারীমৃত্যু। 'স্ত্রীমারী শিশুমারী দূর হতে পারুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্ত্রীমূর্তি [স] *বি* নারী। 'শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমূর্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। *বি* নারীমূর্তি। 'দেখিয়া কোন ভাস্কর্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

স্ত্রীরত্ন [স] *বি* স্ত্রীরূপ রত্ন। 'স্ত্রীরত্ন লাভ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; *মশাররফ*, ১৮৬৯।

স্ত্রীলিঙ্গ [স] **১** *বি* স্ত্রীবাচক। 'যুক্তিশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। **২** *বি* নারীজাতি। 'স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর নপুংসকে শাসিত কর।' *লালন*, ১৮৯০।

স্ত্রীলোক [স] *বি* নারী। 'শাস্ত্রের শাসন কেবল স্ত্রীলোক আর শূদ্রের।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৩; 'স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

স্ত্রীলোকঘটিত [স] *বিণ* নারী সম্পর্কিত। 'স্ত্রীলোকঘটিত অর্থলাভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্ত্রীশক্তি [স] *বি* নারীর গুণ বা বৈশিষ্ট্য। 'সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্ত্রীশরীর [স] *বি* নারীদেহ। 'পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীশরীর চরিত্র নদীর।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

স্ত্রীশিকার [স স্ত্রী+ফা শিকার] *বি* নারীকে আকৃষ্টকরণ। 'রূপ যে স্ত্রী-শিকারের বাণের রৌপ্য-ফলকের চেয়েও কঠিন হয়ে বাজে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্ত্রীশিক্ষা [স] *বি* নারীশিক্ষা। *দর্পণ*, ১৮২২। 'এইক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের আশু যত্ন করা উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

স্ত্রীসঙ্গ [স] *বি* নারীর সঙ্গ। 'স্ত্রীসঙ্গের অভাবই চারুর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্ত্রীসভা [স] *বি* নারীদের সমিতি। 'অনেক স্ত্রীসভাও তাঁহার সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছিল।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্ত্রীসমাজ [স] *বি* নারী সম্প্রদায়। 'স্ত্রীসমাজে তিনি বিশেষ রূপ প্রিয় হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

স্ত্রীসহবাস [স] *বি* নারীসঙ্গম। 'ইহার সমুচিত ঔষধ স্ত্রীসহবাস।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

স্ত্রীসুলভগুণ [স] *বি* নারীদের সহজাত গুণাবলি। 'কত সাহসিকতা ও স্ত্রীসুলভগুণের পরিচয় দিয়াছিলেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্ত্রীস্বত্ব [স] *বি* স্ত্রীর অধিকার। 'রাজা রাজড়ার স্ত্রীস্বত্বে উপস্ত্রীতে অনুগামী হওয়া বিশেষ দোষের কথা নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

স্ত্রীস্বভাব [স] *বিণ* নারীসুলভ। 'পত্রেতে তাঁহার বুদ্ধি ও স্ত্রীস্বভাব লজ্জার বিষয়ে অতিপ্রশংস্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

স্ত্রীস্বভাবসুলভ [স] *বিণ* নারীর স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'ভারতমহিলারা স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা, বিনয়, দয়ামায়া, স্নেহ ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্ত্রীস্বাধীনতা [স] *বি* নারীদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অধিকার। 'অগ্রে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে জ্ঞানের বীজ রোপিত হউক, তবে স্ত্রীস্বাধীনতার চেষ্টা করিব।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'পুরুষেরা স্ত্রীলোকের মান বজায় রাখিতে না জানিলে স্ত্রীস্বাধীনতা কখনই থাকিতে পারে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্ত্রীস্বাধীনতা-যুগ *বি* স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা আছে এমন যুগ। 'তার কাঠামো গদ্যের হলেও স্ত্রীস্বাধীনতা-যুগের মেয়েদের মতোই গীতকলা তার মধ্যে অনায়াসেই অসংকোচে প্রবেশ করত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

স্ত্রীহত্যা [স] **১** *বি* মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবিত পত্নীকে চিতায় তুলে মারা। 'এমন করিয়া স্ত্রীহত্যা সর্ব্বথা না কর।' *রামমোহন*, ১৮১৯। **২** *বি* নারীহত্যা। 'আমি কি এই বুড়াবয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্ত্রৈণ [স] **১** *বিণ* স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ। 'স্ত্রৈণ মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* স্ত্রীকে অতিরিক্ত ভালোবাসে এমন পুরুষ। 'যে ব্যক্তি স্ত্রীকে কিছু বিশেষরূপ ভালোবাসে সাধারণতঃ লোকে তাহাকেই স্ত্রৈণ বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্ত্রৈণতা [স] *বি* স্ত্রীর প্রতি অস্বাভাবিক আনুগত্য। 'রাজার স্ত্রৈণতা সর্ব্বনাশের কারণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

স্থকিত [স স্থগিত] **১** *বিণ* স্থির। 'স্থকিত হইয়া উট রহিল দাণ্ডাই।' *সুলতান*, ১৭০০। **২** *বিণ* বিরত। 'কিছুকাল সেই স্থানে স্থকিত হইয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বিণ* বন্ধ। 'এ প্রযুক্ত কালি পর্য্যন্ত কাটনি স্থকিত রাখিলেক। *তারিণী*, ১৮০৩।

স্থগিত [স] **১** *বি* চাকরি থেকে বরখাস্ত করা। *ডানকান*, ১৭৮৪। **২** *বিণ*

স্থির। 'মধ্যে২ স্থগিত হইয়া ঈষৎ গতিতে পশ্চাৎ আসিয়া ....।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ৩ *বিণ* বন্ধ। 'শিক্ষা কিঞ্চিৎকাল স্থগিত করিতে হইল।' *কৌমুদী*, ১৮৩৪; 'হীনের লাটিন পাঠ স্থগিত রহিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

স্থগিত করা ১ *ক্রি* বন্ধ করা। 'শিক্ষা কিঞ্চিৎকাল স্থগিত করিতে হইল।' *কৌমুদী*, ১৮৩৪। ২ *ক্রি* গতিরোধ করা। 'প্রচণ্ডগামী নৈমিত্তিক রথ সহসা স্থগিত করা সুকঠিন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

স্থগিতযাত্রা [স] *বিণ* চলা থামিয়েছে এমন। 'পাইনগাছের দল স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মতো খাড়া রয়েছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্থণ্ডিল [স] *ক্রি* সমতল স্থান। 'স্থণ্ডিলে পাতিল লইআ ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্থপতি [স] *বি* গৃহাদি নির্মাণকারী; নির্মাণের নীলনকশাকারী। 'স্থপতি মোদের করেছে বরভূধরের ভিত্তি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২; 'আমাদের আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে ইনি একজন সুনিপুণ স্থপতি ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্থবির [স] *বিণ* চলার শক্তিহীন; চলনশীল নয় এমন। 'যদি স্থবির বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বসুদেবকে পূজা করিলে না কেন?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'ভাবিনি তোমারে নিষ্ঠার প্রস্তরমূর্তি, অমানুষ, স্থবির, নিস্প্রাণ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১; 'কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্থবিরতা [স] ১ *বি* বার্ধক্য। 'স্থবিরতা ও কদর্যতা ছাড়া মুখে তার অন্য কোনো কিছুরই ছাপ নেই।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* মৃত্যু। 'স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বল তো।' *জীবন*, ১৯৪২।

স্থবিরত্ব [স] *বি* জড়ত্ব। 'নূতন ঋতুতে হঠাৎ নূতন ফুল-ফল-ফসলের দাবি এসে পড়ে। যদি তাতে সাড়া দিতে না পারা যায়, তবে সেই স্থাবরতাই স্থবিরত্ব প্রমাণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১; 'নিউ স্কীমের স্থবিরত্ব এসে গেল।' *সওগাত*, ১৯৪১।

স্থল [স] ১ *বি* স্থান। 'গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ভূপৃষ্ঠ। 'কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাপার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* শুকনা ডাঙা। 'স্থল নাহী পায় ডুব্যা মরে তথি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* জলশূন্য জায়গা। 'সমুদ্রেরে আজ্ঞা দিল তুস্কি হও স্থল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ *বি* প্রসঙ্গ। 'যে স্থলে হানিমানের স্ত্রীর গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, সে স্থল উদ্ধৃত করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৬ *বিণ* দৃষ্টান্ত। 'মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শ স্থল বটেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ৭ *বি* বিষয়। 'এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্থলকমল [স] *বি* ফুলবিশেষ; স্থলপদ্ম। 'উরু যুগ শোভে রামকদলী স্থলকমল চরণে।' *বড়ু*, ১৫৭০।

স্থলচর [স] *বিণ* স্থলে বসবাসকারী। 'তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, অর্থাৎ কেবল স্থলে থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

স্থলজ [স] *বিণ* স্থলজাত। 'স্থলজ বৃক্ষের বল্কল ভিন্ন অন্য অন্য অনেক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্থলপথ [স] *বি* ভূমির উপরে তৈরি সড়ক। 'স্থলপথে গমনে কিছু প্রতিবন্ধক হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

স্থলপদ্ম [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'সে পদ যুগল অধিক নির্মল কদম্ব স্থলপদ্ম জিতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

স্থল-প্রদেশ *বি* স্থল-ভাগ। 'স্থল-প্রদেশ এই জলজগতের তুলনায় সত সামান্য, কত ক্ষুদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

স্থলবাসী [স] *বিণ* স্থলে বসবাসকারী। 'কেমনে বাঁচিবে বল স্থলবা নর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

স্থলবিহারী [স] *বিণ* স্থলে চড়ে বেড়ায় এমন। 'সমুদয় স্থলবিহা জীব নয়নপথবর্তী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্থলবেতস [স] *বি* এক ধরনের বেতগাছ। 'স্থলবেতসের বনে ম ডাকিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্থলবেষ্টিত [স] *বিণ* ভূমি দিয়ে ঘেরা আছে এমন। 'চতুর্দি স্থলবেষ্টিত নিসর্গসম্ভূত সুবৃহৎ জলাশয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্থলভাগ [স] *বি* ভূমির অংশ। 'পৃথিবীর স্থলভাগ জলময় সমু পরিবেষ্টিত নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্থলযান [স] *বি* স্থলে চলে এমন যান। 'এই শক্তির বলে ট্রামগা মোটরগাড়ী প্রভৃতি স্থল-যান ... পরিচালিত হইতেছে।' *অক্ষ* ১৮৫৪।

স্থলাধিকারী [স] *বিণ* স্থলাভিষিক্ত। 'এই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে স্থলাধিকারী হইল ইসলাম।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

স্থলাবধারণ [স] *বিণ* জায়গা নির্ধারণ। 'ইহাতে বৈয়াকরণিকদিগে মধ্যে পাণিনির স্থলাবধারণ হইল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্থলাভিষিক্ত [স] *বিণ* স্থানে অধিষ্ঠিত। 'তাহারা সমুদ্রযোগে আগম করিয়া মিশরাদি বণিকগণের স্থলাভিষিক্ত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪ 'তোমার স্থলাভিষিক্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্থলী [স] ১ *বি* পাত্র। 'গৃহস্থে সে সবার প্রীতের স্থলী হয়ে।' *বৃন্দ* ১৫৮০। ২ *বি* স্থান। 'তাহাতে নির্জন স্থলী অতি অনুপাম।' *সুলতা* ১৭০০।

স্থাঞী [স স্থায়ী] *বি* স্থায়ী। 'তিন ভাব স্থাঞী আর সঞ্চারি প্রতীক *আলাওল*, ১৬৮০।

স্থাণু [স] *বিণ* স্থির। 'স্থাণুভাবে বৈসে বিষ্ণুখট্টার উপর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্থাণুবৎ [স] *বিণ* স্তম্ভের মতো; স্থির। 'তাহার মত্ততা তাহার স্থাণু অচল স্থিতি এবং তাহার উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১ 'সকলকে স্থাণুবৎ নিশ্চল করে মুখের উপর সিলমোহর এঁটে রে দিয়েছে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্থাণুভাবে [স] *ক্রিবিণ* স্থির হয়ে। 'স্থাণুভাবে বৈসে বিষ্ণুখট্টা উপর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্থান [স] ১ *বি* নিকট। 'গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আঙ্কী।' *ব* ১৪৫০; 'তাহার স্থানে হইতে যাহা উচিত জানেন তাহার কথক ... *ডানকান*, ১৭৮৫। ২ *বি* অবস্থান। 'সত্য মোর লীলা কর্ম সত্য মে স্থান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* জায়গা। 'স্বভাবসুন্দর স্থানে শো গাভীগণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সেই স্থানে তার অশ্ব পদে পরশিল *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ *বি* জায়গা। 'যদ্যপি প্রবিষ্ট হন ত সভ্যপংক্তির মধ্যে তাঁহারা স্থান পাইবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ সংকুলানের জায়গা। 'তাই বলে কি ফিরবে তুমি, আছে, আ স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৬ *বি* আশ্রয়। 'স্থান দাও ... জাগ্রত ভগব হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৭ *বি* পরীক্ষায় কৃতকার্যতার ক্রম। 'বি. পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স্থান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্থান করা *ক্রি* পছন্দমতো জায়গা করা; খাপ খাইয়ে নেওয়া। 'ম যখন নূতন নীড়ে আপনার স্থান করে নিতে পারে না ব'লে উড়ু-উ করতে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্থানকালপাত্রোচিত [স] *বিণ* যথোপযোগী। 'স্থানকালপাত্রো

হয়েছে কি না সন্দেহ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্থানকালপাত্রোত্তীর্ণ [স] *বিণ* স্থান, কাল ও পাত্রের উপর নির্ভরশীল নয় এমন। 'ক্লাসিক মন যে রূপকে স্থানকালপাত্রোত্তীর্ণ বলে কল্পনা করে, রোমান্টিক মন তাকেই ...।' *শিব*, ১৯৫০।

স্থানকালোর্ধ্ব [স] *বিণ* স্থান ও কালের অতীত। 'মানুষের বিকাশের ইতিহাসে তাঁদের কৃতির স্থানকালোর্ধ্ব মূল্য সুপ্রত্যক্ষ।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্থানচ্যুত [স] *বিণ* জায়গা থেকে অপসারিত। 'পাট ... অভিনব কোন পণ্য দ্বারা স্থানচ্যুত হতে পারে।' *শিখা*, ১৯৩১।

স্থানচ্যুতি [স] *বি* নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে বিচ্যুতি। 'কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্থানজ্ঞাপক [স] *বিণ* স্থান নির্দেশক। 'এই সমস্ত জনপদের অধিকাংশের নাম ... স্থানজ্ঞাপক।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

স্থান দেওয়া *ক্রি* জায়গা দেওয়া। 'মনে স্থান দেওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্থাননির্ভর [স] *বিণ* স্থানের উপর নির্ভরশীল। 'স্থাননির্ভর কোন বস্তুর সমস্তকে নিয়ে কালের বুকে যে ক্রমাগত পথ চলা ...।' *সনৎ*, ১৯৭০।

স্থানভ্রংশ [স] *বিণ* নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে চ্যুত। 'সহস্র বৎসরেও তত্তাবতের স্থানভ্রংশ মনুষ্যচক্ষে লক্ষিত হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্থানভ্রষ্ট [স] ১ *বিণ* স্থানচ্যুত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* নির্দিষ্ট জায়গা থেকে অপসারিত। 'তাহা হইলে তুমি স্থানভ্রষ্ট হইয়া মহাকষ্ট পাইবে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্থানশোভা [স] *বি* স্থানগত সৌন্দর্য। 'সুরমার রেখা স্থানশোভায় ভরিয়ে তুললেন।' *শওকত*, ১৯৬২।

স্থানসংকীর্ণতা [স] *বি* জায়গার অপ্রশস্ততা। 'স্থানসংকীর্ণতা বলিয়া কোনো পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্থান-সমুদ্র [স] *বি* অসীম স্থান। 'স্থান-সমুদ্রের ভিতর দিয়া জগতের পর জগৎ দেখান হইল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্থানাঙ্ক [স] *বি* সমগুরুত্ব। 'স্থানাঙ্ক-ব্যতিরেকে সেই অপরিমেয় পটভূমিতে এগুলোর উপস্থাপন দুষ্কর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

স্থানান্তর [স] ১ *ক্রিবিণ* অন্য জায়গায়। 'তাহার স্থানান্তর যাওয়াতে সকলেই দুঃখী হইল।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'স্থানান্তরে বলা হইতেছে যে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বি* তরজমা; অনুবাদ। 'যাহা জ্ঞানের জিনিস তাহা এক ভাষা হইতে আর-এক ভাষায় স্থানান্তর করা চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্থানান্তরিত [স] *বিণ* এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো। 'আগে কেন জাল অরবিন্দকে স্থানান্তরিত কল্যেম না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

স্থানান্তরী [স] *বিণ* দেশান্তরী। 'পাকিস্তান হওয়ার আগেই সে স্থানান্তরী ... হয়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

স্থানান্তরে *ক্রিবিণ* অন্য কোনো স্থানে। 'পুত্র লয়ে যাই স্থানান্তরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

স্থানাভাব [স] *বি* জায়গার স্বল্পতা। 'এ স্থানে কিঞ্চিত কাল পরে স্থানাভাব হবেক।' *রামরাম*, ১৮০১।

স্থানাভিষিক্ত [স] *বিণ* পদে অধিষ্ঠিত। 'কদিন তুমি আমার স্থানাভিষিক্ত থাকবে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

স্থানার্পণ [স] *বি* জায়গা বরাদ্দ। 'আপনকার অমূল্য দর্পণে স্থানার্পণ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

স্থানাস্থান [স] *বি* ভালো জায়গা ও খারাপ জায়গা। 'নাহি জানে স্থানাস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্থানিক [স] ১ *বিণ* স্থানীয়। 'স্থানিক জলবায়ুর স্বাস্থ্যপ্রদত্বে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* আঞ্চলিক। 'রাশিয়ার region study অর্থাৎ স্থানিক তথ্য সন্ধানের উদ্যোগ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্থানী [স স্থানীয়] *বিণ* স্থানে বসবাসকারী। 'বিচ্ছেদ জন্মাইয়া নানা স্থানী করিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

স্থানীয় [স] ১ *বিণ* স্থানে অবস্থিত। 'অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সংস্তুক ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিরূপে বাস।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* স্থান-সম্পর্কিত। 'স্থানীয় আত্মশাসন ত স্থানবিশেষে আত্মশাসন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। ৩ *বিণ* সমতুল্য। 'ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্থানে *ক্রিবিণ* নিকটে; কাছে। 'গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আক্ষী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সুত রাধার স্থানে তবে কহিল স্বপ্নন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্থানেতে *ক্রিবিণ* স্থানে। *ডানকান*, ১৭৮৪।

স্থানে স্থানে [স স্থান>] ১ *ক্রিবিণ* নানা স্থানে। 'উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* এখানে-ওখানে। 'বিবিধ প্রকার ধন স্থানে২ ভাণ্ডার পূর্ণিত শান্তমতি সুপ্রকৃতি ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

স্থানোপযোগী [স] *বিণ* স্থান সংকুলান হয় এমন। 'দুইশত মনুষ্যের স্থানোপযোগী এক বৃহৎ পোতে ... যাত্রা করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

স্থাপক [স] ১ *বিণ* প্রতিষ্ঠাতা। 'পাঠশালার স্থাপক শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বি* প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তি। 'ফেলোরা কলেজের স্থাপকদের দত্ত অর্থ হইতে বাৎসরিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্থাপত্য [স] *বি* ভবনাদি নির্মাণ বিষয়ক বিদ্যা। 'জড়ের আকৃতি সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্থাপত্যকলা [স] *বি* নির্মাণশিল্প। 'সিন্ধুর মুসলিম স্থাপত্যকলা তাহার অন্যতম।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্থাপত্যনীতি [স] *বি* নির্মাণরীতি। 'বিভিন্ন ধরনের মুসলিম স্থাপত্যনীতি দেখতে পাই।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্থাপত্য-পদ্ধতি [স] *বি* ভবনাদি নির্মাণরীতি। 'মুসলিম স্থাপত্য-পদ্ধতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি অনাকৃষ্ট থাকবার বহু কারণ ছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্থাপত্যবিদ্যা [স] *বি* পৌরবিদ্যা; দালানকোঠা নির্মাণের বিদ্যা। 'এই রাক্ষসেরা স্থাপত্যবিদ্যায় সুদক্ষ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্থাপত্যশালা [স] *বি* জাদুঘর; ভাস্কর্য প্রভৃতি প্রদর্শনের ঘর। 'স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি দেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থাপত্য-সৌন্দর্য [স] *বি* নির্মাণের সৌন্দর্য। 'নিকেতনগুলির স্থাপত্য-সৌন্দর্য, তাদের উদ্যানের শোভা, তাদের বেষ্টনীর মনোহারিত্ব ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্থাপন [স] ১ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'পুন সেই তিনবার করিল স্থাপন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* নিয়োগ। 'চারি কুতুব স্থাপনা করিল চারিজন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* উপস্থাপন। 'ইন্দ্রপ্রস্থত গীয়া করিল

স্থাপন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* প্রবর্তন। 'নূতন আইন স্থাপন করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৫ *বি* নির্ধারণ। 'সম্পাদককর্তৃক এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৬ *বি* অনুষ্ঠিত। '১৯ শ্রাবণ এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৭ *বি* রাখা। 'পঞ্চধূনী সন্ন্যাসীরা আপনার চারিদিকে চারি স্থানে ও সম্মুখে অন্য স্থানে অগ্নি স্থাপন করিয়া তপস্যা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৮ *বিণ* স্থাপিত। 'কোনোমতে একটা সভা স্থাপন করিয়া কমিটির দ্বারা যদি সেটা চালাইয়া যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৯ *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

স্থাপন-কর্তা [স] *বিণ* স্থাপনকারী। 'যেদিন স্থাপিত হয়েছিল সেদিন স্থাপন-কর্তা জগবন্ধু কবিরাজ মহাশয় ...।' *তারা*, ১৯৫৩।

স্থাপনকারি [স স্থাপনকারী] *বিণ* প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত এমন। 'তাঁহারা পরিশ্রম করিলেই বিদ্যালয় স্থাপনকারি মহাশয়দিগের আশা পরিপূর্ণ হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

স্থাপনোপযোগী [স] *বিণ* উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা যায় এমন। 'ধর্মের আপেক্ষিক অংশগুলিকে যুগ এবং স্থাপনোপযোগী ক'রে নিবার চেষ্টা করেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্থাপনা [স] ১ *বি* অবস্থান। 'তাহার মুখ্য কারণ পুলীসের এক স্থানে স্থাপনা এবং পুলীসের বহুতর আইন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'দাতব্য বিদ্যালয়ের স্থাপনা ও ছাত্রদিগের পরীক্ষার বিষয় জ্ঞাপন করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

স্থাপয়িতা [স] *বিণ* প্রতিষ্ঠাকারী। 'সমাজস্থাপয়িতা দয়ানন্দ স্বামীর প্রচারিত মতের গুণ এই যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্থাপা [স স্থাপন>] *ক্রি* স্থাপন করা। **স্থাপি** *ক্রি* প্রতিষ্ঠা করি। 'অধর্ম নাসিয়া ধর্ম স্থাপি মহিতলে।' *মালাধর*, ১৫০০। **স্থাপি আছে** *ক্রি* স্থাপন করেছে। 'তার মাঝে স্থাপি আছে রত্ন সিংহাসন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **স্থাপিলে** *ক্রি* স্থাপন করলে। 'সম্পদ বিপদে তুমি/ দারু দুর্বা করহ ভূমি/ কাননে স্থাপিলে পশুগণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **স্থাপিয়াছে** *ক্রি* স্থাপন করেছে। 'আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **স্থাপিল** *ক্রি* স্থাপন করলো। 'স্থাপিল গণেশ পঞ্চ দেবতার পূজা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

স্থাপিত [স] ১ *বিণ* গঠিত। 'বন্ধের স্থাপিত আমি ইঁহা অধিকারী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দশদিক সপ্তদ্বীপ ভুবন স্থাপিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'তাহা এই স্থানে স্থাপিত করিস।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বিণ* নিশ্চিত। 'আমাকে স্থাপিত কর তবেইত সংসারে থাকি।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৪ *বিণ* প্রকাশিত। 'ফলতঃ ইহার বিবরণপত্র অস্মদাদির দৃষ্টির ঘটনা হয় নাই হইলে বিশেষ বিবরণ লিপি স্থাপিত হইত।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ৫ *বিণ* প্রসারিত। 'যে ভূমি সমুদ্রের অধিক দূর পর্য্যন্ত স্থাপিত আছে তাহার শেষ ভাগকে অন্তরীপ কহা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৬ *বিণ* স্বীকৃত। 'অশোক রাজার শিলালিপি দ্বারা ও অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারা ইহা স্থাপিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৭ *বিণ* প্রচলিত। 'তৎপরিবর্ত্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৮ *বিণ* প্রোথিত। 'পুত্রেরা মনে করিল, ঐ সকল ভূমির অভ্যন্তরে, পিতার গুপ্তধন স্থাপিত আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৯ *বিণ* উত্থাপিত। 'বাড়লা সাহেব পার্লামেন্ট পর্য্যন্ত উহা স্থাপিত করিয়াছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৯০। ১০ *বিণ* গঠিত। 'শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে, তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে আজ রেখে যাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্থাপিতা [স] ১ *বিণ স্ত্রী* স্থাপিত। 'প্রধান২ নগরেতে ... পাঠশালা স্থাপিতা ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ২ *বিণ স্ত্রী* অধিষ্ঠিত। 'যাঁহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও ...।' *বঙ্কিম* ১৮৭৪।

স্থাপ্য [স] ১ *বিণ* রেখে-দেওয়া। 'পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সঞ্চয়ী। 'স্থাপ্য ধন প্রজা হরে এ দুঃখ কহি কারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্থাবর [স] ১ *বি* পৃথিবী। 'তোমার সৃজন সব জল স্থল স্থাবর আকাশ।' *কেতকা*, ১৬৫০। ২ *বি* সব কিছু। 'বীজ মধ্যে স্থাবর রাখিে লুকাইয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বিণ* সরানো যায় না এমন 'স্বোপার্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দানপত্রের দ্বার লিখিয়া দিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

স্থাবরজঙ্গম [স] ১ *বিণ* অচেতন ও চেতন; জীব ও জড়। 'কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম/ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* পরস্পর বিপরীত। 'সমস্তটা জড়িে স্থাবরজঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থাবরত্ব [স] *বি* জড়ত্ব। 'তোমার এই বনেদি স্থাবরত্ব গৌরব করিবা জিনিস নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্থাবরাদি [স] *বিণ* স্থানান্তরিত করা যায় না এমন সম্পদ ও অন্যান্য 'তিন সহোদরে পৃথক হইয়া আপন আপন চিহ্নিত বিভক্ত স্থাবরাি ধনে ভোগবান থাকিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৯।

স্থাব্য [স স্থাপ্য] *বি* স্থাপনযোগ্য কিছু। 'নিরঞ্জন আদমের ঘটে স্থাব থুইলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

স্থায়িভাবে দ্র স্থায়ীভাবে

স্থায়ী [স] *বিণ* স্থিত। 'অখ্যাতি ও পাপ কল্পপর্য্যন্ত স্থায়ী।' *গৌর*, ১৮২২।

স্থায়িত্ব [স] ১ *বি* স্থিরতা। 'তন্মতের আর স্থায়িত্ব অধিক দি থাকিবে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ২ *বি* দীর্ঘায়ু। 'আমরা প্রদীপে উন্নতির সঙ্গে তাহার স্থায়িত্ব কামনা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্থায়িত্ব-তত্ত্ব [স] *বি* স্থায়িত্ব সম্পর্কিত তত্ত্ব। 'তাঁহাকে উন্নতি স্থায়িত্ব-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্থায়িত্ব লাভ করা *ক্রি* টিকে থাকা। 'কাব্যে তাহা বহুকাল স্থায়িত্ব লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্থায়ী কমিটি [স স্থায়ী+ই কমিটি] *বি* স্থায়ীভাবে কাজ করছে এম কমিটি। 'যে স্থায়ী কমিটি হবে আপনাকে তো তার প্রেসিডেন্ট হতে হবে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

স্থায়ীভাবে, স্থায়িভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* স্থিতিশীল অবস্থায় 'আস্তরণের উপরে স্থায়িভাবে ধরিয়া রাখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *ক্রিবিণ* বদ্ধমূলভাবে। 'কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকারস্বরূ স্থায়ীভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ৩ *ক্রিবি* চিরকাল রক্ষা পাবে এমনভাবে। 'সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভা রক্ষা করিবার যোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্থালী *বি* পাত্র। 'আহার্য রাখার স্থালী।' *অবন*, ১৯২৫।

স্থিত [স] ১ *বিণ* বিদ্যমান। 'লুকাইয়া দুই প্রহর যার ঘরে স্থিত *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অবস্থিত। 'বকিংহাম প্যালেস লণ্ডনে দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে স্থিত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্থিতধী [স] ১ *বিণ* দিব্যজ্ঞানী। 'স্থিতধী সঞ্জয় ডরায় না ব্যাধি *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'প্রায় যখন স্থিতধী অবস্থায় এসে পৌচেছি, মন রোগ-অরোগের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে গেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ২ *বিণ* স্থি বুদ্ধিসম্পন্ন। 'এই স্থিতধী মানুষটির কৌতুকপ্রোজ্জ্বল প্রবন্ধাবলী তুলনা মেলা কঠিন।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্থিতপ্রজ্ঞ [স] ১ *বি* স্থির প্রজ্ঞাপূর্ণ। 'স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভেদবুদ্ধিতে ক্ষুণ্ন?' *বিষ্ণু*, ১৯৪৪। ২ *বিণ* পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। 'পিছনের দিকে তাকাতে পারেন এমন স্থিতপ্রজ্ঞ, এমন স্নায়ুবিহীন ... মুনিপ্রবর আমি দেখিনি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্থিতস্বার্থভোগী [স] *বিণ* স্থায়ী স্বার্থ ভোগকারী। 'সমাজের অতিরক্ষণশীল স্থিতস্বার্থভোগী শ্রেণী ...।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

স্থিতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিদ্যমান। 'নিভৃতদেশে গুণ্ঠনাবৃতা স্থিতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্থিতাবস্থা [স] *বি* সাবেক অবস্থা। 'দহগ্রামের স্থিতাবস্থা ফিরাইয়া আনা ও হামলা সম্পর্কে তদন্তের দাবী পূরণ করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

স্থিতি [স] ১ *বি* বিদ্যমানতা। 'স্ত্রীষ্টী স্থিতি প্রলএ জাহার কারন।' *মালাধর*, ১৫০০; 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার দাসে করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* স্থিরতা। 'শক্তি সনে তথি একে স্থিতি গতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* স্থায়ী। 'মহাত্রাণ দিয়া গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* অবস্থান। 'আপনার এখানে কিছুকাল স্থিতি আছে।' *কেরি*, ১৮০২। ৫ *বি* আশ্রয়। 'এইখানেই আমার স্থিতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্থিতিক্রিয়া [স] *বি* স্থিতিরূপ কর্ম। 'শঙ্খ ও চক্র স্থিতিক্রিয়ার প্রতিমা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্থিতিগতি [স] *বি* স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতা। 'জগদীশ্বরকে বাদ দিলে যাঁহাদের নিকট আমাদের স্থিতিগতি চিন্তাচেষ্টা ক্রিয়াকর্ম একেবারেই নিরর্থক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'তাহার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্থিতি পাওয়া ১ *ক্রি* স্থিতিশীলতা। 'নারী স্বভাবতই যে-স্থিতি পেয়েছে বসে বসে ধীরে ধীরে সেই স্থিতিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *ক্রি* স্থির হওয়া। 'কর্মনিষ্ঠ, চঞ্চল তার মনও স্থিতি পায় না এই অন্ধকারে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

স্থিতিযোগ্য [স] *বিণ* বাস করতে পারে এমন। 'মৎস্যাদির স্থিতিযোগ্য ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

স্থিতিশীল [স] *বিণ* প্রাচীনপন্থী। 'স্থিতিশীল ও গতিশীল দলভুক্তরা প্রতিরাত্রে পার্লামেন্টের রাজনৈতিক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থিতিশীলতা [স] *বি* স্থিরতা। 'পাটের মূল্যের স্থিতিশীলতা এবং বিদেশী প্রতিযোগিতায় ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

স্থিতিস্থাপক [স] *বিণ* প্রসারণ-সংকোচন করার পরেও আগের অবস্থায় চলে যেতে পারে এমন। 'এই বিবেচনায় উহাদিগকে কোমল, শিথিল, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

স্থিতিস্থাপকতা [স] *বি* সহজে প্রসারিত ও সংকুচিত হওয়ার যোগ্যতা। 'হৃদয়ের স্থিতিস্থাপকতা আছে, সে উত্তরোত্তর বাড়িতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতাই তাহার বাড়িবার উপায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'সম্প্রতি সেই সহজ স্থিতিস্থাপকতাও আমি হারিয়েছি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্থিতিস্থাপন [স] *বি* স্থিরতাবিধান। 'কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতিস্থাপন করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

স্থিতী [স স্থিতি] *বি* বসতি। 'সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

স্থিতীয় *বিণ* স্থায়ী। 'স্থিতীয় হালের অপেক্ষায় শকুনির মতো বসে রয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

স্থির [স] ১ *বিণ* অচঞ্চল। 'মোর চিত নহে স্থির।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বিণ* স্থায়ী। 'চণ্ড মুণ্ড আদি বীর রণে কেহ নহে স্থির।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বিণ* নির্বাচিত। 'একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আনুন।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ *বিণ* প্রাণহীন। 'যখন জড় ও স্থির স্বভাব জানিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বিণ* নির্ধারিত। 'ভাল দিবস স্থির করিয়া যাত্রা কর।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৬ *বিণ* গঠিত। 'গঙ্গাসাগরে বন কাটাইয়া পত্তন করিবার কারণ এক সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৭ *বিণ* প্রতিষ্ঠিত। 'যে বাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৮ *বি* জোগাড়। 'দালালেরা আসিয়া কহিলেক বাবুজী টাকা স্থির করিয়াছি।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৯ *বিণ* শান্ত। 'তাহারা মুহূর্তমাত্রও স্থির থাকিতে ভালবাসে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ১০ *বি* বিশ্বাস। 'স্বতঃসৃষ্ট বলিয়া স্থির।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ১১ *বিণ* বন্ধ। 'শান্তি পাবি, পাপজিহ্বা না করিলে স্থির।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

স্থিরচপলা [স] *বি স্ত্রী* স্থিরবিদ্যুৎ। 'এ কী এ, এ কী এ, স্থিরচপলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থিরচিত্ত [স] *বি* শান্ত মন। 'অব্যাকুলিত স্থিরচিত্তে এ সকল বর্ণনা করা কাহার সাধ্য?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্থিরতর [স] ১ *বিণ* নিশ্চিত। 'আগে বাবাজীউর স্থিরতর রাজোন্নতি ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। ২ *বিণ* স্থিতিশীল। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'সম্রাটের সৈনিকেরা স্থিরতর।' *জীবন*, ১৯৩০।

স্থিরতরানুরাগ [স] *বি* বিশেষ অনুরাগ। 'পরম পুরুষেতে স্থিরতরানুরাগ হয় না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্থিরতা [স] ১ *বিণ* অবিচল। 'সৌদামিনী রহে, স্থিরতা কবে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* নিশ্চয়তা। 'এই প্রকারে তাঁহার বাক্যের যদি কিছুমাত্র স্থিরতা থাকে!' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বি* মতৈক্য। 'প্রথমে এ বিষয়ে সমাজে একটা মতের স্থিরতা হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বি* স্থায়িত্ব। 'বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্থিরতীব্র [স] *বিণ* স্থির ও তীক্ষ্ণ। 'স্থিরতীব্র চক্ষু অশ্রুভারে টলমল করে উঠল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্থিরত্ব [স] ১ *বি* স্থিরতা। 'বাংলাভাষায় স্থিরতা বর্ণনার উপাদান কী, তাহা আলোচনা করিলেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* স্থায়িত্ব। 'আমাদের কিছুর মধ্যেই স্থিরত্ব নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্থিরত্ব লাভ করা *ক্রি* স্থিতি। 'ওই সচল অক্ষগুলোকে একেবারে লোপ করে দিয়ে ... নিরাপদ ও নিরঞ্জন হয়ে স্থিরত্ব লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

স্থিরনিবদ্ধ [স] *বিণ* স্থিরভাবে নিবিষ্ট। 'রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্থিরনিশ্চয় [স] *বিণ* দৃঢ়সংকল্প। 'অনাদিকাল থেকে পদে পদে পরাজয়ের পরেও স্থিরনিশ্চয়ের সঙ্গে বিফল বাসনার এই অনন্ত বিরোধ লেশমাত্র শিথিল হয় না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্থিরনিশ্চিত [স] *বিণ* সুনিশ্চিত। 'আমি সন্ধ্যায় ফিরব এ বিষয়ে ছবি স্থির নিশ্চিত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

স্থিরপ্রজ্ঞ [স] *বিণ* অবিচল প্রজ্ঞার অধিকারী। 'বেণীবাবু স্থিরপ্রজ্ঞ

...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ [স] ১ *বিণ* অবিচল। 'স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও পরোপকারক সরকারী কর্ম্মকারক মৃত মেজর সক সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* প্রতিজ্ঞায় অটল। 'জুচ্চুরী ধত্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বঙ্কবাবুর বাড়িতে গেলেম।' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্থিরপ্রভা [স] *বি* যার দীপ্তি স্থির। 'স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

স্থির বিশ্বাস [স] *বি* নিশ্চিত ধারণা। 'আমার স্থির বিশ্বাস যে তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল তাহা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্থিরবিশ্বাসী [স] *বিণ* সুনিশ্চিত। 'পোড়া কপাল সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই শ্বশুর একরূপ স্থিরবিশ্বাসী ছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

স্থিরবুদ্ধি [স] *বি* অবিচল বুদ্ধি। 'এইরূপ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ধৈর্য্য, দার্ঢ্য, ও স্থিরবুদ্ধি আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

স্থিরভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* শান্তভাবে। 'নৌকা সকল জলোপরি প্লবমান হইয়া স্থিরভাবে চলে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস লুকাইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। ২ *ক্রিবিণ* দৃঢ়ভাবে। 'পূর্ব্বাপেক্ষা স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "আর কিছুই চাহি না।" *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ৩ *ক্রিবিণ* অচঞ্চলভাবে। 'স্থিরভাবে পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

স্থিরমতী [স স্থিরমতি] *বিণ স্ত্রী* অবিচল। 'পরম সুনীতিবতী অতিশএ স্থিরমতী।' *সুলতান*, ১৭০০।

স্থিরমস্তিষ্ক [স] *বিণ* ধীরস্থির বুদ্ধিসম্পন্ন; ঠাণ্ডা মাথাওয়ালা। 'স্থিরমস্তিষ্ক অভিজ্ঞ চিকিৎসক চাই।' *দর্শন*, ১৯২৬।

স্থিরমুদ্রা [স] *বি* চিরন্তন অঙ্গভঙ্গি। 'বাসনার স্থিরমুদ্রা স্পর্শ যদি করে নাভিমূল।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

স্থিররূপে [স] *ক্রিবিণ* ধীরতা সহকারে। 'ইহাদের মুখে একটি নির্ভরপরায়ণ বৎসল ভাব, স্থিররূপে প্রকাশ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্থিরলক্ষ্য [স] *বিণ* স্থির হয়ে থাকে এমন; অপলক। 'যত দিন পর্য্যন্ত ... তোমার বাহু বলিষ্ঠ চক্ষু স্থিরলক্ষ্য না হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'স্থিরলক্ষ্য নয়নের কার্মুক বর্ষে নিরন্তর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্থিরসংকল্প, স্থিরসঙ্কল্প [স] *বিণ* স্থিরপ্রতিজ্ঞ। 'কর্তব্যকর্মে স্থিরসঙ্কল্প।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩; 'পিয়ানো বাজাবেন বলে বাড়ি থেকে স্থিরসংকল্প হয়ে এসেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থিরসিদ্ধান্ত [স] *বি* স্থায়ী মীমাংসা। 'বোঝাপড়া হয়ে একটা স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থিরস্নিগ্ধ [স] *বিণ* অটল অথচ কোমল। 'স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্থিরা [স] *বিণ স্ত্রী* শান্ত। 'তখন রায়ের বনিতা স্থিরা হইলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫।

স্থিরানন্দ [স] *বি* নির্মল আনন্দ। 'আননে স্থিরানন্দের নিদর্শন প্রকাশ পাইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্থিরানুসারে [স] *ক্রিবিণ* সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। 'এই স্থিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বর্দ্ধমানে গিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

স্থিরী [স স্থির>] *বি* স্থিরতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

স্থিরীকৃত [স] ১ *বিণ* নির্ধারিত। 'বেতন অত্যল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে *কৌমুদী*, ১৮৩১। ২ *বিণ* নির্ণীত। 'সমুদ্রের রাশীকৃত জল ... নীলব দেখায় কেন, তাহার কারণ এ পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।' *বিদ্য* ১৮৫১। ৩ *বিণ* নিশ্চল। 'দুই চক্ষু স্থিরীকৃত করিয়া, প্রাণত্যা করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

স্থিরীভূত [স] *বিণ* স্থিরতাপ্রাপ্ত। 'সেই রস কঠিন হইয়া ... স্থিরীভূ ও দৃঢ়ীভূত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্থীর [স স্থির] *বিণ* অবিচল। 'মন্ত্রণা করিয়া স্থীর কর্ণবীর সমে *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্থীরচিত্ত [স স্থিরচিত্ত] *বি* অবিচল মন। 'স্থীরচিত্তে দুই নয়ন মুদি করিয়া ধ্যান করিতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

স্থীরা [স স্থিরা] *বিণ স্ত্রী* স্থির। 'বঙ্গমহিলা বলিলে বুঝি স্থীরা, ধীর শান্তা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

স্থূল [স স্থূল] ১ *বিণ* পুরু। 'কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি।' *কৃষ্ণদা* ১৫৮০। ২ *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) মোটাসোটা। 'শিবসুত মহামতি স্থূ তনু খর্ব্ব অতি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'স্থূল চাকচিক্য শরীর ও উদ স্বভাব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ৩ *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 'বিরোচন ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া এই স্থূল শরীর সেই আত্মা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বিণ* প্রধান। 'গত বৎস স্থূল২ যেং কর্ম্ম এই দেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা লিখি।' *দর্প* ১৮২০। ৫ *বিণ* মোটামুটি। 'স্থূল বিবরণ লিখিতেছি।' *দর্প* ১৮২৩। ৬ *বিণ* বিস্তারিত। 'উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলেন তাহার স্থূ বিবরণ।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৭ *বি* সারমর্ম। 'তাহার স্থূল আমরা তর্জ করিয়া প্রকাশ করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ৮ *বি* মূল বিষয় 'এইক্ষণে স্থূল প্রকাশ করা গেল।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৯ *বিণ* কঠিন 'তবে অনুমান হয় যে তত্রস্থ লোকেরদিগের প্রাণ সংস্থানের বিষম স্থূ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ১০ *বিণ* বৃহৎ। 'শ্রবণপথের ব্যাঘাত স্থূল পদার্থ দৃষ্টির হানি হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ১১ *বিণ* মূল 'যেখানে স্থূল কথাটা বুঝিতে কঠিন, সেখানে উদাহরণ প্রয়োগে ব পরিষ্কার হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ১২ *বিণ* অসূক্ষ্ম। 'আমাদের প্রা অত্যন্ত স্থূল গোছের রসিকতা নিক্ষেপ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫ ১৩ *বিণ* নীরস; অতি সাধারণ। 'এই জ্যোৎস্নার কবিতাটুকু ছাঁকি লইয়া এমনি স্থূল মুহূর্তগুলিকে অপূর্ব করিয়া তুলিত?' *মানি* ১৯৩৬।

স্থূল কথা *বিণ* প্রধান কথা। 'স্থূল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্থূলকায় [স] ১ *বিণ* মোটাসোটা। 'এক্ষণে ও-যেরূপ স্থূলকায়, বিশ্বসংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না।' *অক্ষ* ১৮৪৯। ২ *বি* বৃহত্তর। 'হিন্দুসমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ... প্রাচীন ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূলকায় হইয়া উঠিতেছিল।' *রবী* ১৮৮৫। ৩ *বিণ* বৃহদাকার। 'রাজাকে লইতে যে হাতিটি আসিয়া রমাই ভাঁড়ের মতে স্থূলকায় দেওয়ানজী তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

স্থূলকায়া [স] *বিণ স্ত্রী* মোটাসোটা। 'দুজন স্থূলকায়া গৃহিণীর মা পড়িয়া মতির গরম বোধ হইতেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

স্থূলত [স] *বিণ* সাধারণভাবে। 'স্থূলত পুরুষে বাম সূক্ষ্ম গতি।' *চ* ১৫৫০।

স্থূলতনু [স] *বিণ* বিশাল দেহের অধিকারী। 'পরম আচারনি ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশ কুণ্ডু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'স্থূলতনু ভয়ংক

বাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

স্থূলতম *বিণ* অতিশয় স্থূল। 'সূক্ষ্মতম তর্ক-জাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া সরল সবল অটল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ধনসম্পদের স্থূলতম আবরণ ভেদ করিয়া, স্তাবকগণের বন্যাগানকে অধঃকৃত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

স্থূলতর [স] ১ *বিণ* অপেক্ষাকৃত পুরু। 'তাহার সমীপবর্ত্তিনী অন্য নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলতর হইয়া পূর্ব্বোক্ত নাড়ীর কার্য্য সমাধা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* অপেক্ষাকৃত মোটাসোটা। 'আলস্যে তাহার স্থূল শরীর লইয়া স্থূলতর উপাধানে হেলিয়া হাই তুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্থূলতা [স] ১ *বি* হৃষ্টপুষ্টতা। 'তাঁহার শরীরের আকার, স্থূলতা, ভারবত্ত্ব যেরূপ, তিনি তৎপরিমাণে ঐ সকল বিষয় প্রাপ্ত হয়েন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বি* স্থূলদৃষ্টি। 'দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বি* অসূক্ষ্মতা। 'সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্থূলত্ব [স] ১ *বি* প্রাচুর্য। 'আহারপুষ্ট লোক যদি খাদ্যের স্থূলত্বের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* দৈহিক বিপুলতা। 'ব্যায়ামাভ্যাসে যদি স্থূলত্ব না কমে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

স্থূলদর্শিতা [স] *বি* সূক্ষ্ম জিনিস দেখতে পারার অক্ষমতা। 'এ কথা বলায় শুধু স্থূলদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

স্থূলদর্শী [স] *বিণ* অগভীর দৃষ্টিসম্পন্ন। 'তাঁহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্থূলদৃষ্টি [স] *বি* সাধারণ দৃষ্টি। 'তবু মোটাগোছের গোটা কয়েক প্রভেদ স্থূলদৃষ্টি এড়ায় না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন [স] *বিণ* অগভীর দৃষ্টিসম্পন্ন। 'ডাক্তারিটে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন লোক।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্থূলনিতম্বিনী [স] *বিণ স্ত্রী* সুপুষ্ট নিতম্ববিশিষ্ট।। 'স্থূলনিতম্বিনী মধুরভাষিণী গজেন্দ্র গামিনী।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্থূলবুদ্ধি [স] *বিণ* বুদ্ধিতে সূক্ষ্মতা নেই এমন। 'স্থূলবুদ্ধি বিষাক্রান্ত বিকৃতচেতনদের মধ্যে মিলেমিশে বেশ থাকত।' *তারা*, ১৯৪৩।

স্থূলবৃত্তান্ত [স] *বি* মোটাদাগের বিবরণ। 'কলিকাতা নগরের স্থূলবৃত্তান্ত করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত্ত হইলাম।' *ভবানী*, ১৮২৩।

স্থূলভাগ [স] *বি* বড় অংশ। 'তার স্থূলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্থূল স্থূল [স] *বিণ* প্রধান প্রধান। 'আমরা আপাততঃ কয়েকটি স্থূল স্থূল বিষয়ের ভ্রান্তি দেখাইব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

স্থূললাভ [স] *বিণ* মোটা অঙ্কের অর্থলাভ। 'করুণানয়নমুদ্রিত পূর্ব্বক স্থূললাভ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্ব২ বাণিজ্য ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

স্থূলাকার [স] *বিণ* স্থূলকায়। 'খোঁচা খোঁচা গোঁফওয়ালা স্থূলাকার ভদ্রলোক লাফাইয়া নামিতে গিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়িয়াছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্থূলাঙ্গিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মোটাসোটা। 'একটি স্থূলাঙ্গিনী রমণীর প্রেমে পড়িয়া অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গেল।' বনফুল, ১৯৩৬।

স্থূলাঙ্গী [স] *বিণ স্ত্রী* স্থূল দেহের অধিকারী। 'স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্থূলার্থ [স] *বি* সাধারণ অর্থ। 'মহাশয়ের মতের স্থূলার্থের সহিত আমি নিতান্ত ঐক্য ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

স্থূলোদর [স] *বিণ* পেট মোটা এমন। 'এক স্থূলোদর বানর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

স্থৈর্য, স্থৈর্য্য [স] ১ *বি* নির্ধারণ। 'সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* নির্দিষ্টতা। 'বিবাহকালীন বরপাত্র ১০/৫টা তাহার স্থৈর্য্য নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৩ *বি* স্থিরতা। 'পরমেশ্বরের নিকট উপাসনা, সুমতির স্থৈর্য্য, সাধুসঙ্গ ...।' *প্যারী*, ১৮৬০। ৪ *বি* মানসিক দৃঢ়তা। 'বইব তোমার ধ্বজা দাও সে অটল স্থৈর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্থৌল্য [স] *বি* স্থূলতা। 'সেই প্রকাণ্ড স্থৌল্য মত আপনাকে বিস্তার করে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

স্নব [ই] ১ *বিণ* উন্নাসিক। 'এইপ্রকার লোকদিগকে ইংরাজীতে স্নব বলে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* চালবাজ। 'এক কথায় স্নব।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

স্নবারি [স] *বি* উন্নাসিকতা। 'হেন্‌রি জেমস-এর অনবদ্য উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে প্রায়ই ভেবেছি যে কথকের ''স্নবারি''।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্নবিশ [ই] *বিণ* উন্নাসিক; অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা না-দেখিয়ে অশ্রদ্ধার মনোভাব দেখায় এমন; অন্যের তুলনায় নিজেকে বড়ো মনে করে এমন। 'বাঙালির ইংরেজিতে ত্রুটি হলে তা নিয়ে দোষ ধরা স্নবিশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্নাইপ [ই] *বি* কাদাখোঁচা পাখি। 'ঘুঘু, লালশিরে, স্নাইপ, বুনোমুর্গী, বালিহাঁস।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্নাতক [স] ১ *বি* শিক্ষার্থী। 'শ্রীবাস নারদ-কাছ স্নাতক শ্রীরাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* স্নানকারী ব্যক্তি। 'ভাসে এক মজ্জমান স্নাতকের শৈবালিত দেহ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্নাতা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নান করেছে এমন। 'ওই স্নাতা সুন্দরীর চারু নূপুরের রুনু-ঝুনু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্নান [স] *বি* অবগাহন; গোসল। 'কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'স্নান করাইয়া রাজা দেহত মেলানি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্নান-আহার [স] *বি* স্নান ও খাদ্য গ্রহণ। 'পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার করিতে দেন, এমত বোধ হয় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

স্নানকারী [স] *বি* স্নান করছে যে। 'জলধারায় এমন অভৌতিক জাদুশক্তির সঞ্চার হয় যাতে স্নানকারীর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্নানক্রিয়া [স] *বি* স্নানের কাজ। 'পরে তৈল মর্দ্দন করিয়া ... স্নানক্রিয়া সমাপনান্তর ... ভোজন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

স্নানঘর *বি* স্নানের ঘর। 'আমার গতির দৌড় ছিল স্নানঘর পর্যন্ত।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

স্নানদান [স] *বি* স্নানের কাজ। 'প্রাতঃক্রিয়া করিয়া করিল স্নানদান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্নান-প্রসাধন [স] *বি* স্নানের সময়ে ব্যবহৃত সৌন্দর্যবর্ধক দ্রব্য। 'স্নান-প্রসাধন সুকর হবে ব'লে মাথার চুল ছেঁটে কবরীর অনুপযুক্ত করা হচ্ছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্নানযাত্রা [স] ১ *বি* (হিন্দু ধর্মমতে) জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় জগন্নাথ দেবের স্নান-উৎসব। 'এই বার স্নানযাত্রার সময়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯;

'বসেছে আজ রথের তলায়/ স্নানযাত্রার মেলা –।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* (হিন্দু আচার) গঙ্গায় স্নানের জন্য যাত্রা। 'কখন মাহেশের স্নানযাত্রা সন্দর্শনে যান।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্নানরতা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নান করছে এমন। 'স্নানরতা একটি যুবতী নারীকে দেখতে পায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্নানশালা [স] *বি* স্নানের ঘর। 'স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্নানশুভ্র [স] *বিণ* স্নানের কারণে শুভ্র। 'জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিপ্রতিমা উদিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্নানসেবা [স] *বি* স্নানের কাজ। 'জনপদবধূদের স্নানসেবায় চঞ্চল উৎসজলসঞ্চয়ের অবিরত কলপ্রবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্নানস্নিগ্ধ [স] *বিণ* স্নানের ফলে স্নিগ্ধ। 'স্নানস্নিগ্ধ শরীরের ... বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্নানাগার [স] *বি* স্নানের ঘর। 'ইহার নিকটস্থ এক মনোরম স্নানাগার সমুদ্রতীরে বিরাজমান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

স্নানাদি [স] *বি* স্নান ও আনুষঙ্গিক কাজ। 'বিধিমত কৈল তেঁহো স্নানাদি-তর্পণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্নানান্তে [স] *ক্রিবিণ* স্নানের শেষে। 'স্নানান্তে শ্বেত চন্দেরী শাড়ি ও সাদা চেলি পরেছেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

স্নানার্থ [স] *ক্রিবিণ* স্নানের জন্য। '... পুত্তলিকা তাহাতে স্থাপন পূর্ব্বক স্নানার্থ গমন করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

স্নানার্থিনী [স] *বিণ স্ত্রী* স্নানের উদ্দেশ্যে আসে এমন। 'ঘাটে স্নানার্থিনী জনপদবধূদের বাহুল্য নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্নানার্থী [স] *বি* স্নানের উদ্দেশ্যে আগত যে। 'শেষরাত্রি হইতে পথে স্নানার্থীদের ভিড়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

স্নানাশয় [স] *বি* স্নানের জায়গা। 'স্নানাশয়ে জলাশয়ে দিলেন দর্শন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

স্নানাশুদ্ধ [স স্নান-শুদ্ধ] *বিণ* ঋতুকাল শেষে স্নান করে পবিত্র-হওয়া। 'স্নানাশুদ্ধ হয়ে রানী চতুর্থ দিবসে ...। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্নানাহার [স] *বি* স্নান ও খাওয়া। 'নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্নানাহ্নিক [স] *বি* স্নান ও উপাসনা। 'আমার শ্বশুরকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দাও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্নানীভূত [স] *বিণ* স্নানস্বরূপ। 'রাজাবরোধবাসিনীগণের স্নানীভূত রূপলাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণ-পথে আসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্নায়ব [স] *বিণ* স্নায়ু সংক্রান্ত। 'বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌর তাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্নায়বিক [স] *বিণ* স্নায়ুসংক্রান্ত। 'আমাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার সহিত বৃক্ষের ক্রিয়ার কি সাদৃশ্য আছে?' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্নায়বিক অভিভূতি *বি* স্নায়ুজনিত কারণে অভিভূত হওয়ার অবস্থা। 'অধিকাংশ অপরাধের মূলে আছে স্নায়বিক অভিভূতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্নায়বিক রোগ [স] *বি* স্নায়ুঘটিত রোগ। 'স্নায়বিক রোগগ্রস্ত পরিবারে জন্মেছি কি?' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্নায়বীয় [স] *বিণ* স্নায়ুসংক্রান্ত। 'স্নায়বীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্নায়ু [স] *বি* জীবদেহের অনুভূতি ও গতিসঞ্চারক সূক্ষ্ম সূত্রসমূহ; স্নায়ুতন্ত্র 'নাসিকারন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে। *বিদ্যা*, ১৮৫১।

স্নায়ুকেন্দ্র [স] *বি* অনুভূতির কেন্দ্র; মস্তিষ্ক। 'স্নায়ুকেন্দ্রে উচ্চকিত সে নায়িকা প্রেয়সী আমার।' *আহসান*, ১৯৫৯।

স্নায়ুজাল [স] *বি* স্নায়ুসমূহ। 'মহেন্দ্রের পীড়িত স্নায়ুজাল শিথিল হইয়া আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্নায়ুতন্ত্র [স] *বি* সংবেদনশীলতা। 'ভারতবাসীকে তোমাদের ললনাদের স্নায়ুতন্ত্রের ঠিক উপযোগী করে সৃজন করেননি।' *রবীন্দ্র* ১৮৯৩।

স্নায়ুতন্ত্রী [স] *বি* সংবেদনশীলতা। 'যাদের স্নায়ুতন্ত্রী ছোটো বড়ো সকল প্রকার আঘাতেই ঝন ঝন করে বেজে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্নায়ুবিকার [স] *বি* স্নায়বিক বিকলতা। 'ভারত-সচিবদের স্নায়ুবিকার ঘটিল নাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্নায়ুমণ্ডলী [স] *বি* স্নায়ুজাল। 'আমার স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে ...।' *বিভূতি* ১৯৩১।

স্নায়ুসূত্র [স] *বি* স্নায়ুতন্ত্র। 'যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ স্নায়ুসূত্র পরিত্যাগ করে ...।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্নিগ্ধ [স] ১ *বিণ* শোভাময়। 'বরিসনের ধারা পায়্যা গিরি স্নিগ্ধ হৈল। *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* সুন্দর। 'নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* মধুর। 'বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ গুণশীল স্নিগ্ধ করুণ তুমি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বিণ* অত্যন্ত ফলনশীল; উর্বর। 'স্নিগ্ধ বচ্ছর।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ *বিণ* তাজা 'এই বৃক্ষের ডাল ও পাতা সর্ব্বদা স্নিগ্ধ থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৬ *বিণ* লাবণ্যমণ্ডিত। 'তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা।' *রবীন্দ্র* ১৮৮৮। ৭ *বিণ* নয়নজুড়ানো। 'ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল।' *রবীন্দ্র* ১৮৯২। ৮ *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'স্নিগ্ধ মাতৃপাণি চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৯ *বিণ* সুমিষ্ট। 'মধুর কণ্ঠস্বরে এই স্নিগ্ধ কথাগুলি বলিয়া তুমি বড়ো ভালো করিলে। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্নিগ্ধকর [স] ১ *বিণ* সুশীতল। 'কোন নিভৃত স্নিগ্ধকর ছায়াময় স্থানে নিদ্রা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* মধুর। 'করকচি বেলায় উভয় বড় স্নিগ্ধকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্নিগ্ধকান্ত [স] *বি* লাবণ্যময় যে। 'স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এসো। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্নিগ্ধকারুণ্য [স] *বি* কোমল করুণা। 'এই মধু-কল্পনার স্নিগ্ধকারুণ্য আমার বুকে কেমন ...।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্নিগ্ধগন্ধ [স] *বি* মধুর সুবাস। 'ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধগন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্নিগ্ধগম্ভীর [স] *বিণ* স্নেহপূর্ণ অথচ গম্ভীর। 'অন্নপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সমুচ্চে স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্নিগ্ধতম *বিণ* অতিশয় স্নেহপূর্ণ। 'কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষম স্নিগ্ধতম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্নিগ্ধতা [স] ১ *বি* উর্বরতা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* কোমলতা 'তার মধ্যে বেগ নেই, বল নেই, ব্যাপ্তি নেই, কিন্তু মৃদুতা স্নিগ্ধতা সহিষ্ণুতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বি* লাবণ্য। 'মুখের উপর একটা শান্তির স্নিগ্ধতা অবতীর্ণ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

স্নিগ্ধ নবীন [স] *বিণ* কোমল। 'স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি ... আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্নিগ্ধনেত্র [স] *বি* স্নেহপূর্ণ চোখ। 'স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিগ্ধনেত্র উত্থাপিত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্নিগ্ধনেত্রা [স] *বিণ* সুন্দর চোখওয়ালা। 'ধূম্রবর্ণা, স্নিগ্ধনেত্রা ধূমা হর্ষভরে মৃদু হাম্বারব করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্নিগ্ধশ্যাম [স] *বিণ* সতেজ ও সবুজ। 'ঐ স্নিগ্ধশ্যাম পার্ক ছেড়ে চলে যাই।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

স্নিগ্ধস্বর [স] *বি* কোমল স্বর। 'মাথায় হাত বুলাইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্নিগ্ধহসিত [স] *বিণ* মধুময় হাসিপূর্ণ। 'স্নিগ্ধহসিত বদন-ইন্দু।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্নিগ্ধোজ্জ্বল [স] *বিণ* মনোরম ও উজ্জ্বল। 'গন্ধদীপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

স্নেহ[১] [স] **১** *বি* আদর। 'তা সভারে স্নেহ করি নন্দের নন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* সৌজন্য। 'তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* মমতা; ভালোবাসা। 'মনেরে পেষণ করি বার কর স্নেহ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

স্নেহঅঞ্চল [স] *বি* স্নেহের আঁচল। '(তুই) মুছিয়ে দিবি দুঃখজ্বালা তোর স্নেহঅঞ্চলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

স্নেহ-অধিকার [স] *বি* স্নেহের অধিকার। 'শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার প্রচারিল – যেতে আমি দিব না তোমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্নেহ-অশ্রু [স] *বি* স্নেহের অশ্রু। 'জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে, তাদের উগ্রতা পরে, প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্নেহ-আঁখি [স স্নেহ-অক্ষি] *বি* স্নেহরূপ আঁখি। 'এই গানে রেখে যায় মোর স্নেহ-আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্নেহআঁচল [স স্নেহ-অঞ্চল] *বি* স্নেহের আঁচল। 'চিতার আগুন ঢেকে স্নেহআঁচলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

স্নেহ-আলিঙ্গন-পাশ *বি* স্নেহযুক্ত আলিঙ্গনের বন্ধন। 'স্নেহ-আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ না হইলে, কাঁদে ভূমিতলে পড়ে হয়ে ম্রিয়মাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

স্নেহ-উপহার *বি* স্নেহযুক্ত উপহার। ' স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই, কী যে দেব তাই ভাবনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

স্নেহকরস্পর্শ [স] *বি* প্রীতিময় হাতের ছোঁয়া। 'তোদের সেই সেবাপূর্ণ স্নেহকরস্পর্শ রয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্নেহকল্যাণময় [স] *বিণ* স্নেহ ও আশীর্বাদপূর্ণ। 'যে প্রশংসা-ভরা স্নেহকল্যাণময় অশ্রুকাতর দৃষ্টি।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্নেহকাতর [স] *বিণ* ভালোবাসায় বিহ্বল। 'সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্নেহকারী [স] *বিণ* স্নেহ করে এমন। 'স্নেহকারী জন-প্রাণ তুমি দেবপুরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্নেহকোমলতা [স] *বি* বাৎসল্যের মাধুর্য। 'বাঙালী নারীর স্নেহকোমলতায় ও দোষগুণের সমাবেশ।' *হাই*, ১৯৫০।

স্নেহ-কোল *বি* স্নেহপূর্ণ কোল। 'ক্ষণেক স্নেহ-কোল ছাড়ি চিনিতে আর নাহি পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্নেহক্ষুধা [স] *বি* স্নেহের আকাঙ্ক্ষা। 'তব চোখে-মুখে এ অতৃপ্তি এ কী স্নেহ-ক্ষুধা!' *নজরুল*, ১৯২৩।

স্নেহখেলা *বি* মায়ার খেলা। 'এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা অম্বুনিধি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহগর্ভ [স] *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্নেহচিহ্ন [স] *বি* স্নেহের চিহ্ন। 'অজস্র তুচ্ছ প্রাকৃতিক স্নেহচিহ্ন লোভনীয় দেহে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

স্নেহচ্ছায়া [স] *বি* পৃষ্ঠপোষকতা। 'বাংলা ভাষা একদিন মুছলমানের স্নেহচ্ছায়ায়ই পুষ্ট হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৪১।

স্নেহ-জ্বালাতন *বি* স্নেহের জ্বালাতন। 'কলহাস্যে ধৈর্যময়ী মাতার মতন, পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহ-জ্বালাতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্নেহ-ডোর *বি* ভালোবাসার বন্ধন। 'নিমেষে ছিঁড়িয়া ফেলে দৃঢ় স্নেহ-ডোর!' *নজরুল*, ১৯২২।

স্নেহতটিনী [স] *বি* স্নেহরূপ তটিনী। 'সারা গায়ে তার নাচিছে হেলায় স্নেহতটিনীর জল।' *জসীম*, ১৯২৭।

স্নেহদৃষ্টি [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ চাহনি। 'সকৃতজ্ঞ স্নেহদৃষ্টির দ্বারা আমার ললাট স্পর্শ করিয়া গৃহকার্যে চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্নেহদেবী [স] *বি* স্নেহরূপ দেবী। 'স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী বঙ্গভূমির নন্দিনী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

স্নেহধন [স] *বি* আদরের ধন। 'আমারি তোরা বালিকা মেয়ে/ আমারি স্নেহধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্নেহধার [স] *বি* স্নেহরূপ ধারা। 'বসুধা-যশোদার স্নেহধার উথলায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্নেহধারা [স] *বি* স্নেহরূপ ধারা। 'ঘুমন্ত মুখের 'পরে বরষিছে স্নেহধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্নেহনদী [স] *বি* স্নেহরূপ নদী। 'মায়ারূপী হায় কত স্নেহনদী/ জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

স্নেহ-নির্ঝরিণী-স্বরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহরূপ ঝরনার মতো। 'সংসার-মরুর স্নেহ-নির্ঝরিণী-স্বরূপা ভগিনিগণ।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্নেহনীড় [স] *বি* স্নেহরূপ আবাস। 'তখন সেই তাতা সম্বোধন স্নেহনীড় পরিত্যাগ করিয়া পাখির মতো স্বর্গের দিকে উড়িয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'ছাড়িয়া স্নেহনীড় সুদূর বনছায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্নেহনীর [স] *বি* স্নেহরূপ জল। 'জুড়াও তাহারে স্নেহনীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* মমতাময়। 'মেয়েরা আপনার স্নেহপরায়ণ সহৃদয়তা থেকে পুরুষের সেবা করে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'সে তাহার স্নেহপরায়ণা মাতার বড়ই অনুগত ছিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

স্নেহপরিপূর্ণ [স] *বিণ* স্নেহশীল। 'স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্নেহ-পাণি [স] *বি* ভালোবাসাময় হাত। 'নিঃশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পাণি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

স্নেহপাত্র [স] **১** *বিণ* পছন্দের। 'সংস্কৃত ও আরবীবিদ্যা শিক্ষায়নেতেই তাবত্তারতবর্ষীয় লোকের স্নেহপাত্র যে গবর্ণমেন্ট ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বিণ* প্রীতিভাজন। 'তিনি ... পরিজনবর্গের স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্নেহপাত্রী [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহাস্পদ। 'আমার জীবনাপেক্ষাও

স্নেহপাত্রী।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

স্নেহপাথেয় [স] *বি* ভালোবাসারূপ পথের সম্বল। 'স্নেহপাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্নেহপালিত [স] *বিণ* ভালোবাসার সঙ্গে লালিত। 'আশৈশব-স্নেহপালিত সুচরিতাকে তিনি মনের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্নেহপুত্তলি [স স্নেহ+স পুত্রিকা] *বিণ* স্নেহরূপ পুতুলের মতো। 'হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্নেহপুতলী [স স্নেহ+স পুত্রিকা] *বিণ* স্নেহরূপ পুতুলের মতো অতি আদরের। 'এই স্নেহপুতলী ছেলেকে না খাইয়ে মারছো।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

স্নেহপূজা [স] *বি* স্নেহরূপ পূজা। 'স্নেহপূজার ভোগ দেব মা, অশ্রুপূজাঞ্জলি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

স্নেহপূর্ণস্বরে [স] *ক্রিবিণ* দরদমাখা কণ্ঠে। 'ভূপতি স্নেহপূর্ণকণ্ঠে কহিল, আজ যে তোমার পড়া নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্নেহপ্রদর্শন [স] *বি* আদর বা সোহাগ দেখানো। 'তাহার প্রতি সাতিশয় স্নেহপ্রদর্শনপূর্বক, তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

স্নেহ-প্রপাত [স] *বি* স্নেহরূপ ধারা। 'স্নেহময়ী মহানারীর স্নেহ-প্রপাত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্নেহপ্রবণ [স] *বিণ* স্নেহশীল। 'মাতার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের ... উপর বেশি ভরসা রাখে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্নেহ-প্রেম [স] *বি* স্নেহ-ভালোবাসা। 'স্নেহ-প্রেম গোপন মনের আশা, জীবনের দুঃখ সুখ, মর্মের বেদনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহবচন [স] *বি* স্নেহময় কথা। 'আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া পেয়েছি স্বরগসুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহবতী [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহশীল; বাৎসল্যপরায়ণ। 'রাজ্ঞী কন্যার প্রতি নিরতিশয় স্নেহবতী ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্নেহবন্ধ [স] *বি* স্নেহের বাঁধন। 'মুক্তি দিব এ নিবিড় স্নেহবন্ধ নাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্নেহবন্ধন [স] *বি* স্নেহের বাঁধন; প্রীতির সম্পর্ক। 'রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহবশত [স] *ক্রিবিণ* স্নেহজনিত কারণে। 'তাঁহারাও মাঝে মাঝে স্নেহবশত আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্যাকরণ-লঙ্ঘন-পূর্বক ভগিনীকে ভাই বলিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া স্নেহবশত ... ভালোবাসিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্নেহবাক্য [স] ১ *বি* আদরমাখা কথা। 'সর্ব্বদা স্নেহবাক্যে তুষিতে হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *বি* প্রীতিপূর্ণ আলাপ। 'স্নেহবাক্যে অমৃতাভিষিক্ত করিয়া কহিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্নেহ বাসা *বি* ভালোবাসা। 'সর্ব লোক পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্নেহবাহুডোর [স স্নেহবাহু+ডোর] *বি* স্নেহের আলিঙ্গন। 'তব স্নেহবাহুডোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্নেহবিগলিত [স] *বিণ* স্নেহপরায়ণ। 'গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়ায় তাহাকে স্নেহবিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির মতো দেখিতে হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

স্নেহবিচলিত [স] *বিণ* সস্নেহে নির্গত। 'ভীম নীরবে আর কিছু শুনিতে পায় না – কেবল স্বামীর জ্ঞানপরিপূর্ণ, স্নেহবিচলিত, বাক্যালাপ শুনিতে লাগিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্নেহ-বিজড়িত [স] *বিণ* মমতাযুক্ত। 'বোনের দেওয়া স্নেহ-বিজড়িত অশ্রু।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্নেহবিতরণ [স] *বি* স্নেহ করা। 'প্রীতিবচন ও স্নেহবিতরণ দ্বারা ... সযত্ন হওয়া উচিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

স্নেহবিহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* মমতাহীন। 'স্নেহবিহীনা ধাত্রী বাজার হইতে খাবার কিনিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্নেহবিহ্বলা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহে অভিভূত। 'পানীয়ের মতো স্নেহবিহ্বলা।' *মানিক*, ১৯৩৮।

স্নেহবুভুক্ষু [স] *বিণ* স্নেহের কাঙাল। 'হতভাগ্যেরা যেমন রাক্ষসের মতো স্নেহ-বুভুক্ষু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্নেহবৃত্তি [স] *বি* বাৎসল্যপরায়ণতা। 'নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্নেহব্যগ্র [স] *বিণ* স্নেহে আকুল। 'রাজলক্ষ্মীর স্নেহব্যগ্র মুখের ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্নেহ-ভালোবাসা *বি* স্নেহ ও ভালোবাসা। 'যেখানে নির্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর স্নেহ-ভালোবাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহভাজন [স] ১ *বিণ* প্রিয়। 'স্নেহভাজন জন্মভূমিকে দুঃখভারাক্রান্ত বিপদগ্রস্ত দেখিয়া যাহার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ না হয়, সে মানব বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* স্নেহ প্রত্যাশা করে এমন। 'স্নেহভাজন রবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৫ *বি* স্নেহের পাত্র। 'সে আমার নিতান্তই স্নেহভাজন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

স্নেহমমতা [স] *বি* আদরযত্ন। 'ভালবাসা মলিনার দিক দিয়ে স্নেহমমতা।' *জীবন*, ১৯৩১।

স্নেহময় [স] ১ *বিণ* প্রীতিপূর্ণ। 'এরূপ অসামান্য স্নেহময় ভাব ... পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিণ* আদরের। 'যাহার নিকটে অভিমত পণ প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ, ব্যাধিশীর্ণ, বিবর্ণ, বিরূপ, নির্গুণ হইলেও তাহার করে ঐ স্নেহময় কন্যারত্নকে বিসর্জ্জন করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্নেহময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহরত। 'প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপা স্নেহময়ী জননী ... ক্লেশ স্বীকার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'লজ্জাশীলা – স্নেহময়ী – সরলা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

স্নেহমরা *বি* স্নেহহীন। 'হিংসা-হোমশিখা জ্বালি সৃজিলাম বিভীষিকা স্নেহ-মরা শুষ্ক মরুভূমে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

স্নেহমাখা *বিণ* মমতাজড়িত। 'কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'স্নেহমাখা নত দু নয়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'স্নেহমাখা হাতে প্রলয় বিধ্বস্ত এ পৃথিবীর খতে বুলিয়ে চলেছে প্রীতি-উষ্ণতার আরোগ্য-পরশ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

স্নেহমিশ্রিত *বিণ* মমতা-ভরা। 'আমরা শৈশবকালে স্নেহমিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্নেহমুগ্ধ [স] *বিণ* প্রীতিমুগ্ধ। 'দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি –/ স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারিটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্নেহমেদুর [স] *বিণ* মায়াময় ও কোমল। 'ভাসে মরুতটে কী স্নেহমেদুর ছায়া মেঘের।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

স্নেহযত্ন [স] *বি* স্নেহপূর্ণ যত্ন। 'স্নেহযত্নের আতিশয্যের কোন কূল-কিনারা করতে পারে না আজহার।' *শওকত*, ১৯৫৮।

স্নেহরস [স] *বি* ভালোবাসারূপ রস। 'মৃদু কণ্ঠস্বর স্নেহরসে স্নিগ্ধ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'য়ুরোপীয় চিরকুমারীর নারীহৃদয়সঞ্চিত স্নেহরস নানা কৌশলে নিষ্ফল ব্যয় করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'স্নেহরসে সমস্ত অন্তর আপ্লুত হইয়া যায়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্নেহরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* আদরিণী। 'স্নেহরূপা কন্যা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্নেহশান্ত [স] *বিণ* স্নেহের কারণে কোমল। 'শুনি স্মিতহাসে ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্নেহ-শুষ্ক [স] *বিণ* স্নেহহীন। 'ডুবে গেল ধরা-মা-র স্নেহ-শুষ্ক মাটি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্নেহশূন্য [স] *বিণ* নির্দয়। 'ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি সর্বতোভাবে স্নেহশূন্য দৃষ্ট হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্নেহশূন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহ থেকে বঞ্চিত। 'কন্যা ... স্নেহ শূন্যা, আদর শূন্যা, অনুগ্রহ শূন্যা।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

স্নেহশালিনী [স] *বিণ* স্নেহময়ী। 'তারা কেবল এইটুকুমাত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহশীতল [স] *বিণ* স্নেহের কারণে শীতল। 'তার স্নেহশীতল ছায়াময় চোখ বিস্ফারিত হয়।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

স্নেহশীল [স] *বিণ* স্নেহপ্রবণ; দরদি। 'খোকাটারও ভারী স্নেহশীল ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্নেহশীলতা [স] *বি* দরদ। 'স্বভাবসিদ্ধ স্নেহশীলতাবশত বিমাতা ব্রজসুন্দরী শ্যামাচরণকে আপনার পুত্রের মতোই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্নেহশীলা [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহপরায়ণ; স্নেহময়ী। 'স্নেহশীলা যদি অনেক বিবেচনা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্নেহ-সংগীতস্বর *বি* স্নেহ-ভরা সংগীতের শব্দ। 'এই ছড়ার মধ্যে আমাদের পিতৃপিতামহগণের স্নেহ-সংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্নেহসজল [স] *বিণ* স্নেহসিক্ত। 'জননীর সম স্নেহসজল/ নীল গাঢ় গগনতল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্নেহসজীব [স] *বিণ* ভালোবাসা পেয়ে প্রাণবন্ত। 'যখন স্নেহসজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয় তখন জীবন অত্যন্ত উর্বর সুন্দর শ্যামল হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্নেহসঞ্চার *বি* স্নেহের সঞ্চার। 'মধুময় স্নেহসঞ্চার দ্বারা তাহার সুখ ও স্বাস্থ্য সংবর্দ্ধন করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্নেহসমুদ্র [স] *বি* স্নেহরূপ সমুদ্র। 'কন্যা ও মাতার মধ্যে এই যে আঘাত ও প্রতিঘাত তাহাতে স্নেহসমুদ্র কেবল সুন্দরভাবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্নেহ-সিংহাসন [স] *বি* স্নেহরূপ সিংহাসন। 'বিহারী এই চিরপুত্রহীনা রমণীর স্নেহ-সিংহাসনে ... বিরাজ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্নেহসিক্ত [স] *বিণ* স্নেহপূর্ণ। 'সেই একটি স্নেহসিক্ত মধুর সম্বোধন প্রভাতের সমুদয় পাখির গান লুটিয়া লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'কোনো উত্তর না পাইয়া পুনর্বার স্নেহসিক্ত স্বরে কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'মনটা স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্নেহসিঞ্চিত [স] *বিণ* স্নেহসিক্ত। 'অন্নপূর্ণার স্নেহসিঞ্চিত নিঃশব্দ আশীর্বাদ আশার গভীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক দিন পরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'পিতামাতার স্নেহসিঞ্চিত স্বপনের কোনো দূরান্তেও ঠাঁই ছিল না ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

স্নেহসুধা [স] *বি* স্নেহরূপ অমৃত। 'শীতল স্নেহসুধা করো দান, দাও প্রেম, দাও শান্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; '(আমি) মন্দ এত হতাম না মা/ মায়ের স্নেহসুধা পেলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

স্নেহসৌন্দর্যপ্রবাহিণী [স] *বিণ স্ত্রী* স্নেহ ও সৌন্দর্য বয়ে আনে এমন। 'স্নেহসৌন্দর্যপ্রবাহিণী জাহ্নবী যখন আত্মার আনন্দ দান করে তখনই সে আধ্যাত্মিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্নেহস্পর্শ [স] *বি* প্রীতিপূর্ণ স্পর্শ। 'তার কাছ থেকে এমন একটি চোখের দৃষ্টি, এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্নেহস্ফুট [স] *বিণ* মমতাপ্রকাশক। 'দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্নেহস্বর [স] *বি* আদরভরা কণ্ঠ। 'তার সেই স্নেহস্বর ভেদি দূর-দূরান্তর, কেন এ কোলের পরে আসে না নীরবে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'পরেশবাবু তাহাকে স্নেহস্বরে ডাকিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্নেহ-হস্ত *বি* স্নেহমাখা হাতের ছোঁয়া। 'জড়ায়ে দে আমার মাথায়, স্নেহ-হস্ত বুলায়ে দে গায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্নেহহারা *বি* স্নেহবঞ্চিত যে। 'এ স্নেহহারার বড়ো বোন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্নেহহাস্য [স] *বি* স্নেহের হাসি। 'পরেশ স্নেহহাস্য হাসিয়া কহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্নেহহীন [স] *বিণ* মমতাহীন। 'স্নেহহীন আলিঙ্গন জাগায় হৃদয়ে সহস্র রাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'মামির স্নেহহীন চক্ষে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্নেহা [স স্নেহ] *বি* ভালোবাসা। 'না পুরিল মন স্নেহা রহিল খেদ অন্তরে দারুণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী [স] *বিণ* স্নেহপ্রত্যাশী। 'স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী মনোদিদিকে ক্ষমা করিও।' *শরৎ*, ১৯১৭।

স্নেহাতিশয্য [স] *বি* মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ। 'অকারণ স্নেহাতিশয্যে যেসব কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্নেহাতুর [স] *বিণ* স্নেহলাভের জন্যে কাঙাল। 'স্নেহাতুর হিয়া নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে লাগিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

স্নেহাদর [স] *বি* স্নেহ ও আদর। 'জাহান্নামে যাউক বড়লোকদের এ স্নেহাদরের ভণ্ডামি।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

স্নেহাধিক্য [স] *বি* অপরিমেয় স্নেহ। 'আমি স্নেহাধিক্যবশতঃ বিলম্ব করিতে লাগিলাম।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

স্নেহান্ধ [স] *বিণ* বিচার-বিবেচনাহীন স্নেহে অন্ধ। 'স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্নেহাবিষ্ট [স] *বিণ* স্নেহপ্রাপ্ত। 'স্নেহাবিষ্ট স্বসম্পর্কীয় কেহ হয়েন তবে তাঁহাকে গৃহ হইতে দূরীকরণ করিতে পারেন না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্নেহার্দ্র [স] *বিণ* স্নেহসিক্ত। 'স্নেহার্দ্র ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্নেহাশিস [স] *বি* স্নেহ ও আশীর্বাদ। 'অন্যান্য ছেলেদের স্নেহাশিস জানাবে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্নেহাস্পদ [স] *বিণ* স্নেহের পাত্র। 'স্নেহাস্পদ সন্তানদিগকে প্রাপ্ত

হইলে ... আনন্দ উৎপাদন করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'সুখদুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

স্নেহে ক্রিবিণ সমাদর ক'রে। 'পুনঃ স্নেহে সিংহাসনে বসাবে তোমায়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

স্নেহ[2] [স] বি তেল; চর্বি। 'বীজের ভিতরে রস নাম যার স্নেহ।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

স্নেহপদার্থ [স] বি তেল, চর্বি, ঘৃত ইত্যাদি পদার্থ। 'স্নেহপদার্থ এই প্রদীপকে জ্বালিয়ে রেখেচে।' নজরুল, ১৯২৭।

স্নেহময় [স] বিণ চর্বিযুক্ত। 'চীনাবাদামের মধ্যে যে স্নেহময় পদার্থ আছে তা দ্বিগুণ কিভাবে পাওয়া যেতে পারে ...।' বেগম, ১৯৪৯।

স্নো [ই] ১ বি তুষার। 'অতিশয় তুষার পড়িয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে স্নো বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ২ বি মুখের প্রসাধনীবিশেষ। 'স্নো, ক্রীম, টুথ পাওডার।' জামায়াত, ১৯৩৪।

স্ন্যাপশট [ই] বি হাত-ক্যামেরার সাহায্যে তোলা স্থিরচিত্র। 'আমি গোটা পাঁচেক স্ন্যাপশট নিলুম।' মুজতবা, ১৯৫২।

স্পঞ্জ[1] [ই] বি প্রাণীবিশেষ। 'পলা ও স্পঞ্জ নামক প্রাণী এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

স্পঞ্জ[2], **স্পনজ** ১ বি জল শোষক ছিদ্রবহুল রাবারজাতীয় বস্তু। 'স্নানাগারে গিয়া অনেকটা সাবান ও স্পঞ্জের সদ্ব্যবহার করিলেন।' রোকেয়া, ১৯২২; 'সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর/ রুদ্ধ করে নিশ্বাসপ্রশ্বাস/ বাষ্পগন্ধ স্পনজ-হাতে।' বিষ্ণু, ১৯৪১। ২ বি স্যান্ডেল। 'রেশমী ফিতেয় বেঁধে, দৃঢ় হস্তে, স্পঞ্জে, কর্সেটে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

স্পঞ্জ-বাথ [ই] বি ভেজা নরম স্পঞ্জ বা কাপড় দিয়ে গা মুছে স্নান। 'একটা স্পঞ্জ-বাথ নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

স্পন্দ [স] বি স্পন্দন। 'স্পন্দরহিত প্রতিমাকে দেখিয়া ইহার নির্ম্মাতার প্রতি নিশ্চয় জ্ঞান হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৩; 'ব্রাহ্মণকুমার, সেই স্থানেই, স্পন্দহীন পতিত রহিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

স্পন্দমান [স] ১ বিণ কম্পমান। 'যদি প্রাণে সৌন্দর্যে এবং নিগূঢ় একটা আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ অস্থির। 'নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক।' শামসুর, ১৯৭২।

স্পন্দরহিত [স] বিণ নিষ্প্রাণ। 'স্পন্দরহিত প্রতিমাকে দেখিয়া ইহার নির্ম্মাতার প্রতি নিশ্চয় জ্ঞান হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

স্পন্দহারা বিণ স্থির; অকম্পিত। 'স্পন্দহারা হৃদয় আমার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

স্পন্দহীন [স] ১ বিণ স্থির। 'ব্রাহ্মণকুমার, সেই স্থানেই, স্পন্দহীন পতিত রহিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'মেনকা, উর্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বিণ অচল; অনড়। 'কেবল স্পন্দহীন জড় পদার্থ মাত্র পড়িয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বিণ অসাড়। 'সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দহীন হয়ে রৈল।' মাইকেল, ১৮৫৯।

স্পন্দরহিত [স] বিণ স্পন্দনহীন। 'একে বারে স্পন্দরহিত হয়েছি।' উমেশ, ১৮৫৭।

স্পন্দন [স] বি কম্পন; মৃদু নড়াচড়া। 'তাহার অঙ্গস্পন্দনও হইল না অবলীলাক্রমে সহগমন করিল।' দর্পণ, ১৮২১; 'ঠিক যেন সমস্ত দেশের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্পন্দনজাত [স] বিণ স্পন্দন থেকে উৎপন্ন। 'মানবের ক্ষণমুখর হৃৎপিণ্ড স্পন্দনজাত নয়।' মুজতবা, ১৯৬০।

স্পন্দনশীল [স] বিণ অবিরাম স্পন্দিত হয় এমন। 'প্রাণীদেহে একটি স্পন্দনশীল যন্ত্র আছে।' জগদীশ, ১৯২৬।

স্পন্দনহীন [স] বিণ স্থির। 'স্পন্দনহীন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে অঞ্জলি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

স্পন্দনী [স] বি স্পন্দন। 'স্বাভাবিক স্পন্দনী বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।' জগদীশ, ১৯১৬।

স্পন্দিত [স] বিণ কম্পিত। 'উর্ধ্ববিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

স্পর্ধা, স্পর্দ্ধা [স] ১ বি আস্ফালন। 'আপনি ও অন্যান্য প্রধান রাজাগণের স্পর্দ্ধা নহে।' রামরাম, ১৮০২। ২ বি অহঙ্কার। 'ইংরেজটার স্পর্ধার কথাগুলো এখনো আমি ভুলিনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি প্রশ্রয়। 'কার্জন সাহেবের নিকট স্পর্ধা পাইয়া হলওয়েলের সেই অত্যুক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্পর্ধাপূর্বক, স্পর্দ্ধাপূর্বক [স] ক্রিবিণ সাহসের সঙ্গে। তাহারা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক দর্প করিয়া প্রথমোক্ত পথে প্রস্থান করিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'আধুনিক লেখক সে কথাই স্পর্ধাপূর্বক প্রচার করছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

স্পর্ধাপ্রাপ্ত, স্পর্দ্ধাপ্রাপ্ত [স] বিণ দুঃসাহস-প্রাপ্ত। 'তদ্দেশের হিডালগো অর্থাৎ রাজার ন্যায় স্পর্দ্ধাপ্রাপ্ত হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

স্পর্ধাবাক্য, স্পর্দ্ধাবাক্য [স] বিণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা। 'স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

স্পর্ধাবান [স] বিণ উদ্ধত। 'চোর, রাক্ষসের সহায়তায়, সাহসী ও স্পর্ধাবান।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

স্পর্ধাবেগ [স] ১ বি তীব্র গতি। 'বজ্রবাহিনী বৈশাখী/ স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায়/ বনস্পতির শাখাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ২ বি স্পর্ধাযুক্ত আবেগ। 'ভালোবাসার সেই স্পর্ধাবেগ তার মনে নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

স্পর্ধাভার, স্পর্দ্ধাভার [স] বি অহঙ্কার। 'এমন স্পর্দ্ধাভার, এ শুধু তোমার কবিরই রহিল।' জসীম, ১৯৩১।

স্পর্ধামদমত্ত [স] বিণ অহঙ্কারে মগ্ন। 'স্পর্ধামদমত্ত মানবসমাজের উর্দ্ধে বজ্রমন্ত্রে আপন অনুশাসন প্রচার করিতে থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

স্পর্ধিত [স] ১ বিণ স্পর্ধাপূর্ণ। 'স্পর্ধিত যবন, তোরাও দেখ রে, সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫। ২ বিণ উদ্ধত। 'স্পর্ধিত কুক্কুর যত বর্ধিত হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বিণ দুঃসাহসিক। 'একদিকে মানসিক দাসত্ব, অন্যদিকে স্পর্ধিত ঔদ্ধত্য।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বিণ বেপরোয়া। 'অন্তহীন স্পর্ধিত জয়যাত্রায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

স্পর্শ [স] ১ বি ছোঁয়া। 'ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অনুভব। 'সভাস্থ সমস্ত মহাশয়েরা সেইরূপ হর্ষকে স্পর্শ করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪১। ৩ বি সান্নিধ্য; সঙ্গ। 'তাহার যেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি অস্পৃশ্যতা। 'প্রাতরুত্থানপূর্বক প্রায় জবনকৃত মিসি যাহা শাস্ত্রমতে স্পর্শ পাপ ...।' জ্ঞানারুণোদয়, ১৮৫২।

স্পর্শক [স] বি স্পর্শ করে যে। 'স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

স্পর্শ করা *ক্রি* উল্লেখ করা। 'সে-বিষয়টি সে স্পর্শই করে নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্পর্শকাতর [স] *বিণ* সংবেদনশীল। 'তাহার ছোট ছোট সুকুমার কথাগুলি, তাহার সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর ভাবগুলি বিদেশী ভাষার গোলমালে একেবারে দুপ করিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২; 'তার স্পর্শকাতর হৃদয় তখন কৃতজ্ঞতার বন্যায় ... ভাসিয়ে দেয়।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্পর্শকাতরতা [স] *বি* সংবেদনশীলতা। 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভাল নয়।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

স্পর্শক্রামকতা [স] *বি* সংস্পর্শ দ্বারা সংক্রমণ। 'তাহাদের স্পর্শক্রামকতা হইতে আপন আভিজাত্যকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্পর্শদোষ [স] *বি* স্পর্শজনিত দোষ। 'আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দূর করতে চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্পর্শন [স] *বি* ছোঁয়া। 'গুহ্য অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্পর্শনাড়ী [স] *বি* স্নায়ু। 'দেহে যেসব অনুভূতি ঘটছে ... ব্যবস্থা করছে অসংখ্য স্পর্শনাড়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্পর্শনীয় [স] *বিণ* স্পর্শ করার যোগ্য। 'ঘন নিশ্বাসের স্পর্শনীয় শাস।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

স্পর্শবিরহ [স] *বি* স্পর্শ কামনায় সৃষ্ট ব্যাকুলতা। 'আমাকে গোটা ভারতবর্ষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিচ্ছিল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্পর্শভীরু [স] *বিণ* কারও স্পর্শের ভয়ে ভীত হয় এমন। 'ভিড়ের বাইরে – আত্মমর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্পর্শমণি [স] ১ *বি* পরশপাথর। 'ঝুলির মধ্যে স্পর্শমণি ছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বি* ছোঁয়া। 'শরতের প্রথম উষার স্পর্শমণি লেগেছে আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

স্পর্শময় [স] *বিণ* স্পর্শ করা যায় এমন। 'স্পর্শময় বর্ষা এলো।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

স্পর্শমাত্র [স] ১ *ক্রিবিণ* ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে। 'স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* সামান্যতম স্পর্শ। 'এখানে আলোনা মাটিতে সমুদ্রের স্পর্শমাত্র নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বি* প্রভাব বিস্তার। ' তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্পর্শযোগ্য *বিণ* স্পর্শ করা যায় এমন; বাস্তব। 'কল্পনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্পর্শলোভাতুর [স] *বিণ* স্পর্শ পেতে অতিশয় লোলুপ। 'আমাকে যেন চিরদিনের জন্য স্পর্শলোভাতুর করে রেখে গেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

স্পর্শশূন্য [স] *বিণ* স্পর্শহীন। 'গবর্ণমেন্টও এ দোষ স্পর্শশূন্য নহেন।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

স্পর্শস্নান [স] *বি* স্পর্শরূপ স্নান। 'প্রথম আলোকে স্পর্শস্নান হবে তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্পর্শা [স স্পর্শ>] *ক্রি* স্পর্শ করা। **স্পর্শি** *ক্রি* স্পর্শ ক'রে। 'তার এক কর্ণ স্পর্শি আপনা শোধিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **স্পর্শিব** *ক্রি* স্পর্শ করবো। 'কপর্দক মাত্র না স্পর্শিব।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

স্পর্শাতীত [স] *বিণ* ছোঁয়া যায় না এমন। 'আকাশ যখন স্পর্শাতীত অবিচল মহিমায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্পর্শাতুর [স] *বিণ* সামান্য স্পর্শেই কাতর। 'ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্পর্শানুমেয় [স] *বিণ* অনুভব করা যায় এমন। 'তারা কেবল স্পর্শানুমেয়।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

স্পর্শাভিলাষী [স] *বিণ* অন্যের শরীরে ছোঁয়া পেতে চায় এমন। 'ওঁদের অনেকেই গাঁটকাটা, কিংবা স্পর্শাভিলাষী, কিংবা বিনা টিকিটের যাত্রী।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

স্পর্শালু [স] *বিণ* স্পর্শকাতর। 'বন মৃগীর মতো ভীরু, স্পর্শালু।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্পর্শালুতা [স] *বি* স্পর্শের আবেশ। 'শিরায় শিরায় রক্ত যেমন টগবগ করে ফুটচে, স্পর্শালুতাও তেমনই।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্পর্শেন্দ্রিয় [স] *বি* ত্বক। 'ত্বক স্পর্শেন্দ্রিয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

স্পষ্ট [স] ১ *বিণ* পরিষ্কার। 'তাহার স্পষ্ট উত্তর কিছুই আইসে নাই।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *ক্রিবিণ* পরিষ্কারভাবে। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্পষ্ট লিখিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *ক্রিবিণ* ভালো ক'রে। 'তাঁহার পৈতৃকাধিকার যাইবে না ইহা আমরা স্পষ্ট জানি।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *ক্রিবিণ* সরাসরি। 'স্পষ্ট অথবা অর্থাপত্তিক্রমে স্ত্রীরদের লিখন পঠনকরণ নিষেধ ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। *বিণ* স্ফুট। 'অতিবিশাল স্মৃতির স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সমস্ত কণ্ঠস্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্পষ্টত [স] ১ *ক্রিবিণ* পরিষ্কারভাবে। 'এরূপ আইন স্পষ্টত অন্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *ক্রিবিণ* স্পষ্টই। 'আলোর রশ্মি ত্রিকোণ কাচের উপর ফেলিলে ইহা স্পষ্টত দেখা যায়।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ৩ *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষভাবে। 'এই আশা স্পষ্টত বা অলক্ষ্যে মনকে উৎসাহ দিকেও পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্পষ্টতর [স] ১ *বিণ* অতিশয় স্পষ্ট। 'যদি অনেকবার তাহাদের দেখিতাম, তবে তাহারা আমাদের স্মৃতিতে স্পষ্টতর ছাপ দিতে পারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* সুনির্দিষ্ট। আমাদের কাছে গভীরতর এবং স্পষ্টতর রূপে প্রতীয়মান হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* অধিক বোধগম্য। 'সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পষ্টতর করা আমার অসাধ্য।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

স্পষ্টতা [স] ১ *বি* প্রকাশিত হয়েছে এমন অবস্থা। 'তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সংগতি ও অসংগতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ২ পরিস্ফুটতা। 'পুঞ্জমেঘের স্বর্গীয় এক স্পষ্টতাকে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

স্পষ্টতা পাওয়া *ক্রি* স্পষ্ট হয়ে ওঠা। 'এ প্রভাব প্রথমে ফরাসি কবিদের মধ্যে স্পষ্টতা পায়।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্পষ্টবক্তা [স] *বিণ* স্পষ্ট কথা বলে এমন। 'লোকটির নাম ঠা—; বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী, চিন্তাশীল, স্পষ্টবক্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্পষ্টবাদিতা [স] ১ *বি* খোলাখুলি কথা বলা। 'স্পষ্টবাদিতা, দূরদর্শিতা অতি সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।' *দর্শন*, ১৯২৫। ২ *বি* স্পষ্ট কথা বলার অভ্যাস। 'সত্য ও স্পষ্টবাদিতা এবং ন্যায়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্পষ্টবাদিনী [স] *বিণ* স্পষ্ট কথা বলে এমন। 'বাড়ির মধ্যে সে ছিল স্পষ্টবাদিনী।' *শরৎ*, ১৯১২।

স্পষ্টবাদী [স] *বিণ* স্পষ্ট কথা বলে এমন। 'স্পষ্টবাদী আখড়ায়,

থেকে আজি বাবাজীর বেশে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্পষ্টভাবে [স] ১ *ক্রিবিণ* সরাসরি। 'এই "আমরা" কথাটাকে স্পষ্টভাবে ব্যবহার করিবার জো নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ খোলাখুলিভাবে। 'কথা স্পষ্টভাবে আকার ইঙ্গিতে কহিয়া শেষে কহিলেন।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ৩ *ক্রিবিণ* পরিষ্কারভাবে। 'আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্পষ্টভাষী [স] *বিণ* সরাসরি কথা বলে এমন। 'আমি কাক স্পষ্টভাষী, কাক ডাকি বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্পষ্টরূপে [স] ১ *ক্রিবিণ* গভীরভাবে। 'তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ... পরমেশ্বরের সত্তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *ক্রিবিণ* প্রকাশ্যভাবে। 'নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে বড়ো বেশি স্পষ্টরূপ অভিমান প্রকাশ করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্পষ্টাক্ষরে [স] ১ *ক্রিবিণ* পরিষ্কার ভাষায়। 'আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে ও স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে পারি ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *ক্রিবিণ* সরাসরি। 'যিনি প্রতিবাদ করছেন তাঁকে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন, ভ্রান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্পষ্টাভাস [স] *বি* সুব্যক্ত ইঙ্গিত। 'অপরিচিতের দিকে তাকানোর ... স্পষ্টাভাস আমাকে ঠেকালে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

স্পষ্টাস্পষ্টি *ক্রিবিণ* খোলাখুলি। 'সে সবের স্পষ্টাস্পষ্টি বোঝাপড়া অবিলম্বেই হয়ে যেতে পারে।' *জীবন*, ১৯৩১।

স্পষ্টীকৃত [স] *বিণ* স্পষ্ট করা হয়েছে এমন। 'চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্পাই [ই] *বি* গুপ্তচর। 'সকলে ধরে নিলে যে, তিনি একজন স্পাই।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

স্পানিয়া [ই] *বি* স্পেনদেশের অধিবাসী; হিস্পানি। 'স্পানিয়ারা এবং পোর্তুগীসের দর্পকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

স্পানিষ [ই] *বি* স্পেনীয়দের ভাষা; হিস্পানি। 'ফ্রেঞ্চ ও স্পানিষ প্রভৃতি ভাষার এইরূপ উদ্ভব হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্পানিস [ই] *বিণ* স্পেন দেশের; হিস্পানি। 'নাচিছে স্পানিস টাঙ্গো নীল ঢেউয়ে।' *জীবন*, ১৯৩০।

স্পানী [ফা ইস্পাহাম] *বি* ইস্পাহান থেকে আসা পারস্যবাসী। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিট্টানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্পানীয় [ই স্পেন+স ঈয়] *বি* স্পেনের ভাষা। 'ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে ... জরমান, ইটালীয় এবং স্পানীয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্পিড, স্পীড [ই] *বি* গতি। 'স্পিড একটু কমাও।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'কি অদ্ভুত স্পীড ছিল হাতের।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

স্পীডবোট [ই] *বি* দ্রুতগতিসম্পন্ন ছোটো নৌযানবিশেষ। 'মাঝে মাঝে স্পীডবোটে ছুটে যায়।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

স্পীডোমিটার [ই] *বি* গতিবেগ নির্দেশক যন্ত্র। 'স্পীডোমিটারের মতো আমাদের হৃৎপিণ্ড উদ্দাম।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

স্পিরিট, স্পীরিট [ই] ১ *বি* বিশুদ্ধ মদ। 'না আমি স্পীরিট খাব না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। ২ *বি* রাসায়নিক তরলবিশেষ। 'স্পিরিট দিয়া ঘষিলে মতির বাহুতে ময়লা ওঠে।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বি* জ্বালানি তেলবিশেষ। 'একটি স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া জল গরম করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'মোটর পেট্রোল ও স্পিরিট যদিও বেশীর ভাগ বড় লোকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন।' *আজাদ*, ১৯৪০। ৪ *বি* সামর্থ্য। 'কারো বিদ্রোহ করার মত স্পিরিট নাই।' *বেগম*, ১৯৪৮। ৫ *বি* তেজ। 'এখানেই মেয়েলিবুদ্ধির চোলাই হয়ে গেছে, অপদেবতার গাদ গেছে নেমে, বেরিয়ে এসেছে খাঁটি স্পিরিট। *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'কোথাও সেই স্পিরিট নেই।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

স্পিরিট-মেশানো *বিণ* অ্যালকোহল মেশানো। 'ইংরেজ নাপিতের দোকান থেকে স্পিরিট-মেশানো সুগন্ধী কেশতৈল ও দামী এসেন্স কিনিয়ে আনিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্পীকার [ই] *বি* রাষ্ট্রের আইনসভার সভাপতি। 'সেইখানে প্রেসিডেন্টের মতো একজন (যাকে স্পীকার বলে) ... বসে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্পৃশ্য [স] ১ *বিণ* (হিন্দু আচার অনুযায়ী) স্পর্শ করার যোগ্য। 'যাহাকে পাইতেছেন গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য ... কিছু জ্ঞান নাই।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ছোঁয়া যায় এমন। রূপ দৃশ্য হইল কেন, রূপ মণি মাণিক্যের মত স্পৃশ্য হইল না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্পৃষ্ট [স] ১ *বিণ* জর্জরিত। 'যে তস্কর ধৃত ... এবং বহুবিধ প্রশ্নে স্পৃষ্ট হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* স্পর্শ করা হয়েছে এমন। 'আমি তাহার অন্ন খাই নাই – তাহার স্পৃষ্ট জলও খাই নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

স্পৃষ্ট অন্ন [স] *বি* ছোঁয়া লাগা খাবার। 'আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'এক জাতি আর-এক জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খায় না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্পৃহা [স] ১ *বি* ইচ্ছা। 'ইহার কারণ জানিবার স্পৃহা করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* লোভ। 'উৎকোচ গ্রহণের স্পৃহা কখন করেন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *বি* আগ্রহ। 'সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় দুঃখী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৪ *বি* বাসনা। ' ভোগের তৃপ্তিহীন স্পৃহা মেটাবার জন্যে কোনো ... বিশেষভাবে লোলুপ হয়ে উঠতে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

স্পৃহনীয় [স] ১ *বিণ* কাম্য। 'এই সংসারে অনেক গুলিন স্পৃহনীয় বস্তু আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* লোভনীয়। 'সুখ যদি আমাদের চক্ষে তেমন স্পৃহনীয় ঠেকিত, দুঃখ যদি আমাদের নিকট ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্পৃহাহীনতা [স] *বি* কামনাশূন্যতা। 'চোখে কেমন স্পৃহাহীনতা, দৃষ্টি ঘোলাটে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

স্পৃহী [স] *বিণ* ইচ্ছুক; অভিলাষী। 'সিংহের সঙ্গে মৃগয়া করিবার সম্ভ্রম স্পৃহী হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

স্পেনীয় [ই স্পেন+স ঈয়] *বিণ* স্পেন দেশের। 'প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্পেলিং বুক [ই] *বি* বানান শেখার বই। 'মরে সাহেবকৃত ইঙ্গরেজী স্পেলিং বুক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্পেশাল [ই] *বিণ* বিশেষ। 'স্টেশনে স্পেশাল ট্রেন প্রস্তুত রাখবার জন্য টেলিগ্রাফ করা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্পেশালিস্ট [ই] *বি* বিশেষজ্ঞ। 'খুব বড়ো একজন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হবে।' *মানিক*, ১৯৪০।

স্পেশিয়াল [ই] *বিণ* বিশেষ। 'একজন স্পেশিয়াল কমিশনর নিযুক্ত

করিলেন।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

স্পেশ্যাল [ই] *বিণ* বিশেষ। 'চুম্বক লাগিয়ে 'স্পেশ্যাল' ভাবে ওদের তৈরি করানো হয়েছিল।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

স্পোর্টস [ই] ১ *বি* খেলাধুলা। 'শিশু সপ্তাহে স্পোর্টস, অভিনয় গল্পের আসর ...।' *বেগম*, ১৯৪৮। ২ *বিণ* ক্রীড়ামোদী। 'টেনিস-পাগলিনী স্পোর্টস রমণী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্পোর্টসম্যান [ই] *বি* খেলোয়াড়। 'সে সবার সেরা স্পোর্টসম্যান।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

স্প্রিং [ই] *বি* ধাতুনির্মিত স্থিতিস্থাপক বলয়বিশেষ। 'স্প্রিংওয়ালা ৪ চাকার যাবতীয় প্রকার গাড়ী ... ২ টাকা।' *প্রভাকর*, ১৮৫১।

স্প্রিঙ্গ [ই] *বি* ধাতুনির্মিত স্থিতিস্থাপক বলয়বিশেষ। 'ঘড়ির স্প্রিঙ্গের উপর স্প্রিঙ্গ এবং হুইলের উপর হুইল গড়িত না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্প্যানিশ [ই] *বি* স্পেনের ভাষা। 'রুশীয়, জর্মন এবং স্প্যানিশের পরেই পৃথিবীতে বাংলার স্থান।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

স্প্যানিয়ার্ড [ই] *বি* স্পেনের অধিবাসী। 'প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালীদের, ... তারপর আর সবাইকে অর্থাৎ ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, এবং স্প্যানিয়ার্ডদের।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

স্প্যানীয় [ই স্পেন+স ঈয়] *বিণ* স্পেন দেশের। 'ফরাসিনী ধেই ধেই করছেন স্প্যানীয় রাজপুত্রের বেশে মিশকালো নিগ্রোর সঙ্গে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্প্যারো [ই] *বি* চড়ুই পাখি। 'ভ্যাঙাও ঐ কুকু-টাকে/ ব্ল্যাকবার্ড স্প্যারো-টাকে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্ফন্দন [স স্পন্দন] *বি* মৃদু কম্পন। 'বাম উরু নেত্র বাহু করিল স্ফন্দন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্ফটিক [স] ১ *বি* স্বচ্ছ পাথরবিশেষ। 'স্ফটিক নির্মিত ঘাট পরম সুন্দর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *ক্রিবিণ* স্পষ্টভাবে। 'দুদশক পরেও স্ফটিক মনে পড়ে ...।' *শামসুর*, ১৯৭২।

স্ফটিক-জল [স] *বি* স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল। 'স্ফটিক-জলের মতন বেঁকানো।' *শক্তি*, ১৯৬১।

স্ফটিকদীপ [স] *বি* স্ফটিক নির্মিত বাতি। 'স্ফটিকদীপে গন্ধতৈলে জ্বালায় না কেউ বাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

স্ফটিকপাত্র [স] *বি* স্বচ্ছ বর্ণহীন পাথরের তৈরি পাত্রবিশেষ; ক্রিস্টালের বাটি। 'স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল নাশপাতি নারাঙ্গি ... সজ্জিত রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্ফটিকমণ্ডিত [স] *বিণ* বিশেষ ধরনের স্বচ্ছ ও শুভ্র পাথরে সজ্জিত। 'পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুদুজ্জ্বল, স্ফটিকমণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্ফটিকশালা [স] *বি* ক্রিস্টাল পাথরে সজ্জিত ঘর। 'এক ভোজন-গৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে বসে অল্প আহার করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্ফটিকস্বচ্ছ [স] *বিণ* কাচের মতো পরিষ্কার। 'স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্ফটিকস্বচ্ছসলিলা [স] *বিণ স্ত্রী* ঝকঝকে পরিষ্কার জলপূর্ণ। 'এক পার্শ্ব দিয়া স্ফটিকস্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ নদীটি অতি নম্রমধুর স্রোতে প্রবাহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্ফন্দন [স স্পন্দন] *বি* স্পন্দন; মৃদু কম্পন। 'স্ফন্দন করএ ডানি আঁখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্ফালন [স] *বি* আস্ফালন। 'তাহারা যখন দুইজনে স্ফালন করিয়া যাইতেছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

স্ফীটা [স স্ফটিত] *বিণ* ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'স্ফীটা হই ণবগুণ শাসন পড়া।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০।

স্ফীত [স] ১ *বিণ* জেগে উঠেছে এমন। 'অক্ষর পাথরের উপরে কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* ফুলে উঠেছে এমন। 'চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৩ *বিণ* ফোলানো। 'দেশাচারকে স্ফীত তাকিয়ার মতো বানাইয়া লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৪ *বিণ* ধনবান। 'অকর্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এই-সব জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'সহসা অশ্রুবাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৬ *বিণ* প্রসারিত। 'ভারত গবর্মেন্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্ফীত-উদর [স] ১ *বিণ* মোটা পেটওয়ালা। 'স্ফীত-উদর যুবক সম্প্রদায়ের বিষণ্ণ মূর্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* বিস্তৃত অঞ্চল। 'দক্ষিণ-আফ্রিকা স্ফীত-উদর ও ও পরিপুষ্ট দেহ লইয়া দিব্য হাঁকডাক-সহকারে পাণ্ডাগিরি করিয়া বেড়াইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্ফীতউদরসম্বলিত [স] *বিণ* ভুঁড়িওয়ালা। 'ব্যাপারির মেদবহুল স্ফীতউদরসম্বলিত দেহটি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

স্ফীতকণ্ঠ [স] *বিণ* মোটা গলাবিশিষ্ট। 'যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্বে বেড়াইত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্ফীত-কলেবর [স] *বিণ* ফাঁপানো। 'এমনিধারা স্ফীত-কলেবর অনেক সংবাদ।' *তারা*, ১৯৪০।

স্ফীতকায় [স] *বিণ* গুরুতর। 'স্ফীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্ফীততর [স] *বিণ* অধিক মোটা। 'গিলে নিয়ে স্ফীততর হলো।' *কায়সার*, ১৯৬২।

স্ফীতপাল [স] *বি* বাতাসে ফুলে-ওঠা পাল। 'উচ্চতটে অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীতপালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্ফীতপেশী [স] *বিণ* পেশীবহুল। 'স্ফীতপেশী গুরগন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্ফীতবক্ষ [স] *বিণ* বুক-ফোলানো। 'পরিপাটি-বেশধারী গর্বোদ্ধত স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্ফীতভাব [স] *বি* মত্ত আবেগ। 'মনের স্ফীতভাব বা উন্মত্তভাব নিয়ত আত্মপ্রাধান্যের স্থাপনে উদ্যুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্ফীতমস্ত [স স্ফীত+ফা মস্ত] *বিণ* বিস্ফারিত। 'তাঁর রক্তাক্ত স্ফীতমস্ত চোখ দুটি ঘোরে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্ফীতরক্তচোখ [স] *বিণ* রাগে ফোলা লাল চোখবিশিষ্ট। 'মাংসল পৃথুল দেহ স্ফীতরক্তচোখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্ফীতশিরা [স] *বিণ* শিরা ফুলে উঠেছে এমন। 'নখ কাটা হয়নি, স্ফীতশিরা রোমশ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

স্ফীতি [স] *বি* প্রসারতা। 'মনের মধ্যে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্ফীতি অনুভব করা *বি* গর্ববোধ করা। 'মনের মধ্যে একটা স্ফীতি অনুভব করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্ফীতি-মাঝে *ক্রিবিণ* স্বার্থের বাহুল্য মাঝে। 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ পরিপূর্ণ স্ফীতি-মাঝে দারুণ আঘাত বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্ফীতোদর [স] ১ *বিণ* মোটা। 'সতকগুলি কথা ও ঘটনা জোড়া তাড়া দিয়া এক-একটা স্ফীতোদর পুস্তক রচিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ঢোলা। 'সেখানে আর স্ফীতোদর গাউন আসিয়া আমাদের দেশীয় ভাবের শেষ লক্ষণটুকু গ্রাস করিয়া লইয়া যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ৩ *বিণ* পেট-মোটা। 'স্ফীতোদর জয়ঢাকটা লইয়া কেবলমাত্র ধনের অহংকার কেবলমাত্র ফ্যাশানের আড়ম্বরকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৪ *বিণ* অমার্জিত রুচির। 'স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

স্ফুট [স] ১ *বিণ* স্পষ্ট। 'স্ফুট করি কহ তুমি নাহি কিছু ভয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* প্রকাশিত। 'নহ স্ফুট গর্ভবতী শুনি সাধু দিল নিদর্শন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* স্পষ্ট। 'দুই প্রকারের ধ্বনিব্যঞ্জন করে, একটি অস্ফুট আর-একটি স্ফুট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

স্ফুটকাহিনী [স স্ফুট+কাহিনী] *বি* বিশদ বৃত্তান্ত। 'সহজ দেবভাষাতেও দেবলোকের স্ফুটকাহিনী বলিয়াছেন।' *সবুজ*, ১৯২১।

স্ফুটতর [স] *বিণ* আরও স্পষ্ট। 'মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্ফুটনোন্মুখ *বিণ* প্রায় প্রস্ফুটিত। 'স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কি অপূর্ব সুষমায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্ফুটিত [স] *বিণ* বিকশিত। 'স্ফুটিত কিংশুক পুষ্পের ন্যায়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

স্ফুরণ [স] ১ *বি* প্রকাশ। 'রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ব্যক্ত। 'আমার বাক্য স্ফুরণ না হইতে হইতেই ... কহিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* বিচ্ছুরিত। 'নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ... ঘন ঘন বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্ফুরা [স স্ফুরণ>] *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। **স্ফুর** *ক্রি* প্রকাশিত হও। 'হৃদয়ে কন্দরে স্ফুর করুণে আপনি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **স্ফুরুক** *ক্রি* স্ফুরণ হোক। 'স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **স্ফুরে** *ক্রি* প্রকাশ পায়। 'প্রেমসুখে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্ফুরিত [স] ১ *বিণ* প্রকাশিত। 'উদ্যম স্ফুরিত স্বাধীনবৃত্তি মহাত্মারা ... রাজ্যমধ্যে ভুক্ত করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* বিকশিত। 'স্ফুরিত ফুলের উতলা গন্ধে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বিণ* স্ফীত। 'সুমতির নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইয়া উঠিল।' *মানিক*, ১৯৪০।

স্ফুরিতধারা [স] *বিণ* স্ফুরিত হচ্ছে এমনতরো। 'কল্পনানেত্রে একটি স্ফুরিতধারা রুষ্ট তরুণীকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্ফুলিঙ্গ [স] *বি* আগুনের ফুলকি। 'স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ, উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল সেই তারই আনন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

স্ফুলিঙ্গবর্ষণ [স] *বি* আগুনের ফুলকির বিচ্ছুরণ। 'চকমকির ঠোকাঠুকি শব্দ ও স্ফুলিঙ্গবর্ষণ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্ফুলিঙ্গমাত্র *বি* যে কোনো স্ফুলিঙ্গ। 'ধ্বক ধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্ফূর্ত [স] ১ *বিণ* বিকশিত। 'আমাদিগের স্বাভাবিক বৃত্তিসকল স্বাধীনরূপে স্ফূর্ত হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* উৎফুল্ল। 'কুণ্ডলীকৃত ধূমে সজাগ স্ফূর্ত ও মূর্ত হইয়া উঠিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮; 'ভীরু রসনার প্রেরণা উদার স্ফূর্ত মুখর লোচনে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* প্রকাশিত। 'প্রাক্তন পুষ্পের অমর অবদান স্ফূর্ত গোলাপের কুঞ্জে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্ফূর্তি, স্ফুর্তি [স] ১ *বি* প্রকাশ। 'তাহার স্ফূর্তি সম্যকরূপে হওয়া দুষ্কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'ধর্মজ্ঞানের সম্যক স্ফূর্তি হয় না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* আনন্দ। 'সে আমোদ নাই সে স্ফূর্তি নাই।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫। ৩ *বি* স্বতঃস্ফূর্ততা। 'তাঁহার ভক্তির স্ফূর্তি দেখিলাম কই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৪ *বি* উৎফুল্লতা। 'একরকম বলিষ্ঠ স্ফূর্তির ভাব থাকা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ *বি* উৎসাহ। 'আত্মচিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্তি দিবে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্ফূর্তিবাজ [স স্ফূর্তি+ফা বাজ] *বিণ* আমুদে। 'ইলা খুব স্ফূর্তিবাজ মেয়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

স্ফূর্তিবিশিষ্ট, স্ফুর্তিবিশিষ্ট [স] *বিণ* আনন্দিত। শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণও সুস্থ ও স্ফূর্তিবিশিষ্ট থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্ফূর্তিময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* স্ফূর্তিময়। 'দেহ উন্নত, কান্তি স্ফূর্তিময়ী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্ফূর্তিযুক্ত *বিণ* আনন্দিত। 'তাহাদিগকে ... স্ফূর্তিযুক্ত বোধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্ফূর্তিসাধন [স] *বি* পরিপূর্ণ বিকাশ। 'আপনার যোগ্যতার স্ফূর্তিসাধন করিতে পারেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্ফূর্তিসে *ক্রিবিণ* আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে। 'আজ লিখনেওয়ালা তোদের মরণ স্ফূর্তি-সে জোর লেখে।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্ফোরণ [স] *বি* বিস্ফোরণ। 'এই স্ফোরণ ব্যাপারকে বাইরের কিছুতে না পারে উস্‌কিয়ে দিতে না পারে থামাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্ব [স] *বিণ* নিজ। **স্ব-ইচ্ছা** *বি* নিজের ইচ্ছা। 'যাঁহারা স্ব-ইচ্ছা সাধনে অক্ষম ও ধন, মান রক্ষা করিতে দুর্বল।' *তমোলুক*, ১৮৭৪; 'পরদিন স্বইচ্ছায় নফল রোজা রাখে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্ব স্ব [স] *বিণ* নিজ নিজ। 'জনগণ সন্নিধানে স্ব স্ব নামে সম্ভ্রমাভিলাষী হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্বওরন [সস্মরণ] *বি* স্মরণ। 'আচম্বিতে গোকুল পুরি হইল স্বওরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বঃশ্রেয়স [স স্বশ্রেয়স] *বি* নিজের কল্যাণ। 'সুতকে শিখায়ে দেয় স্বঃশ্রেয়স বাণী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বকপোলকল্পিত [স] *বিণ* স্বীয় কল্পনাপ্রসূত; নিজের মনগড়া। 'তদনুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগ্রহীত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০; 'স্বকপোলকল্পিত মহত্ত্ব লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বকপোলরচিত [স] *বিণ* মনগড়া। 'বুধবারের দর্পণে আমারদিগের স্বকপোলরচিত বিষয়মাত্র থাকিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

স্বকবিত্ব [স] *বি* নিজের কবিত্বশক্তি। 'প্রাচীন শ্লোক অভ্যাস করিয়া স্বকবিত্ব খ্যাপন করিতেছেন...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

স্বকর [স] *বি* নিজ হাত। 'চিত্রললাট তোমারি স্বকরে রয়েছে তিলকরঞ্জিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

স্বকর্ণ [স] *বি* নিজ কান। 'এই আদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

স্বকর্ম, স্বকর্ম্ম [স] *বি* নিজের কর্মক্ষেত্র। 'সে ... স্বকর্ম্মে আসিয়া স্বামির

নিকট স্বর্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

স্বকর্মার্জিত [স] *বিণ* নিজের কর্ম দ্বারা অর্জিত। 'স্বকর্মার্জিত ফলভোগ করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

স্বকলম [স স্ব+আ কলম] *বি* নিজের চেষ্টা। 'কর্তা স্বকলমে রোজগার করে বড় মানুষ হয়েছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্বকল্পিত [স] ১ *বিণ* মনগড়া। 'স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নিজেই কল্পনা করে নিয়েছে এমন। 'একজন স্বার্থপর স্বকল্পিত নেতা সমাজের মাথায় কুঠারাঘাত করতঃ ...।' *দর্পণ*, ১৯২৮।

স্বকাজ [স] *বি* নিজের করণীয় কাজ। 'অর্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে ...।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্বকামিনী [স] *বি* আপন পত্নী। 'রসরাজ একি ভাবে, দুঃখার্ণবে, রেখে স্বকামিনী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

স্বকামী [স] *বিণ* আত্মকামী। 'ক্লাসিককে বরবাদ করে যে রোমান্টিকতা তা অপেরণ-চিহ্নিত, স্বকামী, নির্জ্ঞাননির্ভর।' *শিব*, ১৯৫০।

স্বকার্য, স্বকার্য্য [স] *বি* নিজের কাজ। 'স্বকার্য্য সাধন করাই কর্ত্তব্য।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬; 'সুরমাঝে স্বকার্য সাধিতে নারায়ণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বকার্যোদ্ধার, স্বকার্য্যোদ্ধার [স] *বি* নিজের কার্য সাধন। 'অন্যপ্রেম কপট প্রেম অর্থাৎ স্বকার্য্যোদ্ধার হেতু।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বকাল [স] *বি* নিজের কাল। 'স্বদেশ যেমন একটা আছে স্বকালও তেমনি একটা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

স্বকীয় [স] ১ *বিণ* নিজস্ব। 'পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'স্বকীয় চন্দন শঙ্খ দিআ হব নিরাতঙ্ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* মৌলিক। 'তিনি এ অংশেও যে স্বকীয় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্বকীয়গণ [স] *বি* নিজের মানুষেরা। 'মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

স্বকীয়তন্ত্রী [স] *বিণ* আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। 'জনসন বিদ্যাসাগরের মতই অপ্রতিগ্রহ এবং স্বকীয়তন্ত্রী ছিলেন।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

স্বকীয়তা ১ *বি* নিজস্বতা। 'শক্তির স্বকীয়তা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ২ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'আমরা আজকাল সংস্কৃত শিখে ভুলে যাই যে, বাংলার একটি স্বকীয়তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* মৌলিকত্ব। 'তাহার মধ্যে লেখকের স্বকীয়তা, নির্ভীকতা এবং অকৃত্রিম দৃঢ় ধারণা প্রকাশ পাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'তাঁর প্রত্যেক গানে একটা originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বকীয়ত্ব [স] *বি* নিজস্বতা। 'যতগুলি কবিতা লিখিয়াছেন, সকলেরই মাধ্য তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'স্বকীয়ত্বের বরাত দিয়া গৌরব করিতে বসিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বকীয়া [স] ১ *বিণ স্ত্রী* নিজ পত্নী সম্পর্কিত। 'স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ স্ত্রী* বিবাহিত। 'বাবু তাহার স্বকীয়া কামিনীকে প্রহার করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ *বি* স্বামীর প্রতি অনুরক্ত নায়িকা। 'নায়িকা স্বকীয়া কি সামান্যা ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'স্বকীয়া তো পদকর্তাদের মতে কর্মীনারী।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

স্বকীয়োদর [স] *বি* নিজের পেট। 'বাবুদিগের সন্তোষ জন্মাইয়া স্বকীয়োদর পরিতোষ করে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বকৃত [স] *বিণ* নিজের রচিত। 'নানাবিধ বিষয়ে স্বকৃত কাব্যপ্রকাশ করিয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

স্বকৃতভঙ্গ [স] *বি* নিজের ইচ্ছায় কৌলীন্যপ্রথা লঙ্ঘনকারী। 'তাঁহাদিগকে স্বকৃতভঙ্গ বলা যায়।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* নিজের দ্বারা শাস্ত্রলঙ্ঘিত। 'ওস্তাদ গলার জোরে স্বকৃতভঙ্গ সুর চালাতে লাগলেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

স্বকেন্দ্রিক [স] *বিণ* আত্মকেন্দ্রিক। 'যদি তারা ক্ষমতালোভী, স্বকেন্দ্রিক, স্বার্থপরায়ণ ও হিংসুক না হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্বকৌশল [স] *বি* নিজ কুশলতা। 'তোমার ভার উদ্ধার করিতে দেব-বংশ, – দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বখাত সলিলে ডুবে মরা – *বি* নিজের তৈরি জলাশয়ে নিজেই ডুবে মরা। 'আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।' *দাশরথি*, ১৮৫৭।

স্বগণ [স] *বি* সঙ্গী। 'অন্যদিন প্রাতঃকালে স্বগণ সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোল্লিখিত কল্যাণসূচক কার্য্য-সম্পাদনার্থে গমন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বগত [স] *বিণ* অন্যকে না শুনিয়ে নিজে-বলা; মনোগত। 'ভক্ত। (স্বগত) ইঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বগত-উক্তি [স] *বি* আপন মনে করা উক্তি। 'লেখকের স্বগত-উক্তিও স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বগতকথন [স] *বি* নিজে নিজে কথা বলা। 'সময়ের স্বগতকথনে বারিবার কান পাতি।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

স্বগতোক্তি [স] *বি* নিজে নিজে কথা বলা। 'তার আত্মার সেই গভীর স্বগতোক্তি শুনতে পাব।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

স্বগুণ [স] *বি* নিজ যোগ্যতা। 'রেনেসাঁসের কৃতি শুধু স্বগুণেই অমূল্য নয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বগোত্র [স] *বি* নিজ বংশ। 'তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্বগৌরবে [স] *ক্রিবিণ* আপন মহিমায়। 'তারা সেই স্বাধীন সার্ব্বভৌম আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্রের সত্যিকার দাবিদার হতে পারে স্বগৌরবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

স্বগ্গ [স স্বর্গ] *বি* স্বর্গ। 'পুণ্য কইলেঁ স্বগ্গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

স্বগ্রন্থ [স] *বি* নিজের লেখা বই। 'এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ দাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্বগ্রাম [স] *বি* যে গ্রামে নিজের জন্ম হয়েছে। 'মুখোপাধ্যায় পরিবারের, স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্তী বহুতর গ্রামে, আধিপত্যের সীমা ছিল না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

স্বগ্রামস্থ [স] *বিণ* নিজ গ্রামের। 'স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের পদধূলির আশা।' *শরৎ*, ১৯১৬।

স্বঘর [স স্ব+ঘর] *বিণ* সমগোত্রভুক্ত। 'ইঁহারা যে তাঁহাদের স্বঘর।' *শরৎ*, ১৯২৬।

স্বঙরন [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। 'প্রতিদিন আমারে করাইহ স্বঙরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বঙরা [স স্মরণ>] *ক্রি* স্মরণ করা। **স্বঙরি** *ক্রি* স্মরণ করি। 'হরিসে লড়িয়া মুনি স্বঙরি নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। **স্বঙরিয়া** *ক্রি* স্মরণ

ক'রে। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্বঙরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বচক্ষে [স] *ক্রিবিণ* নিজ চোখে। 'বিহারের যে সকল ধারা কথায় করিয়াছি তাহা সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়া শিখিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে সকল দেখিয়া শুনিয়া আইলে যেমত সুবিচারের সম্ভাবনা।' *মধ্যস্থ*, ১৮৭৩।

স্বচ্ছ [স] ১ *বিণ* যা মধ্য দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে এমন। 'উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিণ* নির্মল। 'বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ৩ *বিণ* ভিতর দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে এমন। 'দৃশ্য আলোর পক্ষে কাচ স্বচ্ছ।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* স্বচ্ছন্দ। 'ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এই কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৫ *বিণ* দ্ব্যর্থহীন। 'মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বচ্ছ বাস [স] *বি* ফিনফিনে পোশাক। 'এ স্বচ্ছ বাস করে মোরে পরিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বচ্ছতা [স] ১ *বি* স্পষ্টতা। 'তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* নির্মলতা। 'শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বচ্ছদৃষ্টি [স] *বি* পরিষ্কার চোখ। 'কাদেরের কুকীর্তিটি স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখবার পথে আর বাধা নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্বচ্ছনীল [স] *বিণ* নির্মল নীল। 'ক্রমশ কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছনীল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্বচ্ছবুদ্ধি [স] *বিণ* সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে এমন। 'উদার মতাবলম্বী স্বচ্ছবুদ্ধি নাগরিকগণ সমাজদেহের এই পক্ষপাতিত্ব দূর করতে অগ্রণী হবেন।' *বেগম*, ১৯৫২।

স্বচ্ছসলিলা [স] *বিণ* অতিশয় পরিষ্কার জলবিশিষ্ট। 'তন্মধ্যে স্বচ্ছসলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্বচ্ছন্দ [স] ১ *ক্রিবিণ* বাধাহীনভাবে। 'নিবৃত্ত করিএা কৈল স্বচ্ছন্দে গমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'অন্নযোগ স্বচ্ছন্দ আছে।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বিণ* সুস্থ। 'যাহাতে স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘকাল জীবদ্দশায় থাকিতে পারেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। ৪ *বি* নিশ্চিন্ততা। 'পরিণামে সুখ, স্বচ্ছন্দ ও শান্তিরসেও জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৫ *বিণ* নিজস্ব ছন্দবিশিষ্ট। 'একটা গল্পের হিসাবেও তাহাদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন পরিণতিতে বাধা দেওয়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বিণ* অবাধ। 'সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্বচ্ছন্দগতি [স] *বিণ* অবাধ গতিসম্পন্ন। 'কোনো রেখা গাঁয়ের পথের মতো মুক্ত এবং স্বচ্ছন্দগতি।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বচ্ছন্দচিত্তে [স] *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'তাহার অভাব সত্ত্বেও পৃথিবীর আর সকলেই যে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে আহারনিদ্রা ও আপিস-যাতায়াতে প্রবৃত্ত থাকিবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'স্বচ্ছন্দচিত্তে এ আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

স্বচ্ছন্দতা [স] ১ *বি* স্বাধীনতা। 'মুদ্রাকরণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার সম্পূর্ণ অনুমতি।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বি* স্বাচ্ছন্দ্য। 'সুরে, সুরায়, নৃত্য চঞ্চলতায়, স্বর-মুক্তির স্বচ্ছন্দতায় সরাইখানায় আবার বন্যা ডাকল।' শওকত, ১৯৬২।

স্বচ্ছন্দপূর্বক, স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। 'তুমি প্রতিদিন স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক খাইয়া আইসহ।' *গোলোক*, ১৮০১।

স্বচ্ছন্দবিহার [স] *বি* অবাধ বিচরণ। 'তাহাদিগকে ইঁহারা নিজের পার্শ্বে স্বচ্ছন্দবিহারের স্থান দিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বচ্ছন্দবোধ করা *ক্রি* নিশ্চিন্ত বোধ করা। 'তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

স্বচ্ছন্দভাব [স] *বি* স্বাভাবিক অবস্থা। 'জলে ছেড়ে দিলেই সে আবার স্বচ্ছন্দভাব ধারণ করবে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্বচ্ছন্দে [স] ১ *ক্রিবিণ* নির্বিঘ্নে। 'স্বচ্ছন্দে করেন তবে প্রসাদ ভোজন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* নিশ্চিন্তে। 'বুঝি আমি স্বচ্ছন্দে ... নির্ভর করতে পারি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *ক্রিবিণ* স্বাধীনভাবে। 'অনঙ্গ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়া নারী নগরীকে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে রাখেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৪ *ক্রিবিণ* সুখে। 'দ্রব্যাদি সুলভ হইলেই প্রজাসকল স্বচ্ছন্দে থাকিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ *ক্রিবিণ* সহজে। 'আপন ধর্ম্ম পত্নীকে স্বচ্ছন্দে জনসমূহের মধ্যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৬ *ক্রিবিণ* নিজ ইচ্ছামতো। '... আমিও পক্ষীদের মত স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইতে পারি।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৭ *ক্রিবিণ* স্বাধীনতা নিয়ে। 'সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে যতখানি আবশ্যক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৮ *ক্রিবিণ* আরামে। 'তাদের পরে এই জাহাজের লোকের ব্যবহারে কিছুমাত্র কঠোরতা নেই, তারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

স্বজন [স] *বি* আত্মীয়বর্গ। 'ভাই ভাতিজা বেটা আর যতেক স্বজন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

স্বজনত্যাগী [স] *বিণ* আপনজন ত্যাগকারী। 'স্বজনত্যাগী পরলোকগত প্রায় হয়।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

স্বজন-পরজন *বি* আপনজন ও অন্যরা। 'লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকূলতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেননি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বজন-পরিজন *বি* আপন ও ঘনিষ্ঠজন। 'স্বজন-পরিজন সকলকে একটা বিশেষ মমতার সহিত দেখিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

স্বজন-প্রীতি [স] *বি* আপনজনদের প্রতি পক্ষপাত। 'সাম্প্রদায়িক কারচুপি, স্বজনপ্রীতি ও অন্যায় দুর্নীতির চড়ায় ঠেকিয়া বানচাল হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

স্বজনবর্গ [স] *বি* আত্মীয়-স্বজন। 'পুনরাগমন দেখিয়া স্বজনবর্গ মহানন্দ প্রকাশ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'মিলিবে স্বজনবর্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বজনবিচ্ছেদ [স] *বি* আত্মীয়-পরিজন বিয়োগ। 'ভারতবর্ষ ... রোগশোক স্বজনবিচ্ছেদ এবং নির্বাসনের দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বজনবিধুর [স] *বিণ* স্বজনদের জন্য দুঃখিত। 'ভাই আর বোন স্বজনবিধুর পরিজন।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

স্বজনবৃত্ত [স] *বি* আপনজনদের বলয়। 'প্রৌঢ়তায় পৌঁছবার আগেই আমার স্বজনবৃত্তের ব্যাসার্ধ দূরবিস্তৃত হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বজনসমাজ [স] *বি* আত্মীয় সমাজ। 'অন্যান্য বিলাতি গান স্বজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্বজন-সায়র *বি* আত্মীয়স্বজনরূপ সাগর। 'স্বজন-সায়রে মাঝে মাঝে ওঠে ঢেউ।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

স্বজনি *বি* প্রণয়িনী। 'পিরিতি-নগরে, বসতি স্বজনি/ পিরিতে গঠিত অঙ্গ।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

স্বজনী *বি* সখী। 'ভক্তিদেবীর স্বজনী, একপ্রাণা দোঁহে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বজাত [স] **১** *বিণ* একই গোত্র বা সমাজভুক্ত। 'তাঁদের স্বজাত ইঙ্গবঙ্গদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বিণ* সমস্বভাবিশিষ্ট। 'আমি দেখেছি মেয়েরা জল ভালোবাসে, কেননা উভয়ে স্বজাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বি* নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত। 'গাছপালাদের স্বজাত বলেই জানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

স্বজাত-ঠেলা-মারা *বিণ* স্বজাতীয়কে ধাক্কা মারে এমন। 'পজিটিভ বৈদ্যুতের স্বজাত-ঠেলা-মারা মেজাজ নিয়েএই প্রোটনগুলো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বজাতি [স] **১** *বি* নিজের জাতি। 'স্বজাতি অনুগা সোণাতে সোহ্যগা।' *দ্বিজপ্তী*, ১৬০০। **২** *বি* নিজ শ্রেণী। 'দীপ্তির ইচ্ছা, আমাকে প্রতিবাদ করিয়া স্বজাতির গুণগান বেশি করিয়া শুনিয়া লইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** *বি* স্বগোত্রীয় লোকজন। 'আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজাতি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বজাতিজ্ঞান [স] *বি* নিজের জাতি সম্পর্কে সচেতনতা। 'আর্যদের এই স্বজাতিজ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষের স্বদেশজ্ঞানের প্রতিকূল ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

স্বজাতিদ্রোহী [স] *বিণ* নিজ জাতির বিরুদ্ধাচরণকারী। 'ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ও স্বজাতিদ্রোহীর পরিণাম যাহা হইয়া থাকে।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

স্বজাতিপ্রিয় [স] *বিণ* নিজ জাতির প্রতি প্রীতি আছে এমন। 'স্বজাতিপ্রিয় পাশ্চাত্য জাতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

স্বজাতিপ্রিয়তা [স] *বি* নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা। 'আমাদের মধ্যে এরূপ স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রিয়তা নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্বজাতিপ্রীতি [স] *বি* নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা। 'আমরা যাকে স্বদেশপ্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতিপ্রীতি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্বজাতি বৎসল [স] *বিণ* নিজ জাতির প্রতি মমত্ব বোধকারী। 'স্বজাতি বৎসল, সমাজহিতৈষী, উন্নতহৃদয়।' *প্রচারক*, ১৯০১।

স্বজাতি-বাৎসল্য [স] *বি* স্বাজাত্যবোধ। 'একটির মূলে আছে স্বদেশী-বাৎসল্য আর একটির মূলে আছে স্বজাতি-বাৎসল্য।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্বজাতিপ্রেমিক [স] *বিণ* নিজ জাতিকে ভালোবাসে এমন। 'আমরা যদি সেইসব স্বজাতিপ্রেমিক জাতিদের দিকে লক্ষ্য করি ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্বজাতি-বিরোধী [স] *বিণ* নিজ জাতির বিরোধিতা করে এমন। 'স্বজাতি-বিরোধী, নষ্টমতি ব্যক্তিরা তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্বজাতিসুলভ [স] *বিণ* স্বজাতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'ক্ষমা করা তাঁদের স্বজাতিসুলভ করুণ হৃদয়ের সহজ ধর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বজাতীয় [স] **১** *বিণ* নিজের জাতীয়। 'স্বজাতীয় ভাষার উপকার পক্ষে চেষ্টা বিজাতীয় নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বি* নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা। 'ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া স্বজাতীয়েরা পরিহার করিতে লাগিলেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **৩** *বি* একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। 'আমাদের পরুষ নীরস স্বজাতীয়ের পক্ষে মন্দ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বজাতীয়ত্ব [স] *বি* স্বজাতীয় ভাব। 'তাহাদের স্বজাতীয়ত্বের মমতাবন্ধন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বজাতীয়বর্গ [স] *বি* নিজ জাতির লোকজন। 'তাঁহারা স্বজাতীয়বর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বজাতীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* একই জাতের। 'সে ইহাদের স্বজাতীয়া।' *মানিক*, ১৯৩৭।

স্বত, স্বতঃ [স] *ক্রিবিণ* নিজে। 'স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

স্বতই [স স্বতঃ>] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'এ কথা মনে স্বতই উদয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বত-উৎসারিত [স] *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ত। 'দুটি দেহ যেন স্বত-উৎসারিত নাচের ফোয়ারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বত-উদ্ভূত [স] *বিণ* নিজ থেকে উৎপন্ন। 'বাঙালীর মন থেকে তা স্বত-উদ্ভূত হয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্বতঃই [স স্বতঃ>] **১** *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'স্বতঃই আমাদের নয়ন সমক্ষে উপস্থিত।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **২** *ক্রিবিণ* নিজে থেকেই। 'হীরকের জ্যোতি হীরকের মধ্যে স্বতঃই প্রকাশমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বতঃ-উদ্ভাবনশীলতা [স] *বি* স্বাভাবিক উদ্ভাবনীশক্তি। 'মানুষের একটা অবস্থাকে স্বতঃ-উদ্ভাবনশীলতা অথবা উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্বতঃচালিত [স] *বিণ* সবসময়ে চালনা করা হচ্ছে এমন। 'স্বতঃচালিত পা দুইটি তাকে যেদিক খুশি লইয়া যাইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

স্বতঃপরতঃ [স] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছাক্রমে। 'স্বতঃপরতঃ কোন সংশ্রব রাখে।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

স্বতঃপরিস্ফুট [স] *বিণ* আপনা-আপনি প্রকাশিত। 'বৈষম্য ব্যাপারটি কার্যতঃ স্বতঃপরিস্ফুট ...।' *আজাদ*, ১৯৬৭।

স্বতঃপ্রকাশমান [স] *বিণ* নিজ থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে এমন। 'ঘটনাটি এমনি স্বতঃপ্রকাশমান ...।' *আজাদ*, ১৯৭০।

স্বতঃপ্রদত্ত [স] *বিণ* স্বেচ্ছায় আরোপিত। 'যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বতঃপ্রবর্তনা [স] *বি* স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা। 'তার স্বতঃপ্রবর্তনা দ্বিধাবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বতঃপ্রবৃত্ত [স] **১** *বিণ* স্বেচ্ছাচালিত। 'তিনি তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন; এই নিমিত্ত, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ কথা লিখিয়া পাঠান।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বিণ* স্বতঃপ্রণোদিত। 'এইটুকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির ... হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **৩** *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছায়। 'স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর পা টেপে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

স্বতঃপ্রসূত [স] *বিণ* স্বপ্রণোদিত। 'শিক্ষিত জনগণ স্বতঃপ্রসূত হয়ে বাংলার বুক থেকে নিরক্ষরতা নির্মূলের অভিযানে ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

স্বতঃলিখিত [স] *বিণ* কোনো চিন্তাভাবনা না করে লেখা হয়েছে এমন। 'কোনো প্রকারে কি স্বতঃলিখিত হইতে পারে?' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্বতঃসম্পন্ন [স] *বিণ* নিজেদের দ্বারা সম্পন্ন। 'অসভ্যদিগের স্বতঃসম্পন্ন যে উন্নতি ... ঘটিয়া থাকে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্বতঃসিদ্ধ [স] ১ *বিণ* প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না এমন। 'সেই জ্ঞান যে অভ্রান্ত ইহা অপেক্ষা স্বতঃসিদ্ধ সত্য আর কি আছে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* স্বাভাবিক। 'ইহাই আমাদের মানবপ্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* স্বভাবসিদ্ধ। 'সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালীর স্বতঃসিদ্ধ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'মানব নীতির দুই অংশ আছে, এক অংশ স্বতঃসিদ্ধ, এক অংশ যুক্তিসিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* সর্বজন-স্বীকৃত। 'অন্যের মুখে যাহা স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা, যাহা উন্মাদের অত্যুক্তি, ভালোবাসার মুখে তাহা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বতঃসৃষ্ট [স] *বিণ* নিজে সৃষ্টি হয়েছে এমন। 'স্বতঃসৃষ্ট বলিয়া স্থির।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্বতঃস্পন্দন [স] *বি* নিজস্ব কম্পন। 'স্বতঃস্পন্দন ভিতরের কোনো অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা ঘটিয়া থাকে।' *জগদীশ*, ১৯২০।

স্বতঃস্ফূর্ত [স] *বিণ* নিজের থেকে প্রণোদিত। 'মাতার স্তন্য একমাত্র সন্তানের জন্য, তাই বলিয়াই তাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলিবার কোনো বাধা দেখি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'বাতাসে লতার আন্দোলনের মতো বসন্তের নিকুঞ্জে ফুল ফোটাবার মতোই এই লীলা সহজ স্বতঃস্ফূর্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

স্বতঃস্ফূর্ততা [স] *বি* নিজের থেকে প্রকাশ। 'উল্লেখযোগ্য দিক হলো তার স্বতঃস্ফূর্ততা।' *উমর*, ১৯৬৮।

স্বতঃস্ফূর্তি [স] *বি* নিজস্ব বৈশিষ্ট্য; স্বকীয়তা। 'সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্তি থেকে বঞ্চিত করে যাকে সৃষ্টির হুকুম করা হোলো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

স্বতন্তর [স স্বতন্ত্র] ১ *বি* স্বাতন্ত্র্য। 'কোন ছলে জাব ঘর নহি স্বতন্তরে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বিণ* পৃথক। 'পিতা আমার ইচ্ছা আমি আর এক খান স্বতন্তর পুরী নির্মাণ করি।' *রামরাম*, ১৮০১।

স্বতন্ত্র [স] ১ *বিণ* পৃথক। 'বুঝিনু পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *ক্রিবিণ* এককভাবে। 'স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোন শক্তি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* অধীনতাহীন। 'স্ত্রীলোক কখন স্বতন্ত্র থাকিতে যোগ্য নহে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৫ *বিণ* একাকী। 'আমি শুধু সে বাচাল ভিড়ে স্বতন্ত্র দাঁড়ায়ে থাকি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্ব-তন্ত্র *বিণ* নিজের উপর নির্ভরশীল। 'এই উভয়ের মধ্যে স্ব-তন্ত্র কেহই নহে, উভয়েই পরতন্ত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বতন্ত্রজাতীয় [স] *বিণ* ভিন্ন ধরনের। 'তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস সেটা স্বতন্ত্রজাতীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বতন্ত্রতা [স] ১ *বি* স্বাধীনতা। 'স্বতন্ত্রতার সহিত দিনপাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত সৌষ্টবেতে দাসত্ব অপেক্ষা ভাল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* স্বাতন্ত্র্য। 'স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বতন্ত্রধর্মী, স্বতন্ত্রধর্ম্মী [স] *বিণ* আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'বাঙালি মেয়েদের কুসংস্কার অন্যান্য দেশের চেয়ে একটু স্বতন্ত্রধর্ম্মী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্বতন্ত্র নির্বাচন [স] *বি* বিশেষ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত আসনে আলাদা নির্বাচন। 'পরিচয় পাওয়া গেল ১৯৩৭-এ স্বতন্ত্র নির্বাচনে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্বতন্ত্র পত্র [স] *বি* পৃথক সংবাদপত্র। 'অনুবাদিকা স্বতন্ত্র পত্র নহে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

স্বতন্ত্রপ্রিয়তা [স] *বি* ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। 'উদারতা, স্বতন্ত্রপ্রিয়তা, স্বাধীনতার জন্য জগতের ইতিহাসে বিখ্যাত।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

স্বতন্ত্ররা [স স্বতন্ত্র] *বিণ স্ত্রী* স্বাধীন। 'নারী যার স্বতন্ত্ররা সে জন জীয়ন্তে মরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

স্বতন্ত্রশাসিত [স] *বিণ* স্বায়ত্তশাসিত। 'কতকগুলি রিপাব্লিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বতন্ত্রসত্তা [স] *বিণ* আলাদা অস্তিত্ব আছে এমন। 'তাই কালচার্ড মানুষ স্বতন্ত্রসত্তা, আলাদা মানুষ।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

স্বতরি [স] *বি* নিজের নৌকা। 'স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্বতশ্চল [স] *বিণ* স্বেচ্ছাচালিত। 'যন্ত্রজনিত ধূম্রপুচ্ছ এই স্বতশ্চল-শকট।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্বতশ্চেষ্ট [স] *বিণ* স্বেচ্ছায় চেষ্টাকারী। 'দায়িত্ববোধের স্বতশ্চেষ্ট স্নায়ুজাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বতান্তর [স স্বতন্ত্র] *ক্রিবিণ* ইচ্ছামাফিক। 'স্বতান্তরে আপনার কার্য উদ্ধারিমু।' *সুলতান*, ১৭০০।

স্বতো- [স স্বতঃ] *বিণ* নিজ। **স্বতোৎসারিত** [স] *বিণ* নিজ থেকে জেগেছে এমন। 'এই জিনিসগুলো স্বতোৎসারিত হয়ে তার প্রাণের ভিতর এসেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্বতোদীপ্তা [স] *বিণ স্ত্রী* নিজে থেকে আলোকিত। 'তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বতোবিরোধ [স] *বি* আত্মবিরোধিতা। 'জীবনের গতি স্বভাবতই ... অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বতোবিরোধী [স] *বিণ* স্ববিরোধী। 'সর্বগ্রাহ্য সমবেদনা অমানুষিক ও স্বতোবিরোধী।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বতোবৃত্ত [স] *বিণ* স্বতঃস্ফূর্ত। 'মানুষের অপরিমেয় ইচ্ছাশক্তির স্বতোবৃত্ত বিস্ফোরণ থেকে রেনেসাঁসের উদ্ভব।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বতোবেগে [স] *ক্রিবিণ* স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে। 'এই বদল হওয়ার ঝোঁক ... এমন স্বতোবেগে চলছে যেন এ সজীব পদার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্বতোলব্ধ [স] *বিণ* নিজে অর্জিত। 'কান্ত ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বত্ব [স] ১ *বি* মালিকানা। 'পয়বস্তি ভূমিতে তালুকদারের স্বত্ব নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৯; 'আইনের অনুসারে যাহার যে স্বত্ব আছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ২ *বি* উত্তরাধিকার। 'তাহার পাঁচ-ছয় সহস্র বৎসরের পৈতৃক স্বত্ব সমান প্রভাবে বজায় রাখিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বি* প্রভাব। 'ব্রাহ্মণ আপন স্বত্ব এতদূর পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বি* অধিকার। 'দাম্পত্যে স্বত্ব সাব্যস্ত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বত্ববান [স] *বিণ* স্বত্বাধিকারী। 'অপরকে তাহাতে স্বত্ববান করিবারও তাহার অধিকার আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

স্বত্বলোপ [স] *বি* মালিকানার বিলোপ। 'যাহার নিজের কিছু নাই, সে পরের স্বত্ব লোপ করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'স্বত্বলোপের ভিত্তিতে রাজ্যাধিকারের যে নীতির সঙ্গে ডালহৌসির নাম জড়ানো ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

স্বত্বশূন্য [স] *বিণ* মূল্যহীন। 'জীবনের কতগুলো পরিচিত স্বত্বশূন্য কথা।' *জীবন*, ১৯৪০।

স্বত্ব-স্বামিত্ব [স] *বি* মালিকানা ও কর্তৃত্ব। 'বাঙ্গালা ভাষাতেও আমাদের স্বত্ব স্বামিত্ব হিন্দুর অপেক্ষা কম না হইয়া বেশী হইবে।' *এসলাম*, ১৯১৭; 'মৌলবি মওসুকের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব-স্বামিত্ব বতিল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

স্বত্বাধিকার [স] **১** *বি* মৌলিক অধিকার। 'মনুষ্যের স্বত্বাধিকার (rights of man) বলিয়া একটি সামগ্রী তাহাতে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* আইনগত অধিকার। 'ভারতবাসীদের স্বত্বাধিকার বিস্তার করার জন্য কন্‌গ্রেস যে চেষ্টা করিতেছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৩** *বি* মালিকানা। 'সমস্ত সঙ্গত স্বত্বাধিকারকে এই মাতৃভূমির বুকে সবলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

স্বত্বাধিকারী [স] *বিণ* মালিক। 'তাহাতে সমান স্বত্বাধিকারী আট পুত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্বত্বাস্বত্ব [স] *বি* মালিকানা। 'স্বত্বাস্বত্বের বিচার ... ইত্যাদি যাবতীয় নালীশ সে সময় কেনী গ্রহণ করিতেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

স্বদলস্থ [স] *বিণ* একই মতানুসারী। 'স্বদলস্থ তাবৎ অধ্যাপকদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

স্বদেশ [স] **১** *বি* নিজের দেশ। 'এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* স্বদেশীয়। 'স্বদেশ বিদেশীয় অন্য প্রধান মহাশয়েরাও উপস্থিত ছিলেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

স্বদেশ-আকাশ *বি* স্বদেশের আকাশ। 'আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নেত্রের আভা আমাদের স্বদেশ-আকাশের তারকার জ্যোতিতে জড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বদেশজাত [স] *বিণ* নিজের দেশে উৎপন্ন। 'অর্থ হচ্ছে যা স্বদেশজাত নয়।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

স্বদেশজ্ঞান [স] *বি* নিজের দেশবিষয়ক জ্ঞান। 'আর্যদের এই স্বজাতিজ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষের স্বদেশজ্ঞানের প্রতিকূল ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

স্বদেশতত্ত্ব [স] *বি* নিজের দেশ সম্পর্কিত জ্ঞান। 'স্বদেশতত্ত্ব সেভাবেই শেখাবার চেষ্টা করে আমার স্বদেশ সবার উপরে।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বদেশত্যাগী [স] *বিণ* নিজের দেশ ত্যাগকারী। 'স্বদেশত্যাগী জয়েসের পক্ষে ইউলিসিস-এর মতো এপিক উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়েছিল।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্বদেশ-দর্শনোৎসুক [স] *বিণ* নিজের দেশ দেখতে আগ্রহী। 'স্বদেশ-দর্শনোৎসুক দূর-প্রবাসী ব্যক্তিরা ... পুলকিত হইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বদেশদ্বেষী [স] *বিণ* নিজ দেশকে ঘৃণা করে এমন। 'স্বদেশদ্বেষী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বদেশদ্রোহিতা [স] *বি* দেশের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান। 'তবেই তাহাদের স্বদেশদ্রোহিতা ঘুচিবে।' *ইসলাম*, ১৯০৩।

স্বদেশদ্রোহী [স] *বিণ* নিজ দেশের বিরোধিতাকারী বা নিজ দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। 'স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গারের পক্ষে নহে?' *মশাররফ*, ১৯০৮; 'স্বদেশদ্রোহীর ন্যায় ...।' *এসলাম*, ১৯১৭।

স্বদেশপ্রত্যাগত [স] *বিণ* নিজ দেশে ফিরে এসেছে এমন। 'তাঁহারা স্বদেশপ্রত্যাগত সাহেব-রাজকর্মচারীদের পাষাণ-প্রতিমূর্তি গড়িয়া দিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বদেশপ্রিয় [স] *বিণ* নিজের দেশকে ভালোবাসে এমন। 'জন কতক স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তি বিলাতি দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করিবার উদ্দেশে ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্বদেশপ্রাণ [স] *বিণ* দেশপ্রেমিক। 'তিনি যদি প্রকৃতই স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি হইতেন।' *এসলাম*, ১৯১৭।

স্বদেশপ্রিয়তা [স] *বি* নিজদেশের প্রতি ভালোবাসা। 'এক উৎকোচ গ্রহণে বিরতি, আর এক স্বদেশপ্রিয়তা।' *রাজ*, ১৮৭৪।

স্বদেশপ্রীতি [স] *বি* নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'এই বাস্তুপ্রীতিই ক্রমে প্রসারলাভ করিয়া স্বদেশপ্রীতিতে পরিণত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

স্বদেশপ্রেম [স] *বি* নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'আত্মপরতা অপেক্ষা স্বদেশ-প্রেম যাহার বেশি সেই প্রাণ ধরিয়া স্বদেশের ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র অভাবের প্রতি মন দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'আমিও বই-পড়া স্বদেশপ্রেমকেই জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্বদেশপ্রেমিক [স] *বি* স্বদেশকে ভালোবাসে যে। 'তাঁহারা বাক্যসার বক্তাদিগের অপেক্ষা ভালো স্বদেশপ্রেমিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বদেশপ্রেমিকতা [স] *বি* নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'মৃতপ্রায় জাতিকেও স্বদেশপ্রেমিকতা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৩।

স্বদেশ প্রেমিকা [স] *বি স্ত্রী* স্বদেশের প্রতি গভীর প্রেম আছে যার। 'কমলাদেবী একজন স্বদেশ প্রেমিকা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্বদেশবৎসল [স] *বিণ* দেশপ্রেমিক। 'স্বদেশবৎসল ও ধার্ম্মিক।' *এসলাম*, ১৯১৯।

স্বদেশবদ্ধ [স] *বিণ* স্বদেশীয়; নিজ দেশের প্রতি অনুরক্ত। 'আমরা সংসারে বিরক্ত অথবা অনুরক্ত, স্বদেশবদ্ধ অথবা সার্বভৌমিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বদেশ-বাৎসল্য [স] *বি* নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'স্বদেশ বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

স্বদেশ-বিদেশ *বি* নিজের দেশ ও অন্যের দেশ। 'নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশ-বিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বদেশভূমি [স] *বি* নিজের জন্মস্থান। 'স্বাধীন স্বদেশভূমি ঐক্যবদ্ধ তুর্কী নৌজোয়ান।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

স্বদেশমাতৃকা [স] *বি* দেশমাতা। 'তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশমাতৃকা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

স্বদেশসেবা [স] *বি* নিজের দেশের সেবা। 'ধর্ম সাহিত্য স্বদেশসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন।' *ওদুদ*, ১৯৪৯।

স্বদেশবাসী [স] *বি* নিজ দেশের বাসিন্দা। 'আত্মীয়স্বজন স্বদেশবাসী বর্জন করে আমরণ থাকতে হয় স্বদেশ থেকে বহু দূরে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

স্বদেশস্থ [স] *বিণ* নিজ দেশের। 'হে আমার বন্ধুগণ ও স্বদেশস্থ লোক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

স্বদেশহিত *বি* স্বদেশের মঙ্গল। 'তাহাকে স্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চসুরেই বাঁধিয়া রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বদেশহিতকর [স] *বিণ* দেশের জন্য মঙ্গলজনক। 'আমাদের স্বদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বদেশহিতৈষিতা [স] *বি* নিজ দেশের মঙ্গল করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। 'ধন্য তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'এই উত্তেজিত হওয়ামাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বদেশহিতৈষী [স] **১** *বিণ* স্বদেশের হিত কামনা করে এমন। 'হে স্বদেশ হিতৈষী বন্ধুগণ।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩। **২** *বি* স্বদেশের হিত কামনাকারী। 'জলধরবাবু লোকটি কেবল যে উকিল তাহাই নহে, স্বদেশহিতৈষীও।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বদেশানুরাগ [স] *বি* নিজ দেশের প্রতি অনুরাগ। 'তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি মূর্তিমান স্বদেশানুরাগ আছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

স্বদেশানুরাগী [স] *বিণ* স্বদেশের প্রতি মমতাশীল। 'স্বদেশানুরাগী চিরপ্রবাসী ব্যক্তি ... একান্ত উৎসুক হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বদেশাভিমান [স] *বি* নিজের দেশ নিয়ে অহংকার। 'আমরা যখন প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব লইয়া স্বদেশাভিমান অনুভব করিতে শুরু করিয়াছিলাম' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্বদেশিনী *বি স্ত্রী* নিজ দেশের নাগরিক। 'এঁদের সকলেই আমার স্বদেশিনী নন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্বদেশী, স্বদেশি [স স্বদেশীয়] **১** *বি* নিজ দেশের বাসিন্দা। 'স্বদেশি বিদেশী বাসে যায় অনায়াসে।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'এইরূপ খুশিতে স্বদেশী বিদেশী সকলেই নববাবুর মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* নিজের দেশবিষয়ক। 'স্বদেশী গান।' *নজরুল*, ১৯৩২। *বিণ* দেশপ্রেমমূলক। 'আমার মতো যাঁরা কাব্য রচনা করতে পারেন তাঁরা কেউ কেউ স্বদেশী গান তৈরি করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

স্বদেশী-আন্দোলন *বি* ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী বিদেশী পণ্য বর্জন করে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের রাজনৈতিক আন্দোলন। 'আমাদের দেশে যখন স্বদেশী-আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল, তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বদেশী গান *বি* দেশাত্মবোধক গান। 'কেউ কেউ স্বদেশী গান তৈরি করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্বদেশী নিমক *বি* স্বদেশে তৈরি লবণ। 'স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বদেশী-প্রচার *বি* বিদেশী পণ্য বর্জন করে স্বদেশের পণ্য ব্যবহারের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রচার। ' দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী-প্রচারের ব্রত লইয়াছেন ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বদেশী মার্কা *বি* নিজ দেশের পণ্যচিহ্ন। 'বিলাতি শিক্ষারই ট্রেডমার্কা উঠাইয়া স্বদেশী মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বদেশী যুগ *বি* স্বদেশি আন্দোলনের সময়। 'এই যে স্বদেশী যুগে ভাবতে শিখেছিলুম।' *অবন*, ১৯৪১।

স্বদেশীয় [স] *বিণ* নিজ দেশের। 'স্বদেশীয় লোকের সহিত আলাপে সংস্কৃত কিম্বা তদনুযায়ি ভাষা কহেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

স্বদেশীয়তা [স] *বি* স্বদেশের বৈশিষ্ট্য। 'আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বদেশীয় ভাষা [স] *বি* নিজ দেশের ভাষা। 'ঐ বালক সকল স্বদেশীয় ভাষা ভালরূপে জ্ঞাত হউক।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

স্বদেশীয় রাজা *বি* নিজ দেশের রাজা। 'সমাজসংশোধনে স্বদেশীয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বদেশীর দিন *বি* মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ভারতে স্বদেশী আন্দোলন চলার সময়। 'ইস্তফা দিয়েছি কাজে স্বদেশীর দিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বদেশী-সঙ্গীত *বি* দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে উপজীব্য ক[রে] রচিত গান। 'শ্যামা-সঙ্গীত ও স্বদেশী-সঙ্গীত রামপ্রসাদী সুরে গী[ত] হইয়া থাকে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বদেশী-সহায়তাবর্জিত *বিণ* স্বদেশের সহায়তা পায় না এমন 'একজন ভীত ত্রস্ত অশিক্ষিত স্বদেশী-সহায়বর্জিত দরিদ্র কৃষ্ণকায়ে[র] আশা-ভরসা কোথায়!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

স্বদেশোৎপন্ন [স] *বিণ* নিজের দেশে উৎপন্ন। 'স্বদেশোৎপন্ন শস্য . সর্ব্বসাধারণের বল বৃদ্ধি করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্বদৈহিক [স] *বিণ* নিজ দেহের। 'যেটা তাদের স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বদ্বারা [স] *ক্রিবিণ* নিজ থেকে। 'প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ স্বদ্বা[রা] উৎপন্ন হয়েন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

স্বধন [স] *বি* নিজের সম্পদ। 'স্বধন রক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তিরা ...।' *সেবা[...]* ১৮৩৯।

স্বধব *বি* নিজের স্বামী। 'তবে চারি সতিনী স্বধবে সমাহিত।' *মানিকরা[ম]* ১৭৮১।

স্বধর্ম, স্বধর্ম্ম [স] **১** *বি* নিজের ধর্মকর্ম। 'দুই দিন লাগি কেনে স্বধ[র্ম] ছাড়িয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* নিজের ধর্ম। 'তাঁহারা কখন স্বধ[র্মের] প্রতি দ্বেষী হইতে পারিবেন না।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

স্বধর্মচ্যুত, স্বধর্ম্মচ্যুত [স] *বিণ* নিজ ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত 'অধিক ধনাশাধীন স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্বধর্মচ্যুত হওয়া *ক্রি* নিজ ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। 'অধি[ক] ধনাশাধীন স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্বধর্মচ্যুতি [স] *বি* বিপর্যয়। 'যে কোনো একটি বিশেষ ধ্বনির বি[...] না কিছু স্বধর্মচ্যুতি ঘটে।' *হাই*, ১৯৫৪।

স্বধর্মত্যাগিনী, স্বধর্ম্মত্যাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিজ ধর্ম ত্যাগকারিণী 'যে সকল নীচ কুলোদ্ভবা – স্বধর্মত্যাগিনী – চরিত্রহীনা রমণী ... *দীপিকা*, ১৮৮৭।

স্বধর্মত্যাগী [স, সমাসে -ত্যাগি-] **১** *বি* নিজ ধর্ম ত্যাগ করিছে [যে] 'অহংব্রহ্ম জানামি এবং স্বধর্মত্যাগিরদের কুকর্ম্ম ভয়ে সাধু স্বধর্মপাল[ক] মহাশয়রা যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। **২** *[বিণ]* নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত। 'স্বধর্ম্মত্যাগী হইতে দিব না।' *প্রচার[...]* ১৯০১।

স্বধর্মদ্রোহী [স] *বিণ* নিজ ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধাচরণকারী। 'আমি না[...] বিশ্বাসঘাতক, স্বধর্মদ্রোহী, পরান্নভোগী, হীনচেতা, কাপুরুষ।' *মুনী[র]* ১৯৬১।

স্বধর্মনিষ্ঠ [স] *বিণ* নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান। 'স্বধর্মনিষ্ঠ মৌল[ভী] সাহেব বীরবলের নাম পর্যন্ত মুখে আনেন না।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

স্বধর্মপালক [স] *বিণ* নিজ ধর্ম পালনকারী। 'অহংব্রহ্ম জানামি এ[বং] স্বধর্মত্যাগিরদের কুকর্ম্ম ভয়ে সাধু স্বধর্মপালক মহাশয়রা যে কিঞ্চি[ৎ] ভীত হইয়াছেন ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

স্বধর্মবিগর্হিত, স্বধর্ম্মবিগর্হিত [স] *বিণ* স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধাচা[রী] স্বাভাবিকতা বর্জিত। 'স্বধর্ম্মবিগর্হিত মন্ত্রণা, উৎকোচ প্রদান ও গ্র[...] ইত্যাদি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্বধর্মবিরুদ্ধ *বিণ* স্বভাববিরুদ্ধ; অস্বাভাবিক। 'আজ সে উঠেছে [...] ওঠবার আগেই, এটা ওর স্বধর্মবিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বধর্মমত, স্বধর্ম্মমত [স] *ক্রিবিণ* নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী। 'স্বধর্ম্মমত দিব্য দিয়া কিম্বা করারনামা লইয়া ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

স্বধর্মানুগত্য [স] *বি* নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য। 'সেই প্রবল স্বধর্মানুগত্যের দিনেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রানির পতাকার তলায় যোগ দিল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

স্বধর্মানুরাগী [স] *বি* নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা আছে যার। 'আমাদের দেশের স্বধর্মানুরাগী অনেকেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বধর্মাবলম্বিনী, স্বধর্ম্মাবলম্বিনী [স] *বিণ স্ত্রী* নিজের ধর্ম অবলম্বনকারিণী। 'আমার স্বধর্ম্মাবলম্বিনী বোনেরা সর্ব্বদিক বিবেচনা করে ... জীবন সার্থক করতে চেষ্টা করবেন।' *বেগম*, ১৯৫২।

স্বধর্মী, স্বধর্ম্মী [স] **১** *বিণ* নিজ ধর্মের অনুসারী। 'পতি এঁর স্বধর্মী যবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'স্বজাতি-বাৎসল্য হচ্ছে স্বদেশী বিদেশী নির্ব্বিচারে স্বধর্মী বাৎসল্য।' *প্রমথ*, ১৯২০। **২** *বি* নিজ মতের অনুগামী। 'তাঁর ভবিষ্যৎ স্বধর্মীরা তাঁর কাব্য রীতিমত প্রচার করেছিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

স্বন [স] *বি* ধ্বনি। 'স্বনে বিষাণ সান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

স্বনন [স] *বি* ধ্বনি। 'পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্বনয়ন [স] *বি* নিজের চোখ। 'স্বনয়নে দেখিয়া ... সমাচার করিল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বনা [স স্বন] *ক্রি* শব্দ করা। 'অরণ্য যথা চিরনিশিদিন/ শুধু মর্মর স্বনিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

স্বনাম [স] *বি* নিজের নাম। 'প্রভুও হইলা তুষ্ট লইয়া স্বনাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্বনামখ্যাত [স] *বিণ* নিজ নামে বিখ্যাত। 'খেলাফতীদিগের শিরোমণি – স্বনামখ্যাত মওলানা আবুল কালাম আজাদ।' *দর্শন*, ১৯২৫।

স্বনামধন্য [স] *বিণ* নিজ নাম ধন্য করেছে এমন। 'স্বনামধন্য সাহিত্যিক সূর্যকান্তের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির।' *মানিক*, ১৯৪০।

স্বনামধন্যা [স] *বিণ স্ত্রী* নিজ নামে সর্বত্র প্রশংসিত। 'আজ কবি ... যখন স্বনামধন্যা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

স্বনামা [স স্বনাম>] *বিণ* সুপরিচিত; নিজ নামে পরিচিত। 'বিশেষতঃ সেই স্ত্রীলোক স্বনামা যাহারদিগের নাম করিলে অনায়াসে বাবুগণে জানিতে পারেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বনামেধন্য *বিণ* স্বনামধন্য। 'স্বনামেধন্য ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্বনিত [স] *বিণ* ধ্বনিত। 'তোমার চাঁদের ভাঙা-গড়ার ছন্দে স্বনিত হয়ে উঠি।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

স্বনিযুক্ত [স] *বিণ* নিজেকে নিযুক্তকারী। 'মানবজাতির স্বনিযুক্ত ত্রাতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

স্বনিয়ন্ত্রিত [স] *বিণ* নিজের নিয়ন্ত্রণে আছে এমন। 'আপনারা কাল-বস্তুকে স্বতন্ত্র, স্বনিয়ন্ত্রিত শক্তি ভাবছেন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

স্বনির্মিৎসা [স] *বি* নিজেকে গঠন করার ইচ্ছা। 'দু-তিন জনের নাম উল্লেখ করি উনিশ শতকী ... স্বনির্মিৎসার প্রতিনিধি হিসেবে যাঁদের গণ্য করা চলে।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বপ [সব] *বিণ* সমস্ত। 'আমূল হইতে পত্র শুনাইল স্বপ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বপক্ষ [স] *বি* আত্মপক্ষ। 'যথার্থাপলাপ করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন পাণ্ডিত্য নয় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্বপক্ষপাতী [স] *বিণ* নিজেদের অনুকূল। 'তাদের স্বপক্ষপাতী আইনকানুন এবং শিল্পবিপ্লবের চাপে বাংলার বিখ্যাত বস্ত্রশিল্প লোপ পায়।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বপক্ষভুক্ত [স] *বিণ* নিজ দলভুক্ত। 'অন্য সময়ের লোকাচারকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

স্বপক্ষীয় [স] *বিণ* নিজ পক্ষের। 'হঠাৎ স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগের বিদ্রোহিতা দেখিয়া মহাভীত হইল।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

স্বপণ [স স্বপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'স্বপনে মই দেখিল তিহুবণ সুণ।' *চর্যা* ৩৬, ১২০০। *দ্র* **স্বপন**

স্বপত্নী [স] *বি* নিজ স্ত্রী। 'পুরুষেরা স্বপত্নীদিগকে অবহেলা করিয়া ...।' *সুধাকর*, ১৮৩১।

স্বপদ [স] *বি* নিজের অধিকৃত কর্মভার। 'তাহারদিগকে পুনরায় স্বপদে অর্পণ করিবা।' *রামরাম*, ১৮০২।

স্বপন [স স্বপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **স্বপণ**

স্বপন-অঞ্জন [স্বপন+স অঞ্জন] *বি* স্বপ্নরূপ কাজল। 'মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বপন-কুমার [স্বপন+স কুমার] *বি* স্বপ্নে কামনা করা হয় এমন কুমার। 'স্বপন-কুমার ফিরি যে আমি মন ভুলিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

স্বপনগহন *বিণ* স্বপ্নের মতো গভীর। 'স্বপনগহন নিবিড়তিমিরতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বপনচারিণী [স্বপন+স চারিণী] *বি স্ত্রী* স্বপ্নে বিচরণকারী। 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্বপনচারী [স্বপন+স চারী] *বি* স্বপ্নে বিচরণকারী। 'জেগে দেখি মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছ স্বপনচারী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

স্বপন চোর [স্বপন+স চোর] *বি* স্বপ্নে দেখা দেয় যে। 'ওগো আমার আড়াল-থাকা ওগো স্বপন চোর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

স্বপন-ছায়া [স্বপন+স ছায়া] *বি* স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট ছবি। 'ওকি মায়া, কি স্বপন-ছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বপনজাল [স্বপন+স জাল] *বি* স্বপ্নের জাল। 'শূন্যে বোনো স্বপনজাল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

স্বপন-তরী *বি* স্বপ্নরূপ তরী। 'স্বপন-তরীর তোরা নেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

স্বপন-দুয়ার [স্বপন+স দ্বার] *বি* স্বপ্নের দরজা। 'স্বপন-দুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্বপন দেখন *ক্রি* স্বপ্ন দেখা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

স্বপনদোলা *বি* স্বপ্নরূপ দোলা। 'আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

স্বপনধাত্রী [স্বপন+স ধাত্রী] *বিণ স্ত্রী* স্বপ্নকে পোষণ করে এমন। 'আসিছে রাত্রি স্বপনধাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বপন-নদী [স্বপন+স নদী] *বি* কল্পনার নদী। 'লুটাইয়া পড়ে কৃষ্ণশয়নে স্বপন-নদীর পার।' *জসীম*, ১৯৫১।

স্বপননিমীলিত [স্বপন+স নিমীলিত] *বিণ* স্বপ্নে মুদিত। 'স্বপননিমীলিত হৃদয়গুহারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বপনপার [স্বপন+স পার] *বি* স্বপ্নের জগৎ। 'স্বপনপারের ডাক শুনেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বপনপাশ [স্বপন+স পাশ] *বি* স্বপ্নের বন্ধন। 'বাঁধিব স্বপনপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

স্বপনপুরী [স্বপন+স পুরী] *বি* কল্পনার জগৎ। 'চলেছে স্বপনপুরীর মধুমালা-মন্দিরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

স্বপন-ফসল [স্বপন+আ ফসল] *বি* স্বপ্নরূপ ফসল। স্বপন-ফসলের বিছনে বিছনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

স্বপন-বন *বি* স্বপ্নরূপ অরণ্য। 'যে থাকে মনে স্বপন-বনে, ছায়ার দেশে ভাবের কূলে, সে বুঝি কিছু দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বপন-বাউল [স্বপন+বাউল] *বি* স্বপ্ন দেখায় যে বাউল। 'এই পথ কবে স্বপন-বাউলের যুবা-নবীনের রবে ভরেছিল কতবার!' *জীবন*, ১৯৩০।

স্বপনবিহারী [স্বপন+স বিহারী] *বি* স্বপ্নে বিচরণকারী। 'কোথা গো স্বপনবিহারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বপনময়ী [স স্বপ্নময়ী] *বিণ স্ত্রী* কাল্পনিক; মায়াময়। 'অন্ধকারে সন্ধ্যাযূথীর স্বপনময়ী ছায়া ... কায়াবিহীন মায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

স্বপনমাঝে *ক্রিবিণ* স্বপ্নের ঘোরে। 'স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল মধুর রাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

স্বপন-মালা [স্বপন+স মালা] *বি* স্বপ্নের মালা। 'আমার গাঁথা স্বপন-মালা কখন চেয়ে নিয়েছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বপনমালিকা [স্বপন+স মালিকা] *বি* স্বপ্নরূপ মালা। 'গেঁথেছি স্বপনমালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্বপন-রাজ্য [স্বপন+স রাজ্য] *বি* কল্পনার রাজ্য। 'স্বপনের রাজ্য এই স্বপন-রাজ্যের জীবগণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বপনরূপিণী [স্বপন+স রূপিণী] *বিণ স্ত্রী* স্বপ্নতুল্য। 'স্বপনরূপিণী অলোক সুন্দরী অলক্ষ্য অলকাপুরী-নিবাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বপনলিখন [স্বপন+স লিখন] *বি* স্বপ্ন রচনা। 'অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বপনলোক [স্বপন+স লোক] *বি* স্বপ্নের জগৎ; কল্পলোক। 'আমার স্বপনলোকে দিশাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্বপনসংগীত [স্বপন+স সংগীত] *বি* কল্পনার সংগীত। 'উঠাইছে মহা-হৃদে মহা এক স্বপনসংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বপনসঞ্জাত [স্বপন+স সঞ্জাত] *বিণ* স্বপ্নে উদ্ভূত। 'স্বপনসঞ্জাত সেই সুন্দরের সুদূরের তরে।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

স্বপন-সমান *বি* স্বপ্নের মতো। 'কে যেন বাজায় বাঁশি, স্বপন-সমান পশিতেছে কানে, ভেদিয়া নিশীথরাশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

স্বপন-সুরা [স্বপন+স সুরা] *বি* স্বপ্নের নেশা। 'স্বপন-সুরার ঘোরে।' *জীবন*, ১৯২৭।

স্বপনস্বরূপ *বিণ* স্বপ্নের মতো। 'এ সখি কি দেখিনু এক অপরূপ/ শুনাইতে মানবি স্বপনস্বরূপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

স্বপনস্বরূপিণী [স্বপন+স স্বরূপিণী] *বি* স্বপ্নের মতো যে। 'স্বপন-স্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বপরাপর [স] *বি* আত্মপরভেদ। 'স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মাণী।' *চর্যা ৩৪*, ১২০০।

স্বপা *ক্রি* সমর্পণ করা। 'মাতায় সত্ত মাতায় স্বপিআ রাজার পায়।' মুকু[ন্দ], ১৬০০।

স্বপাক [স] *বি* নিজের জন্য আলাদা রান্না। 'স্বপাক না হলে খান না[…]' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্বপ্ন [স] *বি* নিদ্রিত অবস্থায় জেগে থাকার অনুভূতি। 'কিবা স্বপ্ন কীবা ত[…] দেখিল মোহন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বপ্ন-আভা [স] *বি* কল্পনার আলো। 'স্বপ্ন-আভায় স্বর্গ হলো চে[…] ময়লা গলি।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

স্বপ্নকথা [স] *বি* স্বপ্নে দেখা বিষয় বা ঘটনা। 'সভে মেলি স্বপ্নক[থা] করয়ে বিচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'মিলনধর্মী মানুষ মিলিবে, এ ন[…] স্বপ্নকথা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

স্বপ্নকুহক [স] *বি* কল্পনার মায়া। 'কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় [...] স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বপ্নকূট [স] *বি* দুর্বোধ্য স্বপ্ন। 'অমেয় অব্যয় স্বপ্নকূট।' *জীব[ন]*, ১৯৪৮।

স্বপ্নগতা [স] *বি স্ত্রী* স্বপ্নাচ্ছন্ন ব্যক্তি। 'একজন সুন্দরী রমণী [...] ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন।' *রবী[ন্দ্র]*, ১৮৯২।

স্বপ্নঘোড়া [স স্বপ্ন+ঘোড়া] *বি* স্বপ্নরূপ ঘোড়া। 'ওরে আমার জোছ[না] হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

স্বপ্নঘোর [স] *বি* স্বপ্নে বিভোর অবস্থা। 'মুগ্ধ ওরে, স্বপ্নঘোরে/ য[…] প্রাণের আসন-কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বপ্ন-চাকা *বি* স্বপ্নরূপ চাকা। 'ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-চাকায় [...] তুলে সে কোথায় চলেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

স্বপ্নচারণা [স] *বি* স্বপ্নচারিতা। 'রশীদা বিবি আসার পর এখা[ন] স্বপ্নচারণা অবিশ্যি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে।' *শওকত*, ১৯৭২।

স্বপ্নচারিতা [স] *বি* স্বপ্নের জগতে বিচরণ। 'স্বপ্নচারিতা নিত[…] বৃথা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩।

স্বপ্নচারী [স] *বি* স্বপ্নের মধ্যে বিচরণকারী। 'আনন্দ লোকের নিঃ[…] স্বপ্নচারী তুমি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্বপ্নচালিত [স] *বি* ঘুমের মধ্যে বিচরণকারী। 'সে যেন স্বপ্নচালি[তে]র মতো ... সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বপ্নচিত্র [স] *বি* স্বপ্নের ছবি। 'সে স্বপ্নচিত্রটা কী সুন্দর।' *নজরু[ল]*, ১৯২৪।

স্বপ্ন-চোখ [স স্বপ্নচক্ষু] *বি* স্বপ্নাতুর চোখ। 'নন্দনের স্বপ্ন-চো[খে] নিত্য-নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বপ্নচ্ছবি [স] **১** *বি* স্বপ্নরূপ ছবি। 'গাছপালা চারি ভিতে সংগীতে[…] মাধুরীতে মগ্ন হয়ে ধরে স্বপ্নচ্ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* স্ব[প্নের] মতো সুন্দর ছবি। 'রাত্রির আকাশকে স্বপ্নচ্ছবিতে পূর্ণ করি[য়া] তুলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বপ্নছবি [স স্বপ্ন+আ সবীহ্] *বি* কল্পনার ছবি। 'সে মায়াসুরে স্বপ্ন[ছবি] জাগিল কতরূপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বপ্নছুট *বিণ* স্বপ্ন ভেঙে গেছে এমন। 'সদ্য স্বপ্নছুট বিতর্কাসক্ত মন[…] বলছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

স্বপ্নজড়িত [স] *বিণ* স্বপ্নাবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন। 'কিছুক্ষণ প[…] স্বপ্নজড়িত ঘুমে আবিষ্ট হয়ে পড়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বপ্নজড়িমা [স] *বি* আলস্য। 'স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৯।

স্বপ্নজাল [স] *বি* স্বপ্নরূপ জাল। 'তাহার সুখস্বপ্নজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র,* ১৯০২।

স্বপ্নজীবী [স] *বিণ* কল্পনাবিলাসী। 'ভালেরি-র স্বপ্নজীবী বাসুকিই উঁকি পাড়ত।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩৭।

স্বপ্নদুঃস্থ [স] *বিণ* স্বপ্নকাতর। 'স্বপ্নদুঃস্থ দীর্ঘ রাত্রি-শেষে বসন্ত অন্তরে তব।' *সুধীন্দ্র,* ১৯২৯।

স্বপ্নদর্শী [স] **১** *বি* স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে যে। 'অন্তরের চিরন্তন কথাগুলিকেই স্বপ্নদর্শীর কাল্পনিকতা বলে ভ্রম হতে থাকে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫। **২** *বিণ* স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে এমন। 'সে সংসারানভিজ্ঞ, স্বপ্নদর্শী।' *বিভূতি,* ১৯৩১।

স্বপ্ন-দুর্গ [স] *বি* স্বপ্নরূপ দুর্গ। 'অসংখ্য মুহূর্তে গড়ে তোলা স্বপ্ন-দুর্গ মুহূর্তে চুরমার।' *সুকান্ত,* ১৯৪৮।

স্বপ্ন-দেখা *বি* স্বপ্নে দেখা হয়েছে এমন। 'স্বপ্ন-দেখা রাতের নিদ্রামাঝে, ওই ঘরে, ওই মাঠে ...।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭।

স্বপ্নদেবী [স] *বি* স্বপ্ন দেখায় যে দেবী। 'আইস এবে, তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ।' *মাইকেল,* ১৮৬০।

স্বপ্নদোষ [স] *বি* ঘুমের মধ্যে রতিস্খলন। 'কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায় স্বপ্নদোষ কি হয় না রে সেথায়।' *লালন,* ১৮৯০।

স্বপ্নধ্বনি [স] *বি* স্বপ্নময় ধ্বনি। 'ভিড়ের ত্রিসীমায়; স্বপ্নধ্বনি শুধু।' *শামসুর,* ১৯৫৯।

স্বপ্নন [স স্বপ্ন] *বি* স্বপ্ন। 'সুত রাধার স্থানে তবে কহিল স্বপ্নন।' *কবীন্দ্র,* ১৬৮৯।

স্বপ্ন-নিকেতন [স] *বি* স্বপ্নের আবাস। 'ভাঙিয়াছে আমাদের স্বপ্ন-নিকেতন।' *হোসেন,* ১৯৪০।

স্বপ্নপরী [স স্বপ্ন+ফা পরি] *বি* স্বপ্নের পরী। 'দেখবে, তুমি মানবী না, স্বপ্নপরী না।' *শঙ্খ,* ১৯৬৬।

স্বপ্নপাখি [স স্বপ্নপক্ষী] *বি* কল্পনায় দেখা পাখি। 'সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে/ স্বপ্নপাখির পালকে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯০।

স্বপ্নপুরী [স] *বি* স্বপ্নের জগৎ। 'লাল পরী গো! লাল পরী!/ স্বপ্নপুরীর অপ্সরী।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১৬।

স্বপ্নপ্রবণ [স] *বিণ* স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে এমন। 'স্বপ্নপ্রবণ শিশুমন।' *বিভূতি,* ১৯৩১।

স্বপ্নপ্রবাহ [স] *বি* স্বপ্নের স্রোত। 'স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯৫।

স্বপ্নপ্রসূ [স] *বিণ* স্বপ্ন সৃষ্টিকারী। 'বন্ধ্য স্পর্শে পরিণত স্বপ্নপ্রসূ সে-গাঢ় চুম্বন।' *সুধীন্দ্র,* ১৯২৯।

স্বপ্নপ্রায় [স] *বিণ* স্বপ্নের মতো। 'স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

স্বপ্নবৎ [স] *বিণ* স্বপ্নের মতো। 'ঘটনা এবং কার্য্য স্বপ্নবৎ কাহারও কাহারও মনে জাগিতে লাগিল।' *মশাররফ,* ১৮৮৫।

স্বপ্নবর্ণন [স] *বি* স্বপ্নের বিবরণ। 'প্রিয়সুহৃৎ আবুল ফজলের নিকট রাত্রের স্বপ্নবর্ণন উপলক্ষে।' *রবীন্দ্র,* ১৯০৮।

স্বপ্নবহ [স] *বিণ* স্বপ্ন বয়ে আনে এমন। 'গেল ছুঁয়ে স্বপ্নবহ মলয়।' *সুধীন্দ্র,* ১৯৩১।

স্বপ্নবাণী [স] *বি* স্বপ্নে পাওয়া কোনো উক্তি। 'স্বপ্নবাণীতে শিহরায় ক্রন্দসী।' *বিষ্ণু,* ১৯৩৭।

স্বপ্নবাসর [স] *বি* স্বপ্নের বাসর। 'স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি মিছে সারারাতি পথচায়।' *প্রেমেন্দ্র,* ১৯৩২।

স্বপ্নবিবরণ [স] *বি* স্বপ্নে দেখা ঘটনার বিবরণ। 'স্বপ্নবিবরণ বলতে চাই।' *দীনবন্ধু,* ১৮৬৭।

স্বপ্নবিলাস [স] *বি* স্বপ্নের দেখা বিলাসিতা। 'একদিন যা স্বপ্নবিলাস ছিল ধীরে ধীরে বাস্তবতা তাকে স্পর্শ করতে চলেছে।' *বেগম,* ১৯৪৭।

স্বপ্নবৃত্তান্ত [স] *বি* স্বপ্নে দেখা ঘটনার বিবরণ। 'লিখিত একটি চমৎকার স্বপ্নবৃত্তান্ত আছে।' *মোতাহার,* ১৯৩৭।

স্বপ্নভঙ্গ [স] *বি* স্বপ্নের সমাপ্তি। 'স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রভাতে।' *কৃষ্ণদাস,* ১৫৮০।

স্বপ্নমগ্ন [স] *বিণ* স্বপ্নে বিভোর। 'মধুরের ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আঁখি।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৭।

স্বপ্নমদির [স] *বিণ* স্বপ্নে উন্মাদনাপূর্ণ। 'স্বপ্নমদির-নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৬।

স্বপ্নময় [স] **১** *বিণ* কাল্পনিক। 'পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত।' *বঙ্কিম,* ১৮৮২। *বিণ* স্বপ্নের মতো মনে হয় এমন। 'ইতালিয়ার এই স্বপ্নময় কবির জীবন গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিরাজিতেছে।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮১। *বিণ* স্বপ্নভরা। 'স্বপ্নময় শান্তিময় পুরবীরাগিণী-তানে বাঁধিয়াছ প্রাণ।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৩। **২** *বিণ* স্বপ্ন দ্বারা আচ্ছন্ন। 'সবসুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নময় ভাব।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯১।

স্বপ্নময়তা [স] *বি* স্বপ্নের আবেশ। 'কেমন দুলিয়ে দাও স্বপ্নময়তায় চৈতন্যের দাঁড়।' *শামসুর,* ১৯৭০।

স্বপ্নময়ী [স] **১** *বিণ স্ত্রী* স্বপ্নভরা। 'চন্দ্র-সূর্য-তারকার অন্ধকার স্বপ্নময়ী ছায়া জ্যোতির্ময় সে হৃদয়ে ধীরে ধীরে কায়া।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৪। **২** *বিণ* স্বপ্নাবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন। 'ভুলো না মোদের সাগা সঙ্গীত স্বপ্নময়ী সে গাথা।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯০৮। **৩** *বি স্ত্রী* স্বপ্নে দেখা দেয় যে। 'স্বপ্নময়ী।' *সত্যেন্দ্র,* ১৯১১।

স্বপ্নমায়া [স] *বি* স্বপ্নরূপ মায়া। 'মধ্যাহ্নমরীচিকায় দিগন্তে খোঁজে সে স্বপ্নমায়া।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৭; 'শ্যামকান্তিময়ী কোন স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৭।

স্বপ্নমালা [স] *বি* স্বপ্ন দিয়ে গাঁথা মালা। 'মিলি কত নাগবালা স্বপ্নমালা করিবে রচনা।' *রবীন্দ্র,* ১৮৮৬।

স্বপ্নমুগ্ধ [স] **১** *বিণ* স্বপ্নে ভরা। 'অস্তিত্বের এত বড়ো শোক, নাই মর্তভূমে, জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩৮। **২** *বিণ* স্বপ্ন দ্বারা আচ্ছন্ন। 'কে জানে কখন কেটেছে তোমার স্বপ্নমুগ্ধ রাত।' *ফররুখ,* ১৯৪৩।

স্বপ্নমুগ্ধ-মতো *বিণ* স্বপ্নমুগ্ধের মতো। 'কী কথা বলিতেছিনু, কী জানি প্রেয়সী, অর্ধ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি, স্বপ্নমুগ্ধ-মতো।' *রবীন্দ্র,* ১৮৯২।

স্বপ্নমূর্তি [স] *বি* কল্পনার প্রতিমা। 'হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে।' *রবীন্দ্র,* ১৯৩২।

স্বপ্নমূলক [স] *বিণ* কাল্পনিক। 'তৃপ্তির স্বপ্নমূলক উপকরণ-রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল।' *রবীন্দ্র,* ১৯২৭।

স্বপ্নমোহময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* স্বপ্নাবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন। 'অয়ি স্বপ্নমোহময়ী, দেখা দাও একবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বপ্নযবনিকা [স] *বি* স্বপ্নরূপ পর্দা। 'খসে গেল যামিনীর স্বপ্নযবনিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

স্বপ্নরাজ [স] *বি* স্বপ্নের রাজা। 'জানিনে কোন স্বপ্নরাজের শুনতে যে পায় ডাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্বপ্নরাজ্য [স] **১** *বি* কল্পনার জগৎ। 'স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বি* মায়ামুগ্ধ রাজ্য। 'ত্রিপুরা কি মায়ারাজ্য ছিল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয় – প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে এই দিবা এই নিশা এই ক্ষুধা এই তৃষা, প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৩** *বি* স্বপ্ন দিয়ে পূর্ণ যে রাজ্য। 'স্বপ্নরাজ্য হতে এসে ভেসে স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯০০।

স্বপ্ন-রানী [স স্বপ্ন+রানী] *বি* স্বপ্নরূপ রানী। 'অলক্ষ্য থেকে স্বপ্ন-রানী সবগুলিকে একটি ক্ষীণ সুতো দিয়েই গেঁথে দিচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বপ্নরূপিণী [স] *বিণ* স্বপ্নস্বরূপিণী। 'স্বপ্নরূপিণী তুমি আকুলিয়া আছ পথ-খোয়া মোর প্রাণের স্বর্গভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বপ্নলব্ধ [স] *বিণ* স্বপ্নে লাভ করেছে এমন। 'স্বপ্নলব্ধ ঔষধটা খাইতে ভুলিয়ো না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বপ্নলোক [স] *বি* কল্পনার জগৎ। 'দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে খুঁজিতে গেছিনু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'স্বপ্নলোকের চাবি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

স্বপ্নশয়ন [স] *বি* স্বপ্নময় শয্যা। 'বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা/ রাত্রিবেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বপ্নশ্রুত [স] *বিণ* স্বপ্নে শোনা গেছে এমন। 'শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

স্বপ্নসঙ্গিনী [স] *বি* স্বপ্নের সঙ্গিনী যে। 'অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার, অতি লঘুভার ... হে স্বপ্নসঙ্গিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। 'তোমার স্বপ্নসঙ্গিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বপ্নসম [স] *বিণ* স্বপ্নের সমান। 'স্বপ্নসম চমৎকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বপ্নসমান [স] *ক্রিবিণ* স্বপ্নের মতো। 'কানে লেগেছিল স্বপ্নসমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বপ্নসম্ভবা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বপ্নেই সম্ভব এমন। 'স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বপ্নসহচরী [স] *বি* স্বপ্নের সঙ্গী। 'তোমারে বন্দনা করি স্বপ্ন-সহচরী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

স্বপ্নসায়র [স স্বপ্নসাগর] *বি* স্বপ্নরূপ সাগর। 'নানা আকৃতির মেঘমালা স্বপ্নসায়রে নিমগ্ন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বপ্নসারথি [স] *বি* স্বপ্নের রথচালক। 'স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা?' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

স্বপ্ন-সিঁড়ি [স স্বপ্ন+সিঁড়ি] *বি* স্বপ্নের সিঁড়ি। 'আমার নয়নে সে যে স্বপ্ন-সিঁড়ি খোলে।' *হোসেন*, ১৯৪০।

স্বপ্নসুধা [স] *বি* স্বপ্নরূপ সুধা। 'গোলাপের বর্ণে-বর্ণে স্বপ্নসুধা মাখা।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

স্বপ্নসৌধ [স] *বি* স্বপ্নের প্রাসাদ। 'মনীষীর হৃদয়ের প্রেম ... অন্তহীন স্বপ্নসৌধ গড়ে।' *জীবন*, ১৯৩০।

স্বপ্নস্মৃতি [স] *বি* স্বপ্নের স্মৃতি। 'বিলীয়মান সনাতন স্বপ্নস্মৃতি যেন' *শামসুর*, ১৯৫৯।

স্বপ্ন-হাঁস [স স্বপ্ন+হাঁস] *বি* স্বপ্নরূপ হাঁস। 'চৈতন্যের নীলে কত স্বপ্ন-হাঁস ভাসে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

স্বপ্নহীন [স] *বিণ* স্বপ্নশূন্য। 'হয়তো মৃত্যুর পারে ঢাকা সব অন্ধকারে স্বপ্নহীন চিরসুপ্তি চক্ষে চেপে রহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'যদি পারতু ... ডুবে যেতে স্মৃতিহীন, স্বপ্নহীন অতল ঘুমের মধ্যে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০

স্বপ্নাকাশ [স] *বি* স্বপ্নের আকাশ। 'অবশেষে স্বপ্নাকাশে অম্লানকুসুমে পরিণত হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্বপ্নাকুল [স] *বিণ* স্বপ্নাচ্ছন্ন। 'স্বপ্নাকুল আঁখি মুদি ভাবিতেছি মনে রাজহংস ভেসে যায় অপার আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'বাতায়ন পথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া স্বপ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বপ্নাচ্ছন্ন [স] **১** *বিণ* তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'ঝিমায় তারার দীপ স্বপ্নাচ্ছ আকাশে আকাশে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। **২** *বি* স্বপ্নে বিভোর যে 'স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো একমনে কাজ করে চলেছি।' *আলাউদ্দি* ১৯৬০।

স্বপ্নাতুর [স] *বিণ* স্বপ্নাচ্ছন্ন। 'স্বপ্নাতুর দুইটি আঁখি শূন্যপানে তুলে' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'স্বপ্নাতুর চোখে কালো ছায়ার গাঢ় অতল রহস্য' *মানিক*, ১৯৩৫।

স্বপ্নাদেশ [স] *বি* স্বপ্নে লব্ধ দৈব আদেশ। 'সমাচারপত্রের রীতিব ঐশিক শক্তিদ্বারা অথবা স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাতে সন্দে নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

স্বপ্নাদ্য [স] *বিণ* স্বপ্নে প্রাপ্ত। 'এক স্বপ্নাদ্য ঔষধ ছিল।' *রা* ১৮৭৪।

স্বপ্নাবস্থা [স] *বি* স্বপ্নের আবেশ। 'রাধা স্বপ্নাবস্থায় ভাব করিতেছেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

স্বপ্নাবিষ্ট [স] *বিণ* স্বপ্নে বিভোর। 'নিজের সেই সুগভীর স্বপ্নাবি বাল্যকালের উদ্ভ্রান্ত কল্পনাগুলির কথা মনে পড়ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫

স্বপ্নাবেশ [স] *বি* স্বপ্নের ঘোর। 'তিনি, স্বপ্নাবেশে শয্যাপরিত্য করিয়া, উপাসনাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

স্বপ্নাবেশময় [স] *বি* স্বপ্নপূর্ণ। 'পাখিদের করুণকলধ্বনিপ স্বপ্নাবেশময় শরৎ-মধ্যাহ্নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বপ্নাভাস [স] *বি* স্বপ্নের আভাস। 'কোন বেদনার মায়া স্বপ্নাভা ভাসে মনে মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

স্বপ্নাভিভূত [স] **১** *বিণ* স্বপ্নে আচ্ছন্ন। 'স্বপ্নাভিভূতের মতো বসি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* কল্পনায় আচ্ছন্ন। 'অপু স্বপ্নাভিভূতে মত একার উপর বসিয়া রহিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্বপ্নায়ত [স] *বিণ* স্বপ্নে আচ্ছন্ন। 'স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে।' *জীব* ১৯২৭।

স্বপ্নায়িত [স] *বিণ* স্বপ্নময়। 'আমার বিগতস্বপ্ন জীবন পুনর স্বপ্নায়িত হইয়া উঠিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বপ্নালস [স] *বিণ* স্বপ্নাতুর। 'স্বপ্নালস আঁখি দুটি তুলি দিবালো ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

স্বপ্নালু [স] *বিণ* স্বপ্নাচ্ছন্ন। 'স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম

সুধীন্দ্র, ১৯৩১।

স্বপ্নালুতা [স] *বি* স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব। 'তাহার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে গুলিখোরসুলভ যে প্রাণহীনতা প্রতীয়মান হয় তাহা স্বপ্নালুতারই ছদ্মবেশ।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বপ্নালোক [স] *বি* স্বপ্নের আলোক। 'স্বপ্নালোকে ছিল জেগে মুসব্বর: সুরভি আম্বর।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

স্বপ্নালোকিত [স] *বিণ* স্বপ্নোজ্জ্বল। 'স্বপ্নালোকিত রঙ্গমঞ্চে সুবেদী সঞ্চরণ এবং অনুনাদী ধ্বনিপ্রবাহ মিলে ... ।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্বপ্নাহত [স] *বিণ* অপ্রকৃতিস্থ। 'দুই ভগিনী স্বপ্নাহতের মতো চলিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বপ্নিল [স] *বিণ* স্বপ্নের মতো। 'গাছগুলোতে স্বপ্নিল ছায়া।' *ওয়ালী*, ১৯৩৯।

স্বপ্নে-পাওয়া ১ *বিণ* স্বপ্নে পাওয়া গেছে এমন। 'এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'স্বপ্নে-পাওয়া বাদল হাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে-ক্ষণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **২** *বিণ* স্বপ্নের মধ্যে বিভোর হয়ে আছে এমন; স্বপ্নে পেয়ে বসেছে এমন। 'কুমুদিনী বেরিয়ে এল যেন সে স্বপ্নে-পাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বপ্নের দিন *বি* স্বপ্নের মতো সুন্দর দিন। 'বেদনা-বিহীন স্বপ্নের দিন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্বপ্নোত্থিত [স] *বি* স্বপ্নাচ্ছন্ন নিদ্রা থেকে জেগেছে যে। 'সে স্বপ্নোত্থিতের মত এবার বলে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

স্বপ্রকাশ [স] *বিণ* আপনা থেকে ব্যক্ত। 'যা স্বপ্রকাশ নয় তা অপর কিছুই প্রকাশ করতে পারে না।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

স্বপ্রণোদিত [স] *বিণ* নিজ থেকে উৎসাহ পেয়েছে এমন। 'মানুষ তাহার স্বপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্বপ্রতিষ্ঠ [স] **১** *বিণ* যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। 'মাতৃভাষাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করবার লোভ।' *প্রমথ*, ১৯১৭। **২** *বিণ* আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। 'তবু রবে অন্তর্গশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বপ্রধান [স] *বিণ* স্বয়ংপ্রধান। 'আমরা কেহই স্বপ্রধান নহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বপ্রধানত্ব [স] *বি* নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। 'তাহারই দেবত্ব ও স্বপ্রধানত্ব স্বীকার করিয়া অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বপ্রণীত [স] *বিণ* নিজের লিখিত। 'তাঁহার স্বনাম খ্যাত স্বপ্রণীত ... এক গ্রন্থ বঙ্গদূত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

স্বপ্রাণনিরপেক্ষ [স] *বিণ* নিজের জীবন সম্বন্ধে পক্ষপাতশূন্য। 'সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রাণনিরপেক্ষ পরপ্রাণরক্ষক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্ববয়স্ক [স] *বিণ* সমবয়সী। 'নবীনযুবারা ... স্ববয়স্ক ধনির আশ্রয় গ্রহণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

স্ববর্ণ [স] *বিণ* স্বজাতীয়; স্ব-সম্প্রদায়ের। 'তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্ববর্ধিত, স্ববর্দ্ধিত [স] *বিণ* আত্মপ্রতিষ্ঠ। 'মহতের এই ধর্ম্ম স্ববর্দ্ধিত লোকের কোনহ প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা করা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্ববল [স] *বি* নিজ বীরত্ব। 'ভুবন জিনি জিনিলা স্ববলে দিগ্‌বিজয়ী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

স্ববলে *ক্রিবিণ* জোর ক'রে। 'ওকে এখান হতে স্ববলে লয়ে যায়।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

স্ববশ [স] **১** *বি* নিজের অধিকার। 'স্ববশে নহে বিরহীণী রামা রি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *বিণ* নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'হৃদয় হয়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

স্ববশীভূত [স] *বিণ* নিজের অধিকারভুক্ত। 'রাজ্যসমূহকে স্ববশীভূত করিয়া ধীসচিব কর্ম্মসচিব সভাস্থ পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত সভামধ্যে বসিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্ববাক্যপ্রতিপালন [স] *বি* নিজের কথা রাখা। 'রাজা স্ববাক্যপ্রতিপালন কারণ দশ সহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া ঐ লৌহময়ী দারিদ্র্য প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্ববাস [স] *বি* নিজ আবাসন। 'যোগের ও ভোগের অভিলাষে অন্যবাসে প্রবাস করিলে তাঁহার স্ববাসের সাধ্বীও অসাধ্বী হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্ববাহুবল [স] *বি* আপন শক্তি। 'ওলাওঠারোগ স্ববাহুবলে পূর্ব্ব রোগরাজেরদিগের রাজ্যচ্যুত করণান্তর ... ।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

স্ববিরোধী [স] *বিণ* নিজের অবস্থানের বিরোধী। 'এই-সব স্ববিরোধী কথা মানুষের সহজ বুদ্ধির সহজ ভাষার সীমার বাইরেকার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'স্ববিরোধী সামাজিক জটাজালের মত এও আর এক স্ববিরোধী ঘটনা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্ববুদ্ধি [স] *বি* নিজ বুদ্ধি বা জ্ঞান। 'স্ববুদ্ধিরে সেই তো ধাঁধায় কল্পকথার লক্ষ থাকে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

স্ববুদ্ধিজীবী [স] *বিণ* নিজের বুদ্ধিতে জীবিকা উপার্জনকারী। 'যাঁহারা স্ববুদ্ধিজীবী তাঁহারাই বা কী করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বভবন [স] *বি* নিজ গৃহ। 'যে যাহার সবে যায় স্বভবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বভাব [স] **১** *বিণ* প্রকৃতিগত। 'সুবেশা স্বভাব রঙ্গে/ সদা কাল ফিরে সঙ্গে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* বৈশিষ্ট্য; প্রকৃতি। 'যখন জড় ও স্থির স্বভাব জানিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'সকল ধর্মেই এই মানব-স্বভাব লক্ষিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **৩** *বি* প্রাকৃতিক পরিবেশ। 'এই সময়ে স্বভাবের কান্তি একেবারে লোপ পাইয়া যায়; প্রকৃতি সমস্ত গাছপালা ফুল পাতা হারাইয়া ... যেন কাঁদিতে থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **৪** *বি* চরিত্র। 'পড়াশোনো করো, ছাড়ো শাস্ত্র আষাঢ়ে, মেঝে ঘষে তোল রে বাপু স্বভাব চাষাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্বভাবকবি [স] *বি* যার মধ্যে সহজাত কবিত্বের গুণ রয়েছে। 'স্বভাবকবি কক্ষে পেলে না সে সভায়।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বভাবকৌতূহলী [স] *বিণ* কৌতূহলী প্রকৃতিসম্পন্ন। 'স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বভাবগত [স] **১** *বিণ* সহজাত। 'আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* স্বভাবসুলভ। 'তার মধ্যে স্বভাবগত চেতনার প্রাচুর্য।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

স্বভাবচরিত্র [স] *বি* চালচলন। 'মানুষের স্বভাবচরিত্র বা অন্তরের কথা বোঝা তার পক্ষে সহজ নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

স্বভাবজ [স] *বিণ* স্বভাবজাত। 'ইহা একরূপ স্বভাবজ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্বভাবজয়ী [স] *বিণ* স্বভাবকে জয় করেছে এমন। 'স্বভাবজয়ী হতে আবার আমাদেরে সেই বলো।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

স্বভাবজা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বভাবজাত। 'ভাষা কতদূর অনুকৃতা। এবং কতদূর স্বভাবজা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্বভাবজাত [স] *বিণ* প্রকৃতিগত। 'গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বভাবত, স্বভাবতঃ [স] ১ *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'স্বভাবতঃ নীচপতি সতত চঞ্চলমতি।' *ভারত*, ১৭৬০; 'স্বভাবত কেবল মনুষ্যতে আছে ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *ক্রিবিণ* চরিত্রগতভাবে। 'স্বভাবতঃ তিনি জ্ঞানী তদ্ব্যতিরেকে নানা ঔপদেশিক বিদ্যাতে অতিনিপুণ।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ *ক্রিবিণ* প্রকৃতপক্ষে। 'স্বর্ণ স্বভাবতঃ অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৪ *ক্রিবিণ* প্রকৃতিগতভাবে। 'নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল পক্ষী যেমন স্বভাবতই ... শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

স্বভাবতঃই *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'প্রস্রবণের জল স্বভাবতঃই সর্বদা উষ্ণ থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্বভাবদত্ত [স] *বিণ* সহজাত। 'এ হল নারীর স্বভাবদত্ত লড়াইয়ের রীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বভাব-দুর্গন্ধ [স] *বিণ* স্বভাবতই দুর্গন্ধযুক্ত। 'স্বভাব-দুর্গন্ধ যে ফুল, সে দোষ তো ফুলের নয়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্বভাবদোষবশতঃ [স] *বি* সহজাত দোষের কারণে। 'সে, স্বভাবদোষবশতঃ, কেবল দুঃশীল, দুশ্চরিত্র বালকগণের সহিত কুৎসিত ক্রীড়ায় আসক্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্বভাবধর্ম, স্বভাবধর্ম্ম [স] ১ *বি* সহজাত বৈশিষ্ট্য। 'জীবের স্বভাব ধর্ম ঈশ্বরভজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য। 'রাষ্ট্রের স্বভাব-ধর্ম হ'চ্ছে নিজের আত্মরক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করা।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্বভাব না যায় ম'লে – মানুষের স্বভাব অপরিবর্তনীয়। 'স্বভাব না যায় ম'লে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বভাববন্ধ্যা [স] *বি* স্বাভাবিক বন্ধ্যা। 'স্বভাববন্ধ্যার মতো যেন তার ...।' *জীবন*, ১৯৪০।

স্বভাববর্ণন [স] *বি* স্বীয় অনুভূতির বর্ণনা। 'স্বভাববর্ণন ও ঋতুপরিক্রমা থেকে আরম্ভ করে ধর্মসঙ্গীত প্রেম-সঙ্গীত স্বদেশী-সঙ্গীত, উৎসব-সঙ্গীত ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বভাববর্বর [স] *বিণ* স্বভাবগতভাবে নির্দয়। 'যে ব্যক্তি শিক্ষায় ও অভ্যাসে পুরুষানুক্রমে স্বভাববর্বর নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বভাববিদ্রোহী [স] *বিণ* প্রকৃতিগতভাবে বিদ্রোহী। 'স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বভাববিরুদ্ধ [স] *বিণ* প্রকৃতিবিরুদ্ধ। 'সেটি আমার স্বভাববিরুদ্ধ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩; 'তিনি জানেন কোনটা স্বভাবসিদ্ধ, কোনটা স্বভাববিরুদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বভাববিশ্বাসী [স] *বি* প্রকৃতিগতভাবে বিশ্বাসী যে। 'স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বভাব-বৈজ্ঞানিক *বি* জন্মগতভাবেই বিজ্ঞানী। 'বর্তমান প্রবন্ধের ইন্দুরের উল্লেখ করা যাইতেছে সে বোধ করি স্বভাব-বৈজ্ঞানিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বভাবভ্রষ্ট [স] *বিণ* স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থেকে সরে এসেছে এমন। 'যাকে মানুষ করা হয় ... সে একটি পোষা বাঘের মতো স্বভাবভ্রষ্ট।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

স্বভাবমাতাল [স] *বিণ* সহজাতভাবে নেশাগ্রস্ত। 'মদের দিকেই স্বভাবমাতাল পুরুষজাতটার ঝোঁক বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্বভাবমুখরা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বভাবত কথা বেশি বলে এমন। 'রায়-বাড়ির স্বভাবমুখরা মেয়ে, কঠোর কলহপরায়ণা হইয়া উঠিল।' *তারা*, ১৯৪০।

স্বভাবসংগত, স্বভাব-সঙ্গত [স] ১ *বিণ* স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* প্রকৃতিগত। 'এই ভাব-বৈচিত্র্যই মনোরম ও স্বভাব-সঙ্গত।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বভাবসাধ্য [স] *বিণ* স্বভাবের উপযুক্ত; স্বাভাবিক। 'আমাদের স্বভাবসাধ্য অন্য কোনোরকম পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বভাবসিদ্ধ [স] ১ *বিণ* স্বাভাবিক। 'সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* প্রকৃতিগত। 'ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতার ফল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৩ *বিণ* স্বভাবজাত। 'স্বদেশের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বিণ* সহজাত। 'স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৫ *বিণ* স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'তিনি জানেন কোনটা স্বভাবসিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বভাবসিদ্ধতা [স] *বি* সহজাত প্রবণতা। 'দেশের স্বভাবসিদ্ধতা প্রযুক্ত উৎকোচের ভয় তাঁহারদের মনে লগ্নই রহিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

স্বভাবসুন্দর [স] *বিণ* প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর। 'স্বভাবসুন্দর স্থানে শোভে গাভীগণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০

স্বভাবসুলভ [স] *বিণ* স্বভাবজাত। 'ধ্রুব তাহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ও গৌরবের সহিত ঘাড় নাড়িয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ক্ষুরধার ভাষায় বললেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

স্বভাবসৌন্দর্য [স] *বি* প্রকৃতির সৌন্দর্য। 'বিশ্বামিত্র নিজে স্বভাবসৌন্দর্যের জন্য বড়োই পাগল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

স্বভাবসৌম্য [স] *বিণ* স্বভাবত মনোহর; অকৃত্রিম শোভাসম্পন্ন। 'শান্ত স্নেহপূর্ণ স্বভাবসৌম্য মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

স্বভাব-হিংস্র [স] *বিণ* স্বভাবগতভাবে হিংস্র। 'স্বভাব-হিংস্র শক্তিসামর্থ্যসম্পন্ন প্রাণীরাও ... সাহস করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বভাবাক্রান্ত [স] *বিণ* স্বভাব দ্বারা চালিত। 'জমিদার মাত্রেই পঞ্চদশ লুইয়ের স্বভাবাক্রান্ত।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

স্বভাবানুকারী [স] *বিণ* অকৃত্রিম। 'প্রসাদগুণবিশিষ্ট এবং স্বভাবানুকারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বভাবান্তর [স] *বি* অন্য স্বভাব। 'মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বভাবোক্তি [স] *বি* স্বভাবগত উক্তি। 'বিপদ তখনই ঘটে যখন নানা কারণে কবিরা পর্যন্ত স্বভাবোক্তি এবং অর্থব্যক্তির নামে...।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্বভাষা [স] *বি* নিজের ভাষা। 'ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যেমন স্বভাষা অভ্রান্তরূপে সংগ্রহপূর্ব্বক লেখেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

স্বভাষী [স] *বিণ* একই ভাষায় কথা বলে এমন। 'জেনেছে তাহার স্বভাষী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বমত [স] *বি* নিজ মত। 'মহাশয় স্বমত সংস্থাপনার্থে বিবিধ যুক্তি সিদ্ধ

প্রসিদ্ধ প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন ... ।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

স্বমতবিঘাতক [স] *বিণ* নিজের মতের বিরোধী। 'স্বমতবিঘাতক মীমাংসা করেননি কোনো অবস্থায়।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

স্বমধ্যবর্তি [স স্বমধ্যবর্তী] *বিণ* নিজের মধ্যের। 'স্বমধ্যবর্তি আত্মানুরূপ বীজদায়ক ফলদ বৃক্ষ।' *কেরী*, ১৮০৮।

স্বমন্দির [স] *বি* নিজমন্দির। 'স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্বমহিমা [স] *বি* আপন গৌরব। 'দীর্ঘকাল ধরে আলোচিত হতে হতে তিনি তাঁর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন।' *হাই*, ১৯৫৪।

স্বমার্গচ্যুত [স] *বিণ* নিজের অবস্থান থেকে বিচ্যুত। 'অনেক যথার্থ ক্ষমতাবান সাহিত্যিক পর্যন্ত স্বমার্গচ্যুত হতে পারেন।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্বমি [স স্বামী] *বি* পতি। 'স্বমি ভিক্ষা দেহ মোরে তৃদস ইস্বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বমূর্তিতে *ক্রিবিণ* সুস্থ দেহে; বহাল তবিয়তে। 'আমি তার পাশে স্বমূর্তিতে বিরাজমান।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

স্বমূলত্ব [স] *বি* মূলের সঙ্গে যোগ আছে এমন প্রকৃতি। 'পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলির স্বমূলত্ব স্থাপিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বযুগ [স] *বি* নিজের কাল। 'চিত্রকর ও স্থপতি হিসেবে তিনি স্বযুগে কর্ম অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেননি।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বয়ং [স] **১** *বিণ* স্বাধীন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *সর্ব* নিজে। 'তিনি স্বয়ং কথা, যেমতে কথাএ সৃষ্টি করিলেন তেমতে কথাএ রাখিলেন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

স্বয়ংক্রিয় [স] *বিণ* নিজে নিজে চলে এমন। 'স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের কাজ শুরু।' *পাশা*, ১৯৭১।

স্বয়ংজীবী [স] *বিণ* স্বশক্তিতে বিরাজমান। 'স্বয়ংজীবী খোদাতাআলার আশ্রয় ... ।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

স্বয়ংতুষ্ট [স] *বিণ* আত্মসুখী। 'নিজেদের নিয়েই তারা স্বয়ংতুষ্ট।' *জীবন*, ১৯৪৮।

স্বয়ংপ্রকাশ [স] *বিণ* স্বশক্তিতে প্রকাশিত। 'সত্য স্বয়ংপ্রকাশ।' *নজরুল*, ১৯২৩।

স্বয়ংলেখ [স] *বিণ* নিজে লিখতে পারে এমন। 'স্বয়ংলেখ যন্ত্রের আবিষ্কার দ্বারা এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

স্বয়ংশান্তি [স] *বিণ* নিজের প্রশান্তিপূর্ণ। 'প্রেম তাকে দিল সান্ত্বনা, দিল স্বয়ংশান্তি তৃপ্তির ঘর।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

স্বয়ংসম্পূর্ণ [স] *বিণ* অন্যের সহায়তা ছাড়াই কাজ করতে পারে এমন। 'প্রত্যেকটি সেন্টেন্স স্বয়ংসম্পূর্ণ।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

স্বয়ংসম্পূর্ণতা [স] *বি* স্বনির্ভরতা। 'গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মূল কথা স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা ... ।' *সনৎ*, ১৯৭০।

স্বয়ংসিদ্ধ [স] **১** *বিণ* নিজ চেষ্টায় সাফল্যলাভকারী। 'স্বয়ংসিদ্ধ লোকটির কাছে।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বিণ* নিজের নীতিতে চালিত। 'সে-যে স্বয়ংসিদ্ধ এবং সে কারণে মূল্যবান – সব মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির কেন্দ্রে এই মানবতন্ত্রী প্রত্যয় সক্রিয়।' *শিব*, ১৯৫০।

স্বয়ং স্বয়ং *বিণ* নিজ নিজ। 'সকলকে স্বয়ং স্বয়ং সভাস্থ হইতে হইবেক।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

স্বয়ং হওয়া *ক্রি* স্বাধীন হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্বয়ম্-প্রকাশ [স স্বয়ংপ্রকাশ] *বি* আপন শক্তিতে প্রকাশ। 'আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম্-প্রকাশের বীণা।' *নজরুল*, ১৯২৩।

স্বয়ংবর, স্বয়ম্বর [স] **১** *বিণ* আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কন্যা কর্তৃক পাত্র নির্বাচনকারী। 'তিন কৈন্যা রাজার হইব স্বয়ম্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'তখন রাজা কন্যার স্বয়ংবরের আদেশ দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যথা স্বয়ম্বরস্থলে, রাজেন্দ্রমণ্ডল।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ* মনোনীত। 'তোমার স্বয়ম্বর নাগরকে বেতন দিতে হয়, না পেটভাতা?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

স্বয়ংবর-সভা [স] *বি* আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কন্যা কর্তৃক পাত্র বেছে নেওয়ার অনুষ্ঠান। 'রঙ্গমঞ্চের উপরে যখন স্বয়ংবর-সভার আবির্ভাব হল।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

স্বয়ম্বরসমারোহ [স] *বি* কন্যা কর্তৃক পতি নির্বাচন অনুষ্ঠান। 'স্বয়ম্বরসমারোহ দূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কন্যা জন্মে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

স্বয়ম্বরা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে পাত্র নির্বাচনকারিণী। 'স্বয়ম্বরা-রূপবতী রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ স্ত্রী* নিজের স্বামী নিজে নির্বাচন করে এমন। 'শিবসাক্ষাৎ-স্বয়ম্বরা হবি না কি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

স্বয়ম্প্রভা [স] *বিণ* স্বীয় জ্যোতিতে দীপ্ত। 'পীনপয়োধরা ঘৃতাচী; সু-উরু রম্ভা; নিত্য-প্রভাময়ী স্বয়ম্প্রভা।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

স্বয়ম্বর *দ্র* **স্বয়ংবর**

স্বয়ম্ভরতা [স] *বি* স্বনির্ভরতা। 'প্রাতিস্বিকের স্বয়ম্ভরতায় প্রত্যয়ী হওয়া সত্ত্বেও রেনেসাঁসী বিশ্ববীক্ষায় ... ।' *শিব*, ১৯৬০।

স্বয়ম্ভূ, স্বয়ম্ভু [স] **১** *বিণ* স্বয়ংসৃষ্ট। 'স্বয়ম্ভু মানসহর নিরমর নীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'অমানুষিক স্বয়ম্ভু সত্য বলে মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'প্রভা – স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যাঁর।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্বয়ম্ভুকুসুম [স] *বিণ* যৌবন। 'পুরুষ পরশ রসে গেল চারি মাস খুল্লনার স্বয়ম্ভুকুসুম পরকাশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্বয়ামী [স স্বামী] *বি* স্বামী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

স্বর[১] [স] **১** *বি* সুর। 'মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে গোকুল যুবতীগণে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* কণ্ঠধ্বনি। 'কোকিল ললিত স্বর।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৩** *বি* ভাষা। 'দনাঞি পণ্ডিত মোরে কহিল নিষ্ঠুর স্বরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* শ্বাস। 'ব্রহ্ম রন্ধ্র ধরিল বিষে নাকে নাহি স্বর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

স্বরকৌশল [স] *বি* কথার চতুরতা। 'ব্যক্তিত্বের দিব্য স্পষ্টতা আছে ছেলেটির ... সে কি স্বরকৌশলের সিদ্ধি শুধু।' *জীবন*, ১৯৪৮।

স্বরগাম্ভীর্য [স] *বি* কণ্ঠস্বরের গম্ভীরতা। 'মহীন্দ্রের স্বরগাম্ভীর্যে ননী রুক্ষ হইয়া উঠিল।' *তারা*, ১৯৪০।

স্বরগ্রাম [স] *বি* সঙ্গীতের (সারেগামা ইত্যাদি) সপ্তস্বর। 'যে কড়িসুরটা আর-সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'বীণাতে যা বাজছে তার স্বরগ্রামের শ্রুতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিভাগজ্ঞান ... ।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বরচাতুর্য, স্বরচাতুর্য্য [স] *বি* সুরের কৌশল। 'গীতের ... স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বরজ্ঞান [স] *বি* সঙ্গীতের সুর বিষয়ক জ্ঞান। 'দু-জনের মধ্যে যেমন স্বরজ্ঞান বিষয়ে বিষম অমিল।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বরধ্বনি [স] *বি* ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস কোথাও বাধা না পেয়ে উচ্চারিত হয় যে ধ্বনি। 'যাহাকে আশ্রয় করিয়া অন্য ধ্বনি প্রবাশিত হয়, তাহাকে স্বর-ধ্বনি বলে।' *সুনীতি*, ১৯৩৯; 'সাতেক স্বরধ্বনি এবং ছত্রিশটি ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ স্থান।' *হাই*, ১৯৫৩।

স্বরবর্ণ [স] *বি* কণ্ঠনালি থেকে ওষ্ঠ পর্যন্ত কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না-হয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তার প্রতীক; অ হতে ঔ পর্যন্ত বর্ণ। 'শিশুশিক্ষা, প্রথম ভাগ, স্বরবর্ণ।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

স্বরবর্ষণ [স] *বি* বক্তৃতা। 'শব্দভেদী সমারোহের স্বরবর্ষণ মুহূর্তে হয়ে গেল অবাস্তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বরবহুল [স] *বিণ* সুরের প্রাধান্যবিশিষ্ট। 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত স্বরবহুল আর রবীন্দ্রসঙ্গীত বাণীবহুল।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বরবান [স] *বিণ* কণ্ঠস্বরসম্পন্ন। 'পায়ে গোদ, অতি চমৎকার ভেকধারী ভেকের ন্যায় স্বরবান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বরভঙ্গ [স] *বি* বেসুর। 'সূচিত স্বরভঙ্গ তার কেকার রবে ষড়্জে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

স্বরভঙ্গী [স] *বিণ* কণ্ঠধ্বনির বিশেষ রূপ। 'উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বরভেদ [স] **১** *বি* ভাঙা গলায় কথা বলা। 'বৈবর্ণ্যাশ্রু স্বরভেদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য। 'করিআ স্বরভেদ ব্রাহ্মণ পড়ে বেদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্বরমাধুর্য [স] *বি* গলার মিষ্টত্ব। 'কণ্ঠে স্বরমাধুর্যের অভাব থাকিলেও কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্বরমূর্তি [স] *বি* স্বররূপ মূর্তি। 'বীণার তার তারা চাইছে স্বরমূর্তিকে পেতে।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বরযন্ত্র [স] *বি* গলার ভিতরে ধ্বনি উচ্চারণের স্থান; স্বরতন্ত্রী। 'গলার স্বরযন্ত্রের উপরটায় আঙুল ঠেকিয়ে ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

স্বরযোজনা করা *ক্রি* আওয়াজ করা। 'গম্ভীর অথচ ঈষৎ কার্কশ্যময় বীরকণ্ঠে স্বরযোজনা করিয়া কহিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

স্বরলহরী [স] *বি* সুর-তরঙ্গ। 'মনোহর, যথা বাঁশরীস্বরলহরী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

স্বরলিপি [স] *বি* গানের সুর যাতে লিপিবদ্ধ থাকে। 'দীপ্তির পিয়ানো বাজাইবার স্বরলিপি বইখানা তোমরা এত করিয়া খুঁজিতেছিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'গানগুলির স্বরলিপি করে বন্ধু দিলীপকুমার।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্বরলীলা [স] *বি* স্বরের খেলা। 'কণ্ঠের স্বরলীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বরসংগতি [স] *বি* হার্মনি; একটি স্বরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্য স্বর বাজানো অথবা উচ্চারণ করা। 'য়ুরোপীয় সংগীতে যে হার্মনি অর্থাৎ স্বরসংগতি আছে, আমাদের সংগীতে তাহা চলিবে কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

স্বরসংস্থান [স] *বি* যেখানে ধ্বনির উদ্ভব হয়। 'তার স্বরসংস্থানের কোষ-গঠনের চেহারাটা দেখিতে পাওয়া সহজ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

স্বরসমষ্টি [স] *বি* (সঙ্গীতের) স্বরসমূহ। 'আজিকার ঐ বিচিত্র বিশৃঙ্খল স্বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহাসংগীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বরসমাবেশ [স] *বি* স্বরের ঐকতান। 'একটা মূল স্বরসমাবেশ কানে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বরসম্মিলন [স] *বি* ঐকতান। 'বিশ্বের সঙ্গে আমার সঙ্গে একট স্বরসম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বরসাম্য [স] *বি* স্বরের সমতা; স্বরসঙ্গতি। 'এইরূপ স্বরসাম্য কো এবং কিছু পরিমাণে দ্রাবিড় ভাষায় দেখা যায়।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

স্বরসুধা [স] *বি* সুররূপ অমৃত। 'বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকি বরষিলা স্বরসুধা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বরাঘাত [স] *বি* উচ্চারণের সময়ে শব্দের নির্দিষ্ট স্থানে জোর বা ব প্রয়োগ; অ্যাকসেন্ট। 'বাংলা উচ্চারণে বাক্যারম্ভমাত্রেই যে স্বরাঘাতের সূচনা হয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বরেসুরে *ক্রিবিণ* মিষ্টভাষায়। 'কত ভালোবেসে মৃদু স্বরেসুরে ব তাকে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

স্বর[২] [স স্বর্গ] *বি* স্বর্গ। 'আপনি হইএ স্বর ঈশ্বর তবে কেন।' *মানিকরাম* ১৭৮১।

স্বর[৩] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'লালচাঁদ স্বর।' *সেবা* ১৮৪০।

স্বরগ [স স্বর্গ] *বি* বিশ্বাসীদের মতে, মৃত্যুর পরের বাসস্থান। 'আসি নেমে স্বরগ হতে করুণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

স্বরগ-গঙ্গা [স স্বর্গগঙ্গা] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের গঙ্গা। 'পেলে দেখ সুন্দরের স্বরগ-গঙ্গায়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্বরগপ্রভা [স স্বর্গপ্রভা] *বি* স্বর্গের উজ্জ্বলতা। 'উন্নত সতীর স্ব স্বরগপ্রভায় মানবের মর্তভূমি করেছে উজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্বরচিত [স] **১** *বিণ* নিজের দ্বারা লিখিত বা প্রণীত। 'এই সময়েই, তি স্বরচিত অঙ্কবিদ্যার গ্রন্থও মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন।' *বিদ্যা* ১৮৫৬। **২** *বিণ* নিজের নির্মিত। 'স্বরচিত গৃহে মরিল দুর্ম পুরোচন।' *মাইকেল*, ১৮৬৩। **৩** *বিণ* নিজে রান্না করছে এমন 'তাঁহার স্বরচিত ব্যঞ্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৪** *বিণ* নিজের সৃষ্টি 'স্বরচিত আবরণের মধ্যে সে একটি কৃত্রিম জগতে বাস করে *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। **৫** *বিণ* নিজের কল্পিত। 'দুর্বলের স্বরচিত শত্রু চেহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **৬** *বিণ* নিজের দ্বারা সজ্জিত। 'মাথা স্বরচিত পাগড়ি।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

স্বরণ [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্বরণার্থ [স স্মরণার্থ] *বিণ* স্মারক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্বরন [স স্মরণ] *বি* স্মরণ। *ওস্যাঁ*, ১৭৮২।

স্বরা [স স্মরণ>] *ক্রি* স্মরণ করা। **স্বরি** *ক্রি* স্মরণ ক'রে। 'তোমা স্ব আসিব আপনি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

স্বরাজ [স] **১** *বি* স্বাধীনতা। 'স্বরাজ্যে স্বরাজ অপেক্ষা গৌরবের কথা . কি ভাই?' *মশাররফ*, ১৯০৮; 'বস্তুত জাতির বৈচিত্র্য থাকিলেও স্বরা চলিতে পারে কিনা সেটা আসল তর্ক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। **২** অধিকার। 'সে জয় করতে বেরোল আপন স্বরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বরাজ-টরাজ *বি* স্বায়ত্তশাসন বা অনুরূপ ব্যবস্থা। 'স্বরাজ-টরা বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রক করে থাকেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বরাজ-ফরাজ *বি* স্বায়ত্তশাসন বা অনুরূপ ব্যবস্থা। 'কর্তা হবার শ সবারই, স্বরাজ-ফরাজ ছল কেবল!' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্বরাজমন্ত্র [স] *বি* নিজ দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে গ্রহ করার আদর্শ; স্বরাজ আন্দোলনের দীক্ষা। 'দেশধর্মগুরুর নিক হইতে স্বরাজমন্ত্রও গ্রহণ করিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বরাজ সাধনা [স] *বি* স্বাধিকারের প্রয়াস। 'স্বরাজ সাধনার শক্তিবলে আয়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আজ লোভীর মধুচক্রে পরিণত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্বরাজী ১ *বিণ* স্বরাজ আন্দোলনে বিশ্বাসী। 'কর্পোরেশনের স্বরাজী কর্ণধারগণ এবার ঐ অন্যায় ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করিয়া ...।' *দর্শন*, ১৯২৪; 'স্বরাজীরা ভাবে নারাজি, নারাজি ভাবে তাহাদের অঙ্কুশি।' *নজরুল*, ১৯১২৫। **২** *বিণ* স্বাধীন। 'পৃথিবীতে স্বরাজী এমন কোনো দেশই নেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বরাজ্য [স] *বি* নিজ দেশ। 'স্বরাজ্য হস্তান্তরিত হইল!' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্বরাট [স] **১** *বি* ঈশ্বর। 'বিরাটের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বরাটের জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩। **২** *বিণ* বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। 'সীমাহীন মাঠ, আকাশ স্বরাট।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্বরাষ্ট্র [স] *বিণ* রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ক। **স্বরাষ্ট্র উজীর** [স স্বরাষ্ট্র+আ ওয়াজির] *বি* স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র উজীর ও সাবেক বিচারপতি।' *আজাদ*, ১৯৬২।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী [স] *বি* যে মন্ত্রী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।' *বেগম*, ১৯৬৫।

স্বরাষ্ট্র সচিব [স] *বি* স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকর্তা। 'প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব ও রাজস্ব সচিবের সঙ্গে দিল্লীতে ভারত সরকারের সহিত যে কথাবার্তা হয় ...।' *জামায়াত*, ১৯৭০।

স্বরীশ্বর [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে স্বর্গের অধিপতি; ইন্দ্র। 'নাচিত অলরাকুল, যবে শচীপতি, স্বরীশ্বর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বরীশ্বরী [স] *বি* স্বর্গের রানী। 'শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে একাকিনী স্বরীশ্বরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বরূপ [স] **১** *বি* আপন রূপ। 'স্বরূপৈঁ জীএ কাহ্নাঞিঁ তোর আলিঙ্গনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* প্রকৃত রূপ। 'পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'স্বরূপ অরূপ প্রভু অনন্ত সুরতী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* তুল্য। 'সুগন্ধি স্বরূপ তোক্ষা দেখি মোর মন।' *সুলতান*, ১৭০০; 'উক্ত সাহেব আসিয়াটিক সোসৈটির বহুকালাবধি অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। **৪** *অব্য* জন্য। 'ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা বাসাখরচের স্বরূপ ৫ টাকা মাসিক পাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **৫** *বি* অস্তিত্ব। 'মর্তের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্বরূপাবয়ব [স] *বি* প্রকৃত অবয়ব। 'যথার্থ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার স্বরূপাবয়ব সংপ্রকাশিত হয় নাই।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

স্বরূপা [স] *বিণ স্ত্রী* সদৃশ। 'প্রকৃতি স্বরূপা দেবি সৃষ্টির পালনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বরূপিণী [স] *বিণ স্ত্রী* সদৃশ রূপের অধিকারী। 'কন্যা রূপে লক্ষ্মীস্বরূপিণী।' *মাইকেল*, ১৮৭৪; 'ফ্রান্সের রাজধানী ভূতলে অমরাবতী স্বরূপিনী জগদ্বিখ্যাত প্যারিস মহানগরীতে যে অদ্বিতীয়।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

স্বরূপেসি *ক্রিবিণ* সত্য ব'লে। 'তুমি গঙ্গা বারাণসী স্বরূপেসি জান।' *বড়ু*, ১৫৭০।

স্বর্গ [স] **১** *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতাদের বাসস্থান। 'স্বর্গে রাখু মর্ত্তে রাখু তলে পাছু শুধি।' *বড়ু*, ১৫৭০; 'আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন, হে দেব, হে দেবীগণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* আকাশ। 'স্বর্গেত ফেলিলে থুক বদনে লাগয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* পরলোক। 'তাহার পররাত্রে তিনি স্বর্গ হইতে এই শিশিরে (শিশিরাক্ত পৃথিবীতে) নামিয়া আসিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *বি* সৌন্দর্য-জগৎ। 'আমার স্বর্গ আমার সৌন্দর্যকল্পনার চরম তীর্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৫** *বি* পৃথিবীর উর্ধ্বে কল্পিত অসীম অপার্থিব জগৎ। 'মর্তের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোনো ব্যবধান চোখে পড়ে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বর্গক্ষরা [স] *বিণ* স্বর্গচ্যুত। 'স্বর্গক্ষরা ক্ষণিক জীবন – করিসনে তার অপব্যয়।' *নজরুল*, ১৯৪১।

স্বর্গখেলনা *বি* স্বর্গীয় লীলা। 'আমরা দুজনা স্বর্গখেলনা গড়িব না ধরণীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বর্গগত [স] *বিণ* মৃত্যুবরণ করেছে এমন। 'বহুকাল কর্ম্ম করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

স্বর্গগামী [স] *বিণ* স্বর্গে গমন করে এমন। 'স্বর্গগামী সিঁড়ি।' *জীবন*, ১৯৭০।

স্বর্গচারী [স] *বিণ* স্বর্গে বিচরণকারী। 'ভিতরে সে স্বর্গচারী, বাহিরে সে নরক-কীট।' *নজরুল*, ১৯৪২।

স্বর্গচূড় [স] *বি* স্বর্গচূড়া। 'পড়িল ধসিয়া গৌরীশঙ্কর হিমালয় শির স্বর্গচূড়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্বর্গচ্যুত [স] **১** *বি* স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। 'যার ছলে স্বর্গচ্যুত হয় দেবগণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **২** *বিণ* দুশ্চিন্তাহীন আনন্দময় জগৎ থেকে বিতাড়িত। 'স্বর্গচ্যুত কৈশোরের অভিব্যাপ্ত অরুন্তুদ ক্ষতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বর্গ-জনিতা [স] *বি* (ধর্মীয়বিশ্বাস) স্বর্গের জনক। 'পৃথিবীর পিতা স্বর্গ-জনিতা তিন লোক বাঁধা যাঁর বিধানে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বর্গত [স] *বিণ* পরলোকগত; স্বর্গবাসী। 'আমরা স্বর্গত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন পালন করলুম।' *মুজতবা* ১৯৬৬।

স্বর্গত্ব [স] *বি* মৃত্যু। 'রোম রাজত্ব হারিয়ে স্বর্গত্ব লাভ করল।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

স্বর্গদূত [স] *বি* (মুসলিমবিশ্বাস) স্বর্গের বার্তাবাহক; ফেরেশতা। 'ডাকিলে আসিত স্বর্গদূত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

স্বর্গদৃষ্টি [স] *বি* মহত্তম দৃষ্টি। 'স্বর্গের স্মৃতি শুধু নয়, তিনি পাইয়াছেন স্বর্গদৃষ্টি।' *সবুজ*, ১৯২১।

স্বর্গদ্বার [স] *বি* (মুসলিমবিশ্বাস) স্বর্গের দরজা। 'সহিদদিগের জন্য স্বর্গদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

স্বর্গধাম [স] *বি* স্বর্গ। 'ত্যজি ছার সংসার যাইব স্বর্গধামে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

স্বর্গপথ [স] *বি* দেবলোকে যাওয়ার রাস্তা। 'স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিন্নরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বর্গ-পারে *ক্রিবিণ* (হিন্দুবিশ্বাস) স্বর্গের ওপারে। 'কাকা বলেন, সময় হলে সবাই চলে যায়, কোথা সেই স্বর্গ-পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

স্বর্গপুর [স] *বি* হিন্দুমতে দেবতাদের বাসস্থান। 'যাহার প্রসাদে জীব যায় স্বর্গপুরে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

স্বর্গপুরী [স] *বি* হিন্দুমতে স্বর্গলোক। 'পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে/ বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্গপ্রাপ্তি [স] *বি* মৃত্যু। 'হঠাৎ বাঞ্ছারামের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।' *বঙ্কিম*,

১৮৭৪।

স্বর্গ-ফেরতা *বিণ* স্বর্গ থেকে ফিরে এসেছে এমন। 'বন্ধু, তেমনই স্বর্গ-ফেরতা।' *নজরুল*, ১৯৩৯।

স্বর্গবায়ু [স] *বি* স্বর্গের বাতাস; মধুর বাতাস। 'স্বর্গবায়ুর নিশ্বাস লাগে গায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

স্বর্গবাস [স] **১** *বি* মৃত্যু। 'কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে পড়ি হইল স্বর্গবাস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** *বি* স্বর্গলাভ। 'ব্রাহ্মণ পূজিয়া যুধিষ্ঠিরের স্বর্গবাস।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

স্বর্গবাসী [স] *বিণ* স্বর্গের অধিবাসী; পরলোকবাসী। 'অন্তকালে স্বর্গবাসী হইব সে সব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

স্বর্গবিলাসী [স] *বি* সুখের সন্ধানী। 'সাবধান স্বর্গ বিলাসীর দল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্বর্গভান [স] *বি* স্বর্গজ্ঞান। 'চান্দ দেখি পৃথিবীরে হৈল স্বর্গভান।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্বর্গভূমি [স] *বি* স্বর্গতুল্য সুখদায়ক স্থান। 'ধূলিময় যে-ভূমি সেই তো স্বর্গভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বর্গভিত [স স্বর্গভিত্তি] *বি* স্বর্গের ভিত্তি। 'থরথর কাঁপে স্বর্গভিত।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্বর্গভোগ [স] *বি* স্বর্গের সুখভোগ। 'এই স্বর্গ ভোগ সতী না হইলে পাই না।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

স্বর্গভ্রষ্ট [স] *বিণ* (ধর্মবিশ্বাস) স্বর্গচ্যুত। 'আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বর্গময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* স্বর্গীয়। 'যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে, শিরে ধরি সত্যের আদেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্বর্গমর্ত [স] *বি* পরকাল ও ইহকাল। 'এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে সব চেয়ে পুরাতন কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বর্গমর্ত্যপাতাল, স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল [স] *বি* (ধর্মীয়বিশ্বাস) পৃথিবী, স্বর্গ ও পাতাল; ত্রিভুবন । 'স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেত কাহার না গণি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্বর্গমহিলা [স] *বি* কল্পিত অপ্সরা। 'আমি স্বর্গমহিলা নই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

স্বর্গমুখী [স] *বিণ* সুন্দর মুখবিশিষ্ট। 'পড়ুক বিমলবিভা পূর্ণ রূপরাশি স্বর্গমুখী কমলনয়ানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্বর্গরথ [স] *বি* (হিন্দুবিশ্বাস) স্বর্গের রথ। 'মেঘলোকে ঘন অন্ধকারে দেখিতে না পাই কিছু – হেথা ক্ষণকাল রাখো তব স্বর্গরথ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বর্গরাজ্য [স] *বি* স্বর্গরূপ রাজ্য। 'সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনাকে আশ্রয় করেই গ'ড়ে ওঠে।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বর্গলাভ [স] *বি* ফললাভ; মৃত্যুলাভ। 'শক্তি সহ ভক্তিভাবে খেয়ে মাংস মদ/ হাতে হাতে স্বর্গলাভ প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

স্বর্গলোক [স] *বি* (ধর্মীয়বিশ্বাস) মৃত্যুপরবর্তী বাসস্থান। 'সৎকার কর্ম্মতি ক্রীয়া হেতু গেল স্বর্গলোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্বর্গলোভ [স] *বি* স্বর্গে যাওয়ার বাসনা। 'স্বর্গলোভ নাহি মোর।' *বুদ্ধ*, ১৯৩০।

স্বর্গসভা [স] *বি* স্বর্গের সভা। 'ওই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বর্গসাধন [স] *বি* স্বর্গ লাভের জন্য সাধনা। 'তাঁহারা তাহা স্বর্গসাধন বোধ করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'না রে, না রে, হবে না তোর স্বর্গসাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বর্গসিঁড়ি *বি* স্বর্গে ওঠার সিঁড়ি। 'ব্যাঙ্কের অঙ্কের স্ফীতি ছিল যার স্বর্গসিঁড়ি, তার।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

স্বর্গসুখ [স] *বি* অপার্থিব অনাবিল ও অতুলন সুখ। 'তাই ব'লে স্বর্গসুখ/ কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বর্গসোপান [স] *বি* স্বর্গের সিঁড়ি। 'স্বর্গসোপানে রাখিনু চিহ্ন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্বর্গস্থা [স] *বিণ* (ব্যঙ্গ) স্বর্গে অবস্থানরত। 'বিবিকে স্বর্গস্থা করিয়া ঐ বাবুদিগের ... কটাক্ষ করিতেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বর্গস্মৃতি [স] *বি* স্বর্গের স্মৃতি। 'দানবের স্বর্গস্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

স্বর্গ হাতে পাওয়া *ক্রি* অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করা। 'মুহূর্তও দেখা পেলে স্বর্গ হাতে পাই যেন।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮১।

স্বর্গারূঢ় [স] *বি* (হিন্দুবিশ্বাস) মৃত। 'পাণ্ডুরাজা স্বর্গারূঢ় হইলে পর, ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে ... রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

স্বর্গারোহণ [স] *বি* (হিন্দুবিশ্বাস) মারা যাওয়া। 'তাহার পর যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভীমাদি ভ্রাতার সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

স্বর্গার্থ [স] *ক্রিবিণ* স্বর্গে যাওয়ার জন্য। 'যে অজ্ঞানিপুরুষেরা স্বর্গার্থ কর্ম্ম করে তাহাদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্বর্গী *বি* স্বর্গের দূত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

স্বর্গীয় [স] **১** *বি* (ধর্মীয়বিশ্বাস) স্বর্গীয় দূত; এঞ্জেল; ফেরেশতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* প্রয়াত। 'স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। **৩** *বিণ* মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবেন এমন। 'শহীদগণের মৃতদেহ অন্বেষণ করিয়া ... স্বর্গীয়, নারকীয় ... বাছিয়া লইতে হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **৪** *বিণ* স্বর্গজাত। 'কিন্তু সে প্রেম স্বর্গীয়।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **৫** *বিণ* অপার্থিব। 'জ্ঞানের চেয়ে আনন্দ বেশি স্বর্গীয় বলে মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৬** *বিণ* স্বর্গের। 'স্বর্গীয় শান্তিবারি মেঘের আশ্রয়ে ঝরিতেছে।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

স্বর্গীয়তা [স] *বি* বিশুদ্ধতা। 'গির্জা ... ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশের চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বর্গে চড়ে বসা *ক্রি* পরম নিশ্চিন্তে থাকা। 'বহুদিনের আশা কাল পূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বর্গেতর [স] *বিণ* স্বর্গের থেকে নিকৃষ্ট। 'মৃত্যুর পর স্বর্গেতর স্থানে গেলে মানুষকে বোধ হয়, অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্বর্গোদ্যান [স] (ধর্মীয়বিশ্বাস) *বি* স্বর্গের উদ্যান। 'স্বর্গোদ্যানস্বরূপ এই অতুলশোভাসম্পদ স্থানের সর্ববস্তুই অতীব মনোহর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বর্গোপম [স] *বিণ* স্বর্গের তুল্য। 'স্বর্গোপম জননীর অঙ্ক পরিহরি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

স্বর্ণ [স] **১** *বি* সোনা। 'স্বর্ণ ৫৯৮০০ তঙ্কা।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *বিণ* সোনালি। 'উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি, বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে, ধরারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **৩** *বি* মূল্যবান সম্পত্তি। 'আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনকালে সঞ্চয় করিনি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

স্বর্ণ-অগ্নি *বি* সোনালি রঙের আগুন। 'দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বর্ণ-অলংকার *বি* সোনার তৈরি অলংকার। 'মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলংকার, সঁপি দিয়া শৃঙ্খল তোমার নিতে পারি নিজ দেহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বর্ণ-আলোক *বি* সোনালি আলো। 'সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার, স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বর্ণকঙ্কণ [স] *বি* সোনার কাঁকন। 'স্বর্ণকঙ্কণের ঝনৎকার আবার যেন সে শুনিতে পাইল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বর্ণকণা [স] *বি* সোনার কণা। 'উর্ধ্বশির তেঁতুল; কাঁঠাল, যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণকপিশ [স] *বিণ* গেরুয়া। 'তাহার মস্তকে স্বর্ণকপিশ জটাভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্বর্ণকমল [স] *বি* স্বর্ণরূপ পদ্মফুল। 'এখানে নিরন্তর অনুপম দিব্য স্বর্ণকমল সকল বিকশিত হইয়া আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বর্ণকরোজ্জ্বল [স] *বিণ* সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত। 'যাঁদের প্রতিভা ইতালিকে স্বর্ণকরোজ্জ্বল করে রেখেছিল সেইসব ভাবুক ও সাহিত্যিক ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বর্ণকলস [স] *বি* সোনার কলস। 'মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বর্ণকান্তি [স] **১** *বি* সোনার সৌন্দর্য। 'স্বর্ণকান্তি ধরি ফুলকুল ফোটে নিত্য।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বি* সোনালি আভা। 'রৌদ্রকিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্বাঙ্গে যেন ঝলমল করিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বর্ণকার [স] *বি* সোনা দিয়ে অলঙ্কার তৈরি করে যে। 'কাজি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া স্বর্ণকারকে কহিলেন ...।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

স্বর্ণকুক্ষী [স স্বর্ণকুক্ষি] *বিণ* গর্ভে স্বর্ণরূপ সন্তান ধারণকারী। 'স্বর্ণকুক্ষী রত্নগর্ভা জননী তোমার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

স্বর্ণ-কুহেলিকা *বি* সোনালি আলোর মায়াজাল। 'ক্ষণিক প্রদোষে, মিলাইল লয়ে তার স্বর্ণ-কুহেলিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বর্ণকূল [স] **১** *বি* স্বর্ণপুরী। 'অকূল আকুল শোক দুলে রে, ধায় কোন দূর স্বর্ণ-কূলে রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* সোনালি পুবাকাশ। 'বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের স্বর্ণ কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বর্ণ গোট [স স্বর্ণ>] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'বাজু হাতের কড়া স্বর্ণ গোট চাবির সিকলি; চন্দ্রহার গোলমল পাওজর ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বর্ণচক্ররথ [স] *বি* সোনার চাকাওয়ালা রথ। 'সারথি সহ স্বর্ণচক্ররথে উদয় অচলে আসি দরশন দিলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণচাঁপা [স স্বর্ণচম্পা] *বি* ফুলবিশেষ। 'উচ্চশাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

স্বর্ণচামেলি *বি* সোনারঙা চামেলি ফুলবিশেষ। 'সে কোন স্বর্ণচামেলি বনের আভায় এ মাটি হল বিভুঁই?' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

স্বর্ণ-চুড়ি [স স্বর্ণ+চুড়ি] *বি* সোনার চুড়ি। 'কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণ-চুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্বর্ণচূড় [স] *বিণ* সোনার চূড়াবিশিষ্ট। 'লোকটির নাম বদলে তাঁকে স্বর্ণচূড় বলতে ইচ্ছে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'স্বর্ণচূড় শাহী আমামায় ঢেকে দিও দীর্ণ শির মোগলবিলাসে।' *হোসেন*, ১৯৪০।

স্বর্ণচূড়া [স] *বি* সোনালি রঙের শিখর। 'ত্রিলোকেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বর্ণছাদ *বিণ* সোনালি শিখর। 'স্তম্ভ সারি সারি ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

স্বর্ণচ্ছটা [স] *বি* সোনালি আভা। 'কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বর্ণ জুবিলী [স স্বর্ণ+ই জুবিলী] *বি* ৫০ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে উৎসব। 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ ও হীরক জুবিলী দেখিয়াছি।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫।

স্বর্ণডিম্ব [স] *বি* সোনার ডিম। 'সরকারের শুল্ক-হংস স্বর্ণডিম্ব প্রসব করা বন্ধ করে দেবে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্বর্ণতট [স] *বি* স্বর্ণময় তীর। 'যে কল্পতরু নন্দনকাননে, মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে প্রভাময়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণতন্ত্র [স] *বি* সোনার তার। 'দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র/ ঝনন রণন স্বর্ণতন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বর্ণথালি [স স্বর্ণস্থালি] *বি* সোনার থালা। 'তাহাকে একখানি স্বর্ণথালির মত দেখি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

স্বর্ণপক্ষ [স] *বি* সোনার পাখা। 'মাটিতে লুটানো আজ সেই স্বর্ণপক্ষ, তনুতল।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

স্বর্ণ পঞ্চনরি [স স্বর্ণ>] *বি* সোনার তৈরি অলঙ্কারবিশেষ। 'তাহারা ... স্বর্ণ পঞ্চনরি, পাসা, ঝুমকা, ইত্যাদি পরেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বর্ণপথ [স] *বি* স্বর্ণনির্মিত পথ। 'সুপ্রশস্ত স্বর্ণপথ দিয়া চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণপাত্র [স] *বি* সোনার তৈরি পাত্র। 'সিংহের দুগ্ধ স্বর্ণপাত্রে রয় মেটেপাত্রে দিলে ওমন কেমন দেখায়।' *লালন*, ১৮৯০।

স্বর্ণপিঞ্জর [স] *বি* সোনা দিয়ে তৈরি খাঁচা। 'পাখীকে স্বর্ণপিঞ্জরে ... প্রতিপালন করিলেও সে যেমন আপন প্রিয় নিকেতন বন বিস্মৃত হইতে পারে না।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

স্বর্ণপুতলী *বি* সোনার পুতুল। 'নরেন্দ্র সমীপে দাঁড়ায় – উজ্জ্বল স্বর্ণপুতলীর দল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণপুরী [স] *বি* স্বর্ণময় প্রাসাদ। 'আজ সেই-সব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত [স] *বিণ* সোনালি আলোয় উজ্জ্বল। 'দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যূষকাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্বর্ণপ্রসবিনী [স] *বিণ* স্বর্ণ ফলায় এমন। 'উর্বরতায় যাহাকে বলে স্বর্ণপ্রসবিনী ভূমি।' *তারা*, ১৯৪০।

স্বর্ণবণিক [স] *বি* সোনার ব্যবসায়ী; হিন্দু বণিক সম্প্রদায়বিশেষ। 'স্বর্ণবণিক এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

স্বর্ণবিভা [স] *বি* সোনার আলোক। 'তারুণ্যের স্বর্ণবিভা, চিবুক-নিটোল শুভ্রতার।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

স্বর্ণবিভূষিত [স] *বিণ* সোনা দিয়ে অলঙ্কৃত। 'প্রত্যেক পত্র স্বর্ণ বিভূষিত।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্বর্ণবীণা [স] *বি* সোনার তৈরি বীণা। 'স্বর্ণবীণা করে, গাইছে মধুর গীত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণবেত্র [স] *বি* সোনার বেত। 'স্বর্ণবেত্র ধারণ করে ও দেউলের সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

স্বর্ণমণ্ডিত [স] *বিণ* স্বর্ণখচিত। 'স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বর্ণময় [স] **১** *বিণ* সোনার তৈরি। 'এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে স্বর্ণময়।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ* সোনালি। 'সায়াহ্নে প্রশান্ত রবি স্বর্ণময় মেঘমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বর্ণময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* স্বর্ণখচিত। 'কত দূরে শোভিল অম্বরে স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণ-মায়ামৃগ [স] *বি* জাদু দিয়ে তৈরি সোনার হরিণ। 'এই স্বর্ণ-মায়ামৃগ তোমারে দিয়েছে ধরা?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বর্ণমুদ্রা [স] **১** *বি* স্বর্ণের মুদ্রা। 'দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতের মল বন্ধ স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* গিনি; ইংল্যান্ডের পুরানো সোনার মুদ্রাবিশেষ। 'আমাদের দেবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছু ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

স্বর্ণমৃগ [স] *বি* সোনার হরিণ। 'স্বর্ণমৃগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১; 'স্বর্ণ-মৃগ সম করি/ পলাতক দিগন্ত-শিকার।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বর্ণমূর্তি [স] *বি* সোনার প্রতিমা। 'স্বর্ণমূর্তি।' *বিদ্যা*, ১৮৬০; 'অনুমোদন ভিক্ষা করছেন সীতার স্বর্ণমূর্তিকে পার্শ্বে নিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য।' *মুখলেস*, ১৯৭০।

স্বর্ণমূল্য [স] *বিণ* অত্যন্ত উচ্চমূল্যের। 'এই রাজাধিরাজ বাস্তিত স্বর্ণমূল্য সামগ্রী ... পারসীক বণিকগণের করায়ত্ত হইয়া পড়িল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বর্ণমেঘ [স] *বি* সোনালি রঙের মেঘ। 'তাই আমি খুঁজিতেছি। সূর্যাস্তের স্বর্ণমেঘস্তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বর্ণযুগ [স] *বি* অত্যন্ত ভালো সময়। 'মুসলমানের স্বর্ণযুগ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

স্বর্ণরথ [স] *বি* সোনালি রথ। 'সূর্য আসেন স্বর্ণরথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্বর্ণরাগ [স] *বি* সোনালি আভা। 'আকাশ থেকে আকাশে সূর্যকিরণের যে স্বর্ণরাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বর্ণরেখা [স] *বি* নদীবিশেষ। 'স্নান করি স্বর্ণরেখা নদী ধন্য করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্বর্ণরেণু [স] *বি* সোনার কণিকা। 'অরুণ-আলোর স্বর্ণরেণু মাখা হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'সুবর্ণরেখার বালিতে পানিতে স্বর্ণরেণু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্বর্ণলঙ্কা [স] *বি* স্বর্ণের মতো ঐশ্বর্যপূর্ণ লঙ্কা নগর। 'বৈরিদল বেড়ে স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ছাই হয়ে গেছে প্রতীকী স্বর্ণলঙ্কা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

স্বর্ণলতা [স] *বি* লতাবিশেষ। 'শুনি কথা স্বর্ণলতা আছাড়িয়া পড়ে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

স্বর্ণলতিকা [স] *বি* বনলতাবিশেষ। 'তোমার শিখরে ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলতিকা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্বর্ণলেখা [স] **১** *বি* উজ্জ্বলতা। 'যেথা স্বর্ণলেখা জগতের প্রাতঃকালে দিয়েছিল দেখা আদি অন্ধকার-মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* সোনালি অক্ষর। 'মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

স্বর্ণশস্যময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* সোনার ফসলে পূর্ণ। 'স্বর্ণশস্যময়ী হেথাকার ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

স্বর্ণশস্যশালিনী [স] *বিণ* সোনার ফসল ফলে এমন। 'আমাদের স্বর্ণশস্যশালিনী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বর্ণশিঞ্জির *বি* সোনার নূপুর। 'পায়ে উঠল স্বর্ণশিঞ্জির ও পদাঙ্গুরীয়।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

স্বর্ণশীর্ষ [স] *বিণ* সোনালি রঙের শিষ আছে এমন। 'শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্বর্ণশ্যেন [স] *বি* সোনালি বাজপাখি। 'বিশ্বনবীর রশ্মিদীপ্ত স্বর্ণশ্যেন নিখিল ভুবনে মেলেছে সে পাখা।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

স্বর্ণসিংহাসন [স] *বি* সোনার তৈরি সিংহাসন। 'গোপুরের স্বরূপনারাণ স্বর্ণসিংহাসনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বর্ণসুধা [স] *বি* সুবর্ণময় সুধা। 'স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্বর্ণসিন্দুর [স] *বি* পারদ ও গন্ধকঘটিত কবিরাজি ঔষধবিশেষ। 'খলের মধ্যে ডালিমের রসের সঙ্গে স্বর্ণসিন্দুর মেড়ে জিভ দিয়ে চেটে চেটে খেতে লাগলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

স্বর্ণসীতা [স] *বি* সোনা দিয়ে বানানো সীতা মূর্তি। 'স্বর্ণসীতা গড়ে পাশে বসাতে পারেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্বর্ণসূর্যরশ্মি [স] *বি* সোনালি সূর্যকিরণ। 'বাতাসেরা রুদ্ধশ্বাস আর লাখো-লাখো স্বর্ণসূর্যরশ্মি হানে মর্মভেদী রূঢ়।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

স্বর্ণ-স্বাক্ষর [স] *বি* উজ্জ্বল নিদর্শন। 'এও এক মহাবৈপ্লবিক সুদূরপ্রসারী স্বর্ণ-স্বাক্ষর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্বর্ণ স্মিতি [স স্বর্ণ>] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণ স্মিতি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্বর্ণহাঙর *বি* সোনালি হাঙর। 'না জানি কোন স্বর্ণহাঙর শূন্য হাওয়ার গ্রাস গিলছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

স্বর্ণহার [স] *বি* সোনার মালা। 'কণ্ঠে বহুবিধ মণিমুক্তা স্বর্ণহার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্বর্ণাক্ষর [স] *বি* সোনার তৈরি অক্ষর। 'সম্মুখেই রাজবাটির প্রবেশ-দ্বারে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

স্বর্ণান্বেষী [স] *বিণ* সোনা অনুসন্ধানকারী। 'একজন বড় স্বর্ণান্বেষী পর্যটক।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

স্বর্ণাভ [স] *বিণ* সোনালি আভাযুক্ত। 'জার্মান মহিলার স্বর্ণাভ কুন্তল অনেকাংশে হীন।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

স্বর্ণাভরণ [স] *বি* সোনা দিয়ে তৈরি অলঙ্কার। 'সে ... স্বকর্মে আসিয়া স্বামির নিকট স্বর্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

স্বর্ণাভা [স] *বি* সোনালি রঙের আভা। 'দিগন্তে স্বর্ণাভা: দূরে আলোর ইঙ্গিত।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

স্বর্ণায়ু [স] *বিণ* স্বর্ণোজ্জ্বল। 'পদ্মার কি মেঘনার নীলকণ্ঠ স্বর্ণায়ু জটায়।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫১।

স্বর্ণালঙ্কার [স] *বি* সোনার গহনা। 'খোজেস্তা বিস্তর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

স্বর্ণোজ্জ্বল [স] *বিণ* সোনার মতো উজ্জ্বল। 'তার পশ্চিমদিগন্তে পেনসনের অবিচলিত স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'জানালা দিয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্যালোকের দিকে তাকায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্বর্লোক [স] *বি* স্বর্গ। 'ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

স্বলিখিত [স] *বিণ* নিজে লিখেছে এমন। 'এই লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

স্বল্প [স] **১** *বিণ* খুব অল্প। 'আমাদের সহায় সম্পদ অর্থবল লোকবল লেখক পাঠক সমস্ত স্বল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* অল্পবয়সী। 'তাহার এই স্বল্প জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বল্প-আয়ু [স] *বিণ* ক্ষণজীবী। 'স্বল্প-আয়ু এ জীবনে যে-কয়টি আনন্দিত দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বল্পখ্যাত [স] *বিণ* খুব বিখ্যাত নয় এমন। 'আমরা বহুখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত বাঙালির পরিচয় পাই যাঁরা প্রত্যেকে প্রাতিস্বিকতাসম্পন্ন।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বল্পচেতন [স] *বিণ* সামান্য ধারণা রাখে এমন। 'আমাদের সমাজে একটা সেক্স সম্বন্ধে আরেকটা সেক্স একান্ত স্বল্পচেতন?' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্বল্পজল [স] *বিণ* অল্প জলবিশিষ্ট। 'স্বল্পজল নদীর মতো বুদ্ধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বল্পজীবী [স] *বিণ* অল্প আয়ুসম্পন্ন। 'একজন স্বল্পজীবী মানুষের পক্ষে এই বা কম কী!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বল্পজ্ঞান [স] *বিণ* জ্ঞানের স্বল্পতা আছে এমন। 'এখানে কেবল যে দুর্বলচেতা ও স্বল্পজ্ঞান মানুষের কথা বলছি তা নয়।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

স্বল্পতা [স] *বি* অপ্রতুলতা। 'তাহার প্রমাণ পদের স্বল্পতা।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

স্বল্পতা-বশত [স] *ক্রিবিণ* স্বল্পতার কারণে। 'সামর্থ্যের স্বল্পতা-বশত যদি বা আমাদের কাজ অসম্পূর্ণও হয়, তবু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্বল্পতাহেতু [স] *ক্রিবিণ* অল্প হওয়ার কারণে। '... থুতনি এবং নাকের ব্যবধান স্বল্পতাহেতু বেঢপ দেখায় ...।' *শওকত*, ১৯৭২।

স্বল্পদৃষ্টি [স] *বিণ* ভালো দেখতে পায় না এমন। 'এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বল্পপরিসর [স] *বিণ* ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ। 'অনন্য মানবসত্তা ক্রমান্বয়ে স্বল্পপরিসর।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

স্বল্পপ্রাণ [স] **১** *বি* স্বল্পায়ু জীব। 'এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **২** *বিণ* স্বল্পায়ু। 'অন্নদামঙ্গল স্বল্পপ্রাণ হলেও কাব্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪। **৩** *বিণ* অল্প বাতাস-পূর্ণ। 'স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি।' *হাই*, ১৯৫৪।

স্বল্পবল [স] *বিণ* দুর্বল। 'স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বল্পবাক [স] *বিণ* অল্প কথা বলে এমন। 'স্বল্পবাক কর্মচারী গদি থেকে উঠে দাঁড়ালো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

স্বল্পবিবাহ [স] *বি* স্বল্পসংখ্যক বিয়ে। 'নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্পবিবাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বল্পবুদ্ধি [স] *বিণ* সীমিত বুদ্ধির অধিকারী। 'নিজের স্বল্প বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে তাঁহাদের বিনা সাহায্যে যাহা-কিছু করে, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া ধিক্কার করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'বিদ্যালয়ের স্বল্পবুদ্ধি, অভ্যাসাশ্রয়ী সহকর্মীরা ... প্রতিভাবান পুরুষটিকে বিশেষ পাত্তা দেননি।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্বল্পবেতনভোগী [স] *বিণ* সামান্য পারিশ্রমিক পায় এমন। 'স্বল্পবেতনভোগী, ভিন্নস্থানবাসী রেকর্ডকারী কর্মচারিগণ সামান্য সামান্য লোভের বশীভূত হইয়া।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

স্বল্পভাষ [স] *বিণ* কম কথা বলে এমন। 'এরা বাপের মত স্বল্পভাষ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্বল্পভাষণ [স] *বি* অতি অল্প কথা বলা। 'এঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্পভাষণে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্বল্পভাষী [স] *বিণ* কথা কম বলে এমন। 'এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'স্বল্পভাষী, কথা যায় বেধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্বল্পমান *বিণ* অল্প সম্মান লাভ করে এমন। 'স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বল্পরক্ত [স] *বিণ* অল্প রক্তবিশিষ্ট। 'রক্তস্বল্প দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বল্পশক্তি [স] *বিণ* কম ক্ষমতাসম্পন্ন। 'আপন স্বল্প শক্তি-অনুসারে আপন বাণীর অনুভূতিতে আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩; 'বাসের ভিতরে দুপাশে স্বল্পশক্তি বাতি।' *হাসান*, ১৯৬৩।

স্বল্পসঙ্গতি [স] *বিণ* অল্পবিত্ত; নিম্নবিত্ত। 'স্বল্পসঙ্গতি সম্পন্ন কৃষকেরা কৃষি ব্যবস্থাকে যান্ত্রিকীকরণের কথা কল্পনাও করিতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

স্বল্পসভ্য [স] *বিণ* অল্পশিক্ষিত; অল্পশিষ্ট। 'আমাদিগকে স্বল্পসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বল্পস্থায়ী [স] *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'নতুনের মতো এমন স্বল্পস্থায়ী জিনিষ আর কিছুই নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বল্পাক্ষর [স] *বি* অতি অল্পবর্ণ। 'স্বল্পাক্ষরে সর্বদেবের করিনু বন্দন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

স্বল্পাঙ্গ [স] *বিণ* অপূর্ণাঙ্গ। 'পুরাকালীন জীবন স্বল্পাঙ্গ ছিল।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বল্পাধিক [স] *বিণ* কমবেশি। 'পরম সুন্দরের স্বল্পাধিক স্পর্শ অনুভব করিয়ে গেল।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বল্পাবয়ববিশিষ্ট [স] *বিণ* ছোট সংগঠনবিশিষ্ট। 'নগরের ভাষা দৃঢ়বদ্ধ, ঘন সংশ্লিষ্ট, স্বল্পাবয়ববিশিষ্ট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্বল্পাবশিষ্ট [স] *বিণ* সামান্য অবশিষ্ট আছে এমন। 'একটি স্বল্পাবশিষ্ট পেনসিল, আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত একটি ভোঁতা কলম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বল্পাবৃত [স] *বিণ* অল্প বস্ত্রে আবৃত। 'স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বল্পায়তন [স] *বিণ* কম আয়তনবিশিষ্ট। 'একে স্বল্পায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয় ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

স্বল্পায়ু [স] *বিণ* অল্প আয়ুবিশিষ্ট। 'কলিকাতার ক্ষীণজীর্ণ স্বল্পায়ু কেরানিদের লইয়া সে কী করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বল্পালোকিত [স] *বিণ* অতি অল্প আলোকিত। 'স্বল্পালোকিত তৃতীয়

শ্রেণীর কামরার মধ্যে ওই বুড়িটাকে অত্যন্ত কদর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বল্পাহার [স] *বিণ* অল্প খাদ্য। 'এ কথা সত্য বটে স্বল্পাহার এবং অনুহার প্রবৃত্তিনাশের একটি উপায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্বল্পাহারশীর্ণ [স] *বিণ* কম খাওয়ার দরুন শুকনা। 'দেখিলাম ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

স্বল্পাহারী *বিণ* অল্প খায় এমন। 'স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বল্পীভূত [স] *বিণ* কমে গেছে এমন। 'বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসংখ্যা স্বল্পীভূত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্বশক্তি [স] *বি* আত্মশক্তি। 'বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলে, কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলম্বিনী হইল ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'নিধানশক্তি স্বশক্তির প্রভাবে প্রাণ কারণ এবং ধারণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বশাসন [স] *বি* স্বায়ত্তশাসন। 'নাগরিক স্বশাসনের উচ্ছেদ, স্থলপথে যাতায়াত ব্যবস্থার ভাঙন – এসবই ঘটে রেনেসাঁসের কালে।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বশ্রমজীবী [স] *বি* স্বাধীন পেশার মানুষ। 'এখন আসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বশ্রেণী [স] **১** *বি* স্বজাতি। 'আপনারদের স্বশ্রেণী লোক সপরিবারে আনয়ন করিতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **২** *বিণ* একই শ্রেণীভুক্ত। 'তুমি যদি আমার স্বশ্রেণী না হও।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্বসঙ্গিবর্গ [স] *বি* আপন সঙ্গীবৃন্দ। 'দস্যু স্বসঙ্গিবর্গ বাহিরে রাখিয়া স্বয়ং বাটীতে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

স্বসদৃশ [স] *বিণ* নিজের মতো। 'বৃক্ষেরদিগকে স্বসদৃশ সুবাসিত করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্বসমাজ [স] *বি* নিজ সম্প্রদায়। 'ইংরেজী শিক্ষা বিমুখ স্বসমাজের মানুষের সমস্যাও তাঁদের বিচলিত করেনি।' *শরীফ*, ১৯৭০।

স্বসমুখ [স] *বিণ* স্বঘোষিত। 'স্বসমুখ সে কোন দেবতার স্থিরাচারী সম্ভাষে ...।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

স্বসম্পর্কীয় [স] *বিণ* ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। 'স্নেহাবিষ্ট স্বসম্পর্কীয় কেহ হয়েন তবে তাঁহাকে গৃহ হইতে দূরীকরণ করিতে পারেন না।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্ব-সম্পূর্ণ [স] *বিণ* স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'বলাটাই স্ব-সম্পূর্ণ সত্য।' *মানিক*, ১৯৩৫।

স্বসম্প্রদায় [স] *বি* নিজের সম্প্রদায়। 'সবলেই স্বসম্প্রদায় অনুসারে ও-গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

স্বসম্মত [স] *বিণ* স্বেচ্ছাকৃত। 'স্বস্তি আদি সাদর লেখিলা স্বসম্মত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বসা, স্বসৃ [স] *বি* বোন। 'তখনি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হই সন্তস্বসা।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্বসৃভাবাপন্ন [স] *বিণ* বোনের মতো। 'এই সকল স্বসৃভাবাপন্ন পুরাতনী উষাগমের মধ্যে প্রথমা অপরার পশ্চাৎ প্রত্যহ গমন করেন।' *অবন*, ১৯২৫।

স্বসাধ্যমত [স] *ক্রিবিণ* নিজের শক্তি অনুযায়ী। 'পবন যেন ... স্বসাধ্যমত মহা বল প্রকাশে প্রলয়ঝড় উপস্থিত করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

স্বসাময়িক [স] *বিণ* সমকালীন। 'স্বসাময়িক কৃষ্ণের বিশ্বাসঘাতকতা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'রূপ ও সনাতন তঁহাদের স্বসাময়িক প্রধান প্রধান লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বসৃভাবাপন্ন দ্র **স্বসা**

স্বস্তি [স] **১** *বি* চিঠির শুরুতে লেখা মঙ্গলসূচক শব্দ। 'স্বস্তি আগে লিখিআ লিখিল ধনপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সুখ। 'পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বস্তিকর [স] *বিণ* স্বস্তিজনক। 'ব্যাপারটা বিশেষ স্বস্তিকর মনে হল না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

স্বস্তিবাক্য [স] *বি* মাঙ্গলিক বাক্য। 'বেদ উচ্চারণ করি স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

স্বস্তিবাচন [স] *বি* মঙ্গলকার্যের শুরুতে স্বস্তি শব্দ উচ্চারণ। 'প্রথমে সামান্যকাণ্ড – যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন।' *অবন*, ১৯১৯।

স্বস্তিভরা *বিণ* স্বস্তিভাবপূর্ণ। 'তার বর্তমান স্বস্তিভরা মনের পক্ষে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

স্বস্তিহীন [স] *বিণ* অমঙ্গলসূচক। 'সবশেষে স্বস্তিহীন কান্না নড়েচড়ে বেড়ায় ঘরের আনাচে কানাচে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

স্বস্তিক [স] *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী মাঙ্গলিক চিহ্নবিশেষ। 'স্বস্তিক সিন্দুর কজ্জল কর্পূর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্বস্তিকলাঞ্ছন [স] *বি* জার্মানির নাৎসি বাহিনীর স্বস্তিক চিহ্ন সংবলিত পতাকা। 'কূটাগার থেকে দেখা স্বস্তিকলাঞ্ছন বালখিল্য নাট্‌সীদের সমস্বর নামসংকীর্তন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বস্তিকা [স] *বি* হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী মাঙ্গলিক চিহ্নবিশেষ। 'থালার স্বস্তিকাগুলো মুছে ফেলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

স্বস্ত্যয়ন [স] *বি* আপদ দূর করার জন্য হিন্দু ব্রতানুষ্ঠানবিশেষ। 'আরোগ্যের কারণ অনেক স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করাইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

স্বস্ত্যয়নকারক [স] *বিণ* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী আপদদূরকারী স্বস্ত্যয়ন নামক অনুষ্ঠানকারী। 'স্বস্ত্যয়নকারক ব্রাহ্মণ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

স্বস্ত্যেন [স স্বস্ত্যয়ন] *বি* হিন্দু ব্রতানুষ্ঠানবিশেষ। 'এবার যেন আমার একটি মেয়ে হয়, এই সংকল্প করে কালি কিছু স্বস্ত্যেন করিবেন বলুন।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

স্বস্থ [স] **১** *বিণ* সুস্থ। 'ব্যক্তি স্বস্থ শরীর গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **২** *বিণ* সবল। 'যেথা মুকুরিত মহাশূন্য, সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক, দুরত্যয়, স্বস্থ, প্রগতিক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯। **৩** *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'জাতীয় ধারায় আজো যে পুরাপুরি স্বস্থ ও সুঅভ্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই।' *আজাদ*, ১৯৬০।

স্বস্থ হৈয়া *ক্রিবিণ* ধীরগতিতে। 'চারিবার প্রদক্ষিণ কৈল স্বস্থ হৈয়া।' *সুলতান*, ১৭০০।

স্বস্থান [স] **১** *বি* নিজ বাসস্থান। 'কয়ে এত স্বস্থানে প্রস্থান ভগবান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* মূল জায়গা। 'গাড়ি ফের স্বস্থানে লইয়া যা।' *কেরি*, ১৮০২।

স্বস্থানচ্যুত [স] *বিণ* মূল জায়গা থেকে আলাদা। 'কখনো তাহার মাথার ফুলের মালাটা টানিয়া স্বস্থানচ্যুত করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বস্থানীয় [স] *বিণ* নিজস্ব স্থানের; স্থানীয়। 'এখানকার স্বস্থানীয় প্রতিভা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বস্বভাবানুবর্তিতা, স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা [স] *বি* নিজ স্বভাব রক্ষা করার গুণ। 'আপন প্রকৃতি পরিপালন করিবার গুণকে ইন্‌ডিবিজুয়ালিটি অর্থাৎ স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা কহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্বস্বাধীন [স] *বিণ* নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন। 'স্বস্বাধীন হনু যেতে বিলম্ব না সয়।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

স্বস্বাবাস [স] *বি* নিজ নিজ ঘর। 'সভাপতির নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণান্তর সভ্যেরা স্বস্বাবাসে প্রস্থান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

স্বহস্ত [স] *বি* নিজের হাত। 'স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

স্বহস্তকৃত [স] *বিণ* নিজের হাতে করা হয়েছে এমন। 'আমাদের কল্যাণরূপিণী গৃহলক্ষ্মীর স্বহস্তকৃত রন্ধনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বহস্তকৃষ্ট [স] *বিণ* নিজের হাতে চাষ করা হয়েছে এমন। 'তাহাদের স্বহস্তকৃষ্ট ক্ষেত্র সকল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

স্বহস্তরচিত [স] *বিণ* নিজের হাতে তৈরি। 'আমাদের স্বহস্তরচিত শতগ্রন্থিময় কন্থা।' *প্রমথ*, ১৯১২।

স্বহস্তে [স] *ক্রিবিণ* নিজ হাতে। 'স্বহস্তে পেড়ে খাচ্ছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বহায় [স সহায়] ১ *বি* সাহায্যকারী। 'আমির স্বহায় হব পাবে মহারন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অবলম্বন। 'একাকি মারিব তারে না লিব স্বহায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বহাএ [স সহায়] *বি* সাহায্য। 'রাজ হংসিগন আনি করিব স্বহাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বহায়ন [স] *বি* সহায়তা। 'জেই জন না করে তোমার স্বহায়ন সেইজন কিবা হরি সেবার ভাজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্বহ্রিদয় [স সহৃদয়] *বিণ* সদাশয়। 'স্বহ্রিদয় করিহ না করিহ বৃদ্ধিমান।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বাংশ [স] *বি* নিজের অংশ। 'স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

স্বাক্ষর [স] ১ *বি* সই; দস্তখত। *ডানকান*, ১৭৮৫; 'সেটি তাঁহার স্বাক্ষর শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বি* অঙ্গীকার। 'কদাচারী হইয়াও ধর্ম্মসভার চাঁদায় স্বাক্ষর ...।' *কৌমুদী*, ১৮৩০। ৩ *বি* প্রভাব। 'বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিদ্যার স্বাক্ষর পড়েনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৪ *বি* চিহ্ন। 'আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'ভাসাইয়া দিবে তুমি মৃত্যুর স্বাক্ষর।' *আহসান*, ১৯৪৪। ৫ *বি* উপস্থিতি। 'বিশিষ্ট চিন্তা জনতার স্বাক্ষরেতে মিশে গেছে মাটির তলায়।' *আহসান*, ১৯৪৪।

স্বাক্ষর অভিযান [স] *বি* কোনো দাবি বা প্রস্তাবনার পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ। 'একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের দাবিতে সভা, শোভাযাত্রা, পোস্টারিং, প্রচারপত্র বিলি ও স্বাক্ষর অভিযান শুরু করেছেন।' *বেগম*, ১৯৭২।

স্বাক্ষরকার [স] *বি* স্বাক্ষরদাতা। 'সভায় প্রায় পঞ্চবিংশতি স্বাক্ষরকার উপস্থিত ছিলেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩২।

স্বাক্ষরকারি [স স্বাক্ষরকারী] ১ *বিণ* স্বাক্ষর করেছে এমন। 'কলিকাতার বাহির অর্থাৎ মফঃস্বল নিবাসি স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তি। 'কেবল ৫ জন ছাত্র ছিল ... স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে টাকা না পাওনের শঙ্কা না থাকিত তবে আরো অধিক বালক আসিত।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

স্বাক্ষরকারী [স] ১ *বি* স্বাক্ষর করেছে যে। 'নীচে স্বাক্ষরকারীর নিকট আপন নাম ও নিবাসসমেত সমাচার পাঠাইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বিণ* প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'পুস্তকালয়ের বিষয়ে প্রতিমাসেই অনেক ব্যক্তি স্বাক্ষরকারী হইতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

স্বাক্ষরবিহীন [স] *বিণ* দস্তখত নেই এমন। 'তার প্রেমিকের স্বাক্ষরবিহীন হস্তলিপি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬।

স্বাক্ষরিত [স] ১ *বিণ* স্বাক্ষরবিশিষ্ট। 'সম্পাদকসমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* স্বীকৃত। 'তবে ভস্মমসিপাতে স্বাক্ষরিত কর্ সর্বনাশ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

স্বাগত [স] ১ *বিণ* শুভকামনাসম্পন্ন। ''স্বাগত অনুজ্ঞাবাণী দ্বিজ করে বেদধ্বনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অভিনন্দন। 'দেবগণ, দেবীগণ, স্বাগত! আপনাদের কুশল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্বাগত করা *ক্রি* অভিনন্দিত করা। 'সাহিত্যিক বা মনীষীসমাজ যে উপরোক্ত প্রবণতা অথবা মতবাদকে স্বাগত করবেন না, এটাই প্রত্যাশিত।' *শিব*, ১৯৬০।

স্বাগতম [স] *বি* আগমন শুভ হোক জানিয়ে অভিনন্দন। 'স্বাগতম স্বাগতম।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বাগতসম্ভাষণ [স] *বি* সাদর অভ্যর্থনা। 'আর দিনের মত মুখের হাসির স্বাগতসম্ভাষণ নেই।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

স্বাচ্ছন্দ্য [স] ১ *বি* স্বচ্ছন্দতা। 'অস্মদ্দেশীয় বাসন্তিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'যে দেশে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য লোকের অভ্যস্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বি* সুখসুবিধা। 'যথেষ্ট বেতনভুক ডাক্তার প্রভৃতিরা সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বাচ্ছন্দ্যকর [স] *বিণ* স্বস্তিদায়ক। 'রুগ্ন সমাজের পক্ষে সুশৃঙ্খলা কিছুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্যকর নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

স্বাচ্ছন্দ্যনীতি [স] *বি* স্বচ্ছন্দতার রীতি। 'এ দেশের স্বাচ্ছন্দ্যনীতির সঙ্গে তাল রেখে গৃহস্থালী গড়া ...।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্বাচ্ছল্য [স] *বি* সচ্ছলতা। 'সংসারে স্বাচ্ছল্য ছিল।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

স্বাজাতিক [স] *বিণ* স্বজাতি সম্পর্কিত। 'তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। *বি* জাতীয়। 'দেশে দেশে আমরা মানুষকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯; 'এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বাজাতিকতা [স] *বি* স্বাজাত্যচিন্তা। 'একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'ন্যাশনালিজম বা স্বাজাতিকতার পথে এ-সমস্যার সমাধান ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৮।

স্বাজাত্য [স] *বি* নিজের জাতীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা। 'আমাদের ধর্মবুদ্ধি তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম পরিয়া নিজেরই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

স্বাজাত্য-অভিমান *বি* নিজের জাতীয় পরিচয় ও স্বার্থ নিয়ে অহংকার। 'স্বাজাত্য-অভিমানকে জলাঞ্জলি দিয়ে তবে তিনি আমাদের কাছে এসেছেন, এবং সেই মহিমাতেই তাঁর জীবন দীপ্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

স্বাজাত্যবাদী [স] *বিণ* নিজ সম্প্রদায় নিয়ে গর্বিত। 'ধর্মীয় ঐতিহ্যের

বড়াই এখানকার শহুরে স্বাজাত্যবাদীদের প্রধান সম্বল।' *শিব*, ১৯৫৬।

স্বাজাত্যবোধ [স] *বি* জাতীয়তাবোধ। 'আজকের দিনে যখন অতিহিংস্র স্বাজাত্যবোধ অসংযত ঔদ্ধত্যে উদ্যত হয়ে রক্তপ্লাবনে মানবসমাজের সমস্ত ভদ্রতার সীমানা বিলুপ্ত করে দিচ্ছে, তখনকার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সর্বমানবিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্বাতন্ত্রিক [স] *বিণ* ব্যক্তিতান্ত্রিক। 'স্বাতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রণালীতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বাতন্ত্র্য [স] ১ *বি* স্বকীয়তা; নিজস্বতা। 'প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৩ *বি* স্বাধীনতা। 'তোলে তারা স্বাতন্ত্র্যের গান – বাঁচাবে মোদের নাকি প্রতীচী কবল থেকে।' *আহসান*, ১৯৪৪।

স্বাতন্ত্র্যচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নিজের ইচ্ছায় চলে এমন। 'পাপীয়সী স্বাতন্ত্র্যচারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বাতন্ত্র্যধর্মী, স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী [স] *বিণ* আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'সে স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী, গোলে হরিবোলের জগতে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

স্বাতন্ত্র্যপর [স] *বিণ* ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 'স্বাতন্ত্র্যপর ইংরাজদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্বাতন্ত্র্যপরতা [স] *বি* ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। 'স্বাতন্ত্র্যপরতায় সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বাতন্ত্র্যবিলোপী [স] *বিণ* স্বাতন্ত্র্য বিনষ্টকারী। 'তারা অনেকে তাই বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্যবিলোপী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।' *শিব*, ১৯৬০।

স্বাতন্ত্র্যবোধ [স] *বি* নিজস্ব উপলব্ধি। 'ধর্ম-সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্যবোধও আবার এক ধরনের পৌত্তলিকতার জন্ম দিয়েছিল।' *আনিস*, ১৯৬৪।

স্বাতন্ত্র্যভাব [স] *বি* স্বকীয় ভাব। 'পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যভাবের অপেক্ষাকৃত অভাবই তাহার প্রধান কারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বাতন্ত্র্যহীন [স] *বিণ* নিজস্বতা নেই এমন। 'অন্যেরা সবাই নামধারী ব্যক্তি, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যহীন।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

স্বাতন্ত্র্যে [স] *ক্রিবিণ* আলাদাভাবে। 'কলিকাতার লিটেরেরি গেজেট স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশিত না হইয়া বাঙ্গাল হেরাল্ডভুক্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

স্বাতী [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'পাপিয়া পক্ষীই স্বাতী নক্ষত্রের জলের স্বাদ-গ্রহ অবগত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

স্বাতি [স স্বাতী] *বি* নক্ষত্রবিশেষ। 'কর ছাব্বিশ ভুবন পচিশ স্বাতি সতভিষা।' *গৌর*, ১৮২২।

স্বাদ [স] ১ *বি* আস্বাদ; জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করে পাওয়া অনুভূতি। *এডমন*, ১৭৯৩; 'যাহার স্বাদ লণ্ডনের যোত্র তাহার ছিল না।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* অনুভূতি। 'তাতে কেবল মানসিক স্বাদ খারাপ হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বাদগ্রহণ [স] *বি* আস্বাদনের অনুভূতি গ্রহণ। 'আহারে যাহার পক্ষপাতের সংযম আছে সেই করে স্বাদগ্রহণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বাদ হওয়া *ক্রি* তৃপ্তি হওয়া। 'গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

স্বাদহীন [স] *বিণ* স্বাদ নেই এমন। 'তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বাদিত *বিণ* স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছে এমন। 'ভাবনা, বা অনুভূতি – যা এখনো স্বাদিত হলো না।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

স্বাদিয়া [স স্বাদ>] *বিণ* স্বাদযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্বাদু [স স্বাদ>] ১ *বি* স্বাদ। 'ঐছে স্বাদু আর প্রসাদে না পাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* ভালো স্বাদবিশিষ্ট। 'স্বাদু নহিলে জাতি সে গেল ব্যঞ্জন খাইবে কে।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

স্বাদেশিক [স] ১ *বি* নিজ দেশবাসী। 'আমাদের স্বাদেশিকগণ সাধ্য বলিয়া গণ্যই করেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* স্বদেশের। 'স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বাদেশিকতা [স] *বি* স্বদেশপ্রীতি। 'ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'চিত্রে-নাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায়, ... জাতীয়তার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্বাদেশিকতাবোধ [স] *বি* নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'তিনি ভারতবাসীর মনে স্বাদেশিকতাবোধ জাগাতে প্রয়াসী হন।' *বেগম*, ১৯৫০।

স্বাধিকার [স] ১ *বিণ* স্বেচ্ছাকৃত। 'ইহা নিশ্চয় করিয়া রাজদ্বারে গিয়া স্বাধিকার ব্যাপার করিতে লাগিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫। ২ *বি* নিজেদের অধিকার। 'দেশের অধিকাংশ লোক স্বাধিকার উপলব্ধি এবং সেটা যথার্থভাবে দাবি করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৩ *বি* স্বাধীনতা। 'সচেতন হোক তারা স্বাধিকার সবারে জানায়ে।' *আহসান*, ১৯৪৪।

স্বাধিকারচ্যুত [স] *বিণ* নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত। 'দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বাধিকারপ্রমত্ত [স] *বিণ* নিজের অধিকার সম্পর্কে অন্ধ। 'যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্বাধিকারপ্রাপ্ত [স] *বিণ* নিজ অধিকার ফিরে পেয়েছে এমন। 'যদি প্রফুল্ল ... স্বাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া নয়নতারার মত কাছে থাকিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্বাধিকৃত [স] *বিণ* কর্ত্তৃত্বাধীন। 'যদি জয়বান জাতি স্বাধিকৃত দেশে বাহুল্য রূপে বসতি না করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

স্বাধীন [স] ১ *বিণ* আত্মনির্ভরশীল। 'স্ত্রীগণকে স্বাধীন করত মূর্খতার শৃঙ্খল হইতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ২ *বিণ* প্রতিবন্ধকতাহীন। 'তাহারা স্বাধীন ও সুখী ছিলেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯। ৩ *বিণ* বিদেশী লোকের দ্বারা শাসিত নয় এমন; সার্বভৌম। 'যে জাতি স্বাধীন সে জাতির লোকেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে কোন বাধা ও বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৪ *বিণ* মুক্ত। 'রাজভোগে থাক অপেক্ষা, স্বাধীন থাকিয়া, আহারের ক্লেশ পাওয়া সহস্র গুণে ভাল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৫ *বিণ* মৌলিক। 'দ্বিতীয় বৎসরে মধ্যে মধ্যে দুটি-একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বাধীনগতি [স] *বি* স্বাভাবিক প্রবণতা। 'আমাদের হৃদয়ের স্বাধীনগতিকে বাধা দিতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বাধীনচিত্ত [স] *বিণ* মুক্তমনা। 'পর-পদলেহন ত্যাগ করিয়া স্বাধীনচিত্ত উন্নত-শীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বাধীনচিত্ততা [স] *বি* নিজের মতো ভাববার মনোভাব। 'এই

স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ আজ ... দেখতে চাই।' *নজরুল*, ১৯৪০।

স্বাধীনচিন্তা [স] *বি* মুক্তচিন্তা। 'আমার সমস্ত বিদ্যা স্বাধীন-চিন্তাপ্রসূত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'স্বাধীন চিন্তার বালাই দেশে থাকবে না।' *পাশা*, ১৯৭১।

স্বাধীনচেতা [স] **১** *বিণ* স্বেচ্ছাধীন; স্বমতাবলম্বী। 'এরা যে নিজেদের ... স্বাধীনচেতা এবং পুরুষশার্দূল বলে প্রমাণ করে।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **২** *বিণ* স্বাধীনতার চেতনাসম্পন্ন। 'স্বাধীনচেতা ও নীতিবিদ।' *এসলাম*, ১৯১৯।

স্বাধীনতা [স] **১** *বি* মুক্ত অবস্থা। 'আপন স্বাধীনতাবস্থাতে ত্যক্ত হইয়া ঈশ্বরের স্থানে একজন রাজার প্রার্থনা করিলেন।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* মুক্তি। 'স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা কোন কালেই অপ্রসিদ্ধ।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান।' *সম্বাদ ভাস্কর*, ১৮৪৯; 'ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে নিয়ে আসে স্বাধীনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'প্রজারা স্বাধীনতা পাইলে ...।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। **৩** *বি* বাধাহীনতা। 'এদের ধর্ম্ম-পথের স্বাধীনতা, রেখো না মা, আর রেখো না।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৪** *বি* ক্ষমতা। 'স্ত্রীলোকদিগকে বহির্গমন বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে।' *রাজ*, ১৮৭৪। **৫** *বি* পরাধীন নয় এমন অবস্থা। 'ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৬** *বি* বিদেশ কর্তৃক শাসিত নয় এমন। 'স্বাধীনতা রক্ষার জন্য।' *মশাররফ*, ১৯০৮। **৭** *বি* স্বাধীনভাবে কাজ করার সামর্থ্য। 'বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্বাধীনতা-উপার্জন [স] *বি* অনভিপ্রেত লোকাচার থেকে স্বাধীনতা লাভ। 'সংস্করণের অর্থ স্বাধীনতা-উপার্জন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্বাধীনতাকামী [স] *বিণ* মুক্তিকামী; স্বাধীনতা-প্রত্যাশী। 'স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসীর চিন্তা ও দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।' *সওগাত*, ১৯২৮; 'স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র – বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হউক।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্বাধীনতা দিবস [স] *বি* স্বাধীনতা অর্জনের স্মারক দিন। 'ঈদ-প্রীতি সম্মিলন ... স্বাধীনতা দিবস ... মিলাদ ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্বাধীনতাপহারী [স] *বি* স্বাধীনতাকে অপহরণ করতে চায় যে। 'স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বাধীনতা-প্রধান [স] *বিণ* স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এমন। 'য়ুরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

স্বাধীনতাপ্রিয় [স] *বিণ* স্বাধীনতা পছন্দ করে এমন। 'স্বাধীনতাপ্রিয় য়ুরোপের কর্তব্যনীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা [স] *বি* স্বাধীন মতামতের স্বতঃস্ফূর্ততা। 'তাঁর অসামান্য স্বাধীনতাপ্রিয়তা সদর্পে ফুটে বেরিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

স্বাধীনতাবস্থা [স] *বি* মুক্ত অবস্থা। 'আপন স্বাধীনতাবস্থাতে ত্যক্ত হইয়া ঈশ্বরের স্থানে একজন রাজার প্রার্থনা করিলেন।' *তারিণী*, ১৮০৩।

স্বাধীনতাবাদী [স] *বিণ* স্বাধীনতা-প্রত্যাশী। 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সংকোচ অনুভব করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বাধীনতাভক্ত [স] *বিণ* বাধাহীনতা পছন্দ করে এমন। 'স্বাধীনতাভক্ত বলে সে রাগরাগিণীর অসবর্ণ বিবাহের ছিল একনিষ্ঠ ঘটক।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

স্বাধীনতা-রক্ষা [স] *বি* সার্বভৌমত্ব রক্ষা। 'ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বাধীনতালুব্ধ [স] *বি* মুক্তিলোভী। 'দেখ, ভিড় দেখ স্বাধীনতালুব্ধের।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

স্বাধীনতাশূন্যতা [স] *বি* পরাধীনতা। 'বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক বাঙ্গালীদিগের স্বাধীনতাশূন্যতা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বাধীনতা সংগ্রাম [স] *বি* স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সংগ্রাম। 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহা সাহসী যোদ্ধার তিরোধান হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বাধীনতা-সমর [স] *বি* মুক্তিসংগ্রাম। 'ভারতের স্বাধীনতা-সমরের সেনানীগণের যথেচ্ছ গ্রেপ্তার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্বাধীনতাসুখ [স] *বি* স্বাধীনতার সুখ। 'বারেক যদিরে পাও এ আস্বাদ অধীন জীবনে স্বাধীনতাসুখ।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

স্বাধীনতাহীনতা [স] *বি* পরাধীনতা। 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

স্বাধীনত্ব [স] *বি* স্বাধীনতা। 'এক জন বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিক্‌প্রদেশে স্বাধীনত্বরূপে রাজত্ব করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্বাধীনত্বরূপে [স] *ক্রিবিণ* স্বাধীনতার সঙ্গে; স্বাধীনভাবে। 'এক জন বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিক্‌প্রদেশে স্বাধীনত্বরূপে রাজত্ব করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্বাধীন বাঙলা বেতার *বি* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রতিষ্ঠিত বেতারকেন্দ্র। 'স্বাধীন বাঙলা বেতারের কথা শুনেছ।' *পাশা*, ১৯৭১।

স্বাধীনবিবাহ [স] *বি* স্বাধীনভাবে পছন্দের মাধ্যমে বিয়ে। 'বাল্যবিবাহ গেলে ক্রমশই স্বাধীন বিবাহ আসিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বাধীনবুদ্ধি [স] *বি* মুক্তচিন্তা। 'ছাত্রেরা স্বাধীনবুদ্ধির কোনো পরিচয় দিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বাধীনবৃত্তি [স] **১** *বি* স্বনির্ভর পেশা। 'কৃষি বাণিজ্যাদি স্বাধীনবৃত্তি এবং সুরীতি ও সুনীতি শিক্ষা যে অত্যাবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। **২** *বিণ* স্বাধীন মনোভাবসম্পন্ন। 'উদ্যম স্ফুরিত স্বাধীনবৃত্তি মহাত্মারা বিন্ধ্য সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

স্বাধীনভর্তৃকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা [স] *বি* যে নায়িকা তার নায়ককে নিজের বশীভূত করতে সক্ষম। 'তারে গিয়ে হৃদে ধরি স্বাধীনভর্ত্তৃকা করি।' *ভারত*, ১৭৬০।

স্বাধীনভাবে [স] *ক্রিবিণ* অন্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তভাবে। 'এই দুই কেন্দ্র থেকে বালপাঠোপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা অনূদিত ও স্বাধীনভাবে রচিত হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

স্বাধীনমনা [স] *বিণ* মুক্তমনা। 'প্রত্যেক বিষয়ে স্বাধীন দেশের স্বাধীনমনা নারীদের প্রয়োজন বেশী।' *বেগম*, ১৯৪৭।

স্বাধীনমনোবৃত্তিসম্পন্না [স] *বিণ স্ত্রী* স্বাধীনচেতা। 'আমার বন্ধু লেখাপড়া-জানা স্বাধীনমনোবৃত্তিসম্পন্না মেয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্বাধীন সম্বন্ধ [স] *বি* সহজ সম্পর্ক। 'মহেন্দ্রের অনেকটা স্বাধীন সম্বন্ধ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বাধীনা [স] *বিণ স্ত্রী* মুক্ত। 'ইদানীং অনেকেই ইচ্ছা করেন, যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় স্বাধীনা হউন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'স্বেচ্ছাচারিণী, স্বাধীনা ... সাজশোভনা ললনা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

স্বাধীনী *বিণ স্ত্রী* নিজের অধীনস্থ। 'এ অধীনী তব স্বাধীনী শ্রীচরণ-দর্শনাভিলাষিণী।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

স্বানুবর্তিতা, স্বানুবর্ত্তিতা [স] *বি* নিজের আনুগত্য। 'পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্ত্তিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

স্বানুরূপ [স] *বিণ* নিজের মতো। 'স্বানুরূপ পুত্র।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

স্বান্ত [স] *বিণ* সর্বস্বান্ত। 'ভ্রান্ত অশান্ত স্বান্ত হইয়া অধৈর্য দোষে কদর্য্য।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বান্তঃকরণ [স] *বি* নিজের অন্তঃকরণ। 'রাজা শুনিয়া স্বান্তঃকরণে পরামর্শ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্বান্তর [স] *বি* নিজ অন্তর। 'শূন্যমূর্তি সাত বার স্বান্তরে ভাবেন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বান্তে *বি* সহৃদয় ব্যক্তি। 'সদনে আইল স্বান্তে হয়ে শোকযুত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বাপ [স] *বি* নিদ্রা। 'স্বাপ ভঙ্গ শার্দুলের তবু নাহি হৈল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

স্বাপক্ষ [স স্বপক্ষ] *বি* নিজের পক্ষ। 'ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গলেচ্ছুক ব্যক্তিরা এমত নিষ্ঠুর কর্ম্মে কেহ২ স্বাপক্ষ হইয়া বলেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

স্বাপ্নিকতা [স] *বি* কল্পনা; স্বপ্ন। 'তাঁদের চেষ্টার মধ্যে বাস্তববাদীর বুদ্ধি যতখানি ছিল, তার চাইতে অনেক বেশী ছিল আদর্শবাদীর স্বাপ্নিকতা।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

স্বাবকাশ [স] *বি* নিজ অবকাশ। 'স্বাবকাশ স্বতন্ত্র রূপে জীবিব।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

স্বাবর্তন [স] *বি* নিজেকে আবর্তন; লাটিমের মতো আবর্তন। 'ওর স্বাবর্তন অর্থাৎ নিজের মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘোরা খুবই দ্রুতবেগে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বাবলম্বন [স] *বি* স্বনির্ভরতা। 'এইরূপে আমাদের স্বাবলম্বন।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'এতে আমাদের স্বাবলম্বনের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

স্বাবলম্বনতা *বি* স্বনির্ভরতা। 'এই শক্তিহীনতা আমাদের নিজের কর্ত্তব্যে যেমন পরমুখাপেক্ষী করিতেছে তেমনি স্বাবলম্বনতা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

স্বাবলম্বী [স] *বিণ* আত্মনির্ভরশীল। 'তৎপরে শাবকসকল স্বাবলম্বী হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'বীরত্ব নামক গুণ স্বাবলম্বী গুণ নহে, উহা পরমুখাপেক্ষী গুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

স্বাভাবিক [স] **১** *বিণ* স্বভাবগত। 'তাহারা স্বাভাবিক চোর।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* প্রাকৃতিক। 'সুমাত্রা, যাবা (বা যব) প্রভৃতি দ্বীপ ইহাদের স্বাভাবিক আবাসস্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'বহ্নির স্বাভাবিক আবরণ ধূম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। **৩** *বিণ* সহজাত। 'অন্তরের একটি স্বাভাবিক সচেতন বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৪** *বিণ* প্রত্যাশিত। 'লেখক এবং পাঠকে যে সম্পর্ক সেইটেই স্বাভাবিক সম্পর্ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বাভাবিকতা [স] *বি* স্বভাবসিদ্ধতা। 'অনভ্যস্ত অলংকার পরিয়া উহাদের মুখশ্রীর স্বাভাবিকতা যেন চলিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'নিঃসঙ্কোচ স্বাভাবিকতাটাকে হিম করে ফেলছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

স্বাভাবিকভাবে [স] **১** *ক্রিবিণ* অকৃত্রিমভাবে। 'আমাদের অন্তঃকর সজীব হইয়া উঠিয়া বাহিরের সজীব শক্তিকে স্বাভাবিক গ্রহণ করিতে পারে। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮; 'তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশি হইবার আনুকূল্য পায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *ক্রিবি* প্রকৃতিগতভাবে। 'স্বাভাবিকভাবে নর-নারীর মধ্যে শ্রমবিভা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৭২।

স্বাভাবিকরূপে *ক্রিবিণ* স্বভাবতই; স্বাভাবিকভাবে। 'এই অংশে বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয় তুলিতে পারিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্বাভাবিকী [স] *বিণ* সহজাত। 'তাঁহারদের এ প্রকার স্বাভাবিকী শক্তি থাকিতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বাভাষিক [স] *বিণ* নিজ ভাষাভুক্ত। 'স্বাদেশিকতা এবং স্বাভাষিক আ স্বাজাতিক স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য অটুট রেখেই ...।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

স্বাভিপ্রায় [স] **১** *বি* ইচ্ছা। 'আমারদের স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করা সুকঠিন *দর্পণ*, ১৮৩৩। **২** *বি* নিজের ইচ্ছা। 'তিনি যে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

স্বাভিমত [স] *বি* নিজের মত। 'সাবধান হও যাহাতে তোমার স্বাভিমত বারণ হয় ...।' *দর্পণ*, ১৮২০।

স্বাভিলাষ [স] *বি* নিজ অভিলাষ। 'অবলার অম্বর ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয় স্বাভিলাষ পূর্ণ করিয়া ... গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

স্বামী [স] **১** *বি* পতি। 'স্বামীর নিজ ধন খুজন্তি কানাঞি।' *বড়ু*, ১৫৭০ **২** *বি* মালিক। 'শরভ কুলীন তুমি সকল পশুর স্বামী।' *মুকুন্দ* ১৬০০; 'তাহার পর তাহারা আঞ্জীর বৃক্ষকে বলিলেক, তুমি আইস আমাদিগের স্বামী হও।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৩** *বি* অভিভাবক 'স্বামীহীনের ন্যায় অশাসিত।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। **৪** *বি* গুরু 'জাহের আছে ত্রিসংসারে আমায় দয়া কর স্বামী।' *লালন*, ১৮৯০।

স্বামি [স স্বামী] **১** *বি* পতি। 'স্বামিরে ছাড়িলেক ভয় খণ্ডিলেক লাজ *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* মালিক। 'সে ... স্বকর্ম্মে আসিয়া স্বামি নিকট স্বর্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **৩** *বি* স্বত্বাধিকারী 'বাটীর স্বামীরদের নামও লিখিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

স্বামিত্ব [স] **১** *বি* স্বামীর অধিকার। 'যেপর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীর নিক থাকিবেক সেই পর্য্যন্ত তাহার স্বামিত্ব থাকিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৭। *বি* অধিকার। 'নারী আপন স্বত্ব-স্বামিত্ব বুঝিয়া আপনাকে নরের ন্যা শ্রেষ্ঠ স্থান করিতে চাহে।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'তাকে অপমান করবা যে-স্বামিত্ব তার আছে সেই অধিকার খাটাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বামিধ্যান [স] *বি* গভীরভাবে স্বামীর চিন্তা। 'অন্ধকার, নীর শিলাকর্কশ গুহামধ্যে একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলি চেতনা হারাইল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্বামিন [স] **১** *বি* প্রভু। 'স্বামিন্‌, তোমার আদেশ পালন হইল না *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** স্বামী। 'ওগো স্বামিন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্বামিনী [স] *বি স্ত্রী* প্রভু। 'আমার স্বামিনীকে একটু স্থান দেন *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

স্বামিপরতন্ত্রতা [স] *বি* স্বামীর অধীনতা। 'ইহাতে ভার্য্যা স্বামিপরতন্ত্রতা প্রাপ্তিই হয়।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

স্বামিসন্দর্শন [স] *বি* স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'আশা আর কিছুতে না – আর কিছুতে ছিল না, স্বামীসন্দর্শন কামনাতেই রহিল।' *বঙ্গদর্শ* ১৮৭৪।

স্বামিসহবাস [স] *বি* স্বামীর সঙ্গে বসবাস। 'অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'বাল্যকালে স্বামীসহবাস অথবা বিবাহিত রমণী, প্রগল্‌ভা দাসী ও পরিহাসকুশলা বৃদ্ধাদের সংসর্গে বালিকারা যথাসময়ের পূর্বেই যৌবনদশায় উপনীত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

স্বামীগৃহ [স] *বি* স্বামীর বাড়ি। 'মেয়েকে যদি স্বামীগৃহে পাঠানো অভিপ্রায় থাকে তবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্বামীঘাতিনী [স] *বি স্ত্রী* স্বামী হত্যাকারী। 'স্বামীঘাতিনীর স্থান কি ইহলোকে কোন স্থানে হইবে?' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

স্বামীজি [স স্বামী+হি জী] *বি* সাধুসন্ন্যাসী। 'আমি আসিয়াছি জানিয়া স্বামীজি খুশি হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'আমি জানি ঐ-সব স্বামীজিদের কী করে আদর-যত্ন করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্বামীদেবতা [স] *বি* স্বামীরূপ দেবতা। 'স্বামীদেবতা স্ত্রীর হস্ত হইতে এরূপ অর্ঘ্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে কখনো গ্রহণ করেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'সে বিমলার মনগড়া স্বামীদেবতা নয়।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

স্বামী-পরিত্যক্তা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামী কর্তৃক বর্জিত। 'বড়লোকের বাড়ির স্বামী-পরিত্যক্তা রূপসী বউ।' *বিমল*, ১৯৫৩।

স্বামীপাগলা *বিণ স্ত্রী* স্বামীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। 'আজকালকার মেয়েরা এতই স্বামীপাগলা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

স্বামীপূজা [স] *বি* স্বামীসেবা; প্রভু জ্ঞানে পতিসেবা। 'স্বামীপূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বামীপ্রাণ [স] *বি* প্রাণতুল্য স্বামী। 'তার স্বামীপ্রাণও স্নিগ্ধ হয়ে বাঁচত।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্বামীভীরু [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামীকে ভয় করে এমন। 'ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু মানুষ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

স্বামীরাক্ষস [স] *বি* স্বামীরূপ রাক্ষস। 'স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বামীসম্ভাষণ [স] *বি* স্বামীকে বরণ। 'কাপড় বদলাইয়া স্বামীসম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

স্বামীসুখ [স] *বি* স্বামীর সব আচরণে সুখী হওয়ার অবস্থা। 'এইরূপ স্বামীসুখ হইতে প্রতিহত হইয়া পুত্রহীনা তরুণী ধর্মে মন দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'স্বামীসুখ খুব কম মেয়ের ভাগ্যেই ঘটে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

স্বামীসুখাভিলাষিণী [স] *বিণ* স্বামীর সুখ প্রত্যাশী। 'তাঁর মতো স্বামীসুখাভিলাষিণী ... মরজগতে নিতান্তই দুর্লভ রে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্বামীসেবা [স] *বি* পত্নী কর্তৃক স্বামীর পরিচর্যা; পতিসেবা। 'অক্রোধে স্বামীসেবা যে করে।' *গৌর*, ১৮২২।

স্বামীসোহাগিনী [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামীর অতি প্রিয়। 'প্রমীলার মতো স্বামীসোহাগিনী হয়ে সহমরণ নয়, সহজীবন লাভ কর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্বামীস্বত্ব [স] *বি* স্বামীর অধিকার। 'স্বামীস্বত্বে স্বত্ববান বাংলার তাবৎ পুরুষপালই জব্দ হয়ে যাবেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্বামীহন্তা [স] *বিণ* স্বামী হত্যাকারী। 'স্বামীহন্তা জাএদাকে দেখিতে এজিদের বড়ই সাধ হইয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

স্বামীহীন [স] **১** *বি* অভিভাবক নেই যার। 'স্বামীহীনের ন্যায় অশাসিত।' *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫। **২** *বিণ* বিধবা। 'যাহারা অল্পবয়সে স্বামীহীন হইয়া পিতা ভ্রাতা কিম্বা দেবর শ্বশুরের ঘরে থাকে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

স্বায়ত্ত [স] **১** *বিণ* নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'অনেকপ্রকার চেষ্টা করিয়া আত্মসাৎ করিতে না পারিয়া কপট প্রণয় ব্যবহারে স্বায়ত্ত করিতে যত্ন করিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩; 'স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **২** *বি* নিজের অধীনতা। 'আমার স্বতন্ত্র সত্তা চেয়েছিলে স্বায়ত্তে আনিতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বায়ত্ত করা *ক্রি* নিজের আয়ত্তে আনা। 'যে জীবনীশক্তি আছে তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত করিতে পারি তাহার কারণ আমাদের নিজে জীবন আছে বলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

স্বায়ত্তশাসন [স] **১** *বি* নিজেদের দ্বারা শাসনের ক্ষমতা। 'রিপন আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** *বি* আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। 'ব্যতিক্রম, অপচার নিষিদ্ধ সে নৈরাজ্যে নিশ্চয়; পরিণতি স্বতঃসিদ্ধ, অনিবার্য স্বায়ত্তশাসন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮। **৩** *বি* স্বশাসন। 'মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী [স] *বি* স্বশাসনের কাঠামো। 'স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী যখন প্রবর্তিত হইল, তখন কোথায় তাহার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্বায়ত্তশাসনশীল [স] *বিণ* স্বায়ত্তশাসিত। 'স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলিও ইচ্ছা করিলে এই ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

স্বায়ত্তশাসিত [স] **১** *বিণ* স্বশাসিত। 'একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠনের জন্য বিশেষজ্ঞ মহলের পক্ষ থেকে দাবী করা হচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৭০। **২** *বিণ* সরকারি প্রতিষ্ঠান হলেও নিজস্ব আইন দ্বারা পরিচালিত। 'এই নীতি সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।' *বেগম*, ১৯৭২।

স্বারাজিক [স] *বিণ* স্বরাজ বা স্বাধীনতা সম্পর্কিত। 'স্বারাজিক ধর্মকর্মের বেশে গদা হাতে বেড়াতে পারল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বার্থ [স] **১** *বি* স্বীয় অর্থ; নিজের টাকা। 'ঐ পাঠশালা ... রায়চৌধুরী স্বার্থ ব্যয়ের দ্বারা স্থাপিত করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **২** *বি* নিজের প্রয়োজনসিদ্ধি। 'তাহাদিগের স্বার্থে বড় আঘাত করিয়াছিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **৩** *বি* বৈষয়িকতা। 'ওরে স্বার্থ, তুই কতটুক, তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্রহ্মাণ্ডের মুখ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **৪** *বি* সম্পদ বাড়ানোর লোভ বা চিন্তা। 'ক্ষমতা ও স্বার্থ-বিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বার্থকলঙ্কিত [স] *বিণ* স্বার্থের কারণে কলঙ্কিত। 'বুদ্ধি কি করে স্বার্থকলঙ্কিত হয়ে তার নিরঞ্জনত্ব হারিয়ে বসে ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

স্বার্থকোলাহল [স] *বি* স্বার্থ নিয়ে গোলযোগ। 'সংসারের স্বার্থকোলাহলের মাঝে মাঝে একটা পঞ্চম সুর সংযোগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বার্থগত [স] *বিণ* স্বার্থসংশ্লিষ্ট। 'বিভিন্ন জাতির মধ্যে আর্থিক-স্বার্থগত রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনারূপে থাকবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বার্থঘাতী [স] *বিণ* স্বার্থকে বিনাশ করে এমন। 'তাঁরা এই দলের জাতীয় স্বার্থঘাতী আচরণের প্রতিবাদও করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

স্বার্থজাল [স] *বি* জালের মতো স্বার্থচিন্তার বিস্তার। 'ইম্পীরিয়ালিজম স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বার্থ-ঝটিকা [স] *বি* স্বার্থরূপ ঝড়। 'বাংলার সাহিত্যিকদের বর্তমানের সীমাবদ্ধ স্বার্থ-ঝটিকার ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্বার্থতন্ত্র [স] *বি* স্বার্থ-চিন্তা। 'জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বার্থতরী [স] *বি* স্বার্থরূপ তরী। 'বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্বার্থত্যাগ [স] *বি* নিজের লাভ বা মঙ্গল বিসর্জন। 'স্বার্থত্যাগের একমাত্র উপায় একান্নবর্তী পরিবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৮৭।

স্বার্থত্যাগী [স] *বিণ* নিঃস্বার্থ। 'স্বার্থত্যাগী মোসলমান মহাপুরুষেরা।' *ফজ্‌লল*, ১৯১৩।

স্বার্থদানব [স] *বি* স্বার্থরূপ দানব। 'মহাকায় স্বার্থদানবের সহিত লড়াই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বার্থদীপ্ত [স] *বিণ* স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র। 'বিস্ফুলিঙ্গ, স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্বার্থধন [স] *বি* নিজের সম্পদ। 'দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্ব স্বার্থধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

স্বার্থপঙ্ক [স] *বি* স্বার্থরূপ কাদা। 'মুখে শাস্ত্র, স্বার্থপঙ্ক হৃদে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

স্বার্থপর [স] **১** *বিণ* নিজের ভালো দেখে এমন। 'স্ত্রী পরস্পরা দাহের রীতি স্বার্থপর।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **২** *বিণ* পক্ষপাতদুষ্ট। 'চিরকাঁদুনে মা আর তার স্বার্থপর স্নেহ।' *হাসান*, ১৯৬৩।

স্বার্থপরতন্ত্র [স] *বিণ* একান্ত স্বার্থের অধীন। 'অন্তঃকরণ স্বার্থপরতন্ত্র হইয়া আত্মসুখ সাধনেই ব্যগ্র থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বার্থপরতা [স] *বি* নিজের ব্যাপারে মগ্নতা। 'স্বার্থপরতাই যে মিত্রতার মূলীভূত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্বার্থপরায়ণ [স] *বিণ* অপরের সুযোগ-সুবিধা না দেখে কেবলি নিজের স্বার্থসাধনে তৎপর। 'আর এক বিষম কণ্টক ... সংস্কার বিরোধী সঙ্কীর্ণহৃদয় স্বার্থপরায়ণ সম্প্রদায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

স্বার্থপরায়ণা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বার্থের চিন্তা করে এমন। 'মতিবিবি এ স্থলে কেবলমাত্র স্বার্থপরায়ণা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

স্বার্থপাশ [স] *বি* স্বার্থের বন্ধন। 'মোচন করো স্বার্থপাশ মোচন করো হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বার্থ-পিশাচ [স] *বিণ* স্বার্থের জন্য পিশাচের আচরণ করে এমন; স্বার্থপর। 'স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর পাস রে মান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

স্বার্থপ্রধান [স] *বিণ* স্বার্থ প্রাধান্য পায় এমন। 'এই স্বার্থপ্রধান জগতে স্থায়িত্ব-লাভের আশা করতে পারে না।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্বার্থবাদী [স] *বি* স্বার্থপর। 'রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমী স্বার্থবাদীদের অনুকূল হইবে না।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

স্বার্থবিরোধ [স] *বি* স্বার্থসংক্রান্ত বিবাদ। 'এই স্বার্থ বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

স্বার্থবিরোধিতা [স] *বি* স্বার্থবিরুদ্ধ কাজ। 'গরীবদের স্বার্থবিরোধিত কোনো কিছু নাই।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

স্বার্থবিশিষ্ট [স] *বিণ* স্বার্থ আছে এমন। 'কমিটী গঠিত হইয়াছিল পরস্পর বিরোধী স্বার্থবিশিষ্ট সদস্যের সমবায়ে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

স্বার্থবিসর্জন [স] *বি* স্বার্থত্যাগ। 'আমাদের স্বার্থবিসর্জনের স্পৃ উদ্রেক করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বার্থবোধ [স] *বি* নিজের উপকার বা লাভ বিষয়ক চিন্তা। 'যেখা স্বার্থবোধ প্রবল সেখানে দয়াধর্ম রক্ষা করার চেষ্টাকে য়ুরোপ দুর্বল বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'হাজার স্বার্থবোধের মতোই একটি সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

স্বার্থরক্ষক [স] *বিণ* স্বার্থরক্ষাকারী। 'বড় ব্যবসায়ীর মুখপাত্র এ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষক।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

স্বার্থরক্ষা [স] *বি* অন্যের কাছ থেকে নিজের লাভকে রক্ষা কর 'তাহা স্বার্থরক্ষার পক্ষে উপযোগী নহে বটে, তথা মুসলমানদের ইতিহাসে দেখি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'রাষ্ট্র স্বার্থরক্ষা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্বার্থরত [স] *বিণ* স্বার্থপর। 'স্বার্থরত মানুষের শক্তি নিজের দিবে চিরদিন সংকুচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্বার্থশূন্য [স] *বিণ* স্বার্থ নেই এমন। 'এরূপ ... স্বার্থশূন্য প্র প্রীতির দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫ 'স্বদেশের প্রতি তাঁহার কী স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল!' *রবী* ১৮৮৫।

স্বার্থসংগ্রাম [স] *বি* নিজের মঙ্গলসাধনের প্রচেষ্টা। 'ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ নগরকোলাহল ও স্বার্থসংগ্রামের বাইরে ...।' *রবী* ১৯০৫।

স্বার্থসংশ্লিষ্ট [স] *বিণ* স্বার্থ জড়িত আছে এমন। 'নিতান্ত স্বার্থসং ব্যক্তি ছাড়া আর কারুরই আকর্ষণ থাকিবার কথা নয়।' *সওগা* ১৯৪৬।

স্বার্থসন্ধী [স] *বিণ* স্বার্থান্বেষী। 'স্বার্থসন্ধী পুরুষ প্রকৃ একদেশদর্শিতার ফলে দেশের বৃহত্তম নারীসমাজকে যে ঠকতে হ ...।' *বেগম*, ১৯৫৩।

স্বার্থসম্পর্কহীন [স] *বিণ* স্বার্থের সম্পর্ক নেই এমন। 'স্বার্থসম্পর্কহী তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্বার্থসম্বন্ধ [স] *বি* স্বার্থের সম্পর্ক। 'স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়ে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

স্বার্থসম্বন্ধীয় [স] *বিণ* স্বার্থসংশ্লিষ্ট। 'কৃষ্টিগত ঐক্য; ভাষামূলক ঐ স্বার্থসম্বন্ধীয় ঐক্য; এবং আদর্শমূলক ঐক্য।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্বার্থসমুদ্ভূত [স] *বিণ* স্বার্থযুক্ত। 'তাঁহাদের স্বার্থসমুদ্ভূত।' *নবনূ* ১৯১৬।

স্বার্থ-সর্ব্বস্ব [স] *বিণ* কেবল নিজের লাভ বোঝে এমন। 'স্বার্থ-সব যাজকদিগের কুসংস্কারময় আচার ও ধর্ম্মপ্রচার।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

স্বার্থসাধন [স] *বি* স্বার্থসিদ্ধি। 'রাজপুরুষেরা স্বার্থসাধন যত লক্ষ্যস্থলে রাখিয়াছিলেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

স্বার্থসিদ্ধি [স] *বি* নিজের হিতসাধন। 'স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ভারত ইংরাজকে কী দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এখানে কার্যসিদ্ধি মা স্বার্থসিদ্ধি নয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বার্থসীমাবদ্ধ [স] *বিণ* স্বার্থের সীমায় আবদ্ধ। 'মানুষের অন্তরে

দিকে পরমমানব, আর-এক দিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীবমানব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্বার্থসুখ [স] *বি* স্বার্থপূর্ণ সুখ। 'স্বার্থসুখ প্রবল হয়ে দেখা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্বার্থসুবিধা [স] *বি* নিজস্ব প্রয়োজন ও আনুকূল্য। 'শ্রেণীগত স্বার্থসুবিধা, জাতিগত স্বার্থসুবিধা – এই সব স্বার্থসুবিধা নিয়েই রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কারবার।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

স্বার্থসেবী [স] *বিণ* স্বার্থ-পরায়ণ। 'গেরুয়া বসন পরিহিত স্বার্থসেবী উদরপূজক।' *মোসলেম*, ১৯২৭।

স্বার্থহানি [স] *বি* স্বার্থনাশ। 'দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'প্রকৃত গুণী লোকের স্বার্থহানি হইয়া থাকে।' *মনসুর*, ১৯৪০।

স্বার্থহীন [স] *বিণ* স্বার্থ নেই এমন। 'স্বার্থহীন এমত উপদেষ্টা তাহারা কোথায় পাইবে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচারে যত, ধরণীরে সবচেয়ে করেছে বিক্ষত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

স্বার্থাধিকারী [স] *বিণ* স্বার্থের অধিকারী। 'কায়েমী-স্বার্থাধিকারী হিন্দু ভ্রাতারা এই কথাটি স্মরণ রাখিবেন।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

স্বার্থান্ধ [স] **১** *বিণ* নিজের স্বার্থে বিবেচনাহীন। 'কতকগুলি স্বার্থান্ধ তোষামোদপ্রিয় অর্থলোলুপ পারিষদবর্গ।' *প্রচারক*, ১৮৯৯; 'রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **২** *বি* কেবল নিজের ভালোর প্রতি মনোযোগী। 'স্বার্থান্ধদের ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি।' *বেগম*, ১৯৫৯।

স্বার্থান্বেষণ [স] *বি* নিজের লাভ অন্বেষণ করা। 'রাষ্ট্রতন্ত্রের অনেক পাপ ও দোষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দোষ হল এই স্বার্থান্বেষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বার্থান্বেষী [স] *বিণ* নিজের মঙ্গল বা লাভ খোঁজে এমন। 'মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক, স্বার্থান্বেষী।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

স্বার্থাহত [স] *বিণ* স্বার্থে আঘাত লাগে এমন। 'নিজেদের স্বার্থাহত মানসিকতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

স্বার্থী [স] *বিণ* স্বার্থবাদী। 'একদল সুবিধাশিকারী এবং কায়েমী স্বার্থীও পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

স্বার্থোদ্ধত [স] *বিণ* স্বার্থপরতায় হিতাহিত জ্ঞানহীন। 'বেদনারে করিতেছে পরিহাস স্বার্থোদ্ধত অবিচার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বার্থোদ্ধার [স] *বি* উদ্দেশ্য সাধন। 'ধর্ম্মগত ও জাতিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

স্বার্থোন্নতি [স] *বি* নিজের উন্নতি। 'স্বার্থোন্নতি তাহার লক্ষ্য ছিল না, মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'স্বার্থোন্নতিকে বলপূর্বক চাপিয়া রাখিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বালয় [স] *বি* নিজ গৃহ। 'অবশেষে বাবু স্বালয় হইতে আলয়২ শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বাশ্রয় [স] *বি* অপচয় থেকে রক্ষা। 'এতদর্থে বাতীর স্বাশ্রয় করিয়াছেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

স্বাশ্রিত [স] *বিণ* স্বাবলম্বী। 'স্বাশ্রিত লোক যাহাতে সুখী থাকে এ উত্তম লোকের কর্ত্তব্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্বাস [স শ্বাস] *বি* নিঃশ্বাস। 'স্বাসে সম্বাইল উদরে ছাওাল বাছুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বাস্তি, স্বাস্তী [স স্বস্তি] *বি* সোয়াস্তি; স্বস্তি। 'ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে বৈসে স্বাস্তি নাহি পাএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'অহোরাত্ জুদ্ধ করি স্বাস্তী নাহি পাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্বাস্থ্য [স] **১** *বি* স্বস্তি। 'তথাপিও মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* শরীরের সুস্থতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'চিকিৎসালয়ে বাস করিয়া স্বাস্থ্য হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০। **৩** *বি* আয়ু। 'ঈশ্বরানুগ্রহে কিঞ্চিৎকাল স্বাস্থ্য পাইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

স্বাস্থ্যকর [স] *বিণ* শরীরের জন্য উপকারী; স্বাস্থ্যসম্মত। 'প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ আমাদের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

স্বাস্থ্যকামনা [স] *বি* মঙ্গল প্রত্যাশা। 'গ্লাসে গ্লাস ঠুকিয়ে নববর্ষের স্বাস্থ্যকামনা করলে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র [স] *বি* যেখানে স্থানীয় জনসাধারণকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। 'এ অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।' *তারা*, ১৯৫৩।

স্বাস্থ্যক্ষয় [স] *বি* শারীরিক ভগ্নদশা। 'অকারণে অর্থব্যয়, স্বাস্থ্যক্ষয়, মানসিক অশান্তি।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

স্বাস্থ্যগত [স] *বিণ* শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত। 'ইলা মিত্রকে স্বাস্থ্যগত কারণে অবিলম্বে মুক্তিদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৩।

স্বাস্থ্যচর্চা [স] **১** *বি* শরীরচর্চা। 'কী অমিতোদ্যম স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা।' *অন্নদা*, ১৯২৯। **২** *বি* শারীরিক পরিচর্যা। 'রূপচর্চা স্বাস্থ্য চর্চার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্বাস্থ্যজনক [স] *বিণ* শরীরের জন্য উপকারী; স্বাস্থ্যকর। 'সমুদ্রের একটা স্বাস্থ্যজনক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব [স] **১** *বি* স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান। 'সেখানে অজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনাচার ছিল পর্বতপ্রমাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১; 'হেরম্বের মুখে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় উপদেশ শুনল।' *মানিক*, ১৯৩৫। **২** *বি* স্বাস্থ্যবিষয়ক শাস্ত্র। 'সেটা অর্থতন্ত্রের বা স্বাস্থ্যতন্ত্রের বা সৌন্দর্যতন্ত্রের ভুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্বাস্থ্যনাশ [স] *বি* স্বাস্থ্যহানি। 'ফলে মানুষের স্বাস্থ্যনাশের পথ উন্মুক্ত না হইয়া পারে না।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

স্বাস্থ্যনাশক [স] *বিণ* শরীর নষ্ট করে এমন। 'স্বাস্থ্যনাশক শিক্ষাপদ্ধতি এবং মহার্ঘতা প্রযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

স্বাস্থ্যনিবাস [স] *বি* দুর্বল, অক্ষম বা সদ্যরোগমুক্ত মানুষের জন্য নির্মিত আশ্রম; স্বাস্থ্যকেন্দ্র। 'নানা স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের চেষ্টা করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বাস্থ্যনীতি [স] **১** *বি* স্বাস্থ্যবিষয়ক নিয়ম-কানুন। 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান বিতরণ করিয়া ... আভিজাত্য ভুলিয়াছিলেন।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বি* স্বাস্থ্য ভালো নিয়ম। 'বাড়িতে স্বাস্থ্যনীতি প্রবর্তনের চেষ্টায় সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

স্বাস্থ্যপান [স] *বি* মদপানের সময়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। 'ডিনারের পর যাত্রীরা কাপ্তেনের স্বাস্থ্যপান এবং গুণগান করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বাস্থ্যপালন [স] *বি* দেহের সুস্থতা রক্ষা। 'তখন স্বাস্থ্যপালন করিতে পরস্পরকে সতর্ক করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

স্বাস্থ্যবতী [স] *বিণ স্ত্রী* সুস্থতাসম্পন্ন। 'প্রতি নারীকে রূপবতী স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহা হতে প্রেরণা দেয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯; 'স্বাস্থ্যবতী কিশোরী মেয়েটি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান [স] *বি* স্বাস্থ্যবিষয়ক বিজ্ঞান। 'সমস্ত হিন্দুসমাজ মিলে কুয়োর জলের শুচিতা রক্ষা করলেও সেটা জীবাণুতত্ত্বমূলক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হয়ে ওঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'সর্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বাস্থ্যবিধান [স] *বি* স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা। 'আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধান-চেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বাস্থ্যবৃদ্ধি [স] *বি* স্বাস্থ্যের উন্নতি। 'স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হইয়া কত ব্যক্তির স্মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্বাস্থ্যভঙ্গ [স] *বি* স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে এমন অবস্থা। 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হচ্ছে স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্বাস্থ্য ভাঙা *ক্রি* রোগা হওয়া। 'আপনার স্বাস্থ্য খুব ভেঙ্গে গেছে মা।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী [স] *বি* স্বাস্থ্যবিষয়ক মন্ত্রী। 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় এ-সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হয়েই কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করবেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

স্বাস্থ্যরক্ষা [স] *বি* সুস্থতা রক্ষা। 'সে সম্বন্ধে তাঁহার অতিশয়োক্তি মনের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল এবং সত্যবিচারের বিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'যদি আমরা দেশের বিদ্যাশিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্বাস্থ্যলাভ [স] *বি* স্বাস্থ্যের উন্নতি। 'তা হলেই স্বাস্থ্যলাভ করবে শক্তিলাভ করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'স্বাস্থ্যলাভের পন্থা সুগম না হইলে বাঙালীর জীবন-সংগ্রামে টেকা দায়।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

স্বাস্থ্যশ্রী [স] *বি* বাহ্যিক সৌন্দর্য। 'বন্যার পানি আর আবর্জনা বয়ে নিয়ে অটুট রাখে দু'গ্রামের স্বাস্থ্যশ্রী।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

স্বাস্থ্যশ্রীসম্পন্না [স] *বিণ* সুস্বাস্থ্যবতী। 'আগেরকার সেই স্বাস্থ্যশ্রীসম্পন্না মেয়েটির।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্বাস্থ্য-সম্পন্ন [স] *বিণ* স্বাস্থ্যবান। 'ইউরোপের লোকেরা যেমন স্বাস্থ্য-সম্পন্ন।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বাস্থ্যসম্মত [স] *বিণ* স্বাস্থ্যপ্রদ। 'মুক্ত বায়ুতে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যায়ামচর্চার জন্য ব্যায়ামাগার।' *বেগম*, ১৯৪৯।

স্বাস্থ্য সম্পাদিকা [স] *বি স্ত্রী* কোনো সংগঠনের স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যাদি সম্পাদনকারী। 'স্বাস্থ্য সম্পাদিকা – বেগম ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

স্বাস্থ্যসাধন [স] *বি* সুস্থতাবিধান। 'নির্দোষ আমোদ স্বাস্থ্যসাধন পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্বাস্থ্যসাধনার্থ [স] *ক্রিবিণ* সুস্থ থাকার জন্য। 'স্বাস্থ্যসাধনার্থ শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা আবশ্যক।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

স্বাস্থ্যহানি [স] *বি* স্বাস্থ্যনাশ। 'আলস্য ও অপরিচ্ছন্নতাবশত বাসস্থানের স্বাস্থ্যহানি করিয়া কেহ নিজের ও অন্যের অসুবিধা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তাহার স্বাস্থ্যহানি হয় নাই।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্বাস্থ্যহারা [স স্বাস্থ্য+হারা] *বিণ* নষ্টস্বাস্থ্য; স্বাস্থ্যহীন। 'স্বাস্থ্যহারা মাতৃজাতির সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

স্বাস্থ্যহীন *বিণ* সুস্বাস্থ্য নেই এমন। 'হাস্যহীন ক্রীড়াহীন স্বাস্থ্যহীন অকালপক্ক প্রবীণতার অন্ধকার কলিযুগে অবতীর্ণ হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বাস্থ্যহীনতা [স] *বি* অস্বাস্থ্য। 'শিশুদের অপরিপুষ্টিতা ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দিচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৭১।

স্বাস্থ্যহীনা [স] *বিণ স্ত্রী* অসুস্থ। 'স্বাস্থ্যহীনা মেয়েরা।' *সওগা*[ত] ১৯২৯।

স্বাস্থ্যাগার [স] *বি* হাসপাতাল। 'নেটিব হাসপাতাল অর্থ এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বাস্থ্যাগার ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'একটি কে[ন্দ্রীয়] অপারেটিভ স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্বাস্থ্যান্বেষী [স] *বি* স্বাস্থ্যকর পরিবেশ অন্বেষণ করে যে। 'বাহি[র] হতে দর্শক ও স্বাস্থ্যান্বেষীগণ ... পদার্পণ করতে শুরু করে' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্বাস্থ্যার্থ [স] *ক্রিবিণ* সুস্থ হওয়ার জন্য। 'সাহেব পীড়িত হইয়া পারি[স] নগরে স্বাস্থ্যার্থ গমন করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য [স] *বি* সুখ ও অসুখ। 'কল্লান্তের অনিকাম অবসাদ ব্য[াপী] স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

স্বাস্থ্যোদ্ধার [স] *বি* সুস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া। 'সেটাকে কেউ ঈশ্বি[র] বলে না, কারণ তা ... স্বাস্থ্যোদ্ধারের উপায়।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

স্বাস্থ্যোন্নতি [স] *বি* শারীরিক অবস্থার উন্নতি। 'পল্লী অঞ্চ[লে] নারীকেন্দ্র স্থাপন করে পল্লীমেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন।' *বেগ[ম]* ১৯৪৯।

স্বাস্থ্যোন্নয়ন [স] *বি* স্বাস্থ্যের উন্নতি। 'ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যোন্নয়নে কাজে ঠিক ভাবে ব্যবহৃত হয়।' *বেগম*, ১৯৬৮।

স্বাহা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) অগ্নির স্ত্রী। 'জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্বিন্ন [স] *বিণ* সিক্ত; আর্দ্র। 'ধরণী আছে প্রতীক্ষাতে অর্ঘ্য ধরি স্বি[ন্ন] হাতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

স্বীকরণ [স] *বি* নিজের করে নেওয়া। 'অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'প্রতিভার স্বধর্ম স্বীকরণ – অনুকরণ নয়।' *ওদু[দ]*, ১৯৪৬।

স্বীকরণ-বৃত্তি [স] *বি* স্বীকার করে নেওয়ার স্বভাব। 'রবীন্দ্রনাথে[র] গভীর কালিদাসপ্রীতিতে তাঁর সেই স্বীকরণ-বৃত্তি কার্যকরী হয়েছে' *ওদুদ*, ১৯৪৬।

স্বীকর্তব্য, স্বীকর্ত্তব্য [স] *বিণ* স্বীকারযোগ্য। 'ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্বীকার [স] **১** *বি* একমত। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'একবাক্যতায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২। **২** *বি* সম্মতিদান 'রাজা কাবু হইয়া ঈশ্বর দর্শাইয়া বালকের দিগকে পাঠাইতে স্বীকার করিল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৩** *বি* গ্রহণ। 'তাহারা কহিলেক, তু[মি] আমাদিগের রাজা হও ... জৈদুন নিজ পৌরুষ ক্রমে ইহা স্বীকার করিয়া ...।' *তারিণী*, ১৮০৩। **৪** *বি* মেনে নেওয়া। 'শেষো[ক্ত] পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩০। [৫] *বি* প্রতিশ্রুতি। 'মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া ... কালে[ক্টর] নিযুক্ত করিলাম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

স্বীকার করা **১** *ক্রি* মেনে নেওয়া। 'সৈন্যের নিকটে আসিয়া পরাভ[ব] স্বীকার করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২১। **২** *ক্রি* সম্মত হওয়[া]। 'পূর্ব্বলিখিত বেতনে সেই সকল কর্ম্ম স্বীকার করিলেন।' *ভবা[নী]* ১৮২৫।

স্বীকারোক্তি [স] **১** *বি* ইতিবাচক উক্তি। 'ইহাই এই স্বীকারোক্তি[র] ইঙ্গিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বি* দোষ স্বীকারসূচক উক্তি। 'আসা[মী] স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

স্বীকার্য, স্বীকার্য্য [স] *বিণ* স্বীকার করার যোগ্য। 'তাহাতে দোষাভাব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

স্বীকৃত [স] **১** *বিণ* স্বীকার করা হয়েছে এমন। 'সরল কড়কড়া স্বীকৃত হইল যে আমি তোমাদিগের মধ্যে একজন হইলাম।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বিণ* রাজি। 'ঐ ব্যক্তি স্বীকৃত হইলে পর সে চলিল।' *কেরি*, ১৮১২।

স্বীকৃতা [স] *বিণ স্ত্রী* স্বীকার করেছে এমন। 'সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকৃতা হইয়া ...।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

স্বীয় [স] **১** *বিণ* নিজের। 'স্বীয় সদ্বক্তৃতাহেতুক বহুজনের মনোরঞ্জক ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। **২** *বিণ* বংশগত। 'স্বীয় ব্যবসায় করিয়া উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। **৩** *বিণ* আপন সম্প্রদায়ের। 'আমি এই স্থলে স্বীয় ভগিনীগণের প্রতি কিঞ্চিৎ উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

স্বীয়চ্ছায় [স] *বি* নিজের ছায়া। 'দাসবর্গকে স্বীয়চ্ছায়া স্বরূপ দেখিবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

স্বীয়া [স] *বিণ স্ত্রী* স্বামীর প্রতি প্রেমাভাবাপন্ন। 'স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বনিতা।' *ভারত*, ১৭৬০।

স্বেচ্ছা [স] **১** *বি* নিজের ইচ্ছা। 'তাহাদিগের স্বেচ্ছা ভিন্ন মৃত স্বামির সহিত অগ্নি প্রবেশ করণে প্রবৃত্তি জন্মায়।' *দর্পণ*, ১৮২৪। **২** *বি* অভিলাষ। 'যাহার যেমত স্বেচ্ছা হয় সেইমত আত্মমত জানিয়া প্রেমালিঙ্গন দিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

স্বেচ্ছাকর্মী [স] *বি* স্বেচ্ছাসেবক। 'একদল স্বেচ্ছাকর্মী ও একজন লেডী ডাক্তার প্রেরণ করেন।' *বেগম*, ১৯৬৫।

স্বেচ্ছা-অন্ধ [স] *বি* ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধ যে। 'এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পালকির মধ্যে চড়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

স্বেচ্ছাকৃত [স] *বিণ* নিজ ইচ্ছায় করা হয়েছে এমন। 'তপস্যা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বেচ্ছাক্রমে [স] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছা অনুসারে। 'ঠাকুর বা ঠাকুরাণী স্বেচ্ছাক্রমে যাহাকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

স্বেচ্ছাচর [স] *বিণ* নিজের ইচ্ছেমতো সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় এমন। 'পূর্বপুণ্য-বলে স্বেচ্ছাচর পুত্র তাঁর।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

স্বেচ্ছাচার [স] *বি* নিজের ইচ্ছামত আচরণ। 'পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

স্বেচ্ছাচারমূলক [স] *বিণ* নিজের ইচ্ছামতো করা হয় এমন। 'উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারমূলক ঘৃণিত অভিনয়।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৪।

স্বেচ্ছাচারি [স স্বেচ্ছাচারী] **১** *বিণ* নিজের ইচ্ছামতো জীবনযাপনকারী। 'তাহাতে যাহা লেখেন তাহার তাৎপর্য্য স্বেচ্ছাচারি হওয়া উত্তম।' *দর্পণ*, ১৮৩১। **২** *বিণ* নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী আচরণকারী। 'রাজার জ্ঞাতি বলিয়া অভিমানভরে প্রদেশ মধ্যে একপ্রকার স্বেচ্ছাচারি হইয়াছেন।' *প্রভাকর*, ১৮৬০।

স্বেচ্ছাচারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণকারী। 'তবে কি আমি স্বেচ্ছাচারিণী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

স্বেচ্ছাচারিতা [স] *বি* নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী আচরণ। 'ইহা স্বাধীনতা নহে, ইহা স্বেচ্ছাচারিতা।' *হালিসহর*, ১৮৭১; 'ইলিয়গেবলসের স্বেচ্ছাচারিতা বর্ণনা করিতে লজ্জা করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

স্বেচ্ছাচারিত্ব [স] *বি* নিজের ইচ্ছামতো আচরণ। 'স্বেচ্ছাচারিত্ব দোষে অধঃপাতে যাউন, তাহাতে রাজ্যের কি?' *মশাররফ*, ১৮৯০।

স্বেচ্ছাচারী [স] *বিণ* নিজের খেয়ালখুশি মতো আচরণকারী। 'তাবতেই স্বেচ্ছাচারী হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

স্বেচ্ছাতন্ত্রী [স] *বিণ* স্বৈরাচারী। 'তুরস্কের বর্ত্তমান স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসনকর্ত্তা।' *এসলাম*, ১৯৩২।

স্বেচ্ছাতান্ত্রিক [স] *বিণ* স্বেচ্ছাচারী। 'দেশের আদত শাসনকর্তা স্বেচ্ছাতান্ত্রিক।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্বেচ্ছাদাসী [স] *বি স্ত্রী* নিজের ইচ্ছায় সেবাকারী। 'তারা স্বেচ্ছাদাসী।' *মানিক*, ১৯৪০।

স্বেচ্ছাধীন [স] *বিণ* নিজের অধীন। 'বালকদিগের একপ্রকার স্বেচ্ছাধীন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

স্বেচ্ছানিধন [স] *বিণ* আত্মবিধ্বংসী। 'এক দল লুণ্ঠনকারী দস্যুর স্বেচ্ছানিধন মন্ত্র।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রণ [স] *বিণ* যথেচ্ছ। 'গভর্ণমেন্ট স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রণ ব্যয় একদম বন্ধ করিয়াছেন।' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

স্বেচ্ছানির্বাসন [স] *বি* নিজে সরে যাওয়া। 'আমি প্রায় স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্বেচ্ছানীত [স] *বিণ* স্বেচ্ছায় আনীত। 'সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্বেচ্ছানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী। 'স্বেচ্ছানুযায়ী তাঁহাদিকে সর্বস্থানেই পরিচালিত করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্বেচ্ছানুসারে [স] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছানুযায়ী। 'মেষগণ স্বেচ্ছানুসারে নবীন নবীন তৃণ দন্ত দ্বারা মর্দ্দন করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩; 'রাজা কদাচ স্বেচ্ছানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্বেচ্ছান্ধ [স] *বিণ* নিজের ইচ্ছায় অন্ধ থাকে এমন। 'আমাদের স্বেচ্ছান্ধ মহারাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্বেচ্ছাপূর্বক, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক [স] *ক্রিবিণ* নিজের ইচ্ছায়। 'বাবুসকল আপন স্বেচ্ছপূর্ব্বক শিক্ষা করেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত [স] *বিণ* নিজ ইচ্ছায় প্রবৃত্ত। 'সকলেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

স্বেচ্ছাবন্দী [স] **১** *বিণ* নিজের ইচ্ছায় ধরা দেয় এমন। 'আপনার পিতৃরাজ্যে আসিছে সে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* অনুগত। 'তুই থাক চিরদিন স্বেচ্ছাবন্দী দাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বেচ্ছাবিক্রীত [স] *বিণ* নিজের ইচ্ছায় বিক্রি হয় এমন। 'কোনো স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখত লিখিয়া দিয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্বেচ্ছাবৃত [স] *বিণ* ইচ্ছাধীন। 'রবীন্দ্রনাথ এবং গোয়েটে উভয়েই ... রাষ্ট্রশাসনের চাইতে স্বেচ্ছাবৃত সমবায় পদ্ধতিকে বেশি মূল্যবান বলে জানতেন।' *শিব*, ১৯৫০।

স্বেচ্ছাব্রতী [স] *বিণ* স্বেচ্ছাসেবী। 'এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

স্বেচ্ছামত [স] *ক্রিবিণ* ইচ্ছামতো। 'ঐ কুণ্ডের তীরে হস্ত পাতিলে স্বেচ্ছামত মৎস্য পাইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

স্বেচ্ছালব্ধ [স] *বিণ* নিজে অর্জিত। 'স্বেচ্ছালব্ধ সুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

স্বেচ্ছাশ্রম [স] বি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিশ্রম। 'স্বেচ্ছাশ্রমে বিধ্বস্ত জনপদ গড়ে তুলতে ... মেয়েরাও সাগ্রহে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসে।' বেগম, ১৯৭২।

স্বেচ্ছাসেবক [স] বিণ স্বেচ্ছায় সেবাকারী। 'শক্তিশালী ও সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিবে।' মনসুর, ১৯৪০।

স্বেচ্ছাসেবকদল [স] বি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেবাদানকারী সংঘ। 'এ কাজের জন্য সাহিত্যের স্বেচ্ছাসেবকদল কই?' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী [স] বি স্বেচ্ছায় সেবাকারীর দল। 'শক্তিশালী ও সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিবে।' মনসুর, ১৯৪০।

স্বেচ্ছাসেবা [স] বি নিজের ইচ্ছায় করা সেবা। 'দেশের কাজে অগ্রে চলে – স্বেচ্ছাসেবার দুঃখ বয়ে।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

স্বেচ্ছাসেবিকা [স] বি স্ত্রী স্বেচ্ছাকর্মী। 'স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে বিনা স্বার্থে মেয়েদের কাজ করা উচিত।' বেগম, ১৯৪৮।

স্বেচ্ছাসেবী [স] বি নিজের ইচ্ছায় সেবাদানকারী। 'স্বেচ্ছাসেবীরা অবশ্য কম্যুনিস্ট ছিল না সকলে।' ধূর্জটি, ১৯৩১।

স্বেদ [স] বি ঘাম। 'ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মূর্ছা যায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

স্বেদকণা [স] বি ঘামের বিন্দু। 'এসে শিশিরের মতো স্বেদকণা মুছে মিহি রুমালে হাওয়ায়।' শামসুর, ১৯৫৯।

স্বেদগন্ধী [স] বিণ ঘামের গন্ধযুক্ত। 'তারা প্রত্যেকেই স্বেদগন্ধী জামাকাপড় ভিজে সপসপ, শরীর কর্দমাক্ত, হৃৎপিণ্ড বহির্মুখী।' হাসান, ১৯৬৭।

স্বেদজ [স] বিণ স্বেদ থেকে উৎপন্ন। 'যে সকল জীব পূর্ব্বে "স্বেদজ"...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

স্বেদবিজড়িত [স] বিণ ঘামে ভিজেছে এমন। 'স্বেদবিজড়িত চূর্ণকুন্তলের শোভা!' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

স্বেদবিন্দু [স] বি ঘাম। 'স্বেদবিন্দু ললাটে উদয়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

স্বেদ-মুক্তো [স স্বেদ-মুক্তা] বি ঘামরূপ মুক্তা। 'স্বেদ-মুক্তোর ফোঁটা আঁকা মুখখানি।' কায়সার, ১৯৬২।

স্বেদসিক্ত [স] বিণ ঘামে ভেজা; ঘর্মাক্ত। 'পণ করেছি এর স্বেদসিক্ত জাদু এড়াতেই হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

স্বেদস্রুতি [স] বি ঘাম নিঃসরণ। 'ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

স্বেদাক্ত [স] ১ বিণ ঘর্মাক্ত। 'আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বিণ ঘামে ভেজা। 'বৈশাখের খটখটে স্বেদাক্ত দুপুরে ...।' শামসুর, ১৯৭২।

স্বেদান্বিত [স] বিণ ঘামে ভেজা। 'তাহার স্বেদান্বিত লজ্জাশীতল হস্তে একটা গোড়েমালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

স্বৈকার [স] বি স্বীকৃতি জ্ঞাপন। 'স্বৈকার করিলে রাজা বসন্তরায়কেও ঐখানে ডাকাইয়া ...।' রামরাম, ১৮০১।

স্বৈর [স] বিণ স্বেচ্ছা। স্বৈরতন্ত্র [স] বি স্বেচ্ছাচারিতা। 'সে যদি স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝোঁকে।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৭।

স্বৈরতান্ত্রিক [স] বিণ স্বেচ্ছাচারী। 'দায়িত্ব ছিল স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের হাতে।' মোহাম্মদী, ১৯৩৯।

স্বৈরবৃত্ত [স] বিণ স্বেচ্ছাচারী; স্বাধীন। 'ঘুচে গেছে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ড ছবিতে স্বৈরবৃত্ত রেখার সংগতি।' সুধীন্দ্র, ১৯৩০।

স্বৈরাচার [স] বি স্বেচ্ছাচার। 'কওমী ঝাণ্ডা ঢাকা পড়ে ... স্বৈরাচারের কালো ছায়ায়।' ফররুখ, ১৯৪৬।

স্বৈরাচারী [স] বিণ স্বেচ্ছাচারী। 'রাষ্ট্রভাষা শব্দটার উৎপত্তি হ... স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

স্বৈরাচারিতা [স] বি স্বেচ্ছাচারিতা। 'ফ্রান্সে স্বৈরাচারিতার উ... ঘটল ... পারস্পরিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে।' উমর, ১৯৬৬।

স্বৈরিণী [স] ১ বিণ স্ত্রী ব্যভিচারিণী। 'অনায়াসে স্বৈরিণীর মায়ায় ... হইয়া, চিরসঞ্চিত কর্মফলে বঞ্চিত হইলাম।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ ... অসতী। 'হায়, ভোজবালা কুন্তী – কে না জানে তারে স্বৈরি...' মাইকেল, ১৮৬২। ৩ বি স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী। 'নিয়ে এসো শৃঙ্খল ... – স্বৈরিণী!' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

স্বৈরিতা [স] বি স্বেচ্ছাচারিতা। 'যত পারি দূরে রাখি অনুশোচ... মলময় কীটের স্বৈরিতা!' শামসুর, ১৯৬৬।

স্বৈরী [স] বি স্বৈরাচারী ব্যক্তি। 'চড়ে বসে নিহত বা নির্বা... স্বৈরীদের পাটে প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বেসর্বা যত।' সুধীন্দ্র, ১৯৪০।

স্বোদর [স] বি নিজের পেট। 'স্বোদর পূরণে অক্ষম প্রত্যেক রোগির ক... প্রতিদিন আড়াই আনা করিয়া পাইবেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

স্বোপার্জিত, স্বোপার্জ্জিত [স] বিণ নিজের অর্জিত। 'সাধার... মঙ্গলার্থে যাঁহারা স্বোপার্জিত ধন ব্যয় করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮... 'মহাত্মব্যক্তির শরীর সর্ব্বদা স্বোপার্জ্জিত পুণ্যে পবিত্র।' রামনারা... ১৮৫৪।

স্বোপলব্ধ [স] বিণ নিজে উপলব্ধি করেছে এমন। 'স্বোপলব্ধ হওয়া চা... শরীফ, ১৯৬৮।

স্বোয়াদ [স স্বাদ] বি স্বাদ। 'মধুর স্বোয়াদে ভরে যায় প্রাণমন।' শ... ১৯৬৯।

স্বোয়াস্তিহর [স স্বস্তিহর] বিণ স্বস্তি হরণ করে এমন। 'সেখানে কে... বাগ্‌ড়া তার পক্ষে স্বোয়াস্তিহর।' শওকত, ১৯৭৩।

স্মঙরণ [স স্মরণ] বি স্মরণ। 'স্মঙরণ করিলে তোমা তুমি মোরে ... বামা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

স্মঙরন [স স্মরণ] বিণ স্মরণ। 'স্মঙরণে জড়িমা জায় দূরে।' মুকু... ১৬০০।

স্মঙরা [স স্মরণ>] ক্রি মনে করা। স্মঙরি ক্রি স্মরণ ক'রে। 'জ... স্মঙরি হইল মন উচ্চাটন।' মুকুন্দ, ১৬০০। স্মঙরিতে ক্রি স... হতে। 'স্মঙরিতে মনহি নয়নে বহ লোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

স্মোঙরন [স স্মরণ] বি স্মরণ। 'আমার বনিতা সেই ক... স্মোঙরন।' মালাধর, ১৫০০।

স্মোঙরা [স স্মরণ] ক্রি স্মরণ করা। 'স্মোঙরি তাহার তনু প্রাণ ... কান্দে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

স্মমস্মর [স সমস্তর] বিণ সমান। 'শ্রীজয়ন্ত নীলাম্বর দুই ভাই স্মমস্ম... মুকুন্দ, ১৬০০।

স্ময়মান [স] বিণ বিস্ময়কর। 'চন্দ্রের স্ময়মান রশ্মিজাল সমুদ্রের উরঃ... চিক চিক করিতেছিল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

স্মর[1] দ্র স্মরা

স্মর[2] [স] বি হিন্দুদেবতা মদন। 'জিব কর সমিধ স্মর কর আ...' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

স্মরদশা [স] *বি* প্রেম। 'উভয়েরই, ক্রমে ক্রমে, পূর্ব্বরাগ সংক্রান্ত স্মরদশার আবির্ভাব হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্মর-প্রহরণ [স] *বি* হিন্দু দেবতা মদনের বা কামদেবের অস্ত্র। 'কিংশুক, কেতকী, স্মর-প্রহরণ উভে/ কেশর সুন্দর রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্মরশর [স] *বি* হিন্দুদেবতা মদনের বাণ। 'স্মরশরে জরজর কাঁপে কলেবর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

স্মরহর [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

স্মরণ [স] **১** *বি* জপ। 'যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সকল আপদ খণ্ডে মোহর স্মরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* উচ্চারণ। 'জাগিতে লায়লী নাম করিলা স্মরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* মনে পড়া। 'বৃন্দাবন পূর্ব্বলীলা হইল স্মরণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৪** *বি* স্মৃতি। 'বাইর নাচ কিম্বা রোশনাই করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিলে তাহার স্মরণ শীঘ্র লোপ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

স্মরণ-অতীত [স] *বিণ* স্মরণ করা কঠিন এমন। 'স্মরণ-অতীত সময়ের অভিশাপে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

স্মরণ করা *ক্রি* মনে করা। 'যখন তোমাকে স্মরণ করিব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্মরণকাল [স] *বি* অতীতের স্মরণযোগ্য সময়। 'স্মরণকালের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্মরণ-গাঁথা *বিণ* স্মৃতি দিয়ে গাঁথা এমন। 'দুঃসহ কোন দারুণ দুখে স্মরণ-গাঁথা করুণ গাথা, দুর্দম কোন সর্বনাশের ঝঞ্ঝাঘাতের মৃত্যুমাতাল বজ্রপাতের গর্জরবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্মরণচিহ্ন [স] *বি* মনে করিয়ে দেয় এমন চিহ্ন। 'তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের একটি স্মরণচিহ্ন ধ্বংস করিয়া ফেলিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'ঐ মেয়েটিতে তাঁর স্ত্রী তার শরীরমনের একটি জীবন্ত স্মরণচিহ্ন রেখে গিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

স্মরণতন্তু [স] *বি* স্মৃতিরূপ সুতা। 'দুঃসহ দুঃখের স্মরণতন্তু দিয়ে গাঁথা সেই দারুণ কাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্মরণতীর [স] *বি* স্মৃতিপট। 'তাদের স্মরণতীরে মহিমার বিশুভ্র পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরো।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

স্মরণ থাকা *ক্রি* মনে থাকা। 'পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্মরণপট [স] *বি* স্মৃতিরূপ পট। 'সুদূর কোন স্মরণপটে জাগিল মরীচিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

স্মরণপটস্থা [স] *বিণ স্ত্রী* স্মৃতিরূপ পটে অঙ্কিত। 'স্ত্রীর স্মরণপটস্থা মূর্তির কাছে নন্দাও নয়, রমাও নয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

স্মরণপথ [স] *বি* স্মৃতিপট। 'তোমার পূর্ব্বরমণীর মরণবৃত্তান্ত এক বার স্মরণপথে আনয়ন কর দেখি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

স্মরণপথারূঢ় [স] *বিণ* আগেকার কোনোকিছু মনে পড়ছে এমন। 'কত ক্রীড়া করেছি স্মরণপথারূঢ় হলে মনটা চঞ্চল হয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্মরণ রাখা *ক্রি* মনে রাখা; বিবেচনা করা। 'সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উন্নতি অর্থে দ্বন্দ্ব – তাঁহাদিগকে বলিষ্ঠ এবং কার্যতৎপর হইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্মরণশক্তি [স] *বি* মনে রাখার ক্ষমতা। 'কত ব্যক্তির স্মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'টাকা বাহির করিয়া দিবার বিষয়ে তাহার স্মরণশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

স্মরণশক্তিওয়ালা [স স্মরণশক্তি+হি ওয়ালা] *বিণ* মনে রাখার ক্ষমতাশালী। 'তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিওয়ালা বৈজ্ঞানিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্মরণসভা [স] **১** মৃত ব্যক্তির স্মরণে আয়োজিত সভা। 'যাঁহারা বর্ষে বর্ষে বিদ্যাসাগরের স্মরণসভা আহ্বান করেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** *বি* কোনো কীর্তির স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান। 'দাদা বলে, চিত্তির!/ পেটে যে স্মরণসভা আপনারি কীর্তির।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্মরণস্তম্ভ [স] *বি* কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঘটনা স্মরণ রাখার জন্য নির্মিত স্তম্ভ বা ভাস্কর্য। 'স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্মরণ হওয়া *ক্রি* মনে পড়া। 'মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ দূর স্বপ্নসম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্মরণ-হারা *বিণ* স্মৃতি হারিয়ে গেছে এমন। 'জীবনে যারা স্মরণ-হারা, তবু মরণ জানে না তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্মরণাগত [স] *বিণ* মুখাপেক্ষী। 'জমিদারের স্মরণাগত হও।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

স্মরণাতীত [স] *বিণ* স্মরণ করা কঠিন এমন। 'স্বদেশের স্মরণাতীত অদ্যতম প্রাচীন কালিক পুরাবৃত্ত সমস্ত আলোচনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

স্মরণারূঢ় [স] *বিণ* অবিস্মৃত। 'সমুদায় বিষয় বালকদিগের নেত্রপথে সুতরাং পতিত হইয়া নিরন্তর স্মরণারূঢ় থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্মরণার্থ [স] *ক্রিবিণ* স্মরণ রাখার জন্য। 'উইলসন সাহেবের সম্ভ্রমার্থ ও তাঁহার তুষ্ট্যর্থ এবং উপকার স্মরণার্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্মরণীয় [স] *বিণ* স্মরণযোগ্য। 'ততকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা স্মরণীয় থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্মরণীয়তা [স] *বি* মনে রাখার অবস্থা। 'সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরালে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'আছে কি আমাতে স্মরণীয়তার কিছু?' *শক্তি*, ১৯৬১।

স্মরণীয়ভাবে [স] *ক্রিবিণ* মনে রাখার মতো ক'রে। 'কেমন খুঁড়িয়ে হেঁটে স্মরণীয়ভাবে গলি আর এভেনিউ নিঃসঙ্গ পেরিয়ে যায়।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

স্মরণে আসা *ক্রি* মনে পড়া। 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

স্মরা [স স্মরণ>] *ক্রি* স্মরণ করা। 'নানা ভাতি স্মরে লোকে সেকান্দরী নাম।' *আলাওল*, ১৬৮০। **স্মর** *ক্রি* স্মরণ করো। 'মরণ সমএ হৈল স্মর করতার।' *সুলতান*, ১৭০০। **স্মরএ** *ক্রি* স্মরণ করে। 'বৃক্ষ পরে রহিয়া স্মরএ করতার।' *সুলতান*, ১৭০০। **স্মরয়ে** *ক্রি* স্মরণ করে। 'কাজীর বেটী স্মরয়ে খোদায়।' *বিজয়*, ১৬৫০। **স্মরি** **১** *ক্রি* স্মরণ ক'রে। 'রজনী বঞ্চিলা রাজা ব্যাসের বাক্য স্মরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **২** স্মরণ করি। 'মরণসাগরতীরে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **স্মরিব** *ক্রি* স্মরণ করবো। 'সব আনন্দ-মাঝারে তোমারে স্মরিব জীবননাথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **স্মরিয়** *ক্রি* স্মরণ কোরো। 'স্মরিয় আপদকালে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **স্মরিয়া** *ক্রি* স্মরণ ক'রে। 'কি কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্মরিলা *ক্রি* স্মরণ করলে। 'দেবেন্দ্র অমনি স্মরিলা বিমানবরে।' *মাইকেল, ১৮৬০*। **স্মরিলে** *ক্রি* স্মরণ করলে। 'কিন্তু প্রাণমন কাঁদে গো স্মরিলে এ সকল কথা।' *মাইকেল, ১৮৬১*। **স্মরিলেক** *ক্রি* স্মরণ করলেন। 'তাহা শুনি জনমেজয় স্মরিলেক চিত্তে।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*। **স্মরে** *ক্রি* স্মরণ করে। 'ঐকান্তিক সদান্তরে যদ্যপি তোমাকে স্মরে।' *মানিকরাম, ১৭৮১*।

স্মর্যমান, স্মর্য্যমান [স] *বিণ* স্মরণ করছে এমন। 'মহাভারতের কর্ত্তা যে ব্যাস, ইহা স্মর্য্যমান।' *বঙ্কিম, ১৮৮৭*।

স্মাগ্লিং [ই] *বি* চোরাচালানি। 'স্মাগ্লিং সম্বন্ধে কেউ কেউ নিজ নিজ কীর্তি রটনা করছিলেন।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩*।

স্মাগল করা [ই] *ক্রি* চোরাকারবারি করা। 'আপনি এটা স্মাগল করে নিয়ে যাচ্ছিলেন।' *মুজতবা, ১৯৫৮*।

স্মাগলার [ই] *বি* চোরাচালানি। 'স্মাগলার আলোচক সম্পাদক তরুণীর দল, কবিতা বোঝে না।' *মাহমুদ, ১৯৬৩*।

স্মারক [স] *বিণ* স্মরণ করিয়ে দেয় এমন। **স্মারক-চিহ্ন** [স] *বি* স্মৃতি চিহ্ন। 'আমার বিদেশী নাম বাধে তব অবাধ্য জিহ্বায়; বৃথা ও-স্মারক চিহ্ন।' *সুধীন্দ্র, ১৯২৯*।

স্মারকতা-শক্তি [স] *বি* স্মরণশক্তি। 'কত কত ব্যক্তির স্মারকতা-শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে।' *অক্ষয়, ১৮৫২*।

স্মারকলিপি [স] *বি* কোনো বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য লেখা পত্রবিশেষ। 'অভিযোগ উত্থাপন করিয়া একটি স্মারকলিপিও তাঁরা প্রেরণ করিবেন।' *আজাদ, ১৯৪৬*।

স্মার্ট [ই] **১** *বিণ* চটপটে। 'কোনো কোনো ভারতবর্ষীয়া যুবক স্মার্ট দেখাবার লোভে চিবুকের সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে' *অন্নদা, ১৯২৯*। **২** *বিণ* পরিপাটি; কেতাদুরস্ত। 'কি স্মার্ট সাজপোশাক।' *মানিক, ১৯৩৬*।

স্মার্ত, স্মার্ত্ত [স] **১** *বিণ* হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত। 'প্রায়শ্চিত্ত দ্রব্য গ্রহণেতেও পাপ হয় ইহা প্রাচীন স্মার্ত্ত ...।' *মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩*। **২** *বি* স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি; স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। 'এক মহাবৈয়াকরণ ও দুই স্মার্ত্ত।' *দর্পণ, ১৮২২*; 'গজপতি ঠাকুর কেবল বৈয়াকরণ আর স্মার্ত নহেন।' *বঙ্কিম, ১৮৬৫*।

স্মার্ত্ত সংস্কারাদি [স] *বি* হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় শুদ্ধাশুদ্ধি। 'ব্রাহ্মণেরা পরবর্ত্তীয় লোকের স্মার্ত্ত সংস্কারাদি পৌরোহিত্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়, ১৮৪৭*।

স্মিত [স] **১** *বিণ* উজ্জ্বল। 'প্রতি অস্ত্র আপনার যোধদলের রক্তস্রোতে স্মিত হবে।' *মাইকেল, ১৮৭৪*। **২** *বিণ* স্নিগ্ধহাস্যে উদ্ভাসিত। 'স্মিত স্বপ্নের আভাস লেগেছে বিহ্বল তব রাতে।' *রবীন্দ্র, ১৯৪০*।

স্মিত-উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী *বিণ স্ত্রী* উজ্জ্বল উদয়ারুণের কিরণে বিলাসী। 'স্মিত-উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী পূর্ণসিতাংশু-বিভাস-বিকাশিনী নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গল।' *রবীন্দ্র, ১৯০৮*।

স্মিতচক্ষু [স] *বিণ* হাসিভরা চোখবিশিষ্ট। 'সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্মিতচক্ষু নাবিকেরা আসে।' *জীবন, ১৯৪৮*।

স্মিতপরিহাসপটু [স] *বিণ* ঠাট্টাতামাশায় দক্ষ। 'স্মিতপরিহাসপটু বৈদগ্ধের আভাস পাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৭*।

স্মিত-বিকশিত [স] *বিণ* মৃদু হাস্যোজ্জ্বল। 'স্মিত-বিকশিত বয়নে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭*।

স্মিতমুখ [স] *বি* হাসিমুখ। 'স্মিতমুখে স্বামীর বন্ধুদের উপহার গ্রহণ করছেন।' *নরেন্দ্র, ১৯৪৮*।

স্মিতমুখী [স] *বিণ স্ত্রী* হাসিভরা মুখবিশিষ্ট। 'স্মিতমুখী লাবণ্য দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল।' *নরেন্দ্র, ১৯৫০*।

স্মিত-শুভ্রমুখী *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল শুভ্রমুখবিশিষ্ট। 'সে চঞ্চল চ চামেলি স্মিত-শুভ্রমুখী তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক।' *রবী ১৮৯৯*।

স্মিত-সম্মতি *বি* হাস্যোজ্জ্বল সম্মতি। 'মালতীর স্মিত-সম্মতিে ছিল সে গাঁথিতে নতশিরে পুষ্পহার সদ্য-তোলা কুঁড়ি মল্লিকা *রবীন্দ্র, ১৯৩৯*।

স্মিতস্নিগ্ধ [স] *বিণ* মৃদু হাসিতে কোমল। 'স্মিতস্নিগ্ধ মুগ্ধমুখে চিত্তের নিভৃত আলোতে ...।' *রবীন্দ্র, ১৯১৪*।

স্মিত-স্বপ্ন *বি* হাস্যোজ্জ্বল স্বপ্ন। 'স্মিত স্বপ্নের আভাস লেগে বিহ্বল তব রাতে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৯*।

স্মিতহাস [স স্মিতহাস্য] *বি* খুব অল্প হাসি। 'কভু স্মিতহাসে কাঁ দেবীর ওষ্ঠ।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৬*।

স্মিতহাসি [স স্মিতহাস্য] *বি* মৃদু হাসি। 'ঝড়ের বেলা তো স্মিতহাসি।' *রবীন্দ্র, ১৯১৪*।

স্মিতহাস্য [স] *বি* মৃদু হাসি। 'সুখে আমরা স্মিতহাস্য হাসি।' *রবী ১৮৯৭*।

স্মিতহাস্য-বিকশিত [স] *বিণ* মৃদুহাসিতে বিকশিত। 'উমার কপে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫*।

স্মিতহাস্যে [স] *ক্রিবিণ* হাসি হাসি মুখ ক'রে। 'স্মিতহাস্যে নাহি সলজ্জিত বাসরশয্যাতে স্তব্ধ অর্ধরাতে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫*।

স্মিতহাস্যভরে *ক্রিবিণ* মৃদু হেসে। 'স্মিতহাস্যভরে কঙ্করা বলিলেন – আমার কিসের দরকার বল!' *বনফুল, ১৯৩৬*।

স্মিতাধর [স] *বি* সামান্য হাসিযুক্ত ঠোঁট। 'তুমি বসে এক প স্মিতাধর তাম্বুল-রঞ্জিন।' *হোসেন, ১৯৪০*।

স্মিতি [স] *বিণ* উদ্ভাসিত। 'ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্মিতি।' *রামনারায়ণ, ১৮৫৪*।

স্মিরিতি [স স্মৃতি] *বি* স্মৃতি। 'স্মিরিতি স্বপনে তার রাজাসন।' *সত্যে ১৯১৪*।

স্মৃত [স] *বিণ* স্মরণ করা হয়েছে এমন। 'সকল কথা লোকপরম্পরা হইয়া আসিতেছে।' *বঙ্কিম, ১৮৮৭*।

স্মৃতি [স] **১** *বি* স্মরণ। 'তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈল *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০*। **২** *বি* স্মরণশক্তি। 'আপনার স্মৃতি গেল তালি কেনে।' *বৃন্দা, ১৫৮০*। **৩** *বি* হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রশাখাবি ধর্মসংহিতা। 'বেদান্ত এক। ও স্মৃতি এক।' *দর্পণ, ১৮২১*। **৪** অতীতের জ্ঞান। 'বহু স্মৃতি জনপ্রবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের এখনো তাহাতে মানবজীবনের রঙ ধরিয়া যায় নাই।' *রবী ১৮৯৭*।

স্মৃতি-উৎসব [স] *বি* বিশেষ ঘটনা স্মরণ করে অনুষ্ঠিত উৎ স্মরণ-অনুষ্ঠান। 'তাঁদের স্মৃতি-উৎসব সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত হ উচিত।' *ওয়াজেদ, ১৯৪৩*।

স্মৃতি-উপবন [স] *বি* স্মৃতিরূপ উপবন। 'যেন তারা সত্য স্মৃতি-উপবন।' *রবীন্দ্র, ১৮৯০*।

স্মৃতিওয়ালা [স স্মৃতি+হি ওয়ালা] *বিণ* হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রে পারদ

'অনেক অনেক ব্যাকরণনবীশ ও স্মৃতিওয়ালা ভট্টাচার্য্য আসিয়াছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্মৃতিকণ্টক [স] *বি* স্মৃতিরূপ কাঁটা। 'হয়তো আমার স্মৃতিকণ্টক বিঁধিবে ও অন্তর।' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্মৃতিকথা [স] *বি* অতীত কালের কাহিনী। 'বাপের স্মৃতিকথায় সুধার আর কোন আগ্রহ নেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

স্মৃতিকর [স] *বিণ* স্মরণশক্তি বাড়ায় এমন। 'বল-মেধা-স্মৃতিকর শোথ-দোষ নাশে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

স্মৃতিকাহিনী [স স্মৃতি+কাহিনী] *বি* অতীত ঘটনার বিবরণ। 'সেই মুক্তিসংগ্রামী বোনদের সংঘাতময় স্মৃতিকাহিনী তুলে ধরতে চাই।' *বেগম*, ১৯৭২।

স্মৃতিক্ষেত্র [স] *বি* মন। 'এই সকল মহাদস্তুরকরণ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদের স্মৃতিক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিবেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

স্মৃতিগন্ধ [স] *বি* স্মৃতিরূপ গন্ধ। 'শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।' *শামসুর*, ১৯৭০।

স্মৃতিগম্য [স] *বিণ* স্মরণযোগ্য। 'তা যথার্থরূপে স্মৃতিগম্য করাও শক্ত হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

স্মৃতিচিহ্ন [স] *বি* স্মারকচিহ্ন। 'বিলাসভবনের স্মৃতিচিহ্ন কোথায় গেল?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্মৃতি-জাগরণকারী [স] *বিণ* স্মৃতি জাগিয়ে তোলে এমন। 'তেমনি দেখিনু যেই ওই মুখখানি স্মৃতি-জাগরণকারী রাগিণীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্মৃতিজাল [স] *বি* জালের মতো ছড়িয়ে থাকা স্মৃতিসমূহ। 'রেখে গেল শুধু তার দিগন্ত-প্রসার স্মৃতিজাল।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

স্মৃতি-তর্পণ [স] *বি* স্মৃতি নিবেদন। 'অশ্রু-রেবা-কূলে মোর এ স্মৃতি-তর্পণ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্মৃতিদীপ [স] *বি* স্মৃতিরূপ প্রদীপ। 'জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

স্মৃতিপট [স] *বি* স্মরণপট; স্মৃতিফলক। 'কথাটা আমার স্মৃতিপটে লেখা থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্মৃতিপথ [স] *বি* স্মরণপথ। 'স্মৃতিপথে জাগরূক হওয়াতে অক্ষয়বাবুর সন্দর্শন জন্য মন ব্যাকুল হইল।' *রাজ*, ১৮৭৪।

স্মৃতিপথারূঢ় হওয়া [স স্মৃতিপথারূঢ়+হওয়া] *ক্রি* মনে পড়া। 'সেই সকল বিপদের কথা তখন স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে বন্ধুবিচ্ছেদে মন আকুল হইল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

স্মৃতিপুরাণ [স] *বি* হিন্দু ধর্মসংহিতা ও পুরাণাদি। 'স্মৃতিপুরাণ পড়িলেই পণ্ডিত হয় না।' *ভবানী*, ১৮২৫।

স্মৃতি-পূজা [স] *বি* স্মৃতিচারণ; স্মৃতিতর্পণ। 'সিরাজের আমরা যতই স্মৃতি-পূজা করি।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

স্মৃতি-প্রতিমা [স] *বি* স্মৃতিরূপ প্রতিমা। 'স্মৃতি-প্রতিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

স্মৃতিবদ্ধ [স] *বিণ* স্মৃতিতে রক্ষিত। 'অনেক লোকের দ্বারা স্মৃতিবদ্ধ হইয়া বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়া তুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্মৃতিবার্ষিকী [স] *বি* স্মৃতিচারণ করে অনুষ্ঠেয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান। 'রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় ...' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্মৃতিবাহিনী [স] *বি* স্মৃতিরূপ মালা। 'আজি বসে বসে গাঁথিস নে আর বাঁধিস নে স্মৃতিবাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

স্মৃতিবিষ [স] *বি* স্মৃতিরূপ বিষ। 'জ্যোৎস্নায় ভেজা ঠোঁটে পান করছে পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিষ।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

স্মৃতিবিস্মৃতি [স] *বি* স্মরণ ও বিস্মরণ। 'স্মৃতি-বিস্মৃতি একই জাতি। একই স্থানে বাস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'স্মৃতিবিস্মৃতির নানা বর্ণে রঞ্জিত দুঃখসুখের বাষ্পঘনিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্মৃতি-বিস্মৃতি-বিজড়িত [স] *বিণ* স্মৃতি ও বিস্মৃতিতে জড়িয়ে আছে এমন। 'স্মৃতি-বিস্মৃতি-বিজড়িত কুহেলিকাময় অতীত কালের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলিয়াছে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

স্মৃতিভার [স] *বি* স্মৃতির ভার। 'তাই স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

স্মৃতিভ্রষ্ট [স] *বিণ* স্মৃতি লোপ পেয়েছে এমন। 'স্মৃতিভ্রষ্ট উঞ্ছজীবী চলে কোন মতে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

স্মৃতিমন্দির [স] **১** *বি* স্মৃতিরূপ মন্দির। 'জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের স্মৃতিমন্দিরের মাঝখানে বসিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* স্মৃতিস্তম্ভ। 'তাঁর কবরের উপর একটি স্মৃতিমন্দির খাড়া করা।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

স্মৃতিময় [স] *বিণ* স্মৃতিপূর্ণ। 'জায়নামাজ, পুণ্য স্মৃতিময়, নিবিড় গোটানো এক পাশে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

স্মৃতিময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* প্রভৃত স্মরণশক্তি আছে এমন। 'শৈশবের স্মৃতিময়ী ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্মৃতিযোগসূত্র [স] *বি* স্মৃতির যোগসূত্র। 'ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞানতপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্মৃতির পট *বি* মন। 'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

স্মৃতিরশ্মি [স] *বি* স্মৃতিরূপ রশ্মি। 'স্মৃতিরশ্মি-হারা সেই খনির আসন।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

স্মৃতিরূপ [স] *বি* স্মৃতির অবয়ব। 'মানুষের প্রতিভার প্রেরণায় তার যত কিছু শক্তি সমস্তই চালিত হয়ে এই দুই পথ ধরে শক্তিরূপ ও স্মৃতিরূপ পেয়ে চলেছে।' *অবন*, ১৯২৫।

স্মৃতিরেখা [স] *বি* স্মৃতিচিহ্ন। 'স্বামীর মনের স্মৃতিরেখা মুছিয়া দিতে হইবে?' *মানিক*, ১৯৪০।

স্মৃতিলিপি [স] *বি* স্মৃতির লেখা। 'আপনার স্মৃতিলিপি চিত্তপটে এঁকে এঁকে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্মৃতিলেখা [স] *বি* স্মৃতির চিহ্ন। 'কোন আঁধারের গভীর তলে রেখে স্মৃতিলেখা।' *জীবন*, ১৯৩০।

স্মৃতিলোক [স] *বি* স্মৃতির জগৎ। 'মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

স্মৃতি লোপ পাওয়া *ক্রি* স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাওয়া। 'সৌন্দর্য ডুবিতেছে, বুদ্ধি কমিতেছে, স্মৃতি লোপ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্মৃতিশক্তি [স] *বি* স্মরণ করার ক্ষমতা। 'হিমাংশুর বক্তৃতাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

স্মৃতিশাস্ত্র [স] *বি* হিন্দু ধর্মসংহিতা। 'কিন্তুর স্মৃতিশাস্ত্র পুরাণশাস্ত্র এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা ...' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ি [স স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ী] *বিণ* হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র বিশারদ। 'স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ি অধ্যাপক ভট্টাচার্যেরা ... দরখাস্ত দিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

স্মৃতিসভা [স] *বি* স্মরণসভা। 'সেঁউতি যূথী জবা আনবে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে কবির স্মৃতিসভা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্মৃতিসম্পদ [স] *বি* স্মৃতির ভাণ্ডার। 'একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

স্মৃতিসুখকর [স] *বিণ* মনে করতে ভালো লাগে এমন। 'অতি সুমধুর ও স্মৃতিসুখকর পারসী ভাষা।' *প্রচারক*, ১৯০১।

স্মৃতিসুধা [স] *বি* স্মৃতিরূপ সুধা। 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

স্মৃতিস্তম্ভ [স] *বি* স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত স্তম্ভ। 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ।' *নজরুল*, ১৯২২।

স্মৃতিস্নাত [স] *বিণ* স্মৃতিময়। 'ঐশ্বর্যের তরী – পাল-তোলা তরঙ্গের স্মৃতিস্নাত দীপ্ত জলযান।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

স্মৃতিস্পন্দন [স] *বি* স্মৃতির আন্দোলন। 'যুগযুগান্তরবাহিত স্মৃতিস্পন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্মৃতিহারা *বিণ* স্মৃতি হারিয়ে গেছে এমন। 'খ্যাতিহারা সেই স্মৃতিহারা সৃষ্টিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

স্মৃতিহীন [স] *বিণ* কোনো স্মৃতি নেই এমন। 'যদি পারতুম ... ডুবে যেতে স্মৃতিহীন, স্বপ্নহীন অতল ঘুমের মধ্যে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

স্মেলিং সল্ট [ই] *বি* তীব্র গন্ধের ঝাঁঝালো লবণ। 'স্মেলিং সল্ট শুঁকছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

স্মোঙরন, স্মোঙরা *দ্র* **স্মঙরণ**

স্মোসর *বিণ* সমকক্ষ। 'কেহোত জিনিতে নারে একোই স্মোসর।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্যন্দন [স] *বি* রথ। 'মদন-স্যন্দন যেমনি অপরাজিতা কাননে চলে মধুকালে মন্দগতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্যন্দমান [স] *বিণ* গতিশীল। 'করুণার উত্তাপেই বিগলিত হইয়া স্যন্দমান হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্যমন্তক [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) মণিবিশেষ। 'মাধবের বক্ষে তুমি ছিলে কি গো স্যমন্তক মণি!' *জীবন*, ১৯৩০।

স্যাংশন [ই] *বি* অনুমোদন। 'বাজেট স্যাংশন করে নিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্যাঁতলা [স শৈবাল] *বি* শেওলা। 'বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁতলা পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্যাঁতসেঁতে [স সিক্ত>] **১** *বিণ* প্রায় ভিজা। 'একটা স্যাতসেঁতে ঘরে একটা তক্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* অলস। 'আর এই পরপদানত/ স্যাঁতসেঁতে জাত বুদ্ধিহত।' *অশ্বিনী*, ১৯২০।

স্যাঁতসেঁত *বিণ* প্রায় ভিজা। 'স্যাঁতসেঁত পাটক্ষেতের স্তব্ধ অন্ধকার চিরে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

স্যাঁতা *বি* শেওলা। 'মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্যাকরা [আ সিক্কাহ্] *বি* স্বর্ণকার। 'স্যাকরারা দুর্গাপ্রদীপ সামনে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্যাকরাগাড়ি [আ সিক্কাহ্?+গাড়ি] *বি* কম ভাড়ার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। 'স্যাকরাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্যাকারিন [ই] *বি* অত্যন্ত মিষ্টি রাসায়নিকবিশেষ। 'বড় ব্রেন মিশ্রী, গুড় ছোট ব্রেন স্যাকসিন, স্যাকারিন।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

স্যাঙাত [স সঙ্গ>] **১** *বি* বন্ধু। 'ছেলেবেলাকার কলকাতা মনে পড়ে, ওা পুকুরগুলোই ছিল আকাশে স্যাঙাত, শহরের মধ্যে ওইখানটাে দ্যুলোক ভূলোকে একটুখানি পা ফেলবার জায়গা পেত।' *রবীন্দ্র* ১৯১৯; 'কি বল ভাই স্যাঙাত?' *নজরুল*, ১৯২২। **২** *বি* চেলা। 'কা শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত করেছে রে এই ক্রূর স্যাঙাত।' *নজরুল* ১৯২৪।

স্যাঙাৎনি *বি* সখী। 'আমার স্যাঙাৎনিকে ডেকে দাও।' *রবীন্দ্র* ১৯২২।

স্যাঙ্গা-করা *দ্র* **সাঙ্গ**[১]

স্যাটায়ার [ই] *বি* ব্যঙ্গধর্মী রচনা। 'ইউরোপীয় সমস্ত সাহিত্যেই .. স্যাটায়ার-এ সমৃদ্ধশালী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্যাডিস্ট [ই] *বিণ* অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায় এমন। 'সেই স্যাডিস্ মাস্টার যখন হেড মাস্টারের হুড়ো খেয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

স্যাণ্ডউইচ [ই] *বি* মাঝখানে মাংস মাছ সবজি ইত্যাদি দেওয়া দুই টুকর মাখন-মাখানো রুটি। 'দুটো বড় স্যাণ্ডউইচ বানাল বাবর।' *শামসুল* ১৯৭২।

স্যাণ্ডেল, স্যাণ্ডাল [ই] *বি* চামড়া বা রবারের হালকা জুতা। 'পায়ে পুরনে একজোড়া স্যাণ্ডাল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৫; 'বাড়িতে সারাক্ষণ স্যাণ্ডে পরে থাকা।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৪৯।

স্যাভাল [ই] *বি* চামড়া বা রবারের হালকা জুতাবিশেষ। 'ছেঁ স্যাভাল পায়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

স্যানিটেরিয়াম [ই] *বি* দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত লোকেদের আবাসি চিকিৎসাকেন্দ্র। 'এখন সে স্যানিটেরিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে।' *জীব* ১৯৩৩।

স্যানিটেরী ইন্সপেক্টর [ই] *বি* স্বাস্থ্য বিভাগীয় পরিদর্শক। 'একটা মা স্যানিটেরী ইন্সপেক্টর এই অঞ্চলে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্যানিটেশন [ই] *বি* স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা। 'স্যানিটেশনের দৌলে দেশকে যেদিন স্বর্গ করে তুলব।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

স্যান্ডউইচ [ই] *বি* মাঝখানে মাংস মাছ সবজি ইত্যাদি দেওয়া দুই খ মাখন-মাখা রুটি। 'স্যান্ডউইচ, সন্দেশ, রসগোল্লা, গল্পগুজব আবা গান!' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্যানউইচ [ই] *বি* মাঝখানে মাংস মাছ সবজি ইত্যাদি দেওয়া দুই খ মাখন-মাখা রুটি। 'আমার কাছে আছে তিনটে কফি, একখা স্যানউইচ, আর পাঁচটি সিগারেটের দাম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্যান্তামি *বি* চালাকি। 'স্যান্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্যামপিন [ই] *বি* ফ্রান্সে উৎপাদিত এক ধরনের মদ, যা সাধারণত উৎস পান করা হয়। 'এক আদ্‌দিন সেরিটে স্যামপিনটারও আস্বাদ নেও হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

স্যামল [স শ্যামল] *বিণ* শ্যামবর্ণবিশিষ্ট। 'স্যামল সুন্দর কৃষ্ণ মনে ভাবিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্যামলতা [স শ্যাম-লতা] *বি* ফুলবিশেষ। 'স্যামলতা ঘাটুফুল কাল্যাক তোলে মৌল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্যাম্পেল [ই] *বি* নমুনা। 'এক একখানা যা স্যাম্পেল, বীভৎস।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

স্যায়না [স সজ্ঞান>] *বিণ* ধূর্ত। 'পেয়াদাটা ভারি দুষ্টু স্যায়না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

স্যালক [স শ্যালক] *বি* স্ত্রীর ছোটো ভাই। 'তাহার স্যালকেরা সরকার সপ্তগ্রামের কাছারিতে কাননগো দপ্তরে মুহরি ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

স্যালিপতি [স শ্যালিকা>] *বি* স্ত্রীর ভগ্নীপতি; ভায়রা ভাই। 'সাধুর বিহাই আইসে নামে রাম দাঁ/ আইলা স্যালিপতি ভাই জসমন্ত খাঁ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্যালোজ *বি* শ্যালকের স্ত্রী। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

স্যালাইন ওয়াটার [ই] *বি* লবণ ও চিনি মেশানো জল। 'স্ট্যাণ্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে স্যালাইন ওয়াটারের স্বচ্ছ ব্যাগ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

স্যালাড [ই] *বি* সালাদ; বিভিন্ন রকমের কাঁচা সবজি মেশানো খাবার। 'ক্লারার মার পাঠানো স্যালাডটা খা ভাই।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

স্যালুট [ই] *বি* অভিবাদন। 'অফিসারকে দেখে জওয়ান দুজন মিলিটারি কায়দায় স্যালুট দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।' *শওকত*, ১৯৭২।

স্যালুন [ই] *বি* রেলগাড়ি ইত্যাদিতে বিলাসবহুল বড়ো কেবিন। 'রাশি রাশি জিনিসপত্র, একটা স্যালুনের সামনে!' *নজরুল*, ১৯৩১।

স্যালুলয়েড [ই] *বি* একপ্রকার পাতলা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পদার্থ। 'একটা সস্তা স্যালুলয়েডের চিরুণী।' *শওকত*, ১৯৫৮।

স্যাস [স শ্বাস] *বি* নিশ্বাস। 'ঘন ঘন স্যাস ছাড়ে গোপিকা সকল।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্যুটকেশ [ই] *বি* কাপড়চোপড় রাখার ছোটো বাক্স। 'স্যুটকেশ হাতে কেউ কান্তিমান দ্রুত হেঁটে যায়।' *শামসুর*, ১৯৬৮।

স্যুটিং [ই] *বি* চলচ্চিত্রে চিত্রগ্রহণ। 'সব নিয়ে দু-তিন দিনের স্যুটিং।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

স্যুররেয়ালিস্ত [ই] *বিণ* পরাবাস্তববাদী। 'ইয়োরোপে যে স্যুররেয়ালিস্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

স্যেজভাই [ফা সে] *বি* তৃতীয় ভাই। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

স্যেজে *দ্র* **সাজা**[১]

স্রক [স] *বি* মালা। **স্রক-চন্দন** [স] *বি* মালা ও চন্দন। 'তোমাদের জন্যে স্রক-চন্দন নয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্রধা [স শ্রদ্ধা] *বি* শ্রদ্ধা। 'সুনিতে রহস্য কথা স্রধা লয়ে মনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্রবন [স শ্রবণ] *বি* শোনা। 'স্রবনে সন্তোস দুঃখ সোক নাহি রহে।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **শ্রবণ**

স্রবনক পথ *বি* কান। 'স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

স্রবনেচ্ছা [স শ্রবণেচ্ছা] *বি* শোনার ইচ্ছা। 'পরাগলের মহাভারত স্রবনেচ্ছা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

স্রবা [স স্রু>] *ক্রি* ক্ষরিত হওয়া। **স্রবএ** *ক্রি* ঝরে। 'ধারারূপে স্রবএ নয়ন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **স্রবিল** *বি* ক্ষরিত হলো। 'বিন্দু বিন্দু হই যত স্রবিল রকত।' *আলাওল*, ১৬৮০। **স্রবে** *ক্রি* বিচ্ছুরিত হয়। 'নয়ান যুগলে স্রবে মুকুতার হার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

স্রাবিতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত ক্ষরণশীল। 'স্রাবিতর শব্দে প্রস্রবনীয় ভূমিই বুঝায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্রম [স শ্রম] *বি* দৈহিক ক্লান্তি। 'ভুঞ্জাইয়া স্রম তার ঘুচাল্য সকল।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্রমজল [স শ্রম-জল] *বি* ঘাম। 'আঁচরে স্রমজল মোছল মোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

স্রষ্টত্ব [স] *বি* সৃষ্টিকারিতা। 'পাতৃত্ব হর্ত্তৃত্ব স্রষ্টত্বের সূচনাও বেদে আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

স্রষ্টা [স] *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'তোমা আরোপিলা যবে বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

স্রষ্টাত্রয়ী [স] *বি* তিন রচয়িতা। 'উপরোক্ত স্রষ্টাত্রয়ী অসাধারণ সৃষ্টি প্রতিভায় একদিনেই রুশ-সাহিত্যকে ...।' *আজাদ*, ১৯৩৭।

স্রষ্টা-রাজা [স] *বি* স্রষ্টারূপ রাজা। 'সে স্রষ্টা-রাজা সম্বন্ধে কোনো খবর রাখে কি?' *নজরুল*, ১৯২৭।

স্রষ্টাসম [স] *বিণ* স্রষ্টার মতো। 'স্রষ্টাসম যারা গোপনে কোথায় সৃজন করিছে জাতি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

স্রস্ত [স] **১** *বিণ* শিথিল। 'স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* স্খলিত জন। 'এ-চির স্রস্তরা সন্তপ্ত হবে না কভু সঙ্গিনীর শ্লিষ্ট সহবাসে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

স্রাদ্ধ [স শ্রাদ্ধ] *বি* মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্নাদি দান। 'বনফুলে বাপের করিল স্রাদ্ধ দানে।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **শ্রাদ্ধ**

স্রার্দ্ধসান্তি [স শ্রাদ্ধশান্তি] *বি* মৃতের আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান। 'স্রার্দ্ধসান্তি কর গিয়া রাজার সৎকারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্রান [স্নান] *বি* স্নান। 'জল দিয়া স্রীহরি স্রান করাইল।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **স্নান**

স্রাবিতর *দ্র* **স্রবা**

স্রিজা [স সৃজন>] *ক্রি* সৃষ্টি করা। 'মায়াতে স্রিজিল সিন্ধু নাম বৈতরণী।' *রামাই*, ১৭১০। *দ্র* **সৃজা**

স্রী [স শ্রী] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'স্রীরাগ।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **শ্রী**

স্রীগা [স শৃগাল] *বি* শিয়াল। 'স্রীগা হইয়া আসি ভাঙিলে কেসরি।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **শৃগাল**

স্রীগালি [স শৃগালী] *বি স্ত্রী* শিয়াল। 'স্রীগালি রূপে দেবি আগে মোহামাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্রীঙ্গ [স শৃঙ্গ] *বি* চূড়া। 'পালাইয়া রহিল তবে পর্ব্বতের স্রীঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **শৃঙ্গ**

স্রীঙ্গি [স শৃঙ্গী] *বি* পর্বত। 'সুবর্ন্নের স্রীঙ্গি ভাঙ্গি আনিল তথাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্রীঙ্গার [স শৃঙ্গার] *বি* রতিক্রিয়া। 'কামে হতচিত্ত হৈয়া সৃজিল স্রীঙ্গার।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **শৃঙ্গার**

স্রীজন [স সৃজন] *বি* নির্মাণ; সৃষ্টি। 'মাথে করি বলয়া স্রীজন।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **সৃজন**

স্রীজা [স সৃজন>] *ক্রি* সৃজন করা। **স্রীজিয়া** *ক্রি* সৃষ্টি ক'রে। 'ঘরে আনি জসোদা উপায় স্রীজিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **স্রীজিল** *ক্রি* সৃষ্টি করলো। 'মনেত ভাবিয়া রাজা উপায় স্রীজিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **স্রীজিলা** *ক্রি* সৃষ্টি করলো। 'রসিয়া বৈষ্ণব জ্বর স্রীজিলা তখন।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্রীজিত [স সৃজিত] *বিণ* সৃষ্ট। 'অসেস গভির আমি তোমার স্রীজিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

স্রীষ্টি, স্রীষ্টী [স সৃষ্টি] *বি* সৃষ্টি। 'প্রকৃতি স্বরূপা দেবি স্রীষ্টির পালনি।' *মালাধর*, ১৫০০; 'তুমি দেব নারায়ন স্রীষ্টী স্থিতি কারন।' *মালাধর*,

১৫০০।

স্রুতিশীল [স] *বিণ* পতনশীল। 'নির্ঝর হইতে ঝর্ঝর শব্দে স্রুতিশীল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

স্রুব [স] *বি* যজ্ঞপাত্র। 'ভাঙ্গিল দশন স্রুবের মারিয়া বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

স্রেফ *দ্র* সেরেফ

স্রেষ্ট [স *শ্রেষ্ঠ*] *বিণ শ্রেষ্ঠ*। 'বধুর স্রেষ্ট বধু তুহ্মি পরিহার মাগি আহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র শ্রেষ্ঠ*

স্রোত, স্রোতঃ [স] **১** *বি* প্রবাহ। 'সর্প প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *বি* স্রোতস্বিনী। 'জগৎ-স্রোতে ভেসে চলো, যে যেথা আছ ভাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

স্রোতঃপথ [স] *বি* স্রোতস্বিনী। 'বহিছে জলস্রোত কলরবে স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

স্রোতঃশাখা [স] *বি* যা দিয়ে স্রোতের একটি শাখা বয়ে গেছে; খাল। 'একটা ক্ষীণ স্রোতঃশাখা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্রোতকন্যে [স] *বি* স্রোতরূপ কন্যা। 'তারি তলায় বাদ্যি বাজায় স্রোতকন্যের নাচ।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

স্রোতগ [স] *বিণ* গতিময়। 'স্রোতগ যাত্রার ছায়া ফেলে দাও।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

স্রোততরঙ্গ [স] *বি* স্রোতের ঢেউ। 'ছুটিয়া চলেছে স্রোততরঙ্গ পাহাড়ি হরিণীসম।' *নজরুল*, ১৯৩০।

স্রোতধারা [স] *বি* স্রোতস্বিনী। 'ধরা যায় না কিশলয়গুচ্ছে প্রবহমান স্রোতধারাকে।' *আহসান*, ১৯৫৯।

স্রোতপূর্ণ [স] *বিণ* স্রোত আছে এমন। 'চাই স্রোতপূর্ণ নদীর মতো সাবলীল জীবনধারা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

স্রোতবাহী [স] *বিণ* স্রোত বেয়ে গমনকারী। 'স্রোতবাহী নৌকার মতো সম্ভাষণ।' *আহসান*, ১৯৬২।

স্রোতশীল [স] *বিণ* প্রবহমান। 'তার স্রোতশীল গতি দেখে চলার আনন্দে জীবনে নিজেও মশগুল।' *হাই*, ১৯৫৪।

স্রোতস্বতী [স] **১** *বি* নদী। 'স্রোতস্বতীসকলের জলে ... শুভ্র তুষারখণ্ডসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি কল্লোলিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। **২** *বিণ* স্রোত আছে এমন। 'না মানে যেমন বাঁধ স্রোতস্বতী নদী।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

স্রোতস্বিনী [স] *বি স্ত্রী* নদী। 'স্রোতস্বিনী যায় চলে সুদূরে সাধের গেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

স্রোতহীন [স] *বিণ* নিশ্চল। 'শিরদাঁড়া বেয়ে স্রোতহীন দাঁড়িয়ে পড়লো শীতল প্রাণহীন রক্ত।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

স্রোতাবর্ত [স] *বি* স্রোতের পাক। 'ও কি পিশাচ নদী দুলছে বাষ্পাকুল গলিত স্রোতাবর্ত।' *শক্তি*, ১৯৬১।

স্রোতায়িত [স] *বিণ* ধাবমান। 'তবু একই কেন্দ্রে সমস্ত চিন্তা স্রোতায়িত হইতে লাগিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

স্রোতে গা ভাসানো **১** *ক্রি* স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া। 'যে সকল দাঁড় ও পাল-বিহীন নৌকা স্রোতে গা-ভাসান দেয়, প্রায় তাহারা বিনাশ-সমুদ্রে গিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *ক্রি* নিশ্চেষ্টভাবে হাত-পা ছেড়ে দেওয়া। 'আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংসবন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **৩** *ক্রি* গতানুগতিকভাবে কিছু করা; অন্য পাঁচজনের মতো করা। 'সে যে ... স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

স্রোতে ভাসা *ক্রি* গতানুগতিকতায় চলা। 'শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্রোতোধার [স] *বি* মিলনস্থল। 'পশ্চিমে পুবে আজি একাকার –/ মহাসঙ্গমে শত স্রোতোধার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

স্রোতোধারা [স] *বি* স্রোতের প্রবাহ। 'ব্রহ্মাভিমুখী মোক্ষাভিমুখী বেগবতী স্রোতধারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'লক্ষ কোটি উম্মতের অশ্রুতপ্ত যার স্রোতোধারা।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

স্রোতোনাদ [স] *বি* স্রোতের গর্জন। 'অলির গুঞ্জর, স্রোতোনাদ; মরমরে পাতাকুল নাচি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

স্রোতোবাহিত [স] *বিণ* স্রোতের সাথে ভেসে এসেছে এমন। 'স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

স্রোতোবেগ [স] *বি* স্রোতের প্রাবল্য। 'স্রোতোবেগচালিত ভাসমান শুভ্রতুষারখণ্ডসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

স্রোতোমুখ [স] **১** *ক্রিবিণ* স্রোতের সঙ্গে। 'স্রোতোমুখে ছুটিয়াছি বিদ্যুতের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'এই বেলা দাঁড়া তুই, স্রোতোমুখে ভাসিস নে আর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বি* স্রোতের উজান। 'কয়েকটি ছোট নৌকা স্রোতোমুখে মন্থর গতিতে ভাসিতেছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

স্রোতোহীন [স] *বিণ* স্রোত নেই এমন। 'ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর, স্থির স্রোতোহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'স্রোতোহীন চেতনায়, গাঢ় গূঢ় অতল সলিলে।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪০।

স্রোতরম্রি [আ শতরঞ্জ] *বি* সতরঞ্জি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

স্লাইড [ই] *বি* অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার জন্যে কাচখণ্ডের উপর কোনো বস্তুর পাতলা প্রলেপ। 'নানা মাইক্রোস্‌কোপের স্লাইড্‌স।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

স্লাইস [ই] *বিণ* টুকরা। 'স্লাইস পাঁউরুটি।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্লিপ [ই] *বি* চিরকুট। 'স্লিপগুলো দাঁড়িয়ে থেকে ছাপিয়ে আনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

স্লিপার [ই] **১** *বি* রাতের রেলগাড়িতে যাত্রীদের শোয়ার জায়গা। 'স্লিপারের ওপর বুঁচকি-বোঁচকা সুদ্ধ আমাদের ছুঁড়ে ফেলে।' *জীবন*, ১৯৩১। **২** *বি* চটি জুতা; স্যান্ডেল। 'স্লিপারটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে।' *জীবন*, ১৯৩২।

স্লিপিং সুট [ই] *বি* ঘুমানোর সময়ে পরিধেয় পোশাক। 'স্লিপিং সুট পরে শোবার ঘরের বাইরে বেরোনো যাবে না।' *হাই*, ১৯৫৮।

স্লেজ [ই] *বি* কুকুরে টানা গাড়ি। 'অন্য গাড়ি আর স্লেজের মধ্যে পার্থক্য কি?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

স্লেট [ই] *বি* কালো পাথরের তৈরি লেখার ফলক। 'বুকের উপর স্লেট রেখে ... একটি কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্লো [ই] *বিণ* (ক্রিকেট খেলায়) বিশেষ ধীরগতিসম্পন্ন। 'ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

স্লোগান [ই] *বি* মিছিলের ধ্বনি। 'স্লোগানও দিয়েছিলেন মূলতঃ তাঁরাই।' *বেগম*, ১৯৪৮।

স্ল্যাঙ [ই] *বি* অপশব্দ। 'স্ল্যাঙ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হ

হ *বি* বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ বর্ণ। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

-হ ১ সপ্তমী বিভক্তিবিশেষ; -এ। 'গঅণহ জিম উজোলি চান্দে।' *চর্যা* ৩০, ১২০০। **২** ষষ্ঠী বিভক্তিবিশেষ; -র। 'আসা বহল পাতহ বাহা।' *চর্যা* ৪৫, ১২০০। **৩** অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের বিভক্তিবিশেষ; -ও। 'তোহ্মে কেহ্নে সে বোল বোলহ আহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হইচই [ধ্বন্যা] *বি* শোরগোল। 'গ্রামে একটা হইচই পড়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হইরই [ধ্বন্যা] *বি* বিশৃঙ্খলা; হট্টগোল। 'বরাভয়-বাণী ওই রে কার শুনি, নহে হইরই এবার।' *নজরুল*, ১৯২২।

হই হই [ধ্বন্যা] *বি* হৈচৈ; গোলমাল। 'হই হই হায় হায় করে কোন জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হইহই ব্যাপার [ধ্বন্যা হইহই+স ব্যাপার] *বি* হৈচৈ ফেলার মতো ঘটনা। 'হইহই ব্যাপার! রইরই কাণ্ড!' *নজরুল*, ১৯২৭।

হইতে *অব্য* হতে; থেকে। 'প্রভু বলে গঙ্গা কত দূর এথা হইতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **হতে**

হউজ [ই house] *বি* নীল তৈরির কারখানা। 'কুলিরা বোঝা বোঝা নীল শিটি মাথায় করিয়া হউজের বাহিরে ফেলিতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

হউস [ই] *বি* সওদাগরি অফিস। 'শেষে এক সদয় হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হউসে একটি ওজোন সরকারী কর্ম্ম দিলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হওয়া [স ভূ>] **১** *ক্রি* ঘটা। 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* পরিণত হওয়া। 'কংসের বিষএ আহ্মে হইএ মাহাদাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* জন্ম নেওয়া। 'এবে হর্তে দৈবকীর যত গব্‌র্ভ হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৪** *ক্রি* জন্মগ্রহণ করা। 'পুত্র হবেক রাজা উপায় চিন্তা কর।' *মালাধর*, ১৫০০। **৫** *ক্রি* পরিবর্তিত হওয়া। 'যৌবন গড়িলে তনু হইবেক লাউ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **৬** *ক্রি* পক্ষ হওয়া। 'সভারে হইআ বামা চলিলা ভ্রুকুটী ভীমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৭** *ক্রি* পাওয়া। 'অধনের ধন হঅ অপুত্রকে পুত্র পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **৮** *ক্রি* কাজে লাগা। 'না, না, এ বলি হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **৯** *ক্রি* পক্ষাবলম্বন করা। 'ওর হয়ে কথা বলতে খুব ভালো লাগে।' *জীবন*, ১৯৩৩। **হঅ ১** *ক্রি* হও। 'আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্ন না হঅ বিকল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হয়। 'অধনের ধন হঅ অপুত্রকে পুত্র পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হআঁ** *ক্রি* হয়ে। 'মোকে কাল হআঁ লাগিল কাহ্নাঞিঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হই ১** *ক্রি* হয়ে। 'স্কীটা হই ণবগুণ শাসন পড়া।' *চর্যা* ৪৭, ১২০০; 'শোভএ নিচল হই।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* হওয়া ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের বর্তমান কালের রূপ। 'আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হইআ** *ক্রি* হয়ে। 'সভারে হইআ বামা চলিলা ভ্রুকুটী ভীমা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হইএ ১** *ক্রি* হই। 'কংসের বিষএ আহ্মে হইএ মাহাদাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হয়ে। 'কাতর হইএ কত করিলাম স্তুতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হইও** *ক্রি* মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা। 'উচিত বচনে মাত্র না হইও দুঃখিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হইতাঙ** *ক্রি* হতাম। 'পক্ষ জদি হইতাঙ উড়্যা জাইতাম ঘর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হইনু** *ক্রি* হলাম। 'নির্ব্বিঘ্ন হইনু মোতে বিষয় না হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **হইনূ** *ক্রি* হলাম। 'দারুণ দৈবের ফলে হইনূ বন্দি মায়াজালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হইব ১** *ক্রি* হবো। 'বড়াইকে ছাড়ি কেন হইব একাকিনী।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* হবে। 'যেইখানে থইব তথা হইব প্রলয়ে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **হইবা** *ক্রি* হবে। 'রজনী প্রভাতে কালি না হইবা বাহির।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হইবাতে** *ক্রিবিণ* হওয়ার জন্য। 'আপন স্বামির শবসহ সহগামী হইতে উদ্যতা হইবাতে।' *দর্পণ*, ১৮২৬; 'সেই ভাবি সুখাশা সন্তানগণের হইবাতে সমাজের অনিষ্ট করিতেছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪। **হইবি** *ক্রি* হয়ে যাবি। 'তথাঁ গেলেঁ হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হইবে** *ক্রি* হবে। 'আসরে হইবে অধিষ্ঠান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হইবেঁ** *ক্রি* হবে। 'কংসে সুধি পাইলেঁ হইবেঁ তোহ্মে আপোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হইবেক** *ক্রি* হবে। 'হইবেক তোর মোর সুরতী কাহ্নাঞিঁ ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হইবেন** *ক্রি* হবে (সম্মানসূচক নয়)। 'নিলাম নয় ঘড়ির সময় হইবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। **হইমু** *ক্রি* হবো। 'অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্বথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হইয়** *ক্রি* হোয়ো। 'রাজদ্বারে বাহির না হইয় কদাচন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হইয়া** *ক্রি* হয়ে। 'অলপ হইয়া চাহ বড়র সঙ্গ।' *বড়ু*, ১৫৭০। **হইয়াছিল** *ক্রি* হয়েছিলো। 'তাহার কএক খানের মহকুফ হইয়াছিল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **হইয়ে** *ক্রি* হয়ে। 'সম্ভ্রমিত হইয়ে তবে প্রণমে অর্জ্জুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হইল** *ক্রি* হলো। 'পঞ্চদস দিবস হইল পরমান।' *মালাধর*, ১৫০০। **হইলা** *ক্রি* হলো। 'প্রেমে মত্ত রত্নগর্ভ হইলা তখন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হইলাঙ** *ক্রি* হলাম। 'সর্ব্ব রাজা জিনি হইলাঙ নৃপমুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হইলাম** *ক্রি* হলাম। 'বিপ্রে না দেখিএ বড় হইলাম বিস্ময়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হইলী** *ক্রি* হয়েছিস। 'মোর ব্রতভঙ্গ করি হইলী কুলের কালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হইলুঁ** *ক্রি* হলাম। 'চকোর চঞ্চলমতি হইলুঁ উদাস।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হইলুম** *ক্রি* হলাম। 'পাণ্ডুএ বোলেন মুই হইলুম বৈরাগ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হইলে** *ক্রি* হলে। 'রজনী সময় হইলে মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে অপরূপ পুরীর অন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হইলেক** *ক্রি* হলো। 'কুরুক্ষেত্রে সমরেতে হইলেক অন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হইলেন্ত** *ক্রি* হলো। 'হইলেন্ত মিকাইল উকিল নিশ্চএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **হইলোঁ** *ক্রি* হলাম। 'আকুলি হইলোঁ ঘুমে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হইল্য** *ক্রি* হলো। 'রাজসম্ভাষণে হইল্য শ্রীমন্তের ত্বরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হউ** *ক্রি* হোক। 'তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হউব** *ক্রি* হবে। 'ব্যাস বোলে জনমেজয় কি হউব অখনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হউ** *ক্রি* হোক; ঘটুক। 'মাঝ যমুনাত হউ তোর মোর রতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হউক** *ক্রি* হোক। 'আল দুইহাঁর হউক কুশল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হএ ১** *ক্রি* হয়। 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হয়ে। 'অগ্রসর হএ জাম্ব কহিলেন হেসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হএছে** *ক্রি* হয়েছে। 'মায়ের হএছে এথা অকাল মরণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হএন** *ক্রি* হন। 'খাইয়া জে তুষ্ট হএন রাম নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। **হএ নহে** – সত্য হোক বা মিথ্যা হোক। 'হএ নহে রাধা আপণে লেখা কর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হও** *ক্রি* হওয়া ক্রিয়ার বর্তমান অনুজ্ঞা রূপ। 'কৈন্যাএ বোলে তুহ্মি জদি হও অর্জ্জুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হওন** *বি* হওয়া। 'ঐ তিন সুবায় পদার্পণ হওনের ফরমান ও চিত্রবিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ ...।' *রামরাম*, ১৮০১। **হওন্ত** *ক্রি* হয়। 'যদি সে হওন্ত তাঞি সহাএ আহ্মার।' *সুলতান*, ১৭০০। **হওক** *ক্রি* হোক। 'সেই দেবীর বরে হওক সভার সম্পদ।' *বিজয়* ১৫০০। **হওত** *ক্রি* হয়ে। 'রাজসভায় উপনীত হওত জিজ্ঞাসা করে।' *দর্পণ*, ১৮২৭। **হওয়ে** *ক্রি* হয়ে

ওঠো; হও। 'কর্ম্মে কেন হওরে চাসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হওসি** *ক্রি* হোস। 'সরূপ কহওঁ যবেঁ হওসি সদয়।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হক** *বিণ* হোক। 'এই মত হক তোরে সকল মহান্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হকু** *ক্রি* হোক। 'কানা হকু খোঁড়া হকু এক পুত্র দিবে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **হগ** *ক্রি* হোক। 'সেন কল মহারাজা মাপ হগ মোরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হঙ ১** *ক্রি* হয়। 'নিরঞ্জন ভাবি জেন হঙ নিরঞ্জন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* হও। 'লোচন সফল করো হঙ কৃতকৃত্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হচ্চি** *ক্রি* হচ্ছি। 'আমরা সত্বর প্রস্তুত হচ্চি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **হচ্চে ১** *ক্রি* ঘটছে। 'এত বিলম্ব হচ্চে কেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *ক্রি* হচ্ছে। 'আমায় ভোজ্যসামগ্রী দিন, কারণ গুরু-সেবার সময় অতীত হচ্চে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **হএগ্রা** *ক্রি* হয়ে। 'চিত্ত দৃঢ় হএগ্রা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **হএগ্রাঁ** *ক্রি* হয়ে। 'থাকিব যোগিনী হএগ্রাঁ তোহাঁক সেবিএগ্রাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হএগ্রেছে** *ক্রি* হয়েছে। 'যাঁর তেজে সর্ব দেশ হএগ্রেছে দীপতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হত** *ক্রি* হওয়া ক্রিয়ার সাধারণ অতীত রূপ; হতো। 'ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হতেছে** *ক্রি* হচ্ছে। 'রোমাঞ্চ হতেছে মোর খসিছে কাঁচলি ডোর।' *ভারত*, ১৭৬০। **হতেম** *ক্রি* হতাম। 'মাথা খুঁড়ে হতেম সারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **হন** *ক্রি* হওয়া ক্রিয়ার মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমাত্মক রূপ। 'অনুকূলা অচঞ্চলা হন আমা প্রতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হনু** *ক্রি* হলাম। 'তোমার লাগিয়া হনু দানী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হব** *ক্রি* হবে। 'তোমা সিসু বধিলে মোর হব অপজস।' *মালাধর*, ১৫০০। **হবা** *ক্রি* হবে। 'লোহা যেমন পরশে সোনা হবা সে মতে।' *লালন*, ১৮৯০। **হবি** *ক্রি* হওয়া ক্রিয়ার অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক রূপ। 'না হবি অসতী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **হবে** *ক্রি* সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে হওয়া ক্রিয়ার নামপুরুষের রূপ। 'আশা পূরে তবে, হেন দিন হবে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হবেক** *ক্রি* হবে। 'পুত্র হবেক রাজা উপায় চিন্তা কর।' *মালাধর*, ১৫০০। **হবেন** *ক্রি* হওয়া ক্রিয়ার অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমাত্মক রূপ। *বোগল*, ১৭৭০। **হয় ১** *ক্রি* হও। 'আমাকে দেখিয়া তেন না হয় বিকল।' *বড়ু*, ১৫৭০। **২** *ক্রি* রূপ পায়। 'যথাতথা জন্মুক সবার শ্রেষ্ঠ হয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *ক্রি* ঘটে। 'সঙরণে হয় বিঘ্ননাশ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **৪** *ক্রি* হয়ে ওঠে। 'গণ্ডযোগে জন্ম হলে সে হয় মাখেকো ছেলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **৫** *ক্রি* সৃষ্টি হয়। 'এই সংসার আপনি হয়, কালক্রমে আপনি যায়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **হয়ত ১** *ক্রি* হয়। 'বিষ হয় জীর্ণ দেহ হয়ত অমর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* হবে। 'সিদ্দি হৈব কাম তুহ্মি হয়ত সন্তোস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হয়া** *ক্রি* হয়ে। 'এহা দেখী মহারাজা অগ্নি হয়া জলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হয়িআঁ** *ক্রি* হয়ে। 'বিমুখ হয়িআঁ খলখলি হাস তোর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িএ** *ক্রি* হই। 'হয়িএ আহ্মে তোর প্রিয় কাহ্নু।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িতেঁ** *ক্রি* হতে। 'সাধ নাহিঁ পার হয়িতেঁ হেন ভাঙ্গা নাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িবে** *ক্রি* হবে। 'কেমনে হয়িবে নিস্তার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িল** *ক্রি* হলো। 'এবেঁ রাজা হয়িল ধনের কাতর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িলা** *ক্রি* হয়েছো। 'হরিষেঁ হয়িলা তবেঁ সজল নয়নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িলাহা** *ক্রি* হলে। 'লীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িলাহোঁ** *ক্রি* হলাম। 'চুরিণী হয়িলাহোঁ তোর থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িলী** *ক্রি* হলো। 'উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িলে** *ক্রি* হলে। 'ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞিঁ দুঈ হাথে না খাইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়িলোঁ** *ক্রি* হলাম। 'তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হয়ে** *ক্রি* হয়। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **হয়ে আসা** *ক্রি* পরিণত হওয়া। 'সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **হয়েইছে** *ক্রি* হয়েই গেছে। 'ভালো হয়েইছে জানলে কী করে?' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। **হয়েচে** *ক্রি* হয়েছে। 'গাল দেওয়া হয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬৮। **হয়েছিলুম** *ক্রি* হয়েছিলাম। 'বাড়ী সুদ্ধ লোক কি কাণা হয়েছিলুম?' *উমেশ মিত্র*, ১৮৫৭। **হয়েছে** *ক্রি* হয়ে গেছে। 'তাতে ধর্মমায়া তায় হয়েছে আচ্ছন্ন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হয়েন** *ক্রি* হন। 'গুরু কৃষ্ণরূপ হয়েন শাস্ত্রের প্রমাণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **হয়ে যাওয়া** *ক্রি* হওয়া। 'মোহ ছুটিবে রে নয়নেতে তোর, যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **হয়্যা** *ক্রি* হয়ে। 'কাল হয়্যা গেল মোর যৌবনের ভার।' *বড়ু*, ১৫৭০। **হয়্যাছে** *ক্রি* হয়েছে। 'হিরা নিদয়ারে বলে কি হয়্যাছে পুত্র কোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হয়্যে** *ক্রি* হয়ে। 'নেকা ঢঙ্গ হয়্যে রামা কহে সেই কি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হল** *ক্রি* হলো। 'নদীয়া নগর হল দিবসে আঁধার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হলান** *ক্রি* হলেন। 'নিশ্চয় হলান বাম অনাদ্য ঠাকুর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হলুঁ** *ক্রি* হলাম। 'একে কলঙ্কিনি হলুঁ তাহে তুমি বৈমুখ।' *মালাধর*, ১৫০০। **হলুম** *ক্রি* হলাম। 'আমরা হলুম বুড়ো মানুষ।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **হলে** *ক্রি* হয়েছো। 'হলে অনুকূল ব্যাধি দূরে গেল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হলেম** *ক্রি* হলাম। 'আমার সেই যে কালী, মনের কালী হলেম কালী তার বিষয় বশে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হলো** *ক্রি* ঘটলো। 'কেবল আশার আশা ভবে আসা, আসামাত্র হলো।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হল্য** *ক্রি* হলো। 'জাহাতে হল্য কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **হল্যা** *ক্রি* হলো। 'শক্তি হল্যা তিন ইথে নাহি ভিন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হল্যান** *ক্রি* হলেন। 'মূর্তিমন্ত সাক্ষাতে হল্যান ভদ্রকালী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হেল** *ক্রি* জন্ম নিলো। 'তার পাছে হেল মরিয়াম।' *সুলতান*, ১৭০০। **হৈঅ** *ক্রি* হোয়ো। 'মোহর কারণে পিতা না হৈঅ চিন্তিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হৈআ** *ক্রি* হয়ে। 'সেই সে জানএ মর্ম হৈআ অতি দীন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **হৈই** *ক্রি* হই। 'মাতুল সম্বন্ধে ইহাঁর ভাই হৈই আমি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হৈএ** *ক্রি* হয়ে। 'হৈএ প্রমোদিতচিত না করিলা ভক্তিনিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হৈও** *ক্রি* হোয়ো। 'চিত্ত স্থির কর রাণী না হৈও আকুল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **হৈছে** *ক্রি* হয়েছো। 'মদনে মূর্চ্ছিত হৈছে কিসের নিমিত্ত।' *বিজয়*, ১৬৫০। **হৈছে** *ক্রি* হয়েছে। 'উদরে ঔরসে জন্ম না হৈছে অপার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হৈত** *ক্রি* হতো। 'শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে।' *ভারত*, ১৭৬০। **হৈতা** *ক্রি* হতে। 'জেষ্ট ভাই না হৈতা জবে আজী মারিতুম তবে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হৈতে** *ক্রি* হতে। 'সঙ্গ হৈতে দ্রঢ়বন্ধ সংসার অতঙ্গ।' *মালাধর*, ১৫০০। **হৈনু** *ক্রি* হলাম। 'ঔষধ করিল জত তত রূপে হৈনু ভিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হৈব** *ক্রি* হবে। 'এতেকেঁ তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈবা** *ক্রি* হবে। 'তুহ্মি হইবা পাটেশ্বরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হৈবে** *ক্রি* হবে। 'এহি দুই কেশ হৈবে বসুদের ঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈবেক** *ক্রি* হবে। 'যে হৈবেক দৈবকীর গর্ব্ত অষ্টম।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈবের** *ক্রি* হবে। 'নান্দ গোপ সুণিলেঁ হৈবের কোণ গতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈবোঁ** *ক্রি* হবো। 'মোঁএ আপোণুত হৈবোঁ তোহ্মো জাইবেঁ মার।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈয়া** *ক্রি* হয়ে। 'সরির ছাড়িল রাজা সোকাকুল হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **হৈয়াছি** *ক্রি* হয়েছি। 'হৃদয়ে বিকল হৈয়াছি মোরা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **হৈয়াছিল** *ক্রি* হয়েছিলো। 'হৈয়াছিল নাকি দেখা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **হৈয়্যা** *ক্রি* হয়ে। 'রাজার আদেস পায়্যা প্রদক্ষিন হৈয়্যা।' *মালাধর*, ১৫০০। **হৈল ১** *ক্রি* হলো। 'হেন সব গুণী কংস হৈল সচকীত।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হলাম। 'তোহ্মার কারনে জে পবিত্র হৈল আহ্মি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হৈলা ১** *ক্রি* হলো। 'পাগল হৈলা কাহ্নাঞিঁ নিজ মতিমোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হয়েছিলো। 'হনুমান মাহাবীর হৈলা সারথী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হৈলাঙ ১** *ক্রি* হলেন। 'তবেত সদয় হৈলাঙ আপনে শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* হলাম।

'ভেউঠরিয়ায় হৈলাঙ উপনীত।' মুকুন্দ, ১৬০০। **হৈলাম** ক্রি হলাম। 'তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।' দ্বিচণ্ডী, ১৬০০। **হৈলাহোঁ** ক্রি হলাম। 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী।' বড়ু, ১৪৫০। **হৈলু** ক্রি হলাম। 'বর মাগ শঙ্কর সদয় হৈলু আমি।' রূপরাম, ১৭৫০। **হৈলুঁ** ক্রি হলাম। 'পুত্র দারা সঙ্গে মুঞি হৈলুঁ পরবশ।' আলাওল, ১৬৮০। **হৈলুম** ক্রি হলাম। 'পিত্রিঋণে বন্দি হৈলুম নাহি দেখী শুদ্ধি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **হৈলে** ক্রি হলে। 'আমাকে সদয় হৈলে হরি।' মালাধর, ১৫০০। **হৈলোঁ** ক্রি হলাম। 'অবল হৈলোঁ তোর সখি করি পারে।' বড়ু, ১৪৫০। **হৈল্যা** ক্রি হলেন। 'অস্তে ব্যস্তে বাহির হৈল্যা গদাধর।' মালাধর, ১৫০০। **হো** ক্রি হয়। 'জহি মণ ইন্দিঅবণ হো ণঠা।' চর্যা ৩১, ১২০০। **হোঅ** ক্রি হয়। 'গেলে মান অধিক হোঅ সঙ্গ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **হোই ১** ক্রি হও। 'চৌকোড়হি বিমুক্তা জইসো তইসো হোই।' চর্যা ৩৭, ১২০০। **২** ক্রি হয়। 'বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।' চর্যা ১৭, ১২০০। **৩** ক্রি হবো। 'হোইহোঁ দাসী তোরী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **হোইঅ** ক্রি হোয়ো। 'জে অঁগিরিঅ তা ন হোইঅ উদাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **হোইব** ক্রি হবে। 'জই তুমহে লোঅ হে হোইব পারগামী।' চর্যা ৫, ১২০০। **হোএতি** ক্রি হয়। 'বনহি গমন করু হোএতি দোসর মতি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **হোক** ক্রি ঘটুক। 'ইচ্ছামৃত্যু হোক তোর পৃথিবি ভিতর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **হোক-না** ক্রি না হয় হোক। 'আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ হোক-না হারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। **হোগ** ক্রি হোক। 'গীত রচ ধর্মের গৌরব হোগ বাড়া।' মানিকরাম, ১৭৮১। **হোতি** ক্রি হয়। 'তাঁহা তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি।' গোবিন্দ, ১৬০০। **হোয়ত** ক্রি হয়। 'রসিক কারণ রসিকা হোয়ত।' চণ্ডী, ১৫৫০। **হোয়তা** ক্রি হবে। 'হোয়তা হে কিএ বধভাগী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **হোয়ল** ক্রি হয়। 'ঐসন হোয়ল পহিল বিলাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **হোয়ে** ক্রি হয়ে। 'তুমি সেই সাঁচে নির্মিতা হোয়ে মনোময়ী হয়ে নাচ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। **হোল** ক্রি হলো। 'খাটুল পৌছিতে হোল ক্ষীণ কলেবর।' মানিকরাম, ১৭৮১। **হোসি** ক্রি হোয়ো। 'বচনে বস হোসি জনু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **হোহী** ক্রি হোয়ো। 'সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।' চর্যা ৫, ১২০০। **হোহিসি** ক্রি হোয়ো। 'নলনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা।' চর্যা ২৩, ১২০০। **হোহু** ক্রি হও। 'এ বণ ছাড়ী হোহু ভান্তো।' চর্যা ৬, ১২০০। **হৌক ১** ক্রি হোক। 'ষাঠী আজি রাঁড়ী হৌক বলে বারে বারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **২** ক্রি হবে। 'ঋতুবতী হইল আহ্মি কি হৌক আহ্মার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হতেই না পারা – আদৌ সম্ভব না হওয়া। 'কোনো আলোচনা হতেই পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

হতে-না-হতেই ক্রিবিণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে; ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ঠিক পরে। 'আবৃত্তি শেষ হতে-না-হতেই অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

হয়ে যাওয়া ক্রি মৃত্যু হওয়া। 'তাঁর ত হয়ে গেছে কবে।' দ্বিজেন্দ্র, ১৯১২।

হওয়ালী [আ] বিণ নিকটবর্তী। 'জেলা হওয়ালী শহরের পুলীসের দারোগা।' দর্পণ, ১৮২৬।

হংগামা [ফা হাঙ্গামহ] বি দাঙ্গা। 'রাজাদের হংগামা চুকতে চুকতে হুজুক উঠলো।' হুতোম, ১৮৬১।

হংস[১] [স] **১** বি হাঁস। 'হংস রএ সরোবরে শুআহো পাঞ্জরে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** বি সন্ন্যাসীবিশেষ। 'সূতসংহিতার জ্ঞানযোগ খণ্ডে চারি প্রকার সন্ন্যাসীর বিবরণ সন্নিবেশিত আছে; কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস।' অক্ষয়, ১৮৫০।

হংসকিঙ্কিণী [স] বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'হংসকিঙ্কিণী।' নজরুল, ১৯৩৫।

হংসগতি [স] বিণ হাঁসের মতো ধীরগামী। 'রূপেতে রতির পতি, গমনেতে হংসগতি।' ভবানী, ১৮২৮।

হংসদূত [স] বি সংবাদবাহক হাঁস। 'শুভ্র একটি হংসদূত কোন বিরহিণীর হয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হংসপক্ষ [স] বি শুভসূচক হস্তরেখা। 'এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

হংসবলাকা [স] বি হাঁসপাখি। 'আমার গানের হংসবলাকা পাঁতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

হংসবীজ [স] বি হাঁসের ডিম। 'এই শীতে হংসবীজ অতি মনোহর।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

হংসমিথুন [স] বি হাঁসের জোড়; হংস ও হংসী। 'আঁচলখানির প্রান্তটিতে হংসমিথুন আঁকা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হংসরূপী [স] বিণ স্ত্রী হাঁসের রূপবিশিষ্ট। 'দময়ন্তীর সামনে হংসরূপী নলের আবির্ভাব।' বিমল, ১৯৫৩।

হংসলতা [স] বি ফুলবিশেষ। 'ফুলের গড়ন ... হংসলতা।' বিভূতি, ১৯৩৮।

হংসশুভ্র [স] বিণ হাঁসের মতো সাদা। 'হংসশুভ্র মেঘের ঝালর দোলে শুভ্র চন্দ্রাতপতলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

হংসসারি [স] বি হাঁসের সারি। 'হংসসারির দুলানো মালিকা।' নজরুল, ১৯৩৫।

হংসি [হংসী] বি স্ত্রী হাঁস। 'ব্রহ্মার বাহন হংসি পাঠাহ ত্বরিতে।' মালাধর, ১৫০০।

হংসিনী [স] বি স্ত্রী হাঁস। 'হংসিনী।' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'ওঠো বুনো হংসিনী আমার।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

হংসী [স] বি স্ত্রী হাঁস। 'জুলিয়া হংসীসদৃশ পদবিক্ষেপে ... আসিয়া বসিল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

হংসীশ্বেত [স] বিণ হাঁসের মতো সাদা। 'নারী ... হংসীশ্বেত রিরংসার মতন কঠিন।' জীবন, ১৯৪০।

হক [আ] **১** বিণ ন্যায্য। 'নজর করিয়া হক ইনসাব করিবেন।' মেয়র্স, ১৭৫৮; 'ধর্ম অবতার গরিবের ভাগে হক ইনসাপ করিবেন।' ওসাঁ, ১৭৮২। **২** বি ন্যায্য অধিকার। 'এ কারণ তাঁতিদিগের হক ও খরিদারানের হক রক্ষ্যা কারণ হুকুমনামা নতুন।' মেয়ার, ১৭৮৭। **৩** বিণ সত্য। ভবানী, ১৮২৩। দ্র **হক্ক**

হক কথা [আ হক+স কথা] বি যথার্থ কথা। 'সর্দারজী হক কথা বলেছিলেন।' মুজতবা, ১৯৪৯।

হকতা'লা [আ] বি হকতায়ালা; আল্লাহ। 'আল্লায় ওরে হকতা'লায় পায়ে ঠেলে যারা অবহেলায়।' নজরুল, ১৯২৪।

হকদার [আ হক+ফা দার] বি স্বত্বাধিকারী। হ্যালহেড, ১৭৭৮; 'সকলেই পার্ব্বণীর হকদার।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

হকনাহক [আ হক+ফা না+আ হক] **১** ক্রিবিণ সত্যমিথ্যা। বিদ্যা, ১৮৯১। **২** বি ন্যায্য-অন্যায্য। 'হালিমের মত বেনমাজী হকনাহকের এই ঝক্কিটা কেন লইতেছে?' মনসুর, ১৯৫৫।

হকচকানো ১ ক্রি উচ্ছ্বসিত হওয়া। 'রস শব্দ উচ্চারিত হতে শুনলে তার

মনটাও হকচকিয়ে উঠে।' *হাই*, ১৯৪৭। ২ *ক্রি* হতভম্ব হওয়া। 'শুনে ব্যাপারি হকচকিয়ে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। ৩ *ক্রি* বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া। 'ড্রাইভার হকচকিয়ে যায়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হকানো *ক্রি* ঢুকানো। 'গ্রাসে-গ্রাসে পেটে হকাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হকার[1] [স হ-কার] *বি* 'হ' – এই বর্ণ। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হকার[2] [ই] *বি* ফেরিওয়ালা। 'একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছু জিনিস বেচিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হকি, হকী [ই] *বি* খেলাবিশেষ। 'ভারতীয় হকি দল।' *বুলবুল*, ১৯৩৬; 'খেলতে গেলে হকী তার/ প্রাণে বাঁচাই ডাউট!' *অন্নদা*, ১৯৪১।

হকিস্টিক [ই] *বি* হকি খেলায় বল চালনার জন্য ব্যবহৃত ব্যাট। 'হারো হাতে হকিস্টিক।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

হকিকত, হকীকত [আ] ১ *বি* সত্য। 'হকীকত, তৌহিদ, ইমান মহারত্ন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* ইসলাম ধর্মসাধনার ধারাবিশেষ। 'শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত এ চারি মঞ্জিলেত করএ এবাদত।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* কুশল; অবস্থা। 'মহাশএর হকিকত সমস্ত শ্রীযুত মহারাজা বাহাদুর সাহেবকে নিবেদন করিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৪ *বি* তথ্য। 'নমক বিক্রির হকিকত সুন্দর রুপে জানানো জাইতেছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

হকিগত [আ হকিকত>] *বি* অবস্থা। 'বারো দফা হকিগত লিখীতে আড়ঙ্গ মজকুরে হুকুম গীয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

হক্ক [আ] ১ *বিণ* সত্য। 'সাঁই সিরাজের হক্কের বচন, ভেবে কহে ফকির লালন।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* ন্যায্য অধিকার। 'এ সংসারে যদি কোনো শহরের সত্যতার হক্ক থাকে।' *মুজতবা*, ১৯৫২। দ্র **হক**

হক্কগত [আ হক+স গত] *বিণ* ন্যায্য অধিকার সূত্রে প্রাপ্য। 'প্রাদেশিক জনসংখ্যার হিসাবে তারা তাদের হক্কগত বেশিয়ো পাচ্ছে কি?' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হগ দ্র **হওয়া**

হঙ্গাম [ফা হঙ্গামহ্] ১ *বি* মারামারি। 'লোকের হঙ্গামে লোক মারা পড়িয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* কলহ। *ভবানী*, ১৮২৩।

হঙ্গামা [ফা হঙ্গামহ্] *বি* দাঙ্গা; যুদ্ধ। '১৭৫৬ সালের যুন মাসে নবাবি হঙ্গামার সময় ...।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

হঙ্গামিআ [ফা হঙ্গামহ্>] *বি* দাঙ্গাকারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

হঙ্গামী [ফা হঙ্গামহ্] *বি* দাঙ্গাকারী। 'দস্যু ও সকল হঙ্গামী লোক।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

হঙ্গেরিয়ান [ই] *বি* হাঙ্গেরি থেকে আনা। 'একটা বড় হঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড পাদরি লং সায়েবকে কামড়ে দিলে!' *হুতোম*, ১৮৬১।

হজ, হজ্জ [আ] *বি* মক্কা এবং এর অদূরবর্তী কয়েকটি স্থানে পালিত মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মানুষ্ঠান। 'তবে পয়গাম্বরে হজ্জ নামাজ গুজারি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'হজ্জে আকবর ও হজ্জে আছগর অর্থাৎ বড় হজ্জ ও ছোট হজ্জ।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

হজ-যাত্রী [আ হজ+স যাত্রী] *বি* হজ পালনের জন্য মক্কা নগরীর উদ্দেশে গমনকারী ব্যক্তি। 'দু-একজন হজ-যাত্রী।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হজম [আ] ১ *বি* নিঃশেষ। 'অনুগ্রহ করিয়া ফাঁকি দিলেই অক্লেশে হজম হইয়া যাইত।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ২ *বি* আত্মসাৎ। 'এ টাকা বজ্জাতি করে হজম করা তো আমার কম্ম নয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৩ *বি* পরিপাক। 'আমি গো মাংস হজম করিতে পারি।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। ৪ *বি* সহ্য। 'এই নির্মম অবমাননা নীরবে হজম করেন কেন?' *রোকেয়া*, ১৯৩০। ৫ *বি* গায়েব। 'রেডিয়ো সেট, লাউডস্পিকার, গানের রেকর্ড যা ছিল, এমনকী তার পিনগুলি পর্যন্ত সব হজম।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

হজমশক্তি [আ হজম+স শক্তি] *বি* পরিপাক করার ক্ষমতা। 'তাঁর হজমশক্তি নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

হজমি, হজমী [আ হজম>] *বিণ* খাদ্য পরিপাকে বা হজমে সহায়ক। 'টাকাটা সিকিটা দক্ষিণ্য পাবে হজমী টিকির জোরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'পকেটে থাকে হজমি গুঁড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হজমিগুলি [আ হজম>+হি গুলি] *বি* পরিপাকের সহায়ক বড়ি। 'ক্ষমতানুসারে হজমিগুলিরও আশ্রয় লইতে হয়।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

হজরত, হজরৎ [আ] ১ *বি* ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। 'দেখা কৈল হজরতে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'হজরতের প্রশংসামূলক গজল গাহিয়া ...।' *বেগম*, ১৯৪৯। ২ *বি* মহাত্মা। 'তিনি হজরত জিনিয়াই সিদ্ধ।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'হজরত! আমাকে নিতান্ত স্ত্রীলোক মনে করিবেন না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বি* নামের আগে ব্যবহৃত সম্মানসূচক পদবি। 'হজরৎ মোহাম্মদ বা অন্যান্য অবতার বা নবী।' *আহমদী*, ১৯২৬।

হজরতা [আ হজরত>] *বি* মহান নারী। 'সেনাপতি ছিলেন হজরতা শহরবানু।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

হজ্জিমত [আ হাজিমত] *বি* শাস্তি। 'হজ্জিমত খাইল সব কমজাত কুফরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হজুর [আ হুজুর] ১ *বি* উপস্থিতি। 'বিস্তর বিস্তর তহফা আদি দিয়া বাদসাহের হজুরে দরপেস হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* বরাবর। 'মুনসি আসিয়া সাহেবের হজুর নজর দিয়া দেখা করিলে ...।' *কেরি*, ১৮০২। ৩ *বি* কর্তৃপক্ষ। 'এই বিষয়ে হজুরে এমত এক দরখাস্ত করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৪ *বি* মনিব। 'আজ কতদিন পরে হজুরের দর্শন পেয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। দ্র **হুজুর**

হট[1] [স হট্ট] ১ *বি* ঝগড়া; বিবাদ। 'মোর সনে করি হট চরণে লজ্জিআ ঘট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* অকারণ বিরোধ। 'বিধাতা করিল হট।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বিণ* ইতর। *ভবানী*, ১৮২৩।

হট[2] [ই] *বি* গরম। **হটওয়াটার প্লেট** [ই] *বি* খাদ্য গরম রাখবার থালা। 'হটওয়াটার-প্লেট নামক দিব্য পুষ্প পাত্রে ... রাখিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

হট ফেভারিট [ই] *বিণ* খুব পছন্দের। 'এদের ভেতর হট ফেভারিট কে?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হটর হটর [ধ্বন্যা] ১ *বি* দ্রুতগতি নির্দেশক শব্দ। 'হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ২ *বি* গরুর গাড়ির চাকার শব্দ। 'গরুর গাড়ি হটর হটর করিয়া চলিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হটহট [ধ্বন্যা] *বি* হঠাৎ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'হটহট করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসংগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হটা [হি হটনা] *ক্রি* সরে যাওয়া। 'পিছে হটে মারে তাল, দেখিতে সাক্ষাত কাল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হটানো [হি হটনা] *বি* সরিয়ে দেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত-শ দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

হটাৎ [স হঠাৎ] *ক্রিবিণ* অকস্মাৎ। 'আমরা হটাৎ স্বীয় মতের ও যথার্থের বিপক্ষে অনুচিত কর্ম্ম করিতে পারি না।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

দ্র **হঠাৎ**

হটাত [স হঠাৎ] *ক্রিবিণ* আচমকা। 'আর বাঁস পরান দরমা এবং জাহাতে হটাত অগ্নি লাগে।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

হটেনটট [ই] *বি* দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম আদিবাসী জনগোষ্ঠী। 'বাঙালি যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হট্ট [স] *বি* হাট। 'অবন্তীনগরের হট্টে উপস্থিত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'অর্বাচীন খেয়ালের সারি উপদ্রুত হট্টমাঝে ফিরে যেন অবাধে চিৎকারি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৮।

হট্টগোল *বি* হাটের মতো হৈচৈ। '২৫/৩০ জন বালক এক শ্রেণীতে পড়িলে হট্টগোল হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হট্টমন *বি* সম্মিলিত মতামত। 'আপনিই কতবার গণপূজার বিপক্ষে আপত্তি তুলেছেন এই বলে যে হট্টমন একটি মিথ্যামন্ত্র।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

হট্টমন্দির [স] *বি* বহুজনের আগমনে পরিপূর্ণ যে ঘর। 'আমার বিনা কাজের হট্টমন্দিরে অবকাশের কিরকম অভাব।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হট্টমালা *বি* হাটের মতো হৈচৈ। 'সব সময় লোকজন আসছে যাচ্ছে, একটা হট্টমালার মতন।' *সুনীল*, ১৯৭০।

হঠ[১] [স] **১** *বি* বল প্রয়োগ। 'হঠ করি নাহ কয়ল জত কাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* ঝগড়া; বিবাদ। 'তুমি হঠ কৈলে আর হঠ সে বাড়িবে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হঠকারিতা [স] **১** *বি* অবিবেচনা। 'নীতিগ্রন্থে হঠকারিতার নিন্দা আছে বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* গোঁয়ার্তুমি। 'হঠকারিতা করিয়া একবার যে ভোগটা ভুগিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

হঠকারী *বিণ* ভেবে চিন্তে কাজ করে না এমন; গোঁয়ার। 'সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হঠতা [স] *বি* হঠকারিতা; অবিবেচনা। 'তাহারদিগের আলস্য কিম্বা হঠতা ঘটায় তাহাই তাহারা অর্হে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হঠরঙ্গ [স] *বি* দুষ্টের চক্রান্ত। 'এক দুই সঙ্গে চলুক না পড় হঠরঙ্গে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হঠ[২] [ধ্বন্যা] *বি* গরু, মহিষ প্রভৃতি তাড়াতে ব্যবহৃত রাখালের শব্দ। **হঠ হঠ** [ধ্বন্যা] *বি* অবিরাম হঠ শব্দ। 'পিঠে একটা লাঠির গুঁতো মেরে হঠ হঠ শব্দ করতে থাকে –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হঠযোগ [স] *বি* হিন্দু যোগশাস্ত্র অনুযায়ী যোগবিশেষ। 'এখানে সুরকিতে ইঁটেতে, ধূলিতে নাসারন্ধ্রে, গাড়িতে ঘোড়াতে হঠযোগ চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হঠাৎ [স] *ক্রিবিণ* অকস্মাৎ। 'মাকড়সার জালে হঠাৎ জড়াইয়া পড়িল।' *তারিণী*, ১৮০৩। দ্র **হটাৎ**

হঠাৎ-আরম্ভ [স] *বি* আকস্মিক-সূচনা। 'ইহাদের মধ্যে হঠাৎ-আরম্ভ কিছুই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

হঠাৎকার [স হঠাৎ>] *বি* তাড়াহুড়া। 'হঠাৎকারের কারণ এই মতে প্রাপ্তি আমার হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা *বিণ* আকস্মিকভাবে গজিয়ে উঠেছে এমন। 'আমার এ খ্যাতি আধুনিক মত্ততার ইঞ্চিদুই পলিমাটি-'পরে হঠাৎ-জগিয়ে-ওঠা। *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হঠাৎ-দেবতা [স] *বি* হঠাৎ করে দেবতা হয়ে উঠেছে যে। 'সংসারে হঠাৎ-দেবতারাই সাংঘাতিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হঠাৎ-ধনী *বিণ* রাতারাতি ধনী হয়ে উঠেছে এমন। 'হঠাৎ-ধনীর ন্যায় তাহার যথেচ্ছা অযথা প্রয়োগ করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হঠাৎ-নবাব *বি* রাতারাতি নবাব হয়েছে যে। 'যে ব্যক্তি হঠাৎ-নবাবের মতো সর্বদাই আপাদমস্তক সচেতন সে ব্যক্তির পক্ষে এই নম্রতা দুঃসাধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হঠাৎপাওয়া *বিণ* হঠাৎ করে প্রাপ্ত। 'তোর এই হঠাৎ-পাওয়া ছোট্ট চিঠিখানি।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'হঠাৎ-পাওয়ায় চমকে ওঠে মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হঠাৎ-বর্ষণ [স] *বি* আকস্মিক বৃষ্টি। 'হঠাৎ-বর্ষণে চারি দিক থেকে ঘোলা জলের ধারা যেমন নেমে আসে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হঠাৎ-বাঁশি *বি* আকস্মিকভাবে বেজে উঠেছে যে বাঁশি। 'কখন পথের বাহির থেকে হঠাৎ-বাঁশি উঠল ডেকে, পথহারাকে করে সচেতন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হঠাৎ-হওয়া *বিণ* হঠাৎ হয়েছে এমন। 'আমার হঠাৎ-হওয়া মন/ আয়নায়/ তারি 'পরে রূপ নিয়ে চ'লে যায়।' *অমিয়*, ১৯৩৮।

হঠাৎ-হাওয়া [স হঠাৎ+আ হাওয়া] *বি* হঠাৎ করে আসা দমকা হাওয়া। 'তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হঠা, হঠানো [হি হটনা] *ক্রি* ঠেকানো। 'মায়ায় গমন হঠে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হড় *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কৃষ্ণসখা হড়।' *সেবধি*, ১৮৪০।

হড়কচ *বি* গাছবিশেষ। 'হড়কচ কড়কচ কাটে কামরাঙ্গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হড়কানো *ক্রি* পিছলে যাওয়া। 'তাদের পা হড়কে গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হড়পা *বি* নদীতে হঠাৎ যে বান আসে। 'হু-হু করে অশ্রুর হড়পা বান বয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯২২।

হড়পি, হড়পী [স সর্প>] **১** *বি* বাক্সবিশেষ। 'মনে বড় কুতুহলী/ কান্দে কড়ির থলি/ হড়পি তরাজু করি হাথে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সর্পাধার। 'নত শির যেন ধীর হড়পীর সাপ।' *ভারত*, ১৭৬০।

হড়বড় [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* দ্রুততার সঙ্গে। 'হড়বড় তড়বড় করে যে-দুটো কথা বললেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হড়হড় [ধ্বন্যা] **১** *বিণ* দ্রুত চলার শব্দ। 'ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* জোরে টানার শব্দ। 'অমনি দুয়ারী টানিল হুড়কা ধরি হড় হড় হড়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। **৩** *বি* দ্রুত পড়ার শব্দ। 'শেষের দিকে হড়হড় করে সব কিছু গিলে ফেলে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হড় হড় করে **১** *ক্রিবিণ* অত্যন্ত দ্রুততা ও ব্যস্ততার সঙ্গে। 'এমন হড় হড় করে কথার পর কথা হাসির পর হাসি বিছিয়ে চলতে পারে।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *ক্রিবিণ* একনাগাড়ে। 'তিনি হড় হড় করে বমি করে ফেললেন।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

হড়হড়ানি [ধ্বন্যা] *বি* জোরে টানার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

হড়হড়িয়ে *ক্রিবিণ* দ্রুতলয়ে। 'হড়হড়িয়ে অনেক কথা বলে সে একবার থেমে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৭।

হড়হড়ে *বিণ* পিচ্ছল। 'পাথরবসান চলাপথের উপর স্লো পড়াতে উহা অতিশয় হড়হড়ে হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হড়ামড়া [স হড্ড>] *বি* মোটা দানার তৈরি জপমালা। 'গলায় বেঁধে হড়ামড়া শিরনি খাওয়ার ফিকিরি।' *লালন*, ১৮৯০।

হড়াহুড়ি [ধ্বন্যা] *বি* ঝগড়া। 'কালি আইল বেটী মাথামউড়ি আমা সনে আজি করে হড়াহুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হড়িয়াল ঘুঘু *বি* পাখিবিশেষ। 'একটা বড় হড়িয়াল ঘুঘু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হণ [স হনন] *বি* হনন। 'হণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিণি।' *চর্যা* ২৩, ১২০০।

হত [স] ১ *বিণ* ঘায়েল। 'কামবানে হত হৈয়া আপনা পাসরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* নিঃশেষিত। 'যদি কর মমতা হত হয় যমতা।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ *বিণ* নিহত। 'অনেক লোক হত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৪ *বিণ* আশাহত। 'আমার মন তো, আমায় করলো হত।' *লালন*, ১৮৯০।

হতকর্ম [স] *বিণ* বিমূঢ়। 'হতবুদ্ধি হতকর্মের মতো দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হতকুৎসিত [স] *বিণ* অতিশয় বিশ্রী। 'এই ভাঙাচোরা হতকুৎসিত মুখ আঁকতে মানুষের বয়ে গেছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪২।

হতগরবা *বিণ স্ত্রী* মূল্যহীন। 'রাজঅধীশ্বর তব চিরসম্পদে সব সম্পদ করো হতগরবা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

হতগৌরব [স] *বিণ* গৌরব হারিয়েছে এমন। 'হতগৌরব নদনদীর খাতের দাগে কলঙ্কিত বঙ্গদেশ নয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

হতচকিত [স] *বিণ* আকস্মিক। 'দুনিয়ার মানুষ হতচকিত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

হতচিত্ত [স] *বিণ* মূঢ়মতি। 'কামে হতচিত্ত হৈয়া সম্ভিল শ্রীঙ্গার।' *মালাধর*, ১৫০০।

হতচিতু [স হতচিত্ত] *বিণ* অচেতন; সংজ্ঞাহীন। 'কামে হতচিতু হৈয়া স্থির নহে মতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হতচেতন [স] ১ *বিণ* অচেতন। 'কেহ বা হতচেতন অবস্থায় বিকট চীৎকার করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ *বিণ* নিষ্প্রাণ। 'যে হতচেতন বালুকার পরে ছিলো তৃণহীন প্রতিষ্ঠা চাষের।' *শক্তি*, ১৯৭০।

হতচৈতন্য [স] *বিণ* অচেতন। 'তাকে পাওয়ার জন্য আত্মহারা ও হতচৈতন্য হয়ে পড়েন।' *হাই*, ১৯৫০।

হতচ্ছাড়া ১ *বি* দুর্ভাগা ব্যক্তি। 'এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি করবে?' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* দুর্দশাগ্রস্ত। 'ঘরটা একবারে হতচ্ছাড়া হয়ে রয়েছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হতচ্ছাড়ি *বিণ* হতভাগিনী। 'ও হতচ্ছাড়ি কার কপালে পড়ে, কে জানে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হতজীব [স] *বিণ* মৃত। 'তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হতজ্ঞান [স] ১ *বিণ* অচেতন। 'মদিরা পানে ... আসক্ত হইয়া এককালে মোহাচ্ছন্ন এবং হতজ্ঞান হয়েন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে।' *মাইকেল*, ১৮৬২। ২ *বিণ* জ্ঞানশূন্য। 'স্বর্ণমুদ্রা অবলোকন করিয়া হতজ্ঞান হওত মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিল।' *মধু*, ১৮৫৭।

হতদরিদ্র [স] *বিণ* অতিশয় দরিদ্র। 'হতদরিদ্র প্রজার উপর জমাবৃদ্ধির চাপ।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

হতদীর্ণ [স] *বিণ* ভগ্ন; ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'খামার বাড়িটা যে হতদীর্ণ তার কারণও এই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

হতপ্রশ্ন [স] *বি* বাধাপ্রাপ্ত প্রশ্ন। 'আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা, হতপ্রশ্নের নিশ্চুপতা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হতপ্রাণ [স] *বিণ* নিহত। 'হতপ্রাণ ব্যক্তি, জন্মান্তরে, ঐ প্রাণঘাতকের প্রাণহন্তা হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হতপ্রায় [স] *বিণ* মুমূর্ষু; প্রায় মৃত। 'সুহৃজ্জনের হতপ্রায় ধর্মরত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হতবল [স] *বিণ* শক্তিহীন। 'মহোরগ যথা যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হতবাক [স] *বিণ* বাকরুদ্ধ; মুখে কথা আসে না এমন। 'বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হতবাঞ্ছা [স] *বি* আশাহত যে। 'সে বিক্ষোভ হতবাঞ্ছার।' *শরীফ* ১৯৬৮।

হতবিত্ত [স] *বিণ* ধনসম্পদহীন; বিত্তহারা। 'শুধু হতবিত্ত খানদানির খেদ আর হায় আফসোস।' *কায়সার*, ১৯৬২।

হতবিধি [স] *বিণ* মন্দভাগ্য। 'সখি হে শুন মোর হতবিধি-বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হতবীর্য [স] *বিণ* দুর্বল। 'আপনকার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হতবুদ্ধি [স] ১ *বিণ* কিংকর্তব্যবিমূঢ়। 'একাকিনী অরণ্যে কান্দও হতবুদ্ধি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* নির্বোধ। 'বুলিলা তোহ্মরা সব হতবুদ্ধি অতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

হতবুদ্ধিতা [স] *বি* বুদ্ধিনাশ। 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে হতবুদ্ধিতা এবং নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে।' *উমর*, ১৯৬৮।

হতবুদ্ধিপ্রায় [স] *বিণ* বুদ্ধি প্রায় লোপ পেয়েছে এমন। 'তাহার শক্তি দেখিয়া ... হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হতব্যক্তি [স] *বি* আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'হতব্যক্তির রক্ত পরিষ্কারের সুবিধার জন্য ব্যবস্থা।' শওকত, ১৯৬২।

হতভম্ব ১ *বিণ* কিংকর্তব্যবিমূঢ়। 'আমি তো হতভম্ব।' *ধূর্জটি* ১৯৩১। ২ *বিণ* স্তম্ভিত। 'বন্ধু হতভম্ব।' *মানিক*, ১৯৩৮।

হতভাগা [স হতভাগ্য] *বি* দুর্ভাগা যে; ভাগ্য খারাপ যার। 'হতভাগারদিগের ভাগ্যে সূক্ষ্ম বিচার হইলেও অমঙ্গল ঘটে।' *দর্পণ* ১৮৩০।

হতভাগি [স হতভাগ্য] *বিণ স্ত্রী* অভাগা; ভাগ্য খারাপ হয়েছে এমন। 'মালা দেওয়ার ভাগ নিয়ে কি, এমনি হতভাগি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হতভাগিনী [স হতভাগ্য>] *বিণ স্ত্রী* অভাগা; দুর্ভাগা। 'এমন হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে।' *রামনারায়ণ* ১৮৫৪।

হতভাগী [স হতভাগ্য>] *বিণ স্ত্রী* ভাগ্যবিড়ম্বিত। 'আমার মত হতভাগী নিরাশ্রয়া আর নাই।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

হতভাগ্য [স] ১ *বি* দুর্ভাগা লোক। 'হতভাগ্য পোলগু দেশেও দেখা যাইতেছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* হতচ্ছাড়া। 'হতভাগ্য অত্যাচারী যবনদিগের অধীনে এই রাজ্য ছিল।' *জ্ঞানান্বেষণ* ১৮৩৮।

হতভোম্বা *বিণ* হতভম্ব; সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। 'কবিরাজ কিছুদূর যাইয়া হতভোম্বা হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হতমতি [স] ১ *বিণ* বুদ্ধি লোপ পায় এমন। 'এইরূপে মন রাজ হৈল হতমতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিণ* কুবুদ্ধিসম্পন্ন। 'হতবুদ্ধি পাত্রসব দিল হতমতি।' আলাওল, ১৬৮০।

হতমনোরথ [স] *বিণ* ব্যর্থ অভিলাষী। 'হতমনোরথ পার্বতীর দুঃখ ও লজ্জার মধ্যে কাব্য শেষ করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হতমান [স] *বিণ* অপমানিত; সম্মানহারা। 'লোকের নিকট হতমান ও অপদস্থ হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হতশ্রদ্ধ [স] *বিণ* শ্রদ্ধাহীন। 'সহজ মানুষে দর্শনের উপর যে এতটা হতশ্রদ্ধ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

হতশ্রদ্ধা [স] ১ *বিণ* অপছন্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* অবজ্ঞা। 'কন্যার প্রতি জনক জননীর এরূপ হতশ্রদ্ধা কেন।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২।

হতশ্রী [স] ১ *বিণ* সৌন্দর্যহীন। 'এমন সুন্দর উদ্যান, একেবারে হতশ্রী হইয়া যাইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* সম্পদহীন। 'সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

হতা [স] *বিণ স্ত্রী* বিনষ্ট; ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'অতিদর্পে হতা লঙ্কা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হতাদর [স] ১ *বি* অমর্যাদা। 'গীতাদি স্বচ্ছন্দে দর্শন শ্রবণ করিলেন তাহাতে কোন হতাদরের বিষয় নাই।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ *বিণ* অপমানিত। 'গ্রোশ্যস এই রূপে হতাদর হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ *বি* অবজ্ঞা। 'তাহারদিগের প্রতি ঐশিক নিয়মের লঙ্ঘনপূর্বক হতাদর এবং যাবজ্জীবন অনুচিত ব্যবহার।' *জ্ঞানারুণোদয়*, ১৮৫২। ৪ *বিণ* অনাদর। 'এমন করে হতাদরে রেখেছে বাগান।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

হতাহত [স] *বিণ* আহত ও নিহত। 'তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আরব ও ইহুদী পক্ষে বিস্তর হতাহত।' *সওগাত*, ১৯২৯।

হতাশ [স] ১ *বিণ* নিরাশ। 'চিআইআ হতাশ করে কোকিল-নিস্বনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অসহায়। 'হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হতাশ-সমান [স] *বিণ* হতাশার মতো। 'নানা ঠাঁই ঘুরে মরে হতাশ-সমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হতাস [স হতাশ] *বিণ* নিরাশ। 'মূর্ত্তরূপে গর্ভবাসে কৃষ্ণ চিন্তিয়া হতাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

হতাশা [স] *বি* আশাহীন। 'দশজনের কাছে আনুকূল্য প্রত্যাশা করিলে হতাশা হইব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

হতাশাগ্রস্ত [স] *বিণ* হতাশায় নিমজ্জিত। 'অবস্থার বিপাকে জনসাধারণও আজ সম্পূর্ণ দিশাহারা, হতাশাগ্রস্ত।' *আজাদ*, ১৯৭০।

হতাশাপ্রপীড়িত [স] *বিণ* হতাশায় জর্জরিত। 'আধিব্যাধিজীর্ণ হতাশাপ্রপীড়িত অবসাদগ্রস্ত ইন্দ্রিয়ের লীলা ক্ষেত্র এই আমাদের আধুনিক জগতের প্রতিনিধি।' *সবুজ*, ১৯২১।

হতাশাবাদী [স] *বিণ* হতাশা সৃষ্টি করে এমন। 'যে উপন্যাসগুলো হতাশাবাদী সেগুলো আমাদের পড়া উচিত নয়।' *জীবন*, ১৯৩৩।

হতাশী *ক্রিবিণ* হতাশ হয়ে। 'নিরুদ্দেশে তাকাবে তোমার আঁখি; সংকুচিত পায়ের তলায় হতাশী লুটায়ে রবে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হতাশ্বাস [স] ১ *বিণ* হতাশাগ্রস্ত। 'হতাশ্বাস হওয়া উচিত নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'তিনি শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল ও হতাশ্বাস হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* নিরাশ। 'হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ৩ *বি* নিরাশা। 'সহস্র রাত্রির শেষে হতাশ্বাস আনে শিহরণ।' *মাহে নও*, ১৯৪৯।

হতে [স ভূ>] *অব্য* থেকে। 'অন্তঃপুর হতে জদি নিকল রাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *দ্র* **হইতে**

হতেঁ *অব্য* হতে; থেকে। 'এবে হতেঁ দৈবকীর যত গবর্ভ হএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হনে *অব্য* হতে; থেকে। 'আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হন্তে *অব্য* হতে; থেকে। 'স্বর্গ হন্তে বচন ভূমিত না নামিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হৈতেঁ *অব্য* হতে; থেকে। 'কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হোতে *অব্য* থেকে। 'তানা হোতে সুন তোহ্মার বংসের উদ্ধার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হোন্তে *অব্য* হতে; থেকে। 'তাহা হোন্তে সকল সেই সে জগহর্তা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হতে-না-হতেই *দ্র* **হওয়া**

হতোচ্ছাড়া *বিণ* লক্ষ্মীছাড়া। 'হ্যাঁরা হাবাৎকুড়ে, হতোচ্ছাড়া, একচকো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২। *দ্র* **হতচ্ছাড়া**

হতোৎসাহ [স] *বিণ* নিরুৎসাহ। 'তুমি হতোৎসাহ হইও না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হতোস্মি [স] *বি* মন্দভাগ্যের খেদোক্তি। 'হা হতোস্মি!' *মুনীর*, ১৯৬৬।

হতোঽস্মি [স] *বি* মরে গেলাম এমন খেদোক্তি। 'তখন রাজা, হা হতোঽস্মি বলিয়া ... প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হত্তকী [স হরীতকী] *বি* হরীতকী। 'হত্তকী বয়ড়া অক্ষন।' *রামাই*, ১৭১০।

হত্তেল *বি* এক প্রকার হলুদ রঙের পাখি; হরিয়াল। 'সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে হত্তেল ঘুঘুদের ঘরে।' *জীবন*, ১৯৩০।

হত্যা [স] ১ *বি* খুন; প্রাণনাশ। 'ব্রহ্ম হত্যা পাপ জদি কর ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ধরনা। 'তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হত্যাকাণ্ড [স] *বি* খুন। 'কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হত্যাকারিণী [স] *বি স্ত্রী* হত্যা করে যে। 'নিষ্ঠুর হত্যাকারিণীর কাহিনী।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

হত্যাকারী [স] *বিণ* খুনী; ঘাতক। 'সেই গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হত্যা দিয়ে পড়া *ক্রি* প্রার্থনা পূরণের জন্যে ধরনা দেওয়া। 'এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হত্যা দেওয়া *ক্রি* মনোবাসনা সিদ্ধির জন্য দেবালয়ে বা প্রতিমার সামনে একনাগাড়ে অবস্থান; ধরনা দেওয়া। 'মার কাছে হত্যা দিয়ে পড়ব, দেখি তিনি আমাদের কী গতি করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

হত্যা-যূপ [স] *বি* বলি দেওয়ার হাড়িকাঠ; বলির সময়ে পশুকে আটকে রাখার ফাঁদ। 'হত্যা-যূপে আজি শিশুর বলিদান।' *নজরুল*,

১৯৩১।

হত্যালীলা [স] *বি* নির্বিচারে হত্যা। 'নাৎসী নরপশুদের হত্যালীলাকেও ... ম্লান করে দিয়েছে।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

হত্যাশালা [স] *বি* হত্যা করার স্থান। 'এ জগৎ মহা হত্যাশালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হত্যে [স হত্যা] **১** *বি* হত্যা। 'পৃথ্বী হত্যে নাশ হত বজ্জাকাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* আশা পূরণের জন্য ধরনা। 'তারকেশ্বরে হত্যে দিতে লোক গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হথোদক [স হস্তোদক] *বিণ* হাতধোয়ার কাজে ব্যবহৃত। 'করু মকরন্দ হথোদক নীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হদ[১] [স হ্রদ] *বি* হ্রদ। 'নূর মোহাম্মদ পদ সহদ সাগর হদ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হদ[২] [আ হদ্দ] *বি* সীমা। 'হদ দেওয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আবু নওয়াস, তুমি হদ ছাড়িয়ে যাচ্ছ।' *শওকত*, ১৯৬২।

হদ দেওয়া *বি* সীমা নির্দেশ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হদিশ [আ হাদিস] **১** *বি* সন্ধান। 'এই অর্ব্বের সিষু পালনের হদিশ নাএক হইয়া।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৩। **২** *বি* উদাহরণ। 'তোমাদের ইতিহাস থেকে হদিস নেওয়ার মত হবে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হদিস, হদীস [আ হাদিস] **১** *বি* ঠিকানা। 'এ রহস্যের ত হদিস খুঁজে পাচ্ছিনে, বন্ধু!' *নজরুল*, ১৯৪১; 'তার মনের হদিস পাওয়া যায় না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। **২** *বি* উপায়। 'আর খুনসে তার বদলাঈ নিতে হয়, তার হদীস তো জানিনে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **৩** *বি* কারণ। 'এই গোটা ব্যাপারটার কোন হদিশ পায় না শাদু।' *হাসান*, ১৯৬৩। **৪** *বি* খোঁজ; সন্ধান। 'কে কোথায় গুম খুন হয়ে যায়, মেলে না হদিস।' *শামসুর*, ১৯৭২।

হদ্দ [আ] **১** *বি* সীমানা; প্রান্ত। *ওর্সা*, ১৭৮২। **২** *বিণ* অনেক। 'হদ্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহার স্থানে।' *দর্পণ*, ১৮২১। **৩** *বিণ* চরম। 'নীলকরের হদ্দ দীলে নীলে নীলে সকল নিলে ...।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৪** *বিণ* চূড়ান্ত। 'প্যালানাথ বাবু ... খোসপোসাকীর হদ্দ।' *হুতোম*, ১৮৬১। **৫** *বিণ* মোট। 'তাদের জন্যে দুপাশে হদ্দ দশখানি বেঞ্চি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৬** *বিণ* হয়রান। 'মোগলপাঠান হদ্দ হল ফার্সি পড়ে তাঁতি।' *প্রমথ*, ১৯২৭; *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হদ্দ দেওয়া *বি* সীমা নির্দেশ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হদ্দমতন *বিণ* অনেক বেশি। 'কেউ পড়ছেন হদ্দমতন, কেউ পড়ছেন অল্প।' *সুকুমার*, ১৯২০।

হদ্দমুদ্দ *বি* চেষ্টার শেষ না রাখা। 'সুখের জন্য আমি করব হদ্দমুদ্দ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

হদ্দমুদ্দা *ক্রিবিণ* খুব বেশি হলে। 'খাপরেলে হদ্দমুদ্দা দেড় বা দুই টাকা অধিক লাগিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

হদ্দরূপ [আ হদ্দ+স রূপ] *বিণ* পূর্ণরূপ। 'তিল পরিমাণ জায়গা সে যে হদ্দরূপ তাহার মাঝে।' *লালন*, ১৮৯০।

হদ্দ হওয়া *ক্রি* অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়া। 'মাহুতটা হদ্দ হয় অঙ্কুশ তাড়িয়ে।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

হদ্দো [আ হদ্দ] *বি* সীমা। 'তাহাদের বয়ঃক্রম হদ্দো দশ এগার বৎসর।' *রাজ*, ১৮৭৪।

হদ্য [স হার্দ্য] *বি* আন্তরিকতা। 'হেস্যা হেস্যা হদ্য করে হনুমান ভনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হথা [স হস্ত, পা হত্থ] *বি* হাত। 'অকট জোইআ রে মা কর হথা লোনহা।' *চর্যা ৪১*, ১২০০।

হনন [স] *বি* হত্যা। 'রাজা প্রতাপাদিত্য কোন ক্রমে হননের ছিদ্র পায় না।' *রামরাম*, ১৮০১।

হননকারী [স] *বিণ* হত্যাকারী। 'পরাধীনতার মতো জীবন-হননকারী তীব্র হলাহল আর নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

হননছল *বি* হত্যার ছল। 'দৈত্য অসুর হননছলে/ ঠাঁই দিস তুই চরণতলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হননপ্রিয় [স] *বিণ* হত্যা পছন্দ করে এমন। 'একগাছি দড়ি কিম্বা ক্ষুর – যা-কিছু হননপ্রিয়।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

হননেচ্ছা [স] *বি* হত্যার ইচ্ছা। 'নিরপরাধী লোকের হননেচ্ছা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হননে-প্রবৃত্ত [স] *বিণ* হত্যা করতে উদ্যত। 'আবার হননে-প্রবৃত্ত শত্রুকে ক্ষমা করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হনহন [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত গমনের ভাববাচক শব্দ। 'উত্তরপবনে বহ্নি ডাকে হনহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হনহনান্তি [ধ্বন্যা] *ক্রি* হনহন করে। 'দারা পুত্র হনহনান্তি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হনহনিআ [ধ্বন্যা] *বিণ* দ্রুত যায় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

হনহনিয়ে *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'হাতে পানের কৌটা, ঘোষপাড়াতে হনহনিয়ে চলে নাপিতবউটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হনা *ক্রি* বর্ষিত হওয়া। 'হেরিতহি হৃদয় হনএ পঁচবানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হনিমুন [ই] *বি* মধুচন্দ্রিমা। 'তাকে লইয়া কুমুদ চলিল হনিমুনে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হনু[১] *দ্র* **হওয়া**

হনু[২] [স] *বি* হনুমান। 'হনুর টিকি সে পুচ্ছ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

হনুমতী [স] *বিণ স্ত্রী* হনুমান। 'হনুমতী হয়েছিস তুই, হচ্ছে আমার শঙ্কা।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হনুমন্ত [স] *বি* হনুমান। 'হনুমন্ত দেখি মন্দবীর্য হৈল ভীম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হনুমন্তা *বি* হনুমান। 'রাম কাজে হনুমন্তা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হনুমান [স] *বি* এক প্রকার বড় বানর; রামায়ণে বর্ণিত রামের অনুচর। 'হনুমান মহাবীর হৈলা সারথী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হনুমানধ্বজা *বি* গরুর গাড়ি। 'চড়ির চারপাই হইতে উঠানের হনুমানধ্বজাটি পর্যন্ত সব এদেশী।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হনুমানী *বিণ* হনুমানের মতো। 'হঠাৎ সিংগিনী এক হনুমানী লম্ফ দিয়ে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হনুমান [স হনুমান] *বিণ* বানরের মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'দালালেরা একে হনুমান ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হনু [স] *বি* চোয়াল। 'মস্তক সুগঠন, হনুদ্বয় অনুন্নত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হন্টন *বি* হাঁটা। 'ঘোড়া নাই? বাস, পায়ে হন্টন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হস্তদস্ত **১** *বিণ* এলোমেলো। 'বালিশ দুটোও তেমনি হস্তদস্ত হয়ে পড়ে রয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২। **২** *বি* এবড়ো-খেবড়ো অবস্থা। 'ইরু গিয়েছে হস্ত-দন্তর মাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **৩** *বিণ* খুব ব্যস্ত। 'সেই

সিঁড়িটা দিয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

হন্তা[১] [স] *বি* হত্যাকারী। 'ফ্রেজর সাহেবের হন্তাকে যিনি ধরিয়া দিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

হন্তারক [স] *বি* হত্যাকারী। 'মহারাজা আপনি হইল হন্তারক।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হন্তা[২] [স হন্>] *ক্রি* আঘাত করা। 'সঘনে খর শর হন্তিয়া।' *শেখর*, ১৬০০।

হন্দর [ই হানড্রেড] *বি* তাস খেলায় উচ্চমান নির্দেশক তাসের সমষ্টি। 'পড়তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হতলো?' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হন্যে [স হন্য] *বিণ* ক্ষিপ্ত। 'প্রজারা তো হন্যে কুকুরের মতো খেপে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হন্নে [স হন্য] *বিণ* উন্মত্ত। 'সমিন্দি য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

হন্যমান [স] *বিণ* নিহত হচ্ছে এমন। 'এমত বীরগণ কর্তৃক হন্যমান প্রায় নরসিংহদেবকে দেখিয়াছি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

হপ্তম পঞ্জম [ফা] *বি* সাত পাঁচ; বিবিধপ্রকার। 'হপ্তম পঞ্জমের কাজ ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

হপ্তা [ফা হফতা] **১** *বি* সপ্তাহ। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'অফিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বিণ* সাত। 'সে বিধাতা পুরুষের হপ্তাপুরুষ উদ্ধার করবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হপ্তাকাবারি [ফা হফতা+প আকাবর>] *বিণ* সপ্তাহান্তিক। 'কেরানিদের হপ্তাকাবারি অভিযান দেখে ... ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হপ্তাপুরুষ [ফা হফতা+স পুরুষ] *বি* সাতপুরুষ। 'সে বিধাতা পুরুষের হপ্তাপুরুষ উদ্ধার করবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হপ্তাভর [ফা হফতা+স ভর] *ক্রিবিণ* পুরো সপ্তাহ জুড়ে। 'হপ্তাভর বান, ঘরে কিছু নেই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

হফতা [ফা] *বি* সপ্তাহ। 'জানুয়ারী মাসের পহেলা হফতায় চট্টগ্রামে একটা বিরাট প্রদর্শনী ... ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হফসট *বি* মন্ত্রপূত করে স্থাপন। 'হফসট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি।' *রামাই*, ১৭১০।

হবন [স] *বি* যজ্ঞ। 'শরধৃত হবনেতে কর না উজ্জ্বল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হবা [স ভূ>] *বি* হওয়া। 'দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রেই...।' *রামরাম*, ১৮০১; 'সন্তান হবামাত্রে আমার নিকটে সে সন্তানকে আনিবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। *দ্র* **হওয়া**

হবামাত্র *ক্রিবিণ* হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। 'আলাপ হবামাত্র তাঁর পাশে গিয়ে একবার বসছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হবি [স] **১** *বি* ঘি। 'যেমন হবিঃ প্রয়োগ করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। **২** *বি* যজ্ঞের দাহ্যবস্তু। 'সে গ্লানি মুছিতে শত শতাব্দী দিতেছি মা প্রাণ-হবি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

হবিকাষ্ঠ [স] *বি* যজ্ঞের কাঠ। 'ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন হবিকাষ্ঠ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হবিষ্য [স] *বি* হিন্দুব্রতে খাওয়ার আমিষবর্জিত ঘি-ভাত। 'হবিষ্যের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হবিষ্যান্ন [স] *বি* আতপ চালে রান্না নিরামিষ খাবার। 'নিজের হবিষ্যান্ন নিজে পাক করিয়া ... ।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

হবিষ্যান্নজীবী [স] *বিণ* হবিষ্য ভোজনকারী। 'ছিল জাত হবিষ্যান্নজীবী, হল ক্রমে খেচরান্নজীবী।' *অবন*, ১৯২৫।

হবিষ্যান্নপুষ্ট [স] *বি* নিরামিষভোজী। 'হবিষ্যান্নপুষ্ট দেহ ভবিষ্যের ভারে হলো মরণসম্ভবা।' *সুনীল*, ১৯৬১।

হবিষ্যাশী [স] *বিণ* হবিষ্যান্ন ভোজনকারী। 'হবিষ্যাশী ধার্মিকচূড়ামণি খুড়র পক্ষে ... ।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

হবিষ্যি [স হবিষ্য] *বি* (হিন্দু আচার) ঘি মেশানো আতপ চালের ভাত। 'বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্টব ... ফি সোমবারে হবিষ্যি করেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হবিষ্যি-করা *বিণ* নিরামিষ-খাওয়া। 'তোমার ঐ কাঁচকলাভাতের হবিষ্যি-করা বামনাইয়ের এক অক্ষর মানে বুঝবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হবিস্য [স হবিষ্য] *বি* হবিষ্য। 'সুক্রবার দিনে গো ঝিঅর করিব হবিস্য।' *রামাই*, ১৭১০।

হবু *বিণ* ভবিষ্যতে হবে এমন; ভাবী। 'আমার হবু-বউমা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হবু কবি *বিণ* ভবিষ্যতে কবি হবে এমন। 'তুই একটা প্রকাণ্ড হবু কবি বা কবি-কিশলয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হবু চবু *বিণ* হতবুদ্ধি। 'শেষে বিলক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হব্য [স] *বি* হোমে দেওয়া হয় এমন বস্তু। 'বাসনা-হুতাগ্নির হব্য সংগ্রহ করিতে থাকিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হব্যকব্য [স হব্য>] *বি* (হিন্দু আচার) যজ্ঞের ঘি ও পিতৃশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি; পূজার উপচারাদি। 'মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বেদমন্ত্রর বলে জানত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হব্য-ভস্ম [স] *বি* যজ্ঞভস্ম। 'হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

হম [স অহং] *সর্ব* আমি। 'অবনত আনন কএ হম রহলিহু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হমর** *সর্ব* আমার। 'সে নহি সহবহি হমর পরান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হমহুঁ** *সর্ব* আমিও। 'হমহুঁ মরব ধসি আগী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হমার** *সর্ব* আমার। 'আইলি সখি সবে সাথে হমার।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০। **হমারি** *সর্ব* আমার। 'ঔষধ বর্জিত রোগ হমারি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হমে** *বি* আমি। 'হমে হসি হেরলা থোরা রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হমবগ [ই] *বিণ* ধোঁকাবাজ। 'লোকে যখন বলিবে শ্রীকান্তটা হমবগ, হিপোক্রিট।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হম্বা [ধ্বন্যা] *বি* গোরুর ডাক। **হম্বাধ্বনি** [ধ্বন্যা হম্বা+স ধ্বনি] *বি* গোরুর ডাক। 'হম্বাধ্বনি যাহা গো-শিশু গো-বৃন্দের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হম্মা [ধ্বন্যা] *বি* গোরুর ডাক। 'গাভী হম্মা শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।' *মধু*, ১৮৫৭।

হম্বিতম্বি *বি* আস্ফালন; তর্জনগর্জন। 'তোর এই মর্দানা হম্বিতম্বিতে ... কিছুমাত্র আসে যায় না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হ-য-ব-র-ল *বি* বিশৃঙ্খল অবস্থা। 'তখনকার সমস্ত বিদ্যাগুলি হ-য-ব-র-ল হইয়া একত্রে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'দুনিয়ার সব কলরব হ-য-ব-র-ল'র একটেরে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হযরত *দ্র* **হজরত**

হযুর [আ হুজুর] *বি* শ্রদ্ধার পাত্র; কর্তা; উপরওয়ালা। *বোগল*, ১৭৭০।

'ইশ্বরের দরগায় হযুরে বাঞ্ছা করি তাহাতেই অত্যানন্দ বিশেষঃ।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। *দ্র* **হজুর, হুজুর**

হয়[1] [স] *বি* ঘোড়া। 'দস সহস্র হয় দিল অতি বেগবন্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হয়গজ-রব [স] *বি* হাতি-ঘোড়ার ডাক। 'হয়গজ-রব শুনি কাঁপয় মেদনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হয়গতি [স] *বি* ঘোড়ার গতি। 'হয়গতি হয় আরোহণে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হয়গ্রীব [স] *বি* ঘোড়ার গলার মতো গলা। 'হার দিব হয়গ্রীবে হাতে হেমচুড়ী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হয়-দল [স] *বি* অশ্ববাহিনী। 'হয়-দলে আগুয়ান রাঘব ঘোষাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হয়-পদতালি [স] *বি* ঘোড়ার পায়ের শব্দ। 'হয়-পদতালি উড়াইছে ধূলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হয়পুচ্ছ [স] *বি* ঘোড়ার লেজ। 'হয়পুচ্ছ লোম ফাঁন্দে কত সামুখোলে বান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হয়ব্যূহ [স] *বি* অশ্বকুল। 'হয়ব্যূহ মিশাইলা হ্রেষারব সে রবের সহ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হয়রাজ [স] *বি শ্রেষ্ঠ* ঘোড়া। 'আমি শুনিয়াছি সে হয়রাজের হ্রেষা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৩২।

হয়ারোহণ [স] *বি* অশ্বারোহণ; ঘোড়ায় চড়া। 'হয়ারোহণে নলরাজার ন্যায়।' *রাজীব*, ১৮০৫।

হয়েশ্বর [স] *বি শ্রেষ্ঠ* ঘোড়া। 'কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত? উচ্চৈঃশ্রবাঃ হয়েশ্বর।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হয়[2] **১** *অব্য* হ্যাঁ। 'হয়, আছে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* সম্ভাবনা। 'ওই বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়-কে করব নয়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হয়তো *ক্রিবিণ* সম্ভবত। 'দেতো দেখি গোচের হয়তো নিব।' *কেরি*, ১৮০২।

হয় হয় *বিণ* আসন্নপ্রায়। 'কথার তোলপাড় করিতে করিতে ভোর হয় হয়।' *প্যারী*, ১৮৬০।

হয়দ্রজন [ই হাইড্রোজেন] *বি* হাইড্রোজেন; একটি মৌলিক গ্যাস। 'তৈলাদি যে সমস্ত বস্তুতে কার্বন ও হয়দ্রজন নামক পদার্থ আছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

হয়রান [আ] **১** *বিণ* বিষণ্ন। 'ওহাবের মউত দেখে হোসেন হয়রান।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* পরিশ্রান্ত। 'তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হয়রাণ্ডি [আ হয়রান>] **১** *বি* অযথা ঝামেলা। 'হয়রাণ্ডি কিম্বা সে তহমত।' *এডমন*, ১৭৯০। **২** *বি* অসুবিধা; দুর্গতি। *এডমন*, ১৭৯২।

হয়রাণ [আ] **১** *বিণ* নাকাল। 'এতদিন আমার জানকে এত হয়রাণ করেছো জান!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বিণ* ক্লান্ত। 'এত হয়রাণ হয়ে থানায় খবর দিতে হত না।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

হয়রান-পরিশান [আ হয়রান>+ফা পেরেশান] *বিণ* পরিশ্রান্ত। 'প্রজাকে যে কি পর্যন্ত হয়রান-পরিশান করা যায়।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

হয়রানি, হয়রানী [আ হয়রান>] *বি* ঝামেলা; কষ্ট। 'তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পালকি করে তবে আমাদের পায়ে পৌছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'বিনা পাপে শাস্তি এ যে, ধর্ম্ম এ নয়, হয়রানী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হয়াত [আ] *বি* আয়ু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হয়েইছে *দ্র* **হওয়া**

হর[1] [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'আদ্ধে হরী আদ্ধে হর আদ্ধে মহাযোগী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হরে শিরে ধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হরগৌরি, হরগৌরী [স হরগৌরী] **১** *বি* হিন্দুদেবতা শিব ও দেবী পার্বতী। 'পুজিলাও হরগৌরি কায়মনচিত্তে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'হরগৌরী এক অঙ্গ বেদ পরমান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগ বসন্ত ॥ হরগৌরী।' *বড়ু*, ১৫৭০।

হরজায়া [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'মহাভীমা ভয়ঙ্করী বিশ্বরূপা খড়্গেশ্বরী দুর্গতিনাশিনী হরজায়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হরধনু [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিবের ধনুক। 'এ যেন হরধনুর টান ছিলাতে হেনেছে কেউ প্রবল টংকার।' *নীরেন*, ১৯৫৬।

হর-রমা [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী চণ্ডী। 'হর-রমা দেখা দে মা/ মা তো কঠিন নয় গো কারু।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

হর-ললনা [স] *বি স্ত্রী* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'একী লো একী লো ছলনা/ মোরে নিদয়া হর-ললনা।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

হর হর [স, ধ্বন্যা] *বি* অবিরাম 'হর' ধ্বনি; রাজপুতদের যুদ্ধের ধ্বনিবিশেষ। 'দাও করতালি বলো হর হর শঙ্কর।' *নজরুল*, ১৯২২; 'হর হর হর শব্দে পূরিল গগন।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

হরহরি [স] *বি* হিন্দুদেবতা শিব ও বিষ্ণু। 'সঙ্গীতে মোহিত হরহরি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হর[2] [ফা] *বিণ* সকল। 'তার হিসাব রাখে কোন কাচারি হর সময়।' *লালন*, ১৮৯০।

হর ওক্ত [ফা হর+আ ওক্ত] *ক্রিবিণ* প্রতি মুহূর্তে। 'তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘর দুলে আজ হর ওক্ত।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হরবার [ফা] *ক্রিবিণ* প্রতি বার। 'হরবার আবোয়াবে ঐ জমার দেড়া দ্বিগুণ।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হররোজ [ফা] *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'হররোজ চালুকেলা সাড়ে পাঁচ খায় ডালা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হরকত [আ] **১** *বি* খারাপ আচরণ। 'ফেরেশতার স্বপন আর শয়তানের হরকত।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* বাধা। 'এমন রূপ কাজের হরকত হয়।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

হরকরা [ফা] **১** *বি* পত্রবাহক। 'চোর কিম্বা হবা হরকরা।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* গুপ্তচর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** দূত। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'জনেক তগমাওয়ালা হরকরা থানায় পাঠাইয়া কুটনীর উদ্ধার করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। **৪** *বি* দ্রুতগামী পদাতিক বা পাইক। 'তার পেচোনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরোয়ান, হরকরা, সেপাই।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হরকরাআন [ফা আন, বহুব] *বি* এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জিনিসপত্র পৌঁছে দেয় যারা। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হরগিজ, হরগীজ [ফা] **১** *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'আমার মনস্ত দালাল রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **২** *বি* কোনো কারণে। 'তাহাতে হরগীজ তাহার দুই থানের জেয়াদা দাদনি দিবে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

হরগীস [ফা] *ক্রিবিণ* কখনো। 'প্রর্ত্তএর বচন দেন যে তাহা হরগীস

প্রকাস করিবেন না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

হরগেজ [ফা] *অব্য* আদৌ। 'হরগেজ এজিদে সে কবুল নাহি করে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হরঘড়ি [স] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'হরঘড়ি হাজির তামাম।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হরচন [ফা হরচন্দ] *ক্রিবিণ* পুরোপুরি। 'না পারিলে এই কাম করিতে হরচন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হরচন্দ্র [ফা হরচন্দ] *ক্রিবিণ* পুরো; যতোই হোক। 'বাকী কবর্দ্দক কড়া হরচন্দ্র বাকী থাকিবেক না।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

হরটিট *বি* বুনো পাখিবিশেষ। 'পাহাড়ি বনটিয়া, হরটিট প্রভৃতি কত কি পক্ষীর কূজন!' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হরণ [স] **১** *বি* চুরি। 'মুনি হরণে কূড়া জত কৈল গদাধরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* নাশ। 'আমারি করিতে চাহে জীবন হরণ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **৩** *বি* ব্যয়। 'এই পাঠশালা নির্ম্মাণেতে যতকাল হরণ হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। **৪** *বি* ভাগ। 'তাহারদের সংখ্যা চারি দিয়া হরণ করিলে ... অবগত হওয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। **৫** *বি* অপহরণ। 'তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। **৬** *বি* জয়। 'আমি দেশের মন হরণ করে আনব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হরণ করা *ক্রি* কেড়ে নেওয়া। 'এই যে গ্রামবাসিনী সুন্দরী সরলতা আজ একটি নগরবাসী নবসভ্যতার পোষ্যপুত্রের মন অতর্কিতভাবে হরণ করিয়া লইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হরণী [স] *বিণ* হরণকারী। 'বাদলরাগিণী সজলনয়নে গাহিছে পরানহরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হরতকি *দ্র* **হরীতকী**

হরতন [ওলন্দাজ হরতন] *বি* তাসের চিহ্নবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'বাবা ইস্কাপানের টেক্কায় হরতনের বিবি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

হরতেন *বি* হরতন; তাসের চিহ্নবিশেষ। 'হরতেন রুইতেন সায়েব বিবির তাসের দেশে নিরীহ ভারতসন্তান কল্কে পাবে কি?' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হরতাল [গুজরাটি] *বি* বিক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য যানবাহন, হাট-বাজার, দোকানপাট, অফিস-আদালত ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখা; ধর্মঘট। 'হরতালের কথা মনে করো দেখি।' *নজরুল*, ১৯২২; 'পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান-হাত হরতাল করে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হরতেল [স হরিতাল] *বি* পারদযুক্ত হলুদাভ বিষাক্ত ধাতববিশেষ। 'তার চেয়ে খানিকটা আফিং তুঁতের জলে গুলে হরতেল মিশিয়ে খান-না কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হরদম [ফা] **১** *বি* সবসময়। 'হরদমে নাম রাখবো স্থিতি এখন ভুলেছ তারে।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *ক্রিবিণ* অনবরত। 'হরদমই দেখি তার মুখ চলছে, চলছেই ভরদম।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

হরদমে *ক্রিবিণ* প্রতিনিয়ত। 'হরদমে জিকির যে করিব সর্বক্ষণ।' *সুলতান*, ১৭০০।

হরধনু *দ্র* **হর**[১]

হরফ, হরপ [আ হারফ] **১** *বি* বর্ণ। 'ভালা বুরা না কহে হরফ।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* ভাষা। 'ফারসি ও বাঙ্গলা হরফে তৈয়ার করিয়া ইস্তাহারনামা দিয়াজাইতেছি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৬। **৩** *বি* ছাপার অক্ষর। 'সম্বাদ পত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় হরপ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

হরবকত, হরবকৎ [ফা হরওয়াক্ত] *ক্রিবিণ* সর্বদা; সবসময়ে। 'বলকান মেয়েদের প্রেমিকরা হরবকতই মারমুখো হয়ে আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২; 'দিল্লিবাসীর মনে হরবকৎ জাগিয়ে রাখবে যে অনুভূতি সেটা হচ্ছে, ভয়-বিহ্বলতা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হরবখত [ফা] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'এই জঙ্গলে হরবখত ওকে একলা ফিরতে হয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হরবিরূ *বিণ* নানা-রকম। 'কিছু দিন চাষাবাদ করিয়া হরবিরূ ফসলের দ্বারা বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হরবোলা [ফা হর+বোল>] *বিণ* নানা প্রকার উচ্চারণে কথা বলতে পারে এমন। 'বুঝি দেবী চৌধুরাণী হরবোলা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

হররা [ধ্বন্যা] *বি* হাসির উচ্চ শব্দ। 'হাসির হররা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হররোজ *দ্র* **হর**[২]

হর-ললনা *দ্র* **হর**[১]

হরষ [স হর্ষ] *বি* আনন্দ। 'আমার হিয়াখানি হারালো সীমা বিপুল হরষে, উথলি উঠে বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'এমন করে কবির বুকের নিবিড় হরষ দিয়া।' *নজরুল*, ১৯২২।

হরষণ [স হর্ষণ] *বি* আনন্দ। 'বরষ পরের দরশনের কই সে হরষণ।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হরষন *বি* আনন্দ। 'রেখে গেছ প্রাণে কত হরষন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হরষরস [স হর্ষরস] *বি* আনন্দের নির্যাস। 'হরষরস বরষি যত তৃষিত ফুল-পাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

হরষা [স হর্ষ>] **১** *বিণ* আনন্দিত। 'নিখিল-চিত্ত হরষা/ ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *ক্রি* হাসা। 'আঁধারে তারাগুলি হরষিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

হরষিত [স হর্ষিত] *বিণ* আনন্দিত। 'হেনমতেঁ বাঁশী পাআঁ হরষিত মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দেখি হরষিত বড় হইলা হিমালয়/ অঞ্জলি করিয়া নিবেদন সবিনয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হরসা *ক্রি* আনন্দিত হওয়া। 'হরসিতে কামদেব মুগ্ধার সহে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'হরসিতে সেই বর দিল উমাপতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হরসিত [স হর্ষিত] *বিণ* আনন্দিত। 'অবধিয়া বান রাজা হরসিত মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

হর হর *দ্র* **হর**[১]

হরহরি *দ্র* **হর**[১]

হরা[১] [স হরণ>] **১** *ক্রি* অপহরণ করা। 'সুরতি দেহ তোকে নাহি হরোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হরিব পৃথুবিভার করিব দেব কাজ।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রি* দূর করা। 'মুর্ছিতা হৈয়া রামা হরিলা চেতন।' *মালাধর*, ১৫০০। **৩** *ক্রি* দূর হওয়া। 'সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৪** *ক্রি* হত্যা করা। 'জীব সব হরি আক্ষি বসি এহি ঠাম।' *সুলতান*, ১৭০০। **হর** *ক্রি* হরণ করো। 'করি চিন্তা হর মোর ক্লেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হরএ** *ক্রি* হরণ করে। 'হাস কলা সে হরএ সাঁচীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হরয়ে** *ক্রি* হরণ করে। 'দস্যুবৃত্তি করিয়া হরয়ে পর নারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হরল** *ক্রি* হরণ করলো। 'মনোরথ কতহি হৃদয় পরিপূরল আনন্দে হরল গেআন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হরলা** *ক্রি* হরণ করলো। 'দেখইতে সুনইতে হৃদয় হরলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হরহ** *ক্রি* হরণ করো। 'এবে কেহ্নে হরহ পরাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরি** **১** *ক্রি* হরণ ক'রে; চুরি ক'রে।

'আঞ্চলের সোনা মোর/ কে না হরি লআঁ গেল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* হারিয়ে। 'রাজাএ মাগাএ ভিক্ষা রাজ্যপাট হরি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *ক্রি* হত্যা করি। 'জীব সব হরি আক্ষি বসি এহি ঠাম।' *সুলতান*, ১৭০০। **হরিআ** *ক্রি* হরণ ক'রে। 'হরিআ মন নিলি বাঁধা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হরিআঁ** *ক্রি* হরণ ক'রে। 'শ্রীধররূপে হরিআঁ নিবোঁ তোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরিঞাঁ** *ক্রি* হরণ করেছিলো। 'আদিখণ্ডে প্রভুকে হরিঞাছিল চোরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হরিব** *ক্রি* হরণ করবো। 'হরিব পৃথুবিভার করিব দেব কাজ।' *মালাধর*, ১৫০০। **হরিবেক** *ক্রি* হরণ করবে। 'ব্রহ্মা বেদ হরিবেক ইন্দ্রে হরিব পাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরিবোঁ** *ক্রি* অপহরণ করবো। 'মো কেহ্নে হরিবোঁ তোর বাঁশী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরিয়া** *ক্রি* হরণ ক'রে। 'কোথা জাসি জাসি হরিয়া পরনারি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হরিল** *ক্রি* হরণ করলো। 'গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'লজ্জাদৃষ্টি হরিল ভাগিনা বনমালী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরিলা** *ক্রি* হারালো। 'মুর্ছিতা হৈয়া রামা হরিলা চেতন।' *মালাধর*, ১৫০০। **হরিলেক** *ক্রি* হরণ করলো। 'হরিলেক হার মোর বাল গোপালে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরিলেহেঁ** *ক্রি* হরণ করলে। 'কমন আন্তরে তোক্ষে হরিলেহেঁ মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরিলোঁ** *ক্রি* হারালাম। 'শরীরত হরিলোঁ চেতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরী** *ক্রি* হরণ ক'রে। 'ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হরুক** *ক্রি* হরণ করুক। 'নিরন্তর গুন কহি হরুক তার মন।' *মালাধর*, ১৫০০। **হরে** ১ *ক্রি* হরণ ক'রে। 'নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* হারিয়ে। 'জ্ঞান বুদ্ধি হরে রাজার দৈবদশা লাগে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *ক্রি* দূর হয়। 'সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হরোঁ** ১ *ক্রি* হরণ করি। 'আল যদি মোএঁ হরোঁ পরনারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* হরণ করবো। 'সুরতি দেহ তোকে নাহি হরোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হর‍্যা** *ক্রি* হরণ ক'রে। 'রাজা বড় পাপচিত্ত/ ছলে হর‍্যা লয় বিত্ত/ গুন্যাছি দেশের দুরাচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হরা[২] [স হরণ>] ১ *ক্রি* মনোযোগ আকর্ষণ করা। 'বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* হারিয়ে যাওয়া। 'জ্ঞান বুদ্ধি হরে রাজার দৈবদশা লাগে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *ক্রি* অতিবাহিত করা। 'দিবানিশি রোদনেতে কেবল কাল হরি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হরাবতী *বি* একটি নদীর নাম। 'হরাবতী নরাবতী ধাইল লঘুগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হরি [স] ১ *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বর; প্রধান তিন দেবতার অন্যতম ভগবান বিষ্ণু; অবতার কৃষ্ণ। 'অসুরকুলদলন হরি মোর নাম।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সিংহ। 'হরি ডরে হরিন জইসে জিব ডোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হরিগত [স] *বিণ* ঈশ্বরের প্রতি অনুগত। 'কোন ভোগি নহে দিজ হরিগত মন।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিচরণ ব্রত [স] *বি* (হিন্দু আচার) ব্রতবিশেষ। 'হরিচরণ ব্রত – বছরের প্রথম মাসে।' *অবন*, ১৯১৯।

হরিচিত্ত [স হরিচিত্ত] *বিণ* ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। 'ভূঞ্জিল সকল সুখ হরিচিত্ত হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিজন [স] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী নিম্নশ্রেণীর তথা সামাজিক মর্যাদাহীন হিন্দু সম্প্রদায়। 'হরিজন বলে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'হরিজনদিগকে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।' *আজাদ*, ১৯৩৬; 'যেখানে যে কেহ ছিল আত্মীয় পরিজন, অভিজাতবংশীয় কেহ, কেহ হরিজন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

হরিজন-বর্গ *বি* নিম্নশ্রেণী। 'যে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্প্রতি সাহিত্যে হরিজন-বর্গ থেকে উপরের পঙ্‌ক্তিতে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হরিজন-শ্রেণীয় *বিণ* গৌণ শ্রেণীর। 'আমার আঙুল আছে মাত্র তিনটি, বাকি দুটো বুড়ো আঙুল আর কড়ে আঙুল, তারা হরিজন-শ্রেণীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

হরিতালিকা [স] *বি* ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থী। 'হরিতালিকা তিথি বলিল শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিধ্বনি [স] *বি* হিন্দুদের 'হরিবোল' ধ্বনি। 'হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ-মর্ত্য ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হরিনাম [স] *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বরের নাম। 'ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হরিনামসংকীর্তন [স] *বি* বৈষ্ণবদের সুর ক'রে হরিনাম কীর্তন। 'তাহার আঙিনায় হরিনামসংকীর্তনেরও ধুম পড়িতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হরিপদ [স] *বি* হিন্দুমতে অবতার কৃষ্ণের আশ্রয়। 'গুনরাজ খাঁন বলে হরিপদে আস।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিপৃআ [স হরিপ্রিয়া] *বি* তুলসী পাতা বা গাছ। 'হরিপৃআ চন্দ্রকলা কর্পূরা কুকিলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিপ্রেম [স] *বি* ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি। 'হরিপ্রেমের দীক্ষা নিলেন রাজরানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হরিবংশীয় [স] *বিণ* হিন্দু অবতার কৃষ্ণের বংশধর সম্বন্ধীয়। 'হরিবংশীয় বচনের সহিত সঙ্গত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

হরিবড়ি [ধ্বন্যা] *বি* এটাওটা। 'মর কেন হরিবড়ি কাটের মালা টিপে হা রে।' *লালন*, ১৮৯০।

হরিবাসর [স] *বি* দ্বাদশী তিথির প্রথম পাদ। 'একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোষ ও উত্থান ও শয়নে নির্জ্জলা করে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হরিবোল [স হরি+বোল] *বি* হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত 'হরিবোল' ধ্বনি। 'হরিবোল বলিয়া কাণ্ডারী গীত গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হরিভক্তি [স] *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বর বা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি। 'হরিভক্তি পেয়ে সে বৈকুণ্ঠে যায় সুখে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হরিভক্তি উড়ে যাওয়া – শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাওয়া। 'আমার হরি ভক্তি উড়ে গেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হরিভোগ [স] *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'দোসুতী শীতলজিরে হরিভোগ তায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হরির লুট *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বর বা কৃষ্ণের নামে বাতাসা ছড়িয়ে দেওয়া। 'হরির লুট দিব?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হরিসংকীর্তন, হরিসঙ্কীর্ত্তন [স] *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বরের গুণ বর্ণনার গান। 'আনন্দে বিহ্বল মন করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অহোরাত্রি করে সেবা হরিসংকীর্তন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হরিসভা [স] *বি* হিন্দু ধর্মীয় সভা। 'হরিহরকে হরিসভার বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হরিসাধন [স] *বি* হিন্দুমতে ঈশ্বরের সাধনা। 'জন্ম জন্ম মানবদেহ ধরি আর হরিসাধন করি।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

হরিহর [স] ১ *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু ও শিব। 'স্কাটই হরিহর বাক্ষ ভরা।' *চর্যা ৪৭*, ১২০০; 'ইহাতে পূজিলে হরিহর স্বর্গবাসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অচ্ছেদ্য। 'তোমার বাপের সঙ্গে আমার হরিহর আত্মীয়তা ছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৯।

হরি হরি [স] *অব্য* খেদোক্তি; হায় হায়। 'হরি হরি কিসকে চলিলোঁ বড়ায়ি মধুরা নগর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হরিঅ [স হারিত] *বিণ* আহৃত। 'দশবল রঅণ হরিঅ দশ দিসেঁ।' *চর্যা ৯*, ১২০০।

হরিকুম্ভ *বি* কুম্ভকারের কলসি। 'হরি-হরিকুম্ভ কটিনিতম্ব।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হরিড়া [স হরীতকী] *বি* হরীতকী গাছ। 'আর্জ্জুন গর্জ্জুন হরিড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হরিণ [স] *বিণ* সুপরিচিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ। 'কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শশারু হরিণ বরা হুল পাসে বান্ধে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হরিণআঁখি [স হরিণ-অক্ষি] *বিণ* হরিণের ন্যায় চোখবিশিষ্ট। 'খ্যাতির ক্ষতি-পূরণ প্রতি দৃষ্টি রাখি হরিণ-আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'যার হরিণআঁখি সে কি কাজল পরে!' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হরিণ-ক্ষিপ্র [স] *বিণ* হরিণের মতো দ্রুত। 'কিন্তু তখন কোন বনে, হায়,/ হরিণ-ক্ষিপ্র তোমার সে যৌবন?' *শামসুর*, ১৯৬৬।

হরিণঘাটা *বি* নদীবিশেষ। 'গোমতী, যমুনা, তিস্তা, মধুমতী, হরিণঘাটার বহমান গতিস্রোত।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

হরিণ-চোখ [স হরিণচক্ষু] *বি* হরিণের চোখের ন্যায় চোখ। 'দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হরিণদৃষ্টি [স] *বি* চঞ্চল দৃষ্টি। 'চকিত হরিণদৃষ্টি অভুক্ত মনের পুষ্টিকর/ অনাসক্ত চৈতন্যের অস্থায়ী প্রয়াণ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হরিণনয়নী [স] *বিণ* হরিণের মতো সুন্দর চোখের অধিকারী। 'কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হরিণনেত্র [স] *বি* হরিণের মতো চোখ। 'হরিণনেত্রে বিমল হাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

হরিণলোচনা [স] *বিণ স্ত্রী* হরিণের মতো চোখবিশিষ্ট। '(ওগো) তোমার চোখে কাজল দিয়ো/ হরিণলোচনা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হরিণ-শাবক *বি* হরিণের বাচ্চা। 'হরিণ-শাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হরিণশিশু [স] *বি* হরিণের বাচ্চা। 'তুই হরিণ-শিশু এ ব্যাধের রাজ্যে বাস করিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হরিণ-সাথে *ক্রিবিণ* হরিণের সঙ্গে। 'হরিণ-সাথে হরিণী আসি চাহিত দীন নয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হরিণ-হরিণী *বি* হরিণ ও হরিণী। 'তরাসে চমকিয়ে হরিণ-হরিণী স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হরিণহৃদয় [স] *বি* হরিণের মতো হৃদয়। 'কাঁদে প্রত্যহ হরিণহৃদয় যার।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

হরিণা [স হরিণ] *বি* হরিণ। 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।' *চর্যা ৬*, ১২০০।

হরিণি [স হরিণী] *বি স্ত্রী* হরিণ। 'হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী।' *চর্যা ৬*, ১২০০।

হরিণী [স] *বি স্ত্রী* হরিণ। 'হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ তো।' *চর্যা ৬*, ১২০০।

হরিৎ [স] ১ *বিণ* সবুজ। 'কোন স্থান ধূসর, কোন স্থান হরিৎ, কোন কোন স্থান বা রক্তবর্ণ প্রতীয়মান হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* হলুদ। 'ব্রীহিব্যূহ পরিপক্ব হরিৎ আকার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হরিত [স হরিৎ] *বিণ* সবুজ। 'সকল বর্ণ অপেক্ষা, হরিত বর্ণ অধিক মনোরম ও অধিকক্ষণ দেখিতে পারা যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

হরিততর *বিণ* অতি সবুজ। 'হরিততর আজি পল্লব।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হরিৎক্ষেত্র [স] *বি* সবুজক্ষেত। 'সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিৎক্ষেত্রে চিত্রিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

হরিৎবর্ণ [স] *বিণ* সবুজ। 'কারো বা মাথায় পাগড়ি লোহিত কারো বা হরিৎবর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হরিৎ-সমুদ্র [স] *বি* সবুজ রঙের সাগর। 'চারিপাশের উঁচুনিচু শস্যক্ষেত্র হরিৎ-সমুদ্রের হিল্লোলের ন্যায়।' *প্রমথ*, ১৯২০।

হরিদ্বর্ণ [স] *বিণ* হলুদরঙা। 'হরিদ্বর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

হরিতকী *দ্র* **হরীতকী**

হরিতাল [স] ১ *বি* হলুদবর্ণের ধাতুবিশেষ। 'প্রবঙ্গ বদলে কুরঙ্গ দিবে হরিতাল বদলে হীরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* হলুদ। 'হরিতাল বর্ণ তার করিব সন্ধান।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ *বি* পাখিবিশেষ। 'ঠেটী ভেটী ভাটা হরিতাল গুড়গুড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

হরিতালী [স] *বি* সাদা মেঘের মতো নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ। 'গগন-মণ্ডলে যে দক্ষিণোত্তর-ব্যাপিনী শুভ্রবর্ণ রেখা হরিতালী ও ছায়াপথ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

হরিতালী চন্দ্র [স] *বি* নষ্টচন্দ্র। 'হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হর্তেল [স হরিতাল] *বি* উজ্জ্বল ধাতব পদার্থবিশেষ। 'হর্তেলের মত গায়ের রঙ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হরিদ্রা [স] *বি* হলুদ। 'সিন্দূর হরিদ্রা তৈল খই কলা নারিকেল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হরিদ্রাচিহ্ন [স] *বি* হলুদের রং। 'গায়ে-হলুদের হরিদ্রাচিহ্ন লইয়া শশী ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হরিদ্রাজল [স] *বি* হলুদের জল। 'দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হরিদ্রাজ্বর [স] *বি* গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সংক্রামক ব্যাধি যার প্রতিক্রিয়ায় গায়ের চামড়া হলুদ হয়ে যায়। 'হরিদ্রাজ্বরের চিকিৎসার জন্য ... হাসপাতাল আছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হরিদ্রাভ [স] *বিণ* হলদে রঙের। 'স্বচ্ছ ও হরিদ্রাভ ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

হরিন্ময় [স] *বিণ* সবুজময়। 'নবশষ্পে হরিন্ময় শাদ্বল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

হরিমটর খাওয়া – উপবাস থাকা। 'সারাদিন উপোস মশাই শুধু খাও হরিমটর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হরিমটুক *বি* না খেয়ে থাকা। 'তবেই সে দিন নির্ব্বাহ হইত নতুবা হরিমটুক।' *কেরি*, ১৮০২।

হরিয়াল [স হরিতাল] *বি* ঘুঘুজাতীয় হলুদ বা সবুজ রঙের পাখিবিশেষ। 'হরিয়াল, চকা, ডাক আদি শত শত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হরিয়েক [ফা হরইয়াক] *বিণ* নানা রকম; হরেক। *ক্যালগে*, ১৭৯৬; 'সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

হরিলেবু *বি* একপ্রকার ধান। 'গুয়া শালি হরিলেবু গুয়াখুবি সুঁদী।' *ভারত*, ১৭৬০।

হরিষ [স হর্ষ] **১** *বি* আনন্দ। 'হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* আনন্দিত। 'এ নিমিত্তে আজি মোর হরিষ অন্তর।' *সুলতান*, ১৭০০।

হরিষবদনে *ক্রিবিণ* হাসিমুখে। 'আনুমতী কর রাধা হরিষবদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হরিষে বিষাদ *বি* আনন্দের মধ্যে বিষণ্ণতা। 'হরিষে বিষাদ আছে মন করোনা এ কথায় গোসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হরিস [স হর্ষ] *বি* আনন্দ। 'রতির বচনে কাম হরিস মনে করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরী [স হরি] *বি* কৃষ্ণ। 'কথা গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হরীতকী [স] *বি* এক প্রকার পীতবর্ণ কষায় ফল। 'তুলসী গুবাক হরীতকী ডানি করে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হরতকি [স হরীতকী] *বি* হরীতকী। 'হরিনামের হরতকি।' *নজরুল*, ১৯৪১।

হরিতকী [স হরীতকী] *বি* গাছবিশেষ। 'কন্টকী শ্রীফল জে বহেড়া হরিতকী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হর্তকি [স হরীতকী] *বি* ছোটো গুটি আকৃতির কষায় ফল ধরে এমন এক প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ। 'মহিষ চরছে হর্তকি গাছের তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হরীন [স হরিণ] *বি* হরিণ। '৩ দফা হরীনাদি চরিবার স্থান ও তাহার ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

হরুফ [আ হরফ] *বি* হরফ; বর্ণ। 'কোরাণ শরীফ নাজিল হবার আগে আরবী হরুফ পবিত্র কি অপবিত্র ছিল, সে তর্ক বেকার।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হরেক [ফা হরইয়াক] **১** *বিণ* নানা রকমের। *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *বিণ* প্রত্যেক। 'হরেক মাসের ত্রিষা তইয়ার করিয়া ...' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

হরেক রকম [পা হরইয়াক+আ রকম] *বি* বিভিন্ন ধরন। 'মেং এঙ্গ সাহেবের স্থানে আমানত কাপড় হরেক রকমের।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

হরেক রকমে *ক্রিবিণ* নানা প্রকারে। 'হরেক রকমে ৬৩ থান ফেরত কাপড় জাচাইর ফর্দ্দ সম্মলিত পাঠাইয়াছেন।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

হরে দরে [ফা হর-দর] *ক্রিবিণ* গড়পড়তায়। 'হরে দরে বুঝিতে টাকায় নাই সিকি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হর্জুত [আ হুজ্জৎ] *বি* ঝামেলা; ফ্যাসাদ। 'শেষ নাম সাঙ্গ হণ্ড সাক্ষীর হর্জুত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হর্ণ দ্র **হর্ন**

হর্তকি দ্র **হরীতকী**

হর্তা, হর্ত্তা [স] **১** *বি* হরণ করে যে। 'তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা নির্লেপ নিরঞ্জন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* হরণকারী। 'উপকর্তা দুঃখ হর্তা পবিত্র শরীর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হর্তাকর্তা, হর্ত্তাকর্ত্তা [স] *বি* সর্বময় কর্তা। 'স্বয়ম্বরা হইলে অপ্রকাশিত হর্ত্তাকর্ত্তা যোজনকর্ত্তার কি প্রয়োজন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫; 'আমি উহার হর্তা কর্তা বিধাতা পুরুষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হর্তৃত্ব, হর্ত্তৃত্ব [স] *বি* সংহারকারিতা। 'পাতৃত্ব হর্ত্তৃত্ব স্রষ্টৃত্বের সূচনাও বেদে আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হর্তেল দ্র **হরিতাল**

হর্ত্রী [স] *বিণ* স্ত্রী ক্ষমতাময়ী। 'নগরাধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী হর্ত্রী মহাদেবী।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

হর্দম [ফা] *ক্রিবিণ* সারাক্ষণ। 'মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।' *নজরুল*, ১৯২২।

হর্ন [ই] *বি* সতর্কতামূলক ধ্বনি উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ; গাড়ির ভেঁপু। 'মোটর হর্নের আওয়াজ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হর্ণ [ই] *বি* সতর্কতামূলক ধ্বনি উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ; ভেঁপু। 'মোটর-হর্ণের আওয়াজে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হর্ম্য, হর্ম্ম্য [স] *বি* মনোহর অট্টালিকা। 'যক্ষকন্যার মায়াবলে, নিমিষমধ্যে, পরম রমণীয় সুসজ্জিত হর্ম্ম্য আবির্ভূত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হর্ম্যচূড় [স] *বি* অট্টালিকার চূড়া। 'ওই দেখো দূরে ... কত হর্ম্যচূড়ে দিগন্তেরে করিছে দংশন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হর্ম্যচূড়া [স] *বি* প্রাসাদশিখর। 'ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হর্ম্যতল [স] *বি* অট্টালিকার মেঝে। 'দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্মতলে শয়ন করিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হর্ম্যমালা [স] *বি* সুন্দর অট্টালিকাসমূহ। 'কাচের সুপ্তিময় নিষ্প্রদীপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হর্ম্যশোভিত [স] *বি* প্রাসাদ সজ্জিত। 'মর্মর-বেদি তার মাঝে কত, হর্ম্যশোভিত রাজপথে শত।' *নজরুল*, ১৯২২।

হর্যক্ষ, হর্য্যক্ষ [স] *বি* সিংহ। 'অগ্নিময় চক্ষু যথা হর্যক্ষ, সরোষে কড়মড়ি ভীম দন্ত।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ব্রিটিশ হর্য্যক্ষ কটাক্ষে বিহ্বল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

হর্ষ [স] **১** *বি* আনন্দ। 'নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* আনন্দিত। 'রায় হর্ষ হইয়া কহিলেন কহ কি।' *রামরাম*, ১৮০১।

হর্ষকম্পান্বিত [স] *বিণ* উচ্ছ্বসিত। 'চামচিকের মত হর্ষকম্পান্বিত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হর্ষকোলাহল [স] *বি* আনন্দধ্বনি। 'জগতের হর্ষকোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হর্ষগান [স] *বি* আনন্দগীত। 'মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়/ জাগিল হর্ষগান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হর্ষচিত [স] *বিণ* পুলকিত; আনন্দিত। 'ইহাতে রাজা বসন্তরায় হর্ষচিত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

হর্ষচিত্ত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'বিবির মাতা হর্ষচিত্ত হইয়া আডডিজীকে সঙ্গে লইয়া ... সেই স্থানে উপনীত হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হর্ষধ্বনি [স] *বি* আনন্দময় শব্দ। 'হর্ষধ্বনি উঠিল ফুটিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হর্ষপূর্ণ *বিণ* আনন্দিত; হাসি-মাখা। 'গভীর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত আনন্দের সহিত বিভার সলজ্জ হর্ষপূর্ণ মুখখানি দেখিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

হর্ষবাণী [স] *বি* আনন্দ বার্তা। 'হর্ষবাণীর মহাকল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল।' *নজরুল*, ১৯২২।

হর্ষবিষাদ [স] *বি* যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ। 'সভাস্থ লোকেরা ও স্ত্রীবর্গেরা গন্ধর্ব্বসেনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ... হর্ষবিষাদে দ্বিবিধচিত্ত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

হর্ষ-বিহার [স] *বি* আনন্দময় ভ্রমণ। 'পাখার ছন্দ হৃদয় কি দেবে বেঁধে/ হর্ষ-বিহারে দূর দিগন্তকোণে?' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

হর্ষবেদনা [স] *বি* আনন্দবেদনা। 'এইরকম পাতার হিল্লোল ... প্রকাশের হর্ষবেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হর্ষভরে *ক্রিবিণ* আনন্দের সঙ্গে। 'কম্পিত প্রদীপ্ত শিখা হেরি হর্ষভরে কলহাস্যে নৃত্য করি প্রসারিত করে ঝাঁপাইতে চাহে শিশু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'ধূম্রবর্ণা, স্নিগ্ধনেত্রা ধুমা হর্ষভরে মৃদু হাম্বারব করিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

হর্ষযুক্ত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'তাহা পশু ধান্য ধনেতে পূর্ণ ও উন্নত ও হর্ষযুক্ত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

হর্ষ-শোক [স] *বি* আনন্দ ও দুঃখ। 'সবার অর্থ করি পায় প্রভু হর্ষ-শোক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হর্ষান্বিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'হর্ষান্বিত লীলাস্পদ হইতে প্রস্থানানন্তর ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

হর্ষিত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'সাহেব ... পরম হর্ষিত হইয়াছিলেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

হর্ষিতকান্তি [স] *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল। 'ঈষৎ হর্ষিতকান্তি অমৃততরঙ্গ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হর্ষোচ্ছ্বাস [স] *বি* অতি উৎফুল্লতা। 'অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও ... ঘুমাইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হর্ষোৎফুল্ল [স] *বিণ* আনন্দিত। 'পোষ্টবাবু হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হর্ষোন্মত্ত [স] *বিণ* আনন্দে দিশেহারা। 'চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লম্ফন করিতে থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

হর্স [স হর্ষ] *বিণ* পুলকিত। 'হর্স হৈলা জসোদা রোহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হর্শেল [ই হার্সেল] *বি* একটি গ্রহের নাম। 'শনি ৯৭০০০০০০ যোজন এবং হর্শেল ২০১৬০০০০০ যোজন দূরে থাকিয়া পরিভ্রমণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

হল[১] [স] *বি* লাঙল। 'হস্তে হল মুষল দেখিলা নিত্যানন্দ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'রাশিয়ার কৃষি ... নূতন হলের স্পর্শে অহল্যাভূমিতে প্রাণসঞ্চার হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

হলকর্ষণ [স] *বি* লাঙল দ্বারা জমি চাষ। 'এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্য পর্বত ভেদ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

হল-চালনা [স] *বি* হালচাষ। 'স্বহস্তে হল-চালনা করা দূষ্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হলধর [স] *বি* বলরাম। 'মহামত্ত হৈলা প্রভু হলধর ভাবে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হলবাহন [স] *বি* কৃষি। **হলবাহনাদিকর্ম, হলবাহনাদিকর্ম্ম** [স] *বি* কৃষিকাজ। 'অর্থকরী কিঞ্চিৎ বিদ্যোপার্জ্জনে স্বজাতীয় ধর্ম্ম হলবাহনাদিকর্ম্মে নিন্দিত তত্ত্ববোধ করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হলবিদারণরেখা [স] *বি* হালচাষের চিহ্ন। 'কৃষির হলবিদারণরেখাকে যদি কোনো রূপ দিতেই হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হলযন্ত্রধারী [স] *বিণ* (হিন্দুপুরাণ) লাঙলধারী। 'রামেরই হলযন্ত্রধারী রূপ হচ্ছে বলরাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

হলযোগ্য [চাষ+স যোগ্য] *বিণ* চাষের উপযোগী। 'অহল্যা ভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

হলায়ুধ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বলরাম। 'হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হল[২] [স] *বি* ব্যঞ্জনবর্ণ। 'য র ল ব হ ইহাকে হল বলি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১১।

হলন্ত [স] *বিণ* ব্যঞ্জনান্ত। 'বাঙ্গলা ভাষায় হলন্ত শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

হলবর্ণ [স] *বি* শেষে স্বরযুক্ত নয় এমন বর্ণ। 'হলবর্ণে য যোগ করিতে হইলে, ্য এইরূপ লিখিতে হয়, ইহার নাম য ফলা।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

হলমার্কা [ই হলমার্ক] *বি* ছাপ। 'বিদেশের হলমার্কা না দেখিতে পাইলে কোনো সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

হল[৩] [আ] *বি* মিশ্রণ। 'সুধা তেমনি আছে গরলে হল করে।' *লালন*, ১৮৯০।

হল[৪] [ই] **১** *বি* ভোজনকক্ষ। 'কলেজের হলের বা বড় ঘরের এক দিকে ছাত্রেরা ও অপরদিকে কর্তৃপক্ষীয়েরা বসিয়া আহার করেন।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বি* বহুলোক বসতে পারে এমন বড়ো কক্ষ। 'প্রথমে একটা পরীক্ষাশালার বর্ণনা করিতাম, সেটা যদি-বা ঠিক সেনেট-হলের মতো না হইত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **৩** *বি* ছাত্রাবাস। 'কোন্ ছাত্রের আহার বন্ধ হলের ডিউ না দিয়ে।' *জসীম*, ১৯৫১।

হল কামরা [ই হল+প কামরা] *বি* বড়ো ঘর। 'তাবুত সরকারী ভবনের হল কামরায় উঠানো হল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হলঘর [ই হল+ঘর] *বি* বড়ো ঘর; অডিটোরিয়াম। 'একটা মাঝারি হলঘর।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হলকা [আ হলকাহ্] **১** *বি* দল। 'ষোড়শ হলকা হাতী।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বিণ* উত্তপ্ত। 'ফিং দিয়ে ওঠা হলকা রক্ত।' *নজরুল*, ১৯২৪। **৩** *বি* উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ। 'আগুনের হলকার মত তপ্ত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮। **৪** *বি* উত্তাপ। 'বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের হলকা যখন লাগে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

হল্কা *বি* গরম বাতাসের প্রবাহ। 'রৌদ্রের বাতাস আগুনের হল্কা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হলণ্ডীয় [ই হলণ্ড+স ঈয়] *বিণ* হল্যান্ডের। 'অত্রস্থ হলণ্ডীয় সাহেবেরা ও আরমানীয় সাহেবেরা ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

হলদি, হলদী [স হরিদ্রা>] *বি* হলুদ। 'কাঞ্চ হলদি যেন তোহ্মার বরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'মিলি যথ নব জনি এ ধূপ হলদী আনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

হলদি কোটার গান *বি* হলুদ কোটার সময়ে গাওয়া হয় এমন এক ধরনের লোকগান। 'সারা মাঠ ভরি গাহিছে কে যেন হলদি কোটার গান।' *জসীম*, ১৯২৯।

হলদী কোটা *বিণ* গুঁড়া হলুদের মতো রঙের। 'কাল সে আসিবে, রাই-সরিষার হলদী কোটার শাড়ী।' *জসীম*, ১৯৩০।

হলদে *বিণ* হলুদ বর্ণবিশিষ্ট। 'ঠোঁট সাদা, মুখের চামড়া হলদে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'পাতাগুলি হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হলদেটে *বিণ* হলুদাভ। 'লম্বা হলদেটে পাকা দাড়ি।' *হাসান*, ১৯৬৪।

হলদে পাখি *বি* হলুদ রঙের পাখিবিশেষ। 'দুলে যায় হলদে পাখি সোঁদাল শাখায়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হলদে-সবুজ *বি* হলুদ মেশানো সবুজ রঙ। 'পাতার রঙ হলদে-সবুজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হলফ [আ] **১** *বি* শপথ। 'হলফ করিতে আইসে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। **২** *বি* শপথনামা। 'প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ পড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হলপ [আ হলফ] *বি* শপথ। 'মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, নানা হলপ কত্তে প্রস্তুত।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

হলপ-পড়া *বিণ* হলফ পড়েছে এমন। 'হলপ-পড়া সাক্ষীর কাছ হইতে লোকে প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হলফ করে/করিয়া বলা *ক্রি* দিব্যি দিয়ে বলা। 'না ভাই, হলফ করিয়া বলিতে পারি না।' *রোকেয়া*, ১৯২৪; 'আমি হলফ করে বলতে পারি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হলফনামা [আ হলফ+ফা নামাহ্] *বি* শপথপত্র। 'হফলনামারূপে এক লিপি প্রস্তুত করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

হলফ নেওয়া *ক্রি* আদালতে সত্য কথা বলার শপথ গ্রহণ। 'আদালতে হলফ নিয়ে কেন পরিষ্কার মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হলোপ [আ হলফ] *বি* সত্য বলার জন্য যে শপথ করা হয়। 'অনায়াসে হলোপ লইয়া মিথ্যা বলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

হলহল [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততার ভাব। 'কেবলি লতিয়ে ওঠে হলহল ক'রে বিভিন্ন প্রহরে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

হলান দ্র **হওয়া**

হলাহল [স] *বি* বিষ। 'অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লুঁ সম্পদে বিপদহি ভেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হলাহলজ্বালা [স] *বি* বিষের জ্বালা। 'ক্ষতবেদনার উপরে অকারণে তাঁহার বাক্যহলাহলজ্বালা যোগ করিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হলাহলময় [স] *বি* বিষময়। 'মহা হলাহলময় – সাংঘাতিক অস্ত্রবিশেষ।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

হলাহলযন্ত্রণা [স] *বি* বিষের জ্বালা। 'এই কূট হলাহলযন্ত্রণা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হলাহল-লোক [স] *বি* বিষের উৎস। 'নাহি জানি কোন ফণিমনসার হলাহল-লোকে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হলাহলি গলাগলি *বি* অন্তরঙ্গতা। 'দুই-এক দিনের মধ্যেই হলাহলি গলাগলি ভাব হইল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হলিডে [ই] *বি* ছুটি। 'হলিডে বা ছুটি উপভোগ করা কথাটি আমাদের দেশে নেই।' *হাই*, ১৯৫৮।

হলুদ [স হরিদ্রা] **১** *বি* রান্নায় ব্যবহৃত মসলাবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'হলুদের জলে গুলে এক ফোঁটা ঝাল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* হ রঙবিশিষ্ট। 'হলুদ বর্ণ।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **৩** *বিণ* হলুদাভ। 'সম কাক ঘরে ফেরে – তখন হলুদ নদী।' *জীবন*, ১৯৪২।

হলুদপট্টী *বি* কাপড়ে হলুদ লাগিয়ে ক্ষতস্থানে সেক। 'হলুদ বাঁধতে কপালে জোঁক লাগাতে পুরুষের চেয়েও পাকাপো *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হলুদ পাখি *বি* হলুদ রঙের পাখিবিশেষ। 'নিম ডালে বসে হলুদ পাখিটি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হলুদ বোঁটা *বি* হলুদ রঙের বোঁটা। 'যখন হলুদ বোঁটা শেফা কোনো এক নরম শরতে।' *জীবন*, ১৯৩২।

হলুদমণি *বি* পাখিবিশেষ। 'হলুদমণি পাখি – বাংলা দেশের অ তাহারা ...।' *তারা*, ১৯২৯।

হলুদ-মাখা *বিণ* হলুদযুক্ত। 'হলুদ-মাখা হাতে কালো শ্লেটের অঙ্ক লিখে দিতেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫।

হলুদাভ [স] *বিণ* হলদে। 'ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা হলুদাভ একটা শাদা দাঁত।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

হলোপ দ্র **হলফ**

হল্লা [হি] *বি* চেঁচামেচি। 'কুটীরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ করিয়া *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হল্লাক *বিণ* ক্লান্ত। 'বেচারা হর্ন দিয়ে দিয়ে একেবারে হল্লাক হয়ে গে *সুনীল*, ১৯৭০।

হশীশ [আ] *বি* মাদকদ্রব্য ভাং। 'ভিতরে আফিঙ আর হশীশ।' *মুজত* ১৯৪৯।

হসীস *বি* গাঁজা; ভাং। 'প্রথম তো মিশর থেকে তাড়ালেন হসী *মুজতবা*, ১৯৫২।

হস্টেল [ই] *বি* ছাত্রাবাস। 'হস্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলা *রবীন্দ্র*, ১৯০৩; 'বার বার চেষ্টা চলেছে হস্টেলের ভেতরকার ছাত্র ওপর লাঠি চার্জ করার।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

হস্টেল *বি* ছাত্রাবাস। 'হস্টেলে যত ছাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হস [স হর্ষ] *বিণ* আনন্দিত। 'হস হএ মনমথবাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হসি [স হর্ষ] *বি* হাসি। 'আধ আঁচর খসি আধ বদন হা *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হসিত [স] **১** *বিণ* হাস্যযুক্ত। 'যামিনীর হসিত নয়নে লেগেছে ঘুমঘোর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'একি শ্যাম হসিত বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২।

হসকানো *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'বিশটা বছর হসকে গেছে।' *জী* ১৯৪৮।

হসন্তিকা [স] *বি* আগুন রাখার পাত্র। 'বন্ধু ঘনিয়ে বস শীতের হসন্তিকার পাশে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

হসপিটাল [ই] *বি* হাসপাতাল। 'যাদব মেমোরিয়াল হসপিটাল।' *মা* ১৯৩৬।

হসপিতাল [ই] *বি* হাসপাতাল। 'একটা হসপিতাল হওনের হইয়াছে...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

হসব-নসব [আ নসব>] *বি* বৈবাহিক সম্পর্ক। 'ওদের সঙ্গে কোন পু হসব-নসব নেই।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

হস্টেল দ্র **হটেল**

হস্ত [স] ১ *বি* হাত। 'সূল হস্তে কার্ত্তিক আছে তাহার দুয়ারে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অধিকার। 'কুক্কুর-বৃত্তি দাসত্ব করিব, তত্রাচ রেশমপ্রভুর হস্ত হইতে মুক্তির চেষ্টা করিব না।' *অক্ষয়*, ১৯৪৯।

হস্তক [স] *বি* হাত। 'কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাতা হস্তক নাটিকা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হস্তক্ষেপ [স] ১ *বি* প্রতিবন্ধকতা। 'ধর্ম্মের বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা যাইবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩৭; 'তাহাতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ২ *বি* উদ্যোগ নেওয়া। 'অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার বা পূর্ত্তবৈজ্ঞানিক বহুবার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* হাত দেওয়া। 'কেহ আমার মস্তকে হস্তক্ষেপ না করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হস্তক্ষেপণ [স] *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'সাঁকতোলার বিদ্রোহ ঘটনায় হস্তক্ষেপণ করেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হস্তগত [স] *বিণ* হাতে এসেছে এমন; আয়ত্তাধীন। 'যে কর্ম আছিল মোহর হস্তগত।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'অনায়াসেই লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদীকে হস্তগত করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হস্তগতা [স] *বিণ স্ত্রী* অধিকারভুক্ত। 'অবিলম্বে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগতা হও।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হস্তগ্রন্থি [স] *বি* এক হাত দিয়ে আর এক হাত ধরে থাকা। 'যতদূর চোখ যায় কেবল জল আর আকাশ, আর উভয়ের হস্তগ্রন্থির মতো দিগ্বলয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

হস্তচালিত [স] *বিণ* হাতের দ্বারা চালিত। 'হস্তশিল্প ও হস্তচালিত তাঁতবস্ত্রের উপর হইতে আমদানী শুল্ক ...।' *আজাদ*, ১৯৭১।

হস্তচিহ্ন [স] *বি* হাতের ছাপ। 'সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হস্তচ্যুত [স] *বিণ* হাতছাড়া। 'পশ্চিমদেশীয় বণিকদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পারসীক বণিকগণের করায়ত্ত হইয়া পড়িল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হস্ততল [স] *বিণ* বশীভূত। 'জেন মতে প্রকারে সত্র করি হস্ততল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হস্তত্তোলন [স হস্তোত্তোলন] *ক্রি* হাত উঠানো। 'নায়েবের বিরুদ্ধে কৌশলে হস্তত্তোলন করিয়াছে।' *গ্রামবার্ত্তা*, ১৮৭৩।

হস্তদ্বয় [স] *বি* দুই হাত। 'হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় নিগড়-বদ্ধ করিয়া রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

হস্ত দেওন *ক্রি* নাগাল পাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হস্তপদ [স] *বি* হাত ও পা। 'সুবলিত হস্তপদ কমলনয়ন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হস্তপদাদিযুক্ত *বিণ* হাত পা আছে এমন অবয়বযুক্ত। 'পরমেশ্বরকে হস্তপদাদিযুক্ত ও কাম-ক্রোধাদি বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া ... তদীয় প্রসন্নতা লাভার্থে উৎসুক হইতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হস্তপরিমিত [স] *বিণ* এক হাত পরিমাণ। 'বৈঠকখানায় চমৎকৃত হস্তপরিমিত উচ্চ গদির উপর বসিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হস্ত পাতা *ক্রি* হাত পাতা; সাহায্য প্রার্থনা করা। 'এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি কেমনে রব প্রাণ ধরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হস্ত-প্রমাণ [স] *বিণ* হাতের সমান। 'ন্যূনাধিক ৩৫০০ হস্ত-প্রমাণ ওলনদড়ি ফেলিয়া দিয়াও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

হস্তপ্রসারণ [স] *বি* হাত বাড়ানো। 'তাঁহারা হস্তপ্রসারণ করিলেই তাহা পাইতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হস্তবশ [স] *বিণ* বশীভূত। 'বাবুদিগের হস্তবশ হইয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হস্তবুদ [স হস্ত+ফা বুদ] *বি* জমিদারির প্রদেয় মোট রাজস্ব। 'জমীদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হস্তবুধ [স হস্ত+ফা বুদ] *বি* জমিদারির প্রদেয় মোট রাজস্ব। 'আর মহলের হস্তবুধ হইতে হাজার টাকা কমি দেয়।' *কেরি*, ১৮০২।

হস্তমার্জন [স] *বি* হাতের স্পর্শ। 'হস্তমার্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দিক হইতে রুদ্ধ হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

হস্তমুষ্টি [স] *বি* হাতের মুঠি। 'হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া গেল।' *নজরুল*, ১৯২২।

হস্তরচিত [স] *বিণ* হাতের তৈরি। 'হস্তরচিত বিগ্রহ আমরা সংগ্রহ করে সুখী না হই।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

হস্তলিখিত [স] *বিণ* হাতে-লেখা। 'সুন্দর সুন্দর কবিতাপূর্ণ হস্তলিখিত বা মুদ্রিত পুস্তক সকল কীটদষ্ট হইতেছে।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

হস্তলিপি [স] *বি* হাতের লেখা। 'চিত্রবিদ্যা, হস্তলিপি, সঙ্গীত, কিছু কিছু শিল্পকার্য্য ও ব্যায়াম বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হস্তলেপ [স] *বি* হস্তলেপন। 'চাহিলেক দৃষ্টে দৃষ্টে হস্তলেপ দিল বক্ষে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হস্তশিল্প [স] *বি* শিল্পগুণসম্পন্ন হাতে তৈরি দ্রব্যাদি। 'মেয়েদের জন্য হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা ও উপার্জ্জনের ব্যবস্থা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

হস্তসংকোচ [স] *বি* ব্যয়সংকোচন; হাতখরচ কমানো। 'জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায়ে একেবারে হস্তসংকোচ করিতে হইবে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

হস্তস্খলিত [স] *বিণ* হাত থেকে পড়ে-যাওয়া। 'অনন্তর হস্তপদাদি ধৌতকরণার্থ জলে নামিবামাত্র হস্তস্খলিত জলকণা কপি-তপস্বীর অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হস্তস্থিত [স] *বিণ* হাতে আছে এমন। 'হস্তস্থিত বেত্র।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

হস্তস্পর্শ [স] *বি* হাতের ছোঁয়া। 'উহা কস্মিনকালে রজকের হস্তস্পর্শ করিয়াছিল এমন বোধ হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হস্তাক্ষর [স] *বি* হাতের লেখা। 'তাঁহার হস্তাক্ষর সকলে আগ্রহ করিয়া লইল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

হস্তাক্ষরাঙ্কিত [স] *বিণ* স্বাক্ষরিত। *দর্পণ*, ১৮২৪।

হস্তাগতা [স হস্তগত] *বিণ স্ত্রী* প্রাপ্ত। 'সে ভূমি তাহারদিগের হস্তাগতা হইয়া ...।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

হস্তাঙ্ক [স] *বি* হাতের তালুর রেখা। 'দেখুন দেখি হস্তাঙ্কে আর কি লিখতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হস্তান্তর [স] *বি* মালিকানা বদল। 'এই বঙ্গাদি প্রদেশের প্রায় তাবৎ জমিদারের জমিদারী হস্তান্তর হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

হস্তান্তরযোগ্য [স] *বিণ* মালিকানা বদলের উপযুক্ত। 'জোতমাত্রেই সর্বত্র আইনত হস্তান্তরযোগ্য বলে গণ্য হওয়া কর্তব্য।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

হস্তান্তরিত [স] *বিণ* অন্যের অধিকারভুক্ত। 'স্বরাজ্য হস্তান্তরিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হস্তাবলেপ [স] *বি* প্রভাব। 'এখানে 'জোলা' (Zola) সম্প্রদায়ের স্থূল হস্তাবলেপ স্পষ্টই দেখিতেছি।' *সবুজ*, ১৯২০; 'এই দিঙ্‌নাগের স্থূলহস্তাবলেপ থেকে কুমুকে উদ্ধার করবার তো কোনো উপায় নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হস্তামর্শন [স] *বি* হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ। 'তাহাদের মস্তকে হস্তামর্শন করিতেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

হস্তামলকবৎ [স] *বিণ* অতি সহজ। 'তিনি আমাদের শত্রুদলকে যে বৃদ্ধি করবেন, সে বিষয় হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

হস্তার্পণ [স] ১ *বি* হস্তক্ষেপ। 'আর, টক্সানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হস্তার্পণ না করিলে, তাঁহাকে আরও গুরুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* হাত রাখা। 'তিনি আপনার কপোলপ্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া গগন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* হাত দেওয়া। 'যদি কোন নূতন বিষয়ে হস্তার্পণ করেন, তাহা হইলে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হস্তেক *ক্রিবিণ* হাতে। 'সান্তনুরে দিল পুত্র হস্তেক ধরি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হস্তী [স] *বি* হাতি। 'হয় হিন্দুস্তানে হস্তী খোরাসানে/ বিড়াল চীন দেশে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হস্তিজুত [স হস্তিযূথ] *বি* হাতির পাল। 'হস্তিজুত মৈদ্ধে জেন সিংহের বিক্রম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হস্তিদন্ত [স] *বি* হাতির দাঁত। 'মেট্যা তৈল আমর সাপনকাষ্ঠ মধু মোম হস্তিদন্ত।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

হস্তিনী [স] ১ *বি* কামশাস্ত্রে বর্ণিত চারপ্রকার স্ত্রীজাতির একপ্রকার। 'পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* স্ত্রী হাতি। 'সিংহ আপনার ক্রোড়গত শৃগালীকে ছাড়িয়া হস্তিনীকে গ্রহণ করে।' *গৌর*, ১৮২২।

হস্তিপক [স] *বি* গজারোহী। 'কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপৃষ্ঠে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

হস্তিমূর্খ [স] *বিণ* অত্যন্ত নির্বোধ। 'এই হস্তিমূর্খ, ইহার কিছুই অকার্য্য নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

হস্তিশাল [স] *বি* হাতির থাকার ঘর। 'অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া/ হস্তিশালে হাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হস্তিশালা [স] *বি* হাতি রাখার ঘর। 'রাজবাটী ও হস্তিশালা ও ঘোটকশালা ও দুই২ শিবালয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

হস্তিশুণ্ড [স] *বি* হাতির শুঁড়। 'হস্তিশুণ্ড জিনিয়া বাহ পরম সুন্দর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

হস্তীদেহ [স] *বিণ* হাতির শরীরের মতো বড়ো। 'প্রভু হস্তীদেহ ভুঁড়িখানা ভারী গোছ হয়ে গিয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হস্তীমূর্খ [স] *বিণ* অত্যন্ত নির্বোধ। 'লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হস্তীমূর্খতা [স] *বি* অতিশয় নির্বুদ্ধিতা। 'হাতীর পিঠে চড়ে লড়াই করতে নেমে হস্তীমূর্খতার পরিচয় দিলেন।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

হস্তীযূথ [স] *বি* হাতির পাল। 'একটা প্রকাণ্ড হস্তীযূথ।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

হস্ত্যশ্ব [স] *বি* হাতি ও ঘোড়া। 'মনুষ্যের গমাগমের অত্যন্ত ক্লে... হস্ত্যশ্ব শকটাদির গমন সুদূরপরাহত।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

হা [ধ্বন্যা] ১ *বি* হতবুদ্ধি অবস্থা। 'বিবি হাঁ শব্দ নির্গত করিয়া হা করি... রহিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *অব্য* অনুতাপ ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক শব্দ। 'হা! মূঢ় মনুষ্য! তুমি কি ইহার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতর কৌশ... মনেতেও কল্পনা করিতে পার?' *অক্ষয়*, ১৮৪৪। ৩ *বি* হা-করা মুখ। 'গর্ত এক রয়েছে বড়ো হা করে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ৪ *অ...* সম্বোধনে। 'হা বিধাতা, ছেলেবেলা হতেই এমন দুর্বল হৃদয় ল... ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

হা-ঈশ্বর [হা+স ঈশ্বর] – দুর্ভাগ্যে আফসোস করে সৃষ্টিকর্তা... স্মরণ। 'হা-ঈশ্বর, তখন একাকী বিষণ্ন দু'চোখ বুঁজে পড়ে থাকি...' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

হা-কপাল [হা+স কপাল] *বি* হতভাগ্য। 'আর স্পর্ধার মেরুদণ্ডে সে... আদিম হা-কপাল শিরশির করে ওঠে।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

হা-ক্লান্ত [হা+স ক্লান্ত] *বিণ* প্রচণ্ড ক্লান্ত। 'ঘুরে ঘুরে সে হা-ক্লান্ত...' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

হানাথ [হা+স নাথ] – (সম্বো) হে প্রভু। 'হানাথ হানাথ করি... বহুবিধ বিলাপীয় ক্রন্দন করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

হাই [ধ্বন্যা] ১ *বি* আলস্য বা তন্দ্রার কারণে বিবৃত মুখভঙ্গিবিশেষ। 'হাসিআত হাই তুলে কমললোচনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'প্রথম ... হাই তুললেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বি* ফুঁ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাই তোলা *ক্রি* আলস্যজনিত অবস্থায় মুখ হা করা। 'হাসিআত হ... তুলে কমললোচনে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভুজপাশ উদাস গা ভা... হাই তোলে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হাই দেওয়া *ক্রি* ফুঁ দেওয়া। 'হাই দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাইকোর্ট [ই] *বি* উচ্চ আদালত। 'ঠিক যেন এক জন হাইকোর্টের প্লিড... প্লিড কচ্চেন!' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাইজিন [ই] *বি* স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। 'পড়েছিলাম হাইজিনে।' *শিবরাম*, ১৯৭০...

হাইজিনিক [ই] *বিণ* স্বাস্থ্যসম্মত। 'হাইজিনিক মেজার হিসেবে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দাও!' *মনসুর*, ১৯৪৩।

হাইজ্যাক [ই] *বি* ছিনতাই। 'মাসখানেক আগে স্বামীবাগে ... হাইজ্যা... করে ওর টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

হাইড্রলিক [ই] *বিণ* বিশেষত জলের চাপ দ্বারা চালিত। 'হাইড্রলি... জাঁতায় পেষা কাব্যপিণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাইড্রোজেন [ই] *বি* মৌলিক গ্যাস। 'সে গোলা হাইড্রোজেন পূর্ণ...' *রোকেয়া*, ১৯২২।

হাইড্রোফোবিয়া [ই] *বি* পানি দেখলে ভয় পায়, এমন রোগ। 'দুইজনেরই হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক হইয়াছে।' *বনফু...*, ১৯৩৬।

হাইড্র্যান্ট [ই] *বি* জরুরি কাজে ব্যবহৃত রাস্তার পাশে স্থাপিত জলের কল। 'হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হাইদরি হাঁক [আ হায়দর>+হাঁক] *বি* হজরত আলীর রণ-হুঙ্কার। 'হাইদরি হাঁক হাঁকা চাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হাইদার [আ হায়দর>] *বি* প্রচণ্ড হুঙ্কার। 'হাঁকো হাইদার, নাই নাই ডর।' *নজরুল*, ১৯২২।

হাইপথেসিস [ই] *বি* গবেষণা বা অনুসন্ধানের জন্যে কোনো প্রারম্ভিক প্রস্তাব বা অনুমান। 'সাহেবরা তাঁর সম্বন্ধে কি যে হাইপথেসিস করবেন, তা বলা যায় না।' *প্রমথ*, ১৯২৬।

হাইবাস ১ *বিণ* আকুল। 'কান্দিয়া হাতাস রাম ভাবিয়া হাইবাস।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* কামনা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'মৌনযোগে মহামায়া মনের হাইবাসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হাইরোড [ই] *বি* মহাসড়ক। 'দিল্লির হাইরোড ধরে বেরিয়ে পড়লেন দেখে এসেছি।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হাইল [স হল] *বি* নৌকা চালানো বা ঘোরানোর জন্য ব্যবহৃত বৈঠাবিশেষ। 'এক একবার ছতরির উপর বসছে – এক একবার হাইল ধরে ঝিঁকে মারছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হাই-হিল, হাইহীল [ই] **১** *বি* উঁচু গোড়ালিযুক্ত চপ্পল। 'হাইহীলের জায়গায় গ্রীসিয়ান স্যান্ডেল।' *বেগম*, ১৯৫১। **২** *বিণ* উঁচু তলাবিশিষ্ট। 'হাই-হিল জুতো পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামো।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

হাই হিলওয়ালা [ই হাইহিল+হি ওয়ালা] *বিণ* উঁচু গোড়ালিবিশিষ্ট। 'হাই হিলওয়ালা জুতোয় ফের কালি পড়েছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

হাউই [ফা] *বি* আকাশগামী আতশবাজি। 'নানাবর্ণ বাজি পোড়ে অনেক হাউই উড়ে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হাউই-ফাটা *বিণ* আতশবাজি বিস্ফোরিত-হওয়া। 'পাগলা আবেগের হাউই-ফাটা আগুনঝুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হাউচাউ [ধ্বন্যা] *বি* গোলমাল। 'ফের হাউচাউ! চাও কি বাপু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

হাউট *বি* মাটির ঢিবি। 'শুকনো মাঠে চলবে ছুটে – হাউট টুটে/ কঠিন মাটি ধূল ধূলাধূল।' *জসীম*, ১৯৫১।

হাউণ্ড [ই] *বি* এক ধরনের শিকারি কুকুর। 'একটা বড় হঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড পাদরি লং সায়েবকে কামড়ে দিলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাউমাউ [ধ্বন্যা] *বি* বহুজনের হট্টগোল। 'সভ্যগণ হাউমাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হাউরুয়া [স হার>] *বিণ* পরাজিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাউস[১] [ই] **১** *বি* সভা; পার্লামেন্টের অধিবেশন। 'একটা বড়ো ঘরে হাউস বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। **২** *বি* বাড়ি। 'ওদের ফার্নিশ্‌ড হাউস।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হাউস অব কমন্স *বি* ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ। 'আমরা সেদিন হাউস অব কমন্সে গিয়েছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

হাউস-কীপার [ই] *বি* সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। 'হাউস-কীপার আছে, সে বাড়ির সমস্ত ঘরকন্না তদারক করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

হাউস কোট [ই] *বি* মেয়েদের বাড়িতে পরার পোশাকবিশেষ। 'নাইটির ওপর হাউস কোট জড়ানো।' *সুনীল*, ১৯৭০।

হাউস টিউটর [ই] *বি* ছাত্রাবাসের দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষক। 'বোধ হয় হাউস টিউটর আপা।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

হাউস[২]-বিলাস [আ হাওয়স+স বিলাস] *বি* সাধ-আহ্লাদ। 'মাঝে মধ্যে এক আধটা রাত্তির বাড়ি আসা ছাড়া অন্য কোনো হাউস-বিলাস নাই।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

হাউস *বি* শখ। 'এত হাউসের খেপলা জালখানি ফেলিয়া দিয়া আসিল।' *জসীম*, ১৯৬৪।

হাউ হাউ [ধ্বন্যা] **১** *বি* প্রচণ্ড বাতাসে বাঁশঝাড়ের শব্দ। 'বাঁশগাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* উচ্চস্বরে কান্নার শব্দ। 'ধর্মদাস হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া কহিল।' *শরৎ*, ১৯১৭। **৩** *বি* গা মোচড়ানোর শব্দ। 'হাউ-হাউ শব্দে গা মুচরোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হাএ হাএ *দ্র* **হায়[১]**

হাওদা [আ হওদজ] *বি* হাতির পিঠে বসার জন্য পাতা আসন। 'রৌপ্যময় হাওদাসমেত এক সওয়ারী হস্তী।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

হাওয়া[১] [আ] *বি* ইসলামি-বিশ্বাস অনুযায়ী প্রথম সৃষ্ট মানবী। 'আইলা আদম সফি হাওয়া বিবি সনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

হাওয়া[২] [আ] **১** *বি* বাতাস। *ভবানী*, ১৮২৩; 'হাওয়ার চিড়ে কথার দধি ফলার দিচ্ছে নিরবধি।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* দম। 'হাওয়া ধর অগ্নি স্থির কর।' *লালন*, ১৮৯০। **৩** *বি* অনুভূতির স্পর্শ বা ছোঁয়া। 'ওইটুকু যে চাওয়া দিল একটু হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৪** *বি* প্রবাহ। 'সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৫** *বি* সুবাস। 'অপূর্ব তার চোখের চাওয়া অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৬** *বি* অবস্থা; পরিস্থিতি। 'আর-এক হাওয়া অন্দরমহলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। **৭** *বি* প্রভাব। 'আমাদের সঙ্কলের গায়ে দর্শনের হাওয়া লেগেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫৮। **৮** *বি* উধাও। 'কারণ পুলিস হাওয়া, সান্ত্রী গায়েব।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হাওয়া আফিস [আ হাওয়া>+ই অফিস] *বি* আবহাওয়া অফিস। 'হাওয়া আফিসের ন্যায় অকর্মণ্য আফিস রাখিয়া লাভ কি।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

হাওয়াই [আ] *বিণ* মিহি; পাতলা। 'সবুজ হাওয়াই কাপড়।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হাওয়াই কেল্লা [আ হাওয়া>+আ কিল্লা] *বি* আকাশকুসুম। 'অখণ্ড ভারতের অখণ্ড রাষ্ট্রভাষা রচনার কল্পনা হাওয়াই কেল্লা ছাড়া কিছুই নয়।' *আজাদ*, ১৯৪১।

হাওয়াই জাহাজ [আ হাওয়া>+আ জাহাজ] *বি* উড়োজাহাজ। 'কেউ হাওয়াই জাহাজে উড়তে পারবে না।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

হাওয়াই ট্যাক্সি [আ হাওয়া>+ই ট্যাক্সি] *বি* মোটরগাড়ি। 'স্যার ফ্রান্সিসের হাতে হাওয়াই ট্যাক্সি রয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হাওয়াই শার্ট [আ হাওয়া>+ই শার্ট] *বি* হাফহাতা জামাবিশেষ। 'পরনে পাৎলুন আর ঘিয়ে রঙের হাওয়াই শার্ট।' *শওকত*, ১৯৭২।

হাওয়া ওঠা *ক্রি* হুজুগ ওঠা। 'বর্তমান কালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হাওয়া করা *ক্রি* বাতাস দেওয়া। 'বকবক না করে মাথায় হাওয়া কর।' *মানিক*, ১৯৩৯।

হাওয়া খাওয়া ১ *ক্রি* ঘোরাঘুরি করা। 'ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, বা সাপার খেতে গিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* মুক্ত বায়ু সেবন। 'গল্প করা, গানবাজনা করা ও হাওয়া খাওয়া সেখানে তাহাদের প্রধান কাজ।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হাওয়াখানা [আ হাওয়া+ফা খানাহ্] *বি* (বাউল) প্রাণবায়ু। 'থাকতে ঘরে হাওয়াখানা/ মওলা বলে ডাক রসনা।' *লালন*, ১৮৯০।

হাওয়াখোর [আ হাওয়া+ফা খোর] *বিণ* বায়ু সেবনকারী। 'হাওয়াখোর বুড়োবুড়ি।' *হোসেন*, ১৯৪০।

হাওয়া-গাড়ি [আ হাওয়া+গাড়ি] *বি* হাওয়াই যান; উড়োজাহাজ। 'মস্ত হাওয়া-গাড়ি?' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

হাওয়াদার [আ হাওয়া+ফা দার] *বিণ* বাতাস চলাচল করে এমন। 'বাসস্থানও পরিষ্কৃত এবং হাওয়াদার হওয়া উচিত।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

হাওয়া দেওয়া *ক্রি* চম্পট দেওয়া; পালিয়ে যাওয়া। 'সটান স্বগৃহাভিমুখে হাওয়া দিলুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হাওয়া-পরী *বি* হাওয়ারূপ পরী। 'মেরু-পরিস্থানে মিশে গেল হাওয়া-পরি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

হাওয়া-বদল [আ] *বি* স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য স্থান পরিবর্তন। 'হাওয়া-বদল চাই – এই কথাটা আজ হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হাওয়ার গাড়ী *বি* মোটর গাড়ি। 'ওখানে হাওয়ার গাড়ী দেখেছি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হাওয়াশূন্য [আ হাওয়া+স শূন্য] *বিণ* বাতাসহীন। 'হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় মাঠপ্রান্তর আর বিস্তৃত ধানক্ষেত।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হাওয়াহালকা [আ হাওয়া+আ হলকান] *বিণ* বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় এমন হালকা। 'কেউ-বা আনল হাওয়াহালকা শাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হাওয়ান [আ হায়ওয়ান] *বি* পশু; জানোয়ার। 'বাতাস এমন যেন অবলুপ্ত হাওয়ানের দল সর্বত্র তাড়িয়ে ফেরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হাওয়াল [আ হওয়ালা] ১ *বিণ* কারো ক্ষমতার অধীন। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* দায়িত্বে নিয়োজিত। 'এই আহাদনামা নেপাল সরকারে লিখিয়া খাঁ ময়ুকুরের হাওয়ালে দেওয়া গেল।' *ক্যালগে*, ১৭৯২। ৩ *বি* জমা। 'ফৌজি সাহেবের নিকট হাওয়ালে হইয়াছিল।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

হাওয়ালা [আ হওয়ালা] *বি* জিম্মা। 'আসামীগণকে ধরিয়া থানাদারের হাওয়ালা করাই এখন আমাদের কার্য্য।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'সব্‌ইন্‌স্পেক্টর পরওয়ানা কনস্টেবলের হাওয়ালা করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হাওয়ালাদার [আ হওয়ালা+ফা দার] *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

হাওলা [আ হওয়ালা] *বি* জিম্মা। 'এত বলি চাকর-নফর ডাকাইয়া/ ফজুয়ারে দিল বিবি হাওলা করিয়া।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

হাওয়াস [আ] *বি* জ্ঞান। 'তেনমতে দীপ্তি হইল চণ্ডীর হাওয়াস।' *বিজয়* ১৫০০।

হাওর [স সাগর>] *বি* সাগরের মতো পানির বিস্তীর্ণ প্রান্তর; বড়ো বিল। 'হাওর আচ্ছন্ন করে পাহাড়ের কোণ থেকে এলো বৃষ্টি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাওলাত [আ] ১ *বি* ধার। 'এ রকম বিবি আমার হাওলাত রাখেন আড়কাট ১০১।' *মেয়র্স*, ১৭৫৮। ২ *ক্রিবিণ* প্রযত্নে। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

হাওলাত করা *ক্রি* ধার করা। 'বিধুভূষণের কাছে পাঁচ টাকা হাওলাত করে এনেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাংখাই [স অহঙ্কার] *বি* অহঙ্কার। 'মহৎ ব্যক্তির হাংখাই প্রায় অল্প হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হাংগার-স্ট্রাইক [ই] *বি* অনশন ধর্মঘট। 'পাহারাওয়ালারা হাংগার-স্ট্রাইকের ভয় দেখাতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হাঃ হাঃ [ধ্বন্যা] *বি* অট্টহাসির শব্দ। 'হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো।' *রবী*... ১৮৮১।

হাঁ [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* উন্মুক্ত। 'প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে ... লেগে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *অব্য* সম্মতি বা স্বীকৃতিসূচক শ... 'হাঁ, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি* খোলা ... 'অতিকায় সিংহের হাঁয়ের মতো অদ্ভুত শূন্যতা।' *শামসুর*, ১৯৫৯...

হাঁ-করা ১ *বিণ* খোলামেলা। 'প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দে... তাক লেগে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিণ* ফাঁক-করা। 'দড়ি ধা... বাঁশের ঠোঁট হাঁ-করা জাল।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বিণ* হাঁ হয়ে ... এমন। 'দরকারের হাঁ-করা মুখের সামনে তো নিত্যই আছি।' *রবী*... ১৯৪০।

হাঁ করে *ক্রিবিণ* অবাকভাবে। 'সভার লোকেরা হাঁ করে চেয়ে রই...' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হাঁ-খোলা *বিণ* ঢাকনা নেই এমন। 'তারও পিছে এসেছে হাঁ-খো... ডাস্টবিন ...।' *শক্তি*, ১৯৬১।

হাঁ-ধর্মী ১ *বিণ* (বিদ্যুৎ সম্বন্ধে) ধনাত্মক। 'তর্জমা করলে দাঁড়ায় ... ধর্মী আর না-ধর্মী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ *বি* সবকিছুতেই স... প্রকাশ করে এমন ব্যক্তি। 'সকলের চার দিকে এই হাঁ-ধর্মীর ম... আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হাঁ হাঁ [ধ্বন্যা] ১ *বি* ধ্বন্যাত্মক শব্দবিশেষ। 'আড়ডিজী হাঁ হাঁ ক... হাত ধরিয়া কহিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* শূন্যতা নির্দে... শব্দ। 'সব যে হাঁ-হাঁ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হাঁই [ধ্বন্যা] *বি* হাই; স্নায়ুসমূহের অবসাদজনিত কারণে হা ক... 'তাহাতে হাঁই উঠিলে মুখের দুর্গন্ধে ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হাঁই মারা *ক্রি* পরিশ্রমের সময়ে মুখ দিয়ে উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি ক... 'হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

হাঁইয়ো *বি* ভারী জিনিস স্থানান্তর বা এ ধরনের অতি পরিশ্র... কাজের সময় করা ধ্বনি। 'হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।' *রবী*... ১৯২৭।

হাঁউ [স অহম্] *সর্ব* আমি। 'হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে।' *চর্যা* ১২০০।

হাঁউমাউ [ধ্বন্যা] *বি* উচ্চস্বরে ক্রন্দন। 'নিজের জন্যে কিছুমাত্র হাঁউ... করিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাঁউমাউখাঁউ [ধ্বন্যা] *বি* রূপকথার রাক্ষস বা রাক্ষসীর মানুষ বা ... জীবজন্তু খেয়ে ক্ষুধাশান্তির ব্যস্ততা-প্রকাশক গর্জন। 'শোনা ... হাঁউমাউখাঁউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাঁক [স হুঙ্কার] ১ *বি* চিৎকার। 'ফাতেমার হাঁকে কিছু না হবে উহা... *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি। 'শৃগালের দল ... দিয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১। দ্র **হাক**

হাঁক উঠা *ক্রি* ধুম পড়া। 'বেচা-কেনার হাঁক উঠেছে।' *রবী*... ১৯১২।

হাঁকডাক ১ *বি* অহঙ্কার প্রকাশক ডাকাডাকি। 'আপন র... মনোরমণার্থে বহুবিধ হাঁকডাক এবং দম্ভ প্রকাশ করিয়া ...।' *ভব*... ১৮২৮। ২ *বি* শোরগোল। 'বিষম একটা হাঁক-ডাক শোনা গে...

রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি হুঙ্কার। 'হাঁকডাকেতে ডাকাত আমি রোঘো।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

হাঁকড়ানো ক্রি গর্জন করা। 'শের-নর হাঁকড়ায়।' নজরুল, ১৯২২।

হাঁক দেওয়া ১ ক্রি উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করা। 'শৃগালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ বিণ উচ্চ শব্দ করা। 'আর ভালো নয় মোটরগাড়ির ঘোর বেসুরো হাঁক দেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

হাঁকাহাঁকি [স হুঙ্কার>] বি উচ্চ কণ্ঠে অবিরাম ডাকা। 'ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হাঁকিনি [স হুঙ্কার>] বিণ স্ত্রী সদর্পে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় এমন। 'ফেটনাখ্য গাড়ি যোড়ি হাঁকিনি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

হাঁকার [স হুঙ্কার>] বি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার। 'হুপ হাপ দুপ দাপ হুঙ্কার হাঁকার।' ভারত, ১৭৬০।

হাঁকা [স হুঙ্কার>] ১ ক্রি ঘোষণা করা। 'অভিশাপ হাঁকি নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ তিমিররূপিণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। **হাঁকিয়া** ক্রি হেঁকে। 'কুম্ভীরেতে ধরে গাঙ্গে কিবা কোপে ঘাড় ভাঙে রুষিয়া হাঁকিয়া দেও ঘোড়া।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। **হেঁক্যা** ক্রি হাঁক ছেড়ে। 'ধুমসী চলিল হেঁক্যা সচঞ্চল গতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হাঁকানো [স হুঙ্কার>] ১ ক্রি চালনা করা। 'এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ ক্রি সদর্পে (গাড়ি) চালানো। 'ফিটফাট কাপড় প'রে dogcart হাঁকায় আর আমাদের লিপার বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ ক্রি তাড়ানো। 'মেরেধরে হাঁকিয়ে দিয়েছে।' শরৎ, ১৯১২।

হাঁকারা [স হুঙ্কার>] ক্রি উচ্চ স্বরে ডাকা বা আহ্বান করা। **হাঁকারিআ, হাঁকারিয়া** ক্রি উচ্চ স্বরে ডেকে। 'দানা হাঁকারিআ জুড়ি করিল ছাগল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'বেটা হন্য হীরা দাই বলে হাঁকারিয়া।' রূপরাম, ১৭৫০।

হাঁকিয়া দেওয়া ক্রি তাড়িয়ে দেওয়া। 'সে আমাদের হাঁকিয়ে দিলে আমরা কি করিতে পারি?' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

হেঁকে হেঁকে ১ ক্রিবিণ সশব্দে। 'ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ ক্রিবিণ অবিরাম চিৎকার ক'রে। 'তোমার আসন-পরে বসাতে চাই নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

হাঁকুচ-পাঁকুচ বি হাপিত্যেশ। 'পাবার জন্যে হাঁকুচ-পাঁকুচ করে।' নজরুল, ১৯২৭।

হাঁকুলি [স আকুল] বি আকুলা। 'কি আলো রাধে ঐ জে হাঁকুলি একলা।' বড়ু, ১৪৫০।

হাঁগর [স হারক] ১ বি হাঙর; তিমিজাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ। 'সাগরে হাঁগর কুম্ভীরাদি জলজন্তু বাস।' ভবানী, ১৮২৩। ২ বি হাঙরের মতো আগ্রাসী মানুষ। 'পরনিন্দাপরায়ণ অনেক জন হাঁগর কলিকাতা বাস করিতেছে।' ভবানী, ১৮২৩।

হাঁগো [ধ্বন্যা] অব্য স্বামী বা স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ। 'শুনছ? ওগো! হাঁগো।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

হাঁচড়া বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'লক্ষ্মীনারায়ণ হাঁচড়া।' সেবধি, ১৮৪০।

হাঁচপাতাল [ই হসপিটাল] বি হাসপাতাল। 'তোমাদের হাঁচপাতালে নিয়ে চলো।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হাঁচি [ধ্বন্যা; তুল স হক্কি] বি নাক-মুখ দিয়ে হঠাৎ সজোরে ও সশব্দে বায়ু ত্যাগ করা। 'হাঁচি হামি চালাএ যে এই তার ধর্ম।' সুলতান, ১৭০০।

হাঁচন বি হাঁচি দেওয়া। ওসাঁ, ১৭৮৫।

হাঁচা ক্রি হাঁচি দেওয়া। **হাঁচ** ক্রি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ নিয়ে হাঁসফাঁস করো। 'বুঝে তার দেয় যে জন তার ভার নিতে হাঁচ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। **হাঁচে** ক্রি হাঁচি দেয়। 'চাতুরী কতেক আছে নাক কচালিয়া হাঁচে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

হাঁচিগ্রস্ত [হাঁচি+স গ্রস্ত] বিণ হাঁচিতে আক্রান্ত। 'বাহান্ন হাতির শুঁড়ে হাঁচিগ্রস্ত অহিংস শকট।' সুভাষ, ১৯৪০।

হাঁছি, হাঁছী [ধ্বন্যা] বি হাঁচি। 'হাঁছী জিঠী আয়র উৰ্ব্বট না মানির্লো।' বড়ু, ১৪৫০; 'কেমন দারুণ বেলা আইলাঙ তাণ্ডবশালা হাঁছি জেঠি না পড়িল বাধ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাঁচ্চো [ধ্বন্যা] বি হাঁচির শব্দ। 'আবার আমি হাঁচ্চো হাঁচ্চো আরম্ভ করে দিয়েছি।' মুজতবা, ১৯৫২।

হাঁটকানো [স উদ্‌ঘাটন] ক্রি কোনো কিছু খুঁজবার জন্য ওলটপালট করা। 'তুই যে সুতা হাঁটকিয়াছিলি তাহাতে আমার সুতা নষ্ট হইয়াছে।' কেরি, ১৮০২। **হাঁটকে** ক্রিবিণ উলট-পালট ক'রে। 'সমস্ত জিনিসপত্র হাঁটকে খোঁজাখুঁজি করলুম।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। **হাঁটকে খোঁজা** ক্রি উলট-পালট ক'রে সন্ধান করা। 'সমস্ত জিনিসপত্র হাঁটকে খোঁজাখুঁজি করলুম।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হাঁটা, হাটা, হাঁঠা [হি হাঁটনা] ১ ক্রি পায়ে চলা। 'রথ আরোহণে কিবা যাইমু হাঁটিয়া।' সুলতান, ১৭০০; 'কোনমতে হাটিবেক কোমল পদখানি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'হাটিতে না পারে কেহ হইল আকুল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ ক্রি পরিভ্রমণ করা। 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।' জীবন, ১৯৪২। **হাঁটিতে** ক্রিবিণ হাঁটার সময়ে। 'আরবের অভ্যাস হাঁটিতে দুই কর/ মুষ্ট বান্ধিয়া রাখে পৃষ্ঠের উপর।' সুলতান, ১৭০০। **হাঁটিয়া** ক্রি হেঁটে। 'রথ আরোহণে কিবা যাইমু হাঁটিয়া।' সুলতান, ১৭০০। **হাঁঠীবাক** ক্রি হাটার; চলার। 'হাঁঠীবাক বল নাহি।' বড়ু, ১৪৫০। **হেঁটে** ক্রি পায়ে চ'লে। 'নানা তীর্থ পর্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। **হেঁটে হেঁটে** ক্রিবিণ অবিরাম পায়ে হেঁটে। 'যুগ-যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

হাঁটাচলা বি চলাফেরা। 'তোমার হাঁটাচলা আর হয় না।' জীবন, ১৯৩২।

হাঁটাহাঁটি বি ঘোরাফেরা। 'তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

হাঁটুনি বি হাঁটা। 'জোর হাঁটুনি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

হাঁটু [স অষ্ঠি] বি পায়ের মধ্যবর্তী ভাঁজ; জানু। 'হাঁটু পাতিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

হাঁটুঅব্দি ক্রিবিণ হাঁটু পর্যন্ত। 'হাঁটুঅব্দি স্নানে স্নিগ্ধ হচ্ছে পাপীর শরীর।' বীরেন্দ্র, ১৯৬৪।

হাঁটুজল বি হাঁটু পরিমাণ জল। 'সে পর্যন্ত যাইতে না-যাইতে আমার হাঁটুজল হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হাঁটুজোকা বিণ হাঁটু পরিমিত। 'তিনি মাসে একদিন দাড়ি গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটুজোকা ধুতি।' মুজতবা, ১৯৫২।

হাঁটু-ঢাকা বিণ হাঁটু পর্যন্ত ঢাকে এমন। 'হাঁটু-ঢাকা পাজামা আর পিরহান পরিয়াছিলেন।' শওকত, ১৯৫৮।

হাঁটুভর ক্রিবিণ হাঁটু পরিমাণ ডুবন্ত অবস্থায়। 'কাশের বনে দাঁড়ায়ে

রহিল হাঁটুভর।' *জীবন*, ১৯৪২।

হাঁড়ল ১ *বি* বড়ো গর্ত; গুহা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* কর্কট রোগ; ক্যানসার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হাঁড়া [স হণ্ডিকা] *বি* হাঁড়ির মতো বড়ো পাত্রবিশেষ। 'সন্দেশের হাঁড়া।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাঁড়াপানা *বিণ* হাঁড়িপানা; হাঁড়ির মতো বড়ো ও গোল আকৃতিবিশিষ্ট। 'তার চেহারায় জর্মনগুরুর ... হাঁড়াপানা চেহারার সাদৃশ্য খুঁজি।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

হাঁড়ি, হাঁড়ী [স হণ্ডী] **১** *বি* পাত্রবিশেষ। 'ভোজন করিয়া খাই হাঁড়ি দশ খীরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রান্ধিবে মুড্যাতি সাক হাঁড়ী দুই তিন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* বালতি। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *বি* ভাজার পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বিণ* (বেদনায়) গম্ভীর। 'মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। দ্র **হাড়ী, হাণ্ডি**

হাঁড়ি আঁচড়া [হাঁড়ি+স আকর্ষ>] *বি* হাঁড়ি চেঁছে তোলা। 'কৃষকপত্নী হাঁড়ি আঁচড়া পোড়া ভাতগুলি যতনে স্বামীর জন্য রাখিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

হাঁড়ি করা *ক্রি* গম্ভীর করা। 'মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাঁড়িকাড়া *বি* হাঁড়ি পরিষ্কারের কাজ। 'রাঁধাবাড়া হাঁড়িকাড়া ঘুচেছে বালাই।' *অমৃত*, ১৯০০।

হাঁড়িকুড়ি [স হণ্ডী>] *বি* তৈজসপত্র। 'একটি বুড়ি তাহার দুই-চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাঁড়িকুড়িপূর্ণ *বিণ* হাঁড়ি, কলস প্রভৃতিতে পূর্ণ। 'ঝুপড়িঘর, পুরাতন হাঁড়িকুড়িপূর্ণ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হাঁড়ি চড়া *ক্রি* রান্না হওয়া। 'দুদিন তার ঘরে হাঁড়ি চড়ল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হাঁড়িঠেলা *বি* রান্না-বান্না। 'তারপর সারাদিন হাঁড়িঠেলা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

হাঁড়িপাড়া [হাঁড়ি+স প্রায়>] *বিণ* গম্ভীর। 'পূর্ব্বেতে নাগর মুখ হাঁড়িপাড়া ছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হাঁড়িপাতিল *বি* বাসনকোশন। 'লোকের বাড়ির হাঁড়িপাতিল ... তালাশ করিতে লাগে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হাঁড়িপানা [হাঁড়ি+স পণ>] *বিণ* বিষণ্ণ; গম্ভীর। 'কর্ত্তা হাঁড়িপানা মুখ করে বসে আছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

হাঁড়িপোরা [হাঁড়ি+স পূর্ণ>] *বিণ* হাঁড়িভরা। 'থাকিত ঘরেতে মোর হাঁড়িপোরা লুচি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

হাঁড়িবেড়ি *বি* বিশেষভাবে মুড়ি ভাজার সময়ে গরম হাঁড়ি ধরার হাতিয়ারবিশেষ। 'আমার এই হাঁড়িবেড়ি ধরা হাত কখনই লেখনী ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইত না।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

হাঁড়ি ভাঙা *ক্রি* গোপন কথা ফাঁস করা। 'আদালতে কী রকম হাঁড়ি ভাঙল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হাঁড়িমুখ *বি* হাঁড়ির মতো কালো মুখ। 'চিত্রগুপ্তের মজলিশে হাঁড়িমুখ লইয়া যেন বেরসিকের মতো দেখিতে না হই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'দাড়িভরা হাঁড়িমুখের ভয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হাঁড়ির মতো গলা *বি* গম্ভীর স্বর। 'হাঁড়ির মতো গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাঁড়ি শিকেয় ওঠা *ক্রি* অত্যন্ত অভাবে পড়া। 'ভাববে ঠাকুরের হ[...] দেখছি শিকেয় উঠেচে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হাঁড়ী কাড়া *ক্রি* ভোজন করা। 'বাবুরা বাইজীর বাড়ীতেই হ[...] কাড়িয়াছিলেন।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩২।

হাঁড়িআ, হাড়িয়া[১] [স হণ্ডী>] **১** *বিণ* প্রকাণ্ড। 'বাঁশে বান্ধে হাঁড়ি[...] চামর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* বড়ো ও ঘন লোমবিশিষ্ট। 'হাঁ[...] চামর গোঁপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাঁড়িয়া[২] *বি* ভাত থেকে প্রস্তুত মদবিশেষ। 'হাঁড়িয়া খাইছিল সব বড়[...] মাঝিরা।' *তারা*, ১৯৪০।

হাঁড়িচাঁচা *বি* পাখিবিশেষ। 'তোমার চেয়ে হাঁড়িচাঁচা ভাল।' *ব[...]* ১৮৭৫।

হাঁড়োল *বি* নেকড়ে বাঘ। 'শালার গলা তো নয় যেন হাঁড়োল! ও শ[...] কে রে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হাঁদা *বিণ* বোকা। 'ব্যারালচোকো হাঁদা হেমেদো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

হাঁদারাম *বি* অবজ্ঞাসূচক শব্দ। 'শালা হাঁদারাম।' *নজরুল*, ১৯৩১

হাঁদু [ফা হিন্দু] *বি* হিন্দু। 'হাঁদুর মধ্যি সাধু।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাঁপ [ধ্বন্যা] *বি* দীর্ঘশ্বাস; দম। 'বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁ[...] গুপ্ত, ১৮৫৮।

হাঁপ ছাড়া ১ *বি* মানসিক উদ্বেগের অবসানের পর সহজ ও স্বাভা[...] নিশ্বাস ফেলা। 'লিখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭ [...] *ক্রি* বিশ্রাম নেওয়া। 'কর্মকে বহন করিয়া চলি, হাঁপ ছাড়িবার স[...] পাই না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হাঁপ ছেড়ে/ছাড়িয়া বাঁচা *ক্রি* স্বস্তিলাভ করা। 'নাচ ফুরিয়ে গে[...] আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'লিখিয়া হাঁপ ছা[...] বাঁচিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'অমনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে[...] *নজরুল*, ১৯২৭।

হাঁপ জিরানো *ক্রি* দম ফেলা। 'দাঁড়াও বাপু ... একটু হাঁপ জিরে[...] দাও।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হাঁপ-ধরা ১ *ক্রি* শ্বাস ঘন হয়ে আসা। 'আবার ঝুলে পড় একটু [...] হাঁপ ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। **২** *বিণ* শ্বাস ঘন হয়ে আসে এম[...] 'তারাদের হাঁপ-ধরা হাওয়া বয়।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

হাঁপ-ধরানো *বিণ* দম বন্ধকরা। 'দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধর[...] অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হাঁপানি [ধ্বন্যা] **১** *বি* শ্বাসকষ্টের রোগবিশেষ। 'কাশি কাশি দিবা[...] হাঁপায় হাঁপানি – মহাপীড়া! বিসূচিকা গতজ্যোতিঃ আঁখি।' *মাইকে[...]* ১৮৬১। **২** *বি* ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ ও গ্রহণ। 'কেবল হাঁপানিই সা[...] *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাঁপানো [ধ্বন্যা] **১** *ক্রি* হাঁসফাঁস করা। 'রবির কিরণে জেন ক[...] হাঁপএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'সাঁতারে হাঁপায়ে শেষে স্রোতে ঢাল [...] *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *ক্রি* অস্থির হওয়া। 'বুকের ভিতরটা হাঁ[...] উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **হাঁপাইতে হাঁপাইতে** *ক্রিবিণ* দ্রুত [...] গ্রহণ ও ত্যাগ করতে করতে। 'হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগি[...] *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হাঁপাহাঁপি *বি* অত্যন্ত ব্যগ্রভাব। 'এখনই ছেলের জন্য হাঁপাহাঁ[...] *শওকত*, ১৯৫৮।

হাঁপিকাশ *বি* শ্বাসকষ্টজনিত কাশিবিশেষ। 'আমার মামা হাঁপিকা[...]

মানুষ।' *জীবন*, ১৯৩২।

হাঁপিয়ে উঠা/ওঠা ১ *ক্রি* অতি আকুল হওয়া। 'শীগ্‌গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ *বিণ* গুমোট গরমের ফলে ঘর্মাক্ত। 'কাল গিয়েছে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *ক্রি* ক্লান্তিতে অসহ্য বোধ হওয়া। 'হাওয়া-বদল চাই – এই কথাটা আজ হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হাঁফ [ধ্বন্যা] *বি* দীর্ঘশ্বাস; দম। **হাঁফ ছাড়া** [ধ্বন্যা] *ক্রি* ক্লান্তি দূর করা। 'সন্ধ্যে বেলা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লবে হাঁফ ছাড়েন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'নাহি হাঁফ ছাড়িবার অবসর তিলমাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচা *ক্রি* দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়া। 'মহেন্দ্র হাঁফ ছেড়ে বাঁচিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হাঁফ ধরা ১ *ক্রি* পরিশ্রমের কারণে শ্বাসের বেগ হওয়া। 'হাঁফ ধরে গিয়েছিল।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *বিণ* শ্বাস নেওয়ার শাঁ শাঁ শব্দের মতো। 'উত্তর-পশ্চিমের আম-বাগানে শোনা গেল হাঁফ-ধরা একটা আওয়াজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হাঁফানি *বি* হাঁপানি; শ্বাসকষ্ট। 'সব শালোর হাঁফানির ব্যায়ারাম।' *হাসান*, ১৯৬০।

হাঁফানো *ক্রি* দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া। 'প্রাণটা করে হাঁফাই হাঁফাই।' *দ্বিজেন্দ্র*, ১৯১২; 'তারপর না হাঁফাবার ভান করে।' *হাসান*, ১৯৬২। *দ্র* **হাঁপানো**

হাঁফাল [স উৎফাল] *বি* লাফ। 'হাথি ঘোড়া রণে পড়ে সিংহের হাঁফাল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হাঁরে *অব্য* সম্বোধনসূচক শব্দ; ওরে। 'হাঁরে পুঁটে বলেই খোকার শ্রীযুত দাদা সটান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাঁশপাঁশ, হাঁশফাঁশ [ধ্বন্যা] *বি* অস্থিরতা প্রকাশ। 'পুং-বন্দিনী তখন হাঁশপাঁশ করে ঘন শ্বাস ফেলতে থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'এই আশবাব-ঠাশা হাঁশফাঁশ-করা গুমোট ঘরে!' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

হাঁস[1] [স হংস] *বি* উভচর পাখিবিশেষ। 'পাহাড় তাহার তুচ্ছ/ জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হাঁসডিম্ব [স হংসডিম্ব] *বি* হাঁসের ডিম। 'হাঁসডিম্ব পারা জলে মধুকর ভাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাঁসময় [স হংসময়] *বিণ* অনেক হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে এমন। 'নদীর কিনারে আর হাঁসময় বিলে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

হাঁস-হাঁসানি *বি* মদ্দা ও মাদি হাঁস। 'বক্সে বসলে নীচের লোকেরা হাঁস-হাঁসানির মত ঘাড় বাঁকিয়ে ... তাকায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হাঁসা [স হংস>] *বিণ* হাঁসের মতো সাদা রঙের। 'মনোহর হাঁসা মূর্ত্তি কামিজ খুলিয়া।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হাঁসী *বি স্ত্রী* হাঁস; মরাল। 'বুনো হাঁস-হাঁসীদের সনে ফেরে পরবাসী প্রিয় আর প্রিয়া!' *জীবন*, ১৯৩০।

হাঁস[2] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রুক্মিণীকান্ত হাঁস।' *সেবধি*, ১৮৪০।

হাঁসপাতাল *দ্র* **হাসপাতাল**

হাঁসফাঁস [ধ্বন্যা] ১ *বি* অস্থিরতা প্রকাশক শব্দ। 'হাঁস ফাঁস করে যত প্যাঁজখেকো নেড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ২ *বি* অতি কষ্টে ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। 'হাঁসফাঁস করে দৌড়ে ষ্টেসনে গেলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

হাঁসফাঁস করা *ক্রি* ঘনঘন শ্বাস ফেলা। 'মহা ব্যস্তভাবে হাঁসফাঁস করতে করতে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

হাঁসফাঁসানি [ধ্বন্যা] *বি* ইঞ্জিনের শব্দ। 'আর জাহাজের হাঁসফাঁসানি, আগুনের তাপ, খালাসিদের গোলমাল ... এ-সকল গঙ্গার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাঁসলি, হাঁসলী [স হংস>] *বি* মেয়েদের কণ্ঠের অলংকার। 'আকাশ হতে নামল কি চান হাঁসলীপরা অষ্টমী।' *জসীম*, ১৯২৭; 'আমি হাসির হাঁসলি ফিরি করি।' *নজরুল*, ১৯৩২।

হাঁসুলি *বি* গলায় পরার অলঙ্কারবিশেষ। 'বুকের হাঁসুলি।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাঁসুলী গয়না *বি* গলায় পরিধেয় এক প্রকার অর্ধচন্দ্রাকৃতির অলঙ্কার। 'ঠিক হাঁসুলী গয়নার মতো।' *তারা*, ১৯৪৬।

হাঁসিল [আ হাসিল] ১ *বি* ভূমিস্বত্ব। 'তাহার হাঁসিলে প্রতিবৎসর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* আবাদি। 'ঐ সকল জমি হাঁসিল হইয়া মাঠ-হারে বিলি হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ *বি* লাভ; অর্জন। 'তাঁর কাছ থেকে আমি এস্তার এলেম হাঁসিল করেছি।' *মুজতবা*, ১৯৫২। *দ্র* **হাসিল**

হাক *বি* উচ্চৈঃস্বরে ডাকা; চিৎকার। 'কোথা যায় নাটগীত কোথা যায় হাক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *দ্র* **হাঁক**

হাকাহাকী *বি* উঁচু স্বরে ডাকাডাকি। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হাকা [আ] *ক্রি* হুঙ্কার দেওয়া। 'হাকিয়া কহিবে ভাই এই হকিকত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হা-কপাল *দ্র* **হা**

হাকলবিকল [স আকুল] *বিণ* গভীরভাবে ব্যাকুল। 'বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকলবিকল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাকান্দ [স ক্রন্দন>] *বি* হাহাকার করে কান্না। 'হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাকিকী [আ হকীক] *বি* সত্য বিবরণ। 'লালন বলে তার হাকিকী বলিতে ডরাই।' *লালন*, ১৮৯০।

হাকিম[1]**, হাকীম**[1] [আ] ১ *বি* বিচারক। 'অধিকারী হাকিম অখণ্ড নাম ধরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'হাকীম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ *বি* সরকার। 'হাকীমের চৌথাই সেলামি দিয়া আপন নামে পাট্টা করিয়া ...।' *ওসাঁ*, ১৭৮৪।

হাকিমগিরি [আ হাকিম+ফা গিরি] *বি* বিচারকের কাজ। 'সে শহরে যাচ্ছে হাকিমগিরি করতে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

হাকিমহুকুম [আ] *বি* বিচারকের আদেশ। 'হাকিমহুকুম শিরে বহে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাকিমি, হাকিমী [আ হাকিম>] *বিণ* হাকিম বা বিচারকের মতো। 'তাঁর ছিল পুরো হাকিমি মেজাজ।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

হাকিমের গুনাগার *বিণ* হাকিমের কাছে দোষী। 'জদি সাবুদ করিতে না পারি তবে হাকিমের গুনাগার।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

হাকীমান আমলা [আ হাকিম>] *বি* বিচারালয়ের কর্মকর্তা। 'অষ্টম দিবস ১৩ ফাল্গুন পর্য্যন্ত যাবদীয় হাকীমান আমলা ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

হাকিম[2]**, হাকীম**[2] [আ] *বি* চিকিৎসক। 'যাঁহারা সমাজের হাকিম (সমাজ-সংস্কারক) চিকিৎসা করিবেন তাঁহারাই।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

হাকিমি, হাকিমী [আ হাকিম>] *বিণ* ইউনানি; ভেষজ বিষয়ক চিকিৎসা পদ্ধতি। 'হাকিমি মতে অবশ্যই ভক্তি আছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯; 'কবিরাজী, হাকিমী – সকল প্রকার চিকিৎসাই শরৎ অতিক্রম করিয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

হাকিমী বিদ্যা [আ হাকিম>+স বিদ্যা] *বি* আয়ুর্বেদিক শিক্ষা। 'মাদ্রাছাগুলিতে হাকিমী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ক্লাশ খোলা প্রয়োজন।' *হেদায়াত*, ১৯৩৬।

হাকুনি [হাঁকুনি] *বি* উচ্চৈঃস্বরে শব্দ। 'হরি বোলে হাকুনি হুঙ্কার হান হান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হাকুপাকু *বি* প্রকাশ। 'তামলি পলায় তাঁতি করে হাকুপাকু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হা-ক্লান্ত দ্র **হা**

হাগলানো *ক্রি* ঘোঁটা দেওয়া। 'নান্দিআ এড়িনু হাগলাইনু ডাইল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাগা *ক্রি* মলত্যাগ করা। 'হাগিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'টেবিলে খান, কমোডে হাগেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাগুন্তি [স হদন>] *বি* মলত্যাগ করে যে। 'কথায় বলে হাগুন্তির লাজ নাই দেখন্তির লাজ।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

হাঘর *বিণ* আশ্রয়হীন। 'ওদের ঘরবাড়ী নেই, হাঘরের দল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হাঘরে *বিণ* নিচুবংশীয়। 'সে হাঘরেদের ছেলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হাঙর, হাঙ্গর [স হাঙ্গর] *বি* স্তন্যপায়ী হিংস্র বড়ো আকারের সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ। 'কুম্ভীর হাঙ্গর নহে দেখিলে সে গিলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আমরা হাঙর-কুমির-তিমির সাথে নিত্যবসত করি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাঙরমুখো *বিণ* হাঙরের মুখযুক্ত। 'হাঙরমুখো পাল্কি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হাঙ্কার [স হুঙ্কার] *বি* গর্জন। 'সুমেরু সমুদ্র আইসে তোমার হাঙ্কারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হাঙ্কুর দেওয়া [স হুঙ্কার>] *ক্রি* হুঙ্কার করা। 'হাঙ্কুর দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাঙ্গাম [ফা হাঙ্গামহ্] **১** *বি* ঝামেলা। 'রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* গোলমাল। 'বড় বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম করেছিলুম?' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৩** *বি* বাকবিতণ্ডা। 'অনেক হাঙ্গাম করে নিদ্রিত কাস্টম-হাউসকে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাঙ্গামা [ফা হাঙ্গামহ্] **১** *বি* বিবাদ। 'তুমি কতই হাঙ্গামা করিতে।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **২** *বি* গোলমাল। 'দিনকতক বড় হাঙ্গামা গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *বি* অবাঞ্ছিত উদ্যোগ। 'বিবাহের বয়সের আগেই আবার বিবাহের হাঙ্গামা।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হাঙ্গামা-হুজ্জত, হাঙামা হুজ্জত [ফা হাঙ্গামহ্+আ হুজ্জত] **১** *বি* দাঙ্গা-হাঙ্গামা। 'বকর-ঈদে হাঙামা হুজ্জতের হুমকীতেও গো-কোরবাণী মওকুফ হয়ে যায়নি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। **২** *বি* বাধা-বিপত্তি। 'বহু হাঙ্গামা-হুজ্জতের পর আবার গাড়ি চলে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হাছি [স হঞ্ছি] *বি* হাঁচি। 'হাছি জিঠী কেহো তাত না দিল বিরোধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **হাঁচি**

হাছুন *বি* ঝাঁটা। 'একহাতে হাছুন, আর হাতে কুলা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

হাছেল [আ হাসিল] *বি* অর্জন। 'ভৌগোলিক পাকিস্তান তাহারা হাছেল করিয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬২। দ্র **হাঁসিল, হাসিল**

হাজত, হাজৎ [আ] **১** *বি* প্রয়োজন। 'হাজত নিয়তে স্নান জান মোস্তাহিব।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* খাজনা। 'ফিরিয়া ফিকির করে হাজৎ সেলাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **৩** *বিণ* বহাল। 'এ হুকুম হাজত আছে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৪** *বি* কারাগার। 'নইলে আজকে কি হাজতেই থাকতে হতো।' *মাইকেল*, ১৮৬০। দ্র **হাজুত**

হাজত-ঘর *বি* বিচারাধীন আসামির জন্য সাময়িক কারাগার। 'এই হাজত-ঘরে বসেও ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

হাজতভোগ *বি* হাজতে বাস; আটক থাকা। 'বৎসরখানেক হাজতভোগের পর।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হাজরা [ফা হাজার>] **১** *বি* রাজকর্মচারী-বিশেষ। 'পশুর হাজরা মস্য খাইবে প্রজার শস্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মৌজে নানুরে ৺বৈদ্যনাথ হাজরা ও সদাশিব হাজরা ও কালীচরণ হাজরা তিন সহোদরে পৃথক হইয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮২৯। **৩** *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'হাজরা তলায় শেয়ালের বাসা, শেওড়া গাছের গোড়ে ...।' *জসীম*, ১৯৫১।

হাজরি [আ] *বি* উপস্থিতি। 'খাবার সময় হাজির ছিলে না, এখন খাবার পরে হাজরি পোষাইয়া আরো পাওনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হাজা[১] [আ হাজাজ] **১** *বিণ* নষ্ট। 'বর্ষন্যার জলে হাজা হইয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **২** *বি* পানি-কাদায় তৈরি পচা ঘা। 'বাড়ির পাঁকে পায়ে হাজা হয়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হাজাশুকো [আ হাজাজ>+স শুষ্ক>] *বিণ* প্লাবন বা অতিবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হয়ে গেছে এমন। 'মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন, তার হাজাশুকো নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

হাজা[২] **১** *ক্রি* জলে পচে যাওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *ক্রি* পানি-কাদায় পচে যাওয়া। 'পাকেচক্রে হেজে পুড়ে দগ্ধ হয়ে খসে যায়।' *জীবন*, ১৯৩১।

হাজিয়া যাওয়া *ক্রি* নষ্ট হয়ে যাওয়া। 'দেহের সঙ্গে মনও তাহার হাজিয়া গিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হাজিল [আ হাজাজ>] *ক্রি* নষ্ট হলো। 'হাজিল বিলের শস্য তারে না ডরাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেজে যাওয়া *ক্রি* গলে বা পচে যাওয়া। 'সমুদ্রে নোনাজলে হেজে যায়?' *জীবন*, ১৯৩৩।

হাজাম [আ হজ্জাম] *বি* মুসলিম রীতি অনুযায়ী পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কাটার কাজ করে যে ব্যক্তি। 'সুন্নত করিয়া নাম বোলালা হাজাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাজামত বানানো [আ] *বি* ক্ষৌরকাজ করা। 'তিনি প্রতিদিন ভোরে নিয়মিত ভাবে হাজামত বানাতেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাজার [ফা] **১** *বিণ* দশ শত। 'পশ্চিমের বেরুনিঞা আইল দফর মীঞা সঙ্গে জন দুই হাজার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* অসংখ্য। 'হাজার বাজনা পড়িল ঝঞ্ঝুনা।' *কেতকা*, ১৬৫০। **৩** *বিণ* অশেষ। 'খোদার দরগায় বলে শুকুর হাজার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হাজারই *ক্রিবিণ* যতই। 'হাজারই ইহাদিগকে নিন্দা করি আর ভয় দেখাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হাজার করা *ক্রিবিণ* প্রতি হাজারে। 'হাজার করা ৯৯৯ জন মোছলমান লেখক ...।' *ছোলতান*, ১৯২৩।

হাজার চেষ্টা *বি* প্রাণপণ চেষ্টা। 'হাজার চেষ্টাতেও ঘুম আসে না।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

হাজার টান *বি* নানামুখী আকর্ষণ। 'ফিরিস নে আর হাজার টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

হাজার হাজার [ফা] *বিণ* অসংখ্য। 'হাজার হাজার বাজী ইরাকি তুরকি তাজী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাজারি [ফা] **১** *বি* হাজার সৈন্যের নায়ক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নকিব ফুকারে সদা হাজারির ভুর।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। **২** *বি* বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

হাজারী নাচ *বি* নাচবিশেষ। 'তারা নেচেছিল খোলা তলোয়ার-ঘুরিয়ে কাবুল দেশের হাজারী নাচ।' *অবন*, ১৯৪১।

হাজি, হাজী [আ হজ>] *বি* হজ করেছেন যিনি। 'লইব আল্লার নাম হাজী সবে মিলি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'যেজন কাবায় গিয়াছে, হাজি হইয়াছে, অথচ যাহার মনের কপটতা ক্ষীণ হয় নাই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

হাজির, হাজীর [আ] *বিণ* উপস্থিত। 'দাফনে হাজির হই সুন্নত পালিবা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'চোরেরে হাজির কর শুনল কুট্টনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাজির-জবাব [আ] *বি* তাৎক্ষণিক বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর প্রদান। 'হিম্মৎ ছাড়া নাকি আরো একটা গুণ আছে। যাকে বলে হাজির-জবাব।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হাজিরজামিন [আ] *বি* নির্দিষ্টকালে আদালতে উপস্থিত হতে হবে এমন অঙ্গীকারে জামিন। 'সায়েবের সিরিস্তায় রুযু থাকিবার জন্যে এ সকল দুষ্টলোকের হাজিরজামিন হইবেন।' *এডমন*, ১৭৯৫। দ্র **হাজীর-জামিনী** *বিণ* নির্দিষ্টকালে আদালতে উপস্থিত হতে হবে এমন। 'হাজির জামিনী দিয়া মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হাজিরা [আ হাজির>] *বি* উপস্থিতি। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হাজিরা চালানি *বিণ* হাজির রয়েছে এমন। 'হাজিরা চালানি আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ করা গেল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হাজিরান [আ হাজির>] *বি* উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ। 'এইমাত্র হাজিরানে-মজলিস ... ভুঁড়ি-ভোজন করিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

হাজিরা বই [আ হাজির>+আ বহী] *বি* উপস্থিতি খাতা। 'এ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকগণের হাজিরা বই লইয়া মহা ব্যস্ত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হাজিরি [আ হাজির>] *বি* উপস্থিতি। 'দেশী চৌকীদারের হাজিরি করিয়া রিপট দাখীল করিয়াছিলাম।' *ভেরলি*, ১৭৮০; 'অনেক সাহেবলোক হাজিরিতে আসিবেন।' *কেরি*, ১৮০২।

হাজিরি দেওয়া *ক্রি* উপস্থিতি জানান দেওয়া। 'যার কাছে হাজিরি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হাজীরজামীন, হাজীর জামিন [আ] *বি* নির্দিষ্টকালে আদালতে উপস্থিত হতে হবে এমন অঙ্গীকারে জামিন। 'আমী রামজীবন দাসের হাজীরজামীন হইলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'ইহার আমি হাজীর জামিন ছিলাম।' *ওসাঁ*, ১৭৮১। দ্র **হাজিরজামিন**

হাজেরান [আ] *বিণ* উপস্থিত। 'হাজেরান মজলিসকে পুনঃপুনঃ গ্যারান্টি দান করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

হাজুত [আ হাজত] *বি* হাজত। 'হরিপালে হাজুত করিয়া ধরে আনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। দ্র **হাজত**

হাট [স হট্ট] **১** *বি* নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে কেনাবেচা করা যায় এমন স্থান। 'হাট বাটে রাধা রাখিবারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মেলা। 'অবতার তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মর্ত্যেত নামিল যেন সুধাকর হাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **৩** *বি* ভিড়। 'তবু কেন হাটের মাঝে আসতে দিয়েছিলে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হাট করা *ক্রি* হাট থেকে জিনিসপত্র কেনা। 'পিতৃদেব ... কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

হাট-খোলা *বি* হাটবাজারের জায়গা। 'পুরুষেরদিগকে ত্রিবেণীর হাট-খোলায় আনিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হাটতলা *বি* হাটের জায়গা। 'ওই হাটতলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

হাটদান [হাট+স দান] *বি* হাটকর বা হাটের কর। 'বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাটফিরতি *বিণ* হাট থেকে ফিরছে এমন। 'মাঝে মাঝে হাটফিরতি গোরুর গাড়ির সার।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

হাট-ফেরত *বিণ* হাট থেকে ফিরে এসেছে এমন। 'হাট-ফেরত পসারিণীরা আজহারের দোকানে ভিড় করে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হাটবাজার [হাট+ফা বাজার] *বি* হাট ও বাজার; যেখানে বেচাকেনা হয়। 'গঞ্জ ও হাটবাজারের প্রজালোককে মারপিট ও হেঙ্গাম করিতেছে।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'চারিদিকেই হাট বাজার, সদাসর্ব্বদা কাজকর্ম বিষয়-আশয়ের চিন্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হাট বাজার করা *ক্রি* বেচাকেনা করা। 'হাট বাজার করবে?' *পাশা*, ১৯৭১।

হাটবাট *বি* হাটবাজার – সব জায়গা। 'ছাইলেক হাট বাট স্বর্ণ পাটাম্বরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হাটবার [হাট+ফা বার] *বি* হাটের দিন; সপ্তাহের যে দিনে হাট বসে। 'হাটবারে ভোরবেলা বস্তা-বহা গোরুটাকে তাড়া দিয়ে ঠেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হাটহদ্দ [হাট+আ হদ্দ] *বি* সব বিষয়। 'তার প্রেতলোকের হাটহদ্দ জানেন তিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হাটা [স হট্ট] *বি* হাট। 'কোন ঠাঁই কাঁসারি হাটা।' *রামরাম*, ১৮০১।

হাটারি **১** *বিণ* অতি সুলভ; খেলো; অর্থহীন। 'হাটারি বাজারি কথা নয়।' *রামমোহন*, ১৮১৭। **২** *বি* হাটে ক্রয়-বিক্রয়কারী। 'পরদিবস দোকানি পশারি হাটারি বাজারি হারী মৌলী যে যেখানে আছে ক্রমে২ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে২ ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হাটুআ [স হট্ট>] *বিণ* হাট সম্বন্ধীয়; হাটে বিক্রয়যোগ্য। 'হাটুআ লোকেরেঁ তোষে দিআঁ ফুল ফলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাটুরিয়া [স হট্ট>] *বিণ* হাটে যাচ্ছে বা আসছে এমন। 'হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

হাটুরে *বি* হাটে আসে বা যায় যে। 'হাটুরে ঘেসুড়ে ফাঁসুড়ে চাষাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ঠিক দুপুরে ধায় হাটুরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

হাটে বাজারে *ক্রিবিণ* যেখানে সেখানে। 'খালের ধারে হাটে বাজারে ও রাজপথে পাঠশালা স্থাপন করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

হাটের দিন *বি* হাটবার। 'সেদিন সোমবার হাটের দিন।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯৩; 'কাটল বেলা হাটের দিনে লোকের কথার বোঝা কিনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

হাটের বার *বি* যে দিনে হাট বসে। 'বসন বেচিতে এসেছে কবীর একদা হাটের বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হাটের মেলা *বি* হাটের ভিড়; হাটের সমাবেশ। 'যখন সাঁঝের বেলা ভাঙিবে হাটের মেলা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

হাটের লোক *বি* হাটে যাতায়াতকারী লোকজন; সাধারণ মানুষ। 'মাঠের পরে আঁধার নামে, হাটের লোকে ফিরল গ্রামে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

হাটে হাঁড়ি ভাঙা – গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া। 'আমি বলি, 'প্রিয়ে হাটে ভাঙি হাঁড়ি' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাটের হাড়িনী *বি স্ত্রী* উপেক্ষার পাত্র। 'মনে ভয় করে, রাজরাণী হোয়ে পাছে হাটের হাড়িনী হন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হাটোড়া [স হট্ট>] *বি* হাটে কেনাবেচা করে যে। 'হাটোড়া মেলান বায় চরখি এড়াইআ জায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাট করা[২] *ক্রি* খোলা। 'জানালাটা হাট করে কাছে এসে বসলে কী হয়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হাটক [স] **১** *বিণ* সোনার তৈরি। 'গঢ়ল হাটক থম্ভ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* সোনা। 'হাটক বেষ্টিত ঘর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **৩** *বি* সোনা, রুপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু। 'দান দক্ষিণা হাটক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাটা[১] *দ্র* **হাঁটা**

হাটা[২] *দ্র* **হাট**

হাড্ডি [স হড্ড] *বিণ* চূড়ান্ত। 'মূর্খ কেবল চাসা হাড্ডি।' *কেরি*, ১৮০২।

হাঠা *দ্র* **হাঁটা**

হা-ডু-ডু, হাডুডু *বি* কাবাডি; খালি হাতে দু পক্ষের মধ্যে ধরা-ধরির খেলা। 'আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উচা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'লাঠি খেলা, হাডুডু ইত্যাদি খেলা ত দূরের কথা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হাড্ডি [স হড্ড] *বি* হাড়। 'লালমুণ্ড হাড্ডিসার অঙ্গিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হাড্ডিওয়ালা *বিণ* হাড় আছে এমন। 'আমি হতে চাই তাজা রক্ত-মাংসের শক্ত হাড্ডিওয়ালা দানব-অসুর।' *নজরুল*, ১৯২৫।

হাড্ডি-চামড়াসার *বিণ* কঙ্কালসার। 'এই মানুষ জীর্ণ হাড্ডি-চামড়া সার।' *নজরুল*, ১৯৪১।

হাড্ডিসার *বিণ* কঙ্কালসার। 'লালমুণ্ড হাড্ডিসার অঙ্গিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হাড় [স^হড্ড] *বি* অস্থি। 'গলায় হাড়ের মালা চন্দ্রকলা মাথে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাড়কাঁপুনি *বিণ* হাড়ে কাঁপুনি ধরায় এমন। 'হাড়কাঁপুনি জাড় ইয়াকেই বলে।' *হাসান*, ১৯৬৪।

হাড় কালি হওয়া *ক্রি* অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা। 'উঃ, হাড় কালি হয়ে গেল রে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাড়কিপটেমিগিরি *বি* অত্যন্ত কৃপণতা। 'গল্পটার প্রতিপাদ্য বস্তু হবে, হয় স্কচদের হাড়কিপটেমিগিরি ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাড়কৃপণ *বিণ* অতি কৃপণ। 'আজ নিঃস্বও বটে, তার উপর হাড়কৃপণও বটে।' *তারা*, ১৯৪৬।

হাড়খাল *বি* সংকীর্ণ জলপথ। 'মোহানেতে সীতা-কুলি প্রবেশে হাড়খাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাড় গাড়া *বিণ* কবর আছে এমন। 'সাত পুরুষের হাড় গাড়া বাড়ী।' *কেরি*, ১৮০২।

হাড় গিলগিলে [হাড়+ও গিল(লতা)>] *বিণ* শকুনির মতো। 'হাড় গিলগিলে চেহারা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

হাড়গিলা [হাড়+ও গিল(লতা)>] *বি* শকুনিজ্জাতীয় মাংসাশী পাখিবিশেষ। 'শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাড়গিলে [হাড়+ও গিল (লতা)>] **১** *বি* শকুনিজ্জাতীয় মাংসাশী পাখিবিশেষ। 'হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বিণ* অত্যন্ত কৃশ। 'রসকষশূন্য হাড়গিলে চেহারা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হাড়গোড় *বি* ছোটোবড়ো হাড়। 'মাংসের হাড়গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হাড়গোড়হীন *বিণ* অস্থিহীন। 'লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হাড়ঙ্গম *বিণ* মর্মগত। 'একটা অসহনীয় পরিস্থিতি এসেছে হাড়ে হাড়ে হাড়ঙ্গম না করা পর্যন্ত ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

হাড়-চামড়া *বিণ* কঙ্কালসার। 'হাড়-চামড়া হয়ে মরে মায়ের বুকে ধুঁকে!' *নজরুল*, ১৯৩৯।

হাড়চামড়া বের করা *বিণ* শীর্ণকায়। 'ক্ষয়কেশো হাড়চামড়া বের করা, আধ-ন্যাংটা বেগুনসিদ্ধ মৃত মুখওয়ালা চাষা মজুর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাড়জিরজিরে *বিণ* কঙ্কালসার। 'ভাত খাচ্ছে হাড়জিরজিরে রোগাটে মেয়েটা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাড় জুড়ানো – কষ্টের শেষ হওয়া। 'বিধবা হইলে হাড়জুড়াল বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন।' *তমোলুক*, ১৮৭৪; '"তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।" চন্দরা বলিল, "তাহা হইলে তো হাড় জুড়ায়"।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাড় জ্বলা *ক্রি* অতিশয় বিরক্ত হওয়া। 'শুনিয়া হাড় জ্বলিয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হাড়জ্বালানী [হাড়+স জ্বল্>] *বিণ* দারুণ যন্ত্রণার উদ্রেক করে এমন। 'হাড়জ্বালানী ডাকিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাড়জ্বালানে [হাড়+স জ্বল্>] *বিণ* অতিশয় জ্বালাতন করে এমন। 'ভাল হাড় জ্বালানে লোক।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

হাড়জ্বালানো *বিণ* যন্ত্রণাদায়ক। 'হাড়জ্বালানো ননদিনি সোফিকে ডেকে এনে খুব কুটিকুটি হয়ে হাসচিস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাড়পাঁজরা *বি* হাড়গোড়। 'জ্বরে জ্বরে বাছার হাড়পাঁজরা বার করে ফেলেচে।' *শরৎ*, ১৯১৬।

হাড়পাকা [হাড়+পাকা] **১** *বিণ* প্রবীণ। 'তা পুরুষের পক্ষে বোঝা একটু শক্ত – বিশেষতঃ আমাদের মতো হাড়পাকা বুড়ো লোকের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* পাকামিতে পটু। 'ভাবলুম ভারতবর্ষের রোদে ঝলসা শুকনো খটখটে হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁজালো ঝুনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাড়পোড়া [হাড়+পোড়া] *বিণ* শূন্য। 'লেখা পড়া হাড়পোড়া।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাড়-ফাটানো *বিণ* শরীরের হাড় পর্যন্ত ফেটে যাবে এমন। 'হাড়-ফাটানো কনকনে বাতাস।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাড়বজ্জাত *বি* পাকা বদমাশ; অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির মানুষ। 'ঐখানে পড়ে আছে হাড়বজ্জাতের হাড়মাস।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

হাড়-বের-করা *বিণ* জীর্ণশীর্ণ। 'দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'একটা রোগা হাড়-বের করা গরু খড় চিবুচ্ছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

হাড় বের হওয়া *ক্রি* বাড়তি পরিশ্রমে জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়া। 'হাড় বের হল বাসন মেজে, সৃষ্টির পান-তামাক সেজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হাড়ভাংগা *বিণ* অতি শ্রমসাধ্য। 'দিনভর হাড়ভাংগা খাটুনি।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাড়ভাঙা [হাড়+স ভঙ্গ>] *বিণ* খুব শ্রমসাধ্য। 'হাড়ভাঙা মেহন্নৎ হয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

হাড়ভাঙ্গা [হাড়+স ভঙ্গ>] **১** *বিণ* হাড়কাঁপানো। 'প্রকৃতিদেবী ত একেবারে বিমুখা, তাহার পর হাড়ভাঙ্গা শীত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বিণ* শ্রমসাধ্য। 'হাড়ভাঙ্গা কলম পিষণের পর ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। *বিণ* হাড় ভেঙে যাবে এমন। 'পিঠে এমন এক কিল মারিল যে, সেই হাড়ভাঙা রসিকতার জ্বালায় তাহার পিঠ ও পিত্ত একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। **৩** *বিণ* অত্যধিক। 'ধান উৎপন্ন করতে চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া মাঠে সোনা ফলায়।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

হাড় ভাজা ভাজা করা *ক্রি* খুব জ্বালাতন করা। 'ছোঁড়ারা আমার হাড় ভাজা ভাজা করিয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হাড়মালা *বি* অস্থিমালা। 'ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা/ পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হাড়মাস *বি* হাড় ও মাংস। 'হাড়মাস যে চিল-শকুন-শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে।' *তারা*, ১৯৪৬।

হাড়মোটা *বিণ* দৃঢ়। 'এই সমুদ্রপারের কর্মপেশল হাড়মোটা প্রাণঘন দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হাড় যুড়ানো *ক্রি* স্বস্তি লাভ করা। 'বিধবাদের বে হলে, এ দেশের লোকের হাড় যুড়োয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হাড়সম্বল *বিণ* হাড্ডিসার। 'হাড়সম্বল কালো কঠিন পা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হাড়সার *বিণ* হাড়ই আছে এমন। 'বসন্তের দাগভরা হাড়সার একটি নোংরা নগ্ন হাত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

হাড়হদ্দ *বি* নাড়ি-নক্ষত্র। 'মানসের ছাঁদ অনুসারে গড়ে ওঠে সমস্ত ছবিটার হাড়হদ্দ।' *অবন*, ১৯২৫।

হাড়হাভাত *বি* একেবারে নিঃস্ব অবস্থা। 'হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে ...।' *জীবন*, ১৯৪৪।

হাড়হাভাতে, হাড়হাবাতে **১** *বিণ* একেবারে নিঃস্ব। 'হাড় হাবাতেরা সৌখিন দোহারের দলে মিশলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'আর হাড়হাভাতে ও হাভাতে তো সবাই।' *নজরুল*, ১৯২৬। **২** *বিণ* লক্ষীছাড়া। 'হতচ্ছাড়া হাড় হাভাতে।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

হাড়হিম *বিণ* শরীরের হাড় পর্যন্ত শীতে কাঁপে এমন। 'হাড়হিম শীতে সুশোভন পশমের কম্ফর্টার গলায় জড়ানো।' *শামসুর*, ১৯৭০।

হাড়হীন *বিণ* নির্দিষ্ট আকার নেই এমন। 'দুঃস্বপ্নের হাড়হীন মিছিল।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

হাড়ে চটা *ক্রি* অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া। 'সকলে হাড়ে চটিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাড়ে ছিবলে *বিণ* খুব লঘু আচরণবিশিষ্ট। 'বাঙালি জাতটে হাড়ে ছিবলে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

হাড়ে হাড়ে **১** *বিণ* সর্বত্র। 'যত চুসী তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *ক্রিবিণ* মর্মে মর্মে। 'ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া মনে মনে সুরধুনীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **৩** *ক্রিবিণ* প্রবলভাবে। 'ক্লাসিকের কেশো রোগীরা এতে উঠবেন হাড়ে হাড়ে চটে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাড়কাট, হাড়কাঠ [স অর্ধ+স কাষ্ঠ>] *বি* যে কাঠের উপর পাঁঠার ঘাড় রেখে বলি দেওয়া হয়। 'প্রায় সকলকেই হাড়কাটে মাথা দিতে হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৯; 'ছাগশিশুকে হাড়কাঠে ফেলে বলি দিয়ে যাঁরা মনে করেন ...।' *প্রমথ*, ১৯২০।

হাড়িকাট *বি* পশুবলির জন্য কাঠের তৈরি ফাঁদবিশেষ। 'পাঁটা হাড়িকাটে ফেলিয়াছি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হাড়িকাঠ *বি* যে কাঠের ফাঁদে ঘাড় রেখে পশু বলি দেওয়া হয়। 'হাড়িকাঠে ফেলে দিই ধরে দুটি ঠ্যাঙ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হাড়াই ডোমাই [স হড্ডিক>+প্রা ডোম্ব] *বি* ইতরামো। 'হাড়াই ডোমাই ভাল দেখায় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাড়ামদড়াম [ধ্বন্যা] *বিণ* বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও লাফালাফির ভাববাচক। 'বড়লোক হাড়ামদড়াম কথা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হাড়ি[১], হাড়ী [স হড্ডিক] **১** *বি* হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'হাড়িকে ডাকিয়া সব দূর করাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ। 'চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* কাঠ নির্মিত যন্ত্রবিশেষ। 'হাড়ি দিয়া মহাবীরে কৈল উভামুণ্ড্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাড়িঝী [স হড্ডিক+ঝি] *বি* তন্ত্রসিদ্ধা হাড়িকন্যা। 'এতো হাড়িঝী চণ্ডীর পূজার মন্ত্র।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

হাড়ির কোড়া *বি* কাঠের যন্ত্রবিশেষ। 'ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাড়ি[২] *বি* পশুবলির জন্য কাঠের তৈরি ফাঁদবিশেষ। 'হাড়ি দিয়া মহাবীরে কৈল উভামুণ্ড্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'হাড়ি না পুতিয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। *দ্র* **হাড়িকাঠ**

হাড়িয়া [স হর>] *বিণ* প্রকাণ্ড। 'ছোট গ্রাস তোলে বীর জেন হাড়িয়া তাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাড়িয়া কাবাব *বি* এক ধরনের কাবাব। 'হাড়িয়া কাবাব? — খেলাম কখন!' *রশীদ*, ১৯৬৩।

হাড়ী [স হণ্ডী] *বি* হাঁড়ি। 'হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।' *চর্যা* ৩৩, ১২০০। *দ্র* **হাঁড়ি**

হাণা [স হন্>] *ক্রি* আঘাত করা। **হাণ** *ক্রি* আঘাত করো। 'হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাণএ** *ক্রি* আঘাত করে। 'হাণএ সকল গাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাণিআঁ** *ক্রি* আঘাত ক'রে। 'হাণিআঁ তাক পরাণে রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাণিবোঁ** *ক্রি* আঘাত করবো। 'মরমেঁ হাণিবোঁ তারে মনমথবাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাণিল** *ক্রি* হানলো। 'হাণিল কুসুমশর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাণী** *ক্রি* হেনে; প্রহার করে। 'আতি আদভূত বিণি ঘাএ হাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাণে কুলে *ক্রিবিণ* এহেন বংশে। 'হাণে কুলে এথো নাহিঁ পাটাবুকী

তিরী।' বড়ু, ১৪৫০।

হাণ্ডি, হাণ্ডী [স হণ্ডী] *বি* হাঁড়ি; রান্নার পাত্র। 'কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ।' বড়ু, ১৪৫০; উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। *দ্র* **হাঁড়ি, হাড়ী**

হাণ্ডিয়া [স হণ্ডিকা] *বি* প্রকাণ্ড। 'ফুললরা পসার করে নগরে চাতরে/ হাণ্ডিয়া চামর বেচে চারি পণের দরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাণ্ডুল পাণ্ডুল *বিণ* অগোছালো অবস্থা। 'কাপড়ে, কাগজে বইয়ে হাণ্ডুল পাণ্ডুল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হাত [স হস্ত] **১** *বি* মানবদেহের অঙ্গবিশেষ; হস্ত। 'হাত জোড় করি ভকতি করু।' বড়ু, ১৫৭০; 'বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *ক্রিবিণ* অধীনে। 'ত্রিপুরের ভার সমর্পিল জার হাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৩** *বিণ* অনুগত। 'জবতক হানিফা মর্দ্দ নাহি হয় হাত।' *গরীব*, ১৭৬৫। **৪** *বি* দৈর্ঘ্য মাপার একক; হাতের মধ্যম আঙুল থেকে কনু পর্যন্ত দৈর্ঘ্য। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮; 'পাঁচ হাত প্রসস্ত প্রস্তরের দেয়াল।' *রামরাম*, ১৮০১। **৫** *বি* গতি। 'নাছোড় হইলে হাত কি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **৬** *বি* প্রভাব। 'জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯। **৭** *বি* অধীন। 'আমার হাতে তো ক্লায়েন্ট নেই।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। **৮** *বি* অবদান। 'পৃথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা কোনো হাত থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৯** *বি* কাছ। 'আর-কাহারও হাত হইতে কিছুই লইব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হাত উঠানো *ক্রি* হাত তুলে প্রতিবাদ বা দাবি জানানো। 'শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হাতকড়া [হাত+স কটক>] *বি* হাতের বাঁধন হিসেবে ব্যবহৃত শৃঙ্খলযুক্ত লৌহ-বলয়; বেড়ি। 'তোমার হাতের হাত-কড়া হব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হাতকড়ি [হাতকড়া>] *বি* অপরাধীর হাত বাঁধতে ব্যবহৃত শৃঙ্খলযুক্ত লোহার কড়া। 'এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

হাত করা **১** *ক্রি* বশে আনা। 'চালুগুলিন বেচীয়া হাত করিয়া শ্রীগদাধর পোদ্দারের দোকানে দাখীল করিবা।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। **২** *ক্রি* দখল করা। 'এমন সুস্বাদু গ্রাস কেমন করিয়া হাত করিতে পারিব।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হাত-করাত *বি* এক হাত দিয়ে চালানো যায় এমন ছোটো করাত। 'ছুরি, ছোট্ট হাত-করাত, দেখা গেল সব সরঞ্জামই আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

হাতকর্জা [স হস্ত>+ফা করজ়] *বি* অল্পস্বল্প ধার। 'হাতকর্জা লইলাম তেলিনীর ঠাঁই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হাতকাটা [হাত+কাটা] *বিণ* হাতাশূন্য। 'হাত-কাটা জ্যাকেট।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হাতকাটারি [হাত+স কর্তরিকা>] *বিণ* কর্মপটু। 'হাত কাটারি মানুষ থাকিলে অবরে সবরে হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

হাতকৌড়ি [হাতকড়া>] *বি* হাতকড়া। 'দারগা জলদি পাকড়ো লোককে হাতকৌড়ি লাগাও।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

হাত-খরচ [হাত+আ খরজ] *বি* ব্যক্তিগত খুচরা ব্যয়। 'হাত-খরচের পয়সা হইতে চাউল ও আলু।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হাতখাকতি [হাত+খাকতি] *বি* অভাব। 'এদিকে হাত খাকতি হইয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হাত খোলা *ক্রি* লুডু ইত্যাদি খেলা শুরু হওয়ার জন্য গুটির ছক্কা বা এক পড়া। 'হাতে তোর দান পড়ে না/ হাত খোলে না তাড়াতাড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

হাতগড়া [হাত+গড়া] **১** *বিণ* কল্পনাপ্রসূত। 'একথাটা আমি হাতগড়া করিয়া উপস্থিত করি নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮৯। **২** *বিণ* হাতের তৈরি। 'ইংরেজের হাতগড়া জিনিস প্রায়ই আর্টিস্টিক হয় না।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

হাতগণিতা [স হস্তগণিতা] *বি* হাতের রেখা দেখে ভাগ্য গণনা করে যে। 'সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাত-গণিতা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হাতগাড়ি [হাত+গাড়ি] *বি* হাতে টানা গাড়িবিশেষ। 'হাতগাড়ি কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে করে দোকানিরা ... বিতরণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হাত গুটানো *ক্রি* ক্ষান্ত দেওয়া। 'এরই মধ্যে হাত গুটোলে চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাতঘড়ি *বি* হাতে পরার ঘড়ি। 'স্নানে যাবার পূর্বে হাতঘড়িটা কোথায় ফেলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাত চলা *ক্রি* মারামারি করা। 'হাত চলে, কিন্তু মুখ চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

হাতচালা *বি* সাপুড়েদের মন্ত্রবিশেষ। 'হাতচালার মন্তরটুকু দিয়েছিল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হাত-চালাচালি *বি* মারামারি; যুদ্ধ। 'সেকালে সর্বদাই রাজ্য নিয়ে যে হাত-চালাচালি হত তার গোড়ায় ছিল এই ইচ্ছা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

হাতচিটী *বি* চিরকুট। 'ফাজীলওয়ালাকে বেবাক না ফাজীল দিয়া হাতচিটী মুরতুব করিবে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

হাতচিঠি *বি* ছোটো চিঠি। 'বারিধিবাবু আমাকে আগের দিন একখানি হাতচিঠি পাঠিয়েছিলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

হাতচিঠে [স হস্ত>+হি চিট্‌ঠা] *বি* রসিদ। 'পাওনাদার, বিলসরকার, উটনোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাতচোর [স হস্ত>] *বি* পকেটমার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হাতছাড়া [হাত+ছাড়া] **১** *বিণ* হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে এমন। 'সরাসরী ডিক্রীক্রমে আমারদের হাতছাড়া হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। **২** *বিণ* হস্তচ্যুত। 'হঠাৎ হাত ছাড়া করা হবে না।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **৩** *বিণ* বেদখল। 'সব হাত-ছাড়া হয়ে গেল।' *পাশা*, ১৯৭১।

হাতছানি *বি* হাতের ইশারা। 'হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪; 'হাতছানিতে ডাকে আমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হাতজোড় [হাত+জোড়] *বি* দুই হাত যুক্তকরণ। 'হাত জোড় করি ভকতি করু।' বড়ু, ১৫৭০।

হাতজোড়া *বি* হাতে কাজ আছে এমন অবস্থা। 'আমার হাতজোড়া, তুই একটিবার ছুটে গিয়ে ... ।' *শরৎ*, ১৯১৪।

হাত টান **১** *বি* অর্থাভাব। 'অন্তত দু'আনা পয়সা দরকার, যা হাত টান।' *শওকত*, ১৯৫৮। **২** *বি* চুরি। 'আবার শুরু হল হাতটানের কসরৎ।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

হাতটানা **১** *বিণ* হাত দিয়ে টেনে চালাতে হয় এমন। 'হাতটানা গাড়ী ইত্যাদি লণ্ডনের রাস্তায় প্রত্যহ যাওয়া আসা করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **২** *বি* অর্থসংকট। '...খুব হাত-টানা না থাকলে অমন প্রস্তাবে রাজি হওয়ার মতো লোক তিনি নন।' *শওকত*,

১৯৭২।

হাতটানের দোষ *বি* চুরির অভ্যাস। 'কেউ কাজে গাফিলতি করে, কারো হাতটানের দোষ আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

হাতড়াওন *বি* হাত দিয়ে খোঁজা। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

হাতড়ানো [স হস্ত>] **১** *ক্রি* খোঁজা। 'হাতাড়িয়া রঞ্জার ধরিল ডানি হাথ।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **২** *ক্রি* হাত দিয়ে অনুসন্ধান করা। 'কেহ ... চারি দিকে আহার-সামগ্রী হাতড়াইতেছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। **হাতড়ায়** *ক্রি* হাত বুলিয়ে বুলিয়ে খোঁজে। 'হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়।' *ভারত*, ১৭৬০। **হাতড়িয়া** *ক্রি* হাতড়ে; হাত দিয়ে খুঁজে। 'রাস্তায় যাহাদের না চলিলে নয় কেবল তাহারাই হাতড়িয়া চলিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। **হাতড়ে** *ক্রি* হাতিয়ে; খোঁজ ক'রে। 'আন্দাজে হাতড়ে ফিরি কোথা তার লতাপাতা।' *লালন*, ১৮৯০। **হাতাড়িয়া** *ক্রি* হাত দিয়ে অনুসন্ধান ক'রে। 'হাতাড়িয়া রঞ্জার ধরিল ডানি হাথ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হাতড়িয়ে বেড়ানো *ক্রি* খুঁজে ফেরা। 'অন্ধের মতন হাতড়িয়ে বেড়ানো।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাতড়ে বেড়ানো *ক্রি* খুঁজে ফেরা। 'বিচিত্র জিনিসের মধ্যে খটখট শব্দে হাতড়ে বেড়াতে লাগলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাতড়ে মরা *ক্রি* ঘাঁটাঘাঁটি করে হয়রান হওয়া। 'মৃত দর্শন হাতড়ে মরেছি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

হাতড়ে হাতড়ে *ক্রিবিণ* খুঁজে খুঁজে। 'জন-সংঘের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পথ করে নিয়ে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

হাততালি **১** *বি* করতালি। 'ইহারা আনন্দে হাত তালি দিয়া হাসিতে থাকে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। **২** *বি* প্রশংসা। 'কূপমণ্ডূকতা বোধ হয় আমাদের দেশে যে রকম নির্বিচারে হাততালি পায় অন্য কোনো দেশে সেভাবে গৃহীত হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

হাততোলা[1] *বি* অধীনতা। 'শ্বশুরশালা হয়েছেন একজিকিউটার, তার হাততোলায় থাকতে হবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

হাততোলা[2] **১** *বি* উদ্বৃত্ত। 'জমিদার ছাড়া আর কাউকেও নিত্য নিয়মিত কৃষকের হাত-তোলা খেতে হয় না।' *প্রমথ*, ১৯২০। **২** *বি* উচ্ছিষ্ট। 'পরের হাত-তোলা খাওয়ার দরকার নেই আমার।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হাত থেকে বাঁচা *ক্রি* কোনো কিছু থেকে রক্ষা পাওয়া। 'এ যাত্রায় অনেক বকুনির হাত থেকে বেঁচে গেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হাত দেওয়া **১** *ক্রি* বিরোধিতার জন্য হস্তক্ষেপ করা। 'কত লোকে কত বলেছিল, বে কেউ হাত দিয়ে রাখতে পাল্লে?' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *ক্রি* হাত দিয়ে স্পর্শ করা। 'বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **৩** *ক্রি* প্রবৃত্ত হওয়া। 'কুমার-সভার সেই লেখাটায় হাত দিতে পেরেছ?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাত দেখা *ক্রি* হাতের রেখা বিচার করে ভাগ্য নির্ণয় করা। 'সে তো মা পোড়া মুখীর হাত দেখে ঠিক বলেছিল।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হাত ধরা[1] *ক্রি* বিশেষভাবে অনুরোধ করা। 'বাল্মীকি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

হাতধরা[2] [হাত+ধরা] **১** *বিণ* বশীভূত। 'সাহেব তাহার ভগিনীপতির হাতধরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। **২** *বিণ* হাতে ধরে থাকে এমন ছোটো। 'সকলেরই বুকে একটি, কাঁধে একটি, হাত-ধরা একটি।' *মানিক*, ১৯৩৫।

হাত ধরাধরি ক'রে *ক্রিবিণ* এক সঙ্গে। 'পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাতনাড়া [হাত+নাড়া] **১** *বি* হাতের ধাক্কা। 'হাতনাড়া দিএ হর হেলালেন পয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বি* হাতের ভঙ্গি। 'মেয়ে নিয়ে রাত-দিন ঘরে-বাইরে মুখনাড়া হাতনাড়া সহ্য করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাত নিশপিশ করা *ক্রি* কাউকে আঘাত করার প্রবল ইচ্ছা হওয়া। 'হাত করে নিশপিশ, মাঝে রেখে পোস্টাপিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হাতনে [স হস্ত>] *বি* হাপড়। 'একজনা তার হাতনে ফোকে তার জায়গায় বার পিঠে।' *লালন*, ১৮৯০।

হাত পাকানো *ক্রি* অভ্যাস দ্বারা পটু হওয়া। 'হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারি-সেরেস্তার কাজ শিখাইয়া ...। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাতপাখা [হাত+পাখা] *বি* হাতে ঘুরানোর পাখা। 'সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাত পাখায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেলে –।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাত পা ছোঁড়া *ক্রি* রাগের প্রকাশস্বরূপ হাত-পা চলনা করা। 'যখন গর্জন ক'রে হাত পা ছুঁড়তে থাকে সেও মিষ্টি লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হাত পাতা *ক্রি* অনুগ্রহ প্রার্থনা করা। 'বেতনের জন্য হাত পাতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হাত-পাতাপাতি *বি* একে অন্যের কাছে চাওয়া-চাওয়ি। 'তামাকের জন্য হাত-পাতাপাতি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হাতপাতা রোগ [হাত+পাতা+স রোগ] *বি* ঘুষ খাওয়ার বদ অভ্যাস। 'আর সারজন বেটারও হাতপাতা রোগ আছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হাত পা নাড়া *বি* অনভিপ্রেত আচরণ। 'আমার কাছে অত হাত-পা নাড়া কেন?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হাতফেরি *বি* হাতবদল। 'প্রায় পাঁচ-সাত বার হাতফেরির পর এই বন্দিশিবিরে।' *শওকত*, ১৯৭২।

হাতবদল [হাত+আ বদল] *বি* এক হাত হতে অন্য হাতে যাওয়া। 'হাতবদল হতে হতে মোগল অধিকারে এল বুন্দেলখণ্ড।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

হাতবাক্স [হাত+ই বক্স] *বি* টাকা রাখার ছোট বাক্স। 'হাতবাক্স খুলিয়া একটি বিচিত্র চাবি লইয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হাত বাড়ানো *ক্রি* থাবা দেওয়া। 'কাল মৃত্যু হাত বাড়িয়েছিলো আমার ঘরে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হাত বালিশ *বি* হাতরূপ বালিশ। 'হাত বালিশে মাথা রেখে।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

হাত বুলানো **১** *ক্রি* আদরের পরশ দেওয়া; সান্ত্বনা দেওয়া। 'আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *ক্রি* আশীর্বাদ করা। 'গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হাতবেহাতি *বি* এক হাত থেকে অন্যহাত হওয়া। 'চুরিচামারির বা হাতবেহাতির মোহর থাকতে পারে, কিন্তু নেই বংশতালিকা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাতবোমা [হাত+প বোম্বা] *বি* বোমাবিশেষ। 'ব্যাঙ্কে হাত বোমা দিয়ে আক্রমণ চালায়।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

হাতব্যাগ [হাত+ই ব্যাগ] *বি* হাতে বহনযোগ্য ব্যাগ। 'ডাক্তারের হাতব্যাগটা।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হাতভারি [হাত+স ভারী] *বিণ* কৃপণ। 'বড়ো হাতভারি – বাক্স থেকে টাকা বাহির করিতে হইলে বিষম দায় হয়।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হাত মারা *ক্রি* ঘুস নেওয়া। 'মিথ্যা এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

হাত মিলানা *বি* সাক্ষাতের শুরুতে পরস্পরের হাত মিলিয়ে হালকা ঝাঁকুনি দিয়ে অভ্যর্থনা; করমর্দন। 'তারপর হাত মিলানা, বুক মিলানা শেষ হলে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হাতমুখ *বি* হাত ও মুখ। 'জটিলতার মধ্যে হাতমুখ জড়িয়ে গেলে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাতযশ [হাত+স যশ] *বি* দক্ষতার খ্যাতি। 'তোমাদের কপাল আর আমার হাত যশ।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হাত লাগানো *ক্রি* যোগ দেওয়া। 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

হাত-লাঠি *বি* মারামারিতে ব্যবহৃত লাঠি। 'হাতে হাত-লাঠি, মশাল জ্বালিয়া ...।' *জসীম*, ১৯৩৩।

হাতসান [স হস্ত>] *বি* হাতের ইঙ্গিত। 'হাতসানে কহে কথা না করে শবদ।' *বিজয়* ১৬৫০।

হাতসানি *বি* ইশারা। 'এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হাত সাফাই ১ *বি* হাতের পটুত্ব। 'বন্ধু আবুল মনসুরের হাত সাফাই দেখে বিস্মিত হলুম।' *নজরুল*, ১৯৩০। **২** *বি* চুরি। 'এক কৌটো পাউডার হাত-সাফাই ক'রে নিয়ে দিতে পারিনি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৪।

হাত-হাত *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'তখন আমরা যে হাত-হাত তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করব ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

হাতহাতিয়ার *বি* হাতের অস্ত্র। 'বাঁচার আশায় হাতহাতিয়ার/ মৃত্যুতে মন দি।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

হাতানো ১ *ক্রি* হাতড়ানো। 'অন্ধ মাতাল। শূন্য পাতাল, হাতালি নিষ্ফল।' *নজরুল*, ১৯২৯। **২** *ক্রি* আত্মসাৎ করা। 'নিঃস্বের স্বেদাক্ত কড়ি হাতায়ে কৌশলে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাতাহাতি ১ *বি* মারামারি। 'হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়াবরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* হাত-ধরাধরি। 'দুই সখা হাতাহাতি করিয়া হাসেন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* খোঁজাখুঁজি। 'হাতাহাতি করে অনেকগুলি খাতা থেকে অনেকগুলি কবিতা পড়ে ফেললাম।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

হাতে *অব্য* সঙ্গে। 'উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

হাতে আলগানো *ক্রি* রক্ষা করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাতে কলমে ১ *ক্রিবিণ* বাস্তবে। 'উদরপূর্তিকে আমরা হাতে কলমে অবহেলা করতে পারি না, কিন্তু মুখে তাহার প্রতি যথেষ্ট দূরছাই প্রয়োগ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'হাতে কলমে কাজ করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। **২** *বিণ* বাস্তব। 'যুদ্ধের সময় রোগীর শুশ্রূষা করাতে কতকটা পরিমাণে হাতে কলমে জ্ঞান হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

হাতে খড়ি, হাতে খড়ী *বি* শিক্ষা আরম্ভ করার অনুষ্ঠানবিশেষ। 'হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'এই সবে আমার হাতে খড়ী।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হাতে-গড়া ১ *বিণ* হাতের তৈরি। 'আমাদের হাতে-গড়া জিনিস।' *প্রমথ*, ১৯০৫। **২** *বিণ* বহুচেষ্টায় ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত। 'বিসমার্কের হাতে-গড়া জর্মান সাম্রাজ্যের অন্তরে নৈতিক বল নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

হাতে চড়ানো *ক্রি* হাতে তুলে নেওয়া। 'মড়ার মাথার চুল, হাতেতে চড়ায় শুল, ছাড়ায়ে আপন কুলধর্ম্ম।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হাতে চাঁদ পাওয়া *ক্রি* অতিমাত্রায় খুশি হওয়া। 'সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে চাঁদ পাইল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাতে ঠেকা *ক্রি* পাওয়া। 'দৈবাৎ হাতে ঠেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাতে তাল *বি* হাততালির মাধ্যমে সংকেত। 'দাণ্ডাইয়া হাতে তালে ডাকে তব দাস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হাতে তোক্তি *বি* হাতেখড়ি। 'হাতে তোক্তি (বা খড়ি; উহা আরবীতে হয়) দেওয়ার পরই।' *সওগাত*, ১৯৩০।

হাতেনাতে ১ *ক্রিবিণ* প্রত্যক্ষভাবে। 'একেবারে হাতেনাতে প্রত্যক্ষ করা সত্য।' *শরৎ*, ১৯১৭। **২** *ক্রিবিণ* মালামালসহ। 'এক দোকানে মিঠাই চুরি করিতে গিয়া হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হাতে পায়ে ধরা *ক্রি* ক্ষমা প্রার্থনা করা। 'বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাতে বহরে *ক্রিবিণ* দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। 'হাতে বহরে লম্বা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হাতে-বেলা *বিণ* বেলনের চাপে হাত দিয়ে তৈরি। 'কখনো-বা হাতে-বেলা রুটি আর সুজির হালুয়া।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

হাতের কাছে *বিণ* ধরাছোঁয়ার মধ্যে। 'তুমি হাতের কাছের সাথের-সাথি নও।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হাতের কাছে পাওয়া *ক্রি* নিকটে পাওয়া। 'কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হাতের চুলকুনি *বি* কোনো কিছু করার জন্য অস্থিরতা। 'আমার ... হাতের চুলকুনি কতকটা মিটত!' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাতের পাঁচ *বি* শেষ সম্বল। 'এই টেক্কা হাতের পাঁচ আমার!' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হাতের বার হওয়া *ক্রি* অধিকারে না থাকা। 'ললিত পুষ্যিপুত্র হলেই ত তোমার হাতের বার হলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

হাতের লক্ষ্মী *বি* সহজপ্রাপ্য ব্যক্তি। 'এই হাতের লক্ষ্মীদের ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা *ক্রি* হেলায় সুযোগ নষ্ট করা। 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিসনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

হাতে সময় না থাকা *ক্রি* সময়ের অভাব হওয়া। 'সময় হাতে নাই রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হাতে হাতে ১ *ক্রিবিণ* সঙ্গে সঙ্গে। 'এই কর্ম্ম করেছে বইতো নয়, তা এর ফল হাতে হাতেই দেখতে হবে।' *উমেশ*, ১৮৫৭। **২** *ক্রিবিণ* পরস্পরের হাতে হাত রেখে। 'হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৯। **৩** *ক্রিবিণ* নগদে। 'হাতে হাতে যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহাদের একমাত্র পাওনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হাতে হাতে প্রমাণ *বি* অপরাধে লিপ্ত আছে এমন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। 'তাহাতে এ দোষ হাতে হাতে প্রমাণ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হাত্তালি *বি* হাততালি। 'গুরুদাসেরাও দুউও হাত্তালি দিতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাতল [স হস্ত>] *বি* হাত দিয়ে ধরার বাঁট বা অনুরূপ উপকরণ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হাতলওয়ালা *বিণ* হাতলযুক্ত। 'হাতলওয়ালা চেয়ার।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হাতলপরানো *বিণ* হাতলযুক্ত। 'লোহার চাকার চারিধারে হাতলপরানো, তাহাই ঘুরাইলে সিগন্যাল পড়ে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হাতলভাঙা *বিণ* হাতল ভেঙে গেছে এমন। 'টেবিলে হাতলভাঙা দুধের জগে ফুলের তোড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

হাতলহীন *বিণ* হাতল নেই এমন। 'দু-তিনখানা হাতলহীন চেয়ার।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

হাতা [স হস্ত>] **১** *বি* কাঠ বা ধাতুর তৈরি বড়ো আকারের চামচবিশেষ। 'এক হাতে পানপাত্র আর হাতে হাতা মাত্র।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* হাত। 'সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা পরশেন হরে হরিষে মাতা।' *ভারত*, ১৭৬০। **৩** *বি* হাতল; কোনো কিছু হাতে ধরার জন্যে যে ব্যবস্থা থাকে। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **৪** *বি* জামার যে অংশ বাহু ঢেকে রাখে। 'ছেঁড়া পচা কামেজ তাহার নাই হাতা।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **৫** *বি* চেয়ারে হাত রাখার স্থান। 'কেদারার হাতার উপর বসিয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উত্তর করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হাতাওয়ালা [হাত>+হি ওয়ালা] *বিণ* হাতাবিশিষ্ট। 'গায়ে একখানা প্রায় পুরো হাতা-ওয়ালা ব্রাউন রঙের সার্জের জামা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হাতাবেড়ি [হাত+স বেষ্টনী>] *বি* হাত বেঁধে রাখার কাজে ব্যবহৃত বলয়াকার উপকরণবিশেষ। 'দক্ষিণহস্তের হাতাবেড়িগুলিকে আভরণ বলিয়া ভ্রম হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হাতাস [স হুতাশ] *বিণ* হা-হুতাস। 'হাতাস করিয়া দেব ভূমেতে পড়িল।' *মালাধর*, ১৫০০।

হাতাসএ *ক্রি* হাহুতাশ করে। 'হাতাসএ গোবিন্দাই সোকাকুল হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

হাতি¹, হাতী [স হস্তী] *বি* বিশাল দেহ ও লম্বা শুঁড় বিশিষ্ট পশুবিশেষ। 'বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'খান দাউড়া বলে আগে/ মোর মুখে কিবা লাগে/ হাতির মগজে জলপান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাতি আড় হলে চামচিকেও লাথি মারে *ক্রি* দুঃসময়ে তুচ্ছরাও উপহাস করে। 'হাতি আড় হলে চামচিকেও লাথি মারে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হাতিঘর *বি* হাতিশালা। 'হাতিঘর বা পিলখানার সম্মুখে।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

হাতিপেড়ে [হাতি+পাড়>] *বিণ* পাড়ে হাতির ছবি অঙ্কিত। 'হাতিপেড়ে, মহারাষ্ট্রপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হাতিমার্কা [হাতি+প মার্কা] *বিণ* হাতির ছবি অঙ্কিত। 'তার উপরে হাতিমার্কা নিশেন উড়ছে পতপত করে।' *অবন*, ১৯৪১।

হাতিমুখো *বিণ* হাতির মতো মুখবিশিষ্ট। 'হাতিমুখো গণেশ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হাতিশাল, হাতীশাল *বি* হাতির আস্তাবল; পিলখানা। 'হাতিশালে কত হাতি ছিল।' *অবন*, ১৮৯৬; 'শ্বশুরবাড়ীর হস্তী অসুর/ হাতীশালে রয় বাঁধা।' *অন্নদা*, ১৯৬১।

হাত্যারা *বি* হাতিরা। 'গজশালে গজ মরে হাত্যারা আস্থাম করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাতি², হাতী *বিণ* হাতের পরিমাণবিশিষ্ট। 'কারো বিশ হাতী টিকি।' *জসীম*, ১৯৬০; 'আট হাতি শাড়ির বাঁধন ভেঙে ফেটে পড়তে চায়।' *জহির*, ১৯৬৪।

হাতিনা *বি* ঘরের বাইরের দাওয়া। 'মাটির হাতিনার উপর শনের মাদুরটারও টুটা-ফুটা দশা।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

হাতিয়ার [স হস্তকার] **১** *বি* কর্মে অধিষ্ঠানের নিদর্শন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* অস্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আক্কেল আলী বাম হাতে ধরিয়া হাতিয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হাতিয়ার খসানো *ক্রি* নিরস্ত্র করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাতিয়ারপাতি *বি* অস্ত্রশস্ত্র। 'পোশাক ও হাতিয়ারপাতির ধরনে বোঝা যায় ... লেফটনান্ট গোছের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ পাইয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হাতিয়ারবন্দ [হাতিয়ার+ফা বন্দ] *বিণ* সশস্ত্র। 'প্রজারদিগকে হাতিয়ারবন্দ হইয়া সমস্ত রাত্রি রোঁদগস্তি করিতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

হাতিয়ারহীন [হাতিয়ার+স হীন] *বিণ* নিরস্ত্র। 'আমাকে হাতিয়ারহীন দেখে কাঁধে ঝোলানো রাইফেল হাতে তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হাতুড় *বি* পেরেক ইত্যাদি ঠোকার জন্যে মাথায় ভারী ধাতব খণ্ডবিশিষ্ট লম্বা হাতলের হাতিয়ারবিশেষ; হাতুড়ি। 'ডাইন হাতে লোহার হাতুড়।' *বিজয়*, ১৬৫০।

হাতুড়ানো **১** *ক্রি* শ্রান্ত হওয়া। 'হাতুড়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *ক্রি* হাতুড় মারা। 'হাতুড়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাতুড়ি, হাতুড়ী *বি* পেরেক ইত্যাদি ঠোকার জন্যে মাথায় ভারী ধাতব খণ্ডবিশিষ্ট লম্বা হাতলের হাতিয়ারবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'কর্ম্মকারেরা যখন নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ঘা মারে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'তিনি বিদ্রোহী সাজিয়া বিধাতার বুকে হাতুড়ী পিটিতে আরম্ভ করিলেন।' *দর্শন*, ১৯২৬।

হাতোড়ি *বি* লোহার তৈরি ছোটো মুগুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাতুড়ে *বিণ* আনাড়ি। 'যাহারা হাতুড়ী তোলে, তাহারা বাস্তবিক হাতুড়ে লোক নয়।' *সবুজ*, ১৯১৭।

হাতুড়ে ডাক্তার *বি* অশিক্ষিত চিকিৎসক। 'হাতুড়ে ডাক্তার হয়তো কখনও আশ্বাস দিতে পারে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাতুড়েপ্যাথি [হাতুড়ে+(অ্যালো)প্যাথি] *বি* হাতুড়ে চিকিৎসাপদ্ধতি। 'অ্যালোপ্যাথি নয়, হোমিওপ্যাথি নয় – হাতুড়েপ্যাথি।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

হাৎড়ানো [হাত>] *ক্রি* হাত দিয়ে অনুসন্ধান করা। 'হাৎড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাত্তালি *দ্র* হাত

হাত্যারা *দ্র* হাতি

হাথ [স হস্ত>] **১** *বি* হাত। 'বসিলী মাথাত দির্আঁ হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মাপের একক। *মানোএল*, ১৭৪৩। **হাথক** *বি* হাতের। 'আবে

তোহি সুন্দরি মনে নহি লাজ। হাথক কাকন অরসী কাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হাথে** *ক্রিবিণ* হাতে। 'হাথে রে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ।' *চর্যা* ৩২, ১২০০। **হাথের** *বিণ* হাতের। 'হাথের গহনা।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। *দ্র* **হাত**

হাথকড়া [হাতকড়া] *বি* অপরাধীর হাতের শৃঙ্খলযুক্ত লৌহবলয়। 'হাথে দিল হাথকড়া চরণে নিয়ল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হাথকাখ [স হস্ত-কক্ষ] *বি* হাত ও কোল। 'কোন কোন আইয় চলে হাতকাখে পো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাথপসারা [স হস্তপ্রসার>] *ক্রি* হস্ত প্রসারণ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাথাহাথি *বি* হাতের সাহায্যে মারামারি; হাতাহাতি। 'হাথাহাথি মাথামাথি চরনে চরনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

হাথেঁ হাথেঁ [স হস্ত>] *ক্রিবিণ* অবিলম্বে। 'হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহে গুণনিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাথে-খড়ি *বি* বিদ্যাশিক্ষার আনুষ্ঠানিক সূচনা। 'হাতে-খড়ি দিল শুভক্ষণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাথে তালি *বি* হাততালি। 'হাথে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হাথের তালুয়া *বি* হাতের তালু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাথেলি *বি* হাতের তালু। 'এমন সময় আসিল জোয়ান হাথেলিতে হাথিয়ার।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হাথি, হাথী [স হস্তী] *বি* হাতি। 'ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা হাথী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'দুঃখিত কলিঙ্গরায় হাথি ঘোড়া ভাস্যা যায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাথিকড়া *বি* হাতির বাচ্চা। 'শীল রূপ বাড়া বাড়ে যেন হাথি-কড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাথ্যা *বিণ* হাতির মতো। 'শ্বাস পালটিতে মারে পাইল হাথ্যা গড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাথ্যা দাদু *বি* একপ্রকার বড়ো দাদ (ত্বকের চুলকানি রোগ)। 'ততক্ষণে ঘুচিল গায়ের হাথ্যা দাদু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাথিয়ার [হি হথিয়ার] *বি* অস্ত্র; হাতিয়ার। 'হাথিয়ার? সেও নাই।' *নজরুল*, ১৯২২। *দ্র* **হাতিয়ার**

হাদালি *বি* শিকল জাতীয় বন্ধনীবিশেষ। 'লোহার হাদালি বাঁধি হস্তে পদে গলে।' *সুলতান*, ১৭০০।

হাদি[১] *বি* জলজ তৃণগুল্ম। 'খরসান করাত বাঁন্ধিআ তার আগে/ দুইখান করি হাদি থুইল দুই ভাগে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাদি[২] [আ] *বি* নেতা। 'বঙ্গীয় মোসলমান সমাজের পরিচালক হাদিগণ মধ্যে অনেকেরই ধারণা।' *এসলাম*, ১৯২০।

হাদীস [আ] *বি* মহানবীর নির্দেশ, কর্ম ও আচরণসমষ্টি। 'ইমাম সবের কথা হাদীস প্রমাণ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'কোরআন হাদীস আলোচনা করবার সুযোগ পান নাই।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

হানফেনে *বিণ* চঞ্চল; ব্যস্ত। 'কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেনে বড়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হানা[১] [আ হনক] *বি* গলা। 'রত্নভরা খুঙ্গী পুথি ঘোড়ার হানায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

হানা[২] ১ *ক্রি* আঘাত করা। 'তবেঁ মোরে হান নয়নবাণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* বিদ্ধ করা; ছোঁড়া। 'তাঁর মিষ্টতম বাক্যবাণ যুবকের প্রা[ণে] হানতে লাগলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *ক্রি* হামলা করা। 'হৃদয়ে[র] দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *ক্রি* ফেল[া]। 'জাগাও তারে ঐ নয়নের আলোক হানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৫ *ক্রি* দেওয়া। 'তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে।' *রবী[ন্দ্র]*, ১৯৩৮। **হান** *ক্রি* বধ বা প্রহার করো। 'তবেঁ মোরে হান নয়নবাণে[।]' *বড়ু*, ১৪৫০। **হানন্ত** *ক্রি* আঘাত করো। 'নিদয়া হইয়া মোরে হান[ন্ত] অন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হানহ** *ক্রি* আক্রমণ করে। 'এক শরে মু[...] পদে হানহ রাজন।' *আলাওল*, ১৬৮০। **হানি** ১ *ক্রি* আঘাত কর[ি] 'আপনি হানি জে কুলক লাঘব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কপা[লে] আঘাত হানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* মেরে। 'নন্দঘোষ জসো[...] বুকে ঘায় হানি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রি* নিক্ষেপ ক'রে। 'বিদ্[...] করিব সৈন্য হানি তিন বান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হানিআ** *ক্রি* আঘা[ত] ক'রে। 'দুকুল হানিআ বহে জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হানিএ্যা** *[ক্রি]* আঘাত হেনে। 'দুঃসহ বিষম ঝড়ে উপাড়িআ গাছ পড়ে দুব[...] হানিএ্যা বয় খানা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হানিতে** *ক্রি* মারতে উদ্য[ত] হয়ে। 'দেখিয়া কুপিত মতি ব্রহ্মাকে হানিতে যায় রোষে।' *মুকু[ন্দ]*, ১৬০০। **হানিল** ১ *ক্রি* আঘাত করলো। 'খিতিতলে ঢালি গা কপা[লে] হানিল ঘা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* নিক্ষেপ করলো। 'হানি[ল] বিংসতি বান অর্জ্জুন বিসেস।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হানিলি** *ক্রি* হান[ি] নিক্ষেপ করলি। 'শর হানিলি মোর প্রাণে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **হানিলে[ক]** ১ *ক্রি* নিক্ষেপ করলো। 'পঞ্চবাণ হানিলেক চান্দর শরীরে।' *বিজ[য়]*, ১৬৫০। ২ *ক্রি* আঘাত করলো। 'অকস্মাৎ কেহ যেন হানিলে[ক] খাঁড়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হানুক** *ক্রি* আক্রমণ করুক। 'এক বা[...] সকলে হানুক হাজার খর্গ ধরি।' *সুলতান*, ১৭০০। **হানে** ১ *ক্রি* [...] করে; আঘাত করে। 'আতিশয় মোর মন হানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। [২] *ক্রি* মারে। 'যে যারে পালোটে পায় হাঁ করিয়া একা চোট হানে[।]' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হানা[৩] [স হন্>] ১ *বি* হামলা। 'পশ্চিম দুয়ারে দিল হানা।' *মুকু[ন্দ]*, ১৬০০। ২ *বি* আঘাত। 'ঢাল ঝুলায়ে মাজার সাথে ধালে ধা[...] মারল হানা।' *জসীম*, ১৯২৯। ৩ *বিণ* অপদেবতা দ্বারা আক্রান্ত [...] অধিকৃত। 'হিয়াখানি তার হানা বাড়ি সম।' *জসীম*, ১৯৩১।

হানাদার [হানা+ফা দার] *বিণ* আক্রমণকারী। 'ভারতীয় হানাদারদে[র] মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৫; 'বাঙলাদেশের মাটি[তে] হানাদার বাহিনীর আয়ু এখন শেষ হয়ে গেছে।' *সাপ্তাহিক বাং[লা]*, ১৯৭১।

হানাদারী *বিণ* অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে এমন। 'গোপনে লাঞ্ছি[ত] হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হানা-দেওয়া *বিণ* হানা দেয় এমন। 'দৈত্য দানোর হানা-দেও[য়া] ঘোর গর্জ্জনে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

হানাপাঞ্চ করা *ক্রি* মারামারি করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হানাবাড়ি *বি* ভূত প্রেত অপদেবতার আশ্রয়স্থল। 'হানাবাড়ির আঁ[...] লেপ্টে ছিলো।' *শামসুর*, ১৯৭২।

হানাহানি [স হন্>] ১ *বিণ* খুনখারাবি। 'একবার করিয়া শাহা দে[...] হানাহানি।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* পরস্পর তর্ক-বিতর্ক। 'প্রকাশই[...] চিন্তারাশি করিছে হানাহানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হানাফি, হানাফী [আ হানিফাহ] *বিণ* ইমাম আবুহানিফার মতানুস[ারী] মুসলিম সুন্নি সম্প্রদায়বিশেষ। 'মুসলমান – শিয়া, সুন্নী, হানা[ফী] সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

হানিফি, হানিফী, হানেফী, হানফী [আ হানিফাহ] *বি* ইমাম [...]

হানিফার মত। 'আমার মতে (হানিফি) হালালও বলিতে পারি না, স্পষ্ট হারামও বলিতে পারি না।' *মশাররফ*, ১৮৮৯; 'বঙ্গদেশে হানিফী ও মোহাম্মদীর মধ্যে ... বিবাদ বিসম্বাদ ছিল।' *হোলতান*, ১৮৯৩; 'মজহাব চতুষ্টয় হানেফী, শাফী, মালেকী, হাম্বালী।' *প্রচারক*, ১৮৯৯। 'হানফী, ওহাবী, লা-মাজহাবীর তখনও মেটেনি গোল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হানি [স] **১** *বি* ক্ষতি। 'আদরে মোরা হানি গএ ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বি* হত্যা। 'বোলে মন্ত্রে ব্যাঘ্র আনি মোর পুত্র কৈল হানি।' *সুলতান*, ১৭০০।

হানিজনক [স] *বিণ* ক্ষতিকর। 'রচনার পারিপাট্যের জন্য বিশেষ হানিজনক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হানী [স হানি] *বি* নাশ। 'সিংহ হস্তে হানী ভেদিল মেদিনী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হানিমুন [ই] *বি* নবদম্পতি একান্তে সময় যাপন; মধুচন্দ্রিমা। 'দুদিনের সংক্ষিপ্ত হানিমুন।' *মানিক*, ১৯৩৭।

হাপ *দ্র* **হাফ**

হাপদাপ *বি* এলোমেলো ছোটাছুটি। 'চারদিককার হুড়বাড় হাপদাপ অভিযোগ তিরস্কার।' *জীবন*, ১৯৩১।

হাপন *সর্ব* আপন। 'পোনারো বরিষ ওমরে হাপন রাজীবন্দীতে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

হাপর [স খর্পর] *বি* চুলায় হাওয়া দেওয়ার জন্য নলযুক্ত চামড়ার তৈরি থলি। 'তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামামদিস্তে পড়ে রয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হাপরে-বাজনা *বি* হাপরের বাজনা। 'ফুসফুস যেন হাপর, আর কান্না যেন হাপরে-বাজনা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

হাপা[১] [ধ্বন্যা] *বি* জন্তুবিশেষ। 'অই ডাকে কানকাটা হাপা।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাপা[২], **হাপানো** [ধ্বন্যা] *ক্রি* জোরে শ্বাস নেওয়া। **হাপাইতে** *ক্রি* দ্রুত শ্বাস গ্রহণ করতে। *মানোএল*, ১৭৪৩। **হাপাইয়া** *ক্রি* হাঁপিয়ে। 'কবি কৃষ্ণরাম কয় হাপাইয়া প্রাণ যায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাপিত্যেশ *বি* লোভের আকাঙ্ক্ষা। 'তারাও সব হা পিত্যেশ করে তীর্থের কাকের মতো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হাপু [ধ্বন্যা] *বি* প্রমাদ। 'এত কেন ভাব হাপু আমি হাট বাজার করিব।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাপুতির বাছা *বি* অপুত্রক নারীর সন্তান। 'হেদে হেদে হেদে ওরে হাপুতির বাছা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হাপুর হুপুর [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* তাড়াহুড়া ক'রে। 'লালন ফকির পায় না ফিকির হাপুর হুপুর ভুঁই বোনে।' *লালন*, ১৮৯০।

হাপুশ হুপুশ, হাপুস হুপুস [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত খাওয়ার ভাবব্যঞ্জক শব্দ। 'হাপুশ হুপুশ শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ, পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'গাপুস গুপুস একলাই খাও হাপুস হুপুস।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাপুস [ধ্বন্যা] *বিণ* সজল। **হাপুস নয়ন** *বি* সজল চোখ। 'বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হাপুষ [স সবাষ্প] *বিণ* অশ্রুপূর্ণ। 'হাপুষ নয়নে কাঁদতে লাগলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হাপুস হুপুস *দ্র* **হাপুশ হুপুশ**

হাফ [ই] *বিণ* অর্ধেক। 'হাফ খ্রীষ্টিয়ান হাফ হিন্দু।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

হাপ [ই হাফ] *বিণ* অর্ধেক। 'হাপ বজরা ভাড়া করিয়া স্নানযাত্রা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হাপ আকড়াই [ই হাফ+আখড়াই] *বি* উনিশ শতকের গোড়ায় সৃষ্ট রাগপ্রধান টপ্পা গানের অনুরূপ গানবিশেষ; হাফ-আখড়াই। 'হাপ আকড়ায়ের দোয়ার, গুলি গার্ডনের মেম্বরই অধিক।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **আখড়াই**

হাপকাষ্ট [ই হাফ+ই কাস্ট] *বি* হীন জাতের। 'হাপকাষ্ট গায়ক বেটা, অতি ঠেঁটা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হাফ-আখড়াই [ই হাফ+আখড়াই] *বি* উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সৃষ্ট রাগপ্রধান টপ্পা চালের গানবিশেষ। 'কবি, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই প্রভৃতিতে প্রধানতঃ পৌরাণিক ঘটনাদি ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

হাফটাইম [ই] *বি* মধ্যবিরতি। 'হাফ টাইমের সময় আইসক্রিম খেলে।' *জীবন*, ১৯৩২।

হাফটিকিট [ই] *বি* অর্ধেক ভাড়ার টিকিট। 'হাফটিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হাফ নেতা [ই হাফ+স নেতা] *বি* ছোটোখাটো নেতা। 'প্রায় 'হাফ' নেতা হয়ে উঠেছিস।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাফপ্যান্ট [ই] *বি* খাটো প্যান্ট বা ট্রাউজার। 'খাকির হাফপ্যান্ট।' *জীবন*, ১৯৩২; 'হাফ-প্যান্টপরা, চলনে কেজো লোকের দাপট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হাফ বয়েল [ই] *বিণ* অর্ধসিদ্ধ। 'দুটো হাফ বয়েল ডিম।' *জীবন*, ১৯৩১।

হাফশার্ট, হাফসার্ট [ই] *বি* কনুইয়ের উপর পর্যন্ত হাতাওয়ালা জামা। 'কালি-ঝুলি মাখা এই হাফশার্ট পরনে।' *মানিক*, ১৯৪৭; 'শুধু একটা ছিটের হাফসার্ট গায়ে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

হাফসোল [ই] *বি* জুতার অতিরিক্ত তলা। 'হাফসোল লাগানোর খরচা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হাফতা [ফা হপ্তা] *বি* সপ্তাহ। 'নোতুন যুগের সূচনা হবে তার আরও দুটো হাফতা বাকী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাফেজ [আ] *বি* সম্পূর্ণ কোরান মুখস্থ করেছে যে। 'আমাদের হাফেজ সাহেব হার মেনে যায় তোর কাছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাফেজা [আ হাফিজ>] *বিণ স্ত্রী* কোরান মুখস্থকারী। 'দুহিতাকে হাফেজা করিতে চেষ্টা করেন।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

হাফীনামা [ফা] *বি* অঙ্গীকার। **হাফীনামা পত্র** *বি* অঙ্গীকারপত্র। 'এতাদর্থে হাফীনামা পত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

হাবজা-গোবজা *বিণ* তুচ্ছ। 'চারধারে জিনিসপত্র হাবজা-গোবজা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

হাবড় *বি* অধিক নরম জলকাদা। 'নীলগাই হাবড়ে পড়িয়া পুঁতিয়া রহিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হাবড়া [স অধর্ব] *বিণ* অকর্মণ্য। 'আমাকে বুড়োহাবড়া বলেছিস।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২; 'তোকেও একটা বুড়ো হাবড়া বর জুটিয়ে দিয়ে 'নেকা' দিয়ে দেব।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাবভাব [স হাব>] **১** *বি* ছলাকলা। 'হাব ভাব দেখে তার কেহ দুগ্ধ লয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বি* ইঙ্গিত। 'বাবুদিগের সহিত যে প্রকার তিনি

হাবভাব কটাক্ষ করিতেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ *বি* স্বভাব। 'অব্যবসায়ী জানে যেটা জানা নিতান্তই সহজ, অর্থাৎ হাবভাব, চালচলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৪ *বি* আচরণ। 'শরম-সঙ্কুচিত হাবভাব।' *ইসলাম*, ১৯২২; 'তবু তার হাব-ভাব যেন কেমন।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

হাবলা [ফা আবলাহ্] *বিণ* নির্বোধ। 'তিনি হাবলার মত অনেক কাজ করেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

হাবলি [আ হবালী] *বি* গৃহ। 'সায়েরে গিয়েচে স্বামী হাবলি আঁধার করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাবশি, হাবশী, হাবষি [আ হবশী] ১ *বিণ* আবিসিনিয়া থেকে বঙ্গদেশে আনা কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক সম্প্রদায়। 'উজবক কজ্জলবাস হাবশী জল্লাদ।' *ভারত*, ১৭৬০; 'যমদূতের মতো হাবশি দেবদূতের মতো সাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হাবসি, হাবসী [আ হবশী] আবিসিনিয়া থেকে বঙ্গদেশে আনা কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক সম্প্রদায়। 'আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রুমী খোরাসানী উজবেকী সকল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হাবসিখানা [আ হবশী+ফা খানাহ্] *বি* বন্দীঘর। 'দিলেক হাবসিখানা অন্ন জল কৈল মানা।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাবেশী [আ হবশী] *বি* আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতিবিশেষ। 'দুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হাবা [ফা আবলাহ্] ১ *বিণ* গোবেচারা। 'চাসা হাবা হইয়া উস্‌উস্ করিতে লাগিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিণ* অতিশয় নির্বোধ। 'তোর মত হাবা মেয়ে না দেখি কলিতে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হাবাগঙ্গারাম *বিণ* বোকা ও মুখচোরা। 'হাবাগঙ্গারাম হবার অধিকার ক্লারার আছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাবা-গোবা ১ *বিণ* বোকা। 'কেউ হাবা-গোবা, কেউ দুষ্ট।' *হাই*, ১৯৫৬। ২ *বিণ* বোকা ও মুখচোরা। 'হাবাগোবার মতো একবার ভিখারিনীর দিকে, আরেকবার জজের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

হাবারাম *বি* বোকা। 'আস্ত হাবারামের পলিটিক্স।' *পাশা*, ১৯৭১।

হাবাত, হাবাৎ [হা+ভাত] ১ *বি* হতভাগ্য। 'আজি হৈতে কসে নারী হইল হাবাত।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অন্নসংস্থানহীন ব্যক্তি। 'নচেৎ প্রায় মূলে হাবাৎ হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭; 'হাবাতের হাতে যায় অভাগীর প্রাণ।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হাবাতে *বিণ* হতভাগ্য। 'আমি বড় হাবাতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

হাবাৎকুড়ে *বিণ* নিরন্ন ও অলস। 'হ্যাঁরা হাবাৎকুড়ে, হতোচ্ছাড়া, একচকো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাবাল [আ হাওয়ালা] *বি* জিম্মা। 'ভাল ভাল বলি রায় নাজীরের হাবালে করিল।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাবিজাবি ১ *বিণ* আজেবাজে। 'হাবিজাবি কতগুলো কী খাবার এনে দিলেন।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* অর্থহীন কথাবার্তা। 'কত কি হাবিজাবি বলে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

হাবিয়া [আ] *বি* ইসলামি ধর্মমতে দোজখ বা নরকবিশেষ। 'আমার জন্য হাবিয়া নরকদ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ।' *নজরুল*, ১৯২২।

হাবিলদার [আ হাওয়ালা+ফা দার] *বি* সিপাহিদের প্রধান। 'আজ আমি 'হাবিলদার' হলুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

হাবিলাষ [স অভিলাষ] *বি* অভিলাষ। 'বৃদ্ধ করে হাবিলাষ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হাবিলাষ রহা *ক্রি* কামনা থাকা। 'হাবিলাষ রহিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাবুজখানা [আ হাবস+স খানাহ্] *বি* কারাগার। 'সে এখন হাবুজখানায় আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

হাবুডুবু [ধন্যা] *বিণ* নাস্তানাবুদ। 'হাবুডুবু হবু-রাজ্য নড়িচড়ি উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাবুডুবু খাওয়া *ক্রি* বিপদে পড়া; নাস্তানাবুদ হওয়া। 'প্রেম তরঙ্গে মগ্ন করিবা যাহাতে খাবু হাবুডুবু খাইয়া ভেবাচেকা হইয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'পণ্ডিতমহাশয়ের শান্ত স্থূল দেহ কালীঘাটের ভিড়ের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'খুব একচোট হাবুডুবু খাইবার আশঙ্কা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হাবেলি, হাবেলী [ফা] ১ *বি* অট্টালিকা। 'বানাও হাবেলী তার ঘরের কেনারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* বাসস্থান। 'হাবেলির দিকে দমবন্ধ করে ছুট দিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

হাবেশী *দ্র* **হাবশি**

হাব্যাস [আ হাউস] *বি* ব্যাকুল অভিলাষ। 'কান্দে নকুল সুত দারার হাব্যাসে/ সবংশে মজিলাও মাতা তোমার আশ্বাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাব্যাষ *বি* কামনা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাভা [হি] *বি* হাওয়া; খ্রিস্টীয় ও ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী আদিমাতা। 'আদিমাতা হাভা (Eve) জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণ করিয়াছিলেন ...।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

হাভাত *বি* অভাগা। 'হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

হাভাত করা *ক্রি* পণ্ড করা। 'আইডিয়াটাকে মূলে হাভাত করে দিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

হাভাতে *বিণ* ভাতের জন্য হাহাকার করে এমন। 'আর হাড়হাভাতে ও হাভাতে তো সবাই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাভানা [হি] *বিণ* কিউবার হাভানায় তৈরি। 'হাভানা চুরোট খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাম[১] [স অহম্] *সর্ব* আমি। 'কেমনে মিলব হাম মাধব সাথ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'হাম সে অবলা হৃদয় অখলা।' *দ্বিজচণ্ডী*, ১৬০০।

হামবড়া *বিণ* আমি বড়ো – এমন ভাবসম্পন্ন। 'হামেশা ফুকারি ফিরে হামবড়া চাঁই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

হামবড়ামি *বি* নিজেই সর্বেসর্বা – এমন ভাব; আত্মম্ভরিতা। 'আমরা ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা, গোঁড়ামি আর হামবড়ামি ... গোপন করতে শিখি।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

হাম্বড়া *বিণ* আমি বড়ো – এই ভাবযুক্ত। 'আপনারে সব চেয়ে হাম্বড়া জেনে ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

হাম্বড়াই *বিণ* আমি বড়ো – এই ভাবযুক্ত। 'দোকানী আরেক দফা হাম্বড়াই আত্মম্ভরিতার মৃদু হাসি হেসে বললে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাম্বাই *বিণ* আমিই সর্বাপেক্ষা বড়ো – এমন ভাবওয়ালা। 'আপন হাম্বাইয়ের দম্ভে-ভরা একটুখানি আলগোছে-থাকা ইংরেজ।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাম[২] [আ হুম্মা] *বি* জ্বরের সঙ্গে এক রকমের চামড়ার রোগ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। 'বালকবালিকাদের যেমন হাম হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

াম[3] [ধ্বন্যা] দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'আমাকে মুঠো ক'রে ধ'রে টল্‌মলে মাথাটা নিয়ে হাম ক'রে খেতে আসত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

াম[4] [ফা] সমান; সম-। **হামছায়া** [ফা] *বি* প্রতিবেশী। 'সাক্ষী হামছায়াগণের বাচনিক জবানবন্দীতে ...।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হামজোলফ [ফা] *বি* ভায়রা-ভাই। 'আমার হামজোলফ খোদাবক্স ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হামদম [ফা] *বি* বন্ধু; সখা। 'নকিব হরদম হাঁকায় হামদম – পথিক! দূরপথ গাঁঠরি তুল ফের!' *নজরুল*, ১৯৩৯।

হামদরদি, হামদরদী [ফা] *বি* সমবেদনা। 'যে হামদরদী ও স্বার্থহীন সেবার পরিচয় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হামদর্দ [ফা] *বি* সম্পর্ক; বন্ধুত্ব। 'জমিয়ত, আঞ্জুমন, লীগ ... প্রভৃতির সঙ্গে হামদর্দ রাখ।' *রওশন*, ১৯২৫।

ামবাগ, হাম্বাগ [ই] *বি* প্রতারক। 'আমাদের শিক্ষিত হামবাগের দল।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'অমিত হাম্বাগটা না ফেরে কলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ামরা [ফা হামরাহা] *বি* সঙ্গী। 'সঙ্গে চারিজন ব্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা বাঁকা হামরা চলিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হামরাও [ফা হামরাহা] *ক্রিবিণ* সহকারে। 'কল্য ফেরত কাপড়ের চিঠী প্যাদা হামরাও পাঠান গীয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

হামরাহি [ফা হামরাহা] *বিণ* সঙ্গে থাকে এমন। 'তখন হামরাহি পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

ামলা [আ] *বি* আক্রমণ। 'স্কুলে হামলা সম্পর্কে সংবাদ পাঠ করে আশ্চর্যান্বিত হলাম।' *বেগম*, ১৯৪৮।

হামলাকারী [আ হামলা+স কারী] *বি* আক্রমণ করে যে। 'পাকিস্তান হামলাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে নাই বলিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

হামলাদার [আ হামলা+ফা দার] *বি* হামলাকারী। 'পশ্চিম পাকিস্তানী হামলাদাররা ... নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

ামলান, হামলানো [স হম্বা] **১** *ক্রি* গোরুর হাম্বারব করা। 'হামলান গোরুর।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বাছুর হারাইয়া যেন হামলায় গোধন।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* উটের ডাক। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৩** *ক্রি* গর্জন করা। 'ধার-চকচকে থাবা দেখছ না হামলায়।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

হামুলান [স হম্বা] *বি* গোরুর হাম্বারব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ামা *বি* হাত ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চলন। 'রবি মামা দেয় হামা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হামাকুড়ি, হামাগুড়ি *বি* দুই হাত দুই জানুর উপর দিয়ে চলা। 'হামাকুড়ি দিয়া জাএ হাসিয়া হাসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০; 'দশমাসে ধায় বালা দিয়া হামাগুড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হামা দেওয়া *ক্রি* দুই হাত হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চলা। 'হামা দিয়ে চলে যেন তাড়কা খুড়ি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ামানদিস্তা [ফা] *বি* কোনো কিছু থেতো করার যন্ত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'হামানদিস্তা ১ এক।' *মেয়র্স*, ১৭৬২।

হামামদিস্তে [ফা হামানদিস্তা] *বি* হামানদিস্তা। 'তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামামদিস্তে পড়ে রয়েচে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ামাম [আ] **১** *বি* হস্ত প্রক্ষালন; স্নান। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* স্নানাগার। 'বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাবজলের ফোয়ারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হাম্মাম [আ হামাম] *বি* স্নানাগার। 'হাম্মামে প্রবেশে কত জন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হামার [ফা অনবর] *বি* শস্যাগার। 'ধান চালু সরিসাতে পুরিবে হামার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হামারা *সর্ব* আমার। 'শালা চোট্টা তোমারা ওয়াস্তে দৌউড়কে হামারা জান গিয়া।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হামারি *সর্ব* আমার। 'উতারে কাঁচলি, হার ছিঁড়এ হামারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হামাল [আ] *বি* গর্ভ। *ভবানী*, ১৮২৩। *দ্র* **হামেল**

হামাশা [ফা হামীশাহ্] *ক্রিবিণ* সবসময়ে। 'খোঁপা আর এলোচুলে বিবাদ হামাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হামি [ধ্বন্যা] *বি* হাই। 'ঘন ঘন হামি এড়ে অঙ্গ ভারী করে।' *সুলতান*, ১৭০০।

হামী [আ] *বি* মাপার এককবিশেষ। 'সুবর্ণ রজত দিমু দশ হামী আনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

হামু *বি* হামাগুড়ি। 'ছাইপাঁশ কিছু দিয়া গাঁথা থলিয়া স্মৃতি চিহ্নের মত জোরে আঁটিয়া ধরিয়া, ইহারা হামু দিয়া চলিয়াছে।' *সবুজ*, ১৯২১।

হামেল [আ হামিলাহ্] **১** *ক্রিবিণ* গর্ভস্থিত হয়ে। 'সেই বিন্দু বুড়ির পেটে রহিল হামেল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* গর্ভবতী। 'মেজবৌ সাত মাসের হামেল।' *শওকত*, ১৯৭২। *দ্র* **হামাল**

হামেলা [আ হামিলাহ্] *বিণ* গর্ভবতী। 'সফুরা বিবি হামেলা ছিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

হামেশা, হামেসা [ফা] **১** *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'হামেশা বান্ধিনু জীন বাঘের পিঠেতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বিণ* চিরস্থায়ী। 'দুনিয়া হামেসা কার হইয়াছে কখন।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হামেশক্ষণ [ফা হামেশা+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'কোথা বস্তু কোথায় সে ধন চৌকি পাহারা দেয় হামেশক্ষণ।' *লালন*, ১৮৯০।

হামেস *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'হামেস রুজু থাকিয়া জওাল সওাল করিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮১।

হামেস গির *ক্রিবিণ* সব সময়ের। 'না পচন্দকাজের মহকুম হামেস গির জন্যে লিখিতেছি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

হামেহাল [ফা হামা+আ হাল] *ক্রিবিণ* সর্বদা। 'জমিনে পড়িয়া সেজদা করে হামেহাল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হাম্‌দ [আ] *বি* আল্লাহর প্রশংসাসূচক গান। *আলাওল*, ১৬৮০।

হাম্বা [ধ্বন্যা] *বি* গোরুর ডাক। 'গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হাম্বাগ *দ্র* **হামবাগ**

হাম্বালী [আ] *বি* (ইসলাম) আবু হাম্বল প্রবর্তিত মতবিশেষ। 'মজহাব চতুষ্টয় হানেফী, শাফী, মালেকী, হাম্বালী।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

হাম্বী, হাম্ভী [স জৃম্ভন] *বি* হাই। 'সঘন ছাড়িল রাধা হাম্বী আপার।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শ্রমের কারণে হাম্ভী হৈল ঘন ঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাম্বীর [স] *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কেদার, হাম্বীর, বেহাগ – কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট।' *নজরুল*, ১৯২২।

হাম্মা [ধ্বন্যা] *বি* গরু। 'হস্তীর কাঁধে এসে যায়, হাম্মা দেখে ভয় পায়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

হায়[1]**, হায় হায়** [ধ্বন্যা] *অব্য* খেদ, অনুতাপ, শোক প্রভৃতিসূচক। 'শুনি প্রভু হায় হায় করিতে লাগিলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হাএ হাএ [ধ্বন্যা] *অব্য* শোকপ্রকাশক শব্দ। 'হাএ হাএ বুলি অনুশোচে সর্বজন।' *সুলতান*, ১৭০০।

হায় গো *অব্য* খেদ, দুঃখ নৈরাশ্য ইত্যাদি জ্ঞাপক। 'হায় গো রূপসী সরসীবালা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

হায়পস্তানি *বি* আফসোসসূচক পশ্চাত্তাপ। 'লোকটার মুখে একটু হায়পস্তানি শুনিয়াছ?' *মনসুর*, ১৯৫৩।

হায়[2] *অব্য* বহুবচনসূচক প্রত্যয়। 'তুমি ও নাএব ও আমলা হায় জে কেহ সরকারে মাহিনা পায় ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

হায়ওয়ান [আ] *বি* পশু। 'মানুষ বা ইনসান এবং হায়ওয়ানের পার্থক্য এইখানে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হায়দারি হাঁক, হায়দরী হাঁক *বি* হজরত আলির রণহুঙ্কার। 'মার হাঁক হায়দারি হাঁক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হায়ন [স] *বি* বছর। 'হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

হায়রান [আ হয়রান] *বিণ* বিব্রত। 'মাঝে পড়ে বস্‌রা গোলাপ হল লো হায়রান।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

হায়া [আ হায়া] *বি* লজ্জা। 'হাতিগুলোর হায়া আছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হায়াহীন [আ হায়া+স হীন] *বিণ* নির্লজ্জ। 'এ হায়াহীন ভ্রষ্টো তাঁহার কর্ম্ম।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

হায়াত [আ] *বি* আয়ু। 'মউত পৌছিল বুঝি নাহিক হায়াত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হায়াত মউত [আ] *বি* জীবন মরণ। 'হায়াত মউত দেখ কুদরত আল্লার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হায়াত-মওত [আ] *বি* জীবন-মৃত্যু। 'হায়াত-মওতের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই!' *নজরুল*, ১৯২৭।

হায়েনা [ই] *বি* হিংস্র জন্তুবিশেষ। 'অন্য দিকে দুটি হায়েনা।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হার[1] [স] **১** *বি* গলায় পরার মালা। 'কাটী লৈবোঁ সাতেসরী হারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* মালা। 'ন হর ন হর হরি হৃদয়ক হার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'নয়ান যুগলে স্রবে মুকুতার হার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হার-আবরণ [স] *বি* মালার আবরণ। 'জাহ্নবী তব হার-আবরণ দুলিছে বক্ষ'পর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হারগাঁথা [স হার>] *বিণ* হারের মতো গাঁথা থাকে এমন। 'মলাধারে, হার গাঁথা এক প্রকার কৃমি, কোন্ মাংসে জন্মিয়া থাকে?' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

হার-ছেঁড়া *বিণ* হার থেকে ছিঁড়ে পড়েছে এমন; হারচ্যুত। 'মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

হারমঞ্জরী [স] *বি* হারবিশেষ। 'তথিত উপর শোভে হারমঞ্জরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হারলতা [স] *বি* গলার হার। 'মনিমুক্তাযুতা, গলে হারলতা, উচ্চকুচ ভূষিতে হাসিছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হার[2] [স] *বি* দর। 'দেশের অধিকাংশ ভূমির হার বৃদ্ধি হইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

হারে *ক্রিবিণ* দর অনুযায়ী। 'খন্যে হইতে হারে মাপ্যা দিল ' টাকা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'খাজানা এক টাকা হারে পাট্টা ব লইয়াছিলাম।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

হার[3] [স] *বি* পরাজয়। 'আরজি পেশ না হইতেই শৈবলিনীর হার হই *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; 'তুমি যদি না হাস তবে তৎক্ষণাৎ হার মানিতে ' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

হারকাত *বি* খেলায় পরাজিত দল। 'গিন্নী ঠাকুরুণ হারকাত খেলতে বসেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

হারকেত *বি* খেলায় পরাজিত দল বা পক্ষ। 'পাশা খেলার কেতের মত ইংরেজরা ... সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন।' *হু* ১৮৬১।

হারজিত *বি* জয়-পরাজয়। 'বাজি রেখে হার-জিত খেলছে।' *র* ১৮৯৩।

হারন *বি* আত্মসমর্পণ। *ওর্সা*, ১৭৮৫। **হারন খাওয়া** *ক্রি* পরা হওয়া। 'হারন খাইতে।' *ওর্সা*, ১৭৮৫।

হার মানা *ক্রি* পরাজয় স্বীকার করা। 'এমন স্থলে হার ম ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হার-মানা *বিণ* হার হয়েছে এমন। 'আমার সেদিনকার সেই মানা অন্ধকার, আজ আমার সর্বাঙ্গে ধরেছে ঘিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩

হার স্বীকার করা *ক্রি* হার মানা। 'কিশোর মনের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত যে, পৌঢ়জনও হার স্বীকার করিবে।' *শওকত*, ১৯৫৮

হারপুন [ই] *বি* তিমি ও অন্যান্য বড়ো সামুদ্রিক প্রাণী শিকারের জন্য জাতের দড়ি-বাঁধা বর্শা। 'মৃত্যু চালায় সুনিপুণ হারপুন।' *শা* ১৯৭২।

হারমনি [ই] *বি* ঐকতান। 'বিলেতি সংগীতে হারমনি আছে, আম নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

হারমোনিয়াম [ই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট স হারমোনিয়াম ও পিয়ানো বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাটান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হার হাল [ফা হর+আ হাল] *ক্রিবিণ* যেকোনো অবস্থায়। 'খোদাতাল যাহা করেন হার হাল তাহাতে রাজি থাকা মানুষের উচিত।' *প্রচ* ১৯০৩।

হারা[1] [স হার>] *বি* হার। 'কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ তন বিগুতিল ছিঁড়ি সাতে হারা।'

হারা[2] [স হার>] *ক্রি* হারিয়ে ফেলা। 'রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারাআঁ** *ক্রি* হারিয়ে। 'রাধিকা হারাআঁ ব বুলে থানে থানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারাইঅ** *ক্রি* খুইয়ে ফেলো যাও সর্বথা তুহ্মি না হারাইঅ ধন।' *সুলতান*, ১৭০০। **হারাইআ** হারিয়ে। 'দুহিতা হারাইআ শোকে দগধে পরাণী।' *বাহরাম*, ১৬ **হারাইনু** *ক্রি* হারিয়েছি। 'ইহ পথে আসি মোএ হারাইনু বুদ্ধি।' ১৫৭০। **হারাইবে** *ক্রি* হারাবে। 'পরাক লাগিআঁ সে হারাইবে কানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারাইয়া** *ক্রি* হারিয়ে। 'বাছুর হারাইয়া হাম্বায় গোধন।' *গরীব*, ১৭৬৫। **হারাইল** *ক্রি* হারিয়ে ফেলা 'পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হার** *ক্রি* হারালে। 'পূর্ব্বে পোড়াইল হর হারাইলা পঞ্চশর।' *রামপ্র* ১৭৮০। **হারাইলাঙ** *ক্রি* হারালাম। 'লাভের কারণে আস্যা হারা মূল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **হারাইলুঁ** *ক্রি* নিজেকে হারালাম। 'প্রেম

হারাইলুঁ তোহ্মাকে দেখিয়া।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হারাইলুম** *ক্রি* হারালাম। 'হেলায় হারাইলুম বনমালী পড়িয়া স্বপ্নেরে নাথ।' *মর্তুজা*, ১৭৫০। **হারাইলেঁ** *ক্রি* হারিয়ে ফেললে। 'কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ববাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারাইলোঁ** *ক্রি* হারালাম। 'ছান্দের দড়ি সবই হারাইলোঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারাএ** *ক্রি* হারায়। 'নিজ দোষে পরাণ হারাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারানু** *ক্রি* হারালাম। 'কড়ছের রত্ন মুঞি হারানু গোপালে।' *মালাধর*, ১৫০০। **হারাবা** *ক্রি* হারাবে। 'লালন বলে বিচারকালে সকলে ফিকির হারাবা।' *লালন*, ১৮৯০। **হারায়্যি** *ক্রি* হারাতে হয়। 'লাজে হারায়্যি কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারায়িএ** *ক্রি* হারায়। 'লাজে সি হারায়িএ কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারায়িবি** *ক্রি* হারাবি। 'আবিচারে হারায়িবি পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারায়িল** *ক্রি* হারালো। 'হারায়িল সকল বুধী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারায়িলা** *ক্রি* হারালে। 'শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারায়িলাঁ** *ক্রি* হারালে। 'হারায়িলাঁ কাহ্নের লাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হারালি** *ক্রি* স্খলন ঘটালি। 'সে ধন এখন হারালি রে মন এমনি তোর কপাল ব'দফা।' *লালন*, ১৮৯০। **হারালুঁ** *ক্রি* হারালাম। 'হারালুঁ দু'কূল হইলুঁ আকুল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হারাল্য** *ক্রি* হারালো। 'অপবিত্রে ধরিয়া প্রেসেন হারাল্য পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হারাইঁ** *ক্রি* হারিয়েছি। 'কড়ছের রত্ন মুঞি হারাইঁ গোপালে।' *মালাধর*, ১৫০০। **হারি** *ক্রি* খুইয়ে ফেলবে। 'খেলিমু কপট সারি সে জাইব সর্ব্বস্ব হারি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হারিয়াছে** *ক্রি* হারিয়েছে। 'এ কারন আমার জিনিষ হারিয়াছে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হারানো [স হার>] **১** *ক্রি* ঠকানো। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *ক্রি* খোয়া যাওয়া। *ক্যালগে*, ১৭৮৭; 'একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* বিস্মৃত। 'কত-না পুরানো কথা, কত-না হারানো গান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **৪** *ক্রি* ছাড়িয়ে যাওয়া। 'আমার হিয়াখানি হারালো সীমা বিপুল হরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

হারিয়ে যাওয়া **১** *ক্রি* নিখোঁজ হওয়া। 'চাঁদের চরণে মরিতে গিয়া মেঘেতে হারায়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* হারিয়ে গেছে এমন। 'মৌনপারাবারের তলে হারিয়ে-যাওয়া কথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হারা[৩] [স হার>] *ক্রি* পরাজিত হওয়া। **হারি** **১** *ক্রি* পরাজিত হই। 'এ কথায় তোমারে সে আজি আমি হারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* হেরে। 'কতবার জুদ্ধে হারি পলাইছ গোয়াল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হারিয়া** *ক্রি* হেরে গিয়ে। 'হারিয়া পলায় নিশি দেখা নাহি দিনে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হারিল** *ক্রি* হেরে গেলো। 'পশ্চাতে হারিল নিজ দোষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **হার্য্যাছি** *ক্রি* হেরেছি। 'অনেক হার্য্যাছি গো জিন্যাছি একবার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হারা[৪] **১** *বিণ* হারিয়ে গেছে এমন। 'হারাধন যেন পুনহি মিলল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বিণ* নিঃশেষিত। 'আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া আপনি হইলি হারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৩** *বিণ* বিলীন। 'আকাশের মাঝে হয় হারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **৪** *বিণ* শূন্য। 'হারা গাত্রবস্ত্র ডাকঘরে শুয়ে আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৫** *বিণ* হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'আঁধারে পথ হয়-যে হারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হারাই হারাই *বিণ* যেকোনো মুহূর্তে হারিয়ে যাবে এমন। 'হারাই হারাই সদা হয় ভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হারাধন [হারা+স ধন] *বি* হারানো সম্পদ। 'হারাধন যেন পুনহি মিলল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

হারানিধি [হারা+স নিধি] *বি* হারানো ধন। 'পরমেশ্বরের কৃপায়, আর এই যোগীবরের প্রসাদে অদ্য হারানিধি প্রাপ্ত হইলাম।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হারানিয়া [স হার>] *বিণ* প্রেমিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হারাকিরি [জা] *বি* ছুরি দিয়ে পেট কেটে আত্মহত্যা। 'যমুনা-ব্রিজের তলের মরীচিকায় দেখেছিলে হারাকিরি।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

হারাপ্পা *বি* প্রাচীন নগরসভ্যতা বিশেষ। 'ওধারে মহেঞ্জদারো, হারাপ্পা ইতিহাসকে টেনে ফেললে ...।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

হারাম [আ] **১** *বিণ* ইসলাম ধর্মমতে অবৈধ। 'যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে/ হারাম হারাম বলি কহে নামাভাসে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* শূকর। 'কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

হারামখোর [আ হারাম+ফা খোর] *বি* (গালিবিশেষ) নিষিদ্ধ-খাদ্য ভক্ষণকারী। 'বান্দি বাচ্চা বদবক্ত ওরে হারামখোর।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হারামখোরি [আ হারাম+ফা খোর>] *বি* নিষিদ্ধ-খাদ্য খাওয়ার কাজ। 'হারামখোরিতে পয়সা বানিয়ে এত স্পর্ধা হয়েছে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

হারামজাদ [আ হারাম+ফা জাদাহ্] **১** *বি* (গালিবিশেষ) অবৈধভাবে জন্ম। 'হারামজাদ খানেখারাপ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। 'দূর হও হারামজাদ সুমুখ হইতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* বদমায়েশ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হারামজাদকী, হারামজাদগী [আ হারাম+ফা জাদাহ্>] *বি* বদমায়েশি। 'হারামজাদগী করে বেচিয়া তঙ্কা ছাওয়াল লইবেক।' *মেয়ার্স*, ১৭৫৮। 'এঁরা এক এক জন হারামজাদকী ও বজ্জাতীর প্রতিমূর্ত্তি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হারামজাদা [আ হারাম+ফা জাদাহ্] *বি* (গালিবিশেষ) অবৈধভাবে জাত। 'শিয়ালজাতি হারামজাদা জান।' *গোলোক*, ১৮০১; 'এবেটা হারামজাদা লোকের জাতি মজাইতে আসিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হারামজাদি, হারামজাদী [আ হারাম+ফা জাদাহ্>] *বি স্ত্রী* (গালিবিশেষ) বেজন্মা। 'কুটনি হারামজাদি ইহা কার বল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০; 'সাধী হারামজাদী ... করিতে চায় ছাড়াছাড়ি।' *ভারত*, ১৭৬০।

হারাম-বাঁধা [আ হারাম+বাঁধা] *বিণ* অবৈধ। 'হারাম-বাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হারামি [আ হারাম>] **১** *বি* দেশদ্রোহিতা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* (গালিবিশেষ) অবৈধভাবে জন্ম যার। 'হারামির পোলারে কাইটা দরিয়ায় দিলা না ক্যান?' *মানিক*, ১৯৩৬।

হারামিপনা [আ হারাম>+পনা] *বি* অমানুষের কাজ। 'সেরেফ ওটা হারামিপনা।' *পাশা*, ১৯৭১।

হারামি মউত, হারামি মওত [আ হারাম>+আ মওত] *বি* আত্মহত্যা। 'আমি ওরকম হারামি মওতকে প্রাণ থেকে ঘৃণা করি।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'বিষ খেয়ে আমাকে হারামি মউত মরতে হয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হারামণি [স] *বি* হারানো মূল্যবান ধন। 'সেই-সব হারামণির অন্বেষণের জন্য ... দেশদেশান্তরে ঘুরতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

হারাহারি মতে *ক্রিবিণ* আনুপাতিক হারে। 'মুসলমানের সংখ্যা হারাহারি মতে বাঙ্গালার চেয়ে অনেক কম।' *এসলাম*, ১৯১৫।

হারি[১] [স হার] *বি* হার। 'গলে যে মোতিম হারি।' *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

হারি[২] [স হার] *বি* পরাজয়। 'মানুষ প্রকৃতির নিকট হারি মানিল।'

কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

হারিকেন [ই] *বি* ঝড়ে নেভে না এমন আলো। 'ধোঁওয়ায়-কালি-পড়া হারিকেন লণ্ঠন, বারান্দায় নিবো-নিবো শিখার গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

হারিদ্রা [স হরিদ্রা] *বিণ* হলদে। 'হারিদ্রা কামলা তারে ধরে ততক্ষণ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হারীত [স হরিত] *বি* শুকপাখি। 'বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

হারু [স হার] *বি* হার। 'ফনিপতি নহি উরে মুকুতা হারু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হারুয়া [স হার>] *বিণ* পরাজিত। 'হারুয়া রুত পশুগণ নিল সিংহের শরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হারেম [আ] *বি* অন্দরমহল। 'তিনি পঁচিশখানা বিয়ে করতে পারতেন, দুটো হারেম পুষতে পারতেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হারাম *বি* হারেম; অন্দরমহল। 'হারামের অন্ধকারে লক্ষ বাঁদী বেগমের মাঝে।' *জীবন*, ১৯৩০।

হারেমবন্ধ [আ হারেম+স বন্ধ] *বিণ* অন্তঃপুরে বন্দী। 'ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আর ওরিয়েন্টালিস্ট কনফারেন্সের ভিতর হারেমবন্ধ হলেন।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হারে রে রে [ধ্বন্যা] *বি* উল্লাসসূচক ধ্বনি। 'হারে রে রে রে রে, ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

হার্ট [ই] *বি* হৃদ্‌যন্ত্র। 'হার্টের উইকনেস থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

হার্টফেল [ই] *বি* হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া। 'হার্টফেল করার বড্ড ভয়।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হার্ট লাইন [ই] *বি* (জ্যোতিষ) হৃদয়রেখা। 'হার্ট লাইন তেলোর মধ্যিখানে এসে আচম্বিতে মরুপথে হারালো ধারা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হার্ট স্পেশালিস্ট [ই] *বিণ* হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ। 'হার্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ নাগের বাড়িতে পার্টি আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

হার্ডল [ই] *বি* বাধা স্থাপন-করা পথে দৌড়ের খেলাবিশেষ। 'ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ডল রেস খেলে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হার্ডল রেস [ই] *বি* বাধা দেওয়া পথে প্রতিযোগিতামূলক দৌড়। 'ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ডল রেস খেলে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হার্দিক [স] *বিণ* হৃদয়গত। 'সে-সব জায়গার সঙ্গে আমার ত কোনও হার্দিক সম্পর্ক নেই।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হার্দ্য [স] *বি* হৃদ্যতা। 'হার্দ্য করে হনুমান কহেন ডাকিয়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হার্নিয়া [ই] *বি* অণ্ডকোষ বৃদ্ধিজনিত রোগবিশেষ। 'ডাক্তার বলিলেন হার্নিয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হার্প [ই] *বি* অনেকটা সুরমণ্ডলীর মতো তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'হার্প বেয়ালা ম্যান্ডেলিন নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গানবাজনা জুড়ে দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হার্মনি [ই] **১** *বি* সম্মিলন। 'আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* সুর-সঙ্গতি। 'বড়ো সংগীতের হার্মনিতে যেমন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হার্মনিয়াম [ই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'কতদিন হার্মনিয়ামের রীডে নিপুণ আঙুল তন্ময় নাচেনি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

হার্মোনিয়ম, হার্ম্মোনিয়ম [ই] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'আপনাদিগের "পিয়ানো" "হার্ম্মোনিয়ম" প্রভৃতি যন্ত্র ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'শেল্‌ফে তার পড়বার বই, ছোটো হার্মোনিয়ম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হার্মোনিয়ামধারী [ই হার্মোনিয়ম+স ধারী] *বিণ* হার্মোনিয়ামওয়ালা। 'হার্মোনিয়ামধারী বন্যাসাহায্যকারীর দল, স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধায়িনীসভার সদস্যগণ ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

হার্মাদ [প] *বি* পর্তুগিজ জলদস্যু। 'দুষ্ট হার্মাদের সঙ্গে হই গেল দেখা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হার্মাদি [প] *বি* হারমাদের মতো কাজ। 'হার্মাদির ফলটা কি খুব তিতো লাগছে এখন?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

হার্মোনিয়ম, হার্ম্মোনিয়ম *দ্র* **হার্মনিয়াম**

হার্ষ [স হাস্য] *বি* হাসি। 'হার্ষ পরিহার্ষ করে কৃষ্ণ গোপনারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হাল¹ [স হল] *বি* লাঙল। 'মেদনি যোড়িলো হালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাল করা *ক্রি* লাঙল দিয়ে চাষ করা। 'সে আজ নিজেই হাল করিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হালচাষ *বি* চাষের কাজ। 'হালচাষ নিয়ে থাকতে খুব যদি খারাপ লাগে ...।' *শামসুল*, ১৯৬২।

হাল বলদ *বি* চাষের উপযোগী বলদ। 'হাল বলদ দিবে খুড়া দিবেছে বিছন-পুড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাল ভঞ্জন *বি* হাল চাষের উপর নির্ধারিত খাজনা। 'হাল ভঞ্জন – প্রত্যেক বৎসর মাটিতে নতুন হাল দিবার সময়।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

হালের খেত *বি* চাষের উপযোগী জমি। 'দাবাড়ের গরু হালের খেতে যে জোয়াল বহিয়া মরে।' *জসীম*, ১৯৩১।

হালের গরু *বি* লাঙল টানার কাজে ব্যবহৃত গোরু। 'হালের গরুরে নিলামে দিয়ে।' *জসীম*, ১৯৩১।

হাল² [আ] **১** *বি* নৌকা চালানোর এবং দিকনির্দেশক বড়ো বৈঠার মতো কাঠের হাতিয়ার। 'চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বি* জাহাজ চালানোর বা ঘোরানোর যন্ত্র। 'জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাল ছাড়া **১** *ক্রি* নিরাশ হওয়া। 'গোরা হাল ছেড়ে বেহাল হয়েছে।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *ক্রি* নিশ্চেষ্ট থাকা। 'হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি, ছুটি নে কাহারো পিছুতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **৩** *বিণ* হতাশাব্যঞ্জক। 'আজিকার এই হালছাড়া গা-ঢালা বসন্তের দিনের উপযুক্ত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হালছাড়া ভাবে *ক্রিবিণ* নিশ্চেষ্ট। 'স্রোতের টানে যে হালছাড়া ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেও পরাসক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হাল ধরা *ক্রি* পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া। 'হরসুন্দরী যখন হাল ছাড়িল, তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'বড়োই স্থির হইয়া হাল ধরা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হাল-ভাঙা *বিণ* হাল ভেঙে গেছে এমন। 'হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া

ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হাল ভাঙা *ক্রি* হাল ভেঙে যাওয়া। 'পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি, মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'অতিদূর সমুদ্রের পরে হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা।' *জীবন*, ১৯৪২।

হালে পানি পাওয়া *ক্রি* সাধ্যে কুলানো। 'অভিমান করতে গিয়ে দেখে হালে পানি পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'তখন আর তোমার বুদ্ধির হালে পানি পাবে না।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

হালি [আ হাল] *বি* নৌকার হাল ধরে যে। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হালে বসা *ক্রি* নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা। 'মাঝি, এবার বসো হালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হাল[3] [আ] ১ *বি* অবস্থা; দশা। 'চোর হইয়া কতকাল থাকিব এমন হাল ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* বর্তমান। 'এ কাপড় আইলে হাল বকয়া দুই সনের ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯। ৩ *বিণ* চলতি। 'হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হাল কায়দা *বি* চলতি রীতি; হালফ্যাশন। 'বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হালখাতা [আ হাল-খাতা] *বি* বর্তমান বছরের হিসাব। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হালগজ্জ *বিণ* সদ্য গজানো; ভুঁইফোড়। 'তুমি হালগজ্জ শেখ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হালচাল ১ *বি* ভাবভঙ্গি। 'বিদেশী হালচাল অভ্যেস করতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হচ্ছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বি* অবস্থা। 'কী হালচাল ছামাদ?' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

হাল-নাগাদ [আ হাল+আ লাগায়াত] *ক্রিবিণ* বর্তমান পর্যন্ত। 'হাল-নাগাদ সুদসুদ্ধ কাটিয়া লইতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হালপ্যাটার্ণ [আ হাল+ই প্যাটার্ন] *বি* চলতি নকশা। 'হালপ্যাটার্ণে তৈরি দোতালা বাড়িটার দিকে ইশারা করল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

হালফিল *বি* সাম্প্রতিক সময়। 'দেশভ্রমণ কিংবা হালফিলের কথা টুরিজম।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হালফ্যাশন, হালফ্যাশান, হাল ফেশান [আ হাল+ই ফ্যাশন] *বি* সাম্প্রতিক ঢং; সাম্প্রতিক জনপ্রিয় চাল। 'চকমেলানো বাড়ি হালফ্যাশনে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯০৫; 'বেণী জড়িয়েছে হাল ফেশানের খোঁপায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'আজকে তুমি শুকনো ডাঙায় হালফ্যাশানের কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হাল-ফ্যাশানদুরস্ত [আ হাল+ই ফ্যাশন+ফা দুরস্ত] *বিণ* চলতি ফ্যাশনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'তাছাড়া হাল-ফ্যাশানদুরস্ত মেয়ের ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

হাল-ফ্যাসান [আ হাল+ই ফ্যাশন] *বি* আধুনিক রীতি। 'কেউ এক জোড়া হাল-ফ্যাসানের জুতো দিতে চেয়েছিলেন কি না ...।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

হালবকেয়া, হালবকয়া [আ হাল+আ বাকী] *বিণ* বর্তমান কাল পর্যন্ত বাকি। 'হাল বকেয়া দুই সনের কাপড় লইয়া কলিকাতায় জাইব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২; 'হালবকয়া খাজানা মালগুজারি করিব।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হালশাহানা [আ হাল+আ শাহানা] *বি* কর-সংগ্রাহক। 'পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা ... তাগাদায় আসিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হালসন [আ হাল+ফা সন] *বি* বর্তমান বছর। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

হালসাল *বি* বর্তমান বছর। 'সংপ্রিতিক হালসালে মোকাম বর্দ্ধমানের ...।' *ওসাঁ*, ১৭৭৯।

হাল-হকিকৎ [আ হাল+আ হকিকত] *বি* প্রকৃত অবস্থা। 'সরকারকে তার হাল-হকিকৎ বাৎলান।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হাল[4] [ই] ১ *বি* দালান। 'বাটীর উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* মিলনায়তন; হল। 'পরীক্ষা অদ্য দশ ঘন্টা সময়ে হিন্দুকালেজের হালেতে হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

হালআল [আ হালাল] *বিণ* ইসলাম ধর্মসম্মত; হালাল। 'হালআল মোরগ জবাই করে খাসি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হালইকর [আ হালোয়া+ফা গর] *বি* ময়রা। 'হালইকরেরা মিষ্টান্ন পর্কান্ন বেচিতেছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

হালওয়াই [আ হালোয়া>] *বি* মিষ্টি প্রস্তুতকারী। 'কুমার, হালওয়াই, গোয়ালা।' *এসলাম*, ১৯১৯।

হালুইকার [আ হালোয়া+ফা গর] *বি* ময়রা। 'হালুইকাররা আসিয়া অস্থায়ী কাশের ঘর ...।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হালকা [আ হলকান] ১ *বিণ* ভারী নয় এমন; স্বল্পভারবিশিষ্ট। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* চঞ্চল। 'হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৩ *বিণ* রসিকতাপূর্ণ। 'হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ৪ *বিণ* চিন্তাশূন্য। 'সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হালকা করা ১ *ক্রি* বিষণ্ণতামুক্ত করা। 'বিনোদিনীকে হালকা করিতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *ক্রি* খালি করা। 'নিজের পকেট কিঞ্চিৎ হালকা করলেই ও উড়োগাড়িতে অনায়াসে ...।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

হালকা ভাষা *বি* সহজে বোঝা যায় এমন ভাষারীতি। 'হালকা ভাষাতেই বলা আমি উচিত বিবেচনা করি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হালকামি *বি* ছেলেমানুষি। 'হায়, এ হালকামি ছিল কোথায়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হাল্কা [আ হলকান] *বিণ* কম ওজনবিশিষ্ট। 'ছোটো বড়ো মাঝারি, হাল্কা এবং ভারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'অনেকগুলো জিনিষকে কমিয়ে এনে হাল্কা করে দিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হাল্কী [আ হলকান>] *বি* অস্থিরচিত্ততা। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হালট *বি* কাঁচা নিচু রাস্তা। 'তার পরেতে হালট গেছে একটু আঁকা-বাঁকা।' *জসীম*, ১৯২৭।

হালত, হালৎ [আ] *বি* অবস্থা। 'এ হালতে এক ব্যক্তি কি ততধিক ব্যক্তিদিগের অপরাধে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'আল্লা আমাগো হালৎ কি দ্যাখছেন না?' *শওকত*, ১৯৭২।

হালদার [আ হাওলা+ফা দার] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

হালা[1] [হি হিলনা] *ক্রি* কাঁপা। **হালএ** *ক্রি* কাঁপে; কম্পিত হয়। 'যমুনার ঢেউ দেখী হালএ পরাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হালিআঁ** *ক্রি* হেলে; ঢলে। 'পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হালে** *ক্রি* কাঁপে; কম্পিত হয়। 'ডঞে হালে বড়ায়ির আন্তরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হালা[2] [স তালক] *বি* আঁটি। 'আমা হাঁড়ি আমা সরা আড়াই হালা বেনা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

হালাক [আ] ১ *বিণ* হয়রান। 'হালাক করিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ *বি* হত্যা। 'হালাল না করি করে নাহক হালাক।' *ভারত*, ১৭৬০; 'নহে জরুজাত করে দিব হালাক করে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হালাক করা *ক্রি* হয়রান হওয়া। 'হালাক করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হালাকি *বি* প্রাণপণ চেষ্টা। 'হালাকিতে লারকাগণ পানির লাগিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হালাকালা [স হল>+স কল্ল>] *বিণ* মূর্খ ও বধির। 'আমি বুড়ো মানুষ, হালাকালা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

হালাৎ [আ হালত] *বি* অবস্থা। 'মকদ্দমার হালাৎ সকল বুঝাইয়া দেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হালাল [আ] ১ *বিণ* ইসলাম ধর্মমতে বৈধ। 'ঈশ্বর হালাল হৌক হারাম দূরিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* প্রতিদান। 'যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি।' *ভারত*, ১৭৬০।

হালালকর [আ হালাল+ফা গর] *বি* পশু জবাই করে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হালালী [আ হালাল>] *বিণ* ইসলাম ধর্মমতে বৈধ। 'হালালী বস্তুর অসীম গুণ।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

হালিম [ফা] *বি* এক ধরনের খাবার। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'চুলার ওপর রাখা শাহী হালিমের মস্ত ডেকচি।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

হালিমচান [ফা হালিম+স চন্দ্র] *বি* লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাইজভাণ্ডারী, সুরেশ্বরী, হালিমচান ... দলগুলি।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

হালিয়া [স হল>] ১ *বি* কৃষক। 'হালিয়া আনিয়া তবে ভিটাতে চাষ কৈল।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বিণ* হালচাষ করার উপযোগী। 'হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

হালুম [ধ্বনি] *বি* হুঙ্কার। 'কে জানে মা, হালুম করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

হালুয়া [আ হালওয়া] *বি* চিনি, দুধ, ঘি প্রভৃতি দিয়ে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ; মোহনভোগ। 'হালুয়া না হয় নাই হ'ল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

হালো [ধ্বন্যা] *অব্য* ওলো। 'কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।' *চর্যা ১৮*, ১২০০।

হাল্কা, হাল্কী দ্র হালকা

হাল্যে [স হল>] *বিণ* হালের। 'দুইটা হাল্যে গরু আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

হাল্লা [হি হল্লা] *বি* হট্টগোল। 'প্রজারা উন্মত্ত হইয়া হাল্লা করিয়া বেড়াইতেছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

হাল্লাক [আ হালাক] *বিণ* হয়রান। 'বাছা ডাকাডাকি করে হাল্লাক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হাল্লক [আ হালাক] *বিণ* পরিশ্রান্ত। 'অনর্থক হাল্লক হয়ে ফিরে যাবে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হাল্লো হাল্লো [ধ্বন্যা] *বি* শিয়ালের ডাক। 'মদ খেয়ে শিয়ালের মত হাল্লো হাল্লো করে ডাকতে থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হাশর [আ] *বি* ইসলামিমতে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান; কেয়ামত। 'যেন রোজ-হাশরের ময়দান, সব উন্মাদ সব ছুটে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হাশীল [আ হাসিল] *বি* শুল্ক। 'তাহার সকল জীনিষের দোহারা হাশীল লাগীবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৮।

হাষ [স হাস্য] *বি* হাসি। 'হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাষপাতাল দ্র **হাসপাতাল**

হাস[১] [স হাস্য] ১ *বি* হাসি। 'দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* আনন্দিত। 'সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হাসছলেঁ *ক্রিবিণ* হাসির ছলে। 'হাসছলেঁ কৈল মনহরিষ বিকাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাসপরিহাস *বি* ব্যঙ্গবিদ্রূপ। 'হাসপরিহাস কথা কন কুতূহলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাস লাস *বি* হাস্য-পরিহাস। 'হাস লাস সবে করি কস্তুরী চন্দন পুরি।' *সুলতান*, ১৭০০।

হাসন [স হাস্য] *বি* হাসা; হাস্যকরণ। 'ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হাস[২] *বি* পায়ের তলা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাসনাহেনা, হাসনুহানা [আ হাস-উ-নো-হানা] *বি* ছোটো আকারের সাদা রঙের সুগন্ধযুক্ত ফুলবিশেষ। 'চিত্ত-কুঁড়ি-হাসনাহেনা মৃত্যু-সাঁঝে ফুটল গো!' *নজরুল*, ১৯২৫; 'হাসনুহানা হেসে খুন।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হাসুনোহানা *বি* হাসনাহেনা; সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুলবিশেষ। 'হাসুনোহানা সুরভি করে, সন্ধ্যাতারা জ্বলে।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

হাস্নাহেনা *বি* হাসনাহেনা; সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুলবিশেষ। 'যেন হাস্নাহেনার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হাস্নুহানা *বি* হাসনাহেনা; সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুলবিশেষ। 'নেতিয়ে প'ল হাস্নুহানা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

হাস্নুহেনা *বি* হাসনাহেনা; সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুলবিশেষ। 'একপাশে দুটি হাস্নুহেনা গাছ আছে।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

হাসপাতাল [ই হসপিটাল] *বি* চিকিৎসালয়। 'হাসপাতালের রীত্যনুসারে তাহারদিগকে ঔষধ দেওয়া যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

হাঁসপাতাল [ই হসপিটাল] *বি* চিকিৎসালয়। 'তাঁহাকে, এক হাঁসপাতালে গিয়া, কিছু কাল থাকিতে হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'হাঁসপাতাল ও ডাক্তার খানা ইত্যাদি সকল স্থানই যথার্থ শিক্ষিত লোকের দ্বারা চালিত।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হাসপাতালী [ই হসপিটাল>] *বিণ* চিকিৎসালয়ের মতো। 'হেঁটে বেড়ানোর তকতকে হাসপাতালী করিডর পাচ্ছি।' *শামসুর*, ১৯৭০।

হাসপিটেল [ই হসপিটাল] *বি* হাসপাতাল। 'মহাশয় ফিবর হাসপিটেল স্থাপনার্থ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

হাষপাতাল [ই হসপিটাল] *বি* হাসপাতাল। 'জাহারা জানেরেল হাষপাতালে না জাইতে পারে।' *ক্যালগে*, ১৭৯৫।

হাস্পাতালি [ই হসপিটাল>] *বি* হাসপাতালের জন্য ধার্য চাঁদা। 'আনা হাস্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হাসমত [আ] *বি* মর্যাদা। 'বেগম করিয়া রাখো বাদশাই হাসমতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হাসর [আ] *বি* ইসলামিমতে শেষ বিচারের দিন। 'রোজ হাসরের ময়দানে এর তরে দেনাদারী হইবে কত!' *জসীম*, ১৯৩৩।

হাসলি [স হংস>] *বি* গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'নাকের বেসর আর গলার হাসলি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

হাসা[১] [স হাস্য] ১ *ক্রি* হাস্য করা। 'মনে মনে হাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২

ক্রি উজ্জ্বল হয়ে ওঠা। 'আকাশ হাসে শুভ্র কাশের আন্দোলনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **হাস** *ক্রি* হাসো। 'যৌবন গৌরবে হাস জ্ঞান নাই বুঝি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হাসএ** *ক্রি* হাসে। 'এথ শুনি রসুলে হাসএ মনে মনে।' *সুলতান*, ১৭০০। **হাসন্ত** *ক্রি* হাসছে। 'রথে ধনু থুইয়া হাসন্ত মোহারাম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হাসি** *ক্রি* হেসে। 'ব্রহ্মার বচন সুনি হাসি কয় চক্রপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হাসিআ** *ক্রি* হেসে। 'বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে ইসদ হাসিআ।' *মালাধর*, ১৫০০। **হাসিআঁ** *ক্রি* হেসে। 'হেন গুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাসিছে** *ক্রি* হাসছে। 'কেহ হাসিছে কেহ কান্দিছে কেহ খেলিছে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **হাসিঞাঁ** *ক্রি* হেসে। 'হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাসিব** *ক্রি* হাসবে। 'তুহ্মি রনে হারিলে হাসিব সর্ব্বজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হাসিবার** *ক্রি* উপহাস করতে। 'লোক সব শুনি মোরে পারে হাসিবার।' *সুলতান*, ১৭০০। **হাসিবেক** *ক্রি* হাসবে। 'হাসিবেক সর্ব্বলোক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হাসিয়া** *ক্রি* হেসে। 'হামাকুড়ি দিয়া জাএ হাসিয়া হাসিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। **হাসিল** *ক্রি* হাসলো। 'এত সুনি ইঙ্গিতে হাসিল ধনঞ্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হাসিলা** *ক্রি* হাসলে। 'রাজপত্নী চাহিয়া হাসিলা মুনিবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **হাসী** *ক্রি* হেসে। 'উচিতেঁ গরুঅ মনে তোঞঁ মুচুকে হাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাসী** *ক্রি* হাসছে। 'হারায়িল তোহ্মার বাঁশী তেঁসি বড়ায়িতে হাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হাসে ১** *ক্রি* হাসছে। 'মনে মনে হাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পতিব্রতা-বাক্য শুনি নিত্যানন্দ হাসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **২** *ক্রি* উপহাস বা ঠাট্টা করে। 'তাহার সমান লোকেরা তাহার প্রতি হাসে।' *তারিণী*, ১৮০৩। **হাসেঁ** *বি* হাস্য করেন। 'মধুর হাসেঁ পসাহি আনন করএ বচন বিলাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হাসেন** *ক্রি* হাসেন। 'সুনিঞা মাএর বোল হাসেন শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হাস্যা** *ক্রি* হেসে। 'হাস্যা নাচ্যা যাব তবে গৌড় ভুবন।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **হাস্যাছ** *ক্রি* হেসেছো। 'বুড়া দেখ্যা হাস্যাছ পাইবে বুড়া পতি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হেসে *ক্রি* হাসি দিয়ে। 'অগ্রসর হএ জাও কহিলেন হেসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হেস্যে *ক্রি* হেসে। 'আড়ে আলি হেস্যে পড়ে এ উহার গায়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হাসিতে হাসিতে ১ *ক্রিবিণ* হাসতে হাসতে। 'হাসিতে হাসিতে তবে চলে দুই ভাই।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *ক্রিবিণ* ফুটে থাকতে থাকতে। 'ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

হাসি হাসি *ক্রিবিণ* হেসে হেসে। 'হাসি হাসি গোবিন্দাই তারে কীছু বৈল।' *মালাধর*, ১৫০০।

হেসে কুটি কুটি হওয়া *ক্রি* হেসে উচ্ছ্বসিত হওয়া। 'আমায় সালাম করতে এসে হেসে কুটি কুটি হয়ে বলেছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হেসে খুন – হাসতে হাসতে ক্লান্ত। 'সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হেসে খেলে *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'আমরা হেসে খেলে সকলে মিলে অনায়াসে আনন্দসহকারে করে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হেসেখুশে *ক্রিবিণ* হাসি-খুশি হয়ে। 'ইতর লোকেরই ছেলেমেয়েগুলো হেসেখুশে ছুটে করে খেলাধুলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হেসে মরা *ক্রি* হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়ে পড়া। 'অ মা। আমি হেসে মরি।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'হেসে মরি আর-কি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হেসে হেসে *ক্রিবিণ* হাসতে হাসতে। 'অতি মৃদু পা টিপিয়া উষা আসে হেসে হেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হেস্য দেওয়া *ক্রি* হাসা। 'হেস্য দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হাসা[২] [স হাস্য>?] *বিণ* ধবল; সাদা। 'হাসা ঘোড়া খাসা জোড়া নানা অভরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হাসাহাসি [স হাস্য>] **১** *বি* রঙ্গ-রসিকতা। 'কানাকানি হাসাহাসি কোণেতে গুটায়ে অলস নয় নিমীলন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'অকর্মণ্যভাবে কেবল দলাদলি কানাকানি হাসাহাসি করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **২** *বি* আনন্দময় অবস্থা। 'চারদিকই তাঁর কাছে আজ উজ্জ্বল হাসাহাসি মনে হইল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

হাসি, হাসী [স হাস্য>] **১** *বি* হাস্য। 'হাসে হাসি খলখলি কাহ্নাঞিঁ গরুঅ মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* হাসি মুখে; হেসে হেসে। 'যায় প্রাণ ছাড় মান, কথা কহ হাসি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হাসি-আঁকা [হাসি+আঁকা] *বিণ* হাস্য-উজ্জ্বল। 'মধুমাখা হাসি-আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাসিকথা [হাসি+স কথা] *বি* হাস্যরসাত্মক কথা। 'মেয়েদের বেশভূষা হাসিকথা কাজকর্ম লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হাসি-কাঁদন *বি* হাসি ও কান্না। 'সাথে নাচুক তোর মরণ-বাঁচন, হাসি-কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'মোহের ছায়া ফেলব না মোর হাসি-কাঁদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হাসিকান্না [হাসি+কান্না] *বি* হাসি ও কান্নার মিশ্রিত ভাব। 'হাসিকান্না লঘুকায়া শরতের আলোছায়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হাসিখুশি [হাসি+ফা খুশী] **১** *বিণ* হাসি ও আনন্দে পূর্ণ। 'খুব ভালোমানুষ, সর্বদাই হাসিখুশি গল্প।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* আনন্দ-উৎফুল্লতা। 'বড়ো যে মেশামেশি হাসিখুশি তা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'ওরা যেন হাসি-খুশীর দুইটি রাঙা বোন।' *জসীম*, ১৯৩১; 'হাসি-খুসীর বেসাত ওরা করছে সারাখন।' *জসীম*, ১৯৩১।

হাসিখেলা [হাসি+খেলা] *বি* আনন্দময়তা। 'পাছে, তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হাসিগল্প *বি* গালগল্প; রঙ্গরস। 'দক্ষিণের ঘরে হাসিগল্পের প্রচুর আওয়াজ।' *জীবন*, ১৯৩২।

হাসিঠাট্টা *বি* রঙ্গরসিকতা। 'হাসি-ঠাট্টা গল্পের কোনো বাধা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'হাসিঠাট্টা, গ্যাস সম্বন্ধে সতর্কতা ... সে সব তো কিছুই হল না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাসি-ঢালা *বিণ* হাসির উচ্ছলতাপূর্ণ; সহাস্য। 'আঁখি হাসি-ঢালা, মন সুখস্মৃতি-সমাকুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হাসিতামাশা, হাসিতামাসা [হাসি+আ তামাশা] *বি* রঙ্গ-রসিকতা। 'তিনি হাসিতামাশা করে বেড়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'মোরে নিয়ে একি হাসি-তামাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হাসিপ্রান্ত [হাসি+স প্রান্ত] *বি* ঠোঁট; যার প্রান্তে হাসি। 'কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হাসিবিকশিত [হাসি+স বিকশিত] *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল। 'তোমার হাসিবিকশিত অধর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

হাসিভরা *বিণ* হাসিপূর্ণ; হাস্যময়। 'সদা খুশিভরা বুক হেথা হাসিভরা গাল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

হাসিময়ী [হাসি+স ময়ী] *বিণ স্ত্রী* হাসিময়। 'তোমার আপনা দিয়ে/ হাসিময়ী শান্তি দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হাসি-মস্করা *বি* রঙ্গরসিকতা। 'সে হামেশাই হাসি-মস্করা করত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হাসিমুখ [হাসি+স মুখ] *বি* হাসিমাখা মুখ। 'হেরে মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুখশোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হাসিয়া হাসিয়া *ক্রিবিণ* উপহাস ক'রে। 'বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হাসির গররা *বি* উচ্চ হাস্যধ্বনিসহ কলরব। 'ঘরসুদ্ধ হাসির গররা পড়ে গেল।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

হাসিরশ্মি *বি* হাসির দ্যুতি। 'হাসিরশ্মিতে, যাহারে আদরে ডাকি 'অয়ি সুস্মিতে'।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হাসি-হাসি ১ *ক্রিবিণ* আনন্দের সঙ্গে। 'কামকথা কহি কার সনে হাসি হাসি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* আনন্দিত। 'হাসি-হাসি মুখখানি তার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'পথে শিলা আছে রাশি-রাশি, তাহা ঠেলে চলে হাসি হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

হাসি-হুল্লোড় *বি* রঙ্গরসিকতা; হাসাহাসি। 'ঘরের দিক হইতে হাসি-হুল্লোড়ের ঢেউ আসিতে লাগে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হাসি-হিল্লোল *বি* হাসির ঢেউ। 'সে হাসি হিল্লোল জাই চিত-উতরোল।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হাসীখুসি *বি* আনন্দ। 'সারা রাত্র হাসী খুসি করিলেন।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

হাসিকলমি *বি* ধানবিশেষ। 'কুমারী, কনকতারা, সূর্যমুখী, হাসি কলমি আর আটলাই, পাশপাই ধান।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

হাসিন [আ হাসিনাহ] *বি* সুন্দর। 'আমি ভালোবাসিয়াছি কি করে হাসিন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হাসিয়া *বি* বস্ত্রবিশেষ। 'জরির হাসিয়া পাল্লাদার দোশালা ও এই সকল দ্রব্য দিয়া …।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

হাসিল, হাসীল [আ] ১ *বি* লাভ। 'হাসীল ও যুদ বলিয়া জবরদস্তি করিয়া আমার নামে খরচ লিখিয়া লইলেন।' *মেয়ের্স*, ১৭৫৭; 'সরাপের রপ্তানি হইলে তাহার হাসিল লাগিবেক না।' *ক্যারেগে*, ১৭৮৯। ২ *বিণ* অবতীর্ণ। 'দাউদে হুজুর কেতাব হইল হাসিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* আদায়। 'কীসমতহায়ের মাল ও সায়ের ও রাইয়তি ও চাকরান ও হাসিল।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ৪ *বি* সফল। 'আপন মতলব হাসিল করিয়া খালাস দেয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'আপন আপন মতলব হাসিল জন্য নানা প্রকার স্তুতি করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। *দ্র* **হাঁসিল, হাছেল**

হাসিলি [আ হাসিল>] *বিণ* শুল্ক দিতে হয় এমন। 'হাসিলি মাল কেহই লইয়া যায় না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

হাসীলদপ্তরখানা [আ হাসিল+ফা দপ্তর-খানা] *বি* বোর্ড অব কাস্টমস; বন্দরশুল্কের অফিস। 'নূতন হাসীলদপ্তরখানা কলিকাতার ঐশ্বর্য্য সদৃশ হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

হাসেল [আ হাসিল] *বি* অর্জন। 'পাস করা মৌলবী হতে পারত – দীনী এলম হাসেল করত।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

হাসুনোহানা *দ্র* **হাসনাহেনা**

হাসুলি [স হংস>] *বি* অর্ধচন্দ্রাকৃতি গলার অলংকারবিশেষ। 'কোল হাসুলি পদকপরান ছেলেটিকে কোলে করিতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

হাস্নাহেনা, হাস্নুহানা, হাস্নুহেনা *দ্র* **হাসনাহেনা**

হাস্য [স] ১ *বি* হাসি। 'আমা পরিক্ষিতে ব্রহ্মার হাস্য উপজিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হাস্য আনন [স] *বি* হাসিমুখ। 'হাস্য আননে পিয়েছি কেবল হাবিবের নামসুধা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাস্যকর [স] ১ *বিণ* উপহাসের যোগ্য। 'আমার দিনের বেলাকার কর্মবদ্ধ অস্তিত্বকে … হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* হাসির উদ্রেক করে এমন। 'নারীকে পুরুষের সমান করে ফেলা হাস্যকর প্রচেষ্টা মাত্র।' *বেগম*, ১৯৪৭।

হাস্যকরতা [স] *বি* হাসি সৃষ্টি করে এমন অবস্থা। 'ভালোমানুষ হবার বিপদ এই যে নিজেকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হাস্যকলরব [স] *বি* হাসির শব্দ। 'কেহ ধরিতে আসিলে খিল খিল হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাস্যকল্লোল [স] *বি* হাসির কলরোল। 'ওরা চলেছে কুঞ্জছায়াবীথিকায় হাস্যকল্লোলে উচ্ছল গীতিকায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হাস্যকৌতুক [স] *বি* হাসি-তামাশা। 'হাস্য কৌতুক আহার বিহার ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের শ্রবণ মননকে …।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

হাস্যজনক [স] ১ *বিণ* উপহাসের যোগ্য। 'হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক করে তোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* হাস্যকর। 'যদিও তারা চিরসংলগ্ন চিরপ্রতিবেশী তবু পরস্পরের কাছে পরস্পর এমনি হাস্যজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হাস্যতাবোধ [স] *বি* কোথায় হাসতে হবে সেই জ্ঞান। 'তাহারা যদি স্ত্রীজাতীয় হয় তবে বলিতে হইবে মেয়েদের হাস্যতাবোধ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হাস্যদীপ্ত [স] *বিণ* হাসিতে উজ্জ্বল। 'আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হাস্যধ্বনি [স] *বি* হাসির শব্দ। 'তাহাদের রৈ রৈ শব্দ ও হাস্যধ্বনি অনেক দূর হইতে শুনা যায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হাস্যপরিহাস [স] *বি* হাসি-ঠাট্টা। 'গোপীগণ সহ বিহার হাস্যপরিহাস/ কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হাস্যপ্রদীপ্ত [স] *বিণ* হাস্যোজ্জ্বল। 'সেই যে ভাষা – পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

হাস্যপ্রিয় [স] *বিণ* হাসতে পছন্দ করে এমন। 'ফরাসি জাতির মতো দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাস্যবক্র [স] *বিণ* কুটিল হাসিতে পূর্ণ। 'জীবনে অন্যায় যত, হাস্যবক্র যত নির্দয়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাস্যবদন [স] *বি* হাসিমুখ। 'মধুর হাস্যবদনে মনে নেত্রে রসায়নে/ কৃষ্ণে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হাস্যবদনা [স] *বিণ স্ত্রী* মুখে হাসি ফুটে আছে এমন। 'বালিকাগণ তৎকালে কোথায় প্রফুল্লহৃদয়া ও হাস্যবদনা হইয়া জনক জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

হাস্যবর্ষণ [স] *বি* হাসিরূপ বৃষ্টি। 'নেড়ামাথার উপরে … হাস্যবর্ষণ তো করিবেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হাস্যবাণ [স] *বি* হাসিরূপ বাণ। 'আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হাস্যবিমুখ [স] *বিণ* হাস্যপ্রিয় নয় এমন। 'হাস্যবিমুখ বাঙালীকে তিনি হাসাতে চেয়েছেন।' *জিল্লুর*, ১৯৭০।

হাস্য-বিলাসিত [স] *বিণ* হাসিমাখা। 'হাস্য-বিলাসিত বয়ান তাঁর বিভ্রমের চিরসজ্জিত আবরণ উন্মোচন ক'রে প্রাণ ভ'রে অবলোকন করবো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হাস্য-ভরা *বিণ* আনন্দপূর্ণ। 'মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'হাস্যভরা দখিনবায়ে অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে শ্মশানচিতা ভস্মরাশি, ভাগিল কোথা, ভাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হাস্যভাজন [স] *বি* হাসির পাত্র। 'ক্ষুদ্র মহাজাতি বলিয়া হাস্যভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হাস্যমধুর [স] *বিণ* আনন্দমুখর। 'এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হাস্যময় [স] *বিণ* সহাস্য; হাসিযুক্ত। 'মুখ সর্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাস্যমুখ [স] *বিণ* প্রস্ফুটিত। 'হাস্যমুখ জাতী যুথী হরিষ অন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হাস্যমুখর [স] *বিণ* হাসিতে মুখরিত। 'সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর কলভাষার সঙ্গে জড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হাস্যমুখরা [স] *বিণ স্ত্রী* হাসিতে মুখরিত। 'হাস্যমুখরা তরল উষার গালের একটেরে এক কণা অশুদ্ধ অশ্রুর মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

হাস্যমুখী [স] *বিণ* হাসিযুক্ত মুখ এমন। 'হাস্যমুখী হইয়া সুখী মালিনী বিমলা।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাস্যরতা [স] *বিণ স্ত্রী* সবসময়ে হাস্যোজ্জ্বল। 'তবু ধনী আমি, আমি রূপবতী,/ আলাপ-নিপুণা, হাস্যরতা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

হাস্যরস [স] ১ *বিণ* ব্যাঙ্গাত্মক। 'দ্রুমিল্য সতির ভয়/ তিল আধ নাহি রয়/ নাহি কহে হাস্যরস কথা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* রসিকতা। 'বাকচাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাহ্নে ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণোত্তর সেনাঙ্গ ধনভাণ্ডারাদি অবলোকন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'প্রকৃতিভেদে হাস্যরস সম্বন্ধে অদ্ভুত রুচিভেদ লক্ষিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* হাসির উদ্রেক করে যে রস। *দর্পণ*, ১৮২৩।

হাস্যরসপ্রিয়তা [স] *বি* রসিকতা। 'জমিদারিটা আসলেই হাস্যরসপ্রিয়তা প্রকাশের জায়গাই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাস্যরসাত্মক [স] *বিণ* হাস্যরসের সৃষ্টি করে এমন। 'তাহা প্রকৃতপক্ষেই হাস্যরসাত্মক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হাস্যরসিক [স] *বিণ* পরিহাসপটু; রসিকতায় দক্ষ। 'যদিচ হাস্যরসিক বলে তাদের কোনো খ্যাতি নেই।' *প্রমথ*, ১৯২৭; 'হাস্যরসিক বাঙালি হয়তো ঘটোৎকচকে নিয়ে বরাবর হাসাহাসি করে এসেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হাস্যরসীশ্বর [স] *বি* হাস্যরসে সবচেয়ে পারদর্শী। 'মাস্টারিতে ভর্তি করো হাস্যরসীশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

হাস্যলহরী [স] *বি* হাসির ঢেউ। 'তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাস্যলেশ [স] *বি* মৃদু হাসি। 'মন্ত্রীর শুধু জাগিল অধরে ঈষৎ হাস্যলেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হাস্যলেশহীন [স] *বিণ* সামান্য হাসিও নেই এমন। 'আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে হাস্যলেশহীন একটা সুগভীর নিরানন্দ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হাস্যসংবরণ, হাস্যসম্বরণ [স] *বি* হাসি থামানো। 'এই ব্যাপার দেখিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারিল না।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'সে আর হাস্যসম্বরণ করিতে পারিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হাস্যস্কর [স] *বিণ* হাসির উদ্রেককারী। 'সদা হাস্যস্কর এবং সাংঘাতিক বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হাস্যহিল্লোল [স] *বি* হাসির ঢেউ। 'শরতের অকারণ হাস্যহিল্লোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হাস্যাধর [স] *বি* হাসিমাখা অধর। 'সেই হাস্যাধর মলিন না হ'ত।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

হাস্যানন [স] *বি* হাসিমাখা মুখ। 'শৈশব কালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হাস্যাননী [স] *বিণ* হাসি মুখবিশিষ্ট। 'অকৃতী সন্তানে মাতা চির হাস্যাননী।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

হাস্যামোদ [স] *বি* হাস্যরসিকতা। 'স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হাস্যালাপ [স] *বি* রঙ্গরসিকতা। 'যে-সকল কথাবার্তা হাস্যালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্মগ্রহণ করতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হাস্যাস্পদ [স] ১ *বিণ* হাসিবিদ্রূপের পাত্র। 'হাস্যাস্পদ বটে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* হাস্যকর। 'অসম্ভব আশা উত্থাপন করা রীতকর্মকে হাস্যাস্পদ করা মাত্র।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হাস্যোজ্জ্বল [স] *বিণ* হাসিতে উজ্জ্বল। 'নলিনাক্ষের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি তাহার উপরে পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সূর্যের আলো বিস্তার করে হাস্যোজ্জ্বল কৌতুক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হা হতোঽস্মি [স] – মরে গেলাম, এমন খেদোক্তি। 'হা হতোঽস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হা হন্ত [স] – বিষাদব্যঞ্জক সংস্কৃত বাক্যাংশ। 'কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হা হা, হাহা [ধ্বন্যা] ১ *অব্য* হায় হায়। 'হা হা নিদয় বিধি কেহু হেন কৈল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *অব্য* খাঁ খাঁ। 'বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বি* হাসির উচ্চ শব্দ। 'রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বি* শূন্যতা প্রকাশক শব্দ। 'মন হাহা করে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

হা হা করা *ক্রি* খাঁ খাঁ করা। 'বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হাহাকার [ধ্বন্যা হাহা+স কার] *বি* আর্তনাদজনিত ধ্বনি। 'কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হাহাকারভরা *বিণ* আর্তনাদপূর্ণ। 'রক্ত জমানো হাহাকারভরা চিৎকার কানে আসে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

হাহাঙ্কার [ধ্বন্যা হাহা+স কার] *বি* হাহাকার। 'সর্ব সভা মিলিয়া করএ হাহাঙ্কার।' *সুলতান*, ১৭০০।

হাহাতপ্ত [ধ্বন্যা হাহা+স তপ্ত] *বিণ* অত্যন্ত গরম। 'হাহাতপ্ত জ্বালাবাষ্প দিনের শিয়রে কাঁপে হৃদয় আমার।' *শঙ্খ*, ১৯৫৫।

হাহাধ্বনি [ধ্বন্যা হাহা+স ধ্বনি] *বি* কান্নার শব্দ। 'সুখস্বর্গমাঝে কেন আনিছ বহিয়া হাহাধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

হাহারব [ধ্বন্যা হাহা+স রব] *বি* রোদনধ্বনি। 'চকোরিণী অভাগিনী হাহারব মুখে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হাহাশ্বাস [ধ্বন্যা হাহা+স শ্বাস] ১ *বি* আক্ষেপসূচক ধ্বনি। 'চতুর্দ্দিকে ব্যর্থতার হাহাশ্বাস ধ্বনিত হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* দীর্ঘশ্বাস। 'প্রান্তরের হাহাশ্বাস বাতাসের মূর্ছনায় বিলীন কোন দিনের ইতিহাস যোজনা করিতেছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হা হা স্বর, হাহাস্বর [স] *বি* আর্তিপূর্ণ ধ্বনিবিশেষ। 'সকরুণ হা হা স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে না ওঠে তখনি মনটা যথার্থ নিরানন্দ নিশ্চেষ্ট নির্জীব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'ফিরে বায়ু হাহাস্বরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'কাল রাতে তার আওয়াজ শুনেছি দরিয়ার হাহাস্বরে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

হা-হা-হা, হা হা হা [ধ্বন্যা] *বি* উচ্চস্বরে হাসির শব্দবিশেষ। 'মাঝে মাঝে শুধু শুনিতে পাইব/ হা-হা-হা অট্টহাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'হা হা হা পায় যে হাসি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হাহুতাশ [স হুতাশ>] *বি* আক্ষেপ। 'এইরূপ করে কত ভঙ্গী হাহুতাশ।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'কলকণ্ঠে হা-হুতাশ করিতেছিল।' *শরৎ*, ১৯১৬।

হাহুতাশ করা *বি* আক্ষেপ করা। 'কবি তাহা স্পষ্টত হাহুতাশ করিয়া বর্ণনা করেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হি *অব্য* নিশ্চয়। 'কাতর কামিনী, বদন যামিনী নাথ মলিন হি ভেল।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

-হি *বিভক্তি*। 'ভ্রুহি কাল শাপ যুগল তাহাত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হিঅ হিঅ [ধ্বন্যা] *বি* উৎসাহ-সূচক শব্দবিশেষ। 'তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন বাহে নাএ।' *বড়ু*, ১৫০০।

হিআ [স হৃদয়] ১ হৃদয়। 'রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* স্তন। 'কাঞ্চুলী চিরিল টানে হিআ খণ্ড খণ্ড নখের ঘাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* **হিয়া**

হিঅ [স হৃদয়] *বি* হিয়া। 'হিঅ তাঁবোলা মহাসুহেঁ কাপুর খাই।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

হিউ [ধ্বন্যা] *অব্য* হাল টানার সময়ে নাবিকের মুখের শব্দবিশেষ। 'ডুবিল হাদুর ডিঙ্গা হিউ পাইব কই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিউমার [ই] *বি* কৌতুক। 'তোমরা যাকে হিউমার বল, আমার মতে কালো রঙের সঙ্গে তার কোনো কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হিউম্যানইজম [ই] *বি* মানবতাবাদ। 'নূতন হিউম্যানইজমের রিলিজ্যাস মুভমেন্ট হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

হিউম্যানিস্ট [ই] *বিণ* মানবতাবাদী। 'হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগরের পরিচয় ...।' *বিনয়ঘোষ*, ১৯৫৭।

হিং [স হিঙ্গু] *বি* কটু গন্ধময় বৃক্ষনির্যাসবিশেষ। 'আদা দিয়া হিং দিয়া রাঁধো যদি ঝোল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হিংলাজ *বি* বুনো ফুলবিশেষ। 'সবুজ হিংলাজের মালা।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হিংসক [স] ১ *বিণ* ঘাতক। 'ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিগে পশুর হাড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* হিংস্র। 'কামাতুর, কুবোধি, অবিচারী, হিংসক, অগ্যান, গৃহস্তো বীর্যের শরীর নাশী।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ৩ *বি* শত্রু। 'দুরন্ত হিংসক পালায় ভৈরবরবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হিংসন [স] *বি* হিংসা; বিদ্বেষ। 'গো ব্রাহ্মন দেব করএ হিংসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

হিংসা[১] [স] *ক্রি* হিংসা করা। **হিংসিতে** *ক্রি* হিংসা করতে। 'ব্রাহ্মন দেবতায় জখন হিংসিতে লাগিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **হিংসিব** *ক্রি* হিংসা করবে। 'প্রজারে হিংসিব রাজা ধন লোভ করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হিংসা[২] [স] ১ *বি* বিদ্বেষ। 'ধর্ম্ম হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অনিষ্ট। 'কার হিংসা নাঞি করি কালকেতু হইল অরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* হত্যা। 'তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ *বি* পরের ক্ষতি করার বাসনা। 'তবে ক্যান বড়ী দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝকড়া ও হিংসায় কাল কাটায়?' *হুতোম*, ১৮৬১। ৫ *বি* ঈর্ষা। 'এটুকুতে কত হিংসা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হিংসাকাতর [স] *বিণ* হিংসাপরায়ণ। 'এ যেন হিংসাকাতর ঈর্ষাকাতর ওই কুৎসিত কালো মেঘটার গভীর এক ষড়যন্ত্র।' *কায়সার*, ১৯৬২।

হিংসাতুর [স] *বিণ* হিংসায় কাতর। 'এমন হিংসাতুর মন কোথা হইতে আপদের মত তার সঙ্গ লইয়াছে অকস্মাৎ।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হিংসাত্মক [স] *বিণ* হিংসামূলক। 'অর্থনৈতিক বৈষম্য তেমনি মানুষকে হিংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

হিংসাদ্বেষ [স] *বি* ঈর্ষা ও বিদ্বেষ। 'যাত্রা করি বৃথা যত অহংকার হতে, যাত্রা করি ছাড়ি হিংসাদ্বেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হিংসা নদী [স] *বি* হিংসারূপ নদী। 'হিংসা নদী উথলিল, কোপানল বৃদ্ধি পেল।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

হিংসানল [স] *বি* হিংসার আগুন। 'অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হিংসাপরবশ [স] *বিণ* ঈর্ষাতুর। 'অন্যের প্রতি হিংসাপরবশ হইয়া ...।' *এসলাম*, ১৯৩৪।

হিংসাপ্রখর [স] *বিণ* হিংসাপূর্ণ। 'তাহার পরে জুলিখার হিংসাপ্রখর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হিংসা-বহ্নি [স] *বি* হিংসার আগুন। 'নয়নে তার দারুণ হিংসা-বহ্নি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হিংসাবৃত্তি [স] *বি* হিংসাপ্রবণতা। 'ইহাদের হিংসাবৃত্তি প্রবল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হিংসামতি [স] *বিণ* ঘাতক। 'হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নিচ জাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিংসামুখর [স] *বিণ* হিংসায় মুখর এমন। 'সিন্ধুতীরের শৈলতটের পরে/ হিংসামুখর তরঙ্গদল যতই আঘাতে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিংসালু [স] *বিণ* হিংস্র। 'ক্রমে আশেপাশে হিংসালু শিবি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হিংসাশী [স] *বিণ* হিংসাত্মক। 'হিংসাশী মোরা মাংসাশী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হিংসাসর্প [স] *বি* হিংসারূপ সাপ। 'সে যে ওই অনাদি উদয় হতে/ হিংসাসর্প-যজ্ঞমন্ত্র-টান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হিংসুক *বিণ* ঈর্ষাকাতর। 'হিংসুক-দল! জোর তুলেছি শোধ তোদের।' *নজরুল*, ১৯২২।

হিংসুটে [স হিংসা>] *বিণ* পরশ্রীকাতর। 'আমি তোমার মত হিংসুটে নই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩; 'তুমি ভারি হিংসুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

হিংস্র [স] *বিণ* প্রাণহারক। 'ভালুকাদি হিংস্র জন্তু।' *কেরি*, ১৮১২।

হিংস্রক [স] *বিণ* হিংস্র। 'নানা প্রকার হিংস্রেক জন্তু।' *রামরাম*, ১৮০১; 'আছে কি হিংস্রক জন্তু কূপের ভিতর?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হিংস্রকুটিল [স] *বিণ* হিংস্র এবং কুটিল। 'মানবতা যেন অমানুষিকতার বিরুদ্ধে হিংস্রকুটিল হয়ে উঠেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

হিংস্রতম [স] *বিণ* অতিশয় হিংস্র। 'স্বার্থ লোভে হয়ে উঠেছে হিংস্রতম রক্ত-লোলুপ, বীভৎস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হিংস্রতর [স] *বিণ* অত্যন্ত হিংস্র। 'গাইটির দিকে তাকিয়ে রমজান যেন হিংস্রতর হয়ে উঠেছে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

হিংস্রতা [স] ১ *বি* বিদ্বেষপরায়ণতা। 'শত্রুর প্রতি অন্ধ হিংস্রতা বিকৃত মানবচরিত্রের পশুপ্রবৃত্তি, তাহা বিশেষরূপে প্রাচ্য-চরিত্রে নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'পূজাবিধিতে চরিত্রবিকৃতি বা হিংস্রতা দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ২ *বি* নিষ্ঠুরতা। 'হিংস্রতা আর আঁধি দেয়ালের দেশ থেকে তার মুক্তির জন্যে।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

হিংস্রনখ [স] *বিণ* আক্রমণাত্মক নখবিশিষ্ট। 'হিংস্রনখ পিতলের বাজ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

হিংস্রপ্রকৃতি [স] *বি* ভয়ানক স্বভাব। 'কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা অতিশয় হিংস্রপ্রকৃতির লোক।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

হিংস্রমূর্তি [স] *বি* হিংসাত্মক আকার। 'আমার অহংকার কেন এমন হিংস্রমূর্তি ধারণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হিংস্রলোলুপ [স] *বিণ* হিংস্র এবং লোভী। 'আদিমকালের হিংস্রলোলুপ বিভীষিকার মতো।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

হিংস্রশক্তি [স] *বি* হিংসাত্মক শক্তি। 'হিংস্রশক্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

-হিঁ *অব্য* ও। 'যোইণি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।' *চর্যা ৪*, ১২০০।

হিঁএ [স হৃদয়] *ক্রিবিণ* হৃদয়ে। 'বিদু ণাদ ণ হিঁ এ পইঠা।' *চর্যা ৪৪*, ১২০০।

হিঁচড়ানো *ক্রি* বলপূর্বক টানা। 'হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম।' *শরৎ*, ১৯১৮। **হিঁচড়ে** *ক্রি* বলপূর্বক টেনে। 'তাহাকে ধরে হিঁচড়ে লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হিঁচড়ে-মিচড়ে *ক্রিবিণ* টেনেটুনে। 'আমি হিঁচড়ে-মিচড়ে তার একটা বাংলা করেছিলুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হিঁদু [ফা হিন্দু] *বি* হিন্দু। 'হিঁদুর দেবতা সম ঠাট তার ধড়ে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হিঁদুয়ানি, হিঁদুয়ানী [ফা হিন্দু>] ১ *বি* হিন্দুর ধর্ম। 'একটা বে হয়ে গেল বলে কি হিঁদুয়ানী গেল?' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বি* হিন্দু পরিচয়। 'ইচ্ছা হয় হিঁদুয়ানী রাখিব না আর।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। ৩ *বি* হিন্দুত্ব। 'বর্তমান কালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হিঁসরা [স হ্রেষা] *বি* হ্রেষা রব করা। 'গোলা বিসরে ঘোটক হিঁসরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হিকমত [আ] *বি* কৌশল। 'আইনের হিকমতে মামলা মাঝপথেই ফেঁসে গেল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

হিক্কা [ধ্বন্যা] *বি* হেঁচকি। 'ঘন ঘন হিক্কা হয় সর্ব অঙ্গ নড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হিঙ, হিঙ্গ [স হিঙ্গু] *বি* ঔষধ বা ব্যঞ্জনের মসলা হিসেবে ব্যবহৃত কটু গন্ধের এক প্রকার উপাদান। 'নরম কিনে তালশাঁস হিঙ্গ জিরা রসবাস চক্রি মেথি জোহানি মহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'কাবুলীরা জাফরান আর হিঙ নিয়ে আসে?' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হিঙ্গুল, হিঙ্গুলি [স] *বি* পারদ ও গন্ধক মেশানো লাল রঙের যৌগিক পদার্থ বিশেষ। 'দিব্য ঘট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ফটিকের স্তম্ভ সব হিঙ্গুলি বন্ধন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হিঙুল [স হিঙ্গুল] *বিণ* হিঙ্গুলের মতো লাল। 'সুন্দরীদের শরম-রঞ্জিত হিঙুল গালের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

হিচল, হিছোল *বি* হেচকা টান। 'হিআ খণ্ড খণ্ড নখের ঘাএ হিছোলেঁ লএ পরানে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হিচল মারিয়া প্রাণ লইল খসাইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

হিজড়া, হিজড়ে [ফা হীজ] *বি* একই দেহে স্ত্রী ও পুং চিহ্নযুক্ত মানুষ। 'মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তাভজা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'আমি সেই হিজড়াটাকে পাঠিয়েছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হিজরত [আ] *বি* দেশত্যাগ। 'হিজরত করে হজরত কি রে এল এ মেদিনী-মদিনা ফের?' *নজরুল*, ১৯২৮; 'পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে হিজরত।' *বেগম*, ১৯৪৭।

হিজরি, হিজরী, হিজিরা [আ হিজরী] *বিণ* আরবি চান্দ্র-অব্দ। 'হিজরি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৮; 'মুসলমানেরা মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের দিবস অবধি এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজিরা।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

হিযুরি [আ হিজরী] *বি* চান্দ্র-অব্দবিশেষ। 'সন হিযুরি ১২০২।' *চেরী*, ১৭৮৮।

হিজল [স হিজ্জল] *বি* গাছবিশেষ। 'দুই আঁকড় তুলিল হিজল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'হিজলগাছের দক্ষিণ দিকে সহসা বাড়িটা জেগে ওঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

হিজল দাগুড়া *বিণ* আলসে। 'বৌড়া বড় হিজল দাগুড়া অঙ্গ লাড়ে না।' *কেরি*, ১৮০২।

হিজিবিজি [ধ্বন্যা] ১ *বি* বিশৃঙ্খলা; জটলা। 'গাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি ঘুচে গিয়ে লন্ডনটা পরিষ্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বি* অস্পষ্ট অর্থহীন লেখা। 'বাহ্যজগৎ রূপ পেনসিল শুধু হিজিবিজি কেটে যায়।' *প্রমথ*, ১৯১২। ৩ *বি* আবোল-তাবোল। 'আনমনে কি বকিস হিজিবিজি?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। ৪ *বিণ* অস্পষ্ট অর্থহীন রেখাযুক্ত। 'হিজিবিজি আঁকাজোকা ব্লটিঙের পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিঞ্চী [স হিলমোচিকা] *বি* হেলেঞ্চা শাক। 'হিঞ্চী পিআল টাভাগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হিনচা [স হিলমোচিকা] *বি* শাকবিশেষ। 'হিনচা কলমী শাক তোলে ডানিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিটলারী [জ হিটলার>] *বিণ* হিটলারের মতো। 'নাকের তলায় টুথব্রাশের মত হিটলারী গোঁপ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হিটার [ই] *বি* ঘর উত্তপ্ত করার যন্ত্র বা বৈদ্যুতিক উনুন। 'মোটরের যন্তরটন্তর, পাখাটাখা, হিটার, মিটার এসব সারাতে জানেন মেজোমামা।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হিটাল *বি* ঢেলা। 'হিটাল ফেলিয়া মারে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

হিড় হিড় [ধ্বন্যা] *বি* জোরপূর্বক দ্রুত টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সৃষ্ট শব্দ। 'সারজন বলবান – জোরে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হিড়িংফিড়িং [ধ্বন্যা] *বি* তন্ত্রমন্ত্র। 'হিড়িংফিড়িং দরকার হয় না, দরকার হয় মাল-মসলার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হিড়িক, হিড়ীক ১ *বি* হুজুগ। 'সেই হিড়ীকে এক জন ... দলে বাড়লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* ভিড়। 'তারা খাবে হিড়িকটা কেটে গেলে।' *জীবন*, ১৯৩৩। **৩** *বি* ধাক্কা। 'রিট্রেঞ্চমেন্টের প্রথম হিড়িকেই প্রদ্যোতের চাকরি গেল।' *তারা*, ১৯৪৩। **৪** *বি* উন্মাদনা। 'কী হিড়িকই আনলে ক্ষুদিরাম।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

হিণ্ডা [পা হিণ্ডতি] *ক্রি* খুঁজে বেড়ানো। 'একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।' *চর্যা ২৮*, ১২০০।

হিত [স] **১** *বি* মঙ্গল। 'চিন্তিবোঁ তোহ্মার হিত পরাণশকতি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শুনিলেই হৈবে বড় হিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বিণ* মঙ্গলজনক। 'কহি হিত উপদেশবাণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিত উপদেশ [স] *বি* হিতোপদেশ; বিষ্ণুশর্মা রচিত নীতিগ্রন্থবিশেষ। 'হিত উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিতকথা [স] *বি* সদুপদেশ। 'হিতকথা আর কোরো না গুরু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হিতকর [স] *বিণ* কল্যাণকর। 'আদেশিলা জনকে বচন হিতকর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হিতকরী [স] *বিণ* কল্যাণমূলক। 'সমাজের হিতকরী কার্য হয় না।' *সওগাত*, ১৯৩০।

হিতকর্তা, হিতকর্ত্তা [স] *বিণ* কল্যাণকারী। 'তুমি জগদ্গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হিতকর্ম [স] *বি* কল্যাণমূলক কাজ। 'দেশের কোনো হিতকর্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ম নষ্ট হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হিতকল্প [স] *বি* মঙ্গলচিন্তা। 'জাতীয় হিতকল্পে অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০০।

হিতকামী [স] *বিণ* মঙ্গল কামনা করে এমন। 'বাংলার হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই তাহাতে সবিশেষ আনন্দিত হইবেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

হিতকারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* মঙ্গলজনক। 'এই সভা উত্তমতা ও সর্ব্বসাধারণের হিতকারিণী হইবে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

হিতকারী [স] *বিণ* কল্যাণকারী। 'জগতের হিতকারী বাসুদেবদত্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হিতকার্য, হিতকার্য্য [স] *বি* মঙ্গলজনক কাজ। '... দুহিতার হিতকার্য্যে বিহিত মন্ত্রণা করা উচিত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'যাহা সাধারণ হিতকার্য – অর্থাৎ দিঘি-খনন, মন্দির-স্থাপন, বাঁধ-নির্মাণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হিতচিকীর্ষু [স] *বিণ* কল্যাণকামী; মঙ্গল করতে ইচ্ছুক এমন। 'ভাই স্বজাতি হিতচিকীর্ষু!' *প্রচারক*, ১৯০৩।

হিতচিন্তন [স] *বি* কল্যাণচিন্তা; মঙ্গলকামনা। 'আপনে আপন হিত চিন্তন উচীত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হিতজনক [স] *বিণ* উপকারী। 'হিতজনক ব্যাপারে ব্যয় হইলে ভাল হয় কি না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

হিত বাক্য [স] *বি* উপদেশ। 'অবিরত হিত বাক্য বোলয় পণ্ডিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হিতবাদ [স] *বি* সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের উপকার সাধনের মতবাদ। 'বেন্থাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হিতবাদী [স] *বিণ* সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের উপকার সাধন করা – এমন মতবাদের অনুসারী। 'হিতবাদী কর্মী না হয়ে তাঁদের উপায় ছিল না।' *শরীফ*, ১৯৭০।

হিতবুদ্ধি [স] *বি* শুভবুদ্ধি। 'হিতবুদ্ধিহন্তারক ক্ষণিকের এ-আত্মবিস্মৃতি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিতব্রত [স] *বি* পরের কল্যাণ ব্রত। 'তথাচ চিরাবলম্বিত হিতব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যান নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হিতসাধক [স] *বিণ* কল্যাণ সাধনকারী। 'যোগজীবন ... জীবনদাতা হিতসাধক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

হিতসাধন [স] **১** *বি* মঙ্গল সম্পাদন। 'তাহার হিতসাধন করিব।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। **২** *বিণ* কল্যাণকর। 'ইহা যদি দেশের হিতসাধন হয় ...।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭০।

হিতসাধনা [স] *বি* মঙ্গলের প্রয়াস। 'অপর সব জাতির সমানভাবে হিত সাধনা করতে পারবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

হিতসাধিনী [স] *বিণ স্ত্রী* মঙ্গল কামনা করে অনুষ্ঠিত। 'আজ আমার হিতসাধিনী ব্রত।' *বিমল*, ১৯৫৩।

হিতাকাঙ্ক্ষা [স] *বি* ভালো কিছুর করার আশা বা ইচ্ছা। 'হিতাকাঙ্ক্ষায় দুপুর রাত্রে ডাকাইয়া ...।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হিতাকাঙ্ক্ষিণী [স] *বি স্ত্রী* কল্যাণকামী। 'তিনি কখনই স্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী নহেন।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

হিতাকাঙ্ক্ষী [স] *বিণ* মঙ্গল কামনাকারী। 'এমন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু মহিনের আর কেহ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হিতাচার [স] *বি* উপকার সাধন। 'সর্ব্ব প্রাণী হিতাচার আপনাতে নাহি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হিতানুষ্ঠান [স] *বি* হিতের জন্য অনুষ্ঠান। 'আমরা যশোভিলাষ পরবশ হইয়া কাহারও হিতানুষ্ঠানে অনুরাগী হই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হিতার্থে *ক্রিবিণ* কল্যাণের উদ্দেশ্যে। 'এতদ্দেশের হিতার্থে এ সমাজ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

হিতার্থী [স] *বি* মঙ্গল কামনাকারী। 'রাষ্ট্রকে হিতার্থী বিজ্ঞানধর্মী পরিচালক হিসেবে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হিতাশ [স] *বি* মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। 'হিতাশে হিতাশী আমি হনু তোমা লাগি।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

হিতাশী [স] *বিণ* হিতৈষী। 'রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।' *ভারত*, ১৭৬০।

হিতাহিত [স] *বি* ভালো-মন্দ। 'এথেক ভাবিয়া দেখ নিজ হিতাহিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হিতাহিতজ্ঞ [স] *বিণ* শুভাশুভ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'আপনারদিগে হিতাহিতজ্ঞ করিতে চাহি।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

হিতাহিতজ্ঞান [স] *বি* ভালো ও মন্দ বিবেচনার জ্ঞান। 'যে মন হিতাহিত জ্ঞানের অনুদেশক্রমে যুক্তির লণ্ঠন হাতে লইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হিতাহিতজ্ঞানশূন্য [স] *বিণ* ভালোমন্দের জ্ঞান নেই এমন। 'বিন্দুকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল।' *শরৎ*, ১৯১৩।

হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন [স] *বিণ* ভালোমন্দের জ্ঞান আছে এমন। 'এ হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন উচ্চতম কর্ম্মচারীদিগের অজ্ঞাত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হিতাহিতবুদ্ধি [স] *বি* ভালোমন্দ বিবেচনার জ্ঞান। 'হিতাহিতবুদ্ধি আচ্ছন্নতাকারী দ্রব্য বিক্রয়ে অনুৎসাহ দেওয়া শ্রেয়ঃকল্প।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হিতাহিতবোধ [স] *বি* ভালোমন্দ বিবেচনার জ্ঞান। 'ভ্রাতৃস্নেহ ও হিতাহিতবোধ, তাহাদের হৃদয় হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হিতাহিতানভিজ্ঞ [স] *বিণ* ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা নেই এমন। 'অজ্ঞ হিতাহিতানভিজ্ঞ সামান্য লোকেরা।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

হিতেচ্ছক [স] *বি* কল্যাণ সাধনে ইচ্ছুক ব্যক্তি। 'দেশের হিতেচ্ছকই এই মহৎকার্য্যে উৎসাহ দাতা।' *হুতোম*, ১৮৬৮।

হিতেচ্ছু [স] *বিণ* মঙ্গল করতে ইচ্ছুক। 'দেশের হিতেচ্ছু ব্যক্তিদের এইরূপ চেষ্টাই একমাত্র স্বাভাবিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হিতে বিপরীত *বি* ভালোর জায়গায় মন্দ। 'অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০; 'তাতে মোর হয়ে গেল হিতে বিপরীত।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'স্টেটের দ্বারা দুর্দশামোচনের চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হিতৈষণা [স] *বি* মঙ্গল করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। 'ইঁহারা জাতীয় হিতৈষণা ও ভাষার দিক দিয়া যতটা ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।' *সওগাত*, ১৯২৬।

হিতৈষণাপূর্ণ [স] *বিণ* মহৎ ইচ্ছাসম্পন্ন। 'তাঁর সেই হিতৈষণাপূর্ণ উপরোধ ক্ষিম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

হিতৈষা [স] *বি* মঙ্গল করার আকাঙ্ক্ষা। 'বিশ্বহিতৈষা ও বিশ্বজনের শৃঙ্খলমুক্তির পথেই সত্য প্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হিতৈষি [স হিতৈষী] *বিণ* শুভার্থী। 'ওগো নাপিতিনী মাসী তোমাকে বড় ভালবাসি তুমি আমার হিতৈষি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হিতৈষিণী [স] *বি স্ত্রী* কল্যাণকামী; মঙ্গল করতে ইচ্ছুক। 'আপনকার হিতৈষিণী হইয়া স্মরণার্থ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২; 'তুমি আমার পরম হিতৈষিণী।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

হিতৈষিতা [স] *বি* মঙ্গল করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। 'ডাক্তর উইলসন সাহেবের হিতৈষিতা ও সুবিবেচনা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

হিতৈষী [স] *বি* কল্যাণকামী; শুভাকাঙ্ক্ষী। 'রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকেরদের সর্ব্বপ্রকারে হিতৈষী।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

হিতোপদেশ [স] *বি* মঙ্গলজনক উপদেশ। 'হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞা সকরুণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হিতোপদেশক [স] *বিণ* কল্যাণকর উপদেশ দানকারী। 'বিশেষতঃ অক্ষর বানান হিতোপদেশক ইতিহাস ব্যাকরণের মূল বিষয় ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

হিতের *বি* হাতিয়ার। 'হিতের বান্ধিল চটপট চলিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। দ্র **হাতিয়ার**

হিন [স হীন] ১ *বিণ* হীন; নীচ। 'মুনি বোলে ক্ষুদ্র অতি হিন তোর বুদ্ধি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* দুর্দশাগ্রস্ত। 'যুধিষ্ঠির হইব রাজা কুরু হৈল হিন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। দ্র **হীন**

হিনজন [স হীনজন] *বি* হীনজন। 'হিনজন মত কর্ম্ম রাজাএ করিব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হিনচা দ্র **হিঞ্চা**

হিন হিন [ধ্বন্যা] *বি* হ্রেষাধ্বনি। 'রণভূমে এসে ঘোড়া হিন হিন ডাকে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হিন্তাল [ফা হীন্তাল] *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'পিয়াল হিন্তাল বকুল অম্র ... নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হিন্দি, হিন্দী [ফা] ১ *বি* হিন্দুস্থানের অধিবাসী। 'লাহোরী মূলতানী হিন্দী কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* হিন্দি ভাষা। 'কহিছে হিন্দি বাত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হিন্দিওয়ালা *বি* হিন্দিভাষী। 'হিন্দিওয়ালাদের ত আরও বিপদ।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হিন্দু [ফা] ১ *বি* বেদ-সংহিতা-পুরাণ-ভিত্তিক ধর্মের অনুসারী। 'আর সব হিন্দু কাজি মারে কদর্থিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* দক্ষিণ এশিয়াবাসী। *গুর্সা*, ১৭৮৫।

হিন্দুস্তান [ফা হিন্দুস্তান] *বি* ভারতবর্ষ। 'রূপের অবধি লই হিন্দস্তান হানে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হিন্দু আইন [ফা] *বি* হিন্দু জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন। 'হিন্দু আইনের পর ভাইয়ের সঙ্গে বোনেরও সমান অংশ।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

হিন্দুআনি [ফা হিন্দু+ফা আনা>] *বি* হিন্দুর ধর্ম ও আচার আচরণ। 'মোর বোল লংঘিয়া কে করে হিন্দুআনি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হিন্দুইজম [ফা হিন্দু+ই ইজম] *বি* হিন্দুত্ববাদ। 'হিন্দুইজম ধর্ম্ম নহে, উহা একটা সংক্রামক ব্যাধি ব্যতীত আর কিছুই নহে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

হিন্দু কালচার [ফা হিন্দু+ই কালচার] *বি* হিন্দু সংস্কৃতি। 'হিন্দু কালচার ও হিন্দু জাতির অতীত গৌরব।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

হিন্দু-তমদ্দুন [ফা হিন্দু+আ তামাদ্দুন] *বি* হিন্দু-সংস্কৃতি। 'হিন্দু-তমদ্দুনের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে নবপর্য্যায়ের এই সাহিত্য ...।' *আজাদ*, ১৯৪১।

হিন্দুত্ব [ফা হিন্দু+স ত্ব] *বি* হিন্দুয়ানি। 'এই হিন্দুত্ব থাকিবেক তদবধি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

হিন্দুদ্বেষী [ফা হিন্দু+স দ্বেষী] *বিণ* হিন্দুদের ঘৃণা করে এমন। 'মিথ্যাবাদী হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হিন্দুধর্ম, হিন্দুধর্ম্ম [ফা হিন্দু+স ধর্ম] *বি* বেদ-সংহিতা-পুরাণ-ভিত্তিক ধর্ম। 'হিন্দুধর্ম্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে তিরস্কার করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

হিন্দুপর্ব *বি* হিন্দুদের উৎসব। 'হিন্দুপর্বের সময় এ নিয়ে দাঙ্গা হয়েছে পর্যন্ত।' *উমর*, ১৯৬৮।

হিন্দু বঙ্গ *বি* বাংলার যে অংশ হিন্দু জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে। 'হিন্দু বঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি সমবেতভাবে চেষ্টা করিতেছে বর্তমান রোয়েদাদ বাতিল করিয়া দিতে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

হিন্দুবণিক *বি* হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবসায়ী। 'হিন্দুবণিকের নিকট শস্য প্রার্থনা করিতে হইল।' *সৎসঙ্গ*, ১৮৯৮।

হিন্দুবর্গ *বি* সনাতন ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠী। 'সর্ব্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

হিন্দুভাবাপন্ন [ফা হিন্দু+স ভাবাপন্ন] *বিণ* হিন্দু-প্রভাবিত। 'আধুনিক বঙ্গভাষা হিন্দু ভাবাপন্ন ইহা সত্য।' *বাসনা*, ১৯০৯।

হিন্দুমত *বি* হিন্দুধর্ম ও আচার। 'কৌমুদী হিন্দুমত হইতে একেবারে বহিষ্কৃত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

হিন্দুয়ানি, হিন্দুয়ানী [ফা হিন্দু+ফা আনা>] *বি* হিন্দুর ধর্ম ও আচার আচরণ। 'এতকাল কেহ নাহি কৈলে হিন্দুয়ানী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হিন্দুর তনয় হই নিন্দ হিন্দুয়ানি।' *সুলতান*, ১৬৫০।

হিন্দুলোক *বি* হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ। 'হিন্দু লোকেরা জাহাজে চড়িয়া অন্য দেশে যাইতে পারেন না।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

হিন্দুশাস্ত্র *বি* হিন্দুধর্ম-বিষয়ক শাস্ত্র। 'এইরূপ বিবেচনা হওয়াতে হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থ ব্যবস্থা স্থির হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২০।

হিন্দুসংস্কৃতি *বি* হিন্দুসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃতি। 'মিথিলা ছিল ভারতীয় হিন্দুসংস্কৃতির লীলাভূমি।' *হাই*, ১৯৫৪।

হিন্দুসভ্যতা *বি* ভারতীয় সভ্যতা। 'হিন্দুসভ্যতার মূল কথা, জ্ঞানেই মুক্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

হিন্দুসমাজ *বি* হিন্দু ধর্মানুসারীদের সমাজ। 'বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দুসমাজে খ্যাত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

হিন্দুসাহিত্য *বি* হিন্দু সংস্কৃতিপ্রধান সাহিত্য। 'হিন্দু গৌরবপুষ্ট হিন্দুসাহিত্য।' *এসলাম*, ১৯১৯।

হিন্দুস্তান [ফা] *বি* ভারতবর্ষ। 'হয় হিন্দুস্তানে হস্তী খোরাসানে/ বিড়াল চীন দেশে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হিন্দুস্তানি [ফা] *বিণ* ভারতীয়। *মানোএল*, ১৭৪৩। দ্র **হিন্দুস্থানি**

হিন্দুস্থান [ফা হিন্দুস্তান>] *বি* ভারতবর্ষ। 'হিন্দুস্থান দেশে এক দরিয়ার বিচে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হিন্দুস্থানি, হিন্দুস্থানী ১ *বি* উত্তর-ভারতে বিকশিত ভারতীয় ভাষাবিশেষ; হিন্দি-উর্দু। 'হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিআছে পোথা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'হিন্দুস্থানি, হিব্রু, গ্রীক, ... এই দশ ভাষায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ২ *বিণ* উত্তর ভারতীয়। 'কোন মজলিশ অথবা দরবার যাইবার নিমিত্ত হিন্দুস্থানি পোষাকও ব্যবহার করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'কোন হিন্দুস্থানী বেশ্যা কিম্বা বাঙ্গালী বেশ্যা।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বিণ* ভারতবর্ষীয়। 'আপনারা তো আসলে আফগান, এদেশে বসবাস করে হিন্দুস্থানী হয়েছেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। দ্র **হিন্দুস্তানি**

হিন্দুস্থানীয় [ফা হিন্দুস্তান+স ঈয়] ১ *বিণ* উত্তর ভারতীয়। 'তত্তদ্ভাষা ও তত্তদ্ব্যবহার ক্রমে২ হিন্দুস্থানীয় ভাষা ও ব্যবহারমধ্যে এ মিশ্রিত হইয়াছে এ যথার্থ বটে।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বিণ* সর্বভারতীয়। 'তাবৎ হিন্দুস্থানীয় গ্রন্থকর্ত্তার উপযুক্ততা জানিতে পারগ হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

হিন্দুস্থানী সংগীত *বি* উত্তর ভারতে প্রচলিত রাগসংগীত। 'হিন্দুস্থানী সংগীত এমন একটি কলাবিদ্যা...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হিন্দুকুশ *বি* পর্বতবিশেষ। 'কান্দাহারের সন্নিহিত দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া হিন্দুকুশে বাস করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

হিন্দোল [স] ১ *বি* দোলা। 'প্রণয়-হিন্দোল-শায়িনী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল।' *নজরুল*, ১৯২২।

হিন্দোলা [স হিন্দোল] ১ *বি* দোলনা। 'হিন্দোলা ঢুলাইতে বিবি নাহিক চেতন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* (সংগীত) একটি রাগের নাম। 'ওগো নৃত্য-ভোলা, ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হিপনটিক [ই] *বিণ* সম্মোহনী; আকর্ষণীয়। 'খবরগুলিও ওষুধের বিজ্ঞাপনের মতো এমন হিপনটিক!' *মানিক*, ১৯৩৭।

হিপনটিজম, হিপনোটিজম [ই] *বি* সম্মোহন। 'হিপনটিজমের ঘো কদিন থাকে?' *প্রমথ*, ১৯৩৭; 'রোমানটিসিজমের হিপনোটিজমে মুগ্ধ আছেন বলেই আপনি বাস্তবকে দেখতে পাচ্ছেন না।' *মোতাহের* ১৯৫০।

হিপ্নোটিজম [ই] *বি* সম্মোহন। 'মায়ের হিপ্নোটিজম আজ যে লটিকে কায়দায় আনতে পারলে না।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

হিপ হিপ হুরে, হিপ হিপ হুররে [ই] – আনন্দপ্রকাশক বাক্যাংশবিশেষ। 'থ্রী.চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক- হিপ হিপ হুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'হিপ হিপ হুররে নাদে দিগন্ত প্রকম্পিত করিতে করিতে জঙ্গলে প্রবেশ করিল।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

হিফাজত [আ] *বি* তত্ত্বাবধান। 'ফুপুজানের হিফাজত থেকে ...।' *রশীদ* ১৯৬৩।

হিফিলা *ক্রি* বিতাড়িত করা। 'হিফিলেক রাধাক বলদ সিংহ টাল।' *বড়ু* ১৪৫০।

হিব্রু [ই] *বি* পশ্চিম এশিয়ায় প্রচলিত ইহুদিদের ভাষা। 'হিব্রু, গ্রীক, .. এই দশ ভাষায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

হিম [স] ১ *বিণ* শীতল। 'দিনে দিনে খিন তনু হিম কমলিনি।' *বিদ্যাপতি* ১৪৬০। ২ *বি* জমাট-বাঁধা শিশির। 'তুষারি শিশির রিতু হিম চারি মাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* শীতকাল। 'এককালে ছয় ঋতু গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* শিশির; তুষার। ওস ১৭৮২। ৪ *বি* শীতল বাতাস। 'আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হিম খাইতে পারি না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হিম অঙ্গ [স] *বি* শীতল দেহ। 'হিম অঙ্গ, অতি ধীরে বহিছে ধমনী *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হিমঅচল [স] *বি* হিমালয় পর্বতমালা। 'বিন্ধ্য হইতে হিমঅচল *নজরুল*, ১৯৩০।

হিমকণা [স] ১ *বি* ঠাণ্ডায় জমাট-বাঁধা শিশির। 'কোথাও শিশির কোথাও হিমকণা বা বরফ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* অশ্রুর ফোঁটা 'নয়নে তোমার হিমকণা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

হিমকর [স] *বি* যার কিরণ শীতল; চাঁদ। 'জৈসে হিমকর মু পরিহরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিমকরবদনা [স] *বিণ স্ত্রী* চন্দ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্টা। 'হরিণপরিহী হিমকরবদনা সীমন্তিনীসমূহ সম্ভূত হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হিমকাল [স] *বি* শীতকাল। 'হিমকালে বস্ত্র বিনে কম্পিত অপার *বাহরাম*, ১৬৫০।

হিমকেন্দ্র [স] *বি* মেরু অঞ্চল। 'বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পর্যটক পারির সমভিব্যাহারী ফষ্টর লিখেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হিমকৈলাস [স] *বি* হিমালয়ের কৈলাস শৃঙ্গ। 'হিমকৈলা টালমাটাল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হিম-কোল *বি* শীতল কোল। 'শেষে পসারিয়া মোরে স্বপন করিবে হরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হিমগিরি [স] *বি* হিমালয় পর্বত। 'জইঅও জতনে গোঅএ চাহ হিমগিরি ন নুকাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

হিমগৃহ [স] *বি* ঠাণ্ডা ঘর। 'কাদম্বরী মান- ও বিরহতাপিতা হ হিমগৃহে অবস্থান করছেন।' *তারা*, ১৯৪০।

হিমছায়া [স] *বি* শীতল ছায়া। 'অদ্ভুত ব্যাধির হিমছায়া/ দীর্ণ ক নির্যাতিত শুদ্ধ কল্পনাকে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হিমচ্ছায়া [স] *বি* শীতল ছায়া। 'নেমে আসে, নেমে আসে হৃদয়ের ক্লান্ত হিমচ্ছায়ে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

হিমজড় [স] *বিণ* প্রাণহীন। 'শতছিদ্র আবরণের অন্তরালে হিমজড় খোলসের নীচে।' *সবুজ*, ১৯২১।

হিমজল [স] *বি* ঠাণ্ডা জল। 'হিমজলে পাপড়ির স্তরে ঢাল গো তরল আলো কত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

হিম জ্যোৎস্না [স] *বি* শীতের চাঁদের আলো। 'হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়াছে রেখা।' *জীবন*, ১৯৩২।

হিম-ঝরা *বিণ* শীতলতা ছড়ায় এমন। 'হিম-ঝরা বাতাস আর অজস্র জ্যোৎস্নার মায়াতে পৃথিবী যখন স্বপ্ন দেখছে।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

হিমঝুরি [স হিম+ঝুরি] *বি* ফুলবিশেষ ও তার গাছ; আকাশনিম। 'হিমঝুরি শাখা-পরে/ চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে/ শীতের রোদ্দুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হিম-নিরেট *বিণ* বরফের ন্যায় কঠিন। 'এই হিম-নিরেট প্রাণ।' *নজরুল*, ১৯২২।

হিমধামা *বি* চাঁদ। 'কনয়লতা অবলম্বনে উঅল হরিনহীন হিমধামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিমনিথর *বিণ* বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'বন্ধ্যানারীর একটা হিমনিথর গরিমা।' *সবুজ*, ১৯২১।

হিম-পারাবার [স] *বি* শীতল সমুদ্র। 'পউষ এল অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

হিমপ্রধান [স] *বি* শীতপ্রধান। 'হিমপ্রধান জনপদে গ্রীষ্মকালে অপর্য্যাপ্ত পশু, পক্ষী, ও মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হিমবর্ষী [স] *বিণ* ঠাণ্ডা বর্ষণকারী। 'হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হিমবাত [স] *বি* তুষার প্রবাহ। 'হিমবাত জলধারা সহ্য করিয়া জলমধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হিমভারাক্রান্ত [স] *বিণ* শীতে জর্জরিত। 'শীতের রাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

হিমমজ্জিত [স] *বিণ* বরফে ঢাকা। 'তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিম-মুকুর [স] *বি* ঝাপসা আরশি; বরফের আয়না। 'হিম-মুকুরে উঠবে ভাসি অরুণ ছবি তার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হিম রাত [স হিমরাত্রি] *বি* শীতের রাত। 'যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিম রাতে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

হিমরাশ [স] *বি* তুষার রাশি। 'রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিমরাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হিম-শর্বরী [স] *বি* শীতল রাত। 'সাহারার সূর্য-ঝড় লুপ্ত হিম-শর্বরী-আতলে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

হিমশিলা [স] *বি* বরফ। 'সাধুভাষায় বরফের নাম হিমশিলা ও তুষারশিলা।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হিমশীতল [স] *বিণ* বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'আরাম তুচ্ছ করিয়া মেরুপ্রদেশের হিমশীতল মৃত্যুশালার তুষাররুদ্ধ কঠিন দ্বারদেশে বারম্বার আঘাত করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'তোমার হিমশীতল রক্ত উষ্ণ হইয়া বহিয়া যাক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হিমশীতলতা [স] *বি* ভয়জনিত শীতলতা। 'ছেলেমেয়েদের বুকে এক নিমেষে হিমশীতলতা আসে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

হিমশুভ্র [স] *বিণ* তুষারের মতো সাদা। 'হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হিম-শ্বেত *বিণ* হিমের মতো সাদা। 'শ্যামল সৌন্দর্য তার হিম-শ্বেত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

হিম-শৈত্য [স] *বি* বরফ-শীতলতা। 'অগোচরে নামে হিম-শৈত্য,/ কোথায় পালাবে মরু দৈত্য?' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হিমসর [স] *বি* আইসক্রিমের মাথায় লেপ্টে থাকা দুধ-নারকেলের প্রলেপ। 'শীর্ষের হিমসর আমার দুটি চোখে লোলুপতার এক প্রকার আলোক এনে দিচ্ছিল।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

হিমসিক্ত [স] *বিণ* তুষারসিক্ত। 'হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায় স্তব্ধ হয় পাখিদের গান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'হিমসিক্ত কম্বলের মত রাত্রি ঢেকেছে নিঃশেষে।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

হিমসিখর [স হিমশিখর] *বি* হিমালয় শিখর। 'মলয়ানিল হিমসিখরে সিধারল পিয়া নিজ দেস ন আওই রে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিমস্নিগ্ধ [স] ১ *বিণ* শীতল। 'রাখো এ কপালে মম নিদ্রার আবেশ-সম হিমস্নিগ্ধ করতলখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* শিশিরসিক্ত। 'হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হিমহস্ত [স] *বি* শীতল হাত। 'কে ছুঁইল দেহ মোর/ হিমহস্তে তার?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হিমাংশু [স] *বি* চন্দ্র। 'নিশি দিনান্তর দহে হিমাংশু আদিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হিমাগম [স] *বি* হেমন্তকাল। 'ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হিমাঙ্গ [স] *বি* তাপশূন্য শরীর। 'নাড়ী ত্যাগ ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি মৃত্যুচিহ্ন হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

হিমাচল [স] *বি* হিমালয় পর্বতশ্রেণী। 'দক্ষিণে সাগরকূল উত্তরে হিমাচল।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হিমাচল-গর্ভ [স] *বি* হিমালয়ের গুহা। 'হিমাচল-গর্ভে যদি লহ রে আশ্রয়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হিমাচ্ছন্ন [স] *বিণ* তুষারাবৃত। 'হিমাচ্ছন্ন চক্ষে মোর জড়তার ঘন অন্ধকার।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হিমাদ্রি [স] *বি* হিমালয় পর্বতশ্রেণী। 'হিমাদ্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হিমাদ্রি-অধিরাজিত [স] *বিণ* পর্বত-শোভিত। 'এই সমুদ্রবিধৌত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হিমাদ্রিতুল্য [স] *বিণ* অপরিসীম। 'কিন্তু তাঁর ঔদাসীন্য হিমাদ্রিতুল্য।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

হিমাদ্রিদৃঢ় [স] *বিণ* হিমালয়ের মতো অটল। 'যাঁর হিমাদ্রি-দৃঢ় সংকল্পের কাছে মাথা নত করেছে ইংরেজ-ভারতীয় সবাই।' *শরীফ*, ১৯৭০।

হিমাদ্রি-শিখর *বি* পর্বতের চূড়া। 'হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ, অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হিমানত ধাড়ুশ *বিণ* প্রাণবন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হিমানী [স] ১ *বি* ঠাণ্ডা। 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* তুষার। 'হিমানী-আবৃত গিরি যথা।' *মাইকেল*,

১৮৬০।

হিমানীক্লিষ্ট [স] *বিণ* তুষার-জর্জরিত। 'অস্থিমাংসগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল হিমানীক্লিষ্ট সুকুমার পুষ্পের ন্যায় খসিয়া পড়ে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

হিমানীপুঞ্জ [স] *বি* তুষাররাশি। 'অরুণ-কিরণ পতিত হওয়াতে হিমানীপুঞ্জ অতিশয় ঝকমক করিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হিমানীপ্রবাহ [স] *বি* শৈত্যপ্রবাহ। 'পৃথিবীর বুক ব্যাপ্ত করিয়া যে হিমানীপ্রবাহ ভাসিয়া উঠিয়াছে।' *তারা*, ১৯৪২।

হিমানীস্তূপ [স] *বি* বরফরাশি। 'তাহাদের পদতল পিচ্ছিল হিমানীস্তূপের উপরি গমনাগমনের উপযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হিমান্ত [স] *বি* শীতের শেষ। 'হিমান্তে, শুনি পিককুলধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হিমায়মান [স] *বিণ* শীতল; স্থবির। 'হিমায়মান জীবনটাও খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।' *জীবন*, ১৯৩১।

হিমায়িত [স] *বিণ* শীতল। 'নিঃশ্বাসবায়ু করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিমার্দ্র [স] *বিণ* বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'পউষের হিমার্দ্রবাতাসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

হিমে-ছোঁওয়া *বিণ* শীতল। 'রোদ ওঠবার আগে হিমে-ছোঁওয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিমেল *বিণ* হিমশীতল। 'হিমেল শীত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হিমশিম, হিমসিম [ধ্বন্যা] *বি* নাজেহাল। **হিমসিম খাওয়া** [ধ্বন্যা হিমসিম>] *ক্রি* নাকাল বা নাজেহাল হওয়া। 'সেনাপতিদিগকে হিমসিম খাওয়াইয়াছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'আজকালকার বিএ এমএ-রা নাকি বিশ পঁচিশ ঘা জুতা খাইবার জন্য হিমসিম খাইয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'যদি টিঙটিঙে নায়ক হিমশিম খায়।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হিমালয় [স] *বি* ভারতের উত্তরে অবস্থিত পর্বতশ্রেণী। 'জন্ম হিমালয় গিরি কামদেব ভস্ম করি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হিমালয়-গিরি *বি* হিমালয় পর্বত। 'শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

হিমালয়-চূড় [স] *বি* হিমালয় শিখর। 'পাষাণ-স্বর্গ হিমালয়-চূড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হিমালয়-বর্ণনা *বি* হিমালয় পর্বতের বিবরণ। 'কুমারসম্ভবের হিমালয়-বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হিমালয়সুতা [স] *বি* হিমালয়কন্যা; দুর্গাদেবী। 'তোমারদিগকে রক্ষা করুন হিমালয়সুতা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হিম্মত, হিম্মৎ [আ] *বি* সাহস। 'হিম্মত।' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'বাহন আমার হিম্মৎ-হ্রেষা হেঁকে চলে!' *নজরুল*, ১৯২২।

হিম্মতি, হিম্মতী [আ হিম্মত>] **১** *বিণ* চেষ্টাযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* সাহসী। *ওগাঁ*, ১৭৮৫।

হিম্মতিয়া [আ হিম্মত>] *বিণ* চেষ্টাযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হিয়ুরি *দ্র* **হিজরি**

হিয় [স হৃদয়] *বি* হৃদয়। 'সূন সেজ হিয় সালয়ে রে পিয়াএ বিনু মরব আজি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিয়া [স হৃদয়] **১** *বি* বুক। 'কামে অচেতন উসা দ্রঢ় করি হিয়া।' *মালা* ১৫০০। **২** *বি* মন। 'তাণ্ডু দন্ত বলে ভাই দঢ় কর হিয়া।' *মুর* ১৬০০। **৩** *বি* বক্ষদেশ। 'হিয়া হিয়ে রাখলু তবু হিয়া জুড়ন গেল।' *শেখর*, ১৬০০; 'হিয়ায় কাপড় নাহী দেয় আদুড় মা কেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *বি* হৃদয়। 'জুড়াবে হিয়া সুধাবরিষ *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

হিয়াও *বিণ* প্রাণবন্ত। 'হিয়াও হারাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হিয়াতল *বি* হৃদয়ভূমি। 'শূন্য হিয়াতলে ঘনাইল নিবিড়।' *রবী* ১৯০৯।

হিয়ার দেশ *বি* বক্ষদেশ। 'কাঁপায় বেশ মোতির হার হিয়ার দে *নজরুল*, ১৯২৩।

হিয়ে *বি* হৃদয়। 'হিয়ে করে ছটফট।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হিরক [স হীরক] *বি* হীরক। 'তোমার প্রণয়িনী বহুমূল্য অলঙ্কার ও হি কাঞ্চনে ভূষিতা।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

হিরণ [স] *বিণ* সোনালি। 'কালাবরণ হিরণ পিন্ধন যবে পড়ে ম *দ্বিচণ্ডী*, ১৬০০।

হিরণ-কিরণ [স] *বি* সোনালি আলো। 'পুরব রবির হিরণ-কি পড়িবে তোমার শিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'হিরণ-কিরণে গাঁ *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হিরণজরি [স হিরণ+ফা জরীন] *বি* সোনালি তার জড়ানো সু 'জর্দাপরী! জর্দাপরী! হিরণজরির ওড়না গায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হিরণবরন [স হিরণবর্ণ] *বি* সোনালি বর্ণ। 'ঠিকরি উ হিরণবরন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হিরণ-বরনী [স হিরণবর্ণ>] *বিণ স্ত্রী* সোনালি রঙের। 'তারকা হি বরনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হিরণময় [স] *বিণ* সোনালি। 'হিরণময় কিরণ-ঝোলা/ যাঁহার ভুবন-দোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

হিরণহরিণী [স] *বি স্ত্রী* সোনার হরিণ। 'দুঃসাধ্যের অজ্ঞাত হিরণহরিণী শিকারে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

হিরণ্ময় [স] *বিণ* সোনার তৈরি। 'মৃণ্ময় ও হিরণ্ময় পাত্রে বি নাই।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'তোমার হিরণ্ময় পাত্রের মুখের আ ঘুচুক, তার অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

হিরণ্ময়তা [স] *বি* সোনালি রং। 'এমন কিছুই নেই যার হিরণ্ময় দেবতার দ্যুতি হবে ম্লান।' *শামসুর*, ১৯৭২।

হিরণ্ময় লিপি *বি* সোনালি আলোতে উদ্ভাসিত চিঠি; সোনালি লি 'বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটার হিরণ্ময় লিপি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হিরণ্য [স] **১** *বি* সোনা। 'তুমি রত্ন হিরণ্য বহুল মূল্য গজ।' *কবি* ১৬৮৯। **২** *বিণ* সোনালি। 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হিরণ্যগর্ভ [স] *বিণ* গর্ভ হিরণ্ময় এমন; হিরণ্ময় গর্ভের অধিক 'হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিরণ্যদ্যুতি [স] *বি* সোনার দীপ্তি। 'হিরণ্যদ্যুতি সকল পাপ করবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিরণ্যপাণি [স] *বি* (হিন্দুদেবতা) শিব। 'হে রুদ্র, হে হিরণ্যপা *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিরণ্যপাবক [স] *বি* সোনালি রঙের আগুন। 'আবার জ্বলবে না

মধ্যদিনে অপরূপ হিরণ্যপাবক।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

হিরণ্যাক্ষ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দৈত্যবিশেষ। 'তুমি ত বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষ মারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হিরদয় [স হৃদয়] *বি* হৃদয়। 'হিরদয়ে সেল দঈ গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিরদয় মুকুল [স হৃদয়মুকুল] *বি* স্তন। 'হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিরা [স হীরক] *বি* হীরক। 'তোহ্মার আনুমতীএঁ মানিকে হিরা বিহ্ধে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হিরাধর [স হীরকধর] *বিণ* হীরকখচিত। 'কানের হিরাধর কড়ী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হিরামুঠি [স হীরক>] *বি* হীরা বাঁধানো ডাঁটি। 'হিরামুঠি জমধর পঁচিশ খেটক শর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিরে [স হীরক>] *বি* হীরা। 'পার হব হিরের সাঁকো কেমন করে।' *লালন*, ১৮৯০।

হিরে-হাসি *বি* খুব উজ্জ্বল হাসি। 'দুলালের পাগলামিতে আর ছেলেমানুষিতে হিরে-হাসি হাসেন।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

হিরামন [হি হীরামন] ১ *বি* মণিমাণিক্য। 'হিরামন মানিক প্রতি ঘরে রাসি রাসি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* পাখিবিশেষ। 'টিয়া তোতা ফরিয়াদী, কাজালা চন্দনা আদি হিরামন লালমন গুয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হিরামুনী [হি হীরামন>] *বি* ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'গড়ে ডিঙ্গা সর্বধরা হিরামুনী চন্দ্রতারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিরিক [হিড়িক>] *বি* সুযোগ। 'ভেবেলাম এই হিরিকে খাটে কিছু পুঁজি করবো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। দ্র **হিড়িক**

হিরেকষ দ্র **হীরাকষ**

হিরো [ই] *বি* নায়ক; প্রধান চরিত্র। 'হিরোর নাম স্যার চন্দ্রশেখর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হিরোইন [ই] *বি* নায়িকা। 'প্রায় নির্বাক হিরোইন।' *মানিক*, ১৯৪০।

হিরো-মার্কা [ই হিরো+প মার্কা] *বিণ* নায়কের মতো। 'অভিনয় হিরো-মার্কা পিরান-পরা কয়জন যুবা।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

হিলসা [ই] *বি* ইলিশ মাছ। 'গঙ্গা উজিয়ে যেটা আসে বা একদা আসতো, সেটা ইলিশ – হিলসা।' *মুজতবা*, ১৯৬৬।

হিলিঞ্চা [স হিলমোচিকা] *বি* তিতা স্বাদযুক্ত একপ্রকার শাক। 'বোদালি হিলিঞ্চা সাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। দ্র **হিঞ্চী, হেলঞ্চ**

হিলিমিলি [ধ্বন্যা] *বি* ঝিলিমিলি। 'পাতার হিলিমিলি নানা রঙের ঝিলিমিলির মধ্যে তাকে কবি হারিয়ে দিলেন।' *অবন*, ১৯২৫।

হিলোল [স হিল্লোল] *বি* তরঙ্গ; ঢেউ; দোলা। 'তোর দুই তনে লাগু রসের হিলোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **হিল্লোল**

হিম্বোল [স হিল্লোল] *বি* আন্দোলন। 'রসনিধি মাঝে জেন রসের হিম্বোল।' *মালাধর*, ১৫০০।

হিল্লা [আ হিলাহ্] ১ *বি* অবলম্বন। 'সাঁইর হুকুম দুই আমি হিল্লা।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* সমস্যার সমাধান। 'যারা মরিয়া বাঁচিয়াছে, তাদের একটা হিল্লা হইয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

হিল্লে [আ হিলাহ্] ১ *বি* আশ্রয়। 'ঝার হিল্লেয় বসতি কত্তি নেগিচি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ২ *বি* উপায়। 'একটা হিল্লে লাগিয়ে দেওয়া যাবে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হিল্লোল [স] ১ *বি* ঢেউ। 'উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রামক্রিয়া হিল্লোল কানড়া গরা বৈসে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* স্পন্দন; কাঁপন। 'সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বি* কাজের ঢেউ। 'বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়িতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগতে আরম্ভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। দ্র **হিলোল**

হিল্লোলদোল [স] *বি* ঢেউয়ের দোলা। 'মহামৌন পারাবারে … তুলিল হিল্লোলদোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিল্লোলধারা [স] *বি* তরঙ্গমালা। 'গাহে পাখি, বহে বায়ু; প্রমোদহিল্লোলধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হিল্লোলময়ী [স] *বিণ স্ত্রী* তরঙ্গময়। 'অধরেতে স্খলিতচরণা/ মদিরহিল্লোলময়ী হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হিল্লোলিত [স] ১ *বিণ* ঢেউখেলানো। 'উর হিল্লোলিত চাঁচর কেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* উত্থিত। 'সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে-একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* স্পন্দিত। 'সম্মুখেতে শস্যপূর্ণ হিল্লোলিত ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৪ *বিণ* কম্পিত। 'হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে, কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হিল্লোলিতা *বিণ স্ত্রী* আন্দোলিত। 'মলয়মারুতের স্পর্শ সুখানুভবে সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

হিশেবহীন দ্র **হিসাব**

হিষ্টোরি, হিষ্টোরী [ই] *বি* ইতিহাস। 'ফ্রান্স ইংরাজী হিষ্টোরি জিওগ্রাফি … ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপে শিক্ষার্থে …।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০; 'হিষ্টোরী অর্থাৎ গল্পের বহি।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। দ্র **হিস্টরি**

হিষ্ট্রি [ই] *বি* ইতিহাস। 'কলকেতার ন্যাচর‍্যাল হিষ্ট্রির দলে একটি নম্বরে বাড়লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। দ্র **হিস্টরি**

হিষ্যা দ্র **হিস্যা**

হিসটিরিয়া [ই] *বি* এক ধরনের মূর্ছারোগ; মৃগীরোগ। 'এ-যে প্রায় হিসটিরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিসনি [স হ্রেষা] *বি* ঘোড়ার ডাক। 'হাথির নিনাদ শুনি ঘোড়ার হিসনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হিসন্ধে [স নিঃসন্দেহ] *ক্রিবিণ* নিঃসন্দেহে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হিসসা দ্র **হিস্যা**

হিসসো [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'জল এসে হিসসো করে ছড়িয়ে দিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হিসহিস [ধ্বন্যা] *বিণ* (শব্দের ক্ষেত্রে) কঠিন পদার্থ ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট হয় এমন। 'ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে হিসহিস শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিসহিসিয়ে *ক্রিবিণ* অবিরাম হিসহিস শব্দ ক'রে। 'ময়লা কাপড় হিসহিসিয়ে/ আছাড় মারে ধোবাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হিসা দ্র **হিস্যা**

হিসাব [আ] ১ *বি* বিবরণ। 'সম্পইতের হিসাব।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২

বি গণনা। 'গত মাত্র নিব কর হিসাব করিয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বি* বিবেচনা। 'যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের হিসাব করিয়া বড়ো সাবধানে অর্থসঞ্চয় করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *ক্রিবিণ* হারে। 'পৌণ্ডের হিসাবে হিসাব ধরিলে খরচ কম দৃষ্ট হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হিশেবহীন [আ হিসাব+স হীন] *বিণ* বেহিসাবি। 'তিনটি মেয়ে-বিয়ে, আর ছেলেমেয়ের সুখের জন্যে হিশেবহীন খরচ।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৪৯।

হিসাব করা *বি* গণনার কাজ। 'অপর কহে হিসাবকরা নীচবৃত্তি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

হিসাবকাল *বিণ* ইসলামমতে শেষবিচারের কাল; কেয়ামত। 'লালন বলে হিসাবকালে সকলে ফিকির হারাবা।' *লালন*, ১৮৯০।

হিসাব কিতাব ১ *বি* হিসাবের খাতাপত্র। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **২** *বি* হিসাব করা। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বি* যাবতীয় হিসাব। 'সমস্ত হিসাবকিতাব শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়ছয় করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হিসাবদক্ষ *বিণ* হিসাব-নিকাশে পারদর্শী। 'তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিসাব দেওয়া *ক্রি* আয়ব্যয়ের হিসাব দেখানো। 'আচ্ছা, হিসাব দে দেখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

হিসাব ধরা *ক্রি* খরচ বরাদ্দ করা। 'পৌণ্ডের হিসাবে হিসাব ধরিলে খরচ কম দৃষ্ট হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হিসাবনবিশ [আ হিসাব+ফা নবীস] *বিণ* গণনাকারী। 'যে-সব বিজ্ঞানী বিশ্বজগতের হিসাবনবিশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হিসাবনিকাশ [আ হিসাব+আ নিকাশ] *বি* হিসাবপত্রের কাজ। 'হিসাবনিকাশ করোরে জীব।' *ক্ষীরোদপ্রসাদ*, ১৯২৫।

হিসাব নেওয়া *ক্রি* মিলিয়ে দেখা। 'সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার সময় হল হিসাব নেবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হিসাবপত্তর [আ হিসাব+স পত্র>] *বি* হিসাব-নিকাশ। 'এসো হিসাবপত্তরক্রান্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

হিসাবপত্র *বি* হিসাবের কাগজপত্র। 'আজ হিসাব পত্র মিলুচ্ছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

হিসাববিদ্যা *বি* হিসাববিজ্ঞান। 'হিসাব বিদ্যার ও ভূগোল ইত্যাদি বহি।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

হিসাবানা *বি* হিসাব নেওয়া বাবদ কর। 'প্রজা তাহার হিসাব বুঝিয়া লইতে চায়, "হিসাবানা" দিলেই মিলিবে।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

হিসাব-ভোলা *বিণ* বেহিসাবি। 'ওরে খ্যাপা, ওরে হিসাব-ভোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

হিসাব মেলানা ১ *ক্রি* বিবেচনা করা। 'কাজে নামিলেই অতিসূক্ষ্ম অংশগুলি ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা হিসাব মিলাইতে মিলাইতে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *ক্রি* আয়ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে দেখা। 'তাহার একবারের হিসাবের সঙ্গে আর-একবারের হিসাব মেলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। **৩** *ক্রি* খতিয়ে দেখা। 'কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

হিসাবসম্মত [আ হিসাব+স সম্মত] *বিণ* হিসাবি। 'তাকেও ঠিক হিসাবসম্মত বলা চলে না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

হিসাবি, হিসাবী [আ হিসাব>] **১** *ক্রিবিণ* হিসাব অনুসারে। 'আমার হিসাবি বাকী ১৪২৫ তঙ্কা আড়কাট ব্যাজ যুদ্ধা দেওয়াইয়া দেও।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। **২** *বি* আয়ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে যে; মুহুরি। 'মুহুরিকে হিসাবী বলে; তিনি আয় ব্যয় লিখিয়া রাখেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **৩** *বিণ* বিচক্ষণ। ' টাকা রোজগার করিবার ব্যাপারে এই লোকটি হিসাবী ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **৪** *বিণ* সতর্ক। 'ননীগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় মেলানো ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। **৫** *বি* ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'কোরো না হিসাবী, আজি হিসাবের অঙ্কপাত।' *নজরুল*, ১৯২৮। **৬** *বিণ* মিতব্যয়ী। 'হিসাবি লোকেরা একটা কথা বার বার ভুলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিসাবিবুদ্ধি *বি* বিবেচনাপ্রসূত বুদ্ধি। 'হিসাবিবুদ্ধিতে বলে, যা চাই আর যা পাই এই দুটো মাপে মিলে গেলেই সুখের বিষয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হিসাবিয়ানা *বি* হিসাব করে চলার নীতি। 'প্রকৃতির মধ্যে একটা হিসাবিয়ানা আছে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

হিসাবের কাগজ *বি* হিসাব লেখার কাগজ। 'এ কাপড়ের বেওরা মেং এঙ্গ সাহেবের হিসাবের কাগজের পিঠে লেখা আছে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

হিসাবের বুদ্ধি *বি* বিচার বিবেচনার বুদ্ধি। 'আনুর হিসাবের বুদ্ধি নেই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

হিসেব-কিতেব *বি* বিস্তারিত হিসাব। 'বড়ো ঝঞ্ঝাট মাইনে বাঁটতে/ হিসেব-কিতেব হয় যে ঘাঁটতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হিসেব-টিসেব *বি* পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব। 'হিসেব-টিসেব করে কদম বলেছে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

হিসেবতন্ত্রী [আ হিসাব+স তন্ত্রী] *বিণ* হিসাবের আয়ত্তাধীন। 'সৃষ্টিটা সংখ্যানবিশ বটে কিন্তু হিসেবতন্ত্রী নয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হিসেবনিকেশ *বি* আয়-ব্যয়ের বিবরণ; জবাবদিহিতা। 'আজ ওখানে পড়েছে হিসেবনিকেশের তলব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হিসেবী ১ *বিণ* আয় বুঝে ব্যয় করে এমন। 'আবদুর রহমান হিসেবী লোক।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। **২** *বিণ* হিসাব করে চলে এমন। 'আজকের যুগে মানুষ বড় সচেতন, অত্যন্ত হিসেবী।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

হিস্টরি, হিস্ট্রি [ই] *বি* ইতিহাস। 'হিস্ট্রি কেতাব লইয়া করেতে কেদারা হেলান দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'হিস্টরি, জিওগ্রাফি কিছুই জানবার দরকার নেই।' *প্রমথ*, ১৯৪০।

হিস্টিরিয়া, হিস্‌টিরিয়া [ই] *বি* মূর্ছারোগবিশেষ। 'হিস্‌টিরিয়া-ওয়ালী মেয়ের খেদ্‌মদগারি করবার ফুরসত আমার নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'কথা ও হাসিতে যেন হিস্টিরিয়া।' *মানিক*, ১৯৩৭।

হিস্পানি, হিস্পানী [প] *বিণ* স্পেনীয়। 'লেসের ওড়না জড়ানো বিদ্যুৎনয়নী হিস্পানি রমণী।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হিস্পানিয়া [প] *বি* স্পেন। 'হিস্পানিয়ার একটি রানি এমন করিয়াছিল।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হিস্পানীয় [প হিস্পান+স ঈয়] *বিণ* স্পেনীয়। 'জার্মান, ফরাসি, ইটালীয়, হিস্পানীয় প্রভৃতি সকল ভাষাই ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

হিস্যা [আ] **১** *বি* অংশ। 'এ টাকার হিস্যায় আনিবেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭। **২** *বি* প্রাপ্য অংশ। 'এক আফিসরের হিস্যার মধ্যে।' *ক্যালগে*, ১৮০০। **৩** *ক্রিবিণ* অংশ অনুসারে। 'তাহার ছয় আনার হিস্যাতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

হিষ্যা [আ হিসসা] *বি* অংশ। 'আদ কাটা নিজ হিষ্যায় পুস্করী খনন কারণ দেওা গেল।' *চিঠিপত্রে*, ১৭৯৭।

হিসসা [আ হিসসা] *বি* ভাগ। 'তৃষ্ণাতুরের হিসসা আছে ও পিয়ালাতে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হিসা [আ হিসসা] *বি* অংশ। 'হেন্দোস্থানের তিন হিসা ফৌজ সাতে লএয়া ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

হিস্যাদার [আ হিসসা+ফা দার] *বিণ* অংশীদার। 'ইহার হিস্যাদার আমি।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

হিস্যেদার [আ হিসসা+ফা দার] *বিণ* অংশীদার। 'হিস্যেদার আটজন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হিহি [ধ্বন্যা] **১** *বি* শীতে কাঁপার শব্দ। 'হিহি করে কাঁপে গাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* উচ্চহাসির শব্দ। 'অট্টহাসিছে রণচামুণ্ডা হাহা হাহা হিহি হিহি।' *নজরুল*, ১৯২২।

হি হি করা *ক্রি* শীতের তীব্রতায় মুখ দিয়ে হিহি শব্দ করা। 'শীতে হি হি করতে করতে খাবার ঘরে এসে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হিহিহি [ধ্বন্যা] *বিণ* হিহিহি শব্দ করে এমন। 'হিহিহি কম্পন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হীট [ই] *বি* উত্তাপ। 'তাঁদের চটাভাব চটনমান যন্ত্রে ব্লাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হীত [স হিত] *বি* উপকার। 'সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তিল হীত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হীন [স] **১** *বিণ* অল্প। 'অনুসএ হীন ভেল অনুরাগ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* নীচ। 'যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'ক্ষেণেক ধরিআ রাখ আমি দীন হীন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বিণ* বিনীত। 'প্রভু কহেন আমি হীনসম্প্রদায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৪** *বিণ* শূন্য। 'তরাসে কোটাল হীনবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৫** *বিণ* অবহেলিত। 'যুধিষ্ঠির হইব রাজা কুরু হৈল হীন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **৬** *বি* বিয়োগ। 'দুই পাঁচ বত্রিশ তিরানব্বই একশত আঠার দশ এই অঙ্কে শত যোগ করিয়া দশ হাজার হীন করিলে কত অঙ্ক থাকে।' *গৌর*, ১৮২২। **৭** *বিণ* খারাপ। 'জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **৮** *বিণ* নিকৃষ্ট। 'ইহার মধ্যে এক দিকে নীচ লোভ অপর দিকে হীন ভয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৯** *বিণ* মর্যাদাহীন। 'গোরা তাহাদিগকে হীনজাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হীনকর [স] *বিণ* তেজহীন। 'দিনকর হীনকর দিন দিন দিন।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হীনগতি [স] *বিণ* কম গতিসম্পন্ন। 'নিজে তিনি হীনগতি;/ জল গিয়া আনিবারে নাহিক শকতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

হীনচেতা [স] *বিণ* নিচু মনের অধিকারী। 'হীনচেতা শরিফ।' *ইসলাম*, ১৮৯২।

হীনজন্মা [স] *বিণ* অসম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণকারী। 'তিনি হীনজন্মা নন।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হীনজাতি [স] *বি* নিম্নবর্ণের সম্প্রদায়। 'গোরা তাহাদিগকে হীনজাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হীনতর [স] *বিণ* নিকৃষ্টতর। '(সগর্বে) মহাশয়! আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করছেন?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

হীনদশা [স] *বি* খারাপ অবস্থা। 'গৃহপালিত পশু অনেক সময়ে পালকের অজ্ঞতাবশত হীনদশা প্রাপ্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

হীনপ্রভ, হীনপ্রভঃ [স] *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'তাহা সতত হীনপ্রভ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ ... হীনপ্রভঃ হইয়া পড়িতেছে।' *প্রচারক*, ১৮৯১।

হীনবল [স] **১** *বিণ* শক্তিহীন। 'তরাসে কোটাল হীনবল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বিণ* দরিদ্র। 'দেবীপুরের বাবুরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

হীনপ্রতাপ [স] *বিণ* সামর্থ্যহীন। 'ব্যতিব্যস্ত ও হীনপ্রতাপ হইয়া পড়িতে হইবে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হীনপ্রাণ [স] *বি* নীচমন। 'ভাবিতাম – এ কি হীনপ্রাণ!' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হীনবীর্য [স] *বিণ* শক্তিহীন। 'হীনবীর্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল অমরারি।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'অতিশাসনে দেশ হীনবীর্য হইয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'শক্তিহীন হীনবীর্য লোক।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হীনবুদ্ধি [স] **১** *বিণ* স্বল্পবুদ্ধি। 'আখমাড়া কলের মধ্য দিয়া যে-সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে, তাহাতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না, সুকুমারমতি হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। **২** *বিণ* দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন। 'এক দল হীনবুদ্ধি ব্যক্তি মুসলমানদের দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।' *সওগাত*, ১৯২৯।

হীনবৃত্তি [স] *বি* অমর্যাদাকর পেশা। 'মদিরা ব্যবসায় প্রভৃতি হীনবৃত্তি দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

হীনমতি [স] *বিণ* নিচু মনের। 'কথেক কহিতে পারি হীনমতি ভোর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হীনমনা [স] *বিণ* নিচু মনের। 'হীনমনা হয়ে যাচ্ছি।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

হীনমনোভাব [স] *বি* নীচ দৃষ্টিভঙ্গি। 'আমাদের দেশে নারীদের সম্বন্ধে হীনমনোভাব।' *বেগম*, ১৯৪৭।

হীন মরণ [স] *বি* গৌরবহীন মৃত্যু। 'বাঁচিতে চাহিয়া মরুপথে তুই মরিলি হীন মরণে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হীনম্মন্য [স] *বিণ* নিজের সম্পর্কে হীনতাবোধে আক্রান্ত। 'আমায় করেছে চূড়ান্ত হীনম্মন্য।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

হীনম্মন্যতা [স] *বি* নিজের সম্পর্কে হীনতাবোধ। 'হীনম্মন্যতা বোধের ফলে ...।' *আজাদ*, ১৯৬২।

হীনযান [স] *বি* বৌদ্ধ মতবিশেষ। 'মহাযানের ভাষা সংস্কৃত এবং হীনযানের পালি।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

হীনসাহস [স] *বিণ* কম সাহসী। 'তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে?' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

হীনস্থ [স] *বিণ* অপমানিত। 'আমারদিগকে হীনস্থ করিবার জন্য বেন্টলি প্রভৃতি কতিপয় ইউরোপীয় ব্যক্তি অনেক বিতর্ক করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

হীনস্বাস্থ্য [স] *বিণ* রোগগ্রস্ত জীর্ণ-শীর্ণ। 'হীনস্বাস্থ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হীনা [স] **১** *বিণ স্ত্রী* দুর্দশাগ্রস্ত। 'চাঁদ দিনহি দিন হীনা। সে পুন পলটি খনে খনে খীনা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **২** *বিণ* ঘৃণ্য। 'মোরে করে ঘৃণা এমন কে সতী আছে? নাহি আমি হীনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হীনাচার [স] *বি* মন্দ ব্যবহার। 'হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হীনাবন্থ [স] *বিণ* দরিদ্র। 'অত্রত্য হীনাবস্থ লোকদিগের জলকষ্ট।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হীনাবস্থা [স] *বি* অধঃপতিত অবস্থা। 'কি প্রকারে আমাদিগের হীনাবস্থা উন্নত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

হীনায়ু [স] *বিণ* আয়ু কমে গেছে এমন। 'জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হীনার্ঘতা [স] *বি* অল্পমূল্য। 'দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছদের অপেক্ষাকৃত হীনার্ঘতায় পথিক বিবেচনা করিলেন। *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

হীনাসন *বি* খারাপ জায়গা। 'অন্য বিখ্যাত সুকণ্ঠ বিহগবৃন্দ অপেক্ষা হীনাসন পাইবার যোগ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হীনতা [স] **১** *বি* দৈন্য। 'তাহার বুদ্ধি অংশে হীনতা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। **২** *বি* নীচতা। 'ওদের কী গর্ব, কী অবজ্ঞা! আর, আমাদের কী দৈন্য, কী হীনতা!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হীনতাদুঃখ [স] *বি* ক্ষুদ্রতার গ্লানি। 'মানুষ আপনার হীনতাদুঃখ দূর করিবার জন্য একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া লয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হীনতা-পঙ্ক [স] *বি* হীনতা রূপ পঙ্ক। 'ভারত লজ্জিত হে/ হীনতা-পঙ্কে মজ্জিত হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হীনতাবশত [স] **১** *ক্রিবিণ* ক্ষুদ্রতার কারণে। 'ইংরাজ এ দেশে আসিয়া ক্রমশই নূতন মূর্তি ধারণ করিতে থাকে – তাহার অনেকটা কি আমাদের হীনতাবশত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *ক্রিবিণ* নীচতার জন্যে। 'যাহা লজ্জাকর হীনতাবশতই পরেশবাবুর কাছে প্রকাশের অযোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হীনতাভার [স] *বি* সংকীর্ণতার ভার। 'জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হীনতাসূচক [স] *বিণ* নীচতা নির্দেশক। 'মুসলমান বাদশাহের চিত্র অত্যন্ত হীনতাসূচক।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৯।

হীম [স হিম] *বিণ* ঠাণ্ডা। 'এই ঘরের কুঁজো থেকে হীম জল এনেছি।' *উমেশ মিত্র*, ১৮৫৭।

হীমা [স হিম] *বি* শিশির। 'কনক বেলে জনু পড়ি গেও হীমা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হীমাল *বিণ* হিমেল। 'হীমাল পবন/ বহে ঘন ঘন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হীরক [স] *বি* অত্যন্ত মূল্যবান ও উজ্জ্বল খনিজ রত্নবিশেষ; হীরা; ডায়মন্ড। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'এক২ যোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক অঙ্গুরীয়ক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

হীরকখচিত [স] *বিণ* হীরা-বসানো। 'তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে হীরকখচিত তলোয়ার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'মাথায় হীরকখচিত উষ্ণীষ।' *প্রমথ*, ১৯৪২।

হীরকখণ্ড [স] *বি* হীরার টুকরা। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডে মণ্ডিত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হীরক জুবিলি, হীরক জুবিলী [স হীরক+ই জুবিলি] *বি* হীরকজয়ন্তী; ষাট বছর পূর্তি উৎসব। 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ ও হীরক জুবিলী দেখিয়াছি।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৫; 'কংগ্রেসের চতুর্থ হীরক জুবিলি উৎসব।' *মনসুর*, ১৯৪০।

হীরক পাথর [স হীরক-প্রস্তর] *বি* অত্যন্ত মূল্যবান ও উজ্জ্বল খনিজ রত্নবিশেষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হীরকমণ্ডিত [স] *বিণ* হীরাখচিত। 'শত শত গৃহচূড়া হীরকমণ্ডিত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হীরকাঙ্গুরীয়ক [স] *বি* হীরা দিয়ে তৈরি অঙ্গুরি। 'বহুমূল্য বস্ত্র হার হীরকাঙ্গুরীয়ক অর্থাৎ হীরার আংটি ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হীরকোজ্জ্বল [স] *বিণ* হীরার মতো উজ্জ্বল। 'ক্লাসিক স্থাপত্যের মতো দৃঢ়-সমুন্নত ও হীরকোজ্জ্বল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হীরা [স হীরক] *বি* রত্নবিশেষ। 'হীরা মনি মানিক একো নহি মাঁগব ফেরি মাঁগব পহু তোরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হীরাধার *বিণ* হীরার মতো তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। 'নখ তোর হীরাধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হীরাপান্না *বি* হীরা ও পান্না; মূল্যবান রত্ন। 'হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হীরামণি *বি* মূল্যবান রত্ন। 'হীরামণি জড়িত শোভিত সিংহাসন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হীরা-মাণিক *বি* মূল্যবান রত্ন। 'হীরা-মাণিক চাসনিকো তুই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হীরে [স হীরক] *বি* হীরক। 'তাতে কত রূপ দেখা যায় হীরে লালমতি।' *লালন*, ১৮৯০।

হীরের টুকরো **১** *বি* হীরকখণ্ডের মতো মূল্যবান। 'এই জিনিস ঘেরের মধ্যে আটকা পড়ে কোথাও হীরের টুকরো, কোথাও বটের গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **২** *বিণ* অতিশয় প্রতিভাবান। 'হীরের টুকরো ছেলে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হীরাকষ [ফা হিরাকশ] *বি* ফেরাস সালফেট নামের রাসায়নিক যৌগিকবিশেষ। 'আমার অধর হীরাকষ দ্বারা মাঁটা থাকিবে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

হিরেকষ, হীরেকষ [ফা হিরাকশ] *বি* ফেরাস সালফেট নামের রাসায়নিক যৌগবিশেষ। 'চোখের সুমুখে হিরেকষের সমুদ্র।' *প্রমথ*, ১৯১৫; 'চলিষ্ণু হীরেকষের মত তার ছটকানো।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হীলিয়াম [ই] *বি* হালকা অদাহ্য গ্যাসবিশেষ। 'হীলিয়াম গ্যাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হী হী [ধ্বন্যা] *বি* শীতের কাঁপুনি। 'সকালে হয়তো উত্তরে বাতাসে জলে স্থলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হী হী করা *ক্রি* কাঁপা। 'গাছের পাতা হী হী করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

-হু – বিভক্তিবিশেষ: থেকে। 'রঅণহু ষহজে কহেই।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

হুইপ [ই] *বি* সংসদে দলীয় শৃঙ্খলা উপস্থিতি প্রভৃতির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা। 'আর হুইপ সেই মোহন মুরলী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হুইল [ই] *বি* চাকা। 'ইষ্টিমারের হুইল ঘুরে ছেড়ে দিলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুইল-চেয়ার [ই] *বি* চাকাওয়ালা চেয়ার। 'দেখি ফাঁকা জায়গাটা ভরে গিয়েছে বিস্তর হুইল-চেয়ারে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হুইশল [ই] *বি* বাঁশি। 'তারা পথের মোড়ে হুইশল দিয়ে গাড়ির বহর থামিয়ে দেয়।' *হাই*, ১৯৫৮।

হুইসল [ই] *বি* বাঁশি। 'স্টিমার হুইসল দিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুইসিল [ই] *বি* ভেঁপু; বাঁশি। 'অবিরাম হুইসিল বাজে।' *হোসেন*,

১৯৪০।

হুইসেল [ই] *বি* ভেঁপু। 'হুইসেল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হুইস্‌ল [ই] *বি* বাঁশি। 'হুইস্‌ল দিল প্যাসেঞ্জারে সাঁৎরাগাছির ড্রাইভার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হুইসপর [ই] *বি* ফিসফিস। 'অভ্যাগত লোকে পরস্পর হুইসপর কত্তে পারে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুইস্কি [ই] *বি* সুরাবিশেষ। 'তুই গেলাস দুই আর হুইস্কি খা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

হুংকার [স] *বি* গর্জন। 'নন্দিনী হুংকার ছাড়িলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১। *দ্র* **হুঙ্কার**

হুংকার দেওয়া ১ *ক্রি* চিৎকার করা। 'নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে একজন হুংকার দিয়ে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *ক্রি* সশব্দে লাফিয়ে পড়া। 'য়ুরোপের লোক একেবারে ক্ষুধিত হিংস্র জন্তুর মতো হুংকার দিয়া পড়িতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *ক্রি* উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনা করা। 'সে তোমার ঐ মালীগুলোকে হুংকার দিতে পারে। কিন্তু ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হুংকৃত [স] *বিণ* গর্জিত। 'হুংকৃত পিনাক আজ বিরাজে কি ইন্দ্রধনুমাঝে?' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

হুঁ ১ *বি* সম্মতিজ্ঞাপক শব্দ। 'একটি অন্তররুদ্ধ অব্যক্ত হুঁ বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। **২** *অব্য* প্রশ্নবাচক শব্দ। 'তুমি আমার ... বউদি হবে? হুঁ!' *নজরুল*, ১৯২৬।

হুঁই *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নয়নচন্দ্র হুঁই।' *সেবধি*, ১৮৪০।

হুঁকরে হুঁকরে কাঁদা – ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা। 'আমি হুঁকরে হুঁকরে কাঁদতে লাগলুম।' *নজরুল*, ১৯২২।

হুঁকা [আ হুক্কাহ] *বি* ধূমপান করতে ব্যবহৃত হয় এমন যন্ত্রবিশেষ। 'কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে, কেহ গুড়গুড়িতে, কেহবা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'কেহ বা হুঁকার জল ফিরাইতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হুঁকা দেবী [আ হুক্কাহ+স দেবী] *বি* হুক্কারূপ দেবী। 'হুঁকা দেবীর মুখ চুম্বন করিতে এবং মধ্যে মধ্যে ...।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

হুঁকা পান করা *ক্রি* হুঁকায় ধূমপান করা। 'নীরবে তাই হুঁকা পানই করিতেছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হুঁকারি [আ হুক্কাহ>] *বিণ* হুঁকায় আসক্ত। 'বাবুরামবাবু ঘোর হুঁকারি ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হুঁকো [আ হুক্কাহ] *বি* ধূমপান করতে ব্যবহৃত হয় এমন যন্ত্রবিশেষ; হুঁকা। 'ঘরের এক কোণে হুঁকো থেকে আগুন পড়ে যাওয়ায়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুঁকো-কল্কে [আ হুক্কাহ+স কলিকা] *বি* হুঁকা এবং কল্কে। 'হাঁড়িকুড়ি, হুঁকো-কল্কে কুল্লে সের সাতেক চাল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

হুঁকোবরদার [আ হুকাহ+ফা বরদার] *বি* আজ্ঞাবাহক। 'নাই বা রইলো ... হরকরা, চোবদার, হুঁকোবরদার আর খানসামা।' *বিমল*, ১৯৫৩।

হুঁকোমুখো *বিণ* হুঁকার মতো মুখবিশিষ্ট। 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা বাড়ী তার বাংলা।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

হুঁক্কা [আ হুক্কাহ] *বি* হুঁকা। 'তোমার বাহন আলবলা, হুঁক্কা, গুড়গুড়ি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

হুকাবর্দার, হুকাবর্দ্দার [আ হুকাহ+ফা বরদার] *বি* তামাক সাজা চাকর। 'সাহেব আবশ্যকি চাকর এই কয় জন ... মসালচি ... হুকাবর্দার বেহারা পেয়াদা চৌকিদার দরবান।' *কেরি*, ১৮০২; 'খানসামা খেজমৎগার ফরাস হুকাবর্দ্দার পাস্তাবর্দ্দার।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হুক্কা [আ হুক্কাহ] *বি* হুঁকা। 'হুক্কার পানি কদ্দুর গো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

হুক্কাবরদার [আ হুকাহ+ফা বরদার] *বি* হুঁকা নিয়ে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে এরকম চাকর। 'হুক্কাবরদার আলবলা আনিয়া দিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হুক্কাবরদারী [আ হুকাহ+ফা বরদার>] *বি* হুকা সরবরাহ করার কাজ। 'হুক্কাবরদারী ... ও আর২ সব রকম তাবেদারী ও ফরমাবরদারী কিয়াথা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হুঁচট [স উচ্চট] *বি* ধাক্কা। 'প্রতি পদে হুঁচট খেয়ে খেয়ে আচার-ব্যবহার আমাকে শিখতে হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হুঁচোট [স উচ্চট] **১** *বি* ধাক্কা। 'ঢেউয়ের হুঁচোট লাগে গায়ে।' *জীবন*, ১৯৩৬। **২** *বি* হোঁচট। 'নিতাই সত্য সত্যই একটা হুঁচোট খাইল।' *তারা*, ১৯৪২।

হুঁশ [ফা হোশ] *বি* চেতনা; জ্ঞান। 'বেটার তবু হুঁশ নেই!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হুঁস করা *ক্রি* চেতনা ফিরে আসা। 'তার মুখে পানির ছিটা দিয়া দরিয়াবিবি বলিল, একটু হুঁস কর বাবা, আর দেরী নেই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হুঁসপবন *বি* বুদ্ধি। 'হুঁসপবন নেই তোমার?' *মণীশ*, ১৯৬৩।

হুঁশিয়ার [ফা হুশিয়ার] **১** *বিণ* সতর্ক। 'আমাদের দারোয়ান হাজার হুঁশিয়ার হক-না-কেন, ভদ্রলোকের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। **২** *বিণ* সাবধানী। 'সে খুব হুঁশিয়ার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। **৩** *বিণ* চতুর। 'বাঙালী কাবুলীর চেয়ে ঢের বেশী হুঁশিয়ার।' *মুজতবা*, ১৯৪৯। *দ্র* **হুশিয়ার**

হুঁশারি [ফা হুশিয়ার] *বি* সাবধান। 'আল জুবানের খবর জেনে হও হুঁশারি।' *লালন*, ১৮৯০।

হুঁশিয়ার চাকুরে *বি* সব দিকে খেয়াল রাখে এমন চাকরিজীবী। 'এঁরাই নাকি খুব হুঁশিয়ার চাকুরে।' *শিখা*, ১৯৩১।

হুঁশিয়ার-বাণী [ফা হুশিয়ার+স বাণী] *বি* সতর্কবাণী। 'কাজেম মিয়া হুঁশিয়ার-বাণী ছাড়ে।' *শওকত*, ১৯৭৩।

হুঁশিয়ারী *বি* সতর্কতা। 'অত্যন্ত হুঁশিয়ারী, দর-কষাকষি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হুঁসার *বিণ* সাবধান। 'হুঁসার ফুকরত কাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

হুঁসিয়ার *বি* সাবধান। 'আপনারা অতঃপর হুঁসিয়ার হইবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

হুঁস্যার *বিণ* হুঁশিয়ার। 'হুঁস্যার খবরদার পহরি পহরা।' *ভারত*, ১৭৬০।

হুঁ-হাঁ *বি* অতি সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা। 'নদীঘাট পেরিয়ে এলে, তবু হুঁ-হাঁটি পর্যন্ত করবে না?।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

হুক [ই] **১** *বি* আংটা। 'বনাতের চাপকান এবং চোগা হুকের উপর উদ্‌বন্ধনে ঝুলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **২** *বি* লোহার তৈরি বাঁকা

আঁকশি। 'দেয়ালের সারি সারি হুক দেখে বুঝলুম।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হুকরা *ক্রি* ডুকরে ওঠা। 'হুকরে হুকরে বুক ফেটে কান্না আসছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

হুকুম [আ] *বি* নির্দেশ; আদেশ। '... হুকুম পায় নাপিতের সুত/ ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিআ ঘোড়ার মুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুকুমক্রমে [আ হুকুম+স ক্রমে] *ক্রিবিণ* আদেশক্রমে। 'তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেন্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

হুকুম চিটী *বি* আদেশপত্র। 'ইনবাস করিয়া কাপড় পাঠাইতে এখানকার হুকুম চিটী গীয়াছে।' *তাঁতি*, ১৭৯২।

হুকুমজারি, হুকুমজারী [আ হুকুম+ফা জারি] **১** *বি* নির্দেশ প্রচার। 'শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুমজারি হল।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বিণ* নির্দেশমূলক। 'হুকুমজারী কণ্ঠেই গহর বলিল, আমরা দেখছি ওকে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হুকুম দখল [আ হুকুম+আ দখল] *বি* প্রশাসনিক নির্দেশ জারির মাধ্যমে দখল। 'শত শত একর জমি হুকুম দখল করা হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

হুকুমদাতা [আ হুকুম+স দাতা] *বিণ* হুকুম প্রদানকারী। 'একটিবার চেয়েও দেখল না হুকুমদাতা ফেলু মিঞার অথবা রমজানের দিকে।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

হুকুম দেওন *বি* আদেশ দেওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

হুকুম দেওয়া *ক্রি* আদেশ দেওয়া। 'শেষে বশিষ্ঠ হুকুম দিলেন বেদীতে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করো।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

হুকুমনামা [আ হুকুম+ফা নামাহ] *বি* আদেশপত্র। 'যথাখষ্য হুকুমনামা পত্রমিদং কার্জ্যঞ্চঃ আগে।' *মেয়র্স*, ১৭৭০।

হুকুমবিনা [আ হুকুম+স বিনা] *ক্রিবিণ* নির্দেশ ব্যতীত। 'খালিষার সাহেব দিগের হুকুমবিনা খালাষ করিবেন না।' *মেয়ার*, ১৭৮৭।

হুকুম মত *ক্রিবিণ* আদেশ অনুযায়ী। 'হুকুমমতে করিবেন।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

হুকুম লওন *বি* নির্দেশ নেওয়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

হুকুমানুক্রমে [আ হুকুম+স অনুক্রমে] *ক্রিবিণ* আদেশক্রমে। 'সর্ব্ব সামন্ত হুকুমানুক্রমে মহাদণ্ডে দণ্ডয়মান।' *রামরাম*, ১৮০১।

হুকুমানুসারে [আ হুকুম+স অনুসারে] *ক্রিবিণ* আদেশক্রমে। 'হুকুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

হুকুমিনামা *বি* আদেশপত্র। *মেয়র্স*, ১৭৭০।

হুকুমত [আ] *বি* কর্তৃত্ব; প্রশাসন। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'আদালতের মুক্তেয়ারকার ফৌজদারির হুকুমতের ওহদা আম্বা জিম্বা।' *এডমন*, ১৭৯০।

হুকুমাত [আ] *বি* শাসন। 'পূর্ব পাকিস্তানে একই হুকুমাতের অধীন এক প্রদেশে মুসলমানদের তায়দাদ ...।' *মাহে নও*, ১৯৪৯।

হুকুমাতী জবান [আ হুকুমাত+ফা জবান] *বি* রাষ্ট্রভাষা। 'পাকিস্তানের হুকুমাতী জবান হবার পক্ষে অধিকতর মোমতাহেক।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হুক্কাহুয়া [ধ্বন্যা] *বি* শিয়ালের ডাক। 'এক সুরে হুক্কাহুয়া করে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হুঙ্কার [স] **১** *বি* জয়ধ্বনি। 'প্রভুকে বেড়য় সবে হুঙ্কার করিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **২** *বি* চিৎকার। 'মহাপ্রভু নিরবধি করয়ে হুঙ্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **৩** *বি* গর্জন। 'হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হুঁকার [স হুঙ্কার] *বি* হুঙ্কার। 'পচ্চিম দুআরে চন্দ্র পহরীকে পাড়িল হুঁকার।' *রামাই*, ১৭১০।

হুঙ্কারা *ক্রি* গর্জন করা। 'ভীষণ মুরতিধর – রুষি হুঙ্কারিল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হুঙ্কারী *বি* গর্জন। 'বাঘের হুঙ্কারী – অন্ধকারে জোড়া জোড়া বাঘের চোখ।' *জসীম*, ১৯৬৪।

হুগল *বি* চাটাই প্রভৃতি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হোগলা নামের উদ্ভিদ। **হুগলের কুড়্যা** *বি* হোগলা ফুলের রেণু যা শস্য হিসেবে মিষ্টান্ন তৈরিতে কাজে লাগে। 'ছিল হুগলের কুড়্যা অনিলে যাইত উড়্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। দ্র **হোগল**

হুচোট *বি* চলতি অবস্থায় কোনো কিছুর সঙ্গে পা বা পায়ের আঙুলের সংঘর্ষ বা চোট; হোঁচট। 'উপভোগের হিড়িকে হুজুগে হুচোটে নতুনকে আস্বাদ বোধ করতে গিয়ে।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুজকি [আ হজো+ফা গূঈ] *বি* হুজুক; খেল। 'ম'শয় যে হুজকি দেখিয়েছিলেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

হুজজুৎ [আ হুজ্জত] *বি* হাঙ্গামা। 'হুজজুৎ বাদালি তুই।' *মণীশ*, ১৯৫৭। দ্র **হুজ্জত**

হুজরা [আ] *বি* ছোটো কোঠাঘর। 'দুই বিবি গোস্বায় হুজরা বিচে গেল।' *গরীব*, ১৭৬৫। দ্র **হোজরা**

হুজুক [আ হজো+ফা গূঈ] **১** *বি* গুজব। 'কলকেতার নিত্য নতুন নতুন হুজুক।' *হুতোম*, ১৮৬১। **২** *বি* অদ্ভুত ব্যাপার। 'এতবড়ো হুজুক আদালতে অনেকদিন ঘটে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হুজুকে *বিণ* হুজুকপ্রিয়। 'হুতোম বলেন হুজুকে কলকেতা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুজুগ **১** *বি* সাময়িক উত্তেজনায় মেতে ওঠা। 'ভাই বাঙ্গালী হুজুগ ছাড়িয়া দাও।' *দীপিকা*, ১৮৮৭। **২** *বি* ঝোঁক। 'যে হুজুগটির মুখপাত্র হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনো মনোভাব নেই।' *প্রমথ*, ১৯১২।

হুজুগপ্রিয় [হুজুগ+স প্রিয়] *বিণ* সোৎসাহে যোগদান করে এমন; হুজুগে। 'এরা জাতি হিসেবে হুজুগপ্রিয় বটে।' *হাই*, ১৯৫৮।

হুজুগে *বিণ* হুজুকপ্রিয়। 'ঘুড়ি উড়াইবার প্রস্তাব শুনিবামাত্র উৎসাহে মাতিয়া উঠে তবে রামকে কি হুজুগে বলিবে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

হুজুগে মাতা *ক্রি* গুজবে কান দেওয়া। 'শুধু হুজুগে মাতিলে চলিবে না।' *নজরুল*, ১৯২২।

হুজুগে-সমালোচক *বি* বিবেচনাহীনভাবে সমালোচনা করে যে। 'আমিও আবার হুজুগে-সমালোচকদের হল্লায় সায় দিয়ে বলছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হুজুত *ক্রিবিণ* নিকটে। 'পরানা দিলেক হাতে পাত্রের হুজুত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হুজুম [আ] *বি* লোকবল। 'টাকা আমার হুজুম আমার, আমি পাকা লোক আনব।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুজুর [আ] **১** *বি* প্রভু। 'হুজুরে সিফাই সব আছে করো জুড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* মহাশয়। 'উম্মত খেতাব কহে আক্কাছ হুজুরে।'

গরীব, ১৭৬৫। ৩ *বি* বিচারক। '"হুজুর" দেখিলেই জুজুর মত থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে …।' *প্রভাকর*, ১৮৫৮। ৪ *বি* আদালত। 'ওয়ারেন্ট থাকে, হুজুরে হাজির হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হুজুরাইন [আ হুজুর>] *বি স্ত্রী* মহিলা হুজুর। 'হুজুরাইন – কনাবাবার হাতের তারিফ।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

হুজুরি [আ হুজুর>] *বি* কর্মকর্তা। 'কর আদায় করে লয়ে যায় হুজুরি।' *লালন*, ১৮৯০।

হুজুরে *ক্রিবিণ* উপস্থিতিতে। 'বালকে ফারসী পড়ে আখন হুজুরে…।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হুজ্জত, হুজ্জৎ [আ] ১ *বি* হাঙ্গামা। 'হুজ্জতে ফেলায় মাথা কাটি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* বিপত্তি। 'দি বলেই তো এত হাঙ্গামা হুজ্জৎ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হুজ্জুতে [আ হুজ্জত>] ১ *বিণ* ঝগড়াটে। 'সাধারণে কথায় কথায় বলে থাকে হুনরে চীন ও হুজ্জুতে বাঙ্গাল।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* কষ্টদায়ক; ঝামেলা সৃষ্টিকারী। 'শীতও খুব হুজ্জুতে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হুজ্জোতি [আ হুজ্জত>] *বি* হাঙ্গামা। 'এই পনেরো বছর হুজ্জোতি করে হয়রান হয়ে গেছি।' *জীবন*, ১৯৩২।

হুট করা *ক্রি* সন্তুষ্ট করা। 'ভক্তিভাজন লোকদিগকে হুট করিতে পারিলেই আপনাদিগকে মস্ত লোক মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হুট করে [ধ্বন্যা] *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'হুট করে স্টেশন আসে।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

হুটকো [স উদ্ভট>] *বিণ* উদ্ভট; বাজে; বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন। *ভবানী*, ১৮২৩।

হুটপাট ১ *বি* গোলমাল; হৈচৈ। 'আমাদের বীরপুরুষেরাও উদ্দেশ্যহীনের ন্যায় অবিশ্রান্ত হো হো করিয়া হুটপাট করিয়া বেড়াইতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'মহা উৎপাত করে হুটপাটি চলে ফুটপাথ পরে।' *সুকুমার*, ১৯২০। ২ *বিণ* হুড়াহুড়ির ফলে সৃষ্টি হয় এমন। 'কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুটপাট শব্দ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হুটাহুটি [ধ্বন্যা] ১ *বি* ধাক্কাধাক্কি। 'আপনা আপনি লাগে হুটাহুটি।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* লাফালাফি। 'বায়স্কোপে হুটাহুটি করিয়া।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

হুটোপাটা [ধ্বন্যা] *বি* তাড়াহুড়া। 'হুটোপাটা করেছেন কী দর চড়বে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

হুটোপাটি [ধ্বন্যা] ১ *বি* চিৎকার; গোলমাল; আস্ফালন। 'অধিকাংশ বঙ্গযুবক মনে করেন … হাত-পা ছুঁড়িতে হইবে, হুটোপাটি করিতে হইবে, যাহাকে যাহা না বলিবার তাহা বলিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'হুটোপাটি করো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* চেঁচামেচি ও লাফালাফি; হৈ হুল্লোড়। 'তোমাকে নিয়ে ওরা হুটোপাটি করতে চায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

হুটোপুটি [ধ্বন্যা] *বি* চেঁচামেচি ও লাফালাফি। 'হুটোপুটি খেলা হবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হুটুস [ধ্বন্যা] *অব্য* হঠাৎ। 'পা দিয়ে হুটুস করে ডান জুতো এক লাথে …।' *মুজতবা*, ১৯৬০।

হুড্ডুকার *বি* ষাঁড়ের মতো চিৎকার। 'শাস্ত্রানুসারে নৃত্য করা এবং হুড্ডুকার করা।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

হুড় [স হুড] ১ *বিণ* অত্যাচারী। 'তার বেটা বড় হুড় ময়রার লুটে গুড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* নির্বোধ; জেদি। 'গোয়ালা জেতের ধর্ম হয় বড় হুড়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হুড়বাড় [স হুড>] *বি* হুড়াহুড়ি। 'চারদিককার হুড়বাড় হাপদাপ অভিযোগ তিরস্কার।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুড়মুড় [স হুড>] ১ *বি* তাড়াহুড়া। 'করি তবে হুড়মুড় তুলিল প্রবল ঝড়।' *কেতকা*, ১৬৫০। ২ *বিণ* হঠাৎ ভিড় বা ঠেলাঠেলি করে বেড়িয়ে যেতে উদ্যত। 'দৌড় দৌড়, ধর ধর, পালা পালা, হুড়মুড় দুড়দাড় ব্যাপার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হুড়মুড় করা ১ *ক্রি* হঠাৎ প্রবেশ করা। 'ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *ক্রি* হুড়মুড় শব্দ করা। 'ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছে ভেঙে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হুড়মুড়ি [স হুড>] *বি* হৈচৈ কাণ্ড। 'বিপুল জনতায় হুড়মুড়ি পড়িয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হুড়-হাঙ্গামা [স হুড>+ফা হাঙ্গামহ] *বি* বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল। 'বিয়েবাড়ির হইচই হুড়-হাঙ্গামায় ঢের সময় কেটে যায়।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুড়হুড় [স হুড>] ১ *বিণ* প্রবল শব্দকারী। 'হুড়হুড় দুরদুর বিপরীত ঝড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* প্রচণ্ড শব্দ। 'তোপধ্বনি সীমা কিবা, হুড় হুড় রাত্র কিবা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হুড়হুড়ি [স হুড>] *বি* গাড়ি চলার সময়ে সৃষ্ট শব্দ। 'কামানের হুড়হুড়ি বন্দুকের দুড়দুড়ি।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

হুড়কা [স হুড়ক] *বি* কপাটের খিল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫; 'দরজার সহিত হুড়কার, কড়ির সহিত বরগার, … মিলন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হুড়কো[1] *বি* দরজা বন্ধ রাখার খিল; অর্গল। 'কে একজন হুড়কো খুলে দিলে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

হুড়ুকা *বি* হুড়কা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'অমনি দুয়ারী টানিল হুড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হুড়কো[2] *বিণ* স্বামীর কাছে যেতে অনিচ্ছুক বা আতঙ্কিত। 'কোনো কোনো মেয়ে হুড়কো হয়।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

হুড়া [স হুড>] *বি* গুঁতা; ঠেলা। 'বন্দুকের হুড়া মারে কেহ ছোঁড়ে তীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হুড়ামুড়ি [স হুড>] *বি* গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি। 'হঠাৎ হুড়ামুড়ি পড়িয়া অন্য দিক শূন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হুড়াহুড়ি [স হুড>] ১ *বি* বিশৃঙ্খল ভিড়। 'কিনিতে চিকন চিনি কত হুড়াহুড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* ঠেলাঠেলি। 'উপযুক্ত সময়ে হুড়াহুড়ি করিয়া ফল তো বিস্তর ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হুড়ো [স হুড>] *বি* তাড়া। 'জাত বাঁচিয়ে লুকিয়ে আছে, তারেও বাবা দিসনে হুড়ো।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

হুড়োমুড়ি [স হুড>] *বি* হুড়াহুড়ি। 'শেষে হুড়োমুড়িতে বেরুলো জবাফুলটি বালুঞ্চি দিয়ে তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুড়োহুড়ি [স হুড>] *বি* হৈ-হুল্লোড়। 'কেবল পথে ঘাটে – ছাতে মাঠে – ছুটাছুটি হুড়োহুড়ি করিয়া বেড়াইত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হুড়াড় *বি* নেকড়ে। 'মাল্যবান একটা বড় হুড়াড় ছানার মত হঠাৎ উজিয়ে উঠে …।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হুড়ার *বি* নেকড়ে। 'কৃষকেরা দলবদ্ধ হুড়ারের জ্বালায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত।' *শরৎ*, ১৯১৭।

হুড়াল *বি* নেকড়ে বাঘ। 'ও কিছু না, হুড়াল। অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হুড়ুম[1] [ধ্বন্যা] *বি* মুড়ি। 'এই মত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাহার কোঁচার হুড়ুম যায় যে পড়ে।' *জসীম*, ১৯২৭।

হুড়ুম[2] [ধ্বন্যা] **১** *বি* মেঘের ডাক। 'হুড়ুম করিয়া বিষম কি শব্দ হয়।' *বিভূতি*, ১৯২৯। **২** *বি* পানিতে কোনো কিছুর লাফিয়ে পড়ার শব্দ। 'কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হুড়ো[1] **১** *বিণ* নেকড়ে বাঘের মতো। 'চুল পেকে হয়েছে হুড়ো চামড়া বুড়ো ঝুলমুলে।' *লালন*, ১৮৯০। **২** *বি* নেকড়ে। 'হুড়োতে ধরেনি যে এই ভাগ্য ভাল।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুড়ো[2] *দ্র* **হুড়া**

হুণ্ডি, হুণ্ডী [ফা] *বি* টাকা বিনিময়ের নির্দেশনামা। 'নয় হাজার এক সও বিরানব্বই টাকা সাড়ে পোনোর আনার হুণ্ডি মহাসয়ের পর লিখিলাম।' *মেয়ের্স*, ১৭৬৮; 'হুণ্ডী ও খত খরিতক প্রভৃতি মূল্যক্রমে ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

হুতভুক [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) আগুন। 'বজ্রপাণি যেমন বরিষে হুতভুক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হুতমো-চোখি *বিণ* হুতোম প্যাঁচার মতো কুৎসিত চোখবিশিষ্ট। 'তোর নাকটি বোঁচা! হুতমো-চোখি!' *নজরুল*, ১৯২৬।

হুতা [স হুতাশন] *বি* অগ্নি। 'হনুমান টানে জাঁতা হুতার লহরি।' *রামাই*, ১৭১০।

হুতাশ [স হতাশ] **১** *বি* যন্ত্রণা। 'কুসুমশর হুতাশে/ তপ্ত দীর্ঘ নিশাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* দুর্ভাবনা। 'কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **৩** *বি* আর্তনাদ। *মানোএল*, ১৭৪৩। **৪** *বি* নিরাশা। 'ইমাম খাতেরে যায় ছাড়িয়া হুতাশ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হুতাশি [স হতাশ>] *বি* দুর্ভাবনা বা আতঙ্কে অস্থিরতা প্রকাশ করে যে। 'হা-হুতাশ আমি হুতাশির!' *নজরুল*, ১৯২২।

হুতাশী [স হতাশ>] *বি স্ত্রী* হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি। 'হুতাশীর গান।' *জীবন*, ১৯২৭।

হুতাসযুক্ত [স হতাশযুক্ত] *বিণ* বিষণ্ণ। 'দাউদের অন্তঃকরণ মহা হুতাসযুক্ত।' *রামরাম*, ১৮০১।

হুতাশন [স] *বি* আগুন। 'কামার পাতিল শাল সাবল তাইল হুতাশনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হুতাস [স হুতাশন] *বি* আগুন। 'তুমি জল তুমি স্থল তুমিত হুতাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

হুতাসন [স হুতাশন] *বি* অগ্নি। 'তুমি বাউ তুমি জম পবন হুতাসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

হুতুম, হুতোম, হুতুমপ্যাঁচা *বি* বড়ো আকারের এক রকমের প্যাঁচা। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা।' *হুতোম*, ১৮৬২; 'একটা হুতুমপ্যাঁচা ডেকে উঠল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হুতোমথুমো *বি* হুতোমপ্যাঁচা। 'তালগাছেতে হুতোমথুমো পাকিয়ে আছে ভুরু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হুতোমি, হুতোমী *বিণ* হুতোম প্যাঁচার নকশা গ্রন্থে ব্যবহৃত। 'সচরাচর হুতোমী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'বহুসংখ্যক হুতোমি পুস্তকের আদিপুরুষ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

হুতুলি কুতুলি *বি* সুতার মতো পাক-লাগা ও থলির মতো ভাব। 'ধুতি খুলে হুতুলি কুতুলি পাকিয়ে গেছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুদরা *বি* অনাথ মণ্ডপ। 'চণ্ডীর আদেশে ধায় বীর হনুমান মট হুদরা ভাঙ্গ্যা করে খান খান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুদুরা *বি* অনাথাশ্রম। 'নানাচিত্র ইট কাটে দেউল হুদুরা মটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুদলায়ে *ক্রিবিণ* উছলিয়ে। 'লালন বলে আমি সদাই/ আমোদ করি জল হুদলায়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

হুদ্দা [আ হুদ্দ] *বি* এলাকা। 'সাহেব আপন২ হুদ্দার কায আপনি আঞ্জাম করে।' *কেরি*, ১৮০২।

হুন[1] *বি* আহুতি। 'কাটিয়া গায়ের মাংস ঘৃত দিয়া হুনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

হুন[2] [ফা] *বি* ফ্রেঞ্চ পিস্তল। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হুন[3] [স হূণ] *বি* ভারতে অভিবাসী চীনা জাতিবিশেষ। 'পারসীক, যোনা, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

হুনর [ফা হুনর] *বি* কৌশল। 'একের হুনরে মারা যাবে দুই ভাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হুনরে [ফা হুনরী] *বিণ* কর্মদক্ষ; কারিগরিতে দক্ষ। 'সাধারণে কথায় কথায় বলে থাকে হুনরে চীন ও হুজ্জুতে বাঙ্গাল।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুনুর [ফা হুনর] *বি* চতুরতা; প্রযুক্তি। 'হেকমত হুনুর করে ইমামের তরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হুনরি [ফা] **১** *বিণ* পটু; দক্ষ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বিণ* কারিগরি; শৈল্পিক। 'এই বালিকারদিগের হস্তনির্ম্মিত হুনরি দ্রব্য।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

হুনুরি [ফা হুনরী] *বিণ* সেলাই সংক্রান্ত। 'একটু লেখাপড়া ও হুনুরি কর্ম্ম শিখিয়াছি।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হুনহি *সর্ব* নিজ। 'জহি খনে হুনহি মনে মাধব চিন্তব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হুনি *বি* চীনা গোষ্ঠীবিশেষ। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিট্টানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুনুমন্ত [স হনুমান] *বি* হনুমান। 'দখিন দুআরে হুনুমন্ত পহরিক।' *রামাই*, ১৭১০।

হুপ[1] [ই] *বি* আশা। 'কন্যা দেখিয়া হুপ পাঁচ হাত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হুপ[2] [ধ্বন্যা] *বি* হঠাৎ অবতরণের শব্দ। 'হুপ হুপ করে লঙ্কার চালে বসলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হুপিং কাশি [ই হুপিং+বা কাশি] *বি* ঘুংড়িকাশি। 'যার হাওয়ায় যক্ষ্মা সেরে যায়, তাতেই কি না হুপিংকাশি হবে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

হুব [ধ্বন্যা] *বি* বানরের ডাক। 'বাঁদরা-মুখোর ভ্যাংচিয়ে মুখ দাঁত খিচে বেহদ্দ হুব।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হুবহু [আ হু+ফা ব+আ হু] *ক্রিবিণ* অবিকলরূপে। 'দুপক্ষেরই কথা হুবহু পত্রস্থ করেছি।' *নজরুল*, ১৯২২।

হুমকি *বি* ভীতি প্রদর্শন। 'নতি-স্বীকারের হুমকি থাকবে।' *পাশা*, ১৯৭১।

হুমকানি *বি* ধমকানি; তর্জ্জনগর্জ্জন। 'লাল বাংলার হুমকানি, – ছি ছি

এত অসত্য ও মা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হুমকিবাজি [হুমকি+ফা বাজি] *বি* ধমকানি। 'হুমকিবাজির তৎপরতা অধিক মাত্রায় উপস্থিত রহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

হুমকে ওঠা *ক্রি* হাহাকার করে জেগে ওঠা। 'বক্ষে খালি হুমকে ওঠে শূন্যতা আর ফল্গুনাশা বালি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

হুমড়ি [ধ্বন্যা] *বি* হামাগুড়ি। 'গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

হুমরা চুমরা *বি* সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি। 'এই যত হুমরা চুমরা দেখিতে পাও।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হুমরো চুমরো *বিণ* প্রতিপত্তিশালী। 'দলের একজন হুমরো চুমরো ওস্তাদ ছোকরা হয়ে পড়ল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হুয়া হুয়া [ধ্বন্যা] *বি* হুয়া হুয়া শব্দ। 'শেয়াল লুকায়ে থাকে, রাতে হুয়া হুয়া করে ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হুর [আ] *বি* ইসলামিবিশ্বাস অনুযায়ী বেহেশতের সুন্দরী সেবিকা। 'বিহিস্তের হুর সব করএ চাকরী।' *সুলতান*, ১৭০০।

হুর-গেলেমান [আ] *বি* ইসলামিবিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গের সেবিকা ও সেবক। 'বেহেশতে হুর-গেলেমান ... বলে কোনো প্রাণী থাকলে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হুরপরী *বি* ইসলামিবিশ্বাস অনুযায়ী বেহেশতের সুন্দরী সেবিকা। 'জলপতি হুরপরী স্বর্গ বিদ্যাধরী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হুরাএন [আ] *বি* হুরগণ। 'লিখিলা বিহিস্ত হুরাএন মনোহর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হুরি, হুরী [আ হুর] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী বেহেশতের সুন্দরী সেবিকা। 'জান্নাত হতে ফেলে হুরি রাশ রাশ ফুল।' *নজরুল*, ১৯২২; 'অনন্ত-কালের জন্য অফুরন্ত বেহেস্ত আর অসংখ্য হুরী।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

হুরমত, হুরমাত [ফা] *বি* সম্ভ্রম। 'জোর করে হোসেনের হুরমাত উপরে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'সরকারকে পাকতঃ দেখাইলেন যে আমার কত হুরমত – কত ইজ্জত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হুররো হো – উল্লাসধ্বনি। 'খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া, হুররো হো।' *নজরুল*, ১৯২২।

হুরাহুরি [স হুড>] **১** *বি* গোলমাল। 'বাহু কসাকসি কেউ করে হুরাহুরি।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* তাড়াহুড়া। 'উপযুক্ত সময়ে হুরাহুরি করিয়া ফল তো বিস্তর ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। *দ্র* **হুড়াহুড়ি**

হুরু *বি* বিনুনি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হুল[১] [স ফুল] *বি* ফুল। 'কল্লযুগ তোর এ বগহুলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হুল[২] [স অল] *বি* ধনুকের প্রান্তভাগ। 'ধনুকের হুলে হেম-গোধিকা বান্ধিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুল[৩] [স অল] **১** *বি* অস্ত্রের সুচালো মুখ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫। **২** *বি* পতঙ্গের চুমুক। 'এঁটো করা সেরির গেলাসে দিই হুল।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হুলাঘাত *বি* হুলের আঘাত। 'মুক্তাফিজের বুকে হুলাঘাত রেখে গিয়েছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হুলস্থুল, হুলুস্থুল **১** *বি* গণ্ডগোল। 'তোমরা অবধানপূর্ব্বক বিচার করহ, আর নির্ব্বুদ্ধি ন্যায় হুলুস্থুল করিও না।' *তারিণী*, ১৮০৩। **২** *বি* হইচই। 'শুনিয়া দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

হুলথুল *বি* হুলস্থুল। 'কাগজে হুলথুল পড়ে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হুলহুলি *বি* গণ্ডগোল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হুলস্থুল *বিণ* নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন। 'প্রদেশে ভয়ানক হুলস্থুল কাণ্ড হইতেছে।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হুলুস্থুল *বি* তোলপাড়। 'আমি করব হুলুস্থুল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

হুলস্থুল পড়া *ক্রি* হৈচৈ শুরু হবে। 'মনে করিয়াছেন গ্রামে হুলস্থুল পড়িবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হুলুস্থুলু *বিণ* তুমুল। 'বিছানাতে হুলুস্থুলু কলরবের চোটে ওর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

হুলানো [হি হুলনা] *ক্রি* পিছনে তাড়া করা। 'দূরে গেলে হুলায় কুক্কুরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুলাহুলি, হুলাহুলী [স হুলহুলী] *বি* উলুধ্বনি। 'জয় জয় হুলাহুলী দিল দেবগণে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কতদূর শুনিল স্মরণ হুলাহুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুলি[১] [স হোলিকা] **১** *বি* আগুন। 'মোর অঙ্গে হুলি জ্বালি বসন্ত খেলিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বি* হিন্দুপর্ব দোলযাত্রা। 'হুলির উৎসবে নানা দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

হুলি[২] [ধ্বন্যা] **১** *বি* ধ্বনি। 'বাজে সংখ সখী দেয় জয় জয় হুলি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **২** *বি* সাড়া; গোলমাল। 'ডাকাডাকি হাঁকাহাকি হুলি হুলু লোকে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হুলিয়া [আ হুলিয়াত] *বি* পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করার জন্য তার চেহারার বর্ণনাসহ বিজ্ঞাপন। 'হুলিয়া ছাড়াই ধরে তাকে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

হুলুই [ধ্বন্যা] *বি* উলুধ্বনি। 'সঘনে হুলুই পড়ে রতি চতুর্দোলে চড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হুলুধ্বনি [ধ্বন্যা হুলু+স ধ্বনি] *বি* পূজা বিয়ে প্রভৃতি শুভকর্মে হিন্দু স্ত্রীলোকদের মঙ্গলধ্বনি। 'স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিন্নরী/ দিবে হুলুধ্বনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হুলুরব [হুলু+স ধ্বনি] *বি* শুভকাজে হিন্দু নারীদের জিহ্বা ও তালুর সংযোগে সৃষ্ট আনন্দসূচক উলুধ্বনি। 'বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হুলো *বিণ* মর্দা। **হুলো বেড়াল** *বি* মর্দা বিড়াল। 'হুলো বেড়াল মিয়াঁও ম্যাঁও।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হুল্লোড় [স হল্লা>] **১** *বি* আনন্দ; কোলাহল। 'এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।' *নজরুল*, ১৯২৭। **২** *বি* ভিড় ও হৈচৈ। 'জাঁক-জমকের হুল্লোড়ে তারা যেন এক পয়সা না দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হুল্লোড়-হাঙ্গামা [স হল্লা>+ফা হাঙ্গামহ] *বি* গোলমাল। 'বাসে চড়বার জন্য হুল্লোড়-হাঙ্গামা ধাক্কা-ধাক্কি করবে না।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হুশিয়ার, হুসিয়ার [ফা হুশিয়ার] *বিণ* সতর্ক। 'তবে যদি রাখ শির হুশিয়ার হইয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'আফিঙ্গে হামেশা মস্ত, হুসিয়ার দরবস্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। *দ্র* **হুঁশিয়ার**

হুশিয়ারী [ফা] *বি* সতর্কতা। 'যাত্রাপথে যে হুশিয়ারী ঘোষণা করেছেন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

হুস[১] [ফা হোস] *বি* হুঁশ; জ্ঞান। 'আপন খুসিতে সচ্চন্দ সারিরে আনপূর্ব্বকে

হুস বাহালে দানপত্র লিখিয়া ...।' *চিঠিপত্রে*, ১৮০৯।

হুস[২] [ধ্বন্যা] *বি* আকস্মিক ও দ্রুত গমনের শব্দ। 'হুস করে গাড়ি চলে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'একদিন হুস করে হাজির হব।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হুসহাস [ধ্বন্যা] **১** *বি* রেলগাড়ি চলার শব্দ। 'চারি দিক থেকে হুসহাস করে ট্রেন ছুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* বাতাসের গতির শব্দ। 'হুসহাস করিয়া সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হুসহুস [ধ্বন্যা] **১** *বি* অবিরত হুস শব্দ; দ্রুত চলার কারণে মুখ দিয়ে অনবরত বাতাস বের হওয়ার শব্দ। 'বগলে ছাতি নিয়ে হুস হুস করে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বিণ* হুসহুস ধ্বনিপূর্ণ। 'বাহিরে শুধু একটানা হুসহুস জলের শব্দ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হুহু, হুহুঃ [ধ্বন্যা] **১** *বি* উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ। 'হুহু করে হেসে হেসে হল মূর্ছাপন্ন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *বিণ* জোরে পানি প্রবাহিত হচ্ছে এমন। 'মৃত্তিকা ফাটিয়া হুহু শব্দে জল উঠিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮১৯। **৩** *বি* মনোবেদনা জ্ঞাপক শব্দ। 'মন কেমন হুহু করচে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। **৪** *বিণ* প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে এমন। 'হু হুঃ শব্দে রক্তস্রোত ছুটছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'হুহু করে হাওয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **৫** *বি* ট্রেনের দ্রুতগতি নির্দেশক। 'রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃ শব্দে চলে যায় –।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হুহু করা **১** *ক্রি* উচ্ছ্বসিতভাবে হাসা। 'হুহু করে হেসে হেসে হল মূর্ছাপন্ন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **২** *ক্রি* দ্রুতগতিতে হাঁটাচলা করা। 'কেউ বা বন্ধু-সঙ্গে কেউ বা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *ক্রি* কাঁদা। 'হু-হু করে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস-উদাস।' *নজরুল*, ১৯২৩।

হু হু ক'রে/করিয়া **১** *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'মাছের ও তরকারির বাজরা হু হু করিয়া আসিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮। **২** *ক্রিবিণ* একের পর এক। 'হুহু করে এডিশনের পর এডিশন উঠে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হুহু করে বেড়ানো *ক্রি* দ্রুতগতিতে হাঁটাচলা করা। 'কেউ বা বন্ধু-সঙ্গে কেউ বা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হুহুশ্বাস *বি* প্রবল বেগে বাতাসের শব্দ। 'হাওয়ার হুহুশ্বাস।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

হুহুস্বরে *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'জামিদারদিগের সম্পত্তি হুহুস্বরে নিলাম হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

হূহূ, হুহু, হূ হূ [ধ্বন্যা] **১** *বি* নৈরাশ্য, শূন্যতা বা যাতনাসূচক শব্দ। 'পড়ে মনটা কেমন হূহূ করে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **২** *বিণ* অবিরাম হূ ধ্বনি করে এমন। 'ঝাউ বৃক্ষের হূ হূ শব্দ বিষণ্ণভাবে কর্ণে আঘাত হয়।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। **৩** *বি* প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার শব্দ। 'বাতাস শুধু কানের কাছে বহিয়া যায় হূহূ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'তপ্ত বাতাস ধুলোবালি খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে হূহূ শব্দ করে ছুটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হুহুঙ্কার, হুহুংকার [স হুঙ্কার>] **১** *বি* চিৎকার। 'হুহুঙ্কার ছাড়িয়া কাম বান গোটা এড়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* হুম হুম শব্দ। 'লাঠীয়ালগণের হুহুঙ্কার।' *মশাররফ*, ১৮৯০। **৩** *বি* গর্জন। 'হুহুংকারের শব্দ হল, ফেনারূপ হয়ে গেল/ নীর-গম্ভীরে সাঁই ভাসলেন নিরন্তর।' *লালন*, ১৮৯০।

হুহুঙ্কারধ্বনি [স হুঙ্কারধ্বনি] *বি* গর্জন। 'রণবাদ্য, শঙ্খনাদ, ও হুহুঙ্কারধ্বনি।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

হুহুঙ্কারা *ক্রি* গর্জন করা। **হুহুঙ্কারি** *ক্রি* গর্জন ক'রে। 'নদ যবে বাহিরায় হুহুঙ্কারি সিন্ধু-অভিমুখে বীরদর্পে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হুহি *সর্ব* তার। 'হুহি অরজল অপজস অপকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হূঁ *বি* মন্ত্রবিশেষ। 'অকট হূঁ ভব ইঅণা।' *চর্যা* ৩৯, ১২০০।

হূণ *বি* প্রাচীন ভারতের উত্তরাঞ্চলে বাস করতো এমন একটি জাতি। 'শক, জাট, হূণ প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়েরা ... সিন্ধুনদের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হূন *বি* স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ। 'সম্বুলের দর দশ সহস্র হূন হইবে।' *চণ্ডীচরণ*, ১৮০৫।

হূপ হাপ দূপ দাপ [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত উচ্চ শব্দ। 'হূপ হাপ দূপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

হূম হাম খূম খাম [ধ্বন্যা] *বি* ক্রমাগত ভীষণ গর্জন। 'হূম হাম খূম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

হূরা *ক্রি* আলোড়িত করা। 'রসে হূরিআঁ মণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হৃচ্চিত্র [স] *বি* হৃদয়ের ছবি। 'নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

হৃত [স] *বিণ* লুণ্ঠিত। 'এইরূপ দারুণ অবিচারের পর তাঁহার সর্বস্ব হৃত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

হৃতঃস্বাস্থ্য [স] *বি* হারানো স্বাস্থ্য। 'রোগ ভাল হয়ে হৃতঃস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশা থাকে।' *বেগম*, ১৯৫১।

হৃত-গৌরব [স] *বি* হারানো মর্যাদা। 'বুঝে নাও একে একে,/ তোমাদের হৃত-গৌরব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হৃতচর্ম [স] *বিণ* চামড়া ছাড়ানো হয়েছে এমন। 'দক্ষিণে মুসলমানের দোকানের হৃতচর্ম খাসির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কতক দড়িতে ঝুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃতদীপ্তি [স] *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'নিঃশব্দে যেখানে শত হৃতদীপ্তি আত্মার মিছিল।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

হৃতদ্রব্য [স] *বি* হরণ হয়ে যাওয়া দ্রব্য। 'বিলম্ব হইলে হৃতদ্রব্য এবং আঘাতপ্রাপ্ত দুষ্টদিগকে পাওয়া কঠিন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হৃতমণি [স] *বিণ* মণিহারা। 'যেন কোনো রূপকথার হৃতমণি অন্ধ অজগর ... ছুটে আসে।' *নীরেন*, ১৯৫৫।

হৃতযৌবনা [স] *বিণ* বিগতযৌবনা। 'হৃতযৌবনা জোলেখার এক মুহূর্তে পূর্বরূপপ্রাপ্তি।' *আনিস*, ১৯৬৪।

হৃতসর্বস্ব, হৃতসর্ব্বস্ব [স] *বিণ* নিঃস্ব। 'বাবু যখন হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন ...।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'তেমনি হৃতসর্বস্ব রায়তদের সম্পূর্ণ সমর্থনও ...।' *আনিস*, ১৯৬৪।

হৃতসামর্থ্য [স] *বিণ* অক্ষম। 'সর্বত্র ... আত্মপ্রত্যয়হীনতা, হৃতসামর্থ্য প্রথাপ্রকরণের নির্বোধ অনুসরণ।' *শিব*, ১৯৫৬।

হৃতস্বার্থ [স] *বিণ* স্বার্থ হরণ করা হয়েছে এমন। 'আমি হৃতস্বার্থ তাই সূর্য কেন্দ্রচ্যুত।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

হৃতস্বাস্থ্য [স] *বিণ* অসুস্থ। 'আমাদের সমাজে শতকরা নব্বইজন মেয়ে হৃতস্বাস্থ্য।' *বেগম*, ১৯৪৭।

হৃতা [স] *বিণ* অপহৃতা। 'রাবণ কর্তৃক সীতা হৃতা হয়েন।' *প্যারী*, ১৮৬০।

হৃতাবশিষ্ট [স] *বিণ* লুণ্ঠিত হওয়ার পর অবশিষ্ট আছে এমন।

'হৃতাবশিষ্ট ওয়াক্‌ফ-সম্পত্তিগুলিও ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে না।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩২।

হৃদ[1]**, হৃৎ** [স হৃৎ, হৃদ্] **১** *বি* বক্ষদেশ। 'হৃদের কাঞ্চুলী তোর করিবে খণ্ড খণ্ড।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* হৃদয়। 'হৃদ চক্ষে জগৎ দেখন্ত স্থানে বসি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'নাভিতে ব্রহ্মা, হৃদে বিষ্ণো।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩; 'স্ত্রী পাইয়া ত্রাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হৃৎকমল [স] *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'হৃৎকমলে ধ্যান কালে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হৃৎকম্প [স] *বি* ভয়জনিত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। 'শাস্ত্র-শাসিত সম্বন্ধের বিষময় চরম ফল মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'তাঁহাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হৃৎকম্পন [স] *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। 'পায়ের শব্দ যে হৃৎকম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩; 'নিশাচরের ডানার ঝাপট ... নিশীথিনীর হৃৎকম্পনের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হৃৎপদ্ম [স] *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'হবে অগ্রসর আমাকে হৃৎপদ্মে ধরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪১।

হৃৎপিঞ্জর [স] *বি* অন্তর। 'হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সাত্ত শ্রীকৃষ্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

হৃৎপিণ্ড [স] *বি* বুকের মধ্যে স্পন্দনশীল রক্তসঞ্চালক অঙ্গ। 'হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রকে বিকল করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

হৃৎপিণ্ডদুর্বল [স] *বিণ* দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন। 'হৃৎপিণ্ডদুর্বল মানুষের ক্ষতি হতে পারে?' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

হৃৎযন্ত্র [স] *বি* হৃৎপিণ্ড। 'কাঁপে হৃৎযন্ত্র তার।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হৃৎস্পন্দন [স] *বি* হৃৎপিণ্ডের কম্পন। 'একটি সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হৃদকমল [স হৃৎকমল>] *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'হৃদকমলে সে রূপ ঝলক দিবে।' *লালন*, ১৮৯০।

হৃদকম্প [স হৃৎকম্প] *বি* ভয়জনিত হৃদস্পন্দন। 'মেঘের গর্জন শুনলে মহাবীর পুরুষেরও হৃদকম্প হয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হৃদকোষ [স হৃৎকোষ] *বি* হৃদয়। 'হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদকোষে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হৃদক্রিয়া [স হৃৎক্রিয়া] *বি* হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া। 'পটাশিয়াম ব্রোমাইড প্রয়োগে হৃদক্রিয়ার হ্রাস হয়।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

হৃদগহ্বর [স হৃদ্‌গহ্বর] *বি* অন্তরের অন্তস্তল। 'তাঁহার পাঠকগণের হৃদগহ্বর হইতে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন উচ্ছ্বসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদতা [স হৃদ্যতা] *বি* বন্ধুত্ব। 'আস্তে২ নবাবজাদার সঙ্গে এ দুহার বড়ই এক হৃদতা হইল।' *রামরাম*, ১৮০১।

হৃদন্তর [স] *বি* মর্মস্থল। 'তব প্রেম অহি দংশে মম হৃদন্তর।' *ফয়জুন্নেসা*, ১৮৭৬।

হৃদপদ্ম [স হৃৎপদ্ম] **১** *বি* (হিন্দু তন্ত্র) ষট্‌চক্রের অন্যতম চক্র, এর অবস্থান বক্ষে কল্পিত; মণিপুর। 'হৃদ পদ্ম নির্ম্মিত আছে শত দলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। **২** *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'অমাত্যের বাক্যে কর্ত্তার হৃদপদ্ম প্রফুল্ল হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হৃদপদ্মবাসী [স হৃৎপদ্মবাসী] *বিণ* হৃদপদ্মে বা কেন্দ্রে বাস করে এমন। 'রোমের হৃদপদ্মসম্ভব ও হৃদপদ্মবাসী ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদপদ্মসম্ভব [স হৃৎপদ্মসম্ভব] *বিণ* কেন্দ্রস্থলে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'রোমের হৃদপদ্মসম্ভব ও হৃদপদ্মবাসী ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদপদ্মাসন [স হৃৎপদ্মাসন] *বি* হৃদয়রূপ পদ্মাসন। 'আবির্ভূতা হৃদপদ্মাসনে।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

হৃদ-পেশী [স হৃৎপেশী] *বি* হৃদয়দেশ। 'আর কষে কষি হৃদ-পেশি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হৃদবিদারণ [স হৃদ্‌বিদারণ] *বি* মর্মযন্ত্রণা। 'ইহারি লাগিয়া হৃদবিদারণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

হৃদবিপ্লব [স হৃদ্‌বিপ্লব] *বি* মানসিক আন্দোলন। 'হৃদবিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

হৃদবিলাসিনি [স হৃদ্‌বিলাসিনী] *বিণ স্ত্রী* মন নিয়ে খেলা করে এমন। 'হৃদবিলাসিনি তোমার চিন্তা কি?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হৃদবিহারী [স হৃদ্‌বিহারী] *বিণ* হৃদয়ে বিচরণকারী। 'হৃদবিহারী কোথায় হরি/ পিপাসী-প্রাণ তোমায় চায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

হৃদবোধ [স হৃদ্‌বোধ] *বি* হৃদয়ের ভাবানুভূতি। 'আমার সুন্দর হৃদবোধ আছে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হৃদমাঝার [স হৃদ্‌মাঝার] *বি* মনের মাঝ। 'যে গৌর সেই গৌরাঙ্গ/ হৃদমাঝারে আছে গৌরাঙ্গ।' *লালন*, ১৮৯০।

হৃদযন্ত্র [স হৃদ্‌যন্ত্র] *বি* হৃৎপিণ্ড। 'রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে হৃদযন্ত্রের পরিবর্ত্তন হয়।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

হৃদ-যমুনা [স হৃদ্‌যমুনা] *বি* হৃদয়রূপ যমুনা। 'বইবে উজান হৃদ-যমুনায়।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

হৃদয়যন্ত্র [স] *বি* হৃদ্‌যন্ত্র; হার্ট। 'হৃদয়যন্ত্র বিকল হতে পারে ছিল এমন ভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হৃদরোগ [স হৃদ্‌রোগ] *বি* হৃৎপিণ্ডের অসুখ; হার্ট ডিজিজ। 'ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের – হৃদরোগ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

হৃদরোগী [স হৃদ্‌রোগী] *বি* হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। 'হৃদরোগীদের ওয়ার্ডের ওপর উড়ে এল দুটো কাঁদুনে বোমা।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

হৃদ্‌গত, হৃদ্গাত [স] *বিণ* মনোগত। 'শিষ্টালাপ হৃদ্গাত নহে, কেবল টাকার জন্য।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তাহাদের ভাব-সকল হৃদ্‌গত করিত।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

হৃদ্‌বিকাশ [স] *বি* হৃদয়ের বিকাশ। 'ভক্ত-হৃদ্‌বিকাশ প্রাণবিমোহন নব নব তব প্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদ্‌-বৃন্ত [স] *বি* মর্মস্থান। 'বিদেশী-চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদ্‌-বৃন্তে।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হৃদ্‌বিদ্ধ, হৃদ্বিদ্ধ [স] *বিণ* বক্ষবিদ্ধ। 'তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হৃদ্বিদ্ধ সিংহের ন্যায় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

হৃদ্‌বোধ, হৃদ্বোধ [স] *বি* হৃদয়-অনুভূতি। 'দিগ্‌গজের হৃদ্বোধ হইল যে, প্রণয়িনী আসিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

হৃদ্য [স] *বিণ* হৃদয়গ্রাহী। 'কর্মপ্রণালীকে অত্যন্ত হৃদ্য এবং ফলপ্রদ করিয়া তুলিবার জন্য ... মন্ত্রণা চলিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হৃদ্যতা [স] **১** *বি* আন্তরিকতা। 'তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **২** *বি* সৌহার্দ্য। 'সে তাহার স্বাভাবিক হৃদ্যতা লইয়া যাতায়াত করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **৩** *বি* বন্ধুত্ব। 'উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতার পথ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হৃদ্যতাবিহীন [স] *বিণ* আন্তরিকতাশূন্য। 'পরের কাছ হইতে

হৃদ্যতাবিহীন দান লইবার একটা মস্ত লাঞ্ছনা এই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হৃদ্রোগ, হৃদ্‌রোগ [স] ১ *বি* মনোবেদনা। 'হৃদ্রোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতা। 'আমার হৃদ্রোগ উপস্থিত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হৃদ[2] [স হ্রদ] *বি* জলাশয়। 'এই হৃদে তব তিহোঁ কৈল্প চিরকাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

হৃদয় [স] ১ *বি* মন। 'হৃদয়ে রাখিহ বড়ায়ি আহ্মার বচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বক্ষঃস্থল। 'তখন ঘুচাইল কাঢ়ী হৃদয়ের হার।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* মর্মস্থল। 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বি* প্রাণ; অন্তর। 'সকল হৃদয় দিয়ে ভালো বেসেছি যারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

হৃদএ [স হৃদয়] *বি* হৃদয়। 'আপণেঞি গুণ কাহ্নাঞি আপণ হৃদএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হৃদঞি [স হৃদয়] *বি* মন। 'হৃদঞি জাণিল তবেঁ নিলেক মুরারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হৃদয়-অঞ্জলি [স] *বি* হৃদয়ের অঞ্জলি; নিবেদন। 'হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম। ওগো তুমি নিরুপম, হে ঐশ্বর্যবান, তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হৃদয়-অন্ধকার [স] *বি* হৃদয়ের গোপন জায়গা। 'নতুন সৃষ্টি প্রকাশ হবে কী গৌরবে হৃদয়-অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

হৃদয়-আঁখি [স হৃদয়-অক্ষি] *বি* হৃদয়রূপ আঁখি। 'হৃদয়-আঁখির সাধ হতে মোর করো না গো নিরাশ মোরে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হৃদয়-আকাশ [স] *বি* হৃদয়রূপ আকাশ। 'সচ্চরিত্র সাধুদিগের হৃদয়-আকাশ পূর্ণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

হৃদয়-আগার [স] *বি* মনের প্রান্ত। 'দিছি স্থান যোগিবরে হৃদয়-আগারে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হৃদয়আঙিনা *বি* হৃদয়ের প্রান্ত। 'আমার হৃদয়আঙিনাতে/ খেলবি মা তুই দিনে রাতে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হৃদয়-আরশি *বি* হৃদয়রূপ আয়না। 'বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে চিহ্ন কিছু পড়েছিল এসে নিশ্বাসরেখাছায়া?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হৃদয়-আসন [স] *বি* হৃদয়রূপ আসন। 'এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে, কেঁদে মরে শুধু বাসনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয়-আসনে *ক্রিবিণ* অন্তরের মধ্যখানে। 'মনে মনে, হৃদয়-আসনে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হৃদয়-আসীনা [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয়ে অবস্থিত। 'থাক হৃদয়-আসীনা অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

হৃদয়-ঈশ্বরী [স] *বি স্ত্রী* প্রণয়িনী। 'তুমি মম হৃদয়-ঈশ্বরী।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

হৃদয়-উৎসব [স] *বি* হৃদয়ের লেনদেন অর্থাৎ প্রীতিপূর্ণ উচ্ছ্বাসময় কথার আদান-প্রদান। 'লোকমুখে চলে আমাদের উভয়ের হৃদয়-উৎসব।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

হৃদয়-উদ্বোধন [স] *বি* মনের উদ্দীপনা। 'ঐ একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদয়-উপকূল [স] *বি* হৃদয়রূপ বেলাভূমি। 'সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়ংগম [স] *বি* উপলব্ধি। 'এই গোঁফওআলা পালোয়ানের বিশে কিছু হৃদয়ংগম হত এমন আমার বোধ হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়কক্ষ [স] *বি* হৃদয়রূপ কক্ষ। 'রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

হৃদয়কন্দর [স] *বি* হৃদয়ের গহ্বর। 'সেই সিংহ বসুক জীবে হৃদয়কন্দরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হৃদয়-কবর *বি* হৃদয়রূপ সমাধি। 'এ জন্মের মতো আমার হৃদয় কবরের অতি গুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়কবাট [স] *বি* হৃদয়রূপ কবাট। 'তিনি আমারদিগের হিতে নিমিত্ত হৃদয়কবাট উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হৃদয়কমল [স] *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'হৃদয়কমলে বসে কর সুপ্রকাশ *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হৃদয়-কাড়া *বিণ* হৃদয় হরণকারী। 'সে কি ভাবে গোপন র' লুকিয়ে হৃদয়-কাড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

হৃদয়কানন [স] *বি* হৃদয়রূপ উদ্যান। 'প্রজ্বলিত দাবানল হৃদয় কান দগ্ধ করতেছিল।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হৃদয়কুঞ্জ [স] *বি* হৃদয়রূপ কুঞ্জ। 'নিবিড়নন্দিত প্রেমকম্পি হৃদয়কুঞ্জবিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হৃদয়কুঞ্জবিতান [স] *বি* হৃদয়রূপ কুঞ্জবন। 'নিবিড়নন্দি প্রেমকম্পিত হৃদয়কুঞ্জবিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হৃদয়কুটির [স] *বি* হৃদয়রূপ কুটির। 'এখনো কাঁদিছে রা হৃদয়কুটিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হৃদয়কুসুম [স] *বি* হৃদয়রূপ ফুল। 'হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

হৃদয়কোমর [স হৃদয়+ফা কমর] *বি* হৃদয়রূপ কোমর। 'বাঁ শৌর্য্যবস্ত্রে হৃদয়কোমর।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হৃদয়কোরক [স] *বি* হৃদয়রূপ কলি। 'শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোর প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

হৃদয়ক্ষত [স] *বি* মনের কষ্ট। 'কালের শীতল প্রলেপে সেই হৃদয়ক্ষ ক্রমে পূরিয়া উঠিতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হৃদয়ক্ষেত্র [স] *বি* অন্তর; হৃদয়রূপ ক্ষেত্র। 'হৃদয়ক্ষেত্রে ঐরূপ বিশ্বা বীজ।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

হৃদয় খোলা *ক্রি* মন উজাড় করা। 'গান গাহি হৃদয় খুলিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হৃদয়গগন [স] *বি* হৃদয়রূপ আকাশ। 'আমার হৃদয়গগন পূরি তোমার চরণকিরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'তব হৃদয়-গগনে আ তপন-যথা।' *বুদ্ধ*, ১৯৩২।

হৃদয়গগনভাস্কর [স] *বি* হৃদয়রূপ আকাশের সূর্য। 'তিমিরতিরস্ক হৃদয়গগনভাস্কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হৃদয়গত [স] *বিণ* মর্মস্থ। 'ততকাল সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গত কখন হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হৃদয়গম্য [স] *বিণ* বোধগম্য। 'হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতা কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

হৃদয়গহন [স] *বি* হৃদয়ের অভ্যন্তর। 'অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহ

বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

হৃদয়গুণ [স] *বি* মনোবৃত্তি। 'সহজাত হৃদয়গুণের জন্য রানি স্বেচ্ছায় ইংরাজদের সাহায্য করেছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

হৃদয়-গুহা [স] *বি* হৃদয়ের অভ্যন্তর। 'বাহির হয়ে এলো রে হৃদয়-গুহার নাগিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়গ্রাহিতা [স] *বি* মানসিক আকর্ষণ। 'ভাঁড়ামির বেশ একটা হৃদয়গ্রাহিতা আছে বটে।' *জীবন*, ১৯৩২।

হৃদয়গ্রাহিত্ব [স] *বি* চিত্তাকর্ষকতা। 'বর্ণনায় হৃদয়গ্রাহিত্ব সমানই আছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

হৃদয়গ্রাহী [স] *বিণ* হৃদয়কে আকর্ষণ করে এমন; চিত্তাকর্ষক। 'ইংরেজী বাঙ্গলা সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইতেছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

হৃদয়-ঘর *বি* হৃদয়রূপ ঘর; অন্তর। 'তুমি নিজে বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদেই হৃদয়-ঘরের বহির্মুখী বাতায়নগুলি বন্ধ করিয়া হয়ত একান্তই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

হৃদয়ঘাট *বি* হৃদয়ের প্রান্ত। 'হৃদয়ঘাটে একটু থেকে অমনি সে যায় সরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হৃদয়ঙ্গম [স] *বি* উপলব্ধি। 'আমরা যে তাঁহারই অনুগামী তাহা প্রতিক্ষণ প্রতিকার্য্যে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হৃদয়ঙ্গমা [স] *বি স্ত্রী* প্রণয়পাত্রী। 'অক্রোধে যে স্বামী সেবা করে, সেই স্ত্রী ভর্ত্তার ধর্ম্মভাগিনী ও হৃদয়ঙ্গমা হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

হৃদয়চকোর [স] *বি* চকোর পাখির মতো তৃষ্ণার্ত হৃদয়। 'হৃদয়চকোর চাবে হাসির কিরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয় চুরি করা *ক্রি* মন জয় করা। 'সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হৃদয়চূড়া [স] *বি* হৃদয়ের চূড়া। 'থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়চোর [স] *বিণ* মন হরণকারী। 'ঐ হৃদয়চোর ব্যক্তির সহিত সংঘটন করিয়া দাও।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হৃদয়জয় [স] *বি* মনোহরণ। 'হৃদয়জয়ের সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতাটা একজন পুরুষের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

হৃদয়জয়ী [স] *বিণ* হৃদয় জয়কারী। 'হাজার নরনারীর হৃদয়জয়ী কুমুদ।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হৃদয়জোয়ার [স হৃদয়+জোয়ার] *বি* মনের উচ্ছ্বাস। 'হৃদয়জোয়ারে ভেঙে যায় সংকল্প।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

হৃদয়জ্বালা [স] **১** *বি* মনোবেদনা। 'মুছিনু নীরজা, নয়নের ধার, নিভালাম সখি হৃদয়জ্বালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। *বি* হৃদয়ের আগুন। 'এস বুকে – স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে এ দীপ্ত হৃদয়জ্বালা করহ নির্বাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

হৃদয়-ডাঙা [স হৃদয়+ডাঙা] *বি* হৃদয়রূপ ডাঙা। 'অমিটের হৃদয়-ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হৃদয়তন্তু [স] *বি* হৃদয়রূপ সুতা। 'তাহার বিচিত্র সম্বন্ধসূত্রগুলি লৌহদণ্ড নহে, তাহা হৃদয়তন্তু।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হৃদয়তন্ত্র [স] *বি* হৃদয়রূপ বীণার তার। 'সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হৃদয়তন্ত্রী [স] **১** *বি* হৃদয়বীণা। 'হৃদয়তন্ত্রী বেহাগ রাগে বাজিয়া উঠে।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। **২** *বি* হৃদয়বীণার তার। 'শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী, বীণা খসে যায় পড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হৃদয়তরণী [স] *বি* হৃদয়রূপ নৌকা। 'ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়তরু [স] *বি* হৃদয়রূপ গাছ। 'হৃদয়তরুর শাখায় শাখায় আলোকলতা জড়িয়েছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হৃদয়তল [স] *বি* হৃদয়ের তলদেশ। 'খুলিয়া দেখিনু হৃদয়তল, সেসব ভাবিয়া ফেলিবি না বালা, শুধু এক ফোঁটা নয়নজল?' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৬; 'তার আভাষণ ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হৃদয়তীর [স] *বি* হৃদয়ের সন্নিকট। 'কাহার হৃদয় থেকে এক পথ চলে এলো আমার হৃদয়তীরে!' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হৃদয়তোষিকা [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় তোষণকারী। 'স্ত্রী লেখাপড়া শিকে ও চির হৃদয়তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্বির কত্তে হবে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হৃদয়তোষিণী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় তোষণকারী; হৃদয় তুষ্টকারী। 'এঁদেরি মধ্যে একটিই আমার হৃদয়তোষিণী হবেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

হৃদয়-দরবার *বি* অন্তস্তল। 'আর দেশী ভাষায় স্বদেশীয় হৃদয়-দরবারে বেহুদি হাত পাতিলাম, অমনি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদয়-দল [স] *বি* হৃদয়ের পাপড়ি। 'আজি খুলিয়ো হৃদয়-দল খুলিয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হৃদয়দান [স] *বি* কাউকে মন সমর্পণ করা। 'সপ্তপদীর ঐতিহ্যের মুখোশে তাই হৃদয়দানের সুর ভেঁজে যাই অভ্যাসেই।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

হৃদয়দিগ্‌বিজয় [স] *বি* মন জয়। 'করিতে হৃদয়দিগ্‌বিজয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়দুয়ার [স হৃদয়দ্বার] *বি* হৃদয়ের দ্বার। 'পাছে কেহ কুতূহলে কৌতুকনয়নে/ হৃদয়দুয়ারে এসে দেখে হেসে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হৃদয়দুর্গ [স] *বি* হৃদয়রূপ দুর্গ। 'নতুন করে হৃদয়দুর্গের দ্বারোদ্ঘাটন হল দু'জনের।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

হৃদয়দেবতা [স] *বি* হৃদয়ে অধিষ্ঠিত দেবতা। 'হৃদয়দেবতা রয়েছে প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হৃদয়-দেশ [স] *বি* অন্তর। 'কি বেদনা, মরি, গুমরি গুমরি উঠিছে তোমার হৃদয়-দেশে?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

হৃদয়দৌর্বল্য [স] *বি* মনের দুর্বলতা। 'হৃদয়দৌর্বল্য যখন অর্জুনেরও ছিল।' *প্রমথ*, ১৯২০।

হৃদয়দ্বার [স] *বি* মনের দরজা। 'অহঙ্কার হৃদয়দ্বার রয়েছে রোধিয়া হে – আপনা হতে আপনার, মোরে রক্ষা করো হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

হৃদয়-ধন [স] *বি* হৃদয়রূপ ধন। 'কেনই বা ভুলিবো তোমায়/ কে ভুলে হৃদয়-ধনে।' *জ্যোতিরিন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়-ধনু [স] *বি* হৃদয়রূপ ধনুক। 'হৃদয়-ধনুর দৃপ্ত কঠিন ছিলা দিনে দিনে শিথিল হল।' *নীরেন*, ১৯৫৪।

হৃদয়ধর্ম [স] *বি* হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতা। 'হৃদয়ধর্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

হৃদয়ধর্মী [স] *বিণ* হৃদয়বান। 'মেয়েরা হৃদয়ধর্মী।' *বেগম*, ১৯৪৮।

হৃদয়-নাথ [স] *বি* প্রাণপতি। 'আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ।'

রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হৃদয়নাশা [স] *বিণ* চিত্তবিনাশী। 'জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হৃদয়নিধি [স] *বি* হৃদয়ের গচ্ছিত ধন। 'আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে একজন পরের হাতে সমর্পণ করবো।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হৃদয়নীর [স] *বি* হৃদয়রূপ জলাশয়। 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো, এসো মোর হৃদয়নীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়পট [স] *বি* হৃদয়রূপ পর্দা। 'ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হৃদয়পতত্রী [স] *বি* মনরূপ পাখি। 'আমার হৃদয়পতত্রী সবে এই লবঙ্গলতায় বসিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হৃদয়পদ্ম [স] *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'প্রবঞ্চনা ও অপরাপর অনিষ্ট ঘটনার অসম্ভাবনা ভাবিয়া হৃদয়পদ্ম সর্ব্বদা বিকসিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

হৃদয়-পাখি [স হৃদয়পক্ষী] *বি* হৃদয় রূপ পাখি। 'মোর হৃদয়-পাখির গগন তোমার হৃদয়দেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

হৃদয় পাতা *ক্রি* হৃদয় বিছিয়ে দেওয়া। '(সে) চলতে পায়ে দলবে বলে/ পথে হৃদয় পেতে থাকি।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হৃদয়পাত্র [স] *বি* হৃদয়রূপ পাত্র। 'হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়পুর [স] *বি* অন্তর। 'অপরূপ, তোমার রূপের লীলায়/ জাগে হৃদয়পুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হৃদয়প্রমাদক [স] *বিণ* চিত্তাকর্ষক। 'অলৌকিক অতিমানুষিক হৃদয়প্রমাদক আনন্দ আছে বটে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

হৃদয়প্লাবিনী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় প্লাবনকারী; হৃদয় অধিকার করে নেয় এমন। 'মৃতা নয় – যৌবনপ্রতিমা, নারী হৃদয়প্লাবিনী।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

হৃদয়বন [স] *বি* হৃদয়রূপ বন। 'অজানা হৃদয়বনে উঠেছে উচ্ছ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয়বন্ধু [স] *বি* প্রাণের দোসর। 'হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়বল [স] *বি* মনের জোর। 'কাঁপে অবাধ্য হৃদয়বল অবিরত।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

হৃদয়বল্লভ [স] *বি* প্রাণপ্রিয়; হৃদয়ের স্বামী। 'তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'হে লিপি, তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

হৃদয়-বাঁশি [স হৃদয়+বাঁশি] *বি* হৃদয়রূপ বাঁশি। 'শতছিদ্রময় এই হৃদয়-বাঁশিটি লয়ে বাজাই সতত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হৃদয়-বাতায়ন [স] *বি* মনের জানালা। 'ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হৃদয়বান [স] **১** *বিণ* দরদি। 'যথার্থ হৃদয়বান লোক যদি থাকেন, তাঁহারা একবার একবাক্যে বলুন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **২** *বিণ* উদারচিত্ত। 'বড় হৃদয়বান বাদশা।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

হৃদয়বারতা [স] *বি* মনের কথা। 'মুহূর্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়বারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়বাসনা [স] *বি* মনের ইচ্ছা। 'নৌকাগুলা রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হৃদয়বাসী [স] *বি* হৃদয়ে অবস্থানকারী। 'তাহার হৃদয়বাসী কোন গৃহশত্রু তাহার বিরুদ্ধে আজ সাক্ষ্য দিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'ওগো আমার হৃদয়বাসী/ আজ কেন নাই তোমার হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়বাহিনী [স] *বিণ* হৃদয়ে সঞ্চারিত। 'হৃদয়বাহিনী দয়া তেমনই দিনযামিনী।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

হৃদয়বিদারক [স] *বিণ* হৃদয়কে বিদীর্ণ করে এমন। 'এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হৃদয়বিদারণ [স] *বিণ* মর্মস্পর্শী; দুঃখজনক। 'যদি এই হৃদয়বিদারণ অমঙ্গলঘটনার নিবারণের কোনও উপায় থাকে, বলুন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'এই হৃদয়বিদারণ ব্যাপার দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই হতবুদ্ধি ও জড়প্রায়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হৃদয়বিদীর্ণকারী [স] *বিণ* হৃদয়বিদারক। 'হৃদয়বিদীর্ণকারী ব্যাপার স্মরণ হইলে ... হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হৃদয়বিদ্রাবিণী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয়কে দ্রবীভূত করে এমন। 'বেদব্যাস হৃদয়বিদ্রাবিণী উন্মাদিনী কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

হৃদয়-বিলাসি [স, সম্বো -বিলাসি] *বি* হৃদয়ে অবস্থানকারী। 'ক্ষম দোষ, ত্যজ রোষ, হৃদয়-বিলাসি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হৃদয়বিহঙ্গ [স] *বি* হৃদয়রূপ পাখি। 'কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হৃদয়বিহীন [স] **১** *বিণ* হৃদয়হীন; দয়া নেই এমন। 'হৃদয়বিহীন প্রাসাদের আড়ম্বর গর্বিত এ নগরের ঘোর কোলাহল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **২** *বিণ* নীরস। 'রথের চাকার শব্দ হৃদয়বিহীন ব্যস্ত সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হৃদয়বীণা [স] *বি* হৃদয়রূপ বীণা। 'নবীন কবি মানবের হৃদয়বীণার কোনো নূতন তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারিয়াছেন কিনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হৃদয়বৃত্তি [স] **১** *বি* মনের কার্যকলাপ। 'হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপদ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮। **২** *বি* হৃদয়ের স্বভাবগত প্রবণতা। 'যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়-বেদনা [স] *বি* মনের কষ্ট। 'শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয়-বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয়-ব্যথা [স] *বি* মনোবেদনা। 'তাদের হৃদয়-ব্যথা তাদের মরণ-গাথা কে গাইছে একত্র করিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয়ভরা [স হৃদয়+ভরা] **১** *বি* হৃদয় পূর্ণ করে যে। 'এসো হে এসো হৃদয়ভরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। **২** *বিণ* আন্তরিকতাপূর্ণ। 'হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা।' *নজরুল*, ১৯২২।

হৃদয়ভরানো *বিণ* হৃদয়কে পূর্ণ করে দেয় এমন। 'রাজার যে চোখজুড়ানো হৃদয়ভরানো কান্তমধুর রূপ ...।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

হৃদয়ভার [স] *বি* হৃদয়ের ভার। 'তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

হৃদয়ভারাক্রান্ত [স] *বিণ* হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে এমন। 'হৃদয়ভারাক্রান্ত একটা ক্লান্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হৃদয়ভিক্ষু [স] *বি* হৃদয়রূপ ভিখারি। 'আমার হৃদয়ভিক্ষুরে/ কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

হৃদয়ভেদী [স] *বিণ* অত্যন্ত দুঃখজনক; মর্মান্তিক। 'এতদ্দেশেই যে এইরূপ হৃদয়ভেদী ব্যাপারের ঘটনা হইয়াছে এমন নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হৃদয়-মধুকর [স] *বি* হৃদয়রূপ মৌমাছি। 'হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাগল প্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

হৃদয়মধ্যে [স] *ক্রিবিণ* হৃদয়ের মাঝখানে। 'তাহা চিরকালই হৃদয়মধ্যে যত্নপূর্ব্বক নিহিত রাখা বিধেয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

হৃদয়-মন [স] *বি* হৃদয় ও মন; সমস্ত অন্তর। 'সুস্থ শরীর হৃদয়-মনের অতিরিক্ত উদ্যমকে খাটাইয়া আনন্দ লাভ করা খেলার উদ্দেশ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়মন্দির [স] *বি* মনের অভ্যন্তর। 'রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্র গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উঁকিঝুঁকি মারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হৃদয়ময় [স] ১ *ক্রিবিণ* হৃদয়ব্যাপী। 'কে যেন উন্মাদ-সম করে হাহাকার – সমস্ত হৃদয়ময় ছুটিয়া আমার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *বিণ* প্রাণবন্ত। 'এক নিমেষে তুমি হৃদয়ময় হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়-মরু [স] *বি* হৃদয়রূপ মরুভূমি। 'বর্বরদের অনুর্বর ওই হৃদয়-মরু চষে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

হৃদয়মাঝার [স হৃদয়+স মধ্য>] *বি* হৃদয়ের মধ্যস্থল। 'হৃদয়মাঝারে, রাখিবে ইহারে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হৃদয়-মাঝে *ক্রিবিণ* হৃদয়ের গভীরে। 'হৃদয়-মাঝে যতটা চাই ততটা যেন পূরিয়া পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'এই বিশ্বের হৃদয়মাঝে বসে আছেন অনির্বচনীয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হৃদয়-মাধুরী [স] *বি* হৃদয়ের মধুরতা। 'আত্তাময়ী লীলাবতী হৃদয়-মাধুরী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

হৃদয়মাধুর্য [স] *বি* হৃদয়ের মধুরতা। 'মেয়েদের হৃদয়মাধুর্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হৃদয়মাহাত্ম্য [স] *বি* হৃদয়ের মহানুভবতা। 'হৃদয় মাহাত্ম্যে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ হই, মনোমাহাত্ম্যে তো তোমরা বড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়মুকুল [স] *বি* হৃদয়রূপ ফুলকলি। 'বিকচোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভসময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদয়-যন্ত্র [স] *বি* হৃৎপিণ্ড। 'উঠবে আপনি বেজে ... হৃদয়-যন্ত্রেরই তারে তারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হৃদয়রক্ত [স] *বি* হৃদয়ের রক্ত। 'তাঁর হৃদয়রক্ত তরল আলতার শামিল।' *প্রমথ*, ১৯১২।

হৃদয়রক্তরাগ [স] *বি* হৃদয়ের রক্তিম রং। 'মম হৃদয়রক্তরাগে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়রঞ্জন [স] *বিণ* হৃদয়কে তৃপ্ত করে এমন। 'বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমাদের।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হৃদয়রমণ [স] *বি* প্রেমিক। 'অমনি রমণী, হেরি হৃদয়রমণে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হৃদয়রাজ [স] *বি* হৃদয়ের রাজা। 'হৃদয়রাজ হৃদয়ে রাজিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

হৃদয়রাজা [স] *বি* হৃদয়ের রাজা। 'দেখেছি আমার হৃদয়রাজারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হৃদয়রাণী [স হৃদয়রাজ্ঞী] *বি* হৃদয়ের অধীশ্বরী। 'ওগো আমার একমাত্র হৃদয়রাণী।' *সবুজ*, ১৯২১।

হৃদয়লক্ষ্মী [স] *বি* হৃদয়রূপ লক্ষ্মী। 'আমাদের হৃদয়লক্ষ্মী জগতের যে কুটুম্ববাড়ি হইতে যে সওগাত পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদয়-লতা [স] *বি* হৃদয়রূপ লতা। 'ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়লতিকা [স] *বি স্ত্রী* হৃদয়রূপ লতা। 'তাহার হৃদয়লতিকা চেতন অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিতবেষ্টনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হৃদয়লোভা [স] *বিণ* হৃদয় কামনা করে এমন। 'আমি গো শোত্তিকা নগর-শোভা ... হাজার হাজার হৃদয়লোভা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদয়-শতদল [স] *বি* হৃদয় রূপ পদ্ম। 'হৃদয়-শতদল মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয়শতদলবাসিনী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয়রূপ পদ্মে বসবাস করে এমন। 'স্ত্রী-দেবীগণ হৃদয়শতদলবাসিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়শশী [স] *বি* হৃদয়রূপ চাঁদ। 'হৃদয়শশী হৃদিগগনে উদিল মঙ্গল লগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হৃদয়শূন্য [স] *বিণ* হৃদয়হীন। 'দয়ামায়াহীন এমন হৃদয়শূন্য আর কে ভূমণ্ডলে আছে?' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

হৃদয়শেল [স] *বি* হৃদয়ের জন্য ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক বিষয়। 'নির্বোধ পুত্র যে, পিতামাতার হৃদয়শেল, সে যে নরাধম।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হৃদয়শোণিত [স] *বি* বুকের রক্ত। 'রোষানল নির্বাণ করিতে চাও? আছে মোর হৃদয়শোণিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

হৃদয়শ্মশান [স] *বি* হৃদয়রূপ শ্মশান। 'হৃদয়শ্মশান-মাঝে মৃতপ্রাণী যত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হৃদয়শ্রবণ [স] *বি* হৃদয়রূপ কান। 'শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়শ্রবণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হৃদয়সংক্রান্ত [স] *বিণ* হৃদয় সম্পর্কিত। 'সে শিক্ষা হৃদয়সংক্রান্ত নয়।' *মানিক*, ১৯৩৫।

হৃদয়সমর্পণ [স] *বি* প্রেমনিবেদন। 'তাহাকে হৃদয়সমর্পণ করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হৃদয়সমুদ্র [স] *বি* হৃদয়রূপ সমুদ্র। 'হৃদয়সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিশ্বের মতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়সম্পদ [স] *বি* হৃদয়রূপ সম্পদ। 'প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়সম্পদ দিয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হৃদয়সর্বস্ব [স] *বিণ* প্রেমময়। 'আমার স্বামী হৃদয়-সর্বস্ব দাঁড়িয়ে রয়েছেন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হৃদয়সাগর [স] *বি* হৃদয়রূপ সাগর। 'হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়-সিংহাসন [স] *বি* হৃদয়রূপ সিংহাসন। 'শয়তান ... প্রায় সকল লোকের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হৃদয়সুধা [স] *বি* হৃদয়রূপ সুধা। 'তবু যেন তায় আমার হৃদয়সুধা না পায় বিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

হৃদয়স্থিত [স] *বিণ* হৃদয়ে স্থিত। 'মনুষ্য হৃদয়স্থিত অজ্ঞানান্ধকার

বিনাশ হওয়াতে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

হৃদয়-স্পন্দন [স] *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। 'কাঠবিড়ালীর হৃদয়-স্পন্দন ও তৃণ-উদ্ভেদের শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়স্পন্দী [স] *বিণ* হৃদয় স্পন্দিত হয় এমন। 'হৃদয়স্পন্দী আনন্দের উত্তালতা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

হৃদয়স্পর্শী [স] *বিণ* মনকে স্পর্শ করে এমন। 'হৃদয়-স্পর্শী।' *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯৩৭; 'হ্যারিসন পরিশ্রমের প্রশংসা করিয়া হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হৃদয়স্বামী [স] *বি* অন্তর্যামী। 'সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়স্বামী জীবনমরণপ্রভু!' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হৃদয়স্রোত [স] *বি* চিন্তাধারা; জনমত। 'দেশের হৃদয়স্রোত আত্মশক্তির পথে মুখ ফিরাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হৃদয়হরণ [স] *বিণ* হৃদয় হরণকারী। 'ধর্ম-অর্থ-কাম-ভরণ রাজা হৃদয়হরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হৃদয়হরণি [স হৃদয়হরণী] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় কেড়ে নেয় এমন। 'আমার চির লজ্জা তুমি হৃদয়হরণি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হৃদয়-হরণী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় হরণকারী। 'তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে, হৃদয়-হরণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হৃদয়হরা [স হৃদয়হরণ>] *বিণ* হৃদয়কে হরণকারী। 'আলো হৃদয়হরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

হৃদয়-হারিণী [স] *বিণ স্ত্রী* হৃদয় হরণকারী। 'পূর্ণিমা তোমার মাঝে মধুর হৃদয়-হারিণী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

হৃদয়হীন [স] *বিণ* নিষ্ঠুর। 'কনককেশিনি, সেটা আমার কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্বরতা বলে বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হৃদয়হীনতা [স] **১** *বি* নিষ্ঠুরতা। 'বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হৃদয়হীনতার কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। **২** *বি* অনুভূতিহীনতা। 'আমাদের এইরকম হৃদয়হীনতার, গোলামি মনের পরিচয়।' *নজরুল*, ১৯২২।

হৃদয়াকাশ [স] *বি* হৃদয়রূপ আকাশ। 'কামিনী আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র শশধর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

হৃদয়াগার [স] *বি* হৃদয়রূপ আগার। 'দর্পণ সমান প্রকাশে হৃদয়াগার।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

হৃদয়াধিক [স] *বিণ* হৃদয়ের অধিক। 'হৃদয়াধিক ... ধর্ম্মরত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

হৃদয়ানন্দ [স] *বি* মনের আনন্দ। 'হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬; 'হৃদয়ানন্দের বিনিময়ে দেবতাকে ... পূজা করিত।' *মানিক*, ১৯৪০।

হৃদয়ান্তর [স] *বি* ভিন্ন হৃদয়। 'হৃদয় হতে হৃদয়ান্তরে তার মানসীকে খুঁজে ফেরে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হৃদয়াবেগ [স] *বি* মানসিক অনুভূতি। 'তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কী প্রচণ্ড।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়াভিরাম [স] *বিণ* মন কেড়ে নেয় এমন। 'এহেন হৃদয়াভিরাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হৃদয়াম্বুধি [স] *বি* হৃদয়-সমুদ্র। 'তাহার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিলে হৃদয়াম্বুধি আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হৃদয়ারণ্য [স] *বি* হৃদয়রূপ অরণ্য। 'তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

হৃদয়ালুতা [স] *বি* আবেগ। 'শুধু অশিক্ষা নয়, অতিমাত্রায় হৃদয়ালুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়াসন [স] *বি* হৃদয়রূপ আসন। 'বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃদয়াসীনা [স] *বি স্ত্রী* হৃদয়ে স্থান দখলকারী। 'তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুল সকল অগীত সংগীতগুলি, হৃদয়াসীনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হৃদয়ের ক্ষমতা *বি* মনের জোর; মানসিক শক্তি। 'অনুভব করাতেই আমাদের হৃদয়ের ক্ষমতা প্রকাশ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হৃদয়ের তাল *বি* হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। 'প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়, উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

হৃদয়ের ভার *বি* কষ্টের বোঝা। 'হৃদয়ের ভার বহিতে পার না, আহা মাথা নত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হৃদয়ের ভাষা *বি* মনের কথা। 'হৃদয়ে বসিয়া শোনো হৃদয়ের ভাষা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হৃদয়েশ [স] *বি* প্রেমের পাত্র। 'সেই তাঁর হৃদয়েশ খ্যাত ইহ সর্ব্বদেশ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হৃদয়েশি [স হৃদয়েশী] *বি স্ত্রী* প্রেমিকা। 'হৃদয়েশি অহরহ, আমার হৃদয়ে রহো।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হৃদয়েশ্বর [স] *বি* প্রিয়তম। 'কথা কও না, – হৃদয়েশ্বর! বচনসুধা দান কর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হৃদয়েশ্বরী [স] *বি* প্রেমিকা। 'সে হৃদয়েশ্বরী হইয়া বিরাজ করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

হৃদয়োদ্ভেদ [স] *বি* হৃদয় বিদারণ। 'তাহারই হৃদয়োদ্ভেদ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

হৃদি [স] *বি* হৃদয়। 'কাহিনী হৃদি রতিপতি জানি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

হৃদিগগন [স] *বি* হৃদয়রূপ আকাশ। 'হৃদয়শশী হৃদিগগনে উদিল মঙ্গল লগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হৃদিপদ্মদল [স] *বি* হৃদয়রূপ পদ্মের পাপড়ি। 'মোর হৃদিপদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদিপাত্র [স] *বি* হৃদয়রূপ পাত্র। 'মধু তার অফুরান ... ধরি হৃদিপাত্রে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদিপুর [স] *বি* মন। 'মাগে হৃদিপুর সুন্দরপরশন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হৃদিপ্রাণহরা [স হৃদিপ্রাণ+হরা] *বিণ* মন-প্রাণ হরণ করে এমন। 'হৃদয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণহরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদি-বল্লভ [স] *বি* জীবনস্বামী। 'তুমি এসো হৃদে এসো, হৃদি-বল্লভ হৃদয়েশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হৃদি-মন্দির [স] *বি* হৃদয়রূপ মন্দির। 'হৃদি-মন্দির দ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হৃদি-মাঝারে *ক্রিবিণ* হৃদয়ের মধ্যে। 'তোমায় দেখেছি হৃদি-মাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হৃদিরক্ত [স] *বি* বুকের রক্ত। 'তোমার আদেশে মোস্লেম জগৎ পারে হৃদিরক্ত করিতে দান।' *প্রচারক*, ১৯০০।

হৃদিরঞ্জন [স] *বিণ* মনোরঞ্জনকারী। 'সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হৃদিশতদল [স] *বি* হৃদয়রূপ পদ্ম। 'ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হৃদি-সরোবর [স] *বি* হৃদয়রূপ সরোবর। 'হৃদি-সরোবরে ফুট ফুল্ল-সরোজিনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হৃদিস্থল [স] *বি* হৃদয়। 'রামপ্রসাদ বলে হৃদিস্থলে গুরুতর রাখ গাঁথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হৃদীশ্বর [স] *বি* প্রাণেশ্বর। 'তব প্রকাশ নিত্য নিত্য চিত্তগগনে হৃদীশ্বর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হৃন [স ঋণ] *বি* দেনা। 'পঞ্চ জন্তু করিব পঞ্চ হৃনে হব পার।' *মালাধর*, ১৫০০।

হৃষিত [স] *বিণ* পুলকিত। 'থাকে না হৃষিত এদের হৃদয় সীমাবদ্ধ গৃহে, কেমনে বা রয়?' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হৃষীকেশ [স] *বি* হিন্দু অবতার কৃষ্ণ। 'সুন্দরি রাধা/ সুণ সমুখে/ পুছো মুএঁ হৃষীকেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হৃষ্ট [স] **১** *বিণ* আনন্দিত; খুশি। 'মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বিণ* সন্তুষ্ট; প্রসন্ন। *দর্পণ*, ১৮১৯।

হৃষ্টচিত্ত [স] *বিণ* আনন্দিত। 'রাজা হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার রাজধানীতে সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হৃষ্টপুষ্ট [স] *বিণ* মোটাসোটা। 'অঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট সকল বলিষ্ঠ।' *কেতকা*, ১৬৫০।

হৃষ্টমতি [স] *বিণ* আনন্দিত। 'এত শুনি দনাঞি পণ্ডিত হৃষ্টমতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হৃষ্টমন [স] *বিণ* পরিতৃপ্ত। 'ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হৃষ্টমন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হৃষ্টমনা [স] *বিণ স্ত্রী* আনন্দিত। 'অরণ্যের মধ্যে অসম্ভাবিত কুটীর দর্শনে সাতিশয় হৃষ্টমনা হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হৃষ্টান্তঃকরণ [স] *বি* আনন্দিত মন। 'চেরেট গাড়িতে আরোহণ করিয়া হাস্যবদনে হৃষ্টান্তঃকরণে বাগানে প্রস্থান করিলেন ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হৃসি [স ঋষি] *বি* মুনি। 'হৃসির সাঁপে দুইজন পাএ মোহাদুখ।' *মালাধর*, ১৫০০।

হে[১] [ধ্বন্যা] *অব্য* দৃষ্টি আকর্ষণের কাজে ব্যবহৃত সম্বোধনসূচক শব্দ – ওহে; ওগো। 'জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।' *চর্যা ৫*, ১২০০।

হেই [ধ্বন্যা] *বি* দৃষ্টি আকর্ষণের কাজে ব্যবহৃত সম্বোধনসূচক শব্দ – ওগো; ওহে। 'হেই দাদা, হেই ব্যাঙ্গমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হে[২] *সর্ব* সে। 'তে কারণে অমুক ধরিলে হেও নাশীর পালন।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

হেংলা *বিণ* অশোভন রকমের লোভী। 'তুমি কি বল হেংলা ঘরের ছেলে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬। *দ্র* **হ্যাংলা**

-হেঁ ক্রিয়াবিভক্তিবিশেষ। 'সাধিলেহেঁ আপণার কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেঁইয়ো [ধ্বন্যা] *বি* প্রচণ্ড ভার সরানোর সময়ে উচ্চারিত ধ্বনি। 'সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

হেঁকে হেঁকে *দ্র* **হাঁকা**

হেঁকোঁচ [ধ্বন্যা] *বি* চলার সময়ে গাড়ির বিরক্তিকর শব্দ। 'গাড়ীর হেঁকোঁচ হেঁকোঁচে প্রাণ ওষ্ঠাগত।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হেঁক্যা *দ্র* **হাঁকা**

হেঁচকা *ক্রিবিণ* জোরালোভাবে। 'জোরসে ধরে হেঁচকা টানে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হেঁচকে হেঁচকে *ক্রিবিণ* টেনে টেনে। 'কেবলই হেঁচকে হেঁচকে ওড়াতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হেঁচড়া *বি* জোর করা। **হেঁচড়ে** *ক্রি* জোর করে টেনে। 'হেঁচড়ে আনে বাঁশবন দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হেঁচড়াহেঁচড়ী *বি* জোর-জবরদস্তি। 'আপসে আপসে মারামারি, টানাটানী, হেঁচড়াহেঁচড়ী আরম্ভ করিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

হেঁচড়ে-পড়া *বিণ* আছড়ে পড়ে আছে এমন। 'মাটিতে হেঁচড়ে পড়া আমগাছটার কাছাকাছি গামছাটা পেতে দাঁড়ালো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

হেঁজিপেঁজি *বিণ* তুচ্ছ; নগণ্য। 'নয়কো সে হেঁজিপেঁজি।' *অন্নদা*, ১৯৬১।

হেঁট *বিণ* অবনত; নিচু। 'নামজাদা সিফাই চরণে মাথা হেঁট।' *রূপরাম*, ১৭৫০; 'খেকশিয়াল এই কথায় মাথা হেঁট করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

হেঁটমাথা *বিণ* লজ্জায় অবনত মাথা এমন। 'উচ্চপদ হেঁটমাথা শাস্ত্রমত কয়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হেঁটমুখ *বিণ* নতমুখ। 'হেঁটমুখে অবনীরে করে নমস্কার।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হেঁড়ে [স হণ্ডী] *বিণ* হাঁড়ির মতো বড়ো। 'চাঁপ দাড়ি মেতীকটা মাথার উপরে হেঁড়ে পাগ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হেঁড়েডুডু [স হণ্ডী] *বি* লোকক্রীড়াবিশেষ। 'হেঁড়েডুডু, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেলতে লাগলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হেঁদু [ফা হিন্দু] *বি* হিন্দু। '... হেঁদুর পরব নাই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

হেঁয়ালি [স প্রহেলিকা] **১** *বি* ধাঁধা। 'হুতোমের নকশা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা, ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি।' *হুতোম*, ১৮৬২। **২** *বিণ* ধাঁধাময়। 'অন্তরে বাজে বিধাতার হেঁয়ালি ঠমক।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩। *দ্র* **হেয়োলি**

হেঁয়ালীপূর্ণ *বিণ* ধাঁধা সৃষ্টিকারী। 'চর্যাপদগুলিতে কিছু কিছু হেঁয়ালীপূর্ণ কথাও ব্যবহৃত হইয়াছে।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

হেঁশেল, হেঁসেল **১** *বি* রান্নার আয়োজন। 'কুসুম হেঁসেল তুলিয়া ফেলে।' *মানিক*, ১৯৩৬। **২** *বি* রান্নাঘর। 'তিনি রান্নার পর গঙ্গাস্নান করে বুনেদী হেঁশেলে পুঁই-চচ্চড়ি চড়াবেন।' *মুজতবা*, ১৯৫৮।

হেঁসেলঘর *বি* রান্নাঘর। 'লালন কয় বৈষ্ণবী রতন হেঁসেলঘরের শালগেরামি।' *লালন*, ১৮৯০।

হেকমত, হেকমৎ [আ হিকমত] **১** *বি* কৌশল। 'রাছুল কহেন তারে হেকমত করিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'ভদ্রলোকের খাওয়ার তরিবৎটা দেখবার মত হেকমৎ।' *মুজতবা*, ১৯৫২। **২** *বি* চাতুর্য। 'হুজুরীসরকারের হেকমৎ দেখে কে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হেকারত [আ হিকারত] *বি* তুচ্ছতাচ্ছিল্য। 'গরীবকে এরা বড়ই হেকারত

করেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'আমাদের দিকে অবজ্ঞার হেকারতের দৃষ্টিতে দেখচেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হেকীম [আ হাকিম] *বি* ইউনানি চিকিৎসক। 'কহিল হেকীম – নাহি রোগ এই দুনিয়ায় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হেকিমী [আ হাকিম>] *বিণ* ইউনানি চিকিৎসা সম্পর্কিত। **হেকিমী বিদ্যা** [আ হাকিম>+স বিদ্যা] *বি* ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্র। 'হেকিমী বিদ্যায় যে আপনার বিশেষ অধিকার আছে।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

হেক্টার [ই] *বি* মেট্রিক পদ্ধতিতে ১০,০০০ বর্গমিটার আয়তন। 'জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেক্টার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

হেগেলপন্থী [ই হেগেল+পন্থী] *বিণ* দার্শনিক হেগেলের অনুসারী। 'কুৎসিতের অস্তিত্ব-সঙ্কোচে ক্রোচে প্রমুখ হেগেল-পন্থীদের নির্বন্ধ সত্ত্বেও তাঁদের প্রতীক্ষা প্রায়ই বিফলে যায়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হেগো *দ্র* **হাগা**

হেঙ্গমা [ফা হাঙ্গামহ্] *বি* গোলমাল। 'বড়ই হেঙ্গমা উপস্তিত নবাবের ফৌজ আসীতেছে।' *মেয়ের্স*, ১৭৫৭। *দ্র* **হাঙ্গাম**

হেঙ্গাম [ফা হাঙ্গামহ্] **১** *বি* ঝামেলা। 'ভারি নোট ভাঙ্গাতে হেঙ্গাম।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। **২** *বি* দাঙ্গা। 'কলিকাতার হেঙ্গাম আমাকে ছাড়ে নাই।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

হেঙ্গামা [ফা হাঙ্গামহ্] *বি* হাঙ্গামা; ফ্যাসাদ। 'বেটা একটা ভারি হেঙ্গামা করে বসবে এখন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হেঙ্গল *বি* কুকুর। 'হারিয়া হেঙ্গল যেন দম করি পেটে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হেচকারা *বি* ঘৃণা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হেজিপেজি *বিণ* বাজে রচনায় পূর্ণ। 'একখানা হেজিপেজি মাসিক হতে তুলে নিন।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

হেঞে *ক্রিবিণ* হৃদয়ে। 'গঅণত গঅণত তইলা বাড়হী হেঞে কুরাড়ী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০।

হেট[1] **১** *বিণ* অবনত। 'পদাঙ্গুলি ভূমে লেখে হেট মাথা করি।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অধোভাগ। 'হেট পর সমুখ-বিমুখ ডান-বাম/ সর্ব রূপ একরূপ ছিল শূন্য ঠাম।' *সুলতান*, ১৭০০।

হেট করে *ক্রি* নত করে। *ওগ্রা*, ১৭৮২।

হেটবদন [হেট+স বদন] *বি* নত মুখ। 'নূরনাহার হেট বদনে কম্পিতা।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হেটভাগ [হেট+স ভাগ] *বি* নিম্নভাগ। 'হেট ভাগে পর্বত ঝরনা বহু নদী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হেটমাথা [হেট+মাথা] *বি* অবনত মাথা। 'হেটমাথা করিয়া বসিল নৃপবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হেটমুখ [হেট+স মুখ] *বি* নত মুখ। 'হেটমুখে বলেন বচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেটে **১** *ক্রিবিণ* নীচে। 'বিচিত্র কোমল শয্যা হেটে বিছাইল।' *আলাওল*, ১৬৮০। **২** *বিণ* নিচু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হেট[2] [ই] *বি* ঘৃণা। 'কেউ শিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হেট[3] [ই হ্যাট] *বি* কিনারওয়ালা টুপি; হ্যাট। 'হেট কোট পরিধান করতঃ সাহেব সাজিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

হেটলা [হি হটনা>] *ক্রি* দূরে যাওয়া। 'নিকটে যার বারামখানা হেটলে মূঢ় নাইকো উপায়।' *লালন*, ১৮৯০।

হেটো [স হট্ট] *বিণ* হাটের। 'হেটো ব্যাপারিরে বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **হাট**

হেড [ই] *বিণ* প্রধান। 'স্কুল হেড মাষ্টর।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

হেড অপিস [ই] *বি* প্রধান কার্যালয়। 'সেটার জন্যে কি হেড অপিসে বিল করে পাঠাব?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হেড অফিস [ই] *বি* প্রধান কার্যালয়। 'ব্যবসার হেড অফিস কলকাতায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

হেড কেরাণী [ই হেড+স করণিক] *বি* দপ্তরের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের প্রধান। 'আপিসের হেড কেরাণী।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

হেড কোয়ার্টার [ই] *বি* প্রধান কার্যালয়। 'সকল কার্য্যের হেড কোয়ার্টার রাজধানী কলিকাতায় হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

হেডক্লার্ক [ই] *বি* অফিসের প্রধান কেরানি। 'জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হেড-পণ্ডিত [ই হেড+স পণ্ডিত] *বি* বিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধান যে। 'প্রথমে উঠলেন হেড-পণ্ডিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হেডবাবু [ই হেড+ফা বাবু] *বি* প্রধান কেরানি। 'কোম্পানির আপিসের হেডবাবু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হেড মাষ্টর [ই] *বি* প্রধান শিক্ষক। 'স্কুল হেড মাষ্টর।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

হেডমাষ্টার [ই] *বি* প্রধান শিক্ষক। 'স্কুলের হেডমাষ্টার রামরতনবাবুকে প্রতিদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হেডমাস্টারি [ই হেডমাস্টার>] *বি* প্রধান শিক্ষকের কাজ। 'তিনি ... স্কুলের হেডমাস্টারি করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হেড মিস্ট্রেস [ই] *বি* প্রধান শিক্ষিকা। 'হেড মিস্ট্রেস এন্ট্রান্স পাশ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হেড মিস্ত্রি [ই হেড+প মিস্ত্রি] *বি* প্রধান কারিগর। 'সে ছিল ওঁর ল্যাবরেটরির হেড মিস্ত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হেড রাইটর [ই] *বি* নকলনবিশ কেরানিদের প্রধান। 'আজ গবর্মেন্টের অফিস বন্দ সুতরাং আমরা ক্লার্ক, ক্যারাণি, বুককিপার ও হেড রাইটরদিগকে দেখতে পেলাম না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হেডলাইট [ই] *বি* মোটরগাড়ির সামনের প্রধান বাতি। 'একটা হেড-লাইট কানা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হেড-লাইন [ই] *বি* (জ্যোতিষ) হাতের তালুর প্রধান রেখা; শিরোরেখা। 'হেড-লাইন নেই আর হার্ট লাইন তেলোর মধ্যিখানে এসে আচম্বিতে মরুপথে হারালো ধারা।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হেডিং [ই] *বি* শিরোনাম। 'ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে এক খানা ছাবান হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হেডেক [ই] *বি* মাথাব্যথা। 'তাতে আমার হেডেক হয়েছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

হেণ্ডেল [ই] *বি* হাতল। **হেণ্ডেল বার** [ই] *বি* হাতলদণ্ড। 'সাইকেলের হেণ্ডেল বারের উপর থেকে ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হেতা [স অত্র] *বি* এই স্থান। 'গৌরব চিনিআ বেটা হেতা হইতে জা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেতাল [স হিন্তাল] **১** *বি* হেন্তাল গাছ। 'নয়ালি হেতাল ঘন বন।'

মালাধর, ১৫০০। **২** *বি* হেন্তাল গাছের লাঠি। 'হেতাল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফেরে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

হেতু [স] *ক্রিবিণ* কারণে; জন্যে। 'তিলোত্তমা হেতু দুই ময়িলা এক ঠাই।' বড়ু, ১৪৫০।

হেতুক [স] *ক্রিবিণ* কারণে। 'তোমার এই সত্যতা হেতুক বুঝিলাম।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

হেতুকর্ম [স] *বি* মূল কাজ। 'শুন শুন গোসাঞি ইহার হেতু কর্ম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হেতুবাদ [স] *বি* যুক্তি। 'নালিশ করিবার ভালো হেতুবাদ ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হেতুভূত [স] *বি* মূল কারণ। 'তাঁহাদের নিয়মিত আহার বিহার ইহার হেতুভূত বলিতে হইবে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

হেতুহীন *বিণ* অকারণ। 'জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে –।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হেতে [স হস্ত>] *ক্রিবিণ* হাতে। 'সহস্র হেতে বানরাজা নৃত্য করি।' *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র* **হাত**

হেতে কোঁতকা *বি* হাতখানেক দীর্ঘ মোটা লাঠি। 'ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁতকা পড়বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হেতের *বি* হাতিয়ার। 'হাতের হেতের হয়ে হান সেনাগন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। *দ্র* **হাতিয়ার**

হেত্বাভাস [স] *বি* আপাতদৃষ্টিতে সঠিক মনে হলেও আসলে ভুল এমন যুক্তি; কুযুক্তি। 'কাহাকে প্রমাণ, প্রমেয় ... ছল, জাতি, হেত্বাভাস প্রভৃতির গূঢ়তত্ত্ব ... বুঝাইয়া দিতেছেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

হেথা [স অত্র] *ক্রিবিণ* এখানে। 'আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হেথাকার *বিণ* এখানকার। 'হেথাকার হাওয়া সবে না নাড়ীতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হেথায় হোথায় *ক্রিবিণ* এখানে সেখানে। 'পড়ে থাকে হেথায় হোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হেদয় [স হৃদয়] *বি* হৃদয়। 'হেদয়ে বিবেক নাই, বুকে দয়া নাই, শুধু প্যাটে আগুন জ্বলচে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

হেদানো *ক্রি* প্রিয়জনের বিরহে ব্যাকুল হওয়া। 'খুকি পর্যন্ত কেমন হেদিয়ে গিয়েছিল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হেদায়েত, হেদায়েৎ, হেদায়াত [আ হিদায়ত] **১** *বি* সত্যপথ প্রদর্শন। 'বাঙ্গলার গোমরাহ মুসলমানকে হেদায়েৎ করিবার জন্য।' *সওগাত*, ১৯২৮; 'মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ পাক বহু পয়গামবর পাঠাইয়াছেন দুনিয়াতে।' *মাহে নও*, ১৯৪৯। **২** *বি* সৎ শিক্ষা। 'দোয়া করি তার হেদায়ত হোক।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। **৩** *বি* পরামর্শ। 'হেকীমের হেদায়ৎ বাজে যদি মনে হয় ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হেদে [ধ্বন্যা] *অব্য* দৃষ্টি-আকর্ষক সম্বোধনবিশেষ। 'এক আইয় বলে হেদে গোদা মোর পতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেদেলো *অব্য* দৃষ্টি-আকর্ষক সম্বোধনবিশেষ। 'হেদেলো সুন্দরি প্রেমের আগোরি, শুনহ নাগর কথা।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

হেন [স ইদম্>] **১** *বিণ* এমন। 'হেন সব গুণী কংস হৈল সচকীত।' বড়ু, ১৪৫০; 'হেন গুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *অব্য* মতো। 'তোমা হেন অতিথি বা কোথায়ে পাইব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হেনই **১** *বিণ* এমনই। 'হেনই সম্বেদে সব গোপযুবতী।' বড়ু, ১৪৫০। **২** *সর্ব* সেই। 'আইলা মুরারিগুপ্ত হেনই সময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হেনক *বিণ* এমন; ঈদৃশ। 'বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনকাল [হেন+স কাল] *ক্রিবিণ* এমন সময়। 'হেনকালে কৃষ্ণ জিনি কাহার সকতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হেনকালে *ক্রিবিণ* এমন সময়ে। 'হেনকালে লহনা জিজ্ঞাসে খুল্লনারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেনছার *বিণ* এমন তুচ্ছ। 'হর কন হৈমবতী হেনছার কথা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হেনঞি *বিণ* এমন। 'হেনঞি সমএ কৃষ্ণ রথেত চড়িয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

হেনবতে *ক্রিবিণ* হেনমতে; এই প্রকারে। 'হেনবতে ভক্তগোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হেনবেলে *ক্রিবিণ* এমন সময়ে। 'হেনবেলে পাপিষ্ঠ সম্বর জায় সেই পথে।' *মালাধর*, ১৫০০।

হেনমত [হেন+স মত] *বিণ* এরূপ। 'হেনমত আকাসেত দৈব বানি সুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হেনমতে *বিণ* এইরূপে। 'হেনমতে নিতি নিতি মথুরা নগরে।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনমতেঁ *ক্রিবিণ* এইরূপে। 'হেনমতেঁ গোকুলে বাঢ়িলা দামোদর।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনমনে [হেন+স মন>] *ক্রিবিণ* এইপ্রকারে। 'হেনমনে বনে হরিল কাহ্নাঞি।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনয়ি *বিণ* এমন। 'হেনয়ি দেবকে কেহে পেলাঅসি হাথে।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনরিতে *ক্রিবিণ* এভাবে। 'হেনরিতে সভাকার মনোরিত সাধি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হেনস *বিণ* এই প্রকার। 'না বোল না বোল রাধা হেনস বচন।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনসি *বিণ* এমনই। 'তাহাত উচিত হএ হেনসি বেভারে।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনহি *বিণ* এমন। 'হেনহি সমএ আজ্ঞা হইল আল্লার।' *সুলতান*, ১৭০০।

হেনসেল [হাঁড়িশালা>] *বি* রান্নাঘর; হেঁসেল। 'হেনসেল পেড়ে এসেছি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

হেনস্তা [স হীনবস্থা] *বি* নাকাল অবস্থা; অপমান। 'এখানে যদি কুকুর বিড়ালের মতোও অনহেলা হেনস্তা হয় তাও স্বীকার।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হেনস্থা *বি* নাকাল অবস্থা; অপমান। 'হেনস্থা আর ভয় করার দরুন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হেনেস্থা *বি* নাকাল অবস্থা; অপমান। 'আমাকে ওরকম অনহেলা হেনেস্থা সইতে হয়নি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হেনা[১] *বি* হাসনাহেনা; রাতে গন্ধ ছড়ায় এমন সাদা ফুলবিশেষ। 'এই

কৃচিৎ হেনার গন্ধ, কৃচিৎ সেতারের শব্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'শুক্লসন্ধ্যা চৈত্র মাসে হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হেনা[2] [আ হিনা] *বিণ* মেহেদি। **হেনা-বেড়া** *বি* হেনাগাছের বেড়া। 'ঐখানে মোর পোষা হরিণ চরত আপন মনে হেনা-বেড়ার কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

হেনামাখা *বিণ* মেহেদিরাঙা। 'ইস্পাহানির হেনামাখা হাত।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হেনারঞ্জিত [আ হিনা+স রঞ্জিত] *বিণ* মেহেদিরাঙানো। 'হাতের মুঠোয় হেনার হেনারঞ্জিত হাত দুটি ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

হেন্তাল [স হিন্তাল] *বি* হেতাল গাছ। 'তমাল হেন্তালপুঞ্জ।' *বড়ু*, ১৪৫০। দ্র **হেতাল**

হেন্দোস্থান [ফা হিন্দুস্তান] *বি* ভারতবর্ষ। 'আমির আইল হেন্দোস্থান হইতে।' *রামরাম*, ১৮০১। দ্র **হিন্দু**

হেন্দোস্থানি [ফা হিন্দুস্তান] *বি* হিন্দুস্তানি বা হিন্দি-উর্দু ভাষা। '... হেন্দোস্থানি ও বাঙ্গালা এবং ইংরেজিও কতক২ এই সকল পৃথক২ ভাষা জানি।' *কেরি*, ১৮০২।

হেপা [ধ্বন্যা] *বি* ঝুঁকি বাবদ ক্ষতিপূরণ। 'দুই সও তঙ্কা চাউলের হেপা বলিয়া লইলেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

হেফজ [আ হিফজ] *বিণ* মুখস্থ। 'গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফজ করা সারা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হেফাজত, হেফাজৎ [আ হিফাজত] *বি* তত্ত্বাবধান। 'কুঠির হেফাজতে জমাদার, বরকন্দাজ প্রভৃতিকে মতাইন রাখিয়া ...।' *মন্মথনাথ*, ১৮৯০; 'আপনাদিগকেই হেফাজৎ করতে হবে এই একতা।' *মাহে নও*, ১৯৪৯।

হেপাজৎ [আ হিফাজত] *বি* রক্ষণাবেক্ষণ। 'বোধ হয় মালপত্র হেপাজৎ করে নিয়ে যাবার জন্য।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

হেফাজতকারী *বি* রক্ষাকারী। 'দেশের মৌলিক আদর্শের হেফাজতকারী।' *আজাদ*, ১৯৬২।

হেবা [আ হিবাহ্] *বি* দান। 'মওসুফের বরাবরে হেবা করিয়া দিলেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হেবানামা [আ হিবাহ+ফা নামাহ্] *বি* দানপত্র; হেবার দলিল। 'হেবানামা লেখা হৈছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হেবা-রদ [আ হিবাহ+আ রদ] *বিণ* দানপত্র বাতিল। 'বড়সাহেব নিজে হেবা-রদের মামলা দায়ের করিবেনই।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

হেম[1] [স] **১** *বি* সোনা। 'হেম পাট জিণি তোহোর জঘনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অশোক ফুল। 'বাঁধুলি হেম বকুল ধবলী চম্পক ফুল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হেম-কমল [স] *বি* সোনালি পদ্ম। 'পরি বক্ষঃস্থলে হেম-কমলের দাম।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হেমকর [স] *বি* স্বর্ণকার। 'মিলি হেমকরগণে বান্ধিল আতি যতনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেম-কলেবর [স] *বি* সোনার শরীর। 'ভস্ম-আচ্ছাদিত কর হেম কলেবর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হেমকান্ত [স] *বিণ* সোনালি রঙে উজ্জ্বল। 'হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

হেমকুম্ভ [স] *বি* সোনার কলস। 'আরোপী হেমকুম্ভ করিল কর্মারম্ভ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেমকূট [স] *বি* কল্পিত সুমেরু পর্বত। 'হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হেমঘট [স] *বি* সোনার কলস। 'হেমঘট পয়ভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেমঙ্করী [স] *বিণ* স্বর্ণালঙ্কৃত। 'রত্নের কলিকা মুখে হেমঙ্করী সুখে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হেমজড়ি *বিণ* স্বর্ণখচিত। 'ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি কটি পট্টসূত্র ডোরী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হেমঝারি [স হেম+স ধারা>] **১** *বি* দেবতার অধিষ্ঠানভূত ঘট। 'পূর্বে পিত ভাণ্ডে বারি এবে তার হেমঝারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **২** *বি* সোনার তৈরি ঘট। 'আনো তব হেমঝারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হেমদণ্ড [স] *বি* ফুলের কেন্দ্রে অবস্থিত স্বর্ণময় দণ্ড। 'কেসর কুসুম ধএল হেমদণ্ড।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হেমবাজু [স হেম+ফা বাজু] *বি* সোনার তৈরি বাহুর অলঙ্কারবিশেষ। 'মৃদুদক ভুজে, হেমবাজু সাজে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হেমবারা [স হেমবলয়] *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'আরোপি হেমবারা উপরে ফুলঝারা বসাইল কনক-আসনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেম-বারি [স] *বি* সোনার পাত্রে রাখা জল। 'সুরধুনিজলগর্ভা/ অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা/ হেম-বারি করে আরাধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেমবালা [স হেমবলয়] *বি* সোনার বালা। 'হেম [ময়] বালা, নব চন্দ্রকলা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হেম-বিভা [স] *বি* সোনার আভা। 'নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

হেমভানু [স] *বি* সোনালি সূর্য। 'চন্দনে চর্চিত তনু জেন দেখি হেমভানু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেমমএ [স হেমময়] *বিণ* স্বর্ণময়। 'মধ্যে কিঞ্জক জ্যোতি তপ্ত হেমমএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

হেমময় [স] *বিণ* স্বর্ণময়। 'নব হেমময় রথ সুমেরু-আকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হেমহর্ম্য [স] *বি* সোনার অট্টালিকা। 'হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হেমহার [স] *বি* সোনার হার। 'কালা গায়ে হেমহার গলে অভিরাম।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হেমাঙ্গি [স হেমাঙ্গী] *বি স্ত্রী* স্বর্ণোজ্জ্বল দেহের অধিকারী নারী। 'এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে, হেমাঙ্গি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হেমাঙ্গিনী *বি* স্বর্ণোজ্জ্বল দেহের অধিকারিণী। 'ভুজঙ্গিনী (ভুজঙ্গী); হেমাঙ্গিনী (হেমাঙ্গী)।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

হেমাঙ্গী [স] *বিণ* স্বর্ণোজ্জ্বল দেহের অধিকারী। 'হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হেমাচল [স] *বি* সোনার পাহাড়। 'প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হেমাঞ্জন [স] *বি* হেমরূপ অঞ্জন। 'গোধূলির হেমাঞ্জন আঁকি/ রঞ্জি মোর আঁখি।' *অন্নদা*, ১৯৩১।

হেমাম্বু [স] *বি* সোনায় ধোয়া জল। 'অভিষেক হয়ে গেছে এ পুরীর স্বর্ণনদীর হেমাম্বুতে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হেমাম্বুদকিরীটিনী [স] *বিণ* মাথায় সোনালি মেঘ আছে এমন। 'হেমাম্বুদকিরীটিনী উষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

হেম[২] [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বংশীধর হেম।' *সেবধি*, ১৮৪০।

হেমত [স হেমন্ত] *বি* হেমন্তের ধান। 'তারপর আষাঢ় ও শ্রাবণে হেমত ধান্য রূপি ...।' *কেরি*, ১৮০২।

হেমন্ত [স] **১** *বি* ঋতুবিশেষ। 'সরত নিবড়িল হেমন্ত উদয়ে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* (হিন্দুপুরাণ) হিমালয়। 'ধন দিআ গেলা দুর্গা হেমন্তের ঝি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *বি* তৃপ্তি। 'আমাদের দুজনের মনে হেমন্ত এসেছে তবু।' *জীবন*, ১৯৪২।

হেমন্ত চাঁদ *বি* হেমন্ত ঋতুর চাঁদ। 'হেমন্ত চাঁদ অর্ধেক হেলি জোৎস্নার জাল পাতি।' *জসীম*, ১৯২৯।

হেমন্তনন্দিনী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) হিমালয় কন্যা। 'দোষ গুণ ভাবি জয়া হেমন্তনন্দিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হেমন্তলক্ষ্মী [স] *বি* হেমন্তরূপ লক্ষ্মী। 'হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

হেমন্তলোক [স] *বি* হেমন্তের পৃথিবী। 'তাকিয়ে আছে হেমন্তলোক স্পষ্ট ক'রে।' *জীবন*, ১৯৪০।

হেমন্তসন্ধ্যা [স] *বি* হেমন্তকালের সন্ধ্যা। 'বিনা ভূমিকায় হেমন্তসন্ধ্যার চন্দ্রোদয়লগ্নে ললিতের গৃহত্যাগিনী স্ত্রীর অভ্যাগমন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

হেমন্তিকা [স] *বি* হেমন্ত ঋতুরূপ নারী। 'হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

হেম্মত [আ হিম্মত] **১** *বি* মনোবল। 'হেম্মত করিয়া আলী লাগে কহিবারে।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *বি* পরিশ্রম। 'হেম্মত ও এবাদতে ও নেহাইয়ত চালাকিতে একাজ করিবা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। **৩** *বি* সাহস। 'আপনারা জনেক হেন্দোস্থানে থাকিলে হেম্মতও হয়।' *রামরাম*, ১৮০১; 'মেয়েমানুষের এত হেম্মত! হাকিম দেখায় আমাকে!' *মশাররফ*, ১৮৬৯। *দ্র* **হিম্মত**

হেয় [স] **১** *বিণ* তুচ্ছ। 'অতি হেয় শরীর দেখিয়া কামাসক্ত হওয়া উচিত নহে।' *গৌর*, ১৮২২। **২** *বিণ* নগণ্য। 'বাঙ্গালি যদি অতিনিপুণ কিম্বা কৃতকর্ম্মা থাকেন তথাপি তাঁহাকে হেয় বোধ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। **৩** *বিণ* নিম্নমানসম্পন্ন। 'সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি অতি চমৎকৃত হইয়াও তদপেক্ষা হেয় বোধ হইতেছে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৮।

হেয়জ্ঞান [স] *বি* তুচ্ছ জ্ঞান; হীন বিবেচনা। 'ব্যবহার রীতি প্রভৃতির উপর দোষোল্লাস করিয়া হেয় জ্ঞান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৩; 'উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকেরা বুঝি তাঁহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

হেয়ত্ব [স] *বি* তুচ্ছতা; অবজ্ঞা। 'হাসিলেন হর শুনে হেয়ত্ব আধান।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হেয়ালি [স প্রহেলিকা] *বি* হেঁয়ালি। 'হেয়ালি-প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *দ্র* **হেঁয়ালি**

হেরফের [হি ফের>] **১** *বি* অদলবদল। 'আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে, কোন হের-ফের বুঝিনে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯। **২** *বি* অসংগতি। 'মেঘদূত ছিল না, তার বদলে ... ছিল, একেই বলে হেরফের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হেরা **১** *ক্রি* দেখা। 'হের সে শবরো গিরেবণ ভঈলা ফিটিলি ষবরালী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। **২** *ক্রি* বিচার বিবেচনা করে বোঝা। 'সুণিআঁ কৃষ্ণের হের দয়াযুত বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *ক্রি* অনুভব করা। 'নাসিকাতে তুলা দিয়া হেরএ নিঃশ্বাস। *বাহরাম*, ১৬৫০। **হের ১** *ক্রি* দেখো। 'হের সে শবরো গিরেবণ ভঈলা ফিটিলি ষবরালী।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। **২** *ক্রি* বিচার বিবেচনা করে বোঝো। 'সুণিআঁ কৃষ্ণের হের দয়াযুত বাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হেরইতে** *ক্রি* দেখতে। 'দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হেরএ ১** *ক্রি* অনুভব করে। 'নাসিকাতে তুলা দিয়া হেরএ নিঃশ্বাস। *বাহরাম*, ১৬৫০। **২** *ক্রি* দেখে। 'অস্থির প্রেমের রোগে ক্ষেণে পাঠে দৃষ্টিযোগে ক্ষেণে হেরএ চাঁদবদন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হেরত** *ক্রি* তাকায়। 'হেরত না হেরত সহচরি মাঝ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **হেরন্ত** *ক্রি* তাকায়। 'ডান পাশে যেখানে হেরন্ত পয়গাম্বর।' *সুলতান*, ১৭০০। **হেরবো** *ক্রি* দেখবো। 'ঠেকে শিখলাম গো কালো রূপ আর হেরবো না।' *লালন*, ১৮৯০। **হেরয়** *ক্রি* দেখে। 'কোটি কোটি পাষাণ হেরয় দিনপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **হেরি ১** *ক্রি* দেখে। 'হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।' *চর্যা ৫০*, ১২০০। **২** *ক্রি* দেখি। 'এ কী হেরি আনন্দের মেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **১** *ক্রি* দেখে (দেখিয়া)। 'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **হেরিআ** *ক্রি* তাকিয়ে। 'তবে নবী কতক্ষণ হেরিআ আছিল।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **হেরিছে** *ক্রি* দেখছে। 'কী জানি কী হেরিছে স্বপন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। **হেরিতে** *ক্রি* দেখতে। 'হরিতে কাঁচুলি অধিক আকুলি উঠিল কামিনী কাঁপিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হেরিব** *ক্রি* দেখবো। 'তবেতো পাইব সুখ, হেরিব তাহার মুখ ...।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **হেরিয়া** *ক্রি* দেখে। 'রমণ চঞ্চল হেরিয়া অঞ্চল রহিল আনন ঝাঁপিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হেরিলাম** *ক্রি* দেখলাম। 'অকস্মাৎ হেরিলাম দীর্ঘজটাধারী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **হেরিলে** *ক্রি* দেখলে। 'তোমারে হেরিলে হবে হৃদয়ে কৌতুক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হেরে** *ক্রি* দেখে। 'টঙ্গির উপরে উঠি হেরে দুই জন।' *সুলতান*, ১৭০০। **হেরেছি** *ক্রি* দেখেছি। 'যেদিন গৌর হেরেছি আমাতে কি আমি আছি।' *লালন*, ১৮৯০। **হেরো** *ক্রি* দেখো। 'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড হেরো দেখ দুই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **হোর** *ক্রি* দেখো। 'হোর আছে ঘাটোআল লআঁ নাঅখানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেরুঅ [স হেরুক] *বি* ভৈরব। 'তউ যে হেরুঅ ণ পাবিঅই।' *চর্যা ২৬*, ১২০০।

হেরিকেন [ই] *বি* হারিকেন; লণ্ঠন। 'কিসের আলো গা, ডিজ হেরিকেন?।' *জীবন*, ১৯৩২। *দ্র* **হ্যারিকেন**

হেরেম [আ] *বি* অন্দরমহল। 'জেনানাদের হেরেম তেমনি নিস্তব্ধ নীরব।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হেরেমমহল [আ] *বি* অন্দরমহল। 'ওই হেরেমমহল নারীদের তরে নহে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হেরোইন [ই] *বি* মরফিন থেকে তৈরি মাদকদ্রব্যবিশেষ। 'ব্যাটা সব বেচে; – আফিম, ককেইন, হেরোইন, হশীশ যা চাও।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হেলঞ্চ [স হিলমোচিকা] *বি* এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ, যা শাক হিসেবে খাওয়া হয়। 'তীরে তীরে কলমি শাক আর হেলঞ্চ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। *দ্র* **হিঞ্চী, হিলিঞ্চা**

হেলঞ্চা *বি* হেলেঞ্চা শাক। 'দু'পাশে বেত আর হেলঞ্চা ঝোপ ঘন।' *শওকত*, ১৯৫৮।

হেলেঞ্চা *বি* শাকবিশেষ। 'দেখিব না হেলেঞ্চার ঝোপ।' *জীবন*, ১৯৩২।

হেলথ [ই] *বি* স্বাস্থ্য। **হেলথ অফিসর** [ই] *বি* স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। 'হেলথ অফিসর, সেতখানার মেজেষ্টর,/ ইনকমের আসেসর সাল্লে সবারে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হেলথ ক্লিনিক [ই] *বি* স্বাস্থ্যকেন্দ্র। 'বস্তি এলাকায় মহিলাদের জন্যে একটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন।' *বেগম*, ১৯৬৮।

হেলথ সেন্টার [ই] *বি* স্বাস্থ্যকেন্দ্র। 'হেলথ সেন্টারের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে।' *তারা*, ১৯৫৩।

হেলন [হি হিলনা] **১** *বি* পরস্পর হেলান দেওয়া। 'রাধার অঙ্গেতে সে অঙ্গের হেলন।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** *বি* অমান্য। 'ঐ অবোধেরা মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও দ্রোক্সুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩২। **৩** *বি* অবহেলা। 'বাম করে সাপটি হেলনে গজেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

হেলনা বেঞ্চ *বি* হেলনা দেওয়া যায় এমন বেঞ্চ। 'হেলনা বেঞ্চ আসছে আর দুজনের মাথায়।' *শামসুল*, ১৯৬২।

হেলনি [হি হিলনা] *বি* ঝুঁকে পড়া অবস্থা। 'বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হেলফেলা *ক্রি* বমির উদ্রেক করা। 'ঘেন্নায় আমার গা হেলফেলিয়ে ওঠে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হেলমেট [ই] *বি* মাথার শক্ত খোলসযুক্ত আবরণী। 'তাঁহাদের মাথায় হেলমেট, কানে টেলিফোন এবং চক্ষে গগল্‌স ছিল।' *রোকেয়া*, ১৯৩২।

হেলা[১] **১** *বি* অমান্য। 'আহ্মার বচনে রাধা না করিহ হেলা।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *বি* অনাদর। 'হেলা না ছাড়িহ আহ্মাক প্রতি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **৩** *বি* অবহেলা। 'আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

হেলাদোলা *বি* ঝোঁকা। 'নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হেলাফেলা **১** *বিণ* তুচ্ছতাচ্ছিল্য। 'হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-সনে!' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। **২** *বিণ* এলোমেলো। 'তরুশাখে হেলাফেলা/ কামিনীফুলের মেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হেলায়-ফেলায় *ক্রিবিণ* অবজ্ঞাবশত। 'কারও বা হেলায়-ফেলায় মলিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হেলাহেলি **১** *বি* পরস্পরের গায়ে হেলে পড়া অবস্থা। 'হৃদয়ের মৃদু খেলাখেলি ফুলেতে ফলেতে হেলাহেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **২** *বি* ঢলাঢলি। 'হেসে গায়ে গায়ে হেলাহেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। **৩** *বি* কাত হয়ে থাকা। 'পরস্পরের দিকে তাদের হেলাহেলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হেলা[২] **১** *ক্রি* অবহেলা করা। 'আহ্মাক হেলিলেঁ তোহ্মে সব পরকারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রি* হেলে পড়া। 'গলিত তামার কুচ হলএ পবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৩** *ক্রি* কাত হওয়া। 'বিচিত্র দোলায় সদাগর হেলে গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **৪** *ক্রি* সাড়া দেওয়া। 'ঝুলন দিনে দোলন লাগে তোমার পরান হেলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। **হেলাইল** *ক্রি* ঝুঁকে পড়লো। 'দোলার উপরে সেন হেলাইল গা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। **হেলাএ** *ক্রি* অবহেলায়। 'হেলাএ না কর ক্রুদ্ধ সুনহ শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **হেলাভরে** *ক্রিবিণ* অবহেলা সহকারে। 'আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। **হেলায়** *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কষ্ঠী ধরে যত।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। **হেলালেন** *ক্রি* ফেললেন। 'হাতনাড়া দিএ হর হেলালেন পয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **হেলিলেঁ** *ক্রি* অবহেলা করলে। 'আহ্মাক হেলিলেঁ তোহ্মে সব পরকারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **হেলিহ** *ক্রি* উপেক্ষা করো। 'না হেলিহ বচন আহ্মারে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেলতে দুলতে *ক্রিবিণ* হেলে দুলে। 'আস্তে আস্তে হেলতে দুলতে যাচ্ছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

হেলিয়া দুলিয়া *ক্রিবিণ* তালে তালে পা ফেলে। 'হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে ... জল লইতে আসিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হেলে **১** *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'মো দুখমতীর হেলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **২** *ক্রিবিণ* অবহেলায়। 'হেন হাথ নিধী কে হরি নিলে মো দুখমতীর হেলে।' *বড়ু*, ১৫০০।

হেলেঁ **১** *ক্রিবিণ* অবহেলায়। 'তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।' *চর্যা* ১৮, ১২০০। **২** *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'নাম মোর বনমালী হেলেঁ দলিবোঁ কালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হেলে দুলে **১** *ক্রিবিণ* অলস ভঙ্গিতে। 'হেলে দুলে যায় চলে।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *ক্রিবিণ* নেচে নেচে। 'ফুলেরা আমোদে মেতে হেলে দুলে বাতাসেতে আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হেলে-পড়া *বিণ* নুয়ে-পড়া। 'মানুষের আয়ুতে ঘাটের কোঠা অস্তদিগন্তের দিকে হেলে-পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হেলে-ফেলে *ক্রিবিণ* বাদসাদ দিয়ে। 'হেলে-ফেলেও পনেরোটি হাজার টাকা হেঁকে তুলবেন।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

হেলান [হি হিলনা] **১** *বিণ* সংলগ্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বিণ* কাত করা; হেলানো। *ওসাঁ*, ১৭৮২। **৩** *বি* ঠেসান। 'চৌকিতে হেলান দিয়ে কঠিন প্রস্তর-মূর্তির মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হেলান এড়া *ক্রি* বিচ্যুত হওয়া। 'হেলান এড়িতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

হেলান দেওন *বি* ঠেস দেওয়া। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

হেলান দেওয়া *ক্রি* ঠেস দেওয়া; কাত হওয়া। 'পিয়ানোর ডালার উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

হেলানপিঠ *বি* চেয়ারের যে অংশে হেলান দেওয়া হয়। 'ডেক চেয়ারের হেলানপিঠে গড়াগড়ি খায় হিক সাহেবের মাথাটা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

হেলানিয়া *বিণ* হেলান-দেওয়া। 'বারান্দায় একটি হেলানিয়া বেঞ্চি।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

হেলানো **১** *ক্রি* হারানো; পরাজিত করা। 'কোন মতে হারেসের হেলাতে নারিল।' *গরীব*, ১৭৬৫। **২** *ক্রি* নত করা। 'হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে মিষ্ট হাসি টানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হেলাল [আ হিলাল] *বি* নতুন চাঁদ। 'তুমি আনিয়াছ হেলাল আজ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

হেলেঁ *দ্র* **হেলা**[২]

হেলে[১] *দ্র* **হেলা**[২]

হেলে[২] *বি* একপ্রকার বিষহীন সাপ। 'ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতী ঢোঁড়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

হেলে[৩] [স হল>] *বি* কৃষক; চাষি। 'মাঠের হেলের নাস্তা নিতে হুঁকোর আগুন নিবে যে যায়।' *জসীম*, ১৯২৭।

হেলোখাসা [স হল>] *বিণ* খাঁটি চাষা (ব্যঙ্গার্থে)। 'সে বড়

হেলোখাসা, পীরিতের করে আশা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হেলে-দুলে *দ্র* **হেলা**[২]

হেলে-ফেলে *দ্র* **হেলা**[২]

হেলেনীয় [গ্রীক হেলেন+স ঈয়] *বিণ* গ্রীকপুরাণের নায়িকা হেলেন সম্পর্কিত। 'সেকান্দার শাহার বলদৃপ্ত বিজয় অভিযানে হেলেনীয় সভ্যতা পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে গেছিল।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হেলো [ই] *অব্য* দৃষ্টি আকর্ষক সম্বোধনবিশেষ – এই যে। 'হেলো পুঁটিরাম, এখানে যে?' *গিরিশ*, ১৮৮৬। *দ্র* **হ্যালো**

হেল্লো [ই] *অব্য* দৃষ্টি আকর্ষক সম্বোধনবিশেষ – এই যে। 'ও খালি হেল্লো হেল্লো ক'রে লেকচার হাঁকবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

হেসা [স হ্রেষা] *ক্রি* হ্রেষাধ্বনি করা। 'সঘনে হেসরে ঘোড়া মন্দুরা ভিতর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হেস্তনেস্ত [ফা হাস্ত-নীস্ত] *বি* চূড়ান্ত নিস্পত্তি। 'একটা হেস্তনেস্ত করে দেওয়ার অভিপ্রায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হেহে [ধ্বন্যা] *অব্য* উৎসাহসূচক ধ্বন্যাত্মক শব্দবিশেষ। 'যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ। হেহে লহে।' *বড়ু*, ১৫০০।

হেঁকুচি [স হিক্কা] *বি* হেঁচকি। 'হেঁকুচি করিয়া কান্দে সজারু সসারু দুঃখ না ঘুচিল মা সেবি কল্পতরু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হৈন্দবি [ফা হিন্দু>] *বি* ভারতবর্ষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হৈম [স] *বিণ* সোনালি। 'দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হৈমকিরীটিনী [স] *বিণ স্ত্রী* (হিন্দুপুরাণ) সোনালি মুকুট পরিহিত। 'শোভেন যেমতি উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হৈমচ্ছটা [স] *বি* স্বর্ণালোক। 'নবনূর-এর জীবনদায়িনী হৈমচ্ছটা অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে।' *কোহিনূর*, ১৯১১।

হৈমবতী [স] *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'হৈমবতী জাহারে স্বহায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হৈমময় [স] *বিণ* স্বর্ণময়। 'তুমি তেজাকর, হৈমময় তেজঃপুঞ্জ প্রসাদের ছলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

হৈমময়ী [স] *বিণ* স্বর্ণময়ী। 'যবে ফুল্ল-কুল-সখী হৈমময়ী উষা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হৈমাভা [স] *বি* সোনালি দীপ্তি। 'সূর্যের হৈমাভা পড়িয়া পড়িয়া সরোবরের সৌন্দর্য যেন উথলিয়া পড়িতেছে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

হৈমাসন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্ণনির্মিত আসন। 'শচী সহ দেবসভা-মাঝে, বসিতেন হৈমাসনে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হৈমন্তিক [স] *বিণ* হেমন্তকালে জাত। 'হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হৈমন্তী *বিণ* হেমন্তকালীন। 'হিমঝুরির হৈমন্তী পালা হয়েছে নিঃশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হৈ, হৈ হৈ [ধ্বন্যা] **১** *বি* কথা চালাচালি। 'তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। **২** *বি* চিৎকার। 'চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* চিৎকারযুক্ত। 'ছুটি-পাওয়া ছেলেদের ধেয়ে যাওয়া হৈহৈ রবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হৈহল্লা [ধ্বন্যা হৈ+স হল্লা] *বি* চিৎকার-চেঁচামেচি। 'মল্লিক বাজারের মোড়ে বেশ হৈহল্লা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হৈহাঙ্গামা [হৈ+ফা হাঙ্গামহ] *বি* গোলমাল। 'এ বয়সে দাঙ্গাবাজি হৈহাঙ্গামা আর ভালো লাগে না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

হৈ হামারি *বি* হইচই। 'কর্তার পাশ দিয়ে হৈ হামারি করে ছুটে চলে যাই।' *হাসান*, ১৯৬০।

হৈ-হুল্লোড় *বি* চিৎকার ; হট্টগোল। 'আমাদের এই হৈ-হুল্লোড় যখন চরমে।' *জসীম*, ১৯৬১; 'বার্লিনের হৈ-হুল্লোড় গির্জেগুলোকে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হৈ হৈ পাড়া *ক্রি* হইচই করা। 'হৈ হৈ পাড়াটা ছেড়ে দূর দিয়ে যাইয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হো[১] [স সঃ] *অব্য* আলঙ্কারিক শব্দবিশেষ। 'এভোঁহো চিন্তহ যবেঁ আক্কার হিত।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'হংস রএ সরোঅরে গুআহো পাঞ্জরে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আগে শুনি যে কাজ ন করএ পাছে হো পচতাও।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'এই বেলা সবে মিলে চলো হো, চলো হো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

হো[২] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'হো জাতিকে লড়কা বা লড়াইয়া কোল বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হোঁচট *বি* হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ পায়ে ধাক্কা লাগা ও তার ফলে শরীরের ভারসাম্য হারানো। 'যদি কোনো বয়স্ক লোক হোঁচট খায়, তবে সে চিন্তা করে, বাধাটা কোথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

হোঁট [প্রা হেট্‌ঠা] *বিণ* হেট। 'মনে চিন্তা করে পাত্র হোঁট কর‍্যা মাথা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হোঁতকা, হোঁৎকা *বিণ* মোটা। 'ডাইনি তুমি হোঁতকা পেটুক।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'বাড়ির কর্তাকে দেখতে পাব শূয়ারের মত হোঁৎকা।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হোঁদল *বিণ* পেটমোটা। **হোঁদল কুতকুত** *বি* গাঢ় কালো রঙের কুৎসিত পেটমোটা কল্পিত প্রাণীবিশেষ। 'তাকে পাঠিয়ে দেব বাচ্চা হোঁদল কুতকুতের।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হোঁশ [ফা হোশ] *বি* হুঁশ। 'সাকুব হইলে ইশারায় কর্ম্ম বুঝে – তোর চোকে আঙুল দিয়া বললুম তাতেও হোঁশ হইল না?' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হোগল *বি* চাটাই ইত্যাদি বোনা যায় এমন এক প্রকার বড়ো ঘাস; হোগলা। 'বসতবাটী কিম্বা দোকানঘর ওগয়রহ খড় কিম্বা বিচালি কিম্বা হোগল ও দরমা ওগয়রহ।' *ক্যালগে*, ১৮০০; 'হোগল, বনমালী প্রভৃতি নানা আগাছার অবাধ রাজত্ব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। *দ্র* **হুগল**

হোগলা *বি* চাটাই ইত্যাদি বোনা যায় এমন এক প্রকার বড়ো ঘাস। 'এক গাছ হোগলা ঘাশ আনিয়া নিরূপন করিল খড়গ।' *রামরাম*, ১৮০১।

হোচটপথ *বি* উঁচুনিচু পথ। 'তোমার বুকে হোচটপথে চাঁদের আলোয় মোট বয়েছি।' *সুনীল*, ১৯৬৬।

হোছাল *বি* হেঁচকা টান। 'হেনকে হোছাল মারে লহেতে পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০; হেনক হোছাল মারে লএ পরাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হোজরা [আ হিজরা] *বি* ছোটো কোঠাঘর। 'জেয়াদের পত্র লইয়া হোসেন মাননীয়া বিবি সালেমার হোজরা সমীপে গমন করিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। *দ্র* **হুজরা**

হোটেল [ই] **১** *বি* খাবার দোকান; রেস্তোরাঁ। 'আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮। **২** *বি* অর্থের বিনিময়ে সাময়িক

বাসের ঘর। 'সে-রাত্রে ব্রিন্দিসির হোটেলে আশ্রয় নিতে হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

হোটেলওয়ালা [ই হোটেল+হি ওয়ালা] *বি* হোটেলের মালিক। 'আহারের খরচের এক হিসাব হোটেলওয়ালা দেয়।' *রাজ*, ১৮৭৪।

হোটেলমূলক [ই হোটেল+স মূলক] *বিণ* হোটেল-নির্ভর হয়ে উঠেছে এমন। 'বলতে গেলে হোটেলমূলক সভ্যতা, গির্জামূলক ধর্ম, নাচঘরমূলক সমাজ।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

হোড় [স হোড়>] *বি* হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।' *ভারত*, ১৭৬০।

হোতা [স হোতা>] *বিণ* যজ্ঞকর্তা। 'মধ্যে ট্যানা পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে হোম কচ্চেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হোত্তেল [স হরিতাল] *বি* হরিতাল। 'বাজারে হোত্তেল মাগ্‌গি হয়ে উঠলো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হোথা [স তথা] *ক্রিবিণ* সেখানে। 'ইমাম হাসান হোথা গিয়াছে শিকারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

হোথায় *ক্রিবিণ* সেখানে। 'হোথায় আমায় ডুবতে দাও, ওগো, মরতে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

হোম[১] [স] ১ *বি* যজ্ঞ। 'হোমের তিলক ভালে দিল দ্বিজবর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* যজ্ঞের আগুন। 'শীতের বাতাসে তার নিভে গেলো হোম।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

হোমকুণ্ড [স] *বি* হোমযজ্ঞের জন্য আগুন জ্বালানোর গর্ত। 'কেউ না থাকলে হোমকুণ্ডে ভস্ম ক'রে ফেলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

হোম-ধূম [স] *বি* যজ্ঞাগ্নির ধোঁয়া। 'সেদিনকার মাল্যচন্দন, নববস্ত্র ও হোম-ধূমের গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

হোমধেনু [স] *বি* যে গাভীর দুধ থেকে যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় ঘৃত প্রস্তুত হয়। 'তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি শ্রান্ত হোমধেনুগণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হোমবহ্নি [স] *বি* যজ্ঞের আগুন। 'বিচ্ছেদেরই হোমবহ্নি হতে, পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'পূজার স্থানে প্রজ্বলিত হোমবহ্নির সম্মুখে বসিয়াই ন্যায়রত্ন ...' *তারা*, ১৯৪২।

হোমশিখা [স] *বি* হোমযজ্ঞের অগ্নিশিখা। 'স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'হিংসা-হোমশিখা জ্বালি সৃজিলাম বিভীষিকা স্নেহমরা শুষ্ক মরুভূমে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

হোমহুতাশন [স] *বি* যজ্ঞাগ্নি। 'তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্বাণ রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'ওরি লাগি আসন পাতো হোমহুতাশন জ্বেলে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

হোমাগ্নি [স] *বি* যজ্ঞের আগুন। 'স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন আহুতি ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

হোমাগ্নিশিখা [স] *বি* যজ্ঞের আগুনের শিখা। 'বিফল হোমাগ্নিশিখা শ্মশানভূমির ক্ষুধিত চিতাগ্নিরূপে উঠেছে জাগিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭; 'সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

হোমানল [স] *বি* যজ্ঞের আগুন। 'হোমানলে মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

হোমের ফোঁটা *বি* যজ্ঞের ছাইয়ের ফোঁটা। 'নাকে তিলক, তার উপরে হোমের ফোঁটা।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হোম[২] [ই] ১ *বি* বাসস্থান। 'যে দেশ, যে স্থান ভাল সেই আমাদের হোম।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ২ *বি* (শিশু, বৃদ্ধ বা রোগীদের পরিচর্যার জন্য) আশ্রম। 'অনাথ শিশুদের নিয়ে চিটাগাং শহরে একটা হোম খোলার চেষ্টা চলছে।' *বেগম*, ১৯৭০।

হোমগার্ড [ই] *বি* রক্ষীবাহিনী। 'হোমগার্ডে লোক লওয়া হইয়াছে হিন্দুসভার চাঁইদের ছুপারিশ অনুসারে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

হোমরুল [ই] *বি* স্বরাজ। 'তোমরাই আবার হোমরুল চাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হোমসিকনেস [ই] *বি* গৃহকাতরতা। 'মাফি, তুমি হোমসিকনেসে ভুগছো নাতো?' *হাই*, ১৯৫৮।

হোমর [ই] *বি* ইলিয়াড ও অডেসি নামক গ্রীক মহাকাব্যের রচয়িতা। 'হোমর ও বর্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

হোমরা চোমরা ১ *বিণ* গণ্যমান্য; সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী। 'অনেক হোমরা চোমরা বাবু তেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বি* প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'হোমরাচোমরা দিয়া কোনো কাজ হইবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বি* উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। 'হোমরা চোমরা ওমরা যায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হোমিওপ্যাথ, হোমিওপ্যাথি [ই] *বি* স্যামুয়েল হ্যানিম্যান প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতি। 'হোমিওপ্যাথি দেখব?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'অ্যালোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ সকল রকমের চিকিৎসক।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হোমিওপ্যাথিক [ই] *বিণ* হোমিওপ্যাথি-পদ্ধতির। 'নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিস্পেন্সারী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হোয়াইটওয়াশ [ই] *বি* চুনকাম। 'হোয়াইটওয়াশ যা করিয়াছি তাই দেখিতেছি নহে রইবার।' *নজরুল*, ১৯৩১।

হোররা [ধ্বন্যা] *বি* উচ্চ কোলাহল। 'আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায় ... থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি, সন্ন্যাসীর হোররা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হোরা [স] *বি* আড়াই দণ্ড পরিমিত কাল; ঘণ্টা। 'অর্ধ রাত্রি হইতে হোরা অর্থাৎ বেলার গণনা আরম্ভ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'যখন তিনি মুকুরনির্মাণে বসিতেন, ক্রমাগত দ্বাদশ চতুর্দশ হোরা পরিশ্রম করিতেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

হোরি [স হোলিকা] *বি* বসন্ত-উৎসব। '"হোরির বক্সিস" "দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী" "রাখী পূর্ণিমার প্রণামি" দিয়েও মন পাওয়া ভার।' *হুতোম*, ১৮৬১। *দ্র* **হোলি**

হোরিকা [স হোলিকা] *বি* বসন্তোৎসব। 'হোরিকা মেলা, আবির খেলা/ রসরঙ্গ-তরঙ্গ উথালি।' *গিরিশচন্দ্র*, ১৮৮৩।

হোরিখেলা [স হোলিকা+খেলা] *বি* দোলযাত্রা উদ্‌যাপন। 'এই পঙ্কিল রসের হোরিখেলায় পিচকিরিটা তাদেরই হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হোল [আ হওল] *বি* অণ্ডকোষ। 'সেই হইতে [মোর] ফুলেছে হোলবিচি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হোলনা [হি হোলসা] *বি* বড় মালসা। 'এক এক জনারে দুই দুই হোলনা দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হোলা [হি হোলসা] *বি* মাটির পাত্রবিশেষ; মালসা। 'পোস্ত খাবার হোলাটী সেই ভাস্যা গেল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হোলি [স হোলিকা] *বি* দোলযাত্রা। 'বাদল-দিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কাফি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। *দ্র* **হোরি**

হোলিখেলা ১ *বি* আনন্দোৎসব। 'সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* (হিন্দুপর্ব) দোলযাত্রা। 'হোলিখেলার দিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হোল্ড [ই] *বি* পণ্য রাখার জন্য জাহাজের অভ্যন্তরের অংশ। 'আগুন লেগেছে জাহাজের সেকেন্ড হোল্ডে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

হোল্ডল [ই] *বি* বিছানা বাঁধার জন্য চামড়া ও শক্ত কাপড়ের তৈরি প্যাকেটবিশেষ। 'বিস্তারা বাঁধবার হোল্ডল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হোল্ডার [ই] *বি* বৈদ্যুতিক বাল্‌ব ধরে রাখার আধারবিশেষ। 'প্ল্যাগপয়েন্ট, হোল্ডার সবই তো দরকার হবে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

হোশ [ফা] *বি* চেতনা। 'আজ আমাদের খুন ছুটেছে, হোশ টুটেছে।' *নজরুল*, ১৯২২। *দ্র* **হুঁশ**

হোস্টেল, হোস্টেল [ই] *বি* ছাত্রাবাস। 'হোস্টেলের ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তলিত হয়েছে।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩; 'হোস্টেলের অভাব মেয়েরা অনেক কাল থেকে অনুভব করছে।' *বেগম*, ১৯৫৩। *দ্র* **হস্টেল**

হোস্টেল-সুপার [ই] *বি* ছাত্রাবাসের পরিচালক। 'হোস্টেল-সুপার সত্যপ্রিয়বাবু ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

হোসপাইপ [ই] *বি* পানি সরবরাহের নল। 'করপোরেশনের লোকে রাস্তায় হোসপাইপ দিয়ে পানি দিচ্ছে।' *রশীদ*, ১৯৬৩।

হোসেনী কানাড়া *বি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'হোসেনী কানাড়া – কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হোস্টেস [ই] *বি* আতিথ্যকর্ত্রী; আমন্ত্রণকারিণী। 'আজকের ব্যাপারে হোস্টেস কে?' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

হো হো [ধ্বন্যা] ১ *বি* বাতাসের শব্দ। 'সন্ধ্যাবায়ু প্রবেশ করাতে হোহো করিয়া শব্দিত হইতেছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বিণ* প্রাণখোলা। 'সেদিকে একটা হো হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বি* উচ্চহাসির শব্দ। 'হোহো হাহা হাহা হিহিহিহি।' *নজরুল*, ১৯২২।

হোঁ [ধ্বন্যা] *অব্য* ওগো। 'হোইহোঁ দাসী তোরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হৌজ [আ হৌজ] *বি* চৌবাচ্চা। 'নীলের কুঠী যায় ১৬ যোড়া হৌজ ও জলের হৌজ।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

হৌস [ই হাউস] *বি* বাণিজ্য কুঠি। 'হৌস সকল ফেইল হওয়াতে অনেক ব্যক্তি কর্মচ্যুত হইয়াছে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮।

হৌসওয়ালা [ই হৌস+হি ওয়ালা] *বি* বাণিজ্য কুঠি বা সওদাগরি দপ্তরের কর্মকর্তা। '... হৌসওয়ালারাও প্রথমে কিঞ্চিৎ লাভ দেখাইয়া পরে ঝুলি কাঁধা যাহা থাকে সমুদয় লয়েন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

হ্যাঁক হ্যাঁক [ধ্বন্যা] *বি* মাটিতে কোপ দেওয়ার শব্দ। 'হ্যাঁক হ্যাঁক করে আওয়াজ বের করে উঠোনে কোপ দিল সে।' *হাসান*, ১৯৭৪।

হ্যাঁচকা [ধ্বন্যা] ১ *বিণ* আকস্মিক। 'জীবনে এসব হ্যাঁচকা ভালোবাসার কোনো গল্প ছিল না।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি* হঠাৎ সজোরে টান। 'প্যাকিং বাক্সদের কবল থেকে এক হ্যাঁচকায় উদ্ধার করে ...।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

হ্যাঁচকা টান *বি* হঠাৎ সজোরে টান। 'তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে ...।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হ্যাঁচকা-হেঁচকি *বি* সজোরে টানাটানি। 'হ্যাঁচকা-হেঁচকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

হ্যাচকা *বিণ* আকস্মিক। 'হ্যাচকা বাতাসের ঝাপটা এলো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

হ্যাঁচ্চো [ধ্বন্যা] *বিণ* হাঁচির। 'আর ঘন ঘন হ্যাঁচ্চো শব্দে পড়াশুনা বন্ধ হয় আর-কি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০; 'আমার বড়ই হ্যাঁচ্চো পাইয়াছে।' *জসীম*, ১৯৬০।

হ্যাঁচ্ছো [ধ্বন্যা] *বি* হাঁচি। '(উৎকট হাঁচি) হ্যাঁচ্ছোঃ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

হ্যাঁদা *বি* বোকা। 'দূর হ্যাঁদা, কইতে যামু আমি?' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হ্যাঁপা [হেপা] ১ *বি* ঠেলা। 'প্রেমের হ্যাঁপায় হাঁপিয়ে ভেঁপু।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* প্ররোচনা। 'কোনো পুরুষের প্রেমে বা হ্যাঁপায় পড়ে গৃহ বা কুলত্যাগিনী হয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

হ্যাঁলো [ই] *অব্য* দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যবহৃত শব্দ। 'ডাকবো না কি-হ্যাঁলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। *দ্র* **হেলো**

হ্যাঁসফ্যাঁস [ধ্বন্যা] *বি* দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। 'হাঁপ ছাড় হ্যাঁসফ্যাঁস ও রকম হাঁ করে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

হ্যাঁসফ্যাঁসানি *বি* অস্থিরভাবে জোরে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। 'ব্যাচারির হ্যাঁস-ফ্যাঁসানির শেষ নেই।' *নজরুল*, ১৯২৬।

হ্যাংনামা [ফা হাঙ্গামহ্] *বি* হাঙ্গামা। 'ভাবনাপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাংনামা করে না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। *দ্র* **হাঙ্গাম**

হ্যাংলা *বিণ* হীনভাবে লোভ প্রকাশ করে এমন। 'ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব।' *বিভূতি*, ১৯২৯। *দ্র* **হেংলা**

হ্যাংলাপনা *বি* হীনভাবে লোভ প্রকাশ। 'উনি নিজেই যদি হ্যাংলাপনা করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হ্যাংলা মার্কা [হ্যাংলা+প মার্কা] *বিণ* নির্লজ্জভাবে লোলুপতা প্রকাশ করে এমন ধরনের। 'মাছের আশায় হ্যাংলা মার্কা কাদা থাকে বসে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

হ্যাংলামি *বি* লঘুচিত্ততা। 'তৃষিত চোখে চাহিয়া থাকার সে কি হ্যাংলামি!' *বিভূতি*, ১৯৩১।

হ্যাঙ্গাম [ফা হাঙ্গামহ্] ১ *বি* ঝামেলা। 'নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে ...।' *হুতোম*, ১৮৬২। ২ *বি* গোলমাল। 'জিনিসপত্র নামানোর হ্যাঙ্গামে কেহ তা লক্ষ করিল না।' *নজরুল*, ১৯৩১। *দ্র* **হাঙ্গাম**

হ্যাঙ্গামা [ফা হাঙ্গামহ্] *বি* ঝামেলা। 'কাজ কি হ্যাঙ্গামা বাড়িয়ে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

হ্যাচকা *দ্র* **হ্যাঁচকা**

হ্যাচড়া পুজা *বি* ফরিদপুর অঞ্চলে কৃষিজীবী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকাচারবিশেষ। 'হ্যাচড়া পুজোর ছড়ার মত ফুরফুরিয়ে ঘোরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

হ্যাজাক [ই] *বি* উজ্জ্বল আলো দেয় এমন গ্যাসের বাতিবিশেষ। 'হ্যাজাকটা বার করেন তিনি।' *শামসুল*, ১৯৫৭।

হ্যাজাকবাতি [ই হ্যাজাক+বাতি] *বি* উজ্জ্বল আলো দানকারী গ্যাসের বাতিবিশেষ। 'হ্যাজাকবাতির ম্যান্টেলের চেয়েও ...।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

হ্যাট [ই] *বি* মাথার টুপিবিশেষ। 'হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

হ্যাটকোটধারী [ই হ্যাটকোট+স ধারী] *বিণ* সাহেবি পোশাক পরিহিত। 'হ্যাটকোটধারী শ্বশুরকে প্রথমে চিনিতেই পারে নাই।' *প্রভাত*, ১৮৯৮।

হ্যাটুয়া *বি* হ্যাট পরে আছে যে। 'হ্যাটুয়ারা দেয় হ্যাটে তালি।' *নজরুল*, ১৯৪১।

হ্যাণ্ড, হ্যান্ড [ই] *বি* হাত। **হ্যাণ্ডকাপ, হ্যান্ডকাপ** [ই] *বি* হাতকড়া। 'যাওয়ার সময় তাকে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে নিয়ে চলে যেত।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

হ্যাণ্ডনোট, হ্যান্ডনোট [ই] *বি* ঋণস্বীকারের দলিল। 'আপনি হ্যাণ্ডনোটে ধার করবেন না।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'রায়তী স্বত্ব, না-দাবি, হ্যাণ্ডনোট ...।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

হ্যাণ্ডবল [ই] *বি* খেলার সময়ে হাত দিয়ে বল ধরার অপরাধ। 'করে শুধু হ্যাণ্ডবল।' *নজরুল*, ১৯৪১।

হ্যাণ্ডবিল [ই] *বি* প্রচারপত্র। 'পুলিশ ও পোস্টাল বিভাগ ... বহুতর হ্যাণ্ডবিল ধরিয়া ফেলিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

হ্যাণ্ডব্যাগ, হ্যান্ডব্যাগ [ই] *বি* হাতব্যাগ। 'গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যান্ডব্যাগটা আনিয়া দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'তাঁহার সঙ্গে মাত্র একটী হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

হ্যাণ্ডশেক [ই] *বি* করমর্দন। 'হ্যাণ্ডশেক করে বেড়িয়ে গেল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হ্যাণ্ডসম [ই] *বিণ* সুদর্শন। 'আর ছেলেটি দেখতেও কী হ্যাণ্ডসম।' *বুদ্ধদেব*, ১৯৪৯।

হ্যাণ্ডল [ই] *বি* পরিচালনা। 'কিভাবে হ্যাণ্ডল করতে হয় শিখিয়ে দেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

হ্যাণ্ডেল, হ্যান্ডেল [ই] *বি* হাতল। 'হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'ওদের হ্যান্ডেল হওয়া ছাড়া ... মিস্ত্রির চ্যাংদোলায় নিজে চেপে আসি।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

হ্যাণ্ডিল [ই] *বি* গাড়ির হাতল। 'চটে গিয়ে তিনি হ্যাণ্ডিল মারার ভয়ও দেখিয়েছিলেন।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

হ্যাণ্ডলুম [ই] *বি* হাতে চালিয়ে কাপড় বোনা হয় এমন যন্ত্র। **হ্যাণ্ডলুম-হাউস** [ই] *বি* তাঁতঘর। 'হ্যাণ্ডলুম-হাউসে নকশা নাই!' *শক্তি*, ১৯৬৫।

হ্যাদে [ধ্বন্যা] *অব্য* সম্বোধনসূচক শব্দবিশেষ; ওগো। 'হ্যাদে ছুঁড়ি হাস্য মোর ভঙ্গ কৈলি নৃত্য।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হ্যানোত্যানো *অব্য* প্রভৃতি। 'তরকারী, কাঠ, মুরগী – হ্যানোত্যানো নানান জিনিস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

হ্যাপসা *বিণ* অস্বস্তিকর। 'ধোঁয়া ও বাসি দুধের একটা হ্যাপসা গন্ধ।' *জীবন*, ১৯৩২।

হ্যাভার-স্যাক [ই] *বি* খাদ্যাদি বহনের জন্য ব্যবহৃত সৈন্যদের থলি। 'আমার হ্যাভার-স্যাক থেকে একটু আচার বের করে খাওয়া যাক।' *নজরুল*, ১৯২২।

হ্যাম [ই] *বি* শুয়ারের মাংস। 'রাঙ্গামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

হ্যারিকেন [ই] *বি* লণ্ঠন। 'রসো তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে বলল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬। *দ্র* **হারিকেন, হেরিকেন**

হ্রদ [স] *বি* চারদিকে স্থলবেষ্টিত বৃহৎ প্রাকৃতিক জলাশয়। 'জেজ্জন আসিয়া পিপ এই হ্রদে পানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হ্রদতীর [স] *বি* হ্রদের উপকূল। 'হ্রদতীরে স্ত্রীপুরুষ সকলে মনের আনন্দে বেড়াইতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

হ্রস্ব [স] **১** *বিণ* সংক্ষিপ্ত; ছোটো। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'ম তে হ্রস্ব উ কার একটু নীচে টানিয়া দেও।' *ভবানী*, ১৮২৫। **২** *বিণ* খাটো। 'চুল ছাঁটা এবং টিকিটি হ্রস্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **৩** *বিণ* খর্বাকৃতি। 'দীর্ঘ যে দেখায় হ্রস্ব যারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হ্রস্ব আ *বি* স্বরবর্ণের প্রথমটি; অ। 'বাংলায় এই হ্রস্ব আ অর্থাৎ অ আমাদের উচ্চারণে আ নাম নিয়েই আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হ্রস্ব ইকার [স] *বি* স্বরবর্ণের তৃতীয়টি; ই। 'তদ্ভিন্ন অন্য অন্য সমুদায় স্থলেই হ্রস্ব ইকারান্ত লিখিত হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৩।

হ্রস্ব উ *বি* স্বরবর্ণের পঞ্চমটি; উ। 'হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ ডাক ছাড়ে ঘেউ ঘেউ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

হ্রস্ব ঐকার *বি* সংক্ষিপ্ত ঐকার। 'তখন হ্রস্ব ঐকার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

হ্রস্বকায় [স] *বিণ* খর্বাকৃতি। 'বিদ্যালয়ের ... সহকর্মীরা স্বভাবতই ... হ্রস্বকায়, অস্থিষ্ট প্রতিভাবান পুরুষটিকে বিশেষ পাত্তা দেননি।' *শিব*, ১৯৭৩।

হ্রস্বতম [স] *বিণ* সবচেয়ে ক্ষুদ্র। 'গাছের ছায়া হ্রস্বতম।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হ্রস্বতা [স] *বি* অল্পতা। 'দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

হ্রস্বতেজা [স] *বিণ* তেজহীন। 'নক্ষত্র ক্রমে হ্রস্বতেজা হইয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

হ্রস্ব-দীর্ঘ [স] *বিণ* দৈর্ঘ্য-সম্পর্কিত। 'হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই তার পক্ষে বাবা জ্যাঠা দুই সমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

হ্রস্বদীর্ঘতা [স] *বি* ছোটো বড়ো অবস্থা। 'সে ঢং ক্রিয়াপদের হ্রস্বদীর্ঘতার উপর নির্ভর করে না।' *প্রমথ*, ১৯২০।

হ্রস্বদীর্ঘাদি [স] *বি* স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা। 'শব্দসকলের হ্রস্বদীর্ঘাদি প্রভেদ যথেষ্ট পরিমাণে।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

হ্রস্বস্কন্ধ [স] *বিণ* খাটো ঘাড়বিশিষ্ট। 'হ্রস্বস্কন্ধের বংশলোপ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হ্রস্বীকরণ [স] *বি* হ্রস্ব করার কাজ। 'অমূল্যধনের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণের নিয়ম জেনেও তারা কাজ গোছাতে পারবে না।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হ্রাস [স] **১** *বি* ক্ষয়। 'চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।' *ভারত*, ১৭৬০। **২** *বি* ক্ষতি। 'লোকের কোনহ প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা করা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **৩** *বি* অবনতি। 'এক্ষণে ক্রমে তাহার হ্রাস হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬। **৪** *বি* কমতি। 'মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

হ্রাস করা[১] *ক্রি* কমিয়ে দেওয়া। 'পূর্ণতার ভাবকে হ্রাস করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হ্রাস-করা[২] *বিণ* কমানো। 'মাথার বালিশ থেকে তুলোগুলো হ্রাস-করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হ্রাসতা [স] **১** *বি* দৌর্বল্য। *মানোএল*, ১৭৪৩। **২** *বি* ক্ষয়। 'যেমন২ যৌবনের হ্রাসতা হইতে থাকে তদনুযায়ী আদরের হ্রাসতা হয়।' *ভবানী*, ১৮২৮।

হ্রাস পাওয়া *ক্রি* কমে যাওয়া। 'যাত্রীদের উৎসাহ দেখিতে দেখিতে হ্রাস পাইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'মূল্যের কিছু হ্রাস পেতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হ্রাসপ্রাপ্ত [স] *বিণ* হ্রস্বীভূত। 'পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।' *সওগাত*, ১৯২৯।

হ্রাস-বৃদ্ধি [স] *বি* বাড়া-কমা। 'এই উঠা-নাবার সঙ্গে রোগবিশেষের হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হ্রাস হওয়া *ক্রি* কমে যাওয়া। 'এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অনুমতিপ্রাপণের পরঅবধি ঢাকা শহরের লোকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

হ্রী [স] *বি* লজ্জা। 'হ্রী পাইয়া হ্রাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হ্রেষা[১] [স] *বি* ঘোড়ার ডাক। 'হয়ব্যূহ মিশাইলা হ্রেষারব সে রবের সহ!' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'রাজপুরীর অশ্বশালায় ভীত অশ্বের হ্রেষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'আহতের আর্তনাম অশ্বের হ্রেষা রণশঙ্খের ধ্বনি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

হ্রেষাধ্বনি [স] *বি* ঘোড়ার ডাক। 'একবার গ্রীবা বাঁকাইয়া হ্রেষাধ্বনি করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'আস্তাবল থেকে চিঁহি চিঁহি শব্দে হ্রেষাধ্বনি উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

হ্রেষারব [স] *বি* ঘোড়ার ডাক। 'হয়ব্যূহ মিশাইলা হ্রেষারব সে রবের সহ!' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'তুরঙ্গসকল ... হ্রেষারবে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

হ্রেষা[২] [স] *ক্রি* হ্রেষাধ্বনি করা। 'হ্রেষি আস্কন্দিল হয়-বৃন্দ; ঝনঝনিল কৃপাণ পিধানে।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনি নূপুরের ঝনঝনি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হ্লাদরস [স] *বি* আহ্লাদ রস। 'যার ফলে চেতনায় হ্লাদরসের আস্বাদ হয় ...।' *শিব*, ১৯৭৩।

হ্লাদিনী *বি* বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে আনন্দ দানকারী সত্তা। 'আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হ্লাদৈকময়ী [স] *বিণ* আনন্দময়ী। 'তিনি হ্লাদৈকময়ী – আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন।' *অবন*, ১৯২৫।